শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৩; বৃহস্পতিবার।

দয়ালের আহ্বান।

"আজি আয় সবে ছুটে আয়!
করুণা অমিয়া ভুবন ভরিয়া
শতেক ধারায় বহিয়া যায়!"
গৃহপরিক্রমা ছেড়ে এস আজ,
ছাড়ি সংশয় তুচ্ছ ভয় লাজ,
ডাকেন সবারে বৈষ্ণব রাজ
করুণানিলয় প্রভু দয়াময় ॥

"আজি এস, এস ওগো বিশ্বপান্থ!
জীবন আহবে ব্যথিত ক্লান্ত।
লভি কৃপাবারি হওহে শান্ত
সুধাপানে কর মরণ জয় ॥

কে কোথায় আছ বেদনা-পীড়িত,
প্রবল জনের চরণ-দলিত,
শতবাসনার চিন্তা-মথিত,
আয় ছুটে আয়! সবে আয়!
চিরতৃষিতের তৃষাহারী ওই,
কৃপা সুরধুনী বহিয়া যায়!!

জীবনের সাথে মরণ আঁধার,
যৌবন শোভা নাশে জরাভার,
জনম মরণ উরমি মালার
আবর্ত্তন হ'তে এসহে সবে ॥"

বিগলিত হিয়া জীবের ব্যথায়,
তাই ডাকিছেন অসীম দয়ায়
"সংসার ভুলে আয় আজ আয়!"
প্রশান্তবদনে করুণ রবে ॥

(শুধু) দুদিনেরি তৃষা মিটানর তরে
তাঁর নয় আহ্বান, কখনো কাহারে,
যে প্রাণপূর্ণ নিধি বিলান সবারে
নাই, নাই, চৌদ্দ ভুবনে তুলনা।

সে আহ্বান-বাণী মরমে পশিয়া,
রুক্ত জীবের ব্যাকুল হিয়া,
শতেক বাঁধন চরণে দলিয়া
ছুটে পাইয়া নবীন চেতনা ॥

নবধা ভক্তির কেন্দ্র অন্তর্দ্বীপ,
(তাঁর) আত্মনিবেদন বিশুদ্ধ স্বরূপ,
নিত্যানন্দ শোভা চিন্ময়রূপ,
জয় গৌরধাম শ্রীমায়াপুর ॥

যেথা যোগপীঠে নিম্বতরুমূলে,
অবতীর্ণ হরি কৃপায় ভূতলে,
দেবতাপূজিত সে অমূল্য ধূলে,
গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদিয়া অঘোর।

নিত্য বিরাজিত যেথায় শ্রীগৌর,
নিখিলজীবের প্রভু বিশ্বম্ভর,
(তথা) শ্রীবাসাঙ্গিনায় নিত্যলীলা তাঁর,
(দেখে) নিরমল দিঠি ভকতজন ॥

সংকীর্ত্তন রসে নটবর গোরা
যেথা ভক্তসনে প্রেমবিভোরা,
ভ্রমি সেই ভূমি প্রেমে আত্মহারা
পুলক পূরিত হৃদয় মন ॥

তখন—
কুটিল সংসার স্বপনের প্রায়,
স্মরণে যাতনা বিষময় হায়!
ধাম তাজি হিয়া যেতে নাহি চায়,
মুখে জয় জয় দীন শরণ!

পুনঃ শুন গম্ভীর, করুণার ডাক—
"থাক্ পড়ে গৃহ—কাজ ভেসে যাক্,
শতবন্ধন থাক্ দূরে থাক্
চিরলক্ষ্য মূলে হও আগুয়ান ॥

(যেথা) শ্রীচৈতন্য ভগবান—
দয়ার ঠাকুর মূরতি মধুর
অমৃত করেন দান ॥

এস এস সবে ত্বরা—
হয়েছে প্রচুর, সময় পূজার,
সাজে কি বিলম্ব করা?

যার যাহা আছে আনো
রতনে মাণিকে মুকুতা হীরকে
নাই কোন প্রয়োজন ॥

ঘণ্টা বাজিল অই—
এসগো পূজারী লয়ে দীপ সারি
আরতির দেরী নাই ॥

যা' রয়েছে তব নিয়ে এস তাই
ক্ষুদ্র বলিয়া তুচ্ছতা তো নাই,
শুধু নিরমল ভকতিটী চাই
কৃষ্ণমানসতোষণ ॥

ভকতি শীতল শুভ্র শেফালী
(ফোটে) মানস শরত প্রভাত উজলি
অমল সে ফুটে পূজ বনমালী—
হৃদয়েশ পূজা তরে—
কর আত্মনিবেদন ॥

নদীয়ার পূর্ব্বগৌরব।

পাণিনি মুনি স্বীয় লেখনীর মধ্যে গৌড়পুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিমুনির অভ্যুদয়কাল বহুপূর্ব্বে। কেহ কেহ বলেন, প্রায় তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল যেখানে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ উদিত হইয়াছিলেন, তিনি সেইস্থানের অধিবাসী। পাণিনির উল্লিখিত এই গৌড়রাজেন্দ্রপুর কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইলে আমরা কিংবদন্তী মূলে জানিতে পারি যে কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটে যাইবার লঘুরেলপথে আমঘাটা নামক ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সুবর্ণ বিহার নামক স্থানে অতি পূর্ব্বকালে গৌড়দেশের রাজধানী ছিল। এইস্থান বৌদ্ধধর্মের বিস্তার কালে সুবর্ণবিহার নামে কথিত হয়। এইস্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্ত্তী কর্ণসুবর্ণ এবং ঢাকাজেলার সুবর্ণগ্রাম এই ত্রিকোণী-বর্দ্ধিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানীত্রয় বলিয়া মাধ্যমিক যুগে খ্যাত হইয়াছে। সুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্ত্তমান কালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহারাই মগধে কিছুদিন রাজ্যবিস্তার করেন। শূররাজগণের রাজ্যকালে গৌড়ের রাজধানী শোরডাঙ্গা বর্ত্তমানকালে শরডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কথিত হয়। এই শোরডাঙ্গার নামান্তর শবরক্ষেত্র। কালাপাহাড়ের অত্যাচারে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত হইয়া শবরক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। পরে কালপ্রভাবে গাঙ্গতটবাসী উপাধ্যায়বংশে স্বপ্নাদেশক্রমে তাঁহারাই জগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। এই শোরডাঙ্গা বা শবরক্ষেত্রের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্যেনডাঙ্গা। কেহ কেহ বলেন, শ্যেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্যেনপক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্নস্বীকার করায় তাঁহাদিগের 'শ্যেন' উপাধি। পরবর্ত্তিকালে সেন বা সেনা পারস্যশব্দ ফৌজবাচক হইয়াছে। এখন ঐ 'শ্যেনডাঙ্গা' শোণডাঙ্গা বলিয়া সুপরিচিত। এই গৌড়দেশেই সুবর্ণবিহার, শূরডাঙ্গা শ্যেনডাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুরপ্রভৃতি স্থানে একসময়ে গৌড়রাজেন্দ্রপুর প্রকটিত ছিল। কালপ্রভাবে যবনসেনাপতির আক্রমণে এই সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহাও আজ সওয়া সাত শত বৎসরের কথা। যদিও প্রাচীন গৌড়পুর কালজলধির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, তথাপি সেই সেই স্থানে ক্ষাত্রবৃত্তিসম্পন্ন জনগণের পূর্ব্বাধিকার লুপ্ত হইলেও ব্রহ্মবৃত্তির প্রাকট্যক্রমে পূর্ব্বগৌরব ন্যূনাধিক সংরক্ষিত হইতেছিল। ভাগীরথীর বিভিন্ন কালীয় গতি ও তাহার সহিত সরস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন স্রোত প্রাচীন স্থানগুলিকে ন্যূনাধিক স্ব স্ব গর্ভজাত করিলেও প্রকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের একেবারে হাত এড়াইয়া যায় নাই। শ্রীমায়াপুরের কতক অংশ কিছু দিন পূর্ব্বে বেলপুকুরিয়া নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠগুলি কিছুদিন পূর্ব্বে রামজীবনপুর, কোরিয়াটি, তারণবাস, বামনপুকুর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। নদীয়ার রাজবংশের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সকল কথার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

বিগত পরশ্ব যে শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপে পরিক্রমা হইয়াছিল, সেই সকল স্থান নানা প্রকার ঐতিহ্যের উপকরণ প্রদানে করিতে সমর্থ। বীরপুরুষগণের বিক্রম নিত্যকাল স্থায়ী না হইলেও ব্রহ্মবিৎ বিদ্বজ্জনগণের স্মৃতিসমূহ স্মরক্রপে বহুকাল জাজ্বল্যমান থাকিয়া অস্তিত্ব বিধান করে। এই প্রাচীন স্থানসমূহ একদিন বিদ্বজ্জনবেষ্টিত নাগরিকগণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। গীতগোবিন্দ-লেখক শ্রী কবি জয়দেব এই শ্রীমায়াপুরেই শ্যেনবংশীয়গণের রাজসভার উজ্জলরত্নরূপে একদিন বিরাজমান ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে হৈতুক ন্যায় মিথিলা হইতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপেই স্থানান্তরিত হয়। এখানেই আর ছয়টী মোক্ষদায়িকা পুরীর বিদ্যার্থিসম্প্রদায় কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শুভাগমন পূর্ব্বক নব্য ন্যায়ে দীক্ষিত হইতেন। কিন্তু আজ সেই পূর্ব্ব গৌরবের কথা বিস্মৃতির অতল জলধিতে প্রোথিত হইয়া সাধারণের অবিদিত ব্যাপার বিশেষে পরিণত হইয়াছে।

সহৃদয় গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের সেই বিদ্বৎস্মৃতির পুনরুদ্দীপনকল্পে পুনরায় গৌড়নরেন্দ্রপুরে বিদ্যাপীঠের উদ্বোধন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আসুন, ভাই সকল, সকলে মিলিয়া সমবেত যত্নের সহিত আমাদের পরম আদরের বাণীর বিবিধ বিলাসরঙ্গমঞ্চ পুনঃ স্থাপন করি। ইহাতে পঞ্চগৌড়ের অধিবাসীর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। মাগধ জৈনগণ সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কতই না যত্ন করিয়াছেন, কীকটদেশীয় বৌদ্ধগণ নালন্দ বিদ্যাগার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া আজও বিদ্বৎ সমাজের সুপ্ত বিশুদ্ধ বৃত্তির উদ্বোধন করিতেছে।

গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের কি একবারও সেই সকল বিদ্যাবিলাসের স্মৃতি হৃদয়পটে জাগে না? এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাণভট্টের ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিভা তোমাদের কি মনে পড়ে না? বহুদিন ধরিয়াই কি তোমরা ব্রহ্মবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া ইতর চেষ্টায় যাবতীয় উদ্যম নিহিত করিবে? দেখ, ভগবদিচ্ছায় সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতমা মায়াপুরী কালপ্রভাবে অবিদ্যাতিমিরে আবৃত হওয়ায় তাহার কোন সন্ধান পাইতেছিলে না, কিন্তু প্রকৃত স্বদেশবৎসল শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন স্বদেশবাসীর পরম মঙ্গল কামনায় যে হিতকথা-প্রচারমূলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির যত্ন করিয়াছিলেন, সেই অঙ্কুরে এখন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। কালে এই বৃক্ষসমূহের পুষ্প ফলাদিতে গৌড়ীয়ের নিবৃত্ত ক্ষুধার পুনঃ সঞ্জীবন হইতে পারিবে।

গৌড়ীয় ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদের নিকট আমার এই বিনয় আহ্বান, তোমরা আমাদিগের যে যাহা পার, সেইরূপ

সভারত্ন করিয়া পূর্ব্ব গৌরবের পুনঃ স্থাপনকল্পে বিদ্যাপীঠের পুনরুদ্ধার কর। আমরা তোমাদের সহানুভূতি একমাত্র সে বিষয়ে সম্বল মনে করি। এই কার্য্যে তোমাদের গুণ সৌরভ ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং তোমরাও সমধিক তৎ ফলে পুরস্কৃত হইবে। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ, তোমরা প্রতিষ্ঠার ভিক্ষুক নহ, তজ্জন্য তোমাদের নিকট আবেদন এই যে, তোমরা গৌরাঙ্গের বিদ্যার বেদী যাহাতে দিন দিন সমুজ্জ্বলিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা কর। তোমাদের কখনই শৌকরী বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার দুর্গন্ধ ক্লেশ দিতে পারিবে না।

ধাম পরিক্রমা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাজি বলিলেন অত্যন্ত ভীত হইলাম। তাহাতে সিংহরাজ কিঞ্চিৎ সদয় হইয়া বলিল বড় বেশী উৎপাত করিস না তজ্জন্য আজ তোকে ক্ষমা করিলাম। বারান্তরে এরূপ চেষ্টা দেখিলে তোকে সবংশে বধ করিব', এই বলিয়া সিংহ অন্তর্হিত হইল। তাহাতেও আমি অত্যন্ত ভয় পাইলাম এই দেখ এখনো আমার বক্ষে সিংহের নখ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কাজী বলিতে লাগিলেন, সেদিন যত পাইক কীর্ত্তন নিষেধ করিতে গিয়াছিল তাহারা সকলেই আসিয়া বলিল কীর্ত্তন বন্ধ করিতে যাওয়ায় সহসা অগ্নি উল্কা মুখে লাগিয়া তাহাদের সকলের দাড়ি পুড়িয়া গিয়াছে—মুখমণ্ডলে ক্ষত হইয়াছে ইহাতে ভয় পাইয়া আর কোন পাইক কীর্ত্তন নিষেধ করিতে গেল না। নগরের ম্লেচ্ছগণ আসিয়া নানা অভিযোগ করিতে লাগিল। কেহ বলে 'হিন্দুর ধর্ম্ম অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল। সর্ব্বদা 'হরি হরি ধ্বনি' কাণে তালা লাগিবার উপক্রম হইল। কেহ বলে, 'হিন্দুরা শুধু কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে আর হাসে কাঁদে নাচে আবার ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়িও দেয়।' কেহ বলে, 'হিন্দুরা এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে বাদশা শুনিতে পাইলে তোমাকে শাস্তি দিতে পারে।' আমি—তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'হিন্দুরা যে 'হরি' বলে সে তাহাদের স্বভাব। তুমি যবন হইয়া অনুক্ষণ হিন্দুর দেবতার নাম লইতেছ কেন? সে এই উত্তর করিল, 'আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, 'তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' 'রামদাস' 'হরিদাস' এই নাম পরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বল 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি' 'চুরি করি'—এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অন্যের ঘরে ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়ে 'হরি' 'হরি' অর্থাৎ 'হরণ করি' 'হরণ করি' এই কথা বলিয়া থাক। আমি যেদিন তাহাদের সহিত এইরূপ পরিহাস করিয়াছি সেই দিন হইতে আমার জিহ্বা অনিচ্ছা স্বত্বেও 'হরি' 'হরি' বলিতেছে, ইহার উপায় কিছু করিতে পারিনা।' কাজি বলিলেন, 'গৌরহরি, আমার কয় হিন্দুর প্রধান ঈশ্বর যে নারায়ণ তুমি সেই। মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া কাজীকে ছুঁইয়া বলিতে লাগিলেন 'তোমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতে পাইলাম ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। তোমার পাপক্ষয় হইল তুমি পবিত্র হইলে। তুমি হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' তিন নাম উচ্চারণ করিলে। তুমি মহাভাগ্যবান—তুমি মহাপুণ্যবান। কাজী নয়নধারায় অভিষিক্ত হইয়া গদগদ বচনে বলিতে লাগিলেন, তোমার কৃপায় আমার দুর্ম্মতি অপনোদিত হইল। এই কৃপা কর যেন তোমাতে আমার ভক্তি থাকে।' প্রভু বলিলেন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা নদীয়ায় যেন সংকীর্ত্তন কোন প্রকারে বন্ধ না হয় তাহা তুমি দেখিবে।' কাজী বলিলেন আমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদিগকে 'তালাক' দিয়া যাইব কেহ কীর্ত্তনে বাধা দিবে না। চাঁদকাজী প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

এই চাঁদকাজীর প্রাচীন সমাধিস্থান, সমাধির উপরে একটী চারিশত বৎসরের পুরাতন গোলোক চাঁপার গাছ আছে। চাঁদকাজীর দ্বাদশ অধস্তনগণ এখনো এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

৭। শ্রীধরের অঙ্গন :—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়ভক্ত শ্রীধরের গুণরাশির উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন :—

"খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচাফল।
যাঁর ফুটা লৌহ-পাত্রে প্রভু পিল' জল॥

শ্রীধর কলার খোসা, থোড়, মোচা বিক্রয় করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন করেন, তদ্দারা জীবনধারণ করেন এবং সমস্তরাত্রি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে বিদ্যাবিলাস লীলা বিস্তার করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি প্রত্যহ শ্রীধরের দোকানে গিয়া খোলা-মোচা-ক্রয়চ্ছলে অম্লান চারিদণ্ডকাল বহুবিধ রঙ্গ বিলাস করিয়া কখনো অর্দ্ধমূল্যে কখনো বা বিনামূল্যে খোলা মোচা থোড় প্রভৃতি লইয়া আসিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন।

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু হেন মতে খায়।
কোটি ভেট দিলে অভক্তের উলটি না চায়॥"

শ্রীগৌরসুন্দর কাজীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কালে পরিশ্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করিয়া শ্রীধরের বাটে উপনীত হইলেন। শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর, চালে খড় নাই গৃহে আসবাব পত্র কিছুই নাই। প্রভু শ্রীধরের অঙ্গনে সংকীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের গৃহের ক্ষুদ্র বারান্দায় এক ভাঙ্গা ফুটা লৌহ, পাত্র ছিল। তাহার কত স্থানে যে তালি দেওয়া তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং তন্মধ্যস্থ জলপান করিতে লাগিলেন। শ্রীধর, দূর হইতে দেখিয়া হায়! হায়! করিতে লাগিলেন 'ম'লাম 'ম'লাম' বলিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 'প্রভু আমাকে মারিবার জন্য আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন' এই বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন এবং সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, 'শ্রীধরের জলপান করিবার আমার দেহ পবিত্র হইল—কৃষ্ণের চরণে আজি আমার ভক্তিলাভ হইল।' ভক্তবৎসল প্রভু 'বৈষ্ণবের জলপানে বিষ্ণুভক্তি হয় এই তথ্য জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণসমক্ষে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

৮। গঙ্গাতীরে বারকোণা ঘাট :—

এই ঘাটের উপর ছাত্রগণ সহ বসিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীর বিদ্যার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন।

৯। মহাপ্রভুর ঘাট :—

এই ঘাটে প্রভু গঙ্গাস্নান ছলে ছাত্র ও ভক্তগণ সহ জলক্রীড়া করিতেন।

১০। জগাই মাধাইয়ের ঘাট :—

এই ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই মাধাইর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের পাপরাশি ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে নাম-প্রেমে মত্ত করাইয়াছিলেন।

১১। বল্লালদীঘি :—

গৌড়বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু স্বাধীন নৃপতি সেন-বংশজ মহারাজ বল্লালসেনের কীর্ত্তি প্রকাণ্ড দীঘিকার শেষ স্মৃতি-চিহ্ন অদ্যাপি এই স্থানের ঐতিহাসিক সত্যতাবিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

১২। বল্লাল ঢিবি :—

সেন-রাজগণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ স্তূপ কালের ধ্বংসলীলায় মধ্যেও শত শত বৎসরের অধিকাল আত্মরক্ষা করিয়া এই স্থানের প্রাচীন ঐতিহাসিকতা বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিগণের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়েছে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা কালে আমাদের আর একটী বিষয়ে বিশেষ অবহিত থাকা প্রয়োজন। শ্রীধাম সাধারণ গ্রাম নগরাদির ন্যায় জড়বস্তু নহেন অপ্রাকৃত চিদ্বস্তু। নিষ্কপটে শ্রীধামের সেবা না করিলে শ্রীধামের স্বরূপ পরিদৃষ্ট হন না। শ্রীধাম নবদ্বীপের এক একটী দ্বীপ নবধা ভক্ত্যঙ্গের এক একটি অঙ্গের সাধনস্থলী। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধনের স্থান। ভগবচ্চরণে বা শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া প্রপন্ন না হইলে—শরণাগত না হইলে—নিষ্কপটে আত্মনিবেদন না করিলে নবধা ভক্ত্যঙ্গের অন্যান্য অঙ্গ-সাধনের অধিকার লাভ হয় না! শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া আমরা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

শ্রীগুরুচরণে সম্যক্ আত্মনিবেদন করিয়া যিনি শ্রীগুরুদেবের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভাগ্যবান্, তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিত্যলীলা দর্শন যোগ্যতা লাভ করেন।

কোলদ্বীপ বিবরণ।

কোলদ্বীপ বা সহর নবদ্বীপ গঙ্গা পশ্চিম পারে, এই কুলিয়াই অপরাধ ভঞ্জনের পাট বলিয়া খ্যাত। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু চাপাল গোপাল নামক শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী বিপ্রকে ও ভাগবতবক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতে অপরাধ ক্ষমা করেন। এই জন্যই ইহাকে "অপরাধ ভঞ্জনের পাট" বা দেবানন্দ পাট কুলিয়া বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। এই স্থান শ্রীকুলিয়া পাহাড় নামেও খ্যাত। সত্যযুগে বাসুদেব নামে একজন ব্রাহ্মণকুমার বরাহদেবের দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিলে শ্রীবরাহদেব পর্ব্বত সমান উচ্চ শরীরধারী কোল বা বরাহরূপে বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করেন। এই স্থানে সত্যযুগে ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাপ্রহারে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বিনাশ করেন। অগ্রপৃষ্ঠে বিচিত্র ছত্র পতাকা, চামর, বিবিধবাদ্য ও কীর্ত্তন বাদ্য পরিসেবিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তদীয় নিজজনগণের অনুগমনে পরিক্রমকারী ভক্তগণ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু ও শ্রী ত্রিদণ্ডিপাদ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর স্মরণ নিয়াধিক্যে শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

(কোলদ্বীপের পুরাবৃত্ত।)

মহাপ্রভু বিদ্যানগরে পাঁচদিন থাকিয়া অনেক লোক-সমাগমের বর্ণনে যাত্রিযোগে কুলিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

"গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥
সার্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ধাম॥
নবদ্বীপ আদি সর্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি-ঘরে আইলেন ন্যাসিমণি॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠঈশ্বর।
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি মাত্র সর্বলোক মহানন্দে ধায়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই অধ্যায়টী লোচনদাসের বর্ণনার সহিত পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপরপারস্থ তৎকালের কুলিয়া গ্রাম। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপে যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি এই সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, তখনকার কুলিয়াগ্রামে 'চীনাডাঙ্গা' প্রভৃতি পল্লী এবং কুলিয়ার গঞ্জ যাহাকে এখন 'কোলেরগঞ্জ' বলে, সেই সমস্ত ভূমি তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশ রূপে আছে।

যে সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবেন—এরূপ কথা হইল, তৎকালে তদীয় পরমভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহাতে নৃসিংহানন্দ কহিলেন,—এবার মহাপ্রভু কানাইনাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।

'অপরাধভঞ্জনপাট-কুলিয়ার' উল্লেখ অতিস্পষ্টভাবে প্রাচীনগ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৯ম অঙ্কে (রায়ের প্রেরিত এবং নবদ্বীপ হইতে কটকে প্রত্যাগত পুরুষগণের রাজপ্রতি উক্তি)—"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিত-বাটীমধ্যযৌ। * * * ততোঽদ্বৈত-বাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নাম গ্রামে মাধবদাস বাটীমুত্তীর্ণবান্। * * এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এব চলিতবান্।" শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যে—"অস্ত্যেত্য স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গাং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্বপ্রাণিনাং তত্র দৈবাৎ আনন্দং কল্যাণার্থী হেতবে॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য ৩য় অঃ) নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে বাল্যকালে পারিষদগণসহ সঙ্কীর্ত্তন—

"বাঘনাজোড়া, বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপারে কভু যায়েন কুলিয়া॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে—

"গঙ্গা স্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥

প্রেমদাস—

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় (পুর) নামে স্থান।"

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস কৃত ভক্তিরত্নাকরে (১২শ তরঙ্গে)।

তৎকৃত নবদ্বীপপরিক্রমায়—

"কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম।
পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যা নাম॥"

মহাপ্রভু প্রকটকালীয় কুলীয়াগ্রামে বা পাহাড় পুরেই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেই কালেই বর্ত্তমান নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটী অদ্যাপি বাহিরদ্বীপ নামে পরিচিত স্থানেই বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ স্থাপিত হইয়াছে। চীনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও তেঘরীর কোল, কোল আমাদ, কুলিয়ার গঞ্জ প্রভৃতি বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে।

প্রাপ্ত পত্র।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক

মান্যবরেষু:—

১৩৩৫ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভূমিকার শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দের বিচার পাঠ করিয়া আমার কয়েকটী কথা জানাইবার ইচ্ছা হইতেছে। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রে এই পত্র খানি প্রকাশিত করিলে আনন্দিত হইব।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রকাশক মহাশয় "হিন্দুর পর্ব্ব জানিতে কাজি সাহেবের পরামর্শগ্রহণ" ন্যায় অবলম্বন করিয়া দৈবজ্ঞাদি শাস্ত্রে চিরবিমুখ "করণপ্রকাশ" নামক করণ-গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত যিনি শ্রবণ করেন নাই, এমন ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যাব্দের সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। পরলোকগত গোকুলচন্দ্র গোস্বামী বা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন কাল-গণনায় প্রামাণিক নহেন। সুতরাং তাঁহার নিকট এই প্রশ্ন লইয়া তাহা পঞ্জিকাস্থ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়াছেন মাত্র।

পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকায় যে শ্রীচৈতন্যাব্দ সংশোধিত হইয়াছে, উহাই সমীচীন, তাহা গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকাকার মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত ধর্ম্ম-মহামণ্ডল গোস্বামিসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে যেরূপ ভ্রমাত্মক চৈতন্যাব্দ লিখিত হইয়া থাকে, তদনুসারে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় তাঁহারা গোস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণই শ্রেয়ো বিবেচনা করিয়াছেন, পাঠ করিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্রের কথিত কোন গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের কথা আমার স্মরণপথে উদিত হইল। কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে "তুমি সে কেবল প্রভো, তুমি সে কেবল" পাঠ পাইয়া কোনও গোস্বামী পুঙ্গব বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, আমার পিতা গোস্বামী পুঙ্গবের আমলের গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ হয় নাই। উহার বদলে "ভূসি সে কাবল প্রভো, ভূসি সে কাবল" পাঠ ঠিক হইবে। গোস্বামি পুঙ্গবের বিচারপ্রণালী শ্রবণ করিয়া শিষ্যবৎস তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক শোধন করিয়া "তুমি সে কেবলের" স্থানে "ভূসি সে কাবল" পাঠ স্থির করিলেন। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রকাশক মহাশয় এইরূপ বিচারের গোস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণ কি প্রকারে শ্রেয়ো বিবেচনা করিলেন। কালতত্ত্বজ্ঞ বেদাঙ্গশাস্ত্রের কোনও অধ্যাপকই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকায় শ্রীচৈতন্যাব্দ শোধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যবস্থাপক মহাশয় শ্রীচৈতন্যাব্দ তুলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাব্দ না বসাইয়া দেন, ইহাই আমাদের আশঙ্কা হয়। আর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রকাশক মহাশয় কাশীনাথ মল্লিকের টোলবাড়ীর নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিতে গিয়া—শ্রীচৈতন্যাব্দের বদলে শ্রীনিত্যানন্দাব্দ না বসাইয়া ফেলেন, ইহাও আশঙ্কার বিষয় হইতেছে।

ইংরাজী ধরণের বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া খৃষ্টাব্দের অনুকরণকারী নবাবগঞ্জনিবাসী পরলোকগত দীনবন্ধু সেন শ্রীচৈতন্যাব্দের গণনায় যে ভ্রান্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন হইতেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীধাম প্রচারিণী-সভা, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা প্রভৃতি সকল বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সেই ভ্রান্তির আদর করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভারতীয় অঙ্কগণনা-প্রণালীতে প্রবেশ না করায় তাঁহার জেদ বশতঃই মল্লিক মহাশয়ের টোলস্থিত সম্প্রদায় যে ভ্রান্তির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আগামী গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় পরিশোধিত করিলে 'সাহেবী আনা' পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্যানীতে প্রত্যাবর্ত্তন হইতে পারিবে। "শ্রীচৈতন্য প্রকটাতীতাব্দাদয়ঃ" বলিলে বিগত বর্ষসংখ্যাই বুঝায়, আর মেয়েলী গণনা মতে শিশুর ১ বর্ষকাল অতীত হইলেই বর্ষের নাম 'দুই' বলার ন্যায় ভ্রমজনক। ভারতীয় গণনা-প্রণালী বিগতবর্ষ অগ্রে লিখিয়া তৎপরবর্ত্তী বিগত মাসের সংখ্যা লিখিত হয়। তৎপরে বিগত দিবসের সংখ্যা এবং পরে বিগত দণ্ড ও বিগত পলাদি উল্লিখিত হয়। আর সাহেবী আনায় অগ্রে ঘণ্টামিনিট, পরে প্রবর্ত্তমান তারিখ অর্থাৎ তারিখে 'এক' যোগ করিয়া বিগত মাসে 'এক' যোগ করিয়া বিগত বর্ষে 'এক' যোগ করিয়া আগোয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

আমরা যেমন ৬টা বাজিয়া ৫ মিনিট কালকে '৭টা' বলি না, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যাব্দ যেচ্ছায় এক বৎসর টপকাইয়া ৪৪৩—৪৪ কিরূপে হইবে?

শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুসারে 'গো' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়, 'স্বামী' শব্দের অর্থ—যিনি উহা জয় করিতে সমর্থ। "গোস্বামী শব্দে ত্যক্তগৃহকেই বুঝায়—জাতি গোস্বামীকে বুঝায় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের গোস্বামিগণ সকলেই ত্যক্তগৃহ। তাঁহারা ঋষিকুলের অন্তর্গত পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে আচার্য্যকুলের আম্নায় পারম্পর্য্যেই পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং "গোস্বামি সম্প্রদায়" বলিতে গৌড়দেশে শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীকেই লক্ষ্য করে—তাহা গৃহস্থ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের বাচক নহে। সুতরাং "গোস্বামি-সম্প্রদায়ের" পাত্রজ্ঞানে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি-সিদ্ধান্তরত্নকে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। শ্রীঅদ্বৈতবংশের ব্যবস্থা বাগচী মহাশয়দিগের পঞ্জিকায় স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া "গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকা" নিত্যানন্দ-বংশ পরিচয়ে গোস্বামিত্ব আবদ্ধ করিবার বিচার করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ এই প্রকার বিচারের আদর করেন না। স্মার্ত্ত ঋষিকুলের বিচার 'গোস্বামি মত' নহে। একথা পঞ্জিকা-প্রকাশকগণ বিশেষরূপে জানিয়া রাখিবেন গোস্বামিগণ পরমহংস বৈষ্ণব—তাঁহারা স্মার্ত্ত নহেন। তাঁহাদের মতই গোস্বামি-সম্প্রদায়ের মত। গোস্বামী সম্প্রদায়ের মতে "পাষণ্ডী হিন্দুমত" ও "বিশুদ্ধ হিন্দুমত" পৃথক্। শ্রীচৈতন্যাব্দের সঠিক সংবাদ গোস্বামি সম্প্রদায়ের নিকটই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। "ভাগবত-ধর্ম্ম মণ্ডল" নামীয় গোস্বামি-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত সমাজে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নহে। গোস্বামি-মত নিত্যানন্দ বংশে বা অদ্বৈত বংশেই আবদ্ধ নহে। প্রভুদ্বয়ের সেবা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনুসরণকারী গোস্বামিগণের নিকটই প্রাপ্তব্য।

শ্রীকুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ
অধ্যাপক
জ্যোতিষটোল, গাদিগাছা
শ্রীনবদ্বীপ।

দোষোপলব্ধি ও ক্ষমালাভ

"সাধনা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ ও মুদ্রাকর শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে অমূলক অপবাদ প্রকাশকারী কলিকাতা-জোড়াবাগান কোর্টের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন মোকদ্দমা চলার পর যখন তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করেন যে তাঁহার আরোপিত অপবাদ দোষাবহ তখন উক্তিসমূহের অনঙ্গীকারে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত অপবাদগুলি প্রত্যাহার করতঃ অনুতাপমুখে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর গৌড়ীয় মঠের সাধুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত চার্জ্জ হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। তিলকমালা ও বেশধারী ব্রজমোহন দাস নামক জনৈক ব্যক্তি নাক্তিবদ্বীপমোদদ্রুমান্তর্গত রামচন্দ্রপুরের কাঁকুড়ের মাঠে প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটী স্ত্রীলোকসহ একটী আকড়া করিয়া বসে। কিছুদিন পরে যখন সঙ্গিনীগণের অন্নবস্ত্রের অভাব হইয়া পড়িল তখন একটী অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করতঃ সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। সে কল্পনামূলে বলে যে রামচন্দ্রপুরে তাহার আকড়ার নীচে মহাপ্রভুর মন্দির আছে কিন্তু ঐ রামসীতার মন্দিরেই মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল। মন্দিরটী খনন করিতে হইবে। সুতরাং লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকে কিন্তু মহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনি মন্দিরে বাস করেন নাই এবং গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে উল্লিখিত আছে এই সকল যুক্তি তাহার মস্তিষ্কে আদৌ আসে নাই। সে পূর্ব্বে মায়াপুরগ্রামকে মুগক বলিয়াছিল। এরূপ ভুয়ো কতকগুলি অযুক্তিকে যুক্তি বলিয়া প্রচার করিতে থাকে এবং মাঝে মাঝে গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে অমূলক ঘটনা রটনা করিয়া নিজকেই লোকসমাজে হীন প্রতিপন্ন করে। আজও মায়াপুরে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা ব্রজপত্তন ও তাহারই অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে চাঁদকাজীর সমাধিতে ৪০০ বৎসরের বৃহৎ গোলকচাঁপার গাছ বর্ত্তমান থাকিয়া মহাপ্রভুর লীলাভূমির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাবাজী অদ্ভুত মিথ্যা ঘটনা রচনা করিয়া যে নানাবিধ সংবাদ প্রচার করে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। রাধাগোবিন্দবাবুও উক্তপর কতক লোকের প্ররোচনায় ইহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং পরে সত্য সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা জানি রাধাগোবিন্দবাবু শ্রীমায়াপুরের [illegible] প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহযোগী সম্প্রদায়ের ভট্টাচার্য্য ধেজেন্দ্রবাবু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দেখিয়া লিখিয়াছিলেন —ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর নিজজন, তিনি মহাপ্রভুর প্রকটভূমি সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন তাঁহারই কৃপায় আজ মানব সমাজ এই মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ যেমন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী প্রকাশ করিয়াছেন তেমনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট ও বিহারস্থলী প্রকাশ করিয়াছেন।

নাথ মহাশয় আদালতে সকল অন্যায় কথার প্রত্যাহার করিবার ও অনুতপ্ত হইবার কথা জানাইলে তিনি গৌড়ীয় মঠের পক্ষে অভিযোগকারিগণের ক্ষমালাভ করিয়া মুক্ত হন। পরবর্ত্তি সপ্তাহে উক্ত ব্রজমোহন দাস ও রাধাগোবিন্দবাবুর অনুগমনে ঐরূপ উক্তি প্রত্যাহারমুখে দুঃখপ্রকাশ করিয়া ক্ষমালাভ করতঃ মুক্তি পাইয়াছেন।

নানাকথা।

(স্থানীয়)

রাধাগ্রামে বাধা।

গত পরশ্ব ১১ই ফাল্গুন বেলা প্রায় ১২টার সময় কুমারখালী থানার অন্তর্গত কয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন রাধাগ্রাম নিবাসী ললিতমোহন খামারিয়ার বাটীতে কালোয়া ও সুলতানপুরের প্রায় দুইশত মুসলমান, লাঠি-সোঁটা এবং বন্দুক লইয়া চড়াও হয়। বাটীস্থ ৩।৪ জন হিন্দু যথারীতি বাধা দেয় এবং গ্রামে সংবাদ রাষ্ট্র হইলেই মাঠ হইতে গ্রামস্থ হিন্দুগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তখন দুর্ব্বৃত্তগণ পলায়ন করে এবং নিকটস্থ ইক্ষুক্ষেত্রে ও "আখমাড়াই চালাঘরে" অগ্নিপ্রদান করে। চতুর্দ্দিকে আগুন দেখিয়া গ্রামবাসী হতবুদ্ধি হইয়া যায়। এই সুযোগে, ডাকাত দলও মূল্যবান হাল গরু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ললিত খামারিয়া বহুকষ্টে কয়াতে তাহার বিপদের সংবাদ দেয় এবং তৎক্ষণাৎ কয়ার কয়েকজন ভদ্রলোক ঘটনাস্থলে রওনা হন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, গুণ্ডাগণ পলায়ন করিয়াছে।

যথাসময়ে কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কুমারখালি থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ কুষ্টিয়া থানার দারোগা বাবুকে যথাসম্ভব সশস্ত্র পুলিশসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। বেলা ৬টার মধ্যে সর্ব্বসমেত ১২জন অস্ত্রধারী পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাত্রি নিযুক্ত থাকে। কুমারখালির মুসলমান জমাদার সাহেব এজাহার গ্রাহ্য না করিয়া বাদিগণকে আদালতের প্রোজ রাস্তা দেখাইয়া দিয়াই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। গতকল্য এই সম্পর্কে গ্রামবাসিগণ নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব বাহাদুরের নিকট তার করিয়াছেন। সমস্ত হিন্দুই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানপ্রধান দেশ মধ্যে রাধাগ্রাম কেবল হিন্দু অধিবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ। এখানে ৩২টি হিন্দুভোট আছে, যাহা লইয়া এই দিন দুপুরে ডাকাতি সংঘটিত হইল।

গতকল্য কয়া ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনের দিন স্থির ছিল। কিন্তু রাধাগ্রামের এই ঘটনায় হিন্দু ভোটারগণ উপস্থিত হয় নাই। ২।৪ জন উপস্থিত হইলেও, ভয়ে হিন্দুগণের পক্ষে ভোট দিতে ইচ্ছা সত্ত্বেও কুণ্ঠা প্রকাশ করে এবং ২।৪ জন মুসলমানও শেষে হিন্দুদের ভোট দিতে আসিয়াও সামাজিক শাসনের ভয়ে মত পরিবর্ত্তন করে। ভোটার ছাড়াও, দলে দলে মুসলমান পোলিং ষ্টেশনে বহু সংখ্যায় জমায়েত হয় এবং তাহাদিগকে জানান হয় যে, হিন্দুরা নিজেই আগুন লাগাইয়াছে এবং রোজা নমাজ লইয়া মুসলমানগণকে বিদ্রূপ করিয়াছে। এই প্ররোচনায় সমস্ত মুসলমান ভোটার সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাগণের পক্ষ অবলম্বন করে। এই অবস্থা দেখিয়া হিন্দুপদপ্রার্থিগণ একযোগে দরখাস্ত দ্বারা পোলিং অফিসারকে জানান যে, হিন্দুগণ এই অবস্থায় বাড়ী ঘর ছাড়িয়া ভোট দিতে আসিতে অনিচ্ছুক এবং ভীত হওয়ায় স্বাধীনভাবে ভোট দিতে অক্ষম। অতএব, অবস্থা বুঝিয়া সেদিনকার মতনির্ব্বাচন বন্ধ থাকুক। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য কিঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করিলে, পরে নির্ব্বাচন হইবে। বহু তর্ক বিতর্কের পরে, কুষ্টিয়ার দারোগা বাবুর রিপোর্ট দেখিয়া এবং স্বয়ং সকল বিষয় আলোচনা করিয়া নির্ব্বাচন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ইহাতে মৌলবী আফসারউদ্দীন তাঁহার দলভুক্ত লোকসকল লইয়া সভা করিয়া সমবেত মুসলমানগণকে ভবিষ্যতে হিন্দু-বয়কট এবং তাঁহার দলের মুসলমানগণকে ভোট দিতে অনুরোধ করিয়া রুদ্র মূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া যান।

ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব রাত্রি কালোয়ার মিরাজান জমাদার এবং ওসমান বিশ্বাস এই দুইজন (আফসার মৌলবীর দলভুক্ত) সভ্যপদপ্রার্থী রাধাগ্রামে যাইয়া হিন্দুগণকে তাঁহাদের দলের দুইজনকে ভোট দিতে বলেন। প্রকাশ, পরে মৌলবীও গিয়াছিলেন। আফসার [illegible] হিন্দু [illegible] দিয়ে জানায়। ইহাতে নর্দ্দি [illegible] অপরিচিত, কালোয়াবাসী তাহাদের ভয় দেখায় যে, মুসলমানকে ভোট না দিলে মঙ্গল হইবে না। এই কথায় ভুক্তি সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হয় এবং স্থির করে যে, মাত্র আফসার মৌলবীকে ১ ভোট দিয়া বাকী হিন্দু বাবুদিগকে দিবে। ললিত খামারিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এই সংবাদ পাইয়াই মুসলমানগণ ক্ষিপ্ত হইয়া ভোট আদায় করিবার মানসে এই সর্ব্বনাশ করে। প্রকাশ, সভ্যপদপ্রার্থী মিরাজান জমাদারের হাতে বন্দুক ছিল এবং ওসমান সদলবলে বিখ্যাত ডাকাত তমিজ ও মেটনসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল।

গত শুক্রবারে আমেদাবাদ জেলার আসাদাবাদ গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান যিনি ১০ মাস পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কলিকাতায় হিন্দুমিশনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পুনরায় স্বধর্ম্মে ফিরিয়াছেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের হাওড়া, কলিকাতা এবং উপকণ্ঠের সামাজিকগণ গত রবিবার হাওড়ার ডিউক লাইব্রেরী ঘরে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁহাদের সামাজিক মঙ্গল।

উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ।

কৃষ্ণনগর খোট্টাপাড়ার স্বর্গীয় যুগলচন্দ্র রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ রায় গত শুক্রবার অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় তাঁহার নিজ বাসভবনের দ্বিতল কক্ষে আড়ার সঙ্গে উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া আমাশয় রোগে ভুগিতেছিলেন, রোগের অসহ্য যন্ত্রণাই নাকি তাঁহার এই আত্মহত্যার কারণ।

যার কাজ তারে সাজে।

কৃষ্ণনগর হাসপাতালের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্তবাবু শিবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত শনিবারে আনন্দময়ীতলায় ২টী ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একটী গাড়ীর কোচবাক্সে বসিয়া গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করেন এবং দুই গাড়ীতে পাল্লা দেন। গাড়ী এত দ্রুতবেগে ছুটিয়াছিল যে, হঠাৎ তাঁহার চালিত গাড়ীখানা রাস্তার পার্শ্বস্থ একটী বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। শিবেনবাবু, তাঁহার মাতা এবং কোচোয়ান গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য লোকের আঘাতও কম নহে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

...শে কার্ত্তিক, ১৩৩৩, শনিবার।

নশ্বর-জগৎ।

এক দরবেশ আসিয়া রাজ-প্রাসাদকে পান্থনিবাস মনে করিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দ্বারপাল তাঁহার গতিরোধ করিয়া কড়াস্বরে 'কাঁহা যাতা হায়' জিজ্ঞাসা করিল। দরবেশ একটু থতমত খাইয়া সরলকণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন, আমি সরাই-খানায় যাচ্ছি, তুমি আমায় বাধা দাও কেন?" উত্তরে তিনি শুনিলেন যে, উহাই সরাই-খানা নহে, বাদশাহের অট্টালিকা। দরবেশ শুনিবার পাত্র নহে। তিনি জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, উহা রাজ-প্রাসাদ নহে, পান্থনিবাস মাত্র। এই বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে অনেক ব্যক্তি আসিয়া পড়িল, সকলেই দরবেশকে তাঁহার ভ্রমের কথা বুঝা'তে চেষ্টা করিলেন। দরবেশ ভ্রম স্বীকার করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। এইরূপ গোলযোগ হইতেছে, এমন সময় বাদসাহ স্বয়ং দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি এই বাগ্‌বিতণ্ডার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলে পর বাদশাহ দরবেশকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনারই ভ্রম হইয়াছে, এই অট্টালিকা মোসাফেরখানা নহে, ইহা আমারই রাজপ্রসাদ। আমি বাদশাহ। তবে আপনি রাজপ্রাসাদেই আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে পারেন।" দরবেশ বড় সোজা লোক ন'ন। তিনি বলিলেন, "আমি রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিব না, কিন্তু আমি এই অট্টালিকাতেই থাকিব। কারণ, ইহাই পান্থনিবাস"। ক্রমে বাদশাহ তাঁহাকে বাতুলপ্রায় মনে করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র চালাইতে আজ্ঞা করিলে দরবেশ অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে বলিলেন, "যদি আপনি বিরক্তি বোধ না করেন, আমি আপনাকে এই অট্টালিকাকে পান্থনিবাস বলিবার কারণ বুঝাইয়া দিব।" তাহাতে বাদশাহের কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি দরবেশের কথা শুনিতে স্বীকার করিলে দরবেশ প্রথমেই বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অট্টালিকা কে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন?" বাদশাহ উত্তরে বলিলেন, "আমারই এক পূর্ব্ব-পুরুষ।" দরবেশ বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহার পরে এই অট্টালিকা কাহার অধিকারে ছিল?"

উত্তর—"তাঁহার পরবর্ত্তী আমার পূর্ব্বপুরুষের।"

প্রশ্ন—"আচ্ছা, ইহার সর্ব্বশেষ অধিকারী কে ছিলেন?"

উত্তর—"আমার পিতা।"

প্রশ্ন—"এখন কে আছেন?"

উত্তর—"আমি"

প্রশ্ন—"আপনার পরে কে অধিকারী হইবেন?"

উত্তর—"আমার পুত্র, তৎপর পৌত্র, তাহার পর প্রপৌত্রাদিক্রমে আমারই বংশে অধস্তনগণ ইহা ভোগ করিবেন।"

তখন দরবেশ বলিলেন, "তাহা হইলে আপনারাই পিতামহ-পিত্রাদিক্রমে এই অট্টালিকা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন, আরো পরেও পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন?" বাদশাহ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, দরবেশ বলিলেন, "বুঝিয়া দেখুন, তাহা হইলে এই অট্টালিকা আমার কথিত পান্থনিবাস হইল কিনা?" বাদশাহ একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলে পুনরায় দরবেশ তখন নম্রভাবে বলিলেন, "আপনার কিছু সময় লইয়াছি, আর একটু সময় আমাকে ভিক্ষা দিন্—আর একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। 'পান্থ-নিবাস' অর্থে আপনি কি বুঝেন?" বাদশাহ বলিলেন, "যাহা সবাই বুঝে, আমিও তাই বুঝি। পান্থনিবাস বলিতে যেখানে কয়েকজন পথিক আসিয়া দুই একদিন বাস করে, আবার চলিয়া যায়, আবার নূতন পথিক আসে, থাকে ও চলিয়া যায়, কেহই স্থায়ী ভাবে থাকে না, সেই স্থানকেই পান্থনিবাস বলে।"

দরবেশ 'যথার্থই বলিয়াছেন' বলিয়া যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন, "এই অট্টালিকায় প্রথমে এক ব্যক্তি থাকিতেন, পরে আর এক ব্যক্তি, তৎপরে অন্য এক ব্যক্তি, এইরূপে এক ব্যক্তির পর অপর ব্যক্তি বাস করিয়া পরে এখন আপনি আছেন, আপনিও কিছু চিরকাল থাকিবেন না, আপনিও চলিয়া যাইবেন, আবার পরে আপনার পুত্র-পরিচয়ে এক ব্যক্তি তৎপরে আর এক ব্যক্তি। এইরূপে এই অট্টালিকা এক হস্ত হইতে অপর হস্তে হস্তান্তরিত হইতে থাকিবে। পান্থনিবাসে যেমন কেহ চিরদিন থাকিতে পায় না, এই অট্টালিকাতেও কেহ চিরদিন থাকিতে পা'তেছেন না, কেবল অধিকারী পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন ও হইতে থাকিবেন। এই অট্টালিকাকে রাজপ্রাসাদই বলুন, আর যাই বলুন, আমার ধারণায় ইহাই পান্থনিবাস।" ইহাতে দরবেশের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া বাদশাহ তাঁহাকে বহু সম্মানসহকারে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন।

এখন আমাদের নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। আমাদের দলিলে "পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগদখল দান বিক্রয় করিতে থাকিবেক" পাঠ করিয়া আমরা কায়েমী বন্দোবস্তের মালিক বলিয়া খুব আপ্যায়িত হই, সময়ে সময়ে দম্ভ করিয়া থাকি। কিন্তু দরবেশের উক্তি পড়িলে মনে হয়, এ জগতের যত কিছু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকার আমাদের থাকুক না কেন, তাহা চিরকাল আমাদের থাকিবে না।আজ, না হয় কাল, না হয় কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর পরে আমাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যেরূপ স্বত্বেরই ভূসম্পত্তি বা ঐশ্বর্য্যাদি থাকুক না কেন, আমাদের কেবল পান্থনিবাসে বাস। আমাদের পাকা বন্দোবস্তের বাড়ী এ জগতে নহে, এখানে আমরা পান্থ মাত্র। এই দেহটাকে "আমি" মনে করিয়া এ'র সম্পর্কে 'এটা আমার বাড়ী', 'ওটা আমার জমিদারী', 'সেটী আমার সম্পত্তি', 'তিনি আমার ভার্য্যা', 'সে আমার পুত্র', এই সব অল্পকালস্থায়ী 'আমি', 'আমার', লইয়া যে আমরা দিনটী কাটাইয়া দিতেছি,—আসল নিত্য 'আমি'র খবর লইতেছি না, ইহা কি আমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? এখন এ ভ্রান্তি কিসে দূর হয়, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

জহ্নুদ্বীপ বিবরণ।

এই স্থানকে অপভ্রংশ ভাষায় জান্নগর বলে। এইস্থান বৃন্দাবনলীলার দ্বাদশবনের অন্যতম ভদ্রবন। বিদ্যানগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। কথিত আছে, এই স্থানে গঙ্গাতীরে বসিয়া জহ্নুমুনি একদিন সন্ধ্যা করিতেছিলেন। এমন সময় ভাগীরথী তাঁহার কোশাকুশি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহা দেখিয়া জহ্নুমুনির অত্যন্ত ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি গণ্ডুষে সমগ্র গঙ্গা পান করিয়া ফেলেন। এদিকে ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিতেছিলেন। এইস্থানে আসিয়া গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি গঙ্গাদেবীর অদর্শনের কারণ স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। পরে সম্মুখে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া গঙ্গার অদর্শন-রহস্য জানিতে পারেন এবং সেইস্থানে অবস্থান করিয়া জহ্নুমুনির সেবায় প্রবৃত্ত হন। অবশেষে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। সেই হইতে গঙ্গার আর একটী নাম হইল জাহ্নবী। কিছুকাল পরে গঙ্গার তনয় দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্ম মাতামহ জহ্নুর নিকট অবস্থান করিয়া ভাগবদ্ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। এই ধর্ম্মতত্ত্বই তাঁহারা তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে কথিত হইয়াছে, একদিন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ব্রহ্মন্, জগতে নানাপ্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই বা জীব সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, আপনি ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ, এই সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে অবগত আছেন। নানামুনির নানামতে আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। তদুত্তরে ভীষ্মদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের ভক্তির সহিত পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম—এই উপদেশ করিয়াছিলেন। এইস্থান সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। সর্ব্বযুগের সর্ব্বঋষি এইস্থান হইতে বিবিধ বিদ্যালাভ করিয়াছেন। ঋষিগণ এইস্থানে বহুকাল শ্রীগৌরারাধনা করিয়াছিলেন। এইস্থানের অনতিদূরে বিদ্যানগর।

বিদ্যানগর——বৃহস্পতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় বাসুদেবসার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যানগরে বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং গৌরসুন্দরের কৃপায় অবিদ্যাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, দীধিতি-রচয়িতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। শ্রীচৈতন্যভাগবতপাঠে জানা যায় যে, মহাপ্রভুর প্রকটকালে এইস্থানে যাইতে হইলে গঙ্গাতীরের পথদিয়া কাটা খোঁচা বাঁশ ও জঙ্গলপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়া জান্নগরের নিকট গঙ্গাপার হইতে হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সার্ব্বভৌমপিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহে বিদ্যানগরে আসেন, তখন নগরের লোক গঙ্গানগর হইতে তীরে তীরে বহু কাটা খোঁচা ও জঙ্গল ভূমির উপর দিয়া জান্নগরের নিকট গঙ্গার একধারা পার হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি॥
শুনিয়া লোকের হৈল চিত্তের উল্লাস।
অশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
* * *
বন ডাল ভাঙ্গি লোক দশদিকে চলে।
* *
লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হইল॥
চলিয়া যায়েন সভে পরানন্দ মন।
* * *
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে॥"

শ্রীশ্রীধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

কোলদ্বীপ

গতপরশ্ব বহু ভক্তগণসঙ্গে মহাসমারোহের সহিত নির্বিঘ্নে কোলদ্বীপ—নবদ্বীপশহরের পরিক্রমা হইয়াছে। ভক্তগণ প্রথমে উচ্চ কীর্ত্তন করিতে করিতে মহানন্দে ভাগীরথী অতিক্রম করেন। ভাগীরথীতীরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদনমোহন মিঠ্‌ঠলাচার্য্য বৈতবেদান্ত বিদ্বান মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় এবং ত্রিদণ্ডিপাদ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ বঙ্গভাষায় শ্রীধাম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণানন্তর যাত্রিগণ ভক্তগণের অনুগমনে পরমানন্দে শ্রীধাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের ভজনস্থলী দর্শন করিয়া পোড়ামাতলা হইয়া চম্পহট্ট অভিমুখে যাত্রা করেন। এইদিবস ভক্তগণের সংখ্যা খুব বেশী হইয়াছিল। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর এরূপ বিরাট দৃশ্য বোধ হয় আর হয় নাই সকলের হস্তে ধ্বজা পতাকা শোভা পাইতেছিল। মৃদঙ্গ বাদ্যাদির সহিত ভক্তগণের একত্রে উচ্চ কীর্ত্তন এবং তূরীভেরীর তুমুল নির্ঘোষ দিগন্তরব্যাপী শব্দ অসুরগণের হৃদয় ও নেত্র বিদারক হইলেও সজ্জনমাত্রের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় করাইতেছিল। শুধু সজ্জনগণের কেন বৈষ্ণবাপরাধী ধর্মবিদ্বেষী ব্যক্তি ব্যতীত কি পাপী কি ধার্ম্মিক কি বিষয়ী সকলেরই শ্রোত্র মনোভিরাম হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজ নিজ সুকৃতি অর্জন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। অসুরগণ পাছে কোন উপদ্রব করে, তজ্জন্য প্রায় একশত সশস্ত্র পুলিশ সহ স্বয়ং পুলিশ সাহেব উপস্থিত থাকিয়া শান্তিরক্ষার বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু থাকিলে কি হয় খলের স্বভাব—সে কিছু অনিষ্ট করিতে পারুক আর নাই পারুক, অনিষ্টের চেষ্টা করিবেই করিবে, তাহা না করিলে তাহাদের চিত্তের সন্তোষ হয় না। এই শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তি পরিক্রমার যাত্রিগণকে বাধা দিবার জন্য রাস্তায় কতকগুলি গোশকট রাখিয়া দেয়। তাহার পরে পুলিস সাহেবের আদেশে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসারিত করে। ভক্তগণ এইরূপ মহানন্দে ধামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পোড়ামাতলা হইয়া চম্পহট্টাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন কয়েকজন ফটোগ্রাফার এই শোভাযাত্রা-দৃশ্য আলোকচিত্রাকারে গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল। কিন্তু আনন্দের বিষয় অসুরগণ কেহ কিছু অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। পুলিশ সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত থাকিয়া শান্তিরক্ষার বিধান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গোবিন্দ দ্বাদশী।

আজ গোবিন্দদ্বাদশী—ভক্তগণের পরম আদরের দিন। পুরাকালে ভরদ্বাজ, কণ্ব, কৌশিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গ এই দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই দ্বাদশীর বলেই উপরি উক্ত ব্রাহ্মণগণ অসীম ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একাদশীর ন্যায় এই দ্বাদশীর মাহাত্ম্য শাস্ত্রকারগণ বহুস্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাকে গোবিন্দ দ্বাদশী বলা হয়। এই গোবিন্দ দ্বাদশী 'আমর্দ্দকী দ্বাদশী' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উপবাস-বিধি

দ্বাদশী ও একাদশী অভিন্ন দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্রের সংযোগ হইলে। দ্বাদশীতেই উপবাস বিধি। নতুবা একাদশীতেও উপবাস করিতে হইবে। যথা দিগ্‌দর্শনী—

"দ্বাদশী চ দ্বাদশ্যেকাদশ্যোরভেদাভিপ্রায়েণ। কিম্বা দ্বাদশ্যাং পুষ্যানক্ষত্রে সতি তস্যামেবোপবাসাপেক্ষয়েতি। তদভাবেঽপি একাদশ্যামুপোষয়েৎ।"

উপবাস-মাহাত্ম্য

এই ব্রত আচরণ করিলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সপ্ত জন্মকৃত পাপ সমূলে বিনষ্ট করিয়া জীবকে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করত কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং কি সকামী কি নিষ্কামী সকলেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বা দৈবক্রমেও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেও পরম ফল লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন সন্দেহ নাই।

নানাকথা।

(স্থানীয়)

রাধাগ্রামের সংবাদ।

তদন্ত আরম্ভ

কুমারখালী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

সম্প্রতি কুষ্টিয়া মহকুমার রাধাগ্রামে হিন্দু ও মুসলমানে যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পুলিসের সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর কুষ্টিয়ার সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া গতকল্য অপরাহ্ণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

সশস্ত্র পুলিস সৈন্য রাধাগ্রাম হইতে কুষ্টিয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবল কয়েক জন কনষ্টেবল শান্তিরক্ষার জন্য ঘটনাস্থলে মোতায়েন আছে।

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, হিন্দুপল্লী রাধাগ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঘটনা সম্বন্ধে তারের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুষ্টিয়ার সাবডিবিসনাল অফিসার মিঃ এ, এফ, এম রহমনকে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য কুষ্টিয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অফিসর বোর্ডের কাজে যোগ দিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন। তিনি কুষ্টিয়াতে উপস্থিত হইবাই ঘটনা তদন্ত করিবার জন্য উপরে লিখিত পুলিস সম্বন্ধে কর্ম্মচারীদিগকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ, অপরাধীদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ফৌজদারী মামলা রুজু করা হইবে।

সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর এবং কুষ্টিয়ার দারোগা রাধাগ্রামে উপস্থিত হইয়াই যাহার গৃহ আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই ললিতমোহন খামারিয়ার এজেহার এবং ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। সকলেই শোচনীয় ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। বেলা সাড়ে দশটার সময় কুমারখালীর দারোগা একজন সশস্ত্র কনষ্টেবল সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হয়েন এবং নিজে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া একেবারে উল্লিখিত ২০ জন আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সার্কেল ইনস্পেক্টর এবং কুষ্টিয়ার দারোগা কুষ্টিয়াতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এবৎসর ভাল বৃষ্টি হয় নাই। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষের সংবাদও আমরা পাইতেছি। নদীয়া জেলাতেও এবৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল ভাল হয় নাই। তজ্জন্য স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

এ বৎসর প্রায় সর্ব্বত্রই শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত বেশী গরম পড়িয়া গিয়াছে। অনাবৃষ্টিবশতঃ অনেক স্থানে জলকষ্টও হইয়াছে। বিশেষতঃ নদীয়ার মফঃস্বলে অনেক স্থানে জলাভাব হইয়াছে। স্থানীয় লোকসকল তৃষ্ণানিবারণার্থ অত্যন্ত অব্যবহার্য্য পানীয় ব্যবহার করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছে। স্থানে স্থানে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অন্যান্ত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর মৃত্যুর সংখ্যাও অনেক বেশী।

রাধাগ্রাম এখন শান্ত হইয়াছে। আজ সকালে ৯টার সময় কুমারখালীর দারোগা কতিপয় সশস্ত্র পুলিস ও বিস্তর চৌকীদার সঙ্গে লইয়া কালুয়া গ্রামে গমন করিয়া রাধাগ্রামের ঘটনা সম্পর্কে প্রায় ৮ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। কয়া য়ুনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনে ২ জন সদস্যপদপ্রার্থী মিঞাজান, কুরবান ও ওসমান—কালুয়া গ্রামের এই দুইজন লোক মৌলবী আফসারউদ্দীনের দলের লোক। পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু প্রসিদ্ধ ডাকাতরা পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদিগকে কুষ্টিয়া পাঠান হইয়াছে। আরও অনেকে গ্রেপ্তার হওয়া সম্ভব।

নির্ব্বাচনের হাকিম

কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কয়া য়ুনিয়ন বোর্ডটিকে কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া বোর্ডের সুপরিচালন ও নির্ব্বাচনের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁহার বাসায় ডাকিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিলেও মুসলমানেরা বলেন, অন্ততঃ বর্ত্তমান নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই রাখা উচিত। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অচিরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন।

কুষ্টিয়ায় মুসলমান দল গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া মহকুমার কালুয়া গ্রামের মিঞাজান ও আর ১২ জন মুসলমান দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৪৩৫ ধারা অনুসারে জোরপূর্ব্বক লোকের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনের উপর অত্যাচার করিবার অভিযোগে কুষ্টিয়া পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। উহাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, উহারা রাধাগ্রামের কতিপয় হিন্দুর গম ও আকের ক্ষেতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, কালুয়া গ্রামের কতিপয় মুসলমান পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম রাধাগ্রামে আসিয়া কতিপয় মুসলমান নির্ব্বাচন-প্রার্থীকে ভোট দিবার জন্য হিন্দুদের বলে। হিন্দুরা তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করায় তাহারা হিন্দুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে ও অন্যায়ভাবে প্রভূত ক্ষতি করে।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা।

(ভারতীয়)

বোম্বাই, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক প্রশ্নোত্তরকালে রাজস্ব-সচিব প্রকাশ করেন যে, রত্নগিরি জিলার ব্যাঙ্কট বন্দরের প্রবেশ-দ্বারে জলের [illegible] ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কোনও ষ্টীমার ঐ বন্দর ব্যবহার করে না; ঐ বন্দরে পুনরায়

...কাৰ্য্য করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে।

...বিলম্ব শুল্ক বৰ্দ্ধান আইনের খসড়াগুলি আলোচিত হয়। বিলখানি পরিগৃহীত হইয়াছে। অনন্তর ...বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। আবগারী বিভাগে ৩০ হাজার ৪ শত ৫০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সভায় বিশেষ আলোচনা হয়। আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজের অভিমত প্রকাশ করিলে উক্ত ব্যয় মঞ্জুর হয়।

চুক্তি অনুযায়ী ৫৭ হাজার টাকা মদ্য বিভাগের আয়স্বরূপ দেশীয় রাজ্যগুলিকে দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা হইলে সভায় বিশেষ সমালোচনা হয়। অবশেষে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে।

খাদি প্রতিষ্ঠান।

সোদপুর, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

২৪ পরগণা, সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে ১৪৫১১ টাকার খাদী বিক্রয় করা হইয়াছে। খাদির বিক্রয় যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

গঞ্জিকার প্রতিক্রিয়া।

প্রকাশ যে বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ পাল অত্যন্ত গাঁজা খাইত এবং তাহার ফলে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ত হইয়া সংসারে আতঙ্কের সৃষ্টি করিত। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তাহার একটি টাকা হারাইয়া গেলে সে বাড়ীর সকলকে জিজ্ঞাসা করে—কিন্তু কাহারও নিকট টাকাটি ফিরিয়া পাইবার আশা নাই দেখিয়া ঘর হইতে একটা ধারাল টাঙ্গি বাহির করিয়া আনে। সেই সময়ে তাহার বড় ভাই ক্ষুদিরাম ভাত খাইতে ছিল ও বাড়ীর মেয়েরা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল সুতরাং তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না। সুরেন্দ্র টাঙ্গি লইয়া তাহার ভ্রাতাকে আঘাত করে—তাহা দেখিয়া সুরেন্দ্রের মাতা ও স্ত্রী তাহাকে ধরিতে আসিলে সে তাহাদিগকেও আঘাত করে। ক্ষুদিরামের একটী ছোট শিশু পুত্রকেও টাঙ্গি মারে। অবশেষে টাঙ্গি দ্বারা নিজের মাথায় আঘাত করে। সুরেন্দ্র, তাহার মাতা, স্ত্রী ও শিশু পুত্র প্রভৃতিকে সদর হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে। সুরেন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রতিহিংসা।

গত সোমবার রাত্রে দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে এক পঞ্জাবী অন্য এক পঞ্জাবীকে ছোরা মারিয়া হত্যা করার চেষ্টা করায় ঐ অঞ্চলে এক হুলুস্থুল পড়ে, সংবাদে প্রকাশ পায় যে উভয় পঞ্জাবীর মধ্যে ব্যবসায় ঘটিত সম্পর্কে সম্প্রীতি ছিল না। ...পাঞ্জাবী প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাত্রে রাস্তার উপর একাকী পাইয়া বুকে ছোরা মারিবার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে ছোরাটি তাহার বুকে না লাগিয়া কাঁধে লাগে। গোলমাল শুনিয়া বহু লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সন্তরামকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করে। লোকটিকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বক্তৃতা।

ছোটনাগপুর গো-রক্ষিণী ও ঘৃত সুধার সভার ৪র্থ বাৎসরিক অধিবেশন স্থানীয় ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের "বাগানে" হইয়াছিল, মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, গো রক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সব দেশে গোজাতি পবিত্র পূজার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেখানেও ইহাদের রক্ষার সুব্যবস্থা আছে। গো রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য ও সম্বন্ধ বৃদ্ধির সহায়তা করে। দুগ্ধের ও ঘৃতের পবিত্রতা রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের ধর্ম্ম তথা স্বাস্থ্য কিছুই রক্ষা করা যাইবে না। আমাদের দেশে যে শিশুর মৃত্যুর এত আধিক্য, তাহার প্রতীকারের উপায় দুগ্ধের পবিত্রতা রক্ষা করা। যদি আপনারা এই দুধ-ও ঘী পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ উপকার করিবেন।

সিমডাঙ্গা ও গোলা অঞ্চলে মদ্যপান নিবারণের আন্দোলন চালাইয়া বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। মদ্য-পান ছোটনাগপুরের বিশেষতঃ এই রাচী জিলার বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। শুনিতেছি, সরকারী রাজস্বের শতকরা ৭০ ভাগের অধিক আবগারী বিভাগ হইতে পাওয়া যায়। এ বড় ভীষণ কথা। এ অবস্থার প্রতীকার সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয়।

বিক্রমপুরের বদমায়েস।

বিক্রমপুরের বিখ্যাত বদমায়েস ইন্দ্রদমন সেন পুলিসে সংবাদ না দিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রতি ৩ মাসের নিমিত্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিধবা-বিবাহ।

কুমিল্লা 'বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির চেষ্টায় গত মাঘ মাসে কায়স্থ সমাজে একটি ও সাহেব ব্রাহ্মণ সমাজে একটি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। প্রথমোক্ত বিবাহ-সভায় বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বাঁকুড়া জিলার বিভিন্ন পল্লীগ্রাম হইতে অন্নাভাবের হৃদয়-বিদারক সংবাদ আসিতেছে। এই দারুণ সঙ্কটের দিনে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? দেশের ধনী ব্যক্তিগণ যদি এ বিষয়ে অগ্রণী না হন, তাহা হইলে এই দুর্ভিক্ষে শুধু বাঁকুড়া জিলাতেই কত লোক যে মারা যাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা শুনিলাম, বৰ্দ্ধমান মহারাজকুমার বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের জন্য প্রজাদের কিছু টাকা খাজনা মোখুব করিবেন।

মথুরাপুরে ডাকাইতি।

গত সোমবার রাত্রিতে মথুরাপুরের মহেন্দ্রনাথ পাইকেরী বাড়ীতে এক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গভীর রাত্রিতে মহেন্দ্রনাথের ভৃত্যগণ কুকুরের ডাকে জাগিয়া উঠিয়া ৩ ব্যক্তিকে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিতে পায়। তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে গিয়া তাহারা প্রহৃত হয়। তৎপর ডাকাইতগণ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রনাথকে বাঁধিয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে থাকে। ইতিমধ্যে জনৈক ভৃত্য অতি সন্তর্পণে বাড়ীর বাহির হইয়া প্রতিবাসীদিগকে সংবাদ দেয়, কিন্তু তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ডাকাইতগণ বহু জিনিষপত্র লইয়া প্রস্থান করে। পুলিস ঘটনার জোর তদন্ত করিতেছে।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

গোলকগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট জনৈক মাহুত হাতী লইয়া লাইন পার হইতেছিল। ট্রেণের চালক মহম্মদ ইস্মাইল গাড়ীখানি চালাইয়া তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে। ফলে মাহুত ও হাতীটি মারা গিয়াছে। পুলিস মহম্মদ ইসমাইলকে চালান দিয়াছে।

মাদারীপুরে ভীষণ ডাকাইতী

গৃহস্থের উপর অত্যাচার

মাদারীপুর থানার অন্তর্গত শোণমঙ্গী গ্রামের নগরবাসী মণ্ডলের গৃহে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ২টার সময়ে এক অসমসাহসিক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে।

পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা চৌরঙ্গীর ওয়াই, এম, সি, এ র ভবনে পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের জজ মিঃ এ, এইচ, কানিং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, গাড়ীবাহী মহিষকুলের কষ্ট নিবারণের জন্য সমিতি এই মর্ম্মে আইন করাইয়া লইয়াছে যে এপ্রিল, মে, এবং জুন এই ৩ মাস গাড়ীর মহিষগুলিকে ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম দিতে হইবে। ইহা ছাড়া গাড়ীতে যাহাতে ৪৫ হইতে ৬০ মণের অধিক বোঝাই দেওয়া না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশুকে ক্লেশ প্রদান করার জন্য গত বৎসর ১৮,৯৯৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে ১৮,৪৭৬ জনকে বিচারে দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। সার বি, এল, মিত্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, কলিকাতার ন্যায় সহরে গো-মহিষ যানাদি উঠাইয়া দিয়া মোটর লরীর প্রবর্ত্তন করা বিশেষ আবশ্যক।

ময়মনসিংহ সম্মেলন।

আগামী ১০ই ও ১১ই মার্চ্চ কিশোরগঞ্জে ময়মনসিংহ জিলা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মতি জানাইয়াছেন। সম্মিলনের সহিত এক প্রদর্শনীও খোলা হইবে। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় উহার উদ্বোধন করিবেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল ও মৌলবী জালালুদ্দীন হাসেমীরও সম্মিলনে যোগদানের সম্ভাবনা আছে। মণ্ডপ নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। প্রদর্শনীতে দোকানের স্থানগুলি বন্দোবস্ত হইতেছে।

ত্রোভিলা (ইটালী), ২৮শে ফেব্রুয়ারী

ত্রিয়েষ্ট নামক স্থানে বায়স্কোপ-গৃহে অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। উক্তস্থানীয় পুলিসের অধ্যক্ষ সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র মোটরযোগে ঘটনাস্থলে গমনকালে তাঁহার মোটরবোট-দুর্ঘটনা হয়। ফলে মোটরচালক নিহত এবং তিনি নিজে আহত হইয়াছেন।

পরবর্ত্তী সংবাদ।

মোরিয়াগোন বায়স্কোপ অগ্নিকাণ্ডে ৩৫ জন হত ও ২০জন আহত হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ কলে আগুন লাগে, পরে উহা দর্শকবৃন্দের বসিবার ঘরে ব্যাপ্ত হয়। ঐ ঘর হইতে বাহির হইবার একটি মাত্র দরজা ছিল। দর্শকগণ বাহির হইবার জন্য ক্ষিপ্তভাবে হুড়াহুড়ি করিয়াছিল। গৃহের ছাদপতনে লোকের মনে আসও ভয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অশ্ব-পৃষ্ঠে হিন্দু নর্ত্তকী।

প্যারিস, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

কুমারী গায়ত্রী নাম্নী এক ঊনবিংশ বর্ষীয়া হিন্দু নর্ত্তকী প্যারিস হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত ২৯০ মাইল অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণের প্রতিযোগিতায় অশ্ব শেষ দফার পথটি অতিক্রম করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এই ভ্রমণে পাঁচ জন প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। প্রতিদিন ৩০ মাইল করিয়া ভ্রমণের বন্দোবস্ত ছিল এবং প্রতিযোগিগণকে নিজ নিজ অশ্বকে খাওয়াইতে, জলপান করাইতে এবং দলাই-মলাই করিতে হইত।

কুমারী গায়ত্রী আরও অধিক দূর যাইবার জন্য আগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন।

শ্রমিক ও পুলিশে সংঘর্ষ।

টোকিয়ো, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।

টোকিয়োর কোনও হলে শ্রমিক দলের এক সভা হইতেছিল। পুলিস কয়েকজন বক্তাকে বক্তৃতা করিতে না দিয়া হল বন্ধ করিয়া দেয়। প্রায় ১ হাজার লোক হলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া পুলিসের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে, ফলে অনেকে আহত হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে ১ শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জীবিত মাল্লার বিবরণ।

লণ্ডন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।

"আলকাণ্টারা" জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার এবং মাল্লাদিগের মধ্যে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি সাদাম্পটনে পৌছিয়া কোন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে বলে যে, "টোভারিস" জাহাজের ভগ্নদণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার মনে হয় নাই যে, তাহাদের "আলকাণ্টারা" জাহাজের ২৩ জন মাল্লার মধ্যে একমাত্র সে বাঁচিয়া আছে।

সে যখন ইঞ্জিনে তৈল দিতেছিল, তখন ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পায় এবং টেলিগ্রাফ ঘরে দৌড়িয়া যায়। তৎপরে প্রধান ইঞ্জিনীয়ারের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, "আমাদের বিষম বিপদ।" এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কড়মড় ধ্বনি কর্ণগোচর হয় এবং সেই সঙ্গে লোকের নানারূপ আর্ত্তনাদ এবং ক্লেশ-সূচক শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার উচ্চরবে বলেন, "বাঁচিবে যদি তবে সকলে শীঘ্র ডেকের উপর হাজির হও।" আমি দৌড়িয়া যাইলাম এবং ২টি বিস্ফোটন শব্দ শুনিলাম, বোধ হইল "আলকাণ্টারা" জাহাজের বয়লার ফাটিল। আমি "টেভারিস" জাহাজের দণ্ডসংলগ্ন শিকল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে জাহাজখানি জলমগ্ন হইল। এক রুশীয় নাবিক দণ্ডোপরি উঠিয়া একটি সাঁতার দিবার দড়া ফেলিয়া দেয়। তাহার সাহায্যে সে আমাকে টানিয়া তুলিল।

নরহত্যায় মৃত্যুদণ্ড।

হোসেন আলী ওরফে আলী নামক জনৈক লৌহ ব্যবসায়ীকে গত সেপ্টেম্বর মাসে হত্যা করিবার অভিযোগে মেথ গলীব অভিযুক্ত হইয়াছিল। অদ্য হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার জাষ্টিস মিলাই তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। নিহত ব্যক্তির পাঁচশ হোসেন অত্যাহতি লাভ করিয়াছে।

ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিমান ডাক।

(বৈদেশিকী)

আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে ফ্রান্স ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বিমানযোগে ডাক চলাচল হইবে।

জাহাজে দুর্ঘটনা।

রাগবী, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

গতকল্য গভীর রাত্রিতে রুসিয়ার "টোভারিস" নামক নৌ-বিদ্যাশিক্ষার্থিদিগের জাহাজ বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, "আলকাণ্টারা" নামক ইটালীয় জাহাজের ১৮ হইতে ২১ জন মাল্লার মাত্র এক জন জীবিত মাল্লাকে লইয়া সাদাম্পটনে পৌছিয়াছে। হেষ্টিংস ও ফোকষ্টোনের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথে গভীর কুয়াসায় কিছু দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় "টোভারিসের" সহিত "আলকাণ্টারা"র ধাক্কা লাগে।

জাহাজ দুখানিতে ধাক্কা লাগিবার পর এই জীবিত মাল্লাটি রুশীয় জাহাজের অগ্রভাগস্থ দণ্ডলগ্ন শিকল ধরিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তাহাকে অক্ষত দেহে উদ্ধার করা হইয়াছে।

শুক্রবার রাত্রি ও গতকল্য সমস্ত দিন বহু জাহাজ জলমগ্ন মাল্লাদিগের উদ্ধারার্থ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল, কিন্তু আর কাহারও সন্ধান পায় নাই। সমুদ্রের উপরিস্থ শূন্যে বিমানসকলও ঘুরিয়া ঐরূপ অন্বেষণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য একটু ভ্রমের কারণ বিপন্ন জাহাজে সাহায্য পাঠাইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। স্যাণ্ডগেটের উপকূলস্থ ষ্টেশনের প্রহরী বলে যে, সে শুক্রবার রাত্রিতে রুশীয় জাহাজ হইতে সাহায্য পাইবার জন্য সঙ্কেতসূচক প্রার্থনা প্রাপ্ত হয় এবং সে অবিলম্বে ডাঞ্জনেশ ও রাই পোতাশ্রয়ে লাইফ বোট পাঠাইবার জন্য টেলিফোন করিয়াছিল। এই সাঙ্কেতিক প্রার্থনা-সূচক সংবাদ পাইবার পর রুশীয় জাহাজ হইতে বিনা তারে সংবাদ আইসে যে, তাহার জাহাজের ... ভালই আছে। ইহাতে ... বুঝিতে পারে নাই যে, ইটালীয় জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে।

এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে ... ও কোম্পানীর "... " জাহাজ সংবাদ পাঠায় যে, "আলকাণ্টারা" জাহাজের ভগ্নাবশেষ তাহারা দেখিয়াছে। তখন ডাঞ্জনেশ ও রাই উভয় পোতাশ্রয় হইতে অবিলম্বে লাইফ-বোট প্রেরিত হয়। ঐ বোট গিয়া কেবল জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিল, নাবিকমাল্লাদিগের কাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

প্যারিস, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।

স্পেন জাতিসঙ্ঘের আগামী সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে যোগদান করিবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ট্যাঞ্জিয়ারের শাসন সম্বন্ধে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইহা উহারই ফল।

(ভারতীয়)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি শিল্প কারখানা ভস্মীভূত।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১টার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় প্রায় ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

শোচনীয় মোটর-দুর্ঘটনা।

১ জন নিহত ও ৫ জন আহত

করিমগঞ্জ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে চরখাই হইতে ২ মাইল উত্তরে শ্রীহট্টের কানাইঘাট রোডে একটি শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা হওয়ায় ইয়াকুব আলী নামক এক ব্যক্তি নিহত ও অপর ৫ জন লোক আহত হইয়াছে। পুলিস-তদন্ত চলিতেছে।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৩, সোমবার।

আমরা কি চাই?

আমরা চাই কি—এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একটু কঠিন। কেন না আমাদের চাওয়া এক প্রকার নহে, আমরা যত প্রকার, আমাদের চাওয়াও তত প্রকার। যিনি যত বড় তাঁহার চাওয়াটাও তত বড়। এতৎ প্রসঙ্গে আমার একটী গল্প মনে পড়িল, গল্পটী বোধ হয় আপনারা অনেকেই জানেন। গল্পটী এই—কোন সময় রাত্রিতে অন্নপূর্ণা দেবী সামান্ত স্ত্রীবেশে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ীতে যাত্রা করিতেছিলেন, ভবানন্দের বাটী নদী পারে, তখন রাত্রি অধিক হওয়ায় খেয়া ঘাটে পারাপার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদিও দেবী স্বেচ্ছাক্রমে অনায়াসে নদী পার হইয়া ভবানন্দের বাটীতে পৌছিতে পারিতেন, তথাপি ঘাটের পাটুনি ঈশ্বরীকে কৃপা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নদী পার না হইয়া ঈশ্বরী পাটুনীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের গলার স্বর শুনিয়া ঈশ্বরী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। অন্নপূর্ণাদেবী নদীপার করিবার জন্ত ঈশ্বরীকে অনুরোধ করিবামাত্র ঈশ্বরী কর্ত্তব্যবোধে তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিল এবং দেবীকে নদী-পার করিয়া দিল। পার করিবার সময় ঈশ্বরী অন্নপূর্ণার কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সন্দিহান হইল এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অন্নপূর্ণাদেবী নানা বাক্যচ্ছলে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া পাটুনীকে পারের কড়ির বিনিময়ে যথা-ভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহাতে ঈশ্বরী পাটুনী অন্নপূর্ণাদেবীকে বলিলেন "আমি আপনার নিকট অন্ত কিছু প্রার্থনা করি না, আপনি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এইমাত্র বর দিউন, যেন আমার স্ত্রীপুত্র দুধে ভাতে থাকে অর্থাৎ যেন আমার অন্নকষ্ট না হয়।

উপরিউক্ত গল্পটী বিচার করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরী পাটুনী যেরূপ লোক তাহার বর প্রার্থনাও সেইরূপ। ইহজগতে দুধে ভাতে থাকা অপেক্ষা বড় জিনিষ আর কি আছে, তাহা তাহার জানা নাই। সুতরাং উহার ঐ প্রকার বর প্রার্থনা কিছু অন্যায় হয় নাই। কিন্তু আমার বিচার অন্য রকম। আমার মনে হয়, আমি যদি ভাগ্যক্রমে অন্নপূর্ণা দেবীর সাক্ষাৎ পাইতাম, তাহা হইলে, ঈশ্বরী পাটুনীর ন্যায় সামান্য বর চাহিতাম না। আর কিছু তাঁর বর প্রার্থনা করিতাম, যাহাতে আমার অভাব অভিযোগ চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইত। আমার মত এইরূপ অনেকেই 'ধনং দেহি' 'রূপং দেহি' 'যশো দেহি' 'দ্বিষো জহি' প্রভৃতি আরও কত কি লইয়া অনাদিকাল হইতে বিভিন্ন দেবদেবীর নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন ও করেন। কিন্তু অনাদিকাল হইতে অনন্ত জীব আজ পর্য্যন্ত যে কত নূতন নূতন চাওয়ার আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যায় এই চাওয়া অসংখ্য হইলেও ইহার মূলে একটী মাত্র। সেটী কি? এ বিষয় আপনারা কখন কি কেহ চিন্তা করিয়াছেন? একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন সেটী কি? সেটী আর কিছু নয়—'আনন্দ'। এই আনন্দের সঙ্কোচ ও বিকচাবস্থাক্রমে চাওয়ার নানাত্ব। আনন্দ যখন অত্যন্ত সঙ্কুচিত অবস্থাপ্রাপ্ত, তখন উহা আমাদের দেহ মনেই আবদ্ধ থাকে, তৎকালে আমরা নিজ নিজ সুখ লইয়াই ব্যস্ত, ইহপরকালে আমরা চাই কেবল নিজ সুখ। নিজ সুখের নিমিত্ত কখন আমরা পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত, কখন বা জৈমিনীর আনুগত্যে কর্ম্মকাণ্ডে রুচি-বিশিষ্ট, কখন বা নানা দেবদেবীর উপাসনায় রত। আবার কখন বা চার্ব্বাক এপিকিউরাসের অনুগমনে নাস্তিক্যবাদ-কেই বহু মানন করি, কখনও বা মুক্তিকামী হইয়া শঙ্করের আনুগত্যে অহংগ্রহোপাসক বা শাক্যসিংহের অনুসরণে জড় নির্ব্বাণপ্রয়াসী হই—এ সকলই আনন্দের সঙ্কোচাবস্থারই পরিচয়—এ সকলই ঈশ্বরী পাটুনীর বর প্রার্থনার মত, এগুলির কোনটীতেই আনন্দের পূর্ণতা নাই। আমার বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী নিজ-দেশ ছারেখারে যাউক তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না, মোটের উপর আমার ছেলে মেয়ে দুধে ভাতে থাকিলেই হইল—তাহা হইলেই আমার আনন্দ। ইহা আনন্দের অত্যন্ত সঙ্কুচিতাবস্থা—এইরূপ আনন্দ লাভের প্রয়াস পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সঙ্কুচিত চেতনগণের মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

আনন্দের ঐরূপ সংকোচ অবস্থা হইতে বিকচাবস্থা পর্য্যন্ত অনন্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। স্বসুখান্বেষণ, আত্মীয়-গণের সুখান্বেষণ প্রতিবেশিগণের সুখান্বেষণ, গ্রামবাসিগণের সুখান্বেষণ, ক্রমে ক্রমে স্বদেশ-হিতান্বেষণ প্রভৃতি চেষ্টাগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হইলেও সসীম। বিকচিতাবস্থায় জীব ঐরূপ—ক্ষুদ্র সুখান্বেষণের জন্য ব্যস্ত নহেন। নিজ সুখের জন্য তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম এমন কি মোক্ষেরও অনুসন্ধান করেন না। তিনি—অসীম সুখের প্রয়াসী। সসীম সুখ যেমন জগতের দেশ কাল পাত্র ও সীমায় আবদ্ধ, অসীম সুখ সেরূপ নহে, উহা কোন দেশকাল পাত্র মধ্যে আবদ্ধ নহে পরন্তু উহা সার্ব্বজনীন, সসীম সুখ যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল, অসীম সুখ সেরূপ নহে উহা নিত্য। সসীম সুখ আহ্লাদকর, তাপকর, ও মিশ্র অর্থাৎ বিষয় সংযোগে সুখময়, বিষয় নাশে দুঃখজনক ও এই উভয়ে সম্মিলনে সুখদুঃখ মিশ্রভাবময় কিন্তু অসীম সুখ পূর্ণানন্দময়। সসীম আনন্দ পরহিংসাযুক্ত অর্থাৎ হিংসা ব্যতীত সসীম আনন্দ লাভের আর অন্য কোন পন্থা নাই। আমি যদি আমার ব্যক্তিগত সুখের অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে অন্যের হিংসা না করিলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি আমি নিজ দেশের উন্নতির জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলেও আমাকে ঐ হিংসাবৃত্তির সাহায্যেই সাধন করিতে হইবে। কিন্তু অসীম আনন্দে হিংসা নাই। উহা সার্ব্বজনীন বলিয়া উহা কেবল নিজের সুখ মাত্র উৎপাদন করে না, কিন্তু উহা দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গল সাধিত হয়। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণও ইহাদ্বারা উপকৃত হয়। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মের কথা আছে, সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—এই অসীম আনন্দ লাভ। সুতরাং জীব মাত্রেরই এই অসীম আনন্দ লাভ করিবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত, উহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

এই অসীম আনন্দকেই বেদে 'অমৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের ভাষায় উহাই 'প্রেম'। বৈষ্ণবগণ ভগবৎ কৃপায় এই অসীম আনন্দ লাভ করিয়া হিংসাধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে এই প্রেম বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু আমরা জড়ানন্দে এতদূর মগ্ন যে, অসীম আনন্দের কথা ত শুনিবই না বরং যিনি আমাদিগকে উহা দিতে আসিবেন তাঁহার যদি কোন অনিষ্ট করিতে পারি, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব। এতৎ প্রসঙ্গে আমার একটী পৌরাণিক ইতিহাস স্মরণ হইল। তাহা এই—ইন্দ্র কোন সময় শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে পরমভাগবত মহর্ষি নারদের শূকরদেহ-প্রাপ্ত ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নারদ তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিয়া জানিতে পারেন। কিন্তু শূকরদেহ প্রাপ্ত হওয়ায় ইন্দ্রের পূর্ব্ব স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি যে কখন ইন্দ্র ছিলেন সে কথা তাঁর মোটেই স্মরণ ছিল না। ইন্দ্রকে দেখিয়া নারদ বলিলেন—ওহে ইন্দ্র! তোমার এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল কিরূপে? তোমার ক্লেশ দেখিয়া আমার দারুণ যন্ত্রণা হইতেছে। আইস আমি তোমাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতেছি। শূকররূপী ইন্দ্র, নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় মনে করিল "আমি আমার শূকরী ও শূকরছানার সহিত বিষ্ঠা ভক্ষণাদিদ্বারা পরমসুখে কালযাপন করিতেছি, এই ঋষি বুঝি আমার এই সুখের বাধক হইল"—এই মনে করিয়া ঋষির প্রতি নানা প্রকার ক্রোধব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। মহর্ষি নারদ যে পরমভাগবত পরদুঃখদুঃখী তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ইহাকেই বলে, খেতে বসে মারতে যায়। আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ।

মোদদ্রুমদ্বীপ-বিবরণ।

মাউগাছি, অকটিলা বা একডালা মাতাপুর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এইস্থান বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীর বন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবা-মোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিজ্ঞগণ ইহাকে মোদদ্রুম দ্বীপ বলেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন তিনি এইস্থানে একটী মহা বটবৃক্ষতলে কুটির বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই দ্বীপের অন্তর্গত মাউগাছি গ্রামে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা ঠাকুর বৃন্দাবনের বাল্যলীলাভূমি। অদ্যাপি সেই ব্যাসপীঠ বহু তৃণ গুল্ম লতা ও বৃক্ষ-রাজিতে আকীর্ণ থাকিয়া ভক্তহৃদয়ে শ্রীনৈমিষারণ্যের পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এই গ্রামে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবীর পিত্রালয় ছিল। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটার অনতিদূরেই শ্রীগৌরপার্ষদ ঠাকুর মুকুন্দের ভ্রাতা শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদন-গোপাল বিগ্রহ অদ্যাপি বর্ত্তমান। এখানে আরও একটী প্রাচীন সেবা রহিয়াছেন। গৌরপার্ষদ শার্ঙ্গ ঠাকুর বা শার্ঙ্গমুরারি এই সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্রবাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ঐ সকল প্রাচীন নিদর্শন অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে শ্রীপাটবাটীর সংস্কার সাধনপূর্ব্বক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সেবার সুশৃঙ্খলার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস—মামগাছি গ্রামে এক রাম-উপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেইদিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌরপ্রকটোৎসব দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই আমার প্রভু রামচন্দ্র নিজ দূর্ব্বাদলশ্যামকান্তি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তৎপুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শিশু কখনই

প্রাকৃত নহে। প্রাকৃত শিশুর অঙ্গে এরূপ অলৌকিক লক্ষণসমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য মর্ত্ত্য জীব মাত্র নহেন। ইঁহারাও দশরথ কৌশল্যার অনুরূপ সন্দেহ নাই। বিপ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মিশ্রতনয়কে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া নিজ ভবন মামগাছিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু স্বীয় প্রভুর এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যামমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। স্বপ্নে বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় আবার সেই মূর্ত্তিকে নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপে দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং গৌরচরণে নিগূঢ় রহস্য জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক অন্যের নিকট এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শ্রীধাম-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

ঋতুদ্বীপ

গত ১৮ই তারিখে নানা দেশ-বিদেশ হইতে সমাগত বহুযাত্রী গৌরভক্তগণের অনুগমনে পরমানন্দে উচ্চকীর্ত্তন নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির সহিত ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। ঐ তারিখে গৌরগদাধর মন্দিরে যাত্রিগণ মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম করেন। অপরাহ্নে বহু সহস্র শ্রোতার সম্মুখে গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রমুখ ভক্তগণ বক্তৃতামুখে বহু হরিকথা উপদেশ ও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনাদি সমাপনান্তে সকলেই বহুবিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদসম্মান করেন।

১৯শে তারিখে ভক্তগণ জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া মোদদ্রুমদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

গৌরজন্মোৎসবে—

আহ্বান।

শ্রীশ্রীগৌরপ্রকটক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপে আজ আর আনন্দের সীমা নাই। নানা দেশবিদেশ হইতে আগত সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তবৃন্দ আজ কয়েকদিন ধরিয়া শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ ও জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমণান্তে মোদদ্রুমে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি, তৎপশ্চাতে সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের সমবেত কণ্ঠে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন, মুহুর্ম্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের মধুর বাদ্য-কোলাহল, তরীভেরীর গুরুগম্ভীর নিনাদ, সহস্র সহস্র করধৃত ধ্বজ পতাকারাশির অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে অত্যন্ত পাষণ্ডী হৃদয়ও ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইতেছে—পাষণ্ডতা বিস্মৃত হইতেছে। শ্রীশ্রীমোদদ্রুম ক্ষেত্রের উৎসব সমাপনান্তে ভক্তগণ রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আগামী সোমবারেই যোগপীঠ শ্রীশচীমাতার অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। নানা দূর দেশ হইতে বহু বহু ভক্ত আসিতেছেন। কেহ পরিক্রমায় যোগ দিতেছেন আবার কেহ বা যোগপীঠেই আশ্রয় লইতেছেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বিশ্ববাসী সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ও করিতেছেন—ওগো, বিশ্ববাসী, কে কোথায় আছ, ছুটে এসো, তোমাদের জন্যই যিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তোমাদের জন্যই আবার যিনি সন্ন্যাসলীলার অভিনয় করিয়া তোমাদেরই দ্বারে দ্বারে ছুটিয়াছেন, তোমাদের ব্যথায় যাঁহার হিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল—নয়ন অশ্রুসঙ্কুল হইয়াছে, তোমাদেরই সেই নদীয়ার চাঁদ শচীদুলালের জন্মোৎসব-তিথি—গৌড়ীয় ভক্তগণের—বিশ্ববাসিজনের চিরআকাঙ্ক্ষিত সেই ফাল্গুনপূর্ণিমাতিথি আগতপ্রায়। এস নদেবাসি—এস বঙ্গবাসি—এস ভারতবাসি—এস বিশ্ববাসি দ্বেষ, হিংসা, মৎসরতা ছাড়িয়া—সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া—শোক, মোহ, ভীতি ত্যাগ করিয়া বাল-বৃদ্ধ-যুবা যে যেখানে আছ এস, তোমাদের সকলেরই নিত্য বসতিস্থল প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শচীমাতার অঙ্গনে শ্রীশ্রীমায়াপুরশশধর শচীদুলালের আবির্ভাব তিথিতে আসিয়া যোগদান কর। পাষণ্ডকুলের পাষণ্ড প্ররোচনায় আর কতদিন মুগ্ধ হইয়া থাকিবে ভাই। কতদিন যে তোমরা বাড়ী ছাড়া হইয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছ। মায়ের প্রাণে আর কি সহ্য হয়? শচীমাতা যে তোমাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছেন। দেশে দেশে তাঁহার কৃতী সন্তানগণকে পাঠাইয়া তোমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন। তাই, মায়ার মোহ ছাড়িয়া একবার উঠিয়া এস, গৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিয়া জীবন সার্থক কর।

"সম্বদদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥"

—এই বলিয়া মহাজনগণ ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথির বন্দনা করিয়া থাকেন। যে তিথিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিতবিগ্রহ অবতারী গোলোকনাথ নিজলোক গৌরপ্রকোষ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে ভৌম নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণনামসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সম্বদদ্গুণপূর্ণা ফাল্গুনপূর্ণিমাতিথি আমাদের একমাত্র বন্দনীয়। শ্রীশ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ব্রজের সহিত কৃষ্ণ ভৌমব্রজে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণের ১২৫ বৎসর লীলান্তে ঐ দ্বাপরের পরবর্ত্তী কলির প্রথম সন্ধ্যায়ই শ্রীশ্রীগৌরাবতারকাল। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনপূর্ণিমায় মহাপ্রভুর প্রকটকাল এবং ১৪৫৫ শকে অন্তর্দ্ধান কাল।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥

প্রত্যেক শ্বেতবরাহকল্পে অবতারী কৃষ্ণ ও তৎপরে অবতারী গৌর প্রপঞ্চে প্রকটলীলা করেন। কলি নানা দোষদুষ্ট হইলেও এই শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগান্তর্বর্ত্তী কলি জীবের পরম মঙ্গল-সাধক;—যেহেতু এই কলিতে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আরাধনাপূর্ব্বক সাক্ষাৎ সর্ব্বাবতারী কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারেন।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর অন্যান্য যুগে অনর্পিত কৃষ্ণপ্রেমধন-প্রদান লীলার জন্যই অবতীর্ণ। তিনি মধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক—এই আচার্য্যচতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তের পূর্ণতা বিধানপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদ রূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত প্রচার দ্বারা সর্ব্বজীবের মঙ্গলপ্রদাতা। শ্রীচৈতন্যশিক্ষার অনুবর্ত্তনকারিগণই সর্ব্ব-অংশী অবতারী ভগবানের কৃপালাভে সমর্থ। অতএব হে মধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কানুগতাভিমানি বৈষ্ণবগণ, এস, তোমরাও গৌরজন্মোৎসবে যোগদান কর, তোমরা মনে করিও না, গৌরসুন্দর তোমাদের কেহ নয়। গৌরসুন্দরই তোমাদের উপাস্য বিগ্রহ। গৌরোপাসনা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য অবতারাবলীর উপাসনা চেষ্টা বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করিয়া শাখাপ্রশাখায় জলসেচনের ন্যায়। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, নিখিল দেবদেবীর উপাসকবৃন্দ তোমরাও এস—গৌরসুন্দরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হও। সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ছাড়িয়া দাও—নিজে বঞ্চিত হইয়া পরকে বঞ্চনা করিও না। শ্রীগৌরসুন্দর তোমাদিগের উদ্ধারের জন্যই জগতে অবতীর্ণ—একবার অবধান কর। আর নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিও না। জয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীকি জয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

১৯শে ফাল্গুন, ৪৪১ চৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

আগামী ২২শে ফাল্গুন ৬ই মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন নামকীর্ত্তন, মনোহরসাহি কীর্ত্তন লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা, যাত্রামহোৎসব প্রতিদিন হইবে। ২৩শে ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৩৷০টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভকার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য।

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ

(রায়বাহাদুর)

শ্রীশরচ্চন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ

সম্পাদক।

ভাল কথা।

"ওহে সাধুজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হ'বে হিয়া।"

জগতের লোকের এক এক জনের এক এক প্রকার রুচি। সেই রুচি অনুসারেই তাঁহাদের কেহ কেহ যেমন অর্থকে পাইতে চান, তেমনই আবার পরমার্থ টাই বা কেন বাকী থাকে, সেটাও পাওয়া দরকার, এইরূপ একটা সামঞ্জস্য করেন।

অনেকে বলিতে চান, সংবাদপত্রের মধ্যে জাগতিক আধিক উন্নতি অবনতি, তার অভাবের বিচারই থাকা দরকার। তাহার মধ্যে আবার পরমার্থের বিচার—এ বড় একটা খুঁজিলেই কথা দেখিতেছি। আহার, বিহার, শয়ন, ইন্দ্রিয়তর্পণ লইয়াই

কোন ব্যক্তিকে ছাড়িয়া এড়াইয়া দিনটা কাটাইতে পারিলেই হইল। তাহার মধ্যে আবার পরকালে কি হইবে না হইবে, তার এত চিন্তার কি দরকার? তবে পরমার্থ বলিয়া একটা জিনিষ থাকে থাকুক, ওটা আমাদের বাড়ীর বুড়ো বুড়ীরাই করিলে চলিবে। সকলেরই ওটার জন্য মাথা ঘামানর আবশ্যক নাই। বাড়ীর একজন একটু অর্চন টর্চন করিলেই, সকলের তাতেই ধর্ম হইয়া যাইবে।

আবার আর একদল আছেন, তাঁরা পরমার্থের নাম শুনিলেই চটিয়া অস্থির! তাঁরা বলেন—ড্যাম, ফুল, যতক্ষণ ধরিয়া পরমার্থ পরমার্থ করা যাইবে, ততক্ষণ চটা পেট ভরিয়া খাইয়া ঘুমাইয়া লইলে বরং কিছু কাজে আসিবে।

এইরূপ নানা মস্তিষ্কের নানা আজগুবি গবেষণায় জগৎ ভরপুর। নানা লোকের নানা চিন্তাস্রোত নানা দিকে বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এ সকল স্রোতের গন্তব্য স্থান কোথায়? প্রাকৃত ভূমিকা হইতে উত্থিত, আবার প্রাকৃত ভূমিকাতেই ত' তাহাদের লয়। ইহার পর ত' আর তাহাদের গতি নাই? তবে আর এরূপ নশ্বর পরিণতির জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত হইয়া লাভ কি?

এ জগতে যে বিষয়টা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়, এ জগতে যে বিষয়টীর গবেষণায় আমরা আমাদের সমস্ত উদ্যমটা দিয়া দিই, পরজগতে সে সে বিষয়টীর কোন মূল্য নাই, তাহা আমাদের অদূরদর্শী মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। প্রাকৃত অস্মিতায় বদ্ধাবস্থায় এ জগতে যাহা কিছু অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া আমরা মনে করি, পরজগতে তাহা অত্যন্ত হেয়—ঘৃণ্য—নগণ্য ব্যাপার। এ জগৎটাই পরজগৎ বা চিজ্জগতের হেয়—বিকৃত প্রতিফলন। মূল বস্তুতে যাহা থাকে প্রতিফলিত বস্তুতে তাহাই থাকে সত্য কিন্তু বিকৃত ভাবে থাকে। দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিমূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যেরূপ বিপরীত ভাবে লক্ষিত হয়, তদ্রূপ পরজগতের সকল বিষয়ই এখানে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় বিকৃত ভাবে বর্ত্তমান সুতরাং অনিত্য। চিদ্বস্তুতে হেয়তা তুচ্ছতা বা অনুপাদেয়তা নাই, কিন্তু ঐগুলি অচিদ্বস্তুর নিত্য সহচর। আমরা অমৃতের সন্তান, অমৃত সাগরে নিমজ্জিত হইবার জন্যই ছুটিব। নশ্বর প্রাকৃত জগৎ আমাদের নিত্য ভূমিকা নহে—এখানে আমাদের অস্মিতা আবদ্ধ নহে। আমাদের সকলের স্থান সেই গোলোক বৈকুণ্ঠে। এজগতে যখন আমাদের জন্মগত বাড়ীঘর স্থান নাই, কেননা—

"বসুদেব নবাব হয় গেলোকেতে স্থিতি", তখন ইহাতে আমি মমতা বাড়াইয়া লাভ কি? [illegible]

"প্রাকৃত তন্ত্রাতত্ত্বজ্ঞান এই মনোধর্ম।"

এই মুহূর্ত্তে আমরা যে বিষয়টী অত্যন্ত উত্তম বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে যাইব, পরমুহূর্ত্তে সেইটিই আমাদের নিকট অত্যন্ত অধম হইয়া পড়িবে। ভগবানের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। ভগবান্ নিত্যপ্রভু, জীব তাঁহার নিত্যদাস। ভগবান্ হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ভগবৎসেবা বা ভক্তিই জীবের ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের পরিচয়—তদভাবই দ্বৈতভাব, তাহা হইতেই মনোধর্ম্ম অর্থাৎ আমি ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র, এই বুদ্ধিই ভগবদ্বহির্ম্মুখতা বা মনোধর্ম্ম। ভগবৎ সেবাবহির্ম্মুখ জীবের মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞান কোথায়? বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন তাহার ভদ্রাভদ্র স্থির করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, অভদ্রকে ভদ্র বা ভদ্রকে অভদ্রবুদ্ধি করিয়া বিবর্ত্তে পতিত হয়, মনোধর্ম্মী জীবের অবস্থাও তাহাই। সদ্বৈদ্যের আনুগত্যে বিকার ভাল হইলে রোগী যেমন সদ্বৈদ্যকথিত ভদ্রাভদ্র-বিচার অবধারণ করিতে পারে, ভবরোগ-বিকারগ্রস্ত জীবও তদ্রূপ সদ্গুরুর আনুগত্যে সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগুরুমুখশ্রুত উপদেশানুসারে নিজমঙ্গলামঙ্গলের বিচার করিতে সমর্থ হয়, তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ সদ্গুরু-চরণে আত্মসমর্পণের প্রাগবস্থায় তাহার সে সামর্থ্য লাভ হয় না। গায়ের জোরে বিচার করিতে গেলে অনধিকার চর্চ্চা হইয়া কিতে বিপরীত ঘটিয়া যাইবে।

আলোক এবং অন্ধকার কিম্বা দিবা এবং রাত্রির যেমন কখনই একত্রে থাকা সম্ভব হয় না, প্রাকৃতঅর্থ ও অপ্রাকৃত অর্থ বা পরমার্থেরও সেইরূপ যুগপৎ অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না। হয় স্বর্গ বা নরকপ্রাপক জাগতিক অর্থকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া বরণ কর, না হয় পঞ্চমপুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমারূপ পরমার্থকেই একমাত্র প্রাপ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার কর। অন্ধকারকে আলোক, সর্পকে রজ্জু বা বিষকে অমৃত বলিয়া কল্পনা যেমন অসম্ভব ও সমূহ বিপজ্জনক, প্রাকৃত অর্থে পরমার্থ বুদ্ধি বা প্রাকৃতে অপ্রাকৃতারোপ তেমনিই সর্ব্বনাশকর। সত্য—সত্যই, মিথ্যা—মিথ্যাই।

এখন 'অর্থ' ও পরমার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা যাউক। অর্থ শব্দে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন যখন আত্মেন্দ্রিয় সুখসাধন-নিমিত্ত, তখন তাহা জড় 'কাম' বা জড় অর্থ, আর যখন কৃষ্ণেন্দ্রিয়সুখ-সাধন-নিমিত্ত, তখন তাহা অপ্রাকৃত কাম বা পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম—পরম 'অর্থ'। মানবগণ বহু জন্মের সুকৃতি-ফলে আনুগত্যক্রমে এই অর্থ ও পরমার্থের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারেন। সুকৃতিশালী ব্যক্তি জানিতে পারেন অর্থ ও পরমার্থ বা কাম ও প্রেমের বহির্দৃষ্টি এক হইলেও কামে কেবল নিজসুখসম্ভোগ আর প্রেমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-ইচ্ছা প্রবল থাকে। সুতরাং প্রাকৃত অর্থ ও পরমার্থ কখনই এক হইতে পারে না।

অর্থ ও পরমার্থতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জগৎকে নিজভোগ্যরূপে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে স্বার্থগতি কৃষ্ণভোগ্যরূপে দর্শন করেন—অপস্বার্থের পূতিগন্ধময় পঙ্কিল আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়া আত্মঘাতী হইবার প্রয়াস করেন না, কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমামৃত-মহার্ণবে নিমজ্জিত হইয়া উত্তম স্বাস্থ্যলাভ করেন। তখন তাঁহার সমুদয় চেষ্টা বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত ভোগময় দর্শনে কামের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত-মনে হইলেও তাহা কৃষ্ণ-সেবার্থে পর্য্যবসিত। তখন তাঁহার ভগবান্ ও ভগবদ্বস্তুতে সেব্য বুদ্ধি-হেতু 'আমার ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তের সেবা অন্য লোকে করিয়া দিলে চলিবে'—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি মনে উদিত হয় না। তখন ইহাই মনে হয়, বাড়ীর বুড়ো বুড়ীদেরও যেমন ভগবৎসেবা দরকার, আমারও তেমনি দরকার। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি আমার নিখিল চেষ্টা যদি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হয়, তবেই সে সকলের সার্থকতা, নতুবা তাহাতে কোন আবশ্যক নাই। ধন-জন-পুত্র-পরিবারাদি, আহারবিহারাদি যদি ভগবৎসেবার অনুকূল হয় তবেই ভাল, নতুবা ভক্তিপ্রতিকূল জানিয়া তাহা আমার সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। আহার বিহারাদি সমস্তই শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নহে। ভগবদ্ভজনহীন জীবন পশুরাও যাপন করিয়া থাকে। সুতরাং তদবস্থায় পশু-জীবনে ও আমাতে কোন পার্থক্যই নাই।

পরমার্থবিষয়ক আলোচনা কেবল যে বুড়োবুড়ীর কার্য্য, তাহা নহে। প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে বলিতেছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষ্যং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণের কালাকাল বিচার নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৌমারকাল হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।

আজকাল দুর্ভিক্ষ অন্নাভাবে নহে—হরিকথা আলোচনার অভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ। হরিকথা আলোচনার অভাবেই জগতে নানা অশান্তির সৃষ্টি। সংবাদ-পত্রে—হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হরিকথার আলোচনাই প্রয়োজন। ভারতভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র—শ্রীভগবানের বিলাসক্ষেত্র। ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ। সেই প্রাণহীন হইয়া ভারতের অস্তিত্ব কখনই বজায় থাকিতে পারে না। হে ভারতবাসি, তোমরা আর নিদ্রিত থাকিও না—সংযমী হও, সর্ব্বক্ষণ হরি-কথালোচনায় তৎপর হও, জড় বিষয়-কথায় নির্লিপ্ত থাক, তোমার হৃত স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া পাইবে—আবার সজীব হইবে। তোমরা যে আজ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি লইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত, হায়! হায়! তোমরা কে তাহা কি ভুলিয়া গেলে? তোমরা যে সকলেই সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ—একই জগৎপিতার সন্তান যে তোমরা। ভায়ে ভায়ে কলহ সব ভুলিয়া যাও—জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীর অভিমান বিস্মৃতির অতল বারিধিগর্ভে ডুবাইয়া দাও—সকলে ভগবৎ কথা আলোচনা কর—সদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয়ে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হও—তোমাদের সকল অভাব—সকল দুর্ভিক্ষ দূর হইয়া যাইবে—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি তাহার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া আর তোমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিবে না—তোমাদের বক্ষে পরা শান্তির উৎস প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ।

হে জগদ্বাসি—হে ভ্রাতৃবৃন্দ, কৃষ্ণ ত' শুধু আমার তোমার পিতা নহেন, তিনি যে জগতের নাথ—জগন্নাথ। তাই সকল জগৎ পিতা—জগন্নাথকে না ভজিয়াই যে আমাদের জন্ম জন্ম ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হইতেছে। হায়, হায়, আমরা যে পিতৃদ্রোহী—মহাপাতকী! আহা! স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন দৈন্য কলিহত জীব আমাদেরই জন্য না গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেমবিতরণ-রূপ মহাবদান্য লীলার অভিনয় করিয়াছেন? মায়াবদ্ধজীব আমাদেরই জন্য না শচীনন্দন সুন্দরাঙ্গ, সুরোপেন্দ্র সুন্দরশ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভ পালনার্থ কঠোর সন্ন্যাসিবেষ ধারণ করিয়াছিলেন? হায়, হায়, এমন অমন্দোদয় দয়াবান্—নিজে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা প্রদানকারী পরমকরুণ প্রভুর করুণবাণী কি আমাদের প্রাণে একটুও বাজিবে না? ভাই, যথেষ্ট হইয়াছে আর না, তুচ্ছ সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও, সংসারদাবানলে আর পুড়িও না—এস, আজ আমরা সকলে মিলিয়া গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে শরণগ্রহণ করি।

নদীয়া বাসি, তোমরা না অভিন্ন-ব্রজধাম শ্রীশ্রীগৌরধামের অধিবাসী বলিয়া নিজেরা নিজেরা বড়ই গৌরব অনুভব করিয়া থাক—তোমরা না 'আমার গৌর'

'আমার নিতাই' বলিয়া ধুলায় কতই না গড়াগড়ি দাও? তোমাদের মধ্যেও যদি শ্যামাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তোমরা কেমন করিয়া ধামবাসী বলিয়া পরিচিত হইবে বলত? বল, বল না দে বাণী, তোমরা এ সঙ্কীর্ণতা—এ পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য—এ প্রতিষ্ঠাশারূপ শ্বপচরমণীর কুনাট্য—এ আত্ম ও পর বঞ্চনা কাহার নিকট হইতে শিখিলে ভাই? এস ভাই, আর না, যা হ'বার হইয়া গিয়াছে, এখন আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

নানা কথা

(স্থানীয়)

'অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।'

কয়েক দিন হইতে পশ্চিমদেশীয় জনৈক গণক-বেশী জুয়াচোর গোয়াড়ী-চাঁদপাড়ার জনৈক ব্যক্তির পিছু লাগে এবং তাহাকে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে নিজ বশীভূত করিয়া ফেলে। সে উহাকে একগুণ সোনা দিলে দ্বিগুণ করিয়া দিবে, এইরূপ প্রলোভন দেখায় এবং একরতি সোনা লইয়া উহা দুইরতি করিয়া দেখাইয়া বিশ্বাস উৎপাদন করে। এইরূপ অলৌকিক কার্য্যে লোকটির দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় সে গণকঠাকুরকে ছদ্মবেশী দেবতা বলিয়া ধারণা করে এবং তাহাকে নিজের ভাগ্য ফিরাইয়া দিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে। তদনুযায়ী গণকঠাকুর লোকটীকে কিছু পাকা সোণা খরিদ করিয়া আনিতে বলে এবং এ বিষয় তাহার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহারও গোচরীভূত যাহাতে না হয়, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দেয়। ঐ ব্যক্তি অতিলোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার সঞ্চিত অর্থদ্বারা বাইশ ভরি পাকাসোনা কিনিয়া আনিয়া গণক ঠাকুরের হস্তে প্রদান করে এবং ঐ স্বর্ণযজ্ঞের উপকরণ স্বরূপ ঘৃত, পান, সুপারি ইত্যাদি এমন কি তাহার স্ত্রীর পরণের গরদের শাড়ী এবং কাণের মাকড়ী পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া দেয়। গণকঠাকুর যজ্ঞকালে স্বর্ণ, গরদের শাড়ী এবং মাকড়ী কোন্ ফাঁকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। তবে দাবী দ্রব্যাদি সমস্তই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে ত্রুটী করে নাই। পরে "যজ্ঞের জন্য একটী গাছ প্রয়োজন—উহা আনিতে যাইতেছি" ইহা বলিয়া চম্পট দিয়াছে। অনুসন্ধানে গণকের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। ধন্য ধন-লালসা।

(ভারতীয়)

মোটর দুর্ঘটনা।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাজসাহী নাটোর রাস্তায়, টিকাপাড়া নামক স্থানে মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি গরু মারা গিয়াছে ও ৬ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। এই রাস্তায় মোটর দুর্ঘটনা প্রায়ই হয়।

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সরাইল হইতে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আসার সময় একখানা মোটর সড়ক হইতে ড্রেণে উল্টিয়া পড়িয়া যায়। তাহাতে ৬ জন আরোহী অল্প বিস্তর জখম হইয়াছে। কয়েক জনের জখমই গুরুতর। আরোহী প্রত্যক্ষ দর্শীর মুখে প্রকাশ যে চালকের দোষেই নাকি ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

সিরাজগঞ্জে বিজলী ঘর।

গত রবিবার পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সরবরাহ করিবার জন্য বিজলী ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

দেব প্রতিমা ভঙ্গে মুসলমানের দণ্ড।

গত ১লা বৈশাখ আবা রঘুতে রাধাচক্র মেলার সময়ে ৪ শত মুসলমান মেলায় ঢুকিয়া প্রতিমা, দোকান ও জিনিষপত্র নষ্ট করে। মুসলমানগণ বলে যে, তাহারা ৪ জন মুসলমান ঢুলিকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া বিদ্বেষবশতঃ এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

টাঙ্গাইলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৭ জন মুসলমানের প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা দেন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। মিষ্টার খোদাবক্স এবং শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আবেদনকারীর পক্ষ এবং শ্রীযুত অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী সরকার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

বিচারপতিগণ ১ জনকে খালাস দিয়াছেন, অন্য ৬ জনের প্রতি ৬ মাস স্থলে ৩ মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়।

[illegible]

ঢাকা ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ,—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাজিয়া অনেক লোককে প্রতারণা করিবার অভিযোগে ঢাকা পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত আবদুল সামাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বি কে ঘোষের বিচারে এক বৎসরের জন্য জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জেও আবদুল সামাদের বিরুদ্ধে আর একটি প্রতারণার মামলা চলিতেছে।

কয়েদীর প্রতি দয়া।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় বলেন, কয়েদীরা জেলে মশকের অত্যাচারে বড়ই কষ্ট পায়। তাহাদের জন্য মশারীর ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। তিনি বলেন, এই বাবদে একবার ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিলে যে বৎসর ঐ পরিমাণ ব্যয় করিতে হইবে, তাহা নহে। প্রতি ৩ বৎসর অন্তর ঐরূপ ব্যয় করিলে চলিতে পারে।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাম সাহেবের দান।

নওয়া নগরের মহারাজা জামসাহেব কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষার সুবিধার জন্য বাৎসরিক ১২ হাজার টাকা প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই টাকা হইতে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক রাখা হইবে। উক্ত চেয়ারের নাম হইবে নওয়া নগরের কেমেষ্ট্রী চেয়ার।

আরও প্রকাশ, জাম সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার এককালীন দানও করিতে পারেন।

মালদহে অগ্নিকাণ্ড।

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজ বাজারের পশ্চিমা বস্তীতে আগুন লাগিয়া ১০ জন গৃহস্থের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। গরীবদিগের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্ত্তৃপক্ষের অগ্নি-নির্ব্বাপণের জন্য কোনই ব্যবস্থা দেখা যায় নাই।

ঢাকা কলেজে গোলযোগ।

প্রকাশ, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার দৈত্র ছাত্রগণের অভিভাবকদিগকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাত্রগণের কর্ত্তব্য। কলেজ হোষ্টেলের ছাত্রগণ ইতোমধ্যেই ক্ষমাপ্রার্থনা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই অদ্যাবধি ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই। যাহারা [illegible] তাহারা বর্ত্তমানে কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে।

চট্টগ্রামে মহামারী।

চট্টগ্রাম সহরে অনেকদিন হইতেই কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ত্তারা জনসাধারণের মধ্যে কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশন দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ইনজেকশনের কাজও খুব জোরে চলিতেছে। এখানকার রাস্তাঘাট অত্যন্ত অপরিষ্কার। এদিকে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

(বৈদেশিক)

সম্পাদকের মৃত্যু।

লণ্ডন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, স্যার ডসন উইলিয়ামস সি, বি, ই; এল, এল ডি, ডি, এস, সি; এম, ডি, ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ মেডিকেল জর্ণালের সম্পাদক ছিলেন।

ভীষণ বন্যা।

২০ হাজার লোক নিরাশ্রয়।

চীনে লিউকিংসিয়েনের নিকটে পীত নদীর কূল ভাঙ্গিয়াছে। ৮০ খানি গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে এবং অনুমান ২০ হাজার চীনা নিরাশ্রয় ও গৃহহীন হইয়াছে।

বায়স্কোপের বাড়ী বিধ্বস্ত।

বহু মহিলা ও শিশু হত

দক্ষিণ আমেরিকার পারানা রাজ্যের রাজধানী কিউরিটিবা সহরে একটী বায়স্কোপের বাড়ী হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ায় অনেক লোকের প্রাণহানি হইয়াছে। মৃতের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুই বেশী। ধ্বংসস্তূপ হইতে ১৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

আফগান-স্বাধীনতা

লণ্ডনে বার্ষিক উৎসব

আফগান দূতাবাসে আফগানিস্থানের স্বাধীনতা দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে উৎসব হইয়া গিয়াছে। বহুশত আফগান দূতাবাসে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দূতাবাসের উপর আফগান পতাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। লর্ড মেয়র, মেয়রপত্নী, স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট দেশের রাজনীতিক লোকেরা বহু প্রসিদ্ধ লোক উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গৌর-পূর্ণিমা প্রশস্তি

(১)

বন্দি তোমায় সকল শুভদা বাসন্তী-পূর্ণিমা
তিথি গো আজ।
অকলঙ্ক চাঁদ শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকট করিলে
নদীয়া-মাঝ॥
ভাগ্য মানিল রজনী যাহার চরণ-কমল ধরিয়া
বক্ষে।
গাহিল উচ্চে মহা জয়গান হর্ষ-পূরিত সজল
চক্ষে॥
ধন্য হইল কলিযুগ আজি ঘৃণ্য অলজ্য
পাতক-ভরা।
গৌরবে তব আসন তাহার হইল সকল
যুগের সেরা॥

(২)

কলঙ্কী শশাঙ্কে রাহু গরাসিল হরিধ্বনি
উঠে ভুবন ময়।
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গের রোলে শুদ্ধ পাপ-বাসনা
চয়॥
ম্লেচ্ছ-যবন পরিহাস ছলে বলে 'হরি হরি'
গভীর উচ্চ।
অপরাধ-হীন নামাভাসে হয় সংসার-সাগর
তাদেরো তুচ্ছ॥
ধন্য হইল কলিযুগ আজি ঘৃণ্য অশেষ
পাতক ভরা।
ভক্ত সমাজে আসন তাহার হল সকল
যুগের সেরা॥

(৩)

আনন্দে ভরিল নদীয়া নগরী মিশ্রভবনে
বিপুল মেলা।
শচীমাতার অঙ্ক উজলি—ত্রুবন বিজয়ী
রূপের খেলা॥
লক্ষ লক্ষ পুর-নরনারী জাহ্নবী-সলিলে
করিল স্নান।
দলে দলে আসি শিশুরে নিরখি নানা
উপহার করিল দান॥
ধন্য হইল কলিযুগ আজি ঘৃণিত পাপ-
প্রবৃত্তি ভরা।
বিশ্ব সমাজে আসন তাহার হইল সকল
যুগের সেরা॥

(৪)

[illegible] দেব দেবী যত [illegible] নদীয়া-
বাসীর [illegible]।
[illegible] শিশুর চরণ [illegible] স্মরণে
মানিল [illegible]॥
দেব-ঋষি মিলি ভবে নরাকৃতি হরি হরি বলি
বিপুল হর্ষে।
নদীয়া হইল মধুপুরী সম বিধাতৃ-চরণ-কমল
স্পর্শে॥
ধন্য হইল হায় কলিযুগ ঘৃণ্য অযত্ন পাপেতে
ভরা।
চতুর্মুখেও প্রশংসিল তায় মানিল সকল
যুগের সেরা॥

(৫)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাধা-ভাব-দ্যুতি
ধরিয়া অঙ্গে।
আশ্রয়ের ভাবে আস্বাদিতে প্রেম জগৎ
ভাসাল কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
নিজ সর্ব্বশক্তি অর্পিয়া শ্রীনামে শৌচ-কাল-
বিধি করিল দূর।
পার্ষদগণে পাঠায়ে অগ্রে আপনি আসিল
নদীয়া পুর॥
ধন্য করিল কলিযুগ—দিয়া মানে অধিকার
শুদ্ধধানে।
'নাম নামী এক' করিয়া প্রচার ডুবা'ল
বিশ্ব প্রেমের বানে॥

(৬)

অপ্রাকৃত স্নেহে শচী-জগন্নাথ ভাণ্ডার
উজাড়ি করিল দান।
অদ্বৈত শ্রীবাস ব্রহ্ম হরিদাস প্রেম-পীযুষ
করিল পান॥
হেথা নীলাম্বর শচীর জনক শিশুর লগ্ন
করি বিচার।
কহে,—বিশ্বম্ভর ব্রহ্মাণ্ড-ভর্তা করিবে সর্ব্ব
জগদুদ্ধার॥
বন্দি তোমায় সকল শুভদা ফাল্গুনী পূর্ণিমা
তিথি গো আজ।
পতিত পাবন গৌরসুন্দরে—প্রকট করিলে
নদীয়া মাঝ॥

শ্রীকিশোরীমোহন অধিকারী
সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন।
নারমা, মেদিনীপুর।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব

আজ শুভ ফাল্গুনপূর্ণিমা তিথি—কলিযুগপাবনাবতারী—মহাবদান্য—সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীশ্রীগৌরহরির শুভ আবির্ভাববাসর। গতকল্য মধ্যাহ্নে ভক্তগণ শ্রীধামের নবধাভক্তিলক্ষণাত্মক নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীযোগপীঠে শ্রীশচীমাতার অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনমুখে অধিবাস-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পরিক্রমাকারিভক্তগণ যখন যোগপীঠে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, অহো, তখনকার সে দৃশ্য—সে অপূর্ব্ব নয়ন-মনোভিরাম—প্রাণারাম দৃশ্য, তাহা আর ভুলিবার নহে। সে দৃশ্য দর্শন করিয়া ক্ষণমাত্রও বিচলিত হয়, এমন পাষাণহৃদয় এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া সে মধুর দৃশ্য দর্শনে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছে। ভক্তগণ সর্ব্বাঙ্গে শ্রীধামের রজঃকণা মাখিয়াছেন—তাহাতে আবার উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন—দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া সহস্র সহস্র সমবেত কণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর জয়ধ্বনি, তৎসঙ্গে শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতালের মধুর বাদ্যের অতি মনোহর ঐকতান এক মহা আনন্দের হাট বসিয়া গেল,—

"দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥"

মনে হইল, আবার যেন শচীনন্দন প্রকটলীলায় সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া—তাঁহার নিজজনগণকে সঙ্গে লইয়া মহাসঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা—জগৎ আবার প্রেমবন্যায় ভাসমান। গৌরসুন্দর আবার বাহু তুলিয়া অভয় দিয়া বলিতেছেন—"ওরে, কে কোথা আছিস্ ছুটে আয় তোদের জন্যই আবার আজ আমার প্রকট বিহার—আবার প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইব—যে যেখানে যে অবস্থায় যেমন ভাবে থাক, সব ফেলিয়া এস, এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদান কর। ভক্তগণ গাহিতে লাগিলেন—

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে,
কলির জীবের দশা মলিন দেখে
গায় গোরাচাঁদ মধুর স্বরে।
একবার বল রসনা প্রেমভরে,
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥

এই গান গাহিতে গাহিতে ভক্তগণের মধ্যে "কেহ বা নাচে, কেহ বা কাঁদে, কেহ হাসে মনে মনে।" কীর্ত্তনকারিগণের মুখে হরিনাম, শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে হরিনাম, দিগ্‌দিগন্তে হরিনাম, বিশ্বের সকল অভদ্ররাশি দূর করিয়া আজ হরিনাম কোটি কণ্ঠে কীর্ত্তিত। মানব, এ দৃশ্য দেখিয়া এখনও তোমার বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে পচিয়া মরার সাধ হয়—এখনও মায়া পিশাচীর পৈশাচিক প্রলোভনে মত্ত থাকিবার সাধ হয়? সর্ব্বচিন্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ মনোহর কনককান্তিধারণ পূর্ব্বক গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া মহাপ্রেমবারিধির রসবন্যায় এই নিখিলজগৎ ভাসাইয়া দিতেছেন, সেই প্রেমবন্যায় ভাসিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হইতেছে না? মানব, তুমি প্রেমবন্যা পাছে তোমাকে স্পর্শ করে, তাই পলাইবার চেষ্টা করিতেছ? না, আর পলাইবার পথ নাই। তোমাদের সকলকে আজ প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দেওয়ার জন্য গৌরপার্ষদবরের এই মহা প্রয়োজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট বিহারের পর এত অধিক শুদ্ধভক্তের একত্র সমাবেশ, বহুদেশদেশান্তর হইতে এত অধিক সংখ্যক সত্যনিষ্ঠ, দৃষ্টানুরাগী, গৌরপ্রকটস্থলী শ্রীধামদর্শনাভিলাষী সজ্জনমণ্ডলীর সম্মেলন, আমাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার করিয়া দেয়। মনে হয় শ্রীধাম মায়াপুরের সেই ৪৪১ বৎসরের পূর্ব্বগৌরব আবার ফিরিয়া আসিতেছে—আবার লক্ষ লক্ষ লোকের সমবেত কণ্ঠে উচ্চ হরিনামসংকীর্ত্তনে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতেছে কুসঙ্গমানের গৌরব ছাড়িয়া আবার লক্ষ লক্ষ মানব গৌরকীর্ত্তনরঙ্গে ডুবিতেছে—বুঝিয়াছে গৌরসুন্দরের পাদপদ্মাশ্রয় ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই—শুদ্ধ গৌরভক্তগণসঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন ছাড়া আমাদের আর গতি নাই। শ্রীশ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথা আবার আলোচনা হইতেছে—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ
যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং
নৈবান্য আসীদ্রসঃ।"

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়ীগণ মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণ সম্বন্ধিনী গ্রাম্য কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দার্শনিক, আলঙ্কারিক, নৈয়ায়িক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদবিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞান সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

'অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুলহরিসঙ্কীর্ত্তনরবো'
ধতো দেহে দেহে বিপুলপুলকাশ্রু
ব্যতিকরঃ।
অপি স্নেহে স্নেহে পরমমধুরোৎকর্ষপদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি॥"

"শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছে, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রুকদম্ব শোভা পাইয়াছে, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে

শ্রুতির অগোচর পরমা মধুরা শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌরপ্রকটোৎসব উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে বটে—কিন্তু গৌর-প্রকটস্থলী সুপ্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর যোগপীঠের আনন্দোৎসবের সহিত তাহার বিশেষত্ব কি? কীর্ত্তন ত' অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীনামের একান্ত শরণাগত শুদ্ধভক্তের কীর্ত্তনে ও নামাপরাধী—ধামাপরাধী—বৈষ্ণবাপরাধী—কীর্ত্তনব্যবসায়ী—বিগ্রহব্যবসায়ী—স্ত্রীসঙ্গী কুতর্ক পাঠকগণের কীর্ত্তনে প্রভেদ কি?—প্রভেদ আকাশ-পাতাল। শুদ্ধভক্ত শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিয়া গৌরসুন্দরের কৃপালাভ করেন, আর ভক্তনামধারী কপট লম্পটগণ নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া নরকের পথে ধাবিত হয়। শুদ্ধভক্তগণ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার জন্য কীর্ত্তন করেন না—কিন্তু কীর্ত্তনবিগ্রহ কীর্ত্তনাপতা গৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আর মায়াপরাধিগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার জন্য শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়া নরকের পথে ছুটিতেছে। সুকৃতিসম্পন্ন সাধুজনগণ তাই এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া—আর অসৎসঙ্গলাভের জন্য—ভাড়াটিয়ার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য ধাবিত না হইয়া তাঁহাদের নিত্যবসতিস্থল শ্রীমায়াপুর ধামে সম্মিলিত হইয়াছেন ও হইতেছেন এবং মায়াপুরচন্দ্রের নিকট তাঁহাদের সকল আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হইতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

সর্পোচ্ছিষ্টদুগ্ধপানে যেমন জীবননাশের সম্ভাবনা, সেইরূপ অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণ হরিকথা-শ্রবণে ভক্তিবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক, সমস্ত ভক্তিই নষ্ট হইয়া যায়।

আজ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব। কিন্তু সে আবির্ভাবস্থল কোথায়? যেখানে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিলাষ, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান, ফলভোগবাদ, ধর্ম্মের নামে কাপট্য—স্ত্রীসঙ্গাদি বর্ত্তমান, সেখানেই কি গৌরাবির্ভাবভূমি? উত্তর—না, সেখানে নহে। অন্যাভিলাষ জ্ঞানকর্ম্মাদি-পরিশূন্য বিশুদ্ধসত্ত্বই শ্রীভগবানের প্রকটস্থল। সুতরাং যাঁহার হৃদয় তাদৃশ নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছে, তিনিই গৌরাবির্ভাবলীলা দর্শনে অধিকার লাভ করিতে পারেন। এই গৌরাবির্ভাব উপলব্ধির জন্যই অভিন্ন বলদেব নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা করাইয়া আত্মনিবেদন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনান্তে কি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য শ্রবণদ্বীপ সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া শ্রবণ শিক্ষা দিয়াছেন। পরে কীর্ত্তনদ্বীপ বা গোদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া কীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন। অর্থাৎ নির্ব্বোদগ্রস্ত জীবের প্রথমে শ্রবণযোগ্যতা, তৎপর শুদ্ধ শ্রবণ হইলে কীর্ত্তনযোগ্যতা লাভ হয়, তাহা শিখাইয়াছেন। অনন্তর মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া যথাক্রমে স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য—এই সকল ভক্ত্যঙ্গ-সম্বলিত সাধনভক্তির কথা উপদেশ করিয়া পুনরায় আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীগৌরপাদপীঠে আনয়নপূর্ব্বক গৌরাবির্ভাবোপলব্ধির যোগ্যতা প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগুরুদেবের এই মহামহাবদান্যলীলা উপলব্ধি করিবার—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুপাদিষ্ট ভজনমুদ্রা লাভ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহাদের বিশুদ্ধ হৃদয়ে গৌরাবির্ভাব দর্শন করিয়া ধন্য হইবেন।

গৌরজন্মতিথি-মাহাত্ম্য

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসর, ভক্তগণের পরম আদরণীয়। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় উপবাসাদি দ্বারা এ তিথির সেবা করিয়া থাকেন।

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনপূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তিস্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
সর্ব্ব যাত্রামঙ্গল এই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এই তিথি করিবে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥

—চৈঃ ভাঃ আ ৩।৪২-৮৬।

রুদ্রদ্বীপ-বিবরণ

রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই দ্বীপে নীললোহিতাদি একাদশরুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন। কৈলাসধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রভামাত্র। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদপদ্ম ধ্যানে রত হইয়াছেন। এইস্থানেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপালাভ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এইস্থানেই অলক্ষ্যে গৌরকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈতমতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

এই দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। যথা ভক্তি রত্নাকরে—

গঙ্গার পূর্ব্বপারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাহুপুরে রুদ্রপুর কয়॥

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১৮ই ফাল্গুন শুক্রবার পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবসে ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে। এই ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে মহাপ্রভুর পার্ষদ ও গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর পরমপ্রিয় দ্বিজ বাণীনাথের সেবিত শ্রীগৌরগদাধর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান থাকিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে সেবিত হইতেছেন। তাঁহাদের সেবা-প্রযত্নে এই সুপ্রাচীন সেবার ঔজ্জ্বল্য বিশেষরূপে সাধিত হইয়াছে। এইস্থানে পরিক্রমাকারি-ভক্তগণের সংখ্যা বিগত বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। শুক্রবার প্রাতে ভক্তগণ বিদ্যানগর পরিক্রমা করেন। বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের টোল ছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ পরা ও অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীগৌরগদাধর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এই বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে অতীব হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—"কপটতা ও সরলতা। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া অতীব করুণ স্বরে বলিলেন যে, সকলেরই সরল হইয়া হরিভজন করা কর্ত্তব্য। তিনি কপটতা ও সরলতার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহাও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মহাপ্রভু ও প্রভুর ভক্তগণের চরিত্রের আদর্শ হইতে বুঝাইয়া দিলেন। হৃদ্দৌর্ব্বল্য গুরুকৃপা ও ভক্তকৃপায় বিদূরিত হয়, কিন্তু কপটব্যক্তির কোন কালেই সুবিধা হয় না। কপট ব্যক্তি কেবল আত্মবঞ্চিত হয়।"

প্রভুপাদের বক্তৃতার পর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের স্থান সুদূর উড়ুপী ক্ষেত্র হইতে আগত পণ্ডিতকেশরী শ্রীমদ্ অদমার মঠ ঠলাচার্য্য দ্বৈতবেদান্তবিদ্বান মহোদয় সংস্কৃত ভাষায় সদ্গুরু ও তথাকথিত গুরু সম্বন্ধে একটী ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বৈতবেদান্তবিদ্বান মহোদয় সেই প্রসঙ্গে মহাভারতাদি শাস্ত্র হইতে কয়েকটী আখ্যায়িকা ও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন যে, পারমার্থিক গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও কোন কালে মঙ্গল হয় নাই, হইতে পারে না। পারমার্থিক গুরুগ্রহণে উদাসীন বা ভোগপরায়ণ হইয়া যাঁহারা সামাজিক গুরুগ্রহণের অভিনয় প্রবৃত্তিকেই গুরুবরণ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা সংসার সমুদ্রেই চিরকাল পতিত থাকিয়া ক্লেশভোগ করেন।

উড়ুপীর পণ্ডিত মহোদয়ের বক্তৃতার পর গৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করিয়া কপটতা ও সরলতার পার্থক্য বিবৃত করেন।

তৎপরদিবস শনিবার জহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছিল। এস্থানে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে মহাপ্রভুর লীলাকথা পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ বক্তৃতামুখে অনেক হরিকথা উপদেশ প্রদান করেন।

রবিবার শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা হয়, এই মোদদ্রুমদ্বীপের বিবরণ স্থানান্তরে পাঠকগণ দর্শন করিবেন। এই মোদদ্রুমদ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসাবতার শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের জন্মভিটা বিরাজিত। এইস্থানেই মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র নারায়ণী-নন্দন বাল্যলীলায় বিচরণ করিতেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভাগবত মহাভারতাদি পুরাণ রচনা করিয়া জীবকুলকে হরিভক্তির কথা জানাইয়াছেন, ঠাকুর বৃন্দাবনও তদ্রূপ আপামর সকলকে সহজ সরল বাঙ্গালা ছন্দে মহাপ্রভুর কথা বঙ্গের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদিও ঠাকুর বৃন্দাবনের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলী এবং গুণরাজখাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি সেই সকল পদাবলী ও কবিতাদি শুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় লিখিত নহে। বিশেষতঃ কলিযুগপাবনাবতারী নদীয়া-প্রকাশের কথা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় এই নারায়ণীনন্দনই কীর্ত্তন করিয়াছেন। এমন কি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের কথা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি ঠাকুর বৃন্দাবনেরই শেষামৃত পানকারী।

যেদিক হইতেই দেখা যাউক না কেন ঠাকুর বৃন্দাবন বাঙ্গালার সকলেরই চিরবন্দনীয় গুরুদেব অথবা শুধু বাঙ্গালার বা বলি কেন, তিনি সমগ্র জীবের গুরুদেব ও ভক্তিশিক্ষাদাতা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারতাদি গ্রন্থে নানাপ্রকার উপাখ্যান আখ্যায়িকা প্রভৃতির দ্বারা সাধারণ লোককে হরিকথায় আকৃষ্ট

কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঠাকুরের অলৌকিক কথার পরিচয় কিন্তু বৈশাখের মোদদ্রুমদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্যলীলায় যে স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা আরও অনেক বেশী। এবারকার দয়া নিরুপম দয়া। মহাভারতাদিতে যাহা গোপন করিয়া বলা হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ও অযাচিত ব্যক্ত হইয়াছে। মহাভারতে ব্যাস মুনিকাদির গল্পচ্ছলে হরিকথার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এবার বৈশাখব্যাস মহাপ্রভুর পরম-মধুর লীলাময় উপদেশামৃতবর্ষণে মৃতকেও অমর করিয়াছেন। পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাসূত্রে তিনি নিত্যানন্দ নিন্দকগণকে পর্য্যন্ত তাহাদের শিরে পদাঘাত করিয়া কৃপা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থ সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পৎ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর বাণী লিখিত আছে—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" ঠাকুর বৃন্দাবন মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখগাথা উল্লেখ করিয়া যে আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জগতের লোক ব্যাসপীঠের পূজা করিবার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাবভূমি এই মোদদ্রুমদ্বীপে আগমন করিয়া গৌর-নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই চিন্ময় ধামরজে গড়াগড়ি দিবেন। তাহার পূর্ব্বাভাস ও শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের কৃপায় অনেকটা দেখা যাইতেছে। ঠাকুর বৃন্দাবনের মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইতেছে। আমরা আরও শুনিয়াছি যে, এই মহাগ্রন্থ সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায়ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপায় জগতে প্রচারিত হইবেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবভূমি সাক্ষাৎ ভক্তিপীঠ বা ব্যাসপীঠ। ইহা গৌড়ের নৈমিষ। এই স্থানটী এবং ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ যুগলের সেবা এতদিন সেবা-বৃত্তির লুপ্ততার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যুগাচার্য্যের কৃপায় এইস্থান, ও ইহাঁর সেবার পুনরায় উদ্ধার হইতেছে। অচিরেই যাহাতে এইস্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য একটী মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট্যমন্দির, সেবকগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবে। গত রবিবার দিবস প্রাতঃকালে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ অগণিত ভক্তবৃন্দের সমবেত কীর্ত্তনরত হরিধ্বনির মধ্যে স্বহস্তে এইস্থানে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশমতে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ এবং ভক্তগণ গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মৃত্তিকা খনন করিয়া এইস্থানে শ্রীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্থাপন করেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা ও কুলদাচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ যাহাতে মামগাছি গ্রামের লুপ্ত গৌরব পুনরায় উদ্ধার হয় এবং যাহাতে এই গ্রামে আবার ঠাকুর বৃন্দাবনের সেবা উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন-মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় ঠাকুর বৃন্দাবন সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর পার্ষদ শার্ঙ্গ মুরারি ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহসমূহ দর্শন, পরিক্রমা, লীলাগ্রন্থ-পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীমোদদ্রুমছত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সকল স্থানের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

গতপরশ্ব ভক্তগণ রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় মোদদ্রুমদ্বীপ হইতে যোগপীঠে উপস্থিত হইয়াছেন। গতকল্য প্রাতে ঋতুদ্বীপ পরিক্রমা হইয়াছে।

অদ্যকার কৃত্য

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ।

২। মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন।

৩। সন্ধ্যায় অভিষেক উৎসব ও সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসব।

শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণীসভা

আগামী কল্য বুধবার অপরাহ্ণকালে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীধামপ্রচারিণীসভার সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

ডাকাইতী

নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার সদর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী দুর্মিদিয়া গ্রামে নন্দলাল দে নামক এক ব্যক্তির বাটীতে ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় দুপটার সময় কয়েকজন লোক মশাল, লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাড়ী প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে। তাহাদের চীৎকারে গ্রামের লোক আসিয়া পড়াতে ডাকাইতরা পলায়ন করে। ঐ রাত্রিতে আর এক দল ডাকাইত রামচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে চড়াও হইয়া অল্প কিছু জিনিষ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

রাধাগ্রামের কথা।

রাধাগ্রাম এখন শান্ত আছে। প্রথমে শুনা গিয়াছিল, মিঞাজান জমাদারকে গ্রেপ্তার করিবার সময় পুলিস তাহার বন্দুকটিও কাড়িয়া লইয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে, পুলিস বন্দুকের তলব করিলে বন্দুক পাওয়া যায় নাই। মিঞাজানকে ৩দিনের মধ্যে থানায় বন্দুক জমা দিবার জন্য পুলিসের সার্কেল ইনস্পেক্টার আদেশ দিয়াছেন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে এখনও নানা ভীতিজনক জনরব রটিতেছে।

কুষ্টিয়া সংবাদ

এক বৎসর পূর্ব্বে কুষ্টিয়া হরিপুরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড-সম্পর্কিত ৪ জন আসামী এতদিন পর্য্যন্ত পলাতক ছিল। তাহারা আজ ধরা দিয়াছে। আগামী কল্য মামলা উঠিবে। ঐ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ৫ জন আসামীর ৮ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল।

আজও বৃষ্টি না হওয়ায় বাঙ্গলার ফসলের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহের স্থানে স্থানে বিশেষ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মালদহে বহু শ্রমিক পূর্ত্তকার্য্যে নিযুক্ত। চাউলের মূল্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়াছে।

(ভারতীয়)

স্বামী পরমানন্দ আহত

স্বামী পরমানন্দ গত মাসে গান্ধী-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদিগের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গত ১২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চম্পারণে এক জন মুসলমান ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া ছুরিকা দ্বারা তাঁহার হস্তে আহত করিয়াছে, শুনা যায়।

স্বামী-হত্যা।

ফরিদপুর, ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, নমঃশূদ্র রমণী দুখী দাসী তাহার সহিত একশয্যায় শায়িত ও নিদ্রিত স্বামী গুরুদাস ঢালীর মাথা কুড়ালীর সাহায্যে কাটিয়া ফেলিবার অভিযোগে দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীরা সকলে তাহাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় জজ মিঃ এলিস তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। আসামী-পক্ষের ব্যবহারজীবীরা বলেন, ঘটনার সময় স্ত্রীলোকটীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। জুরী সে কথা বিশ্বাস করেন।

নৌকা-ডুবি

ঢাকার বিখ্যাত জুতা-ব্যবসায়ী ঘোষ ব্রাদার্সের একমাত্র স্বত্বাধিকারী অখিল চন্দ্র ঘোষ, তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র কার্ত্তিকপুর হইতে (ফরিদপুরে) সুরেশ্বর ষ্টীমার ঘাটে আসিবার সময় নৌকাডুবির ফলে জলমগ্ন হইয়াছেন। গত ২২শে তারিখ রাত্রিতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। ঘটনাস্থল হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে কেদারগঞ্জে অখিল বাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অন্য দুই জনের শব এখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

ভীষণ দাঙ্গা

২ জন লোক হত

আজিমগঞ্জের রাজা বিজয়সিং দুধুরিয়া ও মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর প্রজাদের মধ্যে কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন দৌলতপুর থানার অন্তর্গত একটা প্রায় ২৫ হাজার বিঘা জমির চর লইয়া গত ৩০শে জানুয়ারী ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে ২ জন লোক মারা গিয়াছে। উভয় পক্ষ হইতেই কুষ্টিয়া মহকুমা হাকিমের নিকট মামলা দায়ের হইয়াছে। মামলা সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে এবং কয়েকজন গ্রেপ্তারও হইয়াছে। আসামীরা প্রত্যেকে হাজার টাকা জামিনে খালাস আছে। আগামী ১০ই মার্চ্চ মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ পড়িয়াছে। শান্তিরক্ষার জন্য চরে কতক গুলি পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়

পঞ্জাব সরকার গ্রামের উন্নতি নিমিত্ত ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিদ্যালয়টি গত ১লা মার্চ্চ দিল্লী পৌঁছিয়াছে।

মোটর দুর্ঘটনা

বিগত ৯ই পৌষ কাঁথি সহরে দত্ত কোম্পানীর মোটর দুর্ঘটনায় একটি বালক মারা যাওয়ায় মোটর ড্রাইভার অভিযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বিচারে উহার ১২৫ টাকা জরিমানা ও ৬ মাসের জন্য লাইসেন্স রহিত করা হইয়াছে।

মহীশূরে দুর্ঘটনা।

পুড়িয়া ৭ জন নিহত।

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী আরোহীপূর্ণ একখানি 'বাস' মহীশূর হইতে নসিপুর যাত্রা করে। 'বাস'খানি মহীশূর সহর হইতে ৫ মাইল দূরে ভার্ণা নামক গ্রামে পুষ্করিণীর এক বাঁধের উপর উপনীত হইলে দেখা যায় যে, চালকের বসিবার স্থানে আগুন লাগিয়াছে। 'বাস'খানি তখন দ্রুতবেগে যাইতেছিল। চালক তাড়াতাড়ি লাফাইয়া পড়ে এবং 'বাস'-খানি বাঁধ হইতে ১৫ ফুট নিম্নে পতিত হইয়া উল্টাইয়া যায়, ফলে সমগ্র 'বাস'-খানি জ্বলিয়া উঠে। ২ জন লোক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কেবল অর্দ্ধদগ্ধ কঙ্কালগুলিই পড়িয়া আছে। আরও ৪ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহারাও পুড়িয়া গিয়াছে। ৭জন দগ্ধ লোককে মৃত প্রায় অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, তন্মধ্যে ১ জন মারা গিয়াছে।

কলিকাতায় আগুন

গত শুক্রবার বেলা ৪টা ২০ মিনিটের সময় ৩২নং ক্যানেল রোডের করিমভাই ম্যাচ ফ্যাক্টরীর গুদামে আগুন লাগে। তিনখানি দমকল ঘটনাস্থলে অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপণের চেষ্টা করে। প্রায় ৫ ঘণ্টা পরিশ্রমের ফলে দমকল অগ্নি নির্ব্বাপণ করিতে সমর্থ হয়। গুদামঘরে বহু মাল মজুত ছিল। অগ্নির প্রকোপে গুদামের ছাদ ধ্বসিয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও প্রকাশ নাই, তবে বহু টাকার মাল যে নষ্ট হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঐ দিন কলিকাতার আরও তিন জায়গায় আগুনের সংবাদ পাওয়া যায়। একটী নিউ মার্কেট, একটী দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে একটী গোলাঘরে এবং অপরটী সিগুসে ষ্ট্রীটে। দমকল ঐ সব স্থানের অগ্নি সত্বরেই নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হওয়ায় উহা ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে নাই।

ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনী

একটী ডুমুর গাছের ডাল কাটা লইয়া সীতানাথ বাগ তাহার ৩ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাহাদের এক চাকর সীতানাথের অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্র কিরণ বাগের সহিত ভীষণ ঝগড়া আরম্ভ করে। সীতানাথ প্রমুখ সকলে কিরণকে মারপিট আরম্ভ করিতে প্রহারের মাত্রা এত বেশী হইয়াছিল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরণের প্রাণবিয়োগ হয়। এইরূপে কিরণকে হত্যা করার অভিযোগে সীতানাথ তাহার ৩ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ১ চাকর অভিযুক্ত হইয়াছিল। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ডি, পি, ঘোষের এজলাসে ইহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিবাদের এইরূপই পরিণাম হয়।

বাস চাপায় মৃত্যু

নজির আহাদ নামক এক জন লোক গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি আন্দাজ ৮টার সময় পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে বাস চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতার করোণার মিঃ স্থটনকো জুরীদিগকে লইয়া এই মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছেন। করোণার জুরীদের সহিত একমত হইয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, মোটরবাস চাপা পড়িয়া আহত হওয়ায় লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে।

গ্যাসের বিষে মৃত্যু

নিশামণি রাউত নামক এক জন লোক গ্যাসের আলো জ্বালিত। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সে রাধাকৃষ্ণপুরের পোর্ট কমিশনারদের জেটিতে গিয়াছিল। পরে দেখা যায়, পণ্টুনের তলে তাহার মৃত-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মৃতদেহ পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, গ্যাসের বিষই তাহার মৃত্যুর কারণ।

গত ২রা মার্চ্চ কলিকাতার করোণার জুরীদের লইয়া ঐ মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, গ্যাসের বিষেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ডাকাইতী

১৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশে ১৬টী ডাকাইতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, খুলনা, নদীয়া, ২৪ পরগণা, পাবনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রামে একটী করিয়া ডাকাইতী হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও দিনাজপুরে ২টী করিয়া এবং মুর্শিদাবাদে ৩টী ডাকাইতী হইয়াছে।

আগরতলা

গত ২৮শে ফাল্গুন দীঘিতে মুদ্রা পরি-পূর্ণ ২০টি টিন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

বিলাতযাত্রা

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীযুত মুকুন্দ-মোহন মণ্ডল বি, এ, ব্যারিষ্টারী শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডযাত্রা করিয়াছেন। উক্ত সমাজের বহু লোক তাঁহাকে সাদরে বিদায়ী অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারাই তাঁহার বিলাত বাসের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

দুর্ঘটনা।

মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান আহত

শুক্রবার অপরাহ্নে নোয়াখালী মিউনি-সিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান খান সাহেব সফর আলি যখন ঘোড়ার গাড়ীতে আদালত হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ মোটরের হর্ণের শব্দে গাড়ীর ঘোড়া চঞ্চল হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করে, ফলে গাড়ী উল্টাইয়া রাস্তার পার্শ্বে নর্দ্দমায় পতিত হয় ও তাহাতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েন এবং অপর আরোহী মোক্তার শরৎ চন্দ্র কর সামান্য-ভাবে আহত হয়েন। খান সাহেবকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে প্লেগ

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অঞ্চলে প্লেগরোগে ৪ শত ২০ জন লোক আক্রান্ত ও ২ শত ৪৯ জন লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বমাসে ৪ শত ৮০ জন লোক আক্রান্ত ও ২ শত ৬৬ জন লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে ১ শত ২৩ জন লোক রোগাক্রান্ত ও ৬৮ জন লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কিন্তু ২৮শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহের শেষ হয় ঐ সপ্তাহে ১ শত ৩ জন লোক রোগাক্রান্ত হয় ও ৩৩ জন লোকের মৃত্যু হয়। ধাড়োয়ারে ১ শত ৯৫ জন রোগাক্রান্ত হয় ও ১ শত ২১ জনের মৃত্যু হয়, বেলগ্রামে ১ শত ৫৬ জন রোগাক্রান্ত হয় ও ৮৮ জনের মৃত্যু হয়, কানারায় ৫৬ জন রোগাক্রান্ত হয়, ৩৩ জনের মৃত্যু হয় ও বারিজপুরে ১৩ জন রোগাক্রান্ত হয়, ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩৪ হাজার ৪ শত ৬ জন লোককে প্লেগ রোগের টীকা দেওয়া হইয়াছে।

[illegible]

[illegible] শ্রীযুত [illegible] শচীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার ও [illegible] বাইসাইকেলযোগে [illegible] বাহির হইয়া [illegible] ও [illegible] হইয়া ঠাকুর [illegible] পৌঁছিয়াছেন। শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন।

ভারতের সামরিক ব্যয়বৃদ্ধি

ভারত সরকারের বাজেটে দেখাযায়, ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যপোষণের জন্য ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। পূর্ব্ব বৎসরে ৫৪ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। অর্থাৎ ভারতের সামরিক ব্যয় প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতের সমস্ত আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় করা হইবে।

দাগী চোরের প্রতি দণ্ড

ডাবিসন রোডে ভুবন পাল নামক এক জন লোকের পকেট কাটিয়া টাকা চুরী করার অভিযোগে পান্নালাল মেনিয়া নামক এক দাগী চোর পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এচ, কে, দেব এজলাসে অভিযুক্ত হয়। বিচারক আসামীকে ২মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মণিরাম হালওয়ানি দাগী চোর। পূর্ব্বে তাহার ১০বার শাস্তি হইয়া গিয়াছে। সে দিন হাওড়া ষ্টেশন রাধাকুমার সামন্ত নামক জনৈক যাত্রীর পকেট হইতে ১২৬ টাকা অপহরণের অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বিচারে তাহার প্রতি ২ বৎসরের নিমিত্ত সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

(বৈদেশিক)

ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয়হ্রাস

১লা মার্চ্চ তারিখে রয়টারের সংবাদে প্রকাশ,—বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সৈন্য-বাহিনীর বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে ৪,১০,৫৬,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে। গত বৎসর অপেক্ষা সামরিক ব্যয় ১,১৫,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৭,২৫,০০০ টাকা হ্রাস করা হইয়াছে।

অবকাশ

[illegible]

কৃষ্ণনগর-ভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীগোপালনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

[illegible] ফাল্গুন, [illegible]—১৩৩৪ ।

শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ

সপ্তম মন্বন্তরের শ্বেতবরাহকল্পে, অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগের প্রথম ভাগে, চৌদ্দশত সাত শকাব্দার ফাল্গুন মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে—চৌদ্দশত ছিয়াশি খৃষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে সায়ংকালে শুক্লসমুজ্জ্বল শচীগর্ভসিন্ধু হইতে অকলঙ্ক গৌরেন্দু নদীয়া-গগনে সমুদিত হইলেন। পূর্ব্বকথিত প্রাকৃতিক কলাপাদি-খণ্ডোদিত পূর্ণকল সকলঙ্ক চন্দ্রের ঢাকায়াম বদনখানি রাহুগ্রহ রাহুদেবতা যেন সহানুভূতিবশেই অকালের জন্য লোকলোচনের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিলেন। জগন্ময় হরিধ্বনি উত্থিত হইল। কেহ পূর্ণিমা রজনীর চন্দ্র-নির্মল পূর্ণশশীকে পাপ-রাহুগ্রস্ত দেখিয়া জগবাসীর অকল্যাণ কল্পনা করিয়া জগতের হিতকল্পে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গধ্বনি, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র অর্পণ, দান,- গঙ্গাস্নান প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন—কেহ উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন; এইরূপে জগতের জীবগণ স্ব স্ব ভাবে বিভাবিত হইয়া সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সজ্জনবৃন্দ বুঝিলেন,—

"হেন মতে প্রভুর হইল অবতার ।
আগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক 'গ্রহণ' দেখিয়া ।
গঙ্গাস্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া ॥
যাঁ'র মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম ।
সেহ 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান ॥
দশদিক পূর্ণ হৈল উঠে হরিধ্বনি ।
অবতীর্ণ হইয়া হাসেন দ্বিজমণি ॥"

লৌকিক পরিচয়-সূত্রে আমরা জানিতে পারি নারায়ণ-পরায়ণ মধুকর মিশ্র নামে [illegible] পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোনও কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার মধ্যম পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র পণ্ডিত, ধনী ও বহুসদ্গুণশালী ছিলেন। তাঁহার সপ্তপুত্রের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অন্যতম। তিনি অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে সর্ব্ববিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। শ্রীজগন্নাথের উপাধি—পুরন্দর। তিনি নবদ্বীপবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ দুহিতা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। উভয়ে [illegible] মিশ্র ভার্য্যা [illegible] [illegible] ভাগীরথী তীরে [illegible] বাস করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অত্যল্প-কাল মধ্যেই ইহলীলা সম্বরণ করিল। পুত্রের মিশ্রের দুঃখের অবধি রহিল না। তিনি পুত্র-সন্তানকামনায় বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তৎফলে তাঁহার নবম সন্তানরূপে শ্রীবিশ্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর স্বয়ং ভগবান বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী শ্রীজগন্নাথ ও মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপিনী শ্রীশচীদেবীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। ত্রয়োদশ মাস গর্ভাবস্থান লীলা জ্ঞাপন করিয়া চৌদ্দশত সাত শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অগ্রে করিয়া লোক লোচনের সমক্ষে প্রকটিত হইলেন।

"ফাল্গুন-পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় ।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা ।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥"

মহাজন গাহিয়াছেন,—

"অবতার সার—গোরা অবতার ।"

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।" সজ্জন-মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আমরা জানিতে পারি শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচী-জগন্নাথের তনয় সন্তানরূপে জন্মলীলা বিস্তার করিলেও তিনি সাধারণ মানবের সম-পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। তিনি সর্ব্বাবতার-সার-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান গোলকবিহারী হরি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'স্বয়ং ভগবান'-শব্দের অর্থ ও সংজ্ঞা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন;—

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা ।
'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥

শ্রীল গোস্বামিপাদের কৃপায় আমরা জানিতে পারি;—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয় ।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার ।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥

অমল প্রমাণ-শিরোমণি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে;—

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র
পার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ ॥"

অর্থাৎ যাঁহার মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ (নিত্যানন্দ-অদ্বৈত) উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (হরিনামাদি) ও পার্ষদ (গদাধর দামোদর স্বরূপাদি) পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ (পূজা সম্ভার) দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

সাধু-শাস্ত্রমুখে আমাদের ভগবত্তত্ত্ব-কথা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হইলে আমরা শ্রীভগবানের কথা জানিতে পারি; অথবা তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু—কৃপা করিয়া যখন স্বয়ং অবতরণ করিয়া সৌভাগ্যবান জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই তাঁহার পরিচয় পাইয়া আমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইতে পারি। সেই সময়ে আমাদের আত্মস্বরূপোপলব্ধিও হইয়া যায়।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন এবং অভক্তগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য ছদ্মবেশে কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

স্বয়ং ভগবানের এই প্রকারে অবতীর্ণ হইবার কারণ-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥
এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব ।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না
জানে ।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥"

স্বয়ং ভগবানের কলিযুগে অবতীর্ণ হইবার কারণ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস আদিকবি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—

"কলিযুগে ধর্ম্ম হয় হরি সংকীর্ত্তন ।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥"

শ্রীল স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌরাবতারের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম-প্রচার বিষ্ণুর কার্য্য, তাহা কোন যুগাবতারের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত কৃষ্ণ-প্রেম দান অন্য বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা হইতে পারে না। বিধিভক্তি-প্রচারার্থই বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তির প্রচারার্থে কৃষ্ণের গৌরাবতার। আর একটি কারণ শুদ্ধভক্তের অভিলাষ-পূরণরূপ কৃপা দ্বারা ভক্ত মাহাত্ম্য প্রচার। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রথমে গুরুবর্গের সহিত প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া লক্ষ্য করিলেন,—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে ।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে ॥
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভব-রোগ ॥"

সংসারের এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শন করিয়া ভক্ত-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে জগতে অবতীর্ণ করাইতে না পারিলে জগজ্জনের কল্যাণ সাধনের অন্য কোন উপায় নাই বিচার করিয়া কৃষ্ণপাদ-পদ্মে জল তুলসী অর্পণ করিয়া শুদ্ধভাবে কৃষ্ণের আরাধনা এবং স্বদৈন্য নিবেদন করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ সরল ভক্ত-প্রবর শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের প্রেম-হুঙ্কারে ভগবান স্থির থাকিতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণের উল্লাসবর্দ্ধন করিলেন।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং ভক্তগণের বাঞ্ছা-পূরণ গৌরাবতারের বাহ্য কারণ। এতদ্ব্যতীত গৌরাবতারের আরো তিনটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

(১) প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বন শ্রীরাধার প্রেম মাহাত্ম্য-অনুভব।

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥

(২) প্রেমের একমাত্র বিষয়ালম্বন নিজ মধুরিমার আস্বাদন।

"অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা ।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি ।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায় ।
রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥"

(৩) তাহাতে শ্রীরাধার যে সুখ হয় তাহার অনুভব।

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার ।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সব ব্যবহার ॥
সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা ।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥
সেই রাধা-ভাব লঞা চৈতন্যাবতার ।
যুগ-ধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥"

এই সব বাহ্য ও মুখ্য কারণে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু ঔদার্য্যপ্রকাশ বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে প্রকটিত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব অবতারের কারণ স্বয়ং ভগবান হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তি অধিকার, রুচি, পারদর্শিতা ও অবস্থাভেদে ভূমিকাভেদে তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

"অনতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোন মত কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
চৈতন্ত প্রভুর মহিমা কহিবার তবে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥"

শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বজীবের উদ্ধারার্থ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচার করিলেন এবং তাহা সর্ব্বজীবের পক্ষে সহজসাধ্য করিবার জন্য স্বীয় নামে সর্ব্বশক্তিসমর্পণ করিলেন। শ্রীনাম গ্রহণ বা স্মরণ করিতে কালাকাল শৌচাশৌচ-বিধি রাখেন নাই।

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"

কিন্তু গৌর নিতাই বা তাঁহাদের নামে অপরাধের বিচার নাই।

চৈতন্ত নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥

আজ শ্রীগৌর প্রকট দিনের কথা স্মরণ করিয়া আসুন আমরা সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলি জয় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জয়।

স্বাধীনতার মূল্য

বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে উৎসাহের সহিত যখন শিক্ষা করিয়াছিলাম,—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে-বাঁচিতে
চায় রে?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় রে?"

তখন বিদ্যালয়ে গুরু মহাশয়ের বেত্র-আস্ফালন এবং গৃহে অভিভাবকগণের তর্জ্জন-গর্জ্জনের শুষ্ক আবহাওয়ায় অন্তরস্থ স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইবার অবকাশ পায় নাই। কোন রকমে বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হইয়া অবগত হইলাম আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ হইয়া পড়িয়াছি—

" পরাধীন।
প্রদীপটা জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন॥"

পাঁচশো বছর-এমনি ক'রে আসছি স'য়ে সমুদায়।" আমাদের দেশের নিরাপদ কতকগুলি অধিবাসী ব্যতীত—

"পারস্য, চীন, অসভ্য জাপান;
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান।"

সুতরাং আমাদের আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? প্রবীণ-মুখে শুনিতে হইলাম,—

"আমরা ভয় করব না—ভয় করব না।
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোণে,
সরব না॥"

তখন দৃঢ়সঙ্কল্প করিলাম,—স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে। তাহাতে—

"যায় যাবে জীবন চ'লে।
শুধু, বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
আমি, হব শক্ত এই জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে॥
বিশারদ কয় বিনাকষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে॥"

আমাদের পরম হিতৈষী নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট বন্ধু মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করিলেন, "স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার।" দিগ্ দিগন্তে-প্রতিধ্বনিত হইল, "স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার।" আমরা অনুক্ষণ জপিতে লাগিলাম, "স্বাধীনতাই মানবের জন্মগত অধিকার।" আমরা দেহে, মনে,—বসনে ভূষণে—আহারে বিহারে—শয়নে স্বপনে পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম,—"স্বাধীনতাই আমাদের জন্মগত অধিকার।" স্বাধীনতা আমাদের ধ্যান, স্বাধীনতা আমাদের জ্ঞান, স্বাধীনতা আমাদের মন্ত্র, স্বাধীনতা আমাদের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া উঠিল। স্বাধীনতার বাণীতে আমরা মাতোয়ারা হইয়া উঠিলাম। আমরা তেত্রিশ কোটি অধিবাসী পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া—ডঙ্কা বাজাইয়া—নিশান তুলিয়া স্বাধীনতার পথে দ্রুত পা ফেলিয়া অগ্রসর হইলাম। সমগ্র জগদ্বাসী সহানুভূতিভরে আমাদের জয়যাত্রার আয়োজন নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। আমাদের উৎসাহের অন্ত নাই—সাহসের অভাব নাই। আমরা সমস্বরে গাহিতে লাগিলাম,—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
প'ড়ে থাকা পিছে—বেঁচে থাকা মিছে
—ইত্যাদি।"

আমাদের গানের শেষ রেশটুকু দিগন্তে বিলীন হইতে না হইতে সহসা এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ মর্ম্মভেদী করুণ-মধুর রাগিণীতে অন্তঃস্থল কাঁপাইয়া গাহিয়া উঠিলেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং
লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

তাৎপর্য এই যে, কামক্রোধাদি রিপু-সকলের দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের কত না কত প্রকার কদর্য্য আদেশ অবনতমস্তকে অবিলম্বে পালন করিয়াছি। তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না। তজ্জন্য আমার মনে একটুকু লজ্জারও উদ্রেক হয় নাই বা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার বাসনাও আমার মনে জাগে নাই। যাহা হউক এতদিনে আমার কিঞ্চিৎ সদ্বুদ্ধি-লাভ হইয়াছে তাই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, হে ভগবন্, তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম; তুমি আমাকে নিজদাস্যে নিযুক্ত কর।

কথাটি বিপরীত শোনাইলেও ফেলিয়া দিতে পারিলাম না। স্তম্ভিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমার অবস্থা দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নিকটে আসিলেন এবং আমার কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই হৃদ্‌দ্রাবী মধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ।
কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি'মারে॥"

আমাদের এ উত্তেজনার মূল কোথায়, আমাদের দুঃখ কি এবং দুঃখের মূল কারণ কি, কতকটা বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম কৃষ্ণদাস্যই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম। আমাদের স্বধর্ম্মরূপে যত খানি স্বতন্ত্রতা ছিল তাহার অপব্যবহার করিয়াছি। তাহার ফলেই লক্ষ লক্ষ জন্ম ত্রিতাপের জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি। সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান ইচ্ছা করিলে নিষ্কপটে কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু কৃষ্ণ কে? উত্তর পাইলাম;—

"এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্ত ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥"

তাহা হইলে নিত্য কাল আমাদিগকে এক সেব্যবস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু 'দাস' কথাটা ত' অত্যন্ত হীনতাব্যঞ্জক। উত্তর পাইলাম,—

"অজ্ঞ করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অজ্ঞভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান॥
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস'॥"

আমরা জানিতাম স্বাধীনতাই চরম সুখের নিদান। আজ বোধগম্য করিলাম [illegible] [illegible]

"যে [illegible] ত্রিভুবনে [illegible]॥
পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে।
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষসুখ অতি যাহে কৃষ্ণ অনুচরে॥
'কৃষ্ণদাস' অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥"

আরও অবগত হইলাম, ভগবানের পরম প্রেয়সী বিশ্বজননী লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের হৃদয়-রাজ্যে স্থান লাভ করিয়াও দাস্যসুখ কামনা করেন। ভগবানের পার্ষদ বিধি-ভব-নারদ-শুক-সনাতনাদিও দাস্যভাবে পরমানন্দিত। সুবলাদি ব্রজসখাগণের সখ্যভাবেও কৃষ্ণদাস্য—বাৎসল্যে মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য—ব্রজগোপীগণের মধুর রসেও কৃষ্ণদাস্য—এমনকি সাক্ষাৎ শ্রীরাধারও কৃষ্ণদাস্য—স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের অগ্রজাভিমানী স্বয়ং প্রকাশ বলরামেরও কৃষ্ণদাস্য—শেষরূপী অনন্ত ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন এই দশ দেহ পরিগ্রহ করিয়া অনন্তকাল কৃষ্ণদাস্য করিতেছেন।

সুতরাং ইহা অপেক্ষা আমাদের শ্রেয় আর কি হইতে পারে? আমাদের শ্রেয় কল্পিত স্বাধীনতার মূল্য আর কত খানি?

শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

গতকল্য ২২শে ফাল্গুন মঙ্গলবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চতুঃশতাধিক দ্বিচত্বারিংশত্তম জন্মমহা-মহোৎসব মহা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নয় দিন ধরিয়া পরিক্রমা করিয়া সাড়ে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী যোগপীঠ মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়, কলিকাতা ও কটক কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক, বরিশাল পি, আই, ডি বিভাগের অনেক উচ্চ কর্ম্মচারী প্রমুখ বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ জন্মমহোৎসব উপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

এই বিরাট মহামহোৎসবে ভক্তগণের যে উল্লাস, যে আনন্দ, ভক্তিকল্লোল যে [illegible] প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা [illegible] অক্ষরে [illegible] না। [illegible]

[illegible] মহাসংকীর্ত্তনরোলে নরনারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে [illegible] শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গৌরসুন্দরের মঙ্গলারাত্রিকে যোগদান করিলেন। শঙ্খ ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালের ঘোরে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণ সমস্বরকণ্ঠে সুর-তাল-মান সহযোগে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-বিরচিত 'গুর্ব্বষ্টক' গান করিলেন। তার পর পরমোৎসাহে সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত অহোরাত্রী কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। গুরু-[illegible]মুখোচ্চারিত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সহ অবতীর্ণ হইয়া পাপতমো নাশ করিলেন—[illegible] সহস্রগুণে পরি-বর্দ্ধিত হইল—মায়াপিশাচী মহাভীতা হইয়া সহস্র যোজন দূরে পলায়ন করিল। তৎপরে সুমধুর নহবৎধ্বনি মহামহোৎসব-বার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করিতে লাগিল। দলে দলে কৌতূহলী নরনারী চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী [illegible]পের গ্রামসমূহ হইতে এবং আরও দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া মহোৎসবে যোগদান করিতে লাগিলেন। লোকে লোকারণ্য হইল। মুহুর্মুহুঃ 'হরিধ্বনি', গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া ভক্ত অভক্ত সর্ব্ব-সাধারণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চারিত হইতে লাগিল। সকলেই জড় মায়ারাজ্যের কথা বিস্মৃত হইলেন। ভক্তগণ সর্ব্ব দিন নির্জ্জল উপবাসী থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ন্যায় শ্রীগৌরপূর্ণিমা ব্রত পালন করিলেন। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত পারায়ণ, সুকণ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন সুষ্ঠুভাবে আচরিত হইলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সুমধুর বঙ্গভাষায় এবং শ্রীমদ্ধর্মক্ষেত্র উড়ুপী হইতে আগত মধ্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীমদনন্তমার [illegible] বিঠলাচার্য্য বেদবেদান্ত-বিদ্বান মহোদয় সুললিত সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর পূজনীয় ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ সময়োপযোগী কীর্ত্তন দ্বারা সমবেত নরনারীর হৃদয় মন বিমোহিত করিলেন। তৎপরে মহাপ্রসাদ বন্টন। সে এক বিরাট অদ্ভুত ব্যাপার। চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ-সম্মানসৌভাগ্য লাভ করিয়া ভক্তগণের সে কী মন যেন বিপুল আনন্দ-ধ্বনি!

শুদ্ধ ভক্তগণের এরূপ বিরাট মহা সম্মেলন—সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ কথার আলো-চনা, শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন, [illegible] [illegible] মহামহোৎসব, [illegible] [illegible] ও [illegible] এই [illegible] যোগদান করিয়া [illegible] [illegible]—নবদ্বীপবাসীর [illegible]

উদ্দাম নৃত্য-[illegible] গাহিয়া প্রেম-বন্যা প্রবাহিত হয়—দুর্ভাগ্য তিরোহিত হয়! জয় শ্রীমায়াপুরচন্দ্র গৌরহরির জয়! জয় তদীয়াশ্রিত ভক্তবৃন্দের জয়!!

নানা কথা

(স্থানীয়)

উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ

কুষ্টিয়া, জগতীর ধনী ব্যবসায়ী ও জমীদার, ৭৫ বৎসর বয়স্ক জগবন্ধু সাহা গত ২রা মার্চ্চ গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কারণ এখনও জানা যায় নাই।

(ভারতীয়)

দ্বারভাঙ্গায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত শিবরাত্রি উৎসবের দিন দ্বার-ভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত [illegible] থানার অধীনে শিবরগঞ্জ গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। প্রকাশ যে, কতিপয় হিন্দু গ্রামের মুসলমানপাড়ায় আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে প্রায় ১২৫ খানি গৃহ মাল-পত্রসহ ভস্মীভূত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই অনাচারের কারণ জানা যায় নাই। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে গমন করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা

আগামী ২৭শে মার্চ্চ হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত এবং ২রা হইতে ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত ১৯২৮ অব্দের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সময় অবধারিত হইয়াছে।

দস্যু কর্ত্তৃক মহিলা নিহত

কামিনী বাই নাম্নী একটি স্ত্রীলোক বোম্বাইয়ের ওয়ার্লী সিমেণ্ট অঞ্চলে তাহার ভ্রাতার সহিত একত্রে বাস করিত। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী সে তাহার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া একটি মাড়োয়ারীর দোকান হইতে বন্ধকী গহনা উদ্ধার করিতে গমন করে। তথা হইতে বাসায় প্রতিগমন-কালে ওয়ার্লী রোডে ৪ জন মুসলমান তাহাদিগকে আক্রমণ করে। এক আঘাতেই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। তাহার ভ্রাতাও প্রহৃত হইয়াছে।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে সিটি-করোণারের আদালতে ঐ মৃত্যুর তদন্ত হইয়া গিয়াছে।

ভীষণ দাঙ্গা

৪ জন হত ও ১৬ জন আহত

মণ্টগোমারী জিলার কমলা নামক স্থানের নিকটে মুসলমান রাজপুত জাতির ২ দলের জোতদারদের মধ্যে এক গুরুতর দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, উহার ফলে ৪ ব্যক্তি নিহত ও ১৬ জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। পুলিস কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া ঘটনার তদন্ত করিতেছে। প্রকাশ, নূর সমন্দ জৈলদার নামক এক ব্যক্তির দলের সহিত সারঙ্গ জৈলদার নামক অপর ব্যক্তির দলের মনোমালিন্য ছিল, তজ্জন্য কোনও দলে উভয় দলে মারামারি হইয়াছে। ঘটনার বিস্তৃত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজ সংবাদ

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী মিঃ ষ্টেপলটন ছাত্রদের অভি-ভাবকদের প্রত্যেকের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক একখানি চিঠি দিয়াছেন।

এই কলেজের গোলমাল সম্বন্ধে মহাশয় অবগত আছেন। কলেজ-কর্ত্তৃ-পক্ষ. গোলমালটী যে কতিপয় ছাত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছেন যে কলেজের উপকারিতা নষ্ট করা এবং কর্ত্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট কিছু কালের জন্য কলেজ ছুটী দিতে বাধ্য হন। কলেজ, ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকদের সহযোগিতা এবং সদিচ্ছা ব্যতীত চলা অসম্ভব এ কথাও অতি সত্য। ছাত্রদের সাধামত কলেজের উন্নতি কামনা করা এবং কলেজের নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য। সুতরাং ছাত্রেরা যাহাতে কলেজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে তজ্জন্য আপনি আপনার বাড়ীর ছেলেকে সে বিষয় বুঝাইয়া দিবেন। ইহা আমা-দের অনুরোধ।

আপনার বাড়ীর ছেলেই উক্ত গোল-মালে সংশ্লিষ্ট ছিল, আমার প্রেরিত চিঠি হইতে মহাশয় যেন সেরূপ ভুল না বুঝেন। কলেজ খুলিলে আবার যেন উভয়তঃ প্রীতি এবং সদিচ্ছা যাহাতে ফিরিয়া আসে, তাহা করিতে আপনার যথাশক্তি সহ-যোগিতা প্রার্থনা।

বাঙ্গালায় কলেরা

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বঙ্গ দেশের ১৬টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে—কলিকাতা ৩৫ হইতে ৪২ বর্দ্ধমান ১২৩ হইতে ২১১, বীরভূম ২১ হইতে ৩৩, বাঁকুড়া ৬ হইতে ১০, হুগলী ১০ হইতে ২৮, ২৪ পরগণা ১৫২ হইতে ১৯০, নদীয়া ৮৫ হইতে ১০১, মুর্শিদাবাদ ৪৯ হইতে ৬৩, রাজসাহী ৩৫ হইতে ৩৭, দিনাজপুর ২০ হইতে ২১, রংপুর ২ হইতে ৯, ঢাকা ১৭ হইতে ৩৫, বাখরগঞ্জ ৯ হইতে ৩৫, ত্রিপুরা ৩২ হইতে ৫১, ও নোয়াখালী ৩৪ হইতে ৫৩। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় ৮। নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে,—মেদিনীপুর ৭৪ হইতে ৪৯, হাওড়া ৬০ হইতে ৫৩, যশোহর ৪০ হইতে ১৪, ময়মনসিংহ ৮৬ হইতে ২৫ ও চট্টগ্রাম ২৯ হইতে ১৭। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্ত রোগে ময়মনসিংহে ৭২, নদীয়ায় ৬৬, দিনাজপুরে ২৬, মেদিনী-পুরে ১৫, বর্দ্ধমানে ১৪, কলিকাতায় ১১, বীরভূমে ১০, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা প্রত্যেক জিলায় ৯, নদীয়ায় ৭, রংপুরে ৬, হুগলী, ২৪ পরগণা ও চট্টগ্রাম প্রত্যেক জিলায় ৫, রাজসাহী, কুচবিহার ও বাখরগঞ্জ প্রত্যেক জিলায় ৪, বগুড়ায় ৩ এবং হাওড়া, যশোহর, দার্জ্জিলিং ও পাবনা প্রত্যেক জিলায় ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লু-য়েঞ্জা রোগে কলিকাতায় ১৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

পরলোকে লর্ড সিংহ

গত ৪ঠা মার্চ্চ রবিবার রাত্রি ২॥০ টার সময় বিহার উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ—ব্যারণ অফ রায়পুর মহাশয়ের হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। গত শনিবার তিনি তাঁহার পুত্র মুর্শি-দাবাদের অস্থায়ী ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ অনারেবল শ্রীযুত সুশীলচন্দ্র সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সপত্নীক বহরমপুরে গমন করিয়াছিলেন। রবিবার সমস্ত দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকামী বহু ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ ও আলা-পাদি—করিয়াছেন। তৎপরে সন্ধ্যাকালে কাশিমবাজারে মহারাজার প্রাসাদে এক প্রীতি সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণ সুস্থদেহে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে যথাসময়ে তাঁহাকে শয্যাত্যাগ করিতে না দেখিয়া তাঁহার পুত্র তাঁহাকে নিদ্রিত বলিয়াই মনে করেন। তাহার পর সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় সিভিল সার্জ্জনকে ডাকাইয়া আনা হয়। সিভিল সার্জ্জন পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, নিদ্রিতাবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া লর্ড সিংহের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। গত

নজলবায় প্রাপ্ত লর্ড সিংহের মৃত দেহ কলিকাতায় আনাইয়া সৎকার কথা হইয়াছে। কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্টব্যক্তি তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিলেন।

লর্ড সিংহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ গত সোমবার বাংলা গভর্ণমেণ্টের অধীন সমস্ত অফিস আদালত বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টও বন্ধ ছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যালয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ঐদিন বৈকালে কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল, মেয়র শ্রীযুত সেনগুপ্তের আদেশে তাহাও বন্ধ রাখা হইয়াছে। লর্ড সিংহের চারিপুত্র ও তিনকন্যা বর্ত্তমান। জ্যেষ্ঠ অরুণ কুমার পিতৃপদবীর উত্তরাধিকারী হইলেন।

পরলোকে নীলমণি চৌধুরী

গত শনিবার রাত্রি ৯ টার সময় হুগলী হরিপাল নিবাসী নীলমণি চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অধ্যবসায় বলে কৃতী বাঙ্গালীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া সামান্য বেতনে চাকরীতে নিযুক্ত হন, পরে স্বীয় প্রতিভাবলে কয়লার ব্যবসায়ে বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর কয়লার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাঁহার ব্যবসায়ে এরূপ লোকসান হয় যে ৭০।৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের কয়লার খনিগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য তাঁহাকে একদিনের জন্যও কেহ শোকপ্রকাশ করিতে বা বিমর্ষ হইতে দেখে নাই। তিনি লোকিক বিচারে একজন দানশীল, সদালাপী ও সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্রের বিবাহ তিনি অতি দরিদ্রের গৃহে দিয়াছেন, কিছুমাত্র পণ গ্রহণ করেন নাই। পত্নীর নামিত বহুমূল্যের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ দিয়াছেন অথচ বহুগ্রামবাসী ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে যে সব টাকা দান দিয়াছিলেন, তাহার দলীলগুলি স্বেচ্ছা করিয়াই তমাদী করিয়া দিয়াছিলেন, আদায়ের চেষ্টামাত্র করেন নাই। লৌকিক জগতে তিনি বহুসদ্গুণভূষিত ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে তাঁহার পরিচিত সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছেন।

সাইমন কমিশন

গত ৪ঠা মার্চ্চ প্রাতে কমিশন তাঞ্জোর হইতে যাত্রা করিয়া ৭ মাইল দূরবর্ত্তী তিরুকেদী নামক একটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। পথিমধ্যে কাঁদিপুর গ্রামের অধিবাসিগণ রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "ফিরে যাও সাইমন" লিখিত কৃষ্ণবর্ণের পতাকা উড়াইয়াছিল। তিরুকেদী গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল ও সংস্কৃত টোল পরিদর্শন করিয়া পুনরায় তাঞ্জোরে ফিরিয়া আসেন। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ও ভারতবাসী মিলিয়া কমিশনকে এক বিদায় ভোজ প্রদান করেন এবং বাজী পোড়ান হয়। সদস্যগণ তাহাতে বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

৫ই মার্চ্চ কমিশন মাদুরায় উপস্থিত হইলে মাদুরাবাসিগণ হরতাল করে। কমিশনের সদস্যগণ জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল অফিস পরিদর্শন করিয়াছেন।

মেথরের ধর্ম্মঘট

কলিকাতায় মেথরগণ ধর্ম্মঘট করিয়া গত রবিবার হইতে কার্য্য বন্ধ করিয়াছে, ফলে রাস্তাঘাট আবর্জ্জনাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময় হইয়াছে। কুমারী প্রভাবতী দাশ গুপ্তের সভানেত্রীত্বে গত রবিবারে দেশবন্ধু পার্কে এবং সোমবারে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকট দুইটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারিগণের প্রস্তাব, তাহাদের অভিযোগ দূরীভূত না হইলে তাহারা কার্য্যে যোগদান করিবে না।

শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ

একটী য়ুরোপীয়ের মৃতদেহ রেঙ্গুণ-রয়াল লেকে ভাসিতে দেখা যায়। মৃতদেহের বামপার্শ্বের রগে বন্দুকের গুলির দাগ। দেহটাতে কোন কাপড় চোপড় ছিলনা। সুতরাং উহা আত্মহত্যা বলিয়া মনে করা যায় না।

অগ্নিদাহে মৃত্যু

গত শনিবার রাত্রিতে ধোবাটয়ে জনৈক সূত্রধরের স্ত্রী ও ৩টী সন্তান গৃহমধ্যে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকাশ যে, গৃহমধ্যে একটী বাতি নির্ব্বাপিত না করিয়াই সূত্রধরপত্নী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। দৈবদুর্বিপাকে উহাদের কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায়। সূত্রধর রাত্রি প্রায় ৩টার সময় জাগ্রত হইয়া দেখে, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানত্রয়ের বস্ত্র দগ্ধ হইতেছে। সে চীৎকার করায় গ্রামবাসিগণ আসিয়া ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। হাসপাতালে চারজনেরই মৃত্যু হয়।

ঝরিয়ায় জলের কল

প্রায় কোটিটাকা ব্যয়ে সম্প্রতি ঝরিয়ায় জলের কল প্রস্তুতকার্য্য সমাধা হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্টে প্রকাশ, উক্ত জলের কলের পাইপগুলিতে নাকি ছিদ্র আছে। মিঃ উড্ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে পাইপ বসান কার্য্য হয়। বর্ত্তমানে এঞ্জিনীয়ার মিঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে এঞ্জিনীয়ার পদে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনা যায়।

নারীরক্ষা সমিতি

গত শনিবার অপরাহ্নে আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীটের হৃষীকেশ স্কোয়ারে নারীরক্ষা সমিতির উদ্যোগে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু বক্তা বাংলাদেশের নারীহরণের করুণকাহিনী বিবৃত করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন এবং অর্থ ও কর্ম্মী সাহায্য দিয়া বাংলাদেশের জননী ভগিনীগণের সম্মান রক্ষায় মনোযোগী হইতে আহ্বান করেন। সভাস্থলে ১৬ জন যুবক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক রূপে কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। নারী রক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মিত্র ২০৮।২।এক কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতায় সাহায্য প্রেরিতব্য।

রাজবন্দী সাহায্য ভাণ্ডার

রাজবন্দীদের সাহায্যার্থ সম্প্রতি কলিকাতায় য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে যে জলসা হইয়াছিল, তাঁহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। টিকিট বিক্রয় করিয়া আয় ১১৯০ টাকা, প্রোগ্রাম বিক্রয় করিয়া ৩১৷১০. ঐ উপলক্ষে সাহায্য ৩০০, । [illegible] ব্যয়—টিকিট, [illegible] প্রোগ্রাম ছাপাইতে [illegible] য়ুনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট ২৫, সরঞ্জাম ১২৫, বিবিধ [illegible] । [illegible] ১৩২৯/০।

ভূগর্ভে প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার

এসিয়ার ইতিহাস এখন নূতন করিয়া লিখিত হইতে চলিল বলিয়া বোধ হইতেছে। কিছুদিন হইতে মধ্য এসিয়াস্থিত চীনের অধিকৃত তুর্কীস্থানের কয়েকটি স্থান খনন করা হইতেছে, উহাতে অনেক পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইতেছে, সুতরাং আশা হইতেছে, উহা হইতে এসিয়ার তথা ভারতের অনেক বিস্মৃত কাহিনী প্রকাশ পাইবে। অধ্যাপক লুডার্স ঐ খননকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। তথাকার ভূগর্ভে অনেক প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে সেই পুঁথিগুলি অতি সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। উহা একটুও নষ্ট হয় নাই। এখন ঐ পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে পারিলেই অনেক কথা জানা যাইবে।

মন্ত্রীবেতন নামঞ্জুর

বিহার ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব

আগামী ৯ই মার্চ্চ হইতে বিহার ব্যবস্থাপক সভায় দাবী মঞ্জুরীর প্রস্তাব আলোচিত হইবে। অনেকগুলি দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্য স্বরাজদলের সদস্যগণ প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে মন্ত্রীবেতন সম্পূর্ণরূপে নামঞ্জুর করার প্রস্তাব একটি প্রস্তাবে মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস করার চেষ্টা হইবে। তারপর একজন সদস্য মন্ত্রীদের বেতন হইতে ২০০, টাকা কমাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

(বৈদেশিক)

আফ্রিকায় হীরকের খনি

অত্র ব্যবস্থা পরিষদে ব্যয়-মঞ্জুর সম্পর্কে এক আলোচনার অরেঞ্জ নদীর মোহনায় এক বিরাট হীরকখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন, উক্ত নবাবিষ্কৃত হীরকখনিতে সরকারের অধীনে কার্য্য হইবে। জেনারেল হার্টজগ পরিচালিত বিরুদ্ধদল উহার প্রতিবাদ করেন। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ [illegible] বলেন, ঐস্থানে হীরক এত বেশী পরিমাণে আছে যে, তিনি [illegible] ৭ ঘণ্টার [illegible] লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের হীরক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং [illegible] নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২৫শে ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৪।

দীক্ষা

দীক্ষার বিধান ভারতে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং ভারতে 'দীক্ষা' কথাটী উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী শূদ্র সকলের নিকট পরিচিত, কিন্তু কাল-প্রভাবে আমাদের অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা ভারতবাসী হইয়াও ঐরূপ প্রথার তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি যদি কোন শুভানুধ্যায়ী আমাদের নিকট আসিয়া ঐসকল কথা ব্যক্ত করেন, তখন হয়ত আমরা বলিব "ওহে ভাই, তোমরা ওসকল সেকেলে কথা রাখ, বর্ত্তমানকালে সেসব কথার আদর নাই। যদি তোমরা উন্নতি করিতে চাও, যদি তোমরা নিজদিগকে সুখী করিতে চাও, যদি তোমরা তোমার দেশবাসীর হিতসাধন করিয়া মর্ত্যজগতে চিরকীর্ত্তিস্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে সেকেলে শাস্ত্রের বিধি-বন্ধন হইতে আগে মুক্ত হও, কর্ম্মঠ হও, দৈবনির্ভরতারূপ সেকেলে বিশ্বাস ছাড়িয়া দাও। দীক্ষা-গ্রহণ, মন্ত্রজপ, কীর্ত্তন, প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিধি পালনে তুমি প্রমত্ত, কিন্তু তোমার ভাই বন্ধুর কি হইতেছে, তোমার দেশবাসীর কি হইতেছে, তদ্বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন। এখন চাই বাহুবল, শাস্ত্রীয় বিধি বৈরাগ্যাদি—দুর্ব্বল ব্যক্তিদের জন্য।" কিন্তু হায়, যে দীক্ষাবলে, যে মন্ত্র-বলে বলীয়ান্ হইয়া বিশ্বামিত্র একদিন বলিয়াছিলেন, "ধিক্ বলম্ ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলংবলম" সেকথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এখন আমাদের নিকট আর সে কথার আদর নাই, তাহার কারণ কি—কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, প্রকৃত মন্ত্রসিদ্ধ গুরুর অভাবে আমাদের এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। আগে আপনারা 'গুরু' ও 'দীক্ষা' কথাটীর অর্থ অনুসন্ধান করুন। গুরু কথাটীর অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

গু শব্দে অন্ধকারস্তু রুকারস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকার-নিরোধত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ গুরু শব্দটীর প্রথম অক্ষর গু, তাহার অর্থ অন্ধকার, রুকারের অর্থ নিরোধ অর্থাৎ যিনি আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিয়া দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। আর দীক্ষা কথাটীর অর্থ—

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য
সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ব-
কোবিদৈঃ॥

অর্থাৎ যাহা হইতে ভগবৎসেবাপর দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, যাহা হইতে পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়, তাহাই দীক্ষা নামে অভিহিত হয়। এখন দেখুন, দীক্ষা কেবল কাণে ফুঁ দেওয়া বা নেওয়া মাত্র নহে। আবার যিনি গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-জ্ঞান মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই, তিনিও গুরু হইতে পারেন না। সদ্গুরুর অভাবে আমাদের দীক্ষা কার্য্যটী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না, তথাকথিত নামধারী ব্যক্তির নিকট মন্ত্র লইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কাজেই আমাদের মন্ত্রে অবিশ্বাস, গুরুতে অবিশ্বাস। অবশ্য ইহাও সত্য যে আমরা প্রাকৃত দর্শনের সাহায্যে যে গুরু বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করি, অথবা তথা-কথিত নামধারী গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের জপ করি, তাহা সামর্থহীন প্রাকৃত জড়বস্তুর অন্যতম, অপ্রাকৃত নাম, মন্ত্র ও গুরুর অনুরূপ, বস্তুতঃ প্রকৃত সত্য—বস্তু হইতে পৃথক। কিন্তু প্রতিবিম্বিত তত্ত্বের বিকৃতাবস্থা লক্ষিত হয় বলিয়া সত্য বস্তুকেও বিকৃত বস্তুর অন্যতম মনে করিতে হইবে না। আপনারা এই প্রকৃত বস্তুর অনুসন্ধান করুন. বিত্তাপ-হারক গুরুকে ছাড়িয়া সন্তাপহারী সদ্গুরুর অনুসন্ধান করুন। সদ্গুরু লাভ হইলেই আমরা শক্তিশালী হইব, আমাদের নিকট ক্ষত্রিয়বল তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। গুরুদেব সাক্ষাৎ বলসঞ্চারী বলদেব, তাঁহার বলে বলীয়ান হইলে জীব সমগ্র জগৎকে জয় করিতে সমর্থ হইবে, সমগ্র জগৎ কেন, অজিত ভগবানকে পর্য্যন্ত জয় করিতে পারিবে। আমাদের যে গুরু ও শাস্ত্রে অবিশ্বাস, তাহা বিদূরিত হইবে, সংসার-দাবানল চিরকালের জন্য নির্ব্বা-পিত হইবে, আমরা তখন নাচিয়া নাচিয়া গাইব—

বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে।
* * তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

আমাদের জাগতিক অভাব চিরতরে প্রশমিত হইয়া বিশ্ব পূর্ণ সুখময় হইবে।

আজকালকার আর এক শ্রেণীর নব্য দল আছেন, তাঁহারা বলেন, কলিকালের যুগধর্ম্ম একমাত্র নামসংকীর্ত্তন, নাম করিতে হইলে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই, সুতরাং সদ্গুরুর নিকট যাইবার—তাঁহার কথা শুনিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। অজামিল অত্যন্ত দুরাচার ছিলেন, তিনি কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, অথচ অন্তিমকালে পুত্রনাম সংকেতে নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিয়াই মুক্ত হইলেন, আমরাই বা কেন না সেরূপ হইতে পারিব। আমরা উপরিউক্ত পূর্ব্বপক্ষটীর মীমাংসা করিতে গিয়া জটীল তর্কের অবতারণা করিতেছি না, তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, মন্ত্রদীক্ষার আবশ্যকতা যদি না-ই থাকে তাহা হইলে শাস্ত্রে যে দীক্ষা ও গুরুর মাহাত্ম্য ভূরি ভূরি রহিয়াছে, সেগুলি কি শাস্ত্রকারদিগের প্রলাপমাত্র? জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষাভিনয় লীলা কি লোকশিক্ষার জন্য নহে? ভগবৎ-প্রেম যদি একমাত্র লক্ষ্য বস্তু হয়, তাহা হইলে দীক্ষার প্রয়োজন অবশ্য আছে,—

দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তৎকালে তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে সেই শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

এই প্রবন্ধটী পড়িয়া অনেকের মনে হইবে যে সদ্গুরু লাভ হওয়া কঠিন সুতরাং আমরা কিরূপে তাঁহাকে পাইব, তিনি যে সদ্গুরু তাহাই বা আমি কিরূপে চিনিব? জগতে সাধুর ছড়াছড়ি, কে সাধু কে অসাধু চেনা কঠিন, একথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া সাধু নাই—এরূপ নহে। সাধু আছেন কিন্তু তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার বাসনা মোটেই নাই। গুরুদেব মর্ত্ত্য জীব নহেন, যদ্যপি ইহ জগতে তাঁহার মর্ত্ত্য জীবের ন্যায় জন্ম হয় নাই. তিনি ভগবান হইতে অভিন্ন বস্তু, ভগবানের নিত্য সহচর। আমাদের যদি তাঁহার সান্নিধ্য লাভের নিষ্কপট বাসনা থাকে, তাহা হইলে অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহার নিত্য পার্ষদকে আমাদের নিকট অবশ্য প্রেরণ করিবেন। আপনারা একবার সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের কথা স্মরণ করুন, ভগবান ধ্রুবের নিষ্কপটতা ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় পার্ষদ নারদকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের হৃদয়ের যদি নিষ্কপটতা ঐকান্তিকতা থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও সদ্গুরু লাভ দুর্লভ হইবে না।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

মনের কথা ও শ্রৌত কথা

"আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় 'লেখক' বলিয়া পরিচিত হওয়া একটা বড় সহজ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কোন গতিকে মুদ্রণ-ব্যয়টা সংগ্রহ করিতে পারিলেই আর ভয় নাই। ছাই ভস্ম যা' কিছুই লিখিয়া ফেলি না কেন.ছাপা ত' হইবেই। পরে দুই চারিদিনের মধ্যে দপ্তরীর বাড়ী থেকে বেশ একখানি চাকচিক্যযুক্ত বই হইয়া আসিবে। তখন আর আমায় পায় কে? এক রে আমার পুস্তকের এত ডিমাণ্ড হইয়া উঠিবে যে শেষ সংস্করণের উপর সংস্করণ হইয়াও কুল নাই। দু'একটা খবরের কাগজের সম্পাদক মহাশয়দের হাতে পায়ে ধরিয়া দু'এক কলম প্রশংসাপত্র লিখিয়া লইব। বেশ দু'পয়সা করিয়া লইব আবার মাঝে হইতে নামটাও জাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় এক দলের লোক আছে, তা দের যত নজরটাই যেন আমারই উপরে। লিখিলাম একখানি বই। তা' শত্রুদের জ্বালায় আর পারিয়া উঠার জো নাই। গানে—বক্তৃতায়—লেখায় কেবল আমার বিষয় লইয়াই তাদের যত আলোচনা। কেন, তা'দের কি হইয়াছে? সাধারণে ত' ভালই বলিতেছে?"

আমি বসিয়া বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "ভাই, এই দেখ না, আমি 'মনের কথা' বলিয়া একখানা বই লিখিয়াছি। বাজারে বইখানা বেশ চলিয়া যাইতেছিল. কিন্তু কতকগুলি আমার মনেরসুখ-অসহিষ্ণু লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, যাহাতে 'মনের কথা' বাজারে আর না বিকায়। 'মনের কথা'র লোকে আদর করিবে না ত' আর কিসের আদর করিবে?' আমার বন্ধুটি একটু হাসিয়া বইখানি দেখিতে চাহিলেন। আমি 'উচিত' পড়ি' করিয়া বইখানি বন্ধুর হাতে দিলাম। বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, তোমার বইখানার অনাদরকারী কে? আমি বলিলাম, 'শ্রৌত কথা' না কি একখানা গ্রন্থের প্রকাশক আমার 'মনের কথা'র অত্যন্ত বিরোধী। বন্ধুবর আমাকে একটু সুমতি দেখাইতে পারিয়া খুব মৃদুমধুর স্বরে আমাকে অনেক উপদেশ করিলেন। উপদেশগুলি আমার তাৎকালিক অবস্থায় বিশেষ প্রীতিপ্রদ না হইলেও পরে খুব উপকারে আসিয়াছিল, বন্ধুই আমার জীবনপথের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। পাঠকবর্গ, বন্ধুবরের কথা-গুলি আপনাদের উপকারে আসিতে পারে বলিয়া যতটা স্মরণ হয় লিখিলাম। আপনারা একটু ধৈর্য্যধারণ করিয়া অবধান করুন।

'বন্ধুর কথা'

"ভাই, তোমার মনের অভিপ্রায়—'শ্রৌত কথা'র আদরকারীরাও তোমার 'মনের কথা'র আদর করেন না কেন আর জগতের সমস্ত লোকে বা 'মনের কথা'র আদর করে কেন? কথাটা একটা মস্ত বড় সমস্যারই বটে। দেখ, আত্মা, মন ও দেহ—এই তিনটী বস্তু

আছে। আত্মা এই দেহ এবং মনের অতিরিক্ত একটী বস্তু। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক দেহ ও সূক্ষ্মভূতাত্মক মন—ইহারা সকলেই গীতোক্ত অপরা প্রকৃতি। আত্মা এই প্রাকৃত দেহ ও মন হইতে একটী স্বতন্ত্র বস্তু—শ্রীভগবানের জীবভূতা পরা প্রকৃতি। জল যেমন নিসর্গ-ক্রমে শৈত্যাদি যোগে কাঠিন্যভাব ধারণ করিলেও তাহার স্বরূপগত সার্ব্বকালিকী বা নিত্য স্বভাব তারল্য কখনও নষ্ট হয় না, অপ্রকাশিত থাকে মাত্র, জীবাত্মাও সেইরূপ প্রকৃতিসংযোগাত্ত-নিবন্ধন অসৎসংসর্গে আগন্তুক ভগবদ্বিমুখতা বরণ করিলেও তাহার যে একটী নিত্যা সর্ব্বকালিকা বৃত্তি আছে, তাহা কখনও নষ্ট হয় না। জীবাত্মার সেই নিত্যাবৃত্তিটীর নাম ভগবৎ সম্বন্ধা ভক্তি। 'শ্রৌতকথা' বলিতে আত্মার এই নিত্যা বৃত্তি ভক্তিকথা। চিদাভাস বা চেতনাভাস, মন মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়দ্বারা গ্রস্ত ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্ম বিশিষ্ট সুতরাং শুদ্ধ-জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আস্থাহীন—

'আত্মা আছে কি না আছে সন্দেহ তাহার কাছে।' এইরূপ শুদ্ধজীব স্বরূপবৃত্তি বা আত্মবৃত্তির আনুগত্য-সম্বন্ধ-বিশ্লিষ্ট মনের যাবতীয় চেষ্টা ভক্তিপ্রতিকূল। এতাদৃশ মন সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট। ভ্রম অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুবুদ্ধি—যেমন সর্পে রজ্জুভ্রম, প্রমাদ—অনবধানতা, করণাপাটব—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অপটুতা, বিপ্রলিপ্সা—আত্মবঞ্চনেচ্ছা। সুতরাং এই মনের কথা কখনও প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে যখন এই মন শুদ্ধ চেতনবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন তাহার আর প্রাকৃতত্ব থাকে না, চেতনত্বই লাভ হইয়া থাকে। ভক্তদেহের সম্বন্ধেও ঐরূপ। তখন মনের সমস্ত কথাই শুদ্ধ জীবাত্মার কথা—হরিসেবা ছাড়া আর কিছুই নহে, দেহের সমস্ত কার্য্য—শুদ্ধজীবাত্মার কার্য্য বা ভগবৎসেবা।'

শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভগবৎসেবাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই শ্রৌতপন্থার অনুসরণকারী বা শ্রৌতপন্থী—তিনিই শ্রুতি অর্থাৎ গুরুপারম্পর্য্যে প্রাপ্ত শ্রৌতকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ। কিন্তু 'মনের কথা'-কীর্ত্তনকারী গুরুপারম্পর্য্যে লব্ধ শ্রৌতপথ স্বীকার না করায় অশ্রৌতপন্থী, বেদবিরোধী, ভক্তিবিরোধী, নাস্তিক বা জীবাত্মস্বরূপের নিত্যধর্ম্মবিরোধী, সুতরাং তাহার কথা অজ্ঞ সাধারণের শ্রুতিমধুর হইলেও তাহা শুদ্ধগণের অশ্রাব্য।

শ্রীশ্রীসদ্গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত জনই হরিকথা-শ্রবণাধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রবণ সুষ্ঠু হইলে গুরুদেব তাঁহাকে কীর্ত্তনাধিকার প্রদান করেন। তখন সেই গুরুকৃপালব্ধজন-কীর্ত্তিত 'শ্রৌত কথা' আবার অন্যের শ্রোতব্য হইয়া থাকে। 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনাশ্রিত—গুরুমুখবাক্য-অশ্রুত জনের মনোধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া কীর্ত্তন বা 'মনের কথা' কখনও নিঃশ্রেয়সার্থিজনের শ্রোতব্য হইতে পারে না। ভগবদ্ভজনানভিজ্ঞ জনগণ মনোধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের মনের কথায় আদর, শ্রৌতকথায় আদর নাই।

জীব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করেন, তখন গুরুদেব তাঁহার দেহ ও মনকে আত্মময় অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু করিয়া দেন—প্রাকৃত রাখেন না। তখন সেই অপ্রাকৃত মনের কথা আত্মারই কথা, তাহা আর জড়ীয় মনের কথার সহিত এক নহে।

তাহা হইলে এখন বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ, শ্রীশ্রীসদ্গুরুপাদপদ্মে অনাশ্রিত ব্যক্তির 'মনের কথা' বিজ্ঞজনের শ্রবণীয় নহে। শ্রৌতকথাই বিজ্ঞজনের আদরণীয়।"

বন্ধুবরের এই কথা শ্রবণে আমার শ্রৌতকথা শ্রবণেচ্ছা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। মনের কথায় ক্রমেই আদর কমিয়া আসিল।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

বিগত ১২ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীধাম-পরিক্রমা অধিবাস উৎসব ও ১৩ই ফাল্গুন রবিবার হইতে ২১শে ফাল্গুন সোমবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা মহোৎসব এবং তৎপর ২২শে হইতে আজ পঞ্চ দিবস ধরিয়া যোগপীঠ শ্রীশ্রীগৌর জন্মভিটায় যেরূপ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহা একটী দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়ই বটে। পরিক্রমার নয় দিন ধরিয়া একজন নয় দুইজন নয় সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে ভ্রমণ—শুধু ভ্রমণ নহে, ভক্তগণের তত্তদ্দ্বীপে প্রসাদ ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা, শয্যাদ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য শকটের ব্যবস্থা, বালক বালিকা ও বৃদ্ধ কিম্বা পীড়িত যাত্রিগণ অধিক পথ চলিতে যখন অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদিগের পথকষ্ট নিবারণহেতু শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই যান-সংরক্ষণ ইত্যাদি বিরাট ব্যাপার দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আর তদুপরি স্তম্ভিত হইবার বিষয় মঠ-সেবকগণের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রত্যেক দ্বীপে দ্বীপে সহস্র সহস্র লোককে প্রসাদবিতরণ, যাত্রিগণের সর্ব্ব-বিধ অভাব অভিযোগ পর্য্যবেক্ষণ এক অভাবনীয় অচিন্ত্যপূর্ব্ব কল্পনার অতীত নয়নমনোভিরাম দৃশ্য। পরিক্রমা অন্তে অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যে দৃশ্য প্রকটিত হইয়াছিল তাহা আরও বিস্ময়কর। এত অধিক সংখ্যক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জনমণ্ডলীর শ্রীশ্রীমায়াপুর-শশধরের শ্রীমুখারবিন্দ দর্শনে আন্তরিক আর্ত্তি বর্ত্তমান হরিবিমুখ জগতে কেহ কখনও দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন কি না জানি না।

সহস্র সহস্র নরনারীর সমবেতকণ্ঠে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ একত্রে বসিয়া প্রসাদসেবন যে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, তাহা বর্ণন করিবার ভাষা নাই—একমাত্র উপলব্ধিরই বিষয়। যে সমস্ত বালিশ বা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি এতদিন ধামাপরাধী, নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী অসজ্জনগণের মুখে শুদ্ধভক্তগণের নিন্দা শ্রবণ করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেহ প্রকাশ্যে, কেহ বা ছদ্মবেশে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন এবং ধূর্ত্ত বঞ্চকগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া এতদিন যে তাঁহাদের অসত্যকেই সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া অসৎসঙ্গ হইতে সাবধান হওয়ার চেষ্টা করিতেছেন—শুদ্ধভক্তগণের চরণে তাঁহাদের কৃতাপরাধ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন।

সত্য—স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। কুয়াসা বা মেঘ আমাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সূর্য্যদর্শনে ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া যে আমাদের সূর্য্যের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দিহান হইতে হইবে তাহা নহে। পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণে বড় যে সূর্য্য, তাঁহাকে যেমন সামান্য এক খণ্ড মেঘ কখনও ঢাকিতে পারে না, আমাদের চক্ষুই মেঘাবৃত হয় মাত্র, তদ্রূপ নিত্য সত্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সূর্য্যকে মায়াবদ্ধ জীবের অজ্ঞান-কুজ্ঝটিকা কখনও আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না—পারিবে না। হে জীব, যদি তোমার সত্যসূর্য্য দর্শনে বিন্দুমাত্রও সাধ হইয়া থাকে, তবে আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আসিয়া সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় কর, অচিরেই তোমার অজ্ঞানতিমির দূর হইয়া যাইবে—সত্যসূর্য্যের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল রশ্মিতে তুমি উদ্ভাসিত হইবে। আর ধাম-নিন্দক, বৈষ্ণবনিন্দকের সঙ্গ করিয়া নিজ নিজ অমঙ্গল বরণ করিও না—একবার এস, শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে সত্যকথা শ্রবণ কর, শুদ্ধভক্তগণের আচরণ প্রত্যক্ষ কর—তোমার সকল সন্দেহ—সকল অশান্তি দূর হইয়া যাইবে, হৃদয়ে পরানন্দের উৎস প্রবাহিত হইবে। শুদ্ধভক্তগণ আজ তোমাদিগকে গৃহপরিক্রমা হইতে ছুটী করাইয়া পাদদ্বয়দ্বারা শ্রীধাম পরিক্রমা, কর্ণদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী শ্রবণ, জিহ্বাদ্বারা মহাপ্রসাদ আস্বাদন ও হরিনাম কীর্ত্তন, অঙ্গদ্বারা শ্রীধামের রজঃ ও ধামবাসী ভক্তবৃন্দের পদরজঃ গ্রহণ করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ ও শ্রীমন্দির মার্জ্জন, চক্ষুদ্বারা শ্রীভক্ত ও ভগবানের রূপদর্শন, নাসিকাদ্বারা শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মে অর্পিত নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, মস্তকদ্বারা শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভক্তের পাদাভিবন্দন ও মন দ্বারা দেহ-গেহ কলত্রাদির চিন্তা ছাড়াইয়া শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্ম চিন্তা করাইতেছেন তোমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় আজ কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিবার জন্যই ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকসেবানিষ্ঠ পরম ভাগবত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক মহোদয়ই এই মহা আয়োজনে প্রধান উদ্যোগী পুরুষ। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যান্য সভ্যগণ পরিচালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে এই বৃহৎ শুভমহামহোৎসবের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এই মহাপুরুষের নিষ্কলঙ্ক পরমপূতচরিত্র স্থির ধীর গম্ভীরভাবে সেবাকার্য্যে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম—রাজা মহারাজা হইতে অত্যন্ত দীন দরিদ্রের প্রতি অমায়িক ব্যবহার সর্ব্বক্ষণ উৎফুল্ল বদন যাঁহারা একবারও দর্শন করিবার—চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিষ্কপট কৃপালাভের যোগ্যতা নিশ্চয়ই লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ভক্তচরিত্র আলোচনা হইতেই ভক্তপ্রসাদ লাভ ও ভক্তপ্রসাদ হইতেই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়।

গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতি আমাদের অত্যন্ত কাতর নিবেদন এই তাঁহারা কত না পথ কষ্ট সহ্য করিয়া বহুদূরদেশ দেশান্তর হইতে শ্রীধামে আগমন করিয়াছেন—এখানে আসিয়াও তাঁহাদের কত না অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে। ধামবাসীগণ তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেও হয়ত অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহারা যেন কিছু মনে না করিয়া শ্রীধামকে তাঁহাদের নিত্য বসতিস্থল ও ধামবাসীগণকে তাঁহাদেরই পরমাত্মীয়জ্ঞানে সকল দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হন। বৎসরান্তে কেবল উৎসব দর্শন করিবার জন্যই শ্রীধামে আসিতে হইবে আবার উৎসবান্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৃহধর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে হইবে—এরূপ বুদ্ধির পরিবর্ত্তে আমরা যাহাতে নিত্যধামবাসিগণের আনুগত্যে শ্রীধামকে আমাদের নিত্য-বসতিস্থল জানিয়া নিত্যকাল ধরিয়া ধামবাসী হইতে পারি, তজ্জন্যই যেন ধামে আগমন করি। তাঁহারা যেন মনে করেন, "(হে শ্রীধাম,) তোমার সেবায় সুখ হয়

শুদ্ধ, নিত্য পরমসুখ। সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ মাথায়ে অবিদ্যা দুঃখ”॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ

ধাম-প্রচারিণী-সভার

চতুস্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

গত পরশ্ব ২৩শে ফাল্গুন বুধবার সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার চতুস্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছেন। এই সভায় বঙ্গদেশের সমস্ত জেলার বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ পরমোৎসাহে ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজপুতনা, বম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত মহোদয় সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভা-সৌষ্ঠব বিধান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস পর্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ-প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, উড়ুপীক্ষেত্র হইতে আগত শ্রীমদ্ অডমার মঠ মঠাধ্যক্ষ বেদবেদান্ত-বিদ্বান, পণ্ডিত শ্রীযুত শচীন্দ্র চন্দ্র দেবশর্ম্মা কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ-সুদর্শনবাচস্পতি, অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম, এ, অধ্যাপক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল, এম, এ, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ, শ্রীযুত কুমুদকান্ত ভৌমিক, শ্রীযুত কিশোরী মোহন পাল, বি, এল, শ্রীযুত সারদা মোহন পাল, শ্রীযুত জে, এন, চন্দ্র, শ্রীযুত দীননাথ গরাই, শ্রীযুক্ত রমানাথ রায়, শ্রীযুত সরোজেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত নাথচরণ রায়, শ্রীযুত অক্ষয় কুমার গুপ্ত, ডি, এস্, পি, বরিশাল, শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ, সেরিস্তাদার, খুলনা জজকোর্ট, শ্রীযুত শচীকান্ত বিশ্বাস, বি, এল, উকীল, শ্রীযুত রামগোপাল চ্যাটার্জ্জী, শ্রীযুত ফণিভূষণ বসু, বি, এ, শ্রীযুত এম, এস্, গণেশ আয়ার, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এল, শ্রীযুত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত রাধা গোবিন্দ দাস অধিকারী, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, মোক্তার বরিশাল, শ্রীযুত মদন মোহন পট্টনায়ক, বি, এল, প্লীডার, কটক, শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ, বি, এ, শ্রীযুত প্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদক, নদীয়া প্রকাশ, পণ্ডিত শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন, শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত অমূল্যকুমার সরকার কে, ডিল, কানপুর, শ্রীযুত অতীন্দ্র নাথ দাসাধিকারী, ধানবাদ, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, বি, এ, শ্রীযুত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী, বিদ্যাভূষণ, বি,এ, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুত রায় জানকী নাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুত অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী সেবাবান্ধব, শ্রীযুত পণ্ডিত কলিপাবনী বেদান্তভূষণ, শ্রীযুত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী, শ্রীযুত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ-পুরাণরত্ন, শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, শ্রীযুত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, কবিকৃষ্ণামৃত প্রভৃতি প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সভারম্ভে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় অত্যন্ত বিনয় সহকারে এই অধিবেশনে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীযুত শচীন্দ্রচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শনতীর্থ-সুদর্শন বাচস্পতি মহাশয় এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বাভাবিক দৈন্য প্রকাশ করিয়া অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সভার কার্য্য পরিচালন জন্য নির্ব্বাচন করা উচিত এতদ্রূপ বলেন। তাহাতে প্রস্তাবক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনশ্চ নিবেদন করেন যে শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচতাগুণের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া আপনাতে অযোগ্যতার আরোপ করিয়া সভাপতিপদগ্রহণে অসম্মতিপ্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতিপদে বৃত হইবার মত মনুষ্যদেহধারী যোগ্যব্যক্তি যদি কেহ ভূমণ্ডলে থাকেন তবে তিনি একমাত্র ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। শ্রীল প্রভুপাদের যোগ্যতার কথা সহস্র মুখে সহস্র বৎসর কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করা যায় না। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব আমি তাঁহার মহিমা কি কীর্ত্তন করিব? আমি বেশী কিছু বলিতে চাই না—আমাকে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড যদি সমস্বরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বলেন তথাপি আমি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথা সমর্থন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় গতবৎসরের ধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সর্ব্বসম্মতি-মতে এই বিবরণী সঠিক লিখিত হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হয়। তৎপরে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গগোস্বামিপ্রভু প্রস্তাব করেন যে, এই সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পরলোকে গমন করায় এই সভার স্থায়ী সভাপতির আসন শূন্য হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রী শ্রীযুত মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুরকে উক্ত পদে অভিষিক্ত করা হউক এই বলিয়া প্রস্তাবক মহাশয় স্বাধীন ত্রিপুরার বৈষ্ণব রাজবংশ শুদ্ধাভক্তি প্রচারে বরাবরই কি প্রকার আন্তরিক চেষ্টা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন তাহা সভাস্থলে বিবৃত করেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ মহাশয় এইপ্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরপূর্ণচন্দ্রোদয়

“নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ-পূর্ণ-ইন্দু॥”

—চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ২৭২

শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

“নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥”

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থরাজির বর্ণনানুসারে জানা যায়, গঙ্গার পূর্ব্বকূলে এই নবদ্বীপ-নগর বিরাজিত। বহু পূর্ব্ব হইতেই এই নবদ্বীপ নগরে সেন-রাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। তদানীন্তন ভারতের বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র সেই নবদ্বীপ-নগরী এবং তচ্চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহে—যেখানে যেখানে বিদ্যালোচনার কেন্দ্র ছিল, সমস্তই “নবদ্বীপ” নামে পরিচিত হইত। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর “নবদ্বীপ-পরিক্রমায়” এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“নয় দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম॥
যৈছে রাজধানী কোন স্থান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম॥”

এই নবদ্বীপ নগরেই যে সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল, উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-স্বরূপ এখনও এইস্থানে ‘বল্লাল-দীঘী’ নামে একটী বিস্তৃত দীঘী এবং উত্তরদিকে ‘বল্লাল ঢিবী’ বা বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া একটী উচ্চ ভূমি অবস্থিত রহিয়াছে। মলদহ জিলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড়নগর হইতে সেন-বংশীয় ভূপতিগণ তাঁহাদের রাজ্যসিংহাসন এই নবদ্বীপ-নগরে আনিয়াছিলেন বলিয়া নবদ্বীপ মণ্ডলকে ‘গৌড়ভূমি’ও বলা হয়। সেন-রাজগণের অধঃপতনের পর নবদ্বীপ মুসলমান-রাজের হস্তগত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮-১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দিন সৈয়দ হোসেন সার নিয়োগ-মতে দণ্ড-বিধান ও শাসনাদির পরিচালন-জন্য ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর আসন এই নবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত ছিল। এখনও এই স্থানে চাঁদকাজীর সমাধি ও তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রাচীন নবদ্বীপের ‘বেলপুকুরিয়া’ পল্লীর স্থানগুলির কিয়দংশ বর্ত্তমান ‘বামনপুকুর’ নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এই বামনপুকুরেই চাঁদকাজীর সমাধি বর্ত্তমান।

শ্রীনবদ্বীপধাম জাহ্নবী-বেষ্টিত ষোল ক্রোশ পরিধির অন্তর্গত, তাহাতে নবধা-ভক্তির পীঠস্বরূপ ‘অন্তঃ’, ‘সীমন্ত’, ‘মধ্য’, ‘কোল,’ ‘ঋতু,’ ‘জহ্নু’, ‘মোদদ্রুম’ ও ‘রুদ্র’—এই নয়টী দ্বীপ বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, এই স্থানেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের ভবন, শ্রীমুরারি গুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল।

শ্রীহট্ট-নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণবর শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্রের অন্যতম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। জগন্নাথ মিশ্র তদানীন্তন নবদ্বীপবাসী, জ্যোতিষবিদ্যায় সর্ব্বাগ্রণী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শ্রীশচী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান কাজীপাড়ায় থাকায় কাজী সাহেব গোষ্ঠী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গ্রাম সম্বন্ধে খুড়া চাচা জ্ঞান করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীবসুদেবের ন্যায় ‘সদ্-গুণসাগর’ ছিলেন এবং তাঁহার পদবী ‘পুরন্দর’ ছিল। পুরন্দরপত্নী পতিব্রতা-শিরোমণি শচীদেবীর একে একে আটটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপত্য-নিধনে

পুরন্দর মিশ্র অতীব দুঃখিত হইয়া পুত্র-সন্তান-লাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করেন। অপ্রাকৃত-সহজ ধর্ম্মের মূল আদর্শ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বা শ্রীশচীদেবীর পুত্রাদি কামনা অকজ্ঞানে হেয়-প্রতিফলিত রাজ্যের কাম্য-কর্ম্মীর আচরণের ন্যায় মনে হইলেও উহা কেবল জগতে ভগবানের অবতার-লীলা আবিষ্কারেরই আনুকূল্য মাত্র। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের ন্যায় বদ্ধ-জীব মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। মিশ্র পুরন্দর বিষ্ণু আরাধনা করিয়া বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণকে তাঁহার নবম পুত্ররূপে জগতে প্রকাশ করেন।

১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন, পূর্ণিমা—নব বসন্ত। তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা—লালে লাল 'ফাগবাগ-শোভা, সন্ধ্যাকালে—পূর্ণচন্দ্র প্রতি বৎসরেই এক সময় তাঁহার অমল ধবল স্নিগ্ধ অংশু-মালায় বিশ্ব স্নান করাইবার জন্য সগর্ব্বে উদিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আজ যেন তাঁহার পূর্ণতা, তাঁহার স্নিগ্ধতা, শুভ্রতা, তাঁহার উদারতা, তাঁহার বদন্যতা, তাঁহার কবিত্ব, সাহিত্য, ছন্দঃ সমস্তই তিরস্কৃত—ম্লান হইবে মনে করিয়া অথবা 'প্রাকৃতের পূর্ণতা, অপ্রাকৃতের পূর্ণতার নিকট পরাভূত—এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বের চতুর্দ্দিকে "হরিবোল" "হরিবোল" কলরব উঠিল—কর্ম্মকোলাহল শুরু হইল—দশ বধূগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া নাচিয়া হাসিয়া উঠিল। এমন সময়ে সিংহলগ্নে সিংহরাশিতে শচীগর্ভ সিন্ধু হইতে 'শ্রীমায়াপুর-পূর্ণচন্দ্র' উদিত হইলেন। শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ঠাকুর হরিদাস এবং নবদ্বীপবাসী শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের পরদুঃখ ভারাক্রান্ত-হৃদয়াকাশের নিশীথ অবসান অন্তরে লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব স্থানে সানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন। পুর-ললনাগণ উপায়ন-হস্তে মায়াপুর-চন্দ্রের বদন-মণ্ডল দর্শন করিতে আসিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গণনা করিয়া এই অদ্ভুত নবীনচন্দ্রে মহাপুরুষের যাবতীয় লক্ষণ দেখিতে পাইলেন এবং ইঁহার দ্বারাই নিখিলবিশ্ব ধারণ-পোষণ হইবে জানিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তী-প্রবর ইঁহার বেদ-বেদ্য 'বিশ্বম্ভর' নাম প্রকাশিত করিলেন। ললনাগণ বালকের গৌর-কান্তি এবং হরি-কীর্ত্তন শ্রবণমাত্র বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও উল্লাস লক্ষ্য করিয়া শচী-গর্ভ-সমুদিত শ্রীমায়াপুরচন্দ্রকে 'গৌরহরি'-নামে প্রচার করিলেন। অষ্ট কন্যার বিয়োগের পর এই 'পরাণ পুত্তলির' আবির্ভাব জানিয়া অপ্রাকৃত-সহজ-প্রেমময়ী-শিরোমণি শচী-দেবী যমের নিকট তিক্তসূচক 'নিম্ব' শব্দ হইতে 'নিমাই' নাম রাখিলেন। কেহ কেহ বলেন, নিম্ববৃক্ষের নিম্নে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় শচীদেবী পুত্ররত্নকে স্নেহমাখা 'নিমাই'-নামে ডাকিতেন।

অকলঙ্ক পূর্ণকল গৌরচন্দ্র শচী-গর্ভসিন্ধু হইতে উদিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি লীলা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। লীলা-কল্লোলবারিধি মায়াপুর-পুরন্দর-প্রভু বিচিত্র বাল্য-লীলা-লহরীর নিত্য-নব-বর্দ্ধমান তরঙ্গসমূহ বিস্তার করিয়া শচী প্রমুখ ললনাকুলের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে থাকিলেন। নিমাইর নামকরণ-কালে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের রুচি-পরীক্ষার্থ বালকের নিকট 'পুঁথি', 'খই', 'ধান', 'কড়ি', 'সোণা', 'রূপা' প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য স্থাপন করিলে নিমাই সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই আলিঙ্গন করিলেন। বালক-নিমাই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে শচীপ্রমুখ ললনাগণ বালককে নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বালক কিছুতেই স্থির হইতেন না। কেবলমাত্র যখন সকলে মিলিয়া হাতে তালি দিয়া হরি-সংকীর্ত্তন করিতেন, তখনই বালকের ক্রন্দন-নিবৃত্তি হইত এবং বালক উল্লাস-ভরে নৃত্য করিতে থাকিতেন। ক্রমে নিমাই 'হামাগুড়ি'-লীলা প্রকাশ করিলেন। একদিন 'হামাগুড়ি' দিতে গৃহের এক স্থানে একটী সর্পকে দেখিতে পাইয়া কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপরে বালক শয়নপূর্ব্বক শেষ-শায়ী-লীলা প্রকট করিলেন। অপ্রাকৃত-সহজ-শুদ্ধ-প্রেমরস-রসিকা শচী-প্রমুখ ললনাগণের বাৎসল্য রস-সাগর উদ্বেলিত হইয়া পড়িল; সকলেই ব্যস্ত হইয়া 'গরুড়', 'গরুড়' বলিয়া আহ্বান ও বালকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সর্পরূপী অনন্ত সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ পত্র।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদম্—

ভারত-বিশ্রুত শুদ্ধসনাতনধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারকবর পরিব্রাজক আচার্য্য ত্রিদণ্ডী গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপতীর্থ মহারাজ বারাকপুরে শুভবিজয় করিয়া আগামী ২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ শনিবার হইতে ২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বারাকপুর নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমণ্ডলীর নিকট বহু জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দান ও সংকীর্ত্তন করিবেন। নিম্নে স্থান ও কালের পরিচয় প্রদত্ত হইল। সজ্জন জনমণ্ডলী এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া এই কয়েক দিবস হরিকথামৃত আস্বাদন করুন,—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীযুগলকিশোর দাস ব্রহ্মচারী

স্থান—

বারাকপুর বেনেপাড়ায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মল্লিক মহাশয়ের গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

কাল ও বিষয়—

২৬শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ্চ শনিবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।

ঐ ঐ সন্ধ্যা ৭টা 'জীবে দয়া' সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২৭শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ রবিবার প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা নগর কীর্ত্তন।

ঐ ঐ সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৮শে ফাল্গুন ১২ই মার্চ্চ সোমবার প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা।

ঐ ঐ সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা শ্রীনামসম্বন্ধে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

আনন্দ সংবাদ

গত পরশ্ব বুধবার প্রাতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে চন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ নাট-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পর-অতিথিমণ্ডপের ভিত্তি এবং শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি সুবৃহৎ সেবক-খণ্ডের ভিত্তি দুইজন হরিসেবোন্মুখ শুদ্ধ ভক্তের আনুকূল্যে সংকীর্ত্তন-মুখে স্থাপিত হইয়াছেন।

(ভারতীয়)

হাবড়ায় নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব

হাবড়ায় মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন আসন্ন-প্রায়। কংগ্রেস প্রার্থীগণকে সমর্থন করিবার জন্য প্রত্যহই সহরের স্থানে স্থানে করদাতাগণের পক্ষ হইতে সভাসমিতির অধিবেশন হইতেছে।

লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট আসন্ন

এজেণ্টের নোটিশে চাঞ্চল্য

লিলুয়ায় ই, আই, রেলওয়ের কারখানায় ধর্ম্মঘট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে এজেণ্ট এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, শ্রমিকদিগের বেতন বৃদ্ধির জন্য তিনি ইতঃপূর্ব্বে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই।

অনেকেরই বোধ হয় স্মরণ আছে, গত জানুয়ারী মাসে শ্রমিকগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে, এজেণ্ট এই মর্ম্মে এক হিন্দী নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে, শ্রমিকদের অভিযোগ যত শীঘ্র সম্ভব দূর করা হইবে। শ্রমিকগণ তদনুসারে এতদিন অপেক্ষা করে, কিন্তু বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়া এজেণ্টকে জানায়। তাহার উত্তরে এজেণ্ট গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে ঐরূপ নোটিশ দিয়াছেন।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ধর্ম্মঘটের তারিখ ও সময় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গত ৭ই মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় লিলুয়ার শ্রমিকদের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট নেতা উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৩রা মার্চ্চ হাওড়ার ময়দানে শ্রীযুত কালিদাস বসুর সভাপতিত্বে জেনারেল হৌস, ব্রুক সিগন্যাল কারখানা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, অবিলম্বে তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার না হইলে তাহারা ১০ই মার্চ্চের পর যে কোন দিন ধর্ম্মঘট করিবে।

ষ্টেটসম্যানের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

রায় মুলতুবী

ষ্টেটসম্যান পত্রের সম্পাদক মিঃ ওয়াটসন ১২ই আগষ্ট তারিখে ষ্টেটসম্যান পত্রে ভারতের বিধবাদের সম্বন্ধে অসত্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অভিযোগে হাওড়ার উকীল শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এস, পি, বসুর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। হাওড়ার উকীল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অব্যাহতি দেওয়ায় ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে হুগলির জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুত পি, দের এজলাসে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে।

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব হইয়া গিয়াছে। বিচারক রায় মুলতুবী রাখিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২৯শে শ্রাবণ, শনিবার—১৩৩৪।

ভক্তি না ভুক্তি ?

'ভক্তি' অর্থে সেবা, আর 'ভুক্তি' অর্থে ভোগ। 'ভগবদ্ভক্তি' বলিতে শ্রীভগবানের সেবাকে নির্দ্দেশ করে। অধিকারিভেদে ভগবৎ-সেবা অনেক প্রকার। কনিষ্ঠাধিকারী কেবল বিগ্রহসেবাতেই তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা বিগ্রহ ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের কোন্ অধিকার এ বিচার আবশ্যক। সকল স্থানেই, বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত স্থানগুলিতে এই সকল বিগ্রহ ব্যবসায়ীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ইঁহারা বিগ্রহ-সেবক কিনা, সেই প্রশ্ন অনেকেই করেন। ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রশ্নটীর বিশেষ বিচার আবশ্যক। 'সেবা' বলিতে গেলে নিজ ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রীত্যর্থে ক্রিয়াকে নির্দ্দেশ করে। যদি ভোগবাসনা কিয়ৎপরিমাণে থাকে, সেবা সেই অনুপাতে বাধা প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত আচার হইতেছে প্রভুকে দিয়া নিজসেবা করাইয়া লইবার বাসনা, প্রভুর সেবোপকরণ স্বয়ং আত্মসাৎ করা। যেখানে এভাবে সেবাবঞ্চনা দেখিব, সে স্থলে আমরা সেবা বলিয়া স্বীকার করিব না বা তাহার অনুমোদন করিব না, অর্থাদির দ্বারা আনুকূল্যও করিব না, কেন না, সেখানে সেবা হয় না। সে স্থলে প্রদত্ত আনুকূল্য কেবলমাত্র নিষ্ফল নহে, পরন্তু অসতের চেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় উহাতে সেবাপরাধরূপ কুফল প্রসব করে। এরূপ সেবকাভিমানীর সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

এতৎপ্রসঙ্গে একটী গল্প মনে পড়ে। বাবু ল্হ্লাদন আফিসের সাহেবের তাড়া খাইয়া চাকরী করিয়া ঘরে ফিরিলেন, গৃহিণী রন্ধনশালায় ব্যস্ত। বাবু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রামশরণ বেহারাকে একটা সিকি দিয়া চারিটী সন্দেশ আনিতে বলিলেন। বাবু ত' বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন, হস্তমুখাদিপ্রক্ষালনে ব্যাপৃত থাকিবার পর দেখেন, রামশরণ একটী সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে, দেখিয়া তিনি কিছু বিরক্ত হইলেন, একে ক্ষুধায় কাতর' তাহাতে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু ঈপ্সিত দ্রব্য আসে নাই। রুক্ষভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে হতভাগা, তোকে চারিটি দিলুম, আর তুই একটা সন্দেশ আনলি কেন ?" ভৃত্য অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, সে অনেক কথা, আপনি এই ভেবেছে পুরুত এলেন, আজ্ঞে থাক্, পরে সব ব'লছি।" "পরে ব'লবি; ব্যাটা পাজি, আর তিনটে সন্দেশ কি হ'ল বল্, নইলে তোর মুণ্ডু ভেঙ্গে দিব।" "আজ্ঞে, আজ্ঞে, তবে সব আমাকে বলতে হয়, কিন্তু বাবু, যদি রাগ না করেন, আমি নির্ভয়ে বলি।" "আচ্ছা, বল্।" "আজ্ঞে, আপনাকে ত কখনও খারাপ জিনিষ ব্যাভার করতে দেখিনি। তা, ময়রা কি দিলে, ভাল কি মন্দ, আমি না দেখে ত' আনতে পারি না, তাই, একটা চেকে দেখ্লুম, হাঁ, ভাল জিনিষই বটে।" "ব্যাটা কি শয়তান্, যা' কিনতে দিয়েছি তা'র ভেতর কি চাখতে বলেছিলুম ? আচ্ছা, যাক্, তা'তে না হয় একটাই গেল, আর দুটো ?" "আজ্ঞে, আপনি আমার মনিব, মা' বাপ্। আমি কি আপনার শত্তুর হ'তে পারি ? আপনাকে কি ক'রে তিন শত্তুর দিই, এই ভেবে দিশেহারা হ'য়ে এক বুদ্ধি অনেক কষ্টে মাথায় এল। তাই, আর একটা মুখে ফেলে দিয়ে তিন শত্তুর ঘুচিয়ে দিয়ে দুটো রাখ্লুম। আমি কি আপনার দুশমন্ হ'তে পারি, হুজুর ?" "বেটা কি ভক্তবিটেল দেখ। আমায় কত ভালবাসে দেখেছ ? তাই আমার মুখের গ্রাস খায়। আচ্ছা যাক্। তা'হলে ত' দুটো থাব্তো, আর একটা কি হ'লোরে, হারামজাদা ?" "আজ্ঞে যদি বল্লেন, তা'হলে বলি। আপনি ত যা' খা'ন আমার জন্য পেসাদ রাখেন, তা' সেটা আমি আগেই পেয়ে নিয়েছি। জানি, আমার পাওনা আমি পেলে, আপনার দয়ার শরীর, আপনি রাগ কর্‌বেন না।" "ব্যাটার সব ভক্তবিটেলদের মত ভোগের আগেই পেসাদ। ব্যাটা, আগে দু-দুটো খেয়ে নিয়ে শেষকালেরটা কি ক'বে খেলি ?" "আজ্ঞে, তা' আমি দেখাতে খুব রাজি। দেখুন, বাবু, যেন দোষ নেবেন না, আপনি বল্লেন ব'লে তাই দেখাচ্ছি। পেলুম এই এমনি ক'রে।" এই বলিয়া প্রভুভক্ত ভৃত্য চতুর্থ সন্দেশটীও গালে ফেলিয়া দিয়া অপর তিনটী সে কি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার প্রণালী দেখাইয়া দিল। তাহার পর যাহা ঘটিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে কথার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আর বাহুল্য করিয়া বলিলাম না। এখন দেখুন পাঠক মহাশয়, এ কিরূপ প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ ? "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" তাহা ভুলিয়া গিয়া মায়ার ফাঁস গলায় পরিয়া কৃষ্ণকে ফাঁকি দিতে বসিয়াছে, নিজেকে ফাঁকি দিতেছে, অপরকেও দিতেছে। এক্ষণে আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন, সেবাস্থলে এরূপ বিগ্রহ-ব্যবসায় প্রভুসেবা না নিজ ভোগ-সাধন ? আমরা আর উত্তর দিয়া এক শ্রেণীর লোকের বিরাগভাজন হইব না, আমরা কাহাকেও চটাইতে প্রস্তুত নহি। আমরা নিরপেক্ষ রহিলাম, আপনারাই বিচার করিয়া লউন, ইহা "ভক্তি না ভুক্তি ?"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরপূর্ণচন্দ্রোদয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিমাই পদচংক্রমণ-লীলা আবিষ্কার করিবামাত্র তাঁহার বাল্য-লীলা লক্ষ্মী অতীব চঞ্চলা হইয়া প্রকাশিতা হইলেন। নিমাই একাকী গৃহের বাহিরে গমন করিতেন, বিভিন্ন লোকে বালকের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বালককে 'সন্দেশ', 'কলা' প্রভৃতি প্রদান করিতেন। বালক সেই সকল দ্রব্য হরিকীর্ত্তনকারিণী নবদ্বীপ-ললনাগণকে পারিতোষিক-প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিতেন। কখনও বা বন্ধুবর্গের গৃহে গমন করিয়া গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে দধি, দুগ্ধ ও অন্নাদি ভক্ষণ করিতেন। কাহারও গৃহসামগ্রী ভগ্ন করিয়া সেই স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিতেন বালকের মুখ-চন্দ্র-দর্শন-মাত্রেই সকলেই তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ভুলিয়া যাইতেন। একদিন শচীদেবী নিমাইকে ভোজনার্থ 'খই সন্দেশ' প্রদান করিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলে বালক 'খই সন্দেশের' পরিবর্ত্তে কতকগুলি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, শচী ইহা দেখিয়া বালকের হস্ত হইতে মাটীগুলি কাড়িয়া লইলেন। শিশুরূপী নিমাই মাতাকে দার্শনিক উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, খই, সন্দেশ, অন্ন প্রভৃতির সহিত মৃত্তিকার কোন ভেদ নাই, কারণ উহারা সকলেই মৃত্তিকার বিকার। জীবের দেহ, জীবের ভক্ষ্যবস্তু—সমস্তই 'মাটী'। শচী ইহা শুনিয়া বলিলেন,—জগতের সমস্ত দ্রব্য মৃত্তিকা-বিকার হইলেও মৃত্তিকা এবং তদ্‌বিকারের বিশেষ বা অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। মাটীর বিকার অন্ন ভক্ষণ করিলে দেহ পুষ্টি হয়, কিন্তু আবার মাটী ভক্ষণ করিলে দেহ রোগগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। মাটীর বিকার 'ঘটে' জল আনয়ন করা যায়, কিন্তু 'মাটীর পিণ্ডে' জল আনিতে গেলে সমস্ত জল উহার মধ্যেই নিঃশোষিত হইয়া পড়ে। নিমাই মাতার এই উত্তর শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ইহা দ্বারা শুষ্কজ্ঞানবাদিগণের একদেশী বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তের সর্ব্বদেশী যুক্ত-বৈরাগ্যের সেবার অনুকূল-প্রতিকূলবিচার গ্রহণই কর্ত্তব্য—তাহা জীবকুলকে শিক্ষা দিলেন।

একদিন জনৈক গোপাল-ভক্ত তৈর্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীমায়াপুরে মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ মিশ্রবর বিপ্রকে রন্ধন সামগ্রী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া ধ্যানে গোপালকে ভোগ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে নিমাই আসিয়া ব্রাহ্মণের সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। নিমাইর স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ মিশ্রের অনুরোধে দ্বিতীয়বার পাক করিলেন। সেইবারও, ধ্যানে নিবেদনকালে সেই ঘটনাই হইল। বিশ্বরূপের অনুরোধে তৈর্থিকবিপ্র তৃতীয়বার রন্ধন করিলেন। এবার বালককে বিশেষভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল, বালক নিদ্রিত হইয়া পড়িবার অভিনয় দেখাইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৌরহরির ইচ্ছায় নিদ্রাদেবী সকলেরই নয়নকোণে অতিথি হইলে তাঁহারা সেই অতিথির সৎকারেই ব্যস্ত হইয়া তৈর্থিক অতিথির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় তৈর্থিকবিপ্র পুনরায় ধ্যানে গোপালকে পক্বান্ন নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে তৃতীয়বার নিমাই হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ বিপ্রের নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিলে নিমাই বিপ্রের নিকট চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজরূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে বিপ্র। তুমি আমার নিত্য কিঙ্কর, আমি যখন ব্রজে নন্দ-দুলালরূপে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম। তখন ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমে মুগ্ধ হইলেন এবং আপনাকে ধন্য মানিয়া প্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ সম্মান করিলেন। প্রভু তৈর্থিক বিপ্রকে এই গুপ্তলীলাটি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

আর একদিন নিমাই স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বহির্দ্দেশে খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় দুইজন চোর তাঁহাকে ভুলাইয়া লইয়া তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কার অপহরণ করিবার সঙ্কল্প করিল এবং বালকের হাতে সন্দেশ প্রদান করিয়া বলিল যে, তাঁহাকে তাহারা তাঁহার গৃহেই লইয়া যাইতেছে। নিমাই স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া চোর-দ্বয়কে পথ ভুলাইয়া উহাদের স্কন্ধে চড়িয়াই পুনরায় নিজগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। চোর দ্বয় বিষ্ণুমায়ার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিমাইকে তাঁহার ব্যাকুল আত্মীয়গণের সন্নিধানে মিশ্রভবনের দ্বারে রাখিয়া পলায়ন করিল।

শ্রীমায়াপুরের্ণমিশ্র-ভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহ। কোন একটী একাদশীতে তাঁহাদের গৃহে বিষ্ণু-

নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছিল। নিমাই সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করিবার অভিলাষে জগন্নাথ মিশ্রকে হিরণ্য-জগদীশের গৃহে তাহা আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। হিরণ্য-জগদীশ মিশ্রের মুখে বালকের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"অদ্য একাদশী এবং আমাদের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে—একথা শিশু কিরূপেই বা জানিল? অবশ্যই এ বালকে কোন বৈষ্ণবী শক্তি আছে"। তাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া সেই নৈবেদ্য বালকের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর পক্ষে এতদূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু অন্তর্য্যামী গৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তকে আত্মপ্রকাশ জানাইয়া কৃপা করিবার জন্য এবং একাদশী দিবসে একমাত্র ভগবানই যাবতীয় নৈবেদ্য গ্রহণের অধিকারী, তাহা লোকে জানাইবার জন্য এই লীলা প্রকাশ করিলেন।

নিমাইর বাল্য-লীলা-লক্ষ্মী ক্রমশঃ চঞ্চলা হইতে অত্যধিক চঞ্চলতরা হইয়া উঠিল। প্রত্যহই শচীর নিকট নানা স্থান হইতে নানা অভিযোগ উপস্থিত হইত। কখনও বা অত্যন্ত ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া নিমাই নিজগৃহের যাবতীয় বস্তু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেন। কখনও বা মাতাকে প্রহার করিতেন এবং মাতার মূর্চ্ছা দর্শনে ব্যাকুল হইয়া মাতার সুস্থতার জন্য দুষ্প্রাপ্য নারিকেল আনয়ন করিতেন, প্রত্যহ গঙ্গায় স্নানকালে কুমারীগণের সহিত নানাবিধ কৌতুক করিতেন, কখনও বা কুমারীগণের গঙ্গা-পূজা ও শিব পূজার সজ্জা সমূহ দেখিয়া বলিতেন,—গঙ্গা, দুর্গা—আমার দাসী, আর মহেশ 'ও' —আমার ভৃত্য। কুমারীদিগের নিকট হইতে ফুল, মালা, চন্দন ও নৈবেদ্য সম্ভার কাড়িয়া লইয়া তাহা স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক কুমারীগণকে কৃপা এবং বিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রচার করিতেন। বল্লভাত্মজা লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাদের উভয়ের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রীতি ভক্ষ্য প্রকাশিত হইত।

বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত, সর্ব্বগুণাধার ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি জড়বিষয়-মত্ত-সংসার হইতে পৃথক থাকিয়া বৈষ্ণবসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদর্শ শিক্ষা-প্রকাশের জন্য প্রায় সকল সময়েই শ্রীমায়াপুরে অদ্বৈতসভায় অবস্থান করিতেন। ভোজনের বেলা অতিক্রান্ত দেখিয়া প্রায়ই নিমাই শচীদেবীর আজ্ঞায় অগ্রজকে আনিবার জন্য অদ্বৈত সভায় গমন করিতেন। করিলেন। সুন্দর, অলৌকিক, রূপলাবণ্য এই 'পরাণ পুতুলির' নব-মাধুরীর চিত্ত অপ্রাকৃত-সহজ-স্নেহময়ীদিগকে পরে বিশ্বরূপ দেবী বয়ের নিকট ছিরমা গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং 'শঙ্করারণ্য' নামে খ্যাত হইলেন। তদবধি নিমাই তাঁহার চাঞ্চল্য-লীলা সঙ্কুচিত করিয়া পাঠে বিশেষ মনোযোগের লীলা প্রকাশ করিলেন। জগন্নাথমিশ্র কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে মনোনিবেশের কথা শুনিলেও অন্তরে উৎফুল্ল হইতে পারিলেননা; কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইল, বিশ্বরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন-ফলে সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি জানি নিমাইও পাছে লেখাপড়া শিখিয়া অগ্রজের অনুসরণ করেন। মিশ্র নিমাইর পাঠ বন্ধ করাইলেন, নিমাই আবার প্রবলবেগে ঔদ্ধত্য ও চাপল্য-লীলা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন নিমাই গৃহের বহির্দ্দেশে বিষ্ণুর নৈবেদ্যপাকের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা-লিপ্ত হাঁড়িগুলির উপর গিয়া বসিয়া রহিলেন; শচীমাতা এই কথা জানিতে পারিয়া বালককে সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বালক নিমাই মাতাকে জানাইলেন যে, বিদ্যাহীন ব্যক্তি কি প্রকারেই বা ভাল-মন্দ, শুচি-অশুচি বিচার করিবেন? আবার বলিলেন,— এই সকল ভাণ্ডে যখন বিষ্ণুর ভোগ রন্ধন হইয়াছে, তখন এই সকল ভাণ্ড কখনই উচ্ছিষ্ট হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে ভগবান্ উপবেশন করেন, সেই স্থান সর্ব্বপুণ্যময়, সেখানে গঙ্গাদি সর্ব্ব তীর্থের অধিষ্ঠান। এই লীলাদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের মোহনশাস্ত্র-জ্ঞানোত্থ শুচিঅশুচি-বিচারের জড়তা এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চিন্ময়-বিচারের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিলেন। অপ্রাকৃত-সহজ-প্রেম-রস-রসিকা শচীদেবী নিমাইকে সেই স্থান হইতে লইয়া আসিয়া স্নানাদি করাইলেন।

যথাকালে নিমাইর উপনয়ন হইল। শ্রীমায়াপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গানগরে অধ্যাপক-শিরোমণি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে নিমাইকে ব্যাকরণ পড়িতে দেওয়া হইল। নিমাইর অদ্ভুত মেধা-শক্তি দেখিয়া অধ্যাপক আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। নিমাই 'ছোট' 'বড়' কাহাকেও বিচার না করিয়া সকলকেই নানাপ্রকার ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং পরাভূত করিয়া দিতেন।

একদিন নিমাই মাতার চরণ ধরিয়া মাতাকে একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন।

ইতোমধ্যে একদিন জগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নযোগে গৌরসুন্দরের ভাবিষ্য সন্ন্যাস-গ্রহণাদি-লীলা দর্শন করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরেই জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্দ্ধান হইল। নিমাই মাতাকে যথেষ্ট প্রবোধ-প্রদান করিলেন। এদিকে গৃহে দারিদ্র্য-সত্ত্বেও মাতার প্রতি নানাবিধ আবদার ও ক্রোধ-লীলাদি প্রদর্শন করিয়া অপ্রাকৃত সহজ-বাৎসল্য-রসের পুষ্টি করিতে লাগিলেন। একদিন ঘরে কিছুই সম্বল নাই শুনিয়া মাতাকে কোথা হইতে দুই তোলা স্বর্ণ আনিয়া দিলেন।

শ্রীগৌর-নারায়ণ এইবার গৃহস্থ লীলা প্রকট করিবার অভিলাষ করিলে শ্রীবনমালী ঘটক যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই শচীদেবীর স্থানে বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত গৌরসুন্দরের বিবাহের প্রস্তাব নিবেদন করিলেন, শুভদিনে শুভলগ্নে গৌর-লক্ষ্মীর বিবাহ-লীলা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ

ধাম-প্রচারিণী-সভার

চতুস্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় এই সভার সাধারণ সম্পাদক মৈমনসিংহ শেরপুরের প্রবীণ জমিদার রায় শ্রীযুত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর বার্দ্ধক্য ও দূরদেশে বাস নিবন্ধন এই সভার কার্য্যে আবশ্যকমত যোগদান করিতে অসমর্থ হইতেছেন বলিয়া কটকের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীন উকীল বঙ্গবিখ্যাত রায় শ্রীযুত জানকীনাথ বসু বাহাদুরকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার অন্যতম সম্পাদক পদে বৃত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণপ্রভু এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। শ্রীপাদ অপ্রাকৃতভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু প্রস্তাব করেন, (১) শ্রীযুত দীননাথ গরাই মহাশয় এই সভার কার্য্যে স্বতঃ পরতঃ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে এই সভায় জনৈক সভ্যপদে গ্রহণ করা হউক। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিমতে তাঁহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (২) শ্রীযুত রমানাথ রায় মহাশয়, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের প্রস্তাবে এবং ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (৩) শ্রীযুত জে, এন, চন্দ্র মহাশয়, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভুর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থনে (৪) শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ বি, এ মহাশয়, শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (৫) প্রফেসার এস, এন, ঘোষ এম, এ মহাশয়, এবং শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সমর্থনে (৬) শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের প্রস্তাবে ও সমর্থনে (৭) শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ নস্কর মহাশয়, শ্রীযুত অতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের সমর্থনে (৮) শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ মণ্ডল মহাশয়, ত্রিদণ্ডিপাদ ভারতী মহারাজের প্রস্তাবে এবং শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সমর্থনে (৯) শ্রীযুত সরজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুত কিশোরীমোহন পাল মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সমর্থনে (১০) শ্রীযুত চারুচন্দ্র পাল মহাশয়, শ্রীযুত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১১) শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডিপাদ বনমহারাজের সমর্থনে (১২) শ্রীযুত অক্ষয়কুমার গুপ্ত মহাশয়, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুর প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডিপাদ গিরি মহারাজের সমর্থনে (১৩) শ্রীযুত প্রহ্লাদ চন্দ্র গরাই মহাশয়, ত্রিদণ্ডিপাদ অরণ্য মহারাজের প্রস্তাবে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে (১৪) শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়, শ্রীযুত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারীর প্রস্তাবে এবং ত্রিদণ্ডিপাদ তীর্থ মহারাজের সমর্থনে (১৫) শ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং ত্রিদণ্ডিপাদ অরণ্য মহারাজের প্রস্তাবে এবং ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে (১৬) শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ কর মহাশয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

অতঃপর শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ মহাশয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর [illegible] গুণাবলীর মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তাঁহার চরণে সভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলেন যে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে আজ যে মহাপুরুষের গুণাবলী কীর্ত্তন করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার শ্রীচরণকমলে উপনীত হইয়া তাঁহার অশেষ [illegible] সমস্ত [illegible] [illegible]

অবিরাম অপ্রাকৃত গৌরবাণী প্রচারে সমর্থ হইব [illegible] - তিনি কৃপা করিয়া যদি জানাইয়া দেন, তবেই আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব। এই কার্য্যের ভার শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ প্রভুর উপর ন্যস্ত হইলে উপযুক্ত হইত। বাস্তবিকই শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর সমীপস্থ হইলে আমরা তাঁহার চরণে হয়ত ভীষণ অপরাধ করিয়াই বসিব। যিনি তাঁহার যথার্থ পরিচয় কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার গুণসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবেন, "এ যে অসীম অনন্ত অপার জলধিসম। কোটী কোটী জন্ম চেষ্টা করিলেও ওপারের ছায়া-দর্শনের আশা বৃথা-কল্পনায় পর্য্যবসিত হইবে মাত্র।" মনুষ্যের ভাষা তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনা করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণব। বৈষ্ণবতা তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁহার শ্রীচরণরেণু যদি কণামাত্র লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কোটী জন্ম সার্থক হইয়া যাইবে। তিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ। কি করিয়া গুরুসেবা করিতে হয়—কি করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতে হয়, তাহা তিনি সমগ্র জীবন দিয়া কায়মনোবাক্যে স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিয়া আমরা তাঁহার কিছুই উপকার সাধন করিতে পারিব না বরং আমরাই কল্যাণের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিব। কোটী কোটী জন্ম ধরিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সক্ষম হই—এই আশীর্ব্বাদ তাঁহার চরণে নিষ্কপটে প্রার্থনা করিতেছি।

অতঃপর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ মহাশয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার বহু সদ্গুণশালী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, এল, এল, ডি মহাশয় শুদ্ধসনাতনধর্ম্ম প্রচারে যে প্রকার উৎসাহ দেখাইয়াছেন—কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিত-কথা শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়া শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ-মুখে শ্রীশ্রী গুরু-বৈষ্ণব উদ্দেশে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী-দয়ার বার্ত্তা প্রচার করিতে গিয়া যে সকল মহাজন ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ একে একে তাঁহাদের নাম ও সেবোন্মুখতার বিবরণ উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল;—(১) পাতিয়ালা মহারাজের ষ্টেট হইতে পেন্সনপ্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুত লালা দেওয়ানী-রাম বি, এ, সীতাপুরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এম, জি, সর্দ্দানা, কাণপুর-প্রবাসী প্রবীণ ডাঃ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ডাঃ শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর সেন, জয়পুরবাসী রাণাসাহেব শ্রীযুত সংগ্রাম সিংহ প্রভৃতি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠে
উৎসব

গত বুধবার শ্রীযোগপীঠে দিবস-ত্রয়ব্যাপী মহামহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত পরশ্ব ব্রজ-পত্তন শ্রীচৈতন্য মঠে উৎসব হইয়াছিল। প্রাতে সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী এবং মধ্যাহ্নে বহু বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-বিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল।

নানা কথা

(স্থানীয়)

অগ্নিকাণ্ড

গোয়াড়ী জজ আদালতের নিকটে গত পরশ্ব রাত্রে অগ্নিকাণ্ড হইয়া কয়েক খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

অদ্যকল্য স্বরূপগঞ্জের একটী গৃহে হঠাৎ আগুন লাগিয়াছিল। দুইখানি গৃহের কিয়দংশ পুড়িয়া গিয়াছে।

কলেরায় মৃত্যু

গত পরশ্ব সহর নবদ্বীপ হইতে মেদিনীপুর জেলার একটি ছাত্রী কলেরা রোগগ্রস্ত হইয়া কাজীর সমাধি দেখিতে গিয়াছিল। তাহাকে সেই অবস্থায় নিঃসহায় দেখিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামসেবক ব্রহ্মচারী যত্নসহকারে ঔষধাদি প্রদান করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগীর চিকিৎসা সত্ত্বেও গতকল্য শ্রীধামপ্রাপ্তি হয়। কয়েক জন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ভাগীরথীতীরে তাহার সৎকার করিয়াছেন।

দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের বহুল প্রচার দেখিয়া সহর নবদ্বীপের কয়েকটী দুর্ব্বৃত্তের গাত্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা গতকল্য জনৈক নিরীহ কাগজ বিক্রেতাকে অবৈধ-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। তথাকার শান্তিরক্ষক পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়।

কম্পাউণ্ডারের ভুলে দুর্ঘটনা

গোয়াড়ী হাইষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-নাথ ঘোষের তিন বৎসর বয়স্কা দৌহিত্রীর জন্য একটি খাইবার ঔষধ ও একটি মালিশের ঔষধ দেওয়া হয়। কম্পাউণ্ডারের ভ্রান্তি ক্রমে মালিশের ঔষধে খাইবার লেবেল যুক্ত হওয়ায় মালিশের ঔষধই তাহাকে সেবন করান হয়। পরে উহা জানিতে পারায় বমন করাইয়া রোগীকে সুস্থ করা হইয়াছে।

(স্থানীয়)

ফাঁসীর হুকুম

গত ২৭শে হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যশোহর দায়রা জজ মিঃ আর সি সেনের কোর্টে একটী বড় সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার হইয়া গিয়াছে। হত্যাকাণ্ডের আসামী কেতাব আলি মণ্ডল জজ আদালত ও নিম্ন আদালত উভয়ত্রই নিজ দোষ স্বীকার করে। জুরীরা কেতাব আলিকে দোষী সাব্যস্ত করিলেও জজকে শাস্তিবিষয়ে একটু সদয় হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জজ আসামীর জীবন-দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আসামীপক্ষে সরকার হইতে শ্রীযুত নলিনীকান্ত মজুমদার উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঘটনায় প্রকাশ, গত ২৪শে জুলাই, ১৯২৭ খৃঃ দিন ১০টার সময়ে কেতাব-আলি বনগ্রামে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ ছমির মণ্ডলকে একখানি অস্ত্রদ্বারা গলা কাটিয়া হত্যা করে। ছমির নাকি কেতাব আলির স্ত্রী ও শাশুড়ীর চরিত্রসম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করে। কেতাব আলি তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয় এবং অবসর বুঝিয়া উক্ত তারিখে উত্তেজিত অবস্থায় হত্যাকাণ্ড সাধন করে। আসামী কেতাব-আলী ও ছমিরের নিবাস বনগ্রামে।

কাশীধামে অসদাচার

শুনা যায়, সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম শ্রীকাশীপুরীতে সিমন চৌহাট্টাস্থিত মুসলমান মসজিদের সম্মুখে সেদিন প্রাতে সদ্যরক্তমাখা এক বরাহ-মুণ্ড পড়িয়াছিল। সহসা ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখে এই বরাহমুণ্ড দেখিয়া কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছেন। বারাণসীতে হিন্দু-মুসলমানে বেশ সদ্ভাবই আছে। মুসলমান-গণ হিন্দুর প্রতি কোন সন্দেহ করেন না। কোন সদ্বিবেচক লোক ঐরূপ নৃশংস কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। দুষ্টেরা কত প্রকারেই যে মিত্র-বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা করে, তাহা স্মরণ করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে।

কনেষ্টেবলের উপর জুলুম

ফিরিঙ্গি আসামীর জরিমানা

বোম্বে, ৬ই মার্চ্চ।

মিঃ ওয়েকফিল্ড নামে একজন ফিরিঙ্গি ইঞ্জিন-চালক রাজারাম নামে একজন পুলিশ কনেষ্টেবলকে মারার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। তাহাকে ৫০৲ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ১৫৲ টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া হইয়াছে।

টাটা কর্ম্মচারীদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা

হতাহতের সংখ্যা ৫০ জন

বোম্বে পন্দরা হইতে ৬ই মার্চ্চ তারিখে ভীষণ দাঙ্গার সংবাদ আসিয়াছে। টাটা-কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মচারী কলহ করিতে আরম্ভ করে। উক্ত কলহ পরে ভীষণ দাঙ্গায় পরিণত হয়। [illegible] কারণ এখনও অজ্ঞাত।

প্রকাশ যে, দাঙ্গাকারীগণ নায়েবদের গৃহে অগ্নিপ্রদান করে, ফলে অনেক গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা ৫০ জনের কম হইবে না।

ইন্দোরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কৃষ্ণা জেলার ইলোর হইতে একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, দুই হাজার গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং দশ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোক।

যখন অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় তখন ভীষণভাবে বাতাস বহিতেছিল। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দুই ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত দমকলের বহু চেষ্টায়ও অগ্নি নির্বাপণ করা সম্ভবপর হয় নাই। অনেক মূল্যবান জিনিষ ভস্মীভূত হইয়াছে। একটী গৃহে ৩,০০০ টাকার নোট ছিল। তাহাও ভস্ম ভূত হইয়াছে।

কয়েকজন লোক দগ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে হাসপাতালে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছিল।

মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা মিলিত হইয়া চাউল সংগ্রহ করিতেছেন। যাহারা একেবারে অসহায় হইয়াছে, তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইবে।

মেথর-ধর্ম্মঘটে কলিকাতার অবস্থা

সত্বর মীমাংসার সম্ভাবনা

কলিকাতায় মেথর-ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। রাস্তায় আবর্জ্জনা প্রত্যহই জমিতেছে; অনেক স্থানে তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

মেথর সঙ্ঘের সভাপতি ও সম্পাদক কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারের নিকট একযোগে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা বলিয়াছে নীতি হিসাবে ধর্ম্মঘট পরিচালন করা তাহাদের কর্ত্তব্য হইলেও উহার সম্মানজনক মীমাংসার জন্য তাহারা কর্পোরেশনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে প্রস্তুত আছে।

মেথর-ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গতকল্য বুধবার অপরাহ্নে মিউনিসিপাল অফিসে মেয়রের কক্ষে মেয়র ও কাউন্সিলারগণের এক বৈঠক হইয়াছিল। বহু কংগ্রেস কর্ম্মীও বিশেষ আমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ বসু (উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি), শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু (মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি), বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায় এবং দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মেথরদের বস্তীসমূহে গিয়া বহু মেথরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। এই সব দেখাশুনা ও আলোচনার ফলে শীঘ্রই একটা মীমাংসা হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হাওড়া

রেলওয়ে ওয়ার্কসপে উত্তেজনা

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে হাওড়া ই, আই, রেলের সিগনাল ওয়ার্কসপে কয়েকজন মুসলমান শ্রমিককে এক জন পাঞ্জাবী গুরুতররূপে আঘাত করিয়াছে, একজন শ্বেতাঙ্গ ফোরম্যান ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিকার করে নাই।

বাঙ্গালী হিন্দু এবং মুসলমান শ্রমিকরা এই সন্দেহ করিতেছে যে, তাহারা যে আস্তে আস্তে কারখানা হইতে বিতাড়িত হইবে ইহাই তার পূর্ব্বসূচনা। অবশ্য বেতন পাওয়ান বেলায় দেশীয় শ্রমিকরা দৈনিক বার আনা হারে পায়। আর পাঞ্জাবীরা পায় দৈনিক ৩৲ টাকা। ঘটনা কোথায় শেষ হইবে বলা যায় না।

অকালমৃত্যু

লালমনির হাট পূর্ব্ববঙ্গ রেলের একটি জংসন। গত ৬ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মালগাড়ী দাঁড়াইবার স্থানীয় রেল-লাইনের পৃথক অংশে কার্য্যকালে রেলওয়ে সম্পর্কিত একজন কুলি একটা শানটিং এনজিনে চাপা পড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছে।

স্থানীয় চিকিৎসালয়ের চিকিৎসা সত্ত্বেও কুলিটির এই অপঘাতে মৃত্যু ঘটিল।

রেঙ্গুনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

কেমেনডাইনে সোলেমান কোম্পানীর চাউলের কলে আগুন ধরিয়াছিল। তাহার ফলে কল এবং কলের সরঞ্জামগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় গুদাম ঘরটী রক্ষা পাইয়াছে। এই অগ্নি সংযোগের কারণ এখনও জানা যায় নাই। আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ঢাকায় দুর্ঘটনা

ঢাকা, ৫ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গালা বাজার অঞ্চলে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়াছে। করাসগঞ্জের জনৈক ভদ্রলোকের একখানা গাড়ী খুব দ্রুতবেগে বাঙ্গালা বাজার রোড দিয়া যাইতেছিল। একটী দশবৎসর বয়স্ক মুসলমান বালক ঐ পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল—সহসা গাড়ীখানি তাহার উপর আসিয়া পড়ে। ফলে বালকটি ভীষণ ভাবে আহত হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কিন্তু পথেই তাহার মৃত্যু হয়।

বরিশালে

অহোরাত্র চরকা উৎসব

স্থানীয় স্বরাজ সেবকসঙ্ঘের উদ্যোগে এখানে ৪র্থ বার্ষিক চরকা উৎসব যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে। প্রভাতে জাতীয় সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। কয়েকজন কাটুনী সমস্ত দিন-রাত ধরিয়া অবিশ্রান্ত ২৫টী চরকায় সুতা কাটিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শরদয়াল নাগের সভাপতিত্বে অপরাহ্নে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত এই সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য খদ্দর প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন।

সন্ধ্যার সময় আলোকচিত্রের সাহায্যে "খাদি প্রতিষ্ঠানের" শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত একটী বক্তৃতা করেন। এক সময়ে বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্প গৌরব-মণ্ডিত ছিল—চিত্রের সাহায্যে বক্তা তাহা বিবৃত করেন।

চরকা উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সভায় তাহা পঠিত হইয়াছিল।

লিলুয়ায় ধর্ম্মঘট

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে ৪ জন কর্ম্মচারীকে কার্য্য হইতে অপসারিত করার দরুণ লিলুয়ার ১৪০০০ শ্রমিক বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট করে। পূর্ব্বে নাকি আরও দুই জনকে কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হয়। শ্রমিকগণ বলে, ঐ ছয় জনের প্রতি কর্তৃপক্ষের বিচার সমীচীন হয় নাই। তাহা ছাড়া য়ুরোপীয়ান কর্ম্মচারীরা নাকি উহাদের নিকট হইতে অনেক প্রকার উৎকোচ গ্রহণ ও উৎপীড়ন করিয়া টাকা আদায় করে বলিয়াও তাহা তাহাদের একটা ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ভারতের উক্ত ভারবিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা হরতাল চালাইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে।

বিবাহের বিরাট আয়োজন

গত ৬ই মার্চ্চ রাত্রে স্যার তুকাজী রাও কলিকাতা মেলে আগ্রোয়ায় আসিয়া নামেন এবং তথা হইতে মোটর যোগে বারোয়া প্রাসাদে যান। গত ৭ই মার্চ্চ প্রাতে ইন্দোরের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বারোয়া ইন্দোর হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত; তথায় স্যার তুকাজী রাওয়ের প্রাসাদ বিবাহের জন্য সুসজ্জিত করা হইতেছে; তবে বিবাহের এখনও দিন স্থির হয় নাই। বিবাহ খুব জাঁকজমকের সহিতই হইবে। বিবাহ ভোজে প্রায় ৫০ হাজার ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইবে এবং আলোকসজ্জা ও বাজি পোড়ান ও হস্তি-শোভাযাত্রা হইবে। ইন্দোর হইতে বারোয়া পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেণ সমূহ যাতায়াত করিবে এবং আমেরিকায় ক'নের বাড়ীতে পাঠাইবার জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানের ফটো গ্রহণ করা হইবে।

ভূমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

পৃথিবীর ভিতরটা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে? প্রশ্নটা সর্ব্বদাই মনে আইসে। প্রশ্নোত্তর দিবার পূর্ব্বে বিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক।

পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছাইবার জন্য সোজা সুজি একটা সুড়ঙ্গ খনন করিলে ঐ সুড়ঙ্গের গভীরতা ৩,৯৬৩ মাইল গভীর হইবে। ঐ সুরঙ্গে প্রতি চব্বিশ মাইলের একভাগ অংশে এক এক ফারেনহিট উত্তাপ বাড়িতে থাকে সুতরাং অনুপাতের হিসাবটা তিন হাজার নয়শত তেষট্টি মাইলে কি পরিমাণ উত্তাপ নির্দ্দেশ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এবম্বিধ প্রবল উত্তাপে ধরণীর আভ্যন্তরীণ কঠিন অংশ কেবল যে গলিয়া যায় তাহা নহে পরন্তু বাষ্পাকারে বিচরণ করিতে থাকে।

কার্য্যতঃ পৃথিবীর ভিতরের কঠিন অংশ বাষ্প হইয়া উপিয়া যায় না, তরল আকারে বিদ্যমান থাকে। এত গরমেও বাষ্পাকারের পরিবর্ত্তে তারল্যের কারণ কি?—বিজ্ঞানের গোড়ার কথা এই যে, প্রবল চাপের সহিত যদি প্রবল উত্তাপ থাকে তবে যে কোন কঠিন দ্রব্য বাষ্প না হইয়া তরলাকারে বিদ্যমান রহে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চাপটা ভূ-পৃষ্ঠের জন্য বড় কম নহে। সুতরাং এই চাপ ও উত্তাপ সেখানকার পদার্থসমূহকে বাষ্পের পরিবর্ত্তে তরল করিয়া রাখে।

ব্রেজিলের একটা খনির গভীরতা হইয়াছে, ১৩ মাইল। আজকাল ইহাই গভীরতম সুড়ঙ্গ।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible], সোমবার—১৩৩৪।

নূতন কথা

আজকাল সাধারণ জড় জগতের কথায় লোকের এত আদর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহাদের অন্তকথা চিন্তা করিবার আর বিন্দুমাত্রও অবসর হইয়া উঠিতেছে না। পরজগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই লোকে আস্থাহীন। বিশেষতঃ আজিকালি নব্যশিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ে ভগবৎ কথার আলোচনা বৃথা সময় নষ্ট বলিয়াই সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুবকগণের মধ্যেও অধিকাংশস্থলে দেখা যায়, তাঁহাদের একটু ধর্মভাব লক্ষিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ মনগড়া সিদ্ধান্তে এত ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাই সবজান্তা, শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য কেবল তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে 'শ্রৌতপন্থা' আবার একটা কি? আরোহপন্থাই গ্রহণীয় অর্থাৎ তাঁহারা নিজ বুদ্ধিবলেই ভগবানকে বুঝিয়া লইবেন, কাহারও অপেক্ষা রাখেন না।

অন্যান্য সাধারণে বলিয়া থাকেন— 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', আগে খাইয়া দাইয়া নিজেরা বাঁচি, নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখি, তারপর বাবা হরিনাম, কি যে নাম বল একটা কিছু করা যাইবে। হরিনামে ত' আর খাওয়া পরা মিলিবে না—জীবিকানির্ব্বাহাদির জন্য সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যখন একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িব, তখন বিশ্রামের সময়—কেহ যদি একটু খোল করতাল বাজাইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করে, তা' একটু বরং শোনা যাইতে পারে—কিন্তু যে সে কীর্ত্তন হইলে আমার ভাল লাগিবে না বরং বিশ্রামেরই ব্যাঘাত হইবে—একটু রসকীর্ত্তন হয় আরাম করিয়া শুনা যাইবে।

কেহ কেহ আবার বলেন, দুর্ব্বল, রোগা, বুড়াবুড়ী লোকেদেরই কার্য্য বসিয়া বসিয়া হরিনাম করা। এমন [illegible] রহেন, ... কার। উপনিষদেও বলেন 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' অর্থাৎ [illegible] বল সঞ্চয় না করা [illegible] পাওয়া যায় না।

[illegible] প্রয়োজনীয়তা স্বীকার [illegible] অনেকে আবার 'কষ্টকল্পিত [illegible] আনিয়া সর্ব্বনাশ [illegible] এক একটা ছোট [illegible] বঙ্গদেশেই আবার 'বৈষ্ণব' বলিয়া একটা পৃথক সম্প্রদায় রহিয়াছে, সেই সম্প্রদায়েরই উপযুক্ত, আমরা যখন বৈষ্ণব নহি, তখন উহা আমাদের কেহ নয়। 'নবদ্বীপ' 'বৃন্দাবনে'র নাম শুনিলেই ত' কতকগুলি লোকে একটু নাক মুখ সিঁটকাইয়া বলেন—ও' গুলিগুলা বৈষ্ণবদের, ও'গুলার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। মনোধর্ম্মীদের এইরূপ কত যে বিভিন্ন সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের মতামত জগতে প্রচারিত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। মনোধর্ম্মিগণের এই সকল বিভিন্নমুখিনীচিন্তাস্রোতের গতি রোধ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সার্ব্বজনীন সহজ শুদ্ধভক্তিকথা কীর্ত্তন সাধারণসমক্ষে জগতের যেন একটা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব আনিয়া ফেলিতেছে।

তাই সাধারণ জগৎ বলিতেছেন— "তোমাদের যেন একটা সৃষ্টি ছাড়া কথা। সেই ভাগবত-পুরাণের যুগে কবে কি হইয়াছিল, সেই পুরাণ একঘেয়ে কথা আর আমরা শুনিবার জন্য প্রস্তুত নই। এখন নূতনের যুগ —নূতন কিছু বল—নূতন কথা শুনিব।

আমরা বলি, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা তোমাদিগকে নূতনই বলিতেছি, কেন না —পুরাতনই নূতন, নূতনই পুরাতন। পুরাণ, পুরাতন, সনাতন বা সনাতন কথা নিত্যনূতন। তাহা কখনও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই কালত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, নিত্যকাল বিরাজিত। তোমাদের শ্রবণ শুদ্ধ হইতেছে না। কালক্ষোভ্য নশ্বর জগতের কথায় তোমাদের কর্ণরন্ধ্র এত পরিপূর্ণ হইয়া আছে যে, সেখানে অপ্রাকৃত জগতের নিত্যনূতন কথা প্রবেশ করিবার পথ পাইতেছে না। তোমরা মনে করিতেছ বটে তোমরা অপ্রাকৃত জগতের কথা শুনিতেছ, কিন্তু ব্যাপারটী ঠিক তাহাই নহে। অপ্রাকৃত জগতের কথা শ্রবণ করিতে হইলে অগ্রে কর্ণ প্রস্তুত করার দরকার। আমার একজন বন্ধু একদিন হঠাৎ আমার গুরুদেবের নিকট গিয়া বলিলেন—'প্রভো, আমাকে কিছু হরিকথা বলুন'। প্রভু তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"হরিকথা শ্রবণের পূর্ব্বে আপনার কয়েকটী কথা শুনিতে হইবে। দেখুন, সাধারণ জগতে বালকেরা ঠাকুরমার নিকট গিয়া বলে, 'ঠাকুরমা, একটা গল্প বল ত'। ঠাকুরমাও গল্প বলিতে আরম্ভ করেন, আর বালকেরা তাহা শ্রবণ করিয়া খুব আনন্দ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই হরিকথা ঠাকুরমার উপকথা নয়, ইহা শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় আর উপলব্ধিরও সর্ব্ব প্রকার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তবেই ইহা হইতে আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। নতুবা আমার ২০০ গ্যালন রক্ত খরচ করা হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে আপনার বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়া উঠিবে না। শ্রীকৃষ্ণকথা কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে—ইন্দ্রিয়বর্গের সেবোন্মুখ অবস্থাতেই তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণনামাদির শ্রবণাদি সৌভাগ্য লাভ হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্য-
মিন্দ্রিয়ৈঃ॥
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

এই সেবোন্মুখতা লাভের উপায় কি? শ্রীভগবানের প্রিয় সখা অর্জ্জুন স্বয়ং আচরণ করিয়া বদ্ধ জীবকুল আমাদিগকে সে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিতেছেন, "হে ভগবন্, আমি আজ হইতে আমার সর্ব্ববিধ স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিলাম। আমি তোমার সর্ব্বতোভাবে শিষ্য বা শাসনযোগ্য—তোমাতে একান্ত শরণাগত, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ কর—'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'"। শ্রীগীতার অন্যত্রও শ্রীভগবানের উক্তি—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ"। তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন বটে—কেন না আচার্য্যের কার্য্যই ভক্তিশংসন বা ভক্ত্যুপদেশ— "আচার্য্যাৎ ভক্তিশংসনাৎ", কিন্তু শিষ্যেরও কর্ত্তব্য সেই আচার্য্যের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিক্ষেপপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া পরিপ্রশ্ন করা—বৃথা তর্কোত্থাপন নহে—সত্য সত্য নিজ মঙ্গল লাভের জন্য জিজ্ঞাসা, এই জিজ্ঞাসার নামই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসা কিরূপ, তাহা একদিন আচার্য্য সনাতন গোস্বামী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কেমনে 'হিত' হয়॥
সাধ্য, সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥"

আবার এই পরিপ্রশ্নের প্রদত্ত উত্তর প্রশ্নকারীর হৃদয়ে ততটুকু স্ফূর্ত্তি পাইবে, যতটুকু তাঁহার সেবাবুদ্ধি উন্মেষিত হইবে। আত্মনিক্ষেপ ত' মুখের কথা মাত্র নহে, সেবাবুদ্ধিই আত্মনিক্ষেপকারীর প্রধান নিদর্শন। সুতরাং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার যুগপৎ সমাবেশই প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের যোগ্যতা প্রদান করে। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যখন জীবশিক্ষার জন্য সর্ব্ববিধ স্বতন্ত্রতা ত্যাগ দ্বারা জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে অভিগমনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণাপত্তি ও সেবাবুদ্ধি সহকারে 'কে আমি' ইত্যাদি পরিপ্রশ্ন করিলেন, তখনই মহাপ্রভু জীবোদ্ধারার্থ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা উপদেশ করিয়াছেন। সনাতন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, তাঁহার সাধনসিদ্ধজীবলীলাভিনয় মাদৃশ অজ্ঞজনের উদ্ধারার্থই জানিতে হইবে। তাঁহাতে বদ্ধত্বারোপ তচ্চরণে ভীষণ অপরাধেরই পরিচয় মাত্র।

অবশ্য অল্পভাগ্যে জীবের সদ্‌গুরুপাদপদ্মে ঐরূপ শরণাপত্তি আসিতে পারে না—বহু বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলেই তবে তাহার ঐরূপ ভগবৎসেবা উদিত হয়।

অল্পভাগ্যে জীবের নহে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
সংসার ভ্রমিতে **কোন** ভাগ্যে **কেহ** তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

এই ভাগ্য বা সুকৃতি তিনপ্রকার :—

(১) ভক্ত্যুন্মুখী, (২) ভোগোন্মুখী ও (৩) মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি। যে সকল কার্য্য সংসারে শুদ্ধভক্তিজনক বলিয়া স্থির আছে, সেই সকল কার্য্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপন্ন করে, যে সকল কার্য্যের ফল বিষয়-ভোগ, সে সকল ভোগোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ, আর যাহাদের ফল মোক্ষ, সে সকল মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ। ভোগ ও মোক্ষ বা ভুক্তি ও মুক্তি—উভয়ই জীবের সংসার-প্রাপক এবং কৃষ্ণভক্তি-বাধক। কৃষ্ণভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই সংসার-নাশক। এই সুকৃতি পুষ্ট হইয়া যখন ফলোন্মুখ হয়, তখনই জীবের সাধুসঙ্গে রতি উৎপন্ন হয় এবং সৎকথা শ্রবণেচ্ছা উদিত হয়। এইরূপ সুকৃতি অর্জ্জন হইলে জীবের (১) ভগবৎকথালোচনাকে আর বৃথা সময় নষ্ট বলিয়া মনে হইবে না, (২) গুরুমুখশ্রুত শ্রৌত কথায় আদরের পরিবর্ত্তে অশ্রৌতকথায় বা আরোহপন্থায় আদর হইবে না, (৩) জীবাত্মার সহজ সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থাই যে কৃষ্ণসেবা এবং তাহাই যে তাঁহার একমাত্র স্বাস্থ্য ও অস্বাভাবিক অবস্থাই যে কৃষ্ণবৈমুখ্য এবং তাহাই যে তাঁহার অস্বাস্থ্য, ইহা উপলব্ধির বিষয় হইবে, (৪) 'আগে বাঁচিয়া তাহার পর হরিনাম করিব' এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির পরিবর্ত্তে হরিনাম করার জন্যই জীবন ধারণ নতুবা জীবননাশই শ্রেয়ঃ, এই বুদ্ধি হইবে। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে জীব আরও বুঝিতে পারেন—(৫) হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয় নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণার্থই নৃত্যগীত বাদ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, (৬) রসকথা শ্রবণ কীর্ত্তন অনধিকারীর চর্চ্চার বিষয় নহে —শ্রীগুরুদেবই আমাদের যোগ্যতা [illegible] করিয়া সে অধিকার প্রদান করেন অনধিকারী অবস্থায় রসকীর্ত্তন শ্রবণে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। জগতের লোক এই অনধিকার চর্চ্চার ফলেই স্ব স্ব সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, রাধাকৃষ্ণে প্রাকৃত বুদ্ধি,

আনিয়া নরকের পথে ধাবমান হইতেছে। (৭) হরিনাম বলহীন লোকে করিতে পারে না বটে, কিন্তু সে বল আসুরিক বল নহে, সে বল—চিদ্বল—অভিন্ন বলদেব-নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের বল। সেই বলশালী হইয়াই হরিনাম করিতে হইবে। দেহ ও মন নশ্বর—প্রাকৃত বস্তু, তাহাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহাকে বলবান্ করিবার চেষ্টা পাগলের—বুদ্ধিমান্, বিবেকবান্ মনুষ্যের নহে। প্রাকৃত দেহ ও মনের বলে বাল্য, যুবা ও বৃদ্ধাবস্থা বর্ত্তমান, কিন্তু আত্মবলে তাদৃশ ভেদ নাই। তাহা নিত্যকালই হ্রাসবৃদ্ধি শূন্য। বর্ত্তমানে সেই বল উপলব্ধির অভাব হওয়াতেই আমরা আমাদিগকে দুর্ব্বল অভিমান করিতেছি। কিন্তু বলদেবের কৃপায় সেই অভিমান শীঘ্রই তিরোহিত হইবে। আমরা আত্মবলে বলীয়ান হইয়া বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ—এই ষড়্‌বেগ দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইব—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কৃষ্ণবিমুখতা জয় করিয়া স্বরাজ্য অর্থাৎ কৃষ্ণের নিত্যকাল সেবা লাভ করিব। (৮) 'বৈষ্ণব' কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নহেন। জীবমাত্রই—বৈষ্ণব। "কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস। যে না মানে সেই পাপে তার সর্ব্বনাশ॥" যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সম্বন্ধ স্বীকার করিতে নারাজ, তিনিই বিষ্ণু-বিরোধী—নাস্তিক। জগৎ হইতে এরূপ নাস্তিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে অবতার।

হে জীব, কেন আর—তোমরা নিজের সর্ব্বনাশ নিজে বরণ করিয়া হাহুতাশ করিয়া মর, তোমাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং রূপের সকল অভিমান ছাড়িয়া দিয়া—

"গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরেকৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

সম্প্রদায়-বিদ্বেষ ছাড়িয়া দাও ভাই, আর বৃথাকার্য্যে সময় নষ্ট করিও না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না। তোমরা সকলেই কৃষ্ণের বস্তু, কৃষ্ণ হইতে কেহই পৃথক্ নহ, কৃষ্ণসেবাই তোমাদের একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণ জগতের পিতা, সেই পিতার সেবা না করিয়া তোমাদিগকে যে পিতৃ-দ্রোহী হইতে হইবে—জন্মে জন্মে ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। শ্রীভগবজ্জনগণের কথায় অনাদর করিও না। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অনিত্য, বিশ্বের কথাও অনিত্য। অনিত্য কথার আদর করিতে গিয়া নিত্যের আদর ভুলিও না—পুরাণ বা পুরাতন কথাই একমাত্র নূতন—সনাতন কথা, সেই কথার আদর কর। ৩০

প্রকৃত সঞ্চয়

সমগ্র জগৎ সঞ্চয়চেষ্টায় ব্যস্ত। এইরূপ চেষ্টা বর্ত্তমান কালেই দেখা যাইতেছে এরূপ নহে, পরন্তু অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। রাজন্যবর্গ রাজ্য সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্য্যে, প্রজাবর্গ প্রজাবৃদ্ধির জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, ধার্ম্মিকগণ ধর্ম্ম সংগ্রহার্থ নানা দেব দেবীর উপাসনায়, জ্ঞানিগণ অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য নানা শাস্ত্রের আলোচনায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত। এতদ্ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা স্বীয় তহবিল বৃদ্ধি করিবার জন্য এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, স্ব স্ব বিত্ত সংগ্রহার্থ ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না, এমন কি অবশেষে নিজ পাপ কর্ম্মাদির প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশে নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন করেন। ইঁহারা সকলেই সঞ্চয়ী, আবার যাঁহাদিগকে আমরা ত্যাগী বলিয়া লক্ষ্য করি, তাঁহারা যে সঞ্চয়চেষ্টা হইতে বিরত, এরূপও নহে। তাঁহাদের চরিত্র ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সঞ্চয়িগণ অপেক্ষা আরও অধিক সঞ্চয়ী, তবে তাঁহারা আমাদের ন্যায় এরূপ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা আরও কিছু বেশী চান—এইমাত্র পার্থক্য। এই প্রকার সঞ্চয়চেষ্টা বর্ত্তমানকালে আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন এইরূপ সঞ্চয়চেষ্টার পরিণাম কি? সঞ্চয়চেষ্টার পরিণাম অতীব ভয়ানক, তজ্জন্য নৈতিক শাস্ত্রেও উহার নিন্দা শ্রবণ করা যায়। তৎসম্বন্ধে একটী গল্প চির-প্রচলিত আছে—কোন সময় এক ব্যাধ মাংসলুব্ধ হইয়া ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া একটী মৃগ বধ করিল। ব্যাধ হত মৃগ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে এমন সময় এক ভীষণকায় শূকর তাহার নয়নপথে পতিত হইল, তখন সে মৃগকে ভূমিতে রাখিয়া শর দ্বারা শূকরকে আহত করিলে শূকরও ব্যাধকে আঘাত করিল, তাহাতে সেই ব্যাধ মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পাদপ্রহারে একটী সর্পও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে এক শৃগাল আহারের জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে মৃত সর্প, ব্যাধ ও শূকরকে দেখিতে পাইল এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, অহো! ভাগ্যক্রমে প্রচুর খাদ্য উপস্থিত হইয়াছে। এই খাদ্যদ্বারা আমার তিন মাস সুখে চলিয়া যাইবে। এই মনুষ্যটী এক মাসের, মৃগ, সর্প ও শূকর দুই মাসের এবং সর্প এক দিনের ভক্ষ্য হইবে। আজিকার মত ধনুকের ছিলাটী ভক্ষণ করি। এই মনে করিয়া যেমন সে ধনুকের ডগাটী স্পর্শ করিয়াছে অমনি স্নায়ুবন্ধন ছিন্ন হইয়া তাহার হৃদয়-দেশ বিদ্ধ করিল। সর্ব্বপ্রকার সঞ্চয়ীর পরিণাম এই একই প্রকার। এই প্রকার শত শত আখ্যায়িকা থাকিলেও উহার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হয় না। কেন না আমরা ঐ সকল কথা পাঠ্যাবস্থায় আলোচনা মাত্র করি, কার্য্যতঃ সে সকল কথা ভুলিয়া যাই। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন মাত্র করে, কিন্তু তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করেন না, তিনি কখনও পণ্ডিত বা জ্ঞানী পদবাচ্য হইতে পারেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আমরা সঞ্চয়চেষ্টা হইতে একবারে পৃথক্ থাকি, তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? এতদ্বিষয়ে একটী সুন্দর বিচার আছে,—আমরা চেতনবস্তু, পূর্ণ চেতনময় বস্তুর সহিতই আমাদের নিত্য সম্বন্ধ, জড়বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ মোটেই নাই, বদ্ধাবস্থায় অল্প দিনের জন্য জড়ের সহিত সংস্রব থাকে মাত্র। জড়ের সহিত যত দিন আমাদের সম্বন্ধ থাকিবে, তত দিন অবশ্যই সঞ্চয়চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা কেবল শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য। অনায়াসলব্ধ বস্তুদ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট কাল হরি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে 'যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহের' ব্যবস্থা আছে। 'যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ' বলিতে যে পরিমিত অর্থের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে তাবৎ পরিমিত অর্থের গ্রহণ। আবার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগি অর্থও সৎপথ অবলম্বন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অথবা পাপকর্ম্ম দ্বারা নিজ উদর পূর্ত্তি বা লোকবঞ্চনা দ্বারা অর্থসংগ্রহ-চেষ্টা করিতে হইবে না। ভগবানের সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ"

অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না—ইহার নাম যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তগণ যুক্তবৈরাগী, তাঁহারা সংসারে অজ্ঞাত ব্যক্তির মত নানাবিধ সংগ্রহচেষ্টায় বিরত হইয়াও নিশ্চিন্ত। জড় জগতের লোক তাঁহাদের চেষ্টা বুঝিতে পারে না। তাই বলি! সর্ব্বদা মনে রাখিবেন—সুখদঃ কেশবে ভক্তি গঙ্গাম্বুনি নিমজ্জনম্। অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥ [illegible] কৃষ্ণ অর্থে নিজ ভোগার্থ এতদূর আগ্রহ কাহার করিয়াছ চেষ্টা। কিন্তু যাঁহারা [illegible] [illegible] প্রয়োজনের তাঁহার [illegible] কিছু উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত [illegible] ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে সঞ্চয়ী বলা যায় না। [illegible] অর্থ ভূমির অধোভাগে প্রোথিত করিয়া রাখে, তাহার ফলে সেই ধন চোর বা রাজা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া [illegible] কোথায় যায়। আর যাঁহারা সঞ্চিত বা প্রোথিত অর্থদ্বারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে পরমার্থ প্রাপ্ত হন। অর্থাসক্তি যাবতীয় অনর্থের মূল এ কথা নূতন নহে। অতএব যাঁহার যাহা আছে, তদ্দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের সেবা করুন, তাহা হইলেই আমাদের অর্থ পরমার্থ রূপেণ পরিণত হইবে, জীবন পূর্ণানন্দময় হইবে এবং শেষ সময় অনুতাপ ও শোকাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইতে হইবে না।

শ্রীমায়াপুর পূর্ণচন্দ্রোদয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর-পুরী নবদ্বীপে আগমন করিয়া অদ্বৈত-গৃহে উঠিলেন। গৌরসুন্দরের সহিত ঈশ্বর-পুরীর পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় গৌর-সুন্দর তাঁহাকে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে ভিক্ষা করাইলেন এবং পুরীপাদের সহিত নানাবিধ কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। একদিন ঈশ্বরপুরী স্ব-রচিত "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামক গ্রন্থটী মহাপ্রভুকে সংশোধন করিয়া দিতে বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রোত-পথী শুদ্ধ-বৈষ্ণবের রচনায় ও শ্রৌতকথায় কোন প্রকার দোষ থাকিতে পারে না; যে সকল অল্পজ্ঞান-প্রমত্ত ব্যক্তি তাঁহাতে দোষ প্রদর্শন করে, তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ড।

একদা শ্রীগৌরসুন্দর বায়ুব্যাধিছলে প্রেম প্রকাশ করিলেন।

একদিন মহাপ্রভু নবদ্বীপ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তন্তুবায়, গোপ, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বূলী, শঙ্খবণিক প্রভৃতি নগরবাসিগণের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যসম্ভার স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃপা করিলেন। [illegible] এক জ্যোতির্ব্বিদের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ 'পূর্ব্বজন্মের' কথা গণনা করিতে বলায় জ্যোতির্ব্বিদ [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীগ্রন্থের [illegible] "কলা", "মূলা", "থোড়" প্রভৃতি দ্বারা বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি [illegible] লইলেন।

[illegible] মহাপ্রভু অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে [illegible] পাইতে লাগিলেন। [illegible] দিগ্বিজয়ী [illegible] করিয়া নবদ্বীপ হইতে জয়-পত্র গ্রহণ করিবার মানসে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন মহাপ্রভু পড়ুয়াগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় সেই দিগ্বিজয়ী সেই সভা-স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা-সূচক একটী স্তব রচনা করিতে বলিলে, সেই দিগ্বিজয়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী স্তব রচনা করিয়া [illegible] উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সরস্বতী-পতি মহাপ্রভু দিগ্বিজয়ীর পঠিত স্তব-মধ্যস্থিত শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি আহরণ করিয়া তন্মধ্যে বহুবিধ দোষ দেখাইতে লাগিলেন। দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইলেন। রাত্রে দিগ্বিজয়ী স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সরস্বতীদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—"নিমাই পণ্ডিত আমার প্রভু, আমি প্রাকৃত সরস্বতী—তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি—তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি ভক্তা সরস্বতীর ছায়া মাত্র। আমি নারায়ণের সম্মুখস্থ হইতে পারি না, কেবল তদপাশ্রিতভাবে অবস্থান করি। তুমি শীঘ্রই গৌরনারায়ণের শরণাগত হও।" তৎপরদিন উষঃকালে দিগ্বিজয়ী মহাপ্রভুর নিকট এই সকল কথা জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিলেন এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাই যে বিদ্যার ফল—এই কথা জানাইলেন।

অতঃপর অর্থ-সঞ্চয়-ব্যপদেশে অধ্যাপকরাজ নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলেন এবং তথায় সর্ব্বত্র নাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া শত শত পড়ুয়া আসিয়া পাঠ লইতে লাগিল। এই সময় সেই দেশে তপন মিশ্র নামে এক বিপ্র [illegible] ও নানামুনির নানা মত হইতে প্রকৃত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট উপনীত হইলেন। প্রভু তপন মিশ্রকে "হরিনাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র [illegible]"—এই উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক মিশ্রকে কাশী-গমনে আদেশ করিলেন। প্রভু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যা-গত হইয়া তদ্বিরহ-ভুজঙ্গ দংশনে লক্ষ্মী-দেবীর বৈকুণ্ঠবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন [illegible]-দুঃখ প্রকাশ ও [illegible] অনিত্যতা-বিষয়ে [illegible]।

[illegible] তিলকহীন দেখিলেই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে তিলকাদি লেপনার জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিতেন এবং বলিতেন,—"তিলকহীন-কপাল—শ্মশানসদৃশ।" নবদ্বীপবাসী রাজ-পণ্ডিত শ্রীসনাতনমিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত শুভদিনে শুভলগ্নে প্রভুর বিবাহ লীলা সম্পন্ন হইল; বুদ্ধিমন্ত খান নামক এক বুদ্ধিমান পুরুষ লক্ষ্মী-নারায়ণের এই বিবাহ-লীলার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিলেন।

অতঃপর শ্রীগৌরসুন্দর গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রপত্তিই যে একমাত্র জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং তীর্থাদি-ভ্রমণের ফল যে কেবলমাত্র সাধুসঙ্গ-লাভ, সাধু-চরণে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন, সাধুগণই যে একমাত্র সঞ্চরতীর্থ স্বরূপ, সাধুর দর্শনমাত্রই যে কোটি কোটি পিণ্ডদান হইতেও অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, যে পর্য্যন্ত জীব যথার্থ বৈষ্ণব-সদ্গুরু-সন্ধান-সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারে তাবৎকালই যে, সে নানাপ্রকার কাম্য-কর্ম্মে রুচি-বিশিষ্ট থাকে—ইহা সেবোন্মুখ জনগণের নিকট তুলনা-মূলে প্রচার করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর অন্য-লীলা প্রকাশ করিয়া কাম্য-কর্ম্মীর ন্যায় বিপ্র-পাদোদক পানের অভিনয়, এবং গয়া-যাত্রা করিয়া পিণ্ডাদি-প্রদানের অভিনয়, তৎপরে গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন, ঈশ্বরপুরীর সহ মিলন ও ঈশ্বরপুরীর সমীপে আত্ম-সমর্পণ, দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ প্রভৃতি পরমশিক্ষা-প্রদায়িনী লীলা আবিষ্কার করিলেন।

এইবার প্রভুর আত্ম-প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহাপ্রভু ভাব-পরিবর্ত্তন-লীলা আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বের সে চপলতা, ঔদ্ধত্য, বিদ্যাবিলাসের গর্ব্ব, আস্ফালন, যেন অন্তর্হিত হইল। দুই চারিজন ভক্তের সঙ্গে নিভৃতে গয়ার বিবরণ বলিতে গিয়া 'কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণ', বলিয়া অশ্রু-গঙ্গায় নিরন্তর সংস্নাত হইতে থাকেন। কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস, কৃষ্ণকথা ছাড়া মুখে অন্য কথা নাই, পড়ুয়াগণকে সূত্র, বৃত্তি, টীকার ব্যাখ্যা বুঝাইতে গিয়া সর্ব্বত্র 'কৃষ্ণনাম' ব্যাখ্যা করেন, 'সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণনাম' ছাড়া আর কোন কথা নাই';—সকলকে এই কথা বলেন। কখনও বা ভগবান্ কপিলের ভাবে শচীদেবীকে জীবের গর্ভবাসাদি-দুঃখ ও সাধুসঙ্গে অহৈতুকী কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দেন। পড়ুয়াগণ 'ধাতু'র সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু ধাতুকে 'শ্রীকৃষ্ণের শক্তি' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। প্রভু পড়ুয়াগণকে অন্য চর্চ্চা ছাড়িয়া নিরন্তর হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদেশ করেন এবং পড়ুয়াগণকে সংকীর্ত্তন শিক্ষা দেন। কখনও বা তিনিই বৈষ্ণব-

দুঃখ শিক্ষা দিবার জন্য নিষ্কপটে বৈষ্ণব-গণের নানাবিধ সেবা-পরিচর্য্যা করিবার লীলা প্রদর্শন করেন। কখনও বা ভক্ত-আশীর্ব্বাদ ও বৈষ্ণবের চরণ-ধূলি শিরে গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়া 'একমাত্র বৈষ্ণব-কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য'—ইহা প্রচার করেন।

এইরূপে গয়ায় সন্ন্যাসিবেষী শ্রীঈশ্বর-পুরীর নিকটে কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার পর হইতেই মহাপ্রভু ভাব-পরিবর্ত্তন-লীলা ও প্রেম প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পুরুষই একমাত্র গুরু হইবার যোগ্য—তিনি সন্ন্যাসিবেষী হউন আর অবরকুলে অবতীর্ণ হউন, তাহা বিচার্য্য নহে, আর সদ্গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান বা কৃপাপ্রাপ্তির পর শিষ্যের সমস্ত পূর্ব্ব ইতিহাস পরিবর্ত্তিত এবং নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন কৃত্য থাকে না। প্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া সর্ব্বত্র প্রেম-প্রচার করিতে লাগিলেন।

একদিবস শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস ভবনে বিষ্ণু-খট্টার উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, শচীদেবী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অপরাধ করিয়াছেন; সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কিছুতেই প্রেমভক্তি লাভ হইবে না। শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাস করায় বাৎসল্য-রস-রসিকা শচীদেবী অদ্বৈতাচার্য্যই বিশ্বরূপের বৈরাগ্যোদয় করিয়াছেন, এইরূপ বলিয়াছিলেন। ভক্তগণ অদ্বৈতপ্রভুকে আনয়ন করিলে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আই'র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শচীদেবীও সেই অবসরে অদ্বৈতাচার্য্যের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু দেখাইলেন যে, বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে কাহারও প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে না।

এক দিবস অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় বিশ্বরূপ দেখাইতে বলিলে মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। আর একদিন শ্রীবাস-গৃহে ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া মহাপ্রভুকে অভিষেক করিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণু-খট্টায় বসিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু যাহার যে অভিলাষ তাঁহাকে সেইরূপ বর-প্রদান করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় দেহস্বরূপ অভিন্ন-রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দ বীরভূম জিলার একচক্রাগ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে পদ্মাবতীর গর্ভে উদিত হন। নিত্যানন্দের বাল্যকাল লীলাতেই জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া হাড়াই পণ্ডিতের নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইলেন। তদবধি সন্ন্যাসীর

সহিত নিত্যানন্দ বহু দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মথুরামণ্ডলে অনেক দিন বাস করিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া নিত্যানন্দকে তথা হইতে স্বীয়স্থানে আনয়ন করিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাস ও নিত্যানন্দ প্রভুকে নবদ্বীপের নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম-প্রচারে নিযুক্ত করিলেন। একদিবস নিত্যানন্দপ্রভু গৃহে-গৃহে নাম প্রচার করিয়া নিশাকালে মহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন এমন সময় 'জগাই' 'মাধাই'-নামে দুই জন মদ্যপ-ব্রহ্মবন্ধুর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইল। এই দুই ব্যক্তি শৌক্র-ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইলেও সুরাপান, গো-মাংস-ভক্ষণ পরস্বাপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি যত প্রকার পাপকর্ম্ম থাকিতে পারে, সমস্ত পাপ-কার্য্যেই লিপ্ত ছিল। সকল সময়ই মদ্যপের সমাজে অবস্থান করায় ঐ ব্রহ্মবন্ধুদ্বয়ের কেবলমাত্র বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অপরাধের অবকাশ হয় নাই। অসীম পর-দুঃখ-দুঃখী পতিতপাবন নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস জগাই মাধাইকে কৃপা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যেন তাহাদিগকে কৃপা করিবার ছলেই সেইদিন নিশাযোগে বিচরণ করিতেছিলেন। জগাই-মাধাই, নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিতে পাইল; মাধাই অবধূত নাম শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধোন্মত্ত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর শিরে মুট্‌কী নিক্ষেপ করিল। ইহা দেখিয়া জগাই মাধাইকে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিল। এমন সময় মহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলে নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে বলিলেন, জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করা আবশ্যক। মহাপ্রভু জগাইর প্রতি প্রসন্ন হইলেন হইতে মাধাইরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। নিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে ক্ষমা করিলেন, তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়ায় এবং জীবনে আর কখনও কোন কৃষ্ণদেবেতর কার্য্য করিবে না প্রতিজ্ঞা করায় তাহাদের প্রতি মহাপ্রভু ও ভক্তগণের কৃপা হইল। মহাপ্রভুর কৃপায় দুই দস্যুও মহাভাগবত হইলেন। ইঁহাদিগের পূর্ব্বচরিত্র স্মরণ করিয়া যেন কেহ ইঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অনাদর না করেন, মহাপ্রভু ভক্তগণকে এই আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু অগণিত ব্রাহ্মণ-কুলীন-পরিপূর্ণ নদীয়া-নগরে যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা নাম-প্রচারের আদর্শ এবং নিত্যানন্দের দ্বারা

জগাই-মাধাইর উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, নিখিল ব্রাহ্মণ-কুল-গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাকৃত জাতিকুলের দ্বারা বিচার্য্য নহেন, তিনি অপ্রাকৃতবস্তু—জগদ্গুরু। আরও জানাইলেন,—সর্ব্ব-প্রকার অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ ভগবানেরও ক্ষমা করিবার সামর্থ্য নাই। বৈষ্ণবাপরাধ নির্ম্মুক্ত ব্যক্তিকেই নিত্যানন্দ প্রভু ও মহাপ্রভু কৃপা করেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

(স্থানীয়)

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয় নদীয়া প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমি শ্রীনৃসিংহদেবের ভোগ দিবার উদ্দেশে দ্রব্যাদি লইয়া গতকল্য শ্রীনৃসিংহ-দেবপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। বেলা ১টা পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারীর কোন সাক্ষাৎ না পাওয়ায় ঐ পূজারীগণের বাসস্থান বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হই। ঐ গ্রামটী নৃসিংহদেবপল্লী হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কয়েকদিন ধরিয়া নৃসিংহ-দেবের রীতিমত পূজা হইতেছে কিনা তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। শুনি-লাম নবদ্বীপপরিক্রমার সহস্র যাত্রীও সেদিন পূজারীর সাক্ষাৎ পান নাই। পূজারীগণকে আমার মোটারে করিয়া লইয়া গিয়া ভোগ দেওয়াইবার যত্ন করা সত্ত্বেও তাঁহারা এবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাই-লেন। পরে নদীয়া মহারাজ বাহাদুরের কোন কর্ম্মচারীর নাম করায় তখন সেবিষয়ে মনোযোগ দিয়া আমার সহিত আসিয়াছিলেন। এবার সেবাবিশৃঙ্খলা নাকি তাঁহাদের মধ্যে গৃহবিবাদসূত্রে ঘটিতেছে।

তবে ইহার মধ্যে শুভ সংবাদ এই যে পূজারী মহাশয়গণ তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকা যাহা রাজ-গৃহে গচ্ছিত আছে, তাহা দ্বারা জীর্ণমন্দিরটী সংস্কার করিবার ইচ্ছা করেন। যাহাতে মহারাজ বাহা-দুরের শুভদৃষ্টি এইকার্য্যে পতিত হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণ সকলেরই প্রার্থনা।

নিবেদক

১১।৩।২৮ শ্রীসিদ্ধেশ্বর মজুমদার

এল, এম, এস

নৈহাটী।

[শ্রীনৃসিংহদেবপল্লীর শ্রীবিগ্রহ স্মরণাতীত কালের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। কিছু দিন হইতে উহা বর্ত্তমান মহারাজ নদীয়ার মহারাজ সরকারের সেবাশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপের সীমান্তপ্রদেশে এই দেবসেবা অবস্থিত। বহুদিন হইতে এই সেবাটীর যথারীতি সেবা হইতেছে না। কৃষ্ণনগরের হিন্দু অধিবাসিবর্গ অনেকেই এইস্থানে পুত্র কন্যাগণের অন্নপ্রাশনাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন। আমরা এই সেবার দিন দিন ঔজ্জ্বল্য দর্শনের পক্ষপাতী। আশাকরি এই সেবাসংক্রান্ত সকলেই নিজ নিজ সম্পা-দনীয় কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবার উদ্দেশে যত্ন করিয়া আমাদিগের ও জন-সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।—নঃ প্রঃ সঃ]

নদীয়া পার ঘাট

কয়েক দিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ পারঘাটার বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহাদিগের অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তথা ডিভিসনাল কমিশনার বাহাদুরের নিকট এবং ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে ৩ খানি দরখাস্ত দাখিল করেন। ইজারদার এই সকল অভিযোগের বিষয় জানিয়াও যে অসুবিধা দূরীকরণের যে কোন যত্ন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শ্রুতি-গোচর হয় নাই। যাত্রীর পারাপারের সুবিধার জন্যই এই সকল সরকার বাহাদুরের ঘাট স্থাপিত আছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতিও এই সকল ঘাটের বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতির পরি-দর্শক। তত্ত্বপরিদর্শন কর্ম্মচারী সার্কেল অফিসার, সাবডিভিসনাল অফিসার প্রভৃতি। তাঁহারা এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য যে কতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই। তবে ইউনিয়ন-বোর্ড-প্রেসিডেন্ট আবেদনকারিগণের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং সার্কেল অফিসার ও স্থানীয় মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট এখনে বিশেষ ভাবে তদন্ত করিলেই এবিষয়ের প্রতিকার হয়। আবেদনকারিগণ প্রত্যেকে নানা প্রকারে ইজারদারগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতেছে। সার্কেল অফিসার ও মহকুমার হাকিম মহাশয় বোধ করি ভুক্তভোগী নহেন বলিয়াই তাঁহারা পরদুঃখকাতরধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করেন না। সম্প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খাঁ বাহাদুর এম, আজিজুল হক বি, এল, এম, এল, সি, মহাশয় আবেদনকারিগণকে ৮ই মার্চ্চের ২০৩১ নং পত্রে জানাইয়াছেন যে, নবদ্বীপ ফেরী এখনও পর্য্যন্ত বোর্ডের অধীন হয় নাই এবং যেপর্য্যন্ত ফেরিঘাট তাঁহাদের অধীন অর্পিত না হয়, ততদিন এই প্রকার অসুবিধা দূর করিবার জন্য তাঁহাদের কোন সুযোগ নাই। যাহা হউক যাঁহাদের হস্তে ফেরিঘাটের ভার নির্ভর করে ও পথিকগণের সুবিধা পরিদর্শন-ভার আছে, তাঁহারাই ইহার ব্যবস্থা করিলে আমরা সুখী হই। দ্রব্যাদি পারাপারের জন্য শকটগুলি অনর্থক এই নিদাঘের তাপে বহুকাল সন্তপ্ত হয়। তাহাতেও পশু-ক্লেশনিবারিণী সভার সভ্যগণের হৃদয়ে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া থাকে। কিন্তু ইজারদার সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলে লোকের কষ্টের সীমা থাকেনা।

কুষ্টিয়া শিল্প-প্রদর্শনী

কুষ্টিয়াতে কলেরার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় আপাততঃ শিল্পপ্রদর্শনী স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

(ভারতীয়)

বঙ্গলক্ষ্মীমিলের মামলা

বিচারকের রায়

দীর্ঘ ৭ সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতা হাই-কোর্টে বিচারপতি পেজ ও ৯জন জুরীর সমক্ষে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের মামলা চলিবার পর গত শুক্রবার এই মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। জুরীগণ সকলে একমত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত কুমার লাহিড়ী ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী এবং ৭জন জুরী সুকুমার লাহিড়ীকে দোষী এবং ২জন নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। বিশ্বাসভঙ্গের অভি-যোগ সম্পর্কে ৩টি বিষয়ে জুরিগণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে বি, কে, লাহিড়ীকে দোষী এবং অবশিষ্ট বিষয়ে ৫জন দোষী ও ৪জন নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। মূল্যবান দলীল পত্র জাল করা সম্পর্কে ২টি বিষয়ে ৭জন জুরী সুকুমার লাহিড়ীকে দোষী ও ২জন নির্দ্দোষ এবং অন্যান্য অভিযোগে সকলে তাঁহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন।

বিচারপতি অধিকাংশ জুরির সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া বসন্ত-কুমার লাহিড়ীর প্রতি ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে ৮ বৎসর এবং বিশ্বাসভঙ্গ সম্পর্কে দু'টি অভিযোগের প্রত্যেকটিতে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। দণ্ডগুলি একসঙ্গে চলিবে।

আসামী ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীর প্রতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৬ বৎসর এবং বিশ্বাস ভঙ্গের সহায়তা করা সম্পর্কে দু'টি অভিযোগের প্রত্যেকটিতে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করা হইয়াছে। সমস্ত দণ্ডভোগ একসঙ্গে চলিবে।

তৃতীয় আসামী সুকুমার লাহিড়ীর প্রতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৫ বৎসর এবং সুকুমার লাহিড়ীর প্রতি জালিয়াতি করিবার অভিযোগের প্রত্যেকটিতে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত দণ্ডভোগ একসঙ্গে চলিবে।

তাহার পর বিচারপতি—জুরিদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহারা এই মামলা সম্পর্কে যে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বিচারপতি বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আগামী ২ বৎসরের মধ্যে আর জুরী হইতে হইবে না, তবে ৫ বৎসরের মধ্যে যাহাতে ডাক না পড়ে, তজ্জন্য তিনি অনুরোধ করিবেন।

সিটি কলেজে বিভ্রাট

গোলযোগের জন্য সিটি কলেজ বন্ধ ছিল। গত ৮ই মার্চ্চ হইতে পুনরায় কলেজ খুলিয়াছে। কিন্তু ছাত্রগণ এক-যোগে ধর্ম্মঘট করিয়া কলেজ বর্জ্জন করিয়াছে। ৮ই মার্চ্চ তারিখে মাত্র একজন ব্রাহ্ম ছাত্র এবং দুই জন মুসলমান ছাত্র কলেজে গিয়াছিল। ইহা দেখিয়াও প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র অধ্যাপকদিগকে আদেশ দেন যে, ক্লাসে যাইতে হইবে, বক্তৃতা দিতে হইবে এবং যথারীতি ছাত্রদের হাজিরার খাতায় "উপস্থিত" "অনুপস্থিত" ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এমন কি, ১২শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যদি ছাত্রগণ কলেজে না যায়, তথাপিও এইরূপে কাজ করিতে হইবে,—ছাত্রহীন শূন্যকক্ষে বক্তৃতা করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই।

অধ্যাপকবর্গ নাকি প্রিন্সিপালের এই আদেশে সুখী হইতে পারেন নাই। এদিকে ছাত্রসমাজে ঘোর চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রকাশ যে, গভর্ণিং বডির সভায় কয়েকজন অধ্যাপক হিন্দু ছাত্রদের উপর নানাপ্রকার গালি বর্ষণ করিয়াছেন। ৮ই মার্চ্চ তারিখে কলেজে গিয়া ছাত্রগণ এই সমস্ত জানিতে পায়। ইহাতে যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা এক সভায় সমবেত হয়।

প্রকাশ যে, সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—ছাত্রগণ ৭ দিন পর্য্যন্ত কলেজে যাইবে না। ইতি মধ্যে অন্য কলেজে ট্রান্সফার সুবিধার বন্দোবস্ত করিবে। প্রকাশ, বহু ছাত্র শীঘ্রই ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করিবে। সভায় প্রস্তাবে ছাত্রেরা ঘোর-অসহযোগ অসহযোগে জগন্নাথের ন্যায় [illegible] করিয়াছিল।

সিটি কলেজের দেওয়ালে [illegible] বিজ্ঞাপন [illegible] দেখা গিয়াছিল।

কৃষ্ণনগর, ভাগবত প্রেস হইতে [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]
[illegible] শুক্রবার—১৩৩৪।

এখন উপায় কি ?

জগতের কোথায়ও দুর্ভিক্ষ, কোথায়ও মহামারী, কোথায়ও বা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, আবার কোথায়ও বা আকস্মিক মৃত্যু, ভীষণ হত্যাকাণ্ড এইরূপ দিন দিন যে তপ্রকার দৈবদুর্বিপাকের সংবাদে সংবাদপত্রের প্রত্যেক স্তম্ভ পরিপূর্ণ হইতেছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা নিজেরাও চাই শান্তি, অপরকেও শান্তিতে রাখিবার ইচ্ছা করি—চেষ্টাও কিছু কিছু করি। কিন্তু পারিয়া উঠি কই? অশান্তি কমিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, দিনের পর দিন ত' বাড়িয়াই চলিতেছে। এখন উপায় কি? দুই দশটা লোককে খাওতে দিলাম, দুই দশটা রোগী শুশ্রূষা করিলাম এবং ঐরূপ দুই চার দফা অশান্তি দমনের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহাতে আর হইল কি? যে অশান্তির অগ্নি আজ জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা নিবারণের ক্ষমতা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি কোটি কোটি মনুষ্যের চেষ্টাতেও ত' সম্ভব হইবে না। মনুষ্যের অজ্ঞাতে বহুদূরে বনে দাবাগ্নি উত্থিত হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য যেমন দুই চারিটা দমকল যাইয়া উপস্থিত হয় না, সাগর হইতে বাষ্পাকারে মেঘ উত্থিত হইয়া বায়ুদ্বারা চালিত হইতে হইতে যথাক্রমেই যেমন সেই দাবাগ্নির ঊর্দ্ধস্থিত আকাশে যাইয়া উপস্থিত হয়—আবার যে সে মেঘ নয়—বর্ষণোন্মুখ মেঘ-রূপেই পরিণত হয় এবং বর্ষিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করে, সেইরূপ সংসার দাবানলদগ্ধ লোকসমূহের ত্রাণের নিমিত্ত ভগবানের করুণা-কল্যাণ-গুণ-সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত কারুণ্যঘনাঘনস্ব প্রাপ্ত শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবেন্দ্রের অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ ভিন্ন এজগতের শান্তি-অনল নির্ব্বাপিত হইবার নহে। ভগবদ্বৈমুখ্যই জগতের সমস্ত অশান্তির মূল। জগতের প্রত্যেক মানব যতদিন না ভগবদ্বিমুখতা ত্যাগ করিয়া সদ্গুরুর পাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন, ততদিন মানবের আর মঙ্গল নাই। একজন ভগবানের সেবা করিলে, তাঁহার আদর্শে আর পঞ্চাশ জনের সেবাবৃত্তির উদয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ একে একে জগতের সকল লোকেই একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেবায় নিযুক্ত হইবে, তখন এই আনন্দের হাট বসিয়া যাইবে—সকল নিরানন্দ দূর হইয়া যাইবে।

প্রাকৃত উপায় অবলম্বনে জগতের লোকের তাৎকালিক অশান্তি কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে বটে কিন্তু সার্ব্বকালিকী অশান্তি দূর হওয়ার উপায় সকল শান্তির নিলয় গুরু ও ভগবানের পাদপদ্মাশ্রয়। পূর্ব্বকালে দণ্ড্য ব্যক্তিকে জলে চুবাইয়া ধরা একপ্রকার শাস্তি ছিল। দোষীব্যক্তি জলমধ্যে যখন অত্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিত, তখন দণ্ডদাতা তাহাকে এক একবার জলের উপরে উঠাইয়া ধরিত—উদ্দেশ্য এক একবার হাঁফ ছাড়িয়া লইতে পারে। লোকটীও 'বাবা বাঁচিলাম' বলিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িত। কিন্তু হায়, পরমুহূর্ত্তেই যে তাহাকে আবার জলে ডুবাইয়া ধরিবে—তাই তাহাকে একবার অবসর দেওয়া হইল, তাহা বুঝি সে বুঝিতে পারে না বা চায় না।* আমাদের অনন্ত অশান্তির মধ্যে শান্তির প্রয়াসটীও ঠিক ঐরূপ। দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তিই যে পরিণামে আরও ভীষণ দুঃখের আবাহন করে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই, তাৎকালিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই সুখ বলিয়া মনে করি। অতএব ক্ষণিক সুখ শান্তির আশা ত্যাগ করিয়া আমরা যাহাতে নিত্যসুখ শান্তির আশ্রয় লইতে পারি, তজ্জন্য আমাদের আর ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া, প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক—জীবন ক্ষণভঙ্গুর—এই আছে এই নাই।

'অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ

ধাম-প্রচারিণী-সভার

চতুস্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বলেন, নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে শ্রীপরমহংস মঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবিনোদজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ তথায় উপনীত হইলে সিদ্রিকের ঠাকুর সাহেব শ্রীযুত টিকম সিংজী তাহাকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং যেরূপ আন্তরিকতার সহিত বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব—অচিন্ত্যনীয়। বহু সহস্র লোকের সম্মিলিত কণ্ঠে ঘন ঘন উচ্চারিত গুরুগৌরাঙ্গ বিনোদ-বিনোদজীর গগনবিদারী জয়ধ্বনি—সেই বিরাট সভায় সঙ্কীর্ত্তন মিছিল—সেই বিরাটতম লক্ষার্থী যেমন—কয়েক সহস্র নরনারীকে চতুর্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ—শ্রীল প্রভুপাদের বিদায় অভ্যর্থনাকালে অগণিত জনসঙ্ঘের পুষ্পবৃষ্টি—শ্রীপরমহংস মঠ হইতে নিমসার ষ্টেশন পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা সিকি, আনি, পয়সা ইতস্ততঃ বর্ষণ করিয়া ধনী দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সমবেত জনসঙ্ঘকে ঘন ঘন 'হরিধ্বনি' করিতে উৎসাহ প্রদান—ষ্টেশনে অনির্ব্বচনীয় বিদায়-অভিনন্দন প্রদান ব্যবস্থা—সেই পুষ্পমাল্য অর্ঘ্য দান—সেই মুহুর্মুহু তোপধ্বনি প্রভৃতি উৎসব-আয়োজনে, প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুত ঠাকুর সাহেব টিকম সিংজী মহাশয়ের হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ বৃত্তি যে ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইহার পর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল প্রভুপাদের জয়পুর অবস্থানকালে গিজাগড়ের সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর সাহেব শ্রীযুত কুশল সিংজী মহাশয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা শ্রবণোৎসুক্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু আর কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির অকৃত্রিম সেবাপ্রবৃত্তির কথা বিবৃত করেন। ইঁহাদের নাম শ্রীযুত হরিপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র এবং শ্রীযুত দীননাথ গরাই। শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মিবর শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতানিবাসী গৃহস্থভক্তের আদর্শস্থানীয় শ্রীযুত সখিচরণ রায় মহাশয়ের বহুতর সদ্গুণের কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ আরও কয়েকজন সেবোন্মুখ ভক্তের শুদ্ধভক্তি প্রচার কার্য্যে বহুতর সাহায্য দানের বিষয় বিবৃত করিয়া—তাঁহাদিগকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাঁহাদের নাম ;—শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ মণ্ডল, শ্রীযুত বিরাজমোহন দে, শ্রীযুত রমানাথ গোস্বামী, শ্রীযুত রমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত বিরাজ মোহন দে মহাশয় 'ভজনরহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থ-মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বৈষ্ণবজগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডীপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অপ্রাকৃত গুণনিধি নিত্যানন্দাঘর পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর মাহাত্ম্য ভক্তিগদগদকণ্ঠে যথাসাধ্য কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন যিনি অনুক্ষণ সার (সর্ব্ব বেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণ-কথা) গান (কীর্ত্তন) করেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় সারঙ্গ, আর যিনি গো (ইন্দ্রিয়বর্গ), স্বামী (বশ করিতে সমর্থ) বা জিতেন্দ্রিয় তিনি গোস্বামী ; আজ যাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি তিনি প্রকৃতই সারঙ্গ গোস্বামী, আর তিনি অপ্রাকৃত বস্তু ; তাঁহার মহিমা আমি প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা কিরূপে কীর্ত্তন করিব? তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চরণ-প্রান্তে স্থান দান করেন ইহাই কামনা।

শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ মহাশয় কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ অধিকারী মহাশয়ের সেবাবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীযুত অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী মহাশয়ের অবিদ্যাহরণ পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন করে প্রভূত অর্থ সাহায্য ও উৎসাহদানের বিবরণ বিবৃত করিয়া সভার পক্ষ হইতে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় কলিকাতাবাসী মহাসুকৃতিবান শ্রীযুত মদনমোহন দাসাধিকারী ভক্তিমধুকর মহাশয়ের চিরস্মরণীয় সেবা-বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া বলেন, আমরা ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্যমঠে আজ যে ঊনত্রিংশ চূড়াসমন্বিত নয়ন-মনোভিরাম শ্রীমন্দির দেখিতে পাইতেছি, তাহা এই মহাত্মার হৃদয়োত্থ সেবা-নিদর্শন। তজ্জন্য ইঁহাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা বাহুল্য মাত্র। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি প্রচারে পরমোৎসাহ ও কায়মনোবাক্যে নানাবিধ সাহায্য দানের বিষয় বিবৃত করিয়া সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন কানপুর প্রবাসী শ্রীযুত অমূল্যচরণ সরকার কৈসর-ই-হিন্দ মহাশয় কানপুর তথা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রচার কার্য্যে যে অবর্ণনীয় সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং সুদূর বিদেশে থাকিয়াও হরি গুরু বৈষ্ণব-সেবায় যে প্রকার উৎসাহ ও চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা সত্যসত্যই অতুলনীয়। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি ডি, কেলি মহোদয় শ্রীধাম পরিক্রমার যাত্রিগণের স্বোদ্দীপ (বর্ত্তমান সহ-

নবদ্বীপ)। পরিক্রমাকালে স্বয়ং ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী লস্করবাহাদুর উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধভক্তগণের ধাম-সেবা কার্য্যে যে সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন তজ্জন্য শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের পেন্সন প্রাপ্ত পরম ভাগবত শ্রীযুত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রভৃতি বিষ্ণু বৈষ্ণব সামে শ্রীমঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হরিগুরুবৈষ্ণব সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন তজ্জন্য শ্রীযুত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুত অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর মহাশয় ডুমুরদহ নিবাসী শ্রীযুত রমানাথ রায় মহাশয়ের শুদ্ধভক্তি প্রচারে বিশেষ আগ্রহ ও সহায়তার বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উড়িষ্যা প্রদেশে বিশেষতঃ পুরী ও কটক জেলার যে সকল মহানুভব ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তনে বিশেষ সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন একে একে তাঁহাদের নাম ও সহায়তার বিবরণ বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহাদের মধ্যে কটক জেলার অন্তর্গত (১) মধুপুর গড়ের রাজাবাহাদুর অন্যতম। ইনি স্বয়ং এবং কর্ম্মচারিগণের দ্বারা শুদ্ধভক্তি প্রচারে বিশেষ যত্নশীল। (২) শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মুখার্জ্জী, ইনি সচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ সাহায্য দান করিতেছেন। (৩) কটক নগরীর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান পরমভাগবত দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র এম, এল, সি মহাশয়, ইনি সমগ্র উড়িষ্যা অঞ্চলে শুদ্ধভক্তি প্রচার জন্য স্বতঃপরতঃ প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। (৪) শ্রীযুত দাশরথি পট্টনায়ক, (৫) শ্রীযুত বাঞ্ছামোহন পট্টনায়ক সব ডেপুটী কলেক্টর, (৬) শ্রীযুত সুবোধ চন্দ্র হাজরা, জলক্রিয়া, (৭) উকীল শ্রীযুত মদনমোহন পট্টনায়ক, ইনি হরিনাম চিন্তামণি, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ উৎকল ভাষায় প্রচার করিতে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি প্রভু কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শুশ্রূষায় অগ্রগণ্য যে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে কলিকাতার জোড়াবাগান নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুত বিপিন বিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুত পুলিন বিহারী মিত্র ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে সুরম্য বিতল সিংহদ্বার প্রস্তুতের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুত কিশোরীমোহন পাল বি, এল মহাশয় শুদ্ধভক্তি প্রচারে যে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার জন্যও সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ ঘোষ বি, এ মহাশয় খুলনা বাজারে প্রচার কালীন শ্রীযুত হরেন্দ্র নাথ দাস ও শ্রীযুত ব্রজলাল ঘোষ মহাশয় শুদ্ধভক্তি প্রচারকগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ঐ অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারে যে প্রকার সহায়তা করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি স্বরূপ পুরী মহারাজ জুনারই নিবাসী শ্রীযুত হরিনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত মাধবেন্দ্র দাস অধিকারীর সেবা প্রচেষ্টার বিষয় বর্ণনা করিয়া সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ মহাশয় (১) পণ্ডিত শ্রীযুত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ মহাশয় "হরিনামামৃত ব্যাকরণ সম্পাদনে ও পরবিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা কার্য্যে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া এবং (২) দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী সাহিত্যভূষণ পুরাণরত্ন মহাশয় কবিতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা যে সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বরিশালের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবি শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী এবং ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত অক্ষয় কুমার গুপ্ত ও দিল্লীপ্রবাসী শ্রীযুত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের 'শুদ্ধভক্তি' প্রচারে আগ্রহ ও সাহায্যের বিষয় বর্ণনা করিয়া সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। [illegible] স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি[illegible] শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার [illegible] প্রচারক ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের বাগ্মিতার কথা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর জয়ধ্বনির মধ্যে ভক্তিকীর্ত্তনপ্রদকণ্ঠে যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করেন। শেষে শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামিপ্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজের আদর্শ গুরুসেবায় কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহাশয়ের ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার কথা বিবৃত করেন এবং তিনি চম্পহট্টে দ্বিজ বাণীনাথ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর শ্রীবিগ্রহের লুপ্তসেবা উদ্ধার ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে যে বিপুল সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুদেবের অপার কৃপাভাজন হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য জন্মভূমি

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার ২১শে ফাল্গুন তারিখের পত্রে জনৈক পত্রপ্রেরকের লিখিত তর্ক বিতর্ক ও সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ, অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' প্রভৃতি শাস্ত্র ও সাধুজন-সম্মত পথের উল্লঙ্ঘন করাই পত্রপ্রেরকের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি। সুতরাং এই জন্মভূমির অনুসন্ধানকারি ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব ইতিহাসের অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা কোন উত্তেজনামূলে চালিত হইয়া এই কার্য্যে সন্দেহ এবং তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, তাহাই আমাদিগের পূর্ব্বেই আলোচ্য বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্মভূমি নির্ণীত হইলে চৈতন্য দেবের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করাই ইঁহাদিগের উদ্দেশ্য? না অনুকূলে কোন কার্য্য করা উদ্দেশ্য?

সেনাপতি গর্ডন সাহেব বলিয়াছিলেন, আমি যখন চীনদেশের ইতিহাস পাঠ করি, তখন আমি আপনাকে চীনদেশীয় চিন্তাস্রোতের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া যেন একজন চীনদেশীয় জ্ঞানে চীনের ইতিহাস আলোচনা করি। এই শ্রেণীর [illegible] অনুসরণ করিয়া যদি কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] কোথায় ছিল, উহার [illegible] নিরূপণ করিতে [illegible] স্থান নির্ণয়ের সহিত উদ্গীত [illegible] সংশয়াত্মা [illegible] কাম ক্রোধ-লোভ-মোহ-অন্যাভিলাষ [illegible] আপনাকে বা আপনাদিগকে [illegible] করিয়া যে সকল চেষ্টা করিবেন, তাহাতে ঐতিহ্যের [illegible] অধোক্ষজ বস্তুকে [illegible] বিষয়ে স্থাপিত করিবেন। শ্রীভগবান চৈতন্য দেব যাঁহাদিগের নিজের ভোগের বস্তু, যাঁহাদিগের বিচারে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণ করা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের পর্য্যায়, যাঁহাদের স্থান-নিরূপণ-গবেষণা ঈর্ষামূলক, যাঁহাদের অবাস্তব উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবার যোগ্যতা তাঁহাদিগের বিচার সত্য দর্শনে বঞ্চিত করে, সেই সকল প্রবৃত্তিবশে চিন্ময় ভূমি নির্ণয় করিতে গেলে তার্কিক সম্প্রদায় যে মহানর্থ আবাহন করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে হরিসেবা ব্যতীত আর কিছু কার্য্যে নিযুক্ত না করে, ইহাই আমাদের আশঙ্কা। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান-নিরূপণ, কৃত্তিবাসের জন্মস্থান-নিরূপণ, রামমোহন রায়ের জন্মস্থান-নিরূপণ প্রভৃতির ন্যায় জড় চিন্তাস্রোতে প্রবল হইলে শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীপাদপদ্মে যে অপরাধ উপস্থিত হয়, তাঁহারা কি সেই অপরাধের ভয় করেন?

আমরা শুনিয়াছি ধামাপরাধী সম্প্রদায় ধামকে নিজ ভোগের ভূমিকার অন্যতম জ্ঞান করেন। উহা দ্বারা তাঁহাদিগের ধামাপরাধ হয়। তদ্দ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, পরম সত্যবস্তুর ধামে কোন কুতর্ক উদ্ভাবিত হইতে পারে না এবং তাঁহার অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ধামের সহিত অভিন্ন সম্বন্ধ হেতু মায়িক কুহক আসিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] না। শ্রীচৈতন্যদেবকে [illegible] জ্ঞানে তাঁহার ধামকে [illegible] জ্ঞানবানের কালাস্তুলিত [illegible] করিয়া সত্য-স্বরূপ-লক্ষণ বস্তুকে অনিত্য কল্পনায় স্থাপিত করিবার প্রয়াস কুহকাবৃত। সুতরাং বিষ্ণু বৈষ্ণব বিরোধ সম্প্রদায়ের উহাতে যোগ্যতা থাকিলেও ঐরূপ কাল্পনিক [illegible] মূলক কার্য্যে কোন [illegible] প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিবিশেষের ঊর্দ্ধ পরিতৃপ্তির জন্য বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রমণ করিবার অভিমিশ্র উদ্দেশ্যে যদি সাহিত্যের ছদ্মন্যায় জড় সাহিত্যাতীত [illegible] আলোচনা করিতে গিয়া সমস্ত পরিবেশের অপকার করা হয়, তাহা [illegible] কখনই আদরের সহিত [illegible]

[illegible]

মাননীয় [illegible]-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়!

আজকাল শুনিতেছি শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি নির্ণয় করিয়া কতকগুলি লোক এক হুজুক তুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নির্ণয় করিবেন কে, সেই কথাটাই আমার জিজ্ঞাস্য। আমার মত রামা, শ্যামার বাড়ী ঘর দুয়ার নির্ণয় কথার মতই যদি স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রকটভূমি নির্ণয় করা হয়, আর আমার মত দুই চারিটা রামা শ্যামাই যদি তা'র নির্ণেতা হন, তাহা হইলে ত' আর কোন কথাই নাই। কতদিন ধরিয়া দেখিতেছি একদল লোক সভা করেন কি না করেন, তাহা ভগবানই জানেন, অন্ততঃ কাগজে খুব লম্বা চওড়া করিয়া লেখেন—"আজ অমুকস্থানে একটা সভা হইল, সভায় স্থির হইল বর্ত্তমান কাকুড়ের মাঠ রামচন্দ্রপুরেই গৌরাঙ্গের জন্মভিটা!" সভা করা যেন আজকাল একটা ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কোথায়ও কিছুই নাই—হঠাৎ কাগজে বাহির হইয়া পড়িল—সভা। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কৃপায় মুদ্রাযন্ত্রেরও আজকাল অভাব নাই। কোন গতিকে দু' কলম বাঁধিগদ লিখিয়া দিতে পারিলেই হইল। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, আমরা স্কুলের ডিবেটিং ক্লাবে প্রায়ই সভা সমিতির অনুষ্ঠান করিতাম। আমাদেরই মধ্যে কেহ হইতাম সভাপতি, কেহ বা বক্তা আবার কতকগুলি থাকিতাম শ্রোতা, সভায় বক্তব্য বিষয় কিন্তু মাথা মুণ্ড কিছুই নয়। এখন সে সব মনে হইলেই হাসিয়া বাঁচি না। এ সকল সভাও সেইরূপ ছেলেখেলা বলিয়াই মনে হয়। আমার প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যের জন্মভিটা-নির্ণয় সভায় সভাপতি হইবেন কে? তাঁহার যোগ্যতা নির্দ্ধারণ কে করিবে! সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার ভার কাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে? তাঁহারাতো চৈতন্য-বিরোধ অন্যধর্ম্মী নহেন? সভার সভ্যবৃন্দ কাহারা? তাঁহাদেরই বা ঐ কার্য্যে কি যোগ্যতা আছে? আমরা ন্যায়শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত—এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়-পথ অবলম্বন করিতে হয়, অন্যথা অন্যায় পথে বিচরণকারীর কোন বিচার সজ্জন-সমাজে অক্ষকপর্দ্দক তুল্য বলিয়াও পরিগণিত হইবে না। যিনি প্রস্তাবিত বিষয়ের বিচারক হইবেন, তাঁহার এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায় জানা আছে কি না? তিনি নিরপেক্ষ কি না?

আমরা জানি—শ্রীচৈতন্যবিষয়ক আলোচনার জন্য কোন নূতন সভা গঠিত হইবার পূর্ব্বে ধাম-প্রকাশক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ পার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা শ্রীচৈতন্যকথালোচনার জন্য চিরকাল বিরাজিত আছেন। সেই সভার একমাত্র সভাপতি স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর আর সভ্য—নিখিল বিশ্ববাসীদের শরণাগত-গণ। যাঁহারা এই বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অনুগত না হইয়া নূতন সভা আহ্বান করিতে চাহেন, তাদৃশ বিদ্বেষকারিগণের কোন কথা মৎসর অন্ধ [illegible] ছাড়া আর কেহই গ্রাহ্য করিবেন না। শ্রীচৈতন্যকথালোচনার সভাপতি ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন বিষয়সঙ্গলোলুপ কোন প্রাকৃত বদ্ধজীব হইতে পারেন না। সেই সভায় সভ্যেরও যোগ্যতাযোগ্যতা বিচার আছে। যাহারা রাত্রদিন ভোগের বিষয়-চিন্তানিমগ্ন, ফলভোগবাদী কর্ম্মী বা আত্মবিনাশ-সাধনকারী জ্ঞানী, তাহারা কোন্ বিচার-বলে চৈতন্যের জন্মভূমি নিরূপণের কল্পনা করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদের ধারণা ছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভিটা নির্ণয় সম্বন্ধে সকলেই মহাজন-পন্থা স্বীকার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু পরে দেখি কতকগুলি লোক বলিতে আরম্ভ করিল—কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই নাকি মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মভিটা! কিছুদিন পরে এ গুজব একটু জুড়াইয়া গেলে আরম্ভ হইয়াছে কাকুড়ের মাঠ রামচন্দ্রপুরই মায়াপুর! সাধারণ বোকা লোকে ছাপান অক্ষর দেখিলেই ত' ভুলিয়া যায়। তাদের কাছে যা'কিছু ছাই পাঁশ ছাপা একখানা কাগজ লইয়া গিয়া বলিলেই হইল—'ওই ওখানে মহাপ্রভুর জন্মভিটা, দাও পয়সা।' বোকালোকের নিকট এরূপ কত যে পয়সা-উপায়ের পন্থা দিনে দিনে হইয়া উঠিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হা মহাপ্রভু! হা নিত্যানন্দ! কতদিনে এ সকল ধামাপরাধীর অসচ্চেষ্টা জগৎ হইতে অপসারিত হইবে! এ জ্বালাতন আর কতদিন ধরিয়া সহ্য করিতে হইবে প্রভো! মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দাসবাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীপরমহংস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মগণ তাঁহাদের চিন্ময়নেত্রে দর্শন করিয়া সে স্থানকে অকাট্য ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রামাণিক বিচারমুখে নির্দ্দেশ করিলেন, কতকগুলি শ্রীচৈতন্যবিরোধি-দাসত্রুব বহিঃসঙ্গলোলুপ ব্যক্তি [illegible] সেই স্থানকে অপ্রামাণ্য [illegible] দিতে ধাম প্রকাশ করিবার [illegible] কে লাঞ্ছিত করিয়াছে; তাহাদের [illegible] লাভ হইয়াছে। [illegible] অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে [illegible] কি ভীষণ দুর্দ্দিশা তাহা কি স্পর্দ্ধাকারী লোকগণের একবারও চিন্তার বিষয় হইবে না? এখনও সাবধান হওয়া ভাল—এখনও সময় আছে—অপরাধেরও সীমা আছে—নিত্য প্রকাশ বস্তু কখনই অপ্রকাশিত নাই—তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বেশী ব্যস্ত হইতে হইবে না।

অঙ্কীভূত চক্ষু যা'র বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥

আজ এই পর্য্যন্ত! পরে অন্যান্য কথা জানাইব। আপনারা এ সকল বিষয় উপেক্ষা না করিয়া একটু আলোচনা করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।—ইতি।

শ্রীপ্রতিবাদি ভয়ঙ্কর।
শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপ।

শ্রীমায়াপুর-পূর্ণচন্দ্রোদয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রতি রাত্রিতে মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নিরন্তর কীর্ত্তনানন্দ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডগণ প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের অপমান করিবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিত। 'গোপাল চাপাল' নামে এক ব্রাহ্মণক্রব দেবী-পূজার সজ্জা মদ্যভাণ্ডের সহিত রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিল। সেই বৈষ্ণবাপরাধে তাহার গলৎকুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিলেও মহাপ্রভু তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া তৎকালে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন কুলিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন 'চাপাল গোপাল' মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীবাসের কৃপায় 'গোপাল চাপালে'র অপরাধ ভঞ্জন হইল।

বহির্ম্মুখ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও অনধিকারী ব্যক্তিগণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া অধিকারী সাধুজন-সঙ্গে হরি-কীর্ত্তনের আদর্শ-শিক্ষা-প্রদর্শন-কল্পে একদিন নিশাভাগে মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দ্বার রুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীবাসের শ্বশ্রূ কীর্ত্তন-গৃহে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করায় অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া কীর্ত্তনে স্বীয় অননুরাগের লীলা জ্ঞাপন করিলেন। কোন বহির্ম্মুখ জন নিশ্চয়ই কোথাও লুক্কায়িত রহিয়াছে বিচার করিয়া শ্রীবাস বহু অনুসন্ধানের পর গৃহের এক কোণে লুক্কায়িত নিজ শ্বশ্রূকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বহিষ্করণের আদেশ প্রদান করিলেন।

কোন এক পূর্ণিমা-রজনীতে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ব্যাস পূজা করিতে উদ্যত হইলে শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য হইলেন। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পুষ্পমালা-সমেত মহাপ্রভুর গলদেশে অর্পণ করিলেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি প্রকট করিলেন।

এইরূপে মহাপ্রভু নবদ্বীপে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে থাকিলেন। মহাপ্রভুর আকর্ষণে চট্টগ্রাম-নিবাসী বৈষ্ণব পরমহংস-মুকুটমণি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নবদ্বীপে আগমন ও মহাপ্রভুর সহিত মিলন হইল। মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণু-খট্টার উপর বসিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। ঐ অদ্ভুত ভাব সপ্ত-প্রহর পর্য্যন্ত প্রকট থাকায় তাহাকে ভক্তগণ 'সাতপ্রহরিয়া-ভাব' বা 'মহা-প্রকাশ' বলিয়া থাকেন। প্রভুর এই সপ্তপ্রহর ভাবকালে মহাপ্রভুর অভিষেকার্থ জল আনয়নকারিণী 'দুঃখী'-নাম্নী জনৈক ভাগ্যবতী দাসীকে মহাপ্রভু 'সুখী' নাম প্রদান এবং শ্রীধরের মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। প্রভু হরিদাসের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিলেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের দিবস শ্রীমুকুন্দ দ্বারের বাহিরে রহিয়াছিলেন; প্রভু এক এক করিয়া সকল ভক্তকে কৃপা বিতরণ করিলে ভক্তগণ "শ্রীমুকুন্দ বাহিরে আছেন",—একথা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু কহিলেন, আমি মুকুন্দের প্রতি শীঘ্র প্রসন্ন হইব না, কেননা সে ভক্তগণের নিকট শুদ্ধভক্তির কথা বলে, আবার মায়াবাদীদের নিকট 'যোগবাশিষ্ঠ'-লিখিত মায়াবাদ স্বীকার করে। মুকুন্দের মায়াবাদীর সঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আনাইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, যাহারা তথাকথিত "সমন্বয়বাদী, সেই সকল ব্যক্তিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত শুদ্ধভক্তিতে একনিষ্ঠ নিষ্ঠাযুক্ত না হ'লে কখনও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ হয় না।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য জগদ্গুরু মহাপ্রভুর গুরুরূপী শ্রীঈশ্বরপুরীর [illegible], বলিবন্ধন মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে গুরু-[illegible] ভক্তি করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] গৌরব-প্রদান-কার্য্যে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ড-প্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গমন করিয়া কতকগুলি বঞ্চনাযোগ্য, দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু ক্রোধান্বিত হইলেন এবং শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া অদ্বৈ-

প্রভুকে উত্তমরূপে ৮ প্রহার ··· এই প্রহার-প্রসাদ লাভ করিয়া ··· আনন্দে নাচিতে নাচিতে বলিলেন,—"আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।"

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীমায়ের অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিলে তাহা শুনিয়া কোন দুর্ভাগা পড়ুয়া বলিয়া উঠিল,—ইহা মায়ের প্রকৃত মহিমা নহে, কেবল অতিস্তুতি মাত্র। মহাপ্রভু ভক্তগণকে নামাপরাধী পড়ুয়ার মুখ দর্শন করিতে নিষেধ করিয়া সগণে সচেলে গঙ্গাস্নান করিলেন।

কোন দিবস প্রভু ভক্তগণের সহিত নগর-সংকীর্তনে প্রমত্ত হইবার লীলা-প্রদর্শন করিয়া যে স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন, তথাকার সেই ভক্তের অঙ্গনে এক আম্রবীজ রোপণ করিলে মুহূর্তমধ্যে বৃক্ষ ও ফল উৎপন্ন হইল। সেই আম্রফল আস্বাদিত হইয়াছিল। এই স্থানটী সম্প্রতি আমহট্ট ('আমঘাটা') বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

(স্থানীয়)

মামলা মোকদ্দমা

মেহেরপুর মহকুমার লতাফত, ইংরাজ, পেদের, আলম, তাহের ও কছের ১২০বি, ৩০৭।৩৪ দণ্ডবিধি আইনের ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়া আজ কয়েকদিন হইল দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। গতকল্য জুরির বিচারে লতাফত ও ইংরাজের যথাক্রমে ৭বৎসর ও ৬বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। পেদেরের ৬বৎসর ও কছেরের ৪বৎসর সশ্রম কারাবাস এবং আলম ও তাহের সন্দেহের অবকাশে খালাস পাইয়াছে।

(ভারতীয়)

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা

বিগত ১লা মার্চ্চ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মেলট্রেণের মধ্যম শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া পেসেঞ্জার ট্রেণের ভাড়ার সমান হইয়াছে। ইহাতে যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

জামসেদপুর

কয়েক দিন পূর্ব্বে টাটানগর-ষ্টেশনের নিকট ছত্রিশগড়িয়া জাতীয় স্ত্রীলোকের একটী মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মাদারীপুরে ভীষণ ডাকাতি

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ২ ঘটিকার সময় প্রায় ২০ জন ডাকাত মাদারীপুর থানার গোপালগঞ্জী গ্রামের নগরবাসী মণ্ডলের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচুর নিকট চাবি চায়। গোলমাল শুনিয়া নগরবাসীর অন্য পুত্র গোপাল আসিয়া এক ডাকাতকে দা' দিয়া আঘাত করে। অপর একজন ডাকাত দা' কাড়িয়া লইয়া তাহাদ্বারা গোপালের পিঠে ও বামহস্তে কোপ মারে। গোপালকে রক্ষা করিতে যাইয়া নগরবাসীও পেটে আঘাত পায় এবং মাটিতে পড়িয়া যায়। পাঁচুর স্ত্রী একটী ছোট মেয়েকে লইয়া ঘরের বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিতেছিল। ডাকাতেরা তাহার গায়ে নাইট্রিক এসিড ঢালিয়া দেয়। একটী ঘরে পাট ছিল, ডাকাতেরা সেই পাটে আগুন ধরাইয়া অনেক টাকাকড়ি-দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। নগরবাসী, পাঁচু, পাঁচুর স্ত্রী ও ছোট মেয়েটী গুরুতর ভাবে আহত হওয়ায় হাসপাতালে আনা হয়। পাঁচুর স্ত্রী ও ছোট মেয়েটীর হাসপাতালেই মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সাত খাজার মামলার রায়

দায়রা জজ মিঃ এচ, সি, ডবলিউ, ওয়েট ঢাকা সাত খাজার বোমা ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিয়াছেন। ৪জন জুরির সাহায্যে এই মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল। এই মামলায় বীরেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, অতুল চন্দ্র, জিতেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী ও শ্যামাচরণ ওরফে জ্ঞান চন্দ্র চন্দ নামে ৪ জন যুবক বিনা লাইসেন্সে বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র রাখা এবং ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ অধিকাংশ জুরীর সহিত একমত হইয়া অতুল ও জিতেন্দ্রের প্রতি যথাক্রমে ২ বৎসর ও ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন।

কমিশনের লাহোর যাত্রা

সাইমন কমিশনের সদস্যগণ পরশ্ব অপরাহ্নে আরকোনাম হইতে স্পেশাল ট্রেণে লাহোর যাত্রা করিয়াছেন। কমিশনের অন্যতম সদস্য ভারনন হার্টসর্ণ এখনও পীড়িত অবস্থায় মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছেন, তবে ক্রমেই সারিয়া উঠিতেছেন। তিনি লাহোরে কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণের সহিত যোগদান করিবেন।

রিপন কলেজে গ্রীষ্মের বন্ধ

সিটি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল আসিও না মিটায় কলেজ কর্তৃপক্ষ গত সোমবার ১২ই মার্চ্চ হইতে ২৬ই জুন শনিবার পর্য্যন্ত গ্রীষ্মের বন্ধ দিয়াছেন। কলেজ ১৮ই জুন সোমবার তারিখে খুলিবে।

প্রিন্সিপাল হেরম্ব মৈত্র এই মর্ম্মে এক সারকুলার দিয়াছেন যে,—গভর্ণিং বডি কর্ত্তৃক যখন কলেজ ১২ই মার্চ্চ হইতে বন্ধ হইতেছে, তখন রামমোহন রায় হোষ্টেলও বন্ধ হইবে ১৬ই মার্চ্চের পর কোন ছাত্র হোষ্টেল বাস করিতে পারিবেন না। বোর্ডারগণ নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে হোষ্টেল ত্যাগ না করিলে নিয়মভঙ্গ করার অপরাধে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অভিযোগ করিবে। যে সমস্ত ছাত্র ইউনিভারসিটি এক্জামিনেশনের ক্যাণ্ডিডেট, তাঁহাদের কণ্ডাক্ট সার্টিফিকেট উইথড্র করিতে বাধ্য করা হইবে এবং তাঁহারা যাহাতে পরীক্ষা না দিতে পারেন তজ্জন্য সিণ্ডিকেটের নিকট লেখা হইবে।

মেদিনীপুরে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

রায়বাহাদুর মন্মথনাথ বসু মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও রায়সাহেব ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসের পক্ষে কেহ প্রার্থী হন নাই।

কলিকাতায় বিরাট ছাত্র-সভা

গত পরশ্ব অপরাহ্নে কলিকাতার এলবার্ট হলে এক বিরাট ছাত্রসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতার যুবকগণ দলে দলে এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুত প্রমোদকুমার ঘোষাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার সমস্ত ছাত্রগণকে লইয়া একটা সঙ্ঘ গঠন করিবার উদ্দেশে এই সভা আহুত হয়। কলিকাতা ও মফঃস্বলে কোন কোন স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে অবাধ্যতার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এই সভা তাহার প্রতিবাদ করেন। সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটীর বিষয় আলোচনা করিয়া বলেন যে, আজকাল ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে সম্বন্ধ পূর্ব্বকালের মত নাই। পূর্ব্বে শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন, ছাত্রগণও শিক্ষককে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। আজকাল শিক্ষা-পদ্ধতি এইরূপ হইয়াছে যে, ছাত্রগণ তাহাদের মানসিক শক্তি বিকাশ করিবার কোনই সুযোগ পায় না। কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ ইচ্ছা করেন যে, ছাত্রগণ ধীর, স্থির, শান্ত, ··· হইয়া থেকে তাঁহাদের ··· শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলে, ··· দের সর্ব্বপ্রকার বিকাশের পথ রুদ্ধ ··· যায়, তাঁহাদের আপত্তি নাই।

শ্রীযুত ··· বলেন, অনেক ছাত্র বক্তৃতা করিয়া ··· রাজনীতির কোলাহলের সহিত এই ছাত্র সম্মেলনের কোন সম্পর্ক নাই। আর একজন বক্তা বলেন, সমগ্র ছাত্র সমাজের মঙ্গল-সাধন এবং স্বার্থ রক্ষাই ছাত্র সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য।

অতঃপর আরও কয়েকজন ছাত্র বক্তৃতা করার পর অনেক বাদানুবাদের পর নিম্নলিখিতমত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী বিদ্যালয় ব্যতীত কলিকাতার সর্ব্বজনমান্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া একটী নিয়মতন্ত্র পরিকল্পনার জন্য ছাত্রসঙ্ঘের একটী সাময়িক কমিটী গঠিত আগামী ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে গঠন করিতে হইবে। সভাস্থলেই ৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা এই সম্পর্কে প্রাথমিক কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

আকস্মিক মৃত্যু

ফটি কিশোর দত্ত নামক জনৈক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত বালক একটী পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করিতেছিল। ঐ ঔষধ ও এক বোতল নাইট্রিক এসিড পাশাপাশিভাবে রাখা হয়। গত ১০ই ফাল্গুন ভুলক্রমে তাহার পরিবর্তে এক দাগ নাইট্রিক এসিড খাইয়া ফেলে। ইহার কিছুকাল পরে তাহার পিতা জানিতে পারিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে পাঠাইয়াছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ছেলেটীর মৃত্যু হয়।

কলিকাতায় মেথর ধর্ম্মঘটের অবসান

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কলিকাতার মেথর ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। ঐ দিন অপরাহ্ণে শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্তার নেতৃত্বে এক ডেপুটেশন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত সেনগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মেয়র বলেন, যাহাতে প্রত্যেক মেথরের মাসিক বেতন ২ টাকা হারে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য তিনি কর্পোরেশনকে সুপারিশ করিবেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বেতন বৃদ্ধি করা হইবে ধর্ম্মঘটকালের বেতনও দেওয়া হইবে। ডেপুটেশন এই প্রতিশ্রুতিতে ··· ময়দানে মনুমেণ্টের নিকটে সমবেত মেথরদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে বলেন। ··· অপরাহ্ণে ··· কার্য্যে যোগ দিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১লা চৈত্র, বুধবার—১৩৩৪।

কৃষ্ণ-দর্শন

সেদিন এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শনকালে 'হায়, কি দেখিলাম—কি দেখিলাম' বলিয়া হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে শ্রীমন্দির হইতে কিছু দূরে একটী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট এক মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং "ওই সেই সাক্ষাৎ রাধাগোবিন্দ, এতদিন পরে আজ আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হইল, আর ভুলিব না প্রভো, এতদিন তুমি লুকাইয়া রাখিয়া ছিলে, আমার প্রাণ আজ অত্যন্ত ব্যাকুল আর যে স্থির থাকিতে পারিতেছি না" এইরূপ নানাপ্রকার আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারি না—হস্তপদাদি এরূপ উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন যে আমরা তাঁহাকে থামাইতে যাইয়াও কিছু না কিছু আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহাকে যতই বলি—"মহাশয়, আপনি এই মহাপুরুষের ভজনে ব্যাঘাত না জন্মাইয়া শ্রীমন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করুন—আপনি মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি।" তিনি ততই বলেন—"আর আমি সে মুখ দেখিব না—আর সে মুখ দেখিতে পারিব না—সাক্ষাৎ সেই বস্তু ইত্যাদি।"

যাহা হউক আমরা তাঁহাকে কোন প্রকারে গৃহমধ্য হইতে বাহিরে উন্মুক্ত বায়ুতে লইয়া আসিলাম; কিছুক্ষণ পরে তিনি সুস্থ হইলেন। তৎপর যে কয়েকদিন তাঁহাকে এখানে দেখিয়াছিলাম, সে কয়দিন আর সেরূপ উন্মত্ত ভাব—সেরূপ আর্ত্তি লক্ষ্য করি নাই।

এ ঘটনায় আমাদের মতামত প্রকাশের আবশ্যক নাই। তবে আমাদিগকে কপট ভাবপ্রবণতা হইতে সাবধান করিবার জন্য আমার এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধুপ্রবর যে শাস্ত্রসম্মত উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের উপকারার্থ এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

বন্ধুবর বলিলেন, দেখ, কৃষ্ণসন্দর্শনলাভ বড় সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে। প্রাকৃতরূপজমোহে আমাদের চক্ষু এতদূর আচ্ছন্ন হইয়া আছে যে, তাহা দ্বারা স্বয়ংরূপ ভগবানের অপ্রাকৃতরূপ দর্শন কখনও সম্ভব হয় না। কৃষ্ণ অনন্ত বৈকুণ্ঠে স্বাংশ (চতুর্ব্যূহ ও অবতারাবলী বিষ্ণুরূপে ও ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্নাংশ জীবরূপে লীলা-বিলাস করেন। স্বাংশ বিষ্ণুগণ—শক্তিমত্তত্ত্ব বিভিন্নাংশ জীবগণ শক্তিতত্ত্ব। এই বিভিন্নাংশ জীব নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধভেদে দুই প্রকার। নিত্যমুক্ত জীবগণ কৃষ্ণসহ অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকৃপায় কখনও মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই—কৃষ্ণের নিত্যধামে কৃষ্ণচরণে নিত্যউন্মুখ থাকিয়া নিত্যকাল কৃষ্ণরূপ দর্শন এবং কৃষ্ণসেবাসুখ ভোগ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপার্ষদ। আর নিত্যবদ্ধ জীবকুল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া নিত্যকাল কৃষ্ণরূপ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সংসারে স্বর্গনরকাদি সুখদুঃখ ভোগ করেন। এইরূপ উর্দ্ধাধঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বদ্ধজীব যদি কখনও ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় লাভ করেন, তবে তখনই তিনি নিষ্কপটে গুরুসেবা ও কৃষ্ণভজন বলে মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনসৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন। এই দর্শনের পঞ্চ অবস্থা—শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, ভাবাপন বা স্বরূপসিদ্ধ্যবস্থা ও সম্পত্তিদশা বা বস্তুসিদ্ধ্যবস্থা। স্মরণ অবস্থা পর্য্যন্তও প্রাপঞ্চিক দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। সেই দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে গত হইলে ভাবাপন দশা উপস্থিত হয়। কৃষ্ণনাম রূপ-গুণ-লীলা ও ধামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতে দ্রষ্টা আত্মা যে পরিমাণে শুদ্ধ হইতে থাকেন, সেই পরিমাণে দৃশ্যরূপ কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত স্বরূপ দৃষ্ট হইতে থাকে, চক্ষু যেরূপ অজ্ঞান সংপ্রযুক্ত হইয়া দৃশ্যবস্তু ভালরূপে দেখে সেইরূপ। এই অবস্থায় প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিচক্ষুতে ভক্ত অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করিয়া থাকেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না স্থূল-লিঙ্গদেহ বিধ্বংসরূপ সম্পত্তিদশা উপস্থিত হয়, ততক্ষণ কৃষ্ণদর্শনে নৈরন্তর্য্য নাই। আমাদের আজও শ্রবণ দশাই উপস্থিত হইল না অর্থাৎ সদ্গুরুপাদপদ্মে অভিগমনপূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও ও সেবাসহকারে গুরুমুখারবিন্দ হইতে কৃষ্ণকথাই শ্রবণ করিলাম না—বহির্ম্মুখ জগতের কথাতেই শ্রবণ ও মন আকৃষ্ট থাকিল, এমত অবস্থায় স্বরূপসিদ্ধ্যবস্থার দর্শন লাভ করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা বাতুলতার কার্য্য নহে কি? যাহার নেত্র অনুক্ষণ বহির্জ্জগতের রূপে আকৃষ্ট, সে নয়নে কি কখনও কৃষ্ণদর্শন হইতে পারে? সুতরাং "না উঠিতে বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি", এরূপ ন্যায়াবলম্বন না করিয়া আমাদিগের যে অধিকারে যেরূপ দর্শন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভজন করা আবশ্যক। ক্রমশঃ অধিকার উন্নত হইতে থাকিলে আমাদের দর্শন স্ফুট হইবে। প্রাপঞ্চিক দ্রষ্টৃগণের যে কৃষ্ণদর্শনকল্পনা, তাহা মায়াপ্রতারিত বা ভৌতিক ব্যাপার মাত্র। সেরূপ দর্শন স্বরূপসিদ্ধ্যবস্থার দর্শনের সহিত এক নহে। কপটতা ছাড়িয়া গুরুপদিষ্ট ক্রমপন্থায় কৃষ্ণান্বেষণ চেষ্টাই সমীচীন। কেননা—

মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি
কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা
বুঝিয়া লইবে?
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে
দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা কেমনে
হৃদয় ঢাকি॥

আমরা ক্রমশঃ ভজনক্রম আলোচনা করিবার চেষ্টা পাইব।

বস্তুধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম

পরকে উপদেশ দেওয়ায় কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় হয়। তাদৃশ প্রমত্ত কোন শ্রোতাই শোনেন না। কিন্তু আচরণশীল হইলে আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য অনেকের রুচি দেখা যায়। কতিপয় ব্যক্তি আদর্শবান পুরুষের অনুগমন না করিয়া অনুকরণ করিবার জন্য স্বাভাবিক পরশ্রীকাতরতা নামক অপধর্ম্মের তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রধান প্রয়োজনীয় স্থানে শ্রীগৌরহরির জন্মভূমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীমহাজনের পদানুসরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমির প্রতিষ্ঠা করেন। কতকগুলি লোক এই আচারবান মহাপুরুষদ্বয়ের আচরণের বিকৃত অনুকরণ করিতে গিয়া যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা জগতের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা কেবল মহাজনের চরণে অপরাধের বীজই অঙ্কুরিত করেন। সদাচার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, অনুকরণ করার কোন ফল নাই। কুলিয়ার সহরবাসিগণ মামুলি ধরণের চৈতন্যপন্থী বলিয়া আপনাদিগকে আস্ফালন করিলেও তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতীপ সম্প্রদায়, ইহা স্ফুটভাবে দেখাইবার অনেক সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যখন কুলিয়াবাসীর দ্বারে দ্বারে প্রত্যেককে প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান দেখাইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন সকলেই সমবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, ভাগীরথীর অপরপারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। বৈষ্ণবাচার-দর্পণ-লেখক পরলোকগত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীও এই মত পোষণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু কালের এরূপ বিচিত্রা গতি, যখন রাণী কলুনীর চিবি হইতে মিউনিসিপাল সহরে শ্রীবাসঅঙ্গন স্থানান্তরিত হয়, তাহার কিছুদিন পরেই ঐস্থানের মালিক হওয়ায় তাঁহার দিগের দ্বিতীয় বাধা প্রাপ্ত হয়। মৃত হুগলীর মোক্তার মাড়ী বাবু তাঁহার পূর্ব্বগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপের স্থানানুসারে যথাযথ লিখিবার পরে জনৈক ভক্তিবিরোধী গোস্বামী-নামধারীর প্ররোচনায় এবং অন্য অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পূর্ব্বকথিত মত পরিবর্ত্তিত করেন। মানুষ যখন হিংসা ও ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া সত্যের অবমাননা করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহাদের দ্বারা এহেন অবৈধ কার্য্য নাই, যাহা সম্পাদিত হয় না। শুধু চঞ্চলমনা জনগণ যে ডালে বসে, সেই ডাল কাটে এরূপ নহে, পরন্তু তাহাদের হিংসা ও পৈশুন্য অর্ব্বাচীনগণের নিকটেও গচ্ছিত রাখিয়া যায়। মানুষ যখন স্বার্থের বশে দিগ্বিদিক্ শূন্য হয়, তখন এমন অন্যায় কার্য্য নাই যে তাহার অনুমোদন করে না। তখন সদাচারের নামে অসদাচারকে স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয়, আর সমশীল সম্প্রদায় তাহাতেই বাহবা দেয়। সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান অনবধানতা-প্রিয় সমাজেই আদৃত হইতে পারে, অন্যত্র নহে।

নৃসিংহ দেব

ভগবানের শক্তি অনন্ত। অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। ভগবান্ ত্রিবিধ শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন চিচ্ছক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভগবান্ মাধুর্য্যময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী, ঔদার্য্যময়ী এবং ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যময়ী লীলা প্রকাশ করেন। মায়াশক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকট পূর্ব্বক বহিরঙ্গা শক্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন এবং জীব শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া লীলাবতার সমূহের প্রকট করেন। এই লীলাবতার সকল অংশাবতার বলিয়াও পরিচিত। শ্রীনৃসিংহদেব এই লীলাবতার বা স্বাংশ অবতারগণের অন্যতম।

জীব ভগবল্লীলার নিত্য সহচর, তাঁহার স্বরূপে ভগবদ্দাস্য নিত্য বর্ত্তমান। বদ্ধাবস্থায় এই স্বরূপগত দাস্য বিকৃতরূপে লক্ষিত হয়। তৎকালে বদ্ধজীব আপনাদিগকে ভগবদ্দাস-রূপে পরিচিত করিবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মী বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জীব নানা অবস্থা প্রাপ্ত হন, জীব-অন্তর্যামী পরমাত্মাও তখন বিভিন্ন রূপ প্রকট করিয়া লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীব যখন মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবানের নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া পশুর ন্যায় আহার,

নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এবং ভগবদ্দাস্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের বহুযত্ন করে, তখন ভগবান্ স্বীয় নৃসিংহ-মূর্ত্তি প্রকটপূর্ব্বক তাদৃশ নরপশুকে বিনষ্ট করিয়া ভক্তিমার্গ সংরক্ষণ করেন। নৃসিংহদেবই ভক্তিপথের একমাত্র সংরক্ষক ভক্তিপথের পথিকের হৃদয়ে কামক্রোধাদি বাটপাড়গণ উদিত হইয়া দৌরাত্ম্য করে। নৃসিংহদেব তখন স্বীয় ভীষণ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া ঐ সকল বাটপাড়দিগকে নাশ করিয়া থাকেন। এই সকল বাটপারগণের মধ্যে হিরণ্যকশিপু প্রধান। সত্যযুগে ভক্তিমার্গের মূর্ত্তিমান বিঘ্নস্বরূপ হিরণ্যকশিপু (হিরণ্য অর্থ, কশিপু—উত্তম শয্যা) যখন প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন ভগবান্ নৃসিংহদেব স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া হিরণ্যকশিপু বধ ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নৃসিংহদেবের ন্যায় তাঁহার ভক্তগণও তৎকৃপায় ভক্তিপথ সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। কলিকালে বৌদ্ধবিপ্লবে সমগ্র জগৎ প্লাবিত হইবার উপক্রম হইলে পাণ্ড্যরাজপুরোহিত দেবেশ্বরের পুত্র শ্রীবিষ্ণুস্বামী নৃসিংহদেবের আশ্রয়ে শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচার করিয়া ভক্তিপথ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি প্রধান সাত শত সন্ন্যাসীকে নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা নাম্নী টীকার রচয়িতা শ্রীধরস্বামী। ইনি নৃসিংহোপাসক ছিলেন। ভাগবত টীকা প্রারম্ভে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী নৃসিংহদেবের স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

অর্থাৎ বাগ্‌দেবী সরস্বতী যাঁহার বদনে, লক্ষ্মী যাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং সম্বিৎ (জ্ঞান) শক্তি যাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান, সেই নৃসিংহদেবকে আমি ভজনা করি।

নৃসিংহদেবের উপাসক ও ভক্তোক্তসংরক্ষক বলিয়া শ্রীধরস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্‌গুরুর আসন প্রদান করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তিপ্রচারক ভক্তদিগের একমাত্র সংরক্ষক শ্রীনৃসিংহদেব। শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপায় ভক্তগণ যাবতীয় ভক্তিবিরোধিদলকে জয় করিতে সমর্থ হন। শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসকগণ সকলেই প্রচারক। এই জন্য শ্রীনৃসিংহ-উপাসকগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ উপাসনা করিয়া ভক্তমাত্রেরই নৃসিংহ উপাসনার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন।

নাইস পড়াচ পাছে উপর দক্ষিণে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহ মাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

এদিকে নৃসিংহ ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেখানে নৃসিংহ বাহিরে নৃসিংহ আর হৃদয়ে নৃসিংহ এবম্বিধ সেই আদি নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

শ্রীনৃসিংহদেবের ভক্ত-সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে। দক্ষিণ দেশীয় এক ভগবদ্ভক্ত বিপ্র তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে কোন স্থানে এক রাজপুত্রের সহিত মিলিত হন। মিলনাবধি তাঁহাদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল রাজপুত্রও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন এবং প্রতি রাত্রে চারি প্রহরে চারিবার শিবপূজা করিতেন, একদিন হঠাৎ রাজপুত্রের জ্বর হইল। তিনি সেদিন রাত্রে আর শিবপূজা করিতে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে স্বীয় বন্ধুবরকে শিবপূজা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত, তিনি ভগবান ব্যতীত অন্য দেবোপাসনা করিতে ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং বন্ধুর অনুরোধেও তিনি শিবপূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না, অবশেষে রাজপুত্র তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি রাজপুত্রের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বাহ্যে রাজপুত্রের আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন এবং অন্তরে সর্ব্বদা স্বীয় ইষ্টদেবকে ধ্যান করিতে করিতে রাজপুত্র-সহ পূজা-স্থলে উপস্থিত হইয়া নৃসিংহ মন্ত্রে শিবমস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তখন রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ভক্ত বিপ্রের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় শ্রীনৃসিংহদেব শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়া রাজপুত্রকে বিনাশ ও স্বীয় ভক্তকে রক্ষা করিলেন। অদ্যাপি লিঙ্গস্ফোট নৃসিংহ মূর্ত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন।

"শ্রীনৃসিংহ, জয়নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥"

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ

ধাম-প্রচারিণী-সভার

চতুস্ত্রিংশদ্ বার্ষিক অধিবেশন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু আর একজন শুদ্ধগৌরাঙ্গসেবাদির আদর্শ ব্রহ্মচারীর আদর্শ সেবা-প্রচেষ্টার বিবরণ বর্ণন প্রসঙ্গে বলেন, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রেমে কত প্রকারে কর্ম্ম যাইতে পারে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, প্রভু আইন আদালতের দ্বারা শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের স্বার্থরক্ষা করিয়া তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অতঃপর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহাশয় ধানবাদনিবাসী পরমভাগবত স্বধামগত বটুবিলাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হারাইলেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সভার পক্ষ হইতে সমবেদনা জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয় মুর্শিদাবাদ কাঁদির ভূতপূর্ব্ব জমিদার রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী ঘোষ মহাশয়ার পরলোক গমনে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে অনুশোচনা জ্ঞাপন করেন। পরলোকগতা রাজকুমারীর স্বাভাবিক বৈষ্ণবতা ছিল। তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন এবং বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার বিয়োগে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক হারাইলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সভ্য কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের স্বধামপ্রাপ্তিতে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন। শুদ্ধনাম কীর্ত্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল।"

অতঃপর সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ (১) কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের সিনিয়র প্রোফেসর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ মহাশয়ের বহুতর গুণ গ্রামের পরিচয় দিয়া বঙ্গভাষানভিজ্ঞ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়ার কথা কীর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য ইংরাজী ভাষায় সাহায্যে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়া এবং শ্রীহরিনাম চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় যে প্রকারে অক্লান্তভাবে তাঁহার মূল্যবান সময় ও মস্তিষ্ক নিয়োগ করিতেছেন, তাহা বিবৃত করিয়া শ্রীশ্রীধাম প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে 'ভক্তিসুধাকর' এই ভক্তিসূচক নাম প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটী সর্ব্বগৃহীত হয়। (২) কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীপরশুরাম ক্ষেত্রে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রকটভূমি উড়ুপী হইতে আগত মধ্বশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ অনন্তার বিঠ্‌ঠলাচার্য্য, বেদবেদান্তবিদ্যান মহাশয় সুপ্রাচীন প্রাচীন শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থাদি উদ্ধার ও সঙ্কলনকল্পে বঙ্গপ্রদেশে, মঠাদিতে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তিপ্রচারে যেরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার শুদ্ধবেদান্তপ্রচারিণী শাখার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধমতে সভা হইতে 'বেদান্ত-বাচস্পতি' উপাধি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে—বিপুল জয়োল্লাসের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হয়। প্রত্যুত্তরে শ্রীমদ্ অনন্তার বিঠ্‌ঠলাচার্য্য মহোদয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় সহকারে দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলেন, 'বাচস্পতি' শব্দে সরস্বতী-পতি নারায়ণ লক্ষিত হন। প্রকৃতপক্ষে আমার এমন কোন যোগ্যতা নাই যাহার বলে আমি এই প্রকার উপাধিভূষিত হইতে পারি। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের একটী উপাখ্যান বর্ণন করেন। একদা ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার মহামুনি বেদব্যাস একটী ক্ষুদ্র কীটকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দেন। তাহাতে কীটের কোন যোগ্যতাই প্রকাশ পায় নাই ব্যাসদেবেরই মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছিল তদ্রূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটতুল্য আমার উপর যে প্রভূত সম্মানসূচক উপাধি আজ বর্ষণ করা হইতেছে, তাহাতে এই সভার তথা ভগবদ্ভক্তিয় সভাপতি পরমপূজ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের মাহাত্ম্যই প্রচারিত হইবে। আমি পুনঃ পুনঃ আমার অযোগ্যতার কথা জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, আমার মস্তকে আজ যে উপাধি ন্যস্ত হইল, তাহা সম্প্রদায়াচার্য্যবর্য্য শ্রীভগবৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যপাদপদ্মের শ্রীচরণে সমর্পিত হউক। অতঃপর (৩) শ্রীধামবাসী শ্রীযুত ঈশান চন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা নিত্যকাল হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবাপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে 'ভক্তিবিগ্রহ' উপাধি-প্রদান প্রস্তাব শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইলে সমবেত কণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সমুচ্চ জয়ধ্বনির মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মাধবানন্দ গোস্বামী ভক্তিকল্প, ও শ্রীপাদ গিরিধারি দাসাধিকারী প্রভু প্রমুখ গায়কগণ মৃদঙ্গ সুরে কীর্ত্তন গান করিয়া

...য়েত গোমুকমনীষ জয়মনোথ ঘোষাল ...ল মহিলে এবং ইন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ...রাজবির দ্বারা মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সভা ...ভঙ্গ হইবে

(ক্রমশঃ)

শ্রীমায়াপুর-পূর্ণচন্দ্রোদয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একদিন মহাপ্রভু দূর ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল; প্রভু মেঘকে বলিয়া যাইতে আজ্ঞা দেওয়ায় মেঘ তৎক্ষণাৎ অপসারিত হইল। এই কারণে সেই গঙ্গাতট ভূমিকে লোকে মেঘার চর বলিত। একদিন মহাপ্রভু বলদেবাবেশে যমুনাকর্ষণ লীলা প্রকাশ করিয়া 'মধু আন' 'মধু আন' বলিতে লাগিলেন। সেই সময় চন্দ্রশেখর আচার্য্য, বনমালি আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর শ্রীহস্তে স্বর্ণমুষল দর্শন করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নামপ্রচার করিবার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে করতালি সহিত 'হরিনাম' করিতে আজ্ঞা দেন, ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্যের সহিত সংকীর্ত্তন প্রচারিত হইয়া পড়িল। বক্তিয়ার খিলিজীর আগমনের পর নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ফৌজদার চাঁদকাজী পর্য্যন্ত নবদ্বীপে 'হিন্দুয়ানী' অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল, হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে ঘরে মৃদঙ্গ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্ত্তন হইতে থাকিল, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী ইহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্ত্তী জনৈক কীর্ত্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত এবং তাঁহার জাতিভ্রষ্ট করা হইবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া গেলেন। যেখানে চাঁদকাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই ভূখণ্ড তখন হইতেই 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে বিরাজমান রহিয়াছে। নগরবাসি-ভক্ত-সজ্জনগণ এই সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে আরও ... সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া মহাপ্রভু সেইদিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে আহ্বান করিয়া তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনমণ্ডলী বিভাগপূর্ব্বক উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে নবদ্বীপ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে স্বীয় গৃহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিলে মহাপ্রভু লোক দ্বারা কাজীকে বাহিরে আনাইয়া ইসলাম ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর ও স্ব-শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, কাজী প্রভুর সমীপে বলিলেন, যেদিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রেই নরদেহ-সিংহমুখ এক মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষের উপরে লম্ফ প্রদানে আস্ফালনপূর্ব্বক দন্ত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন যে, মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে তিনি কাজীর হৃদয় বিদীর্ণ এবং তাঁহাকে সবংশে বিনাশ করিবেন। কাজী ইহা বর্ণন করিয়া তাঁহার বক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ নখচিহ্ন দেখাইলেন, কাজী আরও বলিলেন যে, সেইদিন তাঁহার এক পেয়াদা -যাহাকে তিনি কীর্ত্তন নিষেধার্থ পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিল যে, হঠাৎ অগ্নি উল্কা কোথা হইতে আসিয়া তাহার মুখে পতিত হওয়ায় তাহার সমস্ত শ্মশ্রুরাজি দগ্ধ এবং মুখে ব্রণ উপস্থিত হইয়াছে। কাজী আরও বলিলেন যে, তাহার পেয়াদা তাহাকে জানাইয়াছিল—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস' 'রামদাস' 'হরিদাস' এই নামপরিচয়ে 'হরি' 'হরি' বলিয়া থাক, 'হরি' 'হরি' শব্দে 'চুরি করি', 'চুরি করি'—এই অর্থ হয়, তাহাতে বোধ হয় অপরের গৃহের ধন চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি' 'হরি' উচ্চারণ কর। যেদিন আমি তাহাদের সহিত এরূপ পরিহাস করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'হরি' 'হরি' বলিতেছে। কাজী আরও জানাইলেন যে, ইহার পর একদল ভক্তগুণ ('পাষণ্ডী') হিন্দু তাঁহার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বলিলেন, 'নিমাই হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে; পূর্ব্বে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজায় রাত্রি জাগরণ ইহা একটা ধর্ম্মের কার্য্য ছিল, উহা নিমাই পণ্ডিত হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন! মৃদঙ্গ করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে সময়ে অসময়ে কীর্ত্তনে তাহাদের কাণে তালা লাগিয়াছে, রাত্রে নিদ্রাদির ব্যাঘাত ও প্রলাপের শান্তি ভঙ্গ হইতেছে। নিমাই নিজের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখন আবার আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছেন, ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেল। নবদ্বীপ উচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্দ্ধা মাত্র বাড়িয়া যাইতেছে, হিন্দুর ধর্ম্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে মনে লইবারই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রচলন করিয়া সমস্ত নবদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করিতেছে। অতএব আপনি যখন আমাদের গ্রামের শাসনকর্ত্তা, তখন ইহার ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করুন। মহাপ্রভু কাজীর মুখে হরিনাম-উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রভু-চরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপে আর সংকীর্ত্তন বাধা প্রাপ্ত না হয়, মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই ভিক্ষা চাহিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, আমার বংশের কেহই কোন দিন কীর্ত্তনে বাধা দিতে পারিবে না, আমি বংশে এই 'তালাক' দিয়া যাইব। অদ্যাপি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে কাজীর বংশধরগণ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা কালে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন না।

এক রাত্রে মহাপ্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাসের একটী পুত্রের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিল। মহাপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণের অর্থাৎ, কীর্ত্তনের রসভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস গৃহের পরিবারবর্গকে শোক প্রকাশ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিলেন। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন চলিল। কীর্ত্তন ভঙ্গের পরে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, এই গৃহে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। এইরূপ বিপদের সংবাদ মহাপ্রভুকে এতক্ষণ না দেওয়ায় প্রভু দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মৃত শিশুকে সম্মুখস্থ করাইয়া তাহার মুখ হইতেই শ্রীবাসগৃহের পরিবারবর্গকে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করাইলেন। মৃত শিশুর মুখে তত্ত্বোপদেশপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পরিবারবর্গের আর কোন শোক রহিল না। প্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন, তোমার যে পুত্র ছিল, সে তোমাকে ছাড়িয়া গেল; আমি ও নিত্যানন্দ—তোমার নিত্য পুত্র, তোমাকে কখনই ছাড়িতে পারিবনা।

শ্রীবাসের গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন যবন দর্জ্জি শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিতেন। দর্জ্জি শ্রদ্ধার সহিত মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে প্রভু সেই ভাগ্যবান্ দর্জ্জিকে নিজস্বরূপ দর্শন করাইলেন। সেই দর্জ্জি 'আমি দেখিনু!' 'আমি দেখিনু!!'—এই বলিয়া প্রেমে পাগল হইয়া নাচিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সৎ কথা।

খণ্ড চেতনময় বদ্ধ জীব ও অখণ্ড চেতন ভগবান এই উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। অচেতন বস্তুর সহিত চেতন বস্তুর সম্মিলন তাৎকালিক, খণ্ড বস্তু অখণ্ড বস্তুর অধীন, সুতরাং অখণ্ড বস্তুর সেবাই খণ্ড চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম,—এই বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জীবমাত্রে ভগবৎসেবায় ব্রতী হইলে তাঁহাদের যাবতীয় ক্লেশ বিদূরিত হয়। ভগবৎসেবা-দ্বারা মুক্ত হইলে জীব সত্যকাম ও সত্যসংকল্প হন, তখন আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল না বলিয়া তাঁহাকে আর ক্রন্দন করিতে হয় না।

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী তাহার রোগনাশের জন্য নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃত ঔষধ কুইনাইন ব্যতীত তা হার রোগ সারে না। সেইরূপ ভবরোগের রোগী তাহার রোগমুক্তির জন্য নানা উপায় সৃষ্টি করে, কিন্তু তাহাতে তাহার রোগ সারে না। ভবরোগের ঔষধ একমাত্র হরিনাম। কুইনাইন খাইতে তিক্ত হইলেও পরম উপকারী, তদ্রূপ হরিনাম, হরিকথা ভবরোগীর নিকট তিক্ত বোধ হইলেও পরমমঙ্গলপ্রদ।

ভবরোগের একমাত্র ঔষধ শ্রীহরিনাম, ইহা মুক্ত, মুমুক্ষু ও অমুক্ত—সর্ব্বাবস্থায় সেব্য। পিত্তাধিক্য বশতঃ জিহ্বায় মিশ্রিও তিক্ত বোধ হয়, আবার মিশ্রিই পিত্তাধিক্য রোগীর একমাত্র ঔষধ। অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনায় শ্রীহরিনাম ভাল লাগে না, কিন্তু হরিনাম উহার একমাত্র ঔষধ। প্রতিদিন আদর করিয়া ঔষধ সেবন করিলে ক্রমে ক্রমে, পিত্তনাশ হইবে এবং যত অবিদ্যা-পিত্ত নাশ হইবে ততই উহা পরম মধুর বলিয়া বোধ হইবে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

সহর নবদ্বীপের অপরপার হুলোর ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির পর্য্যন্ত নদীয়া জেলাবোর্ডের যে রাস্তাটার সংস্কার হইতেছে, সেই রাস্তার মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীয় গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। আজও সেখানে প্রাচীন গঙ্গাগর্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানে সম্প্রতি একটী সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। বর্ষাকালে ঐ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভে গাড়ী যাতায়াত বড়ই দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সাড়া ব্রীজ নির্ম্মাণের অন্যতম কার্য্যকারক পূর্ত্তবিদ্যাপারদর্শী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই সেতু-বন্ধনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুরে উৎসবের যাত্রিগণ এক এক করিয়া অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে অতি অল্পসংখ্যক যাত্রীই আছেন। এবার যেরূপ বিপুল সমারোহে উৎসবাদি হইয়াছে, তাহাতে অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, বৃষ্টির অভাবে নানাপ্রকার স্বাস্থ্যজনিত বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কিন্তু ভগবৎকৃপায় সেরূপ কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই।

(ভারতীয়)

বিগত সরস্বতী পূজার গণ্ডগোলের জন্য সিটি কলেজের ছাত্রগণ গত রবিবারে একটী সভায় সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা সকলে একযোগে কলেজ ত্যাগ করিবেন এবং একযোগে ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিবেন। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার এবং সিণ্ডিকেটের নিকটও সুবিচারের জন্য প্রার্থনা জানাইবেন।

সিরাজগঞ্জ বাজার ডাকঘরে যে ইন্সিওর চুরি হয়, তাহাতে রামচন্দ্র ঘোষ রোস্তমালি প্রভৃতির নিকট নাকি কিছু টাকা পাওয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বগুড়া হিলিতে ৫ই ও ৬ই মার্চ্চ তারিখে যে হিন্দু যুবক সম্মেলন, হিন্দু মহাসম্মিলনী ও গৌরাঙ্গ সম্মিলনীর পৃথক তিন অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

১। শ্রদ্ধানন্দ স্বামীর আত্মার সদগতি, ২। কেশবানন্দের আত্মার সদগতি, ৩। নবাগত হিন্দুধর্ম্ম দীক্ষিতকে আন্তরিক ধন্যবাদ, ৪। হিন্দুধর্ম্ম প্রচার, ৫। লর্ড সিংহের মৃত্যুতে শোক, ৬। সকল শ্রেণীর হিন্দু সাধারণ পূজাস্থানে প্রবেশাধিকার, ৭। পতিতা নারীদিগের হিন্দু সমাজে পুনঃ স্থান দান, ৮। হিন্দু ধর্ম্মের আচারাদি সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় হিলির সভায় আলোচিত হয়।

বিগত শনিবার কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠে সাত স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। মফঃস্বলেও নানা স্থানে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বৃষ্টি না হইলে আর অগ্নির উপশম নাই।

ব্রহ্মের থারওয়াড়ি জেলার আরোও ২৬ সমিতি সপার্ষদগভর্ণরের অনুষ্ঠান আইন-সঙ্গত নহে, ঘোষণা করিয়াছে।

রাই ও ডি জেনেরোর সংবাদে প্রকাশ যে সাণ্টোর দুর্ঘটনায় দুই শতের অধিক লোক মারা গিয়াছে।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ আকবর নামক জনৈক ষড়যন্ত্রের অপরাধিসম্বন্ধে স্বরাষ্ট্রসচিবকে কতিপয় প্রশ্ন করেন। তাহাতে জানা যায় যে জেলকর্ত্তৃপক্ষের সুপারিশ বাতিল হইয়া অপরাধীর বিপরীত ফল ফলিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের শুদ্ধিই প্রধান কারণ। শুদ্ধি ফলে ধ্বংসশীল হিন্দু-সমাজে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে অপর সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস লক্ষ্য করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

নাসিকের নিকট গোদাবরী তীরে মিস্ মিলারের শুদ্ধি হইবে। তাহার ক্রিয়াকাণ্ড গতকল্য সম্পন্ন হইয়াছে। নাসিকে বৃহৎ মণ্ডপে যে শুদ্ধি সভা হইবে, তাহাতে অনেকগুলি য়ুরোপীয়ান টিকিট খরিদ করিয়া প্রবেশ করিতেছেন। এই সকলের চলচ্চিত্র লওয়া হইতেছে।

মিস্ মিলারের বিবাহ-সম্পর্কে ইন্দোরের রাজদরবার উহাকে বেসরকারী কার্য্যের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এই বিবাহে পঞ্চাশ হাজার লোকের নিমন্ত্রণ হইতেছে। এপ্রিল মাসে হইবে।

মাদ্রার ইণ্ডিয়ায় দেখিলাম মিস্ মেয়ো মার্কিণ প্রবাসী যোগী যোগানন্দের বিরোধে বদ্ধবতী হইয়াছেন। তাহাতে অনেকে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণের আশঙ্কা করিতেছেন।

গত শুক্রবার দ্বিপ্রহরে একখানি মোটর গাড়ী ১৭ জন বরযাত্রী লইয়া বারাকপুরে একটা প্রকাণ্ড গাছের সহিত ধাক্কা লাগায়, তাহাতে দুই জনের মৃত্যু ঘটে ও ১০ জন আহত হয়।

বরিশাল খুনী মামলায় দুইজন মুক্তিলাভ করিয়াছে। পাঁচজনের দ্বীপান্তর হইয়াছে।

হিলির ধর্ম্মসভায় মহারাজ মণীন্দ্র যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সকল কথায় আমাদিগের অভিমত নাই। তিনি বলেন, রামানুজাদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ জ্ঞানতৃষ্ণা ও জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন জ্ঞানের প্রচুর উন্নত অবস্থা জ্ঞাপন করে। আজকালকার প্রচারকগণ নিজ বিচার দ্বারা মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া নানা প্রকার কথা বলিয়া ফেলেন। ইহা তাঁহাদের প্রবেশের অভাব বলিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি ত্যাগ ও সেবাধর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিয়া জাতির বহুল উন্নতি করিয়া দিলেন, আর রামানুজাদির সময়ে অবনতি আরম্ভ হইল, একথায় আমাদের সহানুভূতি নাই।

মিরাটে বরফ খানায় বহু বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য একত্র করিয়া তাহার উপর অগ্নিসংযোগে হোলির উৎসব দিনে ভস্মীভূত করা হয়।

মহেশ কাহার নামক একব্যক্তি ৩৮ বার সাজা পাইবার পর পুনরায় গাঁট কাটা অপরাধে ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ পাইয়াছে।

লাহোর ষ্টেশনের বাহিরে প্রায় ৫০০০ লোকে কৃষ্ণবর্ণের পতাকা-হস্তে কমিশন বর্জ্জনের মিছিল করে। কিন্তু ষ্টেশনের মধ্যে ২০০ লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সারজন সাইমনকে মাল্যদান করেন।

[illegible] মিঃ এল. আর জমা ও দাস ছুটিতে যাইবেন, তাঁহার স্থলে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ ডি এবং মেজো কার্য্য করিবেন।

পটুয়াখালীতে এখনও গ্রেপ্তার বন্ধ হয় নাই। বহু সংখ্যক যুবককে পুলিশ ধৃত করিয়াছে। উক্ত সত্যাগ্রহের প্রধান ব্যক্তিগণ বিপন্ন হইলেও তথাপির কার্য্য চলিতেছে।

অগ্নিকাণ্ড

কলিকাতায় গত শনিবারের দিন ৭টি বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগিয়াছিল। বেলা ১-১৯ মিনিটের সময় ধাঁটরার (হাওড়া) নরসিংহ দত্ত লেনের বস্তিতে আগুন লাগে। দমকল অতি অল্প সময়েই সে আগুন নিভাইয়া দেয়।

পৌনে ২টার সময় শালকিয়ার বেনারস রোডে দুইটি খড়ের গাদায় আগুন লাগে। দুইটি দমকল সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত জলবর্ষণ করিয়া আগুন নিভাইতে সক্ষম হয়। বহুদূর হইতেও এই আগুনের শিখা লক্ষ্য হইতেছিল। সমস্ত রাত্রি একটি দমকল সেখানে হাজির থাকে।

অপরাহ্ণ ৪টার পর হাজরা রোডে এক বস্তিতে আগুন লাগে। অল্পক্ষণের মধ্যে দমকল আগুন নিভাইয়া দেয়। পার্ক সার্কাসের কাছে দিলখুশ রোডের আগুনও সহজেই নিভাইয়া দেওয়া হয়। সুকিয়া ষ্ট্রীট এবং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়েও আগুন লাগিয়াছিল।

জেনারাল পোষ্টাফিসের সামনে এক ট্রামগাড়ীতে এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখে একখানি মোটরে, আগুন লাগিয়াছিল। অতি অল্প সময়েই আগুন নিভাইয়া দেওয়া হয়।

লণ্ডনে আফগান-আমীর

গত মঙ্গলবারে আফগানিস্থানের আমীর লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন তজ্জন্য লণ্ডনে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে। আমীর ও তাঁহার পত্নী ক্যালে হইতে সমুদ্রপার হইয়া ডোভারে গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী অমাত্যবর্গসহ উপস্থিত থাকিয়া অভ্যর্থনা করিবেন। সেণ্ট জেমস্ প্যালেসে আমীরকে নাগরিক অভিনন্দন দেওয়া হইবে। ১৯শে মার্চ আমীর মোটর যোগে লণ্ডন হইতে পোর্টস্মাউথে যাইবেন এবং তথা হইতে সাউথ্ ডেভিস লাউদামটনে যাইবেন।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরশমণি

পরশমণি নামক একটি পরম লোভনীয় বস্তুর কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ চোখে দেখিয়াছেন বলিয়া বলেন নাই। চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত বৈদুর্য্য, কোহিনুর কতরকম মণির নাম আমরা শুনিয়াছি, এই সকল মণির কোন না কোনটি বড় বড় ঐশ্বর্য্যশালী লোকদের অধিকারে আছে তাহাও জানি—কিন্তু পরশমণি—বাজার নার ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ ছোট বড় আবাল বৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই শুনিয়াছি—কাব্যে সাহিত্যে গল্পে কথায় যখন তখন আমরা ব্যবহারও করি, সেই বস্তুটী কোথায় আছে আমাদের ন্যায় দরিদ্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ রাজা রাজন্যদিগের মধ্যে এমন কি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাটের গুপ্ত মণিভাণ্ডারেও সযত্নে রক্ষিত আছে কি না তদ্বিষয়ে প্রকাশ্য বা গোপন সংবাদও আমরা কেহ কোনদিন পাই নাই। তবে কি এই বস্তুটীর অস্তিত্ব কেবল শব্দ মাত্রেই পর্য্যবসিত? অথবা ভূগর্ভ বা সমুদ্রগর্ভবিহারী প্রত্নতত্ত্ববিদের শতাব্দীব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার অন্তর্গত? আমরা একটি গানে শুনিয়াছিলাম,—

দেশহিতব্রত এ পরশমণি,
পরশিবে যারে বারেক যখনি,
রাজভয় আর কারাভয় তার
ঘুচিবে তাহারি তখনি জেনো।

তাহা হইলে পরশমণি কি একটী কাল্পনিক বস্তু যাহা কবি বা সাহিত্যিকের প্রয়োজন মত কোন বিশেষ গুণ, ভাব বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের উপর সাময়িক ভাবে আরোপিত হইয়া থাকে? আমরা এই বস্তুটির প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য বহু প্রবীণ সংবাদপত্র-সম্পাদক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, রাজকর্ম্মচারী মণিকার এমন কি অঘটন-ঘটনপটিয়সী মহামহিম গুপ্তচরগণেরও দ্বারস্থ হইয়াছি কিন্তু এযাবৎ কেহই এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ কোন সন্ধান বা আলোক প্রদান করিতে পারেন নাই।

অবশেষে একান্ত হতাশ হইয়া যখন তুষারখণ্ডিত মৃণালের আদুর ফলকে অনুরূপই সাব্যস্ত করার ন্যায় এই বস্তুটিকে অলীক আকাশকুসুমবৎ বা মিথ্যার অঙ্কে স্থান স্থির করিয়া অন্য কোন অন্নজলগ্রহ অন্বেষণায় মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি এমন সময় সহসা দৈবানুগ্রহে কোন প্রবীণ ব্যক্তিমুখে যে উপাদেয় বিবরণটি প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া একাকী উপভোগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। 'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আপনাদিগকেও তাহার অংশ দিতে অভিলাষী হইয়াছি। আশাকরি এবিষয়ে আপনাদের অরুচি লক্ষিত হইবে না।

বাংলা দেশে বর্দ্ধমান জেলায় মানকর নামক গ্রামে শ্রীজীবন মিশ্র নামে এক দরিদ্র বিপ্র বাস করিতেন। বহু চেষ্টায়ও কোন রকমে দুইটী দিকের সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি দেবাদিদেব আশুতোষের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘ তিনটী দিবস-যামিনী অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিবার পর ব্রাহ্মণ ক্লান্তিবশে কিয়ৎকাল তন্দ্রাবিষ্ট হইলে শ্রীমন্মহাদেব স্বপ্নযোগে বিপ্র সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, তোমার অভিপ্রায় কি? ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন, কৃপা করিয়া বিষম দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে আমাকে চিরতরে পরিত্রাণ করুন। জীব-দুঃখ কাতর করুণানিধি ভোলানাথ ব্রাহ্মণের প্রতি অশেষ কৃপা-পরবশ হইয়া চিন্ত্য-মণিময়ী ব্রজভূমিবাসী শ্রীসনাতন গোস্বামীর সন্নিধানে গমন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই প্রকার আদেশ প্রদান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকেতু

পুরাকালে চিত্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু ভার্য্যা ছিল, কিন্তু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা অতীব মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। সন্তানাভাবে অতুল ঐশ্বর্য্য, বয়স, রূপ, বিদ্যা কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। দৈবযোগে একদিন মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা মহর্ষির যথাবিধি সৎকার করিলে মহর্ষি রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দসহকারে আসন গ্রহণ করিলেন, রাজাও মহর্ষিসমীপে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে বিমর্ষ হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন—হে রাজন্! তোমাকে এরূপ বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? রাজ্যে কোন অনিষ্ট উপস্থিত হয় নাই ত? হে রাজন্ তুমি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, তথাপি তোমাকে অভাবগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মনের ভাবটি আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত কর। মহর্ষির বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন,—হে মুনিবর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তপঃপ্রভাবে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি আপনার আদেশে আমি নিজ মনোভাব আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। হে ব্রহ্মন্ ক্ষুধা পিপাসায় পীড়িত ব্যক্তিকে চন্দনাদি সুখপ্রদ বিষয়ও যেমন সুখ প্রদান করিতে পারে না, পুত্রহীন ব্যক্তির পক্ষেও সেইরূপ এই সকল অতুল ঐশ্বর্য্যও সুখদায়ক হয় না। আমার অবস্থাও সেই প্রকার, আমার পুত্র না থাকায় আমি কোন প্রকারেই মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে পরমপূজ্য! যাহাতে আমি পুত্র লাভ করিয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত পুৎ নামক নরক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি তাহার উপায় বিধান করুন। রাজার বাক্যে মহর্ষি অঙ্গিরা ত্বষ্টৃযাগ অনুষ্ঠান করিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃতদ্যুতিকে যজ্ঞাবশেষ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন হে রাজন্! তোমার হর্ষ-শোকপ্রদ একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। অনন্তর মহাদেব বীর্য্য ধারণ করিয়া কৃত্তিকা যেমন কার্ত্তিকেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন কৃতদ্যুতিও তদ্রূপ যজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিয়া চিত্রকেতু হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন। তাহার পর কালপূর্ণ হইলে কৃতদ্যুতি একটী পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা চিত্রকেতু পুত্রের জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দে মগ্ন হইলেন এবং স্নানাদি করিয়া অলঙ্কারাদি ধারণপূর্ব্বক বিপ্রগণের দ্বারা কুমারের আশীর্ব্বাদ-বাণী পাঠ ও জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করাইলেন। তদনন্তর মেঘ যেরূপ অকাতরে বারি বর্ষণ করে, রাজা চিত্রকেতুও তদ্রূপ পুত্রের যশ ধন ও আয়ু বৃদ্ধির নিমিত্ত বহু ধন বিতরণ করিলেন।

দরিদ্র ব্যক্তির কষ্টলব্ধ ধনে যেমন দিন দিন আসক্তি বৃদ্ধি হয় চিত্রকেতুরও তদ্রূপ পুত্রের প্রতি আসক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কৃতদ্যুতি পুত্রবতী হওয়ায় তাঁহার প্রতি রাজার প্রীতি অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা অধিক দেখিয়া কৃতদ্যুতির সপত্নীগণের দ্বেষ উপস্থিত হইল। কৃতদ্যুতির পুত্রসম্পদ্ লাভ হেতু তাহাদের অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাদের কৃতদ্যুতির প্রতি বিদ্বেষভাব এতদূর বৃদ্ধি হইল যে অবশেষে তাহারা কৃতদ্যুতিসন্তানকে বিষ প্রদান করিয়া বিনষ্ট করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। একদিন কৃতদ্যুতি গৃহ মধ্যে অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এমন সময় তাঁহার সপত্নীগণ কৃতদ্যুতির পুত্রকে দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া পান করাইল। কৃতদ্যুতি বা গৃহের অন্য কেহই তাহা জানিতে পারিল না। তাঁহারা বালককে নিদ্রিত মনে করিয়া গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। কিছু সময় এইরূপে অতিবাহিত হইল, পরে কৃতদ্যুতি তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন,—খোকা অনেকক্ষণ হইতে ঘুমাইতেছে তাহাকে জাগরিত কর এবং আমার নিকট লইয়া আইস। দাসী শিশুর নিকট গিয়া তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া কৃতদ্যুতি দ্রুতপদে তৎসন্নিধানে গমন করিয়া পুত্রকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, রাজা চিত্রকেতুও সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতীব বিহ্বল হইলেন এবং অতীব করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মহর্ষি অঙ্গিরা পরমভাগবত দেবর্ষি নারদকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং চিত্রকেতুকে অতীব শোকাতুর দেখিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি যাহার জন্য শোক করিতেছ সে তোমার কে? তুমিই বা ইহার কে? যদি বল সে আমার পুত্র এবং আমি তাহার পিতা, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি তোমাদের এই পিতাপুত্র সম্বন্ধ কি পূর্ব্বে ছিল না, এখন আছে কিংবা পরে থাকিবে? দেখ এই সমগ্র জগৎ নশ্বর, ইহার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ নাই, যাহার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ নাই তাহার জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তদনন্তর মহর্ষি অঙ্গিরা বলিলেন,—হে রাজন্! আমি যখন পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম তখনই তোমাকে পরম জ্ঞান প্রদান করিতাম কিন্তু তোমার পুত্রলাভে অত্যন্ত আসক্তি দেখিয়া তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছিলাম জ্ঞান প্রদান করি নাই, এখন তুমি পুত্রবান্‌গণের দুঃখ স্বয়ং অনুভব করিতেছ, আমাদের ধন জন স্ত্রী পুত্র পরিবারাদিতে আসক্ত তাহাদের পরিণাম এই প্রকার দুঃখময় মাত্র। কেন না ঐ সকল যাবতীয় বস্তু অনিত্য, অনিত্য বস্তুতে আসক্তির পরিণাম দুঃখ বই আর কি হইবে? অতএব তুমি এখন অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জন্য শোক মোহাদি পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব বিচার কর। তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, ভবিষ্যতে কোথায় যাইবে, এই প্রকার শোক-মোহাদি কেন তোমাকে অভিভূত করিতেছে? এই কথা বলিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা চিত্রকেতুর মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে জীবাত্মন! তুমি তোমার শোকাতুর মাতা পিতাকে দর্শন কর। তদুত্তরে মৃত শিশু বলিল,—আমি জীবাত্মা আমি বস্তুতঃ জন্ম মৃত্যু শোক মোহাদির বশীভূত নহি কিন্তু অনাদি কর্ম্মফলে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, কর্ম্ম বশতঃ শোক মোহাদিও ভোগ করিতে

জয়। আমি স্বরূপে জন্ম মৃত্যু রহিত বলিয়া আমার পিতা মাতা নাই। আমি অমুকের পুত্র আমি অমুকের পিতা—জীবের এই প্রকার অভিমান মায়া বশতঃই হইয়া থাকে। এই অভিমানই যাবতীয় দুঃখের মূল। রাজা চিত্রকেতু মৃত পুত্রের মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া শোক মোহাদি পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবর্ষি নারদের উপদেশক্রমে সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠকবর্গ এই উপাখ্যানটী একটী প্রাচীন ইতিহাস মনে করিয়া অবহেলা করিবেন না, ইহা দ্বারা জীবের পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে পরমভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃত পুত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়া কলিহত জীবকে পরম তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন—'জীব কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস ক'রলে ত আর দুঃখ নাই'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। শোক মোহাদি আপনাদের নিকটে আসিতেও ভয় করিবে।

ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যে তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পাণ্ডিত—শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি বলিয়া সম্মান দান করিয়াছিলেন সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাসী সর্ব্বজনমান্য শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া ভয়ে ভয়ে—অতি সন্তর্পণে গুপ্তভাবে প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল ঠাকুর জগদানন্দের হস্তে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণোদ্দেশে যে দুইটি শ্লোকরত্ন উপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রথম শ্লোকটি এই,—

> বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ ভক্তিযোগ
>
> শিক্ষার্থ-মেকঃ পুরুষঃপুরাণঃ।
>
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী
>
> কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ—বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য দয়ার মহাসমুদ্রতুল্য একমাত্র সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলেবরে প্রকট হইয়াছেন; তাঁহার চরণে আমি প্রপন্ন হই।

বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু বিরক্তপ্রধান শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

> মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
>
> যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান॥

এই সকল বাক্যদ্বারা আমরা জানিতে পারি, ভোগ-মূলা পৃথিবীতে যাবতীয় ভোগাবর্ত্ত গ্রহণে বিরত হইয়া ত্যাগের পন্থা বা বৈরাগ্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ লাভের প্রধান উপায়। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি লোকশিক্ষকগণ মোহ-মুদ্গর, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বিষয়াসক্তি পরিহার পূর্ব্বক ত্যাগ-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য বিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্তে নিপতিত ভোগী মানবগণকে শিক্ষা দিতেছেন। অন্যের কি কথা স্বয়ং ভগবান অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রধান লক্ষণ যে বৈরাগ্য তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণেতৃগণ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে অমনোযোগী অজ্ঞগণ প্রাচীনকালের ঋষি মুনিগণও ত্যাগের জলন্ত নিদর্শন ছিলেন, যাবতীয় বিষয়ভোগে বিরত, অনুক্ষণ তপশ্চর্য্যা, সাধারণের হিত-চিন্তা বা ভগবদালোচনায় রত, গভীর অরণ্য বা গিরিগুহাবাসী ফলমূলজলাহারী বা ভিক্ষোপজীবি মানবগণকেই আমরা সাধুপুরুষ বলিয়া জানি। কিন্তু আজকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী একদল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচরণ ভিন্নপ্রকার দেখা যায়। ইঁহারা মৎস্য, মাংস পান, তামাক, চা, চুরুট, তাস পাশা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি কয়েকটী সাধারণ ভোগোপকরণ—বাহ্য ত্যাগ অল্পবুদ্ধিজীবি ব্যক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় ভোগোপকরণ যথা রেল, ষ্টীমার, ইলেক্ট্রিকফ্যান, লাইট, মোটরগাড়ী, সাইকেল ছাপাখানা, সংবাদপত্র, মঠ, মন্দিরের নামে বড় বড় ইষ্টকালয়, জামা, জুতা, ঘড়ি, ছাতা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ দই, সন্দেশ, মালপো, রাবড়ী—হরিসেবার নাম দিয়া নির্বিঘ্নে স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবতা বিরূপ—এ বৈরাগ্য না আর কিছু—ইহাতে গৌর ভগবান কি রূপেই বা প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন?

এই প্রকার প্রশ্ন দূরদর্শনরহিত অবিমৃষ্যকারী হঠাৎ-ভক্ত বা সেকেলে অবিচারকে ধর্ম্ম বলিয়া অনুমানকারি মনোধর্ম্মোত্থ ভোগবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন তখন যেখানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আমাদের ন্যায় মনোধর্ম্মী ভোগবাদীকুলকে ভীষণতম বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার জন্য শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীল গোস্বামি পাদের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার কৃপায় আমরা অবগত হইতে পারি যে, বৈরাগ্য দুই প্রকার, (১) ফল্গু বৈরাগ্য, (২) যুক্ত বৈরাগ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ত্রিবিধ ত্যাগের বিবৃতি কথিত হয়। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তন্মধ্যে রাজস ও তামস ত্যাগ ফল্গু বৈরাগ্যের অন্তর্গত। ইহাদের লক্ষণ নিম্নে বর্ণিত হইল,—

> নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো
>
> নোপপদ্যতে।
>
> মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ
>
> পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ভাবার্থ এই, নিত্যকর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয়। ভ্রমবশতঃ যাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগ তামস ত্যাগ।

> দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ
>
> ত্যজেৎ।
>
> স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং
>
> লভেৎ॥

ভাবার্থ এই, নিত্যকর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ে যিনি তাহা ত্যাগ করেন তাঁহার ত্যাগ রাজস, তিনি ত্যাগফল প্রাপ্ত হন না। এই প্রকার ত্যাগ ফল্গু অর্থাৎ হেয় বা তুচ্ছ।

প্রকৃত ত্যাগ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি—

> ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং
>
> কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
>
> যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ দেহধারী জীবের সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ সম্ভব নয়। যিনি সমস্ত কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমায়াপুর-পূর্ণচন্দ্রোদয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একরাত্রে চন্দ্রশেখর আচার্য্য-রত্নের গৃহে মহাপ্রভু স্বয়ং রুক্মিণীর বেষ ধারণপূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণকে বিভিন্ন ভাব ও বেষ গ্রহণ করাইয়া একটী অপূর্ব্ব লীলায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই মহাপ্রভুর দ্বারা বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথমে অভিনয়ের অবতারণিকা হয়। বর্ত্তমান যুগে বিশ্বের সর্ব্বত্র শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম প্রচারের মূল-কেন্দ্র-স্বরূপ মঠাধিরাজ "শ্রীচৈতন্যমঠ" এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

একদিন মহাপ্রভুর নৃত্যের অবসানে কোন এক ব্রাহ্মণী প্রভুর পাদস্পর্শ করায় লোকশিক্ষক জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু প্রাকৃত সহজিয়াগণকে সতর্ক করিবার জন্য গঙ্গায় প্রবিষ্ট [illegible] মহাপ্রভুকে [illegible] করিলেন।

একদিন বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ [illegible] নিজগৃহে বসিয়া গোপীভাবে [illegible] হৃদয়ে 'গোপী' 'গোপী' [illegible] করিতেছিলেন, [illegible] সেই সময় নিকটে আসিয়া মহাপ্রভুকে বলিল,—আপনি 'কৃষ্ণনাম' গ্রহণ না করিয়া কেন বৃথা 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতেছেন? প্রভু এই কথা শুনিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগা পড়ুয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হইলে গোপীভাবময় প্রভু পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতীজ্ঞানে ঠেঙ্গা মারিবার জন্য ক্রোধভরে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পড়ুয়া পলায়ন করিল। ইহা শুনিয়া কর্ম্মজড়, হরিবিমুখ ব্রাহ্মণগণ মোহবশতঃ মহাপ্রভুকে প্রহারার্থ ষড়যন্ত্র করিল। মহাপ্রভু নবদ্বীপের অধ্যাপক, পড়ুয়া, ধার্ম্মিক, কর্ম্মী, তপস্বী প্রভৃতি দুর্জ্জনগণকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবাপরাধ হইতে মোচন করিবার জন্য প্রাকৃত-সমাজের চক্ষে শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য ও বর্ণাভিমানীর গুরুর তুর্য্যাশ্রম স্বীকার করিবার অভিলাষ করিলেন, অর্থাৎ যদি তিনি সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসীকে সর্ব্বপ্রণম্য জানিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিবেন, ইহাতে নিন্দক ব্রাহ্মণগণেরও শুভবুদ্ধি লাভ হইতে পারিবে। এইরূপ বিচারে মহাপ্রভু তাঁহার চব্বিশ বৎসর-বয়স-প্রকটের শেষে মাঘী শুক্লপক্ষে উত্তরায়ণ সময়ে সংক্রামণ দিবসে রাত্রিশেষে নিদয়ার ঘাটে গঙ্গা সন্তরণ-পূর্ব্বক কাটোয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং কাটোয়াস্থিত শ্রীকেশবভারতীকে কৃপা করিবার ছলে প্রথমে তাঁহার কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে সেই মন্ত্র শ্রবণ ও দণ্ডগ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিলেন। প্রভু কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা অচৈতন্য-বিশ্বের চৈতন্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া শুক্লা সরস্বতী কেশবভারতীর জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে প্রকাশ করাইলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞা মতে চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন সন্ন্যাসের বিধি-যোগ্য কার্য্য সমস্ত সাধন করিলেন। সমস্ত দিন কীর্ত্তন করিতে করিতে বহু ভক্তগণের বিরহ-ক্রন্দন-কলরবের মধ্যে দিবাবসান প্রায় হইলে [illegible] হইল। পর দিবস প্রাতে [illegible] নগরে [illegible] করিতে করিতে [illegible] লাগিলেন।

শ্রীমন্ত কবির জন্ম

শ্রীযুক্ত আনন্দের পাঠকগণকে, প্রচার জানিয়া মোহস্বামী শ্রীমুখযোজী ভক্তির জন্ম-দেহের দিব্যচরিত্রবর্ণন করিতেছেন।

যে দিকে বেদ শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিতধর্মপালনরত, পবিত্রদর্শন পুণ্যাত্মাদিগের নিবাসভূমি, যে দিকে সিদ্ধি-দেবপূজ্য মহাত্মগণ এবং পরমপবিত্র তীর্থনিচয় বর্ত্তমান, যে দিক্ পরমরমণীয়, যে দিকে মুক্তশালী পুরুষগণের আবির্ভাব ভূমি, যে দিকের দিকপাল মহর্ষি অগস্ত্য সেই দক্ষিণ দিকে তাম্রপর্ণী-প্রবাহিতটে কাকুস্থকর নামে প্রসিদ্ধ পরম সমৃদ্ধিশালিনী একটি নগরী ছিল। সেই স্থান অতীব সুরক্ষিত ছিল বলিয়া তথায় কোন প্রকার ভয়ের আশঙ্কা ছিলনা। এই গ্রামে উত্তর পূর্ব্ব মীমাংসায় সুবিশুদ্ধ আচারবান্ ভগবৎপ্রেম বহু ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এখানে মহর্ষি ভরদ্বাজবংশের যশোরূপ মুক্তাফল সদৃশ, স্বাধ্যায়নিরত তৈত্তিরীয় যজুঃ শাখাধ্যায়ী বেদনাচুভট্ট বিপ্রবর বিপ্র ছিলেন। রেণুকা ইহাদের কুলদেবতা ছিল। এই বিপ্রগণ ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর পরিচর্য্যা দ্বারা গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার বরে অসীম প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া ছিলেন। মাতা পিতা ও আচার্য্যসন্নত আচরণ দ্বারা অর্চনীয় এই বিপ্রকুলে ঋষি বেদব্যাসের দ্বিতীয় বিগ্রহ বেদাবতার শ্রীগোবিন্দাচার্য্যানুগৃহীত, আচার্য্য বল্লভ-দীক্ষিতের বংশসম্ভূত যজ্ঞ নারায়ণ দীক্ষিত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাল্য কালেই সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অনন্তর অত্রিগোত্রসম্ভূত, দেবপুরনিবাসী সুবর্ণশর্ম্মার দক্ষিণ বক্তাস্বিদ্বিন্দ্রা নর্ম্মদানাম্নী কন্যাকে লাভ করিয়া অগ্নি সন্নিধানে প্রাজাপত্য-বিধিঅনুসারে তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

এই বিপ্রবর নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুসারে প্রতিদিন অভ্যাগত অতিথিদিগকে পূজা করিতেন। এইরূপে অতিথিসেবা করিতে করিতে একদিন তাহার বিষ্ণুস্বামী নামক দ্রাবিড়দেশীয় পরমভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভাগবতবর বিষ্ণুস্বামী অতিথিধর্ম্মানুসারে যজ্ঞনারায়ণের গৃহে আগত হইলে যজ্ঞনারায়ণ তাঁহাকে যথাসৎকারে অভ্যর্থনা করিয়া পূজা করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুস্বামী কৌতূহলে সুখে উপবেশন করিলে, যজ্ঞনারায়ণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষ্ণুস্বামী তাঁহাকে ভক্তি-

শ্রীগোপাল মন্ত্র শ্রীগোপালের দিব্য তত্ত্বের উপদেশ—এই মন্ত্র দীক্ষিত করিলেন এবং তিনি ভক্তিমার্গ প্রবর্ত্তক ভক্তি-উপাসনা ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও বলিলেন। যজ্ঞনারায়ণ উহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিযোগ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিবেদন করেন, পরে বিষ্ণুস্বামী-বিষ্ণুমঙ্গল-বিল্বমঙ্গলাচার্য্য-আম্নায় পরম্পরাগত শ্রীগোপাল মন্ত্র লাভ করিয়া শ্রৌতস্মার্ত্ত ধর্ম্মের সহিত সপ্রেমে নিজ কুলদেবতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিবর্ষ অগ্নিহোত্র হইতে সোমযাগ পর্য্যন্ত যজ্ঞ প্রভৃতি যাগ করিতেন। কোন সময় তিনি সোম যজ্ঞে অগ্নিতে সোমাহুতিপ্রদানপূর্ব্বক ভজনানন্দে বিহ্বল হইয়া অগ্নিমণ্ডলে ভগবান্ বাসুদেবকে ধ্যান করিতে ছিলেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধাজনিত তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছিল। তিনি ধ্যান করিতেছেন এমন সময় সেইস্থানে প্রসন্নবদনী, পদ্মপলাশলোচন পীতবসন সর্ব্বাঙ্গে শ্রেষ্ঠ অভয় মুদ্রা শোভিত পরমরমণীয় কলেবর ভগবান্ শ্রীযজ্ঞনারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিতে পাইলেন। ভগবানকে দেখিবামাত্র তিনি অনন্ত ব্যাকুল হইয়া পরম আনন্দে প্রণাম পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবৎকর্তৃক কথঞ্চিৎ প্রবুদ্ধ হইয়া উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! নিখিল আগমনিগম আপনার যশঃকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আপনি নিখিল গুণের উদয়স্বরূপ, আপনি দেবতা, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ সকলের নিয়ামক ও অভীষ্ট ফল প্রদাতা, এবং নিজ জনের প্রতি আপনার অনুরাগ স্বাভাবিক বলিয়া আপনার ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির নিকট নিখিল কল্যাণগুণের আকর স্বরূপ স্বকীয় বিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন। আমার প্রতি সেই সকল মহজ্জনগণের কৃপা হইয়াছে, তাই এই দেবযজ্ঞে আপনি অনুগ্রহ করিয়া মাদৃশ ব্যক্তির যজ্ঞ ধূমে ধূসরিত নেত্রের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। লক্ষ্মী-পুত্তি আপনাকে কি উপচার দ্বারা পূজা করিবে? একথা যদিও সত্য তথাপি আপনি ভজনপরায়ণ নিজজনের মানসিক পত্র, পুষ্প, কিশলয়, কুশুম প্রভৃতি অনায়াসলব্ধ দ্রব্যের দ্বারা পূজিত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন অথবা পূজোপহার প্রাপ্ত না হইয়া স্বতঃই ইহার বশীভূত হন। অতএব আপনার প্রতি আমার এই ভাবভাবিত সুন্দর উপচার সমূহও সন্তুষ্ট হইতে পারে।" যজ্ঞনারায়ণ এই কথা বলিয়া ভগবানের পূজা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ সংবাদ

গত ১৩ই মার্চ্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৬টা ১০ মিনিটের সময় কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম একনিষ্ঠ গুরুগৌরাঙ্গ-সেবক শ্রীপাদ সনাতন দাস ব্রহ্মচারী মধ্যমোদেশে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। গত শ্রীধাম পরিক্রমার সময় তাঁহার অতুলনীয় সেবানিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কয়েক মাস অতীত হইল তিনি সংসারের যাবতীয় মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার অকাল নির্ব্বাণে মঠস্থ সেবকবৃন্দ বিরহ বেদনা অনুভব করিতেছেন।

নানা কথা

এবার বাংলাদেশে যেরূপ আমের ফসলের লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহার চারি ভাগের এক ভাগও যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে মানুষ ত দূরের কথা গবাদি পশুদেরও দুই মাসের জন্য অন্য খাদ্যের দরকার হইবে না। মুর্শিদাবাদ জেলা আমের দেশ সেখানে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে আম্র হইলে গরীব লোকেরা কোন মতে এই আম্র খাইয়া কিছু দিন তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে।

স্থানীয় নবদ্বীপ পারঘাটের লোকেদের পারাপারের অসুবিধার কথা পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বহরমপুরের রাধারঘাট নামক ফেরীঘাটে ও এইরূপ অসুবিধার সংবাদ পাওয়া গেল। এই ঘাটে নিয়মিত পারাপারের বন্দোবস্ত নাই এবং রাত্রিতে পারকার্য্য বন্ধ থাকে। ষ্টেশনে যাতায়াতের সময় প্রায় সমস্ত লোকই বাধ্য হইয়া ডিঙ্গি নৌকায় পার হয়। এই জন্য যাত্রীদিগকে পারের নিমিত্ত দ্বিগুণ, তিনগুণ খরচ দিতে হয়। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। অনুপযুক্ত ইজারদারদের বাদ দিয়া উপযুক্তব্যক্তিকে ঘাট বিলি করিলে আর এই সব অসুবিধা হয় না।

বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের আচার্য্য এ, টি, গিদ্বানী প্রেমমহাবিদ্যালয় হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া করাচী মিউনিসিপালিটীর শিক্ষাবিভাগের কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ মহতাপ বিলাত যাইবার জন্য অত্র ইম্পিরিয়াল মেলে বোম্বাই যাত্রা করিবেন।

ক্যাম্বেলহাট রেল ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার বাসায় নিদ্রিত সময় একদল ডাকাত দ্বারা বিশেষভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। পুলিশ অনুসন্ধান চলিতেছে; দুর্বৃত্তেরা এখনও ধরা পড়ে নাই।

ডাঃ শাস্ত্রী ও হরবিলাস সারদার বাল্যবিবাহ বিল হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মাদ্রাজে, হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। এই বিল যাহাতে পাশ না হয় তাহার জন্য হিন্দু মহাসভা একজন প্রতিনিধি লাট ও বড়লাটের সহিত দেখা করিতে পাঠাইবেন।

চট্টগ্রাম ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরপাড়া গ্রামে গত বুধবারে কমরুদ্দি বেপারীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আমজুরালী ও নবাবেশ আলীর মাত্রে মৃত্যু হয়। আমজুরালী পরদিন প্রাতে মারা যায় এবং অপর ব্যক্তি পীড়িত অবস্থায় চাঁদপুরে আছে।

গত রবিবার রাত্রে ফরওয়ার্ডের সম্পাদকীয় বিভাগের দেবেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ২৩ বৎসর কাল সংবাদপত্রের সেবা করিয়াছেন।

কলিকাতা নারী-শিক্ষা-সমিতির বাণী-ভবনের দশজন ছাত্রী সরকারী ট্রেনিং পাশ করিয়া বিভিন্ন স্থানে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা গভর্ণর ই, বি, রেলওয়ের দিনাজপুর রুহিয়াই শাখার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এই রেল লাইনটী ৪৬ মাইল লম্বা। উহা নির্ম্মাণ করিতে দশমাস সময় লাগিয়াছে। শীঘ্রই রুহিয়া শিলিগুড়ি লাইনের জরিপ আরম্ভ হইবে।

ভারত বর্ষের রেল কোম্পানীর একটী তালিকায় জানা যায় এবার সাড়ে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মাল পত্রের প্রয়োজন। হইবে। ইহা ত জানা কথা যে কয়েক মাসের মধ্যেই ইংলণ্ড ও স্কট-লণ্ডে তাহা খরিদের জন্য অর্ডার যাইবে।

লাহোর নেশন্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর আচার্য্য, অধ্যক্ষ গিদ্বানীর স্থানে বৃন্দাবন, প্রেমমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। করাচীর মিউনিসিপ্যালসভা অধ্যাপক গিদ্বানীকে শিক্ষাবিভাগের এডমিনিষ্ট্রেটার নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ব্রেজিলে রাত্রিকালে একটী পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া সণ্টোস্ সহরের অধিবাসীরা নিদ্রিত অবস্থায় চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

গত ১০ই মার্চ্চ রাত্রে বাঙ্গালোর টাউনের জয় মহলে নেপালের রাজ জামাতা শ্রীযুক্ত জয় পৃথ্বী সিংহ বিশ্বভ্রাতৃভাব প্রচারবিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন— সুখ ও ভোগকে ত্যাগেদ্বারা জয় করিলে আমাদের এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবকে আরও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। দীনব্যক্তিও যেন মানুষের নিকট হইতে বিতাড়িত না হয়।

মান্দ্রাজের সেভারয় পাহাড়ের একজন শ্বেতাঙ্গ স্বত্বাধিকারী একটী কুলিকে গুলি করিবার ফলে ৩০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের দুইজন নূতন মন্ত্রীর নাম মিঃ এচ মুথিয়া মুদালিয়র এবং মিঃবি, রামচন্দ্র রেড্ডি।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের দুইটী ছাত্র ইংলিশম্যান টাইমসের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নামে মানহানির অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ গভর্ণর, মন্ত্রী রঙ্গনাথমুদলিয়ার ও আরোগ্য স্বামী মুদালিয়রকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদ কল্পে গত ১২ই মার্চ্চ গোখেল হলে একটী বিরাট প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। কমিশনবর্জ্জনের সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিবার জন্য অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই এই সভায় বক্তৃতা করেন।

মানভূমজেলার জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। চিৎকুণ্ডার শ্রীযুক্ত দীননাথ গড়াই, রাজগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল ও বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যমঠ-সংলগ্ন যাত্রিগণের থাকিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ তিনটী পাকাগৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ভক্তমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে উক্ত দাতৃগণের এই মহৎ দানের আদর্শকে অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। এই উদারহৃদয়-ধর্ম্মপ্রাণ দাতৃগণ-কি প্রকারে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার নোয়াখালী জিলার সন্দ্বীপ মহকুমার এক মুন্সেফ্ কোর্টে ১২০ বৎসর বয়স্ক এক অতি বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বলে "আমার ছয় কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছে কখনও হাকিম দেখি নাই। কবে মরিয়া যাইব তাই হাকিম দেখিতে আসিয়াছি।" একজন লোক হাকিম দেখাইয়া দিলে বৃদ্ধ তাহাকে ভক্তিভরে আভূমি সেলাম করিয়া খুসী হইয়া প্রস্থান করে।

আজ কাল বিদেশী পণ্য বয়কটের আন্দোলন খুব জোর চলিতেছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে দেশের নেতৃবৃন্দ কতকটা সফলকাম হইবেন বলিয়া মনে হয়। বস্ত্র সমস্যায় দেশীয় মিলগুলির স্বত্বাধিকারীরা এই সুযোগে অতিরিক্ত লাভের আশা করিয়া বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি না করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বহরমপুর মিউনিসিপাল কমিশনার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বিরুদ্ধে বহুলোকের স্বাক্ষরিত একটী অভিযোগপূর্ণ দরখাস্ত হওয়ায় স্বীয় পদত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতা বড় বাজার পিরুঠাকুরের লেনে এক বেশ্যালয় হইতে পুলিশ শকুন্তলা ও মঙ্গুনাম্নী দুইটী অল্পবয়স্কা বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে।

গত রবিবার মিনার্ভা থিয়েটারে গণেশ পাণ্ডে নামক এক জুয়াচোর গোপনে মহিলাদিগের বসিবার স্থানে প্রবেশ করিয়া একটি বালিকার গাত্র হইতে গহনা লইয়া পলায়নের সময় ধরা পড়িয়াছে।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের-প্রতিনিধি মিঃ পার্শেল ও মিঃ হল্সওয়ার্থ এবং স্বতন্ত্র শ্রমিকদলের রাজনীতিক বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ফনার ব্রকওয়ে আগামী ১৭ই মার্চ্চ রাজমাক জাহাজে বোম্বাই হইতে বিলাত যাত্রা করিবেন।

কলিকাতায় কিয়দ্দিবসব্যাপী মেথর ধর্ম্মঘটের ফলে আবর্জ্জনাদি পচিয়া অনেকস্থলের বায়ু দূষিত হইয়াছে। ফলে কলিকাতার নানাস্থানে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

কুলির প্রতি সাহেবের অত্যাচার

মানবাঁধো চা বাগানের ম্যানেজার মিঃ গ্রেট কুলিদের হাতে প্রহৃত হইয়াছেন। ব্যাপারটী এইরূপ— গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সাহেব তাহার ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক ভৃত্যকে কি একটা কাজ করিবার হুকুম করে। বালকটী তাহা করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় শ্বেতাঙ্গ প্রভু তাহার বুকের উপর কাঠ চাপাইয়া নির্দ্দয়ভাবে বেত-মারে। অমানুষিক প্রহারের চোটে চাকরটি অজ্ঞান হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়। ছেলেটির এক ভাই ছাড়া আর কেহ নাই। সমস্ত কুলী সাহেবের ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হইয়া ইহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে সঙ্কল্প করে এবং পরের দিন সাহেব যখন ফ্যাক্টরী যাইতেছিল তখন তাহাকে প্রহার করে। কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়া ক্ষিপ্ত কুলিদলের হাত হইতে কোন রকমে সাহেব বাহাদুরকে উদ্ধার করে।

এই ঘটনা এখনও নাকি পুলিশকে জানান হয় নাই। কারণ প্রহৃত ভৃত্যটি এখন হাঁসপাতালে পড়িয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত চিহ্ন বর্ত্তমান।

অগ্নিকাণ্ড

গত ১১ই মার্চ্চ, রাত্রি ৭টার সময় কোন্নগরে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকারের পাট গুদামে আগুন লাগিয়া ৭০০ মণ পাট ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আগুন আর অধিক বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

দোলতলায় কলিস্থান

গত ২৫শে ফাল্গুন রবিবার শান্তিপুর গোপালপুর নামক স্থানে পঞ্চমদোলের সময় হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার কারণ এক জুয়াখেলা লইয়া। দোলতলায় বসিয়াছিল জুয়াখেলার আড্ডা। এক হিন্দু খেলোয়াড়ের সহিত তাহার সমশীল মুসলমানের বচসা হইতে থাকে। তৎকালে অন্য একটী মাতাল মুসলমান আসিয়া নাকি ঐ হিন্দুকে বিনা কারণে প্রহার করে। তাহাতে উভয়ের মধ্যে দাঙ্গা হয়। ৪জন মুসলমান ও ১জন হিন্দু বিষমভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দোলতলায়ও কলির প্রবেশ—ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

মিশরের অবস্থা

মিশরের বর্ত্তমান অবস্থায় লর্ড লয়েড এবং রাজা ফিউদ পরস্পর প্রায় একঘণ্টাকাল পরামর্শ করিয়াছেন। এখনও পরবর্ত্তী প্রধান মন্ত্রী লইয়া গণ্ডগোল চলিতেছে।

বিদ্রোহী ছাত্রগণ আজও [illegible] নাই। ফোর্থ ইয়ারের কর্ত্তৃপক্ষগণ নাকি তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করার জন্য উত্তেজিত হইয়া আরও গোলযোগ বাধাইতে পারে। প্রিন্সিপালের কর্ম্মচারিগণ শান্তি রক্ষার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

সিটি কলেজের ব্যাপার দিনে দিনে আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ নাকি রামমোহন রায় হোষ্টেলের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে পুলিশের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। পুলিশ তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে বলিয়াছে। এই ব্যাপারে ছাত্রগণ আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য ভগবৎসেবা নহে, সে বিদ্যা অবিদ্যা। অবিদ্যাই নানা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

গত সোমবার শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তি রিষড়ায় এক দাঙ্গার ফলে ৬জন হিন্দু ও ২জন মুসলমান জখম হইয়াছে। রিষড়ার পাটকলের হিন্দুগণ দোলোৎসবে যোগদান করিবে বলিয়া মঙ্গলবার কল বন্ধের জন্য ম্যানেজারকে বলে। মুসলমানগণ তাহাতে প্রতিবাদ করায় উভয় দলে এক দাঙ্গা হয়। ২৪ পরগণা ও হাওড়া হইতে সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ আসিয়া ঘটনাস্থলে রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিশেষ গোলমাল নাই।

গত ১৩ই মার্চ্চ নাসীক হইতে ৫ মাইল দূরে গোদাবরী তটে মিস্ মিলারের শুদ্ধি-মণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। শুদ্ধিকার্য্য দর্শনাভিলাষী প্রায় দুই সহস্র দর্শকের সমাবেশ হয়। তন্মধ্যে হিন্দু, শিখ, পার্শী, য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকান ভিন্নপন্থ মহিলা ছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে ৮ ঘটিকার সময় মিস্ মিলার গায়কোয়াড় রাণীর ভগ্নী সাবিত্রী বাই সাহেবা, তারা বাই সাহেবা ও তাঁহার মাতামহীর সহিত রাজকীয় যানারোহণে মণ্ডপে উপস্থিত হন। ২০জন পুরোহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও হোমের পর শুদ্ধিকার্য্য সম্পন্ন করেন এবং মিস্ মিলার হিন্দু বলিয়া গৃহীত হন। মিসেস-শার্ত্ত তাঁহাকে মহারাষ্ট্র মহিলার ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত করেন।

মিস্ মিলার গত মঙ্গলবার রাত্রিতে ইন্দোরের রাজকুমারীগণের সহিত বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ১৭ই মার্চ্চ সেখানে তাঁহার বিবাহ হইবে।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

৫ই চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৪।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ

পূর্ব্বকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় বিপ্রগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে স্বার্থপর হইয়া যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, যখন শাস্ত্রে পশুবধের বিধি আছে, তখন পশুবধকে কখনই অন্যায় বা পাপকর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান কালেও অনেকের ধারণা তদ্রূপ। শাস্ত্রে পশুবধের বিধান আছে সত্য কিন্তু এপ্রকার বিধান কেন হইয়াছে ইহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। প্রথম মুখে দেখা উচিত শাস্ত্রকারগণ নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর ছিলেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতেন, তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রণয়ন জীবের হিতের নিমিত্ত, সুতরাং তাঁহারা যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার বিধান করিয়া কখনই নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেন নাই। এখন দেখা যাউক ঐ প্রকার বিধির তাৎপর্য্য কি? বেদার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মায়াবদ্ধ জীবের স্ত্রীসঙ্গ, মদ্যসেবা, পশুহিংসাদ্বারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার পিপাসা স্বভাবতঃই আছে, সুতরাং ঐসকল প্রবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা নাই, শাস্ত্রে উহাদের ঐসকল প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম স্ত্রীসঙ্গ, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে পশুহনন এবং সুরার আঘ্রাণ বিহিত হইয়াছে। এখন দেখুন, আমাদের স্বাভাবিক হিংসা-প্রবৃত্তি সংকোচ করাই শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু আমাদের পক্ষে শাস্ত্রকারদিগের বচন 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম' হইয়া গেল। আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ করিয়া লইলাম।

ত্রেতাযুগের যুগধর্ম্ম ছিল যজ্ঞ। তৎকালে অশ্বমেধ গোমেধ যজ্ঞ দ্বারা ভগবদারাধনা হইত। ঋষিগণ তৎকালে এতদূর প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে, যজ্ঞপশু হনন করিয়া আবার তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কলিযুগ। এখনকার যুগধর্ম্ম একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন, তাহাতে আবার আমরা ধর্ম্মচ্যুত কদাচারী সামর্থ্যহীন, আমাদের যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, যোগাদির চেষ্টা তথা পূর্ব্ব ঋষিগণের অনুকরণ-চেষ্টা কতদূর সমীচীন তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এইপ্রকার হিংসাধর্ম্মক জীবগণকে তাদৃশ আচরণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবৎ শক্ত্যাবেশাবতার বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তদধস্তনগণ বুদ্ধের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদ-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, বুদ্ধদেব-প্রচারিত উপরি-উক্ত বেদবাক্যটির যথার্থ অর্থ শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গূনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥

অর্থাৎ এই হিংসাময় সংসারে জীবমাত্রেই পরস্পর হিংসাধর্ম্মে অবস্থিত। কালকর্ম্ম গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশুসকল হস্তযুক্ত মানবগণের হিংসার যোগ্য। পদরহিত তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহজ্জীব বাঁচিয়া থাকে। হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও জীবিত থাকিবার উপায় নাই। হিংসাধর্ম্মে অবস্থিত জীবগণ পরস্পর কলহ, মারামারি, কাটাকাটি করিয়াই জীবনটী কাটাইয়া দেয়। কিন্তু হরিসেবায় অবস্থিত হইলেই জীবের হিংসাধর্ম্ম হইতে মুক্তি হয়, অন্য কোন চেষ্টাদ্বারা হিংসা হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। যাঁহারা জৈনদিগের অনুগমনে নিরামিষভোজী অহিংসক বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন, তাঁহারাও বস্তুতঃ হিংসাধর্ম্ম হইতে উদ্ধার পান নাই। ভগবৎসেবাই 'অহিংসা পরম ধর্ম্মের' একমাত্র লক্ষ্য বস্তু।

পরশমণি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রাহ্মণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবিলম্বে ব্রজধামোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বহু আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সুদীর্ঘ পথক্লেশ নীরবে সহ্য করিয়া জীবন বিপ্র অবশেষে বৃন্দাবনে মহাবৈরাগ্যবান নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীল সনাতন গোস্বামীর চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলেন, এবং প্রণত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। শ্রীল সনাতন বলিলেন, আমি বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষামাত্রোপজীবি কৌপীনধারী সন্ন্যাসী। তোমার দারিদ্র্যমোচন হইতে পারে এরূপ অর্থ আমি কোথায় পাইব? একান্ত ভ্রান্তিবশতঃই তুমি আমার নিকট আসিয়াছ, এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষুন্নমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে ভাবিলেন, আমার দুরদৃষ্টবশতঃ স্বয়ং আশুতোষও আমাকে প্রতারিত করিলেন আমার এই নিষ্ফল ব্যর্থ জীবন বহন করিয়া আর ফল কি? অদ্য সকলের অলক্ষ্যে যমুনা-গর্ভে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব। এইরূপ চিন্তাসাগরে ব্রাহ্মণ নিমগ্ন এমন সময় শ্রীল সনাতন গোস্বামীর স্মৃতিপথে কয়েক মাস পূর্ব্বের একটি ঘটনার কথা সহসা উদিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যাত ব্রাহ্মণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া যমুনাতটে কোনস্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মণ, মহাদেব প্রতারণা করেন নাই—আমারই ভ্রম হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন যমুনায় স্নান করিতে গিয়া আমি একটী পরশমণি পাইয়াছিলাম তৎকালে তাহা অনাবশ্যক বোধে যমুনাতটে বালুকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। চল ব্রাহ্মণ, অনুসন্ধান করিয়া সেই বস্তুটি তোমাকে দান করিব। তাহা প্রাপ্ত হইলে তোমার দারিদ্র্যদাবদাহ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে। এই বলিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে যথাস্থানে মণিটী প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা বিপ্রকে প্রদান করিয়া স্ব-স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, বস্তুটি প্রকৃতই পরশমণি বটে। স্পর্শমাত্রে লৌহকেও সুবর্ণে পরিণত করিতে এই মণিটি যথার্থই সক্ষম। ব্রাহ্মণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কল্পনাবলে বহু ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া মনে মনে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সহসা এক নূতন চিন্তা আসিয়া তাঁহার উদ্দাম কল্পনাস্রোতে বাধা দান করিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, জগদ্দুর্লভ যে বস্তুটি প্রাপ্ত হইয়া আমি আজ আনন্দসাগরে ভাসমান, কি আশ্চর্য্য। এই ছিন্নকন্থাধারী ভিক্ষামাত্রোপজীবি তরুতলবাসী সন্ন্যাসী সেই বস্তুটির মাহাত্ম্য সম্যক অবগত থাকিয়াও কিরূপে তাহা লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? কে এ মহাপুরুষ?—পরশমণি যাঁহার কাছে এত তুচ্ছ—এত হেয়!! নদীতীরে বালুকা-মধ্যে প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন অথচ কথাটা স্বচ্ছন্দে বিস্মৃত হইয়াছেন। পরশমণির কল্যাণে পৃথিবীর সাম্রাজ্য সহজেই করতলগত হইতে পারে। কী অদ্ভুত কথা!!—নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী এমন কোন মহারত্নের মালিক যাহার কাছে পৃথিবীর সাম্রাজ্য—স্বর্গরাজ্যের আধিপত্যও নিতান্ত নগণ্য। আমি যদি তাঁহার শরণাগত হই, তিনি কৃপা করিয়া সেই মহারত্নটির সন্ধান আমাকে দিলেও দিতে পারেন। এইরূপ চিন্তায় বিহ্বল হইয়া ব্রাহ্মণ শ্রীসনাতন গোস্বামির শ্রীচরণপ্রান্তে পুনরায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন গোস্বামির প্রশান্ত বদনমণ্ডল কৃষ্ণনামগানে প্রেমানন্দ অত্যুজ্জ্বল। অবসর বুঝিয়া ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া অতীব মিনতি সহকারে নিবেদন করিলেন, প্রভো। যে মহাধনে ধনী হইয়া আপনি পরশমণিকেও লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সেই মহাধনের কিয়দংশ আমাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। ব্রাহ্মণের আর্ত্তি দেখিয়া গোস্বামীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল তিনি কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "যদি প্রকৃতই সেই মহারত্নলাভ করিতে তোমার আগ্রহ জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে যে পরশমণিটি তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ তৎপ্রতি আর কিছুমাত্র আসক্তি না রাখিয়া অবিলম্বে তাহা যমুনার গভীর জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আইস'। ব্রাহ্মণ অবিচলিত চিত্তে আদেশ পালন করিলেন। শ্রীল সনাতন উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সর্ব্ববিধ জাগতিক দুঃখ হইতে চিরতরে পরিত্রাণ পাইলেন।

এই উপাখ্যানটি শ্রবণ করিয়া আমরা কিছু সার সংগ্রহ করিতে পারিলাম কি? জীবন বিপ্র সত্য সত্যই পরশমণি প্রাপ্ত হইয়াও তাহা ত্যাগ করিলেন কেন? প্রকৃতই তিনি তদপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইলেন না ইহা তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের ফল? আমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বিষয়টি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে জীবন বিপ্র প্রকৃত বুদ্ধিমানেরই কার্য্য করিয়াছেন: যেহেতু জীবন জড়জগতের আর্থিক কষ্ট নিবারণ করিতে পারে, জন্মমৃত্যু জরা রোগ শোক ইহকাল বা পরকালের উপর তাহার হাত নাই। পরশমণি কোনও ব্যক্তিবিশেষের অধিকারে যাবজ্জীবন থাকিবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই—দস্যুতস্কর বা অপর বলবান ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোন সময়ে অপহৃত হইতে পারে। সুতরাং তাহা দ্বারা আমাদের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা চিরপ্রসিদ্ধ স্যমন্তকমণির উপাখ্যান স্মরণ করিতে পারি। এই সকল কথা বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াই জীবন বিপ্র নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণযুগলে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। তদ্দ্বারা সাধু-গুরুর কৃপায় তাঁহার স্বরূপোদ্বোধন ক্রমে নিত্য কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত হইয়া পরাশান্তি—পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত সাধুসঙ্গ সুবর্ণপ্রসূ পরশমণি অপেক্ষা লক্ষকোটিগুণে অধিক বরণীয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং
ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ
সাত্ত্বিকো মতঃ॥

অর্থাৎ, যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগ সাত্ত্বিক।

শ্রীল রূপপাদ বলেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল।
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

তাৎপর্য্য এই, সংসারের যাবতীয় বস্তুই শ্রীহরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোক্তা, প্রত্যেক বস্তু তাঁহার ভোগ্য। জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূল প্রতিকূল বিচারে প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া অনুকূল বস্তুসমস্ত দক্ষতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করাই কৃষ্ণদাস জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু মোক্ষকামী জ্ঞানিগণ প্রাপঞ্চিক বা মায়াময় অলীক জ্ঞানে এই সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া যে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন তাহাই ফল্গু বা শুষ্ক বৈরাগ্য।

ফল্গু বৈরাগীর মন সদা শুষ্ক রসহীন।
নাম রূপ গুণ লীলা না হয় সমীচীন॥

যুক্ত বৈরাগ্যের সংজ্ঞা শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।

তাৎপর্য্য, এই সম্বন্ধ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করার নামই যুক্ত বৈরাগ্য। সদ্গুরু কৃপায় জীবের আত্ম-স্বরূপোপলব্ধি ক্রমে যখন—

"মানস দেহ গেহ যা কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে নন্দ কিশোর॥
আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
ধন জন গৃহ দার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী॥

এই প্রকার ভাব স্ব-ভাবে পরিণত হয় তখন অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন কৃত্য থাকেনা।

'যথা যোগ্য'—কথাটির অর্থ বুঝিতে ভুল না হয় তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ ঠাকুর আমাদিগকে নিম্নলিখিত পদ্য দ্বারা সাবধান করিয়া দিয়াছেন।—

যথাযোগ্য এই শব্দ দুটীর মর্ম্মার্থ বুঝেলহ।
কপটার্থ লজ্জা যেন দেহারামী না হ'॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি কর দেহের রক্ষণ॥

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত-গণের চরিত্র আলোচনা করিলে বিষয়টি আমাদের নিকট আরও স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে দ্বিবিধ আচারবান চরিত্রাদর্শ লক্ষ্য করিয়া থাকি। একদিকে ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী অপরদিকে শ্রীবাস আচার্য্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরায় রামানন্দ। সকলেরই অতুলনীয় বৈরাগ্য। ঠাকুর হরিদাস স্বয়ং নির্জ্জন গোফায় বাস করিতেন, দিবারাত্রিতে নিরলস নাম জপ ও কীর্ত্তন করিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে,—

রাত্রিদিন করে যেঁহো নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহ দ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ॥

* * *

অনন্ত রঘুনাথের গুণ কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন॥

আরও দেখিতে পাই—

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি' যায়॥
সিংহ দ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি।
ভিতরেতে দড় ভাত মাজি' যেই পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃক্ষতলে বাস, তাহাও আবার প্রত্যহ একইবৃক্ষের তলদেশে শয়ন করেন না—'এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন' করিয়া নিশাযাপন করেন। 'বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা, কভু মাধুকরী', শুষ্করুটী শুষ্ক ছোলা মাত্র চর্ব্বণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। হাতে করোঁয়া, ছিন্ন কাঁথা বহির্ব্বাস সম্বল। অষ্টপ্রহর 'কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন উল্লাস।' ভোজন শয়নাদিতে চারি দণ্ড কাল মাত্র ব্যয়িত হয় তাহাও কোন কোন দিনে অবসর হয় না।

অন্যদিকে শ্রীবাস আচার্য্যের গার্হস্থ্য-লীলাভিনয়ের মধ্যে শ্রীভগবানের অনন্য ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহনের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শ্রীবাস বহু-পরিবারযুক্ত, অথচ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কাহারও দ্বারস্থ হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা কোন না কোন রকমে মিলিবেই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—তিন উপবাস দিয়াও যদি অন্ন না পাওয়া যায় তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া গঙ্গা গর্ভে প্রবেশ করিবেন তথাপি কাহারও বাড়ী ভিক্ষা করিতে যাইবেন না। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মীদেবী কোন দিন যদি ভিক্ষা করিতে পারেন শ্রীবাসের ঘরে কোনদিন দারিদ্র্য উপস্থিত হইবে না। গীতার প্রতিজ্ঞা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন,

"যে যে জনে চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে',নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥"

(ক্রমশঃ)

বল্লভ দিগ্বিজয়

অনন্তর ভক্তাগ্রপ্রচবিগ্রহ প্রেমাতিশয্যে ভগবান্ বিনয়াবনত ইঁহার পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বরগ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু যজ্ঞনারায়ণজী কৃপা লাভ করিয়া যাবতীয় ইতর বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন সুতরাং তিনি যখন কোন বরই প্রার্থনা করিলেন না তখন ভগবান্ নিজেই বলিলেন—"তোমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে, তোমার নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়া শত সোম যাগান্তে সদ্ধর্ম্ম রক্ষণার্থ তোমার বংশে আমি অবতীর্ণ হইব। ভগবান্ প্রীতি পূর্ব্বক এই বর প্রদান করিয়া সেই অগ্নিমণ্ডলে অন্তর্হিত হইলেন। এই সকল কথা ঐ মহাত্মাই নিজকৃত সৎক্রিয়া নামক গ্রন্থের শেষে লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইয়াছে।

মন্ত্র, ঋত্বিগ্, যজমান দেবতা কাল এবং যজ্ঞফল যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচিত অর্থাৎ মন্ত্র যজ্ঞাদি যাঁহার অবয়ব সেই ভগবান্ শ্রীহরি এই যজ্ঞে আমার নেত্র-গোচর হইয়াছেন। এই যজ্ঞে কেবল ভোগী কর্ম্মচারিগণের প্রীত্যর্থে আমি তাঁহার পাদপদ্মযুগলে এই নিজ গ্রন্থের ব্যাখ্যা, কলা, আত্মার আত্মস্বরূপ সমর্পণ করিতেছি।

এই যজ্ঞ নারায়ণের গঙ্গাধর সোমযাজী নামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল যত উদার গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র দৃষ্টিতে তিনি ত্রিনয়ন ছিলেন। ভক্তিভাবে পূজিত শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রক্ষালন জল, অতীব প্রণয়াসক্ত অন্তঃকরণ এবং পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ তাঁহার কলেবরকে পবিত্র করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

ধামবাসীর প্রতি

যেস্থানে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ, সেই নবদ্বীপ-ধাম প্রপঞ্চান্তর্গত সাধারণ জীবভোগ্য প্রাকৃত স্থানের ন্যায় নহে, তাহা নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত অভিন্ন শ্রীধাম বৃন্দাবন। চিন্ময়প্রতীতিবিশিষ্ট ধামতত্ত্ববিৎ ভজনবিজ্ঞ মহাজনগণই সেই ধামের প্রত্যেক রজঃ-কণার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া সেই ধামবক্ষে গড়াগড়ি দেন আর 'হা গৌর! হা নিত্যানন্দ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। তাঁহাদের সেই কাতর ক্রন্দনে অত্যন্ত পাষাণ প্রকৃতির ব্যক্তিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। কিন্তু হায়! পাষাণ হইতেও কত শত সহস্রগুণেও কঠিন হৃদয় আমাদের যে, সেই চিন্ময়ধামের অধিবাসী 'নদিয়াবাসী' বলিয়া গর্ব্ব করি আমরা, তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে আমাদের কঠিন হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না—বরং তাঁহাদের সেই অপ্রাকৃত বিকারোত্থ প্রেমচেষ্টা আমাদের হাস্যরসোদ্দীপকই হইয়া থাকে! ধন্য ধামে বাস আমাদের! ধামতত্ত্ব না জানিয়া—ধামবাসীর চরণে অপরাধ করিয়া আমরা দিনে দিনে যে কি ভয়াবহ নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। মহাজনগণ মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নাম-সঙ্কীর্ত্তনবন্যায় ভাসমান নদীয়ার সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণ আর বর্ত্তমান নদীয়া-বাসিবৃন্দ—নদীয়ার কলঙ্ক আমাদের দুরবস্থা দর্শন ও চিন্তা করিয়া কতই না ক্রন্দন করিতেছেন। হৃদয়হীন, বধিরপ্রায়, গ্রাম্যচিন্তানিরত, অর্থপিশাচ, কৃষ্ণসম্বন্ধশূন্য পরশ্রীকাতর হতভাগ্য আমাদের হৃদয়ে তাঁহাদের কাতরবাণী একটুও কি বাজিবে না?

একদিন হরিকীর্ত্তনবিরোধী মায়াবাদী, কুতার্কিক, পড়ুয়া পাষণ্ডিগণ এ কীর্ত্তনে বিরোধ উত্থাপন করিতে গিয়া, লোকে নিজেরাই সেই কীর্ত্তনানন্দে আত্মহারা

হইয়াছিল, বৃক্ষ-গুল্ম-লতা পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ করিয়া আসমুদ্রহিমাচল একদিন যে সঙ্কীর্ত্তনবন্যায় ভাসমান হইয়াছিল, যে কীর্ত্তনে গৌরসুন্দর উত্তম-অধম, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সকলেরই বর্ণ এবং আশ্রম-নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনে আজ নদীয়াবাসী আমাদের উৎসাহ নাই—সকলেই দেহ-মনের ধর্ম্মে ব্যস্ত—কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যের দুর্নিদেশপালনে নিযুক্ত, কৃষ্ণ ও কাষ্ণকথা কীর্ত্তনচেষ্টার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ও কাষ্ণ ভোগেবত—ধামবাসের নাম করিয়া ধামভোগে ব্যাপৃত। ধিক্ শতধিক্ আমাদের ধামবাসে!

মহাজনগণ যে ধামের শ্বপচগণকে পর্য্যন্ত শ্বপচবুদ্ধি না করিয়া চিন্ময়ধামের অধিবাসিজ্ঞানে সম্মান প্রদান করেন—তাঁহাদিগের গৃহে যাজ্ঞা করিয়া মাধুকরী গ্রহণ করেন—যে ধামের বৃক্ষলতাগুল্মকেও উদ্ধবাদিভক্তজ্ঞানে প্রণামদণ্ডবৎ করেন—যে ধামের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত পরস্পর বৈরভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের দর্শনে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিযুক্ত, সেই ধামের অধিবাসিরূপে আমরা সর্ব্বক্ষণ মাৎসর্য্যবশে একে অন্যের সুখ সহ্য করিতে পারি না—অসত্যকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি—নিজেরা সত্যসেবা না করিয়া আত্মঘাতী হইতেছি এবং সেই সঙ্গে অপরকেও সত্যবিমুখ করিয়া ভীষণ হিংস্র পশুধর্ম্মে লিপ্ত হইতেছি।

জানিনা, আমাদের জীবন-যবনিকার অন্তরালে অথবা এই জীবদ্দশাতেই কি ভীষণ শোচনীয় পরিণাম অপেক্ষা করিতেছে! মহাজনপন্থার উল্লঙ্ঘন যে কি মহা অনর্থের শ্রেণী, তাহা মনুষ্যের কল্পনারও অতীত। তবে একমাত্র উপায়, আমরা যদি কপটতা ছাড়িয়া এখনও সরলভাবে নিত্যানন্দ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করি এবং আমাদের সমুদয় কৃতাপরাধ উল্লেখ পূর্ব্বক 'পুনরায় করিব না' বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই দয়ার-ঠাকুর নিত্যানন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার অভয় পাদপদ্মে টানিয়া লইবেন, নতুবা চিরানর্থসাগরে মজ্জমান হইয়া আমরা চিরতরে আত্মবিনাশ সাধন করিব। সাধু সাবধান!

নানা কথা

ডাক্তার কাইকুলি শঙ্করাচার্য্য যিনি সম্প্রতি মিস্মিলারকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন, তিনি বলেন খৃষ্ট জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে হিলিওডোরা নামক জনৈক গ্রীক্ দেশীয় ভদ্রলোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনাকে ভক্ত নামে অভিহিত করেন। ইনি গরুড়ধ্বজের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভক্ত ত্রিদণ্ডী বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের জনৈক সন্ন্যাসীর শিষ্য ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। যে সকল অর্ব্বাচীন ইতিহাসের খবর না রাখিয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকাশ বলেন, তাঁহাদের ইহাতে একটু বিস্ময় উৎপন্ন হইতে পারে। যেকালে সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসার বর্দ্ধনে ব্যস্ত ছিলেন, তাহার আড়াই-শত বৎসর পরে যখন জেরুসালেমের নায়ক জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের পূর্ব্বস্মৃতি ভক্তিযোগ-প্রভাবে লাভ করিয়া তাহার অধস্তনগণের দ্বারাই ঐ সকল কথার কতকটা বিকৃত ব্যাপার পাশ্চাত্যদেশে প্রচারের সুযোগ দিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠ হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, আগামী কার্ত্তিক-মাসের পূর্ব্বেই তথায় শ্রীব্যাস গৌড়ীয়-মঠের গৃহ নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। তথাকার অধিবাসিগণ সকলেই অতি সত্বরেই মঠের গৃহ নির্ম্মিত হয়, সেবিষয়ে উদ্‌গ্রীব ও উৎসাহান্বিত আছেন। যাহাতে থানেশ্বরবাসীর অভিলাষ অতি সত্বরেই পূরণ হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আনুষ্ঠানিক সদস্যগণ বিশেষ যত্ন করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রহ্মসরের নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চস্থান গুজরওয়ালা মহান্তের আছে। সেই স্থান তিনি শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের কার্য্যে দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের আর একজন সর্দ্দার সাহেব গীতাভবনের সন্নিহিত ভূমি দিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। ঋষিকুলের জন্য একটী ভূমিও। দিল্লীর জনৈক সহৃদয় প্রবাসী একপক্ষকাল পরে আসিয়া মঠের জন্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সুতরাং যাহাতে শীঘ্র তথায় মঠ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। সন্নিহিত সরে একদিন গোপীগণ বিপ্রলম্ভ লীলার প্রাকট্য সাধন করিয়াছেন এবং তদনুসরণে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচল বাস-কালে সেই লীলার পুনরভিব্যক্তি করিয়াছেন পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে।

গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সুপ্রসিদ্ধ দেশনায়ক শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য দিল্লী হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন। পত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গৌড়ীয়মঠের যে সকল কাগজ আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ভগবদ্ভক্তি প্রসারের জন্য আপনারা যে আনুষ্ঠানিক প্রারম্ভ করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমি পরম সন্তুষ্ট। আপনাদের অভিলাষ অচিরেই পূর্ণতা লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

ভবদীয় বিশ্বস্ত
শ্রীমদনমোহন মালব্য

গত ১২ই মার্চ্চ তারিখে প্রত্যূষে রেঙ্গুণ কোটাটাঙ্গে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। অগ্নির প্রকোপে দুইটী করাতী কারখানা, একটী এঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ও ৪ খানা বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। একখানি বাড়ীর কতক অংশ রক্ষা পাইয়াছে। দেড়লক্ষ টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বগুড়া, ১১ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ আল্‌তাফান্নেসা পার্কে শ্রীযুত বৈদ্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে হিন্দু ও মুসলমানগণ সমবেত হইয়া এক সভা করেন। সভায় বৃটিশপণ্য-দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

পারস্য দেশের সিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত নেবাগুান নামক স্থানে, দুইবার ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাহাতে সহস্র গৃহের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রমজানের সময় অনেকেই রাত্রি জাগরণ করিয়াছিল। এজন্য বেশীলোকের মৃত্যু হয় নাই। মাত্র ৪জন মৃত্যুমুখে পতিত ও ১জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। অধিবাসিগণ ভয়ত্রস্ত হইয়া এখন সহরের বাহিরে অবস্থান করিতেছে।

মজঃফরপুর ৮ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদে ছয়টী শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ আসিয়াছে। কল্যাণীতে এক পরিবারের তিনটী বালক খেলা করিতেছিল। তাহারা বালবুদ্ধিক্রমে নিজদিগকে একটা করাতের গুঁড়া পরিপূর্ণ কাঠের বাক্সের মধ্যে রুদ্ধ করে। ঘটনা এই যে, বালকত্রয়ের মধ্যে একজন পূর্ব্ব হইতেই একটা দীপ-শলাকার কাঠি জ্বালিয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বাক্সটী দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একটী বালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আর দুইটাকে হাসপাতালে পাঠান হয় এবং হাসপাতালেই তাহাদের মৃত্যু হয়।

চতুর্থ মৃত্যুটী একটী বিল্ডিংয়ের ছাত হইতে পড়িয়া, পঞ্চমটী মোটরচাপায় এবং ষষ্ঠটী বজ্রাঘাতে সংঘটিত হয়।

গত মঙ্গলবার প্রাতে রক্তরঞ্জিত একখানি কুক্‌রী হস্তে পার্কষ্ট্রীট দিয়া একজন নেপালি ছুটিয়া যাইতেছিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটী নেপালি ছুটিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে অজস্র ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। তাহাদের দৌড় দেখিয়া শীঘ্রই একটা জনতা হইয়া উঠিল। কুক্‌রী হস্তে নেপালিটী ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের মোড়ে যাইতে যাইতেই বিট কনষ্টেবল দ্বারা ধৃত হইল এবং আহত নেপালিটী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরিত হইল। পুলিশ অনুসন্ধানে জানিয়াছে, আহত ব্যক্তিটীর নাম সপ্তবীর পার্কষ্ট্রীটের কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর দরোয়ান। আর আঘাতকারীর নাম জঙ্গা বাহাদুর সিং। উভয়ের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়া কলহ চলিতেছিল। ঘটনার দিন জঙ্গা বাহাদুর অনেক কষ্টে সপ্তবীরের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাহার নিদ্রিতাবস্থায়ই যাহাতে আঘাত করে। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

গত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে সরকার পক্ষ হইতে সাইমন কমিশনের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য যে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মতিলাল বলেন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিষদ কমিশন নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া কমিশন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানাইয়াছেন। কমিশনের প্রতি অনাস্থাপ্রকাশ করার পর আবার পরিষদকে কমিশনের ব্যয়ভার বহন করিতে বলার কোন অর্থ হয় না। পরিষদের সম্মান রক্ষার জন্য এ ব্যয় নামঞ্জুর করা সকলেরই উচিত। কয়েক জন সদস্যের পক্ষে ৬৬ ও বিপক্ষে ৫৯জন ভোট দেওয়ায় পণ্ডিত মতিলালের ব্যয় নামঞ্জুরের প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে। ভোটের ফল শুনিয়া সভায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিয়াছিল।

কলিকাতা বড়বাজারের প্রসিদ্ধ লৌহব্যবসায়ী শ্রীতুলসীদাস কুমার তাহার স্বগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার সুলতানপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বোর্ডিং হাউস, দেবীপুর ষ্টেশন হইতে রাস্তা প্রভৃতি বাবদে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

রাজবন্দী ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে আগামী ২১শে মার্চ্চ ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। তৎসঙ্গে অন্যান্য নৃত্যগীতেরও বন্দোবস্ত থাকিবে।

আগামী ২৫শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় এম্পায়ার থিয়েটারে কতিপয় শিক্ষিতা মহিলা 'গীতা' অভিনয় করিবেন। টিকিট বিক্রয়ের টাকায় নারী শিক্ষালয়ের জন্য একখানি 'বাস' খরিদ করিয়া দেওয়া হইবে।

আগামী ১০ই ও ১১ই চৈত্র মেদিনীপুর শাখা সাহিত্য পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ডাঃ নারণ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হইয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদগৃহে সার বেসিল ব্ল্যাকেটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'হিন্দুস্থান টাইমসের' প্রতিনিধি শুটকেশ ছুড়িয়া মারিয়াছিল। বিচারে আসামীর প্রতি ২ শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত ৪ঠা মার্চ্চ সেখ মজিল নামে এক জন দাঁড়ি সার্জ্জেণ্ট বানিয়ান কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া নদীর জলে লাফাইয়া পড়ে। তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গত ১৩ই মার্চ্চ করোণার আদালতে মিঃ ডি, স্লুইনহো জুরীসহ ইহার বিচার করিয়াছেন। ডাক্তার ও মাঝিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার পর জুরীগণ এই মর্ম্মে রায় দিয়াছেন যে দৈবক্রমে জলমগ্ন হওয়ায় মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে।

আগামী ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল মৈমনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

নাসিক হইতে ৫মাইল দূরে গোদাবরী নদীতীরস্থ গঙ্গাপুর নামকস্থানে গত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে করবীরপীঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য মিস মিলারকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃই নাকি তিনি হিন্দুধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা ছিল এবং তিনি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে হিন্দুদর্শন রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম হইয়াছে শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা দেবী।

মাদ্রাজের নবনিযুক্ত আইন-সচিব শ্রীযুত ভেঙ্কাটারাম শাস্ত্রী তাঁহার নিকট হইতে পূর্ত্তশ বিভাগ হস্তান্তরিত করায় প্রতিবাদ কল্পে গভর্ণরের নিকট তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনে এক বিবাহবিভ্রাট ঘটিয়া গিয়াছে। একটী কুমারীর সহিত এক ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থির হয়। ঐ ব্যক্তির উভয় হস্ত খঞ্জ ছিল। কন্যার পিতা খঞ্জের চতুরতায় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কন্যা সম্প্রদানের সময় প্রচলিত প্রথানুসারে কন্যার পিতা ভাবী জামাতার হস্তে একটী নারিকেল দান দিতে যান জামাতা নারিকেল লইতে চান না দেখিয়া কন্যার পিতা সন্দিহান হইয়া যেমন গাত্রাবরণ উন্মোচন করিলেন আর অমনিই সব প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যার পিতা অপর এক যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। খঞ্জব্যক্তি নাকি কন্যার পিতার বিরুদ্ধে এক মামলা উপস্থিত করিয়াছে।

বর্দ্ধমানে একদল ডাকাইত যাইতেছে সংবাদ পাইয়া সি,আই,ডি বিভাগের কর্ম্মচারিগণ গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে হাওড়া ষ্টেসনের ১০নং প্লাটফরমে ৮৭নং আপ বর্দ্ধমান লোকাল ট্রেণ হইতে ৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। তাহাদের মধ্যে ৩জন মাড়োয়ারী। উহাদের নিকট কুকরী ও ছোরা পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গীয় কলেজ এবং ইউনিভারসিটি শিক্ষক সম্মিলনী সভা এতদিন স্থগিত ছিল। আগামী ২৩ এবং ২৪শে মার্চ্চ তারিখে বরিশালে ঐ সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

গত ৩রা তারিখের হরতালের আবেদন পত্রে যে সকল হিন্দু ও মুসলমান নেতা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের নামে অপরাধ অপ্রমাণ করিবার জন্য নোটীশ দিয়াছেন। হিন্দুরঞ্জিকা নামক বাংলা সাপ্তাহিকের বিরুদ্ধেও কমিশনের সমালোচনা করায় জন্য নালিশ করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

নোয়াখালীর প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত আইচ তাঁহার জন্মভূমি চৌপল্লীরমধ্যে ইংরাজী ও বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী বিদ্যালয়টি তাঁহার পিতার নামে এবং বালিকাবিদ্যালয়টি তাঁহার মাতার নামে নামকরণ করিতে চান।

গত ১২ মার্চ্চ তারিখে ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়ের সভাপতিত্বে কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ১২জন ছাত্র চরকাচালন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল।

হায়দ্রাবাদ রোড়ী নগরীর দামোদর নামক একজন বিশিষ্ট শেঠ আজ প্রায় বিশ দিন হইল নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। পুলিশ তদন্ত করিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইতেছেন না। তজ্জন্য নাগরিকগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন।

গত ১১ই মার্চ্চ তারিখে বেলিয়াঘাটায় সরোজ নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতির এক নূতন শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯২৬ সালের ৩১শে আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বরিশাল পুটিয়াখালীতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। প্রায় ১৯ মাস অতীত হইতে চলিল আন্দোলন সমভাবেই চলিতেছে। দুই হাজারের উপর হিন্দু যুবক কারাবরণ করিয়াছে। হিন্দুরা অন্যূন বিশ হাজার টাকা পিউনিটিভ ট্যাক্স দিয়াছে।

সত্যাগ্রহীনেতা সতীন্দ্র নাথ সেনের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় মামলা চালানো হইয়াছিল। হাইকোর্ট আদেশ দেন, তাঁহাকে আড়াই শত টাকার করিয়া দুইটি জামীন দিতে হইবে নতুবা এক বৎসরের নিমিত্ত জেলে যাইতে হইবে। সতীন বাবু সহকর্ম্মিগণের পরামর্শ মতে জামিন দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া জামিন দিয়াছিলেন তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে কেন চালান দিয়াছেন জানা যায় নাই।

গত ১৪ই মে লাহোর দাঙ্গার সময় পূরণচাঁদ নামক একব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য কালা নামক একব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়া নিম্ন আদালতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হয়। আপীলে হাইকোর্ট আসামীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তন

আজকাল বঙ্গদেশের প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই কোন না কোন ব্যারামে ভুগিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য। যতই কষ্ট হউক না কেন গরীবদের পক্ষে তাহার সেই চিকিৎসক ও পানীয় জলহীন ম্যালেরিয়াদি রোগপূর্ণ স্থানে থাকিতেই হইবে,—সে অর্থ কোথায় পাইবে যে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া দুদিন থাকিয়া আসিবে? পেটে দুবেলা দুটী খেতেই তাহাদের কুলায় না। ধনী সম্প্রদায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নানাস্থানে স্বাস্থ্য লাভের আশায় গিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা স্বাস্থ্য লাভের জন্য এমন স্থানে গিয়া পৌঁছেন যে তথায় তাঁহাদের স্বাস্থ্য লাভ ত দূরের কথা বরং উল্টো উৎপত্তিই হইয়া থাকে? যেমন পেটের পীড়া বিশিষ্ট রোগী পুরীতে গিয়া তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইলেই সেই স্থানের নিন্দা করেন। কিন্তু ইহা প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই জানেন না যে পেটের অসুখের পক্ষে পুরী আদৌ উপকারী নহে। পুরীতে বায়ু পরিবর্ত্তনে বাতব্যাধি, হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। পুরী যাইবার পথে কটকের পরের ষ্টেসন ভুবনেশ্বরে আজকাল অনেকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতেছেন। নিকটবর্ত্তী যতগুলি স্বাস্থ্যকর স্থান আছে তারমধ্যে ভুবনেশ্বর যে সব চেয়ে ভাল উহা যাহারা সেখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। তবে ওখানে বাড়ীর সংখ্যা অল্প। অনেক সময় বাড়ী খালি না পাইয়া অনেককে ওখানে গিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণে ওখানকার কোনও পরিচিত লোককে অথবা স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারকে লিখিয়া বাড়ী স্থির করিয়া গেলে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। অনেক স্থানীয় অভিজ্ঞতাহীন নূতন ব্যক্তি ওখানে গিয়া বিন্দু সরোবরের উপরে বাড়ী ভাড়া করেন। বিন্দু সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর অতএব অন্যত্র বাড়ী পাইলে ওখানকার বাড়ী লওয়া উচিত নহে। ওখানে গিয়া যাহাদের কোষ্ঠ কাঠিন্য তাঁহারা কেদার কুণ্ডের জল ব্যবহার করিবেন এবং যাহাদের আমাশয়াদি পেটের পীড়া আছে তাঁহারা রামকৃষ্ণ মঠের জল ব্যবহার করিবেন। রোগী ওখানে গিয়া খুব ক্ষিদে হইলেও যেন খাওয়ার বিষয়ে অত্যাচার না করেন। আমাদের অভিজ্ঞতার ফলটী সাধারণকে জানাইয়া দিলাম ইহাতে অনেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

[illegible] জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৪।

নিবেদন

[illegible] যিনি প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহার কথা প্রকাশ করাই নদীয়া-প্রকাশের উদ্দেশ্য। নদীয়া প্রকাশের কথা—কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ। হরি কথা কীর্ত্তন ও বিষয় কথা কীর্ত্তন এই দুইটার মধ্যে বহু পার্থক্য নাই। যদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধিত হয় তাহা বিষয় কথার কীর্ত্তন। ইন্দ্রিয় তোষণের বস্তুই বিষয় সুতরাং ইন্দ্রিয়তোষণ প্রবৃত্তি লইয়া যে হরিনাম কীর্ত্তন তাহাও বিষয় কথার কীর্ত্তন। আর যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ হয় তাহাই শ্রীহরি কথার কীর্ত্তন। কৃষ্ণতোষণ প্রবৃত্তির সহিত বিষয় কথার কীর্ত্তন ও হরি কথা কীর্ত্তন।

বিষয় কথার কীর্ত্তন আমাদের দেহ ও মনের ক্ষণিক সুখ উদয় করায় আর হরি কথার কীর্ত্তনে আত্মা সুপ্রসন্ন হন। পিত্তদূষিত রসনায় যেমন মিছ্রি ভাল লাগে না তদ্রূপ প্রথম মুখে আমাদের নদীয়া প্রকাশের কথা ভাল না লাগিতে পারে কিন্তু যদি আমরা প্রতিদিন নদীয়া-প্রকাশের অমৃতময়ী বাণী আদরপূর্ব্বক সেবন করি তাহা হইলে আমাদের নিকট এই নদীয়া-প্রকাশের বাণী ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগিবে না। বিষয় কথার নিত্য নূতন রস কতদিন ভাল লাগে? যতদিন না আমরা তদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট রস আস্বাদন করিতে না পাই পূর্ব্বমহাজনগণ এই হরি কথাকে মধুচক্র বলিয়াছেন। বার বার যত আস্বাদন করিবেন ততই ইহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পরিশেষে নিবেদন যে জড় দেহ এবং মনের সুখ সাধন নিমিত্ত যেমন আমরা জড়জগতের নানাবিধ বিষয় কথার আলোচনা করি তেমনই আত্মপ্রসাদ লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করা উচিত, তাহা না হইলে আমরা প্রকৃত সুখ আস্বাদনে বঞ্চিত হইব।

অমৃতের সন্ধান

[illegible] ধর্ম্মজগতে তিন প্রকারের লোক দেখা যায়—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। [illegible] অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-পরায়ণ, [illegible] নৈতিকচরিত্রহীন, [illegible] [illegible] বাহ্যজগতে [illegible] পরিচিত [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible] [illegible] ব্যাপারে উদাসীন হইলেও সমগ্র জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, [illegible] জীব যাহাতে ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইবে, কি প্রকারে বিশ্ব পূর্ণ সুখময় হইবে তাহার চিন্তায় মগ্ন, ইহাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, ইহাই তাঁহাদের ভজন সাধন। তাঁহাদের এই প্রকার নিঃস্বার্থ চেষ্টাপর অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া আমরা তাঁহাদের ব্যবহারিক ক্লেশ দর্শনে মনে করি, বৈষ্ণবগণকে যখন আমাদের ন্যায় ব্যবহারিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তখন তাঁহারাও আমাদের ন্যায় দুঃখী, সুতরাং তাঁহাদের নিকটে গেলে, কি তাঁহাদের কথা শুনিলে আমাদের কি বিশেষ সুবিধা হইবে?

পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণের যে ব্যবহার দুঃখ দেখা যায় তাহা দুঃখ নয়। মনে করুন কোন ব্যক্তি ধন উপার্জ্জনের নিমিত্ত দূরদেশে গমন করিয়া তথা হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকায় পথভ্রমণজনিত যে ক্লেশ তাহা তাঁহার মনেও হয় না। বৈকুণ্ঠের যাত্রী বৈষ্ণবদিগের জাগতিক ক্লেশও তদ্রূপ পান্থক্লেশের ন্যায় সুখবৎ কাটিয়া যায়।

এইজন্য ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন—
'যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ সুখ॥
বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে'॥

তাৎপর্য্য—অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। দেহ, মন ব্যতীত আর কিছু আছে তাহা তাঁহাদের বিদিত নাই সুতরাং তাঁহারা দেহ মনের কষ্ট নিবারণের জন্য যাহা কিছু করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের নিকট অতীব উৎকট হইয়া থাকে। আর ভক্ত মহোদয়গণ ঐহিক জীবনকে ক্ষণিক পান্থজীবন বলিয়া জানেন নিত্যানন্দ (বেদে যাহাকে অমৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহার দুঃখ সকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়। যে নিত্যানন্দ বা অমৃতের নিমিত্ত পূর্ব্বে অনধিকারী ব্যক্তিগণ বহুচেষ্টা করিয়াও প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই পরন্তু ভগবানের অসুরবিমোহন শক্তিদ্বারা মোহিত হইয়াছিলেন সেই অমৃত প্রতি দ্বারে দ্বারে শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য নদীয়ায় নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গোর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥ ভাই সকল! আমরা কোটি কোটি জন্ম বিষয় ভোগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছি, কত ক্লেশ কত ক্ষণিক সুখ ভোগ করিয়াছি এখন সেই নদীয়া-প্রকাশের আশ্রয়ে অমৃত সেবা করিয়া জাগতিক ক্লেশ চিরতরে প্রশমিত করিবার ইচ্ছা হয় না কি?

ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজন্ম-বিরক্ত পণ্ডিত গদাধর প্রিয় অনুচর মুকুন্দ দত্ত সমভিব্যাহারে 'অদ্ভুত বৈষ্ণব' পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সন্দর্শনে চলিলেন। গিয়া দেখিলেন বিদ্যানিধি, রাজপুত্রের ন্যায় হিঙ্গুল-পিত্তল মণ্ডিত বিচিত্র পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট। উপরে ঝালর-মণ্ডিত দিব্য চন্দ্রাতপ—অতি সূক্ষ্ম বসনাবৃত কোমল শয্যা—চারি পার্শ্বে বৃহদায়তন কারুকার্য্য শোভিত উপাধান—ছোট বড় পাঁচ সাতটি ঝারি—সুরম্য সুত্র পেটিকায় নানাবিধ তাম্বুলোপকরণ—তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরে মৃদু মধুর হাস্য—দুইজন ভৃত্য ময়ূরের পাখা লইয়া সর্ব্বক্ষণ ব্যজনে নিযুক্ত—ললাটে সুগন্ধি চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র—তাহাতে সুবাসিত ফাগু-বিন্দু দিব্যগন্ধ আমলকী দ্বারা সুসংস্কৃত চিকুর দাম—গদাধরের বিস্ময়ের অবধি নাই। মনে মনে ভাবিলেন, বেশ ত' বৈষ্ণব দেখিতে আসিলাম—ইঁহার কথা শুনিয়া যেটুকু ভক্তি জন্মিয়াছিল ইঁহাকে দেখিয়া তাহা লুপ্ত হইল সুকণ্ঠ গায়ক মুকুন্দ গদাধরের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভক্তিমহিমাসূচক ভাগবতের দুইটি শ্লোক মধুর স্বরে আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া বিদ্যানিধি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নয়নে অপূর্ব্ব আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, যেন গঙ্গাদেবী স্বয়ং অবতীর্ণা হইলেন। ক্রমে কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণরূপে উদিত হইলেন আবার বল, আবার বল বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন—শেষে আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিলাসসম্ভার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খণ্ড খণ্ড হইল—বহুমূল্য বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন হইল, পদাঘাতে দিব্য শয্যা ধূলায় ধূসরিত হইল। 'কোথা কৃষ্ণ—প্রাণের ঠাকুর কোথায় তুমি' 'তোমার এমন দয়ার অবতারে কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম, বলিয়া কাতর স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতে লাগিলেন—কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না—এক একবার মনে হয় অস্থিগুলি চূর্ণ হইয়া গেল। কতক্ষণ এই ভাবে অতীত হইবার পর আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন—দেহে প্রাণ আছে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে প্রায় দুই প্রহর অন্তে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিদ্যানিধি উঠিয়া বসিলেন। গদাধর অনুতপ্ত হইয়া পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পার্ষদ রায় রামানন্দ—বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত শিবিকারোহণে গোদাবরী স্নান করিতে আসিলেন, সঙ্গে বহু লোকজন দাস-দাসী বাদ্যভাণ্ড ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। মহাপ্রভু দেখিয়া চিনিলেন ইনি রায় রামানন্দ। রায় দেখিলেন, অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ কলেবর অপরূপ সন্ন্যাসী; দেখিয়া সম্মুখে আসিয়া সম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন। প্রভু বক্ষে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। অবশেষে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রায়ের মুখে প্রেমভক্তির চরম তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিলেন। রায়ের চরিত্রে দেখিতে পাই তিনি স্ব-রচিত 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাটক শ্রীজগন্নাথ সম্মুখে অভিনয় করাইবার জন্য দুইজন সুন্দরী তরুণী দেবদাসীকে নিভৃতে লইয়া হাব-ভাব-অভিনয়-কলা-কৌশল নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেছেন। স্বহস্তে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া বসন ভূষণ পরাইতেছেন, তাহাদের যত গুহ্য-অঙ্গ দর্শন স্পর্শন করিতেছেন তথাপি তাঁহার মন পাষাণ-সম নির্ব্বিকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, এক 'রামানন্দের হয় এই অধিকার।' তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। তাঁহার মনের ভাব তিনি ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই নাই। রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা।

এই সব মহৎ চরিত্র আলোচনা করিয়া আমারা কি বুঝিব? শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অথবা শ্রীদাস-গোস্বামীর-বৈরাগ্য শ্রীরায় রামানন্দ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট?—এইরূপ চিন্তা করিতে গেলে আমরা ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হইয়া চিরতরে নিরয়-গামী হইব। এই সব মহাপুরুষের চরিত্র-নিহিত শিক্ষা অনুসরণ না করিয়া যদি অনুকরণ করিতে যাই তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বনাশ।

জিজ্ঞাসু হইয়া এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে অচিরে ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রকৃত সাধু কে এবং বৈরাগ্য কাহাকে বলে তাহা যথাকালে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব।

আচার ও প্রচার

আজকাল অনেকের ধারণা, "ভজন-সাধন নির্জ্জনেই ভাল," প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এরূপ বিচার ভজন-বিষয়ে অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র

বস্তুতঃ প্রচারই ভজন, ইহাই শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। আবার আচারবান্ ব্যক্তিই প্রচার করিতে সমর্থ, আচারবিহীন জন লাভ পূজা ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য শুকপক্ষীর ন্যায় শাস্ত্রের কয়েকটা কথা রূপচাইয়া ধর্ম-প্রচারের অনুকরণ করিয়া থাকে; তাহা অবশ্যই নিন্দার্হ। আমরা কখন এরূপ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ ব্যক্তির এতাদৃশ আচরণের প্রশংসা করি না। আবার আমু কর্ণিক সম্প্রদায়ের আচরণ দেখিয়া সজ্জনার অনুসন্ধানে বিরত হইতেও বলি না। আচার প্রচার এই দুইটীই পরস্পর সংশ্লিষ্ট। আচারবান্ পুরুষের আদর্শ দেখিয়া অন্য ব্যক্তি যে তাহার অনুগমন করেন তাহাই আচার্য্যের প্রচার। শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুনুন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অতি প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন, যাঁহারা আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত আমি যাঁহাদের প্রাণ তাঁদের কৃত্য শুন। তাঁহারা আমার নাম রূপ লাবণ্যাদি অন্যের নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানের সঞ্চার করাইয়া থাকেন। এবম্বিধ ভক্তগণ সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হন। আমি খুব ভক্ত, প্রচারকার্য্য দ্বারা আমার ভজন নষ্ট হইবে, এইরূপ উৎকট ভক্তাভিমান কখনই ভাল বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণবদাস আমরা তৃণাদপি সুনীচ সুতরাং শাস্ত্র সাধু ও গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া হৃদয়ে উৎকট অভিমান পোষণ পূর্ব্বক কপটতার আশ্রয়ে নরকগামী হইবার পরিবর্ত্তে আনুগত্য ধর্ম্মই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশটী একবার বিচার করুন।

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।

* * *

প্রচারই ভজন আবার যাঁহারা কৃষ্ণৈকচিত্ত কৃষ্ণগত প্রাণ তাঁহারাই প্রচারক হইবার যোগ্য। আচারবিহীন প্রচার যেমন দৌরাত্ম্যবিশেষ-নির্জ্জন, ভজনপ্রয়াসও তদ্রূপ। নির্জ্জনভজন-প্রয়াস এবং আচারশূন্য প্রচারচেষ্টা—এই দুই প্রকার প্রাকৃত চেষ্টায় উদাসীন হইয়া কৃষ্ণৈকশরণ হইলেই এই সকল কথা আমাদের হৃদয়ে স্বতঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।

মৌনী কে?

সজ্জনতোষণী পত্রিকা পুরীর [illegible] শ্রীধামবাসী পুরীতে [illegible] একদিন প্রাতে সমুদ্রের ধারে স্নান করিতে গিয়া একটী বিষয় আমার চিত্তকে বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত করিল। কৌতূহলের বিষয়—একটী ভস্মমাখা জটাজুটধারী হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে ধুনী জ্বালিয়া উপবিষ্ট। দুইপার্শ্বে দুইটী করিয়া চারিটী চেলা। সন্ন্যাসীর চতুর্দ্দিকে প্রায় দশ বার জন দর্শক দাঁড়াইয়া আছে, সন্ন্যাসীর ক্রিয়ামুদ্রা দর্শন করিতেছে। সন্ন্যাসীর এক চেলার নিকট তাহার বিশেষত্ব শুনিলাম, তিনি সম্প্রতি নাকি বদরীক্ষেত্র ব্যাসাশ্রম হইতে আসিতেছেন। খুব জ্ঞানী। প্রায় বিংশতিবর্ষ যাবৎ নাকি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন ইত্যাদি। মৌনব্রতীর কার্য্যাবলী দেখিয়া একটু দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। দেখিলাম, দর্শক মণ্ডলীর কেহ বলিতেছেন, সাধুবাবা, আমার পুত্র বর্ষাবধি আমাশয় রোগে কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে একটু ঔষধ দাও আর কেহ বলিতেছে—আমার এক মোকদ্দমা বাধিয়াছে, আশীর্ব্বাদ কর, সেই মোকদ্দমায় যেন জয়লাভ করিতে পারি ইত্যাদি। সন্ন্যাসী কথাটি মাত্র কহিতেছেন না বটে, কিন্তু মুখসঞ্চালনাদি ইসারা দ্বারা সকলের কথারই জবাব দিতেছেন এবং সকলকেই একটু একটু ধুনীর ভস্ম দিয়া দিতেছেন। সন্ন্যাসীদর্শনের কৌতূহল নিবৃত্তি হইলে আমি গঙ্গা স্নান করিতে লাগিলাম, আর চিন্তা করিতে লাগিলাম, "হা ভগবান, তুমি আমাদিগকে যে সকল ইন্দ্রিয় ও তত্তদিন্দ্রিয়োচিত বৃত্তি দান করিয়াছ, তাহার কোনটাই ত' নিরর্থক নহে। ইন্দ্রিয়াধিপতি তুমি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তোমার অনুশীলনই ত' আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের সার্থকতা। যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে বলপূর্ব্বক তোমার সেবা হইতে বিমুখ করা হইল, সে ইন্দ্রিয় ত' ভ্রষ্টাচারী হইল। চক্ষু দিয়াছ মুদ্রিত করিয়া রাখিবার জন্য নহে, তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং তোমারই নিজজনগণের রূপ দর্শন করাই ত' চক্ষুর সদ্ব্যবহার, কর্ণ দিয়াছ বধির হইয়া থাকিবার জন্য নহে, কিন্তু তোমারই কথা শ্রবণই ত' কর্ণের সদ্ব্যবহার, নাসিকা দ্বারা তোমাতে অর্পিত নির্ম্মাল্যের ঘ্রাণগ্রহণ, জিহ্বা দ্বারা তোমার প্রসাদ আস্বাদন ও তোমার কথা কীর্ত্তন, ত্বক্ দ্বারা তোমার ভক্তের গাত্র স্পর্শই ত' নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের সদ্ব্যবহার, বাক্য তোমারই গুণ কীর্ত্তনে, হস্ত তোমারই পদ সেবায়, পদদ্বয় তোমারই বনভূমিতে পরিক্রমায়—সকল ইন্দ্রিয়ই ত' তোমার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে। তবে কেন, মনুষ্যের এ দুর্ব্বুদ্ধি। বাক্য দ্বারা তোমার কথা কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্য নিজে উদ্ধার পাইতে পারেন, অপর সহস্র জীবকেও উদ্ধার করিতে পারেন। ইহাই ত' বাক্যের সদ্ব্যবহার। সুতরাং নির্জ্জনে এবং অন্যের সমক্ষে বিশেষ-ইহা ত' তোমারই নাম সংকীর্ত্তনে হইতে পারে। আমি, এইরূপ চিন্তাক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখি আমার পূর্ব্বপরিচিত একজন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী তিনজন ব্রহ্মচারী সহ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগের সৌম্য শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমার হৃদয়ে বড়ই উৎসাহের সঞ্চার হইল। আমি তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিপ্রবরের পাদপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। ত্রিদণ্ডিবর আমার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কহিলাম, প্রভো, "আপনার কৃপায় সকলই কুশল বটে, কিন্তু আজ আমি একটী বিষয় মীমাংসার জন্য বড়ই কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছি। আপনাদিগকে দেখিতে পাই আপনারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু কতকগুলি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাই তাহারা আদৌ কথা বলে না। ইহার কারণ কি? মৌনব্রতের কথা কি শাস্ত্রে আছে?

সন্ন্যাসীবর আমার কথায় প্রীত হইয়া কহিলেন, বড় উত্তম কথা। মৌনব্রত শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্রানভিজ্ঞগণ তাহার যে অর্থ করে তাহা নহে। শাস্ত্রে কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ দমন পূর্ব্বক অনুক্ষণ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনকেই মৌনব্রত বলিয়া থাকে আমি আপনার নিকট শাস্ত্রোপদেশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

বাক্য দ্বিবিধ—পরব্যোমজাত শ্রৌত এবং ইতরব্যোমজাত অশ্রৌত বাক্য। গুরুপারম্পর্য্যে শ্রুত সাক্ষাৎ ভগবন্মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত বাক্য শ্রৌত এবং বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত জীবের মনোধর্ম্মোত্থ বাক্য অশ্রৌত। শ্রৌতবাক্য চিন্ময় ভূমিকা হইতে উত্থিত সাক্ষাৎ চিন্ময় বস্তু, পরন্তু অশ্রৌত বাক্য অচিৎ ভূমিকা হইতে উত্থিত আবার তাহাতেই বিলীন-যোগ্য অচেতন বস্তু। অশ্রৌত বাক্যই কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ।

সেই বাক্যবেগ প্রধানতঃ ত্রিবিধ,—(১) কৃষ্ণেতর বিষয় ভোগাভিলাষীর যথেচ্ছ-ভোগপর অনুকূল জন্য বাক্যাবলী, (২) কর্ম্মকাণ্ডনিরত কর্ম্মফলভোগপ্রার্থীর বাক্যাবলী ও (৩) শুষ্ক জ্ঞানকাণ্ডনিরত নির্ব্বিশেষবাদীর বাক্যাবলী।

(১) নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তা—একমাত্র কৃষ্ণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু তাঁহারই ভোগ্য বা কার্য্য। কৃষ্ণ এবং কার্য্য অচিন্ত্য ভেদাভেদ [illegible] [illegible] যখন জীব [illegible] [illegible] [illegible] তখনই তাহার [illegible] ভোগবুদ্ধি উদিত হয়। সেই ভোগবুদ্ধিই [illegible] তৎসম্বন্ধিনী কথাই কৃষ্ণেতর বাক্যবেগ।

(২) কর্ম্ম দুই প্রকার। যে কর্ম্ম কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীত্যর্থে [illegible]—তাহা সেবা বা ভক্তি বলিয়া কথিত [illegible] তদ্বিপরীত উদ্দেশ্যে স্বসুখ [illegible] অনুষ্ঠিত, তাহাই কাম্য কর্ম্ম। এই কাম্যকর্ম্মিগণের যাবতীয় চেষ্টাই [illegible] লাষিতা যুক্ত। [illegible] নিত্যতা নাই। কর্ম্মী কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই কর্ম্ম আরম্ভ করেন, উদ্দেশ্য সফল হইয়া গেলে অথবা বিফল হইলেও সেই আরব্ধ কর্ম্মের পুনরনুষ্ঠান জন্য তাঁহার তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা বোধ থাকে না।

সুতরাং কর্ম্মের যখন নিত্যতা নাই, তখন তাহার ফলেরই বা নিত্যতা কোথায়? তাঁহারা তাঁহাদের পুণ্য বা পাপকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গ বা নরকাদি যে সকল ফলভোগ লাভ করেন, পাপ বা পুণ্যক্ষয়ে আবার তাঁহাদিগকে সে সকল স্থান ছাড়িয়া পুনর্ম্মুখিতো ভব হইতে হয়। যোগিগণও কর্ম্মিগণের সহিত একই পর্য্যায়ভুক্ত। তাহাদের চেষ্টাও আরোহবাদমূলা। যোগিগণ ধ্যান ধারণা আসন প্রাণায়ামাদি প্রাকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া নিজচেষ্টা বলেই অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে চাহেন। তাঁহারাও কৃষ্ণানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে স্বসুখান্বেষী। অতএব কর্ম্মী ও যোগী উভয়েই অশ্রৌতপন্থী বলিয়া তাহাদের বাক্যও কৃষ্ণেতর বাগ্বেগ।

(৩) জ্ঞানিগণ সৎ, চিৎ, ও আনন্দময় ভগবত্তত্ত্বে অসম্যক্ দর্শনহেতু কেবল চিন্মাত্রবাদী হইয়া নির্ব্বিশেষবুদ্ধি সম্পন্ন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যে মায়াবাদ আরোপ করিয়া মায়াবাদী। তাঁহারা ব্রহ্মকে মায়ার অতীত বলিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী বলেন এবং ঈশ্বরের অবতার সকলের দেহকে মায়িক বলেন। তাঁহারা বলেন, জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়া-নির্ম্মিত, সুতরাং জীব মুক্ত হইলে তজ্জীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না, মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। সুতরাং ইহারা [illegible] সেবক ও সেব্যের নিত্য [illegible] [illegible] অপরাধী। অতএব ইহারা অশ্রৌত পন্থী বলিয়া ইহাদের বাক্যও কৃষ্ণেতর বাগ্বেগ।

[illegible]

[illegible] শাকাৎ বস্তু লাভ হয়।

[illegible] ভাবিয়া কোন [illegible] থাকিতে হইবে। কিন্তু [illegible] তাহা নহে। [illegible] করাই আবশ্যক। [illegible] যদি কেহ রোগীকেই মারিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ইতর কথা আদৌ কীর্ত্তন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা কীর্ত্তনই যথার্থ মৌনব্রত—যথার্থ বাক্যবেগ দমন। হরিকথা কীর্ত্তনই জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। স্বরূপ [illegible] বিস্মৃত জীবই ইতর কথা বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন, 'অন্য কথা না বলিলে চলিবে কিরূপে' এইরূপ বৃথা যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবানের একনাম হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকপতি গোবিন্দের [illegible] জীবের ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছি, অনিত্যজগতের অনিত্যশক্তিপ্রদর্শী কথা আলোচনা করিবার জন্য নহে, কিন্তু নিত্যজগতের নিত্যশক্তি কৃষ্ণসেবাপ্রদায়িনী কথাই কীর্ত্তনের জন্য। সুতরাং অনুক্ষণ যিনি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন, তিনিই যথার্থ মৌনী।

সন্ন্যাসী ধর্ম্মপ্রচারকের কথা শ্রবণে আমার সকল সন্দেহ মীমাংসিত হইল। কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবল আগ্রহ জন্মিল।

সমস্যার কথা

বড় সমস্যারই কথা বটে। আমি বাবাজী হইয়াছি, ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি, [illegible] পরি, মালা জপও নেহাত কম হয় না—দু' এক লক্ষ রোজই করিয়া থাকি। ভাগবতও কিছু কিছু পাঠ করি, অর্চ্চনও করি। অনুষ্ঠানের ত' কোন ত্রুটিই রাখি বলিয়া মনে হয় না। তথাপি পরমহংস বাবাজী মহারাজ বলেন, '[illegible] কিছু হবে না'। কেন যে বলেন, তা' বুঝি না। তবে বোধ হয়, তিনি [illegible] আমাকে ঐরূপ বলেন। যা হোক। [illegible] বড় কিছু আসিয়া যায় না। [illegible] পাঠ [illegible] করিয়া, কি [illegible] [illegible] সমস্ত [illegible] গোস্বামীরা, এবং [illegible] ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়াই ব্যবস্থা করেন। পান তামাক খাইলেও তাঁদের কোন আপত্তি নাই, কারণ তাঁহারা নিজেরাও ঐ সকল ব্যবহার করেন। একটা বিষয়ে বাহিরে একটু আপত্তি করেন বটে, কিন্তু সেটা একটু গোপনে সারিলেই তাঁহাদের আর আপত্তির কারণ হয় না—মনে হয়, তাঁহারাও গোপনে সে কার্য্য করেন নতুবা আর আমাকে প্রশ্রয় দিবেন কেন? গোসাইজীরা যে আদর্শ দেখান, আমি ঠিক সেই আদর্শ ত' অনুসরণ করি। তথাপি পরমহংস বাবাজী মহাশয় আমাকে দেখিতে পারেন না। আমি তাঁহার সামনে আসিলেই বিরক্ত হন। আমি উঠিয়া গেলে, আমার বসিবার স্থানে গোবরছড়া দিয়া থাকেন। এক একবার মনে হয় বটে, বাবাজী মহারাজ যা' বলেন, তা' শুনি না কেন। কিন্তু তাঁ'র এমনই প্রভাব, কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। সে দিন বাবাজী মহাশয় যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই হইবে মনে হইল, এক ভদ্রলোককে বলিতেছেন,—"দেখ, কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণভজন করিয়া আজকাল যে তোমরা চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছ, কৃষ্ণভজনটা কি এতই ছেলেখেলার জিনিষ! সামান্য নৈতিক জীবনই যাহাদের অভাব, তাহারা যে কোন্ সাহসে ভজনরাজ্যের কথা বলিতে যায়, আমি ত' তাহা ভাবিয়াই ঠিক করিতে পাই না। কোথায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আর কোথায় বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমেরও উপরে গোলোক বৃন্দাবনের নিভৃত প্রকোষ্ঠে অবস্থিত কৃষ্ণচরণ কমল! ষোল আনার জায়গায় সওয়া ষোল আনা ভোগ করিতে পারিলেও যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা মিটে না—সেই মানুষ চায় কিনা আবার কৃষ্ণ ভজিতে! সাহসেরও বলিহারি যাই! ভাগবত কি যে সে বস্তু? সাক্ষাদ্ ভগবদ্বিগ্রহ—ভগবানের শাব্দিক অবতার। ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবানের পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ নাভি প্রদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ ভুজদ্বয়, নবম স্কন্ধ কণ্ঠপ্রদেশ, দশম স্কন্ধ শ্রীমুখারবিন্দ, একাদশ স্কন্ধ ললাটদেশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তকপ্রদেশ। এই ভাগবত লইয়া বেচা কেনা? মানুষ ভোগবুদ্ধিতে মত্ত হইয়া [illegible] করিতে পারে এমন কার্য্য নাই। [illegible] দ্বারা, পেট চালাইবার উপায় [illegible] আর কিছু ছিল না? [illegible] করিতে যাওয়ায় প্রবৃত্তি কেমন [illegible] করিয়া [illegible] শ্রীবিগ্রহ [illegible] প্রভৃতি সব ভগবানে ভোগবুদ্ধি হইতেই আজ। [illegible] আমাদের লক্ষ্য নাই। [illegible] সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের [illegible] জন্যই কৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে, তাহারই নাম ভগবদ্ভজন।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কাম আর প্রেম বাহিরে দেখিতে এক হইলেও ভিতরে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। পান, তামাক ত' সাধারণ নৈতিকবিচারেও নিষিদ্ধ। তাহাতে ভাগবত উহাকে কলিস্থানপঞ্চকের অন্তর্গত বলিয়াছেন। যোষিৎসঙ্গের ত' কথাই নাই। যোষিদ্দর্শন পর্য্যন্তও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। মোট কথা কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জগতের যাবতীয় বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ। তাহাতে ভোগবুদ্ধি করিলেই যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। মহাজনগণ বলেন,—

তোমার কনক   ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম   নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

যাদবের বস্তু ভোগবুদ্ধিরহিত হইয়া যাদবকেই দিতে হইবে। যাদবের ভোগাবশেষে যাদবের প্রসাদ বা কৃপাজ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে হইবে—উদ্দেশ্য যাদবেরই সেবা। কৃষ্ণ নিত্যপ্রভু, জীব তাঁহার নিত্যদাস, কৃষ্ণের নিত্যসেবাই জীবের একমাত্র সহজ স্বাভাবিক বৃত্তি—এই সম্বন্ধজ্ঞানরহিত ব্যক্তির পক্ষেই কৃষ্ণভজন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বা কঠিন হইয়া পড়ে। সদ্‌গুরুকৃপায় এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে আর কঠিন কিছুই থাকে না। সুতরাং এত সুন্দর উপায় থাকিতে মানুষ যে কেন ভগবদ্ভজনের নাম করিয়া কপটতা করে, তাহা বুঝিতে পারি না। সোজা-সুজি যদি কেহ হঠাৎ অপরাধ করিয়া বসে এবং ভগবানের নিকট সেই অপরাধ আর না করিবার ইচ্ছায় ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ভগবান্ তাহাকে একদিন ক্ষমা করেন, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ভণ্ডামি করার অপরাধ ভগবান্ কখনও ক্ষমা করেন না—ভয়ঙ্কর নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করেন। অতএব তোমরা খুব সাবধানে চলিবার চেষ্টা করিও। "লোক দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

বাবাজী মহাশয়ের সেদিনকার ঐ সকল কথা শুনিয়া অবধি আমার কিন্তু বড় ভয় ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, বাবাজী মহাশয়ের কাছে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ মনে করি, 'আর ও সকল কাজ করিব না, মহাজনের কথা মানিয়া চলিব'। কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখ হইতে এড়াইয়া যাইতে যাইতে যেমন বলে মিশি, অমনি সব ভুলিয়া যাই। যা হো'ক এখন কোন অন্যায় কাজ করিতে গেলে আর নিঃসন্দেহে করিতে পারি না। বুকের মধ্যে কেমন যেন দুড় দুড় করিয়া উঠে। এক এক সময়ে 'বাবাজী মহাশয়, আমায় রক্ষা কর' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াও উঠি। লোকে ভাবে—শেষে এ লোকটা পাগলই হয় বুঝি। দেখি, এ হতভাগ্যের প্রতি পরমহংস বাবাজী মহাশয়ের করুণা হয় কি না। আমার জীবনটা যে অত্যন্ত ঘৃণিত—খাদে বাস যে আমার কেবল লোক দেখান মাত্র তা' এত দিনে বুঝিতেছি।

নানা কথা

লিলুয়া ধর্ম্মঘট আজও চলিতেছে। শ্রমিকসঙ্ঘের নেতৃগণ, ট্রেডইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ ও লিলুয়া কারখানার শ্রমিকগণের প্রতিনিধিবর্গ গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বৈঠকে সমবেত হন। কমরেড সুজায়া ভেলু মাদ্রাজ হইতে শ্রমিকসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও মিটমাটের জন্য এজেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। মুসলমান শ্রমিকগণ শুক্রবার জুম্মার নমাজ পড়িতে যাইয়া একঘণ্টা বিলম্ব করে। সেই একঘণ্টারও মাহিনা কাটার জন্য মুসলমান শ্রমিকগণ এক সভা করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লাইনের তিলডাঙ্গা ও ধুলিয়ান ষ্টেশনের মধ্যে ৫৫ আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুইখানা মালগাড়ী লাইন চ্যুত হয়। ভাগ্যক্রমে [illegible] প্রাণহানি ঘটে নাই।

মার্কিণপ্রদেশে স্যানফ্রান্সিস্কো নীয়ক উপত্যকা ভূমিতে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। স্যানফ্রান্সিস্কো হইতে কেনিয়ন পর্য্যন্ত ৪০ মাইল দূরে ১০০ ফিট উচ্চ যে একটা জলাধারের বাঁধ ছিল, ভূমিকম্পে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জলের বেগে প্রায় চারিশত লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

ঐ জলাধার হইতেই সমস্ত নগরের জল সরবরাহ হইত। সত্যই ভূমিকম্প কিনা আবার সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন।

গত ৭ই মার্চ্চ মথুরার অন্যগ্রামে স্ত্রীলোকঘটিত এক ব্যাপারে হিন্দুমুসলমানে এক তীব্র দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গায় ২০ জন মুসলমান আহত ও ১ জন মৃত

এবং কসাইয়ের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত ও নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুনরায় দাঙ্গা যাহাতে না বাধে তজ্জন্য পুলিশ রাখা হইয়াছে, ভরতপুর রাজ্যের পুলিশেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ঘটনা এই যে, একটী হিন্দু স্ত্রীলোক গৃহত্যাগ করিয়া এক মুসলমানের সহিত বসবাস করিতে থাকে। স্ত্রীলোকটী উদ্ধারের জন্য আগরা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক মামলা দায়ের করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেন, স্ত্রীলোকটী যখন স্বেচ্ছায় কসাইকে তাহার প্রণয়ী বলিয়া বরণ করিয়াছে, তখন কসাইয়ের কোন 'দোষ নাই'। হিন্দুগণ বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া ঐ দাঙ্গার সৃষ্টি করে। কামের অতৃপ্তিই ক্রোধের সৃষ্টি করে।

কলম্বো ১৪ই মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, এক লাইনের উপর ২ খানি এক্সপ্রেস ট্রেণ বিপরীত দিক্ আসিয়া এক ভীষণ সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। লাইনটী বক্র থাকায় নাকি উভয় ট্রেনের ড্রাইভারই কিছু বুঝিতে পারে নাই। রাত্রিতে সংঘর্ষ কত লোকে যে অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইল, তাহা কে বলিবে? আপাততঃ ২৮ জন মৃত ও ৪১ জন সাংঘাতিকভাবে আহত বলিয়া প্রকাশ। ইঞ্জিনগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। দৈবদুর্ব্বিপাক এইরূপই হইয়া থাকে।

গত বুধবার সিটিকলেজ হোষ্টেল ও রামমোহন রায় হোষ্টেলের ছাত্রগণ তাহাদিগকে যাহাতে গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হোষ্টেলে থাকিতে দেওয়া হয় সেইজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট সুদীর্ঘ আবেদন পত্র পাঠাইয়াছে। ছাত্রগণকে হঠাৎ হোষ্টেল ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বলিলে তাহারা কোথায় যাইবে? আর তাহারা ত' কলেজের বেতন ও হোষ্টেল চার্জ্জ সমস্তই গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের এরূপ পড়াশুনার ক্ষতি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কি লাভবান হইবেন? এই সকলই তাহাদের জানিবার বিষয়।

বিমান মন্ত্রী সার স্যামুয়েল হোর গত ১২ই মার্চ্চ লণ্ডন কমন্স সভায় বলিয়াছেন 'আর একবৎসরের মধ্যেই দুইখানি বিমান-পোত প্রস্তুত হইবে। উহাতে লণ্ডন হইতে দিল্লীতে ৭ দিনে এবং কলিকাতায় ৯দিনে ডাক যাতায়াত করিতে পারিবে। পারস্যকে বিমানপোতের সমস্ত সুবিধা দেওয়া হইবে বলা হইতেছে, তথাপি পারস্যের বিমানপথে বাধা দেওয়ার জন্য তাহারা দুঃখিত। ইংলণ্ড নিজের খরচে পারস্য বিমানপোতের একটী অবস্থিতি নির্ম্মাণ করিতে [illegible]

বর্ত্তমান লর্ড সিংহের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে রওনা হইবার কথা ছিল।

গত মঙ্গলবার ১৩ই মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে মিঃ চারী ভারতীয় যুবকদিগের জন্য একটী বিমান বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব করেন। সরকার পক্ষ হইতে মিঃ চারীর প্রস্তাব কার্য্যকরী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ভোটগ্রহ। ফলেও প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হয়।

আফগানিস্থানের রাজা ও রাণীর সম্মানের জন্য লণ্ডন বাকিংহামপ্যালেসে গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এক অতি মনোরম রাজভোগের আয়োজন হইয়াছিল। রাজা জর্জ্জ ভোজসভায় আফগান রাজদম্পতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রাজদম্পতির দীর্ঘ জীবন ও পরস্পর সদ্ভাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার প্রার্থনা করেন। আফগানরাজ আমানুল্লাও পারস্য ভাষায় বলেন, সম্রাট তাঁহার প্রতি যে বন্ধুজনোচিত সৌহার্দ্দ দেখাইলেন, তাহাতে সম্রাটের ও তাঁহার সরকারের মধ্যে ভালরূপেই সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। দুইটী দেশ পাশাপাশি অবস্থান করিয়া পরস্পর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

গত ১৩ই মার্চ্চ কমিশনের মেম্বরগণ লাহোর হাইকোর্টে গমন করেন সার-জন সাইমন প্রধান বিচারপতির পার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হন। সরকারী মহলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

গত ৮ই মার্চ্চ বাঁকুড়া জেলার বালিয়া তোড় গ্রামে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়া অনেক গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

মাদ্রাজের য়ুরোপীয় জমিদার শূকর মারিবার জন্য শিকারে যাইয়া একটী কালোছায়া শূকর ভ্রমে গুলি করিতে এক কৃষ্ণবর্ণ নেটিভ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। আহত ব্যক্তি হাঁসপাতালে আছে। সাহেব জামিনে খালাস আছেন, শীঘ্রই বিচার হইবে।

ইংলণ্ডে যে সকল আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান আছেন, তাঁহারা রাজা আমানুল্লাকে এক অভ্যর্থনাসূচক পত্র দিয়াছেন।

[illegible] রাজ আমানুল্লা ও রাণী সৌরিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনায় যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তাহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আফগান রাজদম্পতী পরমানন্দে কাল-যাপন করিতেছেন।

রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিন নামক ভারতীয় নৌসেনাদলের সাব লেফটনাণ্ট দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এতদিন পোর্টসমাউথে নৌসেনানিবাসে নৌসেনানীর কার্য্য-শিক্ষা করিতেছিলেন। আগামী ২০শে এপ্রিল তারিখে তিনি ভারতে যাত্রা করিবেন। ভারতে আসিয়া নৌসেনাদলে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

গত রবিবার রাত্রে রেঙ্গুণ প্রোম সহরের এক অংশে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৫৭খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতি যথেষ্ট হইলেও কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই, ইহাই মঙ্গলের বিষয়।

মিশরের ছাত্রেরা আজও ধর্ম্মঘট করিতেছে। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। গত ১২ই মার্চ্চ টাটা নামক স্থানে ছাত্রগণ একটু উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছিল।

(স্থানীয়)

নদীয়া জেলায় এবার সেরূপ আম্র ও তিন্তিড়ী ফলের আমদানী দেখা যাইতেছে, তাহাতে শেষ কি দাঁড়ায় ভাবিয়া বয়োবৃদ্ধগণ বড়ই আকুল হইয়াছেন। খনার বচনে নাকি আছে 'আমে ধান' তেঁতুলে বাণ'। তাঁহারা এখন মহাসমস্যায় পড়িয়াছেন যে, ধান আর বাণের একত্র সমাবেশ কিরূপে সম্ভব হইবে?

আজও এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। চারিদিক যেন সূর্য্যের প্রখর তাপে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির ক্রমশঃই প্রকোপ দেখা যাইতেছে। পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া যাইতেছে। [illegible] মৃতপ্রায়। নদীয়া জেলার যেমন চারিদিকে জলাভাব, এত-বৃষ্টি অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। গঙ্গা ও জলাঙ্গীতীরস্থ পল্লী ছাড়া দূরবর্ত্তী পল্লীবাসী জলাভাবে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছে। জীবের ভগবদ্বিমুখতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ের [illegible] হইতেছে।

[illegible] সাহিত্য প্রচার [illegible] প্রতিষ্ঠাতা [illegible] বাসের আদেশ [illegible] সাধের মেম্বর হইতে [illegible] হইতে চলিলেন। আমরা [illegible] প্রকাশে সাহিত্য [illegible] না করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে [illegible] দেশবাসীর অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু দেশবাসী চাকচিক্য দেখিয়া ভুলিয়া [illegible] করা লইবেন। এখন [illegible] ত? এবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দাঁড়াইবেন বলিয়া এখনই গুজব শুনা যাইতেছে—

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী,
,, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, রণজিৎ পালচৌধুরী

আরও ২।১ জন নাচিয়া উঠিয়াছেন, দেখা যাক্ কতদূর কি হয়।

নদীয়ার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ সাহেব জে, ইউনী বদলী হইলেন। আগামী কল্য তাঁহার বিদায় সভা কৃষ্ণনগরে হইবে।

নিবন্ধা পাউণ্ডের ডাক গত বৎসর ৩৫৲ টাকা ছিল এবার নিবন্ধা গ্রামবাসী দুই পক্ষের জিদের ফলে ১৮৮৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে রাণীর চর, বিধবা আশ্রম প্রভৃতি স্থান হইতে পাঞ্জাব লাহোর প্রভৃতি স্থানে দেশ হইতে স্ত্রীলোক চালান দিবার একটী কার্য্য বেশ পুরাদমে চলিতেছিল। বর্ত্তমান নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য সব ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘটক মহাশয়ের যত্নে ঐ আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ হইয়েছে বহু স্ত্রীলোককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালান দিয়া অর্থার্জ্জনে একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বহু পাঞ্জাবী ও লাহোরী ধৃত হইয়াছে ঐ বিধবা আশ্রমের [illegible] নাম—

লছমন দাস খাত্তোয়ারী

নদীয়া সহরের এস, ডি, ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ৪ মাসের ছুটী লইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে মেহেরপুরের সুযোগ্য মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] সামন্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

গত পরশু [illegible] পাঁচবাড়ীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড [illegible] গিয়াছে। [illegible] ভস্মীভূত হইয়া [illegible] প্রভৃতি [illegible]

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে শ্রীকালীপদ [illegible] ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]।

৯ই চৈত্র, সোমবার—১৩৩৪।

হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি

আজকাল চারিদিকেই প্রায় দেখা যায়, হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষ। সংঘর্ষের কারণ কেহ বলেন রাজনীতি, কেহ বলেন ধর্ম্ম, কেহ বা বলেন, মুসলমানগণ সকল বিভাগে চাকরী পান না বলিয়াই এইরূপ কোন্দল উপস্থিত করেন। জগতের অভিজ্ঞতা লইয়া যিনি যতই বলুন না কেন, আমরা বলিব ভগবদ্বিমুখতাই হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঘটাইবার একমাত্র মূলীভূত কারণ। হিন্দুও ভগবান্‌কে ভালবাসেন না, মুসলমানও তদ্রূপ। যদি উভয়ে ভগবান্‌কে বিন্দুমাত্রও ভালবাসিতে জানিতেন, তাহা হইলে 'আমি হিন্দু, মুসলমানকে ঘৃণা করিতে পারি' কিম্বা 'আমি মুসলমান, হিন্দুকে ঘৃণা করিতে পারি'—এরূপ সঙ্কীর্ণতা তাঁহাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পাইত না। তাঁহারা জানিতেন, একই জগৎ পিতার সন্তান আমরা, সকলেই ত' সৌভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। সকলেরই স্বার্থ যখন স্বার্থগতি ভগবানের সেবা, তখন আমাদের মধ্যে এ কলহ কেন স্থান পাইবে? ভাই মুসলমান, তুমি বল আমি খোদাতালার নমাজ করি, ভাই হিন্দু, তুমিও বল আমি ভগবানের উপাসনা করি। কিন্তু আমরা বলি, ভগবানকে এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেবক জীবকে ভালবাসিতে না পারিলে এই নামাজে এবং উপাসনায় তোমাদের কাহারও ভগবান্‌কে ডাকা হইতেছে না। ভাই, যথার্থ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া তোমরা ভগবদ্বাণী শ্রবণ কর, তোমরা উদারচরিত হইবে। তখন সমস্ত জগদ্বাসীকে তোমরা আত্মীয় জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে পারিবে। গাছের পাতায় পাতায় জল ঢালিতে না যাইয়া মূলে জলসেচন কর, তাহাতেই সমস্ত শাখাপল্লবের শ্রীবৃদ্ধি হইবে—নতুবা সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়া যাইবে। কাহারও উপাসনার প্রণালীতে কেহ বিদ্বেষ করিতে যাইও না। মহাজনবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই কথা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী জন ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে
নানা জনে॥
কেহ মুক্ত কচ্ছে ভজে, কেহ
হাঁটুগাড়ি' পূজে,
কেহ বা [illegible] মুদি' থাকে ব্রহ্ম-
আরাধনে॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ
সংকীর্ত্তন মাঝে,
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র
ভগবানে॥
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে
সুসদ্ভাবে,
গুরুভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে
বা মরণে॥

সত্যের জয়

সত্যকে মিথ্যা বলিয়া কিম্বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া আর কতক্ষণ চাপা রাখা যায়। একদিন না একদিন সত্যের ঢাক আপনিই বাজিয়া উঠিবে। জগতের কেমনই একটা ধারা যে, যেটা চোখের সাম্‌নে দেখা যাইতেছে খাঁটী সত্য সেটাকেও সত্য বলিব, তাও একটু ঘুরাইয়া—"হাঁ ওটা মিথ্যা নহে বটে কিন্তু "। আজ যিনি মস্ত বড় সত্যবাদী বলিয়া জগতের বক্ষে সগর্ব্বে পদবিক্ষেপ করিতেছেন—যাঁহার পদভরে ধরণী টলমল, পরদিন আবার হয়ত তাঁহাকেই দেখা যায় ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদে অভিযুক্ত হইয়া কারাগৃহে শৃঙ্খলাবদ্ধপদে অধোবদনে ভূমি নিরীক্ষণ করিতে! অথবা আজ যাঁহাকে জগৎ ভুলক্রমে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়াছে, কাল যখন জগতের সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে, তখন সে তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়াই চিনিবে এবং তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মী জগতের অবস্থাই এই।

অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা সকলে হঠাৎ কোন একটা হুজুগে মাতিয়া উঠিবেন না—একটু স্থিরচিত্তে ভাবিবার অবসর করিয়া লউন। জগদ্বরেণ্য সাধু মহাজনগণের কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না, তাহাতে সাধু মহাজনগণের কিছু হইবে না, হইতে আপনাদেরই সর্ব্বনাশ হইবে—মহাজনপাদপদ্মে অপরাধী হইয়া চিরকালের জন্য নরকের আশ্রয় লইতে হইবে।

চোরকে 'চোর' বলিলে আপাততঃ যদিও চোর এবং চোরের সমশীল ব্যক্তিগণ অন্তরে ব্যথিত হইবেন, কিন্তু তাহার পরিণাম শুভ, তাহাদের আদর্শে আর পাঁচটী নিরীহ লোক খারাপ হইতে পারিবে না—সাবধান হইবে, চোরও নিজ চরিত্র সংশোধনের অবসর পাইবে। সত্য বস্তুকেও তেমনি ঢাকিয়া রাখিলে সত্যের কিছু আসিয়া যাইবে না, কিন্তু নিরীহ লোকগুলিই সত্য জানিতে না পাইয়া মিথ্যাকেই [illegible] বরণ করিবে। [illegible] তাৎকালিক অসুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণাম মঙ্গলপ্রদ।

ভাই সকল, সত্যের প্রচারে আর বাধা দিবার চেষ্টা করিও না, সত্যকথা আলোচনা কর, মিথ্যার মোহ ছাড়িয়া দাও। জিদের বশবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব অমঙ্গলের আবাহন করিও না।

অপরাধের ফল হাতে হাতে না পাইলেও অপরাধকে তুচ্ছ মনে করিয়া পুনরায় অপরাধে প্রবৃত্ত হইও না। অপরাধের ভীষণ পরিণাম। যাঁহার চরণে অপরাধ কৃত হয়, তিনি ভিন্ন আর কেহই অপরাধের ক্ষমা করিতে পারেন না। দুর্ব্বাসা এক দিন অম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া সে শিক্ষা সম্যক্‌রূপে পাইয়াছিলেন।

মহাজনের কথা শ্রবণ কর, মহাজনের কথায় অবিশ্বাস করিয়া মহাজনের পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করিও না। মহাজন—শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদবৃন্দ।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।"

ধর্ম্মের কাহিনী

(প্রাপ্ত)

আরে! এ বেটার ছেলে দেখ্‌ছি ক্রমে ক্রমে বাঁশের আগায় ঠেলে উঠ্‌ল ওরে কে কোথায় আছিস ধররে, ধর ও এখনই পড়ে মরবে। সিংহি মহাশয়ের একথা শুনে তাঁহার সাথী নরেন বাবু বল্‌তে লাগ্‌ল কি বলেন, সিংহি মহাশয়। ও বাচ্চাটার কি অদ্ভুত সাহস জানেন, সে একদিন কেশবের পুত্র নরেনের সঙ্গে যাত্রা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বলে কি ভাই নরেন, দেখ, নারদ মুনি কেষ্টোর ভক্ত সেজে লোক, দেবতাজনেরও পূজ্য হয়েছে, কত লোক তাকে প্রণাম কর্‌ছে, কত খাবার জিনিষ দিচ্ছে, ভাই আমি যদি নারদ সাজতে পারি তা'হলে আমিও সকলের পূজ্য হ'তে পারব। কত রসগোল্লা ও সন্দেশ খেতে পাব। যাই হ'ক তুই ভাই বাড়ী যা আমি চেষ্টা করে দেখি নারদ হতে পারি কিনা। নরেন তো তার কথা শুনে অবাক হয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে গেল। ও বাবা! দেখি সে একদিন নাকে তেলক পরে গলে ঝুড়ি কতক তুলসীর মালা দিয়ে ও গৈরিক বস্ত্র পরে আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত। আমার মা তাকে না চিন্‌তে পেরে তাকে বল্‌ছে বাবা কে তুমি? কোথা হ'তে আসছ, কি তোমার চাই, সে না পয়সার ও খাবার লোভে বল্‌তে লাগ্‌ল আমি নারদমুনি কেষ্টোর ভক্ত বৈকুণ্ঠ থেকে আস্‌ছি নারায়ণের ভোগের জন্য কিছু সন্দেশের দরকার হয়েছে। মা আমার—বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তিনি যে কাহারও কপালে ফোটা তেলক দেখ্‌লে বড় আদর করে তাকে ভক্তি কর্‌তেন। তিনি ভাবিতেছেন, অহো! আজ আমার কি সৌভাগ্য! যে আজ শ্রীনারায়ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে আমার সেবা গ্রহণের জন্য এই শিশু নারদকে প্রেরণ করেছেন—এই মনে করে তিনি বালকটীকে প্রচুর ভক্তিভরে নমস্কার করে অনেক দ্রব্য সামগ্রী দিলেন। সে না তাই পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে মনে মনে ভাব্‌ছে বেশ ভাল কাজ শিখেছি এমন করে অনেক পয়সা রোজগার ক'রে কালে খুব বড় ধনী হ'তে পাব্‌ব। ধীরেন বাবু! বলেন কি? এই দুগ্ধপোষ্য বালকটীর এত বুজরুগী বুদ্ধি। এই জন্য সে বাঁশের আগায় উঠেছে। বুঝিলাম আজ জগতে অধর্ম্মের উদয় হইয়াছে সজ্জনের আর আদর নাই। শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকগণ মাকালের ফলকে উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। ধর্ম্ম বাঁশের আগায় উঠেছে আর কেহ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। জুয়াচোরেরা পেটের দায়ে সাধু সেজে ভদ্রলোকদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে তাই এই বালকটী তাদের প্রকৃত অনুকরণ করিয়াছে। সিংহমহাশয়ের কথা শুনে ধীরেন বাবু বলিতে লাগিলেন,—দেখুন ধর্ম্মের এখন এমন কেলেঙ্কারি উপস্থিত হয়েছে যে, কত শুনি লোক বৈষ্ণবের বেশ সেজে কত বড় বড় লোকের বাড়ীতে ভাগবত পড়ে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে কত সোনা রূপোর গহনা স্ত্রীর গায় লাগাইতেছে আর জগতে ধর্ম্মের আদর নাই। যাঁহারাও সত্য সত্য নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত সত্য কথা প্রচারের জন্য কায়মনো-বাক্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তাদের কিনা জগতের লোক বলে ভণ্ড হায়রে কলি, হায়! তোর কাজ কর্ম্ম দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। দেখুন, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয় ইহা চিরকাল যুগ যুগান্তর চলে আসিতেছে। দুষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ কপটসন্ন্যাসী সেজে পরস্ত্রীহরণ, সজ্জনদিগকে উৎপীড়ন, দেবতাদিগকে স্বর্ণশ্রেণীতে দর্শন করে না পাপাচরণ করেছিল কিন্তু অধর্ম্মনাশকারী ভগবান্ তাহার সবংশে ধ্বংস করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। দুষ্ট দুর্য্যোধন তাহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচলিত করার জন্য দুর্ব্বাসা মুনিকে কপটভক্তি দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিল। তাই তাহার প্রার্থনা মতে মুনি সশিষ্যে রাত্রিতে কাম্যবনে পাণ্ডবের আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বাসা মুনি তেজস্বী মুনি হইয়াও তাহাদের আতিথ্য ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে নাই বরং তিনিই

তাহাদের নিকট পরাজিত হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন। অতএব যে যত প্রতারণা করে সাধুজনের হিংসা করুক না কেন, ক্রমে তাহাদের নিশ্চয় বিনাশ; যাহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের মত সত্যকথা দৃঢ়রূপে কোমর বেঁধে প্রচার করিতেছেন তাহাদিগকে যত প্রকার দুষ্টলোক হিংসা করুক-না কেন তাহাদের জয় সব সময়েই আছে। তাই, বলিতেছি ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়।

শ্রীচৈতন্যকথা

কি প্রকারে হরিনাম করতে হয় তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই নদীয়া-প্রকাশের আবির্ভাব। তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ হয়েও আমাদিগের নিকট এসে নিজকে ভগবান বলে পরিচয় না দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের মত ভগবানের দাসানুদাস। এমন কি কেহ যদি তাঁকে ভগবান্ বলতেন অমনি তিনি কাণে হাত দিয়ে বলতেন আমি ক্ষুদ্র জীব, জীবকে কৃষ্ণ বলতে নাই কৃষ্ণকে অন্য কোন বস্তুর সহিত সমান জ্ঞান করলে অপরাধ হয়। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হয়েও নিজরূপ গোপন করে ভক্তের মত হয়ে আমাদের নিকট এসেছেন তাহাই তাঁহার জীবের প্রতি অসীম কৃপা। তিনি যদি কৃষ্ণরূপে আমাদের কাছে এসে বলতেন ওহে আমি স্বয়ং কৃষ্ণ, তোমরা আমাকে ভজন কর, তোমরা সকলে আমার নাম জপ কীর্ত্তন কর। তাহলে লোকে তাঁর কথা শুনত না, মনে করত কৃষ্ণের বোধ হয় কিছু অভাব আছে, তাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৈকুণ্ঠ ছেড়ে আমাদের নিকট এসেছেন। এই প্রকার নানা লোকে নানা কথা বলতো কৃষ্ণের কথা কেউ শুনত না। কিন্তু সেই কৃষ্ণই ভক্তের বেশ ল'য়ে গৌররূপে এসে জগৎকে প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া দিলেন এবং আরও বুঝিয়ে দিলেন যে বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবান্ অপেক্ষা ভক্তের সঙ্গই অধিক প্রয়োজন, কেন না ভক্তের কৃপায় আমাদের ভোগ-বাসনা দূর হয়ে কৃষ্ণ সেবা করবার ইচ্ছা প্রবল হয়। তখনই আমরা ভগবানকে দেখতে পাই তৎপূর্ব্বে কংস শিশুপাল জরাসন্ধ রাবণ হিরণ্যকশিপুর মত ভগবানকে দেখেও দেখ্তে পাই না। কৃষ্ণকে দেখে ভক্তদিগের যে সুখ হত, কৃষ্ণকে দেখে গোপীরা যে আনন্দ পেতেন সে সুখ, সে প্রেম অঘবক পুতনার হত না। তাদের মত হয়ে কৃষ্ণ দর্শন করা না করা দুইই সমান। যে পর্য্যন্ত আমাদের প্রেম না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণকে দেখেও আমরা সুখী হ'তে পারিনে না বরং তাঁকে আমাদেরই মত সামান্য মানুষ মনে করে তাঁর চরণে অপরাধ করে বসি। অপরাধের ফলে সংসার দুখ অথবা অঘবক পুতনার ন্যায় গতি, যা সংসার দুঃখকে চেয়েও আর বেশী কষ্ট। কিন্তু ভক্তের সঙ্গ করলে আমাদের আর অপরাধের ভয় থাকে না। আমাদের কৃষ্ণ সেবা করবার বুদ্ধি হবে তখনই আমরা কৃষ্ণের নাম করতে পারব, তখন আর নামকে আমাদের চামড়ার জিবে উচ্চারণ হবার মত একটী শব্দ মাত্র মনে হবে না; শ্রীকৃষ্ণ সেবার মূর্ত্তিকে অমুক মিস্ত্রিতে গড়েছে আমার সোনার গৌরাঙ্গকে—এরূপ মনে হবে না, কৃষ্ণ সম্বন্ধি বস্তুকে জড় জগতের মেটে জিনিষের মতন বোধ হবে না। মহাপ্রসাদকে ডাল ভাত তরকারী, বৈষ্ণবে তেলি মালি তাম্বুলি, অমুকের পুত্র এইরূপ জাতি বুদ্ধি হবে না এই জন্য শাস্ত্রে কৃষ্ণ সেবা চেয়েও কৃষ্ণের ভক্ত সেবা আরও বড় বলেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর আরও বলেছেন কৃষ্ণনাম বললে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ রূপ গুণ লীলা ও কৃষ্ণের পরিকর বর্গকে বুঝতে হবে। আমরা কৃষ্ণসেবা করব কৃষ্ণ পরিকর সেবা করব না এরূপ বুদ্ধি হলে নামে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়ে যাবে তখন আর নাম হবে না নামাপরাধ হ'য়ে যাবে। নামাপরাধ আর নাম দেখতে একরকম হলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। ভক্তসঙ্গের অভাবে আমরা সেটা বুঝতে পারি না। তাই ভক্তরাজ রামানুজ বলেছেন হে ভগবন্ আমি তোমার নিকট এই বর চাচ্ছি যেন তোমার ভক্তের নামে আমার রুচি হয়। ভক্তের কৃপা না হলে হরিনাম হয় না। ভগবান ও ভগবৎ সম্বন্ধি বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এইরূপে মনে ক'রে যারা হরিনাম করে বা হরি পূজা করে অথবা বৈষ্ণবে সামান্য মনুষ্য মনে করে জাতি বুদ্ধি করে তাদের জন্যে মহাপ্রভু বলছেন

কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

জগৎ ও ধাম

যাহা নিত্য কাল থাকে না, যাহার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ নাই তাহাই জগৎ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ধামের বিকৃত প্রতিফলন মাত্র সুতরাং ধামে যাহা আছে পরিদৃশ্যমান জগতে তাহাই বিকৃত রূপে লক্ষিত হয়। ধামে সেব্য বস্তু একমাত্র, অন্যান্য সকলেই তাঁহার সেবক, আর জগতে সেব্য ও সেবকের সংখ্যা বহু। শ্রীধামে সেব্য বস্তুর সুখ-সাধনই সেবকের স্বার্থ। জগতে সেব্য সেবকের স্বার্থ বিভিন্ন প্রকার। এখানে সেবক নিজ সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। মোটের উপর এখানে সেব্য সেবকের নিত্যতা নাই। এস্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পিতামাতা পুত্রকে ভালবাসিয়া থাকে, পুত্র পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাও একেবারে স্বার্থশূন্য নহে। শ্রীধামের আচরণ এরূপ ব্যভিচারময় নহে, তথাকার ব্যবহার—

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তার সুখ,
তার সুখ মোর তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড এই প্রতিফলিত পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্গত। তন্মধ্যে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য এই সাতটী উর্দ্ধলোক। ফলকামনা-যুক্ত পুণ্যবান গৃহিগণ অন্তে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোকে গমন করিয়া থাকেন। এই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক জনলোক তপোলোক ও সত্যলোক এই চারিটী লোক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও যতিগণের প্রাপ্য। উপরি উক্ত সপ্তলোকই অনিত্য। ইহারা সকলেই ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এইরূপ গতি জীবের পক্ষে মন্দের ভাল। এতদ্ব্যতীত আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা মুমুক্ষু, ইঁহাদের প্রাপ্য স্থান ব্রহ্মলোক। এস্থলেও নির্ভয় নাই। দ্বিপরার্দ্ধ কাল গতে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে ইঁহাদিগকে আবার মর্ত্ত্য লোকে আসিয়া সুখ দুঃখের অধীন হইতে হয় কিন্তু যে স্থান হইতে জীবকে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, যেখানে জড় সুখ বা দুঃখ নাই, যেখানে জন্ম জরা মৃত্যু নাই, যেখানে কেবল আনন্দ তাহাই শ্রীধাম। শ্রীধাম উপরি উক্ত কর্ম্মী যোগী বা জ্ঞানী পক্ষে অতীব দুর্লভ। তাঁহাদের শ্রীধামে প্রবেশাধিকার নাই। ভক্তগণেরই শ্রীধামে অধিকার। শ্রীধাম ভগবানের রূপ বৈভব। ভগবান্ যেমন বদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার জন্য প্রকৃত্যতীত রাজ্যে নিত্য অবস্থিত হইয়াও প্রাকৃত রাজ্যে অবতীর্ণ হন আবার জড় জগতে আসিয়াও জীবের ন্যায় জড় গুণে বদ্ধ হইয়া পড়েন না শ্রীধামও তদ্রূপ। শ্রীধাম জড় জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও জড়ীয় দেশ কাল ও সীমায় আবদ্ধ হন না। ভগবান্ [illegible] হইয়াও যেমন সর্ব্বব্যাপকত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না শ্রীধামও সেইরূপ জড় জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের জীবের [illegible] কবিরাজ্ঞা, বর্দ্ধমান প্রভৃতির ন্যায় বোধ হইলেও বস্তুতঃ তাহারা সামান্য নহেন। প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য্য জড় জগৎকে আলোকিত করে, চন্দ্র-সূর্য্যের সাহায্যে আমরা জাগতিক বস্তু দর্শন করিতে পারি কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য শ্রীধামকে আলোকিত করিতে পারে না। জড়ালোকের সাহায্যে শ্রীধাম দর্শন হয় না ভগবানের অঙ্গকান্তিস্বরূপ ব্রহ্মালোকের দ্বারা সেই ধাম উদ্ভাসিত। সদ্গুরু-কৃপায় জীবের চিৎস্বরূপগত অপ্রাকৃত জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইলেই অচিরেই শ্রীধামের স্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীধামে জন্ম মৃত্যু নাই, কালের প্রভাব তথায় নাই এমনকি পৃথিবীতে যে নবদ্বীপ বৃন্দাবন দ্বারকা মথুরা প্রভৃতি ধাম বর্ত্তমান, সেখানেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নাই তবে আমরা সে সব স্থানে কালের প্রভাব দেখিতে পাই কেন? জড় জগতের ন্যায় সেখানেও ত' সুখদুঃখাদি আছে তাহার কারণ কি? ইহার উত্তর একটু কঠিন। শ্রীধামে যাহারা জড়বুদ্ধির অধীন হইয়া আমাদেরই ন্যায় জাগতিক ভোগপর বুদ্ধি লইয়া বাস করেন তাঁহারা ধামবাসী নহেন। আমরা তাঁহাদিগকে ধামে বাস করিতে দেখিতেছি বটে কিন্তু তাঁহারা ধামে বাস করিয়াও ধামবাসী নহেন। এবিষয়ে মহাজনগণের সিদ্ধান্তবাক্যটী পড়িয়া বিচার করুন।

ধামমধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥
ধামের উপরে জড় মায়া পাতি জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥
মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রৌঢ়মায়া মুগ্ধ করি রাখে তারে দূরে।

গুরুগিরির আক্কেলসেলামি

এক গুরুঠাকুর অনেক শিষ্য-সেবক করিয়া ফেলিয়াছেন। শিষ্য সেবকগণের নিকট আদায়ী প্রণামী দ্বারা তাঁহার সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়। গুরুঠাকুরটীর এক পুত্ররত্ন আছেন, তাঁহার গুণের কথা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। গুরুপুত্র এই ১৭।১৮ বৎসর বয়সের মধ্যেই সব রকম নেশা করিতে শিখিয়াছেন—[illegible] করিয়া থাকেন। একটীমাত্র [illegible] সন্তান। [illegible]

[illegible] ঠাকুর মহাশয় মাছ মাংস [illegible] বাদ রাখেন না, তবে গোপনে কাজ সারেন।

গুরুগিরি ব্যবসায় আছে, বাড়ীতে নারায়ণ না রাখিলে শিষ্যেরা পাছে কিছু মনে করে, তাই তিনি একটা শালগ্রাম শিলাও রাখিয়াছেন। বাড়ী থাকিতে একটু জল, তুলসী আর মুড়ী বাতাসা ও ঠাকুর পূজার স্পেশাল কলা ভোগ দিয়া পূজাও সারেন, কিন্তু শিষ্যবাড়ী গেলে তাহাও হয় ত অনেক দিন জুটিয়া উঠে না। শিষ্য সেবক বাড়ীতে আসিলে সেই সুযোগে কেবল ঠাকুরকে দু' একদিন অন্নভোগ দেওয়া হয়। নিজেরা আমিষ খান, ঠাকুরভোগের জন্য ত' আর পৃথক্ ব্যবস্থা করা যায় না? তবে শিষ্যেরা আসিলে একটু শুদ্ধভাব দেখানর প্রয়োজন কিনা, তাই ঘি, সৈন্ধব, আতপ তণ্ডুলের ব্যবস্থা হয়—অবশ্য তাহাও শিষ্যের পয়সায়!

এহেন ঠাকুর মহাশয় চলিয়াছেন আজ শিষ্যালয়ে। তাঁহার অঙ্গকার চাদ চন্দন দেখিয়া কে না বলিবে যে তিনি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ হইতেই নামিয়া আসিতেছেন! ঠাকুর মহাশয়ের গলদেশে মোটা মোটা তুলসীর মালা, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ, হাতে হরিনামের ঝোলা, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গায়ে নামাবলী, পায়ে কাপড়ের চটী জুতা, মুখে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি, নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত যেন কতই না ভাবে বিভোর, মধ্যে মধ্যে এক একবার 'হরি হে তোমার অদর্শনে এখন যে প্রাণ যায়'—এই বলিয়া মূর্চ্ছা—কি প্রেমোন্মত্ত অবস্থা! ঠাকুর মহাশয় এমন অবস্থাতেই এক শিষ্যবাড়ী যাইয়া উপস্থিত। চারি দিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুর মহাশয়কে বসিতে আসন দিল। শেষে কিছু বিশ্রামের পর পদধৌত আরম্ভ হইল। দৈবক্রমে একটী অর্ব্বাচীন শিষ্য গুরুদেবের পা ধোওয়া জলটুকু রক্ষণার্থ কোন পাত্র সংগ্রহ না করিয়াই পা ধোয়াইতে আরম্ভ করিলে, গুরুদেব ত' চটিয়াই অস্থির! আঃ বেটাদের একটু আক্কেলও নাই! বলি বেটারা, এমন দুর্লভ বস্তুও কি নষ্ট করিতে হয়? তোদের কি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে? অন্যান্য শিষ্য অমনি "ও, তাই ত' কি সর্ব্বনাশ' বলিয়া যেখানে যত ঘড়া, ঘটি, গাড়ু, গামলা ছিল লইয়া আসিয়া গুরুদেবের পা ধোয়ান জল সংগ্রহ করিল এবং মনে ঘৃণা হইলেও অন্ততঃ গুরুদেবের সাম্নেই তাঁহাকে দেখাইয়া [illegible] পাদোদক পান করিল।

[illegible]

[illegible] গুরুদেব [illegible], এক [illegible] কাপড়ে থাকিবেন [illegible] শিষ্যদের [illegible] কাপড়ও [illegible] সুতরাং তাঁহার জন্য নূতন ধুতি চাদরেরই ব্যবস্থা হইল। পরে পূজাহ্নিকলীলা। ওঃ সে কি ঘণ্টা নাড়িবার ধুম। শিষ্যদের প্রতি খুব করিয়া ধূপধুনা লাগাইবার হুকুম হইল। নারীগণ হুলু-শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে আতপ চাউল, কলা, আম, কাঁটাল, নারিকেল, কমলালেবু প্রভৃতি ফল আসিতে লাগিল। কেহ ধুতি, চাদর, গামছা কেহ বা টাকা পয়সা আনিয়া ফেলিতে লাগিল। একটী শিষ্য বলিয়া উঠিল, ঠাকুর মহাশয়, ঠাকুরের নৈবেদ্যের জন্য এই ফল গুলির আধার করিয়া দিব? আমার ফল তাঁহার কোন কাজে লাগিবে না বলিয়া ঠাকুর অমনি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, বেটারা করিস্ কি? আমি মানসে সমস্ত বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। ভগবান্ সব গ্রহণ করিয়া আমার যেমন হস্ত তেমনি রাখিয়া দিয়াছেন। তোদের চোখ্ আছে যে দেখ্‌বি?" নিরীহ শিষ্যগণ চুপ করিয়া রহিল। গুরু ঠাকুর খুব খানিকটা হৈ চৈ করিয়া বলিলেন, পূজা হইয়া গেল। এইবার ভোগের যোগাড় কর্।" শিষ্যগণ ভোগের স্থানে বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বড় বড় ডেক হাঁড়ি প্রভৃতি রাখিয়া দিয়াছে। কারণ গৃহে গুরু আসিবেন বলিয়া শিষ্যগণ এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করিয়াছে। অনেক লোকও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সকলেরই ইচ্ছা গুরুদেবের স্বহস্ত পাচিত অন্ন-ভক্ষণ। গুরু ছাড়া আর কেহ রাঁধিলে ত' আর চলিবে না? সুতরাং গুরুকেই রন্ধন, পরিবেশনাদি সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে শিষ্যগণ বহুদিন পরে গুরুদেবের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইবে।

গুরুদেব আসিয়া আয়োজন দেখিয়াই [illegible] প্রমাদ গণিলেন। কি করিবেন, শিষ্যেরা প্রসাদ না পাইলে, পাছে দক্ষিণা দিতে গোলমাল করে, এই ভয়ে অতিকষ্টে ভোগ রন্ধন, ভোগনিবেদন ও তৎপরে পরিবেশনাদি কার্য্য সমাধা করিলেন। প্রকাশ্যে শিষ্যগণের গুরু-ভক্তির প্রশংসা করিতে থাকিলেও কিন্তু শিষ্যদিগের গোষ্ঠী সহিত [illegible] ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন পূর্ব্বজন্মে কি পাপই না করিয়াছিলাম, তাই এ গুরুগিরি। শাস্তি। যাহা হউক অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর গুরুঠাকুর সামান্য [illegible] দিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং উপযুক্ত [illegible] লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

'পাঠকগণ ইহাকে [illegible] গল্প বলিয়া ভাবিবেন না, ইহা একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

[illegible]

হাবুকাঃ।

[illegible] বিঃ, [illegible]

হারকঃ।

উপরি উক্ত প্রবন্ধে দেখুন, দক্ষিণাটি লইয়াই শিষ্যের সহিত গুরুর সম্বন্ধ। দক্ষিণাটীর সুবিধার জন্যই গুরুর শিষ্য সমীপে যত ভাগবৎসেবাচেষ্টা প্রদর্শন। যে গুরু বাড়ীতে হয়ত সর্ব্বদাই বিষয় কর্ম্মে, অখাদ্য ভক্ষণ ও যোষিৎসঙ্গাদিতে রত, শিষ্যবাড়ীতে কিম্বা শিষ্য সমক্ষে সে গুরুর কপটভক্তিভাব প্রদর্শন। ইহাদের কাছে মন্ত্রগ্রহণে জীবের কি লাভ হইয়া থাকে? এক অন্ধ কখনও আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে কি? উভয়েই কূপে পতিত হয়। বুদ্ধিমান্ শ্রেয়োলাভার্থিগণ এতাদৃশ ব্যবসায়ী গুরুবর্গের করালকবল হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া প্রকৃত সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নানা কথা

সম্প্রতি ফ্রান্সে ষ্টেথস্কোপের সাহায্যে বধিরতা চিকিৎসার চেষ্টা হইতেছে। অনেক স্থলে সুফলও পাওয়া গিয়াছে।

ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত গত ১৩ই আগষ্ট তারিখের এক প্রবন্ধে ভারতীয় বিধবাগণের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্য হাওড়ার উকিল শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ষ্টেট্‌সম্যান্ পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এ, এইচ, ওয়াট্‌সনের বিরুদ্ধে এক মানহানির অভিযোগ আনয়ন করেন। হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রবন্ধটী কোন ব্যক্তিবিশেষের নামে লেখা হয় নাই ইত্যাদি ওজুহাতে মামলাটী নাকোচ করিয়া দেন। তাহাতে হুগলীর জজ মিঃ পি, সি, দেব (?) তরফ হইতে এক আবেদন করা হয়। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ক্রটী প্রদর্শন করিয়া মামলাটী যথাযথ আইন অনুসারে পরিচালন জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ঢাকা লোহজঙ্গ ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘটক মহাশয়ের স্ত্রী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করার ১৫ দিন পরে আর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কোন সম্ভাবনা প্রসূতি বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৩দিন পরেই মারা যায়, দ্বিতীয়টী এখনও জীবিত আছে।

সিরাজগঞ্জ পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটে আদালতে হিম্মৎ আলিরহমান পরিচয়ধারী মাধব একটী হিন্দু বিবাহিতা বালিকাকে তাহার পিত্রালয় হইতে হরণ করিয়া নানাস্থান ভ্রমণান্তে শেষে খড়দারাখে—এই মর্ম্মে একটী দরখাস্ত আসে দরখাস্ত অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট পরীদাসীকে আদালতে হাজির করান'র একটা পরোয়ানা বাহির করেন। পরীদাসীকে খুঁজিয়া আদালতে আনা হইয়াছে মামলা চলিতেছে।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারক স্যার হেন্‌রী জর্জ্জ রিচার্ডস্ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৯০৫-১১সাল পর্য্যন্ত প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি পড়িয়া গিয়া আহত হওয়াই নাকি তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

মাদ্রাজ সরকারের সদস্য মিঃ বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী গত শনিবার নিযুক্ত হইয়া গত মঙ্গলবারেই পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ এ, ওয়াই, জি, ক্যাম্বেল তাঁহার স্থানে অস্থায়ীভাবে কাজ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বোর্ড অফ ট্রেডের পক্ষ হইতে সংবাদ প্রকাশ গত ফেব্রুয়ারী মাসে গত জানুয়ারী অপেক্ষা কুড়িলক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি টাকার মাল কম রপ্তানী হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ৫৭০৩৬৯৪৮ পাউণ্ড মাল ইংলণ্ড হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

নাভার মহারাজ হাইকোর্টের উকিল মিঃ কে ভাণ্ডারকে ডাকাইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ মহারাজের স্বাস্থ্য ভাল আছে। তিনি পত্নী ও পুত্রের অদর্শনেই কেবল কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

কলিকাতা, রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলিয়া এক ব্যক্তি দমদম জংসন ষ্টেসনের সাউথ কেবিনের নিকট রেলরাস্তা ক্রস করিতে গিয়া ট্রেণ চাপা পড়েন। হাসপাতালে লইয়া যাইতে যাইতে পথেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আগামী ২৪শে, মার্চ শনিবার শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ও মৌলবী সৈয়দ আবুল-সুবীন হাসেমী কংগ্রেস কার্য্যোপলক্ষে কুষ্টিয়ার গমন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

হোগোলকুড়িয়া লেনে আবদুল ওয়াহেদ নামক কর্পোরেশন আলো বিভাগের এক ইন্‌স্পেক্টর, বাস করেন। তাঁহার বাসার সন্নিকটে এক দেশালয়ে আফ্‌তাব্‌উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি যাতায়াত করে এবং প্রায়ই রাত্রিতে চীৎকার করিয়া শান্তি ভঙ্গ করে। গত মঙ্গলবার রাত্রিতে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বড় বিরক্ত হইয়া উহাকে চীৎকার করিতে নিষেধ করায় সে আবদুল ওয়াহেদকে এক ছুরিকাঘাত করে। আহত ব্যক্তির চীৎকারে পুলিশ আসিয়া আফ্‌তাবুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেয় এবং ইন্‌স্পেক্টরকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। তদন্ত চলিতেছে।

কাশীতে এক মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দুই তিন দিন হইল, একখানি মোটরলরী অত্যন্ত বেগে চালানর ফলে গাড়ীখানি উল্টাইয়া ২ জন স্ত্রীলোক ও বহু লোক আহত হইয়াছে। মোটর ড্রাইভারের অর্ব্বাচীনতার ফলে এরূপ কত যে দুর্ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পুলিশ সাহেব রায় বাহাদুর জে, এন, মুখার্জ্জীর গৃহে যে সন্ধ্যার পুলিশ পাহারায় ছিল, তাহার মুখের ভিতর দিয়া গুলী চলিয়া গিয়াছে। লোকটী আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শুদ্ধি উৎসবের পর মিস্ মিলার গত ১৪ই মার্চ তারিখে নাসিক হইতে বারওয়াহার পথে পাওোয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। সার তুকাজীরাওয়ের ভগ্নী রাজকুমারী সাবিত্রী বাই ও ক্যাপ্টেন যাদব তাঁহার সহিত আছেন। সার তুকাজীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রাজকুমারী তারা, নাসীকে দেবমন্দির ও অন্যান্য পবিত্র স্থান দর্শন করিতেছেন।

গত শনিবার ১৭ই মার্চ তারিখে বারওয়াহার নর্ম্মদার উপনদী কোরালের তীরে এক সুবৃহৎ প্রাসাদে সার তুকাজী রাওয়ের সহিত মিস্ মিলারের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার কথা। বিবাহে চারি সহস্র লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তুকাজী রাওয়ের দুই বিমাতা ও হোল্‌কার পরিবারের কর্ণেল্ সেনহেই বারওয়াহার আছেন। বারওয়াহা সহরটী মন্দ নহে। তুলার ব্যবসায়ের জন্য স্থানটী প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫ হাজার গাঁট তুলা রপ্তানি হয়। সহরের লোকসংখ্যা প্রায় ৭০০০ হইবে।

গত ১৪ই মার্চ প্রাতঃকাল হইতে প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লণ্ডন গভীর কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঠিক ঐ সময়ে আবার ইলেক্‌ট্রিক্ পাওয়ার হাউসে মেসিন খারাপ হওয়ায় নগরের কিয়দংশ এমন কি বেরিংক্রশ ষ্টেশন পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোকবিহীন অবস্থায় ছিল। ফলে এক গভীর অমাবস্যা রজনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। আফগান রাজদম্পতী এই দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

কিন্তু যখন রাজদম্পতী গিল্ড হলে জলযোগের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, তখন আকাশ কিছু পরিষ্কার হইয়াছিল। ইয়র্কের ডিউক ও ডাচেস্, প্রিন্স হেন্‌রী, প্রিন্স আর্থার, কনটের প্রিন্সেস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ জলযোগে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড মেয়র প্রবেশদ্বার হইতে রাজদম্পতীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া লাইব্রেরীতে আনেন। তথা হইতে লর্ড মেয়র রাণী সৌরিয়াকে লইয়া এবং মেয়র-পত্নী রাজা আমানুল্লাকে সঙ্গে লইয়া সম্মানের সহিত মঞ্চোপরি আরোহণ করেন। সেই সময়ে ব্যাণ্ডে আফগান জাতীয় সঙ্গীত বাজিতে থাকে।

আফগান রাজমহিষী তাঁহার দেশীয় পোষাক ছাড়িয়া য়ুরোপীয় পোষাকে সজ্জিতা হইয়া পাশ্চাত্যদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। ফ্রান্সের নব নব ফ্যাসানের পোষাক পরিচ্ছদ তিনি প্যারিস হইতে প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছেন। ইউরোপ ভ্রমণের জন্য তিনি প্রায় তিন হাজার দুই শত পাউণ্ড মূল্যের ক্রমই কিনিয়াছেন। তাঁহাদের এই ইউরোপ ভ্রমণে অন্যূন একলক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে বলিয়া অনুমান হয়।

নিউ ইয়র্ক ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কোথায়ও বৃটিশ বিমান হিঙ্কলিকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। নিউ ফাউণ্ড ল্যাণ্ড, হার্টস কণ্টেণ্টের ওয়েষ্টার্ণ য়ুনিয়ন কেবল কোম্পানীর কর্ম্মচারী মাত্র সংবাদ দিতেছেন, তিনি একখানা বিমানকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাইতে দেখিয়াছেন।

বরিশাল জিলার অন্তর্গত [illegible] নিবাসী নগরবাসী কুণ্ডু নামক জনৈক ধনী তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিতে অনেক লোকজন ও বাজী বাজনাসহ নৌকাযোগে আমতাকুড়ি যাইতেছিলেন। রাত্রি শেষে বরিশাল চাঁদমারীতে নৌকা পৌছিয়াছে এমন সময় বাজী বিস্ফোরণের এক ভীষণ শব্দ হয়। আরোহিগণ সকলেই নিদ্রিত ছিলেন। হঠাৎ ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ও গাত্রে অত্যন্ত অগ্নির উত্তাপ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় সকলে নদীনদে ঝম্প প্রদান করেন। সকালবেলা তাঁহাদিগকে বরিশালে আনন্দ বসুর ডাক্তারখানায় আনা হয়। সকলেরই চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদাদি অবয়ব দগ্ধ হইয়া এক বীভৎস-দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। নগরবাসী, গুরুমালী ও অশ্বিনী গুহ—এই তিন ব্যক্তি অধিক দগ্ধ হন। গত বৃহস্পতিবার উঁহাদের একজনের নাকি মৃত্যু হইয়াছে।

সিনেটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ হোসেন পাশার মৃত্যু হইয়াছে। য়ুরোপীয় মহাসমরকালে তিনি মিশরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং বৃটেনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাটলার কমিশনের সদস্যগণের অদ্য মহীশূরে উপনীত হইবার কথা। তাঁহারা মহীশূরে ২ দিন ও বাঙ্গালোরে ২ দিন অবস্থান করিবেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা আবার বিশেষ খারাপ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ ডাঃ আন্সারীর সহিত গত ১৪ই মার্চ দিল্লী হইতে আমেদাবাদ যাত্রা করিয়াছেন।

খাদিপ্রতিষ্ঠান কর্ম্মশালা বলেন—১৮২০ সালের পূর্ব্বে দেশের সমস্ত বস্ত্রই খদ্দর ছিল। ১৮২০ সালে প্রথম বিলাতী সূত্র ভারতে আমদানী হয়। ১৮২০ সালে প্রথম দেশী মিল বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ধান কলের প্রাদুর্ভাবে যেমন ঢেকীর প্রচলন প্রায় উঠিয়া যাইতেছে, এক সময়ে তেমনি মিল চলায় চরকা উঠিয়াছে।

রাজশাহীর অন্তর্গত বালুরহাট প্রভৃতিকে শুনা যাইতেছে সরকার বাহাদুর খুব সহৃদয়তার পরিচয় দিতেছেন। কৃষকগণকে বীজের জন্য যে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার দাবী নাকি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ সাহায্য কল্পে ও পূর্ত্তকার্য্যের জন্য [illegible]

[illegible] আর সীমা থাকে না।

অব্যর্থ মুষ্টিযোগ

(চোক্ ওঠা)

(১)

কচি বেলপাতা (অভাবে বেলপাতা) জলছেঁচে চটকাইয়া উহার ২।৩ ফোঁটা চোখে দিলে একদিনে চোখ ওঠার জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়।

---

(২)

মধুর সহিত নির্ম্মলী ফল (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) ঘসিয়া শলাকার দ্বারা চোখের একটু ভিতরে যায় এমন করিয়া অঞ্জন দিলে উপকার হয়।

(চোকে জলপড়া)

(৩)

১ এক আউন্স গোলাপ জলে ১ এক রতি ফিটকিরি দিয়া উহার দুই ফোঁটা করিয়া চোকে দিলে জলপড়া সারে।

---

(৪)

১ তোলা পদ্মমধুর সহিত (অভাবে যে কোন মধুর সহিত) ৵০ দুই আনা পরিমাণ শ্রীকর্পূর (পুরীতে পাওয়া যায়) বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া উহার এক ফোঁটা করিয়া চোকে দিলে চোকে অসহ্য যন্ত্রণা, চোক ফুলা, ঝাপসা দেখা, জলপড়া প্রভৃতি যে কোন চক্ষুরোগ হইতে আরোগ্য হয়।

(খোস পাঁচড়া)

(৫)

ঘৃতকুমারীর (ভগার) ভিতরের শাঁস এক সিকি পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতে সমপরিমাণ মিশ্রীর সহিত খাইলে ৭ দিনে আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রথম ২ দিনে খুব বেশী পরিমাণে বাহির হয় তারপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। বাহিরে কোন ঔষধের আবশ্যক নাই। কেবল উষ্ণরূপে নিমপাতার জলে অথবা কার্ব্বলিক সাবানে গরম জলে পরিষ্কার করিতে হইবে।

[illegible] ভাগবত প্রেস হইতে শ্রীগোপীনাথ [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

…মঙ্গলবার—১৩৩৪ ।

মনীষা-প্রকাশের উক্তি

যাহাদের বিচারে এক পক্ষোথ উক্তি-দের বিচারকে কেবল নিরপেক্ষ বলা যায় না, এক পক্ষোথ বিচার সার্বজনীন না হওয়ায়, সজ্জনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। জগতে দুই প্রকার লোক দেখা যায়,—আর্থিক ও পারমার্থিক। আর্থিকগণ আর্থিকবিষয়ের আলোচনায় এতদূর আসক্ত যে, তাহারা পারমার্থিক কথাটী পর্য্যন্ত শুনিতে চান না। আর্থিক কথা ব্যতীত আর কোন ভাল কথা আছে, তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে চান না। আবার যাঁহারা পারমার্থিক বলিয়া জগতে পরিচিত, তাঁহারাও কোন একটী বিশেষ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া অন্যের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদেরও প্রশংসা করি না। পারমার্থিকগণ দুই ভাবে বিভক্ত, সারগ্রাহী ও ভারবাহী। ভারবাহিগণ কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী। সারগ্রাহিগণ বলেন,—মানবজীবন সোপানময়, নীতিশূন্য জীবনই মানবজীবনের সর্ব্ব নিম্ন সোপান, কেবলনৈতিকজীবন ঐ সোপানের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত, তদূর্দ্ধে সেশ্বরনৈতিক-জীবনের আরম্ভ। সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতেই প্রকৃত মানবজীবন আরম্ভ হয়। মানবজীবন ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে সাধন-ভক্তজীবন ভাবভক্ত-জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি যে সোপানে অবস্থিত তাঁহার সেই সোপানোচিত বিষয়সমূহ যথাযথ আলোচনা করিতে করিতে উন্নত সোপানে আরোহণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহারা কোন একটী সোপানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অধোগামী হন, যাবতীয় আর্থিক-ধর্ম পরমার্থে পর্য্যবসিত হইলে, আর আর্থিকধর্মের হেয়তা থাকে না। দুর্ভিক্ষনিবারণ, দেশহিতৈষণা, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যময় জনহিতকর কার্য্যগুলি, উন্নত হইয়া যথাযুক্ত পরমার্থে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই …ই পরমার্থীর উদ্দেশ্য। যদি আমরা … আবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে … পারিব না, এবং … কি, তাহাও … হইবে না …

সমালোচনা

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'মাতৃমন্দির' মাসিক পত্রে 'নানা কথা'র মধ্যে শ্রীগৌড়পুর পরবিদ্যাপীঠের আলোচনা-মুখে আমরা পড়িলাম যে, পরবিদ্যা-পীঠের প্রতিষ্ঠানে সম্পাদক মহোদয় ও সম্পাদিকা মহোদয়া গৌড়ীয়মঠের যে বৈশিষ্ট্যের খবরটী দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের একটু বিচার ভ্রান্তি হইয়াছে। তাঁহারা লিখিতেছেন,—"অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলকে আপন দলে গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু এই সম্প্রদায়ে নারীজাতির স্থান নাই। ভাল কি মন্দ, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। যাহার যতটুকু সামর্থ্য, তাই লইয়া তিনি ভগবৎসেবা করুন—নারীজাতি সে অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকুন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু আসে যায় না।"

শ্রীচৈতন্যমঠ—সম্প্রতি অন্তেবাসিগণের কৃষ্ণানুশীলন ভূমিকা। ভক্ত মহিলাগণ সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যমঠে স্থানাভাব বশতঃ সর্ব্বদা অবস্থান করিতে সুযোগ পান না, পরন্তু তাঁহাদের বাসের জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের জন্মভিটা শ্রীমায়াপুরে কতিপয় সেবকখণ্ড ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে সর্ব্বক্ষণ থাকিবার স্থান আছে। মঠে যদিও চারি প্রকার আশ্রমের প্রবেশাধিকার আছে, তথাপি গৃহস্থাশ্রমের ভক্ত মহিলাগণের তথায় সর্ব্বক্ষণ থাকিয়া সেবা করিবার প্রয়োজন হয় না। সেস্থানে বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু এবং পরমার্থি গৃহস্থগণ হরিসেবা ও পরবিদ্যার অনুশীলনের জন্য সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতে পারেন। দ্রষ্টৃ সূত্রে তথায় সকল ভদ্র মহিলার—সুনীতিসম্পন্ন গৃহস্থগণের যোগদানে অধিকার আছে।

পরবিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ ও সেবক-মণ্ডলী প্রত্যেক পুরুষ ভক্ত ও মহিলা-ভক্তের সর্ব্বতোভাবে সম্মান, আদর ও যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের রাজ্যে নরনারী উভয়েই সমভাবে আদৃত এবং ভগবদ্ভক্তিতে উভয়েরই সমান অধিকার আছে, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিচার। কিন্তু বৈষ্ণব নামধারী নরনারীর ব্যক্তিগত অধিকার অতিক্রম করিয়া পরস্পরের প্রতি অত্যাসক্তির আদর করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী একমাত্র ভগবানেরই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেবা করিতে সমর্থ। ভগবৎসেবার নামে কর্ম্মপন্থিগণের … ভোগ্য মনুষ্যরূপে ভক্ত নরনারী ভোগ করেন না। পরন্তু প্রত্যেক নরনারীকে … পূজা-জ্ঞানে তাঁহা… ভগবৎসিংহাসন জানিয়া তাঁহারা সম্মান দিয়া থাকেন। … গণকে যেরূপ … করিয়া অর্থ্য মহিলাগণকে হরিসেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে 'ভোগ্য' বুদ্ধি করেন, পরবিদ্যাপীঠের শিক্ষণীয় বিষয়ে তাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তির আদর নাই। পরবিদ্যাপীঠে আত্রেয়ী, গার্গী, শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতির প্রতি সেবাবিমুখতার কোন কথা নাই। পরন্তু প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ জড়ভোগ-পিপাসা প্রবল, তাহাতে তাঁহারা ভীত হইয়া স্ত্রীপুরুষের পরস্পর আসক্তিতে যে হরিসেবার বাধা হয়, ইহা মুক্তভাবে প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ভগবৎপ্রেম পশু, পক্ষী, দেবদেবী দানবদানবী নরনারী প্রভৃতির পরস্পর আসক্তি-জ্ঞাপিকা বৃত্তি নহে। পরন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব বৃত্তি দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দনে বা পরমাত্মার প্রতি ভক্তিই একমাত্র কৃত্য। প্রত্যেক নর ও প্রত্যেক নারী পরবিদ্যালাভে অধিকারী ও অধিকারিণী, সুতরাং 'মাতৃ-মন্দিরের' পরবিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে ধারণায় কিঞ্চিৎ ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে বুঝা যায়। আশাকরি, তাঁহারা এবিষয়ে পরবর্ত্তিসংখ্যায় তাঁহাদের সংশোধিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।

'মাতৃ-মন্দিরের' সম্পাদিকা মহোদয়া নারীজাতির পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পরবিদ্যাপীঠে নারীর অধিকার বঞ্চিত বলিয়া যে অনুযোগ দিয়াছেন, তজ্জনিত অপরাধ পরবিদ্যাপীঠের নহে, যে হেতু পরবিদ্যাপীঠের প্রত্যেক অন্তেবাসী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবক। তাঁহারা প্রত্যহই "দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ। শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।"—প্রভৃতি স্তব করিয়া থাকেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী পরব্যোম-স্থিতা নারায়ণী, রেবতীপ্রমুখা লক্ষ্মী-বর্গ, শচী, রতি, পার্ব্বতী, জয়া, তুষ্টা, পুষ্টি-ইলা এবং যাবতীয় ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, অন্ত্যজা ও চতুর্দ্দশ ভুবন-স্থিতা সকলেই আকর বস্তু অংশিনী অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূতা ও প্রকাশিতা। ইঁহাদের যথা-বিহিত সেবা না করিয়া কাহারও শক্তিমন্তের অবগতি ও সান্নিধ্যলাভ সম্ভবপর নহে। এই সকল কথা আলোচনা করিলে "মাতৃ-মন্দির" লিখিত অনুযোগের অপরাধে শ্রীগৌড়পুর পরবিদ্যাপীঠ দায়ী হইতে পারেন না।

সারস্বত তীর্থে সরস্বতীদেবীরই আরাধনা, সুতরাং বিদ্যাপীঠের অন্য আরাধ্য বস্তু, পরাবিদ্যা ব্যতীত অবিদ্যা বা ইতর যোষিদাদি আরাধ্য কেহ নাই।

একটু ভাবিবার কথা

আমরা বিষয়াসক্ত জীব। আমরা বিষয়ে এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের নিজ কথা ভাবিবারও একবার অবসর হইতেছে না। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, অর্থোপার্জ্জন, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, স্বদেশবাসীর অভাবমোচন প্রভৃতি অসংখ্য কৃত্য রহিয়াছে, তার মধ্যে আমাদের প্রধানকৃত্য একবার নিজের কথা চিন্তা করা কিন্তু সেইটীতেই আমরা উদাসীন। আমরা নিজের কথা চিন্তা করিয়া কি করিব? তাহাতে না হয় আমারি নিজের মঙ্গল হইল কিন্তু তদ্দ্বারা আমার দেশবাসীর বা আমার আত্মীয়গণের উপকার হইবে? তদুত্তরে মহাজনগণেরা বলিয়াছেন,—তাহাতেই সর্ব্বমঙ্গল নিহিত আছে, নিজের কথা ভাবিতে পারিলেই অপরের কথা চিন্তা করিবার যোগ্যতা আপনা হইতেই আসিবে। যে নিজের বিষয়ই চিন্তা করিতে অসমর্থ সে অপরের বিষয় কিরূপে চিন্তা করিবে? তাই বলিতেছি—

একবার ভাব মনে, আশাবশে ভ্রমি হেথা
পাবে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি কোথায় ছিলে
কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ করে গেলে
যাবে কোথা শরীর-পতনে।
কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়
তুচ্ছ জয় পরাজয়
ক্রোধ-হিংসা দ্বেষ অন্য জনে॥

বিবাদভঞ্জন

বাদ বিসম্বাদ লইয়াই জগৎ। হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দু মুসলমানে, মুসলমানে মুসলমানে দেবতা অসুরে বিবাদ আজ নূতন নয় চিরকালই আছে এবং থাকিবে। আজ পর্য্যন্ত এ বিবাদের মীমাংসা হইতেছে না, কিরূপেই বা হইবে? এই জগতে একের ভোগ অন্যের বিরোধী, অন্যের ভোগে বাধা না দিতে পারিলে কখনই আমাদের ভোগ সিদ্ধ হইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—বিবাদমূলে হিংসা ব্যতীত কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। যাঁহারা মুখে বলেন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' পৃথিবী আমাদের আত্মীয়, তাঁহারাও পরস্পর কলহে ব্যাপৃত। ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়, যেখানে বিষয়—সেখানে বিষয়ের ভোক্তা বহু, সেখানেই এই বিবাদ। এই বিবাদ যে এই মর্ত্ত্য লোকেই আছে তাহা নহে, স্বর্গাদি ঊর্দ্ধ লোকেও এইরূপ বিবাদের কথা শুনা যায়। দেব ও অসুরগণের মধ্যে যখন একই প্রকার

বিবাদ প্রবল হইয়া উঠিত তখন ভগবান্ তাহাদের মধ্যে উদিত হইয়া অধার্ম্মিকগণকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতেন। কুরু পাণ্ডব দিগের মধ্যে রাজ্য লইয়া যখন ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল তখন ভগবান্ পাণ্ডবদিগের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কুরুকুল ধ্বংস করিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ইহা ভারতবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন কিন্তু কেন ভগবান্ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলেন তাহার অনুসন্ধান অনেকেই করেন না।

অনেকেই হয়ত বলিবেন ভগবানেরও আমাদের মত পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে বস্তুতঃ তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই বা থাকিতে পারেনা। কারণ তাঁহার কাছে হিন্দু মুসলমান ইংরাজ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সব এক, তাঁহার আত্মীয় বা পর কেহ নাই, তাঁহার স্বদেশ বা বিদেশ বলিয়া কিছু নাই; তাঁহার কথা দূরে থাকুক তাঁহার চরণ যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদেরমধ্যেও ঐ প্রকার দ্বন্দ্বভাব নাই। তবে কেন তিনি পাণ্ডব পক্ষ গ্রহণ করিলেন। অধর্ম্ম বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করা ভগবানের একটী লীলা, পাণ্ডবগণ স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত আর কুরুপক্ষ স্বভাবতঃ অসদাচারী ভগবদ্ বিরোধী। লক্ষ্মীতে শনিতে যেরূপ নিত্যকাল বিবাদ, ধর্ম্ম-অধর্ম্মেও তদ্রূপ। তাহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মসংরক্ষক ভগবান্ ধর্ম্ম পক্ষকেই রক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না। পিতা অসৎ পুত্রকে শাসন করিলে অথবা রাজা দুষ্ট লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিলে যেমন পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না, সেইরূপ ভগবানের ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বনে পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে পারে না।

অতএব আমরা নিজের উন্নতির চেষ্টাই করি অথবা স্বদেশ বাসীর হিত-চেষ্টাই করি ভগবানের কৃপা-ব্যতীত ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা ধার্ম্মিক হইলে, ভগবচ্চরণে শরণাগত হইলে আমাদের বিনা চেষ্টাতেও অনায়াসে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ধর্ম্মমূল ভগবানের পাদপদ্ম ছাড়িয়া আমরা যাই করি না কেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না কেবল বৃথা সময় নষ্ট মাত্র হইবে। ভগবানে যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও বিশ্বাস আছে তাঁহারা এসকল কথা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের কাছে তাঁহাদের নিকট এসকল কথা উপহাসাস্পদ হইতে পারে কিন্তু আস্তিকগণ তাঁহাদের কথায় বিচলিত না হইয়া [illegible] হইতে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিবেন এবং সকল বিবাদের পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন, দেখিবেন আমাদিগের মধ্যেই ভগবান্, আপনাদের চিত্ত বিভাগে উদিত হইয়া আপনাদিগের চিত্তের দ্বন্দ্বভাব দূর করিয়াছেন। ভগবদ্ধর্ম্মেই একমাত্র, সামঞ্জস্য সম্ভব নতুবা কোন প্রকারেই সামঞ্জস্য হইতে পারে না। ধর্ম্মের জয় চিরকালই আছে। নৈতিক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

এ আমার নিজজন এ আমার পর ইহা আমার ইহা অপরের এইরূপ ধারণা অজ্ঞের হইতে পারে কিন্তু উদারচরিত মহাত্মাদিগের পক্ষে সমগ্র পৃথিবীই সমান, তাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন।

প্রেরিত পত্র

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

অদ্য শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভিটার উৎসব-প্রসঙ্গ লইয়া কলিকাতায় কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়ার মধ্যে বিশেষ হিংসার কথা শুনিতে পাইলাম। একজন বলিতেছেন,—আমরা সাক্রটিয়ার বাবাজীর দ্বারা যাহাতে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সকল খবর প্রত্যহই প্রকাশিত না হইতে পারে, তজ্জন্য 'নদীয়া-প্রকাশের' প্রচার হিংসকদলের মধ্যে করিতে দিব না। 'নদিয়া-প্রকাশ' প্রত্যহ সত্য কথা বলুন, কিন্তু উহা না পড়িলেই হইল, তাহা হইলেই যাঁহারা উহা পড়িবেন না, তাঁহাদের নিকট আর সত্য প্রকাশিত হইবে না। নদীয়া প্রকাশকারী শত সহস্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর আবেদনে ২১৪ জন সাহিত্যজীবী বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দ্বারা একটা দল সৃষ্টি করিয়া বাধা দিতে হইবে। রাম সীতার মন্দিরকেই 'গৌরাঙ্গমন্দির' বলিয়া জোর করিয়া জাহির করিতে হইবে। ইহার পোষণকল্পে নদীয়া মহকুমার এস, ডি, ও, শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চরণ সামন্ত মহাশয়কে লইয়া যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে আমরা রামচন্দ্রপুরের অনুকূলপক্ষেই পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু কুলিয়া সহরকেই 'নদীয়া' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আর একটী বিশেষ কথা এই যে, প্রাচীন নদীয়ায় যে স্থানে কাজীর সমাধি অদ্যকালে বর্ত্তমান, যে স্থানে নদীয়ার কোতয়ালবংশ বাবর পুরুষ ধরিয়া এক ভিটাতেই বাস করিতেছেন, যে স্থানে প্রাচীন নবদ্বীপের সেনবংশীয় রাজগণের জয় প্রাসাদ-স্তূপ বর্ত্তমান, যে স্থানে বঙ্গাব্দ ১২৬[illegible] সালে প্রকাশিত নবদ্বীপ ও বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণের বাসা এবং রাজ্যে সন্নিহিত শ্রীমায়াপুর, যে স্থানে সেনবংশীয় নৃপতিগণ প্রাচীন গৌড়পুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, যে স্থানের কিয়দংশ আজও বল্লালদিঘী নামক গ্রামের পরিচয় দিতেছে, সেই স্থানের প্রাচীন জীর্ণোদ্ধার ও বিদ্যা-গৌরব পুনঃ স্থাপনকল্পে যে বর্ত্তমান বর্ষেই লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটী স্বার্থ-সিদ্ধিপরায়ণ লোকের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন নবদ্বীপের সকল গৌরব টানিয়া লইয়া কুলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হউক—ইহাই তাঁহাদের বাসনা। এ জন্য তাঁহারা নয়কে হয় করিতে গিয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক বিদ্যোৎসাহী জনগণ তাহাতে আনন্দপোষণ করিতেছেন এবং সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ গৌরবসহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা নাই বলিতেছেন। এই সকল কথা শুনিয়া ঐ দলের অনেকেই হিংসায় অন্ন জল ত্যাগ করিয়াছেন, শুনিতে পাই।

যে সময় শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয় নদীয়ার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে হরিনাম প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে "পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে" প্রভৃতি গীতি মহাজনগণের শ্রীমুখ-বিগলিত হইয়াছিল। কুলিয়ার নগরবাসী কতকগুলি হিংসকব্যক্তি সাপত্ন্য-ধর্ম্মবশে প্রাচীন নদীয়ার উন্নতি দেখিতে পারেন না। অবশ্য ওখানে যে সত্যকে বিশ্বাস করেন এমন ব্যক্তি নাই একথা আমরা বলি না, তবে অধিকাংশের যেদিকে ঝোঁক বাধ্য হইয়া সেই দিকেই কতকটা মত দিয়া বাস করিতে হয়। শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যেদিন সকলেই তাঁহাদের ভ্রম উপলব্ধি করিয়া সত্যকে আদর করিতে শিখিবেন।

তাঁহাদের এখন বিবাদে অবসর, সুতরাং "নিজের নাক কাটিয়াও পরের যাত্রা ভঙ্গ" করিবার আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সভ্যগণ শ্রীধামের প্রচার করিতেছেন। আর তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিংসা-পরায়ণ দলিতকিলসমূহ নিজ নিজ স্বার্থ পোষণের জন্য আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীধাম-সেবা-বিরোধ করিতেছেন। প্রয়োজন হইলে এই সকল কথা ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিয়া হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিতে পারি। নিবেদন ইতি।

শ্রী[illegible] বিদ্যাভূষণ

[illegible]

[illegible]

[illegible] প্রকার। বৃক্ষ গুল্ম, লতা, [illegible] প্রভৃতি স্থাবর। জলচর ও স্থলচর ভেদে জঙ্গম [illegible] দুই প্রকার। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি স্থলচর, মৎস্য-কুম্ভীরাদি জলচর। সকলেই নিজ নিজ [illegible] [illegible] এই সকল জীবের মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিটী মনুষ্যে আছে, পশু পক্ষীতেও আছে, মানুষের বিশেষত্ব এই যে, তিনি ধর্ম্ম জগতের সংবাদ রাখেন আর অন্যান্য জীব তদ্বিষয়ে উদাসীন। মানব-জন্ম লাভ করিয়াও যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিকব্যাপারের দাস, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। অতএব ধর্ম্ম জগতের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারাই প্রকৃত মানব-পদবাচ্য। এই সকল মানবগণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মী জ্ঞানী এবং ভক্ত ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। ফলভোগ বাসনা লইয়া যাহারা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাহারা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিয়া কর্ম্মী নামে পরিচিত হন। ফলভোগের অনিত্যতা [illegible] যাহারা ফলত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহারা জ্ঞানী আর যাঁহারা ভোগ ও ত্যাগ উভয়কে অনিত্যবোধে উভয়ের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবৎসেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করেন তাহারা ভক্ত। এই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তাহারা নিত্যধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছেন। ভোগ ও মোক্ষবাসনা হইতেই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং উহা নৈমিত্তিক। নিমিত্ত বিগত হইলে আর উহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না কিন্তু ভক্তি জীবের স্বরূপগতধর্ম্ম; উহা কর্ম্ম জ্ঞানের ন্যায় কোন হেতুমূলে উদিত হয় নাই। নিত্যবস্তু কোন কারণবশতঃ বিকৃত হইলেও উহা বস্তুকে একেবারে পরিত্যাগ করে না। এই নিত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করাই মানবজীবনের সার্থকতা শাস্ত্রসার সমগ্র শাস্ত্রের অর্থনির্ণায়ক শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্ম-
পরিনিষ্ঠয়া
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-
স্মৃতি

—সাংখ্য অর্থাৎ [illegible] [illegible] যাহাই অনুষ্ঠান কর না কেন [illegible] একমাত্র মানবজন্মের সার্থকতা। [illegible] বিস্মৃত হইয়া ভোগ-মোক্ষের [illegible] ফলপ্রদ হয় না।

[illegible]কথা

[illegible] যতদিন একটু [illegible] থাকে, ততদিন [illegible] আমি [illegible] অসভ্য, কিম্বা [illegible] সত্য—সাধুকে অসাধু বা [illegible] সাধু বলিয়া আমরাই ক্রমবর্দ্ধনশীল [illegible] নিকট একজন বড় বাহাদুর বলিয়া সম্মানিত হইতে বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করিব না—ইহাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। মহাজন-পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া —উহা অজেয় নিন্দা করিয়া একটি [illegible] যোষিৎসঙ্গযুক্ত ভক্তবেশধারী ভণ্ড [illegible] কাপট্যের প্রশ্রয় দিয়া নিজকে ঐ কপটীর মতই নরকের পথে লইয়া যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তোমরা আমাকে যতই কেন না সাবধান কর— আমার এ দুর্গমন হইতে আমাকে বিন্দু মাত্রও টলাইতে পারিবে না—নরকের পথ হইতে আর ফিরাইতে পারিবে না। আমি অবশ্য মনে মনে জানি বটে তোমরা শাস্ত্র ও মহাজনসম্মত কথাই বলিতেছ, তার পথে চলিয়া তোমাদের সহিত পারিয়া উঠা যাইবে না, তবে আমিও বড় যে সে লোক নই, তোমরাও যেমন একপক্ষে অনেকগুলি আছ, আমিও তেমনি আমার দলে অনেক লোক যোগাড় করিয়াছি, সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করিতেছি যাহাতে তোমাদের কথা অপ্রামাণ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি। সাফল্যও পাইয়াছি—কেন না যাহারা মধ্যস্থ হইয়া আমার কথা ও তোমাদের কথা বিচার করিবে, তাহাদিগকে আমিই গড়িয়া পিটিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। শাস্ত্রবাক্য তোমাদের যেমন আছে, আমিও তেমনি এমন সমস্ত জাল পুঁথি ও জাল শাস্ত্রযুক্তি যোগাড় রাখিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে তোমাদের একটু বেশ বেগ পাইতে হইবে। তোমাদের বেগ দেওয়াই যখন আমার উদ্দেশ্য, আর তাহা হইলেই যখন আমার নরক গমন সুখকর হইবে, তখন আর চিন্তা কি?

সত্য কিন্তু চিরদিনই সত্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বাগ্মিবর স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীভাগবত মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার [illegible] মহকুমার বিভিন্নস্থানে ভগবদ্ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভক্তিপ্রচারক স্বামী শ্রীভক্তিপ্রকাশ [illegible] মহারাজ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল [illegible] হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

[illegible] প্রচারাধিকারী স্বামী শ্রীভক্তি [illegible] গিরি মহারাজ ও শ্রীভক্তি-[illegible] পুরী যাত্রা করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার পাংশা প্রভৃতি স্থানে ভগবদ্ভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ মায়াপুরে হরিকথা প্রচার সমাপ্ত করিয়াই যাত্রা করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীস্বামী ভক্তি[illegible] মহারাজ বর্দ্ধমান আসানসোল প্রদেশে হরিকথা বলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।

উড়িষ্যা করদ রাজ্যের অন্যতম ঢেঙ্কানল রাজমাতা কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে ভগবদ্দর্শন ও হরিকথা শ্রবণার্থ শুভাগমন করিয়াছিলেন।

(স্থানীয়)

বালিকা বিদ্যালয়

সহর নবদ্বীপ দেয়াড়া পাড়ায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে "নবদ্বীপ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ৬০টী। সাধারণের সহানুভূতি হইলেই বিদ্যালয়টী ভাল ভাবে চলিবে আশা করা যায়।

গত কল্য দ্বিপ্রহরে বামনপুকুর মুসলমান পল্লীর এক বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। জনসাধারণের বহু চেষ্টায় অগ্নি বেশী দূর বিস্তৃত না হইয়া একখানি গৃহমাত্র আত্মসাৎ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছে। তৃণাচ্ছাদিত গৃহে যাহারা বাস করেন, তাঁহাদের এ সময় অগ্নি সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

গত রবিবারে শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বকনা গরু কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক-রোগে মারা গিয়াছে।

বাবাজীর গায়ের জ্বালা

রামচন্দ্রপুর কাকড়ের মাঠে বাসকারী ব্রজমোহন দাস বাবাজী নামে এক ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের নামে কতকগুলি মিথ্যা কথা প্রচারের ফলে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত হয়। বাবাজী-পুঙ্গব ক্ষমা প্রার্থনা এবং আর কখনও তাহার কথায় মঠের সেবকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মোকর্দ্দমার দাবী ছাড়িয়া দিয়াছেন, পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন। উক্ত বাবাজী এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ না হইয়া গায়ের জ্বালায় ছুটাছুটি করিয়া এখন মুসলমান সমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে—ধন্য কলির বাবাজী!

সহর নবদ্বীপে

নারী-নির্য্যাতন

বিশ্ববাসী মাতৃগণ, তোমরা যদি এখনও স্থির ধীর হইয়া তোমাদেরই ভগিনীগণের প্রতি ধামবাসী পরোপকারী বলিয়া গর্ব্বকারী অসচ্চরিত্রগণের এই পাশবিক অত্যাচার কাহিনী শুনিতে চাও তবে শ্রবণ কর—একটুও বিচলিত হইও না। অহো কি রোমহর্ষণ— পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য আজ জগতের বক্ষে—শ্রীধামের উপর অবাধে সংঘটিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য জগতে লোক নাই! ধন্য কলি, ধন্য তোমার প্রভাব!

সহর নবদ্বীপের বিধবা আশ্রমের কতিপয় অসচ্চরিত্র ব্যক্তি তাহাদের পাশবৃত্তি চরিতার্থের জন্য শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বিশ্বাস মহাশয়ের দশমবর্ষীয়া স্ত্রীর প্রতি যৎপরোনাস্তি অসদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহার সধবার যাবতীয় চিহ্ন নষ্ট করিয়া লাহোর প্রদেশে চালান দিতে উদ্যোগী হয়। এমন সময়ে দৈবানুগ্রহে স্থানীয় থানার সুযোগ্য দারোগা শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার ঘটক মহাশয় সংবাদ পাইয়া থানার অন্যান্য অফিসরগণসহ ঘটনাস্থলে উপনীত হন এবং অসহায়া স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করেন। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান সদানন্দ বাবুর উপস্থিতে ঐ বালিকার নির্দ্দেশমতে লক্ষ্মণ দাস, যোগেশ্বর পাল, লোকনাথ দাস, ভবানী-দাস এবং সুমিত্রাদাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া গোয়াড়ী চালান দেওয়া হয়। তাহাদিগের পক্ষ হইতে কেহই জামিন দিতে সাহস করে নাই। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিত নামধারী যজ্ঞেশ্বর পাল ঐ বালিকাটিকে প্রলোভনদ্বারা নিজের আয়ত্তাধীন করিতে সচেষ্ট হয়। অন্যান্য ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই উদ্ধার কার্য্যে শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু, মিস্কেশ্বরী তেওয়ারী হাবিলদার, কনেষ্টবল রামদহিন সিং, যদুনন্দন সিং, ঠাকুর গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য এবং তাঁহাদের সাধুচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

জামসেদপুর প্রবাসী জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন,—"কৃষ্ণনগর হইতে যে ছোট লাইনের ট্রেণ, তাহাতে আলোকের কোন বন্দোবস্ত নাই, এজন্য তাহাতে রাত্রিকালে স্ত্রীলোক ও টাকাকড়ি লইয়া চলা সমূহ বিপজ্জনক। আমি ও আমার কয়েকজন সহচর বিগত শ্রীধাম নবদ্বীপপরিক্রমা ও জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর গমনকালে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলাম। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ের প্রতিকারার্থ একটু মনোযোগ প্রদান করিলে যাত্রিগণের আর অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

নানা কথা

স্কটিশচার্চ্চ কলেজেও আবার গোলমাল বাধিয়াছে। ছাত্রগণ গত শুক্রবার হইতে কলেজ যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। কারণ—এলবার্ট হলে ছাত্রদের যে সভা হয়, সেই সভায় উক্ত কলেজ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট একজন ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বক্তৃতা দেন, তাহাতে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া ছাত্রটীকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ছাত্রগণ উহার প্রতিবাদের জন্যই বয়কট করিয়াছে।

সিটিকলেজের গোলযোগ এখন থামে নাই। ছাত্রগণ গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে হোষ্টেল বন্ধ না হওয়ার জন্য সিণ্ডিকেটে যে দরখাস্ত করেন, তাহাতে সিণ্ডিকেট মাত্র ৩ দিন হোষ্টেল খুলিয়া রাখার আদেশ দিয়াছেন। বি, এ পরীক্ষার্থী হেরম্বনাথ সম্বন্ধে আজও কোন মীমাংসা হয় নাই। শুনা যায়, প্রিন্সিপাল আপোষে মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

রিসড়ায় হোলী দাঙ্গাহাঙ্গামার পর আর নূতন কোন দাঙ্গা হয় নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকের আতঙ্ক এখনও যায় নাই। সশস্ত্র শান্তি পুলিশ-প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে। পুলিশ ওয়েলিংটন মিলের হিন্দু শ্রমিকদলের সর্দ্দার পণ্ডিত গুজধর ও আর একজন শ্রমিকের মুচলেকা লিখাইয়া লইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মুণিস্বামী মুদালিয়র এবং সেতু রত্নম্ আয়ার যথাক্রমে মাদ্রাজ স্বাস্থ্য ও ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৬ই মার্চ্চ তাঁহারা শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাক্তার আন্সারী শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের সহিত নেশন্যাল মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য আমেদাবাদ গিয়াছিলেন। গান্ধী মহাশয়ের স্বাস্থ্য নাকি বর্ত্তমানে কিছু ভাল। আন্সারী মহাশয় গত ১৫ই মার্চ্চ প্রাতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা করপোরেশন ৯ নং ওয়ার্ডে সদস্য ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গত ১৬ই মার্চ্চ আফ্‌গান দূতাবাসে আফ্‌গান রাজদম্পতি যে এক ভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞীমেরী ব্যতীত প্রিন্স অফ্‌ ওয়েল্‌স, ডিউক ও ডাচেস্ অফ্‌ ইয়র্ক, প্রিন্স হেন্‌রী ও প্রিন্স হরিয়া তাব্জি প্রভৃতিও নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন।

আফ্‌গানরাজদম্পতি বে-সরকারী ভাবে গ্রেট্ বৃটেনের নানা প্রাদেশিক কেন্দ্র পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা গত ১৬ই মার্চ্চ মধ্যাহ্নে রেলগাড়ী চড়িয়া বার্ম্মিংহাম যাত্রা করিয়াছেন। অনুচরবর্গের অনেকেই ক্লারিজ হোটেলে আছেন। বার্ম্মিংহামের লর্ডমেয়র তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

আজপ্রায় ৭।৮ দিন হইল কাপ্তেন হিঞ্চলিফের সহিত লর্ড ইঞ্চকেপের কন্যা এল্‌সী মেকাই 'ক্রানওয়েল' বিমান হইতে 'এণ্ডেভার' নামক বিমানে আটলান্টিক মহাসাগর পূর্ব্বকূল হইতে পার হইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন। আজও তাঁহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া লর্ড এবং লেডী ইঞ্চকেপ বিশেষ আশঙ্কাযুক্ত হইয়াছেন। শুনা যায়, কানাডা সীমান্ত হইতে ৫০ মাইল দূরে এবং ত্রিণভিল মেনের ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কোন নির্জ্জন বনের ঊর্দ্ধপ্রদেশে কয়েকটী লোক একখানি বিমানের শব্দ পাইয়াছে। আর একটী ক্ষুদ্র গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার খুব ভোরে বিমান পোতের ন্যায় একটী কিছু দেখিতে পাইয়াছে। সেখানি উত্তরপূর্ব্ব দিগভিমুখে উড়িয়া যাইতেছিল।

রুশিয়ার সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ারদিগকে বন্দী করায় গত ৩ সপ্তাহ যাবৎ রুশ-জার্ম্মাণে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে কি দাঁড়ায় তাহা বলা যাইতেছে না।

জামসেদপুর ১৭-৩-২৮

আমাদের একজন সংবাদদাতা জামসেদপুর হইতে লিখিয়াছেন—জামসেদপুরে ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে পূর্ব্বে নদীয়াপ্রকাশে যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্মঘট মাত্র টাটা-কোম্পানীর ক্রেনড্রাইভার দিগের মধ্যেই হইয়াছিল। তাহাতে সকলেই অল্প-বিস্তর বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ব্যতীত গত ১৬ই মার্চ্চ হইতে টাটার একমাত্র টিনকামের স্থান যে শ্লেল মিল, তাহারা এবং কোক্ ওভেনস ডিপার্টমেণ্ট এর কতকগুলি খালাসী ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এরূপ শুনা যাইতেছে যে আগামী মে মাসের মধ্যে সমস্ত বিভাগেই বিরাট ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা। কারণ বেতনবৃদ্ধি লইয়া।

মেল পিয়ন রামচন্দ্র ঘোষকে সিরাজগঞ্জ মেলব্যাগ চুরিসম্পর্কে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সে এখন এস, ডি, ওর নিকট দোষ স্বীকার করিয়াছে। খানিকটা রূপা নগদ ১১৮০ টাকা এবং ইন্‌সিওর চিঠির খামের এক অংশ পাওয়া গিয়াছে। যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় হাজতে পাঠান হইয়াছে।

কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডে কারবালা ট্যাঙ্কের নিকট আরোহিপূর্ণ একখানি রিক্‌শার সহিত একটী বাসের ধাক্কা লাগে। রিক্‌শাখানিতে ২ জন স্ত্রী ও ২টী বালক ছিল। আরোহিগণ এবং রিক্‌শওয়ালা অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেও কোন গতিকে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলকেই হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। বাসচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান দেওয়ান বাহাদুর এম, কৃষ্ণন্ নায়ার এম, এল, সি, মাদ্রাজের আইন-সচিব নিযুক্ত হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

বিমান-পরিচালক হিঞ্চক্লিফের সম্বন্ধে আর কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে কোন সংবাদ সংগ্রাহকারীকে হিঞ্চক্লিফের পত্নী নাকি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার স্বামীকে গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবার ক্রাণ ওয়েলে ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, তাঁহার স্বামী অনুকূল বাতাস পাইয়া বিমান লইয়া আয়ারল্যাণ্ড অভিমুখে গিয়াছেন।

আফগান রাজদম্পতির লণ্ডনেরসরকারী নিমন্ত্রণ গত ১৫ই মার্চ্চ শেষ হইয়াছে এবং তাঁহারা বাকিংহামপ্যালেস্ ছাড়িয়া ক্লারিজের হোটেলে সরকারের অতিথি স্বরূপে আছেন। তাই কাউণ্টিশীল তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। গত ১৫ই মার্চ্চ রাত্রিতে আফগান দূতাবাসে আফগানরাজ, সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীকে একটী ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

গত ১৫ই মার্চ্চ প্রাতে সাইমন কমিশনের সদস্য লর্ড বার্ণহম, মেজরয়্যাটলি ও মিঃ ক্যাডোগান লাহোর হইতে মোটরগাড়ীতে ফিরোজপুর আগমন করেন। তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন। ১৬ই মার্চ্চ তাঁহাদের মোগায় অবস্থান করিবার কথা।

বারাণসী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কলেরা ও প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত ১৪ই মার্চ্চ প্লেগরোগে সহরের ২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আকালীদলের নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং গত ১৪ই মার্চ্চ প্রাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ (রাজদ্রোহ) এবং এবং ১৫৩এ (জাতিবিদ্বেষ প্রচার) ধারা অনুসারে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আবেদনে তাঁহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকাবাসীর উদারতা বড়ই প্রশংসনীয়। পররাষ্ট্রসভার এক অধিবেশনে বক্তৃতায় মিঃ কেলগ বলেন, জগৎ হইতে যুদ্ধ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা সঙ্গত বলিয়া স্থির হয়, আমেরিকা তাহা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে স্বীকৃত আছে। আমেরিকা চাহে শান্তি। জগতে যে অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সে অনল নির্ব্বাপিত করিবার একমাত্র উপায় ভগবদ্ভজন। অন্য উপায় কিছু নাই।

[illegible]

[illegible]

হরিতকী ।০ তোলা আদা ।০ তোলা এবং সৈন্ধব লবণ ।০ তোলা একত্রে জল দিয়া বাটিয়া পানের মত বাঁধিয়া শুকাইয়া রাখিলে সমস্ত অজীর্ণ দূরীভূত হইয়া প্রাতে কোষ্ঠ সাফ হইয়া যায়।

---

(৭)

যোয়ান, হরিতকী ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে লইয়া পাতি লেবুর রসে ভিজাইয়া ভিজাইয়া ক্রমান্বয়ে ৩।৪ দিন রৌদ্রে শুখাইবে। উহা ভাল করিয়া শুখাইলে উহা গুড়া করিয়া ঐ গুড়া /। এক আনা মাত্রায় খাইলে অম্ল ও অজীর্ণ রোগ নষ্ট হয়।

---

(৮)

তিং ঘৃতে ভাজিয়া গুড়া করিবে, ঐ গুড়া এবং সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক /০ এক আনা লইয়া ভাত খাইবার সময় প্রথম গ্রাসের সহিত ৩।৪ দিন একক্রমে খাইলে অগ্নিমান্দ্য দূর হয়।

---

(৯)

একটী গোঁড়া লেবু, আধ তোলা বিট লবণ, আধ তোলা সৈন্ধব লবণ, এক তোলা মৌরী, এক তোলা যোয়ান, এক তোলা রাঁধুনী, এক তোলা আদা এবং এক তোলা লবঙ্গের খৈ। ঐ জিনিষগুলি গোঁড়া লেবুর রসে (গোঁড়া লেবুর অভাব হইলে পাতি লেবুর রসে) উত্তমরূপে বাটিয়া মটর কলায়ের আকারে বড়ি প্রস্তুত করিয়া শুখাইয়া রাখিবে। অজীর্ণ অম্ল বা বদ্‌হজম হইলেই ইহার ২।৩টী বটিকা লেবুর রস দিয়া অথবা জল দিয়া গুলিয়া খাইবে এবং ঔষধ খাইবার পরে কিছু ঠাণ্ডা জল পান করিবে। এই ঔষধে যে কোন বদ্ হজম ও অম্ল দূর হইয়া ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষুধার উদ্রেক হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

---

(১০)

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ৪।৫টী লবঙ্গ আগুনে দিয়া উহা ফুলিয়া খৈ হইলে ঐ লবঙ্গ কয়েকটী চিবাইয়া খাইয়া ঠাণ্ডা জল পান করিয়া শুইয়া থাকিলে, ভুক্ত ভোজনও সহজে পরিপাক হইয়া অজীর্ণ আনয়ন করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] ।

[illegible] চৈত্র, বুধবার—১৩৩৪ ।

মহাপ্রভুর জন্মস্থান

শ্রীনবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। সেই নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে। কলি বা বিবাদযুগে তাহা উন্টাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বপার নবদ্বীপ এখন গঙ্গার পশ্চিমপারে। প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে ছিল, তাহাকে সকলে 'অন্তর্দ্বীপ' বা চিত্তদ্বীপ বলিয়া আজও বলিতেছেন; আর গঙ্গানদীর পশ্চিমপারে রামচন্দ্রপুর কাকুড়ের মাঠকে 'বাহিরদ্বীপ' বলিতেছেন, এ কথা কুলিয়া পাহাড়পুরের সকলেই জানেন। ছোট পালসাহেব কাকুড়ের মাঠের অধিবাসী হইয়া তাঁহার বাহিরদ্বীপের জমিকে কি কারণে অন্তর্দ্বীপের জমি বুঝিয়া ধ্বজা পুঁতিলেন? তাহার প্রয়োজনীয় কোন্ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া [illegible] এরূপ বিপর্য্যয় ঘটাইলেন? সাকটিয়ার বেশধারী সিংহজীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছোট পাল-সাহেবের ম্যানেজার [illegible] হইতে আসিয়া ধ্বজা পুতিবার সাহায্যই বা কেন করিলেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, যাহা ঈশ্বর-বিমুখ লোকের নিকট 'অর্থ' বলিয়া প্রতীত, উহাই—অনর্থ। যে চৈতন্যদেব বিষয়ী ও যোষিতের সঙ্গ পরিত্যাগকারী না হইলে ভজনরাজ্যে বিষভক্ষণসদৃশ মন্দ হয় প্রচার করিয়াছেন, আজই তাঁহার নামে তাঁহারই সম্পর্কে ভজন-বিরোধী-জনগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছার প্রতিকূলে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। নিষ্কিঞ্চন পরমভাগবত শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের নির্দিষ্ট স্থানের সহিত বিরোধ করিতে গিয়া আজ তাঁহার আশ্রিত পরিচয়ে গায়ক রামদাস বাবাজী, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-চরণে অপরাধ করিয়া বসিলেন, যে কুঞ্জবার বাবাজীর পরিচয়ে বেশধারী সাকটিয়ার সিংহজী, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের চরণে বল-পূর্ব্বক অপরাধ করিতে বসিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহার গুরু-দ্রোহ হইল না? ছোটপালজী সাকটিয়ার সিংহজীর পরামর্শমতে যে বিরোধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার পিতার অগ্রজ পরম ভাগবত রাজর্ষি ভক্তিভূষণের হরিসেবা-চেষ্টার প্রতিকূল। এই সকল জানিয়া শুনিয়া সাকটিয়ার সিংহজীকে সঙ্গ করিতে যাওয়া ছোটপালজীর বংশগৌরবের পরিচায়ক নহে। ছোট পাল সাহেব পাইকপাড়া রাজের প্রজা-স্বত্বে [illegible] কি তাঁহার মন্দির-[illegible] গৌরাঙ্গসিংহের জন্মস্থান-আবিষ্কারক সাকটিয়ার সিংহের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া [illegible] আক্রমণ হইলেন? [illegible] তিনি [illegible] সিংহ মহাশয়দিগের [illegible] প্রদর্শন করে ভূমি হইতে প্রদ্যুম্ন-[illegible] হইয়াছেন। মোগাছিয়ার দ্বিজ বলরামের অধস্তন পোষ্ট মাষ্টার বাবু 'গৌরনাগরী'বাদের সমর্থন করিতে না পারিয়া, তাহার প্রতিশোধকল্পে গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মভূমির পরিপোষক হইয়া পড়িলেন। কলিকালে সকলই সম্ভবপর হয়। এক অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অধঃপাতিত রামসীতার মন্দির ইহজন্মে কি প্রকারে দেখিলেন, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান ১৮৪৯ শকাব্দা, সুতরাং অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ ১৭৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-লাভ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান জন্মগ্রহণের ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে জন্মে কি প্রকারে লুপ্ত মন্দির দর্শন পাইলেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বোধ করি তিনি জাতিস্মর। সাকটিয়া হইতে নবাগত সিংহবাবাজীর বুঝাইবার বাহাদুরীর বহর খুব বেশী—আর বুঝিবার লক্ষণও বিস্ময়জনক। ইঞ্জিনীয়ার বাবু সাব্ ইঞ্জিনীয়ার বাবাজীর নিকট হইতে তথ্য লাভ করিয়া এবার যে সমিতি খাড়া করিতে যাইতেছেন, তাহার সম্পাদন কার্য্যের ভিত্তি-পত্তনে দৃঢ় প্রমাণরূপ উপলখণ্ড বোধ করি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। তিনিই সরকারি কার্য্যে বহাল থাকা কালে প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি বল্লালসেনের ঢিপি সরকার পক্ষে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় তাঁহার মনে আছে। কোন কাজ না থাকিলে খুড়োর গঙ্গা যাত্রাই শ্রেয়ঃ। সব্ ইঞ্জিনীয়ারের আনুগত্যে আজকাল ইঞ্জিনীয়ারগণ ধাবিত, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার আনুগত্যেই এতাবৎকাল সব্ ইঞ্জিনীয়ার-গণ চালিত ছিলেন। ইহাদের নীতি বাহিরদ্বীপের অর্থ—অন্তর্দ্বীপ। সব্-ইঞ্জিনীয়ারের অধীন ইঞ্জিনীয়ার! আশী বৎসরের লোক তাহার জন্মের পূর্ব্বের ৪৮ বৎসরের বিলুপ্ত মন্দির প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ!! এই সকল আজগুবী কথা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্বৎ-সমাজের নিকট উপস্থাপিত করা হাস্যাস্পদ মাত্র। বৈং দিগ্ দর্শনীর ভ্রমপূর্ণ সংবাদগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্য। সুতরাং সকলই সম্ভবপর।

শ্রীনবদ্বীপধাম ৩২ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট। নবদ্বীপ-পরিক্রমাতে সমগ্র নবদ্বীপ [illegible] পরিক্রমা করা হয়, ইহা বোধহয় সকলেই জানেন। অতএব নবদ্বীপ যে ৩২ মাইল তাহা ইঁহারা কোথা হইতে জানিয়াছেন তাহা একবার চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈকুণ্ঠ পঞ্চাশ কোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ড, বৈকুণ্ঠের তুলনায় এক বিতস্তি অপেক্ষাও কম। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে ২।৩ মাইল স্থানান্তরিত করিলে প্রকৃত স্থানেরই একটী মিটিওরিক ডিষ্টারব্যান্স সূত্রে গ্রহণ করিয়া যাহারা সুখী হন, তাঁহাদের চাঞ্চল্যের কথা আর আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে অনন্ত কোটি যোজন-বিশিষ্ট শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত। সুতরাং আধ্যক্ষিক বিচারকগণের জড়পিণ্ডে আবির্ভাব-স্থান আবদ্ধ নহে, একথা তাঁহারাও বুঝিতে পারেন। জড়পিণ্ড যেখানে চিদ্দর্শনের ব্যাঘাত করে, সেই খানেই সৎসাহিত্যপরিষদের পরিবর্ত্তে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কোন কোন কল্পনা-প্রিয়-সদস্য-সম্পাদকাদি নিজ নিজ জিঘাংসা পরিতৃপ্তির উপাদানরূপে জন্মস্থান আবিষ্কারের ধুয়াগানে প্রমত্ত। এই সকল চেষ্টা সৎসাহিত্যপরিষদের কেহই অনুমোদন করেন না।

সাম্প্রদায়িকতা

বৈষ্ণবগণ সমগ্র জগতের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্র-দায়িকতা থাকিতে পারে না। ভার-বাহী বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবলরূপে দৃষ্ট হইলেও সারগ্রাহী বৈষ্ণবমহোদয়গণের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। এই কথাটী শুনিয়া হয়ত অনেকেই চকিত হইয়া বলিবেন—সে কি কথা, বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক—এই চারি প্রকার সম্প্রদায়-গত ভেদ আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি এমন কি তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আজ আবার একি নূতন কথা। তাহাতে আমরা বলি ভারবাহীদিগের মধ্যে ঐ প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া কলহ সৃষ্টি করিলেও সারগ্রাহি-মতে উহার সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁহারা বলেন বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যে চারিটি সম্প্রদায়গত ভেদ লক্ষিত হইতেছে উহা মূল বস্তুতত্ত্বগত ভেদ নহে, উহা কেবল বৈষ্ণবতত্ত্বের বিচিত্র ভাবের পরিচয় মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি চারি সম্প্রদায়ের মতকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া উহার চরম উন্নতা-বস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তে সর্ব্বমতের সামঞ্জস্য আছে। তিনি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া যাবতীয় শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার বা তদনুগত সারগ্রাহি বৈষ্ণব-মহোদয়গণের কোন বিদ্বেষ ছিল না, তবে তাঁহারা কখনও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, উপধর্ম্ম বা ধর্ম্মনাশক মায়াবাদীর প্রশ্রয় দেন নাই বা বর্ত্তমান কালেও তদনুগ সম্প্রদায়ে কখনও দিবেন না দিতেছেন না। সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্ত, দেশভেদে—কালভেদে, ব্যবহার-ভেদে, ভাষা ভেদে, পরিধেয় বস্ত্রাদি ভেদে মানবজাতীর মধ্যে একটি ভিন্নভাব উদয় করাইয়াছে, বস্তুতঃ মানবজাতিতে তাহারা এক। পরস্পর কলহ, যুদ্ধ প্রাণনাশ, হিংসা, দ্বেষ এই ভেদভাবের পরিণতি। এই সকল মানবগণের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার হইলেও বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের ঐ অবস্থাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, একটী সম্বন্ধগত অপরটী স্বরূপগত; সুতরাং সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্মও উক্ত বিচারে দুইপ্রকার—সম্বন্ধগত এবং স্বরূপগত। স্বরূপগত ধর্ম্ম একই প্রকার, স্বরূপগত ধর্ম্মের নামান্তর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। সম্বন্ধগত ধর্ম্ম শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ভেদে চারিপ্রকার। স্বরূপগত ধর্ম্মই মানবমাত্রেরই লক্ষ্য বস্তু হওয়া উচিত, কেননা উহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। সম্বন্ধগত ধর্ম্ম তাৎকালিক, জড় সম্বন্ধ দূর হইলে আমাদের সহিত ঐ ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব সাম্বন্ধিক অবস্থায় সাম্বন্ধিক ধর্ম্মকে স্বরূপ-গত ধর্ম্মে আরোহণ করিবার সোপান-স্বরূপজ্ঞানে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত সোপানে আরূঢ় হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিজ অধিকারে থাকিয়া অপরের অধিকার বিচার না করিয়া অন্য অধিকারীর নিন্দা করিলে ভার-বাহিত্বই প্রবল হইবে। ইহাই সার-গ্রাহিগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক [illegible]।

দূরদর্শিতা

জগতে একপ্রকার লোক দেখা যায়, তাহারা 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই বাক্যাংশ-টুকুমাত্র শুনিয়া সেই বাক্যাংশকে তাহা-দের নিজ নিজ স্বার্থের প্রতিকূল বা অনুকূল জ্ঞানে হয় দুঃখে না হয় আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে, 'ইতি গজঃ' বলিয়া যে বাক্যের একটী শেষ অংশ আছে তাহা আর তাহাদের শুনিবার অপেক্ষা থাকে না। আর এক প্রকার লোক আছে, তাহারা অন্যে কি বলিতেছে বা অন্যের কি বলিবার আছে, তাহা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজের

সোবাজীতেই নিজে বিভোর হইয়া থাকে। যেমন একব্যক্তি হয়ত কাহাকেও চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহাকে ডাকিতেছে সে উত্তর প্রদানও করিতেছে কিন্তু সে উত্তর শুনিবে কে? ব্যক্তি নিজের চীৎকারেই নিজের কাণে তালা লাগাইতেছে, তাহার আর অপরের জবাব শুনিবার অবসর কোথায়? বরং হয়ত সে অত্যন্ত ক্রোধবশে হয় নিজের মাথায় নিজে লাঠি মারিবে, না হয় যাহাকে ডাকিতেছিল তাহার প্রতিই ক্রোধপ্রকাশ করিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইবে। এরূপ অর্ব্বাচীনতার উদাহরণ যে জগতে কত পড়িয়া আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এই সকল দুর্দ্দশা ভাগ্যহীন ব্যক্তির অবস্থা শেষে "ততোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইয়া পড়ে।

শাস্ত্রে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ বলিয়া দুইটী বিষয় আছে। যাঁহারা কেবলমাত্র পূর্ব্বপক্ষের প্রতি নির্ভর করিয়া শাস্ত্রের একদেশী বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত বিষয়ে উপনীত হইতে চাহেন, তাঁহাদের শাস্ত্রচর্চ্চা ভেক-কোলাহলমাত্রে পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ ভেক যেমন কলরব করিয়া নিজ মৃত্যুস্বরূপ কালসর্পকে আহ্বান করে তাঁহারাও তদ্রূপ আত্মবিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ শ্রবণ করিয়া উত্তরপক্ষ বা মহাজন-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাদেরই যথার্থ শাস্ত্রতাৎপর্য্য উপলব্ধির সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। মহাজন-সিদ্ধান্ত উল্লঙ্ঘনকারী অজ্ঞজনগণকে বিজ্ঞগণ প্রশ্রয় দেন না।

বর্ত্তমানে যাহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, শ্রীভক্তিরত্নাকরাদি মহাজন-গ্রন্থোদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অনাদর পূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বমত স্থাপনকল্পে যত্নশীল হইয়াছেন, তাঁহারা কি মহাজনবাক্যোল্লঙ্ঘনাপরাধে মহারথ সাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন না? তাঁহারা কোন্ স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া মহাজনবাক্য অস্বীকার করিতে চাহেন, তাহার প্রতিবাদ মহাজনের দাসানুদাসসূত্রে আমরা বিশেষভাবে করিতে চাই। অসত্যে সত্য ভ্রমকারী বিবর্ত্তবাদী জনগণ ক্রমশঃ চীৎকার করিয়া নিজের কাণে নিজেরাই তালা লাগাইবেন, ইহা তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীসূত্রে আমরা আর সহ্য না করিয়া প্রতিকার করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। তাঁহারা যেন মনে করেন, মেঘ কখনও সূর্য্যকে ঢাকিবার স্পর্দ্ধা রাখে না। স্বপ্রকাশ-ধামসূর্য্যের প্রতীপচক্ষুদগ্ধকারী অত্যুজ্জ্বল কিরণচ্ছটা উলূকধর্ম্মাবলম্বী প্রতীপগণের কখনও সহ্য করিবার বিষয় হয় না, সুতরাং অন্ধকার রজনীই তাহাদের আরামপ্রদ হয় বলিয়াই সত্য-সূর্য্যের পরিবর্ত্তে তাহাদের কথানুসারে অন্ধকার রজনীকেই সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত দিবা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ নহে। দিবান্ধ পেচকগণ তাহাদের অন্ধতমঃ পরিপূর্ণ কোটরে বাস করিবার প্রয়োজনকে বহুমানন করে করুক, কিন্তু দিব্যালোকপ্রার্থী শুকানুগত পক্ষিগণ তাহা করিবে না, তাহারা দিবাকে 'দিবা' ও রাত্রিকে 'রাত্রি' বলিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে—মহাজন-পন্থা অনুসরণ করিবে। মহাজন-প্রকটিত সত্য পন্থা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অসজ্জন-উদ্ভাবিত মিথ্যাপন্থাকে সত্য বলিয়া চালাইবার জন্য একদল লোক বহু চেষ্টা চরিত্র করিতেছে। কলিকাল, তাহাদের সে চেষ্টা তাহাদেরই সমশীল বঞ্চিত লোকগণের নিকট কিয়দংশ সফল হইল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাহা বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ কলি শ্বেতবরাহ কল্পের কাল, কলিযুগ বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট বিবদমান যুগ হইলেও এ যুগের বিশেষত্ব এই যে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসমাবৃত হইয়া এই যুগে অবতীর্ণ—সুতরাং কলির আপাত স্পর্দ্ধাশালিনী হইতে গেলেও সত্যই এ যুগের স্বতঃপ্রকটিত সর্ব্বোপাস্যতত্ত্ব। সুতরাং হে সহৃদয় সজ্জনবৃন্দ, আমাদের সানুনয় নিবেদন, আপনারা কোন ব্যক্তিবিশেষের কপট 'ধাকু পাকু' ভাবকে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য বলিয়া তাহার কথিত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যে ব্যক্তি আজীবন যোষিৎসঙ্গ করিয়া কাটাইল—কখনও ভুলক্রমেও সাধুসঙ্গ করিল না—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ ভাগবতগণের নিকট শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করিল না—মিথ্যা কথা বলা—কৃষ্ণেতর বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া সেই বিষয় সংরক্ষণই, যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, সে কি করিয়া আপনাদিগকে সত্যের সন্ধান প্রদান করিবে? আপনারা পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ আলোচনা করুন। একদেশীয় বিচারে আবদ্ধ হইয়া কেন অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন? জিদের বশবর্ত্তী হইয়া কেন আপনারা বৈষ্ণবাপরাধ কুড়াইবেন? দুর্য্যোধন এই জিদের বশবর্ত্তী হইয়াই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। প্রথমে কিছু আনন্দ কল্পনা করিবেন বটে, কিন্তু সে আনন্দ যে আপনাদিগকে চিরকালের জন্য নিরানন্দসাগরে ভাসাইয়া দিবে তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখুন। সদসদ্বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। আপনারা মহাজনের অনুগত হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হউন—সত্য জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

প্রাচীন নবদ্বীপ

শ্রীমায়াপুর

সত্যযুগের পূর্ব্বকালের একটী পাড়াগেঁয়ে চাষীলোক; সে কোনদিন সহর দেখে নাই,—লোকের নিকট শুনিয়াছে যে সহরে দালান ও গোলআলু আছে। একদিন তাহার বাড়ীর পাশে সহর হইতে একটা হাতী আসিয়া অশ্বথ গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে হাতী কচিৎ দেখা যায় তাই বহুলোক দেখিতে আসিয়াছে। একজন সত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, ওরে স'ত্যে ওটা কি বল দিকিন্। সত্য পূর্ব্বের অভিজ্ঞতার ফলে সহরে দালান ও গোলআলু আছে তাই বলিল ওটা হয় দালানই হ'বে আর না হয় গোলআলুই হ'বে।

আজকাল কতকগুলি লোক যাঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কোন কথাই কখন জানেন না বা খবর রাখেন না তাঁহারা রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ের মাঠ নিবাসী বাবাজি ব্রজমোহনের কতকগুলি জাল মানচিত্র ও কতকগুলি বোলচাল শুনিয়া পূর্ব্বের শোনা কথার সঙ্গে মিশাইতে চেষ্টা করেন।

যাঁহারা আজ ৪০ বৎসরকাল এই প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফলটা লইয়া তবে ওরূপ কতকগুলি অলীক কথা শুনিয়া তাহার বিচার করা উচিত ছিল না কি?

ব্রজমোহন দাস কিরূপ ভাবে জাল সহি করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিল, কিরূপভাবে মানচিত্রগুলি আঁকিয়া তদ্দ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ (?) করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিরূপ ভাবে রামচন্দ্র পুরে ৫০/ বিঘা জমী সংগ্রহ করিয়া উহার মূল্য পরে লক্ষাধিক মুদ্রা হইবে, তার চিন্তাতে বিভোর—(যেমন ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকা স্বপ্নে দেখা)—এবং কিরূপ ভাবে কতকগুলি শিলাফলক ও তাম্রফলক গর্ত্ত করিয়া পোতা হইয়াছিল তাহা পুনরায় ক্রমশঃ আমরা প্রকাশ করিয়া জগৎকে সত্য কথা জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

একথা বহুদিন হইতে—গৌড়ীয় এবং সজ্জনতোষণী পত্রিকায় বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়ায় শিক্ষিত লোক মাত্রেই ইহা জ্ঞাত আছেন যে **গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ বা শ্রীমায়াপুর—শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান।**

কিসে মঙ্গল হয়?

কিসে মঙ্গল হয় ইহাই সকলের একমাত্র জিজ্ঞাস্য। কেননা আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে মঙ্গলেরই কামনা করেন, অমঙ্গলের কামনা কেহ করেন না। মঙ্গললাভের উদ্দেশে অসংখ্য জীব অসংখ্য উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল উপায় আবার কালে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া অসংখ্য শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সকল শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য অশুভ বিনাশ পূর্ব্বক মঙ্গলের উদয় করা। মঙ্গললাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া যখন আমরা শাস্ত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখন হয়ত আমাদের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত দেখিয়া, কোন্ মত অবলম্বনীয় বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে নাস্তিক্য মতকেই অবলম্বন করেন। কেহ বা কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মঙ্গল সাধন করিবার চেষ্টা করেন। আবার পণ্ডিতগণ এই লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। আমরা যখন মঙ্গললাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অমঙ্গলের চরম সীমায় উপনীত হইলাম, আমাদের চিত্ত যখন সম্পূর্ণভাবে মোহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তখন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের মত হইয়া মঙ্গলের বোঝা মাথায় লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—হে জীববৃন্দ! তোমরা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ, বন্যা, কলেরা বা বসন্ত প্রভৃতি নানা প্রকার মারাত্মক রোগ, বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন জন্য মনোবেদনা, রাজন্যবর্গের পীড়ন ইত্যাদি নানা ক্লেশে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছ একবার কৃষ্ণপাদপদ্মের ছায়াকে আশ্রয় কর তোমাদের সকল জ্বালা চিরতরে প্রশমিত হইবে।

সকল মঙ্গল হইতে পরম মঙ্গল।
চিৎস্বরূপ সনাতন বেদবল্লী ফল॥
কৃষ্ণনাম একবার শ্রদ্ধায় হেলায়।
যাঁহার বদনে সে মুক্ত সুনিশ্চয়॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব আমরা, আমাদের জন্যই একদিন ভগবান্ গৌরসুন্দরের নিত্য পার্ষদ,—নিত্য ত্রিতাপযুক্ত প্রভু সনাতন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥

আমরা কে? আমাদের সহিত এই জগতের কি সম্বন্ধ জানিতে না পারিলে জীব কোন চেষ্টা দ্বারা নিজের বা অপরের মঙ্গল করিতে পারে না।

ভিক্ষা

(প্রাপ্ত)

[আমাদের প্রেমগর্ব্ব প্রাকৃত দর্শনে 'অন্ধ' বলিয়া দুষ্ট, বস্তুতঃ চিন্ময় নেত্র-বিশিষ্ট জনৈক ভক্তপ্রবর তাঁহার হৃদয়ের গভীর আর্ত্তিপূর্ণ এই 'ভিক্ষা' নামক প্রবন্ধটী প্রেরণ করিয়াছেন। যদিও উহার কাব্যে আধুনিক জগতের কবিত্ব ফুটিয়া উঠে নাই, তথাপি তাহা মূর্ত্তিমতী সরলতা মাখা স্বাভাবিক সুগম্ভীর ভাব-ব্যঞ্জক বলিয়া এবং এই ভিক্ষা প্রত্যেক শ্রেয়োলাভার্থী জীবেরই ভিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয় জানিয়া প্রবন্ধটী নিয়ে প্রকাশিত হইল।—দৈঃ প্রঃ সঃ]

যাঁহার অসীম অযাচিত করুণাকটাক্ষ-মাত্রে নিরন্তর গ্রাম্য কোলাহলরত সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনবিরতি-জন্য মূকবৎ প্রাপ্ত ব্যক্তিও অতি সহজে কীর্ত্তনসামর্থ্য লাভ করিয়া নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, যাঁহার কৃপাবলে ভোগময় সংসারে আবদ্ধ গৃহমেধীর ধর্ম্মরত সুতরাং জ্ঞানবৈরাগ্যমার্গবিক্রমণেচ্ছারাহিত্যহেতু পঙ্গুধর্ম্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি চলচ্ছক্তি লাভ করিয়া দুরতিক্রমণীয় মহামায়ার বিরাট পর্ব্বত-স্বরূপ খণ্ড চেতনযুক্ত দেহমনোধর্ম্মরাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক অখণ্ড চেতনময় নিত্য ধামপরিক্রমণ-সামর্থ্য লাভ করে, আমি সর্ব্বপ্রথমে যেন সেই একমাত্র অমন্দোদয় দয়ানিধি ভক্তিনিলয় অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আমার সমস্ত অস্মিতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে পারি—গুরুদেব।

তব পদে এই ভিক্ষা করি দয়াময়।
তোমাতে আমার চিত্ত যেন সদা রয়॥

সেবা মাঝে ভোগবাঞ্ছা নাহি করি ভুলে।
সব কার্য্য হোক মম তব প্রীতিমূলে॥

তব পদ সেবা ছাড়ি মায়ার সংসারে।
নানা যোনি ভ্রমি' দুঃখ পাই বারে বারে॥

সংসারের দারুণ জ্বালা নাশিবারে মম।
অহৈতুক কৃপাসিন্ধু তব আগমন॥

বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে মোরে পতিত দেখিয়া।
তব কাছে আনিয়াছ করুণা করিয়া॥

পাছে আমি পুনঃ ছুটি' মায়া-পাশে যাই।
সদা মোরে তব কাছে রাখিয়াছ তাই॥

এই ভিক্ষা করি প্রভু যেন আজ হ'তে।
অকপটে পারি তব মহিমা গাহিতে॥

বিদ্যা-বুদ্ধিহীন অতি দীন অন্ধ আমি।
তব গুণ বর্ণিবারে শক্তি দাও তুমি॥

তোমার করুণাবলে এ অধম কয়।
তব পদে পড়ি' যেন গাহি তব জয়॥

বৈষ্ণবের বিষয়

বৈধ বিবাহ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি-করণ, উৎপন্ন সন্তান দিগকে পালন ও রক্ষণ, সন্তানদিগকে সংসারে যোগ্যকরণ এবং তাহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যগুলি জগদ্ধিতকর এবং পুণ্য-জনক। গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ ইহার বিরোধী নহেন পরন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ পুণ্যবান গৃহীর ন্যায় উপরি উক্ত চারিটী কার্য্য করিয়া থাকেন। পরমার্থের কথা প্রচার করিয়া তাঁহারা যাবতীয় লোককে সংসার পরিত্যাগ করিতে বলিতেছেন এরূপ ভ্রান্তি ধারণা কোন ক্রমেই মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

প্রাচীন কালে জনক, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি আদর্শচরিত্র পরমভাগবতগণ গৃহস্থ ছিলেন। গৃহ পরিত্যাগ করিলেই যে হরিভক্তি হইবে এরূপ কথা তাঁহারা বলেন না, তাঁহারা বলেন, যেখানে থাকিয়া সাধুসঙ্গে ভজনানন্দ বৃদ্ধি করিবার সুবিধা হইবে সেই স্থান আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। তবে গৃহ যদি হরি ভজনের বিরোধী হইয়া উঠে তাহা হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তৎপ্রতিকারের জন্য অবশ্য চেষ্টা করিবেন।

এখন ভজনপ্রয়াসী মাত্রের বিচার করা কর্ত্তব্য—গৃহে থাকিয়া পুণ্যবান্ গৃহিগণ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন গৃহস্থ বৈষ্ণব-গণও সেই সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না। আমরা যদি কতকগুলি বাহ্য ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া উভয়ের সাম্য করি তাহা হইলে যথার্থ রহস্য উদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ হইব। পুণ্যবান্ গৃহীর কৃত্য ও গৃহস্থ বৈষ্ণব অর্থাৎ জনক, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ বর্ত্তমান কলিযুগে শ্রীবাস পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির কৃত্য মধ্যে বাহ্য ভেদ কিছু নাই কিন্তু অন্তরে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। ভেদটী প্রথমে আমরা একটী কথায় বলিয়া পরে যথাসম্ভব পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা করিব। ভেদটী এই—জনক অম্বরীষ শ্রীবাস পুণ্ডরীকের চেষ্টা আমাদের চেষ্টার তুল্য হইলেও অপ্রাকৃত এবং আমাদের চেষ্টাটী প্রাকৃত। এখন অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত শব্দ দুইটীর অর্থ অনুসন্ধান করুন। অপ্রাকৃত অর্থে ভগবৎ সেবাময় আর প্রাকৃত অর্থে নিজ ইন্দ্রিয় তোষণপর। ভক্তগণ কৃষ্ণের নিমিত্ত অখিলচেষ্টাশ্ব বলিয়া তাঁহারা যাবতীয় বিষয় ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারে গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকেন আর আমরা সেই সকল বিষয়ই নিজ সুখের অনুকূলে গ্রহণ করি প্রতিকূল হইলে পরিত্যাগ করি এইমাত্র ভেদ।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস কেন ?

একদিন মহাপ্রভু পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে॥"

এইকথা বলিয়া আবার অট্ট অট্ট হাস্যও করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে অস্থির হইলেন। কিন্তু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ দ্বিতীয় স্বরূপ, মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব বুঝিতে আর তাঁহার বাকী রহিল না। নিত্যানন্দ জানিলেন, শচীনন্দন কুতার্কিক, মায়াবাদী পড়ুয়া পাষণ্ডিগণের উদ্ধারার্থ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাই সন্ন্যাসগ্রহণলীলা প্রকট করিবেন। পদ্মাবতীনন্দন যদিও গৌরসুন্দরের সমস্ত লীলাই অবগত আছেন, তথাপি আজ আর যেন স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন "চৌদ্দভুবনের অধিপতি, ঈশ্বরগণেরও পরম ঈশ্বর সর্ব্বাবতারগণের অবতারী ভগবানের আবার সন্ন্যাসবেষ। সকল বিধির বিধি যিনি তাঁহার আবার সন্ন্যাসের কঠোর বিধি পালন। হায় হায়, ভক্তগণের নয়নমনোহর সে সুন্দর কেশদাম ত' আর থাকিবে না! ভক্তগণ যে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইবে। আহা যে সুকোমল চরণকমল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও বক্ষে ধারণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, সেই চরণে আজ যে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে—যাঁহার অংশাংশাংশ কারণাব্ধিশায়িবিষ্ণুর ঈক্ষণেই কোটী কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি লয় প্রলয় সাধিত হয়, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বজীবপ্রভু আমার আজ কিনা দীনহীন কাঙ্গালের বেশে জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইবে ? সে দৃশ্য দেখিয়া কেমন করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিব ?" নিত্যানন্দের প্রাণ বড়ই বিকল হইয়া উঠিল। বলদেব যদিও শ্রীশ্রীরাধা-ভাববিভাবিত স্বয়ংকৃষ্ণ বিপ্রলম্ভাবতার গৌরসুন্দরের কৃষ্ণান্বেষণলীলার সমস্ত গূঢ় রহস্য অবগত আছেন, তথাপি তিনি আজ বিষাদে নিমগ্ন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নিভৃতে লইয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ভাই নিত্যানন্দ, তুমি আমার মনোভাব সকলই জ্ঞাত আছ। আমি আজ জগৎ উদ্ধার করিতে আসিলাম, আমাকে দেখিয়া কোথায় জীবকুলের বন্ধন নাশ হইবে, কিন্তু ফল হইল হিতে বিপরীত। তাহারা যখন আমাকেই মারিতে আসিল, তখন জানিলাম আমা-দ্বারা তাহাদের উদ্ধার সাধিত হইল না—আমার বিরোধ করিতে আসিয়া তাহারা কংস-জরাসন্ধ-শিশুপালাদির ন্যায় আত্মবিনাশই সাধন করিতে বসিয়াছে। হায়, হায় আমি তাহাদিগের উদ্ধারের নাম করিয়া আসিয়া আজ তাহাদিগকে সংহারই করিলাম। যাহা হউক আমি কল্যই শিখাসূত্র মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিব, যাহারা আমাকে মারিতে চাহিয়াছে, তাহাদেরই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুক হইয়া দাঁড়াইব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাকে অন্ততঃ সন্ন্যাসীবুদ্ধি করিয়াও দণ্ডবৎ করিবে। সন্ন্যাসীকে ত' আর মারিতে পারিবে না ? আমাকে নমস্কার করিলেই তাহাদের মঙ্গল হইবে। নিত্যানন্দ, ইহাতে তুমি মনে কিছু দুঃখ ভাবিও না, তুমি আমাকে সন্ন্যাসের বিধি দাও, জগৎ যদি উদ্ধার করিবার ইচ্ছা থাকে—যাহার জন্য তোমারও আগমন, তবে আর আমাকে নিষেধ করিও না।"

গৌরসুন্দরের স্বীয় প্রেমসম্পৎপ্রদান-রূপ মহাবদান্যলীলার প্রধান সহায় নিত্যানন্দ, তিনি সকলই জানেন, তথাপি মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রেমগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু তুমি সর্ব্বলোকপাল—লোকনাথ, সকল বিধি-নিষেধেরই অধীশ্বর তুমি, আমি আর কি বিধি দিব, জগদুদ্ধারণলীলা তুমিই উত্তমরূপে জান। তুমি যাহা করিবে, তাহাই বিধি। তথাপি প্রভু, তোমার সেবকগণকে একবার বল, তাঁহারা কে কি বলেন একবার শ্রবণ কর।" নিত্যানন্দের কথা শ্রবণ করিয়া গৌরহরি নিত্যানন্দকে বারবার আলিঙ্গন প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইলে চিন্তা করিতে লাগিলেন','প্রভুর অদর্শনে নিমাইগতপ্রাণ আই (শচীমাতা) কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন—কেমন করিয়াই বা দিবারাত্র যাপন করিবেন—আই ত' আর জীবন রাখিবেন না।" নিত্যানন্দ শচীমাতার কথা চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

গৌরাঙ্গের কি মধুর লীলা! "গৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র।" একদিকে বৃদ্ধা নিমাইগতপ্রাণা শচীদেবী, আর একদিকে জগল্লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা, সংসারে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই যে অনাথা মাতা ও পত্নীর তত্ত্বাবধান করে—এমন অবস্থাতেই গৌরহরি স্থির করিলাছেন সন্ন্যাস-লীলা প্রকটনের। হতভাগ্য গৃহমেধী হৃদয়হীন মূর্খ আমরা গৌরলীলার এ ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিব, এমন কি সৌভাগ্য আমাদের আছে ? আমার মত পাষণ্ডকে উদ্ধার করিবার জন্য—অচৈতন্য আমাকে

চৈতন্ত প্রদান করিবার জন্ত—কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা দিবার জন্ত—আমি 'কৃষ্ণ' বলি না, আমাকে 'কৃষ্ণ' বলাইবার জন্তই না আজ গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসলীলা। পারও আমি একবারও কি বুঝিব, আমারই জন্ত প্রভু আজ কতই না কাঁদিতেছেন। মায়ামৃগ আমি আমার পিছু পিছু ছুটিতে প্রভু আমার কণ্টকাদিপূর্ণ ভীষণ হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল কত বনজঙ্গল না অতিক্রম করিতেছেন। একবারও কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, প্রভু তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়তম অবধূত-চূড়ামণি, করুণার বারিধি, বড় গুঢ় নিত্যানন্দ এবং তৎসঙ্গে তাঁহার প্রিয়পার্ষদ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে আমার দ্বারে আমাকে কৃষ্ণ বলাইবার জন্যই প্রেরণ করিতেছেন? আমারই জন্য না "অক্রোধপরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়। অভিমানশূন্য হইয়া নগরে বেড়ায়। যে না বলে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। 'আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি" আমারই জন্য না আজ বিপ্রলম্ভরসরসিক শ্রীগৌরসুন্দর শচীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরহসাগরে ভাসাইয়া চলিতেছেন? ধন্য পাষাণহৃদয় আমার, এসকল ভাবিবার একটুও অবসর করিতে পারি না—সর্ব্বদা মাৎসর্য্য-অনলে পুড়িয়া ছাই হইতেছি।

নানা কথা

বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ পারসেল এবং মিঃ জে, হলসওয়ার্থ ৩ মাস ২৬ দিন এতদ্দেশে থাকিয়া স্বদেশযাত্রার পূর্ব্বে ভারতবাসী শ্রমিকগণের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক এই মর্ম্মে এক বিদায়বাণী জ্ঞাপন করিয়াছেন—"আপনাদের দেশও যেমন বিচিত্র, ইহার ইতিহাস, ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য দুঃখও তেমনিই বিচিত্র। আমরা দেশে গিয়া আপনাদের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা আমাদের দেশীয় শ্রমিকসঙ্ঘের নিকট গল্প করিব। আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিবেন।

ওয়াফড্ নেতা মুস্তাফা নাহাসপাশা প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণপূর্ব্বক মিশরের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়াছেন।

বোম্বাই, দোহাদে মিউনিসিপাল স্কুলের বাড়ী হঠাৎ পড়িয়া ২০ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্র বিশেষরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলেই হাসপাতালে আছেন।

অরেঞ্জ ফ্রিষ্টেটের শাসনকর্ত্তা অরেঞ্জ রাজ্যে প্রকাণ্ড তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়াছেন।

বিগত মাসত্রয়ব্যাপী আফগানরাজের যে ইউরোপভ্রমণ তাহা একেবারে উদ্দেশ্যহীন নহে। লেপলুসে সার পারসিভাল ফিলিপস আফগানরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আফগানিস্তানকে আমি কি গ্রেটবৃটেনের বন্ধু বলিতে পারি না?" তদুত্তরে আমীর মহোদয় বলেন, "লণ্ডনে যাইয়া আপনাদের পররাষ্ট্রসচিবের সহিত আলাপ করিয়া দেখা যাউক।" আমীরের এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। আমীর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতারই পক্ষপাতী আবার ভারতবর্ষ রক্ষার দিক হইতে গ্রেটবৃটেনেরও আমীরের সহিত বন্ধুতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বন্ধুত্বের সর্ত্ত যতটা জানা যায়, তাহাতে প্রকাশ—"গ্রেটবৃটেন ভারত সীমান্তে আর বৃটিশসৈন্য রাখিবেন না এবং যে সমস্ত সৈন্য সীমান্তপ্রদেশে আছে, তাহাদিগকে অপসারিত করিবেন। আফগানরাজও ভারতসীমান্তে যাহাতে পার্ব্বত্যজাতি কোন উৎপাত না করে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ভারতসীমান্তে সৈন্য রাখিতে হইলে আমীরকে না জানাইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারিবেন না।" এই সর্ত্তে উভয় পক্ষ রাজী হইলে স্থায়ী শান্তির আশা করা যায়। আফগানিস্থানের সহিত মিশর, ইটালী এবং ফরাসীর অচিরেই অর্থনৈতিক সন্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যবসা সম্পর্কে উন্নতি করাই আমীরের অভিপ্রায়। আমীরের দেশভ্রমণফলে ইংরাজ ও আমীরের মধ্যে মিলন ও বন্ধুত্ব সংঘটন পরম আনন্দের সংবাদ।

আগামী ২১শে ও ২২শে এপ্রিল ফরিদপুর সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ডাঃ জে, এন, মৈত্র সভাপতি হইবেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় ও আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিবেন।

সেখ কালান নামে এক মুসলমান যুবক হিন্দুর বেশে মহাবীর নামে আত্মপরিচয় দিয়া কলিকাতা বড় বাজারের এক মাড়োয়ারীর পানসামার চাকরী গ্রহণ করে। একদিন গৃহস্বামী স্থানান্তরে গমন করিলে উক্ত মুসলমান যুবক মনিবের একটি গহনার বাক্স লইয়া প্রস্থান করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া চোরকে ডালহৌসী স্কোয়ারে গেপ্তার করিয়াছে।

বরিশালে উকীল শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রুদ্রকে অন্ধকার রাত্রে কোন দুর্বৃত্ত ছোরার আঘাতে খুন করিয়াছে।

গত ২৭শে মার্চ্চ, বেলা ১১টার সময় পটুয়াখালী খুন সম্পর্কে পটুয়াখালী স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্র নৃপেন্দ্র নাথ সেনকে তাহার খুড়ার বাড়ীতে দণ্ডবিধি আইনের ৩০৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রুশিয়ায় ডোনেজ কয়লার খনিতে যে ৬ জন জার্ম্মাণ এঞ্জিনীয়ার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ধৃত হন, তাঁহাদের মধ্যে মস্কোয়ের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ২ জনকে মুক্তি দিয়াছেন।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণে বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সন্ধির সম্ভাবনা ছিল, তাহা নষ্ট হইল। চিচেরিণের সহিত জার্ম্মাণ দূতের যে কথা হয়, তাহাতে চিচেরিণ বলেন, ডোনেজ কয়লার খনিতে যে কয়জন জার্ম্মাণ গেপ্তার হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সোভিয়েট আইন অনুসারে। সুবিচারের জন্য জিদ করিয়া ফল নাই।

লিলুয়ার ১৪ হাজার শ্রমিকের ধর্ম্মঘট নাকি সপ্তাহাধিক হইল চলিতেছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণ জিদের বশবর্ত্তী না হইয়া উহাদের অভিযোগ ধীরচিত্তে শ্রবণ করিয়া শীঘ্র গোলযোগ মিটাইয়া দিলেই সর্ব্ব সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

কাল বাগাসেলা, গোস্তম জলগারী এবং আদি হাকিম নামক তিনজন অসম সাহসী পার্শী যুবক বিগত ১৯২৩ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়া সাড়ে চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪৫০০০ মাইল অতিক্রমপূর্ব্বক গত ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে বোম্বে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ হর্ণিম্যানের 'দি ইণ্ডিয়ান্ নেশন্যাল হেরল্ড' নামক পত্রিকা ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটী বিশেষ সংখ্যা তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। সমস্ত সহরবাসীই তাঁহাদের কৃতিত্বে গৌরবান্বিত।

রয়াল কমিশনের সদস্যগণ গত ১৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে ফিরোজপুর হইতে গুরুদাসপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। টাউন হলে সরকারী কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত সহরবাসিগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

ঢাকা পুলিশ অফিসের ভূতপূর্ব্ব হিসাবনবীশ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী অফিসের টাকা অসদুপায়ে আত্মসাৎ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। মামলা চলিতেছে।

বরিশাল ও ফরিদপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে যে ডাকাইতী হইয়াছে, সেই সকল ডাকাইতীর অধিকাংশগুলিই যে এক দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার নেতা জনমান সর্দার গত বুধবার নিজ ডাঙ্গুলিয়ায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। সে নাকি একটী ধনী লোকের গৃহে ঔষধ বিক্রেতার ছদ্মবেশে যায়—উদ্দেশ্য বাড়ীর সমস্ত দেখিয়া লওয়া। ঐ বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় পথেই পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

পালং নামক স্থানে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। নগদ টাকা ও গহনাপত্রে প্রায় ৩০০০৲ টাকা মূল্যের জিনিষ অপহৃত। প্রকাশ, এক দল ডাকাত চুপি চুপি যাইয়া রাজনগর গ্রামের শ্রীনাথ কবিরাজের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহকর্ত্রীর নিকট জোর করিয়া সিন্দুকের চাবি আদায় করে এবং প্রায় ৩০০০ টাকা মূল্যের জিনিষ লইয়া পলায়ন করে। একটী ১৪ বৎসরের বালকের মুখে পুলিশ ডাকাইতদল সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাইয়া নাকি তদন্ত করিতেছে।

গত ১৬ই মার্চ্চ রাত্রিতে বোম্বাই নগরে একখানি ট্রেণ ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেশনে থামিলে উহার এক থার্ড ক্লাস কামরায় একজন সাহেবের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সাহেবের মুখে গুলির আঘাতের চিহ্ন হস্তে পিস্তল মুষ্টিবদ্ধ। জিনিষপত্রের মধ্যে বোম্বাই হইতে খান্দালা ষ্টেসন পর্য্যন্ত একখানি থার্ড ক্লাসের টিকিট ও 'আর, পি,' চিহ্নিত একখানি রুমাল, আর কিছুই ছিল না। খুন কি আত্মহত্যা এ বিষয়ের তদন্ত হইতেছে।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে অনেক যুবককে ৫৫ ধারা মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যুবকগণের অনেকেই নাকি স্কুলকলেজের ছাত্র। এই ব্যাপারে অভিভাবকগণ তাঁহাদের পুত্রগণ লইয়া বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়াছেন।

শুনাযায় গত ১৭ই মার্চ্চ অপরাহ্নে কুমারখালী থানার অধীন শেরকান্দি পল্লীরক্ষা সমিতির সভ্য আবু তাহেরুদ্দিন কুষ্টিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জানাইয়াছেন—কুমারখালি হাটে পুলিশ কতকগুলি লোককে মারপিট করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে পুলিশ তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে আসিয়াছে।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রী জ্যোতিষ্প্রকাশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

৯ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৪।

অন্ধের চক্ষে অঞ্জন

বঙ্গীয় সন ১২৫২ সালে অর্থাৎ ৮২ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থকৌস্তভ বলিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থ ভট্টপল্লি নিবাসী হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পঞ্চাশ জন মহামহা পণ্ডিত দস্তখৎ করিয়া সেই গ্রন্থোল্লিখিত বিষয়গুলিকে সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের মধ্যে একখানি চার্ট আছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে। অম্বষ্ঠ কায়স্থ সেন বংশীয় রাজা। শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন সেন পৌত্তলিক। নবদ্বীপ। এই রাজা নব উন্নিত দ্বীপে নূতন রাজধানী করিলেন। ইহার চতুঃপার্শ্বে জল গড়বন্ধি গঙ্গাদেবী আপনি করিয়াছিলেন। রাজা ঐ দেবী-সিদ্ধ ছিলেন। গঙ্গাদেবী-মায়ায়াং ঐ নগর সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্ববিদ্যালয় হইয়াছিল। এই জন্য ইহার এক নাম মায়াপুর। শাস্ত্রে কহেন যথা। "মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।" ইতি উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে।

ছায়ারল মোতাক্ষরীন্ গ্রন্থ দৃষ্টে উক্ত সম্বাদ কায়স্থকৌস্তভকার লিখিয়াছিলেন। উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রবচন লেখকগণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সংযোগ করিয়াছেন। বাদসাহাদিগের সময়ে শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যে স্থলে সেন রাজাদের দুর্গ সেই স্থানই নিজ নবদ্বীপ, মায়াপুর। আবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় আর্য্য পুরুষ-মাত্রই বিশ্বাস করিতেন যে গঙ্গাদেবীর মায়ায় অনাদিকাল হইতে সর্ব্বতীর্থময় মায়াপুর নাম তীর্থ সেই স্থানে বিরাজমান ছিলেন। সেই স্থানেই কলির প্রথম সন্ধ্যায় পরমেশ্বর শচীনন্দন হইয়া প্রাদুর্ভূত হন। এসব কথায় তখন কাহারও অবিশ্বাস ছিল না পূর্ব্বস্থলীর অধ্যাপকগণ ঐ পুস্তকের স্বাক্ষর করায় বোধ হয়, চির প্রসিদ্ধ সংবাদ তাঁহারাই দিয়াছিলেন স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণের কথা এক প্রকার এবং সত্য আর এক প্রকার। পাঠকবর্গ বুঝিয়া দেখুন। কাহারও নিকট যদি ছাএরল মোতাক্ষরীন্ থাকে তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। সেই গ্রন্থেই বক্তিয়ার খিলিজির সকল সম্বাদ আছে। সেই বক্তিয়ার খিলিজিই হিন্দু রাজার নিকট হইতে নবদ্বীপ মায়াপুরের কেল্লা দখল করিয়া, লক্ষ্মণসেনকে দূর করেন। সেই সময় হইতেই গৌড়ের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হয়।

—

সকামভক্ত ও কর্ম্মী

অকর্ম্ম বিকর্ম্মপরায়ণ মানবগণ অপেক্ষা পুণ্যবান কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। আবার এতাদৃশ কোটী পুণ্যবান কর্ম্মী অপেক্ষা একজন সকাম ভক্তের শ্রেষ্ঠতা। কর্ম্মীর স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি প্রবল বলিয়া ইহলোকের সংসার সুখভোগ এবং পরলোকে স্বর্গ-সুখভোগের উদ্দেশ্য লইয়া ভক্তের ন্যায় প্রাতঃস্নান করিয়া ফুল-তুলসীচয়ন পূর্ব্বক তিলক-ধারণান্তে ভগবানের পূজা করেন। আবার বৈরাগ্যের দিক্ হইতে দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে যে নৈষ্ঠিকভক্ত অপেক্ষা তাঁহার বৈরাগ্য কিছু কম নয় বরং বেশী কিন্তু তথাপি তিনি ভক্ত নহেন। কর্ম্মী-দিগের মধ্যে অনেক নিষ্কামকর্ম্মী আছেন তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত সকামকর্ম্মিগণের ন্যায় ভগবৎ পূজা সন্ধ্যা বন্দনাদি যথাবিধি করিয়া থাকেন। এতাদৃশ নিষ্কামকর্ম্মী অপেক্ষাও সকামভক্ত ভগবানের অধিক প্রিয়। তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কর্ম্মিগণ কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। ঈশ্বর তাঁহাদের কর্ম্মানুযায়ী ফল প্রদান করিতে বাধ্য আছেন সুতরাং তাঁহাদের মতে ঈশ্বর কর্ম্মের অধীন কিন্তু সকামভক্তগণের পূর্ব্বোক্ত সকামকর্ম্মি গণের ন্যায় হৃদয়ে প্রথমাবস্থায় ভোগ-বাসনা কিয়ৎপরিমাণে থাকিলেও তাঁহারা ভগবান্‌কেই একমাত্র নিত্যপ্রভু বলিয়া জানেন কর্ম্মিগণের ন্যায় ভগবান্‌কে কর্ম্মাধীন বলেন না। ভক্ত সকাম হইলেও ভগবানের উপাসনা যে তাঁহার নিত্য কৃত্য তাহা তিনি জানেন। পঞ্চম-বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের কথা মনে করুন, তিনি যদিও রাজ্যলাভের বাসনা লইয়া ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার হৃদয়ে নিত্য সেব্য সেবক ভাব জাগরূক ছিল। এই সকামভক্তের জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অন্যকামী করে যদি শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥

সকামভক্তের সরলতা দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন আর যাঁহারা ভুক্তি মুক্তিকেই চরম প্রয়োজন জানিয়া ভগবানের উপাসনাকে তাঁহাদের অভীষ্ট-লাভের তাৎকালিক সহায়কমাত্র মনে করেন তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কপট নহে। ভগবানের উপাসনায় ধ্রুবের মত সরলতা একান্ত প্রয়োজন।

—

শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শন

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে এবার শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বহু দিবস হইতে পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত সুবিস্তৃত ক্ষেত্রকেই মায়াপুর নামে অভিহিত করা হইতেছে। বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই মায়াপুরই শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা কেহ কেহ এই মায়াপুরের প্রকৃত সংস্থান-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বা ভাগীরথীগর্ভস্থ কোন লুপ্ত স্থানকেই প্রকৃত মায়াপুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন। কিন্তু আমার মনে হয়, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোকো-ত্তর-চরিত সাধু মহাজনগণ যে স্থানকে মায়াপুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, মাদৃশ বিষয়াসুরক্ত গৃহীদিগের তাহাকেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানরূপে পূজা ও সমাদর করা উচিত। সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন, শ্রীবৃন্দাবন ধামের প্রায় সকল তীর্থ ও লীলাস্থলই কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এবং তদাশ্রিত শক্তিসম্পন্ন অন্তরঙ্গভক্ত রূপ-সনাতনাদি মহাপুরুষেরাই ঐ সকল লুপ্ত-তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়া-ছিল, বর্ত্তমান মায়াপুর সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। ভজনানন্দী অনাসক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক বর্ত্তমান মায়াপুর আবিষ্কৃত হইয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। বিশেষতঃ যে পুণ্যক্ষেত্রে শুভাগমন করিলে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণের পুণ্যময়ী-স্মৃতি সহজে জাগিয়া উঠে, যেখানে বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত ও অনুচরগণ অকপটভাবে শুদ্ধভক্তির শান্তিময়ীবাণী প্রচার করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকে ভগবদ্ উন্মুখী করিয়া থাকেন, যেখানে পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীর পূত ধারার ন্যায় হরিকথার পুণ্যস্রোত কীর্ত্তনাদি মুখে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়, যে স্থানের বায়ুমণ্ডলের পাবনীশক্তির প্রভাবে গৃহাসক্ত বিষয়ীদিগের প্রাণ উদাত্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যেস্থলে বাল, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ় নর-নারী সকলেই যেন প্রেম ও সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি, যে স্থানে পরা বিদ্যা ও পরা ভক্তির আলোচনা সন্দর্শন করিয়া মনে হয় এই পুণ্যক্ষেত্র পবিত্রতা-গুণে নৈমিষারণ্য হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে, সেই সর্ব্বতীর্থসার মায়াপুর-ধামের সংস্থান-সম্বন্ধে আমার মনে কোন সংশয়ই উপস্থিত হয় না। পতিতপাবনী-শক্তির তারতম্য অনুসারেই তীর্থক্ষেত্র সমূহের মাহাত্ম্য। অতএব এই মায়াপুর ধাম যে কলিযুগে তীর্থরাজরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

মায়াপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত পরবিদ্যা-পীঠ একটী অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান। এই পীঠে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রণীত দর্শন-শাস্ত্রাদি অধ্যাপনার সুবন্দোবস্ত আছে। মায়াপুর হইতে 'নদীয়াপ্রকাশ' নামে এক খানি দৈনিক বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। নদীয়া জেলার মধ্যে ইহা একমাত্র দৈনিক সংবাদ পত্র। এই পত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

মায়াপুর এবং গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ও প্রধান আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ ধর্ম্মপ্রাণতা, স্বার্থশূন্যতা ও জীব-হিতৈষণাগুণে সর্ব্বজন-বরেণ্য। বর্ত্তমান কালে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত শুদ্ধভক্তি প্রচারে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার আচার ও প্রচার উভয়ই অনবদ্য এবং অধুনা সর্ব্বলোকের আদর্শস্থল। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান অকপট ও নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণব কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়েন। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের অবতার। শিষ্য-শ্রেণীর ব্যক্তিগণকেও তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং নমস্কৃত হইয়া নিতান্ত হীন ব্যক্তিকেও প্রতি নমস্কার করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিরন্তর হরিকথার অমৃতময়ী ধারা নিঃসৃত হইয়া থাকে। আমি এবার তাঁহাকে সুদীর্ঘ দুই ঘটিকা কাল অবিশ্রান্ত হরিকথা কহিতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। বক্তৃতামুখে তিনি যে সমস্ত গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা করিলেন, পরাবিদ্যার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব সমুদয় যেরূপে বিশ্লেষণ করিলেন, মধ্যে মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসভরে যে সকল ভাবময়-প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে বাস্তবিকই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বৈদ্যু-তিক-প্রভাব (পার্সনাল ম্যাগ্‌নাটিজম্) অসাধারণ। এই প্রভাব সর্ব্বথা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যসম্ভূত। ইঁহার ন্যায় পবিত্রচিত্ত অল্পই পরিদৃষ্ট হন। ফলতঃ ইনি আচার্য্য-গণের বরিষ্ঠ এবং ধর্ম্মার্থিগণের সবিশেষ শান্তি ও আশ্রয়প্রদ।

তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, তাহার বিষয় ছিল—"অনর্থ নিবৃত্তির উপায়।" অর্থ ও অনর্থের প্রভেদ। আদৌ শ্রদ্ধা, তাহার পর সাধুসঙ্গ। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম লাভের বিজ্ঞান-সম্মত ক্রমগুলি তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাহার পরে "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো" ইত্যাদি শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আধুনিক বৈষ্ণব নামধেয় সাধু-সম্প্রদায়ের কপটতা ও অনিষ্টকারিতা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিলেন। পূজ্যপাদ প্রভুপাদের প্রত্যেক সারগর্ভ বক্তৃতাই গৌড়ীয় পত্রিকায় "প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক" নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমি দেখিলাম, পরম-শ্রদ্ধেয় গৌড়ীয় সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ একখানি স্মারক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কৌতূহলী পাঠক গৌড়ীয় পাঠে আপন আপন বাসনা পরিপূর্ণ করিতে পারিবেন। অতএব আমি আর এস্থলে প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ লিখিবার ব্যর্থ-প্রয়াস স্বীকার করিলাম না।

আমি কাঁহারও কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, গৌড়ীয়মঠের মহাত্মগণ অনেক জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলেন বা লিখেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকারাদি ভাবসমূহ প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। আমি স্ব-চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে একথা স্বীকার করিতে পারি না। গৌড়ীয়মঠের সমুন্নত প্রচারকগণ বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন-সময়ে ভাব-বিহ্বল হইয়া নিয়ত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়েন। প্রভুপাদের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছি, তিনি অতি কষ্টে ভাব সংগোপন করেন এবং অনধিকারীদিগের নিকট কদাচ প্রেমের প্রগলভতা প্রকাশ করেন না। ভাবপ্রবণতার সহিত নৈতিক শৈথিল্য বা চরিত্রদুর্ব্বলতা যে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়, ইহা তিনি স্পষ্টরূপে অবগত আছেন এবং অপরকেও তাহা সুষ্ঠুরূপে বুঝাইয়া দেন।

শেষ কথা প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় গঠন-প্রথা অনেকে আর্য্য-ধর্ম্মের অননুমোদিত ও সমাজ-ধ্বংসকর মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, অধুনা সমাজের যে প্রকার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে কোন শক্তিশালী মনীষী কর্ত্তৃক নূতনভাবে সমাজ সংগঠিত না হইলে কি সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম, কি বিশুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম কিছুরই তিষ্ঠিবার আশা নাই। অতএব আমার মনে হয়, প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত প্রথার দ্বারা আবার "গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" এই লুপ্ত বৃত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

প্রাপ্ত
শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, বি, এ,
প্রধান শিক্ষক
শান্তিপুর মিউনিসিপাল, হাইস্কুল,
শান্তিপুর
(নদীয়া)

সজ্জনসমাজে নিবেদন

আজকাল কোথায়ও কিছু নাই হঠাৎ ভেক ধারণ করিয়া বাবাজী হওয়ার প্রথাটা খুব সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বাবাজীদলের শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন বোধ হয় 'ভেক' শব্দের তাৎপর্য্যই বুঝে না। দেশে থাকিতে হয়ত কোন স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার লইয়া বড় কলঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে অথবা হয়ত গৃহে স্ত্রী নাই, বাবাজী হইলে সেটা ত' মিলিবে ইত্যাদি নানাপ্রকার বিষয়ভোগস্পৃহাই তথাকথিত বাবাজীদলের হঠাৎ ভেক ধারণের কারণ। এই সকল অশিক্ষিত ভোগিসম্প্রদায় আপনাদিগের কুআদর্শে 'বাবাজী', 'বৈরাগী', 'ভেক' প্রভৃতি শব্দের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বিতৃষ্ণা আনয়ন করিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টান্তে শিক্ষিত সম্প্রদায় মনে করেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়টাই বুঝি এই সকল অশিক্ষিত কৃষ্ণাভক্ত অভদ্র যোষিৎসঙ্গী লইয়া। দিনে দিনে এইরূপ বাবাজীদলের যেরূপ প্রসারবৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকের একপ বিকৃত ধারণা হওয়া যে বিশেষ অস্বাভাবিক তাহাও নহে। 'শ্রীচৈতন্য মুভ্‌মেণ্ট' গ্রন্থ-রচয়িতা মিঃ কেনেডীমহোদয়ও এই ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইয়াছেন। তিনি যাহাদিগের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা আপনাদিগকে গোস্বামী, বৈরাগী বা বাবাজী বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন সংবাদই রাখে না, সকলেই নানা-ভাবে যোষিৎসঙ্গজ দোষদুষ্ট। সুতরাং কেনেডী-প্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কোন সত্য সত্য কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত শুদ্ধাভক্তিকথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীনত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা বদ্ধমূল হইবে—তথাকথিত বাবাজীদলের ধারণা-দ্বারা গঠিত ধারণা হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা বুঝিবেন, জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস, নিত্যকাল কৃষ্ণসেবাই জীবের কার্ষ্ণত্ব বা বৈষ্ণবত্বের পরিচয়।

'ভেক' শব্দ 'বেষ' অথবা 'ভিক্ষু' শব্দের অপভ্রংশ, মূর্দ্ধণ্য'ষ'কে পশ্চিমদেশে 'খ' উচ্চারণ করে, তজ্জন্য 'বেষ' শব্দের উচ্চারণ সাধারণতঃ 'বেখ' স্থানে 'ভেক' বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাবতীয় আত্মেন্দ্রিয়তোষণপরা কৃষ্ণেতরবিষয়ভোগ-তৃষ্ণারূপ অবৈষ্ণবতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণমূলা কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিসহকারে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই যথার্থ বৈরাগ্য। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনপর বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই চতুর্থাশ্রমী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরই "সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরম্" অবস্থাই পরমহংসাবস্থা বা 'বৈরাগী' অবস্থা অর্থাৎ বর্ণের চিহ্ন ও আশ্রমের চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ণবিধি ও আশ্রমবিধিমার্গে যিনি বিচরণ করেন না, তিনিই পরমহংস বা বৈরাগী। অবশ্য এই পরমহংস অবস্থায় কেহ বা বর্ণাশ্রম চিহ্ন ত্যাগ করেন, কেহ বা বৈষ্ণবশতঃ তাহা নাও করিতে পারেন, তাহাতে বৈষ্ণবতার বিচার হইতে পারে না। "বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।" বৈষ্ণবতা বিচার বাহ্য বেষ লইয়াই যে করিতে হইবে, তাহার কোন কথা নাই। কৃষ্ণানুরক্তির প্রগাঢ়তা অনুসারে বৈষ্ণবতা। সে বিচার কৃষ্ণ এবং তাঁহার প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবই করিয়া তদনুসারে ভজনরাজ্যে অগ্রসর করাইয়া থাকেন। পরমহংসোচিত এই বেষাশ্রয়ের তত্ত্ব না জানিয়া যে সকল অসচ্চরিত্র যোষিৎসঙ্গী একেবারে ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যায় অর্থাৎ ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া হঠাৎ পরমহংস সাজিতে চায়, তাহাদিগকে রাজদ্বারে ছদ্মবেশী ডাকাইত বলিয়া অভিযুক্ত করাই যথার্থ ধর্ম্মসংস্কারের উপায়। ইহারাই বৈষ্ণবসমাজে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে—অবাধে প্রকাশ্যে পরস্ত্রীসঙ্গ জগতে চালাইয়া দিয়াছে। কত সম্ভ্রান্তব্যক্তির গৃহেই যে এই সকল ব্যক্তি কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে সকল ব্যক্তি এই সকল বাবাজী নামধারী যোষিৎ-সঙ্গীকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের বুদ্ধিরই বা কি করিয়া প্রশংসা করা যায়? হাস্যও সম্বরণ করিতে পারা যায় না যে, এই দলের বাবাজীই নাকি শ্রীনামতত্ত্ব-প্রচারক, কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিবার স্পর্দ্ধাকারী। যাঁহারা শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সাহিত্যিক বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করেন, তাঁহারা কোন্ ঘৃণিত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যে ঐ সকল অদৃশ্য অস্পৃশ্য অসচ্চরিত্রগণকে প্রশ্রয় দিয়া মাথায় তুলিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। "কে কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা তাহার সঙ্গীর পরিচয় হইতেই জানা যায়" এই প্রবাদটী কি আমরা তথাকথিত বাবাজী-সঙ্গকারী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য মনে করিয়া তাঁহাদের নিকট অপ্রীতি-ভাজন হইব?

শিক্ষিত সমাজ নিশ্চয়ই জানেন, "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" —অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হরিকথা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় প্রাণ-বিনাশক। সুতরাং তাঁহারা যদি নিজ মঙ্গল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মঙ্গলপ্রার্থী হন, তাহা হইলে তাঁহারা অচিরেই স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যকে অসৎসঙ্গ ত্যাগ শিক্ষা প্রদান করিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র বিনীত প্রার্থনা।

"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

কুযোগীর দুরবস্থা

"ইভিনিং ওয়ার্ল্ড" নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী বাহির হইয়াছে—

স্বামী যোগানন্দ নামক একজন বঙ্গদেশীয় যোগী আমেরিকার কিছুদিন হইতে স্ত্রী-পুরুষঘটিত ভালবাসা শিক্ষা দিতে ছিলেন। সম্প্রতি "মিয়ামি" নগরের কয়েকটী পৌর-সমিতির প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক এই কার্য্যে বাধা দিবেন জানিতে পারিয়া পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষীয় মিষ্টার এইচ, এন, কুইগ, উক্ত স্বামীজীকে তাঁহার আত্মরক্ষাকল্পে এই সহর পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেন।

কিন্তু ঐ যোগী ইহার বিরুদ্ধে নীরবে শান্তভাবে বাধা প্রদান করিবেন বলিয়া বোধ হইল। একটী মনোরম হোটেলে স্বীয় বাসগৃহের মধ্যেই তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুলিশ-প্রহরীগণ তাঁহাকে পাহারা দিতেছিল।

উক্ত যোগী তাঁহার বন্ধুগণের নিকট স্বীকার করেন যে তিনি গুপ্তভাবে ইন্দ্রিয়সংযমের বিষয় এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রায় ২০০ শত জন মহিলার নিকট হইতে ৩৫ ডলার (প্রায় ১০০৲ টাকা) হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে, তবে তাঁহাকে যে "ভালবাসার শিক্ষা-গুরু" বলা হইয়াছে ইহাতে তিনি দুঃখিত। তাঁহার শিক্ষাগুলি লোকে ভুল বুঝিয়াছে।

পরদিন কুইগ্ সাহেব ঐ যোগীকে পুনরায় ডাকাইয়া বলিলেন "লস্ এঞ্জেলোসএ অনেক স্বামী পতি তোমার নাকের উপর যে দুর্দ্দশা করিয়াছিল, সে দুর্দ্দশার পুনরাবৃত্তি হইতে যাহাতে তুমি রক্ষা পাও সে কারণে বহু লোকের আপত্তি অনুযায়ী আমি তোমাকে এই সহর পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি।" যোগীটী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অবধি টেবিলের অপরপার্শ্ব হইতে কুইগের প্রতি স্থিরভাবে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাহাতে কুইগ্ সাহেব ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"থাম, ওসব রেখে দাও, আমার কথা শোন।" যোগী বাধ্য হইয়া নিবৃত্ত হইলেন।

'লস্এঞ্জেলোসে, যে অবস্থা ঘটিয়াছিল ঐরূপ ঘটনা এই 'মিয়ামি' সহরেও ঘটিয়াছে কি না তাহার সত্যতা নিরূপণ হয় নাই; কারণ ঐ যোগী কথা বলিতে অনিচ্ছুক। যাহা হউক যোগীর নাসিকা তাহার ফটোগ্রাফের চিত্রে অক্ষুণ্ণই আছে। তাহাতে বোধ হয় ঐ স্থানে কোন আক্রমণ হয় নাই। অধিকন্তু তিনি সংবাদ পত্রের বিবরণ দেখাইয়া

[illegible] বুদ্ধিকে চেষ্টা করিয়াছিলেন, [illegible] 'সন্ধ্যা-এঞ্জেলো' নগরের আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা লইলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্মচারী [illegible] সাহেব যোগীর পুত্র হস্তে তাঁহার [illegible] তাঁহাকে থানায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন যোগানন্দ যাইতে অস্বীকৃত হন ; কিন্তু যেমনি [illegible] সাহেব হাতকড়ি বাহির করিলেন অমনি যোগী তাঁহার মতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সমস্ত বই পুঁথি বগলে লইয়া গোয়েন্দা সাহেবের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

অতঃপর [illegible] সাহেব পুনরায় বলিলেন—"একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা প্রতিনিধি এখনই এখানে আসিয়া তোমাকে এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। আর কোন প্রকার গোলমালের কারণ না হয়, সেজন্য তোমার লোকজন যে যে আছে তাহাদের সহিত তুমি যত শীঘ্র সম্ভব চলিয়া যাও। এখানে তোমার কোন লোককেই আমরা থাকিতে দিতে চাই না।"

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যোগানন্দ এই 'মিয়ামি' সহরে আসেন। তিনি একজন খুব বড় হিন্দু এবং 'লস এঞ্জেলো' [illegible] "যোগোদা সৎসঙ্গ কেন্দ্রের" প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া এখানে নিজেকে প্রচার করেন।

'চোখ থাক্‌তেও কাণা'

আমরা সকলেই প্রত্যক্ষবাদী অর্থাৎ চক্ষে যাহা দেখি, তাহাই বিশ্বাস করি, চক্ষে যাহা দেখি না তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তাহাতে আমাদের ততটা আস্থা নাই। এইরূপ প্রত্যক্ষবাদী হইয়াও যে আমরা আমাদের সম্মুখে সকল সময় অবস্থিত সেই বড় প্রত্যক্ষটাকে দেখিতে পাই না ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কিআছে ? সে আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষটা কি বুঝিতে পারিয়াছেন কি ? সেটা কি শুনুন। একদিন এই আশ্চর্য্যের কথা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

—প্রতিদিন কোটী কোটী জীব যম-মন্দিরে গমন করিতেছে তাহা দেখিয়াও যে অবশিষ্ট জীবিত জীবগণ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, আহার বিহারাদিতে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, যুধ্য প্রতিদিন উদর ও অঙ্গ [illegible] যে তাহাদের জীবনের, অবসান হইয়া, কাল, গ্রাস করিয়া লইতেছে তাহা দেখিয়াও দেখিতেছে না ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে ? জগতে আশ্চর্য্য অনেক আছে, সে সকল দেখিবার জিনিষও বটে কিন্তু আগে দেখিবার জিনিষ এইটী। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কেন বড় বলিতেছি। বড় এই জন্য যদি একবার আমাদের এই বড় প্রত্যক্ষটার উপর দৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে আমরা অমৃতের জন্য লালায়িত হইব। অমৃত পাইবার উপায় অনুসন্ধান করিব। জগতে বহুগণ্যমান্য বিদ্বান দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বহু অনুসন্ধানের ফলে কত নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতেছেন ও করিবেন কিন্তু অমর হইবার জন্য চেষ্টা আজও পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন কি ? অমৃতের অনুসন্ধান কেহ করিয়াছেন কি ? যে সকল বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্ষণ-কালের জন্য তাহা লইয়া আর আমরা কত সুখী হইতে পারিব। অতএব অমৃতের অনুসন্ধান করা অন্যান্য সর্ব্ব কাজের মধ্যে একটা বড় কাজ নয় কি ? তবে বলিতে পারেন আজ পর্য্যন্ত কেহ অমর হইয়াছেন তাহা আমরা জানিনা বা শুনি নাই। একথা সত্য কিন্তু বেদ বলেন—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—তোমাকে জানিয়া লোক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করে, অমরত্ব লাভের আর কোন উপায় নাই। এরূপ কথা ভগবান বেদে এক বার মাত্র বলেন নাই, বহুবার বলিয়াছেন। কোন একটা জড় বস্তুর সত্যতা পরীক্ষা করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কত শত বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন। সেইরূপ একবার এবিষয়টী আলোচনা করিলে হয় না কি ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত "শ্রীমায়াপুরপূর্ণচন্দ্রোদয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

এইরূপে তিন দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে নবীন সন্ন্যাসি-রূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শান্তিপুরের পশ্চিমপারে আগমন করিলেন। 'বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন', জ্ঞান করিয়া গঙ্গাকে 'যমুনা' বলিয়া স্তব করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে নৌকাযোগে নিজ শান্তিপুর-ভবনে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সীতাঠাকুরাণীর দ্বারা বহুবিধ ভোজন সামগ্রী রন্ধন করাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দকে ভোগ দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আপনার সহিত এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ-সেবনার্থ অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা দৈন্যবশতঃ প্রভুদ্বয়ের পংক্তিতে উপবেশন না করায় মহাপ্রভুর ভোজনান্তে অদ্বৈতপ্রভু তাঁহাদিগের (হরিদাস ও মুকুন্দ) দুই জনকে এক সঙ্গে লইয়া যথেচ্ছভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অবশেষ গ্রহণ করিলেন। শান্তিপুরের সমস্ত লোক মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ হইল। মুকুন্দ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে প্রভুর অষ্ট সাত্ত্বিক-বিকার-সমূহ যুগপৎ প্রকাশ পাইতে থাকিল। পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপের বহু ভক্তের সহিত শচীমাতা দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে আসিলেন। মহাপ্রভুর সহিত শচীমাতার সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু শান্তিপুরে দশ দিন অবস্থান করিয়া শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত হরিকীর্ত্তন এবং শচী-মাতার হস্ত-পাচিত দ্রব্যে অদ্বৈত-গৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিলেন। লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য নবদ্বীপবাসীকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাস করিয়া কাহারও আত্মীয়স্বজনের সহিত নিজ জন্ম-স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। শচীমাতাও পুত্রের এইকথা শুনিয়া গৌরসুন্দরের যাহাতে সুখ, তাহাই হউক, বিচার পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকিবার অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী সকলকে নিরন্তর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার সহিত জীবন যাপন করিবার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক শান্তিপুরের ভক্তগণ ও শচীমাতাকে বিদায় দান করিলেন এবং নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত ছত্রভোগ পথে শ্রীপুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে বৃদ্ধমন্ত্রেশ্বর হইয়া উৎকল রাজ্যের এক সীমায় উপনীত হইলেন ; পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্ত্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে রেমুণা গ্রামে শ্রীগোপীনাথ দর্শন এবং তথায় স্বীয় ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রসঙ্গ প্রভৃতি বর্ণন করিলেন। মাধবেন্দ্র-পুরীকৃত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ !" শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোন্মাদ প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাজপুর হইয়া কটক-নগরে পৌঁছিলে তথায় "শ্রীসাক্ষীগোপাল" দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে গোপালের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিলেন। কটক হইতে ভুবনেশ্বরে ক্ষেত্রপাল শিব-দর্শন করিয়া কমলপুরে ভার্গীনদী-তীরে কপোতেশ্বর শিবদর্শনছলে মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের নিকট স্বীয় দণ্ডটী রাখিয়া গেলে শ্রীনিত্যানন্দ স্বরাট্ ভগবানের পক্ষে আত্মদণ্ড-বিধানের লিঙ্গ-জ্ঞাপক দণ্ডাদি-চিহ্ন ধারণের কোন আবশ্যক নাই, জানাইবার জন্য মহাপ্রভুর দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গীনদীতে ভাসাইয়া দিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু বাহ্যে ক্রোধ লীলা প্রদর্শন করিয়া জানাইলেন যে, ভগবান্ বা পরমহংস-বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মদণ্ড-বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে, কিন্তু অনর্থযুক্ত সাধকের কায়মনো-বাক্য দণ্ডিত না করিয়া স্বতন্ত্রতা অবলম্বনে কখনও মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আঠার নালার নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু দণ্ড না পাইয়া ঈষৎ ক্রোধ-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করি-লেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সংবাদ

এ বৎসর যথাসময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় শস্যাদি ভাল হয় নাই। তজ্জন্য স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে। গরমও খুব পড়িয়াছে। তাহাতে কোথাও কোথাও কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রতি দিন এক এক পল্লীগ্রামে অনেক লোক কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। কোথাও আবার অতিবৃষ্টির জন্য নানা উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে এই সকল জাগতিক ক্লেশ অনিবার্য্য। এই সকল ক্লেশভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে। ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। জগতে ক্লেশগুলি যেন কালচক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন বৎসর কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আবার পর বৎসর তথায় দুর্ভিক্ষ। কোন বৎসর কোথাও অনাবৃষ্টি আবার হয়ত তৎপর বৎসর তথায় অতিবৃষ্টি। আজ যে গৃহে সুখের উৎস তৎপরদিবস তথায় ক্রন্দনের ধ্বনি। ভগবানের লীলা বুঝিবার উপায় নাই। তবে ইহা নিশ্চয় যে, তিনি মঙ্গলময়। তিনি মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল করেন না। এই ক্লেশের মধ্যেও কোন না কোন মঙ্গলবীজ নিহিত আছে। এরূপ বিপদে বিপদ্ উদ্ধারণ পরম বন্ধু ভগবানের কৃপা

প্রার্থনা ব্যতীত আমরা আর কি করিতে পারি।

দুঃখ ভোগ করি নিজকৃত কর্ম্মফলে।
কায়মনোবাক্যে তব চরণকমলে॥
ভক্তি করি কাটে কাল তব রূপা আশে।
মুক্তিপদ তব পদ পায় অনায়াসে॥

(স্থানীয়)

অগ্রদ্বীপের মেলা

ই, আই, আর, ব্যাণ্ডেল কাটোয়া লাইনের পাটুলী ষ্টেসনের নিকট যেখানে ঘোষ ঠাকুরের শ্রীল গোপীনাথ দেব নিত্য আরাধ্য বিগ্রহরূপে বিরাজমান। প্রতি বর্ষে এই স্থানে বারুণী উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। এবারেও বিগত রবি, সোম এবং মঙ্গলবার ৩ দিন উৎসব ও মেলা হইয়াছিল। মেলাতে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

চাঁপাহাটী গৌরগদাধরের রামনবমীর দোল

সমুদ্রগড় চাঁপাহাটী গ্রামে গৌরপার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পাটবাটী। এখানে পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতা এবং শিষ্য দ্বিজ বাণীনাথ ব্রহ্মচারীর স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌর গদাধর শ্রীমূর্ত্তির আজ প্রায় চারি শত বৎসরের উপর হইতে ওখানে বিরাজিত আছেন। মাঝে সেবাইত-গণের অমনোযোগে স্থানটী জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সেবাটী প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণের উদ্যোগে উহার পূর্ব্বাধিকারী তিন জন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিয়া সেবাটী শ্রীচৈতন্য মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ঐ মঠের অন্যতম সেবাইত শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে এবং অন্যান্য সেবকগণের চেষ্টায় সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছেন। এক্ষণে রীতিমতভাবে দৈনন্দিন সেবা এবং উৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। এখানে পূর্ব্বতন রীতিক্রমে রামনবমীতে শ্রীমূর্ত্তিদেব দোলোৎসব হয়। এবারেও আগামী ১৭ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ এই পাটবাটীতে দোলোৎসব হইবে।

নানা কথা

রিসড়া দাঙ্গায় ৭৫ জন আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীরামপুর হাসপাতালে এক বালকের মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমানে তথাকার অবস্থা শান্ত।

গত ১০ই প্রাতে আমেদাবাদে প্রাচীন ভাদার গেট ভাঙ্গিয়া ইঞ্জিনীয়ারের বাটলারের মৃত্যু হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারের লোকজন ঐ স্থানে নিদ্রা যাইতেছিল।

গত সোমবার স্কটিশচার্চ্চ কলেজের সকল শ্রেণীর পাঁচশত ছাত্র কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। সভায় স্থির হয়, ডাক্তার ওয়াট শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে তাড়াইয়া কলেজ ইউনিয়নকে অমান্য করায় ছাত্রদের প্রতি তাঁহার যে কোন সহানুভূতি নাই, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ছাত্রগণ প্রিন্সিপালকে মিত্রের নামে অভিযোগ ব্যক্ত করিবার অনুরোধ করিলেও প্রিন্সিপাল তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। সুতরাং ছাত্রগণ প্রস্তাব করেন—(১) মিত্রকে বিতাড়িত করার আদেশ প্রত্যাহার ও বিতাড়নের কারণ সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রিন্সিপালকে অনুরোধ করা হইতেছে। (২) প্রিন্সিপালের উত্তর পাইবার পূর্ব্বে ছাত্রগণ কেহ ক্লাসে যাইবেন না। (৩) প্রিন্সিপালকে প্রস্তাবের নকল পাঠান হইবে। গত ২০শে মার্চ্চ মঙ্গলবারও ছাত্রগণের এক সভা হইয়াছে। ছাত্রগণের সকলকে সভার পক্ষ হইতে শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। পিকেটিং হইবে না।

গত ১৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে দিল্লীর জনৈক শ্রেষ্ঠ লৌহব্যবসায়ী শেঠ বনোয়ারীলাল খাণ্ডেল ওয়াল এক প্রীতি সম্মেলনে ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্যাটেলকে সম্বর্দ্ধিত করেন। সরকারী সদস্য ও তদনুগ জনগণ ছাড়া সহরের প্রায় ৫০০ শত সম্ভ্রান্তবিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত হন। গতকল্য তাঁহাকে আর একটী প্রীতিসম্মেলনে অভিনন্দিত করার কথা ছিল।

আফগান রাজদম্পতি পোর্টসমাউথ ডকে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সম্মানস্বরূপ ২১টী তোপধ্বনি হয় এবং উচ্চ জয়ধ্বনিসহ অভ্যর্থনা করা হয়। তৎপর তাঁহারা নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া গার্ড অফ অনার পরিদর্শন পূর্ব্বক ভিক্টরী ও টাইগার নামক রণতরীদ্বয় পরিদর্শন করেন। প্রধান সেনাপতি তাঁহাদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। সমস্ত জাহাজে আফগান পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

সিটিকলেজ তদন্তকমিটি বসিয়াছে। কমিটির তদন্তের ফল কমিটি কলেজ কাউন্সিলে জানাইলে কাউন্সিল কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

লেডী এবি বেলী একখানি এরোপ্লেনে একাকী কেপটাউন গিয়াছিলেন। গত ১৯ই মার্চ্চ তিনি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

'দৈনিক জ্যোতি' পত্রে প্রকাশ, অদ্রি মিত্রা নামক চট্টগ্রাম কলেজের একজন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল করিবার জন্য ২৩ রাত্রি এক কি আধ ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইয়া পড়াশুনা করে। পরীক্ষার দিন হলে গিয়া এক ঘণ্টা প্রশ্ন লিখিবার পরই তাহার মস্তিষ্কে আর কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না। মাথা একেবারে ফাঁপা হইয়া গিয়াছিল। বাধ্য হইয়া তাহাকে পরীক্ষা বন্ধ করিতে হইয়াছে। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম হেতু তাহার নার্ভ সিষ্টেম গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ছাত্রমণ্ডলী তাহার জন্য বিশেষ দুঃখিত।

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত আসামী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ ও ভূপেন্দ্র নাথ সান্যালের জননী ক্ষীরোদবাসিনী দেবীর ৫২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার ৪টী পুত্রের সকলেই রাজনৈতিক অপরাধে বিবিধভাবে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর প্রভিন্স টাউনের নিকট 'এস্ ৪' নামক যে সাবমেরিণটী জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে আবার ভাসান হইয়াছে।

বারওয়াহার দরিয়া মহল নামক রাজপ্রাসাদে ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা সার তুকাজী রাওয়ের সহিত মিস্ ন্যান্সি মিলারের শুভকার্য্য বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে, এ সংবাদ সকলেই পাইয়াছেন। পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। বিবাহে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত সমস্ত অনুষ্ঠানেই মিস্ মিলার বা শর্ম্মিষ্ঠা দেবী খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাহের পর মহারাষ্ট্রীয় রীতি অনুসারে স্বামীর নামানুযায়ী পাত্রীর নাম হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর কঠর মাঠের শঙ্করাচার্য্যপ্রদত্ত নামের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে সার তুকাজী রাও এখনও মহারাজা নামে অভিহিত হন, সুতরাং সেই অনুসারে মিস্ মিলার, মহারাণী শর্ম্মিষ্ঠা দেবী হোলকার নামে অভিহিত হইবেন। প্রকাশ যে, মহারাজা ও মহারাণী হোলকার শীঘ্রই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউরোপ গমন করিবেন। তাঁহার কার্য্য-বিবরণী জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, ইন্দোরে গিয়া তাঁহার প্রজাদিগের ও ভারতের সেবা করা তাঁহার অভিলাষ। অল্প দিনের জন্য বিদেশ যাইতে হইতেছে বলিয়া প্রজাগণ যেন তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। আগামী শীতকালের মধ্যেই তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

(১) আগামী ৬ই, ৭ই ও ৮ই এপ্রিল জব্বলপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসম্মিলনের বাৎসরিক অধিবেশন দিবস ধার্য্য হইয়াছে। কলিকাতার হিন্দু সভার যে সকল সদস্য এ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে চাহেন, তাঁহারা যেন আগামী ২৫শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র, ঠিকানা ও বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকা নিম্নঠিকানায় পাঠান।

(২) বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের ৫র্থ বার্ষিক অধিবেশন ময়মনসিংহে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। অধিবেশনে যাঁহারা প্রতিনিধি হইতে চাহেন, তাঁহারা আগামী ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে নাম, ঠিকানা ও বার্ষিক চাঁদা ১৲ টাকা নিম্নঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক।
৫০, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গান্ধিজী নাকি ভিয়েনা যুবক-সম্মেলনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া ইউরোপগমন-সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। তিনি এখন রোমাঁ রোলাঁর পত্রের অপেক্ষায় আছেন। সে পত্র আসিলে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইবে।

বোম্বাই সহরে জি,আই,পি রেলওয়ের গাড়ীতে প্রথমশ্রেণীর কামরায় যে একটী যুরোপীয়নের মৃতদেহ পাওয়াযায় করোনারের তদন্তে তাহার বিষয় জানাগিয়াছে যে, ঐ সাহেবের নাম রবার্ট পেনিংটন, পূর্ব্বে ভলান্টিয়ার বিভাগের জনৈক কার্পল ছিলেন, বর্ত্তমানে বোম্বাই খাস কোম্পানীতে চাকরী করিতেন। ইঁহার এক বন্ধু সাক্ষ্যদানকালে বলেন, ইনি এক মাস পূর্ব্বে নাকি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, তাঁহার বাধা দেওয়ার ফলে সেচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হন। পেনিংটনের একখানি চিঠিতে প্রকাশ, অত্যধিক অস্বচ্ছলতা ও কোন বিশ্বস্ত লোকের বিশ্বাস ঘাতকতাই নাকি তাঁহাকে আত্মঘাতী করাইতেছে। জুরীগণ আত্মহত্যা বলিয়াই রায় দিয়াছেন।

কাপ্তেন হিকক্সিক গ্রেণভিলে নামিয়াছেন কিনা দেখিবার জন্য গ্রেণভিলে ক্যানাডার বিমানপোত পাঠান হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি বেলদা রাস্তায় রেল চালাইবার আয়োজন হইতেছে। সমস্ত আয়োজনই নাকি ঠিক হইয়াছে কেবল বাকী আছে রেলওয়ে বোর্ডের অনুমোদন। রেলের কার্য্য সত্বর আরম্ভ হইতেছে দেখিলে আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় হয়।

কৃষ্ণনগর ভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পোড়া মা

প্রৌঢ়া মায়াকে চলিত কথায় পোড়া মা বলে। ইনি ভগবানের স্বরূপশক্তি স্বরূপাং তাহা হইতে অভিন্না। যাহারা স্বরূপকে স্বীকার করেন কিন্তু তাহার কিরণকে স্বীকার করিতে চান না, তাহাদের বিচার যেমন অসম্পূর্ণ, ভগবানকে স্বীকার করিয়াও যাহারা প্রৌঢ়া মায়া বা পোড়া মাকে মানিতে চান না, তাহাদের বিচারও তদ্রূপ। বৃন্দাবনে এই পোড়া মা পৌর্ণমাসী বা যোগমায়া। এই যোগমায়া দেবী কৃষ্ণলীলার প্রধান সহায়কারিণী। যোগমায়া সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণ-মিলনপ্রয়াসিনী। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যগত যাবতীয় লীলা যোগমায়া-স্থিতা। বৈষ্ণবগণ যোগমায়ার আশ্রয়েই কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবার উদ্দেশেই তাঁহারা যোগমায়াপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত। এই জন্য বৈষ্ণবদিগকেই প্রকৃত শাক্ত বলা যাইতে পারে।

গৌতমীয় তন্ত্রে এই যোগমায়াকেই বৈষ্ণবমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলায় যিনি যোগমায়া, গৌরলীলায় তিনিই প্রৌঢ়া মায়া বা পোড়া মা। জড় মায়া এই প্রৌঢ়া মায়ার ছায়া। কৃষ্ণবিমুখ জীবকে বিমোহিত করিয়া দণ্ড প্রদান করাই তাঁহার কার্য্য। কৃষ্ণসেবোন্মুখ জীবের সেবানন্দ বিধান করাই যোগমায়া বা পোড়া-মার একমাত্র কৃত্য। তত্ত্ব বিচার করিলে জানা যায় যে, যাহারা প্রকৃত শাক্ত তাহারাই বৈষ্ণব এবং যাহারা প্রকৃত বৈষ্ণব তাহারাই শাক্ত। যাহারা নিজদিগকে শাক্ত অভিমানে বৈষ্ণব-আচার রহিত ও ভগবদ্‌বিরোধী অথবা বৈষ্ণবাভিমানে পোড়া মা যোগমায়াবিদ্বেষী তাহারা উভয়েই জড়মায়া দ্বারা বিমোহিত। কেহ কেহ যোগমায়া বা প্রৌঢ়া মায়াকে পোড়া মা বা বিদগ্ধজননীরূপে লক্ষ্য করেন, বস্তুতঃ তিনি প্রৌঢ়া মায়া। জড় জগৎ যেরূপ ভগবানের জড়াশক্তির পরিণতি, শ্রীধামও তদ্রূপ চিচ্ছক্তি যোগমায়ার পরিণতি। তজ্জন্য শ্রীযোগমায়াকে শ্রীধামের বা বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়। যোগমায়ার ন্যায় প্রৌঢ়া মায়া [illegible] অধীশ্বরী দেবী। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"—এই [illegible] বাক্যানুসারে প্রৌঢ়া মায়ের কৃপা [illegible] স্বরূপ দর্শন জীবের [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে [illegible] শ্রীমায়াপুরেই ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের পর ভগবদিচ্ছায় গঙ্গা সমগ্র দ্বীপ প্লাবিত করিলে অন্তর্দ্বীপবাসিগণ কুলিয়া নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুরে চলিয়া যান। সেই সময় তাঁহারা প্রৌঢ়া মায়াকে লইয়া গিয়া নিজ বাসস্থানের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি শ্রীমায়াদেবী গঙ্গার পশ্চিম পারেই লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া আসিতেছেন। সে স্থান এখন পোড়া মার তলা বলিয়া বিখ্যাত।

স্বদেশপ্রীতি

ইতিহাস পাঠে জানা যায়—হিন্দুগণই এক সময় পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে হইতে বর্ত্তমানে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুগণও যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া রাজ্য সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে বলও তাঁহাদের এখন নাই। ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশ হিন্দুদিগের হস্তচ্যুত হইলেও বাঙ্গলা দেশ কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দুদিগের হস্তেই ছিল। সেনবংশীয় ও শূরবংশীয় রাজারা এই বঙ্গদেশে অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও তথায় বল্লালদীঘি বল্লাল-প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন রহিয়াছে। এই সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়েই বঙ্গদেশের বঙ্গীয় সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন। রাজ্যলক্ষ্মী চিরকালই এই প্রকার চঞ্চলা, তিনি কখনও এক স্থানে থাকেন না, এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা দৈবের প্রতি নির্ভর করিয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমাইব। স্বদেশবাসীর জন্য কোন চেষ্টাই করিব না এ কথা কেহই বলিতে পারেন না, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। অধিক কি যদি ব্রহ্মা আসিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দেন তাহা হইলেও আমরা তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিব না। কেন পারিব না? ইহার উত্তর এক কথায় বলা কঠিন। তবে বিচার করিলে দেখা যায়—প্রীতিই বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম। বস্তু দুই প্রকার, চেতন ও অচেতন। জীব ও ভগবান্ চেতনময় বস্তু এতদ্ব্যতীত সব অচেতন। একটী বস্তু যে ধর্ম্ম দ্বারা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, তাহার নাম প্রীতি। জড়বস্তুর মধ্যে এইরূপ আকর্ষণ দেখা যায়। চেতন বস্তু জীবের যে অন্য চেতন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ তাহাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম আবার এই সমগ্র চেতন বস্তু যৎ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হন, তিনি ভগবান। ভগবৎ আকর্ষণের নামান্তর ভগবদ্ভক্তি বা প্রেম। মুক্তাবস্থায় আমাদের এই প্রীতিধর্ম্ম বিশুদ্ধভাবে থাকে, বদ্ধাবস্থায় উহা দেশ কাল ও সীমায় আবদ্ধ হইয়া সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত সংকীর্ণাবস্থায় উহা আমাদের নিজ দেহনিষ্ঠ থাকে। তৎকালে আমরা নিজ দেহসুখ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু চাই না। এই প্রকার দেহনিষ্ঠ প্রীতি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির মধ্যেও দৃষ্ট হয়। এই প্রীতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিলে স্বগৃহবাসিজীবনিষ্ঠ হয়। আর একটু প্রস্ফুটিত হইয়া স্ববর্ণনিষ্ঠ এবং আরও প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমশঃ স্বদেশনিষ্ঠ ও সর্ব্ব মানবনিষ্ঠ হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বজীবনিষ্ঠ হয়। ইহাই প্রীতির সংকোচ বিকচাবস্থা। বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহা কালে অবশ্যই নিজ পরিচয় দিবে। তবে যত দিন আমাদের প্রীতি বৃহৎ চেতনময় বস্তু ভগবানে অর্পিত না হয় তত দিন উহা সম্পূর্ণভাবে নিজ পরিচয় দিতে অসমর্থ হয়। যাহার প্রীতি ধর্ম্ম যে পরিমাণে সংকীর্ণ তিনিও সেই পরিমাণে বদ্ধ এবং যাহার প্রীতিধর্ম্ম যে পরিমাণে প্রস্ফুট তিনিও সেই পরিমাণে মুক্ত। এখন উত্তর এই যে, স্বদেশপ্রীতি জীবের স্বরূপগত ধর্ম্মের সংকীর্ণ পরিচয় হইলেও জীবের নিধন, সে উহা না করিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের প্রীতি যাহাতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া বিশ্বজনীন এবং ভগবৎ অর্পিত হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বপ্রকার হিতজনক। আমরা দেশবাসীর হিতকামনা করিব কিন্তু যাহাতে তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়, তাহার চেষ্টা করিব তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উদারতাব্যঞ্জক ও শ্রেষ্ঠ।

আত্মীয়গণের প্রতি

শাস্ত্র বলেন,—যিনি কণ্ঠদেশে তুলসীমালা এবং অঙ্গে শঙ্খ-চক্রাদি মুদ্রা ধারণ করেন, যাঁহার ললাটদেশ ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র তিলকে সুশোভিত তিনি বৈষ্ণব। এই প্রকার বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন—

> গঙ্গার পরশ হ'লে পশ্চাতে পাবন।
> দর্শনে পবিত্র করেন এই তাঁর গুণ॥

বৈষ্ণব চিনিতে হইলে কি আমরা বৈষ্ণবের ঐ বাহ্যচিহ্নগুলিই লক্ষ্য করিব? মনে করুন যদি কেহ বাহ্যে কপটতা পূর্ব্বক ঐ চিহ্নগুলি সুষ্ঠুরূপে নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া নীতিশূন্য বদ্ধ জীবন যাপন করেন, তিনিও কি ভুবনপবিত্রকারী বৈষ্ণব? না তাহা নহে। নীতিশূন্য অসদাচারী বা নৈতিক সদাচার বৈষ্ণবের লক্ষণ নহে। উপরি উক্ত শাস্ত্রবাক্যটী বৈষ্ণবের বাহ্য লক্ষণ, তদ্ব্যতীত বৈষ্ণবের একটী অন্তর্লক্ষণ আছে, সেটী এই—

> অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
> স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

এই বাক্যটী সরল হইলেও ইহার তাৎপর্য্য কঠিন। "অসৎ শব্দে" অনিত্য বস্তু মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি ত্যাগই বৈষ্ণবের আচার, বাহ্য স্মার্ত্তাচার বা অসদাচার বৈষ্ণবের স্বরূপগত আচরণ নহে। জড়জগতে যাবতীয় বস্তু অসৎ বা অনিত্য হইলেও কনক, কামিনী এবং প্রতিষ্ঠা—এই তিনটী প্রধান। উল্লিখিত বৈষ্ণব আচার নির্ণায়ক পয়ারটীতে কেবল স্ত্রী কথাটীর উল্লেখ মাত্র থাকিলেও উহাতে কনক ও প্রতিষ্ঠা এই দুইটী কথা সংশ্লিষ্ট আছে। কেননা স্ত্রীসঙ্গ হইতেই ঐ দুইটীর উৎপত্তি হইয়াছে। স্ত্রীসঙ্গীর স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য অর্থের প্রয়োজন, অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই সকল জাগতিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা না হইলে অর্থ উপার্জ্জন করা বড় সহজ নহে। যাহাদের জাগতিক প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা বৈষ্ণববেশ ধারণ পূর্ব্বক জগতে নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করে,—এই কলিকালে এরূপ শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঠাকুর নরোত্তম এই শ্রেণীর লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—অধশাস্ত্র এক আশে কপট বৈষ্ণববেশে ভ্রমিয়া বেড়ায় দ্বারে দ্বারে। মেষচর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্রের ন্যায় ইহাদিগকে চেনা কঠিন। আউল, বাউল, দরবেশ, প্রাকৃত সহজিয়া, সখী ভেকী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলকারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবগণ ইহাদের সঙ্গ স্বয়ং পরিত্যাগ করেন এবং অন্য সরল হৃদয় ব্যক্তি যাহাতে ইহাদের সঙ্গে মুগ্ধ হইয়া না পড়ে তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অসদাচারী নহেন। ইহারা বৈধ জীবন যাপন করেন, এবং নিজদিগকে সদাচারী বলিয়া অভিমান করেন। ইহারা সদাচারসম্পন্ন, বৈষ্ণবের ন্যায় বহু নামগ্রহণকারী এবং বিষ্ণুপূজারত। তথাপি ইহারা কৃষ্ণের ভক্ত নহেন। ইহাদিগকে কর্ম্মী বা জ্ঞানী বলা যায়। তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন,—'কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তাঁতে অনুরক্ত' ইত্যাদি। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বৈষ্ণবের আচার পালন করিয়াছেন। গার্হস্থ্যলীলায় তিনি যখন শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তনানন্দে বিহার করিতেন তখন তথায় ভক্ত ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যাইতে পারিত না, অবৈদিক স্ত্রীসঙ্গীর ত' কথাই

নাই, সদাচারাভিমানীরও প্রবেশাধিকার ছিল না। একদিন এক সদাচারসম্পন্ন দুগ্ধাহারী তপস্বী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তনাদি দর্শন ও শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত প্রথমে অস্বীকার করেন পরে স্বীকৃত হন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার কীর্ত্তন-বিলাসগৃহে অন্য ব্যক্তির প্রবেশ জানিয়া ঐ তপস্বীকে 'মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি। পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি'॥—এই কথা বলিয়া কীর্ত্তন মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পাঠকগণ মনে রাখিবেন, "কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়িয়াছে যারে সেইত বৈষ্ণব। বিষয় মুমুক্ষু ভোগের বুভুক্ষু (ভোগবাসনাযুক্ত) দুয়ে ত্যজ মন দুই অবৈষ্ণব॥"

দৃঢ়তা

আহমাবাদের সংবাদপত্রে প্রকাশ—মহাত্মা গান্ধী, 'আমি হতাশ হই নাই'—বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে স্বরাজ সম্বন্ধে নিজ দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গকে আশ্বাস দিয়াছেন। শুধু আশ্বাস মাত্র প্রদান করেন নাই পরন্তু নিজ সংকল্প রক্ষার জন্য উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ইউরোপ যাত্রা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশের প্রতি গাঢ় প্রীতি, স্বদেশবাসীর হিত-সাধনের জন্য দৃঢ় সংকল্প, স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ অত্যন্ত প্রশংসাই সন্দেহ নাই। মানবের অসংখ্য সদ্গুণের মধ্যে দৃঢ়তা সর্ব্বপ্রধান। কোন কার্য্যে হাত দিবার পূর্ব্বে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—এইরূপ সংকল্প না করিলে হয় না। পূর্ব্বে ঋষিগণ এই দৃঢ়তার বলে কিনা করিয়াছেন। স্বরাজের কথা কি ভগবানকেও লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভগবানকে লাভ করিলে আর বাকী থাকে কি? চাই দৃঢ়তা। সাধারণতঃ দুই প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া সমগ্র জগতে অসংখ্য জীব পরিভ্রমণ করিতেছে। একটী আর্থিক চেষ্টা, অপরটী পরমার্থ। পশুদিগের নৈসর্গিক চেষ্টা হইতে মানবদিগের আর্থিক চেষ্টা শ্রেষ্ঠ। আর্থিক চেষ্টা অপেক্ষা পারমার্থিক-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। উভয় প্রকার চেষ্টাতেই দৃঢ়তার প্রয়োজন। আমাদের দৃঢ়তা ভগবানে অর্পিত হইলে অতি অল্প সময় মধ্যে আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। পাঠকবর্গ একবার সেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের কথা স্মরণ করুন। সেও আমাদের দেশের কথা।

সমালোচনা

(উদ্ধৃত এবং ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

বোম্বাই সহরস্থিত "নাগপাড়ার স্পোর্টিং নিউজ" নামক বহুল প্রচারিত এবং ভারতপ্রসিদ্ধ পাক্ষিক পত্রিকার ১৯২৮ সালের ১লা জানুয়ারী সংখ্যায় লিখিত 'হার্ম্মোনিষ্ট' পত্রিকার সমালোচন—

শৈব ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার হিন্দুগণ ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশগত খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক (মিসনারী) দিগের বিপর্য্যয়কারী ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য দর্শনে বহু বৎসর পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্টভাবে মাত্র পর্য্যবেক্ষণকারীর মত দণ্ডায়মান ছিলেন। বিদেশীয় ধর্ম্মযাজকদিগের কার্য্যতৎপরতাদর্শনে হিন্দুগণ এতদূর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কি উপায়ে সে স্রোতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিজদিগকে অসহায় পরাধীন জাতি মনে করিয়া প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধতা করিবার কোনই সামর্থ্য নাই বিবেচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে আপন ভাই ভগ্নিগণকে পর হইয়া যাইতে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীশিবের স্থানে খ্রীষ্ট প্রভৃতিকে অভিষিক্ত হইতে দেখিতেছিলেন। বারাণসী রামেশ্বর প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত হিন্দুমন্দিরের পাশাপাশি খৃষ্টীয় গীর্জ্জা প্রভৃতি বৈদেশিক ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি উদ্ভূত হইতে দেখিয়াও হিন্দুগণ তাহাদের আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। হিন্দুগণ বর্ত্তমান যুগের কোনরূপ কার্য্য-কুশলতাবিহীন দার্শনিকদিগের ন্যায় সমস্তই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বেশ সহজেই কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু সময়প্রভাবে নিরাশাসাগরে আবার ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের একটা তরঙ্গ দেখা দিল এবং হিন্দুধর্ম্মকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কতিপয় অবতার পুনরায় আগমন করিলেন। প্রাচীন কালের ন্যায় বর্ত্তমান যুগেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সৌষ্ঠব বিধানার্থ কয়েকজন নিঃস্বার্থ পারমার্থিক সাধু হিন্দুদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে এই 'হার্ম্মোনিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নিঃসন্দেহে সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে আজ এরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন যে, তাহা চিরকালই শুদ্ধভক্তমাত্রের উচ্চাভিলাষের ভূমিকা থাকিবে। শ্রীমৎ সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আজ বৈষ্ণব জগতের একমাত্র দেদীপ্যমান আচার্য্য। কেহ যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বৈষ্ণব কাহাকে বলে? তাহা হইলে তিনি বোধ হয় তদুত্তরে বৈষ্ণবের স্বরূপ সম্বন্ধে এই শ্লোকটী নির্দ্দেশ করিবেন—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো
বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তমণ্ডলীর অগ্রগণ্য শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদঠাকুর বাস্তবিকই ভক্তি ও প্রেমের মহাসাগর। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'হার্ম্মোনিষ্ট' পত্রিকা শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বহু পাণ্ডিত্য ও গবেষণাত্মক প্রবন্ধপূর্ণ হইয়া আজ ভক্তিশাস্ত্রের মহাসাগররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। হার্ম্মোনিষ্টের ২৫শ খণ্ডান্তর্গত ১ম হইতে ৫ম সংখ্যা পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদেশাবলীর ক্রমিক অনুবাদ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লীলা আলোচনা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইতিহাস এবং এই প্রকার বহু সুখপাঠ্য ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রবন্ধ বিচার পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে হিন্দুমাত্রেই তাঁহার স্বীয় আত্মার উন্নতি এবং সমগ্র ভারতের জাতীয় আত্মার বহুল উন্নতি সাধন করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হইবেন।

শ্রীযুত এম্, এস্, জি আয়ার নামক একজন দাক্ষিণাত্যবাসী যুবকের পরিচালনে এই পত্রিকা ঠিক সময় মত প্রকাশিত হয় এবং পত্রিকার সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যাদি এরূপ মনোহর যে, তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৷৹ মাত্র এবং নমুনা প্রতি কপি ।৵৹ আনা মাত্র। পত্রিকার মুদ্রণ ও অবয়বাদি খুব সুন্দর।

প্রতি সংখ্যায় কয়েক পাতা সংস্কৃত প্রবন্ধের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই অংশের নাম 'সজ্জন-তোষণী।' বৃত্ত ব্রাহ্মণতা, বৈষ্ণবমত, শিক্ষাদশকমূলম্, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বহুপাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান ও অধ্যয়ন যোগ্য, কারণ এরূপ গভীর বিষয়ে এরূপ তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে কিনা সন্দেহ। বৈষ্ণবধর্ম্মকে ভারতে একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার মহদুদ্দেশ্যে এই পত্রিকা গৌরবের সহিত প্রকট থাকুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

প্রেরিত পত্র

নদীয়া-প্রকাশের স্থলে [illegible] নবদ্বীপবাসীর উক্তি।

মায়াপুরের বিরুদ্ধবাদীর [illegible] একজন পরিপোষক হইয়াও, আজ আমি এই "নদীয়া-প্রকাশের" [illegible] বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়া সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। কাহারও দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কিম্বা তোষামোদ করিয়া বলিতেছি না। ইঁহাদের শান্ত-সৌম্য-মূর্ত্তি, [illegible] হরিসেবাবৃত্তি, অমায়িক ব্যবহার, বাস্তব সত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ ও নির্ভীকতা বাস্তবিক প্রশংসনীয় ও আদরণীয়। কিন্তু, হায়! দুর্ভাগ্য বশতঃ ভক্তি-প্রতীপজনের পরিপোষক হইয়া এতদিন বাস্তব সত্যের সন্ধান না পাইয়া নিজের কতই না অমঙ্গল সাধন করিয়াছি। ইঁহাদের প্রতি একবারমাত্র দর্শনেও যে আনন্দ পাই, কুলিয়া (সহর নবদ্বীপ)-বাসী ভক্তি-প্রতিকূলাচরণকারীর সহিত আজীবন সঙ্গ করিয়াও উহার কোটী অংশের এক অংশও আনন্দ ত' পাই নাই। ইহার কারণ কি? ওহে, নদীয়াবাসী [illegible] সব, তোমরা ইহার যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে কি? বোধ হয়, উত্তর দিতে পারিবে না। কারণ, মাৎসর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে কোন সরলতার ছাপ দেখা যায় না। হে, আমার বন্ধুগণ, আমার উপর কিছু রাগ করিও না। ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে, সত্যের উপর বিশ্বাস রেখে, আমাকে আজ বড় দুঃখের সহিত এসব কথা বলিতে হইল। নামটী এখন দিলাম না কারণ এক মতাবলম্বী অনেকের মধ্যে থাকিয়া অত্যাচরিত হইবার ভয় বিশেষ ভাবে রাখি। এমন এক দিন আসিবে যখন শ্রীমায়াপুরের পক্ষে নাম দিতে কুলিয়া নবদ্বীপবাসী নিজদিগকে গৌরব বোধ করিবে—আমি সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি।

ইতি—
কুলিয়া বা সহর নবদ্বীপবাসী
জনৈক ব্যক্তি

সম্পাদকীয় মন্তব্য

[সহর নবদ্বীপবাসী জনৈক [illegible] নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশিত হইল। সহর নবদ্বীপ হইতে এইরূপ আরও কয়েকটী চিঠি আমাদের নিকট আসিয়াছে। সেই [illegible] মধ্যে কোন কোনটীতে নদীয়া [illegible] প্রতি কিছু কঠোরোক্তি থাকায় [illegible] প্রীতিভাজন হইবে না জানিয়া [illegible] করিলাম না। তবে [illegible] [illegible]

... ... অবধি ... হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ... অন্তরের সহিত ... আপনারা ... আর তাঁহাদিগকে ... জানাইতেছি যে ঈশ্বরনির্ভরতা ... আপনারা হইতে অপসারিত হয়। প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করুন। ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য নৃসিংহদেব সকল সময় নিজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি প্রকট করিয়া প্রতীপগণের হৃদয়াশঙ্কা উৎপন্ন করিয়া থাকেন। নঃ প্রঃ সঃ]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত "শ্রীমায়াপুরপূর্ণচন্দ্রোদয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দেবগণ মহাপ্রভুকে দর্শন ও পড়িছার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বাহ্য-দশা-প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া প্রভুকে ধরাধরি করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন, সার্ব্বভৌমের ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য শ্রীমুকুন্দকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচয়সূত্রে শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা ও নীলাচল আগমনের কথা শুনিলেন। লোকপরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু প্রমুখ সকলে সার্ব্বভৌমের পুত্র চন্দনেশ্বরের সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলে, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। সার্ব্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হইলে সার্ব্বভৌম, প্রভুকে স্বীয় মাতৃস্বসা গৃহে বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম-ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য মহাপ্রভুকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম ও তচ্ছিষ্যগণের সহিত গোপীনাথ আচার্য্যের অনেক তর্কবিতর্ক হইল। পরমেশ্বরতত্ত্ব কখনই জানা যায় না এবং জাগতিক পাণ্ডিত্যদ্বারা ঈশ্বরের অভিজ্ঞান হয় না; এই সকল কথা শ্রীগোপীনাথ, সার্ব্বভৌমকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সাধারণ মর্ত্ত্য-পুরুষ বা সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া বেদান্ত শ্রবণ করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু তাহা স্বীকার করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মৌন দেখিয়া অষ্টম দিবসে প্রভুকে ঐরূপ মৌনভাবে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন,—তিনি ব্যাসকৃত সূত্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু 'শঙ্করাচার্য্যের রচিত ভাষ্য' ব্রহ্মসূত্রের সহজ ও নির্ম্মল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শঙ্করভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্তবিরুদ্ধ; অসুরমোহনার্থ কল্পিত। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তই বেদান্তের মত। মায়াবাদিগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক—ইহা মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বহু বিচারশাস্ত্রদ্বারা প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য্য অনেক বিচার তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন। অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট হইতে "আত্মারামশ্চ" শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেই প্রথমে ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বলে উক্ত শ্লোকের নববিধ ব্যাখ্যা করিলেন, মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের উক্ত ব্যাখ্যান কোনটিই স্পর্শ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য্য ইহাতে চমৎকৃত হইলেন, তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগতি যাচ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে সার্ব্বভৌমকে চতুর্ভুজ এবং পরে দ্বিভুজ রূপ প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের চিত্তে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। সার্ব্বভৌমের প্রতি প্রভুর অলৌকিক কৃপা দেখিয়া গোপীনাথ প্রভৃতি সকলেই হর্ষযুক্ত হইলেন। ইহার পর একদিন প্রভু অরুণোদয়কালে শ্রীজগন্নাথদেবের পাকান্ন প্রসাদ লইয়া ভট্টাচার্য্যকে প্রদান করিতে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য প্রভুর কৃপায় কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত মতবাদ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়ায় প্রাতঃকৃত্যের পূর্ব্বেই প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। অন্য দিবস ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করায় প্রভু সার্ব্বভৌমকে নামসংকীর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। আর একদিবস সার্ব্বভৌম "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তিপদে' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়া প্রভুকে শুনাইলেন, মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। 'মুক্তিপদ' শব্দে 'কৃষ্ণ'কে বুঝায়। ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচলবাসী মহাপ্রভুকে 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং কাশীমিশ্র প্রভৃতি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

(স্থানীয়)

খারদোল

আগামী ১৯শে চৈত্র ১লা এপ্রিল রবিবার হইতে ৩ দিন কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে খারদোলের বিরাট মেলা হইবে। এই মেলা এতদ্দেশের একটী বিশেষ অনুষ্ঠান। বহু দেশ দেশান্তর হইতে এই মেলা দেখিবার জন্য শত শত যাত্রী আসিয়া থাকেন। মেলায় একদিকে যেমন দ্বাদশ স্থানের শ্রীবিগ্রহ আসিয়া একই স্থানে দোলমঞ্চে আরোহণ করেন বলিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য অনেক ভক্তিমান ব্যক্তি আগমন করেন, অপর দিকে তেমনি জিনিষপত্র খরিদ করিতে ও তামাসা দেখিতেও বহু লোকসমাগম হয়। কৃষ্ণনগরের সদাশয় মহারাজ বাহাদুর প্রতি বর্ষে মেলাস্থলে সমস্ত বিষয়ে যাত্রিগণের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহ ৩ দিন দোলে থাকিয়া ত্রয়োদশীর দিন বারে দোল হইতে অবতরণ করেন। মাঝের দিনই খুব বেশী ভীড় হয়। মেলাস্থলে সকল রকম দ্রব্যাদি খরিদ বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বেদান্তভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেছেন এবং শ্রীভক্তিবিগ্রহ প্রভু কীর্ত্তন করিতেছেন।

ভুবনেশ্বর-সংবাদ

ভুবনেশ্বর একটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান এবং হিন্দুদিগের তীর্থ। আগামী ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ অশোকাষ্টমীর দিন শ্রীভুবনেশ্বর দেবের রথযাত্রা হইবে। পুরীর শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার ন্যায় এখানে চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীর দিন ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা হয়। শ্রীভুবনেশ্বর দেবের আরাধ্য বিজয়মূর্ত্তি শ্রীঅনন্ত বাসুদেব রথে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে এখানে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা ঠিক পুরীর রথযাত্রার ন্যায় একটী দেখিবার জিনিষ।

ভুবনেশ্বরে মরিচকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। প্রবাদ এই অশোকাষ্টমীর দিন ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে এবং ঐ কুণ্ডের জল পান করিলে বন্ধ্যা নারীর নিশ্চয় সন্তান হয়। প্রতি বর্ষে ঐ দিন ভোর বেলা হইতে সমস্ত দিনে প্রায় দশ সহস্র স্ত্রীলোক ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে।

নানা কথা

১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ১নং আপ 'জে' এবং ২নং ডাউন 'জে' ট্রেণ যথাক্রমে ২টা ২০ মিনিট ও ৪টা ২০ মিনিটের সময় ধানবাদ ছাড়িতেছে এবং ধানবাদে পৌঁছিতেছে। যাহা ধানবাদ ও পাথরডিহির মধ্যে যাতায়াত করিত তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেথর ঝাড়ুদারদিগকে যে বেতনবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা কর্পোরেশন মঞ্জুর না-ও করিতে পারে শুনিয়া মেথরগণ আবার ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতেছে বলিয়া শুনা যায়।

গত ১৯শে মার্চ্চ রাত্রে কাশী বস্তির রাজা ক্যান্সার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি রাঁচির রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটে যান। তথা হইতে কাশীতে আগমন করেন।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেন প্রেসিডেন্সী জেলে নাকি সপ্তাহকাল প্রায়োপবেশনে আছেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সরল কুমার দত্ত তাঁহার সহিত দেখা করিয়া জানেন, তিনি ভালই আছেন।

গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখ হইতে সিটি কলেজ বন্ধ হওয়ায় পাচক আপনার দায়িত্বে প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে ৮ আনা হিসাবে লইয়া খাদ্য সরবরাহ করিতেছিল। গত মঙ্গলবার হোষ্টেল ইনস্পেক্টর সাহেব ছাত্রগণকে বেলা ১২টার মধ্যেই হোষ্টেল ছাড়িয়া দিতে হুকুম করেন। ছাত্রগণ নানা অসুবিধার মধ্যেও বাধ্য হইয়া রাত্রি ৯টার মধ্যে হোষ্টেল খালী করিয়াছে। কেহ অন্য কলেজের হোষ্টেলে আশ্রয় লইয়াছে আর অবশিষ্ট আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া আছে। প্রকাশ যে, হোষ্টেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ব্রজসুন্দর রায় ও অ্যাসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কালীমোহন ঘোষাল বিনা ব্যয়ে হোষ্টেলে বাসস্থান পাইবেন এবং পাচক ও ভৃত্যগণ তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

গত ১৯২৬-২৭ সালে বাঙ্গালা দেশে অত্যধিক পাটের চাষ হওয়ায় ১৯২৭-২৮ সালে কাঁচা পাটের দাম কমিয়া চাষীদের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহোদয় সেই জন্য বাঙ্গলার চাষীগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাহারা যদি সময় থাকিতে ... তাহা হইলে যেন পাটের চাষ কম করে, নচেৎ দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী।

আগামী ৩১শে মার্চ্চ সাইমন কমিশনের সদস্যগণ বোম্বাই হইতে স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

শ্যামপুকুর রামচন্দ্র মৈত্র লেনে [illegible] নামক একটী বালক পিতামাতার সহিত খাবার লইয়া কলহ হওয়ায় মনঃকষ্টে হাইড্রোসেনিক য়্যাসিড্ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। শব ব্যবচ্ছেদাগারে তাহার শরীর পাঠান হইয়াছে।

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বরিশাল জিলা স্কুলের হেড্ মাষ্টার ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাত্রগণের অনুপস্থিতিতে এক নোটিশ দিয়াছেন, যে ছাত্রের যত টাকা বেতন, তত টাকা জরিমানা না দিলে বর্ত্তমান মাসের বেতন লওয়া হইবে না। তাহাতে ছাত্রগণের অভিভাবকবর্গ হেড্ মাষ্টারের আদেশের প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন—"ছাত্রগণ অল্পবয়স্ক। আমরা ইচ্ছা করিয়াই ছাত্রগণকে স্কুলে যাইতে দিই নাই। ইহাতে ছাত্রগণের কোন অপরাধ হইতে পারে না। অভিভাবকগণের প্রদত্ত কারণসত্ত্বেও যদি বিদায়ের দরখাস্ত না মঞ্জুর হয়, তবে শিক্ষাবিভাগীয় নিয়মানুসারে জরিমানা প্রতিদিনের জন্য এক আনার বেশী হইতে পারে না। আমরা তাহা দিয়া ছাত্রগণকে স্কুলে পাঠাইব, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন! যদি না করেন, আপনাদের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয় জানাইবেন এবং যে উত্তর আসে আমাদিগকে জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি একান্তই আপনি ছাত্রদিগকে জরিমানা দিতে বাধ্য করেন, তবে আমরা আদালতের সাহায্য লইয়া আপনার আদেশ আইন সঙ্গত কিনা প্রমাণের চেষ্টা পাইব।"

সার হুগো ষ্টিন্সের কন্যা ক্ললিন ক্লারিনোর ষ্টিন একখানি ছয় সিলিণ্ডার সিডান গাড়ীতে বার্লিন হইতে যাত্রা করিয়া পিকিং-এ আসিয়াছেন। মিঃ সিভারষ্ট্রম নামক জনৈক বায়স্কোপের ফটোগ্রাফার এবং ৪জন মেকানিক সঙ্গে গত মে মাসে ইনি বার্লিন হইতে যাত্রা করিয়া বলকান, তুরস্ক, সীরিয়া, পারস্য, ককেসিয়া, রুষিয়া, সাইবিরিয়া ও মাঙ্গোলিয়া হইয়া চীনে উপস্থিত হইয়াছেন। বৈকালহ্রদে তুষার পাত আরম্ভ হওয়ায় ৬ মাস ইর্খুটস্কে আটকাইয়া পড়েন। বরফ জমিলে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে মোটর চালাইয়া বৈকাল-হ্রদ পার হন। মঙ্গোলিয়ার এক ডাকাইত দল পথে খাল কাটিয়া রাস্তায় শ্রীমতী ষ্টিন্সের মোটর তাহাতে পড়িয়া যায়। অনেক কষ্টে ডাকাইতের হাতে পড়িতে পড়িতে নিস্তার পাইয়াছেন। ইঁহাদের জাপান হইয়া আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা আছে।

ইউরোপের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আফগান সরকার এহ্‌স্থায়ুন বন্দরটী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ছাত্রগণ গত সোমবার এক সভায় সমবেত হইয়া প্রিন্সিপালকে শচীন্দ্রনাথ মিত্রকে বিতাড়নের আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। প্রিন্সিপাল তাহার কোন উত্তর দেন নাই। গত মঙ্গলবার ছাত্রগণ কেহ কলেজে যায় নাই। মাত্র ২জন ছাত্র নাকি গিয়াছিল, তাদের একজন জনৈক অধ্যাপকের ভ্রাতুষ্পুত্র। গত বুধবার ২টার সময় ছাত্রগণের আবার সভা করিবার কথা হয়।

প্রিন্সিপাল মিঃ জে ওয়াট্‌স সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এই ইস্তাহার দিয়াছেন—(১) কলেজ ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। (২) যে সকল ছাত্র ২০শে মার্চ্চ স্বেচ্ছায় ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে, তাহাদিগকে ২৬শে মার্চ্চের পূর্ব্বে প্রিন্সিপালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পত্র লিখিতে হইবে। যাহারা ভয়ে কি অন্য কারণে ২০শে মার্চ্চ কলেজে আসে নাই, তাহাদিগকেও ঐ তারিখের মধ্যে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। (৩) যে সকল ছাত্র এই আদেশ অমান্য করিবে, তাহাদিগকে ক্লাস একজামিনেশন দিতে দেওয়া হইবে না ও ৫ই এপ্রিলের পূর্ব্বেই ট্রান্‌স্‌ফার সার্টিফিকেট লইতে বলা হইবে। সার্টিফিকেটে লেখা থাকিবে—"২০শে মার্চ্চ কলেজ ধর্ম্মঘটের দিন কলেজে আসে নাই,—অনুপস্থিতির জন্য কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেয় নাই বা ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই।" যদি এপ্রিলের মধ্যেই তাহারা সার্টিফিকেট না লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কলেজ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। (৪) পূর্ব্ব প্রচারিত তারিখেই ক্লাসএকজামিনেশন হইবে। যাহারা ২০শে বা ২৬শে মার্চ্চ কলেজে উপস্থিত হইয়াছে বা ২৬শে মার্চ্চের মধ্যে সন্তোষজনক কৈফিয়ত বা ক্ষমাপ্রার্থনা-পত্র দিবে, কেবলমাত্র তাহারাই পরীক্ষা দিতে পারিবে। (৫) ১ম ও ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর যে সকল ছাত্র কলেজের বৃত্তি বা সাহায্য পায় তাহারা যেন ২৬শে মার্চ্চের মধ্যে কলেজে প্রিন্সিপালের সহিত দেখা করিয়া ২০শে মার্চ্চ অনুপস্থিতির জন্য কৈফিয়ৎ দেয়, নচেৎ তাহাদের বৃত্তি বা সাহায্য বন্ধ করা হইবে ও শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের নিকট রিপোর্ট করা হইবে।

জষ্টিস্ চোজনার আগামী ৫ই জুলাই পদত্যাগ করিবেন। সম্রাট্ তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মল্লিককে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করিয়াছেন।

গত ১৮ই [illegible] [illegible] সার্ মেরিডেথ মার্সডেন [illegible] লোক তাহাকে [illegible] সেখানে তাঁহাদের জন্য 'ম্যাজেষ্টিক' নামক রণপোত রেখিয়া পোর্টমাউথ যাইবার কথা। পোর্টমাউথেই সকলে আহারাদি ও রাত্রি যাপন করিবেন।

হরতাল উপলক্ষে ফরিদপুরে বার লাইব্রেরী বন্ধ করার জন্য দুই জন উকিলের মধ্যে মোকদ্দমা চলিতেছে। সেসন জজ মিঃ হিল্‌স এই বিষয় আপোষে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ২০শে মার্চ্চ মামলা শুনানীর দিন।

গোরা সার্জ্জেণ্ট এবং সার্জ্জেণ্ট মেজরদিগের স্বদেশ যাত্রা ও ভারতগমনের ব্যয় জন্য বিহার গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বাজেটে ১৬১০৬ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাহাতে স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে এই বরাদ্দ নামঞ্জুরীর প্রস্তাব হয়। কিন্তু স্বরাজ্যদলের পক্ষে ৩৪ এবং বিপক্ষে ৪৫টী ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

সম্প্রতি রিসড়ায় গোলকায়ণ জুম্মা মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য ও মুখ্যকারণ হোলী উৎসব উপলক্ষে ছুটী লইয়া যে দাঙ্গা হয় এবং যে দাঙ্গার ফলে ২৮জন হিন্দু ও ৬জন মুসলমান আহত হয়, বঙ্গীয় ক প্রেস কমিটির বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের ফলে সেই দাঙ্গার আপোষে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষ কয়েকটী সর্ত্তে সম্মত হইয়াছে—(১) জুম্মা মসজিদের সম্মুখে সকল সময়েই গান বাজনা বন্ধ থাকিবে। (২) কেবল নামাজের সময় অপর তিন মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ থাকিবে। (৩) মসজিদের যত নিকটেই বাড়ী থাকুক, হিন্দুরা বাড়ীর মধ্যে গান বাজনা করিতে পারিবে। (৪) হোলী উৎসবোপলক্ষে ছুটি দেওয়া না দেওয়া ম্যানেজারের ইচ্ছানুযায়ী হইবে। (৫) হাসপাতালে দাঙ্গার সময় যে সকল ব্যক্তি চিকিৎসাধীনে আছে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ উভয় পক্ষ হইতেই করিতে হইবে।

মাদ্রাজ ২০ মার্চ্চ তারিখের সংবাদে প্রকাশ, রমজানের দিন ভিক্ষাগ্রহণ মানসে বহু ভিক্ষুক একটী বাড়ীর সম্মুখস্থ ছাদে সমবেত হয়। ছাদটী হঠাৎ ধসিয়া পড়ায় রাস্তার ও ছাদের উপরিস্থিত বহু লোক আহত হয়। তন্মধ্যে জানা যায়, ১৬জন লোক গুরুতর ভাবে আহত এবং ২৫জন অপেক্ষাকৃত কম আহত হইয়াছে।

[illegible] কাজ [illegible] করিয়া [illegible] প্রতিবন্ধক [illegible] কাজেই খাকি [illegible] পথ কোথাও [illegible] করে নাই।

গত ১৮শে মার্চ্চ মধ্যাহ্নে [illegible] রমজানের একটী পর্ব্বোপলক্ষে [illegible] সৈয়দ নামক জনৈক মুসলমানের বাড়ীতে বস্ত্র ও অর্থ ভিক্ষা [illegible] প্রায় তিন চারি হাজার [illegible] হয়। সেই জনতা মধ্যে [illegible] বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও ১টী বালিকা [illegible] হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। [illegible] ঘটনার সংবাদ পাইয়া মিঃ [illegible] আয়ার কতিপয় কনষ্টেবল লইয়া [illegible] স্থলে আসেন এবং জনতা সরাইয়া দেন। আরও ২জন স্ত্রীলোক আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সিটী ইনষ্টিটিউটে নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিকৃতি উন্মোচন [illegible] হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ঐ প্রতিকৃতি উন্মোচন করিবার [illegible] মহারাজের চরিত্র ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। নাটোরের মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, হাইকোর্টের জজ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ এস, কে বসু, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাজের বহুস্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ত্রিচিনপল্লীতে [illegible] নিকট আদি দ্রাবিড়গণের ৭৫ খানি ছোট বাড়ী ও গত শুক্রবারে [illegible] গ্রামে বহু শত খড়ের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে এবং একটী গরু ও একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পুড়িয়া মরিয়াছে।

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে [illegible] কলিকাতা [illegible] কর্পোরেশন [illegible] শালায় সম্মুখে এক বস্তিতে [illegible] লাগিয়া প্রায় ৩০ খানি [illegible] গিয়াছে। ৬ খানি [illegible] [illegible]

মঙ্গলের সন্ধান

বলি হচ্ছ কেন। কি বল্‌ছি শুন তাড়াতাড়ি চটে ত চটো। আমি তোমায় ভাল মন্দ কিছু বল্‌বো না, একটু স্থির হয়ে আমার কথাগুলো আগে শুন। ভাল মন্দ বিচার করে দেখ তারপর যা বলতে হয় বল। বল্‌ছি কি —দাদাবাবু যায় পায় কেলে দু-পয়সা রোজগার করে আনছ, কিনা ছেলে পিলে সুখে খাবে। তাই বলি কষ্টের পয়সা গুলো বৃথা নষ্ট করো না। সাধুর বেশ ধরে কলির চর তোমার কাছে এসে নানা বোলচাল দিয়ে কত প্রকারে লোভ দেখায়ে ফাঁকি দিয়ে তোমার মাথা আঁটা পয়সা নিয়ে গিয়ে নিজেরা আমোদ উড়াচ্ছে। তাই বলছি একটু সাবধানে থাকবে পয়সা গুলো নাটী করো না। তুমি আমার পরমবন্ধু বলেই বল্‌ছি, তাতে যদি চট তবে নিজেই ঠক্‌বে। যদি দান করে ধর্ম্ম কর্ম্ম করতে ইচ্ছা হয় উপযুক্ত পাত্রে দান কর, অসৎ পাত্রে দান করেও নরকে যেতে হয়। শাস্ত্র কি বলেছেন শুনবে? শাস্ত্রে বলেছেন যারা মন্ত্র দিয়ে পয়সা নেয়, ভাগবত পাঠ করে পয়সা নেয়, তা'রা ধর্ম্মের ব্যবসাদার। ইহারা অসৎ। শ্রাদ্ধ বা কাজ যোগ হলে এদিকে নিমন্ত্রণ করলে নরক হয়। এদের হাতে পড়লে আর নিস্তার নাই। ধর্ম্ম ত হবেই না বরং পাপ। পরে যদি তোমার সত্যি সত্যি ধর্ম্ম করতে ইচ্ছে হয়, তা হলে আগে গুরুর খোঁজ কর তোমার সংসারের অভাব হ'লে যেমন ভগবানকে জানাও, কষ্টে পড়লে যেমন ভগবানকে ডাকতে থাক তেমনি যদি সত্যি সত্যি ধর্ম্ম করবে তবে ভাল গুরু পাবার জন্য ভগবানকে জানাও, তিনিই সব ঠিক করে দিবেন। যারা সব সময় ভগবানের সেবায় ব্যস্ত থাকে, ভগবান ছাড়া আর কিছু আছে জানেন না তাঁরাই গুরু হবার যোগ্য। তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা তোমার নিকট পয়সা চাবেন না বল্‌বেন 'আমি তোমার সব ভার নিলাম তুমি হরিভজন করগে। আর যদি বল, না আমি গেরস্তো হয়ে হরিভজন করতে ইচ্ছা করছি তাও তিনি উপদেশ দিয়ে দিবেন। দেখ্‌তে পাবে তাঁর কাছে গেলে তোমাকে আর চিন্তিত হতে হবে না, শাস্ত্রের ধর্ম [illegible] আপনা থেকে ফুটে [illegible] আছ।

যখন হতাশ প্রাণে, ভাঙ্গা বুকে, ধীরে ধীরে "নদীয়া-প্রকাশ" নিয়ে, শ্রীশ্রী নবদ্বীপের হাটে বাজারে ঘুরে বেড়াতাম, তখন বাস্তবিক, মনে হয়েছিল, এই উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝে কি রত্নের সন্ধান পাব, যেখানে জলের রেখা নাই, পাতা পল্লবের দেখা নাই, এ রকম স্থানে কেন এলাম জানি না, ক্ষুধা না তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে হয়, তবুও আমাকে কর্ত্তব্যানুরোধে, ধূ ধূ বালুকাময় সাহারা পার হতে হবে, যেখানে গেলে একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না, এই রকম দুরবস্থার মধ্যেও পায়ে হেটে অনন্ত বাতাসের ভেতর দিয়ে, বালির সাগর পার হচ্ছি, কোন বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, কেবল উত্তপ্ত বালুকা, আর গরম হাওয়া। ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন সামনে তরী দেখ্‌লে আনন্দে উঠে পড়ে, সেই রকম ওষ্ঠাগত প্রাণে হতাশের মধ্যে দিয়ে চলছি, হঠাৎ দেখি না সুন্দর স্বচ্ছ সরোবর, বিবিধ সুদৃশ্য পুষ্পলতা গুল্মে আচ্ছাদিত, পিককুল নিনাদিত এক সুরম্য কানন। একে স্বপ্নের অগোচর, চিন্তার অতীত, ভগবৎ কৃপা বই আর কিছু নয়। সেই রকম যখন নবদ্বীপের হাটে বাজারে আকুল প্রাণে হতাশ মনে উত্তপ্ত দুর্ব্বাক্য বালুকার মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রাণ যায়, হঠাৎ একি, ২।১ জন বান্ধবের সুশীতল বারিদান ভালবাসার কথা, ঠিক যেন মুমূর্ষুর মুখে সঞ্জীবনী প্রদান মরা মানুষ বেচে ওঠার মত। যারা আমায় কখন দেখে নাই, আমার কথা শুনে নাই, তারা আমায় দর্শন করে বলে উঠলো তোমার ভয় নাই, ভয় নাই, অভিমন্যুর মত, কাপুরুষ সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়াও নির্ভীকচিত্তে, স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হও।

অভিমন্যুর মত প্রাণ হারাতে হবে না। তোমার তেজ কেউ সহ্য করতে পারবে না, তুমি ত মল্ল যুদ্ধ করতে আস নাই, এসেছ প্রেম বিলাতে, নাম বিলাতে, কাজেই সবাই তোমার মত ষোড়শ বর্ষীয় বালকের গুণে মুগ্ধ হয়ে মস্তক অবনত করবে। চিরতরে বিকিয়ে যাবে। চলে যাও কর্ত্তব্যের পথে, অবহেলা করো না, সুফল পাবে'।

বিরোধীর মাঝ হতে একি। হঠাৎ, এত আশ্বাসবাণী,

এত মিষ্ট কথা, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে এত আদর যত্নে এত দৃঢ়তা, কোথাও দেখি নাই। তাই বল্‌ছিলাম—

'ব্রজতে উত্থান'

মনের প্রতি

মন, তুমি যে কখন শাক্ত হতে চাও, কখন শিবের উপাসক হতে চাও, কখন গণেশের পূজা করতে চাও, কখন সূর্য্যপূজার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়, আবার কখন তিলক মালা নিয়ে বৈষ্ণব হতে ইচ্ছে কর, তুমি চাও কি একবার খুলে বল দেখি। তোমার চাই কনক কামিনী আর প্রতিষ্ঠা, কেননা তোমার ধারণা যাহাদের কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার অভাব নাই তারা বুঝি বড় সুখী, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, রাবণের কিসের অভাব ছিল? তুমি যেগুলি নিয়ে সুখী হ'ব বল্‌ছিলে সেগুলি ত রাবণের ছিল, তবু ত সে সুখী হতে পারে নাই। দূরে থেকে পাহাড়ের শোভা দেখ্‌তে ভাল। ভোগের জিনিষগুলি দূর থেকে দেখে তুমি মনে কর ঐ গুলিতে কতই না সুখ আছে, কিন্তু ভাল করে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে যে, ঐ গুলিতে সুখ চেয়ে দুঃখের ভাগ বেশী। দূর থেকে আগুনের শোভা দেখে যেমন ফড়িং নিজপ্রাণ হারায়, তুমি যদি দূর থেকে ভোগের শোভা দেখে যেতে যাও তবে তোমার পরিণামও তাই হবে। আবার ভোগে সুখ নাই জেনে কখন কখন যে, তুমি জ্ঞানী হতে চাও, কখন বা যোগী হতে চাও, কখন নাস্তিক হ'বার মতলব কর ও সেটাও তোমার ভুল। কেননা নির্ব্বাণের আত্মবিনাশই উদ্দেশ্য। যদি আমিই নষ্ট হ'য়ে গেলাম তবে সুখ ভোগ করবে কে? তাই বলি আগে বিচার কর তার পর ঝাপ দাও। একটা গল্প বলি শুন গল্পটী তুমিও জান। কোন সময় একটা শিয়াল কোন রকমে একটা পাত কুয়ায় পড়ে গেছিল। এখন একটা ছাগল পিপাসায় কাতর হয়ে জল খুঁজতে খুঁজতে সেখানে উপস্থিত। দেখে যে পাতকুয়ায় একটা শিয়াল। সে মনে করলো শিয়াল বুঝি আমরই মত পিপাসায় কাতর হয়ে কুয়ায় নেমেছে, তখন সে শিয়ালকে জিজ্ঞাসা করলো, ওহে ভাই কুয়ায় আমার খাবার মত আর জল আছে কি? কুয়ায় কিন্তু জল ছিল না, কিন্তু শিয়াল চালাক কি না সে বল্‌লে ভাই এখানে খুব ঠাণ্ডা জল প্রচুর রয়েছে, আমি খেয়ে শেষ করতে পারছি না, যেই শিয়ালটা এই কথা বল্‌ছে, অমনি ঝাঁপ, তখন শিয়ালটা ছাগলটার পিঠের উপর ভর করে উপরে উঠে পড়লো, তখন ছাগলটা বল্‌তে লাগ্‌ল কই এখানে ত জল নাই, তুমি এরূপ আমাকে ঠকালে কেন? তার উত্তরে শিয়ালটা বল্‌লে তোমার যত বড় দাড়ি তার সিকি যদি তোমার বুদ্ধি থাকত তা' হলে তুমি ঝাঁপ দিবার আগে একবার বিচার করতে, এই বলে শিয়াল চলে গেল, তাই বলি, ঝাঁপ দিবার আগে বিচার করো। তবে ভক্ত ও ভগবানের কথায় ওরূপ বঞ্চনা নাই, যদি তুমি তাঁর কথা শোন তাহা হ'লে তোমাকে ছেলে মেয়ে ছেড়ে হিমালয়ে যেতে হবে না, রোদ, বৃষ্টি সহ্য করে কষ্ট করে তপস্যা করতে হবে না, ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য যোগ করতে হবে না, অথচ তুমি যা খুঁজছিলে তাও পাবে, আর তার চেয়েও বেশী সুখের জিনিস পাবে। সেটা কি জান? তোমার কামনাকে কৃষ্ণসেবায় লাগাও, কৃষ্ণভক্ত-বিরোধীকে রাগ দেখাবে সাধুসঙ্গে হরিকথা-কীর্ত্তন করবার জন্য লোভ করবে তুমি নিজকে কৃষ্ণদাস, আর ছেলে মেয়ে তোমার বল্‌তে যা কিছু সব কৃষ্ণসেবার জিনিষ জান্‌বে। সৎপথে থেকে পয়সা রোজগার করবে, আর তোমার প্রয়োজন মত অর্থ নিবে বাকী অর্থ দিয়ে ভগবৎ শাস্ত্রপ্রচার, ভগবানের নামপ্রচার, শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভগবানের সেবার কাজে লাগাবে। ভক্ত ভগবানের কথা একবার শোন, তাহ'লে তোমাকে আর ঠক্‌তে হ'বে না।

পুরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে

কোন একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—যাহা অপেক্ষা অধিক কিম্বা যাহার সমান কেহ নাই, এমন কোন অসমোর্দ্ধ বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের আকাঙ্ক্ষার আর শেষ নাই। নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। যখন দেখি, আমি অত্যন্ত দরিদ্র, তখন মনে করি, বুঝি কিছু অর্থাগম হইলেই আমার সুবিধা হয়, অথ হইলে আবার মনে হয়, একটা জমিদারী হইলে মন্দ হয় না, জমিদারী হইলে একটা রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়, এইরূপে ক্রমে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইয়াও আমাদের আশা আর মিটে না। যযাতি মহারাজাও এইরূপ অতৃপ্ত হইয়া শেষে বলিয়াছিলেন—কামোপভোগ দ্বারা কখনও কামকে শান্ত করা যাইবে না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নি নিভিবার পরিবর্ত্তে যেমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াই উঠিয়া থাকে, তেমনি আমাদের স্বস্বরূপবিস্মৃতাবস্থায় দেহ এবং মনোধর্ম্মে লিপ্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের ইন্দ্রিয়সুখ-চরিতার্থকর বলিয়া মনে হয়, তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটিবার পরিবর্ত্তে আরও দ্বিগুণ-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে। আমরা অসুখ, অতৃপ্তি, নিরানন্দ কেহই চাহিনা বটে, কিন্তু তাহাই আমাদের চিরসহচর হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? উত্তম ধন।

যদি কিছু থাকে, তাহার সন্ধান আমরা কেন পাইনা ? এ প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের চাওয়াটা ঠিক আছে বটে, কিন্তু কি চাহিতে হয়, কিসে আমাদের সকল চাওয়ার শান্তি হয়, তাহা জানি না, যাহাদের নিকট চাই, তাহারাও সে উত্তম বস্তুর সন্ধান জানে না, সুতরাং আমাদিগকে জানাইতে পারে না, তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষাও মিটে না। মৃত্তিকাভক্ষণকারী বালকের মাতা মিষ্টদ্রব্যের আস্বাদন জানেন, তাই তাহার বালককে মিষ্টদ্রব্য প্রদান করিয়া মৃত্তিকাভক্ষণজনিত ক্ষুদ্রানন্দ হইতে বালককে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আমরা মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে যেরূপ আদর্শে লালিত পালিত হইয়া যেরূপ বস্তুর আস্বাদনে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহাতে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ অবস্থার ধারণা অনুসারে যাহা আমাদের ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে ও হইতেছে বা হইবে, তাহা ছাড়া আর কোন ভাল'র খবর আমরা রাখি না অথচ আমরা যাহা আস্বাদনে প্রবৃত্ত, তাহাতে কেহই পরিতৃপ্ত নহি। আমাদের পথপ্রদর্শকগণও অতৃপ্ত হইয়া কালের করাল কবলে পতিত হইতেছেন, আমাদিগের সম্বন্ধেও তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন। তাহা হইলে আমরা কি জন্মজন্মান্তরে অতৃপ্তই থাকিয়া যাইব ? অতৃপ্ত অবস্থায় দেহান্তর ঘটিলে ত' জনম মরণ মালা ঘুচিবে না ? তদুত্তরে সাধু শাস্ত্র বলেন—"অতৃপ্ত থাকিবে কেন ? বস্তু লাভ করিয়া তৃপ্ত হও। তোমার পুরুষানুক্রমে যে সংস্কার চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই যে তোমাকে বদ্ধ হইয়া তোমার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা মনে করিও না। মায়াই তোমাকে ঐরূপ সংস্কার বদ্ধ করিয়া তাহার কবলে রাখিতে চায়। তুমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু স্বয়ং আস্বাদন করিয়াছেন, যাহার আস্বাদনে তুমি চির-পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর সন্ধানপ্রদানকারী সদ্গুরুর চরণাশ্রয় কর। তিনিই তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটাইবেন। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু একমাত্র কৃষ্ণভক্তি। এ জগতে যাহাদিগকে তুমি আত্মীয় বলিয়া তাহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে চাও, তাহারা যদি কৃষ্ণভক্তি না চায়, তাহা হইলে তোমাকেও যে সেই কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া অতৃপ্ত থাকিতে হইবে তাহা নহে। তোমার এজগতের আত্মীয়েরও যাঁহারা পরমাত্মীয় সেই আত্মতত্ত্ববিৎ পূর্ব্ব মহাজনগণের শ্রৌতপন্থা স্বীকারপূর্ব্বক নিজে শ্রেষ্ঠবস্তুর আস্বাদন পাইয়া তৃপ্ত হও, পরে সকলকেই তাহা প্রদান করিতে পারিবে। শ্রেষ্ঠবস্তুর আস্বাদন পাইয়া আর তোমাদের নিকৃষ্ট বস্তুর আস্বাদনে প্রবৃত্তি থাকিবে না। পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিবে সকল, সেবা-সুখ পেয়ে মনে

অতএব আর আমাদের আপাত সুখকর, পরিণামে দুঃখপ্রদ আনন্দের প্রতি লোভ করিয়া নিত্যানন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া কাজ নাই। এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। অনুশোচনা দ্বারা নির্ম্মলতা লাভ করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বতম মহাজনপথ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মনোধর্ম্মিগণকে আত্মীয় বলিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিলে আমাদিগকে অনন্ত দুঃখসাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে। গুরুব্রুবকে গুরু বলিয়া মনে করা সমূহ বিপজ্জনক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বৃথা কুসংস্কারবশে তাহা করিয়া নিজেই যেন নিজের অনর্থ আহ্বান না করেন। মনুষ্যজন্ম বড়ই দুর্লভ—যেমন তেমন করিয়া অতিবাহিত করার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে মনুষ্যরূপে পাঠান নাই। ভগবানের দেওয়া সুযোগ হেলায় নষ্ট করিলে আর কি আমরা কখনও এমন সুযোগ পাইব ? সুতরাং সকলেরই সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে পর বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, পরবস্তু লাভ হইলে ইতর তৃষ্ণা আর থাকিবে না—সাধুসঙ্গ হইলে অসাধু আর তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেনা—জ্ঞানচক্ষু লাভ করিলে অজ্ঞান আসিয়া আর আমাদিগের চক্ষু আবরণ করিবে না—জড়ানন্দ আসিয়া নিত্যানন্দের আস্বাদন ভুলাইতে পারিবে না।

আর কত দেখবো

এখন যা'কে কোলদ্বীপ বা কুলিয়া ব'লে জানছি, এতকাল এই সহর নবদ্বীপে কত বারই না এলেম্। কত বারই না গেলেম্। এখানে মহাপ্রভুর বাড়ী, শ্রীবাস অঙ্গন, সোনার গৌরাঙ্গ, সীতানাথের বাড়ী, পঞ্চতত্ত্ব, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন, জগাই মাধাই উদ্ধার ও সমাজ বাড়ী প্রভৃতি সকল বাড়ীতেই, কোন সময় ভেট দিয়া, কোন সময় বামন সাজিয়া, কোন সময় বাবাজী সাজিয়া, কোন সময় নবদ্বীপবাসী বলিয়া, কোন সময় বা বড়দরের সাকুয়া সাজিয়া, কত রকমেই না দর্শনাভিনয়ে কাটিয়া গেল। দর্শন ত কিছুই হ'ল না।

সেদিন সত্যচরণ ও কুলিয়ানিবাসী প্রভু শ্রীকলিবাশীষ গোসাইয়ের সঙ্গে শ্রীমায়াপুর গিয়ে বিষম ঝগড়া শুনিয়া মনে হ'ল ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু গূঢ় রহস্য আছে। কিছুকাল স্থিরচিত্তে উহাদের বাগ্ বিতণ্ডা-শ্রবণের পরিবর্ত্তে সত্যচরণের সঙ্গে শ্রীমায়াপুরে গৌরাঙ্গের শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] একটী অল্প বয়স্কা বালিকার নিকট শুনিলাম।

"এইটাই মহাপ্রভুর বাড়ী।" বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই তাঁহার ভক্তদের কর্ত্তৃক সুমধুর সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন ও সদাচারপূর্ণ সুবিস্তৃত বর্ণনা-মুখে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত ও আশাতীত আনন্দিত হইলাম। তখন না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। "কি ভাগ্যেই না সত্যচরণের ঝগড়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল ? তাই শ্রীমায়াপুরের একটী বালিকার দ্বারাও মহাপ্রভুর দর্শন হইল। শুধু তাই নয়। ভক্তগণ মহাপ্রভুর চরণামৃত ও বাল্যভোগের কিছু প্রসাদ দিয়া শ্রীমায়াপুরেই সমস্ত স্থান দর্শনাদির পর মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার জন্যও বিশেষভাবে প্রীতিপূর্ণ অনুরোধ করিলেন।

ইতি মধ্যেই কলিকাতা আহিরীটোলার জনৈক সুবর্ণ বণিক দুইটী বিধবা ও একটী সধবা আত্মীয়ার সঙ্গে মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপনীত হইয়াই আমাদের ন্যায় ঐ প্রকার যত্নের সহিত ঠাকুরদর্শনাদি করিলেন এবং প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণও পাইলেন। আমি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিলেন,—"আমাদের সুপরিচিত আলাপী কুলিয়া নিবাসী খ্যাতনামা উচ্চদরের (?) পাঠক গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে বড়ই যত্নের সঙ্গে স্থান পাইয়াছি। দশম দোল পর্য্যন্ত থাকিবার আশা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনারা কি সেই বাড়ীর শিষ্য ? তাহারা উত্তর করিলেন, না। আমাদের সহিত খুব খাতির মৌরুত আছে। গোসাঞি আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই পাঠাদি করিয়া অনেক টাকা আনেন। তাহাদের নিকট শুনিলাম ঐ গোসাইয়ের বিধবা ভ্রাতৃবধূই রান্না বান্না করেন। ঐ সহরের দোকানে চাকুরী-করা অনেক শিষ্যগণও মাসিক খরচাদি দিয়া গোসাঞিজীর ঐ বাড়ীতেই স্থান পাইয়া প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক উহারা মহাপ্রভুর বাড়ীতে আমাদের ন্যায় তখনই কিছু প্রসাদ পাইয়া স্থানমার্জ্জনের জন্য কিছু গোময় চাহিলেন। তাহাতে জনৈক ভক্ত বলিলেন, প্রসাদের স্থানে গোময় দরকার নাই। ইহা শুনিয়াই উক্ত স্ত্রীগণ একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন। সে, কি কথা ? আমরা দেখি গোঁসাই বাড়ীতে বিনা গোবরে চলিতে পারি না। এমন কি আমরা হাঁটিয়া গেলেও মা গোঁসাই সে স্থানে গোবর দিয়া সাতবার ঝাড়ু না দিয়া ছাড়েন না। তখন আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ বলিলাম, শুনতে পাই বিষ্ঠা এবং পঞ্চম জাত [illegible] গোমাংসেরে, আপনাদের [illegible] হাতেও কাজ করেন, [illegible] বাড়ীর প্রসাদও কি [illegible] বিধবারা [illegible] কেন ? গোঁসাইদের ঠাকুর [illegible] মূত্র অঙ্গ। ঠাকুর, ঠাকুরের [illegible] ঠাকুরের মন্ত্রেও কোন [illegible] আমরা তো গোঁসাইদের [illegible] শিষ্যি ? একাল পর্য্যন্ত আমাদের [illegible] শুদ্ধ হ'ল না। হাড়ের জল চল হ'ল না। ঘরের কলও বন্ধ হ'লো না। [illegible] গুলি এ সকল জায়েই [illegible] হয়। তাঁরা মাঝি (মাছি) [illegible] তাদের জাতের উপরেই [illegible] আমি বলিলাম তবে তাঁহারা বুঝি বৈষ্ণব নন ? শুনতে পাই বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিলেও নরক হয়। তখন উঁহাদের পুরুষটী উত্তর উত্তর করিলেন। বৈষ্ণব হ'লে কি আর তাদের গুরু গিরি চলে ? তাঁরা যে বামন গোসাই। তেলী, মালী, ধোপা, নাপিত, বেশ্যা সব রকমই তাঁদের শিষ্য আছে। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর জনৈক ভক্ত আমাদিগকে গুরু-শিষ্য, প্রসাদ, বিষ্ণু, ও বৈষ্ণবসম্বন্ধে মনের ধাঁধাঁ-ভাঙ্গা অনেক তত্ত্বকথা বলিলেন। (দুর্ভাগ্যবশে সে সমস্ত বলিতে পারিলাম না)। ঐ সকল শুনিয়া পুরুষযাত্রীটী বলিলেন, এ অনেক বড় এবং উচুর কথা। আমরা কি আর তাই ? এখন আমি বলিলাম। তা হ'লে আপনাদের গোঁসাইরা আপনাদের অপেক্ষাও খুব বেশী নীচের স্থানীয়। বলিতে বলিতেই মুর্শিদাবাদ জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক জমিদারশ্রেণীর সেন গুপ্ত মহাশয় কিছু ফল হস্তে করিয়া তাঁহার স্ত্রী এবং বিধবা শালীর সহিত আসিয়া জুটিলেন। আসিবামাত্রই বিধবা স্ত্রীলোকটী বলিয়া ফেলিলেন। ওমা বাবা ! সেদিন উৎসবে এখান হইতে মহাপ্রসাদ পাইয়া গিয়া কুলিয়াতে সকলেই আমাকে গোবর খাইতে বলে। কারণ মায়াপুর হইতে বাম জাতের সঙ্গে মহাপ্রসাদ খাইয়া এসেছ, তোমাদের জাত গিয়েছে। ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে বলিলাম। মা, [illegible] অন্যায় কি হ'য়েছে ? কথাটি [illegible] বটে। কেন না আপনি যখন শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ পাইয়া [illegible] ঐরূপ কথকের মত [illegible] এখন গোবর খাওয়াই আপনার প্রায়শ্চিত্ত।

([illegible] ইতিহাস [illegible] পূর্ব প্রকাশিতের পর)

([illegible] "শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূর্ণচন্দ্রোদয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

[illegible] মহাপ্রভু সন্ন্যাস [illegible] নীলাচলে বাস [illegible] অভ্যন্তরালে দোলযাত্রা দর্শন [illegible] বৈশাখমাসে সার্বভৌমকে উদ্ধার [illegible] বৈশাখমাসে দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। একাকীই দক্ষিণ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন, মহাপ্রভু এইরূপ প্রস্তাব করায় নিত্যানন্দ প্রভু বিশেষ অনুরোধ করিয়া কৃষ্ণদাস নামক একজন সরল ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর সহিত চারিখানা কৌপীন বহির্বাস প্রদান করিয়া প্রভুকে গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত আলালনাথ পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে স্বীকারপূর্বক মহাপ্রভু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বাক্য উচ্চারণপূর্বক আবেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই "নাম" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শরণাগত ব্যক্তিকে শক্তিসঞ্চার করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীকে পরম্পরায় বৈষ্ণব করিলেন। প্রভুর কৃপা-মহিমা নবদ্বীপ হইতেও দাক্ষিণাত্যে অধিকতর-ভাবে প্রকাশিত হইল। এইরূপে মহাপ্রভু কূর্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় কূর্ম-ব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণনাম প্রচারে আদেশ দিলেন। প্রত্যেককেই আচার্য্য হইয়া অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। 'বাসুদেব' নামক একটী গলিত কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত বিপ্রকে [illegible] কৃপা করিয়া তাঁহার দেহরোগ ও ভবরোগ-মুক্ত এবং তাঁহাকে আচার্য্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' নাম হইল।

মহাপ্রভু ক্রমে 'জিওড়নৃসিংহ' দর্শন-পূর্বক গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে স্নান [illegible] আগত রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন। রামানন্দ প্রভুকে সেই গ্রামে কয়েকদিবস থাকিয়া হরিকথা-কীর্তন করিতে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু কোন বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিলেন [illegible] রামানন্দ রায় দীনবেশে [illegible] নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সাধ্য-নির্ণয়ের জন্য শ্লোক পড়িতে আজ্ঞা দিলেন। [illegible] বর্ণাশ্রমধর্ম [illegible] 'সাধ্য', [illegible] 'জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি' ও সর্বশেষে 'জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধভক্তি' সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে মহাপ্রভু শেষটীকে 'সাধ্যসার' বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর প্রভু শ্রীরামানন্দকে আরও° উচ্চ অধিকারের কথা বর্ণন করিতে বলিলে রায় প্রথমে 'শুদ্ধ কৃষ্ণরতিরূপ প্রেমভক্তি', পরে 'দাস্যপ্রেম', পরে 'সখ্যপ্রেম', পরে 'বাৎসল্য প্রেম' (অবশেষে) 'কান্তভাবগত প্রেমকেই 'সাধ্যসার'-রূপে বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার' হয়, তাহাও রায় বিবিধরূপে কহিলেন। প্রভু তাঁহাকে সাধ্যাবধি বলিয়া অঙ্গীকার করিলে অতঃপর রায় শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণন করিলেন, পরে রায় কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে রামানন্দ রায় প্রেমবিলাস বিবর্তরূপ বিপ্রলম্ভগত অধিরূঢ় ভাবময় স্বকৃত একটী গীত বলিলেন। অবশেষে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবারূপ পরম সাধ্যবস্তুপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ব্রজসখীর আনুগত্য বিশেষরূপে বিবৃত হইল। কয়েক দিবস প্রতি রাত্রে নানাবিধ কৃষ্ণালাপের পর মহাপ্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌররূপ (রসরাজ ও মহাভাবরূপ) প্রদর্শন করিলেন, রায় সেইরূপ দেখিতে পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন। কয়েকদিন পরে রামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে গমন করিবার আজ্ঞা প্রদানপূর্বক মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিলেন।

মহাপ্রভু বিদ্যানগর হইতে ক্রমে গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল-নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালীভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল এবং তৎপরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। প্রভুর কৃপায় দাক্ষিণাত্যবাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী, রামোপাসক, তত্ত্ববাদী, শ্রীবৈষ্ণবপ্রভৃতিরও কৃষ্ণভজনে মতি হইল। বৌদ্ধস্থানে মহাপ্রভু বৌদ্ধাচার্য্য পণ্ডিতের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। ইহাতে বৌদ্ধাচার্য্য ষড়যন্ত্র করিয়া মহাপ্রসাদের নামে প্রভুকে অমেধ্যান্ন প্রদান করিলে দৈবপ্রেরিত হইয়া একটী মহাকায় পক্ষী সেই অমেধ্যপূর্ণ থালাটী লইয়া গেল। বৌদ্ধাচার্য্যের উপরে ঐ থালাটী পড়িয়া গিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথা কাটিয়া গেল। বৌদ্ধাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধগণ [illegible] দশা দেখিয়া মহাপ্রভুর [illegible] মহাপ্রভুর আদেশে কৃষ্ণসংকীর্তন করিলে [illegible] লজ্জিত বৈষ্ণবতা [illegible] মহাপ্রভুকে [illegible] কৃষ্ণতত্ত্বে রতি করিলেন। মহাপ্রভু শৈবগণকে 'বৈষ্ণব' বা ভাবে উদ্বোধন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তত্ত্বেশবাদী রামানুজীয় বৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকালে অবস্থান করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক বেঙ্কটভট্টকে সপরিবারে 'কৃষ্ণভক্ত' করিলেন। তিরুমলয়ভট্ট, বেঙ্কটভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী—এই তিন ভ্রাতা মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া—রাধা-কৃষ্ণরসে মত্ত হইলেন। শ্রীবেঙ্কটভট্টের ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসি-রূপী ছিলেন, ইনি বেঙ্কট-তনয় গোপাল-ভট্টের পিতৃব্য ও গুরুদেব। মহাপ্রভু যখন বেঙ্কটভট্টের গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখন গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন ও সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে ঋষভ পর্বতে গমন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীপরমানন্দপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার হইল। পুরীগোস্বামী পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু সেতুবন্ধ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। দক্ষিণ-মথুরায় অনৈক রামভক্ত বিপ্রের দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে—'অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ্বরী সীতাদেবী প্রাকৃত অসুর রাবণের দর্শন-স্পর্শনাতীত' বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং পরে রামেশ্বর হইতে তাঁহার বাক্যের প্রমাণ-স্বরূপে কূর্ম্মপুরাণের শ্লোক আনিয়া বিপ্রকে দেখাইলেন। প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস নামক সরল বিপ্র মালবরদেশে ভট্টথারীর কবলে পতিত হওয়ায় মহাপ্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফল এবং মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণসেবায় অন্যমনস্ক হইলে জীবের মায়াবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। মহাপ্রভু পয়স্বিনীতীরে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় সংগ্রহ করিলেন। প্রভু শৃঙ্গেরী মঠ ও উড়ুপীতে গমন করিলেন। উড়ুপীর তদানীন্তন তত্ত্ববাদী মধ্বাচার্য্য কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তির কথা বলিলে মহাপ্রভু তাহা আদর করিলেন না। অবশেষে মধ্বাচার্য্য বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রভুর মহিমা উপলব্ধি করিলেন। পাণ্ডবপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর মুখে শ্রীশঙ্করারণ্য অর্থাৎ অগ্রজ বিশ্বরূপের অপ্রকট-সংবাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষ্ণবেণ্বাতীর হইতে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন; বিদ্যানগরে প্রত্যাগমন-পূর্বক শ্রীরায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আলালনাথ হইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত সংবাদ

এক দিন অপরাহ্নে একটী দাঁত উঁচু হিতবাদীর কর্ম্মচারী পরিচয়ে পরিচিত হইয়া একটী বৈষ্ণব বেষধারী বাবাজীর সহিত রামকমল সেনের গলিতে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল চক্রবর্ত্তী ভক্তিচকোর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করে যে, শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধির নিকট হইতে ঠিকানা অনুসন্ধান করিয়া তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কতকগুলি মিথ্যা লিপ্যাবদ্ধ করিয়া বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর বিরুদ্ধে কয়েকটী কথা-প্রসঙ্গে বাহির-দ্বীপ কাঁকুড়ের মাঠে অভিসন্ধিমূলে গৌরাঙ্গসিংহের জন্মস্থানকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লোকদিগকে বিপথে আনয়ন করা। যে স্থান জগদ্ বরেণ্য শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রদর্শিত ভূমি, তাহার সাকচ করাই এখন ইহাদিগের বিবিধ চেষ্টার উদ্দণ্ড নৃত্য হইয়াছে। যে স্থান চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাতামহ গোলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয় তাঁহার সর্বস্ব দ্বারা বক্ষে ধারণপূর্বক শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীরাধামাধবের সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্রকে ভুলাইতে গিয়া ইহারা উভয়েই বিপন্ন হয়। ইহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সরল-প্রাণ ভক্তিচকোর মহাশয় তাহাদিগকে বিনীতভাবে বলিলেন যে, কোন নির্বোধ ব্যক্তিই সহসা তাহাদের ন্যায় হঠকারিতা করিতে উদ্যত হয় না। তাহারা যে সকল প্রস্তাব মুখে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শিক্ষিত ভদ্রসন্তানে তাদৃশ মর্য্যাদাবহির্ভূত কার্য্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ বৈষয়িক দুরভিসন্ধিমূলে তাহাদিগের প্রশ্নগুলি বিশেষ বিরক্তিজনক এবং তিনি তাহার সিন্দুক খুলিয়া ঐ প্রকার বৈষয়িক সন্ধান তাহাদিগকে দিতে প্রস্তুত নহেন। এই হিতবাদী সাময়িক গ্রাম্য বার্ত্তাবহের বেতনভোগী কর্ম্মচারী অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ বিভাগের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট যেরূপ অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতে "দাদা বাবাজী" নামধারীর উদ্দেশে প্রেরিত পত্র হিতবাদী পত্রিকায় অদ্ভুত অভিসন্ধিমূলে প্রকাশিত হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই দাঁত উঁচু [illegible] হস্তে ভদ্র লোকের ব্যবহার সর্বতোভাবে মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। উহাদের সহিত আরও যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি আমাদিগের নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বারান্তরে সেই সকল কথা ও তাহাদের ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিব।

নানা কথা

পদ্মার ভাঙ্গন

ষ্টীমার ষ্টেশন তারপাশা হইতে ভাওয়াল পর্য্যন্ত গ্রাম মধ্যে লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, সানিহাটী ও ভাওয়াল এই গ্রামগুলি পদ্মার ভীষণ ভাঙ্গন-মুখে পতিত। এ বৎসর নদীর অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ঐ সমস্ত গ্রামগুলি ত থাকিবেই না, তাহা ব্যতীত ঐ সমস্ত গ্রামসংলগ্ন বহু গ্রাম ধ্বংস হইয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান।

তারাটাঁগা, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, সানিহাটী ও ভাওয়ালের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পদ্মার একমাত্র শাখা আছে, ঐ শাখা দিয়াই চাঁদপুর, গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারগুলি যাতায়াত করিতেছে। বোধ হয়, ষ্টীমার যাতায়াতের ফলে উক্ত পদ্মার শাখা প্রশস্ত ও গভীর হইয়া যাইতেছে বলিয়া, স্রোতের বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া, উক্ত গ্রামগুলি ধ্বংসের পথে পড়িয়াছে। লৌহজঙ্গ, ব্রাহ্মণগাঁ, সানিহাটী ও ভাওয়ালের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া যে শাখা আছে, তাহার দক্ষিণে প্রকাণ্ড চর এবং তাহার দক্ষিণে আসল পদ্মানদী, ঐ পদ্মানদী দিয়া ষ্টীমারগুলি যাতায়াত করিলে এবং বর্ত্তমান তারপাশা ষ্টেশনটি ৩।৪ মাইল পূর্ব্বদিকে সরাইয়া লইয়া বহর বাজারের নিকট ষ্টেসন করিলে এবং ভাওয়ালের নিকট পদ্মার শাখা মুখ যাহা অপেক্ষাকৃত গভীর এবং প্রশস্ত হইয়াছে, সেই স্থানে ইষ্টক প্রস্তর ইত্যাদি ফেলিয়া গভীরতা কমাইয়া দিলে উক্ত শাখানদীর উপর স্রোতের বেগ কমিয়া আসিলে পদ্মার উপর স্রোতের বেগ থাকিত, তাহার ফলে, তারাটিয়া, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণ গাঁও, সানহাটী ও ভাওয়াল প্রভৃতি গ্রামগুলি বোধ হয় পদ্মার ভাঙ্গন হইতে রক্ষা পাইত।

আশা করি, বর্ত্তমানে বিক্রমপুরের এক ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া ষ্টীমার কোম্পানী যাহা হয় অতি সত্বর ব্যবস্থা করিবেন।

দেশবাসী উক্ত বিষয়ে দৃষ্টি না দিলে বিক্রমপুরের প্রধান বন্দর ও বহু লোকের বাসভূমি লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি এবং খ্যাতনামা জমীদার লৌহজঙ্গের পাল চৌধুরী বাবুদের বাড়ী অল্প দিনের মধ্যেই পদ্মা ধ্বংস করিবে। বিক্রমপুরের পুরাতন কীর্ত্তি তারাটিয়ার মঠ গত আশ্বিন মাসে পদ্মার গর্ভে লীন হইয়াছে। এইরূপ কত শত শত কীর্ত্তি যে পদ্মার অতল জলে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

গভর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া আশা করি।

—দৈনিক বসুমতী

শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয় বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, দেশের মধ্যে যদি ইহার মধ্যে এমন কোন একটা কাজ পড়ে, যাহার জন্য তাঁহার উপস্থিতির একান্ত দরকার, তাহা হইলে তিনি যাওয়া স্থগিত রাখিবেন।

গত সপ্তাহে সারা সিরাজগঞ্জ রেলপথের কালিয়া হরিপুর নামকস্থানে একটী বৃদ্ধা চলন্ত ট্রেনের নীচে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। মৃত দেহটী হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে

গত বুধবার বাঙ্গালার মন্ত্রীসমস্যা একপ্রকার অবসান হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মন্ত্রী সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও নবাব মুশারফ হোসেনের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবে সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের পক্ষে ৬২ এবং বিপক্ষে ৬৫ ও নবাব মুশারফ হোসেনের পক্ষে ৬০ এবং বিপক্ষে ৬৬ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী স্বরাজ্যদলের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। স্বরাজ্যদল তাঁহার প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

দেবনন্দন ওঝা নামে একটী ১১ বৎসরের বালক শিবপুরে রামলীলা অভিনয় করিতেছিল। বালকটীর অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াই হউক কি অন্য কোন কারণে একটা পশ্চিমা লোক তাহাকে মিষ্টি খাওয়াইবার লোভ দেখাইয়া ট্যাক্সি করিয়া কলিকাতায় আসে এবং সেণ্ট্ জেমস স্কোয়ারে একটী বাড়ীতে আটক করিয়া রাখে। পুলিশ বালকটীকে উদ্ধার করিয়াছে।

সাইমন কমিশনের সদস্যগণ পঞ্জাবের সরকারী ও রাজন্যদলের অভ্যর্থনা পাইতেছেন। তাঁহারা ৩০শে মার্চ্চ দিল্লী হইতে বোম্বে যাত্রা করিবেন, তথা হইতে ৩১শে মার্চ্চ তারিখে স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

'হুমায়ূন' নামক প্যাসেঞ্জার শিপ আগামী ১২ই এপ্রিলের মধ্যেই হজযাত্রী লইয়া কলিকাতা বন্দর ত্যাগ করিবে। যাত্রীগণ লালবাজার প্রোটেক্টর অফ পিলগ্রীমের অফিসে সন্ধান লইতে পারেন।

আবগারী বিভাগের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জি, এন, কর জেনারেল পোষ্টঅফিসে একটি পার্শ্বেলের মধ্যে কয়েক শত টাকা মূল্যের আফিং পাইয়াছেন। পার্শ্বেলের মালিক কেহ না হওয়ায় আবগারী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে উহা জানান হইয়াছে।

এপ্রিল, মে এবং জুনমাস বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কলিকাতায় কোন মহিষের গাড়ী চলিতে পারিবে না বলিয়া একটী সরকারী ইস্তাহার জাহির হইয়াছে।

পূর্ণ নামে একটি পশ্চিমা পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত মদ খাইয়া উপর হইতে নীচের তলায় আসিবার সময় সিঁড়ি হইতে পড়িয়া অজ্ঞান হয়। বর্ত্তমানে স্বামী স্ত্রী উভয়েই হাঁসপাতালে আছে। মদ্যপের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।

গত সোমবারে আলিপুর হাসনাবাদে একটা ভীষণ খুন হইয়াছে। মঙ্গলগাজি নামক একব্যক্তি মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া উকীলকে দেখাইতে যায়। ফিরিবার পথে একটী মাঠের মধ্যে কোন দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে খুন করে। উকীলবাড়ী হইতে ফিরিতে দেরী করায় বাড়ীর লোক খুঁজিতে গিয়া দেখে মঙ্গলগাজি রক্তাক্তদেহে পড়িয়া আছে সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন বর্ত্তমান।

গত মঙ্গলবার আলিপুর জয়নগরের মাঠের পার্শ্বেও হরিচরণ নায়েক নামক এক সন্দেশবিক্রেতা হাট হইতে যথা সময়ে বাড়ী না আসায় বাড়ীর লোক পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ হাটের অনতিদূরে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পায়। তদন্ত চলিতেছে।

গত ২০শে মার্চ্চ অপরাহ্নে বোম্বাই ইভোবর্ম্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর পেট্রোল ট্যাঙ্কের উপরিভাগে ৮ব্যক্তি কাজ করিতেছিল। হঠাৎ পেট্রোল বিস্ফোরণের ফলে ৮ ব্যক্তিই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

গত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় নাগপুরে একজন মুসলমানকে নিহত ও তাহাদিগের গৃহ দাহ করিবার অভিযোগে ৯জন হিন্দু অভিযুক্ত হয়। দায়রা জজ মিঃ ষ্টেপলস্ নাকি জুরীদিগের মতামত গ্রাহ্য না করিয়া ৮জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিয়াছেন।

শিবপুর [illegible] গাছের ডালে একটী [illegible] গিয়াছে। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

উল্টাডাঙ্গা থানার অধীন [illegible] শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র সরকারের [illegible] সম্প্রতি একটা ডাকাতী হইয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় [illegible] লুণ্ঠিত হইয়াছে। একজন [illegible] বিশেষভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে।

স্কটিশচার্চ্চ কলেজের প্রিন্সিপাল ২০শে মার্চ্চ তারিখে অনুপস্থিতির জন্য যে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন, ছাত্রগণ তাহাতে কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে,—মহাশয়, আপনি যখন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ মিত্রের মত ভাল ছেলেকে বহিষ্কারের হুকুম দেন, তখন আমরা তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তাহা আমাদিগকে জানাইবার জন্য আপনাকে লিখি। আপনি আমাদের সে সকল কথার কিছুই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এ অবস্থায় এই স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ কার্য্যের প্রতিবাদ-কল্পে আমরা কলেজে অনুপস্থিত হওয়া ব্যতীত আর কি করিতে পারি। শচীন্দ্র মিত্রের ব্যাপারে যতদিন না আমরা কোন সম্মানজনক মীমাংসা পাই, ততদিন কলেজে যোগদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

যে সকল ছাত্র ষ্টাইপেণ্ড হোল্ডার, ফ্রি অথবা হাফ ফ্রি হইয়া উক্ত কলেজে পড়ে, তাহাদেরও গত কল্য কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে এক সভা হইবার কথা। প্রকাশ যে, কয়েকজন প্রফেসার নাকি বলিয়া বেড়াইতেছেন—প্রায় একশত ছাত্র লিখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে।

সিটি কলেজেও গোলমাল চলিতেছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে ছাত্রগণের অভিভাবক ও জনসাধারণের এক সভা হইয়া গিয়াছে।

গত ২০শে মার্চ্চ কাপ্তেন ডড্ এরোপ্লেনে দিল্লী হইতে কাণপুরে আসিয়াছিলেন, কাণপুর হইতে ২১শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা যাত্রা করিবার কথা ছিল।

রুশিয়ায় কতিপয় জার্ম্মাণ ইঞ্জিনীয়ার অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে [illegible] দেখিবার জন্য যে [illegible] ইঞ্জিনীয়ারকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

[illegible]

[illegible] আপনার সুখ [illegible] কভু।
[illegible] মোরে তাপ জানি প্রভু॥
[illegible] যাই মোর বল [illegible]
[illegible] মোরে পরাণেতে মারে॥
[illegible] পাই কত।
[illegible] সেই মত॥
[illegible] কভু শান্তি দাও।
[illegible] বড় ব্যথা পাও॥
[illegible] নয়।
[illegible] থাকিয়া [illegible] মগ্ন॥
[illegible] তোমারে ছাড়িয়া।
[illegible] থাকি সংসারে ডুবিয়া॥

সাহিত্য

গত ২০শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদিগের উদ্যোগে তথায় [illegible] সাহিত্য সেবকের একত্র-সম্মিলন হইয়াছিল। আলোচনার বিষয় [illegible]—সাহিত্য। শ্রীযুক্ত যদুনাথ [illegible] মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভামধ্যে সকলেই [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বর্ত্তমান [illegible] সাহিত্যের প্রশংসা করিয়া ছাত্রবৃন্দকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের সেবা করিতে অনুরোধ করেন।

আজকাল সাহিত্যের আকারে যে সকল [illegible] নাটক লেখা হইতেছে, [illegible] যে গুলি বাজারে বিক্রী বেশী সেগুলির অধিকাংশ মধ্যে গ্রন্থকারের [illegible] যে ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] পরিস্ফুট করিবার [illegible] প্রথম পৃষ্ঠাতে একটী [illegible] চিত্র অঙ্কিত থাকে। এ সকল সাহিত্য পাঠ করিয়া [illegible] [illegible] হইয়া যে দুর্দ্দশায় [illegible] হইয়াছে ও হইতেছে, [illegible] ভাল দেখিয়াও দেখিতে [illegible] না। যে সাহিত্য ধর্ম্মের [illegible] [illegible] করিয়া আমাদিগকে [illegible], [illegible] সর্ব্বদা [illegible] [illegible] আপাত রমণীয় হইলেও [illegible] সে সাহিত্যের সেবা [illegible] হইলেও [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচ্য। [illegible] দেখা যায়, [illegible] সাহিত্যের [illegible]

[illegible] না, জানিনা [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] না।

বাঙ্গলায় [illegible] গঠন হইতেছে তজ্জন্য সাহিত্যসেবিগণের সুসাহিত্য সৃষ্টির [illegible] সমিতি গঠনের আবশ্যক। [illegible] সংস্কার করিতে হইলে [illegible] প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে মানবকুল নীতিশূন্য না হইয়া ক্রমে ক্রমে নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবন যাপন করিয়া ইহ পরকালে সুখী হইতে পারেন তজ্জন্য দুর্নীত কাল্পনিক সাহিত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাস্তব সাহিত্যের প্রচলন করা কর্ত্তব্য। শিশুকাল হইতেই যাহাতে ধর্ম্ম জীবন গঠন হইতে পারে তজ্জন্য শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্মজীবন না হইলে সাহিত্যের সেবা করা যায় না। উন্নত উজ্জ্বল মন, যাহা সাহিত্যের জীবন, তাহা আমাদের সম্ভাবনা নাই। বাস্তব সাহিত্য ও কাল্পনিক সাহিত্যের পার্থক্য এবং বাস্তব সাহিত্যসেবার উপকারিতা বিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

কাল্পনিক সাহিত্যে যাহা আছে বাস্তব সাহিত্যেও তাহাই আছে, পার্থক্য এই—বাস্তব সাহিত্যে কল্পনার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহাতে যাহা নিত্য সত্য তাহাই আছে। কাল্পনিক সাহিত্য মাদকদ্রব্যসেবার ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গের তাৎকালিক কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদ হইলেও পরিণাম ভয়ঙ্কর। বাস্তব সাহিত্য সাহিত্যসেবীকে নিত্য নব নব রসে অনুক্ষণ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, উহা কাল্পনিক সাহিত্যের ন্যায় তাৎকালিক দেহ মনের প্রীতি উৎপাদন করিয়া নিরস্ত হয় না।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল, শ্রীরূপ, সনাতন, কবি কর্ণপুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতি অসংখ্য বাস্তব সাহিত্য সম্রাট্‌গণ আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিক পাশ্চাত্যানুকরণে যে সকল সাহিত্য রচিত তাহা আমাদিগকে নরকগামী করিলেও আপাত সুখকর বলিয়া আমাদের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়, তজ্জন্যই এখন আমাদের নিকট বাস্তব সাহিত্যের আদর নাই।

[illegible] গোস্বামী প্রভু মানবকুলের [illegible] চিন্তা করিয়া কাল্পনিক [illegible] পূর্ব্বক

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রচারের উদ্দেশে [illegible] একটী [illegible] স্থাপন করিয়াছেন।

বঙ্গধর্ম্মের প্রতি

([illegible] কথা)

"সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্‌ঠা ঝুটা জগৎ ভুলাই। গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠ বিকাই" মহাত্মা তুলসীদাসের এই দোঁহাটি তাঁহার বর্ত্তমান জগৎসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে। গোদুগ্ধ বাড়ী বাড়ী ফেরী করিয়াও বিক্রীত হইতে চায় না, আর সুরা এক জায়গায় বসিয়াই বিক্রীত হইয়া যায়। জগতের ধারাই এইরূপ। সত্যের মর্য্যাদা উঠিয়া গিয়া অসত্যেরই মর্য্যাদা বাড়িয়াগিয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলেই লোকে লাঠি মারিতে আসে। তাই বলিয়া সত্যের প্রচার কি কেহ বন্ধ করিতে পারিবে? না—তাহা কেহই পারিবে না। সত্যের এমন একটা অমানুষিকী প্রভাব আছে, যে সে শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও সগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মিথ্যার আদর প্রথম প্রথম খুব হইতে থাকে বটে, কিন্তু শেষে আর থাকে না।

"সত্যো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"

আমাদের কয়েকজন সমাজ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভক্তভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধকারী প্রতীপগণের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের উদারচিত্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই। 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—উদারচরিত্র সাধুগণ স্ব-পরাভিনিবেশশূন্য হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে আপন জ্ঞান করেন। তাঁহারা জানেন, জীবমাত্রেই যখন কৃষ্ণদাস আর জগতের পিতা—জগতের নাথই যখন কৃষ্ণ, তখন জীবের মধ্যে কেন আপন-পর বুদ্ধি প্রবেশ করিয়া তাহাকে সঙ্কীর্ণচেতা করিয়া ফেলিবে? সকলের স্বার্থ যখন একই স্বার্থপতি কৃষ্ণসেবা, তখন কেন আমাদের মধ্যে অনাত্মীয়তা থাকিবে? একদিন মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত মহাপ্রভুর এক নিজ জন জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।" আহা! এত উদারতা গৌরভক্ত বিনা আর কাহাতে সম্ভব হইবে যে, নিজের সুখ বিন্দুমাত্রও না চাহিয়া [illegible] তাহার [illegible]

[illegible] [illegible] করিয়া [illegible] "তোমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিবাদ করিবে" তাই [illegible] ও বৈষ্ণবগণের নিকটে [illegible], [illegible] মহাপ্রভু প্রতীপগণের [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] করিয়া তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible], [illegible] [illegible] নিষ্কপটে সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগত নিজজনগণের [illegible], অন্তরঙ্গ ও ভগবদ্ভক্তগণ আপনাদের [illegible] গ্রহণ করিবেন। গৌরলীলায় সকলেই উদ্ধার-লাভ করিবে—"বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার।" অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধী ছাড়া আর সকলেই গৌরকৃপা লাভ করিতে পারিবে। শাস্ত্রে বৈষ্ণবাপরাধকে মত্ত হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মত্ত হস্তী যেমন বৃক্ষলতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উৎপাটিত করিয়া ফেলে, বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তীও সেইরূপ ভক্তিলতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়—কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে উঠিতে দেয় না। গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা গুরুপত্নীগমনাদি ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াও জীব যদি 'আর করিব না' বলিয়া ভক্ত ও ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভগবান্ তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। যেমন জগাই, মাধাই। তাঁহারা না করিয়াছিলেন, এমন পাপ নাই—সাক্ষাৎ বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পর্য্যন্ত আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা নিত্যানন্দের কৃপা পাইয়াছিলেন। কেননা তাঁহারা যে কোন বৈষ্ণবাপরাধ করেন নাই—নেশা ঝোঁকে পাপকর্ম্ম করিয়াছিলেন মাত্র। পরে সেই জগাই মাধাই যখন 'আর নারে বাপ' বলিয়া গৌরনিত্যানন্দের চরণ শরণ করিলেন, তখন আর তাঁহাদের কোন পাপই থাকিল না,—গৌরনিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহারা পরমভক্ত হইলেন। রামদাস খান প্রেরিত বেশ্যাও দেখুন সাক্ষাৎ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে ছলনা করিতে গিয়াও ঠাকুরের কৃপাবলে—"সেই বেশ্যা হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনে যান্তি॥" অতএব হে সাধুগণ, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া প্রতীপগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি, "ভাই সব, তোমরা যে আমাদের আত্মীয়, আমাদের সকলের আত্মীয় সেই বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করিয়া আর কেন নিজ নিজ সর্ব্বনাশ [illegible] করিতে যাইবে ভাই! তোমরা এখন মায়ার মোহে অন্ধ হইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া বেড়াইতেছ, নানা উপায়ে বৈষ্ণবের বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছ

সাধুবৈষ্ণবের কথা শ্রবণ কর, তোমরা প্রকৃতিস্থ হইবে। বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করাকে একটা ছেলেখেলা—তুচ্ছ বিষয় বলিয়া মনে করিও না তাই। ইহাতে তোমাদের ইহ এবং পরজীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ [illegible] করিতেছে। একবার অবধান কর। যাঁহাদের চরণে অপরাধ করিয়াছ, তাঁহাদের চরণে যাইয়া এখনও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।" হে সাধুগণ, এই কথা বলিয়া যদি আমরা জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতে পারি, তবেই বোধ হয় আমরা আমাদেরই আত্মীয়বর্গের উদ্ধার সাধন করিতে পারিব, নতুবা নহে।

জন্মস্থান-সম্বন্ধে প্রশ্ন

[নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি হইতে নদীয়া সম্বন্ধে অনেক অপ্রকাশিত প্রয়োজনীয় ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইবে বিবেচনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা প্রকাশিত হইল—ন: প্রঃ সঃ]

শ্রীযুক্ত

'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার নিবাস বল্লালদীঘি। বর্ত্তমানে আমার পিতৃদেবের বয়স অশীতিবর্ষেরও কিছু উপর হইয়াছে। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ের আদিম চেষ্টা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে প্রাচীন নবদ্বীপের সম্বন্ধে একটা যথাযথ বিবরণ লিখিতে বাসনা করিয়া আমাকে এ বিষয়ের অতিরিক্ত বিবরণ সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কতিপয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা নিরাকরণের জন্য 'নদীয়া-প্রকাশে'র বিভিন্ন পাঠকগণের নিকট আমার প্রশ্ন কয়েকটী জানাইয়া দিলে তাঁহারা আমাকে আমার অভীষ্টসিদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন,—এই বিশ্বাসে আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আমার প্রশ্নগুলির সংখ্যা অনেক। সুতরাং এইগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া দিলে আমি ঐ সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরজন্মপীঠের মীমাংসা লিখিতে পারিব, আশা করি।

নিবেদক

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্ম,

বল্লালদীঘি, নদীয়া।

প্রশ্ন

১। শ্রীঅদ্বৈতমিশ্র বারেন্দ্র-সমাজে 'কাপ' ছিলেন কি না? যদি না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সামাজিক মর্য্যাদা কি?

২। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সাহায্যকারী ছিলেন কি না?

৩। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ আচার্য্য বলেন কি না?

৪। তাঁহার আচরণ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত কি না? শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের সহিত তাঁহার প্রণয় বা বিরোধ ছিল কি না?

৫। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্ব হইতে তিনি বিষ্ণুভক্তির কথা আলোচনা করিতেছিলেন কি না?

৬। শ্রীঅদ্বৈতমিশ্রকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক-ভৃত্য বলেন কি না?

৭। তিনি শ্রীচৈতন্যদাস বলিয়া 'প্রভু'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন, কি না?

৮। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অনুমোদিত পরমার্থপথের অনুকূল-পন্থী ছিলেন কি না?

৯। তিনি চৈতন্য মত-বিরোধী স্মার্ত্তমত নিজের চরিত্রে আচরণ করিয়াছেন কি না?

১০। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ স্মৃতির আলম্বনে গৃহকার্য্য ও পারমার্থিক-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন?

১১। তিনি পূর্ব্বপুরুষাচরিত স্মৃতির বিচার কোন্ কোন্ অংশে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব-প্রদর্শিত বৈষ্ণব-স্মৃতি-পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন?

১২। তিনি বংশপরম্পরাগত কোন কুল-গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কি না?

১৩। তিনি শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়াশ্রিত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কি না?

১৪। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসি-গুরু-পারম্পর্য্যে ষোড়শ অধস্তন কি না?

১৫। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বেদান্তদর্শনের কেবলাদ্বৈত ব্যাখ্যা মাত্রোপজীবি ছিলেন কি না?

১৬। তিনি ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্য ও শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিত টীকা পাঠ করিয়াছিলেন কি না?

১৭। তিনি জয়তীর্থ-উদাহৃত "বৃশ্চিক-তাণ্ডুলিক"-ন্যায়-বিচারে পারদর্শী ছিলেন কি না?

১৮। শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের সহিত তাঁহার কোন সাম্প্রদায়িক-সম্বন্ধ ছিল কি না?

১৯। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার কোন সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ ছিল কি না?

২০। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবৃন্দাবনস্থ দাস-ষট্‌ক—যাঁহারা "গোস্বামী" নামে অভিহিত হন, তাঁহাদের সহিত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কোন সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ ছিল কি না?

২১। শ্রীঅদ্বৈত [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] ভক্ত বলিয়া [illegible] লিখিত আছে কি না?

২২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র দ্বিতীয়-বয়সে শ্রীদামোদর-স্বরূপকে ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন কি না?

২৩। অদ্বৈতাদি শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে নৃত্য করিয়াছিলেন কি না?

২৪। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একমাত্র বৈষ্ণব-পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট কৃপালাভ করিয়াছিলেন কি না?

২৫। শ্রীঅদ্বৈতপুত্র গোপাল মিশ্র ও শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর তাৎকালিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন কি না?

২৬। অদ্বৈতের কোন্ পুত্র আজীবন শ্রীচরণে সেবাপর ছিলেন?

২৭। অদ্বৈতের অন্যান্য পুত্রগণের বিষ্ণুভক্তি কিরূপ ছিল?

২৮। শ্রীঅদ্বৈত-বংশে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ-পূজা কোন দিন কেহ করিয়াছিলেন কি না?

২৯। শান্তিপুরে অদ্বৈতবংশের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ কয়টী বাড়ীতে পূজিত হন?

৩০। শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র-বীরভদ্রের অনুগত শ্রীরামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও গোপী-জনবল্লভ—এই বন্দ্যোপাধ্যায় ও বটব্যাল-বংশে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহের পূজার ব্যবস্থা আছে কি না?

৩১। রাধামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য্য অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি না?

৩২। জে, কে, শর্ম্মা নামক অদ্বৈত বংশীয় বলরামের সন্তান যে কুষ্ঠি-নামা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রাধামোহনকে মধুসূদনের পুত্র এবং মধুসূদনকে বলরামের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে, কোন্ কালে এই কুষ্ঠিনামা বদল করিয়া অন্য প্রকার কিংবদন্তীর প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল?

৩৩। রাধামোহন গোস্বামি ভট্টাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের কোন্ কোন্ গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন?

৩৪। শ্রীকৃষ্ণমিশ্র, গোপালমিশ্র, জগদীশ ও বলরাম প্রভৃতি অদ্বৈত-সন্তানগণ কে কাহার নিকট বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন?

৩৫। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা ব্যতীত শক্তোপাসকগণের অপর জাতি প্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইতে পারে কি না?

৩৬। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত [illegible] বৈষ্ণববিদ্বেষী [illegible] [illegible] কি না?

৩৭। [illegible] যাঁহারা [illegible] তাঁহাদের গতি কোথায়?

৩৮। যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে [illegible] বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছেন, [illegible] শক্তোপাসকগণের ন্যায় [illegible] করিতে পারেন কি না? যদি [illegible] তাহা হইলে তাঁহাদের [illegible] বিচারমতে কোথায় গতি হইবে?

৩৯। শ্রীঅদ্বৈতসন্তানগণের [illegible] যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত [illegible] দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বের [illegible] প্রাকৃত জ্ঞান করেন, তাঁহাদের [illegible] দাবে অধিকার আছে কি না?

৪০। যাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান পরিচয় দিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আচরণ হইতে বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কিরূপ আদর করেন?

৪১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী শ্রীঅদ্বৈতবংশের [illegible] গণনা করিয়া শ্রীঅচ্যুতানন্দকে সারগ্রাহিক বৈষ্ণব এবং শ্রীগোপাল ও শ্রীকৃষ্ণমিশ্রকে সাধারণ বৈষ্ণব এবং শ্রীচৈতন্যবিমুখ অদ্বৈতসন্তানগণকে চৈতন্যবিমুখ 'অসার' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কি না? ধান্যরাশির সহিত কাৎবা উল্লেখ করিয়া ধান্য ও তুষের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন কি না?

৪২। শ্রীঅদ্বৈত শাখা-বর্ণনে যে সকল কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত দেখা যায়, উহা পাঠ করিয়া আমরা কি বুঝিব?

৪৩। কোন্ সময় শ্রীঅদ্বৈতের স্মার্ত্ত-মতাবলম্বী অধস্তনগণ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন? এবং তথায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট হন? এবং তাদৃশ অনুরাগের পরিমাণ কিরূপ?

৪৪। স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদ্দেবতার [illegible] গুরুশিষ্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুমোদিত কি না?

৪৫। বৃন্দাবনগত মদনগোপাল গোস্বামী অগ্রজ মহাশয় ও বৃন্দাবনগত রাধিকালাল গোস্বামীর পিতৃদেব শ্রীরাম গোস্বামী মহাশয় কোন্ সালে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়াছিলেন? এবং তথায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহাদের কোন্ সম্বন্ধে আলাপ হয় এবং কি কি বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল?

৪৬। তথা বার, [illegible] যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈত [illegible] [illegible]

[illegible] ... শাস্ত্র [illegible]

[illegible] ব্রজবাসিগণ [illegible] রাধামোহন ভট্টাচার্য্যের [illegible] ভক্তমন্দর্ভের একটী টীকা [illegible] গোপাল গোস্বামী মহাশয় [illegible] আনিয়াছিলেন?

[illegible] উক্ত উপেন্দ্র গোস্বামী মহাশয় [illegible] প্রামাণিক মহত্ত্বে বিশেষ [illegible] প্রকাশ করায় তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভক্তি-[illegible] মহাশয়ের সহিত যে সকল [illegible] তাহা কাহারও জানা থাকিলে প্রকাশ করিতে পারেন।

৪৯। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয়-[illegible]। তাঁহার পূর্বে রাধামোহন ভট্টাচার্য্যকে তত্ত্বসন্দর্ভের টীকাকাররূপে প্রচারিত করিতে পারিলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-লিখিত অদ্বৈত-বংশধরগণের [illegible] কলঙ্ক ন্যূনাধিক সম্মার্জ্জিত হয়,—এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য শ্রীরাধামোহনের নামে আধুনিক রচিত টীকাগ্রন্থখানি কে রচনা করিলেন?

৫০। রাধামোহন যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রধান শিষ্য ও তাঁহার গ্রন্থের টীকাকার, তখন তাহার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী গ্রন্থের টীকাকাররূপে প্রতিপন্ন হওয়ার সঙ্গতি কিরূপ?

৫১। স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থের নানা স্থানে বৈষ্ণবগণের মীমাংসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোন দিক শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আশ্রিত বৈষ্ণব হইতে পারেন না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য বলিয়া শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়াশ্রিত। তাঁহার বংশ হইতে তাঁহার অধস্তনগণ যদি কেহ কেবলাদ্বৈত মত গ্রহণ করেন, অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী হইয়া বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করেন এবং আপনাকে স্মার্ত্ত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত [illegible] করেন, তাঁহার দ্বারা সন্দর্ভের টীকা কি প্রকারে রচিত হইতে পারে?

৫২। ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধৃত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিবর্ণিত "বত্ত যয়কণ্ঠঃ প্রোক্তং [illegible]। [illegible] দৃষ্টেত [illegible] বিনির্দিশেৎ॥" শ্লোকের টীকা করিবার সময় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের চক্ষু [illegible] উর্দ্ধদেশে পতিত হওয়াই [illegible]। এই সকল কথায় কি প্রকার [illegible] হয়?

৫৩। অদ্বৈতবংশে স্মার্ত্তকর্মকাণ্ডগণের [illegible] ব্যবসার প্রচলিত [illegible] অনুকরণে কতদিন হইতে [illegible] এইরূপ স্মার্ত্ত [illegible] [illegible] আরম্ভিত [illegible] ধারাবাহিক ইতিহাস [illegible]

৫৪। যে কালে [illegible] [illegible] অদ্বৈতবংশ [illegible] বৈষ্ণবাচার-[illegible] বলিয়া প্রচার [illegible], সেইকালে [illegible] আচার্য্যগণ [illegible] উঠেতে [illegible] ভাগবতের পঠন-পাঠনাদি [illegible] পদ্যাদিরূপে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই সকল কথা বিশেষরূপে উদ্ঘাটিত হওয়া আবশ্যক।

৫৫। অদ্বৈতবংশ চিরদিনই ব্রজবাসীদের বৈষ্ণববিদ্বেষের সমর্থক। আচার্য্যের 'বড় প্রভু', 'ছোটপ্রভু' নামক গোস্বামিসন্তান-বর্গে যদিও কিছু কিছু আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণবতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট স্মার্ত্ত অদ্বৈত-সন্তানগণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। অদ্বৈত-বংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ও তাঁহার সেবকগণের প্রতি যে প্রকার অসংখ্য বিতৃষ্ণার কথা প্রেমবিলাস ও অন্যান্য প্রামাণিক-গ্রন্থে পাওয়া যায়, এবং শ্রীনিবাসাচার্য্যের সময়ের গ্রন্থাদিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তৎপ্রতিকূলে কিছু প্রমাণ আছে কি?

৫৬। শ্রীরামগোস্বামীর তনয় শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনে কর্ম্ম করিতে গিয়াছিলেন শুনা যায়, কোন্ সালে এবং কতদিন তথায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন? কেনই বা তথা হইতে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন? এই সকল কথা শ্রীমায়াপুরের সংস্থান-নিরূপণে সাহায্য করিবে।

৫৭। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের কি নাম ছিল, তাহাও বোধ করি অনেকের জানা থাকিতে পারে।

৫৮। কি কারণে রাধিকা নাথ গোস্বামী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা কাশিমবাজার মহারাজের বাড়ীতে ও বসিরহাট অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার পাঠকগণের মধ্যে কাহারও জানা থাকিলে কৃপাপূর্ব্বক পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

৫৯। তত্রাপের ভূপতি ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী কেনই বা শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছিলেন? কি জন্যই বা তিনি শ্রীমায়াপুরে, অবস্থানকালে পৃথকভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন? বৃন্দাবনের সহিত কি মায়াপুরের মত্য সমর্থনের কোন সম্বন্ধ আছে?

৬০। শান্তিপুরের জয় গোপাল গোস্বামী মহাশয় যখন গোবিন্দ দাসের কড়চার [illegible] আদর্শ থাকিতে বহ্বাদিনীর নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীমায়াপুরের নাম দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কতই না [illegible] হইয়াছিল, সে আমরা বুঝিতে কে, এবং কি সুখে [illegible] করিল?

(ক্রমশঃ)

পত্র-প্রেরিত

[illegible]

"নদীয়া প্রকাশ" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
নিবেদন এই যে,

মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি এই অযোগ্য ব্যক্তির প্রেরিত পত্রখানি, আপনাদের পবিত্র "নদীয়া-প্রকাশ" পত্রিকায়, জন সাধারণের হিতের জন্য, বিশেষতঃ নবদ্বীপবাসীদের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

কিছু দিন পূর্ব্বে, কতিপয় বন্ধুর সহিত যখন নবদ্বীপ-খেয়া পার হইয়া পারের জন্য কড়ি দিতে যাইতেছি, তখন এক রোমহর্ষণ ব্যাপার আমাদের নয়ন পথে পতিত হইল। সভ্য সমাজে, শিক্ষিত সমাজে, চরিত্রবান্ ব্যক্তির নিকট এইরূপ কথা প্রচার করা বিশেষ লজ্জার বিষয়। যতদূর হইতে পারে নৈতিকচরিত্রের অবনতি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে। ঘটনাটী এই —একটী স্ত্রীলোক তাহার নিজের এবং আরও ২।৩ জনের পারের কড়ি দিয়া, ক্রোড়স্থিত ১ বৎসরের কিছু ন্যূন বালকের পয়সা দিতে না পারিয়া বিশেষ লজ্জিতা হন। কিন্তু, যমদূত সদৃশ পার ঘাটের মালিক (?) মহাশয়, সেই লজ্জিতা স্ত্রীলোকটীর উপর এরূপ অবর্থা অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালি বর্ষণ করিলেন, যাহা আমরা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। যে নারীজাতিকে আমরা কেন সমগ্র জগৎ মাতৃস্থানীয়া জ্ঞান করেন সেই নারীর উপর সামান্য ২।১ পয়সার জন্য এই পুণ্য জন্মভূমি নবদ্বীপ ধামে, এই রকম অত্যাচার। ধন্য ধন্য অর্থাসক্তি। শুধু এইবার নয় আরও ২।৪ বার স্ত্রীলোকের কেশাকর্ষণ করিয়া নিজের নীচতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহাই হউক, সরকার বাহাদুর যদি এ বিষয়ে মনোযোগ দান করেন তাহা হইলে জন সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। এইরূপ পাশব-বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তান্তরিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলপ্রদ। ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। ইতি—

নিবেদক
আশুতোষ সাহা।

চৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]
(পূর্ব্বপ্রকাশিত "শ্রীমায়াপুরপূর্ণচন্দ্রোদয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভু কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর নিকট [illegible] [illegible] পরিচয় করাইয়া দিলেন। [illegible] নবদ্বীপে প্রেরিত হইলেন। [illegible] মুখে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে আগমন সংবাদ শুনিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরী আগমনের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীপরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইয়া অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে আসিলেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য কাশীতে চৈতন্যানন্দ নামক গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণের লীলা-প্রদর্শন ও যোগপট্ট গ্রহণ না করিয়া "স্বরূপ"-নামে পরিচিত হইলেন। এবং পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর চরণসমীপে আগমন করিলেন। শ্রীঈশ্বর পুরীর শিষ্য গোবিন্দও পুরীগোস্বামীর অপ্রকটের পর গুরুর আদেশানুসারে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া প্রভুর পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু কৌশলে ব্রহ্মানন্দভারতীর চর্ম্মাম্বর পরিহার করাইলেন। ঈশ্বরপুরীর শিষ্য কাশীশ্বর পণ্ডিতও মহাপ্রভুর সমীপে পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার চেষ্টা করাইলে লোক-শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু, সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ি-দর্শন নিষিদ্ধ,—শিক্ষা দিবার জন্য সেই প্রস্তাব অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ রায় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক পুরীতে মহাপ্রভুর নিকটে আসিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের বিবিধ বৈষ্ণবোচিত গুণ কীর্ত্তন করিলে রাজার প্রতি প্রভুর চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

অনবসরকালে মহাপ্রভু আলালনাথে গমন করিলেন এবং প্রত্যাগমন করিয়া গৌড় হইতে পুরযোত্তমে সমাগত অদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
ডুমুর কুণ্ডা।
৭ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন-
মিদং—

মহোদয়,

আগামী ১০ই চৈত্র ইং ২৩শে মার্চ্চ শুক্রবার ডুমুরকুণ্ডা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করিবার জন্য সপার্ষদ ও ত্রিদণ্ডপাদ পরমহংস

পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি [illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কলিকাতা হইতে [illegible] অপরাহ্ণ ২টা ৪৫ মিনিটে শীতারাম-পুর ষ্টেশনে [illegible] করিবেন। [illegible] অনুসারে [illegible] মহাশয়ের যোগদান প্রার্থনীয়। ইতি—

বিনীত—
[illegible] গৌড়ীয় মঠের সেবক বৃন্দ।

কার্য্য বিবরণী।

[illegible]ই চৈত্র শুক্রবার—

(ক) অপরাহ্ণ ২টা ৪০ মিনিটে শীতারাম-পুর ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে অভিনন্দন।

(খ) অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় ষ্টেশনে চৌরাস্তা হইতে শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে বিপুল সমারোহে সংকীর্ত্তন সহ শ্রীমঠে আনয়ন।

(গ) রাত্রি ৭ ঘটিকায় আরাত্রিক কীর্ত্তনের পরে শ্রীল ঠাকুরের বক্তৃতা।

২১ই চৈত্র শনিবার

ও

২২ই চৈত্র রবিবার

[illegible] নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের ভবনে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় কীর্ত্তন ও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের বক্তৃতা।

নানা কথা

কলিকাতা জেনারেল পোষ্টাফিস হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনের পথে একখানি মেলভ্যান হইতে ৩২ শত টাকা চুরী গিয়াছিল। সেই চুরী সম্পর্কে ই,বি, রেলের সি, আই, ডি, ইন্সপেক্টার সাদত আলি খাঁ বারাকপুর ঘোড়দৌড়ের মাঠে মহম্মদ জাকির নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আসামীকে শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে হাজতে রাখা হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

যুক্তপ্রদেশে অতি ভীষণভাবে কলেরা ও প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে। রোহিলখণ্ড বিভাগে পিলিভিত ও সাজাহানপুর নামক স্থানে [illegible] প্লেগ ও মীর্জাপুর জেলায় কলেরার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত ২১শে মার্চ হইতে আবার বিন্ধ্যাচলে মেলা আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রী দিগকে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক করা হইতেছে।

[illegible] নাথ [illegible] নামে [illegible] কোম্পানীর [illegible] কোম্পানীর [illegible] ৬৯ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, কোম্পানী ১৯২৬-১৯২৭ [illegible] পর্যন্ত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য উক্ত কেরাণীটিকে বিশ্বাস করিয়া যত টাকা দিয়াছে, তাহার কিছুই ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া সে আত্মসাৎ করিয়াছে এবং তাহা ছাড়া হিসাবেরও গোলমাল করিয়াছে। বর্ত্তমানে আসামী পলাতক। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] আসামীর নামে শমন ইস্যু করিয়াছেন।

'সমসাময়িক ভারত' প্রণেতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সমদ্দার অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের প্রতি অধ্যাপক মহাশয় বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কৃপায় তিনি সত্বর আরোগ্যলাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গত বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বর্ত্তমান বৎসরে ১ কোটি ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ঋণগ্রহণ, শতকরা সাড়ে ১৯ টাকা ট্যাক্স ও ৫৲ কুকুরের বার্ষিক ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। সংশোধিত ঋণ বাজেট পাশ হইয়াছে। শ্রীযুত রামকুমার গোয়েঙ্কার প্রশ্নোত্তরে চিফ্-এক্জিকিউটিভ অফিসার জানাইয়াছেন,

কর্পোরেশনে মোট ৫৮৩৭জন ঝাড়ুদার কার্য্য করে। মেথর ও মেথরাণীর সংখ্যা ১৮৫৯ ও ময়লা গাড়ীর গাড়োয়ানের সংখ্যা ১৬৯১। ঝাড়ুদারদের বেতন ১৪ টাকা, মেথরদের বেতন ১২ টাকা, গাড়োয়ানদের বেতন ১৪ টাকা—তাহারা কিছু ভাতাও পাইত। মাণিকতলা, কাশীপুর ও গার্ডেনরীচে ঝাড়ুদারদের বেতন ৭ টাকা হইতে ১৩ টাকা, মেথরের বেতন ১১ টাকা হইতে ১৩ টাকা ও গাড়োয়ানের বেতন ১২ টাকা হইতে সাড়ে ১২ টাকা ছিল। উহারা মাসে ৩০।৪০ টাকা উপার্জ্জন করে। ঝাড়ুদারগণের ৬ ঘণ্টা, মেথর ও মেথরাণীর ৪ ঘণ্টা ও গাড়োয়ানগণের ৪.৩ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। ভিপুটি এঞ্জিনীয়ার বলেন, কার্য্যানুযায়ী উহাদের বেতন পর্য্যাপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

জাপানে [illegible] মত [illegible] হইতেছে, তুলা ষ্ট্রীট, টোকিও, ইয়োকোহামা, কিওটো, কোবে এবং [illegible] সহরে বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। কমিউনিষ্ট দলের সকল [illegible] অনুসন্ধান করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র [illegible] পরলোকগত পিতার স্মৃতি [illegible] থিয়েটার একটী সিংহদ্বার এবং তৎসংলগ্ন একটী সুবৃহৎ [illegible] ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

[illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর [illegible] সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

গত ২২শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা আন্দাজ ১২ ঘটিকার সময় কলিকাতার গঙ্গায় অকস্মাৎ ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া বান ডাকিয়াছিল। হঠাৎ বান আসায় মাঝি মাল্লারা সাবধান হইতে পারে নাই। তাহাতে কয়েকখানি নৌকা ভাসিয়া গিয়াছে। জিনিষপত্রও অনেক নষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

শিয়ালদহে ই, বি, রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের সুবিধার জন্য ষ্টেশনের তৃতীয়শ্রেণীর বিশ্রামাগারে একটী প্যাসেঞ্জার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফিস খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যাত্রিগণের অভাব-অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

বাগের হাট সহরের নিকটবর্ত্তী সোনাতলা গ্রামে একটী পুষ্করিণী খনন-কালে উহার এক কোণে একপ্রকার বাষ্প বাহির হইতে দেখিয়া মুসলমান শ্রমিকগণ ঐ পুষ্করিণী খনন ত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] সহরে দুলারী গোয়ালিনী নামক একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর সহিত কলহ করিয়া ক্রোধবশে তাহার দুইটি বালিকা-[illegible] আহার্য্যের সহিত ধুতুরা মিশাইয়া দেয়। ফলে ১টী বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। অপরটী কঠিন রোগাক্রান্ত। আসামী [illegible] নিকট দুলারী তার দোষ স্বীকার করিয়াছে। জজ তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

গত [illegible] শিবপুরে এক [illegible] [illegible]

[illegible]

বলিয়া প্রকাশ। [illegible] তাঁহার [illegible]

মেক্সিকোতে গত [illegible] ৫ মিনিট কাল [illegible] হইয়াছিল।

ইষ্টার্ণ নেশনাল [illegible] পোর্ট লাণ্ড মেন হইতে একটী [illegible] সংবাদ পাইয়াছেন যে মার্কিণ [illegible] মেন নামক স্থানে কার্সেন বিকফিল্ড [illegible] মিস্ মার্কেল নামি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মেন হ্রদ অঞ্চলে [illegible] নিকট একটী পাহাড়ে পড়িয়া [illegible] এরোপ্লেনখানি নাকি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

[illegible] কলেজের ছাত্রগণ [illegible] কলেজে যায় নাই। [illegible] শচীন্দ্র নাথ মিত্রের সম্বন্ধে কোন সন্তোষ-জনক মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ছাত্র কলেজে যাইবে না স্থির করিয়াছে। গত শুক্রবার [illegible] ছাত্রদের সভা হওয়ার কথা ছিল। [illegible] পক্ষ [illegible] অথবা [illegible] হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে [illegible] একটু নরম হইলেই সব দিক রক্ষা হইত। ছাত্রবৎসলের ইহাই কি পরিচয়?

[illegible] ব্যাপারও দিনে দিনে [illegible] জটিল হইয়া পড়িতেছে। ই,আই,আর, [illegible] সেক্রেটারী শ্রীযুত [illegible] মিত্রের এক বিবৃতিতে প্রকাশ,—[illegible] ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের [illegible] শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। [illegible] কোন সন্তোষজনক মীমাংসা [illegible] তাহারা ধর্ম্মঘট চালাইবে। [illegible] হাওড়ার আই, জে, আর [illegible] ৭টী বাড়ীতে নাকি [illegible] [illegible]

ধাম সম্বন্ধে—

জগৎ ও শ্রীধাম শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীধামের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, ধাম বাসে কাহার অধিকার তাহাও আনুষঙ্গিক ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে, এখন বিচার্য্য ধাম নির্ণয় কে করিবেন? এইপ্রশ্নটী যেরূপ সহজ ইহার উত্তরও তদ্রূপ। ধামের সহিত যাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধ, ধামের স্বরূপ যাঁহার স্বতঃ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে সেই বৈষ্ণবগণই ধাম নির্ণয় করিতে সমর্থ। যার কাজ তারে সাজে অন্যেরে লাঠি বাজে কথাটী চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশা যাঁহার নাই তিনি বৈষ্ণব। ধামের কথা তিনিই বলিতে পারেন। আর যিনি কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশা লইয়া বাহ্যে বৈষ্ণব বেশ ধারণপূর্ব্বক লোকবঞ্চনা কার্য্যে নিযুক্ত, কোন্ বুদ্ধিমান নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি তাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন? কবিকর্ণপুর, ঠাকুর বৃন্দাবন, চৈতন্যমঙ্গলরচয়িতা লোচনদাস প্রভৃতি প্রাচীন-মহাজনবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বল্লালস্তূপ বল্লালদীঘী, কাজীর সমাধি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা দেখিয়াও যদি কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নিঃস্বার্থপর নহে বলিতে হইবে। সম্প্রতি পাঠকবর্গের প্রতি আমাদের এই মাত্র নিবেদন তাঁহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে এই কথাটী মনে রাখিবেন—

মহাজনো গতো যেন স পন্থা। এইটীর উপর নির্ভর করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিলে আর বঞ্চিত হইতে হইবে না।

নদীয়া প্রকাশের—

বহুল প্রচার

নদীয়া প্রকাশের বহুল প্রচার দর্শনে কতিপয় মাৎসর্য্যপূর্ণ ব্যক্তি গাত্রপ্রদাহ সহ্য করিতে না পারিয়া, শুদ্ধ-ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচারকারী [illegible] উপর অযথা গালি বর্ষণ করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

নিরপেক্ষ সত্য কথা বিচার না করিয়া নিজেদের পাষণ্ডত্ব প্রকাশ করা খুব বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না, বরং নিজেদের অসুবিধা বরণ করিয়া লওয়া হয়। যাহাই হউক তাঁহাদের অযথা গালি বর্ষণে শুদ্ধভক্তের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, উপরন্তু, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট, নিন্দকের সুবুদ্ধির জন্য নিষ্কপটচিত্তে প্রার্থনা করিয়া নিত্যানন্দদাসানুদাস বলিয়া পরিচিত হন। শুদ্ধভক্ত কাহারও উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না। সকলকেই নিত্যকৃষ্ণদাস জানিয়া সম্মান দিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের প্রতি এরূপ অযথা বাক্যপ্রয়োগ করিয়া যেন অপরাধ সঞ্চয় না করেন ইহাই আমার প্রার্থনা। ইতি—

জনৈক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের পাণ্ডিত্য

নৈতিক শাস্ত্র বলেন''—শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ। যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্''—লোকে শাস্ত্র পড়িয়াও মূর্খ হয় যিনি ক্রিয়াবান্ তিনি বিদ্বান্। আজ কাল কিন্তু এ কথার আদর নাই, আজ কাল সভ্যসমাজে শিক্ষিত সমাজে ঐরূপ কথা বল্‌তে গেলে বক্তাকে ওসব সেকেলে কথা, এখন কি আর সেদিন আছে—বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। আজ কাল পরকে উপদেশ দিতে পারলেই সমাজে শিক্ষিত ব'লে পরিচিত হওয়া যায়, নিজে যাই হউক না কেন তা'তে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত তাঁরা বলেন—পরকে উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু যিনি সেই উপদেশ নিজে পালন করেন তিনিই মহাত্মা, তিনিই পণ্ডিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে এইরূপ মহাত্মাদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত শিক্ষার দিকে বড় কারো লক্ষ্য নাই। ভারতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বহু ধনী ব্যক্তি বহু অর্থ দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় ও ইহ জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি কতটুকু হইল, সে শিক্ষার ফলে আমাদের কিরূপ অবস্থা হইতে চলিয়াছে, সে সকল বিষয় আলোচনা করতে তাঁরা চান না। পারমার্থিক জগতের অবস্থাও তদ্রূপ। আজ কাল আবার ধর্ম্মের নামেও ব্যবসা চল্‌ছে। কোন রকম করে বাজারে একবার নাম জাহির করতে পারলেই হলো। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—'ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধিনাশ'—একথাও প্রতি পদে পদে দেখা যাচ্ছে। আমরা শুনেছি 'বিদ্যা ভাগবতাবধি' ভাগবত পর্য্যন্তই বিদ্যার অবধি তার উপরে আর বিদ্যা নাই। কিন্তু আজকালকার ভাগবতপাঠকদিগের বিদ্যে দেখ্‌লে অবাক্ হ'তে হয়। কলির প্রভাবে আজ ভাগবতজীবিকা উপার্জ্জনের যন্ত্র হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, যদি কেউ তাদের চুরি ধরে দিতে চান তা'হলে তিনিও জনসমাজে নিন্দার পাত্র হচ্ছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পারমহংস্যধর্ম্মের কথা আছে, শ্রীমদ্ভাগবত যিনি পড়েন, যিনি শোনেন, যিনি শুনে বিচার করেন, তাঁরা সকলেই মুক্ত হয়ে যান কিন্তু কাজে ত দেখা যায় না। আজ পর্য্যন্ত কতবার যে ভাগবত শুনলাম, কতবার যে ভাগবত পড়লাম, কত টীকা, কত শ্লোক মুখস্থ করলাম, শেষে হ'লাম কি না নামজাদা ব্যবসাদার ভাগবত পাঠক, যা ভাগবত নিষেধ করেছেন। ভাগবত বলেছেন, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে পয়সা রোজগার ক'র্‌বে না, কিন্তু আমার হ'ল সেইটী কৃত্য। 'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'—কিন্তু আমার সেটীই নাই অথচ আমি পণ্ডিত, আমি ভা'গবত পাঠক। লোকেও আমাকে তাই ব'লে থাকে। শাস্ত্র পড়বার জন্যই ব্রাহ্মণের উপনয়ন, উপনয়ন দিবার সময় আচার্য্য আমাকে পড়তে হয় ব'লে পড়ালেন, 'সত্যাৎ মাগা' (সত্য হ'তে বিচলিত হইও না), আমিও বল্‌তে হয় ব'লে বল্‌লাম 'বাঢ়ম' অর্থাৎ তাই কর্‌ব" ঐ পর্য্যন্তই, কাজে কিন্তু অন্য রকম। সত্যের আদর ক'র্‌তে আর শিখলাম না।

নকলকেই আসল বুঝে তার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লাম। আমাদের বক্তব্য—পারমার্থিক সমাজের উন্নতি ও বৃদ্ধি সাধন উদ্দেশে পারমার্থিক বিষয়ে নানাপ্রকার কপটতা প্রবেশ করায় যে, কুফল প্রসব করিয়াছে, তা'র ফলে আজ কাল কেহ শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করিতে চায় না। শাস্ত্র বাক্য এখন আমাদের নিকট গাঁজাখুরী গল্প বলে মনে হতেছে। নৈতিক-জীবনের অবনতিরও চরম দশা হইতেছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম বা হরিনাম দর্শনশাস্ত্রের মীমাংসা লোকের নিকট বল্‌বার জো নাই, উপহাস কর্‌বে ব'লে। স্কুল কলেজের ছেলেরা যদি সন্ধ্যা বন্দনাদি করে, মাথায় টিকী রাখে তা'হলে আজ আর রক্ষা নাই। হাসি ঠাট্টার চোটে কলেজ ছেড়ে পলাতে হ'বে। কাগজে গ্রন্থে 'পারমার্থিক' কথাটী থাক্‌লে আর সেদিকে কেও তাকাতে চান না। এই দুর্দ্দিনে যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া পারমার্থিক জীবন গঠন হইতে পারে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্যবলে যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় তেজস্বী হইয়া ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবের আদর করিতে শিখেন, ভারতে দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যাহাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পারমার্থিক জীবনের উন্নতি হইলে আর্থিক উন্নতি আপনা হ'তেই হ'বে, বেদ বলেছেন বিদ্যা দু রকম পরাবিদ্যা, আর অপরাবিদ্যা বা জড়বিদ্যা। তার মধ্যে পরাবিদ্যাই আসল বিদ্যা, জড়বিদ্যা তার ছায়া বা নকল। আসল জিনিষ যতদিন না পাওয়া যায় ততদিন নকলকেই ভাল বলে মনে হয়।

আমরা বঞ্চিত

আমরা নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য এতই ব্যস্ত যে ক্ষণমাত্রও একটু নিন্দা সহ্য করিতে পারি না। যদি কেহ আমাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই আমাকে আসিয়া বলেন, "মহাশয়, আপনার মত ভাল লোক আর দুনিয়ায় দু'টী দেখিতে পাই না।" আমি তখন মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হই। মুখে অবশ্য কপট দৈন্যোক্তি করিয়া বলি, "হাঁ মহাশয়, আমার কি আর কোন যোগ্যতা আছে? আমি অত্যন্ত অজ্ঞ।" কিন্তু অন্তরে ষোল আনা প্রশংসার লোভ। কেহ বঞ্চনা না করিয়া সত্য সত্যই যখন আমার মঙ্গলোদ্দেশে আমার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন আর তাঁহার প্রতি আমার ক্রোধের সীমা থাকে না। যিনি জগতের মধ্যে যত বড়ই সাধু মহাত্মা থাকুন না কেন, আমার প্রশংসা না করিলে আমি তাঁহার সাধুত্বের কোন মূল্যই দিব না। আবার নিজে সহস্র ছিদ্রযুক্ত হইয়াও পরছিদ্রানুসন্ধানে আমার কিন্তু খুব উৎসাহ। আত্মস্তুতি শ্রবণে যেমন আমার আনন্দ, পরনিন্দাকীর্ত্তনেও ঠিক আবার তেমনই উৎসাহ। আমার বন্ধু বলিয়াও যাহারা জুটিয়াছে, তাহারাও আমার প্রকৃতি বুঝিয়া লইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ স্তুতি করিয়া আমার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া খাইতেছে। এমনই হতভাগ্য আমরা যে, যিনি আমার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাকেই বলিতেছি—অসাধু, আর আমার কপটী অহিতাকাঙ্ক্ষীকেই বলিতেছি—সাধু।

আমাদের ভালর জন্যই যে সাধুগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের কোথায় ত্রুটী হইতেছে না হইতেছে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন—আমাদের মঙ্গলের জন্যই যাঁহারা তাঁহাদের সকল সুখচেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া কি শীত কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল সময়েই আমাদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আমাদিগকেই ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট—যে সকল নশ্বর জাগতিক দেহ ও মনের সুখকে আমরা বড় বহুমানন পূর্ব্বক আমাদের সমস্ত জীবনটার উৎসাহ উদ্যমের জন্যই প্রদান করি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি না, সেই সকল

আপাত সুখপ্রতীম অথচ পরিণামে দুঃখপ্রদ সুখপ্রদানকে যাঁহারা অত্যন্ত হেয়—ঘৃণিত বলিয়া ত্যাগ করেন এবং আমরা যাহাতে সেই অনিত্য সুখের প্রতি ধাবিত হইয়া পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিনাশ লাভ না করি, তজ্জন্য কত না কত প্রকারে আমাদিগকে সাবধান করেন—উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বক্ষণ অসৎপথে ধাবিত আমাদিগকে ফিরাইবার জন্য যাঁহারা কত না কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন, সেই অহৈতুক কৃপাসিন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের আমাদেরই মঙ্গলের জন্য শাসনবাক্য আমরা শুনিতে চাহিনা, মনে করি সাধুর বুঝি আমার প্রতি ক্রোধ আছে, তাই তিনি আমাকে দেখিতে পারেন না। হায় হায়, যে সাধু ভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ মুর্ত্তিমান ভক্তিরসপাত্র ভাগবত, যে ভাগবতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়া-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতব বা কপটতাশূন্য জীবের ত্রিতাপনাশক, পরমমঙ্গলপ্রদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্বজ্ঞানপ্রদ পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ অন্য শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়াও ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, সেই গ্রন্থভাগবতাভিন্ন ভাগবত সাধুকে আমরা আমাদেরই ন্যায় দোষশীল ব্যক্তিমাত্র জ্ঞানে আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া চিনিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুর্দৈবের বিষয় আর আমাদের কি হইতে পারে? জগতে মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব মৎসরতাবশে একে অন্যের স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু সাধুগণের স্থান যে সে জগতে নাই—সাধুগণ যে সে জগৎ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কি আমরা বুঝিব না? স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত জগতের অনেক লোক আমাকে স্তুতি করিতে পারে, কিন্তু সাধুগণ আমার নিকট ত' কোন বস্তুরই প্রত্যাশী নহেন। ধন বা জন সংগ্রহের লোভ যাহারা করে, তাহারা বরং দাতার চিত্তবৃত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদনুরূপ কথা বলিতে পারে, কিন্তু সাধুগণ ত' আমাদিগের নিকট তাদৃশ কোন বস্তুর প্রয়াসী নহেন। যদি ধন জন লোভীই হইবেন, তবে আমাকে ত তিনি খুব স্তুতিই করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে আমার অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় দিবেন না, আমার মঙ্গলই যে তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হই, তাহা যে তিনি লক্ষ্যই করেন না। যদি আমার নিকট হইতে তিনি কিছুমাত্র অর্থ প্রত্যাশা করিতেন, লোকসংগ্রহই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমার মনে ব্যথা দিতেন না, আমার সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি থাকিত, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। তিনি শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভক্তিসিদ্ধান্তানুগত না হইয়া যাহারা বিপথে চালিত হইতে চায়, তাহাদিগের নিকটে তিনি সাক্ষাৎ দুষ্টের দণ্ড বিধাতারূপে প্রকটিত—নতুবা ভক্তি সিদ্ধান্ত-সম্মত পন্থানুসরণকারিজনগণের নিকট তিনি পরম শান্ত সৌম্য মধুর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন। শ্রীনৃসিংহদেব অভক্ত হিরণ্যকশিপুর নিকটই অতি ভয়ঙ্কর উগ্র মূর্ত্তি প্রকট করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত বালক প্রহ্লাদের নিকট অতি শান্ত অতি কোমল। ভগবদভিন্ন ভক্তও অভক্তের নিকট তাদৃশ ভাবাপন্ন।

জানিনা, আমাদের সে সৌভাগ্য সে সুদিন কবে হইবে, যে দিন আমরা সাধুর সকল চেষ্টা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য জানিয়া তাঁহার চরণে একান্ত ভাবে শরণাগত হইব, সাধুকেই আমাদের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিব, তোষামোদকারী কপট জন অসৎ সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিব। হে গৌরসুন্দর আমাদিগকে কৃপা কর। সাধুকে চিনিবার শক্তিদান কর, সাধুর হিতচেষ্টাকে যেন আর আমরা অহিত জ্ঞান করিয়া সাধুর চরণে অপরাধ সঞ্চয় না করি। সাধুনিন্দা রূপ অপরাধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর প্রভো।

আর কত দেখ্‌বো

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তা,-বেশ আছি ভাল। শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীর ভক্তদের কৃপায় আরো না কত দেখ্‌বো? পেটের চিন্তাও নাই। ভেটের ভয়ও নাই। আদর কি? চর্ব্বচোষ্য লেহ্য পেয় শ্রীপ্রসাদ পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজনান্তে স্বাভাবিক একটু আলস্য বশতঃই তন্দ্রার আবির্ভাব হইল। কিছুক্ষণ পরই মনে হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ভাবিলাম ইঁহারাও পাছে গোঁসাইবাড়ীর ন্যায় চটিয়া যান? যে, এবেলাও বুঝি আবার পেসাদ দিতে হয়। একটু ব্যস্ততার সহিত শ্রীগৌর-কুণ্ডের-ধারে আসিয়া চোক্‌ মুখ ধু'য়ে কুলিয়ার রাস্তা পানে তাকাতেই দেখি, মাঠের মধ্যে স্থূলকায় বিশিষ্ট বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের, পায়ে না-হাঁটা অভ্যস্ত কতকগুলি স্ত্রীলোক একটী পুরুষ ছেলের অগ্রে অগ্রে মনে প্রাণে অতি কষ্টে অগ্রসর হইতেছেন। সকলেই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে মহাপ্রভুর বাড়ী পানে তাকাইতেছেন। বোধ হইল যেন কি বলাবলি করিয়া আশান্বিত হইতেছেন। দেখিতে দেখিতেই শ্রীগৌর কুণ্ডের ধার দিয়া সদর দরজায় উপনীত হইলেন। তখন ঠাকুরদের বাল্য ভোগ হইয়াছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর পাঠ করিবার উদ্যোগে আছেন। মঠ রক্ষক প্রভু ইঁহাদিগকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়াই সম্ভাষণ মুখে একটু অগ্রসর হইলে পুরুষ ছেলেটী বলিয়া উঠিলেন, কি ভাল আছেন ত? প্রত্যুত্তরেও সেইরূপ উত্তর শুনিয়া ঠাকুরদের সম্মুখে আসিয়া সকলে বসিয়া পড়িলেন। দেখিয়া বোধ হইল, অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন। কিন্তু মুখে যেন কেমন একটা আশাতীত নূতন রকমের ভাব দেখা দিতেছে। মঠরক্ষক প্রভু ইঁহাদিগকে শ্রান্তিদূর করণার্থ হাত পা ধুইতে অনুরোধ করিয়া, ছেলেটীর নিকট ইঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ছেলেটীর উত্তরে বুঝিলাম, যশোহর কোন ফ্যাক্‌টরীর বিধাতাকর্ত্তা মিষ্টার এম্ এল্ ঘোষের স্ত্রী সহ কনিষ্ঠা কন্যা, কুষ্টিয়ার উকিল বাবু রাইচরণ দাস মহাশয়ের স্ত্রী ও জনৈক পেন্‌সান প্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের স্ত্রীর সহিত দুইটী বিধবা স্ত্রীলোক। ভক্তদের যত্নে ইঁহারা হাতমুখ ধুইয়া অতি সমাদরের সহিত ঠাকুর দর্শনান্তে যথা যোগ্য প্রসাদ সম্মানে কৃতার্থ প্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার প্রচুর পরিমাণে জলের প্রশংসা করিয়া জল চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন। এমন খোলা হাওয়া, অতি পবিত্র নির্জ্জন শান্তিপ্রদ স্থান, এখান হইতে আর মন প্রাণ যাইতে চাহে না। সেই দিবস এখানে থাকিবার অনুরোধ মুখে, ধাম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া অন্যান্য দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। ইতোমধ্যেই ইঁহারা নিজ নিজ সংগৃহীত তাম্বুলাদি রাগে রঞ্জিত হইয়াছেন, দেখিয়া মঠ রক্ষক প্রভু অতি দুঃখের সহিত হাঁসিয়া বলিতে লাগিলেন। মা-সকল, আপনাদের চরণে আমার একটী বিনীত নিবেদন, মনে কোনরূপ অপরাধ লইবেন না। আপনারা বোধ হয় অতি শৈশবাবস্থায় বিবাহের পূর্ব্বে সকলেই অন্ততঃ নিজ নিজ মাতার প্রেরণায় কিঞ্চিৎ ব্রতাদি পালনরূপ অতি ইতর ধর্ম্ম সঞ্চয় অভিনয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন কি পান তামাক প্রভৃতি কিছু ব্যবহার করিতেন? সকলেই একবাক্যে উত্তর করিলেন, না, তাওকি কখন হয়? প্রভু বলিলেন, তা হ'লে পান তামাক প্রভৃতি নিশ্চয়ই অধর্ম্মের!! কোনরূপ ধর্ম্মের সহিত যখন কিছুমাত্র অধর্ম্মের যোগ হয় না, তখন কৃষ্ণ ভজন, কৃষ্ণ দর্শন, ও কৃষ্ণনাম করিতে এই অতি ঘৃণিত অধর্ম্মগুলি [illegible] সহিত স্থান পাইল কেন? [illegible] কি ঐ সকল ইতর ধর্ম্মোপদেশের [illegible] ছোট? এখন বুঝি আপনারা [illegible] স্ত্রী, সন্তানের মা, [illegible] ও গোঁসাইয়ের শিষ্য [illegible] ([illegible] একান্ত স্বার্থসাধনতৎপর [illegible] শিক্ষানুসারেই) এই [illegible] হইয়াছেন? তখন ইঁহারা সকলেই চকিতের ন্যায় এক দৃষ্টে তাকাইয়া একাগ্র মনে শুনিতেছিলেন। এইরূপ অনেক প্রকার আলাপের পর প্রভু কলির প্রতিকূল স্থান-পঞ্চকের কথা বলিলেন।

> অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি
> কলয়ে দদৌ।
> দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্ম-
> শ্চতুর্ব্বিধঃ॥
> পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ
> প্রভুঃ।
> ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ-
> পঞ্চমম্॥
> অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ
> কলিঃ।
> ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নি-
> দেশকৃৎ॥
> অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ
> ক্বচিৎ।
> বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোক-
> [illegible] পতিগুরুঃ॥
> (ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

সূত বলিলেন,—রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বাসোপযোগী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধক্রিয়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী আসক্তি), সূনা (জীবহিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম আছে, সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান করিলেন। (উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) পুনরায় স্থান প্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণ প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণদানেই কলিকে মিথ্যা, অহংকার, স্ত্রীসঙ্গ জন্য কাম, রজোমূলা হিংসা এই চারিটী স্থান ও পঞ্চম শত্রুতা-রূপ-স্থানটী প্রদত্ত হইল। অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, উত্তরা নন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রদত্ত ঐ পাঁচটী স্থানে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিল। অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোক-গুরু, [illegible] ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত। রেজোদ্বারাই কলির পূর্ণ আত্ম স্থান।

এখন বুঝিয়া দেখুন [illegible] আপনারা সকলেই [illegible] প্রাচ্যে উপনীতা [illegible]

[illegible] শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনে একান্ত [illegible] [illegible] [illegible] অসহনীয় দুঃখ-[illegible] সহ্য করিয়াও ছুটিয়া [illegible]। এখন এইপ্রকার দুর্দিত [illegible] সর্বাশ্রয়কারী জনকের সঙ্গ [illegible] কি আপনাদের পক্ষে [illegible]? আপনাদের চরণে [illegible]। মদীয় পুরুষটীর বেলা [illegible] স্থান পরিত্যাগের [illegible] আকারে ইঙ্গিতপ্রকাশ সত্ত্বেও সকলেই অবিচলিত ভাবে অশ্রুপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিতাম্বরে একান্ত আগ্রহের সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। [illegible] এস্ এন্ ঘোষের সুযোগ্য স্ত্রী উত্তর করিলেন,—আমাদের ভাগ্যে কি আর আপনাদের ন্যায় এমন জ্ঞানের কথা শুনিতে সক্ষম হইব? ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলেই বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে অশ্রান্ত দর্শনে গমন করিলেন। তখনই মেদিনীপুর জেলার শ্রীযুত মন্মথনাথ অধিকারী মহাশয় ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া প্রসাদাদি প্রাপ্তির প্রার্থনায় চাতকের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রতাপরুদ্র গৌড়ীয় ভক্তগণের বাসস্থান ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে চারি সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ গৌরসুন্দরের নিকট প্রতাপরুদ্রের প্রভু দর্শনার্থ আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজার সান্ত্বনার্থ নিত্যানন্দপ্রভু যুক্তি করিয়া রাজাকে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত একটী বহির্ব্বাসখণ্ড প্রদান করিলেন। পরে রামানন্দের আগ্রহে মহাপ্রভু সমীপানীত রাজপুত্রকে কৃষ্ণজ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন। সেই প্রেমাবিষ্ট পুত্রস্পর্শে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রভুর কৃপালাভ ও প্রেমোদয় হইল। রথযাত্রার পূর্ব্বে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনলীলা প্রকাশ করিলেন। মন্দির-মার্জ্জন সময়ে জনৈক গৌড়ীয় মহাপ্রভুর পাদোদক [illegible]পূর্ব্বক, পান করিলে জগদ্গুরু [illegible] লীলা-প্রদর্শক মহাপ্রভু ভগবন্মন্দিরে [illegible] (জীবের পক্ষে) সেবাপরাধ মধ্যে গণ্য জানাইবার জন্য [illegible] গৌড়ীয়াকে গৌড়ীয়েশ্বর [illegible] [illegible] দ্বারা গুণ্ডিচা হইতে বাহির [illegible] দিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের [illegible] নব-যৌবন-উৎসব দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথের "পাণ্ডুবিজয়" দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় প্রতাপরুদ্রকে সুবর্ণ মার্জ্জনী দ্বারা রথ-গমনের পথ-মার্জ্জনরূপ নৈষ্ঠমী সেবা করিতে দেখিয়া প্রভু অন্তরে প্রতাপরুদ্রের—প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সপ্তসম্প্রদায় রচনাপূর্ব্বক রথাগ্রে ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিলেন এবং কীর্ত্তনমধ্যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। কীর্ত্তনাদির পর বলগণ্ডি-উপবনে বিশ্রামকালে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইলে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশে একাকী মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু রাজার মুখে কালোচিত ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ শ্রবণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। রাজার বৈষ্ণব-সেবায় নির্ব্বন্ধ দর্শনেই প্রভুর রাজার প্রতি কৃপা হইল, মহাপ্রভু আর তখন রাজাকে 'বিষয়ী' না জানিয়া বৈষ্ণব-সেবক-জ্ঞানে কৃপা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহের অস্থায়ী সহযোগী জেলা ও দায়রার জজ শ্রীযুক্ত অমলেন্দু নাথ সেন মহাশয় মিঃ ইউনি সাহেবের স্থানে জেলার জজ হইলেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত সতী প্রসন্ন সরকার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মৌলবী মকম্মদ সামসুদ্দিন নদীয়া হইতে বদলী হইয়া টাঙ্গাইল মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

নদীয়ার জজ মিঃ ইউনি সাহেব জেলা বাখরগঞ্জে জেলা ও দায়রা জজ হইলেন।

বুড়ো শিবতলার নাগরী-সম্প্রদায়ের কাগজের ফাল্গুন সংখ্যায় ধুলটে খুনোখুনি শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাচীন কুলিয়া সহরের হরিসভার শিতিকণ্ঠ বাবুকে কে একজন রাবাবাজারের হাত হইতে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া গুরুতর আঘাত করিয়াছে। তাহাতে দুইজন ডাক্তার তাঁহার ইন্‌জেকসন কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। প্রাচীন কুলিয়ার [illegible] মধ্যে কেহ কেহ কেবল [illegible] করিয়া গোস্বামী-বৈষ্ণবগণের উপর ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করেন, এরূপ নহে। সহরের [illegible] উপরও [illegible] [illegible] হইয়া সংকীর্ত্তন-যজ্ঞকে কর্মাকাণ্ডের মধ্যে করেন, তাঁহারা কোনও দিনই গৌর-বিহিত-কীর্ত্তন করেন না। নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভজনের চেষ্টা দেখাইয়া কীর্ত্তনকে পরিশেষে হিংসা ও মৎসরতায় পরিণত করেন। কুলিয়া সহরে যে প্রকার লোমহর্ষণ কার্য্য সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে কোনও নিরীহ ব্যক্তি সেখানে ভবিষ্যতে তীর্থোপলক্ষে যাইতে সাহস করিবেন না মনে হয়। এই সকল অবৈধ কার্য্য কি নিবারিত হইতে পারে না?

নাগরী সম্প্রদায়ের কাগজে প্রকাশ যে, শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর "গৌরাঙ্গ মাধুরী" কাগজের সম্পাদন করিলেন। তাহাতে নাগরী সম্প্রদায় উল্লসিত হইয়া বলিতেছে যে, গৌরধর্ম্মের প্রচারের ইহাতে বিশিষ্ট সুযোগ হইল। আমরা বলি, "গৌরধর্ম্ম" ও "গৌর-ভোগীর ধর্ম্মে" আকাশ পাতাল ভেদ আছে। একটী বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, অপরটী আর কিছু। জড়মাধুরীর উপভোগকারী কখনই 'ভক্ত' শব্দ বাচ্য নহে, কিন্তু 'ভোক্তা' শব্দ-বাচ্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য দর্শন না করিয়া কপট-স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার মাধুর্য্যকে বলপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে গ্রহণ করিতে গিয়াও কোনও নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের আবাহন না হইয়া পড়ে, ইহাই আমাদের আশঙ্কা।

"বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" নামক পত্রের সহিত ইংরেজী সংস্করণ মিলিয়া গিয়াছে দেখিয়া নাগরী সম্প্রদায়ের চেষ্টার শৈথিল্য প্রমাণিত হয়। ইহাদের বিস্মৃতি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে মুসরাইয়া যাইবার কোন কারণ নাই। কেননা সাধারণতঃ ভোগিসম্প্রদায় ইহাদিগের রসদ যোগাইতে ব্যস্ত আছে।

"জন্মস্থান-নির্ণয়-সমিতি" গৌরাঙ্গ-সিংহের জন্মভূমিতে আপাততঃ যে একটী প্রস্তরফলকযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহাতে কি পুণ্য হইবে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আর তাদৃশ মৎসরতাযুক্ত হিংসার কার্য্যে লোকেই বা কেন অর্থ সাহায্য করিবে, তাহাও বুঝা যায় না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই যুগ চতুষ্টয়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের হিংসা করিবার লোকের অভাব নাই কিন্তু তাহারা সকল যুগেই নিজ নিজ অবৈধকার্য্যের জন্য দণ্ডিত হইয়াছে। এই কলিযুগে বিদ্বেষী, অর্থলোভী জনগণ ভূমির মূল্য অধিক [illegible] যে অর্থ উপার্জ্জন করিবেন, [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible] আহার্য্য গ্রহণ করিয়া হরিসেবার কার্য্যে ব্যয়িত করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে মৎসরতামূলে ধর্ম্মের আবরণে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত হইতে হয় না।

সদানন্দপুরের শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠানন্দ বাবাজীর পুষ্পোদ্যানের লীলামৃত ভোগ করি এখন কাকুড়ের মাঠে স্থানান্তরিত করাইবার জন্য পোষ্ট মাষ্টার বাবুর ভেস্‌প্যাচ্-চেষ্টা হইয়া থাকিবে। সকল মির্জাপুরের [illegible] দোগাছিয়ার মাষ্টার বাবু যে, ভোজ বন্দ করিলেন, তাঁহাকে তাহার অধিক যোগ্যতার পরিচয় হয় নাই। এখন কাকুড়ের মাঠে "ঘোষঘাট" 'নদীবর্দ্ধন' প্রভৃতি স্থাপিত হইলে পুষ্পোদ্যানে প্রাকৃত বিকারের তাণ্ডব-নৃত্য হইতে পারে। এই স্থানে বিধবা বিবাহের সভা সমিতি কিছুদিন আগে গঠিত হইয়াছিল। তবে বোধ করি, এ দেশ হইতে পাঞ্জাবে বিধবা চালান দেওয়া কেহই অনুমোদন করেন না।

মাতৃমন্দির প্রভৃতি বিদেশীয়গণের সেবাশ্রম নৈতিক জগতে অধিক মূল্য আনয়ন করিতে অসমর্থ। তথাপি একদেশ দর্শনে ঐ সকল নীতিবিগর্হিত কার্য্যের ন্যূনাধিক সাহায্যকারিগণ নরজাতির হিতৈষী বলিয়া গণিত হন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত হইতে পারিলে কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে হয় না। ঠাকুর হরিদাস এই শ্রেণীর নীতির অনুমোদন করেন নাই। তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে পতিত জীবের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন।

নানা কথা

গত শুক্রবার ২৪ পরগণার এক্‌সাইজ ইন্‌স্পেক্টর মনিরুদ্দিন আহম্মদ টিটাগড়ের ৩ খানি বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া বহু কোকেন পাইয়াছেন। শীতল সিংহ নামে এক ব্যক্তি ও তাহার ১০ জন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, দুই ব্যক্তি চন্দননগর হইতে ২ মণ ফরাসী মদ নৌকা করিয়া টিটাগড়ে লইয়া যাইতেছিল। পুলিশ সন্ধান পাইয়া সেই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে তাহারা শীতল সিংহকে ঐ ব্যাপারে জড়িত করে।

গত শুক্রবার রাত্রিতে কাতরা পাড়ি-মার-কুলি লাইনে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। প্রথমে একটী কুটিরে অগ্নি লাগে, পরে সেই অগ্নি বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইয়া প্রায় ৩শত গৃহ ভস্মীভূত [illegible] কায়ার ব্রীগেড্ অনেক চেষ্টার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়, [illegible] প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চট্টগ্রামের খড়ক্তিগ্রামে কতিপয় বালুকারা সম্প্রতি ১৯ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ একটী সর্প ধরিয়াছে। সর্পটী খুব মোটা, বর্ণ পীত [illegible] আকার হয়।

[illegible] জেলার জমীদার অমরনাথ [illegible] অলগুকে তাহার নিজের [illegible] তাহার বেগার [illegible] অদ্যগু তাহা অস্বীকার করায় অমর সিং ও [illegible] সিং দুইজন তাহাকে মারিতে আরম্ভ করেন। শেষে উহাকে মাটিতে ফেলিয়া মজরু অলগুর উপর চাপিয়া বসিতেই অলগুর [illegible] বহির্গত হয়। বিচারে [illegible] সশ্রম কারাদণ্ড ও অমর সিংয়ের [illegible] দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত ২১শে মার্চ রাত্রে কুষ্টিয়া [illegible] এক শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ সীতানাথ বিশ্বাস তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত রাত্রে পাকশালায় ভোজন করিতেছিল। এমন সময় হত্যাকারিগণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রদীপটী নিভাইয়া দেয় ও কেহ [illegible] ভ্রাতুষ্পুত্রের গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বাক্‌রহিত করিয়া ফেলে এবং কেহ কেহ সীতানাথকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করে। হত্যাকারিগণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হাওড়া বাগনান থানার অধীনস্থ মণ্ডয়া গ্রামে [illegible] গৃহে এক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতগণের সহিত অস্ত্র শস্ত্র ও বন্দুক ছিল। তাহারা নির্বিঘ্নে টাকা ও গহনাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বোম্বাই চৌপট্টিতে দুইজন অষ্ট্রেলিয়ান্ কিয়দ্দিন হইতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। গত ২২শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে একদল হিন্দু যাইয়া তাঁহাদের তাঁবুর খোঁটা উপড়াইয়া উহা ফেলিয়া দেয়। পুলিশ প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ আসিয়াও কিছু করিতে পারে নাই।

'সি টোন্' নামক সুইডিস্ ষ্টীমার নিউ অর্লিয়ান্স হইতে আলেকজান্দ্রিয়া যাইবার পথে টাবিকার নিকট প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ হইয়া ফাটিয়া যায়। বি, আই, এস্ এন কোম্পানীর 'ডোমালা' নামক একটী জাহাজ উক্ত জাহাজের এক নৌকায় ১২ জন লোককে উদ্ধার করিয়াছে। আর একখানি নৌকায় ১১জনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গত ২২শে মাদুরায় আগুন লাগিয়া ৭০টী পরিবার গৃহশূন্য হইয়াছে।

সি, আই, ডি বিভাগ ডিটেকটিভ পুলিশের সাহায্যে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কোন গ্রামে একটী বড় রকমের নোট জালের আড্ডার সন্ধান পাইয়াছে এবং নোট জালকারীদের মধ্যে ৭জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সেখানে নাকি লক্ষ টাকার নোট জাল হইয়া কলিকাতা, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে চালান হইয়াছে। প্রকাশ যে, [illegible] নামক এক ব্যক্তি ১খানি ১শত টাকার জাল নোট নৈহাটীর এক মাড়োয়ারীর নিকট চালাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পুলিশ তাহার নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া আরামবাগে মহম্মদ হোসেন নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, আবার তাহার নিকট সন্ধান পাইয়া বর্দ্ধমানের হংসেশ্বর ও জগদীশ সামন্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। এই সামন্তদিগের গৃহে বহু জাল নোট ও নোট ছাপাইবার যাবতীয় বস্তু পাওয়া গিয়াছে। বগলা দুলে ও আফতল গফুর নামক দুই ব্যক্তিও গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধৃত ৭জন আসামী বারাকপুর এস, ডি, ওর আদালতে অর্পিত হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে বামুনগাছি এঞ্জিন শেডের নিকট খেলার মাঠে লেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারী কিরণ চন্দ্র মিত্রের নেতৃত্বে শ্রমিকগণের এক সভা আহূত হয়। মিত্র মহাশয় বলেন, বামুনগাছির সমস্ত ড্রাইভার ধর্ম্মঘটে যোগদান না করা পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যহ এই স্থানে ধর্ম্মঘট করিব। ভিড় কমাইতে গিয়া জনৈক পুলিশ সব্ ইন্‌স্পেক্টর মোটর গাড়ীর তলায় পড়িয়া যান। আঘাত বেশী গুরুতর হয় নাই।

কলিকাতা সিটিকলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হেরম্ব নাথ মুখোপাধ্যায় এবার বি, এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাম মোহন রায় হোষ্টেলে বক্তৃতা করে, এই অজুহাতে প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাহার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট উইথড্র করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞাপন করায় গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে এক সভায় স্থির হইয়াছে, ছাত্রটী এবার পরীক্ষা দিতে পারিবে না।

ভূমিকম্পের ফলে মেক্সিকো সহরের নানাস্থানে আগুন লাগিয়াছিল। একটা পুরাতন আগ্নেয়গিরিতে বহুদিন অগ্ন্যুদগম বন্ধ থাকিবার পর আবার ভীষণ অগ্ন্যুদগম আরম্ভ হইয়াছে।

গত শুক্রবার হাওড়ার ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মিত্রের উপর এই নোটিশ জারী করেন যে, তুমি বামুনগাছির সীমানা মধ্যে কোন সভা-সমিতি করিতে পারিবে না। মিত্র তাহাতে বলেন, যেহেতু আমার ইউনিয়ন রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক অস্বীকৃত নহে, সেহেতু রেলের শ্রমিকগণের জন্য রেলের জমিতে সভা করিবার অধিকার আমার আছে। যাহা হউক নিষেধ সত্বেও সভা হয়। সভায় স্থির হয় যে, বার্ণ কোম্পানীর কুলিগণ যাহাতে কার্য্য না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে থামাইবার চেষ্টা হইবে। হাওড়া ষ্টেশনের গাড়ী ধুইবার কালে দুইজন চীনা সূত্রধর কাটা পড়িয়াছে। হাওড়া মালগুদামের অনেক কুলি ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। ই, আই, রেলের এজেন্ট গত ২৩শে মার্চ্চ যে ইস্তাহার দিয়েছেন, তাহাতে ধর্ম্মঘটের আর প্রসার হয় নাই, কাজ অনেক ভাল চলিতেছে, শীঘ্রই শান্তি হইবে, এইরূপ জানা যায়। কিন্তু মিঃ মিত্র বলেন, বামুনগাছিতে সভা না করিতে দেওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কর্ত্তৃপক্ষ নূতন লোক লইতেছেন শুনিয়া শ্রমিকগণ শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চালাইবে বলিতেছে। হাওড়ার অন্যান্য বিভাগের লোক শীঘ্র সত্যাগ্রহে যোগদান করিবে।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্র শচীন্দ্র মিত্রের মাতা উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট তাঁহার পুত্রের কি অপরাধ জানিতে চাহেন। তাহার উত্তরে অধ্যক্ষ বলেন, শচীন্দ্রকে অন্য কলেজে ট্রান্সফার লইতে বলায়, সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। তাহার মাতা পুনরায় অধ্যক্ষকে লেখেন, শচীন্দ্রকে অন্য কলেজে যাইতে কেন বাধ্য করা হইতেছে, তাহা তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানান উচিত ছিল। শচীন্দ্রের মাতা সিণ্ডিকেটের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার পুত্রের প্রতি যাহাতে কোন অবিচার না হয়, তাহার জন্য এক আবেদন করেন। সিণ্ডিকেটের এক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উক্ত কলেজ হইতে বিতাড়িত ছাত্র অন্য কলেজে য়্যাড্‌মিসন লইতে পারিবে।

গত ২২শে মার্চ্চ প্রত্যূষে রাজা আমানুল্লা টেমস নদীবক্ষে বিচরণার্থ বাহির হইয়া লণ্ডন বন্দরটী পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেন। নদী হইতে তিনি শকমজর্জ ও এলবার্ট পোতাশ্রয়ে গমন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি গ্রিনিচের মানমন্দির দর্শনে গমন করেন।

এবার [illegible] [illegible] বেসরকারী [illegible] করিয়াছেন। জাতীয় দল ও দ্বিতীয় [illegible] সম্রাট অধিবাসীর প্রথম [illegible] প্রধান সেনাপতি, সার [illegible] প্রভৃতি বড় লাটের শাসন [illegible] আরও কয়েকজন সদস্য, [illegible] মহারাজ এবং উত্তর মাবরলাপ প্রতিষ্ঠানের সকল দলের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়া মিঃ জি, জি, প্যাটেলকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

রাজা আমানুল্লার ইংলণ্ড ভ্রমণ সংক্রান্ত ঘটনা চলচ্চিত্রে নিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল চিত্রের ঘটনা পারস্যভাষায় নিবদ্ধ হইয়া সেগুলি আফ্‌গানিস্থানে প্রেরিত হইবে।

সামরিক শিক্ষার জন্য আফ্‌গান সরকার ২৫জন যুবককে তুরস্কে পাঠাইয়াছেন। ছাত্রগণ প্রথমে তুর্কীভাষা শিক্ষার জন্য প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। পরে তাহারা সামরিক কলেজে গৃহীত হইবে।

খুড়ীর নিকট সম্পত্তি না পাইয়া অনাথমোল্লা খুড়ীকে হত্যা করে। পাবনা দায়রা জজ শ্রীযুত এইচ, কে, বসু জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন

শুনা যায়, সম্প্রতি ইংলণ্ডের এক বিশিষ্ট অ্যাংলো অ্যামেরিকান কোম্পানি একশত যাত্রীর ভ্রমণোপযোগী দুইটী প্রকাণ্ড এরোপ্লেন নির্ম্মাণ করাইতেছেন। এই এরোপ্লেনে করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাতায়াত চলিবে। তাহাতে মাত্র দেড় দিন সময় লাগিবে। মিঃ লিণ্ডবার্গ ঐ বিমান প্রথম পরিচালন করিবেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতেই নাকি চলাচল আরম্ভ হইতে পারিবে। প্রত্যেক যাত্রীকে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা যাইতে ১৫শত টাকা ভাড়া দিতে হইবে, পরে কমিতে পারে। ঐ এরোপ্লেনে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডন যাইতে ৩৬ঘণ্টা ও লণ্ডন হইতে বোম্বে যাইতে ৫২ঘণ্টা সময় লাগিবে। উহার মধ্যে গৃহের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

গত ২২শে মার্চ্চ অপরাহ্ণে পোর্টল্যাণ্ডের নিকট "আর ৪" সাবমেরিণের সহিত মাষ্টার নামক ডেষ্ট্রয়ারের সংঘর্ষ হয়। সাবমেরিণের কেবল পেরিস্কোপটাই জখম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ। অন্যদিকে দিয়া যাওয়ার ফলেই এরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে।

[illegible] শ্রীভাগবত প্রেস হইতে শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

[illegible] আবেদন

[illegible] জনমে জনমে
[illegible] চরণ পাই।
[illegible] না করিলে দয়া
[illegible] পড়িয়া রব ॥

[illegible] দয়ালো নরণী
[illegible] বিদিত নাম।
[illegible] পাপেতে ডুবিয়ে
[illegible] গুণধাম ॥

নাম দিয়ে প্রেম দেও তুমি ভাই
তোমার ভকত-বাণী।
ভক্ত বাণী বৃথা করিবে কি গৌর
তুমি নাম-চিন্তামণি ॥

ভকত বৎসল পতিত পাবন
তোমাকে সকলে বলে।
কে আর ডাকিবে দয়াল বলিয়ে
ভক্ত বাক্য বৃথা হ'লে ॥

দোষ গুণ আদি না ক'রে বিচার
পাতকীরে তার' ব'লে।
ব'সে আছি নাথ সে ভরসা ক'রে
লওহে চরণে তুলে ॥

বুড়োর কথা

'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'—তাই বলি একটা কথা শোন, সেকেলে কথা ব'লে একেবারে অগ্রাহ্য করো না। কথাটী বল্‌বো পরে এখন একটা গল্প বলি শোন। এক সময় এক পণ্ডিত নৌকায় চড়ে নদী পার হচ্ছেন আর মাঝিকে পণ্ডিতী ভাষায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন—ওহে নাবিক! তুমি ন্যায় পড়েছ? মাঝি ত অবাক্, বলে কি বল্‌লেন, আমিত আপনার কথা বুঝ্‌তেই পারলাম না, ন্যায় কাকে বলে, একথা ত আপনার মুখে এই নূতন শুন্‌লাম। ওহো! নাবিক! তোমার জীবনটা বৃথায় গেছে হে, আচ্ছা বেদান্ত পড়েছ? মাঝি বল্‌লো, না পণ্ডিত মশাই, আমি ও' সকল পুঁথির নামও শুনি নাই। তখন আবার পণ্ডিত মশাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বল্‌লেন ওহো নাবিক! জীবনটা বৃথা অতিবাহিত [illegible] হে; আচ্ছা বলদেখি কাব্য কি [illegible], মাঝি বললো না [illegible] আমি মূর্খ, লেখাপড়া [illegible] ওহে নাবিক! [illegible] জীবনটা বৃথা [illegible] হঠাৎ নদীর [illegible] এক ঢেউ উঠলো [illegible] নৌকা ডোবে আসিয়া নিয়ে গেল। [illegible] পণ্ডিত মশাইকে বল্‌লো, [illegible] আপনি সাঁতার [illegible] তখন প্রাণের ভয়ে [illegible] উঠলেন, নাহে, নাবিক [illegible] এখন কি করি? তখন নাবিক বল্‌লো বল্‌ব আর কি, এত প'ড়ে শুনেও কিন্তু আপনার জীবনটা বৃথায় গেল, মূর্খ হয়েও আমাকে মাঝ নদীতে অকালে প্রাণ হারাতে হলো না।

তাই বল্‌ছি তুমিও ত অনেক পড়া শুনা কর্‌লে, কলেজে এম, এ, পর্য্যন্ত পড়েছ, সংস্কৃত, কাব্য, ব্যাকরণ পড়েছ, ন্যায় বেদান্ত বোঝোনা তাও নয় তবে দেখো যেন আমাদের ঐ পণ্ডিত মশায়ের মত মাঝ নদীতে প্রাণ হারাতে না হয়। তাই ব'লে আমি বল্‌ছি না যে তোমরা ঐ নাবিকের মত মূর্খ হয়ে যাও। আমি বল্‌ছি আগে নিজকে বাঁচাতে শিখ্‌বে নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। অবিদ্যা-সমুদ্র—যাকে ভবসমুদ্র বলে, সেটা পার হ'তেই হবে, আজই হোক্ না হয় দু' দিন পরেই হোক্। বিদ্যা শিখে যদি অবিদ্যা সমুদ্রে হাবু ডুবু খেয়ে অবশেষে পণ্ডিত মশাইয়ের মত প্রাণ হারাতে হয় তা হ'লে আর কি হ'ল বল দেখি? যদি বল যত দিন বেঁচে থাক্‌তে হবে তত দিন ত দুটা খাবার জন্যে পয়সা রোজগার কর্‌তে হবে, না হলে সংসার চলবে কি করে, আবার পয়সা রোজগার কর্‌তে হলে পণ্ডিত হতেও হবে। আমি কিন্তু তোমরা মূর্খ হইয়া থাক, পয়সা রোজগার করো না তা বল্‌ছি না। আমি বলছি শুধু ঐরকম পণ্ডিত হ'লে চল্‌বে না, পরবিদ্যার পণ্ডিত হও, যে বিদ্যা বলে আত্মরক্ষা করতে পারা যায়। যে লেখা পড়া চাকরীর জন্য আবেদন-পত্তর লেখ্‌বার সাহায্য করে, কি দুচারটী নভেল নাটক লিখ্‌বার মত করে তুলে, সে সব বিদ্যা শিখে আজ আমাদিগের কি গতি হয়েছে, একবার ভেবে দেখ দেখি? বল্‌তে বল্‌তে আমার একটা পুরাণো গান মনে পড়্‌লো, গানটা এই—

মনরে কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতি শাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ।
কিন্তু দেখ চিন্তাকরি, যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব ॥

[illegible] ভ্রাতৃগণের প্রতি

[illegible] ভারতবর্ষে যেরূপ [illegible] সেরূপ দেখা যায় [illegible] কথা ভারতবাসীর নিকট [illegible] অন্য দ্বীপবাসীর নিকট [illegible] নহে, অন্য দ্বীপবাসীর [illegible] দেবতাদিগের নিকটও ততটা পরিচিত নহে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দেবতাগণও এই পুণ্যময় ক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য এক সময় লালায়িত হইয়াছিলেন। আজও ভারতে যাহা দেখা যাইতেছে তাহা অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এক সময় ধর্ম্মই ভারতবাসীর জীবন ছিল, ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা না করিয়াছেন কি? সামান্য স্ত্রী পুত্রাদির কথা দূরে থাকুক, ধর্ম্মের জন্য আত্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে, তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও অকৃত্রিম গুরুসেবা স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ধর্ম্মবলে তাঁহারা এতদূর বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের নিকট অন্য দ্বীপবাসিগণ সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের তেজে রাজাদিগের বাহুবল খদ্যোতের ন্যায় চিরকাল নিষ্প্রভ ছিল। ভারতবাসিগণ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজদিগকে এরূপ গৌরবান্বিত মনে করিতেন যে অন্য দ্বীপবাসীকে তাঁহারা মনুষ্য মধ্যেই গণনা করিতেন না। এমনকি তাঁহাদের স্পৃষ্ট জলপর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। অন্য দ্বীপবাসীর কথা দূরে থাকুক ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-রহিত অন্ত্যজ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্যও গ্রহণ করিতেন না। ভারতবাসী বর্ত্তমানে আচারভ্রষ্টপ্রায় হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখনও দেখা যাইতেছে। সেই ভারতবাসীর আজ কি দুর্দ্দশা! যে ভারতবাসীকে সপ্তদ্বীপ বাসীর লোকে ভয় করিত, যে ভারতবাসী এক সময় বীর্য্য বুদ্ধিতে সর্ব্বজীবের নমস্য ছিলেন, তাঁহাদের আজ কি দুর্গতি! যাঁহারা একদিন সর্ব্বজীবের অধিপতি ছিলেন, তাঁহারা আজ অন্যের পদদলিত। কেন, কারণ কি? কারণ আছে, প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলেই জানা যাইবে যে, যুগারম্ভে ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় ছিল, ধর্ম্ম যখন কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল, তখন দ্বিতীয় যুগারম্ভ-কাল, তৃতীয় যুগারম্ভে ধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ লুপ্ত-প্রায় হইল। এইরূপে ধর্ম্ম হ্রাস হইতে হইতে বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই প্রকার ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের দুর্গতির চরমাবস্থায় [illegible] [illegible] উপনীত হইয়াছি। এখন যদি আমাদিগকে পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে হয় তাহা হইলে ধর্ম্মের উন্নতি করিতে হইবে। [illegible] আছে, এ কথায় [illegible] কোন [illegible] নাই। [illegible] আমাদের [illegible] স্বীকার করিবেন [illegible] অন্য পর্য্যন্ত তাঁহারা জানতে পারেন না। ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও টেমস্ নদীর হাওয়া খাইতে পাইলে নিজদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। ধার্ম্মিকশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে উপহাস করিতে, তাহাদের প্রতি হিংসা করিতে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিদ্বেষ করিতে আমরা বাল্যকাল হইতেই শিখিয়া আসিতেছি। যে ধর্ম্ম একদিন ভারতবাসীর জীবন ছিল, সেই ধর্ম্ম আজ তাঁহাদের নিকট উপহাস ও বিদ্বেষের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া আমরা এতদূর হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি যে, স্বভাবতঃই অন্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে এবং তাঁহাদের অনুকরণে আমরাও ঐরূপ হইব মনে হইতেছে। এই জন্যই বোধ হয় নিজদেশের ধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য দেশবাসীর সঙ্গ এবং তদ্দেশীয় ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট এখন আদরের বস্তু হইয়াছে আর তার ফলে হইতেছে 'পর ধর্ম্ম ভয়াবহ'। অহো! ভারতবাসীর গৃহে আবার সেই দিন কবে আসিবে, যে দিন তাঁহারা ধর্ম্মকে সমাদর করিতে শিখিবেন। ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায়, গুরুসেবা তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে। হে ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, তোমরা কোন জাতির আর্থিক উন্নতি দর্শনে মোহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ ধর্ম্ম ছাড়িতে উদ্যত হইতেছ কেন? ঐশ্বর্য্য ও পরমার্থের উন্নতি সাধনে ব্রতী হও দেখিবে ব্রহ্মান ঐশ্বর্য্যও তোমাদের নিকট কীটবৎ বোধ হইবে। অতএব নিবেদন

হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং ॥

সাময়িক সংবাদ

শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্যমঠে প্রতিদিন সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর চৈতন্যভাগবত পাঠ কীর্ত্তন হইয়া থাকে পাঠকগণ অবগত আছেন। একটী ঘটনা বলিতেছি—ঘটনাটী কয়েক দিবস পূর্ব্বের। এক দিন পাঠক মহাশয় শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠের প্রারম্ভে 'কে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ

করিবেন এবং কেহ বা প্রবৎ [illegible] প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্ব্বক কথা [illegible] অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব [illegible] স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু [illegible] আর—এই পয়ারটী কীর্ত্তন [illegible] ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে একটী আগন্তুক অল্প বয়স্ক বাবাজীও ছিলেন। তাহার সঙ্গে একটী বয়স্কা স্ত্রীলোকও ছিল। তিনি * * * * পরিব্রাজকাচার্য্য বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়ের উক্ত পয়ারটির ব্যাখ্যা শুনিয়া বাবাজী মহাশয়ের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ বৈর্য্যাবলম্বনের পর পাঠান্তে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বলিলেন—"আপনাদের সকলই ভাল কিন্তু একটীর অভাব আপনাদের সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। তৃণাদপি সুনীচত্ব আপনাদের নাই। আপনাদের গৌড়ীয় পত্র আমি পাঠ করিয়া থাকি এবং অন্যান্য পত্রিকাও পাঠ করিয়া থাকি কিন্তু আপনাদের লেখনীমধ্যেও তৃণাদপি ভাব নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'তৃণাদপি' শ্লোক শিক্ষা দিলেন আপনারা কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ পালন করেন না।

বাবাজী মহাশয়ের কথা শুনিয়া পাঠক মহাশয় তাঁহার ব্যাখ্যা যে বাবাজী মহাশয়ের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন তথাপি বলিলেন—আপনি চৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের তৃণাদপি সুনীচত্বের অভাব কোথায় দেখিলেন। আপনি আজ তাঁহাদের মঠে আসিয়াছেন তাঁহারাও আপনাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীমঠে স্থান দিয়াছেন এবং যাহাতে আপনার কোন বিষয় ত্রুটী না হয় তদ্বিষয়েও বিশেষ যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের তৃণাদপি সুনীচত্বের অভাব আপনি কিসে দেখিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন—আপনাদের ব্যবহারিক তৃণাদপি সুনীচত্বের অভাব না থাকিলেও পাঠে, লেখায়, তৃণাদপি সুনীচত্বের অভাব দেখা যায়। বাবাজী মহাশয় অদ্য শ্রীমঠে অতিথি হইয়াছেন, পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন এই জন্য পাঠক মহাশয় প্রথমে তাঁহার কথার কোন উত্তর দেন নাই পরে বাবাজী মহাশয় বারম্বার বিচার প্রার্থনা করিলে পাঠক মহাশয় তাহার কথার উত্তর দেন।

পাঠক মহাশয় বলেন,—বাবাজী মহাশয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃণাদপি শ্লোকে বৈষ্ণবের স্বভাব নির্ণয় করিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি কপট দৈন্যের প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—জন্মগত, ঐশ্বর্য্যগত, পাণ্ডিত্যগত এবং সৌন্দর্য্যগত—এই চারি প্রকার অভিমানশূন্য বৈষ্ণবগণই অকিঞ্চন। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে তৃণাদপি সুনীচ। বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণ—[illegible] কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট। বাহিরে লোক [illegible] তৃণাদপি শ্লোকের [illegible] অন্যোন্যম্। নিজে আচরণ করিয়া যাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা বাহিরে যতই দৈন্য দেখাই না কেন তাহাকে কখনই বৈষ্ণবতা বলা যাইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ কপট দৈন্যপ্রকাশকারী এক দল লোক নিরীহ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া নিজের উদর ভরণাদি ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত ছিল—তৎকালে ঠাকুর নরোত্তম আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন,—'কপট বৈষ্ণব বেশে অর্থলাভ এই আশে ভ্রমিয়া বেড়ায় দ্বারে দ্বারে'—যাহারা বাহিরে বৈষ্ণবের বেশ ধারণপূর্ব্বক বৈষ্ণবের অনুকরণে কপট দৈন্য প্রকাশ করিয়া নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণে রত থাকে, তাহারা কপট। বৈষ্ণবগণ নিজকে বৈষ্ণব অভিমানে গোস্বামী বা পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে শুরুদেবকে গোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য সম্মান প্রদান করিয়া আপনাকে বরাক্ (হীন) তদ্দাস অভিমান করেন। কিন্তু বর্ত্তমানের তৃণাদপি সুনীচত্ব অন্য প্রকার। ভিতরে ভিতরে গোস্বামী, বৈষ্ণব, পরিব্রাজকাচার্য্য অথবা বৈষ্ণবের গুরু অভিমান আর বাহিরে মুখে আমি দীন,—ইহাকে যদি মহাপ্রভুর উপদিষ্ট তৃণাদপি ধর্ম্ম বলেন তবে কপটতা কাহাকে বলে? ভক্তগণ লেখনী দ্বারা বা বক্তৃতার দ্বারা কৃষ্ণ বিদ্বেষীর প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করেন বা কৃষ্ণগুণ বর্ণনে যে দাম্ভিকতা দেখান তাহা প্রেমের প্রকাশ মাত্র বস্তুতঃ তাহা তাঁহার তৃণাদপি ধর্ম্মের অভাব নহে। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের কথা স্মরণ করুন 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'—বৈষ্ণবকে প্রাকৃত দর্শনে দৃষ্টি করিতে নাই।

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের

ডুমুরকোন্দা মঠে

শুভাগমন

[২৫শে মার্চ্চ রবিবার ১৯২৮ তারিখের ইংরাজী দৈনিক বসুমতী হইতে অনূদিত]

সীতারামপুর, ২৩শে মার্চ্চ

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের শ্রীল পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রায় ২৫ জন ভক্ত সমভিব্যাহারে "দিল্লী এক্সপ্রেস" ট্রেণে কলিকাতা হইতে অদ্য বেলা ২টা [illegible] মিনিটের সময় সীতারামপুর ষ্টেশনে অবতরণ করেন। ষ্টেশনে মানভূম জেলার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ পরমহংস মহারাজকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করেন। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে [illegible] মধ্যে পরমহংস মহারাজকে [illegible] কণ্ঠে [illegible] এবং [illegible] একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। [illegible] বাহিরে অসংখ্য লোকের এত ভিড় হয় যে, ট্রেণ প্রায় ১৫ মিনিটকাল সীতারামপুর ষ্টেশনে বিলম্ব করে। তৎপর আগন্তুকগণ অভ্যর্থনাকারীদের সহিত মোটরযোগে বরাকর পর্য্যন্ত আগমন করেন। তথা হইতে কয়েক সহস্র লোক 'ব্যাণ্ড' বাদ্যাদি সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন এবং সংকীর্ত্তন সহকারে ডুমুরকোন্দা মঠে উপস্থিত হন। শ্রীল পরমহংস মহারাজ সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পুতুল খেলা

(প্রাপ্ত)

বালিকারা পুতুল খেলা করে। পুতুল খেলাতেই স্বভাবতঃ তাহাদের আনন্দ; পুতুলকে তাহারা এত ভালবাসে যে, স্নান আহারাদির কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়। কখনও বা তাহারা পুতুলের বিবাহ দেয় কনেকে বরের সঙ্গে (খেলিবার উপযোগী) ছোট পাল্কী দিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠায়। বরের কেমন সুন্দর জরীর টোপর, জামা, জুতা, ছত্র; বরের দুধারে পাটের নির্ম্মিত চামর দুলিতেছে, সে দৃশ্য কি সুন্দর! এই সমস্ত জাঁক জমক দেখিলে, কাহারও মনে হয় না যে, খেলাতে আনন্দ নাই বা থাকিতে পারে না। তারপর কনের বাপের বাড়ী হইতে, বরের বাড়ী তত্ত্ব যায়, সে সমারোহ বর্ণন করিলে তোমরা আর হাসি রাখিতে পারিবে না। ভাবাবাসের চা'ল, শুরকীর পায়েস, মাটীর সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তোয়া, জিলেপী, ক্ষীর, চৈপাতার দৈ ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করে। যিনি স্বচক্ষে এই উৎসব-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ইহার আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ—অন্যে নহে।

কিছুদিন পরে যখন ঐ বালিকা যৌবনপ্রাপ্তা হয়, তখন আর তাহার এ ধূলা খেলা ভাল লাগে না; আর পুতুলের বিবাহ দিয়া তার আনন্দ হয় না। কালক্রমে ঐ বালিকার পিতা সম্বন্ধ স্থির করিয়া যখন উপযুক্ত বরের সঙ্গে, বালিকার বিবাহ দেন, তখন ঐ বালিকা আদরের এত সাধের পুতুলগুলি সমস্ত পেটরাবদ্ধ করে, স্বামীর সঙ্গে, শ্বশুর ভবনে [illegible] পূর্ব্বক, স্বামীসেবা করিয়া থাকে—পুতুল খেলার আনন্দ [illegible] [illegible]

[illegible] আমরা যখন ঐ [illegible] যায়, এ [illegible] সমস্ত পুতুল খেলায় [illegible] এ মায়ার জগতে, [illegible] হই, একেবারে মাতিয়া যাই, [illegible] আমাদের চিজ্জগতের [illegible] না, সাধুর কেহ সন্ধান [illegible] সাড়া দেই না, মনের [illegible] ধূলা লইয়াই ব্যস্ত থাকি, [illegible] বলিয়া উন্মত্ত হই, [illegible] ঐশ্বর্য্য। আমার রূপ, যৌবন, [illegible] পাণ্ডিত্য, আমার [illegible] অট্টালিকা, আমার পিতা, [illegible] স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কুটুম্ব ইত্যাদিকে [illegible] আমার বলিয়া আনন্দে আত্মহারা [illegible] কিন্তু বুঝি না যে এ আনন্দ ঐ পুতুল খেলার মত অতি তুচ্ছ, নশ্বর, [illegible] অনুপাদেয়, দুদিনের জন্য মাত্র, এ ক্ষণিক আনন্দে কোন নিত্য সুখ নাই, তবে আমাদের বহু ভাগ্যফলে অহৈতুককৃপানিধি শ্রীগুরুদেব, যিনি নিত্যানন্দ তত্ত্ব, সম্বন্ধ জ্ঞানপ্রদাতা, তিনি আমাদের উদ্ধারের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়া চিজ্জগতের একমাত্র নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণের [illegible] আমাদের নিত্য সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন তিনি বলিয়া দেন—

একলা পুরুষ কৃষ্ণ নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবকুল নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণ সনে॥

শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র নিত্য পতি তাঁহার এবং তাঁহার পরিকরবৃন্দের সেবা জীববৃন্দের নিত্যানন্দ লাভের একমাত্র উপায়। ইহা ব্যতীত আর জীবের নিত্য উপায় কিম্বা গতি আর নাই। জগৎপতি কৃষ্ণসেবা জীবকে নিত্যানন্দ দান করিয়া থাকে ও মায়ার সেবা জীবকে অনিত্যানন্দ বা নিরানন্দ প্রদান করে।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার পাদপদ্মে শরণাগতি লাভ করিয়া যখন আমরা [illegible] সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হই, তখন আমরা [illegible] কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া ধন্য হই. [illegible] প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা আসিয়া যায় পুতুল খেলারূপ সংসারের অনিত্য খেলা আমাদের আর স্পৃহা থাকে না।

[illegible]চৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[illegible] জগন্নাথদেব [illegible] অদ্ভুত [illegible] [illegible] মহাপ্রভু

[illegible]

[illegible] মহাপ্রভু কুলীন- [illegible] গ্রাম ও [illegible] রামানন্দ [illegible] বসুর [illegible] পট্টডোরি [illegible] আদেশ করিলেন।

[illegible] পণ্ডিত [illegible] হইতে শ্রীঅদ্বৈত- [illegible] মহাপ্রভুকে পুষ্পতুলসী দ্বারা পূজা [illegible] মহাপ্রভুও পূজা-পাত্রের শেষ [illegible] দ্বারা আচার্য্যকে "যোহসি [illegible] মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর [illegible] মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব দিবসে প্রভু স্বগণে গোপবেশ ধারণ-পূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া দশমী-দিবসে লঙ্কাবিজয়োৎসবে নিজভক্ত-গণকে বানর সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা-মহোৎসব দর্শন করিয়া সমাগত ভক্ত-দিগকে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু, রামদাস, দাস গদাধর প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দ প্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাই-লেন, অদ্বৈতাচার্য্যকে আচণ্ডালে কৃষ্ণভক্তি বিতরণ ও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে অমর্য্যাদ প্রেমভক্তি প্রচার করিতে বলিয়া দিলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সহিত (শ্রীবাসহস্তে) শচীমাতার জন্য প্রসাদ বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর, কুলীন গ্রামবাসী ভক্ত প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহা-প্রভু গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবের সেবা নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর খণ্ডবাসী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এবং সেবা-নির্দ্দেশ, সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতিকে দারু ও জলব্রহ্ম সেবার আদেশ এবং মুরারি গুপ্তের শ্রীরামচরণ নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীবাসু-দেব দত্ত ঠাকুরের সম্পূর্ণ বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা অনুসারে কৃষ্ণের অনায়াসে জগৎ মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। সার্ব্ব-ভৌমের গৃহে প্রভুর ভিক্ষাগ্রহণ সময়ে [illegible] জামাতা অমোঘের কিছু [illegible] হইলে, পরদিন প্রাতে অমোঘ বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। [illegible] তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত [illegible] কৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

[illegible] গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীশিবা- [illegible] আনুকূল্যে তৃতীয় বৎসর করিতে নীলাচলে [illegible] শিবানন্দ সেনের একটী [illegible] আসিয়াছিল। প্রভুর

[illegible] পর। [illegible] জন্মাষ্টমীতে গোপলীলা [illegible] করিলেন। [illegible] কুলীন গ্রামীয় [illegible] মহাপ্রভু [illegible] বিচারে [illegible] এবং যাঁহার দর্শনে অপরের মুখে হরিনাম উদিত হয়, তাঁহাকেই ক্রমানু-সারে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম-রূপে নির্দ্দেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌর সুন্দরের প্রেম-ধর্ম্মের বাণী প্রচারার্থ মানভূম জেলার অন্তর্গত শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য শাখামঠ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে কতিপয় ভক্তের সহিত গত ২৩শে মার্চ্চ ১৯২৮ তারিখে শুভাগমন করেন।

ধানবাদ, চিরকুণ্ডা, কাপাসারা, বরাকর, কুমারডুবি, ডুমুরকোন্দা বেগুনিয়া, কুলটী, বশাইডি, দিশেরগড়, শাখচুড়িয়া, বেলরুই, সীতারামপুর গোবিন্দপুর, পিণ্ডাহার, কালুবাথান, কালিয়াসোর, দলদলি, বরিয়া, শ্যামপুর, পাণ্ডা, উবচুরিয়া, মধনপুর, বীরসিংহ-পুর, শিরপুরা প্রভৃতি বহু বহু স্থানের সম্ভ্রান্ত জমিদার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দন-পত্র পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রভুপাদ ২৩শে মার্চ্চ ডুমুরকুণ্ডা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বহু হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং তৎপর-দিবস শাখচুড়িয়ার প্রসিদ্ধ সজ্জন ও জমিদার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের আহ্বানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর গৌরহরির মহাবদান্যতার কথা তিন ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে হরিসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও সহস্র সহস্র লোকের জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা [illegible] হইয়া প্রভুপাদ নিরসাচটির [illegible] জমিদার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ইন্দ্র-[illegible] চন্দ্র মহোদয়ের ভবনে পদার্পণ [illegible]। প্রভুপাদ নিরসাচটি পৌছলে [illegible] বি, এস, জুবেলি কলেজের [illegible] প্রিন্সিপাল [illegible] এম, এ, মহাশয় [illegible] পক্ষ [illegible] প্রদান করেন। এই অভিনন্দনের বিস্তৃত মর্ম্মানুবাদ পরে প্রকাশিত হইবে। উক্ত অভিনন্দনে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহা-রাজকে বর্ত্তমান জগতে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম বা সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র সংরক্ষক ও পুনঃ সংস্থাপক বলিয়া বর্ণনা করা হয়। উক্ত সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পণ্ডিত মণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল।

তৎপরদিবস প্রাতে প্রভুপাদ বেঙ্গল কোলকোম্পানীর অন্তর্গত চিনাকুড়ি প্রথম শ্রেণীর কয়লার খনি দর্শন করিবার ছলে কয়লার খনির অভ্যন্তরে প্রায় সহস্র ফিট নিম্নে অবতরণ করিয়া সেই স্থান তীর্থীকৃত এবং পাতালবাসী জীব-গণকে দর্শন দান ও হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা কৃতার্থ করেন।

অপরাহ্নে নিরসাচটি পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের ভবনে বহু বিমুখ-জীবের সমস্তা ও গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আবেগময়ী ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রভুপাদের এই সকল বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশিত হইবে।

সীতারামপুর হইতে ডুমুরকুণ্ডা এবং ডুমুরকুণ্ডা হইতে নিরসাচটিতে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে যেরূপ অভ্যর্থনা-অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রভুপাদ এই কয়েকদিন অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দরের কথামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন।

(স্থানীয়)

শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম সেবক বিষয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় স্থানীয় শঙ্করপুর গ্রামের গ্রামবাসী দিগের আগ্রহে তত্রত্য একটী পাঠশালা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পাঠশালাটীতে প্রায় ৫০।৬০টি বালক এবং ১৫। ২০টী বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা করিতেছে। এখানে সরকারী সাহায্য হওয়া একান্ত আবশ্যক।

শিবের বিয়ে

আগামী ৩১শে মার্চ্চ ১৮ই চৈত্র শনিবার সন্ধ্যায় সহর নবদ্বীপের পোড়ামা তলায় বুড়া শিবের, বালকনাথ শিবের এবং যোগনাথ শিবের বিবাহ হইবে। প্রতি-বর্ষে এই দশমীর দিন এই বিবাহ-অনুষ্ঠান মহা সমারোহে হইয়া থাকে। বহু সহস্র লোক এই অনুষ্ঠান দেখিতে পোড়ামা তলায় আসিয়া সমবেত হইয়া থাকে। বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠানই যথাযথভাবে অনু-[illegible] ঠিক নহে। [illegible] দিগের জন্য খাবারের [illegible] বর্ত্ত খড়ক মুড়ি দেখিতে ঠিক খাদ্য-দ্রব্যের অনুরূপ মুড়ি মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত [illegible] হয়। একদিকে লুচি ভাজিবার কড়া পর্য্যন্ত উনুনের উপরে চাপান থাকে।

নানা কথা

[illegible] বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধের এক বালিকাকে বিবাহ করার সখ হয়। পার্ব্বতীপুরের এক ব্যক্তি বৃদ্ধের সকল আশা-ভরসায় মুখে ছুরিকাঘাত করিয়া এক যুবকের সহিত বালিকাটির বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধটী উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটা ক্ষতিপূরণের মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। বড় দুঃখের সংবাদই বটে!

কোডার্ম্মায় ইউরোপীয়ান্ কোম্পানীর অভ্রখনিতে প্রায় সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। অভাব অভিযোগ লইয়াই ধর্ম্মঘট।

যোয়ালমারী হাই স্কুলে সিটি কলেজের ন্যায় এক ব্যাপার ঘটিয়াছে। স্কুলে বহু দিন ধরিয়া সরস্বতী পূজা হইয়া আসিতে ছিল, পূজা অন্তে প্রতিমাও ২য় বার্ষিক শ্রেণীর একটা ঘরে সংরক্ষিত হইতেছিল, কাহারও কোন আপত্তির কারণ ছিল না, হঠাৎ একদিন স্কুলের কোন মুসলমান শিক্ষকের বল পাইয়া কতকগুলি মুসলমান ছাত্র গোপনে প্রতিমাখানি সরাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহাতে হিন্দু ছাত্রগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া তাহাদের অভিযোগ জানাইলে সকল শিক্ষক মিলিয়া ঘটনাকারী শিক্ষককে অনুরোধ করেন। তিনি তাহাতে ভুল স্বীকার করিয়া ছাত্র-গণকে পূজা করিতে সম্মতিদান ও ছাত্র-গণকে তাঁহার নিকট একখানি দরখাস্ত করিতে বলেন। পরে সেই শিক্ষক ছাত্র-গণের দরখাস্ত পাইয়া নাকি আবার বাঁকিয়া বসেন। ফলে হিন্দু ছাত্রগণ স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। যে সমস্ত মুসলমান ছাত্র একদিন সরস্বতী পূজার চাঁদা পর্য্যন্ত দিয়া আসিয়াছে, হিন্দুছাত্র-গণের সহিত সমস্ত কার্য্যে মিল রাখিয়া আসিয়াছে, হিন্দু ছাত্রগণও তাহাদের মুসলমান ভ্রাতাদের কোন ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেয় নাই, আজ তাহারাও আপত্তি করিতেছে। শুনা যায় কয়েকজন বাহিরের মুসলমান ভদ্রলোক ও অনেক সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারী ছাত্রদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ যতশীঘ্র মিটিয়া যায় ততই মঙ্গল। গৃহ-দ্বন্দই আমাদের সর্ব্বনাশের মূলকারণ।

প্রতাপপুর ডাকঘরের একজন [illegible] ৫ হাজার টাকার একখানি চেক ও [illegible] নগদ টাকা [illegible] পাসেলভাবে [illegible] হইতে [illegible] ডাকঘরে পাঠাইতেছিলেন। গাড়ী খানি [illegible] উপস্থিত তখন [illegible] পড়িল। তাঁহার বাক্স ও [illegible] নাই। তিনি [illegible] নামিয়া পড়েন। পরবর্ত্তী ট্রেণে মহারাজগঞ্জের [illegible] সিংহ নামে একব্যক্তি সেখানে নামে। [illegible] নাকি ইহাস পারে তাঁহার জুতা দেখিতে পান। লোকটী মৃত হইয়াছে। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

সুলতান আমানুল্লা বিলাতে নানাভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে 'ডাক্তার অফ্ সিভিল ল' (ডি,সি,এল) উপাধি দেওয়া হইয়াছে। সুলতান আফগানিস্থানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মানস করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতা অক্স- ফোর্ডের একজন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। তিনিই বোধ হয় ভাইস্-চ্যান্সেলার হইবেন। অক্সফোর্ডের ভাইস্-চ্যান্সেলার সুলতান ও সুলতানাকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

বেনারেস্ হিন্দু ইউনিভারসিটীর দুই জন ছাত্র রমেশচন্দ্র সাহু ও মতিলাল মোদী গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে গতকল্য সন্ধ্যায় ডুবিয়া [illegible]। রাত্রি ১১টার পর তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। গত ২৫শে মার্চ্চ প্রাতে বহু ছাত্রসমক্ষে তাহাদের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে।

কেবল যে বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিতেছে তাহা নহে, শুনা যায়, কিংষ্টন কুইন বিশ্ববিদ্যালয়েও ২০০০ ছাত্র এক যোগে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। অপরাধ— কোন নিষিদ্ধ নৃত্যশালায় যোগদান করায় ৩ জন ছাত্রের কিছুদিন কলেজে আসা বন্ধ করা হইয়াছিল। ধর্ম্মঘটের ফলে শিক্ষকগণ পুনরায় তিরস্কৃত ছাত্রগণকে গ্রহণ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘটেরও শান্তি।

ভারতের নানাস্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সামান্য জ্বরের সহিত গলা বেদনা দেখা দেয়, সেই জ্বর ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে আর গলার দুই দিক ফুলিয়া উঠে, অত্যন্ত বেদনা এবং জ্বালা যন্ত্রণা হয়। ১০।১৫ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক রোগী মারা যায়। প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইঁদুরের মড়ক দেখা যায়। লাহোরিয়া [illegible], উহার নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর গ্রাম, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে প্লেগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। এতদ্ভিন্ন দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার অধীন কাজল গ্রামেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব শুনা যায়।

[illegible] ডাকাতী হোয়া ছাত্রদের দিন কমিয়াছিলেন [illegible] এক চুরী হইয়া গিয়াছে। [illegible] ও অলঙ্কারে প্রায় ১০ [illegible] লইয়াছে। একটী চৌকীদারকে [illegible] করিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সার জন সাইমন গত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্নে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং গত ২২শে মার্চ্চ অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের সহিত চা পানও করিয়াছেন।

গত ২০শে মার্চ্চ কর্ণফুলী নদীতে বারুণী স্নানোপলক্ষে একটী ৮ম বর্ষীয়া বালিকা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সারোয়াতলী হাইস্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত অসীম সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়া অনেকক্ষণ স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া বালিকাটির জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন

বোম্বে বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, বারিভিল হইতে কোলাবা নামক স্থানে নূতন ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেণ খুলিয়াছেন

গত বৃহস্পতিবার হইতে জেমসেদপুরে টিণ্টার রোল ফিনিসিং বিভাগের প্রায় ৮শত কারিকর ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

লেডী আরউইন তাঁহার পুত্রের সহিত গত ২৪শে মার্চ্চ অপরাহ্নে 'রণপুরা' জাহাজে বোম্বে হইতে ইংলণ্ডে রওনা হইয়াছেন। বিকানীরের মহারাজা তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে জাহাজে গিয়াছিলেন। সার ডার্সি লিণ্ডসেও এই জাহাজে ইংলণ্ড যাইতেছেন। তিনি এম্পায়ার পার্লামেণ্টারি এসোসিয়েসনে যোগদান করিবার জন্য ইংলণ্ড হইয়া কানাডা যাইবেন

টেম্‌স নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যেই বাঁধের ভিতর নদীর জল রাস্তা অপেক্ষা ২৬ ইঞ্চি উপরে উঠিয়াছে। লণ্ডন সহরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ বানরকে মানুষের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্থির করিবার চেষ্টায় আছেন। মানুষের সহিত বানরের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কতদূর সমীচীন, তাহা বৈজ্ঞানিকগণই বুঝিতে পা[illegible]মাদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা বড় গুরু বলিয়াই মনে হয়।

[illegible] নূতন [illegible] কোন [illegible] আকাশে [illegible] অধ্যাপকগণ [illegible] করিতেছেন।

[illegible] মাস পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার [illegible] এক জ্যোতির্বিদ্ দূরবীক্ষণ সাহায্যে এক নূতন ধূমকেতু দেখিয়াছেন। দুই জ্যোতির্বিদ সময় দেখেন নলিয়া উহার নাম দিয়াছেন ক্রিসমাসের ধূমকেতু। বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ঠিক করিতে পারে নাই, উহা নূতন কি পুরাতন ধূমকেতু। গত ২৯শে ডিসেম্বর উক্ত ধূমকেতুকে এনড্রোমিডা নক্ষত্রের নিকট দেখা যায়। পরে উহা পশ্চিমে সরিয়া ভেগা নামক নক্ষত্রের নিকট আসে। সন্ধ্যার পরই উহাকে দেখা যাইত। গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উহা ভেগা নক্ষত্রের নিকটেই ছিল। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় উহা দৃষ্ট হয় কি না কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে লণ্ডন ভৌগোলিক সমিতির পক্ষ হইতে আমীর আমানুল্লাকে গত ২২শে মার্চ্চ রাত্রে এম্, আর, জি, এস উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

২১নং গিরীশ বিদ্যারত্ন লেনস্থ শ্রীযুক্ত কে, সি, বসু মল্লিক গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে হুগলীতে এক বৃহৎ মনুষ্যখাদক [illegible]ব শিকার করিয়াছেন।

লিলুয়া-ধর্ম্মঘট ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিরাট ধর্ম্মঘটের আয়োজন চলিতেছে। গত শনিবার হইতে পিকেটিং চলিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও মনোযোগ না দিলে সাধারণের অসুবিধার আর সীমা থাকিবে না।

স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের অবস্থাও ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িতেছে। কয়েক জন শিক্ষক গত শুক্রবার এক গুজব রটাইয়া দেন যে, ছাত্রগণ দলে দলে যাইয়া প্রিন্সিপালের নিকট ক্ষমা চাহিতেছে। তাহাতে ছাত্রগণ চঞ্চল হইয়া গত শনি ও রবিবার দুইটী সভা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ঘোষ যাঁহারা এক সময়ে কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁহারা ছাত্রসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। ছাত্রগণ সকলে একযোগে কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইবার আয়োজন করিতেছেন। সিণ্ডিকেট হইতে আর্ডার আছে তাঁহারা অন্য কলেজে বিশিষ্ট ভর্ত্তি হইতে পারিবেন।

[illegible]

ডিউক [illegible] হইবেন

গত ২৬শে ফাল্গুন [illegible] তলায় চৌহান [illegible] রাজ্যের যুবরাজের সহিত [illegible] কুমারী বিভাব দেবীর শুভ পরিণয় [illegible] নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] অনূ্যন ৪ লক্ষ টাকা [illegible]। ইহার পূর্ব্বে পরলোকগত মহারাজ [illegible] কিশোর [illegible] বাহাদুরের দুই পুত্র মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর ও [illegible] কিশোরের বিবাহ যথাক্রমে ঢোলপুর ও পাতিয়ালা রাজকুমারীদ্বয়ের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। বারিয়া রাজ্যটী বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত—উহার রাজধানী দেওগড় বারিয়া নামে বিখ্যাত। সহরটী দুই পর্ব্বতশ্রেণীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। বারিয়ার বর্ত্তমান অধিপতি মহারাওল স্যার রণজিৎ সিংজী, ম্যাজিষ্ট্রেজী, কে, সি, এস, আই। রাজ্যের আয় প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। ২২শে ফাল্গুন সন্ধ্যার পর বারিয়া অধিপতি স্বয়ং ও ৩৪টী দেশীয় নৃপতি প্রায় ৮ শত লোকসহ বিবাহ উৎসবে উপস্থিত হন। বরযাত্রী গত ২৯শে ফাল্গুন তারিখে প্রাতে কন্যাসহ স্পেশাল ট্রেণে বারিয়া যাত্রা করেন। ত্রিপুরা ও বারিয়া রাজ্যের এই মিলন শুভ [illegible], ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এক প্রকার নূতন পেট্রোল আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সাধারণ পেট্রোলের ন্যায় সহজদাহ্য নয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী সাধারণের নিকট গোপন রাখা হইয়াছে। শীঘ্রই 'ক্রেন্স' এয়ার [illegible]' প্যারী হইতে লণ্ডনগামী এরোপ্লেনে এই পেট্রোল ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। দেশলাইএর কাঠি জ্বালিয়া দেখা গিয়াছে তাহা ইহার মধ্যে নিভিয়া যায়। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহা মটরে [illegible] হইবে।

লণ্ডনের [illegible] ৩৫ [illegible] সংক্রামক রোগের [illegible] ফেলিতে পারে। [illegible] মিনিটের মধ্যে [illegible] নষ্ট করে।

[illegible] —১৩৩৫ [illegible]

[illegible]

[illegible] কথাটা বল্‌ছিলাম [illegible] একটু বাদ গেল। [illegible] তবুও, তোমরা আবার [illegible] ছুটে ওঠ, কেন বল [illegible] আমাদের দেশের [illegible] তোমাদের রুচি বদলে, [illegible] তোমাদের রুচি [illegible] তবে আবার তোমরা [illegible] এ সব কথা শুনে চটে [illegible] তোমরা মনে কর দেশের [illegible] নাই, কিন্তু ভেবে [illegible] পারবে যে বেটার [illegible] তোমাদের এই দুর্গতি। [illegible] সব কথা পরে হবে, এখন যা [illegible] বলি। এক সময় উদ্দালক [illegible] শ্বেতকেতু [illegible] শেষ করে ঘরে ফিরে এলেন, শ্বেতকেতুর বাবা উদ্দালক [illegible] তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে, [illegible] হ'তে কি শিখে এলে, [illegible] আর শিখবার কিছু বাকী থাকে না, যা শুন্‌লে শুনবারও আর কিছু বাকী থাকে না এমন [illegible] শিখেছ কি? শ্বেতকেতু বল্‌লেন, না, আমি সে বিদ্যা শিখি নাই। তখন উদ্দালক [illegible] তোমার কিছুই শিখা হয় নাই। তুমি আবার গুরুর ঘরে যাও, তোমার [illegible] সেই কথা জিজ্ঞাসা কর। [illegible] নাম কি জান, সে বিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। এই বিদ্যাকেই বৈষ্ণবের ভাষায় ভক্তি

[illegible], আর আর বিদ্যা সব এই বিদ্যার অধীন। কিন্তু আজকাল তাই, [illegible] ভক্তির নামে কেন [illegible] পারি না। তোমরা [illegible] তোমরা যেটা চাচ্ছ ধর্ম [illegible] তাই বর্ত্তমান প্রতি [illegible] ধর্ম্মের কথাটী [illegible] ধর্ম্ম বাদ্‌লা [illegible] —সব সুখ- [illegible] দিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজী [illegible] কাজে বেড়াতে হবে। [illegible] না। ধর্ম্ম মানে সাত্ত্বিক [illegible] বিধি নিষেধের [illegible] বাহিরে ফোঁটা কৌপীন [illegible] খাওয়া বা নিরামিষ [illegible] ঐ গুলি ধার্ম্মিক- [illegible] বর্ত্তমান থাকে। [illegible] বাহিরের ভাব [illegible]

[illegible] মনে [illegible] হয়েছে। এই [illegible] [illegible] তাদের [illegible] বা [illegible] ধর্ম্ম বা [illegible] একথা [illegible] নাই। তাই [illegible] ছাইয়ের ছাপ [illegible] দেখেও ভুলবে না [illegible] না। সত্য [illegible] নিজেদের ঘরে যে সকল উৎকৃষ্ট জিনিষ পোতা রয়েছে, সে গুলো খুঁজে বের কর, তারপর নূতন জিনিষ শিখতে [illegible] যাবে। [illegible] কথাটি আর এক দিন ভাল ক'রে বলব। আজ এই পর্য্যন্ত।

ভ্রান্তি

চিরকালই আমরা কি ভ্রান্তির মধ্যে থাকিব? ভ্রান্তি কি আমাদের এজীবনে আর ঘুচিবে না? কতদিন আর এমন করিয়া কাটা'? কে জানে?

আমরা মনে করি, এজগতে যেন আমরা চিরদিনের জন্যই আসিয়াছি। তাই নিত্যনূতন কতই না সুখের কল্পনা গড়িতেছি, ভাঙ্গিতেছি, পুনরায় গড়িতেছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। একবারও আমাদের মনে হয় না, আমাদিগকে এজগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এখানে আমাদের চিরকাল থাকিবার স্থান নাই, পথিকের ন্যায় কিছুক্ষণের জন্য একস্থলে সমবেত হইয়াছি, কয়েকটী পান্থের সহিত বড় ভাব করিয়া লইয়াছি, তাহারাও আমা ছাড়া থাকিতে পারে না, আমিও তাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, আবার পর মুহূর্ত্তেই আমাদের মিলন ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি একবারও বুঝিতাম, এজগতে আমার স্থান নাই, তাহা হইলে এজগতের মমতায় আর অন্ধ হইয়া থাকিতাম না—ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, ছাড়িয়া আমার নিত্য গন্তব্যস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম। এজগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ সত্য—'আমাদের সকলেরই মরিতে হইবে'—ইহা যদি আমাদের সমস্ত কার্য্যের প্রথমেই একবার চিন্তার বিষয় হইত, তাহা হইলে একের দুঃখে আর অন্যের হিংসা হইত না, দুদিনের রাজ্যের জন্য পরস্পর মারামারি কাটা-কাটি করিয়া মরিতাম না—সকলেই নিত্য সত্য শ্রীভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয়ের জন্যই ব্যস্ত হইতাম—অনিত্যের আদর ছাড়িয়া দিতাম। ট্রেণে চড়িয়া আমরা 'এটা আমার, ওটা আমার জায়গা, এখানে আসিতে পারিবে না', ইত্যাদি বলিয়া [illegible] এ বিবাদে প্রবৃত্ত হই। [illegible] চিরকাল থাকিতে [illegible] না, [illegible] তবে কেন [illegible]

[illegible] তাই বলিতেছিলাম, এ ভুল বুঝি আর ভাঙ্গিবে না।

কু-অভ্যাস

হিতোপদেশে আমরা পড়িয়াছিলাম—

"যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি

স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।

শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা

স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্‌॥"

অর্থাৎ কুকুরকে রাজা করিয়া রাজ-ভোগ খাইতে দিলেও যেমন কুকুর তাহার চিরাভ্যস্ত স্বভাব-অনুসারে চর্ম্ম-পাদুকা-ভক্ষণ-জনিত আনন্দ ত্যাগ করিতে পারে না, মানুষও সেইরূপ বহুদিন ধরিয়া একটা বিষয়ে অভ্যস্ত হইলে, তাহার সেই বহুদিনের অভ্যাসটী ত্যাগ করা তাহার পক্ষে বড়ই ক্লেশসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যেক জীবেরই নিত্য স্বভাব ভগবানের ও ভগবানের ভক্তের সেবা করা। মায়ার বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে মুহূর্ত্ত হইতে জীব তাহার সেই নিত্যস্বভাব বিস্মৃত হইয়া মায়ার সংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার মায়াসঙ্গজ একটি অভ্যাস গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বহুদিন মায়াসঙ্গক্রমে এখন সেই অভ্যাস এত বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা তাহার পূর্ব্বস্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার একটি পৌরাণিক গল্প আছে—একসময় ইন্দ্র অভিশপ্ত হইয়া শূকর যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটি শূকরীও তাঁহার জুটিয়াছিল। শূকরীর গর্ভে কয়েকটি সন্তানও হইয়াছিল। বিষ্ঠা-ভক্ষণ-জাত আনন্দে ইন্দ্র এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, তাহা অপেক্ষা অন্য কিছু উপাদেয় বস্তু হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আর বিশ্বাস রহিল না। ঘটনাক্রমে ইন্দ্রকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রহ্মা আসিয়া শূকররূপী ইন্দ্রকে তাঁহার স্বর্গের বিভব স্মরণ করাইয়া দিতে থাকেন। ইন্দ্র কিছুতেই তাহা বিশ্বাস না করায় তিনি একে একে তাঁহার সমস্ত আসক্তির বস্তুগুলি নষ্ট করেন। আসক্তির বস্তুগুলির সব নষ্ট হইয়া গেলে ইন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। ইন্দ্র তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ব্রহ্মার পাদবন্দনা পূর্ব্বক স্বপুরে গমন করিলেন। বিষ্ঠা-ভক্ষণ-জাত আনন্দ স্ব-ভাব প্রাপ্ত ইন্দ্রের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যাপার বলিয়া মনে হইল।

আমাদের [illegible] সেইরূপ। আমরা এখন দুর্বিষহ-বিষ্ঠাগর্ত্তের-দুর্গন্ধময় আস্বাদনে এত অভ্যস্ত হইয়া [illegible] আমরা

হইতে সতর্ক করিতেছে—তাহা অবহেলা অস্তাচল বস্তুর আস্বাদন প্রদান করিতে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমাদের আনন্দের বিঘ্নকারী বলিয়া তাড়াইয়া দিব। কিন্তু সাধু পরম করুণাময়, তিনি আমাদের ভ্রুকুটি দর্শনে ভীত না হইয়া আমাদিগকে বারম্বার সতর্ক করিয়াও যখন আমাদের চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারেন না, তখন তিনি একে একে আমাদের সমস্ত আসক্তির বস্তু আমাদের সম্মুখ হইতে সরাইতে থাকেন। সংসারে যে বস্তুর প্রতি আমাদের বড় বেশী আসক্তি, সেই বস্তুটাই তিনি আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাঁহা কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। আমরা মনে ভাবি সাধুর বুঝি অনেক অভাব আছে, তাই তিনি আমাদের বস্তুগুলি লইয়া অভাব পূরণ করেন, কিন্তু ঘটনা তাহা নহে। ভ্রান্ত আমরা তাই আমাদের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা। সাধুর কৃপা ভিন্ন আমাদের এ ভ্রান্তি অপনোদনের আর অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গই আমাদিগের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে একমাত্র সমর্থ—সাধুই আমাদের মায়াসঙ্গজ কু-অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া নিত্যবস্তু সন্ধান করেন।

সমাজ [illegible]

আমরা বারবার বলিতেছি যে যাহাকে পবিত্র বৈধ-ধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবের নিত্যধর্ম্মের নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীব যখন উপাধিশূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি? নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়প্রাকৃত উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড় বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক যত প্রকার বিধি আছে, সকল জড় বিধিময়। জড় সম্বন্ধ ত্যাগ করি স্বস্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এ জড় শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জ ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড় সম্বন্ধ ভাল নয় বলি [illegible] নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মঘাত পাপে অধিকতর বদ্ধদের আশঙ্কা আছে। অতএব স্বস্বরূপ লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কা নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়, দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবি প্রকার নিবৃত্তির জন্যও যুক্তবৈরাগ্য আবশ্যক

উত্তমরূপ দেহযাত্রানির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্ত একটী আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণই করুন, একটী আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম উপযোগী একটী সমাজকে অবশ্যই গঠন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী একটী সমাজ আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী সমাজ, মুমুক্ষু সমাজ ও মুক্ত সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজ শূন্য হয় না। জীবের স্বভাব সামাজিক। জড় মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণবসমাজ এবং ইতরজীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবসমাজে কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণবসমাজ ও ইতরসমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব সমাজের এক মাত্র চরম উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রেম এবং ইতর সমাজের উদ্দেশ্য স্বার্থপর কাম। ইতর সমাজে যাহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব-নাশ-রূপ নির্ব্বাণকে অনুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সমাজ-স্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড় দুঃখ নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎ প্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকার এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

যাহারা সমাজবিজ্ঞানসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না বরং তৎ সাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধ দশার একমাত্র সমাজ। মনুষ্য নিজের স্বভাব-বশতঃ একটী বর্ণ এবং অবস্থা বশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার করিয়া জীবন নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা কর্ম্ম ও ঘটনা দ্বারা স্বভাব নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে জন্মও একটী ঘটনা বিশেষ।

(ক্রমশঃ)

সাধুর কৃপা

বৃদ্ধ কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমস্ত জীবন কৃপণতা করিয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, নিজসেবাদি তুষ্টির জন্য জীবনে এক পয়সাও ব্যয় করেন নাই, স্ত্রী পুত্রাদিও কেহ নাই যে আসিয়া তাঁহার অতুল ভূসম্পত্তির মালিক হইবে। বৃদ্ধ কয়েক দিন ধরিয়া হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন, আজ তাঁহার জীবনের শেষ দিন। নিকটে তাঁহার একটী দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বসিয়া আছে—পাহারা দিতেছে, কখন বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। বৃদ্ধের এখনও সংজ্ঞা লোপ পায় নাই, আজ কি জানি, বহু দিন পরে এক-বার তাহার সমস্ত জীবনটার কথা মনে আসিল। বৃদ্ধ ভাবিলেন, হায়, হায়, সমস্ত জীবন কেবল আমার ধনসঞ্চয়েই অতিবাহিত হইয়াছে, শাইলক নামক সুদখোর ইহুদীর নাম শুনিয়াছি, আমার সুদগ্রহণ পিপাসা ও খাতক-পীড়ন বোধ হয় তাহা অপেক্ষাও কিছুমাত্র কম নহে, বরং বেশী। কত লোককে যে আমি পথের ভিখারী করিয়াছি, আমার সুদের টাকা না দিতে পারিয়া কত লোকই যে আত্মহত্যা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সে দিন এক সাধু আসিলেন, গ্রামের লোকের নিকট শুনিয়াছিলেন, আমার অনেক টাকা আছে, তাই তাঁহার ঠাকুর সেবার জন্য আমার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিলেন। উঃ সে কথা ভাবিতেও আমার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইতেছে, আমি তাঁহাকে না বলিয়াছিলাম এমন কথা নাই, শেষে ভৃত্যদ্বারা সেই বিপ্রবর শ্রোত্রের সময় তাঁহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছিলাম। সাধুর শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না, সাধু বরং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াই বলিলেন—"বৃদ্ধ, কৃষ্ণ তোমাকে সুমতি প্রদান করুন। কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক তিনি। তাঁহার ধন তোমার নিকট গচ্ছিত আছে, তাঁহারই সেবার জন্য। তোমার এ ধনে অধিকার নাই—'তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।' 'মা' অর্থে লক্ষ্মী আর 'ধব' অর্থে পতি, লক্ষ্মী-পতিই লক্ষ্মীকে ভোগ করিতে পারেন, জীব লক্ষ্মীর সেবা করিবেন মাত্র। রাক্ষসাধিপতি রাবণের এক দিন জগজ্জননী সীতা দেবীকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি [illegible] মনে [illegible]

[illegible] করিয়াছিল। তদ্রূপ বিপ্র, তুমিও "আমি ভোক্তা" এই বুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণকেই একমাত্র ভোক্তা জানিয়া তোমার যাহা কিছু আছে তাহা দিয়া কৃষ্ণসেবা কর। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে গীতায় বলিয়াছেন, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" কৃষ্ণকেই সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু না জানিয়া জীব তত্ত্বজ্ঞান হইতে চ্যুত হন। কৃষ্ণকে যে শুধু টাকা দিয়াই সেবা করিতে হইবে, তাহা নহে, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাহার যাহা কিছু থাকে, তাহা দিয়াই কৃষ্ণসেবা করা যায়। তোমার নিকট কৃষ্ণের অনেক সেবোপকরণ গচ্ছিত রহিয়াছে, আজ তুমি কৃষ্ণের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে চাহ না, কিন্তু কা'ল যে তোমাকে এ সকল ছাড়িয়া চির-তরে অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা কি তোমার একবারও চিন্তার বিষয় হইবে না? বিপ্র, তুমি তোমার আত্মধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কোন্ পথে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি আমাকে অসম্মান করিয়াছ বলিয়া, আমার জন্য আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখানুভব করিতেছি না, কিন্তু দুঃখ কেবল তোমার দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া। এমন দুর্লভ জন্মের বহু দিন তুমি বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছ, এখনও আমার কথা শ্রবণ কর—আর পাপ-চিন্তার প্রশ্রয় না দিয়া কৃষ্ণচিন্তা কর, তোমার ভাল হইবে।" সাধু আমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া এই কয়টী কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চিত্রপুত্তলিকাবৎ কিছুক্ষণ সেই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল—বুকটা ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল। সেই দিন হইতেই আমার হৃদ্‌রোগ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এত যন্ত্রণার মধ্যেও আমার শান্তি ছিল, সাধুর সেই সৌম্যমূর্ত্তি ও মধুমাখা কথা কয়েকটী স্মরণ করিয়া। আহা, ভগবৎসেবকগণের দর্শনেও আমার ন্যায় পতিত ব্যক্তি পবিত্র হইয়া যায়। সাধু দর্শনের পর হইতে কেমন যেন আমার ভগবান্‌কে ডাকিবার—তাঁহার সেবা করিবার ইচ্ছা হয়। বাড়ীতে নারায়ণ আছেন বটে, কিন্তু এক দিনও দেখি নাই, তাঁহার সেবা হইল কি না, বেতনভোগী বামুনই যাহা করিবার করিত। হায়, হায়, হতভাগ্য আমি, আজ আমার সকল সামর্থ্য শেষ হইয়াছে, যেরূপ যন্ত্রণা, প্রাণ বুঝি যাইতেছে, তাহাতে পরমুহূর্ত্তেই বোধ হয় আমাকে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। [illegible]

[illegible]

[illegible] দিবই দিন আজি আমার [illegible] ক্ষুদ্রকর্ম্মা [illegible] এখন আর কৃষ্ণ বোলব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ [illegible] করিতে এক সাধু শয্যাপার্শ্বে [illegible] নিঃশব্দে [illegible] বৃদ্ধ দেখিলেন একজন সাধু। [illegible] সাধুর মধুর মূর্ত্তি [illegible] করিতেছিলেন, [illegible] —যে সাধু একদিন বৃদ্ধকর্ত্তৃক [illegible] হইয়াছিলেন, দেখিয়া আনন্দে [illegible] হইলেন, বৃদ্ধের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি [illegible] না। ইঙ্গিতে তাঁহার [illegible] করিলেন এবং [illegible] করিয়া সাধুর শ্রীচরণোদ্দেশে [illegible] জানাইলেন। সাধু বৃদ্ধের [illegible] ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর [illegible] প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ স্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিয়া "প্রভো, অধম পাপীকে কি [illegible] যাচ্ছ? দয়ার ঠাকুর, এত দয়া তোমার? আজ আমি বেশ পারিতেছি, তোমার শ্রীপাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তোমার দেওয়া মহামন্ত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে এ দেহ রক্ষা করিতে পারিব। [illegible] তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ আমার বড় ব্যাকুল হইয়াছিল। প্রভো, 'বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ, বরণে॥' আমি চিন্তা করিতেছিলাম, এ সকল কৃষ্ণের অর্থ, যাহা এত দিন আমি ভোগ করিবার [illegible] করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই, আজ কোথায় রাখিয়া যাইব? কৃষ্ণ কি ইহার কিছুই গ্রহণ করিবেন না?" [illegible] বলিলেন, "বিপ্র, তোমার যে অন্তিম এই বুদ্ধির পরিবর্ত্তন, তোমার এই সেবা-প্রবৃত্তি, ইহাই কৃষ্ণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ তোমাকে স্বীকার করিয়াছেন, আর তোমার চিন্তা নাই।"

বৃদ্ধ তখন নিশ্চিন্ত সাধুর [illegible] চিত্ত স্থির করিয়া সাধুমুখবিগলিত [illegible] কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। [illegible] তাঁহার বাক্য বন্ধ হইল। [illegible] সাধুর শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণতি [illegible] করিয়া বৃদ্ধ নিস্পন্দ হইলেন। [illegible]

সাধু তাঁহার দেহ [illegible] করিলেন। সম্পত্তিগুলির [illegible] বৃদ্ধের জ্ঞাতিকে দিয়া [illegible] কৃষ্ণসেবার নিযুক্ত করিয়া [illegible] সঙ্গে প্রত্যহই [illegible] অমর্ত্য কৃষ্ণভক্ত [illegible] হয়।

[illegible]

[illegible] হইতে]

[illegible]পত্র)

[illegible] নিয়া লইয়ে মহাপ্রভু [illegible] প্রকাশ করিলেন [illegible] বৃন্দাবন লক্ষ্য করিয়া [illegible] হইতে প্রস্থান করিলেন। [illegible] রামানন্দ রায় ভক্ত [illegible] প্রভুর বিচ্ছেদ-কাতর [illegible] প্রভুর বহু লোভে ধর্ম [illegible] ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ত্যাগেও [illegible] বোধ করিলেন না। কটক হইতে [illegible] গোস্বামীকে শপথ [illegible] সার্বভৌমের সহিত [illegible] পাঠাইলেন এবং ভদ্রক [illegible] রামানন্দকে বিদায় দিলেন। [illegible] দেশ সীমায় পৌঁছিয়া নৌকা-যোগে যবনাধিকারীর সাহায্যে পাণিহাটী পর্য্যন্ত গমন করিলেন। পাণিহাটীতে [illegible] পণ্ডিতের ভবন হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাসের গৃহ হইয়া তন্নিকটেই অগ্রে শিবানন্দের গৃহে পশ্চাৎ বিত্তানগরে বাচস্পতির গৃহে আসিয়া গোপনে ফুলিয়া [illegible] শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবতপাঠী দেবানন্দ পণ্ডিত ও চাপাল গোপালের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন।

বর্তমান নবদ্বীপ-সহরই 'কুলিয়া' বা 'কোলদ্বীপ', এই স্থানে মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমাপন করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা "অপরাধ-ভঞ্জনের [illegible] দেবানন্দ পণ্ডিতের [illegible] পাণ্ডিত্য, [illegible] ও সদাচার [illegible] থাকিলেও এবং দেবানন্দ [illegible] ভাগবত-ব্যাখ্যা [illegible] থাকিলেও তাঁহার ভক্তভাগবত [illegible] ভক্তিভাগবতে [illegible] ছিল। [illegible] পণ্ডিতের চরণে তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন, [illegible] মহাপ্রভু একদিন [illegible] ক্রুদ্ধ হইয়া দেবানন্দ ভাগবত [illegible] উপনীত [illegible] তাহার ভাগবত-ব্যাখ্যায় [illegible] মূল্য নাই—এইরূপ উক্তি করিয়া [illegible] বিশেষ ভাবে তিরস্কার করিলেন। বর্তমান কালের ভাগবত-[illegible] নিত্য বৈষ্ণবাপরাধে দুষ্ট-[illegible] তাহারা মহাপ্রভুর দণ্ড-[illegible] অযোগ্য।

[illegible] অপরাধ-ভঞ্জন-পাট [illegible] হইতে রামকেলিতে আগমন [illegible] দবিরখাস ও শাকর [illegible] যবন রাজা হুসেন [illegible] রাজকার্য্য পরিচালনের [illegible] ছিলেন। এই দবির [illegible] এবং শাকর [illegible] মহাপ্রভুর কৃপা [illegible] প্রভুকে সাক্ষাৎ [illegible] করিলেন। শ্রীরামকেলীতে মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। [illegible] সহিত মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য কিঙ্কর শ্রীরূপ, সনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। সনাতনের পরামর্শ মতে প্রভু সেইবার বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ত্যাগ করিয়া 'কানাইর নাটশালা' হইয়া পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সাতদিবস শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে অবস্থান করিয়া বিরহ-বিধুরা শচীদেবীর প্রতি দর্শন-কাদম্বিনী বর্ষণ করিলেন এবং সপ্তগ্রামবাসী গোবর্দ্ধন দাসের পুত্ররূপী প্রভুবিরহোন্মত্ত স্বীয় নিত্য-কিঙ্কর শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ করিয়া জগতে যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষা প্রচার করিলেন। শান্তিপুর হইতে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও দামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে আগমন করিলেন এবং দিন কতক পুরীতে অবস্থানান্তে একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত ঝারিখণ্ডের বনপথে ব্যাঘ্র মৃগাদিকে হরিনামে কীর্তন-নর্তন করাইয়া নানারঙ্গে কাশীতে আগমন করিলেন। তথায় মণিকর্ণিকা স্নান এবং তপনমিশ্রের সহিত বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া কাশীবাসী তপনমিশ্রের গৃহে আগমন করিলেন। তপনমিশ্র-নন্দন রঘুনাথ (যিনি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছেন) সেই সময় মহাপ্রভুর পাদ-সেবা ও উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রভুর সেইবার দিবসচতুষ্টয় কাশীতে অবস্থান-কালে তপন মিশ্র ও জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র গৌরসুন্দরের নিকট মায়াবাদ-হলাহল-পরিব্যাপ্ত কাশীর দুর্দ্দশা এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দের 'প্রভুর-প্রতি-নিন্দা' প্রভৃতি নিবেদন করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রভু সেই সময় সেই ভক্তগণের নিকট প্রকাশানন্দ, মায়াবাদিগণের দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়া মায়াবাদিগণকে উপেক্ষা এবং মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে আত্মসাৎ করিয়া প্রয়াগে আগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

(স্থানীয়)

গত শনিবার, [illegible] বাজার যাত্রা হইতেছিল, সেই [illegible] দেয়াড়াপাড়া নিবাসী মনী ঘোষালের [illegible] চুরি হয়, অনুসন্ধান চলিতেছে।

(প্রেরিত পত্র)

[illegible] বিষম এবং [illegible] বিশ্রাম আশ্রম হইতে তাড়িত হইয়া, [illegible] তলা বোষ্টমী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে সাধুর বেশ ধরিয়া থাকি গোপনে অনেক যুবতীর সর্বনাশ করিয়াছে।

এই সকল দুরাচার ব্যক্তি উপর্য্যুপরি ২৩ নম্বর মামলায় ধৃত হইয়া অনেকেই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়াছে। দারোগা বসন্ত বাবুর তদন্তের শাসনে স্ত্রীলোকের ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় বাধ্য হইয়া বন্ধ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে দেখিয়া কিরূপে ব্যবসায় পুনরায় চালাইবে তাহার ষড়যন্ত্র করিতেছে। সাধুবেশধারী কপটাচারিগণের এই অন্যায় ব্যবসায় যাহাতে বন্ধ হয়, পুলিশ কর্তৃপক্ষের তাহাতে বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। একদিকে দারোগা বসন্ত বাবুর অসহায়া নারীদিগকে উদ্ধার করিয়া ধর্মশালায় পালন, অন্যদিকে প্রতাপশালী নারী-বিক্রয়িগণের দৌরাত্ম্য।

গত রাসের সময় শিশির বাবুর ধর্ম্মশালার শ্রীহরিচরণ সরকার ও তাঁহার বন্ধু যোগেশ্বর দে ও অনন্তবাসী বৈষ্ণবী, মৈমনসিং নিবাসী সধবা যুবতী সুশীলা দাসীকে বৃন্দাবন দর্শনের ছল করিয়া জয়কিষণ দাস পাঞ্জাবী ও তাহার সহচর ধরণীধর দে কর্তৃক লাহোরে পাঠাইয়া দেয়। সেইখানে সেই যুবতীর সহিত তাহার পরিচিতা নবদ্বীপের নারীবালা, বিনোদা, বিশাখা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহারাও ঐরূপ প্রতারিত হইয়া লাহোরে নীত হয় এবং বিবাহ বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়, দলে দলে লম্পট খরিদ্দার দেখিতে আসেন। ঐ যুবতীটীকেও বিধবার সজ্জায় সজ্জিত করিয়া বিবাহ দিবার উদ্যোগ করে। সেই বিপদ্গ্রস্ত যুবতী প্রাণভয়ে সেখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীর সাহায্যে পলাইয়া গত ২৫।৩।২৮ তারিখের রাত্রে দারোগা বসন্ত বাবুর নিকট ঘটনাবলী প্রকাশ করেন। শুনা যায়, এই যুবতীর স্বামী কান্তদাস ও রাণী বালার স্বামী এখনও জীবিত আছেন।

নানা কথা

মহীশূর রাজ্যের শিকারপুর ষ্টেটের অধীন ইসুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ২৬জন লোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে, ৩জন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আছে। এতদ্ব্যতীত বহু গৃহ-পালিত পশু পুড়িয়া মারা গিয়াছে। সরকার হইতে ছত্র খুলিয়া দুস্থ লোকগণের জন্য খাদ্য [illegible] হইতেছে। সরকার বস্ত্রাদি দান করিতেছেন এবং গৃহাদি নির্মাণের জন্য বিনা খরচে কাঠ দিতেছেন।

জলঙ্গীর থানার 'রাজ্যের' অন্তর্গত মানখান নামক স্থানে গত মঙ্গলবারে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। নদীর ধারে একখানি বাড়ীতে আগুন লাগিয়া সমস্ত বাজারে ঐ আগুন বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ফলে ৫৯ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

সিটিকলেজের ছাত্রগণের অভিভাবকবর্গ উক্ত কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট ছাত্রদের সার্টিফিকেটের জন্য যে দরখাস্ত করেন, তাহার উত্তর অধ্যক্ষ জানাইয়াছেন যে, চিঠির অভিযোগগুলি সব মিথ্যা। ছাত্রগণ সার্টিফিকেটের জন্য উপস্থিত না হইলে সার্টিফিকেটের আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। গত সোমবার অপরাহ্ণে ছাত্রগণ এক সভায় অধ্যক্ষের চিঠির প্রতিবাদ কল্পে কয়েকটী প্রশ্নের একটী খসড়া প্রস্তুত করিয়াছে। ঐ খসড়া অভিভাবকের পত্র দিয়া কলেজে অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। খসড়ার মর্ম্ম এই—(১) সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণে সরস্বতী পূজা ও কোরবানীকে একই স্থান দেওয়া হইয়াছে কিনা? (২) সরস্বতী পূজা করার জন্য অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক তাহাদিগকে পড়ান বন্ধ করিয়াছিলেন কি না? (৩) কলেজের অধ্যক্ষ ছড়ি দিয়া চাপরাশীর পূজিত শিবলিঙ্গ সরাইয়াছেন কিনা? (৪) ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার নামক ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্রে হোষ্টেলে সরস্বতী পূজাকে রাজনৈতিক পূজা বলিয়াছেন কিনা? (৫) হোষ্টেলের সাপ্তাহিক উপাসনার সময় অধ্যক্ষ পূজাকে বর্ব্বর যুগের উপাসনার পদ্ধতি, বলিয়াছেন কিনা? (৬) কোন ব্যক্তি পূজায় বাধা প্রদান এবং পূজার স্থান অপবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা? (৭) অধ্যক্ষ অভিভাবকগণের প্রতি যে আদেশ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা অভিভাবকগণের পক্ষে অসম্মানজনক।

গতকল্য আলবার্ট হলে ছাত্রগণের এক সভা হইয়াছিল।

স্কটিসচার্চ্চ কলেজের অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে। ছাত্রগণ কেহই ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই।

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি সার বসন্তকুমার মল্লিক অবসর লইতেছেন। বিচারপতি সার জ্বালাপ্রসাদ আগামী মাসের প্রথম হইতে ৮ মাসের ছুটী লইতেছেন। ঐ দুই পদের একটীতে ব্যারিষ্টার মিঃ ফজল আলি ও অন্য পদে মিঃ ম্যাক্‌নমন আই, সি, এস্ নিযুক্ত হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশিত।

ক্রনডনে একটী অদ্ভুত বাগান আছে। সারির পর সারি বড় ঘণ্টার ন্যায় কাঁচের অসংখ্য পাত্র এখানে খোলা মাঠের উপর ঝুলিতে থাকে। পাত্রগুলির নীচে শিশু উদ্ভিদ্‌গুলি সুখে ও স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হয় ও পরে লণ্ডনের বাজারে বিক্রীত হয়। বরফপাত বা কুয়াসার হাত হইতে উদ্ভিদ্‌গুলি বড় হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলে পাত্রগুলিকে সরাইয়া লওয়া হয়।

গত ২২ই মার্চ্চ আমার বন্ধু করিদপুর জিলার সত্যেন্দ্রকুমার বসু আমার বাড়ীতে বেড়াইতে আইলেন। ঐ দিন রাত্রিতে আমাদের গ্রামে এক নমঃশূদ্রের বাড়ীতে আগুন লাগে। ঐ সংবাদ পাইয়া আমরা ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হই এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করি। এমন সময় ঐ বাড়ীর একজন লোক বলিল, যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে ঘরে ২টি শিশু আছে এই কথা শুনিয়া আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রকুমার এই ভীষণ আগুনের মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি শিশুর উদ্ধার করেন এবং অপর শিশুটিকে উদ্ধার করিবার মানসে আমাদের অলক্ষ্যে আবার ঐ গৃহে প্রবেশ করেন। সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাড়ীর সব জিনিষপত্র তদারক হইতেছিল তখন দেখি কর্ম্মবীরের পবিত্র দেহ অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় ভগ্নস্তূপের ভিতর রহিয়াছে। তাহার হাতের উপর একটি শিশু। উভয়েই মৃত। সত্যেন্দ্রকুমার অসহযোগের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশের ও দশের কাজকেই একমাত্র জীবনের কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়াও দেশের কাজকে ভুলেন নাই। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী স্ত্রী বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে সত্যেন হিন্দুসংগঠন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত, কামারহাটী ঢাকা।—'দৈনিক জ্যোতিঃ'।

সার অন্নমালাই চেট্টি 'শ্রীমিনাক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য মান্দ্রাজ সরকারকে ২০ লক্ষ টাকার একটী সম্পত্তি দান করিতে চাহিয়াছেন। সম্পত্তির আয় বার্ষিক ২লক্ষ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়টী শ্রীযুক্ত চেটিজীর ইচ্ছানুযায়ী হইবে, এই সর্ত্তে সরকার উক্তদান গ্রাহ্য করেন কিনা স্থির হয় নাই।

গত রবিবার দমদম ক্যান্টনমেন্টের নিকট সদর রাস্তার উপর খেলা করিবার সময় ৪বৎসরের মুসলমান বালক সদরালি মোটর চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। গাড়ীখানির নম্বর ৮৬৩১; চালক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

গত সোমবার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একখানি ট্রামের সহিত একখানি মোটরগাড়ীর সংঘর্ষ হয়। মোটরের আরোহিগণ দৈবক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছেন। পুলিশ ট্রামড্রাইভারকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। মোটরখানির মালিক ইণ্ডিয়ানমিরর ষ্ট্রীটের মিষ্টার জাবা।

ডায়মণ্ডহারবার কলাতলা গ্রামে বেণীমাধব গোয়া নামক এক ব্যক্তিকে জগদীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একব্যক্তি হত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বেণীমাধবের একটী আফিমের দোকান ছিল। ঐ দোকানের পার্শ্বে একটী মদের দোকানে জ্যোতিষ বেণিয়া বলিয়া একব্যক্তি কাজ করিত। কয়েক মাসের মাহিনা অনাদায় হওয়ায় জ্যোতিষ তাহার বন্ধু সুরেন্দ্র বটব্যাল, উপীর উক্ত হত্যাকারী প্রভৃতিকে জানায়। মদের দোকানটী বেণীমাধব গোয়ার ভ্রাতার। ঘটনার রাত্রিতে জ্যোতিষ প্রভৃতি ছয় জন লোক বেণীমাধবের দোকানে আফিং কিনিতে যায়। প্রথমে সে আফিম দিতে অস্বীকৃত হয়। পরে রাজী হইয়া যেমন ঘরের বাহিরে আসে, অমনি দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাকে আক্রমণ করে। জগদীশ বেণীমাধবের শিরশ্ছেদ করে। তৎপরে দুর্ব্বৃত্তগণ তাহার সিন্দুক খুলিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করে। জ্যোতিষবেণিয়া পুলিশের নিকট সমস্ত স্বীকার করে। আদালতে এখন আসামীরা নিজদিগকে নির্দ্দোষ বলিতেছে। বিচার চলিতেছে।

গত শনিবার বসিরহাটের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে একটী ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন প্রতিবেশী তালাগাজী নামক এক ব্যক্তিকে কোন কার্য্যোপলক্ষে বাটী হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার পর হইতে তালাগাজীর আর কোন সন্ধান না পাওয়ায় তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ থানায় সংবাদ প্রদান করে। পুলিশ অনুসন্ধানে একটী নদীর তীরে তাহার ছিন্ন মস্তক পাইয়াছে। সন্দেহ ক্রমে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

ডাঃ জে, বি, ষ্টায়েক ও তাঁহার পত্নী ১৯২৫খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা হইতে অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিয়া আবিসিনিয়া, সার্ভিয়া, গ্রীস তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, চীন প্রভৃতি ঘুরিয়া ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপভাবে অশ্বপৃষ্ঠে দশ বৎসর ভ্রমণ করিয়া ১৯৩৫খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বিগত ৮ই চৈত্র শ্রীযুক্ত [illegible] বসু কুষ্টিয়ায় গিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি, কংগ্রেস প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। তিনি যুবকদলের [illegible] তাহাদিগকে কংগ্রেসের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির সভায় যাঁহারা এই সব প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের যেন দেশের মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য বিষয় হয়, এসম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৮০০ বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। উড়িষ্যাদেশের পল্লী, একজনের চালে আর একজন চাল দিয়া বসত করে। তাই এক বাড়ীতে আগুন হইলে গ্রামকে গ্রাম শেষ হইয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসার জন্য নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য কুষ্টিয়ার নিকটস্থ কয়ায় যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

চাপাদাসী নাম্নী এক রমণী তাহার স্বামী গণেশ সাহার বিরুদ্ধে মারপিট ও দুর্ব্যবহারের এক অভিযোগ শেয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে উপস্থাপিত করিয়াছে। চাপাদাসী তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে এক খোরপোষের মামলা রুজু করিয়াছিল এবং খোরপোষের টাকা বাকী পড়ায় স্বামীর নিকট ঐ টাকা চাহিলে গণেশ সাহা মারপিট করিয়াছে।

১০।১ গোয়াটুলী লেনের মদনলাল দত্ত একটি বিড়ালকে মারিতে গিয়া তাহার ভগিনী মঞ্জুরী বালার গাত্রে মারিয়া ফেলে, তাহাতে ভগিনীর মৃত্যু ঘটে। মদনলাল ফেরার ছিল, সম্প্রতি গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। বিচার চলিতেছে।

লিলুয়া ধর্ম্মঘট ক্রমেই বিস্তৃতি-লাভ করিতেছে। গত সোমবার রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ৫০০ ও এঞ্জিন শেডের ৯০জন যোগদান করিয়াছে। ধর্ম্মঘটীরা কারখানায় বহির্ভাগে শান্তিভঙ্গ না করিয়া পিকেটিং চালাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকগণকে রেলওয়ে কোয়ার্টার হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। উভয়পক্ষের জেদাজেদীতে সাধারণ লোকেরই যে ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা কাহারও চিন্তার বিষয় হইতেছে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। শ্রমিকগণ আহার ও বাসস্থানের অভাবে [illegible] এক মহা [illegible] পড়িয়াছে। [illegible] জন, [illegible]।

[illegible] নামক গ্রামে [illegible] ব্যক্তির [illegible] পুরাতন মোহর [illegible] সাব ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] মুদ্রাগুলি ঢাকার [illegible] মুদ্রাগুলি মোগল [illegible] হয়।

আগরতলার মহারাজকুমার [illegible] দেব বর্ম্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার [illegible] দেব বর্ম্মণের ৩০বৎসর মাত্র বয়সে [illegible] রোগে মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] ও একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন, [illegible] স্বভাবও বড় অমায়িক ছিল। [illegible] অবিবাহিত ছিলেন। [illegible] পিতা পুত্রের মৃত্যুতে বড়ই শোক [illegible] মঙ্গলময় ভগবানের সকল বিধানই [illegible] মঙ্গল জন্য ভাবিয়া শোকসন্তপ্ত [illegible] শোক বিস্মৃত হউন, জীবন অনিত্য [illegible] ভগবদ্ভজনে রত হউন, ইহা ভিন্ন আমরা আর কি বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারি।

অব্যর্থ মুষ্টিযোগ

(দাদ এবং দুষ্ট চর্ম্মরোগ)

(১১)

[illegible] আটার অথবা ময়দা [illegible] আটার একটুখানি লেবুয়া ভিজাইয়া [illegible] শুকাইয়া লইবে। পরে ঐ [illegible] শেষ হইতে উত্তমরূপে পিষ্ট করিয়া একটি কাঠিতে জড়াইয়া মশাল প্রস্তুত করিবে। ঐ মশালের [illegible] আগুন ধরাইয়া আর এক বার উপর দিয়ে ধরিবে। [illegible] হইতে আগুনের [illegible] যে তৈলাক্ত পদার্থ [illegible] একটী পাথরের বাটিতে বা পাতায় [illegible] ধরিবে। ঐ ঔষধ দাদ [illegible] দুষ্ট চর্ম্মরোগের অব্যর্থ ঔষধ।

(১২)

[illegible] তৈলের সহিত [illegible] বীজ বাটিয়া ঐ তৈল লাগাইলে [illegible] ভাল হয়।

(খোস)

(১৩)

গোরু পায়ের [illegible] এবং [illegible] লাগাইলে খোস ভাল হয়।

(১৪)

[illegible] লাগাইলে দাদ ভাল হয়।

(১৫)

[illegible] লাগাইলে দাদ ভাল হয়।

[illegible] — ১৩৩৪।

বুড়োর কথা

[illegible] যাকে বলে ধরেছি শোন, মানব [illegible] যা চায় তাহাই ধর্ম। কিছু দিন আগে 'আমরা কি চাই' ব'লে— একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, সেই প্রবন্ধটা [illegible] ভাবে বুঝতে পারবে মানব-[illegible] কি চায়, বুঝে দেখলে জানতে পারবে, শুধু মানব কেন জীবমাত্রই চায় একটা জিনিষ, তার নাম হচ্ছে প্রীতি। দেখ প্রীতি কথাটা শুনলেই যেন বুঝি না বুঝি একটা আনন্দ আসে। এই এক প্রীতিই সব জগতটাকে বেঁধে রেখেছে। প্রীতির জন্যে জীব প্রাণ পর্য্যন্ত ছাড়তে পারে। পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হচ্ছে সবই প্রীতির জন্যে। বেদে কি বলেছেন জান, বেদে বলেছেন, প্রীতি না থাকলে কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারত না। বিচার করলে দেখতে পাবে কথাটা সত্যি না মিছে। [illegible] জগতে যে প্রীতিটা দেখতে পাও, সেটা আসল প্রীতি নয়, নকল। নকলের জন্যই যখন লোক এত লালায়িত তখন আসল পেলে কিনা হয় বল দেখি। ইংরাজেরা যাকে লভ্ বলে সেটা এই নকল, আসলের সন্ধান তারাও জানে না। শাস্ত্রে পাপ পুণ্য বলে যা কিছু দেখছ সবই ঐ নকল প্রীতি হ'তেই জন্মেছে। আসল আর নকলে কত ভেদ বুঝ না। আসলের চাকচিক্য বরাবরই থাকে, নকলের চাকচিক্য দু' দিনের জন্যে। নকল-প্রীতি স্থায়ী নয় বলে ওটা চরমে দুঃখই উদয় করায় তার জন্যেই পণ্ডিতরা নকল প্রীতিকে বড় ঘৃণা করেন। তারা বলেন কি, জীব চেতনময় বস্তু, চেতনময় বস্তু জড়ের মত নষ্ট হয়ে যায় না। সকল চেতনময় বস্তুর মূল হ'লেন ভগবান্। ভগবান হচ্ছেন প্রীতির সমুদ্র; তার অধীন হ'তে পারলে অখণ্ড প্রীতি লাভ করা যায়। হাড় মাসের থলিতে যে [illegible] প্রকৃত প্রীতি নয়। বেদ-শাস্ত্র [illegible] বলেছেন, স্ত্রী পুরুষে যে ভালবাসা, পিতা পুত্রে যে ভালবাসা, মানুষে মানুষে যে ভালবাসা সে সব কিছু নয়, কেবল দু' দিনের জন্য, তাদের প্রীতি [illegible] কাল থাকবে না। আর কি [illegible], জড় জগতে প্রেম করে কে [illegible] বলতে পার, একজনও না [illegible] আসলের কারণ উপস্থিত [illegible] না বরং আরও বেড়ে [illegible] না বরং হ'য়ে যায়

সেটা [illegible] জড় জগতের প্রীতির মিলনে যে টুকু সুখ, বিচ্ছেদে দুঃখ তার চার গুণ, কিন্তু আসল প্রীতি যা'কে শাস্ত্রে আত্মপ্রীতি বলে তাতে বিচ্ছেদ হ'লে মিলনের চেয়ে আরও বেশী সুখ উদয় করায়। এই আসল প্রীতিকেই পণ্ডিতরা ধর্ম বলেন, আর নকল প্রীতিকে অধর্ম বা পাপ বলেন। তাঁদের বিচার বড় সুন্দর। তাঁরা বলেন, চেতন বস্তুর সহিত চেতন বস্তুর যে ভালবাসা সেটা খাঁটি, সেটাই প্রকৃত ধর্ম; আর চেতন হ'য়ে যদি জড়ে প্রীতি করতে যায়, হাড়-মাসের থলিতে প্রীতি করে, সেটাই পাপ বা অধর্ম।

গুরুকরণ

এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, "ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, একথাটা না হয় ভাল বলিয়াই স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাঁহাকে ডাকিতে গেলে যে আবার কাহারও অধীন হইয়া ডাকিতে হইবে তাহার কি মানে আছে? ভগবান্ তোমার আমার সকলেরই, যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন, গুরুপাদাশ্রয় প্রভৃতি একটা সেকেলে কথা।" আর একপ্রকার লোক আছেন, তাঁহারা বলেন,—"গুরুকরণ ব্যাপারটা ঠিক বটে, হাতের জল শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, তবে গুরু-নির্ব্বাচন-কার্য্যটা আমারই হইবে। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুরু বলিয়া মানিব, শাস্ত্রের অত ঘুরপ্যাচের মধ্যে আমি নাই।" তৃতীয় প্রকারের লোক আছেন, তাঁহাদের মতে—গুরুকরণ প্রথাটা মামুলী-ধরণের যেমন চলিয়া আসিতেছে তেমনই হইবে। গুরুবংশে যিনিই থাকুন, তাঁহার যোগ্যতাযোগ্যতা দেখিবার দরকার নাই, মন্ত্রটা পাইলেই হইল। বার্ষিক দিয়াই আমরা খালাস।"

উক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি মুখে একেবারে 'ভগবান্ নাই' বলিয়া নাস্তিক্যমতের পরিপোষ্টা না হইলেও বস্তুতঃ কেহই ভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন না। ভগবান্‌কে পাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহারা ওরূপ খামখেয়ালী কথা ছাড়িয়া দিয়া মহাজনগণ যে ভাবে ভগবদন্বেষণ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেন। উপযুক্ত তৃষ্ণা না হইলে জলের মূল্য বুঝা যায় না, কিন্তু সেই জলই আবার মহামূল্য হয় তখন, যখন আমাদের তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে থাকে। এই তৃষ্ণা হওয়াটা বড় সৌভাগ্যের কথা। বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে তবে এই তৃষ্ণার উদয় হয়। এই তৃষ্ণা উদিত হওয়ার জন্যই একদিন মহর্ষি জড়ভরত রাজা-রহূগণকে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা বলিতে বলিয়াছিলেন যে, "হে রহূগণ, জীব ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস যে কোন আশ্রমই অবলম্বন করুক না কেন অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য যে কোন দেবতারই উপাসনা করুক না কেন, মহাভাগবত সদ্‌গুরুদেবের চরণ-রেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত কিছুতেই জীবের ভগবতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না।" প্রহ্লাদ মহারাজও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবপ্রতি গুরুপাদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত গৃহব্রত কৃষ্ণবিমুখ জীব নিষ্কিঞ্চন, মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদ-রজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার মতি হয় না।" অবশ্য যাহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়েই ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, গুরু আর ভক্তিই বা কি —এ সকল কথা স্বপ্নেও জানে না এবং যাহাদের নামাপরাধ ঘটে নাই, এরূপ ব্যক্তি অজামিলাদির ন্যায় সাঙ্কেত্যাদি নামাভাসানুসারে ভগবন্নাম গ্রহণ-ফলে গুরুপাদাশ্রয় বা সাধুসঙ্গ ব্যতীতও উদ্ধার পাইতে পারে; কিন্তু যাহারা "শ্রীহরিই ভজনীয়, শ্রীগুরুদেব ভজনোপ-দেষ্টা এবং ভগবান্‌কে পাওয়ার উপায়ই ভজন, গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বে গুরূপদেশানুসারে ভজন করিয়া ভগ-বান্‌কে লাভ করিয়াছেন,"—এরূপ জানিয়া শুনিয়াও বোকা সাজিয়া বলিতে চায়— "গুর্ব্বানুগত্য আবার একটা কি জিনিষ, দীক্ষাগ্রহণাদির পরিশ্রম আবার কে সহ্য করিতে যাইবে? কোন নির্জ্জনস্থানে যাইয়া একটু ভগবানের নাম করিব, তাহাতে আবার অত বিধিনিষেধের আবশ্যক কি?" —তাহারা গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণরূপ মহাপরাধ হেতু ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। জন্মজন্মান্তরে যদি কোন দিন তাহাদের গুরুপাদাশ্রয় করিবার সুমতি হয়, তবেই তাহারা সে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারিবে। যদিও স্বরূপতঃ আমাদের দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধ জন্য কদর্য্যশীল কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের তত্তৎপ্রবৃত্তি সঙ্কোচীকরণের জন্য সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে মন্ত্রগ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা আছে। গুরুদত্ত দীক্ষা-মন্ত্র জপ করিতে করিতে জপকারী তাঁহার মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ করিতে থাকেন,—বাহ্য ভোগময় জগৎপ্রতীতি হইতে নিরস্ত হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন করেন। প্রণবপুটিত নমস্ শব্দযোগে চতুর্থ্যন্তপদ দ্বারা সাধিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে জীবের আত্মনিবেদনরূপ নমস্কার সাধিত হয়। ক্রমে চতুর্থ্যন্তপদ বা ঐশ্বর্য্যকরণের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক ভাবা শিথিল হইয়া পড়িলে সম্বোধন পদদ্বারা অবাধে সেবন-যোগ্যতা লাভ হয়—

> "কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার-মোচন।
> কৃষ্ণনাম হইতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥"

'হা' কিম্বা 'হে'—এই সম্বোধনের শব্দ ভগবানের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক—প্রেমবাচক শব্দ। গৃহ কিম্বা বন যে কোন স্থলেই "হে হরে, হে কৃষ্ণ," বলিয়া ডাকা যাইতে পারে কিন্তু মন্ত্রজপ দ্বারা মনন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ লাভ পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এরূপ সম্বোধন শ্রীভগবানের প্রীতিজ্ঞাপক হয় না। অবিবাহিতা বালিকাকে তাহার পিতামাতা যখন তাহার স্বামীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন, তখনই না সে বালিকা 'স্বামিন্' বলিয়া প্রীতিভরে সম্বোধন করিতে পারে,—স্বামিসেবা করিয়া স্বামীকে আনন্দ দান করিতে পারে? জীবের পক্ষেও সেইরূপ; গুরুদেব কৃপা করিয়া যখন জীবকে সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন, তখন জীব তাঁহার সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ জানিয়া সেবাদ্বারা ভগবৎ [illegible] উৎপাদনে সমর্থ হন, তৎপূর্ব্বে তিনিই বা কোথায় অবস্থিত আর ভগবান্ই বা কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ জীব প্রপঞ্চে থাকিয়া প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট আর ভগবান্ সেই প্রপঞ্চ হইতে বহুদূরে গোলোক বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। কতকগুলি লোক সংসারের দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া কিম্বা একটু কৃত্রিম ভাবপ্রবণতা-সহকারে 'হা হরি, হা কৃষ্ণ' প্রভৃতি বলিয়া অশ্রুবিসর্জ্জনাদি দ্বারা ভগবানের প্রতি প্রেমচেষ্টা প্রদর্শন করিতে যান। তাহা বস্তুতঃ 'প্রেম' শব্দ বাচ্য নহে, সংসার-তাপক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্রন্দন হেতুমূলক, নির্হেতুক নহে। তবে হেতুমূলা চেষ্টা হইলেও যদি কোন কপটতা না থাকে, তবে সে ব্যক্তি গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক ভজনক্রমাবলম্বনে কালক্রমে ভগবৎপ্রেম লাভে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ই তাঁহাকে কেমন করিয়া পাইতে হইবে জানাইবার জন্যই জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং ভগবদভিন্ন সর্ব্বদেবময় গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়েই জীবের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। মায়াবদ্ধ জীব মনোধর্ম্ম চালিত হইয়া ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে

সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবের নির্দেশানুযায়ী চলিতে হইবে।

গুরুকরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে যাহাকে তাহাকে গুরু করিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, কৃপাসিন্ধু, সুসম্পূর্ণ (অভাব গ্রস্ত নহেন), সর্ব্বজীবের হিতসাধনে শক্ত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, ভক্তি-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ হইয়া শিষ্যের সমস্ত সংশয় ছেদন করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, যিনি স্বয়ং সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া শিষ্যকেও হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, 'হরিসেবা কর' এই কথা বলা ব্যতীত যিনি শিষ্যকে অন্য কোন উপদেশ প্রদান করেন না, তিনিই গুরুদেব। গুরুদেবেরও যেমন যোগ্যতা আছে, শিষ্যেরও সেইরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি থাকা আবশ্যক। যোগ্যতা-বিহীন শিষ্য তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত সদ্-গুরুকেও অসৎ বলিতে পারেন, এজন্য শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পর পরীক্ষার বিধান আছে। শিষ্য নিষ্কপটে হরি-ভজনপ্রয়াসী হইয়া গুরু-গৃহে এক বৎসর বাস করিবেন। ইতি মধ্যে গুরুদেবও শিষ্যের অভিপ্রায় ও শিষ্যও গুরুদেবের তাঁহার প্রতি হরিভজন ছাড়া কোন অবান্তর উদ্দেশ্য আছে কি না জানিতে পারিবেন, অযোগ্য গুরু বা শিষ্যের অযোগ্যতা তাঁহাদের কার্য্যেই পরিচিত হইবে। অবশ্য শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের এইরূপ পরীক্ষা বিধি আছে জানিয়া শিষ্য তাঁহার জড় দর্শন হেতু মহাজনের ক্রিয়ামুদ্রা বিচার করিতে যাইয়া মহাজন পাদপদ্মে অপরাধী না হইয়া বসেন আবার অসদ্‌গুরুর নিকট যাইয়াও প্রতারিত না হন, এজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" অর্থাৎ সতত-যুক্তচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারী ব্যক্তিকে ভগবান্ অন্তরে অন্তর্য্যামী গুরুরূপে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাহাতে করিয়া সে ভগবানের দ্বিতীয় প্রকট স্বরূপ মহান্ত গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে পারে। মোট কথা ভগবান্‌কে ভজনা করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলে—কোন প্রকার দুরভিসন্ধি মনে না থাকিলে ভগবান্ জীবের সমক্ষে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। বদ্ধাবস্থায় মনোধর্ম্ম-চালিত জীব তাঁহার সমানধর্ম্মীকেই গুরু করিয়া বসেন। সুতরাং মনোধর্ম্মী জীব সাধুশাস্ত্রোপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ ইচ্ছা মত গুরুকরণ করিতে পারেন না। করিলে অসৎকে 'সৎ' বলিবার অপরাধে তাঁহার কখনও ভগবৎ কৃপা লাভ হইবে না।

কুলগুরুগণ যদি শাস্ত্রোদ্দিষ্ট যোগ্যতা থাকে, তবে তিনি 'গুরু'পদবাচ্য হইতে পারেন, নতুবা কেমন করিয়া তিনি গুরু হইবেন? গুরু অর্থে শ্রেষ্ঠ বা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে যিনি ত্রাণ করেন। গুরুদেব যদি নিজেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট থাকেন, তাহা হইলে তাদৃশ অনধিকারী গুরুব্রুবের অনুগমনে শিষ্যের নরকই প্রাপ্য বিষয় হইবে। এক অন্ধ অন্যকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? কুসংস্কারাপন্ন সংসারী জীবের পক্ষে এরূপ কথাগুলি বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ" অর্থাৎ অনধিকারী ব্যবহারিক কৌলিক গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয় কর্ত্তব্য। বলিমহারাজ তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্যকে এবং ভীষ্ম পরশু-রামকে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অসদ্ গুরু ত্যাগ জন্য কোন অপরাধ হইতে পারে না ইহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুকরণ ভগবদ্ভজন করার জন্য, সেই ভগবদ্ভজনই যদি না হইল, তবে আর লোক দেখান গুরু-করার লাভ কি? শুদ্ধ সদ্‌গুরুর অভাবে বরং অদীক্ষিত থাকিয়া চিরজীবন ভগবৎ কৃপা অপেক্ষা করা ভাল তথাপি অসদ্ গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়া নরকে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আচার্য্যের বেশ ধরিয়া সে সকল আচার্য্যব্রুব সাধুশাস্ত্রবিগর্হিত আচরণ (অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ, ভাগবত ও ভগবানকে পণ্যদ্রব্য করিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ, সাধুনিন্দাদি নামাপরাধ করিতেছে, তাহাদের মুখদর্শন করাও শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

ভোগ্য বিষয় লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত, মূঢ়, শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। আমরা বারান্তরে গুরুকরণ বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচনা করিব।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন

জীবের স্বভাব সামাজিক। তিনি কখনও সমাজ শূন্য হন না। জড় মুক্তাবস্থাতেও তাঁহার গুরু ভক্ত সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন বা গৃহেই থাকুন বা বৈকুণ্ঠেই থাকুন তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। মুক্ত সমাজের বিষয় আমাদের আলোচ্য নয়। বদ্ধদশায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিধ্বংসদ্বারা কোন প্রকারেই জগতের উন্নতি হইতে পারে না। আজ কাল কতকগুলি লোক পাশ্চাত্যানুকরণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎসাদনকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা ইউরোপের বর্ণাশ্রম না থাকায় তাঁহারা এতদূর জাগতিক উন্নতি সাধনে সামর্থ্য হইয়াছেন।

আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বোধ হয় সেইরূপ উন্নতি সাধনের বর্ত্তমানে কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা এবং সর্ব্বপ্রকার উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ। ইউরোপীয় জাতিগণ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীন জাতীয় মানবগণ প্রায়ই অধিক বলবান্ এবং সাহসী হয়। সেই বল ও সাহস ক্রমে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট সংগৃহীত বিদ্যা বিজ্ঞান কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জাগতিক কার্য্যে, উন্নতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাভাবে তাহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়াই মনে হয়। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস এই বাক্যের প্রধান প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বর্ণাশ্রম যাহাতে আমাদের দেশে সুষ্ঠু স্থাপিত হয় তাহার জন্য প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সম্প্রদায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। স্বভাবানু-সারে বর্ণ নিরূপণ করা সর্ব্বশাস্ত্রের অভি-মত। ঠাকুর হরিদাসের মত নীচ কুলোদ্ভূত কোনব্যক্তি যদি নিজ ব্রহ্ম স্বভাবের পরিচয় দেন তবে তাঁহাকে নীচ কুলোদ্ভূত বা অস্পৃশ্য বলিয়া বর্জ্জন করা কখনই শাস্ত্রের অভিমত নহে কিন্তু তাই বলিয়া পবিত্রব্রাহ্মণকন্যার সহিত মেথরের পরিণয় হওয়াও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভগবানেরও পূজ্য, তাঁহাকে কখনই মেথরের সহিত সাম্যজ্ঞান করা যাইতে পারে না। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যুগান্তে বর্ণবিভাগ ছিল না। তাহার কারণ তৎকালে ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় ছিল। সকলেই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বময়-ভগবানের উপাসনায় রত থাকিতেন। কিন্তু কালক্রমে যখন ধর্ম্মের হ্রাস দেখা দিল তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভিন্ন স্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা সমাজকর্ত্তারা স্বভাবানুসারে চারিটী বর্ণ এবং অবস্থানানুসারে চারিটী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অস্পৃশ্য-বর্জ্জন সমিতি কি সেই প্রাচীন ঋষিগণের প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বভাবানুসারে বর্ণ নির্ণয় করিয়া [illegible] প্রদান করিতেছেন না কি [illegible] সকলেই একবর্ণ বা [illegible] হইবেন,—এই [illegible] সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন? অস্পৃশ্য বর্জ্জন সমিতি কি প্রকৃতই দেশের ও সমাজের হিতকারী?

তাহা হইলে তাঁহারা অস্পৃশ্য [illegible] অসামাজিক ও আপাত [illegible] হইলেও পরিণামে সম্পূর্ণ [illegible] ব্যবস্থার প্রচলন করিতে পারিতেন না।

জীবত্বে বা মানবত্বে এক হইলেও বদ্ধদশায় জীব বিভিন্ন উচ্চাবচ স্বভাব সম্পন্ন। বিভিন্ন স্বভাবের লোক কখন এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

সমাজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঘটনা ক্রমে আপাততঃ কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সহৃদয় লোকে ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসিগণ বর্ণ-ধর্ম্মের উৎসাদন কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি বর্ণ-ধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণাশ্রমই সামাজিক মানবের জীবন স্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্ম্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যযুক্ত আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হইবে যথা ;—

১। কেবল জন্ম বশতঃ কোন বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না

২। বাল্যাবস্থায় ও আদ্য সংস্কার কালে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত

৩। বর্ণ নির্ণয়কালে [illegible] কৃতিত্ব সহিত পিতা, মাতার বর্ণ [illegible] একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

... পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে ... বৎসর ... পর ... কুমারী, পিতা, মাতা ও ... নিঃস্বার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি ... বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

... বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ ... এই রূপ প্রশ্ন উত্থাপিত ... কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায়, উচ্চ বর্ণলাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালকবে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় ঐরূপ বিচার পূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটী সমাজ সংরক্ষক বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক যে এই প্রকার সমাজসংস্কার আজ কাল হইতে পারে কিনা, আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজসাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়, যেহেতু রাজা যে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এবিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতা ক্রমে অনেকেই এই প্রাচীন প্রবর্ত্তনে মত দিবেন না। ব সংস্কার সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্নবর্ণের লোকে মূর্খতা ... অজ্ঞানবশতঃ বর্ত্তমান কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে ... কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া এই ...

... (ক্রমশঃ)

আর কত দেখবো

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমায়াপুরের ভক্তদের বলিহারি যাই! ... কি আর ... ভক্তগণ ইঁহাদের প্রেমে এমন মাতোয়ারা হইয়াছেন। ... সেইরূপ ... উপস্থিত হইয়াছে। আগন্তুক অধিকারী মহাশয়ের হাব ভাব বুঝিয়া ভক্তগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিতোষ করিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা উদর ভরণ করাইলেন সুস্থ হইয়া অধিকারী মহাশয় অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে সাহায্য প্রার্থী হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, তিনি এই নদীয়া জেলার জেড়ামারা ও গোয়ালবাথানের নিকটবর্ত্তী শিষ্য-ব্যবসায়ী গোস্বামী নামধারী পণ্ডিত গুরুর টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। সম্প্রতি তাঁহার জনৈক সহাধ্যায়ী বন্ধুর সঙ্গে দেশে যাইতেছিলেন. তাঁহাদের টিকেট এবং অর্থাদি যাহা কিছু ঐ বন্ধুটীর পকেটেই ছিল। রাণাঘাট ষ্টেসন হইতে কোন পকেটকাটার হাতে তাহা সমস্তই অপহৃত হওয়ায় নিরুপায় অবস্থায় অনাহারে তাঁহারা উভয়ে পায়ে হাঁটিয়া বড় আশা করিয়া একদের সঙ্গে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। সেখানকার ঘর ঠাকুর বাড়ীতে এবং দ্বারে দ্বারে তাঁহাদে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়াও আহারাদি কোনই সংস্থান করিতে পারেন নাই অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ সহরের কোন এক ভদ্র লোকের বাড়ীতে একটু আশ্রয় হইয়া সেই বাড়ীর বাহিরের ঘরে বসিয়া আহার্য্যের অপেক্ষা করিতে থাকেন বহুক্ষণ যাবৎ কোন সাড়া শব্দ না পাইয় জলযোগ ব্যবস্থারই আশা পোষণ করিতে ছিলেন। পরে সেই বাড়ীর এক ব্যক্তি নিদ্রান্তে বাহিরের ঘরে আসিয়াই ইঁহাদিগকে দেখিয়া ইঁহাদের ভাগ্যের দিকে দিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য। আপনাদে কথা কাহারও স্মরণ হয় নাই। যা হউক এখন আপনারা অন্য চেষ্টা করুন ইহাতে দুই বন্ধু হতবুদ্ধি হইয়া স্থির করিলেন, জানি না আমাদের কাহার ভাগ্য দোষে আজ আমরা উভয়ে এইরূপ দুর্দ্দশাক্রান্ত হইয়া নিরাশ্রয়ে নিদারুণ উপবাস যন্ত্রণা বরণ করিতে বাধ্য হইতেছি যাহার পকেট হইতে যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল, না জানি তিনি কোন্ সাহসে নির্ভর করিয়া ঐ ভুলিয়া সকরেই থাকিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই অধিকারী বন্ধুটিকে স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ দিলেন। অধিকারী মহাশয় যেন কে ... বিলম্ব না করিয়া গঙ্গা পার হইয়া শ্রীমায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে। দুই দিন যাবৎ ...

ইত্যাদি সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া গেল। সন্ন্যাসী ঠাকুররা এমন কি তাঁহাকে শ্রীমন্দিরের চবুতরায় বসাইয়া অনেক হরিকথা শুনাইলেন এবং কিছুদিন এখানে থাকিয়া হরিকথা শ্রবণাদির জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমি এখন কি করিব? যাহা হউক সন্ধ্যার পর আরো কয়েকজন যাত্রী সহ এই অধিকারী মহাশয়ের সহিত আলাপন চলিতে লাগিল। প্রথমেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি যাঁহার নিকট ব্যাকরণ পড়েন, তিনি কি তাঁহার মন্ত্র গুরু না কেবল ব্যাকরণেরই গুরু? এবং তাঁহার কি প্রকার পসার? কিপ্রকার কত শিষ্য? পাজি ও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণাদির আমদানী রপ্তানিরই বা বরাদ্দ কি? অধিকারী মহাশয়ই বা কোন্ শ্রেণীর কিরূপ ব্রাহ্মণ? অধিকারী মহাশয় উত্তর করিলেন, আমি দেবশর্ম্মা, বারেন্দ্রশ্রেণীর স্মার্ত্তব্রাহ্মণ। অধিকারী আমাদের বাদসাহী খেতাব বা উপাধি। বলিয়াই বলিলেন, "উপাধিই ব্যাধিস্বরূপ" অধ্যাপক গুরুজী আমার মন্ত্র গুরু নন্। রাঢ়দেশে তাঁহার বহু শিষ্য আছে। অন্যান্য স্থানেও নানা জাতীয় নানা প্রকার শিষ্যাদি আছে। শ্রাদ্ধাদির নিমন্ত্রণও যথেষ্ট। অনেক সময় আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হয়। সঙ্গে রাঁধুনে বামুন না থাকিলে আমাদিগকেই রান্না বান্না করিতে হয়। আমার মত ছাত্র আরো ১০।১২জন আছে। টোলের দরুণ বাঁধা সাহায্য এবং যথেষ্ট চাঁদার ব্যবস্থা আছে। ভাগবত পাঠ করিয়াও প্রচুর অর্থ পান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রয়াগে যমুনা-দর্শনে প্রভুর ব্রজলীলার উদ্দীপন হওয়ায় যমুনাতে ঝম্প প্রদান করিলে বলভদ্র মহাপ্রভুকে যমুনা হইতে উদ্ধার করিলেন। প্রয়াগে তিন দিবস থাকিয়া কৃষ্ণনাম প্রেম বিতরণ পূর্ব্বক মথুরার পথে লোকোদ্ধার করিতে করিতে ক্রমে মথুরায় আসিলেন। তথায় সামাজিক বিচারে অস্পৃশ্যতোর সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের কুলে আবির্ভূত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক শিষ্যের হস্তপাচিত অন্নে ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার শিক্ষা দিলেন।

প্রভু বৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানসমূহ দর্শন করিলেন। চীরঘাটে কৃষ্ণলীলাকালের তেঁতুল বৃক্ষতলে বসিয়া প্রভু মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যা নাম-কীর্ত্তন লীলা করিতেন এবং সকলকে নাম-কীর্ত্তনের উপদেশ দিতেন। কৃষ্ণদাস নামক জনৈক রাজপুতকে প্রভু অক্রূরতীর্থে কৃপা করিলেন, কৃষ্ণদাস সেই হইতে গৃহসংসারাদির প্রতি উদাসীন হইয়া প্রভুর কমণ্ডলুবাহক নিত্য সঙ্গী হইয়া পড়িলেন। রাত্রিতে কালীয় হ্রদে মৎস্যধারী ধীবরকে প্রাকৃত লোক-সমূহ কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া কালীয়দহের জলে কৃষ্ণ-প্রাকট্যের এক জনরব উঠাইয়া দিল। সরল-বুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও সেই জনরব শুনিয়া বিবর্ত্ত দর্শনে ইচ্ছা হইল। মহাপ্রভু বলভদ্রের ভ্রম নিরসন করিলেন। এই লীলার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, "সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নিকটে থাকিলেও দুষ্পারা মায়া মুহূর্ত্তের জন্যও জীবের বহির্ম্মুখতার ক্ষুদ্র অবকাশ পাইলেই তাহার বিবর্ত্ত উৎপাদন করাইয়া থাকে, তখন জীবের মায়াকেই 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রান্তি হয়।

বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর অত্যধিক প্রেমোন্মাদ দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। "সোরো ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন, এই চিন্তা করিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস, মাথুর-সানোড়িয়া বিপ্র, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে গাভী-বিচরণ-দর্শনে ও গোপমুখে অকস্মাৎ বংশীধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর ব্রজলীলা-স্মৃতি উদিত হওয়ায় প্রেমমূর্চ্ছা হইল। এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী-পাঠান আগমন করিয়া প্রভুকে ঐরূপ মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে, প্রভুর সঙ্গিগণ প্রভুর নিকট হইতে ধন-অর্থাদি কাড়িয়া লইবার জন্য প্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছে। অশ্বারোহিগণের দলপতি বিজলী খাঁ এইরূপ উক্তি করিয়া প্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। প্রভু বাহ্যদশায় উপনীত হইলেন, বিজলী খাঁর দলের জনৈক মোল্লার সহিত প্রভুর কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। প্রভু কোরাণ শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করিলেন। উক্ত মোল্লা প্রভুর শরণাগত হইলে প্রভু তাঁহাকে 'রামদাস' নাম প্রদান করিয়া সংস্কার বিধান করিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত অশ্বারোহিগণ সকলেই মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। তাঁহারা 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে বিখ্যাত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

(দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

গত ৬ই চৈত্র তারিখের মফঃস্বল সংস্করণ 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় "নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-উৎসব" শীর্ষক একটি সংবাদ পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি নবদ্বীপ সহরের অধিবাসী। মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এখানে গঙ্গার পশ্চিম পারে কখনই হইতে দেখি নাই। বিখ্যাত বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস বাবাজীর নির্দেশ অনুসারে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার পূর্ব্বপারে মায়াপুরে সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। অদ্যাপি তথায় এই উৎসব হইয়া থাকে। এবৎসরও বিরাট আয়োজনে তথায় মহোৎসব হইয়া গিয়াছে।

মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুত ব্রজবিহ বাবুর জ্যেষ্ঠতাত জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী গঙ্গার পূর্ব্বপারে মায়াপুর, সাধারণে প্রচারিত করিবার জন্য একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং এখনও বহু চেষ্টা করিতেছেন। রামদাস বাবাজীর গুরুদেব পরলোকগত চন্দ্রপ্রসাদ বাবাজী আজীবন গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ মায়াপুরে চৈতন্যদেবের জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। নবদ্বীপের চেয়ারম্যান শ্রীযুত মদনানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠতাত মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপের মায়াপুরই যে চৈতন্যদেবের জন্মভূমি,—একথা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পাইকপাড়ার সিংহবংশীয় জমীদার গঙ্গার পশ্চিম পারে রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়। বুড়া শিবতলা নিবাসী চৌধুরী মহাশয়ের বর্ত্তমানে ৮০বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়, নবদ্বীপ, (পোড়ামাতলার নিকট)

গত ২৮শে মার্চ্চ আফ্গান রাজদম্পতীর ইংলণ্ডের জনপদ পরিদর্শনার্থ লণ্ডন ত্যাগ করিবার কথা ছিল। আগামী ৫ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত তাঁহারা ইংলণ্ডে থাকিয়া তথা হইতে প্যারিস হইয়া বার্লিনে গমন করিবেন। বার্লিনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া ভ্রমণতালিকা পরিবর্ত্তনের কোন কারণ উপস্থিত না হইলে তথা হইতে তাঁহারা পোলণ্ড, রুসিয়া, তুরস্ক ও পারস্য পরিদর্শন করিবেন।

সাইমন কমিশনের অদ্য দিল্লী হইতে বোম্বে যাত্রা করিবার কথা। তথা হইতে তাঁহারা বিলাত যাইবেন।

লিলুয়ার ধর্ম্মঘটকারিগণ তাঁহাদের সংকল্পে অটল আছেন। রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ বাহিরের লোক আনিয়া কাজ করাইতে সক্ষম হন নাই। মিঃ জোন্স নামক অ্যাসিস্টেণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রমিকগণের সহিত বামুনগাছী ইয়ার্ডে একটু উত্তেজনা-মূলক ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ভবিষ্যতে শান্তির আদৌ আশা করা যায় না। শ্রমিকগণ এজেণ্টের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

রবার ব্যবসায়ী স্যার হেনরী ডেটারডিংএর ভ্রাতুষ্পুত্রী ম্যাডাম ভ্যানিস হেন ও তাঁহার স্বামীকে রাত্রিতে কে গুলি করিয়াছে। স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, ভ্যানিসহেন আহত। তাঁহার দেহ হইতে গুলি বাহির করা হইয়াছে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ম্যাডাম হেন এমস্তেজের এক জন প্রধান মহিলা সদস্য, তাঁহার স্বামীও একজন প্রধান ব্যবসায়ী। হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চলিতেছে।

কুমারী ব্রাউন নাম্নী এক ব্যোমপর্য্যটক, যাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে আফ্গানরাজ আমানুল্লা ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে ব্যোমপথে লণ্ডন গমনের জন্য অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, গত রবিবারে চেলমার্সের ডিউকফিল্ড নামক স্থানে অবতরণকালে একটী গৃহের দেওয়ালে তাঁহার বিমানের ধাক্কা লাগিয়া একটী বালক দর্শকের মৃত্যু ঘটে, আরও ৬।৭টী বালকবালিকা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুমারী ব্রাউনও কিছু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

ভিজাগাপটমে এক ব্রাহ্মণ-পত্নী স্পিরিট ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া নিজের কাপড়ে আগুন ধরাইয়া ফেলেন। স্বামী নিকটে ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আগুন নিভাইতে আসেন। তাড়াতাড়ি করিতে স্পিরিটের বোতলটী উল্টাইয়া পড়িয়া ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া উভয়েই জীবন্ত দগ্ধ হইতে থাকেন। ব্রাহ্মণপত্নীর ঐ দিনই মৃত্যু হইয়াছে। ব্রাহ্মণ একদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের ৪টী শিশু সন্তান একদিনেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া গেল।

লণ্ডনের গ্রসেষ্টার রোডে একটী বুদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। বৌদ্ধেরা উক্ত মন্দিরে থাকিয়া লণ্ডনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবেন। সিংহলের জনৈক ধনী উক্ত কার্য্যের জন্য ৭৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণকে লণ্ডন প্রেরণের ব্যয়ভার তিনিই বহন করিবেন বলিয়াছেন।

গ্রাম বোয়ালি একখানি দেশী নৌকা হুগলী বাবুগঞ্জ ঘাটের নিকট ডুবিয়া গিয়াছে। মাঝি মাল্লারা বাঁচিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জিনিষপত্র ও টাকাকড়ি সবই নদীগর্ভে গিয়াছে।

হাওড়া মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন উপলক্ষে গত মঙ্গলবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধদল গুণ্ডাদ্বারা ১০নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস-ওয়ালাগণের সভার উপর লাঠি ও ছোরা চালাইয়া অনেক নিরীহ ভদ্রলোককে জখম করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গত সোমবার খান্দেশ মিলে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। মিলের তুলার গুদামে আগুন ধরিয়া প্রায় লক্ষ টাকার মাল পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ঐ মিলের মালিক মেসার্স মৃলজিজাটা এণ্ড কোম্পানী। আগুন কিরূপে ধরিল তাহা এখনও জানা যায় নাই।

বাগবাগান ব্রাঞ্চলেনের মৃত্যুঞ্জয় শীল নামক জনৈক ৩০বৎসর বয়স্ক দরিদ্রযুবক পরিবারবর্গের ভরণপোষণ দিতে না পারিয়া মনোদুঃখে আফিং সেবন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সদানন্দ গিরি নামক এক সন্ন্যাসী উণ্টাডিঙ্গীর অসীমকুমারী দাসী নামে এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে স্ত্রীলোকটীর অনভিমতে বিনা ভাড়ায় বহুকাল বাস করিবার ও নানাপ্রকারে বাড়ীর ক্ষতি করিবার অভিযোগে শিয়ালদহ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল। উকীল সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় আলীপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উহার বিরুদ্ধে এক আপীল করেন। আপীল মঞ্জুর হইয়াছে।

কলিকাতায় গোয়েন্দা পুলিশ বেলিয়াঘাটার একটী বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কইজুল্লা নামক এক মুসলমানের নিকট একটী ছয়নলা পিস্তল পাইয়াছেন। কইজুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত রবিবার সন্ধ্যায় সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোডে একটী হিন্দুস্থানী রমণী ট্যাক্সী চাপা পড়িয়া গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

গত ছয়মাস মধ্যে জুমাট বুলান্দ সহরের ১২১জন লোক প্লেগে মারা গিয়াছে। বুলান্দ ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম প্রায় জনশূন্য। ব্যবসায়িগণ ভয়ে ভয়ে দিনের বেলায় নিজেদের দোকানে আসিয়া বসে, রাত্রে সহর ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ... থানার অন্তর্গত মুকুন্দপুর নামক গ্রামে হরিচরণ খাঁন নামে জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া প্রচার করে যে, আমি হিমালয়ে ছিলাম. সম্প্রতি জীবের হিতের জন্য আমি লোকালয়ে আসিয়াছি। সে নানা প্রকার ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়া গ্রামবাসী জনসাধারণকে মুগ্ধ করে। ক্রমে বাঞ্ছানাথ সাউ নামক এক ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে তাহার খুব যাতায়াত চলিতে থাকে। একদিন সুযোগ পাইয়া সন্ন্যাসী মহাশয় বাবিকের ষোড়শী কন্যা ভুলাইয়াছে ও বহু টাকা কড়ি গহনাপত্র লইয়া উধাও হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান চলিতেছে। ধন্য কলির সন্ন্যাসীর লীলা।

বর্দ্ধমান জেলার কলানব গ্রামে (কুড়কুল পোঃ) শ্রীযুত অশ্বিনী পালের বাটীতে গত রবিবার দিবস একদল ডাকাইত পড়ে। বাটীতে লোক আসিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে অশ্বিনীবাবুর জেঠাইমা যেমন দরজা খুলিয়াছেন, অমনি একটী ডাকাইত তাঁহাকে কুঠারি দ্বারা আঘাত করিতে থাকে। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি একটী খাঁড়া লইয়া ডাকাইতগণকে আক্রমণ করিতে ডাকাইতগণ ভয়ে পলাইয়া যায়। কিন্তু বৃদ্ধার জীবনের আশা কম।

স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজের ছাত্রগণ ট্রান্সফারের আবেদন জন্য এক ফরম তৈয়ারী করিয়া তাহাতে অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছেন। গত বুধবার সেই ফরম অধ্যক্ষের নিকট পেশ করার কথা ছিল। ছাত্রগণ এক সভায় প্রস্তাব করিয়াছেন, মফঃস্বল এবং সহরের সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে স্কটিসে ভর্ত্তি না হন, তজ্জন্য বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সংবাদপত্রসমূহেও এ বিষয়ে লেখালেখি হইবে। গত বুধবার তাঁহারা কলেজের সম্মুখে এক সভা করিয়াছিলেন।

সিটি কলেজের ব্যাপারও এক্ষণে আছে। এরূপ আর কতদিন চলিবে কে জানে?

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী গার্ডেনরীচ ইয়ার্ডের ডক-ফোরম্যান মিঃ হার্ডি অসাবধানে মোটর চালাইয়া জালতলা মেডিকেল স্কুলের প্রসন্ন কুমার সরকার নামক একটী ছাত্রকে চাপা দেন। কারমেল হাসপাতালে ছাত্রটীর মৃত্যু হইয়াছে। ছাত্রটী সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছিল। গত ২৭শে মার্চ্চ করোণারের জুরীগণ রায় দিয়াছেন, চালকের দোষে ছাত্রটী চাপা পড়িয়া আহত হয় এবং ... হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

...শে চৈত্র, শনিবার—১৩৩৪

আর কি বল্‌বো

দেখ, সুধীর! আছি ভাল, কিন্তু থাক্‌তে থাক্‌তে এক একবার এক একটা চিন্তা এসে মনটাকে তোলপাড় করে, তখন যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। এক সময় মনে ক'রছিলাম এখানকার পড়া শুনা শেষ করে ইংলণ্ডে যাব, সেখান হ'তে যাহোক একটা কিছু তোমরা চোর্ম্মা হ'য়ে আসব, এটাই আমার জীবনের এক সময় একমাত্র ব্রত ছিল, কিন্তু ভাই খবরের কাগজে দেখ্‌ছিস ত স্কুল কলেজের অবস্থা। দেখে শুনে ভয় হয়, আর একবার ক'রে সেই পুরাকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার কেমন ব্যবস্থা ছিল, একবার মনে ক'রে দেখ্‌ দেখি, সে কালে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেও ছাত্র পড়াতেন না। ব্রাহ্মণরাই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। তাঁরা সকলেই শমদমাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন। ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করবার পূর্ব্বে উপবীত গ্রহণ করতে হ'ত। অধ্যয়ন করতে হলে নিয়মিত ভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করতে হত। গুরু সেবাই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য। ছাত্রের উপর "গুরুর স্নেহ নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ছিল, আর ছাত্রেরও গুরুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। ছাত্রের নিকট হ'তে কোন রকম অর্থগ্রহণ করা দূরে থাক যদি কেহ ঐরূপ কার্য্য করতেন তবে তাঁকে সমাজে ভৃতক অধ্যাপক ব'লে নিন্দনীয় হ'তে হত। আজকাল স্কুল কলেজের অবস্থা একবার বিচার ক'রে দেখ দেখি। ছাত্রও অধ্যাপকদিগের ব্যবহার দেখে অবাক্ হতে হয়, সে সব দিন একেবারে পালটে গেছে তার ফল যা হবার তা হচ্ছে। আজকাল কার শিক্ষা হচ্ছে,—শুনে অবাক হ'তে হয়, ধর্ম্ম যে হিন্দুদের একমাত্র প্রাণ ছিল, সেই ধর্ম্মকে আজকাল সেই হিন্দুগণই বর্ব্বর লোকের আনুগত্যে বর্ব্বরযুগের উপাসনা বলে মনে করছেন। কিন্তু তাঁদের বুঝা উচিত ছিল যে, যে জাতির ধর্ম্মের আজ দুদিন মাত্র জন্ম হয়েছে। সে জাতি ধর্ম্মের কথাটা ভাল বুঝতে পারছে না কিন্তু তাই বলে কি আমাদিগেও তাদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে? আবার হাসি দুঃখের কথা, এসব ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের বালক বালিকার শিক্ষা প্রদাতা; প্রদেশ, উন্নতির ভিত্তি ইহাদের হতে, ইহাদের শিক্ষিত হয়ে আমরা স্বদেশবাসীর উন্নতি সাধন করব? ভাই! আর কি বল্‌বো শিক্ষার পরিণাম ত এই। এ রকম শিক্ষার চেয়ে মূর্খ হয়ে থাকা অনেক গুণে ভাল। হিন্দুগণ একদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতাগণের পূজনীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ, শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, ভগবানেরও পূজ্য। অহো! কি আশ্চর্য্য এক সময় যে ভারত সমগ্র জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিল, সেই হিন্দু ভারতবাসী আজ নব্য সম্প্রদায়ের নিকট বর্ব্বর বলে পরিচিত হলেন। হায়রে কলির খেলা, যিনি নিজ পিতৃ-পুরুষদিগের পরিচয় জানেন না, তিনি হলেন অভিজ্ঞ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা ও আমাদের শিক্ষক। সেদিন কি হয়ে ছিল শুনবি, কলেজের একটী চাপরাসীর একটী শিরশিরজ নাকি অধ্যাপক মহাশয় ছড়ি ক'রে সরিয়ে দিয়ে নিজের ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ শিক্ষা কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবাসীর মধ্যেও নাই। এ হয়েছে কি জানিস সো মিশালা কিনা, খাঁটি ত নয় সে দিন শিক্ষকদের একটা সভা হয়েছিল, সভা সমিতি ত প্রায়ই হচ্ছে কিন্তু দুঃখের কথা সে সভাতে প্রকৃত শিক্ষার বিষয়, যাতে অধ্যাপক এবং ছাত্রদের চরিত্র গঠন হ'তে পারে, যাতে সকল মঙ্গলের মূলভিত্তি স্বরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হতে পারে, যাতে ছাত্রগণ সত্যি সত্যি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা শারীরিক মানসিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল লাভ করতে পারে, সে সব কথা আলোচনা হয় না। আলোচনা হয় কলেজের অধ্যাপকদিগের বেতন চাকরীর সর্ত্ত, ছুটী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি। এসব হওয়া উচিত নয়, এ কথা বলছি না তবে প্রকৃত শিক্ষার কথা আলোচনা করাই শিক্ষা বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আর ঐ গুলি গৌণভাবে আলোচিত হউক। এই কথা। অন্য কোন অসভ্য লোক সভ্য ব'লে পরিচিত হ'লেও ও ধর্ম্মের কথা বুঝতে পারে না তাই বলে কোন হিন্দু, ভারতবাসীর তাদের অনুগমন বড় দুঃখের বিষয় এবং নিজের বর্ব্বরতার পরিচয়।

ছাত্র জীবন

আমরা পুরাকালের ছাত্রজীবন এবং বর্ত্তমান-ছাত্রজীবন কিছু আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, এ যুগে বিদ্যার শিক্ষার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পুরাকালে ছাত্রগণ মাতা-পিতার সম্মতিক্রমে গুরুগৃহে বাসকালে প্রজন্মাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র গুরুসেবার দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিতেন।

কিন্তু এখন আমরা দেখিতে পাই, যে আদর্শ দর্শনে ছাত্রগণ, সেই পবিত্র সাধু জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী হইতেন, উপস্থিত সেইরূপ চরিত্রবান্ নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক জীবন যাপন করিতে একটীও আদর্শ দেখিতে পাই না, কাজেই আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ চরিত্রহীন, হীনবীর্য্য, অসাধুর সঙ্গী হইয়া পড়িতেছি, কারণ, আমাদের চারিটী আশ্রমের একটী আশ্রমও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হইতেছে না। ভিত্তিহীন গৃহ যেমন বেশীদিন স্থায়ী হয় না, সেই ব্রহ্মচর্য্যরূপ ভিত্তিশূন্য গার্হস্থ্য জীবন বেশীদিন স্থায়ী হয় না, সেই গার্হস্থ্য জীবন দিন দিন ভোগের আগার, কামুকতার ইন্ধনরূপে পরিণত হয়। পরিবারস্থিত যাবতীয় বস্তু আমাদের ধর্ম্মের সহায়ক না হইয়া, ভোগের বস্তু হইয়া পড়ে। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে যেমন যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত থাকে, সৈন্যসকল, সুসজ্জিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, সেইরূপ আমাদের ভবিষ্যত জীবন যাপন করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রথম জীবন সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। অতএব আমাদের ছাত্রজীবন সৎপথে চালিত করিতে হইলে প্রথমেই একটী আদর্শের আবশ্যক হয়। সেই জলন্ত জীবনন্ত আদর্শ পাই কোথায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রূপানুগজনেরা লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য, পুরাতন কীর্ত্তি জাগরিত করিবার জন্য প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পর-বিদ্যাপীঠে আশ্রমোচিত যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব ছাত্রগণ! যদি সত্য সত্যই নিজেদের জীবন সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক, বীর্য্যবান, তেজস্বী ক্ষমাশীল, সর্ব্বগুণে ভূষিত হইতে চাও, তাহা হইলে অপরা বিদ্যার আলোচনা না করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হও। সেই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র পর-বিদ্যাপীঠেই, হরিভক্তিতেই দৃষ্ট হয়। হে বন্ধুগণ, উন্নতির সোপান, ব্রহ্মচর্য্য জীবন, ছাত্রজীবন অবহেলায় ভাসাইয়া দিও না, পর-বিদ্যাপীঠের সেবা করিয়া আত্মকল্যাণ সাধন কর।

সরলতা

বহু দিনের কোন পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে হইলে সেই জমির উর্ব্বরতা শক্তি নষ্টকারী কুবৃক্ষসমূহের মূলসমূহ যেমন সম্যক্ প্রকারে উৎপাটিত করিতে হয়, জমির উপর হইতে গাছগুলি টানিয়া কিম্বা কাটিয়া ফেলিলে গাছের মূল উৎপাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত জমি কিছুতেই পরিষ্কৃত হয় না, দুই একদিন পরিষ্কৃতের ন্যায় দেখাইলেও তৎপরে আবার যেমন তেমনই হইয়া উঠে, আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রেও সেইরূপ অন্যাভিলাষিত (অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগস্পৃহা) এবং ভগবৎ-সেবা-সম্বন্ধ-বিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞানোত্থ ক্লেশরূপ যে সকল কুবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ক্ষেত্রটীকে ভক্তিবীজ উপ্ত হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন, সেই ক্লেশবৃক্ষের মূল ক্ষেত্র হইতে সম্যক্ প্রকারে উৎপাটিত করা আবশ্যক, নতুবা ভক্তিবীজ উপ্ত হইলেও তাহা অঙ্কুরিত হইবে না। শাস্ত্রে এই ক্লেশবৃক্ষ উৎপাটনের ক্রমবিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

ক্লেশ তিন প্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি—'পাপ', এই পাপ করিবার বাসনার নাম—'পাপবীজ' এবং পাপবাসনারও যাহা হইতে উদ্ভব, সেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বা স্ব-স্বরূপবিস্মৃতিই পাপবীজেরও মূল 'অবিদ্যা'। পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দূর হইতে পারে, কিন্তু পাপবাসনা বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত আবার পাপক্রিয়া সংঘটিত হয়, সুতরাং পাপবাসনারও মূল যে কৃষ্ণবিমুখতারূপ অবিদ্যা তাহা উৎপাটন না করা পর্য্যন্ত জীবের ক্লেশ দূরীভূত হইবার নহে। সেই কৃষ্ণবিমুখতারূপ অবিদ্যা দূর করিবার একমাত্র উপায়—পরাবিদ্যা বা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন, কৃষ্ণভক্তিই ক্লেশঘ্নী। এই শুদ্ধভক্তির অনুশীলন শুদ্ধভক্তগণসঙ্গেই হওয়া সম্ভব। অভক্তসহ কৃষ্ণানুশীলনের সহিত ভক্তসহ কৃষ্ণানুশীলনের বাহিরে আপাতত কোন পার্থক্য দৃষ্ট না হইলেও পরে তাহা বেশ উপলব্ধির বিষয় হইবে। অভক্তের সমস্ত চেষ্টায় কৃত্রিমতা পরিপূর্ণ—ভগবানের সেবার নামে ভগবানকে ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি আর ভক্তের সকল চেষ্টায় অকৃত্রিম—ভগবানের সুখের জন্য ভগবান্‌কে সেবা করা ছাড়া হিন্দুমাত্র আত্মসুখ স্পৃহা নাই। অসাধু কপটতা করিয়া সাধুর বেশ করিলেও কতক্ষণ সে নিজের বিকৃতস্বরূপ লুকাইয়া রাখিতে পারিবে? তাহার সমস্ত কপটতা তাহার কার্য্যেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যশোহর জেলায় কোন গণ্ডগ্রামে এইরূপ একটি ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এক দুষ্ট পাটনী বিষয় পাইবার লোভে তাহার এক জ্ঞাতি সরিককে খুন করিয়াছিল। গ্রামবাসী ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণের নিকট সে তাহার কৃতাপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহার মুখের চেহারার এমন একটা বিশ্রী পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, তাহাকে যে দেখিত সেই বলিত—'ওই বেটা খুনে আসামী'। এমন কি অজ্ঞ বালকবালিকারাও তাহাকে দেখিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিত—'ওই খুনে আসিতেছে'। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ বিশেষ কোন প্রমাণ

সংগ্রহ না করিতে পারিয়া লোকটীকে ছাড়িয়া দিলেও তাহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল, তাহাকে সর্ব্বদাই আমরা গম্ভীর বিষাদে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইতাম। তাহার এইরূপ পরিবর্ত্তনই তাঁহার কুহুকর্ম্মের প্রমাণস্বরূপ হইয়াছিল। সুতরাং মানুষ যতই না কেন তাহার কপটতা ঢাকিবার চেষ্টা করুক, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। কপটাচারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণের সহিত শুদ্ধাভক্তির অনুশীলনেই কৃষ্ণবিমুখতার মূল যে অবিদ্যা তাহা বিনষ্ট হইয়া জীবহৃদয়ে উপ্‌তভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবে এবং ক্রমে তাহা বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবে।

শান্তির সন্ধান

মানবসমাজের সমস্ত চিন্তাস্রোত যতদিন না ভগবদ্ভক্তি-রস সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মানবজগতের কোন অভাব-অভিযোগই নিরাকৃত হইবার নহে। এক অভাব নিরাকরণ করিতে যাইয়া অন্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হইবে মাত্র। যে শান্তির আকাঙ্ক্ষায় আজ সারাটি জগতে এক মহা কোলাহল উঠিয়াছে—কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি করিয়া জগৎ উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়াছে, সে শান্তি কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—কোথায় সে শান্তি-নিকেতন? যদি সে শান্তির স্থান জগন্নাথ শ্রীহরির কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের শীকরচ্ছায়া না হয়—শ্রীহরির পাদপদ্মসেবালাভই যদি সে শান্তির লক্ষিতব্য বিষয় না হয়, তাহা হইলে তাহা শান্তি নহে—ভীষণ অশান্তি—অসহ্য যন্ত্রণা মাত্র। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে, মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হইতে যে সর্ব্বগ্রাসী অনল আজ জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হে জগদ্বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ, সে অনল নির্ব্বাপণ করিবার সামর্থ্য আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি জীবের নাই। একমাত্র শ্রীভগবানের করুণার বারিধি হইতে করুণা বাষ্পাকারে উত্থিত কারুণ্য-বারিবাহই যদি কৃপা করিয়া বর্ষিত হন, তবে এ অনল নিভিবে, নচেৎ সব ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে।

পরমার্থকে কেন্দ্র না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে চলিয়া জীব কখনও সুবিধা লাভ করিতে পারিবেন না। 'আগে দেশের ও দশের অভাব দূর করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হই, পরে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইব' ইহা উন্মাদের প্রলাপবাক্য মাত্র। দেশের ও দশের মূল অভাবই হইতেছে ভগবদ্বিমুখতা, সেই অভাব রাখিয়া অভাব নিরাকরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কখনই হইবার নহে।

সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা বশে যাবে প্রাণ অবশেষে
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥

যে দিন দেশবাসীর প্রত্যেকের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে ভগবদ্ভজন, যে দিন দেশবাসী নিজের সমস্ত কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া ভগবান্‌কেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে—যে দিন জীব দুঃখ কষ্টে অধৈর্য্য না হইয়া দুঃখ কষ্টকে ভগবানেরই কৃপা জানিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নমস্কারবিধানপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে থাকিবে, সেই দিনই জীবের সকল অভাব—সকল অসুবিধা দূর হইবে। নতুবা কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা অভাব দূরীকরণ চেষ্টা বৃথা। জগতে একদিন আসিতেছে, যে দিন জগৎ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া আর মিথ্যার কুহকে পতিত হইবে না—শান্তির পথ হারাইবে না।

আমাদের অবস্থা

আমরা খবরের কাগজে কোথাও ভীষণ দুর্ভিক্ষ, কোথাও ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, কোথাও কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামকব্যাধির প্রকোপ, কোথাও ভীষণ ডাকাতী, কোথাও নারীর প্রতি ভীষণ পাশবিক অত্যাচার প্রভৃতি সংবাদগুলি প্রতিদিন পাইতেছি। কেহ বা ঐ সংবাদ গুলি পাইয়া রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে বা স্বয়ং যথাযোগ্য প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা করিলে কি হইবে? এ কষ্ট আজ নূতন নয় ইহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকার করিতে কেহই সমর্থ হন নাই বা হইবেন না। আমরা কেন এই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া অনাদি কাল হইতে কষ্ট ভোগ করিতেছি, কেই বা আমাদিগকে এই দুঃখ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিল, আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি যার জন্য আমাদিগকে অনাদি কাল হইতে কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে?—এসব বিষয় একবার চিন্তা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য নয় কি? আমরা কি পশুপক্ষীর ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণই করিব? তদপেক্ষা উচ্চতর সুখের কোন সন্ধানই লইব না? আসুন সর্ব্ববর্ণ! আমরা সকলে মিলিয়া এই সকল বিষয় যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া আমরা নিজদিগের এবং অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গের যাবতীয় ক্লেশ চিরতরে প্রশমিত করিবার চেষ্টা করি। ক্লেশ নিবৃত্তি এবং আনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টা জীবমাত্রেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম। নানা প্রকার আর্থিক ও পারমার্থিকশাস্ত্রের আলোচনা বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের উন্নতি সাধন প্রভৃতি যাবতীয় চেষ্টা ঐ উদ্দেশ্যেই হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল চেষ্টা দ্বারা আমরা কিয়ৎকাল শারীরিক এবং মানসিক সুখ পাই, প্রকৃত ক্লেশ দূর করিতে সমর্থ হই না। আবার আমরা ঐ ক্ষণিক সুখে এতদূর প্রমত্ত রহিয়াছি যে, আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির চেষ্টা একবার মনেও করি না। উহাই মায়া। যাহা আমাদিগকে ক্ষণিক সুখে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহাকেই পণ্ডিতগণ, মায়াসংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এই মায়াই সর্ব্ব ক্লেশের মূল স্বরূপ। এই মায়ার আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা নাম্নী দুইটী বৃত্তি আছে, উহা ক্ষণিক সুখের লোভ দেখাইয়া আমাদিগের যথার্থ স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা কে তাহা আমাদিগকেই জানিতে দিতেছে না। আমাদের নিজের স্বরূপটা একবার বিচার করুন, দেখিতে পাইবেন আমরা জড়ের ন্যায় একটী অচেতন বস্তু মাত্র নহি, আমাদের ইচ্ছা শক্তি আছে, আমাদের অনুভব করিবার শক্তি আছে, আমি যে জাতীয় বস্তু, তাহাতেও ঐ সকল ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঐ ধর্ম্ম দেখা যায় না, সেটী আমার সমজাতীয় বস্তু নহে, তাহাই জড় বা অচেতন। এইরূপ চেতনময় বস্তু হইয়াও কোন কারণে আমরা জড় বস্তুতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং নিজ স্বরূপে বিস্মৃত হইয়া নিজকে জন্মমৃত্যুর অধীন জড় বস্তুর অন্যতম বোধ করিতেছি। ইহার ফলে আমরা কখন জড়ের অভাব দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছি, কখন পীড়ায় কাতর হইয়া হাহুতাশ করিতেছি কখন কামিনীগণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, কখন অট্টালিকায় বাস করিয়া নিজকে রাজরাজেশ্বর জ্ঞান করিতেছি, কখন আমার সজাতীয় বস্তুর প্রতি হিংসা করিয়া নিজকে বড় বাহাদুর মনে করিতেছি, কখন বা দু'চার খানা বই পড়িয়া বা দু এক খানা বই লিখিয়া নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত হইতেছি—এই সকল অসংখ্য ক্লেশ আমাদের নিত্য চেতনময় স্বরূপে না থাকিলেও বর্ত্তমানে আমাদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে ক্ষণিক সুখের জন্য জড় বিষয়ে আসক্তি যে সর্ব্ব ক্লেশ মূল, তাহা জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এইরূপ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় একমাত্র জড় বস্তুতে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চেতনময় বস্তু ভগবানে প্রীতি স্থাপন করা। শাস্ত্রদ্বারা গীতা বলেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

ভাই সকল! আমরা দু'দিনের জন্য পৃথিবীতে এসে পান্থশালায় এক রাত্রি বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টার ন্যায় এই জগতকে সুখময় করিবার কতই না চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই বুঝিতেছি না যে আজই হউক আর দু'দিন পরেই হোক এ জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ থাকবে না, অহো! মায়ার কি আশ্চর্য্য শক্তি! তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। হে জীব! তুমি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া শেষে মনুষ্যজন্ম পাইয়াছ এই জন্ম দেবতাদের ও দুর্লভ, এই জন্মটা কেবল বিষয় ভোগ করিয়া বৃথা নষ্ট করিও না। অর্থচেষ্টা জীব মাত্রেই করিয়া থাকে, কিন্তু পারমার্থিক চেষ্টার উপযোগী একমাত্র মনুষ্য, অতএব তোমার এই অমূল্য জীবন কেবল জড়ীয় বিষয় আলোচনা করিয়া বৃথা নষ্ট করিও না। জড়াসক্তি ক্লেশের মূল জানিয়া তাহা পরিত্যাগ কর, নতুবা ক্লেশের হস্ত থেকে উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন। যোষিৎসঙ্গী অনাচারীর বাবাজীত্রুবের কথা যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ কি?

উত্তর। সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব কর্ত্তৃপুরুষ—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। আর সকলেই তাঁহার সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধবিশিষ্ট তাঁহার শক্তি, প্রকৃতি বা 'যোষা'। ভগবান্ একমাত্র অসমোর্দ্ধ পুরুষ, তাঁহার শক্তি বা যোষা অনন্ত। প্রত্যেক যোষা যখন ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তখন প্রত্যেক যোষারই কৃষ্ণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা শূন্য হইয়া কৃষ্ণপ্রীতি মূলে কৃষ্ণসেবা। এই যোষা বা শক্তি তিন প্রকার— (১) অন্তরঙ্গা বা চিচ্ছক্তি যাহা হইতে চিজ্জগৎ (২) বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি—যাহা হইতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড এবং (৩) তটস্থা বা জীব শক্তি—যাহা হইতে জীবজগৎ। প্রকটিত চিচ্ছক্তি সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবোন্মুখ, আর আর

সর্ব্বদা [illegible] জীব প্রভুত্বয়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া উভয়শক্তি দ্বারাই বশীভূত হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত। জীব যখন কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন তিনি চিচ্ছক্তিবল লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হন, যখন মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া মায়া জালে বদ্ধ হন। জীবের এই অবস্থার নাম তটস্থা অবস্থা। জীবের সত্তায় কোন মায়ার গন্ধ না থাকিলেও নিতান্ত অণুত্ব প্রযুক্ত চিদ্বলের অভাবে মায়া-দ্বারা অভিভূত হওয়া বা কৃষ্ণসেবা নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার আছে। এই তটস্থ স্বভাবাপন্ন জীবের তিনটী বিভাগ,—(১) নিত্যবদ্ধ, (২) বদ্ধমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ, (৩) নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধ। নিত্যবদ্ধ জীব নিত্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, বদ্ধমুক্ত জীব অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলেও সাধুগুরুর কৃপায় পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত, নিত্যমুক্ত জীব নিত্য কাল কৃষ্ণসেবোন্মুখ। অণুস্বধর্ম্মবশতঃ জীব যেখানে মায়াদ্বারা বশীভূত হওয়ার যোগ্যতা থাকিলেও জীবস্বরূপে যখন মায়ার কোন সংস্রবই নাই তখন জীবের স্বভাব একমাত্র কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না অর্থাৎ সেবাই তাহার স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা বা স্বাস্থ্য আর কৃষ্ণবিমুখতাই তাহার অস্বাভাবিক অসুস্থাবস্থা বা অস্বাস্থ্য। অস্বাভাবিক অবস্থাতেই জীবের 'আমি কৃষ্ণের ভোক্তা বা কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণই আমার সেব্য'—এইরূপ বুদ্ধি অঙ্কুরিত হইয়া কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। এই ভোগবুদ্ধিকেই দার্শনিকগণ 'যোষিৎ সঙ্গ' আখ্যা দিয়া থাকেন। সুতরাং যোষিৎসঙ্গীকে কখনও প্রকৃতিস্থ জানিয়া তাঁহার কথা 'প্রামাণ্য' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যোষিৎসঙ্গ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকারে সংঘটিত হইয়া থাকে। স্থূলভাবে পরস্ত্রীসঙ্গাদি এবং সূক্ষ্মভাবে যাবতীয় কৃষ্ণেতরবিষয় ভোগ প্রবৃত্তি। কৃষ্ণেতর বিষয় বলিতে আর কিছুই নহে, জীবের "একমাত্র বিষয় কৃষ্ণ ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় কোন বস্তু আছে, সুতরাং তাহাই আমার ভোগ্য" এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহারা যে পরিমাণে কৃষ্ণসেবা বহির্ম্মুখ, তাহারা সেই পরিমাণে যোষিৎসঙ্গী। কৃষ্ণবহির্ম্মুখাবস্থায় জীবের দেহ এবং মন এই অপরা প্রকৃতিতে 'পরাপ্রকৃতি' বা 'আত্মবুদ্ধি' হইয়া থাকে, দেহ মনের সম্বন্ধীয় অনিত্য বস্তুকেই তখন তাহার নিত্য আত্মীয় জ্ঞান হয়। সর্পে রজ্জু বা রজ্জুতে সর্পবুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি জীবের আত্মবিস্মৃতিরূপে সাধন করিয়া থাকে। তাদৃশ আত্মবিস্মৃত [illegible] অশ্রৌতপন্থী জীবের কৃষ্ণসেবা চেষ্টা বাস্তবিকরের চেষ্টা, চাতুরী বা কপটতা মাত্র, তাদৃশ কাপট্যানুসরণ কখনই সুমঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না। কপটগণ নিজেরাই বস্তুদর্শনোপযোগী দৃষ্টিহীন, সুতরাং তাহারা আর কাহাকেই বা পথ দেখাইবে? তাহারাও নরকে পড়িয়া পচিবে, তাহাদের অনুসরণকারীর দশাও তাহাই হইবে। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত বা কৃষ্ণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণজনের কথাই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কৃষ্ণসেবকগণ শ্রৌতপন্থী, তাঁহাদের গন্তব্যস্থান গোলোক বৈকুণ্ঠ, তাঁহাদের অনুসরণকারীরও গতি তদ্রূপ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা। শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥ তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)। অর্থাৎ যোষিৎক্রীড়ামৃগগণ—অসাধু, তাহারা অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, শোচ্য, তাদৃশ যোষিৎসঙ্গী অসাধুসঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিমর্ষিণী বুদ্ধি, লজ্জা, যশঃ, সহিষ্ণুতা, শম, দম ও ভগ (উন্নতি)—সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

যোষিৎসঙ্গীর বাহ্যবেশ পরমহংস বাবাজীর ন্যায় থাকিতে পারে, কিন্তু যেহেতু সে অপ্রকৃতিস্থ বিকারগ্রস্ত, সেহেতু তাহার বাক্য সমস্তই প্রলাপমাত্র, তাহা কখনই স্বতঃপ্রমাণ শিরোমণি বেদানুগ মহাজনগণের বাক্যের সহিত এক নহে। এক বুদ্ধি করিলে সত্যে অসত্য ভ্রমোৎপন্ন হইবে, মহাজন-পন্থা উল্লঙ্ঘন জন্য দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। যোষিৎসঙ্গী বাবাজী প্রমাণ দেখাইয়া বস্তুদর্শন করাইবার ছল করুক, তাহা যেহেতু তাহার স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত বা মনোধর্ম্মোত্থ, সেহেতু তাহা আম্নায়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের গ্রাহ্যবিষয় হইবে না, মনোধর্ম্মিগণের সমশীলব্যক্তিগণ তাহাতে আনন্দ প্রাপ্ত হয় হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'। যে বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অতীত অধোক্ষজ, তাহা কখনও প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন বাবাজীর যুগযুগান্তব্যাপী চেষ্টাতেও প্রকাশিত হইবে না। জীবের শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবান্ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য ধামসহ উদিত হইয়া থাকেন। অপ্রাকৃত চিদ্ধাম কখনও জড়াসক্ত বাবাজীর জড়মনের গোচরীভূত বিষয় হন না। সুতরাং বাবাজীর সকল যুক্তিই আম্নায়িগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে খণ্ডবিখণ্ড হইবার যোগ্য।

প্রেরিত পত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, তারিখ ১৪ই চৈত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত
নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কারের বিবরণটী আপনার পত্রের আগামী সংখ্যায় মুদ্রিত করিলে সুখী হইব। ইতি—

বশংবদ
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,
সম্পাদক।

সময়-বৃদ্ধি
পদক ও পুরস্কার

বর্ত্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পদক

(১) হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক—নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র। (২) হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক—হিন্দুরাজত্বে রাঢ়। (৩) তরলাসুন্দরী সুবর্ণ-পদক—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস। (৪) রামগোপাল রৌপ্যপদক—'এষা' কাব্য সমালোচনা। (৫) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)—'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব। (৬) অক্ষয় কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)—অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র। (৭) জ্ঞান শরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক—মাইকেলের ছন্দ। (৮) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্য-পদক—মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

(১) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)—শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যান-সমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা। (২) গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲)—স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

দ্রষ্টব্য :—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশক্তির পরিচয় থাকা আবশ্যক। কেবল ৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য প্রবন্ধ সাধারণে লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি ১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৫ (২৮শে এপ্রিল, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ,
সম্পাদক।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ১৪ই চৈত্র,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
২৪৩,১, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

নানা কথা

লাইট রেলওয়ের একটী ট্রেণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে ৩টার সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণ-নগরাভিমুখে যাত্রা করে। গত পরশ্ব সেই ট্রেণে আমঘাটার নিকট ড্রাইভারের অসাবধানতাবশতঃ একটী গরুর প্রাণ নষ্ট হয়। এই সংবাদে হিন্দুমাত্রেই অতিশয় মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা ভাবি অমঙ্গল-সূচক।

গত ২৭শে মার্চ্চ কুষ্টিয়ার মিউনি-সিপালিটীর নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। দুইজন ডাক্তার, দুইজন উকিল, দুইজন মোক্তার এবং চারিজন ব্যবসায়ী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

গত ২৫শে মার্চ্চ অপরাহ্নে হাওড়া ময়দানে হাওড়া মিউনিসিপালের মেথর ও ঝাড়ুদারগণের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় ২০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত আগমনাথ দত্ত সভাপতি ও শ্রীযুক্ত জীবন কৃষ্ণ মাইতী, মিঃ ফিলিপ স্প্র্যাট, মিঃ মুজাফর আমেদ ও হাওড়া মেথর সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় বক্তা ছিলেন, প্রত্যেক মেথরের বেতন ১৫৲, সস্তায় থাকিবার বাড়ী, ঘুষ বন্ধ ও ছুটির সুবিধার জন্য প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের ঐ সকল দাবী পূরণ না করিলে উহারা ধর্ম্মঘট করিবে স্থির করিয়াছে।

গত ২৬শে মার্চ্চ কাশীধাম টাউনহলে কয়েক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী মিলিয়া এক সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন "—বর্ত্তমান কাল ও হিন্দু সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়, পূর্ব্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।" অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কি কেবল মুচি, ম্যাথর, মুদ্দফরাসের সহিত এক সঙ্গে আহার বিহার করিয়াই সাধিত হইবে, না উহাতে কোন বৈজ্ঞানিক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতেছে? আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক জীব বৈষ্ণবী চক্রে প্রবর্ত্তিত হইলেই অস্পৃশ্যবর্জ্জন আপনা হইতেই সাধিত হইয়া থাকে।

গত ১৩ই চৈত্র সোমবার খ্যাতনামা শিক্ষক ও গ্রন্থকার গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আচারনিষ্ঠ ছিলেন।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ প্রায় এক সপ্তাহ-কাল ছুটীর পর গত ২৮শে মার্চ্চ খোলে। ঐ তারিখেই ক্লাশ-পরীক্ষা আরম্ভ হইবার দিন ছিল। মাত্র ৩২টী ছাত্র পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল। তম্মধ্যে ২৬টী ছাত্র কলেজের বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য ছাত্রগণের অনুরোধে পরীক্ষা না দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ৬টী ছাত্র তাহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় দুই শত ছাত্র ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।

গত ২৮শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্নে লিলুয়া ধর্ম্মঘট সম্পর্কে লোকো সেডের নিকট ভীষণ হাঙ্গামা হওয়ায় পুলিশ গুলী বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে ২ জন ব্যক্তি হত ও ৫ জন ব্যক্তি আহত হইয়াছে। হাঙ্গামাকারিদের ঢিলে বহু লোক আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিগণ হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয় তজ্জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে পুলিস ও সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট এখনও চলিতেছে।

কাণপুর সহরস্থ "বর্ত্তমান" প্রেসের রঘুনাথ শর্ম্মা বোমা রাখিবার অভিযোগে বিস্ফোরক আইনের ৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত বুধবার ঐ মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। জুরিগণ একবাক্যে আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জজ সাহেব তাঁহাদের সহিত মতদ্বৈধনিবন্ধন মোকদ্দমা এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাস চন্দ্র বসু গত ২৯শে মার্চ্চ অপরাহ্নে (৬১নং রামতনু বসুর ২য় লেন) মাণিকতলা স্পারে সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গনে স্বদেশী মেলার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আগামী ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ঐ মেলা থাকিবে। প্রবেশ মূল্য ১ আনা। মহিলাদিগের সুবিধার জন্য বিশেষ বিশেষ দিবসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নগরবাড়ী পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার বাবু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত একখানি ব্যারিং চিঠী হইতে ১০টাকার হাফ্ নোট চুরি করার অভিযোগে গত ২৮শে মার্চ্চ বুধবার নগরবাড়ী হইতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তিনি জামিনে খালাস পাইয়াছেন।

সিটি কলেজের হিন্দুছাত্রদের অভিভাবকগণ এলবার্ট হলে এক বিরাট সভা করেন। সভায় নিম্নলিখিত ৫টী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—

১। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দু ছাত্রগণকে তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা প্রদান করায় এই সভা প্রত্যেক হিন্দু ছাত্রের অভিভাবককে উক্ত কলেজ হইতে তাঁহার সন্তানকে অপসরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন।

২। ছাত্রদিগকে ট্রেন্সফার সার্টিফিকেট প্রদানে নানাপ্রকার আপত্তি করায় এই সভা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ করে।

৩। এই সভা সিণ্ডিকেটের নিকট শ্রীমান্ হেরম্বকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র সাহার তদন্ত করিবার নিমিত্ত একটী সাব কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৪। যাহাতে সিটি কলেজের ছাত্রদিগকে উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার সহিত কলিকাতার অপরাপর কলেজ সমূহে স্থান প্রদান করা হয়, তজ্জন্য এই সভা উক্ত কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে।

৫। যাহাতে মফঃস্বল এবং কলিকাতার ছাত্রগণ সিটি কলেজে ভর্ত্তি না হন তন্নিমিত্ত এই সভা প্রচার কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিবে।

জরিপ নামক এক ব্যক্তিকে প্রহারদ্বারা মারিয়া ফেলার অভিযোগে সদরের জমাদার এবং আরও পাঁচ জন, জুরীগণ কর্ত্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে বাখরগঞ্জের দায়রা জজের বিচারে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডবাসের আদেশ প্রাপ্ত হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হইলে বিচারকগণ আপীল গ্রাহ্য করেন।

গত ২৬শে মার্চ্চ ক্রাকাটাও আগ্নেয়গিরিতে তিনবার অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। ৩১বার ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

গোপালগঞ্জ মহকুমার সকল স্থানেই ভীষণরূপে কলেরা ও বসন্ত দেখা দিয়াছে কোতোয়ালি পাড়াতে উক্ত দুই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী।

চীনে ১৫ই হইতে ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ কালে ৫৬জন কমিউনিষ্টের প্রাণবধ করা হইয়াছে।

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিক সেক্রেটারী ডেনিস এবং বিচারপতি সোমানন্দের গৃহে গত ২৬শে মার্চ্চ রাত্রিতে দুইবার বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের উভয়ের গৃহই অগ্নির ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ফেণীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তথাকার আবতল গনি নামক জনৈক ব্যক্তিকে শৃগালদংশনের চিকিৎসার নিমিত্ত সরকারী ব্যয়ে কলিকাতা ট্রপিকেল স্কুলে পাঠাইয়াছেন।

চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের অনুরোধে কর্ণফুলী নদী ও তৎসন্নিহিত স্থানের জরিপের কার্য্য বিমানপোতের সাহায্যে আরম্ভ হইয়াছে।

নাগপুরে গত হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গার সময় জনৈক মুসলমান ফকিরকে হত্যা করার অভিযোগে যে ৪ জন হিন্দুর প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহারা সরকারের নিকট জীবনভিক্ষা প্রার্থনা করায় সরকার তাহাদের মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ দিয়াছেন।

ডাক্তার বেশান্ত তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক পত্রিকাখানিকে দৈনিক পত্রাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন। আগামী ১০ই এপ্রিল দৈনিক পত্রিকার ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

কোন মার্কিন পর্যটক শ্যামদেশের গভীর বনভূমি মধ্যে এক প্রাচীন সহরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যাঙ্কক সহর হইতে স্থানটী ১৭৫মাইল দূরে অবস্থিত।

রায়বাহাদুর বদ্রীনাথ গোয়েঙ্কা রায় বাহাদুর রামদেও চোকানির স্থানে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত বুধবার রিসড়া ওয়েলিংটন পাট কলের প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কার্য্য বন্ধ করিয়া নিরুপদ্রবে ধর্ম্মঘট চালাইতেছে।

মৈমনসিংহের প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন ৬ই ও ১৩ই এপ্রিলের পরিবর্ত্তে ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল হইবে।

অব্যর্থ মুষ্টিযোগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(দাদ এবং দুষ্ট চর্ম্মরোগ)

(১৬)

তুলসীর পাতা ও লবণ অথবা সোমরাজ পাতা ও লবণ লাগাইলে দাদের উপশম হয়।

(১৭)

কালকাসুন্দের শিকড় ঘসিয়া দিলে অথবা দাদমর্দ্দনের পাতা ঘসিয়া দিলে দাদ সারে।

(চক্ষুরোগ)

(১৮)

চোখ ফুলা, চোখ কর্‌কর্ করে, পিচুটী হয়, জল পড়ে অথবা জ্বালা করিলে রাত্রে শয়ন করিবার সময় প্রত্যহ এক ফোঁটা করিয়া খাঁটী গব্য ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চোখে দিয়া শুইয়া থাকিবেন। যদি ব্যারাম খুব কঠিন এবং বহুদিনের হয় তবে প্রথমে গোলাপ জল অথবা কচি ডাবের জল দ্বারা চক্ষু উত্তমরূপে ধুইয়া পরে ঐ ঈষদুষ্ণ ঘৃত ১ ফোঁটা দিয়া শুইয়া থাকিবেন এবং প্রভাতে উঠিয়া চক্ষুতে খুব জোরে জলের ঝাপ্টা দিয়া চোখ পরিষ্কার করিবেন এবং চক্ষু মেলিয়া জলে ডুব দিবেন।

(১৯)

বিলে যে গোলশামুক পাওয়া যায় উহা জীবন্ত অবস্থায় একটী পরিষ্কার পাথরের থালার উপরে রাখিয়া যেখানে ধূলি না উড়ে এরূপ স্থানে রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রের তেজে ঐ শামুকের জল কাটিয়া পাথরে জমা হইবে। ঐ জল ২।১ ফোঁটা করিয়া চোকে দিলে সকল রকম চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

রাতকাণা

(২০)

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই একটী জলাশয়ের ধারে গিয়া দুই চোখে এক এক ফোঁটা করিয়া ছোট পিঁয়াজের রস দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ চোখ মেলিয়া ঐ জলে ডুব দিবেন। এইরূপ প্রত্যহ পর পর ৩ বার করিবেন। রোগ আরোগ্য হইতে কোন স্থলেই ৩ দিনের বেশী সময় লাগিবে না। অল্প দিনের হইলে একদিনে তৎক্ষণাৎই সারিয়া যাইবে।

অম্লশূল

(২১)

ঢেঁকি ছাটা আতপ চাউল গুঁড়া করিয়া খুব মোটা কাপড়ে চালিয়া লইবে ঐরূপ চা খড়িও গুঁড়া করিবে। ।০ আনা ওজনের চাউলের গুড়া এবং ।০ ওজনের চা খড়ির গুড়া একত্রে মিশাইয়া এই ॥০ তোলা পরিমাণ ঔষধ বেদনার সময় সেব্য।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ।

২০শে চৈত্র, সোমবার—

বুড়োর কথা

ওহে আর জান, আজকাল কি ও টা ধর্ম উঠেছে, তার নাম শুনেছি কিন্তু কাজের বেলায় মনে পড়ে না, ইহারা হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, খ্রীষ্টানও নন, কিম্ভূত কিমাকার কিছু বুঝা যায় না। ইহারা উপাসনাকে বর্ব্বর যুগের উপাসনা বলে, আর হিন্দুদের দেব দেবীর শ্রীমূর্ত্তিকে মানতে চায় না, বলে কি ও সকল পুতুল পূজা, ভগবানের অর্চ্চাবতার মানতে চায় না। আজকাল এই সকল নব্য সম্প্রদায়ের লোকও জগতে শিক্ষিত বলে পরিচিত হচ্চেন, অহো শিক্ষা বিভাগের কি অবনতি। যিনি যত মূর্খতার চরম সী য় উপনীত হ'তে পেরেছেন তিনি [illegible] শিক্ষিত। এই ত কলির এক রকম শৈশবাবস্থা, এর পরে কি হয় বলা যায় না। ইহার মূল কারণ হচ্চে, জড় বিদ্যার প্রসার যত বেশী হবে ততই আমাদের বুদ্ধি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে থাকবে। কোন মহাজন গান করেছেন—জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা। বেদ কি বলেছেন জান-

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ।
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া।
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

—অবিদ্যা সমুদ্রে হাবু ডুবু খাচ্চেন আর মনে করচেন আমি বুঝি পণ্ডিত, অন্যকে আমি বোকামি কিছু শিখিয়ে দিতে পারি। এ সকল বোকা লোকের দ্বারা শিক্ষিত হওয়ার পরিণাম হচ্চে গর্ত্তে পড়ে প্রাণ হারান, যেমন এক অন্ধ অন্য এক অন্ধকে পথ দেখাতে গিয়ে দুই জনেই গর্ত্তের মধ্যে পড়ে মরে সেইরূপ। ভাগবত বলেছেন—

ধিক জন্ম ন স্ত্রিবৃদ্ যদ্বিদ্যাং তং
ধিগব্রতং বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া দাক্ষ্যং বিমুখা
যে ত্বধোক্ষজে॥

অধোক্ষজ ভগবানের উপাসনা করতে চায় না এ রকম লোকদের জন্মে ধিক্, তাদের ব্রত, তপস্যা বহুজ্ঞতায় ধিক্ তাদের ধর্ম্মে, কুলে, ধিক্। আজকাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নূতন রকমের উপাসনা উঠেছে, ওটা যদি তারাও নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করে তবে বলতে বাধ্য হবে যে ঐ উপাসনাটাই বর্ব্বরতা। ভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহের উপাসনাকে কখনই পৌত্তলিক বলা যায় না, পৌত্তলিক [illegible] হইয়া স্থূল ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা স্থূল মনে গড়া জ্ঞানই প্রশস্ত জনিত পৌত্তলিকতা। এক [illegible]

তারা ভগবানের অর্চ্চাবতারের পূজা করে না বলে পৌত্তলিক নন এটাই তাদের বোকামী। ভগবান বা তাঁহা হ'তে অভিন্ন তাঁর অতি প্রিয় শিবের শ্রীমূর্ত্তি মায়া ঘর গড়া পুতুল নয় নারদাদি ভক্তবৃন্দ চিন্ময় চক্ষে চিৎসমাধিতে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি [illegible] দর্শন করেন। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ—মনোবৃত্তি যাঁরা সেই মূর্ত্তির অহঃরহ ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্যস্বরূপের প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া নিজেদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। জড়ান্ধ ব্যক্তির নিকট উহা পুতুল বলে প্রতীতি হলেও চিন্ময় দৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তের নিকট উহা ভগবানের চিন্ময় মূর্ত্তির অবতার। অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী [illegible]—সেই রকম যার ভক্তি নাই তার পক্ষে [illegible] স্বরূপতা নাই সে ভক্ত ও ভগবান সামান্য পুতুল বই আর কি বল উহাও ভগবানের বিমুখ মোহিনী মায় ভগবান গীতাতে অর্জ্জুনকে বলেছে আমি শাস্ত্র, নাম শ্রীবিগ্রহরূপে সব বর্ত্তমান থাকলেও আমার যোগমায়ার দ্বারা বিমুখগণের নিকট প্রকাশিত হই না যোগ্যের উপর ভক্তির চক্ষেই ভগবানের স্বরূপ দৃষ্ট হয় অন্যের চক্ষে তাহা পুতুল বলে মনে হতে পারে। দেখ কৃষ্ণ যখন [illegible] স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন কংস শিশুপাল ইহারা কৃষ্ণকে তাদেরই মত সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করে ভ্রান্ত হয়েছিল আর অপ্রকট লীলায় তাঁর শ্রীবিগ্রহ দেখে ঐ শ্রেণীর লোক ভুল করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে এত কথা বললাম কেন জান, বর্ত্তমান যুগ হচ্চে কলিযুগ, উপাসনা মার্গ ঐ প্রকার অযোগ্য লোকের দ্বারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, পাছে কোমল মতি বালক তোমরা ঐ মূর্খতাকেই পাণ্ডিত্য মনে করে তাদের ফাঁদে পড় এই জন্যে এত কথা। পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তোমাকে বুঝবার [illegible] আর দু একটা কথা বলে রাখি আমাদের উপাসনা গ্রন্থে [illegible] পৌত্তলিকতার নিন্দা আছে, মহাজনগণ এই পাঁচ প্রকার উপাসনাকে পৌত্তলিক বলেছেন—

১। বস্তু তত্ত্ব জ্ঞানাভাবে অর্থাৎ [illegible] যারা জড়কে ঈশ্বর বলে পূজা করে।

২। জড়কে তুচ্ছজ্ঞান করে জড় বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলে যারা পূজা করে তারাও পৌত্তলিক। নিরাকার ধ্যানকারী, এই নব্য সম্প্রদায়ী যারা ভগবানকে পৌত্তলিক বলেন তারা [illegible] শ্রেণীর পৌত্তলিক।

৩। [illegible] ব্রহ্মের পঞ্চপ্রকার রূপ কল্পনা করে।

৪। যারা চিত্তবৃত্তি শোধন করিবার জন্য ঈশ্বর কল্পনা পূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির ধ্যান করে।

৫। জীবকে যারা ঈশ্বর [illegible] পূজা করে।

এই পঞ্চ প্রকার পৌত্তলিক মনে রাখবে। ভগবানের নামে, শ্রীমূর্ত্তিতে, মহাপ্রসাদে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস ক্ষীণ পুণ্যবান জনের হয় না। বেদে আর ও বলেছেন, কি জান বলেছেন, যাহারা ভক্ত, ভগবান এবং তদভিন্ন বিগ্রহে ভেদ করেন তাদিগে আমি এমন বুদ্ধি দি যাতে তারা আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীবিগ্রহের শরণাগত হ'তে পারে না তার ফলে তা-দিকে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যে যা করে করুক [illegible]

কর্ম্ম ও উপাসনা।

মানবের স্বভাবানুসারে চারিটী বর্ণ এবং অবস্থানানুসারে চারিটী আশ্রম। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক শারীরিক মানসিক সামাজিক উন্নতির চেষ্টাই কর্ম্ম। কর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণের মতে কর্ম্ম ব্যতীত প্রয়োজন সিদ্ধি লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই, কেন না কর্ম্মব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্র সার গীতা বলিয়াছেন "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"। কর্ম্মের দুইটী বিভাগ—বিধি ও নিষেধ। শাস্ত্রীয় কর্ম্মই বিধি, অকর্ম্ম বিকর্ম্মই নিষেধ। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। যাহা কর্ত্তব্য তাহা নিত্য। সংসার যাত্রা শরীর যাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান কৃতজ্ঞতা পালন ও ঈশ্বর পূজা এই সকল নিত্য। কোন ঘটনা ক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে সকল অনুষ্ঠান করা যায় সে সমুদায় কাম্য। সন্তান কামনায় যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম। কর্ম্ম পুণ্য জনক। শাস্ত্রীয় কর্ম্মের ফলে সামান্য স্বর্গাদের কথা কি মানব ব্রহ্মপদবী পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পাপ। তাহার ফলে জীব জন্ম জন্মান্তরে অসংখ্য ক্লেশ ভোগ করে। অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে কল্পিত নব্য উপাসনা সৃষ্টি করে [illegible] উপাসনা ও মধ্যেই পরস্ত জগজ্জাল

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র
বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তি উৎপাতায়ৈব
কেবলং॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কল্পিত উপাসনার ছড়াছড়ি দেখা যায় তাহাকে উৎপাত জানিয়া পরিত্যাগ করাই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

যাহাদের ভোগ বাসনা বিদূরিত হয় নাই অথচ উপাসনা মার্গেও র[illegible] হন নাই তাঁহাদের কর্ম্ম ত্যাগ অবিধি।

এই কর্ম্ম ও উপাসনা মধ্যে আকার গত কোন ভেদ নাই তজ্জন্য অনেকে কর্ম্ম কাণ্ডকে উপাসনা মার্গ অথবা উপাসনা মার্গকে কর্ম্ম মার্গ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডে দেহযাত্রা, সংসারযাত্রা, জগৎ হিতকর কার্য্য প্রভৃতি যত প্রকার আছে সে গুলি উপাসনা পক্ষেও যথাযথ লক্ষিত [illegible]

ঈশ্বর পূজা হরিনাম কীর্ত্তন প্রভৃতি যাহা আছে কর্ম্ম মার্গেও তাহা যথাযথ লক্ষিত হয় কিন্তু একটী আত্মনিষ্ঠ অন্যটী দেহ নিষ্ঠ মনোনিষ্ঠ, বা সমাজনিষ্ঠ। উপাসনা কার্য্যটী শুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ, উহাতে কিছু মাত্র ভৌতিক বা ব্যাপার পৌত্তলিকতা নাই। জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি যে [illegible] তাহাই উপাসনা। জীবের শুদ্ধ আ[illegible] যখন প্রেমে উত্তেজিত হইয়া ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার কার্য্য জীবের স্থূল লিঙ্গদেহে পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া সে কার্য্যটীকে জড় কার্য্য বলা যাইতে পারে না। এইরূপ উপাসনা মার্গে অবস্থিত জীবগণ শরীর যাত্রা সংসার যাত্রা জগৎ হিতকর কার্য্য করিয়াও কর্ম্মী নামে অভিহিত হয় না তাহার যাবতীয় কৃত্য স্থূল দেহ ব[illegible] মনোনিষ্ঠ না হওয়ায় তাহার কর্ম্ম গুলিকে ভক্তি বলিতে হইবে। এক কথায় বলিতে হইলে নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশে কৃত অনুষ্ঠান গুলি কর্ম্ম এবং ভগবৎ প্রেমোত্তেজিত আত্মার কৃত গুলি দেহ এবং মনে কর্ম্মের আকারে প্রতিফলিত হইলেও উহা ভক্তি। কর্ম্মের ফল নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ, উপাসনার ফল কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ। একটী আত্মার স্বভাবগত বিশুদ্ধ চিদ্ধর্ম, অন্যটী রস বিকৃতি। কর্ম্মের ফল আত্মসাৎ না করিয়া ভগবানে সমর্পিত হইলে উহাকে কর্ম্ম [illegible] বলিয়া উপাসনা বলা যাইবে। উপাসনা কার্য্যে চিদনুভূতি একান্ত প্রয়োজন। চিদনুভূতির অভাবে উপাসনার কার্য্য গুলিও পৌত্তলিক হইয়া পড়ে। যাহারা চিদনুভূতি লাভ না করিয়াও ভগবানের শ্রীবিগ্রহ পূজা অবৈধ ভাবে ত্যাগ করিয়া নিজদিগকে আত্মনিষ্ঠ

পৌত্তলিক। যাঁহারা সরল চিত্তে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন তাঁহারাই পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন যে,—

> যে সে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
> তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
> যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
> জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

এই কথাগুলির তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। তাৎপর্য্য না বুঝিয়া আজকাল লোকে যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে যে বৈষ্ণবের যথার্থ সম্মান হয় তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবন দাসঠাকুরের তাৎপর্য্য এই যে শুদ্ধ বৈষ্ণব যে কুলেই উৎপন্ন হউয়া থাকুন না কেন, তাঁহাকে কোনপ্রকারে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছেন তিনি সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। হীন জাতিতে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে হীন জ্ঞান করিবে না। যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবকে হীনকুল জন্মা বলিয়া হীনজ্ঞান করেন তিনি পাপিষ্ঠ, সুতরাং তিনি অনেকবার অধম যোনিতে ভ্রমণ করেন।

বৈষ্ণব বলিয়া একটী পৃথক্ জাতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিনি শুদ্ধা ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন তিনিই বৈষ্ণব, তাঁহার জাতিধর্ম্ম লইয়া তাঁহার উচ্চতা নীচতা বিচার করা উচিত নয়। কলিকালে মানবগণ অত্যন্ত স্বার্থপর। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছল করিয়া একটী জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জাতিতে যিনি জন্মিবেন তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া বলা হয়। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত মন্দ। সাংসারিক ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে, তাহাতে পরমার্থ ধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থ ধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তি নিষ্ঠ। যাঁহার ভাগ্যোদয়ে অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয় তিনিই কেবল পারমার্থিক, তাঁহার পারমার্থিকব্যবহারে জাতি বা বর্ণধর্ম্ম কোন বাধা করে না। তাঁহার অধীনকুলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা কুটীনাটী করেন, তাঁহারা পাপিষ্ঠ।

বৈষ্ণববংশ বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না। বংশ পরম্পরা যে কেহ বৈষ্ণব হইবে ইহার কোন স্থিরতা নাই। আমরা দেখিতেছি যে অনেক বৈষ্ণববংশে সন্তান কুলাঙ্গার জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, আবার চণ্ডাল ও যবনকুলে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধ ভক্তির বলে বৈষ্ণব হইয়াছেন। বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের কুলেও বহুতর অবৈষ্ণবকে দেখা যায়। আবার নিতান্ত অধার্ম্মিকদিগের বংশে অনেক বৈষ্ণব উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবজাতি বা বৈষ্ণবাচার্য্য বংশ বলিয়া যে সম্মান দেখিতে পাই, তাহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব হয় না, বরং অবৈষ্ণবতার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে। স্বার্থপরতাও অযোগ্যতাই ইহার মূল।

হে পাঠকবর্গ। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে যত আদর করিবেন, শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের জন্ম দোষাদি না দেখিয়া তাঁহাদের ভক্তির উদয়ানুসারে যত সম্মান করিবেন, ততই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি দূর হইবে। বৈষ্ণব সঙ্গ ব্যতীত যখন ভক্তিলাভের অন্য উপায় নাই, তখন যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সঙ্গ করিলে অথবা অধমকুলজন্মা শুদ্ধ বৈষ্ণবকে তাঁহার জাতিদোষ লক্ষ্য করিয়া অনাদর করিলে, আর শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গের আশা থাকে না। সকল কার্য্যেই নিরপেক্ষ ও সরল হওয়া আবশ্যক। যদি আত্ম বঞ্চনাকে ভয় করেন, তবে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না।

সমাজ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

এখন দেখুন দুই দিকেই বিপদ। একদিকে কুসংস্কার কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্যসন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পর্ব্বতগুহার মধ্যে লুক্কাইত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ, কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আর কাহার সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকর্ত্তা? কোথায় বা নব বিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি তবে আরো হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধানস্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন সন্দেহ নাই।

পুরাণ অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজাদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্য-যুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মাগণ ধন্য কলি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলি-যুগেই কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। ধন্য কলিযুগে আর কল্কি অবতারের অপেক্ষা নাই। যে কলিযুগে পরিপূর্ণ শক্তি, পরমকারুণিক, পরপ্রেম মূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম। সামাজিক মঙ্গল সাধন ও বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্ম্মের সংস্কার বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব। আশা করি যে সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যার দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। যে বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহা অত্যন্ত গম্ভীর। সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয়-সমাজের পক্ষে আর অধিক গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[সন্ন্যাস-লীলার পর হইতে]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সোরো ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে রাজকার্য্য ও গৃহাদি-বৈভব পরিত্যাগের লীলাভিনয়কারী শ্রীরূপের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হইল। ইত্যবসরে শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার অপর পারে আড়াইল-গ্রামে স্ব-গৃহে লইয়া গেলেন এবং মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া স্ব-বংশে প্রভুর পাদোদক-গ্রহণ ও প্রভুর পূজা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বল্লভ ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তৎপরে ত্রিহুতনিবাসী রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় পৌঁছাইলে মহাপ্রভুর সহিত অনেক রসালাপ হইল। প্রভু প্রয়াগে দশ দিবস অবস্থান করিয়া দশাশ্বমেধ-ঘাটে নিভৃতে শ্রীরূপকে শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক সূত্ররূপে ভক্তি-রসতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং 'রসামৃতসিন্ধু' রচনার আজ্ঞা দিলেন। শ্রীরূপকে তথা হইতে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া প্রভু স্বয়ং কাশীতে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রশেখর গৃহে বাসা গ্রহণ করিলেন। শ্রীসনাতন নানা কৌশলে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চরণদর্শনাভিলাষী হইয়া কাশীধামে চন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু সনাতনকে গৃহ দ্বার হইতে অভ্যন্তরে ডাকাইয়া তাঁহাকে 'ভদ্র' করিবার আজ্ঞা দিলেন। সনাতন 'ভদ্র' হইবার লীলা-প্রদর্শনের পর তপন মিশ্র প্রদত্ত পুরাতন-বস্ত্রকে কৌপীন ও বহির্ব্বাস করিয়া পরিধান করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য সিদ্ধ-কিঙ্কর শ্রীসনাতনের দ্বারা পরিপ্রশ্ন করাইবার লীলা প্রদর্শন করাইয়া 'জীবের স্বরূপ', 'জীবের কর্ত্তব্য' ও 'জীবের প্রয়োজন' সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই "শ্রীসনাতন" শিক্ষা নামে বিদিত।

প্রভু কাশীবাসী মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় বারাণসীতে ভক্তদিগের অনুনয়ে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের গৃহে ঐ সকল সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের সহিত একত্র পাইয়া দৈন্য ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। পরে প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসানুসারে মায়াবাদ-সিদ্ধান্তের অমূলক অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের সর্ব্ববিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কাশীর সন্ন্যাসিগণ প্রভুর কৃপায় সর্ব্বপ্রাচীন মায়াবাদ-শিলাচীর কবল হইতে উদ্ধার লাভ

করিলেন। আশীর্ব্বাদ প্রকৃষ্টিম মহাপ্রভুর অনুমত্যনুসারে দিগ্বিজয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্য প্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া আপনার পূর্ব্ব কার্য্যের জন্ত ধিক্কার এবং বেদান্তসম্মত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নিকট ব্রহ্ম-সম্প্রদায় সিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া জানাইলেন, তদনন্তর মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ এবং নীলাচল যাত্রা করিলেন।

পুরীতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন হইতে আসিয়া ঠাকুর হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলে মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোহয়ং" শ্লোক দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আর একদিন শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের মুখবন্ধাদি শ্লোক শ্রবণ করিলেন। কোমলশ্রদ্ধের লীলাভিনয়কারী ভগবান্ আচার্য্যের আজ্ঞা-মতে ছোট হরিদাস বৃদ্ধা মাধবীদেবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্ত চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু জগতে বৈরাগীর আচরণের আদর্শ স্থাপন ও কপট প্রাকৃত সহজিয়াগণকে সতর্ক করিবার জন্ত ছোট হরিদাসকে প্রকৃতি-সম্ভাষণ দোষে দ্বার-প্রবেশ-নিষেধপূর্ব্বক বজ্জনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। এক বৎসর পরে ছোট হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। মহাপ্রভু এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, প্রকৃতি-সম্ভাষী-বৈরাগীর ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

সাধক জীব, সিদ্ধ পরমহংস বা ভগবন্ সমপর্য্যায়ে গণনীয় নহেন—ইহা জানাইবার জন্ত মহাপ্রভু আর একটী লীলা প্রকাশ করিলেন। পুরুষোত্তমে কোন বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতীর একটী সুন্দর পুত্রকে মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে সতর্ক করিতে গেলে, প্রভু পণ্ডিতকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।

মথুরামণ্ডল হইতে পুরুষোত্তমে সমাগত শ্রীসনাতনের অঙ্গে ব্যবহারিক-দুঃখ বা কণ্ডুরসা উদগমের অভিনয়, দৈন্যাবতার শ্রীসনাতনের রথ-চক্রে শরীর পরিত্যাগের সঙ্কল্প লীলা সনাতনের অপ্রাকৃত-দেহ মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-পূরণের সাধক প্রভৃতি ব্যাপার প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু 'ফল্গু-জ্ঞান ও ফল্গু-বৈরাগ্য কখনই কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় নহে'—ইহা অধোধর্ম্ম-চালিত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক আত্ম-সমর্পণকারী ভক্তের দেহের অপ্রাকৃতত্ব প্রচার করিলেন। সেই বৎসর সনাতনকে [illegible] বৎসর তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ দিলেন।

ক্রমশঃ

নানা কথা

গত শ্রীরামনবমী উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বল্লালদীঘী গ্রামের শ্রীযুত ভূদেবব্রহ্ম মহাশয় তাঁহার নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ সংস্কারাদির জন্ত যোগপীঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরেই তাঁহার সুযোগ্যা ভক্তিমতী স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাতাকে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৌলিক প্রথানুসারে ভূদেব বাবুর সুযোগ্য বৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত আসিয়া যথাসময় মহাপ্রভুর বাড়ীতেই উপস্থিত হইয়া নবজাত দৌহিত্রের মুখে শ্রীমহাপ্রসাদ-দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শিশুটীর অতি বৃদ্ধ, প্রায় অশীতিবর্ষ বয়স্ক পিতামহও তথায় উপস্থিত ছিলেন। শিশুটীর নাম রাখা হইল শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, নামটী শুনিবা মাত্রই শিশুটীর সুযোগ্যা গর্ভধারিণী মাতা আশাতীত আনন্দভরে উল্লসিতা হইয়া ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে ক্রোড় হইতে সেই সুসৌভাগ্যবান সুকৃতিশালী সুসন্তানটীকে নববস্ত্র-পরিহিতাবস্থায় ধূলার মধ্যে নামাইয়া দিয়া প্রেমভরে ভক্তদেব শ্রীচরণে অর্পণ করিলেন। শিশুটীর ভক্তিমতী বৃদ্ধা পিতামহী ও অমনি আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার ভূদেবও এই খোকাকে আপনাদের মঠেই দান করিয়াছে"। তখন ভক্তগণ সকলেই সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেও এই ভূদেব বাবুই ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহাদেব ব্রহ্মের স্বধাম গমনোপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ লইয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ মহাদেব বাবুর পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মের দিকে বিশেষ টান ছিল। দেহান্তকালেও মঠে দীক্ষিত হইতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত অসুস্থাবস্থায় সজ্ঞানে মুখে শ্রীহরি নাম করিতে করিতে স্বধাম গমন করেন। তিনি মহাপ্রসাদের খুব ভক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সুযোগ্যা স্ত্রীও অন্যান্য স্বজনগণের নিতান্ত অনিচ্ছা ও নানা প্রকার ঐকান্তিক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তাঁহাদের কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধেই শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারাই আমন্ত্রা[illegible]করণে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই ভূদেব বাবুর মহাসুকৃতিশালী সৌভাগ্যবান কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদেব-ব্রহ্ম মহোদয়ও গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের সময় শ্রীচৈতন্যমঠে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রচার কার্য্যে রত আছেন। তাহাতে ইঁহার বৃদ্ধা মাতা, উপযুক্ত ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃবধূগণ সকলে সত্বরই তাঁহার অনুগমনপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণের জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুলান্তরে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই নিরামিষ-ভোজী। ভূদেব বাবুর চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়।

শুনা যায় ইঁহারই পূর্ব্বপুরুষ নাকি, বাহিরে মালা তিলক ধারণপূর্ব্বক বৈষ্ণবের ভাণ করিয়া মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য ভক্ষণের কিছুই বাকী রাখেন নাই। এমন কি গৃহে স্থান না পাইয়া নিকটবর্ত্তী অত্যন্তাত্মীয়ের গোশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও স্বহস্তে পাককার্য্য সমাধানপূর্ব্বক নিজাভীষ্ট অত্যন্ত প্রিয়তম খাদ্যের সদ্-ব্যবহার করিতে ত্রুটী করেন নাই, এবং আনন্দে স্ফীত হইয়া মুখে স্পর্দ্ধা করিয়া সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করেন। যে, জলে নৌকা, স্থলে চৌকী এবং শূন্যে ঘুড়ীছড়া কিছুই খাইতে বাকী রাখেন নাই। এছাড়া আর অন্য কাহারো সহিত তাঁহার বিপদ নাই। ধন্য কলি তেরা বলিহারি যাই? আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর খেলাও দেখুন॥

গত ৩০শে মার্চ্চ শুক্রবার অন্তর্দ্বীপান্তর্গত চাপাহাটী শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীশ্রীরাম নবমী উপলক্ষে মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। চৈতন্য মঠের ভক্তবৃন্দ সকলেই প্রায় ৩০জন এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠ, সংকীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

মন্মথনাথ চৌধুরী নামক একব্যক্তি খাজনার টাকা আদায় করিয়া রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় যখন বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার হাড়োয়া রোডের উপর দিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন সেই সময় গঙ্গারাম বিলের নিকট ৮।৯ জন সশস্ত্র দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং ভীষণরূপে প্রহার করিয়া তাঁহার দুইশত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া আলিপুর পুলিসে সংবাদ আসিয়াছে। পুলিশ্ তদন্ত চলিতেছে॥

গত বৃহস্পতিবার নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গলবন্ধের ব্রহ্মপুত্র স্নান সমাপন হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল।

গত ১৭ই মার্চ্চ যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও সহরবাসীতে কলেরায় ৮৭, বসন্তে ১৬, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ৮, জ্বরে ও পেটের পীড়ায় ১৪২জন ফুসফুস্ সংক্রামক ব্যাধিতে ১৪৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

টেমার লেনস্থ একটী বাটীতে গোয়েন্দা পুলিস ছয় জন হিন্দুস্থানীয় ব্যক্তির নিকট কতকগুলি জাল নোট এবং নোট জাল করিবার যন্ত্রাদি পাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

গয়া জিলার অন্তর্গত সীতামারী ন গ্রামের সীতাদেবীর মূর্ত্তিটী অপহৃত হওয়ায় গত ২৮শে মার্চ্চ হিন্দুগণের প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইয় এই ঘটনায় সীতামারীতে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

ইষ্টার পর্ব্বের ছুটী উপলক্ষে ১৯২৮ অব্দের গত ৩০শে মার্চ্চ আগামী ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বি, আরের সাধারণ গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ ৫০ মাইলের উপর এবং মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ ৩০০ মাইলের উপর উক্ত রেলওয়ের যে কোন ষ্টেশন হইতে কেবলমাত্র দেড় গুণ ভাড়ার রিটার্ণ টিকেট পাইবেন উচ্চ শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিটের মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস করা হইয়াছে। ১৯২৮ সনের ২৩শে এপ্রিল মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসা চলিবে।

বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত চক্রধরপুর সহরে আগামী ৬ই, ৭ই এবং ৮ই এপ্রিল নিখিল ভারত মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ মহাসভার অধিবেশন হইবে। সভায় সামাজিক ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবে।

ভবনগরের সংবাদে প্রকাশ, ৮ জন লোক সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ৮ ও ১০ বৎসরের দুইটী বালিকাকে চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিল। বালিকা দুইটি ভবনগর হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামেরই। লোকগুলা যখন গাণ্ডুকা যাইবার পথে বালিকাদিগকে লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় পুলিস তাহাদের ২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহারা জেলের হাজতে আছে।

কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র নিয়োগী তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর প্রমোদা সুন্দরীর অনুরোধানুসারে সম্প্রতি গঙ্গাস্নানার্থী মহিলাবৃন্দের জন্য বাগবাজারের গঙ্গাতীরে একটী স্নানের ঘাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মিঃ ষ্টুয়ার্ট ট্রুক ঘাটের উদ্বোধন করিয়াছেন এবং উদ্বোধন সভার সভাপতিরূপে তিনি প্রমোদাসুন্দরীকে নিষ্ঠাবতী, শুদ্ধাচারিণী, আদর্শস্থানীয়া কুলললনারূপে বর্ণন করিয়াছেন।

প্রমোদাসুন্দরীর মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাক্রিয়া মিঃ ও মিসেস্ ষ্টুয়ার্ট একত্রে সম্পাদন করিয়াছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরবিলাস বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ কল্পে ... সভায় এই মর্ম্মে একটী বিল ... করেন যে বরের বয়স ১৮ এবং ... বয়স ১৪ বৎসরের নিম্ন হইলে ... অবৈধরূপে গণ্য হইবে। ইহাতে ... আন্দোলন উপস্থিত হইলে একটী কমিটির উপর ঐ বিল সম্বন্ধে ... চনার ভার অর্পণ হয়। ... যুক্ত সর্দ্দার বিলে এবং এই কমিটির ... বিবাহের বয়স এক হইলেও অনেকটা পার্থক্য রহিয়াছে। অষ্টাদশ কিংবা তদূর্দ্ধ বয়স্ক যুবক যদি চতুর্দ্দশের ন্যূনবয়স্ক কোন বালিকাকে বিবাহ করে তাহা হইলে যুবককে এবং বিবাহে তাহার সহায়কারী ব্যক্তিগণকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই আইন ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রেলের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইবে না।

সোবরাতি নামক জনৈক পশ্চিমা মুসলমানের সহিত আলাবক্স নামক এক ব্যক্তির একটী 'ওয়াটার কল হইতে জল লওয়া সম্পর্কে ঝগড়া বাধে এবং আলাবক্স সোবরাতির ভীষণ আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মেডিকেল রিপোর্টে জানা গিয়াছে তাহার প্লীহা ফাটায় মৃত্যু হইয়াছে। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ আসামী দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলে তাহার ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

নাগপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় টাঙ্গাপেট অঞ্চলে এক মুসলমান ফকিরকে হত্যা করিবার অভিযোগে যে ৪জন হিন্দুর প্রতি প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল তাহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়া আবেদন করিয়াছিল। ফলে, তাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের স্থানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

চট্টগ্রাম দায়রা জজের আদালতে ... ও নরহত্যা করার অপরাধে রজনী কুমার বড়ুয়া এবং আরও ছয়জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীদের সহিত মতভেদ হওয়ায় জজ সাহেব মকদ্দমাটী হাইকোর্টে প্রেরণ করেন তথায় আসামীরা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

গত শনিবার বিপ্রহর বেলায় কিশোরগঞ্জ বাজারে হঠাৎ অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ায় অনেক দোকানপাট ভস্মসাৎ হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ একলক্ষ টাকার কম নহে।

গত ২৮শে মার্চ্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত নিবাস আয়েঙ্গার, কেদার যোশী, পণ্ডিত কুঞ্জরু, মিঃ আর্থার মোর, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত, গিদবাণী, নবাবইসমাইল চৌধুরী সার আবদুল কোইয়াম এবং ডাক্তার মুঞ্জে ভাটিন্দা মেলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট সদস্যগণের সফরের কার্য্যতালিকা স্থির করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা ডেরাইসমাইলখাঁতে যাইবেন। তাহার পর তাঁহারা তক্ষশীলায় যাইবেন। সেখানে আগামী ৫ই এপ্রিল তারিখে সার মহম্মদ হবিবুল্লা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় যাদু ঘরের উদ্বোধন করিবেন। সদস্যগণ তাহাও পরিদর্শন করিবেন। ৫ই এপ্রিল তারিখে সদস্যগণ প্রত্যাগমন করিবেন।

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত হাসনাবাদ থানার তালপুকুর হাটখোলার বস্ত্রব্যবসায়ী রজনীকান্ত দাসকে গুলী মারা হইয়াছে বলিয়া আলিপুর পুলিসে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, রজনীকান্ত রাত্রিতে যখন হিসাব মিলাইতেছিল, তখন টাকীপুরের বিহারী প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তি খোলা জানালা দিয়া তাহার প্রতি গুলী ছুড়ে গুলী খাইয়া সে মাটিতে পড়িয়া যায়, একটি গুলি তাহার উরু ভেদ করিয়া চলিয়া যায় এবং আর একটি গুলী তাহার পৃষ্ঠে লাগে। বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। প্রকাশ, জমী লইয়া বিবাদ থাকায় তাহাকে গুলী করা হইয়াছে।

... হাজারিবাগ উর্দ্ধে আকাশপথে করাচী সমরবিভাগের দুইখানা বিমানের সংঘর্ষ ঘটে; ফলে বিমান-যুগল ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। বিমান-চালকেরা প্যারাশুট লইয়া শূন্যপথে লাফাইয়া পড়েন। একটা প্যারাশুট না খুলায় অফিসার মাটিতে পড়িয়া মারা গিয়াছেন। অন্য অফিসারটি অক্ষত অবস্থায় নামিয়াছেন।

স্বনামখ্যাত বক্তা ও সাহিত্যিক শ্রীপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় গত ২৮শে মার্চ্চ বুধবার বেলা ১০টার সময় কলেরা রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

নূতন লর্ড চ্যান্সেলার

লণ্ডনে, ২৮শে মার্চ্চ। এটর্ণী-জেনারল সার ডগলাস হগ লর্ড কেভের স্থানে লর্ড চ্যান্সেলার হইয়াছেন। সলিসিটার-জেনারল সার টমাস ইন্‌স্কেপ সার ডগলাস হগের স্থানে এবং পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ ফ্র্যাঙ্ক মেরিম্যান সার টমাস ইন্‌স্কিপের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। লর্ড কেভ আরল হইয়াছেন, সার ডাগলাস হগ পীয়ার এবং মিঃ মেরিম্যান সার হইয়াছেন।

আফগান-রাজের জন্যে তুরস্কের ব্যয়

আফগান-রাজের তুরস্ক গমনের সময় তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবে সমাদর করিবার জন্য তুর্কী সরকার ৩০ হাজার পাউণ্ডের আসবাব পত্র ক্রয় করিয়াছেন।

অব্যর্থ মুষ্টিযোগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২২)

আকন্দের বুড়াপাতা অর্দ্ধশুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ ২০টী পাতা এবং ৵০ আধ পোয়া সৈন্ধব লবণের গুঁড়া একটী নূতন মাটীর হাড়ীর মধ্যে রাখিয়া উপরে সরা দিয়া মুখ বন্ধ করিবে। উনুনের উপর ঐ হাড়ী চাপাইয়া আস্তে আস্তে প্রায় ১।১॥ ঘণ্টা জ্বাল দিয়া ঐ পাতা এবং লবণ ভস্ম করিবে। আহারের পরে /০ আনা মাত্রায় শীতল জলসহ সেব্য। ১৫।২০ দিনে অম্লশূল উপশম হইয়া অগ্নিমান্দ্য দূর হইবে

(২৩)

শামুকের মুক্তা (দেখিতে ঠিক টাকার মত জমীতে যেখানে বন্যার জল আসে তথায় অথবা বিলে পাওয়া যায়) ওজনে /০ এক পোয়া ১টী ঝুনা নারিকেলের ভিতরে পুরিয়া উপরে মাটী দিয়া লেপিয়া ঘুটের আগুনের ভিতরে ... পোড়াইয়া ... এবং ... ফুটা ... ঝুনা নারিকেল ছাড়াইয়া তাহার শাঁসের ভিতর দিকে ভাল করিয়া বাটিয়া একটা কাই করিয়া লইবে, ঐ কাইটী পুনরায় দুইটী মাটির মুচির ভিতরে পুরিয়া ভাল করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া (দুইটী মুচির মুখ পূর্ব্বে ঘসিয়া পরস্পর বেশ ভাল করিয়া বন্ধ হয় এরূপ করিয়া লইবে) উপরে মাটীর প্রলেপ দিয়া ঘুটের আগুনের কুণ্ডের পোড়াইয়া লইবে। এই ছাই /০এক আনা পরিমাণে শীতল জলের সহিত অথবা লেবুর রসের সহিত সেব্য।

সর্দ্দিকাশী

(২৪)

আদা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উহাতে লবণ মাখিয়া একটী শলাকাতে বিদ্ধ করিয়া জলন্ত আগুনের ভিতরে ধরিয়া অর্দ্ধদগ্ধ হইলে উহা সেবন করিলে।

(২৫)

পদ্ম বীজের শাঁসের গুঁড়া /০ এক আনা মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে সর্দ্দি এবং কাশী সারে।

(২৬)

তুলসী পাতা ৫।৬টী ঘৃতে ভাজিয়া কতকটা সৈন্ধব লবণ সহ জলে গুলিয়া প্রত্যহ দুইবার খাইলে সর্দ্দিকাশী সারে।

(২৭)

কণ্টিকারী, তেজপত্র, যষ্টিমধু, বচ, বনপিপুলের পাতা ও ছাল, বাসকের (বাকস) পাতা ও ছাল প্রত্যেক ।০ চারি আনা হিসাবে মোট ২ তোলা এক পোয়া জলে জ্বালদিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া গরম গরম চায়ের মত প্রাতে প্রত্যহ সেবন করিবেন। শুষ্ক কাশীর এরূপ অব্যর্থ ঔষধ আর নাই।

মাথা ধরা

(২৮)

নারিকেলের ফুল ও কাঁচা হলুদ জল দিয়া বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে মাথাধরা সারে।

(২৯)

শিমুলতুলা আগুনে দিয়া ঐ ধূমের গন্ধ লইলে অথবা শিমুলতুলা কলিকায় সাজিয়া উহাতে আগুন দিয়া ঐ ধূম নাক দিয়া পান করিলে অনেক ... মাথা ধরায় অল্প আরোগ্য হয়।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] চৈত্র, মঙ্গলবার—১৩৩৪।

সৎ সিদ্ধান্ত

অনেকের ধারণা যে যিনি যে মার্গই অবলম্বন করুন না কেন সকলের গন্তব্য স্থান এক। তিনি যে রাস্তা দিয়ে আসুন না কেন, সকলে সেই এক স্থানেই মিলিত হইবেন। অতএব কর্ম্মই করুন, জ্ঞানই অর্জ্জন আর ভক্তিই করুন সকলেই এক স্থানে যাইবে। তবে হইতে পারে কোন রাস্তা সোজা তাতে শীঘ্রই যাওয়া যায় আর পরিশ্রমও কম হয় আবার কোন রাস্তা কিছু বাঁকা তাতে কিছু কষ্ট হয় এবং পৌঁছিতেও দেরী লাগে—এই মাত্র প্রভেদ।

এই যুক্তিটী সমীচিন বলিয়া বোধ হয় না কেননা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মিগণ নানা দেব দেবীর উপাসনায় জ্ঞানিগণ জ্ঞান সংগ্রহে এবং যোগিগণ আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে উহারা নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করেন অর্থাৎ কর্ম্মিগণ ভুক্তি লাভ করিয়া ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোকে এবং নিষ্কাম কর্ম্মী জ্ঞানী এবং যোগিগণ জড় মুক্তি লাভ করিয়া মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোকে গমন করিয়া থাকেন। সকাম কর্ম্মিগণের পুণ্য ক্ষীণ হইলেই তাহারা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে জ্ঞানীযোগিগণের গতিও সেই প্রকার। তাঁহারা ব্রহ্মার আয়ুপরিমিত কাল তথায় অবস্থান করেন মাত্র, ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলেই আবার তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্যে আসিয়া সুখদুঃখের অধীন হইতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনো[illegible]
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম বিদ্যতে।

নানা দেবতার উপাসকগণ সেই সেই দেবতার লোক পিতৃপূজক পিতৃলোক, ভূতপূজক প্রেতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন কিন্তু যাঁহারা আমার নিত্য সচ্চিদা-নন্দস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া আমারই উপাসনা করেন তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক [illegible] করিয়া সমস্ত লোকই [illegible] পুনরায় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয় কিন্তু হে কৌন্তেয় আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, তবে যে শাস্ত্রে জ্ঞানীযোগীর মুক্তির কথা শুনিতে পাও তাহার তাৎপর্য্য এই যে তাহারা যদি সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ কেবলা ভক্তি লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনায়াসে মুক্তি হইয়া থাকে। কর্ম্মজ্ঞান যোগ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যখন ভক্তি হয় তখন উহাদিগকে গৌণভক্তি বা মিশ্রভক্তি বলা হয়। মিশ্রভক্তি এবং কেবলা ভক্তির ও প্রাপ্য স্থান এক নহে। অধিক কি সকল ভক্তেরও একপ্রকার গতি বা প্রাপ্য স্থান এক নহে, তবে তাঁহারা মুক্ত, তাঁহাদিগকে আর মর্ত্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

কেহ কেহ বলেন আগে শরীর রক্ষা করাই কর্ত্তব্য, শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কে করিবে? সজ্জনগণের সিদ্ধান্ত—এই শরীর অনিত্য, যে দিন ইহার পতন হইবে সে দিন শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমরা ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব না, ভগবানই একমাত্র রক্ষা কর্ত্তা এবং পালন কর্ত্তা, সুতরাং শরীর রক্ষার ছল করিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণে মত্ত হইলে পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। এই সুদুর্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া পরমার্থের অন্বেষণই মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শরীর রক্ষা গৌণ

কেহ কেহ বলেন—একই জলকে বিভিন্ন দেশের লোক তাহাদের বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করে যেমন ইংরাজেরা জলকে বলেন ওয়াটার, মুসলমানগণ বলেন পানি আর হিন্দুগণ বলেন জল, তদ্রূপ। একই ঈশ্বরকে ইংরাজেরা বলেন গড্, মুসলমানগণ বলেন আল্লা আর বৈষ্ণবগণ বলেন বিষ্ণু, শৈবগণ বলেন শিব, শাক্তগণ বলেন মহামায়া দুর্গা কালী, গাণপত্য বলেন গণেশ ইত্যাদি।

বেদ বলেন—যাতে সর্ব্বপ্রকার ভাব সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে সেই বস্তুই ভগবান্। আল্লা বা গড্ শব্দে সকলভাবের সামঞ্জস্য নাই, কোন একটী ভাব তাহাতে লক্ষিত হয় মাত্র। আল্লা শব্দে যাহা অপেক্ষা বৃহৎ শব্দ বস্তু আর নাই, কিন্তু ভগবান্ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ এবং অণু হইতেও অণু, ইংরাজগণের গড্ শব্দে ও সর্ব্বভাব ব্যক্ত হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে বেদের সিদ্ধান্ত—ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ইতি—বাক্য সকল, চক্ষু সকল, শ্রোত্র ইন্দ্রিয়, মনসমূহ তত্তৎ নামে অভিহিত হয় না; উহারা সকলেই 'প্রাণ'—এই নামে অভিহিত হয়, তাহার কারণ এই সকল প্রাণেরই অধীন। প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। ভগবানই সর্ব্ব দেবতার প্রাণ স্বরূপ।

আসল ও নকল

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীব্রজমণ্ডলে ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে সর্ব্ববৈষ্ণব-সমাজ-প্রণম্য—এবিষয়ে আর কোন মতভেদ নাই। সেই মহাত্মার অলৌকিক অনুভব দ্বারা নির্দ্দিষ্ট শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুর যে শ্রেণীর লোকের বিবাদমুখে পণ্ডদ্রব্য হইয়াছে, তাঁহারা কিছু তাঁহার মত ত্যাগী মহাপুরুষ নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগে সিদ্ধ হওয়া আর ত্যাগীর অনুকরণে ত্যাগীর বেশ ধারণ, এক নহে। অনুকরণকারি সমাজে অনেক প্রকার কৃত্রিম অনুকরণের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও স্থলে শাখা-মৃগকেও বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া এক সাহেবের তাম্বুর মধ্যে চেয়ারে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে দেখা গিয়াছিল। খালি বোতল হইতে খালিগ্লাসে বাণ্ডি ঢালিয়া পান করিবার অভিনয় করিতেও দেখা গিয়াছিল। তাই বলিয়া কি অনুকরণ-কারীকে খবরের কাগজ পড়িয়া উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বুঝা যাইবে? শুকপক্ষী নয়ন মুদ্রিত করিয়া উহার মানব-গুরুর নিকট হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়া অনুকরণ পদ্ধতি দ্বারা "পড় পাখী আত্মারাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বাণী উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে পক্ষীবরের সহৃদয় অধিকার আছে স্বীকার করা যায় না। অনুকরণ বা কৃত্রিম পন্থা কখনই আসল জিনিষ দিতে সমর্থ হয় না। যদি বৈরাগীর বেষ জীবকে প্রকৃত প্রস্তাবে ত্যাগী করাইত, তাহা হইলে যাবতীয় পশু বসনাদি বিবর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাসিগণের গুরুর কার্য্য করিতে পারিত। "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্যের লাঠি বেজে বাজে"—প্রবাদ অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে" প্রভৃতি নীতি-বাক্যের অসম্মাননা করেন, তাঁহারাই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া আদর্শের কোন সম্বল গ্রহণ না করিয়া অবাধে অগ্রগামী হন। 'মুড়ি' ও 'মিছরি' কখনও এক জাতীয় হইতে পারে না। দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছের গল্পে তাহা প্রমাণিত আছে। মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া অতি সহজ, কিন্তু প্রকৃত মানুষকে ধাপ্পা দিতে গেলে আপনাকেই ধাঁধাঁয় পড়িয়া যাইতে হয়।

সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় জগন্নাথের বাস্তব সত্যের উপাসক। তাঁহার [illegible] অনুরাগিগণ শুদ্ধভক্ত। অভক্তগণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া যে [illegible] ভাবের অনুকরণ করেন, তাহা কৃত্রিমতা মাত্র। আসল ও ভেজাল বা নকল কখনই এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। ভাগ্যহীন জনগণ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা ক্রমে আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করে। এইজন্য শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক; আর মুড়ি-মিছরিকে সমজ্ঞানকারী, বিষ্ঠা-চন্দনকে একাকারকারী জনগণ নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িয়া গিয়া কু-সাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন। ত্রিদণ্ডধারণ করিয়া রাবণ একদিন সীতাহরণ করিয়াছিল, শান্তিপুর কুলিয়ার 'ভক্তসজ্জায় একজন' ভক্ত বিটলেমী করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। কৃত্রিম অশ্রুজল ও [illegible] দেখাইয়া বৈষ্ণবতার কাপট্যে [illegible] যতই কেন না অনুকরণ করি [illegible] গান করিতে ও খিলি বাজাইতে যাই [illegible] লোম-হর্ষণের অভিনয় করি, তাহাতে [illegible] নির্ব্বোধ আমাদের চাতুর্য্যে পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু অন্ধেনৈব উভয়েই [illegible] নীয়মানা যথান্ধাঃ" হইয়া তমিস্রের কুহরে পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণবদিগের সহিত কপট-বৈষ্ণবতার সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের অবশ্যই জয় হইবে। নিত্য-সত্য-বস্তু ভগবান্ চৈতন্যদেব অক্ষুণ্ণ থাকবেন, তাঁহার ধাম যোগপীঠ মায়াপুর অক্ষুণ্ণ থাকবে—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না। কৃত্রিম চেষ্টা জহুরীর কষ্টি পাথরে ধরা পড়িয়া যাইবে। যেহেতু আমাদের ন্যায় নেশা খোর জগতে অনেক আছে, তজ্জন্য ভোট আমরাই পাইব—এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প-সংখ্যক উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত জনগণের নিকট আদৃত হয় না বলিয়া উহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এরূপ নহে। কোয়াটার সেন্টস্ ধারাপাত পড়া গণিতজ্ঞের নিকট আদরের বস্তু না হইলেও উচ্চগণিত তজ্ঞগণের লোভনীয় বস্তু। নির্ব্বোধ প্রাকৃত ধনলোভী অবাস্তব উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জনগণের নিকট প্রাচীন নবদ্বীপ গৌড়পুর শ্রীমায়াপুরের বিপ্রলিপ্সামূলে আদর না থাকিলেও তত্ত্বস্থানের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সংস্থান কোনও দিনই স্থানচ্যুত হইবে না। কুলিয়া সহরের ধন-দৌলতের কল-কৌশলের লোভ-মোহের অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও যদি মলিন জীর্ণ বসন পরিধানকারী বৈষ্ণব-সম্রাটের নির্দিষ্ট স্থানের আদর করিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বিপরীত বুদ্ধি-কারী জনগণের দুর্ব্বলা চেষ্টা কখনই জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিতে পারিবে না। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-মুক্ত জনগণ সত্যের

উপাসকের নিকট আদর পাইতে পারেন না। যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ-দ্রবিণ-লোভ-পাষণ্ডতা প্রভৃতি ভগবদ্ধাম ও ভগবদ্ভাবের স্বরূপোপলব্ধিতে বাধা দিবে, তৎকাল পর্য্যন্ত সত্যের উপাসনা তাহাদিগকে শত যোজন দূরে রাখিবে।

ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা

মানভূম জেলার নিরশাগ্রাম গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্করোডের উপর অবস্থিত। এই নিরশা হইতে গ্র্যাণ্ডকর্ডের মগ্‌মা ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী। বরাকর ষ্টেশন হইতেও ৭ মাইল এবং কুলটী ষ্টেশনেরও কাছে। এই গ্রামে চন্দ্র বাবুরা বিশেষ সম্মানিত ও কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী জমিদার। বাবু ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রের খ্যাতি কেবল মাত্র কয়লার ক্ষেত্রে আবদ্ধ নহে। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, এই সহৃদয় স্বদেশবৎসল, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, নিরপেক্ষ মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবের আসল জন্মভিটা যোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে কিছুদিন হইল পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয়ে একটী বৃহদ্ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মশালা পল্লীর দয়া ও বাৎসল্য অতুলনীয়। কিন্তু কয়লাখনির কতিপয় সাধারণ বিচার-প্রিয় জনগণের এই কার্য্যে উৎসাহ নাই, দেখা যায়। যে দেশে ইন্দ্রনারায়ণ বাবুর ন্যায় ধর্ম্মনিরত, লোক-হিতকর ও পরম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছেন, সেখানে বৃথা কুতর্ককারী ব্যক্তির মলিন হৃদয় অচিরেই স্বচ্ছ হইবে আশা করা যায়। ইন্দ্র বাবুর সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালী বাবু বিশেষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভুর মহিমা জনসাধারণে ব্যক্ত করিবার জন্য কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীগৌরজন্মস্থানের বিস্মৃতি কল্যাণ-তত্ত্ব পুনর্জ্জাগরণ-বাসনায় ইন্দ্রবাবুর কার্য্যের বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালী বাবুর ইচ্ছা ক্রমে সমবেত বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সাধারণ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের উন্নতি-কল্পে যে সকল চেষ্টা ও অর্থ বিহিত হয়, সেই গুলি অস্থায়ী। কিন্তু ইন্দ্র বাবুর ধর্ম্মশালা-উদ্দেশে যে দান, সেই দানের ফলভোগিগণ নিত্যধামের যাত্রী এবং ঐহিক পরস্পর বিবদমান জনগণ হইতে নিরপেক্ষ।

এই দানশীল মহাত্মার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চন্দ্র একজন সুবিচক্ষণ-ব্যক্তি। তিনি গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আন্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছেন। চন্দ্র বাবুদিগের ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারিগণ প্রচারকার্য্যের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া উত্তপ্ত জগতের শুষ্কভাব অপনোদন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু মানভূম জেলার মধ্যে সকল জনহিতকর কার্য্যের প্রধান নেতা। তাঁহার খুল্লতাত মহাশয় এতাদৃশ ভ্রাতুষ্পুত্রের সকল রকম সেবা লাভ করিয়া পরম আনন্দিত। কুঞ্জ বাবু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান। ইঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদিক প্রশংসনীয়।

এক্ষণে আমরা শ্রীমায়াপুরে ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণকার্য্য অচিরে অগ্রসর হইতে দেখিলে সুখী হইব। এই ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মার্জ্জনের জন্যই যাঁহারা যোগদারিকা মায়াপুরে আগমন করেন, তাঁহারাই তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন। অন্যান্য স্থানের ধর্ম্মশালায় বিষয়কার্য্যের ও লোক সকল স্থানলাভ করেন, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালায় সেইরূপ অবাস্তব-উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান করিতে হইবে না। আমরা দাক্ষিণাত্যে বহু ছত্র দর্শন করিয়াছি, কোন ছত্রেই মামলা-মোকদ্দমা ও বিষয়-কার্য্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীমায়াপুরের ধর্ম্মশালায় তাদৃশ জনগণের স্থান হইবে না। কেবল মাত্র ধর্ম্মার্থীর স্থানের জন্যই ইন্দ্রনারায়ণের ব্যাকুলতা। প্রবীণ ইন্দ্রনারায়ণ বাবু তাঁহার শেষজীবনে যেরূপ প্রকৃত ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলেন, তাহা তাঁহার সহধর্ম্মিণীরই পুণ্যবল জানিতে হইবে।

আর কত দেখবো

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমার নানা দেশেই বেড়ান অভ্যাস কি না? অনেক জায়গায় খবরই রাখি। তাই, যেখানে যাই, সেখানেই এই। জনৈক যাত্রী অধিকারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি পণ্ডিত, গুরুজীর নিকট হইতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিবেন? না গোঁসাই পণ্ডিত হইয়া শিষ্যব্যবসায়ী হইবেন? না পাতি ও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত পণ্ডিত হইয়া সংসার প্রতিপালনাদি করিবেন? আপনি ত এখনও বিবাহ করেন নাই, আপনার কিরূপ ইচ্ছা? অধিকারী মহাশয় বলিলেন,—তা এখন ঠিক বলিতে পারি না। তবে পাঁচটাই যখন আছেন তখন তাঁহাদিগকে প্রতিপালনের চেষ্টা করিতে হইবে। আমি অধিকারী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুজীর শিষ্য-বাড়ীতেই হউক আর অপর নিমন্ত্রিত বাড়ীতেই হউক আপনি যখন যে বাড়ীতে রান্নাবান্না করেন, তখন গুরুজীর শিষ্য-ভাবেই থাকেন, না বাড়ী ওয়ালার রাঁধুনে বামনই হন? বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে অবশ্য আপনার গুরুজী রান্নাবান্না বাবদেও কিছু পারিশ্রমিক আদায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। আপনি স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ! আপনার জাতি থাকিল কোথায়? আপনারাই ত, বর্ণের ব্রাহ্মণগুলিকে কোন এক নীচজাতির নিকট হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কিছু দানগ্রহণের জন্যই চিরতরে সেই জাতির পতিত বা বর্ণের ব্রাহ্মণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের সহিত আপনাদের সামাজিক আদান প্রদান, আহার বিহার বা বিবাহাদি চলে না। কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইলেই আপনাদের জাতি যায়, ধ্রুব। আর এই নানা জাতীয় শিষ্যব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ গোঁসাই বা গুরুব্রুবেরা সকল জাতির দানগ্রহণাদি করিয়া কোন্ বর্ণে বা কোন্ জাতির পতিত ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছেন? তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি করিয়া আপনাদের জাতি থাকে কি প্রকারে? শুনিয়াই অধিকারী মহাশয় দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি দিয়া "গুরুর নিন্দা শুনিতে নাই" বলিয়া আঁকু বাঁকু করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ। আমার প্রতি কোন অপরাধ লইবেন না। আপনার গুরুজী বৈষ্ণব গোঁসাই না কি? তিনি বলিলেন তাহা জানিনা। তবে তিনিও আপনাদের মত মালা ঠক্ ঠক্ করেন। তখন আমি বলিলাম। তা'হলে তাঁহার উপর আপনার নিশ্চয়ই কোন বিশ্বাস বা ভক্তিশ্রদ্ধা নাই। মালা ঠক ঠক্ করার জন্য বিশেষ ঘৃণাই করেন বলিয়া বুঝা যায়। এইটাই আপনাদের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ। গুরু-নিন্দা শুনিলে দোষ হয়, কিন্তু গুরুনিন্দা নিজ মুখে বলিতে দেখি বেশ আনন্দ হচ্ছে। গুরু গুরুনিন্দা, সাধু সাধুনিন্দা, কাহাকে বলে তাহা কি কিছু ধারণা করিয়াছেন? যাহাই বলুন আপনার কপটতা সমস্তই ধরা পড়িয়া গেল। তখন অধিকারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, দেখুন আমরা ছাত্রদের মধ্যেই পণ্ডিত মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলাবলি করি। অনেক সময় আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট অনেক প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করি। যথা—অন্যান্য দেবতাবৃন্দকে পূজা না করিয়া একমাত্র নারায়ণকে পূজা করাই শ্রেয়ঃ কি না? আমাদিগকে কিরূপ ভাবে সন্ধ্যা ও আহ্নিক দ্বারা জীবন যাপন করিতে হইবে? ইত্যাদি। তাহাতে তিনি কোন্ [illegible] অপ্রকৃত কিছু বলেন, [illegible] প্রকার কি? ও অনেক [illegible] প্রথম ব্যাকরণ পড় এবং [illegible] তাহাই কর ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

কয়েকটী কথা

নারদ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে—যে ব্যক্তি আচার্য্যের বেশ ধারণ করিয়া অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করে, এবং যে ব্যক্তি শিষ্যরূপে সেই সকল কথার শ্রোতা হয়, তাহারা উভয়েই অক্ষয়কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করে। সুতরাং বাবাজীমহাশয়গণের একটু সাবধান হইয়াই সভাসমিতি করা ভাল। পৃথিবীর সমস্ত লোক সভা-সমিতি করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া চীৎকার করিয়া মরিলেও সূর্য্য পূর্ব্বদিক ছাড়িয়া কখনও পশ্চিমদিকে উদিত হইতে যাইবেন না—পূর্ব্বপারের মায়াপুর কখনও পশ্চিম পারে চলিয়া যাইবেন না। সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিবার জন্য যাহারা গলাবাজী করিতেছে এবং যাহারা তাদৃশ মিথ্যা প্রচারের অনুবর্ত্তী সাজিয়াছে, তাহাদের উভয় দলই যে সত্যের চরণে কত অপরাধী, তাহা শীঘ্রই তাহাদের বুঝিবার সুযোগ হইবে।

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রোক্ত বিধির অপেক্ষা না রাখিয়া হঠাৎ বাবাজী পরমহংস সাজা মহা উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। ঐ সকল অপক্ক যোগী অকালপক্কতা লাভ করিয়া ধরাকে সরা দেখিতে থাকে। রাবণ যোগী সাজিয়া সীতা হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিতে যাইয়া শেষে কি গতি লাভ করিয়াছিল, তাহা যেন তাহারা একটু চিন্তা করে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভজনক্রম অবলম্বন না করিয়াই সহসা এত বড় পদবী লাভ করিবার চেষ্টা কেন? ভগবান্ কি তোমার ভণ্ডামি বুঝিতে পারিবেন না? মূর্খ লোককে তুমি ঠকাইতে পারিবে বটে, কিন্তু ভগবান্‌কে ঠকাইবে কিরূপে? ভাল চাওত' এখনও দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর, সাধুসঙ্গ কর, সাধুনিন্দা করিয়া নরকে যাইবার ব্যবস্থা করিও না।

প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত খেয়াল অনুসারে কাজ করিলে প্রাকৃত লোকের বিচারে খুব একজন উদারচেতা বলিয়া নাম লওয়া যায় বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের বিচারে সেরূপ উদারতার কোন মূল্য নাই। নিজ প্রতিষ্ঠাশা শূন্য হইয়া উদারতা লাভ করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম উদার বিগ্রহ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর

[illegible] [illegible] বাৎসর্য। [illegible] ভক্তিজন করিতে হয়, তাই জগতের নিকট সেই ভক্তিকথা প্রচার করিতে হয়। নিজে আচারবান্ না হইলে প্রচার্য বিষয় কেহই গ্রহণ করিবে না। উদার্য্য গুরুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারণ লগত্ত সকলের লোককে তাঁহাদের আর্ষীর্বাদে সুরক্ষণ তাহাদের হিতচেষ্টার জন্য, তাহাদিগের নিকট বিশ্য কথা প্রচার করিয়া তাঁহারা অর্পিত কামনা করেন না।

"রাজার কার্য্য শুদ্ধভক্তগণের শুদ্ধভক্তি-প্রচারে সহায়তা করা, অন্ততঃ যাহাতে শুদ্ধভক্তিপ্রচারে বাধা প্রদান না করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহার সমস্ত বাহুবল অর্থবল বিদ্যাবল প্রভৃতি প্রয়োগ করাই রাজোচিত কার্য্য। তাহা না করিয়া তিনি যদি কতকগুলি মূর্খ, বঞ্চক ও লম্পটের দুর্ব্বৃত্ততা, প্রবঞ্চনা ও লাম্পট্যের সাহায্যকারী মাত্র বলিয়া নিজেকে পরিচয় দিতে বড় ব্যস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার রাজোচিত ব্যবহার প্রকাশিত হইবে না। রাজা তিনি, অনেক ধনবল, জনবল তাঁহার আছে, তাই বলিয়াই কি তিনি সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন— ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? না তাহা কখনই হইতে পারে না। রাজা কখনও অচ্যুত গোত্রীয় বৈষ্ণব এবং চ্যুত বা ঋষিগোত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শ্রৌত সিদ্ধান্তে কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

ভক্তিলাভের উপায়

আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেরই মনে হয়, কৃষ্ণভজন করিলেই যখন জীবের সুবিধা হয় আর না করিলেই যত অসুবিধা, তখন জীব কেন কৃষ্ণ ভজন করেন না? কথাটী বড়ই সুন্দর, ভাবিবারই কথা বটে। কতকগুলি জীব তাঁহাদের জাগতিক নানাপ্রকার সুখদুঃখ অভাব অভিযোগের মধ্যে থাকিয়াও কেমনই বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পাগল হন, আর কতকগুলি জীব কেমনই বা সেই 'কৃষ্ণ' নামটী পর্য্যন্তও শুনিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না? ইহার কারণ কি?

ভ্রম প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয় রহিত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ত্রিকালদর্শী সাধু মহাজন ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন— "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"—ভগবদ্ভক্তসঙ্গক্রমেই জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, সেই ভগবদ্ভক্তসঙ্গ আবার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি বলেই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সুকৃতিই জীবের কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূল কারণ। এই সুকৃতি নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুই প্রকার। যে সুকৃতদ্বারা সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয়, তাহা নিত্য, আর যে সুকৃতদ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদব্রহ্ম লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক বা অনিত্য। কোন প্রয়োজন লাভার্থ কার্য্যকালে যাহার বিদ্যমানতা অথচ প্রয়োজন প্রাপ্তির পর আর যাহার বিদ্যমানতা নাই, তাহা অনিত্য এবং কার্য্যকালে ও ফললাভের পরও যাহার বিদ্যমানতা, তাহাই নিত্য। ভক্তিলাভের পূর্ব্বেও যে সকল উপায় বা সাধন অবলম্বন করা হয়, পরে অর্থাৎ সিদ্ধি কালেও তাহারই উন্নতাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্মজ্ঞানযোগাদির অনুষ্ঠান গুলি ফললাভের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে, পরে আর তাহার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত, ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গই নিত্য সুকৃত। নৈমিত্তিক সুকৃত দ্বারা অন্যান্য গৌণফল লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু মুখ্যফল যে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনন্যভক্তি তাহা লাভ হয় না। জন্মজন্মান্তরে যিনি ভক্তসঙ্গজনিত নিত্যসুকৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই কৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে যেমন শাখাপ্রশাখা সেই জল প্রাপ্ত হইয়া সজীবতা লাভ করে, মুখ্য প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, কৃষ্ণসেবা করিলেও সেইরূপ দেব, নর, তির্য্যক প্রভৃতি স্থাবর, অস্থাবর সকলেরই পরিতৃপ্তি লাভ হয়—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্যভাবে কৃষ্ণে ভক্তি করার নাম—শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল অবস্থায় থাকে, পরে ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গক্রমে দৃঢ়তা লাভ করে। ভক্তসঙ্গ ছয় প্রকারে সাধিত হয়, যথা—ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে প্রীতি পূর্ব্বক দান, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতি গ্রহণ, স্বীয় গুহ্যকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুহ্যবিষয় অর্থাৎ ভজনকথা জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা, এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান। ভক্তসঙ্গেই ভক্তিক্রিয়াসঙ্গ হইয়া থাকে। যেমন শুদ্ধভক্তগণ হয়ত নগরকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ বা মহামহোৎসবের অনুষ্ঠানাদি করিতেছেন, সেই সকল ভক্তিকার্য্যে কোন প্রকারে যোগদান করিলেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় হয়। শাস্ত্রে হরিমন্দিরমার্জ্জন, বিষ্ণুমন্দিরে তুলসীর নিকট প্রদীপ দান, হরিবাসর সম্মান প্রভৃতিকে ভক্তিক্রিয়া বলিয়াছেন। সেই ভক্তিক্রিয়া শুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত না হইয়া ঘটনাক্রমে হইলেও সুকৃতি সঞ্চয় হয়, তবে কপটতা বা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্ত্তমান রাখিয়া বহু জন্ম ধরিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হইবে না। নামাপরাধ না থাকিলে সঙ্কেত (অর্থাৎ অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াও যে নাম উচ্চারণ), পরিহাস (অর্থাৎ উপহাস ছলে নাম উচ্চারণ) ও স্তোভ (অর্থাৎ অগৌরবের সহিত নাম উচ্চারণ) ও হেলা (অর্থাৎ অনাদরপূর্ব্বক নামগ্রহণ) সহকারে নাম গ্রহণ কালেও ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত হয়। ভক্তিক্রিয়ামাত্রেরই ভক্তিপোষক একটি শক্তি আছে। ভক্তিপোষক সুকৃতি মাত্রই নিত্যসুকৃতি। ভক্তিক্রিয়া যাহার যত শুদ্ধ-শ্রদ্ধার সহিত কৃত হইতে থাকিবে, তাঁহার এই সুকৃতি ততই বলবান্ হইয়া ক্রমে সাধুসঙ্গ ও তাহা হইতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে।

এই নিত্যসুকৃতিলাভ ঘটনাক্রমেই হইয়া থাকে। চতুর্ভিগুণে দুর্গতিতে জন্ম হইলেও নিত্যসুকৃতি লাভ হইয়া হরিভজনযোগ্যতালাভে কোন বাধা নাই। জীবমাত্রেরই সুকৃতিসঞ্চয়ের যোগ্যতা আছে। একটী মূষিক এক সময়ে বিষ্ণু মন্দিরে একটী নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের তৈল খাবার পলিতা টানিতে গিয়াছিল। ঘটনাক্রমে পলিতাটির অগ্নি না নিভিয়া যেমন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মূষিক অমনি ভয়ে পলিতাটী ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে মূষিকের বিষ্ণুগৃহে প্রদীপদানের একটী নিত্য সুকৃতি লাভের ফলে তাহার ভক্ত গৃহে জন্মলাভ হইয়া কৃষ্ণভক্তিলাভ হইয়াছিল। কোন ব্যাধ দৈবক্রমে শিবরাত্র দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়া নিত্যসুকৃতির ফলে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিল। অবশ্য সুকৃতিলাভ কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে হইবার নহে, হঠাৎ ঘটনাক্রমেই হইয়া থাকে। জন্মজন্মান্তরে এইরূপ সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইতে হইতে জীবের সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা হয়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে জীবের শ্রদ্ধা ক্রমে দৃঢ় হইতে থাকে। সেই দৃঢ়তাপ্রাপ্ত অবস্থাতেই জীবের সদ্‌গুরু পাদাশ্রয় হইয়া থাকে। তখন শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে গুরুদেবের প্রদত্ত ভজনক্রিয়া করিতে করিতে অনর্থ মুক্ত হইতে থাকে, অনর্থ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভগবৎপাদপদ্মে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে এই আসক্তি পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি, পরে ভাবভক্তি, তৎপরে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সুতরাং কৃষ্ণভজন—একমাত্র ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সাপেক্ষ। সেই জন্যই শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে— মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব— এই চারিটিতে স্বল্প পুণ্যবান্ ব্যক্তির কখনও বিশ্বাস হইবে না। স্বল্পপুণ্য বলিতে নৈমিত্তিক সুকৃতি, তাহা দ্বারা স্বর্গাদি অনিত্য সুখ কিম্বা আত্মবিনাশ রূপ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। 'কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গ ভিন্ন কৃষ্ণভক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গফলেই জীবের কৃষ্ণে অবিশ্বাস দূর হইবে, কৃষ্ণভজনই যে মানবজীবনের একমাত্র কৃত্য—অন্যান্য কৃত্য কৃষ্ণভজনের অনুকূল হইলেই তাহার মূল্য নতুবা বৃথা—এই বুদ্ধির উদয় হইবে। যেদিন হইতে জীব এই কৃষ্ণভজনকে তাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতে পারিবে, সেদিন হইতে তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মাৎসর্য্য বুদ্ধি আর থাকিবে না, বিশ্ব একটী শান্তির নিকেতন হইবে—নিত্যানন্দের হাট বসিয়া যাইবে। [illegible] জগতের ভাগ্যে সেদিন কবে আসিবে

জনমত

জগতে পরস্পর বিদ্যমান দুইটি বিভিন্ন পক্ষীয় মতের সামঞ্জস্য করিতে হইলে জন মতের অপেক্ষা করিতে হয়। অধিক সংখ্যক লোক যে পক্ষকে সমর্থন করে, সেই পক্ষের মতই গ্রাহ্য হয়, অন্য পক্ষের মত অগ্রাহ্য হয়। ইহা জাগতিক নীতি। এই নীতি অবলম্বনে জগতের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মিগণ তাঁহাদের মনোধর্ম্মপ্রসূত কল্পনা বলে যে ভালমন্দের বিচার করিতে চান, তাহাতে কখনও প্রকৃত ভালমন্দের বিচার হয় না। বিচারক ও বিচারপ্রার্থী উভয়েই যেখানে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট সেখানে কে-ই বা বিচার করিবে আর কে-ই বা তাহা বুঝিয়া লইবে? বহির্ম্মুখজনমত সাপেক্ষ এইরূপ বিচারের হাত কেহই নিরুদ্বেগ হইতে পারে না। [illegible] আজ হয়ত জনবলে যে মতটী প্রতিষ্ঠালাভ করিল, কাল হয়ত সেই মতটীরই জনবল কমিয়া গিয়া তাহা অস্বীকৃত হইল। সুতরাং জনমত লইয়া বিচারে কেহ অসত্যকে সত্য বলিয়া, কেহ বা সত্যকে অসত্য [illegible] সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হন না। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মনোধর্ম্মী জীব [illegible]

অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করে, তথাপি সত্যের আসন অচল অটল থাকিবে, তাহা স্পর্শ করিবারও কাহার সামর্থ্য থাকিবে না। মহাজনমণ্ডলী স্বীকার্য্য, বহির্ম্মুখ জনমত স্বীকার্য্য নহে।

৪৪২ শ্রীগৌরাব্দের শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা

৪৪২ শ্রীগৌরাব্দের বিশুদ্ধ বার্ষিক সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পঞ্জিকায় ৪৪২ গৌরপূর্ণিমা হইতে ৪৪৩ গৌরপূর্ণিমা পর্য্যন্ত দৈনন্দিন পঞ্জি থাকিবে এতদ্ব্যতীত ইহাতে বৈষ্ণব-পঞ্চ, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-মহামহোৎসব, একাদশী ও দ্বাদশীর তালিকা, পৃথক্ ভাবে যাবতীয় উপবাসের তালিকা, শ্রীনবদ্বীপের পারত্রয় মহাপ্রভুর শিক্ষা, নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতির তালিকা, দীক্ষাবিধান, বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সার্ব্বভৌম পরীক্ষার গ্রন্থ তালিকা ও নিয়ম-তালিকা, গঙ্গাবতীর নাম, শুদ্ধভাগবতাশ্রমদেবের নাম, শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্ম মাধ্বগৌড়ীয় গুরুপরম্পরা, গোস্বামিগণের উপদেশ এবং অন্যান্য বহু জ্ঞাতব্য-বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। পরমার্থপথের পথিকের ইহা বন্ধু প্রদর্শক। প্রত্যেকেরই এই পঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বীয় নিত্য সহচররূপে বরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, সাধারণ পঞ্জিকার মত নহে। ভিক্ষা গ্রাহকদেবর ও গঙ্গোপযোগিতার তুলনায় অতি সামান্য। মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

নানা কথা

শ্রীগৌড়পুর পরবিদ্যাপীঠে নিম্নলিখিত শিক্ষার্থিগণের আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে—

১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার গোস্বামী, পোঃ আঃ পুরুবিল, গ্রাম কাষ্টিয়া, জিলা ঢাকা।

২। শ্রীতিনকড়ি হাজরা, গ্রাম বলরামপুর, পোঃ আঃ গোপমহল, জিলা মেদিনীপুর।

৩। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ কর্ম্মকার, বরিশাল।

৪। শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য, পোঃ আঃ মথুরেশপুর, গ্রাম ধলবাড়িয়া, জিলা ঢাকা।

৫। শ্রীশশীমোহন আচার্য্য—ছোট কাটরা, ঢাকা।

৬। শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রাম, শেখ পুণ্ডরিয়া, পোঃ মজুমদারপুর, জিলা—চব্বিশপরগণা।

৭। শ্রীনরেন্দ্র কুমার আচার্য্য, পোঃ হরিনারায়ণপুর, গ্রাম বিনোদপুর, জিলা নোয়াখালী।

৮। শ্রীপ্রফুল্লকুমার গোস্বামী, গ্রাম মাড়গ্রাম, পোঃ মাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ জিলা, মুর্শিদাবাদ।

৯। শ্রীতারাধন চক্রবর্ত্তী, পোঃ আঃ গঙ্গানন্দপুর, জিলা যশোহর।

১০। শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পোঃ পুরবিয়া, জিলা ঢাকা।

১১। শ্রীভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গ্রাম বনসুন্দরিয়া, পোঃ মুলটী, জিলা ২৪ পরগণা।

১২। শ্রীগজেন্দ্র নাথ দাস, পোঃ বারগোদা, জেলা মেদিনীপুর।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বামনপুকুর, বল্লালদীঘী প্রভৃতি গ্রামে এত বেশী জলকষ্ট হইয়াছে যে, তাহা অবর্ণনীয়। প্রখর সূর্য্যকিরণে তপ্ত হইয়া লোকে তৃষ্ণায় যে সে জল খাইতেছে, তাহাতে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। সরকার বাহাদুর এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে তাঁহার দুস্থ প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য সত্বর কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহোদয়া তাঁহার রাজ্যের প্রজা সকলের কোথায় কে কি কষ্ট পাইতেছে তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আশা করি, তৃষিত প্রজাবৃন্দকে জলদানের ব্যবস্থা করিয়া সরকার বাহাদুর পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। দেশীয় জনসাধারণের প্রতিও আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন স্বয়ং আসিয়া একবার দেখিয়া যান, লোকসকল জলকষ্টে কি ভীষণ বড়ই না পতিত হইয়াছে।

ইছাপুরের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে মহীশূর ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত রাজ্যের রাজস্ব কমিশনার বলিয়াছেন যে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন, আনুমানিক ২,৩ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩২ জন লোকের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার [illegible] মার্চ্চ, আফ্রিকান [illegible] প্রদেশের মহলাপুরে এক দল [illegible] সহিত পুলিসের ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের অনেক লোক নানা স্থানে আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

অমৃতসহর নিবাসী সন্ত সিং নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার কোন আত্মীয়াকে হত্যা করায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাম সিংহ নামক এক ব্যক্তি লাটের আর্দ্দালী, লাটের কর্ম্মচারিদিগকে ঘুষ দিয়া তাহাকে (সন্ত সিংহকে) উদ্ধার করিবে এই বলিয়া সন্ত সিংহের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা লইয়াছিল। এই অপরাধে রাম সিং দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানার টাকা না দিলে তাহার আরও ৬মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

শুনা যায়, গত ১৭ই মার্চ্চ এক ভদ্রলোক ১৯০০ টাকার একখানি ইনসিওর লইয়া পাবনা হেড্ পোষ্টাফিসে যাইবার কালে পথিমধ্যে এক দুষ্ট চিলে ছোঁ মারিয়া তাঁহার ইনসিওরটী লইয়া যায়। টাকার এখনও কোন সন্ধান হয় নাই।

দেশে চাউলকলের ব্যবস্থা হইয়া ঢেঁকীর প্রচলন যেমন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং তাহাতে যাহারা ঢেঁকীদ্বারা ধান ভানিয়া কোন গতিকে জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহাদের যেমন দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে, সেইরূপ আবার এখন ক্রমে যে কলের লাঙ্গলের প্রচলন হইতেছে, তাহাতে অনেক গরীব চাষীর রুটী মারা যাইবে বলিয়া ভয় হয়। সূতার কলের অত্যধিক প্রচলনে চরকা উঠিয়া ভারতবাসীর যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক স্বদেশপ্রেম ব্যক্তি, বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। কলের লাঙ্গলও দেশের সেইরূপ অবস্থা না করিয়া বসে। বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কারের ফলে জগতের লোকের এক দিকে যেমন অনেক সুবিধা হইতেছে, অন্য দিকে আবার তেমনি অসুবিধাও হইতেছে। মানুষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসী বৈজ্ঞানিক দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করিতে না শিখিয়া অত্যন্ত ভোগী হইয়া পড়িতেছেন, শেষে তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিতেছে না। পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া কত দূর দেশান্তরে গমন করিতে [illegible]

[illegible] মোটরগাড়ী, [illegible] প্রভৃতি [illegible] অন্ধবিশ্বাস [illegible] জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত। [illegible] হইতে [illegible] বসিয়া থাকেন, [illegible] বসিয়াই [illegible] বলার সুবিধা হইয়াছে। [illegible] বলিয়া একটী যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে ঘরে বসিয়াই [illegible] সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। নিজেদের ভোগে ব্যবহৃত না হইয়া যদি ভগবানের সেবোদ্দেশে এ সকল জিনিষের ব্যবহার হয়, তবে আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকে না, কিন্তু দুর্বুদ্ধি আমাদের, আমরা যে ভগবান্‌কে না দিয়াই সমস্ত জিনিষের ভোগ করিতে যাই, ইহাতেই যত অমঙ্গল সূচিত হয়।

শুনা যায়, সিরাজগঞ্জ এগ্রিকাল্‌চারাল ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক কলের লাঙ্গল আনিয়া চাষের চেষ্টা করিতেছেন। ই বি, রেলের মূলাডুলি ষ্টেশনের নিকট ঐ ব্যাঙ্ক কিছু জমি লইয়া কলের সাহায্যে চাষাবাদ করিবেন বলিয়া স্থির করিতেছেন।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলে যাহাতে স্বহস্তে হলচালন করিয়া স্বাবলম্বনবৃত্তি অবলম্বন করেন, তজ্জন্য প্রস্তাব চলিতেছে। প্রস্তাবটী মন্দ নহে বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, মানব যদি স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তত্তদ্ বর্ণ এবং আশ্রমোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই পুনরায় সে শান্তির যুগ ফিরিয়া আসিবে—দেশের অভাব অভিযোগ সব দূর হইয়া যাইবে ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কার্য্য রাজ্যপালন, ব্রাহ্মণগণের তপস্যা যাহাতে কোন বিঘ্ন উৎপাদিত না হয় তৎকরণ; বৈশ্যের কার্য্য কৃষি, গো-রক্ষা বাণিজ্যাদি; শূদ্রের কার্য্য উক্ত ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা। যাঁহার যে কার্য্য, তিনি সে কার্য্য করিয়া গেলে আর কোন বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় না। স্বধর্ম্মে থাকিয়া যদি নিধনলাভও হয়, তাহাও বরং ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা উপদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

তবে চারি বর্ণাশ্রমীর [illegible] সেবার দিকে লক্ষ্য না থাকে, [illegible] স্বকর্ম্ম করিয়াও [illegible]

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীকোরানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২২শে চৈত্র, বুধবার—১৩৩৪।

নদীয়া-প্রকাশ

পাঠকগণের প্রতি

অনেকে বলিতে পারেন—নদীয়া-প্রকাশ লইয়া আমরা কি করিব। উহাতে কি আছে। উহা পড়িয়া সময় নষ্ট করিয়া কি করিব।—ইহার উত্তরে পাঠকবর্গের প্রতি আমাদের বক্তব্য—সাধারণ সংবাদপত্রে যাহা আছে এই প্রকারে নদীয়াপ্রকাশেও তাহাই আছে, অন্য সংবাদপত্রের সহিত নদীয়া-প্রকাশের কোন অংশে অমিল নাই অমিল মাত্র একটী বিষয়ে। সেটী এই—নদীয়াপ্রকাশ বলিতেছেন,—হে পাঠক-বর্গ! আপনারা দৈনিক সংবাদপত্র পড়িতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে কি সার সংগ্রহ করিলেন? মধুকর অসার অংশ ত্যাগ করিয়া সারাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, আপনারা সেই মধুকর অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কেন সারাংশ গ্রহণে বিমুখ হইলেন? আসুন, আমরা আর কতকাল ভারবাহী থাকিব? মধুকরের আদর্শে সত্বর সার গ্রহণে যত্নবান হই। সারসংগ্রহে আমাদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। দৈনিক সংবাদপত্রে আমরা ইহ জগতের সংবাদ মাত্র পাইয়া থাকি, তাহাতে আমরা জানিতে পারি কোথায় কোন দিন ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, কোথায় বা ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির জন্য জলপ্লাবন, কোথায় জলকষ্ট, কোথায় অন্নকষ্ট, কোথায় রোগের প্রকোপ, কোথায় রাজার স্বার্থে প্রজার স্বার্থবিরোধ এবং প্রজার স্বার্থে রাজার স্বার্থবিরোধ সুতরাং উভয়ের পরস্পর কলহ, কোথাও এক সংবাদ-পত্রের সহিত অন্য সংবাদপত্রের পরস্পর স্বার্থবিরোধী বলিয়া উভয়ের মধ্যে নানাপ্রকার বাদানুবাদ, কোথায় নারীর প্রতি অত্যাচার, বা কাহারও দুঃখ কাহারও আনন্দ, কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারও পৌষমাস—এইরূপ সুখ দুঃখ প্রতিনিয়তই হইতেছে। হে পাঠকবর্গ! আপনারা জগতের এই রীতি প্রতিনিয়তই দর্শন করিতেছেন, আজ কয়েকদিন মাত্র দেখিতেছেন তাহা নহে, অনাদিকাল হইতেই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। অতএব ইহার হেয়ত্ব অনুপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া এরূপ হেয় ও তুচ্ছতা-[illegible] মাত্র, কিন্তু ঐ বস্তুটী আছে কিনা তদ্বিষয়ে কেহই অনুসন্ধান করেন নাই। ইহজগৎ অপেক্ষা একটী উচ্চ জগৎ আছে, সেই জগতের উপাদেয়তা জানাইবার [illegible]

ভগবান্ অনুপাদেয় তুচ্ছ ও হেয়তা-পূর্ণ এই জড় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, পথভ্রষ্ট আমাদিগকে সেই জগতের দিকে লইয়া যাইবার জন্যই ভগবানের এই খেলা। কিন্তু ইহা আমাদিগের পক্ষে 'উল্টা বুঝলি রাম' হইয়া গেল। আমরা বুঝিলাম ভগবান্ বুঝি আমাদের ভোগের জন্যই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার ফলে অনাদিকাল হইতে এই কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছি এবং নানা দেশবাসীর ও আমাদের দেশের কষ্টভোগের কথা দৈনন্দিন সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি, কিন্তু হায়! আজ পর্য্যন্ত আমাদের মোহ ত দূর হইল না। তাই নদীয়া প্রকাশ বলিতেছেন—আপনারা জাগতিক সংবাদ পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটী উচ্চ জগতের আলোচনা করুন। তাহা হইলে আপনারা ইহ ও পর জগতের সংবাদ জানিয়া নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

অভ্যার্থ শ্রীমদ্ বিঠ্ঠলাচার্য্য
দ্বৈত-বেদান্ত-বিদ্বান মহোদয়-বিরচিত

শ্রীমায়াপুর-বৈভব-প্রশস্তির

বঙ্গানুবাদ

মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব নিমিত্ত মহতী কীর্ত্তি-পরিপূর্ণা, কপট ব্যক্তিগণের দুরধিগম্য, সুমেরু-পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গের ন্যায় সুশোভন, গোপুরবিশিষ্ট মনোহর মায়াপুর শোভা পাইতেছেন ॥ ১ ॥

সত্যব্রত নামক মহীপতি নিজের রাজ্য সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রীতি-সহকারে স্বকীয় সপ্ত পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। পরম দয়ালু শ্রীগৌরসুন্দরও নববিধা ভক্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণব-সজ্জন-দিগকে নবদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

যেরূপ বৈকুণ্ঠ-লোকের চতুর্দ্দিকে 'অর' ও 'ণ্য' নামক সুধা-সমুদ্রদ্বয় শোভা পাইতেছেন, তদ্রূপ নিত্যধাম মায়াপুরেও গঙ্গা ও সরস্বতী নাম্নী নদীদ্বয় (চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া) শোভা পাইতেছেন ॥ ৩ ॥

দীর্ঘাকৃতি, ক্রূরস্বভাবা সর্পী দণ্ড-তাড়িত হইয়া যে প্রকার ফণা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে কুণ্ডলাকার ধারণ করে, ভাগীরথীও তদ্রূপ মহাপ্রভুর [illegible] ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

[illegible] বিচরণ করেন, সেইরূপ হরিকথা-কীর্ত্তন-মগ্ন, স্বরূপাবস্থিত, বিষয়বিরক্ত, পরমার্থ-প্রেম-বিনীত-স্বভাবসম্পন্ন এই স্থানের লোকসমূহও শ্রীমায়াপুরে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

ত্রিদণ্ড ও স্বর্ণকাষায় বস্ত্রধারী, কামাদি ষড়্‌রিপুবর্জ্জিতান্তঃকরণ, প্রকাশমান ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং কণ্ঠমালাধারক সন্ন্যাসীদিগকে সনকাদি পরমহংসের ন্যায় মনে করি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মা যেরূপ চতুর্ম্মুখে বেদ উচ্চারণ-পূর্ব্বক অন্তরে শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ এই বিমানও চতুর্দ্দিকে আচার্য্য-চতুষ্টয় এবং হৃৎপদ্মে অর্থাৎ মধ্যস্থলে নন্দ-বালক শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

চতুর্দ্দশ লোকরূপ গোলোক অর্থাৎ বিবরবিশিষ্ট দেবগণের আশ্রয়ভূত, স্ফটিকময় বহুবিধ শৃঙ্গাড়ম্বরসমন্বিত সুমেরু পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সপ্ত বিভূতি-বিশিষ্ট (শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধামিলিত-তনু গৌরসুন্দর ও বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়—এই সপ্ত বিচিত্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত তত্ত্ব) এই গোপুর দর্শন করিয়া যেন লজ্জিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

যাঁহারা গৌরকথাপরায়ণ হইয়া নিরন্তর হৃদয়ে শ্রীহরিকে ধারণ করেন, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গই সুলভ্য, দ্বার চতুষ্টয়ের দ্বারা গোপুর যেন ইহাই জানাইতেছে ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ সর্ব্বদা অচিন্ত্য ও বিচিত্র শক্তি-সম্পন্ন, প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত এবং প্রভুপাদের উপর শ্রীকৃষ্ণের অপার করুণা, অতএব এই মায়াপুরে আরও কত কি বিচিত্র ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, তাহা আমরা জানি না ॥ ১০ ॥

শ্রীহরির দাস্যকামী ভক্তগণের মধ্যে কেহ গোলোক, কেহ বৈকুণ্ঠলোক, কেহ শ্বেতদ্বীপ, কেহ বা ক্ষীরসাগর কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা শ্রীমায়াপুরই কামনা করি ॥ ১১ ॥

ওরে বাবা সাপ !

(প্রাপ্ত)

বাবা ভোলানাথ! এত উচ্চকণ্ঠে কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছ কেন? বুঝি কি কোন তোমার অমঙ্গল ঘটিয়াছে? "ও বাবা গো! ভীষণ কালসাপ আমার সম্মুখে ফণা উঁচু করে রয়েছে। ভয়ে আমার সর্ব্ব অঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে মুখে আর কথা সরিতেছে না। বাবা! শীঘ্র আমায় রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়।" পিতা পুত্রের [illegible] একটী বাঁশ [illegible] লইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—কোথাও সর্প নাই একটী নারিকেলের দড়ি সর্পাকারে পুত্রের সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। পিতা পুত্রের রজ্জুতে সর্পভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—পুত্র! এই স্ফুট জ্যোৎস্নার রাত্রিতে [illegible] দিয়া তোর সর্প বোধ হইয়েছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

তাই বলিতেছি—জীব আত্মহারা হইয়া প্রকৃত বস্তুতে বিপরীত দর্শন করিতেছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম, মরীচিকায় জল বুদ্ধি, জলের নীচে আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য, দর্শন, ট্রেনে যাইবার কালে পথস্থ বৃক্ষ অন্য দিগকে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান-বোধ যেন দিবসে জাগিয়া নিশার স্বপন দেখিতেছে। হে জীব, এই ত তোমার বুদ্ধি শক্তি এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ধাম ও তাঁহার মূর্ত্তিকে মাপিয়া লইবার জন্য সাহসী হইয়াছ। তুমি জান না, ভগবদ্ধাম চিন্ময়, তাঁহার মূর্ত্তি চিন্ময় ও তাঁহার ভক্ত চিন্ময়, এ জড়-চক্ষুদ্বারা কখনও তাঁহাদের লক্ষ্য হয় না!

কিবা তুমি পাণ্ডিত্যের গর্ব্বে, বুদ্ধির গর্ব্বে ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষা করিতে আসিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নিজে নরকের পথ পরিষ্কার করিতে উদ্যোগী হইয়াছ। জাননা কি? দোকানের খাঁটি মাল সোনা, রূপা, দুগ্ধ চেনা মজবুত লোকের দরকার। কিবা তুমি নিজেকে বুদ্ধির অভিমান করিয়া বাজারের নকল সোনা ও ছড়িগোলা দুগ্ধকে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতেছ; তোমার ন্যায় অন্ধ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তের বাহিরের আচার ব্যবহারে অভক্ত দেখিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতে বসিয়াছ। ভগবদ্ভক্ত কানা নয়, খোড়া নয়, বোকা নয়, মূর্খ নয়, রোগগ্রস্ত নয়, নীচ জাতি নই, তথাপি বাহিরে ঐ সমস্ত দেখিয়া নিন্দা করিতেছ।

সোনা যদি বিষ্ঠা মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে কি তাহার স্বর্ণ নষ্ট হয়? গঙ্গা জলে যদি বিষ্ঠা ভেসে যায়, তাহা হ'লে কি তাহার জল অপবিত্র হয়? সে জলে কি ভগবৎ পূজা হয় না? অতএব সাবধান, ভগবদ্ভক্তকে কখন প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করিও না। শুন, শাস্ত্র কি বলিতেছেন—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।

যাঁহারা সজ্জন তাঁহারাই সজ্জনের আদর জানেন। তাই আমাদের হৃদয়েশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের ন্যায় প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কণ্ডুরসাক্রান্ত সনাতনপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রেরিত পত্র

নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

কতকগুলি লোক এতদিন যেন নাকে সরিষার তৈল দিয়াই ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ শুনিতেছি শ্রীনবদ্বীপের কোন্ স্থানে মহাপ্রভুর জন্ম হইয়াছে তাহা খুঁজিবার জন্য তাঁহাদের বড় মাথা ব্যথা আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ তাঁহাদের এ আড়ম্বর কেন? বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীমহাশয়-প্রমুখ মহাজনগণনির্দ্দেশে বহুকাল হইতেই গঙ্গার পূর্ব্বপার মায়াপুরেই ত মহাপ্রভুর জন্মভিটা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারা কি তবে তাঁহাদিগকে মানেন না? সার্ব্বভৌম বাবাজী মহাশয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা নিজের বাহাদুরী জানাইতে চাহিতেছে, তাহাদের মুখ দর্শন করাও ত' কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের কোন্ ঈর্ষামূলে এ সব ষড়যন্ত্র চলিতেছে জানিতে দিবেন। যে বিষয়টী বহু পূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার তাঁহাদের কি স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছে? শ্রীশ্রীধাম পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী আসিতেছেন, তাঁহারা পরিক্রমা করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী যথাযথ প্রাচীন নিদর্শন সমূহ দেখিয়া বেশ তৃপ্ত হইয়া থাকেন, আমিও কয়েকবার মায়াপুরের শুদ্ধভক্তগণের সহিত ধাম পরিক্রমা করিয়া সমস্ত বিষয়ের শাস্ত্রসম্মত জাজ্বল্য প্রমাণ পাইয়াছি। মহাশয়গণ শুনিতেছি কলিকাতায় বসিয়াই ধামনির্দ্দেশ করিতেছেন। কেন একবার, মায়াপুরে গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া আসিলেই ত' ভাল হয় যোষিৎসঙ্গী বাবাজীও নাকি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাঁহার নূতন বন্দোবস্ত লওয়া কাকড়ের মাঠ রামচন্দ্রপুরেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান টানিয়া লইতে? তিনি নাকি সব জান্তা হইয়া দ্বিতীয় ভগীরথ সাজিয়া তাঁহার ইচ্ছামত গঙ্গার স্রোতোগতিকে হরদম তাঁহার কলমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরাইয়া এক ম্যাপ তৈয়ার করিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতেছেন—"এই দেখ গৌরাঙ্গ সিংহের রামসীতার মন্দিরই মহাপ্রভুর জন্মভিটা।" সব যেন বাবাজীর ইচ্ছামতই চলিবে। 'সবে গঙ্গা, মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়' শ্রীচৈতন্যভাগবতের ই বাক্য কোথায় থাকে? আজও বল্লালদীঘী, কাজির সমাধিস্থান প্রভৃতি সমস্ত অনন্ত প্রমাণ বিপক্ষের সমস্ত কূমিথ্যাকে ভস্মীভূত করিয়া দিবার জন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এত শীঘ্র শীঘ্র বাবাজীর বগল বাজাইতে হইবে না। সাহিত্য সম্রাট, রায় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর বল্লালদীঘীর ধারেই যে শ্রীবাসের গৃহ (যে গৃহে মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিলাস করিয়াছেন), তাহা বিশেষ বিশেষ প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন। আমি অবশ্য বেশী কিছু জানি না। আপনারা এ সকল বিষয় একটু আলোচনা করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের আস্ফালন একটু কমাইয়া দিন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

নিঃ ইতি।
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

সমাজসম্বন্ধে।

আজ কাল যেন একটা আন্দোলনের যুগ চলিয়াছে। এক একজন এক একটা বিষয়ের আন্দোলন না করিয়া যেন কিছুতেই আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। মনে করিতেছেন, আমি এই আন্দোলনের সুযোগেই একটা নাম করিয়া লইব—লোকের কাছে খুব দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইব। কেহ বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন প্রভৃতির পক্ষে, কেহ বা তাহাদের বিরুদ্ধে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে যে যেখানে পারিতেছেন, সেখানেই এক একটী মহা আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছেন। এযাবৎ পর্য্যন্ত এই সকল আন্দোলনকারিগণের কাহারও কোন বক্তৃতায়, কোন লেখনীতে, কোনও আচরণে কোনও দিন দেখিলাম না যে, কেহ ভ্রমক্রমেও তাঁহাদের মুখে একবার ভগবানের নামটী মাত্র উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতাভিমানী ছিলেন না, কেহ বিজ্ঞান আলোচনা করেন নাই বা কেহই এই বিংশশতাব্দীর সভ্যতার কোন খবর রাখিতেন না, সেহেতু তাঁহারা তখনকার অনুন্নত সমাজের সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দিলেও এখনকার উন্নত সমাজের পক্ষে তাঁহাদের সেই পুরাতন সংস্কারপ্রথা আদৌ স্বীকার করা হইবে না; আমরাই এখনকার সভ্য, আমরাই সমাজ-সংস্কারক।' যতদিন না মানব পূর্ব্বতম ত্রিকালদর্শী বস্তুবিজ্ঞানবিৎ প্রাচীনতম, পুরাতন, সনাতন, শাশ্বতী পন্থার অনুসরণ করিয়া আধুনিক জড়বিজ্ঞানবিৎ মনোধর্ম্মী অদূরদর্শী শিক্ষিতাভিমানিগণের এই নবাবিষ্কৃত পন্থার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে যে যতই না মস্তিষ্কের উর্ব্বরতাশক্তির পরিচয় দেন, তাহার ফল অন্ধ কপর্দ্দক মূল্যও হইবে না। ভারতবর্ষ সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র—এখানে আধুনিক কোন ধর্ম্মমত কোনও দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। এই সনাতন ধর্ম্মমতের প্রতি কত সময়ে যে কত আক্রমণ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু নিত্য সত্য সনাতনধর্ম্মের আসন তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই—এখনও অচল অটলভাবে থাকিয়া যুগযুগান্তের পুরাতনী কথার সাক্ষ্য দিতেছে, আক্রমণকারিগণেরই অস্তিত্ব বরং একে একে লোপ পাইয়াছে অথবা পাইতে বসিয়াছে। দেশহিতৈষিগণ সমাজসংস্কারকগণ প্রকৃতই যদি দেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন—প্রকৃতই যদি দেশের—সমাজের দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে আবার তাঁহারা মহাজনগণের আদর্শে স্বীকার করিয়া সাত্বতশাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করুন—সাত্বতশাস্ত্রতত্ত্ববিৎ পরব্রহ্মনিষ্ণাত উপযুক্ত আচার্য্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার জন্য নিজেরা যত্নশীল হউন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরকে উৎসাহান্বিত করুন। মহাজনগণের ব্যক্তিগত আদর্শ অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত দেশ কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না। আসুর বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কুপ্রথা উঠাইয়া দিয়া উপযুক্ত আচার্য্যের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক তাহা হইলেই সমাজের প্রাণরক্ষা হইবে। ভগবদনুশীলনধর্ম্মই সমাজের একমাত্র প্রাণ। ধর্ম্মহীন সমাজ শবতুল্য। শব যেমন বহুমূল্য হীরক-খচিত অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত হইলেও তাহা লোকের নয়নমনোরঞ্জক হয় না বরং আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই সৃষ্টি করে, সেইরূপ ভগবৎসম্বন্ধবিহীন নৈতিক উন্নতির কোন মূল্য নাই। আর তাদৃশ শুষ্কনীতির রক্ষণও সম্ভবপর হইবে না।

যেমন দিন, কাল উপস্থিত হইল, তাহাতে দেবভাষার প্রচলন ত' একেবারেই উঠিয়া যাইবার উপক্রম। যাহাও একটু আছে, তাহা কেবল ব্যবসায়ের জন্য। অধিকাংশ ব্রাহ্মণে সংস্কৃত পড়েন, গুরু পুরোহিতগিরি করিয়া বা ভাগবত পড়িয়া কিছু পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য। লোকের মনোরঞ্জক দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক টীকাসহিত মুখস্থ বলা বা দুই চারিটা ব্যাকরণের সূত্র আবৃত্তি করা পর্য্যন্তই আজকালকার সংস্কৃত অধ্যয়ন বা পাণ্ডিত্য। সাত্বতগণ কথিত শাস্ত্রোপদেশ কয়জন পরকে বঞ্চনা না করিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের কথা জগতের সর্ব্বত্র মহাজনোপদিষ্ট পরবিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহাতে অবিদ্যার প্রভাব তিরোহিত হইবে। লোকে মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবে। দেশহিতৈষিগণ এ সম্বন্ধে কি কোন আলোচনা করিবেন? ... ... ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্মই নীতি।

উন্নতির উপায়

মনুষ্য যে কাল পর্য্যন্ত না ভগবৎপাদপদ্মে শ্রীভগবদ্বাণী বা শ্রৌতবাণী শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীভগবন্নির্দ্দেশানুসারে স্ব-স্ব জীবন পরিচালিত করায় সৌভাগ্য লাভ করেন, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনোধর্ম্ম প্রবল থাকায় মনের সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক ধর্ম্মপ্রযুক্ত কাহারও মতের সহিত, কাহারও সামঞ্জস্য সম্ভবপর হয় না। তাই দেখা যায়, আজ একব্যক্তি বড় আগ্রহে বহু প্রয়াসের পর যে মতটী স্থাপন করিবার জন্য সচেষ্ট, কাল আর এক ব্যক্তি আসিয়া সে মতটীর নানা দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধনে ব্যস্ত। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের আন্দোলনেই এইরূপ মতদ্বৈধতা বর্ত্তমান। দেশহিতৈষিগণ যদি এই মতভেদের মূল কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই কতকগুলি কৃত্রিমপন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক মতভেদ দূরীকরণে চেষ্টাপর হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম মাত্রই সার হইবে, দেশের কোনও প্রকার উন্নতিবিধানেই তাঁহারা সমর্থ হইবেন না। মতভেদের মূল কারণই হইতেছে, আমাদের কোন চেষ্টাই ভগবৎসেবাপর নহে। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতি-সাধন-চেষ্টা ভগবৎসেবাসম্বন্ধহীন হইয়া সাধিত হইলেই তাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। সকল পক্ষেরই উদ্দেশ্য যদি শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণমাত্র হয়, তাহা হইলেই এই বিবাদ প্রশমিত হইবে, নতুবা যুগযুগান্তর ধরিয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিলেও বিবাদ মিটিবে না। আধুনিক শিক্ষিতসমাজে হয়ত এ সকল কথার আদৌ মূল্য আছে বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। তাঁহারা মনে করিবেন, "জগতের সহিত আবার ভগবানের কি সম্বন্ধ? আমরাই জগতের 'হর্ত্তা, কর্ত্তা বিধাতা' আমরাই মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দ দিতে পারি, মানুষ আমাদেরই নিকট তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের দাবী করিবে।" শিক্ষিত সমাজের এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। এক থাকিলেই তাহার পরের শূন্যগুলির মূল্য থাকে, নতুবা শুধু শূন্যের কোন মূল্য নাই। সেইরূপ ভগবৎসেবা লক্ষ্য করিয়া সমস্ত কার্য্য করিলেই তাহার মূল্য, নতুবা তাহার কোন মূল্য নাই। ... ... সমস্ত জাগতিক কার্য্য ... তাহার ... অবিদ্যা, ...

...জগতের অনিত্য নিবৃত্তিতেই ...ক্লেশ মাত্র, বস্তুতঃ ভগবৎ সম্বন্ধহীন জগৎ কেবল দুঃখময়। সুতরাং যাঁহারা জগতের উন্নতি চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা অগ্রে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবৎ-সেবাপর-বুদ্ধি-দ্বারা জগতের সমস্ত কার্য্যই নিরপেক্ষভাবে ভগবানের সেবা-সম্বন্ধে নিযুক্ত করিয়া নিজে উন্নত হইবেন, পরে অন্যকে সেইভাবে উন্নত করিবার চেষ্টা করিবেন।

আর কত দেখ্‌বো

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাই বলি, "যার কাজ, তার সাজে অন্য লোকের ঠেঙ্গা বাজে।"

অধিকারী মহাশয়ের কথাগুলি শুনিয়া আমাকে আর বিশেষ কিছু অবাক্ হইতে হইল না। কারণ আমি ও অনেক ঘাটের জলই খাইয়াছি জান্‌তে শুন্‌তে আর বেশী কিছু বাকী ন্যাই। পেসাদও অনেক পেয়েছি দান-সম্মান্ আদর-অভ্যর্থনা খাতির মৌকত্ত স্তুতিবাদ পাইবারও কমতি ছিল না। কিন্তু এই মায়াপুরে আসিয়াই দেখি সে সব ভুয়ো হ'য়ে গেল। এখন দেখ্‌ছি সমস্তই ছাইতে জল ঢালা হইয়াছে। এতদিন যাকে বৈষ্ণবতা ও সাধুগিরি জানিয়া বৃথা গর্ব্ব পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, এখন দেখি যে সমস্তই উল্টা হ'য়ে গেল। তাই বলছিলাম অধিকারী মহাশয় ? ভগবান যাহা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য। আপনি যখন ভাগ্যক্রমে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পড়িয়াছেন তখন একবার এই শুদ্ধ ভক্তদের মুখে কিছু হরিকথা শুনিয়া পরম মঙ্গল লাভ ও পরম সুকৃতির উদয় করিয়া লউন। যদি মনে কিছু না করেন এবং অপরাধ না লয়েন তবেই আপনাকে ইহাদের নিকট কিছু হরিকথামৃত আস্বাদন করিতে অনুরোধ করি। তৎপূর্ব্বে আপনাকে আর কয়েকটা কথা বলিয়া রাখি। অসন্তুষ্ট হইবেন না মনে কোন কিছু অপরাধ লইয়া অন্তরে চটা-চটি কুতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি যখন নিজকে শাক্ত ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়াছেন তখন বোধ হয়, মাছ মাংসাদি খাইয়া থাকেন মাছ মাংসাদি খাওয়া পুরুতঠাকুরের দ্বারাই উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং ত্রিদিবস ব্রহ্মচর্য্যপালন, দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস, যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত বেদশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শিক্ষা গ্রহণ ... এমন কি বিপ্রোচিত সদ্গুণের তত্ত্ব কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। আচার্য্য কাহাকে বলে, সদ্গুরু কাহাকে বলে, সাধু, বৈষ্ণব ও গোস্বামী কাহাকে বলে, ব্রাহ্মণই বা কাহাকে বলে, এবং কেমনই বা ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এ পর্য্যন্ত তাহা বোধ হয় কিছুই অবগত হইতেও চেষ্টা করেন নাই। কেবল ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ হইয়া উদর ভরণাদির জন্যই ব্যস্ত ও সচেষ্ট আছেন। নয় কি ? অধিকারী মহাশয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যেন সাময়িক নিষ্কপটেই উত্তর করিলেন, "আপনার সকল কথাই সত্য। দয়া করিয়া কিছু সদুপদেশ বলুন। আপনার কৃপায় যদি কিছু যোগ্যতা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে এই সাধুদের মুখে কিছু হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাইতে পারি। নচেৎ বড়ই ভয় হয়। পাছে সাধুর চরণে কোনরূপ অপরাধ করি।" আমি বলিলাম, তা হ'লে আপনি, বা আপনার মত এই জাতীয় ব্রাহ্মণেরা যে কি প্রকার ব্রাহ্মণ, একবার ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন। ভাগবতে দেখা যাচ্ছে।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব
বিনির্দ্দিশেৎ ॥
(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যাহাতে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্মে দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। কলিকালে বর্ণ সমূহের অবস্থা বলুন,—

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ
পাপপরায়ণাঃ।
নিজাচারবিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি
কলৌ যুগে ॥
বিপ্রা বেদ বিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-
পরায়ণাঃ।
অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি
কলৌ যুগে ॥
বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যূত-
চৌর্য্যকরাস্তথা।
বিধবাসঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি
কলৌ দ্বিজাঃ ॥
বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ
মহাকপটধর্ম্মিণঃ।
রক্তাম্বরা ভবিষ্যন্তি জটিলাঃ
শ্মশ্রুধারিণঃ ॥
কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ
শূদ্রধর্ম্মিণঃ ॥

(পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে ১৭ শাস্ত্র)

কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই স্ব-স্ব আচারবিধি যজনাদি অপর পাঁচটী ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রতিগ্রহ পরায়ণ, অত্যন্ত কামুক ও ক্রূরপ্রকৃতি বিশিষ্ট এবং বিধবা সঙ্গলোলুপ হইবে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোন কোন মহা কপট ধর্ম্মী রক্তবস্ত্র পরিধান এবং জটিলকেশশ্মশ্রু ধারণ করিবে। কলিতে অনেকে এইরূপ শূদ্র ধর্ম্মে অবস্থান করিবে।

রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে
ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণ কুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান
কৃশান্

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে সকল অসুর বর্ত্তমান ছিল, তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন হয় এবং সেই কুলে উৎপন্ন হইয়া যাহাদিগের দশবিধ সংস্কার বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়াছে, সেই সকল শ্রোত্রিয়কুলকে বাধা প্রদান করে শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলছেন,—

এই সকল রাক্ষস 'ব্রাহ্মণ'-নাম'-মাত্র।
এই সব লোক যম যাতনার পাত্র ॥
কলি যুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে ॥
এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বদা নিষেধ করিবার ॥

অতএব ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ গোস্বামীর ছেলে গোস্বামী, সাধুর ছেলে সাধু, চোরের ছেলে চোর—এইরূপ শৌক্র বিচারে বর্ণ-নিরূপণ করা অত্যন্ত দোষণীয়, কেন না,—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ব-বর্ণানাং
দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম ॥

যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন,—হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্য বশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ-কার্য্য দুষ্পরীক্ষ, ইহাই আমার বিশ্বাস, যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকলবর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম মরণ সকল বর্ণেরই একই প্রকার ॥

অধিকারী মহাশয় একেবারে অবাক্ মেরে দিলেন। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম।—

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যা
পয়েদ্দ্বিজঃ
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং
প্রচক্ষ্যতে

যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনয়ন প্রদান করিয়া যজ্ঞ বিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে "আচার্য্য" নামে অভিহিত করেন।

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন
কীর্ত্তিতঃ ॥

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তদ্বিধ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হয়েন থাকেন।

শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমা-শ্রয়াম্। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতি শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নহেন তিনিই সদ্গুরু ॥

কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপ
কারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ব বিদ্যা
বিশারদঃ ॥
সর্ব্ব সংশয় সংচ্ছেত্তাঽনলসো
গুরুরাহৃতঃ ॥

অপার কৃপাময়, সুসংপূর্ণ অর্থাৎ যিনি স্ব স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া যাঁহার কোন অভাব নাই, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের হিত সাধনে রত, নিষ্কাম, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ, সর্ব্ব বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যা বা ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ, এবং শিষ্যের সর্ব্ব সংশয় ছেদনে সমর্থ ও অনলস অর্থাৎ সতত হরিসেবা নিরত পুরুষই 'গুরু' বলিয়া কথিত হন ॥

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

সীতারামপুর

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর প্রায় ২জন ভক্ত সমভিব্যাহারে গত শুক্রবারে দিল্লী এক্সপ্রেসে সীতারামপুর ষ্টেশনে শুভাগমন করেন। মানভূম জেলার সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকগণ ষ্টেশনে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করিয়া তাঁহারা একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তথা হইতে মোটরযানে ভক্তগণ বরাকর পর্য্যন্ত গমন করেন। তথা হইতে সহস্র সহস্র লোক "ব্যাণ্ড" বাদ্যাদি সহ শোভা-যাত্রা করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে ডুমুরকোন্দা মঠ পর্য্যন্ত শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অনুগমন করেন। শ্রীল পরম-হংস ঠাকুর, "শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের

বিশেষত্ব' সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। এবং গৌড়ীয়পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের উপযোগিতা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুরের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া ১৫।১৬ মাইল দূর হইতে বহু লোক আসিয়া মঠে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শাকতুড়িয়া

দিনাজপুরের জমিদার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত [illegible] বেঙ্গল কোল কোম্পানীর আফিসের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে এক বিরাট সভা আহূত হয়। নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে বহু লোক প্রত্যুষ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকেন। প্রায় ঘটিকার সময় শ্রীল পরমহংস মহারাজ ভক্তগণসহ [illegible] শুভাগমন করেন। [illegible] শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-[illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথাগুলি প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেন এবং এই ধর্ম্মই যে জগজ্জীবের চরমমঙ্গলের একমাত্র নিদান, তাহাও প্রদর্শন করেন।

চিরকুণ্ডা

চিরকুণ্ডার জমিদার শ্রীযুক্ত দীননাথ [illegible]ড়াই মহাশয়ের নিমন্ত্রণে নিকটবর্ত্তী [illegible] খনির স্বত্বাধিকারী, জমিদার এবং [illegible], কুলটী, বেগুনিয়া প্রভৃতি স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। শ্রীল ঠাকুর তাঁহাদিগের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মই যে ভারতের বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্ম, তাহা বিবৃত করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমান কালের নানাবিধ বিপর্য্যয় ও অনাচার সকলের [illegible]

[illegible]নিরূপাচল

স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ [illegible] এবং মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস [illegible] শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চন্দ্র [illegible] সন্ধ্যাকালে একটী বিরাট সভা আহূত হয়। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ভক্তগণসহ ৬খানি মোটর গাড়ীতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আগমন করিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ 'ব্যাণ্ড' বাদ্যাদি সহ একটী বৃহৎ শোভাযাত্রা করিয়া এক মাইল দূর হইতে শ্রীল ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেন। ভাগলপুর টি, এন, জুবিলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত আই, [illegible], মিশ্র মহোদয় স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীল ঠাকুরকে অভিনন্দন করেন। সমবেত লোকমণ্ডলীর নিকট শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত-ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অর্থাৎ বেদান্ত-ব্রহ্মসূত্রের গৌড়ীয়ভাষ্য প্রকাশ-চ্ছলে যাবতীয় ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যাকালে জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌড়ীয়মঠের বিশেষত্ব কি, সে বিষয়ে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এবং শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ বিস্তৃত আলোচনা করেন।

নানা কথা

[illegible] সময় পুলিস জুলুম সম্বন্ধে [illegible] চলিতেছে। পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট [illegible] দিয়াছেন যে, "ছাত্রগণ পুলিশের উপর ইটপাটকেল বোতলাদি নিক্ষেপ করায় [illegible] শান্তিরক্ষার জন্য ছাত্রদের উপর অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পুলিশ নাকি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন [illegible]। পুলিশের কোন দোষ নাই।"

[illegible]বাবু, প্রফেসর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পুলিশের পক্ষ হইতেও বিশেষ অন্যায় অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া এজাহার দিয়াছেন। গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাকি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন 'প্রহরী' নামক একটি [illegible] গাড়ী সিনেটপ্রাঙ্গণে ঢুকিয়া আশুতোষ বিল্ডিংএর দিকে কামানের [illegible]।

[illegible] শনিবার সন্ধ্যায় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে [illegible] বসুর সভানেত্রীত্বে স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ছাত্রগণের এক সভায় সভানেত্রী ও কাজী নজরুল ইসলাম, ডাঃ [illegible], কে, বসু প্রভৃতি, ছাত্রগণকে তাহাদের কর্ম্মে অটল থাকিবার উৎসাহ দিয়া বক্তৃতা [illegible]। সভানেত্রী বলেন যে, বিলাতের ছাত্রগণ জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিতে পারে, কিন্তু এখানকার ছাত্রগণ কোন জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিলেই তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হয়। [illegible] অবস্থা একইরূপ আছে।

চর্ণাপুর, ধলাবঘর, ছৈছপা, গয়েরদিকান্দা, [illegible] এবং [illegible] চরে কলেরা ও বসন্তের ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] পাঁচ শত লোকের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মুসলমান কৃষকের সংখ্যাই অধিক।

হাওড়া বামনগাছি শ্রমিকগণের উপর গুলীবর্ষণ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে শ্রমিকগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পুলিশের উপর ইটকাদি নিক্ষেপ করায় পুলিশ বাধ্য হইয়া গুলি চালাইয়াছেন। পাঁচটী গুলি পর পর চালান হয়। ফলে ঘটনাস্থলে ১জন হত হয়, হাসপাতালে ১জন মারা যায়, অন্য ২জনের গায়ে গুলি লাগে, তাহারা হাসপাতালে আছে। আর একটী লোকের ক্ষত গুলিকর্ত্তৃক কৃত নহে। শ্রমিকগণের ইষ্টক নিক্ষেপের ফলে পুলিশের বহুলোক আহত হইয়াছিল। সরকারী তদন্ত এখনও শেষ হয় নাই।

ই, আই, আর কোম্পানীর এজেন্ট বলেন, লিলুয়া কারখানা ব্যতীত অন্যান্য স্থলের অনেকেই কার্য্যে যোগদান করিতেছে।

গত শনিবার বামনগাছি ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে কোন গোলযোগ হয় নাই। জেসপ, বার্ণ এবং মার্টিন কোম্পানীর শ্রমিকগণ লিলুয়া ধর্ম্মঘট কারীদের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপন ও গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ জন্য ধর্ম্মঘট করে। কর্ত্তৃপক্ষ আপোষে মিটমাট করিবার চেষ্টায় আছেন। শ্রমিকগণ —পূর্ব্বে যে অভাব অভিযোগের প্রতিকার চাহিয়াছিল, তাহার দাবী করিয়াছে। হাওড়া ময়দানে ধর্ম্মঘটকারিগণের এক বিরাট সভায় মিটমাটের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ মীমাংসা কিছুই হয় নাই।

বিগত ১লা এপ্রিল সন্ধ্যায় বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে কলিকাতার মুসলমান রেট্‌পেয়ার্সগণের [illegible]ক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। [illegible] হাতে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া স্থির হইয়াছে। মৌলানা আবদুর রউফ দানাপুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ সমস্ত মুসলমান কাউন্সিলরকে আগামী নির্ব্বাচনে সুভাষ বাবুকে সমর্থন করিবার জন্য অনুরোধ [illegible]রিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মৌলানা মনিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদীর অনুমোদন এবং মৌলবী আবদুল করিম এম্‌ এল্‌ সি মহাশয়ের সমর্থনে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আগামী ১৫ই এপ্রিল তারিখে আফগান রাজদম্পতি ইংলণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিবেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা প্যারিসে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে বার্লিনে কণ্ঠরোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিবেন। অবস্থা বুঝিয়া ভ্রমণ তালিকা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।

[illegible] করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫ [illegible] ১৬ লক্ষ রেজেষ্ট্রি চিঠি। ডাকটিকিটের [illegible] কোটি টাকার ষ্টাম্প বিক্রী হইয়াছে। ৮৯ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মণি অর্ডার বিলি হইয়াছে। ভ্যালুপেয়েবল জিনিষের জন্য ২৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৬২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৭ লক্ষ ইন্সিওর বিলি হইয়াছে। বিদেশ হইতে যে সমুদয় পত্র ও পার্শ্বেল আসিয়াছিল, তাহার শুল্ক বাবদ ৮০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ভারতের সৈন্যদের পেন্সন বাবদে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা বিলি করা হইয়াছে। ১৩৬৯৬ পাউণ্ড কুইনাইন বিক্রী হইয়াছে। গত ১৯২৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ২৫২৯১৪২ ব্যক্তি পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে টাকা রাখিয়াছিল। ১৩৬৪৯ জন ব্যক্তি পোষ্টাল লাইফ ইন্সিওর করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ১০ কোটী ১০ লক্ষ টাকা জমা পাওয়া গিয়াছে।

গত রবিবার বামনগাছি হত্যার তীব্র প্রতিবাদ করে [illegible] আলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে এবং হাওড়া ময়দানে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে লিলুয়া কারখানার ধর্ম্মঘটিদের দুইটি বিরাট সভা হয়। সভায় বামনগাছিতে নিরস্ত্র জনতার উপর পূর্ব্বে সতর্ক না করিয়াই গুলি বর্ষণ জন্য পুলিসের কার্য্যের প্রতিবাদ করা হয়, বামনগাছি গুলিবর্ষণ ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য সভায় অনুমোদিত লোক লইয়া একটি সভা সংগঠিত করা, এবং আহত লোকদিগকে পরীক্ষা করার জন্য সভার অনুমোদিত ডাক্তার লইয়া একটী মেডিক্যাল বোর্ড নিযুক্ত করা আবশ্যক বলিয়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, নিরপরাধ শ্রমিকগণের ক্ষতিপূরণের দাবী করা হয়, নিহত শ্রমিকদিগের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা ও তাহাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার প্রস্তাব হয়। তাহা ছাড়া প্রস্তাব হয় যে, ই, আই, রেলের এজেন্ট যদি শ্রমিকদিগের ন্যায্য দাবীতে কর্ণপাত না করেন তবে ই, আই, আরের সমস্ত লাইনে যাহাতে ধর্ম্মঘট হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপলে ভূমিকম্পে প্রায় ৫ জন লোক মারা গিয়াছে ও অনেক লোক আহত হইয়াছে। স্থানীয় অন্তর্গত [illegible] দুইখানি গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২৩শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৪

আড়ম্বরে ভুলো না

চাকচিক্যময় বস্তুমাত্রই কিছু স্বর্ণ নহে—একথাটী আমরা অনেক সময় মুখে বলি কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ভুলিয়া যাই। বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়াই আমরা আত্মহারা হইয়া যাই। ভিতরের সত্যতা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। বাহিরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বর্ত্তমানে আমাদের চিন্তাস্রোত একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের ধারণা পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আমাদের মত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে না, তাদের দেশে জাতিভেদ নাই, ভারতবর্ষের মত নৈতিক ধর্ম্মেরও তত বাড়াবাড়ি নাই, স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের মত পর্দ্দানসীন নয়, তাই তারা এত উন্নত হইতে পারিয়াছে, আমাদের দেশের লোক ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে অধঃপাতে গিয়াছে। 'ধর্ম্মের কাগজ' নাম শুনিয়া কোন কোন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা মশায় আপনাদের কাগজ জগতের কি উপকার সাধন করিতেছে, উহাতে কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কাব্য, অলঙ্কার কিছুই নাই, কেবল ধর্ম্ম কর ধর্ম্ম কর। আপনারাই ত জগতের অমঙ্গল সাধন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ইংলণ্ড কি ছিল কি হয়েছে, আর ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে ভারতের কি দুর্দশা হ'য়েছে। প্রথম মুখে কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ঐ কথাগুলির মূলে কত-সত্য আছে বিচার করা যাউক। বিচারটী কঠিন, গম্ভীরভাবে আলোচনা না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। অতএব পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রবন্ধটী আলোচনা করিয়া নিজেদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ আধুনিক জাতি-মাত্রেরই জ্ঞান চক্ষু পরিস্ফুট না হওয়ায়, তাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানে না, কাজে কাজেই তাহারা জড় চক্ষে যাহা দেখে তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে এবং তাহারই উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান হয়, ইহা তাহাদের কালোচিত স্বভাব। বর্ত্তমানে যতই তাহারা উন্নত হইতেছে ততই তাহারা ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত [illegible]। যাহারা ধর্ম্মের খোঁজ লয় না, তাহারা পার্থিব উন্নতির জন্য যত্ন করিলেও সাধ্য হইবে। সুতরাং পার্থিব উন্নতি [illegible] করিলেও সমর্থ হইবে; কিন্তু তদ্দ্বারা জগতের লোকের অভাব অভি-যোগ কতটুকু দূর হইবে বা হইতেছে সেটুকু একবার প্রত্যক্ষ করুন। জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা রেলগাড়ী, ষ্টীমার জাহাজ টেলিগ্রাফ এরোপ্লেন প্রভৃতি নূতন নূতন জড় ভোগোপকরণ আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের জীবিতাবস্থায় কিছু উপকার সাধন করিতেছে বলিতে হইবে কিন্তু কই অভাব ত মিটিতেছে না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে, দুর্ভিক্ষ, বন্যা সংক্রামক নানাপ্রকার ব্যাধি, ডাকাতী যুদ্ধ ইত্যাদি ক্লেশের বরং দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে, হ্রাস হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ বিশেষ গবেষণা পূর্ব্বক বিচার করিয়াছেন যে পার্থিব উন্নতি যতই হউক না কেন জীবের অভাব কোন দিন নিবৃত্ত হবে না বরং বৃদ্ধিই হইবে। পার্থিব উন্নতির চরম পরিণতিই অবনতি। কম্পাশের কাঁটা যে দিকেই ঘুরাইয়া দেওয়া হউক না কেন উত্তর দিকেই থাকিবে। সেইরূপ পার্থিব উন্নতি যতই বৃদ্ধি হউক না কেন উহার চরম পরিণতিই অবনতি বই আর কিছু নহে। জড়-জগতের একটা সীমা আছে, সীমার শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে হইবেই হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাদী আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না, তাই সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ। আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন—তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ। তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥—বিবেকী লোক সেই বস্তুর জন্যই যত্ন করেন, যাহা এই প্রাকৃত জগতে উচ্চ নীচ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না। প্রাকৃত জগতে যে সুখ আছে তাহা গভীর বলযুক্ত কাল-দ্বারা চালিত হইয়া দুঃখের ন্যায় বিনা চেষ্টাতেও লাভ করা যায়।

এই প্রবন্ধটী পড়িয়া হয়ত অনেকেই ভুল বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের মনে হইবে যে পার্থিব উন্নতি সাধনে একবারে উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় পরমার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সারগ্রাহি ধার্ম্মিক মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া পার্থিব উন্নতি সাধনে বিরত থাকেন এরূপ নয়। আহার, বিহার ব্যায়াম শিল্পকার্য্য, বায়ু সেবন, নিদ্রা, যানারোহণ শরীর-রক্ষা, সমাজ রক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়। তবে তাঁহারা ঐ সকল পার্থিব উন্নতি সাধনই একমাত্র কৃত্য এরূপ মনে করেন না, কিন্তু ঐ সকল পার্থিব অর্থের সাহায্যে পারমার্থিক উন্নতি সাধনই একমাত্র মানব জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন, এইমাত্র পার্থক্য। [illegible] বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে যে, আমরা জগতে কয়েকটা দিনের জন্য আসিয়াছি মাত্র, কবে এই স্থান হইতে হঠাৎ চলিয়া যাইতে হইবে তাহার ঠিক নাই সুতরাং জগৎ ভগবদিচ্ছায় সুখময় হইলেও আমার তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ নাই। এখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার আমাকে কর্ম্মের রাজ্যে চলিয়া যাইতে হইবে। অতএব আমরা যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন আমাদের পার্থিব উন্নতিসহ কাবে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করাই একমাত্র জীবনের ব্রত হওয়া উচিত।

সত্যের সন্ধান

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ 'আমি বড় বুদ্ধিমান্, আমি ভাল মন্দের বিচার-কর্ত্তা অথবা আমি একজন মস্ত বড় ভক্ত' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কিঞ্চন সাধু-ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিত্য সত্য ভগবৎরূপা লাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই। ভগবান্‌কে ডাকিবার ছল করিয়া যাহারা শুদ্ধভগবদ্ভক্তবৃন্দের নিন্দায় ব্রতী হয়, তাহাদের পূজা ভগবান্ কখনও গ্রহণ করেন না, তাঁহার সেবকের প্রতি দ্রোহাচরণ তিনি কখনই সহ্য করেন না, অচিরেই সে সকল দাম্ভিককে তিনি সংহার করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলেন—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। সাধুগাই আমার হৃদয়, আবার আমিই সাধুগণের হৃদয়, সাধুগণ আমা ছাড়া কাহাকেও জানেন না, আমিও সাধু ছাড়া কাহাকেও জানি না। ভগবান্ যদিও সর্ব্বত্র আছেন—প্রতি অণুপরমাণুতে পর্য্যন্ত ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান দেয় কে? ভক্তই ভগবানের সন্ধান প্রদান করিতে পারেন—কেন না, "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ" শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত মহাজনবর্গকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যে সমস্ত দাম্ভিক অধুনা বড় বাহাদুরী দেখাইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের পরিণাম যে কতদূর শোচনীয়, তাহা কি তাঁহাদের একবারও চিন্তার বিষয় হইবে না? ভক্ত সর্ব্বদাই তাঁহার প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতলোচনে ভগবদ্রূপ দর্শন করিতেছেন এবং আমা-দিগকেও দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু আমাদের, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া কি ভক্তের দর্শনেও ভ্রান্তি প্রদর্শন করিব? না ভক্তের আনুগত্যে থাকিয়া কোন দিনও যাহাতে তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য হয়, তজ্জন্য ভক্তের [illegible] বলিতেছেন, তাহা আমার মত বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্তে পতিত জীবের এমন কি সৌভাগ্য আছে, যে ধারণা করিতে পারিবে? তা ভক্ত বলেন এক, আমি বুঝি আর এক কোথায় আমি আমার দুর্ভাগ্যের নিন্দা করিয়া অনুতপ্ত হইব, তাহা না করিয়া তাহার প্রশংসাই করিতেছি, যাহাতে অসুবিধাটি আরও ভাল করিয়া হয় তজ্জন্য। ভক্ত কখনও শাস্ত্রবিগর্হিত কথা বলিয়া পূর্ব্বমহাজনগণের পন্থা উল্লঙ্ঘন করেন না। শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ আমি, ভক্তের কথা না বুঝিয়া ভক্তবাক্য অস্বী-কারপূর্ব্বক ভক্তচরণে অপরাধী হই। অবশ্য মানুষ বর্ত্তমানে সাধুশাস্ত্রবাক্য উল্ল-ঙ্ঘন জন্য কোন শাস্তি না পাইলেও—ফেরোগারী আসামী হইয়া ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক সে সদ্বিচারকের নিকট ধরা না দিলেও, অদ্য বা শতাব্দী মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাকে বিচারকের সম্মুখে নীত হইয়া কৃতাপরাধের দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে। এখনও যদি সে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বিচারকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত, তবে হয়ত বা বিচারক তাহাকে নিষ্কৃতিও দিতে পারিতেন, কিন্তু এমন যতই যাইবে, বিচারকের কৃপা হইতে মানুষ ততই বঞ্চিত হইতে থাকিবে। সুতরাং জাগতিক বিষয়কথার বিচার করিতে যাইয়া যে যতই না কেন পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া জগতের নিকট বাহাদুর হও, পর জগতের বিচার করিবার সময় একটু সাবধান হইয়া চলিও, দেখিও যেন কোনও প্রকারে সাধুশাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘিত না হয়। সাধু-মার্গানুগমনেই সত্যের সন্ধান লাভ হয়।

উপায় কি?

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির ছায়াশক্তি মায়ার দুইটী বৃত্তি আছে, একটী 'আবরণাত্মিকা, অপরটী বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকা বৃত্তিটীর দ্বারা মায়া জীবের সদ্বিবেক আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, বুঝিতে বা জানিতে দেন না,—"জীব কে, ভগবান্‌ই বা কে, ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, জীবকে ত্রিতাপজ্বালায় বা ভোগ করিতে হয় কেন, আর ভগবানের সেবাই যদি জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হয়, তাহাতে তাঁহার মতি হয় না কেন?" বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা মায়া জীবের চিত্তকে কখনও ভগবৎপাদপদ্মে সন্নিবিষ্ট হইতে দেন না—চারিদিকে অসদ্বিষয়ের প্রতি ছড়াইয়া দেন। স্বরূপতঃ মায়া মুক্ত হইলেও কোন্ সময়ে যে জীব তাঁহার অণুস্বরূপপ্রযুক্ত মায়ার

বহির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার কিছু ঠিক নাই, সেইজন্য তাদৃশ জীবকে 'অনাদি বহির্মুখ' বলা হয়। জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভগবান তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ভগবান তাঁহার সেই ভ্রান্ত জীবকে মায়াদেবীর পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ডাকিতে ডাকিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। সৌভাগ্যবান জীবকুলই কেবল ভগবানের সে আহ্বান শুনিয়া মায়ার সঙ্গ ছাড়িয়া ভগবদ্ভজনসঙ্গ করিতেছেন এবং ভগবানের সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। শরণাগতের প্রতি ভগবানের বড়ই করুণা। যুগযুগান্তর ধরিয়া ভগবদ্বহির্মুখ থাকিয়াও যদি জীব একবারও সহৃদয়ে কায়মনোবাক্যে ভগবৎপাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলেন—হে ভগবন্, 'আমি—তোমার দাস, মায়ার দাস নহি' ভগবান তাঁহাকে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। কর্ম্মী বা ভুক্তিকামী, জ্ঞানী বা মুক্তিকামী, যোগী বা সিদ্ধিকামী প্রভৃতি যে যতদূরই কৃষ্ণবহির্মুখ হউক না কেন, যদি তাহারা একবারও আসিয়া বলে, 'হে কৃষ্ণ আমি তোমার সেবা আর ভুলিব না' তাহা হইলে কৃষ্ণ তাহাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দেন। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র একদিন ভক্তরাজ বিভীষণকে তাঁহার কৃপার সামান্য পরিচয় দিয়া এই কথাই বলিয়াছিলেন, "বিভীষণ, একবারও যে আমাতে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া হে ভগবন্, আমি তোমারই বলিয়া আমার অভয় যাচ্ঞা করে, আমি তাহাকে সর্ব্বদা সেই অভয় প্রদান করিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত,—সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥" যাহা, এতদয়া না থাকিলে কি আর দুর্দ্দান্ত ভগবান্‌কে পাইবার সাহস করিতে পারেন? ভগবান্ বলিতেছেন,—'কেহ যদি আমাকে 'একবার' ডাকে, আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করি, কেন না ইহাই যে আমার ব্রত।" পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ আজ পতিতপাবন নাম ধারণ করিয়াছেন, কেননা পাছে 'পতিত' বলিয়া তাহার ভগবান্‌কে ডাকিবার সাহস না হয়। শুধু তাহা নয়, সামান্য মনুষ্যের ন্যায় দীনের বেশে ভগবান্ আজ জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিতেছেন, "জীব, একবার কৃষ্ণ বল, কেন আর ভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়াসমুদ্রে হাবুডুবু খাও, তুমি আমারই দাস—এই বিশ্বাসে আমার নাম কর, তোমার সকল বিপদ আপদ সকল নিরানন্দ দূর হইয়া যাইবে, তুমি নিত্যানন্দ লাভ করিবে।"

হা অনাথ-নাথ পতিতপাবন, দীনোদ্ধারি ভগবন্, অনাথের প্রতি তোমার এত দয়া, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি আমাকে কতই না ডাকিতেছ, তথাপি জানি না আমি এখনও কি মোহে থাকিয়া তোমাকে ভুলিয়া আছি—তুমি আমার এত আপনার বস্তু থাকিতে আর কাহাকে আপন বলিয়া নিজের পায়ে নিজেই শৃঙ্খল পরিতেছি। ভগবন্, এ ভুল আর আমার কবে ভাঙ্গিবে? এজীবনে তোমাকে কি আর আমার ডাকা হইবে না? ভগবন, আমি নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দিলাম, তোমার সেবা ত আর এজন্মে হইল না। দয়াময়, তোমার দয়ার একবিন্দুও যদি উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা—আমাতে থাকিত, তাহা হইলে আমি আর কাম ক্রোধের দাস হইয়া তাহাদের লাথি খাওয়াকেই আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতাম না। অবশ্য মুখে আমি অনেকবার 'ভগবান্', আমি তোমার, ইহা বলিয়া থাকি, কিন্তু কই, তাহাও তোমাকে শুনাইতে পারি না—লোকে শুনিয়া আমাকে একজন 'ভক্ত' বলে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ হইল?

যাত্রার দলে নারদ বা প্রহ্লাদ অনেকেই ত' সাজিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল নারদ বা প্রহ্লাদের লক্ষীভূত বিষয় ত' তুমি নহ। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাই যে সে সকল ছদ্মবেশী কপট ভক্তের প্রার্থনীয় বিষয়। ভগবন্, তোমাকে পাইবার মত সুবুদ্ধি এজীবনে কি আর আমার হইবে না? মায়ার বহির্মুখিনী বৃত্তিদ্বয় কি চিরকালই আমাকে তোমার সেবা ভুলাইয়া রাখিবে? হে ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন নৃসিংহদেব, আমাকে মায়ার কবল হইতে রক্ষা কর। তোমার কৃপাই আমার ন্যায় বিমুখ জীবের এখন একমাত্র উপায়।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের ভুমুরকোন্দা মঠে শুভাগমন উপলক্ষে

অভিনন্দন

আজিকার এই শুভক্ষণে, রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্ত নিবাসী আমরা সকলেই এক মহাপুরুষের শুভাগমনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। সেই মহাপুরুষের জয়কীর্ত্তন করাই অভিনন্দনের উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি সদাই সত্যসঙ্কল্প—যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে নিত্যই জয়যুক্ত—যিনি বিশ্বদেশের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিজয়-স্তম্ভস্বরূপ, তাঁহার জয়কীর্ত্তন করা, আমাদের মত হীনবুদ্ধি, হীনচেতা অক্ষম বদ্ধজীবের পক্ষে কখনও সম্ভবে না। তবে মানুষ এতদূর অপরিণামদর্শী, তাহার মন এতদূর দুর্ব্বল যে, সে নিজকে দুর্ব্বল ও অক্ষম জানিয়াও অনেক সময় অনেক দুষ্করকার্য্যে অগ্রসর হয়। আমাদের আজিকার এই চেষ্টাও মানুষের স্বভাবসুলভ সেই দুর্ব্বলতারই ফল, নতুবা যিনি স্বয়ং সিদ্ধ, যিনি স্বপ্রতিষ্ঠ, যিনি স্বতঃ স্বপ্রকাশ, তাঁহার অভিনন্দনে—তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে বা জয়গানে আমরা অধিক আর কি করিব? প্রদীপ জ্বালিয়া জগচ্চক্ষুঃ সূর্য্যকে দেখাইতে যাওয়া যেমন, চির-চপলতার ফল-স্বরূপ আমাদের আজিকার এই কার্য্যও ঠিক তেমনি অকিঞ্চিৎকর মাত্র।

একদিকে আমাদের এই কার্য্য আমাদিগকে যেমন সকলের নিকট উপহাসের পাত্র করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে কিন্তু তেমনি এই কার্য্যের প্রচুর প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা রহিয়াছে। সে সার্থকতা এই যে, মহাপুরুষগণের গুণকীর্ত্তন, তাঁহাদের কার্য্যালোচন, তাঁহাদের অভিনন্দন, সম্বর্দ্ধনাদি কার্য্যে আমাদের মত মলিনচিত্তজনের চিত্তও বিশুদ্ধ সমুজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হইয়া উঠে এবং ক্রমশঃ তাহাতে শ্রীভগবানের লীলাতরঙ্গের সৌন্দর্য্যরাশি উদিত হইয়া আমাদের অকিঞ্চিৎকর প্রাণ মন-জীবনকে ধন্য করিয়া তুলে।

সেই জন্যই বলিতে ইচ্ছা হয়, আজ রাঢ়দেশ ধন্য, তাহার সমস্ত অধিবাসী, আপামর সাধারণ, তাহার বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ—তাহার কীট পতঙ্গাদি তির্য্যক্ যোনিরাও আজ ধন্য। যে স্থানে ভগবদ্ভক্তের সমাগম হয়—যে স্থানে তাঁহার শ্রীচরণরেণু নিপতিত হয়, সে স্থান ধন্য, বরেণ্য ও পুণ্যপুঞ্জ পূর্ণ পরম তীর্থে পরিণত হয়। এই রাঢ় ভূমিও সেই কারণে আজ পরম তীর্থে পরিণত হইল। শ্রীভগবানের ভক্ত জনেরাই সংসারে জঙ্গমতীর্থ নামে পরিচিত। তাঁহারাই দেশভ্রমণচ্ছলে যথাতথা গমনাগমন করিয়া নিজ চরণরেণুর অচিন্ত্যপ্রভাবে অতীর্থকে তীর্থে পরিণত করিয়া থাকেন। আবার যে সকল তীর্থ পাষণ্ড-সমাগমে পাষণ্ডের পাতকরাশি ক্ষালন পূর্ব্বক পাষণ্ডকে ভক্তপ্রায় করিয়া দেন এবং তাহার পাপরাশি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ নিজে ক্ষীণপুণ্য ও হীনমাহাত্ম্য হইতে থাকেন, তাঁহারা সেই সকল তীর্থের পুনরুদ্ধার সাধন পূর্ব্বক তাহাদের প্রভাব ও মাহাত্ম্য করিয়া থাকেন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তের সমাগমফলে—তাঁহার কৃপায় অতীর্থস্বরূপ এই রাঢ়ভূমি যে সুতীর্থে পরিণত হইতে পারিবে না—একথা কে বলিবে?

আমাদের এই রাঢ়দেশকে [illegible] অনেক প্রকারে নিন্দা করিয়া থাকেন। এই রাঢ়ের রূঢ় মৃত্তিকা, নীরস পাষাণ পর্ব্বতে ও বালুকা-কঙ্করে সমাকীর্ণ। ইহার বহির্ভাগ এইরূপে অনুচ্চ, অনুজ্জ্বল ও অরস, আবার ইহার অন্তর্দেশও সর্ব্বদাই অঙ্গারে বা মুদ্গারের কালিমা মণ্ডিত হইয়া অত্যন্ত মলিনভাবাপন্ন। লোকে মনে করে, তাহার অন্তরের ও বাহিরের এই মলিনতা যাইবার নহে এবং প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া থাকে যে, দুগ্ধ দ্বারা শত ধৌত করিলেও অঙ্গারের মলিনতা যায় না। সেই জন্যই বলিতেছি যে, অঙ্গারের কালিমা-লিপ্ত মলিনহৃদয় লইয়াও রাঢ়ভূমি আজ নিজকে ধন্য মানিতেছে। কেননা সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, "সদ্গুরু পাবে ভেদ বতাবে জ্ঞান করে উপদেশ। তব কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ্ করে পরবেশ॥" সাধুসঙ্গের—ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকিকৃপারূপ অগ্নিকণা প্রবেশ করিলে কয়লারও ময়লা ছুটিয়া যায়, কয়লা তখন স্বর্ণতুল্য সমুজ্জ্বল বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া অপরের মলিনতা হরণে সহায়তা করে। আমাদেরও এই কয়লামাখা ময়লা মন সদ্গুরুর কৃপাগ্নিকণা লাভ করিয়া পরম পবিত্র ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? সেই জন্যই বলিয়াছি, আমরা ধন্য।

বিষয়-বাসনা-কলঙ্কিত ও বিমূঢ়চিত্ত যাহারা, সুকৃতিশূন্য ও দুষ্কৃতিপূর্ণ যাহারা—পূর্ব্ব পুণ্যের লেশ মাত্র হইতে চিরবঞ্চিত যাহারা, তাহাদের হঠাৎ এ সৌভাগ্যের উদয় হইল কিরূপে? তাহার কারণই বা কি? সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা কেবল পরম দয়ার্ণব শ্রীভগবানের ও পরম পাবন ভক্তজনের অহৈতুকী করুণার কোমল করাঙ্গুলের ইঙ্গিত মাত্রটাই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। নতুবা আমাদের এ সৌভাগ্যোদয়ের অন্য কারণ থাকিতেই পারে না।

আমাদের আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের অকিঞ্চনত্ব—আমাদের কাঙ্গালত্ব যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, সেই জন্যই বোধ হয় কাঙ্গালের ঠাকুর স্বভজন বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৈরাগ্যবিদ্যাভক্তিযোগ—সকল কুসিদ্ধান্তনিরাসপর ভক্তিসিদ্ধান্ত মূর্ত্তিমানরূপে আমাদের অপসিদ্ধান্তরাশি খণ্ডিত করিবার জন্যই আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। নিতান্ত মূর্খ—নিতান্ত পাপী হইয়াও আমরা সেই জন্য আজি বুঝিতে পারিয়াছি যে, "ভক্তি, ভক্ত, [illegible] ... চারি পদার্থের [illegible]

গৃহত্যাগ আমরা যদি শুদ্ধ না হবে বন্ধু আর কে?

আর এক কথা এই যে, আমাদের এই অঞ্চল গঙ্গাহীন, এই গঙ্গাহীন দেশের দুরিত দুর্গতি হরণ-কামনায় পরম ভাগবত শ্রীভক্তিবিনোদ স্বয়ং ভগীরথ-স্বরূপ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিবিনোদিনী করুণাকে গঙ্গার নূতন প্রবাহের মত অপ্রত্যাশিত ভাবে বহাইয়া দিলেন। গঙ্গা জলেই গঙ্গার পূজার ব্যবস্থা আছে বলিয়া আমরাও আজ তাহাই করিলাম। সেই জন্যই বলিতে সাধ হয় যে, মাড়ের চিরকলঙ্ক আজ হইতে চিরতরে বিদূরিত হইল। আজ হইতে এই পাষাণময় মীবনভূমি সরস ও উর্ব্বর হইল। এই অভিনব গঙ্গাপ্রবাহের সংস্পর্শে এ অঞ্চলের অসংখ্য সগর-সন্তান সদ্গতি লাভ করিল : গর অর্থাৎ গরলের সহিত যিনি বর্ত্তমান, তিনিই সগর, এই প্রাপঞ্চিক বিষয়ই প্রকৃত বিষ বা গর। এই গরের সহিত মানুষই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া রহিয়াছে সেই জন্য মানুষকেই সগর বলা চলে, সেই বিষযুক্ত আমরা অসংখ্য সগর-সন্তান আজ গঙ্গাতরঙ্গের হিল্লোলের স্পর্শে পরম পবিত্র হইলাম—সদ্গতি লাভ করিলাম।

যাঁহার কৃপাবলে পঙ্গু গিরি-লঙ্ঘনে এবং মূক বেদব্যাখ্যানে সমর্থ হয়, তাঁহার কৃপা-প্রভাবে আমরাও এতদূর পর্য্যন্ত বলিতে পারিলাম, ইহার অধিক বলিবার ও বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, সুতরাং নিরস্ত হইলাম। কিন্তু নিরস্ত হইবার পূর্ব্বে সমস্বরে আর একবার বলি আজ আমরা ধন্য। নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া বলি—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

পত্রোত্তর

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়

মান্যবরেষু

মহাশয়, আপনার পত্রখানি পড়িলাম। শ্রীধাম—স্বপ্রকাশবস্তু, কালদৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই তিনি নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছেন, তাঁহাকে আর নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে না। মহাজনগণের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সেই ধাম-দর্শন জড়চক্ষুর দ্বারা সম্ভবপর হয় না। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ই মহাপ্রভুর প্রকট-স্থল। ভক্তদিগের প্রত্যেক অণুপরমাণু-তেই মহাপ্রভুর প্রকট ভূমি, তাহা দেখাইবে কে, আর দেখিবেই বা কে? সদ্গুরুকৃপায় যাঁহারা দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধাম সহ শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে পারেন, শ্রীগৌর ও রাধার পূর্ণ অবস্থান নাই। অতিপ্রাকৃতবিশিষ্ট জীবগণ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাজনানুগত্য স্বীকার না করিয়া আরোহ বা অপ্রৌত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক চিরকালই পথদর্শনে বঞ্চিত থাকিবে;—তাহাদের জড়চক্ষুর দ্বারা অসত্যস্থানকেই সত্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবে। মহাজনানুগত শ্রৌত-পন্থী শুদ্ধভক্তগণ কখনও মহাজননির্দ্দিষ্ট সত্যের প্রতি অবিশ্বাসস্থাপন করেন না, সুতরাং অশ্রৌতবাদিগণের কোনও প্রকার আস্ফালনেই তাঁহাদের কর্ণ প্রদান করা আবশ্যক মনে হয় না। মনোধর্ম্মিগণ কতবার কত সভা সমিতি করিবে, তাহাদের স্বকপোলকল্পিত ধাম (?) জাহির করিবে, আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহাদের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তন করিবে। আমরা বহুদিন ধরিয়াই কতকগুলি অচিৎপ্রতীতিবিশিষ্ট লোকের ঐ রূপ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধ-চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। কৃষ্ণই তাহাদের সকল কুচেষ্টার উপযুক্ত প্রতি-ফল প্রদান করিবেন। শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে বহুবার বহু কথাই লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বুঝিবে কে? সৌভাগ্যবান্ জীবগণই সে সকল নিরপেক্ষ সত্যের আদর করিয়া থাকেন, যেমন আপনি আদর করিয়াছেন। শ্রীশ্রীনব-দ্বীপ-ধাম গ্রন্থাবলী নামক গ্রন্থে ধাম সম্বন্ধে সমস্ত বিচারই লিখিত আছে। শীঘ্রই আমরা ধামতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব। নঃ প্রঃ সঃ]

(স্থানীয়)

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে বারদোলের মেলা গতকল্য পর্য্যন্ত ৩ দিন খুব জোরে চলিয়াছে। মেলা এখনও ৮।১০ দিন থাকিবে তবে দোল হইতে শ্রীমূর্ত্তি সকল গতকল্যই নামান হইয়াছে। এবার বারদোলের মেলায় নদীয়া জেলার বয়স্কাউট এ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণনগর কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ মহাশয় সমস্ত বয়স্কাউট দল লইয়া খুব কৃতিত্বের সহিত বারদোল মেলায় শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কৃতকার্য্যের মধ্যে এই মেলা হইতে জুয়াখেলা নিবারণই বিশেষ প্রশংসনীয়। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত এই দ্যূতক্রীড়ারূপ কলির প্রথম সুহৃৎকে দূর করিতে পারিলে পাপ কার্য্যের হস্ত হইতে অনেকে রক্ষা পাইতে পারেন।

গোয়াড়ীতে একটী গাছের তলায় একটী মেয়ে ঘুমাইতেছিল। কোনও দুর্ব্বৃত্ত একটী মেয়েকে অসদভিপ্রায়ে ঘুমন্ত অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করে কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া পলায়ন দিয়াছে।

নানা কথা

ই, আই, আর কাটোয়া লাইনের গুপ্তিপাড়া ষ্টেশনের নিকট হুগলী জেলার পাটমহল গ্রামস্থ একটী ক্ষুদ্র মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজান লইয়া গত রবি-বারের পূর্ব্ব রবিবারে হিন্দু মুসলমানে একটা মারামারি হইয়া গিয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ গুপ্তিপাড়া ষ্টেশন হইতে পাট-মহল গ্রামে যাইবার রাস্তার উপর একটী ক্ষুদ্র খড়ের ঘরকে স্থানীয় মুসলমানেরা সম্প্রতি নেমাজ করিবার জন্য ব্যবহার করিতেছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঐ মসজিদের সম্মুখ দিয়া কখনই বাজনা বা কীর্ত্তন লইয়া গেলে মুসলমানদের আপত্তির কারণ ছিল না। ঘটনার দিন রাত্রি ১০॥ টার সময় বাধাগাছি গ্রামের হিন্দুরা একটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় লইয়া নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ মসজিদের নিকটস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। পাটমহল গ্রামের মুসলমানেরা অতর্কিতভাবে জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে কীর্ত্তন-দলকে আক্রমণ করে এবং অনেকগুলি লোককে সাংঘাতিকরূপে আহত করে। একজন মোল্লার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়াই এই মুসলমানেরা এই রূপ অন্যায় অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া শুনা গেল। পরদিন মুসলমানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে বহু হিন্দু একত্রিত হইয়াছিল কিন্তু ঘটনাস্থলে সশস্ত্র পুলিসসহ ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সাহেব উপস্থিত থাকিয়া ব্যাপার আর বেশীদূর গড়াইতে দেন নাই। চুঁচুড়া কোর্টে মামলা চলিতেছে—হয় ঐ মসজিদটী ওখান হইতে তুলিয়া লওয়া হউক আর না হয় মসজিদের সম্মুখে বাজনার আপত্তি নাই এই মর্ম্মে মিট-মাটের কথা হইতেছে। ঐরূপ অর্ব্বাচীনতার অত্যাচারে যে কতই অনর্থের সৃষ্টি হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।

গত সোমবার লিলুয়া ধর্ম্মঘটের জন্য বামনগাছিতে আর কোন গোলমাল হয় নাই। জেসপ, মার্টিন ও বার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকগণ একটু চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়াছে। অনেকেই কার্য্যে যায় নাই। পুলিশ শান্তিরক্ষা করি-তেছে।

টালিগঞ্জ থানার অধীন বেলপুকুরে একদল মুসলমান, মাতালের সহিত একদল হিন্দুর মারপিটের ফলে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান ছুরিকাহত হইয়াছে। পুলিশ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ঘটনাস্থলে আসিয়া দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত ১লা এপ্রিল পার্লামেণ্ট প্রতি-নিধি সভার অধিবেশনকালে কমিউনিষ্ট দল বিউগল, মোটরের হর্ণ ও অন্যান্য ধ্বনিধ্বনি করিতে করিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে সভার মধ্যে গিয়া হৈ হৈ চৈ বাধাইয়া দেয়। কিছুক্ষণ গোলমালের পর সরকার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত করা হয়। কয়েক জনের মাথা কাটিয়া গিয়াছে, আর কয়েক জন কিছু জখম হইয়াছে।

বিলাতে পূর্ব্বে শ্যালিকা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯০৭ সালে শ্যালিকা বিবাহ সিদ্ধ হইবে বলিয়া আইন করা হয়। প্রথমে পাদ্রীরা একটু আপত্তি করিয়াছিলেন, এখন আর তাহাতে আপত্তি কিছু নাই। সম্প্রতি সার আর্থার শার্লি ১৯০৭ সালের ঐ আইন সংশোধিত করিবার জন্য কয়েকটী প্রস্তাবের একটী খসড়া করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, মৃতা পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্রী, মৃতা পত্নীর ভগিনীর কন্যা, বিধবা খুড়ী, বিধবা মাতুলানী, মৃতা পত্নীর পিসী ও মাসী, সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিধবা পত্নী এবং ভাগিনাবধূর সহিত বিবাহ আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। পুরুষের সম্বন্ধেও যেরূপ ঐ সকল সম্বন্ধযুক্ত নারীর বিবাহ হইতে পারিবে, স্ত্রীর সম্বন্ধেও সেইরূপ উক্ত সম্বন্ধযুক্ত পুরুষের বিবাহ হইতে পারিবে। এই প্রস্তাব এখনও আইনে পরিণত না হইলেও শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন মিশরে সহোদর সহোদরায় বিবাহ হইত। উড়িষ্যা দেশের অনেক স্থলে বিধবা ভ্রাতৃজায়ার সহিত বিবাহ প্রচলিত ছিল। কালে কালে আরও কত দেখা যাইবে, তাহা কে জানে?

গত বৃহস্পতিবারে বসিরহাট কাসনাবাদ থানার অধীন সিঙ্গাবাকোরিয়ার ব্রজমোহন সরকারের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। ১০।১২ জন ডাকাইত ব্রজমোহনের চক্ষুর তারা উৎপাটন করিয়া একটী টীনট্রাঙ্ক লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বাক্সের মধ্যে নগদ টাকা ও গহনা অনেক ছিল। মানুষ যে পশু অপেক্ষাও কতদূর হিংস্র হইতে পারে—কিরূপ নৃশংসভাবে সামান্য কয়েকটী টাকার জন্য এক একটা মহামূল্য জীবন নষ্ট করিতে পারে, তাহা ভাবিতেও গাত্র শিহরিয়া উঠে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের অন্তর্গত বেলগম নামক স্থানে পোত্তার নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে প্রতিবেশী এক নাপিতের সহিত রাত্রিতে অবৈধভাবে মিলিত দেখিয়া উভয়কেই হত্যা করিয়া পুলিশের কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার হত্যাকাহিনী বিবৃত করিয়াছে।

গত

লিভারপুলে তুলার হাটে দালাল ও ব্যবসায়ীগণের অনশনের মধ্যে [illegible] সহিত লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড-মূল্যের সওদা শেষ করিতে কেমিষ্ট অত্যধিক বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। রাজদম্পতিকে লিভারপুল টাউন হলে যে ভোজ প্রদান করা হইয়াছিল, রাজা আমানুল্লা তাহাতে বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

পার্লামেণ্ট মহাসভার সার জয়েনসন হিক্স ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পুরুষদিগের সহিত মহিলাদিগের সমান ভোটাধিকার দিবার প্রস্তাব করেন। ১৯২৯ সালের ১লা মে হইতে এই নূতন নিয়মানুসারে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবার কথা। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৮৭ ও বিপক্ষে ২১ ভোট হয়। প্রস্তাবের যে পাণ্ডুলিপি করা হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয়বার পাঠে মঞ্জুর হয়।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-উপাধি (শাস্ত্রী) পরীক্ষায় একটী অন্ধ ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছেন। তাঁহার প্রশ্নোত্তর লিখিয়া দিবার জন্য একটী লোক নিযুক্ত হইবে। এইভাবে তিনি মধ্য পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্য ছাত্র একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে থাকে, তাহা শুনিয়াই তিনি পাঠ অভ্যাস করেন।

গত সোমবার অপরাহ্নে করাচীর তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৩২ হাজার গাঁইট তুলা ভস্মীভূত হইয়াছে।

গোপীনাথপুরের মেহার শরিফ নামক এক ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক কোন ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীলের জন্য ফরিদপুর যাইতেছিল। তালেজ ষ্টেশনের পথে এক কাছারীর নিকট কয়েকটি দুর্ব্বৃত্ত রামদাও দ্বারা তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়াছে। মৃতদেহ গোপালগঞ্জে আনা হইয়াছে।

গত ৩১শে মার্চ্চ শনিবার সাইমন কমিশনের সদস্যগণ মুলতান নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাই সরকারের কর্ম্মচারী ও আরও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদিগকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। কমিশন বলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষে তাঁহারা যে জন্যে আসিয়াছিলেন, তাহা নাকি সফল হইয়াছে। দুচারদিন আসিয়াই তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশা করিয়া [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] লইয়া গেলেন।

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটীমেয়র নির্ব্বাচনের জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া প্রথমে অনেক গোলমাল হয়, শেষে মিঃ জে, এম, সেন গুপ্তই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতির আহ্বান মতে মিঃ জি, সি, সেন শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসুর নাম মেয়র পদের জন্য প্রস্তাব করিলে মিঃ এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করেন। মিঃ এস, কে, বসু মেয়র পদের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম প্রস্তাব করেন। তৎপরে কি উপায়ে ভোট দিতে হইবে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ এস, কে, বসু ব্যালট এবং মিঃ এ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তোত্তোলনের প্রস্তাব করেন। অতঃপর দেখা গেল ৪৭জন হস্তোত্তোলন ও ৩৬জন ব্যালট দ্বারা ভোট প্রদান করিতে সমর্থন করিলেন। অবশেষে ভোটগণনা করিয়া দেখা গেল শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসুর পক্ষে ৪৬ এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে ৩৭টি ভোট হইয়াছে। সুতরাং বিজয় বাবুই মেয়রপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। অনন্তর মিঃ ডি, এন, মুখোপাধ্যায় মিঃ রেজাককে ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত করার প্রস্তাব করেন। স্বরাজ্য পক্ষ হইতেও কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তাঁহারা সকলে প্রত্যাখ্যান করিলে মিঃ রেজাকই অপ্রতিদ্বন্দ্বভাবে ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হন। তৎপর সভাপতি মেয়রও ডেপুটি মেয়রকে ধন্যবাদ প্রদান করেন ও কার্য্য যাহাতে ভালরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহার অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবুও স্বীয় উদারতা গুণে শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু ও মিঃ রেজাকের নির্ব্বাচনে আনন্দ জ্ঞাপন করেন এবং যাহাতে কার্য্য ভালরূপ নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করেন। নূতন মেয়র বিজয় বাবু ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ করিয়া বলেন, তিনি কার্য্য যাহাতে ভালরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা করিবেন। সভাকার্য্যের সময় হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সভাগৃহে গোলমাল বাধিবার আশঙ্কা হয়, কিন্তু ডেপুটী পুলিশ কমিশনার সভায় উপস্থিত হওয়ায় বিশেষ গোলমাল কিছু হয় নাই।

নূতন মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু 'ভগবানের নাম' লইয়া শপথ করিলেন, এ বিষয়ে আমাদের একটু আপত্তির কারণ আছে। শাস্ত্র বলেন, ভগবানের নাম লইয়া কোন শপথ করিতে নাই। উহাতে ভগবৎসেবাপরাধ হয়। বিজয় বাবু অজ্ঞতা [illegible] ঐ রূপ করিয়াছেন। আশা করি, তিনি এখন হইতে এ বিষয়ে সাবধান হইবেন এবং অপরকেও উক্ত অপরাধ [illegible] করিতে সতর্ক করিবেন।

[illegible] কলিকাতা পল্লীর [illegible] হইতে লক্ষ্মী বিবি নামক জনৈকা ১৭ বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। বিবাহান্তে শ্বশুরবাড়ী আসিবার সময় বালিকাটি যথোপযুক্ত যৌতুক আনিতে পারে নাই বলিয়া সকলেরই মন্দ-নজরে পড়িয়া যায়। গত বৃহস্পতিবার একটী সামান্য কারণ লইয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে অত্যন্ত বকিতে থাকেন। বালিকাটিও আর ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া শাশুড়ীর কথার দুইচারিটী উত্তর করিতেই বাড়ীর সমস্ত স্ত্রীলোক তাহাকে মারিতে আরম্ভ করে। শাশুড়ী আসিয়া তাহার গলা এত জোরে টিপিয়া ধরিয়াছিল যে তাহাতেই বালিকাটির জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। পুলিশ বাড়ীর সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়াছে।

১৭ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ৪২২ জনের প্লেগ হয়, তন্মধ্যে ২৭৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বাজারে গুজব উঠিয়াছে যে কলিকাতার মেথরগণ তাহাদের দাবী না পাওয়ায় আবার ধর্ম্মঘট করিবে। এখন হইতে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষগণের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ভাল। একবার ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতার রাস্তাঘাটে আবর্জ্জনা জমিয়া নানা সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

জামসেদপুর মিলনী নাট্যমন্দিরের নিকটস্থ মাঠে একটা মরা গরুর মুখের মধ্যে একটা শকুনী তাহার লম্বা গলা চালাইয়া দেয়। শকুনীর দুর্ভাগ্যক্রমে গরুটার মুখ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শকুনী আর গলা বাহির করিতে পারিল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। ভোগের পরিণাম এই প্রকারই হইয়া থাকে। জীব যাহাকে ভোগ করিতে যাইবে মনে করে, তাহাই শেষে তাহার প্রাণবিনাশের কারণ হইয়া থাকে। এক দেখিয়াও কি আমরা শিখিব না?

গত ৩০শে মার্চ্চ বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি এবং লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডাকাইতী হইয়াছে। ডাকাইতেরা নগদ টাকা ও অর্থাদি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, কাহারও প্রাণহানি করে নাই ইহাই মঙ্গল।

বিতীয় ব্যারোনেট সার করিম ইব্রাহিম গত ৩১শে মার্চ্চ [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যেন তাঁহার এই [illegible] করিয়াছেন, যেন তাঁহার [illegible] সহজই মনেন।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ [illegible] খোলাল বড়াল মহাশয় আর [illegible] নাই। তিনি গৌড়ীয় মঠের [illegible] একজন বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি ব্যতীত অন্য সময়েও তিনি শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শুনিবার জন্য আগমন করিতেন এবং শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের [illegible] নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের আরও একজন গুণগ্রাহী সজ্জন-পুরুষ কয়েকদিন হইল ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ ললিত কুমার মিত্র মহাশয়। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কৌন্সিলার ছিলেন। তিনি "গৌড়ীয়" ও শ্রীসজ্জনতোষণীর গ্রাহক ছিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি শ্রীগৌড়ীয় মঠে অনেকবার আগমন করিয়া শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

আগামী ২৪শে চৈত্র ১৩৩৪ সাল, ৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার হইতে ২৫শে চৈত্র ৮ই এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত মেদিনীপুর, চিরুলিয়া ভাগবতজনানন্দ মঠে গোলোকধাম-প্রাপ্ত শ্রীভাগবত জনানন্দ-প্রভুর তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে বক্তৃতা, পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী, হরিকীর্ত্তন ও মহামহোৎসবে ভাগবতগণের যোগদান প্রার্থনীয়। প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ এবং আরও কতিপয় বক্তা উৎসবে যোগদান করিবেন। মহাশয়গণ এই মহোৎসবে যোগদান করিলে আমাদের পরমানন্দের বিষয় হইবে।

অধিবাস্য প্রকাশ [illegible] আগামী [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ॥

২৫শে চৈত্র, শনিবার—১৩৩৪

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের
অকাট্য প্রমাণ

আজ প্রায় ৩৭।৩৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা—যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে সিনিয়ার ডেপুটী কালেক্টরের পদে ছিলেন, তখন তিনি কালেক্টরীতে রক্ষিত কুইন কুইনিয়াল সেটেলমেণ্টের কাগজে শ্রীমায়াপুরের নাম দেখিতে পাইয়া তাহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানটী নির্দ্দেশ করিতে তৎপর হন। তাঁহার সহকারী সবডেপুটী-কালেক্টর ভৈরবচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই কৃষ্ণনগরে কাননগোর পদে থাকাকালে এই শ্রীমায়াপুর এবং বল্লাল-দীঘী প্রভৃতি স্থান স্বহস্তে জরিপ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের রেনাল সাহেবের সার্ভে নথি প্রভৃতি কাগজ হইতে এই স্থানটীর যে নিদর্শন পাইয়াছিলেন তাহা তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন।

সহর নবদ্বীপবাসী মহেন্দ্র বাবু ডেপুটী, সাধুসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ, হেমবাবু সবডেপুটী দ্বারিক বাবু ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত কালেক্টরীর পোদ্দার প্রভৃতি প্রায় ৮।১০ জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে সদলবলে হইয়া শ্রীমায়াপুরে শুভাগমন করেন। ম্যাপ ও কাগজ পত্র মিলাইয়া এবং স্থানীয় বহু বৃদ্ধব্যক্তির নিকট বাচনিক অনেক কথা শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে যে স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন, এই স্থানই—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান। কৃষ্ণনগর-নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় এখনও সেই কালেক্টরীর পোদ্দারের কার্য্যেই ব্রতী আছেন। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই সাধারণে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। দ্বারিক বাবু, হেমবাবু, নরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির উপস্থিতিতে যখন ঐ জমী মাপ জোখ করা হইতেছিল, তখন লালবিহারী বাবু নিজের হাতে নিদর্শন-চিহ্ন প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং সেই সুপ্রাচীন সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষের গুঁড়িটী যেখানে ছিল, সেইস্থান নিজের চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এত দেখিয়া শুনিয়াও বংকাণা লোকগুলির চোক্ ফোটে না॥ কলিকাল কিনা?

নিম্নে আরও দুইটী অকাট্য প্রমাণ ইংরাজি হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। ইহা পড়িয়া সুধী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর কোথায়?

• প্রথমটী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ নামক সাময়িক পত্রের ষষ্ঠ খণ্ড ৪৪২ পৃষ্ঠা "ভাগীরথীর উপকূলে" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল।

"প্রাচীন নদীয়ার প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাংশ সমস্তই নদী গর্ভজাত হইয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গা নদীর কৃষ্ণনগরের উপকূলে ছিল বলিয়া কৃষ্ণনগর জিলাকে নদীয়া জিলা বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট, পরে নদীয়া সহর নদীর অপর পারে থাকায় ঐ সহর বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের এক ভদ্রলোক নদীয়ার মৃত্তিকাভ্যন্তরে ৮ হস্ত নিম্নে মনুষ্য কঙ্কাল খনন করিয়া বাহির করেন।

নদীয়ার উত্তরাংশে বল্লালদীঘি গ্রামে বল্লাল সেনের সুপ্রসিদ্ধ রাজভবন ছিল। তথায় পূর্ব্বে অনেক দেবমন্দির ছিল কিন্তু সেগুলি সমস্তই নদীতে কবলিত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়টী স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত "সাম্রাজ্য ভারত" নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত

"প্রাচীন হিন্দু রাজধানী নদীয়া কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল উত্তরে দুইটী নদী সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। * * * এই স্থান হইতেই বঙ্গের শেষ হিন্দু ভূপতি মুসলমানগণের আগমনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই স্থানেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভগবদবতার অবতীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারে ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য লুথারের লীলাভিনয় করেন। ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে এই স্থানেই সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যাপনা কার্য্য সাধিত হইত। কতিন দার্শনিক-সম্প্রদায় অচঞ্চল বিদ্যার্থী বাল্য হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা বিধান করিত।

আমি পূতান্তঃকরণে ভারতীয় প্রাচীন অক্সফোর্ডে অবতরণ করি। কোন দেবমন্দিরের বারান্দা হইতে একটী সুপকাম উদারমতি সাধক মালায় হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহার দেশের মূল পুরদের অবস্থান কোথায় জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন ভাগীরথী প্রথমেই পবিত্র নগরটীকে দুই ভাগে ছিন্ন করিয়া নগরীকে প্রবলবেগে করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় প্রাচীন যুগ নগরীর অবশেষ নদীর অপর পারেই অবস্থিত হইয়াছে। যেখানে নদী প্রবাহিত হইয়াছে গর্ভস্থ মৃত্তিকা পূর্ব্ব বস্তু গুলিকে আবরণ করিয়াছে।"

যুক্তির দৌড়

আমরা অনেকেই যুক্তিবাদী। আমরা যুক্তিরই প্রশংসা করি, যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারিলে বুঝি, নতুবা বুঝিতে চাইনা। আমাদের যুক্তির নিকট অনেক সময় শাস্ত্রও হার মানে। আমরা মনে করি শাস্ত্রকারগণ আমাদের যুক্তি অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, অতএব শাস্ত্র যদি আমার যুক্তির সহিত এক হয় তবেই শাস্ত্র। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই আমরা অনেক সময় বলি—এই বিশ্বকে ভগবান্ আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিশ্ব ভোগ করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন। মদ্য, মাংস, স্ত্রী প্রভৃতি আমাদের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, যদি তাহাই না হইবে তবে ভগবান উহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন কেন? অতএব যে কয়েকদিন বাঁচিয়া থাক, ভোগ করিয়া লও, ভবে দাও চদিন বইত নয়।

বলিহারী যুক্তি, এইরূপ যুক্তি শুনিয়া এক শ্রেণীর লোক যুক্তিবাদীর বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না আবার অন্য শ্রেণীর লোক ইহাদের সদবুদ্ধি মনে করিয়া যুক্তিবাদীর বিচারের প্রশংসা করিতেছেন। যুক্তিবাদীর বিচারটী ঠিক একচক্ষু হরিণের মত। কোন সময় একচক্ষুহীন হরিণ নদীতীরে তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিত। সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, স্থলপথে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই অতএব সে তাহার কাণা চক্ষুটী সর্ব্বদা নদীর দিকে রাখিত। কিন্তু সে যেদিকে বিপদের সম্ভাবনা নাই মনে করিয়াছিল, সেই দিক হইতেই বিপদ আসিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিল। আমাদের যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে আমরা বিচার করিতাম—ভগবান আমাদিগকে দুইটী চক্ষু দিয়াছেন, আমরা এক দিক মাত্র দর্শন করিব কেন? ভগবান্ একদিকে যেমন ক্ষণিক সুখকর সামগ্রী সমূহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, আবার অপর দিকে তদ্দ্বারা অশেষ ক্লেশও সৃষ্টি করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা করাইতেছেন, যে ভোগে যে পরিমাণ সুখ আছে, তাহার চতুর্গুণ দুঃখও ভোগ করিতে হইবে। অতএব সাবধান হও। ভোগ্য বস্তুর রূপে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় অকালে প্রাণ হারাইও না। এখানে যত হাসি তত কান্না, চদিন হাসিবে, ছ মাস কাঁদিতে হইবে। যদি তুমি সুবুদ্ধিমান হও তবে অবশ্য দুদিক বিচার করিয়া কার্য্য করিবে। ভোগে সুখ নাই একবার সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ভোগ করিয়া কে সুখী হইতে পারিয়াছে? ভোগ্য বস্তু যতক্ষণ না ভোগ করা যায় ততক্ষণ মনে হয় উহাতে কতই না আনন্দ কিন্তু ভোগ হইবামাত্রই নিরানন্দ আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিয়া বসে, ইহা প্রত্যক্ষ। তবে দেখিয়া শুনিয়াও আমরা বুঝি না কেন? তাই ভগবান্ গৌরসুন্দর আমাদিগকে বলিয়াছেন, দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তাহার বুদ্ধির সংকীর্ণতা হেতু যে ভাল মন্দ বিচার করে, তাহার কোনটাই ঠিক নহে; ভ্রম-প্রমাদাদিপূর্ণ। শাস্ত্রকারগণ আমাদের মত বিষয়-ভোগাসক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের বিচারে কোন প্রকার দোষ নাই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পোড়ামাতলায় সভা

(প্রেরিত পত্র)

"আনন্দ বাজার" পত্রিকায় ২০শে চৈত্র তারিখে মফঃস্বল সংবাদে সংবাদ-দাতার পত্র পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন কুলিয়া বর্ত্তমান মিউনিসিপাল নবদ্বীপ সহরে পোড়ামাতলায় তথাকার অধিবাসী তারাপ্রসন্ন বাগ্‌চী বাবুর সভাপতিত্বে এক আহূত সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সভায় যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে এই পত্রখানি নদীয়া প্রকাশ পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক বিচারে প্রেরিত হইল।

সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বাগ্‌চী বাবু কোলদ্বীপের জমিদার। ইনিই কি ইটক ব্যবসায়ী বাগ্‌চী মহাশয়? যদি তাহা হয়, তাহলে তাঁহার বিচারে ইষ্টক প্রস্তুত হইলে সেই ইটগুলি শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় করিতে পারিলে প্রাচীন কুলিয়া সহর বাড়িতে পারে, তাহার ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়াই কি হটখোলার পণ্যদ্রব্য-বিক্রেতা মহাশয় এরূপ একটি সভার সভাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? তাঁহার স্বজন্মভূমি সেবা চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে গিয়া সত্যের অপলাপ করা কার্য্যের কেহই আদর করেন না। এই সময় তিনি যদি স্বদেশের সেবার চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন নবদ্বীপের গৌরব খর্ব্ব করিবার প্রয়াসে তাহার উত্তেজনা দেখা যাইত না।

সভায় রাণাঘাটের নৃপতি বাহাদুরকে কলিকাতায় আলবার্ট হলের সভাপতি আহ্বান করিয়া প্রাচীন কুলিয়ার পুরস্মৃতি [illegible] ৯ জন অধিবাসীকে নিজ নিজ জন্মস্থানের মহিমা বৃদ্ধি কল্পে সহায় বাবু প্রধান করিবার প্রস্তাব

উত্থাপিত হইত না। নয় জন কে কে, তাহাদের নাম পাইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহারা সকলেই পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক? গৃহস্থ কি কৌপীনধারী? কাহার কি পরিমাণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,' মদ, মাৎসর্য্য সম্বল আছে? তাহাদের প্রত্যেকেই কোন্ কোন্ স্বার্থবশে ও কোন্ অভিসন্ধি-মূলে সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে সাহসী ও সাহসিনী হইয়াছেন? এই পত্র মধ্যে তিনটী প্যারাগ্রাফ দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নবদ্বীপ সহরকে যাহারা "কুলিয়া"—বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা কে? যদি তাহা করেন, তাঁহা হইলে বাস্তবিকই হিন্দু মাত্রকেই ভুল ধারণা জন্মাইবার তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। যদি মুদ্রাকরের প্রমাদ-বশতঃ "কু" স্থান 'ফু' হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভ্রান্তিময়ী ধারণা দ্বারা অপরের অভ্রান্ত ধারণা অপসারিত করিবার যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদকারিণী সভা কাম ক্রোধাদি রিপুষট্‌কের মুখাপেক্ষিণী কি না? এইরূপ তীব্র প্রতিবাদ তীব্রতর ও তীব্রতম প্রতিবাদের দ্বারা বিপন্ন হইতে পারে, তাঁহারা কি জানেন না? সত্যের বিরুদ্ধে যদি আবহমানকাল একটী অন্যায় চেষ্টা হয়, তদ্দ্বারা অধিষ্ঠিত সত্যের ধ্বংস মানসে কোটী কোটী অবান্তর উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সামর্থ্য নাই। যদি কোন প্রাণী দিবসে সূর্য্যের উদয় হয় না বলিয়া একটী প্রতিবাদ-সভা করেন, তাহা হইলে সেই জাতীয় প্রাণিগণকে 'দিবান্ধ বিহঙ্গ' নামে প্রত্যেক অভিজ্ঞ জনগণ জানিতে পারেন। ভুল ধারণার পিতৃত্ব কাহার এবং তাঁহারা কি কি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ ভ্রান্তি জগতে 'আসল' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন? এই প্রস্তাবের আমি প্রতিবাদ করিতেছি।

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে পোড়ামাতলায় বাগ্‌চী বাবুর সভার সভাসদ্‌গণের দুঃখ-প্রকাশের কারণ এই যে, শ্রীমায়াপুরকে তাঁহারা প্রাচীন কুলিয়াবাসী মৃত কান্তি চন্দ্র রাঢ়ির সৃষ্ট 'মিঞাপুর' বলিয়া প্রকাশিত করিতে চান। শ্রীমায়াপুরকে কোন দিন কেহই উক্ত মোক্তারের কল্পিত নামে তাহার পূর্ব্বে অভিহিত করেন নাই। অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় রাগকে 'আগ' বলে, কলাকে 'কেলা' বলে, তাঁহাদের অনুকরণে অশিক্ষিত হিন্দুগণও ঐরূপ শব্দের বিপর্য্যয় সাধন করে। শ্রীমায়াপুরকে 'মায়াপুর', 'ময়াপুর' এবং কেহ কেহ 'মেয়াপুর' প্রভৃতি বলিতেছিল, আর কথিত রাঢ়ি বাবু উহাকে 'মিঞাপুর' বলিয়া, নিজ জন্মভূমি প্রাচীন কুলিয়াকে 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুরকে অশিক্ষিত জনগণের অনুগমন-সূত্রে উহাই বজায় রাখিবার প্রকৃত প্রয়াস করেন। তাঁহার শিষ্টাচারবিগর্হিত ভাষা তাঁহার নিজ সমাজের উপযুক্ত হইলেও বাগ্মী-ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয় কোন একটী অজ্ঞাত কারণের বশবর্ত্তী হইয়া তাদৃশ অশিষ্টাচারপূর্ণ গ্রন্থের পুনঃপ্রচার করেন। কি কারণে মল্লিক মহাশয় এরূপ শিষ্টাচার-বিগর্হিত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে একটী কমিশন নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন নদীয়ার পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য মহতী চেষ্টায় বিঘ্ন উপস্থিত করা যাহাদিগের অন্তরে বাহিরে চেষ্টা, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র কখনও সুধাপান করান না। প্রাচীন নদীয়ার জীর্ণোদ্ধার ও স্মৃতির পুনর্জাগরণ বিধ্বংসিত করিতে যাঁহাদের ঈর্ষানল ইন্ধন সংগ্রহে ব্যস্ত, তাঁহাদিগের আচারের আদর কোনও সরল-প্রাণ স্বদেশ-প্রেমিক ব্যক্তি স্বীকার করেন না। জাতীয় জীবনে কলঙ্ক আরোপণ করা যাহাদিগের স্বভাব, তাহারা স্বদেশের মঙ্গলের বিরোধী ও স্বার্থপর। নিজ নিজ মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করা অপেক্ষা নিজ মাতৃভূমির ঔজ্জ্বল্যের মলিনতা-বিধানকারীদিগকে আমরা কখনই স্বদেশ প্রেমিক বলিতে পারি না। স্বার্থপর জনগণ নিজের পুত্রটীর—নিজের বংশটীর —নিজের গ্রাম খানির মহিমা বর্দ্ধন করিতে গিয়া পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া অভীষ্টলাভের পরিবর্ত্তে অধিক দৌরাত্ম্যের আবাহন করেন। বাগ্‌চী বাবুর সভার সদস্যগণ সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বৃদ্ধিকল্পনায় যেরূপ অপকার্য্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যপ্রিয় সর্ব্বজন-সাধারণের গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। গৌর নাগরীমতাবলম্বী ঘোষ বাবুগণ, বুড়ো শিবতলার নাগরী পত্রিকার চালক মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের অভিসন্ধিকে 'সবল' বলিবার পরিবর্ত্তে নিশ্চয়ই 'অসবল' বলিবেন।

১২৫২ বঙ্গাব্দে প্রচারিত 'কায়স্থ কৌস্তুভ' নামক মুদ্রিত পুস্তকের পণ্ডিত মণ্ডলীর ব্যবস্থাপিত মায়াপুর নগরকে নামান্তরিত করিয়া প্রচার করিতে দুঃসাহসও কম নহে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৪ পরগণার ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল এ্যাকাউণ্ট এ হাণ্টার সাহেব-লিখিত মায়াপুর গ্রামকে অন্য নামে পরিচিত করিবার সামর্থ্য সাবেক বাগী যন্ত্রের সত্বাধিকারীর নাই। শ্রীভক্তিরত্নাকরের লিখিত শ্রীমায়াপুরকে শ্রীমায়াপুর হইতে স্থানান্তরিত করিবার যোগ্যতা এখনও কোনও ভাষাবিৎএর নাই। দুরভিসন্ধিমূলে যদি কোনও সাহিত্যিক নিজ নিজ সাহিত্য-প্রতিভায় বৈষ্ণব বিদ্বেষি বৌদ্ধ-বিচারের দ্বারা তাহা বিকৃত করিবার প্রয়াস করেন, সেই সকল দুরভিসন্ধি, অচিরেই লোক-লোচনের সুদর্শনের জন্য অনাবৃত হইতে পারিবে। শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পরি-চালকবর্গ এবং গৌড়ীয়মঠের চারি আশ্রমস্থিত শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ সম্প্রতি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা মুগ্ধ জনগণের দুরভিসন্ধি ও কলঙ্ক অপসারিত করিবার জন্য যে প্রয়াস করিতেছেন, সেই পরম সত্যকে ধ্বংস করিবার ভাষা প্রাকৃত সাহিত্যিক এবং ষড়রিপুর দাসগণের চেষ্টার অতীত রাজ্যের কথা। সত্য বস্তুকে ভক্তিহীন বলিয়া প্রচার করিবার অধিকার একমাত্র অনভিজ্ঞ সমাজের এবং দুরভিসন্ধিমূলে পরিচালিত অবান্তর উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট জন-গণের মঙ্গলের পথ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ভিত্তিহীন বাক্য বলিবার তাঁহাদিগের কতটুকু অধিকার আছে? এই বিষয় সত্বরই এলবার্ট হলে প্রতিবাদ-সভা আহুত করিয়া ইহা-দিগের অবান্তর উদ্দেশ্যগুলির সিদ্ধিপথে ব্যাঘাত স্থাপন করা সামাজিকগণের কর্ত্তব্য হইয়াছে। অর্থাৎ এই সকল সভা সমিতির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন কর্ত্তব্য। সত্য ধ্বংসের জন্য স্বার্থপর উদ্দেশ্য সার্ব্ব-জনীন নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং এলবার্ট হল প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি অবান্তর উদ্দেশ্য বিশিষ্ট জনগণের একত্র সম্মিলন দ্বারা সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা কেহই প্রশংসা করিতে পারে না। বাগবাজারের ঘোষ সম্প্রদায়ের সহিত আনন্দ বাজারের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। তাই বলিয়া সত্য কথা আনন্দ বাজারে প্রচারিত না হইয়া কোন সত্য-বিরোধিকথার সংবাদ প্রচারিত হইবে, এরূপ নিরপেক্ষতার অভাব জনসাধারণ আশা করেন না।

নিঃ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
জামসেদপুর।

বিদ্ধনাম

দেশে আজকাল চারিদিকে যেমন কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তেমনি ভগবান্‌কে ডাকারও খুব ধুম ধাম পড়িয়া গিয়াছে। যিনি একবার ভুলিয়াও ভগ-বানের নাম মুখে আনিতেন না, তিনিও আজ দেখি সাধু হইয়া পড়িয়াছেন। একটী চলিত কথায় বলে, 'সাধে কি আর বাবা বলি ও তোর চোটে বাবা বলায়।' এক বাবাজীর গল্প শুনিয়াছি বাবাজী পূর্ব্বে এক জমীদারের গোমস্তা ছিলেন। জমীদারের বিষয়সংক্রান্ত কোন গোলমালে গোমস্তা একটী লোককে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। কোর্ট হইতে গোমস্তাকে পাকড়াও করার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইল—গোমস্তা মহাশয় তখন আর গত্যন্তর না দেখিয়া মস্ত বড় এক বাবাজী সাজিয়া রাত্রির মধ্যেই গৃহত্যাগ করিলেন। কি মালাজপের ধুম! চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, কিন্তু ভয়চকিত পাছে পুলিশের লোক তাঁহাকে চিনিয়া ফেলে। এইরূপে বছর কয়েক ধরিয়া অনেক তীর্থ ক্ষেত্রে ঘুরিয়া তিনি খুব বড়দরের বাবাজী বলিয়া নাম করিয়া লইলেন। অতঃপর মামলা মোকদ্দমা মিট্‌মাট হইবার বহুদিন পরে নবদ্বীপে আসিয়া জাহির হইলেন। তখন আর বাবাজীর কোন প্রাণভয় রহিল না বটে, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের সেই বাবাজী হইতে এক মহাত্রাস উপস্থিত হইল, কেন না বাবাজী নামা-পরাধ প্রচার করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ত' নিজে করিতেই লাগিলেন, অধিকন্তু কতকগুলি নিরীহ তত্ত্বানভিজ্ঞ লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন।

মানুষ প্রাণভয়েই হউক আর যে কোন হেতুমূলেই হউক, যদি ভগবচ্চরণে অপরাধী না হইয়া ভাগ্যক্রমে একবার নিষ্কপটে স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণভজনেই প্রবৃত্ত হয়, তবে অজ্ঞাতপ্রাগুক্ত সাধনভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা আহাদের প্রথমে প্রাপ্য বলিয়া লক্ষ্য না থাকিলেও কৃষ্ণ তাহাদের কপটতারাহিত্য গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্বচরণামৃতদানে তাহাদের বিষয়-বিষ-পিপাসা ভুলাইয়া দেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ লাভ করাইয়া দেন, শুদ্ধভক্ত সঙ্গবলে তাহাদের হৃদয়ে যে কাম অর্থাৎ বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা দূর হইয়া যায়, পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম ত্যাগ করিয়া তখন সে কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে। কিন্তু কপটতা থাকিলে জীব কখনই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারে না। বিপদে পড়িলে যাঁহারা মধুসূদনকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে থাকেন, কিন্তু বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া বা অন্য সময় ভগবানের কৃপা আর মনে থাকে না, পরন্তু ভগবান্ ও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেও ত্রুটী বোধ করেন না, তাঁহাদের পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কয়েকদিন পূর্ব্বে অনভিজ্ঞ প্রচলিত শ্রীচৈতন্যাব্দে ভ্রম প্রবেশ করায় একখানি প্রতিবাদ-পত্র "নদীয়া-প্রকাশে" প্রকা-শিত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীল সত্যানন্দ গোস্বামী নামক বড় বাজারের জনৈক ব্যক্তির সিদ্ধান্তে ভ্রম ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ভ্রান্তি প্রদর্শিত হওয়ায় উক্ত গোস্বামীর পক্ষ হইতে খড়দহের শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস অধিকারীর প্রতি সাক্টীয়ার শ্রীরাধা-কিশোর সিংহের প্রচণ্ড ক্রোধের আক্রমণ মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীরাম প্রকাশের পাঠকগণের জানা থাকিতে পারে যে, শ্রীহট্ট সারটীয়ার বর্দ্ধমান গ্রাম নিবাসী পুত্র রাধাকিশোর সিং সম্প্রতি বেষ লইয়া বাবাজী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চান। তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস অনেক। তিনি বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের জনৈক অধিকারী মহাশয়ের নিকট গিয়া "উক্ত গোস্বামীর সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়াছেন" বলিয়া বৃথা তর্ক উপস্থিত করেন। তিনি ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিলেও তাঁহাকে বিশেষ করিতে ছাড়েন নাই।

এই বৈরাগী সিংএর তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া অধিকারী মহাশয় আমাদের নিকট তাঁহার প্রতি নানা দৌরাত্ম্য ও বিপৎপাতের আশঙ্কা জানাইতেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীহট্ট সারটীয়াবাসী বৈরাগী সর্ব্বদাই বিবর্ত্তের আশ্রয়ে ভ্রমণ করায় শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের নাম লইয়াও যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ অভিনয় আর একটী করিয়া ফেলিলেন। আমরা বৈরাগীজীকে বলিতে চাই, আমাদের পত্রলেখক শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসাধিকারীর মিতা (নেম-সেক) অপর ব্যক্তি। সুতরাং কমেডি অফ্ এররস্ পড়া থাকিলে তাঁহার চালমাৎ হইত না।

বৈরাগীজী ভ্রমে পড়িয়া এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি মনে করিবেন,—ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? তিনি গৌরাঙ্গ সিংহকে 'মহাপ্রভু' বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন, শ্রীমায়াপুরকে মুক্তকাচ্ছগণের রাত্রির শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ গ্রহ পড়িয়া 'মিঞাপুর' বলিয়া ভ্রম করিতে পারেন, তাহার দলের শ্রীহট্টের পাল মহাশয় অমনি অপর ব্যক্তিকে আপনাতে সন্যস্ত করিতে পারেন,—এই সকল তাঁহাদের ভ্রমেরই পরিচয় মাত্র।

বৈরাগীজীর অধিকারী মহাশয়কে অধ্যাপক মনে করিয়া তাহার ক্রোধের পরিচয় দিবার কার্য্যটী ধৃতরাষ্ট্র রাজার ভীম আলিঙ্গনের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রান্তিবিলাসের দ্বিতীয় অভিনয় কার্য্যেই বৈরাগীজী পরম পটু।

বৈরাগীজীর কোঁপানীতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ছোট পাল সাহেবের কর্ম্মচারীর দ্বারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করাইবেন। কথায় কথায় বৈরাগীজী তাঁহার মুরুব্বি কাকড়ের মাঠের জমিদারকে দেখাইয়া দিতেছেন এবং আপনাকে সেই জমিদারের একজন অন্যতম কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইতেছেন। আমরা এই সকল প্রয়াস দেখিয়া তাঁহার বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদায় আঘাত লাগিতেছে জানিতেছি।

তাঁহার প্রতি তাঁহার কোনও শত্রু কি কারণে অত্যাচার করিল, কোথায় অত্যাচার করিল, কেন অত্যাচার করিল, তাহা জগৎকে না জানাইয়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা ও কুপরামর্শদাতৃগণের দুরভিসন্ধি ক্রমে 'নয়কে' 'হয়' করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্ম্মের হস্তে তাঁহার কল্পনা ধরা পড়িয়া গেল। কোনও মনিবের বৈষয়িক উন্নতি করিয়া দিবার জন্য তাহার পক্ষের উক্তি গুলির অকর্ম্মণ্যতা অপরে দেখাইয়া দিতে পারিবে না, তজ্জন্য তিনি নানা প্রকার কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি যে সহস্র বিবর্ত্তে পতিত, তাহা প্রাচীন কুলিয়ার ষষ্ঠী দাস গোস্বামীজীও তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নাম বিলাস। তাহা হইতে বিরত হওয়ার নাম বিরাগ। সুতরাং বৈরাগিগণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আশয়ে জড়ভোগরূপরসগন্ধস্পর্শের কৈঙ্কর্য্য না ছাড়েন কেন? গৌর নাগরী সম্প্রদায়ও এই দোষে দোষী। তাহারা সেব্য প্রভু গৌরকে সেবকদাস গৌণ জানিয়া রূপরসগন্ধস্পর্শকে জড় ভোগের ভূমিকায় আনিয়া ফেলে।

স্থানীয়

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিতে এত অধিক জলকষ্ট হইয়াছে যে, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণন করিবার নহে। শ্রীচৈতন্যমঠের সুযোগ্য ম্যানেজার মহোদয় গ্রামবাসীর প্রতি অত্যন্ত কৃপা-পরবশ হইয়া নিজেরা নানা অসুবিধা সহ্য করিয়াও মঠের টিউবওয়েলটি তৃষাতুর গ্রামবাসীর ব্যবহারের জন্য বর্ত্তমানে ছাড়িয়া দিয়াছেন। দেড় মাইল দুই মাইল তফাৎ হইতে ভোর প্রায় ৪টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জল লইবার জন্য লোক আসিতেছে, তাহাদিগকে অনবরত জলদান করিয়াও কূল পাওয়া যাইতেছে না। সরকার বাহাদুর কি এবিষয়ে কোন লক্ষ্য রাখিবেন না? শুনিতে পাই প্রজাবৃন্দের জলকষ্ট নিবারণজন্য সরকার পক্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা সরবরাহ হইয়া থাকে। সে সকল টাকার কি এই রূপেই সদ্ব্যবহার হইবে? যেখানে প্রকৃত অভাব, সেখানকার অভাব দূরীকরণের জন্য কোন চেষ্টা হইবে না? সত্বর এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বাঙ্গালার শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য নদীয়ার মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সুস্থ হইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া দেশে নদীয়াপ্রকাশ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের যাহাতে সুবহুল প্রচার হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হউন, নদীয়ার মহারাজ নদীয়ার গৌরব রক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা লাভ করুন—ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

বসুমতী, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রের সহর নবদ্বীপস্থ সংবাদ দাতা বৈরাগী ব্রজমোহনের সহকারীরূপে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে প্রায়ই কতকগুলি অলীক সংবাদ প্রেরণ করেন। আমরা সংবাদ পত্রের সুযোগ্য সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন অনুসন্ধান না করিয়া এরূপ যা' তা' সংবাদ তাঁহাদের কাগজে স্থান দিয়া তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ কাগজের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ না হন। ক্রমশঃ আমরা এই সংবাদ দাতার স্বরূপ এবং বিরাগী ব্রজমোহনের সহিত ইহার কিরূপ বিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ তাহা প্রকাশ করিব।

নানা কথা।

বিগত ১লা এপ্রিল রাত্রিতে কাশী, দশাশ্বমেধ ঘাটে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিতজীর বক্তব্য বিষয় মন্দ নহে বটে, কিন্তু সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম শ্রীকাশীধামে—যে ধামে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণবরাজ শম্ভু অহর্নিশ কৃষ্ণগুণগানে মত্ত—যে স্থানে পতিতপাবনী পবিত্রসলিলা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাদেবী বৈষ্ণবরাজ বিশ্বনাথের মজ্জন বাঞ্ছা করিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবপ্রীত্যর্থে মহোল্লাসে অহর্নিশ কল-কোলাহল করিতে করিতে শ্রীভগবান্ বিন্দুমাধবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য উত্তরবাহিনী—যে ধামে কলিযুগপাবনাবতারী সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সহস্র সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু তাৎকালিক প্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মায়াবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক সশিষ্য তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়াছিলেন—যেখানে নিত্যসত্য সনাতন পুরুষ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া সনাতন জীবকে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক সনাতন-শিক্ষা উপদেশ করিয়াছিলেন—যে কাশীধামে গৌরসুন্দরের কৃপায় একদিন ভগবদ্বিশ্বাসই ধামবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আজ সেই কাশীধামের অধিবাসী কিনা ভগবানের অস্তিত্ব বিষয়েই সন্দিহান, তাই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পণ্ডিতজীর সেখানে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বক্তৃতা প্রদান করিতে হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান কাশীবাসিগণের 'কাশীবাসী' বলিয়া পরিচয় দেওয়ার পক্ষে বিশেষ প্রশংসার বিষয় নহে। যাহাহউক পণ্ডিতজীর ধর্ম্মচেষ্টা খুব প্রশংসনীয়।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কাশীধামে শ্রীসনাতন শিক্ষা প্রচার-কল্পে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার মূলমঠ শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখামঠরূপে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীমঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা আছেন। মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ কাশীবাসিগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীভাগবতকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের সোৎসাহ প্রচার-ফলে বহু সত্যপিপাসু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণের সুযোগ পাইতেছেন।

আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সিং মহোদয় বেনারস্ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ মন্দিরের অত্যন্ত অপ্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুণ্ডিরাজ গণেশের মন্দির হইতে সরস্বতী ফটক পর্য্যন্ত যে সমস্ত গৃহ ও জমি আছে, মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক সে সকল মন্দির ও জমির বন্দোবস্ত লওয়া হউক। স্থানীয় সজ্জনমণ্ডলী তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন। সিংজী মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটীকে সেই টাকা দেওয়ার জন্য জামীন থাকিবেন। উদ্দেশ্য, ঐ সকল স্থানে যে সকল দেবমূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদিগকে বিস্তীর্ণ মণ্ডপে স্থাপন করা, গৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গন্ধময় স্থান সকল পরিষ্কার করা, বিশ্বনাথ গলি ১৬ফুট প্রশস্ত করা, অন্যান্য দেবালয় সকল ২০ফুট থামবিশিষ্ট মণ্ডপাকারে প্রস্তুতকরা, দেবমূর্ত্তির কোনটীকে স্থানান্তরিত না করা অর্থাৎ যাহাতে যাত্রিগণের শ্রীবিগ্রহ দর্শনে কোন প্রকার ত্রুটি না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। সিংজীর সদিচ্ছা জয়যুক্তা হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

লিলুয়া শ্রমিকগণের সহিত বার্ণ, জেসপ্ ও মার্টিন কোম্পানির কারখানার শ্রমিকগণও যোগ দিয়া ধর্ম্মঘট খুব পাকাপাকি রকমেরই করিয়া তুলিতেছে বলিয়া শুনা যায়। কর্ত্তৃপক্ষ এখনও [illegible] মিটমাট করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। হাওড়া আমতা রেল [illegible]। বামনগাছির বিচার চলিতেছে।

গত ৩১শে মার্চ্চ সম্রাটের তৃতীয় পুত্র প্রিন্স হেন্‌রী তাঁহার অষ্টাবিংশ বর্ষীয় জন্মোৎসব উপলক্ষে উপহারস্বরূপ ডিউক অফ্ গ্লষ্টার, আর্ল্ অফ্ আলষ্টার এবং ব্যারণ কালোডেন নামক তিনটী উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত করিয়াছেন। এই উপাধি লাভ করিয়া তিনি লর্ড সভার আসন লাভের অধিকারী হইবেন। তিনি সাধারণতঃ ডিউক অফ গ্লষ্টার নামে অভিহিত হইবেন।

সিটি কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসুর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটসহ সিণ্ডিকেটে যে দরখাস্ত দিয়াছিলেন, ইউনিভারসিটীর রেজিষ্টার তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, সিটিকলেজের প্রিন্সিপাল তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে সিণ্ডিকেটের আইনমত তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া যায় না।

প্রকাশ যে, সিটিকলেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় ১১জন অধ্যাপককে পদচ্যুত করা হইতেছে। কেমিষ্ট্রী বিভাগে ৫জন, ফিজিক্সের ৩জন, ইংরাজীর ২জন এবং অঙ্কবিভাগের ১জনকে ছাড়পত্র দেওয়া হইয়াছে। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন—কলেজ বরং উঠিয়া যায় তাও ভাল তথাপি হোষ্টেলে পূজা হইতে দিবেন না। ছাত্রেরাও হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া কলেজের কেলেঙ্কারী দেশবিদেশে জানাইয়া দিতেছে।

লেস্‌লি হেস্ক নামক এক অষ্টাদশ বর্ষীয় শ্বেতাঙ্গ যুবক খিদিরপুর ডকে মেঘনা জাহাজে কার্য্য করিবার সময় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হয়। সোমবারে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে এবং পরীক্ষার্থ শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠান হইয়াছে।

রায় বাহাদুর বেনারসী দাস কুলদীপ তেলকলের ম্যানেজার অমরনাথকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চুরীর অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ এলবার্ট পার্সেল ও মিঃ হল্‌সওয়ার্থ নামক শ্রমিক প্রতিনিধি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভারতবাসি শ্রমিকগণের দুরবস্থার জন্য সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবাসি শ্রমিকগণ দু'বেলা দু'টি পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে। যেমন তাহাদের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই তেমনি বাসস্থানের দুরবস্থা। বালক বালিকাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না। ভগবানের রাজত্বে তাহারা যেন একটা অভিশপ্ত জীব।

কু-লীন ব্রাহ্মণ নন্দীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও সোলেমান খাঁ মহাশয় কলিকাতার দুইটী প্রসিদ্ধ চোর। কলিকাতার উত্তরাংশে প্রায় সমস্ত চুরীই তাঁহাদের কাণ্ড। চোরবন্ধুদ্বয়ের মধ্যে কি জানি কি লইয়া ঝগড়া বাধে। তাহাতে সোলেমান খাঁ রাগিয়া চোরটী পুলিশে খবর দেয় যে তাহারা মোহনবাগান ষ্ট্রীটের এক বারবনিতাকে হত্যা করিয়া তাহার ২৫হাজার টাকা লইয়া পালাইবে। গত শনিবার রাত্রি প্রায় ১০টার সময় চোরবন্ধুদ্বয় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া ফিরিতেছেন এমন সময়ে পুলিশ-বন্ধুর সহিত দেখা। বন্ধু অনেক দিন পরে বন্ধুর দেখা পাইয়াছে, আর কি ছাড়ে? চোর বন্ধুগণ পুলিশ বন্ধুর বন্ধুত্ব-খাতিরে তখন একে অন্যের সমস্ত গুণপনা বিবৃত করিলেন। পুলিশবন্ধুও যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীঘরে লইয়া গেলেন। আরও ছয় জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। বেশ্যাটিকে চোরদ্বয় কোন আঘাত করে নাই। অনেক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে

ফ্রান্সে দুইটী আন্তর্জ্জাতিক জুয়া-চোর ধরা পড়িয়াছে। তাহারা পরিচয় দেয় যে, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির সম্বন্ধ যাহাতে দৃঢ় হয়, সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা চারিটী বড় বড় কারখানার পক্ষ হইতে আসিতেছে। তাহাদের অনেক জুয়া-চুরি ধরা পড়িয়াছে।

আগরতলায় সহরের মধ্যে গত ৩০শে মার্চ্চ রাত্রিতে আগুন হইয়া কয়েকখানি টিনের ও খড়ের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। প্রায় ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে ও দুইটী অবলা পশু মারা গিয়াছে।

চীনের একজন বিখ্যাত সমর নায়ক উ-পেই-ফু নাকি তিব্বতে এক মঠে অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ এ বৈরাগ্য কেন?

মান্দ্রাজে ত্রিবিন্দম সহরে একদল নোটজালিয়াত গ্রেপ্তার হইয়াছে। গোয়েন্দা বিভাগের কোন কর্ম্মচারী জালিয়াতদের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিয়া উহাদের সহিত অনেকদিন ধরিয়া মেলামেশা করিয়া শেষে একদিন উহাদের কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে পান। সেইদিন জালিয়াতগণ জালনোট ভাগ করিতেছিল। তিনি সময় বুঝিয়া বাঁশী বাজাইতেই পুলিশ আসিয়া দল গ্রেপ্তার করে। দলপতি প্রথমে পলায়নের চেষ্টা করিলেও শেষে ধরা পড়িয়াছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে যে মৌলবীটী সেদিন কীর্ত্তন-বিরোধ করিয়াছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চুঁচুড়ার সদর সবডিভিশনাল অফিসারের আদালতে হাজির করা হইয়াছে মামলা চলিতেছে।

দৌলতপুর কলেজে আবার গত ২রা এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ যে, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ নাকি ৩ জন বোর্ডারকে কোন অভিযোগ না দেখাইয়া মেস ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্য হইতে নমঃশূদ্র-মেস্ স্থানান্তরিত করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

ত্রিপুরার মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বিশ্রামলাভার্থ গঞ্জাম জেলার সমুদ্রতীরবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানে গমন করিয়াছেন মহারাজ বাহাদুর সেখান হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলে আয় ব্যয়ের বাজেট আলোচনা হইবে। অনেক ব্যয় হ্রাস করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

তিনকড়িদাস নামে একটী দাগী চোর গত সোমবার বৈঠকখানা রোডে বেখা নামক একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার গলা হইতে সোনার হার ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিতেছিল। কতকগুলি লোক তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে আরম্ভ করিলে চোর হারটী গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। পরে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মুচিপাড়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পেটের ভিতর হার আছে কিনা পরীক্ষার জন্য তাহাকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

গত সোমবারে ব্যারিষ্টার মিঃ মনিয়ার পরলোকগমন করিয়াছেন। গত মঙ্গলবারে কলিকাতা হাইকোর্টে তজ্জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, মিঃ মনিয়ার ফৌজদারী আইন বিষয়ে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

আফগান রাজদম্পতি আগামী বৃহস্পতিবার দিবস আফগানিস্থানের পথে প্যারিস্ যাত্রা করিবেন। সেখান হইতে প্রথমে রুশিয়া ও পরে পারস্য গমন করি-বেন বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ গ্রেহাম ১৯শে এপ্রিল হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছুটিতে থাকিবেন। ঐ সময়ের জন্য মিঃ আর, ই, জ্যাক, আই,সি, এস বিচারপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি আসামপ্রদেশে কার্য্য করিতেছিলেন।

বসির হাট মহকুমার লক্ষ্মণখালী গ্রামের বিজয় কয়াল স্নামে এক ব্যক্তি তাহার পত্নী সৌদামিনী দাসীর স্কন্ধদেশে দা দিয়া আঘাত করে। ফলে তাহার নাক, মাড়ির সম্মুখের দাঁত, চিবুক ও কপালের কতকঅংশ শরীর হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পত্নীটির দোষ, সে শ্বশুর বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে পলাইয়া পিত্রালয়ে যাইত। বিজয় কয়ালও সেজন্য পত্নীকে মারিত। ঘটনার দিন অধিক উত্তেজনার ফলে ঐরূপ নৃশংস কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। বাড়ীর লোক পুলিশকে না জানাইয়াই সৌদামিনীকে হাসপাতালে পাঠায়। তথা হইতে পুলিশে খবর যায়। তদন্ত চলিতেছে।

সম্প্রতি কর্ণওয়ালিশষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে বোধহয় গৃহকলহের ফলেই একটী ষোড়শী বালিকা কাপড়ে কেরোসিন মাখাইয়া পুড়িয়া মরিয়াছে। হাসপাতালেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনা গেল।

সাব এস, বি, বিলিমোরিয়া কোম্পা-নীর কলিকাতার অফিসের একাউণ্টাণ্ট মিঃ সাপুরজী ইদলজী সালিহার নামক এক পার্শী ভদ্রলোক গত রবিবার প্রাতে সাড়ে সাতটা হইতে সোমবার প্রাতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া ওয়েলেসলি স্কোয়ারের পুষ্করিণীতে সাঁতার দিয়া তীরে উঠেন। অল্পক্ষণের অঙ্গমর্দ্দনে সুস্থ হইয়া তিনি আবার নিয়মিত ভাবে অফিসে যোগদান করেন। সন্তরণকালে যখন তাঁর হাতপা অবশ হইয়া আসিতেছিল, তখন ডাক্তার তাঁহাকে ব্রাণ্ডিপ্রভৃতি একএকটু উত্তেজক দ্রব্য দিয়াছে মাত্র। পুষ্করিণীটী একশতবার প্রদক্ষিণ করাই সালিহারের সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু ৯০ বারের বেশী পারিয়া উঠেন নাই।

কুষ্টিয়া মজমপুর গেটের নিকট ২টা রেলের মধ্যে একটা বলদের পিছনের পা আটকাইয়া যায়। গাড়োয়ান ও কয়েকজন আরোহী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও পা ছাড়াইতে পারে নাই। ইতি মধ্যে গোয়ালন্দের দিক হইতে একখানি হালকা এঞ্জিন আসিয়া বলদের উপর পড়ায় বলদটি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। শুনা যাইতেছে, সমবেত লোক-গণের চীৎকার করা ও গেটম্যানের লাল পতাকা দেখান সত্ত্বেও এঞ্জিন থামান হয় নাই। ইহা লইয়া শীঘ্রই মামলা উঠিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে।

—বাং কঃ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭শে চৈত্র, সোমবার—১৩৩৪।

সভাপ্রারম্ভে নদীয়াপ্রকাশের পূর্ব্বাভাস

বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার শ্রীচরণাশ্রিত। ইঁহার পূর্ব্ব পরিচয়ে জানা যায় যে, তিনি শ্রীমধুসূদনদাস নামে একজন ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের শিষ্য এবং পূর্ব্বাশ্রমে মুরুগিয়ার শ্রীনিত্যানন্দসন্তান শ্রীল রাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্য। এই শ্রীরাসবিহারী গোস্বামীর শিষ্যধারায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আশ্রয় ত্রিপুরার রাধীন নৃপতিবৃন্দ। তাঁহাদের গৃহেই রাসবিহারী গোস্বামীর উপাস্য শ্রীরাসবিহারী জিউর সেবা অদ্যাপি বর্ত্তমান। পঞ্চশ্রীযুত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ রাধাকিশোর, তাঁহার পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর এবং তদীয় যোগ্য পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীবীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভাপতিরূপে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীধামপ্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূলপুরুষ। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরের অনুরাগ, মানবজাতির কোন প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। তাঁহারই সম্মুখ ব্রজবাসী শ্রীল বিহারীলাল এখনও বর্ত্তমান আছেন। অধিক দিনের কথা নয়, বাংলা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথ দাস শ্রীগৌর-জন্মভূমির নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষদ্বয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সঙ্গোপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিধর্ম্মপ্রচারে তাঁহার যে উৎসাহ তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে সমুজ্জ্বলিত আছে। সকল সদ্গুণ শ্রীল জগন্নাথদাসকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে।

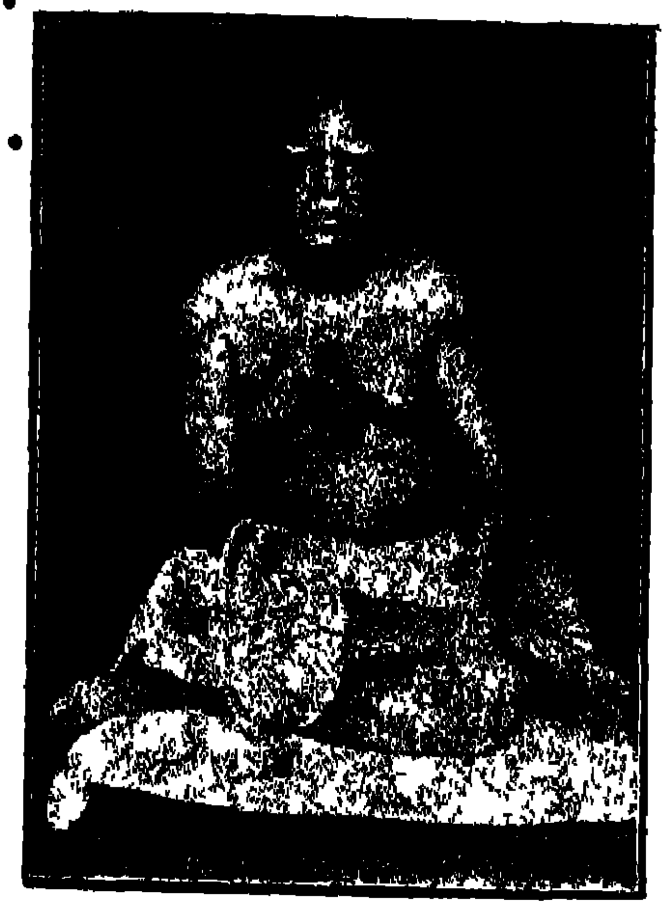

বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশে শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচনা করিয়া গৌড়দেশবাসীর হৃদয় সিংহাসনে গৌড়দেশের নিত্য গৌরবের বস্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লোকাতীত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রচারফলে অদ্য বিশ্বের নানাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারই অনুজসদৃশ মহাত্মা শিশিরকুমার শ্রীগৌরমহিমার কথা জনসাধারণ্যে বিষয়িগণের মধ্যে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় জানাইয়াছেন। মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীনা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা ৩৯৮ শ্রীচৈতন্যাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সভা-নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। পূর্ব্বকালে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থসকলের সাময়িক প্রচারের অভাব ছিল। কালে-ভদ্রে কেহ এই সকল গ্রন্থের শ্রবণ পঠনাদি করিতেন। এই লোকাতীত মহাপুরুষের দয়ার ফলে সেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচরিতামৃতের অসামান্য সমৃদ্ধি জগতে শ্রীসজ্জনতোষণী নাম্নী সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহার দ্বারাই শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য যাহা প্রাচীন লেখক শ্রীপরমানন্দ দাসপ্রমুখ জনগণের শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন নিবন্ধসমূহও শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর পরিক্রমা প্রভৃতি আকর গ্রন্থ ও তাঁহার তাৎকালিক বিশ্বাসযোগ্য নিত্য সংবাদসমূহ সংবলিত আকর হইতে সাধারণের বোধোপযোগী করিয়া বর্ত্তমান গৌড়দেশে শ্রীধামসেবার অলৌকিক সৌন্দর্য্য মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ-রচিত শ্রীনবদ্বীপশতকের গৌড়ীয় ভাষায় পদ্যে অনুবাদ প্রচার, তাঁহার শ্রীধামমাহাত্ম্যের প্রমাণ খণ্ড জগতে বঙ্গাক্ষরে অনেকবার প্রচারিত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয়মদমত্তজন নানা উপাধিতে মণ্ডিত হইয়া নিজ নিজ ঈর্ষানলের ইন্ধনসংগ্রহে ব্যস্ত হইলেও সত্যের অপলাপের কোন দিন সম্ভাবনা নাই। এই মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার কার্য্যপতি ও শুদ্ধভক্তিসংরক্ষণে শ্রীচৈতন্যদেব প্রেরিত ও তদ্যাদিষ্ট লোকাতীতজ্ঞানসম্পন্ন ও লৌকিকজ্ঞানের সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু শিক্ষক তাঁহার শ্রীচৈতন্য-সেবাভীষ্ট প্রচারকল্পে শ্রীধাম প্রচারিণী সভার প্রাকট্য এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পুনঃ সঞ্জীবন কার্য্যে যে সকল ত্যক্তগৃহ নিষ্কপট গৌরসেবা-পরায়ণ একান্ত-মঠবাসী ভক্তগণ গৌড়ীয়-সমাজের গ্লানি অপনোদনে নিযুক্ত, তন্মধ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনের অন্তর্গত শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থিত শ্রীধাম-সেবার একমাত্র নিষ্কপট ভক্ত সম্প্রদায়।

সেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার চৌকিদার শ্রীগৌর নিত্যানন্দের নামহট্টের ঝাড়ুদার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্ট কার্য্যের সহচরেরই আরাধ্যদেব শ্রীমদ্ গৌর কিশোর।

তিনি যে লোকাতীত ভগবৎসেবা নিপুণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন পরমহংস বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ, সেই আচার্য্যের পক্ষে শুদ্ধভক্তির প্রচার কার্য্যের কিঙ্কর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সঞ্জীবক ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তিমঠসমূহের সংস্থাপক ও পুনরোজ্জ্বলাকারক তাঁহারই আরাধ্য-দেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ শ্রীশ্রী গৌর কিশোর প্রভু। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় শ্রীদাস গোস্বামীর অভিন্ন আচারের নিগূঢ় রহস্য ভগবজ্জনের অব্যক্তপ্রচারকারি-সূত্রে ব্যক্ত প্রচারকারীর গুরুদেব।

সম্প্রতি যিনি শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থানের মহিম প্রচারকল্পে লক্ষ লক্ষ শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র আশ্রয়—তাঁহার সহিত বিরোধ-কল্পনায় অনেক একদেশ-দৃষ্টিসম্পন্ন বিষয়প্রমত্তজনগণ নানাপ্রকারে বিরোধ চেষ্টা করিতেছেন। তাদৃশ বিরোধচেষ্টা জগতে অজ্ঞান আনয়ন করিবে, জানিয়া ও না জানিয়া যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের প্রতিকূলে স্ব স্ব চেষ্টা নিয়োগ করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র 'জীবন্মুক্ত' বলেন না; অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের

ইন্দ্রিয়জ মাপকাঠিতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা নামক দোষ অবলম্বন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রতিকূল চেষ্টাকে সেবা-নামে অভিহিত করেন। ভক্তির প্রতিকূল সম্প্রদায়কে শ্রীগৌরনিজজন শ্রীরূপগোস্বামীপাদ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—(১) কৃষ্ণসেবা-বিমুখ কৃষ্ণেতর সেবানামে ভোগাভিলাষী বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত সাহজিকগণ, (২) কর্ম্মাবৃত হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বাহ্যসাধনপ্রণালীরত বিকৃতস্বরূপে ভক্তি-প্রতিকূল-চেষ্টান্বিত অসংখ্য সম্প্রদায়, (৩) আধ্যক্ষিক জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়া বলপূর্ব্বক ভক্তিবিদ্বেষী পঞ্চোপাসক মায়াবাদি-সম্প্রদায়।

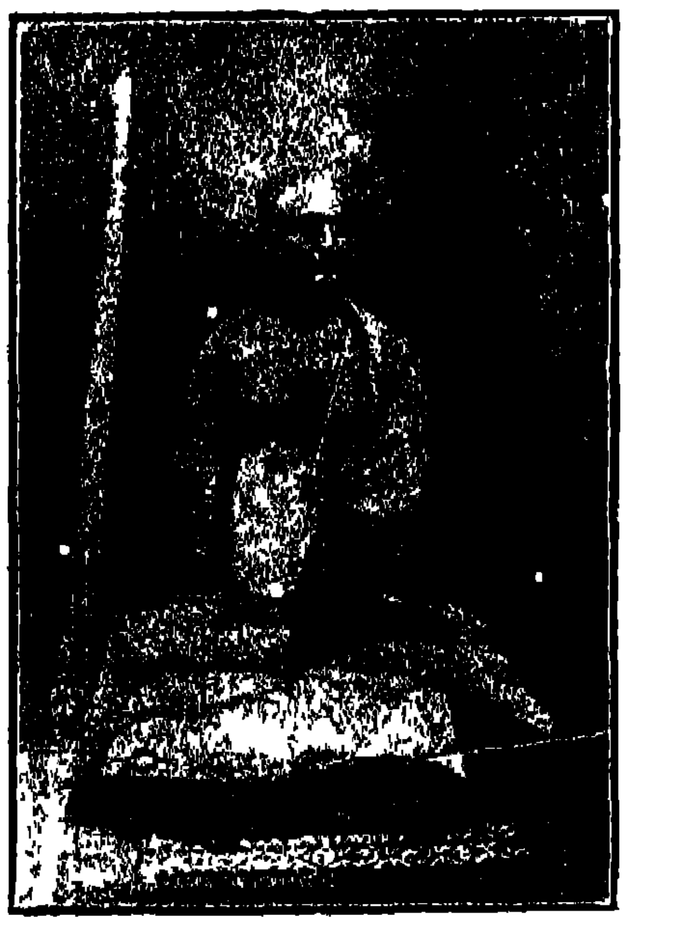

ইঁহারাই শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিচারের প্রতিকূলে বলপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট প্রচারের বাধা প্রদান করেন। তজ্জন্য ইঁহারা দলে বেশী। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা সত্রযাজিগণ দুর্ল্লভ, সহস্র প্রাকৃত বিচারে সত্রযাজী অপেক্ষা অপ্রাকৃত বেদান্তবিচার নিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ দুর্ল্লভ, কোটি অপ্রাকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠের মধ্যে কেবল ভক্ত্যাশ্রিত অমিশ্রভক্ত শ্রেষ্ঠ, অমিশ্র ভক্ত মধ্যে আবার ঐকান্তিকী ভক্তির সেবকের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের তারতম্যবিচারে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন নিত্যসচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি সম্ভোগবসবিগ্রহ দ্বিদল বৈকুণ্ঠ-গোলোকের মালিক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। উঁহার প্রতি রতিরহিত জনগণ জড়ের বা ভোগময়ী ভূমকার পঞ্চরসাশ্রিত। উহা গোলোকের বিকৃত প্রতিফলন ছায়া মাত্র। জড় বিজ্ঞান ও জড় সাহিত্য ভোগী কর্ম্মবীরের সাহায্য করে, নৈষ্কর্ম্ম-লব্ধ-জ্ঞান অপ্রাকৃত সেবা-নিরত হইয়া জড়বিজ্ঞান জড়সাহিত্য জড় অলঙ্কার জড়বিদ্যা-প্রমত্ত ত্রিগুণ দ্বারা প্রকৃতি হইতে প্রসূত কার্য্য সমূহের কর্ত্তৃত্বাভিমানিজনগণের রসের সহিত অসহযোগিতা করিয়া যাঁহারা—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

এই শাস্ত্রবচনের অনুসরণ সম্বন্ধিনী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের বিদ্বৎ প্রতীতি মায়া-মুগ্ধ জনগণের মাপকাঠিতে বিদ্যা-শব্দে অভিহিত না হইলেও তাঁহাদের অবিদ্যা-জড়িত অহঙ্কারের ঔষধ রূপে বিনাশিনী ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের সুধাবিস্তারিণী লেখনী—"(জড়) "বিদ্যামদে (জড়) ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।" তাহাদের জড়বিদ্যা ও জড় ধনে অপ্রমত্ত জনগণ জড়াতীত অখণ্ড জ্ঞান রাজ্যে বেদান্ত বিদ্বান্ অখিল ঐশ্বর্য্যের কোষ সমূহের মালিক, সুতরাং আরোহবাদীর বিদ্যা "আক্রুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" বিচারে লঘুতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের নিত্য ভক্ত ও শ্রীচৈতন্যের অনিত্য ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিকূলভাবে অবস্থান সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি,—এই যুগ-চতুষ্টয়ের ইতিহাস সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট গৌরজন্মস্থানের বিরুদ্ধে মায়াদেবী যে প্রবল ভাবে ভগবানের ও ভগবদ্ধামের স্বরূপ আচ্ছাদন করিবেন, এবং তাদৃশী বৃত্তির পরিচালনার্থই তাহার অধিষ্ঠান,—একথা শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লোকের অজ্ঞাত অলৌকিক বিচার সাত্বতসংহিতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অদ্য তাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবগণের জীবন্মুক্ত পুরুষগণের চেষ্টার বিরুদ্ধে যে অভিযান, সেই অভিযানকেই গৌরজন্মস্থানের নিরূপিকা সভা-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব হে আধ্যক্ষিক জ্ঞানে প্রতিভান্বিত জীবন্মুক্তপুরুষবিরোধী মহোদয়গণ, আপনাদিগের শ্রীচরণকমলে নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক সূত্রে আমি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথাই শ্রীরূপাদি পরমহংস গৌরভক্তগণের আনুগত্যসূত্রে বর্ণাশ্রমাবস্থিত জনগণের নিকট নিবেদন করিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

আমার এই নিবেদন ক্ষণকালের জন্য নহে, কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত জীবের আধ্যক্ষিক বিচার প্রবল থাকিবে, তৎকালাবধি অধোক্ষজ বস্তুর প্রাকট্যস্থান নির্দ্ধারণে অধিক প্রমাদ উপস্থিত হইবে বলিয়া, তাহাদের উপযোগী ভাষায় আর কতকগুলি কথাও বলিলাম। আমি একজন প্রত্নতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত, আমাকে তাদৃশ ভূষণ পরাইয়া আমাকে নিত্যসেবায় প্রবুদ্ধ করাইবার জন্য অহমিকা-প্রমত্ত বুদ্ধগণের ও তদাশ্রিত বৌদ্ধগণের আধ্যক্ষিক জ্ঞানে যেরূপভাবে ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় প্রবেশ করিতে পারে, তাহার প্রদর্শনরূপ অপ্রীতিজনক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

যেরূপ ভগবান জীবকুলকে মায়িক বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ প্রদানক্রমে বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বৌদ্ধগণের মত প্রচ্ছন্ন-ভাবে পরিচালনার উদ্দেশে শঙ্করাজের মূর্ত্তিতে ভগবানই ভক্তির বিদ্বেষিলীলা প্রদর্শনচ্ছলনায় মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত বেদান্তের মধ্যে মায়াবাদের আবর্জ্জনা বিদূরিত করিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক-শ্রীগৌরসুন্দরের জনগণ আচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ ও ভক্তের অনুকূল সেবা-কার্য্যে আমাকে প্রত্নবিদ্যার উপলক্ষণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমি এখন শ্রীনদীয়াপ্রকাশের সেবায় নিযুক্ত অযোগ্য সেবক। আমি অযোগ্য হইলেও আমার গুরুবর্গই এইকার্য্যে একমাত্র যোগ্য, অন্যে নহে। আমাদের পুঁজিপাটার ভাণ্ডারে অসংখ্য প্রমাণ যাহা আমি অদ্য স্থানাভাববশতঃ দিতে পারিলাম না, তাহা দিবার জন্যই আধ্যক্ষিক জ্ঞান-সম্পন্ন নরগণের জীবনের শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত তাঁহা-দিগকে কুপথ্য-সেবন নিষেধ করিবার জন্য প্রত্যহই যত্ন করিতে থাকিব। যখন যাঁহার যে বিষয়ে সন্দেহ-বীজের অজ্ঞান ভ্রমপথে লইয়া যাইবে, তখনই আমি তাঁহাদিগের নৈশ তিমির আলোকের ক্ষীণপ্রভা অপেক্ষা শতকোটী সূর্য্যের একত্র সমাবেশ-জনিত আলোকের ছটা পাঠাইবার যত্ন করিব।

ভাই কুতার্কিক

আমি শ্রৌতপন্থী, আর তুমি ভাই কুতার্কিক, আমরা দুইভাই মানুষের মাথায় বসিয়া ঘাড়ে পা দিয়ে, পৃথিবীতে বিচরণ করি। আমরা দুইভাই বটে, কিন্তু পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, তাই, আমাদের দুই মায়ের পরিচয় না দিলে আমরা পরস্পরকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের মায়ের পরিচয় পূর্ব্বে মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীরা বলিয়া গেছেন। মায়াবাদীরা বলেন,—'জগৎ মিথ্যা মানবজ্ঞান মিথ্যা,—ব্যবহারিক মাত্র, তর্কদ্বারাই একমেবা দ্বিতীয়ং স্থাপন করা যায়, অধ্যাসরূপে অজ্ঞানের ক্রিয়া তাৎকালিক হইলেও উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু লৌকিক প্রমাণের আশ্রয়ে রাবণের সিঁড়ি বাঁধনে policyতে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই চরম বলিয়া নিজে বুঝিব ও লোককে বুঝাইব।

তত্ত্ববাদী বলেন—হরি নিত্য পরতত্ত্ব, অখিল-আম্নায় বেদ্য বিশ্বসত্য, জীবসমূহ ভিন্ন, জীবের তারতম্য আছে, জীব মাত্রেই বৈষ্ণব বিষ্ণু পাদপদ্মপ্রাপ্তই জীবের মুক্তি।

সুতরাং দুই ভাএর দুই মায়ের পরিচয়ে একটা তফাৎ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই আমরা বৈমাত্রেয় ভাই ভাই কুতার্কিক, আমি যে তোমাকে কুতার্কিক বলি তুমি তোমার সেই দুর্নাম কাটাইবার জন্য আপনাকে শ্রৌতপন্থী বলিয়া গোজামিল দেও, তাহা ত তোমার আচার-বিচারে ধরা পড়িয়া যায়।

তুমি তোমার চোক, কান, নাক, জিভ ও চামড়া দিয়া যে একঘেয়ে আংশিক ধারণা লাভ কর, সে ধারণার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া রাবণের মত সিঁড়ি বাঁধিতে গিয়া আমার উপাস্য বস্তু জগন্নাথকে তোমার আয়ত্তের মধ্যে একটা ভোগের বস্তু বলিয়া কল্পনা করিতে চাও এবং সেই কল্পনায় গা ভাসাইয়া তুমি কখনও কৃষ্ণ সাজিতে চাও পরের দ্রব্য হরণ [illegible] পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সব এক [illegible] বাউল ধর্ম্ম প্রচার কর, [illegible]
[illegible]

'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়, কখনও বা সমন্বয়বাদের ভান করিয়া জগতের বোকা লোকগুলিকে ধোঁকা দেও, কখন বা বল যে, "পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিব" কখনও বিচার দেখাও যে, মা ও বামার মধ্যে প্রকৃত ভেদ নাই,—বদ্ধ বিচারে ভেদ মাত্র কখনও আপনাকে মুক্তাভিমানে মাতৃবুদ্ধি পরিহার করিয়া বিকল্পে মাতৃবুদ্ধিতে নিজ ভোগ্য বুদ্ধিকর, আর তর্কের সাহায্যে আমার ভাল লাগে বলিয়া প্রেয়ঃপন্থী হইয়া শ্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থী তোমার ভাইকে সহস্র আকারে আক্রমণ কর, কিন্তু তোমার মঙ্গল প্রার্থী ভাই প্রেম ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে ভাই বলিয়া যখন সম্বোধন করে, তখনই তুমি চোখ লাল করিয়া তাহাকে বোকা বলিয়া তোমার দলে টানিয়া আনিবার যত্ন কর, তোমার ভাইএর সহিত নানা তর্ক বিতর্ক কর, গায়ের জোরে তোমার ভাইকেও 'বাস্তব শ্রৌতপন্থী' বলিবার পরিবর্ত্তে 'প্রচ্ছন্ন তার্কিক বলিয়া নিজের কুতর্ক প্রবৃত্তির কলঙ্কের লাঘব কর। মনে মনে তুমি বেশ জান যে, তোমার কুতর্ক চেষ্টা দ্বারা শ্রুতি-ব্যাখ্যার আবরণে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের পোষণ করিতেছে। তোমার এই সকল ছল প্রবৃত্তি দেখিয়া তোমার শ্রৌতপন্থী ভাই কুতর্ককে সম্বল মনে না করিয়া মহাজনের নিকট বেদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তাহাতে তুমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যাও, আর তোমার বিপত্তি দেখিয়া তোমার ভাই শ্রৌতপন্থীর বড়ই দয়া উপস্থিত হয় তুমি কিন্তু সেই দয়াকে তোমার ভাইয়ের বোকামি মনে কর।

ভাই, কুতার্কিক, আর কতকাল তোমার কুতর্কের আগ্নেয়গিরি চাট-চাপা করিয়া রাখিবে,—পদে পদেই যে কুতর্কানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। সর্ব্বশেষত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ভগবদ্‌গুণকে আক্রমণ করাই তোমার কুতর্কের স্বভাব। তোমার আক্রমণ করিবার স্বভাব চাটচাপা থাকলেও, চাট ফুঁড়ে ধোঁয়া বাহির হয়, আর তা' থেকেই কুতর্কের বিরুদ্ধে শ্রৌতপন্থী ভাই 'স্যায়সুধার' সাহায্যে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" প্রভৃতি বিচার তোমাকে দেখাইয়া দিয়া তোমার কুতর্কেচ্ছামূলক ঈশ্বরনাশ-প্রবৃত্তি বা Vandalism চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, বলিয়া তোমার বেদানুগ ভাইটীকে তোমার 'বৈমাত্রেয়' অর্থাৎ 'তোমার নিজ জননীর সপত্নী উচিত ঈর্ষাভাবের সন্তান' মনে কর। তুমি কি, ভাই, এইসকল কপটতা ছাড়িয়া দিয়া সরল হইতে পারে না? জ্ঞানের বিষয় দুইভাগে বিভক্ত হইলেও আমি যে তোমার একজন অংশীদার, তুমি তাহা সমন্বয়বাদের খাতিরে স্বীকার করিলেও কাযের বেলায় আমাকে বঞ্চনা কর কেন? আমার কোন সম্পত্তি নাই, তুমিই জ্ঞানের একচেটিয়া মালিক,—এ অহঙ্কার তোমার কেন? তোমার কি মনে পড়ে না যে, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়? 'কাটথোট্যাই' করিলে যাহা লাভ হয়, তাহা তোমার একচেটিয়া অজ্ঞান, তোমার মুখে 'নারায়ণ নারায়ণ' শব্দ, তাহাতে তিনি তোমার ধারণায় অন্য দেবগুলির সহিত ঐকপর্য্যায়ে গণিত হওয়ায় 'মায়াই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মই মায়া' প্রভৃতি তোমার কথাগুলি যথার্থ জ্ঞানের পরিচায়ক, না তাহার বিপরীত? 'সকল ঘট তোমার' আর 'সকল ঘট তুমি',—এই কথা বলিয়া কেন ধৃষ্টতা কর? "না কি "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই মতের অপর উদাহরণ নহে? তুমি কখনও বা 'কর্ত্তাভজা' সাজিয়া ভক্তের ভাণ দেখাও, তুমি কখনও বা আউল-বাউল-নেড়া-কর্ত্তাভজাদির বেশে তোমার ভাইএর সম্পত্তি লুট করিবার শয়তানি দেখাও; সেই স্বভাবটা কি নির্গুণতা? হরিই ত একমাত্র নির্গুণ, আর তোমার কল্পিত হরি ত নির্ব্বিশেষ। তুমি লোক ঠকাইবার জন্য কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস কর না, কৃষ্ণলীলার আদর্শটী নিজেই উপভোগ করিয়া জগতে নানাবিধ কলঙ্ক আনয়ন কর।

ভাই, তুমি কেন কৃষ্ণের স্মিতাধরটি অনিত্য, বংশীধ্বনিটি অনিত্য, অপাঙ্গদর্শনটি অনিত্য, কৃষ্ণের মথুরায় মালাপাত ব্যাপারটি অনিত্য, রাসক্রীড়াটি অনিত্য, বলিয়া মনে কর? এই সব ধারণা যে কতগুলি নীতিবর্জ্জিত মানুষের কল্পনা প্রসূত, তাহা কি তুমি জাননা। ভগবত্তা লোপ পাইয়া নির্ব্বিশেষ অবস্থাই চরম ও সকলের মূল বলিয়া তুমি যে তিনপ্রকার দুঃখ আচ্ছন্ন সংসারে মজা লুটিবার ভাণ করিতেছ, আর নিত্য শাশ্বত ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণের লীলার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিজে গোপনে সেই সকল ভোগে রত থাকিয়া পারদারিকের পরদ্রব্যাপহরণের নিন্দা অঙ্কিত করিতেছে'—ইহা কি তোমার সাধুতার পরিচয়, না আর কিছু?

তুমি নির্ব্বিশেষবাদীর সজ্জায় তর্কের জাল পাতিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবের নিত্যত্ব-স্থাপন-ছলনায় ভগবানের উদ্দেশে ইহজগতে প্রকৃত শুদ্ধভক্তের অনুষ্ঠানসমূহকে নির্ব্বোধের চেষ্টা বলিয়া প্রতিপাদন করিবে, আর নিজে নাস্তিক সাজিয়া মুক্তবায়ু সেবনে আনন্দ উপভোগ করিবে, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্রব্যগুলি সমস্তই লুট করিবে, আর তোমার মরিয়া যাইবার পর সেইগুলি "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" বলিবার ছলনা দেখাইয়া ভক্ত সাজিতে আসিবে,—এই শয়তানি কি তোমার চতুর শ্রৌতপন্থী ভাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন না, মনে কর? তোমার এই সকল চেষ্টা জনক জ্ঞানের সম্পত্তির বন্ধক দেওয়া মাত্র। তাহা হইলেও আমার অংশের বন্ধক দিয়া তুমি যে নিজের অসুবিধা আনয়ন করিবে,—ইহা দেখিলে আমার কষ্ট বোধ হয়।

ভাই, তোমার অংশীদারকে তাহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিওনা, যদি করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার বঞ্চনা ধরা পড়িয়া যাইবে। প্রকাশ্য তর্কপন্থী হইয়া ভোগীর পোষাকে মায়াবাদী যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তের সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। সমন্বয়বাদের ছলনায় বিবাদপ্রিয় মার্জ্জারদ্বয়ের সম্পত্তি বিভাগ করিতে গিয়া মর্কটের যে উহাদের সম্পত্তিগ্রহণ পিপাসা, তাহা শিশুপাঠ্য ঈশপের গল্পে লেখা আছে। তুমি আবার তাহার দ্বিতীয়বার আভিনয়ের জন্য ব্যস্ত কেন?

তুমি কি জান না যে কৃষ্ণভক্ত তোমার চেয়ে বেশী চতুর? সে ত' তোমার মত জড় বিষয় ভোগ্য বা কর্ম্মকাণ্ডকে শুদ্ধজ্ঞানের 'সাধন' বলিয়া স্বীকার করে না! শুদ্ধজ্ঞান-সম্পত্তির অংশীদার সত্যিকার শ্রৌতপন্থী তোমার ন্যায় কপট অনুচানমানীর বিচার প্রণালী হইতে পৃথক্ হইয়া নিজের অংশে যে চিদ্বিলাস-বিচারে আবাহন করেন, তাহা কি তোমার চিন্মাত্রবাদের মায়া-মরীচিকার প্রলোভন দ্বারা বিপথে চালাইতে পারিবে, মনে কর।

এই সকল কথা শুনিবার পরেও, ভাই কুতার্কিক, তুমি কেন তোমার বিষয়-সম্পত্তি শ্রৌতপন্থীর বিরুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি লুট করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া দিলে? ঐ ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে তোমাকে নামাইয়া লইতেও আমার অংশটুকুর দখল পাইতে আমাকে খানিক উদ্বেগ পাইতে হইয়াছে। কাহারও দ্রব্য অপর ব্যক্তি জোর করিয়া গ্রহণ করিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হয়; সুতরাং আমার অংশ নষ্ট করিবার কুপিপাসা কেন হইল ভাই?

তুমি তোমার অংশে তর্ক বিতর্কের জাহাজ লইয়া গৌরজন্মস্থানের অপরকূলে দাঁড়াইয়াছ বটে, কিন্তু আমি ত' তোমার অংশের জন্য লালায়িত নহি। আমি তোমার কুতর্ক ও জ্ঞান-গরিমার অংশ-লাভের প্রত্যাশী নহি। উহা মল মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিবার পর সুস্থ হইয়া আমি মহাজনের অনুগমন করিয়া এখন নিশ্চিন্ত আছি। আমার ত' কোনই চিন্তা নাই, ভাই। তাই আমি তোমার সম্পত্তিতে থাবল দিতে দৌড়াই না, আর আমার সম্পত্তিতেও ছোবল দিবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি নির্ম্মৎসর সাধুগণের ওয়ারিশ, তুমি তাহার প্রতিপক্ষস্থত্রে মাৎসর্য্য-সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্, তাহা আমি বেশ জানি; অর্থাৎ হিংসাই তোমার ধর্ম্ম, আর অহিংসাই আমার ধর্ম্ম। শ্রৌত-পন্থী—হিংসাপরায়ণ, আর কপট-শ্রৌতপন্থীর বেশে তোমার ন্যায় কুতার্কিক—অহিংসক, এইরূপ ধোঁকা দিতে তুমি পটু হইতে পার, কিন্তু আমি তোমার 'কারচুপ' ধরিয়া ফেলিতে পারি।

আমি কখনও পরদার, পরদ্রব্য চুরি করিয়া রাবণের পক্ষ অবলম্বন করি না,—আমি আরোহপন্থী নহি,—অবতারবাদী আর তুমি—অবতার বিদ্বেষী ও অধিরোহবাদী তোমার আমার বৈমাত্রেয় ভাই সম্বন্ধ চিরদিনই আছে ও থাকিবে। গৌরহরির নির্ম্মল ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিবার জন্য তোমার যে অবৈধ প্রস্তাব, তাহাতে আমার অনুমোদন নাই বলিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হওয়ায় তোমার হৃদয় যে মৎসরতা, তাহাকে ভাল করিয়া মিষ্ট চিনি দিয়া মাখিয়া আমার কাছে যদি ঐরূপ ভেজাল চালাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার চালাকি দেখাইয়া দিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব; তখন লোক তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে। তোমার মত কোটি কোটি ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত চেষ্টার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পাদন করিবার ভার আমার আছে। সুতরাং তুমি বিশ্বের প্রলয় পর্য্যন্ত তোমার নিজ স্বভাব দেখাইয়াও আমার সম্পত্তির নিকট কখনও আসিতে পারিবে না।

কাচভাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত মধু পান করিবার নিমিত্ত কাচের বাহিরে থাকিয়া তোমার যে অভিনয়, তাহাতে সাধারণ লোকে তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মুগ্ধ হইতে পারিবে, কিন্তু কোন মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব তোমার চাতুরীর প্রলোভনে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবে না। তাঁহারা যে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত, তাঁহারা যে 'তোমার চৈতন্যের' গণেশের চৈতন্যের' মনঃ কল্পিত চৈতন্যের' ধার ধারেন না, ভাই। ঐগুলি যে মহাজন বিরোধী লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

ভাই, আমি—শ্রীচৈতন্যের সম্পত্তি, আর তুমি শ্রীচৈতন্যের বিরোধী হইয়া 'তোমার চৈতন্যের' দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা দেখাইতে গিয়া তোমার স্বরূপের পরিচয় দিতেছ, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদাসগণের সহিত তোমার যে নিত্য বিরোধ, তাহা তুমি ভাল করিয়া স্পষ্ট ভাবেই দেখাইয়াছ। তুমি তোমাকে চৈতন্যদাস বলিয়া তোমার তুচ্ছ বাঞ্ছা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে চৈতন্যদেবের কিন্তু তাহাতে সুখ হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ সুখ কিসে হয়, তাহা কি শুনিয়াছ? ভাই কুতার্কিক, একবার শ্রীচৈতন্যবাণীটি কি আমার নিকট শুনিবে? সেই শ্রীচৈতন্যবাণীটি এই,—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

আবার বলি,—শ্রীসনাতনের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশটি কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ?

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এখন আসি, এবারকার মত বিদায়। গৌরের ইচ্ছা হয় ত আবার দেখা হবে।

গঙ্গাতীরে

মহিলা সঙ্ঘ

গত শুক্রবার নবদ্বীপে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া কয়েকটী নারী পরস্পরের মধ্যে যে কথোপকথন করিতেছিল, সেই কথাগুলি দূর হইতে জনৈক সংবাদদাতা এরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন।

প্রথমা নারী—ভাই, গৌরের নাড়ীপোতার স্থান ও শচীমাতার ঘর কোথায় ছিল, জান্‌বার জন্য কল্‌কাতায় এক ভারী সভা হবে।

দ্বিতীয়া নারী—গৌরের বাড়ী কোথায় ছিল, একথা জান্‌বার জন্যে কোল্‌কাতায় কেন সভা হবে?

১মা না—একেনে পোড়ামাতলায় ইটওলা বাবু সেদিন এক বৈঠক বসিয়েছিলেন, তারাই কল্‌কাতায় গিয়ে ঐ সব কথা বলাবলি করবেন, ভারি ঝগড়া বেধেচে।

২য়া না—ইটওলা বাবু কে? একেনে সেদিনকার বৈঠকে একটা কাটছিট হোয়ে যায়নি কি?

১মা না—একেনে যদি ওসব ঠিক হোত তাহলে আর কোল্‌কাতায় যেতে হোত না। ওই বাগচিবাড়ীর বাবুই কোমর বেঁধে লেগেচেন। তার সঙ্গে আবার নজোন লোক তর্ক করতে যাচ্চে।

৩য়া না—কোল্‌কাতায় আবার কোতায় এই বৈঠক হবে?

৪র্থ না—শুনছিলুম সেকেনে আলবাট্ কাটে, না কি একটা জায়গা আছে, সেকেনে।

৩য়া—ওই সিঁত্তির রাস্তায় নাকি?

৪র্থা—না না সেই সভায় কাশিম বাজারের মহারাজা তাঁর মন্ত্রীদের নিয়ে এই সব বিচার কোরবেন্।

৩য়া—সেকেনে কি উকিল, মোক্তার, জজ সব আসবে?

১মা—সেকেনে শান্তিপুরের এক গোঁসাই, দুই খড়দার গোঁসাই, সিলেটের বৈরিগী, সিলেটের এক বক্তা-এক ডাক্তার, নদে'র পণ্ডিত, দুজন মোছলমান, মৌলবী, কাগমারীর পণ্ডিতমশাই প্রভৃতি কদের ছবি দেখ্‌বেন্। কোল্‌কাতায় পরেশনাথের বাগান যেতে যে বাংলা ভাষার খোলতানি বৈঠক আছে সেকেনকার মুহুরিমশায় সভাব পেবধান উজ্জুগী।

২য়া—তুমি এত খবর কোথা থেকে পেলে?

১মা—সহর শুদ্দ, হৈ চৈ পোড়ে গ্যাচে, তুমি কি তা জান না? শুদু ঘাটে কেন হাটে, লোকের বাড়ীতে আর কারো মুখে কোনো কথা নেই। ওই গঙ্গার ওপারে যারা ঠাকুর বাড়ী কোরেচে তারা নদে সহরকে ওপারে নিয়ে যাবে বলে আমাদের বাড়ীর কর্ত্তামশায় ইটওলা বাবুর বাড়ীতে দিনরাত ওই গল্প কব্‌চেন।

৩য়া—এবার গঙ্গার ওপারে দোলের দিনে যে মহোচ্ছব হ'যেছিল তাতে হাজার হাজার লোক পেসাদ পেযে গ্যাচে আর সহরে যাত্রীরা খেতে এলে একেনকার ঠাকুরবাড়ীর লোকেরা তাদের কাচে পাঁচসিকে আদায় করে ও সেরূপ খেতে দেয় না।

৪র্থা—ওপারে যেমন লোক্‌কে খেতে দেয় শুন্‌চি তেম্‌নি বড় বড় লোক অনেক টাকা খরচ কোরে লোককে খাওয়ায়।

৩যা—সিলেট থেকে কাঁকড়ের মঠে যে বৈরাগী এসেচে সে নাকি মায়াপুরের ঠাকুরবাড়ীতে খেতে গিয়েছিল তাকে না খেতে দিয়ে কে যেন মেরেচে'। খেতে না হয় না দিলেই হ'ত তাকে মার্‌লো কেন?

২য়া—আমি শুনেচি সে লোকটা অন্য কোথায় কি অন্যায় কত্তে গিয়েছিল তার জন্য সে বেশ মার খেয়েছিল। তারপর কতকগুলো নষ্ট লোকের পরামর্শ নিয়ে ওই দোষটা চাপিয়ে দিচ্ছিল ওপারের ঠাকুরবাড়ীর ওপর। মায়াপুরের লোকেরা ওই কথা কিছুই জানে না। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া একটা চালাক লোকের স্বভাব। ঐ বৈরিগী না কি ওপারের মায়াপুর ভাঙ্গাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেচে।

১মা—ওপারের লোকগুলো যাত্রীদের বেশ যত্ন করে। ভেট নেয না। নদের মত সহর বসাবে বোলে এখানকার লোকেরা ওদের হিংসা করে। এবার না কি এমন মতলব হয়েচে যে সিলেটের বৈরিগীকে বৈঠকে খাড়া ক'রে গৌরের ঘরের একটা হ্যাস্তন্যাস্ত করবে।

৩য়া—এপারে কাকড়ের মাঠে পূর্ব্বে থেকে অনেক ঘর লোক বসেছে। কাশিমবাজারের মহারাজের অজচ্ছলে টাকা। সেই রাজার ভাণ্ডার থেকে লাক লাক টাকা খরচ করে কাঁদির মন্দিরের মতো বড় মন্দির উঠ্‌বে

২য়া—নতুন জমিতে মন্দির গাঁথলে ত আবার গঙ্গার ভাঙ্গনে ভেঙ্গে যেতেও পারে।

১মা—কোলকাতায় সোনারবেনে ধনীদের টাকায় কাঁচড়াপাড়ার মন্দির, খড়দার কালনার মন্দির হয়েচে। এবার যদি কাশিমবাজারের রাজা টাকা না দেয়—এই বড়ালঘাট দেখচো না? তাদের মত এক বড়াল সব টাকা দিয়ে দেবে—কোলকাতা থেকে এবার টাকা এনে বড় মন্দির গাঁথবে।

৪র্থা—ম.হলগঞ্জের পাল সাহেব বাবুর জমিবিলিতে এবার অনেক লাভ হোয়েচে। ওরাও কোন্ না, দু চার লাক টাকা দিয়ে মন্দির গাঁথবে? এবার সকলে জোটপাট করে এ পারেই দশ পাঁচ লাক টাকার ইট পুঁতবে। তা হোলে ইটওয়ালা বাবুর অনেক লাভ হবে। সিলেটের বৈরিগীর সব, দুঃখু, কষ্ট ঘুচ্‌বে। ন'দে সহর আবার ফিরে আসবে।

২য়া—কাঁদির রাজার মন্দির নাকি বালির নীচে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করে। সেই মন্দিরকে তুলে উঁচু করে লাগাবে। মায়াপুরের লোকেরা যেরূপ খাওয়ায় তার চেয়ে বেশী কাশিমবাজারের লোকেরা খাওয়াবে। সুতরাং খেতে পেলেই অনেকে রাজার বাধ্য হ'য়ে যাবে।

৪র্থা—সিলেটের বৈরিগী তার দেশের লোক দিয়ে মোছলমানদের রাগিয়ে দেবে, তা হোলেই তারা ওপারে সহর বসাতে দেবে না।

১মা—আমি শুনেচি, সিলেটের এক বক্তা বৈরিগীর কথা বেদবাক্যির ন্যায় বিশ্বাস করে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ওই বৈরিগীর সব কথা ঠিক নয। সে রাজার লোক ও সাহেব বাবুদের লোক হোয়েচে। বড় লোকের হিল্লেয় থেকে ওর খুব টাকাপয়সা রোজগার হবে। কিন্তু যতই কেন মতলব আঁটুক না, মায়াপুরের কাজির কবর, বল্লালদিঘি, বল্লালঢিবি ত' আর উঠিয়ে দিতে পারচে না। ওই খানেই মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল ও পুরাণো সহর ছিল। তারপরে কিছুদিন হোল, সেই সহর থেকে শঙ্করপুর নিদয়ায় গিয়াছিল। তারপর রামচন্দ্রপুর কাকড়ের মাঠে সহর বসেছিলো, তাপ ভেঙ্গে গিয়ে একেনে এখন সহর বসেচে। কল্‌কাতায় অনেক ভাল লোক পণ্ডিত লোক আছেন, তাঁরা সকলেই সিলেটের বাবাজীর মতলব বুঝে নিতে পারবেন। তখন চারিজনেই বলাবলি করলো বামনপুকুরবল্লালদীঘির নিকটই মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল। সত্যিকথা কোলকাতার সভায় নানা বাজে কথা হইবার পরেও সত্যিকার গৌরের জন্মস্থান যে ভেতর দ্বীপের মাঠের নিকটেই ছিল, তা সকলেই বুঝ্‌তে পারবে। যখন আমাদের মত মেয়েছেলেও এই কথা বুঝ্‌তে পারে, তখন দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা কোলকাতার সভায়, মনে হয়; ভুল করবে না। ঘাটে থেকে বলতে বলতে সবাই নিজের বাড়ী গেল।

"বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

"বঙ্গের গৌরব"—ভারতের গৌরব—পৃথিবীর গৌরব—চতুর্দ্দশভুবনের গৌরব—ভুবনাতীতধামের গৌরব শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয় একটী বিশেষ শ্লাঘনীয় কার্য্য। বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় বাঙ্গালীজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য,—এই বুদ্ধির মূল-পুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—ইহা অবিসংবাদিত সত্যরূপে সকলেরই স্বীকার্য্য।

জন্মস্থান-নির্ণয়

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর একান্ত নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিবার একটী অহৈতুকী চেষ্টার উদয় হইলে সর্ব্ববিষয়ে কুশল মহাপুরুষগণ **শাস্ত্র, প্রত্যাদেশ, মহাজন-বাক্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য** এবং তদানীন্তন **শ্রেষ্ঠজনমণ্ডলীর সমর্থন** প্রভৃতি সুদৃঢ় প্রমাণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ১৩০০ সালের ২রা মাঘ তারিখে কৃষ্ণনগরে একটী মহাসভায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয় করেন এবং তৎপরে অসংখ্যবার বহু প্রকাশ্য সভায় তদানীন্তন বিদ্বন্মণ্ডলী সেই সুদৃঢ় প্রমাণভিত্তিমূলে সুনির্দ্দিষ্ট মায়াপুর-নামক স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সম্মান করেন। প্রকাশ্যসভায় সর্ব্বসুযুক্তিমূলে সুনির্ণীত মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে পুনরায় নির্ণয় করিবার প্রয়াস পিষ্টপেষণ-ন্যায়বৎ কার্য্য বলিয়াই সুধীসমাজ বিচার করিবেন অথবা ইহার মূলে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

সংশয়

শ্রীচৈতন্যদেবের সুনির্ণীত জন্মস্থান-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সংশয় আছে—ইহা কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন। সংশয় দ্বিবিধ; একটী—সরল, আর একটী—অসরল। যাঁহাদের সংশয়ে কোন প্রকার অসরলতা নাই, তাঁহারা পরিপ্রশ্ন করিয়া সদ্যুক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত, সাধুমহাজনানুমোদিত শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া জানিতে পারিবেন; আর যাঁহাদের সংশয়ে কপটতা, তাঁহারা কোন দিনই সত্য গ্রহণ করিবেন না—ইহাও নিশ্চয়। ভগবানের নিত্য অস্তিত্ব আছে। এতদ্বিষয়ে যাঁহাদের কপট সংশয়তা, তাঁহারা কোন দিনই ভগবানে বিশ্বাসী হইতে পারিবেন না। হাজার শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণেও তাঁহাদিগের সংশয় অপনোদন করিতে পারে না,—ইহা সকলেই জানেন।

সংশয়ের উৎপত্তি

আপ্তবাক্যে সত্য ও নিরপেক্ষতার অভাব আছে আর ব্যভিচারদুষ্ট প্রত্যক্ষজ্ঞানে সত্যতা আছে,—এইরূপ ভ্রান্ত-বিচার হইতেই সংশয়ের উৎপত্তি। একশ্রেণীর লোক বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের সংশয় উপস্থিত হয়। আর এক শ্রেণীর লোক শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্যাসদেবের রচিত বলিতে সন্দেহ করেন। নৈমিষারণ্যে বরিষ্ঠ ঋষিগণের সভায় সূত-গোস্বামীর সভাপতিত্বে, শুক গোস্বামীর সভাপতিত্বে, অসংখ্য মহাজনগণের সভাপতিত্বে, শ্রীধরস্বামী, মধ্বাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি সর্ব্বলোক-বরেণ্য মহাপুরুষগণের সভাপতিত্বে ও সভায় যাহা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বেদ-ভাগবতের প্রতি পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত। ইহা সর্ব্বজগতের সেন্সাস্ রিপোর্ট আলোচনা করিলে যে কেহ জানিতে পারেন।

নির্ণয় করিবে কে?

ব্রজ-গৌড়মণ্ডল ... বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ অভিন্ন ... বৃন্দাবন ... নবদ্বীপ-সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে অর্থাৎ উক্ত স্থানই অজ্ঞাত হইয়াছিল। মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া রাধাকুণ্ডের কথা স্থানীয় লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই সেই লুপ্ততীর্থের কোন সন্ধান প্রদান করিতে পারিলেন না। চৈতন্যদেব অরিষ্ট-গ্রামের নিকট দুইটী ধান্যক্ষেত্রে অল্প জল দেখিয়া সেই স্থানে স্নান করিলেন এবং রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)। এইরূপে মহাপ্রভু তাঁহার ভক্ত শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা বৃন্দাবনের আরও অনেক লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার করিলেন। শুনা যায়, পরবর্ত্তিকালে কোন কোন সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিবিশেষ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত ঐ সকল আবিষ্কৃত তীর্থের মিল নাই, সুতরাং যথাস্থান নির্ণীত হয় নাই। এখনও অনেক কুতার্কিক ব্যক্তিকে এরূপ বলিতে শুনা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রমাণমূলে ও ভগবদ্ভক্তগণের উপলব্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। কিন্তু 'এইরূপ নির্ণয় ঠিক হয় নাই, এতদ্বিষয়ে সংশয় আছে'—ইহা বলিবার লোক কি এখনও জগতে কম আছে? নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটী পণ্ডিতগণের বৃহতী সভা আহ্বান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজকে সেই সভায় শ্রীচৈতন্যদেব যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা প্রমাণাদি-দ্বারা নির্ণয় করিবার জন্য তোতারাম দাস বাবাজী-মহারাজের প্রতি বিশেষ জোর জুলুম করিয়াছিলেন। তোতারাম দাস বাবাজী-মহারাজ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, কংসের চেষ্টা যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা বিষয়ে প্রমাণ, হিরণ্যকশিপুর চেষ্টা যেমন নৃসিংহদেবের ভগবত্তা-বিষয়ে প্রমাণ, তদ্রূপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধ-চেষ্টা ও মহাপ্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী-মহারাজ, পরমহংস শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী-মহারাজ, সিদ্ধ চৈতন্যদাস-বাবাজী মহারাজ, প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে ভূমিকে মহাপ্রভুর জন্মভূমি 'শ্রীমায়াপুর' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে 'নূতন' করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টাই পূর্ব্বতন সুনির্ণীত ও সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরস্থিত মহাপ্রভুর আসল জন্মভিটাকে বিশেষরূপে প্রমাণিত করিতেছে। মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনের নির্ণীত বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থসমূহ যেমন পরবর্ত্তিকালে জাগতিক চিন্তাস্রোতে ভাসমান অপস্বার্থপর হৈতুক প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের পুনরায় 'নূতন' করিয়া সেইসকল লুপ্ততীর্থস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা-দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবে না, শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

অলৌকিকতা বিশ্বাসযোগ্য নহে

আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, আমরা বিচার তর্ক-পরায়ণ, কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত যুক্তি আমরা বিশ্বাস করিব, অলৌকিকতা বিশ্বাস করিব না। আপ্তবাক্যে আমাদের বিশ্বাস নাই। কিন্তু এরূপ যুক্তি ঠিক হইত, যদি বিষয়টী সম্পূর্ণ 'জড়' বা লৌকিক হইত। মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতনের ন্যায় নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তের উপর লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারের ভার না দিয়া অন্য কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের উপর ঐ বিষয়ের ভার প্রদান করিতে পারিতেন। অতএব শ্রীমায়াপুরের জন্মস্থান বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে আমাদিগের তিনটী প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে,—(১) আপ্তবাক্য, (২) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, (৩) নিষ্কপট, নিঃস্বার্থপর পুরুষগণের অভিমত। শেষোক্ত প্রমাণটীর মধ্যে যদি কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন কপটতা থাকে, তাহা হইলে তাহা ব্যভিচার-দুষ্ট বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না।

ইতিহাসই কি একমাত্র প্রমাণ?

'ইতিহাসই গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয়ে একমাত্র প্রমাণ'—এই যুক্তি স্বীকার করিয়া যে গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণয় করিতে আমরা প্রস্তুত, সেই গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং বা শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবাদি সৎসাহিত্যপরিষদের সভাসদ্গণ তাহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন,—আপ্তবাক্যের অনুকূল ইতিহাসই স্বীকার্য্য, আপ্তবাক্যের সংস্রবহীন কেবল ইতিহাসের কোন প্রামাণিকতা নাই। সুতরাং ইহা হইতে দুইটী বিভিন্ন মতের সৃষ্টি দেখা যায়।

আমাদের কথা

আমরা বলি,—আপ্ত-বাক্যের অনুকূল ইতিহাস গ্রহণ করিব,—আপ্ত-বাক্যের পশ্চাৎ ঐতিহ্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিব। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন,—আপ্ত-বাক্যের অধিক প্রাধান্য নাই, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তীই একমাত্র স্বীকার্য্য, তাহাই গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ে মাপকাঠি হইবে।

ঐতিহ্যের ব্যভিচার

(১) স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। একদা তিনি গৃহের বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোককে রাস্তায় ভীষণ বিবাদ করিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত মিলাইবার জন্য বিবাদস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী লোকগুলিকে সেই স্থানের ঘটনাবলীর বিষয় প্রশ্ন করিয়া বিভিন্নপ্রকার উত্তর প্রাপ্ত হন। সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। (২) কোন কোন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের দ্বারা ঊর্দ্ধদেব-দুহিতা দেব উষিলা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্তা স্বৈরিণী বলিয়া চিত্রিতা হইয়াছেন; কিন্তু আবার তাঁহাকেই কোন কোন ঐতিহাসিক উন্নতচরিত্র-বিশিষ্টা বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। (৩) ছত্রপতি শিবাজীকে বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ স্বাধের প্রান্তরে ভীষণ অত্যাচারী নরপশুসদৃশ বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক সেই শিবাজীকেই একজন মহাধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। (৪) অন্ধকূপহত্যা-বর্ণনে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নরপিশাচরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু আবার অন্য ঐতিহাসিকগণের লেখনীতে সিরাজউদ্দৌলাও নিরপরাধিত্ব সূত্ররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত জার্ম্মান-যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে গিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধের অনেক ঘটনাই বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎ-প্রসিদ্ধ বীরাগ্রগণ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশীয় জীবন-চরিত লেখকগণ বিভিন্নচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পৌরাণিক ইতিহাস জৈনইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্যে পরে কা কথা, পৃথিবীর একটী বিশিষ্ট-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহামতি যীশুখৃষ্ট এবং মহাকবি সেক্সপিয়ারের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও, কোন কোন ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহ্যের গবেষণাকারিমাত্রেই স্থান, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধে ঐতিহ্যের ব্যভিচার-বিষয়ে এতদ্রূপ বহু দৃষ্টান্ত অবগত আছেন। বেশী উল্লেখ বাহুল্য মনে করি। তাঁহাদের সন্দেহ যে একেবারে লৌকিক-প্রমাণহীন তাহাও নহে; সুতরাং ঐতিহাসিকের যখন জাগতিক বস্তুসমূহেরই যথার্থস্বরূপ নিরূপণ বিষয়ে উপস্থিত হয়, তখন অপ্রাকৃত জন্মস্থান-বিষয়ে আপ্তবাক্য নিরপেক্ষ কেবল ঐতিহ্যের কোনই মূল্য নাই। 'ঐতিহ্য' প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অন্তর্গত সুতরাং 'ঐতিহ্যে' ব্যভিচার অনিবার্য্য। এইরূপ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার

প্রকৃত অনুগতসম্প্রদায় শ্রৌত-পথের অনুগত ঐতিহ্যেরই পক্ষপাতী।

'কলিকাতা রিভিউ' হইতে কাদির রাজবংশ-বিষয়ক বিদেশীয়ের লিখিত প্রবন্ধের যে একটী কিংবদন্তীমূলক অসম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে— যাহার অর্থ অনায়াসে বিভিন্নরূপে গৃহীত হইতে পারে এবং যাহা কিংবদন্তী বলিয়া স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে, সেই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া সত্য নির্ণীত হইতে পারে না, যদি সেইরূপ বিদেশীয় কিংবদন্তীকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের যে কলিকাতা রিভিউ বিরুদ্ধপক্ষের সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, সেই গ্রন্থেরই ৬নং ভলুমে ৪২২ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে লেখা আছে,—"Chaitanya was born in Nadiya A D 1346 At 44years of age he was persuaded by Adwaita to become a mendicant. He allowed widows to marry" etc হাসির কথা নয় কি? শ্রীচৈতন্যচরিতজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পাঠক বিচার করুন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটককে অগ্রাহ্য করিয়া এইরূপ কিংবদন্তীকেই প্রমাণ বলিলে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কিরূপ সত্য-ধারণায় উপনীত হওয়া যায়, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। অতএব লোকাতীত বিষয়ে আপ্তবাক্যই প্রমাণ এবং আপ্ত-বাক্যের অনুকূল ঐতিহ্যই স্বীকার্য্য। ইহাই চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

গৌর-জন্মস্থান লোকাতীত নহে।

এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সিদ্ধান্তের মহাবিরোধী। গৌরাঙ্গদেবের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ-পথে চলার অর্থ—গৌরাঙ্গের সহিত বিরোধ করা। বিরোধকারীর নিকট গৌরাঙ্গদেব প্রকাশিত হন না, সেবোন্মুখের নিকট প্রকাশিত হন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—ইহাই বেদ বলেন। নাস্তিক সাধারণের চিন্তাস্রোত ইহার প্রতিকূলে হইলেও ইহাই সত্য। গৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থানকে আমরা মাঘ-ভাস-কালিদাস ভবভূতির জন্মস্থানের সহিত বা সেক্সপিয়র-মিল্টনাদি মর্ত্ত্যজীবের জন্মস্থান 'জড়ভূমির সহিত 'সমান' মনে করি না, সুতরাং তাহার নির্ণয়-কার্য্যও সমান নহে। গৌর-জন্মস্থান-নির্ণয়-কার্য্য কেবলমাত্র প্রাকৃত স্বদেশ-প্রেমিকতা বা ইতিহাস-নিপুণতা কিংবা প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞতার কার্য্য নহে, ইহা অপেক্ষা আর একটু বেশী। যাঁহারা ইহাতে মতভেদ করেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গ বা গৌরাঙ্গের প্রিয়তমভক্তগণের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেন না। কাজেই সাধারণ লোকের সভা-সমিতি দ্বারাই গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। তাহাদের সিদ্ধান্তের মূল্য অন্ধ কপর্দ্দক।

নব-সভ্য সভাপতি মহাশয়ের প্রতি প্রশ্ন

নব-সভার সভাপতি ও সভ্যগণের মধ্যে সকলেই এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া গৌরজন্মস্থান-অনুসন্ধানের প্রয়াসী কি না? যদি তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী প্রমুখ নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণেরনির্দ্দিষ্ট, শাস্ত্র, যুক্তি, ইতিহাসাদি দ্বারা সুসমর্থিত এবং বহু প্রকাশ্য-মহাসভায় পিতৃপিতামহতুল্য প্রবীণ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা সুনির্ণীত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান পুনরায় সভা করিয়া নির্ণয় করিবার প্রহসন কেন? ইহা কি পিতৃপিতামহতুল্য ব্যক্তিগণকে—মহাপুরুষগণকে—আপ্তবাক্যকে উপেক্ষা নহে? বহু প্রকাশ্য সভায় সুনির্ণীত শ্রীমায়াপুরের প্রতি যাঁহাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সভার "স্থির সিদ্ধান্ত" দ্বারা নির্ণীত জন্মস্থানের (?) প্রতি পরিবর্তিকালে যে তাঁহাদের বা অন্য সম্প্রদায়ের পুনরায় সন্দেহ উপস্থিত না হইবে, তাহার প্রমাণ কি? আপ্ত-বাক্যে সংশয়াত্মা অস্থিরমতিগণ কখনও সত্যে উপনীত হইতে পারেন না,—ইহাই গীতাশাস্ত্র বলেন।

সভা বিচার

আপ্তবাক্যে—শাস্ত্রযুক্তি-পরিপুষ্ট সিদ্ধমহাপুরুষ-বাক্যে অবিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণের সমিতিতে যোগদান কর্ত্তব্য কি না? এরূপ সভার সভ্যমণ্ডলী পরমসত্যবিষয়ের কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন কি না? তাঁহাদের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কি না? এতৎ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়,

ধর্ম্ম ব্যতিক্রমো যত্র সমাজস্থ ধ্রুবং ভবেৎ।
যত্রাধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেন্ন শ্রেয়ং তত্র কর্হিচিৎ॥
ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে॥

* * *

বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥

(ভাঃ ১০।৪৪।৯—১০, ১১ ১৮।৩০)

নব্য অনুসন্ধানকারিগণ কি নিরপেক্ষ?

নব-সভায় বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মস্থান-নির্ণয়-চেষ্টায় স্বাক্ষরকারিগণ কি সকলেই নিরপেক্ষ? না, পূর্ব্ব হইতেই কোন পক্ষবিশেষ সমর্থন করিয়াছেন, কিম্বা কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়াছেন, তাহা জন্মভূমি-নির্ণয়ের পূর্ব্বে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ একটী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, অথবা কোন না কোন অপস্বার্থের খাতিরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য মঠের প্রচারের বিরোধী হইয়া একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, আর এক শ্রেণীর সংখ্যা—অতি অল্প, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিরপেক্ষ বা এতদ্বিষয়ে অধিক প্রবেশ করিয়া নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু তাঁহারা এক পক্ষের একদেশী কথা শুনিয়াছেন, অপর পক্ষের কোন কথা শুনেন নাই। অপর পক্ষের কথা না শুনিলেও সেই পক্ষের বিরুদ্ধ কথাই শুনিয়াথাকিবেন, কাজেই তাঁহাদের চিত্ত আপাততঃ (prima facie) সংশয়যুক্ত হওয়ায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অবস্থিত নহে।

এরূপ উক্তির প্রমাণ কি? শ্রীমায়াপুরের বিরোধি-চেষ্টারমূল কারণানুসন্ধানের আবশ্যকতা

এরূপ উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও স্ব স্ব লেখনী, কার্য্যকলাপ, চিত্তবৃত্তি ও আচরণ নিঃসন্দেহভাবে তাঁহাদের পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ করাইবে। আবশ্যক হইলে আমরা সত্য ঘটনা-সমেত সেইসকল প্রমাণ প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। মহাপ্রভুর নির্ম্মল ধর্ম্মের নামে সমাজে যে-সকল গাণগু-বৃত্তি, কুসিদ্ধান্ত, ব্যভিচার ও বিদ্ধমত, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা প্রভৃতি অবাধে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নিরাকরণকল্পে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ প্রবল আন্দোলন আনয়ন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থলের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা, স্বদেশ প্রেমিকতা, সার্ব্বজনীনতার আবরণে এইরূপ চেষ্টা। সরলপ্রাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অতি অল্প সংখ্যক নিরপেক্ষ স্বাক্ষরকারী এ কথা জানেন না অথবা তাঁহাদিগকে কৌশলক্রমে বিরুদ্ধপক্ষের মতলব আদৌ বুঝিতে দেওয়া হয় নাই।

দ্বিতীয়শ্রেণীর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ প্রথম-শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই যে স্বাক্ষরাদি করিতে বাধ্য হইয়াছেন—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে করেন নাই,—এ কথাও শুনা গিয়াছে।

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে প্রমাণ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমায়াপুর (১) শাস্ত্র, (২) প্রত্যাদেশ, (৩) মহাজন-বাক্য, (৪) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, (৫) তদানীন্তন নিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলীর স্বীকারোক্তি দ্বারা সুনির্ণীত হইয়াছে।

১। শাস্ত্রপ্রমাণ

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই বর্ত্তমান-যুগে সর্ব্বপ্রথমে শাস্ত্র হইতে 'শ্রীমায়াপুর' শব্দটী জগতে প্রকাশ করেন, তাঁহার রচিত 'নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—প্রমাণ-খণ্ডে' ইহার সবিস্তার শাস্ত্র-প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত আছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের 'শ্রীনবদ্বীপশতক', শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর', 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াপুরের নামোল্লেখ আছে। যখন ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের জন্মস্থান 'শ্রীমায়াপুর', এই কথাটী জানাইলেন, তখন আধুনিক নব্য গৌরাঙ্গ-জন্মস্থান-নির্ণয়-সমিতির কোন কোন উদ্যোগী এই শব্দটীকে রূপকমাত্র, 'বস্তুতঃ এইরূপ কোন স্থান নাই', বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিলেন।

২। প্রত্যাদেশ

সাধারণ সমাজে মহাপুরুষগণের প্রত্যাদেশের কথা প্রকাশ করিলে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত ফল হয়। কেহ কেহ ঐগুলিকে ভিত্তিহীন, অমূলক কল্পনামাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ বা তদনুকরণে অমূলক কল্পনাকে প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রচার করেন, কেহ বা ঐরূপ অনুকরণ-কারিগণের অমূলক চিন্তা ও প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাজনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ভগবৎপ্রত্যাদিষ্ট সত্যকে 'সমান' জ্ঞান করিয়া সত্যে 'অসত্য'-ভ্রম ও অসত্যে 'সত্য'-ভ্রম করেন। যাঁহারা এ বিষয়ে প্রকৃত জিজ্ঞাসু, তাঁহারা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্ব-লিখিত জীবনীর ১৮০ পৃষ্ঠা হইতে এ সকল কথা দেখিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কিরূপ অকপটতা, সরলতা, ভগবদ্ধাম-সেবৈক-স্পৃহার পরিচয় রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইবেন। ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া একান্তভাবে হরিভজন করিবার জন্য সঙ্কল্প করিলে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা "গৌরমণ্ডলের বহুবিধ কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে"—এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশেই গৌর-জন্মভূমি নির্ণয় করিয়াছিলেন। গৌর-জন্মভূমি নির্ণীত হইলে সেই স্থান হইতে অধিক অর্থাদি সংগৃহীত হইবে বা অন্য কোন প্রকার লাভ হইবে,—এরূপ অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি গৌর-জন্মভূমি নির্ণয় করিতে যান নাই।

৩। মহাজন-বাক্য

নানা মুনির নানা মত এবং তর্কের অপ্রতিষ্ঠান বলিয়া মহাজন-বাক্যই যে স্বীকার্য্য,—ইহাই বেদ-ভারত-ভাগবতাদি সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজে অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধমহাজন বলিয়া স্বীকৃত, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ এখনও তাঁহাকে পরমারাধ্য গুরুদেব বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ জগদ্গুরু সিদ্ধাসিদ্ধ মহাজন স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে নির্দিষ্ট

হইয়া কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে খোলভাঙ্গায় ডাঙ্গার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই স্থান খনন করিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের নিদর্শন ও জগন্নাথমিশ্রের গৃহ অর্থাৎ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত সুপ্রাচীন নিঃস্বার্থ লোক এখনও জীবিত আছেন। এই জগদ্‌গুরু মহাজনের বাক্যের সহিত শাস্ত্র ও সাধুবাক্যের ঐক্য করিয়াই বহু প্রকাশ্যসভায় ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, নবদ্বীপের সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় এবং যাবতীয় মহাজন, সকলেই সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল-দীঘির নিকটবর্ত্তি স্থানকেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল আপ্তবাক্যের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া জন্মস্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা যে অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি-মূলা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা আপ্তবাক্য স্বীকার করিলেন না, তাঁহারা কোন দিন মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের অধিকারী নহেন।

মানচিত্র

বর্ত্তমানকালে শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধপক্ষ নানাপ্রকার কল্পনার তুলিকা দ্বারা নানারূপ কল্পিত মানচিত্র অঙ্কন করিয়া প্রভুর প্রকট কালীন নবদ্বীপের প্রকৃত সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তি 'মালার ঝোলার' ন্যায় যে মানচিত্রটি অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বত্র গৌরব করিয়া থাকেন, তাহার ফলোটির যাথার্থ্য বা ভ্রান্তিপূর্ণতা সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান,—একথা ঐ মানচিত্র-মুদ্রণে সাহায্যকারী ভূতপূর্ব্ব "বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও"র অধ্যক্ষ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় 'মিলন মন্দিরের ও সেবকের পত্রের অন্যতম স্তম্ভ শ্রীযুত হরিদাস নন্দী মহাশয়কে বলিয়াছেন,—ইহাও শ্রীযুত নন্দী মহাশয় ভদ্রলোকের সম্মুখে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। মেজার রেনাল সাহেবের ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রপ্রভৃতি অস্বীকার করিয়া কল্পিত মানচিত্র দ্বারা সাধারণ লোককে ভুলাইতেছেন। প্রাচীন মানচিত্রে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারাদ্বয় প্রাচীন নবদ্বীপের দুইপার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন নদীয়াকে দ্বীপরূপে পরিণত করিয়াছিল। গঙ্গা ও জলঙ্গী-সঙ্গমের স্থানটি শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ, বর্ত্তমানকালের খড়ে আবড়া এবং জলকর দমদমা বাগোড়। এই কথা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখে রোবকারীতে কমিশনর মিঃ ক্যাম্পিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ নদীয়ার জজ মিঃ মুর সাহেবের ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের রায় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। মিঃ মুর সাহেব লিখিয়াছেন, "যেস্থলে পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা ও জলঙ্গী সঙ্গত হইয়াছিলেন, উহাই কাশিমপুর জলকরের দক্ষিণ সীমা", প্রাচীন-নবদ্বীপ, বর্ত্তমান দেড়শত বর্ষের নবদ্বীপের উত্তরাংশে অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরে। জলঙ্গী কোনদিনই রাম-চন্দ্রপুর বা কাকড়ের মাঠে প্রবাহিত হয় নাই, পরন্তু নবীন নবদ্বীপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-দক্ষিণে এবং উত্তরাংশে শ্রীমায়াপুরে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইয়াছিল। এই কথাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে চিফ্ জাষ্টিস্ স্যার পেথারাম এবং জজ স্যার ব্যাম্পিনী মহোদয় দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এই দুইজন মহামান্য জজ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন, "১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মেজার রেনাল সাহেবের মানচিত্রে স্থিরপুষ্করিণীর নিম্নে গঙ্গা ও খড়িয়া দুইটি নদী তিন স্থানে মিলিত হইয়াছে, দেখা যায়।" (১, বর্ত্তমান নদীয়ার উত্তরাংশে অর্থাৎ প্রাচীন নদীয়ায় শ্রীমায়াপুরে জলকর দমদমা ও বাগোড় (বর্ত্তমান), (২) প্রাচীন নদীয়ার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ গাদিগাছার উত্তরে, (৩) মহীশোড়া-দ্বীপের নিম্নভাগে। প্রাচীন-নদীয়াকে রামচন্দ্রপুর বলিয়া মনে করিলে, তথায় ঐ দুই নদীর মিলনস্থান রেনালের ম্যাপে অঙ্কিত নাই, পরন্তু শ্রীমায়াপুরই অঙ্কিত আছে।

শ্রেষ্ঠ জনমণ্ডলীর সমর্থন

তদানীন্তন সমস্ত শ্রেষ্ঠ জনমণ্ডলী এইরূপ শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন। এই মায়াপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সর্ব্বসাধারণে জানাইবার জন্য ১৩০০ সালে যে 'শ্রীধাম প্রচারিণী সভা' নাম্নী একটী মহাসভা সংগঠিত হইয়াছিল, সেই ধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ-সভার সভা-পতির আসনে সমাসীন ছিলেন—গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র আশ্রয় শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহ-দাতা বদান্যবর স্বধাম-প্রাপ্ত ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর। তৎপরে তাঁহার পুত্র বৈষ্ণবজনাশ্রয় মহাবদান্যবর বারাণসী-লব্ধ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর এবং তৎপরে তদীয় পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর। এই সভার কার্য্যসমিতির সভাপতি ছিলেন—পর-লোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেবল গিরিজানাথ রায়, ভক্তিসিন্ধু, আর বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের প্রধান-স্তম্ভ আদর্শ নিরপেক্ষ, অমায়িক স্বভাব, বিচক্ষণ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু প্রকাশ্য-সভায় এই মায়াপুরকেই মহা প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বহুগ্রন্থলেখক নিত্যানন্দবংশাবতংস আদর্শ-চরিত পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয় তাঁহার রচিত "শ্রীগৌরসুন্দর"-নামক একটী বৃহৎ গ্রন্থে মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীমায়াপুর-গ্রামকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈত বংশাবতংস স্বধামগত শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকা-নাথ গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী, মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি এল, সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি, বৃন্দাবনের শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজর্ষি বনমালি রায় ভক্তিভূষণ রায় বাহাদুর, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম্ এ, বি এল্, পি, সি, এস্ এবং নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম-প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, কৃষ্ণ-নগরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল, এবং শান্তিপুর-নিবাসী সুকবি মৌলভি মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এবং তদানীন্তন গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ এই স্থানকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

'মায়াপুর' ও 'মিঞাপুর'

'মায়াপুর'-শব্দটীকে অবান্তর জাগতিক স্বার্থসাধন-তৎপর ব্যক্তিগণ ইচ্ছাক্রমেই হউক বা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, প্রথমে একটি আধ্যাত্মিক শব্দ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া-ছিলেন। তাহার পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাদি ও প্রাচীন ঐতিহ্য ও শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে তাঁহারা ঐ 'মায়াপুর' শব্দটী দেখিতে পাইলেন এবং যে-স্থানে বল্লালসেনের রাজ-ধানী ছিল, সেই প্রাচীন গৌড়পুর নবদ্বীপ-স্থিত গৌরচন্দ্র চাঁদকাজীর সমাধির অনতিদূরেই মায়াপুর-গ্রাম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, জানিলেন। তখন এই মায়াপুরই যে নিশ্চয় "ভক্তিরত্নাকর-লিখিত মহা প্রভুর জন্মস্থান 'মায়াপুর', —ইহা অবিসংবাদিতরূপে গৃহীত হইলে পরলোকগত মোক্তার কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী-নামক এক ব্যক্তি অভিসন্ধি-প্রণোদিত প্রদত্তনাম "মিঞাপুর"-নামে মায়াপুরকে লিখিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর নির্ণীত হওয়ায় এবং তথা হইতে মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায়, যাহাদের নানাপ্রকার অপস্বার্থের ক্ষতি হইতে থাকিল, তাহারা সেই তন্তুবায় মহাশয়ের অনুসরণে জোর করিয়া মায়াপুরকে "মিঞাপুর" বলিয়া উল্লেখ করিলেন। 'মিঞাপুর' শব্দটী হিন্দু দূরে থাকুক, কোন মুসলমানও কখনও বলেন নাই। কেবল অশিক্ষিত অধিবাসিগণ মায়াপুরকে 'ময়াপুর' 'মেয়াপুর' প্রভৃতি বলিতেন; যেমন, নদীয়া জেলায় এখনও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমকে 'রাম' বলে, রামকে 'আম' বলে, 'বাতাসকে' 'বসাত' বলে, 'দাও'কে 'দেও' বলে। কলা যদি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উচ্চারণে 'কেলা' হইতে পারে, তাহা হইলে 'মায়াপুর' অশিক্ষিতগণের দ্বারা 'মেয়াপুর' বা 'ময়াপুর' উচ্চারিত হইবে,—ইহা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। 'মায়া' শব্দটী সংস্কৃত শব্দ। শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া বিশেষতঃ মুসলমানগণের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত, তাঁহারা মায়াকে 'মেয়া' বা 'ময়া' বলিবে,—ইহা যাহারা প্রভিন্সিয়ালিজম্ এর খবর রাখেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। অকাট্য যুক্তির একান্ত অভাব-বোধ-নিবন্ধন এই 'ঞ' লইয়া মাথা ঘামাইবার বা জমি তোলপাড় করিবার আবশ্যকতা দেখি নাই।

মুসলমান-সম্প্রদায়কে উত্তেজনা

অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ মরিয়া হইয়া—কোন দিকে কোনরূপ সুবিধা করিতে না পারিয়া—উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুলিত সাগরের আবর্ত্তে পতিত ব্যক্তি যেরূপ নিরুপায় হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান ক্ষুদ্র তৃণকেই একমাত্র আশ্রয়-জ্ঞানে গ্রহণ করিতে যায়, আজ সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া শ্রীব্রজমোহন দাস প্রমুখ কয়েকটী বিরুদ্ধপক্ষীয় লোক মায়াপুর-শব্দের বিকৃত রূপান্তর করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া ভীষণ সাম্প্রদায়িক কলহ পুনরুদ্বোধন করিবার নিমিত্ত বেড়াইতেছেন, (শ্রীহট্টের যুগবাণী ১২ই চৈত্র ১৩৩২ তারিখের সাপ্তাহিকপত্র দ্রষ্টব্য)। তাঁহারা বলিতেছেন, যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তিগণ 'মিঞাপুর'কে 'মায়াপুর' বলিয়া মুসলমানসম্প্রদায়ের গৌরব নষ্ট করিতে বসিয়াছেন! ব্রজমোহন দাসের ন্যায় ব্যক্তি অনন্যোপায় হইয়া এরূপ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু পরম-সুশিক্ষিত শান্তিপুর-নিবাসী আদর্শ মুসলমান সুকবি (মৌলভি) মোজাম্মেল হক্ সাহেব প্রাচীন-নবদ্বীপ সম্বন্ধে যে নিরপেক্ষ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা সকলে পাঠ করুন। তিনি মুসলমান হইয়াও মায়াপুরকে কখনও 'মিঞাপুর'-শব্দে বিকৃত করেন নাই। ব্রজমোহন দাস আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া 'মায়া'কে 'মিঞা' করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আমরা নিম্নে মৌলভি মোজাম্মেল হক্ সাহেবের প্রাচীন-নবদ্বীপ সম্বন্ধে বিবরণটী উদ্ধার করিতেছি,—

প্রাচীন নবদ্বীপ ১

"প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থানভূমি অতি বিশাল ছিল। মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা, সরডাঙ্গা, গাদাগাছা, সুবর্ণবিহার, মাজদিয়া, ভালুকা, ফুলিয়া, সমুদ্রগড়, রাহুতপুর, বিদ্যানগর, বামুনপুকুর? মামগাছী, মহৎপুর, জান্নগর, রুদ্রপুর শঙ্করপুর, পুষ্করণী প্রভৃতি গ্রাম ইহার অন্তর্গত ছিল। এখন ও ঐ সকল

গ্রাম বিদ্যমান আছে, কিন্তু নবদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে-স্থলে বর্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপের উপকণ্ঠ পল্লী,—খাস নবদ্বীপ হইতে অনেক দূরে। উহা তখন কুলিয়া নামে পরিচিত ছিল। মেয়াপুর (মায়াপুর) এবং তৎসংলগ্ন পল্লীই প্রাচীন নবদ্বীপের শেষ চিহ্ন। এই ভূমিতেই রাজা বল্লাল-সেনের রাজপ্রাসাদ ছিল এবং সেই রাজপ্রাসাদ হইতেই লক্ষ্মণ-সেন বক্তিয়ার খিলিজীর আক্রমণে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমাদের এই উক্তি যে সর্ব্বাংশে সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কেননা, এখনও এই ভূমিতে রাজা বল্লাল-সেনের স্মৃতির পরিচায়ক বল্লালদীঘি এবং রাজপ্রাসাদ, গঙ্গাগর্ভসাৎ হইলেও "বল্লাল ঢিবি" নামে একটি উচ্চ স্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বামনপুখুরিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার খান সাহেব মোল্লা খোদাদাদ সাহেব উচ্চ ঢিবি খনন করিয়া কয়েকখানি জীর্ণ বাসকোশ এবং গলিত স্খলিত সিন্দুক আবিষ্কার করেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে কয়েকটী রূপার টাকা এবং গলিত স্খলিত শাল ও পশমী কাপড় পাওয়া গিয়াছিল। মেয়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মভিটা ও বাসভূমি। যে কাজীর সহিত তাঁহার মতাস্তর ঘটে তাঁহার, কবর আজ পর্য্যন্ত মেয়াপুরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে মোল্লা-সাহেবের বাড়ীর নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। কবরের পাশে একটি বৃহৎ কাঠ-মল্লিকা ফুলের গাছ আছে। শুনিতে পাই, অনেক হিন্দু কবরে ফুল সিন্নি দিয়া সেলাম করে। ইহার নাম—চাঁদকাজী। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান ভূমির নিদর্শন আর কি হইতে পারে? অনুসন্ধান-সমিতির উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ যদি ঐস্থানে গিয়া ভূমিখননাদি করেন তাহা হইলে প্রাচীন নবদ্বীপের আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।"

মায়াপুরের অধিবাসী হিন্দুগণ কাজী-সাহেবের সমাধিকে যেরূপ সম্মান করেন, এরূপ সম্মানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কোথায়ও আছে কি না, জানিনা। মায়াপুর ও মায়াপুরের অন্তর্গত সমস্ত ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় মুসলমানকুলে আবির্ভূত চাঁদকাজী সাহেবকে গুরুর ন্যায় সম্মান করেন। কাজী সাহেবের সমাধির নিকট গমন করিয়া তাঁহারা সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ সেই ধূলিতে গড়াগড়ি, সেখানে স্তব-স্তুতি ও কাজীসাহেবের জয়গান করিয়া থাকেন। মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ প্রতি বৎসর নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে হাজার হাজার লোক লইয়া সেই কাজীসাহেবের সমাধি-স্থানের সম্মান করেন। সমগ্র পৃথিবীতে কোন হিন্দু দ্বারা এইরূপ সম্মানের দৃষ্টান্ত কোথাও প্রদর্শিত হয় কিনা, জানিনা। মৌলভী মোজাম্মেল হক সাহেবও তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ সম্মান-কারিগণের প্রতি ভুলধারণা জন্মাইয়া দিয়া যে সকল ব্যক্তি মুসলমানসম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক কলহে বৃথা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অভিসন্ধি সাধারণের এবং বুদ্ধিমান্ মুসলমানসম্প্রদায়ের বুঝিবার বাকী থাকিবে না।

শ্রীহট্টের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে আগমন ও স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"অবশেষে কালক্রমে পরিত্যক্ত মায়াপুরাদি-গ্রামে মুসলমানগণ, বসতি করে তাহাতে অজ্ঞ লোকে কেহ কেহ মায়াপুরের নাম "মেয়াপুরও" বলিয়া থাকে। অজ্ঞলোকের কথায় আসে যায় না। সরকারি কাগজ, 'কাজীবংশের হাতে পুরাকালের লিখিত প্রাচীন যে দলিলাদি আছে, তাহাতে ঐ স্থানকে "মায়াপুর" বলিয়া স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে। আমরা কাজীবংশীয় কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা অবগত হইয়াছি। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত মুসলমানগণ বলিতে লাগিল যে, এই উঁচুস্থানটী শুধু পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা ইহাতে চাষ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু যাহাই রোপণ করে, তাহার চারা না উঠিয়া পূর্ব্বে তথায় যে তুলসী-কানন ছিল, তাহারই চারা উঠিল।

এইরূপে তাহাদের বহুবারের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসীগাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসীবৃক্ষ!! আবার উৎপাটন,—পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব!!! তখন তাহাদের জেদ বাড়িয়া উঠিল, ভাবিল যে, পতিতাবস্থায় কদাপি ফেলিয়া রাখিবে না। অবশেষে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়া সঙ্কল্প করিল যে, পতিত স্থানটী যে কোন প্রকারে হউক ব্যবহার করিতে হইবে,—এস্থানে তাহারা "গোরস্থান" অর্থাৎ গোরস্থান করিবে, কিন্তু তাহাতেও প্রভুর কি লীলা, স্থানটী ব্যবহৃত হইল না। গোর দিবার জন্য যখন মৃত্তিকা খনিত হয়, তখন উপর হইতে মৃত্তিকা ধসিয়া পড়িয়া যায়, গর্ত্তটী ভরিয়া যায়। মুসলমানগণের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল॥ তারপর এস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিতে আসিলে কেহ কেহ ঐস্থানটিতে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল। তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল,—'ওখানে কিছু করা ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, ওখানে গোর জন্মিয়াছিলেন, ওস্থান আমাদেরও পীরস্থান, ওখানে কিছু করিবে না।' মুসলমানগণ আরও বলিল যে, ঐস্থানে কখনও কখনও তাহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে। আর আমাদিগের একটী নিম্ববৃক্ষের সতেজ গুঁড়ি দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, এইগুঁড়িও অমর, অতি প্রাচীনগণ শিশুকালাবধি ইহা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা তেমনই আছে। কাটা-গাছটির গুঁড়ি হইতে মুকুল উঠিয়াছে, দেখিলাম। তাহারা বলিল,—এই মুকুলগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে আবার এইরূপই নূতন মুকুল ফুটিয়া উঠে। নিমাই সে নিমের নীচে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা সেই প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি।

শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস।

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় শ্রীব্রজমোহন দাসের প্রস্তাবিত মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়-চেষ্টার প্রতিবাদ ও তাঁহার ধারণার ভ্রমসমূহ যাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তন্মর্ম্মে নবদ্বীপ হইতে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শ্রীশ্রীহরিঃ

১০ই ভাদ্র নবদ্বীপ।

ব্রজমোহন দাস নামক একজন ** নবদ্বীপের লুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান সকল প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমাকে দেখান। তাহাতে আমি অনেক প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার যে-যে স্থানে ভুল ধারণা ছিল, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ কেদার বাবুর (ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের) মুখে এবং তাঁহার পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আমার মত।' এ সকল কথা ভাগাকুলের রাজা শ্রীনাথ কুণ্ডের নিকট হইয়াছিল।"

শ্রীমায়াপুর বিরোধী শ্রীব্রজমোহন দাস ও তৎপক্ষীয়গণ তাহার বিখ্যাত সর্ব্ব-সুধীজনমান্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রবরের এই পত্রটির বিরুদ্ধে কি কথা বলিতে চান?

"বিশ্বপুরাণের পণ্ডিত মহাশয় শ্যামাকান্ত পর্ব্বত রাখালপুরের গৃহদেবতার মন্দির অথবা অজয় গঙ্গাগর্ভে নিহিত অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে কোনটাই যে শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মভবন বা স্থান নহে এবং পক্ষান্তরে বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুর-নামক স্থানেই যে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্ম-ভিটা, তাহা ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

"আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি যে, একণে যে স্থান নবদ্বীপ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত, তাহা ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের নবদ্বীপ নহে; ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও বল্লালদীঘি-নামে খ্যাত হইয়া অতীতকালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর। ঐ স্থানের নিকটেই মুসলমানকর্ত্তৃক ভক্তগণের খোলভাঙ্গার স্থান বলিয়া অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঐ স্থানের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমে শ্রীনাথপুর, নিদয়া, টোটা প্রভৃতি গ্রামে রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তরভূমির দানপত্রে নবদ্বীপের মাঠ বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ পরিচয় দিয়াছেন।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শান্তিপুরের অদ্বৈত-বংশাবতংস স্বধামগত রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় নিম্ন-লিখিত পত্রখানি (শ্রীসজ্জনতোষণী ১৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) লিখিয়াছিলেন,—

"সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপধামবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামীপ্রভু আমাকে বলিয়াছেন,—গত চৈত্রমাসে উকিলপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে আগমন করিবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহর থাকিতে শ্রীগঙ্গাতীরে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন, আপনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমি যে-স্থান প্রকাশ করিয়াছেন, সেই-দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন —সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব 'মধুর আলো' উদ্ভূত হইয়া শ্রীগঙ্গার এপারের তটাবধি আলোকিত হইল। ('মধুর' আলো একথাটী তাঁহার মুখের)। তাহাদেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ক্ষণ-বিলম্বে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। শ্রীলোকনাথ প্রভু—মহা-ভজনানন্দী। তাঁহার অনুভব কদাচ মিথ্যা নহে। **আমরা এখন নিশ্চয় বুঝিলাম,—শ্রীশ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের শক্তি আপনাতে সঞ্চার হইয়াছে—যে-শক্তির বলে আপনি এই লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলেন।**

১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত দাস
শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মণঃ।

অমৃতবাজার-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক দেশমান্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের নিম্ন-লিখিত পত্রটী (শ্রীসজ্জনতোষণী ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। লিখিয়াছিলেন,—

সপ্রণাম নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী যে 'মধুর আলো' দর্শন করেন, ইহাতে তাঁহার ও প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি প্রকৃত স্থানটীই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত ** অত্যন্ত বিরোধী আছেন, তবে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের পক্ষে তখন ** কোন অসুরের আশঙ্কা করা আমাদের কোন প্রয়োজন করে না। গোস্বামী প্রভু কল্য শান্তিপুরে যাইবেন এবং বোধ হয়, আপনার সহিত দেখা হইবে।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী
দাস শ্রীমতিলাল ঘোষ।

শ্রীমায়াপুর-বিরোধী শ্রীব্রজমোহন দাস ও তৎপক্ষীয়গণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী ও শ্রীমতিলাল ঘোষ মহাশয়গণের এইরূপ নিরপেক্ষ অভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ও বাক্যের বিরুদ্ধে কিরূপ কথা বলিতে চাহেন?

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান

[illegible] ।

[illegible] বৎসর চৈত্র [illegible] অপরাহ্ন [illegible] মতে শ্রীবিদ্যেশ্বর-বাব-[illegible] বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। [illegible] অনেক [illegible] ভদ্রলোক [illegible] সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

১। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর বল্লালদীঘির নিকটে (গঙ্গার পূর্ব্বপারে ও বর্তমান [illegible] নবদ্বীপ সহরের অপর পারে) শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা [illegible] ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক [illegible] নির্দিষ্ট হইয়াছে। মাননীয় [illegible] পরলোকগত রায় অক্ষয়কুমার [illegible] এম, এ, এল এল ডি, পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ ডি, [illegible] পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় [illegible] নাথ তর্করত্ন, অদ্বৈতবংশাবতংস পরলোকগত রোহিণীনাথ গোস্বামী, নিত্যানন্দবংশাবতংস পণ্ডিতবর [illegible] গোস্বামী, মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ, সকলেই এই স্থানকে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়মণ্ডল, বৈষ্ণব ও ব্রজমণ্ডলে অবিসংবাদিতরূপে সিদ্ধমহাত্মা বলিয়া খ্যাত [illegible] শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীভগবান দাস বাবাজী, [illegible] প্রভৃতি সিদ্ধবৈষ্ণবগণ [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত [illegible] বলিয়া [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] অনুবাদ চেষ্টা হইতেছে, [illegible] এই সভা সর্ব্বতোভাবে [illegible]।

[illegible]

[illegible] আর [illegible] প্রভাবে [illegible] উপস্থিত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান [illegible] বিশ্বাসী [illegible] আর্থিক [illegible] প্রভৃতি [illegible] শ্রীশ্রী [illegible] প্রচোদনা [illegible] এই মঠে মন্দির [illegible] বাধা দিতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে যথাযথভাবে একটা প্রবল প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। দুর্নীতি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

৩। এই সভা সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সতর্ক করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এই আন্দোলনকারীদিগের অভিসন্ধিত উৎকোচ ও স্বার্থ প্ররোচনায় বিশ্বাসী না হন।

৪। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত অনুগামিগণ সকলেই এইরূপ প্রচার [illegible] [illegible] সহিত সর্ব্বতোভাবে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিবেন।

সভার উদ্দেশ্য কি?

[illegible] খবরাদি ছাপার নিমন্ত্রণ পত্র [illegible] অবগত হইলাম যে, ২০শে চৈত্র [illegible] কলিকাতা আলবার্ট হলে একটী প্রকাশ্য সভার কতকগুলি লোক নবদ্বীপের কোন স্থানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সম্বন্ধে একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন এবং এই সভার সভাপতি হইবেন [illegible] [illegible] আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতার পত্রে শ্রীযুক্ত [illegible] বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল, তাহা এই প্রস্তাবিত সভা-তরুর একটী উপশাখা মাত্র। অথবা নবদ্বীপের সভারই কলিকাতা-সভা পূর্ণ বিকাশ মাত্র। কলিকাতার সভার বাক্যকারিগণের মধ্যে নবীন প্রভৃতি বাগচী মহাশয়ের নাম দেখিতে পাওয়া গেল। এতদ্ব্যতীত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী ও [illegible] গোস্বামীর নাম পাওয়া যায়। ইহারা নবদ্বীপের সভায় ছিলেন কিনা জানি না। তবে বাক্যকারিগণের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] পত্রিকা, "[illegible] গৌরাঙ্গ", [illegible] ও [illegible] একটী [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান নির্দেশ [illegible] শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাস প্রবাসী [illegible] এবং [illegible] বৈষ্ণব আচার্য্য এ বঙ্গ দেশের [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। [illegible] দেশের বিরোধী সম্প্রদায় এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষা বিস্তারকারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিরোধিকুল শ্রীগৌরসুন্দরের বিশিষ্ট ব্যবহার্য্য প্রতিপক্ষে প্রতিবাদকারী। এই সকল লোকের মধ্যে [illegible] আবার অধিপতি মহাপ্রভুর মাতুলালয় শ্রীহট্ট [illegible] শ্রীরাধাবিনোদ নিজের দ্বারা বিরোধিপক্ষের অনুষ্ঠান সমীচীন বুঝেন। আদি বিরোধ অনুষ্ঠানে শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য এবং ছাত্রবর্গ সম্বেষ্টিত আন্দোলিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশীয় শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদ নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ রাধাগোপাল গোস্বামী প্রভু ও নদীয়া জেলা বোর্ডের অধীনে সাধারণ বেতনের কর্মচারী হইলেও ইনিও গৌবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতি পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে স্থাপিত শ্রীমায়াপুরের শ্রীবিগ্রহাদি স্থাপন ও তৎ সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধিপক্ষের নানা প্রকার আক্রমণক্রমে বিরোধি সম্প্রদায় তাদৃশ সাহিত্যিকের ও সত্যপ্রাণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশের কথার অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বর্তমান নবদ্বীপ প্রাচীন কুলিয়া সহরের কতিপয় বিগ্রহব্যবসায়ী এবং বিগ্রহব্যবসায়িগণের বন্ধুবান্ধব ও ভৃত্যবর্গ এবং প্রাচীন কুলিয়ার ভূম বিক্রয়ী সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য-ব্যবসায়িগণের অপস্বার্থ নিবন্ধন তাহারাও কেহ কেহ ক্রমশঃ [illegible] অসত্যবাদীয়ের সাহায্য করিবার জন্য হৃদয়ে বল লাভ করেন। নবদ্বীপ দলের নেতা [illegible] চৈতন্যদাস বাবাজী, শান্তিপুরের রাধিকা নাথ গোস্বামী প্রমুখ অনেকগুলি ব্যক্তি নানা কারণে প্রকাশ্যভাবে সত্যের পক্ষপাতী থাকিলেও তাঁহাদের অবলম্বিত [illegible] সম্প্রদায় বিরোধিকুলে যোগদান করাই বর্তমান [illegible] পথ বলিয়া বুঝিয়াছেন। [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর [illegible] [illegible]

[illegible] স্থান নির্ণয়ে [illegible] দ্বিতীয় বিরোধী পক্ষের [illegible] ইহাদিগকে [illegible] স্মার্ত-বৈষ্ণব-স্মৃতি ও [illegible] সম্পূর্ণ বিরোধী সংবাদপত্র [illegible] প্রভৃতি অনেক খানি সাময়িক পত্রের [illegible] লেখকগণ তথা "[illegible]" [illegible] প্রভৃতি কতিপয় বিরোধী পক্ষ। [illegible] শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ [illegible] নবদ্বীপ-প্রবাসী [illegible] গোস্বামী [illegible] গোস্বামী [illegible] 'সাধনা' ও '[illegible]' পত্রিকার বেগে যেন একটী বিরোধী [illegible] [illegible] শ্রীগৌর-জন্মস্থানের সমর্থন-জন্য কুলিয়া-বিরোধী [illegible] ও পরম সুশিক্ষিত পরলোকগত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় ও তাঁহার [illegible] দাস বাবাজী, মহামহোপাধ্যায় [illegible] নাথ তর্করত্ন ও নবদ্বীপের সকল প্রাচীন পণ্ডিত মহোদয়গণ বিশ [illegible] পণ্ডিত সভার [illegible] শ্রীমায়াপুরের প্রাচীন স্থানের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] সভায় [illegible] অনুষ্ঠ ইহার অবিসংবাদিত তাণ্ডব [illegible] করিবে এবং সেই সভায় উপস্থিত কোন সভাই অধিবেশনে সভা সংযোজনে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। এই সকল অধিবেশন শান্তিপ্রিয়ের পক্ষ [illegible] না করিলেও পারিবারিক বিচারে তাঁহাদের সহিত মতভেদ হয় এবং পারমার্থিকমতের বিরোধী গোস্বামী সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে নানা কথায় তাঁহাদের অসন্তোষ উৎপাদন করাইয়াছেন। কুলিয়ার [illegible] অধিবাসিবৃন্দও [illegible] তাঁহাদের ক্ষতি হইবে বলিয়া সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাঁহাদের চেষ্টায় আমরা অধিক প্রশংসা করিতে পারিলাম না। সত্যের বিরোধিদল শ্রীমায়াপুরের বিরোধ-কল্পে শাস্ত্র হইতে, মানচিত্র হইতে কোনও প্রকার যুক্তি লাভ করিয়া কখনই তাঁহাদের বিরোধ সমর্থনে সমর্থ হইতে পারেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। বিগত চৌত্রিশ বর্ষের চৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রিত সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে এবং তাঁহাদের বিরোধী সম্প্রদায়ের [illegible] চেষ্টার বিশৃঙ্খল সুযোগ ইতিহাস আলোচনা করিলে [illegible] নিরপেক্ষ ব্যক্তি নিশ্চয়ই [illegible] সিদ্ধি ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অলৌকিক ও বিচারপূর্ণ সাহিত্য সমূহ পাঠ করিলে বিরোধিদিগের [illegible] [illegible]

এই সকল কলঙ্ক অপসারিত হইতে কিঞ্চিৎ সময়-সাপেক্ষ। আলবার্ট হলে এতাদৃশ পারমার্থিক সভায় স্বার্থ-নিরূপণ-সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা পরিদৃষ্ট হইলে ক্রমশঃ প্রকৃত নিরপেক্ষ-সিদ্ধান্ত অনেকেরই হস্তগত হইবে, আমরা আশা করি। তজ্জন্য তৃতীয় পক্ষ নামে পরিচিত ব্যক্তিগণকে ন্যূনাধিক দ্বিতীয় পক্ষের প্রচ্ছন্ন ব্যবহার-বিৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, তাহাতে বোধ করি আমাদের বিচারে কোন প্রকার ভ্রান্তি প্রবিষ্ট হইবে না। স্বাক্ষরকারিগণের অনেকেই অপস্বার্থ-প্রপীড়িত হইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি-কল্পে যে আলবার্ট হলে সভা করিয়া কলকাতা ও সভাজয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা তাহাদের পাপ দুরাশার অন্তর্গত। তাহার প্রথম কারণ এই যে, সকল নিরপেক্ষ শাস্ত্র ও যুক্তি নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণের পক্ষে অবস্থিত। নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবের বিরোধি-সম্প্রদায় নানা প্রকার অবান্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে যে সত্য নিষ্ঠাগণের বাহ্য বেশ দেখাইতে গিয়া সাধারণ নিরপেক্ষ জনগণকে তাঁহাদের পক্ষভুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন, তাহা নীতি-সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই সভার প্রধান উদ্যোগিগণ আপনাদিগকে যতই নিরপেক্ষ প্রতিপাদনে প্রয়াস করিবেন, অপরপক্ষে তাদৃশ দুর্ব্বলা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ বিরোধিতার প্রকাশিত করিয়া দিতে পারেন। তৃতীয়তঃ 'বঙ্গের গৌরব শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান নিরূপণ বাঙ্গালী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য'—এই বুদ্ধির মূল পুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—যিনি বাঙ্গালী জাতির একমাত্র জাতীয় সম্পদ্ এবং কায়মনোবাক্য ও তত্তৎ চেষ্টা-সমূহ শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে বিহিত হওয়া আবশ্যক, ইহাই স্বতঃ পরতঃ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিরোধি সম্প্রদায়ের শ্রীচৈতন্যদেবের এক একটী বিভিন্ন মূর্ত্তির নিজ নিজ বিশ্বাস ও নিজ নিজ অপস্বার্থ সীদ্ধির তুলিকায় অঙ্কন করিবার প্রয়াস নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এ কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন, পরম নিরপেক্ষ হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত পরম মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল মহাশয়। ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন, পণ্ডিতকুলতিলক নিরপেক্ষ পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি। কাশিমবাজার ভূপতি মহাশয়কে পারমার্থিক প্রচারের অপর পক্ষ রূপে স্থাপন করিবার যাঁহাদের প্রয়াস, আমরা তাঁহাদিগের কাল্পনিক চেষ্টার আদর করিতে পারি না।

অন্ত্যদ্বীপের গোস্বামী পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনগণ, শ্রীহট্টের বেষধারীর পক্ষে অনেক প্রতিবেশী ডাক্তার বাবু, বহু বাজারের বণিক-সম্প্রদায়ের শুভানুধ্যায়ী, শান্তিপুরের বা গড়্‌গড়ের গোস্বামি সন্তানগণ, ভূম্যধিকারী কুমার অরুণ চন্দ্র প্রভৃতিকে এই বন্ধ্যা বিতণ্ডার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার কারণ আমরা অনুসন্ধান করিতেছি। এই সভা-সমিতির উদ্দেশ্যসহ না হইয়া ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের আর কিছু সিদ্ধি না করাইয়া বসে, ইহাই আমাদের আশঙ্কা। খুলনা প্রদেশস্থ বাবা ঠাকুর নামধারী সন্তান-সমষ্টি, গৃহী-বাউল-সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ তথা শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতবংশে পরিচয়-কাঙ্ক্ষী জনগণ, শ্রীচৈতন্যবিরোধী মায়াবাদী সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ শ্রীচৈতন্যের সুবিমল প্রেম-ধর্ম্মের যাহাতে বাধা না দিতে পারেন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইবার জন্য 'বঙ্গের গৌরব'—'ভারতের গৌরব'—'চতুর্দ্দশ ভুবনের গৌরব'—'ভুবনাতীত অপ্রাকৃত রাজ্য সমূহের গৌরব' শ্রীচৈতন্যদেবের সেবামুখে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের প্রতি তীব্রতম আক্রমণ-কার্য্যে নিযুক্ত না হইবার কলঙ্ক আমাদের স্বদেশ-প্রেমিক ভ্রাতৃবর্গকে আচ্ছাদিত না করে, ইহাই আমাদের অল্প কথায় প্রার্থনা। আমরা এই সকল কথা ধারাবাহিকরূপে "নদীয়া-প্রকাশে" প্রমাণাবলীর সহিত প্রকাশ করিব। সাময়িক পত্রগুলি অসংখ্য বিষয়ে নিযুক্ত, কিন্তু "নদীয়া-প্রকাশের নদীয়াপ্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন অপস্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং এই সভার যাবতীয় নিষ্কপট যোগদানকারী ব্যক্তি "নদীয়াপ্রকাশ" প্রত্যহই পাঠ করিবেন। তাহা হইলে অবান্তর উদ্দেশ্য-সমূহ জানিতে পারিয়া আরও সহস্র আলবার্ট হলের সভার জন্য চেষ্টিত হইতে পারিবেন।

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

"নদীয়া-প্রকাশ" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

একদিন সহর নবদ্বীপ বুড়ো শিবতলায় শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে অতি দৃঢ়তার সহিত একাধিকবার উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দিষ্ট ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বারা প্রকাশিত গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌরজন্মস্থান, ইহাই অভ্রান্ত সত্য। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গবিগ্রহ স্থাপন করাইয়াছিলেন এবং সেই সেবা-সমিতির অধ্যক্ষ বৃন্দাবনের শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী, বরাহনগরের রাধিকানাথ গোস্বামী, লীলা-প্রবিষ্ট শ্যামলাল গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই ছিলেন; মহাত্মা শিশিরকুমার, সিদ্ধ চৈতন্যদাস, ভগবান্‌দাস বাবাজী, চরণদাস বাবাজী প্রভৃতি সকলেই এই স্থানকে শ্রীগৌর-জন্মভূমি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক বর্ষে নবদ্বীপের সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপক মহোদয়গণ এই মায়াপুরে গমন করিয়া ইহাকেই সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌর জন্মস্থলী বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতেন। এক্ষণে আমার প্রশ্ন এই যে, যে সকল কথা গোস্বামী মহাশয় ধামে বসিয়া তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের নিকট স্বয়ং শ্রীমুখে উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই সত্য কথায় প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া কক্ষচ্যুত হইয়া বিভিন্ন ব্যূহে যোগদান করিলেন কেন? শ্রীমায়াপুরের নিরপেক্ষ প্রচারকগণ নব্য গৌরনাগরীবাদের আদর না করায় দক্ষ, ই কি প্রকৃত গৌরজন্মভূমির সহিত গোস্বামী মহাশয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল এবং ধামাপরাধিগণের সহিত যোগদানই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইল? ব্রাহ্মণ মাত্রেরই উপনয়নসংস্কার গ্রহণকালে সত্যাত্রয় ধারণের সহিত 'বাচং' শব্দের উল্লেখ আমরা পদ্ধতিগ্রন্থে দেখিতে পাই। গোস্বামী মহাশয়ের উপনয়নকালে তিনি "সত্যাং মাগা"—এই মন্ত্রের 'বাচং' দিয়াছিলেন কি না দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, তিনি 'বাচং' উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি যে সত্য একবার বলিয়াছেন, তাহা বদলাইতে বসিলেন কেন? জয় গৌর!

নিবেদক
শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলিকাতা

জীবনের উদ্দেশ্য

কতকগুলি লোকের ধারণা—পারমার্থিক চেষ্টা নিরর্থক, ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বৃথা কালক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নয়। ধর্ম্মালোচনা দ্বারা জগতের বা নিজের কিছু মঙ্গল হইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। কুসংস্কারবশতঃ মানবের মনে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করিয়াছে—ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অতএব তাঁহারা বলেন—যাহাতে নিজের দেহ ও মনকে সুখী করিতে পারা যায়, তাহাই ধর্ম্ম, অপরকে সুখী করিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা পাইবে উন্নতি লাভ হইতে পারিবে এবং তাঁহার [illegible] জগতে সুখী হইতে পারিব।

সাধারণ যুক্তি দ্বারা বিচার করিলেও তাহাদের ঐ বাক্যগুলি নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। আমরা এই জগতে চিরকাল থাকিয়া সুখ ভোগ করিতে পারিব না ইহা প্রত্যক্ষ। আবার এই জগতের উন্নতি সাধন করিতে করিতে হঠাৎ কোন দিন চলিয়া যাইতে হইবে তাহারও নিশ্চয় নাই। সুখ সাধনের চেষ্টা যে কেবল মনুষ্যেরাই করিতেছে তাহা নহে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই একমাত্র ইন্দ্রিয় সুখকে লক্ষ্য করিয়াই অনাদি কাল হইতে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ সুখী হইতে পারিতেছেন না, দুঃখের চেষ্টা না করিলেও দুঃখ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সুখের সহস্র চেষ্টা করিয়াও সুখ পাওয়া যাইতেছে না, আবার বিনা চেষ্টাতেও সুখ যেন আপনি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে অতএব জড় সুখ দুঃখের ন্যায় বিনা চেষ্টাতেই আপনা হইতে হইবে, তাহার জন্য কালক্ষেপণ করাই বৃথা বলিয়াই মনে হয়। অতএব সারগ্রাহি মহোদয়গণের সিদ্ধান্ত এই যে—জীবের যতদিন জড় সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন জড় বিষয়ভোগ অনিবার্য্য। সুতরাং অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে করিতে পরমার্থ চেষ্টা করাই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সংসার

(প্রাপ্ত)

আমরা বাল্যকাল হইতে পাতান' সংসারের কি যে মাধুর্য্য মনে মনে আস্বাদন করিতে থাকি, তাহা ভাষায় কেহই প্রকাশ করিতে পারি না। বাল্যকাল হইতে আপাত মধুর পরিণামে বিষময় ফল-প্রদাতা এই সংসার-ক্ষেত্রে কতই না আশা ভরসা হৃদয়ে পোষণ করিয়া জড়প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধাবিত হই। এই সংসার-ক্ষেত্র আমাদের নিকট কর্ত্তব্যময় জীবনভূমি বলিয়া মনে হয়। আমাদের লোষচক্ষুষ্ময়-যুক্ত অজ্ঞ জ্ঞানের দ্বারা সংসারকে যে ভাবে দর্শন করি, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত দিব্য জ্ঞানের দ্বারা ঠিক সেইরূপ দর্শন হয় কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য? আমরা এই অজ্ঞ জ্ঞানে সংসার ক্ষেত্রকে সুন্দর [illegible] বড় বড় বিরাজিত, বিহঙ্গ [illegible] কাননের সহিত তুলনা করিয়া থাকি। যে সংসারকে [illegible] [illegible] সেই সংসারকে [illegible]
[illegible]

যে এই সংসারক্ষেত্র, ত্রিতাপ পরিপূর্ণ, ঘোর অন্ধকারাবৃত নিবিড় কানন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে সংসারকে আমরা শান্তি-নিকেতন বলি, সেই সংসারকে তাঁহারা দুঃখাগার বলিয়া থাকেন; যে সংসারে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছি মনে করি, সেই সংসারে কিনা জীবগণ ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট বলিয়া সাধুগণ দুঃখ প্রকাশ করেন। যে সংসারে, আমরা, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু পরিজন কর্ত্তৃক পরিসেবিত বলিয়া অহঙ্কৃত, গোস্বামিবর্গের উক্তিতে জানিতে পারি যে, আমরা সেই সংসারে কাম ক্রোধাদি রূপ ভীষণ বৈরি দ্বারা আক্রান্ত। যে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া নিজদিগকে মুক্ত অভিমান করি, সাধুগণ বলেন, সেই সংসারে আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ রূপ দুর্ব্বাসনা দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ।

আমাদের এই খণ্ড জ্ঞানের দ্বারা যে সংসারকে সুখের আগার, শান্তির মন্দির বলিয়া মনের আনন্দে—"সুখের বাগিচা, এ ঘর বাঁধিনু" বলিয়া গান করিতে থাকি, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সেই সংসার কূপকে সাধুরা, দুঃখ-সাগর বলিয়া থাকেন। অতএব, আমরা এই দুঃখ-সাগর হইতে উদ্ধার হইয়া কি উপায়ে বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিব? একে কাল কলি, তাহার উপর দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ বৈরী, ভক্তিপথ কর্ম্ম, জ্ঞান অন্যাভিলাষ রূপ কণ্টক-সমাকীর্ণ। তবে, এমত অবস্থায় কোথায় যাই, কি করি, যদি চৈতন্যচন্দ্র আমাদের কৃপা না করেন। সেই চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইতে হইলে,—প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বাক্যে জানিতে পারি "বিনা ন গৌর প্রিয়পাদসেবাং, বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।" অর্থাৎ আমরা নিষ্কপটচিত্তে গৌরভক্তগণের সেবা করিয়া নিজতত্ত্ব জানিতে না পারিলে আমাদের সংসার মুক্ত হইবার উপায় নাই। তাই জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—

"এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন।
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হইল সর্ব্বনাশ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই
সংসার জিনিতে আর কোনবস্তু নাই।"

আপাত মধুর সংসার কূপকে, সাধুর কৃপায় [illegible] বোধ হয়। অতএব যদি এই [illegible] সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে নিষ্কপট চিত্তে সাধু গুরু সেবা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।

"[illegible]"

শুদ্ধ ভজন

ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ—এই চারিভাবে মানবগণ ভগবৎপ্রীতিকামী হইয়া থাকেন। নরকপ্রাপ্তি-ভয়, ধন-জনাভাব, পীড়া ও মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া যাঁহারা ভগবানকে ডাকেন, তাঁহাদের ভগবৎপ্রীতি ভয়মূলা; যাঁহারা সাংসারিক উন্নতিকামী হইয়া হরিভজনপ্রয়াসী হন, তাঁহাদের সেবা-চেষ্টা আশামূলা, যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতাসহকারে শাস্ত্রাদেশে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যমূলা সেবা হইয়া থাকে যাঁহারা ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতীত ভগবানে স্বাভাবিকীপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট, তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা রাগমূলা। এই ভজনপ্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটী হেতুমূলক এবং চতুর্থটী কোন হেতুরহিত। হেতু-মূলে ভগবদ্ভজন বিশুদ্ধভজন নহে, হেতু-রহিত হইয়া ভগবানকে সেবা করিবার জন্যই ভগবদ্ভজন শুদ্ধভজন। অর্থাৎ হেতুমূলক ভজনে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা বর্ত্তমান, কিন্তু হেতুরহিত ভজনে শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা প্রবল। কর্ত্তব্যবুদ্ধি-সহকারে ভজন হেতুমূলক হইলেও ভয় ও আশার ন্যায় নিকৃষ্ট ভজন নহে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া সাধক শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর করিয়া থাকেন, তাহা হইতে ক্রমে রাগ-মার্গে উন্নীত হন। অবশ্য গজেন্দ্রাদির ন্যায় ভয় ও ধ্রুবাদির ন্যায় আশামূলে ভজন আরম্ভ করিয়াও কাহারও কাহারও সৌভাগ্যক্রমে রাগোদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাদৃশ সৌভাগ্যলাভ বড়ই দুর্লভ। বুদ্ধিমান্ সাধক ভয় ও আশা ত্যাগ করিয়া প্রথমে কর্ত্তব্যবুদ্ধি লইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন, পরে আত্মার সহজসিদ্ধ ভাব উদিত হইলে তাঁহার বিধিমার্গ শিথিল হইয়া যাইবে। "বিধিমার্গরতজনে, স্বাধীনতা রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ॥" যেহেতু 'সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে,' ইহাই বিধি এবং 'বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইতে হইবে না,' ইহাই নিষেধ—যেহেতু শাস্ত্রাদিষ্ট হইয়া আমি ভগবানকে ডাকি, এইরূপ হেতুমূলাবুদ্ধি থাকিতে রাগোদয় সম্ভব হয় না। ভগবানকে কেন সেবা করিতে হইবে, তাহা জানি না, তবে ভগবানই আমার একমাত্র সেব্য। তাঁহার সেবা না করিয়া আমি পারি না—এইরূপ সহজ স্বাভাবিক ভাবই রাগ। এইরূপ সহজ ভাবোদয় হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা কৃত্রিমভাবে ভবদ্রাগময় বলিয়া নিজকে দেখাইতে চান, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। শুদ্ধ রাগোদিত ভজনকারিজনগণই অপ্রাকৃত সহজিয়া বা শুদ্ধভক্ত।

মায়াপুরদর্শন

(২১।৩।২৮ তারিখের 'কাশীপুর নিবাসী' সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত)

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নদীয়া জেলার অন্তর্গত মায়াপুর গ্রাম। তাহার নিকটেই প্রসিদ্ধ চাঁদ কাজীর সমাধি (কবর) অবস্থিত আছে, তৎকালীন বঙ্গের নবাবের শাসনকর্ত্তা চাঁদ কাজীর নিকট মুসলমান সম্প্রদায় নালিশ করিল যে, হরিদাস মুসলমান ছিল, সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হরিনামে মাতোয়ারা হইয়াছে। তখনই হুকুম হইল, গৌরাঙ্গের কীর্ত্তনের দলের সমস্ত খোল গুলী ভাঙ্গিয়া দেও। ঐরূপ আদেশ হওয়া মাত্র সমস্ত খোল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। অদ্যাপি সেই স্থানটী খোলভাঙ্গা গ্রাম বলিয়া পরিচিত, তাহাও মায়াপুরের সন্নিকট অবস্থিত। পরদিন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব স্বীয় পারিষদগণ সঙ্গে নিয়া চাঁদ কাজীর দরজায় কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, কাজী সাহেব তাঁহার দোতালা হইতে নামিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। উহার নিকটেই বল্লালদীঘী ও বল্লাল সেনের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

কালস্রোতে গঙ্গানদী মায়াপুর ভাঙ্গিয়া নিলে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ যাহা মায়াপুর হইতে ৩ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত তথায় গৌরাঙ্গসুন্দরের নিম্বকাষ্ঠে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয় এবং ভক্তগণ পূজা করিতে থাকে। বর্ত্তমানে ঐ নবদ্বীপে নানারূপ ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে এবং মন্দিরে মন্দিরে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে।

গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসিগণ চৈতন্য চরিতামৃতের উল্লিখিত মহাপ্রভুর জন্মভিটায় গৌরাঙ্গমঠ এবং তাহার কিছু উত্তরে শ্রীবাস অঙ্গন ও তথা হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে চৈতন্যমঠ স্থাপন করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন, ঐ মঠের শাখা ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় সহরে ও তীর্থধামে স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

শুদ্ধ, সত্য, পবিত্র অকপট বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে গৌড়ীয় মঠেই প্রচার হইতেছে। এই মঠে কোনরূপ ভেজাল নাই, শত শত শিক্ষিত ও উচ্চ বংশোদ্ভব মহাপুরুষগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসারের সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই মঠে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও দণ্ডী হইয়াছেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ [illegible] দ্বীপে

রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ সহ ৩২ মাইল স্থান পরিক্রমা করেন। এক একদিন প্রায় ১৫০০।২০০০ হাজার লোক বাদ্য বাদ্য সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে এক একটী দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায়, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যে সকল লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে পাঠ ও বক্তৃতা হয় এবং তথায় সমাগত সকলেই প্রসাদ পায়। ইহার সমস্ত ব্যয় উক্ত মঠের সন্ন্যাসিগণ বহন করেন।

পরে পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন হইতে যোগপীঠ মঠে ক্রমান্বয়ে ৪।৫ দিন মহোৎসব আরম্ভ হয়, তাহাতে ভারতের অনেক স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ভক্তগণ সমবেত হন। প্রতিদিন প্রায় ৪।৫ হাজার লোক ঐ মন্দিরে দুই বেলা প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তথায় সর্ব্বদা কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ, বক্তৃতা হয়। সে যে কি আনন্দ, তাহা যাঁহারা একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। ঐ উৎসবে যোগ দিলে সংসারের সকল জ্বালা ভুলিয়া গিয়া নূতন আনন্দের রাজ্যে পৌঁছিয়াছি মনে হয়। যাহার মুখের দিকে তাকাই তিনিই যেন প্রফুল্ল প্রশান্তভাবে ঠাকুরের নামে মাতোয়ারা।

আমি সপরিবারে তথায় ৩ দিন ছিলাম কি অভ্যর্থনা, কি যত্ন, কত আদর। এই বিরাট ব্যাপারের মধ্যেও আমার ন্যায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র মায়াবদ্ধ সংসারী জীবের প্রতি, আশ্রমী ও সন্ন্যাসিগণ যে দয়া দেখাইয়াছেন, কত সতর্কতা নিয়াছেন, কত যত্ন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আমি স্তম্ভিত হই। আমাদের জন্য গৌরাঙ্গ মঠের দক্ষিণাংশে খোলা মাঠের মধ্যে একটী দালানে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, উভয় বেলা প্রসাদ পাওয়ার সময় ব্রহ্মচারিগণ আমাদিগকে মন্দিরে ডাকিয়া নিয়া কত আদরে পাওয়াইতেন।

পূর্ণিমার দিন, গঙ্গাস্নান করিব প্রকাশ করায় তখনই সন্ন্যাসিগণের সংবাদমত গরুর গাড়ী আসিল, জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় স্নান করিব, সন্ন্যাসিগণ বলিলেন, পশ্চিমদিকে ২ মাইল দূরে নিদয়ার ঘাট আছে, তথায় স্নান করিতে যান। জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ ঘাটের নাম নিদয়ার ঘাট কেন হইল, বলিলেন এই ঘাট দিয়াই গৌরাঙ্গসুন্দর পার হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য কাটোয়া গিয়াছিলেন, পরদিন শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া পাটনীকে বলিলেন যে তুই কোন প্রাণে আমার গোরাচাঁদকে পার করিয়া দিলি, সেই হইতে ঐ ঘাট "নিদয়ার ঘাট" বলিয়া পরিচিত। [illegible] ঘাটে

পাটনীগণ খেয়া দিতেছে এবং ঐ ঘাটের নাম "নিদয়ার ঘাট" বলিয়া পরিচিত।

একদিন সহর নবদ্বীপেও গিয়াছিলাম, তথায় গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থান আমার নিকট ভাল লাগিল না। আবার মায়াপুরে চলিয়া আসিলাম।

উক্ত গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক বার্ষিক অধিবেশন হয়, ঐ সভায় ত্রিপুরার মহারাজাধিরাজ, স্বামী প্রেসিডেণ্ট সভাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ৪ জন প্রসিদ্ধ ধনী ও ভক্তগণের বাসের জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ৪টী দালান প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ৪ দিন পরে চলিয়া আসিলাম, তখনও মেলা চলিতেছিল। সংসারাসক্ত বদ্ধজীব আবার সংসারের ডাক পড়িয়াছে, তাই চলিয়া আসিয়াছি। অনেক স্থানে গিয়াছি কিন্তু এমন পবিত্র ও শুদ্ধ আনন্দ আর কখনও পাই নাই।

ঐ মঠে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ নামক একটী যুবক বৈষ্ণব আছেন। তিনি এই সমস্ত ব্যাপারের ম্যানেজার, তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও বন্দোবস্ত দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
বরিশাল।

স্থানীয়

গত বুধবার রাত্রিতে নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনের মাষ্টারবাবু কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করাইতেছিলেন। রাত্রি নয়টার পরেই অভিনয় আরম্ভ হয়। বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষাদি ঐ অভিনয় দর্শনে সমাগত হইয়াছিল। টিকিট বাবু পূর্ব্বদিবস তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি আনয়ন করিয়াছিলেন, ইঁহারাও আবাসগৃহ (কোয়াটার) ছাড়িয়া অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। রাত্রি আন্দাজ দশটার সময় দৈবাৎ ঐ গৃহে অগ্নি হইয়া উপরে জ্বলিয়া উঠিলে সকলের দৃষ্টি পড়ে। কেহ গৃহের ভিতরে যাইয়া কোন দ্রব্যই বাহির করিতে পারে নাই, বস্ত্রাদি যাহা কিছু ছিল সমস্তই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। কেবল পরিধানে যে বস্ত্র ছিল, তাহাই রক্ষা পাইয়াছে। টাকা পয়সা অধিক ছিল না ব্রোঞ্জের কতকগুলি সিকি দুয়ানি গলিয়া জমাট হইয়াছে মাত্র। সরকারী ইউনিফর্ম্ম গুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গত শনিবার অপরাহ্নে ভীষণ ঝঞ্ঝা সহ দেশে কিছু বৃষ্টি দেখা দিয়াছে। প্রভাতের ঝটিকা হইতে মানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও একটু জল পাইয়া তাহাদের সমস্ত ক্ষতি নীরবে সহ্য করিতেছে। বহুদিন পরে বৃষ্টির আগমন কৃষকগণের হৃদয়ে যেন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে। নদীয়া জেলায় খুব আম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বে জলাভাবে শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, আবার তাহার উপর গত দিবসের ঝড়ে অনেক আম পড়িয়া গিয়াছে। ঝড়ে অনেক গৃহ ও বৃক্ষাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৃষ্টির পর কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ কিছু কমিয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

নানা কথা

গত ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় গোয়েন্দা পুলিশ ফরওয়ার্ড অফিসে উপস্থিত হইয়া বাংলার কথার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪(ক) ও ১৫৩(ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অফিসে খানাতল্লাসী করিয়া ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ফাল্গুন—এই তিন তারিখের বাংলার কথা লইয়া গিয়াছে। সম্পাদক ও মুদ্রাকর জামীনে খালাস আছেন। আগামী ১৮ই এপ্রিল কলিকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এই মামলার শুনানী হইবার কথা।

বার্ণ কোম্পানীর ৭ হাজার কুলি ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। গত ৩রা এপ্রিল তারিখে বার্ণ কোম্পানীর কারখানায় ম্যানেজার এক নোটিশ দিয়াছেন—যেহেতু স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অভিযোগসমূহের তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ২রা ও ৩রা এপ্রিল কার্য্যে যোগদান করে নাই, সেহেতু তাহাদিগের সকলকেই চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে। ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত সকলের বেতন দেওয়া হইবে।

গত ৩রা এপ্রিল অপরাহ্নে বিরাহাটী থানার অন্তর্গত খরিবাড়ি গ্রামে এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া একটী পাড়া ভস্মীভূত হইয়াছে। গ্রামের জমীদার অসহায় ব্যক্তিগণকে সাহায্য প্রদানে এবৃত্ত হইয়াছেন।

গত ৪ঠা এপ্রিল প্রাতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের নিকট এক হিন্দু বৃদ্ধা রমণী মোটর চাপা পড়িয়াছেন। ড্রাইভার জোরে ট্যাক্সী চালাইবার দরুণ হ্যাণ্ডেল সামলাইতে পারে নাই। বৃদ্ধাকে হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গত বুধবার পর্য্যন্ত বাবুদিগের অন্য বিদেশীর ডাক্তারের কল্যাণ সিদ্ধ হয় নাই। ঐ দিন অপরাহ্নে রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] সভাপতিত্বে শ্রমজীবীদের একটী সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, মিঃ ওয়াট, শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ কে, সি, মিত্র প্রভৃতি শ্রমিকগণের অভাবের অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তভাবে ধর্ম্মঘট চালাইতে উপদেশ প্রদান এবং কলিকাতাবাসী জনসাধারণকে শ্রমিকগণের প্রতি সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সহানুভূতি প্রদর্শনে অনুরোধ করেন।

সিটি কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কলেজের প্রিন্সিপাল সচ্চরিত্রবান্ বলিয়া সার্টিফিকেট না দেওয়ায় সিণ্ডিকেট সভা তাঁহাকে এ বৎসর পরীক্ষা প্রদানের জন্য অনুমতি দেন নাই, হেমচন্দ্র তজ্জন্য এক এটর্নির চিঠি দিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি সিণ্ডিকেট ও সিটি কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে এক ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন। ছাত্রেরা সিটি কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইতেছে, যাহারা এখনও লয় নাই, তাহাদিগকে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ছাত্রেরা এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে সিট্‌রেণ্ট দিয়াছে এবং হোষ্টেল হইতে অন্যত্র যাওয়ার দরুণ যে সমস্ত খরচ হইয়াছে তাহার চার্জ্জ করিতেছে।

গত বুধবার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অধ্যাপক মৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; প্রমোদ ঘোষাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দেশ সেবার জন্য ছাত্রগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

সার্পেণ্টাইন লেননিবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন সেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন অধ্যাপকের গ্র্যাজুয়েট কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বিকাশ সেন কর্ত্তৃক গুরুতররূপে আহত হইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, অধ্যাপক মহাশয়ের শ্রীবিভাগা পূর্ণ কম। মণীন্দ্রবিকাশ ভ্রাতার নিকট অর্থ চাহিয়া না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া একটী ছুরিকাদ্বারা অধ্যাপক দম্পতিকে আঘাত করেন। যুবকটীর মাথা একটু খারাপ ছিল বলিয়া প্রকাশ।

[illegible] কয়েকজন [illegible] কারণ লোকেই [illegible] মরিতেছে। তাহাদের [illegible] কে? চারিদিকে অনশন, [illegible] জলাভাবে হাহাকার করিতেছে, [illegible] মহামারী, ম্যালেরিয়া [illegible] বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের [illegible] আবির্ভাব। পীড়িত প্রজাপুঞ্জ অর্থাভাবে ভাল চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারিতেছে না। দুঃখ দুর্ভিক্ষ যেন ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বকালে রাজা দেখিতেন, প্রজাপুঞ্জের কোন কষ্ট হইতেছে কিনা; প্রজাগণ রাজাকে তাঁহাদের পিতার ন্যায় পালয়িতা জ্ঞান করিতেন—"রাজভক্তি" বলিয়া একটা জিনিষ তাঁহাদের জোর করিয়া দেখাইতে হইত না, স্বাভাবিকই ছিল। এখনকার রাজভক্তি হইয়াছে কেবল কাগজে কলমে, বাহিরের চাকচিক্যে; আন্তরিক কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে আছে—রাজা ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র, তিনি প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মরক্ষক, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ভগবদারাধনা করিতে পারেন, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের [illegible] বিষয়ে কোন বিঘ্ন উৎপাদন না, [illegible] তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদেরও বড় আশা, আমাদের [illegible] সেইরূপ প্রজাবৎসল হউন, [illegible] অহাথ-অভিযোগ শ্রীহরিতে শ্রবণ, [illegible] প্রজাও রাজভক্ত হইয়া সুখে [illegible] কালাতিপাত করুক।

জলপাইগুড়িতে নাকি একজন তান্ত্রিক সাধু (?) আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দুইটা কুকুর এবং দু' একটী নর কপাল ও অস্থি আছে। তিনি নর কপালে জলপান করেন, আর কুকুর দুটীর সহিত একত্রে আহার করেন। তিনি জাতিভেদ মানেন না ও সকলেরই আহার করেন। সঙ্গে অনেক হিন্দু ও মুসলমান-জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোক আছে। সাধুর [illegible] কোন ঔষধ নাই। সাধুর [illegible] বেড়াইলেই নাকি তাহাদের রোগ [illegible] হইবে। মায়িক জগতে [illegible] যে কত প্রকার তাহার কে [illegible] করিবে? ত্রিগুণ-বিমোহিনী মায়ার [illegible] নিজি কাটিতে পারেন, তিনিই এক বুদ্ধিমান।

[illegible]

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে [illegible] শ্রীজ্যোতির্নাথ [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৪।

মহাপ্রলয়

জগতে যেন আজ এক মহাপ্রলয় উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে অনাবৃষ্টি, প্রবল ঝাঞ্জা, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সবলে সবলে, দুর্ব্বলে-দুর্ব্বলে অথবা সবলে-দুর্ব্বলে সংঘর্ষ, রাজার ব্যবহারে প্রজার অসন্তোষ আবার প্রজার ব্যবহারে রাজার অসন্তোষ, গৃহবিবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্প্রদায়িক কলহ, ধর্ম্মবিপ্লব, ছলে বলে কৌশলে পরস্বাপহরণ, নারীনির্য্যাতন, ভ্রূণহত্যা, পরসুখাসহিষ্ণুতা বা মাৎসর্য্য, সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রচার চেষ্টা, শাঠ্য, কাপট্য, লাম্পট্য, প্রভৃতি বর্ত্তমান জগতের দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীব-হৃদয়েই যেন একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে—সকলেই উদাসভাবে কি যেন আরও একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছে—কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। যাহারা এই অবস্থার মধ্যেই আবার কোন একটা আনন্দের কল্পনা করিতেছে, নৈরাশ্য আসিয়া তাহাদের সে আনন্দের স্বপ্ন সব ভাঙ্গিয়া দিয়া সেখানে নিরানন্দ আনিয়া দিতেছে। ঘোর অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে চতুর্দ্দিকে জনমানবহীন নির্জ্জন কুটিরাভ্যন্তরে একটা মাত্র ক্ষুদ্র অনুজ্জ্বল প্রদীপ সম্বল করিয়া স্নেহাতুরা জননী যেমন তাহার মুমূর্ষু সন্তানের শিরঃসন্নিধানে উপবেশনপূর্ব্বক অতীতের কত সুখময় স্মৃতির সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আশা ও নৈরাশ্য-বিজড়িত এক আনন্দ ও নিরানন্দের মিলন-সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ কাল অতিবাহিত করেন, এমন সময় সন্তানের একবার মাতৃসম্বোধনে জননী যেমন স্নেহ-বিহ্বলা হইয়া কতনা আবেগ ভরে সন্তানের মুখ-চুম্বন করিতে যান, আবার পরমুহূর্ত্তেই সন্তানের রোগক্লিষ্ট কাতর মুখচ্ছবি দর্শনে হতভাগিনীর বুকখানি যেন ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া চুরমার হইয়া যায়—সমস্ত আশা ভরসা গুলাইয়া যায়, সংসার-তাপ-ক্লিষ্ট বদ্ধজীবের বর্ত্তমান অবস্থাও সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন। হতভাগ্য কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব কেবল নিরানন্দময় জড়-জগতে খুঁজিতেছে তাহার আনন্দ, কিন্তু কোথায় সে আনন্দ! নিরানন্দ আসে ছলনা করিতে আনন্দের বেশে—বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইয়া বলে—'আমি আনন্দ', পরমুহূর্ত্তে গম্ভীর বজ্র নির্ঘোষে জানাইয়া যায়—'আমি নিরানন্দ, আসিয়াছিলাম তোমার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে—তোমাকে নরকের পথে টানিয়া লইতে। জীব আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—বিষম সমস্যায় প্রপীড়িত। জীবের হৃদয়ক্ষেত্রেই আজ মহাপ্রলয়কাণ্ড উপস্থিত—কোথায় শান্তি?

একদিকে পিশাচী মায়ার জন্ম-জরা-মৃত্যু-দুঃখ-শোক-ভয়পূর্ণ অজ্ঞান-তিমিরাবৃত বিকট পৈশাচিক কোলাহলময় চতুর্দ্দশভুবনাত্মক নিরানন্দ বা জড়ানন্দের রাজ্য, অন্যদিকে নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্র—সে সমুদ্র মধ্যে গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের অশোক-অভয়-অমৃত-আধার শ্রীপাদপদ্ম প্রস্ফুটিত—যাহাতে ভক্ত ভৃঙ্গকুল পরমানন্দে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণপাদপদ্মমধুপান-রত, সে সমুদ্রে ভাসমান জীব আর কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশজ রোগশোকাদি ভয়-হেতু নিরানন্দ-কবলিত নহেন—তিনি তখন সেই উচ্ছলিত প্রেমরসসমুদ্রের প্রতি তরঙ্গ-হিল্লোলে পূর্ণামৃতাস্বাদনরত—তাঁহার দেহ, মন ও আত্মা সর্ব্বতোভাবে স্নিগ্ধতা-প্রাপ্ত।

জীব এখন কোন্‌দিকে যাইবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পিশাচী মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ একদল ভাগ্যহীন জীব এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের প্রার্থিত আনন্দের সন্ধানে রত হইয়া বহ্নিচাকচিক্যময় অগ্নিসঙ্গলোলুপ পতঙ্গের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হইতেছেন, আর একদল সৌভাগ্যবান্ জীব মায়াকে পিছনে রাখিয়া কৃষ্ণজনের অনুগত্যে নিষ্কপটে কৃষ্ণানুসন্ধানে ছুটিতেছেন এবং নিত্যানন্দের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন। জীব তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ ও পরাক্ নামক এই দুইটি বিভিন্নমুখিনী গতির বিভিন্ন প্রকার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও প্রত্যক্প্রবণ হইবার পরিবর্ত্তে পরাক্প্রবণ, তাই তাঁহার সমস্যাও ঘুচিবে না—অশান্তিও কাটিবে না। তিনি চিরদিনই ঐরূপ উদাসপ্রাণে হা হুতাশ করিয়া দিনগুলি কাটাইয়া দিবেন—ঐরূপ করিতে করিতেই একদিন চিরতরে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হইবে।

সভা-সমিতি করিয়া—সংবাদপত্রের স্তম্ভ পূর্ণ করিয়া লিখিয়া—দু' দশ জন লোক দু' দশ গ্রামে ছুটিয়া—দু' দশ লক্ষ টাকার ব্যয়ে এই সারাটি বিশ্বব্যাপী হাহাকার প্রশমিত করা কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে? মহাকালের মহাপ্রলয়কালীন সংহার লীলায় হস্তক্ষেপ করিতে এমন কোন্ সমর্থ পুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তিনি সাহসী হইতে চাহেন? এক গ্রামের এক প্রকার অভাব দূর করিতে যাইয়া শত শত গ্রামের শত শত প্রকার অভাব ঘৃত-সম্পৃক্ত অগ্নির ন্যায় ভীষণাকারই ধারণ করিবে। তবে কি মানব পরদুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন না? পরোপকার ব্রত পালন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন না? অবশ্য করিবেন। কিন্তু মানব কেবলমাত্র জীবের ক্ষণিকদুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টাপর হইয়া 'পরোপকারী' বলিয়া নাম লইতে যাইবেন না—পরন্তু ভগবৎ বিস্মৃতি হেতু জীব যে দুঃখ অনাদি কাল হইতে বরণ করিয়া জনন-মরণমালা স্বীকার করিয়াছে, সেই চির-দুঃখের শান্তির জন্য স্বয়ং কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিবেন, সেই কৃষ্ণসেবাতেই জীবের পরম উপকার—পরম মঙ্গল—পরম আনন্দ নিহিত। তাহা লাভ না করা পর্য্যন্ত জীব কখনও সুখ-দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া দুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণলাভ করিতে পারিবেন না। জগতে তিনিই প্রকৃত পরোপকারী স্বদেশভক্ত, যিনি নিজে "জগতে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—এই মহাজনবাক্য উপলব্ধিপূর্ব্বক গোলোক বৈকুণ্ঠকেই তাঁহার স্বদেশজ্ঞানে তথায় অবস্থিত হইয়া, স্বয়ং পরব্রহ্ম যে কৃষ্ণ, তাঁহার সেবা করিতেছেন এবং অপরকেও তাদৃশ উপলব্ধি প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। নতুবা কোথায়ই বা স্বদেশপ্রীতি আর কোথায়ই বা পরোপকার?

সুতরাং কৃষ্ণভক্তিলাভেই জীবহৃদয়ের সমস্ত নিরানন্দের চরম শান্তি—মহাপ্রলয়ের পূর্ণ সাম্যাবস্থা—সমস্ত সমস্যার অবসান।

ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন

বাঙ্গলার ছাত্রগণের—শুধু বাঙ্গালার কেন, সারাটা ভারতের ছাত্রবৃন্দের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা দেখিয়া একপ্রকার দেশহিতৈষি সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বড় আশা বুকে বাঁধিয়া ছাত্রগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, "ওগো, তোমরাই যে দেশের প্রাণ, তোমাদের দ্বারাই যে আজ দেশের মুখ উজ্জ্বল হবার কথা, ওগো ভারতসন্তান, উঠ, জাগ তোমরা, আর কতদিন ঘুমাইবে বল, দেশ যে তোমাদের মুখপানে চাহিয়া আছে, একবার ছুটে এস, দেশবাসীর করুণ আর্ত্তনাদ কি মানুষ তোমরা তোমাদের কাণে এখনও প্রবেশ করে নাই? জীবনটাকে ননীর পুতুল করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিও না—কাপুরুষতাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভীকচিত্তে শত সহস্র ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই জীবনটাকে গঠন কর—কাপুরুষের ন্যায় আত্ম-সম্মান হারাইও না—দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্য আত্মবলি দাও—এমন সুযোগ আর পাইবে না।" আর একপ্রকার দেশহিতকামি সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বলেন,—"ছাত্রগণ সাবধান, হুজুগে মাতিও না, হঠাৎ আবেগের বশে স্কুল কলেজ ছাড়িয়া তোমরা এমন কি লাভবান হইবে? মধ্য হইতে তোমাদের সময় ও উদ্যম অনর্থক ব্যয় করা হইবে, অভিভাবকগণের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ বৃথা নষ্ট হইবে, তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিলে তোমরাই পরিণামে কষ্ট পাইবে। শিক্ষাবিভাগের কথা শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক আলোচিত ও মীমাংসিত হইবে,-তোমরা মিছামিছি কতকগুলি গোলমালের সৃষ্টি করিয়া ব্যাপারটা ক্রমে একটা রুট রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করিতেছ, এখনও সাবধান হও, তোমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা একটু চিন্তা কর।"

এইরূপে একপক্ষ ছাত্রগণের বর্ত্তমান আন্দোলন পরিচালনের পক্ষে ও অপরপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে মতামত প্রদান করিতেছেন। ছাত্রগণ দুইটী বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য না করিতে পারিয়া, এখন এক বিষম সমস্যার মধ্যেও পতিত। আমরা কাহারও কোন মতের সমালোচনা না করিয়া নিরপেক্ষভাবে পূর্ব্বতম মহাজন-বাক্য—শ্রৌতবাক্য কীর্ত্তন করিব, আশা করি সকলেই নিঃসংশয়ে মহাজনবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাজন-পদানুসরণে স্ব স্ব মঙ্গল অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীশ্রীমুণ্ডক উপনিষদে মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" পরব্রহ্ম শ্রীভগবদ্বর্ণিত পরম বিদ্যা পরা বা পরমার্থবিদ্যা ও অপরা বা লৌকিকী বিদ্যা—এই দুই প্রকার বিদ্যার কথা বলিয়া থাকেন। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরমার্থিগণোপাস্য লৌকিকী বিদ্যা। আর যে শাস্ত্রপ্রভাবে অক্ষর শ্রীভগবদ্বস্তুবিষয়ক পরমার্থ জ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়, তাহাই পরাবিদ্যা। অবশ্য চতুর্ব্বেদ ও ষড়ঙ্গাদি যখন ভগবৎসেবোদ্দেশ্যে আলোচিত না হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি ইতরোদ্দেশ্যে আলোচিত হয়, তখনই তাহা অপরা বা অবিদ্যা বলিয়া পরিত্যাজ্য, কিন্তু যখন ঐ সকল পাঠের উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবৎসেবাপর হয়, তখন তাহা অবিদ্যা হইবার পরিবর্ত্তে পরাবিদ্যা হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে বিদ্যা জীবকে ভগবৎসেবা-বিমুখ করে, তাহাই অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যা, আর যাহা জীবকে ভগবৎ সেবায় উন্মুখ করে, তাহাই পরাবিদ্যা।

এই পরাবিদ্যা বধূর জীবনই—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, অন্যাভিলাষিতা, জ্ঞান কর্ম্মাদি ইতরতৃষ্ণা রহিত হইয়া কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন বা সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই এই পরাবিদ্যা বা শুদ্ধা সরস্বতী দেবীর কৃপা লাভ করা যায়। অবিদ্যার জীবন—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনবিরতি বা ধর্ত্তব্য কৃষ্ণ নহে, তাহার অর্থাৎ মায়ারই কীর্ত্তন।

"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া
জীবকে করয়ে গাধা॥"

জীব জড়বিদ্যা বা ছুরা সরস্বতীর আরাধনা করিতে গিয়া বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হন এবং নানারূপে পীড়া প্রাপ্ত হন। অনিত্যকেই নিত্য বলিয়া তাঁহার ভ্রান্তি হয়, তাই অনিত্য হইতে আনন্দপ্রাপ্তির আশায় অনিত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া শেষে নিরানন্দই প্রাপ্ত হন। এরূপ জীবন অত দুর্লভ, বহু লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া এমন দুষ্প্রাপ্য জীবন লাভ হইয়াছে। সদসদ্বিচারহীন পশুপক্ষীর মত জীবনটা কাটাইয়া দেওয়ার জন্য ত' এ জীবনের সৃষ্টি হয় নাই, এ জীবনের একটা অতি মহান উদ্দেশ্য আছে, তাহা ঐ পরাবিদ্যা বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীর কৃপালাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ছাত্রগণ যাহাতে এই শুদ্ধাসরস্বতী দেবীর কৃপা লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাশীল হইতে হইবে। তাঁহারা কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ পরাবিদ্যার অনুশীলনে তৎপর হউন। একজন পরাবিদ্যাবধূর কৃপালাভ করিয়া আর পাঁচজনকে তাহা লাভ করাইবার জন্য যত্নবান হউন। এই রূপে একদিন আসিবে, যে দিন তাঁহারা ষড়্বেগজয়ী জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে পারিবেন, দেশের সকল অশান্তি দূরীকরণে সমর্থ হইবেন। বরদে নিত্যানন্দাভিন্ন গুরু-দেবের গুরুবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা বিশ্ববিজয়ী হইবেন—অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারিবেন। ভারতভূমি—ধর্ম্মক্ষেত্র, এখানে অধর্ম্ম কলি অনধিকার প্রবেশ করিবার স্পর্দ্ধা করিলেও ধর্ম্মবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ যেন মনে না করেন, ভগবদ্ভক্তি বুঝি দুর্ব্বলা, আর তাঁহাদের প্রাকৃত দেহ মনে আত্মবুদ্ধি-বশতঃ ভক্তি-হীনতাই বুঝি সবলা; কিন্তু তাহা নহে। ভক্তিই একমাত্র সবলা ভক্তি দ্বারাই প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ হিরণ্যকশিপু আদির ন্যায় দুর্জ্জয় অসুরকেও সম্যক্প্রকারে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"অগ্রে অবিদ্যার আলোচনা করিয়া পরে পরাবিদ্যা বা ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য যত্ন করা যাইবে"—এইরূপ অর্ব্বাচীনতা করিয়া বৃথা কালাতিপাত করার আর সময় নাই। অবিদ্যার অনুশীলনে হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হইয়া গেলে, তাহাতে ভগবৎ কৃপাবারি বর্ষিত হইলেও তাহা আর অনু-ভূতির বিষয় হইবে না। তখন মনে হইবে—

"জীবন যাতনা হইল এখন
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা ঘটিল বিষম
সে বিদ্যা হইল শেল॥"

সুতরাং হে ছাত্রগণ—হে ভাবী ভারত-ভরসা তোমরা অবিদ্যার কুহক সম্যক্-প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সদ্গুরুর আশ্রয়ে পরাবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। তোমাদের জীবন সার্থক হইবে, তোমরা আবার শত শত জীবনকে সার্থক করিতে পারিবে। বৃহৎ বর্ত্মী ও বর্ত্মার মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে তোমাদিগকে লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, মুক্তাদিরূপ আত্মসুখ, নিজপরিজনপ্রীতি, স্বজন-তাড়ন, ভর্ৎসন ও ভয় সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সে সকল পরিত্যাগ জন্য তোমাদিগকে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। ওই শুন, কৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। ভাই সকল, ভগবানের কথায় বিশ্বাস কর, আর অবিদ্যার মোহে মুগ্ধ হইয়া নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান হইতে বিরত হইও না। তোমরা ধর্ম্মঘট পাতিয়াছ—সর্ব্ব-ধর্ম্মমূল যে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মেই সে ঘট উৎসর্গ কর—কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কর—তবেই তোমাদের ধর্ম্মঘটের সার্থকতা, নতুবা সময় ও উদ্যম নষ্ট মাত্র।

আর কত দেখবো

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বলিতে বলিতেই মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট হইতে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ কুমার প্রভৃতি ৫।৬ জন বিশিষ্ট উদারচেতা ভদ্রলোক কতিপয় শ্রীভক্ত সহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতি সমাদরের সহিত শ্রীবিগ্রহ সকলের পরিচয় ও শ্রীধামের সংবাদাদি সুবিস্তৃত বর্ণনামুখে দর্শনে পরিতৃপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখনই ভক্তগণপ্রদত্ত বাল্য-ভোগের প্রসাদ ভোজনে কৃতার্থ বোধে পরস্পর কি যেন বলাবলি করিতে লাগি-লেন। সম্মুখেই শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত-মহারাজকে দর্শন করিয়াই তাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া মহারাজের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, এবার আমাদের কোন্ অপরাধে আপনার দর্শন লাভে বঞ্চিত করিলেন। আমরা কতই না আশা করিয়াছিলাম, আপনার শ্রীমুখের সেই সুধামাখা হরিকীর্ত্তন শুনিয়া কৃতার্থ হইব। এবার এ পতিত অধমদের পর্ণকুটীরে পদার্পণ হইল না কেন? তখন মহারাজ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর সুধামাখা সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিলেন এবং মহাপ্রসাদ পাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বুলিয়ার নানাপ্রকার ভীতিপূর্ণ বাসাতে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসেন নাই বলিয়া নানাপ্রকার কাকুতি মিনতি করিয়া বিদায় লইয়া শ্রীমায়াপুরের অন্যান্য দর্শনে ব্যস্ত হইলেন।

সমস্ত স্থানের দর্শনান্তে পুনরায় তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিনীত নিবেদনে কি বলা দয়া চাহিয়া বলিলেন, আমরা আগামীবারে প্রাতে নিশ্চয় আসিয়া আপনাদের শ্রীমুখের শান্তিময় হরিকথা শ্রবণ করিব এবং শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিব। অদ্য আমাদের মন বড় চঞ্চল আছে। শ্রীমন্মহা-প্রভুর কি ইচ্ছা তাঁহারা কুলিয়াতে পৌছিয়াই কয়েক ঘণ্টা বাদেই অতি ভীষণ রৌদ্রতাপ অতিক্রম করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, আমরা বলাকার প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়াই চলিয়া আসিলাম। আমাদের মনের সন্দেহ এবং বিবাদভঞ্জন করিয়া দেন। সন্দেহাদির কারণ জিজ্ঞাসা করায় উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিতান্ত সরল হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। প্রথমেই বলিলেন, আমি কিন্তু শাক্ত ব্রাহ্মণ। আমাদের বাড়ীতে দুর্গা পূজা হয়। আমি কৃষ্ণমন্ত্রই পাইয়াছি। এখন আমাদের মনের কথা বলি,—আমরা অবশ্য সকলেই বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দা হইলেও সম্প্রতি কার্য্যান্তরে এক স্থানেই বাস করিতেছি। হঠাৎ আমরা পরস্পর সাংসারিক নানাপ্রকার অশান্তির আলাপন করিতে করিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তি-নিকেতন শ্রীনবদ্বীপধাম, স্থির করিয়া সকলেই অত্যন্ত আগ্রহাতিশয্যে অগৌণে রওনা হইয়া আজ তিন দিন হইল সহর নবদ্বীপে আসিয়াছি। সে দিবস বৈকালে সহরে পৌছিয়াই একটী বাসা লইয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিতে নিকটস্থ চারিদিকেই কীর্ত্তনের শব্দাদি শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সত্য সত্যই শান্তির স্থান বটে।

(ক্রমশঃ)

রাজনীতি

কয়েকদিন হইল আমার একজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "মহাশয়, আপনাদের সংবাদপত্রে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ত' দেখি না। রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা ব্যতীত আপনাদের পত্রিকা কি সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে?" আমি তখন তাঁহাকে সহাস্যে উত্তর প্রদান করিলাম—মহাশয়, আমরা রাজনীতি ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই ত' আলোচনা করি না। তবে আপনাদের রাজনীতির ধারণার সহিত আমাদের রাজনীতির ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনারা 'রাজনীতি' বলিতে প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত দু'দশটী দেশের নশ্বর কালস্রোতা রাজার স্বস্ব স্বার্থমূলে পরিচালিত পরিবর্ত্তনীয় নীতিকে বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের রাজনীতি সেরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণা বিশিষ্ট নহে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি—সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর যে পরমেশ্বর বিষ্ণু, তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে নীতি, তাহাই আমাদের 'রাজনীতি'। "সর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ" অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করাই বিধি এবং বিষ্ণুকে বিস্মৃত না হওয়াই নিষেধ—ইহা আমাদের রাজনীতি। জীব কি করিয়া সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর স্মরণ-নীতি রক্ষা করিতে পারেন, তাহাই আমাদের সর্ব্বক্ষণ আলোচ্য বিষয়। বিষ্ণুর একান্ত ভক্তগণই বিশ্বসম্রাট্ বিষ্ণুর সেই নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। যাহারা উক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজভোগ্য বস্তুতে হস্তক্ষেপ করিতে যায়, বিশ্বসম্রাট্ বিষ্ণুর প্রতিনিধি ভক্তগণ তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত করেন। প্রাকৃত রাজা প্রাকৃত দোষ-চতুষ্টয় দুষ্ট, সুতরাং তাঁহার নীতিও ভ্রান্তিশূন্য নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত রাজা বিষ্ণুর নীতি অভ্রান্ত নিত্য সত্য শুদ্ধ সনাতন। সেই সনাতন নীতি বা হরিভক্তিই জগতে বহুলরূপে প্রচারিত হওয়ার উদ্দেশ্যেই নদীয়া-প্রকাশের অব-তরণ। সুতরাং আমাদের পত্রিকাই একমাত্র বিশুদ্ধ রাজনৈতিক।

আমাদের রাজনীতি কখনও জীবের ব্যক্তিগত স্বার্থের মূলে আঘাত করে না, কিন্তু স্বার্থগতি যে বিষ্ণু, তাঁহারই প্রীতি-মূলে তাঁহার সেবাকেই লক্ষ্য করে। এ রাজনীতির মধ্যে কোন সারল্যের অভাব বা কৌটিল্য নাই ইহা জীবের সহজ সরল স্বাভাবিক ভাব দ্বারা পুষ্ট—নিত্যনবনবায়মান আনন্দ-রস-সম্পৃক্ত।

যে দিন এই রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে রজস্তমোগুণ জয় হইবে, সে দিন জীব আর দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া কৃষ্ণসেবা বিমুখ হইবেন না।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

(প্রাপ্ত)

খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি অগ্নির জ্বলন্ত প্রতাপে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্য শূকরগণ প্রাণের ভয়ে অগ্নির হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ভস্মীভূত করিতেছে। অগ্নি ব্রাহ্মণের হবিঃ খাইয়া পীড়িত থাকায় বহুদিন অনশন জন্য অত্যন্ত বুভুক্ষিত হইয়া যেন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বন্য জন্তুদিগকে ভক্ষণ করিতে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। পূর্ব্বে রোগের যাতনায় ব্রহ্মাদি দেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আদেশে রোগ প্রশমনার্থ খাণ্ডব বন দহনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বনবাসী ঋষিগণ কলসে কলসে জল ঢালিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাপিত করিলেন। তিনি শত শত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। কিন্তু এবার আর রক্ষা নাই, তিনি প্রিয়তম সখা অর্জ্জুন সহ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাঁহার শরণে অনন্ত সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, যাঁহার শরণে নিখিল দুঃখরাশি বিদূরিত হইয়া যায়, আজ—অগ্নি তাঁহারই শরণে খাণ্ডব বন সুখে দহন করিতে লাগিলেন। বনবাসিগণ পূর্ব্বের ন্যায় সকলে সমবেত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপণে উদ্যত হইলেন। কত কলসে কলসে জল ঢালিলেন কিন্তু কিছুতেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। বনবাসিগণের কি কথা, ব্রহ্মা মহেশ্বর যদি উপস্থিত হন, তাঁহাদেরও এ অগ্নি নির্ব্বাপণের ক্ষমতা নাই। মায়াদেবী নিজ প্রভুর সেবা-বিমুখতার জন্য যেন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় জটাজাল বিকীর্ণ করিয়া জীবদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে। মায়াগ্রস্ত হইয়া জীব যে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পরিসীমা নাই। আমার সংসার, আমার বিষয়, আমার ধন, আমার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কৃষ্ণভোগ্য বস্তুকে আমার আমার বলিয়া সংসারের জ্বলন্ত অনলে সর্ব্বক্ষণ দগ্ধীভূত হইতেছে। রোগ, শোক, মরণ প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখে যে কি কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনল নির্ব্বাপণের জন্য কতই না ব্রত, যজ্ঞ, ধ্যান করিতেছে। কিন্তু কোনক্রমেই তাহা নির্ব্বাপিত হইতেছে না। ভোগাভিলাষী জীব শান্তিলাভের জন্য দেবতাদিগের নিকট পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া জ্বলন্ত অনলে ঘৃত সংযোগের ন্যায় সংসারের অনল দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিতেছে। যোগিগণ প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক, পূরক করিয়া এবং জ্ঞানিগণ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান করিয়াও এ মায়া-অনল নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এ মায়া অনল যে সে অনল নয়, ইনি ভগবানের কিঙ্করী কৃষ্ণবিমুখ জীবদিগকে দণ্ড দিবার মানসে এ জগতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। হে জীবগণ! যদি এই জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাপিত করিতে চাও, যদি শীতল জল দ্বারা দেহের উত্তাপ নির্ব্বাপিত করিতে চাও, তাহা হইলে যাঁহার চরণে অনন্ত সমুদ্র বিরাজমান, তাঁহারই পদ-জল আশ্রয় কর, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংসারের জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে। ভগবদ্ভক্তি-জল বিনা এই অনল নির্ব্বাপণে আর দ্বিতীয় উপায় নাই। কর্ম্ম, জ্ঞানের আশ্রয়ে বা দেবতান্তর উপাসনা দ্বারা কখনই এ অগ্নি প্রশমিত হইবে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানের এই অপরা মায়ার মোহিত সুতরাং তাঁহাদের ও ভগবানের আশ্রয় ব্যতিরেকে এ মায়া জয় করার সাধ্য নাই তাই করুণাময় ভগবান বলিতেছেন

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া
দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

অতএব এই সংসার-সমুদ্র পার হইবার ভগবচ্চরণাশ্রয় আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীনবদ্বীপ-দর্শন

প্রাপ্ত

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের লালসা বলবতী হওয়ায় গত ফাল্গুন মাসে গৌরাঙ্গ প্রভুর জন্মতিথি দোলপূর্ণিমায় সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ রওয়ানা হইয়াছিলাম। বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপ ধামকে নবধা ভক্তির অভিব্যঞ্জক স্থান বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"শ্রবণ কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণাদি ভক্তি লক্ষণং। নবধা দীপ্যতে যত্র নবদ্বীপ ইতীর্য্যতে॥" (১) শ্রবণাখ্য—সীমন্তদ্বীপ, (২) কীর্ত্তনাখ্য—গোদ্রুমদ্বীপ, (৩) স্মরণাখ্য—মধ্যদ্বীপ, (৪) পাদসেবন—কোলদ্বীপ, (৫) অর্চ্চন—ঋতুদ্বীপ (৬) বন্দন—জহ্নুদ্বীপ, (৭) দাস্য—মোদদ্রুমদ্বীপ, (৮) সখ্য—রুদ্রদ্বীপ, (৯) আত্মনিবেদন—অন্তর্দ্বীপ মহাযোগপীঠ।

ভগবদ্ভজন রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই এই নবধাভক্তিমার্গকে আশ্রয় করিতে হয়, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমেই আত্মনিবেদনক্ষেত্র 'অন্তর্দ্বীপ' দর্শনে ব্যাকুলতা জন্মিল। রাত্রি ১২॥ টার সময় নবদ্বীপ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া ব্যাকুলভাবে নবদ্বীপ চন্দ্রকেই স্মরণ করিতে লাগিলাম। রাত্রিতে যে যে স্থানে আশ্রয় লইব বলিয়া সংবাদ করিয়া গিয়াছিলাম, ধামে পৌঁছিয়া শুনিলাম, সকলেই হরিদ্বার কুম্ভমেলা দর্শনে গমন করিয়াছেন। এতরাত্রে কোথায় কাহার আশ্রয় লইব, এই চিন্তা উদয় হইয়া মনে ব্যাকুলতা আসিল, পরক্ষণেই চিন্তা হইল, মানুষের আশ্রয় প্রার্থনা বৃথা, ইহাতে নৈরাশ্য আছে, একবার গৌরের শরণাপন্ন হই না কেন? যাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে—যাঁহাকে দর্শন করিব বলিয়া প্রাণের আবেগে ছুটিয়া আসিয়াছি, এখনও তাঁহার নিজ ধামেই পৌঁছিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দেওয়া না দেওয়া এখন তাঁহারই অধীন, সে জন্য আমার চিন্তা করিবার কিছুই নাই। শাস্ত্রেও আছে—"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে" 'ভোজ্য অদৃষ্টে যার থাকয়ে লিখন। অন্বেষিতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥ প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার। রাজপুত্র হউক তবু উপবাস তার॥ ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নসত্র। ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিবে সর্ব্বত্র॥" যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে শরণ নিতে পারিতাম, তাহা হইলে কোন চিন্তাই করিতে হইত না। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার সঙ্গীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটী বলিল—এই ধামেই যোগনাথতলা উল্লাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত লালচাঁদ বাবুর বাড়ী আছে, তথায় চলুন, নিশ্চয়ই স্থান পাইব। তাহার কথা মত গাড়ীযোগে তথায় চলিলাম এবং স্থানও পাইলাম। সেখানে রাত্রিবাসে কোন অসুবিধাই হইল না। আলাপে জানিতে পারিলাম, তিনি নিঃসন্তান বলিয়া সমস্ত সম্পত্তি শ্যালক পুত্রগণের নামে দানপত্র লিখিয়া দিয়া সস্ত্রীক ধাম বাস করিতেছেন। বাড়ীটী দ্বিতল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বাসোপযোগীই বটে। পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করতঃ মহাপ্রভুর দর্শনে চলিলাম। পথের উভয় পার্শ্বেই বিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছেন। বর্ত্তমান সহরে স্থাপিত অদ্বৈতভবন, শ্রীবাস অঙ্গন, জগাই-মাধাই উদ্ধার সমস্তই দর্শন করা হইল এবং নির্দ্দিষ্ট হারে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেকের জন্য ভেটও দিতে হইল। সর্ব্বশেষে মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলাম, সেখানে ভেট প্রতিজনের ।/০ আনা করিয়া দিতে হইল, ভেট দিয়া মহাপ্রভু দর্শন করিলাম। সেবাইত প্রভুদের একটীকে বিনীতভাবে বলিলাম, আমাদের আরাধ্য বস্তুকে দর্শন করিতে এত পাকাপাকী ভেটের বন্দোবস্ত কেন? আমার প্রভু ত দীনদয়াল, যদি ভেটের পয়সা দিতে অসমর্থ হইতাম, তবে কি আমার গৌরদর্শন হইত না? তিনি উত্তর করিলেন, এই রূপই নিয়ম। ইষ্ট দর্শন করিতে যে রিক্তহস্তে যাইতে নাই, সে জ্ঞান অধিকাংশ গৃহীদেরই আছে। কিন্তু পথে পথে ঠাকুরদর্শনী ও ভেট দিয়া যাইতে যাইতে গৌরদর্শনের সময় অনেকে আপনা হইতেই রিক্তহস্ত হইয়া পড়ে। গৌর যে আমাদের কাঙ্গালের ঠাকুর, কাজেই গৌর-দর্শনে কাঙ্গালেরই আগ্রহ বেশী। সকল স্থানেই ভেট দিয়া দর্শন হইল, কিন্তু কোথাও আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য বা প্রসাদ কিছুই ভাগ্যে জুটিল না। সেজন্য মনে বড়ই আক্ষেপ জন্মিল, হে আমার পরমারাধ্য ভাবগণের কর্ণধার! তোমার আঙ্গিনায় আসিয়া আজ তোমার প্রসাদ পাইলাম না, রিক্তহস্তে যাইতে হইল? আমাদের জন্য কি নির্ম্মাল্য বা অন্য কোন প্রকার প্রসাদের বন্দোবস্ত রাখ নাই? তোমার দূরদেশাগত দর্শনার্থীদের গতি কি হইবে? তুমি কি এসমস্ত গোস্বামিগণের সেবা নহ? উপজীবিকার পাত্র হইয়া পড়িয়াছ? ইহাদের সঙ্গে কি এখন উপজীব্য উপজীবিকা সম্পর্ক হইয়াছে? তাই তোমার আশ্রিত আমরা আজ তোমার জন্মোৎসবে তোমার আঙ্গিনায় আসিয়া লাঞ্ছিত ও অনাদৃত হইয়া যাইতেছি? তার উপর আরও এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম। এই সমস্ত ভেট আদায় ট্রাষ্টী দ্বারা হইয়াছে। হায়! হায়! প্রভু, তুমি আবার কাহার সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছ, তাই তোমার রক্ষার্থে ট্রাষ্টীর প্রয়োজন হইয়াছে? তবে বুঝিলাম, তুমিও কলির কিঙ্করগণের শাসনাধীন হইয়া পড়িয়াছ। আমি যে কলির শাসনের বহির্ভূত নবদ্বীপধামে তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, তবে এ কি সেই নবদ্বীপধাম নহে? তবে আমি এ কোথায় আসিলাম?

(ক্রমশঃ

নানা কথা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহোদয় কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যে রাজসাহী যাইয়া তথা হইতে ১২ই এপ্রিল দার্জ্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি যাইবেন। ১৪ই এপ্রিল জলপাইগুড়ি হইতে রওনা হইয়া ১৫ই এপ্রিল কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

গত ২৮শে মার্চ্চ রাত্রিতে লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত নন্দনপুরবাসী শাহাতুল্লা ও গোলাম রহমান নামক দুই ব্যক্তি উক্ত নন্দনপুরনিবাসী বনমালী বৈষ্ণবের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ঠাকুরঘর, রান্নাঘর ও বাসঘরে পুরীষ নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত মুসলমানদ্বয়ের সহিত বনমালীর-পক্ষ হইতেই ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা চলিতেছিল। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে ২৯৫ ও ৪৪৭ ধারা অনুসারে অভিযোগ করা হইয়াছে। শীঘ্র বিচার চলিবে।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী এবং স্যার জগদীশের একজন সহকারীর ১০ এপ্রিল তারিখে বি, এন, রেলের বোম্বাই মেলে য়ুরোপ গমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার কথা। জাতিসঙ্ঘ-সমিতির সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের বিলাত গমন। সভার কার্য্য শেষ করিয়া স্যার জগদীশ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

বসিরহাটে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু সভায় বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছেন—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই ভারতের লক্ষ্য। সভায় মৃত কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগের নামোল্লেখে শোক প্রকাশ করা হয়, স্বাধীনতালাভ, সাইমন কমিশন বর্জ্জন, বৃটিশপণ্যদ্রব্য বর্জ্জন, দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতিচেষ্টা, দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা, পাটের অতিরিক্ত চাষ নিবারণ, হিন্দু-মুসলমানে মিলনচেষ্টা, দেশীয় শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ দূরীকরণচেষ্টা, শ্রমিকগণের প্রতি পুলিশের অত্যাচার দমন প্রভৃতি বহু দেশহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব হয়।

গত ৮ই এপ্রিল প্রাতে বসিরহাট প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গ ও প্রেসিডেণ্ট যে ট্রেণে বসিরহাট হইতে কলিকাতা আসিতেছিলেন, সেই ট্রেণ খানির যে গাড়ীখানিতে সংবাদপত্রের সংবাদদাতৃগণ ছিলেন, সেই গাড়ীখানি লাইনচ্যুত হইয়া যাওয়ায় আরোহিগণ অল্পবিস্তর আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। লাইনচ্যুত গাড়ী কয়খানিকে ঘটনাস্থলে রাখিয়া ট্রেণখানির কলিকাতা আসিতে অনেক দেরী হইয়াছিল। বসিরহাট হইতে ১০ মাইল দূরেই ঐরূপ দুর্ঘটনা সম্পাদিত হয়।

কাশী মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কাশীর বিখ্যাত উকীল মুন্সী মহাদেবপ্রসাদ ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

স্যার বি, এন, মিত্র ভারতীয় সৈন্য বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসতবাটী নাকি এক মাড়োয়ারী ৭৫ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া লইতেছে। সেই বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেখানে নাকি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে বসতবাটীটী রক্ষা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

শাপুরে একটী পুষ্করিণীর ধারে এক মুসলমান বিধবার ১২ বৎসরের পুত্রকে কে খুন করিয়াছে। পুলিশ সন্দেহবশতঃ ষ্টীমার কোম্পানীর এজেণ্টের খানসামার পুত্র ২০ বৎসর বয়স্ক সামসুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেন্দ্র কুমার মিত্র তদন্তের ভার লইয়াছেন।

বামনগাছিতে নিরীহ শ্রমিকদলের উপর পুলিশের গুলী চালানর প্রতিবাদ কল্পে ভীষণ আন্দোলন চলিতেছে। পুলিশ জানাইতে চাহেন, তাঁহারা নির্দ্দোষী, কিন্তু সাধারণে তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। জোর তদন্ত চলিতেছে।

হাওড়ায় মেথরগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে ৮ ও ৯নং ওয়ার্ডের ৫০০ মেথর কার্য্য বন্ধ করায় মিউনিসিপ্যালিটী অন্যান্য ওয়ার্ডের মেথর আনিয়া কার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করেন এবং শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ নিযুক্ত করেন। তাহাতে শীল বস্তিতে ট্রাম ডিপোর নিকট ধর্ম্মঘটকারী মেথরদল ইন্‌স্পেক্টর ও সার্জ্জেণ্টের গাত্রে মলনিক্ষেপ ও কনষ্টেবলকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করে। হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ও এস, পি মিঃ ষ্টার্গিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে ধর্ম্মঘটকারীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের সহিত দুইটী ঘরে প্রবেশ করিয়া ৮ জন মেথরকে গ্রেপ্তার করিয়া শিবপুর থানায় চালান দিয়াছেন। ধর্ম্মঘট ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। মেথরগণ ৬,৭ ও ১০নং ওয়ার্ডে পূর্ণভাবে ও ৫নং এ আংশিক ভাবে কার্য্য বন্ধ করিয়াছে এবং শীঘ্রই সমস্ত ওয়ার্ডে ধর্ম্মঘট হইবে বলিয়া মেথরগণ জানাইতেছে।

কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুলের একটী ঘরে ঐ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর একটী ছাত্রের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কেহ তাহাকে হত্যা করিল কি ছাত্রটী নিজেই আত্মহত্যা করিয়াছে, সে বিষয়ে তদন্ত চলিতেছে

গৌরনদী থানান্তর্গত গোয়াকুল গ্রামে মফিজদ্দী নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে পুষ্করিণী খননের সময় বিষ্ণুর একটী শিলাময়ী অর্চ্চামূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিখানি অতি সুন্দর।

ঢাকা সহরে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রায় তিন হাজার লোককে কলেরা বীজের টীকা দেওয়া হইয়াছে। সহরে বিশুদ্ধ পানীয়ের সেরূপ ব্যবস্থা নাই। স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেছেন, বলিয়া শুনা যায়।

জার্ম্মাণীর সুবিখ্যাত চিকিৎসক এবং দেহতত্ত্ববিৎ প্রফেসর রুবনার বলেন, য়ুরোপীয়ান লেডীরা যেরূপ অর্দ্ধনগ্ন অবস্থার পোষাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহাদের স্বাস্থ্যের হানিকারক। ঐরূপ অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় থাকার জন্যই যুবতীগণের মৃত্যুহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে দেশ নিজেকে বেশী সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহাদের সভ্যতার মধ্যে এইরূপ অনেক গলদ ক্রমশঃ বাহির হইতেছে। আবার এদেশের লোক ঐরূপ সভ্যতার জন্যই ব্যস্ত।

সিটি কলেজের ছাত্রগণ ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া অন্য কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি এক কাণ্ড ঘটিয়াছে যে, শ্রীযুত গোপাল নারায়ণ চৌধুরী নামক এক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র কলেজ হোষ্টেলে থাকিয়া আইন পড়িতেছিলেন। শুনা যায়, তিনি যাহাতে হোষ্টেলে না থাকিতে পারেন, তজ্জন্য প্রিন্সিপাল হেরম্বমৈত্রের পক্ষ হইতে হাইকোর্টের উকিল, দুর্গাচরণ মিত্র (১০নং বাদুর বাগান ষ্ট্রীট) তাঁহাকে হোষ্টেল ছাড়িয়া যাইবার জন্য এক চিঠি দিয়াছেন। অন্যথায় তাঁহার বিরুদ্ধে ৬০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের এক মামলা রুজু হইবে।

গত ৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে লেডী আরউইন ও মাননীয় রিচার্ড উড ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন।

২৪ পরগণার আবকারী [illegible] সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ [illegible] নির্দ্দেশানুসারে ব্যারাকপুর আবকারী ও লবণবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মৌলবী [illegible]দীন আমেদ টিটাগড়ে এক গাঁজা বিক্রীর আড্ডা আবিষ্কার করিয়া তথায় ৫০০ প্যাকেট গাঁজা ও ৩০ তোলা গাঁজাপূর্ণ একটী থলি পাইয়াছেন। এই সম্পর্কে চন্দ্রাবলী তেওয়ারী ও শিবনারায়ণ মাড়োয়ারী নামক দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। উহারা প্রত্যেকে ৫০০্ টাকার জামিনে খালাস আছে।

মিস গ্লেজি নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা ১২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে পেলোমা দ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া মরক্কো উপকূলে উপনীত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আরও পাঁচবার ইনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কয়েকবার চেষ্টার পর ইনি বিগত ৭ই অক্টোবর তারিখে ইংলিশ চ্যানেলও পার হইয়াছিলেন। এই মহিলাটী লণ্ডনে থাকিয়া টাইপিষ্টের কাজ করেন। ইনি যখন সন্তরণ করেন, তখন ইঁহার জীবনরক্ষার্থ একখানি নৌকা সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

সালিথায় বেলগ্রেভ মুষ্টিযুদ্ধ ক্লাবের উদ্যোগে এক মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে এ, এম, তান্ত্রিক নামক একব্যক্তি ও মিস্ কোকা জিটা নামক দুইজনে প্রতিযোগিতা হয়। কোকা জিটা ১৯৫ পাউণ্ড ও তান্ত্রিক ১২৭ পাউণ্ড তুলিলে তান্ত্রিক মিস্ জিটার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার টমাস ডসন মিলারের স্থানে মিঃ কোর্টনি টেরেল নিযুক্ত হওয়ার কথা গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে।

আফ্রিকার বেলজিয়ান অধিবাসিগণ ও তৎসঙ্গে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণই নাকি হস্তী দ্বারা হলচালনা করিয়া করিয়া কৃষিকার্য্যে বিশেষ লাভবান হইতেছেন। আফ্রিকার অন্তর্গত সুদান-প্রদেশের দক্ষিণাংশ, ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটোরিয়াল উবাঙ্গিশারি উপনিবেশ, বেলজিয়ান কঙ্গোর অধিকাংশ স্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনুকূল, জলসেচেরও উত্তম ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ছীছী নামক এক প্রকার মক্ষিকা আছে, গরু ঘোড়া নাকি তাহাদের কামড় কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। হস্তী তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া একরূপ কাজ চালাইতে [illegible]

[illegible]

[illegible] চৈত্র, শুক্রবার—১৩৩৪।

নববর্ষারম্ভে

আজ ১৩৩৪ বঙ্গীয় অব্দের শেষদিন, কল্য নব বর্ষারম্ভ। এইরূপে অনাদি কাল হইতে কত বর্ষশেষ, আর কত বর্ষ যে আরম্ভ হইয়া আসিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। দিনের পর রাত্রির আরম্ভ, আবার রাত্রির শেষে দিনের আরম্ভ ইহাই কালের লীলা। কিন্তু যে আরম্ভ শেষ হইয়া যায়, তাহা কি আর ফিরিয়া পাওয়া যায়? তাহা ত' আর পাওয়া যায় না, গত কাল যে আর ফিরিয়া আসিবে না। কা'ল যাঁহাকে জাতি ধন-বিদ্যা-রূপমদে অত্যন্ত গর্ব্বিত দেখিয়াছি, আজ ত' তাঁহার সে গর্ব্ব কিছুই নাই, এমন কি তাঁহার অস্তিত্বই যে জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছে! কাল যে ব্যক্তি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রু বিজয় করিয়াছেন, কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, পৃথিবীর আধিপত্যেও সন্তুষ্ট না হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্যলাভের জন্য লোভী হইয়াছেন, নিজ ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য কত নিরীহ প্রাণীহিংসা করিয়া লোকসমক্ষে স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, আজ কোথায় তাঁহার সে সব আধিপত্য, কোথায়ই বা তিনি? সবই যে কালের প্রখর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে! কাল যেস্থান আনন্দ-মুখরিত, কত সুখ-সমৃদ্ধিপরিপূর্ণ দেখিলাম, আজ যে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখি না, দেখিতেছি যে, সেস্থানে কেবল দুঃখ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজিত! তবে কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? না ইহা কোন যাদুকরের যাদু। কে যাদু আমায় এমন মন্ত্র, কে বুঝাইয়া দিবে আমাকে, কল্যকার হাসি আজ কেন ক্রন্দনে পরিণত—কল্যকার স্বাধীনতা আজ কেন হইয়া যায় পরাধীনতা—অদ্যকার বন্ধু কল্য কেন পরিণত হয় শত্রুতে—বিশ্বাসঘাতকে, জগতের সুখ কেনই বা হয় দুঃখ, আবার দুঃখ কেনই বা হয় সুখ! আজ যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া কতই না গর্ব্বভরে তাহার সৌগন্ধরাশি বিতরণ করিতেছে, গন্ধবহ তাহার বিনিময়ে গন্ধ বহিয়া বহিয়া দিগ্‌দিগন্তে তাহার সৌরভগৌরব প্রচার করিতেছে, কতলোক তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছে—আজ যে পুষ্পের আদরের আর সীমা নাই, আর বিরাজিত, কাল সেই পুষ্পের অবস্থা দেখিয়া আর চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিব না, তখন আদরের পুষ্প, সে সেই কিনা ধূলায় লুটিয়া আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার তাহাই পদদলিত, অপরের তাহার অস্তিত্বটীও পর্যন্ত লুপ্ত! কালের কি কঠোর শাসন—কি আশ্চর্য্য গতি—কি গভীর রহস্যপূর্ণ সংহারলীলা! জগৎ এই কালচক্রে অহর্নিশ ঘূর্ণায়মান, তাই জগতে সুখের স্থিরত্ব নাই, দুঃখেরও অবসান নাই। কিন্তু নশ্বর জড় জগতে কালের অদম্য প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও অবিনশ্বর অপ্রাকৃত জগতে তাহার কোন প্রভাবই দৃষ্ট হয় না। এজগতের কালগণনায় বর্ষশেষ হয়, আবার তাহার পুনরারম্ভ দেখা যায় কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে বর্ষের শেষ কিম্বা পুনরায় আরম্ভ নাই—তাহা নিত্য বর্ত্তমান। এজগতের কাল সূর্য্য হরণ করিয়া লইয়া যান, কিন্তু সে জগতের কাল কাহারও দ্বারা হৃত হইবার নহে। এজগতে কখনও দারুণ গ্রীষ্ম, কখনও দারুণ শীত, কখনও বা বর্ষাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, সে জগতে চিরবসন্ত বিরাজিত, বৃক্ষলতা গুল্মাদি স্থাবর ও মনুষ্য পশু পক্ষী কীটাদি জঙ্গমের জন্ম জরা মৃত্যু প্রভৃতি কোনও প্রকার প্রাকৃতিক অসুবিধা নাই। এখানে দুঃখ শোক ভয় নিরানন্দ বর্ত্তমান, সেখানে অশোক, অভয়, নিত্যানন্দ বর্ত্তমান। ইহার কারণ কি? কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥" অর্থাৎ সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া জীবের হরিকথাহীন বৃথা আয়ু হরণ করিতেছেন, কেবল উত্তমশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কাল যাপিত হয়, তাঁহারই আয়ু তিনি হরণ করেন না। অতএব আজ বর্ষশেষে বা কল্যকার বর্ষপ্রারম্ভ দিবসে আনন্দ তাঁহারই, যিনি তাঁহার ক্ষণমাত্র কাল বৃথা ব্যয় করেন নাই, করিতেছেন না ও করিবেন না। যিনি সর্ব্বক্ষণ শুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে হরিসেবা করেন, তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই আনন্দ—কোন সীমাবদ্ধ আনন্দ নহে—'আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং।' আর হরিসেবা-বিমুখ জীবের আজ যে আনন্দকল্পনা তাহা গভীর নিরানন্দের পূর্ব্বাভাস মাত্র। কেননা, যে জগতে আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই, সে জগতে আনন্দ কোথা হইতে মিলিবে?

অতএব হে শ্রেয়ঃপিপাসু বন্ধুগণ, যদি আপনারা প্রকৃতই আনন্দের অনুসন্ধিৎসু হইয়া থাকেন, তবে আসুন, আমরা আজ সকলে মিলিয়া দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার-লোভ প্রভৃতি কুহকিনী মায়ার সমস্ত কুহক দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিষ্কপটে সকল আনন্দের একমাত্র আকরস্বরূপ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কোটীচন্দ্রসুশীতল চরণ-ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের সকল আশা পুরাই এবং স্বয়ংরূপ প্রভু নিত্যানন্দানুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু মহাপ্রভু শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীচরণসেবা করিয়া ধন্য হই। দেশে যে আজ ঘোর অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সে অনল নির্ব্বাপণের জন্য আপনারা বহু চেষ্টা করিয়াও আদৌ সফলতা লাভ করিতে পারিতেছেন না, নিখিল কল্যাণগুণসমুদ্র নিত্যানন্দ-প্রেরিত কারুণ্য-ঘনাঘনের এক বিন্দু বারিই সে সকল অশান্তি-অনল নির্ব্বাপিত করিবে। হে ভ্রাতৃগণ, নিত্যানন্দের চরণকমল আশ্রয় করিয়া সকলে নিত্যানন্দ লাভ করুন—শান্ত স্নিগ্ধ সুশীতল হউন, ইহাই নববর্ষারম্ভে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

স্বাধীনতা

সমস্ত ভারতে আজ একটা স্বাধীনতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু ভারতে নয়, সমস্ত বিশ্বে প্রত্যেক জীবের মধ্যেই এই স্বাধীনতার পিপাসা পরিলক্ষিত হয়। এপিপাসা কোথা হইতে আসে? ইহা কি পূর্ব্বে ছিল না, এখনই মাত্র দেখা যাইতেছে? না, তাহা নয়। কোন ব্যক্তিবিশেষ আসিয়া জীবকে শিখাইয়া দেয় নাই যে, জীব তুমি স্বাধীন। স্বাধীনতা জীবমাত্রেরই স্বরূপগত স্বভাব। স্বরাট্ স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবানের অণু অংশ জীব, ভগবানের সেই স্বাধীনতার অণু অংশ জীবও পাইয়াছে; তবে ভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, জীব ইচ্ছাধীন মাত্র; কিন্তু মায়ার ইচ্ছাধীন নহেন, কেননা জীবস্বরূপে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই। ভগবান্ জীবকে যে স্বতন্ত্রতা দিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার মানুষের কথা কি দেবতাগণেরও ক্ষমতা নাই, এমন কি স্বয়ং ভগবান্ পর্য্যন্ত জীবের সে স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। জীবেরই সে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতা আছে। জীব যেহেতু তাঁহার অণুত্বধর্ম্মপ্রযুক্ত মায়াদ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য, সেহেতু জীব তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িক ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ভগবদ্দত্ত সে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া বসেন। ভগবৎ সেবাই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার আর ভগবদ্বিমুখতা বা মায়ার সেবাই সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। এই অপব্যবহারের ফলেই জীবকে আজ মায়ার অনুগত সম্প্রদায় নানাপ্রকারে পীড়ন করিতেছে। তাই জীব এই পীড়ন হইতে মুক্ত পাইবার নিমিত্ত স্বাধীনতা লাভের জন্য পাগল হইয়াছেন। কিন্তু হতভাগেরা বহুদিন হইতে মায়ার সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ-নির্ম্মিত নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া মায়ার নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে এমনই ক্ষ্যাপলের মত হইয়া পড়িয়াছেন যে, ক্লেশ-মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইলেও এখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না বা বুঝাইতে পারিতেছেন না—কি তাঁহাদের প্রার্থনীয় বিষয়, কোথায় তাঁহাদের অভাব? তাঁহারা অন্তরে বেশ অনুভব করিতে পারিতেছেন স্বাধীনতা বলিয়া যেন একটা মহামূল্য রত্ন তাঁহারা বহুদিন হইতে হারাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের পাইতে হইবে, তাহা পাইলেই তাঁহাদের চিরশান্তি, কিন্তু কেমন করিয়া সে রত্ন তাঁহারা পাইবেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। জগতের কতকগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে রত্নটী আবিষ্কারের জন্য নানা স্বকপোলকল্পিত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদিগকে আরও একটী ভয়াবহ পরাধীন দেশে লইয়া যাইতেছে। সে দেশে অধীনতা আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট স্বাধীনতা বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ছলনা করিতেছে, সুতরাং যে কষ্ট সেই কষ্টই থাকিয়া যাইতেছে, কষ্টের লাঘব আর হইতেছে না। এখন উপায় কি? যতক্ষণ না জীব প্রাচীন সনাতন মহাজনপন্থা বা শ্রৌতপন্থানুসরণে স্বাধীনতা-রত্ন লাভের জন্য চেষ্টাপর হন ততক্ষণ তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই।

মহাজনগণ বলেন—জীব মাত্রই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব; বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাই জীবের স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা স্বাধীনতা, আর দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি-জন্য সেই স্বরূপবিস্মৃতিই জীবের পক্ষে অবৈষ্ণবতা বা পরাধীনতা। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত জীবকে আর পরাধীনতার ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই স্বভাবতঃ স্বাধীনতার প্রয়াসী। এ প্রয়াস হইতে তাহাদিগকে কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। একটী কীটও একমুহূর্ত্তের জন্য অপরের অধীনে থাকিতে চায় না, জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেও তাহার যথাসাধ্য মুক্তির চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান মানব যে সেই স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে, তাহাতে আর কথা কি? তবে স্বাধীনতার ছদ্মবেশধারী অধীনতায় মানুষের কোন লাভ নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই জীবের বন্ধন, এই বন্ধন হইতে নিত্য কালের জন্য মুক্ত হওয়াই জীবের প্রকৃত স্বাধীনতা।

মায়াবদ্ধ জীবই আপনাদিগকে ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্যের দাস

নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় যোগ্য এই ভাবিয়া অন্তের দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু মায়ামুক্ত ভগবদ্ভক্ত জীব ভগবান্ ও তাঁহার নিজজন ছাড়া অন্য কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না, সুতরাং পরাধীনতা তাঁহাদিগকে কোনও ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। ভারত স্বাধীন হইবে সেই দিন, যেদিন প্রত্যেক ভারতবাসী দেহ ও মনের অনিত্য ধর্ম ছাড়িয়া জীবাত্মার নিত্যধর্ম কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—কৃষ্ণের অধীন হইবে। নতুবা স্বাধীনতা বলিয়া কোন একটী প্রকৃত জিনিষ লাভ হইতে পারে না, নকলকেই আসল বলিয়া মনে হইবে মাত্র। জাগতিক ধারণায় স্বাধীনতা লাভে জীবের একটী অভাব দূর হইতে আর পাঁচটী অভাবের সৃষ্টি হইবে, কোনও অভাব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইবে না, কিন্তু নকাজন-সিদ্ধি? স্বাধীনতায় জীবের অভাব নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়া যাইবে—জীব স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হইবেন। সুতরাং বুদ্ধিমান স্বাধীনতা-প্রয়াসি জনগণের পরাধীনতা হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইবার প্রয়াসই সমীচীন এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ঐরূপ পরাধীনতা-ব্যাধির মূল কারণ যে ভগবদ্বিমুখতা, তাহা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর না হইয়া কেবল উপসর্গ দমনের চেষ্টা সুফলপ্রসূ হইবে না। নেতৃগণ নিজেরা সদ্গুরুর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সেই স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে সেই স্বাধীনকথা প্রচার করুন। জীব ভগবৎসেবোন্মুখ হইলেই অচিরে স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইবেন; নতুবা কোটি কল্প ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত-অভাব মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীধাম বৃন্দাবন

বৃন্দাবন—হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান, দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এইস্থানে প্রতি বৎসর রাসযাত্রার সময় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু তীর্থযাত্রীর একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। ধনী, দরিদ্র, পাপী, পুণ্যবান্, মূর্খ, পণ্ডিত, নর, নারী, শুদ্ধভক্ত, মিছাভক্ত, পতিব্রতা, বারবনিতা সকলেই এইস্থানে আগমন করিয়া অনায়াসে নিজ নিজ মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও কোন প্রকার বাধা নাই। যমুনা নদীর তীরে স্থানটী অবস্থিত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তাই অনেকে স্থানপরিবর্ত্তনের জন্যও এই স্থানের আশ্রয় লইয়া থাকেন। লণ্ডন, প্যারিস, কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানগুলিতে যে সকল ভোগের দ্রব্য আছে, এস্থানেও সেই সকল ভোগোপকরণের অভাব নাই। জড় জগতে যেরূপ নদ নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ আছে, এস্থানেও সেইরূপ তাহার কোনটীরই অভাব নাই। শাস্ত্র বলেন—এস্থানে সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীর, অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধ পুরুষের অথবা শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্যরসের ভক্তদিগের প্রবেশাধিকার নাই। অধিক কি পতিব্রতা শিরোমণি, নারায়ণবক্ষবিলাসিনী শ্রীদেবীরও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। এস্থানে প্রবেশ করিলে আর জীবকে জন্মমৃত্যু-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, তথায় হিংসা নাই। কিন্তু আজ দেখি সেই নিত্যধর্ম্মময় ক্ষেত্রে বারবনিতাগণ তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, ব্রজবাসিগণ গোপীদিগের সহিত রাধাকৃষ্ণের মধুর নৃত্য দেখিতে না পাইয়া বারবনিতার নৃত্য ও গীত শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। আবার হিংসা ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব এইস্থানেই অপেক্ষাকৃত বেশী, মনে হয়, যেন কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিংসাদেবীও অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ব্রজে বাস করিয়া নিজ ধর্ম্মের চরিতার্থ করিবেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, অহো! এই কি সেই বৃন্দাবন। যে স্থানের মহিমা বেদ বর্ণন করিতে অসমর্থ, বৃন্দাবনেশ্বরী পতিব্রতা-শিরোমণি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বের আদি বলদেব নারায়ণের পূজ্যা শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ব্যতীত যে স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না, যে স্থানের অলৌকিক সৌন্দর্য্য বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকেও ধিক্কার করে, এই কি সেই বৃন্দাবন?

বৃন্দাবনতত্ত্ব

শাস্ত্রে কিরূপ বৃন্দাবনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অতীত প্রদেশে কারণ সমুদ্র বা বিরজা। বিরজার পারে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোকের নামান্তর সিদ্ধলোক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহং"বাদিগণ বহু জন্মের কষ্টসাধ্য তপস্যার ফলে এই ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। এই স্থানটী জ্যোতির্ম্ময়। এইস্থানে জড়বৈচিত্র্য বা চিদ্বৈচিত্র্য উভয়ই নাই বলিয়া স্থানটীকে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। ইহার ঊর্দ্ধদেশে বৈকুণ্ঠ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণ যোগিজ্ঞানিদুর্লভ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য—এই মুক্তি চতুষ্টয় লাভ করিয়া লক্ষ্মীর সহিত পরব্যোমনাথের সেবা করিয়া থাকেন। ইহার ঊর্দ্ধদেশে মথুরা ও দ্বারকা। এস্থান ঐশ্বর্য্যমিশ্র মাধুর্য্যপর ভক্তগণের উপাস্য শ্রীরুক্মিণীরমণ বাসুদেবের বিহারক্ষেত্র। তাহার পর শ্রীধাম বৃন্দাবন, এস্থানে জন্ম মৃত্যুর কথা দূরে থাকুক, তাহাদের মূল কাম এবং মায়ার তথায় অবস্থিতি নাই। বারবনিতার কথা কি—"পন্থাস্তু কোটিশতবৎসর সংপ্রগম্যো বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং। সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্য তত্ত্বে। গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি"—জ্ঞানমার্গে বা বায়ুনিয়মন পন্থা যোগমার্গে কোটী শত বৎসর গমন করিয়াও যে স্থানে উপনীত হওয়া যায় না, সেই স্থানেই বৃন্দাবন।

সেই ও এই

প্রকৃতির অতীত যোগিজ্ঞানিদুষ্প্রাপ্য বৃন্দাবন এবং ব্রহ্মাণ্ডগত বৃন্দাবনে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। একই বস্তু সর্ব্ব উর্দ্ধে এবং সর্ব্বনিম্নে যুগপৎ বর্ত্তমান। শাস্ত্র বলেন—

যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেপি তথৈব সঃ

অধঊর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্প্যেত কেবলং॥

ভগবান্ ব্রজভূমিতে যে প্রণালীতে ক্রীড়া করেন, শ্রীগোলোকেও তদ্রূপ। ভেদ—গোলোক ঊর্দ্ধপ্রদেশে বিরাজমান এবং ব্রজ পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকট।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

* * *

চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥

শ্রীধাম দর্শনাধিকার

কৃষ্ণসেবা পর নেত্রেই শ্রীধাম দৃষ্ট হন; ভোগপর কামিগণ অথবা ত্যাগিগণের দ্রষ্টব্য নহেন। অহো! কবে আমাদের সেদিন হইবে, যেদিন আমরা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু পরমহংস বার্ষভানবী দয়িত দাসের কৃপায় শ্রীধামের স্বরূপ দর্শনের অধিকারী হইব। "ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে। সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দুজনে।"

ভৌমবৃন্দাবনে জন্মমৃত্যু

ভৌম বৃন্দাবনে মায়াদেবী একটী জাল ফেলিয়া সেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণকে বৃন্দাবন দর্শনে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল বঞ্চিত জীবগণ নিজদিগকে ব্রজবাসী অভিমান করিয়া নানা প্রকার ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত থাকে। তাহারাই মায়িক জগতের ন্যায় জন্মমৃত্যুক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের গতি অন্যাভিলাষী কর্ম্মিজ্ঞানিগণের ন্যায়ই।

ধামবাসের অর্থ

কৃষ্ণসেবাবুদ্ধির সহিত বাসই ধামবাস। সেবাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি ধামবাস করিয়াও ধামবাসী নহেন। আবার সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি অন্যত্র থাকিয়াও নিত্যধামবাসী। সেবোন্মুখ ব্যক্তি [illegible] দেখি [illegible] ভোগী বা ত্যাগীর ধামের [illegible] হয়। তাই আজ ধামে বাস [illegible] বারবনিতার মুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ, তাহাদের নৃত্য, দর্শন প্রভৃতি অবৈধ [illegible] পিপাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। শুনিতেছি—তথায় বিলাসীদিগের বিলাস-বৃদ্ধির নিমিত্ত একটী সৌখিনালয় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। কর্ত্তমান কালোচিত বিচারে এইরূপ হওয়া উচিত, নতুবা জড় মায়ার বৈভব কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তাহার জন্য [illegible] পরিত্রাণ পাইয়া চিচ্ছক্তির আশ্রয়লাভের পিপাসাও হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ সংখ্যার পর]

শ্রীহট্ট-নিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে প্রভু তাঁহাকে শ্রীরামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। মহাভাগবত-পরমহংস রাগাত্মিকা-ভক্তিযাজী রায়ের দেব-দাসীগণকে অভিনয়-শিক্ষা-প্রদানের কথা শ্রবণ করিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র হতশ্রদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রায়ের অচিন্ত্য-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া মিশ্রকে পুনরায় অশৌক্র-বিপ্রকুলাবতীর্ণ নিখিল-ব্রাহ্মণ গুরু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী শ্রীরায়ের নিকটে তত্ত্বোপদেশ-গ্রহণে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রভু কোনও তত্ত্ববিরুদ্ধ বা রসাভাসপূর্ণ-বাক্য শুনিতে পারিতেন না। প্রথমে ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক স্বরূপদামোদর পরীক্ষা করিয়া কোন বিষয় শ্রবণ-যোগ্য বিচার করিলে মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেন। মহাপ্রভুর সুতীব্র বিপ্রলম্ভ-দশায় একমাত্র স্বরূপ ও রামানন্দই প্রভুকে সান্ত্বনা দিতেন। এই সময় শ্রীরঘুনাথ দাস পুরুষোত্তমে আসিয়া পৌঁছিলে, প্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম প্রদান করিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রভু নিখিল [illegible] রঘুনাথকে পরম শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে স্বকীয় [illegible] ধারী বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বারূপিণী গুঞ্জামালা প্রদান করিলেন। শ্রীরঘুনাথ পরিত্যক্ত, পর্য্যুষিত, কর্দ্দমাক্ত প্রসাদান্ন জলে ধৌত করিয়া সেবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্যে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন সেই প্রসাদ রঘুনাথের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া আস্বাদন করিলেন।

একবার রথ যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীবল্লভ ভট্ট আগমন করিয়া মহাপ্রভুর পাদ-বন্দনা করিলেন। [illegible] মহাপ্রভু [illegible]

[illegible] আগবর্ত্তন করিলেন। [illegible] শ্রীয় [illegible] প্রতি- [illegible] একটী ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন, প্রভুকে ঐ টীকা শ্রবণার্থ প্রার্থনা জানাইলে, প্রভু "যে স্বামী না মানে, সে বেশ্যার মধ্যে গণ্য"—এইরূপ উক্তি করিলেন এবং "শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন" ই কৃষ্ণনামে রতি; ইহা জানাইলেন। [illegible] পরে বল্লভের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া [illegible] নিকট যথার্থ শিক্ষা করিবার [illegible] আজ্ঞা দিলেন।

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যাভিমান করিয়াও রামচন্দ্র পুরী স্বতন্ত্রতা-বশে গুরু-পাদ-পদ্মে অপরাধ করায় মাধবেন্দ্রপুরীদ্বারা বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে অমর্ত্ত্য [illegible] জীব মনে করিয়া প্রভুর ভোজ-নাদি-দর্শনে মাৎসর্য্য প্রকাশ করায় প্রভু মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কেবলমাত্র স্বীয় আহার্য্য সঙ্কোচ করিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু মহাভাগবত-সদ্গুরুর শিষ্যাভিমানকারী জীবের স্বতন্ত্রতায় অপব্যবহার ফলে কিরূপে গুর্ব্বপরাধ হইতে ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ব্যাপ্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত এবং ঈশ্বর ও জীবে, সিদ্ধ ও সাধকে সমবুদ্ধি-কারী প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারসমূহকে পরোক্ষভাবে গর্হণ করিলেন।

ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্ট-নায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র, গোপীনাথকে দণ্ডার্থ চাঙ্গে উত্তোলন করিলে মহাপ্রভুকে গোপীনাথের দণ্ড-নিবারণে অনুরোধ করিতে বলিলে, প্রভু প্রথমে গোপীনাথের উদ্ধারে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বিরক্ত-সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের আদর্শ শিক্ষা-প্রদান-কল্পে বিষয়-কথা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পরে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে রাজার প্রতি কর্ত্তব্যতা ও গুরু বিত্তার্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়াদির জন্য নৈতিক-ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করি-লেন।

একদিন কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর ভোজন করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে তৎসেবক গোবিন্দ প্রভুর দেহোপরি স্বীয় বহির্ব্বাস রাখিয়া তদুল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কোন প্রকারে নিকটস্থ হইয়া প্রভুর পাদ-সম্বাহন করিতে থাকিলেন। নিজ ভোজনার্থ প্রভুকে পুনরায় উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বহির্গত হওয়া মহা অপরাধ এবং বিশেষতঃ প্রভুর সেই দিবসের অত্যধিক কীর্ত্তন-পরিশ্রমের বিষয় চিন্তার্ করিয়া গোবিন্দ অনাহারে থাকিয়াই প্রভুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। বিশ্রামভঙ্গ-লীলার পর প্রভু গোবিন্দের এতাবৎকাল অনাহারে সেই স্থানে অবস্থান করিবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেও গোবিন্দ প্রভুর বিশ্রাম-বিঘ্নমাত্রও প্রকাশ না করিয়া কেবল-মাত্র অপরাধ-ভয়ে প্রভুর উল্লঙ্ঘন করেন নাই—ইহা জ্ঞাপন করিলেন। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা মহাপ্রভু জগতে নিষ্কপট-সেবকের আদর্শ প্রচার করিলেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই সেবকের একমাত্র লক্ষিতব্য আদর্শ, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছায়ও গুরু-ভক্তের ঘৃণা ও অপরাধাশঙ্কা, মহাপ্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু ও তদীয় বুদ্ধি থাকিলেও ব্যক্তিগত নিজ সম্বন্ধ হেতু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাশঙ্কায় নিষ্কপট সেবকের আদর্শ, নিষ্কপট সেবক কখনও সেব্যের নিকট স্বীয় সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া নিজকে 'প্রভুভক্ত' বলিয়া জানাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন না,—এই সকল শিক্ষা গৌর-সেবক শ্রীগোবিন্দের চরিত্রের দ্বারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন। গোবিন্দ, রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালির বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রভুকে সযত্নে ভোজন করাইতেন।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

শুনা গেল, বর্দ্ধমান রাণীগঞ্জ বাজারে জনৈক ধনীর ব্যয়ে নয় দিন ধরিয়া হরিনাম (?) সংকীর্ত্তন ও প্রসাদ (?) বিত-রণাদি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সহরের নিতান্ত একঘেয়ে জীবনে নাকি সেই আনন্দগুলি জনসাধারণের বেশ 'উপভোগের' বিষয় হইয়াছে। এখানে আমাদিগের বলিবার বিষয় এই যে, হরিনাম-কীর্ত্তনই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম—শুধু, এক, তিন, ছয় বা নয় দিন মাত্র ধরিয়া কেন নিত্যকালই জীবের কার্য্য হরিনাম-কীর্ত্তন। কিন্তু সে কীর্ত্তন করিবে কে? সদ্গুরুর আনুগত্যলাভ করিয়া গুরু-দেবের নিকট হইতে শ্রুত বিষয়েরই কীর্ত্তন হইতে পারে। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। 'অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়। নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ। এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥" কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তুর অভিলাষ, ভুক্তি বা মুক্তির স্পৃহারূপ অসাধুসঙ্গ যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন "[illegible] করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না কৃষ্ণপদে পায় প্রেম ধন॥" কলেরা রোগ তাড়ান' যাইবে বটে, কিম্বা প্রাকৃত দেহ ও মনের সুখ উপভোগ করা যাইবে বটে, কিন্তু শুদ্ধ নামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা কখনও লাভ হইবে না। যেমনা "[illegible] বলি, ছুটে অঙ্গে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি-ধনে না দেন রাখেন লুকাইয়া॥"

নৃত্য, গীত ও বাদ্য [illegible] শ্রীভগবৎ-[illegible] ধ্ব ইন্দ্রিয় সুখমূলধনার্থ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা তৌর্য্যত্রিক বলিয়া গণ্য এবং আদৌ ভক্ত্যঙ্গ নহে। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী একদিন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ত' তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ গীত, নৃত্য ও বাদ্য নহে, বেদপাঠই সন্ন্যাসীর কৃত্য, তাহা ছাড়িয়া আপনি ও'সকল গর্হিত হীন আচরণ কেন করেন?" মহাপ্রভু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "গুরুদেব আমাকে যে কৃষ্ণনাম দিয়াছেন, 'সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাহি, নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥' অর্থাৎ মহাপ্রভু বলিলেন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির লোভে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নিজ ইচ্ছামত যে নৃত্য-গীতাদি তাহাই তৌর্য্যত্রিক, কিন্তু আমি যে নৃত্যগীতাদি করি, তাহা কৃষ্ণনামেরই ইচ্ছায়, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থে।" অসাধুসঙ্গে নামাপরাধই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাদৃশ নামাপরাধকীর্ত্তন করিয়া কোন লাভ নাই। শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চরাত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি কপট ভক্তি দেখাইতে যান, তাঁহার তাদৃশ ভক্তি ভগবৎপ্রীতি উৎপাদন না করিয়া বরং উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং—"যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥ দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান। অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণ নাম॥ কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥ জ্ঞান-যোগ চেষ্টা ছাড়, আর কর্ম্মসঙ্গ। মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহ রঙ্গ॥ কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদনদৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥" নাম করিবার সখ হয়, অথচ নামাপরাধ গুলি পরিহারের জন্য কোন যত্ন করিব না, এরূপ আব্দারে গোপালের প্রতি কখনও নামপ্রভুর কৃপা হইবে না। যিনি নির্ব্ব্যলীক হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীনাম-নামী অভেদজ্ঞানে শ্রীনামপ্রভুকেই একমাত্র শরণ্য জানিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তাদৃশ শরণাগত ব্যক্তির প্রতিই শ্রীনামের কৃপা হইয়া থাকে। নামকীর্ত্তন, প্রসাদ-সেবন স্ব-ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।

স্থানীয়

নদীয়ার মহারাজা দুই মাসের জন্য বিদায় গ্রহণ করায়, রায় নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অস্থায়িভাবে শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে অগ্রদ্বীপের বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের এক মেলা হয়, সেই মেলায় নাকি বহু বেশ্যার সমাগম হয়। বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের শ্রীচৈতন্য দেবের প্রতি ভক্তির দৌড় দেখিলে আর হাস্য সম্বরণ করিয়া উঠা যায় না, বড় দুঃখও হয়। যে শ্রীচৈতন্যদেব ছোট হরিদাস-বর্জ্জন লীলাদ্বারা ভোগবুদ্ধি-মূলে পরস্ত্রী-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত নিষেধ করিলেন, যাহার উপদেশ—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥", 'বৈরাগী হইয়া করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি মুঞি তাহার বদন॥", "ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥", "গৃহস্থী ছাড়ি তাই আসিয়াছ বন। স্বপ্নেও না কর যেন স্ত্রীদরশন॥"—সেই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ভণ্ড [illegible] বাবাজী বোষ্টমের দল ধর্ম্মের নামে না করিতেছে এমন ব্যভিচার নাই। এই সকল অসদাচারী বাবাজী গুলির পৃষ্ঠ-পোষক হইতেও চান আবার দেশের গণ্যমান্য ভদ্রলোক! ধন্য কলি!

নানা কথা

একখানি সংবাদপত্রে দেখিলাম, গত ৩০শে মার্চ্চ রামনবমী উপলক্ষে বৃন্দাবনে নারায়ণ দাস মহান্তের বড়কুঞ্জে নৃত্য গীতের জন্য দুই জন বারাঙ্গনা আনা হইয়াছিল। রাত্রি ভরিয়া সেই বেশ্যাদ্বয় মন্দিরে নৃত্যগীত করিয়াছে আর তাহা দেখিবার ও শুনিবার জন্য বহু বৃন্দাবন-বাসীর (?) সমাগম হইয়াছিল! হায়রে কলিকাল, আর কতই না দেখিব! যে বৃন্দাবন পতিব্রতাশিরোমণি শচীলক্ষ্মীরও বরেণ্য গোপীগণের বিহারক্ষেত্র, যে স্থানে বারাঙ্গনাগণের কথা কি, দেবাঙ্গনা-গণেরও পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার নাই, সেই কৃষ্ণসেবাময় ক্ষেত্রে আজ কিনা বারবনিতার তাণ্ডব নৃত্য! হে ধর্ম্মপিপাসু পবিত্রচেতা মহোদয়গণ, ধর্ম্মের নামে যে কত প্রকার ব্যভিচার জগতে চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, তাই বলি, সাবধান, মনে রাখিবেন, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করিলে কখনই ধামবাস হয় না, ধামের স্বরূপ আমাদের প্রাকৃত দর্শনের বিষয়ীভূত হয় না, বৃন্দাবনের মহিমা আমরা বুঝিতে পারি না, প্রাকৃতবুদ্ধিতে অপ্রাকৃত পার-কীয়রসের অভিনয় করিতে গিয়া শ্রীধামকে বারবনিতার ক্রীড়াভূমিরূপে দেখিয়া ফেলি।

কোন কোন বহুদর্শী ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, দুধের মধ্যে অনেক সময় ক্ষয় রোগের বীজাণু পাওয়া যায়। দুধ ভাল করিয়া জাল না দিয়া খাইলে, ঐ সকল বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করে। শরীরের ভিতর যে ভাল বীজাণু আছে, তাহা যদি ঐ বীজাণুর আক্রমণ ব্যর্থ না করিতে পারে, তাহা হইলে ক্রমে ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া জীবন নষ্ট হয়। অতএব প্রত্যেকেরই দুধ খুব ভাল করিয়া জাল দিয়া খাওয়া আবশ্যক।

নিকারাগুয়ার উপত্যকা সমূহের উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়িয়া থাকে। বিদ্রোহী স্যাণ্ডিনোর বিরুদ্ধে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের এরোপ্লেনে অভিযান বড় বিপজ্জনক হইয়াছে। স্যাণ্ডিনোর যেস্থানে আড্ডা সেই সীমানারই মধ্যে এল্‌টেলি বলিয়া একটী স্থানে কাপ্তেন উইলিয়ম ও সার্জ্জেণ্ট রুডল্‌ফ এরোপ্লেনে নামিতেছিলেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড শকুন ঠোকর মারিয়া ঐ এরোপ্লেনের এক অংশ ছিঁড়িয়া ফেলে। তাহাতে এরোপ্লেনটি ২৫০ ফিট উচ্চ হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়। কাপ্তেন ও সার্জ্জেণ্ট উভয়েই তৎক্ষণাৎ মারা যান। কয়েকদিন পূর্ব্বে আর একখানি বিমানের দশা এইরূপ হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

—বাং কঃ

[illegible]সিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ [illegible] শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ মজফ্ফার মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের নিকট হইতে ভার বুঝিয়া লইয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী মিঃ ফ্রান্সিস্ বার্টল নামে এক ব্যক্তি বিগত ২০শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডন হইতে মোটরে যাত্রা করিয়া ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, যুগোস্লাভিয়া, বেলজিয়াম, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, পালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্য অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হন। গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনি কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। আসাম, মণিপুর প্রভৃতি হইয়া গত ৭ই এপ্রিল তারিখে মিঃ বার্টল ব্রহ্মদেশের পাকখু নামক স্থানে উপনীত হইয়াছেন। পথে তাঁহাকে যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়, তথাপি তাঁহার সঙ্কল্প অটল। তিনি প্রত্যহ গড়ে ৪০০ মাইল অতিক্রম করিয়াছেন।

হাওড়ার দশটী ওয়ার্ডের প্রায় তিন হাজার ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। হাওড়া অঞ্চলে একে নর্দ্দামার ও পচা পায়খানার গন্ধে অস্থির হইতে হয়, তাহাতে মেথর না খাটায় দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। অচিরেই ভয়ানক মহামারী আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। মেথরগণ তাহাদের বেতনবৃদ্ধির আবেদন করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষগণ যেমন করিয়া হউক শীঘ্র একটা ব্যবস্থা না করিয়া ফেলিলে হাওড়ার অধিবাসীর বড়ই অসুবিধা হইবে।

লিলুয়া ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছেন না। এত দীর্ঘ দিবস ব্যাপী ধর্ম্মঘট জগতের ইতিহাসে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বটে। বার্ণ কোম্পানীর শ্রমিকগণকে চোখ বুঁজিয়া একখানি কাগজে সহি করিয়া মাহিনা লইতে বলা হইতেছে। তাহাতে কুলিরা তাহাদের নিয়মিত প্রাপ্য বেতন দেওয়া না হইলে বেতন লইবে না বলিতেছে। মার্টিন কোম্পানীর ধর্ম্মঘট হঠাৎ ভাঙ্গিয়া আবার জোড়া লাগিয়াছে। দু' একজন নাকি কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

আফ্রিকার মারিটজবার্গ সহরের ডিনবিলো মন্দিরে কয়েকজন হিন্দু যোগী একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া অনন্তভাবে হাঁটিয়া চলিয়া যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের গাত্রে বড় বড় লোহার কাঁটা বিদ্ধ করিয়া তাহাতে ভার ঝুলান ছিল, সেই অবস্থায় তাহারা বেশ ধীরে ধীরেই অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এই হিন্দু যোগীদের মধ্যে একজন ৬০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধাও ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হইলে স্থানীয় লোক সকল সেই কুণ্ডের ছাই লইয়া যায়, তাহাদের বিশ্বাস তাহাতে রোগ নিবারণ হয়।

কলিকাতা রিজার্ভ পুলিশের সার্জ্জেণ্ট ডেভিস্ গত রবিবারে ডালহাউসী স্কোয়ারে গ্রে নামক জনৈক সাহেবকে পুলিস্ সার্জ্জেণ্ট বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করা এবং জেনারেল পোষ্ট অফিস হইতে পুলিশের ডেপুটী কমিশনার ও জনৈক ইন্‌স্পেক্টারের নামীয় চিঠি লইয়া আসার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তদন্ত চলিতেছে।

আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা ও তৎপত্নী সৌরিয়া বার্লিন যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাই নগরের প্রেকুহাইন, সিমপ্লেক্স ও কস্তুর চাঁদ—এই তিন মিলের বয়নবিভাগের প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। ফলে মিলকর্ত্তৃপক্ষগণ মিল বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ যে, তাঁহারা সাধারণ কুলীদের মত তাহাদের টিকিট প্রত্যহ টাইম কীপারের বাক্সে প্রদান করিবে না এবং কর্ত্তৃপক্ষের কথা মত মিল পরিষ্কার করিবে না। যতদিন না এই অভিযোগের প্রতিকার হয়, ততদিন কেহ কাজে যোগদান করিবে না।

১৮ই জুন সিটি কলেজ খুলিলেও যে সমস্ত হিন্দুছাত্র সার্টিফিকেট লইয়া অন্য কলেজে ভর্ত্তি হয় নাই, তাহারাও ধর্ম্মঘট চালাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। অনেক হিন্দুছাত্র অন্য কলেজে ট্রান্সফার লইয়াছে। ৩০শে এপ্রিলের মধ্যেই যাহাতে ট্রান্সফার লইতে পারে এজন্য ছাত্রগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শুনা যায়, কলেজের ভাইস্‌প্রিন্সিপালের নিকট নাকি ছাত্রগণের নানারূপে উত্যক্ত হইতে হইতেছে।

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা রোডের উপর একখানি মোটরবাস উল্টাইয়া দশজন যাত্রী খুব আঘাত পাইয়াছে। একটী স্ত্রীলোক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছে, কিন্তু সুখের বিষয় তাহার শিশু সন্তানটীর গাত্রে কোন আঘাত লাগে নাই। শিশুকে রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় জননী তাহার আঘাত বরণ করিয়া লইয়াছে।

কলিকাতা নন্দরাম সেন লেনের একটী বাড়ীতে মাতা ও কন্যার মধ্যে সাংসারিক কোন কারণ লইয়া ঝগড়া হয়। তাহাতে মাতা বিশেষ কোন মনোদুঃখে কন্যার অনুপস্থিতিকালে আফিং ভক্ষণ করেন। কন্যা আসিয়া মাতাকে সংজ্ঞা হীন অবস্থায় দেখিয়া পুলিশে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। পুলিশ স্ত্রীলোকটীকে হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে স্ত্রীলোকটী ভাল হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিগত ৯ই এপ্রেল আফগান্ রাজদম্পতি প্যারিস হইতে বার্লিনে যাত্রা করিয়াছে। রুশিয়া আফগান সীমা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এজন্য অনেকের ধারণা আফগান রাজ রুশিয়ার সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখিবেন। কাবুল প্রাচ্য জাতি-সংঘের বৈঠক বসিবার পূর্ব্বেই সুলতান আফগানে [illegible] করিবেন [illegible]

[illegible] খাবার কতু [illegible] মর্ম্মচ্যুত করায় শ্রমিকদলের মধ্যে [illegible] দেখা যাইতেছে। মিঃ [illegible] চাঞ্চল্য নিবারণের [illegible] করিতেছেন।

গত রবিবারে [illegible] জাকিরা ১নং জেটীর নিকট একটা যাত্রীপূর্ণ একখানি নৌকা ও [illegible] খাস্তীর নিকট চিনি, চাউল ও ডাইল পূর্ণ আর একখানি নৌকা জলমগ্ন [illegible] কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

ডুমরাও রাজষ্টেটের প্রিভিকাউন্সিলে যে মোকদ্দমা চলিতেছে, সেই মোকদ্দমায় মহারাজার পক্ষের ব্যারিষ্টারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য উকীল শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র কুমার মিত্রের আগামী ২১শে এপ্রিল বিলাত যাত্রা করিবার কথা হইয়াছে।

মহম্মদ হাজি উদ্দীন নামে ই, বি, আরের একজন ক্রু কাকুড়গাছির নিকট দার্জ্জিলিং মেল হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে সম্প্রতি ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। লেভিয়াথান নামে একখানি জাহাজ নিউইয়র্কে ভিড়িয়াছে, সেখানির কার্চলাইটটি জল হইতে ৮৫ ফিট উচ্চে ছিল। গত ৩০শে চৈত্ররাত্রে একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া সে লাইটটা ও চারিটী লাইফ্ বোট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের কামরায় জল ঢুকিয়াছিল ও আরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা সহর ও সহর-সংলগ্ন স্থানগুলির রাস্তা সংস্কার ও নির্ম্মাণের নূতন স্কীম করিয়াছেন। পার্ক সার্কাস হইতে বালিগঞ্জ ষ্টোর রোড পর্য্যন্ত ১০০ ফীট চওড়া একটী রাস্তা হওয়ার কথা হইয়াছে। বড় বাজারের রাস্তাও সংস্কার করা হইবে। ২২৯ বিঘা জায়গা লইয়া কাশীপুর চীৎপুরে একটা রমণীয় পার্ক নির্ম্মাণ করার কথা স্থির হইয়াছে, উহার মধ্যে জলাশয় থাকিবে।

ডাঃ আনি বেশান্তের দৈনিক নিউ-ইণ্ডিয়া পত্রিকা নির্দ্ধারিত ১০ই এপ্রিল হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

আগামী [illegible] [illegible]

কৃষ্ণনগর শ্রীগোপাল প্রেস হইতে [illegible] শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

৩রা বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রভুর দর্শন ও প্রভুর নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে ঠাকুর হরিদাসের নির্ব্যাণ হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং স্বীয় শ্রীঅঙ্গে হরিদাসের অপ্রাকৃত-দেহ লইয়া ভক্তগণের সহিত কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিলেন এবং সংকীর্ত্তন-সহযোগে ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্র-তীরে লইয়া আসিয়া সমুদ্রে স্নান ও ভক্তগণের দ্বারা হরিদাসের পাদোদক পান করাইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনমুখে স্বহস্তে বালি প্রদান করিয়া হরিদাসকে সমাধিস্থ করিলেন এবং তথায় সমাধি পীঠ নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রভু স্বয়ং সিংহদ্বারে বিপণিকারগণের নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের জয়গানের সহিত মহাসমারোহে বিরহ-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

এক বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলে প্রভুর বাল্য-লীলায় দুগ্ধ-খণ্ড প্রভৃতি প্রদাতা শ্রীমায়াপুরবাসী পরমেশ্বর মোদক প্রভুর নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার পত্নীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে জগদ্গুরু-লোক-শিক্ষক-সন্ন্যাসি লীলাকারী প্রভু মাতৃতুল্যা বয়স্কা হইলেও স্ত্রীলোকের নাম শ্রবণে সঙ্কোচবোধের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীজগদানন্দ, শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহ হইতে এক কলসী চন্দনাদি সুগন্ধি-তৈল বহু যত্নসহকারে আনয়ন করিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্ত প্রদান করিলেন। লোক-শিক্ষক লীলাভিনয়কারী প্রভু বলিলেন,—এই তৈল জগন্নাথদেবের প্রদীপে ব্যবহৃত হউক, সন্ন্যাসীর তৈল ব্যবহার উচিত নহে। ইহা শুনিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ প্রণয়াভিমান-রোষে প্রভুর সম্মুখেই তৈল-পাত্রটী ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। তৃতীয় দিবসে ভক্তপ্রেমবশ প্রভু ভক্ত-মান ভঞ্জন করিবার জন্ত জগদানন্দের গৃহে গমন করিয়া স্বয়ং উপযাচকরূপে পণ্ডিতের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ এবং পণ্ডিতকে প্রসাদ সেবন করাইলেন। এই লীলাদ্বারা লোক-শিক্ষকের লীলা ভিনয়কারী মহাপ্রভু সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ দ্বারা একমাত্র ভোক্তা ঈশ্বরেরই পারমার্থিকী সেবা-কর্ত্তব্যোপদেশ এবং সাধকের ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ বা আদর্শ বৈরাগ্যাচারের কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিলেন।

মহাপ্রভু কলার শরলাই শয়ন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় জানিয়া জগদানন্দ লেপ বালিশ ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীপ্রভু কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া লেপ-বালিশের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। এই লীলা-দ্বারা প্রভু সাধকব্যক্তিগণকে সতর্ক করিলেন। দেব-দাসীর মুখে গীত-গোবিন্দ-গান-শ্রবণে অর্দ্ধবাহ্য-দশায় প্রেমাবেশে আত্মহারা হইয়া মহাপ্রভু কাঁটা-বন ভাঙ্গিয়া দেব-দাসীর দিকে ধাবিত হইতেছিলেন; গোবিন্দ মহাপ্রভুকে অবরোধ করায় মহাপ্রভু "স্ত্রীলোক" নাম শুনিয়া গোবিন্দকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন। এই লীলাদ্বারা প্রভু সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণবের পক্ষে পর স্ত্রীর-মুখে কৃষ্ণ-গান শ্রবণ করিবার ছলে প্রাকৃত-সহজিয়া মত সর্ব্বতোভাবে নিষেধ করিলেন। শ্রীরঘুনাথভট্ট কাশী হইতে পুরুষোত্তমে আসিবার সময় রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক রামানন্দ-সম্প্রদায়-ভুক্ত পণ্ডিতকে লইয়া আসিলেন, প্রভু রামদাসের অন্তরে মুক্তিবাঞ্ছা ও পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব থাকায় বাহ্য-দৈন্যাদি এবং বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির অভিনয় থাকিলেও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেন। রঘুনাথভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া বৈষ্ণব-সেবার্থ পুনরায় কাশীতে পাঠাইলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত

নিম্নলিখিত পত্রখানি শ্রীধাম প্রচারিণী সভার জনৈক সভ্য এলবার্টহল সভাতে সভাপতিকে দিতে যাইবার কালে এক দস্তউচু লোক ও শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বাধা দেন। তজ্জন্ত ইহা সাধারণে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

১। বাংলার গৌরব—ভারতের গৌরব—শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান নির্ণয় করিবার জন্ত দীর্ঘ চারিশত বৎসর পরে কোন ভক্তপ্রবরের প্রাণের মধ্যে আজ সত্য সত্যই তীব্র ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম বঙ্গবাসী জনসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। সেই সাধু মহাপুরুষের পুণ্যময় নামটি এপর্য্যন্ত ঠিক ভাবে নির্ণীত না হইয়া থাকিলে তাহা সর্ব্বাগ্রে নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। যদি এক ব্যক্তি না হইয়া বহুব্যক্তি একসঙ্গে এই গৌরবের দাবি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কাহার দাবি সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য।

২। যিনি বা যাঁহারা এবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার বা তাঁহাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি? নিছক স্বদেশপ্রীতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি, শ্রীধামের সেবানিষ্ঠা—না কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-সঞ্চয়?

৩। ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না? যদি করিয়া থাকেন তিনি কি উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছিলেন? তাঁহার চেষ্টা ফলবতী না নিষ্ফলা হইয়াছে—? যদি সফলা হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় নূতন করিয়া এ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা কি? যদি তাহা নিষ্ফলাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকার ত্রুটির জন্ত ফলবতী হইল না? অথবা যদি পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতমণ্ডলী বা জনসঙ্ঘ তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ দর্শন করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্দেহ প্রকাশ করিবার যুক্তিযুক্ত কারণগুলি কি?

৪। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণয়ের জন্ত অতিমাত্রায় প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে সাধারণ মানব, অতিমানব, দেবতা, মহাপুরুষ, অবতার বা স্বয়ং ভগবান্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র— কি চক্ষে দর্শন করেন? তাঁহার জন্মভূমিকে সাধারণ মৃত্তিকা, পুণ্যজনক তীর্থস্থান না সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাম বলিয়া চিন্তা করেন? সাধারণ মানব ও স্বয়ং ভগবান্, সামান্য মৃত্তিকা ও ভগবদ্ধামের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তদ্বিষয়ে তাঁহারা সম্যক্ অবহিত আছেন ত?

৫। যিনি বা যাঁহারা বর্ত্তমান বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, তিনি বা তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়োত্থ অকপট প্রেরণায় এ বিষয়ে ব্রতী হইয়াছেন অথবা অন্য কোন সংসার-দাবদগ্ধ স্বার্থান্বেষী কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ হিংস্র কপট ব্যক্তির ছলনায় মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞাতভাবে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছেন?

৬। যদি নূতন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান নির্দ্দেশ করা প্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে এই স্থান এক্ষণে কাহার অঙ্গুলীসঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট হইবে?

৭। সাধারণ সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে কিনা? নির্ণয় করিবেন কে বা কাহারা? সভাপতি, বক্তৃগণ, শ্রোতৃমণ্ডলী অথবা সমবেত বক্তৃ-শ্রোতৃ-বৃন্দ?—অথবা ইঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে কোন সিলেক্টেড কমিটি অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি? যদি কলিকাতার ১১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ লোক সমবেত হইয়া বলেন, শ্রীচৈতন্য বলিয়া কেহ ছিলেন না, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ কাল্পনিক, তাহা হইলে মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইবে ত?

৮। যিনি বা যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি নিরূপণ করিবেন, তাঁহারা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ চতুষ্টয় রহিত কি না?

৯। নির্ণয়কারিগণ একদেশদর্শী না হইয়া মতলববাজ লোকের দুরভিসন্ধি হইতে সতর্ক হইয়া স্ব স্ব পারদর্শিতানুসারে বিষয়টির বিচার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ত?

১০। তাঁহাদের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ, বুদ্ধি অপ্রতিহত, চিত্ত অচঞ্চল, উদ্দেশ্য উত্তেজনারহিত এবং অধ্যবসায় নিরপেক্ষ কি না তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন?

১১। বিজাতীয় বুদ্ধিবশে বা উৎকট স্বদেশপ্রীতিবশতঃ প্রাদেশিক বিচার, অসূয়া ও স্বার্থপরতা তাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রবেশলাভ করিয়াছে কি না?—উদাহরণ যথা আমার জন্মস্থান শ্রীহট্ট বা কুলিয়া সুতরাং শ্রীহট্টবাসী বা কুলিয়াবাসী যাহা বলিবেন, তাহাই আমি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব।

১২। বর্ত্তমান প্রচেষ্টা কোন প্রকার সাময়িক প্রয়োজন-সাধনের জন্ত উদ্ভূত কি না? যে বিচার কিয়দ্দিনের জন্ত স্থায়ী এবং কালে পরিবর্ত্তনের যোগ্য, সেইরূপ বিচারে উপনীত হইবার প্রয়াসের উপযোগিতা কতখানি?

১৩। জন্মভূমি নির্ণয়ের জন্ত কি প্রকার প্রমাণাদি গৃহীত হইবে? প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য না শব্দ?

১৪। আলস্য বা ঔদাসিন্য নির্ণয়-কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে।

১৫। ভক্স পপুলি, মেজরিটী ইজ নো সিম্বল অফ ট্রুথ—অর্থাৎ জনমতের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই সত্য নির্ণীত হন না।

১৬। বক্তৃবৃন্দ বা শ্রোতৃবৃন্দ অর্থাৎ যাঁহারা জন্মভূমি নির্ণয়বিষয়ে মত প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক, অব্যবহিত পরবর্ত্তী এবং বর্ত্তমান কালের সুলিখিত প্রামাণ্য যাবতীয় গ্রন্থাবলীর সহিত সুপরিচিত আছেন কি না?

১৭। বিদ্বৎসমাজ বলিতে কাহাদিগকে বুঝাইবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদীয় ঐকান্তিক ভক্তগণ বিদ্বানের সংজ্ঞা কি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন?

১৮। গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞের নিকট বাতব্যাধির মুষ্টিযোগ জানিতে যাওয়া বা উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদের নিকট সাহিত্যের অলঙ্কার নির্ণয় করিতে যাওয়া বা কামারের দোকানে দই কিনিতে যাওয়ার মত এইরূপ বিচার নিরর্থক নহে কি?

১৯। কোনও পক্ষের কপট দৈন্য, কৃত্রিম ক্রন্দন বা ছলনাময় বাক্যবিন্যাসে

তাঁহার মুগ্ধ হইয়া কোনও মন্ত্রমুগ্ধ প্রস্তাব করিয়া ফেলে। যেমন পুরীতে পথিপার্শ্বে ভিক্ষুকের দল বৃক্ষের উপর বা মাথার উপর আগুন জ্বালিয়া সরলপ্রাণ পথিকের করুণা আকর্ষণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতে দানকারীর বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় কি ?

২০। স্বার্থপরতামূলে আধুনিক রচিত গীতিগুলি সত্য নিরূপণে কতখানি সাহায্য করিতে পারিবে ? যথা সারঙ্গিয়াবাসীর লাখিলী উদ্ধবদাসের রচিত বলিয়া কথিত গানগুলি।

২১। কু-অভিসন্ধিমূলে কল্পিত ইঁলিম শেখের চিঠা এবং কল্পিত ম্যাজিক লণ্ঠন।

২২। প্রাচীন গ্রন্থ—মানচিত্র এবং পূর্ব্বাপর চলিত কিংবদন্তিগুলি শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত কি না ? ১৭৬৩ খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বের মানচিত্র পাওয়া গিয়াছে কি ? পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী (জোয়ান ডি ব্যারো) পঞ্চদশ শতাব্দীর একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান অনুসন্ধানে কোন আলোক প্রদান করিতে পারিবে কি ?

২৩। বঙ্গদেশের জরীপ বিভাগে নিযুক্ত রেনয়েল সাহেবের সহিত মিষ্ট্রিজ অফ দি কোর্ট অফ লণ্ডন রচয়িতা প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক জর্জ্জ রেনল্ডকে যিনি এক করিতে পারেন, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ও গবেষণা কতখানি, তাহাও সভাসদ-গণের একটী বিবেচ্য বিষয়।

২৪। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে সুপ্রাচীন নবদ্বীপ যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরে স্থাপিত শ্রীচৈতন্য মঠের গ্রন্থাগারে বা কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে এতৎ সম্বন্ধে সহস্রাধিক সংখ্যক যে সকল অকাট্য প্রমাণ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত আছে—এবং যাহার কিয়দংশ শ্রীসজ্জন-তোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রে এবং উক্ত মঠ হইতে প্রচারিত বহু গ্রন্থাবলীতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয়কারিগণ সম্যক্ অনু-ধাবন করিয়া মন্তব্য প্রকাশে অগ্রসর হইতেছেন ত ?

২৫। ছায়াচিত্র সাহায্যে কিরূপ প্রমাণাবলী প্রদর্শিত হইবে ? উদ্যোক্তা-গণ পূর্ব্ব হইতেই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই কি আলোকচিত্রাদি গ্রহণ করিয়া-ছেন। অথবা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করাই ছায়াচিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ?

বদ্‌লে গেল মতটা

জগতে কপট ব্যক্তিগণের চরিত্র এইরূপ যে, যদি কোন সাধু সেই কপট-ব্যক্তির কপটতাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সম্বন্ধে—কোন প্রকার আলোচনায় উদাসীন থাকেন, তখন সেই কপটব্যক্তি তাঁহাকে তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারী নহেন জানিয়া অথবা যদি তিনি তাহার মূর্খতা জগতে সৎসম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন এই আশঙ্কায় সেই সাধুর প্রতি যথেষ্ট বাহ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ভাণ করিয়া থাকে, কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী সাধু জীবের কল্যাণের জন্য কপটব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে মনঃ-কল্পিত অপসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রাকৃত সহজিয়া-ভাব-দুষ্ট জগজ্জঞ্জালকর অপসাম্প্রদায়িক মতবাদ গৌড়েশ্বর স্বরূপ দামোদরের আনু-গত্যে শ্রৌতবিদ্যার দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করিয়া অপ্রাকৃত সহজভাবপুষ্ট শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপনপূর্ব্বক মনোধর্ম্মীর মনোরঙ্গ-মঞ্চের কুনাট্য—যাহা কপট ভক্তি-যবনি-কার অন্তরালে অভিনীত হইতেছিল, সেই যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখাইয়া দেন। ময়ূর-পুচ্ছাচ্ছাদিত কাক যেমন স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা তাহার স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া ময়ূর সমাজে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হইয়া অবশেষে ময়ূর কুলের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, সেইরূপ ভক্ত সজ্জায় সজ্জিত কপট ব্যক্তিগণ যখন সাধুসমাজে আপনাদিগকে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করে, আর সাধু যখন তাহার যাত্রার দলের নারদের বেষ উন্মোচন করিয়া সাধু সমাজে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন, তখন সেই কপটব্যক্তি, সেই সাধুর প্রতি (যে সাধুকে সে তাহার ইন্দ্রিয় তর্পণের বিঘ্ন-কারী নহেন বলিয়া পূর্ব্বে সম্মান করিয়াছিল) শত্রুতাচরণ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

আজ বৃন্দাশিবতলার বুড়ো নাগরী দাদা যখন গৌর-সেবকের বাহ্য আবরণে আবৃত হইয়া রাবণের সীতা-হরণ-চেষ্টার অনুকরণে, অর্থাৎ রাবণ যেমন মায়াকে সীতা সাব্যস্ত করিয়া জগন্মাতা সীতার পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিল, নিজ মনঃকল্পিত মায়ামূর্ত্তিকে গৌর মনে করিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের কালীয়দহে কৃষ্ণ উঠিয়াছেন বলিয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে থাকিয়াও ধীবরকে কৃষ্ণ কল্পনা করার ন্যায় নিজে সেই মায়ামূর্ত্তির নাগরী সাজিয়া মানসে কামক্রীড়ার তাণ্ডব নৃত্য-কেই সত্যগৌর-সেবা বলিয়া প্রচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার ন্যায় গৌরভোক্তাদের যুক্তিগুলি যখন "গৌড়ীয়ের" সুসিদ্ধান্ত-সুদর্শন চক্রদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইল, তখন নাগরী দাদাও সৎসম্প্রদায়ে তাঁহার মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়ায় সাধুগণের প্রতি শত্রুতা করিবার ধৃষ্টতা করিতে লাগিলেন। যদ্যপি যে ব্যক্তি নিজগ্রন্থ-মধ্যে বিশ্ববরেণ্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের এবং শ্রীশ্রীল-ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবিষ্কৃত শ্রীমায়াপুর যথার্থই অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং নবদ্বীপ মণ্ডলের মানচিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থের ফুটনোটে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে ১। গঙ্গার পূর্ব্বপারে বল্লালদীঘীর নিকট মায়াপুর মহাযোগ-পীঠ এবং ৫ম দ্বীপ পরিচয়ে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকে কুলিয়া বলিয়া লিখিয়াছেন, আজ সেই ব্যক্তিই কি নিয়মরক্ষা প্রদর্শক দুষ্ট মতবাদ সৎসম্প্রদায়ে আদৃত হইল না বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জনপূর্ব্বক হীন শূদ্রস্বভাব-সম্পন্ন হইয়া নিজের পূর্ব্বস্বীকৃত সত্যকে অবহেলন পূর্ব্বক যোষিৎসঙ্গী বাবাজীগণের দলে মিশিয়া কাকড়ের মাঠকে মায়াপুর বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন ? যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গের প্রভাবই এই !

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনবদ্বীপ দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধাম-দর্শনে বাহির হইয়া সমাজ বাড়ীতে যাইয়া দেখি সেখানে ললিতা সখী বিরাজ করিতেছেন। পরম্পরে শুনিলাম তিনি আদতে স্ত্রীলোক নহেন। পুরুষই সখীবেশ ধরিয়া রহিয়াছেন। বিষম খট্‌কায় পড়িলাম। এ যে ভগ-বানের বিধানের উপর কলম ধরা। ভগবানের সেবা করিতে কি আদত নারীর বেশ ধরিতে হইবে ? না এই স্বভাবকে নারীর স্বভাবের মত করিতে হইবে ? সেবাতে নারীর অধিকারই বেশী। যেহেতু সেবায় পুরুষ অপেক্ষা নারীকে মহিয়সী করিয়া তুলে। আমি পুরুষ হইয়া নারী হইব কেমনে ? শুধু বেশ ধরিলে ত হইবে না, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় যে পুরুষের রহিল। এ আবার কিরূপ ভজন ? আমরা শুনিতেছি, শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়জাতীয় বিচিত্রতার নিত্য প্রকাশ। জীবের সেবাবুদ্ধি অপগত হইলেই ভগবান্ হইতে তাঁহার ভেদবুদ্ধি আসে। সেবা-বিস্মৃত জীবই ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষ দেহকে সখী সাজাইয়া কৃষ্ণকে ভোগ করিতে চায়। কৃষ্ণকে ভোগ করিতে কি দুরাশা। তিনি যে সকলেরই ভোক্তা; কাহারও ভোগের বস্তু নহেন। তাঁহাকে নাগর-চক্রমায় কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না। জীবের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি একমাত্র হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা; উহা এইরূপ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা-মূলক। [illegible] কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যাহ্ন-লীলায় [illegible] হইলে, সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। [illegible] বালী ষষ্টি সহস্র ঋষি রামচন্দ্রের [illegible] মুগ্ধ হইলে পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপ-গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [illegible] গিরিও গুরুরূপে উদিত হইয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বাহ্য প্রাকৃত-কামবুদ্ধি, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করিতে হইবে। যাহার যাহা আছে, তাহাই ত তাহার সর্ব্বস্ব। [illegible]

ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা একমাত্র ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হরিসেবার নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কুটিনাটির আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নহে। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীব যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট তিনিই মুক্ত। বিশেষতঃ এইরূপ মুক্ত না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার জন্মে না। আমাদের কৃষ্ণ একমাত্র রাধারাণীর বশ্য। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে না। কাজেই মধুর রসের স্বাভাবিক নিত্যরুচিবিশিষ্ট রাধা রাণীর পাল্য দাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হওয়াই দরকার। কিন্তু পুরুষ বুদ্ধি লইয়া প্রকৃতির বেশ ধরিতে হইবে এরূপ কোন সাধু গুরুর মুখে শুনি নাই। আমি পুরুষ দেহ পাইয়া জন্মগ্রহণ করি-য়াছি, এই দেহেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সংযম-শিক্ষা সহকারে নিজ বশে আনিয়া চরিত্র গঠন পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না [illegible] তীর্থ-যাত্রাই বলুন অথবা ভজন-সাধনই বলুন, কিছুতেই প্রেয়োলাভ হয় না; তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা সুরা ভাণ্ডকে অমৃতকুণ্ডে ডুবাইলেও যেমন দুর্গন্ধ যায় না, সেইরূপ চিত্তের ময়লা যায় না। যথা —"চিত্তশুদ্ধি-বিহীনা যে তীর্থযাত্রাং প্রকুর্ব্বতে। ন তান্ পুনন্তি তীর্থানি সুরাভাণ্ডমিবাপগাঃ ॥" সর্ব্বস্ব ভগবানে সমর্পণ দ্বারা মুক্ত হইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তখন স্বার্থবুদ্ধি দূর হইয়া পরার্থবুদ্ধি প্রবলা হয়। পুরুষ হইয়া কৃত্রিম স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক নারী ভাবের ভজনা কি কৃত্রিম ভজন নহে ? এইরূপ মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় ললিতা-সখী বেশধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এরূপ ভজনের অর্থ কি ? তিনি বলিলেন বাবা, এ ভজন-নীতির কথা, [illegible] সেই [illegible] আলোচনা করা শ্রেয়ঃ, তাহার [illegible] আলোচনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। [illegible] বিশেষতঃ বৈষ্ণবের [illegible]

[illegible] কাব্য [illegible] প্রকাশ থাকে যে, [illegible] মহিলা সভীতেকধারীই সমাজ [illegible] কর্ত্তা বা কর্ত্রী। বিলাতে [illegible] আন্দোলনের অগ্রণী এই সমাজ [illegible] জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ [illegible] ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি নাচ গান ও [illegible] ইত্যাদি দ্বারা বাক্স সংগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহার ক্রমশই এই মহিলা [illegible] সমর্পিত হয়। ইঁহার চেহারাটী বেশ স্থূল ও সুন্দর, [illegible] বেশে ভালরূপ মানায় নাই।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা

দেশের শিক্ষাপ্রণালী বিলাতী ধরণে গঠিত হইয়া আমাদের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু ছিল, সব গিয়াছে। আমাদের দেশে নিম্নতম শিক্ষা-সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত দেখা যায়—ভগবৎকথার নামগন্ধও নাই। নিরীশ্বর নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি কথা আছে মাত্র। ধর্ম্মনিষ্ঠ মাতাপিতার সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় বরং বালকগণের চিত্তে একটু ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কিন্তু মাতাপিতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া বালকগণ যতই উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে থাকে, ততই তাহারা ভগবদ্বিশ্বাসটী পর্য্যন্তও হারাইতে থাকে। ক্রমে একেবারে নাস্তিক হইয়া বিলাতী ধরণের চাল চলন আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে তাহাদের বিলাসিতা এত বেশী বৃদ্ধি পায় যে, বাপ মা আর ছেলের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। বিলাতীশিক্ষা লাভ করিয়া গুণধর ছেলে তখন তাহার পিতামাতার নিত্য অর্চ্চনীয় শালগ্রাম শিলা পূজাকে পুতুল-পূজা বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না, বিষ্ণুদাসের চিহ্নস্বরূপ তুলসী মালা ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ প্রভৃতি তাঁহার মতে কুসংস্কার বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়; গুরুভক্তগণসঙ্গে হরিকীর্ত্তনাদিতে যোগদান করা অপেক্ষা গার্ডেনপার্টি, ইভিনিংক্লাব প্রভৃতি করিয়া চা চুরুট পান-তামাক প্রভৃতি করাই সেবাই তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় ইত্যাদি। ছেলেদের মধ্যে এই যে নিরীশ্বর নাস্তিক্য ভাব, ইহার মূল কারণ একমাত্র সংশিক্ষার অভাব। শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্রকারগণ প্রবর্ত্তিত শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত ছেলেদের এই নাস্তিক্য ভাব কিছুতেই দূর হইবার নহে। শিশুকাল হইতে ছাত্রগণ যে প্রকৃতির লোকের সঙ্গে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে থাকে, সেই শিক্ষা [illegible] একটা সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দেয়। ঐ দৃঢ় সংস্কার পরে সহজে উঠাইতে চাহে না। ভাগবত-গীতা-পুরাণাদি কথিত ছাত্রজীবন অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ববিৎ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা আদর্শ ছাত্রজীবনের কথা এখনকার ছাত্রগণের নিকট যেন একটা উপকথা বলিয়া মনে হয়। কারণ বহুদিন ধরিয়া একটী পদ্ধতি উঠিয়া গেলে তাহার কথা পরে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হয়। তখন ছাত্রগণকে অষ্টম বর্ষ-বয়ঃক্রম-কালে গুরুগৃহে থাকিতে হইবে এবং গুরু সেবা করিতে হইবে, গুরুদেবের আদেশ মত ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে, একথাটীর মধ্যে কিছু নূতনত্ব ছিল না, কেননা তাহাই তাৎকালিক রীতি ছিল। তখনকার ছাত্রগণের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল, গুরুদেবের উপদেশ শুনিয়া শুনিয়াই ছাত্রগণ বেদবেদান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিত। সকলেরই স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ছিল। স্বধর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চাধিকার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তও হইতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষা কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ছাত্রগণ নাস্তিক হইতে আরম্ভ করে আর বিদ্যাশিক্ষা শেষ করা পর্য্যন্ত সেই নাস্তিকতা। অবশ্য কোন কোন সৌভাগ্যবান্ যুবক বর্ত্তমান শিক্ষার কবল হইতে ছুটি লাভ করিয়া একটু ভক্তি-জীবন লাভ করিতে চান বটে, কিন্তু তাঁহার সংস্কার গুলি তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি কিছুতেই লাভ করিতে দেয় না, হয় তাঁহাকে ভোগী কর্ম্মী; না হয় মায়াবাদী জ্ঞানী অথবা যোগী করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে।

শুদ্ধ সাত্বতশাস্ত্রপ্রচারকগণের আনুগত্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংশোধিত হইলেই বালকগণের ভাবি ভক্তজীবনের আশা করা যায়। বর্ত্তমানে যে শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার গতির পরিবর্ত্তন দু'এক বৎসরের চেষ্টায় যে সাধিত হইবে, তাহা নহে, তবে এখন হইতে চেষ্টা করিলেও পরিণামে অনেক সুফল আশা করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, অভিভাবকবর্গ যদি শিশুকাল হইতেই তাঁহাদের সন্তানগণকে সাত্বতশাস্ত্রতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে সাত্বত শাস্ত্র আলোচনার সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে সুকুমারমতি বালকগণ সদ্ভক্তিমান্ হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে পারেন। তাদৃশ ছাত্রগণ দ্বারাই ভারতের ধর্ম্মাকাশ অবর্ণমেঘ মুক্ত হইতে পারে। ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইলেই ছাত্রগণ সংসার ছাড়িয়া বিরাগী হইয়া যাইবে, এই ভয়ে অভিভাবকবর্গ যদি তাহাদিগকে সংশিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত করেন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। সাত্বত শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বহুল প্রচারক্রমে জগৎ হইতে ধর্ম্মের ভাণ উঠিয়া যাইতে পারে, জগৎ একটী শান্তিময় ক্ষেত্র হইতে পারে।

তবে একটী কথা হইতেছে যে, কেবল বই মুখস্থ করা পণ্ডিত-নামধারী শাস্ত্রোদ্দিষ্ট আচরণ-হীন অসদাচারী অভক্ত শিক্ষকের নিকট শাস্ত্র পড়িয়া ছাত্রগণ কিছুই লাভবান্ হইবে না। বরং হিতে বিপরীত ফল হইবে। শুদ্ধভক্তি যিনি নিজে আচার করিয়া প্রচার করেন, এমন আচার্য্যের চরণাশ্রয়েই জীবের মঙ্গল হইতে পারে।

বর্ত্তমানে ভারতে লোকের মধ্যে যেরূপ একটু ধর্ম্মভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের খুবই বিশ্বাস হয় যে, ছাত্রগণ যদি সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাই দেশের মঙ্গল হইবে। সংশিক্ষার উন্নতিবিধানই দেশের উন্নতির একমাত্র উপায়। শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী অগ্রাহ্য না করিয়া তাহার প্রচলনে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে ভারতের বাস্তবিকই নবজাগরণ সম্পাদিত হয়। শিক্ষাকে কেবল অর্থকরী বলিয়া না তুলিয়া তাহা যদি পরমার্থকরী করা যায়, তাহা হইলেই মঙ্গল। যদি বলেন, ছাত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। আদর্শ ভিন্ন কখনও শিক্ষার প্রচার হয় না। বালকগণ তাহাদের সম্মুখে যেমন যেমন আদর্শ দেখিতে পাইবে, সেইরূপেই তাহাদের জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অতএব আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক আমাদের কথিত বিষয় যেন একটু স্থিরচিত্তে আলোচিত হয়।

কোন বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির দাবী নাই, তবে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ বিদেশীয় চালচলনের অনুকরণ করিতে যাইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলেন, ইহাই দেখিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্বতন মহাজনগণের আদর্শে যদি ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করেন, তাহা হইলে আর স্বধর্ম্ম নাশের কোন আশঙ্কা থাকে না। শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

[illegible]

সভ্যতা ও অসভ্যতা

সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ আজকাল কেবল চেহারা, পোষাক-পরিচ্ছদ বা দু'এক পদ ইংরাজী জানা না জানার উপর দিয়াই লক্ষিত হয়। ইহার উপর যদি দু'দশ টাকা কি দু'দশ বিঘা জমি কাহারও থাকে, তবে তিনি যতই শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করুন না কেন, আধুনিক সভ্য সমাজের একজন সভ্য না হইয়াই পারিবেন না। পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই, দু'এক পদ ইংরাজী না জানা পর্য্যন্ত আর কেহ মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করিতে চাহেন না। কোন বড়লোকের বাড়ীতে বড়বাবুর সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া গেলে, বাবু আগে চাকরকে পাঠাইয়া জানিতে চাহেন, 'দর্শন-প্রার্থী মোটরে করিয়া আসিয়াছেন কিনা; দেখিতে রূপবান্ কিনা, ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ আছে কিনা ইত্যাদি।" যদি ভৃত্য আসিয়া বাবুর ধারণানুযায়ী সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে, তাহা হইলেই আগন্তুকের বরাত সুপ্রসন্ন, নতুবা বাহির বাড়ী হইতেই বিদায় লাভ করিতে হয়। যাহারা আধুনিক এটিকেট আদৌ জানেন না, সেই সেকেলে ধরণের চটিপায়, গায়ে একখানি চাদর, মাথায় শিখা, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ কিন্তু ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ, তাঁহারা আজকালকার নবশিক্ষিত বাবুদের কাছে মানুষ বলিয়াই গণ্য নহেন। ধন-ঐশ্বর্য্য-পদ-ঐশ্বর্য্যের মদে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া যিনি অহর্নিশ কলিস্থান-পঙ্কের দাস্যে রত, যিনি গবর্ণমেণ্টকে বা পাবলিককে দুই দশ হাজার টাকা ডোনেশন দিয়া একটা রাজা বা মহারাজা কিম্বা রায় বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব লইয়াছেন, যিনি সর্ব্বক্ষণ পরকে উদ্বেগ প্রদানে ব্যস্ত, জীবহিংসা-রত, নিজের সুখের জন্য পাপে যাহার বিন্দুমাত্র ভয় নাই, যিনি দয়াহীন, স্বার্থপর, পরদুঃখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী, ক্রোধী, দম্ভপরায়ণ, বিষয়মদে অন্ধকর মত্ত, হিংসা গর্ব্ব যাঁহার অলঙ্কারস্বরূপ, যিনি নিদ্রালস্য-পরবশ হইয়া সর্ব্বদা সুকার্য্যে বিরত—কিন্তু অকার্য্যে উদ্যোগী, প্রতিষ্ঠাশা রূপ দুষ্টা শূকরীবিষ্ঠার কণাটী যিনি সর্ব্বক্ষণ লোভপ্রাপ্ত, আত্মেন্দ্রিয়সুখ-তৎপর হইয়া সর্ব্বদা সজ্জনসঙ্গবিবর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ অসন্তুষ্ট অতএব যিনি বাহিরে ধনবান্ বলিয়া পরিচিত হইলেও অত্যন্ত দরিদ্র, যিনি বাহিরে বিদ্যা বাগ্মিতা প্রদান করিলেও পরমার্থবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতানিবন্ধন নিতান্ত মূর্খ, সাধু-মহাজন-পথ উল্লঙ্ঘন-পর অহঙ্কাররূপ ভীষণ অপরাধ বরণপূর্ব্বক যিনি অধোগামী, যিনি একবার হরিনামের ভগবানের নাম

মুখে আনেন না অথবা মুখে নাম বাহির হইলেও যাঁহার কেবলমাত্র নামাপরাধই হইয়া থাকে, যিনি চিজ্জড়সমন্বয়বাদী অথবা মর্ত্ত্যে মিথ্যা বা মিথ্যার সত্তা দর্শন হেতু বিবর্ত্তবাদী, যিনি যোষিৎসঙ্গী, ভগবৎ-সেবাসম্বন্ধহীন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী, ভগবৎসেবা-ভিন্ন ইতরতৃষ্ণা-যুক্ত, সরলতা বিসর্জ্জন দিয়া কপটতাকেই যিনি একমাত্র সার বলিয়া তাহার আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই হইতেছেন বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানব। আর যিনি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎচেষ্টাপর জাগতিক লোকের প্রদত্ত মান বা অপমানে যিনি বিন্দুমাত্রও উল্লসিত বা অসন্তুষ্ট নহেন, ভগবৎসেবাসম্বন্ধ ভিন্ন জগতের লোকের সহিত যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং যিনি জগতের লোককে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, ভ্রমাদি দোষশূন্য মহাজন-পাদাশ্রয়-হেতু যিনি নিজেও তত্তদ্দোষ-দুষ্ট নহেন, সুতরাং যাঁহার সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যভ্রম জন্য বিবর্ত্তবুদ্ধি নাই, হৃষীকেশের হৃষীকতোষণ ভিন্ন যাঁহার নিজেন্দ্রিয়-তোষণে আদৌ স্পৃহা নাই, যিনি মহাজন-কথিত সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ—তিনিই বর্ত্তমান-যুগের সভ্যতা-বাদিগণের নিকট 'অসভ্য' বলিয়া পরিচিত। ধন্য সভ্যতা ও অসভ্যতার আধুনিক ধারণা। এই বিপরীত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বর্ত্তমান জগৎ চায় তাহার উন্নতি! অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

স্থানীয়

আক্রোশের কারণ কি?

সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্যা—এই কথাটী বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্য কথা বলিলে আর লোকের প্রিয় হওয়া যায় না। সে দিন নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় গৃহ ও গৃহস্থিত যাবতীয় দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই সত্য সংবাদটী নদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত হওয়ায় মাষ্টার মহাশয় নাকি চটিতং হইয়াছেন। সত্য সংবাদটী প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহার এইরূপ আকস্মিক বিপদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার অসন্তোষের কারণ কি? ইহার ভিতরে কিছু রহস্য আছে। বোধ হয়, মাষ্টার মহাশয়ের বিশেষ কোন ত্রুটীতে গৃহটী পুড়িয়া থাকিবে, উপরের কর্ম্মচারীরা জানিতে পারিলে মাষ্টার মহাশয়ের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। তজ্জন্যই কি এই সত্য সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তাঁহার এত আক্রোশ? যাহাই হউক, নদীয়া প্রকাশ সত্য কথা প্রকাশ করিতে কোন দিনই বিরত নহেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অচল ও অটল একথা যেন বুঝিতে ভুল না করেন।

নানা কথা

১লা বৈশাখ শনিবার হইতে এক মাস ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বাগবাজারে ২নং রামকৃষ্ণ লেনস্থ পরমভাগবত শ্রীযুত জে, বি, দত্ত মহাশয়ের সুবিস্তৃত হলগৃহে বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন স্থানের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং অনন্যাভিলাষী শুদ্ধভক্তগণ বর্ত্তমানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে এতদ্দেশে যে সকল মূর্খতা, অনাচার ও ব্যভিচারাদি প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীর নাম কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার প্রতিরোধ এবং উৎসাদন কল্পে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যুন্নত প্রেমধর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্পদ্ এবং বিমলজ্যোতি সাধারণের নিকট সরলভাষায় প্রদর্শন করিবেন। ঐ উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা এবং সুললিত কীর্ত্তন গান হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টর ডাঃ ডব্লিউ, এ, জেঙ্কিন, ডি, এস, সি মহোদয় চট্টগ্রামবিভাগীয় শিক্ষক-সম্মিলনের এক অধিবেশনে সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়া বাঙ্গলায় শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় নাকি বলিয়াছেন, ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা ও বিনা বেতনে পাঠ-পদ্ধতি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া ভিন্ন শিক্ষার উন্নতি সাধনের আর অন্য কোন পন্থা নাই! দরিদ্র লোক যদিও এতদিন কোনও প্রকারে কষ্টেসৃষ্টে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণকে বেশী না হউক অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া শিখাইত, এখন কর্ত্তারা তাহাও যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। সেই জন্যই, আমরা অভিভাবকবর্গকে বলি যে, বিলাতী ধরণের লেখা-পড়া ছাড়িয়া যে ভাবে পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন, সেইরূপ শিক্ষা যাহাতে দেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। সন্তানগণকে পরবিদ্যাপীঠে পরবিদ্যা অর্জ্জনের জন্য সদ্গুরু সন্নিধানে প্রেরণ করুন। তাহাতে তাঁহাদের অর্থব্যয় হইবে না—বরং পরমার্থই লাভ হইবে।

দৌলতপুর কলেজের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে সত্বর বিবেচনা করিবেন কথা হইয়াছে।

গত ২৩শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রিতে সবজ থানার রুটমারি গ্রামের হাড়ো মাঝির স্ত্রী আর একটী স্ত্রীলোকের নিকট তাঁহার অষ্টম দিবসের জাত কন্যাটিকে লইয়া শুইয়াছিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মাতা শিশুটীকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত অস্থির হন। চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রাতে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরে কন্যাটীর মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছে। এই ব্যাপারটী ভৌতিক বলিয়াই অনেকে সন্দেহ করিতেছেন।

সিটী কলেজ হইতে ছাত্রেরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া অন্যত্র ভর্ত্তি হইতে চাহিতেছে, তাহাতে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়! মার্চ্চমাসে যাহারা ট্রান্সফার লইতে চায়, তাহাদের মার্চ্চ ও এপ্রিল এই দুই মাসের মাহিনা দিতে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ নাকি সে স্থলে ৩মাসের মাহিনা আদায় করিতেছেন, তাহা ছাড়া ট্রান্সফার ফিস্ আলাদা আছেই। শুনা যায়, কতিপয় ছাত্র অধ্যক্ষ মৈত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে এক অভিযোগ উপস্থিত করিবে। পূর্ব্বে ১১জন অধ্যাপককে কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে, আরও কয়েকজন অধ্যাপককেও নাকি অবসর দেওয়া হইবে। অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজটী নাকি একটী সাম্প্রদায়িক কলেজ করিতে মনস্থঃ করিয়াছেন। মোটের উপর গুরু-শিষ্যের অভিনয়টী একরূপ মন্দ হইতেছে না।

গত শনিবার রাত্রে ক্যাম্পবেল হস্পিটালে ইম্ডোরের জনৈক কালাজ্বরের রোগী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহাতে নার্স বা ষ্টুডেণ্ট যাঁহারা ডিউটীতে ছিলেন, তাঁহাদেরই কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনবধানতা প্রকাশ পাইতেছে।

গত সোমবার রাত্রি প্রায় ৮টার সময় কানাই ধর লেন ও মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল। এমন সময় এক দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া উহাদের একজনকে ছোরা মারিয়া পলায়ন করে। আহত ব্যক্তির অবস্থা শঙ্কাজনক। তদন্ত চলিতেছে।

গত ১১ই এপ্রিল বুধবার অপরাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত বি, কে, বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ এম এন বসুর মৃত্যু হইয়াছে। মেয়র হইবার আনন্দের পরই এরূপ শোক-সংবাদ তাঁহাকে বড়ই বিষাদগ্রস্ত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। আশা করি, সকলই ভগবদিচ্ছা জানে তিনি ভবিষ্যতে শোক-মুক্ত হইয়া সমোত্তমে কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত কোট্টায়াম নামক স্থানের নিকটে একটী গীর্জ্জার প্রস্তরনির্ম্মিত ক্রসের উপর বাজ পড়িয়া পাঁচজন লোক মারা গিয়াছে। গীর্জ্জার পাদরী সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন। বজ্রপতন ফলে গীর্জ্জাটীর অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

আলিগড়ের মিঃ এন্ মুখার্জ্জি নামক এক ভদ্রলোক এক্সপ্রেসে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তাঁহার রুম্মেট দিল্লী কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়। তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। মীর্জ্জাপুরের কাছে হঠাৎ জাগিয়া দেখেন, তাঁহার বিছানায় ক্লোরোফর্ম্মের গন্ধ, আর সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ। তাঁহার লোকটীর সন্দেহ হওয়ায় তিনি সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী তাঁহার এক রেলওয়ে ইন্স্পেক্টর বন্ধুকে ডাকেন। বন্ধু আসিয়া লোকটীকে পুলিশে ধরাইয়া দিতে বলেন। তাহাতে লোকটা হঠাৎ পায়খানার মধ্যে গিয়া কি যেন একটা জিনিষ ফেলিয়া আসিয়াই গাড়ীর চেন ধরিয়া টানিল। গাড়ী সঙ্গে সঙ্গেই থামিলে সে বলিতে লাগিল এই মিঃ মুখার্জ্জী আমাকে ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া অজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুলিশ বিশেষ কিছু প্রমাণ না পাইয়া উভয়কেই জামিনে খালাস দিয়াছে। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

গত ২৯শে চৈত্র বুধবার বেলা প্রায় ৮-৩০টার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গুপী নামে এক উড়িয়া সুরেন নামে ১৪ বৎসরের এক বাঙ্গালী বালকের গলা কাটিয়া হত্যা করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিয়াছে, উহারা ৩৭ নং হ্যারিসন্ রোডের মেসে কাজ করিত। মেসে চুরীর পয়সা-কড়ি লইয়া উহাদের মধ্যে গোলযোগ বাধে, তাহা ছাড়া মেসের কতকগুলি জিনিষ চুরী গিয়াছিল। সুরেন গুপীকেই সন্দেহ করিয়াছিল। পাছে সুরেন সব ধরাইয়া দেয়, এই ভয়ে গুপী কয়েকদিন ধরিয়া সুযোগ খুঁজিয়া শেষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই তাহার জীবন শেষ করিয়াছে। গুপীও নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। সে এখন আরোগ্যলাভ করিয়াছে। গুপীর নিকট একখানি রক্তাক্ত ছুরিকা পাওয়া গিয়াছে। মুচিপাড়া থানার ইন্স্পেক্টর বি, এন, দাস তদন্ত করিতেছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাজীর গজল্

(প্রাপ্ত)

আমরা স্বয়ংসিদ্ধ কাজী।
আমরা মিলেছি একটা নতুন বিধান প্রচার কর্ত্তে আজি।
নবদ্বীপে নাকি শ্রীচৈতন্য ব'লে হ'য়েছিল এক অবতার।
তাহার জন্মভিটেটা কোথায় করিতে হইবে আবিষ্কার,
তাইতে আমরা নানাজাতি মিলে
সভা ডাকিয়াছি বিলাসী মহলে,
কে কোথায় আছ এস গো ছুটিয়া
কিবা, মামুন বাগদী মাঝি।
যদিও ওকথা হ'য়ে গেছে স্থির অনেক বছর আগে,
ঠাকুর বিনোদ, নমস্কার পায়, এদিকে চেওনা রাগে।
আমাদের তাতে কোন লাভ নাই
মোদের, ব্যবসার মুখে পড়ে শুধু ছাই,
অন্ধকারের জীব যে আমরা
আলোকেতে পাই লাজই।
ভাগবত প'ড়ে কথকতা ক'রে দুটো টাকা করি রোজগার
মনোহরসাহী কীর্ত্তন গাহি' স্বেচ্ছায় ফেলি অশ্রুধার,
নিরীহ সরল যাত্রী ভুলায়ে
রাখি দিনকত আদর দেখায়ে
তাদের, পকেটের কড়ি করিতে বাহির
পরম বৈষ্ণব সাজি।
তবে সুন্দরী যুবতি কিম্বা ধনবতী যাত্রী যখন পাই গো
ঘটা ক'রে পরি তিলক ও মালা, রাধানাম সদা গাই গো
পয়সা তাহারা দি'ক বা না দি'ক
যায়না আসেনা তাহাতে অধিক
গোপী প্রেমরসে মজাবার তরে
করি, কতই না কারসাজি।
সবাই জানেন আমরাই খোদ মহাপ্রভুর ভক্ত,
গঞ্জিকা পান মৎস্য তামাকে নহি কম অনুরক্ত,
বৈরাগী-তবু সেবাদাসী রাখি
নৈলে, কার ভরসায় মুদি বল আঁখি
মাঝে মাঝে দাবা, তাস, পাশা খেলি
তাতে ওরা বলে ধর্ম্মধ্বজী।
ভারতের মাঝে আছে কত লোক কেহ ত কিছুই বলে না
মায়াপুরে ওরা হ'ল কি সম্রাট্? ওদেরই কেবল সহে না।
ঠাকুর দেখাতে ভেট নিই ব'লে
উঁহাদের তাতে অঙ্গ কেন জ্বলে?
এমন কি দোষ আছে আমাদের
মোরা, শুদ্ধ ধর্ম্ম যাজী।
শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িনি বিশেষ যে বিষয়ে ওরা শ্রেষ্ঠ,
লাঠির যুদ্ধে আসিলে হইত মোদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ,
সে পথে যে ওরা দেয়নাক' ধরা
তাইত, এখন কিবা যায় করা!
কদ্দী ফিকির খাটায়ে বহুৎ
ধরিয়াছি এক বাজি।
ভিতরে যা-হোক বাহিরেতে যারা আমাদেরই মত সাজে
অল্পবুদ্ধি সরল মানবে প্রতারণা করি রাজে,
তাহাদেরই মাঝে সেরা জনকত
কাঁদিয়া কাটিয়া করি' বশীভূত
পক্ষে মোদের লড়িবে বলিয়া
করিয়াছি নিমরাজী।
বড় আশা ধ'রে বাঙ্গালী সবারে করিয়াছি মোরা নিমন্ত্রণ,
বক্তৃতার চোটে কাঁকড়ের মাঠে করিব 'জন্মভূমি' স্থাপন,
ওরা আসিবে না এ সভার কাছে
এইটুকু শুধু ভরসা যে আছে
তোমাদের শুধু বলিতে হইবে
বাহবা বাহা বা—বা—জী।

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি

(ধর্ম্ম ও উহার উৎপত্তি: ধর্ম্ম কত প্রকার—জীবের নিত্য ধর্ম্ম—নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।)

ধর্ম্ম ও উহার উৎপত্তি

বস্তুর স্বভাবই বস্তুর ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে অগ্রে বস্তু-বিষয়ক-জ্ঞান লাভের প্রয়োজন নতুবা ধর্ম্ম বিষয়ক মীমাংসা সুষ্ঠু হইবে না। বস্তুতত্ত্ব বিচারে ঈশ্বর, চেতন ও জড় এই ত্রিবিধ পদার্থ আমরা অনাদিকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, যাহাদের ইচ্ছাশক্তি ও অনুভবশক্তি আছে তাহারা, চেতন। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি—চেতন, আর যাহাদের ইচ্ছাশক্তি নাই যথা অগ্নি বায়ু জল পৃথিবী আকাশ প্রভৃতি অচেতন বা জড়। ঈশ্বর এই সকল চেতন ও অচেতন বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। জড় বস্তুর যাহার যাহা স্বভাব গুণ বা শক্তি তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন জল একটী জড়বস্তু তারল্য তাহার ধর্ম্ম বা স্বভাব। জীব চেতনময় বস্তু, জড় বস্তুর ন্যায় চেতনময় বস্তুরও একটী ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্মটী কি? যাহা একমাত্র চেতনেই লক্ষিত হয়, চেতন ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে লক্ষিত হয় না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। বিশেষ বিচার করিলে দেখা যায়, জ্ঞানই চেতনময় বস্তুর স্বরূপ-পরিচয় এবং আনন্দই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অভ্যুদয় কখন হইয়াছে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু সৃষ্ট হয় সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্মও সৃষ্টি হইয়া থাকে। আগে জলরূপ বস্তুটীর সৃষ্টি হইল, পরে তাহার ধর্ম্ম তারল্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে। চেতনময় বস্তু জীবও যখন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ধর্ম্মও তখন সৃষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্ম কত প্রকার

সমগ্র পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে সকল ধর্ম্মকে পাঁচ ভাগে বিভাগ করা যায়। ১। নিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম, ২। জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্ম, ৩। জীবের অনিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম, ৪। জীবের সমষ্টি সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম্ম, ৫। জীবের জড় সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম।

জীবের নিত্যধর্ম্ম

জীবের নিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্মই জীবমাত্রেরই একমাত্র ধর্ম্ম, অন্য চারিটী নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্জ্জনশীল ও পরিবর্দ্ধনশীল। জীবের সহিত উহার নিত্যসম্বন্ধ নাই। বিশেষ বিচার করিলে ভগবদ্ভক্তিই জীবের নিত্য-ধর্ম্ম, ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। নিত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেই জীব নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হন। আমরা জড়-জগতে কালে যে ধর্ম্মের বিচিত্র ভাবে পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাহা নৈমিত্তিক। আজ পর্য্যন্ত কতপ্রকার যে নূতন নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তথাপি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিলে উহাদিগকে ঐ চারিটীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে পরিমাণে নিত্য ধর্ম্মের উদ্দেশ করেন, সেই পরিমাণে উঁহাদের বিশুদ্ধতা, আর যে পরিমাণে নিত্যধর্ম্মের প্রতিকূল, সেই পরিমাণে উঁহাদের হেয়তা।

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম

নৈমিত্তিক ধর্ম্ম যদি নিত্যধর্ম্মের অনুকূল হয়, তাহা হইলে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহাদি জন্য তাহাকে আদর করা যাইতে পারে। প্রতিকূল হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে। জীবের সুখ-দুঃখনাশক ধর্ম্মটী জীবের স্বরূপগত পরমানন্দ লাভের অত্যন্ত প্রতিকূল বলিয়াই মনে হয়। এই মতটী ভারতের নানাস্থানে গ্রীকদেশে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এক সময় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সুখ দুঃখনাশক ধর্ম্মটী বহু আকারে লক্ষিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম, পেসিমিসিম ও কেবলাদ্বৈতবাদ—এই তিনটী প্রধান। ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম্মে এই সুখ-দুঃখনাশক ধর্ম্মটী যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অন্যতম। দেহ ও মনের সহিতই এই ধর্ম্মের সম্বন্ধ। এই ধর্ম্মকে কর্ম্মমার্গ বলা যায়। শৈবশাক্ত গাণপত্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক নানা দেবদেবীর উপাসকদিগের মধ্যে এই মতের প্রাবল্য দেখা যায়। চতুর্থ ধর্ম্ম সমষ্টি সুখবর্দ্ধক ধর্ম্ম। জড়বাদ, স্থিরবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্ম এই ধর্ম্মের অন্তর্গত।

জীব জড় সাম্য-সম্বন্ধক ধর্ম্ম নানা প্রকারের। অষ্টাঙ্গযোগ, থিয়সফি প্রভৃতি এই মতের অন্তর্গত।

(ক্রমশঃ)

দুর্দ্দৈব

আমরা বড়ই হতভাগ্য জীব। আমাদের কিছুতেই যেন আর চেতন হইবে না। চলিত কথায় বলে—"মারো আর দরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কাণে দিয়েছি তুলো।" মায়ার কবলে পড়িয়া কত না বহু প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছি দেখিয়া ভগবান্ আমাদের জন্য আজ কত ব্যাকুল—আমাদেরই জন্য ভগবান্ আজ সাধু, গুরু, শাস্ত্র, শ্রীনাম ও অর্চ্চা মূর্ত্তিতে জগতে প্রকটিত হইয়া আমাদিগের প্রতি পদবিক্ষেপে—প্রতি পলকে পলকে—প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক চেষ্টার প্রারম্ভে আমাদিগকে কত না সাবধান করিয়া বলিতেছেন—জীব, আমার কথা শ্রবণ কর, তোমাদের দেহ মনের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর—আমি তোমাদিগের সমস্ত ক্লেশ দূর করিব—যে আনন্দের আর পরিসমাপ্তি নাই, এমন নিত্য আনন্দ তোমাদিগকে দিব, আমার সেবা কর না বলিয়াই তোমাদের দুঃখ, নচেৎ আবার দুঃখ কিসের? আমার প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমি একদিন আমার সর্ব্বগুহ্যতম যে উপদেশ 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥' তাহা তোমাদেরই জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছি, আমার সে প্রতিজ্ঞাও কি তোমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে না?" কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত মায়াবিমোহিত জীব আমরা ভগবানের সে কথায়ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না, বলিতেছি, "ভগবন্, আমাদের মঙ্গলজনক তোমার কোন কথা এখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না। আমরা জন্ম জন্ম তোমার সেবা-বিমুখ হইয়া কষ্ট পাইব, তাহাও স্বয়ং স্বীকার, তথাপি বর্ত্তমানে আমরা সুখাভিলাষী হইয়া যে সকল কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, তাহা ছাড়িয়া তোমার কথা শুনিবার অবসর গ্রহণ করিতে পারিব না। আমাদের এই সংসারের অভাবগুলি মিটাইয়া লই, ছেলে পুলের জন্য দু'দশ বিঘা জমি, কিছু টাকা কড়ি সঞ্চয় করিয়া লই তাহার পর যাহা হয় কিছু শুনিবার চেষ্টা করিব। আর ও'সকল ত' একঘেয়ে, মামুলীধরণের কথা, উহাতে আর এমন নূতনত্বই বা কি আছে? যাহা হউক রক্তের জোর কমিলে যখন আর কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, তখন বসিয়া বসিয়া দু'দণ্ড না হয় তোমার যাহা বলিবার আছে, বলিও, শুনিব।" আমাদের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ আবার বলিলেন—"জীব তোমাদের কপালে যে আগুন লাগিয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি বলিতেছি—'লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥' হে জীব, বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া এবার তোমাদের দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ হইয়াছে, এজন্মটী অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। দেবতারাও পর্য্যন্ত আমাকে পাইবার জন্য এই জন্মের কামনা করিয়া থাকেন। সুতরাং আর বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া তোমরা এখনই তোমাদের একমাত্র পরমমঙ্গল যে আমার সেবা, তাহা লাভের জন্য যত্নবান হও। কেননা কোন সময়ে মৃত্যু আসিয়া যে তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। বিষয়-ভোগ তোমরা গত জন্মেও পাইয়া আসিয়াছ, পরেও যথেষ্ট পাইবে। বর্ত্তমানে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বিষয় যে আমি, আমার সেবায় আত্মসমর্পণ কর। আমাতে একান্তভাবে শরণ লইলে তোমাদের সকল অভাব দূর হইবে। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥' তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যা-উপাসকগণই কেবল সুখ পাইবে, আর আমার ভক্তগণ কেবল ক্লেশ পায়। আমার ভক্তগণের আমি ছাড়া আর চিন্তার বিষয় নাই, আমার সেবা ছাড়া তাহারা আর কিছু চাহেনা, আমাতেই তাহারা নিত্য অভিযুক্ত, তাই আমি তাহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান ও তাহার সংরক্ষণও করিয়া থাকি। আমার ভক্তগণ আমার কাছে কোন বস্তুই প্রার্থনা করে না, তথাপি আমি তাহাদের সমস্ত অভাব পূরণ করি। বহির্ম্মুখ লোকেই কেবল আমার ভক্তের ক্লেশ দেখে, বস্তুতঃ তাহাদের কোন ক্লেশ নাই। আমার কর্ম্মিগণের মত ভক্তেরা আমার প্রদত্ত জিনিষ ভোগও করে না, আমার প্রসাদ জ্ঞানে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করে মাত্র। সুতরাং তোমরা সকল কার্য্য ফেলিয়া আমার সেবা কর, অন্যান্য চেষ্টা আমার সেবার অনুকূল হইলেই স্বীকার কর নতুবা দূরে পরিহার কর। বর্ত্তমানে তোমাদের বদ্ধমূল কুসংস্কার-বশতঃ বহুদিনের চিন্তা-স্রোতের বেগ পরিবর্ত্তন করা বিশেষ কষ্টকর হইবে সত্য, কিন্তু দু' চারদিনের অভ্যাস-ফলে সে কুসংস্কার সব দূর হইবে। আমারই নিজজন যে সাধুগণ, তাহাদের সঙ্গ কর, তাহাদের শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত সৎকথা শ্রবণাদি কর। তাঁহাদের সঙ্গফলে তোমাদের মনোভাব এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে যে, তাহা তোমরা জানিতেও পারিবে না। তখন তোমাদের এমন দশা হইবে যে, পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিতেও তোমাদের লজ্জা বোধ হইবে অথবা পূর্ব্ব জীবনের সকল কথা একবারেই বিস্মৃত হইবে। আমার সেবাই তখন তোমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইবে। সাধু সঙ্গে শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করিতে করিতে গুরু পাদাশ্রয় লাভ হইবে। গুরুপাদাশ্রয়ে আমার সেবা করিতে করিতে আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে—তোমাদের জীবন সার্থক হইবে। এখনও সময় আছে—আমার কথা শ্রবণ কর।"

শ্রীভগবানের এত কথা শ্রবণ করিয়াও যদি আমাদের চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আর আমাদের উপায় কি? নিতান্ত দুর্দ্দৈব আমাদের তাই ভগবৎপাদপদ্ম-সেবাই যে আমাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জানিনা আমাদের অদৃষ্টে আরও কতই না দুঃখ আছে!

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর)

প্রভু একদিন শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। কোন উড়িয়া বৃদ্ধা-স্ত্রীলোক অজ্ঞাতসারে প্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া মহা আর্ত্তি-সহকারে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোকটীকে নিবারণ করিলে প্রভু স্ত্রীলোকটীর আর্ত্তির প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন প্রভু তিনটী দ্বার বদ্ধ করিয়া রাত্রে অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শয়ন করিবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখিলেন, দ্বার সব বদ্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য। ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি-শিথিলতা-প্রযুক্ত মহা দীর্ঘকায় ও অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণের কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ফলে প্রভুর জ্ঞান হইলে তাঁহারা পুনরায় প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় মহাপ্রভুর চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন জ্ঞান বশতঃ দ্রুতগতি গমন করিতে করিতে স্তম্ভাদি বিকার এবং কদম্বের ন্যায় রোমোদ্গমাদি মহাভাবযুক্ত একটী অপূর্ব্বদশা ভক্তগণের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইল; গোবিন্দাদি ভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনাদিতে প্রভু বাহ্যদশায় অবতরণ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

মহাপ্রভু মহাভাবে স্বরূপ রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বিলাপ করিতেন, গোপীর কিঙ্করী অভিমানে বৃন্দাবন-জ্ঞানে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তরু লতা গুল্ম মৃগ সমূহকে কৃষ্ণসন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন।

ভুঁইমালীকুলে অবতীর্ণ ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্টভোজী কালিদাসের প্রতি মহাপ্রভু স্বীয় পাদোদক প্রদানে কৃপা করিয়া বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ নিরাস এবং মহাপ্রসাদের অসীম সাধন বলের কথা প্রচার করিলেন। সপ্ত-বর্ষ বয়স্ক শিবানন্দ-পুত্র পরমানন্দপুরীদাস মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার অপ্রাকৃত কবিত্বের পরিচয় দিলেন।

একদিন প্রভু বিবিধ প্রেমোন্মাদে মধ্য রাত্রিতে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটি প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তৈলঙ্গ গাভীর মধ্যে কূর্ম্মাকারে পড়িয়া রহিয়াছিলেন। আর একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে প্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা-জ্ঞানে তাহাতে ঝম্প প্রদান করিলেন। কোন ধীবর একটী বৃহৎ মৎস্য মনে করিয়া জালদ্বারা উর্ম্মির প্রভুর অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুকে তীরে উঠাইলেন। প্রভুকে স্পর্শ করিবামাত্র ধীবরের প্রেমাবেশ হইল। ধীবর ভূতগ্রস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া ওঝার সন্ধানে যাইতেছিলেন, এমন সময় প্রভুকে নানা স্থানে নানা প্রকারে অন্বেষণ করিয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী প্রমুখ ভক্তগণ তীরে তীরে আসিতে আসিতে ধীবরকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ধীবরই মহাপ্রভুকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়াছেন জানিয়া প্রভুর স্থলে উপনীত হইলেন এবং উচ্চ নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা ক্রমশঃ প্রভুকে বাহ্য দশায় আনয়ন করিয়া প্রভুর শ্রীমুখে তাঁহার মহাভাবের কথা শ্রবণপূর্ব্বক প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপ-দর্শন

(প্রাপ্ত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারপর রাধাশ্যাম আশ্রমে যাইয়া শতাধিক হিন্দু বিধবা ও বষ্টমীদের লীলা খেলা দর্শন করিলাম। সেখানকার গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকই সমস্ত বিধবার দল। চালচলন দেখিয়া বুঝা গেল ভোগ করিবার ইহা একটী সুন্দর পন্থা। ইহাতে নবদ্বীপে স্ত্রীস্বাধীনতার অপূর্ব্ব লীলা-খেলা হইতেছে। এখানে পুরুষের ভিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, শুধু মেয়ে মানুষদের জন্য, তাহাও নাম গান করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাম গান করিলে দেওয়া হইয়া থাকে।

লীলাগান শুনিবার জন্য মহাপ্রভুর আঙ্গিনায় যাইয়া দেখি মুরসিদাবাদের খ্যাতনামা সুরেন আচার্য্য মহাশয় লীলা-রস গান করিতেছেন। তাঁহার মৃদঙ্গ-বাদকের অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য, গায়ক মহাশয়ের মুখভঙ্গী ও চক্ষুর চাঞ্চল্য এবং দোহার পত্রের রাগ রাগিণী-মিশ্রিত সুললিত কণ্ঠ বড়ই শ্রুতিমধুর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আসরে বসিয়া থাকা কষ্টকর হইল। দলে দলে যুবতী বিধবাগণ আসিয়া মালায় ঝোলা লইয়া আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া বসিতে লাগিল। একে লীলারসের হাবভাবপূর্ণ কীর্ত্তন, তার উপর মেয়ে মানুষের মুচকী হাসী—ইহা যেন আমার নিকট অমানুষিক অত্যাচার বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল এবং কতকটা ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যও হইতে লাগিল। কাজেই সে স্থান হইতে উঠিতে বাধ্য হইলাম। এই জন্যই শাস্ত্রেও বলিতেছেন, বলবান ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য মাতা, ভগ্নী অথবা দুহিতার সহিত কখনও একাসনে নির্জ্জনে বসিবে না। যথা—"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥" (ভাগবত)। গীতকাণ্ড, বাদ্যকাণ্ড ও নৃত্যকাণ্ড—এই ত্রিবিধ ব্যাপারকে তৌর্য্যত্রিক ব্যসন বলে। এই তৌর্য্যত্রিক ব্যসনটী দশবিধ দোষের অন্যতম, কিন্তু ইহা ভগবৎপ্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু সকলেই মনে রাখিবেন, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য যাহা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাম আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য যাহা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা প্রেম। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য নৃত্য গীত বাদ্যের আয়োজন করিয়া ভগবানের ভজনের নামের ছলে নরক-ভোগী হইবেন না! কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনে [illegible] যাহাই প্রত্যক্ষ দেখিলাম, কুঞ্জেই তৌর্য্যত্রিক ব্যসন বলিয়াই বোধ হইল। শ্রোতাদের সঙ্গে আলাপ প্রলাপে দেখিলাম—কেহ খোলওয়ালার, কেহ কীর্ত্তনীয়ার, কেহ দোহার পুত্রের ব্যাখ্যা লইয়াই ব্যস্ত আছেন; কিন্তু কোন প্রাণমাতান ভাব কাহারও মধ্যে লক্ষ্য হইল না।

তারপর শুনিলাম সন্ধ্যায় পর চৌদ্দ মাদল বাহির হইবে। চৌদ্দমাদল দেখিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইল। সতৃষ্ণ ও উৎকণ্ঠিত চিত্তে সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পর চৌদ্দমাদল কীর্ত্তন বাহির হইল, চৌদ্দদল কীর্ত্তনই বাহির হইল বটে, কিন্তু সকলই দায়পড়া কীর্ত্তন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা বৃথা। তারপর নবদ্বীপের যেখানেই যাই, সেই খানেই স্বার্থের লীলা খেলা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বর্ত্তমান। যাত্রিগণের অধিকাংশই তিলী, সুবর্ণবণিক, গৈঞ্জমালা, যুগী, নমঃশূদ্র ও নবশাখা প্রভৃতি ছত্রিশ জাতীয় হিন্দু। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈষ্ণব সংখ্যা অত্যন্ত কম। এখানে গৌর-নিতাই দর্শনই প্রকৃত, আর সকলই ভেল।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সারুটীয়ার মগন সিংএর বৈষ্ণবী পুত্র ব্রজমোহন দাস বৈরাগী, কতকগুলি সমব্যবসায়ী সঙ্গীর সহযোগে কত ধনীর দোহাই দিয়া কাঁকুড়ের মাঠের জমিদারদের আনুগত্যে জমি বন্দোবস্তের প্রলোভনে কতপ্রকারেই না কত বেচারাদের কতই না অসুবিধা সাধন করিলেন। ভিক্ষায় চাঁদাই বা কত রকম। মিথ্যা মামলা মকদ্দমাই বা কত করিলেন। (সেটাও একটা বড় ভিক্ষার মৎলব)। কত কূপ খনন করিলেন, পুকুর কাটিলেন, বিধবা আশ্রম, গো-শালা, নারীশালা, কতই না করিলেন। কিছুতেই সাধ মিটিল না। জন্মস্থানও বাহির হইল না। বাজীগিরিই বা কত জানেন। শুনা যায় ভূতপ্রেত, ডাল লোকের ঘাড়ে চাপিয়াই তাঁহাদিগকে ভূতপ্রেতে পরিণত করে। অবশ্য সেটাও ভূতপ্রেতের ক্ষমতা বলিতে হইবে। এ বৈরাগীজীবও তাহাপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা। অতএব ভূতপ্রেতের চেয়েও ইহার উচ্চস্থানে অধিকার। ইহার সর্ব্বপ্রকার কেরদানী জাহীরের যাবতীয় কার্য্য-কলাপের আগাগোড়া বিবরণ আমি আপনাদের "নদীয়া-প্রকাশেই" নদীয়ার খবর জানাইয়া ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণকে অবগত করাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রী * * দেবশর্ম্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সেদিন সহর নবদ্বীপের রাস্তায় চলিতে পায়ে একখানা ছাপাকাগজ ঠেকিল। পড়িয়া দেখি, মিটিংএর নিমন্ত্রণ পত্র। বিষয়টী হ'লো শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়। স্থানটী হ'লো এলবার্টহল। নিমন্ত্রণকারী হ'লেন কতকগুলি ব্যবসাদার। আর সভাপতি হ'লেন আর একজন। এতে মিটিংএর কদর বুঝিতে আর বাকী থাকিল না। বরং ছোটকালের অনেক কথাই মনে পড়িয়া হাঁসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলি, কিছুতেই কি আর আশ মিটিল না? অসদ্বাঞ্ছার কি নিবৃত্তি আছে?

এর পূর্ব্বেও একবার ঐ সহর নবদ্বীপে বেড়াইতে বেড়াইতে এক মুচিকে ঢোল পিটিতে দেখিয়াছিলাম। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে মুচীটী চীৎকার করিয়া বলিল, চড়াব বৈরাগী গোসাইরা অদ্য এক্জিকিউটিভ মেম্বর দ্বারা মহাপ্রভুর-জন্মস্থান নির্ণয়-জন্য পোড়ামাতলার সভা করিবেন। শুনিয়া জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক যাত্রী হাসিয়া উত্তর করিলেন, এত দিন বুঝি আর লেজ তুলিয়া দেখেন নাই, যে, তাঁহারা বৈরাগী ও গোঁসাই হ'লেন কি দিয়া। তাই আজ বড ব্যস্ত হইয়া এক্জিকিউটিভ মেম্বর দ্বারা মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া লইতেছেন? ব্যবসাদারের ব্যবসায় আঁত বুঝে, কার সাধ্য? বলি এর পর আবার কাহার দ্বারা কোথায় সভাস্থল নির্ণয় করিতে হইবে? কলির চেষ্টার বলিহারি যাই।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তচরমুখে অযোধ্যার এক নগণ্য প্রজা গোপনে সীতাদেবীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে অবগত হইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা জগলক্ষ্মী সীতাদেবীকে চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন আর এই কলিযুগে যুবতী ব্রাহ্মণ কন্যার ভরণ-পোষণকারী সংযতেন্দ্রিয় বৈরাগীর দ্বাদশবর্ষব্যাপী সন্দেহের কথা শুনিয়া বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, অবধূত পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর, বৈষ্ণব-জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-প্রবাহ আনয়নকারী ভগীরথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ এবং তাৎকালিক যাবতীয় বৈষ্ণব ও শ্রেষ্ঠ সজ্জনমণ্ডলী-কর্ত্তৃক অনুমোদিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তৎসঙ্গ-বর্জ্জনে চেষ্টা প্রদর্শন করিব না?

* * *

হিতবাদীর সত্যেন্দ্র নাথের মনঃ-প্রাণকারী চমক হিতকথা শুনিয়া আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, মায়াপুর অশিক্ষিত মুসলমান অধিবাসীর মুখে উচ্চারিত হইয়া কোনো রকমেই মেয়াপুর হইতে পারে না, মায়াপুর কথাটি অতি সহজেই রামচন্দ্রপুর বা কাঁকড়ের মাঠ হইতে পারে।

* * *

আমরা এতদিন জানিতাম ভিতর-দ্বীপই অন্তর্দ্বীপ যোগপীঠ মায়াপুর। এখন হিতবাদীর ধামাধারী সভাসদ সত্যেন্দ্র এবং পরনারীর ভরণ-পোষণ-নির্ব্বাহকারী সংযতেন্দ্রিয় বৈরাগীর কথায় বুঝিলাম, বাহির দ্বীপ (কাঁকড়ের মাঠ) মানেই অন্তর্দ্বীপ।

* * *

শাস্ত্র বলেন ভগবদ্ধাম নিত্য চিন্ময়; তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল ভক্ত হৃদয়ের উপলব্ধির বস্তু। কিন্তু নব্য তার্কিকগণ বলেন ভগবানের আবির্ভাব-ভূমি নির্ণয় "খাও দাও স্ফূর্ত্তি কর মনের সুখে, কে কবে যাবি রে ভাই শিঙ্গে ফুঁকে"-দলের লোকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের খেয়াল সাপেক্ষ।

(স্থানীয়)

কৃষ্ণনগরের মহারাজ বাহাদুর বর্ত্তমানে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস শিরোমণি মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে আছেন। তাঁহার জ্বরত্যাগ হইয়াছে। তবে শরীর এখনও বিশেষ দুর্ব্বল। মহারাজ শীঘ্রই সম্পূর্ণ সুস্থ হউন, ইহাই নদীয়াবাসীর নদীয়া-প্রকাশ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিক প্রার্থনা।

সম্প্রতি নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ গ্রামের নিকটবর্ত্তী পোলতাডাঙ্গা গ্রামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় ২৫০ গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত এস, কে, দাশ গুপ্ত নিরাশ্রিতগণের সাহায্যার্থ অনেক যত্ন করিতেছেন।

নানা কথা

আফগান রাজের পক্ষ হইতে আফগান দূত কর্ত্তৃক সম্রাট্ পঞ্চম জর্জকে ৩ খানি প্রাচীন আশ্চর্য্য পুস্তক উপহার দেওয়া হইয়াছে। উহাদের একখানি দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঁশ হইতে প্রস্তুত শ্বেত কাগজের উপর হাতের নখ দ্বারা পার্শী অক্ষরে লেখা। পুস্তকখানির পত্রসংখ্যা—৫০। পুস্তকখানি পাঁচ বৎসরে লেখা। দ্বিতীয়খানি অশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে পার্শী এবং তৃতীয়খানি মুসলমান উপাসনা সম্বন্ধে আরবী বর্ণাক্ষরে লিখিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

গত ২৯শে চৈত্র বুধবার প্রাতে ১টা ৪০ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেশনে ২নং প্লাটফর্ম্মে ৮৮নং ডাউন বর্দ্ধমান প্যাসেঞ্জার ট্রেণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পরে আসে। লোকের অত্যন্ত ভিড়ে একটী বালক জখম হওয়ায় বালকটীকে হাসপাতালে পাঠান হয়। প্লাটফর্ম্মের ফটক অল্প খুলিয়া বাহার যাত্রিগণের বাহির হইতে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। উহাতে যাত্রিগণ ফটকে দণ্ডায়মান গুর্খাকে ফটক আরও প্রসারিত করিতে বলেন। কিন্তু গুর্খা তাহাতে কর্ণপাত না করায় কয়েকজন যাত্রী গুর্খার সহিত বচসা আরম্ভ করেন। গুর্খা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এক গুর্খা পাহারাওয়ালার লাঠী লইয়া যাত্রিগণকে প্রহার করিতে থাকে। পরে ষ্টেসনের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নাকি যাত্রিগণের উপর লাঠি চালাইতে হুকুম দেন। শুনা যায়, প্রভুভক্ত গুর্খারা যাত্রিগণকে যৎপরোনাস্তি প্রহার আরম্ভ করিয়া দেয়। পরে ২জন যাত্রী গুর্খাদের হাত হইতে দুইটী লাঠি কাড়িয়া লইয়া গুর্খাদের মারিতে আরম্ভ করে। এমন সময় তারকেশ্বর প্যাসেঞ্জার আসিলে গুর্খাদের সরাইয়া দেওয়া হয়। দুই জন যাত্রী গ্রেপ্তার হইয়াছে। ব্যাপারটী ভাল করিয়া তদন্ত হওয়া আবশ্যক। নিরীহ নিরস্ত্র যাত্রিগণের উপর এরূপ অযথা লাঠি বাজি করা আদৌ রাজ-কর্ত্তব্য-পালনের পরিচয় নহে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় শীঘ্রই শ্রমিকগণের সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা করিবেন শুনিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। শ্রমিকগণ কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারের ফলেই হউক অথবা নিজেদেরই দুর্ব্বুদ্ধির ফলে হউক নানা ভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছে। শীঘ্রই তাহাদের সম্বন্ধে যাহা হয় একটা কিছু মীমাংসা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। রেল কর্ত্তৃপক্ষের অনেক টাকা কড়ি আছে। দু' এক বৎসর মিলের কাজ বন্ধ থাকিলেও তাহাদের যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে তাহা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রমিক্ দল না খাইয়া মরুক্—খুব জব্দ হউক, এরূপ চণ্ডনীতির প্রচলন বড়ই নিষ্ঠুরতার পরিচয়।

অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বলিতেছেন, ১৩৩৫ সাল বড় দুর্ব্বৎসর। এবৎসরে চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ঝড় বৃষ্টি হইবে। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে নাকি জগদ্ব্যাপী এক ভূমিকম্প হইবে, তাহাতে দেশের নানা ক্ষতি হইবে। বিশ্বব্যাপী নানা প্রকার অশান্তির ও আত্মকলহের প্রাদুর্ভাব হইবে।

কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণের মধ্যে যে ব্যাপার দিনে দিনে সংঘটিত হইতেছে, সে সকল লইয়া আলোচনা করিতেও লজ্জা বোধ হয়। ছাত্রগণ অধ্যক্ষের পুত্র-তুল্য, তাহারা যদি তাঁহার বিচারে কোন অন্যায় কার্য্যই করিয়া থাকে, বুদ্ধিমান পিতৃতুল্য শিক্ষকও কি তাই বলিয়া পুত্রতুল্য ছাত্রগণের প্রতি অন্যায় ব্যবহার দ্বারা সেই অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইবেন? ছাত্রগণের মঙ্গলের প্রতি কি শিক্ষকগণের আদৌ লক্ষ্য থাকিবে না? যে আচার্য্য চঞ্চলমতি বালকগণের এক আধটী কথাতেই চঞ্চল হইয়া বালকগণের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইতে পারেন, সে আচার্য্যের আচার্য্যত্বের কি করিয়া প্রশংসা করা যায়? অধ্যক্ষ যখন দেখেন, বালকগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনিও যদি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাহা হইলে দুই পক্ষীয় চাঞ্চল্যের সঙ্ঘর্ষে যে ভীষণ ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—তাহার প্রশমন সহসা সম্ভবপর হয় না। গুরু-শিষ্যের ঝগড়া শেষে কোর্টে যাইয়া মীমাংসা করিতে হয়, ইহা বড়ই দুঃখের সংবাদ। অথবা অবিদ্যা-শিক্ষার কুফলই এইরূপ। অবিদ্যা শিক্ষার ফলে মানুষ ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তি স্বীকার করিতে চাহে না, শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বীকার না করিয়া প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হইয়া পড়ে। শ্রৌতপন্থা স্বীকার না করিয়া আরোহ বা অশ্রৌতপন্থায় ভগবান্‌কে তাহারই মনঃকল্পিত একটা কিছু করিয়া তুলে। তাই ভগবৎকৃপাভাবে বঞ্চিত হইয়া ভগবজ্জনোচিত কোন সদ্‌গুণেরই অধিকারী হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেই সদ্‌গুণসম্পন্ন নহেন, তিনি অন্যকে কেমন করিয়া গুণবান করিবেন। ফলে নিত্য নানা অনর্থেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রকাশ যে, লণ্ডনে ছয় লক্ষ পাউণ্ড মূলধনে একটী তিমি মাছ ধরিবার কারবার স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণ মেরু-প্রদেশে তিমি ধরিবার জন্য উদ্যোগ চলিতেছে। এক একখানি ১৫০০০ টন বোঝাই লইতে সমর্থ এইরূপ দুইখানি বড় বড় জাহাজ সঙ্গে লওয়া হইবে। উহাতে নাকি ৬৫০০০ পিপা তিমি মাছের তৈল বোঝাই হইতে পারিবে।

বড়লাট সার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্রকে ভারতীয় সৈনিক বোর্ডের নেতা নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি গত বুধবার দিল্লী হইতে নাসিকে গিয়াছিলেন। ইলোরা ও অজন্তার গুহা দেখিয়া বোম্বাই যাইবেন, তথা হইতে আগামী ২৫শে এপ্রিল সিমলায় পৌছিবেন বলিয়া প্রকাশ।

লর্ড লিটন সম্প্রতি কেমব্রীজে শিক্ষা-কার্য্যে দেশীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে বলেন, ইংরাজী ভাষায় সমুদ্র বিষয়ের ব্যুৎপত্তিলাভ ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই কঠিন। তিনি কয়েকবার বাঙ্গালী ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার ভাষাই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দেশীয় ভাষায় শিক্ষার প্রচলন হইলে ছাত্রেরা বিষয়টীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নতুবা নোট মুখস্থ করিয়া কোন গতিকে পরীক্ষায় পাশ করিবে মাত্র, পড়া শুনার কোন সার্থকতাই লাভ হইবে না।

আফগানরাজ আমানুল্লা শীঘ্রই বার্লিন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি জার্ম্মাণী হইতে বোধ হয় এ যাত্রা রুসিয়া যাইবেন না। আফগানে নাকি একটা কিছু বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গত ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি-দিবসোপলক্ষে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দপার্কে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী, যমুনালাল বাজাজ, মণিলাল কোঠারী, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, ললিতমোহন দাস, সৈয়দ জাকীর আলি, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—অসহযোগনীতি পরিচালন, বিদেশীয় পণ্যবর্জ্জন, দেশীয় বস্ত্র পরিধান, কমিশন বয়কট, পূর্ণ স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানে মিলন প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত মণিলাল কোঠারী কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য কিছু সাহায্য চাহিতে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ যাহার পকেটে যাহা কিছু ছিল দিয়া স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দেন। কলেক্শন মাত্র ৫৮ টাকা ৪ আনা মাত্র হইলেও সকলেই তাহাতে আনন্দ-প্রাপ্ত হন।

জার্ম্মানীতে শূন্যমার্গ হইতে বোমা নিক্ষেপ করার কৌশল শিখিবার জন্য কয়েকটী লোক আর্ণ নামক স্থানের বনভূমির উপর বোমা ফেলিতেছিল। তাহার ফলে প্রায় দুই মাইল ধরিয়া বনভূমি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। অনেক ভাল ভাল বৃক্ষ নষ্ট হইয়া কৃষকদের বড়ই ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। জগতের রীতিই এইরূপ। কাহারও পৌষমাস কাহারও সর্ব্বনাশ। একজন তাঁহার সখ মিটাইতে গিয়া আর পাঁচ জন নিরীহের সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন।

কটকস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ উড়িষ্যা প্রদেশের বহুস্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিয়া উড়িষ্যাবাসিগণের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করিতেছেন। সম্প্রতি উক্ত মঠের শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসঅধিকারী এবং শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় ময়ূরভঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রাঘবানন্দ মহান্তি, দীননাথ শ্যামল, বসন্তকুমার বসা ও চৈতন্য কিশোর বসাপ্রমুখ সজ্জনবৃন্দ তাঁহাদের প্রচারকার্য্যে যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের কৃপায় তাঁহাদের ভগবৎকথাশ্রবণ এবং ভগবৎ সেবায় উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গত ১১ই এপ্রিল বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ধানবাদে আদালতের সম্মুখে বহুলোকের দৃষ্টিগোচর প্রকাশ্য স্থানে একজন মিলিটারী কনষ্টেবল তোষাখানায় গার্ডের নিকট হইতে একটী বন্দুক চাহিয়া আনিয়া পোষাক পরিচ্ছদে আবৃত থাক অবস্থাতেই আত্মহত্যা করিয়াছে। লোকটি এক পায়ের জুতা খুলিয়া দুইবার গুলী ছুড়িয়া ব্যর্থমনোরথ হয়, তৃতীয় বারে প দিয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপিতেই গুলী তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। লোকটীর আত্ম হত্যার কারণ ভাল করিয়া জানা যায় নাই।

গত ১৩ই এপ্রিল শুক্রবার কলিকাতা রতন সরকার গার্ডেন পার্কে শ্রীযুক্ত মূলচাঁদজী আগরওয়ালা মহাশয়ের সভাপতিত্বে মাড়োয়ারীগণের এক সভা হয়। সভায় বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ও খদ্দরের বহুল প্রচারের প্রস্তাব হয়।

রংপুরের সন্নিহিত পল্লীসমূহে অধিবাসিগণের অত্যন্ত অন্ন বস্ত্র কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের শ্রমিক দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

আজমীরে সেণ্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়ে সপ্তমশ্রেণীর বালিকারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে এক শিক্ষয়িত্রী নাকি বালিকাদের চরিত্র সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বালিকাগণের অনেকেই বয়স্থা ও কেহ কেহ বিবাহিতা। গত ১৫ই মার্চ্চ হইতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। আজও কোন মীমাংসা হয় নাই।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

৫ই বৈশাখ, বুধবার—১৩৩১।

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীতি—বর্ত্তমান ধারণা—স্মার্ত্তনীতি ও নিত্যধর্ম্মের পার্থক্য—সমাজ—সমন্বয় ধারণা।

নীতি

রাজনীতি, দণ্ডনীতি, বণিকনীতি, [illegible], শরীরনীতি, সংসারনীতি প্রভৃতি নীতি অনেক প্রকার। শরীর, [illegible] ও সমাজের উন্নতি সাধনই নৈতিক [illegible] উদ্দেশ্য। এই মতে সন্ধ্যা-বন্দনা ও পূজা প্রভৃতিও যথাযথ পালিত হয় [illegible] সেগুলি নিত্য ধর্ম্মোদ্দেশক না [illegible] নৈমিত্তিক। এই নৈতিক ধর্ম্মের [illegible] স্মার্ত্তবাদ।

বর্ত্তমান ধারণা

অনেক সময় আমরা এই নীতিকেই ধর্ম্মের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলি। [illegible] ধর্ম্ম জিনিষটা একটা সাধারণ জ্ঞান নীতি মাত্র নহে। আমরা এই নীতিই —এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যোগ ব্রত [illegible] কর্ম্ম জ্ঞান, দরিদ্রের সেবা, মাতা-পিতার সেবা প্রভৃতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে [illegible]। জীবের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্মের [illegible] ঐ কল্পিত নীতির তেমন উপলব্ধি [illegible]। আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যতদূর [illegible] উঠিতে পারে, ততদূর উঠিয়া [illegible] দূর হইতে ভাল বা মন্দ বিচার [illegible] তাহাই লৌকিক সমাজে নীতি [illegible] পরিচিত। দৃষ্টির কম বা বেশী [illegible] নীতিরও কম্তি বা বাড়তি [illegible] থাকে। এই নৈতিক ধর্ম্মই বক্র [illegible] উঠা নামা করিয়া থাকে।

স্মার্ত্তনীতি ও নিত্যধর্ম্মের পার্থক্য

নৈমিত্তিক স্মার্ত্তনীতি ইহকালে শরীর [illegible] মনের কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্তি সাধন করে [illegible] কল যৎকিঞ্চিৎকর, নিত্য ধর্ম্মে [illegible] লাভ হয়, তদ্দ্বারা জীবের [illegible] ত্রিতাপজনিত খেদধূলি নিত্য কালের জন্য [illegible] হইয়া আনন্দ সমুদ্র বৰ্দ্ধিত হইয়া [illegible]। একটী অনিত্য অপরটী নিত্য। [illegible] অমৃতের প্রাপক অপরটী মৃত্যুরূপ [illegible] প্রাপক। কোন কোন ধর্ম্ম-[illegible] এই নৈতিক ধর্ম্মকেই একমাত্র [illegible] মনে করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন—[illegible] পিতা স্ত্রী পুত্র পরিবার—এসকল [illegible] করিবার জন্য ভগবান্ আমাদিগকে [illegible], কিন্তু আমরা যদি [illegible] তাহা হইলে আমরা আর ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারিব না। অতএব মাতা পিতা সেবার জন্য নিত্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। মাতাপিতা স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ধর্ম্ম হইতে পারে? এ সকল বাক্যের প্রতিকূলে নিত্যধর্ম্মাবলম্বিগণ বলেন—ভগবানই সমগ্র ধর্ম্মের মূল। ভগবানে ভক্তি করিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম কৃত হয়। বৃক্ষের মূলে জল প্রদান করিলেই হয় আবার পৃথক করিয়া পত্র পুষ্প প্রভৃতিতে জল দিতে হয় না।

সমাজ

মানব মাত্রেই সামাজিক। মানব সমাজ ছাড়িয়া কোন দিন থাকিতে পারে না। সমাজ দ্বিবিধ, মুক্ত সমাজ ও বদ্ধ সমাজ। মুক্ত জীবগণ জীবন্মুক্ত ও নিত্য মুক্ত ভেদে দুই প্রকার। মুক্ত জীবের সমাজকে শাস্ত্রে দৈব সমাজ বলিয়াছেন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা তৎকালোচিত কোন সাময়িক ধর্ম্মে রুচিবিশিষ্ট সমাজ এই দৈবসমাজের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও ভিন্ন। পূর্ব্বোক্ত স্মার্ত্তনৈতিকগণ দৈব সামাজিকগণের ন্যায় ভক্তোচিত সদাচারসম্পন্ন ঈশপূজাপরায়ণ, ভগবন্নামকীর্ত্তনকারী হইয়াও এই দৈব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না।

সমন্বয় ধারণা

মুড়ি মিছ্রি একত্র করা, চন্দন বিষ্ঠা সমধারণা করাই বর্ত্তমান যুগের সমন্বয় ধারণা, ম্লেচ্ছ চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের আসনে বসিতে দেওয়ার নাম বর্ত্তমান সমন্বয়। বিষ্ণুকে অন্য দেব দেবীর সহিত সাম্য বুদ্ধিই সমন্বয়। বস্তুতঃ উহা সমন্বয় নহে বরং তদ্বিপরীত। নিত্য ধর্ম্মেই একমাত্র সমন্বয় থাকিতে পারে, অন্য কোন নৈমিত্তিক ধর্ম্মে বা অধর্ম্মে সমন্বয় থাকিতে পারে না। নিত্য ধর্ম্মী বলেন—বিষ্ণুই সকলের মূল তাহাতেই একমাত্র সামঞ্জস্য আছে। প্রবৃত্তে বৈকৃতিকে সর্ব্ববর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ। নিবৃত্তে বৈকৃতিকে সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্। ঠাকুর তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব মিলকে হরিভজে তো সব একাহা যাই।
অষ্টধাতুসে পরশ লাগাওসে এক মুলসে বিকাই॥

আলোচ্য বিষয়

মানুষ বহুদিন হইতে ভগবৎসেবা-বিমুখ হইয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখজন-সঙ্গে বহির্ম্মুখ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার স্বভাবটী এমনই একরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, ভগবদ্বিষয়িণী কোন কথার আলোচনাতেই তাঁহার আর প্রীতি লক্ষিত হয় না। সখ করিয়া যদিও কখনও তিনি ভগবৎ কথায় কাণ দিতে যান, কিন্তু তাঁহার বহুদিনকার গঠিত স্বভাব কিছুতেই তাঁহাকে তাহা করিতে দেয় না। কেমন করিয়া দেহ ও মন এবং তৎসম্পর্কীয় বস্তু সুখে থাকিবে, কি করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে, কি করিয়াই বা জড়-বিদ্যা লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু ভগবৎসেবাই যে জীবমাত্রেরই স্বরূপধর্ম্ম, তাহাই মুখ্য—জল বিহনে যেমন মীনের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, ভগবৎসেবা বা ভক্তি ব্যতীতও তদ্রূপ বাঁচিয়া থাকা যায় না, কেন না ভক্তিই জীবের জীবন—ইহা আর তাঁহার আদৌ চিন্তার বিষয় থাকে না। ভগবত্তত্ত্ববিৎ সদ্গুরু সকাশে থাকিয়া গীতা-ভাগবতাদির আলোচনা আজকাল একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। কৃষ্ণেতর বাক্য কীর্ত্তন ও ভগবল্লীলাতত্ত্বকীর্ত্তনরূপ কাব্য ভিন্ন অন্য কাব্যামোদী হইয়া মানুষ কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণপর গ্রন্থাদির পঠনপাঠনাদিতে রত থাকিতে চায়। বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগও মানুষের কেবল যাবতীয় ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া দিতে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। আধুনিক শিক্ষার এমনই প্রণালী যে, মানুষ ভগবচ্চিন্তা না হারাইয়াই পারে না। সৎশিক্ষার অভাবেই মানুষ ভগবচ্চিন্তা হইতে একেবারেই অবসর লইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিকক্ষয়াঃ॥" অর্থাৎ মানস সরোবরের কোমল পদ্মবনবাসী রাজহংস যেমন বায়সের বিচরণ-ক্ষেত্র বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ উচ্ছিষ্ট গর্ত্তকে আদৌ আদর করে না, তদ্রূপ ভগবদ্রসনিপুণ ভক্তগণ নানা বিচিত্র শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কিম্বা উত্তম কাব্যরসপূর্ণ অথচ হরিকথারসহীন বাক্য বা গ্রন্থকে কখনই আদর করেন না।' কিন্তু ভাগবতের এসকল কথা শুনিবে কে? হরি-বিমুখ জগতে হরিকথার কি আর আদর আছে? হরিকথা হইয়া পড়িয়াছে এখন বাজে কথা। এখনকার লোক হরিনামের নানা অর্থ কল্পনা করিয়া নামের চরণে যে কত অপরাধী হইতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের কি পরজগতের কথা একবারও চিন্তার অবসর হইবে না? জগতের হাব ভাব দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়—কোথায় সেকাল আর কোথায় একাল। কোথায় সত্যানুরাগিগণের সত্যানুসন্ধিৎসা, আর কোথায় মিথ্যার তাণ্ডব নৃত্য। কোথায় মহাজন-কথিত শ্রৌতবাণী, আর কোথায় বা মনোধর্ম্মীদের মনঃকল্পনা। গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ অপেক্ষা—নাটকনভেলাদি ও সাময়িক সংবাদ-পত্র অপেক্ষা কতকগুলি গ্রাম্যকথা-পরিপূর্ণ সংবাদপত্রেরই কিনা এখন অধিক প্রচলন—অত্যধিক আদর। কৃষ্ণেতর-বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত গ্রন্থাদি দোষযুক্ত কতকগুলি মনোধর্ম্মীর সমালোচিত মনোধর্ম্মী স্ত্রী পুরুষের চরিত্র পড়িয়া লোকে যে কতটুকু উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছেন, অন্ততঃ নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে পারিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞসমাজে একটা বিশেষ গবেষণার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা অনবরতই দেখিতেছি, ছোট ছোট ছেলে যেমন দু' এক কলম বাঙ্গালা লেখা পড়িতে শিখিতেছে, অমনিই তাহাদের হাতে নানা কামসন্দীপক চিত্র-পরিপূর্ণ এক একখানি নভেল বা নাটক। স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে এই নাটক নভেলই বেশী। শিক্ষকগণ হয়ত বলিবেন, লোক-চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ছাত্রদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয় এই যে, যে স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আলোচকগণই ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া যান—সামান্য মানুষের কথা কি, জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত বড় বড় যোগি-ঋষিগণও পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়বশ হারাইয়া ফেলেন, সেই বিষয়টী কি করিয়া চঞ্চলমতি বালকগণের আলোচনার বিষয় করা হয়, আমরা তাহা ভাবিয়াই পাই না। নাটক নভেল পড়া ছেলে দেখিলেই চেনা যায়, সে বিলাসী হইয়া পড়ে, অশ্লীল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, অকালপক্কতা লাভ করে। যদি বলেন, ঐ সকল পুস্তক হইতে কি কোন সারগর্ভ উপদেশ পাওয়া যায় না? আর চক্ষে না দেখিলেই বা হয়? তাহা কতকাংশ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু জীবের এমনই স্বভাব যে, যেটী তাহার অমঙ্গলের সেইটীই সে আগে ধরিয়া বসিবে। অর্থাৎ বিমুখ-বিমোহিনী মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় কিছুতেই মানুষকে ভালপথে যাইতে দিবে না। তবে মানুষ যখন সেই মায়াকে পিছনে রাখিয়া সাধুসঙ্গবলে কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিতে থাকে, তখন অবশ্য মায়া আর তাহার কিছু করিতে পারে না। মায়ার রাজত্বে সাধুসঙ্গ-বিহীন অবস্থায় জীবন কাটাইতে গেলে মায়ার কবল হইতে কখনও জীবের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। মায়া কেবল কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের নিকট আসিতে পারে না। তাই কৃষ্ণজনের সঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই মায়া-জয়ের একমাত্র উপায় হইয়া থাকে। যে সমস্ত দাম্ভিক পুরুষ দম্ভ করিয়া বলেন, আগুনের মধ্যে থাকিয়াই অগ্নিসম নিস্তার হইতে হইবে, অভক্তের মধ্যে থাকিয়াই ভক্ত হইতে হইবে, মায়ার মধ্যে থাকিয়াই মায়া জয় করিতে হইবে, তাঁহাদের দম্ভ লইয়া তাঁহারা থাকুন, কিন্তু শাস্ত্র বলেন—"মায়াকে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়। সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে ধাই। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাই॥ "বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজন-সংবাস বৈশসম্॥" অর্থাৎ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ যেন উপস্থিত না হয়। "দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"— কাঠের পুত্তলীও যখন মুনিজনের পর্য্যন্ত মন হরণ করিতে পারে, তখন জীবন্ত ভোগের বস্তু সম্মুখে রাখিয়া ভোগবুদ্ধি নিবারণ চেষ্টা কখনই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কৃষ্ণেতর বিষয়পরিপূর্ণ বাক্য ও গ্রন্থাদি কখনই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। যাবতীয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ চেষ্টা হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক মঙ্গলপ্রয়াসী জীব সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথানুশীলন করুন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবাই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। যে ইন্দ্রিয় ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইয়া ইতস্ততঃ ভোগের ইন্ধন সংগ্রহে ধাবিত হয়, সে ভ্রষ্টাচারী হইয়া জগতে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শ্রীনবদ্বীপ-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সহরটীতে কলির প্রভুত্ব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান রহিয়াছে; কাজেই মায়াপুর চৈতন্যমঠ দর্শনে ব্যাকুলতা আসিল। নবদ্বীপে বাস ঠিক রাখিয়া একদিন গঙ্গা পার হইয়া মায়াপুর চৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠা দেখিতে সস্ত্রীক গিয়াছিলাম। সেখানকার হাবভাব চাল-চলন নবদ্বীপের সম্পূর্ণ বিপরীত। চৈতন্যমঠে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেই তথাকার সেবাইত মহাশয় আসিয়া বলিলেন, বাবা! গৌরের জন্মোৎসবে যখন গৌরের ধামে আসিয়াছ, তখন এখানেই প্রসাদ পাইতে হইবে। কিছুতেই তাঁহার হাত এড়াইতে পারিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে লাগিলাম, কাহাকেও ভেট দেও বলিয়া কিছুই বলা হইতেছে না। রাধাগোবিন্দ, নিতাইগৌর, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতি সমগ্র শ্রীমূর্ত্তিই মায়াপুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যাহার যাহা ইচ্ছা, ভগবৎসেবার জন্য তিনি তাহাই দিতেছেন। এখানে কোন বাধ্য-বাধকতার আমদানী নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে দৈনিক প্রায় হাজার লোক প্রসাদ পাইতেছে; কিন্তু ইহার উপযুক্ত দ্রব্যাদি কোথা হইতে যে আসিতেছে, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির ধারণার অতীত বোধ হইল। মুলকথা, কোন বিষয়েই ঠেকা হইতেছে না, কেবল "কৃষ্ণায় তাং দীয়তাং" এবং মধ্যে মধ্যে সাধুসাবধান ধ্বনিই শুনা যাইতেছে। ভক্তের সঙ্গে পংক্তিভোজন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিলাম। মহাপ্রসাদ গ্রহণে এখানে জাতিগত বিদ্বেষ, ঈর্ষা বা কোন খটকা নাই। ত্রিভুবনব্যাপী যে কৃপাসত্র অন্নসত্র দিয়া রাখিয়াছেন, ইহা দ্বারাই তাহা সম্যক অনুভব করিলাম।

মায়াপুরস্থ মহাযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, অদ্বৈতভবন, চৈতন্যমঠ, কাজির সমাধিপীঠ সকল স্থান দর্শন করা হইল। বহুদেশ সমাগত ভক্তমণ্ডলীর ও গৌড়ীয়মঠের প্রভুগণের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ লাভ হইল। সকল বিষয়েই স্বচ্ছন্দতা দেখিলাম। মায়াপুরের যাত্রিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের সংখ্যাই বেশী, মাহিষ্যজাতীয় যাত্রিক যথেষ্ট দেখিলাম, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় লোকের সংখ্যাও কম নহে। কিন্তু বৈশ্যসাহা, নবশাখ, তিলি, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংখ্যা অতি অল্প দেখিলাম, তন্মধ্যে বৈশ্যসাহা একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম, আমাদের বৈশ্যসাহাজাতির মোহনিদ্রা এখনও ভাঙ্গে নাই, কাজেই জীব জাগ, জীব জাগ বলিয়া গোলোক ধাম হইতে যে সাড়া আসিতেছে, তাহা এ জাতির কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। প্রভু! তোমার আহ্বানে জগৎ জাগিল, আমাদের বৈশ্যসাহা জাতি কি জাগিবে না?

চৈতন্যমঠের আচার-ব্যবহার ও প্রভুগণের সঙ্গে আলাপ-প্রলাপে বোধ হইতে লাগিল, মহাপ্রভু যেন কলির কিঙ্করগণের তাণ্ডব খেলায় সহ্য ছাড়িয়া মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন, অথবা নবদ্বীপস্থ সেবাইতবৃন্দকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব করাইয়াছেন।

বিনীত নিবেদক—
আপনার শ্রীচরণশরণাগত দাস
শ্রীকালীকুমার পোদ্দার দেবভূতি
সভাপতি।
জামুকী পাকুল্যা বৈশ্যসাহা সমিতি,
পোঃ জামুকী, টাঙ্গাইল,
ময়মনসিংহ।

সত্যের প্রভাব

সত্যসূর্য্যের পাষণ্ডচক্ষুবিদাহী প্রখর কিরণ অসত্য-অন্ধকারপ্রিয় উলূকধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে চিরকালই অসহনীয় হইয়া থাকে। তাই [illegible] দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস-জরাসন্ধ-দন্তবক্র-শিশুপালাদি ভগবদ্বহির্ম্মুখগণ ও তদনুগত সম্প্রদায় সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার প্রয়াস করিয়াছে। শ্রীভগবানও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল সত্যদ্রোহী অসুরকুলের সংহার সাধন করিয়াছেন। ভগবানের এই অসুর-বিনাশন-লীলায় এমন কি গূঢ় রহস্য অন্তর্নিহিত আছে? যাঁহার ঈক্ষণমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়প্রলয় সাধিত হয়, তাঁহার আবার সামান্য দুএকটী অসুর সংহারের জন্য অবতার-গ্রহণ, অস্ত্রধারণ প্রভৃতি এত লীলার আয়োজন কেন? সত্যরক্ষা করিয়া সত্যপ্রিয় ভক্তগণের মর্য্যাদা সংরক্ষণ এবং ভক্তগণের মনোঽভীষ্ট পূরণার্থই ভক্তবৎসল ভগবানের এই অসুর-সংহারলীলা। ইহা দ্বারা ভগবান্ অন্বয়ভাবে ভক্তদ্বারা ও ব্যতিরেকভাবে অসুর দ্বারা আপনার ও ভক্তগণের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারণ লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন। ব্যতিরেকভাব দ্বারাই অন্বয়ভাবের পুষ্টি সাধিত হয়। এই ব্যতিরেক ভাব না থাকিলে সত্য ও অসত্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ও টস্থভাবাপন্ন জীব কখনও ভগবৎ প্রীতি লাভের জন্য ব্যাকুল হইত না। অসত্য সত্যের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত, ইহ দর্শনেই জীবের সত্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় এবং অসত্য ত্যাগের সঙ্কল্প দৃঢ় হয়। বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বস্তু হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইতর তত্ত্বের জ্ঞানই স্বরূপ জ্ঞানকে দৃঢ় করে। শ্রীব্যাসদেব শ্রীভগবান্ ও তাঁহার চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপিণী মায়াকে তাঁহার অপাশ্রিতারূপে দর্শন করিয়া বস্তুর যথার্থতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ের পূর্ব্বপক্ষ নিরসনেই উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তে দার্ঢ্য আসে। সুতরাং ভক্তগণ অসত্যের আক্রমণকে তাঁহাদের সত্যপ্রচারের প্রতিকূল মনে করেন না বরং অনুকূলই মনে করিয়া থাকেন। অসত্যবাদীরা চিরকালই সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিবে আর সত্যপ্রিয়ভক্তগণ চিরকালই সত্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া সত্যগাথাসমূহ উচ্চৈঃস্বরে জগৎসমক্ষে কীর্ত্তন করিতে থাকিবেন। সত্যের বিরোধিদল কখনই সত্যপ্রচারের বাধা দিতে পারিবে না।

বাহাবা বাহা বা-বা-জী

সেদিন অপরাহ্নে গোদাবরীর উন্মুক্ত বায়ুতে পরিভ্রমণ করিতেছিলাম এমন সময় একজন লোক ছোট্ট আকারের হলদে রঙ্গের কাগজে ছাপা কতকগুলি বিজ্ঞাপন বিতরণ করিতে করিতে আমার হাতেও একখানা দিয়া [illegible] করিয়া বুঝিলাম সভা [illegible] হলে কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজার সভাপতিত্বে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মতিথি নির্ণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। বক্তাগণের তালিকায় দুইজন [illegible] পণ্ডিত, একজন পণ্ডিত, একজন [illegible] মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ [illegible] শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, একজন ডাক্তার, একজন উপাধি-বিহীন কায়স্থ ভদ্রলোক, দুইজন মুসলমান ভদ্রলোক, একজন হাইকোর্টের উকিল ও একজন ভূতপূর্ব্ব কাংগ্রেস কর্ম্মী [illegible] দেখিলাম। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজা [illegible] এবং প্রসিদ্ধবাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল [illegible] আর কাহাকেও পূর্ব্বে দেখি নাই। কৌতূহল হইল—৭টা বাজিতে অধিক বিলম্ব নাই বুঝিয়া ধীরে ধীরে সভাস্থলের উদ্দেশে অগ্রসর হইলাম। প্রবেশ পথের অনতিদূরে একটি অল্পবয়স্ক বালক [illegible] একখানি কাগজ হাতে দিল। [illegible] বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে পড়িয়া [illegible] কাগজ খানিতে একটি গান বা [illegible] ছাপা আছে তাহা "কাজির গরু" [illegible] শিরোনামা যুক্ত এবং শেষ চরণটি 'বাহাবা বাহা বা—বা—জী' বলিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম হলটি আমারই ন্যায় কৌতুকী জনগণে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বক্তৃতামঞ্চটি জনশূন্য। একখানি কাষ্ঠাসন সংগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজা এবং তৎপশ্চাৎ আরও কয়েকজন লোক আসিয়া ঘন ঘন করতালি ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতামঞ্চে আসন গ্রহণ করিলেন। এই সময় শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একদিকে একজন বালক [illegible] মিশনের একখানি পত্রিকা বিক্রয় [illegible] দিকে একজন ভদ্রলোক নদীয়া-প্রকাশ নামক একখানি পত্রিকা বিতরণ করিতেছিলেন। নদীয়া-প্রকাশ বিতরণকারী বক্তৃতামঞ্চের নিকটবর্ত্তী হইয়া মঞ্চোপবিষ্ট ভদ্রমহোদয়দিগের মধ্যে কয়েকখানি পত্রিকা বিতরণ করিতেই তন্মধ্য হইতে শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যেন কিঞ্চিৎ রোষভরেই উত্থিত হইয়া নদীয়া-প্রকাশ বিতরণকারীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাকে সভাস্থল ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। [illegible] শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক পত্রিকাখানি পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় [illegible] করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভদ্রলোকটিকে সভা গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে [illegible] করিলেন। ইহাতে সভাস্থলে [illegible]

[illegible] কয়েক ব্যক্তি অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে [illegible] মধ্যে তাহা [illegible] ভঙ্গিতে সমর্থ হইলেন দেখা [illegible] গ্রামদর্শনে আতঙ্কগ্রস্ত জীব- [illegible] ন্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় সহসা [illegible] চঞ্চল হইয়া উঠিলেন কেন ?

অতঃপর শ্রীযুত ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস সভাপতি নির্বাচন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া মহারাজা নন্দীকে বৈষ্ণব-রাজর্ষি আখ্যা দিয়া তাঁহাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াই [illegible] আবেগময়ী ভাষায় শেষ এক [illegible] "বাহাবা বাহা বা-বা জী" [illegible]। দেখিলাম মঞ্চের পশ্চাতে [illegible] একখানি ময়লা চাদর গায়ে- [illegible] পল্লিকায় সংক্রান্তি পুরুষের ন্যায় একব্যক্তি এক জোড়া চশমা চোখে দিয়া করযোড়ে কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়-মান। তাঁহার পরিধানে অন্য কোন বস্ত্র ছিল কিনা ঠিক বুঝিতে পারা যায় নাই। যেহেতু তাঁহার হাটুর যথেষ্ট উপরিভাগ হইতে নিম্নাংশ সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল। বুঝিলাম ইনিই সেই স্বনামধন্য বা-বা-জী। ধাত্রী বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বাবুর বক্তৃতার মধ্যে শোনা গেল তাঁহার স্বগ্রাম সারুটীর-বাসী বাবাজী মহাশয় অতি ধীর, স্থির, সত্যবাক, সংযতেন্দ্রিয়, অধ্যবসায়ী, এবং অসত্তাসত্ত্বেও অর্থো-পার্জনে স্পৃহাহীন হইয়া লুপ্ততীর্থবাহি উদ্ধার মানসে আজ পথের ভিখারী সাজিয়াছেন, নতুবা রেল লাইনের শিল্পী (?) আজ বহু ভিখারীকে অন্নদান করিতে পারিতেন। আজ হাঁ, আই, আর কোম্পানী একজন মস্ত বড় শিল্পী হারাইয়াছেন বটে কিন্তু ধর্মজগৎ একজন মস্ত বড় সাধু পুরুষ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তিনি ২০০।২৫০ বৎসরের আগেকার সরকারী ম্যাপ সব দেখে প্রাচীন নবদ্বীপ কোথায় ছিল তন্ন তন্ন ক'রে নির্ণয় করেছেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। অতএব বাহাবা বাহা বা-বা-জী। আমি সভার শৃঙ্খলা নষ্ট না করিয়া মনে মনে বলিলাম, আমার একদিনকার উল্টো ধারণা গুলাকে স্বগ্রামবাসী ডাক্তারের দ্বারা আশ্চর্য্যভাবে ধামা চাপা দেওয়াইয়া যিনি সভাক্ষেত্রে আজ স্ব-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন-- ধন্য এবং বাহবা বাহা সেই বা-বা জী।

তারপর উঠিলেন একজন প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী। তিনি কাশিমবাজারাধিপতি যে এই সভার সভাপতি পদে বৃত হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া কিঞ্চিৎ অস্পষ্টভাবে গাহিলেন বাহাবা বাহা বা-বা-জী।

[illegible] শ্রীযুত রসিক মোহন [illegible] পুস্তকে কেউ প্রকাশ ক'রে দেবার নাই। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং প্রকাশ পান। তিনি সর্ববাদিসম্মত সভাপতি। তাঁহার আলোকে আজ যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারা যায় বাহাবা বাহা বা-বা-জী।

মহারাজা আমন্ত্রিত আসন্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সভাপতি করায় স্বয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ করিবার পর মাল্য গ্রহণ করিয়া সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক একটি থিয়েটারী সুরে সঙ্গীত গীত হইল। মহাপ্রভুর শ্রীনাম কীর্ত্তনের অথবা শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এবম্প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখিয়া মনে হইল গায়ক মহাশয় হারমোনিয়মের সুরে গাহিলেন—বাহাবা বাহা বা-বা জী।

তারপর ঘন ঘন করতালিধ্বনির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীযুত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়। আমরা তাঁহার বাক্যসুধা পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠি-লাম। আশা করিলাম বীর্য্যবান মুখগহ্বর হইতে নিরাকার মহাপ্রভুর সাকার জন্মভূমি আবির্ভূত হইয়া বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের গৌরব মহাসমারোহে রক্ষা করিবে। তিনি বলিলেন, আমাদের এই সকল ঠাকুরের যিনি রাজা তিনি হৃষীকেশ। ভগবানের এক নাম হৃষীকেশ। তিনি আমাদের চক্ষু দিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য (যুবতী রমণীর ?) দর্শন করেন, আমাদের কর্ণ দিয়া সুমিষ্ট স্বর লহরী (বামা কণ্ঠ-নিঃসৃত না পিয়ানো হারমোনিয়মের ?) শ্রবণ করেন, আমাদের নাসিকা দ্বারা কুসুম-সুবাস (এসেন্স আতরের ?) গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তিনি আপনার জগতে আপনারাই রস আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সম্ভোগ কচ্ছেন। (তাঁর নিজের পৃথক ইন্দ্রিয় দি নাই কি না।) গুরুকৃপায় যখন এই ভাব সামান্য পরিমাণেও উপলব্ধি হয়, তখন এই জগৎটা স্বর্গ হয়ে যায়। (এমন সময় দেখা গেল, সংক্রান্তি পুরুষ প্রফুল্ল মনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্ছেন।) আর কোনো ধর্ম্মে মানুষ ভগবানকে এমন আপনার কর্ত্তে পারেনি। এই ধর্ম্ম মানুষকে দেবতা করেছে। চণ্ডীদাস বলেছেন (?)—শুনহ মানুষ ভাই—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। "কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহার স্বরূপ।" (নিরাকার কি না ?) যাহা হউক গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান আমাদের সন্ধান ক'রে বের কত্তে হবে। মিশরের মহেঞ্জো দারোতে নানাবিধ অদ্ভুত প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের সভ্যতা প্রাচীনতর। এই কলিকাতার কাছে নবদ্বীপ তাই আবিষ্কার করতে পারবো না ? মাটি খুঁড়ে—? তারপর বাহাবা বাহা বা-বা-জী! বর্ত্তমান নির্দিষ্ট স্থান সত্যই মহাপ্রভুর জন্মস্থান কিনা তাহা নির্ণয় করিবার অধিকারী আমি, নই—এই সভা নয়। বাই ডোক পালজী এতক্ষণে একটা যথার্থ কথা অকপটে বলে ফেলেছেন)— বিশেষজ্ঞরা করবেন। বিশেষজ্ঞ কে ? এই সভা এক কমিটি নির্ব্বাচন করিয়া তাহা স্থির করুন তাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের নির্ব্বাচিত কমিটির সহিত একযোগে এক মাসে পারেন, দুমাসে পারেন, না হয় তিন মাসে মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির করিয়া দিবেন। কথাটা বেশী কিছু নয়, ঐ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তৈরী মন্দিরটা কোথায় ছিল, জানতে পারলেই ব্যস—আর কিছু চাই না। বৃদ্ধা ধাত্রী বলিলেন, তা ওটা যদি চৌরঙ্গীতে পাওয়া যায় আপত্তি নেই তাতেই রাজী। কেবল ঐতিহাসিক ভিত্তিটা দৃঢ় হ'লেই হ'ল। গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের জন্য যিনি প্রাণপণ করেছেন তাঁহাকে বলি—বাহবা বাহা বা-বা জী। এখন ত হল। এখন টাকা দেয় কে ? ধর বংলা গভর্ণমেণ্টের আরকিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে আর পাকড়াও বাংলা কাউনসিলের মেম্বর-দিগকে। যেমন পারলে ত ? হা। বাহাবা বহা বা-বা জী।

এরপর এক প্রকাণ্ড গৈরিক পাগড়ী চশমা চোখে দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন- তোমরা জন্মস্থান নির্ণয় হোল আর স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় হোল না ? এ চেষ্টা যে নতুন হচ্ছে তাও না। প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জন্মস্থান নির্ণয় ক'রে গেছেন। বাবাজী বলছেন তা ভুল। হ'তেও পারে, বাজিয়ে নেওয়া উচিত। মহাপ্রভুর শিক্ষা, "তৃণাদপি সুনীচেন" অর্থাৎ তোমরা যাকে ঘৃণা কর তুচ্ছ কর মহাপ্রভু বল্লেন তাকে মান দাও। ঘৃণিত কলঙ্কীকে সম্মান দাও। সত্যের জয়তু। মায়াপুর কোথায় সত্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া নির্ণয় কর। এখন সকলে মিলিয়া বল বাহবা বাহা বা-বা-জী। বাই ডোক টমি রসিক বটেন।

তারপর কমিটি গঠন হইল। কমিটির কথা পরে বলিব। ইহার পর দেখিলাম, একহারা চেহারার এক ছোকরা দণ্ডায়-মান হইয়া বস্তাপচা ছাপানো পড়া 'আলো-লনের ইতিহাস' খানিকটা আওড়াইলেন। শুনিলাম ইনি চিত্তবাবুর সহকারী সন্তোষ নাথ বসু। সুতরাং ইহার প্রবন্ধটি চিত্তকথা না হইয়া যায় না। যাহা হউক ইহার লিখিত সব কথা গুলিই উপযুক্ত জবাব প্রবর্ত্তীপূর্ব্বগণের প্রতিকৃতিত-প্রতিবিম্ব নামক পুস্তকে প্রায় ১০ বৎসর আগে দেখা গিয়াছে। তবুও নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই পুরাতন বস্তাপচা লিখিত প্রবন্ধে এবং বাবাজীর 'হর্ণ' স্বরূপে আলোক চিত্র (ম্যাজিক লণ্ঠন চিত্র ?) সহ বোধ হয় মিনিট দেড়েক ডজন দুই তিন লোকের সমক্ষে অনূন দেড় ঘণ্টা ধরিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিলেন। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য যতদূর বোঝা গেল আদিতে বাহবা বাহা বা-বা-জী, মধ্যে বাহাবা বাহা বা-বা-জী, আর অন্তেও বাহাবা বাহা বা-বা জী।

তারপর সভাপতি এবং সত্যানন্দ সংযতেন্দ্রিয় সাধু বাবাজীকে আর এক প্রস্থ "বাহাবা বাহ বাহ বা-বা জী" দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

নানা কথা

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি মন্দিরের ট্রাষ্টিগণ গত ১৯২৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয়-ব্যয়ের এক বিবরণ বাহির করিয়াছেন- গত ১৯২৭ সালে যে বাবদে অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ৮৫১৬৮/১৫ টাকা। তন্মধ্যে সরকারী খরচ ৫৭১৮৫ ৮৶১৫ টাকা, মেরামত খরচ ১৭৮৫০।৶০ টাকা এবং প্রদর্শনী বিভাগের ব্যয় ৪২৮৯/১০ টাকা হইয়াছে। গত ১৯২৭ সালে প্রবেশপত্র বিক্রয়ের মূল্যস্বরূপ ৪৯০৮৭।০ টাকা আয় হইয়াছিল এবং নানাদিক হইতে দানরূপ ৭২৩৫৬ ৮।৶৫ টাকা, তন্মধ্যে বাঙ্গালার দান ৭১১৭৮৬ ৮৶৫ টাকা। গত ১৯২৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার ব্যয় ধরিয়া ১০১৫৮৭১৪।১০ টাকা খরচ হইয়াছে।

দৈঃ বঃ

গত ১২ই এপ্রেল তারিখে চিনে ফুশিয়াস জিলার শোয়াসে চটালীর বাজ ব্যবসায়িগণের বার্ষিক মেলার বাজী পোড়ান টন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সময় একটা বোমা বিস্ফোরিত হইয়া ১৪ জনের প্রাণ নাশ ও ৪০ জন জখম হয়। রাজা এই দুর্ঘটনার পরও তাঁহার নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভিক্টর ইমানুয়েল হাসপিটালে গিয়া আহত ব্যক্তিগণকে পর্য্যবেক্ষণ করেন। বোমা বিস্ফোরণকারী তস্কর দুর্বৃত্তগণকে ধরিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে।

কয়েকদিন হইল কাশীতে প্রায় ৩৫বৎসর বয়স্ক একটী বালিকা একা গাড়ীর তলায় পড়িয়া যায়। হাসপাতালে গিয়া বালিকা প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

সম্প্রতি আহমেদাবাদে শিবপুর হইতে বাগত জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসী ছেলে ধরার অপরাধে পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ঐ সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটী বালক ছিল। পুলিস গোপনে বালকটীকে কোথায় যাইতেছে, এ সন্ন্যাসীর সহিত কেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে বালকটী পুলিসের সহিত সন্ন্যাসীর দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

গত শনিবার অপরাহ্নে হাওড়া মিউনিসিপালিটির কমিশনরগণ মেথর ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য এক সভা করেন। বর্দ্ধমান কমিশনর শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র মিত্র মেথরদিগকে বুঝাইতে গিয়া দু এক কথা বলিবার পরই ছাতা থাম্বা প্রহৃত হন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ কোনগতিকে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। ব্যাপারটী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইতে ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া জনতা ভঙ্গ করিয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিত্রের জবানবন্দী লিখাইয়া লইয়াছেন। মিত্র রেলওয়ে শ্রমিকসঙ্ঘের সম্পাদকের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করিয়াছেন।

একজন পুলিশের এসিষ্টাণ্ট সবইন্‌স্পেক্টর ১৪৬২ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন দিয়াছে। শুনা যায় ঐ টাকা নাকি আলিপুর গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশের বেতন বাবদ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

বোলপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলিতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের কর্ম্মিগণ যে সামান্য ফণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দুর্ভিক্ষ নিবারণের পক্ষে কিছুই নহে বলিলেও হয়। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণ অধিকাংশই সাঁওতাল ও মুসলমান। অন্নাভাবে তাহারা বৃক্ষপত্র খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোকগণ গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না। এক একটী পরিবার দুই তিন দিন পর্য্যন্ত একেবারে অনাহারে অবস্থান করিতেছে।

কমো হইতে নাকি সংবাদ আসিয়াছে, মুসোলিনী যে ট্রেণে রোমে ফিরিতেছিলেন, সেই ট্রেণের লাইনের উপর একটী বোমা রাখিয়া একটী লোক রেল লাইনের নিকট ঐ বোমায় বাঁধা একটী সূতা ধরিয়া বসিয়াছিল। লোকটী ধরা পড়িয়াছে। মুসোলিনীর রাজ্যশাসনে নাকি ইটালী সন্তুষ্ট নয়, সেই জন্য বারবার মুসোলিনীর প্রাণবধের চেষ্টা হইতেছে। বিদ্রোহী দলের পাঁচ বারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

অনেক অসভ্য, দুষ্ট প্রকৃতির লোক অনেক সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের নিকট নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ আছে বলিয়া অনেক নিরীহ পথিককে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় রমানাথ তেওয়ারী নামক জনৈক ব্যক্তি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ টেলিফোন অফিসের সম্মুখে কতকগুলি ঔষধ ছড়াইয়া ঐরূপ ভাবে লোকদিগকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় ঔষধের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছিল এবং বলিতেছিল যে তাহার সাপের ঔষধটী প্রত্যক্ষ ফল দর্শায়। আব্দুল রেজাক নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিলে উক্ত তেওয়ারী আব্দুল রেজাককে একটী সর্পদ্বারা দংশন করায় এবং দষ্ট স্থানে তাহার ঔষধ প্রয়োগ করে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সার্জ্জেণ্ট ওয়াকার রোগীকে হাসপাতালে লইয়া যান। তথায় রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তেওয়ারী গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই সকল দুষ্টপ্রকৃতির লোকের উপযুক্ত শিক্ষা হওয়াই আবশ্যক।

গত রবিবার সন্ধ্যায় দেশবন্ধু পার্কে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, মৌলবী জাকের আলী, হায়দার আলী, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু প্রভৃতি ও সভাপতি মহাশয় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ভারতবর্ষের পরাধীনতা, বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ, দেশীয় কৃষিশিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রি ৮॥ টায় সভা ভঙ্গ হইয়াছিল।

সম্প্রতি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় মহাদেবী কন্যা পাঠশালায় আগুন লাগিয়া রন্ধনগৃহ, ভোজনগৃহ ও গুদাম ঘরগুলি সব পুড়িয়া গিয়াছে। গুদামে প্রায় ২ হাজার টাকার মাল ছিল। সেগুলি সব ভস্মীভূত হইয়াছে।

বারাসতের উকিল বসন্তকুমার চৌধুরী কার্য্যশেষে মোটরবাসে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় বাস হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নামিতেই একদল দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া তাঁহার পকেট হইতে ৪২০ টাকা লইয়া তাঁহাকে জখম করিয়া পলাইয়া যায়। এবিষয়ে তদন্ত চলিতেছে।

গত শনিবার রাত্রিতে লিলুয়া ধর্ম্মঘটকারী আট হাজার শ্রমিক গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পদব্রজে বর্দ্ধমান যাত্রা করিয়াছে। হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান এবং তারকেশ্বর ও কাটোয়া লাইনের সমস্ত শ্রমিকগণকে ধর্ম্মঘটে আহ্বান করাই বোধ হয় তাহাদের উদ্দেশ্য। দিনের বেলা তাহারা নানা স্থানে সভা সমিতি করিবে। রাত্রিতে পথ চলিতে থাকিবে। লিলুয়া ধর্ম্মঘটের ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় ভবিষ্যতে বিশেষ একটা গোলযোগের সম্ভাবনা। কর্ত্তৃপক্ষগণ কেন যে মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন না, তাহা কে জানে। হয় তাঁহারা চাহেন, লোকগুলি না খাইয়া মরুক, অথবা চাহেন লোকগুলি ক্ষিপ্ত হইয়া একটা দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করুক, দেশে বেশ একটা অরাজকতা হইয়া উঠুক আর সাধারণ লোক নানা অসুবিধা ভোগ করুক। শ্রমিক নেতৃগণও বিশেষ সাবধানে তাহাদিগকে পরিচালনা করুন, ইহা জনসাধারণের প্রার্থনা। লিলুয়া ধর্ম্মঘট ব্যাপারে সকলের হৃদয়েই একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

গত রবিবার রাত্রে কাশীপুর নারায়ণ দাস লছমন দাস তৈলকলের মসিনাতৈল গুদামে আগুন লাগিয়াছিল। দমকল আসিয়া আগুন নিভাইয়া দেওয়ায় আগুন আর বেশী বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার টাকা।

শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী নিখিল বঙ্গ যাত্রী সমিতির সম্পাদকরূপে ১০.৩ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট হইতে জানাইতেছেন—গত বুধবার পূর্ব্বাহ্নে হাওড়া রেলষ্টেসনে যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যাত্রী সমিতি রেলকর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যদি ঘটনা প্রত্যক্ষকারী কোন যাত্রী তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিয়া জানান, তাহা হইলে তিনি প্রতিকারকল্পে বিশেষ সহায়তা অনুভব করিবেন। প্লাটফরম সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং ক্রু সম্বন্ধে কি কি অভিযোগ আছে, তাহাও জানাইতে তিনি যাত্রিসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমায় দারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও জেলা বোর্ড কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট হইতেছে না। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জনগণ দেশবাসীর সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছে।

সিটি কলেজের ছাত্রেরা ... সার্টিফিকেট লওয়ার জন্য ... করিতেছে। কিন্তু কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ... কারণ প্রদর্শন করিয়া ... খানির বেশী সার্টিফিকেট প্রদান করিতেছেন না। ১১৫ জন কি ততোধিক ছাত্র ট্রান্সফার লইয়াছে। তাহারা অন্য কলেজে যাইয়া লেক্‌চার কমপ্লীট করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের দুইজন ছাত্র মাত্রাগার বসিয়া ইণ্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা দিতেছিল। এমন সময় একখানি বৈদ্যুতিক পাখার দণ্ড ভাঙ্গিয়া ঐ দুইটী বালক খুব আঘাত পাইয়াছে। একজনের আঘাত খুব গুরুতর হইয়াছে।

ওসমানিয়া মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রবৃন্দ এখন হইতে হায়দ্রাবাদ নিজাম বাহাদুরের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথাক্রমে এল. এম. এস্ ও এম, এম্, এস্, (হায়দ্রাবাদ) উপাধি প্রদত্ত হইবেন। ইহারা এসিষ্টাণ্ট ও সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদ পাইবেন।

ব্রিমেন নামক একখানি জার্ম্মাণী বিমানপোত আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়াছে। জার্ম্মাণীর দুইজন বেরন ও আয়র্লণ্ড বিমানবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা কমাণ্ডেট ফিজমরিচ—এই তিনজন বিমানের মধ্যে ছিলেন। তাঁহারা আয়র্লণ্ড হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া ৩৫০০ মাইল অতিক্রম করিয়া নভাস্কোসিয়ার অন্তর্গত গ্রীণলী দ্বীপে অবতরণ করেন। এই দ্বীপে মোট ১৪ জন লোকের বাস। তাঁহারা গন্তব্য স্থান হইতে ৪০০ মাইল দূরে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

১০২নং সারপেণ্টাইন লেনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন ও তৎপত্নী গ্রাজুয়েট জামাতা মণীন্দ্র বিকাশ কর্ত্তৃক ছোরা দ্বারা আহত হইয়া হাসপাতালে ছিলেন। বর্ত্তমানে অধ্যাপক মহাশয় নিরাময় হইয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার অবস্থা নাকি কিছু আশঙ্কাজনক। মণীন্দ্রবিকাশ বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছেন।

জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ বলেন, ... খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। সেই সংবাদপত্রই সর্ব্বপ্রথমে বিজ্ঞাপন-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীজোগানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ॥

৯ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫

সমাজ-সংস্কার

আজকাল কতকগুলি লোকের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের আগ্রহ দেখা যাইতেছে। "সংস্কার" কথাটী যে সর্ব্বতোভাবে ..., তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সমাজসংস্কারের পরিবর্ত্তে সমাজ বিধ্বংশ করিবার চেষ্টা বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা আনয়ন কখনই প্রশংসার্হ নহে। বর্ত্তমান সমাজসংস্কার-নেতৃবৃন্দের অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণই তাঁহাদের ভাল লাগে, তাই তাঁহারা বাধ্য হইয়া সামাজিক ব্যাপার যথেষ্ট আলোচনাপূর্ব্বক বিচার করিবার পরিবর্ত্তে নিজ দেশের সমাজটীকে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিতে চান। ইহা তাঁহাদের তাৎপর্য্যানুসন্ধানের অভাব ও ব্যবহার 'অনুকরণ প্রিয়তা' বই আর কিছু নহে। অহো! কি ভীষণ লজ্জার কথা! যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য দেবতাগণও বাসনা করেন, তথায় জন্ম লাভ করিয়া, ভারতমাতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া আজ আমাদিগকে নবীন জাতিনিচয়ের নিকট সামাজিক ব্যবস্থা লইতে হইতেছে? অহো! লজ্জা রাখিবার কি স্থান আছে?

সমাজ সর্ব্বদেশেই আছে কিন্তু সমাজটী ভারতবর্ষে যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুগঠিত সেরূপ অন্য কোন দেশেই লক্ষিত হয় না। সমাজতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই সমাজের জীবন স্বরূপ। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কোন না কোন আকারে সর্ব্ব মানব সমাজে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ভারত-সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক বিচারের সূক্ষ্মতা লক্ষিত হয়। অন্যান্য অধিবাসীদিগের সমাজ যত প্রাচীন হইবে ততই তাহাদের মধ্যে ঐ বিচার প্রবল হইবে।

অস্মদ্দেশীয় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দের নিকট এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অতীব নিন্দার্হ হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই যাবতীয় অনর্থের মূল; ... তজ্জন্যই তাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিধ্বংস করিয়া নিজ দেশকে য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, যখন ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন ভারতে কোন প্রকার উপদ্রব আসিতে পারে নাই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে চলিয়াছে, ... ভারতের অবস্থাও সেইরূপ বিপন্ন হইয়াছে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধন হওয়াও ভাল কিন্তু অপরের ধর্ম্মের অনুকরণ করা কোন কালেই কর্ত্তব্য নহে। অপরের ধর্ম্ম অনুকরণ নিজ জীবনকে বিপন্ন করা বই আর কিছুই নহে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন—তাঁহারা নিজ নিজ জন্মগত ধর্ম্মের দাবী করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত চোর, লম্পট, মাদকদ্রব্যসেবী কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজ সমাজভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তা'তে যদি ইতরকুলজাত কোন ব্যক্তি শমদমাদি ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট হন, তথাপি তাঁহাকে নিজ সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন না। ইহার দ্বারা যে কি ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সকলেই কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্য করিতেছেন। তজ্জন্যই অনেকের হৃদয়ে সমাজসংস্কারের ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে।

আবার একদল নব্য সম্প্রদায়ের বর্ণাশ্রম-বিধ্বংশ-চেষ্টা ও সেকালে প্রচলিত প্রথা উভয়ই অনিষ্টকর জানিয়া ম্লেচ্ছ, যবন, অন্ত্যজ, চণ্ডাল প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণের আসন প্রদান করিতেছেন। সূত্র দিয়া বেদোক্ত হোমকার্য্যে অধিকার দিতেছেন। তাঁহাদের প্রক্রিয়া আধুনিক ও প্রাচীন উভয় দিক রক্ষা করিতেছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়াটী প্রকারান্তরে বর্ণাশ্রম ধ্বংস করিবার চেষ্টা মাত্র। তাঁহারা সমাজ সংস্কারোদ্দেশে যে শুদ্ধি সমাজ প্রভৃতি নাম দিয়া লোকবঞ্চনা অর্থাৎ সমাজের বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার অবসর হইতেছে না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এই সকল অতত্ত্ববিৎ লোকের দ্বারা চালিত হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী বা সমাজ সংস্কার কার্য্যটী সাধারণ লোকসমাজে অতীব নিন্দার্হ হইয়া উঠিয়াছে।

সমাজ সংস্কার করিতে হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবার প্রতিবন্ধকস্বরূপ নব্য প্রথা, সেকেলে প্রথা এবং তদুভয়স্থ শুদ্ধি-প্রথা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া তত্ত্ববিৎ ভ্রম প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-রহিত মুনিদিগের সমাবিলব্ধ ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে। মুনিদিগের প্রথা হইতে একটী নূতন উৎকৃষ্ট প্রথা কেহই কোনদিন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য।

মুনিদিগের অভ্রান্ত বিচার

মুনিগণ দেখিলেন,—স্বভাব হইতে মনুষ্যের কর্ম্মাধিকার হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। স্বভাব চারি প্রকার—ব্রহ্ম স্বভাব, ক্ষত্র স্বভাব, বৈশ্য স্বভাব ও শূদ্র স্বভাব। এই স্বভাব অনুসারে চারিটী বর্ণ নিরূপণ করিলেন। শম দম তপ শৌচ ক্ষমা নিষ্কপটতা তত্ত্ববিৎ বেদজ্ঞ প্রভৃতি স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণ নিরূপিত হইলেন। শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, যুদ্ধে নির্ভরতা, দান প্রভৃতি স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ক্ষত্র ধর্ম্ম নিরূপিত হইল। কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা বৈশ্য বর্ণ এবং পরিচর্য্যাদি কর্ম্মদ্বারা শূদ্র বর্ণ নিরূপিত হইল। এই প্রকার বর্ণনিরূপণ জন্ম জনিত নহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে এরূপ নহে কিন্তু স্বভাব হইতে বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্রীয় নির্দ্দোষ পন্থা। গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চারিটী বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাভারত বলেন, জীবসকল ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া জীব মাত্রেই ব্রাহ্মণ, কেবল কর্ম্মভিবর্ণতাং গতঃ—কর্ম্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাভারত আরও বলিয়াছেন—শূদ্রে তু চ যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ—শূদ্রে যদি শম দমাদি ব্রহ্মস্বভাব লক্ষিত হয় আর যদি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তিতে ব্রহ্ম স্বভাব লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে শূদ্রকেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলাই সারগ্রাহিমত। সমাজসংস্কার বর্ত্তমানে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। তবে সমাজসংস্কর্ত্তা মহোদয়গণ যেন এই সকল বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, ইহাই একমাত্র অনুরোধ। যথেচ্ছাচারিতা কখনও জীবকে মঙ্গলের পথে লইয়া যায় না, তজ্জন্যই শাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের মত ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হইয়া কোন কথা বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বই আর কি বলা যাইতে পারে।

জীবের কর্ত্তব্য

জীবের বড়ই দুর্ভাগ্য—জীব মায়া পিশাচীর প্রলোভনে এমনই প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, নিজ মঙ্গল চেষ্টার প্রতি তাহার আর অণুমাত্র লক্ষ্য নাই, যাহা অমঙ্গল, তাহাকেই সে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া লইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কেন—কি ধন দেওয়ার জন্য এ জগতে আসিলেন, হতভাগা জীব তাহা বুঝিল না। কেহ মনে করিল, গৌরাঙ্গ কোন সম্প্রদায় বিশেষের কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম যে সকলেরই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কি মানে আছে? কেহ বলিল, গৌরাঙ্গ ত' একজন ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তিনি ভগবান নহেন; কেহ বলিল, গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি মিছরী এক কুলায় জ্ঞায় সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, কেহ বা বলিল, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎসাদন করিয়া গিয়াছেন, কেহ আবার বলিল, তিনি আর যাহাই করুন, মৃদঙ্গমন্দিরাসংযোগে যে সঙ্কীর্ত্তন-প্রথার প্রচলন করিয়াছেন, সেটী বেশ একটা উপভোগের ও উপজীবিকার বিষয় বটে, অপর কেহ বলিতে লাগিল—না, তাহা নহে, গৌরাঙ্গ উচ্চকীর্ত্তনপ্রথা চালাইয়া হিন্দুর ধর্ম্মটাই ভাঙ্গিয়া দিলেন ইত্যাদি—এইরূপ কত লোকে যে কত প্রকার মতামত প্রকাশ করিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মহাপ্রভু আসিলেন, যে ধন অপর কোন যুগে প্রদত্ত হয় নাই, এমন যে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল স্বভক্তি-সম্পৎ, তাহাই প্রদান করিতে বিনামূল্যে—পাত্রাপাত্রনির্বিশেষে, আর বঞ্চিত জগৎ মহাপ্রভুর সেই দান অগ্রাহ্য করিয়া চাহিল কেবল স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি আদি আত্মবঞ্চনা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা। জগতের লোক মহাপ্রভুর অপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত হইয়া মহাপ্রভু-প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক একজন এক একটী মনঃকল্পিত পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বড় আবেগের সহিত বলিয়াছেন—"পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ, হেন জন্ম তা'র ব্যর্থ হইল। পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষ গর্ত্তপানি, জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥"

ভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, বহুকাল পরে তাঁহার জীবকে পরমোৎকৃষ্ট ব্রজরস দেওয়ার জন্য কেন সাধ হইল, তাহা তিনিই জানেন। ভগবানের দয়া কোন হেতুমূলা নহে, তিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। ভগবান্ দেখিলেন, সকল জগতে তাঁহাকে বিধিভক্তিতে ভজন করে, বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই প্রাবল্য। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজনকারিগণ সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া সার্দ্ধদ্বিতয় রসের (শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্য) নিলয় বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করেন, অবশ্য সাযুজ্য মুক্তি বা ব্রহ্মের সহিত ঐক্য বিধিভক্তগণের প্রার্থনীয় বিষয় নহে, তথাপি বৈধ ভক্তগণের এরূপ মুক্তি চতুষ্টয় লাভপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগমনেও ভগবান প্রীত হন না, কেননা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তা থাকে না। বিধিভক্তিতে শাস্ত্রাজ্ঞারূপ একটী ব্যবধান থাকে বলিয়া তাহাতে ইষ্ট বস্তুতে একটী স্বাভাবিকী রতি দৃষ্ট হয় না—ভগবান্ ও

ভক্তের মধ্যে খুব যেন একটা [illegible] ভাব বর্ত্তমান থাকে ; কিন্তু ভগবান্ যে 'দূর' 'দূর' ভাব রাখিতে চাহেন না। বিধি-ভক্তির অতীত যে ইষ্টে স্বারসিকী রতিময়ী রাগাত্মিকাভক্তি বা প্রেম ভক্তি, তাহাই জগতে প্রচারিত হওয়া ভগবানের অভীষ্ট। কলিযুগ-ধর্ম্ম যে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার ও পাষণ্ডদলনাদি, তাহা স্বয়ং ভগবানের অংশাবতারগণের দ্বারাই সাধিত হইতে পারিত, কিন্তু এই ব্রজপ্রেম প্রচার-কার্য্য একমাত্র পূর্ণ ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই। তাই ভগবানের ইচ্ছা হইল, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসের সহিত নামসংকীর্ত্তন জগতে প্রচার করিয়া জগতের লোককে প্রেমোন্মত্ত করিবেন। তবে এবারকার প্রচার পন্থা হইল অন্যরূপ। দ্বাপরে ভগবান্ জীবকে প্রথমে সহজভাবে উপদেশ দিয়া, শেষে প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত করিয়াও বলিয়াছিলেন, হে জীব, আমিই একমাত্র সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর, আমাকেই তোমরা সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা কর।" জীবের তাহাতেও যখন চৈতন্য সম্পাদিত হইল না, তখন ভগবান্ বলিলেন,—"আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাব সবারে॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" কারণ —"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তির আচরণই লোকে অনুবর্ত্তন করেন। কেন না শ্রেষ্ঠ যাহাকে 'প্রমাণ' বলেন, অন্যান্য লোকে তাহাকেই প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। ভগবানকে কেমন করিয়া পাইতে হইবে, তাহা ভগবান ব্যতীত আর কে শিখাইবে? তাই অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য দান করিবার জন্য স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক "অন্তঃকৃষ্ণোবহির্গৌরঃ" শ্রীগৌরকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় নবদ্বীপে শচীগর্ভসিন্ধু-মাঝে অঙ্গ—শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত, উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, পার্ষদ—গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদি ও অস্ত্র—শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র সমন্বিত হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। পঞ্চজনের প্রেমবৃষ্টিতে সমস্ত বিশ্ব ভাসিয়া উঠিল, কেবল কতকগুলি কুতার্কিক, মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক, পাষণ্ডী গৌরসুন্দর-প্রদত্ত সে প্রেমবন্যার না ভাসিয়া পলাইল দেখিয়া মহাপ্রভু জড়-প্রকৃতি কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণের পরম শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকারলীলা করিলেন। প্রভু সমস্ত জীবকে ডাকিয়া বলিলেন, হে জীব, আমি কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রচার করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হই নাই। সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম—যাহা জীব মাত্রেরই পরম ধর্ম—জৈব ধর্ম, তাহাই আমার প্রচার্য্য বিষয়। কেহ মানুষ বা দানবকে, তাহাকে অতি হীন—তুচ্ছ হেয়াই তুচ্ছ বলিয়া জানিয়া রাখিও। যে-জীব মাত্রই বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব, বিষ্ণুর সেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে নিরপরাধে হরিনামই জীবের একমাত্র সাধন এবং সেই হরিনামই আবার সাধ্য। হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর কোন সাধন ভজন নাই। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা মহাবদান্য গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয়ে তাঁহার অমন্দোদয় দয়া লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তাঁহারাই জানিলেন, (১) মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ যোগ্যতা জীব মাত্রেরই আছে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম শুধু দেশ-বিশেষের ও সমাজ বিশেষের গ্রহণীয় ধর্ম্ম নহে, পরন্তু তাহা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবের ধর্ম্ম। (২) গৌরাঙ্গ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিলেও তিনি ভক্তমাত্র নহেন, কিন্তু তিনি সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর পরমেশ্বর সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। (৩) মহাপ্রভু সমন্বয় অর্থে – যাহার যে স্থান উপযুক্ত, তাহাকে সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট না করিয়া তৎস্থানে স্থাপন ও ক্রমপন্থানুসরণে ক্রমশঃ উন্নতীকরণ—এইরূপ বলিয়াছেন। ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সত্যের সহিত মিথ্যার, অভক্তের সহিত ভক্তের বা প্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। অবস্তুর সহিত বস্তুর সমন্বয় সাধন করিতে গিয়াই জগতে নানা বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছে। (৪) গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারেই সদ্‌গুরুকর্ত্তৃক বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হওয়াই ভগবদ্বাক্য। শৌক্রপারম্পর্য্যে গুণকর্ম্মবিভাগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বর্ত্তমানে প্রচলিত, তাহা আসুর বর্ণাশ্রম মাত্র। তাহাতে জীবের কখনই মঙ্গল হইবে না। জীবমাত্রেরই হরিভজনে অধিকার আছে। কাহাকেও সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কাহারও সাধ্য নাই। ভগবদ্ভক্ত চ্যুতগোত্রীয় থাকেন না। নববিবাহিত কন্যা যেমন পিতৃগোত্রে পরিচিত হন না, স্বামীর গোত্রই প্রাপ্ত হন, সেইরূপ অচ্যুতের চরণাশ্রিত ভক্ত অচ্যুতগোত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অচ্যুতগোত্রীয় ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের বেশী সম্মান, আর ক্ষত্রিয়াদি ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের অল্প সম্মান, এরূপ মনে করা বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিরূপ এই অপরাধে জীবের নরকগতি লাভ হইয়া থাকে। মহাপ্রভুই দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া প্রকৃত চিৎ সমন্বয় বাদ প্রচার করিয়াছেন। (৫) আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারহিত হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তনই মহাপ্রভুর [illegible], মহাপ্রভু [illegible] নহে। [illegible]

কাম যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা স্ফূর্ত্তি হয় না। কীর্ত্তনকারীর কৃষ্ণপ্রীতিবিধান অপেক্ষা উদ্দেশ্য থাকা কালেই আমরা প্রেম জানিবার পরিবর্ত্তে উপভোগ্য ও উপপ্রতিষ্ঠার বিষয় বলিয়া মনে করি। তাদৃশ মায়াপরাধকারীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। (৬) নিত্য সত্য শুদ্ধ সনাতন বস্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুই সনাতন জৈবধর্ম্মের উচ্ছেদক হইবার পরিবর্ত্তে একমাত্র সংরক্ষক। তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত কেহই সনাতন ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতে পারে না। জীব মাত্রেরই সদোপাস্য মহাপ্রভু, তাঁহার উপাসনা-ব্যতীত জীবের ভগবদুপাসনা-চেষ্টা কপটতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসু জগদ্বাসি, আপনারা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক সকলেই ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার নিজ জনগণের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হউন।

সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥

বৈরাগীর কৃত্য

'বিরাগ' শব্দ ক বা ষ্ণ্য প্রত্যয়যোগে বৈরাগ বা বৈরাগ্য, আবার 'বৈরাগ' শব্দ ইন্ প্রত্যয়যোগে বৈরাগিন্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৈরাগিন্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'বৈরাগী'। ইহা সম্প্রদায়-বিশেষের আধুনিক কল্পিত শব্দমাত্র নহে। আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৬অধ্যায়ে সনৎকুমারো 'বৈরাগী' চতুর্থঃ পুত্র এব চ" শ্লোকার্দ্ধে এবং অন্যান্য বহু প্রাচীনগ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। জগদ্বিখ্যাত সুবৃহৎ গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য ৪।১০৩ ; ১৮।২১০ , অন্ত্য ২।১১৭ ; ১২৪;৩।১০৪,৬।২২২-২২৬ ; ৮।১৪ শ্লোকেও 'বৈরাগী' শব্দের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

'বৈরাগী' শব্দের অর্থ—উদাসীন, কৃষ্ণেতরবিষয়-বাসনা রহিত, বৈরাগ্যযুক্ত। রাগ শব্দের অর্থ আসক্তি। বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত স্বরূপ বা স্বরূপাববিস্মৃত জীবের প্রাকৃত আসক্তি প্রবল থাকা কালে এই রাগ কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। ইতর বিষয় হইতে সেই রাগকে অপসারিত করিয়া ভগবদ্বিষয়ে প্রযুক্ত করার নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য আছে যাঁহার তিনিই বৈরাগী। অথবা, [illegible] [illegible] তিনিই বৈরাগী।

[illegible] চরেদ্বিবিদিগোচরম্" এই [illegible] পরমহংস অর্থ বৈরাগী শব্দের [illegible] এরূপ [illegible] এই [illegible] বেষ গ্রহণ তাহাই অবশেষে [illegible] তাহার বেষগ্রহণ [illegible] অনধিকারী অবস্থায় বর্ত্তমানে বেষগ্রহণপ্রথা [illegible] তাহাকে ব্যক্তিচার [illegible] লোক 'বৈরাগী' শব্দটির উপরই শ্রদ্ধা [illegible] হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার [illegible] শ্লোকে [illegible] দাসানুদাসঃ" এই বাক্যে যথার্থ বৈরাগীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। [illegible] আমি কৃষ্ণদাসানুদাস—এই বুদ্ধি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রূপ [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ বুদ্ধিতে সর্ব্বদা একমাত্র [illegible] কৃষ্ণসেবনপরতা প্রবৃত্তিই যে বৈষ্ণবতা [illegible] যথার্থ বৈরাগ্য, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন "লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজপরিজন স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেম-সেবন ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ" —ইহা অপেক্ষা বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আর কি হইতে পারে। নিজের সব [illegible] ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখ হেতুই কৃষ্ণে শুদ্ধ অনুরাগ যাঁহার আছে, তিনিই ত' প্রকৃত বৈরাগী বা বৈরাগ্যবান বৈরাগী।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে দুই প্রকার বৈরাগ্যের কথা উক্ত হইয়াছে—(১) ফল্গু বৈরাগ্য ও (২) যুক্ত বৈরাগ্য। যাঁহারা অন্তরে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি বর্ত্তমান, কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্য দেখাইতে গিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধি বস্তুকেও প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা, তাঁহারা ফল্গু, কপট বা [illegible] বৈরাগী। আর যাঁহারা কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধি রহিত হইয়া সেবা বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয় কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বা কৃষ্ণ-[illegible] জানে অনাসক্ত হইয়া গ্রহণ করেন তাঁহারাই যুক্ত বৈরাগী এবং মহাপ্রভুর প্রীতিভাজন।

ফল্গু বা মর্কট বৈরাগিগণ বৈরাগ্যোচিত পরমহংসবেষ [illegible] কৃষ্ণসেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও [illegible] রাজদ্বারে ভাল [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ [illegible] [illegible] যখন [illegible] [illegible]

[illegible] কৃত বর্ণন করিয়া- [illegible] তাহা হইতে প্রকৃতি- [illegible] সংসিদ্ধিতে না পারি মুক্তি তাহার [illegible] ইন্দ্রিয় কক্ষে বিষয় গ্রহণ। [illegible] প্রকৃতি ইহার সূক্ষ্ম অপি মন। [illegible] বাসিবিকালনো [illegible]। [illegible] বিষাদময়ি কৰ্ম্মতি। [illegible] সব সৰ্ব্বটি ঐকাগ্য করিল। [illegible] মূলে প্রকৃতি সম্ভাবিত।"

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত সংবাদ

(প্রাপ্ত)

[illegible] ঠক্, খটাখট্, খটাখট্,— [illegible] বিটকেল্ শব্দ। রতনপুরের শ্রীনীলমণি ভট্টাচার্য্য ওরফে নীলু খুড়ো [illegible] অর্দ্ধরাত্রে সবে মাত্র শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রৌঢ় বয়েস, [illegible] শরীর। এহেন নীলু খুড়ো [illegible] অব্যবহিত পরেই শীঘ্রমন্দিরের [illegible] ঐরূপ বিকট শব্দ শুনিয়া নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় বিষম চটিয়া [illegible]। তিনি ঐ বিষম শব্দ সহ [illegible] পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে [illegible] বলিলেন, কেরে, নচ্ছার! [illegible]!! এ রাত দু'পুরে জ্বালাতে এসেছিস্! ঠিক এই সময় দরজার [illegible] হ'তে অস্ফুট স্বরে কে যেন [illegible] উঠল, নীলু খুড়ো! আমি [illegible] দরজা খোল, [illegible] বল্‌ছি। চকিত [illegible] নীলু খুড়ো দরজা খুলে দিলেন। [illegible] সম্মুখে বিকটাকার অদ্ভুত [illegible]! দীর্ঘাকৃতি চেহারা, সভয়ে [illegible] চক্ষে নীলু ঠাকুর কহিলেন, বাবা! আপনার পরিচয় কি বলুন, আমি বড্ড [illegible] পেয়েছি। এই কথা না শুনে [illegible] পুরুষটী, একটু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ওহে নীলুভায়া আমাকে চিনতে পাচ্ছো না, আমি যে "কৰ্ম্মসূত্র"।

এই কথা শুনে খুড়োর ভয়ে গা হিম হয়ে গেল, থর থর করে শরীরে কম্প হতে লাগলো। মুখ খানা মৃতের মত পাংশু বর্ণ হয়ে এলো। নীলু খুড়ো করযোড়ে বল্‌লেন বাবা কৰ্ম্মসূত্র এখুনি আমাকে [illegible] নিয়ে যাবে বাবা! তা'ত আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই, চিন্তাও করি নাই! 'আমার যে এখনও অনেক [illegible] বাসনা রয়েছে বাপ্! আমার [illegible] বাগান বাড়ী এখনও তোয়ের হয়নি, আমার যে এক ছেলের বে দিতে হবে, এক পৌত্রের অন্ন প্রাশন দিতে এখনও বাকী আছে, সুদ হিসেব করে দেখ্‌ছি, আমার লক্ষ টাকা যে এখন [illegible], হায়! হায়! বাবা!! তুমি এক [illegible] জান্‌তেন না, [illegible] এক্ষণে [illegible] কথা। এইরূপ কাতর উক্তি করতে করতে নীলু খুড়ো কৰ্ম্মসূত্রের দুখানা পায়ে [illegible] জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। খুড়োর এই মৰ্ম্মভেদী কান্না শুনে কৰ্ম্মসূত্র আশ্বাস বাণী দিয়ে বল্লেন,— খুড়ো, এবার তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে এখন নিতে আসি নাই, তবে তোমাকে সাবধান করতে এসেছি— এখন ত তোমার বয়েস হয়েছে। এখন আর বৃথা "কৰ্ম্মকাণ্ডে" না ভুলে, এই বৃদ্ধ বয়সে এখন একটু পরকালের চিন্তা— শ্রীহরি নাম করা ভাল। বিষয় ভোগ করে দেখলে ত ভোগে সুখ ত নাই বরং অসহ্য যন্ত্রণা। ভোগ-সুখে মত্ত হয়ে মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হরিনাম তাহা ভুলে যেও না। তবে আমি আসি।

খুড়ো বলিল, এবার আসবার পূর্ব্বে বাবা! দয়া করে আমাকে একবার সংবাদ দিবেন,—আমি তৈয়ী হয়ে থাকবো।

আচ্ছা তাই হবে। এই কথা বলে সত্বর পদে কৰ্ম্মসূত্র চক্ষের অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুদিন যায়, তৎপর এক দিবস রাত্রে দরজায় ঐরূপ খটাং টুং শব্দ হলো। নীলু খুড়ো বুঝতে পেরেছেন সেই কৰ্ম্মসূত্রটা এসে পড়েছে। অপ্রতিভ হয়ে দরজা খুলে দিয়ে মনে মনে বল্‌লেন, কি আপদ— প্রকাশ্যে [illegible] ভাবে একটু তীব্রস্বরে —কেশে একটু ঢোক্ গিলে কৰ্ম্মসূত্রের পানে তাকিয়ে বল্‌লেন বাবা! তোমার কি সময় অসময় জ্ঞান নেই যে এত শীঘ্র আমাকে নিতে এলে, শুনেছি দেবতা মহা-পুরুষের বাক্য কখন বিফল হয় না, তা দেখছি এ বড় কলিকাল কিনা তাও মিথ্যে হয়ে গ্যালো। কৰ্ম্মসূত্র একটু হেসে খুড়োকে বল্‌লেন, কি কথা মিথ্যে হয়ে গ্যালো খুড়ো! নীলু খুড়ো শঙ্কিত হয়ে বল্‌লে কেন? এই না সেদিন আপনি যাইবার সময় নিজ মুখে বলে গেলেন, আবার যখন আসবো তোমাকে সংবাদ দিব, তা সংবাদ না দিয়ে যে আমাকে এত শীঘ্র নিতে এলেন, এখনও যে আমার অনেক বাসনা অপূর্ণ আছে। কৰ্ম্মসূত্র বল্‌লেন আমি ত' খুড়ো তোমাকে তিন তিনটী সংবাদ দিয়াছি, তাহা কি তুমি পাও নাই? নীলু খুড়ো অতি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, কই না তা এমন কোন সংবাদ ত পাই নাই, এ দেখি "অদ্ভুত সংবাদ"।

এই কথা শুনে কৰ্ম্মসূত্র বল্‌লে তা অদ্ভুত সংবাদই বটে আচ্ছা! খুড়ো বল দেখিনি তুমি কি এখন পূর্ব্বের মত চ'খে দেখ্‌তে পাও? উত্তরে নীলুখুড়ো বল্‌লে 'না তা তেমন এখন আর চোখে দেখ্‌তে পাই না, চোখ ঘোলাটে হ'য়ে গ্যাছে—বাপ্‌ যাই দে'খ।' কৰ্ম্মসূত্র বল্‌লে এই একটী সংবাদ তোমাকে আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। আর একটী কথা খুড়ো! তোমার গায়ের চর্ম্ম কি শিথিল হয় নাই? না এখনও পূর্ব্বের মত সটান আছে? উত্তরে খুড়ো বল্‌লে হ্যাঁ তাইত আমার গায়ের চর্ম্মও পূর্ব্বের মত আর নাই, শিথিল হ'য়ে গ্যাছে; দন্তেরও বড় জোর নাই দেখে জামাপূজাও বন্ধ করে দিয়েছি। কেননা ছাগমাংস এবং হাড় ইত্যাদি চিবাইবার আর তেমন সুবিধা নাই। কৰ্ম্মসূত্র হেঁসে বল্‌লে এই দেখনা তোমাকে আমি দুইটা সংবাদ দিয়াছি। আচ্ছা! তোমার চুল কি পূর্ব্বের মত কালো কুচ্‌কুচে আছে, না সাদা হইয়াছে বল দেখি? খুড়ো ভয়ে ঢোক্ গিলে বল্‌লে তা বড় লজ্জার কথা। লোকে আমায় বুড়ো বল্‌বে ব'লে, আমি পাকা চুলে কলপ দিয়ে চুল কালো করেছি। তা জগতের আর সকলকে ফাঁকি দিয়েছি বলে ত' বাবা। তোমাকে ত আর ভুলাতে পারবো না, তবে ত আমি সত্যি সত্যি বুড়ো হ'য়ে গ্যাছি। কৰ্ম্মসূত্র বাবা! আর একটু বিলম্ব কর। আমি আমার বড় লোহার সিন্দুকের মধ্যে যে মোহরের তাড়াগুলো আছে, সে গুলি গুণে ঠিক্ ঠাক্ করে আসি। এই না শুনে কৰ্ম্মসূত্র খুড়োকে ধমক্ দিয়ে বল্‌লেন—দেখ খুড়ো! তোমাকে একটা নয় দুইটা নয় তিনটা সংবাদ প্রেরণ করেছি, তবু তোমার চৈতন্য হল না, কেবল মায়ার সংসারের চিন্তা! বুড়ো হচ্ছ তবু এখনো তোমার জ্ঞান হ'ল না যে ইহ-পরকালের একমাত্র গতি শ্রীহরিনাম চিন্তা করি? আমি নিষ্ঠুর কাল। লোকের সময় অসময় বুঝি না,—বড় নির্ম্মম হৃদয়! আর তুমি এত সাধের অর্থের কৃপণতা করে কোন দিন ঠাকুর দেবতার জন্য কি কোন সাধু বৈষ্ণবের জন্য এক কাণা কড়িও ব্যয় কর নাই। কেবল নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়াছ? এখন ইহার পরিণাম বড়ই ভীষণ। যম-দূতগণ তোমাকে কণ্টকাকীর্ণ পথে কেশে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। এখন আর তোমার (মোহনের) সোণার চাঁদ মুখ দেখিবার সময় নাই। কত সাধ করেছ, কিন্তু কিছুতেই ত 'শান্তি' পাইলে না। শাস্ত্রে বলে 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত।' তুমি এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও কৃষ্ণভজন করিলে না। এখন তোমার সময় হইয়াছে, আমার সঙ্গে চল। তুমি মায়ামুগ্ধ জীব, তোমার আর কোন কথা শুনিবার জন্য আমি প্রস্তুত নহি। এই কথা ব'লে কৰ্ম্মসূত্র যেমন খুড়োর দেহ স্পর্শ করলে, অমনি খুড়ো অচৈতন্য হ'য়ে দেহত্যাগ ক'রে 'পরলোকে' কৰ্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য যাত্রা করিল। তাই বল্‌ছি, সাধু সাবধান, এ অদ্ভুত সংবাদ শুনে সকলেই সতর্ক হউন। পথা [illegible] যে ক্রমাগে এলো এখন অন্তিমের উপায় কি? নীলু খুড়োর দশা দেখে আপনারা মধ্যে মধ্যে একটু বিচার করিবেন কি, এ জীবন নিত্য কি অনিত্য আর জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি?

(স্থানীয়)

গতকল্য অপরাহ্নে নদীয়া জেলায় এক ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত ও তৎসহ অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝটিকাবর্ত্তের সহিত মুহুর্মুহুঃ মেঘগর্জ্জন জনসাধারণের হৃদয়ে এক ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। ঝড়ে অনেক লোকের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় অল্পক্ষণ পরেই ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল।

নানা কথা

১৮৬২ সালে সর্ব্বপ্রথম কাগজের নোট এদেশে প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্বে নোটের প্রচলন ভারতবর্ষে ছিলনা। সম্প্রতি ভারতের বাজারে ১৮০ কোটী টাকার নোট প্রচলিত আছে। গভর্ণ-মেণ্টের নোটের অনুযায়ী মুদ্রা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কৈসরী হিন্দ নামক একখানি জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করার জন্য টিলবেরী ডক ছাড়িতেই একটী মেয়ে জলে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া চীৎকার উঠিল! আর্মি সার্ভিস কোরের টমাস্ কে হার্ট তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন্ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই টা[illegible] জাহাজ হইতে আর একজন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বালিকাটিকে উদ্ধার করিয়া তাহার পিতামাতার নিকট দিয়া দেয়। কিন্তু টমাস কে হার্ট একটী নৌকায় সাঁতার দিয়া উঠিতে যাইয়া ডুবিয়া মারা যান।

গত ৩রা বৈশাখ সোমবার বেলা [illegible] টার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হাস-পাতালে তাঁহার অবস্থা অনেকটা ভাল দেখিয়া বাসায় আনা হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া বেশ ভালই ছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু উক্ত দিবসে হঠাৎ [illegible] আরম্ভ হইয়া ডাক্তার আসিতে না আসিতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। তাঁহার পত্নী এখনও অসুস্থ অবস্থায় [illegible] আছেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলকর্ত্তৃপক্ষ পাঁচ কোটী টাকা ব্যয়ে ১১টী নূতন রেলপথ খুলিবার স্থির করিয়াছেন। এই পথের পরিমাণ ৮৪৮২ মাইল হইবে। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবার কথা। হাওড়ার রেলকর্ম্মচারীদের বাসস্থানের জন্যও অনেক টাকা ব্যয় করা হইবে। বর্ত্তমান বৎসরেই নাকি দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। প্রত্যেক ষ্টেসনে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের ব্যবস্থার জন্যও ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

লিলুয়ায় ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কারখানায় অল্পখরচে অথচ ভালভাবে কাজ চালাইতে হইলে কত লোক দরকার হইবে, যে সমস্ত লোক কমান হইবে তাহাদিগকে কি উপায়ে প্রোভাইড করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনের জন্য ভারতগভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কনেকজন সরকারী কর্ম্মচারীকে লিলুয়ায় পাঠাইয়াছেন। " তাঁহারা রিপোর্ট দিয়াছেন যে,—ভবিষ্যতে কারখানায় যে পরিমাণে কাজ হইবে, তাহাতে ২৬০০ লোক কমান যাইতে পারে। ৯ হাজারের বেশী লোক রাখা প্রয়োজন হইবে না। ২০ মাসের মধ্যেই উহাদিগকে কমাইতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে আপনা হইতেই অনেক লোক সরিয়া পড়িবে, তবে ৪০০ লোক জবাব দেওয়ার আবশ্যক হইবে, কিন্তু তাহারা টাটানগরে ই, আই, রেলের নূতন কারখানায় কাজ পাইবে টাটানগরে যাহারা বদলী হইবে, তাহাদের খরচের জন্য অর্দ্ধমাসের বেতন বোনাস্ দেওয়া হইবে। উপস্থিত কোন লোক কমাইবার দরকার হইবে না, যদি একান্তই কমাইতে হয়, তবে ৫৫ বৎসরের অধিক বয়স্কদিগকে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড দিয়া ও এক বৎসরের বেশী দিন সার্ভিস্ নহে যাহাদের, তাহাদের এক মাসের মাহিনা বোনাস দিয়া সরাইতে হইবে। লিলুয়ার কারখানা খুলিবার পর ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া এজেণ্টকে জানান হইয়াছে।

গত রবিবার মোহন বাগান ক্লাবের দৌড় প্রতিযোগিতায় গত বৎসরের ন্যায় এবারও এন, সি, ব্যানার্জ্জী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া নানা প্রকার মেডেল ও কাপ উপহার পাইয়াছেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু জেনেভায় লীগ অব নেশনের প্রতিভা সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য গত ১৪ই এপ্রিল বাজমার্ক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী এবং ডাক্তার জে, সরকার তাঁহার সঙ্গে আছেন। একটী নবাবিষ্কৃত ব্যাটারী যন্ত্র সঙ্গে লইয়াছেন।

আফগানরাজ আমানুল্লার উত্তরাধিকারী যুবরাজ রহমতুল্লা গত ১৬ই এপ্রিল তাঁহার ৩ জন ভগ্নীর সহিত বোম্বে আসিয়া তাজমহল হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। শীঘ্রই আফগানিস্থানে রওনা হইবেন।

গত সোমবার ৯ই এপ্রিল তারিখে দানবাদে কয়লার খনির ভিতরের কয়েকটী থাম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উপরে শ্রমিকদের ৪টী বস্তি ও একটী মুসলমান হোটেল হঠাৎ ধ্বসিয়া পড়ে। ৬টী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। ৪০জন জখম হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্থির হয় নাই।

গত ১৫ই এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে ১নং উড্‌বার্ণ পার্কে একটী "রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্ঘ" গঠনোদ্দেশ্যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর জননী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী বসুর সভানেত্রীত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী, শ্রীযুক্তা লতিকা বসু, নিস্তারিণী দেবী ও মোহিনী দেবী প্রমুখ বহু মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয়—ভারতবর্ষে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, স্বাধীন জাতির উপযোগী নারীসমাজ গঠন করা, জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সহায়তা ও দেশহিতকর অন্যান্য কার্য্যে যোগদান করা। সভানেত্রী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী বসু, সহকারী সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু ও অর্পণা রায়, সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লতিকা বসু, সহকারী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা তরণিকা সেন ও ভ্রমর সেন—ইঁহাদিগকে লইয়া একটী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কর্ত্তব্য সদস্য সংগ্রহ। ১০০জন সদস্য হইলেই আসল কমিটি গঠিত হইবে। সভাক্ষেত্রেই ২৫জন মহিলা সদস্যভুক্ত হইয়াছেন।

রায় এস, সি, সিংহ বাহাদুরের এজলাসে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বি, কে, ইভান্স প্রভৃতি কয়েকজন অভিযোগ উপস্থিত করিয়া একটী মামলা করে। উপেন্দ্র বাবু ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার স্ত্রীর অসুখ বলিয়া ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া মামলা মুলতুবীর জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের নিকট ইহার তদন্তের ভার দেন। পুলিশ এক পুরুষ ডাক্তার লইয়া উপেন বাবুর স্ত্রীকে উপেন বাবুর আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষা করায় উপেন বাবুর স্ত্রী অপমানিত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ১০০০০ টাকা দাবী দিয়া এক ক্ষতি পূরণের মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। অ্যাডিশনাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহার কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

"হাওড়া মেথর-ধর্ম্মঘট অবশেষে সর্ত্তে মীমাংসিত হইয়াছে। গত মঙ্গলবার সকাল হইতে তাহাদের কার্য্যারম্ভ হইবার কথা। সর্ত্ত গুলি এই—ধর্ম্মঘটের জন্য ধর্ম্মঘটকারীরা কোন শাস্তি পাইবে না, মেথরদের বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য ১৫০০০ মিউনিসিপালিটি হইতে ব্যবস্থা করিতে হইবে, আট আনা করিয়া প্রত্যেকের বেতন বৃদ্ধি হইবে, জুন মাস হইতে বৃদ্ধির হারে বেতন দিতে হইবে, ধর্ম্মঘট কালে মাহিনা দিতে হইবে, ধর্ম্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু আছে, তাহা উঠাইয়া লইতে হইবে, মেথর ও ঝাড়ুদারেরা নির্দ্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা কাজ করিবে। ডাঃ পি, কে, ব্যানার্জ্জী, খগেন্দ্র গাঙ্গুলী, ডাঃ প্রভাবতী দাশ গুপ্তা ও মুজফর আহম্মদ" সঙ্ঘের সহকারী সম্পাদককে লইয়া একটী সালিশী বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

'গিয়াসৎ' নামক পত্রিকায় দুইটী রাজদ্রোহ-ব্যঞ্জক প্রবন্ধের নিমিত্ত সম্পাদক মিঃ সৈয়দ কবির ও মুদ্রাকর মিঃ টাদ আয়াৎ সাহেবের প্রতি কলিকাতার এডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট দুই মাসের সশ্রম কারাবাস ও দুই শত টাকা জরিমানা, অন্যথায় আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে মানহানির অভিযোগে সম্পাদক ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আসামীগণকে বিশেষ বন্দীরূপে দেখা হইবে।

আগামী ২১ শে এপ্রিল প্রাতে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। অধিবেশন দিবসদ্বয় চলিবে। মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ সেন প্রমুখ বহু গণ্যমান্য লোক সভায় যোগদান করিবেন।

জেরুসালেমে খৃষ্টান মিশনারীগণের এক বিশ্ব-সম্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মিশনারীগণ তাঁহাদের সভার কার্য্যাবলী নাকি গোপনে সমাধা করায় স্থানীয় মুসলমানগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন। তাঁহারা একটী প্রতিবাদসভা আহ্বান করিবার মনঃস্থ করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহার অনুমতি না দেওয়ায় মুসলমানগণ থানা আক্রমণ করিয়া পুলিশকে প্রহার করেন। পুলিশও বন্দুকের সদ্ব্যবহার করিয়া উত্তেজিত জনসঙ্ঘকে ঠাণ্ডা করেন। ২জন মুসলমান আহত হইয়াছেন। এই ঘটনায় দেশব্যাপী একটি অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

[illegible] নামক স্থানে আর্চেল মোটর কোম্পানী এক প্রকার নূতন মোটর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই মোটর ষ্টার্ট দেওয়ার অব্যবহিত পরেই নাকি তীব্র গতিশক্তি লাভ করিয়া প্রতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিবে। ক্যাপ্টেন ক্যাম্পবেলের মোটরই সর্ব্বাপেক্ষা গতিশক্তিবিশিষ্ট ছিল। কিন্তু এই মোটর প্রতিযোগিতায় নাকি প্রথম স্থান অধিকার করিবে। পরীক্ষা চলিতেছে।

মস্কো আদালতের এক অদ্ভুত বিচার শুনা যাইতেছে। সরকারী অর্থ নিজেদের স্বার্থোদ্দেশে খাটাইবার জন্য মিউচুয়াল ক্রেডিট সোসাইটীর ৩জন ডিরেক্টর ও সরকারী ব্যাঙ্কের ডেপুটি চীফ সুপ্রীম-কোর্টের বিচারে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পাইয়াছেন। আরও ৩৪জন আসামীর ৩ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ড হইয়াছে। ৪২ জনের মধ্যে ১জন মুক্তিপাইয়াছেন। বিচারের বিরুদ্ধে আপীল রুজু করা হইয়াছে।

সিটিকলেজের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি ১লা মে হইতে অফিস বন্ধ করিয়া দিবেন। শুনা যায়, ছাত্রগণকে ট্রান্সফার দিতে তাঁহারা নানারকমে যথাসাধ্য বিলম্ব করিতেছেন। আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া ৩১ শে মের পূর্ব্বে অন্য কলেজে ভর্ত্তি না হইতে পারিলে ছাত্রগণের আর একবৎসর সিটিকলেজের কর্ত্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। ছাত্রেরা যতশীঘ্র পারে ট্রান্সফার লইবার চেষ্টা করিতেছে।

গত ১৪ই এপ্রিল সমস্ত বুলগেরিয়ায় ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ বুলগেরিয়ায় চিরপান নামক স্থানের ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং সমস্ত সরকারী বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্ব বুলগেরিয়ায়ও বহুলোকের প্রাণ ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। চিরপানে এখনও থাকিয়া থাকিয়া ভূমিকম্প হইতেছে।

গত ৩রা বৈশাখ তারিখে মজঃফরপুরে দুইটি মহিলা অগ্নিদাহে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অসাবধানে বস্ত্রাঞ্চলে আগুন ধরিয়া সমস্ত শরীরে অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা আর নিভাইতে সমর্থ হয় নাই। মহিলা দুই জনের একজন কায়স্থ বালিকা, অপরটী সৈন্যবিভাগের একজন খানসামার স্ত্রী। হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল বটে, কিন্তু ফল কিছু হয় নাই।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

৭ই বৈশাখ, শুক্রবার—১

শান্তি

মানুষ চায় কি? প্রাপঞ্চিক রাজ্যে প্রাপঞ্চিক দুঃখের বিনিময়ে কোন প্রাপঞ্চিক সুখ? না প্রপঞ্চাতীত কোন বস্তু? যে বস্তু যেখানে নাই, সে বস্তু সেখানে পাইবার প্রয়াস ব্যর্থ হয় না কি? প্রপঞ্চে সুখ বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, তাহা দুঃখেরই প্রকার-ভেদ মাত্র, দুঃখকেই 'সুখ' বলিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য মোহ হয়, পরে আবার যে-সেই। প্রাপঞ্চিক প্রতীতির মধ্যে থাকিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ কি কখনও দুঃখের নিরাকরণে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া কেহ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন? মায়াদেবী ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবকে নানা প্রকারে যাতনা দিয়া ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবা করিতেছেন। মায়া বহির্ম্মুখ জীবের সম্মুখে একটা ক্ষণিক সুখের ছবি প্রদর্শন করিয়া মোহ উৎপাদন করিতেছেন, পরক্ষণেই দুঃখের জলধিবক্ষে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া মায়িক সুখের নশ্বরত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন। শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিবার—মায়ার বিধান উল্টাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা সামান্য দুর্ব্বল মানবের নাই। কেবল শ্রীভগবানে একান্ত শরণাগত ব্যক্তিই ভগবানের এই দুরত্যয়া মায়া ভগবৎ-কৃপাবলেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

অনেকেই বলিবেন, "দেশবাসী না খাইয়া না পরিয়া নানা রোগে ভুগিয়া উপযুক্ত ঔষধপথ্যের অভাবে অকালে প্রাণ হারাইতেছে, দেশের এই দুরবস্থার মধ্যে আপনারা আসিয়াছেন কিনা এখন তাহাদিগকে কতকগুলি বড় বড় কথা শুনাইতে। আগে দেশ খাইয়া পরিয়া বাঁচুক, দেশ স্বাধীন হউক, তাহার পর দেশ আপনাদের ভগবৎ কথা শুনিবে, এখন দেশের সময় হয় নাই আপনাদের কথা শুনিবার ও ধারণা করিবার।" কিন্তু সাধুশাস্ত্র বলেন, হে দেশবাসি, এখনই তোমাদের শ্রবণের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। মানুষ কিছুতেই ভগবৎসেবা করিতে চাহে না বলিয়া, মায়াদেবী অত্যন্ত নির্ম্মম হইয়া তাহাদিগকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে থাকেন। জীব যখন সে যাতনা আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারে না, নিতান্ত অসহ্য হয়, তখনই তাহার ভগবানের কথা মনে পড়ে। তখনই তাহার ভগবদ্ভজনলাভে [illegible] ভাবিবার লালসা হয়। "অনর্থমরণাদি সংসারানলসন্তপ্তো-জীবঃ পিপাসুঃ ভগবন্তমিব। উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি॥" অর্থাৎ মস্তক জ্বলিয়া উঠিলেই লোক যেমন জল সমীপে গমন করে, জন্মমরণাদি সংসারানল-সন্তপ্ত হইয়া তেমনিই মানব উপহার অর্থাৎ প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই সমিধ লইয়া বেদবেদান্ত-পারগ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট গমন করেন এবং তাঁহার অনুগত হন। মানুষের সর্ব্বাঙ্গ যে আজ বিষয় অনলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখনও মানুষ চাহিবে না গুরুদেবের কৃপা-বারিতে সে অনল নিভাইতে? তবে কি মানব পুড়িয়া ছারখার হইবে? আগে পুড়িয়া ভস্ম হউক, তারপর ভস্মে জল ঢালা যাইবে—এ কিরূপ দেশহিতৈষণা? আজ যে কথা মানবের নিকট অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে, সেই কথাই ত মানবের একমাত্র স্বাভাবিক কথা, সেই কথাই ত' মানবকে আজ নিরন্তর শুনাইতে হইবে; সেই কথা শ্রবণ করানই ত' জীবের দুঃখ দূরীকরণ। ভগবদ্ভক্তি লাভ ভিন্ন জীবের দুঃখ কখনও নিবৃত্ত হওয়ার নহে। এ কথাগুলি মামুলী কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার নহে। যদি প্রকৃতই কেহ পরোপকারী হইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই অগ্রে উপকৃত হউন—সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া নিত্যমঙ্গলের সন্ধান অবগত হউন, মঙ্গলের সন্ধান নিজে জানিয়া অপরকে তাহা জানাইতে তৎপর হউন। ইহাই শ্রৌত পন্থা। ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত না হইয়া মায়া-জয়ের যে চেষ্টা, তাহা কখনই সফল হইবার নহে। দেশে শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক হরিকথা বহুলভাবে প্রচারিত হইলেই দেশের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে—দেশ স্বাধীন হইবে। নতুবা দেশের কোন অভাব কোন দিন মিটিবে না। কথাগুলি প্রথম মুখে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে অত্যন্ত হাস্যকরী বলিয়া মনে হইবে বটে, কিন্তু চিন্তাশীল ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ এই কথাগুলির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। জীব যতদিন না ভগবদ্বহির্ম্মুখতা ছাড়িতেছেন, ততদিন মায়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। মায়ার কর্ত্তব্যে বাধা দেওয়া ক্ষুদ্র মানব-শক্তির সাধ্যাতীত ব্যাপার। জীবমাত্রই তাহার কৃত কর্ম্ম-ফল অবশ্য ভোগ করিবেন। কেহ কাহাকেও সুখ কিম্বা দুঃখ দিতে পারে না। আত্মকৃত সমস্ত বিপাক যদি ভগবানের অনুকম্পা বলিয়া স্বীকার করিয়া জীব কায়মনোবাক্যে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই তিনি ভগবৎ কৃপা লাভে অধিকারী হইয়া সমস্ত মায়িক সুখ দুঃখের পরপারে অবস্থান করিতে পারেন, নতুবা তাঁহার দুঃখের অবধি নাই। আরোহ পন্থায় দুঃখ নিরাকরণ চেষ্টা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র। জলের ন্যায় তরল পদার্থ ভ্রমে যদি কেহ ঘৃত দিয়াই অগ্নি নির্ব্বাপণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে যেমন হিতে বিপরীত ফলই হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবৎকৃপা প্রার্থনারূপ অবরোহপন্থা স্বীকার না করিয়া স্বকপোলকল্পিত আরোহপন্থা দ্বারা জীবদুঃখবারণ চেষ্টার ফলে জীবের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে—জীব ভগবান হইতে ক্রমেই দূরে নীত হইতেছেন মাত্র। ভগবদ্ভক্তিই জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়—তাহা লাভ না করা পর্য্যন্ত জীবের কিছুতেই শান্তি নাই।

মজার ঝগড়া

সে দিন শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে জনৈক চক্রবর্ত্তী বর্ণের ব্রাহ্মণ (জেলের বামন) এবং সস্ত্রীক জনৈক গোসাই বামন (শিষ্য ব্যবসায়ী) কতকগুলি যজমান ও শিষ্য সহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শনাদি করিতে আসিয়াছিলেন। আসিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাষ্টাঙ্গে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া স্তবপাঠ সহকারে সঙ্গিগণকেও ঐ প্রকার করিতে অনুরোধ ও অনুমোদন করিলেন। কিন্তু গোসাই প্রভু খুব সতর্কভাবে ক্ষিপ্রতার সহিত একটু হাত উঠাইয়া নমস্কারের ভান করিয়াই ঠাকুরদের সম্মুখে নাট মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া পড়িলেন। অমনি মা গোসাই তদপেক্ষা ক্ষিপ্রতার সহিত মালার ঝোলা হইতে মসলাদেওয়া একটী পান বাহির করিয়া গোসাইজীর মুখ-গহ্বরে খুসিয়া দিয়াই হাতে কিঞ্চিৎ সুগন্ধি গুঁড়ি দিলেন এবং নামাবলী দিয়া বাঁধা থলির ভিতর থেকে হুকা কলকি ও গন্ধ ওয়ালা তামাক টীকা প্রভৃতি বাহির করিয়া সঙ্গিনীর হাতে দিয়াই স্বয়ং পাখা দিয়া গোসাইজীর বাতাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীমদ্ আশ্রম মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীধাম এবং বিগ্রহ সকলের পরিচয় বর্ণনা মুখে সকলকেই সমাদরে দর্শন করাইয়া চরণামৃত দান করিতেছিলেন। জনৈক বিধবা স্ত্রী যাত্রীর মুখে চর্ব্বিত তাম্বূল দেখিয়াই বলিলেন, মা আপনার ঐ পানের মুখে চরণামৃত দেওয়া উচিত নয়। উহাতে বড় অপরাধ হয়। তখন স্ত্রীলোকটী উত্তর করিলেন, এ' গোসাঁয়ের পেসাদী পান, এতে দোষ নাই। ওই যে গোসাই খাচ্ছেন। তখন মহারাজ সঙ্গিনী গোসাইজীর পানে তাকাইয়া দেখিয়াই পান তামাক খাইতে নিষেধ করিলেন। অমনি বৃদ্ধ গোসাই

আ, ঠাকুর আমি এই ক'রেই বুড়ো হয়ে গেলাম। এবার ব্রে পেসাদি, এতে কোন দোষ নাই। আমরা পাথুরে চুণ খাই। কলিচুণে দোষ হয়। তখন মহারাজ কলিস্থানপঞ্চকের শ্লোকটী বলিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, মাদক দ্রব্য, দ্যূতক্রীড়া, প্রাণীহিংসা, স্ত্রী এবং রজত-কাঞ্চন-আসক্ত ব্যক্তির হরিভজনে বা কোনরূপ ধর্ম্মে অধিকার হয় না।—কোন কালেই ইহাতে বৈষ্ণবতা হয় না। ইত্যাদি অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সকল কথা শুনিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, প্রভো! এই সকল কথা লইয়া অনেক সময় এই গোসাইজীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়। উনি একেবারে দাঁতের বাড়ি দিয়া আমাকে একেবারে বাকুশ বানিয়ে দেন। গোসাইজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—কি, রে ব্যাটা, তোর এতবড় স্পর্দ্ধা, এই ঠাকুরের সামনেই আমাকে ঠাট্টা? আমার কি দাঁত আছে? যে তোকে দাঁতের বাড়ি দেই? এতবড় জাজ্জ্বল্যমান্ মিথ্যা কথা? তোর চোদ্দপুরুষ নরকে যাবে, তুই আমাকে চিনিস্ নাই?

চক্রবর্ত্তী। খুব চিনেছি। সে কি আর মিছে কথা ঠাকুর? তোমার বংশের কল্যাণে আমার চোদ্দ পুরুষ কেন, বাহান্ন পুরুষ নরকেও স্থান পেয়েছেন কিনা, সন্দেহ। আমি কিন্তু এই ফাঁক,—দূরে থেকে দণ্ডবৎ করি। শুনেছিলাম যে "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লব মাত্র সাধু সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হয়॥" তাহার প্রমাণ আমি হাতে হাতেই পেলেম। আমার চোক্ ফুটে গেল। আর তোমার ঐ চোক্ রাঙানীতে ভুলিতেছি না ঠাকুর।

গোসাই। মর্ বেটা আবার সাক্ষাতেই গুরু নিন্দা। আজ কিনা তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে একসঙ্গে গুরুগৌরাঙ্গ দর্শন কল্লি। তার ফল বুঝি এই গুরু নিন্দা!

চক্রবর্ত্তী। তা গোসাই এটা খাটি সত্যি কথাই বলেছেন। আজ আমার যথার্থই গুরুগৌরাঙ্গ দর্শন হ'লো বটে।

নিকটেই শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজ বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যাহা হউক আপনারা যখন আহারের কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াই আসিয়াছেন। তখন এই ভক্ত কিছু মাধুকরী প্রসাদ আনিয়াছেন দয়া করিয়া আপনারা সকলেই গ্রহণ করুন।

গোসাইজী সকলকে যথাক্রমে যথাস্থানে বসাইয়া সস্ত্রীক নিজে একধারে বসিয়া ভক্তকে বলিলেন, আগে এই ধার থেকে দেন। তাহাই হইল। তখন পণ্ডিতমহারাজ "নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ। তদ্ভ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥ ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ। বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥ কুষ্ঠব্যাধি সমাযুক্তাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ। নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাঃ তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥" ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য বর্ণনামুখে, বিষ্ণু, বৈষ্ণব, সদ্গুরু, ও মহাপ্রসাদাদির অনেক কথা কীর্ত্তন করিলেন।

শুনিয়া চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পুনরায় জোড় হাত করিয়া বলিতে লাগিলেন। এই গোসাইরা আমাদিগকে,—শুধু আমাদিগকে কেন, এই জগৎকে একেবারে যা তা ক'রে ফেলেছেন। আমাদেরই খেয়ে মানুষ, আর আমাদের সঙ্গে ব'সে মহাপ্রসাদটী পর্য্যন্তও পান না। তাতে এদের নাকি জাত যায়।

গোসাই। থাক্ বাক্যবাগীশ, চুপ ক'রে থাক্। জানিস্ না আমি নিত্যানন্দ বংশের গোসাই। অদ্বৈত বংশের নাতি। সে দিনও এই শেষ পক্ষে ভট্টাচার্য্যী গোসাই ঘরে বিয়ে ক'রে এলেম। আমার সঙ্গে আবার একটা কথা?

চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞে আমি কি তা মিছে বল্‌ছি। এইতো এই মা গোসার গায়ে এখনও পাঁঠার গন্ধ আছে। আর ওঁর বাপেরাও নানা জাতির বাড়ীতে নানা দেবতার পুজো করে এবং শ্রাদ্ধ বাড়ীর প্রেত-উচ্ছিষ্ট চাউল কলাগুলো নামাবলীতে বেঁধে নিয়ে সংসার পালন করেন ব'লে তাঁদের হাতের জল আমরা পর্য্যন্ত ছুঁই না। যজমানে বামাণের ঘরে খেলেও বোষ্টমতা থাকে না। আপনারা যে নিত্যানন্দ-বংশ, অদ্বৈত-বংশ ব'লে বড়াই করেন, তার তো এখনই সব পরিচয় শুনিলাম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সোণার বেনের ঘরের উদ্ধারণ দত্তকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার হাতের রাঁধা অন্ন খাইতেন। জগাই মাধাই প্রভৃতি কত পতিতকে উদ্ধার ক'রেছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যবন হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধ পাত্র দান করিয়াছিলেন। এবং প্রতিকূলাচরণকারী নিজ পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলি, আপনার কোন্ পুরুষে কয়জন পতিতকে উদ্ধার করিলেন? আর কয়জনের হাতের জলই বা শুদ্ধ হইল? মন্ত্র বেচার সময় দেহ পবিত্র, হাতের জল শুদ্ধের খুব ঘটা শুনা যায়, কাজে যে জেলে সে জেলেই। আমাদের কোন্ এক পুরুষে জেলের ঘরের দান গ্রহণ করে চিরকালটা পতিত বামন বা বর্ণের বামন হ'য়ে আছি। আর আপনারা জেলে, চাঁড়াল, বাগ্দী, বুনো, ধোপা, নাপিত, শুঁড়ী, বেনে ও কত ক্লেচ্ছ পর্য্যন্ত মন্ত্র বেচে শিষ্য ক'রে কত রকমের দান খেয়েও অমনি তাজা তাজা অপতিত বামন গোসাই হ'য়ে আসছেন। এখন একটু ভেবে দেখুন দেখি। আপনারা কোন্ বর্ণের পতিত? এমন কোন পাণ্ডিত্য কি জগতে আছে যে আপনাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে? তা হ'লে আপনারা কোন পতিত বামনেও স্থান পাবেন না। গোসাই হবেন কি ক'রে? এই তো শুন্‌লেম বৈষ্ণবে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহাকেও শিষ্য করেন না এবং কাহাকেও কোন জাতিতে রাখিয়া বৈষ্ণব বা শিষ্য করেন না। আর আপনারা সকল জাতকেই শিষ্য করেন, দান গ্রহণ করেন। সেদিনও আপনার দ্বিতীয় পক্ষের মেজ ছেলে আমারই জেলে যজমানের বিধবা মেয়েকে বোষ্টমী ক'রে নিলেন।

(ক্রমশঃ)

বৈরাগীর কৃত্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৈষ্ণব হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রীসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন! বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া মহাপ্রভু তাহার মুখ দর্শন করেন না। জড়েন্দ্রিয়ের স্বভাবই ভোগপ্রবণত; এমত অবস্থায় তাহাকে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও যখন মুনির মন টলাইতে পারে, তখন বৈরাগীব্যক্তির নারীর সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগই কর্ত্তব্য। এমন কি মাতা, ভগ্নী ও দুহিতার সহিতও নির্জ্জনে থাকিতে শাস্ত্রে নিষেধ করেন। সাধন ভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে ব্যক্তির বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সে অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা 'ভেক' গ্রহণ করে, তাহাদের নামই 'মর্কটবৈরাগী'। অনধিকারী জীবকুল অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করে। আর অতি অল্পকাল মধ্যেই ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহারা ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক। জগৎ হইতে এই কলঙ্ক যত শীঘ্র অপসারিত হয়, সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। বৈষ্ণবের একটী প্রধান লক্ষণই—সরলতা। কপটতা ভক্তির অত্যন্ত বিরোধী। কারণ জীবাত্মার সহজ নির্ম্মল ভাবই ভক্তি, তাহাতে কোন প্রকার কপটতা মিশ্রিত থাকিতে পারে না। সুতরাং কখনই প্রাকৃতযোগ্য হইতে পারে না।

মহাপ্রভুর অনুগত মতেই কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে স্বভোগ-ত্যাগ বা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর বৈরাগ্য-প্রধান। এতাদৃশ বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তি কখনও মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র হইতে পারে না। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আচরণে তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু জগজ্জীবকে এই বৈরাগীর কৃত্য উপদেশ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু রঘুনাথের গৃহত্যাগের পূর্ব্বাবস্থায় "স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥ মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥" —এই বৈরাগ্য কথা উপদেশ করিলেন। সেই রঘুনাথ যখন আবার গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পুরীধামে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে অবস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণসেবায় রত হইলেন, তখন ত্যক্তগৃহ বৈরাগীর যে কৃত্য তাহা এইরূপ উপদেশ করিলেন—"বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন। মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥ বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফল মূলে উদর ভরণ। জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥ বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ দাতা, ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥" অন্যত্রও মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

অর্থাৎ ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয় দর্শন, স্ত্রীসন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সকল শিক্ষা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বর্ত্তমান তথাকথিত বৈষ্ণবক্রব ভেকধারী মর্কট বাবাজীগণই বা কোথায় আছে আর নিষ্কিঞ্চন পরমহংস সত্য সত্য বৈরাগিকুলই বা কোথায় আছেন। এখনকার কৌপীনের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী বাবাজী দার স্ত্রীসঙ্গ, মাদক সেবন, বিষয়ভোগ, [illegible] ধামাপরাধ' ও বৈষ্ণবাপরাধ [illegible] নিষ্কিঞ্চনতা না রক্ষিয়া [illegible]— রাত্রিতে লণ্ঠন জ্বালিয়া সূর্য্য দেখিবার স্পর্দ্ধা করিতে!—স্বরূপতত্ত্বানুগতাবিহীন কতকগুলি সভ্যাভ্রব লইয়া সভাসমিতি দ্বারা স্বপ্রকাশ ধামের প্রকাশ করিতে!! ধন্য বাবাজীর সাহস! আর ধন্য বাবাজীর বাবাজীত্ব! শাস্ত্রে অসৎসঙ্গও যেমন বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অসৎসঙ্গীর সঙ্গিগণও সেইরূপ বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং সাধু সাবধান!

লোক দেখান গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরী!
গৃহস্ত্রী ছাড়ি ভাই আসিয়াছ বন।
স্বপনেও না কর যেন স্ত্রী দরশন॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

সতীনের কোঁদল

(প্রাপ্ত)

কিছু দিন আগে সহর নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীদাস গোস্বামী নামে জনৈক ব্যক্তি, একমাত্র বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-প্রচারক গ্রাম্যবার্ত্তাবহ হিতবাদীর ক্রোড়পত্রে 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মস্থান-প্রকাশ' নামদিয়া শ্রীধাম মায়াপুর প্রচারকগণের প্রতি বৃথা মেয়েলি কোঁদল ছলনায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কারণ হিতবাদী সম্পাদক, কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ উক্ত প্রচারকদের সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ থাকিলেই সেই প্রবন্ধ সাদরে গ্রহণ করিয়া লেখনীর সার্থকতা সম্পাদন করিবার শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল বলিয়া মনে করেন।

বিমুখ-মোহিনী দৈবী মায়ার আবরণহেতু অবিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা নিরপেক্ষ সত্যপ্রচারকারী সজ্জনমণ্ডলীর উপর প্রবন্ধ লেখকের কোঁদল-অভিলাষই তাঁহার অদূরদর্শিতা, চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদিতা, বৈষ্ণবাপরাধ, ইত্যাদি বিপদ্ উপস্থিত। এ প্রবন্ধ দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের অলৌকিক অসমঞ্জস—বাক্যাবলীর মধ্যে মাত্র কয়েকটীর অসারতা সপ্রমাণিত হইল। আশাকরি কৃপালু পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

১। 'গঙ্গায়াঃ দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে...

কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে...
[illegible]
এই শ্লোকের বাক্য [illegible] পুনরায় [illegible] দ্বারা শ্রীমায়াপুরের [illegible]

[illegible]-প্রাদের ন্যায় চিন্ময়ধামকেও [illegible] নিয়মের আমলে [illegible] মনে করিয়া লিখিয়াছেন, [illegible] কল্পনা ভিন্ন মহাপ্রভুর জন্মস্থানটী আবিষ্কার করিবার উপায়ান্তর নাই।" বাস্তবিক শ্রীধাম নবদ্বীপ তাঁহার কথায় শ্রীঅন্তর্দ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর ভাগীরথী গঙ্গার খাতের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী নিত্যকাল বিরাজিত। যদিও বা বর্ত্তমান সময় গঙ্গার স্রোত সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম ভাগে প্রবাহিত, তথু সুপ্রাচীন খাত উক্ত স্থানেই বিদ্যমান। যাঁহারা স্বার্থ-জড়িত রং দেওয়া চশমাটী খুলিয়া একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, "এই সেই কলিপাবনাবতার পতিতোদ্ধারকারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী সুপ্রাচীন মায়াপুর যোগপীঠ। কারণ অনুমান ও কল্পনায় ধাম-দর্শন চিদ্ধাম দর্শন নহে। এই নিমিত্ত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীধাম আদি দর্শনে যাইতে হয়। বৈষ্ণব ঠাকুরগণ কৃপা করিয়া যদি ধাম দর্শন করান, তবে ত ধাম দর্শন! নতুবা এক গ্রাম ছাড়িয়া আর একটী গ্রাম দর্শন হয় মাত্র। অনেকের ধারণা বহু সঙ্গে—শ্রীধাম দর্শন হয় না। এবম্বিধ-বাক্যের সার্থকতা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নহে। বৈষ্ণবসঙ্গ বহু সঙ্গ নহে। সংখ্যায় বহু দৃষ্ট হইলেও, সকলে এক শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপর নিবন্ধন বহুত্বই একত্বে পরিগত। সুতরাং তাঁহাদের আনুগত্যে বহু সঙ্গ-জনিত দোষ বর্ত্তিতে পারে না। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে 'বহু সঙ্গে বৃন্দাবন গমন নিষেধ' বাক্যের সমর্থন করিয়া, অনেকেই বৈষ্ণব-সঙ্গে ধাম দর্শন করিতে না যাইয়া, নানাপ্রকার বিপদে নিপাতিত হন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্। ধাম দর্শনাদি কার্য্যে তাঁহাকে অপরের সাহায্যার্থে কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় নাই। এমনকি তাঁহার দাসানুদাসের সেবকগণই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন অনুগত জীবকে চিদ্ধাম দর্শন করাইতে পারেন। সুতরাং জীবের পক্ষে উক্ত দৃষ্টান্ত মঙ্গলপ্রদ নহে।

মৃন্ময়ী বুদ্ধিতে মাটি ও তজ্জাতীয় দ্রব্যাদিই দৃষ্ট হয়। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা পত্নী-পুত্র-কন্যাদির প্রিয়-মুখ-দর্শনে ব্যস্ত থাকিব, অথবা কঙ্কণধ্বনিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত চিদ্ধাম দর্শন এবং তৎপ্রদর্শক শুদ্ধ শ্রীনামপ্রবরের যোগ্যতা লাভ হয় না।

শ্রীধাম ও শ্রীনাম স্বপ্রকাশ বস্তু। জীবের কল্পনা বা অনুমানে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা মায়ার জড় দর্শন—পৌত্তলিকতা মাত্র। সুতরাং প্রাকৃত-সহজিয়া বিবর্ত্তবাদে পতিত হইয়া তর্কপ্রতিষ্ঠাশোর-শ্রীমায়াপুরাদি ধামপ্রচারকগণকে অযথা "অনুমান ও কল্পনা-মিশ্রা বিলাসন" প্রভৃতি শ্লেষ বাক্য বলিয়া সজ্জনের আচারে ব্রতী হইয়া, শ্রীমায়াপুর ধাম মুক্ত পুরুষগণের নিত্য আবাস স্থলীকে গ্রাম মাত্র রূপে বদ্ধজীবের বাসস্থান মনে করিয়া সুদর্শনের বিপরীত দর্শনে পতিত হইয়াছেন। সত্য সত্য ধাম দর্শনকারী গোস্বামী বর্গের আনুগত্যে ধাম দর্শনে রত হইলে এই প্রকার বিপদ উপস্থিত হয় না। এই নিমিত্ত প্রাচীন কাল হইতে তীর্থ গুরুর ব্যবস্থা। বর্ত্তমানে অবশ্য অনুকৃত হইতে হইতে ব্যবসায়ী দেবলেরাই তীর্থ-গুরু পাণ্ডা নামে অভিহিত। একথা বলাই বাহুল্য।

(ক্রমশঃ)

শূদ্র বৈষ্ণব নহে

শ্রীগৌরভগবানের দুই প্রকার রাজ্য প্রথম প্রকার স্বরূপবৈভব গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামসমূহ এবং দ্বিতীয় প্রকার সৃষ্টি দেবীধাম ব্রহ্মাণ্ডাদি বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি প্রকৃতির অতীত ভূমিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যে, তথায় খণ্ডকাল প্রবেশ করিতে পারে না, প্রাকৃত অধিকার লাভ করে না, জড় বদ্ধজীবের নিক্ষিপ্ত কামের তথায় গতি নাই। জড়-জগতে স্বর্গাদি লোক সমূহে গুণের ক্রিয়া, জীবের ফল ভোগ ও কৃষ্ণপ্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌরভগবান্ স্বীয় প্রকাশ নিত্যানন্দ প্রভুর রূপ মহাবৈকুণ্ঠস্থিত সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণু-দ্বারা নিত্যপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন বলিয়া কাহারও বৈকুণ্ঠকে দেবীধামের মত স্থান মাত্র মনে করা উচিত নহে। ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ও কালান্তর্গত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ও কালাতীত। অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বস্তুগত নিত্য অস্তিত্ব নাই পরন্তু তত্তদ্ভাব আছে মাত্র। প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বস্তুগত নশ্বর অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যে অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্য শূদ্রত্বের বস্তুগত অধিষ্ঠান আছে, এরূপ নহে।

জড়জগতের নশ্বর শূদ্রাভিমানের বস্তুগত সত্তা অপ্রাকৃত রাজ্যপ্রবেশে সহায়তা করে মনে করিয়া অবৈষ্ণব প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রাকৃতরাজ্যে ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করেন। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা করেন না বলিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে লোকে নিন্দা করে। যোগ্যতার অনাদরে তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বা সত্ত্বগুণের বিরোধী মনে করে। ব্রাহ্মণীয় ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে অসৎ বা অদ্ভুত কর্ম্ম যাহাকে পাপ বলে সেই পাপ অনুষ্ঠান করিয়া লৌকিক মর্য্যাদা-হীন হয়। পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলে শূদ্রাভিমানে প্রমত্ত হয়। পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলে জড়বদ্ধজীব সগুণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া মর্য্যাদাবান্ হন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপচিহ্ন বলিয়া বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিতে ভালবাসেন, শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করেন এবং প্রকারান্তরে পাপিষ্ঠ বলেন সুতরাং শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বমঙ্গলগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে এই কথা বিশ্বাস না করিয়া পাপকর্ম্মে আসক্তি-প্রভাবেই তাঁহার মঙ্গল হইবে, মনে করেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া মিশ্রগুণসমূহের সঙ্গ ত্যাগ করিলেই নির্ম্মলতা লাভ করেন। তখনই তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব ষড়্বিংশগুণ-সম্পন্ন বৈষ্ণব হন। ব্রাহ্মণের কর্ম্মাধিকার ও দক্ষিণাগ্রহণাদি ফলকামনা নিরস্ত হইলে বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যের বৃত্তিসমূহ উদয় হয়। বিষ্ণুর যথায় অবস্থান নাই, সেই মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জড় ভোগাতীত রাজ্যে বিষ্ণুকে লাভ করিয়া তাঁহার অনুশীলন করেন। যে কাল পর্য্যন্ত শূদ্রতাই বিষ্ণুসেবার আধার জ্ঞান হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত জীব পাপিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে হীন জ্ঞান করেন এবং বিষয় সেবা করিয়া হরি সেবাহীন অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবাভিমান জানেন।

তমোগুণাচ্ছন্ন জীবই শূদ্র। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট জীবই ব্রাহ্মণ। পাপবুদ্ধিবিশিষ্ট শূদ্র স্বীয় পাপ রূপ উপচারে কখনই বিষ্ণু-সেবা করিতে পারে না। অবশ্য মিশ্রসত্ত্বা-ভিমানে জড়াভিনিবেশ সহ পুণ্যবান সকাম বিপ্রেরও বিষ্ণুসেবা হয় না। সেজন্যই বর্ণাভিমান-যুক্ত মানব বিষ্ণুসেবার অধিকারী নহেন। বর্ণধর্ম্মের সম্যক্ পালন করিতে করিতে তদভিমান নিরস্ত হইলেই অপ্রাকৃত হরিসেবায় অধিকারী হন। শূদ্র স্বীয় পাপিষ্ঠতা ত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হয় না, ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ম্মকাণ্ডীয় পুণ্য কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না। ভগবান্ বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণকে গুণ ও কর্ম্ম বিভাগক্রমে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত গুণ সমূহের গ্রহণ হরিসেবা প্রবৃত্তির দ্বারা হ্রাস না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মকাণ্ডাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ রাজ্যে বিচরণ সিদ্ধ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে স্থিত ব্রাহ্মণাভিমান লইয়া হরিসেবা করিলে কখনই কেবলা হরিভক্তি সম্ভাবনা নাই।' কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিই তৎকালে জীবকে জড়মিশ্র সেবায় নিযুক্ত করে।" তখন কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিময় ব্রাহ্মণ ষড়্বিংশ গুণের অধিকারী হইয়া জগতে বৈষ্ণব নামে পরিচিত হন কিন্তু তাঁহার কর্ম্মমিশ্র ভজন ত্যাগ হইয়া হরিভজন আরম্ভ হইলেই শুদ্ধ ভক্তি ব্যক্ত হয়। কর্ম্মমিশ্রভক্তি আশ্রয় করিয়াও অনেক সকাম বিপ্রকে, শুদ্ধ-বৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, কালু ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, নকড়ীচোড়ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভৃতির প্রতি বর্ণগত অবরতা আরোপ করিতে দেখা যায়। আবার কর্ম্মত্যক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, হরিদাসগণের মহামহিম চরণকমল আশ্রয় করিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব মূর্ত্তিতে স্বীয় লোকাতীত নিপ্রত্যো আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব যদি শূদ্র হইতেন বা পাপিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে কখনই শ্রীল ঠাকুর নরহরি, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণদাস, শ্রীল গোস্বামি রঘুনাথ দাস, কর্ম্মমিশ্রাভক্তিযুক্ত বিপ্রের গুরুত্ব বরিত হইতেন না। আমরা শূদ্রতা বা সকামবিপ্রত্ব ত্যাগ করিলেই হরিভক্তের দাতা-গৃহীতা রূপে বৈষ্ণবে পাপপুণ্যাধিকার নিদর্শনরূপ বর্ণগত বৈষম্য দেখিতে পাই না। নতুবা অবাস্তব উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির ব্যাজে বৈষ্ণবে শূদ্রত্বের (সংস্কার-বাহিত্যের) আবশ্যকতা হইয়া এত ব্যস্ততা কেন? শাস্ত্র বলেন, সাধু বলেন, সদ্ধর্ম্ম বলেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার নাই। সেজন্যই অবাস্তব লক্ষ্যাভিলাষি সকাম বিপ্রের মনে বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবার বুদ্ধি জাগরূক। বৈষ্ণবগণের পাপোথ শূদ্রতা ব্যতীত অপর গতি নাই বলিতেও কুণ্ঠিত হন না কিন্তু তাদৃশ বিচার হরিজন সেবার বিশিষ্ট অন্তরায়। প্রাতিকূল বিচার না ছাড়িলে হরিভজনে উন্নতি হয় না।

স্থানীয়

গত বুধবার অপরাহ্নে নদীয়া জিলায় যে ভীষণ ঝড় ও মেঘ গর্জ্জনের সংবাদ পাঠকগণ পাইয়াছেন, তাহাতে পরে শুনা গেল বামনপুকুর গ্রামে একটী গরুর বজ্রাঘাতে প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। বৎসরের প্রারম্ভেই এরূপ দুঃসংবাদ ভবিষ্যতে নানা অমঙ্গলের সূচক বলিয়া মনে হয়। মোল্লাপুঁড়ো নামক গ্রামে ঝড়ে অনেক বড় বড় বৃক্ষের পতন হইয়াছে। আম্রফল প্রায় সমস্ত পড়িয়া গেল। ঐ দিনকার ঝড়ে কৃষ্ণনগরের এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানের অনেক প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে অনেক পথঘাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগরে একটী টেলিগ্রাম পোষ্ট ভূমিসাৎ হইয়াছে, দুইজন লোক

ঘর চাপা পড়িয়া ভীষণ রূপে আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। ঝড়ে আমঘাটা ষ্টেশন গৃহের বেড়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। মহেশ গঞ্জ ষ্টেশন গৃহ অনেকটা হেলিয়া গিয়াছে।

এমন কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব, তেমনই অস্বাভাবিক রূপে অতিবৃষ্টি বজ্রপতন প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাক। মানুষ অহর্নিশ ত্রিতাপ আগুনে দগ্ধ হইতেছে, তথাপি তাহাদের শুদ্ধভাবে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না। না জানি আরও কত দুঃখ হরিবিমুখ জীবের অদৃষ্টে আছে।

নানা কথা

বেলঘরিয়ায় ১৮টী মিলের প্রায় ৭২ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। গত ১৭ই এপ্রেল শ্রমিকগণ এক বিরাট সভা আহ্বান করে। শ্রীযুত নিম্বকর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিলকর্তৃপক্ষগণের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালাইবার জন্য শ্রমিকগণকে উত্তেজিত করিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কা জনক হইয়াছে।

জামসেদ পুরেও আবার মেথর ও ঝাড়ুদারগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। তাহারা মিঃ এণ্ডরুজের নিকট তাহাদের বেতন, বাসা ও ছুটি সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ জানাইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহার প্রতিকারের বাসনা প্রকাশ করে। মিঃ এণ্ডরুজ তাহাদিগকে ধর্ম্মঘট না করিয়া শান্তভাবে কাজকর্ম করিতে এবং শান্তভাবে কর্তৃপক্ষগণের নিকট তাহাদের অভাব অভিযোগ জানাইতে পরামর্শ দিয়াছেন। মেথরগণ মিঃ এণ্ডরুজের কথানুসারে কাজ করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

গত সোমবার রাত্রে বাইমস দলের প্রসিদ্ধ প্লেয়ার ডি, এইচ বাইরানের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অপরাহ্নেও কাষ্টমস মাঠে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে এক মহিলার সহিত মোটর সাইকেলে ভ্রমণ করিতে করিতে খিদিরপুর রোডে রেস্ গ্রাউণ্ডের সম্মুখে একখানি মোটরবাসের সহিত ধাক্কা লাগিয়া তিনি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ রাত্রিতেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মঙ্গলবারে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে তাহাকে সমাহিত করা হইয়াছে।

সিটিকলেজে যাহাতে আগামী সেসনে কোন ছাত্র ভর্ত্তি না হয় এই উদ্দেশ্যে উক্ত কলেজের ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রগণ বঙ্গদেশ ও আসামবিভাগের ম্যাট্রিকুলেশন স্কুলসমূহে দশসহস্রাধিক পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। অনেক স্কুল হইতে উত্তর আসিয়াছে, ছাত্রেরা কেহ সিটিকলেজে ভর্ত্তি হইবে না। সিটিকলেজে শতকরা ৯০জন হিন্দু পড়ে। সুতরাং কলেজ কর্তৃপক্ষ মহা বিপদেই পড়িয়া গিয়াছেন। ভাইস্ প্রিন্সিপাল কে, পি, চট্টরাজ এক নোটিশ দিয়াছেন, ১৯২৮ সালের ৩০এ এপ্রেল তারিখে বা তৎপূর্ব্বে সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল করিতে হইবে। ছাত্রগণ প্রত্যেক দিন ১টা ৪৫ মিঃ হইতে ২টা ১৫ মিনিটের মধ্যে সার্টিফিকেট বা অন্য কার্য্যোদ্দেশে কলেজ অফিসে আসিবেন। ১৭ই এপ্রেল সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ ছিল। ছাত্রেরা মফঃস্বলের ছাত্রগণকে শীঘ্র সার্টিফিকেট লওয়ার জন্য সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

লিলুয়া ধর্ম্মঘটীদের মধ্যবার অনেক শ্রমিক কারখানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কে, সি, মিত্র মহাশয় শ্রমিকগণকে অবিচলিত থাকিতে উপদেশ করিতেছেন বটে, কিন্তু শুনা যায় ব্লক সিগন্যালের অনেকে কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

ফরিদপুর জেলায় পালংএর নগেন বসু নামক একব্যক্তি বিলাস খাঁর মেলায় একটি দোকান বসায়। দোকানে কতকগুলি জিনিষ রাখিয়া বাকী জিনিষগুলি লইতে বাড়ী আসিয়া দেখে, তাহার এক শ্যালক একখানি জোঁতা দা দিয়া তাহার ছোট ছোট শিশুদিগকে আঘাত করিতেছে। নগেন দেখিয়াই হাহুতাশ করিতে করিতে শ্যালকটীকে নিবারণ করিতে গেলে শ্যালকটী নগেনকেও সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করিতে থাকে। একটী ছোট ছেলে তখনই মারা যায়, অপরটী কিছুক্ষণ থাকিয়া মারা গিয়াছে। নগেনকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। তাহার অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। শুনা যায়, হত্যাকারীর মস্তিষ্ক খারাপ। তাহাকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছে।

কুমারী অন্নদাবাই মাদ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম বি, এল, গ্রাজুয়েট। তিনি ওকালতী করিবার উদ্দেশ্যে এখন মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নিকট আর্টিকেল্ ক্লার্করূপে আছেন। অস্ট্রেলিয়াও প্রাতাহ্নিক আরম্ভ করিয়াছেন।

গোটা তিমিকোতে যে ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল, তাহাতে ওয়ারকার সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বংসরূপে পরিণত হইবার মত হইয়াছে। অনেক বড় বড় অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে। পিনিটেলা টেজটী লেকেতেও বহু অট্টালিকা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। জেলার অন্যান্য ক্ষতি হইলেও কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশ যে, ত্রিপুরার মহারাজা সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে গিয়াছেন। গত ১৫ই এপ্রেল রেঙ্গুনের হিন্দুগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

মণ্ডির রাজাসাহেব তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক আইন প্রচার করিয়াছেন যে, ১৮ বৎসরের পুরুষ ও ১৩ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতে পারিবে। ইহার ন্যূনবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হইতে পারিবে না। কোন প্রজা তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানেও যাইয়া আইন ভঙ্গ করে, তাহা হইলেও সে দণ্ডার্হ হইবে।

গত রবিবার বি, আই, এস, এন্ কোম্পানীর 'বরালা' নামক জাহাজ চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে ৪ জন মুসলমান কুলী জাহাজের খোল হইতে চাউলের বস্তা উঠাইতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। উহাদের ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, আর ৩ জনকে সরকারী হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এবার পাটের চাষ কমাইবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই পাট বপন শেষ হইয়াছে। চাষীরা একবারে বেশী কিছু টাকা পাইবার লোভে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি হারাইয়া ফেলে, পাট পচাইয়া নানা অসুখের সৃষ্টি করে, নিজেদের স্বাস্থ্যও নষ্ট করিয়া ফেলে। কর্ম্মিগণ যদি তাহাদিগকে ধান ও অন্যান্য ফসল চাষে অধিক লাভবান্ হইবার উপায় বলিয়া দেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে যাহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং ফসল ভাল হয়, তাহার উপায় বলিয়া দেন, তাহা হইলেই পাট চাষ কমিতে পারে, নতুবা কমিবে না। চাষীদের লাভ না দেখাইয়া দিলে তাহারা নিজের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

পার্লামেণ্টে নারীজাতিকে ভোটাধিকার প্রদান সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। মিঃ লয়েড জর্জ প্রভৃতি নারীজাতির ভোটাধিকার প্রদানে সমর্থন প্রধান করিয়া ... ভীষণ আপত্তি তুলিয়াছেন। ... নারীজাতির ভোটাধিকার সমর্থন ... লর্ড বার্কেনহেড আবার বলেন, ... বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে ... শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মহিলারা ... এমন কি প্রতিপত্তির পরিচয় দিতে পারেন, বরং উহাতে তাঁহাদের ... মর্য্যাদা হানির লক্ষণই সূচিত হয়।

আজ মাসাধিক কাল লিলুয়ার শ্রমিকগণ কাজ বন্ধ করিয়া বেকার বসিয়া আছে। নিরন্ন শ্রমিকগণ দেশবাসীর ... তাহাদেরই সমকর্ম্মী ভ্রাতাদের সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে করিতে বর্ত্তমান ... অভিযান করিয়াছে। তাহাদের ... আকাশ আজ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন। জানি না তাহাদের সম্বন্ধে ভগবানের কি বিধান বিহিত হয়। দেশ-নেতৃগণ তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন বটে, কিন্তু হায়, ... উৎসাহে বুঝি আর তাহাদের উদর বর্দ্ধিত হয় না। কতদিন অন্ন না খাইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিবে? হয় তাহাদের অস্তিত্বই জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে, না ... ক্ষুধার জ্বালায় তাহারা নানা অনর্থের আবাহন করিবে। শ্রমিকগণই ... উপবাস করিতেছে তাহা নহে, তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণও আজ নিরন্ন হইয়া পথে ভিখারী হইতে বসিয়াছে। দেশবাসী নিতান্ত কাতর প্রার্থনা, সরকার বাহাদুর সবল হইয়া যেন দুর্ব্বলের পীড়ন ... মর্য্যাদায় হানি না করেন। শ্রমিকগণ না হয় তাহাদের ভাল মন্দ না বুঝিতে পারে কিন্তু সরকার বাহাদুর ত' বিজ্ঞ। তিনি কেন তাহাদিগের গ্রাহ্যতে অমত হয়, তাহাতে প্রশ্রয় দিবেন? শীঘ্র যাহাতে একটা সুমীমাংসা হইয়া যায় তজ্জন্য সমস্ত প্রজাবৃন্দ রাজার সদ্বিচার প্রার্থনা করিতেছে।

জামসেদপুর টাটা লৌহ ইস্পাতের কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সি, এ, আলেকজাণ্ডার কারখানার শ্রমিককে লভ্যাংশ দিবেন বলিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। ১৯২৮ সালের এপ্রেল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতে লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। ... বেতন ভোগী শ্রমিক অপেক্ষা নিম্ন বেতনভোগী শ্রমিকগণই লভ্যাংশ অধিক পাইবে। শ্রমিকগণ অধিক উৎসাহ সহকারে কাজ করিবে, এই জন্যই এই লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষেই যাহাতে কারেন্সি নোট ও ষ্ট্যাম্প ছাপা হয়, ব্যবস্থা-পরিষদ হইতে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বিলাতের ... ছাপিবার কারখানা লণ্ডন হইতে কিছুদিন ওয়াটকোর্টে অবস্থিত। ... লণ্ডনেই ছাপা হইয়া থাকে। ... নাসিকেই ষ্ট্যাম্প ও নোট মুদ্রিত হইবে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাগবত শাস্ত্র-মর্ম্ম

[illegible] চারবিধ ভক্তি ধর্ম সদাই করিয় [illegible] ।

শাস্ত্র কাহাকে বলে ? মায়াবাদী [illegible] গ্রন্থগুলি কখনও শাস্ত্র নামে [illegible] হইতে পারে না, "মায়াবাদং [illegible] প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে"—প্রভৃতি [illegible] তাহার প্রমাণ। আবার চার্ব্বাক-[illegible] নাস্তিকগণ ও তার্কিকগণ কালে [illegible] হইয়া নিজ নিজ মত স্থাপন করে [illegible] গ্রন্থ কল্পনা করিয়া সম্প্রদায়ের [illegible] হইয়াছেন। ইহাদের রচিত [illegible] গুলির সম্বন্ধে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র [illegible] দিয়াছেন—জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব [illegible] নগ্নো এবাচ। কপিলো গৌতমশ্চ [illegible] হেতুবাদিনঃ॥ এতস্মাত্তামসাশ্চ [illegible] যে নরাধমাঃ তে হেতুবাদিনঃ [illegible] ন ধাপরেৎ॥—পূর্ব্ব-[illegible] রচয়িতা অদ্বৈতবাদী জৈমিনি [illegible] বৌদ্ধ, নাস্তিক চার্ব্বাক, নগ্ন, [illegible] দর্শন প্রণেতা কপিল (ভগবদবতার [illegible] নহেন), অক্ষপাদ গৌতম—এই [illegible] তার্কিক। এই চৌদ্দজন তার্কিকের [illegible] পাষণ্ডদিগকে তত্ত্ব শাস্ত্র শোনান [illegible] না। মনুসংহিতা মহাভারত [illegible] শাস্ত্রেও এইরূপ তার্কিকগণের নিন্দা [illegible] করা যায়। অতএব শ্রৌত পথে [illegible] আচার্য্য-পরম্পরায় যাহা শাস্ত্র বলিয়া [illegible] হইয়াছে, তাহাকেই শাস্ত্র বলা যায়। [illegible] সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্ব মুনি স্কন্দ [illegible] পুরাণোক্ত বচন উদ্ধার পূর্ব্বক বলিয়াছেন—[illegible] যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকং। [illegible] রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ [illegible] যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। [illegible] গ্রন্থ বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং [illegible] কুবর্ত্ম তৎ॥—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব—এই [illegible] বেদ মহাভারত পঞ্চরাত্র এবং মূল [illegible] রামায়ণ—এই গুলিকে শাস্ত্র বলে। এ [illegible] অনুকূল যে সকল শাস্ত্র তাহাও [illegible] শাস্ত্র নামে অভিহিত হইতে পারে। [illegible] ব্যতীত যাহা কিছু, তাহা শাস্ত্র ত নহেই [illegible] কুবর্ত্ম অসৎমার্গ। ব্রহ্মসূত্র এবং তাহার অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবন্মুখ-নিঃসৃত বেদ, সুতরাং তাহা [illegible] বেদ হইতে পৃথক্‌রূপে গণনা করিবার প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বলিয়াছেন—অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ [illegible] শ্রীমহাভারত[illegible]—[illegible]

[illegible] এবং শ্রীভগবানের [illegible] বলিয়া [illegible] করিয়াছেন। কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্ গৌরসুন্দর এই গ্রন্থকেই একমাত্র উপাস্য ও প্রামাণিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত এই শাস্ত্রটী মহাপুরাণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্গ বিসর্গ স্থান পোষণ উতিঃ মন্বন্তর ঈশানুকথা নিরোধ মুক্তি ও আশ্রয়—সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত দশবিধ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা মহাপুরাণ। অন্যান্য পুরাণে কেবল পাঁচটী তত্ত্ব মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত হইয়া অবশেষে পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় বলিয়া ইহার তাৎপর্য্য সদাই সুসেব্য একমাত্র পরমার্থীর পক্ষে আস্বাদনীয় হইয়াছে।

কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে গ্রন্থকর্ত্তার হৃদয়-নিষ্ঠার পর্য্যালোচনা করাই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা শ্রীশুকদেব। তাঁহার হৃদয়-নিষ্ঠা বিচার করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য সংগৃহীত হইবে।

'স্বসুখ-নিভৃতচেতা' শ্লোকের অর্থ ও শ্রীধর স্বামীর টীকা আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, শুকদেব জন্মাবধি কৈবল্য সুখে মগ্ন ছিলেন; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা যখন তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল, তখন কৈবল্য ধৈর্য্য অপগত হইল এবং ভক্তি সুখের আবির্ভাব হইল। ঐ শ্লোকে অখিল বৃজিন শব্দে ভক্তির প্রাতিকূল কর্ম্মাগ্রহতা ও উদাসীন ভাবরূপ শুষ্ক জ্ঞান। কৃষ্ণ লীলায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ঐ সকল ভক্তি-প্রতিকূল কর্ম্ম ও শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানাদিতে আসক্তি দূরীভূত হইল। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণানন্দের চমৎকারিতা তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। এস্থলে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবানন্দের উৎকর্ষ জ্ঞানই সূচক, কৃষ্ণ লীলা প্রকাশ আস্বাদন এবং কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্টই পরম পুরুষার্থ প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বত্রই এই বিচার দৃষ্ট হইবে। গ্রন্থকর্ত্তা ব্যাসদেবের হৃদয়নিষ্ঠা আলোচনা করিলেও আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। ব্যাস-সমাধিই শ্রীমদ্ভাগবতের মূল। অতএব তাহাই আলোচিত হউক। এক দিন শ্রীব্যাসদেব প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়া বিমনা হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শ্রীপাদ নারদ গোস্বামী তদীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বেদবিভাগ-কর্ত্তা শ্রীল ব্যাসদেবকে তাঁহার বিমনতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব নিজ চিত্ত অপ্রসন্নতার বিষয় নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া স্বীয় গুরু শ্রীনারদকেই তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন—হে পাণ্ডিত্য, গ্রন্থ প্রণয়ন, নানাবিধ গ্রন্থরচনা, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা লাভ হয় না। আমরা যাহা কিছু করি সকলের উদ্দেশ্য আত্মপ্রসন্নতা লাভ। তাহা যদি না হইল তবে সে সকল বৃথা। শ্রীকৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই একমাত্র চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। অতএব হে ব্যাসদেব! আপনি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিলেও বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনোপযোগী গ্রন্থ মোটেই রচনা করেন নাই। অন্য গ্রন্থে যে কৃষ্ণানুশীলনের কথা, তাহা মুখ্যভাবে বর্ণিত না হওয়ায় উক্ত গ্রন্থ পড়িয়া লোকের ভ্রম হইতে পারে—অতএব বিশুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনই আত্মপ্রসন্নতালাভের একমাত্র হেতু। আপনি তদুপযোগী গ্রন্থ কীর্ত্তন করুন। শ্রীনারদের উপদেশে শ্রীব্যাসদেব প্রেমভক্তি দ্বারা মনকে সম্যক্ রূপে সমাহিত করিয়া প্রথমে পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ও অপকৃষ্ট আশ্রয়-প্রাপ্তা মায়াকে দৃষ্টি করিলেন। মায়ার প্রভাবে জীব মায়াতীত শুদ্ধাত্মা হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত জড়জগতের অন্যতম মনে করিয়া শোক মোহাদির বশীভূত হন—ইহাও বুঝিতে পারিলেন এবং সর্ব্বজীবের দুঃখ-নিবারক সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক কৃষ্ণলীলাত্মক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য এবং শোক ও মোহ-নাশিনী কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তিই গ্রন্থ অনুশীলনের ফল।

ভাগবত পাঠের অধিকারী

গোস্বামি সন্তান, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বা দর্শনশাস্ত্রাভিজ্ঞ অথবা সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত হইলেই যে ভাগবত পাঠে অধিকার হইবে, একপ নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় দেবানন্দ পণ্ডিতের কথা স্মরণ করুন। তিনি এক সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ভাগবতের অধ্যাপক বলিয়া সাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণ কখনই তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন নাই। মায়াবদ্ধ মূঢ় লোক ভ্রমে পড়িতে পারে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের নিকট কাহারও কোনরূপ কপটতা খাটে না। আজকাল যাঁহারা ভাগবত পাঠ করিয়া মায়ামূঢ় লোকদিগকে ভুলাইয়া নিজ উদরপূর্ত্তি করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ শ্রবণ করা যায়। ইহারা ভাগবতের চরণে অপরাধী। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত-ব্যবসায়ী অপরাধীদিগকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অবতারের অন্যতম শাব্দিক অবতার, শ্রীকৃষ্ণনাম যেরূপ অপরাধিগণ কৃত্রিমভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহাদের উপজীবিকাস্বরূপ তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভাগবতের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে অসমর্থ হয়। তাহাদের ভাগবত পাঠ ভেক-কোলাহল মাত্র। ভক্ত ব্যতীত অন্যের ভাগবত পাঠের কথা দূরে থাকুক, তদ্দর্শনেও সামর্থ্য নাই। তাই ভাগবত পাঠের অধিকারী নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিয়াছেন—"মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপ প্রতিষ্ঠায়॥ ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যার। সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥ সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান। পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্॥ সে সব লোকের যথা ভাগবত ভ্রম।" এ সকল বাক্যে ভাগবত পাঠের অধিকারী সুস্পষ্টভাবে কথিত হইলেও আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হয় না।

ভাগবত শ্রবণের ফল

সদ্য হৃদ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রের হৃদয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশুদ্ধ ভক্তের চরণাশ্রয় করিয়া ভাগবত শ্রবণ করিলে আমাদের উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। অতএব ভক্তনামধারী অপরাধিগণের মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া আমরা প্রকৃত ফললাভে বঞ্চিত হইতেছি বলিয়া শাস্ত্রবাক্যে আমাদের বিশ্বাস দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কতিপয় অনধিকারী উপসম্প্রদায়ী বিদ্ধাভক্ত ভাগবতব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য।

'জগতে সন্ন্যাসীর কার্য্য'

সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম জীবন যাপন বা সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে সাধারণ জগতের ধারণা বড়ই ভ্রান্তিপূর্ণ। লোক মনে করেন, "ধার্ম্মিক বা সন্ন্যাসী হইলেই তাঁহাদের আর ইহ জগতের প্রতি কোন কর্ত্তব্য থাকিল না, তাঁহারা জগৎ ছাড়া হইয়া অবস্থান করিবেন, আমাদের সুখ-দুঃখের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমাদের ভালমন্দের বিচার আমরাই করিতে পারি, যেহেতু তাঁহারা আমাদের প্রতি আদৌ সহানুভূতি-বিশিষ্ট নহেন, সেহেতু তাঁহাদের সহিত আমাদের অসহযোগ-নীতিই অবলম্বিত হউক।

অথবা জগতের বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা আর জগতের কি কাজ করিতে পারেন? তবে তাঁহারা আছেন থাকুন, আমাদের নানা কাজের পর একটু অবসরকালে না হয়, তাঁহাদের মুখে দু'চারিটা শাস্ত্রের বুলি শুনিব ইত্যাদি।" আবার সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে লোকের ধারণাও বড় অদ্ভুত 'অথবা লোকেরই বা দোষ কি দিব? জগতে ধর্ম্মের নামে যে ভণ্ডামী চলিয়াছে, তাহাতে লোকের এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। যাহারা চোখ বুঁজিয়া হিমালয়ের কোন নিভৃত গহ্বরে পড়িয়া থাকেন, না হয় লেংটা চিমটা লইয়া, মাথায় একরাশি জটা বাঁধিয়া ও গায়ে-ভস্ম মাখিয়া তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া বেড়ান অথবা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবুদ্ধিবশে আনাহ্নিক পূজা হোম জপ ও গীতা ভাগবতাদি গ্রন্থের দু'চারিটা শ্লোক-পাঠ করিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিনগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করেন, জগতের লোক মরিল কি বাঁচিল তাহা আর দেখিবার যাঁহাদের দরকার থাকে না, জগতের লোক বলেন, তাঁহারাই সাধু সন্ন্যাসী। জগতের ধারণানুযায়ী তথাকথিত ভোগী সন্ন্যাসিগণ অবশ্য জগতের কোন মঙ্গলই করিতে পারে না; অধিকন্তু সেই সকল দেহ ও মনোধর্ম্মবাদী ধার্ম্মিক বা ধর্ম্ম-ধ্বজিগণ ভক্তি-অনুশীলনের ছলনায় জগৎকে ভোগ কিম্বা ত্যাগ করিবার ছদ্মপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া ত্যাগীর বেষ গ্রহণপূর্ব্বক লোকবঞ্চনাই করে, আর লোকে তাহাদিগের দৃষ্টান্তেই তাঁহাদের ধারণা গঠন করিতে যাইয়া সত্যেও অসত্য ভ্রম করিয়া বসেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের উপাসিত কায়মনো-বাক্যে পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু-আশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক, মুকুন্দ-অঙ্ঘ্রি-নিষেবণব্রত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই সকল আত্মধর্ম্ম বা ভগবদ্ভক্তিধর্ম্মী ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণ জগৎকে কোন প্রকারে ভোগ বা ত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে জগৎকে কার্ষ্ণবুদ্ধিতে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন, জগৎকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই তাঁহাদের জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। মায়ামুগ্ধ-জীবকুলকে মায়ার বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করানই ভগবানের মনোঽভীষ্ট। যাঁহারা ভগবানের সে জীবোদ্ধারণ-সঙ্কল্প সিদ্ধ্যর্থে যত্নবান্ না হইয়া কেবল স্ব স্ব ইন্দ্রিয় তর্পণার্থ ভগবৎ সেবাচেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহাদের সে চেষ্টায় আদৌ প্রীত হন না।

দেশের রাজা যেমন তাঁহার প্রতিনিধিবর্গকে রাজ্যের হিতাহিত পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র সম্রাট্ ভগবান্ বিষ্ণুও সেইরূপ তাঁহার ভক্তপ্রতিনিধিগণের উপর তাঁহার সমস্ত রাজ্যের পর্য্যবেক্ষণ-ভার প্রদান করিয়াছেন। "ত্রিদণ্ডিগণ—পরদুঃখদুঃখী" জীবের ভগবদ্-বিমুখতা হইতে উৎপন্ন দুঃখে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের হৃদয় ব্যাকুল, তাই তাঁহারা সর্ব্বদা কিসে জীবের নিশ্চিত মঙ্গললাভ হয়, তজ্জন্যই স্বয় আচরণ দ্বারা প্রচারে নিযুক্ত। পরোপকারই সাধু-সন্ন্যাসিগণের জীবনের প্রধান ব্রত। তবে পরোপকার অর্থে তাঁহারা জীবের দেহ ও মনের তাৎকালিক কোন অভাব নিরাকরণ বলিয়া মনে করেন না, জীবের ভগবদ্বিমুখতারূপ যে অভাব, তাহারই দূরীকরণ বুঝিয়া থাকেন। তাই সাধুগণের প্রচার্য্য বিষয় কেবল কৃষ্ণভক্তি। যাহার সুষ্ঠু ধারণার অভাবে বর্ত্তমানে তাঁহাদের সাধুপ্রচেষ্টায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না, মনে করিতেছে— 'সাধু সন্ন্যাসীর আর জগতের প্রতি কি কর্ত্তব্য আছে, আমরাই দেশের মঙ্গল-বিধাতা, দেশ আমাদেরই দ্বারা উপকৃত হইবে, সাধুগণও আমাদের মুখাপেক্ষী।' কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সাধুগণ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহারা কেবল ভগবানেরই কৃপা মাত্র অপেক্ষা করেন। জগৎ যেদিন ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় সাধুর কৃপা অপেক্ষা করিয়া চালিত হইবে, সেই দিনই প্রকৃত মঙ্গল কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে, নচেৎ অমঙ্গলকেই মঙ্গল বলিয়া বরণ করিয়া সাধুপ্রদর্শিত পন্থাকে নিন্দা করিবে।

সন্ন্যাসীর ইহ জগতের সহিত বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের ন্যায় কোন সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু এই জগৎ ভগবানেরই ভোগ্য—এই বুদ্ধিতে তিনি জগতের সহিত বিশেষরূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট, জগৎ ছাড়া কেহ নহেন। জগতের ভাল মন্দবিচার একমাত্র ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীরাই করিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-রূপ মনোধর্ম্ম দ্বারা চালিত হন না। মনোধর্ম্মিগণের ভদ্রাভদ্র বিচারে সমর্থ হয় না। জগতের কোন্ বস্তুটী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইল, কোন্টী তাঁহার সেবা বিমুখ হইল, ইহা পরিদর্শনের বিশেষ অধিকার তাঁহারই উপর ন্যস্ত। ভগবৎ সেবায় উন্মুখতা ও বিমুখতা লইয়াই জগতের সদসদ্বিচার। যাঁহারা সেবোন্মুখ, তাঁহারা—সৎ আর যাহারা বিমুখ—তাহারা অসৎ। অসজ্জনগণ সাধুর নিকট দণ্ডার্হ— সজ্জনগণ প্রশংসার্হ। ভগবদ্রাজ্যের প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবে ভগবৎপ্রতিনিধি সাধুর সৎপরামর্শানুসারে চলিতে বাধ্য। তাহা না চলিলে তাহারা রাজবিদ্রোহী অতএব যমদণ্ড্য।

সুতরাং ভগবদ্ভক্তকে বাদ দিয়া জগতের কোন মঙ্গলচেষ্টা হইতে পারে না। যাঁহারাই জগতের মঙ্গল বিধান করিবেন। ভক্তের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া যাঁহারা জগতের মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্ধারণ করিতে যান, তাঁহাদের কোন চেষ্টাতেই ভগবান্ সন্তুষ্ট নহেন, অধিকন্তু তাঁহারা কেবল হিতে বিপরীতই ঘটাইয়া থাকেন।

মজার ঝগড়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোঁসাই। আখ্ বাবা, তোর যে বড়ই বাড়বাড়ি দেখ্‌ছি? জেলের মেয়েকে তো বোষ্টমী করে নেওয়া হ'য়েছে। তাতে দোষ কি? তোকে আমি ছোটকাল থেকে নিজের ছেলের মত দেখি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরি। তুই আজ কেনে এমন হলি।

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, কথাগুলিত সবই সোজা শুনা গেল। বলি জেলের মেয়ে বোষ্টমী হলে যদি দোষ না থাকে, তবে ঠাকুরের ভোগ রাঁধিতে পারে না কেন? হেঁসেল ঘরেই বা যেতে দেওয়া হয় না কেন? বোষ্টমীর সঙ্গে আপনার ছেলেও যখন বোষ্টম হ'য়েছেন, তখন দুইতো এক সমান হবে। কেউ ঘরে, আর কেউ আস্তাকুড়ে কেন?

আর আমাকে ত' ছেলের মতই জানেন! আমিও এতদিন তাহাই ভাব্‌তেম। কিন্তু আজ আমার সত্যি সত্যি জ্ঞান হ'লো যে, মুখে কেবল ছেলের মত দেখেন, কাজেত কিছুই দেখি না। আপনার প্রথম পক্ষের বড় ছেলেটি যখন গৃহশূন্য হ'লেন, সকল গায়ে শ্বেত কুষ্ঠ ফুটে বেরুলো, কেহ আর মেয়ে দেন না, এমন কি কোন বোষ্টমীই আর মুখে পা ঠেকালো না, তখন ত আমার ঐ বিধবা মেয়েটাকেই কেবল আপনার কথা মত বোষ্টমী করে নিয়ে ঘরসংসার করতে দিলাম।

বলি, কয়দিন পরেই আমার ছোট খোকার মা যখন আমাকে এই এত বড় সংসার নিপট্ট একা ফেলে চলে গেল, তখন আপনারা সকলেই ত' ছিলেন কই এপর্য্যন্ত ত' আমার সেরূপ কোন ব্যবস্থা করলেন না। আপনার ঘরেত বিধবার কমি নাই। বলি সেবেলায় আর ছেলের মত নয়? আপন ধান পাবলে, নারুক খরা। কেমন গোঁসাই? উচিত কথা বল্‌তে গেলে আর ছেলে থাকে না।

গোঁসাই। আরে পাগল! একেবারে যে খেপে উঠ্‌লি? বলি জেলের মেয়ের সঙ্গে ত' আর আমাদের একটু আধটু সম্বন্ধ নয়? অনেক খাতির! সে যে আমাদের ছেলের বউ। হেঁসেল ঘরে যাওয়া আর ঠাকুরের ভোগ রাঁধাই কি বড় হ'লো? তাকে যে গোস্বামীর সেজ ছেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র [illegible] স্ত্রী বলেছিল। সেই অবধি [illegible] মতই আছে। মধ্যে মাঝে ওগুলো ছেলেটা উহার হাতেই খাচ্ছে।

চক্রবর্ত্তী। বলি সেও তো টাকার লোভে। বিধবার হাতে যথেষ্ট টাকা ছিল। বালবিধবা, পেটের সন্তানাদি কিছুই ছিল না। জেলের ঘরে হ'য়ে বামনের ছেলের মা হবে, এই ভাবিয়া বুঝায়ে আপনিই তো ঘটকালি করেছিলেন এবং আমায় দিয়েই কি তাকে তাড় তোষামোদ করায়ে ছিলেন? সেদিন কুলিয়া সহরের গোঁসাইদের কাণ্ড দেখে আমি আজ সব বুঝে গেছি। বেটাদের কি চোখের একটু পরদাও নাই। এই চারকেলে বুড়ো বামনের এমন সুন্দরী যুবতী আছে বউটার গলায় পৈতা (?) নাই ব'লে একেবারে পুরাপুরী ভেটটা নিলে গা,—ওদের আক্কেলেরও বলিহারি যাই। শুনলাম উঁহাও নাকি এই মা গোঁসার বাবাদের ন্যায় শাক্ত যেত ঐ ওদের ঘরের বউদের গলায় পৈতা আছে না কি? না এই রকমই শূদ্রাণী? তবে যে শাস্ত্রে শুনি ব্রাহ্মণ শূদ্রাণী গমন করিলে আর বামনতামি থাকে না। বেটারা কি কোন শাস্ত্রের ধার ধারে না। পরকালের ভয়ও নাই? কেবল কনক কামিনীর ধারই ধারে? টাকা হ'লেই হলো, আর কামিনী হ'লেই হ'লো। সে বেলায় স্ত্রীর গলায় পৈতা থাক্ আর না থাক্। কেবল পয়সা নেবার বেলায় পরের যুবতী নারীর গায়ের কাপড় খুলে পৈতা দেখিতে আসে। কি বল্‌বো আমার সঙ্গে যদি একটা বোষ্টমীও থাকতো তবে সেদিন ওদের ঘরের বউ টেনে এনে মিলায়ে দেখ্‌তাম। দেখায়ে দিতাম যে আমি কেমন চক্রবর্ত্তী জেলের বামন। এবার দেশে যেয়ে জেলের বামন, চাঁড়ালের বামন, শুঁড়ীর বামন, ও হাঁড়ীর বামন, প্রভৃতি সকলকে ডেকে এক মস্ত বড় সভা সমিতি করবো। ঐ বড় মহারাজাকেই সভাপতি করবো। দেখি বিচারে কেমন করে ঐ ভিজির বামন গোঁসাইরা আমাদের চেয়ে সেরে যায়। এবার কাণে ধরে টেনে নাবাবো। পণ্ডিত কারে বলে একবার দেখিয়ে দেবো। আর জাত কারে বলে তাহাও চিনিয়ে দেব। চড়ার নেংটে বাবাজীরা সভা করে মহাপ্রভুর মিছে জন্মস্থান সৃষ্টি করতে পারে আর আমরা সত্যি জাত উদ্ধার করতে পারবো না? আমিতো এই সাধুদের মুখে সব শাস্ত্রের কথা শুনে পেলাম। এখন জাত [illegible] [illegible] এখেই বলে [illegible]

বোষ্টমের ... হচ্ছে, বিদ্যা-বুদ্ধিও বেরুচ্ছে। না জানি গুরুদেব ... আশ্রয় কর্‌লে আবার কিরূপ হইবে। এবার আমি সকলকেই সন্ন্যাসীর খবর ও সৎসাধুর খবর বলে দেবো। বেটারা এতদিন আমাদের কেমন ক'রে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিল গা। এই সাধুদের বাতাসে তাহা উল্‌টিয়ে গেল। এখন আর চাপা মান্‌বো না।

আজ সত্যি কথা বলতে আর মুখে আটকাচ্ছে না। এখন কেবল আপনারা কেন? অনেক মহামহোপাধ্যায়ও আমার শত্রু হবে। সত্যি কথায় কেহই ঠিক থাকে না। শত্রুর কেন? সাক্ষে বাবাজুরও হয়ে পড়ে। আমি তো আপনাদের আগাগোড়া সব খবরই জানি! তাতে আবার সত্যি কথা বল্‌তে সাহস হ'য়েছে।

গোঁসাই। ব্যাটার ছেলে কি সত্যি বাদী রে, যেন একেবারে গঙ্গাজলের চিংড়ী মাছ। জল না নড়তেই চোদ্দ হাত লাফ দে ওঠে।

চক্রবর্ত্তী। গুপো গোঁসাই। মুখ সাবধান ক'রে কথা ব'লো। একবার ব্যাটা, আবার বেটার—ছেলে। বলি তা হ'লে সম্বন্ধটা কি হ'লো? মুখে যা আসে, বল্লেই হলো? এখন কিন্তু আমি ভাষা শিখে ফেলেছি। এখন আর যা তা বলে গেয়ে যেতে পারবে না। গঙ্গা-জলের চিংড়ী হ'লে বুঝি বিনা নুনেই গিলতে পায়। নব গঙ্গার গলা চিংড়ী খেয়ে লোভ লেগেছে কিনা? তাই এত শ্রীধাম নবদ্বীপে খোদ মহাপ্রভুর জন্ম ভিটায় এসেও বোষ্টম গোঁসাই সেজে শুদ্ধ গঙ্গাজলের চিংড়ী খেতে লোভ লেগেছে। ভগবদ্ বিরোধীদের ধরণই এইরূপ। সাধে কি আর কংস, শিশুপাল, ও দন্তবক্র প্রভৃতি কৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝতে পারে নাই?

দেখুন গোঁসাই, এ সেই মাতঙ্গিনী বোষ্টমীর বাড়ীতে তুলসী জলে কাঠ ধুয়ে নুতন হাড়ীতে কচি পাঠার ঝোল রেঁধে খাওয়া নয়? সেই মাতঙ্গিনীর সে উইলের মোকদ্দমার খবর ত আমি সবই জানি। আমিই ত সাক্ষী দিয়ে জয় জয়কার ক'রে দিছলুম। নইলে আর বুড়ো কালে কচি মেয়ে বিয়ে ক'রে অত তেলাই কুলাই হ'য়ে আরাম ক'রতে হ'তো না!

—বরলকালে আমরাই ত' মাতুকে ঘরের বের ক'রে গ্রামের বাজারে নিয়ে রেখেছিলাম; আপনারাতো কয় ভাবে সেখানে প'ড়েই থাক্‌তেন? নইলে আর অত গোপন টাকা ও সম্পত্তির খবর জান্‌লেন কেমন ক'রে। শেষ কাল্‌টার সে মরার পরে ঘরের মধ্যে তার অবেষ্টি আজ ... হাতের ছিপ নিয়ে "বাবাজি শিষ্যাণী" নিজের ধর্ম্ম-মা বলে মস্ত বড় এক উইলের ব'লের খাড়া ক'রে তুল্‌লেন। আমি যদি ঐরূপ তাঁর্‌তা তরফা সাক্ষীই না দিতাম তবে দেখ্‌তাম কার কয়টা দুধের বাটী সাম্‌নে আস্‌তো, কুলিয়ার সহর হ'লে আর অত সহজে হ'তো না। আরো কত বাবাজী গোঁসাইদের কত রকম ধর্ম্মের উইল গজিয়ে উঠ্‌তো। পুরুত ঠাকুর এবং পাড়া পড়সীরাই কি কমে ছাড়তো। জেলার কোর্টে পাছা ঘসতে ঘসতে পদ্দা চাল উঠে যেতো। হাকিমদের দিতেই কি কম লাগ্‌তো গোঁসাই?

গোঁসাই ও সব কথা-তোর কে শুনতে চাচ্ছেরে,—

মা গোঁসাই। চুপ করুন বড় গোঁসাই। বাঞ্ছা কি আর সে বাঞ্ছা আছে। যে যা ইচ্ছে তাই করবেন। আমি অনেক দিন থেকেই ওকে চিনেছি। ও ওর মেয়ের কথা শুনে বড় খোকার (বাস্‌ সতীনের বড় ছেলে) সঙ্গেই বা আমার কত দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করেছিল। ভাগ্যি আমি সীতে লক্ষ্মীর মেয়ে সতী কন্তে তাই ওর মেয়েকে আমার বাবার দেওয়া কত সখের নেক্‌লেস ছড়া ঘুষ দিয়ে ধম্মের হাতে বেহাই পেয়েছিলাম। নচেৎ ও আমাকেও নাকের জলে, চোখের জলে এক ক'রে দিতো। আমি এতদিন সাহস ক'রে মুখ ফুটে বলি নাই। আপনি অবিশ্যি একটু সাড়া দেবেছিলেন। আপনি আর ওর সঙ্গে বেশী কথা কাটা কাটি ক'রবেন না। আমার বড় ভয় হ'চ্ছে একেই ত এই সাধু সন্ন্যাসী-রা আপনাদের কিছুই ভাল দেখেন না। চুপ করুন, গোঁসাই, চুপ করুন। কথায় বলে, নিজের মান্‌ নিজে রাখ, কাটা কান চুলদে ঢাক।

চক্রবর্ত্তী। দেখুন মা গোঁসাই, আমি কি আর পাগল। যে এই সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে আপনার ঐ সকল কথা খুলে বলবো। আপনার বাপের বাড়ীর কথা গুলো এপর্য্যন্ত কর্ত্তা গোঁসাইর কাণেও দেই নাই। এ সাধু সন্ন্যাসী-রাইবা উহা শুনবেন কেন? তবে এঁরা দেখ্‌ছি সকলকেই কেবল হিতের কথা বলেন। আপনার দোষ কি? ঐ বুড়ো গোঁসাইয়ের আক্কেলের বলি হারি যাই। যে এই শেষকালে নাতনীর বয়সী কচি কন্যেকে বিয়ে করেন। আপনার দোষ কি? থাক, ও সব কথা আর আমাকে এখন মনে ক'রে দেবেন না এই সাধু সঙ্গে আমার আর ওসব কথায় মন দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র

'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' সম্পাদক মহাশয়

বরাবরেষু

সবিনয় নিবেদন যে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটী আপনার 'নদীয়াপ্রকাশ' পত্রিকায় স্থান পাইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

আমি কয়েক মাস হইল সহর নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছি। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটীর বিশৃঙ্খলা কিম্বা সাধারণের সুখস্বিধার প্রতি সরকার পক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের অমনোযোগিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। প্রথমতঃ বাটীগুলির নম্বর আছে, কিন্তু রাস্তার নাম নাই, থাকিলেও তাহা প্রকাশ্যভাবে রাস্তার মধ্যে টাঙ্গান নাই, দ্বিতীয়তঃ কয়েকটী গলিতে আলোর নাম মাত্র নাই ইহার কারণ কি? গভর্ণমেণ্ট আলো দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন না মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তারাই তাচ্ছিল্য করিয়া দেন নাই। রাস্তার নাম না থাকায় নির্দ্দেশ এই ভাবেই করা গেল যথা—১ নড়াল ঘাট হইতে কামিনীকানন রজ হাউসের পশ্চিম পাশ দিয়া বরাবর দক্ষিণে সমাজ বাটী হইয়া ফাঁসিতলার ঘাট পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, ২। শ্রীবাস অঙ্গনের এবং থানার পূর্ব্ব দিয়া যে রাস্তা উত্তরে পোড়া মায়ের ঘাটে যাইতে রাস্তায় আসিয়া মিশিয়াছে, এইরূপ আরও অনেকগুলি রাস্তা আছে যেখানে আলো দেওয়া হয় না এই সকল রাস্তায় লোকসমাগম অতিশয়। রাত্রি ২ঘটিকা পর্য্যন্ত লোক চলে। এই রাস্তাগুলি যে কতদিন মেরামত হয় নাই, তাহা দেখিলেই সহসা অনুমান করা যায়। বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেয়। রাত্রে এই পথগুলি এত দুর্গম হয়, তাহা না দেখিলে অনুমান করা দুঃসাধ্য। অতএব উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী দ্বারা এই সব বিষয়ের তদন্ত করিয়া বস্তির অভাব ও অভিযোগ যাহাতে সত্বর দূরীকরণ হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকার সমৃদ্ধিশালী দেশের মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজমেণ্ট সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ইহা অস্থিরচিত্ত বালকের (?) কার্য্য নহে, সে বিষয়ে কি গভর্ণমেণ্ট কখনও একবার ভাবিয়াছেন? ওয়াটারিং সিষ্টেম এত খারাপ যে, যেখানে দরকার সে সব জায়গায় না দিয়া আপনাদের ইচ্ছামত দেওয়া হয় অথচ গ্রামে ১৮টী টিউব ওয়েল ও ৭৬ ইঁদারা আছে। আর গঙ্গাও অতি নিকটে। তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই গ্রীষ্মকালে নবদ্বীপের ন্যায় বহুলোকপূর্ণ প্রদেশে নিত্য দুই বেলা জল দেওয়া ও ৫০ফুট অন্তর আলোর ব্যবস্থা করা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না। তাছাড়া ট্যাক্সের হার যদি বাড়াইবার দরকার হয়, তাহাও করা উচিত। পুলিশ সিষ্টেমও ভাল হওয়া আবশ্যক। ঘড়ি রাত্র নয়টা বাজিয়া আর বাজে না। এখানে ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত অনেক আছেন বটে, কিন্তু বদমায়েস তাহার চতুর্গুণ পরিমাণে। এখানে কোন দুষ্কর্ম যে হয় না, তাহা বলা যায় না। বারবণিতাও অত্যধিক। তবে গভর্ণমেণ্ট কেন যে এই সহরটীর দুরবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ধারণা করা যায় না। আশা করি এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া যত সত্বর পারেন, সাধারণের অভাব ও অভিযোগ দূর করিয়া সাধারণের প্রীতির পাত্র হইবেন। আর একটা কথা যে, কোনও রাস্তায় দুইটী ক্রোশ দূরের কথা একটীও মাত্র নরদমা বা জল প্রণালী নাই। সে কারণ রাস্তা গুলিতে সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ বাহির হয় ও পাবলিক হেল্‌থ ড্যামেজ করে। বোধ হয় এখানে কোন স্যানিটারী ইনস্পেক্টর নাই। কারণ কেহ থাকিলে এরূপ হইত না। বিশেষ হয়ত কেহ আছেন, তিনি দর্শন এবং ঘ্রাণশক্তি-বিহীন।

যাহা হউক এবিষয়ে তদন্ত করিয়া যাহাতে সহর নবদ্বীপ স্থানটী ভদ্রলোকের বাসোপযোগী হয়, তাহাই করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন। কারণ এখানে অফিসে অনেক দরখাস্ত করিয়া ফল না হওয়ায় লোকে নিস্তব্ধ আছে। এসব বিধান করা আত্মম্ভরী লোকের কার্য্য নহে, স্বদেশ-প্রেমী না হইলে হয় না বা হইতে পারে না। আশা করি, সরকার পক্ষ এবিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া সত্বর ইহার প্রতিকারে যত্নবান হইবেন। ইতি।

নিবেদক এবং বশম্বদ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সহর নবদ্বীপ।

[আশা করি, সরকার বাহাদুর উপরিলিখিত ঘটনাটী অনুসন্ধান করিয়া জনসাধারণের যাহাতে বিশেষ উপকার হয়। এরূপ কোন ব্যবস্থা করিবেন নঃ প্রঃ সঃ]

নানা কথা

কণ্ট্রোলার অব কারেন্সী জানাইয়াছেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চমাস পর্য্যন্ত ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকার ৫ বৎসরের পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হইয়াছে।

অমৃতসরে পঞ্জাব প্রাদেশিক সম্মিলনে কংগ্রেসের ক্রীড্ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় সর্দ্দার মঙ্গল সিং পঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন।

স্যার জগদীশ বসু এখন য়ুরোপের পথে। রোমে সেন্দায় রোডে একটী গৃহে অবস্থানকালে বোম্বাই ক্রনিকলের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বসু মহোদয় তাঁহাকে বলেন, আন্তর্জাতিক ইন্টেলেকচুয়াল কো অপারেশন কমিটিতে যোগদান করা ও নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা দেওয়া এই দুইটী কার্য্যোদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইউরোপ যাইতে হইতেছে। তাঁহার সঙ্গে একটী ছোট যন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা বৃক্ষের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পরীক্ষা হয়। সেটীও ইউরোপে দেখান হইবে।

রেঙ্গুনে 'দেশোপকারী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশ নাইডু রাজদ্রোহ-মূলক একখানি পুস্তিকা মুদ্রিত করায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হইয়াছে। তিনি নাকি এখন পলাতক অবস্থায় পণ্ডিচেরীতে আছেন। পত্রিকার সহকারী ম্যানেজারও একই অপরাধে ধৃত হন, এখন জামীনে মুক্ত আছেন। গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পাদকের সাক্ষ্য লওয়ার কথা ছিল।

মিস্ মেয়ো তাঁহার মাদার-ইণ্ডিয়া গ্রন্থে ভারতীয় বিধবা নারীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল নিন্দাবাদ করিয়াছেন, ডাঃ আর, পি, পরাঞ্জপে ডেলী মেল পত্রে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—মিস্ মেয়োর উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইউরোপীয়গণের আগে ভাল বাসিয়া পরে বিবাহ করা পদ্ধতি অপেক্ষা হিন্দুর বিবাহের পর স্বামীর স্ত্রীকে ভালবাসা পদ্ধতি অনেক ভাল ও নিরাপদ। মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ, সিষ্টার নিবেদিতা, শ্রীমতী আনি বেসান্ট প্রভৃতি পুরুষ ও মহিলাগণ ভারতের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া যে সকল কথা কহেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা ভারতীয় সামাজিক প্রথা ও নারীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটনা করেন, তাঁহারা কখনই ভারতবাসীর শুভানুধ্যায়ী বলিয়া গণ্য নহেন। ভারত পরাধীন দেশ বলিয়া তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত না হইয়া শ্রীমতী মেয়োর নিজের দেশের ও সমাজের গলদ সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা ভাল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও মানিকতলা স্পারের সংযোগস্থলে বহুদিন হইতে একটী নিমগাছ জন সাধারণ কর্ত্তৃক কোন দেবাবির্ভাব স্থান বিশেষ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছিল। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের জমির মধ্যে ঐ গাছটী পড়ায় ট্রাষ্ট ঐ গাছটী কাটিবার প্রস্তাব করিলে স্থানীয় লোকজন তাহার প্রতিবাদ করে নিমগাছতলে একটি বেদী বাঁধাইয়া সেখানে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। কিছুদিন পরে ট্রাষ্ট ঐ গাছটী কাটিতে আসিলে স্থানীয় লোক তাহাদিগকে বাধা দেয়, পরে পুলিশ আসিয়া গত মঙ্গলবারে ঐ গাছটী কাটাইয়া দিতে এবং শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত করাইতে সাধারণ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ গাছটী সরাইয়া লইতে নাকি একটী মাটীর কলসী দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণের ধারণা, ঐ কলসীর দৈব আবির্ভাব। ঐ কলসীর এখন পূজা হইতেছে এবং দলে দলে লোক উহা দেখিতে যাইতেছে। ওখানে আবার বেদী করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। শান্তিরক্ষার জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

বোম্বাই মিলসমূহের ধর্ম্মঘট শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেন না মীমাংসার জন্য দুই পক্ষই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। ধর্ম্মঘটকারীদের এক সভা হইয়া একটী ধর্ম্মঘট কমিটিও গঠিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত জিনিওয়ালা, শ্রীযুত ঝবল, যোশী আলভাস, নিম্বাকর প্রভৃতি ১২জন বিশিষ্ট নেতা সদস্যভুক্ত হইয়াছেন।

গত বুধবার লিলুয়া কারখানা, বার্ণ, জেসপ ও মার্টিন কোম্পানীর প্রায় ৭সহস্র মজুর হাওড়া হইতে কলিকাতায় গড়ের মাঠে আসিয়া মনুমেণ্টের সম্মুখে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করে। দুই-জন ধর্ম্মঘটকারী ও কে, সি, মিত্র বক্তৃতা করেন। সভায় স্থির হয়, যে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা কলিকাতায় আসিয়া সভা সমিতি করিবে ও নানাস্থানে অর্থ সংগ্রহ করিবে। বহু সশস্ত্র পুলিশ শান্তিরক্ষার জন্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যেখানে যাইতেছে, সেখানেই তাহাদের পিছু পিছু পুলিশ ছুটিতেছে। শ্রমিকরাও নাকি বলিয়াছে, পুলিশগণকে তাহারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া হয়রাণ করিবে। ব্যাপার দেখিয়া হাসিও পায়, দুঃখও হয়। নিরন্ন শ্রমিকগণের অদৃষ্টে আরও কত দুঃখ আছে, তাহা কে বলিবে?

[illegible] কার্য্য পরিচালকগণকে [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] কাজ কর্ম্ম [illegible] দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। [illegible] বাসকগণ গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে [illegible] সাজিয়া বেড়াইতেছে ও বর্জ্জনান্দোলন করিতেছে। অনেক স্ত্রীলোক উপবাসে যোগদান করিবার জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের চর চারিদিকে ঘুরিতেছে। বিদেশীয়লোক গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্বন্ধে যাহাতে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করে, তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

একখানি ক্যানেডীয় এরোপ্লেনে করিয়া মেজর ফিজ গ্রীণলী দ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীদ্বয়—ব্যারণ ভন হানফিল্ড ও কাপ্তেন কোহ্‌ল এখনও গ্রীণলী দ্বীপে অবস্থান করিয়া বৃমেন বিমানপোতখানি মেরামত করিতেছেন। তাঁহারা ঐ পোত লইয়া নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যাত্রা সম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বি, এন, আর লাইনের ভুজুদি নামক স্থান হইতে শ্রমিকগণ ই, আই, রেলের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা স্বেচ্ছাসেবকদের এক একটী দল সংগঠন করিয়া শীঘ্রই সত্যাগ্রহীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিবে এবং সংগৃহীত অর্থ ই আই, আর শ্রমিক ইউনিয়ানের সভাপতির নিকট প্রেরণ করিবে। তাহারা বামনগাছী গুমীতে নিরন্ন শ্রমিকগণের সম্বন্ধেও আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছে।

গত ১৬ই এপ্রিল খড়্গপুরে বি, এন, আর শ্রমিকসঙ্ঘের আহূত এক সভায় কলিকাতা বি, এন, আর কর্ম্মচারি সঙ্ঘের সভ্যগণ বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, কর্ম্মচারী ও শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে শীঘ্রই একতা স্থাপন আবশ্যক। উভয়ে একসঙ্গে কাজ করিলে শীঘ্রই উন্নতির সম্ভাবনা।

ভূমিকম্পের ফলে ফিলিপাইনের [illegible] ব্যাঙ্কের যে পাঁচতলা বাড়ীটি ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহার ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করিতে গিয়া ঐ ব্যাঙ্কের চিফ্ একাউণ্টাণ্টকে একটি ভাঙ্গা আলমারীর নীচে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] হইয়াছে। চীনের [illegible] উভয়ে অগ্রসর হইতেছে। [illegible] উত্তরীয় শাসনকর্ত্তা তাঁহার [illegible] সাণ্টাং ও চিলিবাহিনীকে পিছনে হটিবার আদেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধে ভীরুতা ও সৈন্যদল ত্যাগের অপরাধে প্রাণদণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা রহিত করিবার জন্য স্যার [illegible] মুলা-সভায় যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, তাহা অধিক ভোটাভাবে অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রস্তাবটীর পক্ষে ১৯ এবং বিপক্ষে ১২৪ ভোট হইয়াছিল।

গত সোমবার রাত্রিতে রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীটে পুলিশ এক চণ্ডুর আড্ডা ঘেরাও করিয়া আটজনকে গ্রেপ্তার করে। উহার মধ্যে ৪জনকে পুলিশ ছাড়িয়াছে চিনে। তাহাদিগকে চালান দিয়া বাকী ৪জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার রাত্রে ২টী টাকার চিহ্ন করিয়া পুলিশ ১টী লোককে কথিত আড্ডায় চণ্ডু কিনিতে পাঠাইয়া দেয়, লোকটী চণ্ডু আনিলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ যাইয়া সকলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাপ্রায় সাড়ে সাতটায় শ্যামবাজার ট্রামডিপোর সম্মুখে এক ট্রামড্রাইভার ইট পাটকেল দ্বারা জখম হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঘটনার স্থানে ট্রামখানি আসিতে আসিতে একটা জনরব উঠিল ঐ ট্রামের ড্রাইভার বেলগাছিয়ায় একটী বালককে ট্রাম চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। অমনিই কতকগুলি বালক ট্রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া ট্রামড্রাইভারকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং ভয়ঙ্কর মারপিট আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত কে, সি, রায় চৌধুরী ও অনেক ভদ্রলোক গোলমাল মিটাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া থানায় ফোন করিলে পুলিশ আসিয়া জনতা সরাইয়া দিয়াছিল। ট্রামড্রাইভার ও আর একজনকে বেলগাছিয়া হাসপিটালে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীকোদারনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৫

সমন্বয়

আজকাল আমাদের হৃদয়ে সমন্বয়ের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সমন্বয়ের ধারণা কোথা হইতে আসিল? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মান, রুশিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সমন্বয় আছে, জাতিসঙ্ঘ আছে বলিয়া বর্ত্তমানে তাহারা, ভারতবাসী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইয়াও আজ ভারতবাসী অন্য জাতির পদাবলেহন করিতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ কি? আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন "জাতিসঙ্ঘের অভাবই ভারতকে এইরূপ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত করাইয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জাতিসঙ্ঘ শুধু ভারতে কেন অন্যান্য দেশেও প্রভুত্ব করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। এই জাতিসঙ্ঘ আজ ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, জগতের অন্যান্য জাতিকে তাহাই মানিয়া লইতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইহার কারণ আর কিছু নয় কেবল জাতি সঙ্ঘ। জাতিসঙ্ঘ কথাটী ভাল, ইহার প্রতিপক্ষে কাহারও কিছু বলিবার নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ জাতিসঙ্ঘের অভাব অর্থাৎ জাতির মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ভাবের কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যদি আমরা বাহ্য চেষ্টা দ্বারা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখাই, তাহা হইলে আমরা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। সমগ্র ভারতকে পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা আজ নয়, অনেক দিন হইতেই চলিতেছে, তজ্জন্য ভিন্ন সমাজও গঠিত হইয়াছে কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না, আবার আধুনিক ও প্রাচীন উভয় দিক রক্ষা করিতে গিয়া অস্পৃশ্য বর্জ্জন প্রভৃতি নব্য প্রথার আবির্ভাব হইতেছে। উহাও আপাত দৃষ্টিতে ভাল হইলেও গোড়ায় গলদ থাকায় কখনই সুফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্ব জীবের শুদ্ধি-সম্পাদন-কার্য্য কে করিতে সমর্থ? ভারতে আভীর কঙ্ক যবন খসাদি জাতির উৎপত্তি কখন হইতে হইয়াছে? তাহারা যখন মানব জাতিতে এক তখন ঐ প্রকার ভেদ-নীতিই বা কোথা হইতে আসিল? এ সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপে বিচার না করিয়াই কেবল শাস্ত্র-বচন উদ্ধার পূর্ব্বক প্রমাণ দেখাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কি হইবে? আর্য্য-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, আদৌ আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণ বিভাগ ছিল না। এই সময় তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশেই বসবাস করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সন্তানাদি যখন বৃদ্ধি হইয়া উঠিল তখন তাঁহাদের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থানটী অতীব ক্ষুদ্র মনে হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। দেশ ভাষা ও আহারাদির ভেদ হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে আর পরস্পর ঐক্য থাকিল না। তখনই তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাব-যুক্ত মানবদিগকে নিজ সঙ্ঘ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে বর্ণ-বিভাগ সৃষ্ট হইল। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন অহিংসা-শম-দমাদি গুণসম্পন্ন ঈশ-ভক্ত মানবদিগকে 'ব্রাহ্মণ' যুদ্ধবিদ্যাদিতে নিপুণ, দান আস্তিক্য ধর্ম্মযুক্ত মানবদিগকে 'ক্ষত্রিয়', কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত মানবদিগকে বৈশ্য, এবং পরান্নোপজীবী-দিগকে শূদ্ররূপে বিভক্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানোপযোগী চারিটী আশ্রমও রচিত হইল। আর্য্যগণ এই প্রকার বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুকাল ধরিয়া শান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। সময় সময় অসুরগণ উদ্ভূত হইয়া তাঁহাদের বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা নিজ বুদ্ধি, বল ও কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইতেন। এইরূপ বিবাদ দেবাসুরের সংগ্রাম বলিয়া কথিত হইত। হিরণ্যকশিপুর সময় দেবাসুরের প্রথম সংগ্রাম হয়। হিরণ্যকশিপু দুর্দ্দমনীয় হইলেও দেবতাগণ ভগবচ্চরণাশ্রয়ে তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যতই হ্রাস হইতে লাগিল, আর্য্যগণও সেইরূপ হীনবল হইতে লাগিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে দ্বেষভাবই প্রবল হইয়া উঠিল।

বর্ত্তমানে অনেকের ধারণা—আর্য্যগণ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলেই বর্ত্তমানে আমাদিগকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে ঐ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব না থাকায়—তথায় জাতিসঙ্ঘের অভাব নাই, শান্তিরও অভাব নাই। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। হিন্দু আর্য্যগণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা যে সুবৈজ্ঞানিক জাতিসঙ্ঘের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা আর পর্য্যন্ত কোথায় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে বর্ত্তমানে যে প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চলিতেছে, তাহা যে সর্ব্ব অনর্থের মূল, একথা বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। বর্ত্তমান ধর্ম্মের সহিত প্রাচীন আর্য্যগণের বর্ণাশ্রমরূপ সমন্বয় ধর্ম্ম বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আর্য্য-প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেই একমাত্র সমন্বয় আছে। হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে বর্ণ বিভাগ থাকিলেও কোন প্রকার দ্বেষ-মূলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহারা চণ্ডালকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তিকে ব্রহ্মস্বভাব দৃষ্ট হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ করিতেন না। আবার নিজ পুত্র নাস্তিক্য, চৌর্য, ধূর্ত্ততা, মাদক দ্রব্য সেবী হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ মধ্যে গণিত করিতেন না। তাঁহাদের এই প্রকার উদারতা থাকায় তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ ভাবের উদয় হয় নাই। বর্ত্তমানের ধরণ ধারণ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

সমন্বয়ের সহিত ধর্ম্মের খুব নিকট সম্বন্ধ। ধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকিলে বাহিরে সমন্বয় ভাবের ভাণ দেখাইলেও প্রকৃত সমন্বয় হইবে না। সমগ্র ধর্ম্মের মূল বিষ্ণু। ধর্ম্ম বিষ্ণুরই নামান্তর। পূর্ব্ব আর্য্যগণ যাহারা দেবতা নামে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর আশ্রিত ছিলেন। বিষ্ণু যাহার হৃদয়ে বিরাজমান, তিনিই শুদ্ধ এবং অপরকে শুদ্ধ করিতে সমর্থ। বিষ্ণুতেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়। যতদিন জীবের মধ্যে এই ভাব উদয় না হইবে ততদিন, সমন্বয়ের আশা বৃথা।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বৈষ্ণব ধর্ম্মই স্বরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্য ধর্ম্ম। জীব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোন্ সময় কিরূপ ভাবে জীবহৃদয়ে উদিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বিচার করিতে হইলে অগ্রে অন্যান্য অনেক বিষয় স্থির করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা ভারতের ইতিহাস পূর্ব্ব মহাজন-গণের বর্ণনা ও প্রাচীন গ্রন্থাবলম্বন পূর্ব্বক যথা সাধ্য বর্ণন করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়টী সুস্পষ্টরূপে বিচার করিব স্থির করিয়াছি।

সমগ্র চেতন ও অচেতন বস্তুর আদি স্বয়ং অনাদি ভগবান্ বিষ্ণু। তিনি তাঁহার পরা ও অপরা নাম্নী প্রকৃতি দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক চিজ্জগৎ জৈব জগৎ ও জড় জগৎ সৃষ্টি করেন।

বিষ্ণুর অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ হইতে মহত্তত্ত্ববিগ্রহ ব্রহ্মার উৎপত্তি। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ববিগ্রহ শিবের আবির্ভাব। অতঃপর ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা মনঃ ইন্দ্রিয়নিচয় ও আকাশের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাজস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হইয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে প্রাথমিক যুগের ইতিহাস আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জড় জগৎ নশ্বর হইলেও সত্য, জগৎ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা-বিবর্ত্তবাদীর এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়াই মনে হয়। জগৎকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করেন শাস্ত্রে তাহাদিগের মত পাষণ্ড মত বলিয়া গর্হণ করা হইয়াছে, তবে যে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য মায়াবাদীর ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ব্রহ্মা, শিব ও দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি হিন্দু শাস্ত্রে আদি জীব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতির সহিত দক্ষ প্রজাপতির বিবাহ হয়। ইঁহারাই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের আদিম অধিবাসী। ভারত ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে একটী ক্ষুদ্র দেশ পত্তন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। দৃষদ্বতীর বর্ত্তমান নাম কাগার। আর্য্যগণ অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিয়াছিলেন ইহাই প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মত। তাঁহারা যে তৎকালোচিত সভ্যতা সম্পন্ন ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেহেতু তাঁহারা নিজ সভ্যতার গৌরবে এতদূর গর্ব্বিত ছিলেন যে আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করার কথা দূরে থাক্ বরং তাঁহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যই প্রকাশ করিতেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা আলোচনা করিলে এ বিষয়টী স্পষ্ট জানা যাইতে পারে।

ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তাঁহার পুত্র কশ্যপ তৎপুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু ও তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু। ব্রহ্মার ষষ্ঠপুরুষে ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের আরম্ভ হয়। ইক্ষ্বাকুরাজের সময় আর্য্যেরা ব্রহ্মর্ষি দেশে বাস করিতেন। অতি অল্পকাল মধ্যে আর্য্যগণের বংশ বিস্তার এত অধিক হইল যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশটী অতীব সংকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তখন হইতে তাঁহারা ব্রহ্মর্ষি দেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে বাধ্য হইলেন। আধুনিক পণ্ডিতবর্গ বলেন—চন্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি সুসভ্য লোক এই সময় আর্য্যশাখায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর অব্যবহিত পরেই ঋষি-

পূর্ব্ব স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র উত্তম মনু। তাঁহার ভ্রাতা তামস মনু। তাঁহার অন্য ভ্রাতা রৈবত মনু। স্বা স্ব মনু সপ্তম পুরুষে চাক্ষুষ মনু। বৈবস্বত মনু ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুরুষ। সাবর্ণি মনু বৈবস্বতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দক্ষ সাবর্ণি ব্রহ্ম সাবর্ণি ধর্ম সাবর্ণি রুদ্র সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন হয়। ভূ নব বিভিন্ন স্থানে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কেহ বলেন ইহারা কল্পিত। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থন ও বৈবস্বত মন্বন্তরে বামন দেবের অবতার। এই বামন দেব বলিরাজার যজ্ঞের পর ছলনা দ্বারা অসুরদিগকে বঞ্চিত করেন। মনুবংশের রাজাগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের বাহিরে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যবস্থা ও বিস্তার চর্চ্চা ভাল ছিলনা। সমুদ্র মন্থন কালে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধন্বন্তরীর উৎপত্তি। অশ্বিনী কুমারদ্বয়ও এই সময় উদ্ভূত হন। সমুদ্র মন্থন কালে যে বিষের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শিব পান করিয়া স্বীয় বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল ইতিহাস আলোচনা করিলে তৎকালে যে চিকিৎসা বিস্তার আলোচনা হইতেছিল ইহা অনুমিত হয়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এই সময় রাহু নামা অসুরকে দুই খণ্ড করিয়া রাহু ও কেতু রূপে সংস্থান করা হয়। ইহার দ্বারা তৎকালে যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইতেছিল ইহাও অনুমান করিতে হইবে। সেই সময়ের কোন লিখিত সংবাদ না থাকায় তখন অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন ইক্ষ্বাকুর সময় হইতে রাজাদিগের নামাবলী পাওয়া যায়। সূর্য্যবংশীয় রাজাদের নামাবলি বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ইক্ষ্বাকু হইতে রামচন্দ্র ৬৩ পুরুষ। এই বংশের ২৪ পুরুষে রাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু কর্ত্তৃক হত হন। ইক্ষ্বাকু হইতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটী ২৩৫০ বৎসর পরে ঘটনা। ইহা ইহাই সারগ্রাহি মহাজন মতে অভিমত। শাস্ত্রে চন্দ্রবংশ এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। অত্রিপুত্র চন্দ্রের বুধনামে একপুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুরূরবা পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ আয়ুর পুত্র নহুষ। বলবীর্য্যবান যযাতি নহুষের পুত্র। যযাতি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু অনু ও পুরু নামে তিনপুত্র উৎপাদন করেন। যদুর বংশে কার্ত্তবীর্য্য প্রমুখ তপোজ্ঞান পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন পুরুর বংশে দুষ্মন্ত পুত্র ভরত প্রমুখ রাজগণের উৎপত্তি। ইহাদের কীর্ত্তি ও বিক্রম দ্বারা সমস্ত দিগ্‌দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পুরুবংশীয় রাজাদের রাজত্ব কালে পৃথিবী দানবগণের অত্যাচারে দেবতাগণ ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হন। ভগবানের আবির্ভাব হইবে বলিয়া দেবতাগণ। গোপকুলে অবতীর্ণ হন। বসুদেবের পুত্র বংশে শান্তনুরূপে জন্ম করেন। শান্তনুর দুই পুত্র। চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিচিত্র বীর্য্য। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এবিষয়ে অদ্য আর অধিক আলোচনা করিলামনা। এবিষয়ে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভাগ্যহীনের প্রলাপ

ভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কেবল স্বার্থ লইয়া। আমার স্বার্থ পূরণ করিতে পারিলেই আমি ভগবানকে 'ভাল' বলিয়া সার্টিফিকেট দিই, নতুবা ভগবানের ভাল হইবার কোন অধিকার নাই। বিপদে পড়িলেই আমাদের ভগবানের নিকট নানা প্রেমচেষ্টা প্রদর্শন, বিপদ কাটিলে আর ভুলিয়াও ভগবানের নাম করি না। এক প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়াছিলেন, 'যে ভগবান আমাকে ইহ জগতে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

আহা, ভগবানে কি ভালবাসারই পরিচয় দেওয়া হইল। এক মুষ্টি অন্ন দেওয়া না দেওয়া লইয়াই যেন কেবল আমাদের ভগবানকে বিশ্বাস করা বা না করা। তাও বিশ্বাস আবার কি জন্য? না যে স্বর্গে অনন্তসুখের কথা কি শাস্ত্র সুখও বেশীদিন ভোগ করা যায় না, পুণ্যক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যে আসিয়া পাড়তে হয়, সেই স্বর্গে সুখ ভোগের আশা লইয়া। ভগবান্‌ও আবার বাঞ্ছাকল্পতরু। তাঁহার কাছে যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। ভুক্তি বা মুক্তি চাহিলে, ভগবান্ তাই দিয়াই সারিয়া পড়েন। প্রকৃত তাঁহার বড় গোপনের নিধি। যে ব্যক্তি সে ধনের সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, তাহাদেরই দেন, নতুবা লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। অবশ্য ভগবান্ জীবকে ভাল জিনিষই দিতে চাহেন, কিন্তু দুর্ভাগা জীবেরই কিনা, তাই জীব ভগবৎপাদপদ্মসুধা পানের পরিবর্ত্তে চায় 'কুবিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তপানি' পান করিতে, পায়ও তাহাই অর্থাৎ ভগবৎসেবাবহির্ম্মুখতা রূপ ছিদ্র পাইয়াই মায়া তাহাকে তাহার অধীনে টানিয়া লইয়া যায় এবং নানাযাতনা দিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে।

"কৃষ্ণ আমায় কিছু দিক্ বা না দিক্, সেজন্য আমি তাঁহাকে ভাল বাসিতে চাই না, কিন্তু কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের —কৃষ্ণের সেবাই আমার জীবন। জীবন ব্যতীত আমি আর বাঁচিব কি করিয়া, তাই কৃষ্ণ যাহাতে সুখ পায়, সেই জন্যই কৃষ্ণের সেবা করি" এরূপ বুদ্ধি কাহার হয়?

'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন, আমি কৃষ্ণের আমার নিজের জন্য আমার কিছুই ভাবিতে হইবে না, ভাল মন্দ যাহা হইবার হউক, আমি কৃষ্ণের সেবা করিয়া যাই—এই বিশ্বাস রূপ শরণাগতি যাহার হইয়াছে, তাহারই কৃষ্ণের সহিত আর ব্যবসাদারী বুদ্ধি থাকে না। ব্যবসাদার সর্ব্বদাই তাহার লাভ খুঁজিতে চায়। কৃষ্ণকে এক পয়সা যদি কোন দিন দেয়, তবে সেই পয়সা সুদসমেত আদায়ের জন্য কৃষ্ণের কাছে তাগিদ করিতে ছাড়ে না। যে ভগবান নিজলাভে পরিপূর্ণ, যিনি অভাবগ্রস্ত হইয়া জীবের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করেন না, কিন্তু জীবের মঙ্গলের জন্যই জীবের পূজা স্বীকার করেন, সেই ভগবানের সহিত দুর্ভাগ্য আমরা যাহা ব্যবসাদারী করিতে—আমাদের লভ্যাংশ না পাইলে চাই ভগবানকে দোষারোপ করিতে, কিন্তু আমাদের ভগবৎ প্রীতিতে শতাব্দ আমাদের ঘৃণিত শৃগাল কুকুর ভক্ষ্য দেহের পুষ্টিসাধন চেষ্টায়! যে দেহ দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না, সে দেহ থাকিয়া কি লাভ? কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি ভগবৎবিমুখ জীব না খাইয়া না পাইয়া রোগে শোকে তাপে জর্জ্জর হইয়া মারলেও তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আবার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই যদি হরিসেবা করিয়া বৈকুণ্ঠে গিয়া হরিপাদপদ্ম সেবা লাভ করেন, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। একটী হরিসেবোন্মুখ জীব থাকিয়া তাঁর সেবা করুক, তাহাকে দিয়াই 'ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হইবে'। অনেকে সৃষ্টি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, সৃষ্টিকর্ত্তার ভারটা নিজেরাই গ্রহণ করিতে চান। মাষ্টারও বলিহারি যাই! তাঁহারা বলেন, মহাশয়, সকলেই যদি হরিভজন করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিবে, তবে আর জগতে থাকিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিবে কে?

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন—"সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি 'মায়া'র হয় ক্ষয়। তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয়॥ কামধেনু-কোটি-পতির ছাগী যৈছে মরে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥"—কোটিকামধেনু যাহার আছে, তাঁহার এক ছাগী নষ্ট হইলে যেমন তাঁহার কিছু আসে যায় না, কৃষ্ণেরও সেইরূপ দু একটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হইয়া গেলে সৃষ্টিকার্য্যের কোন হানি হয় না। মোট কথা হইতেছে, আমরা চাহিব না—কৃষ্ণভক্তি, আমরা এরূপ আপত্তি দেখাইয়া যাহাতে [illegible] না করিতে হয়, তাহারই চেষ্টা করিব আর জগতে প্রচার করিব সেইরূপ, যেরূপে লোক সকল কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ে। যেদিন আমাদের ব্যবসাদারী বুদ্ধি দূর হইবে—যেদিন আমরা ভগবানকে দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিবার ঘৃণিত পন্থা ছাড়িয়া দিব, ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা লইয়া নরকে যাইব না, পয়সা বা প্রতিষ্ঠার লোভে শিষ্য করিয়া বেড়াইব না, মঠগুলিকে ভোগের আড্ডাখানা করিয়া গড়িয়া তুলিব না, সেই দিনই কৃষ্ণের কৃপা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব—সেই দিনই জানিব কৃষ্ণ অমন্দোদয়দয়ানিধি, কৃষ্ণের দয়ার আদৌ নিষ্ঠুরতা নাই, আদৌ অমঙ্গলের কিছু নাই। শাস্ত্ররূপে কৃষ্ণ, সাধুরূপে কৃষ্ণ, গুরুরূপে কৃষ্ণ অনন্তরূপে কৃষ্ণ আমাদিগকে আসিয়া সাবধান করিতেছেন 'জীব আমায় সেবা কর, তোমাদের আর দুঃখ থাকিবে না।' কেন ভগবানের সে অভয় বাণী আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা জানি না। দুর্দ্দৈব আমাদের—অত্যন্ত দুর্দ্দৈব।

মজার ঝগড়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গোসাই। আরে বাপ, বাছারাম! আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি আমার উপর কি রাগ করতে আছে? ধামে ঠাকুর বাড়ী এসেছ, এখানে ধামের কথা ও ঠাকুরের কথাই ব'লতে হয়।

চক্রবর্ত্তী। বাবা গোসাই, এখন দেখি শাস্ত্রের কথাই সত্যি হ'লো। শুনেছিলাম ঠ্যালায় প'ড়লে, বাপ ডাকে। আপনার দেখি তাই হ'লো! আবার নিজের মুখে বুড়োও হলেন। একদিন দেখি বুড়ো বল্লে আর রক্ষে থাকতো না। দাঁত নাই তবু মাসড়োর কটকটিতে অস্থির হ'তে হ'তো। এখন দেখি ছোট মা গোসাই কাছে থাকতেই বুড়ো হ'য়ে গেলেন।

ধামে ঠাকুর বাড়ীতে এসে যে ধাম ও ঠাকুরের কথাই বলতে হয়, আজ সেই চিন্তাই ক'রতে হয়, সে তো আপনাদের মুখে। কেবল শিষ্যি সেবকদের কুঞ্জ দেবার বেলায়। নিজেরা দেখি এসেই কোথায় ঠাকুর দেখা, কি ঠাকুর সেবা সম্বন্ধে কোন আলাপ করা, তা না, এসেই দেখি ঠাকুরকে, [illegible] পর্য্যন্ত না ক'রেই হলো, কথাটি, আমাকে পান। নিজেদের নিজেই দেখান [illegible]

...সেই যাত্রীরা সব সরল হৃদয়ে প্রাণখুলে, গাম, চেহারার বহু মাধুর্য্যে আর পিপিযারাও গোসাঁই ঠাকুরের কেউ নয় বাক্স নিয়ে লোকদান। বলি ঠাকুরের দিকে ত' কেউ তাকায় না।

প্রথম একটু সত্যি কথা বলুন না, ঐ কুলিয়ার সহরে ছেড়ে আহদের গোসাই হ'য়েও তাদের ঠাকুর দেখতে কতটা নাজেহাল হ'তে হলো। আর এখানে দেখুন দিকি। কেমন যত্ন, সুমধুর আলাপ ব্যবহার, হরিকীর্ত্তন, তেমনি সমাদরে প্রসাদ বিতরণ। ঐ চৈতন্যমঠে দেখলেন তো একটু একটু ব্রহ্মচারী ছেলেরাও যাত্রীদের সঙ্গে কিরূপ ভদ্রতা, সযত্নে ঠাকুর দর্শন করান সদ্ব্যবহার, এবং কি সুন্দর হরিকীর্ত্তন মুখে সকলের মন মুগ্ধ ক'রে দেন।

কত আদর্শ কত ছেলে না নিজেদের মা বাপ সংসার ছেড়ে পড়তে এসেছে। ওরা সকলেই পেতে পরতে পায়। তেমনি সৎ শিক্ষাও পাচ্ছেন। সাধুর কাছে থাকলে সাধুই হওয়া যায়। আর আপনাদের ঐ গোসাই বাড়ীর ছেলে গুলো যাত্রী পেলে কেবল ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেবে। বোঁচকা ধরে টানাটানি ক'রবে, বুবা গুলো গেলে লোকের মুখ তাকা তাকি করবে। আর সেয়ানা বুড়ো গুলিন নানাপ্রকারের কেবল মন ভুলান ফন্দি নিয়ে ব্যস্ত।

এপার আর ওপারে বড় ফাঁক দেখেছেন। ওখানে রাস্তা থেকেই আমার ঠাকুর দেখ। ভেট লাগবে, ভেট দাও। মরেই অমনি গলায় ধাক্কা আর এপারে, অতি সমাদরে আপনার ঠাকুর দেখান। ভেট নাই। আবার প্রসাদ দেয়, কত যত্ন। তাতেই বলি এপার, আর ওপারের ব্যবহারে আকাশ পাতাল তফাৎ। আর ওরূপ সুন্দর ঠাকুর কি আর কোথায়ও দেখেছেন। কেমন ২৯ চূড়ার সুন্দর বড় মন্দির। চারিদিকে চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য, কত বড় নাট মন্দির। প্রসাদ বিতরণ বা কত রকমের,

এখানে এলে কি আর অন্যত্র যেতে ইচ্ছা হয়? ঐ শ্রীবাস অঙ্গন, অদ্বৈত ভবন, সকল যায়গার সমান যত্ন এবং আলাপ ব্যবহার। যেখানে যা আছে, তাই কত মধুর। মন প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। এখানে দোলপূর্ণিমার পূর্ব্বে নয়দিন নবদ্বীপ পরিক্রমা হয়, অনেকের লোককে নিমন্ত্রণ করেন। তখনই সম্পূর্ণ নবদ্বীপ দর্শন হয়। তার পর দোল পূর্ণিমা হ'তে এই যোগপীঠে তিন দিন সমান ভাবে দিন রাত মহা মহোৎসব হয়। সব সাধু সন্ন্যাসী ভক্তগণ সেই সময় এখানে একত্র হন। এখানে এলে সত্যি সত্যিই সংসার ভুলে যেতে হয়। অধিক কি আর অভক্ত শিশু, বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই সজ্জন, তারে সব মঠেই ঠাকুর সেবাতেই রত আছেন। শাস্ত্রে যা শুনা যায় তা সমস্ত সত্যি সত্যিই এখানে বিরাজমান।

ঐ সেদিন রামচন্দ্রপুরের চড়ার নেংটে বাবাজীটী কত, ধরু লোকজ্জাও ব'রে মাটির নীচেকার ঠন্ ঠনানি শব্দ শুনানর জন্য একেবারে নাছোড় বান্দা হয়ে গেলেন। সেখানকার হাব ভাব দেখে গায়ে ঘাটা মারে। কেবল নিজেদের অভাব অভিযোগ, ভিক্ষা দেও, সাহায্য কর, জায়গার উন্নতি কর। শুধুই সাধুনিন্দা আর পাপ অপলাপ; এই সকল সৃষ্টি কথা ভিন্ন আর কোন সদালাপের গন্ধ পেলেম কি? চেহারা দেখলেই বোধ হয়, ফাঁকিবাজ ধুরন্ধর। আবার ঐ কাছেতে গেয়ে মানুষটার কথার বাঁধুনী বোল চালই বা কত, দেখতে তো মর্কটের জাত।

(ক্রমশঃ)

সতীনের কোঁদল

(প্রাপ্ত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২। প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন—'কাশবন্দ্যাদিতে যখন হিন্দু-মুসলমান এক হইতেছে, তখন মুসলমান ও তদনুগ অশিক্ষিত জনের উচ্চারিত) মিঞাপুর মায়াপুর না হইবে কেন"? এই অভিনব কথার সার্থকতা কোথায়? হিন্দুমুসলমান এক হইলে আর এত এত ব্যক্তির মানব লীলাভিনয়ের যবনিকা পতন হইতেছে কেন? সমস্ত হিন্দু মুসলমান একতাবদ্ধ এত বিরোধী কেন? হিন্দুমুসলমানত চিরদিনই জাগতিক সম্বন্ধে ভাই ভাই মতন বাস করিয়া আসিতেছেন। পারমার্থিক জগতে ত' কথাই নাই। ভক্ত বা বৈষ্ণব যে কোন কুলে যেকোন স্থানে আবির্ভূত হইতে পারেন। অবশ্য বর্ণাভিমানী চামড়ার সস্তাই যাঁহারা করেন, তাঁহারা ইহা স্বীকার করিবেন না। তারপর হিন্দু মুসলমান এক হইয়া কি সকলেই মুসলমান হইতেছেন? না সকলেই হিন্দু হইতেছেন? না প্রবন্ধ-লেখকের অভিনব ভাবানুসারে একটি নূতন বকমের কিছু তৈয়ার হইতেছে? তাহা সুস্পষ্টভাবে না লিখিয়া হিতবাদী পাঠকদিগের নিকট দুর্ব্বলতারই পরিচয় দিয়াছেন।

কালে চিত প্রভাবে (উচ্চারণদোষে কথিত) মিঞাপুর গোস্বামীপুর, ভট্টাচার্য্যপুর, কালীপুর, দুর্গাপুর ইত্যাদি হইতে পারে; কিন্তু মায়াপুর হইতে পারে না। মায়াপুর মায়াপুরই; নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকিয়া চিরদিনই জগতে শ্রীগৌরগোবিন্দলীলার উদয় করিয়া দিতেছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য-মুখের আজ এর পররসঃ মাধব্যামৃত, তারল্যামৃত কারুণ্যামৃত আদি অতিগূঢ় ব্রজরস লীলা বিলাসকে তথাকথিত অপসম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তোষণ-যোগ্য কাল্পনিক ব্যাখ্যার ন্যায় মায়াপুরের টীকা অশিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান বর্ণিত মিঞাপুর করিলে সজ্জনগণ শুনিবেন কেন? অক্ষজ্জটি প্রবিদ্ধান অবিদ্বৎ-প্রতীতিতে যিনিই ঐ প্রকার কুব্যাখ্যা করিবেন, কুমত প্রচার করিবেন, তিনিই সত্যের অপলাপ করিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের নিকট লঘু হইবেন সন্দেহ নাই।

চিহ্নাগ দর্শনকারী মহাজন আমার মত অনর্থ পরায় বিষয়াসক্তের পক্ষে ধামদর্শন অসম্ভব জানাইয়া দিয়া, ধাম দর্শন করিতে হইলে কিপ্রকার আর্ত্তি এবং যে গাঢ়তার প্রয়োজন, তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই গাহিয়াছেন—

"কবে গৌর বনে, সুরধুনী তটে হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে। কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি, নানা লতা-তরু-তলে ॥ ১ ॥ শ্বপচ গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী-জল। পুলিনে পুলিনে, গড়া গড়ি দিব, করি কৃষ্ণ কোলাহল ॥ ২ ॥ ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কৃপার লেশ। বৈষ্ণব-চরণ, রেণু গায় মাখি, ধরি অবধূত বেশ ॥ ৩ ॥ গৌড় ব্রজ জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজ বাসী। ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥ সুতরাং আমরা যতই, ন্যায়-তর্ক-বিদ্যা-বাগীশ হইনা কেন, নাকে নস্য গুঁজিয়া তাম্বুল চর্ব্বণের সহিত গুড় গুড় টানিতে টানিতে, চিঠা পৈঠা উল্টা পাল্টা করিয়া অথবা আধুনিক নব লেখ-ধারীর মনিটর হাঁর সূত্রে কাল্পনিক মানচিত্র দৃষ্টে ধাম-দর্শন, যেমন বাল্যকালে ভারত-মানচিত্রে অঙ্কিত তীর্থগুলিই দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম মনে করা চঞ্চল-চিত্তের পরিচয় মাত্র।

৩। প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন,—স্বয়ং ব্যাস নূতন কাশী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কাশীর অপর পারে নূতন কাশী অদ্যাপি বর্ত্তমান, কিন্তু যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ সেস্থানে কেহ মরে তবে গাধ-জন্ম হইবে। যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে তথায় অন্ন-পূর্ণা-দেবীর অভিশাপই গাধা হওয়ার কারণ। কিন্তু স্বয়ং অন্নপূর্ণাদেবীই শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবী রূপে এই শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সেবিকা হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুর বাসি-কাশীর ন্যায় নূতন কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট বস্তু নহে। পরন্তু পুলিনাই অপরাধ-ভঞ্জনের স্থান। এ প্রকার ভীতি হওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ এই মায়াপুর ধামে মরিয়া অপ্রাকৃত গাধা হইলেও বৈকুণ্ঠধামবাসী মুক্ত পুরুষগণের বোঝা বহন করিবার সুবিধা ঘটিবে; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই হইয়া যাইবে। প্রবন্ধ-লেখক প্রার্থনা করুন, পরজন্মে যেন অন্ততঃ অপ্রাকৃত গাধা জন্ম পাইয়াও শ্রীধাম মায়াপুরে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। আর উড়িয়া যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা। ঘোর জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে কষ্ট দেয় গাধা,—এই রূপ প্রাকৃত গাধা না হইতে হয়। লেখক যে গাধা হইবার পক্ষপাতী তাহা লোভনীয় নহে।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কয়েক দিন হইল গভীর রাত্রিতে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত আমগ্রাম হাটখোলে আগুন লাগিয়া দুশতর, প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সমস্তই পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার টাকা।

সম্প্রতি মাদ্রাজের অন্তঃপাতী তিরুপপুর নামক একটী গ্রামে একটী নারিকেল গাছে বাজ পড়িয়া বৃক্ষটি জ্বলিয়া উঠে। উহার পাতাগুলি জ্বলিতে জ্বলিতে নিকটস্থ একটী ঘরের চালের উপর পড়ে। সেই অগ্নি ক্রমে বায়ুবারা চালিত হইয়া ৬০ খানি গৃহ একেবারে ভস্মীভূত করিয়াছে। সুখের বিষয় কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

গত বৎসর অক্টোবর মাস হইতে হাওড়ার পুলের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অদ্যাপি তাহা চলিতেছে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই সংস্কার কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সেতুর উপর ৮৮ গজ চওড়া রাস্তা বিভাগে বিভক্ত করিয়া একটী নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, ইহাতে পথচারী লোকদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পুলটীর সংস্কার-কার্য্যে মোট সাড়ে চারিলক্ষ টাকা লাগিবে। তন্মধ্যে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

গত ২রা বৈশাখ সন্ধ্যার সময় এক ব্রাহ্মণ যুবক রাণাঘাট ও অন্যান্য ষ্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় কাটা পড়িয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ড্রাইভারের সতর্ক করা সত্ত্বেও যুবকটী যেন আত্মহত্যার মানসেই লাইনে আসিয়া পড়ে। যুবকটিকে অজ্ঞান অবস্থায় রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

বাঙ্গালোর সিটি, বোদবনপুর সহরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে কুমারী হনুমারী নাম্নী একটী ৮ বৎসরের বালিকা একাকিনী একটী জ্বলন্ত গৃহমধ্য হইতে তাহার ২টী ছোট ভাই ভগিনীকে উদ্ধার করিয়াছে। বালিকার মাতাপিতা স্থানান্তরে গিয়াছিল। সে বাড়ীর একটু দূরে খেলা করিতেছিল। এমন সময় দেখে, যে গৃহে তাহার দু'টী ভাই ভগিনী শুইয়া আছে, সেই গৃহখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। বালিকা একটুও বিচলিত না হইয়া সেই গৃহমধ্য হইতে একে একে দুইটী শিশুকে বাহির করিল। শেষবারে ভগিনীকে আনিতে বালিকার শরীরের অনেক স্থান পুড়িয়া গিয়াছিল। চিকিৎসায় হনুমারী সুস্থ হইয়াছে। ডেপুটী কমিশনার সেদিন সে গ্রামে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একটী ক্ষুদ্র বালিকার সৎসাহস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বালিকাকে ৩একর জমী ও উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়ার জন্য সরকারকে প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

মাণিকতলা ও আনন্দাই ষ্ট্রীটের সঙ্গম স্থলে যে নিম্বৃক্ষটী কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কাটিয়া ফেলিয়াছে তাহার প্রতিবাদ কল্পে গত বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা বাসী হিন্দুরা এক সভার অধিবেশন করে। সভায় স্থির হইয়াছে ঐ নিম্বৃক্ষটী ৫০ বৎসরের উপর হইতে শীতলা দেবীর স্থান বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ঐ দেবস্থানটী কখনই ধ্বংস হইতে দেওয়া হইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা যেন দেবস্থান ধ্বংসকারিগণকে দণ্ড বিধান করেন। সভাভঙ্গের পর হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া বৃষ্টির মধ্যেই সেখানে একটি চৌতারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে দমদম জংসন ষ্টেশনে খুলনা লাইনের সংযোগস্থলে ৩৮নং ডাউন এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ৩খানি বগিগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়াছে। ৪ জন আরোহী ও গার্ড অল্পাধিক্য আহত হইয়াছে। ঘটনাস্থলের লাইন কিছু খারাপ হইয়াছিল। মেরামত হইয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিগণের চিকিৎসা হইতেছে।

গত ১৮ই এপ্রিল রেঙ্গুন ক্লাবের নিকট একটী বৃক্ষে ২টী শব ঝুলিতে দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, উহাদের একজনের নাম উইলিয়ম মেকলে, আর একজন ব্রহ্মবাসী, নাম মঙটুন লেইং লেইংয়ের বয়স ১৯ এবং মেকলের বয়স ২১। মেকলের পকেটে গণকের ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত একখানি কাগজ ও একখানি দরখাস্ত। মেকলে একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র। আত্মহত্যার কারণ এখন সঠিক জানা যায় নাই।

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত 'খুলনা বাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ বসু বি, এলকে প্রচার করার অপরাধে ৩০ টাকা অর্থ দণ্ড ও অনাদায়ে ১৫দিনের সশ্রম কারা দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কাশীবাসী বাঙ্গালী বিধবা ও পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধদিগের সুবিধার জন্য বাঙ্গালী টোলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাণী ভবানীর নামে ১লা এপ্রিল হইতে একটী পোষ্টাফিস খোলা হইয়াছে। শীঘ্রই টেলিগ্রাফ অফিস সংযুক্ত হইবে।

তিন বৎসর আগে বার্লিনে ২৩ বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাহার মাতাকে বিষ প্রয়োগ করার অপরাধে ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছে। আপাততঃ সে ব্যক্তি জামীনে খালাস আছে। ঐ ব্যক্তির মাতা একদিন রাত্রে একটী বিশেষ দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহার পুত্র মাতার যন্ত্রণা আর দেখিতে না পারিয়া শীঘ্র প্রাণবিয়োগ হয় এমন একটী বিষ প্রয়োগ করে। ফলে সেই রাত্রিতেই মাতার মৃত্যু ঘটে। ঐ ঘটনার পর হইতে যুবকটীর এতই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, যে, সে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আত্মীয়েরা তাহাকে সে চেষ্টা হইতে সেবার রক্ষা করে। যুবকটী শেষে নিজের দোষ স্বীকার করিয়াছিল।

শিবপুর কেওড়াপাড়ায় মৌলাবক্স শেখ ও তাহার পত্নীকে গলাকাটা অবস্থায় তাহাদের ঘরে পাওয়া যায়। শিবপুর থানার ইন্‌স্পেক্টর ঘটনাস্থলে আসিয়া মৃতদেহ দুইটী পরীক্ষার জন্য হাওড়া হস্‌পিটালে প্রেরণ করেন। প্রকাশ যে স্ত্রীলোকটীকে খুন করা হইয়াছে, এবং মৌলাবক্স আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিশ সন্দেহক্রমে দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ১লা মে তারিখে কলেজ অফিস বন্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া শুনা যায়। অধিকাংশ ছাত্রই খুব সম্ভব ১লা জুনের মধ্যেই তাহাদের নাম উঠাইয়া লইবেন। ১লা মের পূর্ব্বেই সার্টিফিকেট যাহাতে পাইতে পারেন, তজ্জন্য ছাত্রগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ এখন ছাত্রদের আন্দোলনটী রাজনীতির ঘাড়ে চাপাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ছাত্রগণ তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারাও ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদের আন্দোলন কোনক্রমেই রাজনৈতিক নহে।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের এজেণ্ট কর্ণেল পার্সি রথেরা গোল্ডেন রক্ কারখানার লোক কমাইবেন বলিয়া এক নোটিশ দিয়াছেন। যাহারা স্বইচ্ছায় কাজ ছাড়িবে, তাহাদিগকে মাহিনার বারশভাগের ১ ভাগ পুরস্কার দেওয়া হইবে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারীর সংখ্যা যদি ৩২০০ না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া লোক কমান হইবে।

গত বৃহস্পতিবার বেলা ১০ঘটিকার সময় মার্টিন কোম্পানীর বাঁকড়া কারখানার ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ বালটিকারি ষ্টেশনে ৪০নং ডাউন ট্রেনখানি আটক করিয়া তাহার এঞ্জিনখানি তফাৎ করিয়া দেয়। উদ্দেশ্য ইঞ্জিন চালকগণকে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা। তাহারা লাইনের উপর বসিয়াছিল, পুলিশ সরাইতে আসিলে পুলিশের উপর ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে। পুলিশ শেষে লাঠি চালাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে এবং জনতার মধ্য হইতে ৪জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে ১৪৭ধারা অনুসারে দাঙ্গাকারী বলিয়া নালিশ রুজু করা হইয়াছে। বাঁকড়া কারখানার এসিষ্টাণ্ট লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস, সি, ব্যারাক্রফ্ উক্ত কারখানার ১১জনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জনতাকরণ, অপরাধজনকভাবে ভয় প্রদর্শন এবং ট্রেনযাত্রীদিগকে বিপন্নকরণ ইটপাটকেল নিক্ষেপ প্রভৃতি অপরাধের আরোপ করিয়া আদালতে এক দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ৮জনের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্টজারী করিয়াছেন। ১লা মে তারিখের মধ্যে হাজির হইতে হইবে।

নিকারাগুয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার যে যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহাতে শুনা যায়, আমেরিকার নৌ-সেনানী মধ্যে ২১জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৪৫জন আহত। নিকারাগুয়ান ২০০ মারা গিয়াছে। আমেরিকার নৌ সেনায় জন্য ১৪লক্ষ ৯০হাজার ডলার ব্যয় হইয়াছে।

কংগ্রেস কর্ম্মিবৃন্দ দেশে দেশে খদ্দর সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। ফলে খদ্দরও অনেক আমদানী হইতেছে। বিদেশী বস্ত্র বয়কট সম্বন্ধেও কর্ম্মিগণ খুব বক্তৃতা দিতেছেন। পাটের চাষও অনেক কমাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের অনেক উন্নতি পূর্ব্বাপেক্ষা পরিলক্ষিত হয়।

গত ১৮ই এপ্রিল রাত্রিকালে কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ হইতে ৮জন গোরা পলায়ন করে। দুর্গের কর্ত্তৃপক্ষ লালবাজারে ফোন করিতেই রাত্রি প্রায় ১টার সময় সার্জেণ্ট ফার্ণওয়ার্থ রোডে বাহির হইয়া কর্পোরেশন প্লেস ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে এক দোকানের সম্মুখে ৬জন গোরাকে দেখিতে পান। তিনি গোরাদিগকে সেখানে দাঁড়াইয়া কি কি করিতেছে জিজ্ঞাসা করিতেই গোরাদল পালাইতে আরম্ভ করে। তখন সার্জেণ্ট একখানি ট্যাক্সি করিয়া উহাদের পশ্চাদনুসরণ করেন। হোয়াইট ওয়ে লেড্‌ল'র বাড়ীর সম্মুখে ৫জন গোরাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ১জন পলাইয়াছে, উহাদিগকে শীঘ্রই দুর্গের কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে সমর্পণ করা হইবে। উহাদের ১জনের নিকট ১টী কুকুর ছিল, সেণ্ট জেমস গীর্জ্জার একজন মেম্বর সেইটী তাঁহার বলিয়া দাবী করিতেছেন।

আজকাল ইংলণ্ডে গ্যাস নিভাইবার ও জ্বালিবার উপায় নির্দ্দেশক এক প্রকার ঘড়ী হইয়াছে। সেটী দেখিতে এলার্ম ক্লকের ন্যায়। সম্প্রতি ঐ নবাবিষ্কৃত ঘটিকাযন্ত্রের ১০০টী কলিকাতা করপোরেশনে ব্যবহৃত হইবার জন্য আসিতেছে। ১৫দিন অন্তর ঐ ঘড়িতে দম দিতে হইবে এবং প্রত্যেক গ্যাসের আলোর চিমনির মধ্যে রাখিতে হইবে। ইহা আকারে ৬ইঞ্চি লম্বা ও ৩ইঞ্চি চওড়া, সাধারণ ঘড়ীর মতই দেখিতে। এক একজন ভৃত্য প্রত্যহ ৪৫টী করিয়া গ্যাসের আলো নিভায় ও জ্বালায়। ৩৬৪ভৃত্য তজ্জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাদের জন্য মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হয়। ঐঘড়ির প্রচলনে হয়ত এই ব্যয় লাঘব হইতে পারিবে।

বোম্বাই মিল সমূহের ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘট চালাইবার পক্ষে, কতকগুলি তাহার বিপক্ষে। শুনা যায়, ১৯টী মিলের মধ্যে ২টী মিলের কাজ পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী দুই রমণী পত্নী ছিলেন। পাণ্ডু মুনিশাপে স্ত্রীসঙ্গ-সুখে বঞ্চিত ছিলেন। স্বামীর আদেশক্রমে কুন্তী ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, পবনদেবের ঔরসে ভীম, বাসবের ঔরসে অর্জ্জুন—এই তিন পুত্র লাভ করেন এবং মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেব নামক দুই যমজ পুত্রের জননী হইয়াছিলেন। পিতা পাণ্ডু কর্ত্তৃক পালিত হইয়া ইঁহারা ভগবদাশ্রয়ে কীর্ত্তিমান ও দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন।

এদিকে পাঞ্চাল এবং বাহ্লীক নৃপকুলও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যদুকুল-সম্ভূত আহুক হইতে উগ্রসেন এবং দেবক নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবকের দেবপূজ্যা দেবকী নাম্নী এক কন্যার সহিত শূরনন্দন বসুদেবের বিবাহ হয়। অতঃপর দেবতাদিগের ভূভার হরণ কার্য্য সাধন এবং ভক্তদম্পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন। ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলদেবের আবির্ভাব হয়। পাণ্ডবগণ প্রভুরূপে, সুহৃৎরূপে, বন্ধুরূপে এবং একমাত্র গতিরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন ছিলেন।

আর্য্যদিগের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের কলেবরও বৃদ্ধি হইল। আদৌ আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশেই অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে ব্রহ্মর্ষি দেশ অর্থাৎ যমুনাতীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ বলেন বৈবস্বত মনু যামুন প্রদেশে অবস্থান করিতেন। তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু প্রথমে অযোধ্যানগর পত্তন করেন। বৈবস্বত মনুর পঞ্চবিংশতি পর্য্যায়ে বিশাল রাজা কর্ত্তৃক বিশালপুরী নির্ম্মিতা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে কথিত আছে, সূর্য্যবংশের দশম রাজা শ্রাবস্ত কর্ত্তৃক শ্রাবস্তীপুরী রচিতা হয়। এই শ্রাবস্তপুরী উত্তর কোশলের রাজধানী অযোধ্যা হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তর। উহার বর্ত্তমান নাম সাহেৎ মাহেৎ। বৈশালী নগর পাটনার উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ১৪ ক্রোশ। ইহাতে বোধ হয় সূর্য্যবংশীয় রাজারা যমুনা হইতে কৌশিকী নদী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার সময় ... পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত, কিন্তু সগর রাজার পর ভগীরথের সময় গঙ্গাসাগরান্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইয়া থাকে। আর্য্যগণ আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিলে নরস্থ হইবেন, এই রূপে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য পাঠে জানা যায়, প্রথমে বিন্ধ্য ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত। কিন্তু সগর-বংশীয় রাজারা ম্লেচ্ছ দেশে প্রাণত্যাগ করায় ঐ স্থান পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তকে সমৃদ্ধ করিতে না পারিলে সূর্য্য-বংশের বিশেষ নিন্দা হয়, সুতরাং তদ্বংশের দিলীপ অংশুমান হইতে ভগীরথ পর্য্যন্ত রাজন্যবর্গ অনেকেই ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ঋষিগণের, প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভূমিকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া সুব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই জন্য মনুসংহিতায়, পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভগীরথের সময় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিভাগ চলিয়া আসিতেছে।

তীর্থ নির্ণয়ে দেখা যায়, আদৌ কুরুক্ষেত্রই তীর্থ নামে অভিহিত হইত। কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্তের সন্নিকট। পরে আজমীরের নিকট পুষ্করকে তীর্থ বলা হইয়াছে। অনন্তর নৈমিষারণ্যই তীর্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। বর্ত্তমানে গঙ্গাই তীর্থ। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষিদেশ, মধ্যদেশ, পুরাতন আর্য্যাবর্ত্ত ও আধুনিক আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের কলেবর যেরূপ বর্দ্ধিত হইল, সেইরূপ তীর্থ সকলও কুরুক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সকল বিস্তৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মানবদিগের বুদ্ধি বৃত্তিরও যেরূপ উন্নতি হইতে লাগিল ধর্ম্মভাবও সেইরূপ উন্নত হইতে লাগিল। জীবের বুদ্ধির উন্নতিক্রমে তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্‌ভাবসমূহ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই জন্য জীবের অবস্থা ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন অবতার সমূহের উল্লেখ দেখা যায়; ধর্ম্মভাব যেরূপ প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তদনুযায়ী তারকব্রহ্ম নামমন্ত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

আর্য্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপন হইতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ পর্য্যন্ত কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দক্ষযজ্ঞ, দেবাসুর যুদ্ধ, সমুদ্র মন্থন, অসুরদিগকে পাতালে প্রেরণ, বেণ রাজার প্রাণ সংহরণ, ভগীরথের সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গা আনয়ন, পরশুরামের ক্ষত্রিয়-সংহার, শ্রীরামের লঙ্কাজয়, দেবাপি ও মরু রাজার কলাপ গ্রাম গমন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—এই কয়টী প্রধান। এতদ্ব্যতীত আর অন্যান্য অনেক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

আর্য্যদিগের ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থাপনের অনতিবিলম্বেই দেবযজ্ঞ উপস্থিত হয়। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে রুদ্রনামা একজন প্রধান ছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের দেশের অধিকাংশ ভূমি তাঁহার অধিকৃত ছিল। রুদ্রালয় অর্থাৎ ভূতস্থান, কুচবিহার, ত্রিবর্ত্ত (যথায় কৈলাস পরিদৃষ্ট হয়) প্রভৃতি স্থান শ্রীরুদ্রদেবের রাজ্য। আদিম অধিবাসী হইয়াও শ্রীরুদ্রদেব ভগবান্ বাসুদেবে রতি বিশিষ্ট ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা, গীতবাদ্য ও যুদ্ধ-বিদ্যায় তাঁহার অসীম পারদর্শিতা ছিল। আর্য্যগণ স্বভাবতঃ গর্ব্বিত ছিলেন। তাঁহারা আদিম অধিবাসীদিগকে ঘৃণা করিতেন, এমন কি তাঁহাদের সহিত কোন প্রকার সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। কিন্তু রুদ্রদেব অসীম প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বলে ও কৌশলে আর্য্যগণের অভিমান খর্ব্ব করিয়া দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পাণিগ্রহণের কিছু দিন পরে মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলে দেবতাবৃন্দ সেই যজ্ঞে আহূত ও সমবেত হন। সেই যজ্ঞে বৈষ্ণবপ্রবর শিব নিজ শ্বশুর দক্ষকে প্রত্যুত্থান দ্বারা সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ শিবের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সভা মধ্যে নানা প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করেন এবং 'এই ভব দেবযজ্ঞে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন। ইহার অব্যবহিত পরে শিব-অবমানন করিবার উদ্দেশ্যে 'বৃহস্পতি সব' নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎকন্যা সতী দেহত্যাগ করেন।

শিব সে কথা শুনিয়া তাঁহার পার্ব্বত্য অনুচরবর্গের সহিত আগমনপূর্ব্বক প্রজাপতি ও তদনুগ ব্যক্তিগণের প্রতি প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করেন। অবশেষে প্রজাপতি ও তদনুচরবর্গ পরাস্ত হইয়া শিবকে যজ্ঞভাগ প্রদানপূর্ব্বক পার্ব্বত্য জাতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর পার্ব্বত্যজাতির সহিত ব্রহ্মর্ষিদিগের আর কোন বিবাদ হয় নাই।

তাৎকালিক নীতি

শিবের নিজ শ্বশুর দক্ষের প্রতি অসম্মান, সভামধ্যে দক্ষের শিবের প্রতি কুবাক্যপ্রয়োগ প্রভৃতি দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তৎকালে সামাজিক নীতি তত ভাল ছিল না। তথাপি বিবাহ-বিধিদ্বারা পত্নী-সংগ্রহ, পত্নীর ঐকান্তিকী স্বামীভক্তি প্রভৃতি সামাজিক নীতিগুলি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আমরা কিছু কিছু লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। আর্য্যগণের পার্ব্বতীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত আদান প্রদান থাকায় তৎকালে যে বর্ণ-বিভাগ হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমান হয়।

তাঁহারা পশুর চর্ম্ম, বৃক্ষবল্কলাদি পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন। গমনাগমনে পশুগণই তাঁহাদের বাহকের কার্য্য করিত। ইহার দ্বারা তৎকালে শিল্পবিদ্যায় তত ভাল চর্চ্চা ছিল না বলিয়া মনে হয় না।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই আর্য্যগণের অবগতির জন্য লিখিত হইল। উপরি উক্ত বিচার যে সকলের প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা বলা যায় না। ঐরূপ বিচার বিশ্বাস করিলে বা না করিলে, কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, উহা পাঠকের স্বাধীন বিচারবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পারমার্থিক পণ্ডিতগণ বলেন—শিব ভগবদ্ভিন্ন, তাঁহার গুণাবতার ও অতীব প্রিয়তম সখা। শিবের ভগবদ্ ভক্তি-দৃষ্টে ভক্তি যে জীব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে, উহাই যে জীবের সহজাত ধর্ম্ম এবং ভক্তির প্রভাবে সমগ্র ধর্ম্ম ও জাগতিক নীতি পর্য্যায় স্বীকার করে, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন।

ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা পণ্ডিতাভিমানী কোন ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন না। প্রজাপতি কর্ম্মী ছিলেন। তিনি প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তপ্রবর শিবের যে নৈতিক ধর্ম্মের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বা অসভ্য অনার্য্য জাতি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার খর্ব্ব দৃষ্টিরই পরিচয় মাত্র। বর্ত্তমান কালেও অনেকেই ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত চেষ্টা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কখনও তাঁহাতে বাহ্য তৃণাদপিত্বের অথবা তাঁহাতে পরবিশ্বাবুদ্ধির অভাব কিংবা জন্মগত দোষ লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের দক্ষ প্রজাপতির আনুগত্য বই আর কিছু নহে। সতীর প্রতি শিবের 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং' প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় বাক্যও তৎ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

যাঁহারা 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহারা যদি সত্য সত্য শিবত্ব প্রাপ্ত হন, কিংবা যাঁহারা শিবের উপাসক; তাঁহারা যদি শিবের নিষ্কপট কৃপা লাভে বঞ্চিত না হন, তবে যে তাঁহারা শিবের ন্যায় ভগবদ্ভক্ত হইয়া সমগ্র জগৎই জয় করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ কি ?

শিবের সমসাময়িক প্রজাপতির কর্ম্মকাণ্ডীয় রুচি দেখিয়া কর্ম্মের অনাদিত্ব বিনাশিত্ব জানা যায়। কর্ম্মে লিপ্ত হইবার যোগ্যতা জীব-স্বরূপে অনুস্যূত আছে- ইহাও উপলব্ধি হয়।

ভাবুকতা ও বাস্তবসত্য

ফলভোগবাদী বদ্ধিগণ আত্মবুদ্ধি ভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গকে 'ভাবুকতা' বলিয়া থাকেন, আর দুঃস্থদর্শী লোককে অন্ন-বস্ত্রদান, দুঃস্থদর্শী রোগী-

শুশ্রূষা, প্রত্যেকটী চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি দেহ-মন-সম্বন্ধীয় কর্ম্মকাণ্ডকে 'বাস্তব সত্য' আখ্যা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "ভক্ত্যঙ্গ কর্ম্মাঙ্গ দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে, ভক্ত্যঙ্গ বা ভাবুকতার স্বাধীনভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই, কর্ম্মাঙ্গ বা বাস্তবসত্যের সহিতই তাহার সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।" কর্ম্মিগণের দেহ ও মনোধর্ম্মে অত্যাসক্তিনিবন্ধন তাঁহারা দেহ ও মন যে জীবাত্মা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবার যোগ্য, আত্মা দেহ-মনের অতিরিক্ত একটী বস্তু, তাহা স্বতন্ত্র-পুরুষের স্বাতন্ত্র্যপ্রাপ্ত, সুতরাং একমাত্র ভগবদপেক্ষাযুক্ত-ভিন্ন অন্য-নিরপেক্ষ—দেহ ও মনের কোন ধর্ম্মকেই আত্মা অপেক্ষা করেন না, ইহা ধারণাই করিতে পারেন না। তাই আত্মশক্তির উপর নির্ভরতা নাই বলিয়া তাঁহারা দেহ মনের অপেক্ষা-যুক্ত হইয়া, আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তির সহিত দেহ-মনোধর্ম্মের সমন্বয়-প্রার্থী হন। কিন্তু তাঁহারা যদি জানিতেন, আত্মা চিদ্বস্তু, দেহ ও মন জড়বস্তু, চিদ্বস্তুর সহিত জড়ের কখনও সমন্বয় সাধিত হয় না, সজাতীয়ে সজাতীয়ে সমন্বয় হইতে পারে, তাহা হইলে আর তাঁহারা এ ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইতেন না। তাঁহারা বুঝিতেন, দেহ ও মন আত্মা দ্বারা নিয়মিত হইয়া আত্মবৃত্তির অনুকূল কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু দ্বৈত বুদ্ধিতে অর্থাৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে কার্য্য করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই, করিলেও তাহা ভগবান্ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না।

'বাস্তব' অর্থে বস্তু-সম্বন্ধীয়। বস্তু কাহাকে বলে? যাহার নিত্যসত্তা বর্ত্তমান, তাহাই বস্তু। জগতের কোন পদার্থই সার্ব্বকালিক সত্তা-বিশিষ্ট নহে। একমাত্র ভগবৎপদার্থই নিত্য বস্তু। শ্রীভগবান্ বলিলেন, "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"—অর্থাৎ "এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়-স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব সুতরাং আমারই নিত্যসত্তা বর্ত্তমান আমিই একমাত্র বস্তু।" বস্তুর অংশই জীব, সুতরাং জীবও বস্তুর নিত্যধর্ম্মপ্রাপ্ত। জীবাত্মা নিত্য হইলে জীবাত্মার বৃত্তিও নিত্য, অতএব ভক্তিরই বাস্তব সত্যত্ব। দেহ ও মন শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া দেহ-মনের ধর্ম্ম অনিত্য, অতএব মন দ্বারা সঙ্কল্পিত এবং দেহ দ্বারা কৃত কর্ম্মের বাস্তব সত্যত্ব নাই। তবে এই কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুকূল, তখন তাহা 'ভক্তি'—কর্ম্ম নহে। ভক্তির অধীনে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের অধীনে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক, ভাবুকতা কাহাকে বলে? 'ভাব' আছে যাঁহার, তিনিই ভাবুক, ভাবুকের 'ভাব'—ভাবুকতা। ভাবুকতা দুই প্রকার—(১) অপক্ক বা অনধিকারী ভক্তিযোগীর অপক্ক বা কপট ভাবপ্রবণতা বা ভাবের অনধিকার চর্চ্চা, আর (২) সুপক্ক বা অধিকারী ভক্তি-যোগীর নিষ্কপট ভাব-চর্চ্চা। ভক্তির তিনটী অবস্থা—(১) সাধন ভক্তি, (২) ভাবভক্তি ও (৩) প্রেমভক্তি। প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ বা গুরু-পাদাশ্রয়, তৎসঙ্গে সঙ্গে ভজনক্রিয়া, তৎফলে অনর্থনিবৃত্তি, তৎফলে নিষ্ঠা বা অবিক্ষেপে সাতত্য, তৎফলে রুচি বা বুদ্ধিপূর্ব্বিকা ইচ্ছা, তৎফলে আসক্তি বা স্বাভাবিকী রুচি—এই পর্য্যন্ত সাধন ভক্তি; ইহার পর সাধ্য ভক্তি বা ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধন-ভক্তি হইতে আসক্তি-ফলে যে সাধ্য বস্তুর উদয় হয়, তাহাই 'ভাব' নামে কথিত। প্রেমের প্রথম বা অঙ্কুরাবস্থাই 'ভাব'। এই ভাবেরও আবার অঙ্কুরাবস্থা যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহার 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা, আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি-স্থলে ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"—ক্ষান্তি (ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্তে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত না হওয়া), অব্যর্থ-কালত্ব (ক্ষণমাত্রও যাঁহার ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হয় না), বিরক্তি (কৃষ্ণেতর বিষয়-বিতৃষ্ণা), মানশূন্যতা (উত্তম হইয়া আপনাকে কৃপাধমজ্ঞান, সর্ব্বভূতে গুরুদর্শন), আশাবন্ধ (ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি-সম্বন্ধে দৃঢ় সম্ভাবনা, নিরুৎসাহ না হইয়া যাওয়া), সমুৎকণ্ঠা (স্বাভীষ্টসিদ্ধি-লালসা অর্থাৎ "হে ভগবন্, কোথা যাই, কোথা গেলে তোমাকে পাই"—এই অবস্থা), নামগানে সদারুচি (এক মুহূর্ত্তও নামরসাস্বাদন ব্যতীত তিষ্ঠিতে না পারা), ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ভাবের উৎকৃষ্ট পক্ক বা পরিণতাবস্থাই—প্রেমভক্তি। রতি গাঢ় হইলে তাহাই প্রেম, প্রেমই ভক্তির ফল বা প্রয়োজন। যাহারা এই সাধন-ক্রমে অনাদর-প্রকাশ করিয়া হঠাৎ উচ্চাধিকার লাভ করিতে যাইয়া বাহিরে কপট অশ্রু পুলকাদি চেষ্টার অভ্যাস করে, অথচ যাহাদের হৃদয় আদৌ বিকার-গ্রস্ত না হয়, সেই সকল ব্যক্তি কপট ভাবুক। আবার কতকগুলি লোক এমন নির্ব্বোধ-শিথিল-হৃদয়-কোমল-বিশিষ্ট যে, সামান্য একটু দুঃখ বা সুখের উদয় হইলেই কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হয়, লোকে মনে করে ও তাহাদের নিজেদেরও মনে হয়, এইবার বুঝি তাহারা এক একজন বড় ভাবুক হইয়া পড়িল, বস্তুতঃ তাহাদের সে ভাবুকতা কপটতা ও হৃদয়দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কপটতা বা ভাবুকতার সহিত অপ্রাকৃত ভাবুকগণের প্রকৃত ভাবুকতার সমন্বয় হইতে পারে না। অপ্রাকৃত ভাবুকগণের অপ্রাকৃত ভাবচেষ্টা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাকে প্রাকৃত ভাবুকগণের প্রাকৃত ভাবচেষ্টার সহিত সাম্যবোধে যদি তাহা অপূর্ণ বলা হয় এবং তাহার পূর্ণতা সম্পাদন নিমিত্ত প্রাকৃত কাম্য কর্ম্মের আবাহন করা হয়, তাহা হইলে ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ-নিবন্ধন আর কোন কালে ভগবৎকৃপা লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রাকৃত ভাবুকতার বাস্তব সত্যতা নাই, অপ্রাকৃত ভাবুকতাই বাস্তব সত্য। সুতরাং অবাস্তব বা প্রাকৃত সত্যের সহিত বাস্তব বা অপ্রাকৃতের সমন্বয় হইতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে ভক্তি দুর্ব্বলা নহেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে প্রাকৃত কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিতে হয় না। ভক্তিই অন্যনিরপেক্ষা হইয়া জীবকে ভগবৎ পাদপদ্ম স্পর্শাধিকার দিতে পারেন। কর্ম্মের অপেক্ষা নাই বলিয়া ভক্তগণ যে নিষ্ক্রিয় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহাও যেন আবার কেহ মনে না করেন। ভক্তগণও কর্ম্ম করেন—এক আধটী ইন্দ্রিয় দিয়া নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে, কিন্তু সে কর্ম্মের ফল-ভোগাশা ভক্তের নাই। ভক্ত কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণকর্ম্ম করেন মাত্র। তাহা কৃষ্ণসেবা বা ভক্তি। ভক্তির প্রথমাবস্থায় সাধকের প্রাপঞ্চিক অনুভূতি বর্ত্তমান থাকা-কালে তাহা কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা থাকিলেও প্রাপঞ্চিক প্রতীতির অপগমে অপ্রাকৃতানুভূতি ক্রমে তাহা শুদ্ধাভক্তি হইয়া থাকে। আমরা পরে এই শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

দুঃখদূরীকরণ

পরদ্রব্যাপহরণাপরাধে রাজাদেশে রাজ-প্রতিনিধি কর্ত্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তস্করকে যেমন নির্ব্বিবাদে বিনা ওজর আপত্তিতে তাহার অপরাধোচিত শাস্তি বরণ করিয়া লইতে হয়, কেন সে কষ্ট পাইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার তাহার কোন কারণ থাকে না, জিজ্ঞাসা করিলেও যেমন তাহার উত্তর সহজেই প্রদত্ত হইয়া থাকে—তুমি অপরাধ করিয়াছ 'কম ?'—সেইরূপ নিত্যকৃষ্ণ ভগবদ্বিমুখতাপরাধে অপরাধী আমরা, কেন আজ ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, কেন আজ অন্নবস্ত্রের জন্য আমাদিগকে হাহাকার করিতে হইতেছে, কেনই বা গৃহবিবাদাগ্নি অনলে আজ আমাদিগকে দগ্ধীভূত হইতে হইতেছে, এত অশান্তি কেন আমাদের,—সে প্রশ্নের সমাধান আমাদেরই নিকট এইরূপে রহিয়াছে—"গোরাপঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন ধন হেলায় হারাইনু। অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥ সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥ বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌরকীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥" দোষ করিবার বেলায় কোন জ্ঞান থাকিবে না, শেষে শাস্তি পাওয়ার বেলা ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়া আপত্তি জানাইব, তাহা হইলে চলিবে কেন? যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার ফলটীও তো তেমনই ভোগ করিতে হইবে। তবে অপরাধ করিয়াছি বলিয়া তাহার যে একেবারেই ক্ষমা নাই, তাহা নহে। ক্ষমা আছে বটে, কিন্তু ক্ষমাহ্য হইতে হইবে। কেবল হাহুতাশ করিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। বরং যতই ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকিব, ততই অসৎ সঙ্গরূপ বায়ু চালিত হইয়া বিষয় অনল আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, শেষে একেবারেই পুড়িয়া মরিব অথবা মায়াজালে আরও জড়াইতে থাকিব। শ্রীভগবান্ সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া যেরূপে বিষয়-অনল নিভাইবার বা মায়াজাল ছুটাইবার উপায় বলিতেছেন, তাহা সাবধানে নিষ্কপটে শ্রবণ করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা মিছামিছি উদ্‌ভ্রান্ত হইলে চলিবে না। শ্রীভগবান্ শাস্ত্ররূপে বলিতেছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"—"হে জীব, আমি তোমাকে সদসৎ-বিবেক প্রদান করিয়াছি, সে বিবেক সদ্ব্যবহারের স্বাধীনতাও তোমাকে দিয়াছি। তুমি ইচ্ছা করিলেই সে বিবেকের সদ্ব্যবহার করিয়া দুঃসঙ্গ সর্ব্বতো-ভাবে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে পার। সাধুগণ তোমার হিতচেষ্টা ছাড়া কোন অহিত করিবেন না। তাঁহারা তোমার মনের যে বিরুদ্ধ বিষয়ে আসক্তি, তাহা শাস্ত্রবাক্যরূপ শস্ত্রদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া তোমাকে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান বিষয়-বিগ্রহ যে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ। অতএব সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। [illegible]

কৃপাবলেই জীব 'নিজ তত্ত্ব অবগত হয়।
নিজ তত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন 'বস্তু নাই॥' সাধুসঙ্গ ভিন্ন ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। যদি বল, "আমি এখন না খাইয়া মরিতেছি, চারিদিক হইতে অভাব আমাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে, রোগে শোকে দুঃখে আমার দেহ মন জর জর, আমার এমন অবস্থায় সাধুর দু'টা কথা শুনিয়া আর আমি কি করিব? সাধু কি আমাকে খাইতে পরিতে দিবেন? না রোগ ব্যাধি সারাইয়া দিতে পারিবেন? সাধুকেই লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সাধুই নানা অভাবগ্রস্ত, তিনি আর আমার দুঃখ কি দূর করিবেন? তাঁহার কাছে বসিয়া যে সময়টা নষ্ট করিব, সে সময়টা বরং অন্য কাজে লাগাইলেও অনেক উপকার পাইব।" এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মিকা। কামলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি জগৎকে হরিদ্রাবর্ণ দেখে বলিয়া ত' আর জগৎ বস্তুতঃ হরিদ্রাবর্ণের নহে? সাধুকে প্রাকৃত জীবের মত অভাব-গ্রস্ত, রোগ-প্রপীড়িত দেখা জীবেরই দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। সাধুর অভাবে পড়িয়া লোকের দুয়ারে যাইতে হয় না। (শ্রীনন্দ মহারাজ গর্গ মুনিকে বলিয়াছিলেন, "মহদ্বিচলনং হি নৃণাং গৃহিণাং দীন চেতসাম্। নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে কচিৎ॥" অর্থাৎ 'হে ভগবন্ দীন চেতা গৃহীদিগের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্যই মহদ্ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন, অন্য কোন কারণে গমন করেন না—মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই, তবু যান তার ঘর॥) আমার মত ভবকূপে পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই, জীবের আসক্তির বন্ধ কাড়িয়া লইয়া ভগবৎ সেবার দিবার জন্যই সাধু কৃপা করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন। রোগী আমি, ঔষধ আমার, আমার রোগে 'বাধা পড়িবে বলিয়াই তাদৃশ' সাধু দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে না। সাধুই আমাদের সকল অভাব—সকল রোগ দূর করিয়া দিতে থাকেন; রোগের—অভাবের মূল যে অবিদ্যা, তাহাই ধ্বংস করিয়া দেন, রোগাদির অনুভূতিই যখন থাকে না, তখন ভক্তিরাকরণের চেষ্টাই বা আসিবে কেন? কৃষ্ণদাসই এ জীবের স্বরূপ, সেই স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব কৃষ্ণসেবা ভিন্ন আর কিছু বুঝেন না,—সেবানন্দ ভিন্ন নিরানন্দ বা জড়ানন্দ তাঁহাতে আসে না। জীব তখন বলেন, ঠাকুর "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ পরমসম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

সুতরাং সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হৃদয়ে ঐক্য করিয়া অন্য আশা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেই জীবের সকল দুঃখের নিবৃত্তি, নতুবা দুঃখের অবধি নাই। কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া কোন লাভ নাই। আরোহ চেষ্টায় দুঃখ নিবারণ পন্থা কৃষ্ণসেবা-বিরোধ চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সতীনের কোঁদল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪। প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন, দেবী ভাগীরথী বলিলেন, ওরে বিজয় তুই ফিরে যা, আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যের নাড়ী পোতা স্থানে বা জন্ম স্থানে অন্যের পাদ-স্পর্শ ভয়ে আমি ঐ স্থানটী প্রকাশ করিতে দিব না। আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন, জনৈক শ্রীহট্টবাসী বেষধারী বাবা দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে মহাপ্রভুর জন্মভিটা আবিষ্কার করিয়া মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে উক্ত মন্দির বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যদি ভাগীরথী দেবী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে, অন্যের পাদস্পর্শ ভয়ে প্রকাশ করিতে দিবেন না বলিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, তবে এখন পুনরায় কাহার আদেশে বা নির্দ্দেশানুসারে—ঐ কার্য্যটী বেষধারীর দ্বারা সম্পন্নের চেষ্টা চলিতেছে? গোস্বামী বিজয়-কৃষ্ণ অপেক্ষা সিংহ রাধাকিশোর লেখকের বিচারে শ্রেষ্ঠ। যদি বেষধারীর স্বকল্পিত যুক্তিকেই দেবী ভাগীরথীর নিষেধাজ্ঞাপেক্ষা গুরু বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। কারণ এই কলিকালে বিবাদের যুগে স্ব স্ব মত স্থাপনার্থে ঐ প্রকারের বহু বহু অপ্রাসঙ্গিক যুক্তির অবতারণা করা হইতেছে। এই সমস্ত যুক্তির সারবত্তা কোথায়? ইহাতে সুস্পষ্টপ্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান সময় শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার প্রচারকগণের—অদম্য চেষ্টায় ধর্মপ্রচারাদি কার্য্য সর্ব্বত্র অপ্রতিহত প্রভাবে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া, কতিপয় স্বার্থান্বেষী স্ব স্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার্থে কিছুদিন পূর্ব্বে যে বেষধারীর প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন, অগত্যা নাচারপক্ষ দেখিয়া তাঁহারই শরণাগত হওয়া সঙ্গত বোধে সভাসমিতি দ্বারা এবং প্রবন্ধাদি লিখিয়া অপরাধ ভঞ্জন পাট খুলিবার বলিয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণ করাইবার জন্য একটা নূতন দল সৃষ্ট করতঃ নানা প্রকার বিরুদ্ধ কাল্পনিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। অবশ্য নিজ নিজ স্বার্থে বাধা প্রাপ্ত হইলে অপূর্ণ কামোদ্ভূত ক্রোধবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া নূতন সৃষ্ট দলের ভস্মীভূত হওয়ার বন্দোবস্তও তৎসঙ্গেই বিদ্যমান রহিয়াছে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের নামে দুষ্ট ব্যবসা চালাইবার জন্য শুধু নিজেরা বঞ্চিত থাকিয়া আর কতক গুলি সরলপ্রাণ ব্যক্তিকে বঞ্চনা দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

৫। প্রবন্ধ লেখক আরও লিখিয়াছেন, বুদ্ধির জোরে টাকার জোরে গায়ের জোরে (যবন তুল্য অশিক্ষিত-কথিত) মিঞাপুরকে মায়াপুর ও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী দণ্ডী তৈয়ারী করা হইতেছে। এই রকম অশাস্ত্রীয় কথা পৌত্তলিক অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন জড়ের ভিতরে চিৎএর আবির্ভাব তিরোভাব মানুষের আয়ত্তাধীন, পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেই পুতুল ভগবান হন, আবার বিসর্জ্জন দিলে ভগবান চলিয়া যাইতে বাধ্য হন, তখন শুধু জড় বস্তু পুতুলই পড়িয়া থাকে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া যায়,—এবম্বিধ জড়ীয় নাস্তিক্য বাদ বিচার লইয়া যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহারাই অপরাধী হইয়া বলিতে পারেন, মায়াপুরও ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী তৈয়ার করার বস্তু।

জগতের বিভিন্ন বর্ণের চশমা চোখে থাকিলে ঐ প্রকার কুদর্শনে, শুদ্ধাদ্বৈতশুদ্ধ বৈষ্ণব-প্রচার-কার্য্য বিপরীত বলিয়া অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যাঁহারা বিমুখ-মোহিনী দৈবী মায়ার অঙ্গুলী নির্দ্দেশে চালিত হইয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষরূপ চরম দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রকারে অনাদি কাল ধরিয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষই করিয়া আসিতেছেন। ভবিষ্যতের নিমিত্তও সেই রাস্তা পরিষ্কার।

শ্রীভগবান বা তদ্ভক্তি-সমন্বিত আচার্য্যগণ যুগে যুগে যতবার সনাতন ধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা করেন, তখনই ঐ ঐ প্রকারের বহু বহু পরিপন্থী দল সৃষ্ট হয়। যদিও পরিপন্থীরা সংখ্যায় বহু, তথাপি আচার্য্যগণ নিয়ন্তৃকত্বক সত্য প্রচারে পাষণ্ড দলন করিয়া জগতে কিছু কালের জন্য শান্তি স্থাপন করিয়া চলিয়া যান।

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটী আপনার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় স্থান দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

আমাকে কার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশ হইতে সুদূরে অবস্থান করিতে হইলেও ঘটনাক্রমে সেদিন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। মহাযোগপীঠ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভিটা, শ্রীবাসঅঙ্গন, অদ্বৈতভবন ও চৈতন্যমঠ দর্শন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কাজীর সমাধি দর্শনে যাইবার পথে বল্লাল ঢিপি বল্লাল স্থানটী দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ভক্তগণ অবশ্য ভগবদ্দর্শনে সুখ পান, আমাদের এই সকল ঐতিহাসিক স্থান দর্শনেই সুখ হয়, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না, আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন কোন কালে আপনাদের কৃপালাভে সমর্থ হই। বল্লাল রাজার বাড়ীর প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া প্রাচীনের অনেক কথা মনে পড়িল। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীনতা সূর্য্য ঐস্থান হইতেই অস্তমিত হইয়াছিল, ঐস্থান হইতেই বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নৃপতি লক্ষ্মণসেন খিড়কীর দরজা খুলিয়া নৌকারোহণে পলায়ন করেন। পুরাতন গঙ্গা নিকটেই প্রবাহিতা। এমন একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ কোন চেষ্টা নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। শুনিতে পাই, ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে অনেক প্রাচীন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গবাসী বলিয়া গৌরব করি আমরা অথচ বঙ্গের শেষ গৌরবের স্থানটী রক্ষা করিবার জন্য আমাদের কাহারও যত্ন নাই, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বল্লাল দীঘীটাও দেখিলাম, এত বড় প্রকাণ্ড দীঘী দেখিলেই বিস্মিত হইতে হয়। পরে মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদ কাজির সমাধি স্থানে গিয়া দেখিলাম, সমাধির উপর একটা প্রকাণ্ড গোলোকচাঁপা গাছ। শুনিলাম গাছটী ৪০০ বৎসরেরও অধিক দিনের। এখনও কাজীর বংশধর জীবিত আছে। এই সকল প্রাচীন স্থানের বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। শ্রীধাম মায়াপুর, বামনপুকুর, বল্লালদীঘী প্রভৃতি সমস্ত স্থান লইয়াই প্রাচীন নবদ্বীপ সহর ছিল। গঙ্গার স্রোতোগতির অনেক পরিবর্ত্তন হইলেও ঐ সকল ঐতিহাসিক স্থান দেখিলে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকে না। মায়াপুর সম্বন্ধে আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল, উহা কতকগুলি সাধু সন্ন্যাসীর থাকিবার স্থান মাত্র, কিন্তু স্থানটী দর্শন করিয়া অবধি আমার চিত্ত অপকালের

মধ্যও ঐ প্রাচীন স্থানের প্রাচীন নিদর্শনগুলির চিহ্ন ভুলিতে পারিতেছে না। নিখিলবিশ্বের গৌরব শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহাতে আবার বাঙ্গালার মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক স্থান এই মায়াপুর সম্বন্ধে নদীয়াপ্রকাশে আপনারা বিশেষ আলোচনা করুন।

আপনারা • আপনাদের শ্রীচৈতন্যমঠে একটী পরব্রিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয়। একদিন যে নদীয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্রেরা আসিত বিদ্যাশিক্ষার জন্য—সংস্কৃত সাহিত্য, বেদান্ত শাস্ত্রচর্চ্চায় যে স্থান ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যেখানে আমাদের বাঙ্গালার গৌরব একজন স্বাধীন রাজার শেষ স্মৃতি এখনও বর্ত্তমান, সে স্থানের উন্নতিকল্পে বঙ্গবাসীর—শুধু বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতবাসীরই প্রাণপণচেষ্টা হওয়াই আবশ্যক। মায়াপুরেই যে এক সময় লক্ষ লক্ষ লোকের বাস ছিল, উহাই যে বঙ্গের মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়াই বা কেন মহাপ্রভুর ভক্তগণেরও একটু চেষ্টা হয় না, যাহাতে ঐ স্থানের একটু রাস্তা ঘাট ভাল হয়, তাহা করিতে? একটী প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণকল্পে সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। আশা করি, আপনারা আপনাদের নদীয়া প্রকাশে প্রত্যহই মায়াপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সরকার বাহাদুরের নিকটও আমাদের প্রার্থনা, তাঁহার পক্ষ হইতে একটী প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ-প্রসিদ্ধ স্থানের উন্নতিবিধান-কল্পে যেন বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি।

নিঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউদিল্লী।

নানা কথা

গত শনিবার অপরাহ্ণে ৩টা ২০ মিনিটের সময় মযূরভঞ্জের মহারাজ ২৮বৎসর বয়সে বোম্বাইয়ে অন্ত্রস্কার রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রাজন্য পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে গমন করিয়া তাজমহল হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রকাশ যে, মৃত্যুর ২দিন পূর্ব্বে কোরকাণী-কাটিতে তাঁহার গণ্ডের একস্থান কাটা যায়। তাহাতে পাড়ে ব্যথা হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে অন্ত্রস্কার রোগ জন্মে। মহারাজ ত্রিপুরার মহারাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শনিবার রাত্রিতে স্পেশাল ট্রেণে মহারাজের মৃতদেহ ময়ূরভঞ্জে আনা হয়। মহারাজের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শুনা যাইতেছে, বৃন্দাবন রাধাকুণ্ড ভজনাশ্রমের কোন বিধবা ভগবদ্ভজনের ছলে কোন পাপাসক্ত পুরুষকে ভজন করিতে যাইয়া তাদৃশ ভজনের ফল সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে, তাহা লাভ করায় ব্রহ্মচারীর সেবা-সঙ্ঘের চেষ্টায় নারায়ণদাস ও তাঁহার পিতা উক্ত ভজনাশ্রম হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। অগ্নি ও ঘৃত একত্রে থাকিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সাধে কি আর শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥" পরস্ত্রীর সহিত অবস্থান ত দূরের কথা, নিজের মাতা, ভগ্নী ও কন্যার সহিতও সঙ্কীর্ণ আসনে বসিবে না। কেননা জড় বিষয় লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ বিদ্বান ব্যক্তিগণকেও পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ভজনাশ্রমে পুরুষ লোক রাখা কখনই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আশা করি সেবা-সঙ্ঘ এবিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।

গত ১৮ই এপ্রেল তারিখে বুলগেরিয়ায় আবার যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ফিলিপপলিশ নগরে অনেক ক্ষতি হয় অগ্নিকাণ্ড হইয়া কয়েকটী মিলিটারী ক্লাবহাউস, বড় বড় তামাকের আড়ত ও আরও অনেক গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কতলোক যে মারা গিয়াছে তাহার সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সোফিয়া সহরে ভূমিকম্পের বেগ প্রবল না হইলেও লোকে প্রাণভয়ে উন্মুক্তস্থলে বাসয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। ফিলিপপোলো নামক স্থানে ভূমিকম্পের ফলে ১৫ জন ব্যক্তি হত এবং ৮০ জন আহত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, অনেক লোক অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। ঐ স্থানগুলি হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী পাপাজলী নামক স্থানেও অনেক লোক মারা গিয়াছে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড সহরের ৫৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ তত বেশী নয়।

গত ১৯শে এপ্রিল মান্দ্রাজের কয়েকটী ওয়ার্ডের মেথরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া ডাক্তার বরদারাজুলু তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহারা কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছে

সম্প্রতি বাটাভে এক ট্যাক্সী উল্টাইয়া অনেক পুলিশইন্স্পেক্টর বিশেষরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য আরোহিগণও অল্পবিস্তর আঘাত পাইয়াছেন। ইন্স্পেক্টর মহাশয় হাসপাতালে আছেন। আর একখানি ট্যাক্সী এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের প্রাণ বিয়োগ ঘটাইয়াছে ট্যাক্সী-ড্রাইভারের এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ঘাটালে আর একটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক বিবাহিতা বালিকা তাহার শাশুড়ীর সহিত পুষ্করিণী হইতে গৃহে ফিরিবার কালে এক দুর্বৃত্ত কোথা হইতে আসিয়া বালিকার বুকে ছুরি মারিয়া পলায়ন করে। বালিকাকে তখনই হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা শঙ্কাজনক মনে করিয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার অন্তিম জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। বালিকা লক্ষ্মণ পান নামক এক ব্যক্তির নাম করিয়াছে। সে ব্যক্তি অনেকবার বালিকার নিকট তাহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়াছিল। বালিকার প্রত্যাখ্যান ফলেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত। তদন্ত চলিতেছে।

গত ১৮ই এপ্রিল বেলা অনুমানিক ৩টার সময় একটী ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু গোপালগঞ্জ সহরের উত্তরস্থ মধুমতীর বাঁক হইতে উত্থিত হয়। গৃহ-বৃক্ষাদি বিধ্বস্ত করিতে করিতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে চলিয়া যায়। মফঃস্বলে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

বাঙ্গলা সরকার এবৎসর আগামী ৩রা জুন সম্রাটের জন্মতিথি উৎসব পালন করিবেন

সিটি কলেজের হিন্দুছাত্র-চাঞ্চল্য একই প্রকার আছে। তাহাদের প্রিন্সিপাল ও আরও কয়েকজন প্রফেসার নাকি ছাত্রগণকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিলেও ছাত্রগণ কাহারও কথা শুনিতেছে না। সমস্ত হিন্দু ছাত্র সার্টিফিকেটের জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আধ ঘণ্টা সার্টিফিকেট লওয়ার কাল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে আর কয়জন সার্টিফিকেট লইতে পারে? আরও শুনা যাইতেছে, ৩০শে এপ্রিল কলেজ বন্ধ হইবে; সে কারণ ছাত্রগণ বিশেষতঃ মফঃস্বলের ছাত্রগণ বড় বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন

বোম্বাইয়ের এখনও ২২টি মিলের কার্য্য বন্ধ আছে। ২৫০০০ শ্রমিক বেকার অবস্থায়। ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। শুনা যায় পুলিশের সার্জ্জেন্টদের প্রতি ধর্ম্মঘটীরা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে।

লাহোর ষ্টেশনের মুটে ফরজান মেল-ব্যাগের সিল ভাঙ্গিয়া ওখানি ইন্সিওর চিঠির মধ্য হইতে ২৪০০ টাকার নোট চুরী করিয়া ব্যাগ আবার সিল করিয়া রাখে। সম্প্রতি সে ধরা পড়িয়াছে।

নাড়াজোলের রাজার এক আমলা কোন দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। হত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত। অনুসন্ধান চলিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী শীঘ্রই 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হইবেন বলিয়া শুনা যায়।

দিনাজপুর রুহিয়া রেল লাইন পীরগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। আগামী ৮ই মে মাল ও যাত্রী লওয়া আরম্ভ হইবে।

গত ১৮ই এপ্রিল সার পি, সি, রায়, রাজা গোপালাচারী প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ রাজসাহি কলেজের ছাত্রগণের সহিত মিলিত হন। পি, সি, রায় ছাত্রগণকে বিলাস সজ্জার ত্যাগ করিতে ও রাজা গোপালাচারী ধূমপানের কু-অভ্যাস ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। খাদি-শিল্পোন্নতিকল্পেও ছাত্রগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়। গত ১৯শে এপ্রিল নেতৃবৃন্দ একটী মহিলা সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় মহিলাগণকে খদ্দর পরিধান ও দরিদ্রগণকে অর্থ সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হয়। মহিলাগণ অর্থ ও অলঙ্কার যাহার যাহা সাধ্য দিয়াছেন। রাজসাহীতে প্রায় ১১০০ টাকা আদায় হইয়াছে।

নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নাভারাজ্যের সহিত যে সর্ত্তে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সর্ত্তানুসারে কার্য্য না করায়, পরন্তু গভর্ণমেণ্টের বিরোধী কার্য্যে যোগদান, সংবাদপত্রের আন্দোলনে বহু অর্থ ব্যয় প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর কার্য্য করায় ভারত সরকার তাঁহার উপাধি, অধিকার ও অন্যান্য দাবী দাওয়া হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজকে মহানন্দার কাটক প্রাপ্তির ভারত সরকার তাঁহার নিকট হইতে এক চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১২ই বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৫।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

(সমাপ্তি)

দক্ষযজ্ঞের পর আদিম অধিবাসীদিগের সহিত আর্যদিগের কোন বিবাদ রহিল না তথাপি তাঁহাদের নিজ বংশে অনেক দুরন্ত লোক উৎপন্ন হইয়া রাজ্য-কৌশলের ব্যাঘাত করিতে লাগিল। নাগ ও পক্ষী চিহ্নধারী কশ্যপবংশীয়গণ দেবতাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্থানে স্থানে বাস করিতে লাগিল। সেই সময় পক্ষী চিহ্নধারী কশ্যপগণ নাগদিগের উপর প্রবল শত্রুতা করিতেন, কিন্তু নাগেরা পরে বলবান হইয়া নানাদেশে রাজ্য করিয়াছিলেন। পক্ষীরা ক্রমে লুপ্তপ্রায় হইয়া গেল। কশ্যপ-পত্নী দিতির গর্ভে কয়েকটী দুর্দ্দান্ত লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অসুর নামে নিন্দিত হয়। স্বেচ্ছাচার ও ব্রহ্মর্ষিগণের বিচারিত রাজ্য কৌশলে ব্যাঘাত করিয়া তাহারা সমস্ত শিষ্ট লোকের শত্রু হইয়া উঠিল। ক্রমে শিষ্ট লোকদিগের প্রধান ইন্দ্রের সহিত বিবাদ করিয়া নিজেদের রাজ্য পৃথক করিয়া লইল। এক বিবাদের নামই দেবাসুর যুদ্ধ। অসুরেরা সকলেই পঞ্চনদ দেশে বাস করিতেছিল। শাকল, অশ্বক, নবশিংহ, মুলতান অথবা কাশ্যপপুর প্রভৃতি দেশ তাঁহাদের অধিকৃত ছিল। যে কশ্যপ প্রজাপতির বংশে অসুরগণ ও দেবগণ উৎপন্ন হন, তাঁহাদের বাসভূমি পঞ্চনদ ও ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে ছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রজাপতিগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের চতুঃপার্শ্ব ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত তৎকালে দেবরাজ্যের মধ্যস্থল ছিল। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী—এই দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেব-নির্ম্মিত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ—মনুসংহিতার এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেই দেবতাগণ বাস করিতেন। দেবতারা কশ্যপ প্রজাপতির সন্তান বলিয়া তাঁহারাও আর্য্য-বংশীয়। ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথমাভিনিবেশ-সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুর পরেই কশ্যপ-পুত্র ইন্দ্র রাজনীতিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলে তাঁহাকে দেবরাজ উপাধি দেওয়া হয়। রাজকার্য্যে যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, পূষা ইত্যাদি পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। পরে ক্রমশঃ যাঁহারা ঐ সকল পদ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাও ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ঋগ্বেদে যে সকল দেবতাদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই এক এক বিষয়ে পারদর্শিতা-ক্রমে এক এক বিষয়ে আধিকারিক দেবতা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে আবার যাঁহারা তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাও ঐ সকল উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। বৈবস্বত মনুর পর দেবতাদিগের আর বল রহিল না। তাহাদের রাজ্যশাসন নাম মাত্র রহিল। কেবল যেখানে যেখানে যজ্ঞ হইত, সেই সেই স্থানে নিমন্ত্রণ ও সম্মান প্রাপ্ত হইতেন মাত্র। দেবতাগণ আদৌ রাজ্য-শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে যজ্ঞ-ভাগ-ভোক্তারূপে গণিত হন। অবশেষে তাঁহাদিগকে মন্ত্র-মূর্ত্তিরূপে শব্দে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, পূর্ব্বমীমাংসা-রচয়িতা জৈমিনীর অভিমত। যখন দেবতাগণ রাজ্যশাসন কর্ত্তা ছিলেন, সেই সময় কশ্যপের অপর-পত্নীজাত অসুরগণ নানাবিধ উপদ্রব করেন, অতএব আদৌ কশ্যপ প্রজাপতি-প্রমুখ প্রজাপতি বর্গের শাসনকাল, পরে স্বায়ম্ভুব ও তদ্বংশের শাসনকাল, অনন্তর দেবতাদিগের শাসনকাল।

দেবাসুর যুদ্ধে বৃহস্পতি ইন্দ্রের মন্ত্রী ও শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের মন্ত্রী ছিলেন। হিরণ্যকশিপু বধ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে—দেবতাগণ হিরণ্যকশিপুকে সহসা বধ করিতে না পারিয়া তৎপুত্রকে দৈবপক্ষে আনয়নপূর্ব্বক ভগবদ্‌প্রেরণে তাঁহাকে নিহত করেন। হিরণ্যকশিপুর শোক বিমোচন এই সময় দেবাসুরের মধ্যে সন্ধি হয়। ইহার পরেই সমুদ্র-মন্থন হয়। দেবতা ও দানবগণ একত্র হইয়া সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করেন। সমুদ্র মন্থন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—দেবতাগণ সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করিলে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, ঐরাবত নামক হস্তী, কৌস্তুভ নামক পদ্মরাগমণি অতুলসম্পদ্বিধাত্রী দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল। অনন্তর মন্থন করিতে করিতে বিষ্ণুর অংশাবতার ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ কলসহস্তে উৎপন্ন হইলে অসুরগণ তাহা বলপূর্ব্বক হরণ করেন, তাহাতে দেবতাবৃন্দ অতীব বিষণ্ণ হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে অমৃত লইয়া অসুরগণ পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবতাদিগকে অমৃত প্রদান করিলেন। এই সময় রাহু নামক দৈত্য অমৃত পাইবার আশায় দেবচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক দেবতাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভগবান্ তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ভগবান্ দেবতাদিগকে অমৃত বণ্টন করিয়া অন্তর্হিত হইলে দেবাসুরের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা শিব পান করিয়া ফেলেন।

পণ্ডিতগণ এই ইতিহাস পাঠে অনুমান করেন যে, দেবতাগণ বুদ্ধি ও কৌশলে অদ্বিতীয় ছিলেন। অসুরগণ শিল্পবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। দেবতাদিগের বুদ্ধিবল এবং অসুরদিগের শারীরিক বল ও শিল্পবিদ্যার উভয় সংযোগে জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে অনেক উত্তম বিজ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও অমৃত উদ্ভূত হয়। ধন্বন্তরির উৎপত্তি, রাহুর প্রাণনাশ প্রভৃতির দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। অতএব প্রজাপত্যাধিকারে, মানবাধিকারে ঐ সকলের আলোচনা ছিল না, হিরণ্যকশিপু-বধ দৈবাধিকারে হইয়াছিল। তাহার পর হইতে (দেবতাধিকারেই) নানাপ্রকার জ্ঞান কৌশল নীতি শিল্প বিদ্যার আলোচনা প্রচুররূপে চলিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। সম্পূর্ণ কর্ম্ম এবং গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি ছন্দ এই সময় হইতে প্রচলিত হয়। জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য ও আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বাণ বিশেষের উৎপত্তি হয়। পরমার্থ তত্ত্ববিৎ মহাদেব ঐ বিষকে বিজ্ঞানবশে সম্বরণ করেন। দেবগ্রাহিগের উপাস্য বস্তু এক মাত্র বিষ্ণু। তিনি অসুরবিমোহিনী মায়া দ্বারা দৈত্যদিগকে সর্ব্বদা বঞ্চিত করিয়া থাকেন। অসুরগণ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, পরন্তু তাঁহাতেই মোহিত হইয়া থাকে। ভগবদাশ্রয়ে দেবতাগণ অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় দেবাসুরে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পরমার্থ বিচারে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে—ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব ভোগের উপকরণ লাভের জন্য সর্ব্বদা উদগ্রীব হইয়া নানাবিধ চেষ্টা-পরায়ণ হয় কিন্তু সে সব বস্তু লাভ হইলেও তাহাদের ভোগে আসে না, বঞ্চিত হয় মাত্র। ভগবানই একমাত্র দাতা বা পালয়িতা। তিনি যাহাকে দেন তাহারাই চেষ্টা না করিয়াও সে বস্তু ভোগ করিতে পায়। প্রাজাপত্যাধিকারে যে উপসর্গশাস্ত্ররূপ বীজ দেখা যাইতেছিল, দেবতাধিকারে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসরূপবীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইতে দেখা গেল। তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, ভগবদাশ্রয়ে করিতেন। অসুরদিগের নাস্তিকতা অনাদি কাল হইতে দেখা গেলেও তাহা কখনও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই বা পারিবে না।

মায়া-জয়

'সংসারের সমস্ত অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া পরে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইব'— এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। বর্ত্তমান সুযোগ ছাড়িয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশা আদৌ সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। মায়ার সংসারে মায়ার আদরের ছেলে হইয়া মায়ার মর্ম্ম যোগাইয়া চলিয়া মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে যাইবার আশা একেবারেই অসম্ভব। কেননা মায়ার কার্য্যই হইয়াছে জীবকে কৃষ্ণসেবা বিমুখ করিয়া রাখা—স্ব ইচ্ছায় কখনও সে আমাদিগকে কৃষ্ণের নিকট যাইবার অনুমতি দিবে না। যখন আমরা মায়ার অত্যন্ত অবাধ্য হইব—মায়াকে রাক্ষসী, প্রাণ হন্তারক সর্ব্বস্ব-শোষক রূপে জানিয়া তাহাকে পিছনে ফেলিয়া 'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিব, তখনই কৃষ্ণ অন্ন আমার প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার নিজ সাধুকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন, সাধুসঙ্গ-বলে তখন আমার মায়াপিশাচীর অ বেশ কাটিয়া যাইবে, আমি কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিব। নচেৎ হইবে। নতুবা আমার উদ্ধার নাই।

হতভাগ্য মানব আমরা, বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না, মায়া আমাদিগকে অধিক সুখ প্রদান করিবে কি ভগবান আমাদিগকে অধিক সুখ দিতে পারিবেন। তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন মরীচিকা-ভ্রমে উত্তপ্ত বালুকা-রাশি ভেদ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে প্রাণ হারায়, আমরাও আজ সেইরূপ সুখের ছদ্মবেশধারী দুঃখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া অনন্ত দুঃখরাশির মধ্যে পড়িয়া হারাইতে বসিয়াছি। ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং এবং তাঁহার নিজজনগণ দ্বারা আমাদিগকে কত সাবধান করিয়াছেন, তাহা এতদিন আমরা শুনি নাই, তাই এবার অংশাবতাররূপে নহেন, সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং-ভগবান সাক্ষাৎ বিষয়-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন আশ্রয়ের-ভাব-অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন আমাদিগের অতি নিকটে, আমাদিগকেই উদ্ধার করিবার জন্য—আমার ছুটিতেছেন আমাদেরই পশ্চাতে, সংসারের পথ হইতে ফিরাইতে আমাদিগকে। এবার প্রভুর কত দয়া! প্রভু এবার পাত্রাপাত্রবিচার না করিয়া যে তাঁহার শরণ লইতেছে, তাহাকেই তাঁহার নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার লুটিতে দিতেছেন। অপরাধী হউক, নিরপরাধী হউক যে আজ একবার 'হে গৌরাঙ্গ, হে কৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছে, সে আজ আর বঞ্চিত হইয়া ফিরিতেছে না, সমস্ত অভাব দূর করিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে তাঁহার পাত্র পরিপূর্ণ করিতেছে। জীবের প্রতি ভগবানের কেন আজ এত দয়া, তাহার উত্তর 'কৃষ্ণ যৈছে ভগবান—তৈছে তাঁহার জীবোদ্ধারণ।' শ্রীচৈতন্য এবং তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ, জগদ্‌গুরু শিক্ষকস্বরূপ জগতে অবতীর্ণ। অন্তর্ম্মুখ অবস্থায়ও যাহারা তাঁহাদের অন্তর দুঃখপঙ্ক

লইয়া নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে, প্রভুদ্বয় তাঁহাদিগকেই [illegible] করাইয়া তাঁহাদের স্ব স্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ উপলব্ধি করাইতেছেন। বদ্ধজীব গৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় তাহাদের চিরবন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, আর তাহাদিগকে মায়ার কবলে পড়িতে হইতেছে না। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের মধ্যেই মাধুর্য্য, ঔদার্য্য-স্বরূপের লীলায় তাঁহারা অনর্থযুক্ত অমুক্ত জীবেরও সেবা লওয়ায় তাহারাও তাঁহাদের নাম গ্রহণ ফলে অনর্থ মুক্ত হইয়া ঔদার্য্য মাধুর্য্য উভয় লীলায় বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে। কিন্তু মাধুর্য্য প্রধান-ঔদার্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতগণের উপর। কৃষ্ণনাম মুক্তকুলেরই উপাস্য বস্তু, যাহারা গৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয়ে শিক্ষার অপ্রাপ্তিতেই সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবায় উন্মত্ত হইতেছে, তাহারা অনর্থকেই আবাহন করিতেছে মাত্র, কিন্তু সিদ্ধাভিমানের ছলনা ছাড়িয়া যাহারা যথার্থ আর্ত্তিসহকারে 'হা নিতাই,' 'হা গৌর' বলিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে পড়িতেছে, প্রভু তাহাদিগকে 'নাম দৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার'। এমন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু গৌরনিত্যানন্দের চরণ ছাড়িয়াও যদি আমাদিগের মতি ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে চায়, হায়, হায়, তাহা হইলে আর আমাদের গতি কি হইবে? এজগতে যে আর কাহারও নাই। এমন নির্গুণ, বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট, নরপিশাচ আমাদিগকে আর কে দয়া করিয়া আশ্রয় প্রদান করিবে? কে বলিয়া দিবে আমাদের, কেন আমরা পরস্পরে বৃথা দ্বেষ হিংসা করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি—নিজেদের অমঙ্গল নিজেরাই বরণ করিয়া লইতেছি? জীবনের বহুদিনই ত' কাটিয়া গেল, 'আনন্দ' 'আনন্দ' করিয়া ত' অনেক ছুটিলাম, কিন্তু হায় একদিনের-এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি আমরা আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু আস্বাদন করিতে পাইয়াছি? না তুচ্ছ জড়ানন্দ আমাদিগের প্রতিপদবিক্ষেপে বিকট অট্ট অট্টহাস্য সহকারে নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া তাহার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছে? তবে কি এখনও আমাদের চৈতন্য হইব না? দয়াময় প্রভুকে ডাকিবার একটুও সাধ হইবে না? চৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার করিয়া আমরা কি একটুও চমৎকৃত হইবে না? পশুর ন্যায় আহার বিহার শয়ন ইন্দ্রিয়-তর্পণ লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিব? তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্তু। ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে? মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করিবার কি গুণ আমাদের আছে? আমাদেরই জন্য যে প্রভু তাঁহার নিজনাম প্রদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ গোলোক ছাড়িয়া ধরায় আমাদেরই দ্বারে অবতীর্ণ, আমরা চাহি না, সেই প্রভুর চরণ দু'টী বক্ষে ধরিতে? আমাদের সর্ব্বস্ব ভিক্ষা না দিয়া কি আজ প্রভুকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিব? প্রভু আমাদের দ্বার হইতে শূন্যহস্তেই ফিরিয়া যাইবে? আমাদের প্রাণ একটুও তাহাতে বিচলিত হইবে না? ধিক্ আমাদের ভারত ভূমিতে মনুষ্য দেহ ধারণে—ধিক্ আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কুলশীল মানে—ধিক্—শত ধিক্ আমাদের জীবনে॥

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন।

চৈতন্য নিত্যানন্দের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত মায়ারাজসীব হস্ত হইতে নিস্তার লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

'ধৃষ্টতা'

(প্রাপ্ত)

মহাত্মন্

আপনারা পুরাণ মানুষ, তাই পুরাণ কথা লইয়া ব্যস্ত আছেন। আজকাল নূতন যুগের কথায় আদৌ রুচি নাই, আপনাদের সেই এক নিত্য কালের নিত্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা মাত্র দিব্য সূরিগণের নিকট প্রচার করিতেছেন। আর দিব্য সূরিগণ ব্যতীত আপনাদের কথা বুঝে কার বাবার সাধ্য। আমি ত' দূ'রের কথা আমার ৪ × ১৪ = ৫৬ পুরুষ পূর্ব্বেও আমাদের এই দিব্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনুধাবন করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে আমার বহু প্রকার সন্দেহ উপস্থিত। অবশ্য বর্ত্তমানে আপনাদের বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ বৈকুণ্ঠ-দূত গৌড়ীয়ের কৃপায় বহুবিধ সন্দেহ খণ্ডনের ব্যবস্থা হইলেও নূতন জগৎ নূতন (মনোধর্ম্মোত্থ) ভাবে অভ্যস্ত বলিয়া উহা পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হইতেছে মাত্র।

এই নূতন যুগ 'কলিযুগ'। কলি শব্দের অর্থ বিবাদ। এই বিবাদের যুগে বিবাদ করাই নৈমিত্তিক কার্য্যে দাঁড়াইয়াছে। পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পতি পত্নীতে, পুরোহিত যজমানে, এমনকি গুরু শিষ্যে পর্য্যন্ত এই যুগে বিবাদ চলিতেছে। বিশেষতঃ এই সকল বিবদমান ঘটনাবলী নানা প্রকার ভাবা-বিন্যাসে নাটক নভেল ইত্যাদিতে প্রকাশিত হইয়া জাগতিক সমাজচিত্র সমস্ত সাধারণের অবগতির পথে সুগম হওয়ায়, আরও কোটী কোটী গুণে বিবাদ বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা নূতন নূতন ধরণে আবিষ্কার করাই বর্ত্তমান কালের, [illegible] ও সভ্যতার আদর্শ স্থানের পরিচয়।

যদিও আপনারা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগী, এবং আমাদের এই সকল বিবাদ তর্ক মীমাংসা করণার্থ মনোধর্ম্ম বিনাশ করিয়া, জগতের বিভিন্ন মনোধর্ম্মাক্রান্ত জনগণের বিরুদ্ধে একটা প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জৈবজগতে নিত্য সনাতন আত্মধর্ম্ম প্রচার-কল্পে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, তথাপি আমরা নূতন ভাবে অভ্যস্ত থাকায় কলির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া হিতে বিপরীত বুঝিতেছি। এই বিবর্ত্ত-বুদ্ধি-দ্বারা চালিত বলিয়াই আপনাদের পাষণ্ড-দলন কার্য্যের বিজয় ঢক্কা নিনাদ কর্ণ কুহরে বিষপূর্ণ শেলবৎ বিদ্ধ হওয়ায়, সুযোগ বুঝিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ নামে নানা প্রকার ভাবে নাটক নভেলের অলৌকিক ব্যাপার প্রবেশ করান হইতেছে। কাজেই উক্ত সাময়িক রুচি-সম্পন্ন গালিবা তথা-কথিত গ্রাম্য কবিতা ও গ্রাম্য ভাষা পূর্ণ বই গুলির এত কাটতি যে সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াও সেই অভাব দূর হইতেছে না।

তার পর আবার এক নূতন বিবাদের দল গঠন চেষ্টা। আবার নাকি নব অর্থাৎ নূতন দ্বীপ আবিষ্কারের জন্য একটা নবদল গঠিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যেন দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে, এই নব দলের একখানি বইয়ে, নব শব্দে নূতন অর্থাৎ নবদ্বীপ অর্থ নূতন দ্বীপ। অবশ্য বই খানাতে গ্রন্থকার তাঁহার স্বচরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিতে বিশেষ ত্রুটী করেন নাই, এবং তৎসঙ্গে কোন মহিলারও কথা গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বই খানার নাম অতি সুন্দর থাকিলেও বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়নের অবকাশ পাই নাই। এখন ইচ্ছা করি, অবসর মত বই খানা আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিব, এবং পাঠের ফল ও সারাংশ আপনাদের সত্য-প্রচারক নদীয়া প্রকাশে ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইব। আমার মনে হয় বই খানাতে শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে এত ভ্রম উপস্থিত যে, যদি কোন ব্যক্তি বই খানা আগাগোড়া পড়েন, তাহা হইলে তিনি নিজেই সন্দেহে দুলিতে থাকিবেন। প্রথমে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, গ্রন্থকার নিশ্চয়ই কোন স্বার্থাবলম্বনে মৎসরতা-বশে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, যাহা বহুপূর্ব্বে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশ-ক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রচার করিয়াছেন এবং যাহা বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের দ্বারা প্রচারিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিবার জন্য গ্রন্থে [illegible]। তার পর পাঠকের দ্বিতীয় সন্দেহ হইবে যে, গ্রন্থকার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধ সেবক কি না? না অসৎ-সঙ্গী অথবা অসৎ স্ত্রীর সঙ্গী? ইত্যাদি বহুবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। প্রবন্ধ-বিস্তার-ভয়ে ঐ সকল কথা আপাততঃ স্থগিত রাখিতেছি। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় বারান্তরে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

এখন বক্তব্য এই, আপনাদের বিদ্বেষ-সূচক সংবাদ একচেটিয়া প্রচারকারী কোন সংবাদ পত্রে নানাস্থানে সভা সমিতির কথা ও তাহাতে টিকাটিপ্পনী বহু প্রকারের দেখিতে পাই। কিন্তু কোথায় যে সেই দলের মূল কেন্দ্র, কে যে সেই দলের মূল নেতা এবং কাহার প্রেরণায় সেই দল স্থাপিত ও চালিত, তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। ছোট বেলায় একটা গল্প শুনিয়াছিলাম মনে হয়, কোন ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি চাঁদ মোল্লার বেহাই নামে পরিচয় দিয়া পরিচিত হওয়ার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলেন, কারণ তাঁর পিতা. পিতামহের নাম স্মরণ ছিল না অথবা তাঁহারা সমাজে অপ্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই চাঁদমোল্লার বেহাই নামে পরিচিত হইতেন। বলা বাহুল্য ইহাতে চাঁদ মোল্লার গণ্য গোষ্ঠি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু যাহারা বলিয়াছি তাঁহারা পিতৃপুরুষগণের পরিচয় না দিলে ছাড়িবেন কেন? আপনারাও দেখিতেছি কোন প্রাচীন সিদ্ধ মহাত্মার আনুগত্য ভিন্ন তথা কথিত ফাঁকতালে সভা সমিতি করিয়া হৈ চৈ করিতে দিবেন না।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী মহারাজ ও পরমহংস শ্রীমদ্ গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি দিব্যপুরুষগণের দিব্য চিন্ময় ধাম নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীধাম মায়াপুরে অর্থাৎ যে ভূর্গে লোকে কলিপাবনাবতার সর্ব্ব কলিধর্ম্মনিরসনকারী একমাত্র নিত্য সনাতন আত্মধর্ম্ম সংস্থাপক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা আমার মত কলিকবলিত জীবাধমকেও দেখাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।

আর এই পরম সত্য প্রচারকে, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ আধুনিক ২।১ খানা ম্যাপ, কোন মহিলার স্বপ্ন ও কয়েক খানা সাময়িক সুপারিশ পত্র অকাট্য প্রমাণ খাড়া করিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহাকে বিবর্ত্ত বুদ্ধির চরম না বলিয়া আর কি বলা যায় জানি না? বেলপুকুর যদি সাধুভাষায় মায়াপুর না হইতে পারে তবে কাজুড়ায় মাঠ, রামচন্দ্রপুর, মায়াপুর করা যাইতে পারে, কোন যুক্তিতে আছে?

...প্রধান উক্তাই ... অনুগত শ্রীকৃষ্ণগুণে বিশেষতঃ শ্রীমহাপ্রভুগুণবিরোধী ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন সাধুরা পর্য্যন্ত অদ্যাবধি ভুলিতে পারেন নাই, এমন যে পরদ্রোহী বিশেষতঃ নিরীহ সাধুজনদ্রোহী নিষ্কিঞ্চন সাধু বলিয়া পরিচিত যিনি, তাঁহার অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই বলিলেই চলে। তিনি কলি ... অর্থাৎ বিবাদ করিতে যথেষ্ট পটু হইয়া তাঁহার ভুবন মঙ্গল নিত্য ব্যবহার্য্য ... এখন জানি। আমার ধৃষ্টতা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। বারান্তরে সময় সময় শ্রীচরণ সমীপে ...

ভানের কোঁদল

(... পত্র)

বর্ত্তমানে যুগধর্ম্মের প্রেরণায় জগতে যেরূপ ধর্ম্মবিপ্লব, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সহজিয়াবাদ, এবং স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকগণের দ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্মকে আবৃত ও বিপন্ন করিয়া লোক-লোচনের অন্তরালে ফেলিতে বসিয়াছে, তাহাতে দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা যে জগতের কতটুকু মঙ্গল করিতেছেন, তাহা জগজ্জঞ্জালগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই কিঞ্চিদধিক হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কারণ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্রগণ কেহ, ভণ্ড, মন্ত্রব্যবসায়ী আদির ন্যায় মৎস্যাদ, মাংসাশী, গঞ্জিকা সেবী, তামাক, চা, চুরুট পানকারী ও অন্যাভিলাষী দেবসেবক এবং অসৎ সঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গী, স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী, যাহাতে বিচরণকারী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণব্রুবগণ নহেন। তাঁহারা সত্যসত্যই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের গুরু জগদ্গুরু আচার্য্য বৈষ্ণব। তাঁহারা চরিত্রের হিসাবে জগতে আদর্শ ... স্বামীর সাধক ও বৈরাগ্যের হিসাবে অতুলনীয়। গুরুত্বের হিসাবে লঘু বিবর্জ্জিত একমাত্র আচার্য্য গুরু প্রত্যেক বিষয়ে—তাঁহারা জগদ্বরে জগদ্গুরু। যাঁহারা গুণবান, তাঁহারা গুণীর মর্য্যাদা জানেন; শুধু চামড়ার মর্য্যাদা করেন না। সুতরাং বৈষ্ণব যে কোন বর্ণে, যেকোন কুলে, যে কোন স্থানে, আবির্ভূত হউন না কেন; মূঢ়গণের মোহ বৃদ্ধিকল্পে তাঁহাদের তাদৃশ লীলা বুঝিয়া গুণবান, গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়াই স্বীকার করেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য অনুকরণ করিয়া।

"কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়
যেই, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।"

অতএব জগতের অধিকাংশ ব্যক্তি, এমনকি সমস্ত ব্যক্তিও যদি যেকোন কুলে উদ্ভূত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা উত্তম ভক্তকে বৈষ্ণব বা গুরু বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহা হইলেও কিছু আসিয়া যায়না। বরং নিজেরাই নিজ দুর্ভেদ্যজালে পড়িয়া অপরাধবশে বঞ্চিত হয়।

সাধন ভজন না করা বরং শত গুণে শ্রেয়ঃ, তবু না জানিয়া, নিজে নিজে অথবা যার তার নিকট—গ্রন্থের কয়েক কথা কণ্ঠস্থ করিয়া ভুঁইফোড় সাধু সাজিয়া যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া জাগতিক সমস্তসুখে জলাঞ্জলী দিয়া, ভারতের বিভিন্ন স্থলে—আবির্ভূত হইয়াও, জীবন্ত মনুষ্যকুলের—সনাতন ধর্ম্ম—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকসেবা নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার জন্য শ্রীমায়াপুর ধামে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠে সমবেত হইয়াছেন, (এই আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচার কেন্দ্র। এই স্থান হইতে শুদ্ধ ভক্তির কথা জগতে প্রচারিত হইয়া—জগন্মঙ্গল বিধান করিতেছেন) তাঁহাদিগকে বৃথা আক্রমণ করিয়া বৈকুণ্ঠের বিপরীত রাস্তা সুগম করিবার প্রয়োজন তাঁহাদেরই আছে, যাঁহাদের সংসার রূপ কারাগার—... আমরা ... লইয়া আছি, সমাজ ... স্বজন, পুত্র কন্যার বিবাহ পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি জাগতিক কার্য্যে ব্যাপৃত আছি, বেশ আছি। ইহাতে আমাদের বংশ ও কুলমর্য্যাদা যার যা আছে, জাহির করিতে পারি। ইহাতে ত' বৈষ্ণবাচার্য্যগণ হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁহারা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণের সহিত সামাজিক কোনই সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহারাই বৈষ্ণব। জগতের হিতই প্রয়োজন, আমার মত পতিত জীবকে উদ্ধার করামাত্র। আমার পোড়া কপাল তাই দুঃসঙ্গ রূপ অসৎ সঙ্গে পড়িয়া শুদ্ধবৈষ্ণব সঙ্গ করিবার সুযোগ পাইয়াও হারাই-লাম।

শ্রীশ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবকৃপাভিক্ষু
শ্রীরাধারমণ গোস্বামী।

পত্রোত্তর

... নিবেদন —

মহাশয়, আপনার ৩১শে চৈত্র ১৩৩০ সাল তারিখে লিখিত পত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আপনি বিদ্যাপীঠের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বিশেষ শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন জানিতে পারিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যাপীঠের সভায় নির্দিষ্ট পাঠ্য-গ্রন্থের আলোচনার অভাবেই যে বিবর্ত্ত পারমার্থিক সমাজের অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, সেই অজ্ঞান বিদূরিত করিবার জন্যই বিদ্যাপীঠের প্রারম্ভ। নতুবা অনেক স্থানে পাখী পড়ানোর ন্যায় হরিকথার বহিঃপ্রক্রিয়া চালিত পঠন পাঠনাদি হইয়া থাকে। উক্ত বিদ্যাপীঠের এরূপ সঙ্কীর্ণতা ও অদৈব বর্ণাশ্রম বিধানের আনুষ্ঠানিক অকিঞ্চিৎকরতা শিক্ষা দিবার জন্যই এই বিদ্যাপীঠের প্রাকট্য। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মৌলিক আকর গ্রন্থের পঠন পাঠন এবং তাদৃশ বিচার মূলে বর্ত্তমান বিকৃত পঞ্চোপাসকীয় সাধারণ বিদ্ধ-বৈষ্ণবগণের অজ্ঞান-অপসারণ প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠের ফল ব্যবহারিক-রাজ্যে বৈষ্ণব-জীবনে অত্যাবশ্যক, ইহা জানাইবার জন্য বিদ্যাপীঠের বিপুল অনুষ্ঠান। এই বিদ্যাপীঠ বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ বিদ্ধ-সমাজের একটী বিকৃত দোকানঘর নহে বা পাখী পড়ান' আড্ডা মাত্র নহে। যাহাতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রচারিত বিশুদ্ধ ভাগবত-মতানুসরণে ভাগবতগণের বিশুদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিতি ঘটে, তদুদ্দেশে আচার প্রচারমুখে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রকট-লীলায় শুদ্ধ সামাজিক বিধিসঙ্গত সদাচারাদির পুনঃসংস্থাপন।

যাঁহারা মুখে বেদশাস্ত্র মানেন, বেদাত্মক পঞ্চরাত্রের আদর জানেন না, পঞ্চরাত্রের বিরোধ-প্রথা প্রচলনে প্রমত্ত, সেই সকল অদৈব বর্ণাশ্রমবিধি কখনই ভাগবত জীবনের উপযোগী নহে। উহা ক্ষীণপুণ্য হরিবিমুখ কেবল সংসারবাদীর ভক্তিপ্রচার বিদ্বেষ মাত্র। যাঁহারা মুখে কপটতা করিয়া পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদান করেন, বলিয়া থাকেন, যাঁহারা কপটতা করিয়া ভাগবত পাঠের দ্বারা শুদ্ধ আত্মার পূর্ব্বক তদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির বিরোধী সংসার পোষণ করেন, যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড কেউ অকিঞ্চন করিয়া তদ্বগুণ ক্রিয়াফল ভক্তিতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত করেন না, "অন্তঃ শাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ", প্রচার করেন, তাঁহাদের বিকৃত রুচি পোষণকল্পে যে বর্ত্তমান বৈষ্ণব-বিদ্বেষের অনুষ্ঠানরূপ স্মার্ত্তপদাবলেহন, তদ্দ্বারা পরমার্থ অনুশীলনের ব্যাঘাত হওয়ায় অল্পবুদ্ধি বৈষ্ণব বিদ্বেষী স্মার্ত্তগণের বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শনের জন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস স্মৃতিরাজের পুনঃ-সংস্থাপন বিদ্যাপীঠের একমাত্র কার্য্য। তাহার প্রতিকূল মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অনভিজ্ঞতা জন্য অচলনীয় ধর্ম্মের বিপ্রাভিমানে আবদ্ধ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের আচার্য্য-সন্তানকারী বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্তের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট অচলনীয় বর্ণ-ব্রাহ্মণগণের অন্যতম আচার্য্যবংশ্য প্রভৃতি পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণের উন্নতি প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াই তাহাদিগকে শাস্ত্রীয়-জ্ঞান-বিমুখ জন্যই বিদ্যাপীঠের একটী উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত অযাজ্যযাজী ব্রাহ্মণপর্য্যায়ে পরিগণিত হইবার কৌতূহলবশে কতিপয় আচার্য্যকুল অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট হওয়ায় বৈষ্ণব বিদ্বেষীর শিবিরে প্রতিপালিত হইয়া নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়ায় জন্যই সম্প্রতি তাঁহাদের জল পঞ্চোপাসক ব্রাহ্মণ সমাজে চলিতেছে না। এখন সময় আসিয়াছে, যাহাতে কেবলাদ্বৈত-বারাণসীর কুশিক্ষার পরিবর্ত্তে নৈমিষীয় সুশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় তাহা করা। কমলাকর, ভীমভট্ট, রঘুনন্দন প্রভৃতির বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও তত্ত্বদনুসরণে যে পরমার্থ বিরোধী সমাজ চাঁদের হাট খুলিয়াছেন, তাহাকে দীপ্ত করিবার জন্য প্রাভাতিক পরাবিদ্যার উদিত মার্ত্তণ্ডের কিরণে অনুচানমানীদিগের প্রতিভাকে হতপ্রভ করিতে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং" ইত্যাদি ভাগবত-বিচারের প্রতিকূল বিচার আপনার ন্যায় অভিভাবক আচার্য্য সন্তানের পক্ষে কখনই শোভনীয় নহে। আপনি পারমার্থিকী বিদ্যার পারঙ্গত করিবার জন্য সবংশে ছাত্রগণকে পরাবিদ্যাপীঠে সুশিক্ষা লাভের জন্য ও ভক্তিশাস্ত্রে তাৎপর্য্য লাভের জন্য পাঠাইয়াছেন এখন তদ্বিপরীত বিচারাবলম্বন করিয়া পুনরায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ বর্ত্তমান সামাজিক কদাচার পোষণ করিবার উদ্দেশ্যে আপনার যুক্তির আদর করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। পরবিদ্যাপীঠের নিয়মানুসারে এরূপ শ্রেণীর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোন অভিভাবকের অনুগত ছাত্রকে আর আশ্রয় দিতে পারি না অথবা পরাবিদ্যা শাস্ত্রে পারঙ্গত করা আমাদের শুভানুধ্যায় নহে।

আপনি যে পাঞ্চরাত্রিক বিধানে প্রতিকূল শৃঙ্খলা-যুক্তি দিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রসবা এবং উন্মাদিনী যুক্তি শ্রী... স্বামীর টীকা এবং সজ্জন-তোষণী গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ প্রভৃতি সাময়িক পারমার্থিক গবেষণাপূর্ণ পত্রসমূহ আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন আপনাদিগকে ঐসকল শাস্ত্র-দর্শনে অভাব হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবের সম্প্রদায়ী গুরুকুল স্থাপন করিয়াছি। শ্রীমায়াপুর গৌড়েশ্বর শাস্ত্রসমূহ প্রচার করিতে শ্রীবৈষ্ণবগণের বেদান্তসিদ্ধান্তসম্মত গ্রন্থরাজিতে প্রকাশ করিতেছি এবং উহারই পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছি। শ্রীবৈষ্ণবগণের চারি সম্প্রদায়ের গূঢ় উদ্দেশ ও সাম্প্রদায়িক-বৈভব ভাগ্যহীন বঙ্গদেশে বিশেষ দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিয়াছে। আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র ও প্রকরণগ্রন্থ গৌড়দেশে পঠন-পাঠনাভাবে যে সামান্য

উপস্থিত ঘটিয়াছে, তাহার পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই বিদ্যাপীঠে অধ্যাপক প্রস্তুত করিবার প্রয়াসে যাঁহারা বাধা দিবেন, তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের প্রধান শত্রু ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শাস্ত্র-বর্জ্জিত অনভিজ্ঞ জনশ্রেণীর জানিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিতে পারিলাম না। আগম-প্রামাণ্য শ্রীনারদীয় পঞ্চরাত্র, সৎক্রিয়া সারদীপিকা, ভক্তসন্দর্ভ, ভক্তিরস প্রভৃতি শাস্ত্রতাৎপর্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত পথের অনভিজ্ঞতা হইতেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ পাপ পাষণ্ডক্রমে সে বর্ণ-ব্রাহ্ম। হরিনাম মন্ত্র উৎকণ্ঠিত হন, এবং কলহ অপনোদন একমাত্র শাস্ত্রালোচনা দ্বারাই হইতে পারে। শাস্ত্র-পাঠ... তাঁহারা জানেন যে, পাপ-তাপাকাঙ্ক্ষ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্তকুল "মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥" "বৈষ্ণবে জগদীশস্য" প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পরমার্থ বিচার করাই তাঁহাদের সামাজিক ... কার্য্য। শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ-পাঞ্চরাত্রিকা-বিধিগ্রাহ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেবা করেন না বলিয়া যে বিধান-অপবাদ আপনার পত্রে স্থান পাইয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই। এখানে বিশুদ্ধ সংস্কারসম্পন্ন নিষ্কপট পারমার্থিক-বিচার বিশিষ্ট ভাগবত ব্রাহ্মণ প্রকাশ্য ও তাঁহার আদান প্রদান করিয়া থাকেন। অচলনীয় বর্ণ... প্রভৃতির স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীগৌরাঙ্গ পাঞ্চরাত্রিক গোস্বামী ... সমাদৃত হয় না। কপট বৈষ্ণবতার নামে যে সকল অবৈধ বর্ণাশ্রমধর্মের বিচার প্রচার হইতে পারে, বিদ্যাপীঠে বা শ্রীচৈতন্যমঠে আসুর-চক্রান্তিকের পথ তাদৃশ ... প্রবেশ হইতে দেওয়া হইবে না।

আপনার পত্র হইতে জানা যায় যে, আপনি দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উচ্ছেদের জন্য ষড়যন্ত্র অন্যায়ভাবে ঘোষণা করেন, উহা পারমার্থিক-বিমুখতা মাত্র। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে কিছু কাল শুভাগমন করিয়া প্রত্যক্ষ যে আপনার কুসংস্কার সমূহ শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তিবিচার দ্বারা সমার্জ্জিত করিলে আমরা সুখী হইব। তখন আপনি জানিতে পারিবেন যে, আপনারা বদ্ধ কুসংস্কারবশে কি প্রকার পরমার্থ বিরোধের জন্য ধরিয়াছেন। নিরপরাধী শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালীর আনুগত্য শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দাদৈতের বিরোধ করিতেছেন।

যদি আপনি শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে বিরোধ-কল্পনা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের মঙ্গলকামনা না করেন এবং অনভিজ্ঞ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উক্ত দিগকে পরবিদ্যাপীঠ হইতে বঞ্চিত করাইতে পারেন।

শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী।

নানা কথা

রেল কোম্পানীর সেক্রেটারী ফ্রেডারিক ফ্রান্সিস বসু। ৩২বৎসর বয়সে ব্যাঙ্কটিউব ষ্টেশনে কাটা পড়িয়া মরা যান বলিয়া শুনা যায়। সিটি করোনার ফ্রান্সিস্ বিকারগ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া রায় দিয়াছেন। গত ডিসেম্বর হইতে গভর্ণমেণ্ট বর্ম্মা রেলওয়ের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন, লাইন গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকিলে তাঁহার চাকরী থাকিবে না, এই দুশ্চিন্তাই নাকি তাঁহাকে আত্ম-হত্যায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

প্রকাশ যে, পাবনার সুজানগর থানার অন্তর্গত কাদোয়া গ্রামে একটী কালি বাড়ীতে গত ইষ্টারের ছুটীর সময় একদিন সন্ধ্যার সময় হইতে একজন মুসলমান ফকির ঢাক ঢোল বাদ্যের সহিত কালী আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। উদ্দেশ্য ঐরূপ করিলে দেশে বৃষ্টি হইবে ও কলেরা কমিয়া যাইবে। বহু মুসলমান ঐ ফকিরকে দোষে কালীবাটীতে সমবেত হইয়া ঐরূপে মুসলমান হিন্দুর দেবতা পূজার অপরাধে বাধা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ফকির তাহা শুনেন নাই। কিছুক্ষণ পরে ৮।৯ বর্ষ বয়স্ক একটী বালককে নাকি কালীর আবেশ হয়। অপর একজন মুসলমানের বালকের দশা লাভ হয়। ফকির মুসলমানগণকে কোন অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়া দেন। পরদিবসই নাকি প্রচুর বৃষ্টি হয় ও কলেরাও থামিতে থাকে।

গত ২০শে এপ্রেল প্রাতে ৮টার সময় চট্টগ্রামে ত্রিপুরা জিলার কেওচিয়া নিবাসী কফিলা রহমান নামক এক মুসলমান যুবক জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, এইচ, ডব্লিউ ডেভিস সাহেব সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ইংলণ্ড যাইবার জন্য একখানা ছাড়পত্র ও কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে। সেই প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করিতে করিতেই হঠাৎ যুবকটী ডেভিসের বামবক্ষে ছুরী মারিয়া দেয়। মিঃ ডেভিস্ সেই অবস্থায় টলিতে টলিতে পার্শ্বের ঘরে খাটের উপর পড়িয়াই প্রাণত্যাগ করেন। নাজির মহেন্দ্র সরকার ও আর ২জন কেরাণী হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কমিশনার মিঃ ডেভিসকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া দিয়াছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডি, কে, ঘোষ মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিতেছেন।

গত ২১শে এপ্রিল রাত্রি ২টার সময় বোম্বাই প্রদেশে সিউরি তুলার গুদামে আগুন লাগিয়া বহু টাকার মাল পুড়িয়া গিয়াছে।

পি এণ্ড ও কোম্পানী ১০ হাজার টন ভারবাহী একখানি নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই জাহাজ ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্য বহনে নিযুক্ত থাকিবে। জাহাজের নাম 'তাজমহল' রাখা হইয়াছিল কিন্তু পরে কোম্পানীর বন্ধুবর্গের অনুরোধে 'ভাইসরয় অফ্ ইণ্ডিয়া' নাম রাখা হইয়াছে।

অধ্যক্ষ ডাঃ ওয়াট্ এবং তৎপত্নীকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য অদ্য অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় হাইকোর্টের বিচারপতি সার চারুচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ হলে এক সভা হইবে।

প্রকাশ যে, ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভ স্বামী দেবমন্দিরে লালা লজপৎ রায়কে প্রবেশ-অধিকার দেওয়া হয় নাই।

বরেনস এয়ার্স পশুশালায় এক রক্ষক একটী বেঙ্গল রয়্যালটাইগারের খাঁচায় প্রবেশ করিয়া খাঁচা পরিষ্কার করিতেছিল। হঠাৎ বাঘটী রক্ষকের উপর পড়িয়া তাহার বহুদিনের ক্ষুধা রক্ষকের সমস্ত দেহটী দিয়া শান্তি করিয়াছে। আর একটী রক্ষকও বাঘটীর মুখে যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাঘটী যেমন তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইবে, সেও অমনি রিভলভারের এক গুলীতে তাহার সমস্ত ক্ষুধার চিরশান্তি করিয়া দিয়াছে। অনেক দর্শক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ভয়ে তাহাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, শেষে চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছিল।

বোম্বাইয়ের কমিটিতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার অপরাধে গত ২১শে এপ্রেল ৮জন ধর্ম্মঘটী শ্রমিক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে। শ্রমিক নেতারা শ্রমিকগণকে ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য খুব উৎসাহ দিতেছেন।

গত ৮ই বৈশাখ প্রাতে হাঁর্ণডেন রোডে ইণ্ডিয়ান সেন হাসপাতালে একটী চাউলের বস্তার মধ্যে একটী কামানের গোলা দেখা যায়। গোলাটিকে সকলে বোমা ভাবিয়া মহা হুলস্থূল কাণ্ড করিয়া তুলেন। তথাকথিত বোমাটি যাহাতে না ফাটে তজ্জন্য খুব জল ঢালাঢালি আরম্ভ হয়। টালিফোন করিতেই আলীপুর থানার দারোগা আসিয়া পড়েন। তাঁহার কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি সকলের সন্দেহ ঘুচাইয়া দিতে সকলেই আর হাসিয়া বাঁচেন না।

গত শুক্রবার পোর্ট পুলিশের অনেক কনষ্টেবল ঐরূপ আর-একটী কাণ্ড ঘটাইয়াছিল। এক ব্যক্তি একটা গোলাকার লৌহপিণ্ড লইয়া যাইতেছিল, পুলিশ মহা-উৎসাহের সহিত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এক নিঃশ্বাসে ইন্‌স্পেক্টার এই কমিসনের নিকট গিয়া তাহার গোলাবারী বিষয়ের কথা নিবেদন করিল। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া বোমা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির।

মানুষের এইরূপেই বিবর্ত্তবুদ্ধি হইয়া থাকে। অবস্তুতে বস্তু বুদ্ধি করিয়া মানুষ নিরর্থক সুখে কিম্বা দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। সদ্গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত মানুষের এই বিবর্ত্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করার আর অন্য উপায় নাই।

ময়ূরভঞ্জ মহারাজের মৃত্যুর সম্বন্ধে আরও শুনা যায় যে, গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় হইতেই মহারাজের বড় পেটব্যথা আরম্ভ হয়। ডাক্তার দেখিয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগের কথা বলিলেন। রাত্রি কোন গতিকে কাটিয়া যায়। শনিবার প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার হার্ট ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, পরে বেলা ৩॥০ টার সময় তাজমহল হোটেলে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজকীয় চিকিৎসক ডাঃ ভারুচা এম, ডি তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। পুত্রপুষ্পসজ্জিত মোটরে করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। মহারাজার শ্বশুর বিকানীরের মহারাজ আসগুন, ইন্দোর ও নীলাগিরির মহারাজ সঙ্গে ছিলেন। মৃত মহারাজের ৬টী সন্তান আছে।

কলিকাতা হিন্দুমিশনের ব্রহ্মচারী পরমানন্দের উপর ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তিনি গত ৮মাস ধরিয়া মেদিনীপুরের শুদ্ধি কার্য্য করিতেছেন এবং ৩৬১ জনকে হিন্দু করিয়াছেন। আগামী ২৮ ও ২৯ এপ্রিল তারিখে তিনি পিংলায় আদিবাসীদের এক সভার আয়োজন করেন, তাহাতেই বোধ হয় গত ২০এ তারিখে তাঁহার উপর ১৪৪ ধারা আসিয়াছে।

লণ্ডনের রাজস্বসচিব মিঃ চার্চ্চিল মোটরের পেট্রলের উপর ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে মোটর ড্রাইভারদিগের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। মিঃ চার্চ্চিল বলেন, মোটরযান চালান একটা বিলাসিতার লক্ষণ মাত্র। বৃটেনে ৭৯ কোটি গ্যালন পেট্রোল ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গ্যালন পিছু ছয় পেন্স করিয়া কর বসাইলে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হইবে। মোটর ড্রাইভারগণের বক্তব্যে গড়ে দুই পাউণ্ড ব্যয় হইতে পারে। তিনি অশ্বযানের কারবার শতকরা ৫০ হ্রাস করিয়া দিবেন, পেট্রল হইতে সেই ক্ষতি তুলিয়া লইবেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভারত প্রেসইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

(সমাপ্তি)

আমরা প্রাচীন ইতিহাস যাহা বর্ণন করিলাম, তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাজাপত্য ও মানবাধিকারে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতি যাহা অঙ্কুরিত রূপে দেখা যাইতেছিল, তাহাই দৈবাধিকারে পরিবর্ত্তিত আকারে দৃষ্ট হইতেছে। দেবাসুরযুদ্ধে, সমুদ্রমন্থনে দেবতাদিগের অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল তথা নৈতিক ও সামাজিক কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাজাপত্যাধিকারে আর্য্যগণের দক্ষপ্রবর শিবের প্রতি অনার্য্য বা পার্ব্বতীয়-অসভ্য বোধে যে অনাদর দেখা যাইতেছিল, দৈবাধিকারে তাঁহাদের যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হইতে লাগিল। আর্য্যগণ প্রথমে বহিঃপ্রজ্ঞা অবলম্বনে ভগবদবতার শিবের পার্ব্বত্য জাতির সহিত বনবাস, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন, শিব প্রকৃত পক্ষে তদনুচর পার্ব্বত্য জাতীর ন্যায় অসভ্য নহেন বরং তাঁহাতে অনেক শক্তি আছে, যাহা আমাদের মধ্যে নাই। তখন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শিবের ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। দৈবাধিকারে শিব দেবতার শ্রেষ্ঠ রূপে পূজিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালের বিচারেও দেখা যাইবে, যে জাতি যত আধুনিক, তাহারা সেই পরিমাণে নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ অভিমান করিয়া পুরাতন জাতির প্রতি অবজ্ঞা করে এবং ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত হয়। আবার তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি যত উন্নত হইতেছে, শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, ততই তাহাদের প্রাচীনত্বের প্রতি আদর ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দেখা যাইতেছে।

প্রাজাপত্য ও মানবাধিকারে আমরা আর্য্য ও আদিমনিবাসী এই দুইটী কথার ব্যবহার দেখিতেছি। দৈবাধিকারে দেবতা ও অসুর এই দুইটী কথার ব্যবহার লক্ষিত হইতেছে। এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক ও নৈতিক উভয়েরই নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য পরস্পরের প্রতি আক্রোশ দেখা যায়। দেবতাগণ অপেক্ষা অসুরদিগের শারীরিক বল অধিক ছিল। শিল্পবিদ্যার নৈপুণ্যও অসুরগণের মধ্যে দেখা যায়। বুদ্ধিও কম ছিল বলিয়া মনে হয় না তথাপি তাঁহাদিগকে অসুর বলিয়া গর্হিত করা হইয়াছে তাহার কারণ কি? শাস্ত্র বলেন, অসুরগণ অনেক বিষয়ে দেবতাদিগের সমতা লাভ করিলেও তাহারা নিরীশ্বর ছিল। নিরীশ্বরদিগের নীতি কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না, যতক্ষণ তাহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাসরূপ নীতিকা সংযুক্ত না হয়। ঈশ্বর-বিশ্বাস-নীতি পাশবিক নীতি অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও সেশ্বর নৈতিকের নিকট তাহাদের আসন অতি নিম্নে। বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্ দৈব অসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ ইত্যাদি শাস্ত্র বচন পাঠ করিলেও তাহাই জানা যায়। গীতা ১৬।১০-১৭ শ্লোকে অসুর দিগের চরিত্র বর্ণনে দেখা যায়—তাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসায় অতীব মোহিত হইয়া অন্যায় রূপে অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক আমি ঈশ্বর আমি ভোগী আমি বলবান আমি কুলীন আমি সভ্য আমি শিক্ষিত ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া ঈশ্বরবিশ্বাসী সজ্জনদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। হিরণ্যকশিপুর সহিত দেবাসুরের প্রথম যুদ্ধ হয়। তাহার চরিত্র এবং পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি অত্যাচারের কথা পাঠ করিলে এই বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে।

গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি নির্ণয়জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীনটবর দত্ত নামক একব্যক্তি কলিকাতার এলবার্ট হলে যে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে সমবেত বক্তৃগণ প্রায় সকলেই পূর্ব্ব হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্ম্মিত মন্দিরের অবস্থিতি-ভূমিকা যে কোন প্রকারে হউক যথার্থভাবে নিরূপিত হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মভূমি নির্ণীত হইয়া যাইবে। তজ্জন্য কমিটি গঠন, বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের নির্ব্বাচিত কমিটির সহিত একযোগে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প এবং গভর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সাহায্য প্রার্থনা প্রভৃতি চেষ্টা অবলম্বন করা হইয়াছে। অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সহিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের কি সম্পর্ক তাহা উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে প্রদর্শিত হয় নাই। ঐ দিবসের সভায় যাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও এবিষয়ে বিশেষ কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় নাই। বক্তৃগণ প্রায় সকলেই ঐ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেবল একব্যক্তি যাহার নাম বক্তৃগণের তালিকায় সন্নিবিষ্ট ছিল না, তিনি জন্মভূমি নির্ণয় সম্পর্কে আন্দোলনের ইতিহাস-বিবৃত এক লিখিত প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন যে, পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রভুর জন্মভূমি নির্ণয় জন্য চেষ্টা করেন এবং তাহাতে সফল কাম হইয়া স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তদুপরি এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ কথাটি তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত, স্বপ্নলব্ধ না কোন বিশিষ্ট প্রমাণ মূলে স্থাপিত, তাহা তিনি প্রবন্ধ মধ্যে ব্যক্ত করেন নাই অথবা ছায়াচিত্র সহযোগেও তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় নাই। অথচ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃগণ এই প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বেই অন্য কোন প্রকার প্রমাণ প্রদর্শন না করিয়াই স্বচ্ছন্দে প্রচার করিলেন যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইলেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি অভ্রান্তভাবে নির্ণীত হইয়া যাইবে। এই মন্দিরটি রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ কর্ত্তৃক ১৭৯৯ সালে নির্ম্মিত হয় এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই গঙ্গাকুক্ষিগত হইয়া সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কালক্রমে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐ স্থানটি চড়ায় পরিণত হয়। ঐ চড়ার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও পাওয়া যাইতে পারে, এলবার্ট হল সভার বক্তৃগণ সম্ভবতঃ এইরূপ আশা করেন। ঐ মন্দিরের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের যে প্রকার সম্পর্কই থাকুক না কেন, রামচন্দ্রপুরের বর্ত্তমান চড়ার মধ্যে মন্দিরের যথার্থ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইবার কতখানি সম্ভাবনা, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ধূর্জ্জটিজটাজাল বিমুক্তা ঐরাবতদর্পহারিণী বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা জাহ্নবী বিরাটবপু হিমালয়ের পাষাণ গাত্র ভেদ করিয়া আপনার পথ আপনি প্রস্তুত করিতে করিতে কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি কতশত নগরী তীর্থীকৃত করিতে করিতে রাজমহলের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া বঙ্গলার তৃণশস্পাচ্ছাদিত সুকোমল নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে করিতে যতই বহিত্রের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার অপ্রতিহতা গতির প্রাখর্য্য এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে রামচন্দ্রপুরের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ভিত্তিমূল বা ভগ্নাবশেষ খণ্ডগুলি আর বহন করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা ঠিক যথা স্থানে রক্ষা করিয়া কেবলমাত্র আশ পাশের কোমল মৃত্তিকাগুলি, ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ লতা গুল্ম দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের এবং তৎকালীন সহর নবদ্বীপের ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে অধিবাসিগণের ইমারৎ দালান কোঠা বাড়ী গুলি পৃষ্ঠে লইয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘপথ শ্রান্ত পথিকের ন্যায় একান্ত অনিচ্ছায় বঙ্গোপসাগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান রামচন্দ্রপুরের চড়ায় ২, দুই টাকা হারে মজুরী দিয়া কতকগুলি কুপ খনন করাইতে পারিলেই যে ইষ্টকখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যাইবে তাহাই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং ঐ স্থানই মন্দিরের ভিত্তি অতএব উহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর যথার্থ প্রকটভূমি—এরূপ হাস্যোদ্দীপক কল্পনা ব্রজভূমি হইতে অপ্রকাশ্য কারণে বিতাড়িত, পরনারীর ভরণপোষণ নিবন্ধন ঋণ ভিক্ষাপাত্রবাহী, ইষ্টক-ব্যবসায়ীর কার্য্যে মধ্যস্থকারী এজেন্ট, বহুকালের পতিত বালুকাময় চর জমিগুলি বিলি বন্দোবস্ত করিবার জন্য জমিদার সরকার হইতে মাসিক বৃত্তিভোগী অভাবগ্রস্ত দালাল, ত্যক্ত গৃহের বাহ্য বেশোপজীবী সত্যকাম জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বাক্যে বা লেখনী মুখে অভিব্যক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া কেবলমাত্র অত্যধিক স্বদেশবাৎসল্য বশতঃ বঙ্গের গৌরব—শুধু বাংলার কেন ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী পৃথিবী বিখ্যাত বাগ্মী পাল মহাশয়ের মত ব্যক্তির মুখে বা বারিষ্টার, বিশারদ দেশপ্রসিদ্ধ দেশবন্ধু দাস মহাশয়ের মুখে শোভা পায় বলিয়া মনে হয় না। ভাগীরথীর অনুকূল স্রোতোমুখে নিপতিত মন্দিরের ইট কাঠ পাথরের স্তূপ খণ্ডগুলি শতাধিক বর্ষ ধরিয়া প্রবল স্রোতোবেগে চালিত হইতে হইতে কোন যুগে কতদূরে আপনাদের অস্তিত্ব সঙ্গোপন করিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে, তাহা এক সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত কে যথার্থরূপে নির্ণয় করিবার স্পর্দ্ধা ধরিতে পারেন? আবার রামচন্দ্রপুরের বর্ত্তমান চড়াটি যে মৃত্তিকাপাদানে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বালুকাকণা পলি বা অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর কঙ্করাদি উত্তর বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে যে আনীত হয় নাই বা কোন বালুকা কণাটি কোনস্থানের বা কোন ইষ্টক বা প্রস্তরখণ্ডটি কোন সহরের বা কোন নরপতি ধনী বা উজীর নবাবের প্রাসাদ-ভবনের বা কোন পুণ্যবানের নির্ম্মিত দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, তাহা অবশ্যম্ভাবে কে নির্ণয় করিবে? নিত্যানন্দ হইতে রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ের মাঠ হইতে গঙ্গার উত্তর কূলে ৩।৪ মাইল স্থান ৮০।৫০ ফিট গভীর করিয়া গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত খনন করিয়া সমস্ত মাটি উল্টাইয়া ফেলিলে দেওয়ান গঙ্গা-

গোবিন্দের নির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ইট কাঠ পাথরগুলি পাওয়া যাইতে পারে আর যদি সেই ইট পাথরে বিশেষ কোন-রূপ নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেইগুলি যে গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের অংশ তাহাও নির্ণীত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মূল প্রয়োজন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্ণীত হইবে না। বঙ্গ তথা ভারতের শুধু ভারতের কেন সমগ্র পৃথিবীর—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জীব-জগতের এমন কি অণু পরমাণু ইলেক্ট্রনের ও আরাধ্য কলিপাবনাবতারী ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের পদাঙ্কপূত যে মৃত্তিকার কণামাত্র পাইবার জন্য ব্রহ্মা শিবেন্দ্রাদি দেবগণ সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া থাকেন, শকীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ-কালের সেই নবদ্বীপের—বিশেষতঃ যে ভূমিতে ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু জন্মলীলা বিস্তার করিয়া পরম সৌভাগ্যবান লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, সেই পবিত্রতম স্থানের আকাঙ্ক্ষণীয় মৃত্তিকা এলবার্ট হলের সভার বক্তৃগণের ধারণায় নিশ্চয়ই দূর দূরান্তরে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে সুরধুনীর চপল লীলায় আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তবে মালদহ মুর্শিদাবাদের বা পুর্ণিয়া ভাগলপুরের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত রামচন্দ্রপুরের চড়ার গড়াগড়ি দেওয়ার জন্য এরূপ অসম্ভাব্য বিরাট আয়োজনের কল্পনা কেন? ভাগীরথী চিরদিনই পবিত্রা থাকিবেন এবং তাঁহার উভয় কূলের যে কোন স্থানের মৃত্তিকাই সমভাবে লোক-পাবন করিবেন সুতরাং বর্ত্তমান রামচন্দ্র-পুরের চড়ার অধিক বিশেষত্ব কিসে বিবেচিত হইবে?

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমির উপর বা তাঁহার জন্মস্থানের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত বিষয়টির ঐতিহাসিক ভিত্তি কতদূর দৃঢ়, তাহা আমরা বারান্তরে পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শুদ্ধি সংবাদ

শুদ্ধি-বিষয়ক আলোচনা ভারতে কখন উঠিল? শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পাশ্চাত্য জাতীর আগমন হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ভারত বোধ হয় শুদ্ধই ছিল, কেন না তৎকালে শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া কোন বিচার উত্থাপিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণের সংস্রবে তাঁহাদের ভাবে ভর-পুর হইলেন, আচার ব্যবহার তাঁহাদের মত হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা নিজে ইংরাজ হইয়া সমাজকে ইংরাজের ছাঁচে ঢালিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ সমাজ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও তাৎকালিক শিক্ষিত সমাজের অনেকের মনোনীত হয় নাই। বিবেকানন্দের বিলাত-যাত্রা, তদনন্তর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্মের সমন্বয় চেষ্টা তাৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজের প্রধান প্রতিবন্ধের বিষয় হয়। তাৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজ ছুঁৎমার্গ রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহাদের ঐ চেষ্টা সফল হইল না। দেখিতে দেখিতে ভারতবাসী পাশ্চাত্য দেশবাসীদের ব্যবহার নিজ দেশের আচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা করিয়া তাঁহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া উঠিল। তাহার পর স্বদেশী আন্দোলন, ভারতে একতার অভাব উপলব্ধি, ঐরূপ অনৈক্যের কারণ। অনৈক্য বশতঃ ভারতের দুর্গতি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া এক দল ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম (যাহাতে ছুঁৎমার্গ বর্ত্তমান) বিনাশ করিতে খড়্গ হস্ত হইলেন। আর যাহারা সকেলে, তাঁহাদের মতে অশিক্ষিত লোক, তাহারা নিজেদের প্রাচীনত্ব বজায় রাখিতে চাহিলেন। সমন্বয় হইল না। তখন হইতে শুদ্ধাশুদ্ধি লইয়া ভারতে ভীষণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। ক্রমে শুদ্ধি সমাজ বলিয়া একটী সমাজ গঠিত হইল। শুদ্ধির আবশ্যকতা বিচারে তাঁহারা বলেন পূর্ব্বপক্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা খুব কম হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে যে বাঙ্গালী হিন্দু জাতি খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। এমন সময় তাহাদিগকে শুদ্ধি করিয়া সমাজে গ্রহণ না করিলে পরবর্ত্তিকালে অনিষ্টের সম্ভাবনা। এ সকল কথা সত্য ও প্রশংসার বিষয়। কিন্তু আমাদের ধারণা, কৃত্রিমভাবে কখনই শুদ্ধি হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় কথা বিচার করিতে হইলে জানা যাইবে যে—জীব মাত্রেই ব্রাহ্মণ সুতরাং শুদ্ধ, তাঁহারা জীবত্বে যখন এক, তখন তাঁহাদের মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধির বা ছুঁৎমার্গ বিচার থাকিতে পারে না, তবে শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাগুলি কোথা হইতে আসিল? সজ্জাতি দুর্জ্জাতির কারণ কি? এই সকল বিচার করিলে জানা যায়, জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ হইলেও তাহার আচার ব্যবহারে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার আছে। যাঁহার আচার ব্যবহার ম্লেচ্ছ, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও ম্লেচ্ছ শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন। ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বে বৃত্তমেব তু কারণং॥—জন্ম সংস্কার পাণ্ডিত্য পিতৃপুরুষের পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। স্বভাবই ব্রাহ্মণত্ব বা শুদ্ধত্বের একমাত্র কারণ। মনে করুন, আমরা আজ কোন ব্যক্তিকে শুদ্ধি করিলাম, তিনিও শুদ্ধ হইয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে পরিগণিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার আচার সেই পূর্ব্ববৎ ম্লেচ্ছের ন্যায়ই থাকিল। তাঁহার শুদ্ধি কি প্রকারে হইল? শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কুলে জন্ম জীবের প্রারব্ধ পাপ বশতঃ হইয়া থাকে। সেই পাপ বিনষ্ট না হইলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব বা শুদ্ধি হয় না। প্রারব্ধ পাপ কিসে বিনষ্ট হয়? তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—যদ্ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি। বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ—এই বাক্যে জানা যায় ভগবন্নাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে, অন্য উপায়ে হয় না। ভবিষ্যপুরাণে রামানন্দের অযোধ্যা গমনপূর্ব্বক ম্লেচ্ছদিগকে রাম-মন্ত্র পাঠ করাইয়া বৈষ্ণব করণানন্তর ব্রাহ্মণ-সংস্কার দ্বারা শুদ্ধি করা কার্য্যটী শুদ্ধি সমাজের বিশেষ অনুকূল। কিন্তু শুদ্ধি সমাজ যদি স্বয়ং বৈষ্ণব হন এবং অপরকে বৈষ্ণব করিয়া ব্রাহ্মণ সংস্কার প্রদান করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার শুদ্ধি কার্য্যটী যথাযথ হইয়াছে বলিতে হইবে। আর যদি তাঁহারা ভবিষ্য পুরাণের বাক্য অন্য প্রকারে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃত্রিমতা কখনই স্থায়ী হইবে না। কে শুদ্ধি করিতে সমর্থ? বিচার করিলে জানা যায়—তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা—যাঁহাদের হৃদয়ে গদাধারী ভগবান্ বিরাজমান, তাঁহারাই নিত্যশুদ্ধ। পতিতপাবন তাঁহারাই অন্যকে শুদ্ধ করিতে পারেন।

বঙ্গের গৌরব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

তবে বিরোধের কারণ কি?

এ বিষয়ে আমরা নিজে কোন অভিমত প্রদান করিতে চাহি না। তবে তৃতীয় পক্ষ নিরপেক্ষভাবে যে কথা সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্নে খ্যাতনামা দেশমান্য পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সভা-পতিত্বে কলিকাতা [illegible] সোসাইটী হলে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও জনসাধারণের সমক্ষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, মহোদয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল উদ্ধার করিতেছি—

"শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্ধারণ করেন। নবদ্বীপবাসী অনেকেই এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কারণ, যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্ত্তমানে নবদ্বীপে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। যখন তিনি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। অনেকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে ও গৌরাঙ্গের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করিতেন। এরূপভাবে সৎকার্য্য করা তাঁহার অমিতবলের ও মাহাত্ম্যের পরিচায়ক। এখন পর্য্যন্ত কোন কোন অসৎব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানে বিরুদ্ধাচরণ করে, কিন্তু ফলতঃ মহদ্ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপন আপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র, তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। চৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয় বিস্তার ও তথায় কীর্ত্তন এবং শিক্ষিত লোকের বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ে চক্ষু উন্মেষ করা—তাঁহার প্রধানতম কার্য্য।"

মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণীত হইলে ঈর্ষাপূর্ণ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের কিরূপ মাৎসর্য্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুন তারিখে পরিসমাপ্ত তাঁহার স্বলিখিত জীবনীর মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হইবে আধুনিক কুলিয়া-নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল গৌরাঙ্গভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা সয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব সেবা ও মন্দির স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।" (স্বলিখিত জীবনী—২৫৮ পৃঃ)।

(ক্রমশঃ)

গৌরাঙ্গের জন্মভূমি

(পূর্বপ্রকাশিত ৩৮শ সংখ্যার পর)

(১০।১০।২৮ তারিখের 'ফরওয়ার্ডে' প্রকাশিত পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শ্রীযুক্ত 'ফরওয়ার্ড'-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়,—

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নিরূপণ উদ্দেশ্যে সেদিন এলবার্ট হলে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল দেখিলাম। তাহাতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নির্ম্মিত মন্দিরটি অনুসন্ধান করিবার জন্য নবদ্বীপে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করিতে গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবোক্ত মন্দিরটিতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পারিবারিক সম্পর্কমাত্র বিদ্যমান। তাহা আবিষ্কৃত হইলে সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এবং অনুসন্ধানকারিগণ বহুকালপূর্ব্বে ভাগীরথীস্রোত-বিধৌত মৃত-দেওয়ানের গৃহ-দেবতার অনুসন্ধানে আপনাদিগকে বৃথা ব্যাপৃত না রাখিয়া বল্লালসেনের প্রাসাদের অতি প্রাচীন ভগ্নস্তূপ এবং সুবর্ণবিহারের ভিত্তি খনন করিয়া বাহির করিলে ঢের ভাল করিবেন।

শুনা যায়, পরলোকগত দেওয়ানের প্রাচীন গৃহের ভগ্নাবশেষ ২৪ পরগণা জেলায় গঙ্গাসাগরের নিকটবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের গভীর জল রাশির মধ্যে আবিষ্কৃত হইতে পারে, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমির নবীন অনুসন্ধানকারিগণের সমস্ত চেষ্টা নিশ্চয়ই নিরর্থক হইবে। সভায় বক্তৃগণ, দীর্ঘকাল যাবৎ অবাস্তব উদ্দেশ্যের পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ এক ব্যক্তির প্রশংসায় শত মুখ হইয়া তাঁহাদের পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তি প্রচারের এই প্রকার বিরুদ্ধ চেষ্টা হইতে ঐ সম্প্রদায়কে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে উৎসাহী জনসাধারণকে আমি অনুরোধ করি তাঁহারা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের দ্বারা এক সভার অধিবেশন করাইয়া এমন সব উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করুন যাঁহারা এবিষয়ে যথার্থ সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন।

বিনীত শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

৯, বৃন্দাবন লেন, কলিকাতা।

কৃষ্ণাকর্ষণ

ভক্তি বা সেবা জীবাত্মার স্বরূপগত, সহজ বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, জীব সেবা না করিয়াই পারেন না। জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, প্রত্যেক বৃহদ্‌ বস্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে। এমন কি প্রত্যেক অণু (মোলিকিউল বা পরমাণু সমষ্টি) পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরমাণুকে (য়্যাটম) আকর্ষণ করিয়া থাকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে এ আকর্ষণ না থাকিলে জগতেরই কোন অস্তিত্ব থাকিত না। অপ্রাকৃত বৈজ্ঞানিকগণও সেইরূপ বলিয়া থাকেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু যে ভগবান্‌, যাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, যাঁহার তুলনা তিনি নিজেই, সেই অসমোর্দ্ধ ভূমা পুরুষ কর্ত্তৃকই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম আকৃষ্ট হইতেছে। ভগবান সকলকেই তাঁহার পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া পাদপদ্ম-সেবানন্দ দান করেন বলিয়া তাঁহার নাম—'কৃষ্ণ'। "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" কৃষ্‌ ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষণ-সত্তা বাচক 'ণ'শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। 'কৃষ্‌' ধাত্বন্ত 'ণ' প্রত্যয় করিয়া উভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষ নিরানন্দ কোন বস্তু নহেন, পরন্তু তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন কাল্পনিক বা অনিত্য বস্তুতে আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না, আনন্দই যখন জীবের লক্ষীভূত বস্তু তখন জীব কৃষ্ণাকৃষ্ট না হইয়াই পারেন না। 'কৃষ্ণ' ও জীবের মধ্যে সর্ব্বক্ষণই আকর্ষণ বর্ত্তমান, তবে বর্ত্তমানে জীবের প্রাপঞ্চিক প্রতীতি প্রবল থাকায় জীব সেই আকর্ষণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তথাপি তাঁহার মনে হইতেছে, কে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই জীব জড়-জগতের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার আর শান্তি মিটিতেছে না, যাহাকে তিনি আকর্ষক বলিয়া ছুটিয়া ধরিতে যাইতেছেন, সে তাঁহার আনন্দ বিধান করিতে পারিতেছে না বলিয়া সেখান হইতে আবার তিনি অন্যত্র ছুটিতেছেন। জড়-জগতের অনেক বস্তুকে তিনি আকর্ষক ও নিজে তদ্দ্বারা আকৃষ্ট ভাবিয়া সেই জড় বা অসদ্‌ বস্তুর কত সেবা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু হয় যাহাকে সেবা করিতে যান, সেই ছাড়িয়া যায়, নতুবা নিজেকেই ছাড়িতে হয়। জীব এইরূপে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সত্য কোন সৎ বা নিত্য বস্তুর সেবা করিতে পান, তখনই তাঁহার সুপ্তস্মৃতি পুনরায় ফিরিয়া আসে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণই তাঁহার আকর্ষক, তিনি কৃষ্ণাকর্ষণ আকৃষ্ট আর আকর্ষক ও আকৃষ্টের মধ্যে যে ব্যাপার, তাহাই আকর্ষণ বা ভক্তি। এই বুদ্ধির নামই সম্বন্ধ জ্ঞান। ভগবান্‌ গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে এই সম্বন্ধজ্ঞানের সন্ধান দিয়া থাকেন। সম্বন্ধজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অভিধেয় বা সেবা-বৃত্তি, সেবার সঙ্গে সঙ্গেই তৎফলস্বরূপে প্রয়োজন-লাভ বা কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন। যতদিন না জীবের সুপ্রসন্ন হয়, ততদিন জীব সেব্য, সেবক ও সেবা বা ভগবান, ভক্ত ও ভক্তি—এই তিনটী বিষয়ের তত্ত্ব ও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। সেব্য, সেবক ও সেবা বিষয়ক তত্ত্বে অনভিজ্ঞ জীবগণ অসেব্য বা মায়াকে সেব্য, অসেবক বা মায়ামুগ্ধ অভক্তকে সেবক বলিয়া অসেবা বা অভক্তিকেই সেবা বা ভক্তি ভ্রমে পতিত হন। যাহাতে তাঁহাদিগকে আর ভ্রমে পড়িতে না হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিবিচার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। আমরা ক্রমে ভক্তি-সম্বন্ধে মহাজনসম্মত বিচার প্রদর্শন করিব।

(স্থানীয়)

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত সোমবার বেলা ১টার সময় সুবর্ণবিহারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া ৬৫ সংখ্যক গোপগৃহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ধান চাল যাহা কিছু ছিল একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। গরু মহিষ ছাগলও অনেক পুড়িয়া মরিয়াছে। গ্রামে প্রচুর জল-সরবরাহোপযোগী কোন জলাশয় কূপ বা ইন্দারা না থাকায় আগুন নিভাইবার কোন উপায় ছিল না। লোকে নিরুপায় হইয়া কেবল হাহুতাশ করিতেছিল। অহো কি ভীষণ ব্যাপার। গ্রামে যদি প্রচুর জল সরবরাহোপযোগী কোন জলাশয় কূপ বা ইন্দারা থাকিত তাহা হইলে অগ্নি এত ভীষণ হইত না। জলকষ্ট হওয়ায় কেবল অগ্নিকাণ্ড নয়, গ্রামে নানা প্রকার ব্যাধির প্রকোপও দেখা যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় গ্রামে শীঘ্র একটী মেসিন পাম্প সংযুক্ত টিউব ওয়েল হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। কেন না তদ্দ্বারা গ্রামের জলাভাব সর্ব্বতোভাবে দূর হইতে পারে। ঐদিবস গ্রামে অগ্নি এত ভীষণ হইয়াছিল যে, কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালত হইতে তাহা লক্ষিত হইতেছিল। তথা হইতেও এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া তথাকার এস ডি ও শ্রীযুক্তবাবু অম্বিকা চরণ সামন্ত ও সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্তবাবু সতীশ চন্দ্র বসু তৎক্ষণাৎ আদালতের কাজ বন্ধ করিয়া সাইকেলে অতিশীঘ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং গ্রামবাসীদিগের দারুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হন।

এই মহোদয়দ্বয়ের নিজ কার্য্য ছাড়িয়া সাধারণের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপ সহ্য করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিতি অতীব প্রসংসার্হ। তাঁদের এই প্রকার সজ্জনোচিত আচরণ দেখিয়া আমরা শতমুখে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা আরও দুই এক ক্ষেত্রে তাঁহাদের এইপ্রকার মহৎকার্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। গ্রামের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা তাহাতে যদি সরকার বাহাদুর রাজকোষ হইতে কিছু অর্থ তাঁহার দরিদ্র প্রজাবর্গকে ঋণ স্বরূপে প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা একরূপ বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

নানা কথা

কয়েক দিন হইল কুড়িগ্রামের পাঁচটী ছেলে ব্রহ্মা নদীতে বন্দুক দিয়া পাখী শিকার করিতে যায়। তাহাদের মধ্যে কুড়িগ্রাম স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্র কাজি ফজলুল করিম নৌকায় দাঁড়াইয়া এক ঝাঁক পাখীকে লক্ষ্য করিবার সময় দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ ডুবিয়া যায়। দুইদিন অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রগণ মৃত ফজলুলের স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার নামে একটী সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছে। তাহা হইতে প্রতি বৎসর দুই একজন দরিদ্র ছাত্রকে পড়ান হইবে। ছাত্রগণ মৃতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই ঘটনা হইতে এরূপ শিক্ষা হওয়া উচিত যে ক্ষণিক ক্রীড়ামোদের বশবর্ত্তী হইয়া যে জীবন আমরা দিতে পারি না, এমন কতকগুলি নিরীহ জীবন নষ্ট করিতে যাওয়ার পরিণাম বড়ই ভীষণ। ভগবানের সৃষ্ট জীব, ভগবান্‌ ইচ্ছা করিলে তাহাকে রক্ষা করিতেও পারেন অথবা বিনষ্ট করিতে পারেন। আমাকে কি ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের ভার দিয়া রেখেছেন নাই? ভগবানের বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নিজের সর্ব্বনাশ নিজের হাতেই বরণ করিয়া লইতে হয়। স্বচ্ছন্দ বনজাত শাক পত্র ফল মূলে ভগবান জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, ভগবানকে তাহাই নিবেদন করিয়া তৎপ্রসাদ

গণ্য করা যাইতে পারে। সামান্য একটী উদর ভরণের জন্য মানুষের বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক মহাপাতক অর্জ্জন করিয়া লাভ কি? কোমলমতি ছাত্রগণ অল্প বয়স হইতে তাঁহাদের শিক্ষকগণের নিকট যদি 'অহিংসা' নীতির উপদেশ লাভ করেন, তাহা হইলে জীবহিংসা জগৎ হইতে অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। ভগবৎসেবাই জীবহিংসা পাতক হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৃণাল কান্তি বসু লিলুয়া ধর্ম্মঘটকারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি নিবেদন করিয়াছেন—"লিলুয়ায় শ্রমিকগণ আজ প্রায় ৬। সপ্তাহ ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্বিচারের প্রতিবাদস্বরূপ বসিয়া আছে। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা দূরে থাকুক বরং ঘোষণা করিয়াছেন, ১৫০০ শ্রমিককে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিবেন। রামনগাছীর গুলি ধরা ও এই শ্রমিক কর্ম্ম নাশ ঘোষণা হইতে কর্ত্তৃপক্ষ যে শ্রমিকদের কোন কথা শুনিতে চাহেন না, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। সুতরাং দেশবাসীর নিঃস্বার্থ অর্থ সাহায্য ব্যতীত শ্রমিকগণের জীবন রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। অর্থ সাহায্য যিনি যাহা করিবেন, তাহা ২১ টাউন হল রোড কাশীপুর শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানায় পাঠাইবেন।"

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এপ্রেল মাসের শেষভাগেই বিলাত যাত্রা করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া আগামী মে মাসের শেষভাগেই তাঁহার বিলাত গমন স্থির হইয়াছে।

গত ২০শে এপ্রেল দার্জ্জিলিং লাটপ্রাসাদে এক ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সেই ভোজে ইউরোপীয়ানের সহিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসী নেতা ও ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজী সদস্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ বসুকেই অনেকে এবারকার নির্ব্বাচিত মেয়র মনে করিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছেন। সর্ব্বসাধারণের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, কলিকাতা কর্পোরেসনের বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার বসু সলিসিটর। কংগ্রেসীদলের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

জামসেদপুরে গত ১৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে সহরের ঝাড়ুদার ও মেথরগণ ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। তৎফলে এখনও মীমাংসার জন্য কোন চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। ধর্ম্মঘটকারীরা যে শীঘ্র নিবৃত্ত হইবে, তাহা বোধ হয় না। সহরবাসীরা বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

বোম্বাইয়ে মিল-ধর্ম্মঘট ক্রমেই ভীষণাকার ধারণ করিল। পুলিশ পারেলের মহল্লায় ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলি চালানর জন্য ১জন নিহত ও ২জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সমস্ত শ্রমিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় ৪৮টী মিলে ধর্ম্মঘট বিস্তৃত হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারিগণের সংখ্যা লক্ষাধিক হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত জিনওয়াল, শ্রীযুক্ত যোশী এম, এল, এ ও শ্রীযুক্ত বাবেল বলিতেছেন, কাপড়ের মিল সমূহে যে ধর্ম্মঘট চলিতেছে, তাহার কারণ—মিতব্যয়িতা ও পটুতা দলের পক্ষে টারিফ বোর্ড যে পরামর্শ দেন, তদনুসারে কার্য্য না করিয়া মিল কর্ত্তৃপক্ষ কেবল শ্রমিকদের মাহিনা হ্রাস ও কাজের সময় বৃদ্ধিকরণের দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন। যদি তাঁহারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া কোন ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলেও ভাল ছিল, কিন্তু তাঁহাদের যথেচ্ছ ব্যবহার শ্রমিকগণ আদৌ পছন্দ করে না।

নোয়াখালী দায়রা জজের এজলাসে চোটা ডাকাইতী মামলার যে ১৬জন সোপর্দ্দ হইয়াছিল, তন্মধ্যে মফিজুদ্দিন, মেশের উদ্দিন, আসাদুল্লা, রহমত উল্লা এবং আবদুল মাজেদ গত শনিবার রাত্রে নোয়াখালী সাবজেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। প্রকাশ যে, তাহারা জানালার পুরু লোহার পাল্লার মধ্যে ৮৷০ × ১১৷৷০ ইঞ্চি একটী ছিদ্র প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গভীর রাত্রে প্রাচীর টপকাইয়া পলাইয়াছে। দলে দলে লোক তাহাদের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে, কিন্তু কোন খোঁজ খবর পায় নাই। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কয়েদীকে ধরাইয়া দেওয়ার দরুণ ২০০৲ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ইণ্ডিয়ান লাইট এরোপ্লেন ক্লাবের একখানি বিমান পোত গত ২২শে এপ্রেল জুহুর একটী স্রোতস্বতীর উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। আরোহিগণ ৩০ফুট উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন। পোতের কাপ্তেন বলিতেছেন, ১০ দিনের মধ্যে তাঁহারা উহা মেরামত করিতে সমর্থ হইবেন।

ফরিদপুর যুবক সম্মেলনে সুভাষ চন্দ্র যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় বাঙ্গলার যুবকদিগকে স্থির ধীর অচল অটল ভাবে অনন্ত উৎসাহের সহিত কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার কথা বলেন। সুভাষ বাবু বলেন, তিনি সত্যিকার আইন ও শৃঙ্খলতার বিরোধী নহেন। তিনি চাহেন না, বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায় কেবল মিছামিছি একটা হুজুগ করিয়া তাঁহাদের অমূল্য জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিতে থাকুন, কিন্তু তিনি চাহেন, দেশের ও দশের কার্য্যে তাঁহাদের আত্মবলিদান। দেশের শিক্ষা শিল্প বাণিজ্য আজ সব পরহস্তগত, ভারতের জাতীয় জীবন আজ পরমুখাপেক্ষী, দেশের সর্ব্বত্র আজ অন্ন বস্ত্র জলাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, বিলাসিতা দূরে থাক দেশের লোক আজ দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্যিকার আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করিয়া, যুবকগণ—ভারতের ভবিষ্যৎ আশাভরসা তাঁহারা সকলেই কার্য্যে ব্রতী হউন। পাটের চাষ যাহাতে কমে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। হিন্দু মুসলমানে যাহাতে সদ্ভাব সংরক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অনন্তর অধ্যাপক নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্ত মজুমদার বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিও তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় যুবকগণকে সুভাষ বাবুর কথানুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর সুভাষ বাবু সমস্ত যুবকগণকে দেশবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করিতে বলিয়া সভাভঙ্গ করেন।

এস্থলে যুবকগণের প্রতি আমাদেরও নিবেদন, হে ভারতের কৃতী সন্তানগণ, আপনারা যদি দেশের ও দশের যথার্থ মঙ্গল বিধান করিতে চান, তাহা হইলে পূর্ব্বতম মহাজনগণের প্রদর্শিত পন্থায় সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক নিজেরা ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হউন এবং দেশে দেশে সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভগবৎসেবা-সজ্ঞ স্থাপন করুন ও ভগবৎকথা প্রচার করুন। ভগবৎ কথারই বহুল প্রচার হইলে জীব সকল মায়ারাক্ষসীর নিষ্পেষণ হইতে চিরতরে রক্ষা পাইবে। দেশের সমস্ত অভিযোগের মূলই হইতেছে ভগবদ্বিমুখতা, তাহাই মানবকে নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছে। দেশে ভগবদ্ভাব জাগরিত হইয়া উঠিলে—দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইতে থাকিলে সমস্ত অভাব অভিযোগ, হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্বভাব কিছুই থাকিবে না। নিজে ভগবৎ সেবাপর হইয়া লোককে ভগবৎসেবায় রত করাই জীবের যথার্থ উপকার। আপনারা জীবের দেহ মনের অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়াই সম্পাদন করুন, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রার্থনা।

চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিসের মৃত্যুতে চট্টগ্রামবাসী সকলেই শোকপ্রকাশ করিতেছেন। মিঃ ডেভিস খুব ভাল লোক ছিলেন। তথাপি কেন যে এরূপ বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহার রহস্য গভীর অন্ধকারে আবৃত। আসামী বলিতেছে, কে যেন তাহার ভিতর হইতে 'মারো' 'মারো' করিয়া উঠিয়াছে, তাই সে মারিয়াছে। লোকে আসামীকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলে সহৃদয়া শোকাতুরা মিসেস্ ডেভিস সকলকে নিষেধ করেন। শুনা যায়, আসামী কুমিল্লার একজন রাজকর্ম্মচারীর আত্মীয়। তাহার ২টী স্ত্রী বর্ত্তমান, ২ বৎসর জলপাইগুড়ী ডিমানা চা বাগানে কাজ করিয়াছিল। পুলিশ সম্প্রতি জনৈক টিকেট কালেক্টারের গৃহ খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি কাগজ লইয়া গিয়াছে। আসামী সেখানে নাকি এক সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিল।

বলকানে ভূকম্পের ফলে ১০০০ বর্গ পরিমিত স্থান ও জনপদ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ৮০ হাজার পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ১০০ লোক মারা গিয়াছে এবং ৪০০ লোক আহত হইয়াছে।

পরলোকগত ডিউক অফ্ রিচমণ্ডের স্থানে লর্ড মেষ্টন সর্ব্বসম্মতিক্রমে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

লর্ড হ্যাষ্টিংসের স্থানে লর্ড বোনাল্ডসে অফ্ ক্লাবের ষ্টুয়ার্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কাশীজেলার সৈয়দ রাজা নামক গ্রামে আগামী ২৮ ও ২৯এ এপ্রেল পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কাশী জেলা সম্মিলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

গত শনিবার প্রাতে শ্যামবাজারে একখানি বাস ফুটপাতের উপর উঠিয়া, পানের দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে চাপা দেয়। লোকটী ভীষণ আঘাত পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

স্যার মির্জা মহম্মদ শফী রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গত ২১শে এপ্রিল বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

লাহোরে প্লেগের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক লোক মারা গিয়াছে। ইঁদুরও অনেক মারা যাইতেছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেসে শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জয়তঃ

২৬ই বৈশাখ, শুক্রবার—১৩৩৫।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

(সমাজনীতি)

উৎপন্ন অবৃত্ত হইতে অসুর দিগকে কৌশলক্রমে বঞ্চিত করায়, অসুরগণ পুনরায় যুদ্ধানল প্রদীপ্ত করিল। যখন গুরু মন্ত্র কুশল বৃহস্পতি ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অসুরদিগের মন্ত্রদাতা শুক্রাচার্য্যের পরামর্শেই এই যুদ্ধানল উদ্দীপ্ত হয়। ইন্দ্র ব্রহ্মসভার অনুমোদনক্রমে ত্বষ্টপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। বিশ্বরূপ অনেক কৌশল করিয়া স্বয়ং দেবতাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করিয়াছিলেন। 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম'—কথাটী যেন অসুরদিগের শারীরিক বল, শিল্প-নৈপুণ্য ও সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও দেবতাদিগের অসামান্য বুদ্ধি-বৃত্তির নিকট পরাজয় লক্ষ্য করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সভা সমিতিতে প্রস্তাবিত বিষয় আলোচনা করিয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে কোন একটী নীতি অবলম্বিত হয়, উহা ঐ প্রাচীন দৈব নীতির অনুরূপ। তবে আমরা তাৎকালিক নীতি ও বর্ত্তমান নীতিতে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দেবতাগণ সমাজ-নীতি, রাজনীতি, শরীর-নীতি, শিক্ষা নীতি সকলই বর্ত্তমানকালের অনুরূপ সভা সমিতি করিয়া সকলে একমত হইয়া যুক্তি দ্বারা স্থির করিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কখনও নাস্তিক অপধর্ম্মী দুর্ধর্ম্মীদিগকে প্রশ্রয় দেন নাই। আজকাল যেমন নাস্তিক চরিত্র-ভ্রষ্ট প্রতিষ্ঠালোলুপ স্বার্থান্ধ ব্যক্তিও সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন, তৎকালে দেবতাগণের সভায় তাদৃশ কোন ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না এইমাত্র পার্থক্য। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন, আবার বিশ্বরূপ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয়ীও করাইলেন, কিন্তু তিনি মদ্যপান করিতেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বধ করিয়া ফেলেন। মদ্যপানাসক্ত বিশ্বরূপের অসুরগণের সহিত মিত্রতা হওয়াই সম্ভব, অতএব বিশ্বরূপ গোপনে অসুরদিগের সহিত মিলিত হইয়া দেবতাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে বুঝিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ফেলেন। ইহাতে ইন্দ্রের অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। দৈব সমাজের কিন্তু আসুর সমাজের ঐক্য কখনও হইতে পারে না। আসুরিক ঐক্যের ভাণ দেখাদিলেও অন্যের ঐক্য কখনই হইবে না। তবে আসুর সমাজকে কোনরূপ ক্ষুব্ধ না করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজেদের কার্য্য উদ্ধার করিয়া লওয়াও একটী বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। দেবতাগণের তাহা যথেষ্ট ছিল।

ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিলে তাঁহার পিতা ত্বষ্টা ক্রোধপূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহার অগ্নিপুত্র বৃত্র অসুরদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। দেবতাগণ যুক্তি পূর্ব্বক দধীচি মুনির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক পরিশ্রমের পর দেবতাগণ বৃত্রের বধ সাধন করিলেন। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মবধদোষে দূষিত হইলেন। ত্বষ্টা অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া ইন্দ্রকে কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাসিত করিলেন। ইন্দ্র ঐ সময় মানস সরোবরের নিকট অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণেরা পরস্পর বিবদমান হওয়ায় কোন ব্রাহ্মণকে তৎকালে ইন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত না করিয়া পুরূরবার পৌত্র নহুষকে ঐন্দ্ররাজ্যে সমর্পণ করেন। অতি অল্পকাল মধ্যে নহুষের বিপ্রদিগের প্রতি অবজ্ঞাভাব দেখা গেল, তখন বিপ্রগণ পুনরায় ইন্দ্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া নহুষকে কালসর্পে নীত করিলেন। এ সকল কথার আলোচনা দ্বারা দেবতাদিগের রাজনীতি ও বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। অস্মাদ্দেশীয় কোন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পিত না হইলে রাজ্যের সমূহ অনিষ্ট সম্ভাবনা। রাজার অনুপযুক্ত পুত্র রাজা হইতে পারে, এরূপ বিচার সকলক্ষেত্রে সুফল প্রসব করে না। তজ্জন্য কোন কোন দেশে সেরূপ প্রথা পূর্ব্বে ছিল না। রাজকার্য্যে পারদর্শী রাজবংশীয় যে কোন ব্যক্তি রাজা হইতে পারিবেন, ইহাই সেই দেশের নিয়ম ছিল। সাধারণ সভায় যিনি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইবে, ইহাই তৎকালে দেবতাদিগের নীতি ছিল। বর্ত্তমানেও কোথায় কোথায়ও ঐরূপ নীতি থাকিতে পারে। এই নীতির সর্ব্বোৎকর্ষতা বোধ হয় সর্ব্ববাদি সম্মত।

বর্ত্তমান সমস্যা

বর্ত্তমানে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে সমাজ-সমস্যা একটী প্রধান বর্ত্তমান সমস্যা। কেন না মানব-মাত্রেই সমাজের অধীন, সামাজিক উন্নতি অবনতি মানবের ভাবী মঙ্গল অমঙ্গল নির্দ্দেশ করে। সম্প্রতি মানব-সমাজ কিরূপ বিপন্ন, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। ধর্ম্মভাব একেবারে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, শুধু যে হিন্দুদিগের, শুধু হিন্দুদিগের কেন সমগ্র মানব জাতির সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায় হইয়াছে। এরূপ সঙ্কটাপন্নাবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি, এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মই সমাজের প্রাণস্বরূপ। সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে অগ্রে ধর্ম্ম রক্ষার প্রয়োজন। প্রাণ সংরক্ষিত হইলে অপরাপর ইন্দ্রিয়বর্গ যেমন ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই স্বাস্থ্য লাভ করে, সেইরূপ ধর্ম্ম সংরক্ষিত হইলে সমাজ সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া শরীর-নীতি সমাজ-নীতি, রাজনীতি পরিভ্রমণ করিতেছে। ধর্ম্মের উন্নতি-অবনতিক্রমে ঐগুলির উন্নতি অবনতি লক্ষিত হইবে।

ধর্ম্মের বিভিন্নতাক্রমে বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি। সমাজ—সমধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের একত্র বন্ধুভাবে অবস্থিতি। ভিন্ন মতাবলম্বী দুই জনের একত্র বন্ধুভাবে অবস্থান কখনই সম্ভবপর নহে। তাই আমরা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ, লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, এইরূপ বিবাদ ভারতে আজ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না কেন না আমরা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিভাগ না থাকা সত্ত্বেও আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে, দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দৈব ও আসুর সমাজ চিরকালই আছে এবং থাকিবে। তাহাদের মধ্যে ঐক্য চেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না।

জাগতিক ধর্ম্মে ঐক্য নাই, প্রাকৃত ধর্ম্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও মিশ্র ভেদে চতুর্ব্বিধ, একটী অপরটীর বিরোধী। তাহাদের মধ্যে ঐক্য অসম্ভব, কিন্তু আত্ম ধর্ম্মে ঐক্য আছে, আত্মধর্ম্মে হিন্দু মুসলমান নাই, আত্মধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নাই, আত্মধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস নাই, আত্মধর্ম্মে হিংসা নাই, জাগতিক বিচার সেখানে স্তব্ধ।

এই মহা চিৎসমন্বয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের আবির্ভাব। তিনি জগজ্জীবকে উপদেশ করিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

—আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নহি কিংবা ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নহি কিন্তু গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস। বর্ত্তমানের সমন্বয়-ধারণা কিন্তু অন্য প্রকার। কাহারও শান্তিভঙ্গ না করা, কাহাকেও কোন বিষয়ে বিরক্ত না করা, অথবা কোন ব্যষ্টি ও সমষ্টির দুর্ব্বলতার মধ্যে পরস্পর আপোষে একটা মিটমাট করিয়া লওয়ার নামই সমন্বয়। অপরের দুর্ব্বলতা দেখাইলে নিজেরাও অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় রহিয়াছে মনে করিয়া পরস্পর চুপ চাপ করিয়া থাকার নামই সমন্বয়। কিন্তু গৌরসুন্দরের প্রচারিত মহাচিৎসমন্বয় ধর্ম্মে কোন প্রকার লোকবঞ্চনা নাই, কেহ ধর্ম্মে বাধা দিবে বলিয়া তিনি নিরপেক্ষ কথা বলিতে বিরত হন নাই। বর্ত্তমানেও যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাঁহারা যদি প্রকৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত হন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া সত্য কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কাহারও প্রীতি হউক বা না হউক, তাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহারা চান খাঁটি সত্য।

শ্রীহরির পূজা, পীরের পূজা, কালী দুর্গা সিন্ধু, মুড়ি মিশ্রী একত্র করার নাম সমন্বয় নহে, আবার কোন ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক অপারর ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করাও সমন্বয় বিরোধী।

আমরা কাহারও সহিত বিরোধ করিয়া কোন কথা বলিতেছি না তবে যাঁহারা স্ব স্বরূপগত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া বিরূপ ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছেন, নিজের সোজা অবস্থাটা ভুলিয়া গিয়া উল্টা অবস্থাটাকেই আদরের বস্তু মনে করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের কথাটী আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

জগতের সকল প্রচারকই কি, সামাজিক কি নৈতিক কি ধার্ম্মিক প্রত্যেকেই মনে করেন তাঁহারাই খাঁটি সত্যের প্রচারক। প্রত্যেকেই নিজের ঘড়ি ঠিক আছে বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু মনে করিলেও সকলের ঘড়ি ঠিক সময় রাখে না। মুসলমান খ্রীষ্টান হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত সৌর শৈব গাণপত্য প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণ সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিলেও সকলের ধর্ম্মগুলি বাস্তব সত্য, ইহা বলা যাইতে পারে না, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—যে ধর্ম্ম যতটা নিত্য ধর্ম্মের নিকটস্থ, যে ধর্ম্ম যতটা প্রকৃতিজাত দেহ ও মানসিক ধর্ম্ম হইতে মুক্ত, সেই ধর্ম্ম ততটা ঠিক। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিলে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে উদ্দেশ করে না পরন্তু উহার সহিত কোন ধর্ম্মের আমল নাই, অমিল মাত্র একটী কথায়। বৈষ্ণবগণ বলেন, জীব ভগবানের নিত্যদাস, ভগবৎ সেবা ব্যতীত তাহার কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না। যিনি যতটুকু এই ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়া চলেন, তিনি তাহে

হিন্দু হউন মুসলমান হউন বা খ্রীষ্টান হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই নিত্য সমন্বয় ধর্ম্মের একবার আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সময় লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দর যবন-কুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—আজ হরিদাসের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম আর এ অন্য দিকে কোন ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্নও গ্রহণ করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মে যে অপূর্ব্ব সমন্বয় রহিয়াছে, তাহা মাদৃশ মায়ান্ধ জীব দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না। তাই আমরা পুনঃপুনঃ বলিতেছি—ভাই। সাম্প্রদায়িক দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও। অন্য ধর্ম্মের প্রতি বা দেবদেবীর প্রতি হিংসা পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম্ম যতটা নিত্য ধর্ম্মের উদ্দেশক, সেই ধর্ম্মকে সেই পরিমাণে আদর করিতে শিক্ষা কর। যতক্ষণ তুমি নিজে সমন্বয় ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে না পারিতেছ ততক্ষণ বহু চেষ্টা করিয়াও সমন্বয় আনিতে পারিবে না। ভাই তুলসীদাসের কথা স্মরণ কর—চারি মিলকে হরিভজো সব এক হো যাই আঁধাতসে পবন লাগাওয়ে এক মুলসে বিকাই। নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলে অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি আপনা হইতে স্থির হইবে সুতরাং সে সকল বিষয়ের অবতারণা করা বৃথা। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরক একমাত্র ভগবান, ইহাই নিত্যধর্ম্মীর বিশ্বাস॥

ভারতে দিন দিন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, দেহ ও মনোধর্ম্মীর সংখ্যা অনেক বেশী, কিন্তু এই বিপৎকালে অস্থির হইলে কোন ফল হইবে না। বিপদে একমাত্র সহায়, একমাত্র বন্ধু মধুসূদনের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। দৃঢ়তাই সর্ব্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য লাভের মূলমন্ত্র জানিতে হইবে। সমগ্র জগৎ দেহ-মনোধর্ম্মী হইলে, আত্মধর্ম্মের বিনাশে কখনই সমর্থ হইবে না। সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও আমরা ভগবদ্ আশ্রয় ছাড়িয়া কদাচ অন্য পথ আশ্রয় করিব না। খণ্ড খণ্ড হই যদি ছাড়ে দেহ প্রাণ। তবু না ছাড়িব বদনে হরিনাম॥ এইরূপ দৃঢ়তার অবলম্বনে সমগ্র জগৎ একদিন না একদিন তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবেই করিবে। জগতে যত প্রকার নীতি প্রচলিত, ঈশ্বর-বিশ্বাস সর্ব্বনীতির চরম। পুরাকালে দেবগণ এই নীতি অবলম্বনে সমগ্র অসুর সমাজকে জয় করিয়াছিলেন। দৈবনীতিই বলবান। ধিক বলম্ ক্ষত্রিয় বলম্ ব্রহ্মতেজো বলম্ বলম্। চাই দৃঢ়তা। চাই ধৈর্য্য।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ

গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির

(২)

নদীয়া জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত ভাগীরথীতীরে রামচন্দ্রপুরে ১১৯৯ সালে নির্ম্মিত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গঙ্গাগর্ভগত মন্দিরটির ভগ্নাংশেষ এবং ভিত্তিভূমিকা প্রকৃতভাবে পুনরাবিষ্কৃত হইবার কতখানি সম্ভাবনা তাহা আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ঐ মন্দিরের ভিত্তিভূমিকা অভ্রান্তভাবে নিরূপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান নিরূপণে আমাদিগকে কতখানি সাহায্য প্রদান করিতে পারে তাহাই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

গত ৯।৪।২৮ তারিখের এলবার্ট হলের সভায় প্রধান প্রধান বক্তৃগণ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের কি সম্পর্ক, তৎ সম্বন্ধে প্রায় নীরবতাবলম্বন করিলেও আন্দোলনের ইতিহাস নামক প্রবন্ধ পাঠক এক ব্যক্তি তাঁহার প্রবন্ধ মধ্যে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমি নির্ণয়ের জন্য সর্ব্ব প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সফলকাম হইয়া সেই ভূমির উপর স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রবন্ধ পাঠক বা লেখক মহাশয় বা এলবার্ট হলের বক্তৃগণ বা ছায়াচিত্র সহযোগে প্রমাণপ্রদর্শক মহাশয় এই অনুমানসিদ্ধ বাক্যটী সমর্থন করিবার জন্য বিশেষ কোন প্রমাণ উপস্থাপিত না করিলেও যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তিনি এইরূপ উক্তি করিতে সাহসী হইয়াছেন তাহা তাঁহার কর্ণধার সাকটিয়ার ভেকধারী মহাশয়, যাঁহার অলৌকিক গুণগানে সেদিনের সভা মুখরিত হইয়াছিল, এবং প্রধানতঃ যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেদিনকার আয়োজন গড়িয়া উঠিয়াছিল, নবদ্বীপ দর্পণ নামক পুস্তকে প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ঐ পুস্তকে লিখিত প্রমাণটীই যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান অবলম্বন তাহা আমরা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি। প্রমাণটী এই যে, কয়েক বৎসরপূর্ব্বে কলিকাতা রিভিউ নামক এক পত্রিকায় একজন ইংরাজ লেখক কান্দির রাজবংশ সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধের একাংশে এই প্রকার লিখিত আছে যে "হী (দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং) বিল্ট র‍্যাট্ রামচন্দ্রপুর অন্ দি ফেরী স্পট্ নিয়ার নদীয়া হোয়ার গৌরাঙ্গ (চৈতন্য) সেড্ টু হ্যাভ্ বীন্ বর্ন্, ফর্ দি ওয়ার্সীপ্ অফ্ শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, রুক্মিণী এণ্ড মদনমোহনজী।" পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উদ্ধৃত অংশটির অনুবাদ করিলে এইরূপ অর্থ হয় যে রামচন্দ্রপুরের একটী স্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ স্থির করিয়া 'সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির (?) নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থানটি নদীয়ানগরের সন্নিকট এবং ঐ নদীয়া নগরে গৌরাঙ্গ (অথবা চৈতন্য) কথিত আছে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ভেকধারী মহাশয় উদ্ধৃত অংশের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া এক নূতন কীর্ত্তি অর্জ্জনের দুরাশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। তাঁহার মতে উদ্ধৃত অংশের অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে 'চৈতন্য যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয় ঠিক সেই স্থানে নদীয়ার নিকটবর্ত্তী রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন।' এই কথা যখন ইংরাজসম্পাদিত ইংরাজী কাগজে ইংরাজী ভাষায় ইংরাজ লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে তখন শ্রীচৈতন্য নিশ্চয়ই নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন নাই, নদীয়ার নিকটে রামচন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মায়াপুর নামক যে একটি স্থানের কথা শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাহা কাল্পনিক অথবা আধ্যাত্মিক অর্থ সাপেক্ষ, অথবা মায়াপুর বলিয়া বাস্তবিক যদি কিছু থাকে তাহা হইলে এই রামচন্দ্রপুরই মায়াপুর আর বর্ত্তমানে জনসাধারণ যে স্থানটিকে মায়াপুর বলে সেই স্থানটির নাম মেয়াপুর, মিঞাপুরও হইতে পারে যেহেতু ওখানে কতকগুলি প্রাচীন বংশীয় মুসলমানের বাস আছে। আর শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের কয়েক বৎসর পরেই যখন প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশ স্থান গঙ্গাগর্ভগত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন তাঁহার জন্মভিটা কি আর বাকী ছিল, তাহার চিহ্নও গঙ্গাদেবী ধুইয়া মুছিয়া লোপ করিয়া দিয়াছেন এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কি আছে? দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যখন ঠিক সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, যেখানে গৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়, তখন গঙ্গাগোবিন্দ নিশ্চয় বহুপরিশ্রম করিয়া পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের উপকারার্থ বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং তিনি নিতান্তই নিরভিমান ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই মহৎ চেষ্টার কথা সর্ব্বপ্রকারে গোপন করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এই গোপনীয় কথাটি প্রকাশ না পায় তার জন্য ঐ স্থানের উপর যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন তাহা যদিও চৈতন্যদেবের স্মৃতিমন্দির তথাপি তাহাতে চৈতন্যদেবের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ পরিকরগণের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন না করিয়া রামসীতার এবং গোবিন্দ, গোপীনাথ, শ্রীকৃষ্ণ এবং মদনমোহনের শ্রীশ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, এমনকি ঐ মন্দিরের দরুণ জমিটি তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণের বেনামীতে খরিদ ছিল, মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার পৌত্র [illegible] লালাবাবু বিশেষ সাহায্য করায় পুত্র বেনামীতে ক্রীত জমিগুলি, পৌত্র লালাবাবুকে একখানি রেজিষ্ট্রী দলিলে প্রদান করেন। তাহাতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া চৈতন্যদেবের জন্মস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বা তাঁহার স্মৃতির জন্য ঐ মন্দির উৎসর্গ করা হইয়াছে বা হইবে এরূপ কোন কথারই উল্লেখ নাই। দেওয়ানজী ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে চৈতন্যের জন্মভূমির জন্য তাঁহার এই অনুসন্ধান এবং মন্দির নির্ম্মাণের ফলে অজ্ঞ অধিবাসীরা এই স্থানকে রামচন্দ্রপুর না বলিয়া দৈবাৎ মায়াপুর বলিয়া ফেলে তজ্জন্য তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলকে ঐ স্থানটিকে রামচন্দ্রপুর বলিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন তজ্জন্য ঐ স্থানের আশে পাশের কোন লোকই ভ্রম ক্রমেও ঐ স্থানকে মায়াপুর বলে না, রামচন্দ্রপুরই বলিয়া থাকে। তবে ভেকধারী মহাশয় ঐ রামচন্দ্রপুরের চড়া বা কাঁকড়ের মাঠকে যে আজকাল কাগজে কলমে মায়াপুর বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন তাহার বিশেষ কারণ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অপ্রকট কালে বঙ্গ বা গৌড়দেশে শুদ্ধপ্রেমভক্তির প্রচার কার্য্য অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহার যাবতীয় প্রেম পদ্মাবতীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যখন নরোত্তম নামে একটি বালক তোমার জলে স্নান করিতে আসিবে তখন তাহাকে এই প্রেম সমস্তই দিয়া দিও, তদ্রূপ কারণে দেওয়ান সিংহ মহাশয় তাঁহার এই ঐতিহাসিক চেষ্টার গূঢ় কথাগুলি রামচন্দ্রপুরের মাঠে মৃত্তিকা নিম্নে একটি গর্ত্ত মধ্যে প্রোথিত করিয়া সেই গর্ত্তবাসী এক কাঁকড়াকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমার দেহাবসানের শতাধিক বর্ষপরে ব্রজধাম হইতে কেহ অজ্ঞাতকারণবশতঃ এক সংযোগী এখানে আগমন করিবেন, তিনি তাঁহার নিজের এবং তদনুগত জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য চৈতন্যদেবের জন্মভূমি নিরূপণ ছলে এক গূঢ় লীলাভিনয় করিবেন, তাঁহাকে আমার সযত্নরক্ষিত এই বিবরণগুলি প্রদান করিবে। কাঁকড়ার জিম্মায় ঐ স্থানে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া রামচন্দ্রপুরের চড়ার অপর নাম কাঁকড়ার মাঠ হইয়াছে। দেওয়ান সিংহ মহাশয় কোম্পানীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন, সুতরাং কোন দলিল দস্তাবেজে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে এমন কি কান্দিরাজসরকারে

...থাকে। ...তবু তাঁহার গৌরজন্মভূমি ...র সেইটাই কথা লিপিবদ্ধ হয়, নাই। এই কথাটি গোপন রাখিবার জন্য এত চাতুর্য্যময়তা অবলম্বনের কারণ ...বোধ হয় শ্রীচৈতন্যদেবের যখন শাস্ত্র ও মহাজনগণের মতে স্বয়ং অবতারী হইয়াও ...আবির্ভাব, তখন তাঁহার প্রকট ভূমিও তাঁহার অপ্রকটের পরে ছন্নভাবে থাকাই উচিত, দেওয়ান মহাশয় এইরূপ বিচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। তবে বাবাজী কোনও যে আজ শুধু কথা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার মূলে সম্ভবতঃ তিনি কোন প্রকার স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। সেই কথাটি সেদিনকার সভায় সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলেই ভাল হইত। তাহা হইলে আমাদিগকে আর এতখানি মাথা ঘামাইতে হইত না। এই স্বপ্নাদেশের কথা গোপন করিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের মনে পড়িল, প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে ...গরের প্রথিতযশা উকীল ৺তারাপদ ...র পত্নী নাকি এইরূপ একটি স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বাবাজী মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ছাপাইয়াছিলেন। ...ই সমাজ প্রতিবাদ করিলে ঐ গল্পটি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়ায় বোধ হয় এবারে চাপিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক এলবার্ট হলের সভায় ...গণের মনোনীত বা নির্বাচিত কমিটি বা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সদস্যগণ যখন এবিষয়ে গবেষণা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী আমাদের লক্ষ্য করিতেই হইবে এবং যতখানি পারি আমরা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিব।

কয়েক জন দুষ্ট লোকে ভেকধারী ...ও কোম্পানীর মহন্তদের বিষয় ধারণা করিতে না পারিয়া ছুটের এন্টিকোয়েরি এবং ডিকিন্সের পিক্ উইক্ পেপার নামক গল্পের কথা প্রচার করিয়া লোকের মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছে। গল্পের বিষয়টি এইরূপ যে একদল লোক ছিল যাহারা বহু পুরাতন দলীল কাগজপত্র, তাম্রলিপি বা শিলালিপি ইত্যাদি কাল্পনিক ঐতিহাসিক নিদর্শন জাল করিয়া লোকের অজ্ঞাতসারে গভীর ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত, কিছুদিন পরে প্রত্নতাত্ত্বিকের বেশে সেইস্থান খনন করাইয়া খুব বাহবা লইত এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। বাবাজী মহাশয় কয়েক বৎসর ধরিয়া রামচন্দ্রপুরের বালুকাময় চড়ায় প্রতিকূপে ২৲ টাকা হারে ব্যয় করিয়া যে কূপগুলি খনন করাইতেছিলেন তাহার মধ্যে কেহ ঐরূপ দলীল দস্তাবেজ বা জাল প্রস্তরলিপি ... ...াইয়া লোকের মনে ধাঁধা লাগাইবার উদ্দেশে লুকাইয়া রাখে নাই ত? এরূপ কথায় কাণ না দিলেও সাকটিয়ার বৈরাগীজী রুক্মনগর বাবলাইত্রেরিতে কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে একথা ন্যূনাধিক স্বীকার করিয়াছেন।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বারান্তরে এবিষয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা করা যাইবে।

বঙ্গের গৌরব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মত-পরিবর্ত্তনের

মূল-কারণানুসন্ধান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণীত হইলে নানা কারণে অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের মাৎসর্য্যের উদয় হইল। যখন মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে শুদ্ধভক্তি প্রচারিত হইতে থাকিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অপস্বার্থপর লোক স্ব-স্ব-বিপদ গণিতে থাকিলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা বা সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শিক্ষামতে ভাগবত-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, বিগ্রহ ব্যবসায়, কৌপীন-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা উদর-ভরণ ও স্ত্রী-পুত্রাদিপালন মহা অপরাধের কার্য্য। যাহারা এই সকল ব্যবসায় পাতিয়া বেশ ঠাট জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন এবং এইসকল অসদুপায়ের বলে অনভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বিশেষ লাভবান হইতে ছিলেন, শ্রীমায়াপুরের সেবকসজ্জনের প্রচারে তাঁহাদের হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহারা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী— যিনি পরবর্ত্তিকালে কোনও কারণ বশতঃ শ্রীমায়াপুরের বিরোধের অন্যতম আদিম আন্দোলন-কারিরূপে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—পূর্ব্বে 'নবদ্বীপ-মহিমা'-নামক নিজ পুস্তকে (হুগলী সাবিত্রী-যন্ত্র হইতে ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত) বল্লাল-দীঘীর নিকটস্থ স্থানকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং মায়াপুরকে অবিকৃত নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন, যথা—**অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর, ভারুইডাঙ্গা ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। এইখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।** (কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর উক্তি)

কিন্তু তাঁহার গুরুদেব কথকতা-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় মদন গোপাল গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সত্যকথা প্রচারের ফলে আপনার অবস্থা আক্রান্ত মনে করিলে, শুনা যায়, তাঁহার পরামর্শেই কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী পরবর্ত্তী সংস্করণে মত বদলাইয়া মায়াপুরকে বিকৃত করিয়া 'মিঞাপুর' নামে অভিহিত করিলেন এবং তাহা 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান নহে' বলিয়া স্বীয় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা উল্‌টাইয়া ফেলিলেন।

শুনা যায়, শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীনাম-প্রচারিণী-সভার মুখপত্রিকা শ্রীসজ্জন-তোষণীতে প্রকাশিত "ভাড়াটিয়া গুরু নহে"—এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মায়াপুরের প্রতি পূর্ব্বে শ্রদ্ধাবান্, একবার শ্রীমায়াপুরে সমাগত বক্তৃতাব্যবসায়ী শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়েরও মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি এই কার্য্যে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর পদাঙ্কানুসরণে সারুটিয়ার শ্রীরাধিকশোর নিয়োগীকে সাহায্য করিলেন। নবদ্বীপ-সহরবাসী বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, মন্ত্র ব্যবসায়ী, কীর্ত্তনব্যবসায়ী ব্যক্তিগণও তাঁহাদের আচরণসমূহ অচিরেই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে বিবেচনায় শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং প্রকৃত সত্য গোপন পূর্ব্বক ক্যানভাস্ করিয়া বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিগণের কাণ ভারী করিলেন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব স্বার্থপোষক মতের পৃষ্ঠপোষক করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ)

ধর্ম্মালোচনা

আজকাল দেখিতেছি চারিদিকে 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া একটা সাড়া পড়িয়াছে। অনেক বড় বড় বক্তা, বড় বড় সংবাদপত্র, যাহাদিগকে ধর্ম্মের 'ধ' উচ্চারণ করিতে কচিৎ দেখিতাম, তাঁহারাও আজকাল অধিকাংশ বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে ধর্ম্ম লইয়া একটু আধটু নাড়াচাড়া করিতে ভুলিতেছেন না। সাধারণ ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞগণ ইহাতে কতকটা আশ্বস্ত হইতেছেন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞগণ বড় বিশেষ সুখী হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন—ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনার দুইটী পন্থা আছে—একটী আরোহ বা অশ্রৌতপন্থা, অন্যটী অবরোহ বা শ্রৌতপন্থা। অশ্রৌতপন্থায় অর্থাৎ মহাজন বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া বদ্ধজীব যে ধর্ম্মকথা আলোচনা করেন, তাহা প্রাকৃত দেহ ও মন সম্বন্ধীয় আলোচনাই হইয়া থাকে, কেননা বদ্ধাবস্থায় দেহ ও মনেই আত্মবুদ্ধি প্রবল থাকে। আত্মধর্ম্মের নাম করিয়া কিছু আলোচনা করিলেও তাহা আত্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু একটা হইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ আলোচনা হইতে বিপরীত ফলই প্রসব করিয়া থাকে। শ্রৌতপন্থায় বা মহাজন পদাঙ্কানুসরণে ধর্ম্মালোচনাই নিজের এবং জীবের সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক। মহাজনগণ ভ্রমপ্রমাদাদি দোষশূন্য, তাঁহারা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণীই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুগত হইয়া কীর্ত্তন করিলে আর সিদ্ধান্ত ব্যতিক্রমের কোন আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বদ্ধজীব নিজ মনোধর্ম্ম-বলে যে সকল কথা বলিতে যাইতেছেন, শাস্ত্র, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে তিনি যে ভাবে বিচার করিতে যাইতেছেন, তাহা সকলই ভ্রমপূর্ণ সুতরাং ভগবানের অপ্রীতিকর হইয়া পড়িতেছে। শাস্ত্র শাস্ত্রের মর্ম্মার্থবিৎ ভগবদ্ভক্তের নিকট আলোচনা না করিলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

ভগবান যখন—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"—একমাত্র দ্বিতীয়-রহিত সর্ব্বকারণকারণ অনাদি আদি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তখন তাঁহার ধর্ম্মও এক বহু দুই নহে, জীব যখন সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের অংশ, তখন তাঁহার ধর্ম্মও এক বই দুই হইতে পারে না। ভগবানকে পাইবার পথ অনন্ত নহে মাত্র একটী—তাহা ভক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। ভক্তি কোন উপায়ান্তরকে অবলম্বন করিয়া অর্জ্জন করিতে হয় না, উহা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং আলোচ্য বিষয় একমাত্র ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা ভক্তি ব্যতীত নানা প্রকার আলোচনার প্রশ্রয় দিয়া স্বাভাবিক সহজ বস্তুটীকে জটিল দুর্ব্বোধ্য অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সমাজে যথেষ্ট অনর্থ আনয়ন করিতেছেন সন্দেহ নাই।

ইতর কথা আলোচনায় বিভিন্ন মতের বিভিন্ন বিচার-বৈচিত্র্যের প্রশ্রয় চলিতে পারে, কিন্তু আত্মধর্ম্মে অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচার অবাহিত। সে বিচার হইতে এক চুল এদিক ওদিক হইলেই বিপদ। অতএব আমাদের মায় কথা এই যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহার যাহা কিছু খুসী, তাহাই বলিতে আরম্ভ না করিয়া মহাজনানুগত পন্থা অবলম্বনই একমাত্র শ্রেয়ঃ।

নানা কথা

বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে অন্ন বস্ত্র ও জলাভাবে প্রজাকুল বড়ই কষ্ট পাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন বটে, কিন্তু অভাবের তুলনায় তাহা সামান্যই হইতেছে। জগদ্ব্যাপী এক ভীষণ ধ্বংসলীলা চলিতেছে। ক্ষুদ্রশক্তি মানবের কার্য্য নহে এ মহাপ্রলয়ের শান্তি করা। ইচ্ছাময় ভগবানের যে ইচ্ছা, তাহাই হউক।

গত ২০শে এপ্রিল রাত্রি প্রায় ১০টার সময় এক পাঞ্চাবী ভদ্রলোকের পত্নী লালমণির হাট থানার নিকট একটী কূপমধ্যে পতিত হয়। দৈবক্রমে ঐ ব্যাপার রাস্তার একটী লোকের নজরে পড়িতেই সে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া লোক ডাকিয়া আনে এবং দড়ি ফেলিয়া স্ত্রীলোকটীকে উদ্ধার করে। স্ত্রীলোকটীর কোন আঘাত লাগে নাই। কূপটীতে জলও বেশী ছিল না।

—

মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী থিয়েপোই গ্রামে একটী গৃহে আগুন লাগে। জলাভাববশতঃ অগ্নি নির্ব্বাপণের কোন উপায় না দেখিয়া গ্রামবাসিগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের ঘরগুলি পুড়িতে দেখিয়াছে। ৩ই শত ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার বেশী ছাড়া কম নহে।

—

বিগত ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা হ্যালিডে পার্কে লিলুয়া ধর্ম্মঘটকারীদের এক বিরাট সভা হইয়াছে। সভায় প্রায় ৭ হাজার শ্রমিক ও অন্যান্য বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর শ্রমিক সঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কে, পি, চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া 'কলিকাতার অধিবাসিগণ যেন তাঁহাদের সামর্থ্যানুসারে দুঃস্থ পীড়িত ধর্ম্মঘটকারিগণকে অর্থ সাহায্য করিয়া আরও কিছু অধিক কাল ধর্ম্মঘট চালাইতে সুযোগ প্রদান করেন' এই মর্ম্মে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে শ্রমিক সমিতির সহকারী সম্পাদক মহাশয়ও ঐ মর্ম্মেই বক্তৃতা দেন। তৎপর খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ জাকের আলি শ্রমিকদের এই আন্দোলনে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে যাহাতে মর্য্যাদার সহিত এই ধর্ম্মঘটের অবসান হইতে পারে, তদুপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত খিলাফৎ কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু এবং বঙ্গীয় শ্রমিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু জনসাধারণের নিকট এই মর্ম্মে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য শ্রমিকগণ সফলকাম হইতে পারিবেন না। তাঁহারা যেন ভবানীপুর ২।১টাউনসেন রোডস্থ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অর্থ সাহায্য প্রদান করেন।

মহাত্মা গান্ধীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত মগন লাল গান্ধী দশদিন নিউমোনিয়া রোগ ভোগের পর গত ২৩শে এপ্রিল প্রাতে পাটনা সহরে শ্রীযুত শম্ভুচরণ বর্ম্মার আলয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় নাই।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে এক ভীষণ ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। ২০।২৫জন ডাকাইত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হুকরামছেড়ি গ্রামের গিরিশ চন্দ্র বৈরেগীর বাড়ী চড়াও করে। বাড়ীর লোকের চীৎকারে গ্রামের লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাকাইত দল ও গ্রামের লোকে খুব লড়াই চলে। ফলে গ্রাম্য চৌকীদার ইয়াকুব আলি ও গ্রামবাসী বরদা আহত এবং তুরাই নামক এক গ্রামবাসী নিহত হয়। ডাকাইতরা বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে পলায়ন করে। মোটর করিয়া পলাইতেছিল, গন্তব্যস্থানে গিয়া ভাড়া না দিয়ে পালায় ড্রাইভার তাহাদিগকে পুলিশে সোপর্দ্দ করে। পুলিশ তাহাদের নিকট কয়েকখানি রক্তমাখা ছোরা পাইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

প্রকাশ যে, বোম্বাইয়ে ক্রমে ক্রমে ৮০টী মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। প্রায় ১লক্ষ ১৭হাজার শ্রমিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে। শুনা যায়, ধর্ম্মঘট সমিতি সম্প্রতি এক ইস্তাহার বাহির করিয়া জানাইয়াছেন,—"পুলিশ গত সোমবার শ্রমিকগণের উপর যে গুলি চালাইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মনগড়া ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়াই, বস্তুতঃ শ্রমিকগণ কোন প্রকার উত্তেজনা প্রকাশ বা বেআইনী কার্য্য করে নাই। পুলিশদল কিন্তু অক্ষতই আছেন।" যাহা হউক কবে যে এসকলের মীমাংসা হইবে, তাহা বলা যায় না।

—

আবার শুনা যাইতেছে, গত সোমবার হইতে উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত চেঙ্গাইল জুটমিলের ১০সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। চেঙ্গাইলের ময়দানে সম্প্রতি নাকি এক সভায় নেতৃগণ কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত একটা মীমাংসা করিবেন বলিয়া শ্রমিকগণকে অকস্মাৎ ধর্ম্মঘট করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রমিকগণ তাহা শুনিবার ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে নাই। তাহাদের অভিযোগ তাহাদের মজুরী পর্য্যাপ্ত নহে ও কতিপয় মজুরকে অযথা ডিস্‌মিস্ করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ ফিলিপ স্প্র্যাট নাকি ঐ মিল পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

লিলুয়া ধর্ম্মঘট একইরূপ চলিতেছে। সম্প্রতি ২জন ধর্ম্মঘটকারী পিকেটিং করিতে গিয়া একব্যক্তির কাপড় প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া ও তাহাকে অবৈধভাবে আটক করিয়া রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

কাপুর সিংহ নামক এক ব্যক্তি উইদাউট টিকিটে যাইতেছিল। টিকিট কালেক্টার মুস্তানদীন তাহার নিকট টিকিট চাহিতেই সে তাহাকে ছোরা মারিয়া হত্যা করিয়াছে।

গত ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যাকালে গ্রীসের একটী সহর করিন্থে এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাহাতে বহু গৃহ ও টেলিগ্রাফ অফিসের গৃহ পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হইয়াছে কয়েকটী নূতন বাড়ী ছাড়া আর সহরে ঘরবাড়ী নাই। ইলেক্‌ট্রিক হাউসও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় নগর অন্ধকার ছিল। ১১জনের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। কালামাকী নামক নগরে ৫০টী বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে ও ২০জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৫৮খৃষ্টাব্দে করিন্থে আর একবার ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছিল।

—

কৃষি-কমিসনের সদস্য স্যার হেনরী লরেন্স এবং স্যার জেমস্ ম্যাকেন্না গত ২১শে এপ্রিল স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। আগামী জুন মাসে তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে।

—

অমৃতসর হইতে একখানি মোটর লরী যাত্রী লইয়া যাইতেছিল। সহর হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরবর্ত্তী একটী স্থানে একদল ডাকাইত আসিয়া লরীখানি আক্রমণ করে। প্রথমে ডাকাইতরা মোটরচালককে মারপিট করে। পরে লরীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাত্রীদের উপর উৎপীড়ন করিতে থাকে। একজন যাত্রীর সহিত একটী বন্দুক ছিল। তিনি বন্দুক লইয়া গুলী করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ডাকাইতরা আসিয়া বন্দুক লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। দৈবক্রমে একটা গুলী ছুটিয়া ৩ জন ডাকাইতের উপর পড়ে। ফলে ১জন নিহত ও ২জন আহত হইয়াছে। ঘটনার প্রায় ১ঘণ্টা পরে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

—

কলিকাতা হইতে ব্যোমপথে পুরী গমনাগমনের জন্য একটী বিমানপোত-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। কলিকাতা হইতে অপরাহ্ণ ২টার সময় যাত্রা করিয়া ৪টার সময় পুরী পৌঁছান যাইবে।

গত ২৩শে এপ্রিল জালালপুর গ্রামের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক কূপমধ্যে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। প্রকাশ যে, স্ত্রীলোকটীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার স্বামী জোর করিয়া তাহাকে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করায় স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত ক্ষোভে ও দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়া একটী কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে। তাহার স্বামীও স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য কূপের মধ্যে ঝম্পপ্রদান করেন। তখন স্থানীয় লোকজন তাড়াতাড়ি একগাছি রশি আনিয়া পুরুষটীকে রক্ষা করে। পরে ডুবুরি আসিয়া স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহ টানিয়া তুলে। পুরুষটিকে হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে।

—

জামসেদপুর মেথর-ধর্ম্মঘট আজিও চলিতেছে। মেথরগণ পুরুষের জন্য ১২ টাকা স্থানে ১৮ টাকা ও স্ত্রীলোকদের জন্য ১০৲ টাকা স্থলে ১৫ বেতন দাবী করিয়াছে, তাহা ছাড়া বিনাভাড়ায় থাকিবার স্থান, ছুটি, মেয়েদের গর্ভাবস্থায় ছুটি প্রভৃতির জন্যও দাবী করিয়াছে। সহরে নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইয়াছে।

মালের কোটলা রাজ্যে খাজনা বন্ধ করা ও খাজনা আদায়কারী সরকারের কর্ম্মচারিগণকে সশস্ত্রভাবে বাধা প্রদান করার অপরাধে ২শত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। ১৮৮৭ সালে জমীর যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উক্ত গ্রামবাসী সে বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট আহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেও তাহারা গ্রাহ্য না করায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সশস্ত্র সৈন্য সহ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ফেরোজপুর গ্রামে পাঠান হয়। সৈন্যগণ গ্রামে উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা বন্দুক লাঠি কুঠার প্রভৃতি লইয়া বেশ একটী যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। স্ত্রীলোক গুলিও ছাতের উপর হইতে ইষ্টকাদি ছুড়িতে থাকে। ফলে ২জন সৈনিক কর্ম্মচারী ও ২জন সৈনিক আহত হয়। তখন সৈনিকগণ গুলি চালাইতে থাকে, তাহাতে ২১ জন গ্রামবাসী আহত ও ৭জন হত হয়। পুলিশ ৭০৮০ জনকে তখনই গ্রেপ্তার করে ও পরে অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়। ৯৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হইয়াছে। রেলের একজন ট্রাভেলিং ইন্সপেক্টর ও খিলাফৎ কমিটির জনৈক ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ২জন উপাধিধারীও বিদ্রোহীগণের নেতৃত্ব করায় অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেসহইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৫ই বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৫।

ভগবদ্বন্দনা

হে মধুসূদন, হে করুণানিদান, হে বিপদ্বারণ পরম বান্ধব! তোমার অপার করুণামহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ? তুমি কোন্ উদ্দেশে কখন কি কার্য্য কর তাহা কে জানিতে পারে? মায়াবদ্ধ জীব আমরা তোমার মহিমা আর কি জানিব? তবে এইমাত্র জানি যে তুমি করুণাময়। তুমি যখন যাহা কর তাহা জীবের মঙ্গলোদ্দেশেই কর। তোমার অপার করুণা কখনও অমঙ্গল উদয় করায় না। যিনি জড়জগতে আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণের সহায়ক, তিনিই আমাদের নিকট দয়াময় বলিয়া পরিচিত। কিন্তু বিচার করিলে অন্যের দয়া আপাত দৃষ্টিতে দয়ার মত মনে হইলেও তাহা পরিণামে মন্দ উদয় করায়—ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আজ ভারতবাসীর দুর্দ্দশার সীমা নাই, আজ ভারতবাসী অপরের পদদলিত হইয়া কি দারুণ যন্ত্রণাই না ভোগ করিতেছে। আজ এই সোণার ভারতবাসীর ক্লেশ দেখিয়া অন্য জাতিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না। যে ভারত বিদ্যা বুদ্ধি বল কৌশলে একদিন জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার স্থান আজ সর্ব্ব নিম্নে, যে ভারতের প্রতি গৃহে অন্নপূর্ণা দেবী স্বয়ং বিরাজিতা থাকিয়া অকাতরে অন্ন বিতরণ করিতেন, সেই ভারতবাসী আজ অন্নের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। কিন্তু এই দুঃসহ ক্লেশের মধ্যে যে তোমার অপার করুণা অসীম অমন্দোদয় দয়া জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছি হে অমন্দোদয়দয়ানিধে! মাদৃশ ভাগ্যহীন জীবের প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ কর, যাহাতে আমরা তোমার অমন্দোদয়দয়া বুঝিতে পারি। তুমি যাহার প্রতি কৃপা কর, সেই তোমার কৃপা বুঝিতে পারে। হে ভগবন্! তুমি নিজ মুখে বলিয়াছ—আমি যাহাকে কৃপা করি ক্রমে ক্রমে তাহার ইন্দ্রিয় তর্পণের বিষয়সমূহ হরণ করি; তাহার কারণ জীব যখন ইন্দ্রিয় তর্পণে প্রমত্ত থাকে, যখন সে নিজকে সুখী বোধ করে, যখন সে জাগতিক ক্লেশ অনুভব করিবার পরিবর্ত্তে পরম সুখে ভোগলিপ্সামানে সমগ্র জগৎকে ভোগ করিতে থাকে, তখন তাহার ভগবৎ কৃপার চমৎকারিতা উপলব্ধির অবসর থাকে না। তখন যদি কেহ তাহার নিকট [illegible] অসীম [illegible] কথা কীর্ত্তন করে, তাহা বধির কর্ণে [illegible] কখন বা হাস্যাস্পদ কথন বা বিপদগ্রস্ত পতিত হয়। কিন্তু বিপদগ্রস্ত জীব যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিপদ্বারণ মধুসূদনকে পরম বান্ধবজ্ঞানে তাঁহার শরণাপন্ন হন, যখন 'একদা বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হইল সর্ব্বনাশ।' তখনই তাঁহার ভগবানের অমন্দোদয়দয়া বুঝিবার অবসর হয়। তাই কুন্তীদেবী একদিন আমাদের মত বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো। ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব দর্শনং (ভাঃ ১।৮।২৫)—হে জগদ্গুরো! হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! আমাদের এইপ্রকার বিপদ নিত্যই হউক। বিপৎকালে আত্যন্তিক ক্লেশনিবৃত্তির উপায়-স্বরূপ আপনার দর্শন হইয়া থাকে। ভোগী জীব আমরা, ভোগের ব্যাঘাত হইলে তাহাকেই বিপদ বলিয়া মনে করি, কিন্তু কুন্তীদেবী বলিতেছেন, হে ভগবন্ আমি ভোগচিন্তাকুল বিবেকহীন মানবের বিচার আদর করি না আমি জানি তোমার নিগ্রহই কৃপা। চাপ না পড়িলে কেহ বাপ বলে না, বিষম বিপৎসমুদ্রে পড়িয়া জীব যখন কূল না পাইয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, তখনই তাহার গর্ব্ব অভিমান দূরীভূত হয়, তখনই তাহার হরি বলিবার অবসর হয়। তৎপূর্ব্বে ভগবান স্বয়ং যখন তাঁহার পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে কৃপার ডালি মাথায় লইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে বিনামূল্যে স্বীয় অমন্দোদয়দয়া বিতরণ করিতে যান, তখন আত্মম্ভরিতাবশতঃ তাহারা বলিতে থাকে, ভগবান যখন আমাদিগকে প্রেমস্বরূপ বিনামূল্যে যাচিয়া দিতে চাহিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই ভগবানের কোন স্বার্থ আছে। তাই বলি হে ভগবন্! তোমার নিগ্রহই কৃপা। মুনিগণ তোমার এই কৃপা উপলব্ধি করিয়া লিখিয়াছেন, কৃষ্ণস্য কারুণ্য কথাস্তু দূরে তস্য প্রশস্তো তে নিগ্রহোঽপি—হে কৃষ্ণ! তোমার করুণার কথা দূরে থাকুক, তোমার নিগ্রহও অতীব প্রশংসনীয়।

মায়াদেবীর বন্দনা

হে মায়াদেবি! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি। তুমি অঘটনঘটন পটীয়সী ভগবচ্ছক্তিস্বরূপিণী। ভগবানের সহিত তোমার অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। আব্রহ্ম স্তম্ভ তোমার মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবকে কভু জাগতিক সুখে মগ্ন করিয়া রাখ কভু বা তাহাদিগকে নরক যাতনা প্রদান কর, কখন বা আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির প্রলোভ দেখাইয়া আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বাণ পর্থে প্রবেশ করাও, কখন তোমার নিকট আম মূর্ত্তিতে পূজা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত কর। মোটের উপর কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে দণ্ড প্রদান করাই তোমার কার্য্য। তোমার নিষ্কপট কৃপা হইলে জীব নিজ ভুল বুঝিতে পারে, তখনই তাহারা ভগবানের অপারার দর্শন পাইবার যোগ্য হন। অতএব হে দেবি! তুমি তোমার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় সঙ্কুচিত কর, জীবের স্বতঃসিদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান আবরণ করিও না, তাহাকে স্বস্বরূপ ও পরস্বরূপ বুঝিতে দাও।

মূলকথা

পরম আনন্দের বিষয় আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহারা ধর্ম্মের নামে নাক সিটকাইতেন, তাঁহারাও আজকাল সভা সমিতি করিয়া ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিতেছেন। আজকাল সংবাদ পত্রে ধর্ম্মের কথা আলোচনা হইতেছে। জীব বিপন্ন না হইলে ভগবান্কে ডাকিতে চায় না। তাই আজ দেখিতেছি, অনেক ভগবদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, ভগবদ্ধর্ম্ম প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

কোন একটী সভায় সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, হিন্দুসভার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটী। একটী শুদ্ধি, অপরটী অস্পৃশ্যতা পরিহার। এই দুইটী লইয়া হিন্দু সমাজের মধ্যে বিষম মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটী উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হিন্দুসভার গঠন, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমাদের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের একতা সাধন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে শিক্ষিত উদার ধর্ম্মপ্রকৃতি-সম্পন্ন প্রচারক প্রেরণ করিয়া কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন-বন্যায় দেশ ভাসাইতে হইবে, ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে ইত্যাদি।

আমরা এ সকল কথা পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছি, কিন্তু ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচার যদি একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমাদের আরও আনন্দের বিষয় হইত। ভগবৎসেবা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্যগুলি বিনা চেষ্টাতে আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে শাস্ত্র বলেন—

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে—শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? নামসংকীর্ত্তন-বন্যায় দেশ ভাসাইয়াছিলেন ভগবান্ গৌর সুন্দর। বর্ত্তমানে তাঁহার একান্ত অনুগত জনগণ সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জড়বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেই যে নামসংকীর্ত্তনে অধিকার হয়, একথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনগণ বলেন না। শাস্ত্রও তাহাই সমর্থন করেন। নামসংকীর্ত্তন বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম। আত্মধর্ম্মেই ঐক্য আছে। সর্ব্বধর্ম্মের [illegible] মহৎ। বৈষ্ণবধর্ম্ম সমন্বয় [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল হিন্দুর ধর্ম্ম [illegible] মানবমাত্রেরই আত্মধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে। মুসলমান খৃষ্টান হিন্দু শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য—সকলেরই বৈষ্ণবধর্ম্মে অধিকার আছে। তাঁহারা যদি সর্ব্বাংশে নিজ নিজ মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তবে কোন বিরোধ নাই, কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কেহ কোন দিন বৈষ্ণবদিগের সহিত মিশিতে পারিবেন না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবধর্ম্মটি একটি কৃত্রিম হাতগড়া ধর্ম্ম নয় যে, ইচ্ছামত আমরা ঐ ধর্ম্ম পরিচালন করিতে পারিব। যে ধর্ম্ম দ্বারা অজিত ভগবানকে জয় করা যায়, তাহা কি অন্যান্য দেহ মনোধর্ম্মের ন্যায় কৃত্রিম ভাবে চালিত হইবে? শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ। যাহা হউক মেঘের উপর সভার উদ্দেশ্য ভাল—যেন তেন প্রকারেণ ভজ কৃষ্ণ-পদাম্বুজম্, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও আমাদের হইতেছে না—কৃষ্ণসেবা করিতে গিয়া নিজ দেহ মনের সেবাই হইয়া যাইতেছে। এই কথাটি বলিতে বলিতে আমার পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত কম্টীর কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছেন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম বলিয়া কোন কথা থাকিতে পারে না। নিজে সুখী হওয়াই সমস্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। নিঃস্বার্থ কথাটী কেবল পরের দ্বারা নিজ সুখ উৎপাদন করাইবার একটা কৌশল মাত্র। বস্তুতঃ প্রকৃত বিশ্বপ্রেম কোথায়ও নাই। তাঁহার একথাটী বড় মন্দ নয়, কেমনা জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়াই তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

অহো জগতের সে শুভদিন কবে আসিবে, যেদিন সমগ্র জগৎ একত্রে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে শ্রীনামসংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইবেন? হে ভ্রাতৃগণ! আপনারা সমন্বয়-গুরু শ্রীগৌর-সুন্দরের আনুগত্য করুন, আপনাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবান গৌরহরি ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত কেহ সমন্বয়-ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

(সমাপ্তি)

শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণা-প্রভাবে অসুরগণ, ক্রমশঃ বলবান হইয়া উঠিলে দেবগণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে অসমর্থ হইলেন। বামনদেবের বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে উচ্চভূমি হইতে নিঃসারিত করিলেন। বোধ হয় অসুরেরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পঞ্চনদ দেশের উচ্চাংশ হইতে সিন্ধু তীরে সিন্ধুনামা দেশে বাস করিলেন। আলেকজাণ্ডারের সময়ে সিন্ধু সাগর-সঙ্গমের অনতিদূরে পাতাল বলিয়া নগর ছিল। ঐ স্থানকেই তৎকালে পাতাল বলিয়া গণ্য করা যাইত। যেহেতু ঐ সকল স্থানে নাগবংশীয়েরা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এলাপত্র ও তক্ষকাদি নাগবংশীয় পুরুষেরা বহুদিন ঐ দেশে অবস্থান করিতেন। অনেকদিন পরে তাঁহারা তথা হইতে পুনরায় উচ্চভূমিতে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে এলাপত্র হ্রদ ও তক্ষশীলা নগর পত্তন হয়। নাগেরা কাশ্মীর দেশেও বাস করিয়াছিলেন। কশ্যপ হইতে পঞ্চম পুরুষে বলিরাজা। তাঁহার সমবেত অসুরগণ কৌশলদ্বারা নিষ্কাসিত ও পাতালে প্রেরিত হন।

ভগবান বামনদেব যে কৌশলদ্বারা বলিকে নিজ অধীন করিয়াছিলেন, তাহা বিচার করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলি-সন্নিধানে প্রথমে নিজ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করেন নাই, পরন্তু ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রীতি দ্বারা জীবমাত্রকে বশীভূত করা যায়। ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা প্রীতির বল বেশী, তাহা দেখাইবার জন্যই বোধ হয় ভগবান্ বামনদেব কোন ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন না করিয়াই বলির নিকট সামান্য ভিক্ষুকবেশে আগমন করিয়াছিলেন। বলির নিকট বামনদেব আগমন পূর্ব্বক তদীয় পিতা বিরোচন ও পিতামহ প্রহ্লাদ এবং প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুর প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। বলি দিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে অসুরকুলগুরু শুক্রাচার্য্য মন্ত্রণাকুশল ছিলেন, তিনি বলিকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বলি সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, দেব বিপ্র ও ভগবানে ভক্তিযুক্ত ছিলেন। তিনি সত্যের অপলাপ ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জন্য দোষ গুরু শুক্রাচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিলেন না। তিনি বিচার করিলেন, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ নাই সুতরাং সামান্য নশ্বর বস্তুর নিমিত্ত সত্য হইতে বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বলির এত প্রবার ভগবন্নিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া মহাজনগণ যদিও তিনি অসুরকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে অসুর নামে অভিহিত করেন নাই। প্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি মহোদয়গণ অসুর কুলে উদ্ভূত হইয়াও ভক্তিবলে জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। জন্ম দ্বারা কিছু আসে যায় না। গুণেরই আদর, জন্মের আদর নাই। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কেহ ভগবদ্ভজন ভিন্ন অসৎ বিষয়ে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলেও যে তাহাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং চণ্ডালকুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্তে যে জাতিবুদ্ধি করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে হইবে, নিজের ব্রাহ্মণ-অভিমান বৃদ্ধি করিতে হইবে, উৎমার্গ গমন করিতে হইবে, এরূপ কথা শাস্ত্র বলেন না উহা বর্ত্তমান কালোচিত ধর্ম্মবিকৃতির পরিণাম মাত্র।

বেণ-চরিত্র আর্য্য ইতিহাসের একটী প্রধান পর্ব্ব। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বেণ রাজা একাদশ পুরুষ। এস্থলে বিচার্য্য, মনু ও তদ্বংশীয় পুরুষেরা কোথায় বাস করিতেন? শাস্ত্রে কোন স্থলে কথিত আছে, মনু ব্রহ্মাবর্ত্তেই বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণ এবং কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমাংশে মনুর বর্হিষ্মতী নগরী ছিল। ব্রহ্মর্ষিদেশের সীমা তৎকালে নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় ঋষিগণ মনুর নগরকে ব্রহ্মাবর্ত্তান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বাস্তবিক মনুর নগর সরস্বতীর দক্ষিণ পূর্ব্ব হওয়ায় ঐ নগর ব্রহ্মর্ষি দেশস্থিত বলিতে হইবে

সত্যানুসন্ধিৎসা

"আমরা আর আত্মবঞ্চিত হইব না, যাহাতে নিজের মঙ্গল হয়, তাহাই করিব, সত্য কথা আমাদের বর্ত্তমানে অপ্রীতিকর হইলেও তাহাই আমাদিগকে শুনিতে হইবে"—এইরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা না থাকিলে জীব কখনও নিজ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন না, মৎসরতা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিবে—অসত্যকেই তিনি সত্য বলিয়া ভগবৎ কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। এই সত্যানুসন্ধান শিক্ষা দেওয়ার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সপার্ষদে স্বীয় ধামসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বয়ং কৃষ্ণ আজ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া ছুটিয়া জীবকে তাঁহার পিছু পিছু ছুটাইতেছেন। পঙ্গু—যাহারা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিতে অসমর্থ, দয়াময় গৌরহরি তাহাদিগকেই চিরবল প্রদান করিতেছেন। গৌরসুন্দরের এত দয়া অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা গৌরনির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না, তাহারা অসত্য পথে যাইয়া আত্মবিনাশ সাধন করিতেছে। আত্মবঞ্চনা করিবার জন্য—গৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপা হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য দুর্ভাগা লোকে বলিতেছেন—"গৌরাঙ্গের কথাই যে শুনিতে হইবে, তাহার মানে কি আছে, যত মত তত পথ, এক পথ দিয়া গেলেই হয়—গন্তব্যস্থান পাওয়া যাইবে।" তাঁহারা গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"—এই শ্লোকটী তাঁহাদের মতের পরিপোষক বলিয়া আবৃত্তি করেন। কিন্তু গৌরসুন্দর বলিতেছেন—"আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি—এমোর স্বভাব॥" ইহার অর্থ এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, যাহার যে ইচ্ছা তিনি সেই ভাবে চলিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎ পাদপদ্ম সেবালাভ করিবেন। ইহা যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদের বোঝা ভ্রান্তিপূর্ণ। শুদ্ধভক্তের প্রাপ্য বস্তুর সহিত কর্ম্মী জ্ঞানী যোগীর প্রাপ্য এক হইতে পারে না। হয়ে স্বারসিকী বা স্বাভাবিকী প্রতিময়ী রাগাত্মিকা ভক্তিযাজীর স্বেন্দ্রিয়তোষণমূলা ভুক্তি বা মুক্তির পরিবর্ত্তে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিমূলা কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মীর পক্ষে ভগবান্ কর্ম্মফল-দাতারূপে, যোগীর পক্ষে যোগবিভূতি বা কৈবল্যদাতারূপে, জড়কর্ম্ম বা জড় বিধিবাদীর আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড় প্রায় থাকিয়া তাহার পক্ষে জড়রূপে, শূন্যবাদিগণের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া তাহাদের নিকট শূন্য স্বরূপে এবং নির্ব্বিশেষবাদী বা জ্ঞানীর আত্মবিনাশদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ নির্ব্বাণমুক্তিদাতারূপে প্রাপ্য হইয়া জীবকে বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। যাহারা ভগবানের এই বঞ্চনাকে বাস্তব সত্য ভ্রমে তাহাতে আবদ্ধ থাকিয়া নিজ উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বড়ই ভাগ্যহীন। বস্তুতঃ জড় কর্ম্ম জড় জ্ঞান প্রভৃতি ভগবৎপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ত্ম। ভগবানকে পাইবার বর্ত্ম যে একমাত্র শুদ্ধাভক্তি, তাহাই প্রচার করিতে—জীবকে কুবর্ত্ম হইতে ভক্তিবর্ত্মে টানিয়া আনিতেই গৌরসুন্দরের জগতে অবতরণ লীলা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস-রসিকগণের তত্তৎরসোপাস্য রূপে রসের বৈশিষ্ট্য সম্পাদনই—'যে যথা মাং' শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য। যাঁহারা ভগবান্ গৌরসুন্দর অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত হইয়া এক একটী নব নব বিধান সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেরাই সাধন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!

"আমি বড় বেশী মূর্খ, সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য শুনিবার আমার এমন কি আবশ্যক পড়িয়াছে, আমার মত মানুষই ত' সাধু ও গুরু, আমার মত মানুষই ত' শাস্ত্র প্রণেতা, তাঁহারাও মানুষ, আমিও যখন মানুষ তখন মানুষের অজানা কি আছে? আমিই যাহা বলিব, তাহা শাস্ত্র হইতে বড়। আমিই জগৎকে শিক্ষা দিতে পারি।" ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধি যতদিন পর্য্যন্ত জীবের থাকিবে, তত দিন জীব জগতের মঙ্গল চেষ্টার পরিবর্ত্তে জগতে নানা প্রকার অসুবিধা আনিয়া ফেলিবেন। সাধু গুরু আমার মত প্রাকৃত মানব নহেন, তাঁহারা ভগবানের নিজজন, ভগবানের মনোভীষ্ট প্রচারের জন্যই জগতে অবতীর্ণ, শাস্ত্র—ভ্রমাদি দোষদুষ্ট মনুষ্যের রচিত নহে। শাস্ত্র ভগবদ্বিমুখ জীবকে শাসন করিবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী। সাধুগণই শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ। সেইজন্য নিজের স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সাধুর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। শাস্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র বিষয়ের স্ফূর্ত্তি, কীর্ত্তন হইতে থাকিবে। আমার বর্ত্তমান চিত্তস্রোতের গতি ভগবৎ-সেবানন্দ-সমুদ্রাভিমুখিনী হওয়ার পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদি আবর্জ্জনাপূর্ণ দুর্গন্ধময় বদ্ধজলাশয়ের দিকে। আমার আচার ব্যবহার প্রভৃতি সকলই আমার চিত্তপ্রবৃত্তি অনুরূপ না হইয়া ই পারে না। সুতরাং আমার বর্ত্তমান অবস্থায় বদ্ধজ্ঞান লইয়া যাহা কিছু আমি বিচার করিতে যাইব, তাহাই সদ্বিচারের পরিবর্ত্তে অসদ্বিচার হইয়া যাইবে, সত্য অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে নানা অসত্যের অনুসন্ধান করিয়া বসিব। গৌরসুন্দর এবং তদনুগ নিষ্কপট সাধুর বর্ত্মানুসরণ ভিন্ন জীবের সত্য-বিষয়ক অভিজ্ঞান লাভের আর অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই।

নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসার অভাবেই জীব ভগবৎকথার অনাদর প্রকাশ করিয়া বসেন, ভগবৎ কথাগুলি তাঁহাদের নিকট বাজে কথা (আইড্ল টক্) বলে বোধ হয় এবং তাহা লইয়া তাঁহারা নানারূপ ঠাট্টা তামাসা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। প্রাথমিক শিক্ষার কুফলই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঐরূপ কুরুচিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই কুরুচি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীব ঐ প্রভুর শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাপ্রভু-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে নিত্য শুদ্ধ একমাত্র সত্য বস্তু কৃষ্ণানুসন্ধানে সমর্থ হইবেন, অচিরানুসন্ধানে মত্ত হইয়া মহামূল্য জীবন আর বৃথা ব্যয় করিবেন না।

শ্রীমায়াপুর-উৎসবোপলক্ষে

(প্রাপ্ত)

কি আনন্দ শ্রীনবদ্বীপে
অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে।
সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি
পূর্ব্বরূপ সহকারে॥
সপার্ষদ শ্রীহরিজন
প্রেমভক্তি উপচারে
শ্রীনাম কীর্ত্তন মহ
নিত্য সেবেন শ্রীমন্দিরে॥
শিক্ষাপীঠে ব্রহ্মচর্য্য।
শ্রৌতপন্থা সদাচারে।
একায়ন শ্রীপরাবিদ্যা
শব্দ-বর্ণ-অলঙ্কারে॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত
বৈরাগ্য যুক্তা শ্রীমতি।
শিক্ষা দেন পূর্ণ তত্ত্ব
ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি॥
যৎকালে নৈমিষ বনে
যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণ।
শ্রীসূত মুখে শুনেছিলেন
শ্রীভাগবত কীর্ত্তন॥
(এবে)—গৌড়ের নৈমিষ ক্ষেত্র
(পরা) বিদ্যাপীঠ শ্রীগৌড়পুরে
সূতানুগ আচার্য্যগণ
প্রবোধেন বৈষ্ণবেরে॥
আচারে সক্ষম যিনি
যে কোন কুলের নয়।
নির্বিচারে শিক্ষা পায়
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ দয়ায়॥
অপ্রাকৃত শব্দ-শক্তি
চিদ্ধ্যান-বিলীন-জনে।
প্রবোধার্থে স্থাবরত্তি
শ্রীনামামৃত ব্যাকরণে॥

(ক্রমশঃ)

বঙ্গের গৌরব
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মত-পরিবর্ত্তনের
মূল-কারণানুসন্ধান

সহর নবদ্বীপের ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর অভ্যুদয়নে তাঁহার শিষ্য কুমিল্লাপ্রবাসী শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকাশিত শ্রীমায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া সম্মান করিতেন, কিন্তু যখন ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'আচার ও আচার্য্য' নামক গ্রন্থে ভাগবত-ব্যবসায়ী মন্ত্র ব্যবসায়ী ও তথা জাতিগোস্বামী-সম্প্রদায়ের আচারসমূহ উদ্ঘাটিত হইল, তখন তিনি তাঁহার পরম গুরুদেব শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর পরামর্শে নিজ মত বদলাইয়া কল্পিত মায়াপুর-সৃষ্টি-কারী ব ক্তিগণের মাৎসর্য্যপ্রণোদিত প্রবন্ধ ও অমূলক গল্প প্রভৃতি তাঁহার সম্পাদিত নব্য পত্রে প্রকাশ করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বে এই রাধাগোবিন্দ বাবু ও তদীয় সহযোগী শ্রীহট্টের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দেব উভয়ে সোনারগৌরাঙ্গ পত্রিকায় তাঁহাদের অলক্ষিত ভাবে সহর-নবদ্বীপের কোন বিদ্বেষী ব্যক্তির লিখিত শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে 'নদীয়া'শীর্ষক একটী পদ্য প্রকাশ করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত ও তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 'সোনার-গৌরাঙ্গ' পত্রিকার ২য় বর্ষ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন,—

"নদীয়া" কবিতায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন উল্লেখ না থাকাতেই আমি লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। আমি জানিতাম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর **অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।** সে সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তি আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আর কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় একবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-দর্শনের ভাগ্য ঘটিয়াছিল, তখন মায়াপুর-দর্শনে গিয়াছিলাম। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উচ্চ শিক্ষিত ও ভজনানন্দী ছিলেন" ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ কথা বলিবার কিছুকাল পরেই যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের দ্বারা তাঁহার গুরুবর্গের আচরণসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িতে দেখিতে পাইলেন, তখন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

কুমিল্লার শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের অভিসন্ধি তাঁহার সহযোগী শ্রীযোগেন্দ্রদেবও সোনার-গৌরাঙ্গ পত্রের শ্রাবণ ১৩৩১ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন, যথা—' রাধাগোবিন্দ বাবু কয়েক মাস পূর্ব্বে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকাশিত মায়াপুর-সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করিয়া হঠাৎ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তাঁহার ব্যবহারে কি একটা সন্দেহ জাগিতেছেনা? বাস্তবিক পক্ষেও রাধাগোবিন্দ বাবু কখন কোন্ উদ্দেশ্যে কি বলেন, বুঝা কঠিন।

কলিকাতা সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেনের মুরারিলাল অধিকারী—যিনি পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে স্বার্থব্যাঘাত-ফলে অন্য মত গ্রহণ করিয়া 'বৈ-দিগ্দর্শিনী নাম্নী একটী অদ্ভুত ভ্রমপূর্ণ পুস্তিকায় মায়াপুরের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন, তাঁহার পুস্তক সমালোচনা-ফলে অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি গৌড়ীয় মঠের প্রচারের প্রতিকূলাচরণ করিতে বাধ্য হন এবং 'সোনার-গৌরাঙ্গের' ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আশ্বিন) ১৫৯ পৃষ্ঠায় 'প্রার্থনা' শীর্ষক প্রস্তাবে সকল নবদ্বীপবাসী ও সিদ্ধ-সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উত্তেজনাসূচক বাক্য প্রকাশ করেন, যথা—

"বৈষ্ণবসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ প্রাচীন গুরুকুল গোস্বামী ও সিদ্ধবংশীয়দিগের বংশ গৌরব অস্বীকার করিয়া দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, মহান্ত, প্রভুপাদ, আচার্য্য, অধিকারী প্রভৃতি সৃষ্ট হইতেছেন। এই ঘোর বৈষ্ণববিপ্লবের দিনে প্রাচীন বৈষ্ণবপরিবার কি 'ভগ্নোদ্যম মস্তিষ্ক' হইয়া এই অত্যাচার উপেক্ষা করিয়াই বৈষ্ণব সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য দেখাইবেন? তবে প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজ কিরূপে রক্ষিত হইবে? শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ, পরিকর, ভক্ত ও সিদ্ধবংশধরগণ! (?) যিনি যে স্থানে বাস করিতেছেন, বিরাট বৈষ্ণব সমাজের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্যের কথা একবার স্মরণ করিয়া আত্মপরিচয় ও বংশ গৌরবের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। **সকলে সমবেত ও এক-প্রাণ হইয়া এই বৈষ্ণব বিপ্লবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউন।"**

পাঠকগণ বিচার করুন, যদি সত্যের উপরই হৃদয়ের ভিত্তি হইবে, তাহা হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে এইরূপ "গেলাম" "গেলাম" বলিয়া রব উঠাইয়া সকল সম্প্রদায়কে একজোট হইতে উত্তেজনা করিবার কারণ কি?

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিরপেক্ষ সর্ব্বস্বত্যাগী, আদর্শচরিত্র প্রচারকগণের প্রাণ অভিযানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য গুপ্ত সভা নির্ণীত করিয়া সিদ্ধ সম্প্রদায় অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন। কতকগুলি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও বিদ্ধমতসমূহের পরিপোষক সাময়িক পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার অসংযত ভাষার সাহায্যে শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের নিরপেক্ষ ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যকে সাধারণের নিকট বিকৃতরূপে স্থাপন ও হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, এমন কি শ্রীমায়াপুর ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতি মাসেই 'সোনার-গৌরাঙ্গে' প্রবন্ধ বাহির করিতেই হইবে, ভাগবত-ব্যবসায়ী শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর এই আদেশ লইয়া ('সাধনা' ক্রোড়পত্র ভাদ্র ১৩৩২ সন দ্রষ্টব্য) 'সোনার-গৌরাঙ্গে'র সম্পাদক রাধাগোবিন্দ বাবু ও যোগেন্দ্র বাবুর সহিত পরস্পর মতানৈক্য হওয়ায় শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামীর আদেশে রাধাগোবিন্দ বাবু পৃথক করিয়া 'সাধনা' নামে একটি পত্রিকা বাহির করেন। রাধাগোবিন্দ বাবুর সেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য—ভাগবত-ব্যবসায়ী গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন অর্থাৎ শ্রীধাম মায়াপুরের অনন্যপ্রচারকগণের নিরপেক্ষ সত্যকথা প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান। এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া 'সাধনা পত্রিকা কাঁকড়ের মাঠের সাকটীমার ব্রজমোহন দাসের (শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে) প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে থাকেন এবং ১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্রমাসের 'সাধনা পত্রিকায় উক্ত ব্রজমোহন দাসের রচিত গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে একটি অমূলক অভিযোগ প্রকাশ এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের বিরুদ্ধে অসংযত ভাষা ব্যবহার করিবার ফলে ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হন। কলিকাতা জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে রাধাগোবিন্দ বাবু এবং রেসপন্ডেন্ট ব্রজমোহন দাস গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধে সাধনায় লিখিত আরোপিত ঘটনা ও মিথ্যা অপবাদগুলি সমস্তই প্রত্যাহার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় আসামী শ্রেণী হইতে উভয়েই অব্যাহতি পান।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের এই ক্ষমা প্রদর্শন বৈষ্ণবোচিত হইলেও স্বার্থপর সিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পরামর্শ ও উত্তেজনায় তাঁহারা পুনরায় অন্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়া নিরপেক্ষতা ও স্বদেশ-প্রেমিকতার আবরণে সাধারণকে বুঝাইতেছেন নিজমত্যনামোদিত শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নিরপেক্ষতা বা স্বদেশ-প্রেমিকতা নাই। ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—কোন প্রকারে শ্রীমায়াপুরের সর্ব্বস্বত্যাগী আদর্শ চরিত্র সেবকগণের প্রচারের বিঘ্ন করিয়া স্ব স্ব অপস্বার্থের স্রোত জগতে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত রাখা।

সহর নবদ্বীপ বুড়োশিবতলার গৌরাঙ্গী মঠের প্রচারক শ্রীহরিদাস গোস্বামী তাঁহার পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীগৌরজন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার গুরু বনোয়ারীলাল গোস্বামীর নিকটেও শ্রীমায়াপুর স্থানকেই গৌর-জন্মস্থান বলিয়া শিখিয়াছেন, কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার গুরুদেব যেমন শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ

গোস্বামী সকলেই এই স্থানকেই শ্রীগৌর-জন্মভূমী বলিয়া এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যখন 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' ও 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় ক্রমাগত মায়াপুরবাদী মতের বিরুদ্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং তাঁহার সমস্ত যুক্তি তর্ক গৌড়ীয়ের ঐ শাস্ত্রযুক্তির নিকট ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সার্বভৌম বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। (২৯শে [illegible] ও ৩রা বৈশাখ ১৩৩৫ তারিখের 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পত্রে শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ পরিচিত ও পরম বান্ধব শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'প্রেরিত পত্র' ও 'বদলে গেল মতটা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

ভারতীয় শ্রমিকগণের দুর্দশার কাহিনী লিখিতে বা আলোচনা করিতেও বুক ফাটিয়া যায়। শ্রমিকগণের অপরাধ, তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছে—দু'মুঠা পেট ভরিয়া খাইতে চাহিয়াছে। কোথায় তাঁহারা দরিদ্র নিরন্ন শ্রমিকগণকে দু'টী খাইতে ডাকিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিবেন, তাহা না করিয়া তাহাদিগকে আবার আজ অন্নের মত আশ্রয়চ্যুতও করিতেছেন। শুনা যাইতেছে লিলুয়ার ২৬০০ ও নাগাপটন কারখানার ৩১৭০ জন মজুরের অন্ন মারা যাইবে। ইহার মধ্যেই খড়্গপুরে ৫শত শ্রমিকের চাকুরী গিয়াছে। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনবর্গ না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে। আরও অনেক কারখানার শ্রমিকগণের নাকি ঐ দশাই লাভ হইবে। কর্ম্মিগণ শ্রমিকগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থ নানা সভাসমিতি করিয়া দেশের লোকের সহানুভূতি চাহিতেছেন বটে, কিন্তু দেশবাসীও যে আজ নিরন্ন—কে কাহাকে ভিক্ষা দিবে? বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে চারিদিকে অন্ন-জলাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, ঘরে আগুন লাগিয়াছে, লোকে জলাভাবে নিভাইতে না পারিয়া বেশ স্থির ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সর্ব্বভুকের ভয়ঙ্কর ভক্ষণ লীলা দর্শন করিতেছে, কেহ বা স্ত্রী পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার চিন্তায় অধীর হইয়া সেই বিরাট অগ্নিযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া ইহলীলায় একেবারেই সমাপ্তি করিতেছে। পিপাসায় ক্ষুধায় জ্বালায় অস্থির হইয়া শিশু মাতার স্তন্য পান করিতে যাইতেছে, কিন্তু হা বিধাতঃ, মা যে আজ কয়েক দিন অনাহারে কাটাইতেছে, তাহার স্তনে যে আর দুগ্ধ নাই, সন্তানটী মা মা করিয়া কাতর হইয়া মায়ের কোলেই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছে, হতভাগিনী মাতাও আর সহ্য করিতে না পারিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। ইহার উপর আবার মহামারী! প্রতিদিন শত শত লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। সমস্ত ভারত আজ এক মহাশ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে।

ভারতের এমন দুর্দ্দিনে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি? একমাত্র কর্ত্তব্য, সব ছাড়িয়া 'হা মধুসূদন, বলিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন। অন্য উপায় আর কিছু নাই—হইতে পারেনা। কেহ হয়ত আমরা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে দোষ দিতেছি, কেহ বা ধনিকদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছি, কিন্তু দোষ ত' কাহারও নাই। দোষ যে ভগবদ্বিমুখ আমাদের দুষ্ট দৃষ্টের—'আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু'। ভগবানই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, একমাত্র পালয়িতা, ইহা বিশ্বাস না করিয়া অন্যকে রক্ষা ও পালনকর্ত্তা বলিবার পরিণাম এইরূপই ভীষণ হইয়া থাকে।

লিলুয়া কারখানা হইতে কর্ত্তৃপক্ষ সত্বরে দহনশীল যাবতীয় বস্তু সরাইয়া অন্যত্র রাখিতেছেন। বিশেষ কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কারখানার অনতিদূরে লেবার ইউনিয়নের সাহায্য ভাণ্ডার হইতে প্রায় ৭০০।৮০০ লোক চাউল ডাউল লইতে আসিয়া যে ভিড় করে, তাহা হইতেই কর্ত্তৃপক্ষ নাকি ভীত হইয়া কারখানায় দিন রাত্রি গুর্খা পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিলাতে নূতন বাজেট পেশ হইয়া গিয়াছে। আগামী ৫৫ বৎসরের মধ্যে বিলাতের ঋণ শোধ হইয়া যাইবে। বিলাতে গত বৎসর সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ ফলে প্রায় ১৪ কোটি টাকা খরচ কমিয়াছে। আরও ৫বৎসরে ১১ হাজার চাকুরী বাতিল করা হইবে। এদেশে যত গরীব বেচারী-দের চাকুরী লইয়াই টানাটানি। কমিশন বসিল, কিসে ১০।১৫ টাকার কেরাণীদের রুটী মারা যায়, তাহারাই ব্যবস্থা করিতে। যাহা হউক কেরাণীর সংখ্যা কমারও দরকার। কেরাণীগণ স্বাবলম্বন বৃত্তি অবলম্বন করুন, দেশের অভাব অভিযোগ অনেক মিটিয়া যাইবে।

সম্প্রতি ঝাঁকড়ার কস্তুরচন্দ ইনষ্টিটিউট এক পুষ্করিণীর বাঁধের ঘাটে ১৫ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে পিছলাইয়া গভীর জলে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া এক ১০ বৎসর বয়স্ক সাহসী বালক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালিকাটিকে অনেক কষ্টে কূলে আনিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। সকলেই বালকটির সৎসাহসের প্রশংসা করিতেছেন।

কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজের সহিত শীঘ্র কলম্বো হইতে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। আগামী ৫ই মে তিনি সিটি অফ্ ইয়র্ক জাহাজে কলম্বো যাইয়া উল্পিল য়ুরেন কাইসা কোম্পানীর জাহাজ ফুসিমিমারুতে য়ুরোপ যাত্রা করিবেন। মিঃ এ, উইলিয়মস কলম্বোতে কবীন্দ্রের সহিত যোগদান করিবেন।

শুনা যায়, শ্রীরামদাস বাবাজী নামক জনৈক কীর্ত্তনীয়া শিয়ালদহ হইতে খোল লইয়া যাইতেছিলেন। গাড়ীতে উঠিবার কালে এক ক্রু আসিয়া খোলের দরুণ বাবাজীর নিকট হইতে ৬ আনা মাশুল আদায় করিয়াছেন।

সিন্ধু নদীতে হঠাৎ বান ডাকায় সুক্কুর বাঁধের বহুস্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ৩লক্ষ টাকার অধিক হইবে।

সম্প্রতি গ্রীসের কোরিন্থনগরে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ৩ হাজার গৃহের মধ্যে মাত্র ৫০ খানি কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া আছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ২০ জন হত ও ১০০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইংরাজ সৈন্য অনেক সাহায্য করিতেছে।

গত সোমবার রাত্রি ৯টার সময় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ ভূষণ চন্দ্র দাস ও তাঁহার কন্যা একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বহরমপুর ট্র্যাণ্ড রোড দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় অপর দিক হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে ভীষণ ধাক্কা দেয়, ফলে একখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। ভূষণবাবু ও তৎকন্যা বিশেষ আঘাত পাইয়াছেন। ভূষণবাবুর আঘাত বেশী হওয়ায় তিনি হাসপাতালে ছিলেন, বর্ত্তমানে একটু সুস্থ হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। গাড়োয়ানরা তাড়ী খাইয়া এই দুর্গতি ঘটাইয়াছে পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

গত মঙ্গলবার রেঙ্গুনে কিংসার্ড ডকে চীনা মিস্ত্রীদের সহিত ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান মিস্ত্রীদের এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ফলে ৬ জন চীনা ও ১৫ জন ভারতীয় জখম হইয়াছে। ৩ জনের অবস্থা শঙ্কাজনক। ভারতীয়গণ চীনাদের বড় ঠাট্টা তামাসা করিত, তাহাতে চীনারা অত্যন্ত রাগিয়া যাইত। ঘটনার দিন ১০।১২ জন চীনা প্রায় ৪০ ফিট গভীর এক গর্ত্তের মধ্যে কাজ করিতেছিল, এমন সময় ভারতীয় মিস্ত্রীদের মধ্যে কেহ সেই গর্ত্তের মধ্যে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে। তাহাতে কথায় কথায় চীনা ও ভারতীয়েরা যাহার কাছে যে অস্ত্র শস্ত্র ছিল, তাহা লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হয়। চীনা মাত্র আড়াই শত আর ভারতীয়েরা প্রায় এক হাজার ছিল। চীনারা সংখ্যায় কম বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া যাওয়ায় সকলেই নিজ নিজ অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষদলকে আঘাত করিতে লাগিল। চীনাদের হস্তে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ছিল, ভারতীয়দের হস্তে লৌহদণ্ড প্রভৃতি ছিল। সুতরাং ভারতীয়েরা সংখ্যায় বেশী হইলেও অধিক আহত হয়। পুলিশ আসিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। মঙ্গলবার কাজ বন্ধ ছিল। বুধবারে চীনারা কাজে আসিয়াছে। কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, আগামী অক্টোবর মাসে এলাহাবাদ হইতে 'ক্রাইসিস' নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইবে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। পত্রিকায় আলোচ্য বিষয় হইবে আন্তর্জ্জাতিক সমাজ ও রাজনীতি।

মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় গতমে পেট্রলের উপর ট্যাক্স বসাইবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে ইঙ্গ মার্কিণ তৈল কোম্পানী পেট্রলের প্রতি-গ্যালনে ৪ পেন্স ১ ফার্দ্দিং এবং কেরো-সিনের প্রতিগ্যালনে ৪ পেন্স করিয়া দাম বাড়াইয়া দিয়াছেন।

বোম্বাই হইতে ভারতবর্ষে ও ব্রহ্ম-দেশের বিভিন্ন-সহরে বিমানপোত চালাই-বার জন্য ইষ্টার্ণ এয়ারওয়েজ লিমিটেড নামক একটী নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস মেহতী কয়েকটিকে ঐ কোম্পানী বিমান বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইউরোপে পাঠাইতেছেন। তিনি কার্ডিফেতে এক বৎসর শিখিবেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীতারক প্রেসইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৫।

দেশবাসীর প্রতি

সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে বিশ্বের গৌরব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎ প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছিলেন, তৎকালে শুধু মানব কেন, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুগণও পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছিল। তাঁহার সর্ব্ব সমন্বয় ধর্ম্মে হিন্দু মুসলমান নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই, ধনী দরিদ্র নাই, মূর্খ পণ্ডিত নাই, সবল দুর্ব্বল নাই, পাত্রা-পাত্র বিচার নাই। তিনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক সর্ব্ব জীবকে জানাইয়াছেন—নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

সমন্বয় ধর্ম্মের মূল প্রচারক অমন্দোদয় দয়ানিধি ভগবান গৌরসুন্দর নিখিল জীবকে যে কারণামৃত প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকার। গৌরকৃপা নির্ম্মলা রসদা ও সদা। জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্ম্মল, কিন্তু ধূম যেরূপ অগ্নিকে আবৃত করে, পার্থিব বস্তু যেরূপ দর্পণের স্বচ্ছতা আবৃত করে, সেইরূপ দুষ্পার কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা জীব-স্বরূপকে আবৃত করে। যাহার স্বরূপ যে পরমাণু পার্থিব বস্তু দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত, সে সেই পরিমাণে অশুদ্ধ। অশুদ্ধ জীব স্থূল লিঙ্গদেহে আত্ম-বুদ্ধি জন্য সর্ব্বদা শোক মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্ত্তে শূদ্র বলা হয়। গৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় জীবের হৃদয়-মল সম্পূর্ণ-রূপে দূরীভূত হয়, তখন তিনি বিশুদ্ধ হন এবং অপরকে বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। 'গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥' 'যেষাং সং-স্মরণাৎ পুংসাং শুদ্ধ্যন্তি যে বৈ গৃহাঃ' (ভাগবত) প্রভৃতি গৌরভক্তবৃন্দের গুণ। বাহ্য শৌচ অশৌচ জীবের মনের ভ্রম মাত্র, অন্তঃ শৌচে প্রকৃত শৌচ। বাহ্যে শৌচ-সম্পন্ন অথচ অন্তর নির্ম্মল হয় নাই, এরূপ ব্যক্তিগণই নানা প্রকার পাপ কর্ম্মে রত। পাপই ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মের হেতু। যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্মরণ করেন, তাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি হয়। গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতবাণী উদ্ধার পূর্ব্বক জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দ পুল্কশা আভীর শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়া-শ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ—। কিরাত হূণ আন্ধ্র পুলিন্দ পুল্কশ আভীর শুহ্ম যবন খস প্রভৃতি জাতির হৃদয় পাপ-মল দ্বারা দূষিত। ইহারা অস্পৃশ্য এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি। ইহারাও যদি সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইয়া যায়। আবার পক্ষান্তরে দ্বাদশ-গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীব সদ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। এবম্বিধ ব্যক্তি অন্যকে শুদ্ধ করার কথা দূরে থাক নিজেকেও শুদ্ধ করিতে পারে না। গৌর সুন্দরের কৃপায় জীব যখন স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখনই বস্তুতঃ তাহার শুদ্ধি সম্পাদন হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না।

গৌর-কৃপা রসদা—পণ্ডিতগণ বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া শাস্ত্র লইয়া তর্ক বিতর্ক করে, তাহারা অকস্মাৎ জ্ঞানে শাস্ত্র বিচার করিয়া আজ যাহা স্থাপন করে তৎপর দিবসই আবার তাহা পরিত্যাগ করে। কখন লাভ পূজা বা প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া অন্তৎ স্বার্থ অন্তৎ স্বার্থ প্রভৃতি মনগড়া দ্বারা নিজ কল্পিত মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। শ্রীগৌরহরি-কৃপায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইয়া সুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সু-সিদ্ধান্ত লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব শান্তি-লাভের প্রকৃত উপায় নির্ণয় করিতে না পারিয়া অন্ধকারে বসিয়া হাতড়াইতে থাকে। সু-সিদ্ধান্তের ফল অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু লাভ।

গৌরকৃপা সদা। রস দ্বিবিধ—জড়রস বা ব্যবহারিক রস ও অপ্রাকৃত রস। ভোক্তাভিমানে চান্দ্রমসে প্রমত্ত থাকার নাম জড়রস। জীব ও ভগবান্—এই দুইটী অপ্রাকৃত বস্তু। ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া ভগবৎসেবা, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা এবং সমগ্র জীবের সহিত ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির চেষ্টাই অপ্রাকৃত রস। এই অবস্থাতেই প্রকৃত সমন্বয় কথার প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাব-মাত্মনঃ—সর্ব্বভূতে ভগবৎ সম্বন্ধ দৃষ্টি না করিলে কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। সমন্বয় বলিতে আমরা বুঝি—পরস্পর জাতিভেদ না রাখিয়া একসঙ্গে আহার ও সামাজিক ব্যবহারাদি করা। বস্তুতঃ তাহা কি হইতে পারে? সমগ্র জগৎকে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করা জড় নীতির কার্য্য নহে। আজকাল যদিও সভা সমিতিতে ধর্ম্মের কথা কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে, নামসংকীর্ত্তনে জগৎ ভাসাইবার কথা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা জড় নৈতিক ধর্ম্মের অন্যতম। শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে। একসঙ্গে আহারাদি করিলেই যদি সমন্বয় হইত তাহা হইলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হয় কেন? পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনাদির 'ভীষণ যুদ্ধ কি ভারতবাসীর স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছে? পিতাপুত্রের ঝগড়া, স্বামীস্ত্রীতে কলহ জগতে প্রতিনিয়ত হইতেছে। আজ যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতাম কা'ল তাহার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারি না, যে মাতা পুত্রের মুখ না দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না, আজ সেই মাতা পুত্রের মুখ দেখার কথা দূরে থাক, তাহার নাম পর্য্যন্তও শুনিতে চান না। জগতে এই ব্যাপার অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবু আমাদের এরূপ ভ্রম হয় কেন? বোধহয় অত্যন্ত বিষয়াসক্তিবশতঃই এরূপ হইয়া থাকে। বিষয়াসক্ত জীব নিজ ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্তই যাবতীয় চেষ্টা করে, তদ্ব্যতীত ভাল জিনিষ আর কিছু আছে তাহা তাহার জানা নাই, এরূপ অবস্থায় সে যে নিঃস্বার্থ প্রেম বা সমন্বয়ের চেষ্টা করে, সেটাও তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক মাত্র। হে দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা যাহা চান আমরা তাহার বিরোধী নহি, আমাদিগকে আপনারা শত্রু মনে করিবেন না, আমরা আপনাদের দুঃখের দুঃখী সুখে সুখী। আপনারা চান সমন্বয়, আপনারা চান জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিতে, আপনারা চান অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, আপনারা চান শুদ্ধি। আমরা বলি না, ঐ গুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আমরা বলি হে ভাই সকল! আপনারা যাহা চান সেগুলি ভক্তির অবান্তর ফলেই হইয়া থাকে, ভক্তি হইতে ঐ গুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ভক্তি না থাকিলে উহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ভক্তের বিনা চেষ্টাতেই ঐ গুলি আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাই আমরা বলি হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম। আপনারা হয়ত মনে করিবেন আমরা কোন সাম্প্রদায়িক ভাব লইয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি সুতরাং আমরা যাহা বলি, তাহা হয়ত অন্যের প্রিয় না হইতে পারে, অতএব আমাদের বাক্যে সমন্বয়ের সম্ভাবনা কোথায়? এজন্য আবার বিনয় সহকারে আপনাদিগের নিকট জানাইতেছি—দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য। কৃত্বা চ কাকু শতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ! সকল-মেব বিহায় দূরাৎ গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগ—আমি দন্তে তৃণ ধারণ পূর্ব্বক আপনাদের পায়ে পড়িয়া শতশত কাকুতি সহকারে এইমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা আপনাদের মনঃ কল্পিত ধারণা দ্বারা যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ঠিক এরূপ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইবেন না। আপনারা ঐ সকল কল্পিত মনোধর্ম্ম দূরে পরিহার করিয়া চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণাগত হউন। আবার বলিতেছি, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

মেঘ-সমাবৃত বৃক্ষ মেঘসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন এক একটী করিয়া সমগ্র মেঘগুলির বিনাশ সাধন পূর্ব্বক নিজের উদর পূর্ত্তি করে, সেইরূপ মায়াদেবী নানা ছলে আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের স্বরূপ-ধর্ম্ম লুপ্ত-প্রায় করিয়া তুলে। আমাদের হৃদয়ে কত সুখাশার সঞ্চার করে কিন্তু সে সকল মায়ার প্রবঞ্চনা মাত্র, 'আশা হি পরমং দুঃখম্' জানিবেন।

আমরা জগদ্গুরু গৌরাঙ্গের শরণাগত হইতে বলি কেন, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। গৌর ভজনে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই। সমগ্র জগতে সমন্বয়-ধর্ম্ম স্থাপনের মূল মন্ত্র হইতেছে প্রীতি। প্রীতি কথাটী জীবের নিকট এত মধুর বলিয়া বোধ হয় যে, সে প্রীতির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, এই নামটী শুনিতে চায়। জীবমাত্রেই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য জীব প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন প্রীতি স্বার্থাস্বার্থ দেখে না। প্রীতিই আকর্ষক, প্রীতিসূত্রে ক্ষুদ্র জীবের কথা দূরে থাক, যাঁহার জ্রূভঙ্গে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে, সেই বিশ্বসম্রাট্ ভগবানকে পর্য্যন্ত বন্ধন করা যায়। জড় জগতে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা জীবাত্মাতে যে বিশুদ্ধ প্রীতি আছে, তাহারই হেয় প্রতিফলন মাত্র, এই প্রীতি-ধর্ম্ম জগতে কে আনিয়াছেন? কে একদিন জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়া প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই বিশুদ্ধ প্রেম-ধর্ম্ম বিলাইয়াছিলেন? কে তাহা জগতের সর্ব্ব বর্ণ এই চারিযুগের মধ্যে এরূপ দয়া কে করিয়াছে? গৌরসুন্দর জগজ্জীবকে যে সমন্বয় ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। অনভিজ্ঞ বিবেক হীন মনে করিতে পারেন, গৌর-সুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতা আছে, কিন্তু যাঁহাদের বিচার-শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিবেন, তাঁহার ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বর্ণের ইতিহাস

আর্য্যজাতির আদি পুরুষের নাম ব্রহ্মা। আর্য্যগণের প্রধান কর্ম্ম যজ্ঞ। যজ্ঞ অনুষ্ঠাতার নাম ব্রহ্ম। জগতের সৃষ্টি যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে। যাবতীয় নরজাতি ব্রহ্মার সন্তান বলিয়া পরিচিত।

ব্রহ্মা হইতে ক্রমান্বয়ে কাশ্যপ বর্ণের উৎপত্তি। এই বর্ণই তৎকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ছিল।

এই কশ্যপ ঋষি দক্ষিণ দেশে দক্ষকন্যাদিগকে উদ্বাহ করিয়া আদিত্য ও দৈত্য উৎপত্তি করেন। কাশ্যপ জাতিরা স্থানান্তরিত হইয়া সুর ও অসুর নামে বিভক্ত হইলেন। ক্রমশঃ সুর ও অসুরগণ পুনরায় কাশ্যপগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। কাশ্যপগণ বহুকাল পরে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে ও সিন্ধু নদীর নিকটে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন সিন্ধুপ্রদেশ-জাত কাশ্যপগণ এখন হিন্দু বলিয়া পরিচিত। হিন্দুদিগের সুদূর উত্তরে আর্য্য অধিবাসিগণ ক্রমে আপনাদিগকে ইরাণী বলিতে লাগিলেন।

এই সময় কাশ্যপ জাতি ব্যতীত আরও কয়েকটী জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব অপ্সর ইহারাও সুরাসুরের ন্যায় বাস করিত। নাগ প্রভৃতি ইহারাও কাশ্যপ জাতির অন্তর্গত অতএব আর্য্য। কাশ্যপ জাতি ব্যতীত আরও দশটী সুসভ্য জাতি ছিল। অত্রি হইতে চন্দ্র, অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতি, পুলস্ত্য হইতে বিশ্রবা। ভৃগুবংশে শুক্র। প্রচেতার বংশে দক্ষ। বশিষ্ঠ পুলহ ও নারদ এবং তিনটী প্রজাপতি। কাশ্যপদিগের সহিত সমাজ স্থাপিত হওয়ার সকলেই ব্রহ্মার সন্তানরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। দশ ব্রহ্মাদি কাশ্যপগণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। এই দশটী প্রজাপতির সহিত কাশ্যপগণের আচার ব্যবহার, দেবার্চ্চন-প্রণালী ও যজ্ঞানুষ্ঠান, ইহারা সকলেই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কাশ্যপগণ সুরগণকে যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। সেই সামাজিক প্রক্রিয়ার সহিত তাহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের সন্নিকটে বাস করিলেন, উহার সুবর্ণ ও নগর তাঁহারা দেবলোক স্থাপন করিলেন

কাঙ্গালের ঠাকুর

অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক মহাপ্রভুকে 'কাঙ্গালের ঠাকুর', 'পতিতের আশ্রয়দাতা' প্রভৃতি বলিয়া মৌখিকই হউক কিম্বা আন্তরিকই হউক একটু সম্মান (?) করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যে 'কাঙ্গালের নাথ' বলিয়া পরিচয় দিতে চান, সেই কাঙ্গালের সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ ধারণা? কাঙ্গাল বলিতে কি তাঁহারা কেবল উচ্চকুলে জন্ম, অধিক ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য বা সৌন্দর্য্যের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকেই বুঝিয়া থাকেন? না অন্য কিছু মনে করেন? ব্রাহ্মণেতর-কুলোদ্ভূত, দরিদ্র, মূর্খ বা কুরূপ ব্যক্তিই যদি তাঁহাদের মতে কাঙ্গাল হয়, আর মহাপ্রভু সেই কাঙ্গালের ঠাকুর হন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ধনী বা রূপবানের প্রতি মহাপ্রভুর কোন অধিকার না থাকে বা ব্রাহ্মণাদির মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী হওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধারণা অত্যন্ত অপরাধ-দুষ্ট। কাঙ্গাল বলিতে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেই বুঝিয়া থাকেন, যাঁহারা কৃষ্ণেতর বিষয়-বাসনা, ভুক্তি, মুক্তি স্পৃহা, কিম্বা জাত্যৈশ্বর্য্যাদিজনিত অভিমান সম্পূর্ণ রহিত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণপূর্ব্বক একান্ত ভাবে শরণাগত হইয়াছেন। তাঁহারাই যথার্থ কাঙ্গাল, দীন বা মহাপ্রভুর কৃপালাভের উপযুক্ত পাত্র। মহাপ্রভু তাদৃশ ষড়ঙ্গ শরণাগতি-বিশিষ্ট কৃষ্ণপ্রেম-ধনের কাঙ্গাল ভক্তগণকেই প্রেম-ধন প্রদান করিয়া থাকেন, শরণাগত ভক্তই মহাপ্রভুর কাঙ্গাল। সে কাঙ্গালের মধ্যে কোন উচ্চ নীচ বিচার নাই।

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

অর্থাৎ মহাপ্রভু কহিলেন, প্রাকৃত জাত্যৈশ্বর্য্যাদিজনিত ক্ষুদ্র বিচার লইয়াই তাঁহার দয়ার ধারা আবদ্ধ নহে, পরন্তু উত্তম অধম ধনী দরিদ্র মূর্খ পণ্ডিত নির্ব্বিশেষে মহাপ্রভুর দয়া সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত। জীব মাত্রেই তাঁহার দয়া লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে সে যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত করিবার কুচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে গর্হণযোগ্য।

মহাপ্রভু 'তৃণাদপি' শ্লোকে জীবের যথার্থ দীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সকলকে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ বা গুরু-বুদ্ধি সহকারে জগতের সমস্ত বস্তু কৃষ্ণসেবার সম্পত্তি যথার্থ দীনতার পরিচয়। এই প্রকার দীনের প্রতিই মহাপ্রভুর অধিক দয়া অর্থাৎ এতাদৃশ দীনই মহাপ্রভুর কৃপা অধিকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। অভক্ত উচ্চকুলোদ্ভূতই হউন, পণ্ডিতই হউন, ধনীই হউন আর রূপবানই হউন, তাঁহার মূল্য এক অন্ধকপর্দ্দকেরও সমান নহে।

মহাপ্রভু---পরাবরেশ্বর। পর অর্থে শ্রেষ্ঠ আর অবর অর্থে নিকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট উভয়েরই প্রভু—মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত কাহারও অশ্রেষ্ঠ কিছুই থাকে না। অত্যন্ত অপরাধীও গৌরসুন্দরের চরণাশ্রয় করিয়া সর্ব্বজনপূজ্য পরমভক্তপদবী পাইতে পারেন।—মহাপ্রভু সমাজে-পতিত বর্ণের ব্রাহ্মণের মত পতিতকে পতিত রাখিয়া পতিতের নাম গ্রহণ করেন না, কিন্তু পতিতের পাতিত্য হরণ করিয়া পতিতের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। তিনি নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভুর প্রভু, সুতরাং কেন পতিতের পাতিত্য থাকিবে না, তাহার একমাত্র উত্তর—যেহেতু মহাপ্রভু পতিতপাবন।

বর্ণবিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে শূদ্রকেই নিকৃষ্ট বলা হয়। কিন্তু পরমার্থ বিচারে ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তি মাত্রই শূদ্র। শ্রীপদ্ম-পুরাণে শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন 'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" অর্থাৎ শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত বলিয়া কীর্ত্তিত হন। জনার্দ্দনে ভক্তিহীন ব্যক্তি মাত্রেই শূদ্র, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতই হউন আর যেই হউন। ইতিহাসসমুচ্চয়েও ভগবান্ বলিতেছেন—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥" অর্থাৎ চতুর্ব্বেদপাঠী চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই যে তিনি ভক্ত হইয়া ভগবৎ প্রীতি লাভ করিবেন, তাহার কোন কারণ নাই। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও তিনিই ভগবানের প্রিয়, তিনিই যথার্থ দান-পাত্র ও গ্রহণ-পাত্র; তত্ত্বমতে ভগবানের ন্যায় পূজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতও ৭।৯।৯ শ্লোকে বলেন, দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবানে মন, প্রাণ, চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পিত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত শ্বপচই শ্রেষ্ঠ। কেননা সেই শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তি স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর প্রচুর মানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহাও পারেন না। তাহা হইলে দেখা গেল, জাতিকুলাদি লইয়া শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের বিচার আসিতে পারে না, ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিই নিকৃষ্ট, তাহার সহিত পরমার্থী কোন প্রকারেই দেওয়া নেওয়া, গুহ্যকথা বলা ও শুনা, খাওয়া এবং খাওয়ান—এই ছয় প্রকার সঙ্গ করিবেন না। গৌরচিন্তা-বিমুখ ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে পতিত। আর ভগবদুন্মুখ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, তিনি যে কোন কুলে উদ্ভূত হউক না কেন, তাঁহার সহিতই সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ বিধেয়। ইহাই দৈব বর্ণাশ্রম বিধি।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'কাঙ্গাল' বলিতে যাহারা লোকে আসুর-বর্ণাশ্রম বিচার আনিয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-পূজ্য মহাভাগবতগণের চরণে যেন অপরাধ করিয়া না বসেন, ইহাই এক কথায় বক্তব্য। আজকাল শুদ্ধি আন্দোলনে কেহ কেহ দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মবিষয়ে একটু আভাস দিতেছেন বটে কিন্তু তাহা আসুর বর্ণাশ্রম দোষদুষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া তাদৃশ আন্দোলনে শুদ্ধ ভক্তগণ বিশেষ প্রীতিলাভ করিতে পারিতেছেন না। যদি কোন প্রকৃত নিরপেক্ষ শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে এই আন্দোলন পরিচালিত হইত, তাহা হইলেই আনন্দের বিষয় হইত। গৌরভক্তগণই কাঙ্গালের প্রকৃত আদর জানেন; গৌরভক্ত না হইয়া যাঁহারা কাঙ্গাল উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাঙ্গালের প্রতি যে টান, তাহাতে কতটুকু মৌলিকতা আছে, তাহা বিচার্য্য বিষয়। খৃষ্টান মিশনারীগণ এদেশে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া অনেক তথাকথিত কাঙ্গালকে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং প্রথম প্রথম খুব সহানুভূতি ও সম্মান দেখান বটে, কিন্তু পরে তাহার নেটিভ বলিয়া সে সহানুভূতি ও সম্মানের মাত্রা অতিরিক্ত রূপে বাড়াইতে একটুও কুণ্ঠিত হন না। আজকাল গোস্বামিগণ শূদ্রকে কাঙ্গাল বলিয়া দীক্ষা দেন বটে, কিন্তু তাহারা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, তাহাদের হাতের জলটুকুও তাঁহারা সমাজের ভয়ে গ্রহণ করিতে চাহেন না, বলেন— "ও তোমরা মনে মনে নিবেদন করিলেই চলিবে।" দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিপ্রত্ব লাভ হয়, তিনি সবন যজ্ঞের অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কিরূপ পতিতোদ্ধারণ লীলার অভিনয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। শাস্ত্রে লেখা আছে বটে, শ্বপচকুলোদ্ভূত ভক্ত ভগবানের ন্যায় পূজ্য, কিন্তু আমি মহাকুলীন, সে ভক্তের জলবিন্দু স্পর্শ দূরে থাক্ তাহার ছায়া মাত্র স্পর্শ করিব না' এই প্রকারের শুদ্ধি, যাহা বর্ত্তমান কালের গোসাঁইরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জগতের কি লাভ হইবে? পতিত যদি পতিতই থাকিয়া গেল, ভগবদ্ভজনে অধিকার না পাইল বা ভক্ত হইল, তবে আর শুদ্ধি কি হইল। জীবাত্মা নিত্য শুদ্ধ। তিনি পূর্ব্বে অশুদ্ধ ছিলেন, এখন আমরা তাঁহাকে শুদ্ধ করিয়া লইব, তাহা নহে। শুদ্ধি অর্থে নিত্যসিদ্ধ ভাবের পুনঃপ্রকটন, ভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই নিত্য সিদ্ধ যে ভগবৎপ্রেমা তাহার উদয় হয়। এইরূপ শুদ্ধি না চাহিয়া যদি মুচি মেথর মুদ্দফরাস চণ্ডাল হাড়ি ডোম প্রভৃতি নীচ জাতিকে মনে মনে যে নীচ সেই নীচই রাখিয়া লোকের নিকট মিছেমিছি উদারতা দেখাইবার [illegible]

জাতিকে আত্মীয়তাকে আমন্ত্রণ করা বা তাহাদের সহিত এক সঙ্গে ভোজনাদি ক্রিয়া করা হয়, তাহা হইলে সে নীচ জাতির আর লাভ হইল কি? সেজন্য আমাদের ইচ্ছা, সকলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া তাঁহারই আদেশ অনুসারে কার্য্য করুন, নিজেরা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যকে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করান, তাহা হইলে অচিরেই কৃতকার্য্য হইবেন। মহাপ্রভুর বাক্য—

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম-ফল দেহ যারে তারে।
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।

শুদ্ধজীব একমাত্র প্রেম-ফলেরই কাঙ্গাল, সেই প্রেমফল প্রদান-লীলাই কাঙ্গালের ঠাকুর মহাপ্রভুর কাঙ্গাল বা পতিতোদ্ধারণ-লীলা। মহাপ্রভুর আদেশানুসারে নিজেরা সেই ফলের অনুসন্ধান লাভ করিয়া জগজ্জীবকে সেই ফল বিতরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই কাঙ্গালের ঠাকুরের মনোভীষ্ট সিদ্ধি, নচেৎ মুখে কাঙ্গালের ঠাকুর বলিয়া কোন লাভ নাই। নিজে প্রেমফলে কাঙ্গাল হও, অন্যকে সেইরূপ কাঙ্গাল কর। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া প্রচার করিতে গেলে কেহ আমাদের কথা শুনিবে না; নিজের স্বতন্ত্রতা গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তবে—

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

বঙ্গের গৌরব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বক্তৃগণের যোগ্যতা-বিচার

এই অভিসন্ধিমূলক-বিদ্ধ-সভায় যে সকল বক্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের অপস্বার্থের বিঘ্ন হওয়ায় শ্রীমায়াপুরের প্রচারের বিদ্রোহী। গৌড়ীয় পত্রে বিভিন্ন সময়ে ভাগবত ব্যবসায়, মন্ত্র ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায় জাতি-গোস্বামিবাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হওয়ায় কথকতা ব্যবসায়ী রাধাবিনোদ গোস্বামীকে তাঁহার ব্যবসায় সমর্থনের জন্য বাধ্য হইয়া একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদিত নব্য ভাগবতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কবিভৈরবী বেদান্তভূষণ মহাশয় নানা প্রকার সিদ্ধান্ত বিরোধ ও বিদ্ধমাত্ত-বাদের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্দ্দেশ করায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে গৌড়ীয়পত্রে (১ম বর্ষ, ১৫শ, ১৬শ ১৭শ, ১৮শ, ও ৪র্থ বর্ষ ১৭শ, ২০শ, ২১তি প্রভৃতি সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। সুতরাং কথকতা-ব্যবসায়ী রাধাবিনোদ গোস্বামী যে মায়াপুর সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বক্তা হইতে পারেন না, তাহা নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী সম্বন্ধেও তাহাই। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ জাতি-গোস্বামী সমাজের ভাগবত-ব্যবসায় ও মন্ত্র ব্যবসায়ের প্রশংসা করিতে না পারায় এবং তিনি তাঁহার দুইটী পুস্তকে মাধ্ব-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত অস্বীকার করায় 'গৌড়ীয়' পত্রে (৪র্থ বর্ষ, ২২শ, ২৩শ) যেরূপে সমালোচিত হইয়াছেন, এবং 'নদীয়া-প্রকাশ' পত্রে (১৩ই চৈত্র ১৩৩৪) তাঁহাদের পূর্ব্ববংশীয়-গণের আলোচনামুখে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে তদ্বিষয়ে আশঙ্কা পোষণ করায় তাহাতেও তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরের প্রচারকগণের বিরুদ্ধে একটী পক্ষ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধেও তাহাই। তাঁহার বিদ্ধমত-পরিপোষণ, যেমন জৈনমত, গোবর্দ্ধনবাদ প্রভৃতির সমর্থন 'গৌড়ীয়' পত্রে (৪র্থ বর্ষ ১৫শ, ২০শ, ২১শ) সমালোচিত হওয়ায় এবং 'সজ্জনতোষণী'র অনুবাদে তাঁহার সমসম্বন্ধ কোন বৈদান্তিক পণ্ডিতের দ্বারা গৌড়ীয় পত্রে আলোচিত হওয়ায় এবং তাঁহার বিদ্ধবৈষ্ণব চরিত্রের কতিপয় কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ায় তিনিও নানা হইয়া অন্য পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম "গৌড়ীয় মঠ কি করেন?" -নামক পুস্তিকার পরিশেষে দুই বৎসর পূর্ব্বেই সর্ব্বসাধারণের নিকট 'গৌড়ীয় মঠের প্রচারের বিরুদ্ধকারী বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে।

আলবার্ট হলের চতুর্থ বক্তা একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত, তবে তিনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের সঙ্গ অপেক্ষা তদ্বিরোধী যাবতীয় বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি-গণের সঙ্গই অধিক মাত্রায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা মানুষ, কাজেই আমরা যত বড়ই পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ হই না কেন, যাহাদের সঙ্গের প্রভাব আমাদের উপরে অধিক, আমাদের মুক্তাবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষ্যে, তাঁহাদের দ্বারাই আমরা নিয়মিত হইয়া পড়ি। সুতরাং পণ্ডিত মহোদয় যদি জীবন্মুক্ত পুরুষ হন, তাহা হইলেই একমাত্র অন্যের সঙ্গ-প্রভাব তাঁহার উপর কোনও ক্রিয়া করিতে পারিবে না। নতুবা বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হইলেও—ব্রহ্মার ন্যায় মাননীয় হইলেও তিনি সঙ্গের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিবেন না। কাজেই আলবার্ট হলের এই সকল বক্তৃমহোদয়গণের বক্তৃতায় নিরপেক্ষতা সংরক্ষিত হইতে পারে কি না, গৌরজন্মস্থান নির্ণয়ের পূর্ব্বে তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। আলবার্ট হলের ৫ম ও ৬ষ্ঠ বক্তৃমহোদয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস উভয়েই স্বদেশবৎসল বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত। কিন্তু আশঙ্কার বিষয়, তাঁহাদের স্বভাবসুলভ স্বদেশপ্রেমিকতার স্বচ্ছন্দ গতি শ্রীহট্টে আবদ্ধ না হইয়া পড়ে! তাহা হইলে নিরপেক্ষতার হানি হইবে। শুনা যায়, শেষোক্ত মুসলমান বক্তৃমহোদয়দ্বয় বলেন,—তাঁহাদের এ বিষয়ে আদৌ প্রবৃত্তি নাই। এখন সুধীসমাজ বিচার করুন, এই সকল বক্তৃমহোদয় বিচারকস্বরূপ সভাপতির নিকট যে সকল ওকালতী করিবেন, তাহা শুনিয়া সরল সভাপতি মহারাজ 'রায়' দিবেন।

শুনা গিয়াছে, নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের অনেকেই আবার সভাপতির সম্বন্ধেও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বিচারে উদাসীন সরল সভাপতি মহোদয় বহুকাল হইতেই জাতি-গোস্বামী, বিগ্রহ-ব্যবসায়ী, মন্ত্র ব্যবসায়ী, কৌপীন-ব্যবসায়ী ও বিদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্মভীরু মহারাজ আ-কৈশোর সহিত নানাপ্রকার বাধ্য বাধকতায় আবদ্ধ আছেন এবং তাঁহাদের সঙ্গের প্রভাবই তাঁহার ন্যায় সরলপ্রাণ মহারাজের উপর অধিক প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এতদ্বিষয়ে নাকি বহু প্রমাণও আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সভাপতি মহারাজ কিরূপে নিরপেক্ষ বিচার করিয়া 'রায়' প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন, মহারাজ বাহাদুর নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কোন কোন স্বার্থপর ব্যক্তিগণের কল্পিত বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার মাননীয় এস্, সি, মুখার্জ্জি, আই, সি, এস্ মহাশয়ের নিকট যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সকল প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি আর পৃথগ্‌ভাবে কিরূপে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত করিবেন?

সরকার বাহাদুরের বিচার-আদালতেও দেখা যায়, বিচারপ্রার্থিগণের কোন একপক্ষের সহিত কোন ভাবে বিচারক জজসাহেবের আলাপ পরিচয় বা বন্ধুবান্ধবতাদি থাকিলে অপর পক্ষের আবেদনে সেইরূপ বিচারের ভার অপর জজ সাহেবের উপরে অর্পণ করা হয়, সুতরাং সভাপতি-নির্ব্বাচনে নিরপেক্ষতা [illegible] বিচার প্রণালী উপস্থিত হইয়াছে, তাহা একেবারে উড়াইয়া দিবার নহে।

আর একটী কথা আলবার্ট হলের মহাপ্রভুর জন্মস্থাননির্ণয়ের ১৮ সভার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, তাঁহারা ছায়াচিত্র সাহায্যে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের চিত্রসমূহ প্রদর্শন করিবেন। সভার অপর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, তাঁহারা সভাস্থলে নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। যদি শেষোক্ত বাক্যটীই সত্য হয়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কিরূপে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইবে? তাহা হইলে কি পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে, কেবল বাহিরে কৌশল বিস্তার মাত্র?

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৭শে মধুসূদন ১৫ই বৈশাখ ২৮শে এপ্রিল শনিবার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব মহোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ ভক্তি-বিধুভ শ্রীপাদ ঈশান দাসাধিকারী মহাশয় সুমধুরস্বরে সঙ্কীর্ত্তন করেন। তৎপর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ কবিভৈরবী বেদান্তভূষণ মহাশয় সীতাদেবী সম্বন্ধে দীর্ঘকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। আমরা আগামী সংখ্যায় তাঁহার বক্তৃতার চুম্বক প্রকাশ করিব। বক্তৃতান্তে আবার নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

নানা কথা

ময়ূরভঞ্জের মহারাজের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শুনা যায় যে, মহারাজা নাকি মাঝে মাঝে স্বহস্তে নিজে ইনজেকসন করিতেন। গত শুক্রবার দিনও ঐরূপ ইনজেকসন করেন। ইনজেকসনের সিরিঞ্জটী বোধ হয় কিরূপে বিষাক্ত হইয়াছিল। নির্দ্দোষমুক্ত না করার দরুণ সেপটিক হইয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগে মহারাজের মৃত্যু ঘটে।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজার মৃতদেহ বোম্বাই হইতে বারিপাদায় আনিয়া সৎকার করা হয়। রাজ পরিবারের প্রথা এই যে, কোন মহারাজের মৃত্যু হইলে সৎকারের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারীকে যথাবিধি অভিষেক করিয়া পরে অভিষিক্ত মহারাজের আদেশানুসারে মৃতদেহের সৎকারাদি করা হয়। তদনুসারে মৃত মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাহাদুরকে যথাবিধি গদীতে বসাইয়া নবীন মহারাজের আদেশানুসারে মৃতদেহের সৎকারক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বর্ত্তমান মহারাজ আজমীরের মেয়ো কলেজে এবং এলাহাবাদের সেন্ট্রাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এলাহাবাদে তিনি বি, এস, সি, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি শাহপুরার রাজাধিরাজের এক প্রপৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন,—গত ২২শে তারিখে পুরুলিয়া শহরে প্রাকৃত সাহিত্য-জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্থানীয় সাহিত্যমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় পুরুলিয়ার সমস্ত বার ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে শরৎবাবুর স্থান কোথায়? পূর্ব্বেকার ও নবীনযুগের সাহিত্যের উন্নতি ইত্যাদি সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"সাহিত্য বলিতে কি অথবা কতকগুলি দেহ-মনোধর্ম্মী স্ত্রীপুরুষের চরিত্র-বিশ্লেষণ, প্রাকৃত রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনাকেই বুঝায়? না তাহা ছাড়া আর একটা কোন বস্তু? যে সাহিত্যের আলোচনা কেবল অনিত্য জগতের অনিত্য বিষয় লইয়া, সে সাহিত্যের রচয়িতা নির্দ্দোষ নহেন, পরন্তু নানা অড়ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত, সে সাহিত্যের আলোচনায় লোক এমন কি সংশিক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে করিয়া তাহার অবিদ্যা-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়? ভগবৎকথা-বিহীন নাটক নভেলাদি পড়িয়া লোকে নৈতিক চরিত্রই সংগঠন করিতে পারে না, তাহার উপর সৎ শিক্ষার উন্নতি সাধন ত' দূরের কথা। আমার মনে হয়, দেশ হইতে প্রাকৃত বা অসৎ সাহিত্য-চর্চ্চা একেবারে উঠাইয়া দিয়া শুদ্ধ ভক্তগণের আনুগত্যে গীতা-ভাগবতাদি অপ্রাকৃত বা সৎসাহিত্যের চর্চ্চা হইলে, দেশের ভগবদ্বিমুখতারূপ নাস্তিক্য কাটিয়া যাইতে পারে। লোকে আর নাটক নভেলের কাল্পনিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কপট প্রেমিক সাজিতে ব্যস্ত হয় না, সত্য সত্যই নিত্য বস্তুর সন্ধান লাভ করিয়া নিষ্কপট প্রেমিক হইতে পারে। উপযুক্ত সৎসাহিত্যিকের নিকট সৎসাহিত্যালোচনার অভাব হইতেই জগতে নানা দ্বন্দ্বভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানমত্ত, মায়ার বৈভব, ভোগের ভজনে মগ্ন মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা!"

[আশা করি, সাহিত্যিকগণ জড়সাহিত্য চর্চ্চায় সময় ব্যয় না করিয়া অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণের আনুগত্যে অপ্রাকৃত সাহিত্যালোচনা দ্বারা নিজের ও পরের অবিদ্যা দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। শিক্ষার উন্নতি বিধানেই জগতের মঙ্গল নিহিত। সঃ]

—

শ্রীযুক্ত গান্ধীজী একবৎসরের জন্য ইউরোপ গমন স্থগিত রাখিলেন।

মহীশূর প্রদেশের কোন স্ত্রীলোক বাঙ্গী বিলাস হাসপাতালে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। প্রসবের সময় তাঁহার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সন্তান তিনটীর মধ্যে দুইটী কন্যা এবং একটী পুত্র। ভগবদিচ্ছায় প্রসূতি তাঁহার নবজাত শিশুত্রয়সহ নিরাময় আছেন।

—

গত ২১শে এপ্রিল ত্রিপুরা জেলায় কাক্রাই গ্রামে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। উক্ত অগ্নি দশদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। ফলে প্রায় দুই শত গৃহ ভস্মীভূত এবং প্রায় সাত শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক, একটী বালক এবং একটী গরু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পাবনা মিউনিসিপালিটী শহরস্থ ভীষণ জলকষ্ট নিবারণার্থ জিলা বোর্ডের নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকা এবং নিজেদের তহবিল হইতে সাড়ে তিন হাজার টাকা ব্যয়ে ৩০টী নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে যে জলকষ্ট অনেক কমিয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আজকাল বঙ্গের অধিকাংশ পল্লী জলাভাবে যে কি ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পল্লীবাসীর হৃদয়বিদারক অবস্থার কথা মনে উদিত হইলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। অধিকাংশ জলাশয়ই জলশূন্য—দুই একটীতে যাহা এক আধটুকু জল আছে তাহাও পানের যোগ্য নহে। জল তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া বিপন্ন পল্লীবাসী তাহাই পান করিতেছে ফলে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কেহ বা ইহলীলা ত্যাগ করিতেছে কেহ বা জীবন্মৃতাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। একথা আমরা নদীয়া-প্রকাশে আরও কয়েকবার প্রকাশ করিয়াছি। আশা করি সরকার বাহাদুর পাবনা মিউনিসিপালিটীর আদর্শানুসরণে গ্রামে গ্রামে নলকূপের ব্যবস্থা এবং সময় সময় ঐ নলকূপের মেরামতের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেশের ও দেশের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

—

লিলুয়া ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য গত ২৬শে এপ্রিল অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে বিডনপার্কে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় ৫।৬ হাজার ধর্ম্মঘটী ও অন্যান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয় শ্রমিক আন্দোলন ব্যতীত দেশের মুক্তি নাই, ইহাই স্বরাজ আনয়ন করিবে, শ্রমিক আন্দোলন যাহাতে খুব ধৈর্য্যের সহিত চলিতে পারে, সহর বাসীর তজ্জন্য যথাসাধ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি মর্ম্মে এক বক্তৃতা করায় পর শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু কংগ্রেস ও শ্রমিকসঙ্ঘ দ্বারাই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা তথা শ্রমিকসঙ্ঘের প্রতি কংগ্রেসের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সুভাষবাবুর পর অন্যান্য বক্তাও একই মর্ম্মে বক্তৃতা করিয়া শ্রমিকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। পরে সভায় এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মিঃ সি, এফ, এণ্ডরুজ সম্মানজনক সর্ত্তে যে ধর্ম্মঘট মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে এই সভার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং প্রস্তাবটী যাহাতে কার্য্যকরী হয়, তজ্জন্য উক্ত সভা মিঃ সি, এফ, এণ্ডরুজ, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, মৃণালকান্তিবসু, কিশোরীলাল ঘোষ, মদনমোহন বর্ম্মন, কে, সি, মিত্র ডাঃ বি, এন, দত্ত এবং মিঃ ওয়াহেদ হোসেন—এই কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী কমিটি সংগঠনের ইচ্ছায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২২শে এপ্রিল ক্যানিং টাউনের পিয়ালীনদীতে ধর্ম্মতলা ঘাটে একখানি খেওয়া নৌকা ৫০জনের স্থলে প্রায় ১শত জন আরোহী লইয়া নদীর পর পারে যাইতেছিল। পারের সময় নদীতে হঠাৎ তুফান উঠিয়াছিল। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ নৌকাখানি নদীর মাঝখানে আসিয়াই ডুবিয়া যায়। শুনা যাইতেছে, ১০জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এখনও তদন্ত চলিতেছে।

—

হান নদীর উপত্যকায় কিংসেন নামক একটী নগরে ৬লক্ষ লোকের বাস। চীন দস্যুদল ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া প্রায় সমস্ত সহরটী আগুন দিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে এবং প্রায় ৫ হাজার নাগরিককে হত্যা করিয়াছে।

—

বোম্বাইয়ের ২টী মিল ছাড়া আর সমস্ত মিলের কার্য্যই বন্ধ হইয়াছে। বহু শ্রমিক দেশে চলিয়া যাইতেছে। বোম্বাইয়ের লাট ধর্ম্মঘটের মিটমাট করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। শ্রমিকগণ তাহাদের দুরবস্থা দেখাইবার জন্য লাটসাহেবকে তাহাদের কুটিরে আহ্বান করিতেছে। মিল কর্ত্তৃপক্ষ হয় শ্রমিকদিগের সংখ্যা হ্রাস, না হয় তাহাদের পারিশ্রমিকের হার কমান—এই দুইটী উপায়ের কোন্‌টী অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন।

[illegible] এপ্রিল [illegible] কুস্তী প্রতিযোগিতায় [illegible] [illegible] সনায় তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

—

রুসিয়ার শ্বেত সৈন্যদলের বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ মৰ্ম্মরবাই ভবনের উপর তলায় তারানন্দ ইউডিওর অফিস ছিল। ঐ গৃহে আগুন লাগিয়া প্রায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

চট্টগ্রাম সহর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী হারোলছড়ী নামক গ্রামে এক সশস্ত্র মোটর ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে! প্রকাশ যে, ডাকাইত দল ৪খানি মোটর করিয়া গভীর রাত্রে গিরিশচন্দ্র সাহা নামক জনৈক ধনীর আগারে উপস্থিত হইয়া প্রায় ৫হাজার টাকা নগদে ও গহনায় লইয়া গিয়াছে। একজন দরোয়ান বাধা দিতে গিয়াছিল, ডাকাইত তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। পুলিশ ঘটনাস্থল হইতে ৩৩মাইল দূরে একটী হোটেলে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। টাকা কড়ি লইয়া ডাকাইতগণ নিজেদের মধ্যেই বিবাদ বাধিয়াছিল, তাহাতেই তাহারা ডাকাইত ধরিতে সমর্থ হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

চট্টগ্রাম ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে সম্প্রতি এক বিস্ময় জনক চুরী হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম আসাম কোম্পানীর কেরানী শ্রীযুত নীরদবরণ দাস দ্বারবান সঙ্গে করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ৪ হাজার টাকার চেক ভাঙ্গাইতে যান। পোদ্দারের সম্মুখে তিনি যখন টাকা গণিতেছিলেন দ্বারবানও পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তখন দেখা গেল এক হাজার টাকার নোটের একটী তাড়া কম, তখনই এজেন্টকে ঘটনা জানান হইল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্তও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তোড়ার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই

—

পোলাণ্ডের বিখ্যাত পালোয়ান জিস্কো ভার্বতে গামার ম্যানেজারের নিকট আমেরিকায় তিনটী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য এক তার করিয়াছেন এবং ৬০০০০ টাকা বাজী রাখিয়াছেন।

১লা মে তারিখে বিশ্বশ্রমিক উৎসবোপলক্ষে শ্রমিকগণকে যাহাতে ছুটি দেওয়া হয় তজ্জন্য বি, এন, আর শ্রমিক সমিতির পক্ষ হইতে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেসইতে শ্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা[শিত]

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বর্ণের ইতিহাস

নগরবাসিগণ ক্রমশঃ দৃঢ় সমাজ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করিলেন। নগরবাসী দেবগণের সুখ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অরণ্যবাসি ঋষিগণ আপনাদিগের অপেক্ষা দেবতাদিগকে অধিক সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঋষিগণ দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন। দেবগণও তৎকালে অরণ্যাশ্রিত ঋষিগণকে সুদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। ঋষিগণও দেবতাদিগকে যজ্ঞের সময় আহ্বান করিতেন এবং স্তব স্তুতি-দ্বারা তাহাদিগকে যজ্ঞাবশিষ্ট প্রদান করিতেন। তৎকালে দেব ও ঋষি এই দুইটী ব[illegible] মাত্র ছিল।

একের সৌভাগ্য অপরের প্রতি চিরকাল আদিপত্য চিরকাল সহ্য করা মানবপ্রকৃতির অনুকূল নহে। ঋষিগণ অনেক কাল হইতে দেবগণের প্রতি সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমশঃ দেবগণের অধস্তন পুরুষগণ নররূপে পরিণত হইলেন। ঋষিগণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ব্ব দেবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক সামাজিক প্রক্রিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দেবগণের সন্তানগণ মানব হইয়া একণে রাজসম্মান প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। অরণ্যবাসি ঋষিগণ ব্রহ্মার অবয়ব-জাত [illegible] নামে অভিহিত হইলেন। দেশ-বঙ্গ সম্মিলিত দেব-সন্ততিগণ ভূপতি বা নরপতি হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের বল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা ও নানা বিষয়ে নরপতিগণের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন। এমন [illegible] ভূম্যধিকারিগণ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা [illegible] বিশেষ [illegible] পদ লাভ করিলেন। [illegible] সময় হইতে তাঁহারা ক্ষত্রিয় আখ্যা [illegible] করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভূদেব। ভূ[illegible] স্বত্ব করিয়া রক্ষণ-ভার তাঁহাদে[illegible] হস্তে সমর্পণ করিলেন। কোথাও কোথ[illegible] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশেষ পরি[illegible] স্থাপিত হইল। কোথাও বিষম বি[illegible] হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় ক্ষত্রি[illegible] গণ [illegible] ভূমির পত্তনি স্বত্ব দে[illegible] করিয়াছ [illegible] অধিকার [illegible] আরম্ভ হইল। [illegible]

[illegible] ব্যক্তিকে তাঁহারা স্বত্ব হইতে আংশিক স্বত্ব প্রদান করিলেন। সুতরাং সকল যে শ্রেণীর লোকের হস্তে গেল, তাহারাই বৈশ্য বলিয়া আখ্যাত হইল।

বঙ্গের গৌরব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিচার করিবে কে?

মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও স্থান-নির্ণয় কেবল একটী প্রাকৃত ঐতিহাসিক বস্তু বা ব্যাপার নহে। জন্মলীলাস্থানকে মহাপ্রভুর ভক্ত গোস্বামিপাদগণ ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তির শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সন্ধিনী বৃত্তির প্রকাশ বলিয়াছেন; সুতরাং মহাপ্রভুর ভক্ত গোস্বামিপাদগণের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রচলিত বহির্ম্মুখ চিন্তার অনলে পোড়াইয়া দিয়া (?) প্রাকৃত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের ভ্রমপ্রমাদাদিময় পাণ্ডিত্য-অনলের দ্বারা খাটি করিতে করিতে অর্থাৎ আরোহবাদে অধোক্ষজ ধাম শ্রীগৌরজন্মস্থান নির্ণীত বা বিচারিত হইবে, এরূপ বিচার মহাপ্রভু বা গোস্বামিগণের বিরোধী বলিয়া কখনও মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্তসম্প্রদায় স্বীকার করিবেন না। তবে এরূপ অধোক্ষজবিচারের কথা যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে পূর্ণমাত্রায় শ্রবণ করিয়া তৎপর হইয়াছেন, ভ্রম প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা-দোষ-নির্ম্মুক্ত সেই-রূপ কোন বিচারক সভাপতি যদি কোথাও থাকিয়া থাকেন, তাঁহাকেই একমাত্র গৌরজন্মস্থান-নির্ণয়ের বিচারের ভার প্রদত্ত হউক। অথবা সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য অবিসংবাদিত নিষ্কিঞ্চন সিদ্ধমহাপুরুষগণের দ্বারা 'কমিটী' সংগঠিত হউক। ভ্রমপ্রমাদাদিযুক্ত অসিদ্ধ বদ্ধজীব বিশেষকে কেবল তাঁহার প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠা দর্শনে বা তদ্রূপ বহু ভ্রমপ্রমাদাদিসঙ্কুল জীবগণকে সভাপতি বা কমিটীর সভ্য করিয়া কখনও অপ্রাকৃত গৌরজন্মভূমি নির্ণীত হইতে পারে না। সেইরূপ সভাপতি ও কমিটীর সিদ্ধান্তকেই সব নিরপেক্ষ ব্যক্তিই 'নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত' বলিয়া শিরোধার্য্য করিবেন। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ন্যায় যদি কোন জীবন্মুক্ত নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া গৌরজন্মস্থান নির্ণয় করেন, তাহা হইলেই প্রকৃত জন্মস্থান নির্ণয় হইতে পারিবে। কারণ অপর বদ্ধ জীব তিনি যত বড়ই পণ্ডিত, যত বড়ই বুদ্ধিমান, যত বড়ই ধনবান্, যত বড়ই জনবরেণ্য হউন না কেন, তাঁহার এমন কি অবরো [illegible] বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের ভ্রমপ্রমাদাদিদোষশূন্য সিদ্ধান্তকে তিনি বিচার করিয়া '[illegible]' করিতে পারেন! যাহার যতটুকু দৌড়, তিনি তাহার অতীত রাজ্যে উঠিবার চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হয়, সূর্য্যের শরীরে থু থু নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা দেখাইলে, নিজের গায়েই থু থু পড়ে। শ্রুতির বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত যেরূপ নাস্তিকতামাত্র, ঐতিহাসিকের কেবল ইতিহাসপ্রমাণের দ্বারা কৃষ্ণের স্বরূপ বা কৃষ্ণের জন্মকর্ম্ম নির্ণয় করা যেরূপ নাস্তিকতার প্রকার ভেদ মাত্র, সেইরূপ অশ্রৌত-পন্থায়, গায়ের জোরে একত্র-সম্মিলিত বহু বদ্ধজীবের অভিমত বা ভোট লইয়া অপ্রাকৃত ধাম—মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করা মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ মাত্র।

এইরূপ বিচার-প্রণালীর-দ্বারা যে স্থির সিদ্ধান্ত (?) নির্ণীত হইবে বা প্রচ্ছন্ন নিরপেক্ষতার আবরণে পূর্ব্ব হইতেই যে অসৎসিদ্ধান্ত নিরূপিত রহিয়াছে, তাহা মহাপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত-সমাজ কখনও 'স্থির-সিদ্ধান্ত' বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহাদ্বারা কেবলমাত্র ব্যতিরেকভাবে একটী ভক্তজন-হিতকর কার্য্য সাধিত হইবে। যেরূপ প্রাকৃত ইতিহাস-বিদ্যা পাণ্ডিত্যবলে বুদ্ধদেবের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এক সম্প্রদায় বুদ্ধের বিষয়ে যে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে বিপুল নাস্তিক বৌদ্ধসম্প্রদায় রচিত হইয়াছিল, কিন্তু আর এক সম্প্রদায় শ্রৌত-বিচারপ্রণালী গ্রহণ করিয়া, ব্যাসদেবের ভ্রমপ্রমাদাদি-দোষ-নির্ম্মুক্ত বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বুদ্ধকে 'বিষ্ণুর অবতার' বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবরূপে' জানিয়াছিলেন; এক্ষেত্রেও তাহা হইবে। উভয়সম্প্রদায়েই বাহ্যদৃষ্টিতে মহাপ্রভুকে স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয়ে চেষ্টা করিলেও শ্রৌত পন্থা-পরিত্যাগ-কারী বৌদ্ধগণের ন্যায় একদল মহাপ্রভুকে মুখে মানিয়াও মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন—মহাপ্রভুর মায়া দ্বারা বিমোহিত হইবেন। আর এক সম্প্রদায়ে লোক কম হইলেও অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা লোক কম আসিলেও তাঁহারা শ্রৌতপথ গ্রহণ করায় বৈষ্ণবসম্রাট্ গৌরভক্তাগ্রণী ভ্রম-প্রমাদাদিদোষবিদূরিত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ-প্রবর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নির্ণীত গৌরজন্মস্থানকেই ভ্রমপ্রমাদ-শূন্য নিরপেক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়া নিত্যকাল গৌরসেবায়নিযুক্ত থাকিবেন। তাঁহাদের অবিচলিত আসন—শ্রৌতপন্থার মর্য্যাদা কোনও দিনই বিপন্ন হইবে না। (ক্রমশঃ)

ও বাবা! বলাচ্চেরে

(পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ)

কোন এক ভদ্রলোকের একটী পুত্র ছিল। পুত্রটি শিক্ষা-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি অন্যান্য অভিভাবকের ন্যায় তাহার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু ঐ বালক পড়াশুনা করিবার প্রতিকূলে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখাইল। পিতা তখন পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইলেন এবং বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে একদিন কোন অভিজ্ঞ শিক্ষক তাঁহার এই কষ্টের বিষয় অবগত হইয়া বালককে কৌশলে শিক্ষাদান করিবার কথা জানাইলেন। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন যে বালকটি অত্যন্ত আহার্য্যপ্রিয় অর্থাৎ রসনেন্দ্রিয়ের একান্ত বশীভূত। তখন সেই শিক্ষক ঐ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিবিধ খাদ্যদ্রব্যের নাম ও গুণ আলোচনায় তাহাকে কথঞ্চিৎ মুগ্ধ করিলেন। ক্রমশঃ আম, জাম, কাঁটাল, কলা প্রভৃতি ফলের নাম বর্ণনায় বলাইলেন। পরে কিছু আশান্বিত হইয়া শিক্ষক বলিলেন, "বাবা, বলত—ক"। বালকের অমনি চমক্ ভাঙ্গিল। তাহাকে 'ক' বলাইবার জন্য যে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র, ইহা বিদ্যুতের মত তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। সে বলিয়া ফেলিল "ও বাবা! বলাচ্চেরে।"

একটু স্থিরমস্তকে চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের অবস্থা ঐ বালকের অপেক্ষাও বহুগুণে নিরাশাব্যঞ্জক। জগদাচার্য্য বৈষ্ণব-গণ আমাদের আত্মার ভবিষ্যৎগতি দিব্য-চক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক উদারতাগুণে কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের কুবিষয়-বশীভূত মনকে সুপথে আনিবার জন্য, ভোগ্যবিষয়ব্যপদেশে বিচিত্র মহা-প্রসাদাদি সেবনের সুযোগ দিয়া আত্মার স্বভাবধর্ম্ম ভক্তিবৃত্তি অনুশীলনের কত-প্রকারে না যত্ন করিতেছেন। কিন্তু আমরা কি করিতেছি! যতক্ষণ কল্পিত মনোভোগ্য জড় বিষয় সমূহের মধ্যে আত্মসেবা চিন্তার আভাস না পাইতেছি, ততক্ষণ কোন প্রকারে সাধুসঙ্গে কিছু কিছু অনুশীলন করিতেছি। কিন্তু সাধুসঙ্গের অব্যর্থ ফল-স্বরূপে অনিত্য বিষয়ে আসক্তি ছুটিতে দেখিয়া চমকিত হইতেছি এবং জন্ম জন্মান্তরীন মনোধর্ম্ম-সেবিত অস্থি-মজ্জাগত নিজ নিকৃষ্টভাবের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়াও তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছি না। বরং তাহার অন্তর্দ্ধান সম্ভাবনায় আত্মনাশের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছি। ঐ বালক যেরূপ ঐহিক ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উদাসীন, আমরাও তদ্রূপ নিজ নিজ আত্মার ভবিষ্যৎগতিসম্বন্ধে একেবারে [illegible] থাকিতে চাহিতেছি

ভাল বিচার করিয়া দেখিলে, আমাদের দুরবস্থান সহিত ঐ বালকের অবস্থার তুলনাই হইতে পারে না। বালক যে বস্তুর পরিবর্তে যে বস্তু হারাইতেছে, তাহারা প্রায়ই সমশ্রেণীভুক্ত। কারণ খেলার বিষয় ভোগ ও জড়বিজ্ঞান আলোচনা (যাহার উদ্দেশ্য ভোগের উৎকর্ষ সাধন) বস্তুতঃ একই বিষয়। উভয়ই ঐহিক, অনিত্য ও মায়িক বস্তু। কিন্তু আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রতিনিয়ত সাবধান সূচক বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াও হতসর্বস্ব আমাদের দুঃস্থচিত্তকে হরিকথামৃতসিঞ্চনে প্রশান্ত এবং প্রেমসম্বন্ধে সম্পন্ন করিবার জন্য মঠবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন সন্দর্শন করিয়াও যে বস্তুর মোহে যে বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছি, তাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য! একটী ঐহিক, অন্যটি সার্ব্বকালিক, একটি নিতান্ত হেয়, অন্যটি পরম উপাদেয়. একটি জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিসংযুক্ত, অন্যটি নিত্যঅপ্রাকৃত-আনন্দপ্রদ, একটি গুণজাত মায়িক বিকার, অন্যটি নির্গুণ-স্বরূপ। এক কথায় একটি অবিচ্ছিন্ন ক্লেশ, অন্যটি অফুরন্ত আনন্দ।

এরূপ অবস্থায় বুদ্ধিমান সজ্জন পাঠকবর্গের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি আমরা সকলে নিষ্কপটে উল্লিখিত বালকের প্রবৃত্তির সংশোধন কামনা করি, তবে নিত্যানিত্য বিচারে আমাদের জীবনের কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিৎ? শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার ও প্রচার কি ঠিক তাহাই নহে?

ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণাম

"ওরে হরিদাস, তুই যে কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার করিস্, আর সকালে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় মনে মনে কি ধ্যান করিস এবং অধিকাংশই সময়ে মালা ঠক্ ঠক্ করিস্—আমাদের কালিদাস বাবুর বর্ত্তমান অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা শুনেছিস?"* সহাস্যে এই কথা বলিতে বলিতে নলিনী নামক জনৈক বি, এ ক্লাশের ছাত্র তাঁহার বাল্যবন্ধু হরিদাস বাবুর পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।

* নলিনী বাবুর পূর্ণনাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁহার ধারণা ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের উদর-পূর্ত্তির একটা উপায়-বিশেষ। তাই তিনি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এমন কি কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তিকেও হরিনাম করিতে দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উপহাস করিতে করিতে বিরক্ত না করিয়া ছাড়িতেন না।

বাটারফ্লাই গুম্ফ তাঁহার মুখমণ্ডলের শোভা বিস্তার করিয়া আছে। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ধূম্রিত। সদৃশ্য সিগারেট প্রায়ই তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তির প্রখরতা উৎপাদন করে।

পক্ষান্তরে একমাত্র বস্ত্র এবং উত্তরীয় হরিদাসের অঙ্গের শোভা বিস্তার করে। তাঁহার দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ তিলক, মস্তকে শিখা এবং কণ্ঠদেশে তুলসী মালিকা বিরাজিত বাল্যকাল হইতে শ্রীধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই বলিয়া তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিলেই বিশ্বাস করিতেন না, কলির স্থান পঞ্চক কখনও তাঁহার নিকট স্থান পায় নাই, তাঁহাদের কুলগুরু শাস্ত্রসম্মত আচারবান নহেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে, দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তন্নিমিত্ত তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট কিন্তু এই প্রকার অসন্তুষ্টি তিনি আদৌ গ্রাহ্য করেন না। যাহাতে তিনি সদ্গুরু-কৃপালাভ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত ভগবানের নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া একজন পরমহংস বৈষ্ণবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন এবং হরিদাসও সেই বৈষ্ণবপ্রবরের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং একান্ত মনে ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের নিকট হরিদাস সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। সেটী এই যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন। কারণ হরিদাস ১৬ বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া যখন তিনি কলেজে ভর্ত্তি হইতে গমন করেন, তখন কলেজের অধ্যাপক মহাশয় বর্ত্তমান যুগের ছাত্রবৃন্দের মত বিলাসসম্ভারযুক্ত ভূষণে ভূষিত দেখিতে না পাওয়ায় বিশেষতঃ শিরোপরি তেরিকাট শোভা না পাওয়ায় তাঁহাকে কলেজে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকৃত হন এবং হরিদাসও যে কলেজের অধ্যক্ষের স্বভাব এই, আমি সেই কলেজকে গ্রাহ্য করি না, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখের উপর এই কথা বলিয়া কলেজ হইতে বহির্গত হন এবং আর কখনও অন্যকোনও কলেজে ভর্ত্তি হইতে যান নাই। বাটিতে অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

হঠাৎ নলিনী বাবুকে দেখিয়া হরিদাস ব্রহ্মচারী পাঠ বন্ধ করিলেন এবং বসিতে আসন প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কালিদাস বাবু?

নলিনীবাবু—"তুই কোথাকার ধর্ম্মে এরূপ যেতে দিয়াছিস্ কে [illegible] যোগ পাইতে বলিয়াছে। আমাদের মেথামেটিক্সের (গণিত শাস্ত্রের) লিপিয়ার টিচার (প্রধান শিক্ষক) কালিদাস রায় এম্, এস্ সি!

হরিদাস হাঁ মনে পড়েছে, কেন তাঁহার কি হইয়াছে, তিনি ত খুব ভাল লোক।

ন। লোক ত ভালই তোর মত। তিনিও ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চীৎকার করতেন্। অভিভাবকের নিতান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও বিয়ে করলেন না, এমন কি চাকুরী ছাড়িয়া সন্যাসী সাজিলেন, তার পর এক দিন প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন এমন সময় এক মাঠে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। একজন সদাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যান এবং শুশ্রুষা করেন। তৎপর কালিদাস বাবু কিছু কাল ঐ ভদ্রলোকের বাটী অবস্থান করেন এবং অবশেষে তাঁহার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে ঐ বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া হরিদাস কিছুকাল নিস্তব্ধভাবে গভীর চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখুন নলিনীবাবু এই সব মনোধর্ম্মের ফল। সদ্গুরুর কৃপালাভ না করিয়া—তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া মনোধর্ম্মে বা যথেচ্ছাচারিতার চালিত হইলে তাহা কুফল বই কখনও সুফল প্রসব করিতে পারে না।"

জীবনোপায়

কোন সাধু আসিয়া "ভগবদ্ভজন কর এই কথা বলিলে লোকের মনে যেন এক মহা চিন্তা আসিয়া পড়ে। লোকে ভাবেন, "তাই ত', আমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনবর্গের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ, জমিজমা রক্ষণাবেক্ষণ, সংসারে সুখশান্তির অনুসন্ধান—সমস্তই করিতে হইবে, এখন কি আর আমার ভগবান্‌কে ডাকার সময় আছে? বৃদ্ধকাল আসুক, ছেলেগুলো মানুষ হোক্, এদিকেও একটু গুছাইয়া লই, তারপর না হয় দু'দিন শান্তিতে ভগবানের নাম লওয়া যাইবে। সাধুদের আর কি, পেটের চিন্তা ত' আর করিতে হয় না, মুখের কথা দু'টা বলিলেই হইল। আমাদের কি আর এখন ভক্ত হইয়া গেলে চলিবে? সকলেই যদি ভক্ত হয় তবে আর সংসার চলে কি করিয়া? শাস্ত্রের সব কথা শুনিতে গেলে কি আর কাজ চলে?"

লোকে হরিভজনটীকে এমন একটী অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন যে, তাহার জন্য ঐরূপ নানা বাজেকথা ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। লোকের ধারণা, ভক্ত হইতে হইলেই যেন একটা কিম্ভূত কিমাকার প্রাণী হইয়া পড়িতে হইবে, [illegible] ব্যাপারই [illegible] তাঁহারা বুঝিবেন না। দেহও থাকিবে, দেহের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া, আহার বিহারাদি সমস্তই যেমন চলিয়া থাকে, তেমনই চলিবে, বাহ্যে কিছুরই পরিবর্ত্তন করিবার হয় ত প্রয়োজনই নাই, কিন্তু উদ্দেশ্যটা একেবারেই বদলাইয়া দিতে হয়. ইহাই বিশেষত্ব। দেহ গেহ ধন জন—সংসারের যাবতীয় বস্তু আমার ভোগের জন্য নহে, কিন্তু কৃষ্ণেরই ভোগের জন্য, কৃষ্ণকে ভোগ দিয়া, কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ, ফেলাধর বা মহাপ্রসাদই আমার প্রাপ্য বস্তু. ইহাই ভক্তের বুদ্ধি। কর্ম্মী জড় আত্মগণ অন্য সকল সময় [illegible] কর্ম্ম করিয়া অবশেষে সেই কর্ম্ম ভগবান্‌কে অর্পণ করিবার ভাণ দেখান, কিন্তু ভগবান্ কহিতেছেন, "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥—হে অর্জ্জুন, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হোম কর, যাহা তপস্যা কর, তৎসমুদায়ই আমাতে অর্পণ কর।" অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা মূলেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহারই নাম ভক্তি বা সেবা, সাধারণ জড়কর্ম্ম হইতে তাহা সম্পূর্ণ একটী পৃথক্ বস্তু। তবে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমি প্রপঞ্চে অবস্থান পূর্ব্বক প্রপঞ্চাতীত বস্তু কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য হাত বাড়াইতেছি,—এই ভাবটী সাধুসঙ্গক্রমে যতই আমার অপগত হইতে থাকিবে, ততই আমার ভজনোন্নতি সাধিত হইবে—শুদ্ধভক্তি অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ংপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীবলদেবাভিন্ন গুরুদেবের কৃপাবলেই জীবের এই প্রাপঞ্চিক অনুভূতি বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি বা সাক্ষাৎ সেবা লাভ হইতে পারে। সর্ব্বতোভাবে গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত জীব কিছুতেই তাঁহার জড় চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবেন না। সংসারের মধ্যে থাকিয়া কেমন করিয়া সেই সংসারকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা যায় তাহা গুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিই ভাল বুঝিতে পারেন।

ভগবদ্ভক্তি জীব মাত্রেরই স্বরূপবৃত্তি 'ভক্তি' জিনিষটী কোন অস্বাভাবিক উপায়ে অর্জ্জন করিতে হয় না। [illegible] তিক দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই মা তাঁহার ছেলেকে বা ছেলে তাঁহার মাতাকে কোন বই পড়িয়া বা কাহারও উপদেশ মত ভাল বাসিতে [illegible] কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে [illegible] তাহা আপনা হইতেই আসে [illegible]

ও ভগবানের মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহা কিছু অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার নহে, উভয়ের কিরণকণ সূর্য্যকে ছাড়িয়া তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না, সূর্য্য ও কিরণের মধ্যে একটা নিত্য আকর্ষণ বর্ত্তমান। জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর একটা আকর্ষণ খুব স্বাভাবিক। ভগবানের সহিত জীবেরও সেইরূপ স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ বর্ত্তমান! সেজন্য জীব ভগবৎসেবা না করিয়াই পারে না। যদি বল, তবে জীব ভগবৎসেবী হয়েন না কেন? তাহার একটা কারণ আছে। ভগবান্ স্বতন্ত্র পুরুষ, জীবও তাঁহার স্বতন্ত্রতার অণুঅংশ পাইয়াছেন। জড়বস্তু যেমন অপরের ইচ্ছামত চালিত হয়, চেতনবস্তু জীব সেরূপ নহেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বতন্ত্রতার সুব্যবহার করিতে পারেন আবার নাও পারেন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলেই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অস্বাভাবিক অবস্থায় নীত হইয়া নানা ক্লেশ পাইতে থাকেন। এই ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়—সাধুসঙ্গ। ভগবানকে মানিব, কিন্তু ভগবানের কথা বা ভগবদ্ভক্তির সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য মানিব না অথবা আমার ইচ্ছামত সে বাক্যের অর্থ করিয়া লইব, এরূপ করিলে আর মঙ্গল হইবে কি করিয়া? সকলেই বলিয়া থাকেন, আমরা গীতা মানি, কিন্তু সেই গীতায় প্রথম শ্লোক হইতে শেষশ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ যে কেবল বলিতেছেন, আমি সর্ব্বমূল, আমার সেবা কর, শুধু বলা নহে, প্রতিজ্ঞা করিয়া, আবার নিজে প্রতিজ্ঞা করিলে পাছে জীবের বিশ্বাস না হয়, এজন্য ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনকে দিয়াও প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিতেছেন,—'আমার সেবাকারী ভক্তের কখনও বিনাশ নাই,' তাহা কি একবারও আমরা চিন্তা করিয়া থাকি? ভগবান কহিলেন—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অর্থাৎ 'হে কৌন্তেয়, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার ভক্তের বিনাশ নাই'; অর্জ্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন কেন? ভগবান্ ত' বলিতে পারিতেন, "কৌন্তেয়, প্রতিজানেঽহং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" আবার ভক্ত তাঁহার প্রিয় একথা ত' তিনি নিজেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—"সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।", ইহার কারণ আছে, ভক্ত তাঁহার প্রিয়, একথায় ত' আর লোকের অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কারণ ভগবদ্বিমুখ অসুর হিরণ্যকশিপুও পর্য্যন্ত একদিন ভক্তপক্ষপাতী বলিয়া ভগবানে দোষারোপ করিয়াছে। ভগবান ভক্তপক্ষপাতী একথা সর্ব্ববাদি সম্মত; কিন্তু বহুজীবগণ পাছে তাঁহাদেরও স্থায় ভক্তের বিনাশ আছে ভাবিয়া আর ভগবানে ভক্তি করিতে না চায়, সেজন্য ভগবান্ নিজ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তার জন্য ভক্ত মুখ দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। ভক্তের বাক্য কখনও ব্যভিচারী হয় না, ভগবান্ বরং প্রতিজ্ঞা করিয়া ভক্তবাৎসল্য-হেতু ভক্তের নিকট সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন, যেমন ভীষ্মযুদ্ধে ভগবান্ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়াও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা যে ভগবানকে অস্ত্রধারণ করাইব, তাহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেহেতু ভক্তবশ্য ভগবান—ভক্তকে কেহ অমর্য্যাদা করুক ইহা ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। তাই ভগবান্ কহিলেন—"বহির্ম্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্তি, অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞা তু পাষাণরেখেবেতি তে প্রতিযন্তি।" অর্থাৎ "বহির্ম্মুখ কুতার্কিকগণ আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া হাস্য করিবে, কেননা আমি বহুবার নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু আমার প্রিয় সখা অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পাষাণরেখার ন্যায়, সুতরাং অর্জ্জুন বলিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে যে ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।" লোকে সহজে অন্যের প্রত্যয়োৎপাদন করিতে না পারিয়া অনেক কষ্টের সহিতই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়া থাকে—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহাতেও তোমাদের বিশ্বাস হইবে না?" ভগবানও সেইরূপ একবার নহে, বহুবার নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ভক্তকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিয়াছেন—'জীব, আমার সেবায় আত্মনিয়োগ কর, তোমাদের কোন অসুবিধা থাকিবে না।' তথাপি হতভাগ্য আমরা সে কথা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, আমাদের দগ্ধোদর পূর্ত্তি হইবে কি না। ভগবান্ যেন কত গরীব লোক, তিনি যেন আমার মত দু'চারটা পেটের ভরণপোষণের ভার লইতে পারেন না! মাতৃকুক্ষিতে যে আমার জন্য দুগ্ধ রাখিয়া দিয়াছিল, সে আমাকে তাহার সেবা করিতে গেলে দু'টী খাইতে দিতে পারিবে না, ইহা ধারণা করা দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় মাত্র।

সুতরাং ভগবদ্ভজনই করিতে হইবে—সাধুর কথাই শুনিতে হইবে। আমরা যাহাতে না খাইয়া না পরিয়া মরি ইহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই কেবল সাধুশাস্ত্রগুরু-বাক্যে ভগবদ্ভজন-কথা উদ্দিষ্ট হয় না, পরন্তু আমাদিগের উত্তম স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যই ভগবান্ সকল ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা নিজেদের উপরেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া দুঃখে কষ্টে জড়ীভূত হইয়া পড়ি; অন্যান্যগণের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। ভগবানই সব ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'ভক্তি' অর্থে 'কুড়েমি' করা নহে, আমাদের যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণার্থে পর্য্যবসিত করাই ভক্তি বা সেবা। ভগবান্ আমাদের কিছুই কাড়িয়া লন না, কেবল ইতর বস্তু হইতে আসক্তিটী কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে নিযুক্ত করেন মাত্র। অতএব আর বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে আমাদিগকে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইতে হইবে। উহাতেই দেশের ও দশের সমুদয় মঙ্গল নিহিত।

কুরুক্ষেত্র

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

(১)

কুরুক্ষেত্রস্থ ব্রহ্মকুণ্ড, বৈপায়ন প্রভৃতি হ্রদগুলিতে আজ কাল প্রচুর পরিমাণে পদ্ম পুষ্প উৎপন্ন হইতেছে। স্থানীয় জীর্ণ সংস্কারক সমিতি ঐ হ্রদগুলির পুষ্পাদি নিলামে ৫৫০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। পদ্মের চাকি (টাটি) হইতে যে এক প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা অমৃতসর অঞ্চলে বিশেষ আদরে ক্রীত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উহার মূল (ভূঁদন নামে প্রসিদ্ধ) ও পাতা বিক্রীত হয়। সংগৃহীত অর্থ, অবশ্য মনে প্রায় হ্রদগুলির সংস্কার জন্যই ব্যয়িত হইবে। সমিতির স্থানীয় প্রতিনিধি লালা লালিরাম শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রাম জিউর পূজার নিমিত্ত প্রত্যহ দশটি করিয়া পদ্ম পুষ্পের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন বা আবশ্যক হইলে ভগবৎ সেবার জন্য ইচ্ছামত পুষ্প পত্রাদি ব্যবহার করিবার নিবেদন জানাইয়া শুদ্ধভক্তির প্রীতিভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

(২)

কয়েক দিন পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মকুণ্ড তীরবর্ত্তী মঠধারী শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ মোহান্ত শ্রীযুত সরযু দাস, তত্রস্থ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের সেবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অসংখ্য দণ্ডবৎ জানাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন শ্রীল পরমহংস ঠাকুর যখন কুরুক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া বা তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন তিনি ঐ মহাপুরুষের সঙ্গ সর্ব্বদাই বাঞ্ছা করেন। তবে বর্ত্তমানে কতকগুলি বিভিন্ন স্থানস্থিত সাম্প্রদায়িক মঠ পরিচালনের দায়িত্ব হেতু যথায় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। আবার কবে শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীকুরুক্ষেত্রে পদার্পণ করিবেন তাহার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

(প্রাপ্তপত্র)

"বঙ্কিম স্মৃতি"

আমাদের বড় আকাঙ্ক্ষা অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটাল পাড়ায় তাঁহার একটি স্মৃতিমন্দির গড়িয়া তুলিব, একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিব এবং এই স্মৃতি মন্দিরটিকে একটি সুবিশাল সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিব। এই আকাঙ্ক্ষাটি সাফল্যে সার্থক করিবার জন্য পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা বার্ষিক বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছি। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মনীষি বিপিনচন্দ্র ও কুমার মুনীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলার বহু সুসন্তানকে আহ্বানও করিয়াছি। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা বীজ-রূপেই রহিয়া গিয়াছে। কদাচিৎ অঙ্কুর দেখা যাইতেছে, কিন্তু কবে যে তাহা ফলবান তরুরূপে দেখা দিবে, তাহা কালিন্দী-বিহারী শ্যামসুন্দরই জানেন। গড়িবার মত আমাদের সে সাধনা নাই সত্য, কিন্তু দেশবাসীর সে উৎসাহ সে সহানুভূতিই বা কই। আমরা বাঙ্গালার প্রত্যেক সন্তানের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা এই কার্য্যে উৎসাহ দিন, সহানুভূতি করুন, কায়িক এবং আর্থিক সাহায্য করুন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মজুমদার এম, এম, এম
সম্পাদক বঙ্কিম সাহিত্য-
সম্মেলন।

নানা কথা

এইবার সত্যসত্যই একটা গুরুমারা বিদ্যার উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে বিজনৌরের সংবাদে প্রকাশ, গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মিঃ রূপা সংকার একটী ছাত্রের বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, ছাত্রটীর ড্রিল মাষ্টারের সহিত একটু বচসা হওয়াতে সে বাড়ী হইতে তাহার এক বন্দুক লইয়া আসে। হেডমাষ্টার ছাত্রটীকে বুঝাইতে যাইতেছেন, এমন সময় বন্দুকের গুলী ছুটিয়া হেডমাষ্টারের ঘাড়ে পড়ে। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, আর্ম্মাণ-বৃহ্মান বিহারিগণ বৃমেন নামক পোতযোগে আটলাণ্টিক সাগর পার হইয়া পোত এখন চওয়াতে গ্রীণলী দ্বীপে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। পোতখানি মেরামত করিয়া তাহারা নিউইয়র্ক যাত্রা সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু বিমান খানি মেরামতের অযোগ্য হওয়ায় তাঁহাদের সাহায্যার্থ জন্য প্রেরিত অন্য বিমানপোতে তাহার গ্রীণলী হইতে রওনা হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লেডী বেলী একখানি বিমান লইয়া লণ্ডন হইতে কেপটাউনে যাইতেছেন। পথে তাঁহার নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। শুনা যাইতেছে পেট্রল না থাকায় তাঁহাকে উত্তর ট্রান্সভালে নামিতে হইয়াছে।

আফগান মন্ত্রী জানাইয়াছেন, আফগান রাজ ৩রা মে রাশিয়ায় পৌঁছিয়া সপ্তাহকাল মস্কোতে অবস্থান করিবেন। তৎপরে লেনিনগ্রাড ও ক্রীমিয়া হইয়া তিনি তুরস্কে যাইবেন।

গত ২৬শে এপ্রিল পঙকোটা গ্রামের সমীপস্থ একটী মন্দিরে কুম্ভাভিষেকম্ উৎসবোপলক্ষে প্রায় ৫০ হাজার দর্শক সমবেত হয়। একজন সম্ভ্রান্ত মারাভা সমাজের লোক জোর করিয়া ভোগমন্দিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করায় বহুলোকের চাপে সেইখানেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। তখনই মারাভা সমাজের প্রায় ৫শত মারাভা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জনতার উপর অত্যাচার করিতে থাকে, সামরিক পুলিশের থানা আক্রমণ করিয়া তাহা আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। ফলে পুলিশের সহিত মারাভাদের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের বহুলোক আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। মাপবটী বর্ত্তমানে বন্ধ আছে।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ভারত সীমান্তে টিরা নামক অঞ্চলে সিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া যায়, তৎফলে সুন্নীরা সিয়াগণকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সীমান্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট ঐ দুই দলে একটা মিটমাট করাইবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু দাবকজাই সম্প্রদায় সিয়াদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিতে ইচ্ছুক নহে। গভর্ণমেণ্ট অন্য ব্যবস্থা করিতেছেন।

বোম্বাই মিলসমূহে ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। সময় সময় শ্রমিকগণ কিছু কিছু চাঞ্চল্যও প্রকাশ করিতেছে। দুই, তিনটী মিলে সামান্যভাবে কাজ চলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকগণের সর্ত্তানুসারে মিটমাট না করিলে তাহারা ধর্ম্মঘট মিটাইবে না স্থির করিয়াছে। বোম্বাইয়ের লাট স্যার-কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের সহিত ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বোম্বাইয়ে আসিয়াছেন। তিনি সেক্রেটারিয়েটে মিলকর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতিনিধিগণের সহিত ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রমিক প্রতিনিধিরাও লাট সাহেবকে শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ যাহাতে জানাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার এলাকাধীনে গড় ভবানীপুরের নিকটবর্ত্তী কাকরাইপোতা গ্রামে সম্প্রতি এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া সমস্তগ্রামখানিই একপ্রকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। প্রায় ২০০ গৃহের মধ্যে মাত্র ৮।১০টী গৃহ অবশিষ্ট আছে। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহও রক্ষা পায় নাই। একটী স্ত্রীলোকের একটী শিশু ও একটী গাভী পুড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রায় ১০০ লোক নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়া পথে বসিয়াছে। সহৃদয় দেশবাসী ও সরকার বাহাদুরের দয়া ভিন্ন তাহাদের জীবন ধারণের কোন অন্য উপায় নাই।

গত ২৪শে এপ্রিল বেলা প্রায় ১১॥টার সময় নৈহাটির নিকট কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৫।১৬ খানি চালাঘর প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তিন খানি পাকাঘরের দরজা জানালা পুড়িয়া গিয়াছে। নদীয়া জুটমিলের হাউস পাইপ দ্বারা জলসেচনের ব্যবস্থা হওয়ায় অগ্নি আর বেশী বিস্তৃত হইতে পারে নাই। তিনটী পরিবার একেবারে পথের ভিখারী হইয়াছে, আরও ২।৪টী ভাড়াটিয়ারও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কাহারও প্রাণ হানি হয় নাই।

লিলুয়া শ্রমিকগণ আজপ্রায় ৫৬।৫৭ দিবস ধরিয়া ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। এখনও তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এখন শ্রমিকগণ ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেই ভাল, নতুবা একুল ওকুল দুকুল যাইবে।

সম্প্রতি মিঃ মাকেক হোমীর সভাপতিত্বে জামসেদপুর অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় স্থির হইয়াছে, মিঃ হোমী তাহাদের প্রতিনিধিরূপে টিস্ কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সহিত আলোচনা করিয়া যেরূপ মীমাংসা করিবেন, তাহাতেই ধর্ম্মঘটীরা রাজী হইবে। মিঃ হোমী শ্রমিকগণকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, সাধারণ ধর্ম্মঘটে যোগদান না করিয়া বিভাগ অনুসারে ধর্ম্মঘট করিলে লাভ আছে। তবে তাহারা যেন একতাবদ্ধ থাকে। সপ্তাহ মধ্যে কোম্পানী তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে দৃষ্টি না করিলে তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সমগ্র-বিভাগে ১ঘণ্টা কাল কাজ বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ঢাকা হইতে 'বাঙ্গলার বাণী' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ এই পত্রিকা সম্পাদনের ভার লইতেছেন।

একটী নাবালিকা মেয়ে চুরি করিবার অপরাধে রামদাস কাহার নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩ এবং ৪২০ ধারানুসারে ফৌজদারী মামলা আনয়ন করা হয়। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার বিচার করেন। তিনি রামদাসকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বালিকাটিকে এখনও পাওয়া যায় নাই।

গত ২৫শে এপ্রিল তারিখে ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে বাবু বিনয়কৃষ্ণ নস্করের বাড়ীতে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে। প্রায় ১০।১২ জন ডাকাত শেষ রাত্রিতে সশস্ত্র অবস্থায় ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে। বাড়ীর সমস্ত অধিবাসী (এমন কি, স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত) হাত পা বাঁধিয়া ঘরের একস্থানে ফেলিয়া রাখে। পরে বাক্স ভাঙ্গিয়া প্রায় ২০০০ টাকা দামের জিনিষপত্র লইয়া চম্পট দেয়।

আটোকের নিকট একখানি এরোপ্লেন ধ্বংসের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এরোপ্লেনটী একটী টেলিগ্রাফের তারে বাধিয়া নিম্নের একটী নদীতে পড়িয়া যায়। চালকটী খুব আঘাত পাইয়াও প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু আরোহীটি এরোপ্লেন সহ জলমগ্ন হইয়াছে। মৃত দেহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

টাটা কোম্পানী শ্রমিকদের অভিযুক্ত কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, অনুরূপ তাহাদিগকে উপদেশ করিয়া এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। তাহাতে শ্রমিকগণকে বলিয়াছেন, কোম্পানীর নিকট হইতে তোমরা মাহিনা পাইয়া থাক, তোমরা যদি কাজ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে কোম্পানী তোমাদিগকে কোথা হইতে মাহিনা দিবে। তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দ যাহা কিছু দেওয়া সম্ভব, কোম্পানী তদ্বিষয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটী করিতেছেন না, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, বৃদ্ধকালের পেন্সন দেওয়া হয়, বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকার মাল উৎপন্ন হইলে বোনাস দেওয়া হয়, পুরা মাহিনায় ছুটি আছে, বাড়ী তৈয়ার করার জন্য শতকরা ৩৲ সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়, দুর্ঘটনা ঘটিলে ছয় মাস কিম্বা ততোধিক কালের বেতন দেওয়া হয়। তথাপি কি তোমরা বলিবে, কোম্পানী তোমাদের কিছু করে নাই, শ্রীযুত গান্ধীর কথা স্মরণ রাখিও, টাটার কার্য্য করিয়া তোমরা ভারতেরই সেবা করিতে সক্ষম হইতেছ।

(বাঙ্গলার কথা হইতে উদ্ধৃত)

লিলুয়া ধর্ম্মঘটিদের সাহায্যার্থ যে ফণ্ড খোলা হইয়াছে, তাহার কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী শ্রীযুক্ত কিশোরী লাল ঘোষের মারফতে ২০০৲, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতীয় কর্ম্মচারী সমিতি ৫০৲, আলিপুর উকিল সমিতিতে খুচরা সংগ্রহ শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষের মারফতে ১০৲, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় খুচরা সংগৃহীত ৩৵০ শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু সভাপতিত্বে বিডন স্কোয়ারের সভা সংগৃহীত ১৩ টাকা ১ আনা সাড়ে ৩ পয়সা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসুর সভাপতিত্বে হরি পার্কের সভায় সংগৃহীত ৫৫॥৵০ মোট— ৩৭১৲ টাকা, ৷৷৴ নয় আনা, সাড়ে তিন পয়সা।

ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত রজবরম্ নামক গ্রামে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। হাজার হাজার গাছ পড়িয়া গিয়াছে। চাষের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। কলা চাষীদেরই অন্ততঃ ২৫ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। টালীর ও খড়ের ঘর অনেক পড়িয়া গিয়াছে।

কলিকাতা শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য

আজকাল নবাযুবকগণ, যাহাদের উপর দেশের ভাবী মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে, বলেন—"এখন আমাদের এর্ম্ম ধর্ম্ম করিলে চলিবে না, সাত্ত্বিক আহার, একাদশীর উপবাসাদি দ্বারা শরীর শুষ্ক করিলে চলিবে না, এখন চাই শারীরিক বল, দেশকে অপরের হস্ত হইতে মুক্ত করা ধর্ম্মের কাজ নয়, চাই বল, মত্ত মাংস প্রভৃতি পঞ্চমকারের দ্বারা শক্তির পূজা কর, শক্তির পূজা না করিলে শক্তি আসিবে কোথা থেকে ?"

এখন বুদ্ধি যুবকদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল কিরূপে ? শারীরিক বলের দ্বারা জগজ্জয়ী হওয়া যায় এ বুদ্ধি কে দিল ? কেন তাহারা কি চিরকালের প্রাচীন "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" কথাটী কোন দিন শুনেন নাই ? বুদ্ধির নিকট বৃহদাকার হস্তী, পশুরাজ সিংহ পরাজয় স্বীকার করিয়া আজীবন দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, ইহা কি আবার নূতন করিয়া বলিতে হইবে ? প্রাচীন কালের কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের কথা মনে করুন দেখি ; কুরুদিগের সৈন্য পাণ্ডবদিগের সৈন্য অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল কিন্তু থাকিলে কি হইবে সে সব সৈন্য এক অর্জ্জুনের নিকটই পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পাণ্ডবদিগের শারীরিক বল ছিল না এরূপ নয় কিন্তু সে বল কুরুদিগের বলের নিকট সামান্যই বলিতে হইবে। পাণ্ডবগণ কিছু মৎস্যাশী বা মাংসাশী ছিলেন না, তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন একথা ভারতবাসী কে না জানে ? তাঁহারা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত ছিলেন, তাঁহার বলেই তাঁহারা কুরুদিগকে জয় করিয়াছিলেন। আমরা নিজের সুখের জন্য অন্য জীবকে ক্লেশ দিতে চেষ্টা করি না কিন্তু অপর কেহ যদি আমাদিগকে নিজ স্বার্থের জন্য ক্লেশ দেয় তবে কেন আমরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধা যুক্ত হই ? যতদিন পর্য্যন্ত জীব নিরপেক্ষ ধর্ম্ম অবলম্বন না করেন ততকাল পর্য্যন্ত তিনি যথার্থ দেশহিতৈষী হইতে পারেন না। জীবে দয়া প্রভৃতি কার্য্যগুলি [illegible] বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মে লক্ষিত হয়, [illegible] আমরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আদর [illegible] নিজ অধিকার [illegible] [illegible] আসিয়া ঐ [illegible] কোন [illegible] বিবেকবশিত আমরা বৃহৎ বলে কোন [illegible] না। আমরা অতুল [illegible] ভাবাপন্ন বর্ণের [illegible] জন্য ধর্ম্মের একটী নৈসর্গিক বিভাগ করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পতিত জীবের প্রথমে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে না, ঈশ্বরের প্রভুতা সে শীঘ্র স্বীকার করিতে চায় না। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি বল যখন অপরের বিদ্যা বুদ্ধি বলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে তখন সে তাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেয় এবং তাহার প্রভুতা স্বীকার করে। পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও ঐ ভাব দেখা যায়। ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব অন্য কোন না কোন বৃহজ্জাতির অধীন হইয়া ক্রীতদাসের ন্যায় তাহার সেবা করিয়া আসিতেছে, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে সে কোন দিনই মুক্ত হয় নাই। আমরা যাহাকে মুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি তাঁহাকেও কোন এক নিয়মের বাধ্য হইয়া চলিতে হয়। আবার সমগ্র জগৎকে যাহার নিয়ম অনুসারে চলিতে হইতেছে সেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিকে আমরা প্রথম মুখে জগৎকর্ত্রী বলিয়া লক্ষ্য করি। তৎকালে আমরা শাক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি এবং শাক্ত ধর্ম্মে যে সকল আচারাদি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে সেই আচার আমাদের রুচিকর হয়। আবার যখন প্রকৃতবাদিগণ উন্নতাধিকারে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মক্ষমতা লক্ষ্য করেন তখন তাঁহারা উত্তাপের মূল আধার সূর্য্যকেই উপাস্য বলিয়া জ্ঞান করেন। পরে যখন উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হয় তখন পশুচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা বিচারে গাণপত্য ধর্ম্মের উদয় হইয়া থাকে এবং শুদ্ধ নরচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা অনুভব হইতে শৈবধর্ম্মের এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যধর্ম্মের উপরে বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জীবের অনুভূতির বিষয় হইয়া থাকে।

জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সমস্ত ধর্ম্মই এই পাঁচটীর অন্তর্ভুক্ত। জীবের বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের উন্নতি হইয়া থাকে। ধর্ম্মের উদয় লক্ষ্য করিয়া কোন্ জাতি কত উন্নত তাহা বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দেখা গেলেও উহা বাস্তবিক শিক্ষার অবনতি বলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীধাম-প্রকাশ-প্রসঙ্গ

(পণ্ডিত রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এ,)

শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ লইয়া বর্ত্তমানে কতিপয় ব্যক্তি বিশেষ [illegible] ও কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে [illegible] পড়িয়াছেন দেখিয়া প্রকাশ। এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের কিঞ্চিৎ প্রশ্ন আছে। তাহা এই যে, শ্রীধাম বস্তুটী কি ? তাহা কি জীবের দ্বারা নির্ণীত হইবার যোগ্য জাতীয় বিষয় ? অর্থাৎ জীব কি তাহার অস্তিত্ব লইয়া নিজ সামর্থ্যে, জ্ঞেয় স্বরূপ শ্রীধামকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে ? অথবা শ্রীধাম জীবস্বরূপ হইতে উপাদেয় তত্ত্ব বিধায় তিনিই স্বয়ং কর্ত্তৃরূপে কৃপাপূর্ব্বক জীবচিত্তকে তাঁহার প্রকাশের বিষয় করেন। যদ্যপি শেষোক্তটী সত্য হয় তবে "ধাম-নির্ণয়" শব্দটিও ভ্রান্তধারণার সহায়ক। কারণ জীব কর্ত্তা হইয়া যেখানে, ধামকে নির্ণয় ক্রিয়ার কর্ম্ম করিবে সেখানে ধাম হেয় জড় বস্তু হইয়া যাইবে, জীবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগ্য বস্তু হইয়া যাইবে ; কিন্তু আমরা শ্রৌত পন্থায় অবগত আছি যে শ্রীধামতত্ত্ব অপ্রাকৃত ও চিন্ময় ; শ্রীভগবদ্বস্তুই শ্রীধাম পরিকরাদি রূপে বিলাস করেন। এবং সম্ভবতঃ কোন শাস্ত্রযুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি ধরিয়া শুদ্ধা ভক্তি প্রচারের পরেও আর এ বিষয়ে আপত্তি বা সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত সাধারণ বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে প্রাকৃত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ধাম নির্ণয়ের যে চেষ্টা, তাহা নষ্ট দৃষ্টির সূর্য্যালোক আবিষ্কারের ন্যায় নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। এবং বহু অন্ধ একত্রিত হইয়াও যদি কোন আগ-কুণ্ডাদিকে (তাপাদি পীড়িত হইয়া) সূর্য্য সাব্যস্ত করিতে চান বা তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য দেখাইয়া মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হন তবে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ হাস্য সংবরণ করিতে অসমর্থ হইবেন, বা কেহ কেহ উঁহাদের নিঃসহায় অবস্থা দর্শনে করুণার্দ্র বা ব্যথিত হইবেন।

আর একটী বিষয় স্বতঃই মনে আসিতেছে যে, যে বুদ্ধিমান্ লোকগুলি আজ ধাম-নির্ণয়ের অভিযানে কোমর বাঁধিতেছেন তাহারা নিশ্চয়ই কোন দুর্গম প্রদেশ হইতে ধামকে টানিয়া বাহির করিবেন। তাহাতে কোলদ্বীপ (নবদ্বীপ সহর) যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট ভূমি নহে, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কোন প্রকার মতভেদ নাই। কারণ যে স্থান সমূহ এযাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলীর নামে চলিয়া আসিতেছিল, যদি সেই সমস্ত বাস্তবিক অকৃত্রিম হইত, তাহা হইলে আজ এই সব পদমর্য্যাদাভিমানী লোকগুলির দল পাকাইয়া ধাম-নির্ণয়ব্রতগ্রহণের অভিনয় করিবারকোনই কারণ ছিল না।

যাহা হউক আমার একটী পৌরাণিক উপাখ্যান মনে পড়িয়া গেল। আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন যে উহার সহিত বর্ত্তমান ঘটনার কোন সাদৃশ্য আছে কি না ? গল্পটী সম্ভবতঃ আপনাদের অনেকেই শুনিয়াছেন।

একদা এক দৈত্য শিবের নিকট বর লইয়াছিল যে, সে যাহার মাথায় হাত দিবে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যাইবে। যে যেভাবে প্রপন্ন হয় শ্রীভগবান্ও তাহাকে সেই ভাবে ভজনা করেন ; সুতরাং দৈত্য বর পাইল। এদিকে জগতে এতবড় একটা উৎপাতের আবির্ভাব হওয়ায় কোন শুভ শক্তি চালিত হইয়া ঐ দৈত্যের দুর্ব্বুদ্ধির (শুক মায়া বুদ্ধির) উদয় হইল। ঐ দানব বরদাতা মহাদেব মহাদেবকেই ভস্ম করিয়া লব্ধ বরের পরীক্ষা প্রার্থনা করিল এবং ফলে বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া আপনাকে আপনি ভস্ম করিয়া ফেলিল। আরও জানা যায় যে জড়ীয় বল বিজ্ঞান সম্পন্ন বক্ষঃকুল পক্ষ [illegible] আগত কোনও নিশাচরের ঐরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ঐ প্রকার আরও দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। অর্থাৎ যেখানেই জড়মায়াধিকৃত শক্তি যোগমায়াশ্রিতগণের উপর চড়াও হইয়াছে, সেই খানেই যোগমায়া মোহিত হইয়া উহা আত্মবিনাশ সাধন করিয়াছে। খুব সম্ভব আমরা শ্রীশ্রীমায়াপুর ধাম প্রচার উপলক্ষেও সেই দৈবী ঘটনার পুনরভিনয় দর্শন করিব। কৌশলে যুক্ত হইয়া কাকড়ের মাঠকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটস্থান প্রতিপাদন করিতে গিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম-লীলাস্থলী নহে, তাঁহা নিঃসংশয়িতরূপে লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া দিবেন। পরে, ঐ উপায়ে জনসাধারণের গতানুগতিক পুরাতন অন্ধ সংস্কারের মূলোৎপাটন হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ-দৃঢ়শ্রদ্ধ-সেবাধিষ্ঠ-শুদ্ধভক্তগণ-সেবিত শ্রীশ্রীমায়াপুর ধামের স্থলে কলির ধ্যানকারীর অভিনয়কারী কলিবন্ধুগণের কাকড়ের মাঠ ধামরূপে স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ছলনাময়ী প্রৌঢ়ামায়া স্থানীয় অপরিণামদর্শী গোস্বামী বাবাজীদিগের চৈতন্যসম্পাদন করিবেন। এই প্রপঞ্চে মিথ্যাকে সময়ে সময়ে এরূপ প্রবল আকার ধারণ করিতে দেখা যায় যে, মনে হয় সত্য বুঝি লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু মিথ্যা তাহার স্বভাবধর্ম্মের বশেই ধসিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে আরও উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করিয়া থাকে।

কথায় কথায় বিষয়টা একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িল, যাহা হউক এক্ষণে পূর্ব্ব আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। ধামদর্শন করিতে কেহ যেরূপ সূর্য্যকে সামান্য ভাবে নির্দ্দেশ করিলেও সূর্য্য-

লোক দর্শনের জন্য আলোকেন্দ্রিয়ের (চক্ষুর) একান্ত প্রয়োজনীয়তা তদ্রূপ চিন্ময়ধামস্বরূপ দর্শন করিতে, চিন্ময় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত দিব্য দৃষ্টি আবশ্যক, অর্থাৎ শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশের জন্য অনর্থমুক্ত বিশুদ্ধসত্ব বা বিশুদ্ধান্তঃকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। এবং ঐরূপ চিত্তের মধ্য দিয়াই শ্রীধাম জগতে প্রকট হন। এখানে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে শ্রীধাম কি তবে মাত্র কয়েকজন শুদ্ধভক্তেরই একচেটে সেবা বস্তু? উত্তর হাঁ। শুদ্ধভক্ত ভিন্ন ধাম দর্শন করিবে কে? সেই শুদ্ধভক্তও অতি দুর্লভ। কোটিষ্বপি মহামুনে! কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। মুক্তগণেরও ধাম দর্শন যোগ্যতা লাভ হয় না, সাধারণ বদ্ধজীবের ত কথাই নাই। তবে কি আমাদের মত সাধারণ জীবের ধাম দর্শন যোগ্যতা হইবে না? শ্রৌত পন্থার সদ্গুরুর আনুগত্যে সাধন ভক্ত্যে ধাম দর্শন মিলিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তের ত সম্ভাবনা নাইই। এমনকি উহাদের সঙ্গ যাহারা করিবেন তাহাদেরও ঐ একই গতি। অর্থাৎ এক যাত্রায় পৃথক ফল নাই। শ্রীনাম, রূপ, গুণ লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য ধাম শ্রীভগবৎ স্বরূপের সহিত অভিন্ন এবং মহৎ কৃপা ব্যতীত উহা লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই।

বঙ্গের গৌরব
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের স্বদেশ প্রেমিকতা

আমরা ত' অনেকে স্বদেশ প্রেমিকতার উচ্ছ্বাসে "বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভু"র জন্মস্থান নির্ণয় করিতে উত্তেজিত হইয়াছি ও অপরকে উত্তেজনা প্রদান করিতেছি। এসময় কবিবর রবীন্দ্রনাথের একটী কথা মনে পড়ে; রবিবাবু তাঁহার বক্তৃতায় এক স্থানে বলিয়াছেন,—"মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষণার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়।" অর্থাৎ অবান্তর উদ্দেশ্যটাই আমাদের মহাপ্রভুর জন্মস্থান-নির্ণয়ের উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলি, শ্রীমায়াপুর না হয় আজ মাত্র ৩৫।৪০ বৎসর যাবৎ সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি অকপট স্বদেশ প্রেমিকগণের কৃপায় মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া বিনীত হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতে এখন [illegible] ভু' বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ আবহমান বর্ষের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে [illegible] আলখাল্লা বঙ্গের [illegible] সভার স্বাক্ষরকারিগণ ও [illegible] গণের মধ্যে কেহ বা পরম [illegible] হইয়া বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর সেই আবির্ভাব ভূমিতে বাস করিতেছেন, কেহ বা, তথায় বিচরণ করিতেছেন, কেহ বা তাহা দর্শন স্পর্শন করিতেছেন, কিন্তু ঐ স্বদেশপ্রেমিকগণ—যাহারা গৌরাঙ্গকে 'বঙ্গের গৌরব' বলিয়া মনে (?) করেন, তাঁহাদের কয়জন, আজ যে "বঙ্গের গৌরব"—"ভারতের গৌরব" গৌরাঙ্গকে বাগানের মালির মত—থানাবাড়ীর দারোগার মত—মিউজিয়মের পুতুলের মত দাঁড় করাইয়া 'বঙ্গের গৌরবে'র দ্বারা—'ভারতের গৌরবের' দ্বারা জোর-জুলুম করিয়া বঙ্গবাসীর ও ভারতবাসীর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক কেহ স্ব স্ব উদরভরণ, বিলাসিতা, কেহ বা নানাবিধ ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছেন, কিন্তু কয়জন তাহা প্রতিরোধে যত্নবান হইয়া বঙ্গের গৌরব রক্ষা করিতেছেন? আজ নবদ্বীপ সহরে—"ভারতের গৌরব" মহাপ্রভু দেখিতে আসিয়া সরলা অবলাগণ কতভাবেই না লাঞ্ছিত হইতেছেন, বঙ্গের সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ কদাচিৎ সেই সকল লোমহর্ষণ সংবাদের ২।১টি মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছে, ইহাতেই কি বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে? আজ "বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভু"র দেশে বঙ্গের মাতৃগণের উপর পাশবিক অত্যাচার, ভ্রূণহত্যা বঙ্গের মাতৃগণকে বঙ্গদেশ হইতে অন্যত্র অসদুদ্দেশ্যে জন্য রপ্তানী প্রভৃতি কার্য্য কি বঙ্গমাতার শরীরে বজ্র হনন করিতেছে না? স্বদেশ-প্রেমিকগণের উত্তেজনায় "বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর" জন্মস্থাননির্ণয়ের পূর্ব্বে সভাপতি ও সভ্যগণের বঙ্গের সর্ব্বত্র অসংখ্য প্রকাশ্য সভা-সমিতি করিয়া বঙ্গের গৌরবের স্থানে এই সকল বঙ্গের কলঙ্কের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক, নতুবা 'বঙ্গের গৌরব' মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে বঙ্গের কলঙ্ক আরও প্রসারিত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। যখন 'মাদার-ইণ্ডিয়া'-লেখক একজন মিস্ মেও কেন, অনেক প্রকৃত নিরপেক্ষ বিদেশীয় সমালোচকেরও মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখা যাইবে না। বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণের কথা লিখিতে গিয়া—বঙ্গের গৌরব নবদ্বীপের কথা লিখিতে গিয়া কেনেডি সাহেব যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার ফলে—আমাদের স্তায় কুলাঙ্গারগণের কৃপায়, আমাদের পরমপিতা চতুর্দ্দশ-ভুবনের গৌরব মহাপ্রভুকে পর্য্যন্ত কলঙ্ক-কালিমা আরোপিত হইতে বেশী বাকী থাকে নাই। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক-সম্প্রদায়—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায় বঙ্গের কলঙ্ক-কালিমা ঘুচাইয়া প্রকৃত বঙ্গের গৌরব—ভারতের গৌরব—পৃথিবীর গৌরব—চতুর্দ্দশ-ভুবনের গৌরব—ভুবনাতীত ধামের গৌরব মহাপ্রভুর বিমল ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন বলিয়াই কি প্রচ্ছন্ন-স্বদেশ বিরোধিগণের উত্তেজনা হইয়াছে? স্বদেশ-প্রেমিকগণ! নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ আদর্শ জীবন যাপন করিয়া—দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অসংখ্য অপস্বার্থপর লোকের বিরুদ্ধাচরণ মাথায় বরণ করিয়া—বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের প্রবল অত্যাচার, নির্য্যাতন, কত প্রকার গঞ্জনা সহ করিয়াও বঙ্গের গৌরব মহাপ্রভুর বিমল-ধর্ম্মের নামে যে সকল ব্যভিচার চলিয়াছে—ব্যবসায় চলিয়াছে—কপটতার তাণ্ডব-নৃত্য হইতেছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায় "জনমত" নহে,— অসংখ্য বদ্ধজীব-সম্মিলিত সভা-সমিতির ভোট নহে—অসংখ্য হোমরা-চোমরা বদ্ধজীব-গঠিত কমিটী নহে—তাঁহাদের বল ভরসা জাগতিক কোন বস্তুর উপর 'নির্ভরতা' নহে—তাঁহাদের বল, স্বয়ং বলদেব নিত্যানন্দ—ইহা তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন। কাজেই অসংখ্য শুক্রাচার্য্য-সম্প্রদায়—অসংখ্য হিরণ্যকশিপু—অসংখ্য কংস-জরাসন্ধ—অসংখ্য বিশ্বশ্রবা-নন্দন, তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না, পরন্তু ব্যতিরেক ভাবে তাঁহাদের হরিভজনের সহায়তা করিবে—তাঁহাদের সেবা-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে—তাঁহাদের চিৎ সাহিত্য-শোভা বিস্তার করিবে।

(ক্রমশঃ)

দায়ী কে?

(পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী)

ইদানীং বহুস্থলে অভিভাবকেরা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন আজকালকার ছেলেপিলেরা একেবারে অবাধ্য ও উদ্ধত প্রকৃতির হওয়ায় সংসারে শান্তি মোটেই নাই; কথাটী অতি সত্য। ইহার প্রমাণ ঘরে ঘরে বিদ্যমান। আজকাল অধিকাংশ পুত্রই মাতা-পিতার ভরণ পোষণ একটী অতিরিক্ত বাজে কাজের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে সুতরাং বৃদ্ধ অবশেষে পেন্সনের টাকা কয়টী লক্ষ্য করিয়া একক অথবা সস্ত্রীক কাশীবাসই শ্রেয়ঃ মনে করিতে বাধ্য হন। ঐরূপ না হইলেও অধিকাংশ [illegible] এবম্বিধ অবস্থা [illegible] এরূপ অবাধ্যতা [illegible] বিপরীত ঘটিবার মূল কারণ কি? অধিকাংশ যুবকমহলে এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা হইতে ঢুকিল? ইহার জন্য প্রকৃত দায়ী কে? এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে এই সমস্ত বিষয়—আলোচিত হইবে। যদিও বা কথাগুলি অনেকেই জানেন, অথবা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা হইতেছে না, কিন্তু যাহাতে যথার্থ প্রতিকারের ব্যবস্থা পর্য্যবসিত হয় তাহার অনুসন্ধানে আমরা অনেকেই উদাসীন, অথবা স্বকীয় অপটুতা দোষে তাহা তত কার্য্যকরী হইবে বলিয়া গ্রাহ্য করিবার অবসরও নাই।

আমরা প্রথমেই বিচার করিব যাঁহারা ছেলেদের অভিভাবক সাজিয়াছেন, তাঁহারা সত্যসত্যই অভিভাবকত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন কি না? যদিও বা কথাটা একটু নূতন রকমের বলিয়া বোধহইতেছে, তথাপি এইটাই সংসারী প্রত্যেক মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ভবিষ্যতে সংসারীই হউন আর সংসার উদাসীই হউন প্রত্যেক ব্যক্তিই বাল্যকাল হইতে মনুষ্যোচিত জীবনযাপন করিতে অভ্যস্ত হইলে বয়ঃপ্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনুষ্যত্ব ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃত গৃহস্থ তিনি, যিনি স্বয়ং পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া—নিজ নিজ গৃহস্থিত পুত্র পরিজনাদিকে—সেই ভাবে গঠিত করেন; অর্থাৎ গৃহস্থিত আশ্রিত—পরিবার পরিজনেরা আদর্শ চরিত্র অন্যত্র অন্বেষণ না করিয়া স্ব স্ব গৃহেই পূর্ণ আদর্শ চরিত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর যদি অভিভাবকগণ, নিজের ঘাড়ের উপর এতবড় দায়িত্বপূর্ণ বোঝা থাকা সত্বেও নিজেকে স্বতন্ত্র, কাহারও শাসন মানিয়া চলিতে হইবে না, ভাবিয়া—স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী অলস, লম্পট, মিথ্যাবাদী, বিলাসী ইত্যাদি বিশেষণে অলঙ্কৃত হন, তাহা হইলে—গৃহস্থিত আশ্রিত জনেরা সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, অতি সহজে, দ্রুত বেগে একমাত্র অবনতির দিকেই অগ্রসর হইবেন। বর্ত্তমানে হইতেছেও তাহাই। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে অল্পকাল মধ্যেই অভিভাবকগণ দীর্ঘ নিশ্বাসের চরম ফল প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং ভাবী অভিভাবকগণ! সাধু সাবধান!

এইত গেল অভিভাবকের অভিভাবকত্ব। তাঁহাদিগের পিতৃ পিতামহাদির কল্যাণে, ভাগ্যে যাহা ছিল হইয়াছে, কিন্তু এখন ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের আশ্রিত পুত্র, পৌত্রাদি বালকগণ, যাহাতে [illegible] লাভ করিয়া [illegible]

অভিভাবক, বালকের পিতা, মঙ্গলকামী অভিভাবকগণের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে কি? মা পিতা অর্থোপার্জনের উপায়ে ব্যস্ত থাকিয়া তরুণ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী পাশ করাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া নিরীশ্বর নীতিশূন্য জীবন যাপনের চেষ্টা করিলেই কেন দোষ হইবে? প্রকৃত পক্ষে যদি তাহাই হয়, তবে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছেলেরা উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী হইবে, তাহাদের দোষ কি? তরলমতি বালকগণ যেমন দেখে তেমনই শিখে, আজীবন সেই স্বভাবেই অভ্যস্ত থাকে।

সুতরাং নামে অভিভাবক না হইয়া প্রকৃত পিতা বা অভিভাবক হইতে হইলে ছেলেরা যাহাতে শিক্ষার্থী অবস্থায় নিত্য মঙ্গলদায়ক পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ গুরুভক্তি, ভগবদ্ভক্তি, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, দেশভক্তি, সমাজসেবা ইত্যাদি স্বরূপতঃ একই কার্য্য জানিয়া সমস্ত ভক্তি বা সেবার মালিক একমাত্র অধোক্ষজ বস্তু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আশ্রয় করিতে পারে ও ইহ সংসারে ত্রিতাপমুক্তি লাভ করিতে পারে, ভবিষ্যতে নিজে অভিভাবক হইয়া উদ্দিষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তৎপ্রতি সবিশেষ মনোনিবেশ করা কি প্রতি বালকের অভিভাবকের অভিভাবকত্ব বা ভালবাসার সুমহান নিদর্শন ও চরম ফল নহে? সকল ছেলের অভিভাবকগণের এক মাত্র কর্ত্তব্য, বালকদিগকে ৮।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যা অধ্যয়নার্থ গুরু গৃহে প্রেরণ। অবশ্য আজকাল গুরুগৃহের অনুকরণে নানাস্থানে টোল, চতুষ্পাঠী নাম দিয়া বিদ্যাগারের অনুকরণে যে প্রকার একটা ব্যবসায়াগার খোলা হইয়াছে, তাহাতে নানা প্রকার ব্যবসায়ীদের কথাই শিক্ষা দেওয়া হয়, অর্থাৎ কি প্রণালীতে ভাগবতাদি পাঠ শিক্ষা করিলে, প্রাকৃত জড়াভিনিবেশে নরনারীগণের চিত্ত সহজে আকর্ষণ করা যায় এবং তাহাতে কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা ত্রিবিধ কাম্য বস্তু সহজে করায়ত্ত হয় ইত্যাদির জন্য নানাপ্রকার অজভঙ্গী হাবভাব মাত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রকৃত বিদ্যা অর্থাৎ যদ্দ্বারা শ্রীভগবানকে ও শ্রীভগবদ্ভক্তকে জানা যায়, তথা কথিত গুরুগৃহে তাহার লেশমাত্রও জানিবার উপায় নাই। তাহারা চাক্ষুষ প্রমাণ এত বড় বড় গোস্বামী, মহন্ত, ব্রজবাসী, নাম কিনিয়াও একমাত্র কলি-কলুষহারী শ্রীগৌর-সুন্দরকে জানিলেন না। যদি শ্রীগৌরসুন্দরকে জানিতেন বা মানিতেন তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শুনিয়া মহাপ্রভুর নিষেধাজ্ঞা কলি স্থান অন্যথা করতঃ যথার্থ ভাগবত-পাঠের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন; তাহা হইলে একহাতে হুকা আর এক হাতে মালার ঝোলা থাকিত না। যাঁহারা শ্রীভগবানকে মানেন না, তাঁহারা তাঁহার ভক্তগণকে তত মানেনই না, মানিবেন কি? শুধু অভিমান আমি গুরু, ভাগবত পাঠক ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণু সেবার অনুকূলে বৈষ্ণবোচিত সদাচার অবলম্বন করা বা শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের লক্ষ্য নাই। তেমন গুরুগৃহে এমন সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মের একটা জীবন অর্পণ করা অপেক্ষা প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করাই বরং শ্রেয়ঃ। কুশিক্ষার এমনি মোহ যে, জানিয়া শুনিয়াও কুশিক্ষার কুফল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় না।

যে বিদ্যালয়ে পরবিদ্যা, প্রকৃতবিদ্যা, শ্রীভগবানকে জানিবার সোপান বিদ্যা, এবং শ্রীভগবৎ সেবানুকূল্যে সদাচার-সমন্বিত বিদ্যা লাভ করা যায়, যে বিদ্যালয়ের গুরু বা শিক্ষক স্বয়ং আচার্য্য অর্থাৎ শিক্ষার বিষয়গুলি স্বয়ং আচরণ করিয়া হাতে কলমে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাঁহাকে আদর্শ রাখিয়া জীব পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন, যাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী স্বয়ং বেদবাণী, শ্রবণ মাত্রে জীবের অনাদিকালের কুসংস্কার বিদূরিত হয়, যাঁহার প্রত্যেকটী বাণীই মন্ত্র অর্থাৎ জীবের মনন ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদয় করায়, যাঁহার আদেশের সহিত সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবের শক্তি বিদ্যমান, যাঁহার আশ্রয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে কোন একটী বালক জগতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীকে শাস্ত্রতত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারেন, এমন যে জগদ্গুরুআচার্য্য, তাঁহার পর-বিদ্যাপীঠে বালকদের প্রত্যেক মঙ্গলেচ্ছু অভিভাবকগণ যদি বালকদিগকে পাঠাইতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই ইহ জীবনে অশান্তি ভোগ করিয়া কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকিবেন এবং বালকগণের চির অমঙ্গলের জন্য তাঁহারাই পরকালে দায়ী থাকিলেন।

শ্রীমায়াপুর
উৎসবোপলক্ষে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫০ সংখ্যার পর)

শ্রুতির পরম অর্থ
বেদান্ত ব্রহ্ম বিজ্ঞান।
মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন জনে
জানাইতে চিৎ সন্ধান॥
কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত বৌদ্ধ
ভুক্তি মুক্তি কর্ম্মিগণে।
চিদ্বিলাসে প্রবর্ত্তেন
প্রেমভক্তি সুভাষণে॥
বিশ্বব্যাপার ইন্দ্র জাল
সুখ দুঃখে বিপরীত।
বিবর্ত্ত কায়া ছায়ায়
অজ্ঞজন বিমোহিত॥
মায়ারঙ্গমঞ্চে এই
বিবর্ত্তের অভিনয়।
বুঝিলেও মায়া মোহিনী
করে অজ্ঞে বিপর্য্যয়॥
লেখক গায়ক বক্তা
সমন্বয়ী নব্যজন।
সত্যবাদী ব'লে তা'রা
করে কত আস্ফালন॥
বর্ত্তমানে চিন্তা-স্রোত
কর্ম্মজ্ঞান প্রবাহেতে।
কেবল জড়প্রতীতি
ভ্রমে পরে সত্য হ'তে॥
'সত্যং পরং' ত্রিকাল সত্য
আপনি প্রকাশ হয়।
সমর্থন সংগঠন
মন ছাঁচে ঢালা নয়॥
শ্রীমঠে বৈষ্ণবগণ
একমাত্র উপাসক।
বেদান্ত বিস্তৃত "নাদ"
একমাত্র প্রকাশক॥

(ক্রমশঃ)

(স্থানীয়)

বৈশাখ মাসের ১৮।১৯ দিন হইতে চলিল, আজিও এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। চারিদিকে জলাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। লোকে বাসন মাজিবার জলটুকু পর্য্যন্তও পাইতেছে না, পুষ্করিণীতে জলাভাবে মৎস্যগুলি মরিয়া যাইতেছে। শ্রীধাম মায়াপুরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি স্থান সমূহে ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে। লোকে তৃষ্ণার অনুরূপ পানীয় না পাইয়া নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে। শ্রীচৈতন্য মঠের টিউবওয়েল হইতে গ্রামবাসীকে জল দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু একটী টিউবওয়েলের আর কত সাধ্য। শত শত লোকের আশা ভরসা মাত্র একটি টিউবওয়েল। টিউবওয়েলটীর কল খারাপ হইয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। এ দারুণ গ্রীষ্মের দিনে লোকে প্রখর সূর্য্যতাপে তপ্ত হইয়া যখন জল দাও, জল দাও করিয়া আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে, তখন সে দৃশ্য দেখিয়া কোন্ মনুষ্য হৃদয় না ব্যাকুল হইয়া থাকিতে পারে? সুতরাং শ্রীধাম মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহের জন সাধারণের পক্ষ হইতে আমাদের প্রার্থনা, সরকার বাহাদুর শীঘ্রই পানীয়ের কোন বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে লোকের জীবন বাঁচিবে না। দু'একটী টিউবওয়েলের বন্দোবস্ত করা হউক, কিম্বা ইন্দারায় ব্যবস্থাই করা হউক শীঘ্র যে কোন প্রকারে হউক গ্রামবাসীর পিপাসা শান্তি করা আবশ্যক হইয়াছে।

নানা কথা

আজ কাল কংগ্রেস্ কর্ম্মিগণের সুবহুল প্রচার ফলে চরকার প্রচার খুব বাড়িতেছে। কোন কর্ম্মবীর লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা ৫১৭০৩৭ এবং জনসংখ্যা ৩৩ কোটি। বর্ত্তমানে ৩০০০ গ্রামের ৯০ হাজার লোক চরকা ধরিয়াছে। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ৫০৮৬০লক্ষ গজ বস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাদের মধ্যে মাত্র ৮৪লক্ষ গজ খদ্দর চরকার প্রস্তুত হইতেছে। ইহাতে অনেকেই দমিয়া গিয়া বলিতেছেন, কোথায় ৮৪ আর কোথায়ই বা ৫০৮৬০লক্ষ। তাহাদের কথা এই যে, ৯০হাজার মাত্র লোক যদি ৮৪লক্ষ গজ কাপড় দিতে পারে, তাহা হইলে ৫০৮৬০ লক্ষ গজ কাপড় দিতে সাড়ে ৫ কোটি লোকের বেশী লাগিবে না। সুতরাং ৩৩ কোটির মধ্যে মাত্র সাড়ে ৫ কোটি লোক কিছু সময় চরকার জন্য ব্যয় করিলে বস্ত্র সমস্যার অনেক সমাধান হইতে পারে। অথচ লক্ষলক্ষ লোক যাহারা বেকার বসিয়া আছে, তাহারা বেশ দু'পয়সা অর্জ্জন করিতে পারিবে। কোন একটী কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই যদি লোকে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কার্য্যটীর উন্নতি হইবে কি করিয়া? যে সকল লোক কাজ না পাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের সামান্য কয়েকজন লোককেও তাঁতের কাজে নিযুক্ত করিলে তাঁতের প্রয়োজনের ক্ষেত্রটী পূর্ণ হইয়া যায়। আমরাও বলি, যে সমস্ত শ্রমিক এখন বেকার বসিয়া আছে, তাহাদের সকলের হাতে এক একটা চরকা দিয়া দিলে শ্রমিকগণ খাইয়া বাঁচিত, দেশের বস্ত্র সমস্যারও অনেক সমাধান হইত। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হয় না কি? শ্রমিকগণের পরিশ্রমের শরীর, শুধু বসাইয়া রাখিয়া লাভ কি?

শুনা যাইতেছে, যে জামসেদপুরে ধর্ম্মঘটের অবস্থা যেমন তেমনই আছে। সীট মিলের দেড় হাজার শ্রমিক, বয়লারের শ্রমিক, মেথর ও ঝাড়ুদারগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ৩।৪ হাজার লোক এখনও কার্য্য বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

বোম্বাই মিলের কলগুলি যাহাতে মরিচা ধরিয়া নষ্ট হওয়া যায়, সেই ব্যবস্থার জন্য মিলের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ নাকি ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কতকগুলি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছে যে, যাহারা কল পরিষ্কার করিতে যাইবে, তাহাদিগকে খুন করা হইবে। শুনা যায়, একদল কল-পরিষ্কারক নাকি বিশেষভাবে আক্রান্তও হইয়াছিল। পুলিশ আসিয়া রক্ষা না করিলে তাহাদের জীবন বিপন্ন হইত। গত ২৮শে এপ্রিল শ্রমিক নেতাদের অগ্রণীগণের সহিত বোম্বাইয়ের লাট সাহেব ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে যাহাতে শীঘ্রই ধর্ম্মঘট আপোষে মিটিয়া যায়, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিবে।

'ব্রিমেন' নামক যে জার্ম্মাণ বিমান আটলান্টিক পার হইয়া গ্রীণলী দ্বীপে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, উহা হঠাৎ নিউইয়র্কে আসিয়া পৌছিয়াছে। বিমান অবতরণ-ষ্টেশনে সংবাদপত্রের কয়েকজন সংবাদদাতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। জনতা নিবারণকল্পেই ঐরূপ আগমন-সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গত ২৮শে এপ্রিল আলিপুর জজ কোর্টের বিশ্রামগৃহের ছাদের উপর ঝাউগাছের এক বৃহৎ শাখা পতিত হইয়া ছাদটীর এক অংশ পড়িয়া যায়। ফলে ১জন লোক বিশেষভাবে আহত হইয়াছে, আরও দুই জনের আঘাত নিতান্ত কম নহে।

প্রকাশ যে, গত ১০ই বৈশাখ রাত্রিতে জগন্নাথ ঘাটে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ৭ জন কলেজের ছাত্র পদব্রজে দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিতেছেন। ইহারা ঢাকা হইতে রওনা হইয়াছেন এবং প্রত্যহ ২০ হইতে ২৫ মাইল হাটিয়া যাইতেছেন। মৈমনসিংহ, গফরগাঁওএর নিকটে একটী গ্রামে তাঁহারা রাত্রি যাপনের জন্য উঠিলে তাহাদিগকে টর্চ্চ, টুপি, লাঠি, ব্যাগ শোভিত দেখিয়া গ্রামবাসীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং বন্দুকাদি-সহ একটা মহা গোলমালের সৃষ্টি করিয়া তুলে। পরে ভ্রমণকারী যুবকদিগের নিকট ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেজের প্রিন্সিপাল প্রদত্ত সার্টিফিকেট দেখিয়া নিরস্ত হয়।

আসানসোলে সম্প্রতি এক মাড়োয়ারী এলাহি বক্স নামে একজন বয়স্ক মুসলমানের বাড়ীতে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে গিয়াছিল। এলাহি মাড়োয়ারীকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে গুহ আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন, বর্দ্ধমানের দায়রা জজ এলাহির ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্প্রতি দিনাজপুরে উকীলে মোক্তারে এক লড়াই হইয়া গিয়াছে। একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় শ্রীযুত জীবিত নাথ দাস এক পক্ষের মোক্তার ও শ্রীযুত রমেশচন্দ্র গুপ্ত অন্য পক্ষের উকীল ছিলেন। আদালতে মামলার বিচারকালে রমেশবাবু জীবিত বাবুকে বেশ কয়েকটী কড়া কথা শুনাইয়া দেন। পরে রমেশ বাবু কোর্টের বাহিরে আসিলে জীবিত বাবু তাঁহার ভাগিনের মুষ্টীর সাহায্যে রমেশ বাবুকে আক্রমণ করিয়া কিল, চড়, লাথি, ঘুঁষি প্রভৃতি চালান। রমেশ বাবু জীবিত বাবুর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করিয়াছেন। জীবিত বাবুও নাকি পালটা মোকদ্দমা করিয়াছেন। যাহা হউক শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের মধ্যে এইরূপ অভদ্র আচরণ, বিশেষতঃ কোর্টের মধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে বড়ই লজ্জাকর। মানুষ তাঁহার স্ব স্ব ইন্দ্রিয় সুখ সাধনের অপ্রাপ্তিতে না করিতে পারেন, এমন কোন ঘৃণ্যকর্ম্ম জগতে নাই। আমরা বিচার জানিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।

সিঙ্গাপুর হইতে 'ক্যাম্পেন' নামক ফরাসী ডাক জাহাজে করিয়া একজন ভারতবাসী মাদ্রাজে আসিতেছিল। মাদ্রাজ বন্দর হইতে জাহাজ খানি ১ মাইল দূরে আছে, এমন সময় ঐ ব্যক্তি জাহাজ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ল্যাইফ বোট ছাড়া হইয়াছিল, কিন্তু লোকটীকে পাওয়া যায় নাই। তদন্ত চলিতেছে।

পারস্য দেশের সন্নিহিত খানিকুনের নিকট নাফতখানে নামক স্থানে অ্যাংলো পারস্য অয়েল কোম্পানী একটা নূতন তৈলকূপ করিয়াছেন। ঐ কূপ হইতে প্রতিদিন ৪৫০০০০ গ্যালন তৈল উঠার সম্ভাবনা আছে। আর একটী তৈল কূপ সীমান্ত প্রদেশের ইরাকের দিকে অবস্থিত।

এই মাসে কৃষ্ণনগরে মহিলাদের মধ্যে সূতাকাটা প্রতিযোগিতা হইবে। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী মহোদয় ইহার প্রধান উদ্যোগী। প্রত্যেক মহিলার নিকট হইতে শুধু তোলা চরকা কাটা সূতা লওয়া হইবে, সূতার পরিমাণ ও মসৃণ হিসাবে যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা হইবে, তাঁহাকে কুঙ্কুম কুমারী গোল্ড মেডেল পুরস্কার দেওয়া হইবে। মহিলারা মে মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সূতা কাটিবেন, ১লা জুন সেক্রেটারীর নিকট সূতা পাঠাইতে হইবে। যাহারা মেডেল পাইবেন না, তাঁহারা তাঁহাদের প্রস্তুত সূতা বিক্রয়ও করিতে পারেন।

নাড়াজোলের নিকট কাটা দরজা গ্রামনিবাসী সতীশচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক মহাজনকে গ্রামবাসী কয়েকটী লোক বড় নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। প্রকাশ যে, ঘটনার দিন রাত্রি ১২টার সময় সতীশবাবু বাড়ীতে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, এমন সময় কয়েকটী লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বাড়ীর বাহিরে লইয়া যায়। সে রাত্রিতে তিনি আর বাড়ীতে ফিরেন নাই। পরদিন অনুসন্ধান করিতে করিতে বুড়ীগঙ্গা নদীর খাতের মধ্যে তাঁহার ক্ষত বিক্ষত দেহ পাওয়া গিয়াছে। ছয়জন গ্রামবাসীকে লোকে সন্দেহ করিতেছে। তাহারা নাকি সতীশ বাবুর নিকট হইতে বিনা খতে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। ছয় জনই গ্রেপ্তার হইয়াছে। উহাদের মধ্যে ১জন ব্রাহ্মণ নাকি সকল কথা স্বীকার করিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাখউরা গ্রামের নিকট সম্প্রতি এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য নবীনগর হইতে বাটী ফিরিবার পথে দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহার গলা কাটিয়া ফেলে। পুলিশ ঘটনার পর দিবস তাঁহার মস্তকবিচ্ছিন্ন দেহ পাইয়াছে। তিনি প্রসিদ্ধ ধনী মৃত শ্যামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন।

নিউ দিল্লীর 'অর্জ্জুন' সম্পাদক পণ্ডিত ইন্দ্র দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ক ধারা অনুসারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দিল্লীর দায়রা জজের সুপারিস সত্ত্বেও পণ্ডিত ইন্দ্রকে নাকি বিশিষ্ট বন্দী বলিয়া ধরা হইতেছে না। তিনি ৬০ দিন যাবৎ কষ্ট পাইতেছেন, এজন্য তাঁহার আত্মীয় স্বজন বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

[illegible] হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, আসামীর [illegible] দাদা আহমদের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দৈনিক 'তেজ' পত্রিকার ম্যানেজার মিঃ দেশবন্ধু ও অন্য তিন ব্যক্তির নামে বাদী সাধুবাদ এক মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। বাদী কিছু দিন পূর্ব্বে আর্য্য অনাথ আশ্রমের কর্ত্তা ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নিজেই এক অনাথ আশ্রম খুলিয়াছেন। পণ্ডিত যাদব ও স্যাদা রাজপৎ রায়ের নামেই বাদী টাকা সংগ্রহ করিতেছে, এবং বাদী নাকি সেকশ্যান ৫ গ্রেপ্তার হইয়াছেন—এই সংবাদ 'তেজ' পত্রিকায় মিথ্যা রচিত হইয়াছে। ইহাতে বাদীর আপত্তির কারণ হইয়াছে। বিচারক দেশবন্ধু ও অন্যান্য আসামীর নামে শমনজারী করিয়াছেন। প্রত্যেকেই ৫০০৲ জামিনে খালাস আছে। আগামী ১২ই মে বিচারের দিন।

গত বুধবার বেরারের বুলধানা জিলান্তর্গত চাঁদুর বিচুরা গ্রামে হিন্দু মুসলমানের ভীষণ দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৬ জন পুলিশ কনষ্টেবল গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

গত শনিবার প্রাতে ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় কলিকাতা ২নং রামকান্ত মিস্ত্রীলেনে কারামুক্ত রাজবন্দী রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। নিমতলা শ্মশানে তাঁহার শব দাহন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায়, ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত, সত্যেন্দ্র কুমার মিত্র, অনন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু কারামুক্ত রাজবন্দী ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ শবানুগমন করিয়াছিলেন। তিনি ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন ও ডাঃ ব্রাউনের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। তাঁহার রক্তাতিসার রোগ ছিল।

রাজকোটের রাজা এইরূপ আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজ্যের সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী অফিসের কাযে রাজকোট রাজ্যের নির্ম্মিত জিনিষ ছাড়া অন্য জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিবেন না। নিতান্ত পক্ষে অভাব হইলে অন্য স্থলের জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন। রাজার এইরূপে দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। অন্যান্য রাজ্যেও এইরূপ আদেশ অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বর্ণের ইতিহাস

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয় স্বদেশীয় অনুন্নত অধিবাসিগণের দ্বারা নিজ নিজ কর্ম করাইতেন। এই সকল লোক ত্রৈবর্ণিকদের ন্যায় বর্ণত্রয়ের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিত। ব্রহ্মাবর্ত্তে বাসকালে ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য আর্য্যগণ তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়া রাজ্যবিস্তারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত পূর্ব্বভাগে বর্দ্ধিত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত সসাগরা পৃথিবী আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত হইল। বিন্ধ্যের দক্ষিণেও আর্য্যগণের চতুর্ব্বর্ণাত্মক সমাজ-বিস্তার ধাবিত হইল। দাক্ষিণাত্যেও ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাহারও কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, একথা বলা যায় না, কার্য্যগতিকে আর্য্যগণ আপনা হইতেই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত বলেন—সত্যযুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ ছিল না, তৎকালে 'হংস' নামে একটী মাত্র বর্ণ প্রচলিত ছিল। মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৮৮ অধ্যায়ে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং
জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং
গতম্॥

ভরদ্বাজ বলিলেন, স্থাবর ও জঙ্গমগণের অসংখ্য জাতি। সেই বিবিধ বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নিরূপিত হয়? ভৃগু বলিলেন বর্ণসমূহের বিশেষ নাই। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

কর্ম্মের দ্বারা আর্য্যগণ এই প্রকার ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া আপন আপন দল গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ যাঁহারা একবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেন, তাঁহারা এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ যেমন একদল গঠন করিলেন, ক্ষত্রিয়গণও সেইরূপ অপর একটী দল গঠন করিলেন। বৈশ্যগণ তাদৃশ বল লাভ করিতে পারিল না, যেহেতু তাহাদের রাজনৈতিকবল ও বুদ্ধিবল উভয়েরই অভাব ছিল। শূদ্রগণ ... এই তিনটীদের মধ্যেই ...

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় একে অন্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বিবাদ-দাবানল প্রজ্বলিত করিলেন। পরশুরামের সময় ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে যে-পরাজয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। পরে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগকে সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় ধ্বংসের অব্যবহিত পরেই শকগণ ভারতবর্ষে আগমন করে। যে সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবলভাবে চলিতেছিল, তখনই শকগণ এদেশে আগমন করেন।

এখন দেখা যাইতেছে, দৈবাধিকার অর্থাৎ কশ্যপসন্তানদিগের রাজত্বকাল হইতে বর্ণবিভাগ প্রবলরূপে চলিয়া আসিতেছে। অগ্রে বর্ণবিভাগ ছিল না পরে বর্ণবিভাগ হইল এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইল। দেবতাদিগের এই বর্ণ-বিভাগ-কৌশল দেখিয়া তাঁহাদের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক বিচার-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, বেদ বলিতে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকেও বুঝিতে হয়। ব্রহ্ম—যাহা অপেক্ষা বৃহদ্ বস্তু আর কিছু নাই অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। অর্থাৎ যাঁহারা আস্তিক্য ধর্ম্মযুক্ত হইয়া ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বেদ আলোচনায় রত থাকিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। মনুসংহিতারও বাক্যের দ্বারাও অনুমিত হয়—যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদ-মন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন না করে সে অন্বয়াদির সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

ক্ষত্র—ত্রাণকর্ত্তা, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন। আর যাঁহারা হীনবল হইয়া ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা বৈশ্য এবং অপরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া যাঁহারা জীবিকার্জ্জন করিতেন, তাঁহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইতেন।

এই বর্ণবিভাগপ্রথা বর্ত্তমানে নব্য সম্প্রদায়ী শিক্ষিতাভিমানিগণের নিকট আদৃত না হইলেও ইহা দ্বারা জীবের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গাঢ়রূপে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। জাতিভেদ প্রথা রহিত হইলেই দেশের সম্যক মঙ্গল হইবে—ইহা যে নব্য যুবকদলের পাশ্চাত্য-অনুকরণের নিজ বিবেকহীনতার পরিচয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে জাতিভেদ ছিলনা বা বর্ত্তমানে নাই, তাঁহারা এক সময় সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহাদের কি দশা। যে জাতি কত উন্নত হইবে, তাঁহাদের সমাজে সেই পরিমাণে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক বিকাশ পরিস্ফুট হইবে। অন্যান্য দেশের সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমাজে যতটুকু সৌন্দর্য্য বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে তাহাও স্বভাব-জনিত বর্ণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। য়ুরোপে যে ব্যক্তি বণিক্ স্বভাব, সে বাণিজ্যই ভালবাসে ও বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রস্বভাব সে মিলিটারী লাইন বা সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেছে। যে শূদ্রস্বভাব সে সামান্য সেবা-কার্য্য বা চাকুরী ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলিতে পারে না। তবে ভারতে যেরূপ বর্ণ বিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক আকারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না, এই মাত্র বলা যাইতে পারে। য়ুরোপে সভ্যতা ও জ্ঞান যত উন্নত হইবে, বর্ণ ধর্ম্ম ততই বৈজ্ঞানিক আকারে তাহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে আর পাশ্চাত্যানুকরণে ভারত যত অধঃপতিত হইবে ততই সেই সমাজে বর্ণ ধর্ম্ম ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকিবে। এখন ভারতের উন্নতির অবস্থা নয়, এখন ক্রমশঃ অবনতির দিকে চলিয়াছে, তাই বোধ হয় ধ্বংসের প্রাগভাব বর্ণধর্ম্মের শৈথিল্য ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছে।

বঙ্গের গৌরব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উপসংহার

উপসংহারে আমাদের আলবার্ট হলের মাননীয় সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী এবং যাবতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের সমীপে নিবেদন এই, হে বঙ্গের কৃতিসন্তানগণ! হে ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ! হে স্বদেশ-সেবকগণ! আপনারা অকপটভাবে নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান করুন। প্রচ্ছন্ন নিরপেক্ষতার বাহ্য-চাকচিক্যে ভুলিবেন না। মনে রাখিবেন, যেখানে আদর্শ-চরিত্র নাই—আদর্শ ত্যাগ নাই—যথার্থ অকপট আত্ম-সমর্পণ নাই—শ্রৌত-পন্থার আদর নাই, কেবল মুখের ফাঁকা আওয়াজ ও বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, সেখানে সত্য নাই, সত্যের আবরণে—অন্তরালে কুহকিনী-মায়াদেবীর নৃত্য। তাহাতে ভুলিবেন না, সর্ব্বনাশ হইবে। সাধু হইতে না পারেন, ক্ষতি নাই, সাধুবেশী অসাধুর দলে ঢুকিবেন না। বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু জগতে সর্ব্বত্র বিরাজিত—অণুপরমাণুতে বিভুরূপে বিরাজিত—প্রত্যেক হৃদয় চৈতন্যদেবের জন্ম-লীলা স্থান, তথায় শ্রীচৈতন্যের অনুসন্ধান করুন। অচৈতন্য ব্যক্তিগণের—অশ্রৌতপন্থিগণের দ্বারা বিপথগামী হইবেন না। ইতিহাসের মধ্যে চৈতন্যকে পাওয়া যায় না—প্রাকৃত সাহিত্যের মধ্যে চৈতন্যকে পাওয়া যায় না—নিষ্কপট ভক্তের হৃদয়ে চৈতন্যকে পাওয়া যায়। আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে সর্ব্বাগ্রে চৈতন্যের জন্মস্থান করুন, তাহা হইলে চৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয় করিতে পারিবেন—বুঝিতে পারিবেন—দর্শন করিতে পারিবেন—স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। নতুবা সন্ধিনী-শক্তি-প্রকটিত চৈতন্যের জন্মভূমি, প্রাকৃত প্রত্নতত্ত্ববিদের পরমাণুরূপে, আপনাদের লোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া চৈতন্যের জন্মস্থান-দর্শনে বিঘ্ন ঘটাইবে—উহাকে জড়ভূমিরূপে প্রতীতি করাইয়া আপনাদিগকে জড়-চিন্তাস্রোতে ধাবিত করাইবে—জড় কামনাবাসনার আবর্ত্তে ফেলিয়া নানা-প্রকার কষ্ট দিবে। তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া প্রচারিত নবদ্বীপের একটি দ্বীপ—বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর। সেখানে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার তাণ্ডব-নৃত্য। এইরূপ চৈতন্যের শত শত জন্মভূমি আবিষ্কারে বঙ্গের কি গৌরব হইবে? কাহার কি কল্যাণ হইবে? চৈতন্যের ভূমিতে বাস করিয়া যদি আমার চৈতন্যই না হইল, তাহা হইলে বৃথা পরিশ্রম করিয়া লাভ কি? তাই বলি, আগে স্ব স্ব স্বরূপ নির্ণয় করুন—শ্রৌতপন্থায় নিজ হৃদয়ে চৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয় করিয়া—সর্ব্ব হৃদয়ে চৈতন্যের জন্মস্থান বিস্তার করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

দুর্ভিক্ষ দমন

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং
গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং
ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥

হে ভক্তগণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ করুন, নিত্য গান করুন, আনন্দ সহকারে নিত্য চিন্তা করুন। জগতের সকল কথাই একাধিকবার আলোচনায় পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে, লোকের ক্লান্তিরসায়ন হয় না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনে পুনরুক্তি দোষের সম্ভাবনা দূরে থাকুক—'আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতি-পদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।' শ্রীভগবৎকথা নিত্য পুরাতন, নিত্যনূতন, নিত্য হৃৎকর্ণ-রসায়ন সনাতন কথা। ভাগ্যক্রমে

একবারও যাঁহার কর্ণকুহরে শ্রীগৌরাঙ্গের মধুমুরলীরব ধা প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের সকল মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে—গৌরকথামৃত পান করিবার জন্ত তাঁহার প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিয়াছে—কোথায় গৌরভক্তগণ কখন গৌর-গাথা কীর্ত্তন করিবেন, কখন সে মধুমাখা কথা শুনিবার সৌভাগ্য তাঁহার আসিবে, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। গৌর-নাম-গান-শ্রবণ-যোগ্যতাবিহীন ভাগ্যহীন মানবগণই গৌর-গাথার নিত্য-প্রবহমান মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিরক্ত হন। ভাগ্যহীন মানব এখন ইতর কথায় ইতর কার্য্যে এত মত্ত যে, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার সময় তাঁহাদের নাই। জগতে আজ দুর্ভিক্ষ মহামারী দমনের জন্ত কত না চেষ্টা চলিতেছে—লোকের তাহাতে কতই না উৎসাহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু হরিকথার যে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আজ সমস্ত জগৎটাকে গ্রাস করিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বসিয়াছে, জগতের কয়টী হৃদয় সে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্ত ব্যগ্র হইয়া যথার্থ হৃদয়-বত্তার পরিচয় দিতেছেন? যে ভারতে যুগে যুগে ভগবান্ সপার্ষদ স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ এবং ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছে, যে ভারতভূমিতে আজ বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জগৎ নিজনাম-প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন, অদ্যাপি কোন কোন ভাগ্যবান জন যে প্রেমবন্যায় ভাসিতেছেন, যে ভারতে আজিও নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি ভগবল্লীলাক্ষেত্র ও গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি ভগবানের বিহারস্থলীসমূহ ভগবানের শ্রীচরণরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তগণকে ভগবদ্বিরহ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, যে ভারতে ভগবান শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপায় ভগবৎকথার অত্যন্ত সুভিক্ষ হইয়াছে, আজ সেই ভারতে ভগবৎকথার দুর্ভিক্ষ, ইহা বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অথবা ভগবৎকথা আছে, কিন্তু সে কথায় প্রাণ নাই, যে কথার জীবন গৌরসুন্দর নহেন, যে কথার জীবন হইয়া পড়িয়াছে কনক, কামিনী লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি—সে কথায় কেবল জীবন জড়েন্দ্রিয়-তোষণ। সত্যকথার আদর নাই, থাকিবেই বা কি করিয়া? সত্যানুসন্ধিৎসাই যে জীবের নাই। সত্যকথা শুনিবার বা জানিবার ইচ্ছা থাকিলেই ত' জীব খুঁজিবে কোথায় সত্য—কোথায় শুদ্ধভক্ত—কোথায় শুদ্ধাভক্তি, নচেৎ কোথা হইতে সে প্রয়োজন আসিবে? ভগবৎকথা কীর্ত্তনে লোকে চায় কাহার কিরূপ কণ্ঠস্বর, কাহার কিরূপ প্রাকৃত জাগতিক পাণ্ডিত্য, কাহার কিরূপ শ্রোতার মন-ভুলান হাবভাবের বিচিত্রতা, কাহার পয়সা লওয়ার কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ইত্যাদি। যে ব্যক্তি দুই চারিটা গান গাহিয়া, নানাভাব ভঙ্গী দেখাইয়া লোকের মন মুগ্ধ করিতে পারে, সে ব্যক্তি হইতেছে আজকালকার বড় পাঠক, বড় কীর্ত্তনীয়া। অজ্ঞজনসাধারণ পাঠকের বা কীর্ত্তনীয়ার ব্যক্তিগত চরিত্রের—ভক্তিকথা কীর্ত্তন যোগ্যতার বিষয় বিচার না করিয়াই চাহে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ! ভগবৎকথা হইয়া পড়িয়াছে বর্ত্তমান জগতের দেহযাত্রা নির্ব্বাহের একটী উপায়। যে ভগবৎকথা ভক্তিসহকারে শ্রবণ, পঠন, বিচারণপর হইয়া জীব সংসার-বন্ধন মুক্ত হওয়ার কথা কি, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণপাদপদ্মসুধারসাস্বাদনে উন্মত্ত হইতে পারে, সেই ভগবৎকথা শ্রবন কীর্ত্তন দ্বারা কিনা জীবের নৈতিক চরিত্র সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং সে পশুরও অধম হইয়া নিতান্ত ঘৃণ্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক নরকপথের যাত্রী হইয়া পড়ে। জীবের এ দুর্দ্দশার কথা বর্ণন করিতে হস্ত হইতে লেখনী শিথিল হইয়া পড়ে, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে, বক্ষে শেলবিদ্ধ হইতে থাকে।

এখন জীবের কর্ত্তব্য কি? চারিদিকে অন্নজলাদির চিন্তাতেই লোক অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সমস্ত অভাব অসুবিধার মূলীভূত কারণ যে হরিকথার দুর্ভিক্ষ, তাহার নিরসন চিন্তা করিবার জন্ত এমন কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির উৎসাহ দেখা যায়—জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা-দুঃখে কাহারই বা প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে? আজ ধর্ম্মের নাম করিয়া যে ব্যভিচার স্রোত জগতের বক্ষে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহার গতিরোধ করিবার জন্ত এমন কোন্ মহাপ্রাণ অগ্রসর হইতেছেন? ভারতে কি তবে এমন প্রাণের অভাব হইয়া পড়িয়াছে?

যে নৈমিষারণ্যে একদিন শ্রীসূত গোস্বামী ভাগবতকথা শ্রবণ করাইবার জন্য ষষ্টিসহস্র ঋষি শ্রোতা পাইয়াছিলেন, যে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ সমর্থন করিতে কোটী কোটী প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, যে নদীয়ায় একদিন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রিয়ভক্তগণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্ত শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিবার জন্ত কোটার্ব্বুদ নরনারী 'হা গৌর' 'হা গৌর' বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিত, যে নবদ্বীপ হইতে একদিন গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছিল, আজ সে নৈমিষারণ্য সে কুরুক্ষেত্র, সে নবদ্বীপ কি একেবারেই নীরব-নিস্তব্ধ, আজ সেখানে একটীও প্রাণ পাওয়া যাইবে না ভগবৎ সেবার জন্ত উৎসর্গীকৃত হইতে। জগৎ আজ বস্তুতঃই কি প্রাণহীন, কেননা প্রাণ থাকিলেই ত' ভক্তিকথার আচার প্রচার কার্য্য থাকিবে?

জগতে আজ এক মহা দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জগতের এই বিপুল নৈরাশ্যের মধ্যে আবার আশাও আছে—শুষ্ক মরুভূমির মধ্যেও তৃষাতুর জীবগণের জন্ত ভগবান্ মরুদ্যানেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—হরিকথার অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের মধ্যে আবার প্রচুর পরিমাণে সুভিক্ষও আছে। এখনও শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সমস্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক গৌরসুন্দর-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথামৃত লইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন, ভাগ্যবান্ জনগণই কেবল গৌরভক্তের পাদ-পদ্মাশ্রয়ে সে অমৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। কিন্তু গৌরভক্তগণ চাহেন, গৌরসুন্দরের আনা প্রেমবন্যায় সমস্ত বিশ্ব প্লাবন করিতে, হরিকথার দুর্ভিক্ষ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে, তাই তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যাকুল হইয়া সকল দেশবাসীকে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন, সকলে মিলিয়া হরিকথার দুর্ভিক্ষ দমনে কৃতসঙ্কল্প হইতে বলিতেছেন। ভক্তগণের এ কাতর আহ্বান যদি কাহারও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে আসিয়া এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

'জাগিয়া ঘুমানো'।

(পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী)

ফাল্গুনমাস। রাত্রি ৪—১৮মিনিট। নর্থবেঙ্গল একসপ্রেস্ রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছান মাত্র, আমি নামিয়া পড়িলাম। কৃষ্ণনগর সিটির টিকিট থাকায়, টিকিট কালেক্টর বাবুকে দেখাইয়া প্লাটফরমের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ট্রেণ খানাতে স্থান অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। সেদিন এত ভিড় যে কোন কামরাতেও স্থান নাই। অগত্যা বহু অনুসন্ধানে, একখানা আলোকশূন্য চাবিবদ্ধ গাড়ী পাইলাম। বাহিরের ক্ষীণালোকের জ্যোতিতে দেখিয়া ও অনুমানে বুঝিলাম এই গাড়ী খানায় অত্যধিক যাত্রী নাই। এই খানেই উঠাযাউক। আমি একা মানুষ, পুঁটুলিও বেশী বড় নয়, তথাচ দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আমাকে গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। প্রবেশ করিয়াই দেখি চারি খানা বেঞ্চে ২৬জন বসিবার স্থানে ৬জনেই অধিকার করিয়া নিদ্রিত। আমার সাড়া পাইয়া অন্যান্য বেঞ্চের ওজন পা গুটাইয়া উপবেশন করিলেন, আর আমার নিকটবর্ত্তী বেঞ্চে যিনি শয়নে, তিনি বরং মাথায় গায় আলোয়ান খানা ভাল করিয়া জড়াইয়া সটান দীর্ঘাকার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, কি জানি বাকি স্থান টুকু যদি অন্যের অধিকার ভুক্ত হইয়া যায়। রাণাঘাটের জংশন তো! এর মধ্যেই বিভিন্ন দিক হইতে অনেকগুলি ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ফলে আরও বহু বহু যাত্রী স্থানাভাবে এই অন্ধকার গাড়ী খানার সম্মুখেই ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। চাবি বদ্ধ থাকায় কেহই উঠিতে পারিতেছে না। এমন সময়ে রেলের একজন কর্ম্মচারী দয়া করিয়া অন্যান্য গাড়ীর চাবি তদন্তের সঙ্গে সঙ্গে এই খানার চাবি বদ্ধ দেখিয়া, খুলিয়া দিলেন। চাবি খোলা মাত্র হুড় হুড় করিয়া প্রায় জনা ৩০।৩২ লোক ঢুকিয়া স্থানাভাবে মহা কোলাহল উপস্থিত করিয়া দিল। এই নবাগত যাত্রী অধিকাংশই চাষী, ধান বাস কার্য্যে নানাস্থানে যাওয়ার জন্য খুব ব্যস্ততা দেখা যাইতেছিল। তখন প্রায় ভোর ৫।০টা বাজে, সকল হইয়া গিয়াছে। লোক গুলির দাঁড়াইবার স্থানাভাব অথচ ঐ জামা কাপড় দ্বারা সজ্জিত ভদ্র বেশধারী ব্যক্তিটী শয়নে আছেন দেখিয়া, আমি অনেক চেঁচামেচি করিলাম। এমনকি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া একটু নাড়া চাড়া বা ধাক্কা দিতেও ত্রুটী করি নাই। তাহা হইলে কি হইবে, তিনি যদি সত্য সত্য ঘুমন্ত থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই এত গোলমাল শুনিয়া জাগিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িতেন। কিন্তু তিনি যে জাগিয়া ঘুমাইতেছিলেন! অর্থাৎ ঘুমের ভাণ করিতেছিলেন। যাহা হউক কোন প্রকার কায় ক্লেশে ঐ সকল লোক কেহ দরজায় ঠেস্ দিয়া, কেহ নীচে বসিয়া, কেহ বেঞ্চে না বসিয়া না দাঁড়াইয়া, থাকিতে বাধ্য হইল। এর মধ্যেই ৫-৪০ মিনিটের সময় ট্রেণখানা কৃষ্ণনগর অভিমুখে রওনা হইল।

পূর্ব্বদিক নবীন রাগে রঞ্জিত করিয়া প্রভাকর নূতন বেশে যখন জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া আমার ন্যায় মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত মানবকে জাগাইবার সঙ্কেত করিতেছিল, তখন ট্রেণখানা বীরনগর নামক একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে ক্ষণ বিশ্রাম জন্য আসিল, এমন সময়ে [illegible] বয়সের একটী বালক [illegible] লাফাইয়া আমাদের গাড়ীতেই [illegible]

এদিকে ট্রেন ছাড়িবার নাম নাই, তবু সেই ছেলেটা একটা গান ধরিল, "পোহাইল রজনী, তবু কি অজহি, ভাঙ্গিল না আমার বন্ধুর কাঁচা ঘুম। সোহাগে সোহাগে, সারা নিশি জেগে, কুহু কোকিল ডাকের আগে দিয়েছে রে ঘুম"।—যেই গানটী বলা আর অমনি সেই তন্দ্রা নিদ্রিত ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিটী গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িলেন। অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে পূর্ব্বের ত্রজন ভদ্রলোকের ন্যায়ই বোধ করিতেছিলাম; কিন্তু জাগিয়া বসা উঠায় কি প্রকারের ভদ্রলোক, কোন্ বিশেষত্ব দ্বারা ইঁহার বৈশিষ্ট্য ততোধিক লক্ষিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ার এখন সর্ব্বাঙ্গ দর্শনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া গেল। অর্থাৎ ইঁহার ভদ্রবেশের বিশেষ লক্ষণ মাথায় শিখা নামক এক গোছা কেশ, আর গলদেশে মালিকা নামক ৩টী ছড়া। নাসিকায় গোপী চন্দন দ্বারা শ্রীহরিমন্দিরও রচিত হয়, লক্ষণে প্রকাশ পায়। অপর তিন মূর্ত্তিতে তাহা নাই। যাহা হউক ভদ্রলোকটি উঠিয়াই ছোকরার গানে তান ধরিলেন। অন্য কান বন্ধের সাহায্যে নহে, হাতে ও অঙ্গে। আমার পার্শ্বেই স্থূলকায়, শ্যামবর্ণের, মালা শিখাধারী আর একটী প্রৌঢ় ব্যক্তিও ছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় একটা কনকাঙ্গুরীতে জি, এস, লেখা আছে। নামটী আমার ঠিক মনে নাই, কি এক সাহা, বাড়ী মুর্শিদাবাদ লালগোলা ঘাটের সন্নিকট, শুকপাট শান্তিপুর ইত্যাদি পরিচয় দিলেন। তিনিও বালকের গানে বেশ খানিক আনন্দ উপভোগ করিয়া লইলেন বলিয়া ভাব ভাবে সাড়া পাওয়া গেল। বালকটীর বয়স ১৪।১৫ বৎসরের অনুর্দ্ধ হইলেও চেহারায় বেশ ইঁচড়ে পাকা বলিয়া মালুম হইল। কারণ বয়সের অনুপাতে চেহারায় কমনীয়তা বা লাবণ্য কিছুই নাই। চক্ষু লাল বর্ণ, অধরোষ্ঠ বাহিরে কাল ভিতরে তাম্বুল রাগে রঞ্জিত, বর্ত্তমান ফ্যাসনে এলবার্ট কাটা কেশ, অবশ্য টিকটিকির লেজের ন্যায় নাম মাত্র শিখা আছে বটে, পরিধানে কৌপীনের আকারে নেংটী ও বহির্ব্বাসের আকারে ৩।৪ হাত বস্ত্রাবৃত অঙ্গশায়। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ খানা বাদকুল্লা ষ্টেশন ধরিল, বালকটীও এখানে প্রাপ্যের বেশী কোন আশা নাই দেখিয়া, তাড়া তাড়ি নামিয়া গেল। কেবল ঐ স্থূলকায় সাহা ভদ্রলোকটী তাঁহার কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পারিশ্রমিক কিছু দিলেন, আর উল্লিখিত নব জাগরিত ব্যক্তি তাঁহার ঘুম ভাঙ্গানোর উপযুক্ত গানটী গাহিয়াছিল বলিয়া বালককে কিছু বকসিস্ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। আর আরোহী দিগের মধ্যে প্রায় সবই নিরক্ষর চাষী। তাহারা এ গানে বড় সুখ পায় নাই; আমি ত, চাষীদের চেয়ে শত গুণে বেবুক, বেরসিক, অপর ৩ জন ভদ্রলোকেও কতকটা আমার দলভুক্ত। বরং আমরা ইঁহাতে বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছিলাম যে, এতটুকু কাচ ছেলে, বোধ হয় মুখের এখনও মাতৃস্তন্যের গন্ধ দূর হয় নাই, তাহার মুখে এত সব অশ্লীল রসিকতা পূর্ণ গান! এ শিখাইল কে? এই রূপ ব্যাপার একটী দুইটী স্থানে নয় প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। বাবুদেরও এইরূপ অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিতে খুব আনন্দ বোধ হয়। যে দেশে যে সমাজে সামান্য নীতিরও মর্য্যাদা নাই, সে দেশ সে সমাজ কেমন করিয়া কতদিনে যে উন্নত হইবে, ভগবদ্ভক্তির কথা আলোচনা করিতে পারিবে তাহা ভাবিয়া আকুল হইতে হয়।

এতক্ষণ, এত দেখিয়া শুনিয়া একটু স্তম্ভিত ও চিন্তাগ্রস্ত হইলাম। এই ভাবনার মধ্যেই শ্রীগুরুদেব অন্তর্য্যামী রূপে যাহা শিখাইতে লাগিলেন, তাহা প্রকাশ করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কেবল কথা-প্রসঙ্গে এত গুলি অবান্তর বাগ্বৈকল্য বলিতে হইল। এই যে জাগিয়া ঘুমের ভাণ দেখিলাম, তাহা হইতে আমরা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ইহাই শিখিলাম, যাহারা প্রাকৃত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, তাহাদিগকে বরং কোন সময় চেষ্টা করিয়া কেহ জাগাইতে পারেন, কিন্তু যাহারা কপট নিদ্রায় নিদ্রিত, তাহারা যে ডাকিলেও উঠিবে না, জাগিয়াও জাগিবে না, সাড়া দিবে না। ঐ যে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে আমাদের কাণের কাছে বজ্র গম্ভীর নিনাদে কতনা ব্যস্ততার সহিত বলিতেছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" কই তাহাত' আমরা শুনি না? আমরা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়েষণায় অহর্নিশ ব্যস্ত থাকিয়া, কতই না ভোগের স্বপ্ন দেখিতেছি, যিনি আমাকে জাগাইবার জন্য ব্যস্ত আমার ভোগে বাধা পড়ায় তাঁহাকেই আক্রমণ করিতেছি। ধিক্ আমার ভোগৈষণা। ধিক্ আমার ত্যাগের বেশে ভোগের কামনা। কই আমার ত' মানবোচিত বুদ্ধির একটীও বিকাশ পায় নাই? দিতে যাঁহারা বিপরীত বুদ্ধি আনয়ন করেন, আকৃতিতে তাঁহাদিগকে মানুষ দেখাইলেও তাঁহারা যথার্থ মনুষ্যত্ব অপেক্ষা বহু দূরে অবস্থান করিতেছেন, প্রকৃত মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছি তাহাদের অকল্যাণের আর পরিসীমা নাই।

শেষের দিনে, গায়ের জোরে, টাকা পয়সার জোরে, কলমের জোরে, বক্তৃতার জোরে, ভাবুক কীর্ত্তনীয়ার গা ঝিকি ঝিকি ও কপটাশ্রুপাতের জোরে, শরীর ভেক নিয়া গোসাঁই সাজার জোরে, আমি যেখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই স্থানটী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান অর্থাৎ আমার গৃহ নির্ম্মাণই মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কারণ,—এই সব অবান্তর প্রমাণের জোরে, আমি বামুনের ছেলে বামুন, গোস্বামীর ছেলে গোস্বামী, বাবাজীর ছেলে বাবাজী, ইত্যাদি দায়ভাক্ প্রমাণ দাখিলের জোরে, একমাত্র নিরপেক্ষ বিচারক বৈষ্ণবরাজ যম কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি দিবেন না, কারণ সবই যে কপটতা—জাগিয়া ঘুমানো!

শ্রীমায়াপুর

(প্রাপ্ত)

উৎসবোপলক্ষে

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৩ সংখ্যার পর)

অপ্রাকৃত শ্রীহরিধাম
অপ্রাকৃত শ্রীহরিজন।
অপ্রাকৃত শ্রীহরিনাম
শব্দশক্তি নিত্যধন॥
কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসিদ্ধান্ত
ভুবন মঙ্গলময়।
অলৌকিক শক্তিধরে
দুঃখ তাপ করে ক্ষয়॥
শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন
অনাদি জীব সকলে।
সমাজে বন্ধন করে
শ্রীহরিদাস-সংজ্ঞা বলে॥
ভিন্নভেদ দূরে যায়
শ্রীনাম শুদ্ধ কীর্ত্তনে।
ভক্তিশাস্ত্রে উপদেশ
বর্ণাশ্রম আচরণে॥
বৈমুখ পাষণ্ড জন
সত্যং পরং প্রতিকূলে।
স্বমত যোজনা করি
অজ্ঞজনে ভ্রমে ফেলে॥
শব্দব্রহ্মের শ্রেয়ো রূপে
উজ্জ্বলাভাস বর্ণনে।
পাষণ্ডের বিকল্পতা
ধ্বংসে ভক্তি দিগ্দর্শনে॥
চিজ্জড়ের সমন্বয়
কেবল ধ্বংসের মূল।
সাময়িক উত্তেজনায়
পরিণাম আত্মভুল॥
এসব অজ্ঞান জনে
শ্রীনামগান সেবা-যোগে।
কনিষ্ঠ মধ্যমাধিকার
পরম্পরা অনুরাগে॥
অধিকার জন্মাইতে
শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা॥
দ্বিজ শূদ্র নির্ব্বিচারে
সম্মিলনে উচ্চ সীমা॥

(ক্রমশঃ)

প্রচার প্রসঙ্গ

গতকল্য শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ শ্রীনৃসিংহমন্দিরে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীনাম কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ ঈশানদাস ভক্তিবিগ্রহপ্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে শ্রীনৃসিংহ-নাম কীর্ত্তন করেন, তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ কেলিবেণী বেদান্তভূষণপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ হইতে শ্রীভগবানের অভক্তজন-ভয়ঙ্কর নরসিংহ-মূর্ত্তিতে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ হিরণ্যকশিপুর বক্ষবিদারণ লীলা ও ভক্তরাজ প্রহ্লাদের প্রতি ভক্তবৎসল ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভগবানের কৃপা এবং প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়ভক্ত নৃসিংহোপাসক শ্রীপ্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা কীর্ত্তন করেন, অনন্তর 'জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ' বলিয়া উচ্চ নৃত্যকীর্ত্তন সহকারে ভক্তগণ উৎসব সুসম্পন্ন করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দকে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

স্থানীয়

গত পরশ্ব সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ু কোণে এক খণ্ড কাল মেঘ দেখা যায়। অল্পকাল মধ্যে সেই মেঘ সর্ব্বাকাশে ব্যাপ্ত হইয়া এক প্রবল বাত্যার সৃষ্টি করে। বাত্যার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টিও ছিল। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া ঐরূপ প্রলয়কাণ্ড চলিবার পর প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে। মেঘ দেখিয়া কৃষকুল প্রাণি সমূহের হৃদয়ে যদিও বা এক আধটুকু আশার সঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ুর প্রবল প্রকোপ দর্শনে তাহাদের সকল আশা ভরসা অঙ্কুরেই শুকাইয়া যায়। উপযুক্তরূপ জল না হইলে আবাদ কিছুই হইবে না। একেই চারিদিকে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, তাহাতে চাষাবাদ না হইলে লোকে একেবারেই না খাইয়া মরিবে।

কত কত গ্রাম আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, সেই সঙ্গে গ্রামবাসী নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়া পথের ভিখারী সাজিয়াছে, হাজার হাজার শ্রমিক্ কাজ বন্ধ করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া আছে, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি বঙ্গের বহুস্থানে লোকে অভাবে প্রপীড়িত, আজ আর কে কাহাকে অন্নদান করিবে, কেহ বা কাহার অভাব-মোচন করিবে। বঙ্গ, শুধু বঙ্গে কেন সমস্ত ভারতে যে কাজ ভিক্ষার অভাব, সকলেই আজ নিরন্ন—অভাবগ্রস্ত। জানি না, ভগবদ্বিমুখ জীবের প্রতি মায়াদেবী আরও না জানি কত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। জীবকুল এখনও যদি একবার প্রাণ খুলিয়া "হা মধুসূদন, তুমি রক্ষা কর, মায়ার কবল হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, তোমার সুশীতল চরণছায়ায় ত্রিতাপতপ্ত আমাদিগকে স্থান দাও" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের দুঃখগ্রাম ভগবচ্চরণে নিবেদন করে, ভগবচ্চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে, তাহা হইলেই ভগবান্ তাহাদিগকে রক্ষা করেন, মায়াবাদ্য আর তাহাদিগকে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, নতুবা আর রক্ষা নাই।

—

নানা কথা

সম্প্রতি হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার অধীন ইলসেবাগ্রামে নারায়ণী নাম্নী এক গোয়ালিনীর বাড়ীতে ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা নগদে ও গহনায় প্রায় আড়াই হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। গোয়ালিনী চীৎকার করিয়া গ্রামবাসীদের সাহায্যার্থ ডাকিলেও গ্রামবাসীরা ডাকাইতদের ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ডাকাইতরা সংখ্যায় ১০।১২ জন ছিল।

—

আবগারী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর শিয়ালদহ ষ্টেশনের পার্শেল অফিসে দুইটী বাক্সে একমণ আট ত্রিশসের আফিং পাইয়াছেন। উহার দাম প্রায় ৯০০০ টাকা। বাক্সের মালিকের এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

—

গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে পাবনার একটী পশ্চিমা বালিকা পদ্মার জলে স্নান করিতে করিতে পদ্মার গভীর জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। বহু সন্ধানের পর দেহটী পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু দেহ হইতে প্রাণবায়ু পূর্ব্বেই বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই।

—

প্রকাশ যে আজমীর প্রদেশে নিমুছানা রাজপুতের নেতা শিবনাথ সিংহের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার পর তাঁহার নামে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। তিনি তাঁহার স্বগ্রাম কোঠাগে আছেন শুনিয়া আজমীর রাজপুলিশ আসিয়া তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করে। পুলিশ সাব্ ইন্‌স্পেক্টর নাকি বাহির হইতে তাঁহাকে গালি দিতে তিনি ছুটিয়া আসিয়া সব্ ইন্‌স্পেক্টরকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলেন, তখন পুলিশের সহিত তাঁহার খুব যুদ্ধ বাধিয়া যায়। পুলিশ গুলি করিয়া তাঁহার বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া দিলেও তিনি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে অবসন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে বানপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই রাজপুতবীরের মৃত্যু-কাহিনী 'তরুণ রাজস্থান' নামক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে।

—

টাটা কোম্পানীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ব্লাষ্ট ফার্নেস্ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। বয়লার হাউস, সিটমিল ও ঝাড়ুদারগণের ধর্ম্মঘট ত' চলিতেছেই। ইস্পাত কোম্পানী নাকি বলিতেছে, ঐরূপ ধর্ম্মঘট চলিতে থাকিলে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মঘটে আক্রান্ত বিভাগ সমূহ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন, শ্রমিকগণ কাজ বন্ধ করায় অর্থাভাবে কোম্পানী শ্রমিক্দিগকে মাহিনা দিতে পারিবে না।

—

গত ৩০ এ এপ্রিল কাণপুর এলগিন মিলের প্রায় এক সহস্র শ্রমিক্ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। শুনা যায়, মিলকর্ত্তৃপক্ষের সহিত কয়েকজন শ্রমিকের সামান্য মারপিট হইয়াছিল, তাহা ছাড়া আর কিছু গোলমাল হয় নাই। পুলিশ পাহারা আছে। শ্রমিকগণ তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ রাখিবে।

—

কাণপুর মজুর সভার সহিত মিলকর্ত্তৃপক্ষের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সভা শ্রমিকদিগকে কাজে যোগদান করিবার অনুরোধ করিয়াছে। শীঘ্রই শ্রমিকেরা কার্য্যে যোগদান করিবে বলিয়া সম্ভব। নূতন পদ্ধতি অনুসারে অনেক লোকের কর্ম্মচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনাই নাকি ধর্ম্মঘটের কারণ।

—

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স হার্ডিঞ্জ এ ব্যাপারে পার্লামেন্টের প্রধান সেক্রেটারীর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন—"মাননীয় লাট বাহাদুর এখন হইতে ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য চেষ্টান্বিত না হইলে বিশেষ কুফল বিষময় হইতে পারে। সর্ব্বসমেত ত্রিশহাজার লোক কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। ধর্ম্মঘট বিস্তৃতির এখনও সম্ভাবনা। মাননীয় লাটসাহেবের এই গোলমালের সময় কলিকাতায় উপস্থিত অত্যন্ত আবশ্যক।"

—

বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘট মীমাংসার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। বোম্বাইয়ের লাট গত শুক্রবারে আসিয়া শনিবার রাত্রিতে ফিরিয়াছেন। শ্রমিক নেতাদের দুই পক্ষে বেশ একটা মিল দেখা গিয়াছে। এক পক্ষের নেতৃগণ অপরপক্ষের আহূত সভায় বক্তৃতাদি শ্রবণ করিতেছেন। উভয়পক্ষই মিলিয়া মিশিয়া শ্রমিকদের দাবীসমূহের একটা খসড়া প্রস্তুত করার জন্য একটা যুক্ত সাব কমিটি গঠন করিবার মনঃস্থ করিয়াছেন। কিন্তু যুক্ত ধর্ম্মঘটসমিতি নিয়োগ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং প্রস্তাবটী স্থগিত আছে।

—

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি গ্রীষ্মাবকাশে যুবক ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাংলার ছাত্রগণের প্রতি এক নিবেদন জানাইয়াছেন—"বাংলার ছাত্র-সম্প্রদায় এই লম্বা গ্রীষ্মের ছুটিতে নিজ নিজ গ্রামে গিয়া গ্রামের মাতব্বরগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পল্লী-সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করুন। তাঁহারা এই সময়মধ্যে অন্ততঃ—৫টী পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়া পানীয় জলের অভাব দূর করুন, ১টী নৈশ ও দিবা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন, ১টী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করুন, চরকা ও খদ্দর প্রচলন করুন, একটী ব্রতীদল সংগঠন করুন, ঘন ঘন সভাসমিতি এবং মেলা মিশি ক'রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার প্রবৃত্তি এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করুন, ধর্ম্মগোলা স্থাপন করুন, দেশী জিনিষের দোকান খুলে গ্রামে স্বদেশী প্রচলনের চেষ্টা করুন, গ্রামই জাতির মেরুদণ্ড, গ্রামকে বাঁচানই জাতিকে বাঁচান, নিজেদের গ্রামে নিজেদেরই গড়ে তুল্‌তে হবে, বিদেশীর ভরসায় থাক্‌লে চল্‌বে না।"

আমাদেরও নিবেদন, ছাত্রগণ আর কাল বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়ঃ ব্যাপ্তের জন্য যত্নবান হউন, ভক্তজনগণের ... প্রচার করিবার জন্য ... দেশের ও সমাজের প্রাণ ... হইলেই লক্ষ্য আমাদের পূর্ণ হইবে।

—

নোয়াখালীতে গত রবিবার ... কলেরা রোগে এক মুসলমানের মৃত্যু হয়। কয়েকজন মুসলমান ঐ মৃতদেহ প্রোথিত করিবার জন্য সহরের ... গড়এলাহি অঞ্চলে উপস্থিত হয়। স্থানটী মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় ... এবং ঐ স্থানে গোর দেওয়া নিষিদ্ধ। মুসলমানগণ জোর করিয়া তথায় ... মৃতদেহ প্রোথিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে শুনিয়া কোতোয়ালী পুলিশ এক হাবিলদারকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। মুসলমানগণ তাহার কথা শুনিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে ... আসিয়া সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করে। তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, মহাকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করা হয়। মুসলমানগণ পূর্ব্বের আদেশ অমান্য করিয়া মৃতদেহটী মৃত্তিকা বিবরে স্থাপন করে! এ সকল শুনি ... ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন পুলিশ ... মুসলমানগণের বিরুদ্ধে পুলিশকে বাধা প্রদান ও বে-আইনীভাবে জনতা করার অভিযোগ উপস্থিত করে। সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটও মুসলমানদের উপর ইনজাংসন জারী করিবার জন্য আদেশ পাইয়াছেন।

—

নিখিল-ভারত রাজপুত-নবযুবক দলের উদ্যোগে কলিকাতা হইতে "ক্ষত্রিয় সংসার" নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার কথা হইয়াছে। পত্রিকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজপুতগণের স্থান কোথায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে।

আগামী ২২শে মে তারিখে পত্রিকা প্রথমসংখ্যা বাহির হইবার কথা।

—

আফগান রাজদম্পতি গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে রাত্রি ১০টায় ... পোলাণ্ডে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পোলাণ্ড প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ও আর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। রাজদম্পতি প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনে সমস্ত সহর উৎসবপূর্ণে সজ্জিত হইয়াছিল।

—

গতকল্য শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ... প্রকাশ ...

কৃষ্ণনগর শ্রীতাপস প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

...ই বৈশাখ, শনিবার—১৩৩৫।

শ্রীশ্রীনৃসিংহাবির্ভাব

উপলক্ষে

জয় নৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ... তিথিতে শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরে তদাবির্ভাব উপলক্ষে মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীনৃসিংহদেবের কথা বলিতে প্রহ্লাদের কথাই আগে মনে পড়ে, তাহার কারণ ভক্তই ভগবানকে প্রকাশ করেন। ... ভক্ত যেমন ভগবানকে অন্বয়ভাবে প্রকাশ করেন, ব্যতিরেকভাবে অভক্ত ... সেইরূপ ভক্ত ও ভগবানের লীলার পুষ্টি সাধন করে, তাই আমরা ভক্ত ভগবানের লীলার মধ্যে উদ্ধব নন্দ যশোদা বসুদেব দেবকী হনুমান বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতির নাম যেমন শুনিতে পাই, কংস জরাসন্ধ শিশুপাল রাবণ প্রভৃতির নামও তদ্রূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্র মন্থনের ঠিক পূর্ব্বে দৈবতা-... কালে দেবাসুরের প্রথম দ্বন্দ্ব হয়। সেকালে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ অসুরকুল-... হিরণ্যকশিপুর গৃহে আবির্ভূত ...ন। কথিত আছে, প্রহ্লাদ যখন গর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাতা কয়াধু দেবর্ষি নারদের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তমুখে স্বয়ং-উচ্চারিত শ্রীশ্রীহরিনাম নিরন্তর কর্ণপুটে পান করিতে করিতে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেন। সেই কথা গর্ভস্থ শিশু প্রহ্লাদের কর্ণপথ-গত হওয়ায় তিনি অসুরকুলে আবির্ভূত হইলেও জন্মাবধি হরিভক্ত ছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুবিদ্বেষী ... শাক্ত অথবা জৈনগন্ধি বেদান্তীর ন্যায় 'হাম খোদা' অভিমানী ছিলেন বলিয়া পুত্রের হরিভক্তি তাঁহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিত। তথাপি হিরণ্যকশিপু পুত্রস্নেহে আসক্ত হইয়া প্রথমে প্রহ্লাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন, প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা পাষাণের রেখার ন্যায় অচল ও অটল, তখন তিনি তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভগবান্ অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহার হিরণ্যকশিপুর নির্দ্দেশ অন্ত... না। তিনি নির্ভীক চিত্তে সর্ব্বত্র নারদোপদিষ্ট হরিকথা প্রচার করিতেন। পঞ্চদশায় সহাধ্যায়ীদিগকে বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ অর্চ্চন, বন্দন, পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানই যে সর্ব্ব বিদ্যাচরম, তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু ও তদনুগত অসুরবৃন্দ মিষ্টবাক্যে পরে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিয়াও যখন তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা প্রহ্লাদের প্রাণ সংহারে কৃতসংকল্প হইলেন।

কিন্তু ভগবান্ যাঁহার সহায়, তাঁহাকে কে বধ করিতে পারে; তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া ভক্তের প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহাই তাহাদের আত্মবিনাশের হেতু হয়। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার নিত্য নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া ভক্তিপ্রচারক পরমভাগবতগণের যাবতীয় বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক অসুরকুলের ধ্বংস সাধন করেন। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল, ভক্তবৎসল নৃসিংহদেব স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাসক্ত জনগণের নেতা হিরণ্যকশিপুর বিনাশ সাধন পূর্ব্বক ভক্তিমার্গের কণ্টক দূর করিয়া ভগবৎসেবানন্দ-মূর্ত্তি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিলেন। সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আশ্রয়েই পাষণ্ড দলন করিয়া থাকেন। তৎকালে হিরণ্যকশিপুর আনুগত্যে যে সকল লোক প্রহ্লাদাদি ভক্তদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, অথবা কামক্রোধাদিরূপ নক্র নকরাদি যে অনেক সময় ভক্তের ভজনে বাধা প্রদান করে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের হৃদয়ে থাকিয়া হুঙ্কারদ্বারা সর্ব্ব অসুরদলে ভীতির সঞ্চার করেন। সিংহ-রবে করিগণ যেমন দূরে পলায়ন করে, ঐকান্তিক ভক্তের নিকট হইতে অসুরবৃন্দ তথা কামক্রোধাদি লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করে। অতএব আচার্য্য ও তদনুগত শিষ্যবর্গ সকলেই শ্রীশ্রীনৃসিংহ-উপাসক। শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা ব্যতীত জাগতিক বিঘ্নব্যূহ অতিক্রম করিয়া উন্নত রসাস্বাদের লাভ করা যায় না।

নৃসিংহ-তত্ত্ব

তত্ত্ববিচারে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব স্বাংশ-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দশবিধ স্বাংশ অবতারের অন্যতম। স্বয়ংভগবান্ সর্ব্ব কারণ-কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম হইতে বৈকুণ্ঠে চতুর্ব্যূহ লীলা প্রকটিত হয়। বাসুদেবের বৈভব প্রকাশ সংকর্ষণ হইতে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার-লীলা প্রকট হয়। আবার গর্ভোদশায়ী পুরুষই যাবতীয় অংশাবতার যুগাবতার মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি অবতারবর্গ প্রাকট্যের কারণ, শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব গর্ভোদশায়ী প্রকটিত দশবিধ স্বাংশ অবতারগণের মধ্যে রাম নৃসিংহ বরাহ এই তিন পরাবস্থ অবতারের অন্যতম।

শাস্ত্রে চতুর্ব্যূহ যেরূপ প্রসিদ্ধ, নবব্যূহও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ। "পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদিশে। নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি প্রকাশে॥" এই নবব্যূহ মধ্যে নৃসিংহদেবের নাম দেখা যায়। আবার বাসুদেব সংকর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তির আট জন বিলাসমূর্ত্তির অন্যতমরূপে শ্রীনৃসিংহদেবকে দেখিতে পাই। এই নৃসিংহদেব বা নবব্যূহান্তর্গত শ্রীনৃসিংহদেবের সহিত ভক্তরক্ষক হিরণ্যকশিপু-বিদারক শ্রীনৃসিংহদেবের লীলাগত পার্থক্য আছে।

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মী যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

প্রভু কে?

যিনি যুগপৎ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বা পাষণ্ডদলন ও প্রেম-প্রচারে সমর্থ, যাঁহার সমান কেহ নাই বা যাঁহা হইতে ঊর্দ্ধে আর কেহ নাই, যাঁহা হইতে পরতর তত্ত্ব আর কিছু নাই, যিনিই একমাত্র পরতম তত্ত্ব, যিনি সর্ব্ব যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা, যিনি সর্ব্বকারণকারণ, যিনি পূর্ব্বেও ছিলেন, পরে থাকিবেন এবং এখনও আছেন, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইচ্ছাধীনে চালিত হইতেছে—ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভৃত্যরূপে সর্ব্বদা যাঁহার আদেশ পালনে রত, গ্রহগণ যাঁহার ইচ্ছামত শুভাশুভ ফল প্রদান করিতেছে, রোগ শোক মৃত্যু ভয় যাঁহার ইচ্ছামতে চলিতে বাধ্য, যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহাদের নিয়মিত কার্য্য করে, যিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু পরমাণুতে পরম অবস্থান করিলেও ভক্তহৃদয়ই যাঁহার প্রিয় বাসস্থান, যাঁহার নাম ভক্তবৎসল, যিনি ভক্তের নিকট কুসুম অপেক্ষাও কোমল, আবার অভক্তের নিকট বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, যাঁহাতে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ বর্ত্তমান, উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, পরমাত্মা যাঁহার অংশ-বিভব, সেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্রহ্ম পরাৎপর পরতত্ত্ব পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আমার প্রভুতত্ত্ব। কিন্তু যখনই আমি 'আমার প্রভু ভগবান, আমি ভগবদ্দাসানুদাস'—এই স্বরূপের কথা ভুলিয়া যাই, তখনই আমি মায়া দ্বারা গ্রস্ত হইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্বস্তু ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে বিমুখ হই, তখনই আমি অবিদ্যা দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কার বশতঃ প্রকৃতির গুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—আমি প্রভু—এইরূপ অভিমান করি। দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি আমার সমস্ত সম্বন্ধ ... ও সেই ধারণানুযায়ী সমস্ত কার্য্যকে সত্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। অণুচৈতন্যের ধর্ম্মবিশিষ্ট মায়াবশ-যোগ্য ভ্রম প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়-যুক্ত বদ্ধ জীব হইয়াও আমি যাহা কিছু বলি বা যাহা কিছু চিন্তা করি, তাহা নির্ভুল না হইয়াই পারেনা, ইহাই আমার ধারণা। যদি কোন সাধু পুরুষ আমার ভ্রম প্রদর্শন করিতে আসেন, আমি তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া আমার ভ্রান্ত মত স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। আমার অত্যল্প অপূর্ণ প্রাকৃত বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য লইয়া অতিবাড় অতীন্দ্রিয় বস্তু ভগবৎ কথা, ভগবৎ সেবা, ভগবদ্ভক্তির বিচার করিতে নিজে সদ্গুরুপদাশ্রয়ে শ্রৌতবাণী শ্রবণের পূর্ব্বেই প্রাকৃত পাণ্ডিত্যবলে যাই অন্যকে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইতে, নিজে উপদিষ্ট না হইয়াই যাই অন্যকে উপদেশ করিতে, যাহা তত্ত্বদর্শি পণ্ডিতগণ দাম্ভিকতা ভিন্ন আর কিছুই বলেন না। আগেই পরকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া নিজে শিক্ষিত হইবার এবং অন্যের নিকট—আমরা গুরু সাজিয়া নহে কিন্তু জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, আমি সেই সকল কৃষ্ণদাসানুদাস—এই বুঝিতে শুদ্ধ যুগপৎ কথা কীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥ নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার॥" 'আমি গুরু,' 'অন্যে আমার শিষ্য'—এরূপ দাম্ভিকতা সদ্গুরুর থাকে না। গুরুদেব বলেন, "পৃথ্বীর কীটও যখন ভগবদ্দাস, তখন আমি সেই দাসের অনুদাস, কীটের উপর প্রভুত্ব করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই, জগতের সকল বস্তুই ভগবৎসেবোপকরণ, সেই সকল ভগবদ্বস্তুতে ভোক্তৃত্বে আমি নহি, আমি একমাত্র ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবানের দাস সূত্রে সেই সকল উপকরণ দ্বারা ভগবৎ সেবামাত্র করিতে পারি, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার যে প্রসাদ আমার জন্য ব্যবস্থা করেন, তাহাই অনাসক্তভাবে ভগবৎ কৃপামাত্র জ্ঞানে নিজ যোগ্যতানুসারে আমার সেব্য, ভগবানের বস্তুতে ভোগময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ, ভগবদিচ্ছার বিরোধ-চেষ্টা বা স্বেচ্ছাময় ভগবানের কার্য্য লইয়া অনধিকার চর্চ্চায় অধিকার আমার নাই"।

কিন্তু যদিও আমার গুরুদেব 'আমি শ্রীভগবানের দাসানুদাস' ইহা বলিয়া বিষয় বিগ্রহ ভগবানের আশ্রিতাভিমানে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন, তথাপি আমি তাঁহার শিষ্য সূত্রে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ বিগ্রহ অভিন্ন শ্রীবলদেবরূপেই দর্শন করিব। অন্যথায় গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি আনিয়া আমার ভজন সাধন সকলই মাটি হইয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান তিনি আমার প্রভুবর, আর সেব্য শ্রীগৌরসুন্দরও আমার প্রভুর প্রভু—সেব্য ও সেবকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ, কেহ কাহারও ছোট কিম্বা বড় নহেন।

মানুষ নিজের উপর কর্তৃত্বারোপ করিতে গিয়া নিজেই তাঁহার দুঃখ কষ্টের ভোক্তা নিবারকর্তা মনে করিয়া স্বকপোল-কল্পিত নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াও দুঃখে কষ্টে অর্জ্জরীভূত হইতে থাকেন। জীব-স্বরূপে কোন দুঃখের লেশমাত্রও নাই, আবার দুঃখদাত্রী মায়ার অস্তিত্বও তিনি নাশ করিতে পারেন না যে দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার কর্তব্য যাহাতে দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, এমন কোন উপায় অবলম্বন করা। সে উপায়টী কি? তাহা আর কিছুই নহে, কেবল 'আমি প্রভু' এই বুদ্ধির পরিবর্তে, 'আমি ভগবানের দাস' এই বুদ্ধি লইয়া নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়। ভগবানকে ভুলিবার জন্যই ত' মায়াদেবী জীবকে ক্লেশ প্রদান করেন, ভগবানের পাদপদ্মে শরণ লইলে ত' আর মায়ার কিছু বলিবার অধিকার থাকে না, সুতরাং ভগবানের অতি প্রিয়তম জন যে শ্রীগুরুদেব, তাঁহাকেই যদি আমি প্রভু বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কিসের ভয়? শ্রীগুরুদেব আমার ভক্তিপ্রতিকূল পাষণ্ড শত্রুগুলিকে দলন করিয়া আমাকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিবেন। প্রেম প্রচারণার্থই শ্রীগুরুদেবের জগতে অবতরণ। অতএব শ্রীগুরুদেবই আমার প্রভু—আমি গুরুদাস—ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। গুরুদেবের দাসত্ব ছাড়িয়া প্রভুত্ব করিবার ছলে যেন মায়ার দাস হইয়া এমন দুর্লভ জীবনটীকে বৃথা না করি, ইহাই আমার ভগবচ্চরণে একমাত্র প্রার্থনা হউক।

আমি সকলেরই উপর কিছু প্রভুত্ব প্রচার করিতে যাই বটে, কিন্তু পারিয়া উঠি কই! যাহার প্রভু বলিয়া যাহাকে আমার ইচ্ছামত ভোগ করিতে ছুটি, সেইত' আমার প্রভু হইয়া পড়ে, তাহারই ইচ্ছামত যে আমি উঠিতে বসিতে থাকি! ভগবানের বস্তুতে আমি ভোগ বুদ্ধি করিতে যাই বলিয়াই ত' মায়াদেবী যিনি ভগবানেরই আজ্ঞাধীনা দাসী মাত্র, আমাকে নানাপ্রকারে শাস্তি দিয়া থাকেন সুতরাং 'আমি কাহারও উপর আর প্রভুত্ব করিতে যাইব না, সকলেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রভু, আমি সেই কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ প্রভুর দাসানুদাস মাত্র কিন্তু অকৃষ্ণ বা অকার্ষ্ণের দাস বা প্রভু আমি নই—এই বুদ্ধিই আমার একমাত্র মঙ্গলপ্রসূতি. এই বুদ্ধিই আমার একমাত্র সম্বল হউক, ইহা নষ্ট হইলেই আমার সর্ব্বনাশ। ভগবানের প্রিয়ভক্তগণের চরণে ইহাই যেন আমি প্রার্থনা করিতে পারি—"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর! সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হোক দূর। তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব, গুরু-অভিমান ত্যজি। তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু সদা নিষ্কপটে ভজি॥ অমানী মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি। তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥ হে ভগবন্, হে গুরুদেব, তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর বলিয়া জানহ মোরে। বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে রহিব তোমার দ্বারে॥ তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা। আমার ভোজন পরম আনন্দে প্রতিদিন হবে তাহা॥ নিজের পোষণ কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। তোমার সেবক তোমারে পালক বলিয়া স্মরণ করে॥ পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবা সুখ পেয়ে মনে। আমিত তোমার, তুমিত' আমার কি কাজ অপর ধনে॥"

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ

(১) শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-বিষয়ে বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ। তাঁহাতে লিখিত শ্রীমহাপ্রভুর কাজি-উদ্ধার নগর সংকীর্ত্তনের বিবরণ পাঠ করিলে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। (২) শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ সুনিশ্চিতরূপে সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরকেই শ্রীগৌর-জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণ করে। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-প্রবাহভাষ্যে, মধ্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে এবং চৈতন্যভাগবত আদি ৩ও ১ম অধ্যায়ের গৌড়ীয়ভাষ্যে অনুসন্ধিৎসুগণ পাইতে পারেন। (৩) নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীমায়াপুরের সংলগ্ন অন্তর্দ্বীপের পতিত ভূমিতে দাঁড়াইলে সুবর্ণবিহার নামক প্রসিদ্ধ স্থানটী দৃষ্ট হয়; মহাপ্রভুর পুত্রের সেবক ঈশান, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরকে নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা সময়ে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হইতে ঐ সুবর্ণবিহার দেখাইতেছেন,"—সুবর্ণবিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।" এখনও মায়াপুরের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ হইতে এই সুবর্ণবিহার দেখা যায়। কিন্তু রামচন্দ্রপুর বা অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সুবর্ণবিহার দেখা যায় না। (৪) এই স্থানের অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনকে খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা বলিয়া থাকেন। খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা মায়াপুরের হুদাবন্দি কাগজে উল্লিখিত আছে। নবদ্বীপের তাৎকালিক ফৌজদার চাঁদকাজী মহাশয় এই স্থানে কীর্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; (চৈঃ ভাগবত ও চৈঃ চরিতামৃত দ্রষ্টব্য) সেই হইতে এই স্থানের নাম খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা হইয়াছে। পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ মহাশয় এই স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান স্থির করিয়া তথায় বৈষ্ণবগণের একটী পল্লী বসাইয়া "বৈরাগী ডাঙ্গা" নাম দিয়াছিলেন। (৫) যেখানে সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের দুর্গের নিদর্শন; সম্রাট বল্লালসেনের বিস্তৃত দীর্ঘিকা বিরাজিত রহিয়াছে ও নবদ্বীপের তদানীন্তন ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন কাজী সাহেবের সমাধি, গৃহ ও বংশধরগণ বাস করিতেছেন, সেই স্থান সুপ্রাচীন নবদ্বীপ না হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে 'নবদ্বীপ' হইবে,—এরূপ কল্পনা কোন বুদ্ধিমান্ বা প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব-সঙ্কলিত বিশ্বকোষ অভিধানে "নবদ্বীপ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই নবদ্বীপের তদানীন্তন সমৃদ্ধির কথা চৈতন্যভাগবতে বিশেষভাবে লিখিত আছে। (৬) গোবিন্দদাসের কড়চায় বল্লালদীঘীর নিকটেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও মহাপ্রভুর বাড়ী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দদাসের কড়চা ২য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা)

শ্রীবাস অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গা চুর প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥

* * *

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
নগরের দক্ষিণ সীমায় প্রভুর বাস।
হরিনামে মত্ত প্রভু সদাই উল্লাস॥
প্রকাণ্ড এক দীঘী হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥

(৭) শ্রীবাস-অঙ্গন অর্থাৎ প্রসিদ্ধ খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা, পঞ্চশিবের স্থান অর্থাৎ শিবের ডোবা এবং চাঁদকাজির
সমাধি ও ...—এই ...
ভাবে থাকিয়া এই স্থানকেই ...
প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া ...
প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকট ...
দিতেছে। (৮) নবদ্বীপের ...
স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ...
গোসাইটীর পুরাতন রেকর্ড ...
জানাইয়াছিলেন যে, লোচন ...
বাড়ী মায়াপুর নবদ্বীপে ছিল। ...
উইলিয়ম্ জোন্স এ প্রদেশে ...
১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণর ...
সাহেবের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ...
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ...
মহাশয় গয়া ও কাশীতীর্থ ভ্রমণে ...
হন। তাঁহার সঙ্গে কবিরাজ ...
সেন বিশারদ ছিলেন। তিনি ...
মঙ্গল' নামে একখানি পুস্তকে ...
বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সেই ...
খানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ...
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ...
সহিত ভৌগোলিক সংস্থানসমূহ মিলাইয়া ...
সুনির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান ...
বলিয়া প্রমাণিত হয়। (৯) ...
খৃষ্টাব্দের রেনেল সাহেবের নক্সাতে ...
১৭৭২ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের ...
কুইনিয়াল সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে ...
স্পষ্টভাবে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ ...
যে শ্রীমায়াপুর, তাহা লিখিত আছে ...
(১০) অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ নবদ্বীপের ...
অতি প্রাচীন সার্ভে ম্যাপ—যাহা ইংরাজ ...
বাহাদুরের বঙ্গাধিকার কালে ...
হইয়াছিল, তাহাতে 'শ্রীমায়াপুর' ...
দেখিতে পাইবেন। নদীয়া জেলা ...
তাৎকালিক ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার ...
দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরের ...
প্রধান ব্যবহারবিৎ পরলোকগত তারা ...
বাবু, বারাণসী বাবু প্রভৃতি সকলে ...
এই ম্যাপ দেখিয়া বর্ত্তমানে যে ...
মায়াপুর গ্রাম রহিয়াছে, তাহাই ...
মানচিত্র-লিখিত স্থান বলিয়া অবিসংবাদি ...
রূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (১১) ...
হাণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ...
একাউণ্ট অব্ বেঙ্গল প্রথম খণ্ড ...
পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে মায়াপুর গ্রামেই যে চাঁদ ...
কাজির সমাধি বর্ত্তমান, তাহা লিখিত ...
আছে, যথা—"দি লিট্‌ল্ টাউন ...
মায়াপুর হোয়্যার আই হ্যাব টোল্ড ...
টুব এক্জিষ্টস্ অফ্ গ্রাম্ মৌলানা সিরা ...
জুদ্দীন, হু ইজ্ সেড টু হ্যাভ বীন ...
টিচার অফ্ হুসেন্ সাহা, কীং অফ্ ...
(১৪৯৪—১৫২২, এ, ডি) (১২) ...
চন্দ্রপুর গ্রাম বাহির-দ্বীপের ...
খাত, ইহা সকলেই জানেন; ...
দ্বীপের বাহিরের জমি। ঐ ...
বাণোয়ারা গঙ্গাপারের ...
... ভূমি ...

[illegible] শ্রীমায়া- [illegible] ইহাকে "মাঠের মাঠ" বলে [illegible] ইহা অন্তর্দ্বীপ ; রামচন্দ্রপুরের [illegible] রাজিবদ্বীপ নহে। এইরূপ অতি [illegible] যে কেহ বাহিরদ্বীপ [illegible] যে ভক্তিরত্নাকর-লিখিত [illegible] শ্রীমায়াপুর নহে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

চির কৈশোর

(পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী)

পূজনীয় দাদা ! আপনাদের নদীয়া-প্রকাশে কেবলই ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ তত্ত্ব-কথা ; মাঝে মাঝে ২।১ টা হাসিরকথা থাকিলে ভাল হয় না কি ? আজ কয়েক দিন যাবৎ আপনাদের নদীয়া প্রকাশ পড়িয়া আমার কিন্তু বড় হাসি পাইতেছে। তাই, আজ আমার হাসির ২।১ টী কথা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। অবশ্য আপনারা অদোষদর্শী বৈষ্ণব ঠাকুর, নিজ গুণে কৃপা করিয়া আমার বাচালতা ক্ষমা করিবেন, আশা আছে।

উত্তর বঙ্গের স্থানে স্থানে লোকের বয়স নয়ের পিঠে নয় উঠিলেও তাঁহাদিগকে বুড়, বুড়ী বলা যাইবে না। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ প্রকার বয়ঃপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে বুড়া বলিয়া সম্বোধন করায় আমার মহা বিপদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহার দুইটী কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে। একটী, বুড়া বলিলে আয়ু কমিয়া যায় বলিয়া ধারণায় ও আর একটী এদেশে অনেক ব্যক্তিই ৪।৫ বার দারপরিগ্রহ করেন, সুতরাং বুড়া নাম ঘোষণা করিলে বাড়ীর ভিতর পাছে দুঃখের কারণ উপস্থিত হওয়ায় যন্ত্রণা বাড়িয়া যায়, তাই এখন খুব সাবধান মত কথা বলি ; অর্থাৎ বুড়ার বেটা না বলিয়া আর কিছু বলি না।

এই নিমিত্ত আপনাদিগকেও সাবধান করিয়া দিতেছি—ঐ যে, পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধ, বৃদ্ধ প্রাচীন, সংক্রান্তির সকার [illegible] পুরুষ ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগে বৈরাগী বাবাজী, সেবধারী প্রভৃতি বলিতেছেন, ইহা কিন্তু বড় ভাল করিতেছেন না। কোন দিন আমার মত [illegible] উপক্রম হইবেন ঠিক নাই।

এই সকল লোক কিন্তু কখনও বুড়া বুড়, প্রাচীন হন না। উঁহারা হইলেন ব্রজবাসী, ব্রজরসের রসিক। আপনাদের [illegible] ভজনে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। [illegible] যুগল ভজন, [illegible] ব্যস্ত। তাঁহারা সেই কোন্ যুগের কোন্ কালের মানুষ হইয়াও এখনও ধরা ধামে কৈশোরাবস্থায় বিচরণ করিতেছেন। উঁহাদের রহস্যের সংবাদ আপনারা রাখেন না, কিন্তু ! অর্থাৎ উঁহাদের রস-ভোগের সংবাদ নেওয়ার মত সৌভাগ্য আপনাদের উপস্থিত হয় নাই, তাই এমন বেরস পূর্ণ কথা বলিতেছেন। আমার কপালের কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শ দোষে উঁহাদের সবতত্ত্ব জানিতে হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনে সেই কালীয়তটের জনৈক বাবাজীর কথা মনে পড়ে। তিনি কি সিদ্ধান্তটাই না করিয়াছিলেন। তাহা আজীবন স্মরণ থাকিবে। "মনে মনে সিদ্ধদেহ করিয়া চিন্তন" পয়ারটী আবৃত্তি করিয়া সেই শতাব্দী পূর্ণ বৃদ্ধ বাবাজী স্বীয় আচরণের সহিত কিওার গার্ডেন ট্রেনে হাতে কলমে কি শিক্ষাটাই না দিলেন ! ধন্য ধন্য ধন্য বা—বা—জী ! হায় কি বীভৎস দৃশ্যটাই না দেখিতে হইয়াছিল। সুতরাং অন্যে পরে কা কথা। অতএব ভাই সাবধান ! এই সকল কিশোর ভাবাপন্ন লোকগুলিকে বুড়া-বুড়ী না বলাই ভাল।' কেন না, তাহাতে কোন কিশোরীর অনুগত্যে সিদ্ধ দেহ চিন্তার বেলায় নানা গোলমাল বাধিয়া যাইতে পারে। আবার গৌরকে নাগর ভাবিতে নিজেকে কিশোরী ভাবিতেও বহু অন্তরায় আসিয়া পড়ে।

তার উপর আবার যাঁহারা সখী ভেক ধারণ করিয়া রাস লীলা কুঞ্জ ভঙ্গ ইত্যাদি ব্যাপারে তন্ময় আছেন, আমার ভয় হয়, এই তন্ময় অবস্থায় কোন্ দিন ভাগীরথী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ আবার বস্ত্র খানাই হরণ করিয়া না বসেন। তবেই ত' আপনারা হাসিবেন। আমি ত' এখন হইতেই হাসি থামাইতে পারিতেছি না। আরও কত হাসিতে হয়, কে জানে ? হাসিতেছি বটে, কিন্তু যত হাসি আবার কান্নাও বুঝি ততটা আছে। হরিভজনের নাম করিয়া এক একজন যে এক এক ভেল ধরিয়াছে, এই সকল অর্ব্বাচীনের ভবিষ্যতের দিকে তাকাইলে সত্যসত্যই আর চোখের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এবং তাঁহার প্রিয়ভক্তগণ ভগবদ্ভজনের যে পন্থা বলিয়া দিলেন, এসকল ভাগ্যহীন লোক সে পন্থার অনুসরণ না করিয়া নিজেরা বাহাদুরী লইবার জন্য নিত্য নূতন নূতন পন্থার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কল্পনাবলে কত নূতন নূতন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাহির করিতেছে,, শুনিলে না হাসিয়াও থাকা যায়-না আবার দুঃখও হয়। যাহা হউক এখনত' খানিকটা হাসিয়া লই।

শ্রীমায়াপুর

উৎসবোপলক্ষে

(প্রাপ্ত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫৪ সংখ্যার-পর)

সবে মিলি শ্রীহরি বলি
আগে লয়ে শ্রীগুরুগণ।
আনুগত্য প্রেরণায়
নবদ্বীপ আবর্ত্তন ॥
এমন আনন্দ তাহে
করিতে প্রপঞ্চ জয়।
শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান
ভক্ত সঙ্গে শ্রীআঙ্গিনায় ॥
শুক্ল পক্ষ বিভাবরী
অন্ধকারে নাহি ভয়।
শ্রীধামের সেবাশ্রমে
ধনে প্রাণে নিঃসংশয় ॥
শ্রীমন্দির অঙ্গনেতে
হরিসভায় শ্রীগুরুজন।
ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত
শ্রীনাম করান শ্রবণ ॥
তার্কিকের যত তর্ক,
প্রচ্ছন্নের কপটতা।
"শ্রৌতেক্ষিত পথে" সবার
ঘুচে যায় বিরূপতা ॥
বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায়
চিদ্বিলাস সরস্বতী।
ভাগবতোত্তম রূপে
শক্ত্যাবেশে অবস্থিতি ॥
পরাবিদ্যা ভক্তিপীঠ
কৃষ্ণলীলা ভূমিকায়।
গোষ্ঠানন্দী গুরু রূপে
করেন প্রভু দিগ্বিজয় ॥
নদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয়,
সজ্জনতোষণী-মুখে।
সন্তোষেণ ভক্তজনে
প্রেম-ভক্তি লাভ-সুখে ॥

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীবিজয় গোবিন্দ বিদ্যাবিনোদ
সাং বাস্তিগ্রাম
পোঃ সোনাতলী (পাবনা)

মৎসরতা

জগতে একের ভাল, অন্যে দেখিতে পারে না। বস্তুধর্ম্ম-বিশিষ্ট জগতের স্বভাবই এই। একজন লোক দু'বেলা দু'মুঠা খাইতেছে, কি তাহার পুত্রপৌত্রাদি একটু লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে, কিম্বা লোকের নিকট নানাভাবে সম্মানিত হইতেছে, অন্য একজনের তাহা দেখিয়া কিছুতেই শান্তি নাই। সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে, কিসে তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে। মূর্খ মানুষ জানেনা, অন্যের অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজের অনিষ্ট আগেই হইয়া পড়ে। ধর্ত্তধামে যদিও অনিষ্টকারী বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চাহে না অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করিয়া আর আমার কি হইবে, কিন্তু সুবিচারক ভগবান্ একদিন তাহার সমস্ত অনিষ্ট চেষ্টার বিচার করিয়া তাহার যথোচিত শাস্তি প্রতিবিধান করিবেন। পরের সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া পরকে হিংসা করার নাম মৎসরতা। ভগবান্ গ্রন্থ ও ভক্ত ভাগবতরূপে জীবকে সেই মৎসরতাধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ। নির্ম্মৎসরগণই ভগবৎ কৃপা লাভে সমর্থ। মৎসরতা ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারে না বরং দিন দিন অবনতির দিকেই ধাবিত হইতে থাকে। সুতরাং আমাদিগের মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে সকলকেই আত্মীয়জ্ঞানে সকলেরই মঙ্গল চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার দেহ, আমার মন, আর এই দেহ ও মন সম্বন্ধীয় বস্তুকেই আমার জ্ঞানে আমরা যে জগতে বাঁচিয়া থাকিতে চাই, ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। জীব মাত্রই ভগবদ্দাসসূত্রে সকলেই আমাদের আপন, কেহই আমাদের পর নহে। আমার মঙ্গলের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই পরের মঙ্গলের চেষ্টা করাই আমাদের জীবনের পরিচয়। নতুবা আহার ও বাসস্থান সংস্থানাদি দ্বারা তথাকথিত আত্মীয় স্বজন প্রতিপালনাদি কার্য্য আমাদিগের অপেক্ষা বরং পশুরাই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পশুজীবনমাত্র যাপন করা কি বিবেকবান্ মনুষ্যের কার্য্য ? ভগবান্ মনুষ্যকে সদসদ্বিচারের ক্ষমতা দিয়াছেন, সে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়া সদ্ব্যবহার করাই জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। মাৎসর্য্য-অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া জীবের জীবত্বকে ধ্বংস করিয়া দেয়—জগতে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং সাধু সাবধান ! নির্ম্মৎসর ভক্তভাগবতগণের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গ্রন্থ ভাগবতোক্ত নির্ম্মৎসর অকৈতব ভাগবত ধর্ম্মানুশীলন করিয়া জীবন ধন্য কর—আর আত্মবঞ্চনা করিয়া এ মহামূল্য মানব-জীবন নষ্ট করিও না।

নানা কথা

সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ ১৭ ও ১৯ নং আর, জি, কর রোড (শ্যামবাজার) গোয়েন্দা বিল্ডিংয়ের ত্রিতলে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে পাঁয়াকোল গ্রামে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর সেবক-সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ কর্ম্মিগণ ও নদীয়া বয়েজ স্কাউট এসোসিয়েসনের সুযোগ্য সম্পাদক প্রফেসর শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ, মহোদয় তাঁহার স্কাউট দল সমভিব্যাহারে প্রতি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন। গত পরশ্ব অপরাহ্নে উক্ত মহোদয়গণ সদলবলে দুঃস্থ পল্লীবাসিগণের সাহায্যার্থে পাঁয়াকোল গমন করিয়াছিলেন। দানশীল ব্যক্তিগণ গৃহ ও বস্ত্রহীন নিরাশ্রয় পাঁয়াকোল গ্রামবাসীদের সাহায্যার্থে যদি কিছু অর্থ দান করেন, তাহা হইলে অর্থের সার্থক হয়।

রেল যাত্রীর দৌরাত্ম্য—

গত পরশ্ব বুধবার রাণাঘাট হইতে নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সন্ধ্যাবেলায় যে ট্রেণখানা আসে তাহাতে মায়াপুর শিবরাত্র দর্শনকারী বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দলের সঙ্গে ২।৩টী করিয়া পাঁঠা ছিল। যাত্রিগণ পাঁঠাগুলির টিকেট না লইয়াই গাড়ী আরোহণ করতঃ নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে পাঁঠা লইয়া বিনা ভাড়ায় প্রস্থান করিতে পাছে অসমর্থ হয়, এইজন্য মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া পড়ে। মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে মাত্র একজন ষ্টেশন মাষ্টার ও একটী মাত্র চৌকিদার থাকেন। তাঁহারা জনতাকে বাধা প্রদান করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পান। কিন্তু ভীষণ জনতার সম্মুখে তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তি পরাহত হয়। জনতা সদর্পে প্রস্থান করে।

কলির কি প্রবল শক্তি? কলিহত জীব তীর্থযাত্রাবাসেও পরের নির্য্যাতনে বিরত নহে। কিরূপে পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করতঃ আপনি লাভবান হইবে তাহার জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু মূর্খ জানেনা, যে উদ্দেশ্যে তাহার এরূপ প্রয়াস তাহা সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবে। তীর্থ যাত্রী কোথায় আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহার অভীষ্ট দেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে নিষ্কপট ধামাভিমুখে গমন করিবে তাহা না করিয়া পর নির্য্যাতনের উপায় উদ্ভাবনে ও ইন্দ্রিয় তোষণে নিরত।

গত শুক্রবার দিবস হাওড়া ব্রীজের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ডাইনার ডাবসন্ রোডে ট্রামে আরোহণ করিবার সময় একখানি গোশকটের ধাক্কা খাইয়া গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হাঁটু একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

দিল্লী—বল্লীমরাল মহারাজ শ্রীগুরু সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে। কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি ঐ প্রদেশে অনেক স্থানেই উহার শাখা মঠ রহিয়াছে। দিল্লী মূল মঠের বর্ত্তমান মোহান্ত মহারাজ গোপাল দাস একজন সরল সাধু প্রকৃতি এবং শিক্ষিত ব্যক্তি। দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। মঠের প্রভূত অর্থ হস্তে পাইয়াও তিনি নিজে ভদ্রোচিত সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিয়মিত সাধু সেবা ও ভগবৎ প্রীত্যর্থে মহোৎসবাদিতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার প্রচারের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত। দিল্লীতে শুদ্ধভক্তির কথা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য সাধ্যমত আনুকূল্য করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহোদয় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় গত ২রা মে প্রাতে পুনা সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। পুনা যাইবার পথে নাগপুর, ভোমওয়াল, চল্লিশগাঁও, কল্যাণ এবং ত্রাণগাঁও ষ্টেশনে তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু পুনা ষ্টেশনে অবতরণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুত এস, এম, পারাঞ্জপে, মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান ও কংগ্রেসের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। বেলা সাড়ে ৮টার সময় পেশোয়াদিগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবন হইতে পুনাবাসীরা এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করেন। শোভাযাত্রা তিলক মূর্ত্তি ও শিবাজী মূর্ত্তির নিকট উপস্থিত হইলে সুভাষ বাবু শকট হইতে অবতরণ করিয়া মূর্ত্তিকে পুষ্প মাল্য দ্বারা সজ্জিত করিয়া মূর্ত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। পরে শ্রীযুত ভোপতকার ভবন পর্য্যন্ত যাইয়া শোভাযাত্রা বন্ধ করা হয়। গত ৩রা মে বেলা ৪টার সময় বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা ৬টার সময় পুনা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে সুভাষ বাবুকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।

মিঃ এস, আর, দাস প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে মিঃ মোল্লা আইন সচিবের পদে পাকা হইবেন বলিয়াই বিশ্বাস।

মার্কস্ এণ্ড কোম্পানীর দোকান হইতে প্রায় একলক্ষ টাকার অলঙ্কার চুরী গিয়াছে অথচ দোকান ঘরের তালা ভাঙ্গা নাই।

গত ১লা মে তারিখে অমৃতসরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এক তামাকের দোকানে আগুন লাগিয়া সেই আগুন ক্রমশঃ ১২খানি কাপড় ও ঔষধের দোকান ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। ক্ষতির পরিমাণ ২লক্ষ টাকার বেশী ছাড়া কম নহে।

উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী চাঙ্গাইল লুডলো জুট মিলের প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক কার্য্য বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। প্রকাশ যে, উক্ত মিলের প্রায় দেড়শত কুলী ধর্ম্মঘটে যোগদান না করিয়া মিলের কার্য্য করিতে থাকে। তাহাতে ধর্ম্মঘটকারীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। গত ১লা মে রাত্রিতে কুলিরা কার্য্যান্তে যখন কুলী লাইনে ফিরিতেছিল, তখন প্রায় ১হাজার ধর্ম্মঘটী নাকি উক্ত ১।০ শত কুলিকে আক্রমণ করিয়া মারপিট করে। শুনা যায় ৬জন জমাদার, ৩জন কনষ্টেবল, ১জন দারোগা ও কতকগুলি কুলী এবং অন্য পক্ষের কয়েকজন কুলী দাঙ্গার ফলে কিছু কিছু আহত হইয়াছে। পরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গিয়া গোলমাল থামাইয়া দেন। মিল কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ ফিলিপ স্প্রাট ও বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যাহাতে মিল-সীমানার মধ্যে প্রবেশ না করেন, সেই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী করিয়াছেন। শ্রমিক-সমিতি আবার বলেন, মিলকর্ত্তৃপক্ষই নানা ষড়যন্ত্র করিয়া কুলীদের উপর অত্যাচার করিয়াছেন।

গত ২৯শে এপ্রেল তারিখে করিন্থে আবার ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইস্‌লামিয়াগ ভূমিকম্পের ফলে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ গ্রীক্ সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্টকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া তার করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্টও তদুত্তরে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। ভূমিকম্পে আর্ত্তজনসাধারণের সাহায্যের জন্য ইটালী হইতে ১০লক্ষ লায়ার পাওয়া গিয়াছে। 'ঈগল' জাহাজে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মাল্টা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া স্থগিত হইয়াছে।

বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স লিলুয়া ধর্ম্মঘটের সত্বর মীমাংসার অভিপ্রায়ে বেঙ্গল গভর্ণরের নিকট দার্জ্জিলিংয়ে যে তার করিয়াছিলেন, মহাশয় গভর্ণর বাহাদুর তাহার উত্তরে জানাইয়াছেন— "রেল-ধর্ম্মঘট রেলওয়ে বোর্ডেরই বিচার্য্য বিষয়। জেসপ ও বার্ণ কোম্পানীর মিটমাটের ভার প্যানেলের উপর অর্পণ করিবার কথা হইতেছে বটে, কিন্তু প্যানেলের উপর অর্পণ করিবার মত অবস্থা এখনও উদ্ভূত হয় নাই। ধর্ম্মঘট-কারীর সংবাদাদি খুব আগ্রহের সহিত পাইতেছি। সন্ধির ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমার কলিকাতায় উপস্থিতির প্রয়োজন হইলে আমি তাহাতে সম্মত আছি।"

বৈদ্যনাথ মন্দিরের রিসিভার লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছে। শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী বর্দ্ধমানের জেলা জজের আদেশে বরখাস্ত হইয়া হাইকোর্টে জজের বিরুদ্ধে আপীল করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মীমাংসা করিয়াছেন, জেলা জজ যাহাকে খুসী তাহাকে রিসিভার করিতে পারেন, পূর্ণচন্দ্র সান্যাল নূতন রিসিভার নিযুক্ত হন কিনা তাহা জেলা জজ বিচার করিবেন। ১৫ই মে তারিখের মধ্যে শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরীকে হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে।

সিটি কলেজের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। বহুছাত্র ট্রান্সফার লইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন হিন্দু ছাত্র উক্ত কলেজে ভর্ত্তি না হয়, তাহার চেষ্টাও চলিতেছে। অভিভাবকগণও এই কলেজ হইতে ছাত্র সরাইয়া লওয়ার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহারা মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যাহাতে অফিস খোলা থাকে, তাহার জন্য সিণ্ডিকেটে এক দরখাস্ত করিয়াছেন। শুনা যায়, কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের সহিত বড়ই দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে কলেজটাই এবার হয়ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

সম্প্রতি আলিপুর মিঃ জেনিংসের এজলাসে জুরীদের সাহায্যে এক মাতৃহত্যা মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ঘটনা এই যে, বসিরহাট স্বরূপনগরের কোরাণ পাইক ও রহমৎ পাইক যাহাদের বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ২৮ ও ২৬ বৎসর, তাহারা যখন আড়াই বৎসরের ও ৮ মাসের শিশুমাত্র, তখন তাহাদের মাতা আতুরাণ বিবি তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া করিম বক্সকে নিকা করিয়া যশোহরে বাস করিতে থাকে। ২৫ বৎসর পরে আতুরাণ বিবি তাহার পূর্ব্ব স্বামীর যে গ্রামে বাড়ী, সেই গ্রামে তাহার ভগিনীর বাড়ীতে আসে। কোরাণ ও রহমৎ তাহাদের মায়া দয়া শূন্যা মাতাকে দেখিয়া দা লইয়া ছুটিয়া যায়, কোরাণের এক আঘাতেই আতুরাণ বিবির মস্তক দেহচ্যুত হয়। মাতাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ ধারা অনুসারে তাহারা অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া কোরাণের মৃত্যুদণ্ডের এবং রহমতের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৫

সীতাদেবী

রামায়ণ মহাভারতের কথা ভারতবাসীর নিকট আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না, সুতরাং রামভার্য্যা সীতাদেবী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিতা। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়—কোন সময় মিথিলরাজ ষোড়শ মহাজনের অন্যতম রাজর্ষি জনক ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় জগন্মাতা লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার হলাগ্রে ভূমিপৃষ্ঠ হইতে স্বয়ং উদ্ভূতা হন। ভূপৃষ্ঠ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি সীতা নামে অভিহিতা হন।

ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম বিনাশার্থ ভগবান্ যুগাবতার লীলাবতার প্রভৃতি স্বাংশে অবতার লীলা প্রকট করেন। তৎকালে তদীয় শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাশক্তিও নিজ স্বরূপ প্রকটিত করিয়া ভগবল্লীলার সহায়কারিণী হন। এতৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে একটী সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য লিপিবদ্ধ আছে। জগতের স্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেমন অবতার লীলা প্রকট করেন, শ্রীদেবীও তদ্রূপ স্বীয় অবতার লীলা প্রকট করিয়া তল্লীলার পুষ্টি সাধন করেন। যে কালে ভগবান্ শ্রীহরি অদিতির গর্ভে স্বীয় আদিত্যরূপ প্রকাশিত করেন, তখন শ্রীদেবীও পদ্ম হইতে উদ্ভূতা হইয়া তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হইয়াছিলেন। আবার ভগবান্ ভৃগু-বংশে পরশুরাম-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলে আদ্যাশক্তি স্বীয় ধরণী-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন। ত্রেতা যুগে রাম-অবতারে তিনিই (আদ্যাশক্তি) সীতারূপে এবং কৃষ্ণের পুরলীলায় রুক্মিণী প্রভৃতি নিজরূপ প্রকটিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্ব্ব অংশী স্বয়ং ভগবান্, শ্রীমতী বার্ষভানবীও তদ্রূপ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী। ভগবান যখন মানব-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন, আদ্যাশক্তিও তখন মানবী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা। ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও যেরূপ মায়াগুণদ্বারা অভিভূত হন না অর্থাৎ মায়িকবস্তুর ন্যায় সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অন্তর্ভুক্ত হন না, শ্রীদেবীও তদ্রূপ মায়া দ্বারা স্পৃষ্টা হন না। ভগবান্ যেরূপ অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু নহেন, শ্রীদেবীও তাহাই। শাস্ত্র বলেন—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" কূর্ম্মপুরাণেতে তাহা কহে নিরন্তর। শ্রীসীতাহরণ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা প্রভৃতি শ্রীরামায়ণীয় আখ্যান অর্থাৎ ভগবানের "অসুর-বিমোহন-লীলা" মাত্র। বৃহদগ্নিপুরাণাদিতে সীতা হরণাদি লীলার মায়িকত্ব বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সেই সকল শাস্ত্র-বচন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীল মধ্বমুনি তদীয় মহাভারত-তাৎপর্য্যে শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটী আরও সুদৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া অতি সংক্ষেপে তত্ত্বটী নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ।
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

দেশের দুর্দ্দৈব

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ।)

আচ্ছা! আমরা সত্য কথা শুনিতে প্রস্তুত নহি কেন? সত্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে আমরা চটিয়া যাই কেন? আমি অস্বীকার করিলেই সত্য নষ্ট হইয়া যাইবে, এইরূপ একটি ভ্রান্ত বিচার সম্ভবতঃ আমাদের মাৎসর্য্য-পরায়ণ মন আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া আমাদিগকেই বঞ্চিত করে। মেষশাবক যেরূপ ব্যাঘ্রাদি দেখিলে চক্ষু মুদিত করিয়া বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে যায়, আমরাও সেইরূপ সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের করালমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফাঁকি দিতে চাই। কিন্তু ফল কি হয়? কে ফাঁকিতে পড়ে? কাল, না আমরা? ভীরু মেষশাবক যেরূপ নয়ন মুদিয়া ব্যাঘ্র-হস্ত হইতে নিস্তার পায় না বরং পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আমরাও কাপুরুষের মত অপ্রস্তুত অবস্থায় দলে দলে দিন দিন নিতান্ত নিঃসহায় ভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতেছি। অথচ আমরা কেহই কম বুদ্ধিমান নহি। সকলেই এক একটি অহঙ্কারের হিমাচল হৃদয়ে বহন করিয়া তাহার পূজায় সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমার হিমাচলটিকে কেহ এক ইঞ্চি ছোট বলিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহারটিকে বিশ ইঞ্চি ছোট বলিয়া নিজেরটিকে ফুলাইয়া যোলগুণ করিয়া থাকি। কিন্তু যখন সর্ব্ববুদ্ধি নিষ্ফল করিয়া কাল আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখন ঐ হিমাচলের পার্শ্বেই লুক্কায়িত হইয়া সহিমাচল তাহার পদাক্রান্ত হইতে বাধ্য হই।

হায়! আমার অহঙ্কার যে আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, এ কথা কি আমি বিশ্বাস করিতে পারি? কোন হিতৈষী আমাকে জাগাইবার জন্য চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও আমি জাগি না। বরং জাগিয়া ঘুমাইতে পারিলেই মনে মনে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকি। হায়! এ কপট নিদ্রা কি ভাঙ্গিবে না।

এই সংসার-রূপ কটাহে কাল আমাদিগকে প্রতিনিয়ত ত্রিতাপে দগ্ধ করিতেছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ঐ ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই। কিন্তু কোন পথে? নিজের মনগড়া পথে। বরং পথ ভুলিয়া চিরকাল আবদ্ধ থাকিব, তথাপি কোন মুক্ত পুরুষের উপদেশ শুনিব না। বরং মনোধর্ম্মি ভণ্ডের কথা শুনিব, কারণ তাহার সহিত আমার অনেকটা মত মিলিয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সাধুর শরণাপন্ন হইব না। রোগী আমি চিকিৎসিত হইতে চাই, কিন্তু যে চিকিৎসক আমার (রোগীর) মনের মত ঔষধ ও পথ্য দিবেন, এরূপ চিকিৎসক চাই। ঔষধ তিক্ত হইলে রোগ সারুক আর নাই সারুক, মরিব, তথাপি সদ্বৈদ্যের আশ্রয় লইব না। ভাঙ্গিব তথাপি নত হইব না। এই দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের কত দিনে ঘুচিবে?

দেশ যখন এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, তখন যদি বাস্তবিক কোন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের উদ্ধার জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, আচার্য্য স্বয়ং নিখুঁত আচারবান হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য জীবের দ্বারে দ্বারে অভয়-বার্ত্তা ঘোষণা করেন, স্বরূপভ্রষ্ট অনাদি ভব-ব্যাধি পীড়িত কারারুদ্ধ জীববৃন্দকে শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা-মুক্ত করিয়া হরিকথামৃত সিঞ্চনে ভব-রোগের শান্তি বিধান পূর্ব্বক, নিত্যসম্পৎ প্রদান করেন, যদিও শতশত ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে তাঁহার সর্ব্ব সন্তাপহারী পরমস্নিগ্ধ পাদপদ্ম-তলে আশ্রিত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতে দেখি, এমন কি যদি নিজেদেরও কোন কোন শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার অহৈতুকী দয়ার আভাস হৃদয়ে উপলব্ধি করি এবং এই সমস্ত সত্ত্বেও যদি দেশবাসী আমরা বঞ্চিত হই, তবে কি দেশের দুর্দ্দৈব নহে? যদি সংকুল-জাত ব্রাহ্মণসন্তানকে বংশ-গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, লঙ্কাধিপতির নয়ন-পুত্তলিকে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া, যদি কুলবিপ্র দক্ষ-প্রতিষ্ঠ সুধী মণ্ডলীকে জড় বিদ্যার বোঝা বুঝিয়া, স্বরূপ-অলঙ্কারকে রূপমদের অলঙ্কৃতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যদি মাতার স্নেহ, পত্নীর প্রীতি, সন্তান-বাৎসল্য প্রভৃতি পারিবারিক ভোগ্য বস্তুকে মায়ার ছলনা জানিয়া পুরবাসিগণকে এক যোগে সদ্গুরু-চরণে শরণ গ্রহণ করিতে দেখিয়াও দেশের চক্ষু ফুটিল না, তবে তাহা দেশের দুর্দ্দৈব নহে কি?

যদি বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবাহী আচার্য্যসিংহের কুতর্কনিরাসক সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ শ্রবণ করিয়াও যোগ, তপ, জ্ঞান প্রভৃতি চিত্ত-চমৎকারকারী বিবিধ প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যে ছলনামোহিত হইয়া, দেশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, নির্ম্মৎসর পরমহংস-সেবিত, প্রোজ্ঝিত কৈতব, পরম বাস্তব ধর্ম্মের পীযূষধারা পান করিয়া অমৃতস্বরূপত্ব লাভের এরূপ সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল না, তবে কি তাহা দেশের দুর্দ্দৈব নহে?

শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণার কথা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন ভাষা নাই, যদ্দ্বারা শ্রীগুরুদেবের অপার করুণার কথা সম্যক্ ব্যক্ত হইতে পারে। এমন কোন বস্তু নাই যাহা শ্রীগুরুদেবের করুণার সহিত বিনিময় করা যায়। সুতরাং অসীম করুণাম্বুধির বিন্দু মাত্র স্পর্শ করিবার বাসনায় যদি কিছু শোধিত হইতে পারি। বামনের চাঁদ ধরার ইচ্ছা ও টুনি পক্ষীর সমুদ্র সেচন চেষ্টার ন্যায় অসম্ভব হইলেও পরম কারুণিক শ্রীগুরু চরণ প্রসাদে সকলই সম্ভব।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

যিনি জাগতিক সমস্ত বিচারের অতীত, যিনি মায়াবশ নহেন, একমাত্র মায়াধীশের সহিত সেব্য-সেবক সম্বন্ধ সূত্রে অভিন্নবিগ্রহ, যাঁহাতে লঘুতা হেয়তা অবরতার লেশ মাত্র স্পর্শযোগ্য নহে, তিনি কত বড়, কত মহান্! আর আমি দেবীধামের মায়িকতমসাচ্ছন্ন অবিবেক সম্পন্ন কলুষিত নামমাত্র মানবাখ্য জীব।

যিনি এত মহান, তিনি আমার মত হীন জীবকেও তাঁহার স্বরূপাগুর্ণে আকৃষ্ট হইয়া সেই জীবের স্বরূপ নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ জানাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়া নিয়ত অঘোর মরণে ঘুরিয়া পর দুঃখে দুঃখী এই কথার

অনন্ত আদর্শ দেখাইতেছেন। উহা ব্যক্ত করিবার ভাষা অভিধানে কোথায়? লেখকের লেখনী এইখানেই স্তব্ধ।

আমি অতি বড় পাষণ্ড; শ্রীগুরুদেবে সম্বন্ধ বর্জ্জিত, হৃদয়-বিহীন, বজ্রাদপি কঠোর। তাই লেখকের কাচ কাচিয়া আমিও কি লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি, জানিনা।

আজ ত্রুট সংসব যাবৎ শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-উৎসবাদি দর্শন ও চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য, পেয় আদি বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ সেবন, এবং একনিষ্ঠ শ্রীগুরু সেবকগণের শ্রীমুখ-বিগলিত শুদ্ধ শ্রীহরিকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইতেছি বটে, কিন্তু আমার পোড়া কপাল, এমন সুদুর্লভ সাধুগণের সেবা আদর্শেও আমার সেবা বৃত্তি পরিস্ফুট হইতেছে না।

শ্রীগুরুদেব আমার মত মায়াব নফরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই স্বীয় পার্ষদগণ-সঙ্গে এই প্রকার শ্রীধাম-পরিক্রমা ও উৎসবাদির আয়োজন করিতেছেন। নতুবা শুধু মুখের কথা কয়টী শুনিয়া কিছুই গ্রহণ করিবার সুবিধা হইত না। তেমন মস্তিষ্ক ও হৃদয়-বলের প্রাচুর্য্যের অভাব। কারণ যাহারা আজীবন জাগতিক বিচার লইয়া ব্যস্ত, শ্রীহরিসেবা আদি চিৎকার্য্যও এই জাগতিক জড় বিচারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কে এমন কোন ধারণা শক্তিই নাই, যদ্দ্বারা শুধু মুখের কথা শুনিয়া এত বড় বড় কথা (শ্রীশ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণব সেবার কথা) বুঝিয়া লইতে পারেন, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তাঁহার সঙ্গ ব্যতীত।

আমরা মনোধর্ম্মে জড় বাদে কেহ কেহ বলিয়া থাকি, সংসারে কর্ম্মময় জীবনে নৈতিক জীবন যাপন দ্বারাই কেবল বিষ্ণু বৈষ্ণব সেবার কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং সংসার ধর্ম্মই শ্রীহরি ভজন। আর কেহ কেহ বলিয়া থাকি, সংসার ছাড়িতে না পারিলে, বনে জঙ্গলে আশ্রয় না লইলে শ্রীহরি ভজন হয় না। সুতরাং সংসার ছাড়িয়া বন গমনই শ্রীহরি ভজন। এই ভোগী ও ত্যাগী বিবিধ মনোধর্ম্মীর ভ্রম নিরসন জন্যই শ্রীশ্রী-গুরুদেব।

অনাসক্তস্য বিষয়ান যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরি সম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু
কথ্যতে॥

শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

ইহা গাহিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সুসিদ্ধান্ত দ্বারা, কুসিদ্ধান্ত ও অপ সিদ্ধান্ত সকল সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিতেছেন।

শ্রীগুরুদেব আচার্য্য রূপে, স্বয়ং এবং পার্ষদগণ দ্বারা আচরণ করিয়া, যে শ্রীমুখ-বিগলিত পূত শ্রীশ্রীহরিকথামৃত আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করাইয়া দেন, তদ্দ্বারাই কেবল আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া, নিত্য মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

যাহারা মনে করেন যে, এই সকল কার্য্য, শ্রীধামপরিক্রমা উৎসবাদি একটা হৈ চৈ করিয়া শুধু এক নূতন দলপুষ্টির চেষ্টা মাত্র, তাহারা কি একবারও ভাবেন না, যে সকল মহাত্মা এই অলৌকিক কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি প্রাপ্য? তাঁহারা কিছুই লইতে আসেন নাই, শুধু দিতেই আসিয়াছেন। জগতে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার জন্যই সকলে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা এই তিন বস্তুকেই মল মূত্রজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া জাগতিক সুখ দুঃখ পদদলিত করিয়াছেন।

মৎসর ব্যক্তিগণই আচার্য্যগণের প্রচার কার্য্যাদি লীলাভিনয় স্বীয় মঙ্গলের উপায় মনে না করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকেন কারণ তাঁহারা নিজে নিজে বঞ্চিত এবং বঞ্চক। শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু আদি যত যত আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়া নিত্য সেব্য সেবক শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ আচার দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বঞ্চকগণ তখনও এই প্রকারেই বঞ্চিত।

সুতরাং নিজ মঙ্গলকামী বুদ্ধিমান যাঁহারা তাঁহারা ভ্রমবশে বঞ্চকদের কবলে পতিত হইলেও ছুটিয়া আসিয়া বর্ত্তমান জগতে একমাত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচারক আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে নিজের নিজত্ব অবগত হইয়া নিরপেক্ষ সত্য পন্থা অবলম্বনের সুযোগ পাইতেছেন।

যিনি নির্ম্মৎসর হইয়া শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণব অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ-তত্ত্ব জ্ঞানে শ্রীগুরুদেব সর্ব্ব সেবময় বুদ্ধিতে সামান্য বুদ্ধি পরিহার করিয়া একান্তে শ্রীগুরু চরণে শরণ লইয়াছেন, তিনিই ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয় মুক্ত হইয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা জানিয়াছেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচারক আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেব কে? তিনিই জানিতে পারিয়াছেন, বর্ত্তমান জগতের অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকে শ্রীশ্রীহরিভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কত বিপুল আয়োজন। তিনিই জানিতে পারিয়াছেন, শ্রীগুরুদেব কায়মনোবাক্যে সদা সর্ব্বদা দুঃখী জীব শ্রীহরিভজন করিবে না তিনি যে কোন প্রকারে শ্রীহরি ভজন করাইবেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। তিনিই জানিয়াছেন শ্রীশ্রীগুরুদেবের করুণার কথা। আমি তাঁহারই সেবা ভিখারী।

নিমাই

(ডাক্তার কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দিনের পর দিন চলে যায়, নিমাইয়ের মায়ের সংসার এমনি ভাবেই কেটে যেতে লাগলো—অভাব আর ঘোচে না, দিন দিন যেন আরও বেশী অভাব হ'তে লাগলো। নিমাই খায় দায় পড়া শুনো করে, কোন ভাবনাই নেই, যত ভাবনা মায়ের। যেখান থেকে হোক—যেমন ক'রে হোক, নিমাইয়ের মা সব যোগাড় করে আনেন। দিন দিন এমন হ'য়ে এল যে, নিমাই যে জিনিষটা চাইত, সেইটাই ঘরে নেই, সেইটাই পাওয়া যায় না। নিমাই তার জন্যে ভারি রাগ করে; কিন্তু কোথা থেকে যে আসবে তা' সে একবারও ভাবে না। কোন জিনিষ না পেলেই রাগ, তা রাগ ক'রে মনে মনে থাকবে না, ঘর দুয়োর ভাঙবে, জিনিষপত্র ছড়াতে আরম্ভ করবে। এতে যে নিজেরই ক্ষতি, তা মোটেই মনে করে না। এ রকম ক্ষতি করলেও নিমাইয়ের মা তার জন্য নিমাইকে কিছুই বলেন না সব সয়ে থাকেন। ছেলের মায়াতে নিমাই যা চায়, চেয়ে চিন্তে নিয়ে এসে, ছেলের মন যোগান। এক দিনকার কথা বলি শোন, সে দিন ভারি মজা করলে।

দুপুর বেলা গঙ্গা নাইতে যাবার সময়, নিমাই মাকে বল্লে, মা! আমাকে তেল আমলা দাও আর বেশ সুগন্ধি মালা, চন্দন সব যোগাড় করে রাখ, আমি নিয়ে এসে বিষ্ণু পূজা করবো। ঘরে কিছুই নেই, নিমাইয়ের মা বল্লেন এ সব তো কিছু ঘরে নেই ধন! একটু খানিক দাঁড়াও আমি সব এনে দিচ্ছি। "এনে দিচ্ছি" কথাটা যেমন নিমাইয়ের কাণে গিয়েছে, অমনি একেবারে উগ্রমূর্ত্তি হ'য়ে উঠলো! বল্লে এখন নাইতে যাব, এখন তুমি তেল আমলা আনতে যাবে? এই বলে ঘরের ভেতর ঢুকে হাঁড়ি কলসী যা যেখানে ছিল, সব টান মেরে মেরে ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেল্লে। গঙ্গা জলের কলসী, তেলের ভাঁড়, ঘিয়ের ভাঁড়, দুধের কেঁড়ে, দইয়ের হাঁড়ী, নুনের জায়গায় যে সব হাঁড়ী কলসীতে চিঁড়ে, মুড়কী, চাল, ডাল, মুগ, মটর, ছোলা, ... ছিল সে সবও চুরমার ক'রে ভেঙে ফেল্লে; হাঁড়ী কলসী বলতে আর ঘরে থাকলো না। সিকে গুলো সব টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেল্লে। কাপড় গুলো ... টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্লে, ... এসে কি প'রবে এমন বস্ত্রের টুকু পর্য্যন্ত থাকলো না। তেল, ঘি, দুধ, দই সব মেজের পড়ে, লেঁত ব'রে যেতে লাগলো। তার ওপোরে চাল ডা'ল, চিঁড়ে, মুড়ী ছোলা, মটর সব পড়ে এক ... হ'য়ে গেল।

ঘরের জিনিষ সব ভাঙা হ'য়ে গেলে উঠোনে এসে আনাচ কানাচে যত গা... পালা ছিল, ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে সে ... চুরমার ক'রে। কত গাছে—সবে ... ধরেছে, পেপে, লঙ্কা, যোয়ান, রাঁধুনী কেলেজিরে, মৌরী, গুলঞ্চো, শসা কুমড়া, লাউ, বেগুন যা যেখানে ছিল তার আর কিছু রাখলে না। তারপ... সেই দো হেতো ঠ্যাঙা দিয়ে ঘরের চা... ঠেঙাতে আরম্ভ ক'রলে—যতদূর পা'রলে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে চাল ভেঙে ফেল্লে তারপর রাগের জ্বালায় উঠোন ঠেঙাতে আরম্ভ করলে। ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে উঠোন খানা যেন একেবারে চষা ভুঁই করে ফেল্লে রাগ কিছুতেই পড়ে না, রাগের চোটে সেই মাটী উঠা উঠোনে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো, খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে দিয়ে—আহা! অমন যে সোনার ম... গায়ের রং তা' যেন সব ধুলো ধুলো হ'য়ে গেলো, সেই ধুলো মাখা গা নিয়ে, সে... রোদের মধ্যে উঠোনে পড়ে নিমাই ঘুমিয়ে গেল। নিমাইয়ের এত রাগ কেউ কখ... দেখেনি নিমাইয়ের মা নিমাইয়ের এই স... কাণ্ড দেখে, ভয়ে রান্না ঘরের এক কোণে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। এত যে রাগ মাকে নিমাই একটা কথাও বল্লে না; ... রাগে মায়ের গায়ে হাতও তুল্লে না।

নিমাই ঘুমিয়ে গেলে পর, শচীদেবী তাড়াতাড়ী গিয়ে তেল, আমলা, মা... চন্দন সব চেয়ে নিয়ে এসে, পা টিপে টিপে নিমাইয়ের কাছে গিয়ে, আ... আস্তে গায়ে হাত বুলুতে বুলু... বল্লেন, তেল আমলা, আছে ধন! ... নাও, নেয়ে এসগে। রোদে গা তে... আগুন হ'য়ে গিয়েছে ধন! এই ... যেমন হাত ধরে টেনেছেন, অমনি নিম... উঠে, একটু লজ্জা লজ্জা ভাবে সেই ... নিয়ে নাইতে গেল।

ছেলে নাইতে গেল, নিমাইয়ের ... তাড়াতাড়ী ঘরে গিয়ে, চাল ডা'ল ... সব জিনিষ ভাল ছিল, তেল, ঘি, দুধ, ... মাখা হয় নি, তা থেকে কতক ... উঠিয়ে নিলে, ঘর দুয়র পরিষ্কার ... ফেল্লে। ঠাকুর ঘরে বিষ্ণু পূজা ...

খুব্রী আছে জল দিয়ে পেলায় খেতে ফেললো। পেলায় পেয়ে বেশ খুসী মনে শুয়ে আছে, এমন সময় নিমাইয়ের মা আস্তে আস্তে কাছে এসে বল্লেন, হাঁ রে! এত অপচয় ক'রলি কেন? এই যে সব জিনিষ নষ্ট গেল, কার গেল? আমার এতে কি দায়, তোরই তো সব গেল। কা'ল কি ক'রে প'ড়তে যাবি? আর খাবিই বা কি, এমন জিনিষটা ঘরে নেই। নিমাই মায়ের কথা শুনে হাঁসতে লাগলো, ভাবলে এইবার মায়ের জ্ঞান হ'য়েছে যে আমি কিছুই ক'রতে পারিনে, ঘরের এত জিনিষ আমি কোথা থেকে জোটাবো। বল্লে মা! আমরা কৃষ্ণের পাল্য কৃষ্ণই আমাদের পালন করেন, ভেবো না। এই বলে পুঁথি নিয়ে প'ড়তে গেল।

খানিক প'ড়ে টোলের ছুটী হ'লে পর, নিমাই বাড়ী না এসে বরাবর গঙ্গার ধারে গেল। কি জানি সেখানে কি ক'রলে ব'লতে পারিনে, খানিকক্ষণ সেখানে থেকে বাড়ী এসে, মাকে নির্জ্জনে ডেকে, মায়ের হাতে দু তোলা সোনা দিয়ে ব'ল্লে মা! এই নাও, কৃষ্ণ এই দিয়েছেন, ভাঙ্গিয়ে এখনকার মত সংসার চালাও, দেখো যেন কোন জিনিষের অভাব না হয়। এই বলে নিমাই শু'তে গেল।

নিমাইয়ের মা সেই সোনা ভাঙিয়ে পূজা'র যত সামগ্রী তা, নিমাই যে সব জিনিষ ভেঙেচুরে ফেলেছিল, সে সব জিনিষ, খাবার দাবারের সব জিনিষ কিনে আনালেন। ঘরে কোন জিনিষের আর অটুট থাক্‌লো না। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যেতে লাগলো। যখনই অনটন পড়ে, নিমাইকে বল্লেই নিমাই সেই রকম ক'রে সোনা এনে দেয়, নিমাইয়ের মা তাই ভাঙ্গিয়ে সংসার চালান। বার বার সোনা এনে দেয় বলে নিমাইয়ের মায়ের মনে বেশ একটু খটকা লেগে গেল। এত সোনা বার বার কোথা থেকে আনে। ধার ক'রে আনে কি কার' কাছে থেকে কোন রকমে নিয়ে আসে, কি কেউ ওকে অমনি দেয়, কি কোন মন্ত্রসিদ্ধ জানে! এই রকম অনেক কথা মনে হ'তে লাগলো, সোনা ভাঙাতে দিতেও ভয় হ'তে লাগলো। আগে দু পাঁচ জায়গায় দেখিয়ে তারপর ভাঙাতে দেন।

এই ভাবে বেশ সংসার চলতে লাগলো, সংসারের আর কোন অভাবই থাকলো না। নিমাই খায় দায় আর সব সময়ই পুঁথি নিয়ে থাকে। টোলের মধ্যে নিমাইই সব চেয়ে ভাল ছেলে হ'লো। এমন সুন্দর ভাবে সব ব্যাখ্যা করে, যে পণ্ডিত মশায় তা শুনে বড় সুখী হন। মধ্যে মধ্যে নিমাইকে বলেন, নিমাই, আমি বলছি তুমি নিশ্চয়ই ভট্টাচার্য্য উপাধি পাবে। নিমাই পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনে বল্লে, আপনি যাকে আশীর্ব্বাদ করেন, ভট্টাচার্য্য পদবী পাওয়া তার পক্ষে কি শক্ত? কিছুই নয়, সে অনায়াসেই ভট্টাচার্য্য পদবী পায়।

নিমাইয়ের ব্যাখ্যাও খুব ভাল। আবার এমন মজা যে, একবার এক রকম ব্যাখ্যা ক'রে সবাইকে শুনিয়ে দিলে, তারপর আবার অন্য রকম ব্যাখ্যা ক'রে সকলকে একেবারে অবাক ক'রে দিলে। ব্যাখ্যা শুনে সকলে বাহবা বাহবা ক'রতে থাকে। খে'তে শু'তে বেড়া'তে সব সময়ই শাস্ত্রের কথা। নিমাইয়ের মুখে আর অন্য কথাই শুনতে পাওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শিবপূজায় বলিদান

বর্দ্ধমান জেলায় জামালপুর নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ শিবালয় বর্ত্তমান। প্রতিবৎসর এই সময় তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গত শুক্রবার শিবপূজোপলক্ষে বার্ষিক উৎসবের একটী প্রধান দিবস ছিল। কয়েকদিন ধরিয়া এতদ্দেশ হইতে বহুলোককে পূজাসম্ভার হস্তে উক্ত শিবক্ষেত্রে গমন করিতে দেখা গেল। পূজাসম্ভারের মধ্যে পাঁঠাই দেখিলাম একটী বিশেষত্ব। শুনিলাম শিবকে নাকি ছাগবলি দেওয়া হইয়া থাকে। মহাদেব, যিনি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একজন বিশেষ ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবতে যিনি 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা, ইহা বড়ই বিস্ময় জনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। ইহা যদি অজ্ঞ জনসাধারণের কোন কুসংস্কারের ফল হয়, তাহা হইলে শিবভক্তগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিপ্রথা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি, অধিকাংশ স্থলে শাক্তগণও মহামায়া পূজায় বলিদান-প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। একটী প্রাণের বিনিময়ে আমার কিছু সুবিধা করিয়া লওয়ার চেষ্টা যে কিরূপ ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদন চেষ্টা, তাহা বুদ্ধিমানগণের একটু চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ। যে বিষ্ণু-ভক্ত বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে ভগবদ্দাস রূপে দর্শন করিয়া নিজেকে তাহার দাসানুদাস বলিয়া অভিমান করেন, সেই বৈষ্ণবের সম্মুখে জীবহত্যা—ইহা ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কাণ্ড বলিয়া বিজ্ঞ জনেরা মনে করেন। বৈষ্ণব কখনও জীবহিংসার প্রশ্রয় দেন না, তিনি নিজেও নিজের হিংসা করিয়া আত্মঘাতী হন না। অর্থাৎ বৈষ্ণব নিজে বিষ্ণুর সেবা করিয়া অন্য জীবকেও বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত করেন। জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন—ইহাই বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণব বলিতে প্রত্যেক বিষ্ণুভক্তের ইহাই কর্ত্তব্য। যাহারা জীব-হনন দ্বারা সাময়িক আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা ছাড়িতে পারে না, তাহারা চায় ভগবান্‌কে! ধিক্ তাহাদের ভগবানকে চাওয়ায়! আমার স্বচক্ষে দেখা আছে, একগ্রামে একটি বটবৃক্ষতলকে লোকে শ্রীহরির অধিষ্ঠান বা হরিতলা বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক বৎসর অজ্ঞ লোকগুলি সেই বটবৃক্ষতলে স্মার্ত্ত শাক্ত ব্রাহ্মণ ডাকিয়া হরি পূজা করার এবং হরিকে উদ্দেশ্যে (?) করিয়া পাঁঠা বলি দেয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই যে ভগবানের প্রকট ভূমি, যে ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্ব-বিশিষ্ট জীবের নিকট বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক নৈবেদ্য ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃত জীবের প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করেন না, যে ভগবান্ পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ আদি করিয়া দেবতা মনুষ্য সকলেরই পিতা, ত্রাতা—একমাত্র শরণ্য, সেই ভগবান্ তাঁহারই সৃষ্ট, তাঁহারই পাল্য জীবগণের রক্ত খাইবেন, একথা ভাবিতেও পাষণ্ডদিগের হৃদয় কম্পিত হয় না, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

পূর্ব্বে নরবলি হইত, মানুষ যখন একটু সভ্য হইল, সমাজে মানুষের উপকারিতা আছে বুঝিল, তখনই নরহত্যা ছাড়িয়া দিল। মানুষ যে এখনও কতদিনে সভ্য হইয়া ছাগবলি, মহিষবলি প্রভৃতি উঠাইয়া দিবে, তাহা বলা যায় না। বলিদানপ্রথা যাহাতে দেশ হইতে একেবারেই উঠিয়া যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক পরদুঃখদুঃখী মানবের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। বাবা, মা কখনও রাক্ষস রাক্ষসী নয় যে, তাহারা তাঁহাদেরই ছেলে গুলিকে ধরিয়া ধরিয়া খাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, এজন্মে যাহারা যাহাকে হত্যা করিতেছে, পরজন্মে আবার তাহারা অর্থাৎ হননকারী তাহাদিগের (হতজীবগণ) কর্ত্তৃক হত হইবে। জিহ্বার লালসা তৃপ্তির জন্য বাপ মায়ের উপর 'ছেলে খাওয়া' অপরাধ আরোপ করা যে কি ভীষণ অপরাধ—কি উৎকট পিতৃমাতৃ-ভক্তির পরিচয়, তাহা প্রত্যেক হিংসা-কারীর চিন্তার বিষয় হওয়া আবশ্যক। যে জীবন আমরা দিতে পারি না, সে জীবনের উপর আমাদের কি অধিকার আছে? ভগবান্ ইচ্ছা করিলে, তাঁহার জীবকে রাখিতেও পারেন, মারিতেও পারেন। আমরা কেন অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আত্মবিনাশ সাধন করিব?

অনেক তন্ত্রশাস্ত্রে অবশ্য বলিদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা অসংযতজিহ্ব নিতান্ত তামস বা রাজস প্রকৃতির লোক-গণের জন্য। যেহে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" এই বাক্যের দ্বারা পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনু বলেন, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তির লোকগণের স্ত্রীসঙ্গ, জীবহিংসা, আসবাদি প্রবৃত্তি থাকিলেও নিবৃত্তিমার্গই মহাফলজনক। মোটকথা ভূতবলিদ্বারা আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ভগবৎপ্রীতি আদৌ লাভ হইবে না। ভগবান্ আমার ক্রন্দনও যেমন শুনিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হয়, অন্য জীবের ক্রন্দনও তিনি সেইরূপ শুনিতে পান। আমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে যেমন আমার দুঃখ হইয়া থাকে, অন্য জীবেরও সেইরূপ দুঃখানুভূতি আছে। তাহারা আমার মত স্পষ্টবাক্যে কথা কহিতে না পারিলেও, তাহাদের ভাষায় তাহারা কত কথাই না ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া থাকে। আমার কথাটাই ভগবান্ শুনিবেন, আর সেই নিরীহ প্রাণীদের কথা কি ভগবান্ শুনিবেন না?

সুতরাং জীবগণ, এখনও সাবধান হও, আর ভগবৎপূজায় নাম করিয়া প্রাণিহত্যাপাপে লিপ্ত হইও না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর জেলার স্থানে স্থানে শুদ্ধভক্তি কথা প্রচার করিয়া বহু জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদন করিতেছেন। সম্প্রতি স্বামিজী মহারাজ জামিট্যা গ্রামে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ পড়্যাই মহাশয়ের ভবনে দিবসত্রয় থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র মূল প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই যে একমাত্র উপাস্য তত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিই যে একমাত্র কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বা অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই যে একমাত্র প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর স্বামিজী মহারাজ উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার ভবনে বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে মহাভাগবতের প্রকৃষ্ট সঙ্গই কৃষ্ণভক্তি লাভের একমাত্র উপায়, কৃষ্ণসেবাই জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম্ম, কর্ম্মজ্ঞান যোগাদিচেষ্টার নিরর্থকতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। উক্ত গ্রামের সংস্কৃত টোলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সজ্জন স্বামিজী মহা-রাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-

দশের প্রতি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, যথার্থ জাতি কুল শীল নামের সার্থকতা—নতুবা উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ প্রভৃতি কেবল দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র।

মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা ও যশোহর জেলার নানাস্থানে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিতেছেন। দশভাইয়া, মণ্ডিয়া, লোহাগাতি, খামার প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ স্বামিজী মহারাজের শ্রীমুখোচ্চারিত শুদ্ধসত্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

(স্থানীয়)

গত শনিবার এখানে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠে খাটে ধুলাও বাধিয়াছিল। চাষীদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আশা করা যায়, কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ শীঘ্রই কমিয়া যাইবে।

নানা কথা

রাণীপুর হরিসভা—অদ্য অপরাহ্নে ৭ ঘটিকার সময় রাণীপুর হরিসভায় সাম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠের পূজনীয় সজ্জন প্রচারক মহোদয়গণ (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ ও গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহাশয়) "জীবের নিত্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা, হরিকথা-কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠাদি করিবেন। সকলে সবান্ধবে উক্ত সভায় যোগদান করিলে সভার উদ্যোগকারী সভ্যবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হইবেন। গত কল্যও উক্ত হরিসভায় উক্ত প্রচারকগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে অদ্ভুত সংবাদ

বৃন্দাবনের বৃন্দাবনবটে এক অদ্ভুত রকমের চুরী হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ৮॥০ টার সময় বাড়ীর লোকজন যখন ভিন্ন ভিন্ন ঘরে কাজ করিতেছিল, তখন এক বা ততোধিক চোর তেতালার একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া একটী ছোট লোহার সিন্দুক লইয়া প্রস্থান করে। খবর পাইয়া রাত্রিতে বহু অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু বৃথা। পরদিন সকালবেলা একটী ছেলে ঘোড়া লইয়া যমুনারতীরে বেড়াইতেছিল, তখন একটী কৌটা যমুনার জলে ভাসিতে দেখে। এই চিহ্ন লইয়া যমুনার মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়। তাহাতে লোহার সিন্দুক এবং কিছু গহনা এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মোট ৭৮ শত টাকার দ্রব্য পাওয়া যায়। সবসমেত প্রায় ৬০০০৲ টাকার অলঙ্কার ও নগদ টাকা পাওয়া যায় নাই। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না।—বাংলার কথা।

পুনা নগরে বক্তৃতা কালে শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু ভারতে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে যে একটী হিসাব প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

১৮৯৮-৯৭ খৃষ্টাব্দে—বিলাত হইতে আমদানী করা কাপড় ১৯৯৭০০০০০০গজ, ভারতের তাঁতে নির্ম্মিত কাপড় ৭৮৪০০০০০০ গজ, ভারতের কলে নির্ম্মিত কাপড় ৩৫৪০০০০০০ গজ, বিলাত হইতে কম রপ্তানী ও বিলাতে ফেরৎ ১৭১০০০০০০ গজ, ভারতের বাজারে বিক্রয় হইয়াছে ২৯৬১০০০০০০ গজ।

১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে—বিলাত হইতে আমদানী করা কাপড়—১৭৮০০০০০০ গজ, ভারতের তাঁতে নির্ম্মিত কাপড় ১৭১৫০০০০০০ গজ, ভারতের মিলে প্রস্তুত কাপড় ২২৫৯০০০০০০ গজ, বিলাত হইতে কম রপ্তানী ও বিলাতে ফেরৎ ২৭৮০০১০০০ গজ, ভারতের বাজারে বিক্রয় হইয়াছে ৫০৮৬০০০০০০ গজ।

বোম্বাই হইতে পুনা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ১লা মে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু একটী প্রকাশ্য সভায় যুবক আন্দোলনের উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। সুভাষ বাবু বলেন, "ভারতে যে যুবক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা জাগ্রত দেশের বিরাট আন্দোলনের একটী আভাষ মাত্র। অন্যান্য দেশের যুবকগণ অপেক্ষা ভারতীয় যুবক সম্প্রদায়ের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। সুতরাং ভারতীয় যুবকগণকে কেবল ভাব ও আদর্শ লইয়া থাকিবার সময় নাই, তাঁহাদিগকে গঠনের কার্য্যও করিতে হইবে। মিশর, আসিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি ভারতের সমসাময়িক দেশের সভ্যতা জগৎ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতের সভ্যতা আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিতে হইবে, যুবকসঙ্ঘের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে, কংগ্রেসের আদর্শ নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে, সাইমন কমিশন ও বিদেশীয় বস্ত্র বর্জ্জন, স্বাধীনতা কামিগণের মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক, যুবকগণ সকলেই ব্যায়াম চর্চ্চা করিবেন, তবে সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ইংলণ্ডবাসীকে জব্দ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু দেশের মঙ্গলই উদ্দেশ্য।

চট্টগ্রাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিসকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত কাজি বাজলার রহমানকে গত ২রা মে তারিখে মিলিটারী পাহারায় সাব্-ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, কে, ঘোষের এজলাসে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত আসামী পক্ষে এবং রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর সরকার পক্ষে উকীল দাঁড়ান। সাব-ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার নথীপত্র অস্থায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এন, সরকারের এজলাসে পাঠাইয়া দেন। মিঃ সরকারের এজলাসেই বিচার আরম্ভ হয়। বিচার-কক্ষে বহু লোকের ভিড় হইয়াছিল। সরকারী পক্ষের উকীল মামলা আরম্ভ করিলে আসামী পক্ষের উকীল বলিলেন, আসামীর মাথা খারাপ, সুতরাং ৪৬৪ ধারা অনুসারে তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হউক। অতঃপর আসামী কতক ইংরাজী, কতক বাঙ্গালায় কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট রহমানকে ১০দিন সিভিল সার্জ্জেনের তত্ত্বাবধানে রাখিতে বলিয়াছেন। আগামী ১৪ই শুনানীর দিন পড়িয়াছে।

শুনা গেল, গত ১২ই বৈশাখ কলিকাতা ১৪নং নিমুগোস্বামীর লেনস্থ বামাপদ দে ও যজ্ঞেশ্বর দের বাড়ীতে ঠাকুর বাড়ীর প্রসাদ খাইয়া বড়ই বিপদ ঘটিয়া গিয়াছে। বিডন ষ্ট্রীটস্থিত শেঠের ঠাকুর বাড়ী হইতে অন্ন, ব্যঞ্জন, প্রসাদ সেই বাড়ীর পাঁচটী স্ত্রীলোক খায়। রাত্রিতে প্রসাদভোজী পাঁচজনের শরীরে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। পেট অত্যন্ত জ্বালা, পিপাসা, দাস্ত, বমি ও ঘর্ম্ম আরম্ভ হয়। ফলে বর্ষীয়সী ৫০।৫৫ বৎসর বয়স্কা দুই ভ্রাতার দুই স্ত্রী দুইদিনের মধ্যেই পরলোকগতা হন। বামাপদ বাবু ও যজ্ঞেশ্বর বাবু গ্রেহামের বাড়ীতে চাকুরী করিতেন। এখন পেন্সন নিয়া বাড়ীতে আছেন।

তৎপরে বামাপদ বাবুর ৪০।৪২ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা ও দুইটী পুত্র বধূর ঐরূপ কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন বামাপদ বাবু ১০৩ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থিত ডাক্তার শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তীকে ডাকেন ও তাঁহার চিকিৎসায় শেষ ত্রজন সারিয়া গিয়াছেন। ঐ ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ খাইয়া আরও ৪ জন লোক ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।—বাংলার কথা।

গত ২রা মে অপরাহ্নে বোম্বাইনগরের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে একজন পিয়ন ৮০০০৲ মূল্যের একখানি চেক ভাঙ্গাইতে গিয়াছিল। সে চেকখানি ভাঙ্গাইয়া টাকাগুলি কাউণ্টারের উপর রাখিয়াছে, এমন সময় তাহা উধাও। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

গত ২রা মে জামসেদপুরের মেথরগণ ১৬ দিন পরে আবার স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। শ্রমিক সমিতির নিকট হইতে তাহারা তাহাদের অভাব-অভিযোগ নিরাকৃত হওয়ার আশ্বাস পাওয়াতেই তাহারা কার্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ যে, সিনান প্রদেশে চীনের জাতীয়দল সৈন্যের সহিত জাপানী সৈন্যের একটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চীনের সৈন্যগণ ঐ প্রদেশে জাপানী মহলে লুটপাট করিতেছে।

সাবগোদায় সেখ ইলমদিন মহম্মদ দিনের তুলার গুদামে আগুন লাগিয়া প্রায় ৫০ হাজার টাকার মাল পুড়িয়া গিয়াছে। তবে গুদাম ইনসিওর ছিল বলিয়া ৩৭হাজার টাকা ইন্‌সিওর কোম্পানীর নিকট পাওয়া গিয়াছে।

গত বুধবার ব্রজনাথ দত্ত লেনে একটী গৃহে একটা গুণ্ডা দেয়াল টপ্‌কাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। কেহ কেহ ইহা জানিতে পাইয়া চীৎকার করিতে ঐ গুণ্ডাটি বাহির হইয়া আসে, ইতিমধ্যে ঐ বাড়ীর অপরদিকের বাড়ীর শ্রীমান প্রমোদ ও প্রদোষ নাথ মুখোপাধ্যায় নামক দুই যুবকভ্রাতা গুণ্ডাটিকে ধরিবার চেষ্টা করে।

গুণ্ডাটি প্রমোদকে ছুরি মারিবার চেষ্টা করে। আঘাতও অল্প লাগিয়াছিল। গুণ্ডাটি ছোরা বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস করে নাই। এই সময়ে অন্যান্য লোক আসিয়া পড়ায় গুণ্ডাটি পলাইয়া যায়। উক্ত সাহসী যুবকদ্বয় কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের এক উচ্চ কর্ম্মচারীর পুত্র।

গত বৃহস্পতিবার দিবসে রাম আশীষ সিং নামক জনৈক ব্যক্তি বেলিয়া ঘাটা ষ্টেসন ইয়ার্ডের নিকট রেলপথ ক্রস্ করিবার সময় ট্রেণ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

ভারত ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটী প্রধান ঘটনা। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। শুনা যায় কুরু নামে এক ধার্ম্মিক রাজা এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বেদোক্ত ধর্ম্মের আচার ও প্রচারে নিয়ত কালযাপন করিতেন। তাঁহারই নাম অনুসারে এই পুণ্যময় ভূমির নাম হইয়াছে কুরুক্ষেত্র। এই কুরুক্ষেত্রেই একদিন পার্থসারথী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে আত্মীয়বর্গের ভাবিবিনাশ স্মরণপূর্ব্বক অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত, যুদ্ধে অনিচ্ছু মহাবীর অর্জ্জুনের প্রতি তত্ত্বোপদেশ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! আমাদের কি দুর্দ্দৈব, আমরা একবারও সেই উপদেশগুলি স্মরণ করি না বা স্মরণ করিবার চেষ্টা করি না। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আত্মীয়বর্গকে দেখিয়া, আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, যখন তিনি "হে কৃষ্ণ আমি আর যুদ্ধ করিব না, আত্মীয়দিগকে লইয়া সুখে অবস্থান করিবার উদ্দেশেই লোকে রাজ্যাদি প্রার্থনা করে, সেই আত্মীয়গণই যদি যুদ্ধে বিনষ্ট হইল তবে রাজ্য লইয়া আমি কি করিব? হে সখে! আত্মীয়দিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় [illegible] পড়িয়াছি এখন তুমিই আমার সহায়, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, যাহা ভাল হয় কর বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিতে বলিতে শরণ লইলেন তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার এই অনার্য্য জনোচিত হৃদয়দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আসিল? তুমি হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হও। কিন্তু হৃদয় দৌর্ব্বল্য কি? কেন হৃদয় দৌর্ব্বল্য হয়? হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগের উপায় কি?—এ সকল বিষয় না জানিলে কেহ কখন হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাই ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমে তত্ত্বোপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব। জীব বলিলে, রক্তমাংসগঠিত স্থূল দেহটা নহে অথবা বাসনাময় দেহ যাহাকে আমরা মন বলি সেটাও নহে। প্রথম মুখে আমরা যে দুটাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করি সে দুটা আত্মার [illegible]

করে, পাথিব বস্তু যেরূপ দর্প[illegible] আবৃত করে মায়িক বস্তু বা কাম, যাহাকে জীবেন্দ্রিয় তর্পণেচ্ছা বা বাসনা বলা যায় তদ্রূপ স্বরূপতঃ স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আত্মাকে আবৃত করে।

অতএব জীবের বল আর কতটুকু। স্ত্রী পুত্রের বা তৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যক্তির অথবা নিজের মাথা ধরিলেই যাহার বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয় হউন না তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় মহাবীর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বল কতটুকু। শারীরিক বল অপেক্ষা মনোবল অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাদৃশ মনোবল অপেক্ষা আত্মবল অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, আত্মবলে বলীয়ান না হইলে কখন কি কেহ হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যি সত্যি কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারে? আমরা 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' করিয়া আস্ফালন করি, হুজুগের সময় গণনায় বহুলোক দেখা যায়, কার্য্যের বেলায় কয়জন দেখিতে পাই? মিটিংএর সময় বহু লোকের সহানুভূতি পাই কিন্তু কাজে ত কাহাকে দেখি না। অতএব কোন ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে কোন কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে না, তবে হুজুগে অনেকে যোগ দিতে পারে। এস্থলে আমাদের কর্ত্তব্য অগ্রে হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করা। হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে হইলে আগে আত্মার আবরণ দূর করিতে হইবে। আত্মার আবরণ দূর হইলে আমরা ভগবানকে নিত্য সখারূপে অনুক্ষণ দর্শন করিতে পাই। ভগবান্ জীবমাত্রেরই নিত্য সখা কেবল অর্জ্জুনের নহে। (দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানে বৃক্ষে পরিষস্বজাতে) যখন ভগবানকে দেখিয়া অর্জ্জুনের মত আমরা তাঁহার শরণাগত হইয়া পড়ি তখন ভগবান্ আমাদিগকে উপদেশ করেন, যেমন অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন—হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম ব্যতীত কোন জীবই জীবন ধারণ করিতে পারে না সুতরাং কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ম্মই জীবের বন্ধ ও মুক্তির কারণস্বরূপ। কর্ম্ম যখন ফলভোগার্থ কৃত হয় তখন তাহা বন্ধনের কারণ হয় আবার সেই কর্ম্মই মুক্তির কারণ হয় যখন উহা আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। আমি ভগবান্ সর্ব্ব আত্মার আত্মা। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন শাখা পল্লবের তুষ্টি স্বতঃই হইয়া থাকে সেইরূপ আমার তৃপ্তিতেই সমগ্র জগতের তৃপ্তি হয়। অতএব তুমি আহার বিহার যুদ্ধ যাহা কিছু কর সকলই আমাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কর তাহা হইলে কর্ম্ম তোমাকে বদ্ধ করিয়া কভু স্বর্গে কভু নরকে উঠাইয়া জাগতিক সুখ দুঃখ ভোগ করাইতে পারিবে না। অতএব হে জীববৃন্দ! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—আর মায়া পিশাচীর কোলে ঘুমাইও না জাগ্রত হও দেখিবে তোমার নিকটে [illegible] সারথি ভগবান্ উপবিষ্ট থাকিয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তোমাদিগকে হিতোপদেশ করিতেছেন।

শ্রীধাম কবরখানা নহে

হ্যারিসন্ রোডে একটী (স্বর্ণ বণিক মল্লিক ভবন আছে সেই মল্লিক ভবনে খড়দহ নিবাসী গোকুলচন্দ্র গোস্বামী বাস করিতেন। মল্লিক মহাশয়ের অশেষ কৃপায় তাঁহাদের একটী চতুষ্পাঠী ছিল ও এখনও থাকিতে পারে। পূর্ব্বে রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যশাস্ত্রের ছাত্রগণ তথায় পাঠাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। গোস্বামী মহাশয়ের ইহলোক হইতে গমনের পর তাঁহার পুত্র শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী ও তদীয় অনুজ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী প্রভৃতি তথায় বাসাদি করিয়া পঠন পাঠন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। কাশবাসীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ ঐ চতুষ্পাঠীর সংস্রবে তত্ত্বসন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার করিতেন। বিগত দোল পূর্ণিমার কয়েক দিন পূর্ব্বে হঠাৎ তথায় কয়েকজন মিলিত হইয়া অব্যক্ত অভিসন্ধিমূলে প্রকাশ্যে এক বৈষ্ণব সেবা সমিতি স্থাপন করিয়া গেলেন। একথা দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ অবগত আছেন। ঐ মল্লিক বাড়ীতেই "ভাগবত ধর্ম্ম মহামণ্ডল" নামে একটী দল ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের অনুকরণে কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে জাতি গোস্বামী ও তদনুগ সমাজের মঙ্গলের জন্য স্থাপিত ছিল। এখানে যে নয়জন বাছা বাছা সভ্য কর্ত্তৃক একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইল তাহাদিগের পরিচয় আমাদের কিছু কিছু জানা ছিল বলিয়াই আমরা ইহাদের সদনুষ্ঠান নামে প্রচারিত অবান্তর উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছি। এই সমিতিতে সারটিয়া রাধাকিশোর সিংহ সর্ব্ব প্রধান, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মৌলভোগের সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বাম হস্ত শ্রীরাম[illegible]চরণ ঘোষ (বিদ্যাভূষণ?)। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে ঢাকা বিক্রমপুরের অধিবাসী ভূতপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ প্রভৃতি সাময়িকের সম্পাদক চর ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং আরও কতকগুলি তত্ত্বপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ভক্তিবিরোধিগণ। এই সকল লোকের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ইহাদের উদ্দেশ্যে কোন মহত্ত্ব আছে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই। কথিত ক্ষীরোদবাবু গুরুপ্রসন্ন চৌধুরীর আনুগত্যে দিনাজপুর বন্দর ঘাটে এবং ঢাকা জেলার কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকসূত্রে যে সকল আনুষ্ঠানিক পরিচয় দিয়াছেন, তাদৃশ পরিচয় [illegible] ভক্তিরাজ্যে বা সামাজিক [illegible] তবে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে নাই। যে কয়জন লোক লইয়া এই সভা সংগঠিত হইয়াছে তাঁহাদের পূর্ব্ব বিক্রম সমূহ জগতের উপকার সাধন করা দূরে থাকুক নানাপ্রকার অনর্থ আনয়ন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। [illegible]বস্তুর বর্ত্তমান তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় যে, তিনি ভক্তিবিনোদ-প্রতিবাদীগণের নেতা [illegible] চিকিৎসক [illegible]দিয়া নিবাসী মৃত প্রিয়নাথ নন্দীর উত্তরাধিকারী। এই ডাক্তার বাবু যেবার কাশিমবাজারে সম্মিলনীতে যোগদান করেন সেইবার তথাকার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে কোন প্রকারেই আদর করিতে পারেন নাই। তিনি তথা হইতে অনাদৃত হইয়া জাতিগোস্বামিগণের নিকটে এবং মর্কট বৈরাগী সমাজের প্রাতপক্ষে যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি স্বীয় অপরাধে সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু [illegible] ধর্ম্মের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে [illegible] ভক্তগণের বিরুদ্ধে তাঁহার কার্য্যকলাপ নিতান্ত নিন্দার্হ ও সর্ব্বতোভাবে ঘৃণিত বলিয়া সর্ব্বসাধারণ গর্হণ করিয়াছিলেন। ষড়রিপু-বশীভূত হইয়া চতুঃষষ্টি প্রকারের ভক্তির কোন প্রকারের অনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। তাঁহার স্বল্প বৈজ্ঞানিক মীমাংসা যে কেবল ভ্রমপূর্ণ ও ভক্তিবিরুদ্ধ তাহা একটা অবিসংবাদিত সত্য। শ্রীসত্যেন্দ্র বাবু শুনা যায় সেইরূপ হরিসেবারহিত নিজভোগের [illegible] অনুষ্ঠানেরই পক্ষপাতী। যদিও তিনি শ্রীঅন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায় বাবা ঠাকুরের সন্তানরূপে পরিগণিত হইতে গৌরব বোধ করেন, তাহা হইলেও নানাপ্রকার অচিন্ত্যকর বার্ত্তা [illegible] নামে প্রচার করিয়া সজ্জন সমাজে আদৃত হন নাই। তদুপরি এই ব্যক্তি [illegible] গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত বৈষ্ণবস্মৃতির বিরোধী। তাহা তাঁহার অনভিজ্ঞতা-জনিত নহে, পরন্তু জ্ঞাতসারে বিপুলশক্তিতা মাত্র। এই সকল শ্রেণীর লোক লইয়া যে বৈষ্ণববিদ্বেষকারী তাহা সদসৎসমন্বয়বাদী ভক্তবিদ্বেষিকুলই স্বীকার করেন। (শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত বৈষ্ণব সম্প্রদায় সত্যেন্দ্র বাবুর সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না। এই সত্যেন্দ্র বাবু যখন শ্রীধামবিরোধিনী সভায় সেক্রেটারীরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, তখন সেই সভাকে সাধারণ গৌড়দেশবাসীর সভা বলা যায় না। উপস্থিত [illegible] কতিপয় স্বার্থান্ধ জনগণের 'পঞ্চায়েৎ' বলা যাইতে। ইহাদের স্বার্থ কি কি এবং তজ্জন্য স্বার্থে ইহারা কি প্রকারে অন্ধ হইয়াছেন এবং অন্ধ হইবার পর কিরূপ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, তাহা নিম্নলিখিত [illegible]

পারিবেন। ইঁহাদের সাধারণ যুক্তি ও বিচার শক্তির একরূপ অভাব, তাহা যুক্তিগণ বিষয়টি উত্থাপিত হইলে বুঝিতে পারিবেন। নবীন সাম্প্রদায়িক শ্রীধাম-বিরোধিনী সভার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রচার করিয়াছেন যে, আনুমানিক ... শিমলাখালসন্নিকটস্থ মৃত জানকীনাথ গোস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ... হইতে তিনি ... কবরের স্থান ... নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ... জন্মস্থানে শত সহস্র ... এবং সেই কবর-বেষ্টিত ... সাতাশালি শ্রীবঘুনন্দন অধিকৃত ... পাবেন, তাহা হইলে শ্রীধামের জন্মভূমিতে কবর থাকা ... পরিহার করিতে সত্যেন্দ্র বাবুর যুক্তিই প্রবল হয়। 'কূপমণ্ডুক' ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমান সত্যেন্দ্র বাবু একবার শ্রীব্রহ্মদেশ্বরী অঞ্চল দর্শন করিবেন কি? শ্রীধাম নবদ্বীপে এরূপ পর্যন্ত বহু মুসলমান কবর আছে, তাহার মত সহস্র-শ্রেণীর কবর শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মভূমিতে সম্প্রতি বিরাজমান।

সুতরাং জানকীনাথ গোস্বামী-কথিত কবর থাকা শ্রীগৌর জন্মস্থানকে ব্যারাকপুর মাঠে স্থানান্তরিত করিবে না। যদি সত্যেন্দ্রবাবু চতুর্দ্দিক মথুরায় বর্তমান শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান দর্শনে একবারও অবকাশ পান, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমায়াপুর গ্রামের কবর সংখ্যা অপেক্ষা মথুরার ভগবজ্জন্মস্থানের কবর সংখ্যা অধিক। জন্মস্থানের সংলগ্ন ভূমিতে মুসলমানগণের মসজিদ। যদি তিনি গোকুলে অন্ততঃ একবার যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার মতের ভ্রান্তিও পরিবর্তিত হইতে পারিবে। শ্রীনৃসিংহ-আবির্ভাবস্থান মুলতানে গিয়া একবার নয়ন উন্মীলন করিলে জানিতে পারিবেন যে মায়াপুর গ্রামের কবর সংখ্যা বহু-গুণিত হইয়া মুলতানে বিদ্যমান। যাঁহারা মাংসাদ বা মৎস্যাদ, তাঁহাদের ... পর্য্যবিত অমেধ্য দ্রব্য-স্তুপ ... মধ্যে হরিমন্দির তিলক সেই ... গ্রহণ করে। তাঁহাও শুদ্ধ পন্থা অর্থাৎ বাদ।

এইত গেল জানকীনাথ গোস্বামীর অসত্য কল্পনা-রচিত কাহিনী। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌর-গৃহে কোন দিন কোন মুসলমানের কবর দেওয়া হয় নাই। শ্রীযোগপীঠ নিকটস্থ ওই একটী মসলমান ... অল্পদিন হইল তাহাদের নিজ ভূমিতে কয়েকটী কবর দিয়াছে কিন্তু শ্রীমায়াপুর গ্রামের কবর আস্তানা চির দিন চাঁদকাজির সমাধি নামক স্থানে অবস্থিত। উহা বল্লালদীঘিকার পশ্চিম তটে এবং গৌর জন্মস্থান হইতে কতিপয় সহস্র ধনু দূরে অবস্থিত। বামনপুকুর গ্রামের কবর থানা এক মাইল দূরে। সুতরাং এই ব্যবধান-টিতে স্বাস্থ্যবান মানবশরীর অপেক্ষা কত দীর্ঘকাল বাঁচিবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে একটী অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবুর মুরারিলাল অধিকারীর ন্যায় গণিতশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রমাণিত হইলে তদ্দ্বারা স্থান-নির্ণায়িকা-বিরোধিনী সভা কতদূর সুফল লাভ করিবেন, আমাদের উহাই আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে। কলিকাতায় বসিয়া কাষ্ঠাসনের পদ ঘর্ষণ করণ ও শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে সঠিক আধ্যক্ষিক-জ্ঞান লাভ ঘটিবে না। 'কণ্ডভাং পশ্যতি বালঃ" ন্যায় অবলম্বনে কাশিম-বাজারাধিপতিকে ভ্রমপূর্ণ কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কখনই কল্পিত মিথ্যা কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না, আমাদের বিশ্বাস। ক্রমে ক্রমে সকলে জানিতে পারিবেন যে, নিজ্জয়-বাণ বাদনী সত্যেন্দ্র-শ্রীগোদামূল্য-জ্ঞাতিগোস্বামী কোম্পানী মূল ধন হারাইয়াছেন।

জানকী ব্রহ্ম গোস্বামী সম্প্রতি পর লোকে গিয়াছেন। তিনি কে এবং তিনি কেন শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পূজারীর কার্য্য হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন, তাহার কি কোন অনুসন্ধান হইয়াছে? তাহার ভ্রাতা পিতৃপ্রতিম পার বারাচর দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় আজ ইহ জগতে নাই, কিন্তু তাঁহার অপর পিতৃ প্রতিম রাজর্ষি ভক্তিভূষণ মহাশয় আজও শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার সম্পাদক সূত্রে বর্তমান আছেন। মৃত জানকী ব্রহ্মের পাত্র অতীতাবধিবিষয়ে নবদ্বীপ গৌড়-রাজর্ষি ভক্তিভূষণ মহাশয় ও সাক্ষ্য দিতে পারেন। শ্রীযোগপীঠে কোন দিন কেহই কবরের কোন কথা শুনেন নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীগৌর-প্রতিষ্ঠা-কালের প্রত্যক্ষদর্শী - বল্লালদীঘী গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার কৃষ্ণভবানী সরকার, নদীয়া কালেক্টারের শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সরকার, বল্লালদীঘীর অশীতি বর্ষ বয়স্ক ... অভয়চন্দ্র ব্রহ্ম এবং শ্রীমায়াপুর ... বল্লালদীঘী ও বামনপুকুর গ্রামের পঞ্চাশৎ ও ... বয়স্ক সকলেই সাক্ষ্য দিতে পারিবেন যে, জানকী ব্রহ্ম গোস্বামীর বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। শ্রীমায়াপুর গ্রামেও এখন পঞ্চাশৎ বা তদধিক বয়স্ক অনেকেই আছেন, যাঁহারা যোগপীঠে ভগবন্মূর্ত্তি প্রকাশকালে শ্রীল জগন্নাথ বাবাজী মহারাজকে মহাপ্রভুর জন্মভিটা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মোল্লা মৌলাদাদ খাঁ সাহেব এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ মোল্লাকার সাহেবগণ সকলেই এই মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিতেও সমর্থ।

যখন প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানকারিগণের ইহাই প্রবল প্রমাণ এবং তাহাতেই কবরবাদ ও ঢক্কা বাদ্যের নির্ঘোষে হিংসাপর কুলিয়াবাসিগণের শান্তি লাভ হইতেছে, তখন তাহাদের ভবিষ্যতের প্রমাণাবলী ঐ জাতীয় জানিয়া কেহই উহাদের চীৎকারে কর্ণপাত করিবে না। যে গাছটা ভবিষ্যতে ভাল হইবে, তাহার প্রথমমুখেই চেনা যায়। এত আড়ম্বরে প্রাতঃকালীন ভঞ্জন গঞ্জনের ন্যায় সভাসমিতির প্রমাণটি যখন একটী মিথ্যা কথায় জড়িত, তখন তাহারা যে সম্পূর্ণ ভ্রম পথে চলিবে, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ কি?

নদীয়া গৌড়রাজর্ষি সম্পাদক-সূত্রে শ্রীগৌরজন্মস্থান-নির্দ্দেশ ও তথায় নিত্য সেবায় সহায়তা করিয়াছেন। আর কাশিমবাজার রাজর্ষি কতকগুলি ভক্তি-বিরোধী জনগণের কথায় কর্ণ ভারী করিয়া সেই ভক্তির অনুষ্ঠানে ও শুদ্ধ ভক্তির প্রচারে বাধা দিতে গিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে যাইবেন, আমরা আশা করি নাই। কোথায় কাশিমবাজার-অধিপতি রাজর্ষি মহাশয় বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধভক্তির প্রসারণে সহায়তা করিবেন, তাহার পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াগণের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাকে তাহাদিগের লোকনিন্দিত বৃত্তির অনুমোদন করিতে দেখিলে আমাদের ক্ষোভ হয়। তিনি যখন সম্পদের উপকারে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ করেন, সেইকালে তিনি তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরের জন্য সেবাপর হইতে বলেন। তিনি বাড়ী ফিরিয়া গিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়কে লিখেন যে, 'আমার সৌভাগ্য হইলে শ্রীমায়াপুরে শ্রীভগবানের কিঞ্চিৎ সেবাকার্য্যে আসিতে পারি, কাশিমবাজার রাজর্ষি সেই বহুদিনের কথা বিস্মৃত হইয়া শুদ্ধভক্তিবিদ্বেষী জনগণের সহিত যোগদান করা কখনই সঙ্গত বোধ করিবেন না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার সরলতার সুবিধা লইয়া বহুলোক কতই না তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে ও করিতেছে, তথাপি তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতা ও সহৃদয়তার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এমন কি কুবাভিসন্ধিমূলে কোন ব্যক্তি যখন অ্যালবার্ট হলে দৌরাত্ম্য মূলে শিষ্টাচার বিরুদ্ধে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাঁহারই ইঙ্গিত ক্রমে সেই শিষ্টাচার-বিরোধি বক্তা তাহার অবাধ জিহ্বা সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিল, শুনা যায়।

কৃষ্ণভক্ত নির্ব্বোধ নহে

সেই দিনকার আলবার্ট হলের জনতায় একজন প্রস্তাব করেন যে দুইজন গৌড়ীয় মঠ হইতে জন্মস্থান নির্ণয়ের বিতণ্ডা সম্বন্ধে অবস্থান করুন। উহার সেই প্রস্তাব সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের ... ঐ সভার জেয়ের মিলেও গৌড়ীয় মঠ হইতে চারি জনের প্রস্তাবের কথা শুনা যায়। সেই দিনকার জনতার মধ্যেও কে একজন গৌড়ীয় মঠ হইতে দুই স্থানে চারি সংখ্যা প্রস্তাব করেন কিন্তু শ্রীনিখিল-বৈষ্ণবরাজসভার বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, কোন সত্যপ্রিয় ব্যক্তিই এই বিরোধ উদ্দেশ্যপর চক্রান্তে যোগদান করিবেন না। তাহাতে জানা যায় যে, গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত বিদ্বেষ করিবার উদ্দেশ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু কথিত ভক্তিবিরোধিপন্থী কতিপয় জনগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আবরণে এইরূপ একটী লোকবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভক্তিবিরোধী গুরুদ্রোহী বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ত্রয়োদশ প্রকার উপশাখা বা অপশাখা পর্য্যায়ে গণিত সম্প্রদায়ের সহ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কেহই যোগদান করিতে পারেন না সুতরাং গৌড়ীয় মঠ হইতে চারিটী সাধু গবেষণার আবরণে জগৎজঞ্জাল কার্য্যে যোগদান করিবার পরিবর্তে তাহাদিগের বিরোধিনী সভার সভাপতি ঐপ্রকার বিরুদ্ধপক্ষীয় যাবতীয় সুতর্কলা কাল্পনিকী যুক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থাপিত করিলে উহার অকর্মণ্যতা ও অবৈদিকতা গৌড়ীয়মঠ শাস্ত্রপ্রমাণাদি দ্বারা অচিরেই দেখাইয়া দিতে পারিবেন এবং এইরূপ অপসার্গপর কার্য্যে কোন সজ্জনমণ্ডলী যোগদান করিতে পারেন না ইহা বিরোধিনী সভাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। ... রাধা কিশোর সিংহের বাতুলোক্তি ও অতিশয় চাটুবাক্য অনেকেই বাধ্য হইতে পারেন কিন্তু তাদৃশ সত্যের অপলাপ-কার্য্যে কোন বুদ্ধিমান জনই প্রয়াসী হইতে পারেন না। এই ক্ষেত্রে চাটুক্তি দ্বারা বিকৃত সম্প্রদায় কি প্রকারে সত্য সংরক্ষণে সমর্থ হইবেন, আমরা বুঝিতে পারি না। আবার তাহাদের মধ্যে যিনি অনুসন্ধান করিতে গিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিই বা কিপ্রকারে গৌড়ীয় মঠের গভীরযুক্তি ও শাস্ত্র বিচারের কথা বুঝিয়া উঠিবেন এবং যিনি বহুবর্ষ পরিশ্রম করিয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রতি এই দুরূহ কার্য্যভার কেন ন্যস্ত হইবে ইহাই বিবেচ্য। নির্ম্মৎসর না হইলে কখনই সত্যে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ

সহর নবদ্বীপ

সেই দিনকার আলবার্ট হলের সভায় ... বাহাদুর মোড়ে কাশিমবাজার ...

...যুগে প্রকৃতী বৈঠক হইয়াছিল। ... মাত্র এক মহামহোপাধ্যায়ের ... কৃষ্ণানন্দের বংশী (কুলিয়া) নদীয়ায় থাকা সম্বন্ধে উক্তি করায় ... বিরোধী পক্ষ আহ্লাদে উদ্দণ্ড ... করিতে করিতে দিশাহারা হইয়াছিলেন। আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের নদীয়ার কোন্ গ্রামে বাস ছিল তাহা কি পণ্ডিত মহাশয় অনুসন্ধান করিয়াছেন, কুলিয়ায় না বাস নদীয়ায়? আমরা মহামহোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যে কৃষ্ণানন্দকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিবার কি প্রমাণ পাইয়াছেন? (আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় ১০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী সময়ের লোক।) ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে যে ভূমিকম্প ভাগীরথীর স্রোতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সেইসময় কতিপয় নদীয়াবাসী কুলিয়ায় গিয়া বাস করেন। যাহারা কুলিয়ায় বাস করিয়াছিলেন তাঁহাদের একজনের বংশে আগমবাগীশের জন্ম হয়। সুতরাং ... প্রমাণ, বর্ত্তমান নবদ্বীপ নহে প্রাচীন কুলিয়া গ্রামেই অবস্থিত। প্রাচীন দেওয়ান গঞ্জ বা প্রাচীন গানীপুর ... উপকণ্ঠে যাহা এখন চর ... বলিয়া ... এবং ৮২০ এবং ৮২২ ... জেলার অন্তর্ভুক্ত, তথায় শিবের মন্দির ছিল। সেই শিব কুলিয়ায় ... পর উহা পাড়াভাঙ্গায় শিব বলিয়া বর্ত্তমান ... নদীয়াবাসীদিগের নিকট সেই ... পরিচয় ছিল। ইহা ... প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান গঙ্গা নবদ্বীপ ... পূর্বে আবৃত ছিল।) সুতরাং একরূপ উক্তির ঐক্য চক্রান্ত ... যে ... তাহাও ... পরিণত হইল। কুলিয়াতে ... ২১৪ ঘর পণ্ডিত থাকিবে না একরূপ নহে। প্রমাণ বলেন, মহাপ্রভুর ... শ্রীদেবানন্দ নামে এক ভক্তিহীন ... ভাগবত পাঠকও ছিলেন। ... আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দের ন্যায় একজন ... বাস যেখানে থাকিবে তাহাই ... প্রাচীন নবদ্বীপ হইয়া পড়িবে, তাহা ... বর্ত্তমান মেধার ... শ্রীযুক্ত ... ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ... প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বাসস্থলী বলিয়া ... চড়ায়ই প্রাচীন নবদ্বীপ হইয়া ...। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় ... মহাশয় পূর্ব্বস্থলীতে বাস করিতেন ... পূর্ব্বস্থলীই প্রাচীন বা আধুনিক ... দ্বীপ হইয়া পড়িবে একরূপ কথা ... নহে। যাহাদের যুক্তি এই ... তাহাদের দ্বারা কি প্রকারে ... নবদ্বীপের নির্দ্ধারণ হইবে? ... নবদ্বীপই কি কুলিয়া, তাহার বহু ... পুরাতত্ত্ব ... পণ্ডিত

মহাশয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভৌগলিক সংস্থান নষ্ট করিতে প্রয়াস করেন তাহা হইলে কুলিয়া বাসীর তাঁহার প্রতি নষ্ট হইতে পারেন বটে কিন্তু প্রাচীন নবদ্বীপের অনুসন্ধান একটী ঐরূপ প্রমাণ বর্জ্জিত কথা দ্বারা চাপা পড়িতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সদানন্দ বাবু আগমবাগীশ-বংশীয় হওয়ায় প্রাচীন কুলিয়াকে নদীয়া বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক সত্যের অপলাপ হওয়া সঙ্গত নহে। ১৮৫৪ সালে ট্রিগোনমেট্রিক্যাল সার্ভে ম্যাপ যাহা উক্ত স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ... কোন আমাদ ... প্রভৃতি স্থান এবং বিশেষতঃ কুলিয়া গঞ্জের নাম প্রকৃষ্টরূপে ... আছে। ... উভয়দেশে কোলদ্বীপের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থান ... প্রমাণ ... আগম-... প্রাচীন কুলিয়ার ... প্রমাণিত হইবে। ... বলে প্রকৃত ... অসম্ভব। ... আছে সেই ... কোন প্রকারে আর স্থাপন করা যায় না, প্রত্যেক ... প্রামাণিক ... হওয়া আবশ্যক। ... করিয়া ... মুণ্ডিত হওয়া বিচিত্র নহে। এক মন্ত্রীর ... ছিল, তাহার শোকে অধীর হইয়া তিনি মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছিলেন বানরা দেশশুদ্ধ লোক ... অনুসন্ধান না করিয়া ... মুণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাহাদের পরিতাপ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান ... নবদ্বীপই যে প্রাচীন ... তদ্বিষয়ে যে সকল অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নিতান্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় মাত্র। এখন সময় আসিয়াছে যাহাতে ... সহরবাসী পুরা ঐতিহ্য আলোচনা দ্বারা এ সহরকে প্রাচীন কুলিয়া বলিয়া ... বলিয়া বুঝিতে পারিবেন। এই ... দৃঢ় বলিবার দুঃসাহসিকতা যাহাদের আছে তাহাদের সহরকে আনিয়া ... বাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীধাম মায়াপুর সম্বন্ধে প্রকৃত প্রমাণ সমূহে যাঁহারা আস্থা স্থাপন করেন না, অথচ তাঁহাদের অবাস্তব উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী, তাহাদিগের দুরভিসন্ধির গর্হণ করা ব্যতীত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

নানা কথা

মহারাষ্ট্র সম্মিলনে

বাঙ্গলার সুভাষ বাবু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হইয়া সভায় মহারাষ্ট্রদেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সুভাষ বাবুর বক্তৃতার প্রারম্ভে মহারাষ্ট্র দেশবাসী তাঁহাকে যে সম্মানের ভাগী করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কহিতে লাগিলেন—বঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যদিও আজ আমরা হীন হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের আর সে উজ্জ্বল নাই, তথাপি আমরা মনে করি, আমাদের অন্তরের ভিতর লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ ঘোষ যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছেন, সে আগুনে পুড়িয়া আমাদের সমস্ত মলিনতা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর সুভাষ বাবু লোকমান্য তিলকের কথা বলেন মুখে তাঁহার চরিত্র ও অসামান্য অধ্যবসায়ের কথা কীর্ত্তন করিয়া বলেন—ছয় বৎসর আমি মান্দালয়ের পাষাণ পিঞ্জরে বসিয়া কাটাইয়াছি আর সেই কারাগারে তিলক সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন। মান্দালয়ের সে কারাগারের ভীষণ যন্ত্রণাময় দিন গুলি তিনি বেশ অম্লান বদনে কাটাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র কত মহৎ তাহা আমার ধারণার অতীত। লোকমান্য তিলকের সময় হইতেই যে এদেশের সহিত মহারাষ্ট্রের একটা রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে, এ সম্বন্ধ—এ মিলন বহু দিনের। বাঙ্গালা ও মারাঠী ভাষা একই ভাষা হইতে উদ্ভূত। "বাঙ্গালা ভাষার যাহা সম্পদ্ তাহা শ্রীযুক্ত হরিশ নারায়ণ আপ্টীর লেখা ও মারাঠী প্রাকৃতের মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রদেশের নিকট পৌঁছিয়াছে, মহারাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় বাঙ্গালীগণ মহারাষ্ট্র ইতিহাস পাঠ করিয়া পাইয়াছেন।" একরূপ শুনা যায়, জিন্দাবাদ ... দাদার ন্যায় বিচক্ষণ সেনাপতি ও নরোত্তম মন্ত্রের মত শাসনকর্ত্তা যে গৌড় বা সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে ব্রাহ্মণ বংশ নাকি বঙ্গদেশ হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে যাইয়া বাস করেন। বাঙ্গালার রাজর্ষি গোপীচাঁদ ও তাঁহার মাতা ময়নামতীর কথা মহারাষ্ট্রদেশের প্রায় সকলেই জানেন। এমন কি মহা-মহারাষ্ট্রীয় কবি মহীপতি বাবা জানিতেন যে, তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্রে যান। তাঁহাদের একজন ছিলেন ত্রৈলোক্যচাঁদ নরপতির পুত্র ও অপরটী

মহিষী। ... শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবও মহারাষ্ট্রপ্রদেশে পদার্পণ করিয়া উক্ত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। তুকারামও নাকি এই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপর বর্ত্তমান যুগে ছত্রপতি শিবাজীর প্রথম চরিত্রলেখক পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রায় ৩৫বৎসর মৌলিক তথ্য সংগ্রহ কামনায় সাতারায় গিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বঙ্গদেশের অনেক কবি, নাটক রচয়িতা ও গ্রন্থকার শিবাজীচরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাত' গিরিশচন্দ্র ঘোষ—'ছত্রপতি নাটক' যোগেন্দ্রনাথ বসু—'শিবাজী' রাণা, রাজসিংহ, অহল্যাবাঈ ও আরও অনেক মহারাষ্ট্রদেশীয় লেখক বঙ্গ ভাষায় বহু পুস্তক লিখিয়াছেন। এইরূপ বঙ্গ ও মহারাষ্ট্রদেশের মধ্যে একটী মিলন, আজকার নূতন নহে। শিবাজীর মৃত্যুর পর যদিও বহু শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তথাপি শিবাজী অসাধারণ অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও যে বীরপুরুষের আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শে আজ ভারত আবার জাগিয়া উঠিতেছে। যুগে যুগে এই পুনা স্বাধীনতার আন্দোলনের লীলাভূমি হইয়া রহিয়াছে। বীরবর শিবাজী যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া একদিন দিল্লীর সিংহাসনের ভিত্তি পর্য্যন্ত একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, আজ সেই ভূমিতে দাঁড়াইয়া বাস্তবিকই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলন বিদেশের আদর্শ ও প্রণালী অনুসারে নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বদেশী, আমরা যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছি, তাহা কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধীনতার বিরুদ্ধে অভিযান নহে, পরন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা দীক্ষা যে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য—আমাদের মনুষ্যত্ব একেবারেই নষ্ট করিয়া দিতেছে, তাহারই বিরুদ্ধে অভিযান। সার পেট্রিক ফ্রিডার্স বলেন, মানুষের যেমন জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্ম অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে, মানুষের সভ্যতাও সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে। ভারতের পুরাতন সভ্যতার যে সব অন্তরের মাঝে লুক্কায়িত ছিল, তাহা একদিন আপনা হইতেই প্রকাশিত হইবে। সুতরাং ভারতের এই নবজাগরণে গোটা দুনিয়া প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির দাবী থাকিলেও তাহা বেশী নহে।

অনন্তর সুভাষবাবু সাধারণতন্ত্রের আদর্শ যে পাশ্চাত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে, সাধারণতন্ত্রের আদর্শ ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা যে কখনও পরমুখাপেক্ষী নহে, জাতীয়তা হইতেই প্রাপ্ত ...

ও জাতীয়দলের মিলনাভাব ভারতের স্বাধীনতালাভের অন্তরায়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, খদ্দরের বহুল প্রচারের অত্যাবশ্যকতা, বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন, কৃষকগণের চাষাবাদের উন্নতিসাধন প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। 'আমাদের চরম লক্ষ্য কি' তৎবিষয়ে বলেন—'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফেডারেল রিপাব্লিক'ই আমাদের লক্ষ্য। আমার মত—ভারতই তাহার কর্ত্রী হউন, ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের সমস্যার সমাধান সে নিজেই করুক, ভারত নিজে তাহার নিজেকে রক্ষা করিতে শিখুক।" স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি আরও বলিলেন—'সাম্প্রদায়িক কলহের মীমাংসা অত্যাবশ্যক, তজ্জন্য করিতে হইলে পরস্পর পরস্পরের শিক্ষা, দীক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার আলোচনা করিতে হইবে। উহার মধ্যে যে সম্প্রদায়ের গোপন আছে, বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে মনের গঠন করিতে হইবে, সম্পাদকতা ও গোড়ামীই এ মিলনের পথে কণ্টক-স্বরূপ। যুবক-আন্দোলন বড় ভাল কথা। যুবকগণই দেশের আশা ভরসা, তাঁহাদিগকে লইয়াই আমাদের কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। মহিলা আন্দোলনও একটা উল্লেখ যোগ্য বিষয়। মহিলাগণের মধ্যে জাতীয়তার ভাব যত বেশী জাগ্রত হইবে আমাদের জাতি ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। শাসনকর্ত্তৃগণ বলেন, ভারত এখনও স্বরাজলাভের যোগ্যতালাভ করেন নাই, বস্তুতঃ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যুক্তি। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাইলে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে উন্নতিলাভ করা যাইবে। আমাদের সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতিকারের উপায় একমাত্র 'স্বরাজ'। স্বরাজলাভের জন্য চাই আমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, যে মুহূর্ত্তে এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইবে। আমরা স্বরাজলাভের পক্ষে কোন অংশে হীন নই, পরন্তু আমরা অনেক বিষয়ে অনেক জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। সরকার আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিবার বহু চেষ্টা করিলেও আমাদের প্রতিজ্ঞা বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। আমাদের আশু কর্ত্তব্য সাইমন কমিশন-বর্জ্জন ও জাতীয় শাসনতন্ত্র সংগঠন, জনমতে তাঁদের প্রসার বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। বিধান সম্মত উপায়ে বয়কট আন্দোলন চালাইতে হইবে, পল্লী সংগঠনে অগ্রসর হইতে হইবে, আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনে আজ জোয়ার আসিয়াছে, এ সুযোগ আর হেলায় না হারাইয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবে, রাত্রির পর দিন অবশ্যই আসিবে।" অনন্তর সুভাষ বাবু মহারাষ্ট্রীর ভ্রাতা ভগিনীগণকে আবার সম্বোধন করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং বঙ্গ ও মহারাষ্ট্র দেশ যাহাতে একত্রে বদ্ধভাবে জাতীয় সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্য প্রার্থনা জানাইলেন।

আর বৃটিশপণ্যদ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধে কহিলেন, ভগবান আমাদিগকে কোন অস্ত্র না দিলেও ইহাই দিয়াছেন আমাদের একটা মহা প্রধান অস্ত্র। আয়র্লণ্ড ও চীন এই বর্জ্জন নীতিতেই সুফল পাইয়াছে।

জামসেদপুরে ষ্টীল কার্পেন্স বিভাগের কতকগুলি শ্রমিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অন্যান্য ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদের দাবী না মিটাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না বলিতেছে। শীঘ্রই একটা মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বোম্বাইমিলের ধর্ম্মঘট শীঘ্র মিটমাটের কোন আশা দেখা যায় না।

শ্রীযুত সুভাসচন্দ্র বসু পুণা হইতে প্রত্যাগমন-পথে সবরমতী আশ্রমে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। একদিন সেখানে থাকিয়া আমেদাবাদ আসার পূর্ব্বে বারদোলী যাইয়া বারদোলী সত্যাগ্রহ আন্দোলন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

বোম্বাইয়ে 'সাঞ্জ বর্ত্তমান' নামক একখানি গুজরাটি ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক পত্রিকার সপ্তবিংশতি জন্মতিথি উৎসব গত মে ডে উৎসব দিবসে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মিঃ ওয়াচা গন্ধী।

দক্ষিণ ভারতে কাসকালাহালির নিকটে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটী চন্দনবন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহীশূরের চীফ কন্সারভেটর রিপোর্ট দিয়াছেন, ঐ বনে প্রায় ছয় শত টন চন্দন কাষ্ঠ আছে এবং তাহার মূল্য ৬লক্ষ টাকা হইবে। এখনই না কাটা হইলে বন আগুন লাগিয়া যাইতে পারে, না হয় চুরী যাইতে পারে। তিনি কাঠ কাটাই ও চালান করিবার খরচ বাবদ ১০ হাজার টাকা চাহিয়াছেন। মহীশূর সরকার তাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বিগত ৩০শে মে তারিখে নোয়াখালীর অন্তর্গত চরজব্বার হইতে কয়েকজন লোক মেঘনা নদীদিয়া নৌকা করিয়া সহরের দিকে যাইতেছিল। আবহাওয়া অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। এমন সময় ঝড় পড়িয়া চন্দ্রা মিঞা নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। গনি মিঞা নামে অপর এক ব্যক্তিও বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছে। আর একজন নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। আহত ব্যক্তিটি হাসপাতালে আছে। ভাল হইবার আশা আছে।

জাপানী গভর্ণমেণ্ট যাত্রী বহনের উপযোগী একখানি প্রকাণ্ড বিমানপোত নির্ম্মাণ করেন। সেখানি এক্সপেরিমেণ্টের জন্য গত ৪ঠা মে ৭জন যাত্রী লইয়া আকাশে উড়িতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ভূমিতে পড়িয়া পরিচালক ও যাত্রীসমূহের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ৬জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন—মিঃ, বেঙ্কটেশ্বর আইয়ার, নরকত মাধব মেনন, শঙ্কর প্রসাদ সাক্সেনা, রঘুবংশলাল গুপ্ত, শিবগুরী জয়রাও এবং রাজকারী শ্রীনিবাস দেশীকা কৃষ্ণস্বামী।

বলকানে প্রায়ই ভূকম্প হইতেছে। গত ২রা মে কোরিন্থে প্রায় ছয়বার ভূকম্প অনুভূত হইয়াছে। কতকগুলি বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। মিনার নামক নদীতে বান ডাকিয়া উভয়তীর প্লাবিত হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রগুলির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় অসহস্র পরিবার গৃহহীন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কনষ্টান্টিনোপলে গত ৩রা মে, মধ্যরাত্রে প্রায় ১০ সেকেণ্ড কালব্যাপী ভূকম্প অনুভূত হইয়াছিল।

গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে সেনেটে এক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ সেনকে ৩বৎসরের জন্য পরীক্ষার কন্ট্রোলার পদে পাকা করা হইয়াছে। তাঁহাকে মাসিক ৮শত টাকা বেতন দেওয়া হইবে ও বৎসরে ৫০ টাকা করিয়া তাঁর বেতন বৃদ্ধি করা হইবে।

মে ডে উৎসবের দিন রুমানিয়ার খুব বড় বড় শিলাবৃষ্টি হওয়ায় ৬জনের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

ইংলিশচ্যানেলে সম্প্রতি এক শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। [illegible] বৃটিশ নৌসেনার [illegible] 'বেকাচ' নামক জাহাজ খানি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিতেছিল, এমন সময় 'জোয়ান্নিস ফেকসিরিস' নামক একখানি গ্রীক্ জাহাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ফলে গ্রীকজাহাজখানি ডুবিয়া যায়। বেকাচের আরোহিগণ অনেক পরিশ্রম করিয়া গ্রীক জাহাজের বিপন্ন লোকগণকে উদ্ধার করিতে থাকে। ১২জন গ্রীকের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গেল, বেকাচ জাহাজখানিও নাকি জলমগ্ন হইতেছে। [illegible] তাহাকে পোর্টল্যাণ্ড পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইতেছে।

আজকাল হিন্দু মহিলাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে খুব কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতেছেন এবং অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিতেছেন। এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি ফাইনাল পরীক্ষায় কুমারী শৈল [illegible] সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শুনা যায়, ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি, শ্রেণীতেও যোগদান করিবেন।

কুমারী আনন্দ বাঈ নামক মাদ্রাজের একটী মহিলা এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ডি, ভি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের অ্যাটর্নি ক্লার্ক হইয়া আছেন। শিক্ষা শেষ হইলে তিনি নাকি প্র্যাক্‌টিস্ করিবেন।

পারস্য সরকার কয়েকটী সর্ত্তে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও বৈদেশিক প্রজাগণের হস্তে কয়েকটী সুবিধা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পারস্য গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, সে সুবিধা আর দেওয়া হইবে না। আগামী ১০ই মে পারস্য সরকার তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন। ইংরাজের সহিত পারস্যের বাহেরিণ দ্বীপ লইয়া গোলমাল বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরাজ কিছুতেই বাহেরিণ দ্বীপের উপর আধিপত্য ছাড়িবেন না, পারস্যও কিছুতে তাহার দাবী ছাড়িবে না। পারস্য গভর্ণমেণ্ট বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের নিকট আবেদন করিয়াছেন। ব্যাপার অনেক দূর গড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

১৫ই মে হইতে জেনারেল পোষ্ট অফিসে প্রত্যহ ৩-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত পার্শেল লওয়া হইবে। কেবল শনিবার দিবস ২-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত পার্শেল লওয়া হইবে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে বৈশাখ, বুধবার—১৩৩৫।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বর্ণের ইতিহাস

বৈদিককাল হইতে অদ্যাবধি ভারতে বর্ণবিভাগ-প্রথা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাৎকালিক বর্ণবিভাগ ও বর্ত্তমান বর্ণ-বিভাগ মধ্যে পার্থক্য আছে। বর্ত্তমান বর্ণবিভাগ তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক বর্ণ-বিভাগ-প্রণালীর বিকৃতাবস্থা বা চরম অবনতি। তৎকালে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবেন, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় হইবেন, এরূপ কোন একটা বাঁধা নিয়ম ছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে বর্ণ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—লক্ষণানুসারে বর্ণ-নির্ণয় করাই বিধি। যদি শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিতে শমদমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ দ্বারা বর্ণনিরূপণ করিবে। শৌক্র ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মলাভ না করিয়াও অনেকে সাবিত্র জন্ম দ্বারা বিপ্রতা লাভ করিয়াছেন, তাহার অসংখ্য ইতিবৃত্ত আছে। সেই সকল অশৌক্র ব্রাহ্মণগণের সন্তানগণ অদ্যাবধি শৌক্র ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে চলিয়া আসিতেছে। এতাদৃশ ব্রাহ্মণ সন্তানে আজ ভারতবর্ষ পূর্ণ। বঙ্গ শকাব্দায় রামানন্দাচার্য্য শঙ্কর শমদমাদি গুণে বহু ব্রাহ্মণের উপাস্য হইয়াছিলেন। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদাচার্য্যদিগের মধ্যে শঠকোপ, মুনিবাহন-মুনি-প্রমুখ অনেকেই শৌক্রেতর কুলে উদ্ভূত হইয়া বহু সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের নিত্য নমস্য হইয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণের ছয়টী সাত্ত্বিক পুরাণের অন্যতম গরুড় পুরাণে কথিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজী সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥ সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।—সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন পবিত্র ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আবার তাদৃশ সহস্র পবিত্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, এতাদৃশ কোটি বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।

শাস্ত্রের মধ্যে যে সকল অশৌক্র বিপ্র শ্রেণীবৃন্দ নিজ ব্রহ্মপ্রভাবে সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপস্তন সন্ততিবর্গে বিপ্রতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। চন্দ্রবংশীয় কুশিকসুত গাধি। কান্যকুব্জাধিপতি গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপোবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (মহাভাঃ আ ১৭৫ অঃ)

২। ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব মহারাজ বীতহব্য কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাহার, উপাখ্যান মহাভারত অনুশীলনপর্ব্বে ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ এবং গৃৎসমদসূত সুচেতা শম-দমাদিগুণে বিপ্রতা লাভ করিয়াছিলেন।

৩। মনুতনয় কারূষ হইতে কারূষ ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টগণ ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৪। মনুতনয় নরিষ্যন্ত হইতে দশম অধস্তন দেবদত্ত। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন করেন।

৫। *চন্দ্রবংশে হোত্রক হইতে জহ্নু-মুনি উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

৬। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইয়াও শুনকপুত্র গৃৎসমদ প্রবর মুনি হন। ভাঃ ৯।১৭

৭। চন্দ্রবংশীয় যযাতিরাজের কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কণ্বঋষি উৎপন্ন হন। তাহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ-বংশের উদয়।

৮। ক্ষত্রিয় মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয় জন্মলাভ করেন। দুরিতক্ষয়ের ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি পুত্রত্রয় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন।

৯। ক্ষত্রিয় বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী। তৎসুত অজমীঢ় হইতে প্রিয়মেধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন।

১০। প্রিয়ব্রতপুত্র নাভিরাজের ঋষভ নামে এক পুত্র হয়। ঋষভদেব দেবদত্তা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে একশত সন্তান উৎপন্ন করেন। ভরত এবং তাঁহার অনুজ নয়জন নয়টী বর্ষের রাজা হইলেন। কবি হবি, প্রভৃতি নয়টী পুত্র নব যোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন, আর অবশিষ্ট ৮১জন ব্রাহ্মণ হন।

পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা কয়েকটী তালিকা মাত্র প্রদান করিলাম। বর্ত্তমানকালে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটিয়াছে, তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা। এখন আচারে সমাজ-সংস্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সমাজহিতৈষী বা স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমানে শুদ্ধি-সমাজ বলিয়া একটা সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, তাহাই যে প্রকৃত সমাজ সংস্কার তদ্বিষয়ে অনেকের মতদ্বৈধ আছে, সুতরাং সমাজহিতৈষী-পাণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচার ও পুরাকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিলে বোধ হয় কাহারও কিছু বলিবার থাকে না।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত কথা

জগজ্জীবকে মায়ামোহান্ধতমঃ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা এবং ভক্তভাগবত এই চতুর্দ্ধা বিগ্রহরূপে জগতে প্রকটিত। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ জন-গণেরই কৃষ্ণের এই চারিবিগ্রহে বিশ্বাস হইয়া থাকে। ভাগ্যহীনজনগণ ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার ব্যাসদেব চারিবেদ ও উপনিষদের সারার্থ লইয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন, যিনি সূত্রকর্ত্তা, তিনিই আবার তাহার ভাষ্যকর্ত্তা হইলেন, ব্রহ্মসূত্রের সেই অকৃত্রিম ভাষ্যই শ্রীমদ্-ভাগবত। যিনি একবার সেই ভাগবত-রসামৃতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কখনও অন্য শাস্ত্রে আসক্তি প্রকাশ পায় নাই। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানবিদ্ধ কোন ভক্ত্যা-ভাসের কথা বর্ণিত হয় নাই বিশুদ্ধ অন্যাভিলাষিতা শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন-রহিত শুদ্ধাভক্তির কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই ভাগবত শুদ্ধভক্তগণেরই আদরের বস্তু। ভক্তগণ ভাগবত-শ্রবণ, পঠন ও সুবিচারণপর হইয়া ভাগবতের প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে অমৃত আস্বাদন করিয়া থাকেন। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা এই ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিতে যান, তাঁহারা কোন ধনই লাভ করিতে পারেন না। "মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপঃ, প্রতিষ্ঠায়॥ 'ভাগবত বুঝি,' হেন যার আছে জ্ঞান। সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥ ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁর। সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥" ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন; বুদ্ধি বা টীকা দ্বারা ভাগবত বুঝা যায় না। ভাগবত বুঝিবার যদি কাহারও সাধ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধভক্তভাগবতের চরণাশ্রয় করিতে হইবে। ভক্তের কৃপা প্রভাবেই ভাগবতার্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। নতুবা বৃথা প্রয়াস মাত্র। যাহারা ভগবান্, ভক্ত ও ভাগবতে ভেদবুদ্ধি করে, তাহাদের ভগবৎ প্রীতি সম্পাদন চেষ্টা সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। অনেক নব্য ফ্যাসনের লোক আবার ভাগবতকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না, ধর্ম্মরাজ যমই তাঁহাদের অবিশ্বাসের বিচার করুন। ভাগবতে বিশ্বাস না থাকিলে তিনি যতই কেন না, নিজেকে ভক্ত বলিয়া বড়াই করুন, তথাপি তিনি যে কখনও ভগবান্‌কে মানেন না, ইহাই মানিয়া লইতে হইবে। যিনি বস্তুতঃ সত্যানু-সন্ধিৎসু তিনি নিশ্চয়ই সত্যের আদর না করিয়া পারেন না। যাহার সে সত্যানুসন্ধিৎসা নাই, তাঁহার নিকট সত্য অপ্রিয় হইয়া থাকে।

মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় সত্যানু-সন্ধানরত ভক্ত, যিনি উত্তরাগর্ভে অবস্থান কালে ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পর যাহা কিছু দেখিতেন, তাহার সহিত তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু মিলাইতে চাহিতেন, বলিতেন, এই কি সেই? অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র কৃষ্ণানুসন্ধান-রত, তিনিই জগদাচার্য্য শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় বাস্তবসত্য-বক্তার পাদপদ্মাশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবদ্-ভিন্ন ভাগবতবাণী শ্রবণ যোগ্যতা লাভ করেন, ভাগবতের সত্যবাণী শ্রবণ করিতে গিয়া তাঁহার আর আসন্ন মৃত্যুর জন্য, অতৃপ্ত বাসনা পালনের জন্য ক্ষোভ হয় না, অচল অটল ভাবে নিত্য নবনবায়মান উৎসাহের সহিত তিনি তখন সত্যবাণী শ্রবণ করিতে পারেন।

সুতরাং মহারাজ পরীক্ষিতের অনুগত কৃষ্ণানুসন্ধানরত জনগণই ভাগবতের উপযুক্ত শ্রোতা, পরীক্ষিদ্বিমুখ সত্য-পরাঙ্মুখগণ ভাগবত সুতরাং ভগবানে বিশ্বাস-হীন।

এই ভগবদ্বিমুখ লোকের সংখ্যাই বর্ত্তমান জগতে অত্যন্ত অধিক। ইহাদের এক একজনের চিন্তাস্রোত এক একটী দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। যদি কেহ তাহাদের স্রোতোগতির অনুকূল কোন কথা বলেন এবং যদি তাহারা তাঁহার সে কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রার্থিত বিষয় কিছু লাভ হইবে বলিয়া মনে করে, তাহা হইলেই তাহার কথা শুনিবে, নতুবা কাহারও কথা শুনিতে তাহারা রাজী নহে। মনুষ্যের বর্ত্তমান রুচিই হইতেছে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান। এ অবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কে শুনিবে? ঐ সকল ভাগ্যহীন জন বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য যে শ্রীমদ্ভাগবত, যাহা হইতে বেদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহার আদর না করিয়া ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত বাক্যে মোহিত হইয়া সত্যবস্তু হইতে চিরতরে বঞ্চিত হন। শ্রীভগবান্ উঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগ-ক্ষেম আত্মবান॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, শাস্ত্র-সমূহে 'উদ্দিষ্ট' ও 'নির্দ্দিষ্ট' এই দুই প্রকার বিষয় আছে। যে বিষয়টী শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে, সেইটী শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়, আর যে বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়,

সে বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যেমন অরুন্ধতী উদ্দিষ্ট বিষয় হইলে, তাহার নিকটস্থ যে স্থল তারাটি প্রথম লক্ষিত হয়, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয়। বেদসমূহেও সেইরূপ নির্গুণ তত্ত্ব উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয়, কিন্তু সেই নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়াই প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া ভ্রম হয়। তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় মাত্রে আবদ্ধ না থাকিয়া, নিস্ত্রৈগুণ্যস্বরূপ উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ কর। নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান, আবার কোন স্থলে বা নির্গুণ তত্ত্বকথা উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় নানোপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে বর্জ্জিত হইয়া নিত্যসত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ কর এবং অকর্ম্মনাগের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।” জীবগণ যাহাতে বেদের উদ্দিষ্ট বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আপাত মধুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হয় চতুর্দ্দশ ভুবনে গতাগতি, না হয় আত্মবিনাশ লাভ করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধ করিয়া বরণ না করে, তজ্জন্যই ভগবান্ ব্যাসদেব সমস্ত বেদ বেদান্তের সার লইয়া প্রথমে ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন, ব্রহ্মসূত্র লোকের পক্ষে সুগম করাইবার জন্যই ব্যাসদেব সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত না হইয়া যাঁহারা বেদবেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার দুষ্টতা করেন, তাঁহারা কখনই বেদের উদ্দিষ্ট বিষয় যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা লাভ করিতে পারিবেন না। অন্য কোন শাস্ত্র পাঠ না করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারাই অচিরেই পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইবে। তবে কোন মায়াবাদীর আনুগত্যে ভাগবতানুশীলন কালেও কৃষ্ণকথা প্রবেশ করিবে না, কেন না মায়াবাদিগণ শ্রীর মধুপুষ্পিত বাক্যেই মুগ্ধ, তাহারা ভাগবতের অর্থ কখনই বুঝিতে পারে না, নিষ্কিঞ্চন নির্ম্মৎসর সাধুগণই একমাত্র ভাগবত-বক্তা, তাঁহাদিগের নিকটই ভাগবত শ্রোতব্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যে সকল ভাগ্যবান মনুষ্য ভগবানকে পাইতে চাহেন, তাঁহারা তর্ক বিতর্ক ছাড়িয়া অবিলম্বে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হউন। শ্রীমদ্ভাগবত জীবকে একেবারে গোষ্ঠগুলি ভগবানকে দিয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যদি জীব নিষ্কপট হইয়া সেই ভাগবত সেবায় রত হন।

কোলাহল-নিবারণ

শান্তিপ্রিয় মানব মাত্রেরই ইচ্ছা তাঁহার জীবনটাকে কোলাহল শূন্য করা। এই জন্য অনেকে নাগরিক জীবন অপেক্ষা গ্রাম্য জীবন পছন্দ করেন। কলিকাতা, লণ্ডন প্রভৃতি লোক-বহুল সহরে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরী, বাস, কল কারখানা প্রভৃতির শব্দে সহরবাসীর জীবন এক প্রকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা অবশ্য নানা উপায় অবলম্বন নাগরিক জীবনকে কতকটা শান্তিময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাও একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। শুনা যায়, আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে ‘কোনান’ নামক সংবাদপত্র কোলাহল-অনুসন্ধান-সমিতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নিউইয়র্কের অনুকরণে চিকাগো, ওয়াশিংটন, বোষ্টন এবং সেণ্টলুই নগরেও এই প্রকার ‘কোলাহল অনুসন্ধান-সমিতি’ প্রবর্ত্তিত হয়। আমেরিকার ডাক্তার ফ্রী নামক একজন বিজ্ঞানবিৎ আমেরিকার নগরসমূহকে কোলাহলশূন্য করিবার জন্য নাকি অনেক বৈজ্ঞানিক উপায় চিন্তা করিতেছেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক ও চিকাগো সহরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক কোলাহলের ফলে বধির হইয়া যায়। তাই কোন কোন্ কারণ-উদ্ভূত কোলাহল লোকের ‘অস্বস্তিকর ও অনিষ্টজনক’ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ‘অস্বস্তিকর কোলাহল নিবারণ সমিতি’ নামক এক সমিতি গঠিত হইয়া কোলাহল-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অস্বস্তিকর কোলাহলের মধ্যে অনেকে ধরিতেছেন—লোহার উপর লোহার হাতুড়ী পিটানোর শব্দটাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্যকর। এই কর্কশ শব্দটী কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূরীভূত করিতে পারিলেই অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। গাড়ী ঘোড়ার শব্দ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিঃশব্দ যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইলেও চলিতে পারিবে।

এক্ষণে আমাদিগের কথা হইতেছে এই যে, কোলাহলশূন্য জীবনই বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু কোন্ কোলাহল মানুষের পক্ষে অস্বস্তিকর আর কোন্ কোলাহলই বা স্বস্তিকর, তাহা নির্ণীত হওয়াই কঠিন। আমরা দেখিতে পাই, একই কোলাহল হয়ত আমার পক্ষে বড় অশান্তিকর বলিয়া মনে হইল, অন্যের পক্ষে সেই কোলাহলটাই আবার বড়ই কর্ণরসায়ন বলিয়া প্রতীত হইল। রৌপ্যমুদ্রা গণনের ঝন্ ঝন্ শব্দ অপর কাহারও শান্তিপ্রদ না হইলেও মুদ্রাগুলীর মালিকের নিকট তাহা বড়ই মধুর লাগে। বালক বালিকাগণের কলরব তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরই সুখপ্রদ হয়, কিন্তু অপরের ততটা হয় না। সঙ্গীতরসজ্ঞের নিকট ধ্রুপদ, ধ্রুবতাল, ধামার প্রভৃতি খেয়াল জাতীয় বড় বড় তানের গান শ্রবণ-মনোমুগ্ধকর হইলেও অরসজ্ঞের নিকট তাহা কেবল ‘হো হা’ চীৎকার—অস্বাভাবিক কলরব বই আর কিছু বলিয়াই মনে হইবে না। এইরূপে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের রীত্যনুসারে একই কোলাহল ভিন্ন ভিন্ন লোকের কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে। যাহাতে যাহার স্বার্থ বর্ত্তমান, তাহার সকল অসুবিধাই সে বরণ করিয়া লইতে পারে। তাহাই যদি হয় অর্থাৎ নিজ নিজ স্বার্থই যদি কোলাহলের স্বস্তি ও অস্বস্তির বিচারক হয়, তাহা হইলে এমন বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন করা যায়, যাহাতে কোন গোলমাল কাহারও নিকট অপ্রীতিকর না হইতে পারে। সে বৈজ্ঞানিক উপায়টী এই—আমাদের সকলের স্বার্থের গতি একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-মুখিনী হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হইলে, হৃষীকেশের প্রীত্যর্থে যাবতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে, সকলেই যখন এক সাধারণ স্বার্থের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইবেন, জগৎ যখন কেবল ভগবৎসেবাপর হইবে, তখনই কি নাগরিক জীবন, কি গ্রাম্য জীবনের কোলাহল কিছুই নিজ সুখের জন্য অস্বস্তি বা স্বস্তিকর হইবে না, পরন্তু সমস্ত কোলাহলই কৃষ্ণ-কোলাহল হইয়া যাইবে—সমস্ত শব্দই শব্দ-ব্রহ্মের উপাসনায় নিযুক্ত হইবে, তখন গ্রাম্য বা কৃষ্ণেতর বিষয়-কোলাহল কিছুই থাকিবে না—সমস্ত কোলাহলই কৃষ্ণসম্বন্ধী বলিয়া প্রীতিকর—স্বস্তিকর হৃৎকর্ণরসায়ন হইবে।

এইরূপ বিজ্ঞান-সম্মত পন্থাবলম্বনে কোলাহলের কর্কশতা নিবারণের চেষ্টা না করিয়া অন্য যে কোন প্রাকৃত উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত বা সর্ব্বজনগ্রাহ্য নাও হইতে পারে। যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহারা হয়ত প্রচুর অর্থ ব্যয় দ্বারা নানা যন্ত্রাদির সাহায্যে কোলাহলের কর্কশতা নিবারণে সমর্থ হইলেও অর্থহীনের পক্ষেও কি তাহাই সম্ভব হইবে? আবার বাহিরের কোলাহল নিবৃত্ত হইলেই যে জীবন শান্তিময় হইবে, তাহার কি অর্থ আছে? অনেক যোগী হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে বসিয়াও ত’ কোলাহল-জন্য অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না? কোলাহল দুই প্রকার—বাহ্য কোলাহল ও অন্তঃকোলাহল। ভুক্তি, মুক্তি বা কৃষ্ণেতর বিষয়-বাসনাই মানুষের অন্তরের কোলাহল, অন্তঃকোলাহলের অনুবর্ত্তী হইয়াই বহিঃকোলাহলের সৃষ্টি। অর্থাৎ অন্তরে যে বাসনা জাগরূক হয়, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই বাসনানুরূপ কার্য্য কৃত হইয়া কোলাহলের সৃষ্টি করে। কোলাহল দমন না হইলে বহিঃকোলাহল দমন করিয়া শান্তি লাভ হইবে না। সুতরাং জীবনকে কোলাহলশূন্য করিবার ইচ্ছা থাকিলে একমাত্র সাধুগুরু পাদাশ্রয় ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। সাধুর কৃপায় আমরা যখন অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে হরি-কীর্ত্তন করিব, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার কথা ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইবে, জগতের সমস্ত কার্য্য একমাত্র জগৎপতি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিব—জগৎ তখন কেবল কৃষ্ণ-কোলাহলময় হইবে, ইতর কোলাহল কৃষ্ণ কোলাহলের ভয়ে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিবে, সেই দিনই বস্তুতঃ আমাদের জীবন সুখ-শান্তিময় হইবে—‘গৃহে কিম্বা বনে থাকি হৈথে তর্ক অকারণ।’—সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিবে।

হীনস্বার্থের পরিণাম

মানুষ স্বার্থের খাতিরে না করিতে পারে, এমন কোন অপকর্ম্ম জগতে নাই। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ অত্যন্ত অপরাধ-জনক কার্য্যও মানুষ স্বার্থরক্ষার জন্য করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না। সম্প্রতি বারুইপুরের নব মুচি নামক এক চর্ম্মব্যবসায়ী আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, দত্তের এজলাসে গরুকে বিষ খাওয়ানর অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত বৃহস্পতিবার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। ঘটনা এই যে, এক গোচারণের মাঠে কিছু দিন যাবৎ অনেক গরু মরিতে থাকে। তাহাতে লোকের মনে একটা সন্দেহ হয়। তাহারা উক্ত আসামীটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। পাপ আর কত দিন চাপা থাকিবে? সন্দেহকারিগণ ঘটনার দিন উক্ত মুচিকে একটী বাছুরকে মিঠা বিষ খাইতে দিতে দেখিতে পাইয়াই তাহাকে গ্রেপ্তার করে। লোকটী চর্ম্মের লোভে কত গরুকে যে ঐরূপ বিষ প্রদান করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ ঘটনা জগতে যে শুধু এক আধটী ঘটিতেছে, তাহা নহে, প্রায়ই এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যশোহর জেলার অন্তর্গত গজানন্দপুর গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটী মুচীপাড়া আছে, সেই পাড়ায় এক পাষণ্ড ঐরূপ চর্ম্মের লোভে অনেক ভাল ভাল গরুকে বিষ প্রদান করিত। বিধির বিধান এইরূপ, অল্পদিনের মধ্যেই সে ব্যক্তির এমন গলৎকুষ্ঠ ব্যাধি হইল যে, হস্ত পদাদি পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল; লোকটী যন্ত্রণায় অহর্নিশ চীৎকার করিত। বালক যেমন নিজের চোখ বুজিয়া পাখী ধরিতে যায়, সেইরূপ

[illegible] করিতে পারিবে না, মূর্খ [illegible] লোকের অগোচরে পাপকর্ম করিয়া [illegible] সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানকেও বুঝি সে ফাঁকি দিতে পারিবে। ভগবান্ যে প্রত্যেক জীবের অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারেন, মূর্খ তাহা বুঝে না। পাপকর্ম্মের ফল তৎক্ষণাৎ না পাইয়া পাপীর স্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়া যায়; মনে করে, "কই এত পাপ ত করিলাম, কিছুই ত' হইল না, সুতরাং আমি বোধ হয় ভালই করিতেছি।" পাপ করিবামাত্র শাস্তি পাওয়া ত' পাপীর সৌভাগ্যের পরিচয়; কিন্তু পাপীর এত সৌভাগ্য হইবে কেন? তাহাকে যে অনন্ত কাল ধরিয়া নরকে পচিয়া মরিতে হইবে। গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-চরণে কৃতাপরাধের ফলভোগ কেবল যে জীবদ্দশায় ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে, পরন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া সে অপরাধের ফল ভোগ করিতে হয়।

বর্ত্তমানে উল্লিখিত চর্ম্মব্যবসায়ী চর্ম্মকারের স্বভাবপ্রাপ্ত বহু লোক আছে, তাহারা তুচ্ছ চর্ম্মসুখপ্রাপ্তির লোভে না করিতেছে এমন দুষ্কর্ম জগতে নাই। আবার সেই কর্ম্মকেই তাহারা চালাইতেছে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে, সাহসের ও অভাব নাই। এজগতের আইনকে ফাঁকি দিয়া খুন করিয়াও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু সে জগতের ধর্ম্মরাজ যমকে কেহ ফাঁকি দিতে পারিবে না, তিনি সূক্ষ্মবিচার করিবেন, ইহা যেন পাষণ্ডদের মনে থাকে। গো-বিপ্র-বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম অতি ভীষণ—ভীষণতর হইতেও ভীষণতম। সুতরাং সাধু সাবধান।

বকরঈদ্

আবার একমাসের মধ্যেই বকরঈদ্ আসিতেছে। ইহার মধ্যেই অনেকস্থলে মুসলমানগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সারাটি বৎসর ধরিয়া যে কিছু একটু মিল হয়, এই সময় তাহা যেন সব ভাঙ্গিয়া যায়। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি কি বীভৎস ব্যাপারই না চারিদিকে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। আমরা সহৃদয় মুসলমান ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, গো-সমাজ কেবল যে হিন্দুগণের পূজ্য তাহা নহে, পরন্তু মনুষ্য মাত্রই গো-গণের নিকট অশেষবিধ ঋণী, গো-সমাজ মনুষ্য মাত্রেরই পূজ্য। গাভীগণ মাতার ন্যায় দুগ্ধ দান করিয়া এবং বৃষগণ পিতার ন্যায় ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদিগের জীবন বাঁচাইয়া রাখেন। এক হিসাবে না হয় প্রকারান্তরে তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণী। কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, জীব মাত্রেই অন্য জীবের নিকট কোন না কোন অংশে ঋণী, সে ঋণ শোধ করিবার সামর্থ্য জীবের সাধ্যাতীত। সুতরাং আমার মাতৃপিতৃস্বরূপ গাভী ও বৃষহিংসা করা ত' দূরের কথা, সামান্য কীটকেও আমি হিংসা করিতে পারি না। যদি বল, "কোরাণ শরিফে গো-বধের উল্লেখ আছে, কোরাণে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ ভেদে দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে, নিবৃত্তি মার্গে নিষেধ থাকিলেও, প্রবৃত্তি মার্গে জীব বধের বিধি আছে। আমরা প্রবৃত্তি মার্গে স্থিত, সুতরাং শাস্ত্র-আজ্ঞায় জীববধ কারণে আমাদের পাপ হয় না। আবার হিন্দুর বেদ শাস্ত্রেও ত' দেখা যায় বড় বড় মুনি-গণ গোবধ করিয়াছেন।" তাহার উত্তর এই যে, বেদে গোবধের দ্বারা যজ্ঞ করিবার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা জরদ্গব অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ গরু সম্বন্ধে। মুনিগণ জরদ্গব মারিয়া বেদমন্ত্রে তাহাদিগকে যুবাকারে পুনর্জ্জীবিত করিতেন। সেরূপ বধ, 'বধ' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। তাহা দ্বারা বরং বৃদ্ধ গরুর উপকারই হয় মাত্র। কলিকালের ব্রাহ্মণগণের সেরূপ 'শক্তি নাই বলিয়া এখন গোমেধ যজ্ঞ আদৌ হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" অর্থাৎ অশ্বমেধ, গোমেধ, ভগবৎসেবাবুদ্ধি-বিহীন কর্ম্ম ও জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাস (কিন্তু ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস শাস্ত্র-বিহিত), মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরদ্বারা সুতোৎপত্তি—এই পাঁচটী কলিকালে নিষিদ্ধ। যাহারা জীবের প্রাণদান করিয়া জীবের উপকার করিতে সমর্থ নহে, তাহারা কোন ক্রমেই জীব বধ করিতে পারে না। সুতরাং গোবধ আদৌ সিদ্ধ হইতে পারে না, অন্যথায় গো অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর রৌরব নরক মধ্যে পচিয়া মরিতে হইবে।

যাহারা শাস্ত্রের নিবৃত্তি মার্গীয় মহাজনের কথা শ্রবণ করিয়াও প্রবৃত্তি মার্গের দোহাই দিয়া ইন্দ্রিয়তোষণের সুবিধা করিয়া লইতে চায়, তাহারা শাস্ত্রাজ্ঞা পালনের পরিবর্ত্তে অপালন-জন্য ভীষণ অপরাধে পতিত হয়। অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে শৃঙ্খলতার মধ্যে আনিতে বিজ্ঞগণ যে সকল প্রাথমিক উপায় অবলম্বন করেন, সেই উপায়ই যে একেবারে শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান এমন কোন সম্প্রদায়ের কোন শাস্ত্র জগতে নাই, যাহাতে অহিংসাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় নাই।

আমাদের সহিত অনেক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের আলাপ আছে, তাঁহারা গো-হত্যার নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বহু লোককে উক্ত জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রই বলেন, যে ধর্ম্মে পরপীড়ন আছে, সে ধর্ম্মে ভগবৎ প্রেম বলিয়া কোন বস্তু নাই। ভগবান্ সর্ব্বজীবপ্রভু, তাঁহার জীবকে পীড়া প্রদান করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভের চেষ্টা নিতান্ত অশিক্ষিতগণের পক্ষেই আদরণীয় হইয়া থাকে। জীব-হত্যা কখনই ভগবদ্ভজনের অঙ্গ হইতে পারে না। সকলেরই ভগবান্ এক বই দুই নহেন। ভগবানকে পাওয়ার রাস্তাও একই, তাহা ভগবৎপ্রীতির জন্যই ভগবৎসেবা-ব্যতীত আর কিছু নহে। ভগবৎ সেবায় মারামারি কাটাকাটি বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। জীবাত্মার সহজ স্বাভাবিক বৃত্তিই ভগবৎ সেবা। সেবা একটী কষ্ট-কল্পনার বস্তু নহে। সেবাদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল জীবের প্রীতি উৎপাদিত হয়। সেবাদ্বারা কাহারও আনন্দ বা কাহারও নিরানন্দ হয় না। সেবায় সকলেরই আনন্দ অবস্থিত। অনেকে গো-হত্যার পরিবর্ত্তে দুম্বা, ছাগল প্রভৃতি হত্যার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, দুম্বা বা ছাগল অপেক্ষা গো-গণ সমাজের বেশী হিতকারী। কিন্তু তাদৃশ যুক্তিও অত্যন্ত দুর্ব্বলা, তাহাতেও স্বার্থের পূতিগন্ধ বিজড়িত, তদ্দ্বারা জীব-হত্যা রূপ অপরাধ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই। আমাদের কথা এই যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান ভগবদ্ভজনের উদ্দেশ্য করিয়া কেহ কোন প্রকার জীব-হত্যা করিতে পারিবেন না। করিলে, তাহা ভগবানের প্রীতিকর হওয়ার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইয়া পড়িবে। সোজা কথা, কে ভগবান্, কিই বা তাঁহার উপাসনা, কেই বা তাঁহার উপাসক ইত্যাদি একেবারেই না জানিয়া অনুন্নতবিবেকাবস্থায় যদি কেহ কোন প্রকার পাপ কর্ম্ম করিয়া বসে, তাহা হইলে বরং তাহার ক্ষমা আছে; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া ভগবদুপাসনার নাম করিয়া পাপচেষ্টা কখনই ক্ষমার্হ হইতে পারে না। ভগবান্ জীবকুলের রক্ষক ছাড়া ভক্ষক নহেন। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিয়া তাহা দ্বারা ভগবৎসেবা করাইয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কাহারও উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া তাহার সদসৎ কার্য্যের পুরস্কার বা দণ্ডবিধানের ভার ভগবান্ আমাদিগকে দেন নাই। আমাদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত আছে যে, আমরা নিজেরা ভগবদ্ভজন করিব ও জীবমাত্রকে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করাইয়া তাহার উপকার সাধন করিব।

সুতরাং সহৃদয় মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি আমাদের এই মাত্র শেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অবিচারে ভগবদুপাসনার নাম দিয়া কতকগুলি পাপাচরণের প্রশ্রয় দিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী না হন। আবার হিন্দুগণের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যদি তাঁহাদের ঐরূপ বীভৎস অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, তবে তাহাও বড় দুঃখের কথা, কেন না তাহাতে 'আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা' ন্যায় অবলম্বিত হয় মাত্র। হিন্দু মুসলমান একই ভগবানের সন্তান, উভয়েই জীব-স্বরূপে সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ। যতদিন আমরা সেই ভ্রাতৃভাব ভুলিয়া গিয়া নানা দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছি। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাধাইয়া নিজেদের নিজস্ব বলিতে যাহা কিছু সব হারাইয়াছি। আজ আমাদের সব থাকিতে আমরা পরের ভিখারী সাজিয়াছি। তাই সব, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া আজ শোক-সন্তপ্ত হইতে চাহি না। তাই মুসলমান, তুমি তোমার হিন্দু ভাইয়ের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর, ভাই হিন্দু, তুমিও তোমার মুসলমান ভ্রাতৃগণের মঙ্গল-চেষ্টা করিয়া পরস্পর সৌভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হও।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ যশোহর ও ফরিদপুর জেলার নানা স্থানে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১১ই বৈশাখ তারিখে স্বামিজী খারুইপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের ভবনে ভগবৎসেবাই যে প্রত্যেক আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য, গৃহস্থেরও যে সর্ব্ববিধ ভজন-যোগ্যতা আছে, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন যে প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিত্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, তৎসম্বন্ধে বহু শিক্ষিতা-শিক্ষিত নরনারীর সমক্ষে ৩ঘণ্টা কাল-ব্যাপী কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩ই বৈশাখ তারিখে স্বামিজী মহারাজ দুটীয়াগ্রামে শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে, পরন্তু জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম, জীব মাত্রেই বিষ্ণুর অংশ বা বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব, বিষ্ণুসেবাই জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, বর্ত্তমানে সেই

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে যে নানাপ্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া শিক্ষিত সমাজের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মটী কেবল কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর অথবা অসজ্জনের আচরিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, জীব মাত্রেরই বৈষ্ণবতা লাভ করিয়া যে সেই সকল ব্যভিচার দমনে কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু সজ্জন সমক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃগণ খুব মনোযোগের সহিত স্বামিজী মহারাজের কথা শ্রবণ করিয়া আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৪ই বৈশাখ বড়দিয়া নিবাসী শ্রীযুত কেদারনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে স্বামিজী সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তির নিকট শুদ্ধভক্তি-কথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনীয় বিষয় ছিল—বৈষ্ণব ধর্ম্মই নিত্য সত্য শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম, সাক্ষাদ্ ভগবদভিন্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই উক্ত ধর্ম্মের বক্তা, সেই গ্রন্থ ভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্তভাগবতের আনুগত্য ব্যতীত সম্ভব নহে, ভাগবতের সেবা না করিয়া তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণকারী শ্রোতৃবর্গের সহিত নরকগামী হন, ভাগবতে অনাদরকারীর কখনও ভগবৎ কৃপা লাভ হইতে পারে না ইত্যাদি।

গত ১৬ই বৈশাখ, স্বামিজী মহারাজ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ‘খালসা-গ্রামে শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে গ্রামস্থ অনেক সজ্জন সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিগণ যে ‘বৈষ্ণবধর্ম্মের’ কথা আচরণ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন আর এখন তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে নগর-সংকীর্ত্তন ও রাত্রিতে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচনা করেন। নিরপেক্ষ সত্য বক্তার শ্রীমুখ নিঃসৃত নিরপেক্ষ সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া বহুলোক মুগ্ধ হইতেছেন।

বাগবাজার ২নং রামকৃষ্ণ লেনস্থ পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত জে, বি, দত্ত মহাশয়ের ভবনে বৈশাখ মাসে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর মহাশয় ইতোমধ্যে দুই দিবস তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ দিনে শ্রীযুক্ত দত্তজী মহাশয়ের শুদ্ধভক্তগণ-মুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ হরিকথা শ্রবণের শুভচেষ্টা একটী বড় আনন্দের সংবাদই বটে।

নানা কথা

মহিলা-সমাজ

আজ কাল মহিলা-সমাজ ক্রমে ক্রমে পুরুষ সমাজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অংশীদার হইয়া পড়িতেছেন। শিক্ষা-বিভাগে মহিলাগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, বিমান-পোত পরিচালন প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অনেকস্থলে মহিলাগণই প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন। প্রকাশ্য সভাসমিতি করিয়া দেশের ও দশের কার্য্যে লাগিয়া যাইতেছেন, পার্লামেণ্ট মহাসভায়ও তাঁহারা সভ্যের আসন অধিকার করিতেছেন, কেহ বা আইন বিভাগে প্রবেশ করিয়া প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ছোরা, লাঠিখেলা, ডন, বৈঠক, ফুটবল, ক্রীকেট প্রভৃতি ব্যায়ামবিভাগেও মহিলাগণের খুব অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, “মহিলাগণ যখন পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী তখন পুরুষের অর্দ্ধগুণ কেন পাইবেন না। পর্দ্দানশীন সিষ্টেমটা উঠাইয়া না দিলে একেবারেই নারীজাতির মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।” কথাগুলি একদিক দিয়া দেখিতে গেলে কতকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয় ইহাতে সমাজের একটা সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ‘মা’ বলিতে যে একটা স্বাভাবিক কমনীয় ভাবের উদ্রেক হয়, মহিলাগণের ঐসকল পুরুষোচিত ক্রিয়াকলাপে তাদৃশ কমনীয় ভাব বিদূরিত হইয়া একটী কর্কশভাবের সৃষ্টি করে। লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকের একটী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, সেটী না থাকিলে স্ত্রীত্বে পুংত্ব আসিয়া পড়ে। রমণীগণ স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে সহায়তা করিবেন। স্বামীর ধর্ম্ম ভগবৎসেবা ভিন্ন আর কিছু নহে, ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য যে কিছু কার্য্য, তাহা স্বামীর স্বরূপের ধর্ম্ম নহে, বিরূপের ধর্ম্ম মাত্র। স্বামীর শুভানুধ্যায়িনীসূত্রে সাধ্বী পত্নীর কার্য্য স্বামীকে বিরূপের কার্য্য হইতে স্বরূপের কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে সহায়তা করা। তাহা না করিয়া স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া কি সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্য? মহিলাগণের কর্ত্তব্য গৃহে থাকিয়া স্বধর্ম্মাচরণ এবং পুত্রকন্যাগণকে সৎশিক্ষা প্রদান। তাহা হইলেই সংসার সুখময় হয়। পুত্রকন্যাগণ যদি বাল্য হইতেই মাতৃগণের নিকট সৎশিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলে শীঘ্রই সমাজের উন্নতিলাভের সম্ভাবনা। নতুবা কতকগুলি অবান্তর চেষ্টা দ্বারা সমাজের উন্নতি কখনও সম্ভবপর হইবে না। ধর্ম্মই সমাজের প্রাণ একথা সকলেই যেন মনে করেন। পূর্ব্বকালে মুনিপত্নীগণ আশ্রমে থাকিয়া স্বামীর নির্দ্দেশমত যেরূপ গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-সেবা, অতিথি-সেবাদি করিতেন, মহিলাগণের জীবন, সেইরূপে গঠিত হইলেই সমাজের সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান থাকে। নতুবা সমাজ শ্রীহীন হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। আমরা মহিলাগণকে বিদ্যালোচনা করিতে বাধা দিই না, কিন্তু যে বিদ্যা তাঁহাদের সন্তানগণের পক্ষে হিতকর, সেই বিদ্যা শিক্ষাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। গৃহে গৃহে আবার শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতের আলোচনা হউক, গৃহে গৃহে বিষ্ণু-পূজার শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হউক, ধূপ-ধূনার গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হউক, বিষ্ণুর প্রীত্যর্থেই গৃহের যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হউক, তবেই সমাজের উন্নতি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে সভ্য হইতে গিয়া আমাদের সমাজ দিনে দিনে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষার অভাবই সমস্ত উৎপাতের মূলীভূত কারণ। মাতা পিতার নিকট বালকগণ যেরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকে, সমাজ সেই শিক্ষারই ফল ভোগ করিবে, ইহা স্থির নিশ্চিত।

অতএব মাতৃগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ ত্যাগ করিয়া আমাদের প্রাচীনতম মাতৃগণের পন্থানুসরণ করুন, সকলেই ভগবৎ-সেবাপর হউন, পুত্র কন্যাগণকে ভগবৎ-সেবাপর করুন। উন্মার্গগামী স্বামীকে শ্রৌত পন্থায় লইয়া আসুন, তাহা হইলেই যথার্থ ভারত রমণীর কার্য্য করা হইবে, সংসারের ‘শ্রী’ ফিরিয়া আসিবে, অভাব অভিযোগ সব ঘুচিয়া যাইবে।

চীন-জাপানে সংঘর্ষ

চীন জাপানের মধ্যে বুঝি সংঘর্ষটা ক্রমেই একটু পাকাপাকী রকমের হইয়া দাঁড়াইতেছে। সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থল উত্তর-চীনের সিনানফু নগরী। সান্টাংয়ের রাজধানী এই সিনানফু নগরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে জাপানীদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। দক্ষিণ চীনের জাতীয় দলের সৈন্যগণের সহিত এই নগরস্থ জাপানীগণের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। দক্ষিণ চীনের জাতীয়দল উত্তরচীনের জাপানীগণের আবাসস্থলে প্রবেশ করিলে জাপানীরা, চৈনিকবাহিনী তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেছে, এইরূপ একটা মিথ্যা গুজব উঠাইয়া চীনেদের উপর গুলী চালাইয়াছে। ৭ঘণ্টা একরূপ খণ্ডযুদ্ধ চলে। ফলে উভয় পক্ষের বহুলোক হতাহত হইয়াছে। চীনের জাতীয়দলের সেনাপতি চিয়াং কাই সেক এবং চীনস্থ জাপানী সেনাপতি ফুকুদার সঙ্গে নাকি আপোষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। চীন সেনাপতি সৈন্য সরাইয়া লইবেন স্থির হইয়াছে। চীনের জাতীয় দল সিংটাওয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ২৩০০ জাপানী সিংটাওয়ের দিকে প্রেরিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৬ খানি সাবমেরিণও সিংটাওয়ে প্রেরিত হইয়াছে। জাপান গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া দক্ষিণ চীন ও ইয়াংসি নদীতীরস্থ বিভিন্ন বন্দরে রণতরী প্রেরণ করিতেছেন। সিংটাও অঞ্চলে রক্ষার জন্য ৪খানি ডেষ্ট্রয়ার পাঠাইয়াছেন। সাণ্টাং অঞ্চলেও বহু জাপানী সৈন্য ও রণতরী প্রেরিত হইয়াছে।

এবার বাঙ্গালায় পাট চাষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কংগ্রেস কর্ম্মিগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া চাষীদের সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলায় অনেক বুদ্ধিমান্ চাষী পাট চাষ কম করিয়া দিয়াছে। স্কুল কলেজের ছাত্রেরাও ছুটিতে গ্রামে ফিরিয়া কর্ম্মীদের সহিত যোগদান পূর্ব্বক এই আন্দোলনে, অনেক সহায়তা করিতেছেন। সময় মত বৃষ্টি না হওয়ার দরুণও অনেক স্থলে পাট চাষ খুব কম হইয়াছে। যেরূপ আশা করা যায়, তাহাতে সমস্ত প্রদেশে এক তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাট চাষ হইবে না। চাষীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, পাট চাষ না করিলেও ধান্যাদি ফসল হইতে তাহাদের লাভ দ্বিগুণ হইবে, পরিশ্রম কম হইবে অথচ স্বাস্থ্যের কোন হানি হইবে না। চাষীরা একবার ইহার উপকারিতা বুঝিয়া গেলে অধিক পাট চাষের মোহ ত্যাগ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

আফ্‌গানরাজ আমানুল্লা খাঁ মস্কো নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। একখানি বিমানপোত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। আফ্‌গানের জাতীয় সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়। মিঃ কালিনিন্, চিচেরিণ, ভরিসোক প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। আফ্‌গানরাজ সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট কালিনিনের সঙ্গে দেখা করেন ও লেনিনের সমাধির উপর পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। সোভিয়েট গণতন্ত্রের রাজনৈতিক কর্ম্মচারিগণের সহিতও তাঁহার অনেক আলাপ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দয়া ও মায়া

দয়া ও মায়া শব্দ দুইটী এক পর্য্যায়ের হইলেও বৈষ্ণব সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার ভিন্ন উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। হিংসা কথাটী ঐ দুইটীরই বিপরীত পর্য্যায় ভুক্ত। দয়া কথাটীর যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে তদ্বিপরীত হিংসা কথাটীরও আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিংসা অর্থে জীবকে ক্লেশ প্রদান, পর-পীড়ন, পরকে উদ্বেগ দান ইত্যাদি। হিংসা একটী মহাপাপ, ইহা কে না জানে, তথাপি আমরা ঐ কার্য্যে লিপ্ত হই কেন? ইন্দ্রিয় তর্পণই উদ্দেশ্য। আমরা ভোগী জীব, ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণকেই আমরা খুব বড় জিনিষ মনে করি, অপরকে পীড়া প্রদান না করিয়া অপরের ইন্দ্রিয় তর্পণের ব্যাঘাত না করিয়া কেহ কোন দিন নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান বিশ্বে বা ভোগময় জগতে নির্ম্মৎসরতা নাই সুতরাং মৎসর ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় কই? কাজে কাজেই আমাদিগকে হিংসা ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। তাহা হইলে কি এই হিংসা ধর্ম্ম হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—অহস্তানি সহস্তানাম্ অপদানি চতুষ্পদাং। ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্—এই হিংসাময় সংসারের জীব মাত্রেরই পরস্পর একে অপরের হিংসায় নিযুক্ত। কাল কর্ম্ম গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশু সকল হস্ত-যুক্ত মানবের হিংসায় যোগ্য, পদরহিত তৃণ সমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহজ্জীব বাঁচিয়া থাকে, হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও জীবিত থাকিবার উপায় নাই। আমরা ধর্ম্মের ছলে প্রতিদিন কত পশু হিংসা করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কালী-পূজা, দুর্গাপূজা, শিবপূজা প্রভৃতিতে প্রতিবর্ষে কত লক্ষ লক্ষ পশুর প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? আমরা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের নিমিত্ত অপরকে পীড়া প্রদান করিব, সেটা তত দোষের হইবে না, কিন্তু অপরে যদি আমাকে তাহার নিজ সুখের নিমিত্ত অল্প একটা কড়া কথা বলে, তাহাও আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা অপর জাতির প্রতি দোষারোপ করি, তাহাদের প্রতি হিংসা করিবার জন্য বড়ই অদ্ভুত [illegible] উপায় সৃষ্টি করি কিন্তু আমিও যে আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রাণীকে হিংসা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত, তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। নিজে হিংসা ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে অপরকে হিংসাধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করা যায় না। যখন ভারতে হিংসাধর্ম্ম প্রবল হইল, যজ্ঞে পশুহিংসা করাই ধর্ম্ম, এইরূপ বোধ হইল তখন অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ—এই বেদোক্ত বাণী প্রচার করিবার জন্য ভগবদবতার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। বুদ্ধদেব যে বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে তাহা তাঁহার অনুগত জন কর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। মোটের উপর বৌদ্ধ ও জৈনগণ যে জীবে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহাতে প্রকৃত দয়া নাই, দয়া বলিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে মায়া বলা যাইতে পারে। আবার কর্ম্ম মার্গে কুম্ভ উদুখল, চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী এই পঞ্চসূনা পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়স্বরূপ দেব-যজ্ঞ, ঋষি যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, বর্ত্তমানে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা, বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা উপায় সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকলকে আমরা দয়া না বলিয়া মায়াই বলিব। কেন না উহার দ্বারা জীবের সর্ব্বতোভাবে ক্লেশ নিবৃত্তি হয় না, কিয়ৎ পরিমাণে ইন্দ্রিয় তর্পণের সহায়তা করে মাত্র। উহা যেরূপ আপাত মধুর, পরিণামে তাদৃশ নহে। চিনি খাইতে প্রথমমুখে ভাল লাগে বটে, কিন্তু পরিণাম তাদৃশ সুফল প্রদ নহে। নিম, কালমেঘ কুইনাইন প্রথমমুখে আমাদের রুচিপ্রদ না হইলেও চরমে সুফলই প্রসব করিয়া থাকে। কেহ যদি নিজ স্বার্থের উদ্দেশে আমার নিকট আসিয়া আমার স্তব স্তুতি করে, আমার প্রশংসা করে, আমি তখন ভুলিয়া যাই, কিন্তু সে যে নিজ কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে গাধা সাজাইবার, আমার হিংসা করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহা অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারি না, আবার পক্ষান্তরে কেহ যদি যথার্থই দয়া করিতে আসে, তৎকালে হয়ত তাহার বাক্য আপাত মধুর না হওয়ায় আমরা নির্দ্দয় বা হিংসা মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করি—ইহার একটীর নাম মায়া আর একটীর নাম দয়া। মায়ার কার্য্য মোহিত করা। মায়া জীবের বুদ্ধি আবৃত করিয়া প্রকৃত দয়া বুঝিতে দেয় না। হিংসাকেই দয়া বলিয়া ভ্রম করায়। এক কথায় যাহা আমাদের ক্ষণিক ইন্দ্রিয় তর্পণের ইন্ধন-প্রদায়িনী, তাহাই মায়া; যাহা প্রথম মুখে অরুচিকর হইলেও চরমে মঙ্গলপ্রদ ও আত্যন্তিক ক্লেশ-নিবৃত্তির হেতু তাহাই দয়া। আপাতমধুর পক্ষে মায়াই উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণামদর্শীর "দয়াই" একমাত্র বরণীয়। একটী দেহ-মনের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করে, অপরটী আত্মার নিত্য অসীম আনন্দ বিধান করে।

স্বদেশ-প্রীতি

হে স্বদেশহিতৈষি ভ্রাতৃবৃন্দ! পুনঃপুনঃ ধর্ম্মের কথা বলিয়া আমরা তোমাদের বিরাগভাজন হইয়াছি, নদীয়াপ্রকাশ তোমাদের চক্ষের বালি। কেননা নদীয়া-প্রকাশ নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য ভগবানের কথা ছাড়া যাহা নিত্য মঙ্গলের চির শত্রু আপাত মধুর বাজে কোন কথা বলেন না বা বলিবেন না। তোমাদের ধারণা ভূত, প্রেত বিশ্বাসের মত ঈশ্বর বিশ্বাস একটা কুসংস্কার মাত্র। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ভূত, প্রেত বিশ্বাস করিতেন, আবার ঈশ্বর বিশ্বাসও করিতেন, কোন অসুখ হইলে ঔষধাদি ব্যবহার করিবার পরিবর্ত্তে মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক রোগ আরোগ্য করিতেন। এসব কথা আমাদের নিকট ঠাকুরমার কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঈশ্বর বিশ্বাসও প্রায় তদ্রূপ। এখন হঠাৎ মন্ত্রের কথা বলিতে গেলে হয়ত তোমরা হাস্য করিবে। কিন্তু ফ্রান্সের পণ্ডিত মেসমার যখন মেসমেরিজম্ আবিষ্কার করিল, হিপনোটিজম্ আবিষ্কৃত হইল, তখন হঠাৎ নূতন একটা কিছু দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি, মনে করি, কই এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল ত' আমরা কখন দেখি নাই, আমাদের পিতৃপুরুষ-দিগের সময় ত' এসকল কিছু ছিল না, এসব দেখিয়াও কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের মন্ত্রাদির প্রভাব স্বীকার করিব না। ইহা আমাদের আধুনিক সংসর্গজনিত কুসংস্কার না পূর্ব্বপুরুষদিগের? আমাদের অবস্থা বর্ত্তমানে এরূপ হইয়াছে যে আমরা বরং বিশুখৃষ্টকে পাশ্চাত্যবাসীর অনুকরণে ভগবানের প্রেরিত দূত বলিয়া (যাহাকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলি) বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কয়েক শতাব্দী মাত্র পূর্ব্বে ভারতে যিশু অপেক্ষা অনন্তগুণে প্রভাবশালী স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া একদিন প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসাইয়াছিলেন সে কথা আদৌ বিশ্বাস করিতে চাই না। যিশুর প্রভাব কতকটা সত্য বলিয়া মানি, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনন্ত প্রভাব যে ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল-অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না। কিন্তু ঠিক এইরূপ অবতার পাশ্চাত্যদেশে কোথাও হইত আর হইলে বোধ হয় আমাদের তত্তটা অবিশ্বাসযোগ্য হইত না। কিন্তু বিচার কর দেখি, পাশ্চাত্যদেশবাসীর ঈশ্বরের অবতারের প্রতি বিশ্বাস আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতে অবতারবাদ প্রচলিত আছে। ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যাহা বিশ্বাস করিতেন আধুনিক নবীন জাতি যত উন্নত হইতেছে, যতই তাহাদের সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাঁহারা সেই সকল কথায় বিশ্বাসস্থাপনে বাধ্য হইতেছেন। ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বরের অবতার বিশ্বাস প্রভৃতি লক্ষ্য করিলে কোন্ জাতি কতটা উন্নত ও প্রাচীন, কোন্ জাতি উন্নতির দিকে চলিতেছে, কোন্ জাতি অবনতির দিকে চলিতেছে বুঝিতে পারা যায়। আজকাল পাশ্চাত্য-বাসিগণ ভারতের বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ সভাষ্য ও টীকার সহিত পাঠ করিয়া যে পরিমাণে ঈশ্বরে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া নিজ ও নিজ দেশবাসীর ইহপরকালের মঙ্গল করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেরূপ কোন ভারতবাসী স্বদেশবাসীর কথা দূরে থাক্, নিজেরও মঙ্গলসাধন করিতে পারেন নাই, ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। জার্ম্মান পণ্ডিত থিবো সাহেব শ্রীভাষ্যের মূল এবং ইংরাজী অনুবাদ অক্সফোর্ড হইতে প্রথমে বাহির করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার দেশের লোকও শ্রীভাষ্য-রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর পরমভাগবত লক্ষণ দেশিকের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, ভগবানে গাঢ় প্রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং অনেকেই তদনুগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হায়! কি দুঃখের কথা, সেই শ্রীভাষ্য গোবিন্দ-ভাষ্য তথা বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি পরম উপাদেয় ভগবানের শাব্দিক অবতারসমূহ আমাদের নিকট অনাদৃত হইয়া সমুদ্রপারে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

হে ভারতবাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! আর কি বলিব, দোষ কাহারও নহে, দোষ আমাদের অদৃষ্টের। এখন আমাদের সময় ভাল নয়, আমরা যতই স্বদেশ স্বদেশ করিয়া চীৎকার করি না কেন, সময়কে অপেক্ষা করিতেই হইবে। হয়ত স্বদেশী ভায়ারা আমার কথায় কাণ দিবেন না, কিন্তু আমি তাঁহা-দিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, ভাই, স্থির হইয়া কথাগুলা বিচার কর। পাশ্চাত্যদেশবাসীর এখন উন্নতির দশা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, ধর্ম্ম সকলদিকেই তাহা-দের উন্নতি, কিন্তু আমাদের দশা বর্ত্তমানে অবনতির দিকে, তাই ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আমাদের তত ভাল লাগে না। ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে প্রথম মুখে তোমার প্রশ্ন হইবে, আমরা কি তবে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ, দেশের মঙ্গলচেষ্টা সব ছাড়িয়া দিব? আমরা কিছু কিছু ছাড়িয়া

দিতে বলি না, আমরা বলি আগে ভক্ত হও, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও, কেন তাহা বলি? তাহার কারণ ভক্তগণ যেরূপ চক্ষুষ্মান সেরূপ আর কেহ নহে, তাঁহারা যাহা করেন, তাহার মধ্যে কোনপ্রকার ভ্রম নাই বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে বিলম্ব হয় না।

কপটতা দরিদ্রতার মূল

বৈরাগী দলের কপটতার সীমা নাই। তাহারা নিজের প্রয়োজন মত কতক গুলি কথা গোপন করে ও কতকগুলি মিথ্যা কথার আবরণে নিজ পক্ষ সমর্থন করে; জড়বস্তুতে আসক্ত হইয়া ভোগীর স্থান অধিকার করে, আর বাহিরে নিজের কৃত্রিম বৈরাগ্য দেখাইয়া লোকের নিকট অবৈধ সম্মান আশা করে। শুদ্ধ ভক্ত এইরূপ ঘৃণ্য কপটতাকে অন্তরের সহিত বর্জ্জন করেন। এই কথার নমুনা আমরা প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করিলেও একটী অতি বিস্ময়াবহ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। শ্রীধাম মায়াপুরের অবস্থান ঐতিহ্য, ভূগোল, কিম্বদন্তী ও নানাবিধ প্রমাণবলে নিরূপিত থাকায় তদ্বিষয়ে কপটতারহিত সহৃদয় বুদ্ধিমান জনগণ পরম সন্তোষের সহিত সন্তোষ অনুমোদন করেন, আবার কেহ কেহ সেই কথা জানিয়া শুনিয়া বিপ্রলিপ্সাবশে কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া ঐ প্রমাণগুলি অস্বীকার করতঃ ঐতিহ্য-ছলনা, পবিত্র-ছলনা ও নানাবিধ অপ্রামাণিক কথাকে প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার-ছলনা নিতান্ত ঈর্ষা-স্বভাব জনগণ করিয়া থাকে, একথা তাহাদের একবারও হৃদয়ে উদিত হয় না। অর্থ সংগ্রহের দুর্ব্বাসনায় জর জর হইয়া যখন কামিকুল বিফলমনোরথ হয়, তখনই তাহারা সজ্জনের বিদ্বেষ ও নিজ নিজ জঘন্য চিত্তবৃত্তি সাধুর স্কন্ধে আরোপ করিতে ত্রুটী করে না। তখন তাহারা প্রেম দাসের কবিতা "সংসারে মজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা" মুখে উচ্চারণ করিয়াও অসাধুর পথে চলিতে থাকে।

কপট বৈরাগী অপরের নিকট হইতে ভিক্ষাসংগ্রহ করিয়া নিষিদ্ধ জীবন যাপন করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারা মনে করে যে, তাহাদের মত দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকপট জনগণ পরনারী পোষণে লক্ষ-অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু আবার যখন দেখে যে নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ পদার্থকে পরার্থ জানিয়া ভগবান্ ও ভক্তের সেবাকার্য্যেই অর্থ ব্যয়িত করেন; তখন তাহাদের নিজ নিজ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া পরগঞ্জনা সহজে পরাঙ্মুখ হইয়া পরনিন্দা করিয়া বসে। পর-চর্চ্চকের গতি কোন কালেই হইবার নহে জানিয়া নিজের কদর্য্য স্বভাব,পরস্ব অপহরণকে ধর্ম্মসংগ্রহের উপায় বলিয়া স্থাপন করে। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেব পরস্বাপহারীকে উত্তরোত্তর অধোগামী পাপে লিপ্ত করিয়া পরিশেষে সংহার করেন। আমরা শত শত মিথ্যাবাদীর কথায় কর্ণপাত না করিলে মিথ্যাবাদিগণ আপনা হইতে থামিয়া যায়। অপস্বার্থের খাতিরে এ হেন দুষ্কার্য্য নাই যে, তাহারা করে না। তজ্জন্য কোন কোন বিজ্ঞ লোক বলেন, মহাভাগবতগণ নারকিগণের আসুরিক প্রবৃত্তির উপশান্তির জন্য প্রতীপগণকে বুঝাইয়া দেন না। যাহারা অর্থলোভাক্রান্ত হইয়া ধর্ম্মের ছলনায় ভাগবত-পাঠী হন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিজ দাসগণের সহিত তাঁহাদের কাপট্যপূর্ণ অর্থ সংগ্রহের ব্যবসাকে সমশ্রেণীস্থ মনে করেন। তাহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সংগৃহীত অর্থ ও হরি সেবার অর্থে আকাশ পাতাল ভেদ আছে। পরদারাপহারী বুঝিতে পারেন না যে, অপরের ক্ষতি করিলে তাহার ক্লেশের পরিমাণ নিজ ক্লেশের সহিত সমান। তজ্জন্য তাদৃশ ঘৃণ্যকর্ম্মে উদ্যোগী হওয়া উচিত নহে, একথা তাহাদের মনোমধ্যে গৃহীত হয় না। তজ্জন্য ভগবান্ কখনও তাহাদের সেবা গ্রহণ করেন না ও তাহারা আপনাদিগকে ভণ্ড সাজাইয়া লোকবঞ্চনা করে মাত্র। শুদ্ধ ভক্তগণ পরদারাপহারী ভক্তিবিরোধী জন গণের সহিত কখনও সম্ভাষণ করেন না, কখনও তাহাদের সহিত উপবেশন করেন না এবং কোন প্রকারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না, এই সকল কথা বুঝিয়াও লোকের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে বলিয়া তাহাদিগকে অধিকারী সাজাইবার যত্ন করেন। শুদ্ধভক্তগণ মহাজনের উপদেশক্রমে কোন প্রকারের দুঃসঙ্গের প্রশ্রয় দেন না বা যোষিৎসঙ্গি গণের কোন চেষ্টা মধ্যে থাকেন না, একথা, বুঝিতে পারিয়াও তাহাদিগের সহিত তাহাদের সমশ্রেণীর গণনা করা ছলনা প্রদর্শন করেন। যোষিৎসঙ্গি-গণের আধিদম নৈতিক চরিত্র-বিহীন সমাজে আদৃত হইলেও শুদ্ধভক্তগণ কখনই অসতের সহিত সম্ভাষণ ও এক যোগে কার্য্য করেন না। যেকাল পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ক্ষীণপুণ্যজনগণ মহাপ্রসাদ, ভগবন্নাম, শ্রীভগবদর্চ্চা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট না হয়, তৎকালাবধি সেই ক্ষীণ-পুণ্যজনগণের নিজ শ্রীচৈতন্যদাসগণ স্বীকার করেন না। যদ্যপিও ভক্তিবিরোধী জনগণের সহিত যে শুদ্ধভক্তগণ মিশিতে পারেন না, একথা তাঁহাদের পাঠক সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া বিপ্রলিপ্সা বশে ভক্তাভক্ত সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী সঙ্গ করিতে অনুরোধ করা বা বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত নহে। শুদ্ধভক্তগণ কখনই এই অন্যায় আবদারের আস্কারা দেন না। ধনের পরিমাণ, বিদ্যার পরিমাণ, স্বাস্থ্যের পরিমাণ, বয়সের পরিমাণ, সামাজিক উচ্চপদের পরিমাণ দ্বারা শ্রীচৈতন্যদাসের মাপ হইতে পারে না। যেমন মূর্খ নিরক্ষর জীব শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনীর আদর করিতে পারেন না এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়কে সমান পণ্ডিত দেখেন, সেই সমন্বয়বাদ হাস্যোদ্দীপক মাত্র।

গোড়ায় গলদ

মহাপ্রভুর প্রকটভূমি নির্দেশ করিতে গিয়া এক বক্তা প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছেন যে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারিলেই কার্য্য হতে হইবে আমরা প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ ধারণা করিবার কারণ কি? কারণ হইতেই কার্য্যের উদয়, সুতরাং প্রস্তাবিত কার্য্যের কারণের অনুসন্ধান আবশ্যক। দেওয়ানের কথিত ভগ্ন-মন্দিরের সহিত প্রভুর জন্মস্থানের সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধটী কোন্ কারণ মূলে স্থাপিত হইয়াছে? যে কারণে সম্বন্ধ আছে, সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা কোন্ কালে সাব্যস্ত হইয়াছে? দেওয়ান কোন কোন অনুসন্ধানের দ্বারা সেই সম্বন্ধে উপনীত হইয়াছেন? তিনি যে সকল অনুসন্ধানমূলে উহা স্থির করেন, তাহা প্রামাণিক কি না? কোন্ প্রামাণিক উহাকে অবিসংবাদিত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? দেওয়ানের কোন করণের অপটুতা ছিল কি না? তিনি কি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা-যুক্ত জীব? যদি তাহাই হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তিনি কিরূপ আকর হইতে প্রমাণ পাইয়াছেন? দেওয়ানের বিবর কত কাল পরে কোন্ কোন্ প্রামাণিক ঐতিহ্যে ঐ কথা উল্লিখিত আছে? যাঁহারা দেওয়ানের মন্দিরের প্রমাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রমাণ বিবরণ কোন্ কোন্ আকর হইতে সংগৃহীত? সেই সেই আকর গুলির প্রামাণিকতা কোন্ কোন্ যুক্তিভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত? প্রামাণিকতার আকর না [illegible] আকির ন্যাকিশাম [illegible] আমরা এম্, এন্, দি আখবার সুধা, [illegible]

অনুরোধ [illegible] সামী কি আকর [illegible] করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, [illegible] হইলে উহা গোপন না করিয়া [illegible] করিলেন না কেন? তিনি কি [illegible] করেন যে, কারণ বিশদভাবে [illegible] জানাইলে সর্ব্বলোকে তাঁহার কথার [illegible] ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে [illegible] তাঁহার কথার কি জগতের [illegible] প্রভাবান্? তিনি কি বিপ্রলিপ্সা[illegible] দোষ-চতুষ্টয়-মুক্ত অভিমান করেন? যদি তাহাই হয়, আমরা তাহার প্রমা[ণ] চাই। তাই বলি গোড়ায় গলদ থাক[ায়] প্রস্তাবটী গোঁজামিল দিবার সোপান মা[ত্র]।

একশ্চন্দ্রঃ

তমো হন্তি শততারাগণৈরপি [illegible] নীতিটী স্মরণ করিয়া পথভ্রষ্ট-দলে[র] পত্রপ্রেরক ফরওয়ার্ডে লিখিয়াছেন, "[illegible] সকল চৈতন্যপন্থী গৌর-প্রকট-স্থান-নির্দ্ধারিকা-সভায় যোগ দিয়াছেন, কেব[ল] সিদ্ধান্তসরস্বতী বা তাঁহার অনুগত[গণ] ইহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই।" পাঠ[ক]গণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্যই বলিবে[ন] লেখকের দলে ইহাতে ভোট বেশী হইল[,] সাব্যস্ত হইবে, সুতরাং সরস্বতীকে [illegible] দেওয়াই আবশ্যক পথভ্রষ্টদলের সুবিধা-জনক ব্যাপার থাকিতে সরস্বতীকে লই[য়া] টানাটানি কেন? সমগ্র বঙ্গের সব গৌড়ীয় নামধারী যোগ দিল, নাস্তি[ক,] মাদক-দ্রব্য-সেবী, চৈতন্য-বিদ্বেষী, বিদ্যা[-] তর্কপন্থী, শ্রৌতপথ-বিরোধী, নানাম[ত-] গ্রহব্যাপ্ত সকলেই যোগ দিল, কেবল যে দিল না একজন! সুতরাং তাঁহা[কে] আমরা সকলে মিলিয়া যেন তেন প্রকারে গালি গালাজ করিয়া আমাদের দ[লে] টানিয়া আনিতে না পারিলে সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইতেছে। আমরা চাল[ু] বাগান খুলিলাম, বৈষ্ণবচরিত্র-প্রদর্শ[ন] দেখাইলাম, তাঁহাদের অনুকরণে সাময়ি[ক] পত্রিকা বাহির করিলাম, বিনা [illegible] ঠাকুর দেখাইলাম, বিনা শুল্কে পাঠ পড়া[ই-] আউল-বাউল-নেড়া-কর্ত্তাভজা-সাই-দরবে[শ] প্রভৃতি তের রকম জাতি একত্রি[ত] হইলাম, কেবল পাইলাম না এক জনকে[।] যখন বিরহ-কাতর দুই প্রকার [illegible] বিভাবিত হইয়া নানা প্রকার [illegible] করিলাম, কত সত্য মিথ্যা কথা প্র[চার] করিলাম, কত খোসামোদ করিলা[ম,] আমরা দোষী বলিয়া কিছুতেই তাঁহা[কে] পাওয়া যায় না। এই বিষ্ণু [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] নিজের উদ্ধারক আমরা আমাদের [illegible] পারিলাম না, কোন প্রকার [illegible] ভাবে পারিল না। সে যে [illegible], সুতরাং মানুষ বাক্তবির সেবারা তাঁহাকে ভুলাইতে পারে না। চৌর্য্য বা কোন দুষ্কার্য্যের চেষ্টা করিলাম, সে ছাড়িবে না। তাঁহার বিচার ভুল বলিলাম। সে আমাকে হাতে বাঁধ বাঁধ জন্ত একবার বৈষ্ণব-পত্রিকা গণনায় ব্যবস্থাপক হইবার [illegible] দিলাম, সে কিছুতেই ছিড়ে না। তাহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত করিলাম, সে "পাঁকেকাল" যেন। "বৈষ্ণব-চরিত্র [illegible], সেই নিন্দা হিংসা করি। [illegible]-সেবক, না স্বভাবে-স্বারে, সদা [illegible] তাহাকে পাওয়া গেলে আমরা। বৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্তপদাবলেহন করিতে পারি, আনুষ্ঠানিক আদায় টাকা, বৈষ্ণবপণা করে আদায়ী টাকা হরিসেবা ও বৈষ্ণব-সেবা আমরা বৈষ্ণব বিদ্বেষে ব্যয় করিয়া, সাম্প্রদায়িক হইয়া লোকে বাহাবা নিতে পারি, [illegible] কৌশলে সংগ্রহ করিয়া তাহার ভোগের ব্যাঘাত করিতে পারি, সেইজন্ত চাই আমরা তাহাকে। আমরা শতভাগ আলোক হইলেও সে যে শারদ শশধর। আমরা ছত্রিশ গণ্ডা, সে যে একা। সেই একা লোকটাকে পেলেই আমরা মুড়ি মিছরি একাকার হইয়া পড়িব, তাই তাহাকে চাই। এই দুর্ব্বলতা যেখান ভার্দ হয় নাই, পাঠকগণ সকলেই বলিবেন, কেমন?

বুদ্ধিমান কে?

মানুষ তাহার নিজের বিচার-শক্তির মোহে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, সে যাহা ভাল কি মন্দ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাই যেন হইতে হইবে, ইহাই তাহার ধারণা হইয়া পড়ে। "আমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান আরও জগতে আছে, আমার সিদ্ধান্ত সকলকেই যে মানিয়া লইতে হইবে, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে?", ইহা সে ভাবিতেই চাহিবে না। তাহার ধারণায় যেটা আসে না, এমন কোন অলৌকিক কথা যদি কিছু থাকে, তাহা [illegible] তাহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপে [illegible] যাইতে পারে, যেহেতু ভগবানকে এ প্রাকৃত চক্ষু দিয়া আমি দেখিতে পাই না, সেহেতু ভগবান্—নিরাকার; [illegible] [illegible] তাঁহাদের কথা আমার বিচার-মত আমি [illegible] করিতে বিন্দুমাত্র [illegible] না। আমার ধারণায় যতটুকু আসে, ততটুকুই আমি বিশ্বাস করিতে চাই। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্ত যে সকল কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা দিয়া বিচার করিতে গিয়া তাহা একেবারে, কতকগুলি আদর্শ ব্যক্তির কল্পনা শক্তি বা কবির ভাবুকতা মাত্র, বাস্তব সত্যশূন্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই। যেহেতু সংস্কৃত ভাষায় আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ কিম্বা ভাষাভিজ্ঞ হইয়াও ভাবগ্রহণে অসমর্থ, সেহেতু গীতা ভাগবতাদি গ্রন্থগুলি আমার নিকট আদৌ আদরের বস্তু হইতে পারে না।

কর্ম্ম কাণ্ডটা আমার ভাল লাগে, কেন না সেখানে বেশ একটা ব্যবসাদারী আছে, ভগবানকে যা কিছু দিব, তাহার সুদ সমেত আদায় করা যাইবে। কর্ম্মের ফল কিছু দিন ধরিয়া ভোগ করা যাইবে। জ্ঞানকাণ্ডে ভোগ-ত্যাগ বলিয়া একটা মুস্কিল থাকিলেও তাহাতে আমায় কাহারও অধীন হইতে হইবে না, আমিই ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারিব, সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া যাইব, জনম মরণের পথে কাঁটা দিব। কিন্তু ভক্তিটাই আমার মত আপত্তির কথা। দিন নাই, রাত্রি নাই সকল সময় কেবল সেবা কর, তাও আবার নিজের সুখের বাঞ্ছাটুকুও অন্তরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার জো নাই, কেবল ভগবানের সুখের জন্ত ভগবানের সেবা করিতে হইবে। না খাইয়া না পরিয়া মরিব সেও স্বীকার, তথাপি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব না, খাইতে পরিতে আমার কষ্ট হইতেছে। জগতে আমার ভোগের জিনিষ এত পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু গীতা তাহা সব তাঁহার নিজের ভোগের জন্য বলিতেছেন, আমাকে কোন জিনিষের উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন না। কাজ কর্ম্ম যাহা করিব, তাহা আবার ভোগবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া করিতে হইবে, ভোগ করিবার প্রবৃত্তি অন্তরের কোন নিভৃত কোণে থাকিয়া উঁকি মারিতে থাকিলেও গীতার দৃষ্টি সেখানে যায়। তিনি অমনি বলেন, মন্মনাভব, মদ্ভক্তোভব। শুধু সেবা করিয়া যাইলে, আর মনটী রাখিয়া আসিবে বাড়ীতে, তাহা হইলে চলিবে না, মনটীও সেবায় লাগাইতে হইবে, কায়মনোবাক্যে সেবা চাই। মোট কথা নিজের কোন স্বতন্ত্রতা রাখিবার উপায় নাই—একেবারে কুকুর হইয়া থাকিতে হইবে—এক মুঠা খাইয়াই হউক আর দু'মুঠা খাইয়াই হউক, লেজ নাড়িতেই হইবে। এমন কেনা গোলাম হইয়া কি আর তিষ্ঠানো যায়? কোথায় আমি আমার ইচ্ছামত চলিব, তাহা না হইয়া এত পরাধীন হইয়া কে থাকিতে চায়? চাই স্বাধীনতা।

আবার আর একটা কথা, ভগবানকে না হয় দেখিতে পাই না, কি তাঁহার কথা শুনিতে পাই না বলিয়া ভগবানই নাই বলিয়া একরকম উড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণকে যে আর পারিবার জো নাই, তাঁহারা জোর জার করিয়া যেমন তেমন করিয়াও আমাকে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে চান। বড় মুস্কিলই বটে।

দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ এইরূপ জড় বিচারপর হইয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না, ভগবানকে সেবা করিয়া আর তাহার লাভ কি হইবে? ভগবান্ নিজে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং অর্জ্জুনকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াও জীবকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই যে, তাঁহার সেবা করিলেই জীবের সকল অভাব মিটিয়া যাইবে। মানুষ ত' সকল সময়েই সুখলাভের আশায় ছুটিতেছে, কিন্তু দুঃখ আসিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে কেন? নিজের চেষ্টা-বলেই যদি সে সুখ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে, তবে তাহাকে পদে পদে দুঃখই পাইতে হয় কেন? আবার না চাহিতেই বা সুখ আসিয়া পড়ে কেন? তবে কি মনে করিতে হয় না, কোন একটী অমানুষিকী শক্তি এই সুখ-দুঃখের অন্তরালে মানুষের ভাগ্যবিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন? মানুষ তাহা স্বীকার করিতে না চাহিলেও তাহাই ত' সে স্বীকার করিতে বাধ্য। মানুষকে সুখ-শান্তি পাইতে হইলে সেই অমানুষিকী শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই শক্তিটীই ভগবানের অমন্দোদয়া দয়া-শক্তি। সে শক্তি আমরা পাগলের মত যাহা চাই, তাহা দিতে চাহেন না, যাহাতে আমাদের নিত্য সুখ-শান্তি লাভ হয়, তাহার বিধান করাই সেই শক্তির কার্য্য। সেই শক্তি আমাদিগকে প্রাকৃত সুখের হেয়ত্ব বুঝাইতে যে দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার অহৈতুকী কৃপা মাত্র। যাঁহারা এ প্রপঞ্চের সকল দুঃখ কষ্ট সেই দয়াশক্তিরই অপার কৃপা বলিয়া সহ্য করিতে পারেন, তাঁহারাই পরা শান্তি লাভের যোগ্য হন।

ভগবানের সেই দয়াশক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারিলে মানুষের কিছুতেই মঙ্গল নাই। খাম খেয়ালী করিয়া আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে কহিতে পারি বলিয়াই যে, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা নহে। দোষচতুষ্টয়শূন্য তত্ত্বদর্শি সাধুগণের কথা আমাকে মানিতে হইবে। তাঁহাদের উপদিষ্ট পন্থানুসারেই আমাকে চলিতে হইবে। নতুবা আমার রক্ষা নাই। গীতায় ভগবান্ যে আমাদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া বার বার বলিতেছেন, "তোমাদের ভগবৎ সেবা-ব্যতীত জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই, তোমরা দেহ মনের ধর্ম্ম সব ছাড়িয়া দিয়া ভগবানের পাদপদ্মে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর, খাওয়া পরার কোন ভাবনা তোমাদিগকে করিতে হইবে না, আমিই তোমাদের সকল ভার লইব।"—ভগবানের সেই বাক্যের প্রতিকূলে কতকগুলি উল্টা তর্ক না করিয়া ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের পন্থা। ভগবান্ আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার সেবা করাইয়া আমাদের সুখ শান্তি কিছু কাড়িয়া লইবেন না, সবই আমাদের থাকিবে, তবে তাঁহার সেবার বিনিময়ে তিনি আমাদিগকে পরা শান্তি, পরা আনন্দ দিবেন, জড়-বিষয়ে আসক্তি, যেটা আমাদের অমঙ্গল, সেইটাই ভগবান্ কাড়িয়া লইয়া থাকেন। ভগবানের সেবা-বিমুখ ব্যক্তিকে বিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ কখনই বুদ্ধিমান বলেন না। ভগবদ্ভক্তই বুদ্ধিমান্।

নানা কথা

মান্দ্রাজ উপকূলে হাইকোর্টের সম্মুখে গত ৬ই মে সন্ধ্যায় একটা কুস্তি প্রতিযোগিতা সময় প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে বিবাদের ফলে ২১ বৎসর বয়স্ক 'আনসার' নামক এক মুসলমান যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছে। ডেপুটি কমিশনার অব্ পুলিশ আসিয়া জনতা সরাইয়া দেন। ২জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সিনানফুর অভিমুখে জেনারেল ইদাংকুরার অধীনে যে ২০০০ জাপানী সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল, ইহারা কেংটি পর্য্যন্ত গিয়া আটক পড়িয়াছে। শুনা যায়, রেললাইন বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কেংটি সিনানফু হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

টোকিবা নামক সর্ব্ববৃহৎ জাপানী জাহাজ খানি সিংটাও অভিমুখে যাত্রা করিবে বলিয়া কথা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ৭খানি জাপানী ডেষ্ট্রয়ারকে যে সিংটাও পাঠাইবার কথা হইয়াছিল, এখন সে মত পরিবর্ত্তন করিয়া উহাদিগকে সাংহাই অভিমুখে পাঠাইবার কথা হইয়াছে। দক্ষিণচীনে ভীষণ গোলযোগ বাধিবার সম্ভাবনা।

'পীত' নদীর উপরিস্থ রেলসেতুটী বিধ্বস্ত হওয়ায় টিংসিনস্থ জাপানী সৈন্যগণ সিনানফু পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছে না।

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে

সাহায্যের জন্য আবেদন

সকলেই জানেন বাঁকুড়া জিলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; পানীয় জলের অভাবেও লোক খুবই কষ্ট পাইতেছে; লোক অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়াছে, সরকারী ও বেসরকারী লোকদিগকে লইয়া একটি দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটী গঠিত হইয়াছে, বৃদ্ধ, শিশু ও অক্ষম লোকদিগকে সাহায্য প্রদানের জন্য ১২টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এখনই আরও ১০টি কেন্দ্র খুলিতে হইবে; প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। আমি সেজন্য সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি; যিনি যাহা দিবেন তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিব। নিবেদক—শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, সভাীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটীর অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ—১নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা প্রবাসী বাঁকুড়ার যুবকগণকে আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের জন্য কলিকাতায় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন। প্রত্যহ ১নং সোয়ালো লেনে বিকাল ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে যুবকগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব।

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়।

গত ৬ই মে প্রাতে কাবুলের আমীর মস্কো নগরীর প্রধান প্রধান বস্ত্র নির্ম্মাণের কলসমূহ এবং অপরাহ্নে তিনি সপত্নী ঘুরিয়া ও স্বজন স-ভিব্যাহারে রেড্ সৈন্যের বাসস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তথায় ভাসিরোফ্ প্রমুখ "বিপ্লব-বাদী বৃদ্ধ সমিতির" সদস্যবৃন্দের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, ৬ই মে এরোপ্লেন উৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত আমীর আমানুল্লাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় উক্ত দিবসের উৎসব স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত ব্রাহ্মণখুলিয়া নামক গ্রামে ভীষণ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া ৮০খানা ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে ও তৎসঙ্গে ২জন লোক মারা গিয়াছে। ধান্য ও অন্যান্য শস্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসিগণ বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

গত ৫ই মে যখন ঘোড়দৌড় দেখিবার নিমিত্ত রেসবাড়িতে জনলোকের সমবেত হয় এমন সময় মুষলধারে বারিপাত আরম্ভ হওয়ায় দর্শকবৃন্দ গ্র্যাণ্ড ষ্টেণ্ডের দিকে প্রধাবিত হয়। অতিরিক্ত বারিপাতে উক্ত ষ্টেণ্ড ধসিয়া পড়ায় প্রায় দুই শত লোক আহত হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ষ্টেণ্ডের নিম্নে অবস্থিত একটী চা দোকানের কোন লোকই আহত হয় নাই।

রেঙ্গুন, ৫ই মে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের জন্য মিঃ বার্ণাডের নেতৃত্বে যে অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি মিটকিনায় ফিরিয়া আসিয়াছে। অভিযান সর্ব্বত্রই বন্ধুভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং কোথায়ও বাধা পায় নাই। অভিযানের সফলতাও কম হয় নাই—এই বৎসর মোট ১০২৮ জন দাস মুক্তিলাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি এক দরবার হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নাগাং বিভাগের কমিশনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কাচিন পাহাড়ের দাসগণকে মুক্তি দেওয়া হইবে। মালিকদের অধীনে যে সমস্ত দাস আছে, তাহাদের নাম রেজিষ্টারী করিতে বলা হইয়াছিল এবং মালিকরা দাসদের জন্য ক্ষতিপূরণও পাইয়াছে। কিন্তু যাহারা যথা সময়ে নাম লিখায় নাই, তাহারা ক্ষতিপূরণও পাইবে না। আর দাসদের আটকাইয়াও রাখিতে পারিবে না। ক্রীতদাসদের মালিকরা কোন ক্রীতদাসকে আটকাইয়া রাখিলে বা দাসত্ব প্রথার সমর্থনের চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

গত শুক্রবার রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় ডাক ওভারসিয়ার অখিল চন্দ্র রাহা মুন্সীগঞ্জের অন্তর্গত মালখা নগর হইতে শ্রীনগর ডাকঘরে গমনকালে পথি মধ্যে দুইটী গুণ্ডা তাহাকে রামদা দিয়া আঘাত করে। মেল ব্যাগে টাকা কড়ি কিছু না পাইয়া চলিয়া যায়। ওভারসিয়ারের অবস্থা তেমন ভাল নয়। পুলিশ ও ডাকবিভাগ উভয় দিক হইতে তদন্ত চলিতেছে।

১৯২৬ সালে ছয়খানি বৃটিশ সাবমেরিণ নির্ম্মিত হইবার কথা হয়। সম্প্রতি 'আডিন' নামক এক খানির নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। চেথাম বন্দরে উহাকে জলে নামান হইয়াছে।

কাশীধামে বিসূচিকা রোগে বহুলোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। প্লেগেও দু' একটার মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়।

হুগলী [illegible] ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে কুন্তীনদীর পার্শ্বে বৃহৎ এক শ্মশানক্ষেত্র আছে। সেই শ্মশানক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ সন্তান কালী উপাসনা করিতেন। একদিন নাকি সেই স্থান খনন করিতে করিতে প্রায় ৮।৯ হাত মাটির নীচে একটী সুন্দর কালীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন, ঐস্থানে আরও খুঁড়িলে নাকি একটী মন্দিরও পাওয়া যায়। ঐ শ্মশানটীতে বহুদিন হইতে নাকি নানা অলৌকিক ঘটনা পরিদৃষ্ট হইত।

গত শুক্রবার ২২৭ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের নিকট ভূগর্ভে ড্রেণের মধ্যে কাজ করিতে গিয়া দুইটী কুলী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে মমকালার পাহাড়ের উপত্যকাস্থিত এক গহ্বরে এক ৭ বৎসর বয়স্ক মোল্লা-বালকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। বালকটীর গায়ে অনেক মূল্যবান্ গহনা ছিল। সেগুলি অপহরণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা এই নৃশংস কাণ্ড করিয়া গিয়াছে।

ইকহলমের এলেন এলেনার গ্রেণ বিমানপোতারোহণে ইউরোপ হইতে আমেরিকা যাইবার পুরস্কার স্বরূপ গমনকারীকে ২৫ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ব্রিমেন নামক পোত-নির্ম্মাতাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বেরণ কণ হিউয়েন ফিল্ড ঐ অর্থ ব্রিমেণ নির্ম্মাতার কন্যা ক্রলিন হার্ট জাক্কাধকে অর্পণ করেন এবং বলিয়া দেন, তিনি যেন ঐ অর্থ তাঁহার পিতাকে প্রদান করেন।

গামা কুস্তীগীর জিস্কোকে পরাজিত করিয়া পাতিয়ালা মহারাজের নিকট একটী বৃহৎ রৌপ্য মুদগর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইঁহার বাড়ী পাতিয়ালা রাজ্যে। ইঁহার পিতৃপিতামহও বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন, শৈশবেই গামা পিতৃহীন হন। ২৭ বৎসর বয়সে ইনি গোলাম পালোয়ান নামক এক প্রসিদ্ধ পালোয়ানের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার সাত বৎসর বয়স্ক একটী পুত্র আছে। ১০ বৎসর বয়স হইতে ইনি কুস্তিখেলা আরম্ভ করেন। গামার বয়স এখন ৪৪ বৎসর, তিনি ৫ ফিট ৭৷৷০ ইঞ্চি লম্বা ও ওজনে ২৪০ পাউণ্ড বা প্রায় ওমন। পাতিয়ালার মহারাজা গামাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করেন। কোন কোন কুস্তিগীর খুব বেশী খাইয়া থাকে, কিন্তু গামা তাহার একেবারেই বিরোধী। তিনি খুব সাদাসিধা ভাবে জীবন যাপন করেন।

ব্যারিষ্টার ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভুবন বাবুই নাকি এদেশে প্রথমে লন্ড্রী ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি যৌবনে একবার বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রদর্শনীতে খাবার প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলেন। ক্রমে স্বোপার্জ্জিত অর্থে তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন।

বৃটিশ বৈমানিক কাপ্তেন কোর্টনি আট্লাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্ব উপকূল হইতে যাত্রা করিয়া পশ্চিম উপকূলে উপনীত হইবার উদ্যম করিতেছেন। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে একবার করিয়া কক্ষণা পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসেন। এবার তিনি ইটালী হইতে একখানি সুপটু বিমান পোত সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটী বৃটিশ মেশিনার ইঞ্জিন ও বেতার বার্ত্তার বন্দোবস্ত আছে। কাপ্তেন কোর্টনি হয় সাউদাম্পটন, না হয় প্লাইমাউথ হইতে রওয়ানা হইবেন।

রাজপুতনা মেলষ্টিমার গত ৫ই মে অপরাহ্নে বোম্বাই হইতে ছাড়িয়াছে। কুচবিহারের মহারাণী, ক্যাম্বের নবাব শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, মিঃ এম, এ, জিন্না, লর্ডসিংহ, স্যার বিনোদ ও তৎপত্নী, স্যার সোরাবজী মেটা, মিঃ নরোত্তম মোরারজী এবং মিঃ সমুখম্ চেটি প্রভৃতি ঐ জাহাজের আরোহী।

মিঃ সমুখম্ চেটি ও নরোত্তম মোরারজী প্রথমে কোপেন হেগেন যাইবেন, পরে জেনেভায় শ্রমিক সম্মিলনে যোগদান করিয়া কিছু দিনের জন্য লণ্ডনে যাইবেন। তথা হইতে ফিরিয়া ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে যোগ দিবেন বলিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা আছে।

মাদারীপুর থানার অধীন কুলপদ্দী গ্রামনিবাসী দুর্গা মোহন কুণ্ডু রূপচাঁদ মাড়োয়ারী নামে এক পাটব্যবসায়ীর আড়তে কাজ করিতেন। গত শনিবার রাত্রি ১১টার সময় ঐ ব্যক্তি হাজার খানি ১০টাকার নোট লইয়া বরিশাল ষ্টীমারে গোসাই হাট নামক স্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করে। মাদারীপুর ষ্টীমারঘাটের নিকটেই তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দেহের ১৫।১৬ জায়গায় অস্ত্রের চিহ্ন। নোট গুলি সব চুরী গিয়াছে। পুলিশ ২জনকে সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখনও তদন্ত চলিতেছে।

[illegible] প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈষ্ণব-স্মৃতি

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধানমতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। কর্ম্মফলবাদী যে সকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় বলে করেন, জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ ঐহিক ভোগের ন্যায় সেই সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু তাঁহারা রুচি-ভেদে কর্ম্মোদ্যোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্য-পর বিধানসমূহকে পাপপুণ্যাতীত জ্ঞানী ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহারকুশল কর্ম্মিগণকে অর্থী ও বিজ্ঞান-যুক্ত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানি সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, পরন্তু কর্ম্মজ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ভোগ-কামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে অর্থী জানিয়া কামনা-রহিত শান্ত বৈষ্ণবগণকে পরমার্থী সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত সকল গুলিই ফলান্তর্গত সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন, স্বার্থান্ধতা মাত্র। ভক্তের নিখিল চেষ্টা সমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর যেরূপ নিজ প্রাকৃত ফল কামনা, ভক্তের তাহা না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মী-জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতিবিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফল-বাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। অভক্তের বিধান তাঁহার নিজ ফলের জন্য। ভক্তের বিধান কৃষ্ণসেবার জন্য। একের উদ্দেশ্য নিজ মায়িক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে হারীত-ও অপর গুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষা-কৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণ সমূহে কথিত বিধান-সমূহ বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বঙ্গদেশের বৈদিক প্রয়োগগ্রন্থ ও পুরাণ সমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠান সমূহ নির্দ্দিষ্ট ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। [illegible] স্মার্ত্তগণ [illegible] হরিভক্তিবিলাস, ভক্তি-বিজ্ঞ [illegible] বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ সদাচারের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের কৃত্য বিধি-বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহা-প্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। তাঁহার অনূ্ন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বন্দ্য-ঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার কুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন, উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহার-উপযোগী স্মৃতিনিবন্ধরচিত হইয়াছে দেখা যায়।

এস্থলে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে যখন স্মৃতিলেখক-গণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-স্মৃতিলেখক ভগবানের নিত্য সেবক এবং কর্ম্মফলবাদী স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যপর। ভগবদনুশাসনায় কর্ম্মফল-বাদীর নিষ্ঠারুচি ও বিশ্বাস নাই, এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধান অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নন। পরমার্থি গণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষা-প্রভাবে নিজ সৎশাস্ত্র ও নিজ মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাঁহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। পরমার্থি গণ বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণসংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্ত-গণ তাঁহাদিগের প্রতি বল প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান হইবেন না।

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন, কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ের কলিকাতার প্রমুখ স্থানের বৈষ্ণব-গণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থনিষ্ঠার শিথিলতা জ্ঞাপক। প্রাকৃত বলে যাহারা বলী, সেই অপ্রাকৃত বিচার-রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন, আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

ডিবেটীং ক্লাব

১ম পক্ষ

আমরা ঈশ্বর বিশ্বাস করিব কেন? যাহারা অকর্ম্মণ্য, সাংসারিক কোন কার্য্যেরই উপযুক্ত নয়, এতাদৃশ অন্ধ খঞ্জ বধির কঠিন পীড়াগ্রস্ত বা বৃদ্ধ ব্যক্তি-দিগের জন্যই বৈরাগ্য ও ঈশ্বর বিশ্বাসের ব্যবস্থা। এখন আমাদের ঈশ্বরের কথা, বৈরাগ্যের কথা শুনিবার সময় আসে নাই। আমরা বিংশশতাব্দীর নব্যযুবক, আমাদের উপর দেশের ভাবি মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে, এ সময় যদি আমরা সব ছাড়িয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াই, তাহা হইলে আমাদের বা আমাদের দেশবাসীর কি মঙ্গল হইবে? এখন আমাদের বৈরাগ্যের সময় নয়। এখন আমরা মৎস্য মাংস ডিম্ব প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্যের দ্বারা শরীরে বল সংগ্রহ করিব, দেশকে অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিব। এই-রূপ করিতে করিতে যখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িব, তখন ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। হায় হায়! ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে ভারতবাসী আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াও বুঝিতে চাহিতেছে না, যে ধার্ম্মিক ভারতবাসীর আজ স্থান কোথায়! পাশ্চাত্য দেশে কম্‌টী, মিল, এপি কিউরাস, আমাদের দেশে চার্ব্বাক প্রভৃতি ঋষিগণ এইরূপ নিরীশ্বর বাদের পক্ষপাতী। জীবনের শেষ অবস্থায় ঈশ্বর-বিশ্বাস ততদূর অনিষ্টকর হয় না তাই আমাদের দেশে বুড়ো বুড়ীর মধ্যেই নিরামিষ ভোজন, হরিনাম গ্রহণ ধর্ম্ম কার্য্যাদি দেখিতে পাই। শাস্ত্র শাস্ত্র করলে চলবে না, শাস্ত্রও ত আমাদের মত এই রকম যুক্তিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলেছে, তুমি কেবল হরিভজন করবে, তোমার ঘরে কি হচ্ছে কি না হচ্ছে দেখে দরকার নাই, তোমার দেশ চুলোয় যাক্ সেসব তোমার দেখে দরকার নাই। তুমি হরিভজন নিয়ে থাক।

২য় পক্ষ

তোমার ভাব তোমাতেই থাক্, তোমাদের ন্যায় রুচি পশুদিগের মধ্যেও দেখা যায়, তবে তোমরা বলিতে পার পশুদিগের চেষ্টা অপেক্ষা তোমাদের চেষ্টা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা হইতে ভিন্ন, একথা তোমরা বলিতে পার না। ঈশ্বর বিশ্বাস করিলেই যে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে, দেশের উন্নতিচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইবে, একথা তোমাদিগকে কে বলিল? আমরা বলি, যাহাদের ঈশ্বর বিশ্বাস আছে, তাহাদের মধ্যেই ঐসকল চেষ্টা প্রবলরূপে আছে, ঈশ্বর-বিশ্বাসীর হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ, জীব মাত্রের ক্লেশ দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় যেরূপ বিগলিত হয়, তিনি জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ অশ্রুবর্ষণ করেন, সেরূপ আর কে করেন? ঈশ্বর বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় তর্পণে রত, ইন্দ্রিয়তর্পণরত কোন ব্যক্তিই নিষ্পাপ জীবন বা নৈতিক জীবন যাপন করিতে পারে না। বৌদ্ধ জৈনগণ মুখে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিলেও তাহারাও বুদ্ধকে, জৈনগণ তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থ-করকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে।

যিনি যতই নাস্তিক হউন না কেন, কার্য্য কালে তাঁহাকে ঈশ্বর বিশ্বাস করিতেই হইবে। নাস্তিকতার স্বরূপ ভোগ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া বা ভোগ প্রবৃত্তির সহায়তা করিবার নিমিত্ত সময় সময় ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর স্বভাবকে আলিঙ্গন করার সুযোগ লওয়া বই আর কিছু দেখিনা, নাস্তিক যতই উন্নত হউন না কেন, সময়ে তিনি নিজ পাশবিক চরিত্রের পরিচয় দিতে বাধ্য হইবেন। পশুগণের স্বভাবতঃ ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে না, অজ্ঞাত সুকৃতিফলে তাহারা মনুষ্য হয় হরিভজন করিবার জন্য। নাস্তিকগণ হুজুগে কোন কার্য্যে যোগ দিতে যায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

৩য় পক্ষ

ঈশ্বর-বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে ভাল, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, অতএব ঈশ্বর-বিশ্বাস মন্দ বা কুসংস্কার—এরূপ কথা আমরা কোন প্রকারেই বলিতে পারি না, তবে ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগের মধ্যে যে পরস্পর বিবাদ আমরা অনাদিকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সেটা ভাল নয়। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব—ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ চির কালই আছে, শাক্ত বলে আমার শক্তি বড়, তোর গণেশ কিছু নয়, গাণপত্য বলে আমার গণেশ বড় তোর শিব কিছু নয় আবার বৈষ্ণব বলে আমার বিষ্ণু বড়, তোদের ওসব কিছুই নয়—এইরূপ কলহ আমরা কখনই ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অষ্ট শতাব্দীতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য উদ্ভূত হইয়া যে সমন্বয়বাদ প্রচার করে গিয়েছেন, তাহাই যেন ভাল বলে মনে হয়। মোটের

উপর যে যা করছে তার সেই ভাল। নিন্দা কলহ ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশের একটা প্রধান প্রতিবন্ধক ব'লেই মনে হয়।

শেষপক্ষ বা মন্তব্য

ঈশ্বরবিশ্বাসীদিগকে ভাববাদী ও সারগ্রাহী এই দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। ভারবাদীদিগের মধ্যে পরস্পর কলহ দেখা যায় বটে, কিন্তু সারগ্রাহিগণের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ নাই। ঈশ্বর অনুভূতির পূর্ব্বে জীব নিজের প্রতি দৃষ্টি করে, সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জগৎও সম্মুখে দেখিতে পায়। স্ব স্বরূপ নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবের ভগবৎস্বরূপ নির্ণয় হইয়া থাকে। জীব যখন নিজেকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অন্তর্গত প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার স্বরূপ মনে করে, তৎকালে তাহার ঈশ্বরানুভূতিও তাদৃশ হইয়া থাকে। প্রকৃতির গুণবদ্ধ জীব সাধারণতঃ চারি প্রকার,—সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ও মিশ্র। যিনি যে গুণে আবদ্ধ, সেই গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীই তাঁহার উপাস্য বস্তু হয়। প্রকৃতির তিনটী গুণের মধ্যে সাত্ত্বিক গুণই শ্রেষ্ঠ, আবার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশুদ্ধ সত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তির উপাস্য বস্তু বিষ্ণু। অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর বিরোধ নাই।

ভাগ্য পরিবর্ত্তন

প্রশ্ন। ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে চাহ না কেন?

উত্তর। ক্ষুধার পেট জ্বলে, পরিবার কাপড় নাই, দেনার দায়ে ভিটা মাটি উৎসন্ন প্রায়, ইহাতে কি আর ভগবৎ কথায় মন দেওয়া যায়?

প্রশ্ন। ভগবৎ কথা না শুনিয়া এতদিন অন্ন বস্ত্রের কিছু সুবিধা করিতে পারিয়াছ?

উত্তর। না, পারি নাই, কবে পারিব অথবা এজীবনে পারিব কিনা তাহারও ঠিক নাই।

প্রশ্ন। এতদিন চেষ্টা করিয়াও যখন তুমি নিজের ক্ষমতায় কিছু করিয়া উঠিতে পারিলে না, তখন একবার ভগবানেরই শরণাপন্ন হইয়া দেখনা, ক্ষতি ত তোমার কিছু নাই, কাজকর্ম্মও যে তোমাকে এখনই সব ছাড়িয়া দিয়া হিমালয়ের গহ্বরে যাইতে বলিতেছি, তাহা নহে। যেমন আছ, তেমনই থাক। তবে মনের উদ্দেশ্যটা একটু উল্টাইয়া দাও, ইহাতে তোমার আপত্তি কি?

উত্তর। আপত্তি ঐ একই। ভগবানকে ডাকিতে যতক্ষণ সময়টা নষ্ট করিব, ততক্ষণ গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের যত্ন করিলে বরং কিছু কাজের হইবে।

প্রশ্ন। যদি এমন সুবিধা তোমাকে দেওয়া যায় যে, তোমার সময়ও নষ্ট হইবে না, অথচ ভগবানকে ডাকিতেও পারিবে, তাহাতে কি তুমি রাজী আছ?

উত্তর। হাঁ, তা' এমন সুবিধা যদি পাওয়া যায় ত' না হয় একটু ভগবানকে ডাকিয়া দেখিতে পারি।

প্রশ্নকারী সাধু। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমাকে আমার কয়েকটা কথা শুনিতে হইবে। তোমাকে অবশ্য সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়াই যে কাজ করিতে হয় তাহা নহে। একটু না একটু অবসর তুমি দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পাও। সেই সময়টায় তুমি আমাদের মঠে বসিয়া কিছু ভগবৎকথা শ্রবণ কর। কথা শুনিয়া কি হইবে না হইবে এখন তোমার তাহা কিছুই ভাবিতে হইবে না। মোট কথা তোমার ভাল হইবে—তুমি তোমার পরিবারবর্গের সহিত সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। আমার এই প্রথম অনুরোধটী তুমি রক্ষা করিয়া দেখ। হরিকথা শুনিতে আসিলে মঠেই প্রসাদ পাইয়া যাইবে। তাহা হইলে বোধ হয় তোমার আর কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না।

'আচ্ছা, তাহাই হইবে' বলিয়া ভদ্রলোকটী দিনেই হউক, আর রাত্রেই হউক যখন একটু অবসর পাইতেন, মঠে বসিয়া শুদ্ধভক্তগণের নিকট কিছু হরিকথা শুনিতেন। প্রথম প্রথম দু' এক দিন নাম মাত্র বসিয়াই উঠিয়া যাইতেন, কিন্তু দিনকয়েক পরে তাঁহার অবস্থা অন্যপ্রকার হইল। সাধুসঙ্গের এমনই প্রভাব যে, ভদ্রলোকটী সাধুর কথা শুনিয়া এখন যেন আর সাধ মিটাইতে পারেন না, সাধু যতকথা বলেন, সবগুলিই তিনি মন দিয়া শুনেন। কিছুদিন এই ভাবে চলিয়া গেল, সাধু ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বাছা, সময়টার কি কিছু সদ্ব্যবহার বুঝিতে পারিতেছ? কাজ কর্ম্মই বা কেমন চলিতেছে?

ভদ্র। হাঁ প্রভো, আমি কাজ কর্ম্ম করিতেছি বটে, কিন্তু আমার মনটা যেন সর্ব্বদাই আপনাদের মঠে পড়িয়া থাকে। কখন আপনাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিতে পাইব, ইহার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়। সাংসারিক অভাব অভিযোগ যেমন তেমনই আছে বটে, কিন্তু তাহাতে আর আমার কোন ক্লেশ বোধ হয় না। নানা দুঃখকষ্টের মধ্যেও ভগবানকে ডাকিয়া আমি এত শান্তি পাই যে, তখন আমার মনে হয়, আমার যেন দুঃখ কষ্ট কিছুই নাই। আগে মনে করিতাম, ভগবানকে ডাকিতে গেলে বুঝি আবার কাজ কর্ম্ম সব পণ্ড হইয়া যাইবে, এখন দেখিতেছি কাজ কর্ম্ম করিতে হয়, তাই করি, বস্তুতঃ আমার মনটা পড়িয়া থাকে, সাধুসঙ্গ-লোভে আপনাদের মঠে। এখন আমাকে কি করিতে হইবে উপদেশ করুন, আমি আপনার কথা শুনিয়া চলিব।

সাধু বলিলেন, তোমাকে কাজকর্ম্ম কিছু ছাড়িতে বলি না, সংসার ধর্ম্ম যেমন চালাইতেছ, তেমনি চালাও। তবে এখন হইতে মনে করিবে, কাজ কর্ম্ম, স্ত্রীপুত্র পরিজন তোমার নিজের কিছুই নহে, তুমি কৃষ্ণের সংসারে একজন বিষয়-প্রহরী মাত্র। বিষয় ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ, তুমি কৃষ্ণের দাসানুদাস-সূত্রে সেই বিষয়কে কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবে মাত্র। তোমরা সগোষ্ঠী শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিৎ সদ্গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুদেবের নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ কর। কৃষ্ণ মন্ত্রের এমনই প্রভাব যে, তাহা জপ করিতে করিতে তোমাদের সংসারাসক্তি দূর হইয়া কৃষ্ণনামের কৃপা লাভ হইবে। "কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" শ্রীভগবান গৌরসুন্দর কুলীন গ্রামীকে কৃপা করি। গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন, সেই উপদেশ অনুসারে চলিতে হইবে। কুলীন-গ্রামী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে। শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে॥", তখন মহাপ্রভু কহিলেন—"কৃষ্ণসেবা' বৈষ্ণব-সেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥" দীক্ষান্তে শ্রীগুরুদেব এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এখন শ্রীগৌর-সুন্দর ও তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যা-নন্দচরণে নিষ্কপটে তোমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা জ্ঞাপন কর।

সাধুর কথা শ্রবণ করিবামাত্র যুবকটী, যিনি পূর্ব্বে একবারও সাধুর চরণে তাঁহার উত্তমাঙ্গ নত করিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই, আজ তিনি ছিন্নমূল দ্রুমবৎ সাধুর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যুবকের সকল অহঙ্কার দূর হইয়া গিয়াছে। আজ যুবক আর সংসারের অভাবের জন্য পীড়িত হইয়া হাহুতাশ করিতেছেন না, যুবকের হৃদয় এখন সত্য সত্যই শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রাপ্তির আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, এখন সাধুগুরুর কৃপাপ্রাপ্তির জন্যই যুবকের হাহুতাশ, কাতর ক্রন্দন। যুবকের সংসারে, অভাব যেমন তেমনই আছে, কিন্তু আজ যেন গৃহের লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে। নানা অভাব অভিযোগের মধ্যেও স্ত্রীপুত্র পরিজন, বন্ধুদের, যুবকের [illegible] যেন একটা [illegible] [illegible] [illegible] সকালে উঠিয়াই "জয় শ্রী[illegible] নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ" এই মন্ত্রের [illegible] বালকগণের মাতা তুলসী [illegible] প্রদক্ষিণ করেন, তুলসী বৃক্ষের [illegible] উচ্চবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে [illegible] দুপুরে ও রাত্রে ধূপ ধূনা দিয়া আরাত্রিক হয়। সগোষ্ঠী শ্রীতুলসীকে ভক্তি করেন, কেননা শ্রীতুলসী নারায়ণের [illegible] শ্রীতুলসীর কৃপা হইতেই বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়।

সাধুর কৃপা-দৃষ্টি-প্রভাবেই কৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। যুবককে উদ্ধার করিবার জন্য সাধুর হৃদয় যখন ব্যাকুল হইয়াছে তখন কি আর যুবকের কোন অমঙ্গল থাকিতে পারে? যুবক বন্ধু প্রদর্শক সাধুর উপদেশ অনুসারে সস্ত্রীক সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দীক্ষা লাভ করিলেন। বহুদিনের অসংস্কৃত বিষ্ণুমন্দির আবার সংস্কৃত হইল। যুবক গুরুপাদিষ্ট ক্রমে স্বগৃহে শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন করিতে লাগিলেন, যথাবিধি ভোগরাগ হইতে লাগিল। শঙ্খঘণ্টামৃদঙ্গ করতাল বাদ্য ও শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া গৃহখানি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপুরী হইল। যুবক প্রত্যহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং দিন দিন তাঁহার ভজনোন্নতি লাভ হইতে থাকিল।

সাধুর কৃপায় এইরূপেই ত্রিতাপতপ্ত জীব শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে স্থান পাইয়া থাকে। "অনায়াসে মরণ, জীবন অদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণভজন হয়, নহে অন্য॥"—এই মহাজন-বাক্য স্মরণ করিয়া ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সুরূপ কুরূপ সকলেরই ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য। "যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়।"

অতিথিসেবা

(প্রাপ্ত)

সনাতন ধর্ম্মে যে সকল বিধি বর্ণিত আছে, তাহার প্রত্যেকটীর একটী গূঢ় অর্থ আছে। আমরা জানি বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে অতিথিসেবার আদর চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথি সেবা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অতিথিসেবা গৃহস্থ জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য [illegible] [illegible] সেই ভারতবর্ষে [illegible] [illegible] অতিথি সেবার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] করিতেছেন [illegible] এবং 'পুত্র পরিজনের জন্য ওগোকদের জন্য রাখ। গৃহস্থের বাটে অতিথি উপস্থিত হইলে [illegible] আর আনন্দ নাই, বরং অনেক [illegible] অতিথিকে তাড়াইয়া দিতে পারিলেই জঞ্জাল গেল বলিয়া একটু শান্তি লাভ করা যায়।" যদি কোন দিন কোন বৈষ্ণব ও আমাদের গৃহে আসেন, তাঁহাকেও তাড়াইয়া দিতে আজ আমরা কুণ্ঠিত নই। হায় ভারতবাসীর আজ এ কি পরিণাম। আমাদের নিত্য-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যখন গার্হস্থ্য লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদের কি শিক্ষা দিলেন? তিনিও তো আজ লোক-শিক্ষার্থে বৈষ্ণব অতিথির সেবা করিলেন। গার্হস্থ্য জীবনে অতিথি বৈষ্ণবের সেবা করাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা তিনি আজ নিজের জীবনে শিক্ষা প্রদান করিলেন। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, আমার ঘরে কিছু নাই আমি কি দিয়া অতিথি সেবা করিব? তজ্জন্যই তো শ্রীগৌরসুন্দর যিনি ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্, তিনি আজ দরিদ্রের গৃহে অবতীর্ণ। যখন জগন্নাথ মিশ্র অপ্রকট, শচীদেবীর অন্যান্য পুত্রগণ অপ্রকট, গৃহে একমাত্র নিমাই ও তাঁহার মা এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, অর্থ উপার্জ্জন করিবার লোক নাই, ঘরে এক মুঠা তণ্ডুল নাই, এমতাবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব অতিথি দর্শন মাত্রেই আদরে গৃহে নিয়া কৃষ্ণের প্রসাদান্নের দ্বারা সেবা করাইতেন। একদিন ২০ জন সন্ন্যাসী গৃহে অতিথি হইলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার মাতাকে জানাইলেন। শচীদেবী গৃহে কিছু নাই বলিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর উহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিছুকাল পরেই জনৈক ব্যক্তি ২০।২৫ জনের সেবা চলিতে পারে এমন দ্রব্যসম্ভার নিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী সানন্দে সন্ন্যাসী সেবার জন্য রন্ধন করিতে গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীদিগকে তৃপ্তি-মত ভোজন করাইলেন। এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন যে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবার জন্য অভাব কিছুরই থাকে না। দ্বাপর যুগাবসানে যিনি বলিয়াছিলেন, অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমার ভজনা করেন, তাঁহার যোগক্ষেমোপযোগী দ্রব্য আমি নিজেই বহন করিয়া দিয়া আসি, আর আজ কিনা নিজে মহাভাগবতের আচরণ পালন রূপ লীলাকালে তাহাই শিক্ষা দিলেন। এখানে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীগৌরসুন্দর যে অতিথি সেবা করিলেন, তাহা কি সাধারণ লোক যেরূপ কাঙ্গালী ভোজন রূপ [illegible] অতিথি সেবা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ? না, শ্রীগৌরসুন্দরের অতিথি সেবা সেইরূপ নহে। সনাতন ধর্ম্মে যে অতিথি সেবার গূঢ় অর্থ আছে, তাহা এই যে, আমরা বৈষ্ণব চিনিতে পারিনা। তবে অতিথি সেবা করিতে করিতে যদি দৈবাৎ কোন দিন ভাগ্যক্রমে এক বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারি, তবে সেই অজ্ঞাত সুকৃতি বলে আমাদের নিত্য মঙ্গল সাধিত হইবে। নারদ দাসী-পুত্র ছিলেন, তাঁহার মাতা যে গৃহে কার্য্য করিতেন, সেই গৃহে কোন এক সময় চাতুর্ম্মাস্যযাপনকারী কয়েকটী বৈষ্ণবের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যেরূপ নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটিয়াছিল সেইরূপ অজ্ঞাত সুকৃতি সকলেরই লাভ হইতে পারে, সুতরাং আদর্শ গৃহস্থের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আর সেরূপ আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব দেখিতে পাইতেছি না, বৈষ্ণব-গৃহস্থের ঘরে অতিথি হইয়া প্রসাদান্ন ভোজনে যে জীবের কি মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

দায়ী কে?

"কেন কৃষ্ণভজন করিব? কৃষ্ণভজন করিলে আর এমন কি সুবিধা হইবে? কৃষ্ণভক্তের আর আমার জীবনে কি পার্থক্য বর্ত্তমান, কৃষ্ণভক্ত বরং নানা দুঃখে—দৈন্যে কালাতিপাত করেন, আমার বরং দিনগুলা সুখেই যাইতেছে। কৃষ্ণভক্ত আর কি পাইবেন, তাহার ঠিক নাই, তিনি পরের মুখাপেক্ষী, পরে দু'টা খাইতে দিলে, তবে তিনি তাহা খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন। সুতরাং কৃষ্ণভজন না করিয়া আমি বেশ আছি। কৃষ্ণভজন করিলে শুনিয়াছি, ধন, জন বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণ একে একে ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া শেষে পথের ভিখারী না করিয়া ছাড়িবেন না। এমন একটী কৃষ্ণভক্তের উদাহরণ কি কেহ দেখাইতে পারেন, যিনি সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছেন? ভক্তের জীবন কাঁদিতে কাঁদিতেই যায়। আজ পুত্রটী, কাল কন্যাটি, পরশ্ব স্ত্রীটি মরিল, তৎপর দিন হয়ত ধনে ধান্যে একেবারেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল।—এই ত' কৃষ্ণভক্তের অবস্থা! কি সুখে আর মানুষ কৃষ্ণভজন করিতে যাইবে?"—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তখনই সম্ভব হইবে, যখন এই সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় জীবের সংসার-ক্ষয়োন্মুখাবস্থায় কোন দিন সাধুসমাগম ভাগ্যক্রমে ঘটিয়া যাইবে। সাধুর কৃপায় জীব তখনই জানিবেন, ভগবানের নিকটে তাঁহার এমন কি নিবিড় সম্বন্ধ, ভগবান্ তাঁহার এমন কি ভালবাসার পাত্র, যাহার জন্য তাঁহাকে ভগবান্‌কে সেবা না করিলেই চলিবে না। অসূর্য্যম্পশ্যাবস্থায় কন্যা কি তাহার স্বামিসেবার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? যখন কৃপা করিয়া কেহ তাহাকে তাহার স্বামী চিনাইয়া দেন, তখনই না সে বুঝিতে পারে, স্বামীর সেবাই তাহার একমাত্র কৃত্য এবং স্বামীর সম্বন্ধে যাঁহারা তাহার আত্মীয়, তাহাদের সেবা তাহার কর্ত্তব্য আর স্বামীর সম্বন্ধ অস্বীকারকারী অন্যের সেবায় তাহাকে বিচারশীল হইতে হইবে? ভগবৎসেবনে এমন কি আনন্দ আছে, আর অন্যকে সেই আনন্দ দেওয়ার জন্য ভগবৎ-কৃপা এতই কি জ্বালা ধরিয়া যায়, তাহা ভগবৎ-কৃপালাভ ব্যতীত জীবের বুঝিবার সাধ্য হইবে না। সন্তান রাগ করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে আর কাঁদিতেছে, মা ত' নিশ্চিন্ত মনে তাহার কার্য্য করিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু মা কেন তাহা পারে না, কেন সন্তানটীকে বাবা, বাছা বলিয়া বুকে ধরিতে চায়, সন্তানের পদাঘাত, মুখপুষ্টীর ত্যাগাদি কত অসহ্য ব্যাপার সহ্য করিয়াও কেন মায়ের সকল চেষ্টা সেই সন্তানের হাসিমুখটী দেখিতে নিযুক্ত হয়, নিজে না খাইয়া না ঘুমাইয়া কেন মায়ের প্রাণ সন্তানটীকে খাওয়াইতে ঘুম পাড়াইতে ব্যাকুল হয়, মায়ের এত গরজ কেন পড়িয়াছে, অবোধ সন্তান কি বুঝিতে পারে? ভগবানের এত গরজ কেন পড়িয়াছে, আমাদের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে, নিজ প্রিয় ভক্তগণকে জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটাইতে, তাহা ব্যথার ব্যথী না হইলে কেহ বুঝিবে না—ভক্ত না হইলে ভগবানের সে লীলা কেহ বুঝিতে পারিবে না। আমরা কৃষ্ণসেবা করিতে চাহিব না, নানা তর্ক করিব, একাজ আছে, সে কাজ আছে বলিয়া নানা ওজর আপত্তি উঠাইব, ভক্তকে আমারই মত একজন বদ্ধজীব বলিয়া অমর্য্যাদা করিব, আপাততঃ কোন ফললাভ না দেখিয়া কৃষ্ণভজনটা বুদ্ধিহীনতার কার্য্য বলিয়াই বুঝিয়া রাখিব, ধনজনের প্রতি আমাদের যে আসক্তি থাকে, কৃষ্ণ তাহা সরাইয়া লইয়া যে অনুগ্রহ করেন, কৃষ্ণের সে অনুগ্রহকে নিগ্রহ বলিয়া মনে করিব, এই সকল অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই না কৃষ্ণের এবার বড় দায় পড়িয়া গেল ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সপার্ষদে নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইবার? প্রভু আসেন আমাদের দ্বারে আমাদিগকে মায়াপিশাচীর কোল হইতে কাড়িয়া লইতে—আমাদের মোহ নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া হরিনাম মহামন্ত্র শুনাইতে, পাষণ্ড নরপিশাচ আমরা, যাই তাঁহাকে আমাদের দুয়ার হইতে অপমানিত করিয়া—এমন কি শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়া তাড়াইয়া দিতে? অপরাধ, প্রভু কেন আসেন আমাদের নিদান ব্যথাত জন্মাইতে। আহা, দয়াময় প্রভু তথাপি কি নিবৃত্ত হইবে? না, না, লাঞ্ছিত, অপমানিত, প্রহৃত হইয়াও আবার আসিবে যাচিয়া প্রেম বিলাইতে! যে দুর্লভ নিধি কোন যুগে কেহ পায় নাই, ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহা পাইবার জন্য সতত লালায়িত, সেই নিধি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিবার জন্যই অহৈতুক কৃপাসিন্ধু গৌরহরি আজ জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছে, বলিতেছে, ওগো, আমি আজ একটা বড় দায়ে পড়িয়াছি, তোমরা আজ আমাকে এই দায় হইতে নিষ্কৃতি দাও—"এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'। হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥" প্রভু আরও বলিতেছেন—(ওহে জীব,) "তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥" জীবের প্রতি ভগবানের এ অযাচিত করুণা, এ স্নেহ বুঝিবার সৌভাগ্য যেদিন হইবে, সেদিন আর 'অভাব' বলিয়া সংসারে কিছুই থাকিবে না। এ সংসারে কি আর ভালবাসা বা প্রেম বলিয়া কোন বস্তু আছে? এখানকার প্রেমে কেবল আদান প্রদান সম্বন্ধ রহিয়াছে। যতটুকু দিব, ততটুকু আদায় করিব—ইহাই এখানকার প্রেমের পরিচয়। ভগবান্ জীবকে তাহার চাওয়া সত্ত্বেও যেহেতু কোন পার্থিব বিষয় দিয়া ভুলাইতে চাহেন না, সেহেতু জীব ভগবানের ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করে—কিছু চাহিয়া পাইলে মনে করে, এখানের ভগবান্ খুব 'জাগ্রত' আর চাহিয়া কিছু না পাইলে বলে, এখানের ঠাকুরের তত মাহাত্ম্য নাই। জীবের কেহ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে এত সঙ্কীর্ত্তন প্রদানে কি কেবল হীন স্বার্থের—আত্ম প্রশংসার পুতিগন্ধ বিজড়িত নহে? ভগবানের সম্বন্ধে জীবের যেরূপ ধারণা শুদ্ধভক্তের সম্বন্ধেও সেইরূপ ধারণা। শুদ্ধভক্ত যদি দেশে দেশে হাসপিটাল খুলিয়া, অন্নবস্ত্রহীনগণকে অন্নবস্ত্র দিয়া, অর্থাভাবগ্রস্তকে টাকা পয়সা দিয়া ইত্যাদি যে প্রকারেই হউক জীবকে কোন স্থূল সাহায্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলেই শুদ্ধভক্ত জীবের নিকট আর চক্ষুশূল হইতেন না, তাঁহার আদর কদর খুব বাড়িয়া যাইত, কিন্তু শুদ্ধভক্ত যে কেবলা শুদ্ধা ভক্তি ভিন্ন আর কিছু দিয়া জীবের অমঙ্গল করিতে চাহেন না, তিনি জীবকে যে চিরকালের কৃষ্ণের আছে লইয়া যাইতে চান, এই শুদ্ধভক্তগণ জীবের ভালবাসার পাত্র নহে। তাঁহারা গৃহে আসিলেই আমরা জ্বালাতন হই, তাঁহাদের মুখের দু'একটা কথা শুনি বটে, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। কিন্তু আমাদের ভগবান্ ও ভক্তে ভালবাসাই [illegible]

যদিও আমরা চাহিব না ভগবান্‌কে বা উাঁহার ভক্তকে, তথাপি তাঁহাদের দায় পড়িয়া গিয়াছে, আমাদিগকে সংসার-কূপ হইতে উদ্ধার করিবার! তাই বলি-তেছিলাম, দায়ী কে? ভগবান্ বা ভগবানের ভক্ত দায়ী, না জীবই ভগবানের নিকট দায়ী?—পাঠকগণই বিচার করুন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কুলিয়ার কাণ্ড

সহর নবদ্বীপে দিনে দিনে অবাধে যে সকল বীভৎসকাণ্ড সংঘটিত হইতে লাগিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কয়টী সংবাদই বা আমরা সাধারণের শ্রুতিগোচর করিতে পারি? পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষই বা আর কয়টীর খোঁজ রাখিতে পারেন? যে নবদ্বীপ হইতে একদিন শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের উৎস প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, যে নবদ্বীপ একদিন মুক্ত পরমহংস বৈরাগ্য প্রধান আদর্শ ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীমুখোচ্চারিত কৃষ্ণ-নামগানে মুখরিত ছিল, ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীভগবল্লীলাকেন্দ্র যে নবদ্বীপ-ভজন-ব্যতীত বৃন্দাবন-ভজন আদৌ সম্ভব হইতে পারে না, যে নবদ্বীপচন্দ্র গৌরসুন্দর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা দ্বারা 'বৈরাগীর স্বপ্নেও স্ত্রীসন্দর্শন নিষেধ' শিক্ষা দিলেন, সেই নবদ্বীপধামবাসের স্পর্দ্ধা করিয়া—গৌর ভক্তের ভাণ লইয়া মর্কট বৈরাগি-কুল কি পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্যই না আরম্ভ করিয়াছে? যে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব নিজমুখে কহিলেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)—"* * সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥" —নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখ জনগণের পক্ষে বিষয় দর্শন, স্ত্রীসন্দর্শন, বিষ ভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু, সেই শ্রীচৈতন্যভক্ত পরিচয়ে ভণ্ডামি করিতে ভণ্ডগণের হৃদয় কি একবারও স্পন্দিত হইবে না? পাঠকগণ কিছু দিন পূর্ব্বে নদীয়াপ্রকাশে কুলিয়ায় কতকগুলি অপ্রীতিকর সংবাদ পাঠ করিয়াছেন, অদ্য নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আপনাদিগকে তদ্রূপ আর কয়েকটী অপ্রীতিকর সংবাদ জানাইব।

গত পরশ্ব সহর নবদ্বীপের জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন:—

১। আসাম দেশীয় একটী গর্ভবতী বালিকাকে তাহার আত্মীয়, কেশব দাস বাবাজীর বাড়ীতে কিছু খরচের টাকা দিয়া রাখিয়া যায়। পরে বাবাজী উক্ত টাকা গুলি আত্মসাৎ করিয়া বালিকাটিকে বাড়ীর বাহির করিয়া দেয়। থানার দারোগা বাবু দয়া করিয়া বালিকাটিকে রাধিকা দত্তের বাড়ী যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দেন। কিন্তু গত বুধবারে, পাঞ্জাবে যে সকল লোক স্ত্রীলোক চালান দেয়, তাহাদের সমস্ত দল (১২জন বাঙ্গালী ও ৪জন পাঞ্জাবী) একত্র হইয়া উক্ত মেয়েটীকে চুরী করে এবং ঐ সঙ্গে আরও তিনটী মেয়ে একত্র করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লাহোর পাঠান'র ব্যবস্থা করে। ভগবানের কৃপায় জগবন্ধু সাহা ও গোষ্ঠবিহারী সাহা নামে দুইব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বালিকাটিকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, অন্যান্য মেয়েগুলিকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। মেয়েটী এখন এখানে আছে। যজ্ঞেশ্বর পালের বাড়ীতে পাঞ্জাবীদের আড্ডা।

অবলার সহায় শ্রী——

২। সহর নবদ্বীপ নিবাসী শিশামণি দাসী হরণের মামলার দিন আগামী কল্য কৃষ্ণনগর কোর্টে ধার্য্য হইয়াছে। ইহার সংবাদ আগেই প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। কলিকাতা নিবাসী এক কোচ-ম্যানের কন্যা নবদ্বীপ পোড়ামা তলায় তাহার মামার নিকট ছিল। বালিকার নাম পরিমল * *, বয়স ১৩ বৎসর। পোড়ামা তলা নিবাসী লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিড়িওয়ালা এবং শ্যামাপদ দাস দর্জ্জি—এই যুবকদ্বয় গত সপ্তাহে একরাত্রে উক্ত বালিকাকে অপহরণ করিয়া লইয়া পলাইতেছিল। স্থানীয় সুযোগ্য সব্ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু উক্ত আসামীগণের অসদভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বালিকাটিকে স্বরূপগঞ্জে রাধারাণী পেষাকারের বাড়ী হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং আসামী শ্যামাপদকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। লালমোহন ফেরার আছে। এই মোকদ্দমার শুনানী আগামী কল্য কৃষ্ণনগর নিম্ন আদালতে হইবে।

কুলিয়ার সংস্কার আবশ্যক

অনেক সহরে স্বেচ্ছাসেবকদল মিলিয়া বেশ্যাপল্লী একেবারে উঠাইয়া দিতেছেন। বেশ্যাগণ না হয় প্রকাশ্যভাবে অপরাধ করে। লোকে তাহাদিগকে অসৎ বলিয়া জানিয়া তাহাদের সংসর্গ হইতে ইচ্ছা করিলে দূরে থাকিতে পারে। কিন্তু যে সকল বৈরাগী-বাবাজী-নামধারী ধর্ম্মধ্বজী কপটী পরমহংসের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সেবাদাসী রাখিয়া বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিবার দুঃসাহস করিতেছে এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাণ লইয়া 'স্ত্রীসঙ্গ বেশ অবাধে চালান যায়', লোককে এই শিক্ষা দিতেছে, সেই সকল বাবাজী বৈরাগী গুলার কৌপীন কাড়িয়া লইয়া যদি স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন হইতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের মনে হয় জগৎ হইতে নারী-নির্য্যাতন অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। তথা কথিত বাবাজীগুলা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া কত ভদ্র পরিবারের পবিত্র কূলে যে কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বাবাজীগুলার প্রশ্রয়ে ভ্রষ্ট চরিত্র কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই মনে করিতেছে, বোষ্টম হইলেই তাহার কলঙ্ক দূর হইবে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মও করা যাইবে আর ব্যভিচারও বেশ অবাধে চলিবে। ঐ বাবাজীর দল তাহাদের একটা সমাজই গঠন করিয়া লইয়াছে। ঐ দলের একটা বাবাজী শিক্ষিত ভদ্র সমাজেও পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাজা মহারাজা-কেও পর্য্যন্ত বশ করিয়া ফেলিয়াছে। বাবাজীর যে বাবাজিনী অর্থাৎ মাতাজী তিনি আবার আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোককে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার" শ্লোকটীর ব্যাখ্যাও শুনাইয়াছেন! ইংরাজীতে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে—"সয়তানেরাও প্রয়োজন হইলে শাস্ত্র বচন উদ্ধার করে"। এক্ষেত্রেও দেখিলাম সেইরূপ। যাহাদের নিজেদের সামান্য নৈতিক চরিত্রেরও অভাব, সেই সকল অসচ্চরিত্র যে কি করিয়া লোককে ভগবৎ কথা উপদেশ করিতে যায় ইহা ভাবিয়াই পাই না। আবার ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা ঐ সকল অসচ্চরিত্রের বাহ্য বেষ দেখিয়া কি দুই চারিটা শাস্ত্রের বুলি কি একটা সিদ্ধান্ত-বিরোধ গান শুনিয়া একেবারে নিজের নিজত্ব ভুলিয়া যান। অনেকের ধারণা, "লোকের ব্যক্তিগত চরিত্র যাহাই হউক না কেন, কিন্তু সে ত' ভগবানের নামই কীর্ত্তন করিতেছে, ভগবানের নামে ত' আর দোষ নাই, সুতরাং তাহাদের নিকট ভাল কথা শুনিতে আর দোষ কি?" এইরূপ ধারণা হইতেই আজ দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এই ধারণার কুফলেই আজ লোকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছে। অসচ্চরিত্র লোক সমূহ তাহাদের চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্যই যে নানা ধর্ম্মের ভাণ দেখায়, তাহাদের সকল কথাই যে অন্তঃসার শূন্য, তাহাদের কোন কথাই যে গৌরসুন্দর শ্রবণ করেন না, তাহা যিনি সত্য সত্যই সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে পারিবে না। পদ্মপুরাণ বলেন, "অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" —দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, দুগ্ধ খাইলে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহে যদি [illegible] সর্পের [illegible] সেইরূপ হরিকথামৃতপানে জীবের [illegible] হইলেও অবৈষ্ণব মায়াবাদীর মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণে ভক্তিবৃত্তির উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং জীবের পূর্ব্ব সঞ্চিত সুকৃতিও অন্তর্হিত হয়—[illegible] সর্ব্বনাশ ঘটে।

সুতরাং ভক্তবিদ্বেষী, লম্পট বাবাজী সাধুগুলীকে ধরিয়া ধরিয়া জেলে পুরিয়া সরকার বাহাদুর আমাদের পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণে সাহায্য করুন ও কিছু সুকৃতি সঞ্চয় করুন, ইহাই বর্ত্তমানে ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসীর প্রার্থনা।

যাহারা প্রকাশ্যে অসৎ নাম লইয়া অসৎকার্য্য করিতেছে, তাহাদের বরং কোন দিনে নিস্তার আছে, কিন্তু যাহারা সতের নাম নিয়া কদাচরণ করিতেছে, তাহাদের দুর্গতির কথা স্মরণ করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। সাময়িক পত্র গুলিতে এই সকল ধর্ম্মের গ্লানি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। মাতৃগণ যদি মাতৃজাতির মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারাও এসকল বিষয় আলোচনা করুন। এখন একটা সংস্কারের যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম-সংস্কারের উপরই সকল বিষয়ের সংস্কার নির্ভর করে, ইহা যেন সংস্কারকগণ মনে করেন। আপনাদিগকে আত্মধর্ম্মে সংস্থিত করিতে হইবে এবং অন্যকে সংস্থিত করাইতে হইবে।

(ভারতীয়)

গত সোমবার তারিখে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আমেদাবাদে পৌঁছিয়াছেন। সত্যাগ্রহ আশ্রমে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিকট অবস্থান করিতেছেন। ঐ তারিখে সন্ধ্যায় তাঁহার একটি জনসভায় বক্তৃতা করার কথা ছিল।

জামসেদপুর কারখানার ধর্ম্মঘট শান্তভাবেই চলিতেছে। বহুলোকের কার্য্যে যোগদান না করায় সব কাজই বন্ধ। কর্ত্তৃপক্ষগণ নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। আবার অনেকের আশা শীঘ্রই ধর্ম্মঘট মিটিয়া যাইবে।

গত ৬ই মে সার হারকোর্ট বাটলার, অধ্যাপক ডব্লিউ, এস, হলওয়ার্থ ও কর্ণেল সিডনি পিল লণ্ডনস্থ ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সার সিসিল বার্ণার্ড, সার ক্লেমেন্সিয়ান, সার মহম্মদ রফিক এবং মিষ্টার এস, সি, সেন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

পাপ-ভ্রান্তি

[illegible] বৈরাগিদিগের একজন মুখপত্র 'চিরন্তন' কাগজে এক মিথ্যের বিবরণী প্রকাশ করিয়াছে। সে বলে [illegible] যাহা যে কথায় সভাপতি, [illegible] শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এবং [illegible] মোহন দাস যে সভার আহ্বানকারী, তাঁহাদের সহিত শ্রীযুক্ত [illegible] চন্দ্র সিংহ বাহাদুর, কাশী-বাসী শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, [illegible] শ্রীযুক্ত রসিক মোহন চক্রবর্তী, [illegible] খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু যে সভা ডাকিয়াছেন, তাহা যে অবিসংবাদিত সত্য-স্থাপিকা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সভার প্রতিবাদ সম্বন্ধে কোন প্রকার অবান্তর চিন্তার কল্পনা করিতে হইবে না। লেখকটি যেরূপ যাহা গবেষণা পূর্ণ, উত্তরটা তাহা হইতে কেন তাহার বিপরীত হইল, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তিহয়ে তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে লেখকের উদ্দেশ্য কি? শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন,— 'অধমে যতন করি ধন তেয়াগিহ', এই কথার সার্থকতার উভয় পথভ্রষ্ট বৈরাগী-দলের লেখক সারদাপ্রসাদ দাসের আবির্ভাব। এই সারদাপ্রসাদটী কে আমরা জানি না। তবে বৈরাগীদলেরই একজন সেবক, ইহা তাহার লেখা হইতে প্রমাণ হইয়াছে, শুধু সেবক নহে, বৈরাগীভাবুক। এইরূপ অনাত্মজ্ঞ বৈরাগী-দলের মূর্খতা, ব্যভিচার ও ক্রিয়াকলাপ যাহারা আদর করিতে পারেন না, তাহারাই এই দলের চক্ষে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না। এই কবি বৈরাগীদলের উকিল মৌভোগের সত্যের নাথ বসু, নৈহাটীর মধুসূদন-বাগীর অনুবাচরণ ঘোষ, শান্তিপুরের বিচার-রহিত রাধাকিশোর সিং, বালুবঘাটের কীর্তিমান [illegible] গাঙ্গুলী পাতিপীর মুরারিলাল অধিকারী, বলিহাটের রামচরণ এবং কুমিল্লার সদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির ইহার সহিত কি কোন সম্বন্ধ নাই? কিন্তু তাঁহারাও কেহ কেহ লেখকের আড়ালে থাকিয়া [illegible] পাড়িয়াছেন।

বৈরাগীদলের পত্র-প্রেরক মিথ্যের [illegible] হুগলীর [illegible] ঠাকুরের নাম [illegible] সমর্থন ঠাকুরের [illegible] যে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

[illegible] শিক্ষিত মানুষের [illegible] চক্রবর্তী মহাশয় এখনও শ্রীরাধাকান্তের কোনদিন স্থান নাই। তবে এই মিথ্যা প্রলাপ প্রকাশ করিবার অভ্যুদয় কেন অবলম্বন করা হইল? ইহাই কি বৈরাগীদিগের সত্যাশ্রিয়তা? ফরওয়ার্ড কাগজই বা এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত করিয়া বৈরাগী-দলকে কেন প্রশ্রয় দিলেন? ফরওয়ার্ড তো বিচার-বর্জিত বৈরাগীদলের কাগজ মাত্র নহে? স্থান-জ্ঞানহীন বাধাক্রিপোসের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক মানচিত্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে, একথা তাহার মাসমধ্যায় বলিতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার মস্তিষ্কে ঐতিহ্য ও মানচিত্র কখনই প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ বিষয়ীর সর্বজন কোষচিন্তা। তাদৃশ কোষিকুল কখনই নিচিকদের অনুষ্ঠান বুঝিতে পারিবে না। যাহাদের যোষিৎই এক মাত্র আরাধ্য বস্তু, তাহারা কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের কোন কথা বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং পরমহংস ঠাকুর শ্রীমায়াপুরে যে হরিসেবা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গী সম্প্রদায়ের তাহাকে বুঝিতে ভ্রম জন্মাইবার আবশ্যক হইবে। লেখক-সম্প্রদায়ের ন্যায় ষড়বেগের বশীভূত হওয়াই জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য, ঠাকুর মহাশয় বলেন না। তিনি 'কামাদিনাং কতি ন কতিধা' শ্লোকের তাৎপর্য্য কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ প্রাকৃত সহজিয়া মূঢ়দের সর্বদাই বুঝাইতেছেন বলিয়া তাহারা লিপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৈরাগীভাবকগণ উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপিত বাক্য বলিতে আর কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন না। বৈরাগীগণের পত্র খানি তাহার প্রকৃত প্রমাণ। কবি, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশাই কি চৈতন্যদেবের শিক্ষা, না আর কিছু? যেই অম বিদ্বেষ বিরোধ-কল্পনা যে উন্নতভাব নামে প্রচার, তাহা কি কখনও সাধুতার নামে চলিতে পারে? শ্রীচৈতন্য ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ দ্বয়ের মধ্যেই আছে [illegible] উহা প্রাকৃত কৃত নহে।

তাহা হইলে, অধিক বল থাকিলে না [illegible] পাঁচজনের [illegible] কাগজের [illegible] প্রতিষ্ঠা করিলেই যে [illegible] শ্রেষ্ঠতা ও [illegible] সর্বাপেক্ষা উচ্চ [illegible] বলিয়া [illegible] হয়, তাহার কোন [illegible] নাই? [illegible] মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত [illegible] যে পরমার্থ বিবর্তে প্রবেশ [illegible]

[illegible] এম, এ, বি, এল, [illegible] সমিতি [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরাগকগণের মধ্যে [illegible] এইরূপ নহে। বড় ডাক্তার হইলে বা খ্রীষ্টধর্মীয় অভ্যাস ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা করিলে বা কুলিয়া-বাসী হইয়া কুলিয়াকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া চালাইতে পারিলে যে প্রামাণিক বৈষ্ণব হওয়া যায়, এইরূপ নহে। জাতি-গোস্বামী-সম্প্রদায়ের স্বার্থ, কর্তাভজার স্বার্থের স্বার্থ বা বাউলের বংশ অনুগ্রহণ করার স্বার্থ, ভজনের নামে নৈতিক চরিত্রহীনতাকে ধর্ম বলিয়া স্থাপনের স্বার্থ, কখনই আমাদিগকে সত্যের সন্ধান বলিয়া দিবে না।

যেহেতু কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি একটী অবৈধ আবদার, সকল কথা না জানিয়া স্বগ্রাম-বাৎসল্য বা স্বদেশ বাৎসল্য-প্রণোদিত হইয়া বিশুদ্ধ ভ্রান্তির পথে চলিয়াছেন বলিলে চিরসিদ্ধ অসত্য কখনও সত্য হইবে না। ঐ প্রকার যুক্তিকে অবৈধ অনুরাগ নামক মিথ্যা বিচারে প্রতিপন্ন করে।

বক্তৃতা-কৌশল, ধনবল, সাম্রাজ্য, অপরাবিদ্যা-কৌশল, বাহাদুরী,—সকল মহিমাই সত্যের অনুবর্তী। সুতরাং বৈরাগী দলের যুক্তির বহরটা তাঁহারা যতই লম্বা মনে করেন না কেন, তাহা বৈকুণ্ঠ অনন্ত সত্যের নিকট একটী তৃণের পরিমাণও নহে। পত্র-লেখক যদি গত চল্লিশ বৎসরের বঙ্গদেশের ঐতিহ্য জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এইরূপ বাতুলের ন্যায় বাক্য বলিয়া প্রতারিত হইতে হইবে না।

তিনি কি জানেন না যে, শ্রী রাধাকিশোর সিংকে, বলিহাটের রামচরণ বাবু কি বলে, কেন ডাক দিয়াছিলেন? উক্ত বৈরাগীদের এ হেন কার্য্য নাই, যাহাকে তাহার অবৈধ পরামর্শকারিতা নিযুক্ত করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মে যে গ্লানি বঙ্গদেশে ভাগ্যহীনজনগণের মধ্যে আসিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া জগতের কল্যাণ বিধান করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বঙ্গদেশের অধিবাসিগণ সকলে মিলিয়া দিয়া উঠিতে না পারায় ভারতের ধর্ম প্রাণ রাজন্য বর্গের নিকট ও ধর্মপ্রাণগণের আনুকূল্য করিতে দেশের এই মঙ্গল করিবার জন্য যাঁহার [illegible] চেষ্টা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রাকৃত সহজিক সমাজ যতই না [illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছা হইলে ঐ [illegible] করিবেন [illegible] করিতে [illegible]

[illegible] অনুমোদন করিয়াছিলেন। [illegible] রাজাদিগের, মহন্ত [illegible] সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমার [illegible] বাহাদুরকে এই 'সভার' পত্রিকার প্রকাশের মধ্যে জড়িত করা ভাল হয় নাই। প্রাকৃত সহজিয়া দলের ষড়যন্ত্রকারিগণের [illegible] কখনই আমরা প্রশংসা করিতে পারি না। [illegible] পণ্ডিত উক্তির মত আমরা [illegible] হরিসেবা [illegible] বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

পত্রলেখক লিখিয়াছেন, বৈরাগীদলের সহিত শুদ্ধভক্তগণ মিলেন না। অতএব এ কথা যদি বৈরাগিগণ অবৈধ কার্য্য বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বর্তমান দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন। আউল বাউল নেড়া কর্তাভজা প্রভৃতি ত্রয়োদশ সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ জঘন্য ও গর্হিত সুতরাং সেই সেই অপসম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধভক্তগণ কেন মিলিবেন, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাঁহারা ঘৃণিত কার্য্য করিয়া [illegible] আইন [illegible] অথবা স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট অনুসারে সংশোধিত হইবার যোগ্য, তাঁহাদের সহিত কোন প্রকারেই শুদ্ধভক্তগণ সমন্বয়তা স্থাপন করেন না। আলোক এবং অন্ধকার, জল এবং তৈল, জড়ভেদ ও অজড়ভেদ, তাহার সহিত প্রজা—ধার্মিকের সহিত অসতের কখনই এক পর্য্যায়ে গণনা হইতে পারে না। অসৎ সাম্প্রদায়িকগণ নিজ নিজ অপরাধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কখনই সংশয় করেন না। ভুক্তিমুক্তি-সম্বন্ধী সত্যের দোহাই দিয়া কেবল চালাইয়া থাকেন। যাহারা মনে করেন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিনিময়ে অর্থ, কৌশলে অধর্ম অবলম্বন করিয়া অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দান এবং অনধিকারকে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রচলন করাই [illegible] বাহাদুরী, সেই সকল লোকের সহিত শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায় কোন সম্বন্ধই রাখেন না। তবে তাহারা যদি সরল বিচার পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ভক্ত বলিয়া সম্মান করা যাইবে। যাহাতে যুক্তি সিদ্ধি এবং [illegible] মুক্তির কথা আছে, তাহাকে [illegible] ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিবে না, এরূপ [illegible] কখনই [illegible] হইতে পারে না।

লেখক বৈরাগিদিগের [illegible] বলিয়া ধরিয়াছেন। [illegible] অনুমোদন করিয়াছেন [illegible] তাঁহাদের [illegible]

সম্প্রদায়ের আপত্তি আছে। সুতরাং ভক্তিবিরোধি দল নিজের নিজের উদর ভরণ ও ইন্দ্রিয়তর্পণকার্য্যে রত থাকিলেও জগৎ তাহাদের বাধ্য হউক। এই সদসৎ সমন্বয়রূপ ঘৃণিত দুরাশা শ্রীচৈতন্যদেব কখনই পূরণ করিবেন না। পত্রলেখকের দৃষ্টিমত ধাত্রীবিদ্যানিপুণ ডাক্তার মহাশয়ের আদর্শ চরিত্র—রাধাকিশোর সিংহ তাহার সমগ্র জীবন শ্রীগৌরজন্মস্থানের নির্ণয়-কার্য্যে ব্যয়িত করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন।

কিন্তু দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে রাধাকিশোর সিংহ পূর্ব্ব দ্বাদশবর্ষবয়ে কোথায় কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাহার ইতিহাস জানা গেলে ঐ কথার মীমাংসা হইবে। তিনি সেদিন নবাগতভাবে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। ইহাই আমরা জানি। তিনি আজীবন এই কার্য্যে নিযুক্ত বলিলে তাঁহাকে সপ্তদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালক বলিয়া স্থাপন করা হয়। সুতরাং ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁহার বয়স ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর হইবে। সুতরাং তিনি আজীবন এই কার্য্যে নিযুক্ত নহেন। তাঁহার দর্পণের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব পাঠেই তাঁহার যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও কীর্ত্তিকলাপ, তাহা কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপের কাহারও জানিতে বাকী নাই। উহাই যদি পত্র-লেখকের আদর্শ হয়, তাহা হইলে নিসর্জ্জনীয় বস্তু আর কি আছে, তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। এইরূপ আদর্শের সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্যই তো চৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত এবং মহাজনগণ সকলেই সর্ব্বদা চীৎকার করিতেছেন। বৈরাগিদল যাঁহাকে আক্রমণ করিতেছেন, তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে আমরা দেখিতেছি যে, অনভিজ্ঞতা-নামক নৈশ তিমির গৌড়ীয় বৈষ্ণবব্রুবকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া পরমার্থ-বিদ্বেষী করিয়াছে। এই অপরাধপূর্ণ চিন্তাস্রোত হইতে বৈষ্ণবনাম-ধারিগণকে উদ্ধার করিবার বাসনায় তিনি ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের পঠনপাঠন কার্য্যের সুযোগ বিধান করিয়া দিতেছেন। প্রকৃত নৈতিক চরিত্র উদাসীন বিরক্ত সম্প্রদায় যাহাতে পবিত্র চরিত্রবলের সহিত হরিসেবা করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি স্বয়ং ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় দেবাশিক চরিত্র শ্রীচৈতন্যদাসগণের দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র মঠাদি সংস্থাপন করিতেছেন। তথায় রাগানুগ পথের বিকৃত ছায়াবলম্বনে যে সকল ছদ্ম বিবিধ চরিত্রহীন অভক্তগণ ভক্তের আবরণে আশ্রয় চাহিতেছে, তাহা-দিগের শ্রীচৈতন্য জন্মভূমিতে বা শুদ্ধভক্তি-মঠে স্থান নাই জানাইতেছেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তিমঠ সংরক্ষণকল্পে যে-সকল বদান্য ও ভক্ত আনুকূল্যাদি দিতেছেন, তাঁহাদেরই অর্থের সার্থকতা। যে সকল আনুষ্ঠানিক কৃত্রিমতা অবলম্বনে গৃহস্থ ধর্ম্মীয় সংকেতই অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া স্বীয় বা পরনারীর ভরণপোষণ অথবা কতকগুলি অনভিজ্ঞ জিহ্বাদির লম্পটকে নানাভাবে তোষণ করাইতেছেন এবং তজ্জন্য অপাত্রে দান করিয়া নিজে নিরয়গামী হইতেছেন, তাহাদিগের সহিত পরমহংস ঠাকুরের কোন সহানুভূতি নাই। যে সকল ভগবদ্-বিরোধী নাস্তিক সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের বিকৃত অর্থ করিতেছেন, তাহাদিগের সংশোধনের জন্য সেই আদর্শ মহাত্মগণের বরেণ্য ঠাকুর মহাশয় আজীবন শত সহস্র প্রকারে মঙ্গলবিধান করিতেছেন। ভার-তের বিভিন্নস্থানে প্রচারক পাঠাইয়া একমাত্র জীবকল্যাণদায়িনী শ্রীচৈতন্য কথা প্রচার করিতেছেন। তথাকথিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবৈধ অন্যায় কার্য্য চক্ষে অঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছেন। সুতরাং বিপথগামি বৈরাগীদলে যতই বিষয়ীলোক আসুন না কেন, তাঁহারা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত থাকা-কালে তাহার সহিত বিরোধ করি-বার জন্য একটী বিরোধিনী সভা হইবার কি আবশ্যক? পত্রলেখকের বিপ্রলিপ্সা বা আবৃত দৌরাত্ম্যের কৌশল অনেকে প্রশংসা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসিকতা আমরা আদর করিতে পারি না। আমরা এইজন্য বলি, দুঃসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুগণ কপটতা দ্বারা আবৃত জীবের দুরভিসন্ধিগুলি উক্তিরূপ কৃপাণ দ্বারা উচ্ছিন্ন করেন। তাঁহাদের সাধুতায় দোষারোপ যাহারা করেন, তাহা-দের কপটতা দেখাইয়া দেওয়া উচিত। আলবার্ট হলের সভায় নদীয়া-প্রকাশের দুই দুই সংখ্যা কেবলমাত্র এক সহস্র বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহার একটীর প্রতিবাদ করিতে সহস্র কৃত্রিম বক্তৃতা সমর্থ হইবে না। তবে ফাজলামী করিবার সামর্থ্য অনেকেরই আছে।

সাম্প্রদায়িকতা

(প্রাপ্ত)

আজ কাল কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব প্রভৃতি কথা শুনিলেই সাধারণ লোক উহাকে একটা সাম্প্রদায়িক কথা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যতই ভাল কথা বলুন না কেন, অন্য লোক তাহা শুনিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে চান না। ইহার কারণ কি? কিন্তু বৈষ্ণবগণ তো তদ্রূপ কোন সাম্প্রদায়িক কথা বলেন না, তাঁহারা বলেন জীবমাত্রই বৈষ্ণব। বিষ্ণু, যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তাঁহার সন্তানই অনন্তকোটী জীবসমূহ। জীব বলিতেও তো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৃক্ষ, পশু, ও পক্ষী সকলকেই বুঝায় এবং ঐরূপ জীববৃন্দের যাহা নিত্য স্বভাব, তাহার কথাই তো তাঁহারা বলেন। তবে কেন আমরা উঁহাদের কথা শুনিতে বাধ্য নই? এখানে সাম্প্রদায়িকতা কাহাদের? যাঁহারা সমস্ত জীবাত্মার যাহা নিত্য স্বভাব, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক, না যাঁহারা কতিপয় দেহাত্ম বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের অনিত্য দেহ সুখ ও মনঃসুখকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিতে-ছেন, তাহারা সাম্প্রদায়িক? এখানে বিচার এই যে, যাহারাই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, তাহারা জীব কাহাকে বলেন? জীব বলিতে কখনও জীবের অনিত্য দেহ বা মনকে বুঝায় না তবে অনিত্য দেহ বা মনের সুখকে কি করিয়া ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন? এবং সেই ধর্ম্ম কি করিয়া নিত্য হয়? সুতরাং বৈষ্ণবেরা বলেন, জীব বলিতে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করে এবং সেই জীবাত্মার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। এখানে বৈষ্ণবগণের কোন সাম্প্র-দায়িকতা আছে বলিয়া সুধী পাঠকগণ কখনও মনে করিতে পারেন না। তবে কি কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও বৈষ্ণব নামের ভিতর সাম্প্রদায়িকতা রহিয়াছে? কৃষ্ণ বলিতে আমরা কি বুঝি? যিনি বৃহৎচিৎবস্তু সর্ব্বদা অণুচিৎ বস্তুকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। বৃহৎচিৎ বস্তু বলিতে একমাত্র ভগবান্ ও অণুচিৎবস্তু বলিতে জীব কুলকে বুঝায়। উঁহাদের পরস্পর নিত্য আকর্ষণের নামই প্রীতি বা ধর্ম্ম। সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা তো সকল জীব মাত্রেরই আছে। সুতরাং ইহাতেও তো কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। ভগবানের নিত্যদাস জীব। তিনি নিত্যকালই জীবকুলকে আকর্ষণ করিতেছেন। এবং সেই আকর্ষণেই জীবকুলের প্রীতি বা ধর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বোধ হয় সকল লোকেই স্বীকার করিবেন। অতএব যিনি এইরূপ আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ এবং যাঁহারা আকৃষ্ট হন, তাঁহারাই কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণব বা জীব। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন স্থানেই দেখা যায় না, বরং সার্ব্বজনীন বলিয়াই মনে হয়। বিষ্ণু, বৈষ্ণব বলিতেও সেইরূপ, কারণ বিশ্বব্যাপিয়া আছেন যিনি, তিনিই বিষ্ণু বা ভগবান্, আর তাঁহার অপত্যার্থে [illegible] প্রত্যয় করিয়া বৈষ্ণব শব্দ সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুর নিত্যদাস জীব, তাই তাহারা বৈষ্ণব। [illegible] প্রত্যেকের প্রতি [illegible] আপনারা নিরপেক্ষ ও [illegible] কিছুদিন বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করেন, তবে বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক না সার্ব্বজনীন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিবে না। বৈষ্ণবের কতকগুলি বাহ্য বেশ দেখিয়াই যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে করিবেন, তাহাও বুদ্ধিমান ব্যক্তির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ উহা বৈষ্ণবের একটা চাপরাস মাত্র, ঐ চাপরাস জীব মাত্রেরই নিত্য কালের চাপরাশ। হয়ত কোন জীব আজ ভগবদ্দাস্য ভুলিয়া মায়ার দাসত্বে মজিয়া অনিত্য চাপরাসকে পরিধান করিয়া সুখবোধ করিতেছেন, তাই বলিয়া যে অপরের নিত্য স্বরূপের চাপরাসকে তুচ্ছ করিবেন, ইহা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। তাই বলিতেছি যে, বৈষ্ণবের বেশ বা নাম শুনিয়াই যেন কেহ সাম্প্র-দায়িক বলিয়া দূরে চলিয়া না যান, আমরা অনেক সাম্প্রদায়িক সভায় যোগদান করিয়া সঙ্গীতাদির সুরে কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করি, অথচ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মে ঐরূপ ইন্দ্রিয়তোষণ নাই বলিয়া আর আমা-দের আস্থা থাকে না। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য বই আর কি?

'পতিত কে'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণগোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা অনেক সময় প্রায়ই কথায় কথায় বলিয়া থাকি, 'আমিত পতিত' ইহা যদি সম্পূর্ণ সরলতার ভিতর দিয়া বলা হয়, তাহা হইলে অতীব মঙ্গলদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বলার মধ্যে যে কপটতা নিহিত, তাহা বিচার-বিভ্রান্ত হইয়া আরও কপটতা বর্দ্ধনেরই প্রয়াস পাইয়া থাকি। কারণ, যার তার নিকট 'আমিত পতিত' একথা বলায় মূল উদ্দেশ্য, কিছু প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা; অর্থাৎ শ্রবণকারী ব্যক্তি আমাকে পতিতপাবন উপাধিটী দিয়া ভূষিত করেন কি না? আর প্রত্যুত্তরে তিনিও স্বয়ং পতিত বলিয়া আরও কপট দীনতার একটা আবরণ ফেলিয়া দেন কি না? তাহা হইলেই ভাবুকতায় হুড়াহুড়ি, কপটাশ্রুপাত, গা ঝিকিমিকি, দাঁত কপাটি ইত্যাদি ভাব ভঙ্গি আরম্ভ হইয়া যাইতে পারে। ইহা দেখিয়া জগতের বিচার-বিমুখ সরলপ্রাণ ব্যক্তিগণ, খুবই [illegible] মনে করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের [illegible] [illegible] দিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয়তোষণ [illegible] [illegible] প্রকারে সুখলোলুপ হইয়া থাকে [illegible]

[illegible] পিয়াছেন। সুতরাং [illegible] কাঁহার দ্বারা 'আমি [illegible] আত্তড়ান, নিজ পাণ্ডিত্য-[illegible] —বৈষ্ণবতা তো [illegible] সকমারূপ মনুষ্যেত্তর [illegible] মায়া, এই অসত্ত্বা [illegible] পরিণত হইলে, [illegible] নিবৃত্তি করা সহজসাধ্য নহে। [illegible] কোটী কোটী চেষ্টায়ও ইহা [illegible] বা কোন শুভ [illegible] নিজ পাণ্ডিত্য উপলব্ধিরবিষয় হয়, [illegible] মনের স্বভাব অর্হেতু উহা সম্যক উপলব্ধি করিতে দেয় না।

আমরা জগতের মানুষ মাত্রেই ধন, কুল, বিদ্যা, রূপ আদি আপত্তিক মদে মাতাল হইয়া রহিয়াছি। যদিও অনেকের ভাগ্যে [illegible] একত্র সমাবেশ নাই, কি কোনটাই নাই, তথাপি অভিমান প্রায় [illegible] প্রভাবে বিজড়িত হইয়া প্রত্যেকই নিজে নিজে অদ্বিতীয় মনে করিয়া থাকি। এই যে অভিমান, ইহা জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। মায়ার সম্মোহিনী ও বিক্ষেপাত্মিকা ধর্ম্মই অনিত্যকে নিত্য বোধ করাইয়া, অসত্যকে সত্য মানাইয়া, নাকে দড়ি দিয়া তবের ঘানি গাছে বেশ করিয়া ঘুরাইয়া লওয়া। আমরাও যখন বহু কোটী জন্মাবধি ঐ প্রকারে ঘুরিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, তখন আর মায়া ছাড়িবেন কেন?

এই প্রকারে ঘানি গাছে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি দৈবাৎ কোন ছলে বলে কলে কৌশলে সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে, আর তাঁহাদের শ্রীমুখ-বিগলিত মায়ামুক্তকারী শুদ্ধ শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করণার্থে নিত্যকালের ঘুরপাক হইতে খানিক অবসর লইয়া একটু থামি (অর্থাৎ আমি নিজেই যদি ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে গোলমাল আসিবে না, কথাও আমার কাণে পৌঁছাবে না। অনেকের ধারণা সংসারের কাজও করিতে থাকিব, সাধুর কাছে হরি কথাও শুনিতে থাকিব, তাহাতে ফল অন্য প্রকার দাঁড়ায়। হরি কথা শোনার বদলে ঐ সংসারের কথাই শ্রবণ হইয়া যায়) তাহা হইলে অহৈতুকী কৃপাবান বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিবেন, "হে স্বরূপভ্রষ্ট স্বধর্ম-চ্যুত মানব! তুমি অনিত্য ধন, কুল, বিদ্যা, রূপাদি মায়ার বৈভবে প্রমত্ত হইয়া বৃথা কেন দিন অতি-বাহিত করিতেছ? উহা ক্ষণিক সুখপ্রদ হইলেও পরিণামে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, নিত্য অমঙ্গলপ্রসূ। এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া জীব কল্যাণের সুগম পন্থার বিপরীত দিকের পথিক হওয়ায় একেবারে গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়াছে। [illegible] প্রেরণ

দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তদপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা তোমাতে বিদ্যমান।"

কথা বাস্তব, একমাত্র সদ্গুরু আচার্য্য—যিনি—স্বয়ং গৃহাসক্ত হইয়া গৃহান্ধকূপে পতিত নহেন, অর্থাৎ যিনি মাতৃ পিতৃ, দেব ঋষি-ঋণগ্রস্ত নহেন, যিনি পুত্র কন্যার বিবাহ-দায়গ্রস্ত নহেন, যিনি পুত্র কলত্রের ভবিষ্যৎ ভোগের স্থিতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় মামলা মোকদ্দমায় ঋণগ্রস্ত হইয়া অপরের দ্বারস্থ হন না, যিনি শত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া সত্যভ্রষ্ট হন না, অথবা একবার এইটী সত্য আবার ঐটী সত্য, এইটাই মিথ্যা, এরূপ অস্থির সিদ্ধান্তে যিনি পতিত নহেন, এমন যে মুক্তকুলচূড়ামণি আচার্য্য গুরুদেব, তিনিই একমাত্র গৃহান্ধকূপে পতিত মানবকে পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করাইয়া দিতে সক্ষম, যদি আমরা নিষ্কপটভাবে স্ব স্ব চরিত্র ও অবস্থা আলোচনা করিবার নিরপেক্ষ অবসর খুঁজি ও সাধু-সঙ্গ করি। এই প্রকারে শুভক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গে স্বকীয় সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। তখন না আমি বুঝিতে পারিব যে, আমি নিশ্চয়ই পতিত। হরি-বিমুখ স্বরূপ-বিভ্রান্ত জগতের জীব প্রত্যেকেই পতিত। সুতরাং আমরা যাঁহারা কৃষ্ণ-বিস্মৃতি-জনিত দণ্ড প্রাপ্ত মায়া-কবলিত অধঃপতিত জীব হইয়া, হাড় মাংসের থলিয়াটাকে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গোস্বামী অভি-মানে নিজেকে পতিতপাবন বোধ করি, তাঁহারাই যথার্থ পতিত। ইহা ধ্রুব সত্য, ত্রিসত্য। উদ্ধারের আশাও সুদূর-পরাহত।

অর্থ

(প্রাপ্ত)

অর্থ শব্দের অর্থ প্রয়োজন। আমাদের বহুবিধ বস্তুতেই প্রয়োজন আছে, তন্মধ্যে আজকাল টাকা পয়সার প্রয়োজনীয়তা কিছু বেশী বলিয়াই মনে হয়। তাই আমরা সাধারণতঃ অর্থ শব্দে টাকা পয়সাকেই বুঝিয়া থাকি। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তাহাই। আজ আমরা সকলেই অর্থ-পিপাসু। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, ইংরাজ, ফরাসী, চীন, ভারতবাসী সকলেই অর্থের জন্য সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অর্থ কে না চায়! এমন কি যাহারা সাধু, তাহারাও অর্থের জন্য গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া থাকে। এই অর্থের অভাব হইলে পিতা পুত্রের প্রিয় হয়না, স্ত্রী স্বামীর সেবা হতে বিরত থাকেন, আমরা এই অর্থ লাভের [illegible] প্রকারের ভালবাসার [illegible] দেখাইতেছি। এই প্রকারে যদি [illegible] কোন

স্বত্ব থাকে, তবে তাহা স্বার্থ, নিজের অর্থসিদ্ধির জন্যই আমরা কত ভালবাসা দেখাই। ইহা বোধহয় সংসারের বোল আনা লোকই দেখিতে পাইতেছেন। আমি একটী সত্য ঘটনা জানি। কোন এক সময় একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছু শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও তাহা দ্বারা তিনি তাঁহার একমাত্র সন্তান চুনী বাবুকে পড়াইতে লাগিলেন। চুনী বাবু আজ বি এল পাশ করিয়াছেন। কোন বড়লোকের ঘরে বিবাহও করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকটী সন্তান সন্ততি জন্মিল। তাহার আজ অর্থের অভাব নাই। পিতার কুঁড়ে ঘর বদলাইয়া দালান উঠাইয়াছেন। কত রকমের নূতন নূতন জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা তাহার দরিদ্র পিতা কোন দিন দেখিতেও পান নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতা কিছু দিন শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু আজ তাহা বিধির ইচ্ছায় পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বৃদ্ধ যে সুখ উপভোগ করিবার জন্য আজীবন কষ্ট করিয়াছিলেন, কর্ম্ম চক্রে তাহার আর তাহা ঘটিল না। চুনী বাবুর গিন্নি বড় লোকের মেয়ে। তাতে আবার ইংরাজি শিখিয়াছেন, অল্প বয়সে বহু সন্তান সন্ততিরও মাতা হইয়াছেন। সন্তান যে কত কষ্ট করিয়া মানুষ করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না। তাই একদিন রাত্রে চুনী বাবুর নিকট সুমধুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, সন্তান সন্ততি নিয়ে আমার ভারী কষ্ট হয়, আর আমি এসব সহ্য করিতে পারিনা, চুনীবাবু বলিলেন, কেন? ঝি তবে কি করে? ছেলে পিলে গুলোকেও কি একটু দেখতে পারে না, পাঠক হয়ত জানেন যে, বড় লোকের ঘরের ছেলের আদর কত বেশী! দিনান্তেও একবার পিতা মাতাকে দেখিতে পান না, যদি কোন সময় ঝি মায়ের কাছে নিয়ে আসে, তবে তো তার চাকরী গেল। তাই ঝিও আর নিয়ে আসে না, থাক্, গিন্নি তাতেও সন্তুষ্ট নন, পরে বলিলেন, "আমি ঐ বুড়ো মিন্সের জন্য বড়ই কষ্ট পাই, সে যেন কচি ছেলের থেকেও বেশী। কেন? ও বয়সে কি রোজগার করিতে নাই? শুধু ৩।৪ বার খাবে আর আমাকে কষ্ট দেবে আর তুমিও তাতেই সন্তুষ্ট! গিন্নির চোখে জল দেখিয়া চুনী বাবুর হৃদয়ে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। স্ত্রীর পাদপদ্ম সেবাকাঙ্খী চুনী বাবু 'আজ্ঞা তাহাই করা যাবে' বলিয়া চলিয়া গেলেন। পিতাকে বলিলেন, আপনার এখন পূর্ণ মূর্খ করবার সময়, আপনি বাহির বাড়ীতে একটী কুঁড়ে [illegible]

ঘরে বসিয়া হরিনাম করুন, ঝি আপনার খাদ্য দ্রব্য সেখানেই দিয়ে আসিবে। বাবা আর কি করেন, অগত্যা যখন আর ভাগ্যে দালান-বাস জুটিবে না, তখন তাহাই স্বীকার। পিতা শুকিয়ে থাকেন, ঝি কোন দিন ৩টার সময় একবার মনে থাকিলে বুড়ো কর্ত্তার খাওয়ার টা সেখানে দিয়ে আসে। মাতা ঠাকুরাণী দেখিলেন, যে আমার আবার কোথায় স্থান হবে, তাই বুঝিয়া তিনি ঐ ছেলে পিলেদের স্নান করাইতেন ও সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এমন কি গিন্নির মনস্তুষ্টির জন্য সময় সময় তাহারও স্নানের জল আনিয়া দিতেন। কিছু দিন পরে রামবাবুর একটী বাল্য বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি উহার দুঃখ দেখিয়া উহাকে ১০৲ টাকা দিলেন ও বলিলেন যে দেখ, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমার দুঃখ আমার সহ্য হয় না। তোমাকে এই ১০৲ টাকা দিলাম তুমি সকল সময় এই টাকাগুলি নাড়িবে, যেন টুন টুন করিয়া শব্দ হয়, রামবাবু অগত্যা তাহাই করিলেন। কিন্তু তার পরদিন যখন ঝি ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল, সে ঐ টাকার শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাবুর ঘরে ঢুকিল ও বাবুর টাকা আছে বুঝিয়া বলিল, কর্ত্তা কি করি! আমারই দুর্ভাগ্য। আজীবন তোমার কাজ করে এলাম, এখন যে একটু সময় মত এসে তোমাকে দুটা খাবার দিয়ে যাব, তাহাও পারি না। এই বলিয়া সে গিয়ে বাড়ীর ভিতর সকলের নিকট বলিল যে বুড়োর যথেষ্ট টাকা আছে, টাকা আছে এই কথা শুনা মাত্রই সকলেই ঝির কথা শুনিতে লাগিলেন ও যথাস্থানে গিয়া টাকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। আজ বুড়ো কর্ত্তার গিন্নি গিয়ে বলিলেন, কর্ত্তা! আমার ন্যায় দুরদৃষ্ট বোধ হয় মানুষের হয় না। সতী নারীর পতি-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম, আর আমি কি না আজ একটীবার আপনার সেবা করিতে পারি না। পুত্রবধূ গিয়ে বলিলেন, শ্বশুর ঠাকুরকে একটু সকালে স্নানের জল দিয়ে যাব কি দুটো সময় মত খাবার দিব, তাও ভাগ্যে জুটে না। সংসারে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম, কিন্তু কি করি কতকগুলো ছেলে পিলে নিয়ে ভারি বিপদে পড়েছি। অফিসে যাওয়ার সময় চুনীবাবুও আজ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন! বাবা আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? কি করব, ওদের এত বলি যে, বাবার খাবার সকলের পূর্ব্বে দিয়ে আসবে, আর আমি হতভাগা তো অফিস গিয়েই আছি। একটু যে

এখানে এসে বসব তারও সময় নাই। "পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম" একথা জেনেও কিছু করিতে পারিলাম না। তখন রামবাবু বলিলেন, হে চুনী। আজ যে আমার এত আদর কিসের, তাহা কি আমি জানি না। সকলের মূল এই ১০, টাকা। আমি প্রত্যহ এই টাকা টুন টুন করিয়া শব্দ করিতাম, আর তোমরা মনে করেছ যে বাবার খুব টাকা আছে। তাই এত আদর, না? চুনী, জানিও এসংসারে কেউ কাউকে ভাল বাসে না। যত ভালবাসা কেবল এই টাকার জন্য। তাই বলি, এ সংসারে যত দিন টাকা থাকে ততদিন মানুষ কতই না অভিমান করে থাকে। এই অর্থের জন্য পিতা পুত্রকে ত্যাগ করে, স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে, রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, কালায় সাদায় আজ এই অর্থের জন্যই এত লড়াই। নতুবা আজ জগতে আন্দোলন কিসের জন্য, অর্থের অভিমানে আমাদের নিষ্ঠুরতা, পরকে তুচ্ছজ্ঞান, ধরাকে সরার মত জ্ঞান করা, ভগবানকে বিশ্বাস না করা, সাধুর কাছে বসতে অপমান মনে করা প্রভৃতি কত প্রকার গুণ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অর্থ কদিনের জন্য? আজ যাকে দেখছি ক্রোরপতি, কাল সে ভিখারী, আজ যাকে দেখছি এক মুঠো অন্নের জন্য রাস্তায় পড়ে আছে, কাল সে ক্রোরপতি হয়ে কাঙ্গালীদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, এই তো অর্থের পরিণাম? একরূপই মায়ার খেলা, যেদিন হতে জীব পরমার্থ রূপ ভগবান্‌কে ভুলে গেছেন, সেইদিন হতেই এই মায়ার খেলার মধ্যে আছেন। দুঃখের বিষয় যে, বুঝেও বুঝে না দেখেও দেখে না। তাই বলি, ভাই সব সকলে এই অনিত্য অর্থ লাভাশা ত্যাগ করে পরমার্থ-লাভের জন্য ব্যগ্র হও যাহাকে লাভ করিলে আর জীবের কোন অভাব থাকে না।

নানা কথা

এলাহাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কুমারী স্বর্ণলতা ভুয়ারা এম' এ, বি, টি, গ্রীষ্মের বন্ধোপলক্ষে গত ৫ই মে তাঁহার এক ভগিনী, এক ভ্রাতা ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লইয়া এলাহাবাদ হইতে ঘোড়াঘাটে তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শুনা যায়, তাঁহাদের খাদ্য-দ্রব্য কেমন করিয়া বিষাক্ত হইয়া যায়, তাহাতে সকলেরই পেটের অসুখ হয়। ফলে কুমারী স্বর্ণলতা দেবী ও তাঁহার ভ্রাতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। কুমারী স্বর্ণলতা একজন বিদুষী রমণী। তিনি ১৭টী পদক পাইয়াছিলেন। মানুষে ভাবে এক কিন্তু হয় আর এক। বিধির বিধানই এইরূপ। স্বর্ণলতা অনেক দিন পরে গেলেন পিতৃভবনে কত আদর আহ্বান পাইবেন, আনন্দ উপভোগ করিবেন বলিয়া, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। ভগবান্ এইরূপ কত না কত প্রকারে আমাদিগকে জড়ানন্দের তথা সেই আনন্দ উপভোগকারীর নশ্বরত্ব যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা মূর্খ আমরা যেদিন বুঝিতে সমর্থ হইব, সেই দিনই আমাদের মোহ কাটিয়া যাইবে, আমরা বিদ্যা, ধন, কুল মানের গৌরব সব অত্যন্ত তুচ্ছ জানিয়া ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দ লাভে সমর্থ হইব।

গত ৩০শে এপ্রিল রাত্রে রেঙ্গুণ নদীতে প্যাগোডা ষ্টীমলঞ্চের সহিত বেটিন মোটর লঞ্চের সংঘর্ষফলে মোটর লঞ্চ খানি জলমগ্ন হইয়া যায়। প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিলেন, কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। পরে গত শনিবার লঞ্চখানিকে যখন জল হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে একজন লস্করের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মিঃ বেরি পাইন বহুদিন রোগ ভোগের পর মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও মস্তরন সম্বন্ধে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

গত মঙ্গলবার প্রাতে গ্রে ষ্ট্রীটে একখানি ট্রামগাড়ীর সহিত একখানি মহিষের গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষ হওয়ার ফলে মহিষ দুইটী গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। গাড়ীখানি একেবারে ফুট পাতের উপর গিয়া পড়ে বড়তলা পুলিশ এবিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

ডাঃ আনসারী প্রফেসার ইক্বালের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বলিয়াছেন যে খুব সম্ভবতঃ তিনি যক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছেন সুতরাং অবিলম্বে তাঁহার কোন পার্ব্বত্য স্বাস্থ্য নিবাসে অবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন।

শিবাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে চান্দুর বিচোয়া নামক স্থানে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গার সম্পর্কে গত ৫ই মে পর্য্যন্ত ১৫ জন মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের [illegible] আর্য্যসমাজীরা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সত্যার্থপ্রকাশ খানি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করিতেছেন। সত্যার্থপ্রকাশ জার্মান ভাষায়ই হউক আর যে ভাষায়ই হউক অনূদিত হইলেই যে জীবের আস্তিক্য বুদ্ধির পরিবর্ত্তে নাস্তিক্য প্রভৃতি দোষ জাত করিয়া উদ্বোধিত হইবে, এবিষয়ে বিজ্ঞগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক" সত্যার্থপ্রকাশ বেদটী মুখে মানিবার ছল করিয়া বেদের অকৃত্রিমভাষ্য যে শ্রীমদ্ভাগবত, তাহা না মানিয়া শ্রীভগবদ্ভক্ত ভাগবতগণের নিকট কতটুকু শ্রদ্ধার্হ হইয়াছেন, তাহা ভাগবতগণই জানেন। সত্যার্থপ্রকাশের ভাগবত-বিরোধী সত্য জগতে বেশী প্রকাশিত হওয়ার পরিবর্ত্তে অপ্রকাশিত থাকাই বরং জগতের পক্ষে হিতকর বলিয়া বিজ্ঞগণ মনে করেন।

জামসেদপুর লৌহ কারখানার জেনারেল ম্যানেজার গত ৯ই মে এক নোটিশ বাহির করিয়াছেন যে বয়লার ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা ২১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বহাল রাখিয়া কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করায় ডাইরেক্টর সভা তাহাদিগকে বরখাস্ত করিলেন এবং অদ্য হইতে তাহাদের এস্তফা আরম্ভ হইল। তদনুসারে সীট মিল ও বয়লার বিভাগের ১৫শত লোককে বরখাস্ত করিয়া নূতন লোক বহাল করা হইয়াছে।

রাওল পিণ্ডিতে একটী বিবাহোৎ-সবোপলক্ষে বাজী পোড়ান হইতেছিল। এমন সময় সহসা আগুন লাগিয়া ১০জন নিহত ও ৫০জন আহত হয়, নিহত ১০ জনের মধ্যে বরের ভ্রাতা ও পুল্লতাতও আছেন। আহতগণ হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছেন। বাজী হইতে দুর্ঘটনা এইরূপ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি মানুষের যে কি সুখ, আগুন লইয়া খেলা না করিলেই চলিবে না। টাকাগুলি ভগবৎসেবায় না লাগাইয়া ঐরূপ বৃথা পোড়াইয়া ফেলা লক্ষ্মীদেবী কখনই সহ্য করিতে পারেন না। লোকে অর্থের সদ্ব্যবহার করে না বলিয়া লোকের দুঃখও ঘুচিতে চায় না।

ইন্দোরের যুবরাজ ও যড়রাণীর [illegible] বিবাহ সম্প্রতি মিটিয়া গিয়াছে। [illegible] বিক্রম সিংহ দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আত্মীয়দের [illegible] পাইবেন এবং [illegible] রাজ্যের [illegible] টাকা বৃত্তি পাইবেন। তাঁহার [illegible] সম্বন্ধে সংবাদপত্র সমূহে তিনি [illegible] আলোচনা করিবেন না স্থির হইয়াছে।

[illegible] জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার [illegible] ছিল। [illegible] শোচনায় অভাবেই জীবের এইরূপ অপমৃত্যু-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। [illegible] দেহ এবং মন হইতে একটী পৃথক্ বস্তু—ভগবানের পরা শক্তি জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু দুঃখ শোকাদি নাই—কেবল [illegible] ঔপাধিক ধর্ম্ম মাত্র, এই জ্ঞান [illegible] থাকিলে আর কুত্রাপি শোকাকুল হইতে হয় না। শ্রীভগবানের কথা বহুপ্রকারে আলোচিত হইতে থাকিলে এই দুঃখ শোক জ্বালাময় সংসারই আবার শান্তি-নিকেতন হইয়া পড়ে।

গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার বেলা সাড়ে ৩টার সময় হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানার অধীন কাপীপুর নামক ষ্টেসনের নিকট এক বজ্রপাত হয়। দ্বিপ্রহরকালে ফণীন্দ্রনাথ সর্ব্বজ্ঞ নামক ১২।১৩ বৎসরের এক বালক গোবরা গ্রামে রজকের বাড়ী হইতে কাপড় লইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। বালক মৃত্যুর পূর্ব্বে একটু জল খাইতে চাহিয়া ছিল, কিন্তু তাহাও খাইবার আর অবসর হয় নাই। মৃত্যু এইরূপেই মানুষকে অতর্কিত ভাবে লইয়া তাহার সংসারের সকল সুখ শান্তি অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। বজ্রাঘাতে-মৃত্যু, ত্রিতাপের অন্তর্গত আধিদৈবিক তাপের অন্তর্গত। জগদ্বিমুখ মানবগণ অহর্নিশ এই ত্রিতাপের কোন না কোনটির দ্বারা দগ্ধ হইতেছে। সুতরাং মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলেরই ভবিষ্যৎ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

একদল উষ্ট্র প্রায় ২০ জন তীর্থযাত্রী লইয়া বাগদাদের নিকটবর্ত্তি স্থান দিয়া মরুভূমি পার হইয়া রিকত্তার দিকে যাইতেছিল। মরুভূমির মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া যাত্রিগণ পথ হারাইয়া ফেলে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একখানি বৃটিশ বিমানপোত যাত্রীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নিচে নামিয়াছিল, কিন্তু যাত্রিগণ তৎপূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা বৈশাখ, সোমবার—১৩৩৫।

আচার্য্য-সন্তান

যাঁহারা অলৌকিক ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ধর্মের সুষ্ঠু আচরণ করেন, তাঁহারা আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন। ইঁহাদের আচরণ অনুগমন করিয়া যাঁহারা হরিসেবা করেন, তাঁহারা আচার্য্য-পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কোন প্রকারে আচার্য্যের অবমাননা করিবে না। আচার্য্যকে আশ্রিতজনের যেরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য, আচার্য্যের সন্তান, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে যথানুরূপ সম্মান করা কর্ত্তব্য। সামাজিক ধর্মশাস্ত্রসমূহে গুরুপুত্রের প্রতি কিরূপ সৌজন্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধভক্তগণ আচার্য্যতনয়কে আচার্য্যের সদৃশ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। আচার্য্যের বংশে সম্মান প্রদর্শন করাও সকল সদাচার ও শাস্ত্রসম্মত।

শ্রীমহাপ্রভুর প্রধান দাসদ্বয় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রভু অদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ আচার্য্য-সন্তান। আবার তাঁহাদের সেবক পরম্পরায় তদাশ্রিত ভক্তগণও তাঁহাদের সন্তান। বঙ্গদেশে সেবক-পরম্পরা পরিবার নামে বিদিত এবং শৌক্র অধস্তনগণই সন্তান নামে পরিচিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের বংশ বলিতে গেলে শৌক্র সন্তান ও শিষ্য বর্গকে বুঝাইত।

বঙ্গদেশে স্মার্ত্তের অনুগমনে গৃহস্থাশ্রমের প্রচুরতায় উদাসীন বিরক্ত শিষ্যধারার বিশেষ অভাব। তজ্জন্য শৌক্র অধস্তনগণ অশিক্ষিত ও গৃহস্থধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের উপর স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া সত্য ধর্ম্মের প্রভূত হানি করিয়াছেন। এমন কি সাধারণ শিষ্য-শ্রেণীস্থ অভক্ত গৃহস্থগণ আচার্য্যসন্তান বলিয়াই ব্যাকুল এবং তাঁহাদের সামাজিক প্রাকৃত সম্মানাদি প্রদানকেই হরিসেবা জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলে হরিবিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কোন স্থলে আচার্য্য শৌক্রসন্তানগণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যোগ্য ভক্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ভক্তিবিমুখ করাইতেছেন।

আচার্য্য শৌক্রসন্তানগণ কোথাও বা মূর্খতা, হরিবিমুখতা, কনক-কামিনী সংগ্রহাভিলাষ, অর্থ লোভে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-পরায়ণতা, কথকতা, অষ্ট প্রহরীতে নর্ত্তনকোর্দ্দনচাতুরী, অর্থ ও বস্ত্রগ্রহণে মন্ত্রদানশীলতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়া সমূহের আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পরেই এই সকল দুর্দৈব আসিয়া জীবজগতে বৈষ্ণব-সংসার উৎখাত করিয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই সময় মহাপ্রভুর শক্তি লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ-প্রমুখ আচার্য্যগণ ব্রজবাসী ৮ জন গোস্বামীর চরণানুগত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনগণের সময়ে—শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম পুনরায় আচ্ছাদিত হয়। আবার আচার্য্য সন্তানগণের মধ্যে হরি-বৈমুখ্য আসিয়া সত্য ধর্ম্ম আচ্ছাদন করে এবং আচার্য্যসন্তানদিগকে তাহাদের মূল পুরুষ হইতে নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। আচার্য্যসন্তানগণ যদি শুদ্ধপথে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ হইতেই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অনেক স্থলে আচার্য্য সন্তানে রিপুবর্গ আসিয়া কি বিষম উৎপাত উপস্থিত করে, তাহা শুদ্ধ ভক্তের অবিদিত নহে।

আদি গুরু ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথম আচার্য্য। তাঁহা হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ্য ও অন্যান্য সকল জীব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল অধস্তনগণের মধ্যে বৃত্তি-ভেদে নানা প্রকার বর্ণ ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীমাত্রেই আদি আচার্য্য ব্রহ্মার সন্তান। এই আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে যাহাতে আচার্য্যের হরিসেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদগণ অশেষ বিশেষে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেক স্থলে আচার্য্যসন্তান-গণের মধ্যে প্রকৃত আচার্য্য উদয় হয় নাই। কোন কোন স্থলে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভক্তিবিরোধী ভাবসমূহ আসিয়া আচার্য্যসন্তানকে ও সন্তানাশ্রিত জনকে হরিবিমুখ করিয়াছে। আবার কোথাও বা আচার্য্যসন্তানে কপটতা আসিয়া ভক্তির নামে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা ও তদাশ্রিতজনে উচ্ছৃঙ্খলতা সাধন করিয়াছে। কৃত্রিমতা ও কপটতার ফলে কোন কোন আচার্য্য-সন্তান প্রকৃত বিষয় সমূহে মুগ্ধ হইয়া অর্থাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বা মূর্খতা ভক্তির ভূষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, অভক্তগণ অর্দ্ধেক,হরিভজনকে ভণ্ডতার অঙ্গ-বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার বন্ধ আছে। ভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহ সকলেই আচার্য্য-সন্তান। তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের এক-মাত্র শিক্ষা তৃণাদপি সুনীচ, নিষ্কপট ভাব সম্পন্ন হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকে সম্মান দিয়া এবং আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করুন। তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় মূঢ় আশ্রিতজন জীব রূপ আচার্য্যসন্তানের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

বর্ণের ইতিহাস

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মার পুত্র সকলেই ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রহ্মার পুত্র মনু কেন ক্ষত্রিয় হইলেন? ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—তৎকালে ব্রহ্মার পুত্রগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বংশবৃদ্ধি করণার্থ স্ত্রীলোকের অভাব হওয়ায় অজ্ঞাতকুলশীল একটী বালক ও বালিকাকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আর্য্যত্ব প্রদান পূর্ব্বক আর্য্যমতে বিবাহ প্রদান করিলেন। তাঁহারাই স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপা। তাঁহাদের কন্যাগণ ঋষিদিগের সহিত বিবাহ করিয়া আর্য্যকুলকে সমৃদ্ধ করেন। প্রকারান্তরে আর্য্যদিগের কন্যাগ্রহণ কার্য্যটী আর্য্যগৌরবের ব্যাঘাত বিবেচনা করিয়া পালিত দম্পতীকে স্বায়ম্ভুবত্ব ও আর্য্যত্ব প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের কন্যাগ্রহণ-রূপ কৌশল অবলম্বিত হয় কিন্তু তদ্বংশজাত পুত্রগণকে শুদ্ধ আর্য্যদিগের সহিত সাম্য দান করিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে ক্ষত্র নাম দেওয়া হইল। ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ যিনি তিনি ক্ষত্রিয়। মনু ও মনুবংশকে আর্য্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত-সংস্থাপক মূল আর্য্যগণ হইতে ভিন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে আপনারা ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ক্ষত্রিয়বংশীয় মহোদয়গণকে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। শুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত্ত ভূমিতে উত্তর পশ্চিম অবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চনদস্থ অসুরকুল হইতে রক্ষা-কর্ত্তারূপে দেবতাদিগের বাস ছিল। সরস্বতী নদীতীরে ঋষিগণ বাস করিতেন। তদ্দক্ষিণ পশ্চিমদিকে দাক্ষিণাত্য অনার্য্য জাতি হইতে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্ত্তা স্বরূপ মনু ও মনুবংশের অবস্থান হইল। মানব-রাজগণ দেবরাজগণের অধীন ছিলেন। ইন্দ্র দেবতা সকলের সম্রাট্। দেবগণ যে অংশে বাস করিতেন, তাহার নাম ত্রিপিষ্টপ। ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পুরুষে কশ্যপের পুত্রগণ দৈবরাজ্য সংস্থাপন করেন। ব্রহ্মা হইতে কশ্যপ পর্য্যন্ত প্রাজাপত্য ও মানবরাজ্য ছিল। পরে দৈবরাজ্য সংস্থাপিত হয়। দৈত্যরাজ প্রবল হইলে দেবাসুর যুদ্ধ হয় দৈত্যরাজ বল নিস্তেজ হইতে লাগিল মানব রাজ্যের প্রবলতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মানবরাজ্য অধিক দিন স্থির না। বৈবস্বত মানবরাজ্য প্রবল হইয়া উঠিলে স্বায়ম্ভুব মানবরাজ্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। বৈবস্বত মনু কাশ্যপের পুত্র। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা তাহার মাতার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও বোধ হয় পোষ্যপুত্র ছিলেন অথবা কোন অনার্য্যকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এইজন্য তিনিও তাঁহার ভ্রাতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে না পারায় স্বায়ম্ভুব মনুর দৃষ্টান্তে ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

আহ্লাদিনী শক্তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক অমূল্য গ্রন্থ সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেহেতু বেদ, পুরাণ ও উপনিষদাদি সাত্বত শাস্ত্র সমূহকে মন্থন করিয়া তাহাদিগের সারাংশগুলি উক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত উহাকে সিদ্ধান্তশাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থের রচয়িতা ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। ইনি এক জন উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শ্রৌতপথাবলম্বী নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত এবং ইঁহার বুদ্ধিতে আত্মপ্রবঞ্চনা-বর্দ্ধক ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় না থাকায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনা-কার্য্যে কোনরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই ভ্রান্তি-রহিত সুসিদ্ধান্ত-প্রকাশক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। যথা—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তার
নাম আহ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ
আস্বাদে আপনি॥
সুখময় কৃষ্ণ করে
সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে
হ্লাদিনী কারণ॥"

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মানবগণ বাহ্য নশ্বর বস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সমুদয় বাহ্য পদার্থের অন্তর্দ্দেশে অন্তর্যামী সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে বিরাজমান আছেন। তাঁহার অনুভূতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাভ করা যায় না। একমাত্র শ্রৌতপথে সদ্গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করিতে পারিলে মানবগণ তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হন, অন্য কোন উপায়ে নহে। তাই ভগবদ্বিষয়ক আলোচনাতে শাস্ত্র ও সদ্গুরু, সাধুবর্গের সিদ্ধান্ত

সাহায্যকারী। যিনি কোন শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতকে গুরুকর্ণধাররূপে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নামক গ্রন্থকে সিদ্ধান্তপাত্র-রূপে বরণ করিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি উপরি উক্ত সিদ্ধান্তবাণী হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তিনিই সুখময় বস্তু ও আহ্লাদিনী নামক শক্তিদ্বারে নিত্যকাল বিমল সুখ আস্বাদনে রত এবং সেই আহ্লাদিনী শক্তি অযাচকে ভগবদ্ভক্তদিগের হৃদয়ে নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহাকে দুঃখ আদৌ স্পর্শ করিতে পারে না, যাঁহার অস্তিত্ব নিত্যকাল বিরাজমান ও যিনি সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রচুর বিমল সুখ অনুভব করিতে সক্ষম, সেই তত্ত্বই সুখময় বা সুখঘন, চিন্ময় বা জ্ঞানঘন ও বাস্তব সত্য বা নিত্য স্থিতিশীল বস্তু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী মাত্রই সুখের আশায় ইতস্ততঃ ধাবমান। সুতরাং সুখই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থের ঈপ্সিত বিষয়। সেই ঈপ্সিত সুখকে যিনি নিত্যকাল স্বীয় আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছেন, তিনি যে পূর্ণ সুখময় বা সুখস্বরূপ, ইহা কে না স্বীকার করিবে? উপনিষৎকার এই সুখপূর্ণ পদার্থকে ভূমাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 'যো বৈ ভূমা—তৎ সুখং।' এই ভূমা পুরুষ ইচ্ছা করিলে অন্য প্রাণীর হৃদয়ে বাস্তব সুখের বিমল ছটা প্রকাশ করিতে পারেন। যে প্রাণীর হৃদয়ে সুখের অভাব ও তন্নিমিত্ত যে হৃদয় সুখান্বেষী, তাহার নিকট হইতে সুখ লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই উপনিষৎকার পুনরায় বলিয়াছেন "নাল্পে সুখমস্তি" অর্থাৎ ধনজনাদি নশ্বর ক্ষুদ্র বস্তু সুখদানে নিতান্ত অসমর্থ। ভিখারীর নিকট ভিক্ষার্থে যাইলে যেমন আশা মিটে না, সেই প্রকার সুখান্বেষী কোন অভাবগ্রস্ত পদার্থের সেবা হইতে সুখ প্রাপ্তির আশা করা অন্যায়। ধনীর সেবা করিলে যেমন ধন পাওয়া যায়, সেই প্রকার সুখপূর্ণ ভগবানের সেবা হইতেই সুখ লাভ সম্ভবপর।

যে আহ্লাদিনী শক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সদা সুখ দিতে বদ্ধপরিকর, ভগবানের ইচ্ছা হইলে তিনি ভক্তদিগের হৃদয়ে সুখ দিয়া থাকেন। ভক্তের সুখে ভগবান্ সুখী হন বলিয়া আহ্লাদিনী ভাক্ত ভক্তদিগের হৃদয়ে সুখ দিতে স্বীকৃতা হন। তবে আহ্লাদিনী শক্তি এতদূর চতুরা যে, ভগবানের সাক্ষাৎ প্রীতিবিধানমূলক কার্য্য হইতে তিনি ক্ষণকালের জন্যও বিরতা হন না। যেরূপ ঐকান্তিক সেবার দ্বারা তিনি ভগবানের প্রীতি বিধান করেন, সেই প্রকার সেবা বৃত্তির সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় বা আলোক-কণ সদ্গুরুর দ্বারা সুকৃতশালী মানবগণের হৃদয়ে বিকসিত করাইয়া তাহাদিগকে ভগবানের সেবার্থে উন্মুখ করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি ভগবন্নিষ্ঠার জন্য নির্য্যাতনের কথা শুনিবামাত্র মানব হৃদয়ে ভগবৎ সেবাবৃত্তির উৎকর্ষতার ভাব যেমন সহজেই জাগিয়া উঠে, আহ্লাদিনী শক্তির সেবা-সৌষ্ঠবের পরিচয়ও সেই প্রকার সদ্গুরুর মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে সেবোন্মুখী করিয়া থাকে। সেবাবৃত্তির আলোক-কণ দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত মানবগণ অতঃপর নিজ সুখ-চেষ্টা শিথিল করিয়া যতই ভগবৎ-সেবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়াইতে থাকেন, ততই শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হন ও তাহারা ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বলভাবে সেবা-সুখ আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করেন।

মায়ানাম্নী জড়াশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট জীবগণ বাহ্য জড় বস্তুর সেবাদ্বারে সুখান্বেষণে রত ও সুখের পরিবর্ত্তে ত্রিতাপের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ দগ্ধ হইয়া থাকে। এই মায়াখ্যা শক্তি উপরি উক্ত আহ্লাদিনী শক্তির হেয় প্রতিফলন বা ছায়া সদৃশ। ছায়ারূপা মায়াশক্তির দ্বারা জীবগণ তাবৎ চালিত হয়, যাবৎ না তাহারা ভগবৎ ইচ্ছাক্রমে তদীয় আহ্লাদিনী শক্তির সমুজ্জ্বল সেবা-সৌন্দর্য্যের বিমল কিরণ-ছটা লাভে সক্ষম হয়। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ ভক্তের সঙ্গ ব্যতিরেকে আহ্লাদিনী শক্তির শুদ্ধ কিরণালোক লাভের সম্ভাবনা নাই, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত, কাল বিলম্ব না করিয়া, নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করা। ছায়ারূপা মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত হইয়া যে সমুদয় অজ্ঞ মানব শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভে বঞ্চিত অথবা তাহাদিগের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাহারা আত্মঘাতী ও মহারৌরবনামক নরকের পথিক।

সজ্জন দর্শন

যিনি আমার মতানুযায়ী কথা বলিতে পারেন, যিনি আমার কার্য্যের এমন সমালোচনা করেন, যাহাতে আমার স্বার্থের কোন ব্যাঘাত না ঘটে, যাঁহার নিকট হইতে আমার কিছু প্রাপ্যের সুবিধা আছে, যিনি আমার দুষ্কার্য্যের কোন প্রতিবাদ করেন না বরং উৎসাহই দিয়া থাকেন, যাঁহার চোখে ধূলা দিয়া আমি আমার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লইতে পারি, তিনি সচ্চরিত্রই হউন আর অসচ্চরিত্রই হউন, ধার্ম্মিকই হউন বা অধার্ম্মিকই হউন, আমার নিকট তিনিই 'সজ্জন'। আর যিনি আমার কার্য্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া দোষগুণ বিচার করেন, আমার মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সত্য কথা বলেন, তাহাতে আমার স্বার্থের ব্যাঘাত হউক বা না হউক, সে বিষয়ে যাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, যিনি আমার কোন কার্য্যের বাহ্যাবরণ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া আমার চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া সেই অনুসারে আমাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করেন, যিনি আমার দুষ্কার্য্যগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, আমার চোখ রাঙানীতে ভয় করেন না, কিম্বা আমার কপট আঁকুপাঁকু ভাব, যাহাকে আমি 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলিয়া প্রচার করিতে চাই, দেখিয়া গলিয়া যান না, যিনি অসচ্চরিত্র অধার্ম্মিক ব্যক্তির সংসর্গ হইতে অত্যন্ত দূরে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য সদুপদেশ বা দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, তিনি আমার নিকট আদৌ আদৃত হইতে পারেন না, তিনি সাধু বলিয়া সাধু-সমাজে আদৃত হইলেও আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করি এবং সম্মুখে আসিতে সাহস করি না বলিয়া পিছনে থাকিয়া নিন্দাবাদ করি, লোকের নিকট তাঁহার অজ্ঞাত সারে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াই। তাঁহার কোন সাধুচেষ্টা আমার নিকট প্রশংসার্হ নহে।

'সজ্জন' সম্বন্ধে শুধু আমার কেন, জগতের প্রায় ষোল আনা লোকের ধারণাই এইরূপ। যেটা অসত্য বা বাহিরে সত্যের ভাণ লইয়া অন্তরে ভয়ঙ্কর কপট, সেইটাই অসজ্জনের প্রিয়, বাস্তব সত্য দর্শনের ক্ষমতাও তাহাদের নাই অথবা দেখিবার ইচ্ছাও তাহাদের মনে উদিত হয় না। 'সৎ' বলিতে যাঁহার নিত্যসত্তা বর্ত্তমান, যাহা বাস্তব সত্য, সেই সত্তের যিনি সেবক বা নিজজন তিনিই 'সজ্জন'। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সৎ বা নিত্যসত্য বস্তু আর শ্রীভগবদ্দাসাভিমানিগণই—সজ্জন, কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব। নিখিল জগতের নিখিল জীববৃন্দই সজ্জন, কিন্তু স্বরূপানুভূতির অভাব হেতু বিরূপানুভূতি-ক্রমে জীব আপনাকে অসজ্জন বা অবৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন। বস্তুতঃ অবৈষ্ণবাভিমান ঔপাধিক মাত্র। জীব স্বরূপতঃ আপনাকে সজ্জন বা বৈষ্ণব বলিতে বাধ্য। বিরূপগ্রস্ত অর্থাৎ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, আত্মা যে চিদংশে স্বতঃসাৎ ভগবৎসম্বন্ধ বিশিষ্ট—এই স্বরূপোপলব্ধির অভাব-প্রণীড়িত জীব চিত্তের পরিচয় নিজে জানিতে না পারায় সজ্জন বা বৈষ্ণব-দর্শন করিতে তাঁহার হয় না। সেই জন্যই মহাজন বলেন, 'বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি।' অসজ্জন বা অবৈষ্ণবকে তাহার সঙ্গগুণে, 'সজ্জন' বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়।"

জীব এই ভ্রমের প্রশ্রয় দিয়া নিজ সর্ব্বনাশ নিজেই বরণ করিয়া লইতেছেন, সজ্জন-নিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দারূপ মহান্ অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছেন। 'বৈষ্ণবনিন্দা' শ্রীভগবান্ ব্যাস-লিখিত দশ নামাপরাধের অন্যতম। স্কন্দপুরাণ বলেন—"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥" অর্থাৎ "যে সকল মূঢ় স্বরূপবিস্মৃত-জীব মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তি পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব নরকে নিপতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, দ্বেষ করে, বৈষ্ণব দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা অভিনন্দন না করে, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, বৈষ্ণব দর্শনে আনন্দিত হয় না—এই ছয়-জনই অধঃপতিত হয়।" বৈষ্ণবাপরাধিগণের বিদ্যা, কুল, তপ, জপ সকলই বৃথা, কৃষ্ণ তাদৃশ অপরাধিগণের কোন পূজা গ্রহণ করেন না। জগতে বৈষ্ণবাপরাধিগণ যতই না কেন প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করুক, কৃষ্ণকৃপা হইতে তাহারা চিরবঞ্চিত। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—"শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে! তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥ ইহা না মানিয়া যে সুজন হিংসা করে। জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥" সমস্ত শাস্ত্রই সাধুসজ্জন বা বৈষ্ণব নিন্দাকে অত্যন্ত গর্হণ করিয়াছেন। শাস্ত্রে বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণেও মহা অপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (ভাঃ ৪।৪।১৭)—কোন দুর্ব্বৃত্ত যদি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দাবাদ করিতে থাকে, আর সেই নিন্দাবাদ যদি কোন প্রকারে প্রভু-ভক্তের কর্ণমূলে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহার যদি নিন্দককে মারিতে বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক সে স্থান ত্যাগ করিবেন, যদি সামর্থ্য থাকে তবে পাষণ্ড নিন্দকের নিন্দাবাদ উচ্চারণকারী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া ছেদন করিবেন এবং তদনন্তর নিজেও প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞে সতী একদিন পতি-নিন্দা—শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবনিন্দক পিতা দক্ষকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রাণ

[illegible] অপরাধীকে এই বৈষ্ণব নিন্দাপরাধকারীর কর্ত্তব্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দকের কোন কালে মঙ্গল[illegible] হয় না। তবে একমাত্র উপায়, "যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় [illegible]। পুনঃ সেই জমিতে সে মুচে, [illegible]।" নিন্দক যদি বৈষ্ণবচরণে আসিয়া নিজ দোষ স্বীকার পূর্ব্বক অপরাধের জন্য ভিক্ষা করে এবং আর কখনও অপরাধে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই সেই নিন্দকের উদ্ধার, নতুবা আর উদ্ধার নাই। দুর্ব্বাসা মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষের চরণে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধ করিয়া যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সে উপাখ্যান অবশ্য সকলেই জানেন। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি শাস্ত্রে বৈষ্ণবনিন্দা হইতে জীবকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন। কেন না বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তিলতার মূল পর্য্যন্ত উপড়াইয়া ফেলে।

তবে এখন কথা হইতেছে এই, যে সমস্ত ধর্ম্মধ্বজী বৈষ্ণবচিহ্ন ও বেষাদি ধারণ এবং নানা বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বা 'সজ্জন' বলিয়া পরিচিত করিতে চায়, তাহাদের অসচ্চরিত্র বা অসৎ কার্য্যের নিন্দা করিলেও কি বৈষ্ণবনিন্দাপরাধে পতিত হইতে হইবে? না, তাহা নহে, কপটীর কপটতার নিন্দা না করিয়া তাহার প্রশ্রয় দেওয়াই বরং অপরাধের পরিচয়। যে পাপিষ্ঠেরা পাপপ্রবৃত্তি-সহ বৈষ্ণবের বেষ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের পবিত্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার ধৃষ্টতা করিতেছে, বৈষ্ণবদাসগণ সে পাপিষ্টগণের কর্ণদ্বয় আকর্ষণ পূর্ব্বক তাদৃশ চেষ্টা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসত্ব করিবার যোগ্যতা শিক্ষা দিবেন, ইহাই বৈষ্ণবদাসগণের 'তৃণাদপি সুনীচতা'। সজ্জন বৈষ্ণবের পদ এতটা অনাদরের নহে যে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিবে! 'বিষ্ণুদাস' পদবীটী একটা যে সে পদবী নহে। ব্রহ্মা আদি দেবগণ সে পদবীর জন্য নিত্যকাল বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। জীব মাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, যাঁহার সে স্বরূপোপলব্ধি আছে, তিনি আমাদের নিত্য প্রণম্য, যাঁহার সে উপলব্ধি নাই, যিনি বিরূপ-ধর্ম্মগ্রস্ত, তাঁহার বৈরূপ্য আমাদের নিকট নিত্য গর্হণীয়—বৈরূপ্যকে গর্হণ না করিয়া যে উৎকট বৈষ্ণব-প্রীতি-প্রদর্শন, তাহা আত্মবিনাশেরই সেতু মাত্র। মহাভাগবতগণ অবশ্য জগতে অসজ্জন বলিয়া কাহাকেও দেখিতে পান না, তাঁহাদের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শনের অনুকরণ করিয়া যাহারা সৎ ও সজ্জন বা কৃষ্ণ কার্ষ্ণ দর্শন করিতে যায়, তাহারা মহাভাগবতগণের আচরণকে উপহাস করে মাত্র! সেই অপরাধে তাহারা কখনই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারে না; সুতরাং হঠাৎ মহাভাগবত না সাজিয়া, মহাভাগবতের আনুগত্যে সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক এবং মহাভাগবত-প্রদত্ত অধিকারানুসারে মধ্যমতের প্রতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই প্রকৃত সৎ ও সজ্জন দর্শন হওয়া সম্ভব, নতুবা নহে।

'পতিত পাবন কে?'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা আমাদের স্ব স্ব পাতিত্য বোধের অভাবে, গতানুগতিক ন্যায়ে, অনেকেই নিজে নিজে মন গড়া একটা পতিত-পাবন খাড়া করিয়া লই। পতিতপাবন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি যে মাটী, কাঠ, পাথর, পিত্তল, সোনা দ্বারা পুতুল তৈয়ারের ন্যায় কোন কারিকর বিশেষের তৈয়ারী বস্তু নহেন অথবা জগতের কোন উচ্চবংশ-জাত ব্যক্তিবিশেষে আরোপ করিবার বস্তু নহেন। এই ভাবে স্ব স্ব রুচির অনুকূলে পতিতপাবন সাজাইতে যাইয়া অনেকেই বহু বহুবার বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রায় প্রতি গৃহে বর্ত্তমান, (তবে চাই নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান) তবু আমরা বুঝিনা কেন যে বঞ্চিত হই?

আমাদের মধ্যে একটা মস্ত কুসংস্কারযুক্ত ধারণা বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, বংশানুক্রমে শুক্রশোণিতের ভিতর দিয়াই বুঝি পতিতপাবনত্ব প্রবাহিত। সুতরাং আমি উদ্ধার হই আর না হই, ইহারা নিশ্চয়ই পতিতোদ্ধারে সক্ষম। এবম্বিধ মনোধর্ম্মোত্থ-কুবিচারে ইন্দ্রিয়তৎপরতায় আমাকে সদ্বিচার-বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি এখন আর আমাকেও বুঝিয়া বা মাপিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। তাই প্রমত্তের ন্যায় সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক-বুদ্ধি-চালিত হইয়া বহু কোটী অস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি।

অধুনা দেশময় একটা কথা চলিয়া আসিতেছে, আমি যাহাকে মান করি, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নগুরুদেব, সেই টাই ভগবান্। 'মন চায়ত কাটোয়ার গঙ্গা' ইত্যাদি ন্যায়ে মানি বা মানিনা ব্যাপার লইয়াই ভগবানের ভগবত্ত্ব বা গুরুদেবের গুরুত্বপ্রকাশিত হইলে, দশ চক্রে ভগবানকে ভূত সাজাইতে বেশী কষ্টের কারণ হয় না।

এই সকল নাস্তিক ভাবাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, মহাশয়! আপনার মনে করার ভিতর যদি এত শক্তি থাকে, তবে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডটীকে মানস সরোবর মনে করিয়া অবগাহন করুন, কোথা থেকে [illegible] মনে করিয়া দেখন করুন না, কেন? তখন নিরুত্তর।

অতএব স্পষ্টতাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পতিতপাবনত্ব ব্যাপার আমাদিগের আয়ত্তাধীন নহে। উহা নিত্য স্বপ্রকাশ বস্তু। স্পর্শমণিতে যেমন লৌহ স্পর্শ মাত্রেই লৌহের লৌহত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রকার পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ স্পর্শমাত্রেই পাতিত্য দোষ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ তিনি যে পতিতপাবন রূপেই স্বয়ং অবতীর্ণ। জগতে জন্মমরণশীল মানবের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব নহে। সুতরাং তিনি পতিত হন নাই; পতিতের পরমাণু পরিমাণ দোষও তাঁহাতে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ব্যবহারিক জগতের কোন ব্যবহারে আক্রান্ত হইয়া শ্রীভগবৎসেবাস্থে নিজভোগতৎপর হন না। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই শ্রীভগবৎসেবোপকরণ বোধে, যাহাতে সর্ব্বত্র কেবল ভগবৎ সেবাই হয়, নিরন্তর এই চেষ্টাই দেখাইয়া থাকেন। কোটী কোটী পাতিত্য দোষে পতিতোত্তম গণও তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে শরণাপত্তিতে অচিরকাল মধ্যে পাতিত্যদোষ ভস্মীভূত করিয়া পরা শান্তি লাভ করেন।

এমন যে অসমোর্দ্ধ প্রভাবান্বিত অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব, ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত পতিত আছে, সকলকে আহ্বান করিয়া স্বচরণ-সন্নিধানে কোটি চন্দ্র সুশীতল ছায়া দানে জুড়াইয়া দিতেছেন, তিনিই এক মাত্র পতিতপাবন। নতুবা রামা শ্যামা পতিত পাবন সাজিয়া লাভ কি? জগাই-মাধাই-উদ্ধার নাটকের অভিনয় কালেও ওরূপ নিতাই অনেকেই সাজেন! তাই বলিয়া তাঁহারা কি আর এক একজন নিতাই হইতে পারেন?

স্থানীয়

কুলিয়ার কাণ্ড

জনৈক সহর নবদ্বীপবাসী সংবাদ দাতা জানাইতেছেন,—আজ দুই বৎসর হইল, পাবনার একটী নিরাশ্রয়া বিধবা রমণী এখানে সহায়হীনা অবস্থায় রাধেশ্যাম ভজনাশ্রমে ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে থাকে। লাহোরে স্ত্রী চালানকারিদলের একটী লোক ঐ বিধবাটীকে লাহোরে চালান দেওয়ার অভিপ্রায়ে বিধবাটীকে "ধর্ম্ম মা" বলিয়া ডাকিতে থাকে এবং তাহারই বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া [illegible] রাখিয়া দেয়। পরে ধর্ম্মপুত্র একদিন তাঁহার ধর্ম্মমাতাকে বলিলেন, "মা, আপনার এখানে দেনাপত্রও অনেক হইয়াছে, অত্যন্ত অর্থাভাব, বড়ই কষ্ট পাইতেছেন, তাই আমি মনে করিয়াছি, আমি কলিকাতার কোন ভদ্র ঘরে আপনার একটী চাকরী জুটাইয়া দি।" স্ত্রীলোকটী অভাবের তাড়নায় তাহাতেই সম্মত হয়। তখন ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্মমাতাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার নামে মাতার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য লইয়া চলিলেন। বেণ্ডেল ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিবার জন্য নামিয়াছেন, এমন সময় দৈবক্রমে মেয়ে চালানকারীদলের পাঞ্জাবী নেতা ও কায়কটী মেয়ে দেখিতে পাইয়া বিধবাটীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। বিধবাটী সয়তানের চক্রান্তে পড়িয়াছে মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পুলিশ আসিয়া তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করে। পুলিশের নিকট মেয়েটী সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলে পুলিশ তাহাকে লইয়া থানায় যায় এবং তথা হইতে নবদ্বীপে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। মেয়েটী নবদ্বীপে আসিয়াছে। হাতে পয়সা নাই, কি করিয়া মামলা মোকর্দ্দমা করিবে, সুতরাং নির্বিবাদে তাহাকে সকল অত্যাচারই সহ্য করিতে হইবে।

আজকাল সহর নবদ্বীপে যে ব্যাপার প্রত্যহ সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে ভদ্র-ঘরের মেয়ে ছেলেদের মান ইজ্জত বজায় রাখা দায় হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বৃত্তগণ কখন কোন্ সময়ে কোন্ কুলে কলঙ্ক আরোপণ করে, এই ভয়ে সহরবাসী সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ অবশ্য এই সকল দৌরাত্ম্যদমনের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা আর কয়টী ঘটনা জানিতে পারেন? যাহা হউক, মা, ভগিনীগণ, আপনারা সকলে সাবধান হউন, ধর্ম্মপ্রাণ দেশবাসীও ইহার প্রতিকারের জন্য যত্নবান হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পাঠকগণ অবগত আছেন, ইতঃপূর্ব্বে সহর নবদ্বীপবাসী এক ভদ্রলোকের ১০।১১ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা স্ত্রী চুরী করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া পাঁচজন আসামী চালান হয়। গত ১০ই মে সেই মোকদ্দমার শুনানীর দিন ছিল। তাহাতে [illegible], লোকনাথ ও পাণ্ডত মহাশয়—এই তিন ব্যক্তি খালাস পাইয়াছে। বাদী পক্ষ হইতে কোন জবানবন্দী হয় নাই। ফল কি হয় বলা যায় না।

নানা কথা

ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ ক্রমে ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিল। এদিকে অভাবের তাড়না, তাহাতে পুলিশের অত্যাচার, আর কতদিন তাহারা মাথা ঠিক রাখিবে? তথাপি এতদিন যে তাহারা চুপ করিয়াছিল, কোন শান্তিভঙ্গ করে নাই, এই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। হাওড়ায় ট্রাম, মোটর, বাস প্রভৃতি চলাচলে বড় মুস্কিল হইয়া পড়িতেছে। অফিসকর্ম্মচারীরা নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। অবশ্য ধর্ম্মঘটকারীদের ইচ্ছা নহে কাহাকেও তাহারা আঘাত করে, কিন্তু লোকে যাহাতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, ইহাই তাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়। পুলিশ নানাপ্রকারে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে ফল সুবিধা হইতেছে না। শ্রমিক ইউনিয়নের য়্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও তিন জনকে পুলিশ অবৈধ জনতায় প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকের নিকট হইতে হাজার টাকা জামিন লইয়া শেষে মুক্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এক সভায় শ্রমিকদিগকে উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিয়া আরও কিছুকাল ধৈর্য্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন, শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্র, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিরাম মণ্ডল প্রভৃতি নেতৃগণ শ্রমিকদিগকে সত্যাগ্রহ চালাইতে খুব উৎসাহ দিতেছেন। হরগঞ্জ রোডে পুলিশের সহিত শ্রমিকদলের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। কয়েকজন উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারী নাকি বেশ একটু আহত হইয়াছেন। ধর্ম্মঘটকারীরা শোভাযাত্রা করিয়া হাওড়ায় আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে আসিতে দেয় নাই। শ্রমিকগণ পুলিশের যত বাধা পাইতেছে, ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। পুলিশ কি এইরূপেই শান্তি রক্ষা করিবেন? চণ্ডনীতি অবলম্বন না করিয়াও ত' শান্তি রক্ষা করা যায়। অথবা লোকগুলিকে যেন তেন প্রকারেণ শেষ করিলেই একেবারে শান্তি! এখন কর্ত্তাদের যাহা ইচ্ছা।

গত ৮ই মে হরিদাস প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত একখানা মালগাড়ীর সংঘর্ষ হওয়ায় কয়েকখানা গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিন্তু সুখের বিষয় কোনও লোকের মৃত্যু ঘটে নাই। একখানা অশ্ববাহী গাড়ীতে গভর্ণরের ঘোড়া ছিল, সেখানাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পাবনা জিলার ফকিরপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মজুমদার নামক জনৈক অধিবাসী উক্ত জিলায় ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর মোটর বাসে ভ্রমণের সময় আহত হইয়াছিলেন। তিনি ইহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত পাঁচ হাজার টাকার দাবী করিয়া উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করেন। পাবনা সবজজ বিচার করিয়া খরচাসহ ১৫৭৪৷৷৹ ক্ষতিপূরণ দিবার আদেশ করিয়াছেন।

গত ১০ই মে প্রাতে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু আমেদাবাদ হইতে দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন ডাক্তার আনসর আলী, মৌলবী মহম্মদ আলী এবং অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত লোক ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তথা হইতে সেই দিবসই তাঁহার কলিকাতা ফিরিবার কথা।

পঞ্চানন পাল নামক কোনও রেলযাত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিবার এবং তাহাকে অন্যায় ভাবে আটক করিয়া রাখিবার অভিযোগে মহম্মদ সোফি সিরাজী নামক ই, বি, রেল কোম্পানীর জনৈক ক্রুম্যান পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বোম্বাই মিলসমূহে বিস্তৃতভাবে পিকেটিং সুরু করা হইয়াছে। প্রত্যেক মিলে ২জন করিয়া পিকেট নিযুক্ত হইয়াছে। সার্জ্জেণ্টরা পিকেটদের উপর উৎপীড়ন করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। ধর্ম্মঘটকারীদের হস্তে চরকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট মিটিল না। ধর্ম্মঘটকারিগণের পক্ষ হইতে যে ১০টা সর্ত্ত ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের এজেন্টের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, এজেণ্ট তাহার কোনটাতেই সম্মতি প্রদান করেন নাই। হাজার হাজার শ্রমিক সত্য সত্যই আজ পথের ভিখারী হইল। সরকার কি এইরূপেই প্রজাবাৎসল্যের পরিচয় দিতে চান? দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে যে সবলের অভিযান, তাহা মশা মারিতে কামান দাগার ন্যায়। দুর্ব্বল ত' চিরকালই সবলের কবলে পতিত, ইহার পুনরাভিনয়ে গভর্ণমেণ্টের আর কি অধিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে? নিরন্ন শ্রমিকগণ যে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দু'মুঠা খাইবারও দাবী করিতে পারিবে না, একেবারেই তাহাদিগকে কুকুর বিড়াল হইয়া থাকিতে হইবে, এ সিদ্ধান্ত কখনই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। রাজার নিকট প্রজারা তাহাদের দুঃখ জানাইতে পারে, এতটুকু স্বাধীনতা প্রত্যেক প্রজার আছে। রাজা যদি সে সকল অভাব অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া শুধু নিরন্ন নিঃসম্বল নিরস্ত্র নির্ব্বিরোধ প্রজাবৃন্দের নিকট তাঁহার বীরত্ব দেখান, তাহা হইলে তাহা রাজার পক্ষে কখনও শোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। শ্রমিকগণ তাহাদের কিছু বেতনবৃদ্ধি, বাসগৃহের সুবিধা দেওয়া, বিনা অপরাধে শ্রমিকগণকে নির্য্যাতন না করা, রবিবার ও ছুটির দিনের বেতন প্রার্থনা প্রভৃতি কয়েকটি অতিতুচ্ছ ব্যাপার লইয়াই কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে উপস্থিত হইয়াছে। আর আজ প্রায় দুই মাস হইতে চলিল, তাহার কিছু মীমাংসা হইতে পারিল না। ইহাতে জনসাধারণ কি রাজার প্রজাবাৎসল্যবিষয়ে সন্দিহান হইতে পারে না? যাহা হউক, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর নিরন্ন শ্রমিকগণের সমস্ত অভাব অভিযোগ একটু নিরপেক্ষ হইয়া স্থিরচিত্তে অবধান পূর্ব্বক তাহার প্রতিকরণে প্রবৃত্ত হইলে দেশবাসীর বড় আনন্দের বিষয় হয়।

বিহার থানার অন্তর্গত সাহোকার গ্রামে হিন্দু মুসলমানে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, একটা হিন্দু মিছিল মসজেদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। সেই সময় মিছিল হইতে কেহ নাকি মসজিদে নামাজকারী মুসলমানগণের উপর কয়েকটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহার ফলেই নাকি দাঙ্গার উৎপত্তি।

রাসিয়ার বিখ্যাত বিপ্লববাদীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স জিয়েন ক্রুপোটকিন গত ৭ই মে রাত্রে পীল নগরের এক রাস্তায় দাঙ্গায় জড়িত হইয়া নিহত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, কোকোন মার্কিণ জাহাজী গোরা তাঁহার মাথায় আঘাত করে। তৎফলে মস্তিষ্কে রক্তস্রাব হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি প্রিন্স জেনারেল র‍্যাঙ্গেলের অধীনে বল্‌শেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

চীন জাপানে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত। সিননফুর জাপানী সৈন্য ও অসামরিক লোকগুলির উপর চীনাগণ অতি নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচার করিয়াছে। জাপানী সৈন্য ১২জন নিহত ও ৩০জন আহত হইয়াছে আর ১৪জন অসামরিক লোককে এরূপ ভীষণ ভাবে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মারিয়াছে যে, তাহা অবর্ণনীয়।

উত্তর শাণ্টুংয়ে ও দক্ষিণ চীনে যে সকল খৃষ্টান পাদ্রী আছেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জেনারেল [illegible] পৌঁছিয়াছে। জাপানীগণ [illegible] ও লাইচাং রেলওয়ে দখল করিবার সংকল্প করিয়াছে। [illegible] তিক সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে; এদিকে দক্ষিণ ও উত্তর চীন সম্মিলিত হইতেছে। চীনারাও জাপানীদের সিননফুতে দুষ্কার্য্যের জন্য প্রতিবাদ করিতেছে এবং জাপানীদের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দিপুর থানার এলাকায় বহু গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক শাকান্নাদে তেঁতুল বিচির শাঁস সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। কৃষকেরা পেটের দায়ে হালের গরু, বাসন প্রভৃতি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সহচর কলেরা আরম্ভ হইয়াছে।

হায় ভগবদ্বহির্মুখতায় শাস্তি-কল্পে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী আমাদিগকে কত প্রকারে লাঞ্ছিত করিতেছেন, তথাপি আমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পুত্র অধ্যাপক ইন্দ্র গত ১০ই মে বেলা ১১টার সময় কারামুক্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিচালিত দৈনিকপত্র অর্জ্জুনে জাতিবিদ্বেষ-উদ্রেকের অভিযোগে ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতে পৌঁছিয়া ডাক্তার আনসারীর সহিত পরামর্শ করিয়া কোন স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ই, আই রেলের শ্রমিক ইউনিয়নের য়্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শান্তিরাম মণ্ডল বামনগাছী গুলীবর্ষণ সম্বন্ধে কয়েকজন রেল কর্ম্মচারী ও পুলিশের বিরুদ্ধে যে নরহত্যা ও দাঙ্গার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে গত ৯ই মে বুধবার তারিখে হাওড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত বামনগাছী গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের রায় দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন—ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষীদের জবানবন্দী একই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পর বিরোধী ও সন্দেহজনক যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আসামীদের উপর সমন জারী করা যায় না তবে গুলীবর্ষণ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল কিনা, প্রয়োজনাধিকভাবে গুলি বর্ষণ করা হইয়াছিল কিনা এবং পুলিশের কার্য্য সমর্থনযোগ্য কিনা, এ আদালত সেবিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন না, সুতরাং ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২০৩ ধারা অনুসারে মামলা ডিসমিস্ করা হইল।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

ব্যবসা

আমরা ব্যবসাদারের দল।
ধর্ম্মের ঠাটে বিকাই হাটে
বুঝ্‌তে দিই না ছল।
ধন্য বাবা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের অবতার
আমরা তোমারি পরম ভক্ত,
তোমায় নমস্কার,
আমাদের ব্যবসা যাতে চলে ভাল
দাওগো এমন বল।
এককালেতে বামুনরা সব
ছিল বাজার জুড়ে
ষোলখানি আগ ছিল তাঁদের
হিন্দু জা'তের ঘুড়ে
আ-গর্ভবাস চিতায় চড়া
সবকালেই দখল।
গর্ভাধানে সুরু হ'ল
মরণে নাই শেষ
আদ্যশ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টে
চল্‌ছে তবু রেস্
চুণো পুঁটি —খুদি—
চাঁচি ছোঁচট বাদ যাবার নয়
এমনি, পেতেছিল কল।
সেই বাজারে আমরা এবার
নূতন দোকান দিয়ে
ভাগবত, নাম, মন্ত্র, ঠাকুর
বেচ্‌বো জমজমিয়ে
লোকসানের ভয় নেইকো আদো—
হাতে হাতেই ফল।
অতি সস্তায় কেনা মাল
বেচবো অধিক দামে
খ'দ্দের সব আস্‌বে ছুটে
মহাপ্রভুর নামে
কলিপঙ্কজ লুঠ্‌বে, গিয়ে
স্বর্গ রসাতল।
পরকাল ত' পরের কথা
ইহকালই সাচ্চা
ভোগ ক'রে নি' যত পারি
আমরা চালাক বাচ্চা
লোকে মোদের বলুক সাধু
ছাকা গঙ্গাজল।
রাগ কোরোনা পুকত দাদা
তোমরা মোদের গুরু
তোমাদেরই দেখে শুনে
যাত্রা করেছি সুরু
তোমাদের, দল পুষ্টিই করছি মোরা
নই গো মোরা খল।

—

মানব জন্মের

বিশেষত্ব

(পণ্ডিত শ্রীমণিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

শাস্ত্রে চৌরাশি লক্ষ জন্মের কথা উল্লেখ আছে,

যথা :—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ দশলক্ষাণি পক্ষিণঃ
ত্রিংশৎ লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি
মানবাঃ।"

অর্থাৎ জলজাত জন্ম নবলক্ষ, বৃক্ষ-প্রস্তরাদি স্থাবর জন্ম বিংশলক্ষ, ক্রিমিজন্ম একাদশ লক্ষ, পক্ষিজন্ম দশলক্ষ, পশু জন্ম ত্রিংশৎলক্ষ এবং মানব জন্ম চারিলক্ষ। শেষোক্ত চারি লক্ষ মানব জন্মের মধ্যে বঙ্গমানব জন্ম, অসভ্য কোল ভীল বংশে জন্ম, এবং ক্রমশঃ সভ্য, সভ্যতর ও অসভ্যতম মানব জন্ম সকলও অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে আমরা যে সভ্যতম মানব বলিয়া স্ফীতবক্ষে পৃথিবীর উপর বিচরণ করিতেছি, একবার কি আমরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি যে এই জন্মের বিশেষত্বটা কি? মানবেতর জন্মে এবং অসভ্য মানব জন্মে প্রত্যেক জীবই আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদিতে ব্যস্ত—কিন্তু আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সভ্যতম হইয়া যদি ঐ গুলিতেই রত থাকিলাম, তবে তাহাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে পার্থক্য কি রহিল? আমরা কোন গুণে গুণী হইয়া তাহাদিগের চেয়ে উচ্চ বলিয়া বড়াই করিতে পারি?

ঐ সমস্ত জন্মে সম্পূর্ণ অথবা উপযুক্ত বিচারশক্তির অভাবে তাহারা ভাল মন্দ বিচার করিতে অসমর্থ এবং তদ্ধেতু শ্রীভগবদ্ভজন পরমমঙ্গলপ্রদ জানিয়া তদ্ভজনে নিযুক্ত হইতে অশক্ত। আমরা যদি উপযুক্ত শিক্ষা ও বিচারশক্তি লাভ করিয়াও উহাদেরই মত থাকিলাম, বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চালনা না করিলাম, তাহা হইলে আমাদের উচ্চতম জন্মের অবস্থানকে ধিক্, শতধিক্। শ্রীমদ্ভাগবত গাহিয়াছেন :—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

অর্থাৎ এই যে সভ্যতম শিক্ষিত মানব জন্ম, ইহা চৌরাশী লক্ষ জন্মান্তে প্রাপ্তব্য সুতরাং সুদুর্লভ। ইহা পরমার্থপ্রদ—অর্থাৎ এই একমাত্র মনুষ্য-জন্মেই উপযুক্ত বিচার-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি থাকা হেতু পরমার্থের অনুশীলন সম্ভবপর, অন্যান্য ইতর বা উচ্চ যোনিজন্মেও তাহা অসম্ভব। এবংবিধ জন্মটি আবার অনিত্য অর্থাৎ কখন যে কাহাকে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। আজই হউক, দু'দশ দিন পরেই হউক বা দু'দশ বৎসর অন্তেই হউক, সকলকেই ইহ ধাম ত্যাগ করিতে হইবে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহার পরমায়ু আর সাত দিবস মাত্র আছে জানিতে পারিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ পূর্ব্বক পরমপুরুষার্থ-প্রাপক শ্রীভগবৎকথা শ্রবণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কিন্তু হায়, আমরা যে আর সাত দিন বাঁচিব, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? এইরূপ জন্ম লাভ করিয়া ধীর ব্যক্তি অবশ্যমৃত্যুকালাবধি পরমমঙ্গলময় পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীভগবৎপ্রেমা লাভের নিমিত্ত অবিলম্বে যত্ন করিতে থাকিবেন। বিষয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদির ভোগ্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদিতে রত থাকিবেন না, কারণ ঐ সকল বিষয় অন্যান্য জন্মেতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সুদুর্লভ, পরমার্থপ্রদ ও অনিত্য জন্মের যে কয়টা দিন আর জীবিত থাকা যায়, সে কয়টা দিন আর ঐ অনিত্য বিষয় ভোগে প্রমত্ত না হইয়া পরমমঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। এ স্থলে

শ্রীমদ্ভাগবতের আর একটি শ্লোক মনে হইতেছে :—

"কুরঙ্গ পতঙ্গ মাতঙ্গ ভৃঙ্গ মীনা হতাঃ
পঞ্চভিরের পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ
সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।"

অর্থাৎ কুরঙ্গ (হরিণ) ব্যাধের বংশীর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করতঃ তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধের সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রাণ হারাইয়া থাকে। পতঙ্গাদি অগ্নির উজ্জ্বলরূপ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মাতঙ্গ (হস্তী) হস্তিনীর স্পর্শ সুখ-লালসায়, শিকারীকর্ত্তৃক শিক্ষিত মুক্ত হস্তিনীর নিকট গমন পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ইহলীলা সংবরণ করে। ভৃঙ্গ (মক্ষিকা) রসনার তাড়নায় মধু আস্বাদন করিতে গিয়া মধুতে পক্ষবদ্ধ হইয়া পরলোক গমন করে। মীন (মৎস্য) শিকারী কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চারের সুগন্ধে মোহিত হইয়া তৎসংযুক্ত বড়শীতে বা জালে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের পরবশ হইয়া এক এক জাতীয় প্রাণী জীবন হারাইতেছে। আর যে মনুষ্য ঐ পঞ্চপ্রকার ইন্দ্রিয়ের বশে অবস্থান করিতেছে—সে কেন না মরিয়া আছে—অর্থাৎ তাহার অবস্থা আরও শোচনীয়।

অতএব এই সকল বুঝিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের শ্রীহরি-ভজন করা কর্ত্তব্য। শ্রীহরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম এই জন্মের কৃত্য নহে। এই একমাত্র মানব জীবনে শ্রীহরিভজন সম্ভব, যাহা অন্যান্য জন্মে সম্ভবপর নহে—ইহাই মনুষ্যজন্মের বিশেষত্ব। সুতরাং হে ভ্রাতৃবৃন্দ, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"

অসুর কে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যথা দেবতা ও অসুর। যাহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দেবতা ও যাহারা তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন তাহারা অসুর-পর্য্যায় ভুক্ত। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত "দ্বৌ-ভূত-সর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব-আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" শ্লোক হইতে জানা যাইতেছে যে, দেবতা ও অসুর ভাবাপন্ন দ্বিবিধ শ্রেণীর মনুষ্য সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতেই পৃথিবীতে বাস করিতেছে।

দেবতাগণ বিষ্ণুভক্ত, অতএব তাঁহারা ভগবৎপ্রীতি-কামী ও পরস্পর মিত্র-ভাবাপন্ন। অসুরদিগের স্বভাব দেবতাগণের ন্যায় একনিষ্ঠ নহে॥ আসুরিক স্বভাব বর্ণনে, যথা শ্রীগীতায়,—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" অসুরদিগের মধ্যে কেহ ঐহিক সুখান্বেষী হইয়া কেবল মাত্র আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাদি কার্য্যে ব্যস্ত, কেহ পারত্রিক স্বর্গাদি সুখের আশায় যজ্ঞাদিতে পশুবধাদি বীভৎস কার্য্যের পক্ষপাতী, অপর কেহ শূন্যবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক আত্ম-ঘাত করিবার জন্য উদ্যত এবং কেহ কেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও সাযুজ্য মুক্তির আশায় কালী-দুর্গাদি নাম্নী মায়াশক্তি, সূর্য্য-গণেশ-শিবাদি বিশিষ্ট-দেবতার বা বিষ্ণুর নামে কোন নিরাকার জড়-তত্ত্বের উপাসনাকারী। যে হেতু অসুরগণের মধ্যে প্রত্যেকে পৃথক পৃথক স্বার্থ-সিদ্ধির-প্রয়াসী, তজ্জন্য তাহারা পরস্পর ও দেবতাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগ 'কলি' নামে খ্যাত। 'কলি' শব্দ বিবাদকে বুঝায়। সুতরাং বিদ্যমান যুগই কলিযুগ। এই কলিযুগে সোঽহং-বাদ ও শূন্যবাদ রূপ দুইটী অসৎ মতবাদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, যাহার ফলে অধিকাংশ আর্য্য জাতির মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর মুসলমান, খৃষ্টিয়ান ও অগ্নিউপাসক বিধর্ম্মী প্রভৃতি ম্লেচ্ছ বা অনার্য্যদিগের

আগমনে ও তাহাদিগের সংস্রবে ভারত-বর্ষবাসী আর্য্যগণের বুদ্ধি আরও অধিক পরিমাণে আসুরিক ভাবে বিভাবিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য যুগাপেক্ষা কলিযুগে আর্য্যদিগের সনাতন বিষ্ণুভক্তির পথ অতিমাত্রায় বিপন্ন হইয়াছে। বর্তমান কালে ঘরে বাহিরে, সভা-সমিতিতে, স্কুল-কলেজে, বৈঠকখানায়, কম্মস্থানে ও পুস্তক, বার্ত্তাবহে প্রায় সকলেই আসুরিক ভাবের আলোচনা প্রবল উৎসাহের সহিত চলিতেছে। আসুরিক এরূপ ঘোর দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

> "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
> শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটি-রুদ্ধঃ।
> হা হা ক যামি বিকলঃ কিমহং
> করোমি
> চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

আর্য্যগণ শ্রৌত-পন্থী তাঁহারা পূর্ব্ব মহাজনদিগের বাক্য অবিচারে বিশ্বাস স্থাপন করেন। অতএব যে আর্য্যদেশ-বাসীর ধমনীতে বিন্দু মাত্র আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারা কখনই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের বাক্যকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কাজেই তাঁহাদিগের উচিৎ, কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের অভিপ্রায়-মত অসৎ মতবাদ রূপ কামের কুম্ভীরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশে কোটী-কণ্টকরুদ্ধ শ্রীভক্তিমার্গের অনুসরণ করা ও শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের শরণাগত হওয়া। নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ বৈষ্ণবের সঙ্গ ব্যতীত শ্রীভক্তিমার্গে বিচরণ ও শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের শরণাগত হওয়া সম্ভবপর নহে। যে সকল ব্যক্তি বাহ্যে বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করে ও অন্তরে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা পোষণ করে, তাহারা কপটী। তাহাদিগের আনুগত্য-ফলে জীব দেহান্তে মহারৌরব নামক নরকে গমন করে, যথাহি—

> "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
> পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্
> বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

সুতরাং ভজনক্ষেত্রে কপটীদিগের আনুগত্য বা তাহাদিগের সাহায্য করা, বুদ্ধিমান লোকের উচিৎ নহে। কপট গুরু বা কপট বৈষ্ণবদিগের ছলনায় ভুলিয়া যাঁহারা—শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কার্য্যকলাপে দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা কলিহত জীব ও নরকের পথিক। তাঁহারা যদি এখনও নিজ নিজ দোষ অবগত হইয়া শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের আর নিষ্কৃতি নাই।

উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়াছে

প্রথম প্রদর্শনী

অনেক কৌতূহলাক্রান্ত ছিলেন জানিবার জন্য এলবার্টহলের শ্রীগৌর-জন্মস্থান নির্দ্দেশ-সভার মুখ্য উদ্দেশ্য কি? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে কিন্তু এখন উঁহাদের অন্তরের গূঢ় রহস্য ইঁহাদের উক্তি-দ্বারাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের উক্তিবলে জানা যায় যে শ্রীধাম মায়াপুরের ব্যাপারে অনেক টাকা কড়ি আমদানী হয় এবং শ্রীগৌরজন্মস্থানের প্রারব্ধ বৃহৎ ব্যাপার। তাহার ক্ষতি হইবে বলিয়া নাকি শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কোন সভ্য উঁহাদের মতলব সিদ্ধির কোন সহায়তা করেন না। এক্ষণে বিচার্য্য এই, তাহাদের সভা করিবার উদ্দেশ্য কি? তাহার উত্তরে ফরওয়ার্ডে দাস-লিখিত উহাদের পত্রখানিই প্রমাণ করিতেছে যে, ব্রজমোহন দাস নামক ব্যক্তি তাহার অভিসন্ধির সাফল্য লাভ করিতেছে না দরিদ্রতার জন্য। তাহার প্রশংসা-পত্র-দাতা ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস তাহাকে দেবতুল্য সংযতগণের সেবা বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন সুতরাং সে কামক্রোধাদি ষড়রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে কিন্তু বিগত দ্বাদশ বর্ষের উক্তদাসের চরিত্র হইতে প্রতিকূল ব্যবহারের অসংখ্য বিবরণ শ্রুত হয়। সে কাঁকড়ার মাঠে সওয়া ছয় টাকা খরচ করিয়া মহোৎসব করে আর শ্রীধাম মায়াপুর প্রতিবর্ষেই ঋণ করিয়া কতিপয় সহস্র বৈষ্ণব সেবা করাইতে হইতেছে। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে তাহার বনস্থায়ে সকল মহোৎসব-দাতাই অসন্তুষ্ট এবং তাহার দলে সহৃদয় লোকের অভাব আছে। শ্রীমায়াপুরের আদর্শচরিত্র ভক্তগণের সকল সজ্জন সমাজই বন্ধু ও সহায়। তজ্জন্য তাহার ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হওয়াছে কাঁকড়ার মাঠের ব্যাপারটাকে বাড়াইয়া নিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের মহোৎসবকে খর্ব্ব করার জন্য তাহার নানা মতলব ভাঁজা। এইরূপ হিংসাবৃত্তিতে উক্তদাসেরই অধিকার আছে। সে পূর্ব্বে সিং বলিয়া উপাধি মণ্ডিত ছিল। সিং শব্দটী সিংহ শব্দের অপভ্রংশ না সিঙ্গী শব্দের চলিত ভাষা, ভাষাকর তত্ত্ববিদ্ তাহার বিচার করিয়া থাকেন। যে হিংসা করে, তাহাকে সিংহ বলে। গুণগত বিচার করিলে দেখা যায়, ইহার হিংসাধর্ম্ম গৌরাঙ্গসেবক পত্রের অঙ্কে প্রচুর পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, তাহার হৃদয়ঙ্গম দাস ঘোষ বংশোদ্ভূত কোন বিদ্যাভূষণের দ্বারা। চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ বিষ্ণুপ্রিয়া কাগজের স্তম্ভ ছিলেন। এই দুই ঘোষদাস ও চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ উভয়েই উহার স্বজাতীয়াশয় স্বতোষয় বান্ধব বলিয়া গৌরবান্বিত। এই যুগলের বড়ই সাংসারিক অভাব বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মব্যবসায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করেন কিনা জানিনা, কিন্তু উক্তদাসকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন না। পালির অধ্যাপনা ছাড়া দাসঘোষ মহাশয় কোন নির্দ্দিষ্ট চাকরী করেন না তবে গৌরাঙ্গসেবক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চালিতাবাগান-সম্মিলনী প্রভৃতির অবৈতনিক সম্পাদক সুতরাং টাকা পয়সা দ্বারা বন্ধুর কোন উপকার করিতে না পারিয়া এলবার্ট হলে প্রশংসাগান করিয়া ও করাইয়া সেবা করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় শ্রোতৃবৃন্দকে দাস সিংহের বাহবা গান করিয়া তাহাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ দ্বয়ের বড়ই, দয়ার শরীর। তবে সিংহদিগের পরহিংসা গুণগত বিচার এবং "শতহস্তেন দুর্জ্জনঃ, চাণক্য নীতি বাক্য তাঁহার হিংসিত জনগণকে এলবার্ট-হল সভা হইতে সহস্র সহস্র হস্ত দূরে রাখাইয়াছেন সুতরাং মিটিংএ শ্রীধাম প্রচারিণীসভা যাবেন কি করিয়া? মোটের উপর টাকারই দরকার তাহা না হইলে বড়ো বৈরাগ্য পঞ্চমম্ এবং অনৃত, মদ ও বাসনা জন্মগ্রহণ করিতে পারেনা বলিয়াই ভাগবত উপদেশ দিয়াছেন। বিগত দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া দেওয়ানের মন্দির খোঁড়াইতে গিয়া যে সকল টাকা আমদানী হইয়াছে, তাহার একটা অথবার হিসাব সংগৃহীত হইলে আর বাকীটা কাহার দ্বারা কিরূপ হইয়াছে এবং কত টাকা কাহার নিকট কিরূপ ভাবে মজুত আছে জানা যাইবে। আর্কিওলজিক্যাল বিভাগ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হিসাব নিকাশ লইয়া অবশ্যই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহাতে ঐ পূর্ব্বসঞ্চিত টাকা আদায় লইয়া কার্য্যটী সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়, সভাতে বিদ্যাভূষণদ্বয়, পাল মহাশয় ও দাস মহাশয় অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন। দাস মহাশয় উক্তদাসের বন্ধু, স্বগ্রামবাসী ও পিতৃতুল্য। বাৎসল্য ভরে অবশ্যই কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইবেন না। উক্ত দাসের উকীলের ব্যাপারটী অবশ্য শ্রীধামপ্রচারিণী সভা বা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ন্যায় অত বৃহৎ নয়, কিন্তু ডাক্তার নন্দীর বিষয়ের ট্রাষ্টি সূত্রে শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী মল্লিক মহাশয় দাসের উকীল বাবুর দ্বারা তাহাকে সাহায্য করিতেছেন কিনা আমরা জানিনা। মোহান্তগণের উকীলবাবু অবশ্যই ওকালতি করিয়া তাঁহার অর্জ্জিত কনকসমূহ হরিসেবায় এবং দাসসিংহের সেবায় দিলেও তাহার অনেকটা কষ্টের লাঘব হয়। অতুল শ্রীধাম মায়াপুরের আয়লোলুপতার অর্থে লোভী হইবার চেষ্টা দেখাইলে তাহা দ্বারা তাঁহার কি মঙ্গল হইবে বুঝা যায় না। এলবার্ট হলের সভার প্রাক্কালীন প্রকৃষ্ট সত্য আবরণ করিয়া কয়েকটী মিথ্যা বিষ্ণু মনঃকল্পিত অশ্লীল চেষ্টা প্রদর্শন দ্বারা স্ব স্ব চিত্তবৃত্তির দুর্গতি প্রদর্শনে কি ফল দিবে? মোহান্তগণের উকীল যিনি ডাক্তার নন্দীর ষ্টেটের কার্য্যকর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহার ব্যাপার ও আমদানী কম বলিয়া দুঃখিত হইলে চলিবে না। আর তাহার প্রান্তি-কারার্থে মক্কেলের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি লাভের আশায় যে জিঘাংসা দেখাইয়াছেন, তাহা সভা-পতি মহারাজও অনুমোদন করেন নাই। সেদিনকার সভায় আগন্তুক কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সভা করিয়া গাঙ্গুলী গোস্বামীদ্বয়, কুলিয়াবাসী মণ্ডলী ব্যক্তিগণ, বিদ্যাভূষণ-দ্বয়, দাসদ্বয় ও পাল মহাশয় প্রভৃতি কাহাকেও আলোকচিত্রাদি দেখাইয়া স্বীয় দলভুক্ত করিতে পারেন নাই। তাহাদের সমস্ত শ্রম একপ্রকার ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। টাকার জন্যই সভা, হিংসাতৃপ্তির জন্যেই সভা, তাহার অনেকগুলি নমুনা পত্রখানিতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। আবার সত্যলোপ করিয়া অপরের প্রতিহিংসা করিবার জন্য টাকা দিবার লোক তৃতীয় পক্ষ হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। একদলের আন্তরিক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবে আর অপরে টাকা দিবে, এই পন্থা সব জায়গায় খাটে না। শ্রীমায়াপুরের সংগৃহীত ভিক্ষা কি কি কার্য্যে লাগে, আর কাঁকড়ার মাঠের সংগৃহীত ভিক্ষা কি কার্য্যে এতদিন লাগান হইয়াছে? একথা এখনও গোপন রাখার আবশ্যক কি? শ্রীমায়াপুরের সদনুষ্ঠানের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কার্য্যকারকগণ তাঁহাদের কষ্টে উপার্জ্জিত বিত্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত সম্পূর্ণ ব্যয় করেন। এমন কি নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য কিছুই লন না, আর কাঁকড়ার মাঠের দাস সিংহ এত দিন যে হাজার হাজার টাকা জন্মস্থানের নাম দিয়া আদায় করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিজের উদর-ভরণ ও সঙ্গিনীগণের ব্যয় নির্ব্বাহে কত ব্যয় করিয়াছেন, তাহার একটা হিসাব সভাতে দাখিল করিলেই সব কথা বুঝা যাইত।

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৩) আজ প্রায় ৪০৪২ বৎসর পূর্ব্বের কথা—যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ

নিযুক্ত ডেপুটী কালেক্টর পদে ছিলেন, তখন তিনি কালেক্টরীতে রক্ষিত রুইনুইনিয়াম সেটেলমেন্টের কাগজে শ্রীমায়াপুরের নাম দেখিতে পাইয়া তাহাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানটী নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার সরকারী সবডেপুটী-কালেক্টর শ্রী হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই কৃষ্ণনগরে কানুনগোর পদে থাকাকালে এই শ্রীমায়াপুর এবং বল্লালদীঘী প্রভৃতি গ্রাম স্বহস্তে জরিপ করিয়াছিলেন, তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের রেনাল সাহেবের সার্ভের নথি প্রভৃতি কাগজ হইতে এই স্থানটীর যে নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন।

সুহৃর নবদ্বীপ-বাসী মহেন্দ্রবাবু ডেপুটী, রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ, হেমবাবু সব্ ডেপুটী, দ্বারিকবাবু ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত, কালেক্টরীর পোদ্দার প্রভৃতি প্রায় ৮।১০ জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে স্বরূপগঞ্জ হইয়া শ্রীমায়াপুরে শুভাগমন করেন। ম্যাপ ও কাগজপত্র মিলাইয়া এবং স্থানীয় বহু বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট বাচনিক অনেক কথা শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে যে স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন, এই স্থানই—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান। কৃষ্ণনগর-নিবাসী বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত মহাশয় এখনও সেই কালেক্টরীর পোদ্দারের কার্য্যেই ব্রতী আছেন। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই সাধারণ সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। দ্বারিকবাবু, হেমবাবু, নফর বাবু প্রভৃতির উপস্থিতিতে যখন ঐ জমি মাপ জোপ করা হইতেছিল, তখন লালবিহারী বাবু নিজের হাতে নিদর্শন-চিহ্ন প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং সেই সুপ্রাচীন সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষের গুঁড়িটী যেখানে ছিল, সেই স্থান নিজের চক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।

(১৪) নিম্নে আর দুইটী অকাট্য প্রমাণ ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। ইহা পড়িয়া সুধীব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর কোথায়? প্রথমটী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সাময়িক পত্রের ষষ্ঠখণ্ড ৪৪২ পৃষ্ঠা "ভাগীরথীর উপকূলে" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত হইল—

"প্রাচীন নদীয়ার প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাংশ সমস্তই নদীগর্ভজাত হইয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গানদীর কৃষ্ণনগরের উপকূলে ছিল বলিয়া কৃষ্ণনগর জিলাকে 'নদীয়া জিলা' বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছিল। "গবর্ণমেণ্ট, পরে নদীয়া সহর নদীর অপর পারে থাকায়, ঐ সহর বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের এক ভদ্রলোক নদীয়ার মৃত্তিকাভ্যন্তরে ৮ হস্ত নিম্নে মৎস্যাকঙ্কাল খনন করিয়া বাহির করেন।

নদীয়ার উত্তরাংশে বল্লালদীঘী-গ্রামে বল্লাল সেনের সুপ্রসিদ্ধ রাজভবন ছিল। তথায় পূর্ব্বে অনেক দেবমন্দির ছিল, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নদীতে কবলিত হইয়াছে।"

(১৫) দ্বিতীয়টী স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত "রাজ্যের ভারত" নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত—

"প্রাচীন হিন্দু রাজধানী নদীয়া কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল উত্তরে দুইটী নদী-সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। * * এই স্থান হইতেই বঙ্গের শেষ হিন্দু নৃপতি মুসলমানগণের আগমনে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। এই স্থানেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভগবদবতার অবতীর্ণ হন এবং হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়া পাশ্চাত্য লুথারের লীলাভিনয় করেন। ইতিহাসের প্রাগবস্থা হইতে এই স্থানেই সংস্কৃত বিদ্যার অধ্যাপনাকার্য্য সাধিত হইত। কঠিন দার্শনিক-সত্যসমূহ অচঞ্চল বিদ্যার্থী বাল্য হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিত।

আমি পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে ভারতীয় প্রাচীন অক্সফোর্ডে অবতরণ করি। কোন দেবমন্দির বারান্দা হইতে একটী স্থূলকায় উদারমতি সাধক মালায় হরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি তাঁহার ধর্ম্মের মূল-পুরুষের জন্মস্থান কোথায় জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, ভাগীরথী প্রথমেই পবিত্র নগরটীকে দুইভাগে ছিন্ন করিয়া—নগরকে প্রদক্ষিণ করিয়া—প্রবাহিত হওয়ায় প্রাচীন মূল নগরীর অবশেষ নদীর অপর পারেই অবস্থিত হইয়াছে। যেখানে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, গভীর মৃত্তিকা পুরাবস্তুগুলিকে আবরণ করিয়াছে।

(১৬) ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে বল্লাল সেনের রাজধানী মায়াপুর নবদ্বীপেই অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

(১৭) কাশীমবাজার পেনিনসুলা ম্যাপে কুলিয়ার সংস্থান প্রভৃতি বিচার করিলে শ্রীমায়াপুরের সংস্থানও স্পষ্টভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়।

(১৮) এতদ্ব্যতীত ২৫ বৎসরের 'সজ্জন-তোষণী' পত্রিকা, ৬ বৎসরের 'গৌড়ীয়', তিন বৎসরের নদীয়া-প্রকাশ, "নদীয়ার-অবস্থিতি-মীমাংসা," 'প্রাচীন নদীয়ার কথা' প্রভৃতি পত্র ও গ্রন্থে বিবিধ প্রমাণ-বাক্য দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে—নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর তৃতীয় বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব এবার মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। আর একটা সুসংবাদ এই যে, এবার শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে শ্রীগৌরসুন্দর সংকীর্ত্তনমুখে ভক্তনয়নাভিরাম শ্রীঅর্চ্চাবতাররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রীমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণের তিন দিবস ব্যাপী বক্তৃতা, পাঠ ও সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব হইয়াছিল। মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক উৎসব-দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ধনবান, নির্দ্ধন, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া অকাতরে বিতরিত ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ ও হরি-কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাহাড়ী প্রভৃতি স্থানীয় জমিদারগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসাহ।

নানা কথা

(স্থানীয়)

আমাদের নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর এখনও অসুস্থ আছেন। এখন তাঁহার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথী মতে হইতেছে এবং আর একটী নূতন উপসর্গ বিবমিষা তাঁহাকে বিশেষ উদ্বেগ দিতেছে। আমরা ভগবচ্চরণে তাঁহার নিত্যমঙ্গল কামনা করি।

গত ৯ই মে অপরাহ্নে কৃষ্ণনগরের ব্যায়াম সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে ভূতপূর্ব্ব জেলা ইঞ্জিনিয়ার মাননীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সম্পাদক হইয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন কিছুকাল পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরস্থ জলাঙ্গী বা খড়ে নদীর অপরপার্শ্বস্থ মায়াকোল নামক গ্রাম অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাশ গুপ্ত তাঁহার বয়েজ স্কাউটদল সহ পথে পথে শোভাযাত্রা করিয়া বস্ত্র ও অর্থ ভিক্ষা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা নিরন্ন গ্রামবাসিগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বীরনগর উলুইচণ্ডীর মেলায়ও এই স্কাউটদল যাত্রিগণের নানাবিধ সুবিধা করিয়াছেন।

আমরা এই সকল যুবকবৃন্দের এই সদনুষ্ঠানের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের নিকট আর একটী কথা নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা যদি "মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ভগবৎ সেবা, অন্যান্য কর্ত্তব্য সেই সেবার আনুগত্যে অনুষ্ঠেয়"—ইহা সম্যক্ প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেশহিতে ব্রতী হন, তাহা হইলে তাঁহারা দুঃস্থ দেশবাসীর ঐহিক মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে যে মঙ্গললাভ করিলে আর কখনও কোন অসুবিধায় লোকেরপড়িতে হয় না, সেই পারত্রিক মঙ্গল বিধান করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, বঙ্গের অন্যান্য পল্লী অঞ্চলের ন্যায় কুষ্টিয়া মহকুমার পল্লী অঞ্চলেও ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে। তন্নিবারণ-কল্পে গবর্ণমেণ্ট এবার ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা ইউনিয়ন বোর্ডে ভাগ করিয়া দিলে পল্লীবাসীর বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এইপ্রকার ভাবে অন্যান্য পল্লীবাসীরও জলাভাব যথা সম্ভব দূর করিবেন।

(ভারতীয়)

প্রকাশ যে, অম্বিধাধার অন্তর্গত বলরামপুরের মহারাজকুমারীর সহিত ত্রিপুরার মহারাজার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। বিবাহে ৫লক্ষ টাকা যৌতুক দেওয়া হইবে। আগামী ২০শে মে 'তিলক' উৎসব সম্পন্ন হইবার কথা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। আবার শীঘ্রই দার্জ্জিলিং যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়। সরকার মহাশয় দার্জ্জিলিংয়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিবেন বলিয়া তথায় একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসুর পত্নী গত ১১ই মে প্রাতে ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নাগপুরে হৃদ্রোগেপ্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আলিপুরের জিলা পুলিশ গোপনে জানিতে পারে যে, একদল ডাকাইত নৈহাটি অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ ইহা জানিবামাত্র একদল সশস্ত্র পুলিশ নৈহাটির দিকে প্রেরণ করেন। পুলিশরা সন্ধানে সন্ধানে একটী বাগান ঘেরাও করে, সেই বাগানের মধ্যে ডাকাইতরা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইতেছিল। ডাকাইতরা পুলিশের আগমন জানিতে পারিয়া পলায়নের চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশের সংখ্যা বেশী থাকায় অকৃতকার্য্য হইয়া ধরা দেয়। ৭জন ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলিতেছে।

৬ঠা মে বেলা ১১টার সময় হঠাৎ বৃন্দাবন ছায়ায় ঢাকা পড়ে। সবাই মনে করল, শীঘ্রই শিলাবৃষ্টি হইবে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা মেঘ নহে। প্রকাণ্ড এক ঝাঁক পঙ্গপাল কোথা হইতে যেন হঠাৎ উড়িয়া আসিয়া বৃন্দাবনের আকাশে উড়িতে থাকে। ইহার এক অংশ যমুনার তীরে সবুজ মাঠে নামিয়া আসে, কিন্তু শীঘ্রই আবার উড়িয়া যায়। যে মাঠে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা শস্যক্ষেত্র ছিল কাজেই আবার শীঘ্র উড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। পঙ্গপালের এই দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছিল। —বাংলার কথা।

হরিশপুর গ্রামের জনৈকা স্ত্রীলোকের গর্ভে একটী অত্যদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশুটী মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। উহার উপরার্দ্ধ মনুষ্যাকৃতি এবং নিম্নার্দ্ধ ছাগশিশুর অবয়বের অনুরূপ হইয়াছিল। ভগবানের সৃষ্টি রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে ইহা একটী অদ্ভুতম নিদর্শন।—'পঞ্চায়েৎ'

স্যার জগদীশ চন্দ্র বিলাতে বিজ্ঞানবিৎ পরিষদে তাঁহার নূতন নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া ইউরোপবাসিগণকে চমৎকৃত করিতেছেন। তিনি একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বৃক্ষপল্লবটীরও পর্য্যন্ত হৃৎস্পন্দন উপলব্ধি করা যায়। মানুষের মত পল্লবটীও ধড় ফড় করিয়া প্রাণত্যাগ করে। স্যার জগদীশের বহুপূর্ব্বতম মহর্ষিগণ এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার চেতনের উদাহরণ দিয়াছেন। কোন যন্ত্র দিয়া দেখান নাই বলিয়া বৃক্ষাদির চেতন সম্বন্ধে আমাদের কোন বিশ্বাস হইত না। এখন বসু মহোদয় যন্ত্রসাহায্যে দেখাইলেন কিনা তাই লোকের বিশ্বাস হইল। জগৎ প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষকেই মূল প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতে চায়, তাই ভগবৎকথায় তাহার বিশ্বাস হয় না। ভগবান্ কেও হয়ত সে যন্ত্র সাহায্যে দেখিতে চাহিবে! কিন্তু ভগবান্‌কে দেখিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ যে মনুষ্যের সাধ্যাতীত। প্রেমাশ্রুজলক্ষুরিত-ভক্তিবিলোচন বিনা যে ভগবদ্দর্শন কখনই সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষ শব্দ-প্রমাণের অনুগত হইলে তাহাকে প্রমাণ মধ্যে গণনা করা যায়। সে প্রমাণ কখনও ভগবদ্ভক্তিবিরোধী হয় না। যাহা হউক বুদ্ধিমান্ জনগণ এখন হইতে জীবহিংসা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবদ্ভজনই যে একমাত্র উপায় তাহা বুঝিবেন। শাক সব্জী ফলমূলাদি যদি ভগবানে নিবেদন করিয়া ভগবৎপ্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে সাত্ত্বিক আহার দ্বারাও জীবহিংসা অপরাধ হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

জগদীশ চন্দ্রের আর একটী আবিষ্কার —সাধারণের বিশ্বাস ছিল বৃক্ষগণ পত্রাদি সাহায্যে রস আহরণ করে, কিন্তু তাহা সত্য নহে। অনেক বৃক্ষলতাদিকে পত্রশূন্য অবস্থাতেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। বৃক্ষ শাখা উপর বা নীচে যে কোনও দিক্ হইতে রস সংগ্রহ করিতে পারে।

নাগপুর রায়গড় ষ্টেটের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বলদেও প্রসাদ মিশ্রের একটী ১১ বৎসরের বালক ও ঐ ষ্টেটের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের একটী ১৫ বৎসরের বালক দুইটী খেলা করিতেছিল। দেওয়ান সাহেব ও পুলিশ সাহেব রাজবাড়ীতে ছিলেন। ইতিমধ্যে দেখা যায় দেওয়ান-পুত্রের মস্তক ভেদ করিয়া একটী গুলী চলিয়া গিয়াছে, রক্তাক্তদেহে প্রাণহীন অবস্থায় ছেলেটী পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ পিস্তল লইয়া খেলা করিতে করিতেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।

সিরাজ গঞ্জ, পাইকপাড়া গ্রাম হইতে একটী সংবাদ আসিয়াছে যে, একটী স্ত্রীলোক একজোড়া যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। উহাদের উদর নাই, আর আর অঙ্গ ঠিক ছিল। জন্মের পরই সন্তান দুইটীর মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত শুক্রবার মাদ্রাজ মেলে কলম্বো যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে জাহাজে চড়িয়া তিনি মার্শেলে যাইবেন। পুত্র শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ইউরোপ ভ্রমণে কবিবরের সঙ্গেই থাকিবেন। শ্রীযুত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁহার স্ত্রী কলম্বো পর্য্যন্ত যাইতেছেন। মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ মাদ্রাজে তাঁহার সঙ্গী হইবার কথা।

বিদেশী পণ্যদ্রব্য বয়কট সম্বন্ধে লোকের কতকগুলি গোঁড়ামি আছে। সে গোঁড়ামিগুলি ছাড়িতে না পারিলে কখনও দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্বে কাপড়ের কল প্রচলন দেশের পক্ষে অহিতকর বলিয়া প্রচার করিতেন। গত ১লা মে তিনিই আবার কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া এক কাপড়ের কলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। কেবল চরকা দ্বারা বস্ত্রাভাব দূরীকরণ অসম্ভব, ইহা এখন অনেকেই বুঝিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা নিজেরা নিজেদের অভাব অভিযোগ মিটাইবার মত প্রচুর ক্ষমতা লাভ করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত বিদেশীয় শিল্পের সহায়তা আমাদিগকে কিছু না কিছু গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বিদেশী না হইয়া যাই, নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া না ফেলি, ইহাই দেখিতে হইবে। গোঁড়ামির প্রতি বেশী লক্ষ্য না রাখিয়া ইকনমির প্রতিই আমাদিগকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। দেশের বেকার লোকদিগকে বসাইয়া না রাখিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। অন্ন বস্ত্র সমস্যাই আমাদের দেশের মস্ত বড় সমস্যা। অন্নসমস্যা সমাধান আমাদেরই হাতে। বস্ত্র সমস্যাটার সমাধান এখন যদিও অন্যের হাতে পড়িয়াছে, কিন্তু চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তাহা আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। কেবল কতক গুলি বিদেশী বস্ত্র পোড়াইয়া বিদেশী বস্ত্র বয়কট হইবে না, নিজেদেরই অর্থ নষ্ট হইবে মাত্র। যে বস্ত্রগুলি পোড়ান হয়, সে বস্ত্রগুলি গরীব লোকে পাইলে বরং পরিয়া বাঁচে। কতকগুলি ধনী লোকের খাম খেয়ালে পড়িয়া গরীব বেচারাগুলিও মারা না যায়। শ্রীযুক্ত সুভাষ বাবু বলেন, ইংরাজদের সহিত বিরোধ করা বা তাহাদিগকে বিদ্বেষ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা আমাদেরই ভাই ভগিনীদের প্রয়োজন সরবরাহ যাহাতে করিতে পারি, আমাদের জীবনধারণোপযোগী নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির জন্য বিদেশীদের দ্বারস্থ হইতে না হয়, তাহার ব্যবস্থাই আমাদিগকে যেন তেন প্রকারেণ করিতে হইবে। বিদেশীয় মেসিন প্রভৃতি আনিয়া দেশের কিছু সুবিধা করিয়া লওয়া যায়, ক্ষতি কি! ক্রমে ক্রমে আমরাও মেসিন প্রস্তুত করিতে শিখিব। মানুষ না করিতে পারে, এমন কি আছে। অধ্যবসায়ের অভাবেই আমাদিগকে নানা কষ্ট পাইতে হয়। মোট কথা নিকট যে সুবিধাটুকু পাওয়া যায়, তাহা অন্ততঃ একমাত্র ছাড়িয়া কিছু লাভ নাই। কিন্তু সে সুবিধা লইতে যাইয়া একেবারে তাহা-দিগেরই কেনা গোলাম হইয়া আমরাই নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব বিদেশীয়গণকে দিয়া কতকগুলি ধূলা মাটি লইয়াই বঞ্চিত না হই, এই টুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যতটা সম্ভব, ততটা চরকা ও তাঁতের প্রচলন হউক আর বস্ত্রের কলও ভারতবাসীর নিজস্ব দু' দশটা হইতে থাকুক, নতুবা প্রয়োজন সরবরাহ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অবশ্য আমাদিগকে যে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, একথা যেন প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে থাকে।

(বৈদেশিক)

গত বুধবার প্রাতে জাপানীগণ ৩ঘণ্টাকাল সিনানফুতে গোলাগুলী বর্ষণ করিয়াছে। ফলে শতাধিক লোক নিহত ও ঘর বাড়ী বিধ্বংসিত হইয়াছে। জাপানীগণ চীন সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করিয়াছে। সিনানফুর অধিবাসী দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতেছে। "নাগোয়া সৈন্য বাহিনীকে" সিংটাও পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। জাপানী মন্ত্রীসভা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ১৫ হইতে ১৮ হাজার জাপানী সৈন্য চীনে সমবেত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানীরা চীনাদিগকে খুব বিশেষভাবে চাপিয়া রাখিয়াছেন। শুনা যাইতেছে সান্টাং অঞ্চলে ব্যাপার বিশেষ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনেরা জাপানী দ্রব্য বয়কট করার প্রস্তাব করিতেছে। যুদ্ধ মীমাংসার জন্য আমেরিকাকে মধ্যস্থ করা হইবে কিনা এবিষয়ে উভয়দলে আন্দোলন চলিতেছে।

সান্টাংয়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া চ্যাংসোলীন চীনের ঘরোয়া যুদ্ধ অস্থায়িভাবে বন্ধ রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কয়েক বৎসর যাবৎ ঘরোয়া যুদ্ধে অন্যান্য শক্তির সহিত চীনের যে মিত্রতা আছে, তাহা নষ্ট হইবার উপক্রম। এদিকে কমিউনিষ্টদলও দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং এমত অবস্থায় অবিলম্বে ঘরোয়া বিবাদ স্থগিত রাখাই কর্ত্তব্য।

প্রিন্স ক্যারল রাজনৈতিক ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিতে দিলে তিনি আর কখনও কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিবেন না এই মর্ম্মে তিনি স্যার উইলিয়ম জয়সন হিক্সের নিকট একখানা পত্র দিয়াছেন, কিন্তু প্রিন্স ক্যারলের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপিত না হওয়ায় তাঁহার প্রতি প্রদত্ত আজ্ঞা কিছুতেই প্রত্যাহৃত হইবে না। খুব সম্ভব তিনি পত্র দ্বারা ইস্তফা দিয়াছেন।

... প্রেস হইতে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

(২)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
বাহিরে বহিবে অথাই।

[illegible] নিয়াছে নিরা
[illegible] তারা বাধা
[illegible]
[illegible] আছে সারা।

ওরা বুঝি গ্রামপথে
সেথায় না পারে যত
[illegible] দিয়া ওই নবারই
[illegible] যায় অবিরত।

আমি [illegible]
[illegible] প্রবাস আশে
[illegible] দিয়া [illegible] করিতে
এ জগতে অবসরে।

ভাই, [illegible]
বাহির কিছু না জানি
[illegible] সোনা, দুর্গমাঝে
[illegible] দিবে আনি'।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
পরিশ্রমে করে চল।

আজও শীত নিরাছি ক'রে,
শীতের পূজা করে
[illegible] এ কথা,
[illegible] শুধু ভুলে।

এই শীতের ক'টি দিন
[illegible] দিন
[illegible]
[illegible] উঠেছিয়া।

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] পাড়া।

পিছে তোমার [illegible]
[illegible]
আছি কি ভাই [illegible]
[illegible] বাড়ি যাওয়া।

তোমার, কোথা পথের মাঝি জল
তবুও কি দুখানি কর
দুই চাহিবারে অতিথিরা নিলে
ধূম হ'তে ধীর কর।

সে, বলো তোমার ভক্ত
তোমা দয়ালের রাখা বত,
বাংলার মাঠে চলিয়া বেড়াই
ছিনিয়ে শতেক।

সে সব বলিয়াছে মোরে
ও জাইব কাছে কোরে
সেই 'শক-রক' পল্লীতে আজও
বাবে অতি বেগভরে।

সো-নাম জানিয়া বটি
সো-নামী আছে মাটি
অথা কথাটি কেহ যদি বলে
তাহাতে কোথায় চটি।

এই গৌড়ীর মঠ খানি
আমাদের দেখ খানি
প্রকাশ করিয়া বরণ মোদের
গুড়ে ঢালিতেছে বাণি।

তবু পাছে বুঝি মোরে
ঐ পিছে দেখ না মোরে
তৈয়ে রক্ত-বাহারা তুলাতে নিতুম
উঠানের তাগো ক'রে।

এমন যানভুতো ভাই সব
করিয়াছি মতলব
ওই, কাকড়ের মাঠ মাতাপুর ব'লে
তুলিব ভীষণ রব।

এ মনে ছুটেছি কেন
প্রাণ বলে বেন—
বহুকাল আগে তোমাদের দাস
তবেছেন মাহাতের।

[illegible]

(পণ্ডিত [illegible])

রুচি অনুসারে [illegible] পৃথিবীতে যে সকল [illegible] [illegible]

[illegible] সেবিয়া [illegible] কথিত নিরাসবাদ, অতঃপর [illegible]-পথা পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিমার্গে আসা-পড়, অন্যাভে নিজ্জন [illegible] কহিতে থাকে। ভক্তিপথ আশ্রয়ের, অভাবে অনেকে জীবনে বহু। ভোগ-নিরপায় [illegible] পন্থা এবং ইহাদিগের সংখ্যা ভোগীদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ন্যূন। ত্যাগ-পন্থার কিয়ৎকাল স্থিরথের পর ত্যাগিগণ যখন বুঝিতে পারে যে, ভোগের তৃষ্ণা এখনও মিটে নাই ও ভবিষ্যতেও মিটিবার নহে, তখন তাহারা সেই ত্যাগ-পন্থা পরিত্যাগপূর্বক, নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভ হইলে ভক্তিপথ আশ্রয় করে, কিম্বা অভাবে পুনরায় ভোগ পন্থার পথিক হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ভোগ বা ত্যাগ উভয়বিধ পন্থায় মানবগণ চিরকাল চলিতে পারে না এবং উক্ত পন্থায় অনন্ত সুখ ভোগ করিতে হয় জানিয়া ভোগী বা ত্যাগীদিগের মধ্যে পূর্বজন্মার্জিত-সুকৃতি-হেতু কর্ম-কর্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে, যে সকল ভাগ্যবান ও বিজ্ঞবরণে বিজ্ঞবর ব্যক্তিগণ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ ও তাঁহাদিগের আনুগত্যে থাকিয়া ভগবদ্ভজনের সুযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ভক্তি-পথের পথিক বা ভক্তনামে খ্যাত হন। পৃথিবীতে এই প্রকার ভক্তের সংখ্যা অতীব বিরল অর্থাৎ কোটি কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ২ বা ১ জন ভক্ত পৃথিবীতে বর্তমান। যে হেতু ভক্তগণের সংখ্যা অতিকম, সেই জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সংসারাকারে ভোগ বা ত্যাগপন্থা স্বীকার করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মানবগণ রুচির পার্থক্য অনুসারে ভোগ, ত্যাগ বা ভক্তিপথ স্বীকার করে এবং ত্যাগিগণের মধ্যে যাহারা ভাগ্যশালী, তাঁহারা ত্যাগ-পন্থা পরিহার করতঃ ভক্তিপথের পথিক হইয়া থাকে। ভোগীদিগকে যে ত্যাগ-পন্থার ভিতর দিয়া ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার কোন নিয়ম নাই। পূর্বজন্মে অর্জিত সুকৃতি-বলে ভোগীদিগের মধ্যেও কাহারও বা কাহারও সাধু-সঙ্গ প্রভাবে হঠাৎ ভক্তিপথে প্রবেশ লাভ ঘটে।

বিচার বল জিবাকে বুদ্ধি বৃদ্ধি করে। সুকৃতি-হেতু যাহাদিগের সত্ত্ব বা নির্মল বুদ্ধির উদয় হয়, আবার, বিপ্রলিপ্সা ও ভ্রম-প্রমাদ [illegible] ভোগ-চতুষ্টয় অবলম্বন করেন তাঁহারা [illegible] হয়, তাহাদিগকে [illegible] [illegible] তাহারা ভক্তিপথের [illegible] বঞ্চিত। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভোগী ও ত্যাগিগণ যতই নিজ বুদ্ধি [illegible] না হউন, তাঁহারা উভয়তঃ [illegible] সম্পন্ন এবং ভক্তিপথের পথিকদিগের [illegible] ব্যতীত তাহাদিগের বুদ্ধি কখনই [illegible] এই জন্য যাহারা সত্ত্ব ও নির্গুণ বা স্বরূপ ব্যতীত অন্যান্য কথাদি ভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবেন না। বর্তমান কালে যে সকল ত্যাগী বা ভোগী, [illegible] ভক্তের বেশে, [illegible] নতাবসায়, তাহাদিগের [illegible] দিগের উপদেশ গ্রহণ করা ও [illegible] দুষ্প্রবৃত্তির মার্জন করা, মনুষ্য মাত্রের [illegible] অবশ্যকর্তব্য।

জাগ্রদাদি অবস্থা চতুষ্টয়

(২)

গত [illegible] বা সুষুপ্তিকালে নিদ্রা [illegible] ও অন্যান্য বিষয়ের [illegible] অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। [illegible] গণের জ্ঞানচক্ষু সম্পূর্ণভাবে [illegible] হওয়ায় নিকটস্থ দেহ-সম্পর্কিত [illegible] অনুভূতির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

৫৫ নম্বর আত্মিক [illegible] দেখাইয়া দিয়াছেন [illegible] জ্ঞানচক্ষুর [illegible] যৎকিঞ্চিৎ নষ্টিয়া যায় এবং সেই [illegible] জ্ঞানালোকে দ্বারা তাহারা নিকট [illegible] বাহ্য বিষয় অনুভব করিতে সমর্থ [illegible] দ্বার বন্ধ করিয়া, দূরে নিকটস্থ [illegible] ব্যক্তি অন্যাবস্থায় দেখিতে পায় যে, [illegible] বাঘ তাহার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাঘ বস্তুতঃ নিকটে না থাকিলেও স্বপ্নকালে তাহার অস্তিত্ব [illegible] অনুভূত হইতে পারে।

জাগ্রৎকালে বাঘ যদি নিকটে থাকে, তাহা হইলে চক্ষুদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেখিতে ও তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু স্বপ্নাবস্থায় নিকটস্থ বস্তু দৃষ্ট হয় না এবং যথাবস্থায় অনুভূত [illegible] হয়, তজ্জন্য উক্ত অবস্থায় অপেক্ষা জাগ্রৎ দশায় জ্ঞানশক্তির আবরণ অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয় স্বীকার করিতে হইবে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থা ত্রয়ের অতীত আর এক প্রকার অবস্থা আছে, যাহা তুরীয় বা চতুর্থ নামে অভিহিত। সেই তুরীয় অবস্থায় পরিচয় পাওয়া [illegible] নিজে অনুভব করিতে অসমর্থ। তুরীয় অবস্থাতে বস্তুর [illegible] স্বরূপ ও স্বভাবের [illegible] যায়। সেই [illegible]

নিত্যকাল ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিবার অহৈতুকী প্রবৃত্তি বর্ত্তমান ও সেই স্বরূপ-গত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ভগবান্, ভক্ত ভগবল্লীলা ও ভগবদ্ধাম নিত্যকাল দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং যে মহাত্মারা তুরীয় অবস্থায় সদা বিচরণ করেন, তাঁহারা আর জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় নামিয়া আসিয়া, সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শনের পরিবর্ত্তে, পার্থিব বস্তু নশ্বর বাহ্য রূপাদি দর্শন করেন না।

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে যে বাহ্য রূপাদি দৃষ্ট হয়, তাহা নশ্বর ও ত্রিতাপপ্রদ। যে কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানশক্তি পূর্ণভাবে আবরণশূন্য না হয়, ততকাল বস্তুর যথার্থ নিত্যস্বরূপ ও তাহার স্বভাবের পরিচয় অনুভূত হয় না। অগত্যা সেই যথার্থ নিত্যস্বরূপ ও তাহার স্বভাবের উপর আবরণ বশতঃ একটী নশ্বররূপ ও ত্রিতাপপ্রদ স্বভাব, আবৃত জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির ধারণায় উপস্থিত হয়। শাস্ত্রকারগণ এবম্প্রকার জড়রূপ দর্শনকে মায়ানুভূতি বলেন। যাবৎ না কাহারও জ্ঞান-চক্ষু আবরণশূন্য হয়, তাবৎকাল তিনি এই মায়ারূপাদির স্তর ভেদ করিয়া অন্তরস্থ নিত্যস্বরূপাদি অনুভব করিতে কদাচ সমর্থ হইবেন না। কোন মহাজন বর্ণন করিয়াছেন যথা,

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।
সেই দেখিবারে পায়, যার আঁখি নিরমল॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে।"

অজ্ঞানতা-বাচক বাহ্য নশ্বর প্রতীতি হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় তুরীয়াবস্থায় উপনীত নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে অবস্থান করা। যাহারা ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য স্বীকার করিতে অক্ষম, তাহারা যে ভাগ্যহীন ও মায়ার দণ্ড্য এবং নরকের পথিক, তাহা প্রত্যেক ধীর ব্যক্তিই বুঝিতেছেন। যে সকল মনুষ্য, ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণে রত, তাহারা যে দেহান্তে মহা রৌরব বা কুম্ভিপাক নামক নরকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, ইহা কি আর বুঝাইতে হইবে?

হে সুধী পাঠকবর্গ! এইবার বুঝুন, শ্রীমায়াপুরের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কল্পে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে বিচরণশীল যমদণ্ড্য ব্যক্তিগণের যে চেষ্টা, তাহা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার মাত্র। তুরীয়াবস্থায় উপনীত অপ্রাকৃত মায়া দর্শনশীল মহাভাগবতগণ-নির্দ্দিষ্ট যে শ্রীমায়াপুর, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যে বুদ্ধিমত্তা, ইহা তাঁহাদিগের বুঝা উচিৎ। তাঁহাদিগের মত জীবের উদ্ধারকল্পে শুদ্ধ মহাভাগবতগণ যে লুপ্ত তীর্থাদির উদ্ধার সাধন করেন, ইহা বহুপূর্ব্বে তাঁহাদিগের বুঝা উচিৎ ছিল।

উদ্দেশ্য ধরা পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী

ফরওয়ার্ড দলের শ্রীগৌরজন্মস্থান-বিরোধিনী-সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা। আমরা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিব, তাঁহার হিংসা করিব, তাঁহার সদনুষ্ঠান ও লোকহিতকর কার্য্যকে গর্হণ করিব, সকলে তোমরা আসিয়া আমাদের সাধুহিংসাবিবর্দ্ধিনী সভায় যোগ দাও, এরূপ কথা প্রথম মুখে বলিলে লোক পাওয়া যায় না, দেখিতে শুনিতেও ভাল হয় না. তজ্জন্য একটু মহত্ত্বের আবরণে, দেশহিতৈষণার বাহ্যাকার প্রদর্শন করিয়া একটু বেশী জলের কুমীরের গর্জ্জন অনুকরণে একটী উদার কার্য্য লইয়া সভার অবতারণা, প্রথম মুখে হঠাৎ ধরিয়া ফেলা সাধারণের সম্ভবপর নহে। কিন্তু ফরওয়ার্ডের পত্রপ্রেরকের 'সাদামাটা' গালাগালিতে বুঝা যায় যে, বিরোধিনী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা আর তাঁহারা চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-সংগ্রহে কোন সজ্জনসঙ্ঘ হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অবাধে অবান্তর উদ্দেশ্য চালাইতে অসুবিধা বোধ করিতেছেন, তাঁহারা অনেকেই একাজোট হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারকারীদিগের বিরুদ্ধে দোন্ মুখে অভিযান করিবেন, তাহারই একটা মতলব আঁটিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি গায়ের ঝাল ঝাড়িতে গিয়া, প্রকাশ্যে তাঁহাকেই আক্রমণ করিতে গিয়া যে সাধারণ সভায় সাধারণের পক্ষ হইতে চপ্রবৃত্তির পরিচয় দেখিতে শুনিতে ভাল দেখায় না, এজন্য গৌরজন্মস্থান নির্ণয়ের মুখোসমুখে সদনুষ্ঠানের সভা। অন্তরে হিংসার অবগুণ্ঠন-মধ্যে কতিপয়ের ব্যক্তিগত দুর্ব্বাসনার প্রচণ্ড নৃত্য। লুক্কায়িত ভাবটা পত্রদ্বারাই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে দেওয়ানের মন্দির নিষ্কাশন অপেক্ষা সুবর্ণবিহার ও বল্লালদীঘীর অভ্যন্তর খনন-কার্য্য অধিক প্রয়োজন, এই কথার অনুমোদনকারী জনৈক লেখকের প্রতিবাদ করিতে গিয়া এত অবান্তর কথা আসিল কোথা হইতে? ইহা কি হিংসার অন্তর্গিরির উচ্ছ্বাস নহে। কাহার প্রতি হিংসা? তাহার উল্লেখ উক্ত পত্রেই দেখা যায়। কাহার কোন কোন সূত্রে জিঘাংসা তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সভার উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগকারিগণের লুক্কায়িত চেষ্টা, বহুবর্ষের সঞ্চিত জিঘাংসানল পত্রমুখে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গনের আখ্যায়িকা আজ পত্রের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। যোত্তোগের বস্তুক আজ মেঘচর্ম্মে আবৃত হইয়া স্বীয় স্বরূপ-গত ব্যক্তিহিংসার অব্যক্ত অভিনয়ে নিযুক্ত। বৈষ্ণবসম্রাট শ্রীল জগন্নাথ দাস নিষ্কিঞ্চনভক্তকে আক্রমণ করা ইঁহাদের অধুনাতম উদ্দেশ্য মধ্যে বক্তব্য নাই। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় গৌড়দেশবাসিগণের কল্যাণার্থ যে সকল সাধনভক্তি পর্য্যায়ের শুদ্ধবিধি পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার যত্ন করিয়াছেন, সেই বিধির বিরুদ্ধে আয়োজন করিবার জন্য হৈতুকী চেষ্টাক্রমে ইহাদের দুরাশা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় বাহিরে অপ্রকাশিত। শুদ্ধভক্তিবিধিপালনে কাহারও সম্মান দাড়ি সংরক্ষণে ব্যাঘাত, কাহারও অতিরিক্ত তাম্বুলচর্ব্বণে অত্যাসক্তি পরিহারের অসুবিধা, কাহারও সর্ব্বসমন্বয়তত্ত্ব ও মায়াবাদের পার্থক্য-জনিত-ক্লেশ, কাহারও হুজুগ করিয়া নিরীহ ধনীর কোষভাণ্ডার হইতে অব্যাহত হস্তপ্রসারণে বাধা, কাহারও ভক্তির নামে বেতালিক কর্ম্মকাণ্ড-প্রবৃত্তি, কাহারও জাগতিক উন্নতির অকর্ম্মণ্যতা দর্শনে আশঙ্কা ও কাহারও প্রতিষ্ঠাশাজনিত অপজীবিকা সংগ্রহে ক্ষতি প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি প্রার্থনা। কিন্তু এই পত্রে ফুটিয়া পড়িয়াছে যে ব্যক্তির নির্দ্দেশ তাঁহা হইতে যাঁহারা মানসিক কল্পিত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আক্রমণ। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত আচার পুনঃ প্রবর্ত্তন এবং দুরাচার তাড়নে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতেছেন, তাঁহার প্রতি আক্রমণের ছলেই জন্মভূমি নির্ণয়ের উপলক্ষ। যিনি শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত নিষিদ্ধাচার দূরীকরণ-জন্য কর্ম্মকাণ্ড, বৌদ্ধবিচার, বিষ্ণুবৈরাধীন স্মার্ত্ত বিশ্বাস, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবিচার, ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা বলিয়া তত্তদ্দোষে ভক্তিবিরোধ সম্প্রদায়কে জানাইতেছেন তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান। যিনি জীবহৃদয় হইতে ম্লেচ্ছ অভক্তিরূপ কলঙ্ক সম্মার্জ্জিত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাবিশিষ্ট, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন ভাল কথা নাই। যাঁহার ভারতের বিভিন্নস্থানে ভক্তিমঠ সংস্থাপন, যাঁহার অনুগতজনগণের জীব কল্যাণার্থ হরিকথার দুর্ভিক্ষাপনোদনকল্পে হরিকীর্ত্তনে অপ্রতিহত চেষ্টা, যাঁহার ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার, ভক্তির আনুষ্ঠানিক সকল কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে যাঁহার চেষ্টাকে বাধা দিবার জন্য অস্থিরাপন্ন হইয়া যাঁহারা কুভাব পোষণ করেন, তাঁহারাই সমবেত চেষ্টা দ্বারা কি কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, সুধীসমাজ তাহার বিচার করুন। পত্রে ধরা পড়িয়াছে, কাহার প্রতি একমাত্র হিংসার উদ্দেশে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অন্যান্য বিচার লইয়া কি পরিমাণে কি ভাবে আক্রমণ চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। আমরা বারান্তরে এ সকল কথার আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণে

সংঘর্ষ ও তাহার মীমাংসা

শুনা যাইতেছে, মাদ্রাজ প্রদেশে ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে নাকি এক ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছে। অব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া মনু প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্র ভস্মীভূত করিতেছেন। সংবাদটী সত্য হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণগণ যদি 'ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতাঃ' হইয়া ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে হীনজ্ঞানে অবজ্ঞা করেন, তাহাও দোষের, আবার অব্রাহ্মণগণও যদি কেবল মাত্র গায়ের জোরে ব্রাহ্মণ হইতে চান, তাহাও অত্যন্ত দোষের। মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি নষ্ট করিবার তাঁহাদের এমন কি স্পর্দ্ধা জন্মিয়াছে? পাশবিকতা কখনও মানবত্বের পরিচয় হইতে পারে না।

যাহা হউক এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমরা অনুক্ষণই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আমূল সংস্কার-সাধনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাগবতাদি কথিত গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে বিজ্ঞানসম্মত দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুষ্ঠু আলোচনা ব্যতীত কখনই এ বিশ্বব্যাপী অশান্তির অনল নির্ব্বাপিত হইবে না। ব্রাহ্মণগণ শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান বিজ্ঞান, আস্তিক্যাদি ব্রহ্মস্বভাবজ-কর্ম্ম (গীঃ ১৮।৪২) শূন্য হইয়া কেবল মাত্র শুক্র শোণিতের দোহাই দিয়া তদিতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে যাইবেন, তাহা তাঁহারা করিতে দিবে কেন? মানুষ তাহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ না দেখিলে কাহারও অনুগত হইতে চাহেন, ক্ষুদ্র বৃহত্তেরই অনুগত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ রীতি। ব্রাহ্মণেতরগণ যদি ব্রাহ্মণ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণোচিত স্বভাবের অভাব লক্ষ্য করে, ব্রাহ্মণব্রুবগণে ব্রাহ্মণেতর বর্ণেরও ঘৃণিত আচরণাদি দেখে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেতরগণ কেন তাদৃশ ব্রাহ্মণব্রুবগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান করিতে যাইবে? বর্ত্তমানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যেমন শুক্র-শোণিত-সম্বন্ধী বিচারাস্থগত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১০) বলিতেছেন—"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্।"—ভৃগু কহিলেন, ব্রাহ্মণাদিবর্ণসমূহের কোন প্রকার পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।" ঐ শান্তিপর্ব্ব [illegible]

আবার বলিয়াছেন—"পূর্ব্বে সর্ব্ব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যমিদং—সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, যে হেতু ব্রহ্মা হইতেই সকলেই জাত হইয়াছেন।" গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের বিশেষত্ব সৃষ্ট হইয়াছে (গীতা ৪।১৩)। একই ব্রহ্মসন্তানগণ স্ব স্ব স্বভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাভিধান প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণতাকে আমরা শৌক্রবিচারে সম্বদ্ধ রাখিয়া একচেটীয়া করিয়া লইতে পারি না। বহুদিন আমরা এই একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইয়াছি, লোকে আর কতকাল মূর্খ থাকিবে, আমাদের দুষ্টামি সব ধরিয়া ফেলিয়াছে। বহুদিন আমরা শাস্ত্রগুলি মঞ্জুষাভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিয়া লোকবঞ্চনা করিয়াছি। লোকের এখন চোখ ফুটিয়াছে, লোকে শাস্ত্র দেখিতে শিখিয়াছে, সুতরাং আর তাহাদের চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে না। এখন হয় আমাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে, না হয় ব্রাহ্মণতার বড়াই ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে বিহিত বর্ণ স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমহাভারত, বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, 'কে ব্রাহ্মণ'—সর্পের এই প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—"যে মানবে সত্য, দান, ক্ষমাশীলতা, অনিষ্ঠুরতা, তপস্যা ও ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই ব্রাহ্মণ। সর্প কহিলেন, শূদ্রকুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তিতেও যদি সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা প্রভৃতি বিপ্রলক্ষণ থাকে, তাহা হইলে কিরূপ? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন, শূদ্রে যদি তাদৃশভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে শূদ্র কখনই শূদ্র হয় না, তিনি ব্রাহ্মণোত্তম। আবার ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র লক্ষণ দেখা যায়, তিনি ব্রাহ্মণাধম। হে সর্প, যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই ব্রাহ্মণ, যাঁহার ব্রাহ্মণস্বভাব নাই, তিনিই শূদ্র।" সুতরাং শৌক্রপন্থা সম্পূর্ণরূপে গর্হণযোগ্য। শৌক্রবিচার আর কিছু দিন প্রবল থাকিলে জগতে এক ভীষণ বিপ্লব সংঘটিত হইবে। গীতা-ভাগবতোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার 'বচন-প্রাবল্যে' কখনই জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে 'যস্য যল্লক্ষণং' (৭।১১।৩৫) শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামিচরণ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজে বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"শমাদি" গুণ-লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার, জাতি মাত্র বিচারে অর্থাৎ শৌক্রবিচার মাত্র অবলম্বন করিয়া বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না। যদি অশৌক্রব্রাহ্মণে অর্থাৎ যাঁহার ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা নাই এইরূপ ব্যক্তিতেও ব্রাহ্মণোচিত গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিনিমিত্তে বাধা না করিয়া লক্ষণ দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করিবে, অন্যথায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।" এই সকল শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা প্রচলিত সংস্কার-বশে 'আমি ব্রাহ্মণ' কিম্বা 'আমি অব্রাহ্মণ' অভিমানে মনে মনে শান্তি বা অশান্তি-ভোগ করিতে থাকেন এবং একে অন্যের প্রতি হিংসা-পরবশ হন, তাঁহারা কখনই ভগবৎকৃপা-লাভের যোগ্য হন না। ব্রাহ্মণই হউন আর অব্রাহ্মণই হউন, মানুষই হউন আর পশুই হউন, একে অন্যকে কখনও ঘৃণা, হিংসা বা ঈর্ষা করিতে পারেন না। জীবস্বরূপে আমরা সকলেই এক ভগবানের অংশ, সে বিচারে কাহারও সহিত কোন গোলমাল নাই। তবে গুণ এবং কর্ম্মের উন্নত বা অবনতাবস্থার তারতম্যে সকলকেই তত্তদ্গুণ ও কর্ম্মোচিত বর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, ইহাই বিধি। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মাৎসর্য্যবশে একে অন্যের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলে সমাজে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ব্রাহ্মণেতর বর্ণ যদি একটী দল পাকাইয়া তাহাদের অব্রাহ্মণতার প্রশ্রয় দিয়া কোন সামাজিক ঈর্ষাবশে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণনিন্দাচ্ছলে একেবারে ব্রাহ্মণতারই নিন্দা করিয়া বসেন অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রতিও শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু বলেন,—'দেবাঃ পরোক্ষদেবাঃ। প্রত্যক্ষদেবা ব্রাহ্মণাঃ।" অর্থাৎ দেবগণ ইন্দ্রিয়-গোচর নহেন, ব্রাহ্মণগণই প্রত্যক্ষ দেবতা—'ভূসুর'। সেই ব্রাহ্মণ কখনই অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণাবমাননা ভগবান বিষ্ণু কখনও সহ্য করিতে পারেন না। তবে ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু (৯৩ অধ্যায়) এবং মানব ধর্ম্মশাস্ত্র (৪র্থ অধ্যায়) বলেন—ধার্ম্মিক মানব কখনও ধর্ম্মধ্বজী, সর্ব্বদা পরধনাভিলাষী, কপট, লোকবঞ্চক, হিংস্র এবং সর্ব্বনিন্দক বৈড়ালব্রতিক কিম্বা স্বীয় বিনীত ভাব প্রদর্শন কল্পে সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, নিষ্ঠুর, কপট বিনয়ী বকব্রতিক এবং বেদানভিজ্ঞ বা অনূচানমানী অন্ধতামিস্র নরকপথিক ব্রহ্মবন্ধু বা ব্রাহ্মণাধমকে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত প্রদান করিবেন না। ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু আরও বলেন—হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অন্যায় কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতিক, দুষ্প্রতিগ্রাহী, নক্ষত্রজীবী, দেবল, চিকিৎসক, গ্রহযাজী, গ্রামযাজী, শূদ্রযাজী, কুমারীযাজী, ব্রাত্য, ব্রাত্যযাজী, ভৃতকাধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিত, শূদ্রান্নপুষ্ট, পতিত-সংসর্গী, বেদানভিজ্ঞ, সন্ধ্যোপাসনাভ্রষ্ট, রাজসেবক, স্বাধ্যায়ত্যাগী প্রভৃতি ব্রাহ্মণাধম ও পংক্তিদূষক, ইহাদের সঙ্গ পণ্ডিতগণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবেন। ব্রাহ্মণাধমের দুর্ব্বাক্য নিন্দাকে কখনই ব্রাহ্মণনিন্দা বলে না। মোটকথা যোগ্যতাযোগ্যতা বিচারানুসারেই ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণ নির্ণীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জীবমাত্রই স্বরূপে ব্রাহ্মণ। যে কোন কুলে উদ্ভূত যে কোন ব্যক্তি এই স্বরূপ-ধর্ম্ম লাভ করিলে ব্রাহ্মণত্বে গৃহীত হইবেন। আবার ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিতেও ব্রাহ্মণেতর স্বভাব লক্ষিত হইলে তিনি ব্রাহ্মণতা হইতে চ্যুত হইবেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রকে বড়ই ঘৃণার চক্ষে দেখেন, ইহা কখনই ব্রাহ্মণোচিত স্বভাব নহে। ব্রাহ্মণগণের উচিত শূদ্রগণকে সৎশিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক শূদ্রের শূদ্রত্বাপনোদন। তাহা না করিয়া একটা জাতিগত হিংসা পরিপোষণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শুদ্ধরূপে আচরিত হইয়া সমাজের সংস্কার সাধিত হউক, ইহাই আমাদের প্রত্যেক সহৃদয় ব্রাহ্মণসন্তানের আন্তরিক ইচ্ছা হওয়া আবশ্যক। 'আমি ব্রাহ্মণ, অন্যের উপর আমি প্রভুত্ব করিতে পারি, এরূপ অহঙ্কার কখনও ব্রাহ্মণতা নহে। নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মানদান করিতে হইবে, শূদ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ দেখিলে তাহাকে ব্রাহ্মণ-সংস্কার প্রদান করিয়া তাহাকে ভগবদ্ভজনে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। স্কুলে যেমন সচ্চরিত্র বালককে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, উদ্দেশ্য সে বালকও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক, তাহার আদর্শে আর পাঁচটী বালকও সচ্চরিত্রতার পুরস্কার লইবার জন্য উৎসাহান্বিত হউক। সদ্ব্রাহ্মণগণও যদি সেইরূপ নিজ নিজ উদারতাগুণে ব্রাহ্মণেতর বর্ণে ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণত্বে গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ সন্ধ্যা-বন্দনাদিতে অধিকার প্রদান করেন, তাহা হইলে তদ্দৃষ্টে অন্যান্য অনধিকারিগণ ক্রমে ব্রাহ্মণেতর স্বভাব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিবার জন্য উৎসাহ পাইবে। তাহা না করিয়া "আমরা ব্রাহ্মণ, ভগবদুপাসনা কেবল চিরকাল আমাদেরই একচেটিয়া থাকিবে, অন্যান্য বর্ণ নাস্তিক হইয়া নিন্দা গ্রহণপূর্ব্বক উৎসন্ন হউক"—এরূপ সঙ্কীর্ণতা ব্রাহ্মণাভিমানী আমাদের থাকা কখনই শোভনীয় নহে। আবার অন্যান্য বর্ণও যদি কোনপ্রকার যোগ্যতালাভ না করিয়াই ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া কেবল ঈর্ষাবশে 'ব্রাহ্মণ' হইবার স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ অনধিকার চর্চ্চা সম্পূর্ণরূপে গর্হণযোগ্য।

পরিশেষে আমাদের সকল ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃ ও ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভ্রাতৃগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া একে অন্যের মঙ্গল সাধনে তৎপর হউন, সকলে শুদ্ধভক্ত আচার্য্য সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক দিব্যজ্ঞান-লাভে তৎপর হউন, একে অন্যের সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ না হইয়া, যাহাতে সে সৌভাগ্যলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হউন, তাহা হইলেই সমাজের মঙ্গল, অন্যথায় সর্ব্বনাশ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বাগবাজার ধর্ম্ম-সভা!—গত বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতে উক্ত সভায় ২নং রামকৃষ্ণ লেন বাগবাজার শ্রীযুক্ত জে, বি, দত্তের হল গৃহে প্রত্যহ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা শাস্ত্র-প্রমাণ সাহায্যে সনাতন ধর্ম্ম কি, তাহা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যাখ্যাত হইতেছে। ৩০শে বৈশাখ (রবিবার) ও ৩১শে বৈশাখ (সোমবার) দিবসদ্বয় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ "জীবের বাস্তবিক ধর্ম্ম কি, এবং কি উপায়ে তাহা লাভ হয়" তাহা সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। জৈষ্ঠমাসের আর ও এক সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া উক্ত ধর্ম্মসভায় পাঠ কীর্ত্তনাদি মুখে শুদ্ধ ভক্তিকথা আলোচিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

নানা কথা

আজকাল নাকি বঙ্গদেশীয় মহিলা-গণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ডন, বৈঠক, কুস্তি, দৌড়ঝাঁপ, কুটবল, ক্রীকেট খেলা প্রভৃতি না করিলে চলিবে না। আবার বারাঙ্গনা দিগের ন্যায় নৃত্য করিতেও তাঁহাদের সখ গিয়াছে। বঙ্গদেশের নারীর পরিশ্রম করিবার জন্য ব্যায়ামের দরকার হয় কেন? গৃহকর্ম্ম ত অনেক পড়িয়া আছে? ঝি চাকর না রাখিয়া নিজেরাই সে কর্ম্মগুলি করিলে ত' আর মান নষ্ট হয় না? ঝি চাকরদের জন্য দরিদ্র স্বামীর অনেক মেহনতের যে পয়সাটা ব্যয় হয়, সে পয়সাটা ত' কোন সৎকার্য্যেও ব্যয়িত হইতে পারে। ভদ্রঘরের নারীগণ লইয়া আজকাল আবার থিয়েটারও করা হইতেছে, যুক্তি—নারীগণের নৃত্যে পুরুষের দর্শকগণের উদ্দীপনা হয়

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমাবেশে যে নৃত্য করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ যে নাম-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করেন, নারী নৃত্যও নাকি সেইরূপ। বলিহারী যাক্ বহর! বিশ্বভারতী নারী-নৃত্যের ক্লাস খুলিয়া নারীদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সাহেবিয়ানা বাঙ্গালীর অন্তঃপুরেও ঢুকিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, গুজরাট প্রভৃতি দেশের ভদ্র-মহিলাগণ নৃত্য করিয়া থাকেন, সুতরাং বাঙ্গালীমহিলা নৃত্য না করিবেন কেন? বাঙ্গালা দেশ পরের সভ্যতা অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেদের যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, সব নষ্ট করিয়া ফেলিল। নিজেদের মৌলিকতা বলিয়া কিছু রাখিতে চাহিবে না, যেন কোন কালে বাঙ্গালী রমণীর কোন আদর্শ আচরণ ছিলনা, কেবল অন্যের রুচি নকল করিতে গিয়া তাহাকে সমাজে বিপ্লব আনয়ন করিতে হইবে। স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিতে আজকাল যেমন বিলাত না গেলে চলেনা, ভারতবর্ষে যেন স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের স্থান নাই, খ্রীষ্টিয়ান না হইলে আর ঈশ্বরোপাসনা হইবার উপায় নাই, কেননা ভারতবর্ষে ঈশ্বরোপাসকের আদর্শের বড় অভাব ছিল কিম্বা ইত্যাদি নব্যযুগের এক একটা অদ্ভুত গবেষণা শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

শ্রীশ্রীগীতাভাগবতাদি আলোচনা উঠিয়া গিয়া নাটক নভেলের অত্যধিক প্রচলনই এই সমস্ত দুর্দ্দৈবের মূলীভূত কারণ। সমাজ দৈববর্ণাশ্রমানুগত নহে, যাহার যাহা খুসী, তাহাই করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ নাই, সমাজের মা বাপ নাই। বঙ্গ-রমণীদের মধ্যে ভগবদ্বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গিয়া বেশ নাস্তিকতা আসিয়া পড়িল। দেশ ক্রমে ক্রমে যত সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, দেশ হইতে ততই ভগবানকে সরাইয়া দিয়া সয়তানকে ভাল করিয়া বসান হইতেছে। নতুবা এরূপ উৎকট স্ত্রী-স্বাধীনতা আরম্ভ হইবে কেন? স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, শাশুড়ী বসিয়া দেখিবে বধূ আজ পাব্লিক থিয়েটারে নৃত্য করিতেছেন। কি কলঙ্কের কথা। যাহা হউক, এসকল কুপ্রথা বড়লোকের ঘরেই আবদ্ধ থাকা ভাল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে সংক্রামিত না হওয়াই মঙ্গল।

কুম্ভকোনাম হইতে এক ভীষণ ঝটিকার সংবাদে প্রকাশ যে, আদুথুরাইতে ৫০ হাজারের উপর কদলীবৃক্ষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঝড়ের বেগ এত বেশী হইয়াছিল যে, রাস্তা হইতে এক পথিককে উড়াইয়া লইয়া কদলীবনে ফেলিয়াছিল।

নদীয়া শিয়ালদহ রেল লাইনের মুগাভূমী নামক স্থানে "ফর্ডসন ট্রাক্টর" নামক কল আনিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ কল নাকি খুব জনপ্রিয় হইয়াছে।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, বর্দ্ধমান জেলায় কলানব গ্রামে গত ১২ই চৈত্র তারিখে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পালের বাড়ীতে ডাকাইত পড়িলে অশ্বিনী বাবুর ৭০ বৎসরের যে বৃদ্ধা জেঠাইমা ডাকাইতদের সহিত খাঁড়া লইয়া যুদ্ধ করিয়া আহত হইয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি সুস্থ হইয়াছেন। বৃদ্ধার দুইস্থানে ডাকাইতরা আঘাত করিয়াছিল। একটা হাত নাকি ঝুলিয়া আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানীভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটী ক্লাস খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্যবস্থা বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত হইলে জাপান ও ভারতের সহিত সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এতদ্দেশীয় জাপানীগণও ভারতবাসীর সহিত মনোভাব জ্ঞাপন করিবার বিশেষ সুবিধা পাইবেন, ভারতবাসীরাও জাপানীদের সহিত বেশ মিশিতে পারিবেন আশা করা যায়।

গত ২৮শে বৈশাখ বুধবার তারকেশ্বরে সাপুর হইতে এক ষষ্টি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ তাঁহার ১২শ বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া খানপুর বৈদ্যপুরে আসিবার পথে দশঘরা যোধপুর নামক স্থানে বেলা প্রায় ১০টার সময় বজ্রাঘাতে বৃদ্ধের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। কন্যাটী বাঁচিয়া গিয়াছে।

গত ১২ মে প্রাতে বোম্বাই লালবাজার ডাক্তার ষ্ট্রীটে ৯টী ছোট ছোট দোকান ও একটী তিন তালা বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। দুইটী দমকল ৪ ঘণ্টা অনবরত জলসেচন করিলে পর অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। জনৈক নির্ব্বাপন কারী অগ্নির প্রখর তাপে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এবং দুই ব্যক্তি সামান্য জখম হইয়াছে, একটী দোকানে বিশ হাজার টাকার দ্রব্য এবং এক ব্যক্তির দেড় হাজার টাকার নোট ভস্মীভূত হইয়াছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন সেন ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মণিকুন্তলা দেবীকে দা ও লাঠিদ্বারা গুরুতর আঘাত করিবার অপরাধে অধ্যাপক বাবুর ভ্রাতা মণীন্দ্র বিকাশ সেন অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামী বলে যে উৎপীড়ন করায় সময় তাহার মাথা ঠিক ছিলনা। বিচারে মণীন্দ্রবিকাশ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

সিটিকলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র গোপালকৃষ্ণ ঘোষের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র বালকটীর চরিত্র নিতান্ত অসন্তোষজনক বলিয়া রিমার্ক লিখিয়া দেন। বালকটী ঐ সার্টিফিকেট লইয়া বঙ্গবাসীকলেজের অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট যায়। বসু মহাশয় গোপালের বিষয় সিণ্ডিকেটে জানাইলে সিণ্ডিকেট তাঁহার উপরই বালককে ভর্ত্তি করা না করার ভার অর্পণ করেন। পরে গিরিশ বাবু বালকটীকে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া তাঁহার সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রকাশ যে, বহু অভিভাবক সিটিকলেজের অধ্যক্ষের এতাদৃশ আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। জুনমাসে নূতন সেসন্ আরম্ভ হইলে সার্টিফিকেট দেওয়া না দেওয়া অধ্যক্ষের হাতে। সুতরাং বালকগণ এই মাসের মধ্যেই সার্টিফিকেট লইবার চেষ্টা করিতেছে। নিজের মান নিজের কাছে। হেরম্ব বাবু যদি প্রথম হইতেই গোঁড়ামি ছাড়িয়া একটু নিরপেক্ষভাবে ছাত্রদের সান্ত্বনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার এ অপমানটা সহ্য করিতে হইত না। এখন একূল ওকূল দুকূল যায়। তিনি যে ছাত্রবাৎসল্যের পরিচয়টা এবার দিলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন হিন্দু ছাত্র যে ইচ্ছা করিয়া আন্তরিক ভাবে তাঁহাকে সম্মান করিবে, তাহা আর আশা করা যায় না। সিটিকলেজ এখন আবার কলেজটাকে একটা সাম্প্রদায়িক করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান। এ কিরূপ ব্যাপার? পাব্লিকের সহানুভূতি তিনি কি তাঁহার সম্প্রদায়ের অনুরোধে স্বীকার করিতে চাহেন না? তিনি কি কেবল তাঁহার দল লইয়াই কলেজ চালাইতে চান? যদি তাহাই চান, তবে হিন্দু ছাত্রদের লইয়া টানাটানি কেন? অধ্যক্ষ মহাশয় একেবারে বালবুদ্ধির পরিচয় না দিলেই আমাদের সুখের বিষয় হয়। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রবেশ করা তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কতদূর সমীচীন, তাহা তিনি বিবেচনা করুন।

এলফ্রেড্ ডোভরিয়া ও সার্জ্জিল আসামী হিসাবে গোলমাল ও জাল জুয়াচুরী করার অপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছিল।

মামলার ঘটনা সংক্ষেপে এই—উক্ত আসামীদ্বয় খাতাপত্র জাল করিয়া ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর কর্ম্মচারীর মধ্যে যাহারা কলিকাতায় ছিল অথবা যাহাদের নাম তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, এমন কয়েকজনের বেতন নিজেরা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

দায়রা জজ উইলিয়াম্‌স্ জুরীদের সহিত একমত হইয়া প্রত্যেক আসামীর দেড়বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

(বাঙ্গালার কথা)

রিষড়াস্থ ওয়েলিংটন্ পাটকলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কলের কর্তৃপক্ষ কয়েক জন কর্ম্মচারীকে কার্য্যচ্যুত করেন, ইহাতে শ্রমিকমহলে [illegible] হয়। তদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পাটকলের শ্রমিকগণ যে হারে বেতন পায়, ওয়েলিংটন পাট কলের ম্যানেজার তাহার কর্ম্মচারিবৃন্দকে সেই হারে বেতন দিতে অস্বীকৃত"। এই উভয় কারণে শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ধর্ম্মঘটকারীরা শান্তভাবে অবস্থান করিতেছে

গত শনিবার ১।৪ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে একটী সি, আই, ডি আড্ডায় এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। ইন্‌স্পেক্টার ইম্‌দাদ হোসেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ষোড়শবর্ষীয় পুত্র তথায় থাকিতেন। ঐদিন শেষ রাত্রে হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠে। বেলেঘাটার পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসিয়া দেখে যে ইন্‌স্পেক্টারের ভ্রাতা মাজুর হোসেন পিস্তলের গুলিতে নিহত, পুত্র ও একজন হেড কনষ্টেবল আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আহত ব্যক্তিদিগকে তখনই হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পুলিশ তদন্ত করিয়া এখনও হত্যাকাণ্ডের সঠিক কারণ জানিতে পারে নাই ঘরের দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বাহিরের কেহ আসিয়া যে গুলী করিয়াছে, তাহা মনে হয় না। সুতরাং সকলে সন্দেহ করিতেছে পারিবারিক কলহের ফলেই এরূপ হইয়াছে।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের নলিনী কান্ত বসু কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী অতিরিক্ত জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কার্য্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহার এই পদ বহাল থাকিবে। সম্প্রতি তিনি পাবনার জিলা এবং সেসন্ জজ আছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মনের খেয়াল

'ভক্তি' শব্দটাকে আমরা যেন একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া মাত্র বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি। বদ্ধজীব আমরা, আমাদের মনের সুখশান্তি হইতে জাত খেয়াল বা ভাবপ্রবণতাই যেন কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-মূলা সেবা-প্রবৃত্তি। এই খেয়ালের কয়েকটা উদাহরণ যথা—

(১) আকাশ যখন মেঘে ঘনঘটাচ্ছন্ন, মুহুর্মুহুঃ মেঘ-গর্জ্জন-সহকারে মুষলধারে বারি বর্ষিত হইতেছে, আত্মীয় স্বজন গুলির কোন অসুখ বিসুখ নাই, গৃহে খাদ্যাভাবও নাই, এমন সময় মনের সখ বা খেয়াল হইল, মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে দুই চারিটা ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত গাহিতে, গান ধরিলাম, চোখে অশ্রু দেখা দিল, ভগবানকে একটু ভক্তি করিলাম ভাবিয়া কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম, শ্রোতৃগণের নিকটও প্রতিষ্ঠা পাইয়া মনটা বেশ খুসী হইল, আবার অন্য এক সময় হয় ত' প্রকৃতির সেই একই অবস্থা, আমিও সেই একই ব্যক্তি, গৃহে তণ্ডুলকণামাত্রও নাই, ছেলেপিলে গুলির অসুখ, তাই ভগবানকে ডাকার সখ আজ আর হইতেছে না অথবা অভাবের যন্ত্রণার ক্রন্দনটা ভগবানের নামের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একেবারেই গভীর বিপ্রলম্ভ রসের অবতারণা! ভাবিলাম, কৃষ্ণকে পাইতে আর দিন দুই চারি অথবা এখনই বুঝি পাইয়া বসি! (২) গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র কিরণে উত্তপ্ত আমি, তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, ক্ষুধায় পেট জ্বালা করিতেছে, তখন আর কিসের ভগবান্? অথবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খাদ্যজল-বিরহই ভগবানের নামগানরূপে তখন আমার ভগবদ্ভক্তি! আবার ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হইলে শারীরিক ক্লান্তি অপনোদন-মানসে গুণ গুণ সুখে যে ভগবানের নামগান, তাহাকেও মনে করি ভগবন্নাম! (৩) অর্থাভাব-পীড়িত কিম্বা আত্মীয়-বিয়োগ-জন্য শোকার্ত্ত আমি নানা অশান্তি ভোগ করিতেছি, সেই সময় ভগবানের প্রতি আমার কতই না গভীর আর্ত্তি! কতই না বৈরাগ্য চেষ্টা! আবার সেই আমি যখন প্রচুর অর্থলাভ করি, সাংসারিক অভাব আর থাকে না, স্বজন-বিয়োগজনিত শোকবেগও মন্দীভূত, তখন আর ভগবানের কথা একেবারেই স্মরণ করি না, 'আড্ডা, তাসপাশা-গাঁজার তুলনায় মনের উল্লাস মাত্র আপনার্থ বন্ধুবর্গের সহিত যে মুক্তাশীতপ্রায়াদি আমোদ প্রমোদ, তাহাই আমার ভগবদ্ভক্তি হইয়া পড়ে! এইরূপে নানা সময়ে মনের নানা সাময়িক উচ্ছ্বাস, ভাবপ্রবণতা বা খেয়ালকেই আমরা ভগবদ্ভক্তির নাম দিয়া চালাইতে চাই, তাহাতে নিজেরাও বঞ্চিত হই, অপরকেও বঞ্চনা করি। খেয়াল বা ভাবপ্রবণতার সহিত শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া বর্ত্তমান জগৎ হয় অভক্তিকেই 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন, না হয় ভক্তি কথাটীরই মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। 'ভক্তি' সম্বন্ধে বিপর্য্যস্ত ধারণা লইয়াই লোক মনে করেন, আমার মনটা যখন ভাল থাকিবে, তখন একটু ভক্তি-কথা আলোচনা করা যাইবে, এখন আমার সময় নাই। অর্থাৎ ভক্তি যেন আমারই মনের খেয়ালের অনুগত। খেয়াল হইল আজ একটু ভাগবত শুনিতে হইবে, অমনি একটী ভৃতক পাঠককে ডাকা হইল, সে কিছু দক্ষিণা লইয়া ভগবদ্ভক্তির নামে খানিকটা ভাবপ্রবণতা দেখাইয়া গেল। আবার যে কথকের সুর ভাল নয় মান ভাবভঙ্গী আমার তেমন কর্ণরসায়ন হইল না, তৎপরদিন আর একটী পাঠক ডাকাইলাম। এইরূপে আমার শ্রবণাঙ্গ-সাধন চলিতে লাগিল। পাঠকগুলিও আমারই খেয়ালের চাকর, কেননা অর্থ দিলেই ত' ভাগবত শুনি, বিনা পয়সায় ত' শুনি না, আমার ইচ্ছা হইলেই তাহারা আসিয়া ভাগবত শুনায়। একটা হাসির কথা মনে পড়ে, ঘটনাটি মিথ্যা নহে। আজকালকার একটী প্রসিদ্ধ ভৃতক পাঠক কিছুদিন পূর্ব্বে কোন বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। কর্ত্তা পাঠককে নানা উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করাইয়া শেষে পাঠক ঠাকুরকে একটু দধি খাইতে অনুরোধ করিলেন। পাঠক গলা খারাপ হইয়া যাইবে, গান গাহিতে পারিবেন না বলিয়া দধি খাইতে অস্বীকৃত হইলে কর্ত্তা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলি ঠাকুর মহাশয়, গলা ত' আর এখন আপনার নয়, খারাপ হয় আমারই হইবে।" অর্থাৎ কর্ত্তা যে পাঠকঠাকুরকে টাকা দিয়া কিনিয়া লইয়াছেন, সুতরাং পাঠক এখন তাঁর কেনা গোলাম! কোথায় ভাগবত-বক্তা গোস্বামী শুকদেব, কোথায় বা ভাগবত শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিৎ আর কোথায় বর্ত্তমান কালের ভৃতক পাঠক গোস্বামী-ব্রুব দল আর 'শ্রোতা আমার ন্যায় মনোধর্ম্মী!' কীর্ত্তন শুনিবার খেয়াল হইল, ভাল কীর্ত্তনীয়া, স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক, ডাকাইলাম, অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর, মহোৎসব করিলাম, খুব আনন্দে কয়েকটা দিন গেল, মনে করিলাম এ বা ভগবদ্ভক্তি হইল, তাহাতে কৃষ্ণ আমাকে দেখিতে না আসিয়াই পারেন না। আবার বোষ্টমদের কীর্ত্তন শুনার খেয়াল মিটিল, ইচ্ছা হইল, কাওয়ালী-গান শুনিব, তাতেও ত' ভগবানের নাম আছে? দিন কতক সে খেয়াল চরিতার্থ হইলে খুলিলাম এক সখের দল দিন কতক খুব নাচা গাওয়া খোলভাঙ্গাভাঙ্গি ধুলায় গড়াগড়ি ইত্যাদি কত কীর্ত্তিই না করিয়া ফেলিলাম। এইরূপে কীর্ত্তনাঙ্গ সাধনও বেশ চলিল। শেষে খেয়াল হইল যা'ক এবার বাবাজী হইয়া লীলা স্মরণাদি উচ্চাঙ্গ সাধন করিয়া দেখি। বোষ্টমীও একটী জুটিল। এখন দেশে থাকা দায় হইয়া উঠিল, চলিলাম বোষ্টমীকে লইয়া বুলিয়া সহরে, কারণ 'আমার মজা তীর্থাশয় সিদ্ধ দেহ সঙ্গ সেখানে পাইব কি না?

এইরূপে আমাদের মনে ক্ষণে ক্ষণে যে কতরকম খেয়ালের উদয় হইতেছে, আর সেই খেয়াল চরিতার্থের কতরকম ফন্দীই যে বাহির করিতেছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যদি বল, খেয়ালটা ত' আর কোন খারাপ জিনিষ লইয়া নয়, ধর্ম্মের ভাণ লইয়াই ত' খেয়াল তাহাতে আর দোষ কি? কিন্তু শাস্ত্র বলেন, তাহাই দোষের। কেননা তাহাতে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানকে উপহাস করা হয় মাত্র, ভগবৎপ্রীতির নাম গন্ধও নাই। মনের খেয়াল বা মনোধর্ম্ম কখনই আত্মধর্ম্মের সহিত এক হইতে পারে না। আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্মই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা রহিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা। আত্মা—চিদ্বস্তু, মন—চিদাভাস মাত্র। কৃষ্ণসূর্য্যকিরণকণ জীবস্বরূপ মায়ামেঘাচ্ছাদিত হইলেও যে স্বল্পালোক রূপ স্বল্প চেতনের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই চিদাভাস। এই অবস্থায় মন যদি চিৎসম্পর্ক না ছাড়িয়া চিদনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে আভাস কাটিয়া গিয়া শুদ্ধাবস্থায় তাহার চিৎসাক্ষাৎকার লাভ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ ভগবন্নামরূপগুণলীলাদি স্বরূপে তাহার চিন্তার বিষয় হয়। মায়ামুগ্ধ মনদ্বারা তাদৃশ কোন চিন্তা হইতে পারে না। কিন্তু তাহা না করিয়া অর্থাৎ চিদাশ্রয় ত্যাগ করিয়া মন যদি পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতি-জাত দেহের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন প্রকৃতির ধর্ম্মানুসারে তাহারও ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, চিদ্ধর্ম্মানুশীলন আর হয় না। আত্মাসক্ত হইবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত পঞ্চভূতাত্মক দেহাসক্ত মন দেহের ও তাহার সুখের জন্য যে সকল ভগবদনুশীলন করে, তাহা কেবল মনের খেয়াল মাত্র; সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে কায়-মনোবাক্যে গুরূপদিষ্ট পন্থানুসরণ না করা পর্য্যন্ত সে মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে জীবের পরিত্রাণ নাই। নিষ্কপট গুরুপাদাশ্রিত আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জানেন, ভগবদ্ভক্তি ব্যাপারটী জড় বৈজ্ঞানিকগণের মনোধর্ম্ম-প্রসূত কোন কাল্পনিক গবেষণা মাত্র নহেন, উহা পূর্ণচিদ্বৈজ্ঞানিকগণের বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বিজ্ঞান— বাস্তব সত্যবস্তু-সহ বাস্তবসত্যবস্তুর নিত্য আকর্ষণ-মধুর মিলন, জড়ের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, জড় চিত্ত দ্বারা চিদনুশীলন কখনই সম্ভবপর নহে, চিদনুগত চিত্তদ্বারাই ভক্ত্যনুশীলন।

সুতরাং আমাদিগকে খুব সাবধানে গুরুমুখশ্রুত উপদেশ অনুসারে তন্নির্দ্দিষ্ট পন্থায় বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভক্তিপথ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। গুরুকৃপাপেক্ষা ভিন্ন স্বতন্ত্রভাবে চালিত হইলেই সমূহ সর্ব্বনাশ। মনের খেয়াল সম্পূর্ণরূপে ছাড়িতে হইবে, তবেই মঙ্গল। ভক্তি আমার স্বভাব-বহির্ভূত কোন বিষয় নহে যে, তাহা লাভ না করিলেও বুঝি চলিতে পারে। ভক্তি আমার নিত্যস্বভাব, ভক্তি আমার জীবন, ভক্তিবিহীনাবস্থায় আমি জীবন্মৃত, শব-[illegible]। জগতের অন্য কোন বস্তু লাভ না হইলেও চলিতে পারে, ভক্তিলাভ না হইলে চলিবার উপায় নাই—ভক্তিহীন মানব 'মানব' বলিয়া পরিচিত হইবার পরিবর্ত্তে পশুরও অধম 'গাধা' বলিয়া পরিচিত হওয়ার যোগ্য। তাহারা সমাজের বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্তিই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—মনের খেয়াল দ্বারা তাহা কখনই লভ্য নহে।

চৈতন্যদেবের জন্মস্থান

(শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়)

[বাঙ্গলার কথা

১৭ই বৈশাখ ১৩৩৫

ইং ৩০শে এপ্রিল ১৯২৮।]

গত ৯ই এপ্রিল তারিখে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নির্দ্ধারণের জন্য কলিকাতা এলবার্ট হলে একটী সভা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে আমরা সর্ব্বসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়টি জানাইতে ইচ্ছা করি।

মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর (প্রাচীন নবদ্বীপ) গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত এবং কুলিয়া (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) গঙ্গার অপর পারে, একথা সর্ব্বসাধারণে জানেন। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইতিহাসাদিতে এবং প্রাচীন অন্যান্য সাহিত্যাদি ও গবর্ণমেন্ট রেকর্ড,

মানচিত্র প্রভৃতিতে প্রচুর প্রমাণ আছে। কেহ আলোচনা করিলেই এ সকল কথা জানিতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভূমিকম্প, গঙ্গার স্রোত পরিবর্ত্তনাদি নৈসর্গিক কারণে প্রাচীন সহরের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভজাত হইয়া বাওয়ায় গঙ্গার পশ্চিম পারে নূতন সহর পত্তন হইয়া বর্ত্তমান নবদ্বীপ নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মায়াপুরের যে অংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী ছিল ঐ স্থানটী লুপ্ত হয় নাই। এখনও এই পল্লীর নাম মায়াপুর কথিত হইয়া থাকে। সাধারণে ইহা অবগত ছিল না এবং কেহ কখনও অনুসন্ধানও করে নাই। কিন্তু নবদ্বীপের জগন্নাথ দাস বাবাজী, চৈতন্যদাস বাবাজী, গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মগণ ইহা জানিতেন এবং সেই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ দর্শন করিতে যাইতেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় যখন কৃষ্ণনগরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি কয়েক বৎসর অনুসন্ধানের পর ঐতিহাসিক প্রমাণ, গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র ও মানচিত্রাদির সাহায্যে এই বাঙ্গালার পবিত্র অন্যতম তীর্থ শ্রীমায়াপুর জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মাত্রের যে কতদূর উপকার করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে একটী বিরাট সভায় নদীয়া জেলার ও সহর নবদ্বীপের সমস্ত গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ এই শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাহা স্বীকার করিয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ তদানীন্তন নেতৃবৃন্দও ইহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রশংসা করেন। তদবধি নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা শ্রীমায়াপুরে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীধামের বহু উন্নতি বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠের নিঃস্বার্থ সেবকগণ কর্ত্তৃক মঠ, মন্দির ও আশ্রমাদি স্থাপিত হইয়া এস্থানের বিশেষ গৌরব সাধিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র যাত্রী এই শ্রীধাম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবসমাজে এত দুর্গতি, দুর্নীতি ও অনাচার প্রবিষ্ট হইয়াছিল যে, ভদ্রলোক মাত্রে বৈষ্ণব নাম শ্রবণে নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সর্ব্বপ্রথম 'গোস্বামী-শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ সাধারণে প্রদর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন এবং কদাচার মিশ্রিত ও নানাপ্রকার সহজিয়া ভাবদুষ্ট আবর্জ্জনাদি যাহা মহাপ্রভুর ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রবলভাবে প্রতিরোধ করিতেছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির

এলবার্ট হল সভায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির আবিষ্কারের প্রস্তাবটির কোন অর্থ নাই। এই মন্দির আবিষ্কার হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান নিরূপণের কি সহায়তা করিবে? উক্ত মন্দিরের সহিত মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা বিচার না করিয়াই সভাগণ এ প্রস্তাব কিরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহাও সাধারণের জিজ্ঞাস্য। যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার পিতৃব্য গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থান রামচন্দ্রপুরে একটী রামসীতার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হয়। উহার ভগ্নাবশেষ খণ্ড খণ্ড আকারে গঙ্গার স্রোতে কোথায় কতদূরে নীত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" কাগজে অন্য কথার প্রসঙ্গে এই মন্দিরের বিষয়ে যে উল্লেখ আছে, উহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। অধিকন্তু এই কাগজে অন্যান্য স্থানে যে সকল অদ্ভুত অমূলক কাহিনীর উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইহার কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটে এখনও 'পোড়া মাতার ডাঙ্গা' "বল্লালদীঘি", "চাঁদকাজীর সমাধি" ও প্রাসাদ, বল্লালঢিবি প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান বর্ত্তমান। এই সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ভাবনের ক্ষমতা কাহারও নাই। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মেজর রেনেল এই সকল স্থান সার্ভে করেন এবং তাঁহার ম্যাপ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রকাশিত হয়। উহাতে শ্রীমায়াপুরের বর্ত্তমান স্থানই প্রদর্শিত আছে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কুইন কুইনিয়াল রেকর্ডেও উহা সমর্থিত হয়। কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের জজ সার উইলিয়ম জোন্স এই মায়াপুরের শ্রীযুত লোচন কবিরাজের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন একথা এসিয়াটীক সোসাইটীর রেকর্ডে দৃষ্ট হয়। এরূপ বহু প্রমাণে এবং ভক্তিরত্নাকর, তীর্থমঙ্গল অন্নদামঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থের দ্বারা ইহা অবিসংবাদিত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারত-বিখ্যাত বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশিত শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান।' এবিষয়ে নিষ্ফল গবেষণা না করিয়া অনুসন্ধানকারিগণের সময় ও অধ্যবসায় অন্য কোন কার্য্যে ব্যয়িত হইলেই ভাল হয়।

'সহজিয়া-বিচার'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

হরিবিমুখ জীবের প্রাক্তন কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গে স্বীয় পাণ্ডিত্য উপলব্ধির বিষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মনের সংকল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্ম দ্বারা প্রাকৃত সহজিয়া বিচাররূপ বিপদ উপস্থিত হয়। এই সহজিয়া বিচারে হরিবিমুখতা বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্য-হৃদয় মরুভূমি হইতে শুষ্ক, পাষাণ হইতে সুকঠিন, এবং শ্বাপদ হইতে বিদ্বেষ-প্রবণ হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্ব সুকৃতির অভাবে, দুর্ভাগ্য-পীড়িত হইয়া উহাঁদের সঙ্গ করেন, এবং মহতের ছদ্ম হইয়া বাহ্যিক মনগড়া সাধু বৃত্তান্ত তাঁহাদের সহজিয়া-বিচারপূর্ণ, ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি 'হরিকথা' মনে করিয়া শ্রবণ করেন, তাঁহারা সুধাভ্রমে গরল গ্রহণ করেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারাও পরিণামে শ্রবণ,স্মরণ কীর্ত্তন দ্বারা তর্কপন্থায় পতিত হওয়ায়, শুদ্ধহরিকথা তাঁহাদের কর্ণে বিষবাণসদৃশ বিদ্ধ হয় বলিয়া অনুভব করেন। কারণ সহজিয়া বিচার কখনও সর্ব্বজীবমঙ্গলকারী শুদ্ধ-হরিকথা নহে। অবশ্য তাঁহাদের স্বকীয় মায়িক বিচারে তথাকথিত সহজিয়া ভাবে ক্ষণিক সাময়িক উত্তেজনাবশে, মায়িক সংস্কারের ঘাতপ্রতিঘাতে একটুকু ভাবটুকু ভাবের মত দেখায় বটে, কিন্তু ইহা নিতান্ত কপটতা বলিয়া, ভক্তিদেবী চিত্তে অবকাশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কথঞ্চিৎ সদাচার-নিপুণ, তাঁহারা প্রত্যেকেই ইহা বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতেছেন।

আবহমানকাল হইতে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত হরিবিমুখতাজনিত জগদ্বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। ইহার মধ্যেই শ্রীভগবদিচ্ছায় অন্তর্বিমোহিনী মায়ার কুহকে পড়িয়া থাকিলেও কতকগুলি ব্যক্তি মনো-ধর্ম্ম সহজিয়া বিচারপ্রাবল্যে গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া নিজেই নিজেকে মুক্ত বোধ করিয়া থাকেন এবং তদনুরূপ বেশাদিও গ্রহণ করেন। মায়ানিগড়ে সুদৃঢ় আবদ্ধ, তাহা দম্ভসঙ্কর বলবান সহজিয়া-বিচার বুঝতে দেয় না। বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচারে তাঁহাদের তর্কপন্থা প্রতিষ্ঠা পায় না, অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় বলিয়া, ভক্তিসিদ্ধান্ত-নিপুণ সনাতন জীবশিক্ষক, আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শুদ্ধবৈষ্ণব ঠাকুরদের শুদ্ধভক্তি প্রচার কার্য্যে পাষণ্ডাবলম্বনে প্রতিপক্ষী হইয়া, আসুরিক ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। মাৎসর্য্যবশে তাঁহাদের পরিণাম-বিচারশক্তি এত লঘু হইয়া পড়িয়াছে যে, ভূধরাগ্রে ঢিল ছুঁড়িলে প্রমত্ত লক্ষ ঝম্প, এত সহজ শিশুবুদ্ধিও তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি জগতের সমস্ত ব্যক্তি বলেন যে, "আমরা সূর্য্য আচ্ছাদন করিয়া পৃথিবীতে আলো আগমনে বাধা প্রদান করিব" ইহা যে প্রকার পাগলের প্রলাপ বোধে হাস্যাস্পদ হয়, সেই প্রকার সত্য প্রচারে যাঁহারা অদম্য চেষ্টিত, তাঁহারা তাঁহাদের সমশীলব্যক্তিবর্গ দ্বারা যতই দলপুষ্ট করুন না কেন, তাঁহাদিগকে ঐ প্রকার সজ্জনমণ্ডলীর নিকট হাস্যাস্পদই হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, জীবের স্বতন্ত্রতার দিক হইতে হরিবৈমুখ্য-বশতঃ সত্য প্রচারের বিপরীত অসত্য প্রচারেরও যোগ্যতা যথেষ্ট আছে। ইহাদের দলপুষ্টি করিবার জাগতিক সুযোগও নানাবিধ। এবম্বিধ নিরঙ্কুশ নিয়োজন প্রচলিত থাকিলেও সত্য নিত্যকালই জীবগণকে, চিরবিরহদানে চিজ্জগতে লইয়া যাইতেছেন।

সংবাদপত্রে বা দুই চারি দশটী দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির নিকট নানাপ্রকার কাল্পনিক নিন্দা দোষারোপ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসিংহ-সেবক শ্রীমন্নিত্যানন্দানুগ বৈষ্ণব-হৃদয়ে ভীতি প্রদর্শনের আশা দুরাশা ও অশ্বডিম্ব প্রাপ্তির ন্যায়, যাঁহারা লজ্জাবনে তিলাঞ্জলী দিয়া ঐ প্রকার অসদাচরণ দ্বারা নিজের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা সুধীসমাজে অশ্রদ্ধেয় সন্দেহ নাই।

প্রকৃত সত্যপিপাসুগণ কখনও পারমার্থিক বিচারে ইন্দ্রিয়তর্পণ-যোগ্য বিষয় অপরের স্বরুচি অনুকূলে কিছু প্রার্থনা করেন না। নিজের গ্রহণের যোগ্যতার অভাব থাকিলেও সত্য প্রচারে বাধা দেওয়ার ধৃষ্টতা দেখান না।

(ক্রমশঃ)

অনর্থ-নিবৃত্তি

বদ্ধজীব যে পর্য্যন্ত না তাঁহার দেহ ও মন সম্পূর্ণরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন, সে পর্য্যন্ত দেহ ও মনের কৃষ্ণবিমুখিনী চেষ্টা হইতে তাঁহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখী করিবার জন্য যে সকল উপায় উপদেশ করিতেছেন, তাহা শ্রবণ না করিয়া আমরা নিজ নিজ কল্পনাবলে যে সকল পন্থা সৃষ্টি করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছি, তাহাতে অনর্থ নিবারিত না হইয়া

স্বয়ং মায়ার বিক্রমজালে দুর্নিবার্য্যই হইয়া থাকে। ভগবানই জানেন, তাঁহার মায়াকে কেমন করিয়া জয় করিতে হয়। ভগবানের অনুগত না হইয়া যাহারা সেই মায়াকে জয় করিবার স্পর্দ্ধা করে, তাহাদিগকে মায়ারই গোলোকধাঁধাঁয় পড়িতে হয়। আপাততঃ মনে হয়, অনর্থের হস্ত হইতে বুঝি নিষ্কৃতি পাইলাম, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অনর্থের কবলেই আমাকে পড়িতে হয়।

বদ্ধজীবের অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপবিস্মৃতি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। 'আমি শুদ্ধ চিৎকণ কৃষ্ণদাস' ইহা ভুলিয়া স্বস্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্বরূপবিভ্রান্তিই প্রথম ও প্রধান অনর্থ, স্বরূপবিভ্রান্তি-হেতুই দেহাদি জড় বস্তুতে অহং মমাদি বুদ্ধি করিয়া ধন, জন, স্বর্গাদি অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বিষয়-সুখাদি তৃষ্ণার উদয়, তাহাই দ্বিতীয় অনর্থ। হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে শোকাদির উদ্ভব। অপরাধ দশবিধ—সাধুনিন্দা, শিবাদি দেবতাকে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ-বিশিষ্ট না জানিয়া বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান, গুর্ব্বজ্ঞা, শ্রুতি ও তদনুযায়ী শাস্ত্র নিন্দা, শাস্ত্রোল্লিখিত হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ বা অতিস্তুতি বলিয়া মনন, হরিনামের প্রকারান্তরে অর্থকল্পন, নামবলে পাপপ্রবৃত্তি ('নাম করিলেই যখন সমস্ত পাপ যায়, তখন খুব করিয়া পাপ কর্ম্ম করি শেষে না হয় কিছু হরিনাম করিয়া পাপক্ষয় করিয়া লইব'—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি), অন্যান্য শুভক্রিয়ার সহিত নামযজ্ঞকে সমান মনে করা, অশ্রদ্দধানে হরিনামোপদেশ, নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তাহাতে অবিশ্বাস। সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলন ভিন্ন কোন প্রাকৃত উপায়াবলম্বনে এ সকল অনর্থ দমিত হইবার নহে। যম, নিয়ম, প্রত্যাহার ও বৈরাগ্যাদি যে সাধন চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে পতনের আশঙ্কা বর্ত্তমান। সুতরাং চিত্তের উদ্বেগ যায় না। অনেকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে গিয়া চিত্তোদ্বেগ দমনের নিমিত্ত গীতা-ভাগবত-নিন্দিত নানা অসদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিজেরা চিরানর্থ সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং অপরকেও তদনুরূপ করিতে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। তাদৃশ অনর্থ দমনের কয়েকটী উদাহরণ, যথা—(১) পশ্চিমা সাধুদের এবং উঁহাদের অনুকরণে অনেক বঙ্গীয় সাধুরও ধারণা—গাঁজা, চরস কিম্বা সিদ্ধি না খাইলে চিত্ত সংযত করা যায় না, চিত্ত সংযত না হইলে ত' আর ভগবদ্ভজন হয় না, সুতরাং গাঁজায় ভরপুর হইয়া থাকা চাই। সাধুদের মধ্যে এই গাঁজা খাওয়ার আবার প্রতিযোগিতা আছে। যিনি যতক্ষণ ধূম উদ্গীরণ না করিয়া দম রাখিতে পারিবেন, তিনি তত বড় সাধু। এক সময়ে বৃন্দাবনে কুম্ভমেলায় শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ানুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনৈক পশ্চিমা সাধু এই গঞ্জিকা-সেবন-প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথমস্থান অধিকার করিয়া কুম্ভমেলায় সাধুগণের মধ্যে একজন 'বড় সাধুবাবা' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। চরস সেবনেও তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রায় সওয়াসের চরস এক ছিলিমেই উড়াইয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার কিছু যোগবিভূতি ছিল। এই সকল মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শেষে অনেক শিষ্য সেবকও করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ধূমপানাদি সম্বন্ধে কোন নিষেধ নাই। যাহা হউক, ফল হিতে বিপরীতই ঘটিল। নিদ্রালস্যাদি শারীরিক ও দুঃখশোকাদি মানসিক জড়তা হইতে নিস্তার পাওয়ার জন্য ভজনানুকূল-জ্ঞানে গঞ্জিকা, চরস, তাম্রকূটাদি সেবন করিতে গিয়া সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দিত কলিস্থানপঞ্চকের অন্যতম পানাসক্ত হইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ-নিবন্ধন ভগবৎ কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইল। ভগবদ্ভক্ত হইবার পরিবর্ত্তে শেষে গাঁজাখোর ভক্ত বলিয়া আখ্যা লাভ করিতে হইল। (২) সৌভরি, বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ যোগমার্গাবলম্বনে চিত্তোদ্বেগ দমন করিতে গিয়া শেষে কামাসক্ত হইয়া পড়িলেন। (৩) যযাতি মহারাজাও একদিন মনে করিয়াছিলেন, কামোপভোগ দ্বারাই বুঝি কামের শান্তি হইবে, কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ার পরিবর্ত্তে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ কামরূপ ইন্ধন দ্বারা কামাগ্নি প্রজ্জলিত হয় মাত্র। (৪) অনেকে মনে করেন, কৌপীন আঁটিয়া, সাত্ত্বিক আহারাদি করিয়াই অনর্থ-জন্য চিত্তোদ্বেগ দমন করিব, কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইয়া যায়। একদিনেই সকল সংযম দূর হইয়া যায়। (৫) গঙ্গাস্নান কিম্বা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপাদির ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু পাপবাসনা এবং তাহারও মূল যে অবিদ্যা, তাহা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত অনর্থ নিবৃত্তির সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। (৬) অনেকে বলেন, যাত্রা, থিয়েটার, কীর্ত্তন প্রভৃতিতে ভগবল্লীলাভিনয় দর্শন করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হয় মাত্র। আজকাল অনেকের মনে হইতেছে, "নারীগণ পর্দ্দানশীন থাকাতেই নানা অনর্থ উদ্ভূত হইতেছে, পর্দ্দানশীন প্রথাটা উঠাইয়া দিলেই অনর্থ যাইতে পারে, নারীগণের সহিত প্রকাশ্যভাবে ইউরোপীয়ানদের মত মেশামেশি করিলেই তাহাদের প্রতি যে কুভাব পুরুষের মনে উদিত হয়, তাহা দূর হইয়া যাইবে, স্ত্রীলোককে মা, ভগিনী ডাকিলেই তাহাদের প্রতি আর ভোগবুদ্ধি থাকিবে না," কিন্তু তাহাও অসম্ভব। বদ্ধাবস্থায় আমাদের দৃষ্টি কেবল ভোগময়। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের পতিকে হারাইয়া কেবল ইতরবস্তুর সঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া ব্যভিচার করিতেছে। এ অবস্থায়, এমন কি, মা, ভগিনীদের সহিতও নির্জ্জনে বসিতে শাস্ত্র আমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন। যখন আমাদের স্ত্রী-পুরুষে ভেদ বুদ্ধি রহিত হইবে, একমাত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দর্শন-ভিন্ন ইতর দর্শন আদৌ থাকিবে না, তখনই আমাদের ইন্দ্রিয় আর অন্যকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। জগতের মধ্যে এই পাত্র মহাপ্রভু মাত্র সাড়ে তিনজনকে বলিয়াছিলেন—শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীশিখিমাহাতী ও তাঁহার ভগিনী অর্দ্ধজন। শ্রীরায় রামানন্দ দেবদাসীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিয়া তদ্দ্বারা জগন্নাথদেবের ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে পারেন, প্রাকৃত কোন মানব তাহা পারে না। যাহারা ভ্রান্তবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া নারীগণকে গীত-নৃত্যশিক্ষা দিতে যান, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণে প্রবৃত্ত হইয়া ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করেন মাত্র। যে নৃত্যগীতবাদ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা লৌকিক ব্যসন-মধ্যে পরিগণিত, তাহা দ্বারা জীবের ভক্তিবৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে নরকগমনের পথই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে মাত্র। যাত্রা, থিয়েটার বা কীর্ত্তন পার্টির নকল ভক্তের নকল ভক্তি দেখিয়া কখনও আদর্শ গ্রহণ করা যায় না। তাহাতে ভক্তির নামে খানিকটা দেহ ও মনের সুখ হয় মাত্র। (৭) কতকগুলি লোক মনে করেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নানাহ্নিক করিলে কিম্বা আতপচাউল ঘি সৈন্ধব খাইলেই অনর্থ নিবৃত্তি হইবে, তাহাও হয় না। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারগুলি পাপক্ষয় করে বটে, তাহাও স্বর্গাদি অবান্তর ফল-প্রাপক বলিয়া অনর্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই জড়ভরত বলিয়াছিলেন, (শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১২।১২)—"হে রহূগণ, মহাজনের পদধূলি অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি তপস্যাদ্বারা-বৈদিক অর্চ্চনদ্বারা, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন দ্বারা, বেদ-পাঠ দ্বারা সন্ন্যাসপালন দ্বারা অথবা জলাগ্নিসূর্য্য-উপাসনা দ্বারা কখনই লব্ধ হয় না। (৮) অনেকে মনে করেন, তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেই বুঝি কৃষ্ণানুসন্ধান করা হইবে, তাহাও নহে। সাধুসঙ্গহীন হইয়া তীর্থযাত্রা কেবল পরিশ্রম ও মনের ভ্রম মাত্র। সাধুসঙ্গ যেখানে প্রাপ্ত হয়, তাহাই তীর্থ। কেননা ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। ভক্তই ভগবানকে দিতে পারেন। তাঁহার অনুসন্ধানে যদি তীর্থে যাওয়া হয়, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক, অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়, নতুবা সব বৃথা।

জগতের লোক এইরূপ নানা উপায়ে নিজ নিজ প্রাকৃত বুদ্ধির উপর ভরসা স্থাপন করিয়া অনর্থ দমনের চেষ্টা করেন, ফলে নিজেই নিজের গড়া কর্ম্ম, জ্ঞানাদির পাশে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অতএব শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনর্থ-নিবৃত্তির যে উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাই সকল জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। শ্রীচরিতামৃত বলিতেছেন—"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥ সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণকীর্ত্তন'। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥" শ্রীরসামৃত বলেন—আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। অর্থাৎ কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে যদি কোন জীবের অনন্য ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুসঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রবণ কীর্ত্তন হয়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন যে পরিমাণে সুষ্ঠুতা লাভ করে, সেই পরিমাণে অনর্থ সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হওয়া ব্যতীত অনর্থ নিবৃত্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী জ্ঞানীর সঙ্গে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, অনর্থ আরও বর্দ্ধিত হয় মাত্র। অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, কৃষ্ণের বিষয়ানুশীলনরত শুদ্ধভক্তগণই—প্রাগুক্ত অনর্থ চতুষ্টয় রহিত, ইঁহারাই অন্য অনর্থযুক্ত জীবের অনর্থ দূর করিতে পারেন। সুতরাং অনর্থ নিবারণের প্রাকৃত কল্পিত উপায়সমূহ ছাড়িয়া শুদ্ধভক্তচরণে আত্মসমর্পণ। ইহাই জীবমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য।

নির্য্যাণ

শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় গত ২৭শে বৈশাখ ইং ১৯২৮ সালের ১০ইমে বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টার সময় ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা গোস্বামী

মহাশয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। গোস্বামী মহাশয়ের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং নিরপেক্ষ সত্য প্রচারে প্রচুর উৎসাহ ছিল। তিনি ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী-মদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শিক্ষাগুরু রূপে বরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের গ্রন্থপাঠে তাঁহার অপূর্ব্ব অনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ হইতাম। তিনি কয়েকবার শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন-প্রচারিণী সভায় যোগদান করিয়া সত্যের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকেও গোস্বামীপ্রভু বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। বিগত কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে নিয়ম-সেবা উপলক্ষে শ্রীলপ্রভুপাদ সাঙ্গোপাঙ্গে যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন, তখন উক্ত গোস্বামী প্রভু প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুক্ষণ ভাবকথা শ্রবণ ও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধামে নগর-সংকীর্ত্তন কালে আমরা কয়েকদিন গোস্বামী প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। গোস্বামী মহাশয় আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের সহিত কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাহাতে প্রচুর রূপে শুদ্ধভক্তিকথা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তৎপ্রতি গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি গোস্বামী মহাশয়ের অচল ভক্তি ছিল। মোটকথা গোস্বামী মহাশয়ের অপ্রকটে আজ আমরা আমাদের একটী বিশেষ বন্ধু-জনকে হারাইলাম, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নানা কথা

(স্থানীয়)

সহর নবদ্বীপবাসী জনৈক সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন—

গত ১০ই মে তারিখে কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালতে গরুচুরীর মোকদ্দমা লইয়া এক হাস্যাস্পদ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মহেশগঞ্জ নিবাসী বৈদ্যনাথ দাসের একটী গরু চুরী যায়। তাহাতে সে উক্ত গ্রামবাসী রামদাস আহীর নামক এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করে এবং কয়েকজন গ্রামবাসীর সহিত মিলিয়া আসামীকে ধরিয়া স্থানীয় জমীদার পালচৌধুরী সাহেবের নিকট বিচারার্থে লইয়া যায়। কিন্তু পালচৌধুরী সাহেবকে কুঠিতে না পাইয়া আসামীকে গ্রামের একটী চৌকীদারের জিম্মা করিয়া দেয়। চৌকীদারটী আসামীকে সমস্ত রাত্রি না খাইতে দিয়া আটক করিয়া রাখে। অনন্তর প্রাতে আসামীকে লইয়া আবার চৌধুরী সাহেবের কুঠিতে যায়। চৌধুরী সাহেবের ভয়েই হউক আর যে কারণেই হউক আসামীটী বলিয়া ফেলে যে, তাহার সহিত আর দুইজন লোক ছিল, তাহাদের নাম জানে না, অথচ দেখিলেই চেনে, তাহারা আমঘাটার লোক। চৌকীদারের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আসামী তাহাদিগকে দেখাইতে না পারায় চৌকীদার ভগ্নমনোরথ হইয়া বাড়ীতে গিয়া আহারাদি করে, কিন্তু আসামীটীর খাওয়ার কোন ব্যবস্থা করে নাই। আহারান্তে চৌকীদারটী আবার পালসাহেবের কুঠিতে আসে এবং পালসাহেবের একখানি চিঠি পাইয়া আসামীটিকে অনাহার অবস্থাতেই বেলা ৭॥০টার সময় নবদ্বীপ থানায় লইয়া যায়। আসামী স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছে, তাহাতে চৌধুরী সাহেবের চিঠি আছে, তাহার উপর দারোগা বাবু অনেক তদন্ত করিয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়া দেন। গত ১০ই মে কৃষ্ণনগর ফৌজদারী কোর্টে উক্ত মোকদ্দমার বিচার হয়। তাহাতে সুযোগ্য হাকিম শ্রীযুক্ত সুবোধ বাবু আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়া ফরিয়া-দীকে আসামীর নামে মিথ্যাপবাদ দেওয়ার অপরাধে আই, পি, সি ২৫০ ধারা অনুসারে ১৫টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং সেই টাকা তদ্দণ্ডেই আসামীকে দিতে বলেন।

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে মতি রায়ের বাঁধের উপর লক্ষ্মীমণি দেবী নামে এক প্রাচীন বিধবা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। তাঁহার চুল দুই আনা রকমে কাঁচা এবং দাঁত সম্পূর্ণ পড়িয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুই বৎসর পূর্ব্বে নাকি ঐ বৃদ্ধার কয়েকটী নূতন দাঁত উঠিয়াছিল। গত ২৭শে বৈশাখ তারিখে বৃদ্ধা তাঁহার ১১২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন এত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে প্রায় দেখা যায় না।

গত শুক্রবার বেলা ৩টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত, নবদ্বীপে পোড়ামা-তলায় নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ মতিরায়ের যাত্রাদলের গান হইয়াছিল। গান আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই স্ত্রী পুরুষের এত অধিক জনতা হইয়াছিল যে, বাহিরের লোকে অনেকে বুঝিতেই পারে নাই, সেখানে কি একটী ব্যাপার হইতেছে। ধন্য কলির প্রভাব! যে নবদ্বীপে নদীয়া-প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত- শ্রবণ করাইবার একটি লোক মিলেনা, সেই নবদ্বীপে কিনা আজ যাত্রা গান শুনিবার, ভাঙাটিয়া দলের কীর্ত্তন শুনিবার, ভৃতক পাঠকের কথকথা শুনিবার—ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার লোকের অভাব হওয়া দূরে থাকুক, লোকের দাঁড়াইবারই স্থান সঙ্কুলান করিয়া উঠা যায় না। গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল বিকাই—মহাত্মা তুলসী দাসের এই বাণীর সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইতেছে।

(ভারতীয়)

সম্প্রতি যুদ্ধ ক্ষেত্র পলাশীর নিকটস্থ সাহেব নগর গ্রামে রাত্রি দ্বিপ্রহরের ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া কতকগুলি খড়ের ঘর ও মূল্যবান জিনিষ পত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

যশোহরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটী লইয়া অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড যাইতেছেন তিনি জনসাধারণের প্রকৃতই প্রিয় এবং কর্ম্মকুশল ছিলেন। তাঁহার বিদায়ে যশোহরবাসী আন্তরিক মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছেন। (বাঙ্গালার কথা)

হাওড়া হইতে ১৭২ মাইল দূরে ধানবাদ ও চৈতুদমারিয়র মধ্যে যে একটী পুল আছে, সে পুলের ফিস প্লেট সরাইয়া কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত বোম্বাই ও দেরাদুন এক্সপ্রেস ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। প্রকাশ যে, গত বুধবার হাওড়া হইতে বোম্বাই মেল ও দেরাদুন এক্সপ্রেস ছাড়ে। বোম্বাই মেলখানি যখন নির্ব্বিঘ্নে উক্ত পুলটী পার হইয়া গেল, তখন চক্রান্তকারিদল একেবারে ২খানি লাইন সরাইয়া ফেলে। পুলটী নদী হইতে ২৩ ফিট উচ্চ। তাহার দুই দিকে ১৬ ফিট করিয়া দুইটী বাঁক। দুর্ব্বৃত্তেরা প্রায় ১২ ফিট লাইন সরাইয়া ছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পরে ট্রেন-খানি ঘটনাস্থলে আসিয়া লাইনচ্যুত হইলে যাত্রিগণ একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকানির বেগে শঙ্কান্বিত হইল। ট্রেনখানি একেবারে নদীগর্ভেই পড়িত। কিন্তু কি জানি ভগবানের কি অনুগ্রহ, হেলিতে দুলিতে ট্রেনখানি তীরের দিকে ছুটিল। আর একটু বাকিলেই নদীগর্ভে পড়িতে হইত কিন্তু ট্রেনখানি আসিয়া পুলের একপার্শ্বে ঠেকিল, সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনখানিও বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ না থামিলেই ট্রেনখানি নিঃসন্দেহে নদীগর্ভে যাইত। যাত্রীরা কাঁপিতে কাঁপিতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। যে ব্যক্তি জন্মেও কখনও ভগ-বানের নাম মুখে আনে নাই, সেও একবার ভগবৎকৃপা স্মরণ না করিয়া পারিল না। যাত্রীদের সকলকেই তখনি গাড়ী করিয়া দেরাদুনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণকে ধরিবার জন্য তদন্ত চলিতেছে।

এসকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াও যাহারা 'হাম লোগোঁই' বুঝে না বু- চায়, তাহাদিগকে সম্বোধন করিবার ভাষা জগতে প্রকাশিত নাই। ট্রেনখানি জলে পড়িয়া ত' আজ বহুজীবের ইহ লীলা সংবরণ করাইত। কিন্তু ভগবদিচ্ছা- ক্রমে ট্রেনখানি জলে পড়িতে গিয়াও ফিরিয়া আসিল। তাই বলি, মানুষ তুমি আর তোমার নিজের শক্তি বড়াই করিও না, যে কিছু ক্ষমতা পাইয়াছ, ভগবানের আনুগত্যে তাহা সদ্ব্যবহার কর। বৃথা অভিমানে মত্ত হইয়া ধরাকে সরা দেখিতে যাইও না।

কিছু দিন পূর্ব্বে কাশীতে স্বামী দয়ানন্দ কোন শত্রু কর্ত্তৃক গুপ্তছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছিলেন তিনি এখন ক্রমে সুস্থ হইতেছেন ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

(বৈদেশিক)

শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস জেনিভা সহরে অনেক কার্য্য করিতেছেন গত ১০ই মে জাতিসঙ্ঘ সমিতির অস্থায়ী জেনারল সেক্রেটারী মিঃ এভ্‌নোল শ্রীযুক্ত দাসকে এক ভোজসভায় আপ্যা-য়িত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস জাতিসঙ্ঘ সমিতির দপ্তরের এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক অফিসের কর্ম্মচারীর সহিত পরিচিত হইয়াছেন।

জাপানীরা চীনাগণের উপর ভী[ষণ] অত্যাচার করিয়াছে। জাপান-সৈন্য সামান্যই হতাহত হইয়াছে। কি[ন্তু] অসংখ্য চীনা হতাহত হইয়াছে। চীনে জাতীয়দল জাতিসঙ্ঘ সমিতিকে অনুরোধ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সমিতি যেন জাপানকে শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধ বন্ধ [করিয়া] সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া লইবার [আদেশ] করেন।

মার্কিণ মেথডিষ্ট প্রচারকমণ্ডলীর শ্রীমতী হোবার্ট গত ১লা মে তাঁহার মিশনস্কুলে চীন জাপানের যুদ্ধ [বিষয়ে] নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৫

ঠাকুর বৃন্দাবন

গতকল্য ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব তিথি ছিল। ভগবদাবির্ভাব তিথি যেরূপ পালনীয়, ভক্তের আবির্ভাব তিথিও তদ্রূপ সম্মাননীয়। "ঈশ্বরের জন্মতিথি যেছেন পবিত্র। বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র॥" ভগবানের জন্ম-কর্ম্মাদি লীলা যেরূপ অলৌকিক, বৈষ্ণবেরও তাদৃশ। শাস্ত্র বলেন—"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নয়। পদ্ম পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করিয়াছে॥" তবে যে ভক্ত ও ভগবান জন্ম মৃত্যু-লীলার অভিনয় করেন, তাহা কেবল জীবনের অনিত্যতা এবং জগতের নশ্বরতা জানাইবার জন্যই। যাহা হউক তত্ত্ব বিচার করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাব তিথিতে নিজকে পবিত্র করিবার উদ্দেশে তাঁহার কথা গুরুপরম্পরায় যাহা শুনিয়াছি, কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিতেছি মাত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছি গ্রামে আবির্ভূত হন। ইনি ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর পুত্র বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে—মামগাছি গ্রামে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনী দেবীর পিত্রালয় ছিল, তথায় শ্রীনারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। ঠাকুর বৃন্দাবনের আবির্ভাবের অল্পদিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক হয়। পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য লাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করায় ঠাকুর তাঁহার বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবই নিজকে শৌক্র পরিচয়ে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন না। যেস্থানে ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথাকার প্রাচীন নিদর্শন অদ্যাবধি মামগাছি গ্রামে বর্ত্তমান রহিয়াছে, [illegible] পরিপূর্ণ, আজ [illegible] এই [illegible] নাই, গত ফাল্গুন মাসে শ্রীধাম পরিক্রমার সময় দেশ-বিদেশ হইতে আগত বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে গৌড়ীয় সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যপ্রবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্বয়ং শ্রীহস্তে সেই স্থানে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত গৌর নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়া অন্যত্র সেবিত হইতেছে, কিন্তু সেবার তাদৃশ পারিপাট্য বা ঔজ্জ্বল্য নাই। শুনা যায়, মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়া গ্রামে ঠাকুর মহাশয়ের কিছু পিতৃসম্পত্তি ছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক সময় তথায় থাকিতে হইত। ঠাকুর মহাশয়ের সংসার পরিগ্রহের কোন কথা শ্রবণ করা যায় না। তাঁহার কয়েকটী শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে রামহরি নামক একজন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেনুড়স্থিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের পাট বাটী অবলম্বন পূর্ব্বক সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা সকলেই সুসংস্কৃত বৈষ্ণবকুলে উদ্ভূত হইলেও স্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে বৈষ্ণবাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্মার্ত্তাচারের অনুবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভু নিত্যানন্দের অতীব প্রিয় ও শেষ শিষ্য ছিলেন। তাঁহার আনুগত্যে ঠাকুর বৃন্দাবন স্মার্ত্তাচার বৈষ্ণব-সদাচার-বিরুদ্ধ জানিয়া কোন দিনই উহাকে সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতি-মহিমা প্রচারার্থ কায়মনোবাক্যে চেষ্টাপর ছিলেন বলিয়া স্মার্ত্তগণ বিদ্বেষবশতঃ ঠাকুর বৃন্দাবনের সম্বন্ধে যে সকল অবজ্ঞাসূচক বাক্যাদি প্রয়োগ করেন, তাহা কোন নিরপেক্ষ শুদ্ধভক্তের শ্রবণীয় নহে। যে কালে অদ্বৈত সন্তান বলরামের পুত্র মধুসূদন এবং তৎপুত্র রাধারমণ অদ্বৈত প্রভুর প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্মের উৎসাদন-মানসে বন্দ্যঘাটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র রঘুনন্দনের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যে কালে বীরভদ্র প্রভুর পুত্রপ্রতিম শিষ্যত্রয় স্মার্ত্তশাসনের করালকবলে নিগৃহীত হইয়া পঙ্কোপাস্থের অন্যতম ত্রিপুরা সুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহের সহিত এক সিংহাসনে রাখিতে বাধ্য হন এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ সামাজিক বিধি অনুসারে বারেন্দ্র সহিত গঙ্গা ঠাকুরাণীর যৌন সম্বন্ধকে রাঢ়ীয় শ্রেণীতে গঙ্গোপাধ্যায় কুলে পরিণত করিবার কথা আলোচিত হয় এবং শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের মৈথিল ব্রাহ্মণকুল হইতে বড় গাঙ্গরাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ সংশ্লেষকালে উদ্বাহের কথা আলোচিত হয়, সেই সময় শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর [illegible] টীকা [illegible] বৈষ্ণব [illegible] ব্রাহ্মণকুলে গ্রহণ প্রভৃতি স্মার্ত্তের প্রতিকূল চেষ্টাসমূহ ঠাকুর বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজ-প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিল কিন্তু নিত্যানন্দৈক প্রাণ ঠাকুর সে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক নিরঙ্কুশভাবে বাস্তব সত্য কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। 'এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, তৎকালেও বৈষ্ণববিদ্বেষী লোকের অভাব ছিল না। বৈষ্ণববিদ্বেষী সমাজ চিরকালই আছে এবং থাকিবে। কিন্তু তাহারা কোন দিন বৈষ্ণবের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না বরং তাহারা তাঁহাদিগের ব্যতিরেক ভাবে লীলার পুষ্টি সাধনই করিবে।

ঠাকুর বৃন্দাবন ভক্তি-প্রচার-কল্পে চৈতন্য ভাগবত নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে রসিক চূড়ামণি কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥" আজ কয়েকবর্ষ হইল ঠাকুর বৃন্দাবনের নামে, নিত্যানন্দ চরিত্র, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলী প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকের নাম শুনিয়া আসতেছি, পুস্তক গুলিও দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের অপ্রকটের পরে ভক্তিরাজ্যে এক প্রকার মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। গৌরনাগরী বাদ, কপট দৈন্য প্রদর্শনকারী সহজিয়াবাদ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি রূপ স্মার্ত্তবাদ প্রবল হইলে ঐ সকল মতবাদ নিরসন পূর্ব্বক চৈতন্যপ্রচারিত শুদ্ধভক্তি স্থাপনের চেষ্টা ঠাকুর বৃন্দাবনের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে স্মার্ত্তকুল ও তদনুগ সম্প্রদায় স্বার্থের বশীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে ধাম নির্ণয় প্রভৃতি নানাপ্রকার চেষ্টা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়িতে অনুরোধ করি, কেন না ঠাকুর বৃন্দাবনের সময় তাঁহাদের ন্যায় লোকের অভাব ছিল না। 'আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী দূরে পলায়ন করিয়াছিল।'

সভ্যতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ, বি, এ, বিদ্যাসাগর)

অধুনাতন কালে নব্যশিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমরা ইউরোপীয়জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ সভ্যতার উচ্চতরস্তরে উন্নীত হইতেছি। প্রতীচ্যসম্পর্কের প্রাক্কালে অস্মদীয় সভ্যতা নিতান্ত হেয় ও নীচ ছিল। পাশ্চাত্যগণের বিজ্ঞানালোচনায় এবং বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির আবিষ্কার ফলে ইদানীং জগতে জীবিকার মার্গ সরল উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়া মানবের বহুশ্রমসাধ্য বা একান্ত অসাধ্যপ্রায় কর্ম্মগুলি অতি অল্পায়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে, অধিকন্তু প্রত্যেক শিক্ষিতাভিমানী বা তৎসংসর্গিগণের এবং তদনুকরণশীল গড্ডলিকাপ্রবাহে বিচরণকারী মানববৃন্দের আচার ব্যবহারপ্রণালী ক্রমেই উন্নত হইতেছে। মানবের দৈহিক পরিশ্রম বিনা প্রকৃত অর্থাগমের পন্থা এবং স্বীয় জীবনযাত্রা সহজে নির্ব্বাহিত হইবার উপায় হইলে তদুপযোগী ভোগবিলাস-সম্পন্ন আচার পরিবর্দ্ধিত হইয়া মানুষ ক্রমে সভ্যপদবাচ্য হইতে পারে। যে দেশে শিল্প বাণিজ্যাদি উচ্চস্তরের নহে, অধিক সংখ্যক লোক লিখিতে বা পড়িতে শেখে নাই, দৈহিকশ্রম দ্বারা খাদ্য পানীয়াদি আবশ্যক পদার্থের সংগ্রহ করে, বিলাসসম্ভারের ব্যবহার-পদ্ধতিতে একান্ত অনভিজ্ঞ সেই দেশই তাঁহাদের মতে অসভ্য দেশমধ্যে গণ্য। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের মনঃকল্পিত তুলাদণ্ডে বর্ত্তমান কালের ব্যবহার-প্রণালী বিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। অধুনাতন কালে ইউরোপীয়গণ বা আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অধিবাসী তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ বিপুল ঐশ্বর্য্য, অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা প্রাকৃত জ্ঞানভাণ্ডারে অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব তথ্যাবলী সঞ্চিত রাখিয়াও তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সভ্যতার নিদর্শন রাখিতেছেন। তাঁহাদের আনুকরণিক অস্মদ্দেশবাসিগণও তদুচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ দ্বারা আপনাদিগকে আলোকসম্পন্ন জানিয়া উচ্চ সভ্যতার দাবি করিয়া থাকেন। সুতরাং অস্মদ্দেশের বর্ত্তমান সভ্যতা শেষোক্ত শ্রেণীতে গণিত হয়। এক্ষণে এইপ্রকার ধারণা কতদূর নির্দ্দোষ তাহা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখা যাউক।

আদৌ সহশব্দ পূর্ব্বক ভাধাতুর উত্তর অধিকরণবাচ্য ক্বিপ্ প্রত্যয়ে সভাশব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভাধাতুর অর্থ দীপ্তি প্রকাশ ও জ্ঞান। যে স্থান একত্র অনেক মহাজনের জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, তাহাই 'সভা' নামে উক্ত হইত। মনু বলিয়াছেন—যেদেশে যেস্থানে বেদবিদ্ বিপ্রগণ বাস করেন, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ সুজ্ঞানবান্ সম্রাটের অধ্যক্ষতায় ধর্ম্মার্থবাক্যাবলীর বিচার করা হয় তাহাই সভা। সভায় সাধু অর্থাৎ তৎকার্য্যপরিচালনে নিপুণ ব্যক্তিগণই সভ্য এবং সভ্যগণের অকপট অবস্থা বা ব্যবহারাদিই সভ্যতা। মৎস্য পুরাণ বলেন, শত্রু মিত্রে তুল্য ব্যবহারশীল, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, বৈদিকশ্রেষ্ঠ ও সৎকুলজাত বিপ্রগণই সভ্য। এবং তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত আচার-

প্রণালীই সভ্যতা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শ্রীমৎ শৌনক ঋষি, মাতৃকুক্ষি হইতেই পরমহংসাশ্রমী শ্রীল শুকদেবের শিষ্যাগ্রজ শ্রীসূতগোস্বামীকে সভ্য বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত পরীক্ষিৎ মহারাজও হরিপ্রিয় জনগণের সভ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকথা শ্রবণপুটে পান করিতেছেন। পুরাণাদিতে প্রাচীন কালের এইরূপ শতসংখ্যক উদাহরণ পাওয়া যায় যে, যেস্থানে একমাত্র পরম সত্যবস্তুর আলোচনা চলিয়া থাকে, তাহাকেই সভা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে. পাশ্চাত্য জাতীর অনুকরণ অত্যন্ত ব্যাপক হইবার পূর্ব্বেও ধর্ম্মকর্ম্মাদি উপলক্ষ্যে বেদজ্ঞ বিষয়নিপুণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইয়া গৃহমেধিগণের নিঃশ্রেয়স উপদেশার্থ যে স্থানে সমবেত হইয়া হরিকথাদি সদালাপ করিতেন, তাহাই 'সভা'নামে প্রখ্যাত ছিল। তাঁহারাই কেবল সভ্য ছিলেন এবং শাস্ত্রানুমোদিত তাঁহাদের আচরণগুলিই সভ্যতার নিদর্শন ছিল। বারনারীবৎ বাহ্যবেশভূষা বা জীবিকার্জ্জন-প্রণালী এবং ব্যবহারিক লিখন পঠনাদি তাঁহাদিগকে সভ্যপদে বরণ করে নাই। তৎকালে শ্রৌতমার্গে গুর্ব্বানুগত্যে আত্মতত্ত্ব সংগ্রহের তারতম্যে সভ্যতার তারতম্য নির্ভর করিত।

প্রাকৃত সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল প্রকাশকারী ও পাপরহিত। উহা দ্বারা জীবের জ্ঞান ও সুখসঙ্গ লাভ হয়। রজোগুণ তৃষ্ণাসঙ্গ-সম্ভূত ও অভিলাষা-ত্মক; তাহাই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে। মোহনকারী অজ্ঞানজ গুণই তমঃ। প্রকৃত সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে ইন্দ্রিয় দ্বার-গুলির উদ্ঘাটনদ্বারা প্রকাশধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান লব্ধ হয় এবং তৎ-কালে একটী দীপ্তি শরীরকে আশ্রয় করে। কিন্তু শ্রীহরিচরণে একান্ত প্রপন্নগণ যখন অনায়াসলভ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব গুণে পরিবৃংহিত হন, তখন সমুদয় দিব্য গুণাবলীর সহিত তদবিকৃত দেহ বুদ্ধ তাঁহাদের অপ্রাকৃত দেহ আশ্রয় করত. তাহাকে দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সমাজে ধার্ম্মিকগণেরও শরণাগতির তারতম্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে ঐ প্রকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং একমাত্র হরিশরণগণই প্রকৃত সভ্য এবং তাঁহাদের শারীরিক অপ্রাকৃত জ্যোতির্দ্বারা আলো-কিত স্থানই সভা। তাঁহাদের শাস্ত্রানু-মোদিত স্বভাবজ আচার প্রণালীই সভ্যতা।

পরিবর্ত্তনই জগতিক নিয়ম, সুতরাং প্রাকৃত সভ্যতাও পরিবর্ত্তনশীলা। অল্প কাল ব্যবধানেই নব নব বেশভূষায় আগ্রহ, খাদ্যাদির উপাদানে আসক্তি, গতিবিধির নব প্রণালীতে উৎসাহ পরি-দৃষ্ট হয়। রজস্তমোগুণের প্রাবল্যে আধুনিক বৈশ্যভাবাপন্ন পাশ্চাত্যগণের অনুকরণে কখনও বা লম্বিতকেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, কদাপি অগ্রপশ্চাদ্ভেদে কেশের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা ও ফ্রেঞ্চ শ্মশ্রু, অন্য সময় নিম্নাভিক্রমে হ্রস্বতম হইতে সুদীর্ঘ তর বালক্রম ও শ্মশ্রুহীন মরুমধ্যে নাসানিম্নে মরূদ্যান ইত্যাদি রুচির অনুসারে এদেশীয়গণের সভ্যতার পরিমাণ হইতেছে। একবালে হ্যাটকোটমণ্ডিত হইয়া কখনও বা কটিজড়িতবস্ত্রের প্রান্তমাত্র পশ্চাদ্ভাগে আবদ্ধ রাখিয়া, অপর সময় নানাবর্ণের লুঙ্গিদ্বারা দেহ সজ্জিত করিয়া সভ্যতার নিদর্শন দেখাই তেছেন। চা, চুরুট, নস্য, মদ্য, বিস্কিট্ কেক্, মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য ভোজনও সভ্যতার উন্নততম সোপান মধ্যে পরি গণিত। আবার মনোমধ্যস্থিত সমুদয় কুভাবগুপ্তিই সভ্যতার একটী প্রধান উপাদান। কপটতার আশ্রয়ে যিনি যত অধিকতর ভাবগোপন পূর্ব্বক অপরের মনোরঞ্জনে সমর্থ, তিনি ততদূর অধিক সভ্য। প্রাকৃত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যাবতীয় নব নব পদার্থাবলী পাত্রনির্ব্বি শেষে ভোগের উপাদানে পরিণত করাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সীমা, শঠতার আশ্রয়ে স্বীয় দুষ্টভাব আচ্ছাদন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্য লোকরঞ্জনই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। অর্থাৎ জীবের স্বভাবজ সদ্গুণরাজীর ব্যবহার না করিয়া লোকরঞ্জক মনঃকল্পিত আচরণই সভ্যতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার তথাকথিত প্রাকৃত সভ্যতার দ্বারা কবে কিপ্রকারে সভাগৃহ উজ্জ্বলীকৃত হইয়া থাকে, তাহা ধারণারও অতীত। আবার ইহার সহিত জীব-মাত্রের নিত্যসম্বন্ধ কি আছে? বরং ইহা জীবকে স্বভাব হইতে বিচ্যুত করিয়া পাপাচার ও বিপরীত নিসর্গের দাস করিয়া ফেলে।

ফলতঃ মানবজীবনের চরমলক্ষ্য ভুলিয়া দেহ ও মনের ধর্ম্মে অত্যাসক্তি-নিবন্ধন এই প্রকার অল্পকালে পরিবর্ত্তন-শীল আহার বেশভূষা, ও সাময়িক কার্য্যোপযোগী কপটব্যবহারগুলিই বর্ত্তমান সভ্যতার উপাদানমধ্যে পরিগণিত হইয়া সভ্যতা শব্দ কদর্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ কদাপি ঐ প্রকার সভ্যতার আদর করেন না। তাঁহারা জীবনের চরমলক্ষ্য সাধুসম্মত ভাগবতমার্গ আশ্রয়ার্থ জীবের নিত্যধর্ম্মসাধনের উপযোগী আচার ব্যবহারগুলিই সভ্যতা বলিয়া বরণ করেন এবং আপনারাও তদনুশীলন ফলে ক্রমে অপ্রাকৃত দিব্য জ্যোতিঃ লাভ করিয়া যথার্থ সভ্য নামের সার্থকতা রক্ষা করেন। এক্ষণে সজ্জনগণ স্থিরচিত্তে সাধুগণের আনুগত্যে বিচার-পরায়ণ হইলে প্রকৃত সভ্যতা কি এবং তদনু-যায়ী কিপ্রকার বিচরণ কর্ত্তব্য?—এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আপনা-দিগকে প্রকৃত সভ্য করিতে পারিবেন। তখনই বুঝিবেন যে, অকপট বিজ্ঞগণের আচরিত মার্গই একমাত্র আশ্রয়ণীয় এবং তদনুযায়ী স্ব স্ব আচারাবলী নিয়মিত করাই প্রকৃত সভ্য আচরণ। অতএব দন্তে তৃণধারণ পূর্ব্বক শত শত কাকুবাদ দ্বারা বিনীত ভাবে সজ্জন ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার দয়াপূর্ব্বক নির্ব্যলীক একান্তশরণাগত শ্রীগৌরচরণাশ্রিত সাধু-গণের মধ্যে সভ্যতার যথার্থ মূর্ত্তি পর্য্য-বেক্ষণ করুন, দেখিবেন তাঁহারা আত্ম-ধর্ম্মের বিকাশে অপ্রাকৃত কলেবর সৌন্দর্য্যে কিপ্রকার শোভা পাইতেছেন? তাঁহা-দের মিলন স্থানে কেবল সত্যবস্তুর কথা ব্যতীত অন্যপ্রকার আলাপ না থাকায় তাহাও সর্ব্বদা দিব্যালোকে বিভূষিত আছে। তখন সভ্যতা বিষয়ে আপনা-দিগের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইবে। অবশ্য বিনীত অনুসন্ধিৎসু ব্যতীত অন্য মৎসর-গণ মায়ামোহিত ধীশক্তি লইয়া ঐ প্রকার সভা, সভ্য বা সভ্যতার বোধে একান্ত অসমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। যেহেতু নিষ্কপট না হইলে কদাপি বস্তুর স্বভাব দর্শনে অধিকার জন্মে না

'সহজিয়া-বিচার'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌড়ীয়ে ইন্দ্রিয়-তোষণ-যোগ্য বিভিন্ন রুচিদায়ক কোন কথা নাই বলিয়াই, নিরপেক্ষ সত্যপিপাসুর সুশীতল বারি। যিনি যে পরিমাণে সত্য চান, গৌড়ীয় তাঁহার নিকট সেই পরিমাণে শান্তি-দায়ক। যিনি যে পরিমাণে সত্য ভালবাসেন, সেই পরিমাণে, গৌড়ীয় তাঁহার নিকট আদরের বস্তু কারণ সত্য প্রচার, সত্যনামে পরিচিত সত্যাভ্রব ইত্যাদির কারণ প্রকাশই গৌড়ীয়ের নিজস্ব। গৌড়ীয়ভ্রব অগৌড়ীয় কখনও গৌড়ীয়ের প্রতি সম্যক প্রকারে প্রীতি স্থাপন করিতে পারেন না, যেহেতু সহজিয়া বিচার ইহাতে স্থান পায় না।

গৌড়ীয়-পাঠক ও শ্রোতা স্বপক্ষ, বিপক্ষ বহু ব্যক্তির মুখে বহু প্রকারের উক্তি শ্রুত হইতেছি। তন্মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন, "গৌড়ীয়ের কোন কোন বিষয় খুব ভাল; আবার কতকগুলি বিষয় বৈষ্ণবোচিত নহে বলিয়া অগ্রাহ্য।" অর্থাৎ তাঁহাদের সর্বেন্দ্রিয় [illegible] আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বিষয় বলিয়া [illegible] মনে করেন, তাহাই গ্রাহ্য; অপরগুলি অগ্রাহ্য যেহেতু তাঁহারাই যেন একমাত্র সার্ব্বভৌম বলিয়া মনে করিয়া বসিয়া আছেন! এই সম্বন্ধে একটী সত্য ঘটনা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

এবার শারদীয়া পূজার সময়, তীর্থ-ভ্রমণ মানসে নয়, শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপা-দেশে,—যদিও আমার সেই যোগ্যতা নাই, তবু শ্রীধাম বৃন্দাবন যাওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলাম। একদা (খুব সম্ভব ১লা কার্ত্তিক) আমার সতীর্থ ভ্রাতা শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয়ের সহিত শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবের মন্দিরে যাই, পথে পুরাতন মন্দিরপ্রাঙ্গণে কৌপীন বহির্ব্বাস পরিহিত বিশুদ্ধ বেষ-ধারী এক মূর্ত্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার পরিচয়:—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ শাস্ত্রী এম, এ। অবশ্য বৈষ্ণব হিসাবে পূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া বিধি নিষিদ্ধ হইলেও, কৃপা করিয়া সোৎসাহে অতি গৌরবের সহিত স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই পরিচয়টী দিয়াছিলেন। আমার সতীর্থ সতীর্থ গ্র্যাজুয়েট ভ্রাতাটীর কোন কোন অধ্যাপকের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে, তাহাও জানা গেল। বহু বহু সংবাদ-পত্রাদি পাঠ করেন এবং সেই হিসাবে গৌড়ীয়ের পৃষ্ঠাও মাঝে মাঝে উল্টি পাল্টি হয় বুঝা গেল।

পরিচয়ের-সঙ্গে-সঙ্গেই শাস্ত্রী মহাশয় স্বমন্তব্য ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন যে, "গৌড়ীয় যাহা বলেন, তাহা খুব ভাল কথা, বর্ত্তমানে ধর্ম্মাকাশে যে প্রকার ঘনঘটা দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে গৌড়ীয়ে ঐ প্রকার ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নাম ধরিয়া ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করিয়া গালা-গালি নিতান্ত অবৈধ, বৈষ্ণবোচিত ভাব নয় বলিয়া বৈষ্ণবের অপাঠ্য।" এতচ্ছ্রবণা-নন্তর গৌড়ীয়ের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যাবলীর দ্বারাই তাঁহার ভ্রমাত্মক অসৎ প্রতীতি নিরসনের প্রয়াসে সফলতা লাভ হইতে থাকিল। তৎপর তিনি বলিলেন যে, "কোন কাগজে দেখিলাম পূর্ব্বে রাধা কুণ্ডতীর নিবাসী, বর্ত্তমানে নবদ্বীপ রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ের মাঠ নিবাসী বাবাজী ব্রজমোহন দাস নাকি প্রভু হইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা। ইহা হওয়ার কারণ, তিনি রাধাকুণ্ডতীরে অবস্থান কালে, এই ব্রজমণ্ডলের বহু বহু প্রাচীন, বয়োবৃদ্ধ বৈষ্ণবগণকে স্বহস্তে প্রহার করিয়া অপদস্থ করিয়াছেন। আর রাধাকুণ্ডতীরস্থ নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ, [illegible] কার্য্যে [illegible]

মাধুকরী বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; উক্ত বাবাজী চক্রান্ত করিয়া তাহাদের উপর ট্যাক্স চাপাইয়া দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ঐ প্রকার ট্যাক্স বা চাঁদা প্রথা ছিল না। আমি হিতবাদী পত্রিকায় আশ্বিনের ২৯ সংখ্যায় বাবাজী ব্রজমোহন দাসকে "নিষ্কিঞ্চন মহান্ত" লিখায়, তাঁহার প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছিলাম। কারণ হিতবাদী সম্পাদক বৈষ্ণব-সংবাদ না জানিয়া এরূপ মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী পরপীড়ক ব্যক্তিকে, বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করেন কেন?" ইত্যাদি বহু কথার পর বলিলাম যে, "আপনিই স্বয়ং বৈষ্ণব-মর্য্যাদা রক্ষণে ব্যস্ত। গৌড়ীয় এবম্বিধ মর্য্যাদা-হানিকর দিগকে মঙ্গল বিধানার্থেই কৃপা করিয়া থাকেন। ইহাতে আপনার মত সত্য-পিপাসুদিগের কোন প্রকার প্রীতি-বিরুদ্ধ কারণ থাকিতে পারে না।" ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অনেক কথা হওয়ার পর তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। আমরাও বিদায় হইলাম।

এখন বিচার্য্য এই :—কে নিষ্কিঞ্চন মহান্ত? তাহা সহজিয়া-বিচার বা চিজ্জড় সমন্বয়-বাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগ পঞ্চোপাসকের মাপ কাঠিতে মাপিয়া লওয়ার মালিক বস্তু নহেন। কারণ জাগতিক গবেষণা থাকিলেই চিন্মূর্ত্তি নিষ্কিঞ্চন মহান্ত দর্শন হয় না। তবে মেঘনাদের বিচারে "শ্রীরামানুগত যত জন সবই লঘু, স্বয়ং খুল্লতাত বিভীষণ পর্য্যন্ত। আর তদ্বিবেক-ভাবাপন্নগণ সকলই আচার্য্য গুরু!

হিতবাদী সম্পাদকেরও তদ্রূপ ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি একটু সত্য কথা প্রকাশ করিবে অর্থাৎ সত্য-কথা শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত বলিতে গেলেই গৌড়ীয়ের সহিত ঐক্য না হইয়া পারে না, সেই ব্যক্তিই তাঁহার—আক্রমণের পাত্র, সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয়কে আক্রমণও বাদ যায় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গৌড়ীয়ের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার পক্ষাবলম্বনে তাহাকে ভূরি ভূরি সম্মান দিয়া তৎসঙ্গেও গৌড়ীয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লেখনী কলুষিত করিতে ছাড়েন না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ইতিহাসের সমালোচনা ও বৈষ্ণব-সম্মান নামক সংবাদ দুইটাই উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

শুধু, প্রাকৃত সহজিয়া, সহজিয়ার সঙ্গীর সঙ্গে এই প্রকার—সহজিয়া বিচার-রূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ইহাই প্রত্যক্ষজড়ানুভূতির চরম মোহ অন্ধবিশ্বাস অন্বিত সিদ্ধান্ত।

গৌড়ীয়, অন্ধ বিশ্বাসের ধার ধারেন না। ইহা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামী নহে; অথবা লিঙ্গসিদ্ধান্তের অর্জ্জিত কোন ব্যবসায়—সম্পত্তিও নহে যে, ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া অনন্তকুক্তিতেও গোঁড়ামী করিবে। যাঁহারা গৌড়ীয়ের সেবক তাঁহারা যে প্রত্যেকেই অসাধারণ বিচার-নিপুণ, তাহা বলাই বাহুল্য; কারণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও গৌড়ীয়ের যে কোন সেবকের সহিত যিনি ইষ্ট-গোষ্ঠী করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই নিজের ওজন বুঝিতে পারিয়া বৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। তবে যাঁহারা নিজ গুর্ব্বভিমানে গৌড়ীয় সেবকগণকে উপদেশার্থে গুরুপন্থাবলম্বনে উপনীত হন, তাঁহারাই চির বঞ্চিত, যেহেতু নিজের ওজন অপরিজ্ঞান-হেতু তাঁহারা জানেন না গৌড়ীয় সেবকগণ—কে? ইহারা, সমস্ত বল, সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত ঐশ্বর্য্য এমন কি অনন্ত কোটী—ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় শ্রীশ্রীবলদেবের অবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহের আশ্রিত। ইঁহাদের কোন বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন হইলে অপরের নিকট ধার করিতে হইবে না। ইঁহারা মহাধনে ধনী। স্পর্শমণি অপেক্ষা অমূল্য সম্পৎ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর শ্রীশ্রীচরণ মাত্র ইঁহারা সম্বল করিয়াছেন। সেবা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য অভিনিবেশ নাই। আমার মত কিছু মায়ার সেবা, কিছু হরিসেবা-মুখে আত্মেন্দ্রিয়তোষণ-ব্যাপার তাঁহাদের নাই। তাঁহারা সদাকাল হরিকীর্ত্তন মুখে হরি সেবা করিয়া আমার মঙ্গল বিধান করিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বেষ্টিত। কিন্তু আমার দুর্ব্বুদ্ধি বশে সহজিয়া বিচাররূপ বিপদে পতিত হইয়া আমি শ্রীমহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তম শিক্ষা—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণবআচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

—এই বৈষ্ণবাচার পালনে কুণ্ঠিত।

ভক্তের প্রয়াস

যিনি কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা দ্বারা কৃষ্ণসেবা বঞ্চিত জড়াহঙ্কার-ভোগরূপ সংসারাখ্য অজ্ঞান সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাচীন মহাভাগবত গণের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেষ ধারণ করেন, তিনিই যথার্থ ভক্ত, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। তিনি কৃষ্ণসেবার অনুকূল ব্যতীত কোন বস্তু গ্রহণ করেন না এবং প্রতিকূল ব্যতীত কোন বস্তু ত্যাগ করেন না। যাহারা এই গ্রহণ বা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া কেবল ত্যাগ বা ভোগে রত থাকিতে চায়, তাহারা ফিতে বিপরীতই ঘটাইয়া থাকে। এতাদৃশ ভোগীরা যদি কোন প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যবান্ ভক্তকে তাঁহার কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার চিত্তে মাৎসর্য্যের উদয় হয়। সে মনে করে, আমি যাহা বহু প্রয়াসেও লাভ করিয়া ভোগ করিতে পাই না আর এই ভক্ত তাহা অল্প প্রয়াসেই লাভ করিয়া আমার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়া পড়িল! কৃষ্ণসেবক যে তাঁহার আহৃত সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট সেবন করেন মাত্র, ভোগী ভক্তের সে চেষ্টা বুঝিতে পারে না ভোগী বলে, "ভক্ত কেন কৌপীন কমণ্ডলু লইয়া বৃক্ষতল সার করিবে না, পাকাবাড়ী, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান, মোটরকার ইত্যাদি ঐশ্বর্য্য কেন সে আমাকে দিয়া দেয় না, অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া সে আমার অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইবে, আমার ভোগে বাধা দিবে, এসব আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমিই মোটর চড়িব বৈদ্যুতিক আলোক ও পাখা প্রভৃতি ব্যবহার করিব, ভক্তকে কৌপীন কমণ্ডলু সার করাইয়া, বৃক্ষতল বাসী করাইলা তবে আমার আর কাজ" ভোগীর এই সকল মাৎসর্য্যপর যুক্তিকে শ্রীভগবান্ খণ্ড খণ্ড করিয়া বলেন—জগতের যত কিছু উত্তমোত্তম দ্রব্য আছে, সমস্তই আমার ভক্তের প্রাপ্য, আমার ভক্ত যাহাকে যাহা কৃপা করিয়া আমার প্রসাদ বলিয়া বিতরণ করিবে, তাহাই জগতের লোকের প্রাপ্য। আমি ভক্তের প্রদত্ত দ্রব্য ভিন্ন অন্য কাহারও প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্তুও গ্রহণ করি না—ভক্তাপেক্ষম স্বামি প্রবস্তাত্মনঃ"। যে বিষ্ণাবধূর জীবন আমি নহি, যে বিষ্ণাবধূ আমাকে স্বামী না জানিয়া ব্যভিচারিণী, তাদৃশী বিষ্ণার বিদ্বান, আমার অভক্ত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণও আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু যে শ্বপচ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে তোমরা অত্যন্ত ঘৃণা কর, স্পর্শের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান কর, সেই শ্বপচ যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই আমার প্রিয়। আমি আদেশ করিতেছি, তাহাকেই তোমাদের যা কিছু প্রীতির বস্তু আছে, তাহা অর্পণ করিবে, এবং তাহার নিকট হইতে আমার প্রসাদ গ্রহণ করিবে। ভক্তকে কখনও অবমাননা করিও না, আমিও যেমন তোমাদের পূজ্য ভক্তও তেমনই পূজ্য।" ভগবদ্ভক্তই ভগবানের সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্টি। ভগবান্ তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও তাঁহার সম্পত্তির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। যেমনা ভগবদ্ভক্ত ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত না করিয়া এক কপর্দ্দকও নিজ সেবায় গ্রহণ করেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি গোবিন্দের বিশ্রাম স্থান ভক্তের হৃদয়ে, তখন ভক্তের নিকট ঐশ্বর্য্য থাকিবে না কি অভক্তের নিকট থাকিবে? ভগবানের ভক্তকে না দিয়া যে সকল ভোগী ভগবদ্বস্তু ভোগ করিতে যায়, ভক্তের ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা আছে, অভক্তের নিকট হইতে তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়ার। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নিখিলবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তা ভক্ত ভগবদ্দাসসূত্রে অপরকে সে ভোক্তৃপদবী পাইতে দিবেন না, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

অবশ্য প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন শরণাগত ভগবদ্ভক্তেরই জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করার যোগ্যতা আছে, কিন্তু যে সকল রাবণ-প্রকৃতির দুর্ব্বৃত্ত বাহ্য ভক্তের বেষ ধারণ পূর্ব্বক রামাভাগ্যা জগল্লক্ষ্মীকে ভিক্ষা করিয়া লক্ষ্মীপতি শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিবার পরিবর্ত্তে নিজ ভোগের ইন্ধন করিতে চায়, সে সকল কপটাচারী ভণ্ড রাবণ অচিরেই শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। রামভোগ্যা লক্ষ্মীদেবীকে কুলটার সেবায় নিযুক্ত করার স্পর্দ্ধা যে রাক্ষস করিতে পারে, রামদাসগণ জগৎ হইতে সেই রাক্ষস কুলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলোপ না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। ত্রেতাযুগে দুরাত্মা রাবণ ভূর্য্যাশ্রমীর বেশে সীতাহরণের প্রয়াস করিয়াছিল, এবার-কার কলিযুগের রাবণ একেবারে বৈরাগী পরমহংসের বেশে সীতাহরণের মতলব করিতেছে। সেবার বোধ হয় দাড়ী, গোঁফ ছিল, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু ছিল, এবার ভণ্ড সে সব ছাড়িয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের ভক্তের ন্যায় হাতে মালার ঝোলা লইয়াছে, পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছে, মাথা নেড়া করিয়াছে। সুতরাং সাধু সাবধান। ভণ্ড বৈরাগী রাবণকে কেহ ভিক্ষা দিয়া শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধী হইবেন না। শ্রীভগবদ্দাসসূত্রে আপনারা সকলেই অবিলম্বে ভণ্ডের সকল ভণ্ডামী সমূলে উচ্ছিন্ন করিবার জন্য যত্নবান হউন। যুদ্ধারম্ভ বল, সঙ্গে চল—এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

আমাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি যাহার যাহা কিছু আছে, তাহা নিষ্কপট নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শুদ্ধভক্তগণের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করুন, তাঁহারা সে সকল ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিবেন। 'আমরা ভগবানকে দিতে পারি ভক্তের দরকার কি?' এরূপ দাম্ভিকতা থাকা অবস্থায় ভগবান্ আমাদের কোন বস্তু গ্রহণ করেন না। জানিবেন, ভক্তই

ভগবানের হৃদয়, আবার ভগবানের হৃদয়ই ভক্ত। ভক্ত ছাড়া ভগবান্ আর কাহাকেও জানেন না, ভক্তও ভগবান্ ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না। ভগবান্ সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া থাকিলেও ভক্তই ভগবানের সন্ধান দিয়া থাকেন। সর্ব্বক্ষণ "গৌরাঙ্গ সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া। হরে কৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥" অভক্তের সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

নানা কথা

(স্থানীয়)

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ বেলা ৯ ঘটিকার সময় স্থানীয় বল্লালদীঘী গ্রামের মহেন্দ্র পাড়ুইয়ের ১২ বৎসর বয়স্কা কন্যা জল তুলিবার সময় কূপাতে পড়িয়া মারা গিয়াছে।

কাহারও পৌষমাস কাহারও সর্ব্বনাশ। কয়েকদিন হইল নবদ্বীপ শ্মশান ঘাটের উপর মুরারি ডোমের একখানি খড়ের ঘর ও তাহার নিকট মরা দাহ করিবার বহু কাষ্ঠ সঞ্চিত ছিল। সহরের কয়েকটী গুণ্ডা যুবক বেশ্যা সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশা করিত। ঘটনার দিন ঐরূপ নেশার ঝোঁকে তাহারা সেই ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। যখন ঘরখানি পুড়িতে আরম্ভ করিল, তখন নেশাখোরগুলি যত কাষ্ঠ স্তূপাকারে ছিল, তাহা অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিল। নেশার ঝোঁকে হয়ত তাহারা মনে করিতেছিল, তাহারা যেন মরাই পোড়াইতেছে! দুর্বৃত্তগুলি আজিও ধরা পড়ে নাই।

(ভারতীয়)

জমাখরচের ভ্রান্তি

আমরা বর্দ্ধমান হরিসভার ১৩৩৪ সালের আয়ব্যয়ের একটী বিবরণী পাঠ করিলাম। তাহাতে সাপ্তাহিক কীর্ত্তন-খরচ দেখিলাম—৬৪॥০, আর সাময়িক পাঠক ও গায়ক-খরচ দেখিলাম—২৩৲। অপরাপর খরচ তালিকার মধ্যে কেবল কীর্ত্তন এবং পাঠক-গায়ক খরচের প্রতিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপের কারণ এই যে, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত-কথা পাঠকীর্ত্তন করিতে কখনও কোন অর্থের আবশ্যক হয় না। যাঁহারা অর্থ লইয়া ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করেন, কিম্বা অর্থ দিয়া এইরূপ পাঠ কীর্ত্তন করান, তাঁহারা উভয়েই শ্রীভগবৎ চরণে অপরাধ-গ্রস্ত হন। যেখানে পাঠ কীর্ত্তনের মধ্যে অর্থের আদান-প্রদান সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেখানে ভগবৎকথা কীর্ত্তিত বা শ্রুত না হইয়া অন্য আর একটা কিছু হইয়া যায়। নৃত্য গীতবাদ্য যদি কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হইয়া কেবল মনের সখ মাত্র চরিতার্থের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর ভগবদ্ভক্তির কথা কি থাকিতে পারে? শাস্ত্র বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা ভৃতক-অধ্যাপক ও ভৃতকাধ্যাপিত, হইবার সুতরাং নরক গমনের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই, কিন্তু যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, নিজ মঙ্গল-পিপাসু, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য তাঁহারা যেন কোন ভাড়াটিয়া পাঠক বা কীর্ত্তনীয়ার মুখে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভগবদনুশীলন হইল বলিয়া মোহ প্রাপ্ত না হন। আমরা আশা করি, আগামী বার হইতে পাঠক গায়ক খরচ ও কীর্ত্তন খরচ বলিয়া হেডিং জমা-খরচ-তালিকা হইতে হরি-সভার সম্পাদক মহাশয় উঠাইয়া দিবেন এবং সভায় যাহাতে শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখ-নিঃসৃত গৌরবিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা করিবেন।

সম্প্রতি বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এক নূতন ধরণের হস্তচালিত ঢেঁকি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে বেশ সুন্দর কাজ হয়। বর্ত্তমান প্রচলিত ঢেঁকিতে ৩টি লোক এক ঘণ্টাকাল কাজ করিলে ৭॥০ সের চাউল উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু নবাবিষ্কৃত ঢেঁকিতে একজন লোক এক ঘণ্টায় /৮ সের চাউল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে চাউলও খুব কম ভাঙ্গিয়া থাকে। আমরা এই ঢেঁকির বহুল প্রচার কামনা করি।—বাঙ্গলার কথা।

বার্ণ কোম্পানীর হাওড়া কারখানার শ্রমিকগণও ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা কয়েকদিন পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের সাধারণভাবে মাহিনা বৃদ্ধির নিমিত্ত একখানা আবেদন উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণ ভাবে মাহিনা বৃদ্ধি করা অসম্ভব, তবে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারো সাংসারিক অভাব বেশী হইলে তিনি তাঁহার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন। তিনি নোটিশ দিয়াছেন যে ধর্ম্মঘটকারিগণ কার্য্যে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলে, কোম্পানী তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন কিন্তু সাধারণ ভাবে মাহিনা বৃদ্ধি হইবে না।

মানুষ লেখাপড়া শিখিয়াও যে পশুর অধম হইতে পারে, তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নলিখিত সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে। লাহোরের আইন কলেজের মাণিকলাল কাপুর নামক জনৈক আইন শিক্ষার্থী যুবক তাহার বালিকা স্ত্রীকে তাহার পিতার নিকট হইতে ৫০০০ টাকা আনিতে বলে। বালিকাটীর পিতা একটী প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার। বালিকাটি তাহা করিতে অস্বীকার করায় গুণধর স্বামী বালিকা-টিকে এক ছুরিকাঘাত করে। ফলে তৎক্ষণাৎ বালিকাটি ইহলীলা সম্বরণ করে। ছাত্রটী পলাতক আছেন।

মাদ্রাজের ১৪ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইউরোপ যাত্রা তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সম্প্রতি স্থগিত রাখা হইল। ইউরোপে না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি নন্দীপাহাড়ে অথবা উতকামণ্ড পাহাড়ে অবস্থান করিবেন।

প্রকাশ পাইয়াছে যে সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স দারোগা অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উক্ত মিউনিসিপালিটীর অনেক টাকা ভাঙ্গিয়া গা ঢাকা দিয়াছে। তহবিলপাত ধরা পড়িবার পূর্ব্বদিন সে তাহার সহকারীর নিকট চাবি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ঘটনা পুলিশের গোচর করিয়াছেন। —দৈনিক বসুমতী

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জনৈক হেড্ কনষ্টেবল তাহার কোটটা ঠিকমত পরে নাই এবং যথাযথভাবে দাঁড়ায় নাই, এই তুচ্ছ অপরাধে পুলিশের জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী তাহাকে এরূপ সাংঘাতিক ভাবে প্রহার করেন যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ট্রিবিউন পত্রে প্রকাশ, ব্যাপারটী চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, —দৈনিক বসুমতী

গত এপ্রিল মাসে শুধু বঙ্গদেশে ১১৮টী ডাকাইতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গত ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে ১১৫টী এবং এপ্রিল মাসে ৯৭টী ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল।

ই, আই, আর, হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইনস্থ বেগমপুর ষ্টেশনের চাপী নামক জনৈক বারোয়াম তাহার গুমটীতে গলাকাটা এবং মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, চন্দননগর গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বাবা গুরুদীৎ সিংহ মুন্সিপ কোর্টে রাজদ্রোহ-সংক্রান্ত মামলায় নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন।

উত্তর ভারতে মোটাক হইতে পাশিপথ পর্য্যন্ত যে নূতন রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা গত ১৪ই মে তারিখে পাঞ্জাব লাট কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হইয়াছে।

সাধে কি আর ভণ্ড বাবাজী বৈরাগী গুলাকে দেখিলে গা জ্বলে? ঐ গুলা না করিতে পারে এমন কাণ্ড জগতে নাই। কেননা যেখানে স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার বিজড়িত, সেখানে খুন জখম চুরী জুয়াচুরী ডাকাইতী যে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিবে, তাহার আর কথা কি? সম্প্রতি পাঠকগণ রংপুরের এক বৈরাগীর কীর্ত্তি শুনুন। রংপুর নিবাসী ৫৫ বৎসর বয়স্ক রামকৃষ্ণ বৈরিগী বিনাকারণে একখানা বড় ছুরী দিয়া তাহার স্ত্রী ও ৫ বৎসরের শিশু-কন্যাকে হত্যা করার অপরাধে দায়রা সোপর্দ্দ হয়। বৈরাগী মহাশয় ধরা পড়িয়া পাগলের ভাণ ধরিয়াছিলেন। বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত ১৯শে বৈশাখ আউস গ্রাম থানার দেবশালা গ্রামে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র বক্সী মহাশয়ের কন্যার বিবাহ রাত্রিতে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। বিবাহের অনতিকাল পূর্ব্বে ঐ কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার কাপড় ও জামায় হঠাৎ আগুন লাগিয়া তাহার শরীরের সর্ব্বস্থান ভীষণভাবে দগ্ধ হয়। বিবাহ কিন্তু বন্ধ হয় নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিবাহের সব আনন্দ বিষাদে পরিণত হইয়াছিল। প্রাতে বরবধূ বিদায়ের প্রারম্ভেই ঐ বালিকার মৃত্যু হয়।—'শক্তি'।

(বৈদেশিক)

ইটালীর ডিউক গত ১২ই মে তারিখে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া হিমালয় অভিযানের বন্দোবস্ত করিবেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কারাকোরাম পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিবার ইচ্ছা আছে। ডিউক ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নানা স্থান ভ্রমণ করিবেন। ১৯২৯ সালের বসন্তকালে তিনি অভিযান আরম্ভ করিবেন। ১৮ হইতে ২০ মাস পর্য্যন্ত সময় লাগিবে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রী[illegible] জয়তঃ

৫ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৫।

[illegible] বিশ্লেষণ

অনেকে বলেন, "মহাশয় আপনারা যাহা বলেন, তাহা সব সত্য, উহার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই বটে, কিন্তু আপনাদের কথাগুলি এত কর্কশ, লোকের মর্মভেদী হইয়া পড়ে যে, লোকে অন্তরে অন্তরে তাহা সত্য বলিয়া মানিয়াও বাহিরে ইচ্ছা করিয়াই তাহার বিরোধী হইতে চায়। আপনারা কথাগুলি একটু সুমধুর করিয়া বলিয়া দিলেন, তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকিবে না। লোকে আপনাদেরই কথা শুনিবার জন্য পাগল হইবে।" তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই চোরকে চোর বলিলে চোরের নিকট আমাদিগকে অপ্রীতিভাজন হইতে হয় বটে, কিন্তু চোর যাহার দ্রব্য চুরী করিয়াছে, তাঁহার নিকট আমরা প্রীতিভাজনই হইতে পারি। চোরকে চোর না বলিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলে চোরেরও চৌর্যব্যাধি [illegible] মধ্যে ঘৃণা হয় না, অপরদিক বস্তুতঃ উদ্ধার সম্ভব হইবে না। একটা চোরকে বলিয়া বাজারে দণ্ডিত করিলে আর পাঁচটা লোকের চৌর্যপ্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে। [illegible] চোরের প্রতি প্রাণদণ্ড বিধান হয়। বর্তমানে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট [illegible] অপরাধের গুরুত্ব বিচারে প্রাণদণ্ড বিধান করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে অনেকে রাজনীতির নিন্দা করিলেও, নিরপেক্ষগণ উহাই সমীচীন মনে করেন; কেননা ঐরূপ আইন না থাকিলে [illegible] অপকর্ম করিবার সময় মনে কোন শঙ্কা উদিত হইত না, জগতে খুন জখম, চুরী ডাকাইতী প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচার এত বাড়িয়া উঠিত যে, লৌকিক জগতে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়িত। সুগারকোটিং করিয়া কথা বলিলে অপরাধী তাহার অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। বালক অপরাধ করিলে বালকের হিতাকাঙ্ক্ষী কর্তৃপক্ষ এক দুইবার অবশ্য বুঝাইয়া দেন যে, অপরাধ করিতে নাই। কিন্তু বালক যখন কর্তৃপক্ষের সে উপদেশ অমান্য করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই অপরাধে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তখন কর্তৃপক্ষ তাহাকে এমন কঠোর ভাবে শাস্তি প্রদান করেন, যাহাতে বালক আর কখনও অপরাধে প্রবৃত্ত না হয়। সুতরাং অন্যায় কার্যের কোন প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া কর্তব্য নহে। সত্যকথা অসজ্জনগণের কর্ণে কখনও মধুবর্ষণ করিতে পারে না। তাহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাই তাহাদের মঙ্গলের হেতু। মানুষ যখন মর্মে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহার জড়তা ভাঙ্গে, তখনই সে তাহার কৃতাপরাধের কথা চিন্তা করিবার অবসর পায়। কোন দুষ্কর্ম করিয়া মানুষ যখন কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হয়, যখন ডাক্তার আসিয়া তাহাকে তীব্র তিক্ত ঔষধাদি প্রদান, [illegible] অস্ত্রোপচারাদি করিতে থাকেন, তখন সে তাহার কৃতাপরাধ সম্বন্ধে অনুশোচনা করিতে পারে। তাহা না হইলে অর্থাৎ ঔষধপথ্যাদির অসুবিধা না পাইলে সে আবার অত্যাচার করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ঘাত হইতেই প্রতিঘাত হইয়া থাকে, [illegible] প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে [illegible] প্রবল হয়। বৈষ্ণব জগতে আজ এত বড় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত না, এত বড় একটা আন্দোলন চলিত না, যদি না বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর [illegible] বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাভাগবতগণ [illegible] অপসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আনয়ন করিতেন। বহুদিন যাবৎ [illegible] ভক্তির আলোচনা না থাকায়, [illegible] প্রচলন হওয়ায় [illegible] কথা [illegible] করিতে লাগিলে [illegible] একেবারেই পরিপন্থী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এসকল আবার নূতন কথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের নাম পর্যন্ত লোকে জানিত না। জানিলেও তাহা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানি সর্বপ্রধান প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন শঙ্কা ছিল না, বাঙ্গালা পয়ার পুঁথি বলিয়া অনাদরে অন্ধকারেই পড়িয়া থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রামাণিকত্ব জগৎসমক্ষে প্রচার করেন। লোকে বহুদিন ধরিয়া একটা বিষয়ে অনভ্যস্ত থাকিলে পরে সেই বিষয়টা তাহার নিকট অত্যন্ত নূতন হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান পাইয়া পরমপুলকিত চিত্তে আসিয়া তাহা গ্রহণ করেন। বহু বহু গোস্বামী-সন্তান, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতমণ্ডলী তৎকালে অতি আদরের সহিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন, আপনার দ্বারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ গ্লানি নির্মুক্ত হইবে। তাঁহারা সত্যাশ্রয় ছিলেন, তাই সত্যের আদর করিতে শিখিয়াছিলেন। যাঁহারা ভাগ্যবান, নিরপেক্ষ, সত্যপিপাসু, তাঁহারা নিজ নিজ দোষ স্বীকার করেন, তাহা হইতে সংশোধিত হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। বদ্ধজীব আমরা, যে কোন সময়ে [illegible] করিয়া বসিতে পারি, তাই বলিয়া কেহ সত্য কথা [illegible] আমাদের মঙ্গল করিতে আসিলে তাহা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া [illegible] উচিত নহে। [illegible] আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, [illegible] আমাদের কোন আপত্তি নাই, এবং [illegible] আছে, আমরাও সংশোধিত হইবার [illegible] ইত্যাদি [illegible] বড় হীন [illegible] হয় না। [illegible] করিয়া সত্যের অবমাননা [illegible] করিতে হয়। [illegible] আমরা [illegible] পারি না, [illegible] সত্য [illegible] আমরা [illegible] করিব না। [illegible] করিয়া তাঁহার [illegible] কিছু নাই। [illegible] কথা [illegible] দিয়া [illegible] হয়, তাহা হইলে [illegible] প্রচার [illegible] পাই [illegible] করিতেন [illegible] দিল, [illegible] হইল না। [illegible] জগতে [illegible] নাই। [illegible] বৃন্দাবন [illegible] এক [illegible] যে কীর্তি স্বকর্ণে শুনিয়াছি তাহার নিদর্শন [illegible]

[illegible] করিয়াছিলাম, [illegible] প্রকাশ [illegible] গোস্বামী-[illegible] বৈষ্ণবধর্ম [illegible] অনর্থ প্রচার [illegible] আরোহণ [illegible] শুদ্ধবৈষ্ণবে অপরাধ [illegible] নরকগামী [illegible] কি [illegible] বলিয়া [illegible] করিতে [illegible] বৈষ্ণবনিন্দকের জিহ্বা [illegible] করুন বলিয়া দেওয়াই [illegible] উপযুক্ত ব্যবস্থা। বৈষ্ণবনিন্দকের [illegible] করিতে [illegible] বৈষ্ণবনিন্দকের [illegible] করিতে চাই না। বৈষ্ণবনিন্দক, [illegible] যাহারা, তাহাদিগকে [illegible] জন্য আমরা ব্যস্ত নহি, তাহাদের [illegible] জগৎ হইতে লোপ করিবার [illegible] আমাদের প্রয়াস। [illegible] সেই সকল [illegible] পড়িয়া [illegible] না হয়, তাহাদের জন্যই আমাদের [illegible] ও দৈনিক, [illegible] প্রচারক [illegible] স্থানে স্থানে মঠ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা [illegible] আমাদের [illegible] আসিতেছি [illegible] শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের [illegible] প্রচার করিতেছেন। [illegible] লোক [illegible] মুগ্ধ হইয়া [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের [illegible] আসিতেছে [illegible] মহাপ্রভু [illegible] যে [illegible] ঘোষণা করি [illegible] অস্ট্রেলিয়া [illegible] দেশ [illegible] হইয়া [illegible] বিশেষ [illegible] করিতেছেন। [illegible] সত্যপ্রচারের [illegible] কোন [illegible] হইয়াছে।

[illegible] হউক, মঙ্গল [illegible] অনুকারী হউক, [illegible] দিন

নিকট ভয়ঙ্করী হউক, তাহাই আমাদের অবিভক্তবিক্রমে প্রচার্য্য বিষয়। সত্য চিরকালই মিথ্যার উন্নত মস্তক পদদলিত নিষ্পেষিত করিয়া সগর্ব্বে জগতের বক্ষে বিচরণ করিবে—তাহার গতি জগতের সমুদয় শক্তি মিলিয়াও রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।

শান্তি কোথায় ?

সুখের হাসির ক্রন্দনে পর্য্যবসান—জগতের রীতিই এই। এক দিকে জড়ীয় আনন্দের মোহনিবন্ধন অট্ট অট্ট হাস্য, অন্য দিকে সেই আনন্দের হেয়তা-জ্ঞাপক মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি। জগৎ সুখদুঃখের এই ভীষণঘাত প্রতিঘাতে সর্ব্বক্ষণ চঞ্চল। জগৎ যাহাকে চায় সুখ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে, সেইটাই হইয়া যায় তাহার ভাগ্যে দুঃখে পরিণত। মানুষ অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, মনোরম বাসভবন নির্ম্মাণ, বহু সম্পত্তি-ক্রয়, লোকজন-সংগ্রহ, প্রভৃতি করিয়া সংসারটাকে কতই না সুখের করিয়া লইতে চায়, কত সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার স্বোপার্জ্জিত কিম্বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত বিত্ত উপভোগ করিতে চায়, কিন্তু হায়, তাহার সকল আশার মুখে ছাই দিয়া বড় সাধের সাজান বাগান একেবারেই শুখাইয়া যায় অথবা তাহার নিজেকেই জন্মের মত বিদায় লইতে হয়। হা দুর্ভাগা মানব, চোখের সামনে এত দেখিয়া শুনিয়াও তোমার কি জড়ের মোহ কাটিবে না? যে আনন্দের পরিণতি দুঃখ, সেই নশ্বর হেয় আনন্দের আকাঙ্ক্ষাতেই তোমাকে ছুটিতে হইবে? এ উন্মাদনা তোমাকে কে দেয়, তাহা কি তুমি একবার অনুসন্ধান করিবে না? কোন্ পিশাচিনীর কুহকে পড়িয়া তোমাকে এরূপ পৈশাচিক হাসি হাসিতে হইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিবে না? মানব, এখনও সময় আছে, এখনও সাবধান হও। বৃথা 'আমার' 'আমার' করিয়া ছুটিয়া আর পতঙ্গের দশা প্রাপ্ত হইও না। শুন মানব, শ্রীভগবান্ তোমাদেরই দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাঁহার অতি প্রিয়তম জনকে আজ তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। একবার চাহিয়া দেখ মানব, সম্মুখে তোমার কে দাঁড়াইয়া—একবার শ্রবণ কর, কে তোমাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—"তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতার। তোমা হেন কত দীন হীনজনে করিলেন ভবপার॥ বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত। মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায় সঙ্গে ভাই অবধূত। নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোসাঞি নিজ নাম করি দান। তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া লহ নিজ পরিত্রাণ॥" যাও, যাও, সংসারদাবানলসন্তপ্ত, পিশাচিনী মায়ার কপট স্নেহ পালিত, দুর্দ্দৈবপ্রপীড়িত মানব, একবার ছুটিয়া যাও তোমার অভয়দাতার ওই কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণচ্ছায়ে, তোমার সকল সন্তাপ দূরীভূত হইবে, সকল নিরানন্দ ঘুচিয়া যাইবে, তুমি নিত্যানন্দ লাভ করিবে। নিত্যানন্দ পাদপদ্মেই পরা-শান্তি।

দরবেশ না বাবা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

জেলা রংপুর, মহকুমা নিলফামারীর এলাকায় গোমনাতি গ্রামে, একটী ভদ্র পল্লীতে বিগত ১৩৩৩ সনের বৈশাখ মাসে সুপ্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীধামমায়াপুরের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত, বিশ্ববৈষ্ণব রাজ সভার অন্যতম প্রচারক জীবের কল্মষ-দ্বিরদ বিনাশকারী, মর্ম্মস্পর্শী সুমধুর বক্তা, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, কতিপয় ভক্ত ও ব্রহ্মচারী সহ শুভবিজয় করিয়া দুই দিবস শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাহাতে স্থানীয় হিন্দুমুসলমানগণ এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। গৌড়ীয়ের সাময়িক প্রচার-প্রসঙ্গে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচারের ফল স্বরূপ, সমস্ত গ্রাম বাসীরা একযোগে বহু অর্থ ব্যয়ে একটী শ্রীমন্দির ও পাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, যাহাতে সময় সময় এই প্রকারে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের—শ্রীমুখ-বিগলিত পূত হরিকথা শ্রবণ করিতে পারেন তাহার একটী স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যখন যখন শ্রীধাম মায়াপুরের শুদ্ধ বৈষ্ণবঠাকুরগণ উত্তর বঙ্গে প্রচার কার্য্যে আসিবেন, তখন তখনই তাঁহারা শ্রীহরিকথা শ্রবণের ব্যবস্থা করিবেন। এমন কি ভবিষ্যতে যাহাতে উত্তর বঙ্গে একটি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তৎপ্রতি সকলেই চেষ্টিত আছেন। ভাড়াটিয়া ভূতক্ পাঠকদের মুখে পাঠ শ্রবণাকাঙ্ক্ষা আর তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

২৭শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ঐ নবনির্ম্মিত মন্দির প্রাঙ্গনে বিশেষ সমারোহের সহিত ১ম বার্ষিক অধিবেশন-কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ আগ্রহ থাকায় বাধ্য হইয়া আমাকে তথায় অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল এবং যাঁহার কৃপায় বোবায় বাচালতা করিতে পারে, পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, এমন সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের—শ্রীচরণ-কৃপাশক্তি আশ্রয় করতঃ, তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রাজকে প্রমাণ রাখিয়া বৈষ্ণবরাজ প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণনা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

পাঠ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে আমি নিকটবর্ত্তী কোন ভদ্রলোকের গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলাম। এমন সময় দীর্ঘকায় একটি মানুষ তথায় উপস্থিত। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না ; ইনি দরবেশ না বাবাজী? গায়ে গেরুয়া কাপড়ের একটি ও তালি-দেওয়া ছুটিয়া কম্বলের একটি—এই মোট দুইটী আলখেল্লা তাহার উপর আরও একটী আজানু আবৃত জামার ন্যায় আবরণ, দেখিয়া মনে হইল নিদাঘের গ্রীষ্ম তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত। তারপর উভয় দিক মুক্ত একটী সুদীর্ঘ শিরস্ত্রাণ যথা স্থানে আবদ্ধ। আবার উহার এক মাথায় একটী দণ্ড, একটী কম্বল ও গণ্ডা পাঁচেক ময়ূর পুচ্ছ বাঁধা রহিয়াছে। আর অন্য মাথায় একটী করঙ্গ আকারের ধাতু পাত্র বাঁধা রহিয়াছে। তিনি যখন যেখানে গমন করেন বা উপবেশন করেন, উল্লিখিত সকল গুলি আভরণই তাহার সঙ্গ ইচ্ছা সত্বেও ত্যাগ করিতে পারেন না।

কয়েক মিনিট পরে কথার ভাবে বুঝিলাম, ইনি বাবাজী, হাওড়া অঞ্চলের কোন সাংখ্যবেদান্ততীর্থ উপাধি-বিশিষ্ট জাতি গোস্বামী প্রভুর অনুগত সেবক। বেষধারী আমাকে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া অতি গুরুগম্ভীর ভাব ধারণ করতঃ অধিবেশন-স্থলে চলিয়া গেলেন। ইনি আরও বহুবার এতদঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে বহুলোক চিনে।

কিছু সময় অন্তে আমার ডাক পড়িল। আমি চাঁদোয়ার নীচে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলাম—বেষধারীর হাতে ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা একটী গঞ্জিকা-ছিলিম থাকিয়া তাঁহার বেষের উপযুক্ত সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে। তাহাতে আমার চক্ষে যে কত বড় শূল বিদ্ধ হইল, তাহা অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেবই জানেন। কিন্তু তখন চুপ করিয়া থাকিয়াই—মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কারণ ঐ স্থানে ব্যাস-আসন প্রস্তুত। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন, বিশেষতঃ ঐ শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্করণ খানা বেষধারীর গুরু-দেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উঁহাদের পূর্ব্ব প্রচার-ফলে বহু ব্যক্তির গৃহে এই ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের নামটীও বিদ্যমান। এক্ষণ সব গুরুবস্তু সম্মুখে থাকা সত্বেও বেষধারী চেয়ারে ঠেস দিয়া গঞ্জিকা ধূম পান করিতেছিলেন। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা! কি অদ্ভুত বৈষ্ণবাচার ও প্রচার! ইহারা বৈষ্ণব-চর কি কলির চর সুধী পাঠকবৃন্দই ঠিক করিয়া লউন।

অবশ্য প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া বিষয়াসক্তদিগকে চাবুকটীও তেমনি একশত নিরপেক্ষই সিক্রায় ওজনে করিয়াছিলেন। বেষধারীর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম। বেষধারী পাঠের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ২।১ জন স্থানীয় ব্যক্তির নিকট পরিক্রমায় কুলিয়া সহরের-পৈশাচিক কাণ্ডের সমর্থন করিয়া ২।৪টী অভদ্রোচিত ভাষা যাহা শুদ্ধবৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের নাম শ্রবণে অধিবেশন কার্য্যান্তে একেবারে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ। সত্যপিপাসু শ্রোতৃবর্গ বিশেষ প্রকারে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন যে, এই প্রকার গাঁজাখোর, সাজা সাধু-সঙ্গে আমাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

তারপর রাত্রি ১২ ঘটিকা যখন বাজে, তখন দুষ্টদলনকারী ভক্ত বৎসল শ্রীনৃসিংহদেব—কৃপা করিয়া বেষধারীকে—স্বপ্রসাদ দান করতঃ ইহাই জানাইয়াছিলেন যে, "এই বাসনায় আর ইতর রস গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রচার করিও না। দরবেশ বাবাজীর বেষ দেখিলেও যমরাজ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। কারণ তিনি আমার আজ্ঞাকারী, যাহারা আমার ভক্তগণকে বিদ্বেষ করে, তাহাদের নিমিত্ত চৌরাশী লক্ষ প্রকারের যম-দণ্ড বর্ত্তমান।"

রস-কীর্ত্তনীয়ার পরিণাম

আজকাল রস-কীর্ত্তনের বড়ই ছড়াছড়ি। হাটে, বাজারে, মেলায়, যেখানে যেখানে বহু জনতাপূর্ণ স্থান, সেই সেই স্থানেই রস-কীর্ত্তনের মণিহারী দোকান। হয় ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়ার মুখে মানভঞ্জন, সুবলমিলন, নৌকাবিলাস, মাথুর আদি কীর্ত্তন তান লয় সংযুক্ত, অথবা ঐ ভাড়াটিয়া ভূতক পাঠকগণ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ, একটা কিছু হওয়াই চাই। বলা বাহুল্য শ্রোতার সংখ্যা উত্তরোত্তর যতই বর্দ্ধিত হইতেছে, তথা কথিত ব্যবসিক দলও ততোধিক পরিমাণে পুষ্ট হইয়া কম মূল্যে কেবি...

[illegible] বেড়াইতেছে। যে জিনিসের [illegible] থাকে না, সে জিনিষ কখনই হয় না। পরিদার আছে [illegible] ও ব্যবসিকেরা সুলভ মূল্যে বেচিয়াও শতাধিক অর্থ সংগ্রহের সুবিধা পাইতেছে।

যাঁহাদের বাই খেমটা শ্রবণ দর্শন আসরা যায় নাই, তাঁহারা চপওয়ালীর মুখে মণি-কাঞ্চন-সংযোগ-রসকীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ শ্রবণ নয়নের পিপাসা মিটাইয়া মনে করিতে পারেন, "বাই খেমটা বাজে গান ছাড়িয়া হরিকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিলাম। সাধু হইলাম।" অর্থাৎ কচু কাটা ছাড়িয়া মানুষের গলা কাটায় রত হইলাম) কিন্তু যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী তাঁহারাও যে কোন্ নেশায় মশ্‌গুল্ হইয়া অজস্র অজস্র বিষপান করিতেছেন, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবেন না? দৈবীমায়া-কুহকিনী মানুষগুলি লইয়া কেবল বানর নাচায়।

যাঁহারা ব্যবসা করেন, তাঁহারা যে জিনিষের বেশী কাটতি তাহাতে বেশী রকম লাভবান হওয়ার আশায়, অন্য ব্যবসা ছাড়িয়া তাহাই আরম্ভ করিয়া থাকেন। এই হিসাবে যাত্রা, থিয়েটার, বাই, খেমটা ছাড়িয়া কীর্ত্তন গাওয়া, পাঠকতা করা দোষের নহে। কারণ তাহাদের কাহারই পেশের দ্বারা লোক ভুলানো। মানুষ না ভুলিলে অর্থাগম অসম্ভব। আর অর্থাগমের সুগম পন্থা না থাকিলে ইন্দ্রিয়-তোষণের রসদ কোথা হইতে আসিবে?

এস্থলে সরল প্রাণ, সরল বিশ্বাসী উদার পাঠক মহোদয়গণের সাবধানার্থে একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও পাঠক বলিয়া পরিচিত, কোন ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। তিনি রূপলাবণ্যে অভিনব কার্ত্তিক। কণ্ঠস্বরে কোকিল পরাজিত। সর্ব্বোচ্চ মূল্যের বেহালায় তিন তারও তাঁহার সুরে তান মিলাইতে পারে নাই। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও রস কীর্ত্তন এবং শিষ্য গুরু-সংগ্রহ করাই ছিল তাঁহার জীবিকার প্রধান অবলম্বন। তাঁহার পাঠ অপেক্ষা রসকীর্ত্তনেই বেশী লোক মুগ্ধ হইত। তিনি প্রশ্রয় পাইয়া লোক ভুলানো কার্য্যে সিদ্ধহস্ত হইলেন। কামিনী, কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠাসম্পদ্ জুটে যোগাইতে লাগিল। বাহার দেখে কে? দশটী আঙ্গুলে মূল্যবান্ পাথুর অঙ্গুরী থাকিয়া, কীর্ত্তনের সময় হাবভাব হস্ত প্রসারণে হাতের সৌন্দর্য্য আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইত। এমবিধ নাগর পাইয়াও অনেকেরই বাসনা অতৃপ্ত থাকিত, [illegible] বাহুল্য বর্ত্তমানে ঢাকা, ময়মনসিং অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ রসকীর্ত্তনীয়াই তাঁহার ছাত্র। এই প্রকার নামজাদা হইয়া পড়ায় খুব বড় ঘরের এক কুলের বউ দুই কুলের মাথা খাইয়া গোসাইজীর সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন। স্বামী যদিও বা সুশাবশতঃ তাহার নামও মনে করিলেন না, কিন্তু গোসাইজীর প্রচুর অর্থাগমে কুলটার গ্রাসাচ্ছাদন পোষাক পরিচ্ছদ কোনটীরই অনটন হয় নাই। কারণ গোসাইজী, বাড়ীর স্ত্রী-পুত্রের সম্বন্ধ একরূপ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থের অনুকরণে অন্যত্র নূতন বাসা বাড়ীতে শেষ বয়স পর্য্যন্ত রস পানে মশ্‌গুল্ ছিলেন। এইত রস পানের পরিণাম।

অতএব ভাই সব সাবধান! অবশ্য যাঁহারা কামিনী, কাঞ্চন, প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য লইয়া রসকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা করুন। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া, খাঁটি ভেজাল না জানার দরুণ, অনুকরণ ও অনুসরণে পার্থক্য না জানায়, তথাকথিত কীর্ত্তনীয়া ও পাঠকদের নিকট কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিতে চেষ্টা করেন, আমি গললগ্নীকৃত বাসে দন্তে তৃণ ধারণ করতঃ তাঁহাদের পদ প্রান্তে পড়িয়া করযোড়ে বলিতেছি:—ভাইসব ছাড়! ছাড়! ছাড়! শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সঙ্গ না পাইলে দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া থাক, তবু ঐ প্রকার আত্মপরবঞ্চকের নিকট যাইয়া বিষ অশন করিয়া অকারণ আত্মঘাতী হইও না। তোমরা নিজেরা যাইও না, গৃহের কন্যা ভগ্নী মা সকলকে যাইতে দিও না। ঐ বঞ্চকদিগকে প্রশ্রয় দিও না, কুলে কালি লাগিবে। ইহা ধ্রুব সত্য। যাহারা রসতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত, নৈতিক চরিত্রটী পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মনুষ্যোচিত লজ্জা সরম ধর্ম্ম শব্দ 'গুলি তাহাদের অভিধান হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এ সকল বুজরুকী, ভেল্‌কী, ভোজবাজীকরদের হাতে পড়িও না; ধনে, জনে, মানে সর্ব্বনাশ হইবে! দস্যুভয় হইতে গৃহ-রক্ষায় যতটুকু সতর্ক হওয়া আবশ্যক তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে সাবধান হও। কাঙ্গালের কথা কয়টী পড়িও এবং মনে রাখিও। বাসি হইলে কাজে লাগিবে। এখন আসি। সময়ান্তরে এই সকল বিষয় লইয়া তীব্র আন্দোলনের বাসনা রহিল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলার থরপরাগ্রাম-নিবাসী পরমভাগবত গুরুগৌরাঙ্গৈকপ্রাণ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দে মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ ঐ অঞ্চলে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ জৈবধর্ম্ম প্রচারের জন্য গত ১২ই বৈশাখ তথায় আগমন করেন। প্রত্যহ বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা অনাবৃত শুদ্ধভক্তিই জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ঐ অঞ্চলে এযাবৎ গৌড়ীয়ের বাণী প্রচার না হওয়ায় কুযোগ, মিছাভক্তি, নাস্তিকতার তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছিল কিন্তু স্বামীজীর প্রচারফলে এখন অনেকেরই চমক ভাঙ্গিয়াছে। বিজ্ঞজন পরমানন্দিত হইয়াছেন, দুঃসঙ্গে কুপথে চালিত অজ্ঞজনের অজ্ঞতা দূরে গিয়াছে কিন্তু কেবলমাত্র পাষণ্ডীর পরিবর্ত্তন হয় নাই, বরং স্বীয় চাতুর্য্য উদ্ঘাটিত হওয়ায়—'দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে' ন্যায়ে বিষম গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অনেকেই শ্রীগোড়পুর সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সংবাদ রাখিতেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যবাণী এতদিন কর্ণপুটে শ্রবণ করিবার সুযোগ পান নাই। আজ ঘরে ঘরে নদীয়ার প্রাণ 'নদীয়া প্রকাশের' কথা শুনিয়া জীবজগতে চিরসুপ্ত গৌরদাস্যের জাগরণ হইতেছে।

প্রসিদ্ধ ধনী উচ্চহৃদয় শ্রীযুক্ত ডমনচন্দ্র আদিত্য মহাশয়ের গৃহে ভারতী মহারাজ একদিন শ্রীমদ্ভাগবত ও অপর দিন গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবদোষ চতুষ্টয়যুক্ত মানব নিজের ধারণায় বেদান্তসূত্রের অর্থ করিতে যাইয়া বিমুখমোহিনী মায়াদেবীর ছলনায় অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিকেই সার না জানিয়া সাযুজ্য মুক্তিবাদ স্থাপন করিয়া আত্মবিনাশী হয়। আবার উপনিষৎ শিরোমণি শ্রীপদ্মনাভমুখনিঃসৃতা গীতা ব্যাখ্যা করিতে অনেকেই কাম্যকর্ম্ম, শুষ্কজ্ঞান ও অনিত্য ভক্তিকে সার বুঝিয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শ্রীগুরুকৃপাপ্রসাদাৎ লব্ধবিবেক শ্রীসঞ্জয়ানুগত্যে ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান—এই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীই যে গীতাসার, তাহা বুঝিতে পারেন না। শ্রোতৃমণ্ডলী ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডমন বাবুর সত্যানুসন্ধিৎসা, সাধুতে প্রীতি, ভক্তি দার্ঢ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের বর্ত্তমানবর্ষের মহোৎসবে আনুকূল্য-দান করিয়া শ্রীগৌরভগবান্ ও তদীয়ের সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

জুলকাপুর—গত ১৫ই বৈশাখ শনিবার সবঙ্গ থানার অধীন জুলকাপুর গ্রামে 'সৎসঙ্ঘের' প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই আশ্রমটী পদ্মীর কড়ায় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হঠযোগী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহাশয়ের শাখামঠ। এখানে, ২জন ব্রহ্মচারী থাকেন, নবাবিষ্কৃত হাইড্রোপ্যাথিক প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসাদি করেন। আজ কয়েকবৎসরের প্রচারফলে ও স্বকপোল কল্পিত মতে কলিযুগকে দ্বাপরার্দ্ধ ৪২৪ বলিয়া প্রচার করেন। শিষ্যগণের অনুরোধ, উপরোধে, বহু স্ত্রী, পুরুষ এই পথাবলম্বী হইয়াছেন। দীক্ষার ফি—বিধবার ১০, পুরুষ ৫, এবং সধবার ৫, টাকা। আচার বলিতে কোন নিয়ম নাই। বিধবা পর্য্যন্ত আমিষ ভক্ষণ করে। একাদশী কেহই পালন করে না, কেবলমাত্র নিয়ম—যে যাহাই করুক না কেন, খাউক না কেন, সকালে ও সন্ধ্যায় একটু ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না লইয়া নাড়ানাড়ি করিতে পারিলেই হইল। অধিবেশন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে একজন ভাড়াটিয়া পণ্ডিতের বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার সার হইল ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত মঠেরই প্রশংসা। তৎপরে স্থানীয় বহুদর্শী জনৈক উপাধিধারী পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতা হইল। যখন ঐ বক্তৃতা সভাপতি গিরিজীর প্রচার্য্য বিষয়ের প্রতিকূলে যাইতে লাগিল, তখন তিনি—বক্তৃতা দীর্ঘ হইতেছে বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিত মহাশয়কে বসাইয়া দিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ভারতী মহারাজ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রায় চারি সহস্রব্যক্তি এযাবৎ অনুভববক্তৃদ্বয়ের বক্তৃতায় চাঞ্চল্য ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন—কিন্তু গুরুগম্ভীর নাদে গৌড়ীয়ের বাণী আরম্ভ হইলে সেই জনতা নিস্তব্ধ হইল। এযাবৎ যে সভায় তাম্বুলসেবন, ধূম্রপান, সভাপতি (ধূম্রপানটী নহে) হইতে আরম্ভ করিয়া অবাধে চলিতেছিল, তখন সেই কলির প্রভাব দূরে পলাইল। তিন ঘণ্টাকাল স্বামীজি ওজস্বিনী ভাষায় সাধুর লক্ষণ, সঙ্গ, দুঃসঙ্গবর্জ্জন, সাধ্য ও সাধনের কথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে কীর্ত্তন চলিতে থাকিল, সভাপতি মহাশয়ও বলিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, হঠাৎ দেখাগেল, সভাপতি মহাশয় বক্তার অজ্ঞাতসারে আসনত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তখন পক্ষীয় কয়েকটী লোক পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া তাঁহার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অসচ্ছভাষায় বলিলেন—

১। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্। শরীর সুস্থ না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। এই জন্য আমরা নবাবিষ্কৃত হাইড্রোপ্যাথিক পথে চিকিৎসা করিতেছি।

২। আনন্দ কি?—উহা আমাদের

[illegible] আছে। উপার্জ্জন করিতে হয় না। যেমন গ্রীষ্মকালে পিপাসার সময় ঠাণ্ডা জল [illegible] আনন্দ হয় শীতকালে কিন্তু [illegible] কলসী জল ঢালিলেও আনন্দ হয় না।

৩। পাপের শাস্তি—[illegible]।

৪। [illegible] উদয় [illegible], তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমরা বস্ত্র ব্যবহার না করিলে [illegible]। ইহা একটী [illegible] লোকে যাহা [illegible], সেই শিশু পুত্র [illegible] একমাত্র [illegible]।

[illegible] এই পর্য্যন্ত বলিয়া চলিলেন, তখন সভাভঙ্গ হইল। শিক্ষিত [illegible]। সভাপতির [illegible] শ্রোতার শুনিয়া বিশেষতঃ [illegible] শ্রবণে অতৃপ্ত বাসনা [illegible] হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। [illegible] শুনা যায়—এমন কি প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, এরূপ যোগ-পথা [illegible] শতাধিক লোক [illegible] মহাত্মা [illegible] পথ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি যাহারা [illegible] হইতে এই যোগপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসু অনেকেরই হৃদয় টলিয়াছে।

মসজিদপুর—প্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় এই গ্রামে একটী সভা হয়। স্বামিজী জীবের আত্মদর্শন ভক্তিবেদের একমাত্র পথ ও সাধন জানাইয়াছেন। সহৃদয় গোপাল বাবুর সত্যনিষ্ঠা ও [illegible] গোস্বামীর সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

গতকল্য নদীয়ার মাননীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, জি, [illegible] মহোদয় [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] বসু মহাশয় সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ [illegible] ঘটিকার সময় মায়াপুর [illegible] ইউনিয়নবোর্ড পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

[illegible] থানার [illegible] গ্রামের [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] অন্যায় [illegible] অভিযুক্ত হইয়া স্থানীয় [illegible] আনীত হয়। [illegible] একটী [illegible] আছে, [illegible] উহাদের [illegible] স্ত্রীলোকের [illegible] দ্বিতীয় পক্ষের [illegible] [illegible] কিন্তু ঐ [illegible] কুলটা রমণীর

হত্ত পাতিত অত্র [illegible] জানিয়া বলে যে, 'আমি তোমাদের ভাত খাইব না, তুমি আমাদের [illegible] এস।" তাহাতে বালিকা ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বালককে একটী [illegible]। পরে কিশোরের পিতা ও [illegible] মধ্যম ভ্রাতা জানিতে পারিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া বালিকাকে উত্তম মধ্যম প্রহার দেয়। বালিকা পরে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৬ই মে, ১৯২৮ [illegible] শুনানীর দিন ছিল। [illegible] উভয় পক্ষের [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] অনুষ্ঠিত হওয়া তাহার আপোষ মিটমাটের যে বুদ্ধি হইয়াছে, [illegible]

(স্থানীয়)

তমলুক

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শোক-সংবাদ

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক [illegible] অধীন [illegible] অভিজাত [illegible] জমিদার [illegible] গত ১১।৫।২৮ তারিখে সংঘটিত হইয়াছে। ঐ স্থানে প্রাচীন [illegible] [illegible] কালবক্ষ [illegible] ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] [illegible] কিয়ৎদিন [illegible] প্রজাপালন করিয়া আসিতেছিলেন। [illegible] অসাধারণ ছিল, এবং প্রজাদিগের হিতার্থে সর্ব্বদাই বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু পুণ্যবান রাজা [illegible] গর্গের পরলোকান্তে উঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমন্নীপ্রসাদ গর্গ রাজ-সম্মানে ভূষিত হইলেও কনিষ্ঠ [illegible] কর্ত্তৃক [illegible] [illegible] ঘটনা [illegible] [illegible]। প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে রাজা [illegible] কনিষ্ঠ শ্রীমান [illegible] সমস্ত জমিদারীর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তমলুক [illegible], অবঙ্গ-নগর প্রভৃতি [illegible]টী পরগণা উঁহার জমিদারীভুক্ত। বার্ষিক প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকার আয় ছিল। শ্রীযুক্ত [illegible] প্রসাদ গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক রাজ সম্মানে ভূষিত হয়েন নাই। তিনি উপরি উক্ত [illegible] কলিকাতাস্থ নিজ [illegible] [illegible] অকালেই পরলোক গমন করিয়াছেন। [illegible] নাবালক [illegible] [illegible]। ভগবান [illegible] পুরুষ তাঁহাদের হৃদয়ে [illegible] সঞ্চার করুন এবং [illegible] অদর্শীদের সদুপদেশ [illegible] উঁহুক্ত করিয়া [illegible] বল দান করুন,

[illegible] অনুরক্ত প্রজাগণের [illegible]।

সোনামুখর আবতালিয়া গ্রামের এক দরিদ্র অধিবাসী। তাহার মোমিন ও গগা নামক দুইটী পুত্র। মোমিনের বয়স ১০ বৎসর ও গগার বয়স ৭ বৎসর। গত শনিবারে অন্যান্য দিনের ন্যায় দুইভাই গরু চরাইয়া বাড়ীতে আসিয়া অন্যত্র খেলা করিতে যায়। রাত্রি অধিক হইলেও ছেলে দুইটী বাড়ী আসেনা দেখিয়া দোনাথ প্রাণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সারারাত্রি আর কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা। সকালবেলা দেখা গেল, তাহার বাড়ীর সন্নিকটে একস্থানে বালক দুইটীর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। মোমিনের মস্তকটী দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, গগারও প্রায় সেইরূপ অবস্থা। গগার মৃতদেহটী পুষ্করিণীর জলে ভাসিতেছিল। খুনের কারণ কেহ কিছু স্থির করিতে পারে নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে। মানুষ যে সামান্য স্বার্থের জন্য কি ভীষণ নৃশংস হিংস্র নরপিশাচ হইতে পারে, তাহা কল্পনারও অতীত। সোনার খেতি না হয় শত্রুদের আক্রোশ [illegible] পারে থাক, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য বালকগণ শত্রুদের এমন কি আক্রোশের কারণ হইল যে, হত্যা ভিন্ন তাহা মিটাইবার আর দ্বিতীয় পন্থা ছিল না। এক্ষণকার [illegible] করার জন্য দুই দুইটী সংসারের [illegible] সকল প্রাণ [illegible] কি ভীষণ হৃদয়বিদারক করুণ কাহিনী।'

বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ-পত্র "বাঙ্গালার কথা" রাজদ্রোহের মামলার রায় বাহির হইয়াছে। 'ইংরাজ শাসনের পরিণাম', "[illegible] না ছাড়িস কভু" ও 'যাত্রা কর যাত্রীদল'—এই তিনটী প্রবন্ধের মধ্যে 'যাত্রা কর যাত্রী দল' এই প্রবন্ধটি রাজ-দ্রোহ সূচক প্রমাণিত হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible] বক্সীকে ১০০০ টাকা ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে উভয় আসামীকেই ২ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, এইচ, ডব্লিউ ডেভিসকে হত্যা করার অভিযোগে বাজলার রহমান নামক একব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ১৪ই মে মামলার দিন ছিল। গত ২রা মে মামলার প্রথম শুনানীর দিন আসামী-পক্ষ আসামীকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলায় ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে সিভিল সার্জ্জনের পর্য্যবেক্ষণে রাখিবার জন্য আদেশ দেন। এই তারিখে সিভিল সার্জ্জন আসামী বিকৃত মস্তিষ্ক নহে বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। আসামী-পক্ষ হইতে আসামীকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া মামলাটির গুরুত্ব লঘু করিবার চেষ্টা হইতেছে। ঘটনা প্রত্যক্ষকারী আরদালী, [illegible], নাজীর, মুহুরী, আদালতের সরকারী উকিল প্রভৃতির সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। আসামী বিকৃত মস্তিষ্কের নানা পরিচয় প্রদান করিতেছে। গত ১৫ই মে মামলার আর একটী শুনানীর দিন ছিল। সে দিনও আসামীর নিকট হইতে হত্যা করিবার কোন কারণ জানা যায় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট ১৬ই মে তারিখে মোকর্দ্দমার রায় দেওয়ার কথা বলেন।

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে। পরলোকগত সুব্রহ্মণ্য আয়ার এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত তারিখে ঐ পত্রিকার স্বর্ণ জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হইবে। তদুপলক্ষে পত্রিকার একখানি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

[illegible] অন্তর্গত আকেয়াবের একটী সংবাদে প্রকাশ যে, কয়েকখানি জেলে-ডিঙ্গী সমুদ্রে গিয়াছিল। তাহার মধ্যে, [illegible] আর ফিরে নাই। নৌকা [illegible] জলে [illegible] কিনা তাহারও কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। [illegible] ৩০জন লোক ও [illegible] হাজার টাকার জাল ছিল।

বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘটের আজও অবসান হইল না। ধর্ম্মঘটকারীগণ গত রবিবার [illegible] এক সভার অধিবেশন করে। [illegible] একজন ধর্ম্মঘটীকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছিল, জুরীর বিচারে তাহাকে খালাস দেওয়ার হুকুম হয়। সভা এই বিচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। শ্রমিক নেতৃগণের উপর ভর্ৎসনা বাক্য প্রয়োগ অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য বলিয়া সভা অভিমত প্রকাশ করেন। [illegible] শ্রমিকদলের [illegible] হইতে সাহায্য গ্রহণ সম্বন্ধে যে আপত্তি জানাইয়াছেন, তাহাও সরকার পক্ষে অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া স্থির হয়। সভা বলেন, মজুরেরা সাধ্যমত যে কোন স্থান হইতে সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে

উল্লাপাড়া থানার প্রতাপ গ্রামে মহিউদ্দীন সরকারের বাড়ীর আগুনে ২৯ খানি টিনের ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৫।

ভক্তির প্রতি অপরাধ

এই একটী বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সদাচার-যুক্ত ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথির পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। বৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে!
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথায় মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তি করি নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ।
এতেক হইল উহার দরশন বাধ॥

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা ছলমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন, তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্ত ভক্তিতে যাহার অনন্ত শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধ ভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বাসেন না। যেখানে শুদ্ধ ভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখন ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এইপ্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্রুপুলক হয়; কখন-কখন কথা আলোচনার দশা প্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক বক্তার সহায়তা করেন। বিরোধিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিরান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোক সকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তি লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই? ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তির প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন্ কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য এরূপ হইব না। ভক্তিপ্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করিব না। শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

একের প্রভুত্ব চিরকাল অন্যের উপর থাকে না। প্রভু হইবার বাসনা মায়াবদ্ধ জীব মাত্রেই ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। বর্ণ বিভাগ হইবার পর কিছু দিন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কোন গোলমাল ছিল না, পরে তাঁহাদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। আর্য্যাবর্ত্তস্থ ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মাবর্ত্তস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে নিস্তেজ দেখিয়া অত্যন্ত অবহেলা করিতে লাগিলেন, এমন কি কার্য্যগতিকে কোন কোন ঋষিকে বধ করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ইহা অতীব দুঃসহ হইয়া উঠিল, তাঁহারা একত্র হইয়া পরশুরামকে সেনাপতিত্বে স্থাপন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে যুদ্ধানল প্রদীপ্ত করিতে লাগিলেন। হৈহয়-বংশীয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অনেক ক্ষত্রিয় সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত সমরে প্রবিষ্ট হইলেন। পরশুরামের দুর্ব্বিষহ কুঠারাঘাতে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হয়। কার্ত্তবীর্য্য নর্ম্মদা-তীরস্থ মাহেষ্মতী নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি এত প্রবল ছিলেন যে দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য জাতিরা তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান থাকিত। এমন কি লঙ্কাবাসী রাবণও ভয়ে আর্য্যাবর্ত্তে আসিতে সাহস করিত না। ব্রাহ্মণগণ পরশুরামকে সহায় করিয়া কৌশলে কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। ক্রমশঃ চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের সহিতও স্থানে স্থানে বিবাদ আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের হস্তগত সমস্ত রাজ্য জয় পূর্ব্বক কশ্যপের হস্তে সমর্পণ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাবর্ত্তস্থ দৈব রাজ্য কশ্যপ-বংশীয় ব্রাহ্মণগণের হস্তে ছিল, ঐ রাজ্য বিগত হইলে অন্যান্য সম্রাট্ রাজা হয়। পরশুরাম সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য পুনরায় কশ্যপ বংশে অর্পণ করেন। কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে এরূপ বিচার হইল যে, ব্রাহ্মণেরা রাজ্যভার লইবার যোগ্য নহেন। অতএব ক্ষত্রিয়বংশে রাজ্যভার থাকার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের স্থানে স্থানে সভা হইয়া মানব শাস্ত্র রচিত হয়। সেই সকল মানব শাস্ত্র পরে বিচারিত হইবে। ব্রহ্মাবর্ত্ত বা দৈবরাজ্যের আর স্থানীয়সম্মান রহিল না, কেবল যজ্ঞাদিতে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ সম্মান নামে মাত্র থাকিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইলেও পরশুরাম স্বয়ং রাজ্যলোলুপ হইয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হন। কুমারিকার সন্নিকট মহেন্দ্র পর্ব্বতে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই কার্য্যে ব্রাহ্মণগণ রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগের প্রতিবিদ্বেষ করিয়া দক্ষিণ দেশে কয়েক প্রকার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই পরশুরাম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরশুরামের সহিত যে সকল ব্রাহ্মণগণ মালাবার দেশে বাস করিতে ছিলেন, তাহারাই আর্য্যশাস্ত্র সকল দাক্ষিণাত্য দেশে প্রচার করিয়া কেরল-দেশীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র ও নানা প্রকার বিদ্যার উন্নতি করেন। তাঁহাদের বংশজাত ব্রাহ্মণেরা অদ্যাবধি সারস্বতাভিমানী করিয়া থাকেন। এই বৃহদ্ ঘটনার অব্যবহিত পরে রাম-রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়॥

সহানুভূতি

একের সুখে দুঃখে অন্যের সুখদুঃখানুভূতির নাম সহানুভূতি। মানব এই সহানুভূতি শূন্য হইয়া আমার জীবনকে অত্যন্ত ভারবাহী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সহানুভূতিতেই মানবের শান্তি বা অশান্তি দোদুল্যমান। অত্যন্ত দুঃখরাশির মধ্যে মানব সুখের সন্ধান পায় তখন, যখন আর একটী প্রাণ তাহার দুঃখের ভারটী সব টানিয়া লইতে চায়, একটুও তাহার কাছে রাখিতে চায় না. আবার সে অত্যন্ত সুখের মধ্যে থাকিয়াও দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয় তখন, যখন কেহই আসেনা, তাহার সুখে নিজেও সত্যসত্য সুখী বলিয়া পরিচয় দিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এজগতে প্রকৃতই সহানুভূতি বলিয়া কিছু দৃষ্ট হয় না। জাগতিক লোকের অনুভূতি অচির সুশীলন-রত মন হইতে উদ্ভূত। জড় মনের ধারণায় যাহা সুখ বা দুঃখ, তাহাই যদি প্রকৃত সুখ বা দুঃখ হইত, তাহা হইলে সে সুখ দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃতই আমার বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু ব্যাপার যে ঠিক তাহার উল্টা। এখানকার ধারণার সহিত সে জগতের ধারণায় যে আদৌ মিল নাই। তাই এখানকার সহানুভূতি-লাভে জীবের শান্তি নাই, জীব এখানকার কোন লোককে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না, সকলের প্রতিই সে সন্দিগ্ধমনা। হয়ত পতিবিয়োগবিধুরা কোন রমণীকে তাঁহার এক আত্মীয় আসিলেন সহানুভূতি দেখাইতে, কপট অশ্রুপাতও অনেক হইল, অনেক সান্ত্বনাও প্রদত্ত হইল, শেষে জানা গেল তাঁহার এত দরদের একমাত্র গূঢ় উদ্দেশ্য রমণীটীর স্বামীর ষ্টেটের কিছু অংশ আত্মসাৎ করা। এজগতের সহানুভূতি কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ লইয়া। যেখানে স্বার্থসিদ্ধির কিছু সুবিধা আছে, সেখানেই লোকের সহানুভূতি, তাহাও আবার স্বার্থের অনুপাতে। মোট কথা যেখান হইতে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা, সে স্থানেই এজগতের সহানুভূতির পরিচয়। পিতা হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে সহানুভূতি করিয়াছিলেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না পুত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধ হইয়াছিল, রাবণ বিভীষণকে ভ্রাতা বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না বিভীষণ রামানুগ বলিয়া আপনাকে প্রকটিত করিয়াছিলেন; দেবকী ও বসুদেবের প্রতি কংসের সহানুভূতি ছিল ততদিন, যতদিন না কংস জানিতে পারিয়াছিলেন, দেবকীগর্ভজাত পুত্রই তাঁহার বিনাশের কারণ। এইরূপে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তে মনোধর্ম্মী জীবগণের সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। জীব ভ্রান্তিক্রমে কিছু কালের এরূপ সহানুভূতির প্রশংসা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু শেষে যখন সে জানিতে পারে, ঐ সহানুভূতির স্বরূপ কেবল স্বার্থ, তখন তাহার অন্ত-

রাজ্য কাঁপিয়া উঠে, কপট বন্ধুর কপটতা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হয়। জীব যখন এজগতের সকল বন্ধুর হীন-স্বার্থবিজড়িত সহানুভূতির পরিচয় পাইতে পাইতে নিতান্ত ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, যখন সে দেখে এজগতে আমার বাস্তবিক কেহ বন্ধু নাই, আমি সত্যসত্যই বন্ধুবান্ধব-শূন্য হিংস্র পশুপরিপূর্ণ ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে পতিত, তখন তাহার চিন্তা হয়—'কে আমার প্রকৃত বন্ধু, কে আমার সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে—আমার দুঃখে কাহার প্রাণ কাঁদিতেছে—আমার দুঃখই বা কি আর সুখই বা কি?' যখন জীবের চিত্ত এজগতের চিন্তাস্রোত হইতে বিযুক্ত হইয়া কোন একটী অজানা জগতের চিন্তা করিতে থাকে—স্থির করিতে পারেনা, কোথায় সে, আর কোথায় তাহার শান্তি, কেবল কাঁদিতে থাকে—ওগো কে আমার এমন বন্ধু আছ—কাহার প্রাণ আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে—কে আমার শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার আপন করিয়া লইতে পার—আমার নিকট হইতে কোন স্বার্থের প্রত্যাশা না করিয়া আমাকে নিষ্কপটে ভালবাসিতে পার এমন কে আছ কোথায় এস; আমি তোমার চরণে আমার মস্তকটী সম্পূর্ণরূপে বিকাইতে চাই, আমি তোমার অহৈতুকী ভালবাসা ছাড়া আর কিছু চাহিনা, বিত্ত ধন জন স্ত্রী পুত্র পরিবার সব পাইয়া দেখিয়াছি, কেহ আমাকে আপন করিতে পারে নাই—আমার জীবনটা ঘোর অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে, তখন আসে একজন তাহাকে সহানুভূতি দেখাইতে, সে সহানুভূতি আর দেহ ও মনের প্রতি নহে, একেবারে জীবাত্মার প্রতি, সে সহানুভূতিতে কোন হীন স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই, আছে কেবল সকল স্বার্থের একমাত্র গতি স্বার্থগতি কৃষ্ণসেবানন্দ, সে সহানুভূতির ভাষা জড় ব্রহ্মাণ্ডের জড় শব্দসমষ্টিদ্বারা সৃষ্ট জড় ভাবব্যঞ্জক নহে, সে ভাষার জীবন—কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা। সে ভাষা কেবল বলিতে চায়—"শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান জন হে, প্রভুর কৃপায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। অপরাধশূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার। জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥" সে ভাষা আরও বলে,—"(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই। (জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস, কর্‌লে ত' আর দুঃখ নাই॥ (কৃষ্ণ) বলবে যবে, পুলক হবে, ঝরবে আঁখি বলি তাই। (রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এই মাত্র ভিক্ষা চাই॥" সে জীবন্ত ভাষা আমার দুঃখে কেবল কাঁদে আর বলে—"কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে! ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে। ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥ তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥ এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'। হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥" এই জীবন্ত ভাষা জীবের অন্তঃস্থলকে আকর্ষণ করে, জীব মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই ভাষার অকৃত্রিমতায় মুগ্ধ হয়, সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে।

এই ভাষাতত্ত্ববিৎ—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অতি প্রিয়তম নিজজন পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবই জীবের সুখে দুঃখে সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার সহানুভূতিতে অমন্দোদয় দয়া বর্ত্তমান—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিসাধন সে দয়ার একমাত্র তাৎপর্য্য। জড়ীয় দুঃখে বা সুখে সহানুভূতি জীবকে কেবল ক্ষণিক জড় সুখ মাত্র প্রদান করিতে পারে, সে সুখের পরিণতি দুঃখ বই আর কিছুই নহে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সহানুভূতি বহিশ্চক্ষুতে আপাততঃ জড়ীয় ক্ষণিক সুখের বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, একমাত্র নিত্যানন্দ-প্রদায়িনী। জীব যখন গুরুদেবের অকৃত্রিম সহানুভূতির বিন্দুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখন তাহার প্রাণে আর কোন অশান্তি থাকেনা—তখন সে আর বন্ধুহীন বলিয়া হা হুতাশ করে না—সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট সে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া শ্রীভগবানের অনুকম্পা জ্ঞানে অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে—জড়ীয় কোন আর সুখ দুঃখ তাহাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে না। শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার নিজজন জীবের সুখ দুঃখে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহা জীবের নিত্য মঙ্গলেরই জন্য।

সুতরাং যাঁহাদের হৃদয় প্রকৃত বন্ধুর সহানুভূতি লাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা একবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের কোটী চন্দ্র সুশীতল চরণ ছায়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন, কেননা জীবনের সকল শান্তিই সেই গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে। যখন আমরা মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া সাংসারিক সুখ দুঃখে কখনও হাসিতে থাকি আবার কখনও কাঁদিতে থাকি, তখন আমাদের পরম বান্ধব শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে কৃষ্ণসেবার উৎসাহ প্রদান করিয়া আমাদের চিত্তের সকল চাঞ্চল্য দূর করিয়া দিয়া থাকেন। গুরুদেব ভিন্ন আমাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই—আর কাহারও সহানুভূতিকে আমরা নিষ্কপট বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। গুরুদেবই একমাত্র নিঃসংশয়। তিনিই প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা—বাস্তব সত্যের সন্ধান-প্রদাতা। গুরুদেব তাঁহার বহু মূল্য হৃদয়ের ধন কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত দিয়া দিতে পারেন, তিনিই একমাত্র বন্ধু। তাঁহারই সহানুভূতি আমাদের একমাত্র নিত্যমঙ্গলপ্রদ বলিয়া সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষণীয়।

মনুষ্যত্ব

আমাদের মধ্যে পশুত্ব, মানবত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, চণ্ডালত্ব সবই রহিয়াছে, যখন যে ভাব আমাদের হৃদয়মধ্যে উদিত হয় তখন সেই ভাবের পরিচয় দিয়া থাকি। চৌরাশীলক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া ভাগ্যবশে মানব জীবন লাভ করিয়াও আমরা অনেক সময় মানবত্বের পরিচয় দিতে পারি না। কুলীন ব্রাহ্মণ-কুলে, গোস্বামিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, আমরা অনেক সময় চণ্ডালত্বের, অজিতেন্দ্রিয় গো-দাসের পরিচয় দিয়া থাকি আবার সৎকর্ম্মাদির দ্বারা কখনও বা দেবত্বের পরিচয় দিই, কিন্তু যে মানবজন্ম দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে মনুষ্যজন্ম লাভের জন্য অন্যের কথা কি দেবতাগণও বাসনা করেন সেই মানবজন্মের সার্থকতা কোথায় মনুষ্যত্বের পরিচয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। সকলেই নিজ নিজ ভাবের পরিচয় দিয়াও মানবত্বের দাবী করেন। কেহ হয় ত বলিবেন স্বদেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করাই একমাত্র মানব জীবনের কৃত্য হওয়া উচিত, তাহাতেই মানবত্ব আবদ্ধ, কেহ বলেন নৈতিক চরিত্রবান হওয়াই মানবত্ব, কেহ বা অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক স্ত্রী পুত্রাদির সহিত ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতে করিতে নৈতিক জীবনযাপনই মানব জীবনের বিশেষত্ব বলিয়া থাকেন। কেহ বা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম পালন করাই মানবত্ব বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ পৃথিবীতে প্রচলিত নানাবিধ ধর্ম্মের কোন একটীকে আশ্রয় করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজ সম্প্রদায়গত ধর্ম্মেই এক মাত্র মানবত্বের পরিচয় আছে মনে করিয়া অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেও, এবং "পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব হিংসা করিয়াও নিজদিগকে ধার্ম্মিক পরিচয়ে পরিচিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আবার তদ্ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের পরিচয় পাই, যাঁহারা নির্ব্বাণবাদ, "ব্রহ্মজীব ঐক্যবাদ" জগতের মিথ্যাত্ব বাদ, মুক্তি, অদ্বৈতবাদ, অসদ্বাদাদি-বাদ স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা আপনাদিগকে নিজ দিগকে জ্ঞানী মনে করিয়া কখন কখন মানবের মানবত্বই স্বীকার করেন না। নানা মুনির নানাপ্রকার বক্তব্যের জের করিয়া একটী নূতন মত স্থাপন পূর্ব্বক আবার লোকের ধাঁধা উৎপাদন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং আমরা একটী কথায় উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিব কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের একটী কথা বলিবার আছে, কথা আর কিছু নহে, সাম্প্রদায়িক ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নিষ্কপটতা। কপটতা বা অসরলতা জীবের বুদ্ধি বৃত্তির জড়তার পরিচয় মাত্র। অসরলতার অভাবই আমাদের সরল বিষয় জটিল করিয়া তুলে, পক্ষান্তরে যাহা প্রকৃত পক্ষে জীবের পক্ষে অত্যন্ত জটিল তাহাই সরল বলিয়া মনে হয়। "যেই প্রভুকৃপা চাহে সমস্ত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সকল অর্থ নহে তাহা হইতে॥" "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বাক্যগুলি আলোচনা করিলেও উহাই প্রতীতি হইবে।

এখন প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি; উপরে যে সকল কথাগুলি বলা হইয়াছে সেগুলি মানবত্বের মধ্যে আছে কিন্তু ঐগুলি মানবত্বের পরিচয় নহে, যাহাতে সহজ জ্ঞান যতটা পরিস্ফুট তাহাতেই মানবত্বের পরিচয় ততটুকু আছে, সুতরাং সহজজ্ঞানই মানবত্বের পরিচয়। সহজজ্ঞান কাহাকে বলি? সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে উহা জীবস্বরূপে কখন আবৃত কখন অনাবৃত ভাবে বর্ত্তমান থাকে। আমরা যতই তর্ক করিনা কেন, কিংবা যতই যুক্তি জাল বিস্তার করিনা কেন, সহজজ্ঞান যতক্ষণ না অনাবৃত হইয়া প্রকাশ পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে নির্দ্দোষ বলা যায় না। সহজজ্ঞান অন্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যে সকল সিদ্ধান্ত করিবেন তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত, ইহা নিরপেক্ষ হইলেই বুঝিতে পারা যায়। সহজজ্ঞান যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা অন্য শাস্ত্রীয় যুক্তি হইতে ভিন্ন হইতে পারে না।

জীবে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে কয়েকটী প্রতীতি জীব মাত্রে পরিদৃষ্ট হয়—প্রথমতঃ আমি আছি, আমার অদ্ভুত শক্তি আছে, আমার আনন্দ আছে, কিন্তু তাহা সসীম সুতরাং আমার আনন্দের একটী সুবৃহৎ আশ্রয় আছে, সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, এজন্য আমার নিজ যাথোপযোগী স্থান নয় সুতরাং জগতের উন্নতি দ্বারা আমার যৌন উপকার সাধিত হইলেও উন্নতি আমার কোন মুখ্য মঙ্গল কার্য্য বা আমার নিজ উন্নতি নাই।

এই সহজ জ্ঞানটী যাহার হৃদয়ে যে

অভিমান উদিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিচয়ে নিজের নিজত্বের পরিচয় দিতে যাচেন। এহেন জ্ঞানের উদয় হয় নাই শাস্ত্র হইতে কয়েকটী বচন উদ্ধার পূর্ব্বক নিজ মত পোষণের চেষ্টা প্রাকৃত-প্রতিভার পরিচয় মাত্র। শাস্ত্রে এই সকল অজ্ঞানের কথাই আছে, অন্যান্য মানবীয় কথা এই অতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অনুগত সুতরাং উহাতেই মানবের সম্পূর্ণ জ্ঞানের আবদ্ধ।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(মেদিনীপুর, নাড়য়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহোদয় প্রেরিত)

কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন, গত ১৫ই বৈশাখ মেদিনীপুর জেলার সবঙ্গ থানার অধীন ফুলকাপুর গ্রামে পুরী কড়ার আশ্রমে যোগমার্গাবলম্বী শ্রীবৃন্দেশ্বর গিরিজীউ মহারাজের সভাপতিত্বে ফুলকাপুর সংলগ্ন আশ্রমের প্রাঙ্গণে বিরাট সভাতে শ্রীশ্রীহরি-কীর্ত্তন করিবার জন্য সুপ্রচারিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজজীকে আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশিষ্টরূপ সম্মান সৌজন্য দেখাইয়া খরপরা গ্রামের শ্রীপাদ পুলিনবিহারী দাস অধিকারী মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফুলকাপুর আশ্রমের মনোহর সভামণ্ডপে লইয়া যান। শ্রীগিরিজীউ মহারাজের জনৈক কাব্যতীর্থ উপাধিভূষিত বক্তাকে সভাপতি মহোদয় "মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতজী এই মহাসভায় মানবের লক্ষ্য কি এই সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন" এই বাক্যাঙ্কুর একটি অভিমান সূচক মালা ধারণ করাইয়া দাঁড় করাইয়া দিলে তথাকথিত বক্তা মহোদয় সৎসঙ্গতায় সৎসঙ্গগুণে অনুপ্রাণিত হইয়া কত কি বৈ সংস্কৃত গাহিয়া ফেলিলেন, মনে করিলেন, এই বিরাট জনতাময় শ্রোতৃবর্গকে কতনা আনন্দ দিতেছি। কিন্তু সত্য যাহা তাহাই হইল, প্রায় চারি সহস্র সমবেত জনমণ্ডলীর হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, নীরবতার স্থানে কোলাহল আসিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি করিল। বোধ হয় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মনোভীষ্টরূপ দৃষ্ট ঝঞ্ঝার মধ্য হইতে বৈষ্ণবাপরাধি-গণ আপনাদিগের অভিমান-তরুর মর্য্যাদা-শাখা-উপশাখা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া না যায়, কোনরূপে বাঁচাইতে হইবে—এই সিদ্ধান্তে সভাপতি মহোদয় হঠাৎ ভগবদ্ভাব-বিধুর গম্ভীরাত্মা ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সৌম্য মূর্ত্তি খানির দিকে তাকাইয়া আপাত মধুর চাহনি ও মধুগুঞ্জিত বাক্যচ্ছটা বিস্তার করতঃ বলিলেন, আপনি এইবার এই বিরাট জনস্রোতের উপরে শ্রীনাম কীর্ত্তনের হরিলুট ছড়াইয়া দিয়া সেই অন্তরের প্রভাবে অশান্ত মেঘের সঙ্কট মূর্ত্তি অপসারিত ও কোলাহল বাত্যার ভীষণ গর্জ্জন শান্ত করুন, যেন ইহার প্রচণ্ডতায় শেষে এই ধর্ম্ম-মণ্ডপকে কড় কড় নাদে অশনি সম্পাতে আমাদের বহু সাধের প্রতিষ্ঠিত এই যোগাশ্রমের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত পুড়িয়া ছারখার না হয়। এই কথায় বৈষ্ণব-স্বভাব-সুলভ অমন্দোদয়দয়ার সাগর বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীশ্রীভারতী মহারাজের চন্দ্র বদনে হঠাৎ আনন্দ প্রকাশিত হইল। শ্রীমুখারবিন্দে প্রসন্নতার হাসি ফুটিয়া উঠিল, সেইহাসি মুখে অমৃত-বর্ষিণী ভাগবতী ভাষায় লালিত্য বিস্তার করিয়া প্রায় ৩ঘণ্টাকাল হরিকথা-কৌমুদীর অমিয় ধারায় অশান্ত উগ্র শ্রোতৃ-মণ্ডলীর প্রাণ ও হৃদয়ের জ্বালা ধৌতি করিয়া দিলেন! অচিরে ভব-ত্রিতাপ-নিদাঘতপ্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর তৃপ্ত চোখ মুখ দিয়া আনন্দের ফোয়ারা লোকচক্ষু-সমক্ষে প্রকাশিত হইল, কেবল ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে গৌর-প্রেমানন্দে বল হরি বোল ধ্বনি জগৎ কম্পিত করিয়া আকাশে বাতাসে বিস্তৃতি লাভ করিল। আকাশ প্রতিধ্বনি করিল—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত

ধন্য মহাবদান্য প্রেমাবতার কলি-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরহরির অপার মহিমা। ধন্য সেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রাভিন্ন-বিগ্রহ দয়াল নিত্যানন্দের অমিত প্রভাব আর ধন্য শ্রীগুরুদেবের-চৈতন্য মনোভীষ্ট সিদ্ধিসংরক্ষিণী জগত্রাতা শক্তি।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

বৈষ্ণবগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী মহারাজের এই শ্রৌতবাণী সকলের অন্তরে অন্তরে মনে প্রাণে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মধুরতম ভক্তিস্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আজ অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রেষ্ঠো-পনিষদ গীতার বাক্যলহরীর ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বান্তর্য্যামী ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের ও অন্তর্য্যামী স্বরূপে শ্রীভগবানের কথা যেন জানিয়া শুনিয়া ভক্ত মহারাজ ত্রিদণ্ডি স্বামী জগতের তাপত্রয়-দগ্ধ জীবের প্রাণ মন গুলিকে মনোধর্ম্মের বংশধর ক্রমে কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগ ধর্ম্মের মন্থন যন্ত্রের বেষ্টনীর দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া শাশ্বত সনাতন ধর্ম্মের শাশ্বত পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেন পরাশান্তির স্নেহময় ক্রোড়ে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন! চিরজীবনের তরে আমার মত মহা পাষণ্ডীরও তেমন হরিনামের প্রেম-মহাপ্রসাদ লাভ হইল, তাই বলি আমাদের জন্য অযাচিত তোমার তোমার কেন, যা শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের মত অভূতপূর্ব্ব চির শান্তিময় মঙ্গল-আশ্রয় থাকিতে তাদের মঠের মত যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে দিয়া লোকের চর্ম্ম-চক্ষের ভোগময় দৃষ্টিশক্তিকে ভোগ দিয়া আচ্ছন্ন ও আকৃষ্ট করিবার জন্য নিজেদের ইন্দ্রিয়-তোষণ-পর আশ্রমের সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা কেন উৎ-পাদন করে। এইসব দেখিয়া শুনিয়া, হে গুরুদেব, হে পতিতপাবন, প্রভো তুমি শক্তিহীনের ত' বটেই কিন্তু শক্তি-মানেরও অফুরন্ত শক্তি বাড়াইয়া সমরে তোমার দলের শক্তির অপূর্ব্ব বিক্রম দেখাইয়া থাক, তাহা এতদিনে তোমার অভিন্ন কলেবর শ্রীশ্রীভারতী মহারাজের স্বরূপে প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইয়া গেলাম, ধন্য তোমার দয়া, আমাদের মত পাষণ্ডীর কপট দৈন্য বুঝিয়াও তুমি তোমার অভয় চরণে তবুও আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং সত্যই তুমি অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দ-স্বরূপ।

নিবেদন সঙ্গীত

(১)

ধন্য তোমার মহিমা অপার
অমন্দোদয়া কি দয়া
জানিনা ভজন পূজন তবু
আসিয়াছ ভাল বাসিয়া।
করুণার ডোরে রেখেছ বাঁধিয়া
অশান্ত অবাধ্য স্বাপদে আনিয়া
বৈষ্ণবের অপরাধ হতে
রাখিলে নিকটে টানিয়া
ধন্য তুমি গো এসেছ এবার
গোলোকের প্রেমে ভরিয়া

(২)

একদিন দেখি পত্রিকার বেশে
গৌড়ীয় স্বরূপে দেখা দিলে এসে
সেদিনের কথা ভুলিনি এখনো
কি দরশ দিলে আসিয়া
ধন্য তুমি গো ডুবালে জগৎ
প্রেমের বন্যা আনিয়া।

(৩)

(তব) নিত্যানন্দ মূর্ত্তি দেখে যেইজন
সেই যায় ম'জে পায় প্রেমধন
মুখে বল সবে ভজ গৌরহরি
আমারে লওহে কিনিয়া
জানিয়া সুনীচ তৃনাদপি ভাব
দিতে কি জগতে শিখিয়া।

(৪)

শ্রীভগবান, ভাগবত, ভক্ত
কেবা জানিত অচিন্ত্যেক তত্ত্ব
শুনালে হে তুমি, পরম পুরুষ
কি মধু সঙ্গীত গাহিয়া
তুষিয়া জগৎ শ্রদ্ধা কৈলে দান
আপনার করিয়া।

(৫)

যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্
ভক্ত যে তাঁর পরাণ সমান
তিনি ভক্তাধীন তাই দ্বারে দ্বারে
শ্রীগুরু-স্বরূপে আসিয়া
ত্রিতাপ-দগ্ধ শুষ্ক কণ্ঠে
দিলে নামামৃত ঢালিয়া।

(৬)

আমি অভাজন এই আকিঞ্চন
হতে চাহি প্রভু চির নিষ্কিঞ্চন
বৈষ্ণব-দাস-অনুদাস রূপে
তোমার প্রসাদ লভিয়া
কর চুরমার কপটতা মোর
প্রেমানন্দে যাই ডুবিয়া।

(৭)

নির্ম্মৎসর যত বৈষ্ণবের গণ
তাহাদের সঙ্গ পাই অনুক্ষণ
মৎসরতা মোর সঞ্চিত যত
দাও অন্ধকূপে ডারিয়া
দাও জগদ্গুরু বৈকুণ্ঠ বুকে
(মোরে) বৈকুণ্ঠ-কাঙ্গাল করিয়া।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কুষ্টিয়া হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী চৌর গ্রামে গত ১৫ই মে অপরাহ্নে জোনাবালী নামে এক ব্যক্তি একটী উচ্চবৃক্ষে উঠি আম পাড়িতেছিল। হঠাৎ বজ্রাহত হই বৃক্ষ হইতে মৃতাবস্থায় নিপতিত হইয়াছে

(ভারতীয়)

আগামী ৩ই অক্টোবর সিমলা শৈ নিখিল ভারত রেলওয়ে কন্ফারেন্সে বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। ই, f রেলওয়ে এজেণ্ট মিষ্টার পিয়ার্স সভাপ হইবেন।

নারায়ণপুরে কংসরাজ নামক স্থানে একটী বিদ্যালয়ের ছাত্র একটী বেতার বার্ত্তার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যন্ত্রের সাহায্যে ৫ মাইল দূর পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করা যায়। ঐ যন্ত্রটীতে এক সংবাদগ্রহণের ও আর একটী সংবাদ প্রেরণের—এই দুইটী যন্ত্র আছে।

সিউরী তুলার গুদামে গত ১৫ই রাত্রিতে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটি গিয়াছে। ফলে ৬লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত তুলা বীমা করা ছিল অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে তদ চলিতেছে।

মিঃ এলেন ইসাকসন মোটরে পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়া সাংহাই হইতে সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি ৮ মাসে ৩২,০০০ মাইল পরিভ্রমণ ও ২০০০ নগর পরিদর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন। সাংহাই হইতে প্রথমে জলপথে মেলিনা, তথা হইতে মোটরযোগে বাগুনিও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হংকং, পরে দক্ষিণ চীনের প্রবেশদ্বার হইতে জাহাজে সিঙ্গাপুর উপস্থিত হন। মালয় পেনিনসুলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৫০০ মাইল মোটরে ভ্রমণ করেন। পরে পেনাঙ্গ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত জলপথে আসেন। কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইবে। তাঁহার মোটরখানি তাঁহার নিজের নির্ম্মিত সুপার ফোর্ড। গাড়ীখানি বিলাস সম্ভারে পরিপূর্ণ। শয্যাগৃহ, ভোজনাগার, ড্রেসিংরুম,, স্নানাগার,, গ্রামোফোন, টাইপ রাইটার প্রভৃতি সমস্তই আছে। পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হওয়ার সময় তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিতা পত্নীও তাঁহার সঙ্গে আছে।

গত ১৩ই মে সন্ধ্যায় কন্টাই রোড ষ্টেসনে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া অনেক বাসগৃহ ও বৃক্ষাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। একটী গাছ পড়িয়া একখানি মোটরগাড়ী ভাঙ্গিয়া একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। এক হতভাগ্য গাছতলায় বসিয়া রান্না করিতেছিল, গাছ পড়া দেখিয়া সে একখানি গরুর গাড়ীর তলে আশ্রয় গ্রহণ করে। অদৃষ্টে যাহার মৃত্যু লেখা আছে, তাহার কি আর রক্ষা আছে? একটী বৃক্ষ হঠাৎ গাড়ীখানির উপর পড়িয়া তাহার মস্তককে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া কি কেহ আর মৃত্যুর কবল বরণ করিতে চায়? কিন্তু বিধির বিধান কেহ রদ করিতে পারে না। অতএব—"জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানাবিধ বিপদ ভার। নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকহ আপন কাজে।" শ্রীভগবচ্চরণ-সেবা করিতে করিতে যদি মৃত্যু আসিয়া পড়ে, সে মৃত্যু কোন দুঃখের কারণ হয় না, কিন্তু ভগবৎ-সেবা না করিয়া মরণ কখনই সুখের নহে—অপমৃত্যু মাত্র।

বাঙ্গলার মাঠে ঘাটে আর 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' বলিয়া গান নাই। বাংলার চতুর্দ্দিকে এখন দুর্ভিক্ষরাক্ষসী তাহার ভয়ঙ্কর বুভুক্ষা মিটাইবার জন্য ব্যস্ত—মানুষ আহারের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, মহামারী আসিয়া তাহার সকল জ্বালার অবসান করিয়া দিতেছে। অনেক দেশ আজ শ্মশানে পরিণত। মুষ্টিমেয় স্বেচ্ছাসেবকগণের মুষ্টিমেয় ভিক্ষা কেমন করিয়া এ সর্ব্বব্যাপী বুভুক্ষানল নির্ব্বাপণ করিতে সমর্থ হইবে? মাতাপিতা সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া হয় আত্মহত্যা করিতেছে, না হয় দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে, নারীগণ বস্ত্রাভাবে লজ্জায় গৃহের বাহির হইতে পারিতেছে না, দুই তিনদিন অনাহারে থাকিয়া শেষে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, শত শত গৃহ হইতে কেবল মর্ম্মভেদী ক্রন্দন—হা হুতাশ রব উত্থিত হইতেছে। মহাকালের এ মহাভয়ঙ্কর সংহার-লীলার সম্মুখীন হইবার সাহস কাহার আছে? ভগবৎকৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। 'রাখহি মারবি যো ইচ্ছা তুহারা'। বীরভূম, বাঁকুড়া, বগুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি সর্ব্বত্রই কেবল 'ম্যয় ভূখা হুঁ'। শুধু কি আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী? তাহার উপর রাষ্ট্রবিপ্লব বর্ণধর্ম্মবিপ্লব। এখন সকল চেষ্টা ছাড়িয়া দীনবন্ধুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা ভিন্ন আমরা দুর্ভিক্ষাদি দমনের ত' আর অন্য উপায় দেখি না।

লিলুয়ার শ্রমিকগণ প্রাণপণ করিয়া ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। শ্রমিকগণের সাহায্যকল্পে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি একটা নূতন কার্য্যবিভাগ খুলিয়াছেন। অনেকে শ্রমিক ইউনিয়নে অর্থ নাই, শ্রমিকগণের কার্য্যে যোগদান করাই মঙ্গল ইত্যাদি বলিয়া শ্রমিকগণকে নিরুৎসাহিত করিতেছেন, কিন্তু কংগ্রেস শ্রমিকদিগকে খুব উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাহারা যাহাতে খাদ্যাভাবে ক্লেশ না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহা ছাড়া বহু শ্রমিক দেশে চলিয়া গিয়াছে।

গত বুধবার প্রাতে চীৎপুর এবং কাশীপুর অঞ্চলের পাট কাবিবার কলগুলিতে ধর্ম্মঘটে যোগদানকারিগণ যাহারা ধর্ম্মঘটে যোগদান করে নাই তাহাদের উপর ইট্‌ পাট্‌কেল ছুড়িতে থাকে। ফলে ৪৩জন আহত ও ৫জন পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত ধর্ম্মঘটকারীদিগের নেতা জয়নারায়ণ সিং পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আগামী ২রা জুন তারিখে ভিয়েনা যাত্রা করিবেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

গৌরাঙ্গ জন্মস্থান-নির্ণয় প্রতিবাদ

(৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫, ইং ১৮ই মে, ১৯২৮ মফঃস্বল সংস্করণ দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

গত ১২ই বৈশাখ তারিখে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় স্তম্ভে যে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয় সমিতির প্রথম অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রতিবাদার্হ। কারণ ৪০।৪৪ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপিতামহগণ বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গোস্বামী, সিদ্ধ মহাজনের দ্বারা বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে যে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের সংস্থাপন সুনির্ণীত হইয়াছে, তাহাকে নাকচ করিয়া পুনরায় গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য কত দূর প্রশংসনীয়, তাহা বিচার্য্য। ১৩০০ সালের ২রা মাঘ রবিবার দিবস কৃষ্ণনগরে আমিন বাজার এ, ভি, স্কুল প্রাঙ্গণে সর্ব্বসংযুক্ত হিন্দুদিগের একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন সেই সভার প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, নবদ্বীপ সহর ও নদীয়া জিলার সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঐ সভায় শ্রীমায়াপুরে অবস্থান স্বীকার করেন। ইহার পরে বহু প্রকাশ্য সভায় শ্রীধাম মায়াপুরের সংস্থান প্রচারিত হইয়াছে।

জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, পরমহংস, গৌরকিশোর দাস বাবাজী' শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী মহারাজ, পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী, শ্রীলোক নাথ গোস্বামী, শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, পরলোকগত জাষ্টিস্ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য এম, এ, বি, এল, পণ্ডিত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, রায় শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, পরলোকগত শিশিরকুমার ঘোষ, রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে নির্ব্বোধ বা ভ্রমচালিত মনে করা ঠিক নহে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

গত ১৫ই মে মঙ্গলবার রাত্রিতে হাওড়া বাকুল্যাণ্ড ব্রীজের নিকট একটী চাঞ্চল্যপদ ডাকাইতীর প্রচেষ্টা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, ধর্ম্মদাস সিংনামে হাওড়া পোষ্ট অফিসের একজন ডাকহরকরা রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৮টী মেলব্যাগ লইয়া জোড়াবাগানের দিকে যাইতেছিল, [illegible] বাকুল্যাণ্ড ব্রীজের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছে এমন সময়ে একখানি ট্যাক্সি তাহার নিকট আসিয়া থামিল। ট্যাক্সি হইতে ৪জন লোক নামিয়া তাহার সম্মুখীন হইল। উহাদের একজন গুণ্ডা তাহার মুখে লঙ্কার গুঁড়া দেয় এবং আর একজন লাঠি মারিতেই ডাকহরকরাটী পড়িয়া যায়। গুণ্ডারা তখন মেলব্যাগ লইয়া টানাটানি করিতে থাকে। তিনটী ব্যাগগুলি প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। এমন সময় দৈবক্রমে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া পিয়নটীর নিকটস্থ হইতেই লোকগুলি ট্যাক্সি করিয়া পলায়ন করে। ভদ্রলোকটী ট্যাক্সির নম্বর টুকিয়া তৎক্ষণাৎ হাওড়া ও কলিকাতা পুলিশে সংবাদ দেন। ট্যাক্সির নম্বরটী ছিল টী ৭৬১। সাড়ে ১১টার সময় জোড়াসাঁকোর একজন কনষ্টেবল ট্যাক্সিখানি ধরিয়া ফেলে এবং এক চালক সহ থানায় চালান দেয়। গুণ্ডাগুলি পলায়ন করিয়াছিল। তদন্ত চলিতেছে।

(বৈদেশিক)

প্রকাশ যে, সম্প্রতি সিননফুতে চীন জাপানে সন্ধি হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। গত শনিবার সমস্ত চীনা বিনা অস্ত্রে নগর পরিত্যাগ করিয়াছে। চীন জাপান উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া এখন শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিৎ মিঃ এফ্‌ ডব্‌লিউ, হার্ট বিগত ৯ই এপ্রিল তারিখের 'ষ্টার' পত্রে লিখিয়াছেন,—"ভারতের বয়কট আন্দোলনের ফলে ৩০টি ব্লাকবার্ণ কটমিল ধুতি নির্ম্মাণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।"—বাংলার কথা

তিন মাসের ভিতর নেলোর সহর আবার দ্বিতীয়বার অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইল। প্রায় ৩ হাজার গৃহ ভস্মীভূত ও ২০ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, ২জন লোক মারা গিয়াছে। ৩ ঘণ্টা ধরিয়া আগুন জ্বলিয়াছিল।

ব্যাটেভিয়া ডেলাসবার নামক স্থানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হওয়ায় টিবেগ নামক গ্রামখানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একজন লোক মারা গিয়াছে ও ১৪ খানি বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি হইতে প্রস্তরখণ্ড ও ছাই প্রভৃতি প্রায় ৭০ ফিট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

...ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৪৫

মজার ভুল

...র অপগমে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে, ঔড়ুপতি চন্দ্র স্বীয় কান্তি-বিস্তার পূর্ব্বক তারকাপালিকে অলঙ্কৃত করিয়া ভাবুকের হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দের সঞ্চার করিতেছেন। এমন সময়ে মাতালদের মুখে গান ধরিল—

তুব দে রে মন কালী বলে।

তুই মুক্তি পাবি জনমে॥

মাতালদের সুখের সীমা নাই। রাজা বল, বাদসা বল আজ তার কাছে তুচ্ছ মাত্র। সমস্ত ধরা যেন তার নিকট মত বোধ হইতেছে, তাহাকে দেখিয়া মনে হইল এই বুঝি আনন্দের আহা! মা নিস্তারিণী প্রকৃতই আনন্দময়ী! তাঁহার কৃপায় জীবের দুঃখ ক্ষণিকের মধ্যেই প্রশমিত হইয়া বিমলানন্দের উদয় হয়। আমার মায়ের সেবায় তো কোন কষ্ট নাই, মা আমাদের সুখের জন্য কত কি সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রী, পান, আর কত কি বিলাস-সম্ভার ভক্তের জন্য মা তাঁহার ভাণ্ডারে রাখিয়াছেন! মায়ের প্রতি যার যত ভক্তি, সে তত বেশী পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী ভোগ করিতে পারিতেছেন। আমরা মাকে অবহেলন করিয়া যতই না কেন পাপকৃত্য ঘটাই মা আমাদের অবোধ সন্তান ব'লে ক্ষমা করিবেনই করিবেন।

মাতালের ভাব দেখিয়া আমারও মনে একটী ভাবের সৃষ্টি হইল, আমি ভাবে বিভোর হইয়া মনের খেয়ালে গান ধরিলাম—

আমার পাগল বাবা পাগলী আমার মা।

আমি তাদের পাগল ছেলে

আমার মায়ের নাম শ্যামা॥

এইরূপ ভাবের ভরে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি গাঢ় হইতে, গাঢ়তর হইল, দেখিতে দেখিতে নিশা অবসানপ্রায়। কিছুক্ষণ পরেই বিহঙ্গগণ স্ব স্ব কুলায় বসিয়া গান ধরিল। প্রভাতসমীরণ গায়ে লাগিয়া যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, এমন সময় হঠাৎ মাতালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখি মাতালের আর সেভাব নাই, তাহার বদন মণ্ডলে আনন্দের ছায়া নাই, মুখশ্রী যেন অত্যন্ত মলিন হইয়াছে, পাছে পুলিশ তাহার মাতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ কিছু সম্মান প্রদান করেন, তজ্জন্য তিনি তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় ...র মধ্যে পদস্খলিত হইতেছে। আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মাতালের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া মাতালকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই! গতরাত্রে তোমাতে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দেখা যাইতেছিল, সে আনন্দ আজ কোথায়? কই আজ তো আর তোমার মুখে আনন্দের ছায়াও দেখিতে পাইতেছি না, তোমার মুখশ্রী মলিন দেখিতেছি কেন? তুমি যেন কোন এক ভয়, চিন্তা ও মোহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছ, তোমার অবস্থা এমন কেন হইল? মাতাল নিরুত্তর হইয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল, আমার চিত্ত আর স্থির হইল না, মনে হইল, সে মা যদি আমার আনন্দময়ী তবে আমার এ দুঃখ কেন? তবে কি আমার সেবায় মা সন্তুষ্টা নন? বহু চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল, আমার মনে কিছু শান্তি নাই, মানসিক চিন্তার স্রোতে গা ঢালিয়া নানাস্থানে ঘুরিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্রই যেন প্রকৃত আনন্দের ছায়া মাত্র বর্ত্তমান। ব্যাকুল হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস গ্রামের প্রান্তভাগে এক বিরাট জনতা ও আনন্দ কোলাহলকে লক্ষ্য করিলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কতকগুলি নিরীহ পশুকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কিছু কাল পরে উঁহাদের জীবন শেষ হইবে বুঝিতে না পারিলেও মুখ যেন অতীব ম্লান বোধ হইতেছে। নিরীহ পশুদিগের মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া মাদৃশ পাষণ্ড অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু ধর্ম্মপিপাসু যাজ্ঞিকগণ ঐরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদনেই আনন্দধ্বনি করিতে করিতে দিগ্বলয় মুখরিত করিল, কিন্তু আমি আর তথায় থাকিতে পারিলাম না, অন্য দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, একটি নির্জ্জন স্থান, কয়েকটি ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক 'অহংব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি কয়েকটী অভেদ সূচক বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ব্বাণ লাভের আশায় নির্ব্বিকল্প সমাধি করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমি ব্যগ্র চিত্তে তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইয়া কিছু তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলাম। কিন্তু যে বুকভরা আশা নিয়া শ্রবণেচ্ছু হইয়াছিলাম, শ্রবণে যেন সে আশা মিটিল না। অভেদ জ্ঞানে বা নির্ব্বাণে কোনরূপ আনন্দ থাকিতে পারে, তাহ আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, তথাপি কিছুদিন তথায় থাকিয়া তাহাদের উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন শ্রবণ করিতে লাগিলাম, ক্রমে যেন সন্দেহ বৃদ্ধি পাইল। যে ক্ষুদ্র জীব ভবসংসার ক্লেশসহ করিতে না পারিয়া উদ্ধার লাভের জন্য যার কাছে আজ কাকুতিমিনতি করিতেছেন, আজ উদ্ধার হলেই নাকি তিনি ভগবান্ হইয়া যাইবেন! তখন আর তাঁহার উপাসনা থাকিবে না, বরং উপাস্যের আসন গ্রহণ করিয়া বসিবেন। আমার মনঃক্ষুণ্ণ হইল ইহা বিশ্বাস করিল না। নিজের অস্তিত্ব লোপ পাইলে আনন্দ ভোগ হইবে কাহার? তখন আমার সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলাম, অতি কাতর চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, কার কাছে গেলে আনন্দলাভ হবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভগবান আমার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া বোধ হয় একজন সাধুকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই আমার হৃদয় সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইল। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মস্তক তাঁহার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইল। তিনি কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন করিতেছে। কখন বা তাঁহার চারু অঙ্গখানি পুলকে নৃত্য করিতেছে। তখন মনে হইল আনন্দ মূর্ত্তিমান হইয়া যেন তাহার অঙ্গে বিলাস করিতেছে। আমি তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম, মহোদয়! আপনাতে যে আনন্দ দেখা যাইতেছে, জীবে এরূপ আনন্দ থাকিতে পারে, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এরূপ আনন্দ আপনি কোথা হইতে লাভ করিলেন? ইহার উত্তরে সাধু মহোদয় সহাস্যে বলিলেন, জীবের স্বরূপে এই আনন্দ নিত্য বর্ত্তমান। আমরা যাহাকে ভগবান বলি, তিনি এই আনন্দের আশ্রয় বা সমুদ্র স্বরূপ। যিনি যাহাই বলুন, আর যাহাই করুন না কেন, সকলেই এই এক আনন্দকে অনুসন্ধান করিতেছেন। তদ্বিষয়ে কি আস্তিক অথবা কি নাস্তিক কাহারও কোন মতভেদ নাই। তবে আনন্দের স্বরূপ নির্ণয়ে মতভেদ দেখা যায় মাত্র "জড়ে বদ্ধজ্ঞানন্দত্রয়ো বৈকুণ্ঠদ্বন্দ্বচাসদ্যাৎ।"—ভোগী—ত্যাগী—যাহার নামান্তর প্রচ্ছন্নভোগী,—এই দুই প্রকার বদ্ধজীব। ইহারা আনন্দের ছায়া মাত্রকেই আনন্দ জ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। আনন্দ-সমুদ্র ভগবানের আশ্রয় ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ ভোগ করিতে চায়। তাহাই মায়া। কেবলমাত্র ভক্তগণ আনন্দাধার স্বরূপ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে অবস্থান করাইয়া তাঁহার সেবানন্দ নিত্যকাল লাভ করিতেছেন। সে আনন্দ নিত্য নবনবায়মান। সে আনন্দের অন্তরালে নিরানন্দ বা শোক, ভয় থাকে না। সেই অশোক অভয়ামৃতের চরণাশ্রয় ব্যতীত জীব কখনই আনন্দ লাভ করিতে পারে না।

গুর্ব্বানুগত্য

মানব যখন তাঁহার নিজের দোষগুলির প্রশ্রয় না দিয়া তাহা সংশোধন করিবার জন্য সত্য সত্যই ব্যাকুলান্বিত হইয়া পড়েন, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধির প্রশংসায় নিযুক্ত না থাকিয়া হিতাহিতের সকল বিচার-ভার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া কেবল মাত্র গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তখন বলদেব শ্রীগুরুদেবই তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে চিদ্বল প্রদান করিয়া থাকেন, যাহার দ্বারা বলীয়ান হইয়া তিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ার সকল ক্ষমতাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হন, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ হইয়া নিত্য মঙ্গল লাভ করেন। শ্রীগুরুদেবে প্রপত্তি ভিন্ন মানব কখনই দোষমুক্ত হইতে পারেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত "আমার ভালমন্দ আমিই ভাল বুঝি অথবা শ্রীগুরুদেবও যতটুকু বুঝিবেন, আমিও তাহাই বুঝিব, তিনি আমারই ন্যায় মানুষ মাত্র" এইরূপ বুদ্ধি প্রবলা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানব ভীষণ অনর্থ সাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। 'গুরুদেবই আমার একমাত্র মঙ্গলবিধাতা, তাঁহার উপদিষ্ট পন্থাই আমার একমাত্র অনুসরণীয় পন্থা, তদ্ভিন্ন আমার কোন স্বতন্ত্র পন্থা নাই, গুরুদেবই আমার ভালমন্দ সম্যক্‌প্রকারে অবগত আছেন, তাঁহাতে ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয় না থাকায়, তাঁহার উপদেশই আমার একমাত্র পালনীয়'—এই প্রকার বুদ্ধিই আমার মঙ্গল প্রাপিকা। শুদ্ধ শরণাগতিই শ্রীভগবৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়।

গুরুদেব অপেক্ষা আমরা সময়ে সময়ে বেশী বুঝিতে যাইয়া যে উৎকট গুরুভক্তির পরিচয় দিতে যাই, তাহাতে আমাদের মঙ্গলের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয় মাত্র। সাধারণ মানবের ভক্তি সম্বন্ধে ধারণা—কণ্ঠদেশে তুলসীমালা, বাহুমূলে শঙ্খচক্র ও ললাট অঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, পূর্ব্বক দিন রাত্রির মধ্যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটু ঘণ্টা নাড়া কিম্বা খানকটা মালা জপ বা দু'একটা গান গাহিলেই বুঝি ভক্তিযাজন করা হইয়া গেল। গুরুদেব যদি কৃপা করিয়া কেবল ঘণ্টা নাড়া বা মালাজপ ছাড়া অন্য কোন সেবা কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন, তিনি তখন ভাবেন, এ কাজটী আমার গৌণ মাত্র, মুখ্য কার্য্য হরিনাম, এই সেবা কার্য্য ছাড়া আর একটী জিনিষ, সুতরাং কোনপ্রকারে এটী শেষ করিতে পারিলেই হয়। এইরূপে মানব সেবাকার্য্যের সহিত শ্রীনামগ্রহণকে ভেদবুদ্ধি করিয়া গুরুদেবের বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, হরিনাম করিতে যাইয়াও কেবল অনর্থ বরণ করেন মাত্র। শ্রীভগবন্নাম যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, কেবল মাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই যে হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন, শুদ্ধ হরিনাম যাহাতে আমাদের জিহ্বায় নৃত্য করিতে পারেন, আমরা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে অনর্থমুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্যই যে শ্রীগুরুদেবের ...

চেষ্টা আমারই হিতকল্পে. অজ্ঞ মূর্খ মানব আ রো বুঝিতে না পারিয়া সেবাকার্য্যগুলির প্রতি আদর প্রকাশ করি না। নির্ব্বিচারে যখন আমরা, গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিয়া যাইব, গুরুদেব আমাদিগের উপর যে কার্য্যের ভার .., সেই কার্য্যকেই যখন আমরা শ্রীভগবন্নামগান, বেদপাঠ ইত্যাদি বলিয়া জানিব, সেই দিনই গুরুদেবের কৃপাবলে আমরা যথার্থ শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইব। গুরুদেবের উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্য্যন্ত মানুষের কোন-ক্রমেই নিস্তার নাই।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক যে যে যুক্তি অবলম্বিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত যুক্তিতে অতি-নিপুণতা-প্রযুক্ত গুরুদেব সকল কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-গণেরই অতিশয় প্রিয়। "কৃষ্ণের কিসে সুখ হয়, কোন্‌টী কৃষ্ণভক্তি তাহা গুরুদেবই উত্তমরূপে জানেন, গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া এক বুদ্ধি অনুসারে চলিলে আর পতনের কোন আশঙ্কা থাকে না। গুরুদেবের বাক্য যে অবিচারে পালনীয়, তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ-প্রেরিত গোবিন্দকে তাঁহার সেবকরূপে গ্রহণ-লীলা করিলেন। গোবিন্দ আসিয়া বলিলেন, "প্রভো, আমি পুরীগোস্বামীর ভৃত্য, গোস্বামী প্রভু তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে আমাকে ও কাশীশ্বরকে তোমার সেবকরূপে তোমার পদান্তিকে থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। কাশীশ্বর তীর্থ ভ্রমণান্তে কিছুদিন পরে এখানে আসিবেন, আমি অগ্রেই আসিয়া পড়িয়াছি, আমাকে তোমার কিঙ্কররূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীপাদ-পদ্ম-সেবা-সৌভাগ্য প্রদান কর।" মহাপ্রভু তখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য করহ বিচার। গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার॥ তাঁহারে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায়। গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়॥" জীব-শিক্ষক লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাঁহার মুখ দিয়া সিদ্ধান্তটী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিলেন—"প্রভো! গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্। গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ॥ পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম তাঁহার মাতা রেণুকা দেবীকে শত্রুর ন্যায় নিহত করিয়া-ছিলেন জানিয়া শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণ শ্রীরাম-চন্দ্রের আজ্ঞায় সীতাদেবীকে বনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা অবিচারণীয়া। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের বন গমন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা মরা কার্য্যা মহাত্মনঃ। শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ॥—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র কহিলেন—মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচার পূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয়, ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে। সুতরাং গুরুদেবের বাক্যে উচিতানুচিতাদি বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।" তখন মহাপ্রভু গোবিন্দকে তাঁহার সেবক-রূপে অঙ্গীকার করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং জগদ্‌গুরু হইয়াও লোকশিক্ষাকল্পে তাঁহার ভক্ত সার্ব্বভৌমের মুখ দিয়া জীবকে এই শিক্ষা দিয়া গেলেন।

অবশ্য সদ্‌গুরুর আদেশই নিঃশ্রেয়ঃ-প্রদ বলিয়া নির্ব্বিচারে পালনীয়, কেননা সদ্‌গুরু সদ্‌বস্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা ভিন্ন কৃষ্ণসেবা-বিমুখতার কোন-উপদেশ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া উৎপথ-গামী অসদ্‌গুরুর আদেশ কখনই পাল-নীয় নহে। বলি শুক্রাচার্য্যের, ভীষ্ম পরশুরামের, প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর বিভীষণ রাবণের আদেশ অমান্য করিয়াই শ্রীভগবৎকৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুদেবের আদেশ পরিপালন ভিন্ন কৃষ্ণতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ গুর্ব্বাভিমানী গুরুব্রুবের আদেশই প্রতি-পালনীয় নহে। যেহেতু যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি যে শ্রীবিষ্ণু, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না, অন্ধ যেরূপ অন্ধ কর্ত্তৃক নীত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয় মাত্র, পথের অনুসন্ধান জানিতে পায় না, সেইরূপ বিষয় মোহান্ধ গুরুব্রুবগণের আদিষ্ট পন্থানুসরণেও আমাদের কোন মঙ্গল হওয়ার পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইবে। বিশেষতঃ শাস্ত্র বলেন—'অবৈষ্ণবোপদি-ষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ'।—অবৈষ্ণবের যতই না কেন ভাল কথা থাক, তাহা শ্রেয়ঃ কামীর আদৌ শ্রোতব্য নহে।

সুতরাং অসদ্‌গুরুর সর্ব্বপ্রকার অপেক্ষা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া শত বাধা বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও প্রাণপণে নির্ব্বিচারে নিষ্কপটে সদ্‌গুরুর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। গুরুকৃপা-বলেই কৃষ্ণকৃপালাভ, নতুবা স্বতন্ত্র চেষ্টায় কখনই কৃষ্ণকৃপা লভ্য হইতে পারে না।

অর্জ্জুনের ভগবদ্দর্শন

জীব যখন 'আমি ভোক্তা' এই বুদ্ধিতে ভগবদ্‌ভোগ্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি আরোপ করে, ভগবানের ভগবত্তাকেও অবিশ্বাস করিবার স্পর্দ্ধা করিতে চায়, ভগবান্ তখন জীবের সেই দুর্ব্বুদ্ধি নিরসনার্থ জীবকে তাঁহার প্রাকৃত বিরাট্‌রূপ প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত বহির্ম্মুখ লোককে কৃষ্ণোন্মুখ করার জন্যই ভগবানের এই বিশ্বরূপ প্রকটন। পুত্র যখন পিতাকে অবজ্ঞা করিতে চায়, তখন পিতা যেমন বাৎসল্যভাবটী অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া কপট ক্রোধাবিষ্ট মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করেন, সেইরূপ বহির্ম্মুখ জীবও যখন ভগবানের ভগবত্তা অস্বীকার করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করে, তখন ভগবান্ জীবকে তাঁহার এই বিশ্বরূপ প্রদ-র্শন করেন। বস্তুতঃ বিশ্বরূপ ভগবানের স্বয়ংরূপ নহে, ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একাংশমাত্র। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ যাহাতে এই জগৎকে কাম্যবুদ্ধি করিয়া আর ভোগে প্রবৃত্ত না হইতে পারে, যাহাতেই তাহারা তাহাদের ভোগময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, তাহাই যে কৃষ্ণ, তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্যই জীব-দুঃখ-কাতর শ্রীভগবানের অতি-প্রিয়জন অর্জ্জুন ভগবানের ঐশ্বররূপ দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলেন। অর্জ্জুন কহি-লেন, এতমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥" —হে পুরুষোত্তম, হে পরমেশ্বর আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু আপনি সৃষ্টি-সময়ে আপাততঃ আপনার স্বরূপকে আপনি যেরূপে জগন্ময়স্থ করিয়া-ছেন, আপনার সেই ঐশ্বররূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি।" ভগবান্ অর্জ্জুনের মনোঽভীষ্ট পূরণার্থ সেই রূপ প্রকট করিয়া জীবকে বলিলেন, "হে জীব, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুতে—প্রত্যেক অণুপরমাণুতে পর্য্যন্ত আমি আছি, আমা ছাড়া আর অন্য কোন বস্তু প্রতীত হইতে পারে না, সুতরাং তোমরা আমার বস্তুতে ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা আমার সেবা কর

কৃষ্ণ কার্ষ্ণে ভোগবুদ্ধিপর বদ্ধজীবকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন, সখ্যরসরসিক ভগবানের অতিপ্রিয়ভক্ত অর্জ্জুন কি আর ভগবানের সে ঐশ্বররূপে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? তিনি কহিলেন, হে প্রভো, তোমার এরূপ শীঘ্র সংবরণ কর, আমার মন ভয়ে ব্যথিত হইতেছে, তোমার ঐ ভয়ঙ্কর বিরাট্‌রূপ আর আমি দর্শন করিতে পারিতেছি না, যদি তোমার ঐশ্বররূপই দেখাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার সেই বসুদেবনন্দনাকার—যে মূর্ত্তি আমরা কদাচিৎ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম এবং যে মূর্ত্তি তোমার আবির্ভাবসময়ে দেবকী বসুদেব দেখিয়াছিলেন, সেই ভক্তদিগের নয়নমনোমুগ্ধকর তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজরূপ, আমাকে দর্শন করাও। সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইতেই এই সহস্র বাহাবিশিষ্ট তোমার ঐ রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। এখন আমি বেশ নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম, তোমার দ্বিভুজ মুরলীধর সচ্চিদানন্দরূপই সর্ব্বোপরি তত্ত্ব এবং সর্ব্বজীবাকর্ষক ও সনাতন।" তোমার দ্বিভুজমূর্ত্তিই আমার একমাত্র প্রীতির পাত্র, পরব্যোমে তোমার যে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, তাহা তোমার দ্বিভুজ স্বরূপেরই ঐশ্বর্য্যবিলাসরূপ। যখন জগৎ সৃষ্ট হয়, তখন সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইতেই তোমার বিশ্বরূপ বিরাট্ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে আমার যে কৌতূহল হইয়াছিল, তোমার কৃপায় দিব্যজ্ঞানলাভে দ্বারা আমার সে কৌতূহল চরিতার্থ হইল।" শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের মনো-ভিলাষ শ্রবণে তুষ্ট হইয়া কহিলেন—অর্জ্জুন, আমার এই বিশ্বরূপকে কে[illegible] যেন আবার সামান্য বলিয়া তুচ্ছ না করে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্রতপস্যা দ্বারাও কেহ আমার জড়জগতের অন্তর্গত এই আত্মযোগজনিত বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে নাই। দিব্যচক্ষু ও দিব্যমন দ্বারা আমার এই দিব্যরূপদর্শন ও স্মরণ হইয়া থাকে। জড় মধ্যে যাহারা মূঢ় প্রতীতিতে আবদ্ধ, তাহারা এই দিব্যরূপ দর্শন করিতে পারে না। তুমিই একমাত্র এই রূপ দর্শনের অধিকার লাভ করিয়াছ তবে আমার প্রিয় ভক্তগণ অবশ্য আমা[illegible] এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াই সুখী [illegible] হইয়া তোমার ন্যায় আমার চিন্ময় নিত্য রূপ দর্শনের লালসা করেন, তাঁহা[illegible] আমার এই উগ্ররূপ দর্শনে ব্যথা প্রা[illegible] হন। এই বিশ্বরূপের সহিত মাধুর্য্য-ভক্ত সকলের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তু[illegible] যখন আমার লীলাপোষক সখা, তখ[illegible] তোমার এই বিশ্বরূপে ব্যথা বা বিস্[illegible] ভাব যেন না হয়, আমি তোমাকে এরূ[illegible] আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আমার মা[illegible] মোহপ্রাপ্ত, মূঢ়বুদ্ধি, তাহারা অবশ্য এ[illegible] বিশ্বরূপ চিন্তাকেই বহুমানন করি[illegible] থাকে। কিন্তু আমার ভক্তগণ আমা[illegible] সচ্চিদানন্দরূপই দর্শন ও চিন্তন করি[illegible] থাকেন।" শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলি[illegible] প্রথমে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী স্বীয় চতুর্ভু[illegible] মূর্ত্তি প্রকট করিয়া পরে নিজ দ্বিভুজ মুরলী[illegible] ধররূপ সৌম্যমূর্ত্তি প্রকট পূর্ব্বক অর্জ্জুনে[illegible] বিস্মিত ভাব অপনোদন করিলে[illegible] অর্জ্জুনও তাঁহার নিত্যোপাস্য পরমমাধু[illegible] ময় দ্বিভুজ মানুষরূপ ব্রহ্মাদিদেবদুর্ল[illegible] শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শান্ত হইলেন, তাঁহা[illegible] ঐশ্বর্য্য ভাবোদ্গমে তাঁহার চিত্তে [illegible] চাঞ্চল্য আসিয়াছিল, ভগবানের [illegible] মূর্ত্তি দর্শনে সে চাঞ্চল্য অপগত [illegible] ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা), হে অর্জ্জুন, অনন্য-ভক্তিদ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও প্রবেশযোগ্য হই। যিনি আমার অনন্য-ভক্ত হইয়া কর্ম্মজ্ঞান-কলঙ্ক বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সমবুদ্ধ, তিনিই আমার এই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত করেন।

প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে পাই, যাহার সহিত হয়ত আমি খুব সখ্যভাবে আলাপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকি, তাহার নিকট হঠাৎ কোন দিন গম্ভীর হইয়া পড়িলে সে অন্তরে বড়ই ব্যথা অনুভব করে; যতক্ষণ না সে আবার পূর্ব্বভাবে আমাকে দেখিতে পায়, ততক্ষণ তাহার আর চিত্তে শান্তি নাই। অর্জ্জুনও সেইরূপ ভগবানের ঐশ্বর্য্যরূপ দর্শনে প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই, 'কখন ভগবান্ আমার প্রাণারাম মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিবেন,' এই চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যরূপী ভগবান্ যে মাধুর্য্যরূপী ভগবান্ হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব, তাহাও নহেন। মাধুর্য্য-স্বরূপেই ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান। শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্য—এই সার্দ্ধ ত্রিতয় রসের দর্শকগণ ভগবান্কে শঙ্খ চক্রগদা পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন আর তদতিরিক্ত বিস্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের দর্শকগণই ভগবান্কে শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দনরূপে দর্শন করেন। পঞ্চবিধ ব্রজ-রসে ভগবদ্দর্শনের তারতম্য বর্ত্তমান, যথা—শান্তরসে—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যে ঐ শান্তের গুণ মমতা যুক্ত হইয়া অধিক সমৃদ্ধ, সখ্যে শান্ত ও দাস্যের গুণ বিস্রম্ভ-যুক্ত হইয়া আরও অধিকতর প্রফুল্ল, বাৎসল্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্যের গুণত্রয় স্নেহাধিক্যের সহিত যুক্ত হইয়া আরও অধিক সমৃদ্ধ, কান্তভাবরূপ মধুররসে ঐ চারিটী গুণ সঙ্কোচশূন্য হইয়া অতিশয় উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিটী রসই উত্তম, কিন্তু তটস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ বিচারে মধুররসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের অভীপ্সিত মূর্ত্তিতেই ভক্তকে দর্শন প্রদান করিয়া ভক্তমনোরথই পূরণ করিয়া থাকেন। জীব প্রাকৃত অস্মিতায় আবদ্ধ থাকা কালেই ভগবানের স্থূল বিশ্বরূপকেই পরম উপাদেয় বা সর্ব্বোপরিতত্ত্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়াবলম্বনে জীবের চিত্ত যতই অনর্থমুক্ত হইতে থাকে, ততই শ্রীভগবানের সূক্ষ্ম দর্শন সম্ভবপর হইয়া থাকে। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারাই ভগবানের পূর্ণ চিৎস্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। জীব বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত ভক্তি-ফলে ভগবানের অতি [illegible] গুরুদেবের কৃপা-প্রভাবে প্রাকৃত অভিমান হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীভগবদ্দর্শনোপযোগী শুদ্ধ চিন্ময় দেহ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাই মানব-জীবনে সাফল্য লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধমজনের বন্ধু
দীননাথ দীনের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এ অধম লইল শরণ॥

স্বাধীনতা

জগতের লোক মনে করেন, আমরাই কেবল দেশের এবং দশের জন্য চিন্তাশীল, আমরাই বিদ্যা বুদ্ধি ধন জন বলে দেশের মঙ্গল সাধন করিব, ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি কোন লক্ষ্য নাই, তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে আমাদেরই ইচ্ছা-মত দেওয়া কিছু চা'ল কলা খাইয়াই বুঝি নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু ব্যাপার যে তাহা নহে, তাহা বুঝি কোন কালেই তাঁহারা বুঝিতে চাহিবেন না বা পারিবেন না। 'আমি ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের আজ্ঞাবাহী চাকর মাত্র, ভগবদ্ভক্ত আমাকে যে ভাবে চালাইবেন, সেই ভাবে চলিলেই দেশের মঙ্গল হইতে পারে,' এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল না হওয়া পর্য্যন্ত আমারও অহঙ্কার ঘুচিবে না, দেশেরও কোন প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে না। যেদিন সমস্ত দেশ-নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের স্বতন্ত্রবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় করিবেন এবং ভগবদ্ভক্তের নিকটই দেশের ও দশের মঙ্গলোপায় জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই দিনই দেশের পক্ষে শুভদিন হইবে, সেই দিনই দেশ বাস্তবিকই পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে। পরাধীন এজগতে কেহ থাকিতে চায় না, সামান্য একটা কীটেরও স্বাধীনতার প্রয়াস দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বিহঙ্গকে খুব উৎকৃষ্ট স্বর্ণপিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি দ্বারা আদর করিতে থাকিলেও সে 'নিমকহারাম' হইবার জন্যই সর্ব্বদা ফাঁক খুঁজিতে থাকে। খাঁচার দুয়ার একটু খোলা পাইলেই সোণার খাঁচার সকল সুখ-শান্তি পদদলিত করিয়া তাহার বড় সাধের বিহারস্থলী উন্মুক্ত আকাশ, বৃক্ষের ডালে ছুটিয়া যায় তাহার স্বাধীন ভাই ভগিনীদের সহিত দু'টা মনের কথা বলিয়া যে ক'টা দিন বাঁচে খাইয়া কাল কাটায়। সুতরাং এজগতে কে না স্বাধীন হইতে চায়? স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয় বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কোথায়? মানুষের ক্ষমতা আছে কি সে স্বাধীনতা লাভ করিবার? অথবা মানুষ কি দিতে পারে সে স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় আর আমাকে পরাধীন হইতে হয় না? এক রাজার অধীনতা ছাড়িয়া অন্য আর একটী রাজার অধীনতায় আমাকে থাকিতে হইবে—তাহাই কি আমার স্বাধীনতার পরিচয়? না, তাহা নয়। ভগবদ্ভক্তই আমাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত জানাইয়া দেন, জীবের একমাত্র 'স্ব' অর্থাৎ আত্মীয় বস্তু ভগবান্, তাঁহারই অধীনতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভই জীবের পক্ষে একমাত্র স্বাধীনতা। জীব সে স্বাধীনতা লাভ করিলে আর পরের অধীন হন না। সেই স্বাধীনতায়ই একমাত্র পূর্ণানন্দ বিরাজমান। নতুবা মায়িক জগতের স্বাধীনতার পরিচয় লৌহশৃঙ্খল ছাড়িয়া স্বর্ণশৃঙ্খল পরিধান করা মাত্র। শৃঙ্খলই যদি পায়ে থাকিল, তবে আবার স্বাধীনতা বলিয়া কি লাভ হইল?

এরূপ স্বাধীনতার 'অর্থ' অবশ্য বর্ত্তমান জগতের চিন্তাস্রোতের নিকট অত্যন্ত হাস্যাস্পদ অর্থ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু চিন্তাশীল ভাগ্যবান্ বুদ্ধিমান মানবগণই ইহার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। দেশে যদি শুদ্ধ-ভক্তি কথা বহুলরূপে প্রচারিত হইতে থাকে, তাহা হইলে যে সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনের পথে আসিয়া অন্তরায় হইতেছে, সে সকল সঙ্কীর্ণতা আর থাকিবে না। ভগবৎসম্বন্ধে সকলেরই এক চেষ্টা হইবে। একের সুখ দুঃখে অন্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। ধনী ধনভাণ্ডার লইয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার অর্থাভাব-পীড়িত ভাইটিকে রাস্তায় অনাহারে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিবে না। একে অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিবে। যে বিষয়টী এখন অত্যন্ত হাস্যাস্পদ বা জটিল বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বিষয়টীই কার্য্যকালে সুফল প্রসব করিয়া তাহার সারবত্তা প্রমাণ করিবে।

সুতরাং দেশনেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের একটী বিশেষ অনুরোধ, তাঁহারা যেন এই বিষয়টী একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করেন। ভগবৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কখনও এক পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিব না, আমাদের মিলন কখনও সম্ভব হইবে না, তাহা না হইলে স্বাধীনতাও আশা করা যায় না। ধর্ম্মকথাটী এখন যেমন একেবারেই আলোচনার বহির্ভূত বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, পূর্ব্বে ত' সেরূপ ছিল না। রাজনীতি ও সমাজনীতি লইয়া আলোচনা করিতে হইলেই যে ধর্ম্মকথার আলোচনা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, পৃথিবীর কোন ইতিহাসে আমরা এরূপ সাক্ষ্য পাই না। আমরা আজও কোর্টে দেখিতে পাই ধর্ম্মসাক্ষী করা হয়, ধর্ম্মসাক্ষী না করাইলে বিচার আরম্ভই হয় না, এটী অবশ্য এখন একটা মামুলী ধরণের হইয়া পড়িয়াছে, একটা বাঁধি গত কিছুক্ষণ আওড়ান হয় মাত্র, কিন্তু তথাপি তাহা কি প্রচার করিতেছে না, রাজনীতি ধর্ম্মেরই আনুগত্যে পরিচালিত? ধর্ম্মাধিকরণ ধর্ম্মেরই বিচারক্ষেত্র হইয়া তথায় অধর্ম্ম বিচার প্রভাব প্রকাশ করিলেও ইতিহাস এখনও ধর্ম্মেরই মৌলিকতা প্রচার করিতেছে। ধার্ম্মিক সুযোগ্য ব্যক্তির উপর ধর্ম্মাধিকরণের ভার প্রদত্ত হইলে আর লোকের পাপ-বুদ্ধি প্রশ্রয় পাইত না, ধর্ম্মের নামে সত্যবাদ হইবার হলপ পড়িয়াও মিথ্যা বলিয়া আসিত না। মোট কথা লোকের অধার্ম্মিক হওয়ার একমাত্র কারণই ধর্ম্মালোচনার আত্যন্তিক অভাব।

আজকাল আবার যদিও ধর্ম্মবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা দেখা যাইতেছে, তাহাও এত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিপূর্ণ যে, তাহার দ্বারা জীবের মঙ্গল হওয়ার পরিবর্ত্তে নানা অমঙ্গলই সৃষ্ট হইয়া থাকে। সাত্বত শাস্ত্র-সম্মত, শ্রৌত-পন্থানুগত নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য কথার প্রচুর আলোচনা ভিন্ন এ সঙ্কীর্ণতা দূর হইবার নহে। ভগবদ্ভক্তই একমাত্র নিরপেক্ষ সমালোচক। তিনিই তাঁহার ঔদার্য্যগুণে দেশের সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়া, শান্তি স্থাপন করিয়া দিতে পারেন। ভগবদ্ভক্তিরূপ স্বাধীনতা বস্তু দান করিয়া তিনি প্রত্যেক জীবকে মায়ার অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ। ভগবদ্ভক্ত যথাসর্ব্বস্ব ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া জীবকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন। সে স্বাধীনতা দু'একদিনের বা দু'এক জন্মের জন্য নহে, সে স্বাধীনতা নিত্য কালের জন্য। সুতরাং জীব মাত্রেরই সেই স্বাধীনতার প্রয়াস কর্ত্তব্য।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সমঙ্গ

—গত ২৯শে বৈশাখ শনিবার স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বর্ণপরায়ণ সেখ আলাউদ্দীন, সেখ কুমিরজান ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ভূঞ্যা মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে ভারতী এডোয়ার্ড মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে লোকগণের প্রার্থনামতে শ্রীহার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। চতুর্দ্দিক হইতে আগত বহু শিক্ষিত মুসলমান, কুরেকজন পণ্ডিত, ধামার মহাভাগ শ্রীযুক্ত বাসেদালী চৌধুরী ও

হাইকোর্টের আইন-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মন্মথচরণ চন্দ্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমানকালে অপ্রাকৃত তত্ত্বের মহিমা না জানিয়া অনেকে প্রাকৃত বুদ্ধিতে খণ্ডগালকগাদেহে কুরুক্ষেত্রের কল্পনা করিয়া ভগবদ্‌ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 'বামুনা. পঙ্গুত্ব কামিনীবৎ জগৎ' ভাবাবলম্বনে অগমজ্ঞানদৃপ্ত জীব নিজের নিজের শ্যায় শ্রীগীতার দর্শন করিতে যাইয়া, দাক্ষিণাত্য-নিবাসী গীতা-পাঠী শ্রীচৈতন্যপ্রাপ্ত ভক্তপ্রবরের ন্যায় অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ শ্যামসুন্দর' না দেখিয়া বিপরীত কিছু দেখিয়া বসেন। সগুণশ্রী শ্রীগীতার প্রকৃত শ্লোকের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এঁচড়ে পাকা বুদ্ধিতে গাছের গোড়ায় না যাইয়া একেবারেই এক কাঁধে পাইতে অভিলাষ করেন। পথ চলিতে শিশু যেমন ফাঁক চলে না, গাছে উঠিতে গিয়া গোড়া না ধরিলে যেমন উঠা যায় না, তেমনি কৃষ্ণভক্তি-জনামূল সাধুর সঙ্গ না করিয়া শ্রীভগবদ্বাণী শ্রীগীতা-গানটী শুদ্ধ হয় না। জীবাত্মা সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের অংশ। ভগবান্ ঈশ্বর, জীব ঈশিতব্য, ভগবান ভোক্তা, জীব ভোগ্য, ভগবান্ প্রভু, জীব দাস। এই শুদ্ধ সনাতন জীবাত্মা সম্বন্ধে একমাত্র ধর্ম্মই শ্রীভগবানের সেবা। এই জ্ঞানটী মায়াকবলিত বদ্ধজীবের নাই। স্বরূপ-ভ্রান্ত জগত জীব দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া সেন্দ্রিয় দেহের ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলে। কর্ম্মফলে বিভিন্ন দেহ, বিভিন্ন অবস্থা-প্রাপ্ত জীবের স্বরূপ ভ্রান্তিতে বহু ধর্ম্মের কল্পনা। শ্রীগীতায় এই জন্যই ভোগভূমিকায় বিচরণশীল অসম্বন্ধী জীবকুলের ধারণার কারখানায় আবদ্ধ সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং নানাভাবে বুঝাইয়া পরিশেষে সুহৃদবর অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া পরম কারুণিক শ্রীভগবান সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ বলিতে গিয়া স্বীয় ভজনের উপদেশ কৃষ্ণভক্তির কথাই বলিয়াছেন।

সকলেই শ্রীগীতাব্যাখ্যাশ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং সাধুসঙ্গে অনন্য কৃষ্ণভক্তির যাজনই একমাত্র জৈবধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।

নানা কথা

টাটা কোম্পানীর একটী নোটীশে প্রকাশ, যে জামসেদপুরের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। মার্চেণ্ট মিল, প্রেট মিল ও ব্লাষ্ট ফার্ণেসে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ই, এম, প্যাটারসন নামক এক ব্যক্তি জিকো-বিজয়ী প্রসিদ্ধ ভারতীয় বীর গামাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন, এলাহাবাদের পাইওনিয়ার পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্যাটারসন্ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

গত ১৬ই বুধবার অপরাহ্নে ব্যারাক-পুরের অ্যাসিষ্টেণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ফিনলে একদল পুলিশ-সহ দমদমার পার্শ্বে একটী বাগান ঘেরাও করিয়া তাহার মধ্য হইতে ৫জন ভদ্রবেশধারীকে গ্রেপ্তার করেন। শুনা যায় উহারা ভারতের নানাস্থানে নানাপ্রকার জুয়াচুরী করিয়াছে।

ই, বি, রেলওয়ের টাভ্‌লিং টিকিট ইন্সপেক্টার ডবলিউ, ই, ক্লিমসন শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবোধচন্দ্র সরকার নামক এক রেলযাত্রীকে মারপিঠ করার অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জে, পি দাসের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। গত ১৬ইমে মামলায় বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারক আসামীকে দোষী বলিয়া ৬৫-টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কলিকাতা, বড়বাজারের এক কাপড়ের দোকান হইতে সম্প্রতি ১হাজার টাকার কাপড় চুরী গিয়াছে। চোর ধরা পড়ে নাই। তদন্ত চলিতেছে।

জারো আঘার বয়স এখন ১৫৫ বৎসর। ইনি কনষ্টান্টিনোপল মিউনিসিপ্যালিটিতে এই বৃদ্ধবয়সেও চাকরী করেন। এই অতিবৃদ্ধ সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ভ্রমণমানসে মিউনিসিপ্যালিটীতে ২ মাসের ছুটীর জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। সেখানে নাকি একটা বড় রকমের অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তাই তাঁহার এই ভ্রমণের ইচ্ছা।

জারো আঘা বলেন—তিনি কখন তামাকও খান না বা মদও পান করেন না—এই জন্যই তাঁহার এই দীর্ঘায়ু।—বাংলার কথা।

গত ১৮ইমে প্রাতে ময়মনসিংহে জনৈক মুসলমান এম, বি, পরীক্ষার্থী যুবক ট্রেণের নিম্নে শয়ন করিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছে। আত্মহত্যার কারণ যতদূর জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, যুবকটী মস্তিষ্ক পীড়ার জন্য ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারে নাই, তাহাতে সে অধৈর্য্য হইয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] জনৈক মুসলমান গত ১৬ই মে শুক্রবার বেলা ৪টার সময় উক্ত গ্রামের রথতলায় শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর ভঙ্গ এবং মনসা ও হরিস্থান কলুষিত করায় তখনই গ্রামের হিন্দুরা আদ্যঘাটে পুলিশে সংবাদ দেওয়ায় পুলিশ ঘটনা স্থলে রাত্রি ৯টার সময় আসিয়া সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করিয়া পরদিন সকালে চলিয়া যায়। পরে মুসলমানগণ তাহাদের দোষ স্বীকার করিয়া হিন্দুদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, উহা সংস্কার করিতেছে এবং উহা সংস্কার করিতে যাহা খরচ হইবে, তাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ ঘটনা এইস্থানে কখনও হয় নাই। —দৈনিক বসুমতী।

গত ১৮ইমে অপরাহ্নে হুগলী অঞ্চলে বৃষ্টির সহিত এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় অনেক ঘরখানা ভগ্ন ও বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। অনেক টিনের চালও উড়িয়া গিয়াছে। খিদ্দাঘাট হইতে বাবুগঞ্জ ঘাটের মধ্যে ১২খানি নৌকা ও দৈয়দঘাটের নিকট ১খানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। কাহারও প্রাণনাশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ১৯শে মে রাত্রিকালে জয়নগর থানার অধীন বংশাধর গ্রামের প্রিয়নাথ নস্কর নামক এক ধনীর গৃহে এক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়াছে জানিয়া বাড়ীর কয়েকজন লোক খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইয়া পুলিশে সংবাদ দেয়। কিন্তু পুলিশ আসিতে আসিতে ডাকাইতগণ প্রায় ৪ হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

গত বুধবার ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে আলিপুর গোয়েন্দা পুলিশের কে, সি মুখার্জী এবং পি, এন, ব্যানার্জী ব্যারাক-পুরের সহকারী পুলিশসুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে দমদমে ১২জন জুয়াড়ী ও তাহাদের নেতা ভূপেন্দ্রনাথ সরকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ যে, মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ দমদমের ৬৯নং গোরাবাগানে উপস্থিত হইয়া উক্ত বাগান ঘেরাও করেন। ৭ঘণ্টাকাল খানাতল্লাস করিয়া তাঁহারা যখন একটী ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় একটী কামানের আওয়াজ শ্রুত হয়। কিন্তু পুলিশগণ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক ১২জন

[illegible] ও নোটে অনেক টাকা ও [illegible] অঙ্কের জুয়াখেলার টেবিল পাওয়া গিয়াছে। ঐ ঘরে [illegible] গোলাবারুদ ও অন্যান্য নানা সন্দেহের দ্রব্যের অনুসন্ধান করিয়া অনেক চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের পুলিশগেজেটে যে একদল অসাধারণ জুয়াড়ী দলের কথা প্রচারিত হইয়াছিল, ইহারা নাকি সেই দলের। ইহারা নাকি সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ভুলাইয়া [illegible] ডাকাতি করিয়া ও নোট জাল করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

লিলুয়ার ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আজিও কোন মীমাংসা হইল না। রেলওয়ে এজেণ্ট শ্রমিকদের কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র মিত্র উগ্র ও চূড়ান্ত উপায় স্বরূপে রেললাইনের সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট বিস্তৃতির ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎসাহান্বিত হইতেছেন। ১০।১২ হাজার লোক বেকার বসিয়া, শুধু তাহারা নহে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া প্রায় ২৫হাজার লোক আজ নিরন্ন ধর্ম্মঘটকারীদিগের অর্থসংগ্রহের ভার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি লইয়াছেন কিন্তু আজ যে সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ, কে বা ভিক্ষা দেয়! শ্রমিকদিগকে বুঝি এবার না খাইয়াই মরিতে হয়। তথাপি শ্রমিকগণ উৎসাহিত। সরকার বাহাদুর কি এখনও লিলুয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না?

ত্রিপুরা বাঙ্গোরা উমালোচন হাই স্কুলের বাটী, পুস্তক ও সাজসরঞ্জা প্রভৃতি গত ২৪শে এপ্রেল রাত্রি ১০টা সময় অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া যায়। ফলে প্রায় ২০হাজার টাকার ক্ষতি হয়। স্কুলে সেক্রেটারী ও আর কয়েক ব্যক্তি কয়েক জন লোকের বিরুদ্ধে বদমায়েসী মোকদ্দমা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সেই জন্য কেহ কেহ এই অগ্নিকাণ্ডে সন্দেহ করিতেছেন পুলিশ তদন্তের-ফলে দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তা হইয়াছে।—দৈঃ বসুমতী।

শুনা যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজ গত ১৬ই মে তারিখে কোন কোন সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন, তিনি [illegible] রাজনীতি শিক্ষা করিতেছেন। ইংরাজের রাজনীতির ভিতরের খবর জানাই মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছা। [illegible] পরে পার্লামেণ্ট প্রবেশের জন্য প্রার্থী হইতে পারেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীকালজ্জ প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৫।

ভাগবতধর্ম্ম

শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধবিরাগ ও ভক্তি এক তাৎপর্য্যময়, ইহাতে স্বীয় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। সুখ ও দুঃখ দুইটি ভিন্ন বস্তু, সুখের জন্য বেড়াইলে দুঃখই আসে, সুতরাং ভোগের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্মকাণ্ড মুক্তপুরুষের কৃত্য নয়। কর্ম্মের ফল কখনও ভাল, কখনও মন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেননা, যাতে জীবের পরম মঙ্গল লাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন, ভাগবতে নৈষ্কর্ম্ম্য ও পারমহংস্য-ধর্ম্মের কথা আছে, ভাগবত শুন্‌তে হবে, প'ড়্‌তে হ'বে ও বিচার ক'র্‌তে হবে। অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ভাগবত কি বলেন, তাহা বিচার্য্য।

ভাগবত ছেড়ে অন্যগ্রন্থ প'ড়্‌লে কর্ম্ম-জ্ঞান মার্গের, সুখ-দুঃখের ও জন্ম-মৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম হ'তে পারে। মোক্ষকামী ভোগ ত্যাগ করিলেও ঈশ্বর উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন।

যোগের দ্বারাও ভগবানের ভজন হয় না—তাহাতে 'অণিমা', 'লঘিমা' লাভ হয়। মোক্ষকামীর কথা ছেড়ে দিতে হ'বে। সে কেবল সংসারের সুখ দুঃখের হাত হ'তে ছুটী চায়, সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা।

যিনি কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ করেছেন, ভাগবত বলেন, তিনি ভুলপথ অবলম্বন ক'রেছেন। ভক্তি হ'লেই মুক্তি হ'তে পারে, প্রেয়োবস্তু হ'লে শ্রেয়ো বস্তু নাও হ'তে পারে। কিন্তু শ্রেয়োবস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন, আমি আমার ভগবানের সেবাই ক'র্‌বো, তিনি গ্রহণও ক'র্‌তে পারেন, নাও পারেন, ইহাই ভক্তি।

কর্ম্মিগণ এজীবনে ও পরজীবনে ভোগ চায়। পৃথিবীর কোন বিষয় আমার চিন্তনীয় নয়। স্বরূপলক্ষণে তিনি শুদ্ধ সত্য, সপরিকরে সেই নিত্য বাস্তব সত্যই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। তটস্থ লক্ষণেই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ লক্ষিত হয়।

ভগবানের আমার ন্যায় হাত, পা, নাক নাই। আমার ইন্দ্রিয়ের পরস্পরের ভেদ আছে। ভগবানে দেহ ও দেহী ভেদ নাই,—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এক। পৃথিবীর প্রাকৃত বস্তুর সংজ্ঞা ভিন্ন রূপ ভিন্ন, গুণী হ'তে গুণ স্বতন্ত্র। কম্বল শব্দ ও কম্বল বস্তু এক নহে। পৃথিবীতে জনীর রূপ পরিবর্ত্তন-শীল। কিন্তু ভগবান্ স্বরাট্।

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, সবেত্তিবেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা, তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ (শ্বেতাশ্ব ৩।১৯), তাঁহার কর্ণ চক্ষু ইত্যাদি অচিন্ময় নয়,—সকলই চিন্ময়, পরমাণুবাদে ভ্রান্ত জীব ইহা ধারণা করতে অসমর্থ।

ভগবান্ নারায়ণ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে শুদ্ধ সত্য প্রকাশ করেন। সূরিগণেরও বাস্তব সত্য ধারণা করাতে ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে, কিন্তু বাস্তবসত্যে ভুল নাই "সত্যং পরং ধীমহি" শ্রীভাগবতের আদিশ্লোকে আছে। জাগতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাগবত জানা যায় না, সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় দরকার।

ভাগবতের এই বিশুদ্ধ সত্যের কথা শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র মুনিগণের নিকট কীর্ত্তন ক'রেছিলেন।

কৃষ্ণানুশীলনে আদর্শ

যাঁহারা সাংসারিক অভাব অসুবিধার দোহাই দিয়া কৃষ্ণভজনের সময়াভাব দেখাইতে চান, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্যই সন্ন্যাসলীলা স্বীকার করিয়া দেখাইলেন, গৃহে জননী ও পত্নীকে দেখিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকিলেও, খাদ্যাদির কোন সংস্থান না থাকিলেও কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য উধাও হইয়া ছুটা যায়। অনেকে আপত্তি দেখান, "শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি যাহা পারেন, তাহা কি আর মানুষে পারে?" তাঁহারা গৌরসুন্দরকে মুখে ভগবান্ বলিলেও তাঁহাদের এরূপ আপত্তিতে বেশ বুঝা যায়, তাঁহারা মনে মনে করেন, "শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যেন তাঁহাদেরই মত একজন বদ্ধজীব, সংসারে থাকিলে পাছে তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়, তাই বুঝি তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।" মূর্খ লোক বুঝিতে পারে না যে, স্বয়ং ভগবানের আবার সন্ন্যাসলীলা কি জন্য? সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আবার কৃষ্ণানুসন্ধানলীলার অর্থ কি?

মানুষ যেন একবার বুঝিয়া দেখে, গৌরসুন্দর মুক্ত বা বদ্ধজীব মাত্র নহেন, সংসারে থাকিয়া তাঁহার কৃষ্ণ অনুসন্ধান করিবার অসুবিধা, সেই জন্যই তাঁহার যে সন্ন্যাসের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নহে, জীব শিক্ষার জন্যই ভগবানের সন্ন্যাসবেষ ধারণ। গৌরসুন্দর শিক্ষা দিলেন, "হে জীব, তোমার কোন অসুবিধা নাই, তুমি মুক্ত, নিত্য নিরপেক্ষ, কৃষ্ণানুশীলনই তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাহাকে তুমি 'আমার আমার' বলিয়া সংরক্ষণে ব্যস্ত হইতেছ, তাহা তোমার নহে, কেহই তোমাকে কৃষ্ণানুশীলনে বাধা প্রদান করিতে পারে না, তুমি স্বতন্ত্র, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এস জীব তোমার সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িয়া আমার পাদপদ্মে ছুটিয়া এস, আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি দেহ-মনের ধর্ম্ম—সংসার ধর্ম্ম ছাড়িবার জন্য তোমাদের কোন পাপ হইবে না, দেব, ঋষি, পিতৃগণ, আত্মীয় স্বজন, ভূতসকল এবং অপর মনুষ্য কাহারও ঋণপরিশোধ করিবার জন্য তোমাদিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমার শরণাগত ব্যক্তির কোন ঋণপাশে বদ্ধ থাকিতে হয় না, আমি তোমাদিগকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তিপ্রদান করিব, নিত্য নবনবায়মান আনন্দ দান করিব। তোমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হও।" যাঁহারা "শ্রীচৈতন্যদেবের এই শিক্ষা আমার জন্য নহে, মুক্তগণের জন্য, আমাকে সংসারে পচিয়া মরিতেই হইবে"—ইহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষিপ্তই হইয়া গেলেন। 'আমি হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে, কে আমার আশ্রিতবর্গকে খাইতে পরিতে দিবে, কেই বা তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে'—এই সকল দুর্ব্বলা চিন্তাই আমাদের উপর মায়াবাক্‌সীর প্রভাবের পরিচয়। মায়া অনবরতই জীবকে কৃষ্ণবিমুখ হইবার জন্য কুমন্ত্রণা দিতেছে। আমরা একবার ভাবিবার অবসর পাই না, "কৃষ্ণ আমার মত অনন্ত জীবকে ভরণ পোষণ প্রদান করেন, তবে যে নানারূপ অভাবে পীড়িত হইতে দেখা যায়, তাহা কেবল জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ অথবা কৃষ্ণকে স্মরণ করাইয়া দিবার উপায় মাত্র। সৃষ্টির কর্ত্তৃত্ব আমার উপর অর্পিত হয় নাই, ভগবানই একমাত্র কর্ত্তা, নিজের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব না রাখিয়া তাঁহার অধীনে থাকিলে সংসারের কোন অভাবে আমাদিগকে প্রপীড়িত হইতে হয় না।" ভগবান্ আমাদিগকে যে রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদের কই! কৃষ্ণানুশীলনের আগেই ভয়ে অস্থির হইতেছি, আমার আত্মীয় স্বজন কি খাইবে? জীবশিক্ষক মহাপ্রভু কি আসিয়াছিলেন, জীবগুলিকে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিয়া না খাইতে দিয়া মারার জন্য। না, তাহা নয়। তিনি আসিয়াছিলেন, জীবকে আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া প্রপঞ্চ জয় করাইবার জন্য। সুতরাং কৃষ্ণ ভজনের পূর্ব্বেই আমাদিগকে ভাবিয়া অস্থির হইতে হইবে না যে, "কৃষ্ণকে ডাকিলে আমাদের কোন সুবিধা হইবে কি না, সংসারে থাকিতে হইবে কি, সংসার ত্যাগ করিতে হইবে?" কৃষ্ণ ভজনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জানিয়া শাস্ত্রে যে ভজনক্রম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষ্ণই আমার ভজনোন্নতি অনুসারে যখন যে ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করেন, আমি তখন সেই ভাবেই থাকিব। এখন হইতেই ভাবিয়া চিন্তিয়া মস্তিষ্ক আলোড়িত করিব না। পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াই যদি বালক এম, এ ক্লাসের পাঠ কেমন করিয়া পড়িবে—এই ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বালককে নিশ্চয়ই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব শাস্ত্র-কথিত ক্রমপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে জীবের শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গক্রমে কৃষ্ণভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে সদ্‌গুরু লাভ হইয়া থাকে, সদ্‌গুরুর নিকট ভজন-মুদ্রা লাভ করিয়া সেই ভজনক্রিয়া অনুশীলন করিতে করিতে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে থাকে। অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি, তৎপরে ভাব, তৎপরে প্রেম। প্রেমলাভই সাধ্যাবস্থা। 'হরিভজন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিতে হইবে'—সাধ্যাবস্থা লাভের পূর্ব্বে এরূপ চিন্তা হইতে নিশ্চয়ই হৃদয়দৌর্ব্বল্য আনয়ন করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধ্যাবস্থাই আমাকে লাভ করিতে হইবে—এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া আমাকে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শেষে কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কৃষ্ণ গৃহে রাখেন কি বনে রাখেন, তাহা কৃষ্ণই জানেন, এচিন্তায় আমার আবশ্যকতা নাই। গুরূপদিষ্ট পন্থায় কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে একদিন আমাদের এমন অবস্থা আসিয়া পড়িবে, যে দিন আর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হইবে না, জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না, 'প্রভু আমি এখন কি করিব, তখন কেবল কৃষ্ণ বলিয়া ছুটিতে হইবে, পশ্চাতের কোন কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না, কৃষ্ণের সুমধুর মুরলী-নিনাদে আমার কর্ণ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিবে, ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বহির্ম্মুখিনী বৃত্তি অন্তর্ম্মুখিনী হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন হইতে থাকিবে। তখন আমাকে আর সযত্ন করিয়া কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। তখন আমি জানিব, আমার ভিতর হইতে কে যেন একজন সর্ব্বদা আমাকে অগ্রণী করিতেছে সব ঠেলিয়া ফেলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইবার জন্য।

তখন কেন কৃষ্ণ সেবা করিতে হয়, তাহা আমি জানিনা, কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের, আমার কৃষ্ণের সেবা আমাকেই করিতে হইবে—ইহাছাড়া আর আমার কোন দ্বিতীয় হেতু থাকিবে না।

সুতরাং জীবের কর্ত্তব্য অনতি বিলম্বে সদগুরুপাদপদ্মাশ্রয় এবং গুরূপদেশমত কৃষ্ণানুশীলন। যদি বল, সদ্‌গুরু কে, কেমন করিয়া জানিব? উত্তর—শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে তোমার নিষ্কপট আর্ত্তি জ্ঞাপন কর, লোক দেখাইয়া নহে, সত্য সত্য তোমার অন্তর সদ্‌গুরুলাভের জন্য কাঁদিয়া উঠুক, তখন বুঝিবে, গৌরসুন্দর তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যানন্দস্বরূপকে পাঠাইয়াছেন। সত্যসত্য যদি কাহারও হৃদয় ব্যাকুল হয় কৃষ্ণ ভজনের জন্য, তাহা হইলে তাঁহাদের আর গুরুপাদপদ্মলাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। ভগবান্‌কে চাহিলেই ভগবান শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুর সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তি করিতে হইলে আমার সময়াভাব হইবে না, কোন অভাব অভিযোগ আমাকে কৃষ্ণভজনে বাধা দিবে না। গৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলাই প্রত্যেক জীবের কৃষ্ণানুশীলনের একমাত্র আদর্শ হওয়া আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে পড়িয়া গৌরসুন্দরের আদর্শকে হীন-জ্ঞান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে জিনিষটী আমার পক্ষে বর্ত্তমানে অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সেই জিনিষটীই কালে আমার পক্ষে অত্যন্ত সম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

—অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া জীবমাত্রেরই কৃষ্ণানুশীলনে রত হওয়া আবশ্যক।

সত্যে-আদর

(পণ্ডিত শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া দেবশর্ম্মা)

সৎ শব্দে স্বার্থে-'ষ্যঃ প্রত্যয় পূর্ব্বক সত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৎ শব্দে নিত্যসত্ত্বার বাস্তব বস্তু ভগবানই অভিহিত হয়েন।

শ্রুতি বলেন—

সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ।

(ছান্দোগ্য ৬।২।১)

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য ৬।২।২-৩)

অর্থাৎ "হে সৌম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্বস্তু শ্রীভগবানই ছিলেন।" "হে সৌম্য অদ্বিতীয়তত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ স্বশক্তিকই এই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, বহুরূপে প্রকাশ হইব" ইত্যাদি।

শ্রুত্যনুসারিণী স্মৃতি বলেন-

ইচ্ছাক্রে সদেবাগ্রে যঃ
একঃস্যাং বহু স্যাম্।
প্রবিষ্টোদেবতাঃসৃষ্ট্বা স
প্রসীদতু মে হরিঃ॥

পাদ্মোত্তর খণ্ড ৮৯ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—১১।১৯।১৬

আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ
সৃজ্যঃ যদন্বয়াৎ।
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে
যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ॥

অর্থাৎ এই জগতের আদিমধ্যাবসানে, কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে, প্রলয়ের পরেও যাহা অবশেষ থাকে, তাহাই সদ্বস্তু। পরানই সেই নিত্যসত্ত্বাকবাস্তব বস্তু তাহা স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ
যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহম যদেতচ্চ যোঽ
বশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

(ভাঃ ২।৯।৩২)

সত্য শব্দের বিদ্বৎরূঢ়িবৃত্তিতে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই উদ্দিষ্ট হয়েন, যথা শ্রুতি,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। তৈত্তিরীয় ২।১

অর্থাৎ—শ্রীভগবান সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, এবং অনন্তস্বরূপ বিশিষ্ট। ব্রহ্মাশিব ও নারদাদি মুনিগণ গর্ভস্তুতিতে বলিয়াছেন—

"সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতং সত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

(ভাঃ ১০।২।২৬)

অর্থাৎ হে ভগবন্ আপনি সত্য সঙ্কল্প, সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়, আপনি নিত্যকাল সত্য স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, সত্যস্বরূপ আপনি সকলের কারণ, সর্ব্ববস্তুর অন্তর্য্যামিরূপে আপনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান, প্রলয়ের পরেও সত্যস্বরূপেই আপনি বিরাজিত থাকেন, আপনার বাণী বেদাদিরূপে নিত্যকাল সত্য এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ আপনার আমরা শরণাপন্ন হইতেছি। অতএব সর্ব্ব সত্যবস্তুর মূল সত্য শ্রীকৃষ্ণের নামও সত্য। যথা—

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ
সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্য হি গোবিন্দস্তস্মাৎ
সত্যোহি নামতঃ॥ ইতি

(মহাভারত উদ্যম পর্ব্ব)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সত্যবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত, সত্যও কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত, সত্য হইতেও শ্রীগোবিন্দ অতি সত্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামও সত্য। বেদপুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য উত্তমরূপে নিরপেক্ষভাবে সজ্জনানুগত্যে অনুশীলন করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে,—সত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম রূপ, গুণ, লীলা বিগ্রহ, ধাম ও পরিকর সকলই নিত্যসত্ত্বাক বা নিত্যকাল সত্যস্বরূপে বিরাজিত।

সত্য শব্দের প্রতিযোগী শব্দ অসত্য। অসত্য শব্দের অভিধাবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ অপাশ্রিতা জড়া প্রকৃতি, বিকারিণী মায়া উদ্দিষ্টা হয়েন। "অ" শব্দ অর্থ মায়াবাদীদের মত সর্ব্বলক্ষণ অভাব নহে, যথা শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম ইত্যাদি। অভাব বস্তুর ভাব স্বীকার করা হাস্যাস্পদ মাত্র। অতএব স্বল্প সত্ত্বাক বিকারিণী জড়মায়াকে কৃষ্ণ অপাশ্রিতা বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া জানাই বিদ্বজ্জনানুমোদিত। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন "অসচ্ছব্দেন বিনশ্বরম্ দেহাদি জড়ং, সচ্ছব্দেন ত্ববিনশ্বরমাত্মচৈতন্যমুচ্যতে" (গীতা ভূষণ ২।১৬)

অর্থাৎ অসৎ শব্দে মায়াজাত বিনশ্বর দেহাদি (জগৎ প্রপঞ্চ) জড়বস্তু ও সৎশব্দে অবিনশ্বর আত্মচৈতন্য ভগবান কথিত হয়েন। অতএব অসত্য শব্দে বিকারিণী মায়াজাত জড় প্রপঞ্চকে বুঝায়। বাস্তববস্তু ভগবান্ ও অবাস্তব বস্তু মায়া। বাস্তববস্তু হইতে অবাস্তব বস্তুর পৃথক্ সত্ত্বা না থাকিলেও অবাস্তব বস্তু, বাস্তব বস্তুর অপাশ্রিতা, বহিরঙ্গা জড়া বিকারিণী ভাবযুক্তা। বাস্তব বস্তুর সহিত অবাস্তব বস্তুর ঐক্য বা বাস্তব বস্তু হইতে অবাস্তব/বস্তুর অত্যন্তভেদ-বাদই মায়াবাদ। ভ্রম প্রমাদাদি দ্বারা দুষ্টচিত্ত, অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব স্বরূপ সত্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিচিত্র প্রকার অসমঞ্জসপূর্ণ অসত্তর্ক উত্থাপন করিয়া সদসৎ কেবলাভেদ বাদ দ্বারা তর্কপন্থী হইয়া যান। অন্য পক্ষ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণ হইতে জড়ামায়াকে অত্যন্ত ভেদ জানিয়া দ্বৈতবাদ দ্বারা তর্কপন্থী হইয়া যান। উভয়ই বাস্তব সত্যে উপনীত না হইয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু" (১।১।২)

অর্থাৎ বাস্তব বস্তু শ্রীভগবানকেই জানিতে হইবে। স্বামিপাদ বলেন, "বাস্তব শব্দে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া ও বস্তুর কার্য্য জগৎ, এই সমস্তই বস্তুর অন্তর্ভুক্তহেতু বস্তু হইতে পৃথক নহে। বস্তুজ্ঞান হইলে এই সমস্তই বিনা যত্নেই জানিতে পারা যায়। তর্কপন্থী কিন্তু মাৎসর্য্য বশতঃ বাস্তবসত্যে উপনীত হইয়া সত্যের আদর করিতে পারে না। সাধুগুরুর অনুগত জনই সত্যের আদরকারী।

শ্রুতি বলেন—

"নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া."
"প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ॥"

কঠ ১।২।৯

অর্থাৎ হে প্রিয়তম নচিকেত। এই পরতত্ত্বগামিনী মতি অসৎতর্কে প্রবেশ করান উচিত নহে, সাধুগুরুর আনুগত্যে এই মতি পরতত্ত্বানুভবকারিণী হয়।

স্মৃতি বলেন-

"শ্রদ্দধানা মুনয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"

(ভাঃ ১।২।১২)

অর্থাৎ যদি বলা যায় যে, সেই সত্য-স্বরূপ ভগবান্‌কে কে জানিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে ঋষে! (নারদ) সাধুগুরুমুখে শ্রৌত পন্থায় যাঁহারা তত্ত্বকথা শুনিয়া নির্দ্দোষ মন দ্বারা মনন অর্থাৎ অনুশীলন করেন, সেই মুনিগণই জানেন। যদি বলা যায় যে, 'শ্রবণমাত্রেই কি জানিতে পারেন? তদুত্তরে বলিতেছেন "প্রশান্ত।" "সম্যা মরিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) ন্যায়ানুসারে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ কাম মোক্ষাদি সর্ব্ববাঞ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক—কৃষ্ণনিষ্ঠাসম্পন্নবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত দেহেন্দ্রিয়মন (কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা) যে অবস্থায় হয় তখন মননকারীর ভগবত্তত্ত্বের বিজ্ঞান হয়। যদি বলা যায় যে তর্কপন্থায় জানা যাউক? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, সেই ভগবত্তত্ত্বই আবার অসৎতর্কের দ্বারা উপক্রত হইলে তিরোহিত হ'ন। অতএব সাধুগুরুর আনুগত্যেই শ্রৌতপন্থায় বাস্তববস্তু শ্রীভগবান ও তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম ও পরিকরাদি সত্যবস্তুর আদর করিতে পারেন। (ক) অসত্যে আদরকারিজনগণ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব যুক্ত দুষ্ট বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া অবাস্তব বস্তুকেই ভগবান্ বলে না। যথা— সোণারগৌরাঙ্গ, মাটিরগৌরাঙ্গ ইত্যাদি। (খ) অসৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম হয়" ভ্রম বশতঃ স্বীকার করেন। কিন্তু সাধু-শাস্ত্রবলেন—

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
কভুনামাভাস হয় সদা, নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

চৈঃ চ; মঃ ১৭।১৩৪

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ
অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ-নাম রূপ গুণ লীলা ধাম

পরিকল্পাদি কখনও প্রাকৃত চক্ষু কর্ণাদির গ্রাহ্য নহে। জীব যখন কৃষ্ণ সেবায় উন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

(গ) তাঁহারা জড়রূপকেই প্রমাদ বশতঃ ভগবদ্রূপ বলেন। জড়ীয় গ্রাম্য কবিদের বর্ণনার দ্রষ্টব্য।

(ঘ) জড়ীয় গুণ-কর্ম্মকেই বিপ্রলিপ্সাবশতঃ ভগবদ্‌গুণ লীলা বলিয়া প্রচার করেন। গ্রাম্য সাহিত্যিকদের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

(ঙ) সাধু-শাস্ত্র গুরু কর্ত্তৃক বিবৃত অভ্রান্ত বাক্য ভগবদ্ধাম ও ভগবৎ পরিকরাদি নির্দ্দিষ্ট ও স্বীকৃত হইলেও করণাপাটব দোষে, তাহার বিপরীত স্থানক ধাম ও স্বীয় মনোরঞ্জনকারি ব্যক্তিবিশেষকেই ভগবৎপরিকর বলেন। ইঁহা কেবলই সত্যে আদর করেন না বা করিতে পারেন না। অসৎ তর্কদ্বারা নানাধর্ম্মে পরিচালিত হইয়া, সর্ব্বদা অসদভিনিবেশ জন্য অসত্যে আদরকারিরূপেই পরিচিত হয়েন। যদি সকরুণ সাধুগুরু অসদভিনিবেশজ দোষগুলি দেখাইয়া দেন, তবে সত্যের আদর করিতে ছাড়িয়া অমানব ধর্ম্মে সাধুগুরুর চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। অতএব যাঁহারা সত্যবস্তুর আদরকারী তাঁহাদের চরণে আমার শত শত দণ্ডবন্নতি। (ক্রমশঃ)

দুর্ব্বলের চিন্তা

আমি অনুক্ষণ 'হা কৃষ্ণ' 'হা গৌর', 'হা নিতাই' প্রভৃতি বলিয়া ভগবচ্চরণে আমার গভীর আর্ত্তির পরিচয় দিতে চাই এবং কোন কোন সময় হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া লোকের চক্ষে একজন ভক্ত বলিয়াও পরিচিত হইবার ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু তাহাতে আর সুবিধা আমার কি হইল? লোকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই ত' আর ভগবানকে ফাঁকি দিতে পারিব না? বরং অপরকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া নিজেই বঞ্চিত হইব। কপটতাশূন্য হইয়া সরলভাবে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ-অনুসারে আমার সাধ্যমত যাহা কিছু সেবা করি না কেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র হইলেও গুরুদেব তাহা গ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ উৎসাহপ্রদান করেন যাহাতে আমার সেবা-যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। গুরুদেবের এই উৎসাহ-প্রদানকে যদি আমি আবার মনে করি, গুরুদেব আমাকে ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছেন তাহাতে গুরুদেবে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ কেবল আমার উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করিবে। গুরুদেব যাহা আমাকে আদেশ করেন, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই—তাঁহার মনোহভীষ্ট পূরণচেষ্টা করিলে আমি বর্ত্তমানে যে সেবা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি, পরিণামে তাহাই খুব সম্ভব হইয়া আমাকে অদম্য উৎসাহ প্রদান করিবে। অতএব গুরুদেবের আদেশ পালনে আমি যেন কখনও পরাঙ্মুখ না হই, বৈষ্ণবগণ এই কৃপা আমাকে করুন। "গুরুদেব যে সেবাভার আমাকে দিয়াছেন, তাহা কি আমি বহন করিতে পারিব?"—এইরূপ দুর্ব্বলতাকে মনে স্থান না দিয়া সেবায় প্রবৃত্ত হইলে বলদেব আমাকে অমিত বল প্রদান করিবেন—বলদেবের চিহ্নিত প্রাপ্ত হইলে আমি না করিতে পারিব, এমন কার্য্য নাই। অর্জ্জুন যখন শরাসন ফেলিয়া 'কৃষ্ণ আমি আর যুদ্ধ করিব না' বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, ভগবান তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, হৃদয়দৌর্ব্বল্য একটী প্রধান অনর্থ, এই অনর্থ ত্যাগ করিয়া তুমি আমার আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্প হও, আমি তোমাকে যথেষ্ট বল প্রদান করিব।"

গুরুদেবের নিকট প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধিতে অবস্থিত হইলে কামক্রোধাদি রিপুষট্‌ক আমার নিকট কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। আমি যতই না কেন, গুরুকৃষ্ণভক্ত বলিয়া বড়াই করি যতক্ষণ না 'কৃষ্ণরক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেব আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার হয়, ততক্ষণ আমার ভজন সাধন চেষ্টা সকলই বৃথা। ঐ বিশ্বাসরূপ শরণাগতির অভাবই আমার হৃদ্দৌর্ব্বল্যের স্রষ্টা। হে ধামবাসিগণ, আমাকে তোমরা এই কৃপা কর যে, যেন গুরুদেবকে আমার পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি—আমার জন্য তাঁহার মঙ্গল চেষ্টায় তাঁহাকে যেন আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না হয়। তোমাদের কৃপা ভিন্ন আমি গুরুদেব নিত্যানন্দের কৃপা পাইব না—নিত্যানন্দের কৃপাব্যতীত গৌরসুন্দরের কৃপা পাইব না। অতএব তোমাদের কৃপাই আমার গুরুকৃপালাভের একমাত্র উপায়।

কুলিয়ার চিঠি

কুলিয়া সহর নবদ্বীপবাসী জনৈক ভদ্রলোক উক্ত সহরের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া একখানি সুদীর্ঘপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রোল্লিখিত বিষয় সমস্ত ছাপিলে প্রবন্ধ অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহা ছাড়া অনেক স্থল অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট, সেইজন্য আমরা সংক্ষেপে তাঁহার পত্রের মর্ম্ম নিয়ে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি।

"নবদ্বীপ' বলিতে আগে আমরা শুনিতাম কেবল এই সহরটাই বুঝি নবদ্বীপ, কেহ আবার অর্থ করিতেন 'নূতন দ্বীপ'। পরে বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীল ঘনশ্যাম দাস প্রভুর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গ পাঠ করিয়া জানিলাম—নবদ্বীপ বলিতে নয়টী দ্বীপ (অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ—সিমুলিয়া, গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা, মধ্যদ্বীপ—মাজিদা, কোলদ্বীপ—কুলিয়া, বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ,—চাঁপাহাটী জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর, মোদদ্রুমদ্বীপ—মাম গাছি, রুদ্রদ্বীপ—রাহুপুর।) সহর নবদ্বীপ এই নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপাখ্য একটী দ্বীপমাত্র। মহাপ্রভুর বাড়ীই এখানকার দর্শনীয় স্থান। শুনিতে পাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাই নাকি এই মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্বহস্তে সেবা করিতেন। অনেকে আবার তাহাও স্বীকার করিতে চাহেন না, বলেন, নবদ্বীপের অন্যান্য মন্দিরের অপেক্ষা ঐ মন্দিরটী একটু পুরাতন হইলেও উহা আধুনিক। সে যাহা হউক, বহুদূর দেশ-দেশান্তর হইতে বিস্তর অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ সহ্য করিয়া বহু যাত্রী ঐস্থান দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা অর্থশালী, তাঁহারা অবশ্য গোঁসাই প্রভুদের একটু সুনজরে পড়িয়া গলা ধাক্কা না খাইয়াই বিগ্রহ দর্শন করিতে পারেন, মহাপ্রসাদের মূল্য দিয়ে মহাপ্রসাদও পান, থাকার অসুবিধাও পয়সার জোরে অনেকটা মিটাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু গরীব বেচারাদের দুঃখ দেখিলে আর অশ্রু সংবরণ করা যায় না, তাহারা না পায় একটু ভাল বাসস্থান, না পারে একটু শান্তির সহিত বিগ্রহ দর্শন করিতে, না পায় এক মুঠা প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিতে মিউনিসিপ্যালিটি। কর্ত্তাদের কৃপায় একতালা ঘরত' একরূপ বাসেরই অযোগ্য, কারণ রাস্তার পচা নর্দ্দামা ও পচা পায়খানার গন্ধে অন্ন প্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত বমি হইয়া পড়ে, তাহার পর ঠাকুর বাড়ীর গোঁসাই ঠাকুরদের নির্য্যাতন, ভেটের পয়সা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় মিল চাই, পয়সা কম আছে বলিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া মরিলেও দয়া হইবে না, পয়সা যাহার নাই, তাহার ত' কথাই নাই, তাহাকে দূর হইতেই দণ্ডবৎ করিয়া সরিয়া পড়িতে হয়, ঠাকুরবাড়ী প্রসাদ পাওয়ার ভাগ্য ত' উপযুক্ত মূল্য না দিলে হইবারই যো নাই! যাহা হউক এইত' গেল একদফা তাহার উপর গুণ্ডা ও কামুকগণের অত্যাচার। অর্থলোভে ও কামপীড়ার প্রকোপে নিরীহ যাত্রীদিগের উপর যে কত অমানুষিকী অত্যাচার হয়, তাহা ভাষা দ্বারা অব্যক্ত। সহরবাসীদিগকেও সর্ব্বক্ষণ দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে সসব্যস্ত থাকিতে হয়।

নবদ্বীপসহরে প্রায় ১০।১২ হাজার কি তাহারও অধিক লোকের বাস। এই লোকসংখ্যার মধ্যে আদি বাসিন্দা এক হাজার আন্দাজ হইবে। বাকী সব দেশ বিদেশ হইতে আগত। যত চরিত্রভ্রষ্ট পুরুষ বা স্ত্রী, যাহারা দেশে কলঙ্কের জন্য মুখ দেখাইতে পারে না, তাহারা বাহিরে বৈরাগীর বেশ ধরিয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে। উহাদের মধ্যে প্রায় ৮০০০ নেড়ী ও ৩০০০ ন্যাড়া। এক একটী ন্যাড়া বাবাজীকে নেহাত কমপক্ষে তিন তিনটী করিয়া নেড়ী বা সেবাদাসী রাখিতে হয়। বাবাজীগুলা সব নেড়ীদের হাতের মুঠার মধ্যে। উহারা সকলেই অশিক্ষিত। মদ্য মাংস প্রভৃতিও উহাদের মধ্যে অনেকেরই গোপনে চলে। বিড়ালের নাম করিয়া মৎস্যাহার ত' প্রায় বাবাজীরা করিয়া থাকে। আর আর যে সমস্ত কেলেঙ্কারী ঘটে, তাহা ভদ্রলোকের অশ্রাব্য। 'রাণীর চরা' বলিয়া স্থানটী তথাকথিত বাবাজী মাতাজীদলের আড্ডা হইয়া ভদ্রলোকের নিতান্ত অগম্য স্থান হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। সহরের অনতিদূরে রামচন্দ্রপুরেও নাকি ঐরূপ বাবাজী মাতাজীদের একটী আড্ডা হইয়াছে। সেখানকার একটা কুলটা মাতাজী এখন সাতকুলের মাথা খাইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার'—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া অসৎ সঙ্গ, যোষিৎসঙ্গ ইত্যাদি বুঝাইয়া দেন। ধর্ম্মপ্রাণ আর মা বাপ নাই কিনা, তাই বামা শ্যামা বাবাজী ও তাহার কুলটা মাতাজীও ধর্ম্মকথা বলিবার স্পর্দ্ধা করে।

ইহার উপর আবার মেয়ে চালান দেওয়া একটা ব্যাপার আজকাল খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমরা লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাই, এক শিক্ষিতাভিমানী ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাকি ঐ মেয়ে চালান দেওয়ার দলের একজন অপ্রকাশ্য প্রধান নেতা। তাঁহার সহিত নাকি লভ্যাংশের ভাগবাটোয়ারা হইয়া থাকে শুনা যায়, বিধবাশ্রমের পণ্ডিত মেয়ে চালানকারিদলেরও নাকি কিছু সংস্রব আছে। উক্ত দল কয়েকটী স্ত্রীলোককে হাত করিয়া তাহাদের দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সহর নবদ্বীপ থানার সুযোগ্য পুলিশকর্ম্মচারিবৃন্দ সয়তানদের অনেক কুচক্রান্ত ধরিয়া

ফেলিয়াছেন, আরও ধরিবার চেষ্টায় আছেন।

মোটকথা নবদ্বীপ সহরে বাস করিয়া ধন মান কুলশীল বজায় রাখা দায় হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় রাস্তাঘাট যেমন খারাপ, পচা নর্দ্দামা, পচা পায়খানার দুর্গন্ধে অস্থির হইতে হয়, তেমনি বহু অসৎ লোকের বাসস্থান হইয়া ভদ্রলোকের বাসের বড়ই অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া কোথায় মানুষের চিত্তে পবিত্রভাব আসিবে, ধামবাসীর আদর্শ-চরিত্র দেখিয়া বিষয়াসক্ত জীবগণ কৃষ্ণাসক্ত হইবে, তাহা না হইয়া গ্রামেও অপ্রত্যক্ষী-ভূত বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া ধামে আসিয়াও দামাদনাম করিবার সুযোগ লাভ করে। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা, দেশের সহৃদয় সজ্জনমণ্ডলী নবদ্বীপের এ কেলেঙ্কারী নিবারণ করিতে সচেষ্ট হউন, কতকগুলি নির্দিষ্ট যাত্রী যাহাতে নির্য্যাতিত না হইয়া সত্য সত্য সাধুসঙ্গ ক্রমে তীর্থবাসের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন, তীর্থস্থান হইতে চরিত্রভ্রষ্ট স্ত্রীপুরুষ একেবারেই তাড়াইয়া দিউন, অথবা তাহাদের জন্য একটী বিচারকেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক উপযুক্ত বিচারক দ্বারা তাহাদের সদসৎকর্ম্মের বিচার করাইয়া অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তিবিধান করুন, শ্রীবিগ্রহদর্শনকারীগণ যাহাতে অর্থাভাবে নিগৃহীত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন, রাস্তাঘাট যাহাতে ভাল হয়, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ দ্বারা তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিন।

তীর্থযাত্রিগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন সহর নবদ্বীপের মধ্যে খুব সাবধানে কনক ও কামিনী লইয়া বিচরণ করেন। কনক-কামিনী-লোলুপ লোক সকল সর্ব্বদাই তাহার কি সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ধর্ম্ম কর্ম্মের নামে এখানে কেবল ভণ্ডামি ও বাবাদাবা ছাড়া আর কিছুই দেখি না। অবশ্য সহরবাসী সজ্জনগণের প্রতি আমার কোন কটাক্ষ নাই। তাঁহারাও যেন আমার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সত্বর ধুলিয়া সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন, নতুবা আমাদের নিজেদেরই ক্ষতি। ইতি।

(জনৈক পুলিয়া বাসী)

নানা কথা

(স্থানীয়

নদীয়ার রামচন্দ্রপুর ক্যাঁকড়ার মাঠের জনৈক ন্যাড়া বাবাজী ভয়ঙ্কর মাৎসর্য্য অনলে দগ্ধ হইয়া একেবারেই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। লোকটী গায়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া এমন ভাবে ছটফট্ করিতেছে যে, তাহা দেখিলে সজ্জন হৃদয়ে সত্য সত্যই কৃপার উদ্রেক হয়। পাগলের মত সে রাত্রদিন কত কি যে বকিতেছে, তাহা কিছু বুঝিয়া উঠা যায় না। একটা অর্থহীন কথা তাহার মুখে শুনা যায়, নাকি তাহার ক্যাঁকড়ার মাঠে মহাপ্রভুর জন্মস্থান আগুনের জ্বালায় সে ভুলিয়াই গিয়াছে যে মায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। বাবাজী তাহার সেবাদাসী দু'টিকে ক্যাঁকড়ার মাঠে রাখিয়া না ছুটিতেছে, এমন জায়গা নাই। দাস, ঘোষ, বোস, মিত্র, পাল, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য, জাতগোঁসাই প্রভৃতি কত লোকের পা'ই যে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, কিন্তু কেহই বেচারার গাত্রদাহ নিবারণ করিতে পারিতেছে না। পারিবেই বা কেমন করিয়া। "আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে"—নিজেদের জ্বালাতেই নিজেরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, নিজেদেরই সামলাইতে পারিতেছে না, তা'র উপর আবার উপসর্গ—বাবাজী! দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার যোগবল ছিল, তিনি না হয় স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ঘুরিয়া শেষে বিষ্ণুর নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন,—যাঁহার চরণে তিনি অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহার কাছে যাইয়া শরণ লইতে। অব্রাহ্মণ অনাচারী বাবাজী এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছে যে বিষ্ণুর নিকট সে উপদেশ পাইবে? বিষ্ণুমায়া তাহাকে নাকে দড়ী দিয়া তাহারই সমশীল লোকজনের কাছে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে যমদূতগণও আসিয়াছে বাবাজীকে তাহাদের মহারৌরব নামক ভাল একটী নরকে টানিয়া লইতে। বাবাজী যমদূতগণের নিকট মহাকান্না কাটা জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহারা কি আর ছাড়িবার পাত্র? বৈষ্ণবাপরাধীর কি গতি, তাহা তাহারা ভালরূপেই জানে। সুতরাং যমদূতগণ বাবাজীর দল সমেত টানিয়া লইয়া চলিতেছে। তবে বাবাজীর সুখের মধ্যে এই যে, তাহার নেড়ী তাহার সঙ্গে যাইতেছে আর দলেও অনেক লোক জুটিয়াছে। সুতরাং নরকটী বেশ গুলজার হইবে বলিয়াই সে অনেক জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে একটু হাঁফ ছাড়িতেছে।

যাহা হউক আমরা কিন্তু বাবাজীর ভাগ্যের জন্য বড়ই দুঃখিত। বাবাজী এখনও যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে 'আর নারে বাপ' বলিয়া কাঁদিয়া পড়ে, তাহা হইলে এখনও তাহার নিস্তারের পথ আছে। বৈষ্ণবের অত্যন্ত দয়ার শরীর। তাঁহার নিকটে সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াও আবার তাঁহার চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়িলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন—আর যমদূতের হাতে পড়িতে হইবে না। নতুবা বাবাজীর যমদূতের হাতে যাওয়া ত' বরং ভাগ্যের কথা বৈষ্ণবাপরাধীর যে গতি ব্রহ্মসাযুজ্য, তাহাই লাভ হইয়া একেবারেই আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পরবিদ্যাপীঠে

ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফল

সম্প্রতি শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠস্থ পরবিদ্যাপীঠের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, ১জন ছাত্র অনুপস্থিত থাকায় অধ্যাপকবর্গ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সকল ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীর জনৈক ছাত্র প্রায় ফুলমার্ক রাখিয়া অধ্যাপকবর্গের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। অন্যান্য ছাত্রও যাহাতে পরবর্ত্তী পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন, আমরা সে জন্য ছাত্রগণকে বিশেষ উৎসাহের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে অনুরোধ করি।

নদীয়ার মহারাজা আজ কয়েক দিন হইল অসুস্থ করিয়াছেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছে শুনিয়া আমরা খুব আশান্বিত হইলাম। শীঘ্রই তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। অনেক আশা করিতেছেন, 'মহারাজ রোগমুক্ত হইয়া সরকার বাহাদুরের কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন?' কিন্তু আমাদের আশা তদ্রূপ সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নহে। আমাদের আশা, নদীয়ার মহারাজ নদীয়াবিহারী নদীয়াপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত হইয়া কবে গৌরভক্তগণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন। মহারাজ দীর্ঘকাল রোগভোগের পর অবশ্যই মানবজীবনের সুখ শান্তির নশ্বরত্ব হেয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া যে সুখশান্তির হেয়তা নশ্বরতা নাই, যাহা নিত্য নবনবায়মান রূপে বর্দ্ধমান, সেই নিত্য সুখশান্তি—নিত্য আনন্দের একমাত্র আকরস্থল কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ কমলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রিতাপজ্বালা নিবারণ করুন—আমাদিগকেও উৎসাহ প্রদান করুন। আমাদের বড় সাধ, আমরা নদীয়ার মহারাজকে নদীয়াবিহারী গৌরহরির ভক্তরূপে দর্শন করি।

গোয়াড়ী ও কৃষ্ণনগরে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ দেখা যাইতেছে। গত শুক্রবার কৃষ্ণনগর আনন্দময়ী তলার নিকট নূতন বাজারে চারি ব্যক্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। চিকেন পক্স অপেক্ষা স্মল পক্সের রোগীর সংখ্যাই বেশী।

এখানে প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, বৃষ্টি খুবই সামান্য, ঝড়ের প্রকোপই বেশী। আকাশ অধিকাংশ সময়েই মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ডলাইনের বেগমপুর ষ্টেশনের গেটম্যান চণ্ডীকে মৃতাবস্থায় রেলওয়ে গুমটির নিকট পাওয়া যায়। তাহার স্কন্ধে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। রেলওয়ে পুলিশ মৃতের স্ত্রী ও অপর তিন জনের উপর সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিধবা স্ত্রীটি উক্ত তিন জনের সম্বন্ধে একটা বর্ণনা দাখিল করিয়াছে। হত্যাটি দুরভিসন্ধিমূলেই সংঘটিত। আরও তদন্ত চলিতেছে।

গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ যে,—হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আর, বি, রেমসবোথাম কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। বেথুন কলেজের প্রফেসার মিঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন। ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিসেস রাজকুমারী দাস বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ পেজলকার ঢাকা ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন

সার এড্মণ্ড গস বিলাতের একজন বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক ছিলেন, তিনি সম্প্রতি ৭৯ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার কবিতা ও গদ্য বিশেষ আদৃত। ভারতীয়দের সাহিত্যচর্চ্চাকেও তিনি খুব প্রশংসা করিতেন। শ্রীমতী তরুদত্ত ও সরোজিনী নাইডুর কবিতা তিনিই প্রথমে উক্ত প্রশংসা করিয়া বিলাতে তাঁহাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেন। তিনি প্রথম জীবনে বৃটিশ মিউজিয়ামের লেখক, পরে বোর্ড অফ্ ট্রেডের অনুবাদক এবং যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি হাউস অফ্ লর্ডসের লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীজোলাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার ১৩৩৫।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

রাম-রাবণের যুদ্ধ একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা; রাবণ একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিতেন। পুলস্ত্যবংশীয় [illegible] ঋষি, ব্রহ্মাবর্ত্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বীপে কিয়ৎকাল বাস করিতেন। ইনি [illegible] বংশের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক রাবণবংশের উৎপত্তি করেন। ইহাতে রাবণকে অর্দ্ধআর্য্য ও অর্দ্ধরক্ষঃ বলা যাইতে পারে। রাবণরাজা বলপরাক্রমে ক্রমশঃ ভারতের দাক্ষিণাত্য রাজ্যের মধ্যে অনেকাংশ জয় করিয়া লয়, অবশেষে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। খর ও দূষণ—এই দুইজন রাবণের প্রধান সেনাপতি ছিল। রাবণ তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। রাম লক্ষ্মণ পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে অবস্থান করেন। যখন তাঁহারা গোদাবরী তীরে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছিলেন, তখন রাবণ সূর্য্যবংশীয় রাজগণ বোধহয় তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্যই তাঁহার সীমার নিকট দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন, মনে করিয়া ভীত হইল। কি উপায়ে রাবণ সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগকে ভয় দেখাইয়া তথা হইতে বিতাড়িত করিবে, তাহাই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে তাড়কা পুত্র মারিচকে আশ্রয় করিয়া রামভার্য্যা সীতা দেবীকে হরণ করে। রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য কিষ্কিন্ধ্যা-বাসী নরগণকে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে হনুমান্ সুগ্রীব নল সর্ব্বপ্রধান। ইঁহারা সকলেই রামচন্দ্রের ঐকান্তিক ভক্ত ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, বাল্মীকি একজন আর্য্যবংশীয় কবি ছিলেন। স্বভাবতঃ দাক্ষিণাত্যনিবাসীদিগের প্রতি তাঁহার পরিহাসপ্রবৃত্তি প্রবল থাকায় রাম-মিত্র বীরপুরুষদিগকে হাস্যরসের বিষয় করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কাহাকে বানর, কাহাকে ভল্লুক, কাহাকে রাক্ষস প্রভৃতি নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তাদৃশ বর্ণন করিয়াও নিরস্ত হন নাই, যাহা হউক রামচন্দ্রের সময় আর্য্য ও দাক্ষিণাত্য নিবাসীদিগের মধ্যে একটি সদ্ভাবের বীজ বপন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সেই বীজ পরে তরুরূপে উদ্ভূত হইয়া উৎপত্তি করিয়াছে তাহা না হইলে কর্ণাটির দ্রাবিড়ী মহারাষ্ট্রীয় মহাস্থবীর প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দুনামে পরিচিত হইতে পারিতেন না। আধুনিক পণ্ডিতগণের বিশেষতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানিগণের ধারণা ভ্রমপ্রমাদাদি দ্বারা পরিপূর্ণ সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্ত আমরা সম্যকরূপে অনুমোদন করিতে পারি না। আধুনিক পণ্ডিতগণ যে কালনির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বপ্রকারে সন্দেহজনক ও ভারতীয় ঐতিহাসিক বিবরণের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া মনে হয়। হিন্দুদিগের ইতিহাস প্রাচীন নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণের চেষ্টা দেখা যায়।

আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লঙ্কাজয়ের পর প্রায় ১১৫ বৎসর পরে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। এইকালের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই। কেবল আর্য্যনির্ম্মিত রাজ্যটী ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল। বিদর্ভ অর্থাৎ নাগপুর প্রভৃতি দেশে আর্য্য ক্ষত্রিয়গণ বাস করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহারা তথায় মহারাজ্য স্থাপন করেন। ইদানীন্তন ঐ রাজ্য মহারাষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে যদুবংশীয়েরা সিন্ধু সৌবীর হইতে নর্ম্মদা-কূলে মাহেষ্মতী ও যমুনাকূলে মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। ঐ কালের মধ্যে সূর্য্যবংশীয়েরা অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়েন। সূর্য্যবংশীয় মরুরাজা ও চন্দ্রবংশীয় দেবাপি উভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলাপগ্রামে গমন করেন। এই সময় শিল্পকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাম রাবণের যুদ্ধের সময় হইতেই শিল্প বিস্তারপ্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ হয়। নগর গ্রামাদির অবস্থা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। আর্য্যভূমির অনেক স্থানে তীর্থ সংস্থাপিত হয়। হস্তীরাজা কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরী নির্ম্মিতা হয়। কুরুরাজা কর্ত্তৃক ব্রহ্মর্ষি দেশে দেবরাজের অনুমোদন মতে কুরুক্ষেত্র তীর্থ সংস্থাপিত হয়।

আমি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় [illegible] গুণাকর)

মানব-সমাজে প্রধানতঃ চারি প্রকার পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া "আমি" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সেই চারি প্রকার পদার্থ যথা, (১) স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ, (২) সূক্ষ্ম বাসনাময় দেহ বা মন, (৩) নির্ব্বিশেষ চিদ্বস্তু ও (৪) বিশিষ্ট চিৎকণ বস্তু।

"আমি অন্ধ," "আমি কৃশ" ইত্যাদি প্রকার বাক্যের প্রয়োগ যখন [illegible] স্থূল পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহকে "আমি" বলিয়া বুঝে।

যখন কেহ বলে "আমি দুঃখী" "আমি অত্যন্ত প্রস্তুত", "আমি ক্রোধের বশ হইয়াছিলাম," তৎকালে বক্তা মনকে লক্ষ্য করিয়া "আমি" শব্দের প্রয়োগ করে।

"আমার দেহ," "আমার মন" ইত্যাদি প্রকার বাক্য যে কালে নির্গত হয়, সে সময় বক্তা "আমিকে" দেহ মনের অতীত বস্তু বলিয়া বুঝে। এই দেহ মনের অতীত "আমি" বা দেহীকে কেহ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র বস্তু ও কেহ বিশিষ্ট চিৎকণ বস্তু বলে।

যে সকল মনুষ্য স্থূল বা সূক্ষ্মদেহকে "আমি" বলিয়া বুঝে, তাহারা দেহাত্মবাদী। দেহাত্মবাদিগণের মধ্যে কেহ ঐহিক ও কেহ বা স্বর্গাদি সুখভোগের পক্ষপাতী। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহারা পরস্পর হিংসা ও কলহ করিয়া থাকে। যেহেতু অপর ব্যক্তিকে তাহার দ্বারা প্রাপ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে না পারিলে নিজ সুখের ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য ইহারা হিংসা ও কলহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে।

নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রবাদিগণ আপনাদিগকে দেহ মনের অতীত বস্তু স্বীকার করা হেতু তাহারা দেহাত্মবাদিগণের ন্যায় নশ্বর বাহ্য পদার্থদ্বারে সুখভোগের পক্ষপাতী নহে। ভোগ-বাসনা পরিহার-উদ্দেশে ইহারা ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করে ও মোক্ষ-জনিত সুখের আশায় ধাবিত হয়। যদিও দেখা যায় যে, ভোগিগণের ন্যায় ইহারা সাক্ষাৎভাবে কাহারও প্রতি হিংসা করে না, তথাপি "আমি" বস্তুর বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন না করা হেতু ও নিজেদের কল্পিত আনন্দিকার মত জগতে প্রচার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়ার নিমিত্ত ইহারা নিজের ও অপরের প্রতি গৌণ ভাবে হিংসাই করিয়া থাকে।

বিশিষ্ট চিৎকণ বস্তুকে যে সকল মনুষ্য "আমি" বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও ভক্ত নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ আপনাদিগকে ভগবানের নিত্য দাস বলিয়া জানেন। ইঁহারা অহৈতুকী ভাবে নিত্যকাল ভগবৎসেবারত। ভোগী বা ত্যাগিগণের ন্যায় ইঁহারা নিজ সুখান্বেষণে ব্রতী হন না। যাহাতে ভগবানের প্রীতি হয়, তাহাই ইঁহাদিগের একমাত্র কৃত্য। ভগবদিচ্ছানুসারে অজ্ঞ ভোগী ও ত্যাগীদিগকে বিশুদ্ধ ভক্তি পথের পথিক করাইবার জন্য ইঁহারা কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হন। সুতরাং পরোপকারী ভক্তগণই একমাত্র হিংসাশূন্য বা শান্ত, অন্যে নহে, যথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে,—

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত॥"

প্রশান্ত চিত্ত ভক্তগণ জীবোদ্ধারকল্পে ভগবানের লুপ্ত লীলাস্থল সমূহের পুনরুদ্ধার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের বহুস্থানে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দন জীব-উদ্ধার কল্পে বিচরণ করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় স্থানের অধিকাংশ স্থানেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কোন প্রকার স্মৃতি-চিহ্ন উপস্থিত বর্ত্তমান নাই এবং তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহার পরিচয় পর্য্যন্ত জানে না। যে সকল মনুষ্য বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত তাহাদিগের উচিৎ সকলে মিলিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে সেই সমুদয় লুপ্ত তীর্থে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ বা শ্রীপাদপীঠ অচিরে স্থাপিত হয় ও তথায় তাঁহার যশগান হইতে থাকে, তদর্থে বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া। ইহাতে যদি তাঁহাদিগের রুচি উৎপন্ন না হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে ইতর হিংসাবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়াপুরাদি স্থানের শ্রীবিগ্রহ সেবার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ কি নিশ্চয় করিবেন না যে, তাঁহারা বৈষ্ণব-বেশধারী প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-নিন্দুক কলির চর মাত্র? অতএব তাহাদিগের উচিৎ যেন তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া কৃত অপরাধের ক্ষালনার্থে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া অবশিষ্ট লুপ্ত তীর্থ সমূহের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতে থাকেন। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

আচার্য্যের কার্য্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীহরিবিস্মৃত পতিত জগতের জীবকুলকে হরিস্মৃত জাগাইয়া জীবের চেতনের স্বরূপ উদ্বোধন করতঃ চেতনের চেতন মূল চেতন বস্তুর নিত্য সেবায় নিযুক্ত করাই আচার্য্যের কার্য্য। দুই চারিটী অন্ধ, আতুর, কাণা, খোঁড়া, দীন, দুঃখী, রোগাক্রান্তব্যক্তির সীমাবদ্ধ সেবা লইয়া ব্যস্ত থাকার অবসর আচার্য্যের নাই। তাঁহার চেষ্টা, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুল আর যাহাতে উক্তবিধ বিপদে পতিত না হয়, তন্নিমিত্ত কল্পবৃক্ষতরী একেবারে লাগাইয়া দিয়া, জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ-সেবা, অর্থাৎ ভক্তি, তাহাতে নিয়োজিত করা।

আচার্য্য আমার মত অজ্ঞ মরণশীল প্রাকৃত স্বভাবে আবদ্ধ মমতাযুক্ত ব্যক্তি

নহেন। সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠবস্তু অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। (আমরা মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়া, ইত্যাদি এক পর্য্যায়ে স্থাপন করিতে যাইয়া কুণ্ঠাধর্ম্মে আবদ্ধ হই। দয়াই জীবের নিত্য স্বভাব, অন্যান্য গুণাবলীর পৃথক্ পৃথক্ সত্তা-বোধ অবান্তর চেষ্টা মাত্র।) কারণ যখন যেখানে, অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ধর্ম্মের উপর গ্লানি উপস্থিত হইয়া জীবের ধর্ম্ম বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিশ্বাসের হানি হয় এবং ধর্ম্মের বিপরীত দিকে জীবের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়া, পাষণ্ডতাবলম্বনে সাধুগণের উপর প্রবল দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়, তখনই তথায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, অথবা তচ্ছক্তি-সমন্বিত কোন যোগ্য সেবক প্রেরণ করিয়া, সাধুদিগকে রক্ষা করেন ও দুষ্ট দিগকে দলন করেন। তাহাতেই জীবের নিত্য ও সনাতনধর্ম্ম শ্রীভগবৎ সেবা পুনরায় সুষ্ঠুরূপে স্থাপিত হইয়া, জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। মায়িক ব্যক্তিরা—যাহারা মায়ার সেবাই ভগবানের সেবা মনে করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের অনুর্ব্বরা মস্তিকে এতবড় কথা স্থান পাইবে না।

এবম্বিধ আচার্য্য সুদুর্লভ। জগতের নিরপেক্ষ ইতিহাস ও শাস্ত্র-গ্রন্থ চর্চ্চা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, কোন কালেই জগতে বেশী সংখ্যক আচার্য্য বা গুরু উপস্থিত হন নাই। তার পর পূর্ব্বকাল হইতে ইহাও জানা যাইতেছে, আচার্য্যত্ব বংশপরম্পরায় আগত নহে। লোকপিতামহ আচার্য্য ব্রহ্মা হইতে আগত হইলেও স্বধর্ম্মাচরণভ্রষ্ট হওয়ায় আমরা আচার্য্যক্রব ও পতিত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস প্রভৃতি আচার্য্যগণের বংশধর বলিয়া আমরাও আচার্য্য, এই অভিমানে, ইহ ও পর জগতের কত নিম্নস্তরে পতিত হইয়া যাইতেছি, তাহা কি ভাবিবার অবসর আমাদের নাই? আমরা জগদ্‌গুরুর বংশধর বলিয়াই কি আমাদের জগদ্‌গুরুবর্গের শ্রীচরণচিহ্ন অনুসরণ করিতে হইবে না? না শুধু ওয়ারিশ সূত্রে দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিলেই যমরাজা মুখ চাহিয়া খাতির করিয়া ছাড়িয়া দিবেন? শ্রীঅদ্বৈতাদি আচার্য্যগণ যে জন্মেনও নাই, মরেনও নাই। শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে কার্য্য গতিকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া আবার কার্য্যান্তে স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। আর আমরা যে শুক্র-শোণিত সংযোগে মাতৃকুক্ষিতে রীতিমত জন্মিয়া, কিছু দিন পরে ধরাধামে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে যেমন মায়ার স্বভাব-জাত ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন, তেমন মায়ার দ্বারাই চালিত হইতেছি? আবার মরিয়া যদের দক্ষিণ দ্বার ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় যাইয়া (হিমালয়, চীনে, জাপানে, লণ্ডনে, আমেরিকায়, আফ্রিকায়, কি কামস্কাট্‌কায়) উপস্থিত হইব, তাহার ঠিক কি? তবু একটা মস্ত বড় দাবী—আমরা আচার্য্য সন্তান—আচার্য্য! বাঃ কি সিদ্ধান্তে গোটা জগতশুদ্ধ প্রায় দশ পনর লাখ আচার্য্য-সন্তান আচার্য্য! কলিকাল কিনা তাই একেবারে আচার্য্যবংশ কচুরী পানা'র ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে জগৎ জুড়িয়া ফেলিয়াছে। খবরের কাগজে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি ধ্বংসকারী এই কচুরী পানা বিনাশের বন্দোবস্ত হইতেছে দেখিয়া আমার কিন্তু ভয় হয় যে, জগতের ধর্ম্মক্ষেত্রের উর্ব্বরা শক্তি ধ্বংসকারী এই আচার্য্য-বংশও সমূলে ধ্বংসের ব্যবস্থাটা না হয়? বড় বাকীই বা কোথায়! এখনই ত' সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট আচার্য্যগিরি খাটে না। কিছু দিন পরে আরও খাটিবে না, কারণ 'চন্দন-বনে ক্রমেই ২।৪টী কণ্টক বৃক্ষ জন্মিতেছে।

আচ্ছা! প্রায় প্রতি গ্রামে গ্রামেই ত' আচার্য্য-সন্তান আচার্য্যগণ সশরীরে বিরাজিত। তবে গ্রামের লোক দেশের লোক, সমাজের লোক, "অসৎসঙ্গ ত্যাগ"রূপ বৈষ্ণবাচার বিবর্জ্জিত কেন? বৈষ্ণবাচার দূরে থাকুক, সামান্য নীতি টুকুও প্রতিপালিত হয় না কেন? ইহা দ্বারা কি প্রতিপন্ন হয় না যে, আচার্য্যসন্তানগণ আচার্য্যের বিপরীত পথে চলিয়া আচার্য্যব্রুব হইয়া গিয়াছেন? শ্রীভগবদ্ভজন নিজে করিতে হইবে ও অপরকে করাইতে হইবে, তবে ত' আচার্য্য। নতুবা আমি যাহা বলি তাহা শোন, আমি যাহা করি, তাহা দেখিও না, এই প্রকার চাটুবাক্য শুনিয়া সত্য পিপাসু ব্যক্তি আর কতদিন ধৈর্য্য ধারণ করিবেন।

আমাদের স্ব স্ব বিচারের অনুকূলে গুরু শিষ্য নির্ব্বাচন করিলেও তাহা প্রকারান্তরে ঐপ্রকারে জগতেরই একটা ব্যাপার এপিঠ ওপিঠ মাত্র। তাহা দ্বারা শ্রীহরিভজনের কোন সুবিধাই হইতেছে না, হইবেও না। আমাদের সকল পথ-ভ্রান্তি দূর করিয়া দেওয়ার নিমিত্তই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব আদি দোষ বিবর্জ্জিত শ্রীগুরুদেব জগদ্‌গুরু আচার্য্যরূপে যখন উপস্থিত হন, তখন আমাদের সৌভাগ্য উপস্থিত জানিয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আচার্য্যত্ব অভিমান ছাড়িয়া দিয়া, নিজেকে মহা পতিত বোধে, পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রান্তে বহুবিধ শরণাপত্তি ও প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা-বৃত্তিতে কালবিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হওয়া প্রত্যেক আত্মমঙ্গলেচ্ছুর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

মানুষ

কেন ভাল হইবে না?

মানুষ কদাচারী হইলেই যে একেবারে ঘৃণার বস্তু হইয়া পড়িবেন, আর যে তিনি সদাচারী হইতে পারিবেন না, এমন কোন কথা নহে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিতে থাকিলেই মানুষের পূর্ব্ব চরিত্র আমূল সংশোধিত হইয়া যায়। সংশোধিত-চরিত্র মানুষ আর ঘৃণার্হ হইতে পারেন না। তিনি তখন সর্ব্বলোকপূজ্য হইয়া স্বীয় আদর্শ দ্বারা জগদুদ্ধারণ-কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন।

ঠাকুর হরিদাস যখন বেনাপোলের নিভৃত অরণ্যে কুটিরে বসিয়া রাত্রদিন তিনলক্ষ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন বৈষ্ণবদ্বেষী জমীদার রামচন্দ্র খাঁ মাৎসর্য্যপর হইয়া ঠাকুর হরিদাসের সৌভাগ্য সহ্য করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, 'একটি যবন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি, সে কিনা আজ হিন্দুর হরিনাম গ্রহণ করিয়া লোকের নিকট মহিমান্বিত হইতেছে, ইহা হিন্দু হইয়া কখনও আমার সহ্য করা উচিৎ নহে।' এই দুর্ব্বুদ্ধি মনে উদিত হইলে সে হরিদাসের পরম পূত চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিবার একটী পন্থা উদ্ভাবন করিল। একটী পরমা সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে ডাকাইয়া তাহাকে বলিল, "দেখ, তুমি যদি এই হরিদাসের চরিত্র ভ্রষ্ট করিতে পার, তাহা হইলে আমার নিকট যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।" বেশ্যা মনে ভাবিল, "সামান্য একটা মানুষকে ভুলানো—বিশেষতঃ আমার ন্যায় রূপসীর পক্ষে আর এমন একটা কি কথা। আমার এক জীবনীতে কত কত পুরুষ আমার ক্রীত হইয়া গেল, কত লোকে আমার কৃপাকটাক্ষ পাইবার জন্য উপযাচক হইয়া আমার নিকট কত উমেদারী করিয়া থাকে, আর আমি স্বয়ং যখন উপযাচক হইয়া যাইতেছি, তখন সামান্য একটি বাবাজীর কথা কি, সমস্ত জগতের লোককে আজ আমার হাতের মুঠার মধ্যে আনা আমার মত রূপযৌবন সম্পন্না নারীর পক্ষে একটা অতি তুচ্ছ কথা।" প্রকাশ্যে কহিল 'হাঁ হুজুর, আমি রাজী আছি। এক দিনে, দুই দিনে না পারি, তিন দিনের দিন তার মতি নিশ্চয়ই হরণ করিব।' জমীদার কহিল, 'আমার পাইককে তোমার সঙ্গে দিতেছি, হরিদাসকে ভ্রষ্ট চরিত্র দেখিলেই তোমার সহিত একত্র তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিবে।' বেশ্যা কহিল, 'একবার আমার সঙ্গ হউক, দ্বিতীয়বারে আপনার পাইক সঙ্গে লইব।' রাত্রিকালে সেই বেশ্যা অতি মনোহর বেশ ধারণ করিয়া খুব হর্ষ সহকারে ঠাকুর হরিদাসের কুটির প্রাঙ্গণে উপনীত হইল। তুলসী প্রণামান্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের কুটিরের দ্বারে বসিল এবং অঙ্গাবরণ উন্মুক্ত করিয়া পুরুষের কামোদ্দীপক নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী দেখাইয়া নিজ দুরভিপ্রায় ঠাকুরের নিকট জ্ঞাপন করিল, আর কহিল, 'ঠাকুর তুমি যদি আমার মনোভিলাষ পূরণ না কর, তাহা হইলে কিছুতেই আমি এই দেহ রাখিব না।' ঠাকুর কহিলেন, 'তোমার অভীষ্ট আমি পূরণ করিব যতক্ষণ না আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ হয়, ততক্ষণ তুমি বসিয়া আমার নামকীর্ত্তন শ্রবণ কর।' প্রাতঃকাল হইয়া গেল, তথাপি ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল না দেখিয়া বেশ্যা সেদিন চলিয়া গেল এবং দুষ্ট জমিদারকে সব কথা জানাইল। পরদিন রাত্রে বেশ্যা আবার হরিদাসের কুটিরে উপনীত হইল। হরিদাস কহিলেন, "কাল তুমি বড় দুঃখ পাইয়াছ, আমার অপরাধ লইও না, আমি তোমাকে অঙ্গীকার করিব। আমার নাম পূর্ণ হইলেই তোমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" আজও রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, ঠাকুরের আর নাম শেষ হয় না দেখিয়া রমণীটি উসিখুসি করিতে লাগিল। ঠাকুর কহিলেন, "আমি এই মাসে কোটিনামগ্রহণ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। আজই সমাপ্ত হইবে বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আর একদিন লাগিবে। কাল আমার সংখ্যা সমাপ্ত হইলে ব্রত ভঙ্গ হইবে, তখন তুমি স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গলাভ করিতে পারিবে।" বেশ্যা পূর্ব্ববৎ রামচন্দ্রখানকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং রাত্রি হইলে পুনরায় ঠাকুরের কুটিরদ্বারে আসিয়া তুলসী ও ঠাকুরকে নমস্কার পূর্ব্বক ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া শ্রীনামগান শুনিতে লাগিল। ঠাকুর বলিলেন, আজ আমার সংখ্যা পূর্ণ হইবে, সংখ্যা পূর্ণ হইলে তোমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে নিশা প্রভাত হইয়া আসিল। কি আশ্চর্য্য, বেশ্যারও মনের সমস্ত দুরভিসন্ধি দূর হইয়া গেল। সে তাহার গত জীবনের অসদ্ব্যবসায়ের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট রামচন্দ্র খাঁর সমস্ত কুচেষ্টা বর্ণন করিল। অন্তর্য্যামী ঠাকুর কহিলেন, "রামচন্দ্র খাঁর কথা আমি সব জানি। সেই দিনই আমি এস্থান ছাড়িয়া যাইতাম, কিন্তু তোমাকে সংশোধিত করিবার জন্যই আমার এই তিন দিবস অবস্থান।" বেশ্যা ঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করিল এবং তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিল। ঠাকুর কহিলেন, "ঘরের দ্রব্যাদি যাহা কিছু আছে, সব

[illegible] তুমি এই কুটিরে বসিয়া [illegible] ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন কর, অচিরাৎ তোমার কৃষ্ণকৃপা লাভ হইবে।" বেশ্যা গুরুর আদেশক্রমে তাহার অসদুপায়ে অর্জ্জিত যাবতীয় অর্থবৃত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিল, মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক বস্ত্রে থাকিয়া রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন সেই রমণীর অবস্থা—',তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস। ইন্দ্রিয়দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ॥ প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥"

বৈষ্ণবগণ জীবের স্বরূপ-স্মৃতিরই আদর করিয়া থাকেন, স্বরূপ-বিস্মৃত অবস্থায় জীব কৃষ্ণসেবা ভিন্ন যে সকল ইতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেই তাঁহাদের কোন আদর থাকিতে পারে না। কিন্তু জীবস্বরূপ-বিভ্রান্ত হইয়া অসদাচারে রত হইয়াছে বলিয়া আর যে তাহাকে ভাল হইতে নাই, একথা বৈষ্ণবগণ কখনও বলেন না। বৈষ্ণবগণ জীবের বাহ্যাবরণ লইয়া বিচার করেন না। শুদ্ধ জীবস্বরূপ লইয়াই বৈষ্ণবগণের বিচার। কাল যে বেশ্যার মুখদর্শন ত' দূরের কথা, নাম পর্যন্ত শুনিবামাত্র বৈষ্ণবগণ মুখ বিকৃত করিয়া কৃষ্ণস্মরণ করিতেন, আজ সেই বেশ্যাকে দর্শন করিবার জন্য বড় বড় বৈষ্ণবগণও লালায়িত, কেননা তাঁহাতে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় সিদ্ধমহাজনের কৃপা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি যে আজ উর্দ্ধ্বস্বরূপ—পরম বৈষ্ণব। বদ্ধজীব বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক অপকর্ম্ম করিয়া বসিতে পারে। কিন্তু সে যখন বৈষ্ণবের কৃপাপ্রভাবে তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া—কেঁদে বলে, ওহে প্রভো, আমি তব দাস। তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥' তখন—"কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল। মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল॥" সদ্গুরুর চরণাশ্রিত, শ্রীনামের কৃপাপ্রাপ্ত, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজন পরায়ণ ভক্তের পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করিয়া যদি কেহ সেই ভক্তকে হীনজ্ঞানে অসম্মান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৈষ্ণবাপরাধরূপ ভীষণ পঙ্কিল আবর্ত্তে পতিত হন, তাহা হইতে আর তাঁহাদিগের উদ্ধারের কোন উপায় থাকে না, ভগবৎ-কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হয়। পাতক, অতিপাতক, মহাপাতক করিয়াও মানুষ তাহা হইতে সাধু-কৃপা বলে উদ্ধার পাইতে পারে, যদি না মানুষ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসে। অনেক সময় দেখা যায়, কেহ কোন অসৎকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়া মনে মনে বড় লজ্জিত হয়, [illegible] তাহার বড় লজ্জা বোধ হয়। সে অবস্থায় যদি তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলা যায়, "তুমি আর কোন অসৎকার্য্য করিও না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; আমরা তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম, তুমি এখন হইতে ভাল হও তাহা হইলে হয়ত সে কোন দিন ভালও হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহাকে কেবল অসচ্চরিত্র বলিয়া ঘৃণা করা যায়, তাহা হইলে সে তাহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা দূর করিয়া মনে করিবে, খারাপ যখন হইয়াছি, সকলেই যখন আমাকে ঘৃণা করে, তখন ভাল করিয়াই খারাপ হই। কোন অল্পবুদ্ধি বালককে যদি উৎসাহ না দিয়া কেবল তাহার মূর্খতার জন্য তিরস্কার করা যায়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি ভাল হওয়ার পরিবর্ত্তে আরও খারাপই হইতে দেখা যায়। মানুষকে ভাল হইবার সুযোগ দিতে হইবে। তাহাকে ভগবৎকথা শুনাইতে হইবে, একদিনে ভাল না হয়, পাঁচদিনে [illegible] নিশ্চয়ই ভাল হইবে, ভগবদ্ভজনে [illegible] হইবে। ভগবদ্ভজনরত মানুষকে [illegible] তাহার পূর্ব্ব দোষানুসারে দুষ্ট বলা উচিত নহে। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে মানুষ ইহজন্মে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে আর ব্রাহ্মণস্বভাব প্রাপ্ত হইবেন না, তাহার কোন অর্থ নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ স্বভাব দেখিলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণযোগ্য [illegible] করা উচিত। তাহা না করিয়া [illegible] তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াই ঘৃণা করা হয়, তাঁহাকে যদি সাধুসঙ্গ করিবার অধিকার না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি ক্রমে [illegible] ভগ্নোৎসাহ হইয়া হয়ত শেষে অসঙ্গে [illegible] বরণ করিয়া বসিবেন। [illegible] হইতে হইবে, অন্তে অসৎ থাকিলে তাহাকে সদুপদেশ করিতে হইবে। [illegible] দেখিলেই তাহাকে আর অসৎসমাজে [illegible] রাখিয়া সৎসমাজে রাখিয়া দিতে হইবে। এতটুকু উদার না হইলে মনুষ্যের পশুত্বের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র। বৈষ্ণবগণ নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মানদিয়া বলেন "হে মাধব সকলমেব বিকার [illegible] চৈতন্যচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্।" [illegible], তোমরা স্বরূপতঃ সকলেই সাধু, সকলেরই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের সেবা করিবার অধিকার আছে। তোমরা সব ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্য চরণাশ্রয় কর। জাতি কুল ধন মান [illegible] কৃষ্ণভজনে বাধা প্রদান [illegible] দেই ভজে সেই বড় অভক্ত [illegible]। কৃষ্ণভজনে নাই জাতি কুলাদি [illegible]। তোমরা সকলেই উৎসাহিত হও, [illegible] কর্ম্ম অনুসারে তোমাদের অধিকার বিচার হইবে।

হে মানব উদার্য্যবিগ্রহ মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ, বড় কে সে লোক নহেন, তাঁহারা গৌরসুন্দরের অপেক্ষাও দানশীল, কেননা মহাবদান্য কেও তাঁহারা দান করিতে পারেন। নিষ্কপটে নির্ভীক চিত্তে সেই গৌরভক্ত গণের শ্রীচরণ আশ্রয় কর। গৌরভক্তগণ তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন। তাঁহারা নির্ম্মৎসর, পরের সুখদুঃখে সহানুভূতি করিতে পারেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা সকলেই ভাল হইবে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নদীয়ার পারঘাটা

আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ পারঘাটের বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে নদীয়াপ্রকাশে আলোচনা করিয়াছিলাম। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর তথা ডিভিশনাল কমিশনার বাহাদুর এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে ওপানি দরখাস্তও দাখিল করা হইয়াছিল। দরখাস্তের ফলে শুনিয়াছি সরকার পক্ষ হইতে কিছু কিছু ষ্টেপ লওয়া হইয়াছে। কিন্তু তথাপি যাত্রিগণের যে অসুবিধা সেই অসুবিধাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পারঘাটার ঘাটওয়ালা শ্রীনরেন্দ্র নাথ সাহা মাৎসর্য্য বশতঃ ইচ্ছা করিয়াই মায়াপুরের যাত্রিগণকে ক্লেশ দিয়া থাকে। আমরা প্রায়ই যাত্রিগণের নিকট ঘাটওয়ালার দুর্ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইয়া থাকি। সম্প্রতি আমগ্রাম নিবাসী জনৈক যাত্রী ও শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারী ঘাটওয়ালার খামখেয়ালের জন্য এত বিশেষ অসুবিধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণনীয় নহে। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পারের বিধি (?) আছে। মায়াপুরের যাত্রী সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলে ঘাটওয়ালা তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই বসাইয়া রাখে এবং স্তোকবাক্য দিয়া বলে, "ঐ নৌকা খানি ফিরিলেই তোমাকে পার করিয়া দিব, কিম্বা আরও কিছু যাত্রী হউক, তখন এক সঙ্গে সকলকে পার করিব।" এইরূপে ক্রমে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসে, তখন বলে, "আর সময় নাই। গভর্ণমেণ্টের রুল আমরা, ত' তোমাদের জন্য অমান্য করিতে পারি না।" যাত্রিগণকে তখন অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাহা ছাড়া মায়াপুরের পারের যাত্রীগণকে পারাপার করিতে উক্ত ঘাটওয়ালা ইচ্ছা করিয়াই বিলম্ব করিয়া থাকে অথচ স্বরূপগঞ্জের পারের যাত্রিগণকে নিয়মমত পারাপার করিয়া থাকে, সন্ধ্যার পরেও যাত্রী বেশী পাইলে গভর্ণমেণ্টের নিয়মভঙ্গ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং সরকার বাহাদুরের নিকট আমাদের প্রার্থনা, হয় উক্ত ঘাটওয়ালাকে উক্ত ঘাট হইতে অবসর প্রদান করিয়া কোন সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করুন, না হয়, ঘাটওয়ালা যাহাতে ঈর্ষামূলে মায়াপুরের যাত্রিগণের সহিত কোন দুর্ব্যবহার না করে, তজ্জন্য উহাকে যেন বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়। গবর্ণমেণ্টের নিয়ম যাহাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয়, কেবল হুলোর ঘাটের জন্য কোন স্পেশাল রুল না থাকে, স্বরূপগঞ্জে যেমন খেয়া চলে, হুলোর ঘাটে যাহাতে সেইরূপ চলে, জনসাধারণের তাহাই ইচ্ছা।

আর একটী কথা, সরকার পক্ষ হইতে যদি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্তই পারের বিধি বজায় রাখা হয়, তাহা হইলে ট্রেণযাত্রিগণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? হুলোর ঘাটের পারের কোন লোক নবদ্বীপে ট্রেণ ধরিতে পাইবে না বা ট্রেণ হইতে নামিয়া তাহাদিগকে ঐ পারের ষ্টেসনেই পড়িয়া থাকিতে হইবে, এমন কি কোন বিধি আছে? সুতরাং সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্তও যাহাতে পারাপারের কার্য্য চলিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হউক। পারাপারের অসুবিধা দেখিয়া অনেক লোকই এরূপ বন্দোবস্ত লইতে স্বীকৃত আছে। আশা করি, সরকার বাহাদুর এসকল বিষয়ে শীঘ্রই একটু বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

শুনা যায় কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে সম্প্রতি ব্যাঘ্রের বড়ই উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর দুই চারিটী আহত হইতেছে, কিন্তু সুখের বিষয় কোন মনুষ্যকে হত বা আহত হইতে শুনা যায় নাই। এযাবৎ দুইটী ব্যাঘ্র নিহত করা হইয়াছে।

যে সমস্ত স্থানে জঙ্গল বেশী পরিমাণে থাকে, সেই সকল স্থানেই নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হইয়া থাকে। কারণ ঐ সকল জঙ্গল হিংস্র জন্তু সমূহের বিচরণভূমি তাই নদীয়া জেলায়, তথা বর্দ্ধমান জেলায়ও অনেক স্থানে অনেক সময় ঐ সকল জন্তুর উপদ্রবের সংবাদ পাই।

আশা করি সরকার বাহাদুর শীঘ্রই ঐসকল জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিয়া [illegible]

সমুদ্রের আক্রমণ হইতে অপর দিকে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন।

ভারতীয়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

নোটিশ

১৯২৮ অব্দের ১লা জুন হইতে ট্রেণ চলাচলের সময়ের পরিবর্ত্তন।—

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায় যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কতকগুলি জরুরি ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যের জন্য হাওড়া এবং বর্দ্ধমানের মধ্যে (ভায়া মেন লাইন এবং কর্ডলাইন) সুবারবণ এবং থু-ট্রেণগুলি যাতায়াতের সময় ১৯২৭ অব্দের ১লা জুন তারিখ হইতে সংশোধিত হইবে। পূর্ব্বে ব্যবসায়ী লোকগণের সুবিধার জন্য ট্রেণগুলি ষ্টেশনে অধিকক্ষণ থামিত, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ষ্টেশনে ট্রেণগুলি থামিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে কমান হইয়াছে। যে সকল যাত্রী এই সকল ট্রেণে যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ট্রেণ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন।

সর্ব্বসাধারণকে আরও জানান যায় যে, যাঁহারা সপরিবারে (বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ এবং বালক-বালিকাগণ লইয়া) সকল ট্রেণে যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাউনে আসিতে হইলে বেলা ১০টার পর যে সকল ট্রেণ বর্দ্ধমান হইতে আসিবে এবং আপে যাইতে হইলে সন্ধ্যা ৭টার পর যে সকল ট্রেণ হাওড়া হইতে ছাড়িবে সেই সকল ট্রেণে যাতায়াত করেন, কারণ এই সকল ট্রেণ প্রত্যেক ষ্টেশনে বেশী সময়ের জন্য ধরিবার ব্যবস্থা আছে।

১৯২৮ অব্দের ১লা জুন হইতে থু ট্রেণগুলির এবং অক্সাপুরের পরে নর্ম্মদা ব্রিজ মেরামত উপলক্ষে ইম্পিরিয়াল এবং বোম্বাই মেলের যাতায়াতের সময় পরিবর্ত্তিত হইবে। হাওড়া এবং বর্দ্ধমানের মধ্যে যে সকল ট্রেণ যাতায়াত করিবে, তাহার পরিবর্ত্তিত সময় একখানি টাইমটেবলে প্রকাশ করা হইবে এবং এইরূপ টাইমটেবল ১৯২৮ অব্দের ১লা জুন তারিখের অগ্রে পাওয়া যাইবে এবং এই উপলক্ষে এই লাইনের অন্যত্র যে সকল পরিবর্ত্তন (ট্রেণ চলাচলের) সাধিত হইবে, তাহার নিয়ন্ত্রিত সময় সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করা হইবে।

এইচ, এ, এম, হ্যাবে
চিফ অপারেটিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু নামক এক জীবনবীমার দালালের দিনাজপুর ষ্টেসনে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হইয়াছে। ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া বাঙ্গালবাড়ী ষ্টেসনে ট্রেণ ধরিয়া ইণ্টারক্লাস গাড়ীতে উঠেন। গাড়ীতে উঠিয়াই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহলীলা সংবরণ করেন। অতিরিক্ত গ্রীষ্মের দরুণ সাফোকেশন হইয়াই মৃত্যু ঘটিয়াছে। সহরে তাঁহার কেহ আত্মীয় স্বজন না থাকায় তত্রস্থ সেবাসঙ্ঘের সেবকগণই তাঁহার দাহকার্য্য সমাধা করেন। তুচ্ছ স্বার্থের লোভে কত মানুষ যে এইরূপে তাহার অমূল্য জীবনটী নষ্ট করিয়া দেয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাড়াতাড়ি ট্রেণ ধরিতে বা বাহাদুরী করিয়া চলন্ত গাড়ীতে উঠা নামা করিতে যাইয়া অনেক লোককে ট্রেণে কাটা পড়িয়া মরিতে দেখা যায়। ভগবৎ-সেবাকার্য্যের জন্য যদি এরূপ মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে শ্লাঘনীয় বটে, কিন্তু এরূপ অপমৃত্যুতে আর কি লাভ হয়? যাহা হউক রেলওয়ে যাত্রিগণের এসকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া শুনিয়া সাবধান হওয়া আবশ্যক।

মুসলমানগণের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা হিন্দুগণের সহিত একটা সাম্প্রদায়িক কলহ বাধাইয়া হিন্দুর প্রাণে আঘাত দেওয়ার জন্য মিছামিছি গোগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। অজ্ঞেরা বুঝিতেছে না, ইহাতে তাহারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছে। সহৃদয় শিক্ষিত সজ্জন মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন শিক্ষিত মৌলবী পাঠাইয়া অশিক্ষিত ভ্রাতাগুলিকে অত্যাচারের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। গোগণ হিন্দুরও যেমন পূজ্য, মুসলমানেরও সেইরূপ পূজ্য, খৃষ্টানেরও তদ্রূপ পূজ্য। এমন কোন্ শাস্ত্র জগতে আছে যে, তাহাতে উপকারকের প্রতি উপকৃতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা নাই? সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই অহিংসার কথা আছে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অনাচরণ কখনও কর্ত্তব্য নহে। জীবহিংসা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতির নামগন্ধও নাই। গরু ছাগল ভেড়া ইহারা কি ভগবানের সন্তান নহে? ভগবানের কৃপা লাভের কোন যোগ্যতাই কি এ সকল হতভাগ্য জীব লাভ করে নাই? ইহারা কি কেবল নররাক্ষসগণের ভক্ষ্য সামগ্রী হইয়াই জন্মিয়াছে? ভগবান্ সারাটি জগৎ শাক, পত্র, ফল মূলে ভরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কি এ সকল পোড়াপেট ভরিবে না? কেবল মাত্র জিদের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মহাপাতক আমাদের অজ্ঞ ভ্রাতৃগণ করিতে যাইতেছে, বিজ্ঞভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রাণপণে যত্ন করা। নিরীহ গোগণ আমাদের কি এমন অন্যায় কার্য্য করিতেছে, যে তাহাদিগকে এ জগৎ হইতে না সরাইলে আর আমার চিত্তে শান্তি আসিবে না? শীঘ্র বকরঈদ্ আসিতেছে। সুতরাং মুসলমান-ভ্রাতৃগণ এখন হইতে অজ্ঞজন সাধারণকে সাবধান করিবার চেষ্টা করুন।

ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের নববিবাহিতা পত্নী শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠাদেবী নাকি 'ডেলি এক্সপ্রেস' পত্রিকার কোনও প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন— আমি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি, তাহা নহে। খৃষ্ট ধর্ম্ম আমি কখনও ত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। উহাতে সকল ধর্ম্মের মূলসত্য ও দার্শনিক তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। আমার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনে কেবল নৈতিক পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইবে মাত্র।

ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব রাজা তাঁহার নববিবাহিতা পত্নী-সমভিব্যাহারে প্যারিস পৌঁছিয়াছেন। তথায় তিনি একটী বাগানবাটী ক্রয় করিয়াছেন। শুনা যায়, রাজপত্নীর অত্র-প্রদাহ রোগে অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে।

গত ১৩ই মে অপরাহ্নে আহিরীটোলা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পল্লীসেবা সমিতির বার্ষিক সভার অধিবেশনে অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে পর প্রসিদ্ধ ডনবীর শ্রীযুত বসন্ত তাঁহার কতকগুলি শিশু ছাত্র একঘণ্টা কাল শক্তি-পরিচায়ক কতকগুলি ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন। শেষের ক্রীড়া অতি অদ্ভুত ও মানসিক শক্তির পরিচায়ক। বসন্তবাবু একটী ৫ বৎসর বয়স্ক ছেলের চক্ষুদ্বয় কাপড় দিয়া আবৃত করিয়া কোন অদ্ভুত উপায়ে তাহার শরীরে শক্তি-সঞ্চার করিলেন। তৎপর উক্ত বালকটীকে ভূমিতে শায়িত করিয়া তাহার বক্ষোপরি একটী এক মণ ওজনের প্রস্তর স্থাপন করা হইল এবং দুই জন দর্শক প্রস্তরের উপর অতি জোরে হাতুড়ীর ঘা দিতে লাগিলেন। এই সময় বসন্তবাবু বালকের মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিলেন।

জজ লাহিরীতে, [illegible] বিচারপতি গ্রাহাম গত সোমবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেন্সেলার স্যার এড্‌ওয়ার্ড গ্রীভসের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। মিঃ চাটার্জ্জি কর্ত্তৃক উক্ত প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে।

যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে প্রজাগণ আর দাঁড়ায় কোথা? বার্দ্দোলীতে যে সকল অত্যাচার প্রত্যহ সংঘটিত হইতেছে, তাহা শুনিলে অত্যন্ত নিরপেক্ষ যাহারা, তাহাদের ও গাত্র-রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। সরকার পক্ষের বার্দ্দোলীর সম্বন্ধে এরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিবার কারণ কি? প্রজাপীড়ন ত' রাজার ধর্ম্ম নহে, রাজার ধর্ম্ম—প্রজাপালন, প্রজার সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন। অ[illegible], ছাগল ভেড়ি, গো-মহিষ প্রভৃতি নিরীহ পশুগুলির উপরও অকথ্য অত্যাচার হইতেছে। 'বৃটিশ রাজ্যে স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রজাকুল খুব সুখে থাকে'—বৃটিশ রাজ কর্ম্মচারীরা এরূপ গর্ব্ব করিয়া বলেন, কিন্তু ফলে তাহার বিপরীত দেখা যায় কেন? অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই, রাজা নিরপেক্ষ থাকিলেও, কর্ম্মচারীরা প্রজার অসন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া তুলে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্ম্মচারীর উপর প্রজাগণের উপর বিচার ভার অর্পণ করা রাজার কর্ত্তব্য। রাজপ্রতিনিধির দোষ করিলেও লোকে রাজারই দোষ দিয়া থাকে। সুতরাং যতশীঘ্র বার্দ্দোলী প্রজাগণের সহিত আপোষ মিটমাট হইয়া যায়, ততই দেশের মঙ্গল। অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ সমস্ত রাজ্য দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং স্ফুলিঙ্গ বলিয়া অবহেলা না করিয়া আশা করি ভারত সম্রাট্ তাহার বিধান প্রতিবিধানে যত্নবান্ হইবেন। রাজা প্রজাবৎসল হইবেন প্রজাও রাজভক্ত হইবেন। এইরূপ দেখিতেই ভাল লাগে। নতুবা রাজার লাঠির ভয়ে প্রজা রাজার প্রশংসা করিবে, বা রাজা কেবল খাজনার লোভে প্রজাকে ভাল বাসিবেন, ইহা কখনই প্রীতি দায়ক নহে। প্রজারা কেন রাজবিদ্রোহ করিতে চায়, তাহা রাজা যদি কেবল গোলাগুলীর ভয় না দেখাইয়া স্নেহভরে তাঁহার প্রজাগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন এবং সুবিচার সঙ্গত উপায়ে প্রজাদের অভাব অভিযোগ নিরাকরণে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয় রাজ্যময় এত অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

ভুবনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৫।

"জীব জাগ"

"জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে।" শুনিয়াছি কুম্ভকর্ণ নাকি ছয় মাস নিদ্রিত এবং ছয় মাস জাগ্রত থাকিত। কিন্তু আমাদের মোহনিদ্রা কি একেবারেই ভাঙ্গিবে না। আমরা কি চিরনিদ্রিত থাকিব? আমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া কত কি স্বপ্ন দেখিতেছি আবার সেই স্বপ্নকে বাস্তব সত্য জ্ঞান করিয়া আকাশ কুসুমকে পরম সত্য মনে করিয়া আলনাস্কারের ন্যায় তন্দ্রা মধ্যে এক মিনিটেই একজন সামান্য বণিক হইতে ক্রোরপতি শেঠ হইয়া পড়িতেছি। আবার অতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত হইয়া আমাদের নগণ্য ভঙ্গুর বাণিজ্যের উপকরণ গুলিকে এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি। তজ্জন্য কাচগুলি আমারই পদাঘাতে আহত হইয়া উহাদের অন্তিম দশার চীৎকার আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে জাগরিত করিলেও আমার ঘুমের মোহ আমাকে ছাড়িতে চায় না, আবার আমি তন্দ্রাদেবীর বাহুলতায় আশ্রয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি।

আমি ঘুমের ঘোরে একবার চিন্তা করি সমাজ বা দেশের দারিদ্র্য-বিমোচন একটা মানব জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য, সুতরাং আমি সেই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজের ও অপরের সুখ সাধন করিব। জগতে সবল হইয়া বাস করা, স্বাবলম্বী হওয়া, অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে, নিজ দেশবাসীকে রক্ষা করা, স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা, বিদ্যা বুদ্ধি বলের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া জগতে বসবাস করাই মানব জীবনের পরম শান্তি।

আমরা অনেক সময় চিন্তা করি এবং সাধারণের নিকট বলিয়া থাকি আগে অভাব অসুবিধা দূর কর, পরে ধর্ম্ম করিও। সর্ব্বাগ্রে আত্ম-রক্ষা পরে ধর্ম্ম কর্ম্ম। অর্থের অভাবে খাইতে না পাইলে পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলে ধর্ম্ম আর কে করিবে? আবার কেহ বলেন, জগতের অভাব দূর করা বা দরিদ্র নারায়ণের সেবা করাই ধর্ম্ম এবং জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাই ভগবানের পূজা। আবার কেহ কেহ বলেন, যে সময় টুকু হরিনামে কীর্ত্তন করিয়া নষ্ট করা যায়, সে সময় চরকা কাটিলে দেশের কত উপকার সাধিত হয়, সে সময়টা কৃষিকার্য্যে ব্যয়িত হইলে দেশের কত উন্নতি হয়। হরিকথা প্রচার বা প্রবন্ধাদি লিখিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা ব্যবহারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করাই মানব জীবনের কর্ত্তব্য।

ওহে স্বদেশ হিতৈষী দেশবন্ধু মাতৃপূজক কর্ম্মবীর ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা একবার পর-দুঃখ-দুঃখী মহাবদান্ত অমন্দোদয় দয়াময় মায়াপুরচন্দ্র ভগবান্ গৌরসুন্দরের কথা শুনিবার অবসর পাইবে কি? পত্রিকার 'গৌরসুন্দর' নামটী দেখিয়াই হয়ত' তোমরা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া নাক সিটকাইবে। কিন্তু নাম লইয়া বিবাদ করা তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান কর। তোমরা যে সকল কথা বলিতেছ, সে সকল কথাও তোমরা গৌরসুন্দরের কথার মধ্যে পাইবে। গৌরহরির সহিত কাহারও অমিল নাই বা থাকিতে পারে না, কেননা তিনি পরিপূর্ণ বস্তু স্বয়ং ভগবান্। আমরা কিন্তু তাঁহার কথা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া তাঁহার কথায় আমাদের আস্থা হইতেছে না, এমন কি অনেক সময় আমরা তাঁহার নাম শুনিলেই চটিয়া যাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে লোকসকল যখন ধর্ম্ম কর্ম্ম বিরত হইয়া ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া বরিতে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছিল, তখনই ভগবান্ গৌরহরি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া প্রেম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাই জীবে দয়ায়, দেশ-হিতৈষিতায়, সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে নিজকে ও নিজ দেশবাসীকে উদ্ধার করার প্রকৃষ্ট উপায়—যুগমন্ত্রস্বরূপ। আজকাল যাহারা যে ব্রাহ্মণেতর জাতির অস্পৃশ্যতা ঘুচাইয়া তাহার গলে সূত্র দিয়া পরম পবিত্র করিয়া লইতেছি, ম্লেচ্ছ যবনকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শোধন পূর্ব্বক হিন্দু করিয়া নিজদের দল পুষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার দ্বারা আমাদের দেশের কি উন্নতি হইবে? সমগ্র জগৎ যদি এক জাতিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে কি হিংসা বিবাদ পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে? এক জাতি হইলেই যদি হিংসা বিবাদ জগৎ হইতে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ চীন জাপানে ঘোরতর যুদ্ধ হইত না। জাপানের কেন, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, ভ্রাতা ভগ্নীতে দ্বেষ থাকিত না। একমাত্র কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, কি উপায়ে বিবাদ সমগ্র জগৎ হইতে অনন্ত কালের জন্য নির্ব্বাসিত হইতে পারে, কি প্রকারে জগতে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্ গৌরহরি আজ আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া 'জীব জাগ, জীব জাগ' বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু আমরা এতদূর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে, সে সকল কথা একেবারেই আমাদের কর্ণ-পথে প্রবিষ্ট হইতেছে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম—প্রেম। প্রীতিই জীবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করে। প্রীতিই সর্ব্বপ্রকার বিবাদ ভঞ্জন করিয়া পরস্পর মিত্রতা সংস্থাপন করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন মনুষ্যের কথা কি বনের ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুসকলও হিংসাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই প্রীতিই জীবের নিত্য ধর্ম্ম বা একমাত্র কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিৎ। অন্যান্য কার্য্য অর্থাৎ চরকা কাটা কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি কি তবে আমরা পরিত্যাগ করিব? না শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গাছের গোড়ায় জল না দিয়া কেবল ডাল পালায় জল দিলে কোন সুবিধা হইবে না, পরন্তু গোড়ায় জল দিলে ডাল পালা স্বয়ং পুষ্টি লাভ করে।

কলির চর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি কলিরূপ ধারণ পূর্ব্বক গুপ্তভাবে বদ্ধজীব হৃদয়ে প্রবেশ করে ও তদনন্তর তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করায়। যে সমুদয় মানবগণ (১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত বা বৈধ স্ত্রীতে অযথা আসক্ত (২) জীবহিংসাপরায়ণ, (৩) পান, তামাক, গঞ্জিকা, অহিফেন ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহারে রুচিবিশিষ্ট, (৪) দ্যূত ক্রীড়া-পটু এবং (৫) অর্থকে ভগবৎ সেবায় পরিবর্ত্তে ইতর সেবায় ব্যয় করিতে উদ্যত, তাহারা কলি-হত জীব বা কলির চর এবং অবাস্তিক বলিয়া সজ্জন সমাজে উক্ত হইয়া থাকে, যথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে,

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।"

"দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

"পুনশ্চ যাচমানায় জাত-রূপমদাৎ প্রভুঃ।"

"ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥"

বর্ত্তমান যুগে কলির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল। তন্নিমিত্ত বিপ্রগণ বেদ-নিন্দক, বিপ্রগণ বেদবিহীন, প্রতিগ্রহ-পরায়ণ, অত্যন্ত কামুক, ক্রূর প্রকৃতিশালী, দ্যূতক্রীড়াপটু, চৌর্য্যবৃত্তি-বিশিষ্ট, বিধবা-সঙ্গ-লোলুপ ও জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কপট ধর্ম্মী ব্রাহ্মণ রক্তবস্ত্র পরিধান করে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্বস্ব আচার বিহীন হইয়া পাপাচরণে রত থাকে, যথাহি শ্রীপদ্ম পুরাণের ক্রিয়াযোগ সারে,—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ পাপপরায়ণাঃ।"

'নিজাচার-বিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।"

"বিপ্রা বেদবিহীনাশ্চ প্রতিগ্রহ-পরায়ণাঃ।"

"অত্যন্তকামিনঃ ক্রূরা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥"

বেদনিন্দাকরাশ্চৈব দ্যূতচৌর্য্য-করাস্তথা।"

বিধবা-সঙ্গলুব্ধাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।"

"বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণাঃ কেচিৎ মহাকপট-ধর্ম্মিণঃ।"

'রক্তাম্বরা ভবিষ্যন্তি জটিলাঃ শ্মশ্রু-ধারিণঃ॥"

"কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শূদ্র-কর্ম্মিণঃ॥"

অন্যান্য যুগে অধার্ম্মিকগণ সোজা সুজি অধর্ম্মাচরণ করিতেন, কিন্তু এই কলিযুগে তাহারা ব্রাহ্মণোচিত শিখাসূত্রাদি বা ভক্তোচিত তিলক, মালা ও বেশাদি ধারণ করতঃ কপটতার আশ্রয়ে ধর্ম্মাচরণের ভাণ দেখাইয়া অধর্ম্মাচরণে রত হইতেছে। সরলমতি অজ্ঞ মানবগণ এই শ্রেণীর বিষকুম্ভপয়োমুখ-সদৃশ বক-ধার্ম্মিকগণের ছলনায় পড়িয়া তাহাদিগের সহ ক্ষীপ্র বেগে মহারৌরবাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে সরলমতি অজ্ঞ ব্যক্তিসমূহ এবম্প্রকার কলিচরগণের ছলনায় মুগ্ধ না হয়, তজ্জন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ, পরম কারুণিক অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীমৎ চৈতন্যচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে, কপটীগণের মুখোস সাধারণের নিকট উদ্ঘাটন করিতেছেন। অতএব গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ যেমন, এক দিক হইতে দেখিলে, সরলমতি ব্যক্তিগণের উপকার করিতেছেন বুঝা যায়, তদ্রূপ, অন্য দিক হইতে দেখিলে, ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহারা কপটীদিগকে, কপট পথে যাইতে বাধা দেওয়ায়, সরল ভাবে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন। সেইজন্য "কৃতে প্রতিকৃতিং" ন্যায়াবলম্বনে কপটীগণের উচিত, গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের কার্য্যে বাধা দিবার

প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কায়মনোবাক্যের দ্বারা যতদূর সম্ভব তাঁহাদিগের সাহায্য করা। ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দর জীব উদ্ধার-কল্পে গমন করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় মহাতীর্থের অধিকাংশগুলিই বর্ত্তমানে লুপ্ত প্রায়। যাহাতে সেই সব লুপ্তপ্রায় মহাতীর্থ সকলের উদ্ধার সাধন হয় ও তাহাতে শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ বা শ্রীপাদপীঠ অচিরে স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্য করা নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না করিয়া, শ্রীমায়াপুর ধামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান ও ভক্তের নিকট অপরাধ সঞ্চয় করিতে থাকিলে, ভবকূপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ঊর্দ্ধদিকে থুৎকার নিক্ষেপ করিলে উহা অধিক ঊর্দ্ধে যাইতে না পারিয়া নিক্ষেপকারীর উপরেই যেমন পুনঃপতিত হইতে বাধ্য হয়, কপটীদিগের অপরাধময়ী চেষ্টাও সেইরূপ শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন ভক্তবৃন্দের কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে না পারিয়া কপটীগণেরই উত্তরোত্তর ক্ষতি করিতে থাকিবে।

স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রীজাতি উচ্চ শিক্ষা লাভ করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ নাই। স্ত্রীজাতি মূর্খ হইয়া কেবল পুরুষের হাতের পুতুল হউন, ইহা কাহারও অভিমত হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে এই যে, স্ত্রীজাতি এমন শিক্ষা, এমন উচ্চ আদর্শ লাভ করুন, যাহাতে করিয়া ভারতে আর্য্য নারীর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া, ইংরাজী ধরণের সভ্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া, আর্য্যমহিলার বৈশিষ্ট্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যে নারীজাগরণ, সে নারীজাগরণের আমরা আদৌ পক্ষপাতী হইতে পারি না। শিক্ষা সম্বন্ধে যদি কেবলমাত্র বুঝায়—দুই চারিখানি ইংরাজী পুস্তক মুখস্থ করিয়, ইংরাজীতে কথা বলিতে শিখিয়া, মেম সাহেবদের সঙ্গে মিশিয়া বিলাতি চাল চলন প্রচলনদ্বারা বিলাসিতা বৃদ্ধি করা, 'শিক্ষা' বলিতে যদি বুঝায় নিজেদের গৃহকর্ম্ম দাসদাসী রাখিয়া নির্ব্বাহ করা অথচ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ক্রীকেট, ব্যাডমিন্টন, ডন, বৈঠক, কুস্তী, লাঠিখেলার প্রয়োজন হওয়া, 'শিক্ষা' সম্বন্ধে যদি বুঝিতে হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ছাড়িয়া কেবল নাটক নভেল লইয়া পড়িয়া থাকা—লয়লা মজনু, রোমিও জুলিয়েট প্রভৃতির প্রণয় মহিমায় মশগুল থাকা—নৃত্যগীত বাদ্যাদি দ্বারা পরপুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করা—আমাদের আর্য্যরমণীর আদর্শ ছাড়িয়া য়ুরোপীয় মহিলাগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, তাহা হইলে সে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ আপত্তির কারণ আছে। নারীজাতি পুরুষের সহধর্ম্মিণী বটে, সে সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ স্বামীর দেহ ও মনের ধর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ মাত্র নহে। দেহ মনের ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়া স্বামীকে আনন্দদানের চেষ্টা সহধর্ম্মিণী শব্দের তাৎপর্য্য নহে। স্বামীর বাস্তবিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী স্বামীর আত্মধর্ম্ম যে ভগবৎসেবা, তাহারই সহগমন বা অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ স্বামীর সহিত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর পরিচয় দিবেন। কোন বিকারগ্রস্ত রোগীর যিনি সত্যসত্যই রোগমুক্তি কামনা করেন, তাঁহার উচিৎ নহে তাদৃশ রোগীর প্রলাপানুগামী কুপথ্য প্রদান করা বা তিক্ত ও তীব্র ঔষধাদি প্রদানে ইতস্ততঃ করা। স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ যদি তাঁহার ভগবদ্বিমুখতা-রোগগ্রস্ত স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় না দিয়া স্বামীকে এমনভাবে শুশ্রূষা করিতে পারেন, যাহা দ্বারা স্বামী সেই রোগমুক্ত হইয়া ভগবদুন্মুখতা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাকেই বলা যাইবে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য—আর তাহাতেই পাওয়া যাইবে শিক্ষার পরিচয়।

এখন কথা হইতেছে, সে শিক্ষাদাতা শিক্ষক হইবেন কে? জাগতিক কলাকুশল দেহ ও মনোধর্ম্মাভিজ্ঞ কোন বদ্ধজীব না আর কেহ? উত্তর—বদ্ধজীবের শিক্ষা জীবকে ভবরোগ হইতে কখনও মুক্তিদান করিতে পারিবে না, বরং যাহাতে জীব আরও রুগ্ন হইয়া পড়ে, তাহারই ব্যবস্থা করিবে মাত্র। সুতরাং যিনি ভবরোগমুক্ত, পরবিদ্যায় পারঙ্গত, ভগবৎ-সেবাপরায়ণ, তাঁহারই শিক্ষা জীবের নিত্যমঙ্গলবিধাতা। নারীগণ যদি তাদৃশ পরতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিয়া, পরবিদ্যা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহধর্ম্মিণীও হইতে পারিবেন, সন্তান সন্ততিগণকেও সৎশিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন। গৃহলক্ষ্মীগণ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর অংশ। লক্ষ্মীদেবীর সেবা ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর সেবায় নিয়োজিত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কখনও কর্ত্তব্য নহে। গৃহলক্ষ্মীগণ যদি ভগবদ্ভক্তি যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দৃষ্টান্তে স্বামী পুত্রকন্যা সকলেই ভক্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন—সংসার অতি সুখের হইবে। সদ্গুরুর আনুগত্যে গৃহে গৃহে গীতা-ভাগবত-কথা আলোচনা হইতে থাকিলে অল্প দিনের মধ্যেই দেখিবেন, গৃহের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে—সমাজের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়াছে। তখন আর নারীগণের প্রকাশ্য সভায় পুরুষ মানুষের মত বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে হইবে না, 'নারীজাগরণ' 'নারীজাগরণ' করিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে হইবে না। ভারতীয় মহিলাগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁহারা য়ুরোপীয় সভ্যতা অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেদের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের রামায়ণ মহাভারত গীতা ভাগবতে ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য শিখিবার অনেক বস্তু আছে। ভারতীয় নারীকে বিদেশীয় হাবভাব শিখিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমরা অবশ্য ইংরাজী ফরাসী জার্ম্মাণী প্রভৃতি ভাষার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। আমরা বলিতে চাহি, সে সকল দেশের ভাষা শিখিতে গিয়া আমরা তাহাদের রুচিরও অনুকরণ না করিয়া বসি। আমাদের ইচ্ছা, গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহেই থাকিয়া গৃহের উন্নতি বিধান করুন, স্বামী সৎপথে থাকিলে নিজেও স্বামীর সৎকার্য্যের সহায়তা করুন, নতুবা উন্মার্গগামী স্বামীকে সন্মার্গে আনিবার চেষ্টা করুন। ঘরে ঘরে মঙ্গল বিরাজ করিলে আর দেশের উন্নতি হইতে বিলম্ব হইবে না। বিদেশীয় রুচি ভারতীয় রমণীর পক্ষে কখনও অনুকরণীয় হইতে পারে না।

ভারতীয় রমণী উচ্চশিক্ষা বলিতে কেবল এম, এ, বি, এ পাশ করাকেই না বুঝিয়া বসেন। উপনিষদ্ বলেন, যে বিদ্যাদ্বারা পরমব্রহ্ম ভগবান্‌কে জানা যায়, সেই বিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বোত্তমা বা পরবিদ্যা; যে বিদ্যা তাহা জানিতে বাধাপ্রদান করে, তাহা অপরা বিদ্যা।

সুতরাং সেই পরবিদ্যালাভের জন্যই রমণীগণ সচেষ্ট হউন। ব্যায়াম করিবার দরকার হয়, ঝিচাকরের হস্ত হইতে গৃহকর্ম্ম গুলি লইয়া নিজেরা স্বামী পুত্রের সেবা নিজেরা করুন, গান করিবার ইচ্ছা হয়, ভগবন্নাম গান করিয়া স্বামী পুত্রকে শ্রবণ করান, পর পুরুষকে গান শ্রবণ করাইবার জন্য তাঁহাদের ব্যগ্রতার কোন আবশ্যক নাই। নতুবা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে নৃত্যগীত বাদ্যের চর্চ্চা না হওয়াকেই আমরা সমাজের [illegible] মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করি। [illegible] এক এক সময়ে এক একটী রুচির [illegible] উঠিতে থাকে, আর তাহা অনুমোদন করিবার জন্য লোকও অনেক জুটিয়া যায়, জিদও ধরিয়া যায়, আন্দোলন [illegible] রাখিতেই হইবে; কিন্তু বিজ্ঞ [illegible] ভবিষ্যৎ বিচার করিয়া কার্য্যে [illegible] হন। তাঁহারা হুজুগে প্রমত্ত [illegible] না। নারীজাতির উন্নতির পথে [illegible] কণ্টক দিতে চাহি না, কিন্তু [illegible] তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতিবিধান [illegible], তাহারই পরামর্শ দিতে চাহি। [illegible], মহিলাগণ আমাদের বক্তব্য একটু ধীর স্থির চিত্তে ভাবে আলোচনা করিবেন, শুদ্ধ বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ভবিষ্যতের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

আপনারা কেমন সাধু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আপনারা খোলাকে টাকা করিতে পারেন না, কাঙ্গালকে ধনদান করিতে পারেন না, পদব্রজে পদ্মানদী পার হইতে শিখেন নাই, চন্দনে বিষ্ঠা, বিষ্ঠাতে চন্দন-গন্ধ করাইতে পারেন না, অপুত্রককে পুত্র প্রাপ্তির বর দেন না, ব্যারাম পীড়া দূর করিবার জন্য, মন্ত্র, তন্ত্র, তাবিজ, কবজ, মাদুলী, ছাই, ভস্ম, কিছুই আপনাদিগের নিকট পাওয়া যায় না, 'ভুটা বাড়ীর কোন সংবাদই আপনারা রাখেন না, তবে আপনারা কেমন সাধু! আমার ভোগের কোন দিক দিয়াই যদি আপনারা একটুকু আধটুকু সুবিধা করিয়া না দেন, তবে আর যে আপনাদের নিকট কি পাওয়া যাইবে না যাইবে, তাহা ত' চক্ষে দেখিব না? বুদ্ধিরও অগোচর।

ধন, জন, রূপবতী ভার্য্যা ইত্যাদির উন্নতি না হইলে স্বয়ং ভগবানকেও মানিতে রাজি নই। এমন কি ভগবান আছেন কিনা সে সম্বন্ধেও বহুবিধ সন্দেহ উপস্থিত হয়। আর যদিও বা ভগবান থাকিয়া থাকেন, তবে থাকুন। তিনি তাঁহার মত আছেন, আমার তাহাতে লাভ কি? বরং তাঁহার সংবাদ রাখিলে লোক্‌সানই দেখা যায়।

তার পর সাধারণ মানুষ অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বোধে আপনাদের নিকট যাইয়া থাকি; দেখি তবু ঐরূপের কোন একটী সুবিধা আপনাদিগের দ্বারা হাসিল করাইয়া লইতে পারি কিনা! দায় ঠেকিয়া আপনাদের সহিত মিশিতে হইবে বলিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করি। ওরে বাবা! আগে কে জানিবে যে, আপনারা এত চতুর! আমার কপটতা আপনাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির আড়ালে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হইল না! ছোট বেলায় শুনিতাম "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" সমস্ত চতুরের উপর সুচতুর শ্রীভগবান্! সেই চতুর-চতুরকে যাঁহারা ভক্তি-বলে বশ করেন, তাঁহারা কত বড় চতুর, তাহা মাপিবার যন্ত্র জগতে নাই।

আপনাদিগের আচার ব্যবহার বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া মালুম হয়, এই বাক্যটী বর্ণে বর্ণে সত্য। অনিত্যে নিত্যবোধ—এই দুর্ব্বুদ্ধিতে এত বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে

এতদিন বুঝিতাম, সাধু বলিতে পূর্বে আমরা ঐরূপ বেষধারীকেই লক্ষ্য করিতাম। যাঁহারা কাপড়, চিমটা গাঁজার কল্কী, ঝোলা ধারণ করিতেন, তাঁহারাই বুঝি সাধু। কিন্তু আপনাদের চক্ষে দেখিতে গেলে উঁহারা যে সাধারণ লোক অপেক্ষাও চতুরতা বর্জ্জিত। কারণ অনেক সময় তাঁহাদের চোখে ধুলা দিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিয়া লওয়া যায়। আর তাঁহারাও অনেক সময় কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার কবলে পতিত হন। কিন্তু আপনারা দেখিতেছি, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার মাথায় পদাঘাত করিয়া গন্তব্য স্থানে অনায়াস গতিতে চলিয়াছেন। আর জগতের বড় বড় নামী দামী মাথা গুলিকেও মস্তিষ্ক-বিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। সত্যি সত্যি আপনারা বৈকুণ্ঠদূত কৃষ্ণের একমাত্র নিত্য সেবক সাধু। আপনাদেরই শ্রীচরণ-প্রসাদে একমাত্র সাধু ও সাধুর উপাস্য বস্তুর সন্ধান জীব পায়। তখন আর তাহার দেহি দেহি বোল থাকেনা। দেওয়া লওয়া বণিগ্ বৃত্তি পরিহার করতঃ—নির্হৈতুক নিষ্কাম ব্রহ্মণ্য বৃত্তি লাভ করিয়া, জীব পরাশান্তি পায়। আপনাদের কৃপায়ই যেন বুঝি, আপনারা—কেমন সাধু।

"সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্‌ঠা ঝুট্টা জগৎ ভুলাই"

সত্য কথা বলিতে গেলেই ত' লোকের কাছে মন্দ হইতে হইবে। কিন্তু চোখের সামনে সত্যের অমর্য্যাদা হইতে দেখিলে কোন্ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাহা চুপ্ করিয়া সহ্য করিতে পারে? যিনি সত্যকে অনাদৃত লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও তৃণাদপি সুনীচ সাজিতে চাহেন, তিনি তৃণাকীর্ণ ক্ষেত্রে যাইয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে থাকুন, আমরা সেরূপ সুনীচতা চাহি না। আমরা সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মান অপমান ঘৃণা লজ্জা ভয়—সব দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া অমিতবিক্রমে সত্যাপলাপকারীর সম্মুখীন হইতে চাই, ইহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

কলিকাতার চাল্‌তাবাগানের মিলন মন্দিরে লোক সংগ্রহের জন্য ত' অনেক উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। হারমোনিয়াম বেহালার সঙ্গে মিঃ বসুর রসকীর্ত্তন, ব্রজবাসীর মাথুরকীর্ত্তন, বৈষ্ণব-প্রদর্শনী প্রভৃতি কত কাণ্ডই না করা হইয়াছে! প্রায় প্রত্যেক শনি রবিবারে অফিসের কর্ম্মচারী, স্কুল কলেজের শিক্ষক, গৃহব্রত গোঁসাই লইয়া ত' বেশ একটী বৈঠক বসে; পাঠ, বক্তৃতা, গান বাজনাও অনেক হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, এই সকল তাঁহারা ভক্তি বা ভুক্তি, এই দুইটীর কোন্‌টী বলিয়া থাকেন? 'ভুক্তি' বলিলে আমাদের কোন আপত্তির কারণ থাকে না; কারণ কত ইভ্‌নিং ক্লাব, গার্ডেন পার্টি, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণাগার জগতে আছে, মিলনমন্দিরও যদি তাহাদেরই অন্তর্গত কোন একটী স্থান হয়, তবে হউক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু 'ভজন স্থান' বলিয়া যেস্থানকে প্রচারের চেষ্টা, সেখানে তৌর্য্যত্রিক ব্যসন কেন থাকিবে? রসগান শ্রবণ করিবার অধিকারী চাল্‌তে বাগানের কোন্ লোকটি হইয়াছেন, তাহা দয়া করিয়া কেহ আমাদিগকে জানাইবেন কি? স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর যাহা তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সহিত নিভৃতে আস্বাদন করিতেন, মিলন মন্দিরের গৃহব্রত সভ্যবৃন্দ কি সে অধিকার লাভ করিয়াছেন? চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, রায়ের নাটক গীতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনার অধিকার কে কাহার নিকট হইতে পাইয়াছেন এবং কে কাহাকে সে অধিকার দিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে জানাইবেন কি? শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, তেত্রিশ অধ্যায় ত্রিংশ শ্লোকে অনধিকার চর্চ্চার পরিণাম সম্বন্ধে কেহ কিছু আলোচনা করিয়াছেন কি? তৌর্য্যত্রিক কাহাকে বলে আর কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে নৃত্যগীত-বাদ্যাদি কাহাকে বলে, তাহা কি কেহ জানেন? ভক্তি রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে ক্রমপন্থানুসরণ না করিয়া কি একেবারেই সাধ্যাবস্থা লাভ হয়? সাধন ভক্তির প্রথম স্তর শ্রদ্ধাই কাহারও হইয়াছে কিনা, তাহাই সন্দেহ, তাহার উপর গুরুপাদাশ্রয়, গুরূপদিষ্ট ভজনক্রিয়ানুশীলন, তৎসঙ্গে সঙ্গে অনর্থনিবৃত্তি, তৎসঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, রুচি, তৎপরে সপ্তম স্তর আসক্তি, তাহার পর ভাবভক্তি, সর্ব্বশেষে প্রেমভক্তি। কোথায় সাধনাবস্থা আর কোথায় সাধ্যাবস্থা, তাহা কি সদ্‌গুরুমুখে কাহারও শ্রবণ হইয়াছে? যদি হইয়া থাকিত, তাহা হইলে ব্যসনের এত আয়োজন হয় কেন?

আমরা অবশ্য শুনিতে পাই, চাল্‌তে বাগানে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক ভদ্রলোক গিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, তাঁহারাও তাঁহাদের অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তাঁহারা কি সত্যসত্যই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণার্থ তথায় একত্র মিলিত হন না কেবল কর্ম্মজীবনের ক্লান্তি অপনোদন-মানসে কিছুক্ষণ ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের নামে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণার্থ মিলিত হইয়া থাকেন?' কেবল গৌড়ীয় মঠের প্রতিযোগিতা করিবার জন্য একটী সম্মিলনী খাড়া না করিয়া গৌড়ীয় মঠ কি বলেন, তাহা নিরপেক্ষ হইয়া শুনিবার পক্ষে কোন আপত্তি ছিল? কি! ঔদার্য্য-বিগ্রহ মহাবদান্য গৌরসুন্দরের ভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া হৃদয়টা এত সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবার আবশ্যক কি? চাল্‌তে বাগান যেন মনে করেন, গৌড়ীয় মঠ তাঁহাদের হিত চেষ্টা ভিন্ন কোন দিন কোন অহিত চেষ্টা করেন না। তাঁহারা সত্যের অমর্য্যাদা সহ্য করিতে পারেন না, তাই তাঁহারা উপযাচক হইয়া এত কথা বলিয়া ফেলেন।

শুধু চাল্‌তে বাগান কেন, সমস্ত গৌড়ীয় নামধারী সম্প্রদায় গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়—শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ, পঠন, বিচারণপর হউন, মৎসরবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের নিকট ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়ার ক্রমপন্থা জানিয়া লউন, নিজেদের জিদ ছাড়িয়া যাহাতে সত্য সত্য মঙ্গল হয় তাহা করুন, তৌর্য্যত্রিক দ্বারা কখনও কৃষ্ণপ্রীতি উৎপাদন করা যায় না। গৌড়ীয় মঠ কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নহেন, তিনি নিরপেক্ষ বাস্তব সত্যের কীর্ত্তনকারী। সুতরাং মিছামিছি একটা প্রতিদ্বন্দ্বিভাব পোষণ করিয়া নিজেদের পায়ে নিজেরা কুঠারাঘাত না করিয়া তাঁহারা বাস্তব কথা শ্রবণ করুন, তাঁহাদের মঙ্গল হইবে, তাঁহারা অসত্যকে আর সত্য বলিয়া মানন না করিয়া সত্য সত্যই সত্যকে 'সত্য' বলিয়া মান্য করিতে পারিবেন। —সত্যমেব বিজয়তে।

স্বাস্থ্য-সমাচার

পানীয় জল ও সংক্রামক ব্যাধি

অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধি যে দূষিত পানীয় জল হইতে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এই যে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বিসূচিকা প্রবেশ করিয়া পল্লীসমূহকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় দূষিত জলই এই সংক্রামকব্যাধির উৎপত্তির একমাত্র হেতু। কি প্রকারে জল দূষিত হয় এবং কি প্রকার ভাবে সেই দূষিত জল পান করিয়া মানবগণ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া কেহ বা যমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, কেহ বা যমমন্দির দর্শন করিয়া অতিকষ্টে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পল্লীবাসীরা সাধারণতঃ কূপ, পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া থাকেন' আদর্শ (আইডিয়াল) পাকা কূয়ার জল খুব কমই দূষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রামেই পাত কূয়া এবং দুই একটী গ্রামে যদিও পাকা কূয়া আছে, কিন্তু যাহাতে ঐ সকল কূপের জল দূষিত না হইতে পারে তাহার কোনও বন্দোবস্ত নাই। আমরা আদর্শ কূপের বিবরণ বারান্তরে প্রকাশ করিব।

তিনটী কারণে সাধারণ কূয়ার জল দূষিত হয়।

১। কূপগুলি অনাবৃত থাকে এবং কূপের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহের পত্রাদি তাহাতে পড়িয়া পচিতে থাকে সুতরাং তাহাতে জল দূষিত হয়। তদ্ব্যতীত ক্ষেত্র প্রাণিসমূহের পুরীষও কূপে পতিত হইয়া উহার জল দূষিত করে।

২। কূপের নিকটে স্নান এবং বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়। ঐ দূষিত জল কূপে প্রবেশ করিয়া জল দূষিত করিয়া থাকে।

৩। কূপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে যে বৃষ্টিপাত হয়, সেই বৃষ্টির জল মাটীর নীচদিয়া কূপের জলের সহিত সংলগ্ন হয়। অধিকাংশ কূপেরই নিকটবর্ত্তী স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করা হয়। সুতরাং ঐ দূষিত পদার্থ বারিপাতের সহিত কূপের জলে মিশ্রিত হইয়া উহা দূষিত করিয়া থাকে।

যে সমুদয় কারণে কূপের জল দূষিত হয়, পুষ্করিণী এবং নদীর জলও সেই সকল কারণে দূষিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত স্নানাদি কার্য্যেও জল দূষিত হইয়া থাকে। নদী সমূহের উভয় তীরেই পুরীষ ত্যাগ করা হয় এবং নদী ও পুষ্করিণীতে অশিক্ষিত লোকেরা শৌচকর্ম্ম করিয়া থাকে।

উপরে জল দূষিত হওয়ার যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইল, শিক্ষিত লোক মাত্রই তাহা অবগত আছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। দূষিত জল কিরূপ ভাবে সংশোধিত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

জল সিদ্ধ করিলে তাহাতে যে সকল রোগের জীবাণু থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া থাকে। এই সহজ উপায়ে কি ধনী কি নির্ধন সকলেই জল সংশোধিত করিতে পারেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সিদ্ধ জলের গন্ধে বমি আসিতে চায়। কিন্তু পূর্ব্বের দিন জল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অতি সামান্য কর্পূর দিয়া রাখিলে তৎপর দিবস উহা অতি উত্তম পানীয় হইয়া থাকে। সমস্ত সময়েই বিশেষতঃ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের সময় এই উপায় অবলম্বনে জল সংশোধিত করিয়া পান করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে অনেকে ইহা অবগত হইয়াও আলস্যবশতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করেন না।

যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারা

বার্কফিল্ড অথবা প্যাষ্টিয়ার চেম্বারলেণ্ডের ফিল্‌টারে জল সংশোধিত করিয়া লইতে পারেন। অনেকে তিনটী কলসীর সাহায্যে জল সংশোধিত করেন, বস্তুতঃ নিয়মিত যত্নের অভাবে তাহাতে জল সংশোধিত ত হয়ই না, অধিকন্তু অনেক সময় জল আরও বেশী দূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই উপায় অবলম্বন না করাই ভাল।

প্রতি গ্রামে গ্রামে যাহাতে আদর্শ কূপ খনন হইতে পারে, তন্নিমিত্ত পল্লী-হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। গ্রামে গ্রামে পথিকের সুবিধার নিমিত্ত পথিপার্শ্বে নলকূপ খননের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

স্নানের এবং পানীয় জলের নিমিত্ত বিভিন্ন পুষ্করিণীর ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পানীয় জলের কূপ অথবা পুষ্করিণী সমূহের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বৃক্ষগুল্মাদি যাহাতে না থাকে এবং কেহ মল মূত্রাদি ত্যাগ না করে তদ্বিষয়ে গ্রামের পঞ্চায়েত মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

নদী-তীরে যাহাতে কেহ মলমূত্রাদি ত্যাগ না করেন, তৎপ্রতিও যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য নদীতীরে পাহারা দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে কিন্তু, সভা করিয়া অশিক্ষিত লোকের নিকট এই বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহারা হয়ত এই কার্য্য হইতে নিরত থাকিবে। পুণ্যসলিলা নদী সমূহের তীরে পুরীষ ত্যাগ করা ভীষণতম অপরাধ এবং তন্নিমিত্ত নিরয়গামী হইতে হয়, ইহা সকলেরই বুঝা উচিত।

কূপের জল কি প্রকার ভাবে সংশোধিত করিতে হয়—কূপের বিষয় আলোচনার সময় আমরা তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিব।

সমালোচনা

'আর্থিক উন্নতি' নাম্নী একটী মাসিক পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকা খানি শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১০৭নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহার সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা মাত্র, পত্রিকাটী আর্থিকগণের বড়ই আদরের জিনিষ হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে এইরূপ একটী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়াই আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মাণ, জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা দেশ সমূহও আজ এই আর্থিক উন্নতি করিতে গিয়া সর্ব্বতোভাবে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আর্থিক উন্নতি ব্যতীত অন্য জাগতিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অর্থোপায়ের যতপ্রকার উপায় আছে, তাহা এই পত্রিকাটীতে আলোচিত হইয়া থাকে, যাবতীয় পার্থিব উন্নতি পরমার্থে পর্য্যবসিত হইলে পরম আনন্দের বিষয় হয়।

নানা কথা

বৃন্দাবন সমাচার

১। শোকসভা।

পূজ্যপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহোদয়ের পরলোক গমনের পর গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় শ্রীশ্রীশ্যামারমণ প্রাঙ্গণে শোকসভা আহূত হয়। বিশেষ গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ শ্রীযুত রাধারমণ গোস্বামীজী সর্ব্বসম্মতক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীযুত কামিনী বল্লভ গোস্বামীপাদ, শ্রীযুত গোপীদাস বাবাজী মহারাজ সিদ্ধান্ত বাগীশ, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

২। চৌষট্টি মহান্তের সমাধি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা নিবাসে, চৌষট্টি মহান্তের সমাধিক্ষেত্র বর্ত্তমান, তথাকার বর্ত্তমান সমাধি-সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী নামক জনৈক ভেকধারী বাবাজী, তাহার কিছু দেনা হইয়াছে, তজ্জন্য আনন্দ বাজার পত্রিকায় সাহায্যের জন্য আবেদন পত্র বাহির করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধাম বৃন্দাবনের ব্রজমণ্ডল সেবাসঙ্ঘ তাহার দুশ্চরিত্রতা এবং কলি জনোচিত ব্যবহার উল্লেখ করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কি ব্রজমণ্ডলে কি নবদ্বীপে ভেকধারী বাবাজী দিগের দুশ্চারত্রের কথা সর্ব্বত্রই লোক-সমাজে শুনা যায়। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অতীব দুর্লভ।

৩। শ্রীশ্রীজগদীশকুঞ্জ।

শ্রীশ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের একজন মহান্ত। তাঁহার নামীয় শ্রীজগদীশ কুঞ্জ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বরাবরই ঐ কুঞ্জের ঠাকুরের সেবা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীপাট যশড়া নিবাসী শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পরিবার ৺নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী অনেক দিন যাবৎ ঐ কুঞ্জের ঠাকুরের সেবক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র এক্ষণও বর্ত্তমান। এই অবসরে শ্রীশ্রীরাধা-নিবাস-বাসী স্মার্ত্ত মতাবলম্বী শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ভিন্ন-সম্প্রদায়ী হইয়াও জোর পূর্ব্বক কুঞ্জ দখল করিতেছেন ও তাড়াটিয়া-গণকে নালিশ করিয়া ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কি এমন কোন লোক নাই যে এই সম্পত্তি গৌরের সম্পত্তি বলিয়া রক্ষা করেন? সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী দিগের সম্পত্তিতে এত লোভ কেন? ধন্য কলি!

নিবেদক—
শ্রীনিতাই চরণ দাস
শ্রীবৃন্দাবন ধাম

শোক সংবাদ

গত সোমবার দেশের একনিষ্ঠ, আদর্শ কর্ম্মবীর রায় নলিনী মোহন শেঠ বাহাদুর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ভারতমাতার কর্ম্মিসন্তানগণ তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি।

সূর্য্যমণ্ডলে অধিরোহণ চেষ্টা

মানুষের আশা কখনও মিটিতেছে না। প্রথমাবস্থায় মানুষ পায় হাটিয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করিত। পরে বন্য ঘোড়ায় আরোহণ করিত, ক্রমে ক্রমে ঘোড়া ও গরুর গাড়ী চলিতে লাগিল, ইহাতে শান্তি হইল না পরে ইঞ্জিনাদি প্রস্তুত করিয়া রেলে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে একমাত্র স্থলপথের সুবিধা হইল দেখিয়া জলপথে চলাচলের জন্যও নৌকা ও পরে ষ্টিমারাদি আবিষ্কার করিয়া ইন্দ্রিয়ের সুখ মিটাইতে প্রয়াস পাইতেছে। তাহার পরে মোটরাদি করিয়া অতি অল্প সময়ে অনেক দূর যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছে এবং শুনিতে পাই জলের মধ্য দিয়াও নাকি যুদ্ধের জাহাজ চলিয়া থাকে। জলপথে স্থলপথে, বায়ুপথে গমনাগমন করিয়াও যখন মানুষের আশা মিটিলনা তখন সূর্য্যমণ্ডলে গমনের জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, গত ১৯শে মে তারিখে নাকি ব্রিমেন সাহেবের কোন এক বিশেষ যানের সাহায্যে সূর্য্য মণ্ডলে অধিরোহণ করিবার কথাছিল। আমরা আশাকরি, তিনি একার্য্যে সফলতা লাভ করুন, ইহাতে জাগতিক বিজ্ঞানেরই উন্নতি দেখা যায়। যদি ভারতবাসী এইরূপ কার্য্যে সাহসী হয়, তাহা হইলে আরও আনন্দের বিষয় হয়।

ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি।

অত্র কয়েক বৎসর যাবৎ দেখিয়া আসিতেছি যে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলে প্রায় সব লাইনেই ফিমেল কম্পার্টমেণ্টগুলি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ কোন লক্ষ্য রাখিতেছেন না। পূর্ব্বে গাড়ীখানি প্লাটফরমে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন কর্ম্মচারী আসিয়া উক্ত গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইতেন এবং কোনও পুরুষ লোক ঐ গাড়ীর ভিতর প্রবেশ না করে ও মেয়েদের গাড়ী আরোহণে বিঘ্ন না জন্মায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। অধুনা সে বিষয়ে কোন যত্ন দৃষ্ট হয় না। তাহাতে অনেক লোক সুযোগ পাইয়া বিনা লগেজে অনেক মাল পত্র স্ত্রীলোকের গাড়ীতে যাইয়া বোঝাই করে, ফলে স্ত্রীলোকদের বসিবার নানা অসুবিধা হয়, তাহা ছাড়া পুরুষলোক বারে বারে তাহাদের মাল পর্য্যবেক্ষণাদিছলে আসায় স্ত্রীলোকেরা বড় সঙ্কোচ বোধ করে। যাহাতে প্রয়োজনমত মুটে ছাড়া আর অন্য ব্যক্তি মেয়ে গাড়ীতে প্রবেশ না করে, কাহারও আত্মীয় মেয়েছেলের তত্ত্বাবধান আবশ্যক হইলে পুরুষগণ যাহাতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিম্বা গাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া অন্যান্য স্ত্রীলোকের অসুবিধা না জন্মান, তদ্বিষয়ে রেলকর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, ফিমেল ক্যারেজে স্থানাভাব বশতঃ স্ত্রী-যাত্রিগণের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া মেল কম্পার্টমেণ্টে স্থান লইতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষগণের এরূপ স্থানাভাব দূরীকরণেও চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। পুরুষেরা ভিড় ঠেলিয়া যেমন তেমন করিয়া বসিবার স্থান করিয়া লইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা ত আর তাহা পারে না? কাজেই তাহাদের যে অসুবিধা তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। রেলের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে দেখা যায়, অধিকাংশই ত' ভারতীয়। তাঁহারা কি তাঁহাদেরই দেশীয় মা ভগিনীদের সুবিধার জন্য কোন যত্ন লইতে পারেন না? কোন য়ুরোপীয় মহিলার স্থানাভাব দূর করিতে দেখিতে পাই ষ্টেসন-ষ্টাফের সমস্ত কর্ম্মচারী সসব্যস্ত। তাঁহাদের দেশের মা ভগিনীদের মান ইজ্জত কি তাঁহারা এতই তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন যে তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে বসিবারও একটু স্থান পাইবেন না?

যাহা হউক সত্বর ইহার প্রতিকারের জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৫।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

ভারতীয় ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রের প্রধান ঘটনা বলিতে হইবে। এই তুমুল সংগ্রামে বহু রাজা একত্রিত হইয়া স্বর্গারোহণ করেন। এই যুদ্ধের সবিশেষ বিবরণ ভারতবাসীর কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণন এইস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল বক্তব্য এই যে ঐ যুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মাগধরাজ জরাসন্ধ ভীম কর্ত্তৃক হত হন। মগধরাজ্য প্রত্যাপোন্মুখ ছিল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর বংশও পরীক্ষিতের সময়ে অনেক দিবস পর্য্যন্ত রাজারা গঙ্গা ও যামুন প্রদেশ ভোগ করিয়াছিলেন, তথাপি তৎকালের সাম্রাজ্য মাগধ রাজের করে ন্যস্ত ছিল, কেন না পুরাণ সকলে তৎকাল হইতে মাগধ রাজাদিগের নামাবলী প্রাধান্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কোন্ সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণ স্থির করিতে হইবে, এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহারাজ পরীক্ষিতের আবির্ভাব হয়। মহারাজ পরীক্ষিতের আবির্ভাব সময় হইতে নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত এক হাজার একশত পঞ্চদশ বর্ষ বিগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্ বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরম্॥

নবম স্কন্ধে কথিত হইয়াছে যে, মার্জ্জারী হইতে রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত কুড়িজন, বৃহদ্রথ বংশীয় রাজারা সহস্র বর্ষ ভোগ করিবেন। বায়ুপুরাণে ঐ বিংশতি রাজার উল্লেখ করিয়া অনন্তর পাঁচজন প্রদ্যোতন একশত আটত্রিশ বৎসর এবং শিশুনাগাদি দশজন ৩৬০ বৎসর ভোগ করিলে ক্রমে নন্দ ১০০ বর্ষ ভোগ করিবে এইরূপ কথিত আছে।

নব নন্দের প্রথম নন্দকে লক্ষ্য করিলে প্রায় ১৫ শত বৎসর হইবে। পুনশ্চ ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল পরীক্ষিতের সময় মঘাকে আশ্রয় করিয়াছিল। যে সময় তাহারা মঘা পরিত্যাগ করিবে, তখন কলির ভোগকাল ১২ শত বৎসর হইয়া যাইবে। ১২ শত বৎসরে ৯ নক্ষত্র ভোগ হইলে প্রতি নক্ষত্রে ১৩২ বৎসর ৩ মাস ভোগ হয়। যখন সপ্তর্ষি অতঃপর পূর্ব্বাষাঢ়ার পরম ভাগে অপর নন্দ রাজা হন তখন। ১১টি নক্ষত্র পুনর্ব্বার প্রতিক্রম কাল ১৫ শত বৎসরের অধিক হয়। নন্দিবর্দ্ধনের রাজা সমাপ্তি পর্য্যন্ত ১১৩৫ বৎসরে ১৬ জন শিশুনাগ রাজাদের রাজ্যকাল ৩৬০ বৎসর যোগ করিলে ১,৪৯৫ বৎসর পাওয়া যায়। এস্থলে রাজ্যকাল সংখ্যা ও সপ্তর্ষি গতিকাল সংখ্যায় মিল হয়। পূর্ব্বে যাহা স্থির হইয়াছে তাহাই দৃঢ়তর হইল, কিন্তু ভাগবতে সপ্তর্ষিবিবরণ ১০০ বৎসর আছেন এই বাক্যে অনেকের এইরূপ বোধ হইবে যে, প্রতি নক্ষত্রে এক একশত বৎসর সপ্তর্ষি থাকেন, কিন্তু শুকদেব যে কালে মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবতোপদেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে মঘানক্ষত্রে সপ্তর্ষি ১০০ বৎসর থাকিবে বুঝিতে হইবে, শুকদেবের বক্তৃতার পূর্ব্বে সপ্তর্ষিদিগের পূর্ব্বে ৩৩ বৎসর ৩ মাস মঘা ভোগ হইয়াছে বলিলে আর কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব নন্দিবর্দ্ধনেরও অভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর পরে কলি সমৃদ্ধ হইয়া অপর নন্দের সময় হইতে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কেন না নন্দিবর্দ্ধনের ৫টী রাজার পরে অজাত শত্রু রাজা হন, তাঁহার সময়ে শাক্য সিংহ অচ্যুতভাব বর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বৈষ্ণবাপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

মায়া-মুগ্ধ জীবসমূহ অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ হইয়া বহির্ম্মুখ স্রোতে ভাসমান। বহির্ম্মুখতাহেতু, ভগবানের সেবা করা দূরে থাকুক, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে নারাজ। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস বা তাঁহার সেবা না করায়, ইহারা তাঁহার চরণে অপরাধী। যদিও মায়া মুগ্ধ জীব মাত্রই ভগবচ্চরণে অপরাধী, তথাপি তাহাদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া সর্ব্বজীবৈক-সুহৃৎ ভগবান, তাঁহাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে কৃপাপূর্ব্বক যুগে যুগে স্বয়ং ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং সময়-সময়ে নিজ প্রিয় সেবকদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া থাকেন। ভগবচ্চরণে কৃতাপরাধ হইতে ভগবৎ কৃপায় বরং উদ্ধারের আশা আছে বটে, কিন্তু ভগবৎ প্রেরিত ভক্তদিগের চরণে যদি কেহ অপরাধ করে, তাহা হইলে ভগবান্ সেই অপরাধকারীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন ও তাহাকে আর পূর্ব্ববৎ কৃপা করেন না। এই জন্য ভক্ত বা বৈষ্ণবদিগের চরণে যাহাতে কোন প্রকার অপরাধ না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগের [illegible] ব্যবহার নিশ্চয় করা একান্ত কর্ত্তব্য, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে;—

"যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥"
"তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥"

বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তিলতা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তাই কোন মহাজন বলিয়াছেন "ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।" যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব-সেবা করে না, মহাজন-বাক্য লঙ্ঘনকল্পে তাহারা বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী হয়। সুতরাং যাহারা বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে দণ্ডায়মান হয় ও তাঁহাদিগের সেবা-কার্য্যে বাধা দিবার জন্য যত্নশীল হইয়া থাকে, তাহারা যে ঘোরতর বৈষ্ণবাপরাধে লিপ্ত হয় ইহা কোন্ ধীর ব্যক্তি না স্বীকার করে?

অপরাধ যেমন যেমন বৃদ্ধি পায়, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন সৌভাগ্য ক্রমে সঞ্জাত কোমল ভক্তিলতিকার উপর অপরাধোত্থ 'ভুক্তি', "মুক্তি", "নিষিদ্ধাচার", "কুটীনাটী", "জীবহিংসা", "লাভ" "পূজা", ও "প্রতিষ্ঠাদি" অসংখ্য কঠিন উপশাখাগণ সেই পরিমাণে জন্মিতে থাকে। উপশাখাগণ যে মাত্রায় বড় ও মজবুত হইতে আরম্ভ করে, অনুশীলনাভাবে ক্ষীণ ভক্তিলতার বৃদ্ধিও সেই পরিমাণে রুদ্ধ হইতে বাধ্য হয়, যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।"
"ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা"
"নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী জীবহিংসন।"
"লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি
যত উপশাখাগণ॥"
"সেক-জল পাঞা উপশাখা
বাড়ি যায়।"
"স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়।"

বর্ত্তমান কালে দেখা যাইতেছে যে কতিপয় বৈষ্ণবদ্রোহিগণ অপরাধ ফলে গৌড়ীয় মঠস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা কার্য্যে অযথা বাধা দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছে। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, একমাত্র বৈষ্ণবাপরাধই ঐরূপ অসৎ চেষ্টার মূলীভূত কারণ। যদি তাহারা নিষ্কিঞ্চন ভক্তবৎসল হইত, তাহা হইলে সজাতীয়তা লক্ষণে গৌড়ীয় মঠস্থ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভক্তগণের কার্য্যে প্রীতিপূর্ব্বক সহায়তা করিতে থাকিত। এখন সহায়তার পরিবর্ত্তে তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে, তখন স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, সেই সকল ব্যক্তি নিষ্কিঞ্চন দিগের সহিত জাতিতে "স্বজাতি" এক নহে। যাহারা নিষ্কিঞ্চনদিগের প্রতিকূল এক জাতি নহে, তাহারা যে কিছুকিঞ্চিৎ যুক্ত অর্থাৎ ধনপ্রতিষ্ঠাদি অবান্তর উদ্দেশ্যে ঐরূপ গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা কি আর ধরা না পড়িয়া অধিককাল অজ্ঞাতভাবে অবস্থান করিতে পারে? অতএব তাহাদিগের উচিত 'বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তীর হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য অচিরে বিশেষরূপে যত্নশীল হওয়া', কারণ তাহা না করিলে বিমল ভক্তিপথের অমূল্য-রস কদাপি আস্বাদন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে না এবং যেহাতে কুম্ভীপাক-রূপ ভীষণ নরকে যাইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা অবস্তাবীরূপে সহ্য করিতে হইবে।

"দরিদ্র-নারায়ণের সেবা"

(শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী)

এই কথাটী আজকাল বাজারে যেন হরদম চলিতেছে। শতকরা ৯৯ জন লোক আজ এই কথাটী বিনা বিচারে বলিয়া আসিতেছে। এইরূপ কথায় যে তাহারা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা সুধী পাঠকগণ একটু বিচার করুন। নারায়ণ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর।' দরিদ্র, যিনি অভাবগ্রস্ত। সুতরাং নারায়ণ ও দরিদ্র দুইটী বিপরীত শব্দ। এইরূপ দুইটী বিপরীত শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে কখনও ব্যবহৃত হয় না। কোন বৈয়াকরণিক, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক কি কোন দার্শনিক পণ্ডিত কখনও এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। সোণার পাথরের বাটী বলিলে যেরূপ কথাটী অমূলক হয় ইহাও তদ্রূপ। নারায়ণ কখনও দরিদ্র নহে, দরিদ্র কখনও নারায়ণ হয় না। জীবেরই দরিদ্র হইবার সম্ভাবনা। যখন জীব ঐশ্বর্য্যশালী ভগবান্‌কে ভুলিয়া দূরে অবস্থান করে, তখনই তাহার দরিদ্রতার সূচনা আরম্ভ হয়, এইরূপ ভাবে সংসার পরিভ্রমণকারী জীববৃন্দ অনাদি কাল হইতেই দারিদ্র্য লাভ করিয়াছে। নারায়ণ সেব্য বটে, কিন্তু যদি নারায়ণ দরিদ্র হয় তবে উক্ত জীবের সেব্য নহে, উহা নারায়ণ হইতে পৃথক বস্তু জানিতে হইবে। এই সংসারে যাহাদের দারিদ্র্য দেখিতেছি, উহারা সেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব, কৃষ্ণ সেবা বিমুখ হওয়ার জন্যই ঐরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। কৃষ্ণ সর্ব্বধনের মালিক। তাঁহার সন্তান কখনও দরিদ্র হওয়া উচিত নহে। পিতা ধনী হইলেও পুত্র যদি কুচরিত্র হয় তাহার ফলে পিতার আনুগত্য ত্যাগ করে, ফলে যেমন পুত্র পিতার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে

পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবও দরিদ্রতারূপ অভাবকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। উহারা চিরদিন যে এই দরিদ্রতা ভোগ করিবে তাহাও নহে। তবে দরিদ্রতা মোচন করিবে কে? দারিদ্র্য যাহার মোচন হইয়াছে তিনিই তো জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে সক্ষম, দরিদ্র ব্যক্তি কখনও দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে পারে না। কৃষ্ণরূপ ধন হারাইয়া যখন জীব দরিদ্র হইয়াছে, তখন কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরু ব্যতীত জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে আর সক্ষম হইবে কে? অন্ধ ব্যক্তি যেমন অন্ধের চক্ষের অভাব দূর করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কৃষ্ণ প্রেমধনে ধনী বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই জীবের দরিদ্রতা মোচন করিতে পারে না। কিন্তু আজ কাল দেখিতেছি ইহার বিপরীত কতকগুলি প্রতিষ্ঠাশালী লোক এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহারা জীবকে ভগবানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ভগবানের চরণে নিত্যকালের জন্য অপরাধী হইতেছেন। তাহারা জীবের উপকার করিতে গিয়া বরং অপকারই করিয়া বসিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবে দয়া সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের স্মরণ করা উচিৎ, তিনি বলিলেন—

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

পর উপকার শব্দে শ্রেষ্ঠ উপকার, যে উপকার করিলে জীবের আর কোন অভাব থাকে না। সমস্ত অভাবের মূল যে অবিদ্যা, তাহার হাত হইতে মোচন করাই প্রকৃত জীবে দয়া। এইরূপ দয়া গৌরভক্তগণ ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। কিন্তু আজকাল যে বহুবিধ সেবাশ্রম দরিদ্রভাণ্ডার প্রভৃতি সঙ্ঘ দেখিতেছি তাহারা কি তবে জীবে দয়া করেন না? তাহারা দয়া করেন বটে কিন্তু তাহা জীবের অনিত্য দেহের প্রতি দয়া করা হয় বলিয়া উহার ফল অনিত্য। জীবের বহুবিধ অভাব আছে, শুধু টাকা নয় যে কিছু টাকা হইলেই তাহার অভাব দূর হইবেই! যিনি অন্ধ তাহার চক্ষুর অভাব কে মোচন করিতে পারে? পঙ্গুর পায়ের অভাব কে মোচন করিতে পারে? তাই দেখিতে গেলে জীবের দৈহিক সুবিধা ও আমরা সর্ব্ব বিষয় করিতে পারি না। কিন্তু বৈষ্ণবগণের দয়া ঐরূপ নহে। তাহাদের দয়ায় জীব নিত্য কালের জন্য সমস্ত অভাব হইতে মুক্ত হন। তাহাদের আর ত্রিতাপ ভোগ করিতে হয় না। তাহারা আজ বালক, কাল বৃদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়ের অভাব অনুভব করেন না। কখনও জ্ঞানী কখনও মূর্খ নহে। এইরূপ জাগতিক পরিবর্ত্তনতার মধ্যে আর তাহারা অবস্থান করে না। তাহারা নিত্যকালের জন্য স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানের সেবা করিয়া নিত্যানন্দ লাভের অধিকারী হন, তখন আর অভাব ব'লে কোন জিনিষ তাহারা জানে না। সুতরাং জীবের মঙ্গল করিতে হইলে একমাত্র কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন চাই, এতদ্ব্যতীত অন্যপথ নাই।

"আশাকুহকিনী"

(ঐ)

আশা মিটিল না হায়
শান্তি না লভিনু তায়॥

আশার শেষ নাই, আশা আমাকে বহুদিন ধরিয়া চোখ ঢাকা বলদের মত এই সংসারে ঘুরাইতেছে, আশার ছলনা এতদিন ধরিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আশাকুহকিনী যে কত প্রকার ছলনা করিতে পারে, মোহান্ধ জীব তাহা বুঝিতে পারে না। তাই ঐ আপাত মধুর কুহকিনীর কুহকে মজিয়া বিন্দুমাত্র শান্তি লাভ ঘটিল না।

উচ্চকুলে জন্ম লাভ করিয়াছিলাম। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর হব বলিয়া বড়ই আশা ছিল। পিতা মাতার স্নেহ কাহাকেও ভোগ করিতে না দিয়া একাই সর্ব্বে সর্ব্বা ভাবিয়া কত না আব্দার করিতাম, কুলমদে ও ধনমদে আমাকে বাল্যকাল হইতেই গর্ব্বিত করিয়াছে। আশাও সেই দিন হইতে আমাকে ধরিয়া বসিয়াছে, বাল্যকাল হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নানাভাবে সেবা করিলাম, কত যে রঙ্গিন ঘোড়ায় চাড়লাম, কত যে চীনের পুতুল নিয়া খেলা করিলাম, স্বজনের কত আদরের মধ্যেও আমার আশা মিটিল না, আশা-বীজ অঙ্কুরিত হইল, বাল্যের খেলা ধূলা শেষ করিয়া যখন প্রথম যৌবনে পদার্পণ করি, তখন বাল্যের অজ্ঞান-জনিত তৃপ্তি আমার কাছে অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল, ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আশা বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হইল। ইন্দ্রিয়গুলিরও জ্ঞান বাড়িতেছে, তাহারা এখন আমাকে আর প্রভু মানিতে চায় না। তাহারা এখন আমাকে নানাদিকে নিয়া যাইতেছে, সঙ্গের জন্য আজ বড়ই ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু তখনই আমার একটী সঙ্গলাভ ঘটিল তাহারা আমাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া সিগারেট বিড়ি খাইতে আদেশ করিল, আমি তাহাই করিলাম, ক্রমে আরও অনেক বিষয় তাহাদের কাছে শিক্ষা করিলাম, সঙ্গীরা আমাকে বুঝাইল যে, তুমি বড় লোকের ছেলে তুমি লেখা পড়া করিবে কিসের জন্য? চল আমরা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হই। কত মনোরম স্থান দর্শন করিতে পারিব। কত অভিজ্ঞতা লাভ হবে, শুধু বই পড়িলে কি হবে? যাহারা বুক ওয়ার্ম, তাহারা জগতে কোন কাজই করিতে পারে না, তাহাদের জ্ঞানও অসম্পূর্ণ। সঙ্গীর কথা শ্রবণ করিয়া আমারও আশা বাড়িল। আমিও টাকা নিয়া তাদের সঙ্গে ঘুরিলাম, অনেক দিন ঘুরিয়া চক্ষুর সার্থকতা করিলাম। প্রাকৃত দৃশ্যে ভুলিয়া যৌবনের প্রথম ভাগ কাটিয়া গেল? দ্বিতীয় ভাগে পদার্পণ করিয়াই যৌবনে বাধা ঘটে। তাহাই ঘটিল, আমি অনুপযুক্ত হইলেও পিতা আমাকে বিবাহ দিলেন, আমিও বিবাহিত জীবনে সুখে কি করিব আশা করিলাম। সঙ্গীরা আমাকে তখনও ছাড়ে নাই, যৌবনোচিত আকাঙ্ক্ষা আমাকে নব নব আশার দাসত্বে নিযুক্ত করিল, আমিও আশাকে চরিতার্থ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের বহুবিধ সেবা করিলাম, অল্পদিনের মধ্যেই আমার পিতৃ মাতৃ বিয়োগ ঘটিল, আমাকে শোকে মুহ্যমান দেখিয়া বন্ধুবর্গ আমাকে কত প্রলোভন দেখাইল। আমি প্রলোভিত হইয়া যৌবনের সুখ ভোগ করিতে বাধ্য হইলাম, ক্রমে আমার চরিত্রটা নষ্ট হয়, এদিকে পিতার সম্পত্তি দেনার দায়ে নিলাম হইল। সঙ্গীরা আমার অর্থাভাব দেখিয়া আর কাছে আসিল না। তখন আমার বাল্যের কথা মনে পড়িল।

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়॥
কেবল ঈশ্বরই হন বিশ্বপতি যিনি।
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।

আমি তখন সঙ্গীর কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম। আশা তখনও আমাকে ছাড়িতে চায় না। আমি তখন নিরুপায়। যৌবনে লেখা পড়া শিখি নাই। অর্থ উপার্জ্জনে সমর্থ নহি। চরিত্র হীনতার দরুন সময় সময় অনুতাপ হয়। তখন আমার অশান্তি এত বাড়িল যে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অনুতপ্ত হৃদয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইলাম। পরম কারুণিক ভগবান্ আজ ভক্তের বেশে আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তখন আমার যৌবনোচিত দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়িল। যে সাধু আজ আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাকে উপদেশ করিতেছেন, তাঁহাকেই আমি একদিন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া পশুর পরিচয় দিয়াছিলাম। আজ আমি তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আমার সকল কথা স্মরণ হইল। আমি তাঁহার পাদপদ্মে লুটিয়া পড়িলাম। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব আমাকে তুলিয়া লইলেন। আমি অপরাধ মার্জ্জনা চাহিলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, জীব যত দিন ভগবানের সেবা না করিবে, তত দিন তাহার এইরূপ আশার ছলনায় পড়িয়া মায়ার দাসত্ব করিতে হইবে। অতএব তুমি শ্রীহরিনামের চরণে শরণ গ্রহণ কর তোমার যাবতীয় পাপ-বীজ ধ্বংস হইবে, নিরপরাধে নাম লইলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইবে। তখন তুমি সত্যশান্তি লাভ করিতে পারিবে। তোমাকে আমি ক্রমে ক্রমে অপরাধ বিষয় বর্ণনা করিব।

সত্যে আদর

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা দেবশর্ম্মা)

(২) দ্বিতীয়তঃ সত্য শব্দের নিরুক্তি এইরূপ।

"সত্যমনর্থানুবন্ধি যথাদৃষ্টার্থ-বিষয়ম্
বাক্যম্" (গীতাভূষণ ৬।১২)

অর্থাৎ অনর্থের যাহা অনুবর্ত্তী নহে এইরূপ যথাদৃষ্টার্থ বিষয়ক বাক্যই সত্য। তাহার বিপরীত অসত্য। শ্রুতি বলেন—

"যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স পাপ্মা।"
বৃহদারণ্যক ১।৩।২

অর্থাৎ-(যথার্থ বাক্যই সত্য) যখন অযথার্থবাক্য বলা হয়, তখন পাপ হয়।

স্মৃতিবলেন,—যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোকসুখপ্রদম্।
তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়াৎ।
পাদ্মে ক্রিঃ যোঃ সাঃ ১০ অধ্যায়

পুনশ্চ "যথার্থকথনং যত্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম-
বিবেকতঃ॥
সত্যং প্রাহু মুনিশ্রেষ্ঠাঃ"—॥ বৃহন্নারদীয়ে

অর্থাৎ সর্ব্বলোকসুখপ্রদ যথার্থ কথনই সত্য, তাহার বিপরীত মিথ্যা। মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকোৎপন্ন যথার্থ বাক্যই সত্য। সত্যের বিপরীত কিরূপে অসত্য হইতে পারে? যদি কেহ না বুঝেন তজ্জন্য শাস্ত্রই বুঝাইয়া বলিতেছেন,—ইচ্ছানুবৃত্তিকথনং ধর্ম্মাধর্ম্মাবিবেকতঃ।

অনৃতং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বশ্রেয়ো বিরোধিতম॥ বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক অনুৎপন্ন বক্তার যথেচ্ছাবৃত্তি-অনুসারী যে বাক্য, তাহাই অসত্য বলিয়া জানিতে হইবে। অসত্য, ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োবিরোধী। "সজ্জনঃ সাধুবাচকঃ" ন্যায়ানুসারে জীবলোক সাধুগণ স্বভাবতঃ সত্যের উপাসক হেতু সত্যের বক্তা, এ সত্যের আদরকারী, অতএব তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তও সত্যের আদরকারী।

[illegible] বাক্য [illegible] স্বরূপ ভক্তা বক্তার বুদ্ধিবৃত্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। জনমধ্যে অনসূয়বুদ্ধি যথাদৃষ্টার্থ-বিষয়ক বাক্য বলিতে হইলে বক্তার হৃদয় ভ্রম-প্রমাদাদি অনর্থরূপ দোষ ক্ষীণ হইতে হইবে। বক্তা যদি ঐ সকল দোষে দুষ্ট হন, তবে তিনি সত্যকথা বলিতে সাহস করেন না। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবের কোন না কোন একটি অনর্থ আসিয়া সত্য কথার বাধা প্রদান করিবেই করিবে। তিনি মনোধর্ম্মে পরিচালিত হইয়া অসদাগ্রহে অনর্থানুবৃত্তিযথেচ্ছাচারাদি বাক্য বলিতে বাধ্য হন, এবং অসত্যে আদর করেন। সেই সময় জীবহিতকারি শাস্ত্র হিত শাসন করেন। শ্রুতি বলেন "সত্যং বদ" সত্যা প্রমাদিতব্যম্" (তৈত্তিরীয় ১।১১) অর্থাৎ সত্য কথা বলিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। পুনশ্চ "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা" (মুণ্ডক ৩।১৫) সত্যের দ্বারা ও তপস্যা দ্বারা এই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। পুনশ্চ—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" (মুণ্ডক ১।৬) সত্য বাক্যেই বা সত্যবান ব্যক্তিই সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করেন। অসত্য বা অসত্যবান্‌ব্যক্তির কদাচ উৎকর্ষ নাই। স্মৃতি বলেন,—

"সত্যমাহুঃ পরং ধর্ম্মং সত্যমাহুঃ পরং পদম্।
সত্যমাহুঃ পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সত্যং বদামি তে॥
পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১৭ অধ্যায়

সাধুশাস্ত্র সকল সত্যকেই পরমধর্ম্ম ও পরমপদ বলিয়াছেন; পরংব্রহ্মের অভিধান সত্য, অতএব তোমাকে আমি সত্য কথা বলিব। "সাধবঃ সাধুভূষণাঃ" ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ (সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ) সদ্বাক্যই "সাধু" শব্দের বাচক, তাহাই সাধুগণের ভূষণ, সাধুগণ সত্য বাক্যকেই অলঙ্কার স্বরূপে সর্ব্বদা ধারণ করিয়াছেন, এই ন্যায়ানুসারে সজ্জন অসত্য কথা বলেন না, সজ্জনই সত্য কথা বলেন।

শাস্ত্র বলেন, "যেষাং বদসি তে নাম রূপঞ্চ সুন্দরং।
কর্ণয়োশ্চ গুণারোপ ত এব খলু সাধবঃ॥
পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৭০ অধ্যায়

অর্থাৎ হে ভগবন্ যাঁহাদের বাক্যে আপনার নাম,-হৃদয়ে আপনার সুন্দর রূপ, কর্ণযুগলে আপনার গুণ-গাথা, তাঁহারাই নিশ্চয় সাধু। কৃষ্ণ সত্য, কৃষ্ণনাম সত্য কৃষ্ণনামাদি প্রত্যেক বাক্য সত্য। অতএব সত্য কথা বলাই সজ্জনের লক্ষণ, অসৎ কথা বা গ্রাম্য কথা বলা সজ্জন-লক্ষণ নহে। শ্রুতি বলেন, "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ। (মুণ্ডক২।২।৫) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই অবগত হও অন্যের বাক্য ত্যাগ কর। স্মৃতি বলেন, "ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ।
কথায়াং কথনীয়োরুবিক্রমস্য মধুদ্বিষঃ॥
ভাঃ ৩।৩২।১৮

অর্থাৎ ত্রিবর্গ সাধকগণ সংসার-দুঃখ-নাশন মধুসূদন একমাত্র কীর্ত্তন-যোগ্য মহাবিক্রম এবং গুণকীর্ত্তনে বিমুখ হইয়া অসৎ কথা কীর্ত্তনেই ব্যস্ত থাকেন। অসৎ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনকারীকে শাস্ত্র, হিত শাসন করিতেছেন—

"নূনং দৈবেন বিহিতা যে চাচ্যুত-কথা সুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ॥
(ভাগবত ৩।৩২।১৯)

দেশ, কাল, বস্তুরূপিনী মায়া জাত এই জড় জগৎ জীবের কারাগার,—অর্থাৎ সত্যস্বরূপ কৃষ্ণ-বিস্মৃতির ফলে সত্য জীবের দণ্ডের স্থান। সজ্জন সকল সত্য কথা কীর্ত্তন দ্বারা জীবকেও কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া জীবের সর্ব্বদাই হিত সাধন করিতেছেন। তদনুগ ব্যক্তিগণ স্বহিত বুঝিতে পারিয়া সত্যের আদর করেন। শাস্ত্র বলেন "ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকেন বেদমার্গানুসারিণঃ। সর্ব্বলোক হিতে সক্তাঃ সাধবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিবেক দ্বারা যাঁহারা বেদমার্গের অনুসরণ করেন এবং সত্য কথা কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বলোকের 'হিতে' আসক্ত তাঁহারাই সাধু বলিয়া শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তিত হয়েন। ইহাই সাধুর তটস্থলক্ষণ। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেক দ্বারা পরিচালিত না হইয়া মনোধর্ম্মে পরিচালিত হয়েন এবং বেদমার্গ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ-প্রিয়, বা মেয়েলি শাস্ত্রকে, গ্রাম্য কবিসাহিত্যকের মনগড়া পুঁথিকেই বেদ জানিয়া তাহার অনুসরণ করেন, যাঁহারা সর্ব্বলোকের (অর্থাৎ সমষ্টি, ব্যষ্টি, ভেদে সকলভুবন, সর্ব্বদেশ, জাতি ভেদে নর নারীভেদে সর্ব্বলোকের) হিত সাধনে আসক্ত না হইয়া ক্ষুদ্র স্বার্থে আবদ্ধ, এবং অসত্য কীর্ত্তন দ্বারা জগতের অহিতবাদে নিযুক্ত তাহারাই অসাধু। অসাধু সাহস পূর্ব্বক সত্য কথা বলিয়া কোন লোকেরই হিত সাধন করিতে পারে না। 'হিত' শব্দের অর্থ শাস্ত্র বলেন—

"ধর্ম্মকার্য্যসহায়ত্বমকার্য্যপ্রতিপূরিতা।
সর্ব্বলোকহিতত্বং বৈ প্রোচ্যতে ধর্ম্ম-কোবিদৈঃ॥ বৃহন্নারদীয়ে

ভগবদ্ভক্তিই জীবাত্মবৃত্তি বা ধর্ম্ম, তাহার সম্বন্ধীয় যে কার্য্য সৎপাত্রে দীক্ষা, সদাচার প্রচার, নাম প্রচার, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ভক্তিশিক্ষামন্দির স্থাপন, ইত্যাদি কার্য্যের সহায়ক ভাব চেষ্টা এবং তাহার বিপরীত যে অকার্য্য তাহার প্রতিকূলতা-সাধক ভাব চেষ্টাই 'সর্ব্বলোকহিতত্ব'। ইহার দ্বারা সর্ব্বলোকের মঙ্গল হয়, কিন্তু কোন দেশ-বিশেষের, কোন কালবিশেষের, বা কোন ব্যক্তি বিশেষেরই যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে। অতএব সত্য কথা কীর্ত্তন বা হিতবাদ দ্বারা সাধুগণ ভাগবত প্রচার করিয়া সর্ব্বলোকের হিত সাধন করেন।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার

(বিসূচিকা)

গত কল্য আমরা কি প্রকারে জল দূষিত হয় এবং সেই দূষিত জল পান করিয়া মানবগণ কি প্রকারে রোগাক্রান্ত হয় তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য আমরা দূষিত জল হইতে যে সকল রোগের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে আমাকে আমার পল্লীভ্রাতাদের একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, একই জলাশয়ের জল পান করিয়া অনেকে বিসূচিকাদি রোগে আক্রান্ত হয় পক্ষান্তরে অনেকে আক্রান্ত হয় না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে প্রকার জীব শরীরে রোগ দিয়াছেন, সেই প্রকার ঐ রোগ জীবাণুগুলি ধ্বংস করিবার নিমিত্ত এক প্রকার রসের (য়্যান্টিবডির) ও সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে ঐ রস (য়্যান্টিবডি) রহিয়াছে তাহারা রোগাক্রান্ত হয় না, যাহাদের শরীরে তাহা নাই তাহারা ঐ দূষিত পদার্থ সেবন করিলে সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। কাহার শরীরে প্রচুর পরিমাণে ঐ রস আছে এবং, কাহার শরীরে উহা নাই তাহা পূর্ব্বে জানা কখনও সম্ভব নহে। তাই প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলা উচিত।

বিসূচিকা, উদরাময়, আমাশয়, নানা প্রকার কৃমি এমন কি ম্যালেরিয়া পর্য্যন্ত দূষিত জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল রোগের উৎপত্তির কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ক্রমশঃ কিছু কিছু আলোচনা করিব।

অদ্য আমাদের আলোচ্যবিষয় বিসূচিকা (কলেরা)। কোমানামক একপ্রকার জীবাণু হইতে এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই জীবাণু য়্যালকেলীন্ মিডিয়ামে ৩০ হইতে ৪০ ডিগ্রি (সেন্টি গ্রেড) উত্তাপে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে এবং এসিডে বিনষ্ট হয়। পাকস্থলীর রস এসিড এবং অন্ত্রের রস য়্যালকেলিন্। খাদ্য গ্রহণের পরই সাধারণতঃ পাকস্থলীতে (হাইড্রোক্লোরিক্) এসিড নিঃসৃত হয় কিন্তু খালি পেটে তাহা হয় না। তাই খালি পেটে বিসূচিকা জীবাণু সংযুক্ত জল খাইলে উহা শীঘ্রই পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে য়্যালকেলিন্ মিডিয়াম্ পাইয়া ঐ জীবাণু উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং রোগের সৃষ্টি করে।

যাহারা অনাহারে থাকে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে এবং মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাহারা অন্যান্য অধিকাংশ রোগের ন্যায় এই রোগেও মিতাহারী ব্যক্তিগণ-অপেক্ষা অধিকতররূপে আক্রান্ত হয়।

বিসূচিকাক্রান্ত রোগীর মলমূত্রসংযুক্ত বস্ত্রাদি অশিক্ষিত লোক পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে ধৌত করিয়া উহাদের জল দূষিত করে। অনেক সময় রোগীর মলমূত্রাদি কূপ, পুষ্করিণীর এবং নদীর সন্নিহিত স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় তাহাতেও জল দূষিত হয়। তদ্ব্যতীত যে সমুদয় সহরে কলের সংশোধিত জলের ব্যবস্থা আছে তথায়ও পায়খানাদি নিক্ষিপ্ত স্থানের নিম্নবর্ত্তী পথ মলপরিষ্কারা (পাইপ সংসনদ্বারা) দূষিত পদার্থ ঐ সংশোধিত জলে মিশ্রিত হইয়া উহাকে পুনরায় দূষিত করে। এই দূষিত জলপানে অধিকাংশ লোক রোগাক্রান্ত হয়। মক্ষিকাদ্বারাও এই রোগের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। উহারা রোগীর মলমূত্রাদিতে বসিয়া পদ দ্বারা রোগের জীবাণু বহন করিয়া থাকে। তৎপরে দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে বসিয়া উহা দূষিত করিয়া থাকে।

রোগী আরোগ্যলাভ করিলেও তাহার বিষ্ঠায় ২।৩ সপ্তাহ রোগের জীবাণু থাকে। অনেক লোক আছে যাহারা বিসূচিকার জীবাণু বহন করিয়াও নিজে আক্রান্ত হয় না কিন্তু অপরকে আক্রান্ত করিতে পারে। ইহাদিগের দ্বারাও অনেক সময় রোগের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে। এই সকল লোককে ইংরেজী ভাষায় ক্যারিয়ার বলে।

দমনোপায়—

১। কোন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত। তাহার সম্ভাবনা না থাকিলে রোগীকে একটী পৃথক ঘরে রাখিতে হইবে। তথায় তাহার শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ করা নিতান্ত অনুচিত। শুশ্রূষাকারীরও অন্য ঘরে যাওয়া উচিত নহে।

২। কলেরা রোগীর মল, মূত্র এবং বমি সমভাগ চূণ এবং জলের সংমিশ্রণ

পদার্থে মিশ্রিত করিয়া তৎপরে উহা [illegible] তেল ও তার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপর উহা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

৩। সম্ভব হইলে কলেরা রোগীর পরিহিত বস্ত্রাদি পুড়াইয়া ফেলিবে। তাহা না হইলে, উহা ৯৫ ভাগ জলের সহিত পাঁচ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ১২ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপর সাবান দিয়া ধৌত করিবে। তৎপর সিদ্ধ করিতে হইবে। যে সমস্ত বস্ত্র সিদ্ধ করিলে নষ্ট হয়, তাহা অন্ততঃ ৮ ঘণ্টা প্রখর রৌদ্রে রাখিতে হইবে।

৪। কলেরার প্রকোপের সময় খালি পেটে থাকিবে না। প্রত্যহ প্রাতে এক আউন্স জলের সহিত ১০ ফোটা ডাইলিউট্ সাল্‌ফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত।

৫। জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যাদি উত্তমরূপে পাক করিতে হইবে এবং গরম টাট্‌কা অবস্থায় খাইতে হইবে। ঠাণ্ডা বা বাসী জিনিষ কদাচ গ্রহণ করিবে না।

৬। বাজারের প্রস্তুত মিষ্টান্ন গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

৭। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। উহাতে যাহাতে মাছি না বসিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে।

৮। দুগ্ধ সেবন করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইতে হইবে। তাঁহার প্রয়োজন হইলে এই দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত করিয়া লইবে। বাজার হইতে কিছুতেই ক্রয় করিবে না।

৯। কাঁচা ফলাদি খাওয়া অনুচিত।

১০। বাসন-পত্রাদি গরম জলে ধৌত করিয়া রাখিতে হইবে।

১১। প্রত্যেকের মিতাহারী হইতে হইবে।

১২। যাহাতে পেটের অসুখ না হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। পেটের অসুখ হইলে তাহা বিসমাথ, (১৫ গ্রেণ মাত্রা) দ্বারা বা যে কোন প্রকারে উহা বন্ধ করিতে হইবে।

১৩। রেচক ঔষধ এই সময় কদাচ গ্রহণ করিবে না।

১৪। পায়খানা গুলি পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। ফিনাইল দ্বারা উহার দুর্গন্ধ বিনষ্ট করিতে হইবে।

১৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে—সে যে ঘরে ছিল, সেই ঘর পাকা হইলে—তাহার মেঝে এবং দেওয়াল করোসিভ সব্লিমেট দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে হইবে। অথবা মেঝে অতিশয় উত্তপ্ত জলে ধৌত করিতে হইবে এবং দেওয়ালে পুনঃ চুনকাম করিতে হইবে। কাঁচা ঘর হইলে উহার মেঝে কিছুকাল চুণদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে অথবা উহাতে খড়কুটা রাখিয়া উহা পুড়াইতে হইবে।

১৬। রোগীর মৃত্যু হইলে তাহাকে আপাদমস্তক কার্ব্বলিক লোশনে সিক্ত কাপড়ে জড়াইয়া উত্তমরূপে পুড়াইতে হইবে। কবর দিতে হইলে ৬ ফিট মাটীর নিম্নে দেওয়া উচিত।

১৭। রোগীর নিকট যাহারা যায়, তাহাদের হাত পা ফিনাইল অথবা কার্ব্বলিক সাবানে ধোত করিতে হইবে।

১৮। রোগীর ব্যবহৃত ঘটীবাটী গ্লাস প্রভৃতি উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া উত্তপ্ত গরম জলে ধৌত করিতে হইবে।

১৯। যে সমস্ত লোক কলেরা রোগীর নিকট যায়, তাহাকে প্রত্যহ ১০ গ্রেণ মাত্রায় হেক্সামিন দিনে দুইবার খাওয়া উচিত। রোগী আরোগ্য হইলে তাহারও উহা সেবন করা কর্ত্তব্য।

২০। বিসূচিকা-প্রকোপের সময় ৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক এবং জ্বর অথবা উদরাময়ের রোগাক্রান্ত প্রত্যেকেরই গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত খাঁটি কলেরা ইনকিউলেসন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

নানা কথা

(স্থানীয়)

সাহসী বালক

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর গ্রামে যে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে স্থানীয় গয়াই নদীতে অনেক গুলি নৌকা জলমগ্ন হইতে থাকে। উহাদের মধ্যে এক তরমুজের নৌকা ডুবিয়া যাওয়ায় তরমুজগুলি ভাসিয়া যাইতে থাকে। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর ছাত্র একটি ১৫।১৬ বৎসরের বালক জলে নামিয়া অনেকগুলি তরমুজ ও ডিঙ্গা উদ্ধার করিয়া তীরে ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় একখানি প্রকাণ্ড পাড় বালকের উপর পড়িয়া বালককে একেবারে চাপা দেয়। দুইটি ভদ্রলোক বালকের বিপদ জানিয়া সহজে উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া পাড়ের মধ্য হইতে বালকটীকে টানিয়া বাহির করে। ইহাতে ২ মিনিট সময় লাগে। বালক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক সেবাশুশ্রূষা করার পর বালকের জ্ঞান হয়। বালকটীর বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই। বালকটীর উদ্ধারকারী ভদ্রলোক দুইজনের নাম—শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দাস ও শ্রীযুক্ত তারাপদ রায়।

নদীয়ার মহারাজ

আমাদের দেশকাদের পাঠকগণ অবগত আছেন যে সদাশয় নদীয়ার মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর বহুদিন রোগ ভোগের পর ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জের বাস ভবনে গত মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা ৫০ মিনিটের সময় ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

নদীয়াবাসীর আজ আর বিষাদের সীমা নাই। নদীয়া বাসীর বড় আদরের—বড় গৌরবের—বড় আশার বস্তু আজ জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। মহারাজের সহিত যদিও আমরা কোন জড়ীয় স্বার্থ সম্পর্কে বিজড়িত নহি এবং যদিও মহারাজের রাজন্যকালে উচ্চপদবী লাভ, দেশ হিতৈষণা, সমাজহিতৈষণা প্রভৃতি গৌণ জড়ীয় সম্পদের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমরা মহারাজের গুণগ্রাহী বলিয়া পরিচয় দিতে চাহি না, তথাপি আজ আমরা মহারাজকে আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়া গর্ব্ব করিতে চাহিতেছি যেহেতু মহারাজ নদীয়াবিহারী কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের বিহারক্ষেত্র শ্রীশ্রীনদীয়া ধামের রজঃকণা স্পর্শে ধন্য হইয়াছেন—শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রচারিত বাস্তবসত্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই আজ আমরা বন্ধুজনের বিরহে বড় কাতর। আমাদের এ বিরহ-বেদনা বাক্য-ছটা দ্বারা প্রকাশ্য নহে—কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভবনীয়। মহারাজের পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীদেবী, কন্যা কল্যাণী, জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমা এবং একমাত্র বংশপ্রদীপ শ্রীমান্ সৌরীশচন্দ্র আজ শোকে বড়ই মুহ্যমান। জানিনা কি বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিব। তবে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরই মহারাজের সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকাপনোদন করিয়া তাঁহার অভয় পাদপদ্মতলে আশ্রয় প্রদান করুন, শ্রীমান সৌরীশ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পুরম পূত মহাপ্রকাশ মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক নদীয়াপ্রকাশ নদীয়াবিহারী গৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত হউন, ইহাই নদীয়াবাসীর একমাত্র সান্ত্বনা ও প্রার্থনা।

(ভারতীয়)

প্রতিকৃতি হরণ

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে [illegible] মিউনিসিপ্যাল কমিটির [illegible] পাল হলে লোকমান্য তিলকের যে প্রতিকৃতি ছিল, তাহা সম্প্রতি সে স্থান হইতে অন্তর্হিত। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহা বের হইতেছে না।

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সেনের পুত্র শ্রীমান [illegible] নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল হইতে এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান্ ৭০০ [illegible] ৬৬৯ নম্বর পাইয়াছে।

রাজার কর্ত্তব্য

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য গভর্ণর গত ২১শে যে দার্জিলিং পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইয়া পরিদর্শনে বহির্গত হইবেন। দুর্ভিক্ষ অধিবাসী কি আর গভর্ণরের নিকট তাহাদের প্রাণের বেদনা জানাইতে পারিবে? রাজার ঐশ্বর্য্যের নিকট দরিদ্রের দারিদ্র্য যে বড়ই লজ্জিত। গভর্ণর বাহাদুর যদি ধনীর অট্টালিকা ছাড়িয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতে পারিবে। নতুবা ধনীর আদর আপ্যায়িতের মধ্যে থাকিয়া দরিদ্র প্রজার সম্বন্ধে তিনি কোন অভিজ্ঞানই লাভ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, রাজা আসিয়া তাঁহার প্রজাগণের দুঃখ কষ্ট পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, ইহা প্রজাগণের পক্ষে বড়ই আশাপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি তাহাতে রাজার প্রাণ কাঁদে, তবে ত'?

আর ভরসা নাই

লিলুয়ার শ্রমিক ধর্ম্মঘট প্রায় ৩ মাস পূরিতে চলিল। ১৪ হাজার শ্রমিক জনসাধারণের মুখ পানে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বে রেলের কর্ত্তাদের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। এখন আর কর্ত্তাদের উপর তাহাদের ভরসা নাই। তাই তাহারা তাহাদের ব্যথায় ব্যথী যাহারা, তাহাদিগের আশ্রয়ে নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও শান্তিতে আছে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মিত্র লণ্ডনের ভারতীয় শ্রমিক মজলিসের নিকট এক তার করিয়াছেন যে—"দুর্ভিক্ষ অশিক্ষা [illegible] এবং ১৬ হাজার লোকের শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়া আছে। [illegible] [illegible] পুলিশ এখনও শ্রমিকদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন ও গ্রেপ্তারাদি করিতেছে। [illegible] [illegible] য়ুরোপের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান সমূহে সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতেছে।"

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৫।

সেবা-;

(পণ্ডিত শ্রীপাদ ... কবিভূষণ)

মানব-প্রকৃতিতে 'সেবা' করিবার চাহিদা রূপে বর্তমান। সেইজন্য দেখা যায় যে, জগতে কেহ স্ত্রীপুত্র বা পিতামাতাদি-স্বজনবর্গের, কেহ ধন-সম্পত্তির, কেহ সমাজ বা দেশের, কেহ রোগী বা দরিদ্রের, কেহ অনাথ বা বিধবার, কেহ কবিতা বা সাহিত্যের, কেহ সুনীতি বা দুর্নীতির, কেহ রাজা বা প্রজার, কেহ ধর্মের বা অধর্মের, কেহ দেবতার বা দৈত্যের, কেহ গুরুর বা ভক্তের, কেহ সদাচার বা অসদাচারের, কেহ নিজ দেহমন বা আত্মার, কেহ মদ্গুরু, ভগবান্—গুরু ভক্তের ইত্যাদি বহু লোকে বহু বিষয়ের সেবায় ব্যাপৃত। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি বর্তমানে স্ত্রীর সেবায় অনুরক্ত, কিছুকাল পরে তিনি দেশের সেবক হইতে পারেন এবং ক্রমশঃ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া মানবলীলা সমাপ্ত করিবার আশাও প্রাপ্ত করিতে পারেন। কেন যে মানবগণ কাহারও না কাহারও সেবা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হন, তাহার কারণানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সেবাকার্যে সুখোদয় হয় বলিয়াই মানবগণ সেবা করিবার জন্য উদ্বেলিত হইয়া থাকে।

বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে মানব-প্রকৃতি হইতে আর একটী রহস্যের উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে। সেই দ্বিতীয় রহস্যটী এই যে, কোন মানব-হৃদয়ই দুঃখকে বরণ করিতে চাহে না এবং যাহাতে অল্পকালের জন্যও দুঃখ হৃদয়কে অভিভূত না করে, তজ্জন্য প্রত্যেক মানবই সদা ... থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন ... পারে যে, যখন মানব সুখ চায় ও ... তাহারা কাহারও নির্দিষ্ট কালের জন্য দুঃখকে কেহ অল্পকালের জন্যও বরণ করিতে চাহে না, তখন কোথা হইতে ও কি হেতু ... আসিয়া উপস্থিত হয় এবং মানব-... সেই দুঃখ নির্দিষ্ট ... করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? ... তদুত্তরে বলা যাইবে যে, অনিত্য বস্তুর সেবাই ঐ প্রকার দুঃখের ... জীবন। ... স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনবর্গের দেহ, মন ... ও নিজ দেহ—সকলই নশ্বর অর্থাৎ কালে বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ... দেহ নির্দিষ্ট হইলে ... অনিত্যবস্তুর আশ্রয়ে ... সেবাকার্য্য নিত্যসুখ আনয়ন করিতে পারে না, অধিকন্তু অনিত্যবস্তুর সেবায় দুঃখেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সুখাভাবরূপ দুঃখ অর্থাৎ সাংসারিক দুঃখের ক্রেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, যদি কেহ বিচার করিয়া অনিত্যবস্তুর সেবা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যম্ভাবী রূপে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

সাধারণ শ্রেণীর মায়াবদ্ধ মানবগণের বুদ্ধির উপর ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব রূপ দোষচতুষ্টয় আবরণরূপে বর্তমান আছে। তন্নিমিত্ত সেই সমুদয় কলুষিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি নিত্যানিত্য বস্তু নির্ণয়ে অক্ষম এবং হেতু তাহারা প্রায়ই অনিত্য বস্তুতে নিত্যত্বের ধারণা স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার ভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, তাহাদিগকে শুদ্ধ বুদ্ধি-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্তগণের নিকট শরণাগত হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভক্তবৃন্দের ... ভগবদ্ভক্তগণের কৃপাপ্রভাবে কলুষিত বুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ বুঝিতে পারে যে, শ্রীভগবান, তাঁহার আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, তদীয় ভক্তবৃন্দ ও বৈকুণ্ঠনিলয়, প্রত্যেক জীবের শুদ্ধ আত্মা, নিত্য বস্তু। তাহারা আরও বুঝিতে পারে যে, জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপের গঠন সামগ্রীতে কেবল সুখময় শ্রীভগবানের সেবা করিবার প্রবৃত্তি চির অনুস্যূত। সুতরাং এবম্প্রকার জ্ঞানলাভের পর, তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অনিত্যবস্তুর সেবায় থাকিতে পারে না। তখন হইতে, দিব্যজ্ঞানের দ্বারা চালিত হওয়ায়, তাহারা চিরতরে ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত হয় ও ঘোষণা করিতে থাকে যে, মানব-প্রকৃতিতে যে সেবা করিবার ও সেবাকার্যে সুখ আস্বাদনের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্তমান, তাহা জীবের শুদ্ধ আত্মস্বরূপগত ভগবদ্দাস্যের স্বভাবের অস্ফুট আভাস মাত্র এবং অজ্ঞ জীবের বুদ্ধির উপর ভ্রম-প্রমাদাদির আবরণ থাকায়, সাধারণ শ্রেণীর মানবগণ তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে অক্ষম হয় ও তদ্ধেতু ভগবদিতর পদার্থের সেবা দ্বারে নিত্যসুখ প্রাপ্তির আশায় অযথা পরিশ্রান্ত হইয়া থাকে।

অজ্ঞান অন্ধকারে মরীচিকার প্রান্ত হরিণ যেরূপ ধাবিত হয়, অজ্ঞ মানবগণও সেই প্রকার নিত্যকাল ব্যাপী সুখলাভের আশায় অনিত্য বিষয়ের সেবায় অযথা নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তি-গণের উচিত কাল বিলম্ব না করিয়া শুদ্ধ ... ভগবদ্ভক্তগণের ... জ্ঞানলাভ করা। ... অনিত্য ... আমরা ... এই ... নিজ ... অনিত্য ... নিযুক্ত ... ভগবদ্ভক্তগণের ...

মা কাঁদিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যত্ন করা নিতান্ত কর্তব্য। যাহারা তাঁহা না করিবে, তাহারাই ... ঠকিবে, ভক্তদিগের তাঁহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

সনাতন

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ ... মৌলিক দেবশর্ম্মা)

জীব সনাতন বস্তু, সুতরাং ... ধর্ম্ম সনাতন।

স্বভাবকেই ধর্ম্ম কহে। যে বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। অগ্নি দগ্ধ, দহনই তাহার স্বভাব, সুতরাং দহনই অগ্নির ধর্ম্ম। জল একটী বস্তু, তারল্য বা নিম্নগামিত্বই তাহার স্বভাব সুতরাং তারল্য বা নিম্নগামিত্বই জলের ধর্ম্ম সদা + তন = সনাতন অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদা বিদ্যমান বা নিত্য, তাহাই সনাতন। সুতরাং যে ধর্ম্ম নিত্য অর্থাৎ কোনকালে বা কোন অবস্থাতে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাকেই সনাতন ধর্ম্ম কহে।

বস্ ধাতু-সংস্থানে তুণ প্রত্যয় করিয়া বস্তু শব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাই বস্তু নামে অভিহিত। সেই বস্তু দ্বিবিধ, যথা—বাস্তব বা নিত্য ও অবাস্তব বা অনিত্য। বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নিত্যবর্ত্তমান এবং অবাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব নশ্বর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। বাস্তব বস্তুর ধর্ম্ম নিত্য এবং অবাস্তব বস্তুর ধর্ম্ম অনিত্য। বাস্তব বস্তুর ধর্ম্ম কখনও অনিত্য হইতে পারে না, কারণ কোন বস্তু তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ নিজ অস্তিত্ব পৃথক রূপে রক্ষা করিতে অসমর্থ, যেমন—দহনধর্ম্ম অগ্নি হইতে কোনকালেই নষ্ট হইবার নহে অথবা দহনধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ অগ্নির পৃথক রূপে অবস্থান অসম্ভব। সুতরাং যে বস্তু নিত্য তাহার ধর্ম্ম কখনই অনিত্য হইতে পারে না। অপর পক্ষে, অবাস্তব বস্তুর ধর্ম্ম কখনও নিত্য হইতে পারে না; কারণ যে বস্তু স্বয়ং অনিত্য তাহার ধর্ম্ম কি প্রকারে নিত্য হইতে পারে? অনিত্য বস্তু যখন অনিত্য, তখন তাহার ধর্ম্মও কাজে কাজে অনিত্যই হইয়া থাকে।

জীব একটী বস্তু। সেই জীব নিত্য বা অনিত্য ঠিক হইলে, তাহার ধর্ম্ম নিত্য বা সনাতন অথবা অনিত্য বা অসনাতন তাহা ঠিক হইতে পারিবে। এই জীব সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন:—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটি শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি। অপরা শব্দে নিকৃষ্ট, জড় বা অনিত্য বস্তুকে বুঝায় জীব-বস্তুটি এতদ্ব্যতিরিক্ত, সে বস্তুটি পরা বা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। সেই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ জীব ঐ অপর আটটি গমনশীল বা অনিত্য বস্তুকে ধারণ করতঃ বদ্ধ হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমাত্মক ... স্থূলদেহ, তাহা অনিত্য। জীবের স্থূলদেহ যে অনিত্য, তাহা আমরা প্রায় প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এ পর্য্যন্ত কত দেহীকে দেহ ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং এই অনিত্য স্থূলদেহের স্বভাব বা ধর্ম্ম কখনও নিত্য বা সনাতন হইতে পারে না।

মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারাত্মক জীবের যে সূক্ষ্মদেহ, তাহাও শ্রীভগবানের উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা স্পষ্ট অনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সূক্ষ্মদেহদ্বারা আমরা যে চিন্তা করি, যে বিচার করি এবং যে অহঙ্কার করিয়া থাকি, সে সমস্ত যে পরিবর্ত্তনশীল, তাহা আমরা প্রত্যহ প্রতিমুহূর্ত্তে লক্ষ্য করিতেছি। সুতরাং এই অনিত্য সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্মও অনিত্য বা অসনাতন।

জীব শব্দে জীবাত্মাকেই উদ্দেশ করে অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জীব শব্দ বাচ্য নহে। ঐ দুইটি জীবেরই দেহ, দেহী জীব স্বয়ং স্বতন্ত্র বস্তু। সেই জীব নিত্য, সুতরাং তাহার ধর্ম্মও নিত্য বা সনাতন।

বেদেও ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিনটি বস্তু নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার "নিত্যো নিত্যানাং" এই উক্তিতে ঐ তিনটি নিত্য বস্তুর মধ্যে শ্রীভগবান পরম নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

জীবাত্মার পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অত্রও দৃষ্ট হয়—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

অর্থাৎ জীবাত্মাকে অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিন্ন করিতে সমর্থ নহে, অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম, বায়ু ও সলিল তাহাকে শুষ্ক বা আর্দ্র করিতে অসমর্থ। এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল এবং সনাতন অর্থাৎ নিত্য বস্তু।

শ্রীমদ্ভাগবতে ... শ্রীপ্রভুপাদ ... উপাখ্যানে ... জীবাত্মা ... নিত্যত্ব ... সিদ্ধান্ত ...।

প্রহ্লাদ শব্দের অর্থ—প্রকৃষ্ট অর্থাৎ নিত্য আহ্লাদ যাহাতে বর্ত্তমান ; সুতরাং প্রহ্লাদ শব্দে জীবাত্মাই উদ্দিষ্ট হইতেছে। অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে নিত্যানন্দ থাকিতে পারেন না। সেই জীবাত্মা বা প্রহ্লাদ অসুর হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক নানাবিধ বধোপায় দ্বারা হত বা নষ্ট হন নাই।

সুতরাং জীব বস্তুটি যে নিত্য বা সনাতন এবং তাঁহার ধর্ম্মও যে নিত্য বা সনাতন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা অসংখ্য, জীবগণের মধ্যে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব হইয়া বর্ত্তমানে সনাতন কি অসনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছি, তৎসম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

সত্যে আদর

(পণ্ডিত শ্রীমদ্ দেবেন্দ্র নাথ দেবশর্ম্মা, দেবশর্ম্মা)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু, লোক শিক্ষাচ্ছলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সর্ব্বজনের হিতের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃত ২০শ পরিচ্ছেদ—

কে আমি কেন মোরে
জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে
'হিত' হয়॥

শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু যে জিজ্ঞাসার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা কি দেশ কাল বস্তুরূপা মায়া-বিদ্ধ হিত? না, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেন, তুমি অমুক ব্যক্তি, অমুক দেশের লোক ও অমুক কালে বর্ত্তমান রহিয়াছ ইত্যাদি ; কিন্তু তিনি আত্মধর্ম্মের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্বজীবের 'হিত' হইবে। অজ্ঞলোক শিক্ষার্থেই তাঁহার ঐ জিজ্ঞাসার অভিনয় ; যাহাতে লোকসকল অজ্ঞতা দ্বারা প্রতারিত হইয়া 'হিত' শব্দের অনর্থ না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বলোক-'হিতে'র কথাই বলিলেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ। সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥ বেদ শাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন। 'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন অভিধেয় নাম—'ভক্তি'-'প্রেম' প্রয়োজন। পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥ [illegible]

ইত্যাদি, তথিগণ মধ্য ২০ হইতে ২৩ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ সমালোচনা করিলে বুঝিবেন। সর্ব্ব জীবের 'হিত' সম্বন্ধে মহাপ্রভুর ও তদনুগত জনগণের তাত্ত্বিক মত কি? সাধুগুরুর অভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু দেশধর্ম্ম কালধর্ম্ম, বা দেহ মনোধর্ম্মের কথাত' নই 'হিত'-বাদ বলিয়া প্রচার করিলেন না ; জীবাত্মার স্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার স্বধর্ম্মের কথাই বলিলেন যে, কৃষ্ণদাস জীবাত্মার কৃষ্ণদাস্য বা ভক্তি দ্বারাই 'হিত' হয়। কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবশীকারিণী ভক্তি দ্বারাই সর্ব্বলোকের হিত হয়। তদ্ভিন্ন অহিতবাদ অসত্য কথা। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুগত ও তাঁহার পার্ষদগণের অনুসরণকারি সজ্জনগণই সত্যবাক্য কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বজগতের স্বভাবতঃ হিতসাধন করিতে পারেন। অসত্যের আদরকারী অনুকরণপ্রিয় জনগণ অসত্য দ্বারা কোন লোকেরই কোন উপকার করিতে পারেন না, বরং অপকারকরূপে বর্ত্তমান থাকেন। সর্ব্ব প্রাণীর উপকার করিবার নিমিত্ত সাধুগণ অনেক সময় অপ্রিয় সত্য কথা বলেন, কিন্তু "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এই সাধারণ নীতির দোহাই দিয়া মনোধর্ম্মি ব্যক্তিগণ সাধুগণের সদাচার প্রচারে বাধা প্রদান করিতে গিয়া সাধু শাস্ত্রের নিকট অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র শব্দের নিরুক্তি এইরূপ—'হিতশাসনাৎ শাস্ত্রম্'। বেদপুরাণাদি হিতোপদেশ দ্বারা উদ্ভ্রান্ত মানবগণকে শাসন করিয়া জগৎ উদ্ধার করেন বলিয়া শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়েন। অতএব শাস্ত্র মনোধর্ম্মীর স্বকপোলকল্পিত পুস্তক বিশেষ নহেন। সাত্বত শাস্ত্র বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে—

"প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি
মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং
যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্॥
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব
মতিমান্ ভজেৎ॥ বিঃপুঃ ৩।১২।৪৪।৪৫

অর্থাৎ যেস্থলে প্রিয়বাক্য সর্ব্বজীবের হিতজনক ও যুক্তি যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেস্থলে প্রিয় সত্যকথা না বলিয়া, যদ্যপি হিতবাক্য অত্যন্ত অপ্রিয় ও হয়, তবে তাহা বলাই মঙ্গলজনক। যেহেতু বুদ্ধিমানজন বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা ইহলোকে অর্থাৎ জীবাত্মার এই জড়ভূমিকায় প্রাণিগণের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ সুকৃতির কর্ম্ম, কায়মনোবাক্য দ্বারা ভজন করেন। অদ্বৈতোর হৈ সাধুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ (গোপদে ২৩১৫) অর্থাৎ সেবাকে অধিক হয়—এই নিরুক্তি অনুসারে ভক্তিযোগে জীবগণকে ভগবদুন্মুখী করাইবার জন্য যে সুকৃতির কর্ম্ম, তাহাই জীবসেবা, তাহা দ্বারাই জীবের নিত্য হিতসাধন হয়। তন্নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর বাক্যে উক্ত শ্লোকটী আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ৯ম পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত বাক্যের মর্ম্মরূপে নাম প্রেম প্রচার করিতে উৎসাহ দান করিতে দেখিতে পাই।

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥
(চৈঃ চঃ ৯।৪১)

অতএব 'প্রিয়ং ব্রূয়াৎ" এই বাক্যটির আড়ালে গা' ঢাকা দিয়া সত্য কথা শ্রবণ না করাই বিপ্রলিপ্সা, শাস্ত্রদ্রোহ ও সজ্জন-অননুমোদিত। অসত্যের আদরকারি জনগণের সঙ্গ সুতরাং বৈষ্ণবের ত্যাজ্য। অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। বেদ বলেন—অসতো মা সদ্গময় (বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮ অর্থাৎ সৎসঙ্গ কর, অসতের নিকট যাইও না। সর্ব্ব সাত্বতশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

(১১।২৬।২৬)

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু
সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো-
ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণই সত্যকথা কীর্ত্তন দ্বারা সত্যে আদরকারী সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা ও নানারূপ অসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনারূপ চিজ্জড়গ্রন্থি ছেদন করিবেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, মহাশয় গৌড়ীয়ের ৩৩ সংখ্যায়, সরল ভাবে যেমন সত্যে আদর করিয়াছেন, সেরূপ সত্যে আদর প্রায় পরিদৃষ্ট হয় না। গৌড়ীয় পত্রিকায় ১ম খণ্ড হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অনেক সমালোচনাই অনেক সাধুপুরুষ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ আর্জ্জবতা আজ পর্য্যন্ত কাহারও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটে নাই। তাঁহার সত্যানুরাগ যেন নিরন্তর আমরা অনুসরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি, ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ধৃষ্টতা

মানুষের মনুষ্যত্ব বলিয়া যাহা কিছু ছিল, আত্মম্ভরিতার তাপে সব টুকু শেষ হইয়া গেল। 'আত্মম্ভরিতা' বলিতে যাহা বোঝাই বুদ্ধি—নিজেকে খুব পরিমাণ বড়াই—আমার গর্ব্ব, আমার গর্ব্ব, আমার গর্ব্বকেই বড় করিয়া নিজে গর্ব্বিত হওয়া। আমি খাই, বড়লোক, রাজা রাজি,

যাহা চিন্তা করি, তাহা ঠিক; কেহ তাহা বলিবে না, আমার কথা শুনিয়া আমার কার্য্যের অনুমোদন করিয়া, ঐ দেশ পড়িয়া, আমার চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দেশ সুদ্ধ লোকে দাসত্ব স্বীকার করুক। —এই অহঙ্কারই মানুষের সর্ব্বনাশের মূল। "দুরাশয়, আত্মম্ভরি তার তুল্য লোক আর দুনিয়ায় দু'টী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আপনার কথা—গান, কাজ—পূজা, আপনার চালচলন হাবভাব সবই মধুর হইতেও মধুর"—অন্যের নিকট এইগুলি শুনিতেই মানুষ বড় ব্যাকুল। কেহ যদি সত্যসত্যই মানুষের হিতকামী হইয়া মানুষকে কেবল ব্যাজস্তুতিদ্বারা উচ্চে না উঠাইয়া তাহার দোষগুলি দেখাইয়া দেয়, মানুষ তাঁহাকে আর ভালবাসিতে চাহিবে না। ইহাই জগতের রীতি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা চাহি কেবল বাহ্যাবরণ দেখিয়া ভুলিয়া থাকিতে—অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাহি না—সে বাহ্যাবরণ আমাদের আত্মমঙ্গল বিধান করিবে কি না, তাহার পরিচয়ই বা কি? যদি সে বাহ্যাবরণের পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত হইতাম, তাহা হইলে আর বিড়ম্ব, পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, মাতঙ্গাদির ন্যায় আপন সর্ব্বনাশ আপনিই বরণ করিয়া লইতাম না। কেন আমাদের সে অনুসন্ধিৎসা আসে না, কেন আমরা অসত্যে সত্য ভ্রম করিয়া বিপদে পতিত হই, কেনই বা অসত্য সত্যের বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিতে? ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, আমরা শ্রুতোক্ত পন্থা ত্যাগ করিয়াছি—ইহাই একমাত্র কারণ। শ্রুতি আমাদিগকে যে ক্রম পন্থা দেখাইয়া দিতেছেন, সেই ক্রমোন্নতিই আমাদিগের অবনতির একমাত্র সেতু। শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট পন্থা ত্যাগ বা অশ্রৌতপন্থাবলম্বনের ফলেই মায়ামুগ্ধতা। শ্রুতি-পথ ভ্রষ্ট মানুষকে মায়াদেবী তাঁহার বিভিন্ন মোহিনী মূর্ত্তিতে ছলনা করিতে থাকেন। বস্তুর যথার্থ স্বরূপের যে প্রতিফলনই মায়া। দুর্দৈব ক্রমেই জীবের সেই অবস্থাতে মোহ উৎপন্ন হয়। সেই মোহই জীবের 'আমি'—দেহের, দেহ—আমার—এইরূপ অহংমম বুদ্ধি উৎপাদিত করিয়া দেহে ও মনে 'আমি' বুদ্ধি ও তৎসম্পর্কীয় বস্তুতে 'আমার' বুদ্ধি আরোপ করে। যেখানে 'আমি'—আত্মা—নিত্য কৃষ্ণদাস, 'আমার'—কৃষ্ণ, কৃষ্ণসেবাই আমার কর্ত্তব্য, এই প্রকার 'অহংমম' ভাব—কৃষ্ণসেবাপযোগী, সেখানে কোন বিপদ নাই, কিন্তু যেখানে কৃষ্ণ ব্যতীত ভিন্ন অন্য বস্তুতে এই 'আমার' ভাব, সেখানেই যত গোলযোগ; সেখানেই অনর্থ [illegible] আমি প্রভু ইত্যাদি [illegible]

কাঙ্গালের আমার আত্মতৃপ্তিতা। স্বরূপতঃ আমার চৈতন্যস্বরূপের যে আনন্দ আমি কৃষ্ণ-কাঞ্চন দ্বারা হইতে লাভ করিতাম, সেই আনন্দ আজ জড়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়াই আমার এত বিপদ। ঐ স্বরূপে অবস্থান কালে আমি কৃষ্ণের সুখের জন্য খেলাধুলা, আহার বিহারাদি করিতাম, কৃষ্ণের কথা বলিয়া ও শুনিয়া কৃষ্ণ ও কাঞ্চনের আনন্দ বিধান করিতাম, শ্রীমদন-মোহনের আদেশে গ্রন্থ, কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়া মদনমোহনেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতাম, মদনমোহনের স্মরণ মনন করিয়া মদনমোহনকে সুখ দিতাম, তাঁহারই সুখে সুখী হইতাম, আজ মায়ার কবলে পড়িয়া সে আনন্দের স্বরূপ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি, কৃষ্ণকে আনন্দ দিয়াই আমার আনন্দ, কৃষ্ণকে আনন্দ দিতাম বলিয়াই কাঞ্চ আমাকে দেখিয়া আনন্দ পাইতেন, কিন্তু সে কথা আজ আর আমার মনে নাই। কৃষ্ণ ও কাঞ্চকেই আনন্দ দিতে হইবে, তাঁহারা আনন্দিত হইলেই আমার চিত্তের পরা শান্তি, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাকৃত জগৎকে আনন্দ দান ও সেই জগৎ হইতে আনন্দ গ্রহণ করিবার জন্যই আজ আমার ব্যগ্রতা। তাই আমি আমার ধন মান কুল শীল বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য প্রভৃতি লইয়া জগতের নিকট ফেরী করিতে ছুটি, জগৎ তাহার আদর করিলে আমার আনন্দ, নতুবা জগতের উপর আমার ক্রোধ। আবার জগৎ আমাকে এখন একটু আনন্দ দিয়া পরমুহূর্তেই কিন্তু হী হী রবে বিকট পৈশাচিক অট্ট হাস্য সহকারে আমাকে উপহাস করিয়া বলে—"পাগল, এখানে এসেছ, আনন্দের জন্য? যেখানে রাগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দ্বেষ, হিংসা, মৎসরতা, অভাব পরিপূর্ণ, সেখানে পাইতে চাও আনন্দ?" অনন্তর, এইরূপে আমার আনন্দ ও নিরানন্দ আজ জগতের তৌলদণ্ডে অবস্থিত।

তবে এখন উপায় কি? উপায়—একমাত্র সাধুসঙ্গ। সাধুর কোন মৎসরতা নাই। সাধুই আমার আনন্দের প্রকৃত স্থল জানাইয়া দিতে পারেন, তিনি আমার অর্থালাপ-প্রলাপাদির প্রশ্রয় না দিয়া বাস্তবসত্য কথা-কীর্তন করেন। আমার সমস্ত অহঙ্কার বিনষ্ট করিয়া বস্তুত স্বরূপের পুনঃ পরিচয় প্রদান করেন। আমাকে অস্রোত পথ হইতে ফিরাইয়া শ্রৌতপথায় লইয়া আসেন। সেই পথায় চলিয়া আমি কৃষ্ণ-কাঞ্চ প্রীতি লাভ করিতে পারি, সেই প্রীতিতেই আমার পরানন্দ অবস্থিত। কৃষ্ণকাঞ্চ-বস্তুই পূর্ণানন্দ—পরানন্দ অবস্থিত। কৃষ্ণকাঞ্চের নিকট আত্মবলিতা বিষয়ত, কৃষ্ণকাঞ্চের প্রীতিতেই তাঁহার আমি ও আমার বলিয়ে যাহা কিছু সবই কৃষ্ণ ও কাঞ্চ সেবায় নিযুক্ত করিয়া নিরবধি চিত্ত;—কৃষ্ণ কাঞ্চের প্রশংসা-শ্রবণ, তাঁহাদের গুণকীর্তন প্রভৃতিতেই কৃষ্ণদাসের আনন্দ।

সুতরাং যতক্ষণ না জীবের যাবতীয় অবস্থার কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 'আনন্দ' বলিয়া কোন বস্তুর সন্ধান তিনি পাইতে পারেন না। নিরানন্দকেই আনন্দ বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। আত্মতর্পণ-ভাই সমস্ত নিরানন্দের একমাত্র মূল।

স্বাস্থ্য সমাচার

বিসূচিকা

(পূর্বানুবৃত্তি)

গত কল্য আমরা বিসূচিকার উৎপত্তির কারণ এবং তন্নিবারণোপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমরা উহার লক্ষণ এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

ভেদ ও বমি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। অনেক সময় উহা আরম্ভ হইবার দুই একদিন পূর্ব হইতেই রোগী অসহ্য পেট ব্যথায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় হঠাৎ উদরাময়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথম দুই এক বার মল হয়ত কঠিনও হইতে পারে, কিন্তু তৎ পরই উহা ক্রমশঃ অধিকতর তরলাকার ধারণ করিতে থাকে। সময় সময় মলের সহিত সামান্য আম (মিউকাস) এমন কি সামান্য রক্তও দৃষ্ট হয়। অবশেষে মলের রং চাউল ধোয়া জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

বমি সাধারণতঃ ২।৩বার মলত্যাগের পর হইতেই আরম্ভ হয়। কোন কোন সময় বাহ্য ও বমি এক সময়েই আরম্ভ হইয়া থাকে। কখন কখন বা ৫।৭বার মল-ত্যাগের পর বমি আরম্ভ হয়। ইহাকে অনেকে সামান্য পেটের অসুখ মনে করিয়া রোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়, তাহাতে বিষময় ফল ঘটিয়া থাকে। আমরা এরূপ দুই একটী রোগী দেখিয়াছি, যাহারা পায়খানা যাওয়ার সময় পর্যন্ত মল-বেগ ধারণ করিতে না পারায় কাপড়ে মলত্যাগ করিয়াছে এবং উক্ত বস্ত্র ধৌত করিতে নদীতে গিয়া তথায় সন্নিপাতে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সুতরাং আশা করি, সর্বসাধারণ এবিষয়ে সাবধান হইবেন।

প্রথম দুই এক বার মলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব হয় কিন্তু তৎপর উহা বন্ধ হইয়া যায়। কয়েকবার ভেদবমি হইবার পরই রোগীর শরীর অতিশয় দুর্বল হই পড়ে। চক্ষু দুইটী বসিয়া যায়, গাল ভাঙ্গিয়া যায়, জিহ্বা শুষ্ক হয় হাত পায়ে খিল ধরে এবং রোগীর অতিশয় জল পিপাসা হয়। তৎপর রোগীর হাত পা এবং ক্রমশঃ শরীরের অন্যান্য অংশ ঠাণ্ডা হইতে থাকে। শারীরিক উত্তাপ সাধারণ উত্তাপ অপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু মলদ্বারের উত্তাপ ১০৩।১০৪ ডিগ্রি (ফারেণ হাইট) পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। মলাদির সহিত রক্তের লবণযুক্ত জলীয় অংশ বহির্গত হইয়া যায়, নাড়ী ক্রমশঃ বসিয়া পড়ে।

চিকিৎসা—কলেরার চিকিৎসা বিস্তৃত-রূপে বর্ণন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে সর্বসাধারণের কোন উপকার হইবে না।

যে স্থানে ডাক্তার নাই এবং যে স্থানে ডাক্তার আসিতে অনেক সময়ের আব-শ্যক, সেই পল্লী সমূহের ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট সাধারণ চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব।

রোগের প্রারম্ভেই সম্ভব হইলে এক আউন্স জলের সহিত ১০ফোঁটা ডাই লিউট সালফিউরিক এসিড সেবন করাইবে, তৎপরে ডাক্তার আনিতে যাওয়া উচিত।

রোগীকে গরম বিছানায় রাখিতে হইবে। তাহার হাত পায় খিল লাগিলে গরম সেক দিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় জলব্যতীত অন্যান্য খাদ্য বন্ধ রাখাই ভাল। তবে কমলা লেবুর রস অথবা বেদানার রস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—এই রোগে রোগীর বড়ই জল পিপাসা হয়। কোন কোন স্থানে দেখিয়াছি হাতুড়ে চিকিৎসক আসিয়াই জল খাইতে দেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহাতে রোগীর বৎপরোনাস্তি অনিষ্ট হইয়া থাকে। রোগীকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী জল দিতে হইবে। জল সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। পটেসিয়াম্ পারম্যাঙ্গেনেট বোধ হয় বর্তমানে কাহারও নিকট অবিদিত নাই। প্রথমতঃ একগ্লাস জলের সহিত উহা সামান্য লাল হয় এরূপ পরিমাণে পটেসিয়াম্ পারম্যাঙ্গেনেট মিশ্রিত করিয়া ঐ জল খাইতে দিবে। বমির সঙ্গে ঐ জল উঠিয়া আসিবে। তাহাতে পাকস্থলী বেশ ধৌত হইয়া যাইবে। তৎপর সাধা-রণ জল কিংবা ডাবের জল সেবন করিতে দেওয়া উচিত। বমি বন্ধ না হইলে ডাবের জল দেওয়াই উচিত। রোগীকে জল দেওয়া সর্বাপেক্ষাই উচিত।

ইহার পরের ব্যবস্থা ডাক্তার আসিয়া করিবেন।

যাহাদের ডাক্তার দেখাইবার সংস্থান নাই, তাহাদের পক্ষে রোগীকে হাস-পাতালে পাঠান সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যে সমস্ত অসমর্থ রোগীর নিকটে হাসপাতাল নাই এবং যাহাদের ডাক্তার না পাওয়ারই সম্ভাবনা, তাহারা নিম্নলিখিত উপায়ে চিকিৎসা করিতে পারেন।

প্রথম অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ২০ হইতে ৩০ ফোঁটা ক্লোরো ডাইন এক আউন্স জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাহ্য এবং বমি উভয়েরই উপশম হইবে। কিন্তু বাহ্য বা বমি বন্ধ হইলে পেট ফাঁপা থাকিলে অথবা রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িলে উহা কিছুতেই দিবে না। তৎপরিবর্তে এমোনিয়া আরক এক ড্রাম মাত্রায় এক আউন্স জলের সহিত ৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে পেটের ফাঁপ নষ্ট হইবে এবং ধাতুকেও কার্য্যও করিবে। পেটে তার্পিণ তৈল মালিশ করিয়া সেক দেওয়া দিবেন। ইহাতে পেট ফাঁপা নষ্ট হইবে এবং প্রস্রাবও হওয়ার সম্ভাবনা। বমি খুব বেশী হইলে এক সের জলের সহিত এক চামচ সোডা বাইকারবনেট মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ খাইতে দেওয়া উচিত। সোডাওয়াটার জল অথবা মিশ্রির জলও পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। লবণ মিশ্রিত জলও দেওয়া দিবেন। প্রস্রাব ১২ ঘণ্টার বেশী বন্ধ থাকিলে সোডা বাইকারবনেট অথবা বিলাতি সোডা মিশ্রিত জল সেবন করাইতে দিতে হইবে।

রোগী খুব দুর্বল হইলে এক রতি-মাত্রায় মকরধ্বজ উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া বেদানার রসের সহিত সেবন করাইয়া দেওয়া কর্তব্য। প্রয়োজন হইলে দিনে ৩ বার দেওয়া যায়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নবদ্বীপ পারঘাটার দৌরাত্ম্য

নবদ্বীপ পারঘাটার ঘাটমাঝি দিনে দিনে বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে। গত শুক্রবার অপরাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের একখানি গো শকট সহর নবদ্বীপের পার হইতে হুলোর পারে আসিবার জন্য পারঘাটে আসে। কোনরূপ ভিড় না থাকা সত্ত্বেও ঘাটমাঝি ইচ্ছা করিয়াই গাড়ী খানি পার করিতে বিলম্ব করিতে থাকে এবং কিছু সময় পরে একেবারেই 'পার করিব না' বলিয়া স্থির করে। তখন গাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক [illegible]

পুলিশে ইনফরম করার জন্য অগ্রসর হইলে ঘাটওয়ালা পুলিশের ভয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীখানি পার করিয়া দেয়। এরূপ ঘটনা প্রায় প্রত্যহ সংঘটিত হইতেছে। ঘাটওয়ালা ইচ্ছা করিয়াই যাত্রিগণকে দুই দের ও ভীতি প্রদর্শন করে। জন সাধারণ আর কতদিন এরূপে উপদ্রুত হইবে? আমরা সরকার বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি, সরকার পক্ষ হইতে যেন ঘাটওয়ালার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করা হয় এবং ঘাটওয়ালা শ্রীচৈতন্যদেবের গাড়ী ও লোকজন পারাপারে কোন কারণ না থাকিলেও কেন অবহেলা প্রকাশ করে, তাহার কৈফিয়ৎ লওয়া হয়। গাড়ী ও লোকজনের পারাপার লইয়া বিনাকারণে সময় নষ্ট করার ঘাটওয়ালার এমন কি অধিকার আছে সরকার পক্ষ ঘাটওয়ালার নিকট তাহার কৈফিয়ৎ লইয়া আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

শোকসভা

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ৬৷৷ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন হলে প্রবীণ উকিল রায় বিশ্বম্ভর বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের সভাপতিত্বে নদীয়ার মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে একটী মহতী শোক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় নদীয়ার গণ্যমান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সিভিলসার্জেন বসন্তকুমার ভৌমিক, খাবাপোতার মৌলবী আজিজুল হক, প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। সকলেই মহারাজার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা আজ নাবিকশূন্য জলযানের ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

মহারাজ বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড চেয়ারম্যানরূপে প্রথম জীবনে যোগদান করিয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্যন্ত জন সাধারণের হিতকল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড থাকা কালে গভর্ণমেণ্ট যে অন্যায়রূপে প্রভিন্সিয়াল রোড় ফাণ্ডগুলি হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহার বহু প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং বহু চেষ্টায় একাজ কাউন্সিলে মেম্বার হইয়া উক্ত সমুদায় উদ্ধার করতঃ বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় ৪০।৪৫ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। গত হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় যখন পাবনাপাড়ায় অনর্থের উৎপত্তি হইয়া, যে সময় অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময় একমাত্র পরলোকগত মহারাজ বাহাদুরের চেষ্টাতেই

জ্যোতিষ

আগামী কল্য মঙ্গলবার মহরম উপলক্ষে নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবে।

সে অশান্তি মীমাংসিত ও দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপ বহুবিধ জনহিতকর কার্য তিনি সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা দেশের সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। আজ সত্য সত্যই বাঙ্গালীগণ তাঁহার ন্যায় একজন সহৃদয় কর্ম্মী হারাইয়া গভীর শোক সাগরে নিমজ্জিত। অতঃপর সকলেই মহারাজ বাহাদুরের পরলোকগত আত্মার জন্য সদ্গতি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য আশু শান্তি কামনা করিয়া সভাভঙ্গ করেন।

নদীয়ার সদস্য-নির্ব্বাচন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বসন্তকুমার লাহিড়ীর স্থানে নদীয়া হইতে ১জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে চান, তাঁহাদিগকে আগামী ৫ই জুনের মধ্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। ৬ই জুন ঐসকল পত্র পরীক্ষা করা হইবে। ১৬ই জুন নির্ব্বাচন দিবস।

(ভারতীয়)

কলিকাতা কলেজ সমূহে আই, এস্, সি, পরীক্ষার ফল

কলিকাতা কলেজ সমূহের ১৯২৮ সালে আই,এস,সি, পরীক্ষার ফল—বঙ্গবাসী কলেজ ১ম বিভাগে ৯৫৯, ২য় বিভাগে ১৯৯, ৩য় বিভাগে ১৮, মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ১২৬। স্কটিশ—১৯, ৭৮, ২য়, ২৪ ৩য়, ১, মোট ১০৩। সেণ্টজেভিয়ার— ১ম, ৬৩, ২য়, ৩০, ৩য় ২, মোট ৯৫। প্রেসিডেন্সী—১ম ৭০, ২য়, ১৪, ৩য়, ৪, মোট ৮৮। সিটি—১ম ৫৪, ২য় ৭৯, ৩য় ২১, মোট ১৫৪। আশুতোষ —১ম ৪৮, ২য় ৫৮ ৩য় ৬, মোট ১১২। রিপণ—১ম ২৭, ২য় ১৯, ৩য় ৫, মোট ৫১। বিদ্যাসাগর— ১ম ২০, ২য় ৩০, ৩য় ৭, মোট ৫৭। ইস্লামিয়া—১ম ৯, ২য় ৮, ৩য় ০, মোট ১৭। সেণ্টপল—১ম ৪, ২য় ১৪, ৩য় ১, মোট ১৯। বেথুন—১ম ১, ২য় ২, ৩য় ০, মোট ৩। চেটি,ক্লাসিক—১ম ৬, ২য় ২, ৩য় ১, মোট ৯।

আই, এস, সি, পরীক্ষায় এবার সিটি ১ম, প্রেসিডেন্সী ২য়, ৩য় এবং পঞ্চম, বঙ্গবাসী চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবমস্থান অধিকার করিয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গবাসী ৪, প্রেসিডেন্সী ৪ এবং সিটি ১।

ঘাটাল মহকুমায় বিস্তৃতাকারে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রতি দিন বহু লোক এই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ সম্মিলনের সম্পাদক। উক্ত সম্মিলনের অধিবেশন আগামী নবেম্বর মাসে হইবে বলিয়া বহু লোক বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। অনেকে অর্থ দানের প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।

বলিহারী যাই

ইব্রাহিমের পুত্র নারায়ণ পাণ্ডে ওরফে আশু নামক একটী বিখ্যাত চোরকে বড়বাজারের কোন দোকান হইতে চুরীকরার অপরাধে ধরিয়াছে। আসামী ইহার পূর্ব্বে নাকি ২৮বার জেল খাটিয়াছে। চোরের বোধ হয় জেলখানার কর্ম্মচারীদের সহিত বড়ই বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে। সে বন্ধুত্বের খাতির আর ভুলিতে পারিতেছে না। বলিয়াই বারম্বার চুরীর প্রয়াস। লোকটীর ধৈর্য্যের বলিহারী যাই।

জমিতে ফসল না হওয়ায় লাহোর জেলার অন্তর্গত কয়েকটী গ্রামের প্রজারা গভর্ণমেণ্টকে তাহাদের খাজনা দেওয়ার অসামর্থ্য জানাইয়াছে। এইরূপ একটী আইন যদি থাকে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজাগণ খাজনা মাপ পাইতে পারিবে, জমীদারগণও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনাদায় জমির খাজনার জন্য উত্ত্যক্ত না হন, তাহা হইলে দেশের অভাব অভিযোগ অনেকটা মিটিতে পারে।

রাণা প্রতাপের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে গত মঙ্গলবার কলিকাতা আলবার্টহলে একটী বিরাট জন সভা হয়। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল। বহু লোক সভায় যোগ দান করিয়াছিলেন। ১২জন লোক রাণা প্রতাপের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর সভাপতি মহাশয় একটী নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সকলকে রাণা প্রতাপের অনুসরণ করিতে বলেন। অতঃপর অনেক রাত্রিতে সভাভঙ্গ হয়।

মেদিনীপুর জিলার দাইকুণ্ডী ও কল্লা নামক গ্রামে প্রবল বড় হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে অনেক বাড়ী ঘর ও বৃক্ষাদি পড়িয়া গিয়াছে।

শাহী বিবাদ

তায়রাবাদের দুইজন মুসলমানের মধ্যে একখানি অর্থ লইয়া বিবাদ বাধে, ক্রমে তাহা হাতাহাতিতে পরিণত হয়, ফলে একজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। এক পাটি জুতা অথবা সামান্য মূল্য, এক কপর্দকও লোকের প্রাণবিনাশ ঘটায়।

করিয়া থাকে। যে অর্থ [illegible] বাহির না হয়, তাহাতে [illegible] অর্জ্জন করিতেছেন। [illegible] পরস্পরে বিবাদ বাধাইয়া [illegible] বাহারা এই জমির স্বত্ব [illegible] পাইতে চান, তাঁহারা কলিকাতা [illegible] মহারাজের আনুগত্যে তাঁহাদের সমস্ত অর্থ পরমার্থের সেবায় নিযুক্ত করুন। ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

বকরীদে

(১৪৪ ধারা জারী)

আগামী বকরীদ উপলক্ষে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের আবদার জিলাতে গত ২২শে মে ১৪৪ধারা জারী করিয়াছেন। কসাইখানা ভিন্ন সহরের কুত্রাপি গো-কোরবাণী করা নিষেধ করা হইয়াছে। নিষিদ্ধ স্থানে যে সকল জন্তু রাখা হইয়াছে, তাহা ঈদের পূর্ব্বে তথা হইতে অপসারিত করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও যেন সরকারপক্ষ হইতে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। শিক্ষিত মুসলমান মৌলবীগণও যেন এরূপ অনর্থ নিবারণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, ইহাই প্রার্থনা।

গত ২১শে মে যোধপুর কাশ্মীরের মহারাজা ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি প্রজাবৃন্দের নিকট বলিয়া গিয়াছেন, "বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে ইউরোপে যাইতে হইতেছে। ৬।৭ মাসের মধ্যেই আমি আবার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আশা করিতেছি। আমার অনুপস্থিতিকালে মন্ত্রীসভার হস্তে রাজকার্য্য থাকিবে। ভগবান যেন তোমাদের সকলকে মঙ্গলে রাখেন।

(বৈদেশিক)

আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা নিকট হইতে আট বৎসরের জন্য ৯০কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ লইয়াছেন। ঐ অর্থ দ্বারা আমীর যন্ত্রাদি কিনিয়া দেশে শিক্ষা শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সুযোগ করিয়াছেন। আর্য্যানীও আফগানিস্থানের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইলেন।

বুয়েনস্ আয়ারসের ইটালি দূতাবাসে সম্প্রতি এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৯ জন ব্যক্তি নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে। জানালা ও প্রাচীরের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বারান্দায় ৬ ফুট দীর্ঘ ও ৪ ফুট প্রশস্ত এক গর্ত হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট বিরোধীদলই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া পুলিশের বিশ্বাস।

শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৫

বিবর্ত্ত

"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" অর্থাৎ অন্য বস্তু নাই, অথচ তাহাতে অন্য বস্তুর ভ্রম, তাহাই বিবর্ত্ত। দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্প এবং শুক্তিতে রজত ভ্রম।

অতি দূরে অবস্থিত কোন পর্ব্বতোপরি একদা একটী শুভ্র বর্ণের গাভী বিচরণ করিতেছিল। ইন্দ্র বাবুর চক্ষু, সুস্পষ্টভাবে ঐ দূরস্থ গাভীর আকার দর্শনে সমর্থ না হইয়া, উহাকে গাভী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে অপারগ হইয়াছিল এবং, গাভীর পরিবর্ত্তে, উহাকে এক খণ্ড শুভ্র বর্ণের মেঘ বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যখন কেহ কোন একটী পদার্থকে যথার্থভাবে জানিতে অক্ষম হয়, তৎকালে তাহার বুদ্ধি উহাকে অপর কোন বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ বুদ্ধির এই প্রকার অবস্থা বা ভ্রমাত্মক ধারণাকে বিবর্ত্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মানব-বুদ্ধি, যখন কোন বস্তুর সম্যক পরিচয় সংগ্রহ করিবার জন্য বুদ্ধিমান বা গতিশীল হয় ও কোন কারণ বশতঃ সেই বস্তুর নিকটবর্ত্তী পরিচয় লাভে বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে সময় তাহা আর নিজ গতিকে অধিক দূর চালাইতে সমর্থ হয় না এবং অগত্যা কিয়ৎ দূর গতি-হেতু, যতটুকু অসম্যক বা আংশিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তদনুসারে, নির্দ্দেশার্থ, বস্তুকে অনুমান-বলে কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্যবান অন্য কোন বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করে। এইজন্য রজ্জুতে সর্পবোধ ও শুক্তিতে রজত বোধ জন্মিয়া থাকে। মানব-চক্ষু, রজ্জু ও শুক্তির গঠন-সামগ্রী দর্শনে যখন বাধা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে রজ্জুর কুণ্ডলাকারে পথি মধ্যে অবস্থান ও শুক্তির শুভ্রবর্ণ মাত্রের দর্শন হইতে, সৌসাদৃশ্য নিবন্ধন, তত্তৎ পদার্থে অনুমান-শক্তির বলে সর্প ও রৌপ্যের ধারণা পুষ্ট হয়।

রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রৌপ্যের ভ্রান্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। আলোক-সাহায্যে নিকটস্থ হইবামাত্র উক্ত প্রকার ভ্রম বিদূরিত হয় এবং রজ্জুতে রজ্জুর ও শুক্তিতে শুক্তির বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত বিবর্ত্তবুদ্ধিজাত সূক্ষ্ম-তত্ত্ববিষয়ক ভ্রম-গুলি সহজে সংশোধিত হইবার নহে।—

(১) স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে আমি বা আত্মবুদ্ধি। (আত্মা নিত্য পদার্থ ও স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় নশ্বর বস্তু। সুতরাং ঐ নিত্যপদার্থে নিত্য পদার্থের আরোপ ভ্রান্তি-মূলক)।

(২) স্ত্রী-পুত্রাদির নশ্বর দেহ মনে আমার বা আত্মীয় বুদ্ধি। (নশ্বর স্ত্রীপুত্রাদির দেহের সহিত নিত্যবস্তু স্বরূপ আত্মার, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, মিলন অসম্ভব, সুতরাং তদুভয়ের সম্বন্ধ চিন্তা অলীক)।

(৩) অনিত্য কার্য্যে কর্ত্তব্য বুদ্ধি। (আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ভগবানের নিত্যকাল অহৈতুকী সেবা। সুতরাং আত্মাতে অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্য বুদ্ধির আরোপ ভ্রান্তি-মূলক)।

(৪) গুরুতে মর্ত্ত্য বুদ্ধি। (নিত্য অপ্রাকৃত ভগবানই আচার্য্য বা গুরুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ। তাঁহার আত্মা ও দেহে ভেদ নাই, অথচ তাঁহার দেহকে দেহী হইতে স্বতন্ত্র ও নশ্বর বস্তু মনে করা অনুচিত)।

(৫) জড়-সঙ্গ দ্বারে শাশ্বত সুখী হইবার বুদ্ধি। (জড় বস্তু নশ্বর ও তাহার ধ্বংসে সুখের অভাব বা দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং জড় বস্তু শাশ্বত কাল সুখদানে অসমর্থ)।

(৬) শ্রৌত বাণীর সহিত ইতর বাণীর সমত্ব বুদ্ধি। (শ্রৌতবাণী নিত্যানন্দের প্রাপক এবং ইতর বাণী ক্ষণিক সুখ ও অজস্র দুঃখের জনক। সুতরাং তদুভয়ের সমন্বয় অসম্ভব)।

(৭) জন পথে মহাজন-পথ বুদ্ধি। (জন-পথ হেয় ও ক্ষণ সুখ প্রদ এবং মহাজন-পথ পরম উপাদেয় নিত্যানন্দপ্রদ। সুতরাং জন-পথকে মহাজন-পথ মনে করা অনুচিত)।

(৮) ভোগ্য জীবে ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি। (জীব—ভগবানের সেবক। সুতরাং তাহাকে ভোক্তা মনে করা অন্যায়)।

(৯) ভোক্তায় ভোগ্য বুদ্ধি। (ভগবানই একমাত্র ভোক্তা। অতএব তাঁহার দ্বারা সুখ উপভোগ করিবার বুদ্ধি দৌরাত্ম্য-মূলক)।

(১০) জগতে নিত্য বাসস্থান বুদ্ধি। (জগতের প্রত্যেক পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব তাহাতে বাস নিত্যকাল সম্ভবপর নহে। আত্মার নিত্য বাসস্থানই গোলোক বৈকুণ্ঠ, যথা মহাজনোক্তি 'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি')।"

(১১) বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃত জাতি বুদ্ধি। (বৈষ্ণব আত্ম-পদার্থ ও দেহ অনাত্ম পদার্থ। সুতরাং আত্মবস্তুতে অনাত্ম দেহের জাতীয়ত্ব আরোপ করা গর্হিত কার্য্য)।

(১২) জড়-সত্ত্বায় ভগবদাবির্ভাব-বুদ্ধি। (ভগবানের বাসস্থান অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে। যখন তিনি জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি স্বীয় ধাম সহ তথায় আগমন করেন। সুতরাং জড় জগতে ভগবদাবির্ভাব-মূলক-ধারণা অসমীচীন)।

(১৩) অসদাচারে সদাচার-বুদ্ধি। (অসদাচার অনিত্য ফলপ্রসূ এবং সদাচার নিত্যফলপ্রদ। সুতরাং অসদাচারে সদাচার বুদ্ধি অন্যায়)।

(১৪) সদাচারে গোঁড়ামী বুদ্ধি। (সদাচার হইতে পরমানন্দ লাভ হয়। সুতরাং ইহাতে যে নিষ্ঠা, তাহা জীবের কর্ত্তব্য ও কখনও গোঁড়ামী শব্দ বাচ্য নহে। অসদাচার দ্বারা যদি নিত্যানন্দ লাভ হইত, তাহা হইলে গোঁড়ামী শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারিত)।

(১৫) অসরলতাত্মক সভ্যতা বুদ্ধি। (একমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণই সরল ও সভ্য পদ বাচ্য। তাঁহাদিগের সরল ব্যবহারই সভ্যতা। বর্ত্তমান কালের সভ্য পাশ্চাত্য দেশীয়গণের সভ্যতা অসরলতাপূর্ণ। সুতরাং অসরলতাপূর্ণ সভ্যতা কখনও প্রকৃত সভ্যতা পদবাচ্য নহে)।

(১৬) অসৎ শিক্ষাকে সৎশিক্ষা বুদ্ধি। (বর্ত্তমান কালে যে "ইউনিভার্সিটী এডুকেশন" দেওয়া হইতেছে তদ্দ্বারা আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাদির সাহায্য হইতেছে। যেহেতু ঐরূপ শিক্ষা মানুষকে নিত্যকল্যাণের পথে যাইতে দেয় না, তজ্জন্য প্রকৃত শিক্ষা পদবাচ্য নহে)।

(১৭) ধর্ম্মধ্বজীকে ধার্ম্মিক বুদ্ধি। রাবণ সাধুবেশে সীতাহরণ করিয়াছিল। পরস্ত্রী হরণ কখনও ধার্ম্মিকের লক্ষণ হইতে পারে না। সুতরাং অবান্তর উদ্দেশ্য-পরায়ণ ধর্ম্মধ্বজীগণ কখন প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।)

(১৮) শুদ্ধ ভক্তে কপটী বুদ্ধি। (শুদ্ধ ভক্তগণ বাহ্যাভ্যন্তরে পর দুঃখে দুঃখী আর কপটীগণ বাহ্যে পর দুঃখে কাতরতার ভাব দেখায় ও অন্তরে স্বার্থ-সিদ্ধির দুর্দ্দমনীয় বাসনা পোষণ করে। সুতরাং শুদ্ধ ভক্তগণ কখনই 'কপটী' শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না)।

(১৯) অসৎ সিদ্ধান্তে সৎসিদ্ধান্ত বুদ্ধি। (অসৎসিদ্ধান্ত দ্বারা সম্যার্থকাম মোক্ষ লাভ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সৎসিদ্ধান্ত লভ্য-ভগবৎপ্রেম পাওয়া যায় না। অতএব অসৎসিদ্ধান্তে সৎ-সিদ্ধান্ত বুদ্ধি দূষণীয়)।

(২০) ব্যভিচারীকে অব্যভিচারী বুদ্ধি। (ব্যভিচারীর চিত্ত বহু বিষয়ে ধাবমান হয়। তজ্জন্য একনিষ্ঠা-জনিত সুখ লাভে বঞ্চিত। সুতরাং ব্যভিচারীকে অব্যভিচারী মনে করা অকর্ত্তব্য)।

'কম্‌লী হাম্‌কো ছোড়্‌তা নেহি হ্যায়'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশে পশ্চিম দেশীয় কোন একটী প্রবীণ সাধু কিছুকাল যাবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে আরও একটী বয়স্ক ব্যক্তি, সাধুর অনুসরণ করিতে যাইয়া অনুকরণপন্থী হইয়া পড়িলেন। নব্য সাধুটী যত দূর পারেন, নিজের গা বাঁচাইয়া, প্রবীণ সাধুর সেবা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

যাহা হউক ইতি মধ্যে কোন এক সময় কোন কার্য্য ব্যপদেশে সাধু স্থানান্তরে যাইতেছেন। সঙ্গে ঐ নব্য সাধুটীও অনুগামী হইলেন। বলা বাহুল্য ঐ সকল রাস্তা জন-মানব শূন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল ও দুর্গম। সাধু কিছু দূর অগ্রগামী হইয়া, পশ্চাতে কোন সাড়া শব্দ না শুনিয়া, ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, অনুগামী সাধুটী, কাল রঙ্গের একটা কি যেন জড়াইয়া ধরিয়া ভূতলে গড়া গড়ি যাইতেছেন। কারণ অগ্রগামী সাধুর এদিক ওদিক নজর করিবার অবসর ছিল না, তাই একটু তফাতেই চলিয়া গিয়াছিলেন, যেখান হইতে বস্তুটার যথার্থ তত্ত্ব লওয়া অসম্ভব। এমতাবস্থায় নব্য সাধুটার দুর্দ্দশা দর্শনে করুণার্দ্র হইয়া সাধু সজোরে হাঁকিতে লাগিলেন 'বাচ্চা।

জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য ফলে যদি কাহারও যথার্থ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তবেই পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভ্রান্তি নিচয়ের অপনোদন সম্ভবপর, নচেৎ ভ্রান্তি ক্রমশঃ অসৎসঙ্গ-প্রভাবে গাঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে ও অনন্ত প্রকারে বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে। ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণাবদ্ধ অজ্ঞ জীবগণ সংসারে বারম্বার উচ্চাবচ যোনীতে জন্ম গ্রহণ করে ও প্রতিমুহূর্ত্তে ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হয়। অতএব যাহাতে প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভ করা যায়, তজ্জন্য তাহাদিগের বিশেষরূপে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজনীয়। মানব-যোনীতে বিচার করিবার যোগ্যতা আছে এবং শুদ্ধভক্ত সঙ্গে তাহা উত্তেজিত হয়। মানবেতর যোনীতে বিচার করিবার যোগ্যতাভাবে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব এ হেন দুর্লভ মানব জীবন পাইয়া যে সকল ব্যক্তি বিচারের আবশ্যকতা না বুঝিয়া শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ করে না, তাহারা পশু তুল্য এবং অপর যে সকল মনুষ্য ভক্তদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা গোখর অর্থাৎ গাভী জাতীয় পশুর খাদ্য বহনকারী গর্দ্দভ।

"তুম্ ক্যা কারতে হো? ছোড় দো ছোড়কে চল্ আও"। তখন বিপন্ন সাধুটী করুণস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাইয়া! হাম তো কমলীকো ছোড় দেতা হৈ বা-কি কমলী হামকো ছোড়তা নেহি হ্যায়"। অর্থাৎ ওগো কম্বল ছাড়িলে ত' ছাড়িব? ওটা যে দুষ্ট জন্তুর অন্যতম ভালুক। অন্যাভিলাষী আত্মবঞ্চক সাধু ভালুককে কম্বল মনে করিয়া লোভ সংবরণ করিতে না পারায় তাঁহার এই আসন্ন মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির আনুগত্যে কলিকাতার চিড়িয়াখানায় যাইয়া যদি এই সকল হিংস্র জন্তুর বিষয় জানিয়া লইতেন, তবে এই প্রকার বিপদে পড়িতে হইত না।

এই প্রকারে 'আমরা-বাহারা', অনুকরণিক পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকি, কোন সিদ্ধ সাধু, শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে উদাসীন হইয়া সদসৎ বিচার রহিত হই, তাহারা অনেক সময় ঐ ধরণের কম্বল খুঁজিতে যাইয়া ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরূপ অসৎ সঙ্গের সহিত গলাগলি, আলিঙ্গন, গড়াগড়ি, কত কিছু করিয়া, শেষে ঐ ব্যক্তির ন্যায় আসন্ন মৃত্যুরূপ বিপদে পতিত হইয়া থাকি। অসৎকে আলিঙ্গন দেওয়ার অর্থ যথার্থ মৃত্যুকে আলিঙ্গন দেওয়া বই আর কিছুই নহে। বনের ভালুককে আলিঙ্গন দিয়া ঐ ব্যক্তির এক জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, আর আমরা অসৎ সঙ্গ করিয়া নিজের ও অপরের কত অসংখ্য জীবন বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছি, তাহা চিত্রগুপ্তের পাতাগুলি অনুসন্ধান করিলেই সকলের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া তখন ঠিক ঠিক বুঝিবার অবসর ঘটিবে।

ছলনাময়ী মায়া বহুনা মূর্ত্তিতে আমাদিগের মোহ উৎপাদন করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটাইয়া দেয়। তাহাতে দুর্ব্বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া স্বতন্ত্রতা বশে ভোগ তৎপরতা প্রবল হইয়া ঐ প্রকার ভ্রম ধারণায় ভালুক রূপী অসৎ সঙ্গ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইলেই আর রক্ষা পাওয়ার উপায় থাকে না। তখন কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণের ছলে নিজেন্দ্রিয়-তোষণ তৎপর হই। এই বিপদ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উদ্ধার পাওয়া যায় না। তখন এত চঞ্চল হইয়া পড়ি যে যদিও বৈকুণ্ঠ কোটাল বৈষ্ণবঠাকুরগণ আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া ডাকিয়া বলেন, "অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া সাধু সঙ্গে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কর"। আমি আমার ভজনতার বড়াই করিয়া থাকি, আমিত অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিতেই প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহারা যে আমাকে ছাড়ে না। অর্থাৎ বাহিরে অসৎ সঙ্গ ত্যাগের অভিনয় করিলেও ভিতরে অসৎ চিন্তা একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিয়া বসিয়া আছে। এখন উপায় কি?

গৌরাঙ্গ-জন্মস্থান-নির্ণয়

প্রতিবাদ

গত ১২ই বৈশাখ তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকার স্তম্ভে যে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয় সমিতির প্রথম অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রতিবাদার্হ। কারণ ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতৃপিতামহতুল্য বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গোস্বামী, সিদ্ধ মহাজনের দ্বারা বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে যে গৌরাঙ্গের জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের সংস্থান সুনির্ণীত হইয়াছে, তাহাকে নাকচ করিয়া পুনরায় গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয়-সমিতি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য যে কতদূর প্রশংসনীয় তাহা বিচার্য্য। বাংলা ১৩০০ সালের ২রা মাঘ রবিবার দিবস কৃষ্ণনগর আমিন বাজার এ, ভি, স্কুল প্রাঙ্গণে সর্ব্ববর্ণ-সংযুক্ত হিন্দুদিগের একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন সেই সভার প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপ সহর ও নদীয়া জেলার সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ সভায় শ্রীমায়াপুরের অবস্থান স্বীকার করেন। ইহার পরে বহু প্রকাশ্য সভায় শ্রীধাম মায়াপুরের সংস্থান প্রচারিত হইয়াছে। গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের নিষ্কিঞ্চন ত্যাগিগণের একচ্ছত্র গুরু সিদ্ধ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল পরমহংস গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ, চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীরাধিকা নাথ গোস্বামী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, পরলোকগত জষ্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডাঃ সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি এইচ ডি, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ভক্তিভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামান্য শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি বহু বহু পিতৃ পিতামহতুল্য মহাপুরুষগণকে নির্ব্বোধ বা ভ্রম-চালিত মনে করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নব্য গৌরাঙ্গের জন্মভূমি নির্ণয়-সমিতির নিরপেক্ষতার আবরণে কি অন্তর্নিহিত গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন, বর্ত্তমানের নব্য গৌরাঙ্গজন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতির নাম 'গৌরাঙ্গ-সিংহের মন্দির নির্ণায়ক সমিতি' দেওয়াই সমীচীন। যেহেতু এই সমিতির যথার্থ উদ্দিষ্ট বিষয়ই পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের ভিত্তিভূমি নির্ণয় করা বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছে। পিতৃভক্তির নিদর্শনরূপে নির্ম্মিত ঐ মন্দিরটী পরলোকগত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পিতা (কোনও মতে পিতামহ) গৌরাঙ্গ সিংহের পরলোকগত আত্মার কল্যাণে দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় যদি কাকড়ের মাঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মভূমির স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সেই স্থানের পূর্ব্বতন শ্রীমায়াপুর নাম লুপ্ত করাইয়া সেই স্থানকে রামচন্দ্রপুর নামে অভিহিত করাইতেন না। প্রতিভিসারি ক্রমে মায়াপুর 'মেয়াপুর' বা 'মিয়াপুর' পরিণত হইতে পারে, কিন্তু কোন কোন অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় 'মিঞাপুর' কথাটী শান্তিপুরের মৌলবী সরকার ও সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক সাহেবও স্বীকার করেন না। তিনি বল্লালদীঘীর নিকটস্থ বর্ত্তমান শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দ দাসের কড়চায়' মোজাম্মেল হক সাহেবের 'প্রাচীন নবদ্বীপ' সম্বন্ধে বিবরণ দ্রষ্টব্য। এমন কি কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীও ১২৯১ সালে হুগলী সাবিত্রী যন্ত্র হইতে নবদ্বীপ-মহিমা নামক যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যে পুস্তক তদানীন্তন নবদ্বীপের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থের পূর্ব্বাভাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই পুস্তকেও বল্লালদীঘীর নিকটস্থ মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়াই তিনি বর্ণন করিয়াছেন। সে স্থানে তিনি বিকৃতভাবে 'মায়াপুর' শব্দকে মিঞাপুর রূপান্তরিত না করিয়া 'মায়াপুর' বা 'মেয়াপুর' নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে কোন কোন ব্যক্তির পরামর্শে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বিচার্য্য। যে শ্রীমায়াপুরের ধূলি আহরণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রকাশ্যভাবে বহু লোক সমক্ষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেন এবং পুলকিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন, 'অহো এই স্থানে আমার বঙ্গের গৌরব দ্বিজরাজ শ্রীচৈতন্য দেবের জন্ম হইয়াছিল, যে বল্লালদীঘীর মৃত্তিকা বল্লাল সেনের স্তুপের ধূলিরাশি চন্দন করিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে বলিতেন, 'অহো! এই স্থানে আমার বঙ্গের গৌরব দ্বিজরাজ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছিল, যে বল্লালদীঘীর মৃত্তিকা, বল্লাল সেনের স্তুপের ধূলিরাশি চন্দন করিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে বলিতেন, "অহো! কবিকুলাধিরাজ শ্রীজয়দেব, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ, কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কত নৈয়ায়িক এই স্থানের মৃত্তিকার উপর বিচরণ করিতেন", কখনও বা চাঁদ কাজীর সমাধি দর্শন করিয়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, সেই শ্রীমায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের ভূমিকে যাহারা 'মিঞাপুর' কবরখানা প্রভৃতি অসংস্কৃত-ভাষায় অভিহিত করিতে চান, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে কতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তাহা বিচার্য্য। তাঁহাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি মহাশয় কতকটা আবিষ্কার করিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর থিয়োসফিক্যাল সোসাইটী-হলে বলিয়াছিলেন, — শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়াও শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান সিদ্ধান্ত করেন। নবদ্বীপবাসী অনেকেই এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। কারণ যদি মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাহারা বর্ত্তমানে নবদ্বীপে জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। * * * এখন পর্য্যন্তও কোন কোন অসদ্ ব্যক্তি তাঁহার সদনুষ্ঠানের বিরুদ্ধাচরণ করে, কিন্তু ফলতঃ মহদ্ব্যক্তির বিরুদ্ধে গিয়া আপন আপন নীচতার পরিচয় দেয় মাত্র; তাহাতে তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে"।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রশংসা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঐ উক্তির কোনও প্রতিবাদ করেন নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামক এক ব্যক্তি তারকব্রহ্ম গোস্বামীর পত্র হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, কবর থানায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগৌরগৃহে কোন দিন কবর দেওয়া হয় নাই। শ্রীমায়াপুর গ্রামের কবর

আজ্জায়া চিরদিন 'ডাক্তারিপোতা' নামক স্থানে অবস্থিত, উহা বল্লালদীঘীর পশ্চিম তীরে এবং গৌর-জন্মস্থান হইতে কয়েক সহস্র হস্ত দূরে অবস্থিত। বামনপুকুর গ্রামের কবরখানা এক মাইল দূরে। শ্রীহট্টবাসী সাহিত্যিক শ্রীঅচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া স্ব-চক্ষে দর্শন ও স্ব কর্ণে শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "সে স্থানে তুলসীর কানন ছিল, মুসলমানগণ সেই তুলসী কানন উৎপাটন করিবার বহু চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের বহু কালের চেষ্টা বিফলে যায়। তখন তাহারা একমত হইয়া তুলসী-গাছগুলি তুলিয়া দেয়, কিন্তু দিন কতক যাইতে না যাইতে আবার তুলসী বৃক্ষ॥ আবার উৎপাটন,—পুনর্ব্বার তুলসীর আবির্ভাব॥! * * * কেহ কেহ ঐ স্থানটীতে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে দেখিয়াছিল, তখন তাহাদের গ্রামের প্রাচীনগণ বলিল,—"ওখানে কিছু করা ভাল নহে, বৃদ্ধগণ বলিয়াছেন, ওখানে গৌর জন্মিয়াছিলেন, ওস্থান আমাদেরও পীরস্থান, ওখানে কিছু করিবে না। মুসলমানগণ আরও বলিল যে, ঐ স্থানে কখনও কখনও তাহারা কীর্ত্তনের কলরব শুনিয়া থাকে।" শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থলী অযোধ্যা দর্শন করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, সে স্থানে কত সহস্র কবর বিরাজিত রহিয়াছে, শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-স্থান মুলতানে গিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে জানিতে পারিবেন যে, শ্রীমায়াপুর গ্রামের কবর-সংখ্যা বহু গুণিত হইয়া মুলতানে বিরাজমান। শ্রীমায়াপুর গ্রামের কবর সংখ্যা অপেক্ষা মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থানের কবর সংখ্যা কত অধিক এবং জন্মস্থানের সংলগ্ন ভিত্তিতে মুসলমানগণের মসজিদ বর্ত্তমান, মথুরার দর্শনকারী ব্যক্তিমাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। গোকুলে গমন করিয়াও এইরূপ উদাহরণ অনেকেই দেখিতে পারেন। স্মার্তব্রাহ্মণ-প্রধান শিবক্ষেত্র বারাণসীতে বিশ্বনাথের মন্দিরের সংলগ্ন মুসলমানগণের মসজিদ রহিয়াছে বলিয়া শিবক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে?

তারকব্রহ্ম গোস্বামীর উক্তির অলীকত্ব বিষয়ে প্রাচীন রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় এখনও সাক্ষ্য দিতে পারেন। শ্রীযোগপীঠে কোন দিন কেহই কবরের কোনও কথা শুনেন নাই। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-প্রতিষ্ঠাকালের প্রত্যক্ষদর্শী—বল্লালদীঘী গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার কুঞ্জবিহারী সরকার, নদীয়া কালেক্টরের শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সরকার, বল্লাল দীঘীর অশীতিবর্ষ বয়স্ক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র ব্রহ্ম এবং শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘী ও বামনপুকুর গ্রামের পঞ্চাশৎ ও তদধিক-বয়স্ক সকলেই সাক্ষ্য দিতে পারিবেন যে, তারক ব্রহ্ম গোস্বামীর বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। শ্রীমায়াপুর গ্রামেও এখন পঞ্চাশৎ বা তদধিক-বয়স্ক অনেকেই আছেন—যাঁহারা যোগপীঠে ভগবন্মূর্ত্তি প্রকাশকালে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে মহাপ্রভুর জন্মভিটা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মোল্লা খোদাদাদ্ খাঁ সাহেব এবং স্বধর্ম্ম-পরায়ণ খোন্দাকার সাহেবগণ সকলেই এই মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিতে সমর্থ। তারকব্রহ্ম গোস্বামী সদাচার লঙ্ঘন করায় শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরের পূজারীর কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি আপনার অসদাচারকে আবরণ করিবার জন্য আজগুবি গল্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সমস্ত প্রামাণিকের, সিদ্ধ মহাত্মগণের, মহাজনগণের, সদাচার-পরায়ণ নিরপেক্ষ গোস্বামী পণ্ডিতগণের রাশি রাশি প্রমাণ তারকব্রহ্ম গোস্বামীর ঈর্ষা-প্রণোদিত একটী দুষ্ট কথায় যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি বুঝিতে নিষ্কপট, নিরপেক্ষ সুধী সমাজের বাকী থাকিবে না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে সকলেই একটু বিচারযুক্ত ঐতিহ্য পাইতে আশা করেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গদেব সমসাময়িক, ইহার প্রমাণ কি? আগমেশ্বরীর ভিটা, কোলদ্বীপকে অন্তর্দ্বীপে পরিণত করিবে—ইহাই বা কোন্ বিচারপুষ্ট? তেঘরির কোল, কোল আমাদ কুলিয়া গঞ্জ, কুলিয়ার দহ এতগুলি কথা কি এককালে লব নিষ্ফল হইল? আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় ১০০ শত বৎসর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে যে ভূমিকম্পে ভাগীরথীর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময় কতিপয় নদীয়াবাসী কুলিয়ায় গিয়া বাস করেন। যাঁহারা কুলিয়ায় বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের বংশে আগমবাগীশের জন্ম হয়। সুতরাং ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর প্রাচীন কুলিয়াগ্রামেই অবস্থিত। প্রাচীন দেওয়ানগঞ্জ বা প্রাচীন গাদিগাছার উপকণ্ঠে যাহা এখনও চরবল্লালদীঘী বলিয়া খ্যাত এবং ৮২১ ও ৮২২ তৌজি নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত, তথায় শিবের মন্দির ছিল। সেই শিব কুলিয়ায় লইবার পর উহা "পাড়ডাঙ্গার শিব" বলিয়া বর্ত্তমান সহর নদীয়াবাসীদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ "কুলিয়া নামেই পূর্ব্বে অভিহিত

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং আরও কতিপয় ব্যক্তির নাম তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই নব্য-জন্মস্থাননির্ণয় সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন, 'বিগত ওরা মে তারিখে 'ফরওয়ার্ড' পত্রে শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ দাস মহাশয় মায়াপুর-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমার সম্বন্ধে যে উক্তিটী তিনি লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়।" নব্য জন্মস্থান নির্ণয়-সমিতির এই সকল কৌশল-পূর্ণ চেষ্টা তাঁহাদের পক্ষের দুর্ব্বলতা ও অবৈধতাই কি প্রমাণিত করিতেছে না?

শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্রোতপন্থী তাঁহারা বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণকে ভ্রম-প্রমাদাদিদোষ বর্জ্জিত বলিয়াই জানেন। মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ-সনাতনের বৃন্দাবনের লুপ্ত-তীর্থ-সমূহ আবিষ্কার বিষয়ে ভ্রম প্রবিষ্ট হইতে পারে, একপ শুষ্কমায়া-বিজ্ঞান পাণ্ডিত্য লইয়া তাঁহারা গৌরবান্বিত নহেন। সুতরাং যাঁহারা বিরুদ্ধ মতের পরিপোষক, তাঁহাদিগকে তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশে তৃণসদৃজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। নব্য-সভার ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিম্বা যিনি অভিজ্ঞ, সেইরূপ কোন ব্যক্তি যদি শিষ্টাচারের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপনীত হন, তাহা হইলে তিনি এ বিষয়ে বিপুল অভিজ্ঞান পাইতে পারেন।

স্বাস্থ্য-সমাচার

(কৃমি)

সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক বালকেরাই কৃমিতে অধিকতররূপে আক্রান্ত হয়। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, উহা মহা অনিষ্টকারী হইলেও প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। পল্লীর বালকদের পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনই কৃমিতে আক্রান্ত। আশা করি, পল্লীহিতৈষী ব্যক্তিগণ অন্যান্য উৎকট ব্যাধির ন্যায় এই ব্যাধিটীরও নিরাকরণে যত্নবান হইবেন। তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত কৃমির শ্রেণী বিভাগ-করতঃ কি প্রকারে উহা আক্রমণ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। কৃমি অনেক প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারই সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়।

১। ক্ষুদ্র কৃমি। পুংজাতীয়গুলি সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ এবং স্ত্রীজাতীয় গুলি তিন ভাগের এক ভাগ। ইহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র অন্ত্রের নিম্ন ভাগে এবং বৃহৎ অন্ত্রে থাকে। ইহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় থ্রেড ওয়ার্ম বা অক্সিয়ুরিস ভার্মিকুলারীস্ বলে।

লোক তিন প্রকারে ইহাতে আক্রান্ত হয় (ক) ইহা মলদ্বারে থাকিয়া কণ্ডুয়ণ উৎপাদন করে। বালকেরা হস্তদ্বারা মলদ্বার কণ্ডুয়ন করিয়া সেই হস্ত উত্তমরূপে ধৌত না করিয়াই উহাদ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে। ইহাতে উহার হস্তের সহিত কণ্ডুয়নের সময় কৃমির যে ডিম আছে, তাহা খাদ্যের সহিত পাকস্থলীতে ও তৎপরে অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথায় পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (খ) দূষিত জলের সহিতও অন্ত্রে প্রবেশ করে (গ) অধিকাংশ পল্লীবাসীই মাঠে পুরীষ ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহা হইতে কৃমির ডিম গুলি শাকসব্জীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতেও কৃমিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

এই শ্রেণীর কৃমিতে আক্রান্ত হইলে বালকেরা প্রায়ই খুব চঞ্চল ও বদমেজাজি হইয়া থাকে। তাহাদের ভাল ঘুম হয় না। অনেক সময় অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে এবং শরীর সবল হয় না।

ইহা নিরাকরণার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

(অ) হস্তদ্বারা মলদ্বার চুলকান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ভ্রমক্রমে চুলকাইলে গরমজল ও সাবানদ্বারা হস্ত ধৌত করিতে হইবে।

(আ) মাঠে মলত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিতে হইবে।

(ই) জল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে হইবে।

(ঈ) রোগীর হাতে খাদ্য গ্রহণ নিষেধ।

(উ) রোগীর চিকিৎসা করিতে হইবে। নখের ভিতর যেন ময়লা না থাকে।

অন্ত্রের উপরিভাগের কৃমি বিনাশ করিবার নিমিত্ত কোয়াশিয়ার জল অথবা চিরতা ভিজান জল সেবন করা কর্ত্তব্য। নিম্নভাগের কৃমি বিনাশের নিমিত্ত ফেউ পোয়া জলের সহিত অৰ্দ্ধ ছটাক লবণ মিশ্রিত করিয়া উহা পিচকারীর সাহায্যে মলদ্বারদ্বারা অন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করাইবে।

২। কেঁচো কৃমি বা অ্যাস্কেরিস লাম্বীকেরিস্। এই প্রকারের কৃমিগুলির পুংজাতীয় গুলি দৈর্ঘ্যে ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি এবং স্ত্রীজাতীয় গুলি ৭ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা অন্ত্রে চক্রাকারে অবস্থান করে। এই জন্য ইংরেজিতে ইহাদিগকে রাউণ্ড ওয়ার্ম (গোল পোকা) বলিয়া থাকে।

ইহা নিম্নলিখিত প্রকারে আক্রমণ করিয়া থাকে।

মাঠে মলত্যাগ করিলে রোগীর মল হইতে এই প্রকারের কৃমির ডিম গুলি কয়েকদিনের মধ্যে ফাটিয়া তাহা হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাদিগকে ইংরেজী ভাষায় লার্ভা বলে। মাঠে খালি পায়ে হাঁটিলে ঐ লার্ভা পায়ের তলার চামড়া ভেদ করিয়া শরীরের ভিতর প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ পাকস্থলীতে ও তথা হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করে।

ইহারা অন্ত্রের উপবিভাগে অবস্থান করে।

পেটকামড়ান পেটফাঁপা, অগ্নিমান্দ্য, মুখে জল উঠা, বমনেচ্ছা, বমন প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। অনেক সময় ইহারা অন্ত্র হইতে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে এবং বমির সহিত বাহির হয়। অনেক সময় ইহারা শ্বাস-যন্ত্র পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়া থাকে।

প্রতিবিধানোপায়—

১। ঘাটে, মাঠে, যেখানে সেখানে মলত্যাগকরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। প্রতি গৃহে অন্ততঃ একটী করিয়া পায়খানা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। পাকা পায়খানা করিতে সামর্থ্য না থাকিলে কাঁচা কুয়া পায়খানা করিলেও চলিতে পারে। তাহাতে মধ্যে মধ্যে ছাই দিলে দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়।

২। পাদুকা পরিধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

৩। রোগীর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। আনারসের পাতার রসের সহিত চূণের জল মিশ্রিত করিয়া ৮।১০ দিন সেবন করিলে কৃমি বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকার কৃমির পক্ষে সেণ্টনিন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

(স্থানীয়)

দশহরা

শ্রীধাম নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নানোপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে যাত্রিগণ বহু পথকষ্ট সহ্য করিয়াও ব্যাকুলভাবে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা দর্শন করিবার জন্য ছুটিতেছেন। যোগপীঠ শ্রীমন্দির দর্শনান্তে তাঁহারা, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যভবন শ্রীচৈতন্য মঠ, বল্লালদীঘী, বল্লালঢিপি, কাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দর্শন করিয়া পরমানন্দ

প্রায় যাত্রীর মুখেই আমরা

সহর নবদ্বীপের ঠাকুরবাড়ীসমূহে ভেট প্রথার নিন্দা শ্রবণ করিতেছি। যেখানে ভেট বেশী আছে, নিরীহ যাত্রিগণ মনে করে, সেইখানেই বোধ হয় দেখিবার অনেক জিনিষ আছে, এইরূপে ঠাকুর দেখিয়া দেখিয়া এক একজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে আশ্রয় ও প্রসাদপ্রার্থী হইতেছে। ভগবদ্বিগ্রহ দেখাইয়া ব্যবসাদারগণের এই অর্থোপার্জ্জনপ্রবৃত্তি যে আর কত দিনে দূর হইবে, তাহা ভগবান্ গৌরসুন্দরই জানেন। অনেক যাত্রী আসিয়া আবার পারঘাটের খেয়ার অসুবিধাও জানাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, পারাপারের গোলমালের জন্য বহু যাত্রী জলোর পারে আসিতে পারিতেছেন না। শুদ্ধভক্তিপথ কোটি কণ্টকরুদ্ধ—এসকল অসুবিধা তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

(ভারতীয়)

সিটিকলেজ

সিটিকলেজের ব্যাপার লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়া গেল। এখন কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্র উভয় দলের প্রতিই আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যেন একে অন্যকে জব্দ করার স্পৃহা হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া স্ব স্ব মর্য্যাদা সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখিতে তৎপর হন। শিক্ষক ও ছাত্রের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য তৃতীয় পক্ষকে আহ্বান করাই একপ্রকার সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। উভয়েই যদি উভয়ের জেদ বজায় রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে আর মিলন হয় কিরূপে? কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি বর্ত্তমান আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া একটা ধর্ম্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া তুলেন, নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া হিন্দুধর্ম্মমতকে নিন্দা করিতে বসেন, তাহা হইলে তাহার মীমাংসা অন্য প্রকারে হওয়া উচিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে মীমাংসার সূত্র না করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্ম ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে পরস্পরের ধর্ম্মমত লইয়া বিবাদ না হইয়া উভয়ের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য উভয় পক্ষের মধ্যেই কিছু কিছু উদারতা থাকা উচিত। ছাত্রগণও শিক্ষকের মর্য্যাদাকে যেন অবমাননা না করেন, শিক্ষকও যেন আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া ছাত্রদের প্রাপ্য মর্য্যাদাকে অবহেলা না করেন। বর্ত্তমান আন্দোলনের সূত্রপাত যে কেবল হিন্দুছাত্রদের গোঁড়ামি হইতেই হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু ব্রাহ্ম শিক্ষকগণেরও গোঁড়ামি আছে। সুতরাং উভয়পক্ষ আর অগ্রসর না হইয়া এখন হইতেই নিবৃত্ত হওয়া ভাল, ইহাই জনসাধারণের ইচ্ছা। ব্রাহ্মমত ভাল কি হিন্দুর সনাতন মত ভাল, সে বিচার-স্থল কলেজ বা হোষ্টেল নহে, সে বিচারের ভারও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রদত্ত হয় নাই।

আত্মহত্যা

শ্যামপুকুর থানার অধীন বিশ্বকোষলেন নিবাসী বিশ্বনাথ চৌধুরী নামে একটী যুবক কোন পারিবারিক কারণে পিতামাতার সহিত বচসা করায় বাড়ীর লোকজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। তাহাতে যুবকটী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বাড়ীর লোকজনের অসাক্ষাতে তাহার আত্মীয়ের একটী গুলী ভরা বন্দুক চাহিয়া আনে এবং শয়নকক্ষে গিয়া নিজের মাথায় নিজে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করে। বন্দুকের শব্দে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া দেখে যুবকটীর মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ, সমস্ত শরীর রক্তাক্ত, বন্দুকটী তাহার পার্শ্বে পতিত। তখনই পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়। মৃত দেহটী শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া বা আপন নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ ন্যায়াবলম্বনে এরূপ কত লোক যে হঠকারিতা করিয়া আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু শিক্ষিতাভিমানীদিগের মধ্যেই আবার এইরূপ মৃত্যু বা মৃত্যুচেষ্টা অধিক লক্ষিত হয়। জড়ভোগাকাঙ্ক্ষাই কাম, সেই কামের অতৃপ্তিতেই ক্রোধের উৎপত্তি, ক্রোধ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। জীব যতই না কেন বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য ধনজনের গর্ব্ব করুক, শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ ভিন্ন এই সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা পাইবার তাহার আর অন্য উপায় নাই। ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত না হইয়া জীবন ধারণও আত্মহত্যা। মনুষ্য দেহই হরিভজনের একমাত্র মূল। এমন মনুষ্য দেহরূপ সুপটু ভেলা, গুরুরূপ কর্ণধার এবং ভগবৎ কৃপারূপ অনুকূল বায়ু পাইয়াও যাহারা এই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করে না, তাহারাই আত্মঘাতী। সুতরাং হরিসেবা না করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়াও আত্মহত্যা মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই, এমনি স্থূলভাবে আত্মহত্যা করিয়া দেহ নষ্ট করিয়াও সে মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই। শ্রীভগবৎসেবাবিমুখ জীবমাত্রেই যমদণ্ডার্হ। তাই ভগবান্ জীবকুলকে এই যমদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণ আর কাল না করিয়া সাধুগুরুর পাদপদ্মাশ্রয় পূর্ব্বক আত্মহত্যা মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করুন, আর অন্য উপায় নাই।

মিঃ পি, বি, আপবিন এম, এস, সি, বোম্বাই গবর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ ১৯২৯খৃষ্টাব্দে ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদপ্রার্থীদিগের রচনা-বিচার-কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন আইন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীমান নরেন্দ্রকুমার বসু বার কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা আগরপাড়ায় এক উদ্যান করিয়াছেন, তাহা জলচর ও স্থলচর পক্ষীতে পরিপূর্ণ। উদ্যানের শোভা বড়ই মনোমুগ্ধকর। ডাক্তার লাহা এক্ষণ দার্জ্জিলিং যাইতেছেন।

গত শুক্রবার অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী-সঙ্ঘ ও পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগের অধ্যাপকগণের উদ্যোগে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ বার্ষিক মৃত্যুদিবস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু নগপদে সার আশুতোষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। গিরীশ বাবু বক্তৃতামুখে তাঁহার অবতারবাদে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন।

ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউটেও এক বৃহতী জনসভা হয়। ডাঃ রমণ, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিচারপতি মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় বক্তা আশুতোষের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

হঠাৎ ভূমিকম্প

গত রবিবার রাত্রি দেড়টার সময় টোকিয়োর নিকট খুব জোর ভূমিকম্পন হইয়াছে। ৩।৪ ঘণ্টা কাল ধরিয়া মৃদু কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলেও অধিবাসিগণ আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণনগর প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গুরুতত্ত্ব

শ্রীগোসাঁই কৃষ্ণচন্দ্র জগজ্জীবের কৃষ্ণ-বিমুখতা রূপ দাসত্ব অপসারিত করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতারূপ গুরুত্ব প্রদানের জন্যই জগতে গুরুরূপে অবতীর্ণ। গুরুদেব স্বয়ং কৃষ্ণসেবা করিয়া কেমন করিয়া কৃষ্ণকে সেবা করিতে হয়, জীবকে তাহা শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তিনি জীবশিক্ষা-লীলায় নিজে অভিমান করিতেছেন না—আমি জগতের গুরু, কিন্তু 'আমি শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস'—ইহাই তাঁহার অভিমান। গুরুদেব বলিতেছেন, যদি অন্য ক্ষুদ্র কীট হইতেও আমি নীচ, কেবল সেই কীটও কাহারও দাস। কাহারও উপর আমার কোন প্রভুত্ব থাকিতে পারে না, কৃষ্ণই কাহারও একমাত্র প্রভু, আমি কাহাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত দেখিয়াই আনন্দ লাভ করিতে পারি মাত্র, সুতরাং আমি কাহারও সমুদায়। গুরুদেব এইরূপ আদর্শ দ্বারা জীবমাত্রকেই কৃষ্ণভজন করিতে ও অপরকে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত করা রূপ গুরুত্ব লাভের উপদেশ করিতেছেন। গুরুদেবের জীব-প্রতি ইহাই শিক্ষা, শ্রীভগবদাজ্ঞায় ভগবৎশ্রীচৈতন্যই ভগবৎসেবা কর ও অন্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কর। জীব মাত্রই কৃষ্ণাধীন থাকিয়া রূপ গুরুত্ব লাভ করুন, তাহাতে কোন অহঙ্কার আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিবে না। জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর ও কূর্মস্থানে কূর্মনামক বিপ্রকে উদ্দেশ করিয়া জীবকে এইরূপ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

আবার যখন ঐ কূর্মস্থানের কুষ্ঠরোগীর আলিঙ্গনকারী বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন দিয়া মহাপ্রভু বিপ্রের কুষ্ঠমোচন করিলে বিপ্র দৈন্য করিয়া কহিলেন—"মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। হেন মোরে স্পর্শ' তুমি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা। এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥", তখন প্রভু বিপ্রকে কহিলেন—"শুন বিপ্র, কভু তোমার না হবে অভিমান। নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম। কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥"

অতএব প্রেমফলদানের আদর্শ দেখাইয়া মহাপ্রভু জীবকে বলিতেছেন—"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব। একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥ একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম। কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥ অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে॥ একলা মালাকার আমি কত ফল খাব। না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥ * * অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে। খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥"

মহাপ্রভু নিজেই সর্ব্বজীবকে প্রেম ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াও স্নেহ-পরবশ হইয়া প্রত্যেক জীবকে প্রেমফল আস্বাদন ও বিতরণের অধিকার প্রদান করিতেছেন। বলিতেছেন, তোমরা প্রেমিক হইয়া প্রেম বিতরণ কর, ইহাতেই আমার প্রীতি। যে সকল অর্ব্বাচীন ব্যক্তি মহাপ্রভুর এই আদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহারা উৎকট গৌর-ভক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া মনে করে "আমি সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব, অন্যকে কৃষ্ণ-ভজনোপদেশ করিলে আমার সর্ব্বরূপ ভজন নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং আমি প্রচার রূপ গুরুর কার্য্য ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন ভজন করিব।" ইহাতে নিজেকে বৈষ্ণবাভিমান করিতে গিয়া গৌরাজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ মহা অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হয়। উৎকট ভক্তাভিমান ত্যাগ করিয়া দৈন্যের সহিত শুদ্ধ নামগ্রহণাচার ও শুদ্ধনামপ্রচার রূপ আচার্য্যের কার্য দ্বারা জড় প্রতিষ্ঠারূপ বিষয়তরঙ্গ প্রবল হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি পার্ষদ মহাত্মগণের গ্রন্থ লিখিয়া উপদেশ প্রদান এবং শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ, রামচন্দ্রাদির বহু শিষ্য-করণকে ভক্তাদের বাধক ও বিষয়তরঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক নির্ব্বোধলোক প্রকৃত অকিঞ্চন ভক্তগণের চরণে অপরাধী হন। তাঁহারা প্রভুর এই আদেশ সবিশেষ আলোচনা করিয়া নিজের ক্ষুদ্র গর্ব্বপূর্ণ দীনাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিবিমুখজনের প্রতি প্রতিশোধ না দেখাইতে গিয়া গৌরানুগত্য পূর্ব্বক যাহাতে নিষ্কপটে বৃদ্ধি করেন, তজ্জন্য জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের ইহাই শিক্ষা প্রদান। এই শিক্ষানুসারে যাঁহারা আচার ও প্রচার কার্য্যে রত থাকেন, তাঁহারাই জগদ্গুরু—জগতের আচার্য্য। মহাপ্রভুর এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা গুরু গিরি করিতে চাহেন, অথবা দৈন্য দেখাইতে গিয়া প্রচার-কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, তাঁহারা গুরুতের উপকার করিবার পরিবর্ত্তে জগতে অনর্থই আনয়ন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ গুরুব্রুবের সংখ্যাই জগতে বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা মহা-ভাগবতের আচরণগুলি অনুকরণ করিতে গিয়া নিজেকে 'বড় বিদ্বান, বড় বুদ্ধিমান, বড় পণ্ডিত, বড় সাধু' বলিয়া প্রকট করিয়া লোককে বিপথে লইয়া চলিতেছে। বুদ্ধিমান জনগণ এ সকল গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামত আচার ও প্রচার-পরায়ণ সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব লঘুত্ব অপনোদন পূর্ব্বক মানবজীবনের কৃষ্ণদাস্যরূপ গুরুত্ব লাভ করুন, তাহা হইলেই জগতে নিত্যমঙ্গল বিরাজ করিবে।

সনাতন ধর্ম্ম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা।)

ভুক্তি সনাতন ধর্ম্ম নহে

ভুক্তি শব্দে ভোগপ্রাপক ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে বুঝায়। ধর্ম্ম পরকালের সুখের নিমিত্ত এবং অর্থ ও কাম ইহকালের সুখের নিমিত্ত প্রয়োজন। প্রবৃত্তি অথবা কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল দেহাত্ম-বুদ্ধিজনগণ এই ত্রিবর্গের উপাসক।

মায়াবদ্ধ হইলে আমাদিগের পাঞ্চ-ভৌতিক স্থূলদেহ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ, এই দেহদ্বয় প্রাপ্তি ঘটে। সেই মায়াবদ্ধ অবস্থায়, যখন আমরা পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি করি এবং সেই দেহ সুখের জন্য ব্যস্ত হই, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গপ্রাপক কৃত্যসমূহ আমাদের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। দেহান্তে পরলোকে স্বর্গসুখভোগ করিবার জন্য ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য অর্জ্জিত হয়। ইহ জগতে অবস্থান কাল পর্য্যন্ত আবশ্যক সুখদায়ক সামগ্রী সকল সংগ্রহার্থ অর্থের প্রয়োজন এবং বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদনরূপ প্রয়োজনীয় সুখই 'কাম' শব্দে উদ্দিষ্ট।

অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা অথবা মূর্খতা প্রযুক্ত আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, ঐ ত্রিবর্গ অনিত্য। ধর্ম্মার্জ্জনের নিমিত্ত আমরা কতই না কঠোরতা স্বীকার পূর্ব্বক যজ্ঞ, যাগ, ব্রত, দান, তপাদি করিয়া থাকি, অতি কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পরোপকারের নিমিত্ত ভৌতিক মঙ্গলকর পান্থনিবাস, চিকিৎসালয়স্থাপন প্রভৃতি করিয়া থাকি। এই সমস্ত ধর্ম্মার্জ্জনের ফলে আমরা দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হই। সেখানে চম্পুকর্ণ-নাসিকাজিহ্বাত্বগাদির অতিপ্রিয় আস্বাদনীয় উপাদেয় ভোগের বিচিত্রতার পরিপূর্ণ তত্রত্য নন্দনকাননের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, পারিজাত পুষ্পের শোভা ও সৌগন্ধ প্রাণ মন মাতোয়ারা করিয়া দেয়; মর্ত্ত্যাভিলোত্তমাদি অপ্সরীগণ মনোহর নয়নানন্দকর রূপলাবণ্যে তত্রত্য জীবগণের চিত্তে সর্ব্বদা ভোগের উৎস খুলিয়া দেয়। তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে যেন সুধা ঢালিয়া দেয়। চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় বিচিত্র উপাদেয় আহার্য্যে সেস্থান পূর্ণ। এবংবিধ যে অতুলনীয় স্বর্গসুখ, তাহা নিত্য-কালের জন্য প্রাপ্ত হইতে পারিলে সৌভাগ্যবান্ হইতে পারা যাইত। কিন্তু হায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই—

> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
> এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
> গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

অর্থাৎ কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপ প্রবৃত্তি অথবা কর্ম্মমার্গে বিচরণশীল ভুক্তিকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

> তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
> ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন কালচালিতঃ॥

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত কর্ম্মিগণের পুণ্যক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্য শেষ হইলেই, তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।

যে অর্থের জন্য আমরা দিবারাত্র গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতেছি, সেই অর্থকেও আমরা নিত্যকাল রাখিতে পারি না, অল্পকাল মধ্যে ব্যয়িত হইয়া যায়, অভাবই ঘোচে না। যদি কখনও কৃপণতাপূর্ব্বক কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে দস্যুতস্করাদি তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়। তাহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক লুণ্ঠন নাও করে, তবে আমাদিগকে কিন্তু তাহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয় এবং মরণে ঐ অর্থ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। সুতরাং অনিত্য অর্থ আমাদিগকে মরীচিকার ন্যায় সুখের ছলে নানারূপ দুঃখই দিয়া থাকে।

আর কামের বশীভূত হইয়া অভাব-গ্রস্ত আমরা নিরন্তর এবং নানা দেব দেবীর উপাসনা করতঃ আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় সুখরূপ যে

বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট যত্ন করি, সে সকল বস্তুও চিরকাল থাকে না—প্রাপ্তির নিমিত্ত বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এবং প্রাপ্ত হইলেও নষ্ট হইয়া যায়। রাবণ মহাদেবের নিকট অমর বর লাভ করিয়াও শ্রীরাম কর্তৃক হত হইয়াছিলেন। অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অনিত্য পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই দেহসুখকর ত্রিবর্গ অর্থাৎ ভুক্তি আমাদের ধর্ম্ম হইয়া থাকে এবং ঐ ভুক্তি অনিত্য বা অসনাতন। অধিকন্তু অনিত্য স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি করা হেতু আমাদের ত্রিতাপ-সমন্বিত জন্মজন্মান্তর ভোগ করিতে হয়। বেদ বলেন :—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥

অর্থাৎ যে যজ্ঞাদি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে, কেননা ঐ সকল যজ্ঞমধ্যে অষ্টাদশ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল অবিবেকি ব্যক্তি উহাকেই চরম কল্যাণ লাভের উপায় মনে করিয়া উহাতেই আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ, সাবধান, অসনাতন ভুক্তি তৎপর হইয়া প্রবৃত্তি বা কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করতঃ নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না। ইতি

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু

জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর)

কঠশ্রুতিকার বলিয়াছেন,—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥

অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও সকলের নিয়ন্তা, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, এক হইয়াও যিনি বহুরূপে প্রকাশিত হন, ধীরগণ যাঁহাকে আত্মস্বরূপে অনুভব করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখ লাভ করেন, অন্যে নহে।

ভগবান্ আদি চেতন বস্তু এবং জীবগণ তাঁহার আশ্রিত চেতন পদার্থ। প্রত্যেক চেতন জীবের আত্মস্বরূপে জানিবার শক্তি চির অবস্থিত আছে। সেই জানিবার শক্তি অর্থাৎ জ্ঞান শক্তির দ্বারা জীবগণ নিজের ও ভগবানের অপ্রাকৃত চেতন স্বরূপের পরিচয় বুঝিতে ও নিত্য সেবানন্দ-সুখ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোন জীব স্বীয় জ্ঞান-শক্তিকে নিজ নশ্বর বাহ্য অচেতন দেহের বা স্ত্রী-পুত্রাদির নশ্বর বাহ্য অচেতন দেহের অনুভূতিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে দেহাদির অচেতন ধর্ম্মের সংস্রবে ঐ শক্তির প্রভা কথঞ্চিৎ পরিমাণে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, যাহার ফলে তিনি নিজ শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় ভুলিয়া যান ও অচেতন দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করতঃ দেহের কার্য্যকে নিজ কার্য্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ যিনি দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি দেহের অসুখে নিজেকে অসুখী মনে করেন ও তদ্ধেতু নিত্য সুখ লাভে বঞ্চিত হন।

শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ
সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ
কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

অর্থাৎ বাহ্য অচেতন বিষয়ের ধ্যান হইতে তাহার সঙ্গ লাভ ঘটে। সঙ্গের ফলে, সেই বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে। যে বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, তাহাকে পাইবার ব্যাঘাত হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এই গীতাবাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জীবাত্মার জ্ঞানশক্তি, অচেতন বস্তুর প্রতি ধাবিত হইলে, তাহার সহিত সঙ্গ লাভ করে। ইংরাজি ভাষায় এই প্রকার সঙ্গকে কন্টাক্ট বলে। কন্টাক্ট দ্বারা অগ্নির উষ্ণতা যেমন লৌহে প্রবিষ্ট হয় অচেতন বস্তুর আবরিকা গুণও সেইরূপ জ্ঞানশক্তির বৃত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তির বৃত্তিতে আবরিকা-গুণ প্রবিষ্ট হইলে জ্ঞানালোক প্রভা-হীনের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে। যে কালে জ্ঞানালোক প্রভাহীনবৎ দীপ্তি পায়, সে সময় অজ্ঞতা জন্মে, যাহার ফলে জীব নিজ শুদ্ধ আত্মস্বরূপের পরিচয় ভুলিতে ও অচেতন দেহে আমিত্বের আরোপ করিতে উদ্যত হয়।

দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা, সাক্ষাৎ ভাবে দুঃখগ্রস্ত না হইয়াও গৌণভাবে পুত্রের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পুত্রের সহিত সম্বন্ধই উক্ত পিতার দুঃখানুভূতির কারণ। দেহাদিতে সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত বদ্ধজীবের অবস্থাও ঠিক ঐ পুত্র-দুঃখে দুঃখী পিতার ন্যায়। সাক্ষাদ্ভাবে দুঃখের কোন কারণ হয় নাই বুঝিবার পর ঐ পিতা যেমন অমূলক দুঃখ পরিহার করিতে সমর্থ হয়, দেহের দুঃখে দুঃখা-ভিমানী বদ্ধজীবও দেহাতীত আত্মার শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞানোদয়ে, সেইপ্রকার দেহাত্মজ্ঞানজ ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিতে পারে।

অনাদিবদ্ধ দেহাত্মবাদিগণ সহসা আত্ম জ্ঞান লাভে সক্ষম হন না। সৌভাগ্য বশতঃ যদি কাহারও শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ ও তাঁহার আনুগত্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তবেই অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতে পারে। শুদ্ধ ভক্তগণের পরিচয় পাইয়াও যাঁহারা অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হওয়া হেতু, তাঁহাদিগের সঙ্গ ও আনুগত্য করিতে পশ্চাৎপদ হন, কিম্বা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত হন, তাহারা জগতের জঞ্জাল সদৃশ ও মহানরক পথের পথিক।

প্রাপ্তপত্র

(প্রতিবাদ)

শ্রীযুক্ত "নদীয়া-প্রকাশ" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু —

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রায় ৫৪নং বেলেঘাটা হইতে 'বাঙ্গালার কথা'র শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেরিত পত্রের প্রতিবাদ অছিলায় একখানি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, এলবার্ট হলের সভার প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় পত্রখানি লিখিয়াছেন। আর রায় মহাশয় উক্ত হতশ্রদ্ধ সভার প্রতি শ্রদ্ধা আদায় করিবার জন্য যে মহল্লঙ্ঘন রূপ অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতেই লোকে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হউন—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাউক, এলবার্ট হলের সভা কোন শ্রদ্ধেয় সভার প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য আহূত হইয়াছিল কি না? এলবার্ট হলের সভাটী কি কোন সভার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য আহূত হইয়াছিল, না একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত পাত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য সমবেত হইয়াছিল? যাঁহারা ঐ সভার কোন খবর রাখেন, তাঁহারাই জানিবেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ও শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম সেবক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব সম্বর্দ্ধনার্থ কতিপয় ভক্তিপথের প্রতিপক্ষী অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত সভা আহ্বান করেন। তাঁহারা সকলেই সারুটীয়া সিংহ রাধাকিশোর বৈরাগীর দলের লোক। কেহ বা সিংহ বাবাজীর তারক, কেহ বা পোষ্টা। এই সিংহজী কে? তাঁহার পরিচয় কি? তাঁহার মত পোষণ করিবার জন্য এবং উক্ত [illegible] তাব লুক্কায়িত ছিল। সভা [illegible] [illegible] ঐ সকল [illegible] বক্তৃতার আবরণে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। ভক্তিতে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাহারা অভক্ত হইয়া নিন্দনীয় চেষ্টাকে ভক্তি বলিয়া জাহির করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া হইতে জানা যায় যে, শুদ্ধ ভক্তির প্রতি ও ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য তাহাদিগের চেষ্টা। নিষ্কপট হইয়া এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, দোষী ব্যক্তি অসদুদ্দেশ্যমূলে অপরকে ভ্রম বুঝাইবার জন্য নির্দ্দোষকে দোষী বলিয়া আরোপ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

পত্র লেখকের অভিসন্ধি এই যে, তিনি কোন ইহলোকে বর্ত্তমান কালে অবস্থিত ব্যক্তির নাম পাইলেই তাঁহার প্রতি তাঁহার শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ স্বভাবের স্ফূর্ত্তি দেখাইবার সুযোগ পান। তিনি তাহাই জানেন যে, উচ্চলোককে তাঁহার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিবার জন্য কোন সত্যপ্রিয় জন তাঁহার ন্যায় জন কর্তৃক আক্রান্ত হইতে অগ্রসর হইবেন না। যেহেতু শাস্ত্র বলেন, বালিশকে সত্যোপদেশ দিবে, নিন্দকে উপেক্ষা করিবে। প্রাচীন বিষয়ের মীমাংসা নব্য ছোকরার দ্বন্দ করিবার অধিকারী, প্রাচীনের সকল কথা নাকচ করাই তর্কপন্থীদিগের মূল মন্ত্র। সিংহের নির্ব্বুদ্ধিতায় নব্য সম্প্রদায় শ্রীমায়াপুরকে স্ব স্ব শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ জিহ্বায় বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করিবেন। তাহাই যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ পরিহারকারী অন্ত ভোগপর বিরোধী সম্প্রদায়, শাস্ত্র বিচার, ঐতিহ্য সকলগুলি একবাক্যে শ্রীমায়াপুরকে গৌরজন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এলবার্ট হলের শ্রীধাম-বিরোধিনী সভা কতিপয় স্বার্থ-বিজড়িত লোকের মুখপাত্র হইয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহাতে সারুটীয়ার সিংহ সম্প্রদায়ের সহিত অতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশিত হইয়াছে। যে সম্প্রদায়ের সহিত নির্ব্বুদ্ধিতায় কল্যাণ ঘটে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধ করিতে যাওয়া সমীচীন নহে। স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় ভারতরত্ন মহাশয় এই সারুটীয়ার সিংহ সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মিল নাই, উহা ভ্রমপূর্ণ, এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরোধিনী সভা ঐ সভ্যের অপলাপ করিয়া সিংহ-প্রেমাভিশয্যেই [illegible] দিয়াছেন। লেখক [illegible] নিজ শ্রীচৈতন্যধাম শ্রীমায়াপুরকে [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] পুরুষ, স্বনামা [illegible]বাসী [illegible] শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য যিনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরবিগ্রহ [illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী এই স্থানকেই শ্রীচৈতন্য-জন্মস্থান বলিয়াছিলেন। অবশ্য লেখক যখন গোঁড়া দলের শিরোমণির ছত্র-সম্প্রদায়কে [illegible] মনে করেন এবং বিচারক সম্প্রদায়কে সামান্য জজের অধীনে ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায় বলিয়া নানা কুক্ষিত করিয়াছেন, তাহাতে লেখক মহাশয়ের শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র বাবুর নদীয়া জেলার সিনিয়র ডেপুটি-কালেক্টরও ছোট বলিয়াই বিশ্বাস হইবে। লেখক রায় মহাশয় যদি 'রায় রাইঞা' হইতেন, তা' হলে বোধ করি নিজের উপাধিতে রায় শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজের অগৌরব করিতেন না। লেখকের অবগতি সম্পূর্ণ মিথ্যা। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দিরে কয়েক দিবস ধরিয়া অবস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগত ভক্ত সম্প্রদায়কে শ্রীমায়াপুরেই শ্রীভগবজ্জন্মস্থান বলিয়াই উপদেশ দিয়াছেন। তবে ঘৃণিত চরিত্র ঈর্ষা-পরায়ণ লোককে তোষা দিবার জন্য মহদ্গণ ঐরূপ কথায় বিরোধ করেন না। তখন সাকটীয়ার সিংহ সম্প্রদায় নবদ্বীপে আসে নাই। তবে তাদের কুতর্কের বীজ প্রশংসিত বাবাজী মহাশয়কে নানাপ্রকার সেবা করিবার ছলনা করিতেছিল। এই বিষয়ে সহস্র সহস্র প্রমাণ দিবার অনেকেই আছেন। লেখক লিখিয়াছেন, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভ্যগণ ধাম বিরোধিনী [illegible]ভার বিরোধী দল। ইহাতে লেখকের ধাবা-জ্ঞানে দরিদ্রতা লক্ষ্য করিতেছি। সিংহ-সম্প্রদায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রতিপক্ষ দল। অগ্রে ধাম-প্রচারিণী সভা হল, তাহাতে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়া এই বিরোধিনী সভা হইয়াছে। সুতরাং লেখকই প্রতিপক্ষ দলের অন্তর্ভুক্ত, যাঁহারা শ্রীধাম নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার বিরোধী দলই প্রতিপক্ষ-দল নামের যোগ্য। ধাম-প্রচারিণী সভা কাহারও বিরোধ-[illegible] স্থাপিত হয় নাই। লেখকের উক্তি [illegible] নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন। বিশ্বাস-যোগ্য লিখিত প্রমাণ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভাই দেখাইয়াছেন। সাকটীয়ার দলের [illegible] অদ্যাপি বিশ্বাসযোগ্য [illegible] প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। [illegible] প্রাচীন শাস্ত্র-বিমুখ ও অনভিজ্ঞ। [illegible] কোনও দিনই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখাইতে পারিবে না—ইহাই ধামপ্রচারিণী সভা চিরদিন বলিয়া [illegible] লেখক [illegible] প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষে [illegible]। শুধু তিনি নহেন, তাঁহার উপাস্য সম্প্রদায় সকলেই তাঁহারই ন্যায় কেবল দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট নহেন— শ্রৌতপন্থী অর্থাৎ যাহারা গুরুদ্রোহী নহেন। তর্কপন্থিগণের ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণের অপটুতা প্রভৃতি পদে পদেই তাঁহারা লক্ষ্য করেন বলিয়া আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় অধোক্ষজ ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন না। শ্রৌতপন্থীর প্রতি কথার শ্রদ্ধা তর্কপন্থীর চেষ্টার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধাহীন, তাহারাই গুরুদেবকে মর্ত্ত্যজ্ঞানে তাঁহার সহিত বৃথা তর্ক-বিতর্ক অসূয়া প্রকাশ করে। এইরূপ কুজ্ঞানমত্ত জীব কুলের সহিত শ্রৌত পন্থিগণের সত্যযুগ হইতে ভেদ আছে। বারান্তরে এই পত্র-প্রেরকের লিখিত বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সত্য-বিরোধী সম্প্রদায় তাহাদের শত শত কপট চেষ্টা দ্বারা সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না।

লেখক যখন বলিতেছে যে, তারাপদ বাবু ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা করেন বলিয়া অপরকে ভ্রমপথে লইয়া না যান, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। প্রার্থনাকারী বলিতে পারেন যে, রায় মহাশয়ও বিরুদ্ধ পক্ষে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত না করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত সকলেরই সাকটীয়া সিংহ সম্প্রদায় হইতে সকল বিষয়েই পার্থক্য আছে। পত্র-লেখক স্ব-কর্ম্মফলে সিংহ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হওয়ায় সাধারণকে বিপথগামী করিতেছেন, ইহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচালনা। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণাবলী আদৌ কোন প্রমাণ গন্ধ পর্য্যন্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহা আমি তাঁহার চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া দেখাইয়া দিব। ইতি

শ্রীশ্যামাচরণ সোমাদ্দার
যশোহর।

স্বাস্থ্য-সমাচার

বক্রদন্ত কৃমি বা হুক্‌ওয়ার্ম

গত কল্য আমরা থ্রেড ওয়ার্ম এবং রাউণ্ড ওয়ার্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই দুই প্রকার কৃমির কথা আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই ন্যূনাধিক অবগত আছেন। কিন্তু এতদতিরিক্ত যে দুই প্রকার মহা অনিষ্টকারী কৃমি আছে, তাহা অনেকে অবগত নহেন এমন কি 'ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত' ডাক্তার ব্যতীত অন্যান্য ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকেই তাহাদের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। তাই আমরা বিশদরূপে তাহাদের বর্ণনা করিব।

এই দুই প্রকার কৃমির মধ্যে এক প্রকারের নাম হুক্‌ওয়ার্ম। ইহার দন্ত বক্র, তাই বঙ্গভাষায় ইহাকে বক্রদন্ত কৃমি বলা যাইতে পারে। পুংজাতীয় হুকওয়ার্ম সাধারণতঃ অর্দ্ধ ইঞ্চি এবং স্ত্রীজাতীয় গুলি এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ হইতে তিন ভাগের দুই ভাগ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহারা চক্রাকারে অবস্থান করে। ইহার মুখের ভিতর দুই পাটি বক্রদন্ত (বড়শীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট দন্ত) বিরাজমান। এই বক্রদন্তদ্বারা ইহারা অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (মিউকাস্ মেম্ব্রেন) আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং রক্ত শোষণ করে। তদ্ব্যতীত ইহা এক প্রকার বিষ উদ্গীরণ করে। এতদুভয় কারণে রক্তহীনতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, আহারে অরুচি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ফলে রোগী শীঘ্রই অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার শরীর পাংশুবর্ণ ধারণ করে এবং সে অকালে কালের কবলে পতিত হয়। এই রোগের নাম য়্যাঙ্কাইলোষ্টমিয়াসিস্।

কেঁচো কৃমি বা রাউণ্ডওয়ার্ম যে প্রকার ভাবে সাধারণতঃ দূষিত মৃত্তিকা হইতে পায়ের চামড়ার ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করে এবং কোন কোন স্থানে দূষিত শাক সবজী অথবা দূষিত জল হইতেও আক্রমণ করে, এই মহা অনিষ্টকারী কীটের জীবাণুও সেই-প্রকার ভাবে মানব-শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং এই বক্রদন্ত কৃমির কবল হইতে পল্লীবাসীকে উদ্ধার করিতে হইলে পল্লীহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষতঃ পল্লী-সংস্কার-সমিতির যাহাতে লোকে যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করে, তাহার উপায় বিধান করা উচিত। প্রত্যেক গৃহে গৃহে অন্ততঃ কাঁচা কূপ পায়খানা থাকা উচিত। শাকসব্জী ভাল করিয়া ধৌত করিয়া এবং তৎপর সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। জল সিদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা বিশেষ। এবং রোগীর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত য়্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটীতে মল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে সহজেই রোগ নির্ণয় হইতে পারে। রোগনির্ণয় হইলে ইহার চিকিৎসা অতি সহজ এবং ২।৪ দিনের চিকিৎসায়ই এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়।

এই কৃমির যে সমুদয় লক্ষণ লিখিত হইল, কোন রোগীতে সেই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া না পাইলে এবং মল পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে এক কাঁচ্চা ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত ১৫ ফোঁটা অয়েল চেনপডিয়াম্ প্রাতে সেবন করিবে এই প্রকার দুই দিন সেবন করিবে, তৎপর সপ্তাহকালের মধ্যে যদি অবস্থা ক্রমশঃ ভাল দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগী এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহাতে রোগীর বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

৪। টেপ্ ওয়ার্ম— পূর্ণবর্দ্ধিত অবস্থায় এই পোকা অন্ত্রে বাস করে। তরুণ পূর্ব্বাবস্থায় ইহারা মাংসপেশী, যকৃৎ প্রভৃতিতে অবস্থান করে। আমিষ বিশেষতঃ যাহারা মাংস আহার করে তাহারাই এই কীটে আক্রান্ত হয়।

ইহা দৈর্ঘ্যে ৬ফুট হইতে ১২ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার মস্তকটী গোল এবং আলপিনের সূক্ষ্ম ভাগ হইতেও ক্ষুদ্র হয় [illegible] সূতার ন্যায় গ্রীবা উহার মস্তিকের সহিত সংলগ্ন। ঐ গ্রীবার সহিত তিন চারি শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সংলিপ্ত, ইহাদিগকে ইংরেজীতে সেগ্‌মেণ্ট বলে। এই সেগ্‌মেণ্টের ভিতর স্ত্রী এবং পুং উভয়জাতীয় জননেন্দ্রিয় রহিয়াছে। তিন চারি মাসের মধ্যে এই কীট পূর্ণ বর্দ্ধিত হয়। তৎপর সেগ্‌মেণ্ট গুলি মলের সহিত বহির্গত হয়। ঐ সেগ্‌মেণ্টের মধ্যে ডিম থাকে। বিষ্ঠার সহিত উক্ত ডিম শূকরাদি বন্যজন্তু গ্রহণ করে। পাকস্থলীতে ঐ ডিমের খোলা দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্য হইতে জীবাণু বহির্গত হয়। তৎপর উহা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া লার্ভা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কীটাক্রান্ত জন্তুর মাংস খাইয়া লোকগণ ইহাতে আক্রান্ত হয়।

অনেক প্রকার টেপ্‌ওয়ার্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকারই এই একই প্রকারে মনুষ্যকে আক্রমণ করিয়া থাকে। শিশুগণও ইহাতে আক্রান্ত হয়।

ইহাতে আক্রান্ত হইলে পেটব্যথা, গা বমি বমি করা পেটের অসুখ এবং সময় সময় রক্তশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় খুব বেশী ক্ষুধা হয়।

প্রতিবিধান-উপায়

১। আমিষ পরিত্যাগ।

২। মলের সহিত সেগ্‌মেণ্ট বাহির হইলে উহা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

৩। মাংস নিতান্ত পক্ষে খাইতে হইলে অতিশয় সুসিদ্ধ করিয়া খাইতে হইবে।

মুষ্টিযোগ—

এক ছটাক ডালিমের শিকড় থেঁতো করিয়া পাঁচ ছটাক জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। ঐ জল দুই ছটাক থাকিতে নামাইবে। এক ছটাক প্রাতে এবং একছটাক বৈকালে সেবন করিতে হইবে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

গঙ্গাপূজায়

মদ্যপান ও ছাগ-বলি

গত মঙ্গলবার দশহরা স্নানোপলক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর ও বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী ভাগীরথীর উভয় তটে বহু সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। গঙ্গার উভয় তটের দৃশ্য দেখিলে সেই ৪৫০ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে, যে সময় গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিত। কালের কুটিল গতিতে লোকসংখ্যা যাহাই হউক, গঙ্গা দেবীর প্রতি লোকের দুইটী ভক্তির নিদর্শন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম। কোথায় শুদ্ধ হরিনামপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ভক্তগণের নর্ত্তন কীর্ত্তন, তাহা না হইয়া প্রাকৃত মদ্যপানে মাতোয়ারা হইয়া অট্ট অট্ট হাস্যরোল সহ পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য সহ কুরুচিপূর্ণ গীত। আর একটী দৃশ্য এই যে, সাক্ষাৎ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিত-পাবনী সর্ব্বজীবকল্মষ নাশিনী বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী পরম বৈষ্ণবী গঙ্গাদেবীকে শুদ্ধ সাত্ত্বিক পূজোপচার প্রদানের পরিবর্ত্তে — তামসিক উপহার—ছাগবলি প্রদান। আরও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নবদ্বীপে আজ এমন লোক বিরল, যিনি আসিয়া—অভক্তগণের সেই সকল ভক্তিবিরোধী কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন। মদ্য কলির প্রভাব! মদ খাইয়া না হয় নির্ব্বোধ মাতালগণই মত্ত হইল, কিন্তু পূজারি ব্রাহ্মণগণ কি করিয়া কোন্ শাস্ত্রমতে, গঙ্গাপূজায় পাঁঠা বলি প্রদানের অনুমতি দিলেন, তাহা আমাদিগকে কেহ জানাইবেন কি?

ভারতীয়

অধ্যাপক আর্ণল্ডের ভারতাগমন

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মানীর অন্তর্গত মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানবিদ মিঃ আর্ণল্ড সোমার-ফেল্ড ভারতে আগমন করিবেন।

চলন্ত ট্রেণে পলাতক আসামী

কয়েক দিন হইল ১২জন কয়েদীকে হাতকড়ি দিয়া যখন ১০নং ডাউন ট্রেণে শ্রীরামপুর জেল হইতে হুগলী জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে পরেশ চন্দ্র বসু নামক জনৈক কয়েদী বৈদ্যবাটী ও হুগলী ষ্টেসনের মধ্যে ট্রেণের চলন্ত অবস্থায় গাড়ীর জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়াছে।

বৈজ্ঞানিক উন্নতি

গত ২৪শে মে ডাক্তার ভরনফ—যিনি বানরদেহের মাংসগ্রন্থি মুমূর্ষু মনুষ্যদেহে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদের জীবন দান পূর্ব্বক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—কেমব্রীজের চিকিৎসা-সম্মিতিতে বলিয়াছেন যে, তাঁহার নবাবিষ্কৃত প্রণালীদ্বারা তিনি বহু মুমূর্ষুকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া নবযৌবন প্রদান করিয়াছেন। তাহারা তাঁহার মতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ প্রণালীদ্বারা মাঝারি বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রতিভা-শালী করা যায় ও পাপপ্রবণ লোকদিগকে পুণ্য প্রবণ করা যাইতে পারে। আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে যেরূপ নানা উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, আমরা অবশ্য তাহাতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া পারি না, কিন্তু ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যদি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা হইত এবং ঐ আবিষ্কার-কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকিত, তাহা হইলে তাহা বড়ই সুখের বিষয় হইত, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে আমাদের ঋষিরা নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন, তাঁহারা যজ্ঞে জরাগ্রস্ত নর ও গবাদি পশুকে বলি প্রদান করিয়া তাহাদিগের পুনর্যৌবন প্রদান করিতেন। এখনও যদি তাদৃশ কার্য্য কেহ করিতে পারেন, করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই জীবন ধারণের একমাত্র তাৎপর্য্য, ইহাই যেন বৈজ্ঞানিকগণের মনে থাকে। মানুষ জড়দেহ ও মনের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারে বটে, কিন্তু চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত করা একমাত্র ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। চেতনের বৃত্তিই ভগবৎকৈঙ্কর্য্য, তাহা লাভ না হইলে জড়োন্নতি লাভে কোন ফল নাই। নিজে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হইয়া মানুষকে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত করার নামই মানুষকে নবজীবন দান। সেইরূপ জীবন নিজে লাভ করিয়া অন্যকে দান করিবার চেষ্টাই মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাফল্য সম্পাদন করে।

আকস্মিক মৃত্যু

(৩জনের)

হাম্বার্গ পোতাশ্রয়ের নিকট এক রাসায়নিক কারখানায় যুদ্ধে ব্যবহার্য্য বিষাক্ত গ্যাসের কয়েকটী পিপা বিদীর্ণ হওয়ায় ৩ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছে। আর ৩২জনকে অচেতনাবস্থায় হাস-পাতালে পাঠান হইয়াছে। বায়ু দ্বারা ঐ বাষ্প চালিত হইয়া উইল হেল্মস বার্গ নামক স্থানে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাতেও কয়েকজন লোক উক্ত বাষ্পদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কারণ বিষাক্ত বাষ্পের এক মেঘ উঠিয়েছে। তাহা হাম্বার্গ বন্দর হইতে বিষাক্ত বাষ্প হইতে প্রাণঘাতী ফসজিন ও এ্যামোনিয়া গ্যাস হইতেছে। যেস্থানে বিপদের আশঙ্কা, সে স্থান হইতে সমস্ত অধিবাসীকে সরাইয়া দেওয়া হইতেছে।

খুচিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টর মিঃ রেজা গত ২৭শে মে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ১৯২০৬ নং মোটরে করিয়া খড়দহ গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার মোটর যখন খড়দহ থানার নিকটবর্ত্তী ব্যারাকপুর ট্রাঙ্করোড দিয়া আসিতেছিল, সেই সময় আর একখানি মোটর পিছন হইতে আসিয়া খুব বেগের সহিত তাঁহার মোটরে ধাক্কা দিতেই মোটর খানি একটী গাছের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া যায়। মিঃ রেজা কয়েক জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হন, ড্রাইভারটির বেশী লাগে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। অন্য গাড়ী খানিতে বড় বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী কিষণচাঁদ রায় ঝুনঝুনওয়ালা ও কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলেন। ধাক্কা লাগিতেই তাঁহার গাড়ীখানি রাস্তার নীচে পড়িয়া যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মহিলাগণও অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে। চালক অনাহত অবস্থায় খড়দহে ধৃত হইয়াছে। মানুষের এইরূপে এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই অত্যন্ত অতর্কিত ভাবে সকল আশা ভরসা ফুরাইয়া যায়। তথাপি কেন যে মানুষের গর্ব্ব যায় না, তাহা মানুষ কি আর বুঝিবে? যদি বুঝিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে ভগবদ্ভজনই মানুষ তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া লইত। যে কয়টা দিন জগতে থাকিত, সুখেই কাটাইয়া যাইত। ভজনহীন মানুষের না আছে ভোগে সুখ, না আছে ত্যাগে সুখ!

কৃষ্ণনগরের মহারাজার পরিত্যক্ত পদে কে নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া এক মহা হৈচৈ পড়িয়াছে। কেহ বলেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকই বুঝি বিলাত হইতে চাকরী লইয়া আসিবেন। কেহ বলেন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চেষ্টা দেখিতে-ছেন, কেহ আবার সার দেবপ্রসাদের কেহ বা সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের কথা বলিতেছেন যে, তাঁহারাই বোধ হয় শাসন পরিষদের সদস্য হইবেন।

ইটালিয়া নামক যে বিমানখানি উত্তরমেরু অভিমুখে অভিযান করিয়াছিল, সে খানির আর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

[illegible] ষ্টীমার [illegible] রূপে যে [illegible] ফিরতি [illegible] মধ্যে রেলওয়ে [illegible] বন্যায় পাওয়া গিয়াছে। [illegible] করিয়া আনিয়াছে। [illegible] মৃত্যুর ভিন্ন, অত্যন্ত [illegible] গেল। সঠিক সংবাদ কিছু পাওয়া [illegible] নাই। মৃতদেহ আত্মীয়গণের [illegible] হইয়াছে। মৃতের পকেটে, মাত্র [illegible] ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ডি, বি, ডিরক নাম লেখা আছে। [illegible] ওয়ে পুলিশ পুণায় সংবাদ পাঠাইলে [illegible] ভিলক্রম যোষ্ঠভ্রাতা আসিয়া তাঁহার ভ্রাতার মৃতদেহ চিনিতে পারেন। বেলা ১১টা সময় সৎকারের ব্যবস্থা হয়। মৃত [illegible] কের একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও ২টী সন্তান আছে।

গত ২৫শে মে তারিখে [illegible] একটী ৬ বৎসর বয়স্কা মুসলমান বালিকা কয়েকটী বালিকার সহিত, যমুনার জলে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ স্রোতোবেগে গভীর জলে নিপতিতা হইয়া বালিকাটী জলমগ্ন হয়। বেলা প্রায় ২টার সময় তাহার মৃতদেহ জল হইতে উত্তোলন করা হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাউন্সিলার প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার ৮১ বৎসর বয়সে গত রবিবার সন্ধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত ইতিহাস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি কর্পোরেশনের ইতিহাস রচনা করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ভারত সরকার ডাকপিয়ন এবং ওভারসিয়ারদের মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতা [illegible] পোষ্টাফিসের অধীনে যে সব পিয়ন [illegible] বাছাই এবং ওভারসিয়ারী করে, তাহাদিগের মাসিক বেতন [illegible] এবং বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ [illegible] কলিকাতা এবং অন্যান্য [illegible] মফঃস্বলের ডাকপিয়নদেরও [illegible] হারে মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত সরকার কলিকাতা [illegible] গুলি প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] কেরাণীদের প্রারম্ভিক বেতন [illegible] [illegible]

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে শ্রী[illegible] [illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৫।

প্রতিযোগিতা

একই বিষয়ের অনুশীলনকারী দুইটী সমশীল ব্যক্তির মধ্যে স্ব স্ব উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ একের অন্যের গুণরাশিকে যে অতিক্রমণ চেষ্টা, তাহারই নাম প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উন্নতিকামী মানবমাত্রেরই মধ্যে এই প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান। একপক্ষ আপনাকে বলবান, বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ধনবান, রূপবান প্রভৃতি বলিয়া নিজ নিজ সৌভাগ্যের পরিচয় দিলে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অন্য আর একটী পক্ষ অমনি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব-সৌভাগ্যের আধিক্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হন। অন্যের অপেক্ষা কোন গুণে আমার অল্পতা থাকুক, ইহা আমরা কোন প্রকারেই পছন্দ করিতে পারি না। এই প্রতিযোগিতা দুই প্রকারের। প্রাকৃত প্রতিযোগিতায় আত্মেন্দ্রিয়তোষণমূলক হেয় স্বার্থ ঈর্ষা বিজড়িত, অপ্রাকৃত প্রতিযোগিতায় তাদৃশ হেয়তা, অবরতা, অনুপাদেয়তার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণমূলা অনুপাদেয় সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। একের স্থান মায়িক রাজ্য জড় ব্রহ্মাণ্ডে, অন্যের স্থান চিন্ময়রাজ্য গোলোক বৈকুণ্ঠে। জড় জগতের প্রতিযোগিতায় পরস্পরশ্রীকাতরতা বা মাৎসর্য্য-চণ্ডালের অবস্থান, পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ—উভয়ের হৃদয়েই অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত, কেবল নিরানন্দ, আর চিজ্জগতের প্রতিযোগিতায় ঠিক তাহার বিপরীত, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ—উভয়ের হৃদয়েই পরাশান্তি—পরানন্দ বিরাজিত।

জড় জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিদলের উভয় পক্ষই অভাবগ্রস্ত, যেহেতু জড়ে পূর্ণতার অভাব, জড় দেহ-গেহ-ধন-জন— সমস্তই নশ্বর, আর চিজ্জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিদলের কোন পক্ষই অভাবের তাড়নায় প্রপীড়িত নহেন, সকলেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত। জড় জগতে স্কুল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, গায়ক, বাদক, ক্রীড়ক, ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, অভ্যুদয়াভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত নামধারী শাক্ত সম্প্রদায় শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, তাহা জাগতিক উন্নতিকামী সম্প্রদায়ের নিকট প্রশংসার্হ হইলেও অপ্রাকৃত জগতে তাহার অনুপাদেয়তা সর্ব্বদাই প্রদর্শনযোগ্য। কেন না, তাহাতে অপরের প্রাণে উদ্বেগ বা আঘাত দিয়া নিজের সুখভোগস্পৃহাই প্রবল থাকে বলিয়া নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-পরমহংসগণ তাহাকে আদৌ প্রশংসা করেন না। চিজ্জগতের প্রতিযোগিদলের মধ্যে মৎসরতা বলিয়া কোন অবর বস্তু নাই বলিয়া নির্ম্মৎসরগণের তাহাই স্পৃহণীয় ও প্রশংসনীয়।

হয় জড়ে জড়ে, না হয় চিদ্বস্তুর সহিত চিদ্বস্তুর প্রতিযোগিতা হইতে পারে, কিন্তু জড়ের সহিত চিদ্বস্তুর প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ অসম্ভব, যেহেতু তাহা কেবল মৎসরতার পরিণতিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। আবার জড়ে চিদারোপ পূর্ব্বক তাদৃশ আরোপ সিদ্ধ বস্তুর সহিতও চিদ্বস্তুর প্রতিযোগিতা সম্ভবপর নহে। কেবল শুদ্ধ চিন্ময় বস্তুর সহিতই শুদ্ধ চিন্ময় বস্তুর প্রতিযোগিতা হইতে পারে।

চিজ্জগতে সেব্য-সেবকে এবং সেবকে সেবকে প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান। এই সেব্য শ্রীবিগ্রহ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আর সেবক শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং শ্রীঅনন্তদেব অনন্ত সেবক বিগ্রহ রূপ প্রকটন পূর্ব্বক স্বয়ং কৃষ্ণকে সেবা করিয়া জগৎকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণমূলা সেবা শিক্ষাপ্রদানে নিযুক্ত। আজ এই সেবকশ্রেষ্ঠ শ্রীরাধা ও সেব্য শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। তবে এ প্রতিযোগিতায় ভোগ-প্রবৃত্তি নাই, আছে কেবল সেবা, ইহাতে নিরানন্দ নাই, আছে কেবল নিত্য নবনবায়মান আনন্দ। ভগবান্ ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া—ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া—ভাল বাসিয়া জয়ী হইতে চাহেন, আবার ভক্তও ভগবান্‌কে সেবা করিয়া—ভাল বাসিয়া জয় লাভ করিতে চাহেন। কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারিতেছেন না।

কি আগে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর
আনন্দে দেখিছে।

এই বাদ বা প্রতিযোগিতা কেমন? তাহা বলিতেছেন—

লাগ্ বলি চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক
বাড়ে।

নব নব ভাবে অনুক্ষণ বর্দ্ধমান কৃষ্ণের যশঃসিন্ধু যদিও অপার—সুদুস্তর, তথাপি সেই সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া কূল পাইবার জন্য আজ সেবক ভগবান্ শ্রীবলদেব বা অনন্তদেব দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন। শ্রীঅনন্তদেব সহস্র মুখে কৃষ্ণগুণ গান করিয়া মনে করিতেছেন—কৃষ্ণযশঃসমুদ্রের শেষসীমা প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু সেই অসীম অপার কৃষ্ণগুণসিন্ধুর তটভূমি অর্থাৎ সীমা-রেখা ক্রমশঃ সুদূরবর্ত্তী হইতেছে, তথাপি বলদেব জয়ী হইতে না পারিয়া কি নিরুৎসাহিত হইতেছেন? না, তাহা নহে, বলদেব পুনরায় বর্দ্ধিতোৎসাহভরে অনন্ত বদনে কৃষ্ণের অনন্ত যশোমাধুর্য্য কীর্ত্তন করিতেছেন। বলদেব যতই কৃষ্ণগুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন, ততই তাঁহার আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, সেই বর্দ্ধিত পরমানন্দভরে বলদেব আরও কীর্ত্তনোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইতেছেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, ভক্তের সেবানন্দ কি অপূর্ণ ছিল, যে তাহার পূর্ণতা সাধনের জন্য ভক্ত ব্যাকুলান্তঃকরণে ছুটিয়া থাকেন? না, তাহা নহে। ভক্ত কৃষ্ণানুরক্তির শেষ সীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধন শীল। অপ্রাকৃত জগতের ভালবাসার ইহাই বৈশিষ্ট্য, সে ভালবাসা সীমাবদ্ধ নহে, সে ভাল বাসায় তৃপ্তি নাই অর্থাৎ যতই ভালবাসিতে চাই, ততই ভালবাসার স্পৃহা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভাল বাসিয়া যেন আর সাধ মিটে না। ভগবান্ ভক্তের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিবার জন্য নিজেকে ভক্তের কাছে একেবারে বিকাইয়া দিয়াও অতৃপ্তকাম, আবার ভক্তও ভগবৎপাদপদ্মে একেবারে বিক্রীত হইয়া—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সেবা করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। ভক্ত ও ভগবানের এই প্রতিযোগিতায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিবিধ রস বর্ত্তমান। যাহার যে রস, তাহার কাছে তাহাই উত্তম, তাই দাস্য রসের ভক্ত দাস্যে, সখ্য রসের ভক্ত সখ্যে, বাৎসল্যরসের ভক্ত বাৎসল্যে এবং মধুর রসের ভক্ত কান্তভাবে কৃষ্ণকে জয় করিয়া লইতে চাহেন। কৃষ্ণও তত্তদ্রসরসিকগণকে তত্তদ্রসমাধুর্য্য প্রদান করিয়া জয়ী হইতে চাহেন। এইরূপে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে।

কৃষ্ণ ও ভক্তে যেমন প্রতিযোগিতা, ভক্ত ও ভক্তের মধ্যেও সেইরূপ প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। সে প্রতিযোগিতা ভগবান্‌কে ভাল বাসিয়া। কে ভগবান্‌কে কত বেশী ভাল বাসিতে পারে, কত বেশী সেবা করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ করিতে পারে—ইহাই সেই প্রতিযোগিতার রহস্য। তাহাতে পর দুঃখ-হৃষ্টতা-রূপ মৎসরতা নাই। আছে কেবল একের সুখে অন্যের আনন্দ—শুদ্ধ সেবানন্দ। যে প্রতিযোগিতায় ঈর্ষা দ্বেষ বর্ত্তমান, তাহাতে সেবানন্দ বলিয়া কোন বস্তু থাকিতে পারে না। বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তের আদর্শ লইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে নিখিল চেষ্টাপর হইতে পারেন, কিন্তু মৎসর বুদ্ধিমূলে সেই শুদ্ধভক্তের সৌভাগ্যকে হিংসা করিতে পারেন না। আমি ভাল হইব, কৃষ্ণকে সেবা করিয়া কৃষ্ণের কৃষ্ণভক্তের আনন্দবিধান করিব—এইরূপ বুদ্ধিই জীবের হিতকরী। কৃষ্ণভক্তের প্রাণে ব্যথা প্রদান করিয়া যে উৎকট কৃষ্ণপ্রীতি প্রদর্শন, তাহা কৃষ্ণসেবা ত' নহেই, বরং কৃষ্ণচরণে অপরাধ মাত্র। কেন না ভক্তের প্রতি অনাদর ভগবান্ কখনও সহ্য করেন না, "গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ।" ভক্তে ভক্তে প্রতিযোগিতা যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণমূলা হয়, তাহা হইলেই তাহাতে পরানন্দ লাভ হয়, নতুবা অনর্থে পর্য্যবসিত হয় মাত্র।

অনেকে এই প্রতিযোগিতার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া অপক্কাবস্থাতেই নিজেকে পক্ক মনে করিয়া পক্কের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ফলই ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধভক্তের সহিত বিদ্ধ ভক্তের প্রতিযোগিতা কখনও মঙ্গলপ্রসূ হয় না, কেন না বিদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তের 'ইষ্টে স্বারসিকী রতি'র অনুকরণ করিতে গিয়া অনধিকার চর্চ্চা-ফলে অনর্থকেই বরণ করিয়া বসেন। শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্য প্রাকৃত অস্মিতা সম্পূর্ণরূপে বিগত হইয়া অপ্রাকৃতানুভূতিসম্পন্ন হইলে অপ্রাকৃত বস্তু ভক্ত ও ভগবানের সহিত প্রতিযোগিতা সম্ভব হয়। সে প্রতিযোগিতায় ভক্ত ও ভগবানের প্রীতিই লক্ষ্য থাকে। জড় জগতের কোন হেয়তা তাহাতে প্রবেশ করে না। সেইরূপ প্রতিযোগিতাই জীবমাত্রেরই প্রার্থনীয় হওয়া আবশ্যক।

নৈষ্কর্ম্ম্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের সাধারণতঃ ত্রিবিধ বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—বিকর্ম্ম, অকর্ম্ম ও কর্ম্ম। পাপ কর্ম্মকেই বিকর্ম্ম বলা হয়। বিকর্ম্ম দ্বারা নিজের, সমাজের ও জগতের অমঙ্গল হইয়া থাকে। কর্ম্ম শব্দে শুভ কর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট হয়, এতদ্দ্বারা নিজের, সমাজের ও জগতের মঙ্গল সাধিত হয় এবং পারত্রিক স্বর্গসুখাদি লাভ হইয়া থাকে। পাপ কর্ম্ম এবং শুভকর্ম্ম উভয়বিধ কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম নামে অভিহিত। বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম ত্যাজ্য এবং কর্ম্মই কৃত্য।

সেই কর্ম্ম আবার ত্রিবিধ, যথা-কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য। কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাকেই কাম্য কর্ম্ম কহে, যেমন- সন্তানলাভার্থে ষষ্ঠীপূজা, ধন প্রাপ্তির আশায় লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। নিমিত্ত হইতে জাত কর্ম্মকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে, যেমন—অনাবৃষ্টি রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, যজ্ঞাদি

পুণ্যকর্ম বিধি। যজ্ঞাদির দ্বারা পুণ্য অর্জিত হয় এবং সেই পুণ্যফলে পরিমিত বৃষ্টি ও শস্যাদি পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে জগতে দুর্ভিক্ষাদি হইতে পারে না। সন্ধ্যা, আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম পর্য্যায়ভুক্ত। এই ত্রিবিধ কর্ম্মই কামনামূলক হইলেও তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্ম অধম বিধায়, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীস্থ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের আবাহন শাস্ত্রের অনুজ্ঞা।

বিশৃঙ্খল বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মকারী স্বেচ্ছাচারিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত কাম্যকর্ম্মের উপদেশ এবং কাম্যকর্ম্মে অভ্যস্তজনগণকে কাম্যকর্ম্মগুলি ত্যাগ করত তদুচ্চ নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে নিযুক্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন
বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ সেবায়ৈ জীবন্নপি
মৃতো হি সঃ॥"

অর্থাৎ ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত না হয়, সেই ধর্ম্ম যাহার বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপাদ শ্রীহরির সেবাতে পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ বৃথা।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্যের নিমিত্ত কৃত হয়। সেই পুণ্য নশ্বর বিধায়, ঐ কর্ম্মদ্বয় হইতেও পরিশেষে বৈরাগ্য অর্থাৎ বিরতি কর্ত্তব্য বলিতেছেন। বিরত-কর্ম্ম পুরুষকে আবার তীর্থপদের সেবাকর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশ। এক কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া পুনরায় শ্রীভগবানের সেবারূপ অন্য কর্ম্মের উপদেশ কেন? শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে দৃষ্ট হয়—

"বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য
যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিঃ"

অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রীহরিকে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মের আদেশ করিয়াছে, তাহা কর্ম্ম শব্দ বাচ্য নহে, তাহা ভক্তি নামে অভিহিত। শ্রীহরির প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার ফল-ভোক্তা শ্রীহরি স্বয়ং, কর্ম্মকারী নহে। এইরূপ কর্ম্ম, কর্ম্মকারীকে কোনরূপে কর্ম্মফলরূপ রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিতে অসমর্থ। সুতরাং শ্রীভগবৎ সেবারূপ কর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তিই প্রকৃত নিষ্কর্ম্ম নামে অভিহিত, নিষ্কর্ম্মের ভাবকেই নৈষ্কর্ম্ম্য কহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ত্তেত সিদ্ধিং
রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।"

অর্থাৎ জীবগণ যাহাতে ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যকে বরণ করিয়া সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্যই কর্ম্মবিধানে নানারূপ ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য যিনি এইরূপ ক্রম ক্রমে অবগত না হইয়া বিশৃঙ্খল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন, তিনি কখনই নৈষ্কর্ম্ম্য লাভে সমর্থ হন না।

জীবের স্বরূপ জ্ঞান প্রস্ফুটিত না হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ হইতে পারে না। পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মিগণ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মগুলিকে নিষ্কামভাবে করাই মুক্তিযুক্ত বলিয়া যে ধারণা পোষণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের কর্ম্ম-বন্ধন নষ্ট হয় না, সুতরাং তাহা নৈষ্কর্ম্ম্য পদবাচ্য নহে। যে সমস্ত কর্ম্ম কামনা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা কামনাশূন্য ভাবে কৃত হইলেও ফলদানই তাহাদের স্বভাব, যেমন—অগ্নিতে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হস্ত প্রদান করিলে, অগ্নি তাহার স্বধর্ম্ম হইতে কখনই বিরত হয় না, তদ্রূপ। সুতরাং কাম্যকর্ম্মগুলি কামনা-শূন্যভাবে কৃত হইলেও কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে না। তবে ফলাকাঙ্ক্ষী কাম্যকর্ম্মকারিগণের হৃদয় অপেক্ষা, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতরূপ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে কিঞ্চিৎ উচ্চ একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিতে যে ভুল আছে, তাহা সংশোধন করা উচিৎ—হৃদয় কামনা শূন্য হইলে কাম্য কর্ম্মগুলির সংসর্গ কৃত্য বহির্ভূত হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবৎ সেবারূপ ভক্তিই তখন তাহার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ করিলে তিনি প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিয়া কর্ম্মফল-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, নচেৎ নহে।

মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক অনিত্য সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ বুদ্ধি মুমুক্ষু জনগণ শ্রীগীতোক্ত মিথ্যাচারীর ভাব ত্যাগ করিয়াও যে কর্ম্মসন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাও তাহাদের যথার্থ স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তাহারা প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্য লাভে সমর্থ হন না। নৈষ্কর্ম্ম্য নিত্য শ্রীভগবানের সেবা সম্বন্ধীয় ব্যাপার বলিয়া নিত্য বস্তু, তাহা লাভ হইলে কখনই বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়ে আত্মবুদ্ধিযুক্ত জনগণ সেই নিত্য নৈষ্কর্ম্ম্যের সন্ধান পাইতে পারেন না কারণ অনিত্য বস্তু দ্বারা নিত্য বস্তু কখনও প্রাপ্তব্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-
ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো-
ঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

অর্থাৎ দেবগণ কহিলেন, হে পদ্মলোচন হরি, নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রদ আপনার ভক্ত ব্যতীত, অন্যে যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা কৃচ্ছ্র সাধন-ফলে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসন্ন্যাস-যুক্ত মুক্তিপদ লাভ করিয়াও তোমার সেবারূপ নৈষ্কর্ম্ম্যকে অনাদর করা হেতু অধঃপতিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপি অচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে

অর্থাৎ শ্রীভগবদুদ্দেশে কৃত হইলেই, তাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য কহে, শ্রীভগবদ্ভাববর্জ্জিত হইলে তাহা নৈষ্কর্ম্ম্য পদবাচ্য হইতে পারে না। অতএব ভক্তিই নৈষ্কর্ম্ম্য, সেই নৈষ্কর্ম্ম্যই সর্ব্বোচ্চ এবং তাহাই পরম কৃত্য, আত্মধর্ম্মানুশীলনকারী শুদ্ধভক্তগণই একমাত্র সেই নৈষ্কর্ম্ম্যের অধিকারী। পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর স্থূল দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন বুভুক্ষু অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মী এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধবুদ্ধি মুমুক্ষু জ্ঞানী নৈষ্কর্ম্ম্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হইতে বিচ্যুত। অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, প্রকৃত নৈষ্কর্ম্ম্যকে আশ্রয় পূর্ব্বক সুদুর্লভ মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন কর।

[শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু]

যেমনি গুরু তেমনি চেলা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, যখন নবদ্বীপ বাঙ্গালায় অক্সফোর্ড তখন বর্ত্তমান সহর কুলিয়ায় দেবানন্দ নামক এক বিখ্যাত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতের বাস ও চতুষ্পাঠী ছিল। (অবশ্য আজ কালকার মহা মহোপাধ্যায় নহে, তিন নকলেই—আসল খাস্তা, তার পর ও তিনের ঘন সাতাইশ নকলেরও নকল) আর ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে বল্লালদীঘীর পশ্চিমতীরে পোল ডাক্তার ডাঙ্গা নামক স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের অল্প উত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভজন-কুটীর ছিল। (বলা বাহুল্য শ্রীবাসপণ্ডিত ভ্রাতা, পত্নী পুত্র, দাস, দাসী সহ অবস্থান করিলেও, আজকালকার ভজনগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষীদের ন্যায়, এক হাতে মৎস্যাধার ও অন্য হাতে ঠাকুর সেবার কলা বাতাসা লইয়া আসিতে হইত না)।

একদা নিজের কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত শ্রীবাস ঠাকুর ভ্রমণচ্ছলে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ঐ দেবানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবানন্দ পণ্ডিত শিষ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্লোকের অবস্থায় শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের শ্লোক শুনিয়াই অপ্রাকৃত লীলা মাধুর্য্যে প্রবিষ্ট হওয়ায়, প্রেমাবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমাশ্রু দেখে কে? সেই অশ্রুতে পাষাণও বিগলিত হয়। কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিতের ছাত্রগণ ভক্তি-মহিমা না জানায়, পাঠ শ্রবণে ব্যাঘাত জন্মিতেছে মনে করিয়া, আপদ গণিলেন। তাই শ্রীবাসপণ্ডিতকে গৃহের বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল। এদিকে গ্রন্থ ভাগবতের অভিন্নবিগ্রহ ভক্তিস্থল-পাত্র ভক্ত ভাগবতকে অপমান করা হইতেছে দেখিয়াও দেবানন্দ নীরব রহিলেন কারণ শ্রৌত পন্থায় গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে শুদ্ধভক্তির কথা, অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ত্ব শ্রবণাভাব, তাই এত বড় পণ্ডিত হইয়াও, ভাগবতের অধ্যাপনা করিয়াও, ভাগবতে অধিকার নাই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"ভাগবতে ইহার কোন্ অধিকার'। তার পর দেবানন্দের মঙ্গলের জন্য 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' ইত্যাদি উপদেশ দিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া তাঁহার অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন। সেই অপরাধ ভঞ্জনের পাট—কুলিয়ায় থাকিয়াও তথাকথিত অনুচানমানিগণ, অশ্রৌত পন্থার আদর করিয়া, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বানভিজ্ঞ হইয়া, পুনরায় শ্রীবাসানুগত শ্রৌত পাথিগণের উপর মৎসরতা বশে অপরাধ করিতে বসিয়াছেন। অবশ্য অবিদ্বৎ-প্রতীতিদ্বারা অচিদাত্মকৃতিতে ধামাপরাধী হইয়া, নবনির্ম্মিত একটী অপরাধ ভঞ্জনের পাট নাম দিয়া, অপরাধ-ক্ষালন-মানসে প্রত্যাদেশ তাহার ধূলি অঙ্গে মৃক্ষণ করা হয় বটে, তাহাতে অপরাধ কতটুকু ভঞ্জন হয়, কি চণ্ডী-মানের ন্যায় হয়, তাহা শ্রীবাসানুগত অন্তর্য্যামিগণই অবগত আছেন। যে পর্য্যন্ত শ্রীবাসানুগত গুরু গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ শুদ্ধ বৈষ্ণব চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুবুদ্ধি উদিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত বৈষ্ণবাপরাধী অপরাধভঞ্জন-পাটের সমস্ত মাটীগুলি গিলিয়া খাইলেও অথবা ঐ মাটীর নীচে জীবন্ত কবরস্থ হইলেও মহাপ্রভু ছাড়িবেন না, চিন্তা কি? হাতে কাঁটা বিঁধিলে পায়ের তালু দিয়া বাহির হয় না। ধন্য মায়া তোর বিমুখ-মোহিনী শক্তি। সাধে কি আর জন্মজন্মান্তর ভরিয়া তোর সেবায় ব্যস্ত থাকি? তুই সোজাকথাটাও বুঝিতে দিবি না, সোজ রাস্তাও দেখিতে দিবি না। তোর তুলি বাধার এমনিই ওস্তাদি। ঘুরা মা যত পারিস্, এই সুযোগে মনের সাথে ইচ্ছামত ঘুরাইয়া নে। আমরা গুরু চেলা সবই তোর নিত্য কালের কেনা গোলাম, এ অধিকারটী

যেন নির্ব্বংশ না হয়। বৈকুণ্ঠঠাকুর আরাধনায় কিন্তু বৈকুণ্ঠ-দূত রূপে তোর অনুচরেরা উৎসাদন করিবার জন্য প্রতি গৃহে গৃহে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, এই বেলা তোর অনুগত ভৃত্যদিগকে খুব সাবধানে থেকিয়া, বেড়িয়া রাখিস্ না! দেখিস আমার উপর আবার যেন ঝোঁকটা বেশী করিয়া না পড়ে। তাহা হইলে আধার অনাথ হইয়া মাঠে মারা পড়িব।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বিরহ-মহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠ ৩রা জুন, গৌরাব্দ ৪৪২, রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দিবস হইতে ৭ই আষাঢ় ২১শে জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত "শ্রীপুরুষোত্তম মঠে" বার্ষিক মহোৎসব হইবে। ৩রা আষাঢ়,১৭ই জুন রবিবার নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চতুর্দ্দশ বার্ষিক বিরহমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। অনবসরকালে ব্রহ্মাগিরি আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গগমনে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান-স্থল এবং পুনর্যাত্রাকালে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে তাদৃশ মহোৎসব হইবে। মহোদয়গণ কৃপাপূর্ব্বক সপরিকরে এই ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী,
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়)।

স্বাস্থ্য-সমাচার

(আমাশয়)

আমাশয় সাধারণতঃ [illegible] রোগ। বর্ষা ও শরৎ কালেই [illegible] প্রাদুর্ভাব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়।

আমাশয় দুই প্রকার। এক প্রকারের নাম ইংরেজী ভাষায় য়্যামিবিক্ ডিসেন্টারী। ইহা য়্যান্টামিবা হিষ্টোলাইটীকা নামক এক প্রকার জীবাণু হইতে [illegible] হয়। পেটব্যথা, পেটকামড়ান, উদরাময়, মুহুর্মুহুঃ মলত্যাগ, মলত্যাগের সময় অতিশয় পেট মোচড়ান প্রভৃতি এই [illegible] [illegible] হয়।

অপর প্রকার আমাশয়কে ইংরেজী ভাষায় ব্যাসিলারী ডিসেন্টারী বলে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সিগা নামক জনৈক জাপান দেশীয় ডাক্তার এই রোগে জীবাণুর আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আমাশয়ের ন্যায় এই প্রকার আমাশয়েও পেটশূলনী, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শুধু রক্তমা মল এবং জ্বর এই প্রকার আমাশয়ের বিশেষত্ব।

এই দুই প্রকার আমাশয়েরই নিম্ন লিখিত চারি প্রকারে বিস্তৃতি ঘটিতে পারে।

১। দূষিত জল সংযোগে
২। মলমূত্রাদি সংযুক্ত বস্ত্র দ্বারা
৩। দূষিত খাদ্য সংযোগ।
৪। মাছি দ্বারা।

চিকিৎসকারাগণে যে সমুদয় প্রতিবিধান উপায় লিখিত হইয়াছে—আমাশয়রোগে ও তৎসমুদয় প্রযোজ্য।

মুষ্টিযোগ

১। কাঁচা বেল পোড়াইয়া সিদ্ধ জল, ইক্ষুগুড় এবং ঘোল সংযোগে সরবত প্রস্তুত করিবে। উহা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যেই য়্যামিবিক ডিসেন্টারী ভাল হয়।

২। ডাব নারিকেল সিদ্ধ করিয়া খাইলে আমাশয়ের বিশেষ উপকার হয়।

৩। থানকুনি পাতার রস পান করিলে আমাশয় আরোগ্য হয়।

৪। ডালিমের কচি পাতার রস এবং থানকুনি পাতার রস লোহা দগ্ধ করিয়া সেবনে আমাশয়ের বিশেষ উপকার হয়।

৫। আমরুল পাতার [illegible] দিলে আমাশয় ভাল হয়।

৬। পুঁই পাতা ছেঁচিয়া মাথায় বাঁধিলে আমাশয় ভাল হয়।

৭। কচি আম ও জামপাতার রস সেবনে আমাশয় ভাল হয়।

তেলাকুচ পাতার রস হাতের ও পায়ের তালুতে রগড়ালে আমাশয় প্রশমিত হয়।

পেট ব্যথা, পেট কাঁপা ও পেট কামড়ানীর মুষ্টিযোগ—

১। জয়ন্তী পাতার রস পান করিলে পেট ব্যথা ভাল হয়।

২। আদা ও লবণ একত্রে চিবাইয়া খাইলে পেট কাঁপা ভাল হয়।

৩। জমানী ও লবণ একত্র চিবাইয়া খাইলে শীঘ্র পেট কাঁপা বিনষ্ট হয়।

৪। লবণ ও [illegible]

৫। মুড়িভিজান জল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া সেবন করিলে হিক্কা, [illegible] [illegible] হয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

আকস্মিক মৃত্যু

গত মঙ্গলবার দশহরা দিবস কৃষ্ণনগরের স্বনামখ্যাত উকীল শ্রীযুত মহীতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের একটী ৯।১০ বৎসর বয়স্কা কন্যা এবং শ্রীযুত রাজেন্দ্র সরকার মহাশয়ের একটী একাদশবর্ষীয়া কন্যা খড়িয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ভারতীয়

হাঙ্গরের দৌরাত্ম্য

গত ২১শে মে তারিখে, কলিকাতা লিন্‌সে ষ্ট্রীটের মিঃ ডি, জি, স্মিথ ও মিস্ এথেল ষ্ট্যানমোর অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির সহিত ডায়মণ্ডহারবারে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছিলেন। মিঃ স্মিথ ও মিসেস্ ষ্ট্যানমোর তথায় গঙ্গায় সাঁতার দিতে অবতরণ করেন। গঙ্গায় নামিবার কিছু পরেই মিঃ স্মিথকে একটী প্রকাণ্ড হাঙ্গর আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাঁহার পাছার খানিকটা মাংস কাটিয়া লইয়া দক্ষিণ হাতের কনুইপর্যন্ত চিবাইয়া ফেলে। হাঙ্গরটী তাঁহার বামহস্তের ২টী আঙ্গুলও কাটিয়া লয়। মিঃ স্মিথকে ডায়মণ্ডহারবার হসপিটালে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি একেবারেই কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। মিসেস ষ্ট্যানমোরও মিঃ স্মিথকে উদ্ধার করিতে গিয়া কিছু আঘাত পাইয়াছেন। গত ২৮শে মে তারিখে তাঁহাদিগকে কালকাতায় আনিয়া প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হসপিটালে চিকিৎসার্থ পাঠান হইয়াছে।

পরলোকে অমৃতলাল রাহা

খুলনার প্রবীণ উকীল ও জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর গত মঙ্গলবারে পরলোকগত হইয়াছেন। রাহা মহাশয় ৪০ বৎসর জিলা বোর্ডের কর্ত্তা ছিলেন। যতদিন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকিতেন, ততদিন তিনি ভাইস্ চেয়ারম্যান থাকিয়া বেসরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগের নিয়ম হওয়া অবধি মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। উকীল হিসাবে রাহা মহাশয়ের সুনাম ছিল। আমরা অমৃত বাবুর শোকার্ত্ত পরিজন [illegible] [illegible]দের [illegible]

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

নোটীশ

১৯২৮ অব্দের ১লা জুন হইতে ট্রেণ চলাচলের সময়ের পরিবর্ত্তন

১৯২৮ অব্দের ১১ই মে তারিখে প্রকাশিত অত্র অফিসের ২৪৮নং নোটীশের সংস্রবে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত ট্রেণ সার্ভিসের কতিপয় পরিবর্ত্তন আগামী ১লা জুন তারিখ হইতে সংসাধিত হইবে। এবং এই পরিবর্ত্তন উপলক্ষে কেবলমাত্র সুবারবণ টাইম টেবল নং ৩ এবং পকেট টাইমটেবল পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে।

প্রধান প্রধান পরিবর্ত্তনগুলি যথা :—

(১) বর্ত্তমানের ৩ নং আপ এবং ৪ নং ডাউন বোম্বাই মেল এবং ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল দুইটি ভায়া নাইনার পরিবর্ত্তে ভায়া জব্বলপুর হইয়া চলিবে। ৩নং আপ বোম্বাই মেল খানি ১৯-১০ মিনিটের সময় হাওড়া ছাড়িবে এবং ৭-৩৬ মিনিটের সময় ছিওকী যাইয়া পৌছিবে এবং ৭টা ৪৬ মিনিটের সময় ছিওকী হইতে ছাড়িয়া ৯টা [illegible] মিনিটের সময় বোম্বাই যাইয়া পৌছিবে ৪ নং ডাউন মেল ২৩টা ০৪ মিনিটের সময় ছিওকী হইতে ছাড়িয়া ১১টা ৪ মিনিটের সময় হাওড়ায় আসিয়া পৌছিবে। ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল ২১টা ৩৬ মিনিটের সময় হাওড়া ছাড়িবে এবং ৯টা ৫৫ মিনিটের সময় ছেওকী পৌছিয়া ১০টা ০৫ মিনিটে ছাড়িয়া যাইবে।

(২) আপ এবং ডাউন ছেওকী সটল ট্রেণগুলি ৪নং আপ এবং ৩নং ডাউন মেলের সময়ের পরিবর্ত্তন হওয়ায় এতদ্রূপ পরিবর্ত্তিত সময়ে চলিবে।

(৩) ৯নং আপ এবং ১০নং ডাউন দেরাদুন এক্সপ্রেস ট্রেণ দুইটী মাধুপুর ষ্টেশনে থামিবে।

(৪) ১৫১ নং আপ এবং ১৫২ নং ডাউন আসানসোল লোক্যাল ট্রেণ দুইটী প্যাসেঞ্জার ট্রেণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া দানাপুর হইতে যাতায়াত করিবে। ১৫১নং আপ ট্রেণখানি ৬টা ২৬ মিনিটের সময় হাওড়া হইতে ছাড়িবে।

(৫) মুঙ্গেরশাখা ট্রেণগুলি অতিরিক্ত ভাবে যাতায়াত করিবার জন্য আপ ট্রেণ খানি ১৩-৩০ মিনিটের সময় জামালপুর ছাড়িবে এবং ডাউন ট্রেণখানি ১২টা [illegible] মিনিটের সময় জামালপুর পৌছিবে।

(৬) বর্ত্তমানের ৩৭নং আপ এবং ৩৮নং ডাউন এলাহাবাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দুইটি শিয়ালদহ হইতে যাতায়াত করিবার পরিবর্ত্তে হাওড়া হইতে যাতায়াত করিবে

৩৭ নং আপ ট্রেণখানি ১৫টা ০৬ মিনিটের সময় হাওড়া ছাড়িবে এবং ৩৮নং ডাউন ট্রেণখানি ১৪টা ১৫ মিনিটের সময় হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিবে।

(৭) ৫নং আপ এবং ৬নং ডাউন মেল কাশীতে থামিবে।

(৮) ১৩নং আপ এবং ১৫নং আপ এক্সপ্রেস ট্রেণ দুইটি দিল্লী সদর ষ্টেশনে থামিবে। ১৫নং আপ খান ১৯টা ২১ মিনিটের পরিবর্ত্তে ১৯টা ১৭ মিনিটের সময় গাজিয়াবাদ হইতে ছাড়িবে।

নিম্নলিখিত ট্রেণগুলি বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা সামান্য পূর্ব্বোবর্ত্তী সময়ানুসারে চলিবে। যথা:—

৮৯নং আপ এবং ৯০নং ডাউন ব্রেরিলী আগ্রা প্যাসেঞ্জার ট্রেন দুইটি—প্রথমটি চান্দৌসী হইতে এবং শেষোক্তটি রামগঙ্গা হইতে।

৪০নং ডাউন প্যাসেঞ্জার—ধানবাদ এবং বেণ্ডেলের মধ্যে।

১৫নং আপ এক্সপ্রেস—বর্দ্ধমান এবং মোকামার মধ্যে।

১৪নং ডাউন এক্সপ্রেস—নিহিজাম এবং শিয়ালদহের মধ্যে।

২৭নং আপ প্যাসেঞ্জার—মোগল সরাই এবং এলাহাবাদের মধ্যে।

৭নং আপ এবং ৮২নং ডাউন পি, জি, —পাটনা এবং গয়ার মধ্যে।

৫নং আপ এস, এফ—শিকোহাবাদ এবং ফরাক্কাবাদের মধ্যে।

৬নং টি ডাউন—দিলদার নগর এবং তরীঘাটের মধ্যে।

জি নং আপ সটল—হাতদহ ঘাট এবং মোকামার মধ্যে।

১নং এম, ডি, প্যাসেঞ্জার—গজরৌলা হইতে।

৪নং ডি, বি, ডাউন—ডাল্টনগঞ্জ এবং সোন ইষ্ট ব্যাঙ্কের মধ্যে।

১৪নং ডাউন—পাটনা জংসন এবং কুস্তি ঘাটের মধ্যে।

এই পুনঃপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আরও এতরূপ কতিপয় ট্রেণের অন্যান্য পরিবর্ত্তন হইবে।

আগামী ১লা জুন তারিখ হইতে হাওড়া মোকমা থ্রু ক্যারেজখানি ১১নং আপ এবং বি ডাউন সটল এবং জি আপ সটল এবং ১২নং ডাউন ট্রেণের সহিত (বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত মোকামা ঘাটের পরিবর্ত্তে হাতদহ ঘাট পর্য্যন্ত) সংযোজিত থাকিবে।

নিম্নলিখিত ট্রেণগুলি ৩১শে মার্চ্চ—১লা জুন ১৯২৮ নবনির্দ্ধারিত পরিবর্ত্তিত সময় অনুসারে চলিবার জন্য নিম্নলিখিত সময় অনুসারে ছাড়িবে।

(ক) ৩নং আপ বোম্বাই মেল

পরিবর্ত্তিত সময় অনুসারে হাওড়া হইতে ছাড়িবে

(খ) ৪নং ডাউন বোম্বাই মেল

১৯২৮ অব্দের ১লা জুন তারিখে ২২টা ৫৪ মিনিটের সময় চেওকী পৌঁছিয়া ২৩টা ৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া পরিবর্ত্তিত সময়ানুসারে চলিবে।

দ্রষ্টব্য:—৩নং আপ বোম্বাই মেলের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে যে ডাইনিংকার বা ভোজনগাড়ী (যে মেলখানি ৩১শে মে হাওড়া ছাড়িবে) সংযুক্তভাবে থাকিবে, উহা সোণ ইষ্ট ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত থাকিবে এবং তৎপরে উহা ঐ স্থানে ৪নং ডাউন মেলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। যে গাড়ীখানি ৩নং আপ মেলের সহিত সংযুক্ত ভাবে হাওড়া হইতে ১লা জুন তারিখে ছাড়িবে, উহা ২রা জুন তারিখে গয়া ষ্টেশনে ৩নং আপ মেল হইতে বিযুক্ত করিয়া লওয়া হইবে এবং ৪নং ডাউন মেলের সহিত এই স্থলে সংযুক্ত হইয়া উহা ফিরিয়া আসিবে।

(গ) ১৬নং ডাউন এক্সপ্রেস ট্রেণখানি ১৯টা ২৭ মিনিটের সময় গয়ায় আসিয়া ৩১শে মে তারিখে পৌঁছিবে এবং এইখান হইতে নূতন পরিবর্ত্তিত সময় অনুসারে চলিবে। এই ট্রেণখানি ১৯টা ৫১ মিনিটের পরিবর্ত্তে ১৯টা ৫০ মিনিটের সময় পাটনা জং হইতে ছাড়িবে।

(ঘ) ১৫১নং আপ ট্রেণখানি ৩১শে মে হাওড়া হইতে ছাড়িবে এবং দানাপুর পর্য্যন্ত চলিবে।

(ঙ) ১৩১নং লোক্যাল ট্রেণখানি ৩১শে মে হাওড়া হইতে এই নূতন পরিবর্ত্তিত সময় অনুসারেই ছাড়িবে এবং ১৯টা ৪০ মিনিটের পরিবর্ত্তে ১৯টা ৩৮ মিনিটের সময় ব্যাণ্ডেলে আসিয়া পৌঁছিবে।

(চ) ১৫নং আপ এন, বি, ৩১শে মে তারিখ হইতেই ১৯টা ২৫ মিনিটের পরিবর্ত্তে নূতন সময় ১৯টা ২০ মিনিটের সময় নৈহাটী হইতে ছাড়িবে।

(ছ) ৪নং ডি, বি, ডাল্টনগঞ্জ হইতে ৩১শে মে তারিখে ছাড়িবে এবং ডাল্টনগঞ্জ হইতে নূতন সময় অনুসারে চলিতে থাকিবে অর্থাৎ ২৩টা ১০ মিনিটের পরিবর্ত্তে ২২.০০টার সময় ডাল্টনগঞ্জ হইতে ছাড়িবে।

(জ) ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেলখানি ৩১শে মে তারিখ হইতেই এই নূতন সময় অনুসারেই চলিবে। এই ট্রেণখানি ২১টা ০৬ মিনিটের সময় হাওড়া হইতে ছাড়িবে।

অপরাপর ট্রেণগুলি ৩১শে মের রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইবার পর—১৯২৮ অব্দের ১লা জুন তারিখ হইতেই (যে স্থলে যেরূপ আবশ্যক হইবে) নূতন পরিবর্ত্তিত সময় অনুসারে চলিতে থাকিবে।

১৯২৮ অব্দের ১লা জুন

হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ড লাইনের মধ্যে মশাগ্রাম এবং চৌগ্রামের মাঝামাঝি স্থলে একটি নূতন ফ্ল্যাগ ষ্টেশন খোলা হইবে এবং এই ষ্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেণ গুলি থামিবে। যথা—

১০৭নং আপ ১০৫নং আপ (শনিবার ব্যতীত) ১০৩নং আপ (রবিবার ব্যতীত) ১০১নং আপ (কেবল শনিবার এবং রবিবার) ১০৪নং ডাউন ১০৮নং ডাউন ৯২নং ডাউন।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যাত্রিগণকে ষ্টেশনমাষ্টারগণকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এইচ, এ, এম, হ্যানে,
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।
কলিকাতা, ২৫শে মে, ১৯২৮।

জাতিস্মর বালিকা

ফরক্কাবাদ জেলার সাদিনগর গ্রামের ৭বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা নাকি তাহার পূর্ব্বজন্মের সমস্ত ঘটনা বলিতেছে। সে বালিকা কয়েকটী ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিতেছে, ইহারাই তাহার পূর্ব্বজন্মের আত্মীয় স্বজন বালিকার নাম নাম কালী। পিতার নাম গঙ্গাবিষ্ণু—ঐ গ্রামেরই একজন ব্রাহ্মণ অধিবাসী। তিনবৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতেই বালিকাটি তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা বিবৃত করিতে আরম্ভ করে। সে বলে তাহার বাড়ী ছিল, নাগলীবাগ গ্রামে। তাহার তিনটী পুত্র ছিল। একটী তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করে। বালিকাটি তাহার পূর্ব্বজন্মের ছইটী পুত্রকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়। মাতা পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বালিকার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাতাপিতা তাহাকে নাগলীবাগগ্রামে লইয়া যাইতে বাধ্য হন। সেখানে যাইয়া বালিকা একটী বাড়ীকে তাহার পূর্ব্বজন্মের বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং বহুজনতার মধ্য হইতে শিবরাম নামে এক ব্যক্তিকে তাহার পুত্র বলে। তাহা ছাড়া স্থানীয় লোকের প্রশ্নানুসারে সে যথাযথ তাহার পূর্ব্ব বিবরণ বলিয়া স্থানীয় লোকগণকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। উক্ত শিবরাম বালিকার বর্ত্তমান জন্মের মাতা পিতাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বালিকা আর কখনও সেখানে আসিবে কিনা। তাহাতে বালিকার মাতাপিতা বলেন, নিয়তি যখন তাহার পূর্ব্বজন্মের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, তখন সে আর আসিবে না। বালিকা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাতা পিতার সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসে।

দিল্লীতে শান্তি

বকরীদ উপলক্ষে

কমিশনার মিষ্টার উইলিয়াম জিফি হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্য হইতে প্রায় ২শত বিশিষ্ট ও প্রতিপত্তিশালী লোক লইয়া একটী পুলিশ দল গঠন করিয়াছেন। মিঃ জিফি বলেন, গতবৎসর পূর্ব্বে এইরূপ স্পেশাল পুলিশ গঠন করায় বিশেষ উপকার দেখা গিয়াছিল। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন। এবারও এই স্পেশাল পুলিশদল দিল্লীতে হিন্দু মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব দূর করিয়া শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনে যত্ন করিতেছেন। প্রত্যেক জেলায় যেখানে গোলমালের আশঙ্কা আছে, সেখানে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করে।

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

গত সোমবার প্রাতে লিলুয়া কারখানায় কার্য্য আরম্ভ হইলে বহু শ্রমিক কারখানার দ্বারে সমবেত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। সামান্য কয়েকজন মাত্র যোগদান করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। চীফ মেশবাদী ২০০ শ্রমিক গত শুক্রবার হইতে কার্য্যে যোগদান করিয়া কার্য্য করিতেছে। ১৫ই, ১৬ই, ও ১৭ই জ্যৈষ্ঠ এই দিবসত্রয় কার্য্য করিলে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পাইবে বলিয়া ঘোষণা হইয়াছিল। মোটকথা শ্রমিকদিগকে নানা উপায়ে কারখানায় যোগদান করাইবার চেষ্টার ত্রুটী হইতেছে না। আমষ্টার্ডামের আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সমিতি লিলুয়ার ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণকে ১৩০ পাউণ্ড সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

গত ২৭শে মে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চানটিলি' জাহাজে য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছেন। ষ্টীমার খানি পণ্ডিচেরী হইয়া যাইবে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুত অরবিন্দঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

বার্দ্দোলীর ব্যাপার লইয়া সমস্ত ভারতীয় প্রজাগণের অন্তরে এক মহা-ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। সরকারপক্ষ যদি শীঘ্রই এ ব্যাপারের একটী মীমাংসা না করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটী ক্রমশঃ একটী মহান্ অনর্থের সৃষ্টি করিয়া তুলিবে। আমাদের ইচ্ছা বৃটিশগবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাগণকে যেন তাহাদের বিচার-প্রণালী ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৫।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

অশোক বর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্য বৃদ্ধি করেন। ক্রমশঃ শুঙ্গ প্রভৃতি জাতিরা রাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন। নবনন্দের রাজ্য শেষ পর্য্যন্ত ১৫৯৮ বৎসর বিগত হয়। চাণক্য পণ্ডিত শেষ নন্দকে সংহার করিয়া মৌর্য্য বংশীয় রাজাদিগকে রাজ্য প্রদান করেন। কোন মতে দশরথ মতান্তরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য বংশের প্রথম রাজা। চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীক দেশীয় লোকেরা প্রথম আলেকজেন্দারের সহিত পরে সেলুকসের সহিত ভারতবর্ষ সন্দর্শন করেন। গ্রীক দেশীয় গ্রন্থ ও সিংহলস্থ মহাবংশ ব্রহ্ম-দেশীয় বৌদ্ধ-ইতিহাস মতে চন্দ্রগুপ্ত রাজা খৃষ্টের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব এই হিসাবে অদ্য হইতে মহাভারতের যুদ্ধ ৩৭৯১ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়। ডাক্তার বেণ্টলি সাহেব মহাভারতোল্লিখিত গ্রহগণের তাৎকালিক অবস্থান গণনা করিয়া ঐ যুদ্ধ খৃষ্টের ১৮২৪ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া স্থির করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ লক্ষিত হয়। পারজিটার নামক একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কিছুকাল পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজ ছিলেন। ইনি একখানি ইংরাজী পুস্তকে ভারত যুদ্ধের কাল নির্ণয় এইরূপ করিয়াছেন— খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে মগধ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তৎপূর্ব্বে নয় জন নন্দ রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। মহাপদ্ম এবং তাহার ৮জন পুত্রের জীবিত কাল শত বৎসর ধরিলে অশীতিবর্ষ তাহাদের রাজ্য কাল সাব্যস্ত হয়। অতএব নবনন্দের রাজ্যকাল ৪০৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। এই নয় জন নন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ জন শৈশুনাগ রাজা, রাজ সিংহাসনে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের রাজত্ব কাল প্রত্যেকের গড়ে সাড়ে ষোল বৎসর ধরিলে ১৬৫ বৎসর হয়। সুতরাং শৈশুনাগ রাজাদিগের রাজ্যারম্ভকাল ৫৬৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। শৈশুনাগ রাজাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ৫ জন প্রদ্যোতন। ইঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্ব কাল সাড়ে দশ বৎসর ধরিলে ৫২ বৎসর হয়, অতএব তাঁহাদের রাজ্যারম্ভকাল ৬১৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দ, তৎপূর্ব্বে ১৬ জন বার্হদ্রথ রাজারা সাড়ে চৌদ্দবৎসর হিসাবে প্রায় বৎসর রাজত্ব করেন। এই হিসাবে তাঁহাদের রাজ্যারম্ভকাল ৮৫০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ হয়। ইঁহাদের পূর্ব্বে ৫ জন পৌরব, ৪জন ইক্ষ্বাকু বংশীয় এবং ছয় জন বৃহদ্রথ বংশীয় রাজন্যবর্গ প্রায় শতবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন ধরিলে খ্রীঃ পূঃ ৯৫০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল নিরূপিত হয়। আবার স্মিথ সাহেব তাঁহার ইতিহাসে বলিয়াছেন—খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে কলিযুগ আরম্ভ হয়। যুধিষ্ঠিরাব্দের আরম্ভ-কাল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালও তাহাই, কিন্তু কোন কোন জ্যোতিষী বলেন, যুধিষ্ঠির অব্দের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভারত যুদ্ধের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সম্যক্‌রূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে কাল-নির্ণয়ই সর্ব্ববাদি সম্মত।

মৌর্য্যেরা দশপুরুষ রাজ্য করেন। তাঁহাদের রাজ্যকাল ১৩৭ বৎসর বলিয়া ভাগবতে কথিত আছে। এই রাজাদিগের মধ্যে অশোক বর্দ্ধন অতি প্রবল রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে আর্য্যধর্ম্মে ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন এবং ভারতের অনেক স্থানে বৌদ্ধ স্তম্ভ স্থাপন করেন। এই বংশের রাজ্যকাল মধ্যে থিয়োডোণ্টাস, ডিমিট্রিয়াস ইউক্রোডাইটীস প্রভৃতি আট জন যবন রাজা ভারতের কিয়দংশ লইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিমে রাজ্য করিয়াছিলেন। মৌর্য্য রাজারা কোন্ বংশে উৎপন্ন হন, তাহা উত্তমরূপে স্থির হয় নাই। বোধ করি, ইঁহারা বিতস্তা নদীর পশ্চিমে রোহিত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী ময়ূর বংশ হইতে উদ্ভূত হন। বস্তুতঃ তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে ছিলেন না, কেননা তাঁহাদের সহিত যবনদিগের যেরূপ সম্বন্ধ ও ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদিগকে শক জাতির কোন অবান্তর শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়।

দেবাসুর-সংগ্রাম

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পদ্মপুরাণে কথিত আছে, এই লোকে দৈব ও আসুর ভেদে দুই প্রকার ভূত-সৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ বিষ্ণু বিরোধিগণ আসুর স্বভাব। পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম আচারযুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই। এই নিমিত্ত দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনকারী বিষ্ণুভক্তগণ কপট-তর্ক-নীতি রহিত হইয়া, বিষ্ণুসেবাপর হইয়া থাকেন।

তদ্বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত, আসুর স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত জনগণ এই জগৎকে আশ্রয় হীন, অনীশ্বর ও প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন, বলিয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ-হেতু কাম ব্যতীত ইহার আর অন্য কোন নিমিত্ত নাই (গীতা ১৬৮)। তাহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এই শত্রুটীকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোক্তা বা ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান, আমা কর্ত্তৃক দুর্ব্বল বা হীনবল জনগণ পরাজিত, আমিই সুখী (গী ১৬।১৪) ইত্যাদি অভিমানে আসুর ভাবাপন্ন হইয়া সজ্জন দুর্জ্জন সকলের সহিতই নিরন্তর হিংসা ধর্ম্মে ভোগৈষণায় কাল কাটায়। সুতরাং এই আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে পরস্পরে একটা সৌহৃদ্যের আবরণ দেখা যায়, তাহা সম্পূর্ণ কপটতা, ঐ ভোগৈষণার নির্য্যাতন-বৃত্তি খুব ঘোমটা টানিয়া পর্দার আড়ালে রহিয়াছে, নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি কামনায় একটু ঠক্কর লাগিলেই বৃত্তিটী নগ্নাবস্থায় সংহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বরূপের পরিচয় দিবে। এই প্রকারে ঐ আসুর ভাবাপন্ন সমধর্ম্মী ব্যক্তিগণের মধ্যেই তাণ্ডবলীলার পৈশাচিক অভিনয় হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ ক্ষেত্রে অসংখ্য মনুষ্য নরক প্রাণীও হত্যা হইয়া যায়। ছাপ্পান্ন কোটী যদুবংশ ধ্বংসের লীলাটীও শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবেই অভিনয় করাইয়া জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। কই? আমরা তবে কি শিখিলাম?

এইতো গেল সমধর্ম্মী আসুর স্বভাবাপন্নদের লড়াই। ইহারা এত, অতৃপ্তকামী যে, কিছুতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া,—দৈব স্বভাবাপন্ন বিষ্ণুভক্তগণ নিতান্ত নিরীহ কিনা, তাই সুযোগ বুঝিয়া স্ব-ভোগের ইন্ধন কিছু ভূরিপরিমাণ সংগ্রহ করণেচ্ছায়, তাঁহাদের নিকট হইতেও শ্রীবিষ্ণুসেবার উপকরণগুলি কাড়িয়া লওয়ার জন্য নানা প্রকার ছল পাতিয়া ফন্দি খুঁজিবার কারখানা খুলিয়া ফেলিল। প্রথম রূপট, বেনাদি বাদ, কপট দৈন্য—আঁকুপাকু বাধা, ইত্যাদি বহুবিধ চেষ্টার ত্রুটী হইল না। বিষ্ণুভক্তগণ অতিশয় চতুর, তাঁহাদের দৃষ্টির আড়ালে গা ঢাকা দেওয়ার যো নাই। অন্তর্য্যামীর সেবক সূত্রে তাঁহারাও অন্তর্য্যামিরূপে ভিতরের মূর্ত্তিটী টানিয়া বাহির করিয়া ফেলেন। সুতরাং অসুরগণ বেগতিক দেখিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পূর্ণ বিদ্বেষই আরম্ভ করে।

অসুরগণ এই বিধিমত নাশ সম্বন্ধীয় সকল ভোগ করিতে ব্যস্ত। দৈব স্বভাবাপন্ন বিষ্ণুভক্তগণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিষ্ণু-সেবোপকরণ জানিয়া তদ্দ্বারা, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত বিষ্ণু সেবোপকরণ জানিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ সেবায় ব্যস্ত, অর্থাৎ তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-প্রয়াসিগণ আসুর ভাব শ্রেণীভুক্ত। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিপরা তদ্বিপরীত দৈবভাব শ্রেণীভুক্ত। এই দৈব ও আসুর স্বভাবের তাৎপর্য্য ও স্বরূপ জানা থাকিলে আজ নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া ঠাকুর পূজা করিয়া, মালা জপ করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া, গীতাদি পাঠ করিয়া, এমন কি বিষ্ণুভক্তের সম্যক্ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও শ্রীবিষ্ণু সেবার উপকরণগুলি নিজ ইন্দ্রিয় ভোগে লাগাইয়া, দৈব বেশে আসুর ভাবাপন্ন হইয়া সজ্জন সমাজে নিন্দনীয় হইতে হইত না।

সুতরাং বিষ্ণু-সেবোপকরণ রক্ষকসূত্রে অপহরণকারী আসুর ভাবাপন্নগণের সহিত বাধ্য হইয়া সংগ্রাম করিতে হইতেছে। বিষ্ণু সেবোপকরণ অন্যের ভোগের জন্য না দেওয়াই সর্ব্বোত্তমা বিষ্ণু-সেবা। ইহাতে দেবাসুর সকলেরই মঙ্গল বিধান হইয়া থাকে।

আশ্রমবাসীর কৃত্য

(ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম)

(শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী)

আমরা প্রথম জীবনের প্রথম সোপানস্বরূপ গুরু গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রাপ্তব্য বস্তু কি, সন্ধান করা প্রত্যেকেরই আবশ্যক। যখনই আমরা গুরুগৃহে পদার্পণ করি, তখনই একটা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ি, সেই আশ্রমের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য'। সৌধ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দৃঢ়রূপভাবে ভিত্তি স্থাপন করা যায়, সোপান, সৌন্দর্য্য এবং স্থায়িত্ব তদনুরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে গৃহের ভিত্তি যেরূপ সুদৃঢ় হয়, সেই গৃহ সেইরূপ স্থায়ীভাব প্রাপ্ত করে। যদি আমরা গৃহের স্থায়িত্ব লাভে অভিলাষী হই, তাহা হইলে সেই গৃহের ভিত্তির সুদৃঢ়তার উপর দৃষ্টিরক্ষা করিতে হইবে। নচেৎ অব হেলায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ, যদি আমরা জীবনকে শান্ত, দান্ত, গম্ভীর, তেজস্বী এবং মধুময় করিয়া তুলিতে চাই, জীবন-সৌধকে গঠিত করিতে চাই, তাহা হইলে জীবনের ভিত্তি-স্বরূপ 'ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম'কে সুদৃঢ় ভাবে মূলীভূত করিতে হইবে। সৌধ নির্ম্মাণের

পূর্ব্বে কোন্ কোন প্রবৃত্তি আবশ্যক হয়, তাহা যেরূপ প্রথমেই জানিতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আশ্রমোপযোগী কার্য্য-প্রণালীসকল আচার্য্যের নিকট জানিতে হয়। যাঁহার যেইরূপ অভিজ্ঞান, তিনি সেইরূপ ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়া কার্য্যে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ জ্ঞানবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত, তিনি সেইরূপ জ্ঞান ও বৃত্তির উপদেশ করিয়া অপরের জীবনে আদর্শ প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করেন। যিনি প্রাকৃত জ্ঞানমণ্ডিত হইয়া প্রাকৃত উপায়ে আশ্রমোপযোগী কার্য্য-প্রণালী সকল শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহার প্রাকৃত শিক্ষা প্রদান-ফলে আশ্রমবাসীরা প্রাকৃত বস্তু-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা প্রাকৃত জ্ঞানমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল অপ্রাকৃত বাস্তব সত্তার উপলব্ধির উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। জড়জগতে বিচরমাণ জীবকুল অল্প বেশী সকলেই প্রাকৃত রূপ গুণ শব্দের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত বস্তু অনুভব করিতে একেবারেই অসমর্থ, কাজেই আমরা দেখিতে পাই, প্রাকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রাকৃত তত্ত্বানুশীলনে শিক্ষা প্রদান করিলেও তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী সকল অপ্রাকৃত তত্ত্বের অনুশীলনকারী না হইয়া প্রাকৃত বস্তুর সন্ধানেরই সাহায্য করিয়া থাকে। তাই আমাদের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য যে, যাঁহার কাছে শিক্ষার জন্য প্রথম উপনীত হইব, তিনি আমাদের কোন মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন কিনা ইহাই জানিতে হইবে। আমরা যখন জীবনের ভিত্তিস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রবেশ করি, সেই সময় আমাদের আলোচনার বিষয় এই যে, কয় প্রকার ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে। প্রাকৃত ব্যক্তিবিশেষের নিকট দেহ মন-সম্পর্কে প্রাকৃত ব্রহ্মচারী এবং অপ্রাকৃত তত্ত্বানুশীলন কারীর নিকট স্বরূপ-উদ্বোধক ব্রহ্মচারী এই দ্বিপ্রকার ভেদ দেখিতে পাই। যখন প্রাকৃত ব্যক্তিবিশেষের নিকট আমরা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার জন্য উপনীত হই, তখনই শুনিতে পাই, জীবনং বিন্দুধারণং মরণং বিন্দু-পাতনাৎ অর্থাৎ প্রথমেই বীর্য্য-ক্ষরণ এবং ধারণের কথা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেয়। যে সব উপায়ে বীর্য্য ক্ষরণ হইয়া মনুষ্যকে পশু তুল্য করিয়া তুলে, সেই বিষয়ই আমাদের আলোচ্যবিষয় হইয়া পড়ে, কাজেই যে সকল কুঅভ্যাস আমাদের সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞানের অগোচর ছিল, কিংবা অন্য কোন সদ্ উপায়ের দ্বারা সেই কুঅভ্যাস-প্রণালী সকল আমাদের সম্পূর্ণ অগোচর থাকিতে পারিত। কিন্তু, আমরা নিতান্ত বহিঃ প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রাকৃত ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ হেতু আমাদের নিত্য কল্যাণের অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক ক্রমশঃ অধোগামী হইয়া থাকি। বিশ্বামিত্র মুনি ঋষিদের ন্যায় প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষা করিতে গেলে প্রতি পদেই তাঁহাদের বিফলপ্রয়াস হইবে। কিন্তু যখন আমরা বাস্তব সত্যানুশীলনকারীর কাছে নিষ্কপটে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন উপস্থাপিত করিলে, তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারি যে, কিং ব্রহ্মচর্য্যম্—আচার্য্য সেবনম্ অর্থাৎ প্রকাশবিগ্রহ শ্রীআচার্য্য দেবের সেবা করাই ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য অর্থাৎ নিজের সুখ সুবিধার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া একান্ত মনে শ্রীগুরুদেবের সেবা করা আশ্রমবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য। "আচার্য্য-সেবার" অর্থ ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীআচার্য্যদেবের সেবা। অর্থাৎ যে কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা আচার্য্যদেবের প্রীতি উৎপাদন করা যায়, তাহারই নাম সেবা। প্রীতি উৎপাদনের নামে যথেচ্ছাচারিতা সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিধি মার্গের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া খুব উৎসাহের সহিত সেবা-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিলেও তাহা সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে না কারণ সেবার নামে পশ্চাতে প্রতিষ্ঠা কিংবা অন্যান্তর উদ্দেশ্য প্রকাশ্য ভাবে না থাকিলেও খুব লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিতে পারে।

কাজেই আমাদিগকে কোন বিধির নিয়মাধীন থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। বাহ্যতঃ স্ত্রীসঙ্গাদি, প্রজল্পাদি এবং অন্তরে অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমোপযোগী সেবাকার্য্যে নিরন্তর রত থাকিতে হইবে। হৃদয়ের সেবা-প্রতিকূল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া হরিচিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ উপায়ে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে পারিলে আমাদের জীবন-সৌধের ভিত্তি স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য সুদৃঢ়ীভূত হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য লাভের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না।

প্রাচীন নবদ্বীপের

অবস্থিতি-সম্বন্ধে প্রাচীনের কথা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমানে সুপরিচিত বেলপুকুর গ্রামের সর্ব্বপ্রধান জননায়ক বহুসম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত শৈলজাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ বুধবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্দির দর্শনার্থ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সংস্কৃত-পেনশন চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারীর সেক্রেটারী স্বরূপগঞ্জের জমীদার ডাক্তার শ্রীযুক্ত মনোমোহন কারফর্মা মহাশয়ও ছিলেন। প্রবীণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথা-প্রসঙ্গে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে যে কয়েকটী নিরপেক্ষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমাদিগকে জানাইলেন, —"দেখুন, বর্ত্তমানে যে যতই হৈ চৈ করুক, এই স্থানই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি যে সমস্ত বহু পুরাতন জমীদারী চিঠা ও কাগজপত্র দেখিয়াছি তাহা দেখিলে নিশ্চয় কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তিও এস্থানকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিতে বাধ্য হইবে। এই স্থানই যে গৌরজন্মভূমি, শ্রীবাস-অঙ্গন, তদ্বিষয়ে শত শত চাক্ষুষ প্রমাণ বর্ত্তমান, এই সকল প্রমাণাদি অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ কেন যে পাগলের মত যাহা তাহা বলিয়া বেড়াইতেছে, একটী সুপ্রাচীন স্থানের গৌরব সংরক্ষণে চেষ্টাপর হইতেছে না, তাহা সাম্প্রতিকই মানুষের দুর্ভাগ্যের পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

(১) "আমার নিকট একদিন বামনপুকুর পার্শ্ব কাঁকাড়ের মাঠের ব্রজমোহন দাস বৈরাগী আসিয়াছিল। বর্ত্তমানে অল্প জন সাধারণের নিকট বেলপুকুরের যে স্থানটী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরপ্রভুর মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভিটা বলিয়া পরিচিত, সেই স্থানটী ঐ বৈরাগী আমার নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চায়। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি কতকগুলি শুনা কথাকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া বাস্তব সত্যে অনাদর করিতে চাও কেন? বেলপুকুরের কথিত স্থানটী যে মহাপ্রভুর মাতামহের ভিটা, তাহা তোমার নিকট কে বলিয়া আসিল? মহাপ্রভু হইলেন—বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে প্রকটিত, আর এই নীলাম্বর হইলেন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখনও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্থাৎ ঐ ভিটার কাগজপত্র আমাদের নিকট আছে। বৈদিক শ্রেণীর সহিত কি রাঢ়ী শ্রেণীর বিবাহাদি হইতে পারে? সুতরাং এই নীলাম্বর মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এই নীলাম্বরকে মহাপ্রভুর মাতামহ ভ্রমে এইস্থান বহুদিন হইতে লোকের নিকট 'বেলপুকুর' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত বেলপুকুর গ্রাম নহে। পুরাতন কাগজপত্র দেখিলেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে 'এই' বেলপুকুরের আরও উত্তরে যে কাঁটালীপোতা বা চরকাটশালী বলিয়া ভূমি আছে, সেইটাই মহাপ্রভুর মাতুলের বেলপুকুর ও সেখানেই মহাপ্রভুর মাতুলালয় অবস্থিত থাকিতে পারে। মহাপ্রভু কাজী উদ্ধার মানসে যখন কাজীর বাড়ীতে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাজী মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন, "তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সম্বন্ধে আমার 'চাচা', 'গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা। দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭।১৪৮)। কাজীর এই উক্তি হইতে শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী যে কাজীরই গ্রামবাসী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব এই বেলপুকুরের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভিটা লইয়া তুমি কি করিবে? তুমি এক একটা ছেরা—উড়ো কথা লইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিকে একবারে উড়াইয়া দিতে বসিয়াছ? তুমি যদি প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুরের মহিমা প্রচারে ব্রতী হইতে তাহা হইলে তোমাকে আমি এক কাঠার স্থলে ১০ কাঠা জমি দিয়া দিতে পারিতাম। তাহা যখন করিবে না, তোমার খেয়ালই বজায় রাখিতে চাইবে, তখন তোমাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতেই আমরা প্রস্তুত নহি। তোমাদের রামচন্দ্রপুর চরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের সহিত প্রাচীন-নবদ্বীপ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের কি সম্বন্ধ আছে? আর সে মন্দিরই যে পাইয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? কতকগুলি বাজে কথা লইয়া পাগলের মত চীৎকার করিয়া প্রকৃত স্থানটীর বিদ্বেষ করিয়া কি কোন লাভ আছে? লোককে বঞ্চনা করিতে গিয়া নিজেও বঞ্চিত হইবে—কোন লাভই হইবে না। সত্য আর কত দিন গোপন করিয়া রাখিবে? ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি তোমার মত একটী লোক উড়াইয়া দিতে সাহস করে, ইহাই একটি হাস্যাস্পদ ব্যাপার। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া প্রাচীন নবদ্বীপের লুপ্ত গৌরব যাহাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই জন্য সকলে মিলিয়া চেষ্টা কর।"

(২) "বর্ত্তমানে বল্লালদীঘী বলিয়া যে গ্রামটী পরিচিত, পূর্ব্বে উহা মায়াপুর গ্রামেরই এক অংশ মাত্র ছিল। উহাকে মায়াপুরই বলিত। রাজা বল্লালসেন মায়াপুরে যে দীর্ঘিকা খনন করেন, সেই দীর্ঘিকার নামই বল্লালদীঘী। ক্রমে বল্লালদীঘীর কিনারে বসতি হওয়ায় ঐ স্থানের নাম বল্লালদীঘী হইয়া পড়িয়াছে। এই নামটী বেশী দিনকার দেওয়া নয়। বল্লালদীঘী কোনও গ্রামের নাম হইতে

[illegible]—উহা একটী নদীর নাম মাত্র।

(৩) "আমি যে সকল পুরাতন জমিদারী কাগজ পত্র দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বল্লালী পোতা বা বৈরাগী পোতা, ভাঙ্গার ডাঙ্গা বা খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা, ব্রহ্মপোতা (প্রাচীন নাম ব্রহ্মপত্তন) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আজও এখানকার প্রাচীন অধিবাসিগণ উক্ত নামে স্থান গুলিকে অভিহিত করেন।

(৪) "বল্লাল সেন রাজার প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখনও সু-স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান। তিনি কি নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র বসতবাটী নির্ম্মাণ করিতে গিয়াছিলেন? সাধারণতঃ দেখা যায়, পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এদিকে আসিয়া গঙ্গার ধারেই বাস করেন। সুতরাং বল্লাল সেনের বাড়ী গঙ্গার ধার ছাড়া অন্যত্র ছিল না, ইহা সুনিশ্চিত। নানাকারণে স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া যে যেখানে সেখানে মায়াপুরের সৃষ্টি হইবে, তাহারই বা এমন কি মানে আছে?

বল্লাল ঢিপি হইতে অনতিদূরে যে শ্রীনাথপুর নামক স্থানটী আছে, উহা সেটেলমেণ্ট কাগজ পত্রে 'টোটা' গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনা যায়, এই খানেই রাজফৌজ ও গুলী গোলা থাকিত। তাহার পর হইতেই ঐ স্থান টোটা গ্রাম নামে খ্যাত হয়। সিপাহী পল্লী বলিয়াও বামনপুকুরে একটী পাড়া এখনও বর্ত্তমান আছে।

এত সব অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও এস্থানের প্রাচীন নবদ্বীপত্ব প্রমাণিত হইবে না—আর লোকের দুই চারিটা শুনা কথাই বড় প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে?

মোট কথা—আমার মতে এই স্থানই সেই প্রাচীন নবদ্বীপ, এখানেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি মায়াপুর, আপনারাই প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। আমরা ক্রমে ক্রমে এ স্থানের আরও উন্নতি দেখিবার বাসনা করি। আবার সেই ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন গৌরব ফিরিয়া আসুক, ইহাই আমাদের ভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। আপনাদের জয় হউক।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীমঠে আসিবার কৌতূহল জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পাঠ ও কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর চৈতন্যমঠে প্রত্যহ সায়াহ্নে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রবণ-পিপাসু জনগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

পুরুষোত্তম উৎসব

দেখিতে দেখিতে আবার রথযাত্রা মহা-মহোৎসব আসিয়া পড়িল। আগামী ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আশ্রয় মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে উক্ত দিবস হইতে এক মাস কাল মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। যাত্রিগণ কত দূর দেশান্তর হইতে কত পথ-কষ্ট সহ্য করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন-মানসে আসিয়া থাকেন, যাহাতে তাঁহাদের পথ-কষ্টই সার না হয়, সত্য সত্যই শ্রীবিগ্রহ দর্শনের যোগ্যতা লাভ হয়, কোনরূপ ধামাপরাধ বা সেবাপরাধ সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীবিগ্রহ দর্শনে বাধা না দেয়, তজ্জন্য শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ অহর্নিশ যাত্রিগণকে হরিকথা শ্রবণ করাইতেছেন। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু যাত্রিগণ শ্রীমঠে বিনা ব্যয়ে মহাপ্রসাদ ও বাসস্থান পাইয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

অনেকে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, নূতন স্থান দেখিবেন, বায়ু পরিবর্ত্তন করিবেন, স্বাস্থ্য ভাল হইবে, নানা নয়ন-মনোমুগ্ধকর আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিবেন ইত্যাদি উদ্দেশ্য লইয়া অর্থাৎ তাঁহাদের মতলব রথও দেখিব, কলাও বেচিব। সেরূপ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আর ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইয়া লাভ কি হয়? দেহ ও মনের সুখ-সাধনই কি তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য, না তাহাতে ভগবৎসেবা বলিয়া কোন অভিপ্রায় বর্ত্তমান? যদি ভগবৎসেবা বলিয়াই কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে জানিতে হইলে সাধুসঙ্গই একমাত্র বিধেয়। সাধুগণ ভগবানকে কেমন করিয়া সেবা করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারাই জীবকে সেবা শিক্ষা দিতে সমর্থ। জগন্নাথ-দর্শন জড়নেত্রে কখনই সম্ভব হয় না, জড় হস্তে জগন্নাথের পাদপদ্ম স্পর্শ করা যায় না, জগন্নাথের রথরজ্জু জড় হস্তে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। সাধুসঙ্গক্রমে সাধুগণ দিব্যনেত্র প্রদান করেন, তখনই শ্রীভগবদ্রূপ ও শ্রীভগবদ্ধাম দর্শন-সৌভাগ্য হয়, সাধুর আনুগত্য ভিন্ন যে দর্শন-চেষ্টা, তাহা ভগবানকে না দেখাইয়া ভগবানের দৈবী মায়াকে দেখাইয়া থাকে। শ্রীপুরুষোত্তমমঠে এই সকল কথা নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণু-সেবোদ্দেশে প্রত্যহ বিশদরূপে আলোচনা হইতেছে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে ইচ্ছা করিলেই উক্ত মঠের উৎসবে যোগদান করিতে পারেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কর্ণাল

বিগত ১৮ই মে হইতে ২৫শে মে পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, সাহেবের অন্যতম প্রসিদ্ধ কর্ণাল সহরে ব্যবহারজীবী ও ব্যবসাদারগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের ও শ্রৌত পন্থার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্থানীয় শিক্ষিত জনগণ আগ্রহ সহকারে ঐ সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্র

গত ২৬শে মে থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী লালা পালিরাম তাঁহার নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় শুভ প্রবেশের পূর্ব্বে তত্রস্থ ব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠ করাইয়া কর্ম্মকাণ্ড-প্রধান স্থানে হরি-ভক্তির মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত লালাজী দেশাচার মতে উঁহাদের পাদপ্রক্ষালনের উপক্রম করিলে বিনীত ভাবে নিবারিত হইয়া কিছু বিস্মিত হন। পরে শ্রীপাদ বৈষ্ণব চরণ দাস অধিকারী মহোদয় উহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ করিয়া শ্রীপাদ বৈষ্ণব চরণ দাসাধিকারী প্রভু স্থানীয় বালকবৃন্দ লইয়া নগরকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিত ও সাধারণ লোক যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের প্রকটোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ ভক্তগণ সেখানে নগর সংকীর্ত্তনের প্রথম প্লাবন প্রদর্শন করিয়াছেন। এদিনও বালকগণ উন্মত্তভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে মঠে আগমন করেন এবং কিছু বিশ্রাম করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মানে পরিতৃপ্ত হন।

স্বাস্থ্য-সমাচার

(বসন্ত)

বসন্ত আজ বঙ্গের সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে যে প্রকার ভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে, তাহাতে বোধ হয় বঙ্গবাসী কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, ইহা একটী ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি। এই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, কি প্রকারে মানবগণ ইহাতে আক্রান্ত হয় এবং কি প্রকারে এই রোগের বিস্তৃতি হয়, তাহা সর্ব্বপ্রথম জানা আবশ্যক। তাই আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

বসন্তের গুটি ও তাহার খোসায় ইহার বীজ থাকে। শ্বাস-গ্রহণ কালে ঐ খোসার সূক্ষ্ম কণগুলি বায়ু-সংযোগে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতেই আমরা আক্রান্ত হইয়া থাকি। এই বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশের পর ৮দিন হইতে ১৪দিনের মধ্যেই রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা। রোগীর থু থু এবং কাশির সহিতও রোগ-জীবাণু থাকে সুতরাং তদ্দ্বারা, বসন্তের বিস্তৃতি ঘটিতে পারে। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র এবং তৈজস পত্রাদিতে রোগের জীবাণু থাকে। মাছি দ্বারাও এই সংক্রামক ব্যাধির প্রসার হইয়া থাকে।

প্রতিবিধান উপায়ঃ

নিম্নলিখিত তিনটী উপায় অবলম্বন করিলে ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

১। রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা। তাহার সম্ভাবনা না থাকিলে তাহাকে একটি ঘরে রাখিতে হইবে। তাহার ঘরে আলো ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাহিরের লোকে যাহাতে আক্রান্ত না হইতে পারে, তজ্জন্য গৃহের দরজা এবং জানালা গুলিতে পর্দ্দা থাকা উচিত। রোগীর শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঐ ঘরে প্রবেশ করা নিতান্ত অনুচিত। শুশ্রূষাকারীরও শুশ্রূষা আরম্ভের পূর্ব্বে অথবা শুশ্রূষা আরম্ভের তিন দিবসের মধ্যে টিকা লওয়া কর্ত্তব্য এবং অন্য কাহারও সংস্পর্শে যাওয়া উচিত নহে।

২। টিকা লওয়া—শিশুদের ছয়মাস বয়সের অথবা দাঁত উঠিবার পূর্ব্বেই টিকা দেওয়া উচিত। রোগের প্রাবল্যের সময় রোগীর জন্মের তিন দিবসের মধ্যেই টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। টিকা লওয়ার ৫।৬দিন পরে ঐ স্থানের চতুষ্পার্শ্বে একটী গভীর স্ফীত, লাল রেখা দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে টিকা ঠিকমত উঠিয়াছে। নতুবা উহা ঠিকমত উঠে নাই। প্রথম বারের টিকা ঠিকভাবে না উঠিলে পুনরায় টিকা দিতে হইবে। দ্বিতীয়বারও না উঠিলে পুনঃ টিকা দিতে হইবে। প্রথমবার টিকা লওয়ার আটবৎসরের পরে পুনরায় টিকা লইতে হইবে। কারণ ৭।৮ বৎসরের পর উহার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

টিকা লইলে গা মেজ মেজ করা, অগ্নিমান্দ্য, গা বমি বমি করা, বমি, শরীর ব্যথা এবং জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা। তাই বলিয়া টিকা না লওয়া কোন মতেই

উচিত নয়। আমাদের দেশের অশিক্ষিত লোকেরা টিকার উপকারিতা বুঝে না। এই জন্য টিকা লইতে এবং ছেলে-পিলেকে টিকা দিতে আপত্তি করেন সহানুভূতিমূলক আইন করিয়া প্রত্যেককেই টিকা দেওয়া একান্ত উচিত।

শিশু অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, তাহার কোনরূপ চর্ম্মরোগ, জ্বর, পেটের অসুখ অথবা যদি কাশি থাকিলে তাহাকে টিকা দিতে হইবে না, আরোগ্য হইলে টিকা দিবে।

৩। রোগী যে ঘরে থাকে তাহা ফিনাইল সংযোগে উত্তম রূপে পরিষ্কার করিতে হইবে। তাহার থুথু, প্রস্রাব, বিষ্ঠা প্রভৃতি চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুড়াইয়া দিবে। বস্ত্রাদি, পুড়াইয়া ফেলিবে, অথবা কার্ব্বলিক লোসনে ভিজাইয়া তৎপর সাবান দিয়া ধৌত করিবে। তৎপর সিদ্ধ করিতে হইবে।

আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রোগীর গুটী গুলি শুখাইয়া আসিলে তাহাতে মাখন অথবা নারিকেল তৈল মাখাইতে হইবে। তাহা হইলে উহারা খোসা বায়ু সংযোগে উড়িয়া যাইতে পারিবে না।

মুষ্টিযোগ—

১। শিমুল বীজ চিনি বা মিছরীসহ বাটিয়া সেবন।

২। পুনর্ণবার মূল গোলমরিচসহ বাটিয়া সেবন।

৩। কাঁচা কণ্টিকারি মূল গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

জলেডুবি

গত দশহরার দিন অনুমান ৯ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথ বিশ্বাস মহাশয়ের ১০।১১ বৎসর বয়স্ক কন্যা ও মোক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ৮।৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা এক সঙ্গে খড়িয়া নদীতে স্নান করিতে যাইয়া জলে নিমগ্ন হয়। বেলা ১১ ঘটিকার মধ্যে তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন না করায় তাহাদের আত্মীয় স্বজন ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া পড়েন। পরে জানা যায় যে, কেহ কেহ তাহাদিগকে খড়িয়ার জলে স্নান করিতে দেখিয়াছে। অবশেষে নদীতে ইতস্ততঃ খোঁজ করিয়া প্রায় ১টার সময় তাহাদের মৃতদেহ দুইটী পাওয়া যায়। আমরা এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোক শান্তির জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

ভেজাল ঘৃত

গত কল্য ৩১শে মে তারিখে কৃষ্ণ-নগর মিউনিসিপ্যালিটীর হেল্‌থ অফিসার ও সেনিটারী ইন্সপেক্টর গোয়াড়ী বাজারে শ্রীবিষ্ণুচরণ দাসের ও চরণ দাসের দোকানের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিতে গিয়া ভেজাল ঘৃত বলিয়া সন্দেহ করত দুই শিশি ঘৃত সিল করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষার্থ সরকার বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এবার দেখা যাউক ঘৃত পরীক্ষায় ভেজাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কিনা। ভেজাল হওয়াই খুব সম্ভব, কারণ ইতঃ পূর্ব্বে আমাদের কার্য্যদক্ষ সেনিটারী ইন্সপেক্টর মহাশয়ও ২।১ বার গোয়াড়ী বাজারে ঘৃত রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা খাঁটি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন গোয়াড়ী বাজারে ভেজাল কোন খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় হয় না। দুধটাতে কিছু কিছু জল থাকিলেও বর্ণের বিকৃতি ঘটে না তাতে আর সেনিটারী ইন্সপেক্টর বাবুর দোষ কি? কারণ ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ে নিষেধ করা নাকি মুন্সিপালের কর্ত্তাদের আদেশ নাই। ট্যাক্স পেয়ারগণের নাকি ভয় করে ভেজাল দুধের বিক্রয় বন্ধ হইলে তাহাদের নাকি দুধ চম্পাপা হবে। এবিষয়ের সত্য সংবাদের জন্য আমরা ১নম্বর ওয়ার্ডের ট্যাক্স পেয়ার য়্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক মহাশয়ের মতামত প্রার্থনাকরি।

দশহরার পূর্ব্ব দিন স্নান করিতে নবদ্বীপ যাত্রা করিলে গোয়াড়ী চাষাপাড়া নিবাসী শ্রীমতী বনমালী দাসীর গৃহ চোর প্রবেশ করিয়া গৃহ হইতে বস্ত্র ও বাসন ইত্যাদি এবং বাক্স হইতে নগদ ২৫৲ টাকা অপহরণ করিয়াছে। এযাবৎ চোরের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয়

পূর্ব্ববঙ্গে কয়লা সরবরাহ

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র কয়লা সরবরাহের সুবিধার জন্য রেলওয়ে বোর্ড সাইথিয়া হইতে ভেড়ামারা পর্য্যন্ত এক রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইলে কয়লা সরবরাহের আরও অধিক সুবিধা হইবে। ই, বি, রেলের এজেন্ট এই রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য রেলওয়ে বোর্ডে লিখিয়াছেন। ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে কয়লা সরবরাহের সুবিধা হইবে। ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনা নদীতে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া আসামের সহিত বাঙ্গালাকে সংযুক্ত করা হইবে।

[illegible]

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

সম্প্রতি, [illegible] একটী নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] পক্ষ, স্থানীয় [illegible] [illegible] অবশ্য সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে এখানে বহুলোক লোক সমবেত হইয়া থাকেন।

গত ২৮শে মে বেলা ১০॥০ ঘটিকার সময় [illegible] সহরে একটি ১০।১২ বৎসরের মুসলমান বালক কূপ হইতে জল তুলিতে গিয়া দৈবাৎ কূপমধ্যে নিপতিত হয়। ১৫ মিনিটের মধ্যেই উহার দেহ উঠান হইয়াছিল, কিন্তু তৎ-পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। উহার বগে কিছু আঘাত লাগিয়াছিল

আজ কয়েক দিবস হইতে এতদঞ্চলে একজনরব উঠে যে, কোন বিশেষ ঔষধ প্রস্তুত জন্য ছেলেদের মাথার রক্ত সংগ্রহ-চেষ্টায় লোক ঘুরিতেছে। বলা বাহুল্য যে, স্থানীয় জনগণ সকলেই স্ব স্ব বালক বালিকাদিগকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে থাকেন, দু' এক অবশেষে জানাগিয়াছে যে ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অদ্য শুভ দশমীর্তিথিতে বহুযাত্রী কুরু-ক্ষেত্রস্থিত প্রসিদ্ধ বাণ-গঙ্গা স্নান জন্য তথায় সমবেত হইয়াছেন। প্রায় হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, শরশয্যাশায়ী—পিতামহ ভীষ্মের তাৎকালিক পিপাসা শান্তি জন্য কৃষ্ণ-সখা মহাবীর অর্জ্জুনই অপূর্ব্ব শরসন্ধান দ্বারা পাতালস্থিতা ভোগবতী-ধারা আনয়ন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা একটি কুণ্ডাকারে অবস্থিত হইয়া গঙ্গাদেবীরই অভিন্ন বিগ্রহরূপে সেবিত হইয়া থাকেন।

(বৈদেশিক)

চীন

চীনের নানা কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ততারের সংবাদ প্রকাশ, পিকিং এবং টিনসিনের সাইল দক্ষিণে প্যাটিং হাংকো এবং সিংটাও লাইনে শীঘ্র একটা বড় রকমের যুদ্ধ হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, উদীচ্য সৈন্যদল পিকিং হাংকৌ এবং টিনসিন হাংকৌ রেল পথের ধারে পালটা আক্রমণ চালাইয়া জয়লাভ করিতেছে।

সেনাপতি ফেং এবং চিয়াং কাই-শেক বিভিন্ন সেনাদল হইতে সাহায্যকারী সৈন্য পাইতেছেন। ঐ সকল সৈন্য লইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য [illegible] দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়

ধ্যানচাঁদ

ভারতীয় হকিদল এবার অলিম্পিক প্রতি[illegible] যোগ[illegible] গিয়াছিলেন। তাহারা ইউরোপের সর্ব্বত্র জয়মাল্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপকে স্বীকার করিতেই হইয়াছে যে, ধ্যানচাঁদই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়

শুধু হকিখেলায় যে কৃতিত্ব দেখাইতেছেন, তাহা নহে, সমস্ত খেলাতেই ভারতীয় দল ইউরোপীয়দলের প্রতিযোগী হইতেছেন। ভারতবর্ষ নিজেরা গোল না খাইয়া (১) অষ্ট্রিয়াকে ৬ গোলে, (২) বেলজিয়ামকে ৯ গোলে, (৩) ডেনমার্ককে ৫ গোলে, (৪) সুইজারল্যাণ্ডকে ৬ গোলে এবং (৫) হল্যাণ্ডকে ৩ গোলে হারাইয়াছে। হল্যাণ্ডের গোলকিপার খুব ভাল খেলা দেখাইয়াছে। ভারতীয় দলকে বিট্ ডাউন করিবার জন্য বিলাতী দল অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

পরলোকগত লর্ড অক্সফোর্ডের উইল প্রবেট কথার জন্য কাগজ পত্র পেশ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ সর্ব্ব প্রকার ব্যয় বাদে ৯১৭৮ পাউণ্ড বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পদু কোটার রাজা শ্রীমার্ত্তণ্ড ভৈরব, তণ্ডিমান বাহাদুর গত ২৮শে মে পূর্ব্বাহ্নে ১১টার সময় প্যারিসে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার রাণী সমস্ত ক্ষণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন, পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। প্রাতে পিতার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তাও বলিয়াছিলেন।

এই পদুকোটার রাজা ১১বৎসর বয়সে পিতামহের উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনারূঢ় হন। ১৯বৎসর বয়সে রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার পান। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ার ডাক্তার উল্‌ফ ফিঙ্ক এম, এ, এল, এল ডির কন্যা কুমারী এমো মেরী সুরেট ফিঙ্ককে বিবাহ করেন। সেই-পত্নীর গর্ভে মার্ত্তণ্ড সিড্‌নীনামে তাঁহার এক পুত্র হয়। রাজা সর্ব্বদাই প্রায় বিদেশে থাকিতেন, এজন্য তাঁহার প্রজারা রাজাকে গদিচ্যুত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে আবেদন করে। রাজা ৫৩বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। রাজার মৃতদেহ লণ্ডনে আনিয়া সৎকার করার ব্যবস্থা হইতেছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible] পৌষ [illegible] ১৩৩৫

পাপ ও পুণ্য

পাপ ও পুণ্য এই দুইটী কথা আমরা অনাদিকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। তাহার ফলে নরকভোগ বা প্রেতপ্রাপ্তি এবং পুণ্যের ফলে স্বর্গভোগ বা সুখপ্রাপ্তি ইহাও সকলের নিকট সুপরিচিত। শাস্ত্র সমূহে পঞ্চমহা পাপের কথা সর্ব্বত্র আলোচিত হয় এবং ঐ পঞ্চমহা পাতক; নিন্দিত দেবদ্রব্য, অপহরণ, সুরাপান, পিতৃবধ ও গুরু তল্পগমন এই পঞ্চ মহাপাপের উল্লেখ শাস্ত্রে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত জীবগর্ভ সম্ভূত পাপ নাশের বিবিধ লৌকিক সংস্কারের বিধি আর্য্য-সমাজে চির প্রচলিত আছে। শাস্ত্রসমূহ সাধারণভাবে উক্তপ্রকার পাপের উল্লেখ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। তন্মধ্যে অসংখ্য পাপের উল্লেখ আছে। আবার ঐ সকল পাপের ফল ও উপশমনের উপায়স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি শাস্ত্রে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট থাকিতে লক্ষিত হয়।

শাস্ত্রে পাপের কথা যেরূপ লিপিবদ্ধ, পুণ্যের কথাও তদ্রূপ বিবৃত হইয়াছে। অসংখ্য পুণ্যকর্ম্মের মধ্যে পরোপকার, গুরুজন সেবা, দান, আতিথ্য, পবিত্রতা, মহোৎসব, ব্রত, পশু-পালন, জগদ্বন্ধু ভ্রাতৃচরণ প্রভৃতি কর্ম্মগুলি প্রধান পুণ্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়।

পাপ ও পুণ্য এই দুইটী বিষয় কর্ম্মীদিগের সমাজে প্রবলরূপে আলোচিত হইলেও এই দ্বন্দ্বটীর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? উহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? উহারা কত প্রকার? এই সকল বিষয় প্রায়ই সুষ্ঠুরূপে আলোচিত হয় না। কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তাহার তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে আলোচনা না করিয়া ভারবাহীর ন্যায় কেবল বিধি নিষেধের ভার বহন করিলে পরিণামে প্রায়ই সুফল প্রসব করে না।

সাম্প্রদায়িক মত

পাপ পুণ্য কোথা হইতে আসিল এবং ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারে শ্রবণ করা যায়। কিন্তু কোনটী যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। পাপ পুণ্যের স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া কোন কোন ব্যক্তি বলেন—ভগবানই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, পাপ ও পুণ্য তাঁহারই সৃষ্টি, তিনি জীবকে যাহা করান, জীব তাহাই করিতে বাধ্য হয়। অতএব পাপ পুণ্যের [illegible] জীব দায়ী নহে, ভগবান্ সকলের অন্তর্য্যামী, একটী কার্য্যদ্বারা পাপময় ও অন্যটিকে পুণ্যময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—এরূপ বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরকে যথেচ্ছাচারী বলিতে হয়। অতএব এরূপ প্রকার বিচার সমীচীন নহে।" কোন কার্য্য স্বভাবতঃই সৎ, কোন কার্য্য স্বভাবতঃই অসৎ। জীবের বিচার-শক্তি আছে, অতএব তিনি বিচার পূর্ব্বক কখনও সৎ, কখনও বা অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সুতরাং জীবই পাপপুণ্যের জন্য দায়ী।

"স্মার্ত্তপ্রায়িশ্চিত্তের সিদ্ধান্ত"

পাপ পুণ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ধারণা বিভিন্ন প্রকারে হইলেও মোটামুটি কেবল দুইটী মতের উল্লেখ করিলাম। জগতে পাপ পুণ্যের সম্বন্ধে ধারণা-বহু প্রকার হইতে পারে, তাহা প্রায়ই এই দুইটী মতেরই অন্তর্ভুক্ত। তদ্ব্যতীত নাস্তিক্য ধর্ম্ম, মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদে পাপপুণ্য সম্বন্ধে যে ভ্রম ধারণা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিবেচ্য নহে বলিয়া এইস্থানে আলোচিত হইল না। স্মার্ত্তপ্রায়িশ্চিত্তগণ বলেন, কর্ম্মবীরগণের পাপপুণ্য বিচারে গোড়ায় গলদ আছে বলিয়াই তাঁহাদের কোন বিচারই শুদ্ধ নহে। কোন বস্তুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে অগ্রে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। তণ্ডুল বাদ দিয়া কেবল খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেরূপ কোন ফলই হয় না, সেইরূপ বস্তু ছাড়িয়া বস্তুর ধর্ম্ম বিচার করিলে পরিণামে সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া থাকে।

"সৎসিদ্ধান্ত"

পাপ কার্য্যরূপী ও বাসনারূপী। কার্য্যরূপী পাপকে পাপ এবং বাসনারূপী পাপকে পাপ-বীজ বলা হয়। কার্য্যরূপী পাপের স্বরূপসিদ্ধাবস্থা নাই। কেন না বাসনানুসারে একই কার্য্য কখন পাপ কখন বা নিষ্পাপ হইয়া উঠে। এই বাসনারূপী ও কার্য্যরূপী পাপকে পণ্ডিতগণ কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার ঐ সকল ত্রিবিধ পাপই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ভেদে দ্বিবিধ। এই সকল প্রকার পাপের মূল অবিদ্যা বা স্বরূপ-ভ্রম। দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ স্থূল-লিঙ্গদেহে আমি আমার বুদ্ধিরূপ স্বরূপ-ভ্রম হইতে পাপ-পুণ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব পাপ ও পুণ্য উভয়ই দেহগত ও মনোগত: তাৎকালিক ধর্ম্মবিশেষ, আত্মার স্বরূপগত নহে। জীবের সহিত পাপপুণ্যের নিত্য সম্বন্ধ নাই। জীবের স্বরূপে কৃষ্ণভক্তি একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব যে কর্ম্ম বা বাসনা জীবের নিত্য ধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল, তাহাই প্রকৃত পক্ষে [illegible] তৎপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে পাপ উহার সর্ব্বদায়ে অভিভূত বলিয়া সুধী সমাজ বিচার করিয়া থাকেন।

পাপ উপশমনের উপায়-স্বরূপ শাস্ত্রে কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি প্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেখা যায়। কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপ-বীজ বা মূল অবিদ্যা দূর হয় না। অনুতাপ রূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ও পাপবীজ বিনষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তি ব্যতীত কোন উপায়েই সর্ব্বপাপমূল অবিদ্যা দূর হয় না। এই জন্য শাস্ত্রে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ এই দুই প্রকার পাপ উল্লেখ করিয়া ভক্তিকে সর্ব্বপাপনাশিনী তথা নিত্যানন্দ-প্রদায়িনী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

'কোন্ পথে যাই?'

(শ্রীপাদ মাধবচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ছিলাম ভাল, বেশ ছিলাম। সংসার গৃহে স্ত্রী পুত্র পরিজন সমাজ লইয়া থাকিতাম, ভাল হইত। কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। কিন্তু দুষ্ট মন তাহা থাকিতে দিল কই? ঐ সংসার গৃহটাকে জঞ্জাল মনে করিয়া সমাজের বন্ধন, শাসন, মানিয়া চলা বিপদ গণিয়া, ত্যাগ প্রয়াসী হইয়া গেলাম। তাই গৃহ ছাড়িলাম, ভেক নিলাম, বৈরাগী, বাবাজী সাজিয়া ক্রমে মহান্ত উপাধিটা পর্য্যন্ত ভাগ্যে জুটীয়া গেল। তখন সত্য সত্যই অভিমান হইতেছিল যে, সংসারাশ্রম যখন ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইলে আমার মোহ নিশ্চয় অন্ত হইয়াছে, আমি এখন মোহমুক্ত হইলাম। কিন্তু ইহা অনুধাবন করিবার অবসর পাই নাই যে, ত্যাগের বেশে মায়া আমাকে কুহকে ফেলিয়া প্রবল ভোগী সাজাইয়া সংযোগী পচাগৃহী ও মোহান্ধ বলিয়া সত্যান্বেষী সজ্জন সমাজে আমার স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপ ভাবে কিছুদিন শ্রীধাম ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে, আড্ডা গাড়িলাম। রুচি পরিবর্ত্তনের হিসাবে ভোগের পর ত্যাগ। কয়েকটা দিন বেশ আরামদায়ক বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ত্রেতাযুগে যে সীতা উদ্ধার কালে অশোক-বনে রাক্ষসী চেড়ী দলের চক্ষের ইশারায় পদস্খলিত ও শ্রীরামের সেবা ছাড়িয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হইয়াছিলাম, এবং তজ্জনিত অপরাধে শ্রীরামের অভিশাপে এই কলিতে আমাকে কোন্ দেশাচার মর্কট বৈরাগী হইতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে সেই কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। কারণ এই সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে জীবের কর্ম্মানুগত্যে সমস্ত শুভাশুভ বুদ্ধির উদয় হয়, যাবৎ গুরুকুলের দর্শন লাভের সৌভাগ্য না ঘটে। বর্ত্তমানে সেই কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনেই নিষ্পেষিত হইতেছি। এই জন্য নৈতিক সংসার-আশ্রম ছাড়িয়া, পরম হংস বেষ ধারণ করিয়াও নীতি-শূন্য নাস্তিক পাষণ্ডতাপূর্ণ একটা সংসার পুনরায় পাতিয়া বসিতে হইয়াছে। অবশ্য যেখানেই যাই, যেখানেই থাকি আমার সঙ্গী সাথীর অভাব নাই; নরকে যাইয়াও একাকীত্ব বোধ করিতে হইবে না, কথাটা খুবই সত্য।

আমার দুষ্ট বুদ্ধি যখন শ্রীরাধাকুণ্ডনিবাসী নিষ্কিঞ্চন ভজনশীল সাধুরা উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন। তাই শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা-রাণীর সেবকেরা আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তথা হইতে তাড়াইলেন। এইবার ভাবিলাম শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে বাস করিব। কিন্তু ভাবিলে কি হয়। সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর আমার বিবর্ত্ত বুদ্ধি উপস্থিত জানিয়া মায়াপুরকে মিশ্রাপুর বোধ করাইয়া, নবদ্বীপের বাহিরে বাহিরদ্বীপে আমার যোগ্য বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। তথায় সীতাউদ্ধার আনুকূল্য সেবা ব্যতীত বাদ-বাকী সবই জুটিল। আমিও আমার মনের খেয়ালে বিবর্ত্তপন্থী হইয়া এইটীই মায়াপুর শ্রীগৌরজন্মস্থলী বলিয়া আমার সমর্থন দশটা পাঁচটা লোকের নিকট গাহিয়া বেড়াইতে ব্যস্ত হইলাম। ভাবিলাম লোকের চোখে ধূলা দিয়াই যেন তেন প্রকারে কার্য্যটা সিদ্ধ করিয়া ফেলিব কিন্তু তাহা হইল কোথায়? এটীতো আর জগতের মধ্যে একটু নামজাদা দু'একজন রাজা রাম মোহন রায়, কেশবসেন, বঙ্কিমবাবুর জন্মভিটা আবিষ্কার নহে, যে ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া ভূগোলের নক্সা বাহির করিয়া, সভা সমিতিতে ভোটাধিক্যে একটা স্থানে খুঁটি গাড়িতে পারিলেই হইল। ইহা যে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট ভূমি অভিন্ন শ্রীগোলোক বৃন্দাবন ধাম। তিনি স্বয়ং এবং তদাশ্রিত নিত্য সেবকগণ দ্বারাই এক মাত্র অপ্রাকৃত ধাম ধরায় প্রকটিত হইবার বস্তু। এই সংবাদটা আগে জানা থাকিলে, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আদির আশ্রিতগণের শরণাগত হইলেই আজ এত দুর্দ্দশায় পড়িতে হইত না। এখন এই যে, বৈকুণ্ঠ-দূতগণ প্রতি গৃহে জীব জাগাইয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ নাম ভজ

জীবনে আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।" কৃষ্ণ নামতো ভজিলাম না। কেবল মিছে ভজনে দিন কাটাইলাম। যমভটো পিছনে টাক বধিয়া! এখন যদি আবার তাঁহাদের শরণ লই, লোকে বলিবে কি? কোন পথে যাই?

তৃণাদপি সুনীচতা

(ডাঃ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

কোনও কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বা তাহার ব্যবহার না জানিয়া তদ্বারা উপদেশ প্রদান বা ভৎর্সনা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে সেই ব্যক্তিরই হেয়ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দিন নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত কোনও বিষয় লইয়া তত্রস্থ কোনও ভদ্রলোকের কিছু বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার মুখে ভক্ত-বিদ্বেষ-জনক কোন কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে, ভদ্রমহোদয় বলিলেন, মহাশয়! আপনাদের এত রাগ কেন? ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহাকে তৃণাদপি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানে অনভিজ্ঞ বুঝিয়া এবং তদ্বিধ ব্যক্তির সহিত বিতণ্ডা বৃথা মনে করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। আকবর বাদসাহ কোনও বিষয় উপলক্ষে তাঁহার মন্ত্রী বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মরণ সে কাল আ পড়ে তব ক্যা করনা।' বীরবল উত্তর দিয়াছিলেন " চুপ রহনা।" এই কথাটা তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হওয়াতেই তিনি নির্বাক হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলে এই কথার যে ইতিহাস আছে, তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

তৃণাদপি সুনীচতার প্রকৃত অর্থ এবং কোথায় উহা ব্যবহার করা হইবে, তদ্বিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ বলিয়া অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল।

সকলেই বুঝেন "তৃণাদপি নীচ বলিলে তৃণ যেমন ধরাশায়ী থাকে, মনুষ্যকেও তদপেক্ষা নীচ অর্থাৎ একেবারে মাটীর সহিত মিশিয়া থাকিতে হইবে, কাহারও সহিত মস্তক তুলিয়া কথা কহিবে না, কাহাকেও উচ্চ বড় অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, যে যাহা বলিবে, তাহাতেই সম্মতি প্রকাশ করিবে, অপ্রিয় হইলেও তাহা শ্রবণ বা দর্শন করিতে থাকিবে।" কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ ও ব্যবহার অন্যরূপ। যিনি তৃণাদপি সুনীচ হইবেন, তিনি ভগবদ্ভক্ত ও তাঁহার দাস-দাসানুদাস সকলেরই নিকট এমত ভাব প্রকাশ করিবেন যেন তাঁহারা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রচুররূপে সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি তাহার কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই, তিনি তজ্জন্য সর্ব্বদা ক্ষুব্ধ এবং আপনাকে হেয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানকে যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি করিতেছেন, তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য মনে সতত দুঃখ হইয়া থাকে এবং আপনাকে ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ভগবানের যেরূপ সেবা করিতেছেন, তিনি তাহার কিছু করিতে পারিতেছেন না, তজ্জন্য আপনাকে অতি অপদার্থ নীচ বলিয়া মনে হয় ও তাঁহাদিগের নিকট উহা প্রকাশ করেন। এই সকল বিষয়ে তিনি সর্ব্ব নিম্নে অবস্থান করিতেন বলিয়া সকলের নিকট নীচতাই প্রকাশ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যেখানে অপরাধী, পাষণ্ডী, ভগবদ্দ্বেষী, ভগবন্নিন্দক, ভক্ত-দ্বেষী বা ভক্তনিন্দক অথবা এই সকল ব্যক্তির অপকারী বা তাঁহাদিগের কার্য্যের বিঘ্নোৎপাদক দেখিতে পাইবেন, সেখানে তাহাদিগের নিকট পর্ব্বতাদপি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ তাহারা বুঝিবে যে ইহাঁরা সর্ব্ববিষয়ে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নচেৎ তাহারা তাহাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ নিন্দাদিগুণ পরিশোধন করিতে পারিবে না। ইহাদিগের নিকট সুনীচতা দেখাইলে ইহারা ভক্তাদির অপকার, নিন্দা বা কার্য্য-বিঘ্ন জন্মাইতে ছাড়িবে না এবং সর্ব্বদা বিদ্রূপাদি করিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, এ সকল ব্যক্তি জড় জগতে সম্মানার্হ হইলে, ইহাদিগকে দূর হইতেই নমস্কার করিবে, কদাপি ইহাদিগের সংস্রবে আসিবে না।

তরোরপি সহিষ্ণুতা গুণও এই প্রকার; ভগবদ্ভক্ত বা তাঁহার দাসানুদাসগণের মধ্যে যদিও কেহ কখনও কোন রূঢ় বা অপ্রিয় বাক্য বলেন, অথবা এমন কি যদি প্রহার পর্য্যন্ত করেন তথাপি তাহাতে ঔদ্ধত্য বা কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে না—অম্লানে তাহা সহ্য করিবে। তদ্দ্বারা তাঁহারা তাহাকে সংশোধন করিতেছেন ভাবিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণা-ভক্ত, ভগবদ্বিমুখ, ভগবন্নিন্দক, ভক্তদ্বেষী বা তন্নিন্দগণ, ভগবান্ বা ভক্তনিন্দাদি অপ-ভাষণ প্রয়োগ করিতে থাকে, সেখানে তাহা অসহ্য মনে করিয়া যথাসাধ্য প্রতীকারেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে হেতু মহাজনগণের দ্বারা উক্ত হইয়াছে যে—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মার তার শিরের উপরে॥

অপর অমানী ব্যক্তিকে মান দিবে, কিন্তু তাহারা কিরূপ অমানী? যাহারা ভগবৎপরায়ণ, গুরুবৈষ্ণবে প্রগাঢ় ভক্তি-মান, সর্ব্ব প্রকার অপরাধ হইতে সাবধান, পাপাচরণে বিমুখ, তাঁহারা জরতাল পরিহিত ভিক্ষোপজীবী হইলেও সম্মানার্হ। এই সকল ব্যক্তিকে সর্ব্ব প্রযত্নে মান দিতে হইবে। কিন্তু যাহারা কৃষ্ণ-ভক্ত, ভক্ত-দ্বেষী প্রভৃত বর্ণ্যে-তাঁচরণকারী, তাহারা সম্মানার্হ হইলেও দূর হইতে নমস্কার-যোগ্য এমত সকল ব্যক্তিকে কদাপি সম্মান দিবে না।

এইরূপ ক্রোধেরও স্থান আছে। যাহারা ভগবৎ সেবাপরায়ণ, গুরুবৈষ্ণবে ভক্তিমান এমত সকল ব্যক্তির নিকট ক্রোধ প্রকাশ করা কাহারও উচিত নহে। যাহারা ভগবদ্বিদ্বেষী, ভক্তগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার বা অপকার করিতে থাকে এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিন্দাদি করিয়া থাকে, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগেরই প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে।

কে কৃষ্ণভক্ত, কে কৃষ্ণপরায়ণ প্রভৃতির অভিজ্ঞান পূর্ব্বে হওয়া সম্ভাবিত নহে, অতএব বিনীত ভাবেই প্রথম বাক্যালাপ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর যখনই কাহাকেও যে ভাবে বুঝা যাইবে, তখনই তাহার প্রতি সেইভাবে ব্যবহার সাধু-গণের উপদেশ। পূর্ব্ব কথিত অসদাচারী বা অপকারীদের ব্যক্তিগণের নিকট নীচতা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগের কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এরূপ অপকারের প্রশ্রয় দেওয়া অপরাধ-জনক। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট সহিষ্ণুতাগুণ প্রকাশ কথা বা ইহাদিগকে মানব বলিয়া সম্মানিত করাও গুরুবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ-সকল।

কৌলীন্যপ্রথা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ,)

শ্রীশ্রীমায়াপুর চন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকট স্থানের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ বল্লালদীঘী আজিও বিরাজমান। উহারই সন্নিকটে একদিন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজ-প্রাসাদ শোভিত ছিল। সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লাল সেনই সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পরই লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বাঙ্গালায় যবন-অধিকার আরম্ভ হইল।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, বাঙ্গলায় প্রচলিত কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক এই বল্লালসেন। কিরূপে ঐ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ আমরা কিছু কিছু সংবাদ রাখিয়া থাকি।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।"

তাৎকালিক বিপ্রগণের মধ্যে উল্লিখিত নবগুণ যাঁহার ছিল তাঁহাকে কৌলীন্য-মর্য্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ গুণই কৌলীন্য মর্য্যাদার কারণ হইয়াছিল এবং সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কি দেখিতে পাই? ঐ প্রথা আর গুণগত নহে, সমস্ত শুক্র দেহগত হইয়া পড়িয়াছে অবশ্য হইবার কিছু কারণও আছে।

জীবকে গুণযুক্ত বা গুণচ্যুত করিতে যত প্রকার শক্তি কার্য্য করে, তাহার মধ্যে শিক্ষা ও সংসর্গই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। নবগুণযুক্ত ব্রাহ্মণগণের ঔরসজাত সন্তানগণ তাঁহাদের পিতৃগণের প্রবল সংসর্গগুণে সাধারণতঃ ঐ নবধা গুণ অর্জ্জন করিতেন। দ্বিতীয়তঃ পুত্রগণের শিক্ষাও অভিভাবকগণের মনোবৃত্তির উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই উভয় বিধ কারণেই প্রথমতঃ কৌলীন্য-প্রথা শৌক্রধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল।

কিন্তু আজ উহার অবস্থা কিরূপ? নবগুণ দূরের কথা, অতি জঘন্য অনাচারী ব্যক্তিও নিজের শুক্রগত কৌলীন্যের দাবী করিয়া থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে আজ কাল শিক্ষিত সমাজ আর ঐসকল বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেছেন না।

আচ্ছা! এক্ষণে তদপেক্ষা একটু গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক। যদি সেদিনকার বল্লালকৃত গুণগত কৌলীন্য-প্রথা আজ কয়েক শত বৎসরের মধ্যে শুক্রগত রূপে মজ্জাগত হইতে পারে, তবে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুসারে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ যে ঐ ভাবেই এই দীর্ঘকালে শুক্রগত হইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ চিন্তা বা সিদ্ধান্ত করিতে কি আমাদের মনে কষ্ট হইবে?

আর মারে বাপ!

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিময়)

আমরা অনেক সময় চঞ্চল মনটাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বলিয়া থাকি, শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াও যদি জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়া গেল, ব্রহ্মারও আরাধ্য বস্তু লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হইয়াছিল, তবে আমরাতো তাহাদের মত এত পাপ করি নাই, অনেক ভাল আছি; সুতরাং পতিত পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা

আজকাল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমরা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আইনজ্ঞ, আইনের ধারা নজির কোনটাই আর জানিবার বাকি থাকে নাই। অতএব একটা মামলা যে ধারায় যে নজিরে ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়, বিশেষতঃ বিবাদী পক্ষে যাহারা, তাহারা সকলেই সেই ধারায় সেই নজিরটাই খুঁজিয়া উত্থাপন করিয়া থাকে। এই হিসাবে জগাই মাধাইর মত গো-ব্রাহ্মণঘাতী মহাপাপীদিগকে যদি, নিত্যানন্দ প্রভু মা'র খাইয়াও সমস্ত পাপ নিজে গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে আমাদিগকেও উদ্ধার করিবেন না কেন? উদ্ধার করিতে বাধ্য। অতএব সারা জীবন যথেচ্ছাচার করিতে থাকি। পতিত-পাবনাবতার তো আছেনই আর ভাবনা কি? এই মুহূর্ত্তে সমস্ত পাপ তাপের গাঠুরী কয়টা তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া খালাস হইয়া পড়িব। তখন পবন-পুত্রের ন্যায় একলম্ফে এই এতবড় ভব-সমুদ্রটা পার হইয়া যাইব।

আঃ কি বলিহারী মোলায়েম মন ভোলানো সিদ্ধান্ত। এমন সিদ্ধান্তবিদ দুই চার পাঁচ জন না থাকিলে জগৎটাই বা কি প্রকারে চলিত। এরূপ সুজন মনের খেয়ালের অন্তুরজী সিদ্ধান্তগুলি ছাড়িয়া দিলে জগতের মানুষগুলি মরিবার ছেঁড়া পুটুলির ন্যায় এলো-মেলো হইয়া যদি যায়, ইহাই চিন্তনীয় বিষয়। তখন আর সম্যক্ কুড়াইয়া লওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে।

আমরা কি অর্ব্বাচীন ধৃষ্ট। জগাই মাধাই হইতেও ভাল আছি বলিয়া দাবি করিতে ছাড়ি না। কলিযুগ-পাবনা-বতার শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় জগাই মাধাই যারা জগতে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা প্রচার এবং শ্রীনিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা-সম্পৎ লাভ করিবার উপায় শিক্ষা, এবং মহা মহা পাতক থাকিলেও তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন, ও অন্য কোন প্রকার পাপ বা অপরাধ না থাকিলেও একমাত্র বৈষ্ণব-নিন্দারূপ মহা অপরাধ থাকিলে, তাহাকে উদ্ধার তো দূরের কথা অনন্ত কোটি কল্প, কুম্ভীপাক নামক রৌরবে নিক্ষেপ করিয়া সজ্জন-চক্রের গতি জগতে প্রচার করেন,—এই লীলাটাই শ্রীগৌরসুন্দর জগাই মাধাই দ্বারা শ্রীনবদ্বীপ ধামে অভিনয় করিয়াছেন।

'উল্টা বুঝ্‌লি রাম' ভাবে আমরা নামও করি, আবার সজ্জন-নিন্দা রূপ নাম-বলে পাপও করি। জমা খরচ সমান দেখাইতে যাইয়া কেবল খরচই করিতেছি, জমা তো নাই। তবে শ্রীনাম প্রভুর কাছে ও শ্রীনামপরায়ণ দিগের চরণে আমার যথেষ্ট অপরাধ সঞ্চিত হইতেছে, ইহা আমার যোগ্য দাবি বটে।

আমরা এই পতিতপাবন শ্রীনাম প্রভুর কৃপা লাভ করিব সেই দিন, যে দিন শ্রীজগাই মাধাইর শ্রীচরণানুগত্যে বলিব, "আর নারে বাপ।" তাহা হইলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর নিরন্তুহক সত্যবাণী শুনিব—"কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর আর যদি না করিস্ সব দায় মোর।"

স্বাস্থ্য সমাচার

(খোস, পাঁচড়া)

খোস ও পাঁচড়া প্রাণঘাতী না হইলেও উৎকট ব্যাধি। ইহা স্যাকারাস্ স্কেবিয়াই নামক এক প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। এই জীবাণুর স্ত্রী-জাতীয়গুলি প্রায় এক ইঞ্চির ৩৩ ভাগের এক ভাগ এবং পুংজাতীয়গুলি এক ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। স্ত্রীজাতীয় গুলি আমরা কোনও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতই দেখিতে পাই। শরীরের যে সমুদয় স্থানে চামড়া কোমল, সাধা-রণতঃ সেই সমুদয় স্থানেই ইহাদের অবস্থিতি। তাই আমরা হস্তের পশ্চা-দিক দুই অঙ্গুলির মধ্যবর্ত্তি স্থান, বগল প্রভৃতি স্থানসমূহই পাঁচড়ার আক্রান্ত হইতে দেখিতে পাই। মুখমণ্ডল এবং বক্ষঃস্থল প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

যাহার পাঁচড়া হইয়াছে তাহার ব্যবহৃত বস্ত্র বিছানাদি অন্যান্য জিনিষ পত্র অন্য কাহারও ব্যবহার করা উচিত নয়। এবং অন্যের বস্ত্রাদিও তাহার ব্যবহার করা উচিত নয়। এই কথা আমরা প্রায় সকলেই জানি, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ইহা জানিয়াও আমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকেই ইহা প্রতিপালন করে। হয়ত কাহারো এই রোগাক্রান্ত কোন আত্মীয় আসিলেন, আর তিনি লজ্জায় পড়িয়া তাহাকে নিজের বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দিলেন। তৎপর আলস্য বশতঃ বা যে কারণেই হউক, পুনরায় সিদ্ধ না করিয়া নিজে পরিধান করিলেন। ফলে এই উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া নিজে অতিশয় যাতনা ভোগ করেন এবং অন্যকে আক্রান্ত করেন। এই সমুদয় কার্য্য নিতান্ত অনুচিত। ছেলেদের পাঁচড়া হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে না সারিলে স্কুলে যাওয়া উচিত নয়।

চিকিৎসা—

সাল্‌ফার অথবা কার্ব্বলিক সাবান ও গরম জল সংযোগে পাঁচড়া গুলি উত্তমরূপে ধৌত করিবে। বোরিক এসিড সাল্‌ফার এবং জিঙ্ক অক্সাইড সমভাগ লইয়া নারিকেল তৈল অথবা মাখনের সহিত উত্তমরূপে মিশাইবে। পাঁচড়া গুলি পরিষ্কৃত হওয়ার পর এই মলম তাহাতে লাগাইয়া দিবে। এইরূপ ৩।৪ দিন ব্যবহার করিলেই পাঁচড়া সম্পূর্ণ রূপে সারিয়া যাইবে। যে তিনটী ঔষধের সংযোগে মলম তৈয়ার করিতে লেখা হইল, উহাদের মূল্য খুব কম। যে কোন ডাক্তারী ঔষধের দোকান হইতে প্রত্যেক প্যাকেট চারি পয়সার পরিমাণ ক্রয় করিলেই চলিতে পারে।

প্রত্যহ প্রাতে ছইখানা কাঁচা হলুদে এবং ২।৩টি কাঁচা নিমপাতা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া তাহার রস সেবন করিলে পাঁচড়ার বিশেষ উপকার হয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নদীয়ার মহারাজের শ্রাদ্ধ

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নদীয়ার পরলোকগত মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্রের শ্রাদ্ধ তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ ভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধদিনে প্রায় ১ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পরিতোষ করাইয়া ভোজন করান হইয়াছে।

প্রকাশ, মহারাজার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

কুলিয়ার ঠাকুর ওয়ালাদের আশঙ্কা

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট আসিবার কালে গাড়ীর মধ্যে কুলিয়া সহর-নবদ্বীপের এক ভদ্রলোক গল্প করিতেছিলেন, "মহাশয় এবার দশহরায় যাত্রী এত কম যে, তাহা আর বলিয়া ফল নাই। কুলিয়ার মহাপ্রভুর বাড়ীতেই কিনা মাত্র ২০০ টাকা প্রণামী পড়িল। মায়াপুরের ঠাকুর বাড়ীর প্রচার-ফলে দেখিতেছি, আমা-দিগকে দিন কয়েক পরে না খাইয়াই মরিতে হইবে। আগে যাত্রীদের কাছে আমরা জোর করিয়া ভেট আদায় করি-তাম। এখন আর তাও করিবার জো নাই। ভেট চাহিতে গেলেই যাত্রীরা মুখের উপরই বলিয়া বসে—ঠাকুর লইয়া আবার ব্যবসায় কিসের? যাত্রীগুলার কথার ভাব দেখিলেই মনে হয়, সব মায়াপুরের সাধুদের শিখানো কথা। বড় মুস্কিলই করিয়া তুলিল দেখিতেছি।"

ই, বি, রেলকর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা যাত্রিসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। কোম্পা-নীর আয়ও আশাতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এখন রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টেশন দুই এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে যাত্রিগণের বিশ্রামাগারগুলি যদি পাকা করিয়া দেন, তাহা হইলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হইতে যাত্রিগণকে আর ক্লেশোপভোগ করিতে হয় না। মহেশগঞ্জ ও নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে বহু ভদ্রলোক যাত্রী নামাউঠা করেন। তাঁহাদিগকে একদিকে রৌদ্র-তাপ অন্যদিকে বর্ষাবারিপাতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সঙ্গে লগেজ ও স্ত্রীলোক থাকিলে ত' কষ্টের একশেষ হইয়া থাকে। আমরা ই, বি, রেলকর্ত্তৃপক্ষগণের এবিষয়ে অতি সত্বর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(ভারতীয়)

সিরাজগঞ্জের দুর্গতি

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের খাল খনন বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সি অ্যাডম্‌স্ উইলিয়ম্‌স্ সিরাজগঞ্জ নগরের প্রান্তবাহিনী যমুনানদীকর্ত্তৃক সহরক্ষয় সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, সিরাজগঞ্জ রক্ষার জন্য কোন বাঁধ দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেন না। যেহেতু এরূপ বাঁধের খরচা উক্ত সহরের গভর্ণ-মেণ্ট সম্পত্তির মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। সহর রক্ষা করিতে হইলে ১০ মাইল দীর্ঘ বাঁধ দিতে হইবে এবং তাহাতে বহু ক্রোর টাকা খরচ হইবে। অতএব জনসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে, নদীর আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষার জন্য বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া দূরে সরিয়া আসা। তিনি বলেন যে, গত বৎসরে এই নদী যেরূপ গতিতে পাড় ভাঙ্গিয়াছে, এবৎসরও যদি তদ্রূপ করে, তবে পাবনা সিরাজগঞ্জ রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া ভাঙ্গন থামিয়া যাইবে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ হেডক্লার্ক

বন্দুকের গুলিতে নিহত

কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ এবং গবর্ণমেণ্ট এজেণ্ট আফিসের হেডক্লার্ক মিঃ এ, কে, মিত্র অল্প প্রাতে এলাহাবাদ কাছারী পোষ্টঅফিসের নিকট একজন বরখাস্ত জেলাদার কর্ত্তৃক বন্দুকের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, মৃত ব্যক্তি নাকি ঐ জেলাদারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করায় সে বরখাস্ত হইয়াছিল এবং সেই আক্রোশে ঘটনা দিনে বন্দুকসহ তাঁহার অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে। তথা কথিত আততায়ী মাখোয় প্রাসাদ পুলিশে গিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ২৯এ মে তারিখে বেলা ৪॥০ ঘটিকার সময় হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিয়া সমস্ত আকাশ ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে ঘর বাড়ী রাস্তা ঘাট সমস্ত এরূপ অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল যে, ৮।১০ মিনিট কাল ঠিক রাত্রির মত হইয়া রহিল। উহার মধ্যে আবার মিনিট খানেক ধরিয়া এরূপ ঘনান্ধকার হইয়াছিল, যে, মেঘাবৃত অমাবস্যা নিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারের সহিত তুলিত হইতে পারে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে এ প্রদেশে এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এতদূর অন্ধকার হইতে এখানকার প্রাচীনতম লোকও কখনও দেখেন নাই বলিতেছেন। এই স্থানেই একদিন পার্থসারথী জয়দ্রথ-বধজন্য এইরূপ লীলা দেখাইয়াছেন, ভক্ত-হৃদয়ে এরূপ স্ফূর্তি হইয়াছিল।

মেডিক্যাল কলেজ

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অপারেটিভ সার্জ্জারির অস্থায়ী অধ্যাপক লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডব্লু, এস, হ্যারেট ১২ই এপ্রিল হইতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বের কাজও করিতে হইবে। সপার্ষদ গভর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডব্লু, ডি, ষ্টোপিলটনকে বাঙ্গালার মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশান কাউন্সিলের সভাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সার্জ্জন ডাঃ থিরাজ মোহন সেন অসুস্থতা নিবন্ধন পূর্ব্ব ছুটীর সহিত আরও ১২ মাসের ছুটী পাইলেন।

পালিটানা সম্পর্কে জৈনগণের বিরোধের মীমাংসা হইয়াছে। অতএব আশা হয়, আগামী ১লা জুন ও তৎপরে বহু যাত্রী তথায় উপস্থিত হইবেন। ঐ—তারিখে ঠাকুর সাহেব নিজে উক্ত পবিত্র পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ঐ তীর্থ ক্ষেত্র জৈনগণের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করিবেন। ভবনগর রাজ্যের রেলপথের কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, ঐ উপলক্ষে যাত্রীগণের সুবিধার জন্য তাঁহারা সিহর পালিটানা শাখায় দ্বিগুণ গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন।

ক্যাপ্টেন জিমেনেজ এবং ক্যাপ্টেন ইগলাসিয়াস নামক দুইজন স্পেনীয় বিখ্যাত জেসাস গ্রাণ্ড পোডার নামক বিমানে পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন বলিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়াছেন। এই বিমান ম্যাড্রিডে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহা চতুর্দ্দশ অশ্বের শক্তিসম্পন্ন।

বকরইদে হাঙ্গামা

দিল্লী সহর হইতে ৩০ মাইল দূরে সখরা গ্রামে একটা বড় গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। গত ৩০শে মে মুসলমানগণ যখন শোভাযাত্রা করিয়া কোরবাণীর জন্য একটী গাভী, লইয়া যাইতেছিল, তখন হিন্দুরা তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পুলিশ আসিয়া নাকি হিন্দুদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে একজন হিন্দু হত ও ৬জন আহত হইয়াছে।

অপূর্ব্ব শান্তি

বকরইদ উপলক্ষে সহর দিল্লী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কোন গোলযোগ হয় নাই। পুলিশ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করায় সর্ব্বত্র বেশ শান্তিতে আছে। পুলিশের নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোরবাণী হওয়ায় হিন্দুদের বিশেষ অশান্তির কোন কারণ নাই।

তবে আমাদের হৃদয়ের বেদনা বুঝি আর যাইবার নহে। মুসলমান-ভ্রাতৃগণ আর কোন দিন আমাদের ব্যথা বুঝিতে পারিবেন কিনা জানি না। নির্দ্দিষ্ট স্থানেই হউক, আর অনির্দ্দিষ্ট স্থানেই হউক জীব হিংসা ত' বন্ধ হইল না? সুতরাং আমাদের শান্তি আর কিসে হইবে? কি হিন্দু কি মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে দিন বুঝিবেন, জীবহিংসায় ভগবৎপ্রীতি বলিয়া কোন ব্যাপার নাই, যিনি সর্ব্বজীব প্রভু তিনি জীবের ভাল মন্দ কিসে হইবে, তাহা জানেন, আমরা জীবকে উপকার করিবার নামে জিঘাংসা-বৃত্তির চরিতার্থ করিয়া নরকে যাইব না, সেই দিনই আমাদের শান্তি, নতুবা শান্তির ছলনা আমাদিগকে দ্বিগুণ অশান্তিই আনিয়া দিতেছে মাত্র।

প্রতিনিধি সভার সভ্যদিগের পিতৃস্থানীয় মিঃ উইলিয়ম হাণ্টারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জনপোক্ত সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন।

মাদ্রাজ আর্থিক সমস্যা

প্রফেসার রাধাকমল

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক **শ্রীযুত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে** মাদ্রাজ প্রদেশের অর্থনীতি এবং সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আহ্বান করিয়াছেন। **শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় মহাশয়** মাদ্রাজের উক্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট তাঁহার রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। প্রকাশ, এতদুদ্দেশ্যে তিনি আগামী জুনের প্রথমেই দাক্ষিণাত্যের বোম্বাইয়ের বড় হলে এবং আগামী জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই ভ্রমণের পরই তিনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এইরূপ সম্ভব।

চুরির অভিযোগে ডাক পিয়ন

সাতাপুরের ব্রাঞ্চ ডাকঘরের পিয়ন হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী চুরির অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। ত্রিপুরা রাজার কাছারীতে রক্ষিত টাকার বাক্সের চাবি তাহার নিকট ছিল। সে উক্ত বাক্স হইতে এক হাজার চারিশত দশটাকার নোট অপহরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী করঙ্গা ডাকঘর হইতে ইনসিওর চিঠিতে ঐ টাকা তাহার পিতার নিকট পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। তথাকার পোষ্টমাষ্টার বাবু সন্দেহক্রমে তাহাকে ধৃত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়াছে।

কনষ্টেবলের প্রতি অত্যাচার

আসামীর দণ্ড

একটী মামলায় অর্থদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্র নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে জরিমানার টাকা আদায় করিবার জন্য জনৈক কনষ্টেবল তাহার নিকট গমন করিয়াছিল। সেই সময়ে উক্ত কনষ্টেবলকে প্রহার করিবার অভিযোগে উক্ত বিপ্রর বিরুদ্ধে একটী মামলা উপস্থিত করা হয়। দায়রা জজ তাহাকে ২বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।—

সাইমন্ কমিশন সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা হইতে নিম্নলিখিত ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে—

আগামী ৯ই জুলাই তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইবে তাহাতে দুইদিন মাত্র কাজ হইবে। সেই দুই দিনের অধিবেশনে কেবল সরকারী কাজ হইবে অর্থাৎ সাইমন কমিশন সম্বন্ধে সরকারী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে। গবর্ণর বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছেন যে আগামী ৩১শে জুলাই তারিখে উক্ত ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হইবে তাহাতে সরকারী এবং বে-সরকারী উভয়বিধ কার্য্যের ব্যবস্থা থাকিবে।

সমুদ্রে স্নানে সতর্কতা

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পুরীধামে আগামী রথযাত্রামহোৎসবোপলক্ষে সমস্ত ভারত হইতে লক্ষ লক্ষ যাত্রী-সমবেত হইতেছেন। প্রত্যহ সমুদ্র-স্নান করিতে গিয়া অনেক অনভিজ্ঞ যাত্রী জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। লোকসকল তীরে ... স্থল সন্তরণ করিতে গিয়া বিপদে পতিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। অনেকে বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া বেশী জলে সন্তরণ করিতে যান, তাহাতে হস্ত পদাদি অবশ হইয়া অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে বিপদে পতিত হইতে দেখা যায়।

পুরীধামে মহোৎসব

শ্রীধামপুরী, স্বর্গদ্বার, শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ২০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ই আষাঢ় পর্য্যন্ত মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। অবসর-কালে শ্রীআলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব হইবে। শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সকলেই সমবেত যাত্রিগণের নিকট অকাতরে নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র জগন্নাথদেবের মহিমা প্রচারোদ্দেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কথাই কীর্ত্তন করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

আসাম প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলন

আসাম প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মিলনের নিমিত্ত যে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ৫ হাজার লোকের স্থান হইবে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানেরও সুব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ডাক্তার মুঞ্জে আগামী ৯ই জুন অপরাহ্নে নওগাঁয়ে উপনীত হইবেন। একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। অবিলম্বে প্রতিনিধিগণের তালিকা প্রেরণ করিবার জন্য সম্পাদক আসামের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করিয়াছেন। শয্যা ও মশারি সঙ্গে আনিবার জন্য প্রতিনিধি ও দর্শকগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা পাইতে চাহেন, আগামী ৫ই জুনের পূর্ব্বে অভ্যর্থনা সম্পাদককে জানাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

বোম্বাই ধর্ম্মঘটে সাহায্য

ক্যাবেলের-তারের সংবাদে প্রকাশ, আন্তর্জ্জাতিক বস্ত্রশিল্পশ্রমিকসংঘ বোম্বাইয়ের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণের সাহায্যার্থে এক হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সত্যই—শাস্ত্র সার

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদাঃ

ছোট বড় শাস্ত্র রাশি রাশি আছে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভ্রমরের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের সার কি এক, কথায় বলিতে হইলে "সত্যাৎ মা গা" (সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না) এই বাক্যটি সর্ব্ববাদি-সম্মত সর্ব্বশাস্ত্রসার বলিতে হইবে। আমরা যখন সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া আচার্য্য সমীপে উপনীত হই, তখন আচার্য্য আমাদিগকে দশবিধ সংস্কারের অন্যতম উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া যজ্ঞাগ্নি-সমীপে উপরি উক্ত বাক্যটী উপদেশ করিয়া থাকেন। আমরাও তৎকালে বাঢ়ম্—অর্থাৎ আপনার বাক্য যথাযথ পালন করিব, যজ্ঞাগ্নি সমীপে এই প্রতিজ্ঞা-সূচক বাক্যটী উচ্চারণ করি মাত্র কিন্তু তৎপরক্ষণেই উহা ভুলিয়া যাই। তথাপি সূত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজকে পরিচয় দিতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না। বর্ত্তমান কাল কলি, সত্যের আদর একেবারে নাই বলিলেই হয়। ইন্দ্রিয় বর্গ অত্যন্ত প্রবল। এদিকে সত্যের পথও কোটী কণ্টকে অবরুদ্ধ। এরূপ অবস্থায় সত্যের কথা বলিতে হইলে বক্তার জীবন কতদূর নিরাপদ, তাহা বোধ হয় চিন্তাশীল মানব মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন।

বহির্ম্মুখবহুল স্বার্থপর নৈতিক সমাজে একটী কথা চির প্রচলিত আছে। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মাব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—সত্য বলিবে, কিন্তু যে সত্য লোকের অপ্রিয়কর তাহা বলিবে না। স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি-মূলে উক্ত নৈতিক নিয়মটি আদর করা যাইতে পারে, যেহেতু লোকের অপ্রীতিকর হইলে স্বার্থের ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী। বহির্ম্মুখ জগৎ সত্যের আদর জানে না বা সত্য বলিতে পারে না। তাহাদের প্রিয় হইতে হইলে, তাহাদের নিকট নিজ লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিলে, সত্য কথা কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে তাহাদের মনোমত কথাই বলিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগতে কত প্রকারের লোক আছে কত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা আছে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বা যে সকল পত্রিকা যে পরিমাণে সত্যের অনাদর ও অসত্যের আদর করিতে পারিয়াছেন, জগতে তাহার তত প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে সত্যপ্রচারকের জীবন সঙ্কটাপন্ন। ইহা কিছু বিচিত্র নহে। সত্যের প্রচারক আচার্য্যপাদ শ্রীরামানুজ' মধ্ব' নিত্যানন্দ কাহার না জীবন বিপদাপন্ন হইয়াছিল। এমন কি শঙ্কর, মহম্মদ, যীশু প্রভৃতিকেও, ভীষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাই মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন—সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্যা ঝুট্টা জগৎ ভুলাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি নিঃস্বার্থপর, পরদুঃখদুঃখী পরমভাগবত নিত্য সত্যের প্রচারে বিরত থাকেন? পিত্ত-দূষিত রসনায় মিশ্রি ভাল লাগে না বলিয়া মিশ্রি সত্য সত্যই ভাল নহে, এরূপ বিচার যেরূপ অজ্ঞ-জনোচিত, সেইরূপ নিত্য সত্য আপাত মধুর বলিয়া বোধ না হইলেও অনাদর করা কখনই বুদ্ধিমান জনের কর্ত্তব্য নহে।

"সত্য কাহাকে বলে"

যাহার সত্ত্বা বা অস্তিত্ব আছে, তাহাই সত্য। সত্য দ্বিবিধ—নিত্য সত্য ও তাৎকালিক সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায় উহাই বাস্তব সত্য ও অবাস্তব সত্য। যে সত্যে মায়ার ব্যবধান আছে অর্থাৎ যাহা পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্দ্ধনশীল ও পরিবর্জ্জনশীল, তাহাই তাৎকালিক সত্য। পঞ্চভূতাত্মক সমগ্র জগৎ তথা আমাদের দেহ ও মন সকলই তাৎকালিক সত্য মাত্র কেন না ইহাদের নিত্যতা নাই। আর যে সত্যে মায়ার ব্যবধান নাই অর্থাৎ যাহার অগ্রে জন্মরূপ রজঃ এবং অন্তে বিনাশরূপ তমোধর্ম্মের ব্যবধান নাই, যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, তাহাই নিত্য সত্য। জীবাত্মা বা চেতনময় পদার্থমাত্রই নিত্য সত্য। ভগবান্ এই নিত্য সত্যেরই কারণ। ভগবান্ এই সত্যের মূল ও স্বয়ং আদিকারণ বলিয়া তিনি একমাত্র নিত্য সত্য বা বাস্তব সত্য। ভগবান্ ও ভগবৎ সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তুই অর্থাৎ ভগবানের নাম, গুণ ও ক্রিয়া' ভগবদ্ধাম ও তৎদ্রব্য' তদীয় বিভিন্নাংশ-সম্ভূত তদ্‌অধীন জীব যাবতীয় বস্তুই নিত্য সত্যের অন্তর্গত। গীতা শাস্ত্রে ইহাদিগকে ওঁ তৎসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিত্য সত্যের স্বরূপ

নিত্য সত্য সৎ অর্থাৎ তাঁহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান—এই ত্রিবিধ কাল-গত ব্যবধান নাই, তাঁহা হইতেই যাবতীয় তাৎকালিক সত্য উদ্ভূত হইয়াছে, তিনি যাবতীয় সত্তার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইয়াও নির্ব্বিকার। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ-জ্ঞানময় এবং পূর্ণ আনন্দময় বিগ্রহ। মায়াবাদিগণ বা যোগিগণ যাহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলেন, এই সৎ, চিৎ, সেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আনন্দময় বিগ্রহের আংশিক ও অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র অর্থাৎ কেবল চিৎ শক্তির প্রকাশ ব্রহ্ম, সৎচিৎ শক্তির প্রকাশ পরমাত্মা এবং সৎ চিৎ আনন্দময় প্রকাশই পূর্ণ প্রকাশ স্বয়ং ভগবান্।

নিত্য সত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলে জীব তাৎকালিক সত্যকেই নিত্য সত্য বলিয়া ধারণা করে।" জীব আনন্দ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সৎচিৎ অনুভূতি বা আংশিক অনুভূতিকেই পরম সত্য জ্ঞান করে তৎকালে তিনি নিজকে ভগবদ্দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে নিজকে যোগীরূপে পরিচিত হইতে ভাল বাসেন, আবার তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যখন কেবল চিদ্ অনুভূতি বা ব্রহ্ম অনুভূতি কিংবা ভগবৎ স্বরূপের অসম্যগ্ অনুভূতি-কেই নিত্য সত্য বলিয়া ধারণা করেন, তৎকালে তিনি জ্ঞানী। আবার তাহা হইতেও যখন তিনি ভ্রষ্ট হন তখন স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া এই দেহ-গত ও মনোগত সুখকেই নিত্য সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন। তৎকালে এই জগৎই তাঁহার নিত্য বাসোপযোগী স্থান বলিয়া মনে হয়। এইকালে কখন তিনি ধনী, কখন দরিদ্র, কখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, কখন জগতের মধ্যে মান্যগণ্য, কখন জগতের নিকট পদদলিত, কখন স্বদেশহিতৈষী, কখন দরিদ্রনারায়ণ-সেবার প্রচারক প্রভৃতি আরও কত কি অভিমানে প্রমত্ত। এই পর্য্যন্তই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টের চরম পরিণতি। এই অবস্থায় তিনি যোগী বা জ্ঞানী নহেন পরন্তু শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব, অবশেষে নাস্তিক।

নিত্য সত্য প্রাপ্তির উপায়

জীব নিত্য সত্য বস্তু, স্বরূপ-গত নিত্যানন্দ তাহার জীবন, নিত্যানন্দের পাদপদ্মবিস্মৃত হইয়াই তিনি তাৎকালিক আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, সুতরাং নিত্যানন্দের অনুসন্ধানই তাঁহার একমাত্র কৃত্য হওয়া উচিত। সত্যে উপনীত হইবার দুইটী পন্থা অবলম্বিত হয়। একটী শ্রৌতপথ অর্থাৎ গুরু পরম্পরা ক্রমে যাহা লভ্য হয়, অপরটী অশ্রৌত পথ অর্থাৎ গুরু-পরম্পরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ বুদ্ধি বা জ্ঞান বলে সেই নিত্য সত্য প্রাপ্তির চেষ্টা। অবশ্য জীবমাত্রেই অনাদি কাল হইতেই তাৎকালিক সত্য হইতে বাস্তব সত্যের দিকে ধাবিত হইতেছেন; কিন্তু অশ্রৌত পথে শত কোটী সংবৎসর হাটিয়াও সে স্থানে উপনীত হইতে পারিতেছেন না বা পারেন নাই বা পারিবেন না। অতএব নিত্য সত্যে উপনীত হইতে হইলে শ্রৌত পথ অর্থাৎ যিনি নিত্য সত্যে উপনীত হইয়াছেন তাদৃশ গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। শাস্ত্রে শ্রৌত পথেরই আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্র-গ্রহণ

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত

হিরণ্যকশিপুর সময় দেবাসুরের প্রথম যুদ্ধ হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই সমুদ্র-মন্থন। এই সময় দেবতা ও দানবগণ একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে তথা হইতে কালকূট উৎপন্ন হয়। মহাদেব তাহা গলাধঃকরণ করেন। অনন্তর বহুবিধ অমূল্যরত্নের উদ্ভব হয়। অবশেষে অমৃত উৎপন্ন হইলে দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ হইবার উপক্রম হওয়ায় ভগবান্ মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দানবদিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক দেবতাদিগকে উক্ত অমৃত প্রদান করেন। ভগবান্ যখন দেবতাদিগের মধ্যে অমৃত বিতরণ করিতেছিলেন, সেই সময় রাহু নামক দানব দেবচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন বেশে দেব সভায় প্রবেশ করিয়া সুধা পান করিতেছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন। ভগবান্ শ্রীহরি অমৃতপান কালেই চক্রদ্বারা উক্ত অসুরের শিরশ্ছেদ করেন, তাহার ছিন্নশির দেহ অমৃতের সহিত সংস্পৃষ্ট না হইয়াই ভূতলে পতিত হইল। কিন্তু মস্তক অমৃতস্পর্শ প্রযুক্ত অমর হইল। ব্রহ্মা উহাকে সূর্য্যাদির ন্যায় গ্রহ করিয়া দিলেন। বৈর বুদ্ধিতে ঐ গ্রহ অদ্যাপি পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্যের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে ইহাই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

আধুনিক পণ্ডিতগণ এই পৌরাণিক ইতিবৃত্তের আলোচনা করিয়া তৎকালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এবং গ্রহণাদির কাল নির্ণয়-বিষয়ক বিশেষ আলোচনা হইতেছিল ইহাই স্থির করেন।

জ্যোতিষীয় সিদ্ধান্ত

জ্যোতিষী বলেন যখন পৃথিবী, সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী হয় ও তাহাদিগের কেন্দ্র প্রায় বা সম্পূর্ণ রূপে সমসূত্রে পতিত হয়, তখন পৃথিবীর ছায়া আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে চন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় আংশিক বা পূর্ণ গ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাকে পৌরাণিকগণ রাহু বলেন, তাহা চন্দ্র গ্রহণে পৃথিবীর ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা

আধ্যাত্মিকগণ বলেন—বাহিরে যেরূপ স্থূল জগৎ বর্ত্তমান, অন্তর্জ্জগতেও তদ্রূপ একটী সূক্ষ্ম জগৎ আছে। বহির্জ্জগতের

ন্যায় তথায় আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, সবই বর্ত্তমান। জীবের হৃদয় আকাশ সদৃশ। তাহাতে জ্ঞানরূপ সূর্য্য এবং মনরূপ চন্দ্র বিরাজমান, রাহু সদৃশ মায়া উহাদিগকে গ্রাস করিলে জীবের স্বরূপগত জ্ঞানালোক হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। তৎকালেই তাঁহার স্থূল লিঙ্গ দেহে আত্মবুদ্ধি প্রবল হওয়ায় তিনি সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খান।

স্মার্ত্তবিধি

গ্রহণের সময় স্মার্ত্তমতে অশুদ্ধকাল। এইকালে তাঁহারা সন্ধ্যা বন্দনাদি, বেদোক্ত নিত্যকর্ম্ম, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন, মহাপ্রসাদ সেবন প্রভৃতি কার্য্য হইতে বিরত থাকেন এবং দান, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি পুণ্যজনক কর্ম্মে ব্রতী হন। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য সকলেই বৈষ্ণবদিগের অনুকরণে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এ হরিনাম কীর্ত্তনও তাঁহাদের একটী পুণ্যজনক কর্ম্মের অন্যতম। গ্রহণের সময় এবং গ্রহণান্তে গঙ্গাস্নান-বিধি অত্যন্ত প্রশস্ত।

বৈষ্ণববিধি

বর্ত্তমানকালে নামধারী বৈষ্ণবগণ অনেকেই স্মার্ত্তমতের অনুসরণ করেন। তাঁহাদের ধারণা স্মার্ত্তগণের ন্যায় বৈষ্ণবগণও শ্রীবিগ্রহের সেবা, মহাপ্রসাদ সেবন প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের নিত্য সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মও আত্মার নিত্যধর্ম্ম বলিয়া ভগবৎ সেবা প্রভৃতি কার্য্য করিতে কোন বাধা নাই। বৈষ্ণবগণ গ্রহণ-সময় ও গ্রহণান্তে গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্য করেন না। মহাপ্রভু যত দিন নিত্যধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, ততদিন অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ গ্রহণান্তে গঙ্গাস্নান করিতেন শুনা যায়। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিপ্রচারের পর ভক্তগণের আর সেরূপ আচরণ দেখা যায় না। বাস্তবিক বৈষ্ণবগণের পক্ষে স্মার্ত্তগণের পাপপ্রক্ষালনের উদ্দেশ্যে, গঙ্গাদেবীকে ভগবদ্বস্তু বা জলব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার নিত্য সেবা করিবার পরিবর্ত্তে পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা নিজের সেবা করিয়া লইবার চেষ্টা কখনই বিধি হইতে পারে না। এখনও অনেক গোস্বামীর নিত্যানন্দ বংশ, ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক, ভাগবত-পাঠক প্রভৃতি নামে পরিচয় দিয়াও স্মার্ত্তবিচারের অনুগমন করিয়া গ্রহণান্তে শ্রীবিগ্রহের পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন, মালা-শোধন প্রভৃতি কার্য্য দৃষ্ট হয়। ইহা তাঁহাদের শুদ্ধভক্তের অনুগমনের অভাব জন্য বৈষ্ণবস্মৃতিতে অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র।

বৈষ্ণববিধি ও স্মার্ত্তাচারের পার্থক্য

বৈষ্ণববিধি ও স্মার্ত্তাচারের মধ্যে হরিনামগ্রহণ প্রভৃতি অনেক স্থলে ঐক্য থাকিলেও আকাশ পাতাল ভেদ আছে। বৈষ্ণবের গঙ্গাস্নান ও স্মার্ত্তের গঙ্গাস্নান এক নহে। বৈষ্ণব গঙ্গাদেবীকে জলব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার নিত্য সেবা করিয়াই থাকেন, কিন্তু স্মার্ত্তগণ গঙ্গাস্নান পুণ্যজনক সুতরাং পরলোকে সুখ-বিধায়ক জানিয়া গঙ্গাদেবীর দ্বারা নিজের সেবা করাইবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহাদের ধারণা তাঁহারা জন্মজন্মান্তরে যে সকল পাপ করিয়াছেন, গ্রহণান্তে গঙ্গাস্নান দ্বারা সেই সমস্ত পাপ তাঁহাদের প্রক্ষালিত হইয়া গেল। এখন তাঁহারা অবাধে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। এইস্থলে তাঁহাদের গঙ্গাদেবীর প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভগবদ্ভক্তগণ বলেন,—

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
জন্মমাত্র এই চারি ঈশ্বর বেদে কয়॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত ম।২২।৮০)

সুতরাং ভক্তগণ স্মার্ত্তগণের অনুগমনে গঙ্গার দ্বারা নিজের সেবা করিয়া লইবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে নিত্যসেবা মূর্ত্তি জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বাহ্যদৃষ্টে কার্য্য একই হইলেও যাহা ইহ পরকালে নিজদেহ ও মনসুখের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ হরিনামকীর্ত্তন, গঙ্গাস্নানাদি স্মার্ত্তাচার বা নৈতিক ধর্ম্মের অন্যতম, বিশুদ্ধ ভক্তজনোচিত হরিনাম ও গঙ্গাস্নান নহে। হরিদাসের মজ্জন গঙ্গাও প্রার্থনা করেন, সুতরাং হরিদাসের আনুগত্যে জীবের গঙ্গাস্নানে ততোধিক ফল হইয়া থাকে।

তীর্থ-ভ্রমণ

তীর্থ-ভ্রমণ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। এই ভক্ত্যঙ্গের কিরূপে সুষ্ঠুরূপে যাজন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান না থাকায় মানুষ হিতে বিপরীত ঘটাইয়া থাকেন। তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণানুসন্ধান। ভগবল্লীলাক্ষেত্রসমূহ পরিক্রম, তত্তল্লীলাক্ষেত্রে লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তিদর্শন প্রভৃতি কৃষ্ণানুসন্ধানেরই সহায়ক। গ্রাম্য জীবনের কৃষ্ণবিমুখতারূপ অশান্তির অনলে জর্জ্জরীভূত হইয়া মানুষ ভগবল্লীলাক্ষেত্র শ্রীধামে ছুটিয়া যান, কৃষ্ণোন্মুখতারূপ শান্তিলাভের জন্য। কিন্তু তাদৃশ শান্তিলাভ ত' দূরের কথা, গ্রামেরও দ্বিগুণ অসুবিধা ধাম হইতে লাভ করিয়া অতি ক্ষুণ্ণমনে তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হয়। গ্রামে বরং তিনি অন্ততঃ নৈতিক চরিত্রটীও ঠিক রাখিতে পারিতেন, কিন্তু ধামে আসিয়া তাহাও হারাইয়া ফেলেন। নামাপরাধ, ধামাপরাধ, এমন কি অতি ভয়ঙ্কর বৈষ্ণব অপরাধ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কুড়াইয়া আনিতে হয়। যে জন্য তীর্থভ্রমণ, তাহাই যদি লাভ না হইল, তাহা হইলে আর তীর্থ ভ্রমণে কি ফল? সুতরাং প্রত্যেক তীর্থযাত্রীরই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষরূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

ভগবজ্জনানুগত হইয়াই ভগবল্লীলাস্থান সমূহ দর্শন করিতে হইবে। শুদ্ধ অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতা শূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি অনাবৃত, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূল ভাবে কৃষ্ণানুশীলনকারী ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও ধাম দর্শন-যোগ্যতা নাই, অন্য কেহই ধাম দর্শন করাইতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ভিন্ন স্বাধীন ভাবে ভগবদ্ধাম দর্শন হইতে পারে না। মানুষ যতদিন না সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন, সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি লাভ করেন, সর্ব্বক্ষণ গুরুপদিষ্ট ভগবৎ-সেবাকার্য্যে কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করেন, ততদিন মানুষের প্রতি পদে পদস্খলনাশঙ্কা বর্ত্তমান। মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, ইন্দ্রিয়বর্গ সে সমস্ত কার্য্য হইতে কখনও বিরত থাকিতে পারে না। যতদিন না এই ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের স্বামী হৃষীকেশের সহিত পরিচিত করান হয় এবং হৃষীকেশের সেবাই যে তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা শিখাইয়া দেওয়া হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা স্বামীসেবা ছাড়িয়া ব্যভিচারে রত থাকিবেই। ভগবজ্জন সাধু গুরু পাদাশ্রয়ে হৃষীকেশের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবৎসেবার নাম করিয়া যে কোন ভক্ত্যঙ্গই যজন করিতে যাইবেন, তাহা অনর্থেরই আবাহন করিবে মাত্র। কেননা, বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গ বহির্বিষয় ভোগের প্রলোভন কখনই ছাড়িতে পারে না। তীর্থস্থানে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিবার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণ গ্রামে যে বিষয়গুলি পাইয়া উঠে না অথবা পাইলেও অবাধে ভোগ করিবার সুবিধা পায় না, সে বিষয়গুলি বেশ অনায়াসে ভোগ করিয়া ভগবদ্ধামে আসিয়াও নরকগমনের পথ পরিষ্কার করে। ভগবদ্ধাম জিনিষটী ত' আর জড় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন জড়ীয় স্থান নহে' তাহা প্রাকৃত চক্ষুর অগোচর অপ্রাকৃত চিন্ময় ক্ষেত্র। চিন্ময় নেত্রেই তাহার দর্শন লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব ভিন্ন আর কে আমাদের সে জড় দর্শন দূর করিয়া অপ্রাকৃত দর্শন দিতে পারেন? তীর্থে আসিয়া এই জন্য তীর্থগুরুবরণ বলিয়া একটি কথা শাস্ত্রে আছে। পাদাশ্রয় করিলে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমির দূর করিয়া দিব্যদর্শন প্রদান করেন, যাহা দ্বারা শ্রীভগবানের লীলা স্থানের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। অবশ্য আজ কালকার যে তীর্থগুরু, তাহারা তীর্থযাত্রীকে অন্ধকার হইতে পরিত্রাণ করিবার পরিবর্ত্তে আরও অন্ধকারেই লইয়া যায়। তাহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া নিজেরাই যখন অন্ধতমসাচ্ছন্ন, তখন অন্যকে আর কেমন করিয়া অন্ধকার হইতে মুক্তিদান করিবে? পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধভক্তই তীর্থগুরু। তাদৃশ সাধুসঙ্গ ব্যতীত তীর্থভ্রমণ করিয়া কোন লাভ নাই। ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের বিশ্রাম স্থান। যে সকল তীর্থস্থান অসজ্জনের বিহারক্ষেত্র হইয়া অতীর্থ হইয়া পড়িয়াছে, ভগবদ্ভক্তগণ তাদৃশ অতীর্থ স্থানকেও তীর্থীভূত করিতে পারেন। তাঁহাদের আনুগত্যেই প্রকৃত তীর্থ ভ্রমণের সুফল লাভ করা যায় অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। নতুবা তীর্থবাসের নাম করিয়া দুই চারিদিন আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া যাইতে হয় মাত্র। সাধু যখন কৃপা করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করান, তখনই তাঁহার কৃপায় তীর্থভ্রমণরূপ ভক্ত্যঙ্গের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান হইতে পারে।

আজকাল তীর্থস্থানগুলি এত বেশী অসৎ লোকের বিহারভূমি হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা ভাবিতেই গাত্র শিহরিয়া উঠে। তীর্থে না আছে এমন অপকর্ম্ম নাই। গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট পাপকর্ম্ম পর্য্যন্তও তীর্থবাসী নামধারিগণ দ্বারা অবাধে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে সকল অসৎপ্রবৃত্তি গ্রামাদিতে চরিতার্থ না হইতে পারে, তাহা তীর্থক্ষেত্রে অনায়াসে হইতে পারে। ইহা কলির প্রভাব। সকল স্থান অপেক্ষা কাশী, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি কয়েকটী স্থানেই অসৎ লোকের বড় বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সুতরাং তীর্থযাত্রিগণের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনও যেন তীর্থভ্রমণে বহির্গত না হন। তাঁহাদিগকে একাকী পাইলেই অসাধুগণ বিপথে চালিত করিবে, নিজেরাই নিজদিগকে অনর্থসাগরে নিমজ্জিত করিবেন মাত্র।

দুঃখের কথা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইতঃপূর্ব্বে আমি ৮০ লক্ষবার, কৃমি, কীট, পশু, পক্ষী, বানর, কুম্ভীর, মৎস্য ইত্যাদি জন্মলাভ করিয়া, শেষ চারি লক্ষ মানব জন্মের পাহাড়িয়া, সাঁওতাল ভীল, কোল, নাগা, কুকি, খাসিয়া, গারো প্রভৃতি কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া

নিরীশ্বর ... নৈতিক ভাবে ... পর, ঈশ্বর একটা উদ্দেশ্যের জন্য, যথার্থ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি। অবশ্য অনেকে আমার এই কথা শুনিয়া হাসিবেন। তা' যিনি হাসিবেন, তাঁহার হাসিবার সময় ক্ষমায় নাই, এবং পরের দুঃখে যাঁহার হাসি উপস্থিত হয়, তিনি হাসুন। আমি কিন্তু আমার দুঃখের কথা কয়টী বলিয়া সকলকে বিরক্ত করিতে ছাড়িব না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোথায় কোন্ অকর্ম্মে রত ছিলাম, তাহা ত' স্মরণ নাই। এই জন্মের ভূতপূর্ব্ব ঘটনাগুলির জমা খরচ খতিয়ান করিয়া দেখা যাউক, হিসাব নিকাশে কি দাঁড়ায়।

গর্ভ-যন্ত্রণাটা অতীব অসহনীয়, তাহা এক প্রকার প্রত্যক্ষই দেখা যায়। এই অসহ্য যন্ত্রণায় তাড়িত হইয়া বিপদভঞ্জন মধুসূদন বলিয়া যে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলাম, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উত্থিত হইবার অবকাশ নাই। আমার করুণ ক্রন্দনে দীনবৎসল হরি দর্শন দিয়া, আমার সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া শান্তিদান করিয়াছিলেন, আমিও শান্তি লাভ করিয়া তখন প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিলাম যে, "হে প্রভো! আমাকে এই গর্ভ-কারাগার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত কর, সংসারে যাইয়া কেবল তোমার সেবাই করিব, তোমার সেবা ভিন্ন অন্য কিছু করিব না।

কিন্তু হা হরি! যেই ভূমিষ্ঠ হইলাম, অমনি সেই মুহূর্ত্তে তোমার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলাম। জনক, জননী, স্বজন, সকলের আদরের ছেলে হইয়া, আহার, নিদ্রা, হাসা, খেলায় কাল কাটাইতে লাগিলাম, তখন তো আর কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। কেবল সুখ, সুখের উপর সুখ, সুতরাং তোমার কথা স্মরণ হইবার কোনও হেতুই নাই। এইভাবে কিছুদিন চলিয়া যাওয়ার পর লেখা পড়ায় মন দিতে হইল, তখনও বয়স্যদের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে মাতিয়া বেশ ভুলিয়া রহিয়া ছিলাম। ধরাটা সরা জ্ঞান হইয়া দম্ভের প্রতিমূর্ত্তি বিকাশ পাইতে থাকিল। যেন আমি কত রূপবান্, কত বড় বিদ্বান, কত বড় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ধনবানের গৃহে জন্মিয়াছি, ভবিষ্যতে ধনোপার্জ্জন করিয়া কত বড় মানুষ হইয়া যাইতে পারি ইত্যাদি। তার পরে কিছুকাল যাইতে না যাইতেই সংসার রূপ একটী কারখানায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, ভর্ত্তি হইলাম। সুতরাং কারখানার বাঁধাবাঁধা মূলক আইনে আমাকে ধনোপার্জ্জনে রাখা হইল। কিছুদিন রুচি পরিবর্ত্তনের হিসাবে বেশ একটু আরামই বোধ হইতেছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটু তারাক্রান্ত হওয়ার তাপ আসিতেছিল বলিয়া মনে হইত; কারণ এখন যেন শুধু সুখ নয়, সময় সময় সুখের বিপরীত দিকটাও উঁকি দেয়। এই ভাবে জন্ম আমার ভিতর দিয়া পরমায়ুর দিন কয়টা বেশ একটা একটী করিয়া বিদায় লইতে আরম্ভ করিয়াছে, আমার কিন্তু বোধ নাই। হিসাব খতিয়ান করিলে নিকাশে জমার ঘরে কিছুই পাইনা। মনে করিতেছি, ফাঁকি দিলাম। হায় দুষ্ট মন তুমি, কারে ফাঁকি দাও! এযে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করা। আবার যে, ঐ প্রকার হরি-বিস্মৃত অবস্থায় চৌরাশি লক্ষ বার গর্ভকারাগার-যন্ত্রণা ভোগ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছ তাহা কি একটী বারও হৃদয়ে সাড়া দেয় না? তুমি যাহাকে মনে করিতেছ সুখ, এইটাই যে প্রকৃত দুঃখের ফাঁসি। এই জন্মেই এই ফাঁসি হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত- কারণ এই বর্ত্তমান কালে বৈকুণ্ঠ-দূতগণ বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা লইয়া, অযাচিত ভাবে দ্বারে দ্বারে উপস্থিত। "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই তবু যান পরের ঘর"। বিচারের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই বলিতেছিলাম এইবার একটা জন্মের মত জন্ম মানুষ জন্ম, উপযুক্ত দেশ, কাল, পাত্র লাভ করিয়াও স্বকর্ম্ম ফলভোগ-নিমিত্ত অসৎ সঙ্গে, অসচ্চেষ্টায় রহিলাম। ইহাই দুঃখের কথা।

শ্রীপুরুষোত্তম উৎসব

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার স্নানযাত্রা দিবস হইতে প্রত্যব্দের ন্যায় বিপুল সমারোহের সহিত মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। নগর-সংকীর্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, গৌরবিহিত কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা- গিরিধারীর জয়ধ্বনির সহিত ভক্তগণের মহাপ্রসাদ সম্মানাদি প্রাত্যহিক শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণ পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

নবযৌবন-দর্শন

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পর নবযৌবন দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কয়েক দিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে অনবসর-কাল বলে। আত্ম জাতীয় লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই সময়ে জগন্নাথের অদর্শনে বিরহ-ব্যাকুল হইয়া আলালনাথে অবস্থান করিতেন। সেই আলালনাথে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের অন্যতম শাখা শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ অবস্থিত। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তগণ ঐ অনবসরকালে শ্রীব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ মহোৎসব করিয়া থাকেন। শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, কীর্ত্তনাদি নিয়মিতই হইয়া থাকে। এবারও পূর্ব্ববৎ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্ব সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

কলিকাতা সংস্কৃত য়্যাসোসিয়েশন্ হইতে

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ

গভর্ণমেণ্ট উপাধি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

১। শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী—১নং উল্টাডিঙ্গী জংসন রোড। (অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল কাব্যতীর্থ বি, এ।)

২। শ্রীঅচ্যুতানন্দ ঠাকুর—নবদ্বীপ (নদীয়া) (অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীত্রিপুর নাথ স্মৃতিতীর্থ)

৩। শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর- নবদ্বীপ (নদীয়া) (অধ্যাপক—ঐ)

৪। শ্রীভুবনচন্দ্র কুণ্ডু—নবদ্বীপ (নদীয়া) (অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীঅমর চন্দ্র সাংখ্যতীর্থ)

৫। শ্রীসত্যানন্দ ঠাকুর—নবদ্বীপ (নদীয়া) (অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীত্রিপুর নাথ স্মৃতিতীর্থ)

৬। শ্রীগৌর গোবিন্দ দাস— নবদ্বীপ (নদীয়া) (অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন)

নানা কথা

(স্থানীয়)

কুলিয়ায় 'ভেট-দৌরাত্ম্য'

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থে এখনও প্রত্যহ বহু যাত্রী আসিতেছেন। সকলেরই মুখে আমরা সতত নবদ্বীপের ভেট দৌরাত্ম্য শুনিতে পাই। সজ্জনসাধারণের এরূপ কুপ্রথা নিবারণে বিশেষ তৎপর হওয়া আবশ্যক। 'ভেট' সম্বন্ধে কোন বাধ্যতা-মূলক আইন থাকা উচিত নহে। আর 'ভেট' বলিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহার প্রত্যেক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা ভিন্ন আত্মেন্দ্রিয় তোষণে যাহাতে ব্যয়িত না হয়, তজ্জন্যও সজ্জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু কি ঠাকুরবাড়ীওয়ালাদের বলিয়া দিয়াছেন—গরীব লোকেরা আমার দর্শন পাইবে না? ধনী দরিদ্র সকলেরই ত' ঠাকুরের উপর সমান অধিকার। সহর নবদ্বীপে ত' বুদ্ধিমান লোকও অনেক আছেন, তবে তাঁহারা এরূপ কুপ্রথা নিবারণ কল্পে কেন যত্নবান হইতেছেন না?

(ভারতীয়)

বলপূর্ব্বক টাকা চুরি

গালা- ব্যবসায়ী বসন্তলালের জমাদার চন্দনন্দন রেলিব্রাদার্সের নিকট হইতে সাত হাজার চারিশত ত্রিশ টাকা লইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় জগদম্বা মিশির নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে ঐ টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিতেছিল। সেই সময় একজন কনষ্টেবল চন্দনন্দনের চীৎকারে ঘটনা বুঝিতে পারিয়া জগদম্বা মিশিরকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কলিকাতা প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া চারি মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

আপীলে মুক্তি

ঈশ্বরচন্দ্র জানা নামক চেতলার এক চাউল কলের অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ বাকই নামক ধান্যব্যবসায়ীকে প্রতারিত করিয়া ন্যাশনাল অব ইণ্ডিয়ার উপর একখানি জাল চেক দেওয়ার অভিযোগে আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে অভিযুক্ত হইলে বিচারক আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

আসামী এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আলিপুরের দায়রা জজ শ্রীযুত ডি, পি, ঘোষের এজলাসে আপীল করিয়াছিল। গত ৩০শে মে ইহার বিচার শেষ হইয়াছে বিচারক আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দিয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনায় ভরতপুরের মহারাজ

ভরতপুরের মহারাজা বারেটায় অবস্থান করিতেছেন। এক দিন অপরাহ্ণে বসবাসে প্রত্যাগমন করিবার সময় তাঁহার মোটর যখন পাহাড়ের রাস্তায় নিম্নদিকে অবতরণ করিতেছিল সেই সময় কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইয়া উহা পাহাড়ের নিম্নে পতিত হয় এবং প্রজ্বলিত পেট্রলে ভস্মীভূত হয়। সুখের বিষয় মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গী মোটর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঈদ্ হাঙ্গামার জের

পঞ্জাবে গুরগাঁও জেলায় সফটা নামক গ্রামে বকরঈদ উপলক্ষে গ্রামবাসী হিন্দু জাঠেরা মুসলমানদের সহিত যে হাঙ্গামা উপস্থিত করে, তাহাতে পুলিশের গুলী চালান'র ফলে ১০ জন জাঠের প্রাণবিনাশ ঘটিয়াছে, ১২ জন বল্লভগড় হাসপাতালে, ১২জন পালওয়ালা হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আছে। ১ জন আহত দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে এক জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় পথেই প্রাণত্যাগ হইয়াছে। সফতা গ্রামে ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষার জন্য এখনও ৭ খানি সাঁজোয়া গাড়ী ও বহু সৈন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গুলী বায় পুলিশের গুলী-বর্ষণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত (সফতা) বলেন, সেটাই ১টী ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র। সেখানে ২ শতের অধিক অধিবাসী বাস করে না। জনতা ছত্রভঙ্গের বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিয়া এবং গুলীবর্ষণের পূর্ব্বেও বিশেষ সতর্ক না করিয়াই পুলিশ গুলীবর্ষণ করিয়াছে। পুলিশের লোক কেহই আহত হয় নাই। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় জনতা শান্তই ছিল। গুলীবর্ষণ কালে কোন দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন লোক উপস্থিত ছিলেন না। কেবল মুসলমান তহশীলদার উপস্থিত-ছিলেন। শবব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বেই পুলিশ অনেক শব সমাধিস্থ করিতে বাধ্য করে। দিল্লী হইতে চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত আহত ও আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিদিগের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। উক্ত নরহত্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রকাশ যে, যোধপুরেও ঈদ উপলক্ষে একটী ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ স্থানীয় রীতিনীতি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বাজারের মধ্য দিয়া কোর্ব্বাণীর গরু লইয়া যাইতে থাকে, তাহাতে কয়েক-জন হিন্দু সে গরুটী কাড়িয়া লইয়া সহর কোতোয়ালের হস্তে দেয়। অল্পক্ষণ পরেই প্রায় ২ হাজার মুসলমান সমবেত হইয়া জোর পূর্ব্বক পশুটী ফেরৎ লইতে চায়। পুলিশের আদেশেও জনতা বিক্ষিপ্ত হইতে না চাহিলে দরবার হইতে অশ্বা-রোহী তীরন্দাজ সৈন্য আসিয়া জনতা বিক্ষিপ্ত করে। বর্শাঘাতে কয়েকজন মুসলমান বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছে।

আলীগড় জেলার বারলা নামক গ্রামে ঈদ্ উপলক্ষে বিশেষ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পুলিশের গুলীচালান'র ফলে ১ জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

লিলুয়া ধর্ম্মঘটীদের মধ্যে যাহারা কার্য্যে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য গত শুক্রবার কারখানার দরজা খোলাছিল এবং দরজায় পুলিশ পাহারা মোতায়েন ছিল কোন ধর্ম্মঘটকারীই কার্য্যে যোগদান করে নাই। শ্রীযুত কে, সি, মিত্র তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, খুব সাধারণ যে কয়েকটী দাবী গভর্ণরের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার বিশেষ উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শান্তভাবে অবস্থান করিতে হইবে। কারখানার সম্মুখে সমবেত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অণ্ডালে ধর্ম্মঘট

প্রকাশ যে, গত শুক্রবার অণ্ডালে ৩০০ শ্রমিকের প্রায় ৬০ জন ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

জামসেদ পুরে আবার হরতাল

কারখানা বন্ধের নোটীশ

গত ১লা জুন তারিখে বরদার সিট কল ও অন্যান্য কলের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিক-গণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে সাধারণ জনসভার সিদ্ধান্তানুসারে টাটা-কারখানার ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকগণ সম্পূর্ণ হরতাল পালন করিয়াছে। গাড়ী পর্য্যন্তও কার্য্য করে নাই। ট্যাক্সি চলাচল ও দোকান পাট সব বন্ধ ছিল। টাটা-কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কারখানা বন্ধ রাখিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। জেনারেল ম্যানেজারও নোটিশ দিয়াছেন, মাঝে মাঝে শ্রমিকরা এরূপ কার্য্য বন্ধ করিলে কোম্পানীর উন্নতির কোন আশা নাই, সুতরাং যাহারা ১লা জুন তারিখে কার্য্যে যথাসময়ে ও যথাস্থানে যোগদান করে নাই তাহারা কোম্পানীর কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পুনরায় নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ থাকিবে।

বার্দ্দোলীর অবস্থা

বোম্বাই-সরকার সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এযাবৎ কঠোরনীতি অবলম্বন করিয়াও মাত্র ১ লক্ষ টাকা মাত্র আদায়ে সমর্থ হইয়াছেন। এযাবৎ ১৪০০ একর জমী বাজেয়াপ্ত করিয়া বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাকী কর প্রদান না করিলে আরও ৫ হাজার একর ভূমির অবস্থাও ঐরূপ করা হইবে। যে সকল ভূমি হস্তান্তরিত করা হইবে, তাহার উপর পূর্ব্ব মালিকের আর কোন স্বত্ব থাকিবে না। তবে যাহারা বাকী কর প্রদানে উৎসুক, তাহারা আগামী ১৯শে জুনের মধ্যে তাহাদের বাকী রাজস্ব প্রদান করিলে তাহাদিগকে জরিমানার দায় হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য কালেক্টারের হস্তে ক্ষমতা দিয়াছেন।

বার্দ্দোলী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মিটমাট সম্বন্ধে বোম্বাই সরকার আজও যেরূপ ঔদাসীন্য দেখাইতেছেন, তাহাতে ভারতীয় প্রজাবৃন্দ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সর্ব্বত্রই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। সরকার-পক্ষের জনসাধারণের অসন্তোষকে বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ-প্রদান কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য মনে হয় না। পুলিশ-কর্ম্মচারীদিগের অবি-মৃষ্যকারিতার ফলেই যদি অত্যাচার সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা অবিলম্বে প্রশমিত হওয়া আবশ্যক। প্রজাপীড়ন কখনও রাজধর্ম্ম নহে, ইহা সরকার পক্ষের অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

মিসেজ্ বেসান্টের বিলাত-যাত্রা

গত ৩০শে মে রাত্রে মিসেস বেশান্ত য়ুরোপ গমনের জন্য বোম্বাই রওনা হইয়াছেন। তাঁহার যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকার কর্ম্মচারী বৃন্দ তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মিষ্টার আরাণ্ডেল নিউইণ্ডিয়ার সম্পাদকতা করিবেন।

নারায়ণগঞ্জে ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু

গত ৩১শে মে ডাক্তার সুধীন্দ্র বসু তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও পত্নী সমভি-ব্যাহারে চাঁদপুর মেলে কুমিল্লা হইতে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া পৌছিলে নারায়ণ গঞ্জের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ "বন্দে-মাতরম" ধ্বনিযোগে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। গত কল্যাণতিনি এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাঘ্র-শীকার

গত ২৯শে মে রামগড়ের নিকটবর্ত্তী একটি জঙ্গলে মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুত হেরম্বকিশোর চট্টোপাধ্যায় প্রায় ১০ফুট লম্বা একটী ব্যাঘ্র শীকার করিয়াছেন।

ট্রামওয়ে কোম্পানীর বাস্-শুল্ক

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর ৮৭ খানি বাস আছে। তাঁহারা এতদিন করপোরে-শনকে কর দেন নাই। সম্প্রতি কলিকাতা করপোরেশন ও ট্রামওয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের সহিত করপ্রদান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই সার বি, সি, মিত্রকে সালিশী সাব্যস্ত করেন। মিত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন, চুক্তি অনুসারে কোম্পানীকে কর দিতে হইবে। এই সিদ্ধান্তানুসারে কোম্পানী করপোরেশনকে বাকী কর দিয়াছেন এবং বাৎসরিক হিসাবে কর প্রদান করিতেছেন।

মহীশূরে প্রজা-বাৎসল্য

"মহীশূর রাজ-সরকার কৃষির-উন্নতির জন্য প্রজাদিগকে বিনা সুদে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৩ বৎসর ঐ টাকার কোন রূপ সুদ দিতে হইবে না। ৩ বৎসর অথবা ৫ বৎসরের মেয়াদে টাকা ধার দেওয়া হইবে। কলের পাহায় চাষাবাদ করিতে ৩ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দেওয়া হইবে। মহীশূর রাজের এরূপ প্রজাবাৎসল্য সত্য সত্যই প্রশং-সার্হ। রাজা যদি প্রজাদিগের দুঃখ না দেখেন, তবে আর রাজা নামের সার্থকতা কোথায়? প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদের অতি কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ-শোষণ, অর্থাভাবে প্রজাপীড়ন কখনও রাজধর্ম্ম লইতে পারে না।

নর্ম্মদার নূতন ব্রীজ

জি, আই, পি, রেলপথের ইতরসি এলাহাবাদ শাখায় শাপুরা ও বিক্রমপুর ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যস্থিত নর্ম্মদানদীর পুলটী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ভাঙ্গিয়া যায় উহার স্থলে একটী নূতন পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ৩১শে মে মধ্য রাত্র হইতে ঐ পুলের উপর দিয়া সকল শ্রেণীর গাড়ী চলাচল করিতেছে।

(বৈদেশিক)

জাপানে ধীবর-নিরুদ্দেশ

সাপোরের সংবাদে প্রকাশ, সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠায় হোকেডোর উত্তর পূর্ব্ব সারুবাৎসুর মাছ ধরা জাহাজের বহর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ৪ শতেরও অধিক ধীবরকে পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে বলিয়াই সম্ভব।

ভবিষ্যদ্বাণী

কোন ব্যক্তি 'সোমবার দিবস এক ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া একটী জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সূচনা করিবে' এই ভবিষ্যদ্বাণী বলায় ঐ রাত্রিতে বাকশালেমের লোকেরা দলে দলে গৃহের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরে শয়ন করে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ভীষণ ঝটিকা বৃষ্টি এবং মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভূমিকম্প হয় নাই।

---

১৫৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ

জারো আগানামক তুরস্ক দেশীয় ১৫৫বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এই বয়সেও কন-ষ্টান্টিনোপল মিউনিসিপাল অফিসে-কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি ইনি আমেরিকা যাওয়ার জন্য ২ মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। তিনি জীবনে কোন দিন ধূমপান বা মদ্যপান করেন নাই।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সনাতন ধর্ম্ম

মুক্তি সনাতন ধর্ম্ম নহে

"আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ" অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির নাম মোক্ষ বা মুক্তি। দুঃখ ত্রিবিধ, যথা—(১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক।

(১) আধ্যাত্মিক—আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার, যথা—শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও কফ এই ধাতুত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন রোগাদি দুঃখকে, শারীর দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, বিষাদ, ভয়, বিরহ এবং শোকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে মানস দুঃখ কহে।

(২) আধিভৌতিক—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে।

(৩) আধিদৈবিক—গ্রহাদির আবেশ ও যক্ষ রাক্ষসাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে।

আমাদিগের মধ্যে যে সমস্ত লোক অনিত্য মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহকেই সনাতন আত্মা বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা ভুক্তি অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ অনিত্য দেহসম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং ত্রিতাপদায়ক জানিয়া, মোক্ষই ত্রিতাপনিবারক ও সনাতন বস্তু মনন করত তদুপাসক হন। যদি আমরা স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, এই মোক্ষও ভুক্তির অপর পার্শ্ব মাত্র। অনুকূল বিচারে ভোগ 'ভুক্তি' নামে অভিহিত এবং প্রতিকূল বিচারে সেই ভোগই 'মুক্তি' বলিয়া কথিত হয়। উপরি উক্ত ত্রিবিধ দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ সুখভোগকেই মোক্ষানন্দ বলা হয়।

এবংবিধ মোক্ষোপাসনা জগতে বহু প্রকার দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়, শঙ্করসম্প্রদায় ও যোগিসম্প্রদায় প্রধান।

বৌদ্ধসম্প্রদায়—ইঁহাদিগের ধারণা—ব্যোম অর্থাৎ শূন্যই মূলবস্তু। সেই শূন্য হইতেই মরুৎ, তেজ, অপ্ এবং ক্ষিত প্রভৃতির উৎপত্তি। পাঞ্চভৌতিক আমাদের স্থূল দেহই ত্রিতাপের কারণ। সুতরাং শূন্য ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত শূন্যে লীন করিতে পারিলেই দেহপ্রাপ্তি নিবারণ হইতে পারে এবং ত্রিতাপ হইতে নির্ব্বাণমুক্তি লভ্য হইতে পারে।

শঙ্কর সম্প্রদায়—ইঁহাদিগের ধারণা "একোব্রহ্মঃ দ্বিতীয়ঃ নাস্তি, ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ একব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, ব্রহ্মই সত্য বস্তু, জগৎ মিথ্যা এবং জীবও ব্রহ্মব্যতীত অন্য বস্তু নহে। "বৃংহত্বাৎ ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা বৃহৎ বস্তু অন্য কিছুই নাই। সেই ব্রহ্মের অবিরত চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মে লীন অর্থাৎ ত্রিতাপ হইতে ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সাধারণ লোকে সেই বৃহৎ ব্রহ্মবস্তুর ধ্যান ধারণা করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনা" অর্থাৎ সাধকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে—বাস্তবিক ব্রহ্মের কোন রূপ নাই—ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি জগতে যত প্রকার বিচিত্রতা আছে, তৎসমুদয় বিপরীত—স্যামেসন্ অং নোগেসন ব্রহ্মশব্দে উদ্দিষ্ট। এই সম্প্রদায়, জ্ঞানী সম্প্রদায়, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, মায়াবাদী সম্প্রদায় প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

যোগী সম্প্রদায়—ইঁহাদিগের ধারণা,—জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণই তাহার ত্রিতাপ ভোগের অবসর ঘটে। সুতরাং জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লীন অর্থাৎ সমাধিস্থ করিতে পারিলেই ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। চিত্ত যতক্ষণ চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ সমাধি লাভ সম্ভব নহে। সুতরাং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, রেচক, পূরক কুম্ভকাদি অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য লাভ করিতে যত্ন আবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন জগতে অন্যান্য বহু সম্প্রদায় আছে, যাহারা এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের আংশিক বা মিশ্রণভাব গ্রহণ পূর্ব্বক মোক্ষের উপাসক।

ইঁহাদিগের সকলেই নাস্তিক, কাহারও সত্যাসত্য ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, তবে কাহার কাহারও ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভাণমাত্র আছে। যদি ইঁহাদিগের যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে সকলেরই পৃথকভাবে মোক্ষোপাসনা চেষ্টা দেখা যাইত না, ঈশ্বর ভজন প্রয়াস দৃষ্ট হইত। ঈশভক্তিশূন্য ঐরূপ মোক্ষ অনিত্য বিধায়, তদুপাসনা কোন সচ্ছাস্ত্র অনুমোদন করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

দেবগণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—হে অরবিন্দলোচন, যাহারা বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাহাদের বিশ্বাস বা ভক্তি না থাকায়, তাহাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ। তাহারা অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য মোক্ষরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও, আপনাকে অনাদর করা হেতু অপরাধ নিবন্ধন অধঃপতিত হয়। আপনাকে অনাদর করিলে মোক্ষ কখনই যে স্থির থাকিতে পারে না, তাহা তাহারা বুঝে না। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র দৃষ্ট হয়:—

"যুঞ্জানানামভক্তানাং
প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্
দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥"

অর্থাৎ অভক্তগণ মোক্ষের উদ্দেশ্যে প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু হে রাজন্, তদ্দ্বারা চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহারা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ বিমুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংসার-বাসনাম্", "মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান", "ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত" প্রভৃতি বহু বহু শাস্ত্রবাক্য শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিবিরহিত মোক্ষকে অনিত্য বা অসনাতন বলিয়া বুঝাইয়াছেন।

সুতরাং হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপাতচিত্তরঞ্জক অসনাতন মোক্ষবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করত তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইলে বৃথা কাল ক্ষেপণ হইবে মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের "ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" (অর্থাৎ ভক্তিতে স্থিত হইতে পারিলেই বিশুদ্ধ বা নিত্যমুক্তি সম্ভব) এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যটি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখা কর্ত্তব্য:—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥"

অর্থাৎ পরমেশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহপাশ ও মমতাবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহপাশ ছিন্ন হয়। পাশ জন্য ত্রিতাপ ক্লেশ খর্ব্ব হইলে জন্ম-মৃত্যু রূপ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না। জীব ভগবদ্-অভিধ্যান অর্থাৎ অনুশীলনক্রমে শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সনাতনী মুক্তি লাভ করিয়া পূর্ণকাম হন। ইতি

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

সদ্‌গুরুর কৃপার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীভগবান্ সাধু, শাস্ত্র, গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে কত না কত প্রকারে তাঁহাকেই ভজনা করার কথা উপদেশ করিতেছেন। শুধু মুখে উপদেশ নহে, কার্য্যেও সাধু গুরুরূপে নিজেই নিজেকে ভজন করিয়া জগজ্জীবের সম্মুখে স্বীয় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তথাপি কেন যে জীবের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, তাহা কে বলিবে। যিনি যে ধর্ম্মমতেই থাকুন, 'ভগবান্ একজন আছেন'—একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। একেবারে খাঁটি নাস্তিক প্রকৃতির লোক প্রায় দেখা যায় না। যদিও বা দেখা যায়, তথাপি সেই নাস্তিক্যের মধ্যে আস্তিক্য অন্তর্নিহিত। নাস্তিক যে নিরন্তর 'ভগবান্ নাই' এই কথা প্রচার করিতে ব্যস্ত, আমরা বলি, তাহাই তাঁহার আস্তিক্যের পরিচয় প্রদান করে। ভগবান্ যখন আছেন, ইহা আমরা যেন তেন প্রকারেণ স্বীকার করিতে বাধ্য, তখন সেই ভগবানের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা কি আমাদের জ্ঞাত হওয়া উচিত নহে? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাগবত রামায়ণ,মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রায় প্রতিগৃহেই বিরাজমান। অন্য কোন গ্রন্থে বিশ্বাস না থাকিলেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কথা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু বিশ্বাস করিয়া থাকেন, সেই গীতাতে ভগবান্ জীবকে তাঁহারাই পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনিই যে সেই জীবের একমাত্র প্রভু, তাঁহা হইতে আর কেহ নাই, তাঁহারই ভজন জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য, ইহা একবার দুইবার নহে, বারম্বার—গীতার প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি শ্লোকে বলিয়াছেন। তথাপি আমরা ভগবদ্ভজনে কেন প্রবৃত্ত হইতে চাহি না, প্রবৃত্ত হওয়া ত' বহু দূরের কথা, 'ভগবদ্ভজন' নামটী শুনিলেই মুখ সিটকাইয়া বলি—ও ব্যাপারটা কতকগুলা অকর্ম্মণ্য আলস্যপরায়ণ লোকের জন্য। ইহার কারণ কি? ভগবদ্ভজন একটা বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে, বহু ব্যয়সাপেক্ষও নহে। উহাতে সময়ও বেশী কিছু ব্যয় হয় না, ভগবান্‌কে ডাকিতে গেলে ভগবান্ আমাদের কোন অপকারও করেন না, সর্ব্বক্ষণ আমাদেরই মঙ্গলচেষ্টা করিয়া থাকেন, আমাদের জাতি কুল ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন প্রাকৃত সম্পদের প্রতি তাঁহার কোনও লক্ষ্য নাই, তাঁহার দয়া ঐ সকল তুচ্ছ সম্পদের অপেক্ষা রাখে না, ভগবৎকৃপা—সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ভক্তিতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের কোন অপেক্ষা নাই—মোটকথা ভগবান্‌কে ডাকিবার কোন অসুবিধাই নাই, ভগবান্ তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সে নাম গ্রহণেও কালবিচার নাই, তথাপি কেন যে আমরা ভগবদ্ভক্তিকে জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মনে করি না, তাহার কারণ বড়ই রহস্যময়। এ

কৃত্রিমতার পরিণাম

আমি কৃত্রিমতায় এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, অকৃত্রিমতার মধ্যেও আমার আবৃত কৃত্রিমতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে অকৃত্রিমের ধারণাটী পর্য্যন্তও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। কৃত্রিমতা না দেখাইলে বা না দেখিলে আমার মনে যেন আর শান্তি আসে না। ইহা আমার একটী ভয়ানক দুর্দ্দৈব ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। নিম্নে আমার এই দুর্দ্দৈবের দুই একটী উদাহরণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল।—

(১) আমি ভগবান্‌কে ভালবাসি বলিয়া মনে মনে বড় গর্ব্ব অনুভব করি। কথায় বার্ত্তায় হাবভাব চাল চলনে সর্ব্বপ্রকারে আমি যে ভক্ত, ইহা লোককে দেখাইতে বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটী করি না। অপরে কি জানি যদি জানিতে না পান যে, আমি একজন ভক্ত কিনা, তাই আমার সকল চেষ্টা নিয়োজিত হয়, লোককে আমার ভক্তির দৌড়টি দেখাইতে। লোকের নিকট যত প্রশংসা পাই, ততই আমি আমার অধিকার-বহির্ভূত চেষ্টাকেও অতিক্রম করিয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতে এতটুকুও পশ্চাৎপদ হই না। ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সাধকাবস্থা হইতে একলম্ফে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে যাই। ভক্তবেশ গ্রহণ করিবার প্রারম্ভে যদিও বা আমার হৃদয়ে একটু কিছু অকৃত্রিমতা ছিল, ভক্তবেশ ধারণ করিয়া লোকের নিকট প্রশংসা পাইতে পাইতে এখন আমার চিত্ত হইতে সে অকৃত্রিমতা একেবারেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল কপটতা আমার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া বসিয়াছে। লোকের প্রশংসার অনুযায়ী ভক্তভাব না দেখাইতে পারিলে পাছে লোকের নিকট মন্দ হইয়া যাই, কি আর বেশী প্রতিষ্ঠা না পাই, সেজন্য জোর করিয়া উৎকট বৈরাগ্য বা ভগবৎপ্রীতি দেখাইতে গিয়া ভগবানের অনুগ্রহ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছি। উদাহরণ স্বরূপে বলিতে পারি, যেমন (ক) কেহ হয় ত আমাকে একদিন চোখের অসুখের দরুণই হউক কিম্বা প্রাকৃত জগতের কোন আত্মীয়বিয়োগজন্যই হউক ভগবদ্বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া আমাকে একজন ভক্ত জ্ঞানে আমাকে কোন সময় শুনাইয়া বলিলেন, ‘ওঃ, এতদিন পরে আপনাকে চিনিয়াছি, আপনি একজন মহাভাগবত, ভগবদ্দর্শন কালে আপনার কি সুন্দর সাত্ত্বিকভাব পরিলক্ষিত হয় ইত্যাদি।’ সেই কথা শুনিয়া অবধি আমার মনে প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা জাগিয়া উঠিল, খুব অশ্রুপাত অভ্যাস করিলাম, লোক দেখিলেই কাঁদিয়া ভাসিব। অকৃত্রিমতা যাহা কিছু ছিল, ক্রমে সব নষ্ট হইল, ভগবান্‌কে তুষ্ট করার পরিবর্ত্তে আমি লোককে আপ্যায়িত করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। (খ) আমার গলায় একটু কোমল সুর আছে। সুরটী লোকের কাণে একটু মধুর লাগে। আমার গান শুনিয়া লোকে গানের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভক্তির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। আমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে মাতিয়া উঠিলাম। গান ধরিয়াই শ্রাবকগণের নিকট আরও বাহাদুরী লইবার নিমিত্ত কাঁদিয়া কাটিয়া, লাফ ঝাঁপ দিয়া, অঙ্গ কাঁপাইয়া, গা ঝাঁকি দিয়া—নানাপ্রকারে ভগবানের প্রতি আমার যে কত গম্ভীর প্রেম-চেষ্টা, তাহা দেখাইতে লাগিলাম। লোকে যতই বাহোবা দেয়, ততই আমাকে আর পায় কে? ফলে আমার গানে যাহা কিছু অকৃত্রিম ভাব ছিল, তাহার সব দূর হইয়া গেল, আমি একজন মস্ত বড় ব্যবসাদার গায়ক হইয়া পড়িলাম। “রাজা মহারাজাও আমার গানের বশে, শিষ্যত্বও স্বীকার করে, সুতরাং আমি বড় ভক্ত”—এই অহঙ্কারেই আমি সর্ব্বক্ষণ প্রমত্ত। ভক্তিদেবী আমার নিকট হইতে একেবারেই বিদায় লইলেন। (গ) আমি ভাগবত পাঠ করি। একটু ব্যাকরণ জানা আছে, শ্লোকগুলি বেশ অন্বয় টীকা সহিত বুঝাইয়া দিই, তাহাতে গলায় সুর আছে বলিয়া পাঠটীও লোকের কাছে শ্রুতিমধুর হয়, পাঠের মধ্যে দু’একটী গান গাহি বলিয়া আমার পাঠ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লোকের নিকট যতই প্রশংসা পাইতে আরম্ভ করিলাম, ততই আমার কপাল পুড়িল। আমার সমস্ত চেষ্টা লোকের মনস্তুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইল। আমি ক্রমে একজন বড় রসিক ভক্ত হইয়া পড়িলাম। দশমস্কন্ধ ছাড়া এখন আমার আর অন্য পাঠ নাই। আগে ডাকিয়া শ্রোতা সংগ্রহ করিতে হইত। এখন শ্রোতারাই আমাকে ডাকিয়া পায় না। বহু জায়গায় পাঠ করিতে হয় বলিয়া ঘড়ী ধরিয়া পাঠ করি। তাহাতেও লোকাভাব হয় না। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা না চাহিতেই জুটিয়া গেল। পাঠ, কীর্ত্তন এবং তদুত্থ সাত্ত্বিক ভাবাবলী আমার এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, সময় বুঝিলেই অর্থাৎ কিছু পাওনার সুবিধা দেখিলেই এক একটী করিয়া সমস্ত ভাবই আমার দেহে বিরাজ করিবে। তখন কে না বলিবে, আমি মহাভাগবতের উপরও একটী ভাগবত। এমনি করিয়া আমার মাথা খাইলাম। ভাগবতের কথাগুলিই মুখে নানাভাবভঙ্গী সহকারে আওড়াই বটে, কিন্তু উপলব্ধির একেবারেই অভাব।

মোট কথা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভ আমাকে এখন হিরণ্যকশিপুরও বাবা করিয়া তুলিয়াছে। হিরণ্যকশিপু প্রকাশ্যে বিষ্ণুবিরোধ করিয়াছে। কিন্তু আমি আরও সাংঘাতিক। বাহিরে বিষ্ণুকে স্তোভ বাক্যে ভুলাইয়া বলি, ‘আমি তোমাকে বড় ভালবাসি’, অন্তরে শুদ্ধভক্তিকে অবমাননা—পরিহাস করিয়া ঘোর বিষ্ণুবিরোধই করিয়া থাকি। শুদ্ধভক্তগণ আমাকে নানাপ্রকারে সাবধান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন কথাই বুঝি আর আমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না।

(২) পাঠকবর্গ ভগবানেও আমার ভালবাসার যেমন পরিচয় পাইলেন, ভক্তে আবার তদপেক্ষা অধিক। কেননা ভগবান্‌কে প্রকারান্তরে অগ্রাহ্য করিলেও অন্ততঃ মনে একটুও ভয় থাকে, কিন্তু ভক্তকে ত’ একেবারে গ্রাহ্যই করি না। তবে বাহিরে কেহ বুঝিতে পারিবে না, ভক্তের প্রতি আমার কোন ভালবাসা আছে কিনা। ভক্ত পাছে বুঝিতে না পারেন, আমি তাঁহাকে ভালবাসি কিনা, তাই আমি সর্ব্বক্ষণ ভক্তকে আমার ভালবাসাটী বুঝাইতে ব্যস্ত। দণ্ডবৎটী ভক্তের চোখের আড়ালে করিলে পাছে ভক্ত আমার ভক্তির দৌড় বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, তাই ভক্তকে দেখাইয়া, অন্যমনস্ক থাকিলে তাঁহাকে শুনাইয়া দণ্ডবৎটি করিয়া থাকি। ‘ভক্তকে আমি ভালবাসি’—একথা ভক্তসেবার নাম করিয়া ভক্তের আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে জানাইতে ত্রুটী করি না। ভক্তও আমার উৎকট ভক্তিতে বিরক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা দ্বারাই আমাকে বঞ্চিত করেন। প্রথমে আমার ভক্ত প্রতি স্বাভাবিক যে প্রীতি টুকু ছিল, তাহা অত্যন্ত বাড়াইতে গিয়া একেবারেই অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম করিয়া ফেলিয়াছি। অন্তরে ভক্তের প্রতি আদৌ ভালবাসা নাই, বাহিরে লোকের নিকট বৈষ্ণবতা দেখাইবার জন্য নানা কৃত্রিম হাবভাব দেখাইয়া থাকি। হতভাগ্য আমি বুঝিতে চাহি না ফাঁকি কাহাকে দিতেছি।

যাহা হউক এইরূপ অসংখ্য প্রকারে আমি বাস্তব সত্যের প্রতি আদর হারাইয়া অবাস্তব লইয়াই মত্ত হইয়াছি। যে আমার মন যোগাইয়া কথা বলিতে পারিবে, সেই আমার প্রীতি পাত্র, নতুবা সকলেই আমার শত্রু। শুদ্ধভক্তগণ আমার হিতের জন্য যে কথাই বলুন না কেন, আমি নিজে সন্দিগ্ধ চিত্ত ও কৃত্রিমতানুরক্ত কিনা, তাই তাঁহাদের কোন কথাই আমার প্রীতি ও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে না। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

“কপটতা ছাড়, সরল হও, যাহা তোমার নাই, সেইটী আছে বলিয়া দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না, যাহা আছে, তাহারই সদ্ব্যবহার কর, তোমার অভাব কিছুই থাকিবে না, অনুকরণ করিতে যাইয়া আসল হারাইও না, সত্যের অনুসরণ কর, সত্য তোমাকে ক্রমেই তাঁহার নিকট টানিয়া লইবেন, নতুবা হঠাৎ বড়লোক হইতে গিয়া সত্যের অনুগ্রহ হারাইতে হইবে। সত্যানুসন্ধানের জন্য জগতের সমক্ষে তোমাকে কিছু হীন হইতে হয়, তাহাতে তুমি মনঃক্ষুণ্ণ হইও না। সত্যের শাসন স্বীকার কর। ভক্ত ভগবানের নিজজন। ভক্তের নিকট নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ কর। ভগবান্ অচিরেই তোমাকে কৃপা করিবেন। কৃত্রিমতা ত্যাগ কর, অকৃত্রিম হও।”

জানি না ভক্তের এ হিতউক্তি কবে আমার কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিবার পথ পাইবে।

ব্রজবাসীর কৃত্রিমপন্থা

বৃষভানুপুর বা বর্ষানা হইতে একদল ব্রজবাসী (?) কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহারা সাজিয়া গুজিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বাল্যলীলা হইতে সন্ন্যাসলীলা অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন। তাঁহারা রাসলীলা ব্রজভাষায় এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয় করেন। অভিনয়ের মধ্যে নাচ, গান, বক্তৃতা ও [illegible]ও

অবতারণা আছে। ভবানীপুর ৭৪নং হাজরা রোড হইতে যে সেবকরামবৈত্ত লেন বাহির হইয়াছে, সেই লেনের ১৪ বি নং বাড়ীতে তাঁহারা অবস্থান করিতেছেন।

অনেকেই উক্ত অভিনয়ে বাস্তব সত্য ও ভক্তিরসাশ্রিত ভাব লক্ষ্য করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তাহাতে বিন্দুমাত্রও আনন্দ পাইতেছি না। আমরা মনে করি, কৃত্রিমতার অনুসরণ আদৌ বাস্তব সত্যে পৌঁছাইতে পারে না। লোকে কথায় বলে ধর্মের ভাণও ভাল—কিন্তু আমরা সেটীতে ভাল কিছুই দেখি না। প্রাণহীন আদর্শ কখনও জীবের মঙ্গল বিধান করিতে পারে না। ব্রজবাসিগণ স্তবক কীর্ত্তনীয়া মাত্র না হইয়া বাস্তবসত্যের অনুসরণে ভক্তিরাজ্যের ক্রমপন্থা উল্লঙ্ঘন না করিয়া যদি নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদেরও অপকার হইত, দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীও উপকৃত হইতেন। রাসলীলার অভিনয় করিবার মত অধিকারই বা কাহার হইয়াছে, আর সেই রাসলীলাকথা শ্রবণেরই বা অধিকার কাহার হইয়াছে, ইহা কি একবারও কাহারও চিন্তার বিষয় হইবে না? রাসলীলাটী কি এতই অনাদরের বস্তু যে হাটে ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানেই যাহার তাহার সম্মুখে যে সে সেই লীলার অভিনয় করিবে? সুর তাল লয় মান হাব ভাবই কি বাস্তব সত্যের বিচারক হইবে? আচার-বিহীন প্রচার কখনই শুভ ফল প্রসব করে না। অনধিকার-চর্চ্চা দ্বারা ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের পরিবর্ত্তে ভগবানকে পরিহাস করা হয় মাত্র। ভক্তের প্রাণ কখনই ঐরূপ নর্ত্তন কীর্ত্তনে উল্লসিত হয় না। যাহাতে আদৌ অনুকরণ নাই, যে ভাব স্বতঃ-প্রস্ফুটিত, যে ভাবকে কল্পনা-বলে, সাজিয়া গুজিয়া, প্রাকৃত সুর তাল লয় মানের সহযোগে আনিতে হয় না, যে ভাব লোকের বাহোবা হইতে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না, পরন্তু যাহাতে সাক্ষাৎ চৈতন্য বর্ত্তমান, তাহার বাহ্য সাজ সরঞ্জাম সৌষ্ঠব, সুর তাল লয় মান ঝাঁক জমক কিছুমাত্র না থাকিলেও তাহাই শুদ্ধ ভক্তগণের আদরণীয়। সতীসাধ্বী স্ত্রীর সরলতা-মাখা স্বাভাবিক স্বামীসেবা-প্রবৃত্তি একরূপ, আর অসতী স্ত্রীর নানা কপটতা-পূর্ণ স্বামীসেবা-চেষ্টা একরূপ। বাহ্যে দুইটারই সাম্য আছে বটে, কিন্তু একটীতে কেবল স্বামীর প্রীতি-চেষ্টা, অন্যটীতে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা। উক্ত ব্রজবাসীদের যদি কেবল কৃষ্ণ কার্ষ্ণপ্রীতি মাত্র লক্ষ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কৃত্রিমতা অবলম্বন না করিয়া শুদ্ধভক্তির ক্রম-পন্থা উল্লঙ্ঘন না করিয়া সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ পূর্ব্বক নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অরুদ্র কখনও বিষ পান করিয়া হজম করিতে পারে না, রুদ্রই বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে পারেন। সেইরূপ রসগান শ্রবণ কীর্ত্তন অনধিকারী চর্চ্চার বিষয় নহে, অন্যথায় মহান্ প্রত্যবায়। যে গীত নৃত্য ও বাদ্য বিষ্ণু দেবাদির তুষ্টির জন্য কৃত না হয়, তাহা তৌর্য্যত্রিক ব্যসন মধ্যে পরিগণিত। তাদৃশ ব্যসন হইতে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সত্য সত্য ব্রজবাসী যিনি, তিনি কখনও কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। কেননা ব্রজবাসীর কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রীতি বর্ত্তমান। বৃন্দাবনে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করাকেই যে ব্রজবাস বলে, তাহা নহে। কৃষ্ণপ্রীতিই ব্রজবাসীর ব্রজবাস, সেগ্যতা নতুবা ব্রজে বাস হয় না। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ ব্যক্তি কখনও ব্রজবাসী নহেন। তাঁহাদের কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনের কোন অধিকার নাই। অসত্যে সত্য ভ্রমরূপ বিবর্ত্ত বুদ্ধিবশতঃ অজ্ঞ লোকেরা অনর্থকেই বরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের এরূপ অজ্ঞতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাস্তব সত্যে আদর করিতে শিখুন, ধর্ম্মের ভাণকে আদর করিতে গিয়া প্রকৃত ধর্ম্মকেই অনাদর করিয়া না বসেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার

পল্লীবাসিমাতৃগণের প্রতি

আমাদের প্রাচীনাগণ এমন সব টোটকা ঔষধ জানিতেন, যাহা অনেক সময় মৃত সঞ্জীবনীর ন্যায় কার্য্যকরী হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদেরই অধস্তনভারতললনাগণ আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া তাহাদেরই সেই অমূল্য রত্নের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। সারা দিন রাত্রি নাটক নভেল লইয়া কাটাইবেন—বাটীর নিকটেই যে কালমেঘ, আমরুল প্রভৃতি গাছগুলি রহিয়াছে তাহাদের কি গুণ আছে তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া উহারা বাটীর শ্রীনষ্ট করিতেছে মনে করিয়া সমূলে তাহাদের উৎপাটন করিতেছেন। খোকা-খোকীদের কোন অসুখ হইলে, সামান্য একটু জ্বর হইলে বা আমাশয় হইলে, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার চাই—নতুবা কিছুতেই চলিবে না। কিন্তু পল্লীর আর্থিক অবস্থা দিন দিন যে প্রকার শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় কথায় কথায় ডাক্তার ডাকা আর তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। ডাক্তার ডাকা ত দূরের কথা পল্লীর অনেক লোক দুইবেলা আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাই পল্লীবাসিনী মাতৃগণের নিকট সানুনয় নিবেদন—তাঁহারা যদি পল্লীর সত্য সত্যই মঙ্গল চান তাহা হইলে তাঁহারা যেন ভগবদ্দাস্যে পল্লীর হিতকর অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় কতক-গুলি ভৈষজ দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়া স্ব, স্ব এবং অপরের মঙ্গল বিধান করিতে যত্নশীলা হন। তাঁহাদিগকে আমরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে কতকগুলি সাধারণ রোগের অব্যর্থ মুষ্টিযোগের বিবরণ প্রদান করিতেছি—

ক্ষত—

১। কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে রেড়ীর তৈল অথবা পেট্রল লাগাইবে। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম করিবে।

সমভাগ চূণের জল এবং তিসির তৈল অথবা বাদাম তৈল উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পোড়া ঘায়েতে লাগাইলে উহা অতি শীঘ্র ভাল হয়।

২। যজ্ঞডুমুর এবং সজিনার আঠার প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়।

৩। নিম পাতা ধৌত করিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে। তৎপর উহা গব্য ঘৃতে মিশাইয়া কিছুক্ষণ ভাজিবে। এই মলম সর্ব্ব প্রকার ক্ষতেরই বিশেষ উপকারী।

৪। গন্ধক উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। তৎপর উহা ৭।৮ ঘণ্টা প্রখর রৌদ্রে রাখিবে। এই মলম লাগাইলে খোস পাঁচড়া ২।৩ দিনে ভাল হয়।

৫। সোন্দাল ও শ্বেত করবীর পাতা ঘোল সহ বাটিয়া উত্তমরূপে গায়ে মাখিবে, অর্দ্ধঘণ্টা পর উহা ধুইয়া ফেলিবে। ইহাতে ঘামাচী ও খোস-পাঁচড়া নষ্ট হয়।

৬। মাখন, মুর্দ্দাশঙ্খ ও তুঁতে একত্র মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া দিলে সর্ব্ব প্রকার ক্ষতরোগ ভাল হয়।

৭। নারিকেল তৈল ও মোম সমভাগে মিশাইয়া জ্বাল দিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার ঘায়ের বিশেষ উপকারী

৮। বন পুই পাতা সেঁকাইয়া নালী ঘায় উপরে দিবে। তাহার উপরে পান দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে নালী ঘা ৩।৪ দিনে আরাম হইবে।

৯। মান কচুর শিকড় উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নালীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বান্ধিয়া রাখিলে ক্রমশঃ নালী ভরিতে থাকে এবং শিকড় উপর দিকে বাহির হইতে থাকে। সমস্ত নালী ভরিয়া গেলে সমস্ত শিকড় বাহির হইয়া যাইবে।

১০। নূতন বাঁশের শিকড় ছেঁচিয়া নালীর উপর দিয়া চাপিয়া বাঁধিলে নালী ঘা ভাল হয়।

১১। আকনাদীর লতা, কেছুয়ার মূল ও আদা একত্র ছেঁচিয়া নালী ঘায় উপর দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উহা ৩।৪ দিনে ভাল হয়।

১২। গাবের মূল ছেঁচিয়া নালীর উপর চাপিয়া বাঁধিলে নালী ভাল হয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

সহর নবদ্বীপের কীর্ত্তিকলাপ

সহর নবদ্বীপ জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন-গত দশহরার ৩দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর রাধারাণী দাসী নাম্নী জনৈকা ১৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা মেয়েকে তাহার সৎমা সহর নবদ্বীপের হিন্দু অবলা আশ্রমের প্রোপ্রাইটারের নিকট বিক্রয় করিয়া যায়। গত ৩রা জুন তারিখে উক্ত বিধবা মেয়েটীকে আসামী মঙ্গল সিং ও আর কয়েকজন লাহোর লইয়া যাইবার সময় নবদ্বীপ রেলষ্টেসনে রেলওয়ে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। উক্ত মেয়েটী আশ্রমে থাকা কালে মঙ্গল সিং তাহার রিরংসা চরিতার্থ করিয়াছে,—মর্ম্মে কাটোয়া রেলওয়ে পুলিশ সাবইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত তফজ্জল আহাম্মদ খাঁ সাহেবের নিকট অভিযোগ করে। উক্ত ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার দশহরা উপলক্ষে হেতমপুরের মহারাজার নবদ্বীপস্থ ধর্ম্মশালায় আন্দাজ রাত্র ৩॥ ঘটিকার সময় একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ঐ তারিখে তথায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ভদ্রলোক জষ্টিস্ অফ দি পিস্ মহাশয় কয়েকজন বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে স্নানোপলক্ষে আসিয়া উক্ত ধর্ম্মশালায় বাসা লইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই,—সেই দিবস রাত্রি যখন ৩॥ ঘটিকা, তখন একটী স্ত্রীলোক "আমার টাকার প্রেক্সে কে খুলিয়া লইতেছে, ও বৈরাগী দেখত" বলিয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠে। চীৎকারের পূর্ব্বেই স্ত্রীলোকটী হস্ত এত জোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, লোকটী হাত ছিনাইবার পলাইতে পারে নাই। তখন বৈরাগী আসিয়া লোকটীকে ধরে ও লোকজন ডাকাডাকি করে, তৎফলে উক্ত ধর্ম্মশালার ম্যানেজার মহাশয় ও অন্যান্য ঘরের যাত্রিগণ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। ম্যানেজার মহাশয় জষ্টিস্ অফ্ দি পিস্ মহাশয়কে ডাকিলে তিনিও

তথায় আসেন এবং উপস্থিত সকলের অনুরোধ ক্রমে একটী রিপোর্টসহ লোক-টীকে থানার দারোগার নিকট থানায় পাঠাইয়া দেন। ধৃত লোকটীর নাম—তারাপদ নন্দন, সহরনবদ্বীপেরই বিধুনন্দনের পুত্র। বিধুর ধন সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। তথাপি তাহার নন্দনের ধর্মশালায় ম্যানেজারের বিনানুমতিতে প্রবেশ অর্থলোভ ব্যতীত অন্য কোন অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকবে। থানার সুযোগ্য দারোগা বাবু নন্দনকে বিচারার্থ কৃষ্ণনগর কোর্টে চালান দিয়াছেন। মোকদ্দমা ৩১শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মুলতুবি রহিয়াছে। ঐ তারিখে শুনানী হইবে। আমরা সুবিচারের আশায় রহিলাম।

(ভারতীয়)

ধুম নিবারণ

গত ১৯০৬ সন হইতে কলিকাতায় কল কারখানার ধুম কমান'র উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অনেক মাথা ঘামিতেছে। ঘামিবারই কথা বটে। কলের ধাম ফুসফুসের ক্রিয়া খারাপ হইয়া অনেক লোকের অকালমৃত্যু ঘটে। গবেষণাকারিগণ নাকি অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছেন, দেখাযা'ক, বিজ্ঞানের দৌড় কত দূর গিয়া দাঁড়ায়।

দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী

এখনও দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর তাণ্ডব নৃত্যে বঙ্গভূমি টলমল। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর, মালদহ, খুলনা প্রভৃতি জেলা রাক্ষসীর করালকবলে পতিত। রাক্ষসীর বুভুক্ষা আর কত দিনে মিটিবে, তাহা কে জানে? রাক্ষসীর ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহা আর কতটুকু। সারাটী বঙ্গের কোনস্থানের কিরূপ অবস্থা, তাহা কি আর সব জানা যাইতেছে? কোথায় 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' বাংলা, আর কোথায় বাঙ্গলাতে আজ অন্ন বস্ত্রাভাবে হাহাকার। গভর্ণর আর কয়টী স্থানের কয়টী লোকের অভাব মোচন করিতে গেলেন। কার্য্যগণই বা আর কয়টী লোকের দুঃখ নিবারণ করিতেছেন। তাই বলি বঙ্গবাসি, এখনও বিপত্তারণ শ্রীমধুসূদনের শরণ গ্রহণ কর। তিনি ভিন্ন তোমাদের দুঃখ নিরাকর্ত্তা আর কেহ হইতে পারেন না।

সিরাজ গঞ্জে গবর্ণর বাহাদুর

সরকারী সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলার গবর্ণর সার ষ্টেনলী জ্যাকসন্ আগামী ১৫ই জুলাই রাত্রিতে সিরাজগঞ্জে পৌছিবেন।

নারায়ণগঞ্জ শোভাযাত্রা মামলার রায়

গত ১লা জুন নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বি, এম, মিত্র নারায়ণ গঞ্জ শোভাযাত্রা মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে দশ টাকা করিয়া অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে তাঁহাদিগকে তিন দিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

লাহোরে মহিলা মহাবিদ্যালয়

গত ১লা জুন অপরাহ্ণে মহিলাগণের জন্য স্থাপিত মহিলা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন কার্য্য শেষ হইয়াছে। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঐ উৎসবে যোগদান করেন। লালা হরকিষণ মহাশয় ঐ উৎসব সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা মহাত্মা হংসরাজ মহিলা মহাবিদ্যালয়ে উপযোগিতা বিবৃত করিয়া মহিলাগণের অজ্ঞভাব বিষয় উল্লেখ করেন।

পঞ্জাবের প্রথম উপাধিপ্রাপ্ত মহিলা শ্রীমতী প্রভাবতী অবৈতনিক ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করিতে সম্মতা হইয়াছেন। তিনি সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মানহানি মামলার আপোষে নিষ্পত্তি

অবসর প্রাপ্ত পুলিস দারগা শ্রীযুক্ত কালীমোহন মুখোপাধ্যায় জৈনৈক সব-ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে পাইকপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ র চরিত্রের বিরুদ্ধে মানিকর উক্তি করিবার অভিযোগে মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, বসু আই, সি, এস এর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঐ মামলা ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এন, সি, বসুর এজলাসে স্থানান্তরিত হয়। গত ১লাজুন ঐ মামলার শুনানী দিন ধার্য্য থাকায় উক্ত সাব ডিপুটি কালেক্টার নেত্রকোণা হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। আসামী উক্ত প্রধান শিক্ষকের নিকটে সরল হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ঐ মামলায় তিনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও প্রদান করেন। মামলাটির আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।—দৈঃ বসুমতী।

অণ্ডালের ধর্ম্মঘটকারীদের অবস্থা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেন্টের ইস্তাহারে প্রকাশ, উক্ত কোম্পানীর অণ্ডালের গাড়ী মেরামত কারখানা খোলা হইলে প্রায় এক শত ধর্ম্মঘটকারী মজুর কার্য্যে যোগদান করিয়াছে; যাহারা কাজে যোগ দেয় নাই, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে এবং এই কর্ম্মচ্যুত মজুরদের মধ্যে যাহারা এখনও উক্ত রেল কোম্পানী প্রদত্ত বাসায় আছে, তাহারা অবিলম্বে বাসাত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

নৌকা-ডুবি

মাঝি মাল্লার নিরুদ্দেশ

প্রকাশ গত বৃহস্পতিবার একটী বালিবোঝাই নৌকা কিং জর্জ্জ ডকের অভিমুখে যাইতেছিল। উহা মেটিয়া বুরুজ পন্টুনের নিকটে একটী ষ্টীমারের ঢেউয়ে জলমগ্ন হইয়াছে। কয়েকজন মাঝি মাল্লার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

লিলুয়া শ্রমিকের কারাদণ্ড

লিলুয়া কারখানায় ৬জন শ্রমিক গত ১লা মে তারিখে হাওড়া ফাঁসিতলার নিকটবর্ত্তী সরকারী রাস্তার উপর দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করা ও জনসাধারণ, অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ কর্ম্মচারীর উপর ইট পাটকেল ছুড়িবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। হাওড়ার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, বি, দাস গুপ্তের এজলাসে বিচার আরম্ভ হয়। ৮জন সাক্ষীর মধ্যে হাওড়ার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, ডগলাস সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। গত ২রা জুন মামলার বিচার শেষ হইয়াছে, ৬জনের ১৪দিনের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হইয়াছে।

চা বাগানের কুলির দুরবস্থা

৩২জন কুলী ৩জন স্ত্রীলোক ও তিনটী শিশুসহ গাভরো চাবাগান হইতে নয় ক্রোশ রাস্তা হাটিয়া জোর হাটে পৌছিয়া তথাকার ডিপুটী কমিশনারের নিকট এই মর্ম্মে এক অভিযোগ করিয়াছে যে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়—একবৎসর, এক মাস কাল অতীত হইলে তাহারা ম্যানেজারকে তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে বলেন, তদুত্তরে ম্যানেজার বাবু নাকি তাহাদিগকে তাহাদের বাটী বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জেলায় হাঁটিয়া যাইতে বলিয়াছেন। ডিপুটী কমিশনার ম্যানেজারকে কুলীদের এই বিষয়টী জানাইয়াছেন। তাহারা এখন কপর্দ্দকশূন্য এবং বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। ট্রেডইউনিয়নের কংগ্রেসের মিঃ সাহু তাহাদের সুব্যবস্থার জন্য যত্ন করিতেছেন।

(বৈদেশিক)

চীন-সেনাপতি

চ্যাং সো-লীন

পিকিং এর ১লা জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ চীন গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগ হইতে সেনাপতি চ্যাং সো-লীনকে পিকিং য়ে শান্তি রক্ষার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছে। সেনাপতি মহাশয় ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সি হো-চোনকে পিকিং য়ে শান্তি-রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। চ্যাং সো-লীনের পিকিং পরিত্যাগের জন্য স্পেশাল ট্রেণ প্রস্তুত, তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে যাত্রা করিতে পারেন।

পিকিং য়ে শান্তি-রক্ষার নিমিত্ত একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে।

চিরবসন্ত সংরক্ষণ যন্ত্র

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার সুবিধার জন্য শীত গ্রীষ্মে নিবারণের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। সভাগৃহে এক প্রকার যন্ত্র স্থাপিত হইবে, যাহার ফলে ঐ গৃহে অত্যধিক শীতল বা উত্তপ্ত হইতে পারিবে না।

বিমানপোতে ইংরাজ মহিলার ভারতাগমন

ডচেস্ অব্ বেডফোর্ড নাম্নী জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা বিমানপোতে ভারতে আসিবার জন্য আগামী ৭ই জুন তারিখে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন। রাজকীয় বিমানপোত বিভাগের কর্ণেল বার্ণার্ড এবং একজন পাইলট তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। আগামী ১১ইজুন তারিখে তাঁহারা ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত মহিলাটীর বয়স বর্ত্তমানে ৬৩বৎসর। তিনি ১৮৮২ সালে একবার ভারতে আসিয়া ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন।

তৈল খনি

প্রকাশ যে, এ্যাংলোপার্শিয়ান অয়েল কোম্পানীর অধীনস্থ খানাকিন অয়েল-কোম্পানী নাফ্‌ৎখানা ক্ষেত্রের ইরাক বৃত্তখণ্ডে আর দুইটী তৈলখনি খরিদ করিয়াছেন। উহার ১টীতৈলকূপ হইতে প্রতিদিন ১লক্ষ ৪০হাজার গ্যালন এবং আর একটী হইতে ৩ লক্ষ গ্যালন তৈল উৎপাদিত হইতেছে। তৈলখনিগুলির একরূপ ইংরাজের অধিকারেই আসিয়া পড়িল।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫

সম্প্রদায়-প্রণালী

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা 'সম্প্রদায়' শব্দ শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, সম্প্রদায়-বিভাগ দ্বারা মতভেদ ও মতভেদদ্বারা ধর্ম্ম-বিবাদ সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা মনে করে যে, সমাজের মধ্যে তাহারাই পণ্ডিত আর সকলেই নির্ব্বোধ। বস্তুতঃ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিশীল, চিন্তাশীল ও পণ্ডিত লোক সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অসম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে সম্প্রদায়গত কোন কোন সঙ্কীর্ণ মতও মানিতে হয় এবং কখন কখন স্বাধীনতার অভাবে কুফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়-প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশগুণ তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত আছে যাহা নির্দ্দোষ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয়? সুখ ও পুণ্যের সহিত যে সংসার করা যায়, তাহা কি নির্দ্দোষ? জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মসংসারে অবস্থান ব্যতীত আর উপায় কি? পরমার্থ আলোচনা করিবার সদুপায় কি, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে সম্ভব, ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সংসারে অবস্থিত হইয়া আমরা জীবনযাত্রা সদুপায়ে নির্ব্বাহ করিতে করিতে একাগ্র মনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিব এরূপ সংকল্প করিয়া যাঁহারা দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে একটী সম্প্রদায় স্থির করেন। সম্প্রদায়ও জীবের স্বভাবাসিদ্ধ ধর্ম্ম। সরল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করত তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন। অসরল অদূরদর্শী বিতর্ক-প্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপতঃ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করিতেছেন।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সহিত যে পর্য্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূমিতে ধর্ম্ম তদ্দেশোপযোগী আকৃতি সহকারে বিচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করত সেই ধর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায় প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় সংকীর্ণ বুদ্ধি কয়েকজন লোক তাঁহাদের অনুগত হইয়া সম্প্রদায় নিন্দা পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ ও পুস্তিকা পাঠ করিয়া অল্প বয়স হইতেই অনেকের মনে একটী এমত কুসংস্কার হয় যে, তাঁহারা সম্প্রদায় শব্দটী শুনিয়া মাত্র জ্বলিয়া উঠেন। নিজের কুসংস্কারের মূল কখনই অনুসন্ধান করেন না। যাঁহারা এরূপ সম্প্রদায় বিরোধী তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অনুরোধ করি যে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

আমরা এ বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যদি কেহ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বিশুদ্ধ ভজন-সম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধু-পদাশ্রয়, সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা এবং ক্রম বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন জীবনান্ত তর্ক বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায় প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার সংস্কার করাই বিধেয়; কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজার প্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাপুরুষদিগের প্রযত্নে যদি সম্প্রদায়' দূরীভূত হয়, তাহা

পাণ্ডিত্যের লড়াই ও তাহার মীমাংসা

গত ৮ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনী সভায় সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় সুললিত ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বর্ত্তমান কালোচিত আলোচ্য-বিষয়ক সারগর্ভ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বাক্যগুলি প্রত্যেকের অনুধাবনের বিষয় হইলেও দুই একজন নামধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাৎসর্য্য বশতঃ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে যে প্রয়াস করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযুক্তিমূলক ও হাস্যাস্পদ।

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

নিবৃত্তমার্গই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু মায়া-বদ্ধ জীব মাত্রেই নিসর্গ বশতঃ প্রবৃত্তি-মার্গে রুচিবিশিষ্ট সুতরাং তাহাদের মদ্যপান, পশু হিংসা, স্ত্রীসঙ্গলিপ্সা স্বভাবতঃই প্রবল। বেদ ঐ সকল বিষয়-ভোগলিপ্সু জনগণের প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশে 'মধুপর্কে পশোর্বধঃ' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে পশুবধ, সুরাগ্রহণ এবং বিবাহাদি দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ, সুরাপান প্রভৃতি বেদের প্রেরণা নহে—অর্থাৎ আমাদের ঐ সকল দুষ্প্রবৃত্তি মোটেই ছিলনা, বেদের আদেশে আমাদিগকে ঐসকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, এরূপ নহে। অতএব অধিকারানুসারে বৈদিক বিধি মানিয়া চলিলে, ভোগপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, পাঠকবর্গ একবার সমাহিত চিত্তে বিচার করুন। তাঁহারা পরকে বিধি দিবার কালে অথবা কাহারও প্রতিবাদ করিবার সময় নিজ নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করেন, অথচ আচরণ দেখিতে গেলে ঠিক তাহার বিপরীত বলিয়া মনে হয়। এই জন্য পাশ্চাত্য দেশবাসিগণও "সয়তানও শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করিয়া থাকেন" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা কলির নামধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে উপহাস করিয়া থাকেন। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পরস্ত্রী-সঙ্গ ত', দূরের কথা বৈধস্ত্রীতে আসক্তচিত্ত বহুব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া যদি কোন সিদ্ধান্ত বা প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে তাহা অশ্রাব্য এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ।

সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন "পরিবর্ত্তনের যুগে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না—অর্থাৎ বিহিতাকরণে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহা করিতে হইবে না, নিষিদ্ধাচরণে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহা করিতে হইবে না, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে কোন বাধা নাই"। প্রতিবাদী পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহোদয়ের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-বিধান শাস্ত্রবিহিত স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয় যে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না বা প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই, এরূপ নহে। তাঁহার উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত এই ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত-বিধান শাস্ত্রে থাকিলেও কলিকালে কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত কুঞ্জর শৌচবৎ নিরর্থক। সভাপতি মহোদয়ের বাক্যটী যথাযথ শ্রবণ করিলে ব্যক্তি মাত্রেই এর তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইবে। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সভাপতি মহোদয়ের বাক্যটী যথাযথ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "পূর্ব্ব-কথিত রীতি অনুসারে সকলেই অন্ত্যাজ্যায় এবং অতক্যাতক্ক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তাহাই যদি হইল, হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমাচার্য্যগণ সম্প্রদায় স্থির করেন। একথা নিতান্ত অনাদরণীয়। স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি ও অর্থ প্রাপ্তির জন্য কি পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-মূল পত্তন করিয়াছিলেন? যাঁহারা নির্জ্জন কুটীরে ফলমূল সেবন করিয়া জীবের মঙ্গল বিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র সিদ্ধান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থ কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই যশাকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে ছিলনা এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব পাশ্চাত্য-দেশীয় সংকীর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের কথায় আমরা সম্প্রদায় প্রণালীকে অনাদর করিতে পারি না। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য ইহারা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের বাগাড়ম্বরে তত পাণ্ডিত্য নাই। ভারতক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প; কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ স্বভাবতঃ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী। যখন তাহারা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন পূর্ব্বপ্রাপ্ত কুসংস্কার তাহাদিগকে, আর ছাড়িতে চাহে না। এবার সম্প্রদায় প্রণালী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত

তবেত প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক হইয়া পড়িল, তাহার উপর প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরও আবার পাপ করিবার প্রবৃত্তি হইবে। কারণ এযুগে তাহার উপবাস অসম্ভব, ফলে দাঁড়াইয়াছে, যাহারা মিলিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিবে, সেরূপ যোগ্য লোক না থাকায় প্রায়শ্চিত্তাদির জন্য পরিষদ বা ব্যবস্থাপিকা সভাই থাকিতে পারিবে না"।

"যুগে যুগে চ যেধর্ম্মাস্তেষু চ যে দ্বিজাঃ
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহিতে স্মৃতা"।

এই পরাশর স্মৃতির শ্লোকটির ব্যাখ্যা যাহা সভাপতি মহাশয় মাধবাচার্য্যের ব্যাখ্যা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্যে প্রতিবাদি পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। বস্তুতঃ অনুবাদে তাহার তাৎপর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিবার অগ্রেই ভাল করিয়া অর্থটীর অনুসন্ধান করিতে হয়। শ্লোকটীর অর্থ যথা—সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন—এই চারি প্রকার যুগধর্ম্ম শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ যদি শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুগধর্ম্ম পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাদের কখনই নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। তাৎপর্য্য এই যে কলিযুগে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম যথাযথ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কালে যুগধর্ম্মবৃত্তিগত অপরিহার্য্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম স্বভাবতঃই জীবকে আশ্রয় করিলেও যুগধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ নিন্দনীয় হন না। কিন্তু যাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপাচারী হন, তাঁহারা অবশ্য নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

সভাপতি মহাশয় শুদ্ধি-বিষয়ক আলোচনা করিতে গিয়া যে সকল শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব-শাস্ত্র-সম্মত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, কেবল কতিপয় স্মার্ত্ত-নামধারী পণ্ডিত ব্যতীত সকলেই এক বাক্যে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। তবে একথাও পরম সত্য যে, ঐ সকল শাস্ত্রীয় বচন অবলম্বন করিয়া এবং উহার যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া শুদ্ধি-সমাজ বা আর্য্য-সমাজে যে যথেচ্ছাচার চলিতেছে, তাহার পক্ষপাতী হওয়া কাহারও উচিত নহে, কারণ উহা শাস্ত্রের ব্যভিচার মাত্র। যাহা হউক, সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে, তবে যে স্মার্ত্ত-সমাজ ব্রাহ্মণোচিত গুণে গুণসম্পন্ন না হইয়াও কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্রে গর্ব্বিত হইয়া এতকাল ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই নিন্দনীয় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণ হইবেন, একথা কোন বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস কোন শাস্ত্রেই নাই, প্রয়োজন হইলে একথা ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে পারি। স্মার্ত্ত পণ্ডিত মহোদয়গণ শৌক্র ব্রাহ্মণতা-স্থাপন-কল্পে কোন শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিতে না পারিয়া যে সকল স্বকপোল কল্পিত যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বাস্তবিকই নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও উপেক্ষার যোগ্য। আমরা কেনও স্মার্ত্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির দুই একটী যুক্তি নিম্নে প্রদান করিতেছি।

"কারণ শ্রীচৈতন্যদেব হয় সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, না হয় পরমভক্ত ভক্তরূপমত্ত। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ে তিনি প্রথমোক্তভাবে এবং অন্য সম্প্রদায়ে দ্বিতীয় ভাবে স্বীকৃত। প্রথমোক্তভাবে স্বীকার করিলে ভাগবতের সিদ্ধান্ত,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।

ঈশ্বরের কার্য্যে ধর্ম্মব্যতিরেক দৃষ্ট হইলেও অপরের পক্ষে তাহা মনে মনেও আচরণীয় নহে, শিব সমুদ্র-মন্থন-সম্ভূত হলাহল পান করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত আচারের অনুকরণে মোহবশতঃ অন্যে যদি হলাহল পান করে তবে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীচৈতন্যের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণ সাধারণের কার্য্যের আদর্শ হইতে পারে না।"

পণ্ডিত মহাশয়ের যুক্তি পড়িলা—ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধি নাশ—প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যগুলি পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপথে উদিত হয়। আমরা তাহাদিগকে পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৩৫ শ্লোক অর্থাৎ যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং এই শ্লোকের শ্রীধর-স্বামীর টীকা অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। পাঠকগণের অবগতির জন্য স্বামিপাদের টীকা নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতি মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি যদযদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতি নিমিত্তে নেত্যর্থঃ।"

—শমদম প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মধ্যেও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তত্তৎ বর্ণে নিরূপিত না করিয়া ব্রাহ্মণ রূপে নির্দ্দেশ করাই শাস্ত্রীয় আদেশ। জাতিত্ব কখনই ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় হইতে পারে না। এই বাক্যের প্রতিপোষক প্রমাণ বাক্য অন্যান্য শাস্ত্রে বহু আছে। মহাভারত বলেন—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি, ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রো হ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ।

—হে দেবি, এই সকল কর্ম্মফলের দ্বারা নিম্নকুলে উদ্ভূত শূদ্রও আগম-সম্পন্ন এবং দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইলে বিপ্র বলিয়া পরিগণিত হন। এতদ্ব্যতীত অন্যত্র কথিত হইয়াছে—ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কথা আছে যাহা আমরা স্থানাভাব বশতঃ উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

আবার অন্য এক স্মার্ত্ত পণ্ডিত—যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ, এই ভাগবতীয় শ্লোকটীর উদ্ধার করিয়া ঐ শ্লোকের প্রতিকূলে বলিয়াছেন, সদসদ্ যোনিতে জন্ম প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল। ভোগব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হয় না। সুতরাং পাপপুণ্য কিছুর ফলেই জাতি উল্টাইতে পারে না, উল্টাইতে পারে পরকালে। আমরা এই বাক্যের প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী বৈষ্ণব সন্নিধানে ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন কিনা এবং প্রারব্ধ পাপ ক্ষণমাত্রেই সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে উহার কোন সংবাদ রাখেন কিনা জানিতে চাই।

আস্বাদনের উৎকর্ষ

মানুষ কোন একটী বস্তু আস্বাদন করিবার পূর্ব্বে সেই বস্তুর প্রশংসা শুনিয়াও তাহাতে সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে চাহে না। বস্তুর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কথা শ্রবণমাত্রে বস্তু লাভার্থ একটী লালসার উদয় হয় বটে, কিন্তু সে লালসা তাৎকালিকী হইয়া যায়, কেন না যে বস্তুর আস্বাদনে মানব বর্ত্তমানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে আস্বাদনের মোহ তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, ভাবী আস্বাদনের মাহাত্ম্যে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আনিয়া দেয়। মানুষ মনে করে, "বর্ত্তমান ছাড়িয়া দিব বটে, কিন্তু ভাবী আস্বাদনের যে মাধুর্য্য আছে, তাহারই বা এমন নিশ্চয়তা কি? শেষে কি একূল ওকূল দুকূল হারাইব? না, যেমন আছি তেমনিই থাকা ভাল।" আবার পরমুহূর্ত্তে মনে করে, "তাই ত' আস্বাদন করিয়াই দেখি না কেন?" এইরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় মানুষের যদি ভাগ্যক্রমে যথার্থ বস্তু-বিজ্ঞানবিৎ সাধুসঙ্গ-স্পৃহা হৃদয়ে উদিত হইয়া পড়ে, সত্যসত্যই যদি সে আস্বাদনীয় বস্তুতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন সর্ব্বজীবান্তর্যামী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে তাহার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া বস্তু শ্রীভগবান ও বস্তুর অপাশ্রিতা মায়াকে দর্শন করাইয়া এবং বস্তু ও অবস্তু বা মায়ার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া বস্তু বিষয়ে যথার্থ বিজ্ঞান প্রদান করেন। গুরুদেবের সেই বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান-প্রদান-প্রণালী বড়ই অদ্ভুত। শিশু কিছুতেই দুগ্ধ পান করিতে না চাহিলেও মাতা যেমন তাহাকে তাহার পুষ্টিবৃদ্ধির জন্য জোর করিয়াই সেই দুগ্ধ পান করাইয়া সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় দেন, শ্রীসনাতন পুরুষ শ্রীগুরুদেবেরও সেইরূপ দয়া।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনস্তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

মানুষ যখন শ্রীভগবানের মধুর ভক্তিরস কিছুতেই আস্বাদন করিতে চাহিবে না, বস্তুতত্ত্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ থাকিবে বলিয়াই যখন জেদ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন কৃপার বারিধি পরদুঃখদুঃখী প্রভু সনাতন —জীবের পরমারাধ্য গুরুদেব জোর করিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য-যুক্ত সেই ভক্তিরস পান করাইয়া দেন।

ইহাই গুরুদেবের আমন্দোদয় দয়া। জীব তাহার কিসে মঙ্গল হইবে, সে বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন নিজ মঙ্গল না চাহিলেও গুরুদেব তাহার মঙ্গল বিধান করিবেন, অজ্ঞ জীবের কোন প্রকার ওজর আপত্তিতে কর্ণপাত করিয়া তিনি জীবহিত সাধনে আদৌ বিরত হইবেন না। জীব কৃষ্ণেতরবিষয় ত্যাগ করিতে না চাহিলেও অভিন্ন বলদেব শ্রীগুরুদেব বলপ্রকাশ করিয়া জীবকে সে ইতর বিষয়-সঙ্গ হইতে মুক্তিদান করিবেন। ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবের জীবপ্রতি ইহাই দয়া, আর জীবেরও ইহাই সৌভাগ্য। জীব মায়িক বস্তুর বাহ্য চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইতে চাহিবে, ভগবান্ ও গুরুদেব, তাহা হইতে দিবেন না, মায়িক বস্তুগুলি একে একে সব তাহার সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইবেন। জীব কাঁদিয়া কাটিয়া ছট্‌ফট্ করিবে—তাহাতেও গুরুদেব অনুগ্রহ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইবেন না। জীব যে দিন শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবের এই জীবোদ্ধারণ লীলা—অহৈতুকী কৃপা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, সেই দিনই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। জীব গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে। যে অবস্থ গুরু জীবের যথেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় দিয়া তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ হইবার সুযোগ প্রদান করেন, তিনি কখনও 'গুরু' শব্দবাচ্য নহেন, বরং প্রচ্ছন্ন শত্রু মাত্র। জীব তাদৃশগুরুব্রুবকে কখনই নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আশ্রয় করিবে না।

গুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে মানব যখন একবার ভক্তিরস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করে, তখন সে

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বাবাঞ্ছিত ইতররস সমূহে একেবারেই বিতৃষ্ণ হয়। উৎকৃষ্ট রসের আস্বাদনই জীবকে নিকৃষ্ট রসাস্বাদন হইতে বিরক্তি আনিয়া দেয়। ভক্তিরস আস্বাদনকারী ভক্ত জীব বলেন, "যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে নব নব রস ধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥" অর্থাৎ যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের নিলয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষরূপ যোষিৎসঙ্গ স্মরণ করিতেও আমার অত্যন্ত মুখবিকার ও নিষ্ঠীবন আসিতেছে।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, যদি মানুষ বঞ্চিত না হইয়া সত্য সত্যই যিনি ভক্তিরসাস্বাদন করিয়াছেন, এমন কোন আস্বাদকের চরণাশ্রয় করিতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত রসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে নতুবা যিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় ভক্তিরসাস্বাদনের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাময় ইতর রসাস্বাদন করিয়া কামে প্রেম বুদ্ধি করিয়া বিবর্ত্তে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ জুটিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ—হিতে বিপরীত ফল ঘটিয়া যাইবে।

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ঘটিবার পূর্ব্বে আমাদিগের—ভগবচ্চরণে হৃদয়ের আর্ত্তি জ্ঞাপন করা। আমাদের আর্ত্তি যদি নিষ্কপট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবান আমাদিগকে সদ্‌গুরুর সন্ধান প্রদান করিবেন। সাত্বতশাস্ত্রবাক্য—সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য; তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমানের আস্বাদনীয় রস, জড়রসমাত্র, তাহাতে যাবতীয় নিকৃষ্টতা বিরাজমান, কিন্তু সাধুশাস্ত্রোক্ত রস—চিদ্‌রস। তাহাতে জড় রসের হেয়তা নাই। বর্ত্তমানে তাহা আস্বাদন-যোগ্য না হইলেও তাহা আস্বাদনের আশা ছাড়িতে হইবে না। একান্ত আশা থাকিলে গুরুদেব কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে 'রসো বৈ সঃ' শ্রীভগবানের চিন্ময় রসাস্বাদন-সৌভাগ্য প্রদান করিবেন। ভগবান্ ও তৎপ্রকাশবিগ্রহ গুরুদেব আমাদের দুঃখে সুখ বোধ করেন না, তাঁহারা জীব দুঃখে সর্ব্বদাই দুঃখী, জীবকে কৃপা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। শ্রীগুরুদেব নিজে উত্তম উত্তম রসাস্বাদন করিয়া জীবকে তাহা হইতে বঞ্চিত করেন না। জীবও ভগবদ্ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া ধন্য হউন, ইহাই গুরুদেবের মনোহভীষ্ট। গুরুদেবের আনুগত্যে গুরুদত্ত ভক্তিরস একবার আস্বাদন করিয়া তাহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিলে জীবের আর ইতররস আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।

স্বাস্থ্য-সমাচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পোড়া ঘা—

১। কোন স্থান পুড়িবা মাত্র তাহাতে কয়লা চূর্ণ করিয়া লাগাইলে অতি সত্বর জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয় এবং ফোস্কা পড়ে না।

২। গোল আলু বাটিয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইলে ভাল হয়।

৩। পোড়া ঘায়ে ময়দা দিলে ঘা সারে।

মুখের ঘা—

১। সোহাগা আগুনে দিলেই খৈ প্রস্তুত হইবে। এই খৈ চূর্ণ করিয়া মধুসহ উত্তমরূপে মিশাইয়া মুখের ঘাতে দিলে সত্বর ইহার আরাম হইয়া থাকে।

কাটা ঘা—

১। কাটা ঘাতে চিনি দিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়।

২। গাঁদা ফুলের পাতা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত দুই হস্ত দ্বারা উহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। ইহার রস ঘায়ে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে। তাহাতেও বন্ধ না হইলে মর্দ্দিত পাতা কাটা ঘাতে লাগাইয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে রক্ত নিশ্চয়ই বন্ধ হইবে।

৩। কর্ত্তিত স্থানে কচুর শিকর লাগাইলে আশু অল্প সময়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৪। দূর্ব্বা উত্তমরূপে নিষ্পেষিত করিয়া কাটা ঘায়ে লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৫। কর্ত্তিত স্থানে কাগজ অথবা নেকড়া পোড়াইয়া ভস্ম অথবা পাথর কয়লা চূর্ণ করিয়া লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা উপশম হয় এবং ঘা সারিয়া যায়।

দাদ—

১। যে কোন ডাক্তার খানা হইতে ৵০ ক্রাইসোফেনিক ঔষধ ক্রয় করিয়া নারিকেল তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইবে। এই মলম লাগাইলে দাদ ৩।৪ দিনে ভাল হয়।

২। সোহাগার খৈ চূর্ণ করিয়া নারিকেল তৈল সংযোগে মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলমে দাদের শান্তি হয়।

৩। টিংচার অব্ আয়োডিন্ প্রয়োগ করিলেও দাদ ভাল হয়।

ছুলি, ছোদ—

১। শ্বেতচন্দন জলে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে এক সপ্তাহে ছুলি ভাল হয়।

২। সোবাভিজান জলে ধৌত করিলে ৩।৪ দিনে ছোদ ভাল হয়।

নানা কথা

নারীনৃত্য

'সঞ্জীবনী' নারীনৃত্যের বিষময় ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা যে আলোচনা করিতেছেন, তাহা বেশ ভালই হইতেছে। নারীনৃত্য অনুমোদনকারী পক্ষ সঞ্জীবনীর প্রবন্ধের কি প্রতিবাদ করিতে চাহেন, আমরা জানিতে পারিলে সুখী হইব। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অথবা শাস্ত্রবাণী না মানিয়া এক একজন স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী এক একটী হুজুগ তুলিয়া দেন, আর গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অনুকরণপ্রিয় লোকগুলি তাহাতেই মাতিয়া যায়, একটু ভাবিয়া দেখে না যে, তাহারা আপন হাতেই গরল তুলিয়া লইতেছে। আমাদের দেশীয় সমাজে যে, নারীগণকে পর পুরুষের সহিত বা পুরুষকে পরনারীর সহিত যথেচ্ছ আলাপ ব্যবহার করিতে দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহার উদ্দেশ্যই হইতেছে—ব্যভিচারের প্রশ্রয় না দেওয়া। সামাজিক শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারাই জগতে অনর্থ আনয়ন করিতেছেন। পুরুষ কিম্বা নারী যতই কেন না নিজেকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া অভিমান করুন', তথাপি ঘৃতকুম্ভ ও অগ্নিকুণ্ডের ঘনিষ্ঠতা যেরূপ বিপজ্জনক, সেইরূপ পুরুষ ও নারীর একত্র সমাবেশ প্রায় সকলস্থলেই অনর্থেরই আবাহন করিয়া থাকে। পুরুষ অথবা নারী তাঁহাদের জিতেন্দ্রিয়তা দেখাইতে গিয়া যে পরস্পর পরস্পরকে কেবল ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, তাহা কখনও আমাদের অভিমত নহে। পুরুষ ও নারীর শাস্ত্র-বিগর্হিত অবৈধ চেষ্টা বা অনধিকার চর্চ্চাই আমাদের প্রতিবাদের বিষয়। উভয়েই স্বরূপতঃ এক হইলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে বাহ্য প্রতীতি বর্ত্তমান, ততক্ষণ উভয়েই নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য করুন, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না। অনেকে বলিতে চাহেন, "আমার স্ত্রী পুং ভেদবুদ্ধি নাই, সুতরাং আমি স্ত্রী বা পুরুষের সহিত অবাধে মিশিতে পারি বা নৃত্যগীতবাদ্যাদি আনন্দ উপভোগ করিতে পারি, স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা ভগবদ্ভজনে যোগদান করিতে পারেন, বিষয় কার্য্যে না হয় পৃথক্ থাকিবেন, কিন্তু ভগবৎকার্য্যে আর মিলনের বাধা কি?" আমরা এসকল পক্কামি আদৌ অনুমোদন করি না। ভগবদ্ভজনের নাম করিয়া এইরূপ মিলন হইতে আমাদের সমাজে যে কিভীষণ অনর্থ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা আর আজ শিক্ষিত সমাজে বেশী করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। মিঃ কেনেডি, মিস্ মেয়ো প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ আমাদের সমাজের ঐ সকল হেয় প্রতিফলনকে আদর্শ করিতে গিয়াই সমাজের প্রকৃত চিত্রসম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছেন। সমাজের এ কলঙ্ক বুঝি আর অপনোদিত হইবার নহে। ধর্ম্মের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে গিয়াই আমাদের সমাজ আজ অন্য কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, অপমানিত, অনাদৃত। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্যক্তগৃহ বৈরাগীকে স্বপ্নেও পরস্ত্রী সম্ভাষণে নিষেধ করিলেন, আর আজ সেই মহাপ্রভুর দোহাই দিয়াই বৈরাগীরা অবাধে পরস্ত্রীসঙ্গ চালাইতেছে! ফলে যাহা হইতেছে, তাহা আর প্রকাশ্যে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক স্বামী-বর্ত্তমানে স্বামীর আত্মধর্ম্ম যে ভগবৎসেবা, তাহার সহগমন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, স্বামীর অবর্ত্তমানেও স্বামীর ভগবৎসেবাকার্য্যের অনুসরণ করিয়া ভক্তিময় জীবন যাপন করিবেন, পরপুরুষের সহিত মিলিত হওয়া তাঁহার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পুরুষও পরনারীকে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার কোন প্রশ্রয় দিবেন না, এইরূপেই সমাজে সুশৃঙ্খলতা বর্ত্তমান থাকিবে, নতুবা বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী সমাজ গঠন করিবার চেষ্টা না করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ যে ভাবে সমাজের হিত চিন্তা করিয়াছেন, সেইভাবে তাঁহাদেরই নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসারে যেন সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। স্ত্রী পুরুষদিগের মধ্যে যথেচ্ছ আলাপ ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় ও গর্হণীয়। মাতৃগণ তাঁহাদের মাতৃত্ব ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জের ন্যায় বিচরণ করিবেন না—মাতৃমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া সমাজের অহিত সাধন করিবেন না, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বিখাজ—

২। জিঙ্ক অক্সাইড্ এর মলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিখাজ ভাল হয়।

টাক (ইন্দ্রলুপ্ত)—

১। নিশাদল ও চূণ টাক স্থানে উত্তমরূপে মাখিয়া এক ঘণ্টা পর ধুইয়া ফেলিবে। এইরূপ ভাবে ৮।১০ দিন ব্যবহার করিলে টাক স্থানে নূতন চুল উঠিবে।

মার্শেলে পাতিয়ালামহারাজ

পাতিয়ালার মহারাজ ও তাঁহার পুত্রগণ মার্শেল পৌঁছিয়াছেন। এখান হইতে তাঁহারা ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

পুরুষোত্তম-মহোৎসব

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার স্নানযাত্রা দিবস হইতে শ্রীধাম পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীমঠের বাড়ীটীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মঠের উৎসবাদি বর্ত্তমান বর্ষে সমুদ্রোপকূলে নীলিমা নামক বৃহৎ অট্টালিকায় সম্পন্ন হইতেছে। পুরুষোত্তম মঠ বাড়ীর আরও কিছু জীর্ণ সংস্কার হওয়া আবশ্যক। এখানে একটী বৃহৎ মঠবাড়ী নির্ম্মিত না হইলে পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে মহাসমারোহে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট।

আজকাল পুরীতে গরম পড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরকালে গৃহের বাহির হওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাহাতে রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে ক্রমেই লোকসমাগম হইতেছে। সাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য পানীয় জল ও খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ সম্বন্ধে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। ভেজাল তৈল, ঘৃতাদি যাহাতে বাজারে আদৌ ব্যবহৃত না হইতে পারে, তজ্জন্যও তাঁহারা যেন যত্ন করেন।

মোটরে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা

মেজর সিন্ ক্লেয়ার এবং কাপ্তেন কোলম্যান গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একখানি মরিস্ অক্সফোর্ড মোটরকারযোগে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহারা শীঘ্রই লণ্ডনে পৌঁছিবেন। তাঁহারা স্থলপথে গমনকালে যখন পারস্য দেশের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখেন রুশিয়া হইতে মোটরলরী ও অন্যান্য মোটর গাড়ী পারস্যদেশের উপর দিয়া পণ্যবহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য সকল দেশের রুশিয়া এই প্রকারে পণ্য চালান করিতেছে।

বৃত্তি প্রদান

বিহার ও উড়িষ্যার সরকার প্রতিবৎসর কারিগরী শিক্ষার জন্য ৩টী বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই বৎসর নারায়ণ প্রসাদ, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও ভগবৎসহায় সিং এই তিনটী বৃত্তি পাইয়াছেন।

শ্রমিক হাঙ্গামা

প্রকাশ যে, রবিবারে বার্ণ কোম্পানীর কারখানায় ধর্ম্মঘটকারিগণ ও নূতন আনীত শ্রমিকগণের মধ্যে একটী হাঙ্গামা হয়। ফলে ৭জন শ্রমিক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট

লিলুয়ার শ্রমিকগণের নিকট ভারত সরকার এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারী করেন যে, শ্রমিকগণ কার্য্যে যোগদান না করিলে তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা হইবে না। গত সোমবার হাওড়ার ময়দানে এক বিরাট সভায় শ্রমিকগণ ভারতসরকারের ঐ ইস্তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করে যে, তাহারা তাহাদের অভাব অভিযোগের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্যে যোগদান করিবে না, প্রয়োজন হইলে মাসের পর মাস ধর্ম্মঘট চালাইবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্র শিমলার বড়লাট ও দার্জ্জিলিংয়ে বাঙ্গলার গভর্ণরের নিকট ২খানি তার পাঠাইয়াছেন। বড়লাটকে জানাইয়াছেন—শ্রমিকগণ তাহাদের টাকা এবং অন্যান্য পাওনা টাকার দাবী করিতেছে। অভাব অভিযোগের প্রতীকার না হইলে তাহারা কার্য্যে যোগদান করিবে না। বাঙ্গলার লাটকে জানাইয়াছেন—বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট অণ্ডালের শ্রমিকদিগকে জোর করিয়া রেলকোয়ার্টার হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কার্য্যের বিচার হউক।

রিস্‌ড়া ওয়েলিংটন জুটমিলের ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। মিলকর্ত্তৃপক্ষ টাকায় ২ পয়সা হিসাবে বেতন বৃদ্ধি করিতে সম্মত হইয়াছেন। শ্রমিকগণ তাহাতে এখনও সম্মতি দেয় নাই।

গত সোমবার হইতে উলুবেড়িয়া চেঙ্গাইল জুটমিলের ৮ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়াছে।

বোম্বাই মিল সমূহের ধর্ম্মঘট মীমাংসা চেষ্টা চলিতেছে।

মিঃ যোশী, মিঃ ঝবওয়ালা, মিঃ ডেঙ্গ, মিঃ আলভ, মিঃ জগৎ ও মিঃ পেটিল সম্মিলিত ধর্ম্মঘট সমিতির দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অম্বালায় অগ্নিকাণ্ড

অম্বালায় একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে গ্রামের বহু গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ কতিপয় সহস্র টাকা হইবে।

অগ্নিকাণ্ড

ত্রিচিনপল্লীতে কোয়াগুড়ি নামক গ্রামের ২০০ শত ঘর একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

ডিব্রুগড় মিউনিসিপ্যালিটী

আসামের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী অনারেবল রেভারেণ্ড নিকোলাস রায় এখানে আসিয়া এক সপ্তাহ কাল ছিলেন এবং ডিব্রুগড় মিউনিসিপালিটীর ভিতরের কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিতেছিলেন, কারণ, ইহার অনেক গুরুতর গলদ ও বে-আইনী কার্য্যের সম্বন্ধে কিছু কাল হইতে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এরূপ গুজব যে, ইহা লুপ্ত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

সম্রাটের জন্মদিনের উপাধি সম্মান

সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে নিম্নলিখিত উপাধি সকল নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা পাইয়াছেন:—

জি, সি, এস, আই

বার্ম্মার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার হার্কোর্ট বাটলার।

কে, সি, এস, আই

বার্ম্মার ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সদস্য সার উইলিয়াম জন কীথ।

সি, এস, আই

সিমলা,জব্বলের রাজা রাণা ভবৎচাঁদ।

জি, সি, আই, ই

পাঞ্জাবের গভর্ণর সার ম্যালকমহেলী।

কে, সি, আই, ই

যুক্তপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র সদস্য ছত্রীর নবাব।

নবীগঞ্জ মহারাজ লোকান্তরিত না হইলে তিনিও এই উপাধি পাইতেন।

সি, আই, ই

বাঙ্গালা সরকারের পূর্ত্ত-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জি, জি, দে, বাঙ্গালার রয়াল কমিশন-সংক্রান্ত বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত মিঃ ডবলিউ, এল, হপকিন্স, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার রায় বাহাদুর বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, শিলংএর ওয়েলস মিশনের ডাঃ এচ, জি, রবার্টস, কসৌলীর পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টার লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল জে, কানিংহাম।

ক্রাউন, অব, ইণ্ডিয়া

গোয়ালিয়রের বড় মহারাণী।

এ, বি, ই

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের জেলার মিঃ আপসন, ইছাপুরের রাইফল ফ্যাক্টরীর ওয়ার্কস ম্যানেজার মিঃ কনোলি।

কাইসার-ই-হিন্দ (প্রথম শ্রেণী)

বোম্বাইয়ের লেডী উইলসন, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার বিপিনকৃষ্ণ বসু, কলিকাতার লী মেমোরিয়াল মিশনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিসেস

ঐ পদক (দ্বিতীয় শ্রেণী)

ঢাকায় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারী ডঃ পি, সি, সেন; কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের মিষ্টার এল সি হেনরী।

রাজা (বংশগত)

সিমলা ভগতের রাণা।

নবাব (ব্যক্তিগত)

পাতিয়ালার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর সর্দ্দার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ।

মহামহোপাধ্যায়

ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন, আজমীরের রাজপুতনা যাদুঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর চাঁদ ওঝা।

সর্দ্দার বাহাদুর

ঢাকার ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেল সৈন্য দলের সুবেদার মেজর গণেশ বাহাদুর ছেত্রী।

খাঁ বাহাদুর

ম্যাডান থিয়েটারের বোম্বাইয়ের ডাইরেক্টার মিঃ এ রুস্তমজী বিলমোরিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের সমবায়-সমিতি-সমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রার খাঁ সাহেব মৌলবী আবদুল জলিল খাঁ, বাঙ্গালার রেজেষ্টরী অফিসের ইন্‌স্পেক্টার খাঁ সাহেব মৌলবী ফজলল কাদের, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ সাহেব সৈয়দ মহম্মদ ইশা, পাটনার ইস্‌লামিক ষ্টাডীজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী আবু নাইম মহম্মদ মোবারেক করিম, পাটনার সরকারী উকীল মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ হোসেন এম, এল, সি

নাইট

বিহারের স্থানীয় স্বায়ত্ত- শাসন বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গণেশ দত্ত সিং, আসামের মন্ত্রী মৌলবী সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা, রয়াল ইণ্ডিয়ান মেরিণের ডাইরেক্টর কাপ্তেন ই, জে, হেডলাম, মেসার্স গ্রিণলে কোম্পানীর লণ্ডনের চেয়ারম্যান মিঃ অষ্টিন লো, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ এ কে গজনবী।

কে, বি, ই

পারস্যোপসাগরের রাজনৈতিক রেসিডেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট, কর্ণেল এল বি এচ

সি, বি, ই

লাহোরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার মিঃ সি, এম, এস, অগিলভি যুক্তপ্রদেশ সালেমপুরের রাজা।

ও, বি, ই

যুক্ত প্রদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার রায় বাহাদুর ডাঃ কিশোরীলাল চৌধুরী।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার—১৩৩৫।

সজ্জন—মানদ

সজ্জন বা বৈষ্ণব মানদাতা বলিলে, মানদাতা ও মানগৃহীতা দুইটী বস্তু এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে মানের প্রদান ও আদান বুঝায়। এস্থলে বৈষ্ণবের মানদাতৃত্ব এবং গৃহীতার বৈষ্ণবের নিকট হইতে মানের আহরণ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। গ্রহণকারী বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব সে বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি মান গ্রহণ করেন তিনি বৈষ্ণব শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। অবৈষ্ণবই বৈষ্ণবের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিতে সমর্থ। যেহেতু গৃহীতা বৈষ্ণব হইলে সেইরূপ মান প্রদান করাও তাঁহার বৃত্তি, সুতরাং বৈষ্ণব মানদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া অপর বৈষ্ণবকে মান প্রদান করিতে গেলে তিনিও তাঁহাকে মান প্রদান করিবেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের প্রদত্তমান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মান না দিতে পারেন। অবৈষ্ণবের স্বভাবে মানদাতৃত্ব ধর্ম্ম অপরিহার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

মান দ্বিবিধ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। অবৈষ্ণব যদি মানের গৃহীতা হন তাহা হইলে তিনি অপ্রাকৃত হইতে পারেন না সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট যাহারা মানের ভিক্ষু বা প্রত্যাশী তাহারা অবৈষ্ণব বা অসজ্জন। বৈষ্ণব সকলকেই স্বতঃপরতঃ মান দিতে প্রস্তুত। এক বৈষ্ণব অন্য বৈষ্ণবের নিকট মান লাভ করিয়া, তাঁহাকেও মান দিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট মান পাইয়া তাহা আত্মসাৎ করেন এবং প্রত্যর্পণ করা দূরে যাক্ সেই মানে আপনাকে শ্লাঘান্বিত মনে করিয়া স্বীয় সর্ব্বনাশ করেন। বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবের মান লাভ করিয়া অবৈষ্ণব সমাজ কিরূপ অপরাধ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন তাহা আর আমাদের কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখাইতে হইবে না। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন বৈষ্ণব, কোন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে মান প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ আপনাকে অবৈষ্ণব জানিয়া উহা কেবল গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া উচ্চ পদবী হইতে অধঃচ্যুত হন। এইরূপে বর্ত্তমান কালে বহির্ম্মুখ শৌক্রসমাজবুদ্ধিতে কি প্রকার পরমহংস বৈষ্ণবের উচ্চ পদবী অধঃস্থিত করিবার পরিবর্ত্তে শৌক্রব্রাহ্মণবর্গকে বর্ণের গুরু বলিতে অনেকে ব্যস্ত। পরমহংস বৈষ্ণবকে মূর্খ অবৈষ্ণবগণ শূদ্রসামান্য দর্শন করিয়া শূদ্র জ্ঞান করে এবং তজ্জন্য অপরাধবশতঃ নিরয়গামী হয়। আবার বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী চর্ম্মচক্ষুদৃষ্টিপর মূর্খ শূদ্র চণ্ডালাদি অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে পরমহংস বৈষ্ণব বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। বর্ণাশ্রম অপেক্ষা পারমহংস্যধর্ম্ম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ না বলিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের বিশৃঙ্খলকারী, অবৈধাচারী ও ঘৃণিত বলিয়া অসম্মান করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সন্ন্যাস আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রমের পরমোচ্চ পদবী জানিয়া পরমহংস বৈষ্ণবকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিচার করেন। বাস্তবিক পরমহংস বৈষ্ণব আপনাকে কর্ম্মফলভোগী ও অজ্ঞানী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিলেও তাঁহাকে কোন বিবেকী সজ্জন তাদৃশ ঘৃণা করেন না কিন্তু অন্যের মূর্খতার ভয় হইতেও বৈষ্ণব মুক্ত হন না। পরমহংস বৈষ্ণব অনেক সময় আপনাদিগকে শৌক্র আবরবর্ণ বলিয়া পরিচয় দেন, কখনও জগৎকে মান দিবার জন্য আমি বৈষ্ণব নহি, ভোগপরকর্ম্মী বা বর্ণাশ্রমী বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। মূর্খের নিকট তাদৃশ পরিচয়ে মানদ ধর্ম্ম নাই বলিয়া প্রতীত হইলেও বৈষ্ণব পরমহংসের পক্ষে উহাতে মানদ ধর্ম্ম বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। শ্রীগৌরসুন্দর জীবশিক্ষা দিবার জন্য শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হয় নাই বলিয়া পারমহংস্য বৈষ্ণবধর্ম্ম তদপেক্ষা অল্পপাদের এরূপ কাহারও ধারণা করা উচিত নহে। তিনি বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়াও আবার বলিয়াছেন :—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

শুদ্ধভক্ত মধুর রসে প্রবিষ্ট হইলে বর্ণমিশ্র ভাব ও আশ্রমমিশ্র অভিমান, মন ও দেহাতিরিক্ত আত্মায় মিশ্রিত নাই একথা জানিতে পারেন। জগৎকে মান দিবার জন্য জীবস্বরূপের উচ্চতা আবরণ করিয়া বর্ণাশ্রমার বেশ প্রদর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, শূদ্র বা গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বোত্তম এরূপ প্রার্থনা জীবের কর্ত্তব্য, তাহাও প্রচার করেন নাই।

শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, আপনাকে পরমহংস বৈষ্ণবদাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণকে মান দিতে তিনি তুচ্ছ ব্রাহ্মণে সর্ব্বদা আসক্তিহীন হইয়া অপূর্ব্ব রতি করিবারই উপদেশ দিয়াছেন। উহাই বৈষ্ণবের মানদ ধর্ম্ম। আবার শ্রীরসিকানন্দ দেব শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুদত্ত যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিয়াও মানদ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণগণকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াও মানদ ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেন নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের পাদ গ্রহণ কালে অম্বরীষ রাজা তাঁহাকে মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গুরুপ্রদত্ত যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ যদি মানদধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী হইত তাহা হইলে পরম ভাগবতগণ তাহা গ্রহণ করিতেন না। সূত্র প্রদাতা গুরুকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বৈষ্ণব কখনই মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে পারেন না। গুরুপদাসীন বৈষ্ণব, গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাক শিষ্যকে অব্রাহ্মণ বলিয়া মানদ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন না। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক তথা "দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং" অবজ্ঞা করিতে পারেন না। বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এমন কি প্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিলেও মান দান করা হয় না। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু কিন্তু শিষ্যানুবন্ধ লৌকিক ভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রকৃত্যতীত ব্রাহ্মণেতর মনে করা মানদ ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী। শিষ্যও মানদ ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গুরুপ্রদত্ত বর্ণাশ্রম স্বীকার করিবেন। না করিলে তিনি পরমহংস বৈষ্ণব হওয়ার উচ্চবেশ গ্রহণ করা অপরাধে মানদ না হইয়া অবৈষ্ণব হইবেন। সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে জানিয়া বৈষ্ণবকে মান দিতে হইবে এবং অন্য জনে প্রাকৃত মান দিলে তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হইবে না সুতরাং তদ্দ্বারা বহু জীবে দয়া করাই হইবে।

"প্রাচীনতম ঐতিহ্য"

যবনদিগের আগমনের কিছু পূর্ব্বে শক প্রভৃতি জাতিগণ ময়ূরপুর মায়াপুর বা হরিদ্বারে রাজ্য লাভ করিয়া আর্য্য নাম গ্রহণ করে। ময়ূরপুর হইতেই মৌর্য্য নাম প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে নবজন নন্দ রাজ্য করেন, তাঁহারা সিন্ধু-তটস্থ আবন্ত্য অর্থাৎ আরা বাহীক দেশীয় আভীর ছিলেন, এরূপ বোধ হয়। যেহেতু ভাগবতে উহাদিগকে বৃষল বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে এবং নীচ রাজাদিগের মধ্যে ৭ জন আভীরের প্রথমোল্লেখও আছে। মগধ রাজ্যানুসারে মৌর্য্যবংশের পরেই শুঙ্গ বংশীয়েরা সিংহাসনারূঢ় হন। ইঁহারা ১১২ বৎসর রাজ্য করেন। ইঁহাদের মধ্যে পুষ্পমিত্র ও তৎপর অগ্নিমিত্র মগধ হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন, এবং কৌশলক্রমে আর্য্যদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনেচ্ছায় মদ্রদেশীয় শাকল নগরের বৌদ্ধদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য আচরণ করেন। তাঁহারা এরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যিনি একটী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মস্তক আনিতে পারিবেন, তিনি শত মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। কাণ্ববংশীয় রাজগণ ইঁহাদের পর মগধাধিকারে রাজত্ব করেন। ইঁহারা ৪।৫ জন কয়েক বৎসর রাজ্য করেন। ভাগবতের মধ্যে তাঁহাদের রাজত্বকাল ৪৫ বৎসর বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণের মতে বাসুদেব ৯ বৎসর, ভূমিমিত্র ১৪ বৎসর, নারায়ণ ১২ বৎসর ও সুশর্ম্মা ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। যাহা হউক, এস্থলে ৪৫ বৎসরই যে ভাগবত-লেখকের মত, তাহা স্থির হইল। কাণ্ববংশীয়দিগের পরে আন্ধ্রবংশীয়েরা মগধে রাজ্য করেন। ইঁহারা ৪৫৬ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের শেষ রাজা সলোমধি। খ্রীষ্টাব্দের ৪৩৫ বৎসরে আন্ধ্রবংশ সমাপ্ত হয়।

এই সকল অনার্য্য রাজাদের মধ্যে কাহাকেও সম্রাট্ বলিতে পারা যায় না। কেবল অশোক বৰ্দ্ধনের রাজ্যটী বিশেষ রূপে বিস্তৃত ছিল। শক ও কাম্বগণ যে সিথিয়াদেশীয় দস্যুপ্রায় রাজা ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? কাবুল পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের অনেক স্থানে যে সকল মুদ্রা ভূমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে গ্রীক দেশীয় যবন ও সিথিয়াদেশীয় নানাবিধ জাতির চিহ্ন পাওয়া যায়। মথুরা প্রদেশে হবিষ্ক, কণিষ্ক ও বাসুদেব এই সকল নামের মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরা কিছুদিন মথুরায় রাজ্য করিয়াছেন বোধ হয়। শেষোক্ত রাজাদিগের সময়ে সম্বৎ নামা অব্দ প্রচারিত হয়। কথিত আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য বাহুবল ক্রমে শকদিগকে পরাজয় করিয়া শকারি নাম গ্রহণ করেন এবং সম্বৎ নামা অব্দ প্রচার করেন। এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করা কঠিন, যেহেতু, পৌরাণিক লেখকেরা সম্বতের ৫০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াও বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ করেন নাই। বাস্তবিক ঐ সময়ে ক্ষত্রকুলোদ্ভব উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিলে পুরাণ-কর্ত্তারা অবশ্যই তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। এতদ্বারা অনুমিত হয় যে, বিক্রমাদিত্য নামের অনেক সময়ে অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে শাসন করেন। তিনি ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে একজন বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়া বৌদ্ধদিগের শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। শালিবাহন রাজা দাক্ষিণাত্যদেশে বিশেষ মাননীয় ছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত

শকাব্দা দক্ষিণদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টাব্দের ৭৮ বৎসরে শালিবাহন রাজা শকদিগকে নির্যাতন করিয়া শালিবাহনপুর নামে নগর পঞ্জাব দেশে স্থাপন করেন। পুনশ্চ নর্ম্মদাকূলে পৈঠন নামক নগরে শালিবাহনের রাজধানী থাকা অন্যত্র প্রকাশ আছে। অতএব এই দুই রাজার বাস্তবিক জীবনচরিত্র এ পর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত।

বিদ্যাচর্চ্চা

কোন পথে যাই। নানামুনির নানা মত। মায়া কর্ত্তৃক মোহিত-বুদ্ধি পুরুষসকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে জীবের শ্রেয়ঃকে অনেক প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন যশই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন কামই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন সত্যই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন শমদমই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন স্বার্থই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন ঐশ্বর্য্যই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন বিষয় ভোগই শ্রেয়ঃ, কেহ বলেন তপস্যা, যোগ, দান, ব্রতই একমাত্র চরম মঙ্গল। এই প্রকার বিচিত্র মতভেদের কারণ কি? বিচার করিলে দেখা যায়, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-ভেদ হইতেই প্রকৃতি-গুণ-বদ্ধ জীব সমূহের বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। মায়াবদ্ধ জীব মাত্রেই লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, এই তিনটী লইয়াই ব্যস্ত। এই তিনটীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা আশাই অত্যন্ত প্রবল। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা বিদ্যার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজন-সুবিদিত। প্রাচীন নৈতিক পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন, 'আপন দেশেতে কেবল রাজা পূজা পায়, বিদ্বান পূজিত হয় যথায় তথায়।' তাই দেখা যায়, আজকাল কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলেই পণ্ডিত হইয়া জগতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এইরূপ পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের চেষ্টা সভ্য-সমাজে আধুনিক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, তৎকালে নবদ্বীপ কিরূপ বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা বোধ হয় ভারতবাসী মাত্রেই, শুধু ভারতবাসী কেন আজ কাল পাশ্চাত্য দেশবাসীরও অবিদিত নাই। কিন্তু বিভিন্ন যুক্তিবাদীর মত বিভিন্ন হইলেও নিত্য মুক্ত ভগবৎপার্ষদ ভক্তগণের উপদেশ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে একই প্রকার এবং উহা জীবের নিত্য মঙ্গল লাভের সহায়ক, কিন্তু অস্মাদৃশ মায়া-বদ্ধ বিবেক-হীন জীব ভক্তের উপদেশ জড় বুদ্ধির সাহায্যে গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহার বাক্যের প্রতি আদর করেন না, তাহার ফলে তিনি যমদণ্ড্য হইয়া অনন্তকাল কর্ম্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কভু মায়ার অবিদ্যা বৃত্তির দ্বারা ঘোর অন্ধকারে এবং বিদ্যাবৃত্তির দ্বারা ততোধিক ঘোরতর অন্ধকারে পড়িয়া তাপত্রয়ের যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বাল্যলীলায় বিদ্যারসে প্রমত্ত হইবার লীলা লোকসমক্ষে প্রকট করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার প্রতি ভক্তগণের যে উপদেশ, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

হেন দিব্য শরীর না হয় কৃষ্ণরস।
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কালবশ॥
সাক্ষাতে প্রভু দেখি কেহ কেহ বলে।
কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি
বিদ্যাভোলে॥

* * * *

পড়ে কেন লোক কৃষ্ণ ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে॥

* * *

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

উক্ত বাক্যগুলি পড়িয়া হয়ত অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, মূর্খতাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ মূর্খ হওয়াই উক্ত বাক্যগুলির তাৎপর্য্য নহে। জড় পাণ্ডিত্য বা জড় মূর্খতা উভয়ই জীবের কোন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। আমরা শাস্ত্রে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাই। একটী পরবিদ্যা, অপরটী অপরা বিদ্যা। একটী জীবের নিত্য মঙ্গল লাভের সহায়কারিণী, অপরটী তদ্বিপরীত। এই দুই প্রকার বিদ্যার মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে কোন প্রকার পার্থক্য নাই। কিন্তু অন্তরে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, সা বিদ্যা তন্মতি র্যয়া অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা ভক্ত ও ভগবানে চিত্ত সংলগ্ন হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। চিৎ শক্তিস্বরূপিণী পরবিদ্যা জীব মাত্রেরই নিত্য সেব্যা। বেদ উপনিষদ ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-সমূহ পরবিদ্যার্থীর নিরন্তর অনুশীলনীয়। আবার শুদ্ধগৌরাঙ্গের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল গ্রন্থের অনুশীলনই অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া জীবকে পাণ্ডিত্যাভিমানী করিয়া তুলে। তাদৃশ জীবকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ'

পুরাকালে ভগবদ্ ভক্তগণ কেহই পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন নাই- এরূপ নহে। তবে তাঁহারা আমাদের ন্যায় ভগবৎসেবা ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় শুধু বিদ্যার্জ্জন কেন, কোন কার্য্যই করেন নাই বা করিবার প্রশ্রয় দেন নাই।

নিজে লাভবান হইবার পিপাসাই বদ্ধজীবের মধ্যে প্রধান। তাঁহারা যাহা কিছু অর্জ্জন করেন, তদ্দ্বারা নিজের তহবিল পূর্ণই করিয়া থাকেন কিন্তু ভক্ত নিজ তহবিলে কিছু জমা না রাখিয়া যাবতীয় বস্তু গুরু পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। আমরা অর্থ কিংবা বিদ্যা অথবা প্রতিষ্ঠা যাহাই অর্জ্জন করি না কেন, যদি তাহা গুরুপাদ-পদ্মে সমর্পণ করি, আমাদের লক্ষ্যবস্তু যদি একমাত্র শুদ্ধ গৌরাঙ্গের সেবা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা সৎ, কিন্তু অনেকেই সদুদ্দেশে গুর্ব্বানুগত্যে শাস্ত্রানুশীলন করিবার পরিবর্ত্তে, গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে, গ্রন্থের কীট হইয়া পড়েন,

"শাস্ত্রের না বুঝে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥"

তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বৈষ্ণব-গণের স্বাভাবিক চেষ্টা কোন কোন বিদ্যার্থীর তাৎকালিক অপ্রীতিপ্রদ হইলেও বস্তুতঃ পরিণামে শুভঙ্কর। যাহা গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন করে না, তাদৃশ কোন কার্য্যই বুদ্ধিমান শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে জড় বিদ্যার্থীকে উদ্দেশ করিয়া মহাজন-গণ বলিয়াছেন—

"মন তুমি পড়িলে কি ছার
নবদ্বীপে ন্যায় পড়ি ন্যায়রত্ন নাম ধরি
ভেকের কচকচি কৈলে সার॥
জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

এ সকল কথা শুদ্ধ ভক্ত সমাজে বা পরবিদ্যাপীঠে নিত্য অনুশীলন হইয়া থাকে। পরবিদ্যাপীঠে যাঁহারা ছাত্র হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের ঐ সকল বিষয় নিত্য অনুশীলনীয়।

বিদ্যার্থীদিগকে পর ও অপর বিদ্যার পার্থক্যানুসারে দুই প্রকারে ভেদ করা যাইতে পারে। জড় বা অপর বিদ্যার্থী এবং পর বিদ্যার্থী। জড় বিদ্যার্থী জড়া সরস্বতীর সেবায় সর্ব্বদারত থাকিলেও পরবিদ্যার্থী গুরুপাদপদ্মকে সার জ্ঞান করিয়া জড় পাণ্ডিত্যকে অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা করেন। এসকল বিষয় ভুক্তভোগী অর্থাৎ যিনি প্রকৃত গুরু সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তিনি ব্যতীত অপরের অনুভূতির বিষয় হয় না। অতএব এস্থলে সে সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উপসংহারে বক্তব্য—অনেকেই বিজ্ঞের ন্যায় মহাজনের ন্যায় বড় বড় কথা কপচাইয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অন্যরূপ। তাঁহাদিগকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করি। এক শ্রেণী কপট, অপর শ্রেণী নিষ্কপট। যে কার্য্য করা হউক না কেন, তাহাতেই সরলতা একান্ত প্রয়োজন।

কোন্ দেশের যাত্রী

(শ্রীপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য, বি, এ)

আমরা কতিপয় মহুষ্য মূর্ত্তিকে একত্র সমবেত হইতে দেখিতেছি। তাঁহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া মিলিত হইতেছেন, তাহা আমরা প্রায় সকলেই খুব ভাল বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকি। তাঁহাদের আচার অতি বিশুদ্ধ এবং শাস্ত্র-বিধি-সঙ্গত। তাঁহাদের প্রচার শাস্ত্রবিধিগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা। তাঁহাদের আচারে আমরা সন্তুষ্ট, মুগ্ধ ও বিস্মিত, কিন্তু তাঁহাদের প্রচার আমাদের কাছে বড়ই নূতন, কড়া ও অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

উহাঁরা দেখিতে আমাদেরই মত। উহাঁদের চেষ্টাও বাহিরে অনেক সময়েই আমাদেরই অনুরূপ দেখি কিন্তু একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমরা মোট জগতের জন্যই সব করিয়া থাকি আর উহাঁরা এই পৃথিবীর লাভালাভে একেবারে উদাসীন।

উহাঁরা ভোগের জন্য বিব্রত নহেন, ত্যাগেও আগ্রহশীল নহেন। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য ইহাঁদিগকে সংসারী জীব অপেক্ষাও বহুগুণে ব্যস্ত দেখা যায়।

উহাঁরা কর্ম্মে কুশল—ভগবৎসেবার জন্য। জ্ঞানে নিপুণ—সদসদ্ বিচার জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ—কৃষ্ণৈকশরণ। সার্ব্বক্ষণিক কৃষ্ণানুশীলনই উহাঁদের একমাত্র কৃত্য। সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণভক্তি দানই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উহাঁরা শাস্ত্র বাক্য ব্যতীত কাহাকেও উপদেশ করেন না এবং শাস্ত্র বাক্য ভিন্ন কাহারও ব্যক্তিগত মতবাদ মানিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রুতি এবং তদনুগত অকৃত্রিম শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্রই ইহাঁদের আদরের বস্তু। জড়বিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞান সমূহের বিস্ময়কর তত্ত্ব বিষয়ে স্পৃহা-শূন্য।

সদ্গুরু চরণই উহাঁদের সমস্ত শক্তির মূল আশ্রয় এবং তদাশ্রয়ে কোন প্রকার জাগতিক ভ্রুকুটিতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। উহাঁরা সত্যের সেবক, কিন্তু জনমতের উপাসক নহেন। বরং একাকী সত্যের সেবা করিবেন, তথাপি দলপুষ্টির জন্য চুল প্রমাণ ভ্রষ্ট হইতে প্রস্তুত নহেন। সত্যের প্রচারে সর্ব্বদা তৎপর, কিন্তু কনককামিনী বা প্রতিষ্ঠা-লোভে সত্যের সংকোচ করিতে রাজি নহেন।

প্রচলিত প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের উপর ইহাঁরা প্রভূত সহকারে সমালোচনা করিয়া থাকেন, অথচ ইহাঁদের চেষ্টায় কোন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলে তাহা শতধা খণ্ডিত হইয়া দিকগুপ্ত হয়। ঐ অপ্রাকৃত শক্তিধর সম্প্রদায় আপনার তেজে সমস্ত সমাজের শীর্ষ দেশে স্বকীয় আসন বিস্তৃত করিয়াছেন। ক্রমশঃ

দেখিতেছি সকলেই ধীরে ধীরে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, ঐ আসন বহনে অভ্যস্ত হইতেছেন।

কোন্ দেশ হইতে হঠাৎ আসিয়া ঐ সমস্ত মূর্ত্তি আজ সকলের মস্তকে আসন অধিকার করিল। এবং ভোগ-বুদ্ধি মাত্র শূন্য উঁহাদের যাবতীয় আয়োজন কোন্ দেশের জন্য। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি উঁহারা কোন দেশের যাত্রী।

স্বাস্থ্য-সমাচার

তরুণ জ্বর

আমাদের শারীরিক উত্তাপ সাধারণতঃ ৯৭·৪ ডিগ্রি হইতে ৯৮·৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত থাকে। ইহার অধিক শারীরিক উত্তাপকেই জ্বর বলা হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর, কালজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি ভেদে জ্বর নানা প্রকার, আমরা ক্রমশঃ উহাদের আলোচনা করিব। নূতন জ্বরে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তরুণ জ্বরে প্রথম দিন উপবাস করিলেই ভাল হয়, তাহাতে শরীরের বদরস বিনষ্ট হয়, জ্বরে পিপাসা হইলে জল রোগীর ইচ্ছামত পান করিতে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সাগু বা বার্লিও দেওয়া যাইতে পারে। অনেক স্থলেই দেখা যায়, সাগু বা বার্লি উত্তমরূপে না ফুটিতেই উহা নামান হয়। ইহাতে রোগীর অতিশয় অনিষ্ট হইয়া থাকে, এমন কি তাহাতে রোগীর সান্নিপাতিক জ্বরেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই সাগু বা বার্লি প্রস্তুত করার বিধি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। সাগু সিদ্ধ করার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উত্তমরূপে ধুইয়া উহা ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপর উহা প্রচুর পরিমাণে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে। সিদ্ধ হইতে হইতে যখন দেখিবে উহাকে সাগুর দানা জলের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছে তখন উহা নামাইবে। বার্লিও অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সাগু বা বার্লি উভয়ই জলের মত তরল হওয়া আবশ্যক। ইহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, ঘাম হয় এবং শরীরের দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়। কমলা বা বেদানার রস, দেওয়া যাইতে পারে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে জোলাপ লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্বরের ২।৩ দিন অতিবাহিত না হইলে এবং পেটফাঁপা থাকিলে কিছুতেই রেচক ঔষধ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে

প্রত্যহ ঠাণ্ডা জলে মাথা উত্তমরূপে ধৌত করিবে। গরমজল দ্বারা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা বিধেয়। ইহাতেও শরীরের দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায়। জ্বর খুব বেশী হইলে বা ভুল বকিলে উহা হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত মাথায় জল ঢালিতে হইবে।

মুষ্টিযোগ

১। উচ্ছে পাতার চূর্ণ ৫ রতি অথবা নাটার মূল চূর্ণ ৫ রতি গোলমরিচ চূর্ণ ৫ রতির সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

২। ধনিয়া ও পটোল পাতার কাথ সেবন করিলে সামান্য জ্বর ও শরীরের জ্বালা বিনষ্ট হয়।

৩। জ্বর বিচ্ছেদে কচি নাটার ডগা লবণ সহ বাটিয়া ২।৩ বার সেবন করিলে জ্বর পুনরায় হয় না।

৪। শ্বেত পাপড়ার রস মধুসহ সেবনে দাহ জ্বর সারে।

৫। জ্বরে হাত পা জ্বালা ও বমন থাকিলে গুলঞ্চের কাথ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করা বিধেয়।

৬। কচি আমপাতা শীতল জল সহ মিশ্রিত করিয়া একটী কাসার বাটীতে করিয়া নাভির উপরে রাখিলে জ্বরকালীন দাহ ও পেটের জ্বালা কমিয়া যায়।

৭। জ্বর আসিবার দিন প্রাতঃকাল হইতে দণ্ডকলসের পাতা বা শ্যাওড়া পাতার ঘ্রাণ লইলে পালাজ্বর সারে।

৮। সর্দ্দি ও শরীর ব্যথা যুক্ত জ্বরে বাসক পাতা কচি বেলপাতা ও গুলঞ্চ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা করিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ছটাক থাকিতে নামাইবে এক ছটাক মাত্রায় দুইবারে সেব্য।

সম্রাটের জন্মদিনের উপাধির সম্মান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রায় বাহাদুর

ফরিদপুরের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুত অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতার ব্যবসায়ী রায় সাহেব ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, দায়রা জজ বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারী উকীল সুরেন্দ্রনাথ গুহ, হাইকোর্টের উকীল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান তারকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ময়মনসিংহের ডেপুটী যোগেশচন্দ্র দত্ত, বীরভূম লাভপুরের জমীদার নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, যুক্তপ্রদেশের জিলাজজ ক্ষীরোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাহাদের সিভিল হাঁসপাতালের রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাসারামের উকীল রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ বসু, উড়িষ্যার ডেপুটী রায় সাহেব অজয়চন্দ্র দাস, মজঃফরপুরের উকীল জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, পুরুলিয়ার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশচন্দ্র সিংহ, আসামের ই, এ, সি,জানকীনাথ পুরকায়স্থ,শ্রীহট্টের সরকারী উকীল সতীশচন্দ্র দত্ত, জোড়হাট প্রভিন্সিয়াল রেলপথের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার প্রকাশচন্দ্র বসু, ভারত সরকারের বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব সতীশচন্দ্র বিশ্বাস, কানপুরের সরকারী কারেন্সী অফিসার হেমচন্দ্র গাঙ্গুলী, ই, বি, রেলের ডি, টি, এস, মিঃ মথুরাদাস, মধ্য কলিকাতায় ডাকঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

খাঁ সাহেব

ডেপুটি মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ, নলগাঁ গাঁজা-চাষী সমবায়-সমিতির ডেপুটী চেয়ারম্যান মৌলবী হামিদার রহমান, ত্রিপুরার সাব-ডেপুটী কাজী মহম্মদ মহিউদ্দীন, আলিপুরের সাবরেজিষ্টার মৌঃ সৈয়দ মসফিকাস সেলেহীন, চট্টগ্রামের সরকারী মাদ্রাসার অস্থায়ী অধ্যক্ষ মৌলবী আবুল মহম্মদ আসাদ, ফরিদপুর হামিরদী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌঃ আবদুল গফর।

রায় সাহেব

বাখরগঞ্জের ডেপুটী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র রায়, ডিরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডসের নিজস্ব সহকারী নেপালচন্দ্র সেন, ঢাকার টিচার ট্রেণিং কলেজের অস্থায়ী ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল, ঢাকার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার সহকারী পুলিশ কমিশনার নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মুর্শিদাবাদের সাবরেজিষ্টার সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, বাঙ্গালা-সরকারের দপ্তরের শিক্ষা বিভাগের প্রধান সরকারী সত্যেন্দ্রকুমার বসু, কাঁথী, মুগবেড়িয়ার জমীদার গঙ্গাধর নন্দ, ত্রিপুরার জমীদার রূপেন্দ্র মজুমদার, বগুড়ার ব্যবসায়ী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মুন্সীগঞ্জ ইচ্ছাপুর যুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট দীনেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, যশোহরের জমীদার হাজারীলাল প্রামাণিক, বিহারের ডেপুটি যতীন্দ্রকুমার রায়, বিহারের সরকারী সিভিল সার্জ্জন বিধুভূষণ মল্লিক ও সুধীরকুমার সেন, পুরীর জমিদার শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, চাইবাসার উকীল নলিনীকুমার সেন, বিহারের দারোগা কালীকিঙ্কর ঘোষ, মুঙ্গেরের মোক্তার অমূল্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, আসাম সার্ভে স্কুলের অধ্যক্ষ কালি মোহন দত্ত, এম, ডব্লিউ, রেলের সরকারী, সিগনাল ইঞ্জিনিয়ার তড়িৎকান্ত সেনগুপ্ত, ই, আই, রেলের ষ্টেশনমাষ্টার বাসুলাল চৌধুরী, আর্কিয়োলজী অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলাইচাঁদ ঘোষ, ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলের নিজস্ব কেরাণী সিদ্ধেশ্বর দত্ত।

সামরিক

রামপুরের নবাব সৈন্য দলের অবৈতনিক মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হইয়াছেন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কুলিয়া সহরের দৈনন্দিন ঘটনা

আমরা প্রত্যহই সহর নবদ্বীপ হইতে নারী-নির্য্যাতন-সম্পর্কীয় যে সকল কদর্য্য সংবাদ পাইতেছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের শুভ্র কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। কেন, সহর নবদ্বীপে কি সজ্জন বলিতে কেহ নাই? তাঁহারা কি ইচ্ছা করিলে ঐ সকল দুষ্ট প্রবৃত্তির লোকগণকে অনায়াসে কুলিয়া সহর হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন না? গত দশহরার দিন যে কয়েকটী ঘৃণিত ব্যাপার কুলিয়া সহরে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা কি সহর নবদ্বীপবাসীর অজ্ঞাতে? দৈনন্দিন এইরূপ ঘটনা কি তাঁহাদের লজ্জার বিষয় নহে? দিন দিন কুলিয়া নবদ্বীপের যে ঘৃণিত অবস্থা হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কোন ভদ্রলোক বা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি সপরিবারে সেই স্থানে গমন করিতেও ইচ্ছা করিতেছেন না, পরন্তু নাম শুনিয়াই ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতেছেন।

নবদ্বীপের শুভ্রম সংবাদ

ঢাকার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কমলা ঔষধালয়ের সমস্ত কারখানাদি সহ নবদ্বীপে গঙ্গা বাসের উপলক্ষে বড়ালের ঘাটে আসিয়াছেন। তিনি রাজসাহীর হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের ছাত্র ও প্রাতুষ্পুত্র, ইনি নানাপ্রকারের দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসক। কবিরাজ মহাশয় ঢাকাতে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইনি দরিদ্রদিগের চিকিৎসা বিশেষ আগ্রহের

সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কবিরাজ মহাশয়ের নিকট স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ, চ্যবনপ্রাশ, তৈল প্রভৃতি নানাপ্রকার দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। পাঠকবর্গকে জানান যাইতেছে যে আপনারা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

(ভারতীয়)

ডাঃ বেশান্তের সংবাদ

মিসেস এনি বেশান্ট য়ুরোপ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে তার-যোগে জানাইয়াছেন,—মাদ্রাজ সরকার তাঁহার পত্র আটক করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সার পি, সি রাম-স্বামীর লিখিত একখানা পত্র ৩০শে মে বিলি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঐ পত্র গতকল্য বিলি হইয়াছে।

খদ্দর

নিখিল ভারতীয় বয়ন-সমিতির গত এপ্রেল মাসের বিবরণীতে প্রকাশ, ঐ মাসে প্রায় ১১ হাজার টাকার খদ্দর বিক্রীত হইয়াছে। লাহোরে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যের খদ্দর বিক্রীত হইয়াছে।

নূতন ট্রাম

কলিকাতায় ট্রাম কোম্পানী এক নূতন ধরণের গাড়ী চালাইতেছেন, তাহাতে এক গাড়ীর মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন সংখ্যাও বেশী।

সহরের সুখশান্তি

সহরের বাস, মোটর, লরী, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী প্রভৃতি যানের চলাচলে পথিকগণের জীবন সর্ব্বক্ষণই সঙ্কটাপন্ন। বড় রাস্তার উপরে যাঁহাদের বাড়ী, তাঁহাদের ত' কাণ সর্ব্বক্ষণই ঝালাপালা। রাত্রি ১২টার পর একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে হয়। তাহার উপর আবার কলের ধূমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। চোর ডাকাত গুণ্ডাদের ভয়েও সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়। এত অসুবিধার মধ্যেও মানুষ সহর বাজারে বাসের জন্য যে কেন লালায়িত, তাহা একটু সন্ধান করিলেই জানা যায়, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভাকাঙ্ক্ষাই ঐ সহর বাসের একমাত্র কারণ। ঐ তিনটী বস্তু লাভের জন্য মনুষ্য সকল অসুবিধাই হাসিতে হাসিতে বরণ করিতে পারে। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় যখন ইংরাজ-রাজ ভারতবাসীকে ডাকিয়াছিলেন, ভারতবাসী তখন ইংরাজরাজের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ যতটা না হউক কনক ও প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ততটা সাগর পারে জীবন বিসর্জ্জন দিতে ছুটিয়াছিল। মোট কথা লোভই মানুষকে অম্লানবদনে ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা দেয়। যে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ নানা অসুবিধা বরণ করিতে চাহে, সেই লোভই আবার হয় মানুষের পরম শত্রু। মানুষ সহর বাসের নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া—জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া যে কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহারাই আবার একটু ফাঁক পাইলেই তাহার জীবনলীলা একেবারেই ঘুচাইয়া দিবে, কেবল কষ্ট সহ্য করাই সার হইবে। কিন্তু মাত্র একটী বিষয়ের প্রতিষ্ঠ লোকের বর্ত্তমানে অতি দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরিণাম বড় সুখময়। ঐ লোভে লুব্ধ হইয়া সহর বাসেও শান্তি, সুদূর প্রবাসে সাগরপারেও শান্তি, সহরের গোলমালও কর্ণপীড়াদায়ক হয় না, সাগরপারের বন্ধুহীনতা উদ্বেগদায়ক হইলেও সুখের হইয়া থাকে। সেই লোভটি আর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি ভোগ সম্ভারের জন্য নহে, তাহা কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের জন্য। এতাদৃশ লোভ ভিন্ন মানুষের জীবন সর্ব্বত্রই অশান্তিময়। সহরবাসীরা মনে করেন, গ্রামে সুখ আছে, কিন্তু গ্রামে আসিয়াও সাম্প্রদায়িক কোলাহল, দস্যু তস্কর রোগ শোক জরা মৃত্যু প্রভৃতির অশান্তি তাঁহাদিগের সকল সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। সুতরাং জীবন কোলাহলশূন্য হইয়া শান্তিময় হইতে পারে তখন, যখন মানব কি সহর কি গ্রাম সর্ব্বত্রই কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর হইয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাহা এক্ষণে অসম্ভব মনে করিলেও তাহাই একমাত্র সম্ভব, অন্য চেষ্টাই বরং অসম্ভব, কেননা তাহা স্বভাব বহির্ভূত কার্য্য।

নেপালীর কাণ্ড

জনৈক নেপালী যুবক কয়েকটী পুরুষ ও স্ত্রী যাত্রিসহ মুর্শিদাবাদের ডাউন-ট্রেণে আসিতেছিল। কাঁচড়াপাড়া ও নৈহাটীর মধ্যে কতিপয় আম ব্যবসায়ীর সহিত জায়গা লইয়া ঐ নেপালীর ঝগড়া বাধিলে নেপালী নাকি কুক্‌রী ব্যবহারের চেষ্টা করে। কোন যাত্রী শিকল টানিতেই ট্রেণ থামিয়া যায়। উক্ত ট্রেণের ইউরোপীয় গার্ড নেপালীকে নৈহাটিতে রেলওয়ে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

মস্কোয়ের তুর্কদূত

মস্কোয়ের তুর্ক-দূত টিউফিক পাশা কনষ্টান্টিনোপল আসিয়াছেন। তিনি আফগানরাজদম্পতির সম্বর্দ্ধনাব্যাপারে তিহারণে যাইবেন। তথায় তিনি তুর্ক-পারস্য সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এইরূপ শুনা যায়।

মানুষ ধর্ম্মের নাম করিয়া তীর্থস্থানে আসিয়াও পাপকার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না। যাঁহারা তীর্থবাসী বলিয়া বড়াই করেন, তাঁহারা ত' পাপ-কর্ম্মে একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছেন। কেন না, তাঁহাদের মতে, তাঁহারা ধামবাসী কিনা, তাই যতই না কেন ভীষণ পাপে তাঁহারা লিপ্ত থাকুন, তাহাতে তাঁহাদের দোষ স্পর্শিবে না। এই সকল অর্ব্বাচীন ব্যক্তি নবাগত তীর্থযাত্রিগণকে 'ধামবাসী হইয়া পাপ করিলেও কোন দোষ নাই' ইহা শিখাইয়া পাপকর্ম্মে লিপ্ত করায়। এ সকল ব্যভিচারী তৈর্থিকগণের দৃষ্টান্ত পাঠকগণকে আর স্পষ্ট করিয়া কিছু বুঝাইয়া দিতে হইবে না, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, নবদ্বীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহে অসংখ্য পাইবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ও আবার ঐ সকল ব্যভিচারীদের প্রশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁহাদের যুক্তি—"হাজার হোক, উঁহারা ত' তীর্থে বাস করে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এক আধবার হরিনাম করে, একটু নেশা করা কিম্বা অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়তর্পণাদি করা আর এমন কি দোষের? ধামবাসীদের কোন দোষ থাকিতে পারে না।" শিক্ষিতাভিমান লইয়া এরূপ খামখেয়ালী যুক্তি যে তাঁহারা কি করিয়া দেন, তাহা আমরা ভাবিয়াই পাই না। নৈতিক চরিত্রহীন ব্যক্তিগণকে কি করিয়া কোন্ শাস্ত্রবিধি-বলে ধামবাসী বলিতে হইবে? ধামবাস কাহাকে বলে? লাম্পট্যবৃত্তি চরিতার্থ করার নামই কি ধামে বাস? ওরূপ ধামে বাসের আদর্শ অনুসরণ করিতে যাঁহার সখ হইয়াছে, তিনি করুন, পরন্তু আমরা উঁহাকে ধামে বাস ত' বলিবই না, বরং লাম্পট্য, কাপট্য, শাঠ্য প্রভৃতি আখ্যা দিয়া আখ্যাধারীকে যত শীঘ্র পারি ধাম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদর্শনদ্বারা বিদায় করিব। শ্রীধাম সাক্ষাৎ ভগবদভিন্ন বস্তু—অপ্রাকৃত রাজ্য। সেই রাজ্যের অধিবাসীর কি আর কখনও ঘৃণিত পাপকর্ম্মে মতি থাকে? প্রাপঞ্চিক হেয় অনুবৃত্তি থাকিতে কি কখনও প্রপঞ্চাতীত ধামে বাস সম্ভব হয়? আমারও যেরূপ সঙ্কীর্ণমন, ধামবাসীর ধারণাও আমার পক্ষে সেইরূপ সঙ্কীর্ণ। ধামে বাস করার নাম করিলেই যেন আমাগ্রামা যে সে ধামে বাস করিতে পারে। ধামে বাস এত সহজ নহে, আর ধাম দর্শন আমার ন্যায় ভোগীর প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা সম্ভব নহে। আমি ধামকে আমার গ্রামের অন্যতম বলিয়া মনে করি মাত্র। পাঁচ বাড়ী ঠাকুর দেখিয়া 'বেড়ান' ও ছেলে পিলের জন্য খেলনা, খেলা, ফিল্ম নানা নূতন নূতন স্থান দেখিয়া, আমোদ করিয়া বেড়াইবার নাম তীর্থ দর্শন নহে। তীর্থ দর্শন করিতে হইলে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিতে হয়, সদ্‌গুরুর আনুগত্যে কিম্বা সদ্‌গুরুর নির্দ্দিষ্ট সাধুর আনুগত্যে তীর্থভ্রমণে গমন করিলে বা তীর্থ বাস করিলে তীর্থভ্রমণ বা তীর্থবাসের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, নতুবা কতকগুলি লম্পটকে ধামবাসী বলিয়া তাহাদের সংসর্গে পড়িয়া নিজেকেও লম্পট সাজাইতে হয়। এমন না বুঝিয়া যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়া বসে, তাহাদিগের অপরাধের বরং কোন কালে ক্ষমা আছে, কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের নামে বুজরুকি করিয়া পাপকার্য্য করে এবং যাহারা সেই পাপ-কার্য্যের প্রশ্রয়ও দেয়, তাহাদের অপরাধের কখনও ক্ষমা নাই। সুতরাং সাধু সাবধান।

শোক-সংবাদ

কোচবিহার রাজ্যের সুযোগ্য স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা চরণ ঘোষ বি, এ, মহাশয়—গত ২৯শে মে দীনহাটা মহকুমার স্কুল পরিদর্শনে যাইয়া হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার ন্যায় সরল ন্যায়-পরায়ণ, পরোপকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে কোচবিহার শিক্ষা বিভাগে একটা সমূহ ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে প্রবোধ দেওয়ার-মত আমাদের কোন ভাষা নাই। একমাত্র শ্রীভগবৎপাদপদ্মাশ্রয়ই শোক-শান্তির উপায়।

তিনি যে শুধু জাগতিক হিসাবে ভাল মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। পারমার্থিক বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি বহুদিন যাবৎ গৌড়ীয়-গ্রাহক থাকিয়া নিয়মিত পাঠে নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ছিলেন। বিশেষতঃ গৌড়ীয় মঠের প্রায় যাবতীয় গ্রন্থ গৃহে রাখিয়া নিত্যপাঠ্য রূপে ব্যবহার করিতেন। এই সমস্ত সত্যানুসন্ধিৎসার ফলে তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যকে গুরু পদে বরণ করিবার ইচ্ছা অনেক সময় প্রকাশ করিতেন। এমন কি পরমায়ুষ্কে কুলাইলে তাহা কার্য্যেও পরিণত করিতেন, সন্দেহ নাই।

এই অবস্থা হইতে জানা যায় যে, রাবণের সিঁড়িবাঁধার ন্যায় শুধু সদাশয়ে পর্য্যবসিত হইলে কার্য্যে পরিণত করা ভার। সুতরাং বুদ্ধিমান জন, কাল-বিলম্ব না করিয়া সদ্‌গুরু-চরণে শরণ লইবেন, ইহাই সূচিত হইতেছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার—১৩৩৫।

ভজন প্রয়াসীর আলোচ্য বিষয়

ভক্তি ভক্ত ভগবান গুরু
চতুর নাম বপু এক।
ইহঁকা পদযুগ বন্দন করত
নাশত বিঘ্ন অনেক॥

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ ও গুরু এই চারিটী অভিন্ন বস্তু। ইহাদের পাদপদ্ম বন্দনা দ্বারাই জীবের সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। আবার এই চারিটী বস্তুর মধ্যে অপর তিনটী অপেক্ষা শ্রীগুরুদেবের আরাধনার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা। তাহার কারণ গুরুদেবের কৃপায় জীবের ভক্তি ভক্ত ভগবানে প্রাকৃত বুদ্ধি জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া অপর তিনটীর সেবা যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা যাহাই করিতে যাই না কেন তাহাই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া নিরয় বর্ত্ম গৃহ বা সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মায়া বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবৎ সঙ্গ অপেক্ষা ভক্ত সঙ্গের অধিক তর প্রয়োজনীয়তা জানাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জীবকে গুর্ব্বানুগত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। অতএব গুরু বৈষ্ণবের সেবা ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন জীবেরই ভগবানের প্রতি সেবা প্রদর্শন করার চেষ্টা উচিত নহে। শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন, শ্রীনাম গ্রহণ, বৈষ্ণব সেব, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি যাহা কিছু কৃত্য বৈষ্ণব গুরুর আনুগত্যে হইলেই তাহা আমাদের চরম মঙ্গল লাভের উপায় স্বরূপ হয়। নতুবা ঐ সকল কার্য্যই আমাদিগকে ক্লুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে চিরকাল নিমগ্ন করিয়া রাখে। এই জন্যই ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা-মূলে বলিয়াছেন—"ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সম্পদ শুন ভাই হয়ে একমন। আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ নরোত্তম দাস কহে, জীবার উচিত নহে শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে।

শ্রীবিগ্রহ সেবায় ভগবানের অর্চ্চা মূর্ত্তিতে পুতুল জ্ঞান অথবা কাঠ মাটী পাথর নির্ম্মিত পার্থিব বস্তুর অনুত্তম বুদ্ধি, শ্রীনাম গ্রহণে দশবিধ অপরাধ প্রভৃতি বিঘ্ন আছে। কিন্তু শ্রীগুরু সেবার তাদৃশ বিঘ্ন নাই। অর্থাৎ আমরা যদি নিষ্কপটে স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া গুরু পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করি তাহা হইলেই আমাদের ভগবৎ সেবায় যাবতীয় প্রতি বন্ধক অচিরেই দূরীভূত হয়। এবং তৎপরক্ষণেই শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটে, শ্রীগুরু কৃপায় শিষ্য হৃদয়ে শ্রীধামেরস্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ভক্তরাজ বিশ্বনাথ তদীয় সারার্থদর্শিনী টীকায় বলিয়াছেন সিদ্ধ শিষ্য গুরুর সেবা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভাবে কৃষ্ণ সেবানন্দ আস্বাদন করিতে চান না যেহেতু তিনি জানেন গুরু সেবাই পুরমপুরুষার্থ। এস্থলে হয় ত' কেহ বলিতে পারেন অজামীল শ্রীগুরু পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়াও সাঙ্কেত্য নামাভাসের ফলে যখন বৈকুণ্ঠ লাভ করিল, তখন যাহারা নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন অথবা শ্রীধাম নবদ্বীপ বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ সেবায় ব্যাপৃত থাকেন তাহাদের গুরুকরণের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিলেই নামের ফল কৃষ্ণের প্রেম জীবের পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে। যাহারা অজামীলের আদর্শে গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, তাহারা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে অপরাধী। নামাপরাধে কোটিজন্ম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারাও ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হন না। সম্বন্ধ জ্ঞান রহিত অপরাধ শূন্য চতুর্বিধ নামাভাসের ফলে অজামীল বা তত্তোধিক দুরাচারের ক্ষণিকের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পাপমূল বিনষ্ট হইয়া শ্রীনাম প্রেম লাভের যোগ্যতা হইতে পারে। কিন্তু অপরাধ স্পর্শ করিলেই তাদৃশ লাভের সম্ভাবনা নাই। গুরু কৃপাতেই দশবিধ নামাপরাধ হইতে মুক্তি ঘটে, তাহ শাস্ত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক শ্রীগুরু হইবার যোগ্য কে?

সাধারণতঃ পরিদৃশ্যমান জগতে কর্ম্মী জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ লোক সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপরজ্ঞানী লোকবঞ্চনার্থ মুখে গুরুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বস্তুতঃ গুরু শিষ্যের নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। কর্ম্মিগণ ধর্ম্ম, অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ লাভের উদ্দেশ্যে নানা দেবদেবী উপাসনায় তৎপর। ইহাদিগকে শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ও সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব এই পঞ্চশ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। ইহারা সকলেই গুরু শিষ্যের মধ্যে [illegible] স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু [illegible] ভগবান ও গুরুর নিত্য সম্বন্ধ যোজনা নাই। ভক্তই একমাত্র গুরুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ ত্রহ্মনিষ্ঠ ভক্তিমান পুরুষই গুরু হইবার যোগ্য। শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ গুরোঃ—বৈষ্ণবই প্রকৃত পক্ষে গুরুপদ বাচ্য। কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠা এই তিনটী পার্থিব রজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ-ইন্দ্রিয়তর্পণে রত তিনিই বৈষ্ণব। তাহার নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করাই বিধি। অবৈষ্ণবের নিকট অজ্ঞাত সারে মন্ত্র গৃহীত হইলে তাহা পরিত্যাজ্য, অবৈষ্ণব প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে শিষ্যের নরক লাভ হয়।

কুলগুরু পরিত্যাজ্য কিনা;

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু হইবার যোগ্য, গুরুত্ব জাতি, কুল বা বংশ পরম্পরায় আবদ্ধ নহে কুল গুরু যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অযথা পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধ বৈষ্ণব না হইয়া গোস্বামী সন্তান কুলগুরু সন্তান বলিয়া শিষ্যের নিকট নিজের গুরুত্ব দাবী করেন, তাহা বাস্তবিকই কলিকালোচিত।

সদ্গুরুরপ্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য

অসদ্ গুরুর উপদেশ পালন করিতে করিতে শিষ্যের যেমন অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হয় পক্ষান্তরে সদ্গুরুর উপদেশ পালন না করিলে "আমি সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াছি"—এই অভিমান মাত্রই সার হয়। এতৎপ্রসঙ্গে পরম ভাগবত কবি প্রেমানন্দের উপদেশটী অনুক্ষণ আলোচ্য—

ওরে মন কি তুমি ভাঁড়াম কর
সেবক হ'য়েছি, আশ্রয় ল'য়েছি,
কিসের গরব ধর
সেবক বলিয়া এ তিন আখর
তিনের তিনটী কাম
তা যদি না কর, কি মত আচর
তে কিসে সেবক নাম।
সে আখর কয় কর গুরু সেবা
স্বীকার, গুরুর বাক্
তাহা না করিলি, স্ত্রীবাক্ পালিলি
সে ছাড়ি রহিল বক॥
বৈষ্ণব সহিত, বাসুদেব ভজ
ফুকারি কহিছে ব
তা কৈলে কখন, সংসারে মগন
ব ছাড়ি রহিল ক
ক বলে কহনা, কৃষ্ণের কথন
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান।
তাহা না করিলি- সংসারে মজিলি
ক গেল করিয়া মান॥
একে একে দেখ, তিনেই পলাল
বসতি হইল খালি।
কহে প্রেমানন্দ, তে যম কিঙ্কর
হাতে বাজাইছে তালি॥

গুরু নির্ণয়ে ভ্রম

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়

এই বাক্যটী অবলম্বন করিয়া অনেকেই বলেন গুরু মদখোর মাছখোর গুলিখোর যাহাই হউক না কেন তথাপি তিনি আমার গুরু হইবার যোগ্য। এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অনভিজ্ঞতা ও ভাগ্যহীনতার পরিচয় মাত্র। গুরুদেব কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত ক্ষণকালও নিজ বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন না। প্রাকৃত দৃষ্টিতে গুরুর সদাচার বা অসদাচার দর্শন উভয়ই দোষাবহ। অপ্রাকৃত দৃষ্টিসম্পন্ন শিষ্য শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎ পার্ষদরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। প্রাকৃত দৃষ্টিদ্বারা গুরুর সদাচার বা অসদাচার বিচার করা শিষ্যের অধঃপতনের কারণ হয় বলিয়া বৈষ্ণব গুরুর অপ্রাকৃতত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত উক্ত পয়ারের অবতারণা।

হিসাব নিকাশ

জীব মাত্রই কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে বা পরে একটা লাভালাভের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। যে কার্য্যে লাভ না থাকে, সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মিছামিছি সময় নষ্ট করিতে চাহেন না। সামান্য কীট হইতে বুদ্ধিমান্ মানব পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের কৃতকর্ম্মের লাভালাভ সম্বন্ধে একটা হিসাব আছে। যে পরিমাণ পরিশ্রম ও সময় ব্যয়িত হইল, সে পরিমাণ লভ্য হইল কিনা, পরীক্ষার জন্য হিসাব নিকাশ হইয়া থাকে। লাভ হইলে আরও লাভের জন্য কার্য্যের উন্নতি-চেষ্টা করা হয় এবং লোকসান হইলে কার্য্যপন্থা পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত করা হইয়া থাকে। সুতরাং উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই মিতব্যয়ী হইবার নিমিত্ত আয়-ব্যয়ের একটী হিসাব রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং উপযুক্ত হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা সেই হিসাব পরীক্ষিত হওয়াও আবশ্যক।

আমরাও আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের লাভালাভ সম্বন্ধে একটী হিসাব প্রস্তুত করিব। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে মনুষ্য দেহ রূপ একটী মূল্যবান সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং আত্মাকে সেই সম্পত্তির মালিক করিয়া দিয়াছেন। আত্মা আবার মনকে সেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন। আর আত্মতত্ত্ববিৎ সাধু হইয়াছেন তাহার হিসাব পরীক্ষক। আত্মার একমাত্র কার্য্য তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করা, মনের উপরও আত্মার সেইরূপ আদেশ আছে। মন যতক্ষণ স্ববশে বা আত্মবশে থাকে, ততক্ষণ মনের কার্য্য ভগবৎসেবা চেষ্টা ব্যতীত আর কিছু থাকে না। সেকালে ভগবদ্দত্ত সম্পত্তির অতি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়া থাকে। হিসাবে

কোন গোলমাল হয় না। কিন্তু মন যখন আত্মার অধীনত্ব স্বীকার না করিয়া স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া বসে, আত্মবৃত্তি যে শুদ্ধ ভক্তি, তাহার আনুগত্যে পরিচালিত না হইয়া মায়ারাক্ষসীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত ব্যভিচার করিতে ছুটীয়া যায় এবং তাহার মালিক আত্মাকে গোপন করিয়া সমস্ত সম্পত্তি সেই মায়ারাক্ষসীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া বসে, তখনই হিসাবের গোলমাল হয়। হিসাব-পরীক্ষক সাধু আসিয়া মনকে তাহার জবাব দিতে বলিলে হতভাগ্য মন তখন সাধুকে নানা দুর্ব্বাক্য বলে, সাধুর কোন কথা শুনিতে চাহে না এবং নিজেকে আত্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে এই অসদাচারী অমিতব্যয়ী আত্মদ্রোহী মনের অসৎপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন।—

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন
চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্ব ভর-
ণেন বা॥"

—অর্থাৎ গৃহব্রত জীবকুলের রাত্রিকাল নিদ্রাতে, যুবাকাল রতিক্রিয়াতে এবং দিবাভাগ প্রাকৃত অর্থচেষ্টা ও তদ্দ্বারা কুটুম্বভরণকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিন্দুমাত্র সময়ও তাহার আর ভগবৎসেবায় ব্যয় হয় না। যদিও স্বরূপানুগত্য-শূন্য মন বহির্দৃষ্টিতে কোন নীতি-বিগর্হিত পাপ কার্য্য না করিয়া আহার বিহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্ম করিতেছে সুতরাং কিছু লাভবান হইতেছে বলিয়া ভাবে, তথাপি হতভাগ্য জানে না যে, পুণ্যকর্ম্মদ্বারা কোন লাভই হয় না, লাভের মত মনে হয় বটে, কিন্তু সমস্তই লোকসানের মধ্যে। কারণ পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গাদি সুখভোগ একটী নির্দ্দিষ্ট কালের জন্যই লাভ হইয়া থাকে।

মন যখন কিছুতেই সাধুর কথা শুনিতে চাহে না, ভগবদ্দত্ত সম্পত্তি দেহকে ভোগ করিতে চাহে, কিছুতেই আত্মকার্য্যে লাগাইবে না বলিয়া সঙ্কল্প করে, তখন সাধু সেই মনকে দুরারোগ্য জানিয়া তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া তাহার কৃত কর্ম্মফলভোগ করিতে ছাড়িয়া দেন। তখন সেই মতিচ্ছন্ন মন—

"কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র,
শূদ্র।,
কভু দুঃখী কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥"

এইরূপে সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সাধুর কৃপাতেই মনের সঙ্কল্প যখন কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, তখন মন নিজ দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সাধুর পাদপদ্ম আশ্রয় করে এবং সাধুর উপদেশ-ক্রমে আত্মানুগত্য লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই মনের ভগবদ্দত্ত সম্পত্তিতে আর ভোগবুদ্ধি থাকে না। সর্ব্বস্ব দিয়া ভগবানের প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করে। তখন সাধু আসিয়া হিসাব নিকাশ করিয়া হিসাবে আর কোন গোলমাল পান না।

সুতরাং লাভের উপায় একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তুর সেবা। ভগবান এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় সমস্তই একমাত্র নিত্যবস্তু। আমাদের যে কিছু চেষ্টা, তাহার সমস্ত ভগবৎপ্রীত্যর্থে নিযুক্ত হইলেই অপব্যয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিবে। আমরা ভগবৎসেবার জন্য যে সময়, যে অর্থ— যাহা কিছু ব্যয় করি, তাহা বহির্দর্শনে ব্যয়িত হইল বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তাহাই সঞ্চিত হইতে থাকিল। যাহা ভগবৎসেবায় যায় না, তাহাই ব্যয়ের মধ্যে। উচ্চকুলে জন্মলাভ, অতুল ঐশ্বর্য্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় রূপলাবণ্য তখনই লাভের হইবে, যখন সে গুলির সমস্তই ভগবৎসেবায় সর্ব্বতোভাবে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, দৈনন্দিন জীবনের একটা তালিকা প্রস্তুত করা যে, কোন্ সময়টী, কোন্ বিষয়টী আমাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিমূলা ভগবৎসেবায় এবং কোন্‌টাই বা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিমূলা চেষ্টায় ব্যয়িত হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলিরই যদি লাভালাভ বিচার করা যায়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অল্পকাল মধ্যেই আত্মোন্নতিলাভে সমর্থ হইব। অবশ্য সাধুই আমাদের উক্ত তালিকার পরিদর্শক হইবেন। কেননা আমরা স্বাধীন বুদ্ধিবশে কোন্‌টী ভগবৎ কার্য্য, কোন্‌টাই বা তাহা নহে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, যেটী যাহা নয়, সেটী তাহা বলিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়া ফেলি। সেজন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে পরদিন সকাল পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য করিতে হইবে, সাধুর নিকট তাহার একটী তালিকা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং সেই তালিকানুসারে আমরা কি কি কার্য্য করিলাম না করিলাম, তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে, লিখিবার শক্তি না থাকিলে অন্ততঃ মৌখিকও সাধুর নিকট নিবেদন করিতে হইবে। সাধুই আমাদের কৃতকার্য্যের সদসদ্ বিচার করিয়া দিবেন। এইরূপে সাধুর একান্ত আনুগত্যে একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধির মধ্যে না থাকিলে আমরা কখনই উন্নতিলাভ করিতে পারিব না। আহার বিহারাদি পশুপক্ষীতেও ত' করিয়া থাকে, তাহা একটু ভাল করিয়া চালাইতে পারিলেই যে আমাদের বাহাদুরী, তাহা ত' নহে? 'মনুষ্য জীবনের একটা মহদুদ্দেশ্য ভগবদ্ভজন। তাহাই যদি না হইল, তবে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় নিরর্থক হইল। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, আমরা চিরকালের জন্য এ জগতে আসি নাই, আমাদিগকে একদিন সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, মনুষ্য জন্ম এবার পাইয়াছি, আর পাইব কিনা, তাহা জানি না, সুতরাং বর্ত্তমান সুযোগ হারাইয়া ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকা কোন মতেই উচিত নহে। ভূমী জমা বৃদ্ধিকরা, দু'দশজন লোকের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করা, 'পণ্ডিত' খেতাব পাওয়া প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ মাত্র হইলেই আমরা লাভবান হইব না, ভগবৎসেবা লাভই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং সেই ভজনের অনুকূলেই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিমুহূর্ত্তেই যদি আমরা চিন্তা করিতে পারি, "আমি কি জন্য জগতে আসিয়াছি, যাহা করিতেছি, তাহা পরিণামে আমাকে কি ফল প্রদান করিবে, যে জগতে আমি থাকিব না, সে জগতের প্রতি আমার এত আসক্তি কেন, জগৎকে হরিসেবায় নিযুক্ত করাই আমার কর্ত্তব্য, জগতের কোন বস্তু আমার ভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থা হইতেই হরি সেবা করিতে পারি, কেন পণ্ডিত হই নাই, কেন ধনী হইলাম না, কেন সৎকুলে জন্মলাভ করিতে পারিলাম না—এ সকল চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই, যাহা আমার আছে, তাহা দিয়াই ভগবৎসেবা করিব,' তাহা হইলে আর জীবনে কিছু লোকসানের ভয় করিতে হইবে না। হিসাব-সংরক্ষক সাধু আর আমাদের হিসাবে কোন গোল পাইবেন না। পুরস্কার স্বরূপ কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিবেন। কেননা 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'। সাধুসঙ্গ-ক্রমেই দেহ ও মন আত্মার অভীষ্ট যে কৃষ্ণসেবা, তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন, মনুষ্য-জীবনের ইহাই হিসাব-নিকাশ।

স্বরূপ-বিচার

(শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী)

আমরা যখন জাগতিক জ্ঞান লইয়া জীবের স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হই, তখন দেখি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম নির্ম্মিত এই স্থূল বস্তুটিই জীবের স্বরূপ। যখন আমাদের এরূপ বিচার হয় তখন যাহা হইতে এই স্থূল শরীর লাভ করিয়াছি তাহাকে একমাত্র গুরু জানিয়া সেবা করিয়া থাকি এবং এই দেহের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আহার, বিহার, বাসের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহু প্রকার দেহসম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকি।

আবার যখন আমরা জাগতিক জ্ঞানে আরও একটু উন্নতি লাভ করি, সে সময় স্থূল শরীরকে কেবলমাত্র আমি মনে না করিয়া স্থূল শরীরের মধ্যে যে একটু চেতনতা আছে যাহার দ্বারা এই জড় শরীরটি চালিত হয় তাহাকে জীবের স্বরূপ বলিয়া থাকি। তখন আমাদের এরূপ বিচার উপস্থিত হয় যে, কেবল নিজের শরীরের সুখ সুবিধার অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রত্যেক জীবের সুবিধা লাভ হয় তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেই জন্য সমাজ-সংস্কার, দেশোদ্ধার, স্থূল শরীরকে রোগাদি হইতে মুক্তি দিবার জন্য হাঁসপাতাল, সেবাশ্রম, শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পুষ্করিণীখনন, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অন্নছত্র ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপারে জড়িত থাকিয়া এই মায়ার রাজ্যে বাস করি।

কিন্তু যখন আমরা কোন ভাগ্যক্রমে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গফলে জানিতে পারি, এতদিন আমি যে জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছিলাম তাহা ভুল হইয়াছে, কারণ ইহ জগতের জ্ঞানের দ্বারা পরজগতের বিষয় বোধগম্য নহে, তখন বুঝিতে পারি জীব ইহ জগতের বস্তু নহেন', তবে যে জীবগণকে বর্ত্তমানে ইহ জগতে অবস্থান করিয়া নানারূপ কার্য্যে ব্যস্ত দেখা যাইতেছে, উহা কি? উহা জীবের স্বরূপের কার্য্য নহে, বিরূপের। স্বরূপাবস্থিত জীব কোন সময়ে জড়জগতের কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন না। তিনি নিত্য স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় ব্যস্ত থাকেন—

সাধু ও শাস্ত্র বাক্য হইতে জানা যায়, বর্ত্তমানে যে জড় শরীরটি দেখা যাইতেছে ও এই জড়শরীরকে যে সূক্ষ্ম শরীর চালনা করিতেছে এই দুইটি পরিবর্ত্তনশীল ও অচেতন। এখন জিজ্ঞাস্য সূক্ষ্ম শরীর অচেতন হইয়া কি করিয়া অপর অচেতন বস্তুকে চালিত করে? সেজন্য শাস্ত্র সূক্ষ্ম শরীরকে জড় না বলিয়া চিদাভাস বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঠিক চিৎও নহে আবার ঠিক জড়ও নহে, চিজ্জড়ের মিশ্রিত ভাব কিন্তু দুইটিই অনিত্য। ইহা ছাড়া একটি শুদ্ধচেতন বস্তু আছেন, যাহা না থাকিলে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর দুইটিরই কোন চেতনতা লক্ষিত হয় না, সেইটিই জীবের স্বরূপ। সেই চেতন বস্তুকে এইজড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচার করিতে যাইয়া মনে করি, জীবের স্বরূপে কোনও আকার নাই উহা নির্ব্বিশেষ, যেহেতু আমার ইন্দ্রিয়গণের গোচরীভূত নহে। কেহ কেহ

বলিয়া থাকেন স্থূল দেহ যে মন তাহাই আমার স্বরূপ; বস্তুতঃ তাহা নহে কেননা তাহা যদি হইত তাহা হইলে মনের পরিবর্ত্তন ঘটে কেন? আত্মা ত' অপরিবর্ত্তনশীল বস্তু কিন্তু মন পরিবর্ত্তনশীল যেমন শিশুর মন, যুবার মন, বৃদ্ধের মন, প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, সন্ধ্যার মন, প্রভৃতি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মা ইহজগতের বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন না, কিন্তু মন সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব মন কখনও জীবের স্বরূপ হইতে পারে না। আত্মবস্তু অপরিণামী ও নিত্যবস্তু আর মন যদি আত্ম বা নিত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে মন বা আমি এক সময়ে মূর্খ, এক সময়ে বিদ্বান, এক সময়ে নিদ্রিত, একসময়ে জাগরিত হই কেন? তাহা হইলে এখন দেখা যায় দেহ ও মনের অতিরিক্ত যে আত্মা বা চেতন বস্তু তাহাই জীব স্বরূপ।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

*   *   *   *

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তা'রে জাপটিয়া ধরে॥

'শ্রীধাম না কলির আড্ডা"

শ্রীধাম বলিতে আমরা কি বুঝি? শ্রীধাম কি কলিকাতা, বর্দ্ধমান বা ইংলণ্ড, প্যারিস প্রভৃতির ন্যায় কোন একটী সীমা বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালী সহর বিশেষ? শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন, যথা জন্মরূপ রজ ও বিনাশরূপ তম ধর্ম্ম নাই, যে স্থান ভগবান শ্রীঅনন্তদেবের রূপ-বৈভব, যে স্থান ভক্ত ও ভগবানের নিত্য ক্রীড়া-স্থল সেই স্থানই শ্রীধাম। সেই চিন্ময় ধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায় জড় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইলেও বস্তুতঃ তাহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, পরব্যোমস্থ গোলোকাদি ধাম ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত শ্রীধাম হইতে পৃথক্, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত পয়ার কয়েকটী বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি।—

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥

—চৈঃ চঃ আ ৫।১৮-২১

শ্রীধামে কলির অর্থাৎ স্ত্রী, পান, দ্যূত, সূনা (হিংসা) ও কনক এই পঞ্চকের অবস্থিতি নাই।

আজকাল পঞ্জাব প্রদেশে নারী জাতির সংখ্যা অতি অল্প হওয়ায় ঐ দেশবাসী প্রথম 'বিধবা-বিবাহ' প্রচলন, তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় অবশেষে দেশ বিদেশ হইতে জাতি-নির্ব্বিশেষে বিধবা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য স্থানে স্থানে এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য দেশ হইতে বিধবা সংগ্রহ করা সহজ নহে জানিয়া সুচতুর এজেন্টগণ বিধবার আড্ডা কাশী, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন এই তিন স্থানে নিজেরাও এক একটী আড্ডা খুলিয়াছেন। শুনিতেছি তাঁহারা ঐ স্থানে আড্ডা খোলায় উক্ত কার্য্য বেশ সুদক্ষতার সহিত চালাইতেছেন। আজকাল ধাম নির্ণয় করিবার জন্য অনেক গুলি লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন কলির আড্ডাকে ধাম নির্ণয় না করিয়া বসেন। শ্রীকৃষ্ণসেবাপর ভূমিকাই শ্রীধাম, ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচ্য বিষয়। আউল, বাউল, দরবেশ, নেড়া, সহজিয়া সখিভেকী স্মার্ত্তধর্ম্মোপজীবী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রাকৃত বুদ্ধির সাহায্যে যে শ্রীধাম সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছেন, তাহা ভক্ত ও ভগবানের বাসোপযোগী স্থান নহে। অবস্তুতে বস্তু বুদ্ধি, অধামে ধাম বুদ্ধি মায়ামুগ্ধ জনোচিত হইলেও কোন নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা হওয়া উচিৎ নহে। তাই বলি, সাবধান যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু মনে করিয়া বিবর্ত্ত গর্ত্তে পতিত হইও না।

স্বাস্থ্য-সমাচার

ম্যালেরিয়া

গত কল্য আমরা সাধারণ ভাবে জ্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য আমরা ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ সমূহের নাম শুনিলেই অনেকেই শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু কোন্ রোগে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার সংবাদ লইলে বুঝিতে পারা যায়, ম্যালেরিয়া বঙ্গবাসীর কি ভীষণ দুর্দ্দশা করিতেছে, সোনার বাংলাকে আজ কি প্রকার শ্মশানে পরিণত করিতেছে।

গ্রীষ্মকালে অতীত প্রায়, বর্ষা উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে—এই বর্ষার শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎ হেমন্ত ও শীতকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৎসরের অর্দ্ধেকের অধিকাংশ সময়ই এই সর্ব্বগ্রাসী ব্যাধি বঙ্গের পল্লীসমূহকে কি ভীষণরূপে আক্রমণ করে, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। কিন্তু যদিও য়্যান্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটী ইহার গতি রোধ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তথাপি বঙ্গের পল্লীবাসিগণকে শিক্ষিত না করিলে, তাহাদিগকে কি প্রকারে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করে, কি প্রকার ভাবে ইহার বিস্তৃতি ঘটে, তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া না দিলে এবং তন্নিরাকরণের নিমিত্ত উৎসাহান্বিত না করিলে এই সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষসীর করাল কবল হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নহে। তাই এতৎ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম আমরা কিছু আলোচনা করিব।

ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ

গবেষণাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে য়্যানোফিলিস নামক এক প্রকার মশার স্ত্রী জাতীয় গুলির দংশনেই ম্যালেরিয়া হইয়া থাকে। উহারা ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশনপূর্ব্বক তাহার রক্তের সহিত ম্যালেরিয়া কীটাণুর গ্যামিটো সাইট্ নামক পোকাকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ পোকা ১০।১২ দিনে মশকের ভিতর বর্দ্ধিত হয়। তখন ইহাকে 'জাইগোট্' বলে। এই জাইগোট হইতে কতক গুলি স্পোরোজয়েটের উৎপত্তি হয়। মশকের দংশনকালে এই স্পোরোজয়েট গুলি মনুষ্যের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে। মানবের রক্তের ভিতর তাহাদের হিতকর এক প্রকার লাল এবং এক প্রকার শ্বেত পোকা আছে। স্পোরোজয়েট গুলি মনুষ্যের রক্তে প্রবেশ করিয়া এই লাল জীবাণু গুলিকে উদরস্থ করিয়া মনুষ্যের ভিতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ একটী পোকা একটী লাল জীবাণু নষ্ট করে। তৎপর ঐ পোকা হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে স্কাইজণ্ট বলে—প্রত্যেকটী স্কাইজণ্ট নূতন একটী লাল জীবাণুকে ধ্বংশ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে রক্তের মহোপকারী লাল জীবাণু গুলি ম্যালেরিয়ার জীবাণু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। ফলে রোগী ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য হইতে থাকে এবং অবশেষে কালের কবলে পতিত হয়।

প্রকার ভেদ

ম্যালেরিয়া সাধারণতঃ তিন প্রকার। এক প্রকারে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসে, দ্বিতীয় প্রকারে একদিন পর জ্বর হয়, তৃতীয় প্রকারে তিন দিন পর জ্বর হয়। ইহাদিগকে আমাদের দেশে পালাজ্বর বলে। ইহাদের প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন জীবাণু আছে। তাহাদের বর্ণনায় প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে অথচ তাহাতে পাঠক বর্গের বিশেষ কোন উপকার হইবে না, তাই আমরা এই জীবাণু সম্বন্ধে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি না সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের আকার অবয়ব প্রায় একই প্রকার। (অনুবীক্ষণ যন্ত্রে) খুব মনোযোগের সহিত দেখিলে তাহাদের পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

রোগের লক্ষণ

এই রোগে রোগীর তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হয়—১। শৈত্যাবস্থা বা কম্পাবস্থা ২। গ্রীষ্মাবস্থা, ৩। ঘর্ম্মাবস্থা

১। শৈত্যাবস্থা—প্রথমতঃ রোগীর শীত করিতে থাকে, গা ম্যেজ ম্যেজ করে, শরীর অলস ও অবশ হইতেছে বলিয়া মনে হয়। তৎপর শীত ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, মাথা-ব্যথা আরম্ভ হয় এবং ভীষণ কম্প উপস্থিত হয়। এই অবস্থা অর্দ্ধঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী থাকে।

২। গ্রীষ্মাবস্থা—কম্পের পরই রোগীর শরীরে ভীষণ দাহ উপস্থিত হয়, ফলে রোগী গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেয়। মাথা ব্যথা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে এত প্রবল হয় যে রোগী যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে থাকে। শারীরিক উত্তাপ অতিশয় বৃদ্ধি হয়। চক্ষু, মুখমণ্ডল, হাত, পা প্রভৃতি রক্তবর্ণ ধারণ করে। অনেক সময় রোগী প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থা ৩।৪ ঘণ্টা স্থায়ী থাকে। তৎপর

৩। ঘর্ম্মাবস্থা—আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ একটু একটু ঘাম হয়। ক্রমশঃ ঘর্ম্ম এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, কাপড় বিছানা প্রভৃতি ভিজিয়া যায়। ইহার দুই এক ঘণ্টা পরেই জ্বর ও মাথাব্যথা বন্ধ হয়। তৎপর রোগী বেশ একটু আরাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় এই প্রকারে জ্বর ভীষণরূপে আক্রমণ করে।

(ক্রমশঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস হইতে শ্রীধাম পুরী পুরুষোত্তম-মঠের উৎসবাদি সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সুবৃহৎ "নীলিমা" ভবনে সম্পন্ন হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইতেছে। উক্ত তারিখে চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্রীমঠে মহাসমারোহে শ্রীহরিকীর্ত্তন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বগুলির সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা শ্রবণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। উড়িষ্যাবাসী বহু ভক্তও শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করিয়া শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণপূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

জলাভাব

শ্রীধাম মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত বল্লালদীঘী, বামনপুকুর প্রভৃতি গ্রামের জলকষ্ট অত্যন্ত বাড়িয়াছে। প্রত্যেক বৎসরেই জলাভাবে গ্রামবাসীরা কষ্ট পাইয়া থাকে। একক্রোশ দেড়ক্রোশ পথ হাটিয়া স্ত্রীলোকগণকে পর্য্যন্ত খড়ে নদীতে স্নানাদি সমাপন করিতে যাইতে হয়। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের টিউবওয়েল হইতে প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বহু লোককে পানীয় জল প্রদান করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে আর কয় জন লোকের তৃষ্ণা শান্তি হইতে পারে? সরকার বাহাদুর গ্রামবাসীর অসুবিধা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া জলসরবরাহের সত্বর কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

(ভারতীয়)

ধর্ম্মঘট

খিদিরপুর কেশোরাম কটন মিলের ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্গীয় বস্ত্রশিল্প শ্রমিক সমিতির সম্পাদক, কলের সম্মুখে পিকেট করিবার অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন।

জামসেদপুর কারখানা এখনও পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। ধর্ম্মঘটিদের এ মাসের মাহিনা যথারীতি দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানী বলেন, শ্রমিকগণ কাহারও দ্বারা উত্তেজিত হইয়াই ধর্ম্মঘট চালাইতেছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মঘট করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই। কোম্পানী মিঃ হোমীকেই সন্দেহ করেন।

গত বুধবার লিলুয়ার কারখানা যথারীতি খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু কোন শ্রমিকই কার্য্যে যোগদান করে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ওখানে লরী পর্য্যন্ত পিলখানায় দাঁড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিঃ কে, সি, মিত্র অওয়াল, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া তত্রস্থ রেলওয়ে শ্রমিকগণকে হয় লিলুয়া ধর্ম্মঘটে আর্থিক সাহায্য, না হয় ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়া লিলুয়াকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম

যশোহর জেলায় অন্তর্গত কেশবপুর থানার নিকটেই একটী কালী মন্দিরে গত ঈদের দিন কে বা কাহারা নাকি মন্দিরের খোলা জানালার ভিতর দিয়া মন্দিরের মধ্যে গো-মাংস ফেলিয়াছে। একটা পুঁটুলীতে বাধা উক্ত মাংস ও এক পুঁটুলীতে বাতসা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে ইহাই কি ইসলাম ধর্ম্মের পরিচয়?

আম্‌লাজোড়ায় জলকষ্ট

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আম্‌লাজোড়া গ্রামে ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে রায়পুকুর নামক পুষ্করিণীতে সামান্য একটু ঘোলা জল আছে। ঐ গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রায় ২ সহস্র লোকের ঐ জলটুকুই মাত্র সম্বল। উহাতেই স্নানাদি সমস্ত কৃত্য সমাধা করিতে হয়। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখামঠ উক্ত গ্রামস্থ শ্রীপ্রপন্নাশ্রমে একটী ইন্দারা আছে। শ্রীমঠ গ্রামবাসীর জলকষ্ট দেখিয়া উক্ত ইন্দারা হইতে বহু লোককে পানীয় জল প্রদান করিতেছেন। কিন্তু একটী ইন্দারা আর কত লোককে পানীয় সরবরাহ করিতে পারে? বাধ্য হইয়া লোকগুলিকে রায় পুকুরের কদমাক্ত জল পান করিতে হইতেছে। সুতরাং উক্তগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী মানাপাড়া গ্রামে সত্বর কয়েকটী ইন্দারা খননের ব্যবস্থা না করিলে গ্রামবাসী জলাভাবে নানা কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবে।

বিশ্ববৈচিত্র্য

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ২ঘটিকার সময় একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়া ৫ মিনিট পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বালকটীর ৪ চক্ষু ৪ কর্ণ, ২ নাসিকা ও ২ মুখ ছিল। অন্যান্য অঙ্গ স্বাভাবিক ছিল। বালকটীর মাতা প্রসবকালীন অনেক কষ্ট পাইয়াছেন।
নরেশচন্দ্র শর্ম্মা, চাপাগড, জলপাইগুড়ি।

ভারতে প্রথম লবণ কারখানা

দ্বারকার সন্নিকটে ওখা-লবণ-কারখানা নামক যে লবণের কারখানা প্রথম ভারতে স্থাপিত হইয়াছে, উহা করদ রাজ্য বরোদা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইতেছে। এই লবণের কারখানা হইতে বর্ত্তমান সপ্তাহে চৌত্রিশ হাজার মন লবণ কলিকাতায় আসিয়াছে এবং কয়েকঘণ্টা মধ্যেই উহা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। বৈদেশিক লবণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম এরূপ ভারতীয় লবণ কলিকাতায় আর আমদানী হয় নাই। যদিও এবার এই লবণের কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ বেশী লবণ পাঠাইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা আশা করেন ভবিষ্যতে অধিক মাত্রায় লবণ পাঠাইতে সক্ষম হইবেন।

ভীষণ চুরী

গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে ২৫নং বিডন রো'র কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর গৃহে সিঁদচুরী হইয়া লক্ষ টাকার উপর কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ও নোটে প্রায় আড়াইহাজার টাকা অপহৃত হয়। সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী ভবতারণ রায় নামক জনৈক ব্যক্তিকে শোভাবাজার ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করিয়াছে। খানাতল্লাসী দ্বারা উক্ত ব্যক্তির নিকট নাকি ৬৩হাজার টাকা মূল্যের ১৪খানি কোম্পানীর কাগজ পাওয়া গিয়াছে। জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এম্, এ, লতিফের এজলাসে আসামীর বিরুদ্ধে চোরাই মাল গ্রহণ করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। কয়েক দিন হইল বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে আসামী ১০মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মিস্ মেয়ো

মিস্ মেয়ো বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আছেন। তিনি কমন্স সভার এক প্রীতিভোজে সদস্যগণের নিকট ভারতবাসীর কুৎসার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। মিঃ থাটল তাঁহার প্রায় প্রতি কথায় প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন মিস্ মেয়ো বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাকি বলিয়া বসেন যে, ভারতের হাসপাতাল গুলির সমস্তই ইংলণ্ড এবং আমেরিকাবাসীর অর্থে চলিয়া আসিতেছে। মিঃ শাকলাতওয়ালা মিস্ মেয়োর উক্তি নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ পূর্ব্বক বলেন—ভারতীয় হস্‌পিটাল গুলির নির্ম্মাণ ও যাবতীয় ব্যয়ভারের অধিকাংশই ভারতবাসীরা বহন করে। ভারতে এমন হস্‌পিটালও আছে, যেখানে কেবল ইউরোপীয়দের চিকিৎসা হয়। অথচ ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহায্য আদৌ নাই

মিস্‌মেয়ো ভারতবাসীর নিন্দায় এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন কেন? ভারতবাসীর দুঃখে এতই যদি তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীর কাছে আসিলেই ত' ভারতবাসী তাঁহাকে মাতৃস্থান দিতে পারে। এতটুকু উদারতা ত' ভারতবাসীর আছে। তিনি কতকগুলি ভ্রান্তিপূর্ণ আদর্শানুসারে তাঁহার ধারণা গঠন করিয়া সমস্ত ভারতকে যেই ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা আক্রমণ করিতে চাহেন, ইহা কিরূপ বিচার-সঙ্গত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান কি সকল সময়েই বাস্তব সত্যের অবতারণা করে? আমরা তাঁহাকে আমাদের সম্মুখে পাইতে বাসনা করি এবং ভারত সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক-তাহা ভাল করিয়া ক্ষেত্রের প্রকৃত চিত্র দেখিবার সৌ থাকা আবশ্যক। নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীই ভারতের প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করিতে পারেন। মিস্ মেয়োর কি সেই ভাগবতগণের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে ভারত-কথা শুনিবার সৌভাগ্য হইবে? তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত পরিচয় না জানিয়া ভারতবাসীর অসাক্ষাতে ভারতের নিন্দা কেবল তাঁহার মৎসরতার পরিচয় দিবে মাত্র।

বৃন্দাবন সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদ, দাতার পত্র)

মথুরায় ১৪৪ ধারা

কিছু দিন পূর্ব্বে একজন মুসলমান বর্শাদ্বারা একটি গাভীকে বধ করে বলিয়া মথুরা সহরে হরতাল হয় এবং বেশ একটু উত্তেজনা হয়, এই জন্য যাহাতে ইদের সময় এবং দশহরার সময় কোন প্রকার গোলযোগ না হয়, তাহার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করেন। ইদের সময় ও দশহরার সময় কোন প্রকার গোলযোগ হয় নাই বরং ইদের দিন প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে "ঠাণ্ডাই" পান করাইয়াছে এবং দশহরার দিন হিন্দুরা মুসলমানদিগকে 'ঠাণ্ডাই' পান করাইয়াছে। যে ব্যক্তি গো-বধ করিয়াছিল, সে এখন ৫০০, টাকার দুইটি জামিনে খালাস আছে শীঘ্রই তাহার মকদ্দমার শুনানী হইবে।

চন্দ্র গ্রহণ

বৃন্দাবনে মেঘের আবছায়ার জন্য চন্দ্রগ্রহণ ভাল করিয়া দেখা যায় নাই। তথাপি হাজার হাজার লোক চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার জন্য যমুনার তীরে জমায়েৎ হইয়াছিল, তাহারা যমুনায় স্নান করে, দান ধ্যান করে এবং তর্পণ করে।

সম্প্রতি শ্রীরামপুরের অন্তর্গত বামুনাড়ী গ্রামের মাখনলাল ঘোষ নামক একব্যক্তির বাড়ীতে এক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা সংখ্যায় ২০।২৫জন ছিল। বাড়ীর লোকের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়া ডাকাইতরা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় ৭০০ শত টাকা লইয়া গিয়াছে। জোরে পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

চট্টগ্রামে ডাকাইতী

চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার খুরসিয়া গ্রামের বংশীমহাজন নামে এক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাইত পড়িয়া প্রায় ৩ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে বাড়ীর লোকজন কয়জন ডাকাইতকে চিনিতে পারায় ২ জন ডাকাইত গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩৩৫।

"প্রাচীনতম ঐতিহ্য"

পরীক্ষিৎ হইতে ৬ পুরুষে নিমিচক্র। তিনি গঙ্গাগত হস্তিনাপুর ত্যাগ করিয়া কুশম্বী বা কৌসিকীপুরীতে বাস করেন। তাঁহার ২২ পুরুষে ক্ষেমক রাজা পর্য্যন্ত পাণ্ডুবংশ জীবিত ছিল। বৃহদ্বল হইতে সোলাঙ্গুল সুমিত্রা পর্য্যন্ত ২৮ পুরুষে সূর্য্যবংশ সমাপ্ত হয়। অতএব নন্দিবর্দ্ধনের পরেই সোম, সূর্য্য, উভয়কুল নির্ব্বাণ হইয়াছিল। নবনন্দ প্রভৃতি যে সকল রাজা তৎপরে প্রবল হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্ত্যজ। অন্ধ্র রাজারা তৈলঙ্গ দেশ হইতে আসিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহারা চোলবংশীয় ছিলেন এমত বোধ হয়। কেননা যে কালে মগধ দেশে অন্ধ্রাধিকার ছিল, সেই সময়েই অন্ধ্রদেশে বারাঙ্গল নগরে চোলেরা রাজ্য করিতে ছিলেন। চোলেরা আর্য্য-বংশীয় কিনা, ইহা স্থির করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও সূর্য্য চন্দ্র বংশের সহিত সম্বন্ধাভাব দৃষ্টি করিলে তাঁহাদিগকে অন্ত্যজ বলিয়া স্থির করা যায়। চোলেরা প্রথমে দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চীনগরের রাজা ছিলেন ও ক্রমশঃ তাঁহারা রাজ্য বিস্তার করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। পরশুরাম যে কালে দাক্ষিণদেশে বাস করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি নূতনরূপে সংস্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যেই চোল-দিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক অন্ধ্রবংশের শেষ পর্য্যন্ত রাজাদিগের নাম পুরাণে লিখিত আছে।

অপিচ ৪৩২ খ্রীষ্টাব্দের পর ১,২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপন পর্য্যন্ত ৭৭২ বৎসর ভারত বর্ষে কেহ সম্রাট ছিল না। ঐ সময়ে অনেকানেক খণ্ড রাজ্যে নানাজাতীয় রাজারা রাজ্য করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ, কাশ্মীর গুজরাট, কালিঞ্জর, গৌড় প্রভৃতি নানাদেশে অনেক আর্য্য ও মিশ্রজাতিরা প্রবল ছিলেন। কান্যকুব্জে রাজপুতগণ ও গৌড় দেশে পালগণ সমধিক বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজারা এক প্রকার সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া চক্রবর্ত্তী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই উজ্জয়িনীপতি রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক বিদ্যার অনুশীলন করেন। হর্ষবর্দ্ধন ও বিশাল দেব ইহাঁরাও প্রবল রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গেলে স্থানাভাব হয়, এজন্য আমি নিরস্ত হইলাম। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে সূর্য্য চন্দ্র বংশের স্বপাভিষিক্ত অনেক রাজপুত রাজারা ঐ সময়ে রাজ্য করেন। কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পৌরা-ণিক লেখকেরা তাঁহাদের অধিক যশঃকীর্ত্তন করেন নাই।

ব্রাত্যাদ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপাঃ।
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভগাং কান্তীং কাশ্মীর
মণ্ডলং॥
ভোক্ষ্যন্তিশূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছা অব্রহ্ম
বর্চ্চসঃ।
তুল্য কালা ইমে রাজন্ ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ
ভূভৃতঃ

(ভাগবত)

খ্রীষ্টীয় ১,২০৬ অব্দে মুসলমানেরা ভারত বর্ষে রাজ্য সংস্থাপন করিয়া পুনরায় ১,৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজ রাজ পুরুষ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। মুসলমান-দিগের শাসন কাল ভারতের সমূহ অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। দেবমন্দির সকল নিপাতিত হয়, মাতৃবিক অনেক প্রকারে দূষিত হয়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক অবনতি ঘটে, এবং আর্য্য পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় মাননীয় মহোদয়-গণের বাহুবলে আমাদিগের অনেক সুখ-সমৃদ্ধি হইতেছে। আর্য্যদিগের পুরাতন কথা ও গাথা সকল পুনরায় আলোচিত হইতেছে। যে যে দেবমন্দিরাদি আছে, তাহা আর নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। সংক্ষেপতঃ আমরা একটী ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি।

যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম তত্তাবৎ আলোচনা পূর্ব্বক ভারতের ইতিহাসকে আধুনিক পণ্ডিতেরা ৮ ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন।

(১) প্রাজাপত্যাধিকার—ঋষিদিগের নিজ শাসন, (২) মানবাধিকার—স্বায়ম্ভুব মনু ও তদ্বংশের শাসন। (৩) দৈবাধি-কার—ইন্দ্রাদি শাসন। (৪) বৈবস্বতা-ধিকার—বৈবস্বত বংশের শাসন। (৫) অন্ত্যজাধিকার—আভীর, শক, যবন, খস, অন্ধ্র প্রভৃতির শাসন। (৬) ব্রাত্যাধিকার—আগন্তুক নূতন জাতির শাসন (৭) ম্লেচ্ছাধিকার—পাঠান ও মোগল শাসন, (৮) ব্রিটিসাধিকার ব্রিটনদেশীয় রাজপুরুষদিগের শাসন

ভারতের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আধুনিক মতে কালবিভাগ দেখাইয়া ইতি বৃত্তের আভাস প্রদান করিলাম। আপাততঃ আর্য্যদিগের রচিত গ্রন্থ সমূহের আধুনিক মত নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রাজাপত্যাধিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষর অনুস্বার যোগ মাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষর দ্বয় সংযোগ পূর্ব্বক তৎসৎ প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ যোজন পূর্ব্বক প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হয়। ঐ সময়ে যজ্ঞের সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল

কুশল-সমাচার

"আমরা খাদ্যাভাবে কেহ কষ্ট পাইতেছি না, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু এখনও আমাদিগকে গ্রাস করে নাই, আমাদের পাণ্ডিত্য-প্রভাবে সকল লোক মুগ্ধ ও স্তম্ভিত, ধনাভাবও নাই অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক উভয়তঃ আমরা ভাল আছি"—এই প্রকার অবস্থাকেই আমরা 'কুশলে আছি' বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবত 'কুশল' শব্দের অর্থ করিলেন—ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল। ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥ ধন বংশ ভোগ যার আছয়ে সকল। ভক্তি যার নাহি তার সব অমঙ্গল॥ অন্ন খাদ্য নাই যার দরিদ্রের অন্ত। বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই মহান্ত॥ * * প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে। কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে॥ যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা। তার মুখ গোবিন্দ না দেখে সর্ব্বথা॥"

আমরা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বলি তাঁহাদিগকে, যাঁহারা আসিয়া আমাদের দেহ ও মনের সুখাসুখের উপর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা দেহ মনের সংবাদ অগ্রে না লইয়া আমাদের ভজনকুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসেন, অথবা যাহাতে আমাদের ভজন-কুশল হয়, এরূপ উপদেশ করিতে আসেন তাঁহারা আর আমাদের আত্মীয় স্বজনাদি হইতে পারিলেন না। মহাপ্রভু কহিলেন, মানুষ যতইনা কেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক, সৎকুলে জন্মলাভ করুক, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হউক বা জড়বিদ্যায় খুব পারদর্শিতা লাভ করুক, কৃষ্ণভক্তি থাকিলেই তাঁহাদের সার্থকতা নচেৎ তাঁহাদের কোন মূল্যই নাই। যাঁহাদের বদনে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন না করিতেছে, মহাপ্রভু তাঁহাদের মুখদর্শনও করেন না। ভক্তিই মানুষের সৌন্দর্য্য। ভক্তি-হীন মানব সৌন্দর্য্য-বিহীন শবতুল্য।

এই 'ভক্তি' অর্থে সেবা—নিজের সুখ-স্পৃহা না রাখিয়া কেবল কৃষ্ণসুখান্বেষণ॥ ভক্তিশূন্য হইয়া যতই কেন না আমরা তীর্থভ্রমণ করি, শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি, শ্রীবিগ্রহের দিকে দুই চারি ঘণ্টা তাকাইয়া থাকি, খুব নৃত্যগীত বাদ্যাদি করিয়া বেড়াই, কিছুতেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হইবে না। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত শান্তিও কোথায়ও পাইব না। কৃষ্ণকৃপাই আমাদের কুশল।

যদি আমরা সত্য সত্যই কুশল লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আর দেহ ও মনের উপর কাহারও আদর অনাদরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি আমাদের বাস্তবিক আত্মমঙ্গল বিধানে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট, তিনি আমাদের প্রতি সর্ব্বক্ষণ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলেও, বাহ্যে একটুও আদর না দেখাইলেও—আমাদের পরম বন্ধু—পরম আত্মীয়, তাঁহার সঙ্গই আমাদের ঈপ্সিত সঙ্গ। তাঁহার দয়াই অমন্দোদয় দয়া।

যে সকল কপট ধর্ম্মধ্বজী কলির চর প্রাকৃত অর্থ লোভে সাধুর বেশে আমা-দিগের নিকট আসিয়া আমাদের মন রাখা দুই চারিটা কথা বলিয়া আমাদিগের মনস্তুষ্টি করে, কিন্তু প্রকৃত আত্মমঙ্গল কাহাকে বলে, তাহা যাহারা নিজেরাও জানেনা, সুতরাং আমাদিগকেও জানাইতে পারে না, কেবল যতক্ষণ না আমাদের নিকট হইতে তাহাদের প্রার্থিত অর্থাদি সংগ্রহ করিতে পারে ততক্ষণই আমাদের বড় আপনার জন হইবার ভাণ করে, অর্থ পাইলেই আমরা মরিলাম কি বাঁচি-লাম, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন বোধ করে না, তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহারা আমাদের কোন কুশলই করিতে সমর্থ নহে।

চোর ডাকাইত বাটপাড়গণ যেমন নানা সাজে আমাদিগকে ছলনা করিয়া আমাদিগের ধন প্রাণ অপহরণ করিয়া লইয়া যায় মায়াও সেইরূপ কপট আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব গুরু বৈষ্ণব প্রভৃতির সজ্জা লইয়া কুশল চেষ্টার ছলে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। ঐ সকল ছদ্মবেশী দুর্বৃত্তগণের আপাত কর্ণরসায়ণ মধুপুষ্পিত বাক্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি মাত্র। মায়ারাক্ষসী নানা ছলে আমাদের দেহমনের কুশল প্রয়াসের ভাণ করিয়া শেষে আমাদেরই বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে। রাক্ষসী কখনও আমাদের নিকট ভাগবত নিষিদ্ধ ভৃতক পাঠকের বেশে, কখনও গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর-নিন্দিত রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ দোষ-দুষ্ট কীর্ত্তনীয়ারূপে, কখনও ব্যবসাদার অর্থলোলুপ গুরু-সজ্জায়, কখনও গোবিন্দভোগী বকট-ভোজী মর্কট বৈরাগীরূপে আসিয়া সত্য জানাইবার ছলনায় অসত্যের পথে লইয়া চলিতেছে।

সুতরাং আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ মায়া-রাক্ষসীর আক্রমণ হইতে সাবধানে রাখি-

বিবর্ত্ত বুদ্ধি

(প্রাপ্ত)

শ্রীগুরুদেব আমাদের সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা। সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব-বশতঃই আমাদের বিবর্ত্তবুদ্ধির উদয় হয়, বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানের অভাবকেই "ভ্রম" কহে। মূলে যে বস্তু অবস্থান করিতেছে, তাহার স্বরূপ আচ্ছাদন করত অন্য প্রকারের কিছু বুঝাইলেই, তাহাকে বিবর্ত্ত কহে, যথা, মরীচিকায় জল বুদ্ধি, শুক্তিতে রজত বুদ্ধি, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ইত্যাদি।—শ্রীভগবানের এবং তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে ভ্রম,প্রমাদ,বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষ চতুষ্টয় নাই, আমরা বদ্ধজীব, বিবর্ত্তবুদ্ধি লইয়াই এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধাম মায়ার জগতে বাস করি, সুতরাং আমরা নিজের বুদ্ধিতে অর্থাৎ প্রাকৃত বা বিবর্ত্তবুদ্ধিতে উক্ত দোষ চতুষ্টয় অতিক্রম করিতে পারি না। মহাভাগবত মহাজন বা শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেবে প্রপত্তি ভিন্ন আমাদের এ "বিবর্ত্ত বুদ্ধি" স্বীয় শত চেষ্টা বলে কখনও যাইবার নহে। (১) স্বরূপভ্রম, (২) অসত্তৃষ্ণা (৩) হৃদয়দৌর্ব্বল্য (৪) অপরাধ—এই দোষ চতুষ্টয় আমাদের বিবর্ত্ত বুদ্ধিরই রূপান্তর মাত্র। "দেহে আত্মবুদ্ধিরয় বিবর্ত্তের স্থান" চৈঃ আঃ সপ্তম পঃ। তথাহি ভাগবতে যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে, ত্রিধাতুকে ইত্যাদি শ্লোক হইতে জীবের বিবর্ত্ত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দেবের কোটীচন্দ্র সুশীতল চরণাশ্রয় ভিন্ন জীবের এ মোহ বুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মায়াবুদ্ধি বশতঃ আমরা নিজ বুদ্ধির শত সহস্র প্রশংসা করি বটে, কিন্তু কোটী কোটী জন্মেও আমরা বৈষ্ণবচরণে অপরাধে বশতঃ এই অনর্থময়ী বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইয়া মায়িক জগতে—যাহা আমার নয়, সেই সেই বস্তুতে আমি ও আমার এই বুদ্ধি করিয়া উন্মত্ত হই। যথা আমার এই সুন্দর দেহ, আমার বাড়ী, আমার অট্টালিকা, আমার ঐশ্বর্য্য, এই ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির মালিক আমি, আমার দেশ, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমারই আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বাদি, আমারই এই ধন, এই সুবৃহৎ বাড়ীর কর্ত্তা বা মালিক আমিত। এই

বার জন্য—আমাদিগের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গ মিলাইয়া দিবার জন্য অহর্নিশ নিষ্কপটে কৃষ্ণপাদপদ্মে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে হইবে। কৃষ্ণই আমাদিগের যাহাতে অবিমিশ্র কুশল লাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

যে অনিত্য জগতে আমি আমি বুদ্ধি, "ভ্রম" হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে পণ্ডিতগণ ইহাকেই বিবর্ত্ত বুদ্ধি বলেন। কেননা যে রূপের আমি অভিমান করিয়া থাকি, তাহা চিরকাল থাকিবে না, ধন, জন, মায়িক জগতের এই সমগ্র ঐশ্বর্য্য সমস্তই অনিত্য। ধন, কুল, শীল, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি যতই কেন মায়িক জগতের আভিজাত্য থাকুন না, নিষ্ঠুর করাল কাল আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না, অদ্য হউক শত বৎসর পরে হউক ঐ করাল কালগ্রাসে আমাকে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হইবে। যমদূতগণ আমাকে ধনী বলিয়া আর সম্মান করিবে না, পাশবিক বলে বন্দী বলিয়া আর গ্রাহ্য করিবে, না, অন্তিমে আমাকে শ্মশানের অনলে পুড়িয়া ছাই হইতে হইবে।

অতএব আমরা এখন যদি সময় থাকিতে সাবধান না হই। বিবর্ত্ত বুদ্ধিতে চালিত হইয়া যদি চিরকাল বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতে থাকি, তবে পরিণামে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই পরিণাম চিন্তা করিয়া থাকেন। অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণই জীবনের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, বর্ত্তমানে বিবর্ত্তবুদ্ধির আশ্রয়ে ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর মায়ার সুখে সুখী হন, কিন্তু এ সুখ চির দিনের নয়। দুদিনের এ-অনিত্য সুখ অনিত্য আনন্দ লইয়া জীব কখন চির সুখ, পরা শান্তি পাইতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্য সম্বন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণাশ্রিত হইয়া নিত্যানন্দই লাভ করিয়া পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। তখন আর তাহার এ অনিত্য জগতে আমি আমার বুদ্ধি থাকে না। সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুচরণে অর্পণ পূর্ব্বক শ্রীভগবান এবং তাঁহার পরিকর জনকেই নিজজন বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে 'আমার' জানিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণু, বৈষ্ণব সেবা, শ্রীধাম সেবা করিয়া থাকেন। তখন আর তাহাতে বিবর্ত্ত বুদ্ধি আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা কামকে অর্থাৎ দেহ, সুখ, মন সুখকে প্রেম বলিয়া ভ্রম হয় না, দেহ, গেহ, দ্রবিণ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুতে আর আত্মবুদ্ধির উদয় হয় না। ঈহা যস্য হরে দাস্যে কাযেন মনসা গিরা নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

যিনি, কায়, মন, প্রাণ, বাক্য দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত পদবাচ্য। এই বিবর্ত্ত বুদ্ধিই আমাদিগকে ক্রমে পতিত করিয়া নরকে লইয়া যায়, আত্মস্বরূপ আচ্ছাদিত করে। সাধু সঙ্গে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয়ে পুনরায় জীবের স্ব স্বরূপের উদয় হয়। জীবাত্মার স্বাভা-

সাধুসঙ্গ

বহু জন্মের সুকৃতি ফলে যখন জীবের কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য—এই সদ্বুদ্ধির উদয় হয়, তখন তাঁহার সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। কেননা সাধুসঙ্গ ব্যতীত তাঁহার অভীষ্ট কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে। সাধুসঙ্গই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র উপায় স্বরূপ। এই সাধুসঙ্গ ব্যাপারটী বড়ই গুরুতর। সাধুসঙ্গের উপরই জীবের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। জীবের ভাগ্য ক্রমে যদি শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলেই নিস্তার, নতুবা সাধুর বেশধারী ভণ্ডসঙ্গ জুটিয়া পড়িলেই সর্ব্বনাশ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃই জীবের দুঃসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। "আমাকে কৃষ্ণভজনই করিতে হইবে, কৃষ্ণ-ভজন ভিন্ন আমার আর অন্য কার্য্য নাই, হে কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করিয়া তোমার নিজজনের শ্রীচরণাশ্রয় প্রদান কর—এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি ভিন্ন কখনও ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ঐরূপ আর্ত্তি সহকারে ভগবৎকৃপা ভিক্ষা করিতে করিতেই ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। এইরূপ আর্ত্তি ব্যতীত যাহারা ব্যবহার রক্ষা করিবার ও ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠামাত্র লইবার অথবা কনক কামিনী লাভের সুবিধার জন্য সাধুসঙ্গ করিতে যায়, তাহারা তাহাদের সমশীল ব্যক্তিকেই সাধুরূপে প্রাপ্ত হয়। সেই সাধুরা তাহাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের পথেই লইয়া চলে। এইরূপ কপট সাধুগণের হস্ত হইতে প্রকৃত কৃষ্ণভজন প্রয়াসী জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে সাধনভক্তি লহরীতে সাধুসঙ্গ ও ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিধি-নির্দ্দেশক এই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন—"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥" —একই জাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ অর্থাৎ গাঢ় বিশ্রম্ভাত্মক স্নেহপর অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।

বিকী বৃত্তি যে ভক্তি অর্থাৎ সেবা বৃত্তি, তাহার উদয় হয়। জীব ভোগোন্মুখী বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যখন সেবাপর বৃত্তি অবলম্বন করেন, তখনই তাঁহার সেবাপর নেত্রে ভগবানের শ্রীনাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বয়ং প্রকাশিতা হন। এই অপ্রাকৃত চিন্ময় বুদ্ধি-বলেই জীবের শ্রীধাম দর্শন হয়। নতুবা ভোগবুদ্ধিতে কখনই শ্রীধাম দর্শন হয় না।

দেওয়া নেওয়া, গুহ্য কথা বলা গুহ্য কথা শ্রবণ করা এবং খাওয়া খাওয়ান—এই ছয় প্রকারে 'সঙ্গ' হইয়া থাকে। সজাতীয় অর্থাৎ সমজাতীয় বাসনা-বিশিষ্ট লোকের সহিতই তজ্জাতীয় লোকের এই সঙ্গ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিজাতীয়ের সহিত সজাতীয়ের মিলন কখনও সম্ভব হইতে পারে না। যাঁহার উদ্দেশ্য—কৃষ্ণভজন, তিনি কখনও জনৈক ব্যবহারজীবীর সঙ্গ করিয়া লাভবান হইতে পারেন না। অবশ্য সেই ব্যবহারজীবীর নিকট হইতে যদি কিছু ভজনানুকূল্য লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আলাপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, নতুবা ভজন-প্রাতিকূল্যের সম্ভাবনা থাকিলে তাদৃশ আলাপাদি বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ। তবে কাহারও সহিত কোন আলাপ-ব্যবহার উল্লিখিত 'সঙ্গ' শব্দবাচ্য হয় না। সজাতীয় লোকের সন্ধান পাইলেও ভজনোন্নতি লাভের জন্য আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিৎ, ভজনপরায়ণ, পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপনে সমর্থ, সমস্ত সংশয় নিবারকর্ত্তা সাধুর সঙ্গই শ্রেয়ঃ। আমা হইতে ভজন বিজ্ঞের সঙ্গ না করিয়া আমাদের নিজ নিজ অপক্ক বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া চলিলে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীচরণের সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে এই উপদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া অনেকেই বিপদে পড়িয়াছেন। প্রথম প্রথম হয়ত 'কৃষ্ণভজন করাই শ্রেয়ঃ' এইরূপ একটী বুদ্ধি আমাদের মনে আসিতে পারে, মনে আসা মাত্রই যে আমরা দেহ ও মনোধর্ম্মের বন্ধন ছাড়িয়া আত্মধর্ম্ম শুদ্ধ কৃষ্ণরতি লাভ করিব এবং কেমন করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দিতে হইবে, সমস্তই বুঝিয়া লইব, তেমন সৌভাগ্য বড়ই বিরল। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ ভজনবিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ পাইলে তাঁহার উপদেশ ক্রমে মায়াপিশাচী আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে, তখন কোন্‌টী সেবা, কোনটি মায়া তাহা চিনিয়া লইতে পারিব। নতুবা মায়া কৃষ্ণভক্তির ছল ধরিয়া আমাদিগের নিকট আসিয়া আমাদিগকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া হয় ফলভোগবাদী কর্ম্মী, না হয় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানী অথবা সহজিয়া, সখীভেকী, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবুদ্ধিপর গোসাই, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দলভুক্ত করিয়া দিবে। এক একজন এক একটী আজগুবি সাধুশাস্ত্র-বিগর্হিত সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাকে 'কৃষ্ণভজন' বলিয়া চালাইব এবং সেই সঙ্গে বহু দুর্ভাগ্য লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিব।

বর্ত্তমানে 'সাধুসঙ্গ' শব্দের অপব্যবহারে

ভক্তিরাজ্যে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছে। 'মানুষ নিজ নিজ মতের সমর্থনকারী যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই তাহার ঈপ্সিত সঙ্গ মনে করিয়া জগতে নানা সম্প্রাদায়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, ফলে জগতে নানা অশান্তির উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বজীবের প্রভু ভগবান্ 'এক বই ত' দুই নহেন, জীবগণও ত' সেই একই ভগবানের অংশ, সুতরাং জীব মাত্রেরই ধর্ম্ম এক বই দুই হইতে পারে না। চিন্ময় ভাস্কর কৃষ্ণের চিৎকণ জীবগণ কৃষ্ণের সেবা ছাড়া আর কি করিবে? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের জীবাত্মারও যে ধর্ম্ম, ভারতের জীবাত্মারও সেই ধর্ম্ম। ভগবৎ সেবাই সকলের স্বরূপ ধর্ম্ম। জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ মায়ার দ্বারা গ্রস্ত হওয়ায় মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয়ের প্রভাবে অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাই তাহাদের মনে হইতেছে, এক এক জনের এক এক ধর্ম্ম। জীবগণ যদি এমন একজন নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর, নিষ্কপট, শুদ্ধজীব-স্বরূপ-ধর্ম্ম-তত্ত্বাভিজ্ঞ কৃষ্ণৈকশরণ স্বভজন-বিভজন-পরায়ণ সাধুকেই তাহাদের ঈপ্সিত সঙ্গ মনে করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার উপদিষ্ট পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলেই 'যত মত তত পথ' এরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক মাত্র সিদ্ধান্ত ভক্তিপন্থানুসরণ দ্বারা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভে সমর্থ হইবে। শ্রীরূপানুগত্যের অভাবেই আমরা সাধুসঙ্গ-বিহীন হইয়া ভগবৎকৃপালাভে বঞ্চিত হই।

অতএব দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগ সাধুর সঙ্গ করিবেন। সাধু তাঁহাকে শ্রৌতপন্থা উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল পন্থানুসরণ প্রবৃত্তির মূলচ্ছেদ করিবেন। সাধুসঙ্গ ভিন্ন কেহ কখনও স্বকপোলকল্পনা প্রসূত উপায়াবলম্বনে ভগবৎ কৃপা লাভ করিতে পারে না। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ক্রমে শ্রীভগবানের হৃৎকর্ণরসায়ন কথা আলোচিত হয়। সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অবিস্তু নিবৃত্তি-মার্গ স্বরূপ ভগবৎপাদপদ্মে ক্রমে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও শেষে প্রেম ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ ভজনবিজ্ঞ সাধুই জীবের দুঃখে দুঃখী, জীব-দুঃখ নিরাকরণে সেই সাধুই সমর্থ, সুতরাং তাদৃশ সাধুর পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিয়া হৃদয়ের সকল ব্যথা তাঁহাকেই নিবেদন করিতে হইবে। 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা।' অন্যের নিকট হৃদয়ের কথা বলিলে অন্যে আমার সে কথার কোন মূল্যই দিবে না, মধ্য হইতে আমিই বাচাল হইয়া পড়িব। আর যাহার তাহার নিকট কথা বলিয়া বেড়ান'র অর্থ কেবল কপটতা ব্যতীতও আর কিছুই নহে অর্থাৎ 'আমি যে এক-জন ভক্ত তোমরা আমাকে ভক্ত বল' ইহাই প্রকারান্তরে বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। উহাতে হিতে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। অধিকারী সাধুর নিকটই নিষ্কপটে হৃদয় খুলিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিতে হইবে, তিনিই বিদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিবেন। সাধুই আমার দোষ গুণের বিচারকর্ত্তা। শ্রীরূপ-কথিত রূপানুগ সাধুই আমাদিগকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করাইতে সমর্থ।

সাধু সাবধান

(পরবিদ্যা পীঠের জনৈকছাত্র)

আজ কাল অনেকেই দ্বাদশ তিলক ধারণ করিয়া নিজকে বৈষ্ণব বলিয়া লোক সমাজে পরিচয় দিতেছেন। আমরা বৈষ্ণবের যে সকল গুণাবলি দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে সে সকল গুণ একটীও দেখিতে পাইনা। ইহারা বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া গোপনে গোপনে মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও মৎস্য মাংস আহার প্রভৃতি অসৎকার্য্য করিতে বিন্দু-মাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। এতাদৃশ লোকদিগকে "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা একবারও ভাবিতেছে না যে, পরকালে তাহাদিগকে কি ঘোরতর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যদি দ্বাদশ তিলক ধারণ ও লোক ভুলাইবার জন্য লোক সমক্ষে "হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ" বলিলেই বৈষ্ণব হওয়া যাইত, তাহা হইলে এ সংসারে প্রত্যেকেই বৈষ্ণবহইতে না জানি কোন্ পাপের ফলে মানবগণ ভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার উপর যদি বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়া অধর্ম্মের কার্য্য করে, তাহা-হইলে যে তাহাদের কি পরিণাম তাহা কল্পনাতীত। লোক নরকযন্ত্রণার ভয়ে নানা বিধ সৎকার্য্য করিয়া থাকে, আর ইহারা স্বেচ্ছায় নরাকের পথ মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

তাই শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গলিপ্সু লোকদিগকে সাবধান করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন বাহিরে বৈষ্ণবের লক্ষণ দেখিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া সুধাভ্রমে হলাহল পান না করেন। কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ফলাফল চিন্তা করাই সুধীজনের কর্ত্তব্য। অতএব আমাদের নিবেদন কেহ যেন বাহিরে বৈষ্ণবের বেশ দেখিয়া অবৈষ্ণবের পদে মন সমর্পণ না করেন।

স্বাস্থ্য-সমাচার

ম্যালেরিয়া

নিরাকরণোপায়

গত কল্য আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, মশক ম্যালেরিয়া রোগীকে দংশনের সময় ম্যালেরিয়া জীবাণু সহ রক্ত চুষিয়া লয় এবং পুনরায় সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিয়া ঐ জীবাণু তাহার রক্তের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয় সুতরাং ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে (১) ম্যালেরিয়া রোগীর যথাযথ চিকিৎসা ২। মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যবস্থা ৩। মশকের ধ্বংসের ব্যবস্থা ৪। এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতির কারণ বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা

রোগীকে কোষ্ঠ-পরিষ্কারের ঔষধ দিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২১ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করিতে দিতে হইবে। হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ কুইনাইন্ সব চেয়ে ভাল। যাহাদের ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের পোষ্ট অফিস হইতে কুইনাইনের ট্যাবলেট্ (বড়ি) ক্রয় করা কর্ত্তব্য। তথায় এক প্যাকেটে ২০টী ট্যাবলেট্ ।১০ আনায় পাওয়া যায়। প্রত্যহ ইহার ৫টী ট্যাবলের শীতল জল সহ সেব্য। এইরূপে এক দিন সেবন করিলেই জ্বর বন্ধ হইবে। জ্বর বন্ধ হইলেও আরও দুই দিন ২০ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন সেবন করিতে হইবে। তৎপর এক সপ্তাহ প্রত্যহ একটী করিয়া ট্যাবলেট্ আহারের পর সেবন করিবে তৎপর দুই সপ্তাহ প্রত্যহ একটী করিয়া ট্যাবলেট্ সেব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ লোকই একবার জ্বর বন্ধ হইলে আর কুইনাইন খাওয়া প্রয়োজন মনে করে না। ফলে কয়েক দিন পরেই পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। অধিকাংশ লোকের আর একটী ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, জ্বর থাকিতে কুইনাইন সেবন কিছুতেই বিধি নহে এবং কুইনাইন খাইলে সামান্য কিছু পরিশ্রম করিলেই পুনরায় জ্বর হয়। কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কোষ্ঠ পরিষ্কারের পর জ্বর থাকিতেও কুই-নাইন দিলে জ্বর বন্ধ হইবে, কিন্তু জ্বর বন্ধ হওয়া মাত্রই কুইনাইন বন্ধ করিলে উহার সব জীবাণু ধ্বংস হয় না, তাই পুনরায় জ্বর আসে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সময় সুস্থ ব্যক্তিদেরও প্রত্যহ ৫ গ্রেণ মাত্রায় কুই-নাইন সেবন বিধেয়।

প্রত্যহ উত্তমরূপে রোগীর মাথা ধোয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বর খুব বেশী হইলে বিশেষতঃ রোগী প্রলাপ বকিলে যাথা ক্রমে উহার হ্রাস বা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মস্তকে ক্রমাগত শীতল জল ঢালিতে থাকিবে। ইহাতে রোগীর কোনও অনিষ্ট হইবে না। মস্তক এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কোথাও ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। উষ্ণ জলদ্বারা শরীর মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দুগ্ধ-সাগু রোগীকে পথ্য করিতে দিবে। কমলালেবুর রস অথবা বেদানার রসও দেওয়া যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

আনন্দ-সংবাদ

(গৌড়ীয় পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ-প্রণীত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ শ্রীচৈতন্য মঠের পরবিদ্যাপীঠে শ্রীহরিনামা-মৃত ব্যাকরণের অধ্যাপনাও করিতে-ছিলেন। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের পঠন-পাঠন যতই প্রসারিত হয়, ততই শ্রেয়ঃ। প্রশংসিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্ম-চারী মহাশয়ের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তরণের একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি কোন তার্কিক অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই কেবল শ্রীজীবানুগ-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শব্দ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কারণ তিনি জানেন যে, তার্কিক অধ্যাপক বা তার্কিক-অধ্যাপিতের হৃদয়ে বিদ্যাবধূজীবন শুদ্ধ শ্রীনাম—যাহা শ্রীনামামৃত ব্যাকরণের উদ্দিষ্ট বিষয়, তাহা কখনও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এই কৃতিত্বে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

কুলিয়ায়

চরণামৃত বিক্রী

আজ ময়মনসিংহ অঞ্চলের কয়েকজন যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মন্দিরাদি দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন গল্প করিতে লাগিলেন, "মহাশয় নবদ্বীপের ঠাকুরবাড়ীগুলির কথা আর বলিবেন না। এমনি ত' দর্শনী ভেট না দিতে পারিলে গলা ধাক্কা খাইতেই হইবে, তাহার উপর আবার চরণামৃতেরও দাম ।৫ পয়সা করিয়া। কালে কালে

আরও কত কিসের যে ভেট হইবে, তাহা কে জানে। চরণামৃত বিক্রয়ের 'কথা শুনিয়া আমরা ত' অবাক হইয়া গেলাম মহাশয়।' ভাবিলাম, আমরাই বা কেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন রাত্রি খাটিয়া পয়সা রোজগার করিতে যাই। এখানে আসিয়া দিব্য একটী সোনার কি রূপার কি অন্ততঃ কাঠের বা মাটির পাত্র করিয়া বেশ একটা ব্যবসা খুলিয়া দিব। গোঁসাই বাড়ীর যে কাহাকে না হয় পূজারী সাজিয়া দিব। প্রথম প্রথম যাত্রীদের নিকট বেশী চড়া দর করিব না, শেষে চরণামৃত পর্য্যন্ত বিক্রী আরম্ভ করিয়া দিব আর মহাশয় আমি ভাল কীর্ত্তন গাহিতেও পারি। দেখ, একবার এই সাধুর আশ্রমটী খুলিয়া দেখ, কতদূর কি করিতে পারি।"

ত্যাগী ভদ্রলোকটির কথা শুনিয়া আমাদের হাসিও পাইল আর ভয়ও হইল। ভাবিলাম, কালের কি ভীষণ প্রভাব। শেষে কিনা ভগবদ্বিগ্রহ নিয়াও ব্যবসা অবাধে প্রচলিত হইয়া পড়িল। কুলিয়া পাটবাড়ীতে কি আজ এমন উদার প্রাণের মহান্তের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে, যে প্রাণ এই সকল জীবন্ত অপরাধকথার উচ্ছেদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারে? আমরা কি জানিব, কুলিয়ায় আজ একটীও সংপ্রবৃত্তির লোক নাই, যিনি আজ এই প্রথাকে অন্ততঃ কুপ্রথা বলিয়াও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন?

কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর দেখিবার, চরণামৃত পাইবার আবার ভেট কিসের? যাহার যেরূপ শ্রদ্ধাপ্রবৃত্তি তিনি তাহা দিয়া ভগবানের সেবা করুন। ঠাকুর সেবার পয়সা লইয়া স্ত্রীপুত্র পরিজনের ভরণ পোষণ চালান যে কি ভীষণ অপরাধের বিষয় কি কুলিয়াবাসীর চিত্তে একটুও চিন্তার বিষয় হইবে না? অর্থোপার্জ্জনের অনেক পথ ত' পড়িয়া আছে। সেই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিলেই ত' হয়। ঠাকুর সেবার পয়সা ভোগ করিবার প্রবৃত্তি কেন? ঠাকুরবাড়ী ওয়ালাদের কর্ত্তব্য প্রত্যেক ৩মাস, কি ৬মাস কি ১বৎসর অন্তে তাঁহাদের ঠাকুর বাড়ীর একটী আয় ব্যয় তালিকা প্রকাশিত করা। ঠাকুরবাড়ী সর্ব্বসাধারণের, তাহা ত' আর ব্যক্তিগত কাহারও সম্পত্তি নহে? সে স্থলে ঠাকুর সেবার অর্থের সদ্ব্যবহার হইল কিনা জানিবার সর্ব্বসাধারণেরই সমান অধিকার আছে। আশা করি, কুলিয়া বাসিগণ আমাদের কথাগুলি বন্ধুপরামর্শরূপে গ্রহণ করিয়া কুলিয়ার প্রচলিত কুপ্রথাগুলির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন।

নানা কথা

হিন্দু মুসলমানে মিলন

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি ও পরেও বলিব, হিন্দু-মুসলমানে মিল কখনও জড়ীয় স্বার্থ সম্পর্কে হইবার নহে। জড়ীয় স্বার্থের গতি বিভিন্ন দিকে। একজন একটা বিষয় ভাল মনে করিয়া সকলকে সেই ভাল'র অনুসরণ করিতে বলেন। অন্যের আবার সে বিষয়টী ভাল বলিয়া মনে না হওয়ায় তিনি অন্য একটী ভাল'র প্রচারক হইয়া পড়েন। সকলেই নিজ নিজ মতের প্রাধান্য সংরক্ষণে ব্যস্ত। সুতরাং সমস্ত ভাল'র সামঞ্জস্য হইয়া স্থায়ী মিলন সম্ভব হইবে তখন, যখন সমস্ত স্বার্থের একমাত্র গতি স্বার্থগত ভগবৎসেবা-সম্পর্কে সকলে মিলিত হইবার চেষ্টা করিবেন। যে মৌলানা মহম্মদ আলি কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয়ের অনুচর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেন, সেই আলি সাহেবের মত এখন আবার অন্যরূপ। তিনি য়ুরোপ যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার জাতীয় ভ্রাতাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন— মসলিম লীগ কলিকাতার অধিবেশনে মুসলমানদিগের পৃথক্ নির্ব্বাচন এবং সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশ করা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, ভারতের সর্ব্বদলের কমিটি যদি তাহাতে সম্মতি দান না করেন, তবে হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে সর্ব্বদলের নির্দ্ধারণী-সভা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করিয়া যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহার কার্য্যে কোন মুসলমানের যোগদান করা উচিত নহে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সঙ্কীর্ণ ধারণার সহিত কি সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইতে পারে? আত্মধর্ম্মেই সেই মহান চিরসমন্বয় অবস্থিত। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই মিলন সম্ভব। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মে সমন্বয় বলিয়া কোন বস্তু নাই।

দ্রুতগামী জাহাজ

মৌরিটানিয়া নামক একখানি জাহাজ ৪দিন ১৩ঘণ্টা ৪৮মিনিটে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়াছেন। সম্প্রতি কোয়াতে আর একখানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছে, সেখানি নাকি আরও অল্প সময়ে পার হইতে পারিবে। আগামী জুলাই মাসে ৬জন নাবিক লইয়া জাহাজখানি যাত্রা করিবে।

বারদৌলী

বারদৌলীতে সরকারী নীতির প্রতিবাদ কল্পে বারদৌলী তালুকের ৪০ জন ও ৮ জন তালুটী পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা পদত্যাগ পত্রে বলেন—"গত দুই মাস কাল ধরিয়া বারদৌলী অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার, উহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, গৃহপালিত পশুদিগের উপর নৃশংসাচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সুবিচার করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন অত্যাচারী পাঠানদিগকেও সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দিলেন এবং অত্যাচার প্রশমনের চেষ্টা দূরের কথা প্রজাদিগকে আরও ভয় দেখাইতেছেন, তখন আমরা বারদৌলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বড়ই দুঃখিতচিত্তে পদত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। চোখের সম্মুখে আর কত দেখা যায়।" আরও অনেকে পদত্যাগ করিবেন। যাহাই হউক আমাদের ইচ্ছা গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বারদৌলীর ব্যাপারটী যাহাতে আপোষে মিট-মাট হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। দুর্ব্বল প্রজাগণ প্রবল পরাক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত কথা কাটিয়া কি আর করিবে, তাহা নয়। তবে দুর্ব্বল বলিয়া যে তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারটী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিবে, তাহা নহে। আর গভর্ণমেণ্টও যে সবল বলিয়া নিজেদের জিদ বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন, তাহাও পারেন না। অতএব এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন ব্যাপারটী মিটাইয়া লইলেই সর্ব্বদিক হইতে সুবিধা হয়।

চুরী

ক্রস ষ্ট্রীটে জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ীর গুদাম হইতে ২০০০ টাকা মূল্যের এক বেল কাপড় চুরী গিয়াছে। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

বাংলার ইন্স্পেক্টার জেনারেল

ঢাকা এলাকার পুলিশের ডেপুটী ইন্স্পেক্টার জেনারেল মিঃ টি, জে, এ, ক্রেগ অস্থায়ীভাবে বাংলার পুলিশ ইন্স্পেক্টার জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিবাজীর পিত্তল মুর্ত্তি

গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বোম্বাইয়ের একটী কারখানায় ৩২৪ মণ পিত্তল গলাইয়া শিবাজীর একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ভারতে আর এত বড় পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই।

পদুকোটার রাজার মৃতদেহের সৎকার

লণ্ডনের ৫ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, লণ্ডনের গোল্ডার্স গ্রীন নামক স্থানে মাদ্রাজের দুইজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে পদুকোটার রাজার মৃতদেহ সৎকার হইয়াছে। রাণী, প্রিন্স মার্ত্তণ্ড ও রাজার আরও অনেক বিশিষ্ট বন্ধু সৎকার ক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। কপূরতলার মহারাজা, লেডী জুলী, পোর্টল্যাণ্ড ক্লাবের সদস্যগণ ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধু মাল্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, শুনা যাইতেছে, চিরাচরিত প্রথা রক্ষার জন্য ভস্মাবশেষ পদুকোটায় প্রেরিত হইবে।

আসামে কুষ্ঠরোগী

আসামে কুষ্ঠরোগী কত আছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতেই নাকি একলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই ব্যয়ের ফলে জানা গিয়াছে, আসামে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা মোট ১১৭২০জন। এক শ্রীহট্টেই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ৫৮৩২জন। একটী রোগী বাহির করিতে ৮॥ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যাহা হউক এখন এই কুষ্ঠরোগের প্রতিকারের জন্য কি ব্যবস্থা হয়, তাহা জানিবার বিষয়। সংখ্যা নির্ণয়ে যখন লক্ষ টাকা ব্যয় হইল, তখন প্রতিকার ব্যবস্থায় অন্ততঃ দশলক্ষ টাকাও খরচ হওয়া উচিত।

চলচিত্রের বাক্শক্তি

হেনরী ব্রাউন মিষ্টার নামক একজন জার্ম্মাণ শিল্পী এমন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা চলচ্চিত্রের অঙ্গভঙ্গীর সহিত মুখের কথা পর্য্যন্ত শুনা যাইবে। যন্ত্রটী এখনও সাধারণের গোচরীভূত করার মত হয় নাই। শীঘ্রই তাহার আরও উন্নতি চেষ্টা করা হইতেছে।

সিটি কলেজে মহিলা-শিক্ষা

সিটী কলেজে মহিলা শিক্ষার আয়োজন হইতেছে। প্রিন্সিপাল বলিয়াছেন, অন্ততঃ ২০জন বালিকাও যদি কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য আবেদন করে, তবে তিনি তাহাদেরই জন্য একটী পৃথক্ শ্রেণী খুলিবার বন্দোবস্ত করিবেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

আলালনাথে

মহামহোৎসব

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সমাগত প্রায়। রথযাত্রা ব্যাপারটী ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরস আস্বাদন করাইবার মানসে যখন ব্রজবাসিনীদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৌরলীলায় প্রমত্ত হন, তৎকালে ব্রজবাসিনীগণ কৃষ্ণ-বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে পরিতৃপ্ত হন এবং কৃষ্ণের নিকট নিজেদের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার জন্য অনুরোধ করেন।

পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দরশন পাইয়া আনন্দিত মন॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সেই নব সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ॥
ইঁহা লোকারণ্য হাতী ঘোড়া রথ ধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য ভৃঙ্গ পিক নাদ শুনি॥
এই রাজ বেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ সঙ্গে মুরলীবাদন॥
—চৈ, চ, ম, ১৩।১২৪-১২৯

গোপীগণের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণ পূর্ব্বক বৃন্দাবন-যাত্রা-লীলাই রথযাত্রা।

এই রথযাত্রার ১৫ দিন পূর্ব্বে স্নানযাত্রা উৎসব। গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে নীলাচলচন্দ্রের স্নানযাত্রা ও তদুপলক্ষে নীলাম্বুধিতটে অবস্থিত স্বর্গদ্বারে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্নানযাত্রার পর শ্রীনীলাচলচন্দ্র একপক্ষ কাল নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত বিলাস করেন। এই সময়কে অনবসর বা নিভৃত কাল বলে। সেই নিভৃত কালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীবদন-চন্দ্র কাহারও দর্শন করিবার অধিকার নাই, সাধারণের তখন দর্শনের অবসর হয় না বলিয়া সেহ পক্ষ পরিমিত কাল অনবসর কাল। এই স্নানযাত্রা বা অনবসরকাল-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে স্কন্দ পুরাণে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

জ্যৈষ্ঠ্যামহঞ্চাবতীর্ণস্তৎ পুণ্যং জন্মবাসরম্।
তস্মাৎ মে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নান
বিধানতঃ॥
জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতঃ স্নানকালে ব্রহ্মণা সহিতং-
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকম্
অবাপ্নুয়াৎ॥

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র তিথিতে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, উহাই আমার পবিত্র জন্মদিবস। সেই তিথিতে মহাস্নানের বিধানানুসারে আমাকে স্নান করাইবে। যিনি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসীতিথিতে প্রাতঃস্নান কালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে এবং বলরাম ও সুভদ্রাকে স্নান করাইবেন, তিনি মদীয় লোক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, নীলাচল, স্নানযাত্রা রথযাত্রা প্রভৃতি কথা বলিবা মাত্রই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথাই মনে পড়ে। নীলাচলে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থল। অদ্যাবধি সেই সকল স্থল জাজ্জ্বল্যমান প্রকট থাকিয়া গৌরভক্তগণের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভ ভাবের উদয় করাইয়া থাকে। লোক-শিক্ষক জগদ্‌গুরু বিপ্রলম্ভ রসময় বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণান্তর লীলা সংগোপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিয়া স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভরসে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ চেষ্টারূপ জীবের স্বরূপগত ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এই স্থানে এক দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃহস্পতির অবতার সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিদ্যাগর্ব্ব খর্ব্ব করত তাঁহাকে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

আজ ভক্তগণ পরমানন্দে বহু দেশ বিদেশ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন ইচ্ছায় শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হইতেছেন। রথযাত্রা আগমনে তাঁহাদের হৃদয় আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু গৌরভক্তগণের হৃদয়ে গৌরবিরহ ভাব উদিত হইয়া এই আনন্দের দিনেও যেন তাহাদিগকে বিরহ-দুঃখ-সমুদ্রে নিমগ্ন করিতেছে। তাঁহারা বাহ্য স্মৃতি রহিত হইয়া "হা গৌরসুন্দর হা স্বরূপ দামোদর! হা রায় রামানন্দ! আজ তোমরা কোথায়। সেই নীলাচল ক্ষেত্রে সেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, সেই শ্রীরথযাত্রা, কিন্তু তোমরা ব্যতীত আজ সবই নিরানন্দ। ও হো সেই গোপীভাবে বিভাবিত তোমার রথাগ্রে উদ্দণ্ড প্রেমনৃত্য কি আমরা আর দেখিতে পাইব" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিলাপ করিতে করিতে নিরন্তর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। বিপ্রলম্ভরসে তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রতি বৎসর নীলাচলে ভক্তগণের সহিত স্নানযাত্রা দর্শন করিবার যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥
স্নানযাত্রা দেখে প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সব লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন॥
সবা সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ অগ্রে নৃত্য করি উদ্যানে গমন॥
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুখ।
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা॥
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥

শ্রীস্নানযাত্রা দিবস হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে অনবসর কালে ব্রহ্মগিরি আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠেও তাদৃশ মহা মহোৎসব হইতেছে। প্রতি বর্ষের ন্যায় এবৎসর এই দুই স্থানে নগর সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীক্ষেত্র পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যাখ্যা বক্তৃতা ইষ্টগোষ্ঠী, চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব অতিথি, অভ্যাগত, শ্রীক্ষেত্রবাসী দীন, দুঃখী ও কাঙ্গালকে অকাতরে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুরুষোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ এবং কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবকগণ ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের জন্য অতীব সুন্দর বাস স্থান এবং মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শ্রীমঠের সেবকগণ বিশ্বের যাবতীয় জীবকে এই হরিসেবা ও আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

"ছুঁৎমার্গ"

বর্ত্তমানে কয়েকটী সমস্যার মধ্যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বা ছুঁৎমার্গ পরিহার একটী প্রধান সমস্যা। এই উদ্দেশ্যে একটী সমাজও সংগঠিত হইয়াছে। সমাজের উদ্দেশ্য প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত দৈব ও অদৈব ভেদে যে দুই প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা। ইঁহারা নিজমত পোষণার্থ যে সকল বাক্য বেদ, উপনিষদ্ ভাগবত, পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করেন, সে সকলের 'যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে।'—এই বিচারানুসারে কোন সার্থকতা নাই বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ঐ প্রকার কৃত্রিম চেষ্টার কোন মূল্য নাই। অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, যবন-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারায় সমাজ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে পরিণামে হিত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ইহা প্রাচীন ঋষিগণ ভাল করিয়া জানিতেন। কলি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন নিগূঢ় বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনায় শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কোন কিছু নূতন দেখিলে বা শুনিলেই আমাদের আর বিচার করার অবসর থাকে না। সদসৎ বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ি। অদূর ভবিষ্যতে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখি না। এইরূপ শুদ্ধি-সংগঠন কার্য্য বাংলায় আজ নূতন দেখা যাইতেছে, তাহা নহে। রাজা রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড প্রত্যাগমনের পর হইতেই ইহার বীজোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পরবর্ত্তী কালে বিবেকানন্দের সময় উহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে দেখা যায়।

নব্য শিক্ষিত যুবকদল ও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বাহ্য বিচারে ঐ প্রকার প্রথার কিছু সার্থকতা বিবেচনা করিয়া উক্ত শুদ্ধি সমাজের পক্ষ সমর্থন করিলেও নৈতিক সদাচারাভিমানী স্মার্ত্ত সমাজ উহার প্রবল পরিপন্থী। তাহাদের মতে শুদ্ধি ও অশুদ্ধি শৌক্র বিচারে আবদ্ধ। তাহারা যে চামড়া লইয়া টানাটানি করেন, তাহাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এরূপ স্মার্ত্ত-বিচারের প্রাবল্য ভারতে প্রাচীনকালে ছিল না। মনুসংহিতা, হারীত সংহিতা, অত্রিসংহিতা—এই সকল প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রেও বর্ত্তমান-কালোচিত স্মার্ত্ত মতের প্রাধান্য দেখা যায় না। আজ কয়েক শতাব্দী হইল ভারতে স্মার্ত্ত মতের এত প্রাবল্য হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য ভাবাবিষ্ট ব্যক্তিগণ ও নব্য যুবকদল ঐ মতকে সেকেলে প্রাচীন মত জানিয়া এবং উহার হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব অনুভব করিয়া ঐ সম্প্রদায় হইতে দূরে থাকিবার বাসনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতেরই মোটামুটি একটা সমন্বয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে কোন একটী সমাজ সংগঠনপূর্ব্বক তাহাতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহারা স্মার্ত্ত সমাজ অপেক্ষা উক্ত শুদ্ধি সমাজের অধিকতর পক্ষপাতী। কলির প্রাবল্যে হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, এরূপ অবস্থায় শুদ্ধি-সমাজ-সংগঠন একটী প্রকৃষ্ট কৃত্রিম উপায়—এই বিচার করিয়াও অনেকে ঐ মতের পক্ষপাতী।

৫ই জুন তারিখের সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, কুষ্টিয়া চিথলিয়ার তথাকার গ্রামবাসী উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল প্রভৃতি সকলে একত্রে এক সংযোগী বৈরাগীর গৃহে বিবাহ উপলক্ষে সামাজিক ভাবে আহারাদি করিয়াছেন। শুনিতেছি অস্পৃশ্য-জাতির বাড়ীতে সামাজিক ভাবে আহারাদি এই নূতন। শুদ্ধি সমাজের পক্ষপাতী ঐ সকল শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়ের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, একত্র আহার, বিহার, আলাপ,

প্রভৃতি দৈহিক সঙ্গের দ্বারা প্রকৃতির বিচিত্র গুণে আবদ্ধ বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের একতা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? মনের ঐক্য না থাকিলে বাহ্য দেহ-সম্বন্ধীয় ঐক্যের দ্বারা কোন ফলই সাধিত হয় না। বস্তুতঃ স্মার্ত্ত 'সমাজের বিচার গ্রহণ-যোগ্য না হইলেও প্রাচীন আর্য্যগণের বিচারে যে সমগ্র জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের মূলমন্ত্র স্বরূপ দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ে উহার প্রয়োজনীয়তার সর্ব্বোৎকর্ষতা উপলব্ধি হইবে।

সাধারণের অবগতির জন্য প্রাচীন ঋষিগণের বিচারের কথঞ্চিৎ আভাস আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

মুখ-বাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈ
বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষ পুরুষঃ সাক্ষাদাত্ম-
প্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ
পতন্ত্যধঃ॥

—ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা ভগবান হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মানুসারে আপনাদের উৎপত্তির মূল-কারণ-স্বরূপ ভগবান্‌কে ভজন করেন না, তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম হইতে অধঃ-পতিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ম্লেচ্ছ যবন প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিত্ব প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্বরূপতঃ নির্ম্মল। অগ্নির প্রভা যেরূপ ধূম্রের দ্বারা, দর্পণের স্বচ্ছতা যেরূপ রজঃকণের দ্বারা আবৃত ও মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল জীবের স্বরূপ ভোগ ও ত্যাগরূপ মায়িক আবিলতা দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, শুদ্ধজীব পার্থিব জগতে আসিয়া অশুদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করে। এই প্রকার অশুদ্ধ-ভাব প্রারব্ধ কর্ম্ম-মূল ভগবদ্‌বিস্মৃতি একমাত্র মূল কারণ। ভগবদ্‌বিস্মৃতি-রূপ স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারে যে প্রারব্ধ জন্মান্তর ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, তাদৃশ প্রারব্ধ কর্ম্মও ভগবন্নাম উচ্চারণ হইবা-মাত্রই সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎকালে জীব মাত্রেরই শুদ্ধ হইবার আর কোন বিঘ্ন থাকে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেই এক-মাত্র পবিত্রতা আবদ্ধ। ভগবদ্‌ভক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বৃত্তি। সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তই প্রকৃত পক্ষে পবিত্র। গঙ্গা স্পৃষ্ট হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্ত দর্শন মাত্রেই পবিত্র করিতে সমর্থ।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি
বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শন-স্পর্শপাদ শৌচাসনাদিভিঃ।

—যাহাদিগকে স্মরণ করিবা মাত্রই পুরুষ দিগের গৃহসকল সদ্যই পবিত্রতা লাভ করে, তাহাদিগের দর্শন স্পর্শন পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 'কলিযুগপাবনাবতার ভগবান্ গৌরসুন্দর একদিন যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র জীব কুলকে যে পবিত্রতার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইও মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরমপাবন॥

চৈঃ, চম—১১,১৮৯,১৯১

নৈতিক স্মার্ত্তসমাজ ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়াও ন্যায় জিনিবার জন্য কখন কখনও মহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে। এবং পরম পাবন ঠাকুর হরিদাসের ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বপক্ষ করে যে—ভগবান্ গৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসকে পরমপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে, যেহেতু তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বরের বিধিলঙ্ঘন অপরাধের বিষয় না হইলেও জীবের পক্ষে ঐ প্রকার কার্য্য অপরাধ-মূলক বলিতে হইবে। তাহাদের এই প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ দ্বারা জানা যায় যে, তাহারা কতটুকু শাস্ত্রজ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। অষ্টোত্তরশত উপনিষদের অন্যতম বজ্রসূচিকোপনিষদ্ বলেন যে, জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধর্ম্ম—ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কে? ইহার উত্তরে জীব, দেহ, জাতি জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিকের ব্রাহ্মণত্ব খণ্ডন করিয়া সচ্চিদানন্দময় ভগবানের ভক্তমাত্রেরই ব্রাহ্মণত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষদেও উহার পোষক বাক্যের অভাব নাই। স্থানাভাব বশতঃ এস্থলে আমরা ঐ সকল বাক্য উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম। শুদ্ধির মূল পরমপাবন ভগবান ও ভক্তের সেবা—এতদ্বিষয়ে একটী হেঁয়ালীও আমাদের দেশে চিরকাল প্রচলিত আছে—

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥

শেষপন্থা

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

জগতে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রয়াসি জনগণ, স্ব-স্ব অভিলাষ পূরণার্থে, যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিয়াও মান্য পন্থা হইয়া, বেকার অবস্থায় পতিত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ-সেবা আদি ব্যাপার আয়াস-লব্ধ পন্থা। সুদীর্ঘকাল গতে ফলপ্রসূ। তাহা আবার নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নসঙ্কুল, সুতরাং কলি-কালের অল্পায়ু দৈর্ঘ্যহীন মানুষের পক্ষে উল্লিখিত পন্থা গুলি সমীচীন নহে—বলিয়া, যাহাতে অতি অল্প সময় মধ্যে রাতারাতি স্ব স্ব কাম্য বস্তু লাভ হয়, তাহার একটা সুগম পন্থা আবিষ্কারের জন্য তথা-কথিত পরিশ্রম-বিমুখ উদ্ধত প্রকৃতির ব্যক্তিগণ লাগিয়া পড়িলেন। এই পন্থাটী উত্তরোত্তর সুগম করিবার চেষ্টায় বহু বহু ধুরন্ধরের ধুর ক্ষয় হইতেছে। এখনও সম্যক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় নাই। বলা বাহুল্য দেহ মনের ধর্ম্ম লইয়া কোটী কোটী বুদ্ধিমানের মাথা বিদীর্ণ হইলেও কোন সুবিধা পাওয়ার উপায় নাই।

সহৃদয় পাঠকগণ! বোধ হয় আপনারা এই শেষ পন্থার কথাটী বুঝিয়াছেন। ইহা আর নয়,—যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, বহুরূপী ইত্যাদিতে, রাজা, রাণী, সৈন্য, মন্ত্রী, পাগল, নারদ ঋষি সাজানো। উহারা তো আর প্রকৃত, রাজা, রাণী, সৈন্য, মন্ত্রী, পাগল, নারদ নহে, শুধু কোন কাম্য বস্তু প্রাপ্তির আশায় একটা পোষাক পরিধান মাত্র। তাহাতে হাসা, কাঁদ, নাচা, গাওয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সবই নিছক কপটতা পূর্ণ।

সেই প্রকার বর্ত্তমান কাল কলিতে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা লাভের একটা অতি সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানা প্রকার সাধুর বেষ। এই বেষটীর এমনি মোহিনী শক্তি যে, সরল প্রাণ ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই সাধুর বেষ দেখিলে অবিচারে দেববৎ পূজা করিয়া থাকেন। তারপর আর কতক ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা লোক-প্রিয়তানুসন্ধানে সাজা সাধু হউক, খাটি সাধু হউন কোন প্রকার খোঁজ খবরের ধার ধারেন না। নিরপেক্ষের ছল করিয়াই বোবা-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং সাধুর বেষ ধারণ করিতে পারিলে সকল বালাই দূর হয়। জাগতিক সকল মজা লুটিবারই সুযোগ ঘটে। ধৃতির অভাব থাকিলেও সাধু সাজিতে পারিলে, জিহ্বা উপস্থের লাম্পট্য-গতি রোধ করিবার প্রয়োজন থাকে না; বরং যথেচ্ছা বিচরণ অনায়াস-লব্ধ। কারণ সমাজের মাথায় তিলাঞ্জলী দিয়া সমাজের সহিত নন্ কোঅপারেশন অসহযোগী ইত্যাদিতে একেবারে স্বাধীন।

খবরের কাগজে প্রায়ই সাজা সাধু লম্পটগণের চরিত্র চিত্রিত হয় দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া যে আরও কত কত ব্যভিচার কার্য্য তথা কথিত লম্পট, ভক্তগণের দ্বারা সংঘটিত হইতেছে; তাহার সংবাদ কয় জন রাখেন। আমরা এত ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছি যে, তবু অসাধুকে সাধু বলিয়া চিরকাল তাহাদের পদলেহন করিতে থাকিব! আর খাটি সাধু বৈষ্ণব ঠাকুরদিগকে হিংসা করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য সভা সমিতি করিয়া দল পাকাইব। ইহাকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার তাণ্ডব পৈশাচিক কাণ্ড ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

অবশ্য তথাকথিত সাজা সাধুর সহিত অপস্বার্থ-সম্বলিত বিষয়াদির সম্বন্ধ যাহারা রক্ষা করিতে চেষ্টাবান, তাহাদের কথা অন্য প্রকার। কারণ সাজা সাধুর কপট সুনীচ ভাবের ভাবুকতায় এবং ইন্দ্রজালের ঘোর প্যাঁচে জগতের প্রায় লাখকে লাখ ব্যক্তি অর্থাৎ এক লক্ষের মধ্যে ৯৯৯৯৯'৯ জনই মুগ্ধ ও পতিত। এমতাবস্থায় অপস্বার্থের খাতিরে ঐ কপট সাজা সাধুর সহিত অন্ততঃ কপটতা-পূর্ণ সরলতা দেখাইয়াও সহযোগিতা করিতে হইতেছে, যেহেতু ভোটের সংখ্যা অধিক। নতুবা কাহারও ঠাকুর বাড়ীর শুল্ক আদায়ে, কাহারও শিষ্য ব্যবসায়ে কাহারও ভাগবত ব্যবসায়ে, কাহারও গৌরনাগরীবাদ প্রচারের সহায়তা কল্পে পুস্তক বিক্রয়ে, কাহারও বা ইট সুরকী চাল, ডাল, তৈল, লবণ বিক্রয়ে (কত কি বলিয়া শেষ করা ভার) পাছে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে এই ভয়।

এই সমস্ত কপট সাজা সাধুরা জগতের যে, কত প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার মত ভাষা মনুষ্য সমাজের ভাষাভিধানে নাই। আমরা রামায়ণাদি পুরাণে শ্রুত হই, রাবণ সীতাহরণের অন্য কোন উপায় না পাইয়া 'সাধুর বেষ-ধারণ' এই শেষপন্থাবলম্বনে জগল্লক্ষ্মী ভক্তবৎসলা সীতাদেবীকে হরণ করিতে যায়। বলা বাহুল্য রাবণ কোন শক্তিপ্রভাবে চিন্ময়ী মূর্ত্তিকে স্পর্শ করিবে? সুতরাং সীতাদেবীর দ্বারা মায়া সীতাকে হরণ করিয়াই পুরীশুদ্ধ সবংশে বিনাশ পাইতে হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, ঐ প্রকার রাবণের সেবকের অভাব নাই। অনন্যোপায় হইয়া এইটীই শেষ পন্থা ঠিক করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভাই সব সাবধান। শেষ পন্থাবলম্বী সাজা সাধুর কয়েকটী লক্ষণ অতি সং গো নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই লক্ষণ কোটাংশের এক অংশও যাহাতে দৃষ্ট হইবে তিনি নিশ্চয়ই সাধু নহেন, তথা কথিত শেষপন্থাবলম্বী সাজা সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নতুবা সর্ব্বনাশ

১। যিনি, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের বেষ লইয়া ভিক্ষা-বৃত্তি দ্বারা মেয়ে মানুষের ভরণ পোষণে ব্যস্ত থাকেন, এমন কি অন্য স্ত্রী বা নিজ স্ত্রী ও মাতা, ভগ্নীসহ এক বাড়ীতে বাস অবস্থান করেন, তবে তিনি ডোর কৌপীন আদি পরমহংসের পোষাক পরিয়াও কপট বেষধারী মর্কট বৈরাগী সাজা সাধু।

২। যিনি বৈষ্ণবের বেষ মালা তিলকাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া কলি পঞ্চক [(ক) তাস, পাশা, দাবা আদি দ্যূত-ক্রীড়া, (খ) তামাক, গাঁজা, চা, চুরুট, আদি পান, (গ) বৈধ বা অবৈধ স্ত্রীতে আসক্ত স্ত্রৈণ ভাব, (ঘ) মৎস্য, মাংসাদি আহার বা অন্যকে সাহায্য-জনিত জীবহিংসন, (ঙ) শঠতাবলম্বনে ধনৈষণা দ্বারা পত্নী পুত্রাদি পরিপোষণ, শিষ্যের অর্জ্জিত অর্থে পুত্র কন্যার বিবাহাদি নির্ব্বাহ, ভাগবত পাঠের বিনিময়ে পারিশ্রমিক অর্থাদি গ্রহণ] করেন, তিনি শেষ পন্থাবলম্বী কপটাচারী সাজা সাধু।

৩। যিনি উক্ত বেষ ধারণ করিয়া নিজেকে গোস্বামী, বৈষ্ণব, গুরু, সাধু, আখ্যায় লোক-সমাজে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী তিনি শেষ পন্থাবলম্বী কপটাচারী সাজা সাধু!

৪। যিনি উক্তবিধ বেষাদি ধারণ করত হরি গুরু বৈষ্ণবসেবার বদলে, জগতের সরল, ধর্ম্মপ্রাণ জনসাধারণ দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইতে ব্যস্ত, তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধামে বাস করিবার অভিনয় দেখাইলেও শেষ পন্থাবলম্বী কপট সাজা সাধু।

৫। যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াও রসকীর্ত্তন, রসালাপ, রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ (সর্ব্ব সাধারণের নিকট) করিতে চেষ্টাবান তিনি শেষ-পন্থাবলম্বী সাজা সাধু।

৬। যাহারা বৈষ্ণব চিহ্নাদি ধারণ করিয়াও শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্য লুপ্ততীর্থ উদ্ধার,—শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, শ্রীহরিনাম প্রচার, প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রচার-কার্য্যে আনুকূল্য করিতে উদাসীন, বরং পক্ষান্তরে বিপরীত পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁহারা শেষ পন্থাবলম্বী সাজা সাধু।

এই সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিতে হইলে একটা প্রকাণ্ড বহু রচিত হইয়া পড়ে। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে বিন্দু মাত্র কপটতা যাহাতে লক্ষিত হইবে, নিনিষ্ট সাধু সাজিয়া অবলম্বন করিয়াছেন 'শেষপন্থা'।

অতএব আত্মমঙ্গলকামিগণ, বিষ খাইয়া মরিতে হইলেও, অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হইলেও ইহাদের সঙ্গ করিবেন না।

বৃন্দাবনে

রোমহর্ষণ কাণ্ড

"সম্প্রতি শ্রীধাম বৃন্দাবনহইতে এক ভয়াবহ সংবাদ আসিয়াছে, যাহা বর্ণন করিতেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়, লেখনী হস্ত হইতে শিথিল হইয়া পড়ে। আজ নাকি বৃন্দাবনের গোধন বিপন্ন। যে গোধন ব্রজবাসীর জীবন ধন—একমাত্র সম্বল, তাহাই নাকি আজ দুষ্ট অসুর কুলের ভয়ে সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত। আর কি সহ্য হয়? হিন্দুর প্রায় সমস্ত তীর্থস্থান গুলির উপরই ম্লেচ্ছগণ আসিয়া তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, নানা অত্যাচার করিয়াছে, এখনও অবাধে করিতেছে। হিন্দুর পরম পূজ্য তীর্থ কাশী, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এখনও সে সকল অনাচারের নিদর্শন দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। বাকী ছিল এক বৃন্দাবন যে বৃন্দাবনে মনুষ্যের কথা কি, হিংস্র পশুগণও পর্য্যন্ত হিংসাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহার করে, হা হতভাগ্য আমাদের, সেই বৃন্দাবনেও (?) আজ আবার কৃষ্ণবিমুখ কলিকংসানুচরগণের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য। পাঠকগণ, একবার হৃদয়কে বজ্রাদপি কঠিন করুন, একটুও বিচলিত না হইয়া স্থির ধীর চিত্তে শ্রবণ করুন, কাঁদিতে হয় নীরবে ক্রন্দন করুন, হৃদয়-বেদনা আর্ত্ত নাদনাদে ব্যথাহারী কংসদর্পহারী কংসনিসূদনকে জ্ঞাপন করুন, দুরাত্মা কংসানুচরগণ যেন ঘৃণাক্ষরেও জানিতে না পায়

-বৃন্দাবনেরই সীমার ভিতর সহর হইতে ৩ মাইল দূরস্থ অক্রূর বনে কে বা কাহারা পাঁচটী গরুকে * * করিয়াছে। এক ব্যক্তির একটী গরু হারাইয়া যায়, সে গরুর খোঁজে ঘুরিতে ঘুরিতে উক্ত বনের এক নিভৃত প্রদেশে একটী গরুর মৃতদেহ ও তাহার নিকট দুইটী লোককে দেখিতে পায়। তাহাতে সে সন্দেহান্বিত হইয়া বৃন্দাবনের দারোগাকে সংবাদ দেয়। দারোগা পরদিবস ঘটনাস্থলে আসিয়া একস্থানে একখানি একাগাড়ী ও অন্যত্র একটী ঘোড়া এবং গোচর্ম্ম সহিত দুইটী লোককে দেখিতে পান। লোক দুইটী ধৃত হইয়াছে। জানা গিয়াছে, তাহারা মথুরার কসাই। আরও অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, পাঁচটী গরু ঐরূপ কসাইদের কবলে পড়িয়াছে। আরও অনেক গরু নাকি বনের মধ্যে বাঁধা ছিল। যাহা হউক এই রোমহর্ষণ ব্যাপারে বৃন্দাবনে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।"

উক্ত সংবাদ যেমন হৃদয়-বিদারক, উহা অপেক্ষাও আবার অতিভীষণ মর্ম্মান্তিক যাতনাপ্রদ সংবাদ—অপ্রাকৃত মাধুর্য্যলীলা-রসক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনধামবাসের নাম করিয়াও পাপাচারিগণের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পরস্বাপহরণ, বিগ্রহ-ব্যবসা, গুরুতর বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ প্রভৃতি অনাচার! যমুনাদেবী এই সকল অমানুষের দর্শনে ক্রোধ করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন, যে কচ্ছপকুল কাহাকেও হিংসা করিত না, এখন তাহারাও কুপিত হইয়া হিংসা আরম্ভ করিয়াছে। বৈরাগীর বেশধারী ব্যভিচাররত বাবাজীরা মধুর রসাস্বাদনের ছলনায় জড় রসাস্বাদনে ব্যস্ত! দুই একটী দম্ভ বৈরাগী আছে, তাঁহারাও আবার উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য দেখাইতে গিয়া হরিসম্বন্ধী বস্তুতেও প্রাকৃত বুদ্ধি আরোপপূর্ব্বক অপরের আদর করিতেছেন। শুদ্ধ সত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্তামণি ব্রজভূমিতে বাস করিবার স্পর্দ্ধায় ব্রজবাসিরূপের ব্যভিচার, দ্বেষ, হিংসা, কপটতাচরণ সীমা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। শ্রীভগবান্ এ দৌরাত্ম্য আর কতদিন সহ্য করিবেন, তাই শীঘ্রই কৃষ্ণ অঘাসুর, বকাসুর, ধেনুকাসুর-প্রমুখ পাপাচারিগণকে নিধন করিয়া বৃন্দাবন ভূমিকে নিরুপদ্রব করিবেন। বৃন্দাবন চন্দ্রের এই লীলার সূচনাও দেখা দিয়াছে। অনধিকারী ব্যক্তিরা যাহাতে আর বৃন্দাবন প্রবেশের স্পর্দ্ধা না করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণ প্রবল পরাক্রম শ্রীবৃন্দাবনের ব্যভিচার স্রোত রোধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। অবশ্য শুদ্ধভক্তগণ জানেন,—অপ্রাকৃত মাধুর্য্য-গোলোক শ্রীবৃন্দাবন ধাম কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের প্রবেশের কোন অধিকার নাই বা সেখানে মায়িক জগতের কোন হেয় অবর ধর্ম্ম থাকিতেই পারে না, তথাপি কৃষ্ণবিমুখ ভ্রষ্টাচারিগণ যে শ্রীবৃন্দাবন ধাম বাসের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে ও তথায় অত্যাচার অনাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে বলিয়া মনে করে, তাহা বস্তুতঃ অপ্রাকৃত শ্রীধাম বৃন্দাবনে নহে, বৃন্দাবনেরই বিবর্ত্ত মায়িকজগতের কোন স্থানে সংঘটিত হইতেছে, বৃন্দাবন ধাম মনে করিয়া তাহারা বঞ্চিতই হইতেছে, কৃষ্ণ উপাসনার নামে 'কৃষ্ণ' নামীয় কোন অসুরেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে মাত্র।

পরিশেষে নিবেদন, বৃন্দাবন ধাম-বাসাভিলাষী সজ্জনগণ আপনারা সকলে ব্যভিচার দমনে বদ্ধ পরিকর হউন, কাহাকেও অনধিকার চর্চ্চার অধিকার না দিয়া যাহাতে সে ক্রমপন্থা অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হইতে পারে, তাহা করুন। আমরা নিষ্কপটে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের ভজন-বিঘ্ন দূর করিবার ব্যবস্থা করিবেন। ব্রজবালকগণ কৃষ্ণকেই তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা জানিত, তাই কংসভয়ে তাহারা কোন দিন ভীত ছিল না; জীবনান্তক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলেও, 'কৃষ্ণ তাহাদেরই' ইহা জানিয়া ব্রজবাসিগণ নির্ভয়ে সেই বিপদের সম্মুখীন হইত। কৃষ্ণও তাঁহারই আশ্রিত জ্ঞানে তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। যদি সত্য সত্যই আপনারা আপনাদিগকে ব্রজবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাহা হইলে শুদ্ধ রূপানুগ বৈষ্ণবের চরণাশ্রয় করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিমার্গানুসরণ করুন, শুদ্ধভক্তের আদর করুন, নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান হউন, আপনারা ব্রজভূমিকে উপদ্রব শূন্য পরম শান্তিময় ভক্ত ও ভগবানের বিহারস্থলীরূপে দর্শন করিতে পারিবেন। ধামতত্ত্ব উপলব্ধির অভাব হইতেই শ্রীধামে প্রাকৃত বুদ্ধি বশতঃ শান্তির উদ্বেগ, উত্তেজনা ও উপদ্রব-পূর্ণস্থান বলিয়া মনে হয়।

স্বাস্থ্য-সমাচার

ম্যালেরিয়া জ্বরের মুষ্টিযোগ

১। চিরতা, নিমছাল, মাঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, পোলতা, আতৈচ, শ্বেতপাপড়া বৃহতী, নাটাবীজ, সিনকোনা বার্ক প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণ লইয়া /২ সের জলে জ্বাল দিয়া /॥০ আধ সের থাকিতে নামাইয়া ২॥০ তোলা করিয়া প্রত্যহ ৩ বার সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর সারে।

২। কালমেঘ চূর্ণ ১ তোলা, গুলঞ্চের চিনি ১ তোলা, পেঁপের আটা ১ তোলা, রক্তচিতার মূল চূর্ণ ॥০ আধ তোলা একত্র মিশাইয়া নিমের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ ৩ বটী বৃহতী পাতার রস সহ সেব্য। বালকের জন্য অর্দ্ধ মাত্রা।

৩। শেফালিকার পাতা উত্তমরূপে পিষ্ট করিয়া কলাপাতায় ভাল করিয়া মুড়িয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। উপরের কলাপাতা পুড়িয়া গেলে উহা অগ্নি হইতে নামাইয়া বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। বটীকা গুলি বেশী বড় বা খুব ছোট না করিয়া সেবনোপযোগী মত করিবে। এই বটিকা দিবসে ৪ বার সেবন করিলে ম্যালেরিয়া সারে।

ম্যালেরিয়ার লবণ চিকিৎসা

ডাক্তার ক্রফি বলেন—সাধারণ লবণ ম্যালেরিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রদ প্রতিষেধক। ইহার দ্বারা যে কোন প্রকার ম্যালেরিয়ার হাত হইতে এড়ান পাওয়া যায়।

প্রয়োগ প্রণালী—একমুষ্টি পরিমিত লবণ একটী পরিষ্কৃত পাত্রে রাখিয়া ঈষৎ-উষ্ণ জলে ভাজিয়া লইতে হইবে, তাহাতে ঐ লবণে যে জলীয় অংশ থাকে, তাহা

অপসারিত হইয়া উহার দানাগুলি চূর্ণ ও হরিদ্রাভ হইবে। এই ভর্জ্জিত লবণ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বড় চামচের এক চামচ অথবা এক আউন্স মাত্রায় সেব্য।

জ্বর আক্রমণের পূর্ব্বে খালি পেটে উক্ত পরিমিত লবণ এক গ্লাস গরম জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাদের প্রতি দিন জ্বর আসে, তাঁহারা জ্বর ছাড়িবার পর অথবা যখন খুব ঘর্ম্ম হইতে থাকিবে তখন ঐ লবণ কিছু খাইবার পূর্ব্বে গ্রহণ করিবে। মাত্রা এক আউন্সের কম হইবে না। এই ঔষধ খালি পেটে সেবন না করিলে কোন ফলপ্রদ হয় না। সুতরাং ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে রোগীকে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত নহে। ঔষধ সেবনের পর রোগীর জলপিপাসা প্রবল হয়। তৎকালে রোগীকে পরিমিত গরম জল ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য প্রয়োগ করিবে না।

রোগী যদি খুব বেশী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ৪৮ ঘণ্টার পর লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। লবণ-জল সেবনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জল ব্যতীত অন্য কোন পথ্য গ্রহণ করিলে ফল-প্রাপ্তির আশা প্রায় ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

পথ্য সম্বন্ধে রোগীকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। ঔষধ সেবনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাহাতে মোটেই ঠাণ্ডা না লাগে, তদ্বিষয়েও বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই জন্য রোগীকে গরম কোট ও মোজা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিতে উপদেশ করিবে। ডাক্তার ক্রকি বলেন—তিনি এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া ১৮ বৎসর মধ্যে কোন একটী রোগীতেও অকৃতকার্য্য হন নাই। পরন্তু এই ভর্জ্জিত লবণ চিকিৎসা দ্বারা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যে কোন ম্যালেরিয়া রোগীকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৬ঘটি.. হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পরলোকগত রাখালদাস আঢ্য মহাশয়ের ৮নং মায়াবপুর রোড চেতলাভবনে 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল ও শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় কর্ত্তৃক বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলি কীর্ত্তন হয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কৃষ্ণনগরে সুভাষবাবু

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দেশহিতৈষী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু মহোদয় কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। তদুপলক্ষে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ ও নেদিয়ার পাড়ার অধিবাসীবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দানে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। সুভাষ বাবু কৃষ্ণনগরস্থ কর্ম্মিগণকে দেশহিতকার্য্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিবার উপদেশ করেন।

(ভারতীয়)

হিতে বিপরীত

লাহোরে একটী মুসলমান যুবক আর্য্যসমাজের গুরুকুল শাখায় গিয়া হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। সমাজের পিয়ন যখন তদুপলক্ষে সভার অনুষ্ঠানের বিষয় সকলকে জানাইতে বাহির হয়, সে সময় নাকি মুসলমানটি পিয়নের ৫ বৎসরের কন্যাটীকে লইয়া পলাইয়াছে।

রেডিও টেলিগ্রাফ

ইণ্ডিয়ান রেডিও টেলিগ্রাফ কোম্পানী ১মিনিটে ইংলণ্ড হইতে ভারতে সংবাদ পাইয়াছেন। ডার্ব্বীর ঘোড়দৌড়ের সংবাদ প্রাপ্তিদ্বারা তাঁহারা এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ৭টা ৩৭মিনিট ভারতীয় সময়ে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়, কয়েক সেকেণ্ডের সময়ে ঘোড়াগুলি উইনিং পোষ্টে পৌছায় এবং ঠিক ৭-৪০মিনিটের সময় ঘোড়দৌড়ের ফলাফল ভারতে পৌছিয়া ফ্রী প্রেসের হস্তগত হয়।

লাড্লো জুটমিলে সাহেবের কীর্ত্তি

গত ৮ই জুন শুক্রবারে টাঙ্গাইল লাড্লো জুট মিলের একজন সাহেব ৫ জন মেয়ে মজুরকে প্রহার করিয়াছেন। প্রহৃত ৫ জনের মধ্যে আবার ৪ জনকে থানায় ও ১ জনকে হাওড়া হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। আহত স্ত্রীলোকটীর অবস্থাও নাকি সুবিধার নহে। প্রকাশ যে, মিলের দারোয়ান উক্ত মেয়ে মজুরগণকে 'সাহেবের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া একটা মিটমাট করিয়া লইবে'—এই বলিয়া মিলের মধ্যে লইয়া যায়। তাহাতেই এই ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। মিলের শ্রমিকগণ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া কয়েকটী দোকান পাট লুট করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ আসিয়া শান্তি স্থাপন করিলেও শ্রমিক মহলে চাঞ্চল্য এখনও যায় নাই। দোকান লুট করা অপরাধে ৩ জন কুলী গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট

শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্র লণ্ডনস্থ বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস ও বোম্বাইস্থ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি '৩০ হাজার শ্রমিক অনাহারে, শীঘ্রই অর্থসাহায্য আবশ্যক' এই মর্ম্মে ২খানি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। মিঃ মিত্র গত শনিবার এক সভায় শ্রমিকদিগকে ডাকিয়া বলেন, তোমাদিগের উচিৎ আর কিছু কাল ধর্ম্মঘটে অবিচলিত থাকা। তাহাতে তোমাদের মত কি? তখন সকলেই অবিচলিত থাকিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে। মিত্র শ্রমিকগণকে বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি বিদেশ দেড়হাজার টাকা শ্রমিকফণ্ডে প্রেরণ করিয়াছে। এখনও অবশ্য সে টাকা হাতে আসে নাই।

সমস্ত ই, আই, আর লাইনব্যাপী এক বিরাট ধর্ম্মঘটের আয়োজন চলিতেছে। লাইনের সমস্ত শ্রমিকই লিলুয়া ধর্ম্মঘটকারী দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে। আসানসোলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। লোকো কারখানার প্রায় ৪৫০ শত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। লিলুয়া ধর্ম্মঘট কমিটির সভ্য মিঃ ডি, কে, গোস্বামীকে আসানসোল গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ রেলওয়ে লাইনের ১২২ধারানুসারে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে চালান দিয়াছে মিঃ গোস্বামী জামিনে খালাস আছেন। আগামী ২২জুন পুনঃ দিন ধার্য্য হইয়াছে।

পাদুকোটার উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ

'স্বদেশমিত্রম্' পত্রিকা পাদুকোটা হইতে রিপোর্ট পাইয়াছেন যে, একখানি দেশীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক মিষ্টার নানারত্নম (?, আয়ারের উপর ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ জারী হইয়াছে যে, তিনি পাদুকোটার উত্তরাধিকার অথবা মৃত মহারাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন কিছু প্রকাশ করিতে পারিবেন না—দৈঃ বসুমতী।

যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীদ্বয়ের পদত্যাগ

যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী রায় রাজেশ্বর বালী এবং কৃষি বিভাগের মন্ত্রী ঠাকুর রাজেন্দ্র সিংহ—এই দুইজন একসঙ্গেই পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন। প্রাদেশিক গভর্ণর একটী সরকারী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, তিনি খুব দুঃখের সহিত পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ কারণ পরে প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নূতন ট্রাম লাইন

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর নূতন পথ রসারোড হইতে বালীগঞ্জ ষ্টেসন পর্য্যন্ত ট্রাম চলিয়াছে। গড়িয়া হাট অঞ্চলের সুবিধা হইবে। শীঘ্রই ওদিকে বসতিও অনেক বর্দ্ধিত হইবে। ট্রামওয়ে কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ ডেন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ৩মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছেন।

গ্রীসে পুনরায় ভূমিকম্প

গত এপ্রিল মাসের ভূমিকম্পে করিন্থের যে সকল বাড়ী জখম হইয়া পড়িয়াছিল, এবার এক নূতন ভূমিকম্পে সে গুলি সমস্তই ভূমিসাৎ হইয়াছে। এথেন্সেও কম্পনের বেগ অনুভূত হইয়াছে। অধিবাসীরা ভীতিবিহ্বল চিত্তে দিনাতিপাত করিতেছে। সহরে ধূমরাশি দেখা যাইতেছে তাহা কোন আগ্নেয় গিরি হইতে উদ্গত বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

মিশর ও আফগানে সন্ধিসর্ত্ত সমর্থিত

আফগানিস্থান ও মিশরের মধ্যে যে বন্ধুত্ব সূচক সন্ধি হইতেছে, মিশর মন্ত্রীসভা তাহার সর্ত্ত সমর্থন করিয়াছেন। সর্ত্তে আছে—এই দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থায়ী হইবে। আন্তর্জ্জাতিক নীতি অনুসারে উভয় পক্ষের মধ্যেই রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। পরে অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি ও স্বাক্ষরিত হইবে।

অদ্ভুত যমজ সন্তান

ইংলণ্ডের ডার্বি সহরে এক অদ্ভুত যমক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। সন্তান দুইটীর মস্তক দুইটী একত্র-সংযুক্ত। ঐ সন্তান দুইটীকে 'গাই হাসপাতালে' পাঠান হইয়াছে। অস্ত্রোপচার দ্বারা মস্তক দুইটীকে বিচ্ছিন্ন করা যাইলেও যাইতে পারে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের এইরূপ অভিমত। স্থির হইয়াছে,—একটী শিরায় ইনজেকসন করিয়া পরীক্ষা করা হইবে, দুইটী শিশুর শিরা বিভিন্ন কিনা। কারণ, শিরা ভিন্ন ভিন্ন না হইলে মস্তক দুইটী বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইবে না। তবে একটি শিশু যখন নিদ্রা যায়, অপরটিকে তখন ক্রন্দন করিতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে শিশু যে একটী নহে দুইটী, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—১৩৩৫।

একবার ভাব দেখি

আমরা কখনও হিন্দু হইয়া মুসলমানের সহিত অথবা মুসলমান হইয়া হিন্দুর সহিত কলহ করি, কখনও হিন্দু মুসলমানে বিবাদ মিটাইবার জন্য স্থানে স্থানে সভা-সমিতি করি, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য স্থানে স্থানে বক্তৃতা প্রদান করি, কখনও পৃথিবীর একটী দ্বীপে বাস করিয়া অন্য দ্বীপবাসীদিগের প্রতি শত্রুজ্ঞানে হিংসা করি এবং স্বদেশবাসীর জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহাদের নিকট পরম বরেণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হই, কখনও বা বিধবা বিবাহ প্রচলন, বিধবা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া জীবে দয়ার আদর্শ দেখাই, কখনও বা ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়া উদাসীন ভাবে জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্যে কোন একটী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-মত অবলম্বন করিয়া নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনার্থ অপরাপর ধার্ম্মিক সমাজের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হই, এই অবস্থায় যদি কোন পরম বন্ধু আমাদের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া পার্থিব সুখের নিমিত্ত যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। তোমাদের পরিশ্রমের তুলনায় তাহার মূল্য এক কাণাকড়িও নহে। তোমরা একবার চিন্তা কর, যে তোমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছ এবং মৃত্যুর পর কোথায় চলিয়া যাইবে, তোমরা যাহাদের জন্য এত করিতেছ, তাহাদের সহিত তোমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে কি না? এজগতের উন্নতিতে তোমার ও তোমার সঙ্গিগণের কি উপকার সাধিত হইবে?" এই কথাগুলি শুনবা মাত্র আমরা বক্তাকে পরম বন্ধু-জ্ঞানে আদর করা দূরে থাক, তাঁহার প্রতি শত্রুতা আচরণ করিতে ক্রটী করি না। কখনও বা তাঁহার বাক্যের কোন মূল্য নাই জানিয়া উক্ত সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বাক্যগুলির প্রতিকূলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করি—"ওহে ভক্তবৃন্দ, তোমরা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই জগতের যাবতীয় বস্তু ও বস্তুগত সুখকে তুচ্ছ বোধ করিতেছ জাগতিক সুখের কথা দূরে থাক, যোগী জ্ঞানীর বহু অমূলক কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধনের ফল মুক্তিকেও তুচ্ছ বোধ করিতেছ, তোমাদের যখন এতদূর বৈরাগ্য, তখন তোমাদের দ্বারা জগতের উন্নতি ত' হইবেই না বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা। জগৎ নশ্বর হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ততদিন পরস্পর পরস্পরের হিত সাধন করিয়া চরমে শান্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তিনি ঐ কর্ম্মের অধীন, কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করা যায়। আমাদের মাতা পিতা ভাই বন্ধু না খাইয়া মরিবে, আমাদের গ্রামের লোক দেশের লোক পেটের জ্বালায় ছটফট করিবে, আমরা সে সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিব না, এ আবার কিরূপ ধর্ম্ম। এই প্রকার ধর্ম্মের প্রভাবে আজ সোণার ভারত কি হইতে চলিয়াছে, তাহা তোমরা দেখিয়াও দেখিবে না। তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ—এই সকল আত্মতত্ত্ব বিচারের প্রয়োজন কি? ভগবান তোমাদিগকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেই অবস্থায় থাকিয়া কার্য্য করিয়া যাও, বিচারের প্রয়োজন নাই।"

নৈতিক সমাজের বা কর্ম্ম-জগতের এইরূপ হাস্যাস্পদ পূর্ব্বপক্ষ শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ উত্তরে বলেন—ওহে কর্ম্মজগদ্বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা যে জগতের উপকারের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছ বাহ্য বিচারে তাহা প্রশংসনীয় হইলেও উহাদ্বারা জগতের যে উন্নতি সাধিত হইবে, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভক্তগণের দ্বারাই জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয়, তোমরা যে ভক্তদিগকে বৈরাগ্য বলিয়া ধারণা করিয়াছ, বস্তুতঃ তাঁহারা বৈরাগী নহেন, পরন্তু তাঁহারা অনুরাগী। তোমাদের ন্যায় তাঁহারা বিজ্ঞান শিল্প কারু ও নৈতিক কার্য্যে উন্নতি সাধনে বিরত থাকেন, এরূপ নহেন। কার্য্য সম্বন্ধে তোমাদের সহিত ভক্তের কোন পার্থক্য নাই। এই মাত্র পার্থক্য যে, তোমরা কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া সকাম বা নিষ্কাম ভাবে যে সকল কার্য্য করিয়া থাক, ভক্ত সেই সকল কার্য্যই ভগবানের সেবা উদ্দেশে করিয়া থাকেন। তুমি তোমার কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া কখনও আপনাকে সুখী বা দুঃখী-মনে কর, কিন্তু ভক্ত সেইসকল কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন বলিয়া তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগ-জনিত জড় সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে ভগবৎপ্রদত্ত অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হন। কর্ম্মের ফল তোমাদিগকে জন্ম মৃত্যুর অধীন করিয়া ৮৪ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করায়। ভক্তগণ সেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই ইহকালে ও পরকালে পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ড তোমার নিকট সুখ দুঃখময় কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষ, কিন্তু ভক্তের নিকট এই বিশ্বই পূর্ণ আনন্দময় ভগবদ্বিলাস-ক্ষেত্র। তোমরা স্ব স্বরূপ অর্থাৎ আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় চলিয়া যাইব, এ সকল বিচার মোটেই কর না বলিয়া হিতাহিত বিবেক তোমাদের আচ্ছাদিত। আমি কে, তাহাই যদি স্থির না হইল, তবে আমার কর্ত্তব্য কি, তাহাই বা কিরূপে নিরূপিত হইবে? আহা ভারতবাসি আজ স্ব স্বরূপবিচারে যদি নিপুণ হইতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আজ কর্ত্তব্য নিরূপণের অভাবে এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইতে হইত না।

ওহে কর্ম্মবীরগণ, ভারতের আজ এরূপ দুরবস্থা, তাহা তোমাদেরই অনাদি কর্ম্মের ফল। তোমরা যদি কর্ম্ম-ফলাশা পরিত্যাগ করিয়া "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥"—এই গীতোক্ত উপদেশ অনুসারে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে, তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপ বিপদাপন্ন হইতে হইত না। ভগবানকেই একমাত্র সুখ দুঃখ-ফলের প্রদাতা জানিয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হও। তোমরা মনে কর, আমরা কর্ম্মের দ্বারা আমাদের ও আমাদের আত্মীয় স্বজনের ক্লেশ দূর করিব, তাহাদিগকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইব, কিন্তু ভক্ত বলেন—

অনায়াসে মরণ জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিত্তধনে॥
কৃষ্ণ কৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিলে বা বিদ্যাকুল কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ॥
কিছু বিলাসিতে নারে দুঃখে পড়ি মরে।
যার নাহি তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥
এতেক জানিহ থাকিলেও কিছু নহে।
যার যেমন কৃষ্ণ আজ্ঞা সেই সত্য হয়ে॥

চৈ, ভা ম-অ-১০৬-৮১

আমরা তোমাদের নিকট যতই যুক্তি-পূর্ণ বাক্য বলি না কেন সে সকলই অরণ্যে রোদন মাত্র। কেন না তোমাদের স্বরূপ-বিচার নাই। তাই বলি—

একবার ভাব মনে,
কে তুমি কোথায় ছিলে,
কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ করে গেলে,
যাবে কোথা শরীর পতনে॥

সনাতন ধর্ম্ম

ভক্তিই সনাতন ধর্ম্ম

(শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

ধর্ম্ম দুই প্রকার, যথা—নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, সর্ব্বদা ও সকল অবস্থায় একরূপ থাকে, তাহাকেই নিত্য বা সনাতন ধর্ম্ম কহে। আর যে ধর্ম্ম কোন নিমিত্ত হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এবং নিমিত্ত গত হইলে যে ধর্ম্মের আর অস্তিত্ব থাকে না, তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কহে। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম দেশকালপাত্রভেদে বহুপ্রকার হইতে পারে, যেমন—জল একটি বস্তু, তারল্যই ঐ জলের সহজাত নিত্য ধর্ম্ম, কিন্তু শৈত্যসংস্পর্শ অথবা উত্তাপ-সংযোগ রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, ঐ জল বরফ বা বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন তাহার তারল্যধর্ম্ম আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কাঠিন্য অথবা বায়ব ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই কাঠিন্য ও বায়ব ধর্ম্মকেই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম কহে। কিন্তু জলের যে সহজাত নিত্য তারল্য ধর্ম্ম, তাহা ঐ বরফ ও বাষ্পমধ্যে অনুস্যূত থাকে এবং নিমিত্ত গত হইলে, তাহার তারল্য রূপ নিত্য ধর্ম্মের পুনঃপ্রকাশ হইয়া থাকে।

জীব একটী সনাতন বস্তু, মায়াবদ্ধতা-রূপ নিমিত্ত হইতে সেই জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ, এই অনিত্য দেহদ্বয় প্রাপ্তি ঘটে। অনিত্য স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি হইতে অনিত্য ভুক্তিধর্ম্ম এবং অনিত্য সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি হইতে অনিত্য মুক্তি-ধর্ম্মের প্রকাশ পাইয়া থাকে। মায়া-বদ্ধতারূপ নিমিত্ত উপস্থিত না হইলে, জীবের কখনই দেহসুখ-ভোগরূপ ভুক্তি এবং ত্রিতাপ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি, এই ধর্ম্ম-দ্বয়ের অবসর হইতে পারে না। সুতরাং এই ধর্ম্মদ্বয় নৈমিত্তিক। পুনর্ব্বার মায়া-বদ্ধতারূপ নিমিত্ত গত হইলে, জীব যখন শুদ্ধস্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহার স্বধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখন শুদ্ধ-সনাতন জীবের স্বধর্ম্ম কি—তাহাই আলোচ্য বিষয়।

পরমাত্মা শ্রীভগবান্ বৃহদ্বস্তু, শুদ্ধ-জীব বা জীবাত্মা ক্ষুদ্র বস্তু। আমরা ইহ-জগতে দেখিতে পাই, পিতার কাছে পুত্রের ধর্ম্ম পিতৃসেবা, স্বামীর কাছে স্ত্রীর ধর্ম্ম স্বামীসেবা, রাজার কাছে প্রজার ধর্ম্ম রাজসেবা, প্রভুর কাছে দাসের ধর্ম্ম প্রভুসেবা অর্থাৎ বৃহতের নিকট ক্ষুদ্রের ধর্ম্ম বৃহতের সেবা। সেইরূপ বৃহৎ পরমাত্মা শ্রীভগবানের নিকট ক্ষুদ্র জীবাত্মার ধর্ম্ম সেই শ্রীভগবানের সেবা অর্থাৎ ভক্তি। ভক্তি ভজ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়, ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা করা। অতএব শ্রীভগবানে ভক্তিই শুদ্ধ জীবের ধর্ম্ম। সূর্য্য-কিরণ সমূহ যেরূপ সূর্য্যের মহিমা-কীর্ত্তন রূপ সূর্য্য সেবাই করিয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মা শ্রীভগবান হইতে উদ্ভূত অসংখ্য জীবাত্মার শ্রীভগবানে ভক্তিই সহজ স্বরূপ-ধর্ম্ম। এ স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উপাখ্যান এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবে:—

একদা শ্রীমদ্ ব্যাসদেব ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গবিষয়ক অষ্টাদশপুরাণাদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নান্তে চিত্ত-প্রসাদের অভাবে সরস্বতী-উপকূলে বিষণ্ণমনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তদীয় গুরুদেব শ্রীনারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ ব্যাসদেব যথাবিধি গুরুপূজা করণান্তর, শ্রীনারদ তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীব্যাসদেব কহিলেন—"প্রভো, আপনার আদেশে জগতের লোকের শান্তির নিমিত্ত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্বন্ধীয় অষ্টাদশপুরাণাদি বহুশাস্ত্র প্রণয়ন করিলাম, কিন্তু প্রণয়ন-কর্ত্তা আমার নিজেরই চিত্তে যখন শান্তি হইল না, তখন তদ্দ্বারা জগতের লোকের শান্তি কি প্রকারে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন শ্রীমন্নারদের উপদেশ—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥"

শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইলে, অমল মনে কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে এবং তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। জীব বলিয়া আরও একটি বস্তু দেখিলেন—সেই জীব সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত বস্তু হইয়াও, ঐ মায়াদ্বারা নিজস্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে, জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করে—এই ত্রিগুণ-জাত প্রাকৃত অভিমান বশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে এবং অধোক্ষজে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত শ্রীভগবানে সাক্ষাৎ (অব্যবহিত) ভক্তি-যোগ অনুষ্ঠিত হইলে সংসারক্লেশ নিবৃত্ত হইয়া আত্ম-ধর্ম্মের প্রকট হয়—এই সমস্তও দর্শন করিলেন। এতৎ সমুদয় দর্শন করণান্তর সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন যে পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোকমোহভয়নাশিনী সহজ সনাতন ভক্তির উদয় হয়।

"স ব্রহ্মকাঃ স রুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ।
অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিং॥"
(প্রমেয় রত্নাবলী)

অর্থাৎ বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র, বহু ইন্দ্র, বহু মহর্ষির সহিত দেবতাগণ সকলেই সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"
(বেদ)

অর্থাৎ দেবগণ সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণু হরির পরমপদ দর্শন করিয়া থাকেন।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য"
"জীবের স্বরূপ-হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

ইত্যাদি বহু শাস্ত্রবচন হইতেও স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা অর্থাৎ ভক্তিই ব্রহ্মা হইতে ক্রিমিকীট পর্য্যন্ত সমগ্র জীবাত্মার সহজ স্বরূপধর্ম্ম এবং জীব নিত্য বিধায় ঐ ভক্তিধর্ম্মও নিত্য বা সনাতন। এই ভক্তিই পঞ্চম বর্গ, পরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমা, পুরুষার্থ-শিরোমণি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতএব হে, ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা বর্ত্তমানে সনাতন ভক্তিধর্ম্ম আশ্রয় করত মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতেছি অথবা অসনাতন নৈমিত্তিক ভুক্তি ও মুক্তি ধর্ম্ম অবলম্বন করত এই পরম পুরুষার্থপ্রদ সুদুর্লভ মানবজন্মের গণা দিন কটা বৃথা ক্ষেপন করিতেছি, তাহা সূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক অবিলম্বে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

আমরা কি চাই!

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা চাই সুখ। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল দেখিব, ভাল শুনিব, ভাল গন্ধ লইব, অর্থাৎ পৃথিব্যাদির যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ করিলে আমার ইন্দ্রিয়-বর্গ সন্তুষ্ট থাকে এবং পুনঃ পুনঃ তত্তদ্ বিষয় গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধন, শীল হয় তাহাই আমাদের অজ্ঞরুচি সংজ্ঞায় সুখ নামে অভিহিত। এই প্রকার সুখই আমরা জগতের যাবতীয় প্রাণী অল্পাধিক পরিমাণে প্রার্থনা করি। যাহারা অধিক পরিমাণে সুখের প্রয়াসী, তাহাদিগকে ভোগী, যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প, স্বল্প সুখ-প্রয়াসী, তাহাদিগকে নৈতিক, সমাজে জ্ঞান-মানুষ, যাহারা ত্যাগ-প্রয়াসী (ফল্গু ত্যাগী) তাহাদিগকে ত্যাগী সন্ন্যাসী সাধু নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ইহাদের সকলেরই নাম ভোগী পর্য্যায় ভুক্ত। তবে অক্ষমতায় তাড়িত হইয়া আমরা অনেক সময় স্বল্প ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হই। আবার কালচক্রাবর্ত্তনে বিষয়সমূহ কৃপা করিয়া উপস্থিত হইলে, স্বল্প ভোগ ও ত্যাগ শীলতা পরিত্যাগান্তে ভোগী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া উত্তম ভোগী নামে পরিচিত হই। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লব্ধ বোধে পরম সুখ মনে করি। আবার অভিলষিত বস্তু অলাভে বা বিয়োগে অতিশয় ক্রোধ অথবা শোক প্রাপ্ত হই। সুতরাং আমাদের অভি-লষিত গঠিত সুখের মূর্ত্তিটী পুতুল পূজার আবাহন বিসর্জ্জনে বাধ্য থাকায় অনিত্য।

এই অনিত্য সুখ লাভাশায় আমরা, না করিতে পারি, এমন কোন নিষিদ্ধ কার্য্য নাই, থাকিতেও। পারে না আমরা সুখের জন্য জগতের শব্দসমুদ্র হইতে 'পুণ্য' নামক শব্দটী উঠাইয়া ফেলিতে সতত সচেষ্ট। তাই আমাদের দুঃখ দেখিয়া পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুর, আমাদেরই চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত গাহিয়াছেন :—

"আমার জীবন, সদা পাপে রত নাহিক পুণ্যের লেশ। পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত, দিয়াছি পরেরে ক্লেশ॥ নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি, দয়াহীন স্বার্থপর। পরসুখে দুঃখী, সদা মিথ্যা-ভাষী, পরদুখে সুখকর॥ নিদ্রালস্যহত, সুকার্য্যে বিরত, অকার্য্যে উদ্যোগী আমি। প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য আচরণ, লোভহত সদাকামী॥"

আমরা পুরাণেতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই অনিত্য সুখের জন্য, জগতে কত কত পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্য হইয়া একেবারে যবনিকা-পতন। সুখের পূর্ণশশী দুঃখ-রাহুদ্বারা পূর্ণ গ্রাস হওয়ায় অমানিশা উপস্থিত। তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। লঙ্কাধিপতি রাবণ-চরিত্র প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাবণ জগতের অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যশালী নগর স্বর্ণ লঙ্কার অধিপতি হইয়াও, বহু সহস্র বনিতা ভোগের মালিক থাকিয়াও, তাঁহার অতৃপ্ত লালসা পরিতৃপ্তি করণার্থে জগজ্জননী জগন্মাতা (এই হিসাবে রাবণেরও মাতা) তাঁহাকে ভোগ করিবার লালসা বলবতী হইল। অবশ্য তজ্জন্য সুখের পরিবর্ত্তে তদ্বিপরীত অবস্থা পূর্ণতমরূপে প্রাপ্ত হইয়া ধনে, জনে, সবংশে নিহত হইতে হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

এই প্রকারে বর্ত্তমানে আমরা যাহারা অনিত্য সুখাভিলাষী হইয়া, জগতের বিষয়ভোগে অপূর্ণ তৃপ্তিতে অন্যান্য মন্ত্রাদি, জপবাহিগ্রন্থাদি, কুপথগামিদিগের ভোগ উপকরণ বৃদ্ধিতে ব্যস্ত, অনুসরণ করিয়া সর্ব্বোদি অনুকরণ করিতেছি, তাহারা প্রায় সুখ-প্রান্তে উপস্থিত। আপাততঃ বিধ্বংসের একটু দেরী পরি-লক্ষিত হইলেও মাৎসর্য্য অনলে দগ্ধ করিতেছে, সেই জন্য ছট্‌ফট্ আরম্ভ। কি করি, কোন্ পথে যাই, কিছুই ঠিক-নাই। এই ছট্‌ফটানি আর বেশী সময় চলিবে না, বিকারের রোগী। শ্রীরাম-দাসগণ অতি কৃপালু তাই রক্ষা। মনুষ্য এতদিনে বুঝিতাম, আমরা কি সুখ চাই?

রাক্ষসীর ভালবাসা

আমাদের দেশে একটী প্রচলিত কথা আছে—'মায়ের চেয়ে বাসে ভাল তারে বলে ডাইন'। কথাটী রাক্ষসী পূতনাকে লক্ষ্য করিয়াই সৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬) এইরূপ একটী উপাখ্যান দৃষ্ট হয়—"বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা কংসের আদেশে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য জননীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে প্রবেশ করে। প্রহরিগণ কোন্ বিশিষ্টা দেবমহিলা কৃষ্ণদর্শনে গমন করিতেছেন ভাবিয়া তাহাকে বাধা দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। রাক্ষসী একেবারে মা যশোদার শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত। তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া যশোদা দেবীও স্তম্ভিত হইলেন। রাক্ষসী মা-যশোদার নিকট বসিয়া কৃষ্ণের প্রতি যশোদা হইতেও অধিক দরদ দেখাইতে লাগিল এবং কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যশোদার ক্রোড় হইতে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক স্তন্যপান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। পূতনার সেই স্তনে বিষ প্রলেপিত ছিল। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র রাক্ষসী পূতনার সকল অভিসন্ধি জানেন, তথাপি লীলা করিবার জন্য ধীরে ধীরে দুই হস্তে পূতনার স্তন নিপীড়ন পূর্ব্বক একেবারে পূতনার প্রাণের সহিত পান করিয়া ফেলিলেন। পূতনা মৃত্যুর পূর্ব্বে কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া চীৎকার করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিতা হইল। মা যশোদা ও অন্যান্য পুর-ললনাগণ ভয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া রাক্ষসীর বক্ষে ক্রীড়মান বালগোপাল কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। তাঁহারা যোগমায়ার মুগ্ধা হইয়া সেইই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পাইলেন না।"

মায়িক জগতের এ ভালবাসা ঐ রাক্ষসীর ভালবাসার ন্যায়।

সে তাদাত্ম্যের [illegible] প্রীতি নাই, আছে কেবলেই বিরোধ-চেষ্টা। মায়া বহুরূপে আমাদিগের আত্মবিনাশের উপায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। শ্রীভগবৎ প্রেরিত জনগণ আমাদের হিতার্থ যে সকল কথা উপদেশ করেন, মায়া আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের সজ্জায় আসিয়া সাধুগণের সে সকল হিতকথায় প্রতিবাদ করিয়া সাধু অপেক্ষাও যেন সে আমাদের হিতকামী, তাহা দেখাইতে চায়। দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই আমরা মায়ার সেই আপাত মধুর বাক্যগুলিতে মুগ্ধ হইয়া সাধুর কথায় আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা, সাধু আমাদের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখী বলেন, 'থাকুক তোমাদের আত্মীয় স্বজন গৃহ দ্বার দেশ—সব পড়িয়া তোমরা আমার পর্ণকুটীরে, আমার কিছু না থাকিলেও এমন একটী ধন আমি তোমাদিগকে অর্পণ করিব, যাহা তোমাদের পূর্বপ্রাপ্ত সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে ধিক্কৃত করিয়া তোমাদিগকে সত্যসত্যই নিত্যানন্দ প্রদান করিবে।" মায়িক জগতের প্রলোভনের ন্যায় সাধুর সে প্রলোভনে কপটতা নাই, মায়িকজগৎ জীবকে প্রলোভিত করিয়া যে বস্তু প্রদান করে, তাহা তাহার নিকট আপাত আনন্দদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া শেষে এমন একটী আঘাত প্রদান করিয়া যায়, যে আঘাতের ফলে তাহাকে হয় একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকিতে হয়, না হয় চিরকালের জন্য ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, কিন্তু সাধু এমন একটী বস্তু প্রদান করেন, যাহা জীবের পক্ষে আপাত অসুখদায়ক মনে হইলেও পরিণামে এত সুখ দান করে, যে সুখের লেশমাত্র ভূ র্ভুবঃ স্বঃ মহো জন তপঃ সত্যলোকেও দৃষ্ট হয় না, বিরজার পারে ব্রহ্মলোকেও দুর্লভ, এমন কি ব্রহ্মলোকের পরে পরব্যোমেও যে সুখের আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র দৃষ্ট হয়—একমাত্র গোলোক বৃন্দাবনের নিভৃত প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষেই সেই সুখের পূর্ণ আস্বাদন বর্ত্তমান। সেই সুখ কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের পরমানন্দময় কৃষ্ণপ্রেমফলাস্বাদন। কল্পবৃক্ষে বিহরণকারী ভক্তগণ বৃক্ষের সেই প্রেমফল নিজেরা আস্বাদন করিয়া জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া বিনামূল্যে কেবল লৌল্যমাত্র মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক বিতরণ করিতে প্রস্তুত। অত্যল্প ভাগ্যবান জনগণই সাধুর কৃপাবলে সাধু-বিতরিত সেই প্রেমফল আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। ভাগ্যহীন জনগণ সেই সুখকে উপহাস করিয়া দূরে সরিয়া পড়েন, ডাইনী রাক্ষসী-প্রদত্ত বিষময় ফলকেই তাঁহারা আস্বাদনীয় মনে করেন। রাক্ষসীরই করাল কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। রাক্ষসীর ভালবাসায় ইহাই পরিণতি।

গণের

হিত চিন্তা

রাজনৈতিক বিচার লইয়া আমরা মাথা ঘামাইতে চাহিনা, তবে রাজবন্দিগণ সম্বন্ধে আমরা সরকার বাহাদুরকে একটী পরামর্শ দিতে চাহি, আশা করি, তদ্দ্বারা সরকার পক্ষেরও স্বার্থের কোন হানি হইবে না, অথচ বন্দিগণ রাজবিদ্রোহাচরণের পরিবর্ত্তে নিজ নিজ ঐহিক ও পারত্রিক হিত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাজারও হিত কামনা করিবেন। পরামর্শটী এই—যে সকল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রসন্তান দেশের মঙ্গলচেষ্টা করিতে গিয়া যেরূপেই হউক গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের প্রতিকূলাচরণ করায় কারাদণ্ড বা নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশ বরণ পূর্ব্বক জীবনটীকে একেবারেই অকর্ম্মণ্য নিরর্থক মনে করিয়া জীবন্মৃতাবস্থায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা যে একেবারেই সদসৎ কিম্বা হিতাহিত-বিবেকশূন্য জীবমাত্র, তাহা নহেন। যতদূর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা সকলেই জাগতিক বিচারে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সুতরাং কেহ বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা অবশ্যই স্ব স্ব দোষগুণ বুঝিতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমর্থ। যদি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কৃতকর্ম্ম রাজনীতি-বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করাইতে নিতান্তই অসমর্থ হন এবং তাঁহাদের অপরাধের গুরুত্ব বিচারে তাঁহাদিগকে তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিবার অভিপ্রায়ে কারাগারে বা নির্ব্বাসনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদিগের জীবনটাকে একেবারে নিরর্থক অতিবাহিত হইতে না দিয়া তাঁহাদিগকে এমন কোন স্থানে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য, যেখানে রাজনীতির কোন গন্ধ নাই, অথচ এমন একটী নীতি বর্ত্তমান, যাহার আলোচনায় জীবমাত্রেরই সমান অধিকার, যাহা জীবকে মায়া-কারাগারে টানিয়া লইয়া যায়না, কিন্তু মায়িক জগতের অনেকদূরে একেবারে গোলোকবৈকুণ্ঠে পৌঁছাইয়া দেয়, যেস্থানের অধিবাসী মায়িক জগতের কোন হীনস্বার্থে বিজড়িত নহেন, যেস্থানে স্বদেশ পরদেশ বা স্বপরাভিনিবেশ বলিয়া কোন কথা নাই, যে স্থানে 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্' এই বাক্যের সার্থকতা পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত, যেখানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামের পূতিগন্ধ নাই, কিন্তু কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে ভগবৎসেবা বর্ত্তমান, ভগবৎসেবা-চেষ্টা-শূন্য শুষ্ক কর্ম্ম জ্ঞানাদির কোলাহল প্রবেশ করিয়া যেস্থানের শান্তিভঙ্গ করে না অর্থাৎ যে-স্থান প্রাকৃত জাগতিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পরিচ্ছিন্ন, তাহা হইলে তাঁহারা আর কাহারও স্বার্থবিরুদ্ধ চিন্তা করিতে পারিবেন না। সেই স্থানটী শুদ্ধ ভক্তগণের বিহারক্ষেত্র পারমার্থিক শিক্ষা-মন্দির। গভর্ণমেণ্ট বন্দিগণকে জগতের যে কোন স্থানেই রাখিয়া দিন না কেন, তাঁহাদের বাসনাদেহ বর্ত্তমান থাকিতে মনের চিন্তা কখনও কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। দেহকে বাঁধিয়া রাখিয়া রাজবিদ্রোহাচরণ না করিতে দিলেও মন কখনও বিদ্রোহ-চিন্তা পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ অন্তরের অন্তঃস্থলে অতি নিভৃত কোণে লুক্কায়িত সমস্ত দুর্বাসনা-রাশি একেবারে চিরকালের জন্য দূর করিয়া দিতে পারে। অধিকন্তু তাহা দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে,. জীবগণ নিত্যকালের জন্য সংশোধিত হইবে, আর কখনও কাহারও বিদ্রোহ করিতে চাহিবে না। গভর্ণমেণ্ট যে পন্থায় (তাঁহাদের ধারণায়) অপরাধী জীবগণকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে পন্থায় তাঁহাদিগের ঐ জীবগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা চরণই লক্ষিত হইতেছে। ভগবদ্দত্ত প্রত্যেক বস্তুরই সদ্ব্যবহার না করিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইতে হয়, ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে। মানব-জন্ম বড় সহজ জন্ম নয়। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর তবে এই দুর্লভ জন্ম লাভ হইয়াছে, সুতরাং মানব জীবন লইয়া একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হয়। একটী জীবনকে ভগবৎ সেবা হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখা, কখনও ভগবানের প্রীতিদায়ক হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবকে যেন তেন-প্রকারেণ ভগবৎ সেবায় নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, আর তাহাই রাজনীতির গূঢ় তাৎপর্য্য, যেহেতু রাজা ভগবদ্বিশ্বাস-পরায়ণ। রাজা নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্র সম্রাট্ ভগবানের নিকট হইতে যে সকল জীবের সদসৎ বিচার-ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যদি তাঁহার সেই ভগবদ্দত্ত ভার ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বিধি বা নীতি অনুসারে বহন করিতে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই বিশ্বসম্রাটের নীতি উল্লঙ্ঘন জন্য ভগবচ্চরণে অপরাধী হইতে হইবে মাত্র। যে রাজনীতি বা রাজ-বিধি ভগবচ্ছাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা 'রাজনীতি' নহে। রাজার বিচার-ক্ষেত্র সমস্তই 'ধর্ম্মাধিকরণ' নাম প্রাপ্ত। সুতরাং আমরা ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা বলিলে কোন রাজনৈতিকের নিকট হাস্যাস্পদ হইব না বলিয়াই আশা করি। ধর্ম্মাধিকরণে আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিচারই প্রার্থনা করি। ধর্ম্মশাস্ত্র জীবগণকে শাস্তিপ্রদান করার উদ্দেশ্য কখনও জীবকে ভগবৎ সেবা বিমুখ করিয়া জীবন্মৃত করিয়া রাখা—এরূপ উপদেশ করেন নাই। শাস্তিপ্রদান করার উদ্দেশ্য, জীব যাহাতে কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দুর্নীতি ছাড়িয়া সুনীতির অনুসরণ করে, তাহাতে জীবের উপকার বই অপকার হয় না। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যদি রাজবন্দিগণের যথার্থই হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোন একটী শুদ্ধ ভক্তি-মঠে শুদ্ধভক্ত সঙ্গে রাখিয়া বরং পরোক্ষে তাঁহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারেন। তাহাতে জীবনগুলি বৃথা নষ্ট হইবে না, অধিকন্তু কিছুদিন পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাঁহাদেরই বন্ধু বা হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। কেননা ভক্ত কাহারও অহিত চেষ্টা করিবেন না।

বন্দিগণের দুরবস্থা শ্রবণে আমাদের বড় দুঃখ হয়, তাই আমরা যাহাতে বন্দিগণেরও উপকার হয়, অথচ রাজ্যেরও হিত হয়, এরূপ সাধুশাস্ত্র-সম্মত পরামর্শ গভর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু স্বরূপেই উল্লেখ করিলাম, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহা বন্ধু পরামর্শরূপে গৃহীত হইলেই আনন্দের কারণ হয়। শিক্ষিত ভদ্রসন্তানগণের জীবন একেবারে অনর্থক ব্যয়িত হইতে দেওয়ায় আর গভর্ণমেণ্টের কি লাভ হইবে? বরং তাঁহাদের যাহাতে প্রকৃত হিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই উদার রাজনীতির পরিচয়।

শ্রীশ্রী

বৃন্দাবন-সমাচার

জনসভা

গত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার বৃন্দাবনে গো-হত্যার প্রতিবাদ-কল্পে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির-প্রাঙ্গণে এক বৃহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় প্রায় ২৫০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয় এবং ১১॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রমুখ বক্তৃগণ ব্রজবাসীর প্রাণধন গোধনের প্রতি অত্যাচার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা করেন। সভায় হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষ-জনক কোন ভাব প্রকাশ পায় নাই। কসাই বা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দ্বারাই সভার আলোচ্য দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তজ্জন্য বরং সজ্জন মুসলমানগণ বিশেষ দুঃখ প্রকাশই করিয়াছেন। বৃন্দাবনের মুসলমানগণ উক্ত ঘটনায় জন্ম গুণ্ডাদের কার্য্যে নিন্দা করিয়া এক আবেদনপত্র বিতরণ করিয়াছেন। সভায় আর কয়েকটী প্রস্তাব পাশ হয়। যে সকল কুয়ায় মুসলমানগণ জল তুলে, সে সকল কুয়ায় ধোপা, নাপিত, চামার প্রভৃতি হিন্দুরা জল তুলিতে পারে না। যাহাতে সকলেই সদ্ভাবে জল তুলিতে পারে, তজ্জন্য সভার পক্ষ হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবনে যাহাতে কসাইদের দোকান না থাকে, তজ্জন্য মিউনিসিপালিটির সদস্যগণকেও অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে, ...নী প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর ...হাতে কোন ...বিদ্যা- ...বং

উইলিয়মরীডের পরলোকগমন

দক্ষিণ আফ্রিকায় কেপ্‌টাউনের ৯ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ও ধূমকেতু আবিষ্কারক উইলিয়াম রীড পরলোকগমন করিয়াছেন।

নিরুদ্দিষ্ট ইটালিয়ার সংবাদ

কিংসব হইতে ৯ জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, একটী জাহাজ 'ইটালিয়া' বিমানপোতের নিকট হইতে একটী বেতার-বার্ত্তা পাইয়াছেন। তাহাতে ব্যোম যানের অবস্থিতি জানা গিয়াছে। আরোহিগণ সকলেই জীবিত আছেন।

ধর্ম্মঘট

জামসেদপুরে ৩০ হাজার লোক বেকার অবস্থায়। মিঃ হোমী ও যোসীর মধ্যে ধর্ম্মঘটের মিটমাট্‌ সম্বন্ধে পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

রিশড়া ওয়েলিংটন জুটমিলের প্রায় ৮ হাজার ধর্ম্মঘটকারী "তাহাদিগের কাহারও চাকরী যাইবে না, টাকায় এক আনা বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইবে," এই মর্ম্মে গত বুধবার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মঘটের সময় নেতৃত্ব করার জন্য তাহাদের মধ্যে ২৫ জনকে বরখাস্ত করায় তাহারা বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। মিলে আবার ধর্ম্মঘট হইবার আশঙ্কা।

উকিলের আত্মহত্যা

গত ৮ই জুন আমেদাবাদের হরিলাল পানাচাঁদ ভগত নামক জনৈক উকীল বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি সম্প্রতি এল, এল, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পুলিশ মৃতদেহ পরীক্ষা করাইয়া বিষ দ্বারায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। তাঁহার কাপড় চোপড়ের মধ্যে ১খানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আত্মহত্যা করার কথা উল্লিখিত আছে। আর্থিক অনটনই তাঁহার আত্মহত্যার কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

নিরুদ্দিষ্ট ইটালিয়ার সন্ধান-প্রাপ্তি

কিংসব হইতে ৯ জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, একটী জাহাজ 'ইটালিয়া' বিমানপোতের নিকট হইতে একটী বেতারবার্ত্তা পাইয়াছেন। তাহাতে ব্যোমযানের অবস্থিতি জানা গিয়াছে। আরোহিগণ সকলেই জীবিত আছেন।

বিমান-যোগে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আমেরিকা

অষ্ট্রেলিয়ান বিমানবিহারী কাপ্তেন কিংসফোর্ড স্মিথ ও চার্লস্‌ আলম কালিফোর্ণিয়া হইতে সাউদার্ণ ক্রশ নামক বিমান যোগে সমুদ্রের উপর দিয়া ৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রমণ পূর্ব্বক ১০ দিনে অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন। বৈমানিকগণ হাওয়েইম ও ফিজি দ্বীপে অবতরণ করা ভিন্ন আর কোথায়ও অবতরণ করেন নাই। বিমান পোতটীতে আর দুইজন যাত্রী ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে আমেরিকান্‌ নৌবিভাগে কার্য্য করিতেন। পোতখানি পথি মধ্যে দুইবার যাত্রীদিগকে বড় বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

বাবাজীর কেরামতী

নদীয়া জেলার রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ের মাঠের জনৈক ন্যাড়া বাবাজী কামরূপ কামাখ্যা পাহাড় হইতে আনীত একখণ্ড কুহক-প্রস্তর হস্তে লইয়া কিছু অর্থসংগ্রহমানসে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু যে কনক লইয়াই বাবাজী সন্তুষ্ট, তাহা নহে, কামিনী বা মাতাজী সংগ্রহের চেষ্টাও বাবাজীর অন্তরে লুকায়িত আছে। জনসাধারণে বাবাজীর কুহকে পতিত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত না হন, এজন্য পূর্ব্ব হইতেই আমরা তাঁহাদিগকে সাবধান করিতেছি, তাঁহারা যেন উক্ত ভ্রষ্টাচারী বাবাজীকে কোন প্রকারে আনুকূল্য না করেন। জনসাধারণ যেন জানিয়া রাখেন, প্রস্তরখানির কোন গুণ নাই, উহা তাহার কনক কামিনীলাভের একটী কৌশল মাত্র।

মেলব্যাগ নিরুদ্দেশ

গত ৩রা জুন তারিখে ১০হাজার ২শত টাকা মূল্যের ১১খানি ইন্সিওর চিঠি ও ভুষভাণ্ডারের (রংপুর) ঠিকানার ৩খানি ভিঃ পিঃ চিঠি সমেত একটী মেলব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

বিরহে উদ্বন্ধন

ধনিয়া চাঁদ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ১৪বৎসর বয়স্ক বালক তাহার ভগিনীর মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রকাশ যে, ধনিয়ার সহোদরা তাহাকে শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়াছিল। তাই ধনিয়া সহোদরার হঠাৎ মৃত্যুশোক সহ্য করিয়া উঠিতে পারে নাই। মুচিপাড়া পুলিশ বিষয়টী তদন্ত করিতেছে।

নূতন হিন্দী দৈনিক 'ভারতবাসী'

কলিকাতা হইতে ভারতবাসী না... একখানি নূতন হিন্দী দৈনিক সংবা... পত্র বাহির হইতেছে। শ্রীযুক্ত রামবিহ... বিদ্যাভূষণ তাহার সম্পাদকত্ব ক... বলিয়া প্রকাশ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বেতনবৃ...

এবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ছা... দিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নি... লিখিত হারে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে,

আই-এ—১৪৲

আই-এস-সি—১৫৲

বি-এ (পাশ)—১৫৲

বি-এস-সি (পাশ)—১৬৲

বি এ (অনর্স)—১৬৲

বি-এস-সি (অনর্স)—১৭৲

এম-এ—১৭৲

এম-এস-সি—১৮৲

প্রেসিডেন্সি কলেজে ত' আর দ... সন্তানগণের পড়িবার সৌভাগ্য না... সুতরাং বেতন যত ইচ্ছা তত বাড়... তাহাতে আর দরিদ্রের আসে যায় কি... তবে অন্যান্য কলেজ আবার প্রেসিডেন্সি... অনুসরণ না করেন, ইহাই চিন্তার বিষ...

কেরোসিন তৈলে অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাইয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পা... কেরোসিন তৈলের সুবৃহৎ একটী ট্যা... আগুন ধরিয়া বহু লক্ষ টাকার কেরো... পুড়িয়া গিয়াছে। ট্যাঙ্কটীতে ১২৬৮০ গ্যালন তৈল থাকিত। রুশিয়া হই... সমাগত এক খানি তৈল-জাহাজ হই... পম্প করিয়া ৫৮০০০০ গ্যালন তৈ... বোঝাই করা হয়, এমন সময় ট্যাঙ্কটী... আগুন লাগে। অবশ্য আগুন লাগিলে... পম্প বন্ধ করা হয়। ট্যাঙ্কের ছাদ উড়ি... কয়েক সহস্র ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছি... প্রায় ২দিন আগুন জ্বলিয়াছিল। দম... অনেক চেষ্টা করিয়া পার্শ্বের ট্যাঙ্ক... বাঁচাইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কেরো... সিনের মূল্য বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

দাবানল

ধর্ম্মশালার নিকট দাবানল প্রজ্জ্ব... হইয়া প্রায় তিন মাইল জঙ্গল দগ্ধ হইয়... নিকটবর্ত্তী গোয়াবাদিক হইতে সেনা... আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণে চেষ্টা ক... কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ... অগ্নি দেবতা সমস্ত বনটী দ্বারা তাঁ... বুভুক্ষা মিটাইয়া পরে ক্ষান্ত হন।

।গর শ্রীভাগ। হইতে প্রিন্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

"প্রাচীনতম ঐতিহ্য"

স্বায়ম্ভুব মনুর অষ্টমপুরুষ চাক্ষুষ মনু, তাঁহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন, এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের সূক্ত সকল ও অনেক শ্লোক রচনা হয়, কিন্তু সে সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত—লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদ সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত লিখিত থাকায় ও ক্রমশঃ শ্লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয় বিচারপূর্ব্বক শ্রুতি সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদি রচনা হইল। যখন বেদ অতি বিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয় বিচার পূর্ব্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করত গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।—

ঋগ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষাং মুনিঃ॥
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো মুনিঃ।
(ভাগবত)

ঐ ব্যাস শিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদ সকলের শাখা বিভাগ করিলেন; এমন কি যে, অনায়াসে লোকে বেদাধ্যয়ন করিতে পারিল।

তত্রৈব বেদাঃ পুর্ণাখ্যেঃ র্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ॥
(ভাগবত)

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদ সর্ব্বত্র মান্য ও অধিক স্থলে উক্ত আছে। "তস্মাদৃচঃ সাম-যজূংষি।" মণ্ডুক উপনিষৎ। ইহাতে বোধ হয়, যে অতি পুরাতন শ্লোক সকল ঐ তিন বেদরূপে সংগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব্ব বেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া অবহেলা করা যায় না, যেহেতু বৃহদারণ্যকে "অস্য মহতো [illegible] নিশ্বসিতমেতদ্যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি [illegible] সর্ব্বাণি [illegible] দৃষ্ট হয়, বৃহদা-রণ্যককে কদাচ আধুনিক বলা যায় না; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ সময়ের পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকে যে পুরাণ ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক পুরাতন কথা, যাহা বেদ ও পুরাণরূপে বর্ণিত আছে, তদ্বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমস্ত কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা সারগ্রাহী জৈমিনির সার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির তাৎপর্য্য এই যে, যত সত্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়, সে সকলই পরমেশ্বর-মূলক অতএব নিত্য, কিকট, নৈচাক, প্রমগন্দ এই সকল অনিত্য বর্ণন দেখাইয়া যাঁহারা বেদের মূল সত্য সকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।

তাঁহাদের মতে স্মৃতিশাস্ত্রের সময় বিচারে দেখাইতেছি। সকল স্মৃতি গ্রন্থের প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতা। মনুসংহিতা যে মনুর সময় রচিত হইয়াছিল, ইহা কুত্রাপি কথিত হয় নাই। যৎকালে মনু প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন প্রজাপতিগণ মনুসন্তানদিগকে ভিন্ন শ্রেণী করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিয়দ্দূরে মনুর আশ্রমপদ বর্হিষ্মতী নগরী স্থাপন করাইলেন তৎকাল হইতে প্রজাপতিরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা অর্পণ করত মনুকে ক্ষত্র রূপে বরণ করিলেন। এই স্থলে ব্রাহ্মণের ভিন্নবর্ণের বীজ পত্তন হইল। মনুও সরলতাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য প্রদান করত ভৃগ্বাদি ঋষিদিগের নিকট বর্ণ ধর্ম্মের ব্যবস্থা বর্ণন করেন ও তাহাতে ঋষিগণ বিশেষ অনুমোদন-পূর্ব্বক মানব-ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন। ঐ ব্যবস্থা তৎকালে লিখিত ছিল না। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন পরশুরামের সময় এ ব্যবস্থা প্রাপ্তপদ কোন ভার্গবের দ্বারা শ্লোক রূপে পরিণত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ব্যবস্থাও তাহাতে সংযোজিত হইল। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে পূর্ব্বাগত পরশুরামের পদস্থ অন্য কোন পরশুরামের সাহায্যে বর্ত্তমান মানব গ্রন্থ রচিত হয়। শেষোক্ত পরশুরাম আর্য্যকুলোৎপন্ন হইয়াও দক্ষিণ দেশে বাস করিতেন। ঐ অব্দটি খ্রীষ্টের ১১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। সেই অব্দ দৃষ্টে মান্যবর প্রসন্নকুমার ঠাকুর "বিবাদ চিন্তামণি" গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে মানব শাস্ত্র আদৌ এ সময়ে রচিত হওয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ক্রমবোধক। [illegible] [illegible] প্রক্ষিপ্ত মানব শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। "যন্মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়াঃ"। বিশেষতঃ প্রথম পরশুরাম রামচন্দ্রের সমকালীন ব্যক্তি। তাঁহার সময়ে বর্ণ-ব্যবস্থা যে স্থিরীকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সন্ধি স্থাপন হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুতে আর্য্যাবর্ত্তের চরম সীমা সমুদ্রদ্বয় বলিয়া বর্ণিত থাকায়, ও চিনা প্রভৃতি মধ্যমকালের জাতি কতিপয়ের উল্লেখ থাকায় ঐ শাস্ত্রের কলেবর পরে বৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ স্থির করিতে হইবে।

ব্যাকরণ-পাঠ

(এক ঢিলে সব পাখী মারা)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

আমরা জগতের প্রত্যেক ব্যবহারে মূর্খতা প্রদর্শন করিলেও কেহ যদি আমাদিগকে ইঙ্গিতেও মূর্খাভিধান প্রদান করে, তখন আমরা ক্রোধে আগ্নিশর্ম্মা হইয়া বক্তার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সুব্যবস্থা করি। অক্ষর-জ্ঞান লাভ না করিয়াও অন্য কর্ত্তৃক পণ্ডিত আখ্যায় অভিহিত হইবার জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা দৃঢ়ভাবে জাগরূক আছে। চেতনপদার্থের ধর্ম্মও তাহাই। সে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইয়া অচেতন বা তাদৃশ প্রাণিগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই। এই জ্ঞান লাভের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্রাবলী হইতে লব্ধ উপদেশ-সংগ্রহ একটী প্রধানতম উপকরণ। তাঁহাদিগের দ্বারা শ্রীভগবান্ মানবগণকে উচ্চতম জ্ঞানসোপানে আরোপণকরণার্থ জগতে শাস্ত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র বাঙ্ময়-আবার বাক্যজ্ঞান শব্দজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই শব্দজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূলস্বরূপ। অন্যের ভাবাবলীর বোধেও শব্দজ্ঞানলিপ্সা অনিবার্য্য। সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে যে, শব্দজ্ঞান ব্যতীত মানুষের কোন প্রকার ব্যবহারই চলিতে পারে না, চতুর্ব্বর্গ লাভ ত অতীব দূরের কথা। তথাপি পূর্ব্বাচার্য্যগণের জ্ঞান ভাণ্ডারের রত্নরাশির সংগ্রহেচ্ছুগণ শব্দজ্ঞান ব্যতিরেকে কার্য্যে অবতরণ করিতে পারেন না।

শব্দজ্ঞান ও বাক্যজ্ঞানার্থ ব্যাকরণই প্রধান অবলম্বন। শ্রীবেদপুরুষের মুখই ব্যাকরণ। ষড়ঙ্গজ্ঞানই বেদ বা বেদানুগ শাস্ত্রার্থলাভের প্রধান উপায়। তন্মধ্যে ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্র প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ একান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাভিলাষী, উপায়ান্তর না থাকায় তাঁহারা শব্দশাস্ত্রে অগ্রে প্রবেশ লাভ করিতে বাধ্য। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যে মূঢ় শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে দুরাশা করে, সে রাত্রিকালে, অন্ধকারে জলময় সর্পের পাদ গণনা করে। আরও বলেন, শব্দজ্ঞানহীন জনের সভামধ্যে কিছু বলিতে যাওয়া ও বনমধ্যে মত্তহস্তীকে পদ্মনাল-মধ্যস্থিত সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা সংযত করিবার বৃথা চেষ্টা উভয়ই তুল্য। "অবৈয়াকরণস্ত্বন্ধঃ"। ব্যাকরণ-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি মনুষ্য সমাজে অন্ধ বলিয়া পরিগণিত। অতএব সজ্জনগণ সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, অর্থ-প্রবৃত্তির যথার্থ জ্ঞানের মূল কারণই শব্দ। সেই শব্দের স্বরূপ জ্ঞান ব্যাকরণ ব্যতিরেকে হয় না, অতএব হে বৎস! যদ্যপি অধিক অধ্যয়নেও অভিলাষ না থাকে, তথাপি ব্যাকরণ খানি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন কর। দেখিও যেন স্বজন শ্বজন, সকল শকল ও সকৃৎ শকৃৎ না হয়।

সংস্কৃত ও সংস্কৃত মূলক যাবতীয় ভাষা পঠনার্থিগণের যে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাবধি পাণিনি, মুগ্ধবোধ, প্রক্রিয়াকৌমুদী, সুপদ্ম, প্রয়োগ-রত্নমালা, সংক্ষিপ্তসার, সারস্বত, চন্দ্র, শাকটায়ন, জৈনেন্দ্র, কলাপ প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যাকরণ দেশ মধ্যে পঠন পাঠনের আদর চলিতেছে। তদ্দ্বারা ব্যবহারিক শব্দজ্ঞানও হইতেছে, কিন্তু শাস্ত্রের যথার্থ আশয়জ্ঞানে তাহাদিগের প্রভাব যে কত প্রকারে ব্যাহত হইতেছে, তাহা প্রকৃত সাধু ব্যক্তিই বুঝিতেছেন। শাস্ত্র-সমূহই পরমার্থপর। ত্রিগুণময় রাজ্যের জড়জ্ঞান দ্বারা বঞ্চনা করাই ঐ সমূহ ব্যাকরণের উদ্দেশ্য না হইলেও আমরা নিজ বুদ্ধির দোষে সর্ব্বদা প্রতারিত হইতেছি। একেত অনন্তপার শব্দশাস্ত্র, অত্যন্ত মেধাবী শিষ্যেরও সম্পূর্ণ যৌবন-কাল কেবল ব্যাকরণ পাঠেই গত হয়। পরে শব্দজ্ঞান লাভ করিয়া তর্কপদ্ধতিতে শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গিয়া মনোধর্ম্মেই শাস্ত্র তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া জগৎকেও বঞ্চিত করিয়া থাকি। এই কথাগুলি অবশ্য সহৃদয়গণ বাহির জগতের সহিত মিলাইয়া দেখিলে তাঁহাদের বিশেষ বোধগম্য করিতে বিলম্ব হইবে না। অতএব এক্ষণে আমাদের আবশ্যক, যাহাতে শব্দজ্ঞানের সহিত অল্পকাল মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রের এমন কি বেদার্থেরও যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। সেই উপায়টী কি, কেহ ভাবিয়াছেন কি?

সদাচারবান্ সদ্‌গুরুর শ্রীমুখগলিত উপদেশই প্রধান অবলম্বন হইলেও প্রাগাচার্য্যগণের সংগৃহীত যাবতীয় উন্নতিসোপানমার্গাবলীস্বরূপ শাস্ত্র নিতান্ত হেয় উপাদান নহে। বিশেষতঃ

ইদানীং অল্পায়ুষ্ব ও বুদ্ধির অপ্রাখর্য্য হেতু ও অধিকপরিমাণে সদ্গুরু সুলভ না হওয়ায় বা শিষ্যগণেরই যোগ্যতার অভাবে অথবা পৃথিবীর বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিতান্ত অধোগত হওয়ায় প্রায় জ্ঞানার্থী সকলেই সহজ-লভ্য মুদ্রিত শাস্ত্রাদির জ্ঞান লাভে প্রয়াস পান। যেহেতু সমস্ত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য পরমার্থ বা ভগবজ্জ্ঞান লাভ, অতএব প্রথম হইতে সাবধানে তদুপায় অবলম্বনেই প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান সহজলভ্য হইবে। অন্যাভিলাষ, জ্ঞান ও কর্ম্মবাসনাদি পরমার্থপ্রাপ্তির পূর্ণ অন্তরায় হইয়া অনর্থরূপে জ্ঞানার্থিগণের উন্নতিপথের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমরা যদি ব্যাকরণ পাঠকালেই সঙ্গে সঙ্গে অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করিতে পাই, তদপেক্ষা আর সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ কি হইতে পারে? এই শ্রেয়োলাভের পন্থা যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পরমহংসমুকুটমণি শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ব্যতীত আমাদের পরম বান্ধব আর কে আছেন? হে পাঠার্থিগণ! আপনারা প্রণিধান করুন। পূর্ব্বোক্ত যাবৎ শব্দশাস্ত্র বৃথাতর্কপূর্ণ, জড়শব্দাড়ম্বর যুক্ত ও সন্দিগ্ধার্থ জানিয়া শ্রীজীব পাদ শ্রীহরিনামামৃতাখ্য ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাসচ্ছলেই হউক, গীতালাপ পূরণের জন্য হউক, অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই নিখিল পাপ নির্ম্মূল হয়,—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনগণ জ্ঞাত আছেন।" অতএব সর্ব্বদা পাপোপহত কলিজীব, ইতর ব্যাকরণ মরুপ্রদেশে জলার্থ বৃথান্বেষণতৎপর হইয়া কেন যমযাতনার পাত্র হইতেছ, তোমাদের জন্য রক্ষিত এই সর্ব্বপাপপ্রশমনকারী সর্ব্বতৃষ্ণাপহারক সকলশান্তিনিদান 'হরিনামামৃত' পান ও অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হও এবং অমরত্ব লাভ কর। আহা! সাধু মহাজনগণ কলির জীবের জন্য কত প্রকারে কতই না উপায় বিধান করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতমানী আমরা, তাঁহাদের অযাচিত মহাকরুণাকেও হেলায় হারাইতেছি। ইহাই ত' কলির কালমাহাত্ম্য। শ্রীল গোস্বামিপাদ এমন উপায়টী করিয়াছেন যে, নিতান্ত নির্ব্বোধ নিরপরাধ শিশুগণ এই ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে সংজ্ঞা, সন্ধি, শব্দ, রূপ, আখ্যাত, সমাসাদির প্রত্যেক সূত্রে, প্রত্যেক বৃত্তিতে, প্রত্যেক দৃষ্টান্তেই শ্রীহরির রূপ, গুণ, লীলা বোধক যাবতীয় নাম উচ্চারণ করিবার সুযোগ পাইবে, তৎফলে সমুদয় পাপনিবৃত্তি হইলে প্রত্যেক শাস্ত্রই তাহাদের হস্তামলকবৎ হইয়া যাইবে। একমাত্র ব্যাকরণ পাঠেই যাবতীয় পরমার্থলাভের আকর প্রস্তুত হইবে, অথচ শীঘ্রই উন্নততম সোপানারূঢ় হইয়া মানবজীবনের পরম প্রাপ্যের প্রাপ্তিতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষাদিকেও তুচ্ছ করিতে পারা যাইবে। যে সকল শাস্ত্রে সরস্বতী হরিগুণ গান করেন নাই, তাহাই অসুরগণের বঞ্চনার্থ কল্পিত হইয়াছে। অতএব আমরা বুদ্ধিমান্ হইয়াও কি চিরকালই অসুর থাকিব? দেবদুর্ল্লভ মানব জীবন লাভ করিবার ফল কি আমাদের বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করিবে? দেখুন, নিঃস্বার্থ বান্ধব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আজ আমাদের দুর্দ্দশাদর্শনে কাতর হইয়া শ্রীধামে বিদ্যাবিলাসক্ষেত্রেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর আনুগত্যে সর্ব্বদা সেবনপর হইয়া প্রসাদসেবা দ্বারা প্রপঞ্চ জয় করিয়া যাহাতে আমরা আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য পরবিদ্যাপীঠ স্থাপন পূর্ব্বক বিদ্যার্থিগণকে 'হরিনামামৃত' পান করাইতেছেন এবং সকাতরে সর্ব্বজগদ্বাসীকে প্রার্থনা করিতেছেন, কেবল তাঁহাদের একটু নিজকল্যাণবিষয়ে মনোযোগ। আশা করি, এখন আমরা আপনাদিগের আসুরিক প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আত্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইব।

আমরা মনে করিতে পারি যে, আজকাল কষ্টের দিনে অর্থকরী বিদ্যার জন্য সকলেই ধাবমান হইতেছে। ইহাতেও ত তৎপথে বিঘ্ন নাই, পরন্তু দেখা যায়, কাচ খুঁজিতে খুঁজিতে যদি কাঞ্চন লাভ হয়, তবে কোন্ অজ্ঞ তাহাতে অনাদর করে? যিনি শ্রেষ্ঠ অর্থ পাইলেন, তাঁহার আর তুচ্ছ অর্থ কি দুর্লভ থাকিতে পারে? সহস্রীর নিকট শত মুদ্রা আছেই। সাধুগণ সততই ত্রিতাপক্লিষ্টগণের চিরহিতার্থ সবাণী ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু মাদৃশ অসুরগণের উপেক্ষা আপনাদিগকেই বঞ্চনাজালে আবদ্ধ করিতেছে।

দূরদর্শন ও অদূরদর্শন

জগতের অধিকাংশ লোকই অদূরদর্শী বা অপরিণামদর্শী। বাহিরের ভাব-ভঙ্গী চালচলন কথাবার্ত্তা লইয়াই বিচারে প্রমত্ত, হঠাৎ মীমাংসায় প্রবৃত্ত। একটু ভিতর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য আমাদিগের মধ্যে নিতান্তই অভাব। ইহা আমাদের চিন্তাশক্তির অভাব বা হৃদৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়া মনে হয়। এই দুর্ব্বলতার জন্য আমাদিগকে যে কত সময়ে বিপদে পতিত হইতে হয়, কিম্বা হটকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইতে হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমরা বাল্যকালে একখানি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকে এইরূপ একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। সে গল্পটী এই—এক সাহেবের একটী কুকুর ছিল। কুকুরটী বড়ই প্রভুভক্ত ছিল। সাহেব কুকুরটীকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। একদিন সাহেব তাঁহার একটি শিশু সন্তানকে কুকুরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন, এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়া শিশুটীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে কুকুরটী তাহার প্রাণপণ শক্তিতে নেকড়ে বাঘের সহিত যুদ্ধ করিয়া বাঘটিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলে। তাহাতে বাঘের রক্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যায়। তখন কুকুরটী শিশুকে নিরাপদ করিবার জন্য শিশুটীর বিছানা মুখ দিয়া টানিয়া টানিয়া গৃহের একটী নিভৃত স্থলে রাখিল এবং সেই বাঘের রক্তলিপ্ত দেহে তাহার প্রভুর অপেক্ষায় পথ চাহিয়া রহিল। মনে মনে কতই না আনন্দ, প্রভু কখন আসিবে, আর কখন তাহার নিকট লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া তাহার মনোভাবটি ব্যক্ত করিতে পারিবে। হা হতভাগ্য! সাহেব গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শিশুটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই, অথচ কুকুরটী সেই স্থানে রক্তলিপ্ত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়াই সাহেবের মনে সন্দেহ হইল, কুকুরটাই আমার শিশুকে হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। সন্দেহ হইবা মাত্রই সাহেব ক্রোধভরে বন্দুক গুলী ভরা পিস্তলের এক গুলীতেই কুকুরটীর জীবনলীলা সাঙ্গ করিলেন! ইতিমধ্যে হঠাৎ গৃহের এক কোণ হইতে একটী শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাহেব চমকিত হইয়া সেইদিকে ছুটীয়া গিয়া দেখেন, বস্ত্রের আড়ালে অক্ষত দেহে অতি যত্নের সহিত তাঁহারই শিশুটী শয্যায় শায়িত! সাহেব তখন শিশুকে সান্ত্বনা করিবেন কি, কুকুরটীর সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ বক্ষে করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান মানবগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ঐ সাহেবের মত। প্রথমে হটকারিতা করিয়া শেষে অনুতপ্ত হই। সাহেব কুকুরটীর গায়ে রক্ত দেখিয়াই কুকুরকে তাহার শিশু-হন্তা মনে না করিয়া একটু ধৈর্য্য সহকারে যদি কারণানুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কুকুরটীর শোকে তাঁহাকে আর এত মুহ্যমান হইতে হইত না। বাহিরের হাবভাব অনেক সময়ে ভিতরের মনোভাব ব্যক্ত করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা সকল সময়ে ঠিক নাও হইতে পারে। সম্প্রতি চট্টগ্রামের প্রেসী[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডেভিসের সহিত সর্ব্ব[illegible] ভদ্রভাবে আলাপ করিতে করিতে কামলার রহমান নামক একটি যুবক মিঃ ডেভিসের বক্ষে যে ছোরা মারিয়া বসিল, তাহাতে কি মনে হয় ছুরিকাহত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও মিঃ ডেভিস্ বুঝিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ কালান্তক যম তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছে? সুতরাং বাহিরের কথাবার্ত্তা চাল চলন প্রভৃতি সকল সময়েই আন্তরিক ভাবের অনুগত বলিয়া ধরা যায় না। ভিতর অনুসন্ধান না করিয়া আমরা অনেক সময় ভণ্ডকে সাধু এবং প্রকৃত সাধুকে হয়ত ভণ্ড বলিয়া বসি। ভণ্ড আর সাধু দুই ব্যক্তিই হয়ত বাহ্যবেশ একই প্রকারের, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু দেখিতে পান, ভণ্ডের সকল চেষ্টা নিজ সুখৈষণায় আর সাধুর সকল চেষ্টাই কৃষ্ণসুখৈষণায় নিযুক্ত। সত্যানুসন্ধিৎসাই দূরদর্শিতা, তদভাব অদূরদর্শিতা। অদূরদর্শী মানুষ যতদিন না দূরদর্শী সাধুর চরণাশ্রয় করে, ততদিন সে নিজে বিপদে পতিত হয়, অন্যকেও বিপন্ন করে।

জগৎটা ত' গড্ডালিকা প্রবাহ ভাবেই চলিতেছে। একজন একটা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার মত-পরিপোষক এক ব্যক্তিকে হয়ত সাধু বলিল, আর একজন লোক বিন্দুমাত্র বিচার না করিয়াই সেইমতে মত দিবে। এরূপ ধরণের লোক যে একেবারে রামাশ্যামার মত তাহা নয়, যাহারা জাগতিক হিসাবে বেশ উচ্চ খেতাব পাইয়াছেন, তাঁহারাই বরং বেশী ঐ সকল খেতাব-ধারীদের প্রশ্রয়-ফলেই সাধু-বেশ ধরিয়া ব্যভিচার-স্রোত এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহাদের কাছে ব্যভিচারীদল আইয়া ইঁহাদের মন রাখা দুই চারিটা কথা বলে, আর নানা কৃত্রিম সাধুচেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহাতেই ইঁহারা মাতিয়া যান, তাহাকেই সাধু বলিয়া বসেন। আমরা ত' আশ্চর্য্য হইয়া যাই, যাহারা অত্যন্ত ঘৃণিত-স্বভাব, সাধারণ নীতিকে পর্য্যন্ত উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহারা এক খানি লাল কাপড় পরিয়া বা বাবাজী সাজ দিয়া দাঁড়াইলে শিক্ষিত নামধারী ভদ্রলোকও কেমন করিয়াইবা তাহাদিগকে সাধু বলিয়া সম্মান করিতে যান! সাধুর কি নৈতিক চরিত্রটীও থাকিতে নাই? মোটকথা জগতের লোকের এই সাধু নির্ব্বাচনের ব্যাপার হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যটাকেই বড় করিয়া ধরিয়া থাকেন, যে তাঁহাদের কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে পারে, সে তাঁহাদের নিকট হইতে সার্টিফিকেট পায়। সত্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা কোনও দিন চেষ্টাও করেন নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কাজেই যাহা হয়, [illegible]

কীর্ত্তন, প্রেম-ক্রয়। জগতের অভিবৃদ্ধির দিকে যদি তাঁহারা একটু দৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা এ সর্ব্বনাশ করিতে বসিতেন না। ইহা কি অদূরদর্শিতার একটা ভয়াবহ পরিণাম নহে? ভদ্রলোকে সাধারণ মানুষের বেশে জীবিকা অর্জ্জন করিতে কষ্ট বোধ করে, সুতরাং সাধুর বেশ ধারণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া লয়। ফলে প্রকৃত ভজন-পরায়ণ সাধু যাঁহারা, তাঁহারা একমুঠা মাধুকরী পাইয়া উঠেন না। কারণ সাধুর চোটে লোকে ভিক্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সচরাচর তথাকথিত সাধুদের যে আচরণ দেখে, তাহাতে তাহাদের সাধুর প্রতি সম্মান-বোধ থাকে না, তবে যেটুকু করে, তাহা 'কি জানি গৃহের পাছে কোন অমঙ্গল হয়' এই ভয়ে, বাস্তবিক সাধুর প্রতি ভক্তি করিয়া নহে। চোরের মধ্যে যদি দৈবাৎ একজন সাধু গিয়া পড়েন, তবে তাঁহাকেও চোরের দণ্ড পাইয়া বসিতে হয়। এখনকার ব্যাপারও হইয়াছে তাহাই।

যাহা হউক, আমাদের কথা হইতেছে এই যে, জগৎ যতদূর চলিয়া আসিয়াছে, ততদূর আসিতে দিতেই হইবে, এখন আর তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া বড় কষ্টকর। তবে এখনকার কার্য্য এই, একেবারে যাহাকে তাহাকে সাধু বা ভক্ত না বলিয়া সাধু-শাস্ত্র গুরু-বাক্যানুমোদিত-পন্থায় সদসৎ নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। হঠাৎ কোন একটি কথায় নাচিয়া না উঠিয়া একটু ভাবিবার অবসর লওয়া ভাল। প্রকৃত সাধুগণ কর্কশ ভাবাই বলুন, আর মুখ মিষ্ট করিয়াই বলুন, তাঁহারা আমাদেরই হিতার্থে-হিতকথা বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে আমাদের মতের পরিপোষক না হইলেও একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাহাই গ্রহণ করা ভাল, তাহা হইলেই দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

বৈষ্ণব কে?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো
নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽ-
স্মাদবৈষ্ণবঃ॥

(পাদ্মবচনম্)

বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজা পরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

এখন আমরা বৈষ্ণবতার মূল কারণ 'দীক্ষা' বিষয়ে বিচার করিব।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(তত্ত্বসার বচনম্)

"যেহেতু দিব্য জ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ আমি জীব, চেতন বস্তু; আমার স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্য সেব্য-বস্তু, আমি আমার শুদ্ধ স্বাবস্থায় সেবক-ধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত) প্রদান করেন এবং পাপের (পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞানের অন্তরায়সমূহ) সমূলে বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই জন্য ভগবৎ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই অনুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' নামে অভিহিত করেন। এই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে
নমঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা বন্দিত হন। এই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের মহিমাকীর্ত্তনে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন:—

"চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত। প্রেমভক্তি যাহা হইতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

যিনি এই প্রকার সত্য সত্য দিব্য-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করত দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও নিরন্তর শুদ্ধা ভক্তি যাজন দ্বারা বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইয়াছেন, এবং কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তিনিই বৈষ্ণব।

আর যাহারা আপদ বালাইর ভয়ে শূকরের বিষ্ঠা রূপ জড়ের প্রতিষ্ঠাকামী হইয়া ঘরের কোণে, মনে, বনে, হরিনাম করার ছল পাতিয়া, মোক্ষবাঞ্ছা রূপ মায়ার বৈভব, প্রধান কৈতব হরিজন-বিদ্বেষ, অর্জ্জন করেন, ফল্গু আর যুক্ত বদ্ধ আর মুক্ত, ব্যবধান-জ্ঞান-রাহিত্যে একাকার বোধ করেন, জগতের কনক, কামিনীর মালিক, মাধব, যাদব, না জানিয়া নিজ ভোগের জনক বলিয়া জানেন, এবং স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমানে বৈষ্ণব-সেবা ছাড়িয়া দিয়া নিজে সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকেন, তিনি কখনই বৈষ্ণব নহেন। যেহেতু দীক্ষা বা গুরুকরণ একটা অভিনয় মাত্র দেখাইলেও দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় অভাবে দীক্ষা (দিব্য জ্ঞান) লাভ হয় নাই। কারণ দীক্ষা বা গুরু-করণ ব্যাপার পারমার্থিক। ইহা জাগতিক, সামাজিক, কৌলিক কোন কার্য্যের অন্তর্গত নহে।

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপিকর্ত্তব্যঃ॥"

(ভঃ সঃ ২১০)

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুত্রয় পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিকগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। পারমার্থিক গুরুদেবই যথার্থ বৈষ্ণব। সুতরাং তাঁহার পদাশ্রয় ও তাঁহার সেবা ব্যতীত বৈষ্ণবতা লাভ হয় না। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।' যিনি দিব্য-জ্ঞান প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে বিষ্ণু দীক্ষালাভ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানে নিরন্তর বিষ্ণু-সেবাপর হন, তিনিই বৈষ্ণব।

নানা কথা

(স্থানীয়)

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত পরশ্ব ২৯শে মঙ্গলবার দশ বারজন মজুর ধান নিড়াইয়া তাহাদের বাটী মহেশগঞ্জ (নবদ্বীপ থানার অধীন) গ্রামে আসিতেছিল। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সকলে সারি বাঁধিয়া আসিতেছিল। এই সারির মধ্যে খাদেম সেখ নামক জনৈক মজুরের মস্তকে বজ্রপাত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহার অগ্র পশ্চাতে যে সকল লোক ছিল, তাহাদের কোন আঘাত লাগে নাই, কিন্তু সকলেই উহার বেগে পড়িয়া গিয়াছিল।

নবদ্বীপে সুভাষচন্দ্র

গত মঙ্গলবার ১২ই জুন তারিখে সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় নবদ্বীপ আগমন করেন। ১০টার সময় তাঁহার নবদ্বীপ ষ্টেসনে পৌঁছিবার কথা ছিল, কিন্তু কার্য্য গতিকে তাহা আর হইয়া উঠে নাই। নবদ্বীপ সহরের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের বহু গণ্য মান্য ভদ্রলোক সুভাষ বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া পাবলিক লাইব্রেরী-হলে লইয়া আসেন। সুভাষ বাবু তাঁহার স্বভাব সুলভ বিনয় সম্ভাষণে সকলকেই আপ্যায়িত করেন এবং সমাগত ভদ্র মহোদয়গণের সহিত অনেক দেশহিতকর বিষয় আলোচনা করেন। কংগ্রেস পক্ষ শ্রীযুত রণজিৎ পাল চৌধুরী মহাশয়কে ভোট দিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছেন। রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও জেলাবোর্ডের থু দিয়া অনেক ভোট সংগ্রহ করিতেছেন। শীঘ্রই ফলাফল বাহির হইলেই উভয়পক্ষ উদ্বেগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

(ভারতীয়)

বদ্রীনাথে ভীষণ গোলযোগ
সাধুর কীর্ত্তি

হিমালয়ের বরফাচ্ছন্ন প্রদেশে অবস্থিত বদরীনাথ নামক প্রসিদ্ধ হিন্দু-তীর্থে বর্ত্তমান বর্ষের তীর্থযাত্রার প্রারম্ভেই এক ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বদরীনাথ জেলা বোর্ডের সদস্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ নৌটিয়াল জানাইয়াছেন—বদরীনাথের কতকগুলি সাধু মন্দিরের কার্য্য-পরিচালনা কার্য্যে বাধা দেওয়ায় বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সাধুগণ বদ্রীনারায়ণ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বা রাওলের পদ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। তজ্জন্য উভয় দলের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী ভীষণ সংঘর্ষ চলে। সৌভাগ্যের মধ্যে কোন খুন জখম হয় নাই। উত্তেজিত সাধুগণ হরিদ্বারের একজন মিঠাইওয়ালার দোকান আংশিকভাবে লুঠ করিয়া লয়, তাহাতে দোকানের সম্মুখভাগটী সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। ডাঃ পতিরাম এবং ডাঃ ভরদ্বাজ—এই দুইজন সম্ভ্রান্ত মেডিকেল অফিসার ও পুলিশ কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে আসিলে শান্তি স্থাপিত হয়। সাধুদের মধ্যে ৩ জন সাধুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, আর সকলেই পলাইয়াছে। পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

'দেশোপকারী' সম্পাদকের সশ্রম কারাদণ্ড

রেঙ্গুণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 'দেশোপকারী' নামক সাপ্তাহিক পত্রের মুদ্রাকর মিঃ চেলাম পিলাইকে 'আমরা কি কুকুর' নামীয় একখানি পুস্তিকা লিখিয়া রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে কয়েদীর হত্যাকাণ্ড

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের কারখানায় কার্য্যকালে জাফর আলী বা ইব্রাহিম বক্স, আইমুদ্দিন বা আইমু পরামাণিক এবং নবীনচন্দ্র নমদাস বা মনা নামক ৩ জন কয়েদী সামসের নামক অপর এক কয়েদীকে বাঁশ দিয়া মারিয়া ফেলিবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। সেসন জজ জুরীর সহিত একমত হইয়া ইব্রাহিম ও আইমুদ্দিন নামক দুই ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, নবীনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবীনের নিবাস ময়মনসিংহ এবং অপর দুই ব্যক্তির নিবাস পাবনা জেলায়। আসামীরা হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে জেল খাটিতেছিল। সম্প্রতি সুযোগ পাইয়া তাহারা আবার নরহত্যা করিয়া বসিয়াছে।

ভারতে বিদেশী পর্য্যটক

লণ্ডন হইতে রেলওয়ে বোর্ড সংবাদ পাইয়াছেন যে, এ বৎসর বহু সংখ্যক বিদেশী ভারত-ভ্রমণে আসিতেছেন। ইহার ফলে আগামী ১৪ই অক্টোবর হইতে সমস্ত ভ্রমণকারীদের জন্য বোম্বাই কলিকাতাগামী ইণ্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল মেলের সমস্ত টিকেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহার উপরে প্রতি সপ্তাহে ২০জন হইতে ৫০ জন করিয়া যাত্রীর নাম রেজিষ্ট্রী হইতেছে। জি-আই-পি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বিতীয় আর একখানা ইম্পিরিয়াল মেল চালান এবং লণ্ডনেই তাহার টিকেট কিনিবার ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতেছেন। গত বৎসর জি-আই-পি রেলওয়ে পাঞ্জাব লিমিটেড এক্সপ্রেস চালাইয়া যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, সম্ভবতঃ বোম্বাই-দিল্লী-পাঞ্জাব সার্ভিসের ন্যায় একটি প্রধান লাইনের জন্য ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেলের অনুরূপ আর একখানি গাড়ীর ব্যবস্থা হইবে।

কলির বিড়াল

সম্প্রতি চট্টগ্রামে একটী বিড়াল লইয়া একজন উচ্চ আদালতের প্রবীণ উকীল ও আর একজন উচ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক—এই দুইজনের মধ্যে মহা গোল বাধিয়া গিয়াছে। 'বিড়াল কাহার ?' ইহা লইয়াই বিবাদ। এই কাণ্ড কোতোয়ালিতে পর্য্যন্ত গড়াইতেছে। অনেকে এরূপ সংবাদে আশ্চর্য্য হইতেছেন, আমরা দেখিতেছি, এইরূপ না হওয়াই বরং আশ্চর্য্য। কলিযুগটাই বিবদমান যুগ। এযুগে যাহা তাহা একটা অবলম্বন করিয়া বিবাদ বাধাইলেই হইল। দেখা যাক, মীমাংসা আবার কতদূর গিয়া গড়ায়।

আফ্‌গান রাজদম্পতি

প্রকাশ যে, আফ্‌গানরাজদম্পতি তেহারাণ হইতে ২৪ মাইল দূরে কেরাজে উপস্থিত হইলে পারস্যের যুবরাজ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর তেহরাণে উপস্থিত হইলে সহরের বাহিরে একটী উদ্যানে শাহ, মন্ত্রিগণ, গভর্ণর ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী রাজ অতিথিদিগকে অভিনন্দিত করেন। আফগান-রাজদম্পতি গাড়ী হইতে নামিবামাত্র ৩টী তোপধ্বনি করা হয় এবং আফ্‌গান জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়।

রাণী সৌরিয়া ইউরোপে ভ্রমণকালে ইউরোপীয় মহিলার বেশ-ভূষা চালচলন অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যে আসিয়া রাণীর সমস্তই পরিবর্ত্তন। তিনি এখন একটী পর্দ্দানশীন এবং ঘন অবগুণ্ঠনবতী রমণী।

দক্ষিণ কলিকাতায় পুলিশের বেড়াজাল

গত রবিবার রাত্রে সমস্ত দক্ষিণ কলিকাতাটি ঘেরোয়া করিয়া গৌ-বাজার, মুচীপাড়া, তালতলা এবং পার্কষ্ট্রীট থানার থানাদারেরা যাহাদিগকে রাস্তায় ঘুরিতে বা ঘুমাইতে দেখিয়াছে, তাহাদিগকেই পাকড়াও করিয়াছে। এইরূপে ৫০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ বাছাই হইতেছে।

পিকিংয়ের অবস্থা

চীনের জাতীয় দল পিকিং নগরীর শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ফেং ইউ সিয়াং গভর্ণর নিযুক্ত হইবেন বলিয়া সম্ভব। জাতীয় দলের ৬ হাজার সৈন্য খুব প্রশংসনীয় রূপে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। উত্তরপক্ষীয়দল উপকূলভাগের কোকুনগরে জাতীয় দলকে বাধা দেওয়ার শেষ চেষ্টা অবলম্বন করিতেছেন। চ্যাংসোলীন আরোগ্যলাভ করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়। পিকিংয়ে উত্তরপক্ষীয় সৈন্য যাহা কিছু ছিল, তাহারা সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

মান্দ্রাজে নিদারুণ গ্রীষ্ম

গত ৬ই জুন নিদারুণ গ্রীষ্মবশতঃ মান্দ্রাজ সহরের অনেক স্থান হইতে সর্দ্দিগর্ম্মীতে মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। ঐ তারিখে মান্দ্রাজে লু চলিয়াছিল। পূর্ব্বে মান্দ্রাজে আর কখনও এরূপ হয় নাই। সন্ধ্যার সময় সামান্য একটু মাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রবল বাতাস শীঘ্রই মেঘ রাশিকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল।

মাটিচাপায় মৃত্যু

শ্রীহট্ট সহরের অদূরে নরসিং টীলা হইতে মাটি কাটিয়া মেডিকেল স্কুলের জন্য পিলখানা মাঠে আনা হইতেছিল। গত রবিবার ঐরূপ মাটি কাটার সময় টীলার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ায় দুইটি কুলির মধ্যে একটী কুলির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে, আর একটী কুলী হাসপাতালে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছে।

রাজকোটে রাজপুত্রের মৃত্যু

লণ্ডনের ১০ই জুন তারিখে সংবাদে প্রকাশ যে, রাজকোট রাজের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া হ্যাম্পষ্টেডে তাঁহার স্বগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ গোল্ডার্স গ্রীণে সমাহিত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট

গত সোমবারে লিলুয়ার কারখানা খোলা ছিল, কিন্তু কোন ধর্ম্মঘটী কার্য্যে যোগদান করে নাই। গত শনিবার রাত্রিতে বার্ণ ও জেসোফ কোম্পানীর কতকগুলি ধর্ম্মঘটী হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর শিবপুর অঞ্চলে সহকর্ম্মিগণের বাড়ী বাড়ী পিকেট করিয়া বেড়াইতেছিল, পেট্রোল ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মেকেঞ্জী সার্জ্জেণ্ট ও পুলিশ কনষ্টেবল লইয়া তাহাদিগকে মারপিটের ভয় দেখান। প্রাতে যথারীতি কারখানার দ্বার খুলিয়া রাখা হয়। কতকগুলি লোক লাঠি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অনশন ক্লিষ্ট শ্রমিকদিগকে বলিতে লাগিল, 'হাম্ লোক আলব কাম্ মে চলেগা'। শেষে বার্ণ ও জেসোফ কোম্পানীর জনকয়েক কারখানায় গিয়াছিল, লোকগুলি পুলিশেরই অনুগত বলিয়া মনে হয়।

আসানসোল লোকো-শপে কুলী খালাসীরাও ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছে। ফিরিঙ্গী ও য়ুরোপীয়দের ২টাকা আড়াই টাকা মজুরী দিয়া কিছু কিছু কাজ করাইয়া লওয়া হইতেছে।

অণ্ডালের বহু শ্রমিককে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। গাড়ীমেরামতের কাজ যাহারা করে, তাহাদের মধ্যে অনুপস্থিত লোকগুলিকে ডিস্‌মিস্ করা হইয়াছে। আরও অনেক লোককে বিদায় দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। দেড়শত লোক ধর্ম্মঘটে যোগদান করে নাই, ১শত লোককে নূতন করিয়া বহাল করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ধর্ম্মঘটীদের সাহায্যার্থ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সহরের বিভিন্ন স্থানে ১০টাকেন্দ্রে সপ্তাহে ২বার করিয়া শ্রমিকদিগের মধ্যে চা'ল ডা'ল বিতরণ করা হইবে। তজ্জন্য টিকিটের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা টিকেট দেখাইবে, তাহারা চাল ডাল পাইবে।

কানপুর এল্‌গিন মিলের ধর্ম্মঘটের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। জামসেদপুরেও ধর্ম্মঘট চলিতেছে। বিশেষ কোন গোলযোগ বা হাঙ্গামা হয় নাই। তবে শ্রমিকগণের মধ্যে চাঞ্চল্য যথেষ্টই আছে। কেননা তাহারা খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।

যাহাই হউক, গভর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে কেন যে মনোযোগ দিতেছেন না, তাহা বোঝা যায় না। দেশটা কি ক্রমশঃ একটা ভীষণ অরাজকতায় পূর্ণ হইবে? শ্রমিকগণের কি একেবারেই কিছু বলিবার নাই? তাহাদের দাবী ন্যায্য হইলে কেন তাহা দেওয়া হইবে না? শীঘ্রই একটা মিট্‌মাট্ হইয়া গেলেই মঙ্গল।

শ্বেতাঙ্গ ষ্টেসন মাষ্টারের ক্ষমা-প্রার্থনা

চট্টগ্রামের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেসন মাষ্টার মিঃ টম টেলারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক মিঃ বি, কে, সুর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৪২ ধারা (বে-আইনী আটক) ও ৫০৪ ধারা (ভীতি-প্রদর্শন) অনুযায়ী এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। সম্প্রতি মিঃ টেলার মিঃ সুরের নিকট বিনা সর্ত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করায় মামলা আপোষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। মিঃ টেলার বৃটিশ-প্রজা হিসাবে বিচার চাহিয়াছিলেন; কিন্তু গুমোর ফাঁক।

চোর ধরিতে খুনের দায়

গত ২৮শে মে কাণ্ডপাশা গ্রামে প্যারীলাল গাঙ্গুলীর বাড়ীতে চোর প্রবেশ করিয়া বেড়া কাটিতে আরম্ভ করে। টের পাইয়া কয়েকজন যুবক চোরদিগকে ধাওয়া করে। চোরেরা দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রায় ১৫০ হাত দূরে গেলে একজন হুচট খাইয়া পড়িয়া যায়। তখন যুবকগণ অগ্রসর হইয়া দেখে চোরের দেহ হইতে প্রভূত পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। তৎক্ষণাৎ উহাকে ধরাধরি করিয়া প্যারীবাবুর বাড়ীতে নিয়া আসে। তথায় অনেক প্রতিবেশী উপস্থিত হয়। তারপর ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করা হয়। ক্রমে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহার নিকট অবস্থা জিজ্ঞাসা করা হয়। সে বলে তার নাম আশেদালী, সোনামদ্দী এবং সোনাবালী সহ চুরি করিতে আসিয়াছিল। কেমনে ঐ আঘাত পাইল তাহা সে বলিতে পারে না। প্রভাত হইতে না হইতে আশেদালী মারা যায়।

গ্রাম্য চৌকিদার সাহেব পরদিন আসিলেন—সবকথা শুনিলেন। তারপর থানায় গেলেন। চুরির এজাহার দিলেন তখন ঐ সমস্ত ভদ্রযুবকগণকে সাক্ষী করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে নাকি কেন আবার ঐ সাক্ষীগণকে আসামী করিয়া এক খুনের মোকদ্দমা করিলেন। ফলে দারোগা সাহেব ৩০২ ধারায় খুনের চার্জ্জ করিয়া আসামীগণকে চালান দিলেন। গত ৩১শে মে তারিখে এসিষ্ট্যাণ্ট মহকুমা হাকিমের সমক্ষে আসামীগণকে উপস্থিত করিলে তাহাদিগকে ১০০০৲ একহাজার টাকার জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। আসামীগণের নাম কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, সূর্য্যকুমার রায়, নিরঞ্জন মুখার্জ্জি, লাল বিহারী মুখার্জ্জী এবং প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী—ইহারা সকলেই যুবক—কেহ কেহ ব্রজ মোহন কলেজের ছাত্র। চোর ধরিতে গিয়া আহ্লাদ মন্দ হইল না! দেখা যাক ইহার পরিণতি কোথায়।

বরিশাল হিতৈষী

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible] অধ্যায়, শুক্রবার—১৩৩৫ ।

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

[illegible] হইতে খ্রীষ্টের [illegible] পূর্ব পর্য্যন্ত [illegible] রচিত হইয়া [illegible] উহার বর্ত্তমান কলেবর [illegible] । অন্যান্য [illegible] কিছু কিছু ঐ লোকোক্ত [illegible] পূর্ব্বে ও কিছু কিছু পরে তাহার [illegible] প্রকৃত রচিত হইয়াছে ।

[illegible] গ্রন্থ [illegible] অন্য ধরিয়া গৃহীত হইলেও তাহাকে ইতিহাস বলা যায় । ঐ গ্রন্থ বাল্মীকি-রচিত । বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন, যে রামায়ণ বাল্মীকির নামে এখন প্রচলিত আছে, তাহাই বাস্তবিক বাল্মীকির সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না । নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ ও লব-কুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ-কীর্ত্তন, ইত্যাদি বিচার করিলে বোধ হয়, ঐ গ্রন্থ মধ্যে রাম-চরিত্র সূচক অনেক শ্লোক বাল্মীকি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া লব-কুশ কর্ত্তৃক পরিগীত হয়, পরন্তু তাহার অনেক দিন পরে অন্য কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপি-বদ্ধ হয় । উহার বর্ত্তমান আকৃতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত হইয়াছে, অনুমান করি, যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করিবার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মতকে বৌদ্ধ পাষণ্ড মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতএব বর্ত্তমান কলেবরটি খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে । লিখিত আছে, মহাভারত ব্যাসদেবের রচিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে বেদ-বিভাগ পূর্ব্বক বেদ-ব্যাস পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক ভারত রচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে না । কেন না, ভারতে জন্মেজয় প্রভৃতি তৎপরবর্ত্তী রাজাদিগের বর্ণন আছে । বিশেষতঃ মহাভারতে মানব শাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর খ্রীষ্টের পূর্ব্বে সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়া অনুমিত হয় ।

> পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎ-
> সিতং ।
> আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি
> হেতুভিঃ ॥
> (মহাভারত)

ইহাতে স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারত [illegible] করিয়াছিলেন, তাহাই [illegible] কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া পরে [illegible] হয় । লোম-হর্ষণ, [illegible] , পণ্ডিত মহাভারত গ্রন্থ নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ঋষি [illegible] নিকট পাঠ করেন । বোধ হয়, তিনিই মহাভারতের [illegible] কলেবর বৃদ্ধি করেন, কেন না ব্যাসদেবের কৃত ২৪০০০ শ্লোক—তৎকালে লক্ষ শ্লোক হয় । এখন বিবেচ্য এই যে, লোমহর্ষণ কোন্ সময়ের লোক । কথিত আছে যে, বল-দেবের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহাতে বোধ হয় যে, পণ্ডিত ও ভক্ত হইলে শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণ তুল্য মাননীয় হইবে, এই বাক্য দৃঢ়ীকরণার্থে তাৎকালিক বৈষ্ণব-সমাজে ঐ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয় । বাস্তবিক ঐ সভা বলদেবের অনেক পরে স্থাপিত হয় । যে লোমহর্ষণ ব্যাস-শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে ঐ সভায় বক্তা ছিলেন, ইহাতেও সন্দেহ হয় । বোধ হয়, বলদেবের সময় ব্যাস-শিষ্য লোমহর্ষণ বৈদিক ইতিহাস ব্যাখ্যাকালে হত হন । কিন্তু তাহার বহুদিন পরে (জন্মেজয়ের সভায় বৈশম্পায়নের বক্তৃতার বহুদিন পরে) তৎপদস্থ অন্য কোন সৌতি মহাভারত বক্তৃতা করেন । কালক্রমে পূর্ব্ব আখ্যায়িকা ঐ সময়ের ইতিহাসে সংযুক্ত হইয়া পড়ে । বুদ্ধের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয় যে, অজাতশত্রুর পূর্ব্বে বাহ্ত্রথদিগের পরে সৌতি কর্ত্তৃক মহাভারত কথিত হয় । নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রের বিষয় আলো-চনা করিলে বোধ হয় যে, যেকালে শান্ত স্বভাব ঋষিগণ চন্দ্র সূর্য্যবংশের লোপ দৃষ্টি করিলেন, তখন ক্ষত্রাভাবে তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাশ্রিত মনে করিয়া নিমিষ ক্ষেত্রের বিজন দেশে বাস করত শাস্ত্রালোচনায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন । নৈমিষারণ্য সভা সম্বন্ধে আরও একটী অনুমান হয় । মহাভারতের যুদ্ধের পর নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে কোন সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাবল্য হয় । বৈষ্ণব-দিগের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক তত্ত্বে সকল মানবেরই অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সমূহের মোক্ষ ধর্ম্মে অধিকার নাই । জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ জাতিতে উদ্ভূত হইয়া অপর জাতীয় শান্ত স্বভাব ব্যক্তিরা মোক্ষানুসন্ধান করিবেন । এই দুই বিরুদ্ধ মতের বিবাদ-স্থলে বৈষ্ণবগণ সূতবংশীয় পণ্ডিতদিগকে উচ্চাসন দান করত নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের পূজনীয়তা প্রদর্শন করান ।

মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী

যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে বাসনা করেন, তিনি যেন মায়াবাদী না হন । শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিয়াছেন ;—

> প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী ।
> ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য কহে নিরবধি ॥
> অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ।
> কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুইত সমান ॥
> নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ ।
> তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥
> দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ ।
> জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥
> অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস ।
> প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥
> কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলা বৃন্দ ।
> কৃষ্ণের স্বরূপ সম হয় চিদানন্দ ॥
> অতএব কৃষ্ণ নাম না আইসে তার মুখে ।
> মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥

যিনি মায়াবাদী তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ অপরাধী । তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্ত্তি কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা মায়িক । মায়িক শব্দের অর্থ এই যে, মায়া-মিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময় । মায়াবাদীর মতে শুদ্ধ তত্ত্ব নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ । কার্য্য উপরোধে সেই শুদ্ধ তত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন । শুদ্ধ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য । রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি জড়োদিত । রাম কৃষ্ণাদি নামও জড় শব্দাধীন । রাম কৃষ্ণাদির বিলাস জড়াশ্রিত । তবে জীবে ও রাম কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্ম দোষে বা গুণে জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন । কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন । অতএব রাম কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়া আশ্রয় হইতেই হয় । যে পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে পর্য্যন্ত রাম কৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন । জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চৈতন্য এইমাত্র জপ করিবেন । আর রামকৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে তখন প্রয়োজন হয় না । মায়া-বাদী সুতরাং রাম কৃষ্ণ স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন । এই জন্যই মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী । মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয় । তাহা কেবল কৃষ্ণনামের প্রতিবিম্ব আভাস মাত্র । অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ দোষে পতিত ।

বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম কি, তাহা কথিত হইতেছে । কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ তিনই এক তত্ত্ব, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ । তিনই জড়াতীত ও মায়াতীত অপ্রি-[illegible] । কৃষ্ণ বিগ্রহের কান্তি বিস্তৃত হইয়া মায়াবাদীর অনুগতের ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছে । কৃষ্ণ নামের নির্ব্বিশেষ নামান্তর ব্রহ্ম আত্মা ও চৈতন্য । কৃষ্ণ স্বরূপের এক অংশে পরমাত্মা । অতএব মায়াবাদীর দোষ এই যে, তিনি শুদ্ধতত্ত্ব যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তাহা জানেন না । বদ্ধ জীবের দেহ ও জীব রূপ দেহী পৃথক্ । বদ্ধজীবের নাম ও সিদ্ধনাম যে কৃষ্ণদাস তাহা পৃথক্ । যেহেতু বদ্ধ জীবে একটী সিদ্ধতত্ত্ব ও একটী মায়িকতত্ত্ব মিশ্রিত আছে । কৃষ্ণে সেরূপ নাই । কৃষ্ণে সেরূপ থাকারও প্রয়োজন নাই । কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি দ্বারা স্বীয় অতীন্দ্রিয় নাম, রূপ ও বিগ্রহ জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করিয়াছেন । তাঁহাকে কর্ম্মবশ জীবের ন্যায় মায়াশক্তি অর্থাৎ জড় মায়ার আশ্রয় লইতে হয় না । তিনি স্বীয় যোগমায়ার দ্বারায় সমস্ত লীলা করিয়াছেন । সেই সব লীলা তাঁহার কৃপানুগত যোগমায়া-কৃত জড় জগতে প্রকট হইয়াছে । তাহা কেবল কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তির পরিচয় । নির্ব্বোধ জীব আপনার ন্যায় কৃষ্ণকে হীনবল বুঝিয়া তাঁহাতে জড় শক্তির ক্রিয়া আরোপ করে এবং শক্তিতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত মায়াশক্তি ব্যতীত তিনি জড় জগতে প্রকট হইতে পারেন না—এই সিদ্ধান্ত করিয়া মায়াবাদী হয় ।

বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণদেহ ও কৃষ্ণবিলাস নিত্য স্বপ্রকাশ তত্ত্ব । কোন জড়ীয় সূর্য্য, চন্দ্র বা তারকা বা জড়েন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না । মানবের প্রাকৃতেন্দ্রিয় কৃষ্ণরূপ দেখিতে পায় না ও প্রাকৃত জিহ্বা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না । তাহারা যাহা দেখে ও উচ্চারণ করে, সমস্তই জড় তত্ত্ব । ভক্তি একটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার । জীবের চিদ্বিভাগে তাঁহার অধিষ্ঠান । যখন ভক্তি বলবতী হইয়া জীবের চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও জিহ্বাকে স্বীয় শক্তিতে ভাবিত করেন, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয়ে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব হইয়া চিন্ময় ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে । তখনই যে কৃষ্ণ-বিগ্রহ দর্শন ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ হয়, তাহা প্রকৃত রূপ ও নাম হইয়া থাকে । মায়াবাদী শুদ্ধ-ভক্তিবিহীন, কেবল পার্থিব জ্ঞানের চালনায় ব্রহ্মাদি তত্ত্ব ব্যতিরেক পথে অনুশীলন করেন । সুতরাং শ্রবণ-পথ-লব্ধ ভক্তির কোন ক্রিয়া তাঁহাতে সম্ভব হয় না । অতএব, মায়াবাদী নিরন্তর কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণা-পরাধী ।

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ । তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে

কুভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেননা তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধ সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রুপুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকতার প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়। তাহা কেবল সাত্ত্বিক ভাবাভাস, প্রতিবিম্ব-লক্ষণ অপরাধবিশেষ। ইহার উদাহরণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যথা ;—

বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং
ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতং।
যতি গোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ
সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ॥

বারাণসীনিবাসী সন্ন্যাসিগণ প্রসিদ্ধ মায়াবাদী। তাঁহারাই যে কেবল মায়াবাদী, এরূপ নয়। তাঁহাদের মতস্থ পঞ্চোপাসক গৃহস্থ সকলও মায়াবাদী। যিনি মায়াবাদ-মত স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই মায়াবাদী। বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও ঐ মতবাদিগণকে মায়াবাদী বলা যায়। এমন কি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক মায়াবাদী আছেন। অনেক বাউল দরবেশের মত মায়াবাদ।

নামাভাস-দোষ-যুক্ত অনেকেই মায়াবাদী। তন্মধ্যে যাহারা মায়াবাদী, তাঁহারা অপরাধী। যাঁহারা কোন বাদ জানেন না, অথচ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ না করিয়াও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা ছায়া-নামাভাসী। ছায়ানামাভাসী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। কিন্তু নির্গুণ্যিক ভগবদ্ভাব যে পর্য্যন্ত না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব পদবী লাভ করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারী ও উত্তম অধিকারিগণ শুদ্ধ বৈষ্ণব। কনিষ্ঠ অধিকারিগণ ছায়া নামাভাসী। তাঁহারাও সাধুসঙ্গক্রমে মধ্যম অধিকারী শীঘ্রই হইয়া থাকেন।

মায়াবাদী প্রতিবিম্ব-নামাভাসী, অতএব অপরাধী। ইহাঁদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া কঠিন। যতই সাত্ত্বিক-ভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না।

মায়াতীত চিচ্ছক্তিসম্পন্ন ভগবৎ-স্বরূপ বিগ্রহ ও নামকে এক অখণ্ড তত্ত্ব জানিয়া এবং তদ্রূপ তত্ত্বে বিশ্বাসরূপ বৈষ্ণবকে ভ্রাতৃস্নেহ পূর্ব্বক যিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রদ্ধা করেন, তাঁহার শ্রদ্ধার নাম শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার নাই, তিনি মায়াবাদ দূষিত না হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব-পদবী লাভ করিতে পারেন না। মায়াবাদ-মত যাঁহার আছে, তিনি অবৈষ্ণব। মায়াবাদীর অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবের যদি কৃষ্ণনামে একটু চক্ষু আর্দ্র হয়, তাহাও বাঞ্ছনীয়।

উপাস্য দেব কে ?

(প্রাপ্ত)

ফলকামী কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ অভীষ্টের বিভিন্ন ফলদাতা শিব, দুর্গা, গণেশ, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা শাক, ঘৃত, চাউল মুড়ি, মিছরি প্রভৃতি সকল দ্রব্যেরই এক প্রকার আস্বাদ, সমানফলপ্রদ বলিয়া সকল দেবতাই সমান ঈশ্বর ও ফলদাতা জ্ঞান করেন। অতি ক্ষুদ্র বালকও একথা বুঝিতে পারে যে, নিমপাতা তিক্ত, তেঁতুল টক, মিছরি মিষ্ট, কাঁচাগোল্লা সন্দেশ অতিশয় রুচিকর প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুর আস্বাদ এক নহে এবং শাক ভোজনে ঘৃতের গুণ, মুড়ি ভোজনে চাউলের ফল, দুগ্ধ ভোজনে অন্নের গুণ পাওয়া যায় না -তাহা আর তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবতা যে এক এক ফলদাতা, তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম-ফলদাতা নহেন, ইহা তাঁহারা মহাভারত, পুরাণাদি, বহু শাস্ত্রে ও বহুলোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরও তাহাদের হৃদয়ের বদ্ধমূল এ অন্ধবিশ্বাসটী দূরীভূত হইতেছে না। দেবী সরস্বতী বিদ্যাদাত্রী, ধনদাত্রী নহেন, লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য-দাত্রী বিদ্যাদানে পরাঙ্মুখী, কার্ত্তিক ফলদাতা, মোক্ষদাতা নহেন, তাহা কি একবার অন্তঃকরণে ভাবনা করিয়া থাকেন ? আবার কেহ কেহ কখন কখনও "গণেশকে বিষ্ণু-ভাবনা, কালীকে কৃষ্ণ-ভাবনা কৃষ্ণকে কালী ভাবনা ও ভক্তি করিলে সমান ফলই পাওয়া যায়। যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী, যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, যিনি গণেশ তিনিই নারায়ণ। কালী, দুর্গা, বিষ্ণুতে যাঁহারা ভেদ-দর্শন করেন, তাঁহাদের কখনও ইহলোকে ও পরলোকে নিস্তার নাই। কালীর উপাসক ব্যক্তিগণ কালীকেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিধায়িনী এবং মা নিস্তারিণী বৈমুখী হইলে বিধি, হরি, হর প্রভৃতি কোন দেবতার রক্ষা নাই। তিনি কৃষ্ণ হয়ে বৃন্দাবনে গোপীদের সহিত লীলাখেলা, ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি, শিব হয়ে সংহার করিয়া থাকেন, আবার মাতা হয়ে আমাদের পালন করিয়া থাকেন ইত্যাদি।" বহুপ্রকার প্রলাপ-বাক্য,

আজ কাল এ সম্বন্ধে অনেক ভেদ চলিতেছে বলিয়া আমরা এই বিষয়টী এত স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম। পরের চর্চ্চা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নয়, অতএব আমরা পরচর্চ্চা করিতেছি না। কেবল শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগকে স্বীয় পথে দৃঢ় রাখিবার জন্য এই কয়টীর এতদূর আলোচনা করিলাম।

ভুলিয়াও বলিয়া বিষ্ণুকেই অন্তর্দেবতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্টদেবতার তুল্য বা লঘু জ্ঞান করেন না। এই প্রকার শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকলের মধ্যে পরস্পরের [illegible] দেখা যায়।

এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে কাহাকে পরম উপাস্য দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। পূর্ব্ব কালে ভৃগু মুনির শিষ্যগণেরও কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ন্যায় তাঁহাদের পরস্পরের এই রূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সন্দেহ নিরসনের জন্য ভৃগুমুনিকে "আমাদের উপাস্য দেবতা কে ?"—এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ভৃগু মুনি উপাস্যদেব নির্ণয়ের জন্য নিজ পিতৃদেব ব্রহ্মাকে রজোগুণবিশিষ্ট, মহাদেবকে তমোগুণবিশিষ্ট দর্শনে উপেক্ষা করিয়া শুদ্ধসত্ত্বময় নারায়ণই যে সমস্ত দেব, মনুষ্য তির্য্যক প্রভৃতি সকলের উপাস্য পরমেশ্বর, তাঁহার উপরে যে আর কোন শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর নাই, তাহা তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু শিব, কালী, গণেশ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, ইহা কোন শাস্ত্রে উল্লেখ বা দেখা যায় নাই। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, ঘৃত, ছানা, মাখন, প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুত হয়, ছানা, মাখন, ঘৃত হইতে পুনরায় দুগ্ধের উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মাদি দেবতা কখনও বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হন না।

যেমন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জকে অবমাননা করিয়া তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকেই পরম শ্রেষ্ঠরাজা বলিলে সম্রাটের নিকট গুরুতর শাস্তি পাইতে হয়, তাঁহার আর কোথাও শান্তি বা নিস্তার নাই, তাহা শ্রীবৎস রাজা পরম দেবতা বিষ্ণুর সেবক না হইয়া লক্ষ্মীকেই শনির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার বিশেষ ফলভোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। রাবণ, দুর্য্যোধন, রাজা সত্রাজিৎ প্রভৃতি রাজাগণ বিষ্ণুসেবা পরিত্যাগ করায়ই তাহাদের যে কি দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কি একবার তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন ? কৃষ্ণভক্তগণের এরূপ দুঃখে বা বিপদে কখনও পতিত হইতে হয় নাই বা কদাপি হইবে না। কেননা ভগবান্ শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

জীব যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বফলদাতা, সর্ব্ববিঘ্ন-নিবারক শ্রীহরির চরণ-কমলের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের অশেষ ক্লেশ নিঃশেষের ও চরম মঙ্গল লাভের উপায় নাই। বিষ্ণুই যে পরমদেবতা, দেবান্তর উপাসনা দ্বারা যে সর্ব্বফল লাভ ও শ্রেয়ঃ লাভ হয় না, ইহা সমস্ত শাস্ত্রে [illegible] উচ্চকণ্ঠে [illegible] "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং", গীতায় "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ", ব্রহ্মসংহিতায় "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ", পুরাণে পাণ্ডবদের প্রতি [illegible] "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং" উপনিষদে "তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং" ইত্যাদি বহু বহু শাস্ত্রে বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সাম্য দর্শনে "বিষ্ণুং শিবব্রহ্মাদিভিঃ তুল্যং" পশ্যতি ইত্যাদি শাস্ত্রবচন, গীতার "যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা" ভাগবতে "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন", প্রভৃতি শাস্ত্র বচনদ্বারা বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতার সমান জ্ঞান নিষেধ ও বিষ্ণুর উপাসনাই সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি কীর্ত্তন করিতেছেন।

'কলিতে হিরণ্য কশিপু'

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা সেই পুরাণ কালের হিরণ্য-কশিপুর কথা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে শুনিয়া অবাক্ হই। কিন্তু এখন যে প্রত্যেক গৃহে হিরণ্য-কশিপুগণ থাকিয়া, হিরণ্য-কশিপুদলেরই রাজ্য হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য হিরণ্য-কশিপুগণের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রহ্লাদ-দাসগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই।

হিরণ্য (সোনা) কশিপু (তুলার গদি অথবা তজ্জাতীয় ইংরেজিয়ের স্পর্শ-সুখদায়ী কোমলশয্যা)—এই হিসাবে আমরা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর হিরণ্যকশিপুর সেবক। হিরণ্যকশিপুকে আদর করিয়া, অন্ততঃ বিদ্যাশক্তি শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রতি অনাদর করাই আমাদের চলন-সই স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে নিজেরাও শ্রীনৃসিংহদেবের সেবা করিব না, অন্য-কেও করিতে দিব না, যদি কেহ করেন তাঁহাকেও প্রাণপণে বিদ্বেষ করিব। এই কার্য্যের দ্বারাই আমরা হিরণ্য-কশিপু-সেবক বলিয়া সজ্জন-সমাজে পরিচিত হই। আমরা শুধু জানি, মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, যেখানে অবস্থান করিতেছি সেইটী চির কালের আবাসস্থল ও সেই স্থানে অবস্থিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা আদি নামে পরিচিত জনগণই আত্মীয়। এই ভাবে আমাদের সম-জাতীয় স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটী দল প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার ভিতরেই পরস্পরে একটা আদর্শ ঠিক করিয়া তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবন [illegible] এর মধ্যে যদি কোন

[illegible] প্রকৃতি-বলে অথবা এই [illegible] বা অজ্ঞাতসারে সাধুসঙ্গ-[illegible] প্রকৃতি-বলে শ্রীবৃন্দাবনে যেন ও [illegible] যেবক্ষপুরের প্রণালা-বাব [illegible], তাহা হইলে গোটা দেশের সমস্ত [illegible] হইয়া, খুব আত্মীয়তা দেখাইয়া অর্থাৎ কোন ভাবে কোন সম্বন্ধ না-থাকিলেও "মামার শালা পিশার ভাই' সম্বন্ধ পাতাইয়া, নানা প্রকার প্রবোধ দেওয়া আরম্ভ হইয়া যায়, "বাবা তোমার এখনও সময় হয় নাই, ছেলে মানুষ খাও নাই পর নাই, আগে বিবাহ কর, পুত্র, পৌত্র হউক, নাতির ঠাকুরদাদা হও, তার পর নাতি, নাতিনী পাশে বসিয়া তোমার পাকা চুল টানিবে, আর তুমি বসিয়া বসিয়া 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান॥" পড়িবে। 'একবার রাম নামে যত পাপ হরে। জীবের কি সাধ্য তত পাপ করে॥' অতএব বাপুহে, এখন সংসার কর, সংসারে উন্নতির জন্য যাহা কর, তাহাই তোমার বয়সোচিত ধর্ম, দেখ না আমরা পক্ককেশ, অন্ধ নত্ত হইয়াও সংসারের তীত্ মিটাইতে পারিতেছি না, তবে কি আমরা পাপী? কখনই নহে। জীবন ভরিয়া যত কিছু করা যায়, মরণের সময় একবার রাম নামটি লইলেই হইবে।" ইত্যাদি কত কি চাটুবাক্য আরম্ভ হইয়া যায়। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে ঘোর বিদ্বেষ আরম্ভ হয়, তখন খাওয়া-পরার চাপ, সমাজের সামাজিক চাপ, যত প্রকারের অস্ত্র আছে সবই প্রয়োগ করা হয়। আর যদি দৈবী মায়ার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তথা-কথিত হিরণ্য-কশিপু-দাসরূপ অসৎ সঙ্গে পতিত হইয়া সেই বালক বা যুবক ক্রমে মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত হয়, তবে উল্লিখিত আত্মীয় নামধারী দস্যুগণের মহা আনন্দ উপস্থিত হয়, সকল বালাই দূর হইয়া যায়; আর কোন উৎপাতই থাকে না। যত উপদ্রব হরিভজনের বেলায়।

আজকাল বালক বালিকা যুবক-যুবতী-গণকে রামায়ণ, মহাভারতাদি হাতে লইতে দেখিলে টিট্‌কারী দিয়া আমাদের ভাষার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি। আর নাটক, নভেল, দশলা-মজলুর গল্প, আরব্য-পারস্য উপন্যাস, বিদ্যাসুন্দরের বই, বিবাহ-বাসরে উপহার দিয়া কন্যা, ভগ্নী, ভ্রাতা, পুত্রবধুকে উৎসাহিত করা হয়। অর্থাৎ এ যুক্তিটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি যে, কোন ছেলে-মেয়ে যেন ভগবান্ ভগবান্ করিয়া সংসারাসক্তি ছাড়িয়া না দেয়। তাহা হইলে আমাদের উপায় কি?

কোন স্থলে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ভুবন-মঙ্গল হরিকীর্ত্তন করিলে তথায় নিজেও যাইব না, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নীকেও যাইতে দিব না; কারণ, কি জানি পাছে ভগবদ্‌বীর্য্য-সমন্বিত কথা শুনিয়া সংসারের কোঁচটা কাটিয়া যায়। আর থিয়েটার বায়স্কোপ হলে পয়সা দিয়াও সিট্ দিলে না। কলির কাজা নামক নগরীটিতেই তাহার ভূমি নির্দ্দেশ। যদিও বা হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ ইত্যাদি কোন কোন স্থলে কিঞ্চিদধিক জন-সংঘ দৃষ্ট হয়, তাহাও ঐ প্রকার নাটক থিয়েটার বায়স্কোপের মতই একটা ব্যাপার, একটু অদল বদল। কারণ তথা-কথিত হরিকীর্ত্তন, ভাগবতপাঠ শ্রোতার মনোনীত বিষয়, যাহাতে অধিকাংশ শ্রোতার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই কীর্ত্তন ও পাঠ, সুতরাং ইহাতে শ্রোতার সংসারাসক্তি বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, ভয়ের কোন কারণ নাই।

এরূপ কত কোটী কোটী প্রমাণ দ্বারা আমরা যে হিরণ্যকশিপু, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইলে পৃথিবীর ইতিহাসের মত বড় বইয়ের—আকার ধারণ করিবে। এই কলিকালে যত্র তত্র হিরণ্য কশিপু থাকিয়া কেবল হরিভজনের অন্তরায় উপস্থিত।

স্বাস্থ্য-সমাচার

ম্যালেরিয়া নিরাকরণোপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে আমরা বর্ণনা করিয়াছি যে, ম্যালেরিয়া নিরাকরণ করিতে হইলে

১। ম্যালেরিয়া রোগীর যথাযথ চিকিৎসা,

২। মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি,

৩। মশকের ধ্বংসের উপায় এবং

৪। অজ্ঞ লোকের নিকট মশকই ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তির কারণ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া—এই চারিটী উপায় অবলম্বন করা অতিশয় প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। অদ্য দ্বিতীয় উপায়টি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি

মশকের দংশন হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে প্রত্যেকেরই মশারি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

একবার একজন ম্যালেরিয়া রোগী কোনও প্রবীণ ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার নিমিত্ত গিয়াছিল, ডাক্তার বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মশারি ব্যবহার কর? রোগী উত্তর করিল—না।

ডাক্তার—কেন ব্যবহার কর না?

রোগী—আজ্ঞে মশারি প্রস্তুতের টাকা কোথায় পাইব?

ডাক্তার—কত দিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছ?

রোগী—দুই মাস।

ডাক্তার—ইহাতে চিকিৎসার ব্যয় কত হইয়াছে?

রোগী—১০৲ টাকা ত বটেই।

ডাক্তার—আর এই দুই মাসে কত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতে?

রোগী—ভাল থাকিলে অন্ততঃ ২০৲ টাকা।

ডাক্তার—একটী মশারি প্রস্তুত করিতে কত টাকা ব্যয় হয়?

রোগী—অন্ততঃ ৭৲ টাকা।

তখন ডাক্তার বাবু বলিলেন—যাও একটি মশারি প্রস্তুত কর এবং ২৩৲ টাকা বাঁচাও।

উপরি উক্ত গল্প হইতে পাঠকগণ বোধ হয় অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন যে—মশারি ব্যবহার না করিলে ম্যালেরিয়া রোগী ঔষধ সেবনে ২।৪ দিন ভাল থাকিলেও পুনরায় মশকের দংশনে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইবে। সুতরাং মশারির উপকারিতা তাঁহারা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু শুধু মশারি ব্যবহার করিলেই হইবে না—যাহাতে মশারির ভিতর কোনও প্রকারে মশা প্রবেশ না করিতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মশারির কোনও স্থানে মশা প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ কোন ছিদ্র না থাকে, তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মশারি এবং শয়নের খাটটি এরূপ আকারের হওয়া উচিত, যাহাতে শয়ন-সময়ে হাত-পা পর্য্যন্ত মশারি স্পর্শ না করে, কারণ উহা মশারীর গায়ে লাগিলে মশক মশারির বাহির হইতে দংশন করিবে। উঠানে কখনও শয়ন করিবে না।

গৃহ উচ্চ ভিটাতে প্রস্তুত করিতে হইবে। গৃহের নিকটস্থ জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিবে। ডোবা, গর্ত্ত প্রভৃতি অধিক দূর স্থান হইতে মৃত্তিকা আনিয়া ভর্ত্তি করিবে। বাটীর চতুর্দ্দিককে বৃহৎ বৃক্ষাদি রোপণ করা নিষেধ। সন্ধ্যার সময় কোথায়ও বসিয়া গল্প করা বিধেয় নহে। কারণ ঐ সময়ই মশকের উপদ্রব বেশী হয়। ঐ সময় মশারীর ভিতর থাকাও সম্ভবপর নহে, সুতরাং ঐ সময় পায়চারী করা উচিৎ।

কর্পূর, লেভেণ্ডার, চন্দন, লেবু, পিপারমিন্ট, অয়েল অব্ ইউকেলিপ্টাস্ প্রভৃতি সংযুক্ত কোন বালিসের ঔষধ শরীরে মালিশ করিলে মশক উহাদের গন্ধে শরীরে বসে না। শয়নের সময় বালিশেও ঐ সকল জিনিষ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নবদ্বীপের নৃশংস কাণ্ড

১ জন খুন ও ৪ জন জখম

স্থানীয় পীরতলা নামক স্থানে পূর্ব্ব-দেশীয় কয়েকজন চাষী বাস করে। গত ১০ই মে উহাদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশী অমূল্য মণ্ডলের স্ত্রীকে অসদুদ্দেশে কিছু বলায় উক্ত অমূল্য তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তাহার সঙ্গী কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া আন্দাজ সাড়ে ৭টা, ৮টার সময় হরেকৃষ্ণ মণ্ডলের বাটীর লোককে আক্রমণ করে। উহাদের ভয়ে হরেকৃষ্ণ গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি কিছু প্রহৃত হইয়াছে। উহার মাতাকেও নাকি আক্রমণকারিগণ মারপিঠ করিয়াছে। এই সংবাদ জানিতে পাইয়া গয়ারাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আক্রমণ কারিগণের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেই তাহারা দা ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকায় গয়ারাম সেখানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এই হাঙ্গামায় আর ৪জন লোক জখম হয়। ক্ষীরোদা দাসী হরেকৃষ্ণের মাতা আর একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় থানায় জানায়। ঘটনা শুনিয়া থানার দারোগা শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু উক্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ৭জন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া কৃষ্ণনগর চালান দেন। ১নং আসামী অমূল্য মণ্ডল, ২নং—মহেশ মণ্ডল, ৩নং—চাঁদ-মোহন মণ্ডল, ৪নং ভুবন তাঁতী, ৫নং সতীশ ঘোষ, ৬নং ভোলানাথ ঘোষ এবং ৭নং—উপেন বাগ্দী। জখমী লোকগুলিকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তন্মধ্যে সদানন্দের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

শান্তিপুরে নারীহত্যা

নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটস্থ একটী গ্রামে গিরিবালা নাম্নী জনৈকা ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক নদী হইতে জল আনিবার সময় দুর্ব্বৃত্তগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার মস্তকে সজোরে লগুড়াঘাত করিতে স্ত্রীলোকটী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার গাত্রের অলঙ্কারাদি লইয়া সরিয়া পড়ে। ঘটনার পরদিন প্রাতে নিকটস্থ বাগানের মধ্যে স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। জোর পুলিশ-তদন্ত চলিতেছে।

(ভাগবতীয়)

বৃন্দাবন সংবাদ

গত ১৭ই জুন ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার (পূর্বসংখ্যায় তারিখ ভুল দেওয়া হইয়াছে) শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দির প্রাঙ্গণে যে সভা হয়, সেই সভায় গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এক প্রস্তাব পাশ হয়। তদনুসারে পরদিন অর্থাৎ ৮ই জুন শুক্রবারে বৃন্দাবন সহরের সমস্ত হিন্দুরা হরতাল করে। মুসলমানরাও হরতালে যোগ দিয়াছিল। তবে তাহাদের যোগদানের কারণ জানা যায় নাই। সহানুভূতি জ্ঞাপনার্থ হইলেই সুখের। বেলা ৪টা পর্য্যন্ত হরতাল পালন করা হয়। দোকান পশার সমস্ত বন্ধ ছিল, ক্রেতা বিক্রেতা একজনও ছিল না। সহরের মেয়ে পুরুষ অনেকেই উপবাসী ছিলেন। বেলা ১০টার সময় এক সঙ্কীর্ত্তন মিছিল বাহির হয় এবং সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া ১০ মণ দুগ্ধ সংগ্রহ করা হয়। সঙ্কীর্ত্তনান্তে স্নানের সময় ঐ সমস্ত দুগ্ধ দিয়া যমুনার জলে তর্পণ করা হয়। মেয়েদেরও একটী মিছিল বাহির হইয়াছিল। তাহারাও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। রাত্রি ৮টার সময় শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী জনসভায় বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও অন্যান্য বক্তা বক্তৃতা করেন।

১০ মণ দুগ্ধ দিয়া তর্পণ করাই হউক আর সভাসমিতি, নগরসঙ্কীর্ত্তন যতই কেন না করা হউক, মোট কথা যে অন্যাভিলাষিতা-কর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধাভক্তি না করিলে কোন প্রায়শ্চিত্তেই কিছু ফল হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ যায় বটে, কিন্তু পাপবাসনা থাকিতে আবার পাপের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পাপবাসনা দূর করিতে হইলে পাপবাসনারও মূল যে অবিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা, তাহাই অগ্রে দূর করিতে হইবে। তাহা দূর করিতে হইলে শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এবং তাঁহার নিত্য পার্ষদ ও ভক্তগণকে না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণপ্রীতি দেখাইতে যান, তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রীতি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক মিলিয়া হৈচৈ করিয়া বেড়াইলেই কৃষ্ণপ্রীতি অনুষ্ঠিত হইবে না, কৃষ্ণের জন্য প্রত্যেকের প্রাণ কাঁদুক, বাহিরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া লোক দেখান' কাঁদা নহে, সত্য সত্যই অন্তর কাঁদিয়া উঠুক, তবেই না কৃষ্ণের সন্তোষ। নতুবা সর্ব্বক্ষণ আমার খামখেয়ালে আমি মাতিয়া থাকিব, লোক দেখিলেই একটু কৃষ্ণভক্তি-চেষ্টা দেখাইব,—তাহাকে যাহারা কৃষ্ণভক্তি বলেন বলুন, আমরা বলিতে রাজী নহি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতনের কৃপা ব্যতীত কেহ কখনও ব্রজবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না ও পারিবেন না। ব্রজ শ্রীরূপ-সনাতনেরই সম্পত্তি, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা তাঁহারাই প্রকট করেন। ব্রজে বাসাভিলাষী জনগণ তাঁহাদের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কখনও ব্রজবাসযোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং যিনি যতই ভজনানুষ্ঠান করুন, এই কথা গুলি যেন মনে রাখেন। নতুবা ভজনাদ নাম করিয়া কর্ম্মাদ বা জ্ঞানাদেরই অনুষ্ঠান হইয়া যাইবে, যাহার স্থান ব্রজের কথা দূরে থাকুক পরব্যোমেও নাই।

সরকারের জলদান-লীলা

সমস্ত বঙ্গে যেমন দারুণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, তেমনই জল জল করিয়া লোকের কণ্ঠ শুখাইয়া যাইতেছে। এত জলকষ্ট সত্ত্বেও বঙ্গীয় সরকার জলকষ্ট নিবারণ জন্য এবার মাত্র বারো লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বঙ্গে ২৮টী জেলা। এই সামান্য ব্যয়ে একটী জেলায়ই জলকষ্ট নিবারণ হয় কিনা সন্দেহ, তাহার উপর ২৮টী জেলার! অত্যন্ত তৃষ্ণার সময় আদৌ জল না পাইয়া মানুষ একরূপ মরিতে পারে, কিন্তু জল দেখাইয়া বঞ্চনা করায় যে কষ্ট, সেকষ্ট একেবারেই অসহনীয়। যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট এই টাকা নিজ হস্তে ব্যয় করিয়া তাঁহার তৃষ্ণাতুর প্রজাবৃন্দের তৃষ্ণা তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া মিটাইয়া দেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এক সঙ্গে টাকাগুলি গণিতে অনেক সময় লাগে বটে, কিন্তু ২৮টী জেলার মধ্যে অন্ততঃ একটী জেলার গ্রাম সংখ্যা করিয়া তদনুপাতে জলাশয় নির্ম্মাণের ব্যয় ব্যবস্থা করিলে বোধ হয় বারলক্ষ টাকা গণন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাধা হইবে।

যশোহরে দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা হইতেই অন্নকষ্ট, জলকষ্টের সংবাদ আসিতেছে। সম্প্রতি যশোহর জেলারও বহুপল্লী হইতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ আসিতেছে। মণিরামপুর থানার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর, চাঁপাকোলা ঢাকুরিয়া প্রভৃতি স্থানের লোক অন্নাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। শাক, সব্জী সিদ্ধ করিয়া খাইয়া কোনগতিকে জীবন-ধারণ করিতেছে বটে, কিন্তু ক্রমেই জর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে, চিন্তানলে সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছে। ক্রমাগত অভাবের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া চাঁপাকোলা নিবাসী শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই সপ্তাহে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া ঐ ধান এইয়ার [illegible] চারিদিকে ঘুরিয়া শেষে একেবারে [illegible] সবকিছু [illegible] ফুরাইয়াছে। কিন্তু [illegible] কি [illegible] জুড়াইতে পারিল? [illegible] মহাপ্রাণ [illegible] হইয়া [illegible] আরও ভীষণ যাতনা ভোগ করিতে চলিল। ভগবৎকৃপা ভিন্ন কি জীব এ যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে?

লর্ড সিংহের সম্পত্তির ব্যবস্থা

ভূতপূর্ব্ব সহকারী ভারত-সচিব ও বিহার উড়িষ্যার গভর্ণর রায়পুরের লর্ডসিংহ পরলোকগমন কালে প্রায় ১১ লক্ষ পাউণ্ড বা দেড় কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। লর্ডসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র লর্ড উপাধি ও সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের কিছু অধিক পাইবেন। পরলোকগত লর্ড প্রায় ৭৩০০ পাউণ্ড বা লক্ষটাকা দান করিয়া গিয়াছেন এবং বাকী টাকা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গলার অনেকগুলি স্থানের দুর্ভিক্ষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বালুরঘাটের সংবাদ বড়ই হৃদয়-বিদারক। লোক খাদ্যাভাবে পেটের ছেলেকে পর্য্যন্ত অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। কত লোকে ২।৩ দিন অনাহারে থাকিয়াও অন্ন না পাইয়া উদ্বন্ধনে বা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিতেছে। দেশের ধনী লোকজনের পীড়িতদিগকে সাহায্যদান ভিন্ন আর উপায় কি? 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'। মানুষকে তাহার নিজ নিজ কৃতকর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। এ ফলভোগ এড়াইবার একমাত্র উপায় অকৈতবে বিপত্তারণ শ্রীমধুসূদনের পাদপদ্ম সমাশ্রয়। তাঁহার একান্ত প্রপত্তি ব্যতীত মায়ারাক্ষসীর কবল হইতে আর কিছুতেই নিস্তার নাই। এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে না চাহিলেও ইহাই একমাত্র কথা, আর কোন কথা নাই।

পাবনায় ভীষণ হত্যা কাণ্ড

পাবনা জেলার পাকশী রেল ষ্টেসনের নিকটে বার্জেল নামক স্থানে একটী জঙ্গলের ভিতর দুইটী লোকের মস্তকহীন মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। লোকদুইটী মধ্যবয়স্ক। পুলিশ মৃত দেহ লইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মাথা না থাকায় সনাক্ত করিতে পারে নাই। হত্যাকারীও ধরা পড়ে নাই। তবে সন্দেহ হয় যে লোক দুইটী দাশুরিয়া হাটে হরিদ্রা বিক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল। অর্থলোভে দুর্বৃত্তেরা এই কাণ্ড করিয়াছে। [illegible] থানার ঐরূপ হত্যাকাণ্ড প্রায়ই সংঘটিত [illegible] যাহা হউক, এই সংসারে [illegible] স্বার্থপর হিংস্র, চঞ্চল [illegible]। মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে হিংস্র [illegible] অপেক্ষাও যে কত হিংস্র হইতে পারে তাহা এই সকল কাণ্ড হইতে [illegible] যায়। ইহার কারণ কি? বিদ্যাবুদ্ধি বিবেকবান বলিয়া মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চায়, কিন্তু তাহাকে এমন পশ্বাধম হইতে দেখা যায় কেন? কারণ—মায়া-রাক্ষসী তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়াছে, তাই তাহাদের ঐ শোণিতপিপাসা।

সত্যাগ্রহে প্রায়োপবেশন

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের নেতা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ সেন আজ ২৩ দিন প্রায়োপবেশন ব্রতে ব্রতী। তাঁহার অবস্থা ক্রমেই শঙ্কাজনক। পটুয়াখালী-সত্যাগ্রহ যথারীতি চলিয়াছে। দলে দলে যুবকগণ সত্যাগ্রহে যোগদান করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, জাগতিক নশ্বর সত্যকিসে আগ্রহান্বিত না হইয়া, যে সত্য নিত্য, সনাতন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি কৈতব বা কপটতা-শূন্য, ত্রাপত্রয়োন্মূলনকারী, নিত্য মঙ্গলপ্রদ, মৎসরতা-রহিত, যে সত্যের অনুশীলন মাত্রে শ্রীভগবান্‌কে সদা সর্ব্বদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায়, যে সত্যে সর্ব্বজীবের স্বার্থ আশ্রয় প্রাপ্ত, সেই একমাত্র পরম সত্য, বাস্তব সত্য শ্রীভগবান ও তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের পাদপদ্ম সেবায় আগ্রহান্বিত হওয়াই কর্ত্তব্য এবং তাহাই আত্মহত্যা মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার

কলিকাতা ইউনিভারসিটীর বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বাহাদুরকেই আগামী দুই বৎসরের জন্য ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আগামী আগষ্ট মাসে ইঁহার বর্ত্তমান কার্য্যকাল শেষ হইবে।

আত্মহত্যা

ফেণী, ছাগলনাইয়া থানার অধীন ফতেপুর গ্রামের অধিবাসী চিকিৎসা ব্যবসায়ী নবীনচন্দ্র পালের স্ত্রী জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী কয়েকটী সন্তানের জননী। মৃতদেহটী পচিয়া যাওয়ায় মহকুমার মেডিক্যাল অফিসার শবব্যবচ্ছেদ করিয়াও মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত প্রেস হইতে প্রিণ্টার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৌরাঙ্গো জয়তঃ

২রা আষাঢ়, শনিবার—১৩৩৫।

ঠাকুরভক্তিবিনোদের

বিরহ-স্মৃতি

প্রকটমুহূর্ত—১৭৬০ শকাব্দ ১৮ই ভাদ্র
ইং ১৮৩৮

অপ্রকটতিথি—১৯১৪ খ্রীঃ ২৩শে জুন
৯ই আষাঢ়

কলিযুগপাবনাবতার মহাবদান্য ভগবান্ গৌরহরি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে নবধা অমন্দোদয় কৃপামৃত ধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপ দামোদর শ্লোকাকারে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল-
দামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিত-
োন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য
মর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দো-
দয়া॥

১। হেলোদ্ধূলিত খেদয়া—বদ্ধজীব অজ্ঞাতিলায়, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণ-রূপ ত্রিনশ্রেণীর দুঃখের ধূলিতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গৌরপদাশ্রয় বিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাহা-দিগের প্রতি করুণা করিয়া তাহাদের আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যা-ত্মিক খেদত্রয় রূপ ধূলি সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণ-সেবা প্রদান করিয়াছেন।

২। শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া—দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্র সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আবদ্ধ থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না।

৩। শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া—শুদ্ধভক্তির আশ্রয়েই জীবের আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। কৃষ্ণসেবা জীবের নিত্যানন্দ। সেবন-ধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদিত হইলে অন্যাভি-লাষ কর্ম্ম বা জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির ভক্তিবিনোদনদয়া।

৪। বিশদয়া—কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

৫। রসদয়া—গৌরহরির কৃপায় শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইলেই জীব ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রাপ্তি-জনিত অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

৬। সমদয়া—কৃষ্ণভক্তি ভক্ত সমবুদ্ধ হন।

৭। প্রোন্মীল
অভাব-জনিত 'কৈতব'ল উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

৮। চিত্তার্পিতোন্মাদয়া—শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইলেই কৃষ্ণভক্তপ্রসেবনদয়ে হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া—কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসা দ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণভাব সন্দর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য মর্য্যাদায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

সপার্ষদ ভগবান্ গৌরহরি উক্ত প্রেমামৃত বর্ষণ রূপ মহাবদান্য লীলা সঙ্গোপন করিলে ভক্তিরাজ্যে এক মহা-প্রলয় উপস্থিত হয়। তৎকালে জীব-কুলকে সেই বিপদসঙ্কুল প্রলয়-পয়োধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ, ও আচার্য্য শ্রীনিবাস তরণী লইয়া কূলে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং সেই সময় অনেকেই ভাসিয়া যাইতে যাইতেও তাঁহাদের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারাও ভগবদিচ্ছায় নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন অসহায় জীবকুল অকূল পাথারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, উদ্ধারের আর কোন উপায়ই রহিল না। কিন্তু ভগ-বানের কি অপার করুণা! জীবের ক্লেশ তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার নবধা অমন্দোদয়-দয়ার অন্যতম ভক্তিবিনোদ কৃপাশক্তিকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাই বিবুধগণ আমাদের ঠাকুরকে ভক্তি-বিনোদ নামে কীর্ত্তন করেন, এবং রূপানুগগণ তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজন বলিয়া জানেন।

শ্রীচৈতন্য দয়া-নিধির অন্যতমা কৃপা-শক্তি-স্বরূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপার করুণামহিমা বদ্ধজীবের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার কৃপার বিশেষত্ব এই যে, তিনি গৌরসুন্দরের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করত নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেও সংসার-সাগরে ভাসমান জীবের নিমিত্ত ভবসমুদ্রোত্তরণ-নৌকা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী রাখিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য জগৎ তাঁহার নিকট চিরঋণী। তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিলে ভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তিটী পুনঃ পুনঃ স্মৃতিপথে উদিত হয়।

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্-
নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

—হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুষ্ক কবিসকলও তোমার স্মৃতি-জনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না। যেহেতু তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভনাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত আছ।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি-
তদ্গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

—ভগবান যেরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও প্রাপঞ্চিক গুণে আবদ্ধ হন না, ভক্তও সেইরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াও ভগ-বানের ন্যায় অবিকৃত থাকেন। তাঁহার জন্মাদিলীলা ভগবল্লীলার ন্যায় আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। আবার ভগবান্ তাঁহার প্রকট লীলায় লোক-লোচনের গোচরীভূত হইলেও কংস, শিশুপাল জরাসন্ধ প্রভৃতি ভগবদ্বিদ্বেষিগণ যেমন তাহাকে দেখিয়াও দেখিতে সমর্থ হয় নাই, সেইরূপ ভগবানের ইচ্ছায় তদীয় কৃপা-শক্তি প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাকে অবিদ্বৎপ্রতীতি সম্পন্ন ব্যক্তি-গণ দেখিয়াও দেখিতে পায় না, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে গিয়া কখনও মর্ত্ত্যজীব-বুদ্ধি কখন বা জাতি বুদ্ধি করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসে। এই অপরাধ হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য গৌরপ্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপপাদ উপদেশামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত-জনস্য পশ্যেৎ।"

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্মবন্ধ জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্ম পুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

"বৈষ্ণবের তিথির মাহাত্ম্য"

জন্মাষ্টমী, গৌরপূর্ণিমা, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি মাধব তিথি যেরূপ আগ্রহের সহিত পালনীয়, ভক্তের তিথিও সেইরূপ সম্মানার্হ।

সর্ব্বযাত্রা মঙ্গল এ'দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্বশুভ লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ'দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেই মত তিথির চরিত্র॥

আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরো-ভাব তিথি। তাঁহার বিরহে ভক্তগণের হৃদয় বিপ্রলম্ভভাবে আকুল। তাহাদের হৃদয়ের ভাব ভুক্তভোগী বুঝিতে সমর্থ। 'দুঃখ-মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥" প্রিয়জনের বিরহ উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ তদীয় বাণীই বিরহীকেও কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ। আজ এই বিরহ-দুঃখে ভক্তিবিনোদের ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর আশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। অতএব হে ভক্তবৃন্দ, তোমরা যে কোথায় আছ, আইস। আজ ভক্তিবিনোদ-বিরহতিথিতে সকলে একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

ঠাকুরের অমূল্য দান

চৈতন্যশিক্ষামৃত, জৈবধর্ম্ম, শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা, ভজনরহস্য, ভাগবতার্কমরীচি-মালা, কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলি, গীতমালা, শ্রীধামমাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ, আম্নায়সূত্র, তত্ত্ব-সূত্র, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্র, শ্রীহরিনাম চিন্তামণি গীতাভাষ্য, চৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত প্রবাহ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমূল্য দান। ঠাকুরের এই অমৃত নিঃস্যন্দনী লেখনীর সাহায্যে বৈষ্ণব-জগতের যে কি মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার এক একখানি গ্রন্থ যেন সেশ্বর সাহিত্য কাননের এক একটী পারিজাত পুষ্প, সেশ্বরসাহিত্য-মণিমালার মধ্যে একটী কৌস্তুভমণি। ঐগুলি যে কত শত উচ্চ যুবকের বিষয়-ভোগমরু-তপ্ত জীবনে কৃষ্ণভক্তি মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করাইয়া জগতের নিত্য মঙ্গল ও মহদুপকার সাধনা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার লেখনীর প্রত্যেক অক্ষরগুলি যে সজীব ও অপ্রাকৃত শক্তি-সম্পন্ন, তাহা পাঠক মাত্রই অনুভব করিতে সমর্থ। যাঁহারা অনেকানেক ধর্ম্ম ও তদিতর গ্রন্থ পড়িয়া তৃপ্তি-লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমন্দোদয় দয়ার পরিচয়-স্বরূপ তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ঠাকুরের গৌরসুন্দরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একান্ত গৌরৈক-নিষ্ঠ গৌর জন হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের পরাৎপরত্ব, অবতারিত্ব বা স্বয়ংরূপত্ব এবং গৌর-মন্ত্র গৌর-পূজা প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিলেও তিনি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-বিধি করিয়া উৎপাত স্বরূপিণী ঐকান্তিকী গৌর ভক্তি প্রদর্শন করিতে যান নাই। তিনি গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ নিজ জন শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত হইয়াই গৌরনিষ্ঠায়

পরিচয় দিয়াছেন। গৌর কৃষ্ণে ভেদ-বাদী গৌর-ভজা বা গৌরনাগরী-মতকে গৌরভক্তি বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান দেন নাই। তাহা তাঁহার লেখনী হইতেই সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। ঠাকুর এই প্রকার গৌরভজা বা গৌরনাগরীদিগকে এবং তাঁহাদিগের অনুগত জনগণের মঙ্গলের নিমিত্ত বলিয়া গিয়াছেন, "আজ কাল কতকগুলি লোকের মনে এরূপ হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। গৌরাঙ্গ ভিন্ন গতি নাই একথা পরম সত্য কিন্তু কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করেন, তাঁহারাই জগতে পরম ধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাঁহাদের মত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। গৌর কৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, গৌরাঙ্গ-চরণ আশ্রয় করিলে আর কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের গৌর কৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। কৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, গৌরলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।" (সঃ তোঃ)

গৌর কৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ কভু না হয় তাহার॥
সাধু সঙ্গে দৈন্য আদি গুণ যার হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয়॥
দাস্য রস পক্ককালে গৌরাঙ্গ ভজনে।
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধু জনে॥
মধুর প্রেমেতে যার হয় আবিষ্কার।
রাধাকৃষ্ণ রূপে গৌর ভজন তাহার॥
দাস্যরস পরিপক্ক যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর রস উদে মূর্ত্তিমান হয়॥
সে সময় ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হয়ে ব্রজে অবতরি॥
(শ্রীধামমাহাত্ম্য)

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের সুসিদ্ধান্ত

শাক্ত ধর্ম্মই জীবের প্রথম পারমার্থিক চেষ্টা এবং তদধিকারস্থ মানবগণের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ। সাম্মুখ্য অর্থাৎ ঈশ্বর-সাম্মুখ্য প্রবল হইলে দ্বিতীয়াধিকারে জড়ের মধ্যে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মক্ষমতা বিচারিত হইয়া উত্তাপের মূলাধার সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া ফেলে। তৎকালে সৌর ধর্ম্মের উদয় হয়, পরে উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হইলে পশু-চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতা বিচারে গাণপত্য ধর্ম্ম তৃতীয় মূলাধিকারে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ মূলাধিকারে শুদ্ধ নর-চৈতন্য শিবরূপে উপাস্য হইয়া শৈবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পঞ্চমাধিকারে জীব-চৈতন্যের পরম চৈতন্যের উপাসনা রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পারমার্থিক ধর্ম্ম স্বভাবতঃ পঞ্চপ্রকার। অতএব সর্ব্ব দেশেই এই সকল ধর্ম্ম কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। স্বদেশ বিদেশে যে সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐ ধর্ম্মগুলিকে বিচার করিয়া দেখিলে এই পঞ্চ প্রকারের কোন না কোন প্রকারে রাখা যায়। খৃষ্ট ও মহম্মদের ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্ম্মের সদৃশ। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের সদৃশ। ইহাই ধর্ম্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিচার। যাহারা নিজ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা কুসংস্কার-পরবশ হইয়া সত্য নির্ণয়ে অক্ষম। বস্তুতঃ অধিকার ভেদে সাম্বন্ধিক ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বলিতে হইবে, কিন্তু স্বরূপ ধর্ম্ম একমাত্র। মানবগণের সাম্বন্ধিক অবস্থায় সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম সকলকে অস্বীকার করা সারগ্রাহীর কার্য্য নহে। অতএব সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আমরা স্বরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিব

"সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ"

"যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎ সাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈষ্ণবের, বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ। আমরা দেখিতেছি, বর্ণ-ধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণ-ধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবন-স্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব "পুনর্মূষিকো-ভব" এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কএকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয় যথা,—

১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ-নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহ ক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ-নির্ণয় করা উচিত।'

(সঃ তোঃ)

"নাম ভজন বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ"

"নামপরায়ণ ভক্তভক্ত-সঙ্গে নাম করিতে পারিলে, সর্ব্বাপরাধ দূরীভূত হইয়া অতি শীঘ্রই নাম-তত্ত্ব হৃদয়ে উদিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদিগের প্রার্থনা এই—যেন আমরা শুদ্ধভক্ত সঙ্গে নিরন্তর নাম করিতে করিতে অতি শীঘ্রই নাম-রস লাভ করিতে পারি। শ্রীনামের কৃপা ব্যতীত আমরা আর কিছুই প্রার্থনা করি না।"

(সঃ তোঃ)

"নির্জ্জন-ভজন সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ"

"শাস্ত্রে নিঃসঙ্গ হইবার যে পরামর্শ আছে, তাহা কেবল সাধু-সঙ্গকেই বলে। * কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্ত-প্রেম ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর যোগাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবা দ্বারাই তাহা নিশ্চিত রূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন-সহকারে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতা উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণ রূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করত প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল যত্নই বিফল হয়।" (জৈব-ধর্ম্ম ১৭শ অঃ ও সঃ তোঃ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগের বিষম-সমস্যা—যে সমস্যার সমাধান জগতে শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ তাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ মস্তক আলোড়ন করিয়াও সমাধান করিতে পারিতেছেন না, যে সমস্যা ভারতের—ভারতের কেন, সমগ্র জগতের কোটি নর-নারীর অনুক্ষণ ভাবনার বিষয় হইয়াছে, সেই সমস্যাটি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের একটী সহজ সরল স্বাভাবিক আদর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ-রূপে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। শাস্ত্রে—সনাতন শাস্ত্রে সেই সমস্যার সমাধান থাকিলেও বিমুখ জগৎ তাহা বিপুল শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জলদগম্ভীরস্বরে অনন্ত অক্ষরে যে গান গাহিয়াছেন, তাহাতে মানব জীবনের সর্ব্ববিধ অভাব অতি সহজ সরল পন্থায় নিবৃত্তি করিবার সন্ধান আছে। বর্ত্তমান জগৎ সেই সন্ধান-সেই সমস্যার সমাধান শ্রবণ করুন—

"সকল বুঝিয়া, আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ
*　*　*　*
সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানিহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে।
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে
প্রতি দিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি।
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতি বিনোদ, তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে॥"

শরণাগত ব্যক্তি নিজের পোষণের চিন্তা করে না। আগে বাঁচিয়া থাকিব, পরে ধার্ম্মিক হইব, এরূপ বিচার শরণাগতের বিচার নহে। ধার্ম্মিক হইতে পারিলেই বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা, নতুবা পশুর ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকার আবশ্যক নাই। আগে অর্থসংগ্রহ করিব স্ত্রীপুত্রাদিগের ব্যবস্থা করিয়া দিব, পরে হরিভজন করিব বা আগে অর্থসংগ্রহ করিব, পরে সেই অর্থের সাহায্যে হরিকীর্ত্তন করাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিব, এরূপ নাস্তিকতা শরণাগতের নহে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দয়ার কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাহা নবনবায়মান চমৎকারিতার অফুরন্ত উৎস খুলিয়া দেয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-সৌরভ মলয়জ চন্দনের ন্যায় যত ঘর্ষিত হয়, ততই অধিক সৌরভ বিতরণ করিতে থাকে। হৃদয়ের অনেক কথা বলিবার বাকী থাকিলেও আমরা বাহুল্য ভয়ে বলিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের যোগ্যতানুসারে তাঁহার আচার্য্য-লীলার দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র।

ঠাকুর আমাদের—"ভক্তিবিনোদ।" ভক্তি যাঁহাতে মাধুর্য্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়েন তিনিই "ভক্তিবিনোদ," তিনিই প্রয়োজন যাঁহার দ্বারা সেই প্রয়োজন প্রাপ্ত হয়

সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনাখ্যাভক্তির চরণে আমাদের অনন্তকোটি প্রণাম। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির কৃপাতেই প্রয়োজন উপলব্ধি হয়, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা অভিধেয়কে বাদ দিলে আমাদের প্রয়োজন লাভ হইতে পারে না। তিনিই একাধারে সাধ্য ও সাধন, শ্রীগৌরকিশোর—সম্বন্ধ, "ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী"—অভিধেয় ও 'ভক্তিবিনোদ'ই আমাদের প্রয়োজন। সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন একসূত্রে গাঁথা।

"জয় জয় জয় ভক্তি বিনোদঠাকুর।
হরি-কীর্ত্তন ভজনে যাঁর প্রমোদ প্রচুর"॥

স্বাস্থ্য-সমাচার

ম্যালেরিয়া নিরাকরণোপায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৩। মশক ধ্বংস

মশক ধ্বংস করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম উহাদের উৎপত্তিস্থান-সমূহ নষ্ট করা কর্ত্তব্য। সকলেই অবগত আছেন, ডোবা, গর্ত্ত, খাত প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে জল-বদ্ধ হয় এবং বৃক্ষাদির পত্র পতিত হইয়া পচে, সেই সকল স্থলেই মশকের উৎপত্তি। যদি কোন পাত্রে জল রাখিয়া দেওয়া হয় এবং উহার মুখ বন্ধ করিয়া না রাখা হয়, তাহা হইলে কয়েক দিন পরে দেখা যায়, উহাদের মধ্যে পোকা জন্মিয়াছে। উক্ত পোকা মশকের শাবক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বদ্ধ জলেই মশকেরা ডিম পাড়িয়া থাকে। সুতরাং খাত গর্ত্ত প্রভৃতি স্থানগুলি ইষ্টকচূর্ণ, মাটি, ছাই প্রভৃতি গৃহের পরিত্যক্ত দ্রব্যদ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হইবে। বাটীর জল-পাত্র গুলি সর্ব্বদাই ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং একবার পূর্ণ করিয়া কোন পাত্রেই অধিক দিন জল রাখিতে হইবে না। নদী, হ্রদ এবং সাগরের নিকটস্থ জলা ভূমিসমূহ বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা সম্ভব না হইলে পরিখা কাটিয়া ঐ বদ্ধ জলের নিঃসরণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জল নিঃসরণের নিমিত্ত যে সমুদয় ড্রেণ করিতে হইবে, তাহাদের কোথায়ও জল জমিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অপরিচ্ছন্ন স্থানে বিশেষতঃ অন্ধকারাবৃত গৃহ-কোণাদিতে মশকের বাস-স্থান। সুতরাং বাটীর সর্ব্বত্রই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। তমসাময়ী নিশার অবসানে মশকেরা গৃহের কোণে রক্ষিত বস্ত্রাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে সুতরাং উহা আলোতে দিয়া ঝাড়িয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

অন্ধ কূপ পুষ্করিণী বিল প্রভৃতির জল নিঃসরণের ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে তাহাতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিবে। ইহাতে মশকের শাবকগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। ১৫ বর্গ ফুট পরিমিত স্থানের নিমিত্ত মাত্র দুই কাচ্চা কেরোসিন তৈলের প্রয়োজন। যে সমুদয় জলাশয়ের জল পান করা হয় তাহা পটেসিয়াম পারমান্ গেনেট্ দ্বারা পরিষ্কৃত করিতে হইবে। পুষ্করিণী প্রভৃতিতে মৎস্য রাখা কর্ত্তব্য, কারণ ইহারা মশকের শাবকগুলি খাইয়া ফেলে।

তার্পিণ তৈল, কর্পূর, হিং, জায়ফল আয়োডফর্ম, মেনথল প্রভৃতির ঘ্রাণে মশক বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ধূনা, ধূপ, শুষ্ক গোময় প্রভৃতির ধূম, দগ্ধ গন্ধক হইতে উৎপন্ন গ্যাসও মশক-ঘাতী।

৪ শিক্ষা—

উপরে ম্যালেরিয়া-নিবারণের নিমিত্ত যে সমুদয় উপায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, দেশের লোকদিগকে এতৎ সম্বন্ধে ভালরূপে শিক্ষা না দিলে তাহা কখনও কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং কি প্রকারে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, কি প্রকারে ম্যালেরিয়া-রোগী হইতে মশকের দ্বারা অন্য ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, কি প্রকারে বদ্ধ জলে মশকাদি ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে মশকের শাবক ও তাহা হইতে পূর্ণ মশক উৎপন্ন হয় এবং কি প্রকারে মশকের উৎপত্তি-স্থানসমূহ বিনষ্ট এবং মশকাদি ধ্বংস করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিতে হয়, এবং মশারি ব্যবহার করিয়া অন্ততঃ নিজকে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয় তদ্বিষয় শিক্ষা দেওয়া এ্যান্টি ম্যালেরিয়া সোসাইটীর এবং প্রত্যেক দেশহিতকারী কর্ম্মীর একান্ত কর্ত্তব্য।

সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধ

গত ১৩ই জুন তারিখের বাঁকুড়ার সংবাদে প্রকাশ যে, একটী সংকীর্ত্তনের দল একখানি মোটর লরী যোগে সহর হইতে ৮ মাইল দূরে ছাতনা গ্রামে যাইতেছিল। লরী খানি মাচানতলা মসজিদের নিকট আসিবা মাত্র কতক গুলি মুসলমান তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে এবং লরীর যাত্রীদিগকে যথেচ্ছ মারপিট করে। এই সংবাদ বাজার মধ্যে রাষ্ট্র হইবা মাত্র বাজার হইতে হিন্দুরা এক প্রকাণ্ড সঙ্কীর্ত্তনদল বাহির করিয়া উক্ত মসজিদ অতিক্রম করিতে যায়, তখন হিন্দুও কয়েক হাজার এবং বহু মুসলমান সেই ঘটনাস্থলে জমা হয় ও উভয় দলে ইষ্টক বৃষ্টি চলিতে থাকে। ফলে উভয় পক্ষেরই অনেক লোক জখম হয়। অনন্তর পুলিশ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতাকে সরাইয়া দেয়।

মুসলমানগণের এইরূপ সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। মুসলমানগণের ইহা একটা গোঁড়ামি বই আর কিছু বলা যায় না। যাহার যে ধর্ম্মমত আছে, তাহা মানিয়া চলিলেই হইল। সকলেই যে আমার ধর্ম্মমত মানিয়া চলিবে, তাহার কি মানে আছে। হিন্দুকে যে তাঁহারা বাধা দিতে চান, তাহাতে হিন্দুর উপাসনার কি বিরোধ করা হয় না অর্থাৎ ভগবানকেই কি অবমাননা করা হয় না? তাঁহারা কি বহ্বীশ্বর-বাদী যে হিন্দুর ভগবান্ এক আর মুসলমানের ভগবান্ অন্য, এইরূপ মনে করেন? যদি তাহা না মনে করেন, তবে তাঁহারা অন্যের উপাসনায় কেন বাধা দিতে যান? ইহার মধ্যে ভগবৎপ্রীতি বলিয়া কি কোন বস্তু আছে না কেবল মাৎসর্য্য অবস্থিত? মৎসরতা ত' ভগবৎপ্রীতি উৎপাদন করে না? হিন্দু কি মুসলমানগণের 'খোদাতাল্লা' নাম শুনিয়া মুসলমানগণের বিরোধ করিতে যান? তবে মুসলমানগণ কেন হিন্দুর মুখে হরিনাম শুনিতে চান না? জীব মাত্রেই যখন এক ভগবানের অংশসম্ভূত, একথা যখন তাঁহারা স্বীকার করেন, তখন ভ্রাতায় ভ্রাতায় কেন যে বিরোধ হয়, তাহা বুঝা যায় না। মুসলমানগণ একেবারে এতই তন্ময় হইয়া থাকেন না যে, ১ মিনিটের জন্য সঙ্কীর্ত্তনশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদের উপাসনা ভঙ্গ হইয়া যায়। জাতীয় ভ্রাতাদিগের কলরব —প্রাকৃত গ্রাম্য কোলাহল তাঁহাদের কর্ণে বেশ মধু বর্ষণ করিতে পারে, যত দোষ হয় হিন্দুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে। আমরা বহু শিক্ষিত মুসলমানকে দেখিতে পাই, তাঁহারা ওরূপ কোন গোড়ামিকে ধর্ম্মমত বলিয়া স্বীকার করেন না। আজ হইতে চারিশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর যখন কাজী উদ্ধার মানসে এক প্রকাণ্ড সঙ্কীর্ত্তন-দল লইয়া চাঁদকাজীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, তখন কাজী মহাপ্রভুর কৃপা-প্রভাবে মহাপ্রভুর নিকট তিনি এবং তাঁহার বংশের আর কেহ সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধ করিবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে এই ঘটনা স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে—

"কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥"

মোটকথা পরস্পরে সদ্ভাবে থাকিব, আমাদের মধ্যে মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থান পাইবে না, এরূপ ইচ্ছা থাকিলে কখনও এসকল অনর্থ ঘটিতে পারে না। এই গৃহ-বিবাদ হইতেই ভারতের সুখসূর্য্য বোধহয় চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস আলোচনাই দেখা যায়, হিন্দু মুসলমানে বিরোধই ভারতের অধনতির একমাত্র মূলীভূত কারণ। বুদ্ধিমান মানবগণ দেশের উপকারের জন্য যতই কিছুই না করুন, যত দিন না তাঁহারা এই বিরোধ মিটাইয়া উভয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মমত লইয়া সন্তুষ্ট হইতে দেখিবেন, ততদিন দেশের মঙ্গলের কোন আশা নাই। শিক্ষিত মুসলমানগণ যদি সুশিক্ষিত উদার-হৃদয় মৌলবীগণের দ্বারা তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে কতকগুলি গোঁড়ামি উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে উভয় দলের মধ্যে সদ্ভাব সংরক্ষিত হইতে পারে। হিন্দুগণও যেন তাঁহাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বক্ষণ আলিঙ্গন প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকেন, ইহাও হিন্দুগণের শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক। দুইটী জাতির মধ্যে মিলন হইলে ভারতের আর কোন দুঃখই থাকে না। অনেক শিক্ষিত উদার-হৃদয় মুসলমান এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের সাধু চেষ্টার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

নানা কথা

গোড়ায় গলদ

দেশের এই দুর্দ্দিনে সহর বাজারে থিয়েটারে নটীনৃত্য, যাত্রা, বায়োস্কোপ জুয়াখেলা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের অভাব নাই। লোকের সখেরও বলিহারী যাই। ইহাকেই বলে, কাহারও পৌষমাস কাহারও সর্ব্বনাশ। এখন কোথায় আমরা একটী পয়সাও অপব্যয় না করিয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য সঞ্চিত রাখিব, তাহা না করিয়া হাসিয়া খেলিয়াই উড়াইয়া দিতেছি। নিজের বাবুগিরির ষোলআনা বজায় রাখিয়া বলিতেছি দেশের দুর্দ্দশার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া আকুল। শুধু মুখে সহানুভূতি দেখাইলে কি আর কাজ চলে? যাত্রা থিয়েটারেই ওরূপ সহানুভূতি শোভা পাইয়া থাকে। তাস পাশা দাবা খেলিয়া, ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া যে সময়টা আমাদের বৃথা ব্যয় হয়, পান তামাক বিড়ি সিগারেটে যে পয়সাটা চলিয়া যায়, মোট কথা যে ব্যয় না করিলে আমাদের জীবনের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, সে ব্যয়টা কি আমরা কমাইতে পারি না? নিশ্চয়ই পারা যায়। কমাইবার ইচ্ছা থাকিলে দুই চারিদিনের অভ্যাসেই

ফলে নিশ্চয়ই কমান যায়। এখন কথা হইতেছে, সে ইচ্ছা আসিবে কোথা হইতে? গোড়ায়ই যে গলদ। অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে প্রবৃত্ত না হইলে ত আর সাধু ইচ্ছা—জীব চিত্তচিত্ত মনে উদিত হইবে না? আমরা যাহাকে নির্দ্দোষ" আমোদ প্রমোদ ভ্রম করিয়া ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইতে যাই, তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার মত সামর্থ্য সৎসাহস একমাত্র সাধুভিন্ন আর কাহার আছে? আমাদের ধারণায় সমস্ত ভাল মন্দ বিচার খণ্ড বিখণ্ড করিয়া প্রকৃত ভাল মন্দ বিচার স্থাপন করিতে একমাত্র সাধুই পারেন। জগৎ যদি এখনও সাধুর আনুগত্যে চলিতে পারে, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা পায়, চারিদিকে সাম্য এবং মৈত্রী বিরাজ করে। যতদিন সাধুসঙ্গস্পৃহা জীবের হৃদয়ে জাগরূক না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত জগতের হিতাহিতের চিন্তা কেহ করিতে পারিবেন না—জগতের দুঃখ কষ্ট ও ঘুচিবে না।

---

২৫০ মাইল পদব্রজে

করাচী জেলার আমন্দ তালুকের চৌতরশিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া দাদাভাই নৌরজী হাইস্কুলের ছাত্রেরা আনন্দ হইতে আবু পাহাড় পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল পদব্রজে রওনা হয়। বালকদের বয়স ১৩ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে। ২জন ছাত্র ধর্ম্মা সঙ্গে লয়, অন্যান্যদের হাতে দীর্ঘ লাঠি ছিল। তাহাদের পরিধানে স্কাউটের পোষক ছিল। ১৪ই মে আনন্দ হইতে যাত্রা করিয়া তাহারা ৩১শে মে উক্ত পাহাড়ের উপরে যাইয়া পৌঁছে। পথে তাহারা পুরা তিনদিন বিশ্রাম করিয়াছিল। ফিরিবার সময় তাহারা ট্রেণে আসিয়াছিল। তাহারা ৫ই তারিখে ফিরিয়াছে।

ঘৃত-পরীক্ষা

পুনা কৃষি কলেজের অধ্যাপক মিষ্টার সান্ন্যাল ঘৃত এবং মাখনে ভেজাল ধরিবার উপায় নির্দ্ধারিত করিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। কিছু দিন হইল তিনি উহার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সে উপায়টি এই—জলশূন্য এসেটিক ইথার এবং এলকোহল বা সুরাসার একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে তপ্ত হইলে যদি তাহাতে বিশুদ্ধ ঘৃত বা মাখন ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে কোনরূপ তলানি পড়ে না, কিন্তু যদি উহাতে কোন জন্তুর চর্ব্বি কিম্বা অন্য কিছু মিশান থাকে, তাহা হইলে উহার তলায় তাহা তলানিরূপে পড়িবে। সেই তলানি দেখিয়া উহাতে কত অংশ চর্ব্বি আছে, তাহা ধরিতে পারা যায়। রসায়ন বিদ্যাবিশারদদিগের পক্ষে ঐ পরীক্ষা করা যত সহজ, সাধারণের পক্ষে উহা করা তত সহজ নহে। যাহা হউক, এই উপায়দ্বারা ঘৃতও মাখন পরীক্ষা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিলে উপকার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আজ কাল ভেজাল খাদ্যে দেশ উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছে। অনেকানেক ঘৃতের মোকামে ঘৃতের সহিত "ভেজিটেবল প্রডাক্ট" মিশাল দেওয়া হইতেছে। ফলে বাজারে বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি জিনিষের মূল্য যত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লোক যত নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, ততই দেশে ভেজালের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। ভেজাল যত বাড়িতেছে, লোক ততই পাকাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে, ইহার প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? একে দেশে নানারূপ ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার উপর এই সকল ভেজাল খাদ্য লোকের পাকযন্ত্রকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। ইহাতে আমাদের দেশের লোকের মরণের পথ আরও পরিষ্কৃত হইতেছে। খাদ্যে ভেজাল নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ আইন রচনা করা কি উচিত নয়?

ধর্ম্মঘট

লিলুয়া ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং নিজেদের ন্যায্য দাবী মিটাবার জন্য আসানসোলে রেলওয়ে শ্রমিকগণ বিরাট ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতেছে। অনেক বিভাগের শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ক্রমে ক্রমে ই, আই, রেল পথের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মঘট বিস্তারলাভ করিবে।

জামসেদ পুরের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মিঃ হোমী শ্রমিকদিগকে খুব উৎসাহ দিতেছেন।

কানপুর এলগিন মিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট এক নোটিশ দিয়াছেন যে, "২৯শে মে যে সকল শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে ডিস্‌মিস্ করা হইবে। শীঘ্রই ২।৪দিনের মধ্যে সমস্ত মিল খোলা হইবে, এই সকল দিন নূতন শ্রমিক ভর্ত্তি করা হইবে, পুরাতন লোকদিগকে লওয়া হইবে বটে কিন্তু তাহারা ভবিষ্যতে না জানাইয়া ধর্ম্মঘট করিতে পারিবে না—এই সর্ত্তে ধর্ম্মঘটীদের ১৬ই হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত বেতন বাজেয়াপ্ত করা হইবে"। শ্রমিকনেতৃগণ শ্রমিকগণকে অবিচলিত ভাবে থাকিতে বলিয়াছেন।

বোম্বাই মিলধর্ম্মঘট শীঘ্রই মিটমাট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং মিল কর্ত্তৃপক্ষগণের আলোচনা শেষ হইয়াছে। মিলকর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেদের মধ্যে শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত মিটমাটের সিদ্ধান্ত সাধারণে প্রকাশ করিবেন না। ধর্ম্মঘটীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ১০টী সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, তাহা হইতে যথারীতি সাহায্য চলিতেছে।

লিলুয়া ধর্ম্মঘট

লিলুয়া ধর্ম্মঘট আজ প্রায় সাড়ে তিন মাসের কাছাকাছি যাইতে চলিল। আজও কর্ত্তৃপক্ষ মিটমাটের কোন কথা উঠাইতেছেন না। কেবল কৌশলে শ্রমিকগণকে কার্য্যে যোগ দিতে বলিতেছেন তাঁহাদের ইচ্ছা শ্রমিকগণ বিনাসর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করে। শ্রমিকগণের জেদ তাহারা একেবারে কুকুর বিড়ালেরও অধম হইতে চাহিবে না। যাহা হউক ধর্ম্মঘট উপলক্ষে জনসাধারণের ক্ষতির দিকে কি কর্ত্তৃপক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন না? একে শ্রমিকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত, তাহাতে তাহাদের নিজেদের ও তৎসঙ্গে পরিবারবর্গের খাদ্যাভাব চিন্তা তাহাদিগের মাথাকে আর কতক্ষণ ঠিক রাখিতে পারিবে? শিক্ষিত লোকই বা কোন্ ঠিক রাখিতে পারিতেছেন? উভয় পক্ষের মস্তিষ্ক বিকৃতি ফলে কি একটা বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ সবল, ক্ষুধাতুর দুর্ব্বল শ্রমিকগণ ক্ষেপিয়া উঠিলে তাঁহারা দুই দশটা বন্দুকের গুলিতে তাহাদের সকল ক্ষুধাই মিটাইয়া দিতে পারেন, এগুণটুকু তাঁহাদের আছে। কিন্তু তাহাই কি ভদ্রতার পরিচয়? ভারত সম্রাটের অনেক গোলাগুলি আছে বলিয়া কি তিনি দুর্ব্বলপ্রজাদিগকে গুলী করিয়াই তাহাদিগের সমস্ত দাবী মিটাইয়া দিবেন? ইহাই কি প্রজা-বাৎসল্যের পরিচয়? শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ মহোদয় বার বার চীৎকার করিতেছেন, ধর্ম্মঘট উপলক্ষে হাওড়ায় মালগাড়ী কম হওয়ায় জিনিষ পত্রের দাম চড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। আর কিছুদিনের মধ্যে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবে, তখন মধ্যবিত্ত জন সাধারণের উপায় কি হইবে, তাহা কি একটা চিন্তার বিষয় হয় না? ধর্ম্মঘট কেন এতদিন থাকিবে? কেন মিটিয়া যায় না? এ প্রশ্ন সর্ব্বসাধারণেই করিতে বাধ্য। যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া শীঘ্রই একটা মিট্‌মাট্ করিয়া দিউন, ইহাই জনসাধারণের প্রার্থনা।

ত্রিপুরা মহারাজের বিবাহ

প্রকাশ যে, আগামী ১০ই মাঘ তারিখে বলরাম পুরের রাজকুমারীর সহিত ত্রিপুরার মহারাজা শ্রীল বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বিমানপোতে—ভারত-ভ্রমণ

বেড্‌ফোর্ডের ডাচেস্ কাপ্তেন বার্ণার্ডকে সঙ্গে লইয়া 'প্রিন্সেস্ জেনিয়া' নামক বিমানপোতারোহণে গত ১০ই জুন প্রাতে ৪-৩০টার সময় লিম্পি হইতে ভারতাভিমুখে রওনা হইয়াছেন। গত ৯ই জুন উক্ত ডাচেস্ 'মথ' নামক অন্য একখানি ক্ষুদ্র বিমানপোতারোহণে ভারতভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ইতিমধ্যে একটা দমকা বাতাস আসিয়া ডাচেস্‌কে তাঁহার আসন হইতে দুইফুট উপরে তুলিয়া ধরে। দৈবানুগ্রহে তিনি আসনের যথাস্থানেই পুনঃ পতিত হইয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। বিমানপোতখানিতে ফ্লাইং অফিসার ই, এইচ, এলিয়ট এবং আরও আছেন। অনেক মূল্যবান জিনিষপত্র আছে। ডার্ব্বী ঘোড়দৌড়ের একটি সুন্দর ফিলম আছে।

'প্রিন্সেস্ জেনিয়া' একখানি প্রসিদ্ধ বিমানপোত। ইহাতে চড়িয়া কাপ্তেন ম্যাকিন্তোষ ও কর্ণেল ফিট মরিচ গত বৎসর আট্‌লাণ্টিক পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পোতারোহণেই মিঃ বার্টহিনক্লেয়ার ও কাপ্তেন ম্যাকিন্তোষ না থামিয়া পোল্যাণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

ডিউকপত্নীর উদ্দেশ্য, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে ৮ দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ গিয়া আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসা যায়। তাঁহারা লিম্পি হইতে সোফিয়া, সোফিয়া হইতে আলেপ্প, আলেপ্প হইতে বুসির এবং বুসির হইতে করাচী থামিবেন। করাচীতে ১৩ই জুন পৌছিয়া আবার ১৪ই জুন তথা হইতে যাত্রা করিয়া ১৭ই জুন লিম্পিতে পৌছিবেন বলিয়া আশা করেন।

ইটালিয়ার যাত্রী বিপন্ন

ইটালিয়া ব্যোমযান হইতে যে সমস্ত বেতার বার্ত্তা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে স্থির হইয়াছে, ব্যোমযান বর্ত্তমানে নর্থ-ইষ্ট-ল্যাণ্ডে আছে। যাত্রিগণ বাঁচিয়া আছেন মাত্র। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন। জাহাজে করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা অসম্ভব হইতেছে কেননা জাহাজ বরফ ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিমানপোতেও তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা অসম্ভব মনে হইতেছে। সেখানে বিমানপোতেও অবতরণ করিতে পারা যায় না। উদ্ধারের জন্য চেষ্টা অবলম্বন করা হইতেছে।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—প্রিণ্টার শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ই আষাঢ়, সোমবার—১৩৩৫

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরমহাশয়ের পঞ্চদশবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে

"হৃদয়োচ্ছ্বাস"

(১)

গৌর-সহচর করুণা-সাগর
ভকতিবিনোদ দীনৈক-শরণ।
(তব) বিরহ উৎসবে মাতিয়াছি সবে
করিতে তোমার গুণ-সংকীর্ত্তন॥

(২)

শ্রীচরণে নিবেদন দয়াময়,
(আজ) সবার হৃদয়ে হও হে উদয়।
এ বড় ভরসা পূরিবেক আশা
ও চরণ হৃদে করি দরশন॥

(৩)

(তুমি) গৌরাঙ্গ-সহিতে আসিয়া ভারতে
তাঁর লীলা পুষ্ট কৈলে ভাল মতে।
পুনঃ তব সেই নিত্যলীলা-পীঠে
নিজ কার্য্য-শেষে করিলে গমন॥

(৪)

ত্রিশতাব্দগতে পুনঃ এ ভারতে
ঘটিল বিপ্লব নেড়া-বাউলোত।
ভাসিল সকলে মায়াবাদ-স্রোতে
শুদ্ধভক্তি দূরে কৈল পলায়ন॥

(৫)

'মায়াপুর' নাম গেল লুকাইয়া,
গৌর-জন্মস্থান হইল কুলিয়া।
নাগরী দরবেশ নেড়া সহজিয়া
লোক-চোখে হ'ল বৈষ্ণবে গণন॥

(৬)

হেন দুর্দ্দিবসে গৌরাঙ্গ-আদেশে
(তুমি) আসিলে এদেশে দীন-ভক্ত-বেশে,
ভাসাইলে শেষে শুদ্ধ-ভক্তি-রসে
বাল-বৃদ্ধ আপামর সাধারণ॥

(৭)

ভক্তহৃদে শ্বেতদ্বীপ জাগাইয়া
স্থাপি মায়াপুরে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
প্রকাশিলে সত্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব
যেই 'নবদ্বীপ'—সেই 'বৃন্দাবন'॥

(৮)

'শিক্ষামৃত' আর 'সজ্জন-তোষণী'
'জৈবধর্ম্ম' 'হরিনাম-চিন্তামণি'
প্রকাশিয়ে সব তত্ত্বগ্রন্থ-খনি
(ভক্তি) সাধনের পথ কৈলে প্রদর্শন॥

(৯)

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ প্রকাশিয়া
প্রেমে মাতাইলে শুদ্ধভক্ত-হিয়া
মনোমত-লতা-বৃক্ষে সাজাইয়া
বৃন্দাবন তুল্য কৈলে উদ্দীপন॥

(১০)

তোমার মহিমা-গুণ-অগণন
(এ) বদ্ধজীব কিসে করিবে বর্ণন
হৃদে ধরি সাধু মহান্ত চরণ
পাইয়াছি বল করিতে কীর্ত্তন॥

(১১)

গুরুদেব প্রভুপাদ সরস্বতী
জাগালেন হৃদে এই ক্ষুদ্র গীতি
তাই আজি তব বিরহ-উৎসবে
করিতেছি এই উচ্ছ্বাস-কীর্ত্তন॥

(১২)

ন্যাসি-বেশধারী গৌরাঙ্গের গণ
সঙ্গে ব্রহ্মচারী শুদ্ধভক্তগণ
কৃপা বিতরণে এই ভক্তিহীনে
ধূলি-কণা জ্ঞানে পদে দেহ স্থান॥

(১৩)

ভকতিবিনোদ প্রভু হে আমার
(মোরা) কি দিয়ে পূজিব চরণ তোমার
সুভক্তি-প্রসূনে গাঁথিয়া যতনে
আনিয়াছি মালা করহে গ্রহণ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন—

"প্রভু কহে বৈষ্ণব-সেবা নাম-সংকীর্ত্তন।"

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণব-সেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণব-সেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটী প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া দ্বারা অনেক অন্ন ব্যঞ্জন পীঠা পানা প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণব-সেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্মমর্য্যাদা মাত্র। যে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা,—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥

একটী কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হয়। সেই নাম কিরূপ তাহাও চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন;—

এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥"

এইস্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে, পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। হ্লাদিনী শক্তির উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণবসেবা করিবেন। এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন বৈষ্ণব-সেবায় আশ্রম সম্মানের আবশ্যক নাই; ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ছাড়দার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদি দ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। অদ্য ভরপেট লুচি মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে—এই ধনাশয়ে ভক্তিপ্রকা করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে

"ধন শিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে"

ইত্যাদি বাক্যদ্বারায় এই সকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। জীব মাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে জীবসেবা হইতে পারে। মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নাম-পরায়ণ বৈষ্ণব-সেবা বলা যায় না।

আজ কাল ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের আখড়া বলিয়া একটী ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটী দেব সেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতা-প্রসাদ বলিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন। এ ব্যাপারটী মন্দ নহে, কিন্তু সেই আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা হইয়া উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিশয় উপাদেয়। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ভোজন শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণব সেবা। অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথা ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ নামপরায়ণ-বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার তর্পণ করুন! কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণব সেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন না।* নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে ভোজন করান প্রভুর মত নহে। যথা:—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই॥

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটনা ক্রমে সেইরূপ বৈষ্ণব দুই একটী গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব সেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় না। তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা মাত্রই বৈষ্ণবের অভ্যাগত ধর্ম্ম থাকে না। তাহাতে সন্ন্যাসী-ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ণব সেবা হয় না। যত্ন করিয়া কোন বৈষ্ণবকে গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু আড়ম্বর পূর্ব্বক অনেক বৈরাগী-বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন বৈষ্ণব সেবাকে নিত্য ধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তিবিরোধী কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটী কলিকাল। যিনি শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।

"প্রাচীনতম ঐতিহ্য"

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

চেতন বিশিষ্ট জীবের চিদভিমানই প্রয়োজন। চৈতন্য বিশিষ্টের যে সকল অচেতন পদার্থ আয়ত্তাধীন হইয়াছে, তাহার প্রভু বলিয়া অভিমান করা অপেক্ষা সঙ্কুচিত চেতন ধর্ম্মকে স্বাভাবিক করিবার প্রয়াস পাওয়াই চৈতন্যের সদ্ব্যবহার। দুর্ব্বল অচেতন পদার্থ অবশ্যই চৈতন্য পদার্থের অধীন। তাহার উপর আধিপত্য করিবার প্রয়াস করিলে কৃতকার্য্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু সে জন্য আত্মবিস্মৃতি বাঞ্ছিত কর নহে। চৈতন্য রূপ সুবর্ণের দ্বারা সৌবর্ণোচিত ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে গহ্বর পূরণ করিতে যাওয়া বিশেষ প্রশংসার বিষয় নহে। পাশ্চাত্য

রাজ্যের কোন দার্শনিকপ্রবর বলিয়াছেন, যাহা তোমার আছে, তজ্জন্য অভিমানের আবশ্যক নাই, তুমি যে বস্তু, তজ্জন্য শ্লাঘা কর। বাক্যটী বিশেষ সারবান।

কর্ম্মসকল জ্ঞানের অধীন। জ্ঞান কর্ম্মাদি অপর কোন বস্তুর অধীন নহে। তবে জ্ঞানের আদর না করিয়া কর্ম্মাদিকে অযথা বাড়িতে দিলে জ্ঞানের পূর্ণ সত্ত্বাকে খর্ব্ব করিয়া কর্ম্মের অধীনপ্রতিম করিবার প্রয়াস পাইবে। জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানাত্মক হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞেয় পদার্থ জড়ের সংসর্গজনিত হইলে, জ্ঞানও জড়ীয় বা প্রাকৃত জ্ঞানে পরিণত হয়। এই সিদ্ধান্তে প্রকৃতিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী দ্বিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হন। অধ্যাত্মবাদী জড় দ্রব্য ব্যতীত বা জড় সত্তায় বিহীন হইয়া জ্ঞানের ক্রিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিস্ফুরণ বলিয়া থাকেন। প্রকৃতিবাদীর মতে জড়ই নিত্য এবং জড়ের নানা ধর্ম্মের মধ্যে জ্ঞাতৃত্ব একটী মাত্র।

প্রকৃতিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী উভয় সম্প্রদায়ই সামাজিক বা ঐহিক এবং অপ্রাকৃত বা পারলৌকিক ধর্ম্মদ্বয়ের পার্থক্য দেখিতে পান। অধ্যাত্মবাদী প্রথমটীর অপেক্ষা শেষটীর উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি করেন। প্রকৃতিবাদী শেষটীকে উপেক্ষা করেন।

ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায় তদ্বিষয় একটু পূর্ব্বেই আলোচনা আবশ্যক। কোন পণ্ডিত বলেন ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। এই প্রকার ধাতুর অর্থ হইতে ধর্ম্ম শব্দের একপ্রকার ভাব আসিয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, ইতিহাসে এবং ব্যবহারিক জগতে ধর্ম্ম শব্দে যেরূপ ভাব পাওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ। আবার অপর শ্রেণী বলেন, যে ধর্ম্ম শব্দে জগতে যাবতীয় জাতির মধ্যে যে সকল ভাব বুঝায়, ঐ সকল গুলি একত্র করিয়া একটা নির্দ্দোষ সংজ্ঞা দ্বারা ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ আবশ্যক। মুমুক্ষুচতুর্থ পন্থাবলম্বিগণ এই তিনটীতে সন্তুষ্ট না থাকিতে পারিয়া তাঁহাদের নিজের ধারণাকেই ধর্ম্ম, তদতিরিক্তকে অধর্ম্মজ্ঞান করেন। এই প্রকার সর্ব্ববাদীর মনস্তুষ্টি করিয়া সংজ্ঞা করিতে গিয়া গোলযোগ অধিক বাড়িয়া যায়। ধর্ম্ম শব্দে সাধারণ বিচার লইয়া এস্থলে গোলযোগ বৃদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাই উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষীয় এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় ধর্ম্ম আলোচনা প্রসঙ্গ হইতেই আমাদের ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার দ্বিতীয় বিধির অনুগামী হইল বলিতে হইবে।

কাশ্যপ জাতির ভারতে প্রথম অবস্থান কাল হইতে তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রব্যগুলি তাৎকালিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে লাগিল। দেবাসুর যক্ষ রক্ষাদির অভ্যুদয় কালের অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অধস্তনগণ কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-বস্তুও ব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেন। অংশুমানের তেজ, অগ্নির দাহিকা শক্তি, মরুদ্‌গণের সঞ্চালন শক্তি প্রভৃতি বিশিষ্টতা তাঁহাদের নিকট আদরের সামগ্রী হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শক্তিবিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মহত্ত্ব চমৎকারিতা ও উপাদেয়ত্ব অন্য দ্রব্যের তুলনায় দ্রব্য বিশেষে আরোপিত হইতে লাগিল। মহত্ত্ব ও উপাদেয়ত্ব হৃদয়ে পরিপূরিত হইয়াও বাহ্য ক্রিয়াতে পরিণত হইল। প্রশংসা-সূচক গীত দ্বারাও অন্যান্য ব্যবহারিক সম্মান দ্বারা বিশিষ্ট দ্রব্যাদি পূজিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের সন্তানগণ পিতৃ পিতামহাগত ব্যবহারিক ভাব সম্বর্দ্ধিত পুষ্ট ও স্ব স্ব রুচি ও জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিতে নিযুক্ত হইলেন। দেবগণের মধ্যে কেবল আম ফল মূলাদি ভক্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে অগ্নির সাহায্যে পক্ব করত কোন কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার প্রথা স্থাপিত হইল। অরণ্যবাসী ঋষিগণ তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দ্যে বদ্ধ হইয়া নন্দনকাননাধিষ্ঠিত ইন্দ্রাদি দেবতাকে নিমন্ত্রণ করত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা দেবোচিত পক্ব ভোজ্য প্রস্তুত পূর্ব্বক তাঁহাদের সন্তর্পণানুষ্ঠানের প্রয়াস করিতেন।

ঘোর অশান্তির মধ্যেও শান্তি

চারিদিক হইতে সংবাদ আসিতেছে, কোথায়ও দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কোথায়ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কোথায়ও রাজবিদ্রোহ, কোথায়ও প্রজাপীড়ন—কেবল অশান্তি—কেবল নৈরাশ্য—কেবল হাহাকার! কি করি, কোথায় যাই, কোথায় গেলে প্রাণ জুড়ায়। যেখানে যাইব, সেইখানেই হীন স্বার্থ লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ। যাহাকে ভালবাসিয়া বক্ষে তুলিতে যাইব, হয় সেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, না হয় অন্যে আসিয়া তাহাকে আমার বুক হইতে কাড়িয়া লইবে অথবা আমিও আজ না হয় কাল তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জগৎ হইতে চির বিদায় লইব, অথবা সেই আমার নিকট হইতে চির বিদায় লইবে। এই মুহূর্ত্তে হৃদয়টী আমার না জানি কি সুখের আশায় উল্লসিত, পর মুহূর্ত্তেই আমার সুখসূর্য্য অস্তমিত, মর্ম্মান্তিক যাতনায় হৃদয় প্রপীড়িত, গভীর অমানিশার অন্ধকার আমার মনকে গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকে। হা হতভাগ্য আমি, আমার বলিয়া যাহাই ধরিতে যাই, তাহাই যে আমাকে যায়! তথাপি কেন আমার জ্ঞান হয় না আমায় কেবল যদি কাঁদিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এত যাতনা সহ্য করিতে হয় না, কিন্তু হায় কাঁদিতে যাই, হাসির প্রহেলিকা আমার মর্ম্মস্থলে তড়িতের ন্যায় একবার উঁকি মারিয়া আবার চলিয়া যায়, যাতনা দ্বিগুণ হয়। হাসা কাঁদার মধ্যস্থলে তটস্থভাবে থাকিয়া জীবন আমার একটী বিড়ম্বনা-স্বরূপ হইয়াছে। হা ভগবন! আমার এমন অবস্থায় আমার আর কিছু বলিবার নাই—তোমার দয়া চাহিতে যাই, কিন্তু তখনই মনে হয় প্রভো, তুমি ত' দয়ার ঠাকুর—পতিতপাবন, অধম পতিতের প্রতি তোমার যে বড় দয়া, আমিও ত' তোমার দয়া হইতে ক্ষণ কালের জন্যও বঞ্চিত হইনা, তবে দুর্দ্দৈব আমার—মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলেতে বাঁধিয়া। কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিতেছে ফেলিয়া॥ প্রভো। ত্রুটী তোমার নহে, হতভাগ্য আমি, আমারই ত্রুটী। ঠাকুর, তোমার দয়ার কথা আর কি বলিব, যদি কৃতঘ্ন নরপিশাচ না হইয়া সত্য সত্য একটু মানুষের মত হইতাম, তাহা হইলে তোমার দয়ার হয়ত বিন্দুমাত্রও আমার উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য থাকিত। প্রভো, শিশুকালে যখন আমি জনক জননী আত্মীয় স্বজনের বড় আদরের ছেলে হইয়া হাসিয়া খেলিয়া কাল কাটাইতে লাগিলাম, আত্মীয় স্বজনের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সংসারটী আমার নিকট বড় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল, তোমার কথা কিছুই মনে আসিল না, আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহা হৃদয়ে জাগরিত হইল, তখনও তোমাকে জানিতে চাহিলাম না, ক্রমে অর্থার্জ্জন-লালসা উদয় হইয়া যখন আমি এক মনে স্বজন পালন চিন্তায় রত হইলাম, ভুলিয়াও তোমাকে ডাকিলাম না অথবা ডাকিলেও তোমাকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজের সেবার জন্য তোমার আবশ্যক বুঝিলাম—যখন অসৎ-সংসর্গে পড়িয়া আমি একেবারেই বহির্ম্মুখ হইতে লাগিলাম, দয়াময় প্রভো, আমার দুর্দ্দশাদর্শনে তখন তুমি বড়ই ব্যথিত হইয়া তোমার এক নিজজনকে গ্রন্থাকারে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে, কি জানি কত জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি ফলে সেই গ্রন্থ, গ্রন্থকর্ত্তা ও তাঁহার নিজজনগণ আমার ঈপ্সিত সঙ্গ বলিয়া মনে হইল। তাঁহাদের সঙ্গলাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। ঠাকুর, বড় অনুগ্রহ করিয়া তোমার সেই নিজজন আমাকে তাঁহার কোটী চন্দ্র সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় দিলেন। মনে পড়ে সেদিন, যেদিন আমি কুল ধন-মানের মর্য্যাদাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া, মস্তক মুণ্ডনান্তে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক দ্বাদশাঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সুশোভিত হইয়া সমিৎ হস্তে করিয়া তোমার সেই নিজ জনের পাদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়াছিলাম, দয়াময় প্রভু কতই না স্নেহভরে আমাকে শ্রীনাম মন্ত্র উপদেশ পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।' যেদিন আমার অন্তর তোমার ভজন করিবে বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের মায়িক স্নেহ-পাশ আর আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, সব তৃণপ্রায় জ্ঞানে তোমার প্রেরিত জনের পদতলে লুটাইবার জন্য প্রাণ আমার উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল, জগতের দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই, আর আজ সেই আমি, সেই সকলই বর্ত্তমান, তথাপি দুর্দ্দৈব আমার, প্রাণে শান্তি নাই, তোমার সেবায় উৎসাহ নাই। দিন গুলি আমার যেন বৃথা চলিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। প্রভো, তোমার সেবা করিবার সকল সুবিধাই তুমি আমাকে দিয়াছ, তথাপি তোমার ভজনে বাধা। মায়া রাক্ষসী কি সর্ব্বনাশী। কত প্রকারে যে জীবকে হরিভজনে বাধা দেয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, ঠাকুর, তোমার নিজজনের কৃপা-বল মায়ার সমুদয় বহির্ম্মুখিনী বৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া আমাকে তোমার সেই নিজজনেরই পাদপদ্মে রাখিয়া দিতেছে—তাঁহার শ্রীচরণের সুশীতল ছায়া ভিন্ন আর আমার জুড়াইবার কোন স্থান নাই, ইহা আমি তাঁহারই কৃপায় অনেক বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য হইতেও বুঝিবার অবসর পাইতেছি। ঠাকুর, আমি যেন তোমারই দেওয়া তোমারই অভিন্নস্বরূপ সেই নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত না হই, তাঁহার সেবা ছাড়িয়া আমার যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব এমন কি পরব্যোমেরও মুক্তিচতুষ্টয় পাইতে ইচ্ছা না হয়। জন্মে জন্মে যেন তোমারই দেওয়া দয়াময় প্রভুর চরণ সেবা করিতে পারি। প্রভো, আমার মন শান্তির নানা পন্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু সকল শান্তির একমাত্র নিলয় যে তোমার নিজজন-পাদপদ্ম, তাহাই যেন আমার একমাত্র আশ্রয়-স্থল হয়, ইহাই আমার একমাত্র ভিক্ষা হউক।

নিহঙ্গ

নিহঙ্গ,—শিখদিগের মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা নানকের বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু অন্যান্য শিখদিগের সহিত বিশেষ কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ইহারা স্বীয় জীবনের মমতা করে না। সুতরাং পরের জীবননাশেও ইহাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই।

নিহঙ্গ শব্দটী সংস্কৃত নিঃসঙ্গ শব্দের রূপান্তর তাহার সন্দেহ নাই। উৎকল-স্থিত উল্লিখিত নামধারী বৈষ্ণবেরা বিরক্ত অর্থাৎ উদাসীন। ইহারা মঠ প্রস্তুত করে, পূজারী দ্বারা বিগ্রহ সেবা করাইয়া থাকে। রাত্রিকালে ইহারা মঠে বাস করে এবং দিবাভাগে ব্যক্তি-বিশেষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা কখনও তণ্ডুলাদি সামান্য ভিক্ষা গ্রহণ করে না। জন সমাজে ইহাদের বিশেষ আধিপত্য আছে। সর্ব্বসাধারণে নিহঙ্গগণের প্রতি যথাবিধি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নিহঙ্গ বৈষ্ণবের মৃত্যু হইলে,তাহার চেলা অর্থাৎ অনুগত নিহঙ্গ শিষ্যেরা মঠেই তদীয় শব দাহ করিয়া একটী ইষ্টকময় বেদী নির্ম্মাণ করায় ও সেই বেদীর উপর তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া কএক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে জল সেচন করে। চেলা না থাকিলে প্রতিবাসী ভদ্রলোক ঐরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকে।

(বিশ্বকোষ)

বৃন্দাবনে হিন্দু-ধর্ম্ম বিপন্ন

পরপীড়নই কি মুসলমান-ধর্ম্ম?

কয়েকদিন হইল প্রকাশ্য দিবালোকে মথুরা সহরের মুণ্ডিবাজারে একটী গো-হত্যা হয়। তাহাতে হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া পাছে বড় মসজিদ আক্রমণ করে এই ভয়ে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মসজিদ রক্ষার্থ মেসিনগান ও গোরা ফৌজ নিযুক্ত করেন। এই ঘটনার পর একদিন অড়িংগ্রামে বহু পুরাতন শ্রীশ্রীদাউজীউর শ্রীমূর্ত্তি, শিবালয় এবং হনুমানদেবের মূর্ত্তি কে বা কাহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আবার সেদিন বৃন্দাবনের অক্রূর বনেও ৬টী গো-হত্যা হইয়া গিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ বৃন্দাবনে মুসলমানগণ যে সকল অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহার কি কোন প্রতীকার হইবে না? বৃন্দাবনের মুসলমানগণ হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থে বসিয়া হিন্দু-ধর্ম্মমতের নিতান্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মস্থলে কেন আঘাত করিতেছেন, তাহা সহৃদয় শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকগণ কি সন্ধান লইবেন না? উহা যদি ওঙ্গারই কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে রাজশক্তি কি, এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন না? মুসলমান ভ্রাতৃগণ কি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন না, তাঁহাদের পরম পবিত্র তীর্থ মক্কায় কিম্বা তদ্রূপ অন্য কোন তীর্থ স্থলে গিয়া যদি হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম-মত-বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া থাকেন? অন্যের মনে উদ্বেগ দিয়া ধর্ম্ম করা তাঁহাদের কোন্ শাস্ত্রে আছে—আমাদিগকে জানাইবেন কি? সংবাদ পত্রে তাঁহাদের জাতীয় ভ্রাতাদের উক্ত প্রকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন আলোচনা আমরা দেখিতে পাই না কেন? মুসলমানগণের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকে অশিক্ষিত ছিলেন, এখন ত' অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মার্জ্জিত-বুদ্ধি হইতেছেন, তবে তাঁহারা কি একটু নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের জাতীয় অশিক্ষিত ভ্রাতাদের মধ্য হইতে একটা প্রচলিত কুসংস্কার তুলিয়া দিতে পারেন না? নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমান ভ্রাতৃগণ যদি অশিক্ষিত গোঁড়াগণের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া সংবাদ-পত্রে আলোচনা করেন, তাহা হইলে উভয় দলের মনোমালিন্য অচিরেই দূর হয় এবং সাম্য মৈত্রী বিরাজ করে। ধর্ম্মমত বলিয়া কতকগুলি কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়া হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দেওয়া উচিত নহে। হিন্দু তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা দিয়া যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে চান, তাহারও তাঁহারা রীতিমত শাস্ত্র-যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আলোচনা করুন। জীব-পীড়া-প্রদান দ্বারা ভগবৎ প্রীতি উৎপাদন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রই স্বীকার করেন না। প্রবৃত্তিমার্গের কতকগুলি ব্যবস্থা কখনও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছি, আরও আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর সৌভ্রাতৃ-সূত্রে আবদ্ধ হউন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কাহারও ধর্ম্মমতে কেহ বাধা দিবেন না, তবে আমাদের প্রত্যেকেরই মাতৃ-পিতৃস্বরূপ গাভী ও বৃষ হনন, সংকীর্ত্তনে বাধা প্রদান প্রভৃতি কতকগুলি গোঁড়ামিল, আশা করি, কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রই প্রশ্রয় দিবেন না। 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ইহা যে সর্ব্বশাস্ত্রেরই মূল তাৎপর্য্য, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বৃন্দাবনের অমানুষিক অত্যাচারে আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতৃগণ সত্বর তাঁহাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের মনোবেদনা অপনোদন করিতে তৎপর হউন। মীমাংসার জন্য চেষ্টা না করিয়া মুসলমান যদি তাঁহাদের স্ব স্ব জিদ বজায় রাখিতেই প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই সমূহ অনিষ্ট হইতে পারে, মারামারি কাটাকাটি হইয়া কতকগুলি জীবন নিরর্থক নষ্ট হইবে মাত্র, তাহাতে কোন পক্ষেরই কোন শুভ হইবে না। এমনিই দুই পক্ষের আপোষে মিট্‌মাট হইয়া যাওয়াই মঙ্গল।

কর্ম্মিগণের প্রতি দুটী কথা

যাঁহারা দেশের ও দশের কার্য্যে প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য নিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্কল্পটী জাগতিক বিচারে সুন্দর বটে, কিন্তু দেশের প্রকৃত হিত হয়, এমন কোন কার্য্যে যদি তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিযুক্ত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্কল্পকে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলা যাইত। জগতের প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক চেষ্টাকেই ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করা যাইতে পারে। আমরা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে গেলে যে আমাদিগকে কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া অলস হইয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা ত' নহে, আমাদিগের খাওয়া দাওয়াও থাকিবে, দেশও থাকিবে, দেশের কার্য্যও থাকিবে। তবে কার্য্য-প্রণালীটি আমূল সংশোধিত হইবে মাত্র এবং নিজের স্বতন্ত্রতাকে ভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তের পরতন্ত্র করিয়া ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাই বৈশিষ্ট্য। সত্যাগ্রহিগণ যেরূপ বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর আমূল সংস্কার সাধনোদ্দেশে জীবন সঙ্কট করিতেছেন, তাহা যদি শুদ্ধ ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশে হইত, তাহা হইলে একমাত্র ভগবানের তৃপ্তিতেই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তি সাধিত হইয়া যাইত। অবশ্য তাঁহারা বর্ত্তমানে যে সকল কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন,বা হইতেছেন, তাহাকে ভগবৎসেবাই বলিবেন, কিন্তু তাহাতে সাত্বত শাস্ত্রকারগণের আপত্তি আছে, তাঁহারা তাহাকে শুদ্ধ ভগবৎসেবা বলিতে চাহেন না। ভগবান্ সম্বন্ধে কর্ম্মিগণের ধারণা অন্যপ্রকার। তাঁহারা জড়ে চিদারোপ পূর্ব্বক জড়ের সেবাকেই চিৎএর সেবা বলিতেছেন, জড়কেই ভগবান্ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন মাত্র। আর সকল বিষয়ে তাঁহারা ঠিক আছেন। সুতরাং তাঁহারা শুদ্ধ সাত্বত শাস্ত্র ও তদনুমোদিত সাধু-গণের আনুগত্যে তাঁহাদের কর্ম্ম পরিচালন করুন, ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তিই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হউক, তজ্জন্য যে সাধন আবশ্যক, তাহা শুদ্ধভক্ত সাধুগণই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের জীবন বৃথা ব্যয়িত হইতেছে বলিয়া আর অনুশোচনার কারণ থাকিবে না। অনেক কর্ম্মী তাঁহাদের কর্ম্মফলের অপ্রাপ্তিতে নিজের জীবন ব্যাপী সমস্ত চেষ্টাকে একেবারে নিরর্থক জানিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন, ইহা আমাদের চাক্ষুষ প্রমাণ। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার সমস্তই সাধু-শাস্ত্র-গুরুদেবের আনুগত্যে তাঁহাদেরই অনুমোদন ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এরূপ বুদ্ধি থাকিলে আর তাঁহাদের অনুশোচনার কোনই কারণ থাকিত না। ভগবৎকর্ম্ম করিতে করিতে যদি কাহারও পতনও হইয়া যায় তবে তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মটী নষ্ট হইয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ভাল হইয়া আবার তিনি পূর্ব্বে যত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেখান হইতেই যাত্রা করিতে পারেন।

মোটকথা 'ভক্তি' বলিতে বর্ত্তমান কর্ম্ম জগতের যে ধারণা, তাহা শুদ্ধ ভক্তগণের আনুগত্যে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের অশেষ হিতসাধন হইবে। তাঁহাদিগকে আমরা নিন্দা করিবার জন্য এত কথার অবতারণা করিতেছি না। তাঁহারা আমাদিগের কথাগুলি বন্ধু-পরামর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হউন, শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের পদাঙ্কানুসরণ করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রোগীর পথ্য ও তৎ-প্রস্তুত-প্রণালী

আমরা ম্যালেরিয়া রোগীর বিবরণ বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রোগীর পথ্য ও তৎ প্রস্তুত প্রণালী বর্ণন করিতেছি। রোগীর রোগ আরোগ্যের নিমিত্ত ঔষধের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা, পথ্যের প্রয়োজনীয়তাও তদপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। অনেক অনভিজ্ঞ গৃহস্থ শুশ্রূষাকারিগণ রোগীর রোগ আরোগ্যের জন্য ঔষধ সংগ্রহের নিমিত্ত যেরূপ ব্যগ্র হন—পথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা ততটা প্রয়োজন বিবেচনা করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন না যে, পথ্য—ঔষধেরই একটী অঙ্গ বিশেষ। আবার অনেকে এ কথাটি জ্ঞাত হইয়াও পথ্য-প্রস্তুত প্রণালী সম্যক্ রূপে না জানায়, রীতিমত প্রস্তুত করিতে পারেন না, ফলে অনেক সময় রোগীর মহানিষ্ট সাধিত হয়। এতদ্বিষয়ে আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

একবার কোন ডাক্তার তাঁহার জনৈকা জ্বর-রোগিনীর জন্য দুগ্ধ সাগুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটিতে অন্য কোন স্ত্রীলোক না থাকায় তাঁহার স্বামীই তাঁহার জন্য উক্ত পথ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন সের দুগ্ধের মধ্যে সাগু দিয়া জ্বাল দিয়া মিচরী সংযোগে বেশ সাগুর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। রোগিনী স্বীয় মুখ-রুচিকর খাদ্য পাইয়া পরম আনন্দে আকণ্ঠ ভোজন করিয়াছিলেন, ফলে ভীষণ উদরাময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাই পাঠক পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন তাঁহারা যেন পথ্য প্রস্তুত-প্রণালী সম্যকরূপে অবগত হইয়া বিশেষ সাবধানে উহা প্রস্তুত করেন।

১। **সাগু**—উত্তম সাগু এক তোলা ভালরূপ ধুইয়া আড়াইপোয়া জলে দুই ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে দশ মিনিট অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে সাগু প্রস্তুত হইবে। ডাক্তারের ব্যবস্থামত চিনি, লেবুর রস, লবণ অথবা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। সকল অবস্থায়ই লেবুর রস এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করা যাইতে পারে।

২। **এরারুট**—উত্তম এরারুট এক তোলা আধসের জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দেড়পোয়া ফুটন্ত জল ক্রমে ক্রমে উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ সময় উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাত্রস্থ এরারুট অগ্নিতে চড়াইয়া পাঁচ মিনিট আবর্ত্তন করিলে এরারুট প্রস্তুত হইবে। তৎপর আবশ্যক মত লবণ, লেবুর রস চিনি বা মিশ্রি, অথবা দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

৩। **মানমণ্ড**—সাধারণতঃ ছই ভাগ শুষ্ক মানের গুঁড়া ১৯ ভাগ জলে সিদ্ধ করিয়া মানমণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে অথবা অন্য কোন প্রয়োজন হইলে তিন ভাগ মান-চূর্ণ ও একভাগ চাউলের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪। **খৈ-মণ্ড**—টাটকা খৈ না বাছিয়া কিছুক্ষণ অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া পরে ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে ঘন মাড়বৎ পদার্থ বাহির হয় তাহাকেই খৈএর মণ্ড বলে।

৫। **যবের মণ্ড**—নিস্তুষ (খোসা শূন্য) যব এক ছটাক শীতল জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তিন পোয়া জলের সহিত কোন একটী আবৃত পাত্রের মধ্যে বিশ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। প্রয়োজন মত শর্করা সংযুক্ত করিয়া পান করিবে।

৬। **ভাতের মণ্ড**—পুরাতন আতপ চাউল এক ছটাক, উত্তমরূপে ধুইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত চাউলের গাত্র না ক্ষয় হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাথরের খালায় উত্তমরূপে ঘষিবে, কিছুক্ষণ পরে কিছু জল দিয়া উক্ত চাউল ধৌত করিবে। প্রয়োজন মত দুগ্ধ অথবা লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া পথ্যার্থ দেওয়া যাইতে পারে।

৭। **বার্লি**—ছোট এক চামচ বার্লি দেড় সের জলে বেশ করিয়া গুলিয়া মৃদু আগুনে ফুটাইতে থাক। কয়লার জ্বাল হইলে জল বেশী দেওয়া প্রয়োজন। পরে দেড় পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া বেশ পাতলা ও ফর্সা ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতে হইবে—অন্ততঃ এক ঘণ্টা সিদ্ধ না হইলে বার্লি ভাল হয় না 'চাপাইলাম আর নামাইলাম'—বলিয়া যে বার্লি প্রস্তুত হয়, তাহা কুপথ্য, এবং মহা অনিষ্টকারী। প্রয়োজন মত লেবুররস ও লবণ অথবা চিনি ও দুগ্ধ সহযোগে সেব্য।

৮। **দুগ্ধ ও দারুচিনি**—আধসের টাটকা খাঁটী দুগ্ধ দারুচিনির সহিত এইরূপে সিদ্ধ করিবে, যেন দুগ্ধে দারুচিনির উত্তম গন্ধ হয়, পরে প্রয়োজন মত রোগীকে প্রদান করিবে।

৯। **সুজীর রুটী**—আবশ্যক মত সুজী এক ঘণ্টা আন্দাজ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ৫।৭ মিনিট উত্তমরূপে মাখিয়া একটী গোলাকার দলা প্রস্তুত করিবে। তৎপর একটী পাত্রে জল দিয়া অগ্নিতে চড়াইবে। যখন জল ফুটিবে, তখন তাহাতে সেই সুজীর দলাটী নিক্ষেপ করিবে। ১০।১২ মিনিট কাল সিদ্ধ হইলে নামাইয়া সেই দলাটী উত্তমরূপে চট্কাইয়া, খুব পাতলা এবং ছোট ছোট রুটী করিবে—রুটীগুলী যাহাতে বেশ ফুলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

নানা কথা

(ভারতীয়)

আদি গঙ্গার গর্ভে প্রাচীন মুদ্রা

কলিকাতার নিম্ন-প্রবাহিনী হুগলী নদী হইতে খিদিরপুর ডকের নিকট দিয়া যে অপ্রশস্ত জলস্রোত কালীঘাটের নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা টালিনালা অথবা আদিগঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দুদিগের নিকট এই আদিগঙ্গা পবিত্র বলিয়া গণ্য। কালীঘাটে তীর্থদর্শন করিতে আসিয়া যাত্রিগণ ইহাতে স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

সম্প্রতি কলিকাতার পোর্ট কমিশনারগণ খিদিরপুরে একটি খননকার্য্য করিতে করিতে এই আদিগঙ্গার গর্ভে প্রায় ৭০ ফুট নিম্নে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন। খননকারী কুলীগণ কতকগুলি মুদ্রা লইয়া গিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকিবে। যাহা কর্তৃপক্ষগণের হাতে আসিয়াছে, তন্মধ্যে দিল্লীর বাদশাহ আমেদ সাহের (১৭৪৮-১৭৫৪) আমলের একটি রৌপ্যমুদ্রা এবং বাদশাহ আমলের (১৭৫৯-১৮০৮) আমলের একটি তাম্রমুদ্রা আছে। একটি ভিক্ষুকের কমণ্ডলু পাওয়া গিয়াছে। ১ শত ৫০ বৎসরের অধিক কালের পুরাতন এই মুদ্রাগুলি এত কাল জলে মাটীতে থাকিয়াও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

এই কমণ্ডলু ও মুদ্রাগুলি ৭০ ফুট নিম্নে কিরূপে গেল, তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কেহ বলেন যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইহাই প্রবলা গঙ্গা ছিল এবং কোন ভিক্ষুক নদী পার হইবার সময় তাহার কমণ্ডলু ও তন্মধ্যস্থ মুদ্রাগুলি নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু এ অনুমান ঠিক নহে, কারণ আমেদ সাহের সাহ আলমের রাজত্ব সময়ে ইহা বর্ত্তমান কালের ন্যায় ক্ষুদ্র আকারেই অপ্রশস্ত খাল মাত্র ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ১৭৭৬ সালে যখন মেজর টলী এই খালের গর্ভ কাটিয়া তারদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন, সেই সময়ে কোনরূপে কমণ্ডলুসহ মুদ্রাগুলি কোন স্থানে পড়িয়া গিয়া বালি ও পলির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

দৈঃ বসুমতী—

মেয়ে প্রতারক

শ্রীরামপুর পুলিশ আনন্দময়ী দাসী নাম্নী একটী মেয়ে জুয়াচোরকে ধরিয়াছে। এই স্ত্রীলোকটী নাকি এক সময়ে তাহার গৃহ হইতে ৭০০ টাকার নোট ও ৫০ খানি মোহর চুরী গিয়াছে বলিয়া থানায় এজাহার দেয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পায়, সব মিথ্যা এবং সেইরূপ রিপোর্ট দেয়। আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ঐ স্ত্রীলোকটী যেখানে থাকে, সেখানকার চারিপার্শ্বে অনেক চুরী হইয়াছে, সকলেই তাহাকে সন্দেহ করে। স্ত্রীলোকটী পিত্তলকে সোনা বলিয়া লোকের কাছে বন্ধক দিয়া অনেক টাকা ধার করিয়াছে। শ্রীরামপুরের দারোগা শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার ভৌমিক এবিষয়ে আরও তদন্ত করিতেছেন।

বরিশাল মেডিক্যাল স্কুলে জে, বি, দত্তের দান

বরিশাল জিলার বানরিপাড়া গ্রাম নিবা সুপ্রসিদ্ধ 'জে, বি, ডি' কালীর আবিষ্ক শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয় বরিশাল মেডিক্যাল স্কুলের জন্য ৫০০০ টাকা বাবু হেমন্ত রায় জমিদার ১০০০ টাক ও বাবু অমিয় রায় জমিদার ১০০ টাক দান করিয়াছেন।

পি, এম, বাগচির কালী জাল

জোড়া বাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে পি এম, বাগচি এণ্ড কোং র ম্যানেজা হরিশচন্দ্র দাস গুপ্ত পি, এম, বাগচীর ট্রে মার্ক জাল করিয়া কালী বিক্রয় করিবা অভিযোগ বি, কে দাসের নামে এক মামলা দায়ের করেন। প্রকাশ যে, পি এম বাগচী এণ্ড কোং প্রায় ৪০ বৎস যাবৎ 'সরস্বতী' মার্কা বোতলে কালী বিক্রয় করিতেছেন। সম্প্রতি আবেদনকারী খবর পান যে, পি এম্ বাগচীর ট্রেড মার্ক ওয়ালা ৩ডজন কালীর বোতল রাখায় অসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে আবেদনকারী জাল মালগুলি হস্তগত করিবার জন্য তল্লাসীর পরোয়ানা প্রার্থন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তল্লাসীর পরোয়ান জারী করেন। আসামী জামিনে খালা আছে। আগামী ১৬ই জুলাই মাম উঠিবে। —আনন্দবাজা

ইটালিয়ার বিপন্ন যাত্রী

রোমের ১৩ই জুনের সংবাদে প্রকা যে, কমাণ্ডার নোবাইল ও তাঁহার সঙ্গী গণ যে তীরে পৌঁছিতে পারিবেন এম আশা দেখা যাইতেছে না। যদি অবিল তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা না যায় তা তাঁহাদের বাঁচিবার আশা নাই।

অভিযানকারীদের কেহ কেহ তীরে পৌঁছিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবং নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। কে কেহ এখনও অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচি আছে।

২৫শে মে 'ইটালিয়াটি' উত্তরমে হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যা করিয়াছিল কিন্তু অকস্মাৎ উহা বর স্তুপের উপর পড়িয়া যায়। এবং উহ একটি অংশ ধ্বংস হইয়া যায়। যি যাত্রিগণ অতি অদ্ভুতভাবে রক্ষা পাইয় 'ইটালি চিরদিন বাঁচিয়া থাকুক', বলি উল্লাসভরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছি মরণের মুখেও তাঁহাদের স্বদেশের হিত কাজ্ঞা কমে নাই।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা আষাঢ়, মঙ্গলবার—১৩৩৫ ।

কৃষ্ণদাস্য

বদ্ধ জীবসকল ত্রিগুণময়ী মায়াতে মোহিত হইয়া কৃষ্ণদাস্য বিস্মরণপূর্ব্বক অবিদ্যাময় সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ভাগ্যোদয়ে সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণদাস্য যিনি স্বীকার করেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের সৎসঙ্গে শ্রদ্ধা না হয়, ততদিন জীব কাম-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আধ্যাত্মিক প্রভৃতি নানাবিধ কষ্ট ভোগ করেন। শ্রীচরিতামৃতে—

> কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।
> কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

সাধু-সঙ্গ লাভ হইলে জীব শ্রীহরিনাম আশ্রয় করেন, শ্রীনাম সর্ব্ব-সাধনের সার, সেই নাম-রস আস্বাদন করিবার জন্য আমাদের প্রাণ-সর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পাদপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক রাধাকান্ত আবরণে নামই উপায়, নামই উপেয় এই শিক্ষা দিয়া জীবকে কৃষ্ণদাস্যে আকর্ষণ করিয়াছেন। নাম-ভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছু করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা এবং প্রতি-পালক এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন। যে পর্য্যন্ত স্বরূপের রূপ অর্থ বুঝ না হয়, সেপর্য্যন্ত নামাত্মক ভজনের উপযোগী হইতে পারেন না। স্ব-স্বরূপ বুঝিতে পারিলে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হয়। ক্রমে অভিধেয় রূপে ভজন করিতে করিতে প্রয়োজন প্রেমধন লাভ করিয়া প্রেমের মুখ্য অঙ্গ মধ্যে সমর্থ হন। সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্ব অবগত না হইলে প্রকৃত কৃষ্ণদাস্য লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাঁহারা একান্ত কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার প্রয়াসী, ভগবান্ অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করেন। যথা—

> তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
> [illegible]

অপেক্ষ্য। পুত্রের হইতাব কাম-ক্রোধ তাঁহাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। তখন কর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবায়, ক্রোধ নামাপরাধীর উপর, লোভ সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণলীলা-কথা আস্বাদনের জন্য, মোহ কৃষ্ণের স্ব-মাধুর্য্যে, মদ আমি যেরূপে পারি অখিল-জগৎ শ্রীকৃষ্ণকে রাখিয়া সৎ-সঙ্গ লাভ করতঃ কৃষ্ণভজন করিব—এইরূপ দৃঢ়তা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-ভজন অপেক্ষা জীবের আর কিছুই সুখ নাই। কৃষ্ণ-নামানন্দ অত্যন্ত সুখকর তাহা নামাশ্রয়কারী সাধুজন বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দ-সিন্ধু আস্বাদন, ব্রহ্মানন্দ তাহার তুলনায় খাতোদক সম।

নিরপরাধে নাম লইলে সেই রস-সিন্ধু আস্বাদন করিতে পারা যায়। নাম-রস-সিন্ধুর নিকট কর্ম্ম-যোগ অন্ধকূপ সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে নাম-ভজন, নাম-পরায়ণ সাধু-সঙ্গ এই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

> জগদ্ব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী,
> মধুর-মূরতী লীলা-কথা।
> এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম মহৎ সেই,
> তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

সর্ব্বসাধারণ শ্রীনাম নিরপরাধে করিলে, প্রেমধন অবশ্যই লাভ হইবে। মহাপ্রভুর এবং তদ্ভক্ত মহাজনগণের বাক্য বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম। ভজনে একান্ত দৃঢ় হইয়া কিছু দিন ভজন না করিয়া প্রেমধন পাইবার আশায় অধৈর্য্য হইলে প্রেম-লাভে নানা-বিঘ্ন হইবার উপক্রম হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেরূপ করেন না। যে পর্য্যন্ত প্রেমধন স্ব-প্রকাশ না হন, অভিধেয়-রূপে ভজন-সাধন করিয়া থাকেন। সাধনে পরিপক্কতা হইলে ক্রমোন্নতি অনুসারে প্রেম-ধন লাভ হয়, এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা।

"প্রাচীনতম ঐতিহ্য"

কালব্যাপী দেবাসুর সমরে দেবা-সুরগণ ক্রমে ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিশ্রাম লাভ করিলে এই ঋষি-সন্তানগণ নিমন্ত্রণার্হ ইন্দ্রাদি দেবগণের অভাবে তাঁহাদের উদ্দেশে গীতি প্রস্তুত করিয়া প্রাকৃতিক দেবতার শক্তি বর্ণনের ন্যায় তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ গান করিয়া যজ্ঞ ছন্দের ব্যাপারে রত থাকিতেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের সময় হইতেই দেবাতিরিক্ত কতিপয় দিক্পাল দেবগণের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তানগণই সূর্য্য, চন্দ্রাদি ও মানব বংশের বংশধর বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। যে কালে কাশ্যপাদি-আর্য্য ঋষি সন্তানেরা তাঁহাদের [illegible] বাণী [illegible] গণের অভ্যর্থনা করিয়া প্রাকৃতিক দেবের চমৎকারিতাব্যঞ্জক গীতি ও স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষ-গণের কীর্ত্তি গান করিয়া আপ্যায়িত করিতেন, যজ্ঞকার্য্যে আহুত ঘৃতাদি দ্বারা আহার করাইতেন ও আনন্দ প্রসবিনী সোমলতা দ্বারা মন প্রাণ উন্মত্ত করাইতেন, সেই সময়ে দেবগণের বিরুদ্ধ সম্প্রদায় অসুরগণ ঋষিগণের নিকট হইতে ঐরূপ ভাবেই আদর আশা করিতেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ ঋষিগণকে গবাদি পশু, কামিনী ও হিরণ্যদান, ক্ষেত্রে জলসেচন প্রভৃতি কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। অসুরগণের প্রতি যাহাতে ঋষিগণের বিদ্বেষ সংরক্ষিত হয়, পক্ষান্তরে দেবগণের প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য দেবগণও তাঁহাদের আয়ত্তাধীন বস্তু প্রদান করিয়া শত্রুহস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার যত্ন করিয়া অশেষ প্রকারে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিতেন, দেবাসুর জাতি পরস্পর বিবদমান হইয়া বহুবর্ষব্যাপী সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের বংশধরগণ শিথিল-বিক্রম হইয়া প্রাচীন শৌর্য্য বীর্য্য সংরক্ষণে অপারক হইলেন। স্ব স্ব সামর্থ্য দ্বারা ঋষিগণের উপকার সাধনে অক্ষম হওয়ায় দেব-মাহাত্ম্যে পরিচিত না হইয়া 'দেব' সংজ্ঞামাত্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদবধি অদ্যাপিও ভারতবর্ষে কালের অপ্রতিবদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া দেব সংজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছে।

দেবগণের লৌকিকী তনুর অভাব হইলে গীতি বাক্য দ্বারা তত্তদ্দেবের উদ্দেশে আহ্বান করা হইত। পূর্ব্বে দেবগণের সমক্ষে সবিতৃ, অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি শাকদ্বীপ দেবগণের মহত্ত্ব গীত হইত, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসাদি ব্যক্ত করিয়া উপাসনা-ক্রিয়া সাধিত হইত। এক্ষণে সজীব দেবগণের অনুপস্থিতিতে শরীরধারী দেবগণের মাহাত্ম্য প্রাকৃতিক দেবগণের শক্তি বর্ণনায় সামঞ্জস্য লাভ করতঃ উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত হইল। ইন্দ্র, মিত্রাবরুণ, উপেন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেবগণ প্রভৃতি সবিতৃ, আদিত্য, অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেলেন, ক্রমশঃ পাণ্ডিত্য বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল যে কাশ্যপ ও অন্যান্য আর্য্য জাতির অস্তিত্ব অন্ধকারের ন্যায় তিরোহিত হইয়া প্রাকৃতিক দেবগণের সহিত সমতা লাভ করিল, এরূপ নহে। আধুনিকগণের দ্বারা সজীব দেবগণ আধ্যাত্মীকৃত হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ এই বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, পৌরাণিক ঐতিহাসিকগণের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা রূপকে পরিণত হইল। [illegible] চর্চ্চার প্রীতি অতঃপর প্রসারিত হইল যে, ঘটনাবলী সমস্তই রূপক ব্যতীত ঐতিহাসিক সংস্রবশূন্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। সবিতৃ, অগ্নি প্রভৃতি কতিপয় সংজ্ঞা কেবল প্রাকৃতিক জীবের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ঐ সকল সংজ্ঞায় কাশ্যপাদির-জাত জৈব শরীর বিশিষ্ট দেবতাগণ ছিলেন বলিয়া বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ করে। বেদাদি শাস্ত্রের মন্ত্রগুলি, শাস্ত্র সংগৃহীত হইবার বহুপূর্ব্বে ঋষিগণের কণ্ঠে অবস্থান করিত। ঋষি-কণ্ঠ হইতে সংগৃহীত সংহিতা শাস্ত্রে সুশৃঙ্খল ভাবে কালের প্রতি সুবিচার করিয়া পর পর মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া প্রবোধ হয় না। ঐ সকল সংহিতা পাঠ করিয়া অনেক মন্ত্র হইতে শরীরী দেবের প্রমাণ পাওয়া যায় আবার দেবগণকে অশরীরী প্রমাণ করিবার ইঙ্গিত একেবারে নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না। তনুবিশিষ্ট দেবগণ আধুনিকগণের দ্বারা আধ্যাত্ম শরীর লাভ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের জীবিত কালে প্রাকৃতিক চমৎকারিতা আদৃত, পূজিত বা প্রশংসিত হইত। কিরূপ ভাবে এই প্রীতি প্রদত্ত হইত, তাহা তাঁহাদের অনুষ্ঠান হইতেই প্রতীয়মান হয়।

সুভোজন বড়ই উপাদেয়। যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সুখাদ্য-প্রস্তুত-প্রীতি দ্বারা মানসিক প্রোৎফুল্লতা-সাধন ও প্রার্থনা দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভের বিশ্বাসই তৎকালে উচ্চতম ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। আধুনিকগণের নির্দ্দিষ্ট আচার ও ব্যবহার ক্রমে পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত অধিকার প্রাপ্ত হইল। যেরূপ জীবিত দেবগণের অভাবে মন্ত্রাত্মক দেবের অস্তিত্বের মর্য্যাদা করা হইত, সেই প্রকার ঋষিনন্দনগণ ও নগরবাসী ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব পিতৃপিতামহের উদ্দেশে ভোজ্যদ্রব্য উৎসর্গ আরম্ভ করিলেন। এই প্রক্রিয়াই শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সুবিশাল শাখায় পরিণত হইল। দেবলোকের অধিবাসিগণের নিয়ন্তরেই পূর্ব্ব ঋষিগণ ইহজীবন ত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে নিবাস স্থাপন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আচারাদি পালন না করিয়া যাঁহারা সামাজিক বিশৃঙ্খলতা সাধন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তাঁহাদের প্রেত লোকে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রাদ্ধাদি সুনিষ্পন্ন না হইলে পিতৃলোকের প্রেত-লোক প্রাপ্তি ও অতৃপ্ত অবস্থায় অবস্থান এই বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আজও অতি প্রাচীন আর্য্যাচার অক্ষুণ্ণ ভাবে সংরক্ষিত হইতেছে। আর্য্যগণের অতি প্রাক্কালের বিশ্বাস লয় প্রাপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসগুলিও অবিরুদ্ধ ভাবে ক্রমশঃ অসুরের ন্যায় অনুসরণ করিতেছে

মাত্র। প্রাচীনতার গৌরব ভারতবাসী যেরূপ রাখিতে শিখিয়াছেন, জগতে ঐরূপ আর একটী জাতি নাই যাহারা এবিষয়ে তাঁহাদের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ হন। তাই বলিয়া ভারতবাসী সত্যের মর্য্যাদা, বিশ্বাসানুকূল ব্যবহার অনুগমন করিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বল জাতির ন্যায় কপটতা আশ্রয় করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিবার আবশ্যক মনে করেন নাই। ব্যবহারাত্মক কর্ম্ম-প্রাধান্য বিজ্ঞানাত্মক জ্ঞান-প্রদীপে দগ্ধ হয় নাই, প্রাত্যহিক সম্যক রক্ষা বরতঃ দর্শনানুশীলন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বেদশাস্ত্রের সম্প্রদায়, ঋষিনন্দন ব্রাহ্মণগণের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা, শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদির উৎকর্ষ আজও প্রত্যেক ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। জ্ঞানের বহু সহস্র ব্যাপী প্রবলস্রোতসত্ত্বেও প্রাচীন ব্যবহারিকধর্ম্ম আজও প্রত্যেক ব্যবহারিক জীবনে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বসুমতীর অন্যান্য প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তত্তৎপ্রদেশের, অধিবাসিগণের প্রাচীন গৌরব, মহত্ত্ব, আচার, ব্যবহার, জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতঃ এক্ষণে নবীন পরিচয় দ্বারা তাহাদের সুযোগ্য সন্তানগণ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের কর্ম্ম-শাস্ত্রগুলির দৃঢ়তা নিতান্ত ভঙ্গপ্রবণ, পরিণামদর্শিতা নিতান্ত খর্ব্ব ও ঘাত-প্রতিঘাত-সহিষ্ণুতা-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত। পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যোগ্যতা উপলব্ধি হয়—এই মহাসত্যদ্বারাই ভারতীয় আর্য্য-জাতির জাতীয়তা, আচার প্রভৃতি কর্ম্ম-শাস্ত্রান্তর্গত ব্যবহারিক ধর্ম্ম বিচারিত হইলে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে কীর্ত্তন-মহামহোৎসব

(শ্রীপাদ নারায়ণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

উঠিল মঙ্গল ধ্বনি ছাইয়া গগন খানি,
মিলিয়া কীর্ত্তন-তাল তানে।
শঙ্খ, শিঙ্গা, করতাল কাঁসর ঝাঁঝরি, খোল,
বাজিয়া উঠে মন্দির-প্রাঙ্গণে ॥ ১
নগরের দ্বারে দ্বারে বিজয়-পতাকা উড়ে,
মুহুঃ মুহুঃ জয় জয় ধ্বনি।
হ'ল বিশ্ব মুখরিত সবার হর্ষিত চিত,
কারো মুখে আন নাহি শুনি ॥ ২
চারি শতাব্দির স্মৃতি হেরিয়া কীর্ত্তন মূর্ত্তি,
বাল-বৃদ্ধ-যুবা নরনারী।
গাহিছে বিভোর হ'য়ে প্রভু-বদন হেরিয়ে,
গৃহ কার্য্য সকল পাশরি ॥ ৩
কেহ বা নয়ন-নীরে ভেসে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে
বলে, কভু দেখি শুনি নাই—
হরিনামের দুর্ভিক্ষ নাহি আর নিরপেক্ষ,
এখন অপূর্ব্ব দেখি তাই ॥ ৪
সময় বুঝিয়া আজ লবণজলধিরাজ,
ঢেউ তোলে মধুর নিঃস্বনে।
প্রেমের তরঙ্গ দেখে' উপলিয়ে থেকে থেকে
নাচিতেছে শ্রীনাম কীর্ত্তনে ॥ ৫
দিতে সবে দরশন করি রথে আরোহণ,
সন্ন্যাসাধ্য জগতের নাথ।
চলিলেন নৃত্য করে ঐ গুণ্ডিচা মন্দিরে,
শ্রীসুভদ্রা বলদেব সাথ ॥ ৬
(রথ) অগ্রে নর্ত্তন-কীর্ত্তন
কিবা অমৃত-সিঞ্চন,
জৎকর্ণ হ'ল বিদ্রাবিত।
ধন্য শ্রীপুরুষোত্তম
ধামবাসী যত জন,
সবে আজ সৌভাগ্য-আন্বিত ॥ ৭
(শুদ্ধ) ভক্ত-মুখ-বিগলিত
(কীর্ত্তন) শুনিয়া বিমলচিত,
জুড়াল ত্রিতাপ-দগ্ধ প্রাণ।
জগন্নাথ কৃপাগুণে
দেখাইলেন নিজ জনে,
এই তাঁর অহৈতুকী দান ॥ ৮
একনিষ্ঠ গুরুদাস
কৃষ্ণৈক চরণ-আশ,
সর্ব্ব জীব-একমাত্র-বন্ধু।
নাহি নাহি নাহি আর
জগমাঝে যেবা চায়,
ইঁহারাই করুণার সিন্ধু ॥ ৯
ধরা মাঝে উঠেছিল
নাস্তিকের কোলাহল,
চিৎ জড় সমন্বয় বাদ।
ঢুকেছিল ঘরে ঘরে
নব নব ছড়া করে,
সহজিয়া কীর্ত্তন প্রবাদ ॥ ১০
মনোধর্ম্মীগণ কত
বহু কর্ম্মে হ'য়ে রত,
নারায়ণ ভেবে করে সেবা।
অতিথি বালক যত
আতুর কাঙ্গাল শত,
(বহু) নারায়ণ সংখ্যা কার কেবা ॥ ১১
কুতর্ক দেবলগণ
লীলা কীর্ত্তনীয়া জন,
সাধু বেশে কলি-সহচর।
তারাই ত দাবি করে'
গুরু বোলায় নিজেরে,
অনর্থ ঘটায় বহুতর ॥ ১২
গ্রাম্য কবি কত জনা
করি' অনন্ত কল্পনা,
গৌরাঙ্গনাগরী বাদ কথা।
সিদ্ধান্ত বিরোধ পদ
লিখি নানা অভিমত,
প্রচার করয়ে যথা তথা ॥ ১৩
কেহবা স্বদন্ত ভরে
উপন্যাস-ভাষাধরে,
মেটে বুদ্ধি নিয়ে গৌর-লীলা-
রচনায় পরিপাটি,
বকলে আমায় বাঁটী,
মায়াবীলে মায়িকের খেলা ॥ ১৪
এ সকল যারা পড়ে
সব যায় তারে ছেড়ে,
সংসার তারিতে নাহি পায়।
দৈবে সাধু-কৃপা-বলে
শুদ্ধ নাম কাণে গেলে,
পরিণামে করে হায় হায় ॥ ১৫
এমন দুর্দ্দিনে আসি
সু-কিরণ পরকাশি,
(হ'লেন) আবির্ভূত পুরুষ মহান্।
এ-চিন্ময় ক্ষেত্র ধামে
ঠাকুর সিদ্ধান্ত নামে
জীবে দিতে পরা বিদ্যা দান ॥ ১৬
সুসিদ্ধান্ত বাণী যাঁর
উড়িষ্যা, বঙ্গ, বিহার,
বারাণসী, অযোধ্যা, মথুরা।
বোম্বাই, পঞ্জাব দেশ
সুদূর মাদ্রাজ শেষ,
নত শিরে মানিতেছে তাঁরা ॥ ১৭
এখন শোনে না আর
(যার) কনক প্রতিষ্ঠা সার,
(তার) গলা-বাজি,
পাঠ (নাম) অপরাধ।
লীলা গায়কের গান
খোলে চাটি সুরে টান
যাতে হয় শুদ্ধ ভক্তি বাধ ॥ ১৮
গুরুব্রুব আতঙ্কিত
দেবল ব্রাহ্মণ যত
নাহি শোনে, কেহ কারো বোল।
সজ্জনতোষণী আর
গৌড়ীয়ের সুপ্রচার
দেখাইল সকলের ভুল ॥ ১৯
সজ্জন বিদ্বেষী হ'লে
অগৌড়ীয় সবে বলে,
শুদ্ধ ভক্ত না করে সম্ভাষ।
এ-কূল ও-কূল যায়
কোন কীর্ত্তি নাহি তায়,
জ্ঞান হয় ভাল নহে নাশ ॥ ২০
জনম ঐশ্বর্য্য শ্রুত
শ্রী-মদে মাতাল যত,
অসত্য পিপাসু, মৎসর।
শ্রীহরি-কীর্ত্তন-পদ্ম বিশুদ্ধ ভকত-সদ্ম,
কি বুঝিবে গন্ধ পর্শ সার ॥ ২১
(এই) শুদ্ধভক্ত তৃণাদপি সহিষ্ণুতা তরোরপি
(তাঁরাই) শ্রীনামকীর্ত্তনে অধিকারী।
আঁকু বাঁকু অঙ্গ বাঁকি,
শুধু কপটতা ফাঁকি,
সে কীর্ত্তন নাশয়ে শ্রীহরি ॥ ২২
(কি) অপূর্ব্ব আদর্শ ত্যাগ
যত যত মহাভাগ
ছাড়ি' সুখ দুঃখ অনুভব।
সহিয়া পাষণ্ড-পীড়া
মহানন্দে করে ক্রীড়া,
দেখে প্রাণে কীর্ত্তনোৎসব ॥ ২৩
জয় জয় গুরুদেব
[illegible] দেব,
তোমার [illegible],
তাঁরা দিলে তোমা পাই,
তুমি ত' তাঁদের সব,
(তাঁরা) তোমা বিনা কিছু নাহি [illegible]

অমরাবতে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বিরহ-মহোৎসব

গত ৩রা আষাঢ় রবিবার নবদ্বীপস্থিত কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট গৌরপার্ষদ ওঁ-বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ ঈশানপ্রভু দাসাধিকারী ভক্তি-বিগ্রহ মহোদয় উষঃকীর্ত্তনান্তে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের অন্যতম সেবক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তি-রত্ন মহোদয়-বিরচিত বিগত বৎসরের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও বর্ত্তমান বর্ষের 'ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি' মৃদঙ্গমন্দিরাসংযোগে কীর্ত্তন করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৩ সংখ্যা প্রকাশিত 'নীলাচলে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইতি মধ্যে কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের ভক্তবৃন্দগণ উক্ত কুঞ্জেও উপস্থিত হইয় ঠাকুরের শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু গীতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি গীতি গান করিলে পর সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ প্রা আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অভিলাষানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ হইতে ভগবদ্ভক্তের কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তমাধিকার সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ বুঝাইলেন যে, কনিষ্ঠাধিকারে শ্রীঅর্চাবিগ্রহে পূজ্য বুদ্ধি মাত্র থাকে। সে বুদ্ধি অনুযায়ী যথাশক্তি শ্রদ্ধানুসারে কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন, কিন্তু শ্রীবিগ্রহের পরিকর-বৈশিষ্ট্য যে ভক্ত, তাঁহার সেবা তাঁহার কোন শ্রদ্ধা লক্ষিত হয় না। এই অবস্থায় ভক্ত প্রাকৃত ভক্ত মধ্যমাধিকারে ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধিতে তত্ত্বোপদেশরূপ কৃপা এবং দ্বেষীকে উপেক্ষা থাকে। উত্তমাধিকারে বা পরমহংস দিকারে সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও [illegible] সর্ব্বভূতদর্শন হইয়া থাকে। [illegible] ভক্ত তাঁহার নিজ অবস্থার [illegible] [illegible] আদর্শ [illegible] অধ্যায়[illegible]

[illegible] উক্ত বা পরমহংসাবস্থা [illegible] থাকে। বৈষ্ণব ধর্মটিই হইতেছে প্রধানতঃ, কপটতার দ্বারা কখনও [illegible] লাভ হয় না। কপটতায় [illegible] অনুকরণ আর সরলতায় কেবল অনুসরণ প্রবৃত্তিই প্রবলা। প্রাকৃত ভক্তে এই কপটতা অর্থাৎ জীবাত্মস্বরূপগত সহজ সরল ভাবের অভাব বর্তমান থাকে। তাহাতে নিয়মাগ্রহ প্রবল হইয়া ভক্ত-সেবায় ব্যাঘাত জন্মায়। ভক্ত [illegible] আসিয়াছেন, আমাকে কেমন করিয়া কৃষ্ণ হরিকীর্তন করিতে হয়, তাহা উপদেশ করিতে, আমি থাকিলাম, ভগবৎ পূজায় ছল লইয়া! যেমন শুপার্ণব মিশ্র ঠাকুর-পূজায় রত ছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের প্রেমিক ভক্ত শ্রীনিকেতন রামদাস গিয়া উপস্থিত। কিন্তু মিশ্র তাঁহার পূজা-নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে ভাবিয়া অভ্যুত্থান দ্বারা রামদাসের কোন সম্মান করিলেন না, তাহাতে তাঁহাকে দ্বিতীয় রোমহর্ষণ সূত বলা হইয়াছিল। কেননা এই রোমহর্ষণ সূত একদিন নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ব্যাস গদীতে বসিয়া ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় বলদেব যাইয়া উপস্থিত হন। কিন্তু সূত আসন হইতে উত্থান ও বলদেবের পাদাভিবন্দন না করিয়াই নিয়মাগ্রহ করিয়া ভাগবত পাঠে রত থাকেন। তাহাতে বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করেন। ভক্তের কৃপাতেই যে ভগবৎকৃপা লাভ হয়, প্রাকৃত ভক্ত তাহা না বুঝিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার নাম-কীর্তন, শ্রীবিগ্রহ-সেবন প্রভৃতি সকলই ভগবৎসেবার পরিবর্তে কোন ইতর বস্তুর সেবা হইয়া যাইবে। ভক্তের কথাই হইতেছে, কৃষ্ণবিরহ-মূলে কৃষ্ণানুসন্ধান। সেই কৃষ্ণবিরহই যদি হৃদয়ে না জাগিল, তাহা হইলে তাহা কৃষ্ণানুসন্ধানের পরিবর্তে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিরই অনুসন্ধান হইয়া পড়িল। এই বিরহে জড়ীয় শোক, মোহ, ভয়াদি কোন ধর্ম নাই, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণকে পাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ অথবা কৃষ্ণকে 'পাইয়াও পাইলাম না' বলিয়া আর্তি থাকে। আজ আমরা সকলে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছি, জাগতিক অভাবগ্রস্ত লোকের ন্যায় দুঃখ শোক প্রকাশ করিবার জন্য নহে, কিন্তু ঠাকুরের কৃষ্ণবিরহ জন্য বিপ্রলম্ভানুসরণে বিরহবিধুর হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য। অনন্তর শ্রীপাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের হরিনামচিন্তামণি গ্রন্থে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিষয় কিছু [illegible] নামকীর্তনকারি[illegible] পক্ষে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] শ্রীভক্তিধারে জানান যে, সাধুগণ আমাদের হিতার্থে যে সকল উপদেশ করেন, আমাদের দুর্দৈব বশতঃ আমরা সে সকল উপদেশকে আমাদেরই হিতসাধন করে না জানিয়া মনে করি, তাঁহারা বুঝি তাঁহাদের কোন স্বার্থ-সাধন মানসে অথবা আমাদের ভজনোন্নতি বা সাধনচেষ্টা সহ্য না করিতে পাইয়া মাৎসর্য্য মূলে আমাদিগকে কতকগুলি কথা শুনাইয়া যাইতেছেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদিগকে কৃপা করুন, আমরা যেন ভক্তিবিনোদকে প্রয়োজন ভক্তিসিদ্ধান্তকে অভিধেয় ও গৌরকিশোরকেন সম্বন্ধজানিয়া নিত্যকাল কৃষ্ণবিরহ-হেতু কৃষ্ণানুসন্ধানপূর্বক তাঁহার আনুগত্য করিতে পারি।" তৎপর "নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥" বলিয়া ঠাকুরকে প্রণতি করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলে আচার্য্য শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ" প্রভু শুদ্ধভকত-চরণরেণু ভজন অনুকূল"—ঠাকুরের শরণাগতির এই গীতিটী গাহিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর সংকর্ণের তৃপ্তিসাধন করেন পরে অন্যান্য গীতি কীর্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হয়। শুদ্ধভক্তগণের মহাপ্রসাদের মহিমা-কীর্তন-মুখে প্রসাদ সেবন-লীলা এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়াছিল।

উক্ত দিবসে শ্রীধামপুরী ভক্তিকুটী শ্রীপুরুষোত্তম মঠেও ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

স্বাস্থ্য-সমাচার

(পূর্বানুবৃত্তি)

বর্ষা ও [illegible] ব্যাধি

নিদাঘের উত্তপ্ত রবিতাপে কূপ, দীঘী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলশূন্যপ্রায় হইলে মানবগণ যখন নিদারুণ গ্রীষ্মে পিপাসাতুর হইয়া তন্নিবারণার্থ অপর্যাপ্ত বারি না পাইয়া এবং কলেরা বসন্তাদি মহামারীতে ভীষণরূপে আক্রান্ত হইয়া বিপত্তারণ মধুসূদনের নিকট সমস্বরে কাতরকণ্ঠে জলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছিল, করুণাময় শ্রীহরি তাহাদের দুঃখে এবং জলাভাবে মৃতপ্রায় পাদপশ্রেণীর করুণ মিনতি চাহনীর প্রতি লক্ষ্য করত তাহাদেরও দুঃখে দুঃখিত হইয়া প্রচুর বারিবর্ষণার্থ ইন্দ্রদেবকে আদেশ করিলেন। ইন্দ্রদেব তাহা শিরে ধারণ করিয়া প্রচুর বারিপাতের ব্যবস্থা করিলেন। [illegible] জগতের [illegible] করুণার প্রতি দৃষ্টি [illegible] তাহার অসম্বদ্ধ [illegible] যোগ্যাভিজ্ঞ জানিয়া কর্তাভিমানে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা যে "তৈর্দত্তান্ প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ"—এই গীতোক্ত বচনানুসারে ভগবচ্চরণে অপরাধী, ইহা কোন্ বিবেকী ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন?

বর্ষার বারি-পাতে বৃক্ষ-শ্রেণী সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া মনের উল্লাসে হাস্য করিতে লাগিল, ক্ষেত্রাদি শ্যামল শস্যে সুশোভিত হইয়া প্রকৃতিদেবীকে অপূর্ব শোভায় শোভিত করিল। মানবগণও প্রচুর পরিমাণে জল পাইয়া পিপাসা মিটাইল

কিন্তু মূর্খ, মূঢ়, ভগবদ্বিমুখ জীব আমরা, তাই চাই শুধু ভোগ। কোথায় ভগবদারাধনাই যে আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্তই, জীবন-ধারণোপযোগী যথাযোগ্য ভগবদ্দত্ত জিনিষ সমূহ তাঁহারই প্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করিব, তাহা না করিয়া অপর্যাপ্ত জিনিষ সমূহ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া তৎসমুদয় আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করি, এদিকে সেবা-বুদ্ধি আদৌ নাই—তাই বৃষ্টিপাতে ঘরের বাহির হইয়া কোন সেবা কার্য্য করিতে নাই, জল লাগিলেই অসুখ করিবে এইরূপ মনে ভাবিয়া ভোগাগ্নিতে সনোপযোগী আমরা "ভোজন ও শয়ন" এই দুইটী ইন্ধন প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া থাকি। ফলে, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়ায় **অজীর্ণ, উদরাময়, অম্ল** প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত হই।

মিতাহারী ও সেবাপরায়ণ পরিশ্রমী ব্যক্তি কখনও উপরি-উক্ত রোগত্রয়ে আক্রান্ত হন না। যাঁহারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত আমরা নিম্নে কয়েকটী অব্যর্থ মুষ্টিযোগ লিপিবদ্ধ করিলাম—আশা করি তাঁহারা পরিমিত শরীর চালনার সহিত যথা যথরূপে উহা গ্রহণ করিয়া উপকার লাভ করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে উক্ত ব্যাধিতে পুনরায় আক্রান্ত না হন, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইবেন।

গরম দুগ্ধ কিংবা মিশ্রিতে আম, কলাতে কাঁঠাল, লবণ-জলে কলা ও দধি, খেজুরগুড়ে কমলা, গোলাপজলে শশা, কাঁজিতে মুগ ছোলা-মটর, শুঁটে জামখেজুর, আদায় চঁচ্চু, নাগরমুথায় আতাপানিফল বৈচ, নিমের বীজে বেল-কদবেল, চাউলে তাল ও নারিকেল, ঝুনা নারিকেলে চিঁড়ে-মুড়ি, ঠাণ্ডাজলে পিঠক ও সন্দেশ, চিনিতে মাষকলাই, গরম দুগ্ধে চাউল, জলে দুগ্ধ, ধুতুরার (২।৪টী) দানায় গম, ওলে সরিষার তৈল, সৈন্ধব লবণে ঘিকুমী, ঘোলে পলান্ন ও পলান্ন, মুগের যূষে পায়স, জীর্ণ হয়।

পাতলা দাস্ত

পাতলা দাস্ত হইতে থাকিলে রোগী সহজেই দুর্বল হইয়া পড়ে। সেরূপ স্থলে রোগীর ক্রিমি নিম্ন লিখিতগুলির মধ্যে যে কোন একটী ধারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে—

১। এক তোলা যোয়ান এবং দুইটী পান এক সঙ্গে বাটিয়া খাইলে পাতলা দাস্তে বিশেষ সুফল হয়।

২। এক তোলা বিল্বপত্রের রসের সহিত এক রতি চুণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও পাতলা দাস্ত সারিয়া যায়।

পেট ফাঁপায়

১। যোয়ান ও লবণ এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

২। জামির লেবুর রস অল্প লবণ সহযোগে সেব্য।

৩। সাবান ঘসা জল তলপেটে মালিশ করিলে পেট ফাঁপায় বিশেষ উপকার হয়।

৪। বকুলের বিচি জলে ঘসিয়া পানের বোঁটায় মাখাইয়া ছেলেদের গুহ্যদ্বারে একইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া দিলে দাস্ত হইয়া অবিলম্বে তাহাদের পেটফাঁপা দূর হয়।

পুরাতন উদরাময়ে

ইক্ষুগুড় এবং কাঁচা পোড়া বেলের সরবৎ প্রত্যহ প্রাতে সেব্য। গাঁদাল পাতার ঝোলের সহিত অথবা ঘোলের (বিশেষতঃ মাহিষের দুগ্ধের দধির ঘোলের) সহিত অন্ন-পথ্য দিবে।

সাধারণ উদরাময়ে বার্লি, পানিফলের পালো, অথবা ছানার জল পথ্য দিবে।

উদরাময়ে কখনও পেটে ঠাণ্ডা লাগান উচিত নহে। মেয়েদের প্রতিবারে শৌচে যাওয়ার পর কোমর ডুবাইয়া কাপড় কাচা অভ্যাস আছে। উদরাময়ে কদাচ তাহা করিতে দেওয়া উচিত নহে। অধিক জল-ক্রিয়া বা ঠাণ্ডা লাগান পেটের অসুখের বড়ই অহিতকর।

দাস্ত অধিক হইলে, অনেক সময় পিপাসা পায়, তখন ঠাণ্ডা জল অথবা অল্প মাত্রায় খন মিশ্রীর সরবৎ দেওয়া যাইতে পারে।

কুলিয়া নবদ্বীপের কাণ্ড
কালোচিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ
ঠাকুরের গায়ের গহনা চুরী

গত ১৪ই জুন শুক্লপ্রতিপদ দিবস কুলিয়া সহর নবদ্বীপে ব্রজানন্দ পূজারীর ঠাকুর বাড়ীতে এক চুরী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, স্থানীয় সুধাময় নামে এক অসৎপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ উক্ত ঠাকুর বাড়ীতে 'ঠাকুর-পূজা দিব' বলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। কিন্তু সে পূজকের পরিবর্তে নিজেকেই পূজ্য অভিমান করিয়া উক্ত

[illegible] চুরি গিয়াছে। বালা লইয়া চম্পট দেয়। কিছুক্ষণ পরে পূজারী আসিয়া দেখেন, গোবিন্দের হাতের বালা চুরি গিয়াছে। পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, পুরাতন পাপী সুধাময় তালদার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন উক্ত পূজারী [illegible]কেই বালা চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া থানায় এজাহার দিলে থানার দারোগা শ্রীযুক্ত এসজ বাবু সুধাকে গ্রেপ্তার করেন। দারোগা বাবু তদন্তের ফলে জানিতে পান যে, নরেন স্বর্ণকার সুধা দোষী ইহা জানা সত্ত্বেও সুধার নিকট হইতে ঐ চোরাই মাল ক্রয় করে। সুতরাং তিনি নরেনকেও গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেন। শুনা যায়, উক্ত সুধার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, এই ঘটনার পূর্ব্বে আরও অনেকবার অনেক ঠাকুর বাড়ীর গহনা সে চুরী করিয়াছে।

যাহা হউক এবার না হয় প্রকাশ্য ভাবে কুলিদায়, এক ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর করা গেল কিন্তু অপ্রকাশ্যে দৈনন্দিন এমন কত কাণ্ড যে হইয়া যাইতেছে, তাহার কি আর ইয়ত্তা আছে? ঠাকুরের গায়ের গহনা, চুরি করিবার মতলবে চুরী করা ত' বরং ভাল কথা, সাধুসঙ্গক্রমে বুদ্ধি ভাল হইলে হয়ত কোন দিন সে চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাধুর চরণাশ্রয় করিতে পারিবে, কিন্তু ঠাকুর সেবার নাম করিয়া ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও দর্শন করাইবার বিনিময়ে পয়সা লইয়া সেই পয়সা দিয়া সংসার-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করা আর নিজেকে গোসাই গোবিন্দ বলিয়া জাহির করা কি ঐ প্রকার চৌর্য্যাপরাধ হইতে আরও ভীষণ হইতেও ভীষণতম অপরাধ নহে? আজ যদি শ্রীগীতা ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্র-কথিত দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুশাসন প্রবল থাকিত, তাহা হইলে তথাকথিত ব্রাহ্মণব্রুব আমরা আজ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করা, ঠাকুর পূজা করার স্পর্দ্ধা করার কথা দূরে থাক, সমাজে পতিত নিতান্ত ঘৃণ্য হইয়া নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিবার অবসর পাইতাম। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণাধম গণকেই লক্ষ্য করিয়া আগমপ্রামাণ্য বলিতেছেন,

"দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥
এবাং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে [illegible] যোগ্যতা॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেবসেবায় অর্জ্জিত সম্পত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেব পূজা করেন, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

যাঁহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মে যোগ্যতা নাই। ব্রাহ্মণব্রুবগণের পরিণাম সম্বন্ধে মনুসংহিতা বলেন—

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে॥

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্ত্ব চিহ্ন গ্রহণ পূর্ব্বক তত্তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপ সমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং সে তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।

শাস্ত্র-বচন আর কত বলিব, কে শুনিবে, সমাজ-সংরক্ষকই বা কে? কে সমাজের হিত চিন্তা করিবে? সুতরাং আমাদের অরণ্যে রোদনই সার। আজ একটী নিতান্ত অসদাচারী লম্পট চোর কপট কেবলমাত্র শুক্রশোণিতের দোহাই দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা করিবে, আর সত্য সত্যই যিনি সদাচারী, সরল, ব্রাহ্মণোচিত সকল গুণে ভূষিত, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, শ্রীনামাশ্রয়ে প্রারব্ধ কর্ম্ম জনিত দুর্গতি কল্মষ যাঁহার আদৌ নাই, যিনি সর্ব্ববিধ সুকৃতি-সম্পন্ন, যিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন, তিনি কেবল ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বলিয়া আধুনিক আসুর বর্ণাশ্রম-বিধি অনুসারে ঠাকুর ঘরে যাইতে পারিবেন না, ঠাকুর ঘরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আবার পুণ্যময় শৌক্র ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ অর্থাৎ নিয়মাগ্রহ করিতে হইবে। কলির কি ভীষণ প্রভাব! তর্কবত্ন মহামহোপাধ্যায়, স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি হইয়া দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে পারিলেই যেন ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া গেল! এই জন্যই সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বরাহপুরাণবচন উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে গালাগালি দিয়া গিয়াছেন—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু"

অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব্ব যুগে দেবদ্বিজদ্রোহী যে সকল অসুর বর্ত্তমান ছিল, তাহারাই কলিযুগে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হয়।

মোটকথা, আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের আমূল সংস্কার হওয়া আবশ্যক। গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ হইতে থাকিলে সকলের মনে ভাল হইবার স্পৃহা উদিত [illegible] না করিবেন, ততদিন হইতে সর্ব্বত্রই জগতের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। যতদিন সমাজে যদি পাপের না থাকে, ততদিন যে সে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব হইবার স্পর্দ্ধা করিবে, সাধু অসাধু বিচার আর থাকিবে না অর্থাৎ যে দুর্দ্দশায় বর্ত্তমানে আমরা পড়িয়া আছি তাহারই চরম সীমায় উপনীত হইতে হইবে। উত্তমকে পুরস্কার প্রদান এবং অধমকে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা না থাকিলে কখনই উত্তম হইবার স্পৃহা লোকের মনে উদিত হইবে না। দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনই সমাজসংস্কারের একমাত্র উপায়। তাহা হইলে গোস্বামী ব্রাহ্মণব্রুবগণের বিষদন্ত ভাঙ্গিবে, দেশ হইতে ধাপ্পাবাজির স্রোত কমিয়া যাইবে। ঠাকুর ঘর সেবার নাম করিয়া আর যে সে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের সেবোপকরণ চুরী করিবার সুযোগ পাইবে না।

নানা কথা

নিরুদ্দেশ

জেলা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা পোষ্ট অফিস হইতে শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে, তাঁহার জামাতা শ্রীরামগোপাল মুখোপাধ্যায় বাড়ী দেবীপুর জেলা বর্দ্ধমান (পিতার নাম শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় পোষ্ট মাষ্টার চাঁইবাসা।) আজ ৬।৭ মাস হইতে রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, যদি কেহ তাহার সন্ধান করিয়া দিতে পারেন, তিনি ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার পাইবেন। উক্ত যুবকের গৌর বর্ণ, লম্বা আকৃতি, বয়স ২৬।২৭ বৎসর।

প্রাপ্তপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাননীয়,

নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় পত্র খানি নদীয়া-প্রকাশে দিয়া বাধিত করিবেন।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সংখ্যার আনন্দবাজার-পত্রিকায় [illegible] সেবাসংঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র পাল মহাশয়—বাঙ্গালী [illegible] বিবাহের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বাস্তবিক ঐ কার্য্য [illegible] নহে, [illegible] নহে। [illegible]

[illegible]

আত্মহত্যা

বহুবাজার সেণ্ট জেমস [illegible] বৎসর বয়সের একটী স্ত্রীলোক কেরোসিনের সাহায্যে আত্মহত্যা করিয়াছে। [illegible] যক্ষ্মা রোগে মরণাপন্ন হওয়ায় [illegible] উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে।

ভূগর্ভে বিজয়-তোরণ উদ্ধার

কনষ্টাটিনোপলে প্রাচীন [illegible] মহল্লায় একটী খনন কার্য্যের উপলক্ষে একটী বিজয় তোরণের চিহ্ন ভূগর্ভ হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা সম্রাট [illegible]দের শাসন কালের বলিয়া প্রকাশ। দুইটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত খিলান এবং [illegible] ক্ষোদিত স্তম্ভ বাহির হইয়াছে।

আফগান রাজ-দম্পতি

আফগানিস্থানের রাজদম্পতির হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়া ২০শে হইতে [illegible] তারিখের মধ্যে কাবুলে আসিয়া পৌছিবার কথা শুনা যায়। তাঁহারা মেসেদ, হীরাট ও কান্দাহার হইয়া আসিবেন। হীরাট হইতে কান্দাহারে সম্ভবতঃ বিমানে আসিতে পারেন।

গবেষণায় বৃত্তি

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কারোর, নারায়ণপুরের শ্রীযুক্ত হংসরাজ নামক জনৈক ছাত্র বিনাতারে সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র আবিষ্কার করায় তাঁহাকে কলিকাতায় ডাক্তার রমণের অধীনে গবেষণা করিবার জন্য অধ্যাপক [illegible] সহায় মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত হংসরাজ তাহাকে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

প্রকাণ্ড সাপ

[illegible] বৃন্দাবন গ্রামে [illegible] ১নং মদননারায়ণ ঠাকুরের শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার ঠাকুরের গৃহপ্রাঙ্গণে একটী ১৬।১৮ হাত লম্বা প্রকাণ্ড সাপ [illegible] [illegible] প্রকাশ যে, সাপটিকে [illegible] নিকট [illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রাচীনতম প্রীতি[illegible]

[illegible] অবসানে জ্ঞানযুগের [illegible] যাবতীয় ব্যাপার জ্ঞান-মূলক [illegible] কার্যাদির কর্ম কাণ্ডকে [illegible] জ্ঞানমর্য্যাদা লাভ করিল। [illegible] জীবের পক্ষে স্পষ্টরূপে [illegible] হইলে সুখ দুঃখ বিচারের দিন [illegible]। আহার্য্য দ্রব্য, কি হাবে প্রকৃতি [illegible] ভোজন, ভোগ্য ও ভোগ [illegible] মানবের হৃদয়-[illegible] আঘাত করিল। বাহ্য [illegible] প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইয়া চিন্তা-স্রোত প্রথর ভাবে এই সকল বিষয় আন্দোলনে নিযুক্ত হইল। প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিবেক দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সন্দেহ-কণ্টকের মধ্য দিয়া নিজের নিজের চলিবার মত পথ উদ্ঘাটন করিয়া লইলেন। তাহাতেই মুনিগণের রুচিভেদ, বুদ্ধিভেদ, সুবিধাভেদ ও পারদর্শিতাভেদে নির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা এক না হইয়া অনেকবের্ পরিণত হইল। তত্তৎ ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া অবলোকন করিলে সকলেরই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কালভেদ সংঘটিত হইলে কোন মীমাংসাকেই শুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। সমযুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইয়া অবলোকন করিলে তাহাদের মধ্যে বৈষম্য সম্ভাবনা নাই। বিচারকের স্থানগত বুদ্ধিগত ভেদ হইতেই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ।

বেদ-ঋষিগণের সমস্ত আচার ও বিধানের বিরুদ্ধে লোকায়তিক সম্প্রদায়ও অল্পে অল্পে স্থান পাইতে লাগিল। বেদাদি শাস্ত্র নিচয়ের বিরুদ্ধ মতেও প্রবৃত্ত হইতে লোকের অভাব হইল না। এই উভয় [illegible] বৈদিকসমাজের বিরুদ্ধে স্ব স্ব যুক্তি-বলে প্রভাব স্থাপন করিল। সামাজিকের [illegible] বহুজন-সমাবৃত একটী নির্দিষ্ট পন্থা সংরক্ষিত হইবার প্রয়াস বিরুদ্ধ দলের আক্রমণের প্রথা রূপে পরিণত হইল। এই বিপ্লবের দ্বারা তাৎকালিক বৈদিক সমাজের [illegible] হইলেও সেই কাল [illegible] বেদাদুগ ব্যক্তিগণের মধ্যে যুক্তিশাস্ত্র [illegible] প্রতিবাদীকে বুঝাইবার আবশ্যক হইল। তাঁহাদের প্রত্যেক [illegible] প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ও [illegible] বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইল। ইহাতেই সমাজের অনেককেই [illegible]

[illegible] স্থাপন করিতে হইল। শ্রুতি [illegible] পুরাচারের বিরুদ্ধে [illegible] করেন নাই। তাঁহার প্রবলেও [illegible] হয় নাই। বেদগুরু [illegible] যে মতের প্রধান সহায় বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন, সেই বেদবিরুদ্ধ কর্ম-পদ্ধতি-বিনাশক মতের প্রচারকের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অস্তিত্ব আত্মজ্ঞান অধিকার করিয়া বসিল। আত্মজ্ঞান, বিবেক, একত্ববাদ, পুরুষ প্রকৃতিবাদ, শক্তি [illegible] সিদ্ধান্ত অনেক বিষয়ে অস্ফুট থাকিলেও বিপ্লবী-গণের মহৎবৃদ্ধ লোকায়তিকের তীব্র সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াও আত্মার অক্ষয়ত্ব, অমরত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল। মানব যতই মেধাবী বুদ্ধি পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার ফলস্বরূপ বুঝিলেন যে, তাঁহার বর্তমান পরিচয়েরও দুইটী ভাগ আছে; একটী বাহ্য কর্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টাত্মক শরীর, যাহা জড়ীয় উপাদান হইতে গঠিত চেতন, স্ফুরিত। অপরটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্ট্যাত্মক চেতন-বিশিষ্ট দ্রব্য, শরীর হইতে ভিন্ন। একটী ধর্ম দর্শন অপরটী দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুখ দুঃখের সমস্যা যে কালে ভারতীয় আর্য্য হৃদয় বিলোড়িত করিতে-ছিল, তথনকার নিরূপিত ধর্মগুলি অধিকাংশই কর্মেন্দ্রিয়ের কৃত্য, অতএব কর্ম-প্রধান বলিয়া মানবের অপর পরিচয় দ্বারা ধর্মানুশীলন বা অনুকূল গ্রহণ করার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইল। অতএব ধর্ম-জগতে প্রবেশ লাভের জন্য দুইটী ভিন্ন মার্গ ভারতীয়গণের মধ্যে ব্যবস্থাপিত হইল। এই মার্গদ্বয়কে বিচারাধীন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে তাহাদের উচ্চ আসনের খর্ব্বতা অবশ্যই সাধিত হয়। কিন্তু যে বিষয়ের কোন অংশ লেখনীয় বর্ণনাতীত, বিচারের পরপারে স্থিত, প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য, অলৌকিক ভাব-পুষ্ট এরূপ বিষয়েরও কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কর্ম ও জ্ঞানমার্গের পরম পরিণতি যাঁহারা অকৈতবে সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কর্ম ও জ্ঞানের প্রাকৃতিক হেয়াংশ ত্যাগ করতঃ পরম প্রীতিময়ের উদ্দেশে কর্ম ও পরম প্রীতি-ময়ের বিজ্ঞান অনুশীলন করত বিবাদ হইতে দূরে থাকিয়া অপ্রীতি-মিশ্র কর্ম-জ্ঞানাত্মক মার্গকে আলিঙ্গন না করিয়া প্রীতির আশ্রয়েই পরম প্রীতি[illegible] করিয়াছেন। কর্মসক্তি, জ্ঞান[illegible] প্রবৃত্তি যতই উচ্চ হউক না [illegible] তাহাই তাহাদের প্রাণ-স্বরূপ। [illegible] জ্ঞানপিপাসু উপাদেয় লাভের [illegible] [illegible]। তাঁহাদের [illegible] আকিঞ্চন [illegible]র নিকট [illegible]

উপাদেয় গ্রহণ মার্গদ্বয়ই ঐ দুইটী বিষয়ের মাত্র। তাঁহারা কর্ম ও জ্ঞানমার্গে অকৈতবে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দুইটীর অন্তরালে বিচরণ করিয়াও উপাদেয়-গ্রহণমার্গ লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উপাদেয় গ্রহণ-মার্গ লাভ করিবার জন্যই রুচিভেদে অবস্থাভেদে কর্ম ও জ্ঞান-মার্গের প্রবর্তন। যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে কর্মকাণ্ডের সংঘর্ষে উপাদেয় গ্রহণমার্গ ক্রমশঃই পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও পল্লবিত হইতে লাগিল। কর্মপারঙ্গতগণের নিবদ্ধ শাস্ত্রে পরম জ্ঞানলব্ধ আত্মবিদ্গণের ন্যায় বিজ্ঞানে সাধারণের অলক্ষিত পরম উপাদেয় সর্ব্ব কর্মজ্ঞানাধার লক্ষিত হইলেন। আর্য্যাবর্তের দেশ বিশেষে করুণ-তনয় উপেন্দ্রের, কোথাও বা সেবক-বৎসল নরসিংহের, কোথাও বা দশরথ-নন্দন রামচন্দ্রের সেবা করিয়া তত্তদ্দেশবাসী-গণ আত্মপ্রীতি লাভ করিতেন। দাক্ষি-ণাত্যে কোথাও বা মৎস্যরূপীর, কোথাওবা কূর্ম্মরূপীর, কোথাওবা বরাহরূপীর, কোথাওবা সত্ত্বগুণাধার নারায়ণের, কোথাওবা নরসিংহের পূজায় মঙ্গলময়ের পূজা হইতে লাগিল। স্থান বিশেষে কোথাওবা পরশুরাম, কোথাওবা কার্দ্দ-মেয়ের, কোথাওবা নারায়ণের, কোথাওবা শালগ্রামাদি সত্ত্বগুণাশ্রয়ের পূজায় প্রীতিলাভ হইল॥

অত্যাহার

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী স্বীয়কৃত উপদেশা-মৃত গ্রন্থে এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন।

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তি-
বিনশ্যতি॥

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্লভ। শুদ্ধ ভক্তি লাভের জন্য যাঁহা-দের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরি-ষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টী বিষয় আমরা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল অত্যা-হার শব্দটীর অর্থ আলোচিত হইতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, অত্যাহার শব্দে এস্থলে অধিক ভোজন মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নয়। উপদেশামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগং। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বা-মপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ। যিনি বৈধের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন স্পৃহা এবং উদরের বেগই অধিক ভোজন স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে অত্যাহার শব্দে অধিক ভোজন বুঝিলে সংক্ষিপ্তসার সংগ্রহ গ্রন্থে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপ গোস্বামীর অত্যাহার শব্দে অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠক-বর্গের কর্তব্য।

ভোজনই আহার শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন শব্দেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগকে বুঝায়। চক্ষুর দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস, এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা কাঠিন্য শীতাদি বিষয় পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত বিষয়-ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয় ভোগ ব্যতীত জীবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বিষয় ভোগ ত্যাগ করিবা মাত্র জীবের দেহ ত্যাগ হয়। সুতরাং বিষয় ত্যাগ এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জুনকে এইরূপ উপ-দেশ করিয়াছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-
কর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ-র্গু
ণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা
স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স
উচ্যতে॥

কর্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম যদি বহির্ম্মুখ ভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্ব উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন :—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্ত-
মনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি
দুঃখহা

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥

—অতি-ভোজন, অত্যল্প ভোজন, অতি নিদ্রা, অল্প নিদ্রা দ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্তভোজী, যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্রা যুক্তজাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যোগ সিদ্ধি হয়। তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না, এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয় সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞান পক্ষে অধিক কার্য্যপ্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্য ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। গীতার চরম শ্লোকে যে শরণাপত্তির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান ত্যাগ করিয়া আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

এই দুই শ্লোকের যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার উপদেশামৃতে অত্যাহার-ত্যাগ শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয়-গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূল রূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তি পক্ষে যুক্তাহার হইবে। তাহাতে যুক্ত বৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর ও কৃষ্ণ নাম কর। ভাল ভাল ভোক্ষ্য দ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। বস্ত্রাসনাদি পবিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবন যাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভ ফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্ত রূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহন করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রস-সেবনে লালসা এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রায় ভোজ্যদ্রব্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন। তাহা একটী প্রাকৃত বেগ। যখন সেরূপ উঠিবে তখন তাহা ভক্তি অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যে অত্যাহার ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা একটী ভক্তি সাধনের নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটী নৈমিত্তিক, শেষটী নিত্য।

ইহাতে আর একটী আছে। গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা ভাগবত-সেবা কুটুম্বভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনে অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার ভক্তি সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপালাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও অত্যাহার এবং অধিক উপার্জ্জনও অত্যাহার—ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণ কৃপা লাভ করিবেন।

নিমাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫৬ সংখ্যার পর)

যৌবন কাণ্ড

নবদ্বীপের মধ্যে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলই সব চেয়ে বড়। কত ছেলে যে সেখানে পড়ে, তার আর সংখ্যা নেই। নিমাই ভোর বেলায় সন্ধ্যা করে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সেই ছেলেদের সভায় গিয়ে বসে। বসবারই বা কি কেতা ডাইন পাখানা বাঁ উরুর ওপোরে আর বাঁ পাখানা ডাইন উরুর ওপোরে দিয়ে ঠিক সোজা হয়ে এমন সুন্দর ভাবে বসে যে, দেখে মনে বড্ডো আহ্লাদ হয়। তারার মধ্যে চাঁদ খানাকে যেমন সুন্দর দেখায়, এই সব ছেলেদের মধ্যে নিমাইকেও ঠিক তেমনি বলে বোধ হয়। এমন সুন্দর চেহারা যে, তার আর বলে শেষ নেই, তা আমি লিখে যে তোমাদের সবাইকে বোঝাব এমনটা মনে করতে পারিনে। সবে ষোল বছরে পড়েছে, সোণার মত রং, জবর শরীর, তার ওপোরে চৈতে পাকিটা লাল ধব ধব করছে, মাথায় কুচকুচে কাল চুল; এতখানি চওড়া কপাল, তার ওপোরে চন্দনের ঊর্দ্ধ তিলক, বড় বাহার দিচ্ছে; খঞ্জন পাখীর মত চোক দুটো লম্বা নাকের গোড়া থেকে কানের গোড়ায় গিয়ে ঠেকেছে, নাকটা যেন গরুড় পক্ষীর ঠোঁটের মত কপালের নীচে বসিয়ে রেখেছে। ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে যেন পাকা তেলাকুচো রয়েছে, দাঁতগুলো মুক্তোর মত সাদা; চওড়া বুক দেখে মন বড় খুসী হয়। বিদ্যেও কম নয়, দেবতাদের গুরু বৃহস্পতিকে পর্য্যন্ত বিদ্যের হারিয়ে দিতে পারে। এই সবে ষোল বছরে পড়েছে, এমন সুন্দর শ্রী, যে পথ দিয়ে যেই যাক না কেন, নিমাইয়ের দিকে একবার না তাকিয়ে কেউ যেতে পারে না। দেখবার জন্যে চোক দুটোকে নিমাই যেন আপনি টেনে নেয়। বড় সুন্দর—বড় সুন্দর।

নিমাই পড়তে বসে একটা পড়ার অনেক রকম করে ব্যাখ্যা করে, একবার এক রকম মানে করে, তার পর আবার আর এক রকম অর্থ ব'লে বলে, আসুক কার সাধ্য আছে আমার এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করে দেখি। সন্ধি জানে না, আপনা আপনি পুঁথি পড়ে সব পণ্ডিত হ'তে এয়েচে; অহঙ্কার করেই সব লোক মূর্খ হয়ে গেল। নিমায়ের এই রকম আস্ফালানির কথা শুনে কেউ কিছু বলতো না—বোললেও নিমাইয়ের সঙ্গে কেউ পেরে উঠতো না।

টোলের প্রায় সব ছেলেই নিমাইয়ের কাছে পড়া বলে নিত। যারা নিমাইয়ের কাছে পড়া বলে নিত না, নিমাই তাদের খুব ঠাট্টা করতো, আর তাদের ওস্তাদের পাড়ান দিয়েই ঐ সব কথা বলতো। মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের কাছে একদিনও পড়া বলে নিত না, তার জন্য মুরারিকেই বেশী ঠাট্টা ক'রতো, মুরারি নিমাইয়ের ঠাট্টা চালাকী শুনে কোন কথা বলতো না, চুপ করে থাকতো, কিন্তু নিমাই তাকে ছাড়তো না,—বলে মুরারি তুমি বৈদ্য তুমি এসব পড় কেন। লতা পাতা নিয়ে যাও, রোগী ভাল করগে। এ ব্যাকরণ বিষম শাস্ত্র, এতে তোমার দরকার কি? এর মধ্যে কফ পিত্ত অজীর্ণ এ সবের কোন ব্যবস্থা পাবে না। তুমি মনে মনে ভাব তা কে বুঝবে যাও তুমি বাড়ী গিয়ে রোগী ভাল করগে মুরারি খুব রাগী ছিল কিন্তু হ'লে কি হবে? নিমাইয়ের কথায় একটু রাগও করতো না। বলতো ঠাকুর! উত্তর দিলে হয়তো রাগ করবে, তা বাপু তুমি এত অহঙ্কার করে সবাইকে ঠাট্টা ক'রো কেন,

আমরা বৈদ্য, তুমি পণ্ডিত ঠাকুর, ... বা কর, আমাকে জিজ্ঞাসা করো আর কোথায় উঠে যাও ... না জিজ্ঞাসা করেই কেবল ... বুঝিল, তুমি ঠাকুর, ব্রাহ্মণ আমি ... তা কি বলব?

নিমাই মুরারির কথা শুনে, ... আচ্ছা বেশ, আজ যা পড়লে তার ব্যাখ্যা কর, কেমন বোঝা যাবে। এখন মুরারি পড়াটার ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা কর ... শুনিয়ে দিলে। নিমাইয়ের একটা ... আছে যে, যে পড়াই হোক না কেন ... তার দুতিন রকম ব্যাখ্যা করে দিতে পারতো। নিমাই মুরারিকে ঠকাবার জন্য ঐ পড়াটার আর এক রকম ব্যাখ্যা ক'রে, বল্লে,—ও রকম হবে না, এই রকম হবে। মুরারি বলে আমি ঠিক ব্যাখ্যা করি কোথায় হয়নি আমাকে তা বুঝিয়ে দাও নিমাই আপন জোর বজায় রাখবা ... জন্য বলে, না আমার ব্যাখ্যাই ঠিক, মুরনাই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করেছে, কাজে কেও হোট (পরাস্ত) স্বীকার করতে চায় না। শেষে নিমাই দেখলে ... মুরারি তো ঠিক ব্যাখ্যাই করেছে তবে আর মিছে তর্ক করি কেন? এই ভেবে মুরারি, তোমার ব্যাখ্যা শুনে ভারি খুসী হইচি বলে যেমন মুরারির গায়ে হাত ঠেকিয়েছে অমনি মুরারীর গায়ের মধ্যে কি যেন একটা ঢুকে পড়লো—আহ্লাদে গা যেন ফুলে উঠতে লাগলো ভাবলে ভাই তো ছোঁড়াটা মানুষের মত দেখতে বটে, কিন্তু এ মানুষ নয় দেবতা; এমন বুদ্ধি এমন পাণ্ডিত্য কোন ছেলেরই দেখা যায় না। গায়ে হাত দিতেই আমার যে রকম আনন্দ বো... হচ্চে, তার আর বলে শেষ নেই। সারা নবদ্বীপ খুঁজলেও এত বুদ্ধিমান কাকেও পাওয়া যাবে না। এর কাছে পড়া বলে নিতে কোন লজ্জা নেই। মুরারি নিমাইয়ের কথায় বড় খুসী হল, বলে বিশ্বম্ভর! এখন থেকে আমি তোমার কাছে পড়া বলে নেব, তোমার পাণ্ডিত্য দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। এ রকম সব কথা হওয়ার পর নিমাই, অন্য ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে চলে গেল। মুরারির সঙ্গে নিমা... এ রকম রঙ্গ প্রায়ই ক'রতো, অন্য ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা কিছু হ'ত না।

কেও কেও বলে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোল হ'তে ব্যাকরণ পড়া সেরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে ন্যায়-শাস্ত্র পড়তে গিইছিল। নিমাই যে কি রকম বুদ্ধিমান, কেমন চালাক চতুর, বাসুদেব সার্ব্বভৌম তা একদিন দেখেছিলেন ... কিছুতেই কোন দিন চেষ্টা করেন ... আর ...

[illegible] ... বিদ্যের [illegible] জানতে না, নিমাইও সেই সকল [illegible] পাণ্ডিত [illegible] [illegible] নাই। পড়িতে [illegible] [illegible] না থাকলেও ছেলেদের মধ্যে কারো [illegible], নিমাইয়ের ওপরে বেশ [illegible] পড়ে গিয়েছিল। তারা বুঝেছিল যে, নিমাই একজন বিলক্ষণ চালাক-চতুর, আর বুদ্ধিমান ছেলে। এ সকলের মধ্যে রঘুনাথই নিমাইকে বেশ ভাল রকম বুঝতে পেরেছিল। যদু-নন্দন কৃষ্ণানন্দ এরাও একটু একটু বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু রঘুনাথের মত নয়।

রঘুনাথ অনেক দিন থেকে ন্যায়-শাস্ত্র পড়ছে। তাদের একখানা সোজা বই লিখে যাতে সকলের কাছে সুখ্যাতি পায়, তাই মনে করে, একখানা খুব সোজা—যা পড়ে সবাই সহজেই ন্যায় শাস্ত্র বুঝতে পারে এমন একখানা বই লিখতে আরম্ভ করেছিল। অনেক খানি লিখে মনে মনে আশাও ক'রতে লাগলো যে, এই বই খানা সমাজে চ'লে গেলে আমি একজন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হ'তে পারবো। নিমাইও ন্যায় পড়তে আরম্ভ করেই ন্যায়ের একখান টিপ্পনী লিখতে সুরু করলে। নিমাই যে ন্যায় শাস্ত্রের টিপ্পনী লিখছে, ছেলেদের মধ্যে কেও কেও তা জানতে পারলে। রঘুনাথ ঐ কথা শুনে মনে মনে ভাবলে, নিমাই আবার কেমন বই বা লিখছে। যদি আমার চেয়ে ভাল হয়, তা হলেই তো গিয়েছি—আমার আশা-ভরসা ফুরিয়েছে। যা হোক কেমন বই লিখেছে একবার দেখা চাই। এই কথা মনে করে থাকলো, পরদিন পড়তে যেতে পাথের মোড়োয় নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে, রঘুনাথ বল্লে, নিমাই। তুমি নাক ভাই ন্যায়ের একখানা টিপ্পনী লিখচো ?

নি। কে বোল্লে ?

র। চালাকি কর কেন ভাই শুনিছি, সত্যি নাকি ?

নি। শুনে থাক' তো সত্যিই লিখছি।

র। ও-সব চালাকির কথা ভাই ছেড়ে দেও, লিখে থাকো তো বল'।

নি। বলছি তো, সত্য সত্যই লিখছি।

র। বই খানা আমাকে একবার দেখাবে ?

নি। দেখাব না কেন ? দেখালে তো আর তুমি খেয়ে ফেলবে না।

র। কাল দেখাবে ?

নি। দেখাবো।

এই সব কথা হ'তে হ'তে দু' জনায় পার হ'য়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া

গত বারে আমরা উদরাময়—পাতলা দাস্ত ও পেট ফাঁপা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অত অরুচি অগ্নিমান্দ্য এবং ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

শতকরা প্রায় ৭০ জন শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী যুবকই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিলাস প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বকালে ঋষিযুগে ছাত্রগণ যখন গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহারা মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে বেশ শারীরিক পরিশ্রম করিতেন, স্বীয় ধী শক্তির পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা গুরুগৃহের নানা বিধ কার্য্য করিয়াও গুরুদেবের প্রীতি উৎপাদনের আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন, ফলে তাঁহারা সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতেন এবং ভগবৎ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতেন। অতিশয় লজ্জার বিষয় এই যে, তাঁহাদেরই অধস্তন হইয়া আজ আমাদের স্বাস্থ্যের এই দুরবস্থা—কারণ বর্ত্তমানে আমরা সাহেবদের নিকট হইতে কোট প্যাণ্ট পরিতে শিক্ষা করি, তাহাদের কায়দায় ইংরেজী কথা বলিতে চেষ্টা করি কিন্তু তাহাদের শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণরাজি উপেক্ষা করি। গৃহের কর্ত্তা বাটীর সর্ব্ব কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে কাল কাটাইতেছেন, তাঁহারই আদরের গোপাল বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্ব্বে এবং বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুগ্ধ-ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া গম্ভীর মনোযোগের সহিত উপন্যাস পাঠ করিতেছেন এবং কোন কোন সময় হঠাৎ বাহ্য-স্মৃতি লাভ করিয়া উঃ শরীরটা বড় খারাপ, শরীরের গ্লানি ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপ কাতরোক্তির সহিত দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। হায়, আজ বাঙ্গালী যুবকের কি ভীষণ অবস্থা। হে আমার যুবক ভ্রাতৃবৃন্দ, এখনও যদি স্বীয় মঙ্গল চাও, এমন কি যদি শুধু মানসিক বৃত্তিরও উন্নতি সাধন করিতে চাও, তাহা হইলে যথেষ্ট কায়িক-পরিশ্রম কর। কায়িক-পরিশ্রমে তোমাদের ডিস্‌পেপসিয়া দূরে পলায়ন করিবে, শরীর বলিষ্ঠ হইবে, মনে স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মানসিক পরিশ্রমের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে [illegible] তোমাদের সকল আশা [illegible] সিদ্ধ হইবে।

আজ বাঙ্গালী যুবকদিগকে এই প্রকারে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার আক্রান্ত দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছি তাই আমাদের মূল বিষয় আলোচনা না করিয়া 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাহিয়াছি, আশা করি, সহৃদয় পাঠক তজ্জন্য এই ক্ষুদ্র লেখককে ক্ষমা করিবেন। আসুন পাঠক মহাশয়, এখন আমরা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সাধারণতঃ দুই প্রকার—এক প্রকারে মুহুর্মুহুঃ পাতলা ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বাহ্যে হয়, অন্য প্রকারে দাস্ত আদৌ পরিষ্কার হয় না, অধিকাংশ সময়ই কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। খাদ্যে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য এবং স্ফূর্ত্তিহীনতা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

প্রধানতঃ যকৃতের কার্য্যাপটুতারই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার সৃষ্টি এবং সুরা, সিদ্ধি, তামাক, সিগারেট, বিড়ি, চা প্রভৃতি যকৃৎকে (লিভারকে) দূষিত করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল জিনিষগুলি সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। খুব গরম অন্ন আহার নিষিদ্ধ এবং খাওয়ার পর অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া কার্য্যাদি আরম্ভ করিবে। অনেক ছাত্র ও অফিসার খাওয়ার পরেই দৌড়াইয়া স্কুলে বা অফিসে যায়, ইহা অতিশয় অনিষ্টকর। তাহাদের মনে রাখা উচিত "খেয়ে উঠে বেগে ধায়, মৃত্যু তার পশ্চাৎ যায়।"

ভাজা, এসা প্রভৃতি গুরুপাক জিনিষ মহা অনিষ্টকারী এবং পেঁপে, আনারস, ফলসা, জাম প্রভৃতি ঈষৎ অম্ল মধুর ফল—অতিশয় উপকারী।

কোষ্ঠবদ্ধ অবস্থায় ঘোল এবং পেটের অসুখ অবস্থায় অল্প চিনির সহিত সামান্য পরিমাণে ছানা পথ্য এবং ঔষধ উভয় কার্য্যই করিয়া থাকে।

শারীরিক পরিশ্রম এ ব্যাধিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সকালে এবং বৈকালে ভ্রমণ ডিস্‌পেপ্‌টিক রোগীর পক্ষে অতি উত্তম ব্যায়াম।

মুষ্টিযোগ

১। এক আনা হরিতকী, এক আনা যোয়ান, কাশীর চিনি দুই আনা এক সঙ্গে গুঁড়া করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে হইবে। ইহা উভয় প্রকার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ারই বিশেষ ফলপ্রদ।

২। প্রাতে লবণসহ আদা খাইলে অরুচি বিনষ্ট হয়।

৩। জিরা গুঁড়া ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিন কুলকুচা করিলে আহারে অরুচি ধ্বংস হয়।

৪। অম্ল লবণ-সংযোগে জাম্বীরের রস পান করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়।

৫। ঘৃতে ভাজা হিং এক আনা এবং সৈন্ধব লবণ এক আনা এক সঙ্গে মিশাইয়া ভাতের প্রথম গ্রাসে খাইলে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ধ্বংস হয়।

৬। ঋতু হরিতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে শর্করা, হেমন্তকালে শুঁঠের চূর্ণ, শীতকালে পিপুল-গুঁড়া, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড় দুই তোলা পরিমানে লইয়া একটী পরিপক্ক মৌক হরিতকীর সহিত প্রাতে সেবন করিলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় বিশেষ উপকার হয়।

নানা কথা

(স্থানীয়)

ফুলিয়াসহর নবদ্বীপে চুরী

দিনাজপুর জিলার বালুর ঘাট থানার অধীন কৈগ্রামের যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ জীবনের অবশিষ্ট কাল নবদ্বীপ ধাম গঙ্গাতীরে কাটাইবেন ইচ্ছায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া নবদ্বীপ সহরে তাঁহার ভগ্নীপতি সম্পর্কীয় ব্রজরাজ গোস্বামীর বাড়ীতে আশ্রয় লয়েন। গত ১৬ই জুন রাত্রে তাঁহারা বাড়ী তালা বন্ধ করিয়া সকলেই ঠাকুর দর্শনার্থ বাহির্গত হন। রাত্রি আন্দাজ ৯টা ১০টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ও গৃহস্থের যৎকিঞ্চিৎ চোরে লইয়া গিয়াছে। তখন তিনি স্থানীয় থানায় রিপোর্ট করেন। চোরের কিনারা হয় নাই। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বাবাজীর রসগোল্লা চুরী

গত ১৬ই জুন রাত্রে নবদ্বীপ রাধাবাজারে মাধব দাস বাবাজী 'অন্ধ' মোদকের দোকানে রসগোল্লা চুরী করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ হয়। উক্ত বাবাজী পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। বাবাজীর কি শেষে রসগোল্লাতেই মধুর রস আস্বাদনের বিবর্ত্ত বুদ্ধি আসিয়া গেল ?

নদীয়া উপনির্ব্বাচন

গত ১৬ই জুন শনিবার নদীয়া উপ-নির্ব্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস পক্ষের বিশেষ চেষ্টা থাকায় শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী মহাশয়ের ভোট সংখ্যা অধিক হইবে বলিয়া অনেকে আশা করেন।

সীমান্তে ভ্রাতৃবিরোধ

দীরের নবাব ও জণ্ডোলের খানের দুই ভায়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। গত ৬ঠা জুন তারিখে খাঁ দীরের দুর্গ আক্রমণ

করেন, কিন্তু নবাবের সৈন্যেরা তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। ফলতঃ ২ শত লোক হতাহত হয়। জণ্ডুদের সৈন্যদের কিছু অস্ত্র তাহারা কাড়িয়া লয়। উহার ২ দিন পরে নীয়ের সৈন্যেরা পাক্কোর সেতুতে জণ্ডুদের বহু সৈন্য হত করে এবং উক্ত সেতুটী ধ্বংস করিয়া দেয়। ধাঁর অবশিষ্ট সৈন্যরা এখন হটিয়া গিয়াছে। ফলে অপর পক্ষ অনেক স্থান দখল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়ার পার্লামেন্ট সভায় মারামারি

গত ১০ই জুন তারিখে যুগোশ্লাভিয়ায় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সভায় ৩রা অধিবেশনে যে ৮ জন ডেপুটিকে সসপেণ্ড করা হইয়াছিল, সভা বসিবার পূর্ব্বে দেখা যায় যে, তাহারাই আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সেই ৮ সপ্তঃ এখনও হইয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ ডেপুটীগণ আইন মত সভার কার্য্যে যোগদান করিতে পারে না। ইহাদিগকে প্রথমে ভদ্রভাবে উঠিয়া যাইবার কথা বলা হয়। ইহারা তাহা না শুনিতে চাহিলে পুলিশ ডাকিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হয়। ইহাতে উভয় দলে মারামারি পর্য্যন্ত আরম্ভ হয়। কিছু সময় পরে সভায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। দর্শকদিগকে বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া নাকি সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

'ইটালিয়ার' সন্ধানে

জেনারেল নোবাইল এবং তাঁহার দল বরফের উপর দিয়া ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। 'ইটালিয়ার' বিমান পোতারোহিগণের সহিত যোগাযোগ এখনও সম্ভবপর হয় নাই। তাহাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। 'ব্রাগাঞ্জা' ষ্টীমারের আরোহীরা সংবাদ দিতেছেন, উত্তর অন্তরীপের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ফুথার স্তূপের পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হওয়া কঠিন। ইটালিয়ার উদ্ধারার্থ একখানি বড় জল বিমান স্পিটস্ বার্গেন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

ইহাঁর গুণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইংরাজদিগের এক একটী অসমসাহসিক কার্য্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক একজন বীর যেন একেবারে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে ছুটিয়াছে। জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে কেহ অনন্ত আকাশে, কেহ বা অসীম সমুদ্রে দৌড়াইতেছে—জানিতেছে, মৃত্যু যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া তাহাদিগের সকল চেষ্টার পরিসমাপ্তি করিয়া দিতে পারে, কিন্তু তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে একজন কোন একটী বীরোচিত কার্য্য করিতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিল দেখিয়া যে আর কেহ সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না, তাহা নহে, আর পশ্চাৎ জন তখনই সেই কার্য্যে প্রাণপণ করিবে। এক জীবনে একটী কার্য্য শেষ হইবে না জানিয়াও কি অপূর্ব্ব ধৈর্য্য সহকারে এক ব্যক্তি একটী গবেষণা আরম্ভ করিল, তাহার জীবনান্তে আর এক ব্যক্তি সেই আরব্ধ গবেষণা সমাধা করিয়া একটী অভাবনীয় আবিষ্কার জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করিল। বীরোচিত কার্য্য শূন্য জীবনকে ইংরাজরা অত্যন্ত ঘৃণা করে। অবশ্য ইংরাজদের সব কার্য্য গুলিই যে প্রশংসার্হ, তাহা না হইতে পারে, কিন্তু উহাদের উৎসাহ, নিশ্চয়তা ধৈর্য্য প্রভৃতি কয়েকটী গুণ বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। তবে এগুলি যতক্ষণ না কেবল ভগবৎ প্রীত্যর্থে হয়, ততক্ষণ ভক্তগণ অবশ্য এরূপ উৎসাহাদির কোন মূল্যই দেন না।

জি আই পি রেলের নূতন বৈদ্যুতিক এঞ্জিন

জি, আই, পি, রেলের নূতন দ্রুতগামী বৈদ্যুতিক যাত্রী গাড়ীর জন্য যে ৩ খানা এঞ্জিনের ফরমাস দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একখানির পরীক্ষা আজ হইয়াছিল। মেট্রোপলিটান ভিকার্স কোম্পানী এঞ্জিনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি ও সুইস্ লোকোমোটিভ কোম্পানী অন্যান্য অংশ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার শক্তির পরিমাণ ২১৬০ অশ্ব শক্তি হইতে পারিবে, এবং সাধারণভাবে ইহা ৭৫ মাইল বেগে যাইতে পারিবে। গতির শেষ সীমা ঘণ্টায় ৮৫ মাইল। এঞ্জিনখানা মোট ৩৩০ টন টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। পরীক্ষার সময় ইম্পিরীয়াল মেলের ৫ খানা ঘর—মোট ২৫৬ টন লইয়া এঞ্জিনখানা সহজেই ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে যায়।

মেদিনীপুরে পশু-কবলিত শিশু দেহ

গত শুক্রবার দিবস প্রত্যুষে মেদিনীপুর বড়বাজার রোডের একটী লেনে একটী শিশুর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। দেহটীর অর্দ্ধেকটা কুকুর বা শৃগালে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

২২ টাকায় সুদ ২৬ লক্ষ ৩৮ টাকা চাঁদপুরে মামলা

চাঁদপুর মুন্সেফী কোর্টে এক বিস্ময়কর মামলা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এই মামলায় বাদী হাজিগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাজকুল গ্রাম নিবাসী অধরচন্দ্র সাহা ২২ টাকা আসলের সুদ বাবদ ২৬ লক্ষ ৩৮ টাকা দাবী করিয়া [illegible] বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল। বাদীর অভিযোগ এইরূপ, গত ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে প্রতিবাদী তাহার নিকট হইতে শতকরা ১২০ টাকা হারে সুদে ২২ টাকা ধার লয়। সর্ত্ত থাকে যে, প্রতি ছয় মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি অনুসারে সুদ দিতে হইবে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহার সুদ ২৬ লক্ষ ৩৮ টাকা হইয়াছে। আসল সহ তাহার ২৬ লক্ষ ৭০ টাকা হইয়াছে। বাদী ঐ সুদ হইতে ২৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪ শত ৭০ টাকা ছাড়িয়া দিয়া মাত্র ৬ শত টাকার জন্য নালিশ করিয়াছে। প্রতিবাদী পক্ষ বলে বাদীর নিকট হইতে ১৯ টাকার ও মণ রেঙ্গুণ চাউল ধার লওয়া হইয়াছিল। ঐ টাকা দিতে না পারায় ৩ টাকা অগ্রিম সুদ বাবদ ধরিয়া ২২ টাকার খত লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গতকল্য মামলার দিন ছিল। প্রতিবাদীপক্ষ দুই কিস্তিতে ৪ শত ৩১ টাকা পরিশোধ করিতে সম্মত হওয়ায় মামলা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। বাঙ্গালার কথা—

প্রাপ্ত পত্র

মাননীয়,

"নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আপনার সুবৃহৎ পত্রিকায় আমাদের এই নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র পত্র প্রকাশ করিয়া চির বাধিত করিবেন।

"বালক সমিতি কালনা।—

বালক সমিতির প্রবন্ধ প্রতিযোগিগণকে বিশেষ ভাবে অবগত করা যাইতেছে যে,—তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধ গুলি এখনও পরীক্ষাধীন।

যথাশীঘ্র পরীক্ষান্তে তাঁহাদিগকে পরীক্ষার ফলাফল অবগত করা হইবে।

—সম্পাদক—

বিনীত—

শ্রীসুধাংশুশেখর [illegible]

বালক সমিতি—

(কালনা)

আত্মহত্যা

সম্প্রতি কয়েক দিন হইল, কিশোরগঞ্জ সরকারী কৃষি [illegible] আদিত্য নামক জনৈক [illegible] পত্নী কেরোসিন তৈল কাপড়ে মাখাইয়া পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। শুনা যায়, তিনি ৫ মাসের গর্ভবতী অবস্থায় এইরূপ আত্মহত্যা করিয়াছেন। [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] বাসিন্দা [illegible] আপন [illegible] সৃষ্টি [illegible] পৃথিবীর [illegible] আত্মহত্যা [illegible] করিয়া মানুষ ভক্ত পদাশ্রয় পূর্ব্বক [illegible] প্রবৃত্ত হওয়াই জীবের উচিত। [illegible] হইতে উদ্ধার [illegible] থাকিতে মানুষ হরিভজনের [illegible] স্বীকার করিতে চাহে না, তাহারা নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছে মাত্র। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ পারিপার্শ্বিক জগতের যথার্থ বিচারপূর্ব্বক যত শীঘ্র পারেন, তাঁহাদের [illegible] করিয়া বর্ত্তমান জীবন দ্বারাই হরিভজনে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণরের পরলোক গমন

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গত ১৭ই জুন মারা গিয়াছেন। সরকারী ও বেসরকারী সদস্যগণ তাঁহার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়াছেন। হাতাম্বীর নবাব যুক্ত প্রদেশের শাসন পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট অস্থায়িভাবে তাঁহার স্থলে কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ড্রেণের বিষাক্ত বাষ্পে শ্রমিকগণের মৃত্যু

গত ১৬ই জুন মাদ্রাজ ল কলেজের বিপরীত দিকে পাম্পিং কলেক্টর ড্রেন পরিষ্কার করিতে যাইয়া একজন শ্রমিক বিষাক্ত বাষ্পকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। করপোরেশনের এঞ্জিনীয়ার কয়েকটী শ্রমিককে কয়েকটী ড্রেণের ঢাকনী খুলিয়া দেখিবার আদেশ করেন। প্রথমে দুইব্যক্তি যাইয়া যেমন একটী ড্রেণের ঢাকনী খুলিয়াছে, অমনিই বিষাক্ত বাষ্পাক্রান্ত হইয়া তাহারা মারা পড়ে। তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া আর ৩ ব্যক্তি ঐ দশা প্রাপ্ত হয়। পরে আরও দুইজন পুরোক্ত ব্যক্তিগণের সন্ধানে গিয়া বিপদ হইতে পুলিশ [illegible] তাহাদিগকে [illegible] করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। [illegible] অবস্থা [illegible] বলে। [illegible] মধ্যে [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[illegible]

প্রাচীনকালের ঐতিহ্য

([illegible])

[illegible] সময়েই দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ [illegible] ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে শিবলিঙ্গের পূজা, বিষ্ণুর মূর্ত্তির পূজা, কালভৈরবের উপাসনা প্রভৃতি নানা স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর বিষ্ণুর দশাবতার-স্তবে ব্যক্ত হইল, মূর্ত্তিভেদে বুদ্ধদেবের একটি ভেদ, চতুর্ব্বিংশতি প্রকার সাধক ভারতে ব্যক্ত হইলেন। ইহারা পরস্পর ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও পরম বিষ্ণুই সকলের আশ্রয়স্বরূপ। তাঁহারই অবতার বলিয়া এই উপাস্যগণ পূজিত হইলেন। রুদ্রদেবের ত্রিমূর্ত্তি ও প্রকটাকে থাকিলেও বৃষবাহন, শিবদুর্গা, দেবীপদ্মাবতী প্রভৃতি হইয়া নানা উপায়ে পূজিত হইলেও মহাদেবের অবতাররূপে প্রকটিত হওয়া সর্ব্বসাধারণের সাধকোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, মূর্ত্তি-বা অবতাররূপে ব্রহ্মার পূজার তাদৃশ প্রচার হয় নাই। ব্রাহ্মণের বর্ণগুরু পরিচয় আরম্ভ হইতেই ব্রহ্মার পূজা সর্ব্বলোকপিতামহের তাহাদেরই সংকীর্ণ ছিল। জগৎকর্ত্তৃত্ব, জীবস্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারক সকল তাঁহাতেই আবদ্ধ। হংসবাহন ব্রহ্মা মূর্ত্তিমান হইয়াও অনেকস্থলে পূজিত হন, কিন্তু বিষ্ণু ও রুদ্রের ন্যায় তাঁহার উপাসক সংখ্যার উত্তরোত্তর বিবৃদ্ধি হয় নাই। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের ব্যাবহারিক দেবতা, এজন্যই উহার প্রচার তাঁহাদের মধ্যেই বাঁধা আবদ্ধ ছিল। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গৃহীত হয় নাই। মূর্ত্তি-পূজা, উপাসনা, ব্রতাদি পালন, যাগযজ্ঞ ক্রিয়া [illegible], তীর্থস্নান, [illegible] প্রভৃতি কয়েকটী আচরণ জ্ঞানমার্গের পরমোৎকর্ষকালেই প্রবর্ত্তিত হয়। জ্ঞানমার্গের চেষ্টা যে সময় বৈদিক কর্ম্মাসক্তি দূর করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তৎকালেই কর্ম্মমূলা নবীন চেষ্টা সকল উদ্ভাবিত হয়। উপাসনাবাদী [illegible] কেবল [illegible] চিত্তশুদ্ধি [illegible] করিতেই [illegible]। অতএব [illegible] আচার [illegible] জ্ঞান [illegible] লাভ করিতে সমর্থ হয় না। [illegible] উপাসনার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] দাক্ষিণাত্যে [illegible]

[illegible] দেবতার [illegible] ভগবতীর [illegible] উপাসনা প্রতি-ষ্ঠিত হইল। [illegible] [illegible] উত্তরদেশীয় [illegible] [illegible] পূর্ব্বক [illegible] সর্ব্বভূতের [illegible] হইলেন। চৈতন্যদেবের একটাবতারের ন্যায় চৈতন্যময়ী দেবীরও অবতারের অবতারণা হইল। বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেবীও দেব-তাদের পশ্চাতে স্থান পাইলেন। দেবীকে ভগবতী বলিয়া শক্তিস্বরূপিণী [illegible] কল্পনা হইল।

দাক্ষিণাত্যে দেবী যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিলেন, গণদেবতাগণের দাক্ষিণাত্যবাসীর বিশ্বাস ক্রমে উপাস্য দেবতার ভক্তিভাজন হইলেন। গণপতির উপাসনা তৎকালে দাক্ষিণাত্যে অতি-প্রবল ছিল। অসুরারাতি দেবের অগ্রগণ্য বলিয়া গণদেবতাগণের পতি দাক্ষিণাত্যে অগ্রণীর আসন লাভ করিলেন। বৌদ্ধ বিশ্বাস মতে গণদেবতাগণের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। কালের গতিক্রমে, প্রাদেশিক দেবতার উপাসক-বৃন্দের প্রাকৃতিক উন্নতি হল, বেদোক্ত দেবতা অপ্রাধান্যীকৃত হইয়া গেল, তেত্রিশ কোটী দেবতা গণদেবতা বলিয়া পরিচিত হইলেন। চুক্তিরাজ তাঁহাদের সকলের উপর আধিপত্য লাভ করিলেন। কার্ত্তিকেয়াদি দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রধানদেবনিচয় ভারতে তাদৃশ ব্যাপ্ত হইলেন না।

প্রাচীন ইতিহাস পুরাণাদিতে সনাতন ধর্মপ্রসঙ্গের সহিত গণপতি ও দেবীর চরিত্র সংযুক্ত হইল। শিবের নানাবিধ চরিত্র, বিষ্ণুর বিক্রম সকল বিস্তৃতভাবে লিখিত হইল। ব্রহ্মার স্থান মূর্ত্তিমান্ ব্রাহ্মণগণ ব্যাপৃত করায় ব্রহ্মার উপাসক সম্প্রদায়ের একপ্রকার অভাব হইল। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণাশ্রিত দেবত্রয় প্রধান প্রধানগণকালে পূজিত হইতেন। ক্রমশঃ ব্রহ্মার ক্রিয়াকলাপ সাধারণ উপাসকবৃন্দ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। গণপতি দেবীও ত্যাবিতা ব্রহ্মার পরিবর্ত্তে আসন অধিকার করিয়া লইলেন। রাজস শক্তির প্রকাশ ব্রহ্মা উপাসক অভাবে ধর্মাধিক হওয়ায় গণেশ, সূর্য্য ও দেবীদিগের উপাসকগণ স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতাকে বিষ্ণু ও রুদ্রের ন্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ-দেবতা [illegible] স্থলে [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

—

জীবনের পরিণাম

আমরা নিত্য নিত্য প্রভুদের প্রতি বড়ই উদাসীন। সর্ব্বক্ষণ বৃথা কাজে বৃথা চিন্তায় অথবা [illegible] আকুল, অপসূত্রে পড়িয়া ব্যাকুল হইব, এতো শোক-দুঃখগ্রস্ত হইয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হইব, তাহাও ভাল, কিন্তু জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন সাধুপুরুষ যদি দয়া করিয়া আমাদের হৃদয় দুঃখী হইয়া দুটী ভাল কথা শুনাইতে আসেন, তখন নানা ওজর আপত্তির দ্বারা যাহাতে করিয়া তাঁহার কথাগুলি না শুনিতে হয়, এমন ব্যবস্থা করিব। "এই আছি এই নাই" এমন একটী ক্ষণভঙ্গুর জীবন লইয়া আমার কত গর্ব্ব! কখনও ভাবিতেছি, ভারতের কেন, একেবারে গোটা পৃথিবী-টারই একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকের নায়ক হইতে পারিতাম, আমার অঙ্গুলী হেলনেই পৃথিবীর সমস্ত কাজগুলি চলিয়া যাইত, আমা অপেক্ষা বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত জগতে আর দ্বিতীয় লোক না থাকিত, আমিই যদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া যাইতাম—মোট কথা মূলে শীঘ্র মনে মনে আমিই যদি জগতের সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই বোধ হয়, মানব-জীবনের একটা কিছু কাজ করিয়া গেলাম বলিয়া মনে হইত। আমার কখনও বা ভাবিতেছি,—তাই ত' সমস্ত জগতের সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া আর এমন কি সুখ পাইব? শুনিয়াছি ইন্দ্র সর্ব্বত্রের ভোক্তা ও প্রভু, তাঁহারই স্থানটা গ্রহণ না করিলে আর চলিবে না, ভোগটা সম্পূর্ণ হইবে না। ইন্দ্রের অধীন আধিকারিক দেবতা হইয়াও সমস্ত ভোগটা আমার ভাগ্যে জুটিবে না, সুতরাং আমাকে একেবারে ইন্দ্রের আসনটাই কাড়িয়া লইতে হইবে। এই ভাবে ভোগ-তৃষ্ণার ক্রমে ইন্দ্রকেও কোন কালেই দূর্ করিতে প্রস্তুত। আবার কখনও-বা ব্রহ্মলোকে ভোগ প্রধান ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে ভোগবাসনার এমন অস্থ বৈরাগ্য আরম্ভ করিয়া দিলাম যে, শেষে 'এটা কিছু নয় ওটা কিছু নয়' করিয়া ইন্দ্রলোকই অবধি প্রাকৃত বলিয়া ত্যাগ করিতে করিতে ব্রহ্মকেই ত্যাগ করিয়া একেবারে শাখামৃগোপম হইয়া বসিলাম!

এইরূপে আমরা নিজেদের ইহলৌকিক [illegible] ঠিক না রাখিতে পারিয়া, হয় একেবারেই ইন্দ্রভোগী, না হয় ব্রহ্মত্যাগী হইয়া [illegible] লাভ করিয়া থাকি। ইন্দ্রত্বকে ভোগবৃত্তি [illegible] পূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবন—[illegible]

[illegible] সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি আমি আদৌ শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না। আমার [illegible] করিতে আসিয়া সাধু আমারই [illegible] নানারূপে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাকে ছাড়িতে চাহেন না—আশা, এখন না হয়, পরেও [illegible] কিছু ফল হয়। মানুষের দেহে যখন কোন পিশাচের আবির্ভাব হয়, তখন সেই পিশাচাবিষ্ট মানুষটী মস্তিষ্ক হইয়া যায়, কিছুতেই ওঝার নিকট যাইতে বা তাহার উপদেশ শুনিতে চাহে না। অবশ্য জোর করিয়াও যদি ওঝার গুণানুযায়ী কোন মন্ত্র সেই ওঝার মন্ত্র পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির কর্ণে দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তখন সেই মন্ত্র প্রভাবে পিশাচ পলায়ন করে, মস্তিষ্কের মানুষ তখন ওঝার সদুপদেশ গ্রহণে সমর্থ হয়। আমরাও সেইরূপ এখন মায়াপিশাচীর কবলে পড়িয়া অভিভূত হইয়া আছি, ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারি না, কেহ বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে চাহি না। এদেশে সময় সময় শরণাগতবৎসল সাধুই কৃপা করিয়া আমাদিগের নিকট অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু কিছু করিয়া হরিনাম মহামন্ত্র শ্রবণ করাইয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন। আমরা তাঁহাতেও যদি পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আর আমাদের উপায় কি?

আমরা সামান্য নশ্বর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভেই কি এমন দুর্লভ মানব-জীবনটী ব্যয় করিয়া যাইব? ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল এই জগতের মধ্যেই কোন প্রকারে দু'টী খাওয়া দাওয়া করিয়া কাটাইয়া দেওয়া, না আর কিছু হইবে? কেন আমরা জীবনের মঙ্গলোপায় ভাবিব না? যদি আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ইহাই স্থির হয় যে, হরিভজনই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা হইলে এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? সাধুসঙ্গই যদি সেই হরিভজ-নের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে কোন্ সাধুর সঙ্গ কর্ত্তব্য? সাধুর ত' আজকাল অভাব নাই। সাধারণ বেশ গ্রহণ কিম্বা কিছু পাণ্ডিত্য লাভ করিলেই কি আমাদের বাঞ্ছিত সৎ সাধুসঙ্গ হইবে? চিরপ্রচলিত প্রথা বজায় রাখিবার জন্যই কি কেবল আমরা যাহাকে-তাহাকে আমাদেরই খেয়ালমত সাধু গুরু বলিয়া স্বীকার করিব? এ সকল ভাবিবারই কথা বটে। একটা জিনিষ আলোচনায় প্রথম মুখেই যদি আমরা তাহার সত্যত স্বীকার করিতে না চাহি, তাহা হইলে তাহা আমাদের [illegible] পরিচয় প্রদান করিবে না। আমরা যতই কেন না জাগতিক কার্য্যে আজ-কালে ব্যস্ত থাকি, এ সকল বিষয় একবার

আলোচনা করিতে ক্ষতি কি ? আলোচনা করিয়াই দেখি না কেন, ইহাতে সত্য সত্যই কোন লাভ আছে কিনা ? সত্যানুসন্ধিৎসাই ত' আমাকে সত্যবস্তুর সন্ধান প্রদান করিবে ? নতুবা আমি সত্য কেমন করিয়া লাভ করিব ? এক-দিন দুই দিন করিয়া একে একে জীবনের অনেকগুলি দিনই ত' চলিয়া গিয়াছে। এখন আর ছেলে খেলায় দিন না কাটাইয়া কাজের কাজে মন দেওয়াই ভাল নহে কি ? আমাদের সকলেরই একটু চিন্তা করা আবশ্যক যে, ভগবান যদি এই জগৎকেই আমাদের চির বাসস্থান ও এই জগতের কার্য্যকেই আমাদের নিত্যকার্য্য বলিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে আর জগৎ হইতে যখন তখন আমাদিগকে সরিয়া যাইতে হইত না বা যাহাদিগকে আমার দেশ কাল স্থান পাত্র বলিয়া ধরিতে যাইতেছি, তাহারাও আমাকে একটুও দুঃখ বা উদ্বেগ না দিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে ভোগ করিতে দিত। এই জগতের জন্ম মৃত্যু সুখ-দুঃখ হাসা-কান্না আলোক আঁধার প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্ম্ম আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণই সাবধান করিয়া কোন একটী দ্বন্দ্বাতীত বস্তুর সন্ধানে নিযুক্ত হইবার জন্য বলিতেছে। "আমি জগতের কিছু ভাল করিয়া দিতে পারি, নিজের চেষ্টায় নিজে কিছু লাভবান হইতে পারি"—এ সকল অভিমান কখনই আমাদের মঙ্গলদায়ক নহে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও বুঝিবার অবসর লওয়া ভাল যে, ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি একটা কাপুরুষতার কার্য্য মাত্র নহে, উহাই বীরত্বের কার্য্য। কেন না, উহা মায়া-রাক্ষসীর বিরুদ্ধে প্রবল একটী অভিযান—ভয়ানক একটা সংগ্রাম। এ সংগ্রামে যিনি জয়ী হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত যোদ্ধা—প্রকৃতই বীরপদ-বাচ্য। স্থূল বা সূক্ষ্ম-দেহের বলপ্রয়োগ দ্বারা কখনই বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না—উহাতে কোন বাহাদুরীই নাই, আছে কেবল কাপুরুষতার চরম। পশু-পক্ষীরাও চেষ্টা করিয়া থাকে, যাহাতে তাহাদের আহার, বিহার, শয়ন, ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়, অন্য কেহ আসিয়া তাহাতে বাধা দিতে না পারে। তাঁহাদের মধ্যেও প্রাকৃত বল-প্রয়োগ, জাতীয় স্বার্থানুসন্ধান প্রভৃতি আছে। মানুষ তাদৃশ ধর্ম্ম লইয়া কোন বাহাদুরীই লইতে পারেন না। মানুষের একমাত্র বাহাদুরী, বীর বলিয়া পরিচয় দিবার যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা শ্রীগীতার সর্ব্বগুহ্যতম যে উপদেশ,

"মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো, মদ্যাজী মাং
নমস্কুরু।"

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ ॥"

—ইহাও সর্ব্বতোভাবে পরিপালন। এই বীরত্ব লাভ করিতে হইলে, কোন প্রাকৃত বলে বলীয়ান হইলে চলিবে না, শ্রীভগবান্ বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের চিদ্-বলে বলীয়ান হইতে হইবে—গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিতে হইবে। সাধু-সঙ্গই তাহা লাভের একমাত্র উপায়। সাধু-গুরুতে সর্ব্বতোভাবে প্রপত্তি ব্যতীত কৃষ্ণের দুরত্যয়া মায়াকে জয় করিবার সাধ্য কাহারও নাই। সাধুই বলদেবের সন্ধান এবং বলদেবই আবার কৃষ্ণানু-সন্ধান প্রদান করেন। কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় লাভই যথার্থ বীরত্ব বা পুরুষত্ব—মায়াধীনতাই ক্লীবধর্ম্মীর কাপুরুষত্ব। অতএব—

"তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

——

সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জনীয় কি ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

প্রকৃত আত্মমঙ্গলকামি জন, দুর্জ্জনের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিলে অবাধ গতিতে আত্মোন্নতির গন্তব্য পথে চলিতে পারেন, গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ আদি পারমার্থিক সংবাদপত্রে সেই ধরণের কথাই পুনঃ পুনঃ অবতারণা করা হইতেছে। জনসাধারণ, কি প্রকারে এই হরি-বিমুখ জগতের দুর্জ্জন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও অতি সহজে পারমার্থিক জগতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করাই পারমার্থিক সংবাদ-পত্রের উদ্দেশ্য। ইহা কাহাকেও আক্রমণ বা গাল-ভরা মৎসরতা প্রকাশ নহে। যাঁহারা ইহাকে মৎসরতা মনে করেন, তাঁহারাই মৎসর ও নিজেরা তত্ত্বজ্ঞানে দুষ্ট।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নদীয়া প্রকাশে "রস কীর্ত্তনীয়ার পরিণাম" প্রবন্ধ পাঠে আমরা সকলেই রস-কীর্ত্তনের ও শ্রবণ-রুচির অনুকূল চরিত্র আংশিক ভাবে অবগত হইয়াছি। এই রসকীর্ত্তন ও কীর্ত্তনকারী সর্ব্বথা সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জনীয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কতকগুলি সঙ্কেত পুনরায় অতি সংক্ষেপে সভ্য জনোচিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। তবে উহাদের আনুষঙ্গিক ব্যবহারিক চরিত্র-চিত্রটী যেরূপ অসভ্যতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে ভাষাগুলি অনেক সময় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। যাহা হউক আমরা অবহিত চিত্তে অনুধাবন করিলে একটী একটী করিয়া বর্ণে বর্ণে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিব, সন্দেহ নাই।

প্রথমে বিচার করিতে হইবে, ইঁহারা রসকীর্ত্তন করেন কেন ? [illegible] যাই বা এবং কলিযুগে [illegible] কেন ? উভয় দেশীয় সাহিত্য [illegible] রাজত্ব প্রভৃতি করিয়া সকলেই প্রায় স্বাভাবিক, বরং ন্যায়োচিত হইয়া পড়িয়াছেন না কি ? অবশ্য কীর্ত্তন বলিতে শুধু তাল লয় সংযুক্ত গান, লক্ষিতব্য বিষয় নহে। রস-শাস্ত্রাধার আদি গ্রন্থ, কথকতাকেও লক্ষ্য করে, কথায় কথায় যাই, কৃষ্ণের লীলাচ্ছলে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-বিয়োগ লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মান-ভঞ্জন, বিরহ ও মিলন বিষয়ক আলাপ প্রলাপ, অশ্রুবিসর্জ্জন, দেহ-কম্পন, আঃ উঃ, প্রভৃতি সারপূর্ণ লক্ষণ সবই এক রস-কীর্ত্তন পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত। মুখে আবরণ স্বরূপে একটী গৌর-চন্দ্রিকা গান দিয়া, তার পর যথেচ্ছাচার ভাবে, রস-কীর্ত্তন, আখর সংযোগ, টীকা-টিপ্পনী করার জন্য ইহারা এত ব্যস্ত কেন ? তারকব্রহ্ম নাম—"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" এবং "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥" শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও ইঁহাদের গুণ লীলা কীর্ত্তন যাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়, মানুষ বিষয়-বিষ হইতে ত্রাণ পাইয়া অমৃত হইয়া যায়, তাহাতে উঁহাদের অরুচি কেন ? দেশের পোড়া-কপাল তথা-কথিত কীর্ত্তনীয়াদের মধ্যে এই পঞ্চ তত্ত্বের নামও অনেকের জানা নাই অথচ ভাগবী-আবিষ্কৃত শ্রীরাধিকা সখীগণ সহ কুঞ্জরাকৃতির কথা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ রাখেন,—ইহার কারণ কি ? এই সকল কথা বিচার করিবার লোক কি বর্ত্তমান সমাজে নাই ? বোধ হয় নাই ; থাকিলে অপধর্ম্মগুলি শুদ্ধ ধর্ম্ম নামে বাজারে বিকাইত না।

তাই বলিতেছি, কৃপাময় পাঠকগণ সুদুর্লভ বস্তু অনায়াস-লব্ধ হওয়ায় পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া। শেষে হায় হায় করিয়া, একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া কাঁদিবেন না। সত্যপথ অবলম্বন করিতে হইলে এই সকল বিষয় মর্ম্মে মর্ম্মে ধারণা যোগ করার পর ইহার প্রতিধ্বনি করিতেই হইবে সুনিশ্চিত।

বহু অনুসন্ধানে বিষ ও অমৃত আবিষ্কারের ন্যায়, শত শত লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া ইহাদের সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে তথা-কথিত রস-কীর্ত্তনীয়া প্রাকৃত জড় রস-পিপাসু হওয়ায়, জিহ্বা উপস্থের লাম্পট্য বশতঃ জগতের সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য, লোক শিক্ষার্থ প্রকার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য লীলাভিনয়ের তুলনা দিলেও তুচ্ছ বোধ [illegible] আর আছে [illegible]

একটু ধীর চিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝা যাইবে আর না। প্রত্যেকেই [illegible] হইয়া আসল নকল করিয়া [illegible] কে শুদ্ধ বৈষ্ণব, কে [illegible] চিনিতে কঠিন হয়, [illegible] শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদের [illegible]

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাঃ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

নিমাইয়ের লেখা টিকা, লেখার [illegible] রঘুনাথের খুব আগ্রহ [illegible] লেখবার [illegible] রঘুনাথ [illegible] পাশ বাটায় এসে বসে আছে। নিমাই আসবামাত্রই রঘুনাথ বললে, "কি নিমাই এনেছ নাকি ? দেখি। নিমাই বললো "না ! আনবো না ! এই দেখ বলে পুঁথি খানা বের করে দিলে, রঘুনাথ বললে আমি নিয়ে কি করবো, তুমি পড় আমি শুনি। নিমাই পড়তে লাগলো শুনে শুনে রঘুনাথের মনে ভারি একটা দুঃখ এসে পড়লো—তার কি যেন একটা অমূল্য নিধি হারিয়ে গেল, আর যেন তা পাওয়া যাবে না—মানুষ যাত্রা-পথ হারিয়ে ফেলে মনে যত দুঃখ হয়, রঘুনাথের মনে তার চেয়েও যেন বেশী দুঃখ হ'তে লাগলো। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। শেষে আর থাকতে পারলো না, চোখে হাত দিয়ে কেঁদে ফেল্লে।

নিমাই রঘুনাথের কান্না শুনে বললে, হাঁ রঘুনাথ তুমি কাঁদচো কেন ? এতে কাঁদবার মত কি আছে ? তার পাঠ একেবারে নীরস ; তাই শুনে কাঁদছ, ব্যাপারটা কি ?

র। ভাই তুমি বোধ হয়, জানোনা যে, আমিও একখানা ন্যায়ের বই লিখছি। ঐ বই খানা সারা ক'রতে পারলে জগতের মধ্যে আমি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হ'ব বলে আমার বড় আশা। কিন্তু তুমি যে রকম ভাবে লিখছো, তাতে আমার কোন আশাই নেই—সে আশা একেবারে ঘুচিয়ে গিয়েছে। যদি দশ পৃষ্ঠা লিখেও না বোঝাতে পারি কি, তুমি দু' লাইন লিখেই তা এত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়েছ যে, তাতে কারো মনে আর কোন খটকা থাকবে না। তোমার এমন বই পেলে কি আর আমার এ বই কেও নেবে ? আমার কত বড় আশাটা নষ্ট হ'য়ে গেল, বল দেখি ? এই জন্যই ভাই আমি এত দুঃখ করছি।

এই কথা শুনে নিমাইয়েরও মনে বড় দুঃখ হ'লো, চোখে জল ছল ছল

[illegible] আন্তরিক অম্বলে [illegible] বলি দিয়ে গেলেন, ছি ! ছি ! এই [illegible] তুমি কাটলে ক্যাই ? [illegible] পায়ে, এর পর ডাল-ধান [illegible] খেয়ো না, তুমি জগতের খুব [illegible] হবে, আমি তাদের বড় ভাই। [illegible] নিমাই নিজের লেখা সেই [illegible] টুকরো টুকরো ক'রে [illegible] জলে ফেলে দিল। এই দিন [illegible] নিমাই ন্যায়শাস্ত্র পড়া ছেড়ে [illegible] টোলে পড়তে যাওয়াও বন্ধ [illegible]।

নিমাই টোলে পড়তে যাওয়া বন্ধ [illegible] বটে, কিন্তু যে সব ছেলে রোজ [illegible] নিমাইয়ের কাছে পড়া বলে নিতো, [illegible] ছাড়ে না—তারা সব নিমাইয়ের [illegible] এসে এসে পড়া বুঝিয়ে নিয়ে [illegible] লাগলো। নিমাই দেখলে বড় [illegible]—ছেলে তো কম নয়—বাড়ীতে [illegible] হয় না। শেষে, ভেবে-চিন্তে [illegible] মুকুন্দ ব'লে নবদ্বীপের মধ্যে এক [illegible] খুব বড় লোক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর [illegible] খুব বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেই [illegible] চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে নিজেই একটা টোল [illegible] দিল। আমরাও অনেক, বহুত [illegible] এসে নিমাইয়ের কাছে সব প'ড়তে [illegible]। মুকুন্দ সঞ্জয়ের ছেলেও নিমাই-[illegible] টোলে ভর্তি হ'য়ে গেল। চারি-[illegible] ছেলে মাঝখানে নিমাই ব'সে [illegible] সঙ্গে সব ছেলে পড়াতে আরম্ভ [illegible]। একটা কথার কত রকম ক'রে [illegible] করে, তার আর ব'লে শেষ [illegible]। আর আর সব অধ্যাপকদের পড়া-[illegible] রকম দেখে নিমাই আক্ষেপ করে [illegible] কলিযুগে বাস সরিকার্য্য নেই, [illegible] পদবী অক্টাবার্ঘ্য ! হায় হায়, [illegible] হচ্ছে কি সব ! আমার ফাঁকির [illegible] কোন দোষ ধরতে পারে, এমন কে [illegible] দেখি, তা হ'লে জানবো যে [illegible] মধ্যে থেকে সে কট্ট কি মিশ্র [illegible] পেয়েছে। এই রকম ডাক ছেড়ে [illegible] ক'রে নিমাই টোলে পড়াতে [illegible]।

নিমাই অধ্যাপক হ'য়ে ছেলে পড়াতে [illegible] ক'রলে বটে, কিন্তু তার সেই [illegible] গেল না—ছেলেদের সঙ্গে [illegible] রাস্তায় লোকজনকে [illegible], তাদের [illegible]-তামাসা করা, গঙ্গাতে গিয়ে, [illegible] [illegible] এ পারে ও পারে [illegible] হ'তে [illegible]। [illegible] অধ্যাপক ব'লে [illegible] পারে না। কিন্তু [illegible] এমন একটা গুণ ছিল যে, [illegible] ছেলেদের পড়াতে ব'সতো, [illegible] [illegible] এমন ভাবে [illegible] যে, সব ছেলেই [illegible]

[illegible] নিমাইয়ের [illegible] টোল, জ্ঞান-[illegible] কালকার [illegible] [illegible] কথা বলতে পার-[illegible] [illegible] চোখের মুখে ছবি এমন [illegible] সেই ভাব।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার

অম্বল ও অম্লশূল

গত বর্ষা আমরা ডিস্‌পেপসিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এই উৎকট রোগের ন্যায় অম্বল রোগেও অনেক লোক অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে। বর্ষা ঋতুতেই এই সকল পীড়া বৃদ্ধি হয়।

আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার অম্ল-শূল রোগী দেখিতে পাই। এক প্রকার রোগীর আহারের ৩।৪ ঘণ্টা পরে প্রথমতঃ বুক-জ্বালা করে, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠে, ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, পরন্তু তাহার মনে হয়, যেন সে সেই মুহূর্তেই আহার করিয়াছে। তৎপরেই অম্লশূল আরম্ভ হয় এবং বমি হইলে উক্ত শূলের নিবৃত্তি হয়। অধিকাংশ সময় আপনা হইতেই বমি হয়, কোন কোন সময় ব্যথার নিবৃত্তির নিমিত্ত রোগী গলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বমি করে। অপর প্রকার রোগীর রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে বমি হইয়া থাকে। উভয় প্রকার রোগীরই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

অম্বল-রোগীর পক্ষে লঙ্কা, সরিষার তেল, টক, ভাজা, পোড়া, ঘৃতপক্ক দ্রব্য প্রভৃতি, লুচি, সকল প্রকার ডাল প্রভৃতি বিশেষরূপে পরিত্যাজ্য। এই রোগীর অধিক ঔষধ-সেবনে কোন ফল হয় না, বরং কোন কোন স্থলে অনিষ্টই হইয়া থাকে। খাওয়ার সময় অথবা খাওয়ার দুই ঘণ্টা কাল মধ্যে জলপান না করিয়া উভয় আহারের দুই ঘণ্টা পূর্বে এক গ্লাস করিয়া এবং প্রাতঃকালে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

নারিকেল-ঘটিত ঔষধই অম্বল ও অম্লশূলে বিশেষ ফলপ্রদ। তাই আমরা এই রোগের অতি উত্তম ঔষধ নারিকেল-খণ্ড প্রস্তুত ও সেবন-বিধি নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

১। একটী ঝুনা নারিকেলের খোসা [illegible] করিয়া একটী ছিদ্র করত [illegible] জল-[illegible] দিয়ে [illegible] সৈন্ধব লবণ [illegible] [illegible] [illegible] নারিকেলের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] চূর্ণ করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] গরম জলসহ [illegible] [illegible] এই নারিকেল-খণ্ড সেবন করিতে হইবে।

[illegible]

২। [illegible] দুই [illegible] মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে অম্ল-শূলের আশু উপশম হয়। সেবনের পূর্বে মুখে ঘৃত মাখিয়া লইতে হইবে, নচেৎ মুখ পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৩। রা-বড়ি ও আতপ চাউল চূর্ণ একত্রে অর্দ্ধ তোলা সেবন মাত্র, সামান্য শূল অবিলম্বে নিবারিত হয়।

৪। বিলাতি সোডা (সোডা বাই কারবনেট) ২০ গ্রেণ মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে অম্বলের উপশম হয়।

৫। তেঁতুলের ছালের খার এক আনা পরিমাণ শীতল জলসহ সেবন করিলে অম্লশূল নিবারিত হয়।

৬। আকন্দপাতা ও সৈন্ধব-লবণ হাঁড়ির ভিতর বন্ধ করিয়া ভস্ম কর। এই ভস্মের এক আনা পরিমাণ সেবন করিলে অম্বলের ব্যথা নিবারিত হয়।

৭। কাঁচা সুপারি এবং হরিতকী পৃথক রূপে চূর্ণ করিবে। প্রত্যেকটী চূর্ণ এক আনা মাত্রায় লইয়া একত্রে গরম জল সহ এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, গরম দুগ্ধ সহ সেবন করিলে অম্লশূলের শান্তি হয়।

৮। মুলতানী হিং দশ আনা মাত্রায় ঘৃতে ভাজিয়া, উহা সজিনার মূলের ছালের রসের সহিত মাড়িবে (জল দ্বারা মর্দ্দন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ)। ক্রমশঃ উহার সহিত যোয়ানের চূর্ণ গওয়া দুই তোলা, শুঁঠ চূর্ণ পাঁচ তোলা ও বিটলবণ আড়াই তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া রতী বটী প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে একটী বটী গরম জলসহ সেব্য। ২১ দিন সেবন করিলে নূতন এবং পুরাতন উভয় প্রকার অম্লশূল আরোগ্য হইয়া থাকে। পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঔষধটী অম্লশূলে প্রয়োগ করিতেন।

গ্রাম্য কথা

দেশবন্ধু-স্মৃতি-উৎসব

গত ২রা আষাঢ় শনিবার দিবস [illegible] প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে দেশবন্ধু-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবে দেশবন্ধুর [illegible] [illegible] কীর্তি [illegible]। [illegible] দেশবন্ধুর [illegible] [illegible] পরিচালনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

কাণপুরে ডাকাইতী

গত ১৪ই জুন রাত্রে কাণপুর সহরে [illegible] নামক স্থানে একটী ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, [illegible] [illegible] নামক ওইথমল লক্ষ্মীচাঁদ [illegible] [illegible] কারখানার মালিক শ্রীযুক্ত [illegible] নামক সম্মুখস্থ দোকানে বসিয়া দৈনিক হিসাব মিল করিতে ছিলেন, এমন সময় সহসা দুইটী লোক তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নিকট টাকা চাহে। এক ব্যক্তি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া [illegible] [illegible]। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে [illegible] বস্ত্রাদির ২ হাজার ৫শত টাকার নোট লইয়া চলিয়া গিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ভারতীয় ছাত্রের হিমালয় অতিক্রমণ চেষ্টা

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনাথ হিমালয় উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিতেছেন। ইনি বর্ত্তমানে [illegible] রাজ্যে কর্ম্ম করিতেছেন। হিমালয়ের এভারেষ্ট, উদ্ধরাজ প্রভৃতি যে সকল অংশ প্রায় লোকেরই অজ্ঞাত, সে সকল অংশ দিয়াই তিনি যাওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। শুনা যায় [illegible] কোন স্থানে তাঁহাকে ১৮ হাজার [illegible] উচ্চ দিয়াও যাইতে হইবে। ভারতীয় ছাত্রের এরূপ বীরোচিত চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই।

জামখণ্ডিরাজের বদান্যতা

জামখণ্ডির রাজা পুনা কলেজে [illegible] টাকা দান করিয়াছেন। কলেজের ট্রাষ্টিগণ তাহা ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ কলেজটীর নাম পুরুষোত্তম রাও কলেজ রাখা হইবে। এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, জামখণ্ডি রাজ্যের ৫০টী ছাত্র বিনা বেতনে এখানে পড়িতে পাইবে। জামখণ্ডি রাজ্যের শিক্ষা-বিস্তারের উন্নতি কল্পে এরূপ নিঃস্বার্থ দান দেশী রাজন্যবর্গের অনুসরণীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রাজন্যবর্গের ইহাতেই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে, শিক্ষা-মন্দিরে যাহাতে জগবন্ধ্য পঠন পাঠনের সুব্যবস্থা হয়। নতুবা শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার হইয়া যাইবে।

করাচীতে আপলাইনে ট্রেন ছুটি [illegible]

গত ১৮ই জুন করাচীর সংবাদ প্রকাশ, করাচী ক্যান্টনমেণ্ট ও ড্রিগ রোড বিমানপোতের আড্ডার নিকট ১৮খানি মালগাড়ী লাইন চ্যুত হয়। ফলে আপলাইন বন্ধ হইয়াছে। [illegible] ও ডাক অন্য ট্রেণে সরাইয়া [illegible] হইয়াছিল। প্রায় ১০০০০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

বিষম বিমান-দুর্ঘটনা

নৌ-বিভাগের একজন [illegible] জাতীয় বিমান-পরিচালক একজন শিক্ষার্থী লইয়া উড়িয়াছিলেন। তাঁহারা আকাশে বিমান-খানা বহু উচ্চে উঠিয়া রাজপথের উপর উল্টাইয়া যায়। ফলে আরোহীরা একশত [illegible] হইতে পড়িয়া যান, তাঁহারা প্যারাশুট গ্রহণ করিবার অবসরও পান নাই। একজন রাজপথের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া যান। অপর [illegible] ছাদের উপর পড়িলেও উহার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁহারও দেহ চিনিবার উপায় ছিল না। বিমানখানা কলকারখানার চিমনী ও গাছপালার উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নামিতে থাকে। তাহার এঞ্জিন তখনও চলিতেছিল। বিমানখানা ছেলেদের খেলার মাঠে পড়িয়া চুরমার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন খুব অল্প [illegible] হইতেছিল বলিয়া ছেলেরা মাঠ হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

বরিশালে হত্যাকাণ্ড
[illegible] পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য

সায়েস্তাবাদ ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের জনৈক কর্মচারী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কালীবাড়ী রোড ধরিয়া গত কল্য রাত্রি ৯টার সময় [illegible] স্কুলের নিকট দিয়া যাইবার কালে একজন অপরিচিত লোক কর্তৃক আক্রান্ত হন। লোকটী তাঁহার তলপেটের বাম পার্শ্বে একখানা ছোরা প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। নরেন্দ্র বাবু উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠেন এবং দৌড়াইয়া উকিল [illegible] সরকারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করেন। তথায় দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে মানু নামক এক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে ইনি উইল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ উইল স্বাক্ষর করিতে চাহেন, কিন্তু উইল আনীত হইলে আর উহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন না। মানুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এঘটনায় আমরা একটি শিক্ষণীয় বিষয় পাইলাম—মানুষ এ জগৎ হইতে চিরবিদায় লইয়া কোন্ অজানা জগতে চলিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তপরে এজগতের আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকিবে না, কিন্তু হতভাগ্য তখনও এজগতের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যাইতে তাহার স্বার্থপর বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইতেছে অথবা নিজেও যতটুকু পারে বিষয় ভোগ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এমনই স্বার্থপূর্ণ জগৎ যে, মরণকালেও তাহাকে একটু ভগবানের নাম শুনায়, এমন কেহ নাই, তথাপি এই প্রেমহীন জগতে মানুষ চাহিবে তাহাকে [illegible] তৃপ্তি! গত [illegible] মহামারিক [illegible] তোমার [illegible] এক ফোঁটা [illegible] কি ভাবিবার কিছু পাও না?

বর্দ্ধমানের নিকট ট্রেণ সংঘর্ষ

বর্দ্ধমানের নিকটে [illegible] ষ্টেশনে গত ১৭ই জুন রাত্রি ১২টা ১০মিনিটের সময় ৩২৫৬ নং ডাউন মালগাড়ী এবং ১৭২২নং ডাউন মালগাড়ীতে এক ভীষণ সংঘর্ষের ফলে ৩২৫৬ নং গাড়ীর এঞ্জিন ও গাড়ীগুলি পড়িয়া যাওয়ায় লাইনটী আটক হইয়া পড়ে। ৩২৫৬ নং গাড়ীর ড্রাইভার সবার নিহত হইয়াছে, একজন খালাসীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই, আর একজন খালাসী আহত হইয়াছে। ১৭২২নং গাড়ীর গার্ড মজুমদারেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সংঘর্ষের কারণ এখনও জানা যায় নাই। ডাউন পাঞ্জাব মেল, ১৮,১০,৪২,১২, ও ১৬নং ডাউন এক্সপ্রেস পৌঁছিতে প্রায় ৮ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

মৃত্যু প্রকাশ

গত ১৮ই জুন হাইকোর্টে যুক্ত প্রদেশের পরলোকগত গভর্ণর স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যানের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হয়। প্রধান বিচারপতি মহোদয় বলেন যে, ইনি ১৯০৫ সালে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার পদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারত সরকারের আইন বিভাগের সেক্রেটারী রূপে এবং তৎপর হোম মেম্বাররূপে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারতের শাসন-তন্ত্রের ইতিহাসে চিরদিন দেদীপ্যমান থাকিবে। প্রধান বিচারপতি মহাশয়, উকিল বারের পক্ষ হইতে মিঃ রায় এবং ইংলিস বারের পক্ষ হইতে মিঃ সরকার তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরাসী যুবকের প্রাণ রক্ষার্থ ইংরেজ মহিলার প্রাণত্যাগ;

প্রকাশ যে, ক্লিন্ট্ নামক জনৈক ফরাসী যুবক ফ্রান্সের বোলোন সহরের অন্তর্গত উইমেরাক্সের সমুদ্র তটে একটী কুকুর সহ ভ্রমণকালে অকস্মাৎ একটী ঢেউ আসিয়া কুকুরটী ভাসাইয়া লইয়া যায়। তিনি উক্ত কুকুরটিকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু অবসাদিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যান। তখন কুমারী জেনী [illegible] নাম্নী এক [illegible] বর্ষীয়া ইংরেজ মহিলা তাহার মাতার [illegible] তিনি [illegible] উহাদের [illegible] লইয়া যায়। উভয়েই সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে।

উক্ত ইংরেজ মহিলার মাতা এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু অতিকষ্টে তাঁহাকে ধরিয়া রাখা হইয়াছে। অপর কোন ইংরেজ যুবক তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পের জন্য আহত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

উড়িষ্যার গোপাবন্ধু দাসের পরলোক গমন

গত ১৭ই জুন রাত্রি ৭টার সময় পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস তাঁহার সাক্ষীগোপালস্থ সত্যবাদী ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি লাহোর সার্ভেণ্ট অফ্ দি পিপল্‌স্ সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। গত মার্চ্চ মাসে সোসাইটির বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিয়া তথা হইতে ফিরিবার পথে তিনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। সাক্ষীগোপালে আসিয়া তিনি ১৪।১৫ দিনের মধ্যে সে আক্রমণ হইতে রক্ষা পান। উহার কিছুদিন পরে গত ৩রা জুন তিনি উড়িষ্যাবাসী প্রতিনিধিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই জ্বরই তাঁহার অন্তক হইয়াছে। উড়িষ্যা তাঁহার সম্পাদিত 'সমাজ' নামে তাঁহার একটী পত্রিকা উড়িষ্যার মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তিনি সেই পত্রিকা ও প্রেসটী উক্ত সার্ভেণ্ট অফ্ দি পিপল্‌স্ সোসাইটিকে দিয়া গিয়াছেন এবং ৫০০০০ টাকার সম্পত্তিও জনহিতকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইটী কন্যা আছে। উড়িষ্যাবাসী তাঁহার অভাবে বিশেষ কাতর হইয়াছেন।

ইটালীর রাজপথে ইংলণ্ডের রাজদূতের অবমাননা

প্রকাশ যে, মিলানের পথে কর্ম্মরত ব্রিটিশ-রাজদূতের নিকট জনৈক ফ্যাসিষ্ট আসিয়া ছাড়পত্র দেখিতে চাহিলে তিনি ফ্যাসিষ্টকে বলেন, যে, তাঁহার ছাড়পত্র দেখিবার কোন অধিকার নাই। তখন [illegible] হইয়াছে।

এই ঘটনার পর [illegible] ([illegible]) [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দাবী করিয়াছেন।

বার কাউন্সিলের সদস্য

বার কাউন্সিল আইনানুসারে নিম্নলিখিত অ্যাডভোকেটগণ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বার কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছেন।

নির্ব্বাচিত—মিঃ এইচ ডি বসু, এ এন চৌধুরী, শরৎচন্দ্র বসু, আমীর আলী, এন্ এন্ সরকার, ব্রজলাল, ডাঃ [illegible] বসাক, মিঃ অতুল চন্দ্র গুপ্ত, নরেন্দ্র কুমার বসু, রমেশ চন্দ্র সেন।

মনোনীত—মিঃ ল্যাংফোর্ড জেম্স্, এন সি চাটার্জ্জি, স্যার [illegible] রায় বাহাদুর, মিঃ রবীন্দ্র নাথ চৌধুরী।

এডভোকেট জেনারেল (স্যার বি, এল, মিত্র) এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হইবেন।

সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু সংখ্যা

গত ৯ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলায় সংক্রামক ব্যাধিতে নিম্নলিখিতরূপ লোক মারা গিয়াছে:—

কলেরায়

আলোচ্য সপ্তাহে ৪টি জিলায় মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথা—

হুগলী ১৩ হইতে ২৭, হাওড়া ১৭-১৯, জলপাইগুড়ী ১৯-২২, চট্টগ্রাম (পার্ব্বত্য-অঞ্চল) ০-১২। নিম্নলিখিত কয়টি জিলায় মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, যথা—বর্দ্ধমান ১৮-৩, আসানসোল ২২-৯, বীরভূম ২৫-১৩, মেদিনীপুর ২৪-৭, ২৪ পরগণা ৩৯-২৭, কলিকাতা ৯৮-৮৩, খুলনা ১৭-২, দিনাজপুর ১৪-২, মালদহ ৬৩-১৮, কুচবিহার ১৮৬-১৭৩, চট্টগ্রাম ১৩-১২, ত্রিপুরা ২০-৫, নোয়াখালী ৫১-২৮।

বসন্তে

মালদহ ৫১, বর্দ্ধমান ২৫, মুর্শিদাবাদ ১৯, দিনাজপুর ১৯, বীরভূম ২৬, ঢাকা ১৫, ত্রিপুরা ১৩, কুচবিহার ১১, কলিকাতা ১০, মেদিনীপুর ৯, নদীয়া ৮, ময়মনসিংহ ৭, বাকুড়া ৬, রাজসাহী ৫, পাবনা ৫, [illegible] ৪, যশোহর ৪, [illegible] ৪, ২৪ পরগণা ৩, রংপুর ৩, চট্টগ্রাম ২, নোয়াখালী ২, আসানসোল ১, হাওড়া ১, জলপাইগুড়ী ১।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সাধন

শ্রীগৌরদেব সার্বভৌম সাধন-শ্রেষ্ঠ কি জানিতে চাহিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ-সাধন বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, যথা চরিতামৃতে,—

ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সংকীর্ত্তন ॥
(মধ্য, ৬ষ্ঠ)

শ্রীসনাতনের প্রতি, অন্ত্য. চতুর্থে, শ্রীপ্রভু-বাক্য,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ-ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। হরি নামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়-স্বরূপে গৃহীত হয়। যদিও “এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ” প্রভৃতি বাক্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাতে কেহ যেন ভুলে না করেন যে, হরিনাম ছাড়িয়া যে কোন অঙ্গ আশ্রয় করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি হয়। হরিনামকে সাধন-শ্রেষ্ঠ জানিয়া, একান্ত ভাবে নামাশ্রয় করত নামের সাধকরূপে অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রের স্পষ্ট আজ্ঞা এই :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাঁহারা অকপটে, একান্তভাবে হরিনামাশ্রয় করেন। হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত তাঁহারা নামকেই সাধ্য-স্বরূপে প্রাপ্ত হন। যেহেতু নামই সাধ্য, নামই সাধন, নাম ও নামী অভেদ। শ্রীনাম সাধন ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধন ইন্দ্রিয় দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ ও কর্ম্মঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যুক্তাহার, যুক্তবিহার দ্বারা দেহটিকে সুপুষ্টভাবে রক্ষা করিলে সাধনকার্য্য সুসম্পন্ন করা যায়। পক্ষান্তরে [illegible] দেহের প্রতি তাচ্ছিল্য করিলে, [illegible] পড়ে, এবং সাধনের পরিবর্ত্তে অবশেষে [illegible] হয়। [illegible] বলিয়াছেন,—

[illegible]

[illegible] অর্পণ [illegible] অতিভোজনকারী, নিদ্রালু, অনাহারী, অতিশয় নিদ্রাজিত এবং নিদ্রাত্যাগী ব্যক্তির যোগ [illegible] সম্ভব হয় না। যেহেতু অপুষ্টতা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা না থাকে, এতদর্থে যুক্ত-আহার-বিহার, সর্ব্ব-কর্ম্মে যুক্তচেষ্টা এবং যুক্ত-নিদ্রা ও জাগরণ স্বীকার করিলে, সাধন কার্য্যটি সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া সর্ব্ব-দুঃখ নাশ করে। তাৎপর্য্য এই যে, অমঙ্গলেচ্ছারূপ মনকে স্মরণ-মনন, অনাদৃত, হৃদয়দৌর্ব্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থ-চতুষ্টয় হইতে রক্ষা করত, শ্রীনামের স্মরণ মননে নিযুক্ত হইতে হইবে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে অতি-ভোজন, অতি-নিদ্রা, বিষয়-গ্রাম প্রভৃতি ভজন-প্রতিকূল অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তনরূপ-সাধনে অবিরত রত করিতে হইবে। ইহাই সাধকের কৌশল। ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্নের আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে ; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তাপূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে, সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্টলাভে বিলম্ব ঘটায়। আলস্যের মত এই প্রতিকূল বিষয়টি স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টি ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যে এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

সাধু সাধনের সর্ব্বপ্রধান সহায়। বদ্ধ-জীবের হৃদয়টি অনর্থের এত বশীভূত যে, বহু চেষ্টা করিয়াও অনর্থ বিড়ম্বনা ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গ থাকিলে অনর্থগুলি কোন বলই প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—

কিবা বা করিতে পারে,
কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সাধু-সঙ্গ সাধনকার্য্যে নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

নাম-সাধক, ভক্তের সঙ্গে নাম করিতে পারিলে, [illegible] হইয়া [illegible]

আদর্শানুসরণ

চিত্রকর যেমন কোন একটি আদর্শ তাঁহার সম্মুখে না রাখিয়া কখনও নিখুঁতরূপে তাঁহার চিত্র অঙ্কন করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ আমাদেরও চরিত্রটির গঠন করিতে হইলে সম্মুখে কোন একটি আদর্শ চরিত্রের আনুগত্য আবশ্যক হয়। আদর্শের আনুগত্য ব্যতীত কখনও আমরা গঠিত হইতে পারি না। সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে আদর্শ পাওয়ার জন্যই আমাদের গুরুকুলে বাস আবশ্যক, যেহেতু গুরুদেবই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। গুরুদেবের চরিত্র বা স্বভাব—সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণচেষ্টা। তাঁহার স্বভাবের অনুসরণেই জীবের নিজ স্বভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জগতে যেরূপ কোন বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, পরে কোন আদর্শবস্তু দেখিয়া তদনুরূপে বস্তুটী গঠন করিয়া লওয়া হয়, জীব স্বভাবের গঠন-কার্য্য সেরূপ নহে, তাহা প্রাকৃত কোন উপাদানে গঠন করিতে হয় না, যেহেতু তাহা জীবাত্মার নিত্য সিদ্ধভাব—নিত্যকালই বর্ত্তমান ; তবে বর্ত্তমানে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ দ্বয়ের প্রতীতি-প্রাবল্যে তাহার স্ফূর্ত্তি না হওয়ায়, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই জীবস্বভাবের সাধ্যতা বা স্বস্বভাবপ্রাপ্তি। কৃষ্ণভক্তিই জীবের সেই সাধ্যভাবরূপ স্বভাব, সেই ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হয়, তখনই তাহা সাধন-ভক্তি। শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ আনুগত্য ব্যতীত কখনও এই ভক্তির অনুশীলন বা সাধন হইতে পারে না। এই আনুগত্যে ভক্ত্যনুশীলনের অর্থ —শ্রীগুরুদেবের শ্রীভাবে গুরুদেবের সেবা ; —উহাই কৃষ্ণভজনের অনুকূল। কৃষ্ণভজনপ্রার্থী ব্যক্তি এইরূপ অনুকূল উপায়াবলম্বন ব্যতীত কখনই ভজনোন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন না।

অনেকে গুরুপাদাশ্রয়ের একটী অভিনয় মাত্র করিয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকিয়া একাকী গুরুদেবের আদর্শানুসরণ করিবেন বলিয়া মনে করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা প্রায়ই নিষ্ফলা হইতে দেখা যায়। কেননা মায়াপিশাচীর অনুচরগণ জীবকে একা পাইলেই প্রবল ভাবে আক্রমণ করিবে, কোমলশ্রদ্ধাবস্থার সাধকগণের সে আক্রমণ ব্যর্থ করা মায়াবশযোগ্য জীবের পক্ষে বড় সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। তবে তাঁহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তাহাতে আদর্শের অনুসরণের পরিবর্ত্তে অনুকরণটাই থাকিয়া যায়, সুতরাং গুরুদেবের প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে তাহা মায়াদেবীরই প্রীতিজনক হইয়া পড়ে। গুরুবৎ তিলক-সেবা, মালাধারণ, হরিনাম-কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন প্রভৃতি ভজনক্রিয়ার অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী হয় না বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা সংসারাসক্তির পরিবর্ত্তে সংসার বৃদ্ধিই পাইতে দেখা যায়। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে থাকিয়াই যখন কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারীসঙ্গ বাসনা হইল, অদ্বৈত আচার্য্যের মহাপ্রভু ছাড়িয়া কাশিবাসে কৃত্রিম কৃষ্ণদর্শনের সাধ হইল, ছোট হরিদাসের কৃত্রিমভাবে রায়রামানন্দের অনুকরণচেষ্টা করিতে গিয়া অন্তরে স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি জাগিল, তখন তাঁহাদিগের সৌভাগ্য হইতে কোথায় অবস্থিত আমরা, আমরা চাহি সাধুগুরুর সঙ্গ ব্যতীত সংসারে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে ! ধন্য আমাদের সাহস ! তবে গুরু-পাদাশ্রয়ে বাস বলিতে যে গুরুদেব সেবোদ্দেশে অন্যত্রগমনের আদেশ করিলেও তাহা অমান্য করিয়া কেবল গুরুদেবের পা জড়াইয়াই পড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে, গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই সেবোদ্দেশে যথা তথা অবস্থানও গুরুকুলে বাস।

আমাদের গুরুকুলে বাস, মাত্র সেই কয়দিন, যে কয়দিন দীক্ষার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া গুলি সম্পন্ন না হয়। যেমন কার্য্য শেষ, অমনিই গৃহাভিমুখে দৌড়। “গুরুদেব যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকুন, তাঁহার সেবা হউক না হউক, তাঁহার খোঁজে আর আমাদের কি আবশ্যক, তবে গুরুদেব আমাদিগেকে এই কৃপা করুন, যেন আমাদের সংসার-সুখটা বেশ ভাল রূপে ভোগ হয়, বৎসরান্তে এক আধ বার গুরুগৃহে যাইব, তখন গুরুদেবেরই হয়ত আমাদিগকে শিষ্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বেগ পাইতে হইবে। যাহা হউক পরিচয় দিব, তাহা হইলেই চলিবে, সংসার-যাত্রা চালাইতে না পারি, গুরুদেবকে বলিব, ‘আমার সকল ভার এখন তোমার,’ তাহা হইলে আর সংসার চিন্তাও থাকিবে না অথবা সংসার স্বচ্ছল থাকে, গুরুদেবকে দু’চার টাকা প্রণামী দিয়া আসিব, তাহা হইলেই গুরুসেবা হইয়া যাইবে, আমরা সপরিবারে দীক্ষা গ্রহণ করি—কাজের বেলা [illegible] ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, গুরুদেবকে আর কষ্ট করিয়া সে সব খোঁজ রাখিতে হয় না, আমরা বাড়ীতে বসিয়া তাঁহার শ্রীঅর্চ্চা মূর্ত্তিকেই ষোড়শোপচারে আমাদের [illegible] ভোগ দিই, আর, গুরুদেবের [illegible]

যখন গুরুদেবেরই সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি তখন গুরুগৃহে যাইবারও আবশ্যক করে না, তাঁহার শ্রীঅর্চ্চা পূজা-করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎসেবার ফললাভ হইবে, সাক্ষাতে হয়ত অনেক সেবাপরাধ করিয়া বসিব, কত বকা ঝকা খাইতে হইবে, শ্রীঅর্চ্চাপূজায় আর সে সব ঝকাট ভোগ করিতে হইবে না, খুব চোখ বুঁজিয়া এক মনে সকাল সন্ধ্যা বসিয়া গুরু-মূর্ত্তিধ্যান করিলেই হইবে, গুরুদেবের সাক্ষাদ্দর্শন অপেক্ষা শ্রীঅর্চ্চা মূর্ত্তিকেই সেইজন্য আমি একটু বেশীরকম ভাল বাসি, কেননা গুরুগৃহে যাতায়াতের খরচটাও বাঁচিয়া যায়, সংসার কার্য্যেরও কোন ক্ষতি হয় না ইত্যাদি অনেক সুবিধা।"—ইহাই আমাদের গুরুভক্তির পরিচয়!

হতভাগ্য আমরা দীক্ষা বা গুরুপাদাশ্রয় ও গুরুপাদপদ্মসেবা কাহাকে বলে, কিছুই বুঝি নাই! কি করিয়া বুঝিব? গুরুগৃহেই যে বাস করিলাম না—গুরুদেবের শ্রীমুখ-বিগলিত উপদেশামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও যে আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিলাম না? গুরুপাদপদ্মে শরণাপত্তি ও সেবাবুদ্ধিসহকারে পরিপ্রশ্ন করিলে ত' গুরুদেব আমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন? তাহা না করিয়া যেমন দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠানগুলি সমাধা, অমনি আমিও বাড়ী পানে দে ছুট! ইহাতে আর কেমন করিয়া আমাদের মঙ্গল হইবে? দীক্ষিতের প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ। কৃষ্ণকথা শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপবিষয়ক কথা শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্ ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্ রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকরগণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধ পরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। এইরূপে নাম-রূপ-গুণ-পরিকরের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও সম্যগ্ রূপে হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ গুণলীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির নাম দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ। এই দিব্যজ্ঞানলাভ কখনও একদিনে হইবার নহে, ইহা লাভ করিবার জন্য গুরুপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে গুরুদেবেরই সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তদাজ্ঞাপালনরূপ আনুগত্য করিতে হয়। হরিভজনকেই যাঁহারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ভাবিতে পারেন, তাঁহারা শত সহস্র বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া গুরুকুলে বাস করিবার সুবিধা করিয়া লয়েন। নিতান্ত অসুবিধা হইলে সেখানেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানে থাকিয়াই গুরুদত্ত কোন সেবা-ভার গ্রহণ দ্বারা গুরুদেবের মনোহভীষ্ট সম্পাদন করিবার যত্ন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীধাম নবদ্বীপে ভাগীরথীর তীরে, শ্রীধর নামে কোন এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যবহারিক জগতে অতিশয় দরিদ্র। কলার থোড় মোচা খোলা, ক্রয় বিক্রয় দ্বারা যাহা কিছু যাহা পাইতেন, তাহার অর্দ্ধেক গঙ্গাপূজায়, ও বাকি যাহা থাকিত, তাহাতে অতিথি সেবা, স্ত্রী, পুত্র ও নিজের জীবিকা অতি কায়ক্লেশে নির্ব্বাহ করিতেন। ভাঙ্গা ঘর চালে খড় নাই, পরিধানে ছেঁড়া বস্ত্র, গ্রন্থির অন্ত নাই, কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিতেন। এইতো তাঁহার ব্যবহারিক জগতের অবস্থা।

অনেকের মনে হইতে পারে, এত সব রাজা মহারাজা থাকিতে, এই অতি দরিদ্রের কথাটা এতদিন যাবৎ লোকের মনে আছে কেন? ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার কথা। কেন যে সত্য-পিপাসু অকপট সরল প্রাণ ব্যক্তিগণ, শ্রীধরের চিত্রটি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া নিরত অনুধ্যানে পরম তৃপ্তি বোধ করেন, তাহা তাঁহার চরিত্র-মহিমা দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে। অবশ্য শ্রীধরের মহিমা কীর্ত্তন করিবার যোগ্য ব্যক্তি, জগতে অতি বিরল। তাঁহার মহিমা একদিন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পার্ষদগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া 'ভক্ত মহিমাই কীর্ত্তনীয়' শিক্ষার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তবে শ্রীধরের কৃপায় তাঁহার মহিমা যতটুকু হৃদয়ে উদিত হয়, ততটুকুই বর্ণিত হইয়াছে।

যাহারা শ্রীধরের অনুগত, একমাত্র তাঁহারাই জানেন, শ্রীধর দরিদ্র হইলেও মহাধনী, মহা পণ্ডিত, মহাভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ, বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ, লোক শিক্ষার্থে। যাহার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরের ভগ্ন ত্যক্ত লৌহ পাত্রের জল পান করিয়াছিলেন, ও তাঁহার থোড়, কলা, মূলা বল পূর্ব্বক নিত্য কাড়িয়া লইতেন, এমন কি গৃহত্যাগের দিনেও শ্রীধরের প্রদত্ত লাউটী শ্রীগৌরসুন্দর স্বীকার করিয়া, 'ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিলে ভক্তের দেওয়া কোন দ্রব্যই তিনি ত্যাগ করেন না' ইহাই দেখাইলেন।

শ্রীধর যিনি ব্রজের কুসুমাসব গোপাল, তিনি দরিদ্র, এই কথাটা অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক। তবে শুধু অসুয়ভাবাপন্ন

করেন। শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট স্থাপনই—শ্রীগুরুগৃহে বাস—শ্রীগুরুর আদর্শানুসরণ—স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি। সেই মনোহভীষ্ট হইতেছে—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ।

ভাগবতের লোক-মোহনার্থে শ্রীধর দারিদ্র্য-লীলাভিনয় করিয়া, "ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥" এ কথার সার্থকতা দেখাইয়াছেন। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত, এ সিদ্ধান্ত যাহারা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই বলিতেন:—"মহাপ্রাবা বেটা তাতে পেট নাহি ভরে। ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া রাত্রি জাগি মরে"॥ অর্থাৎ মহাভাগবত—মহা-সত্যবাদী শ্রীধর, সমস্ত রাত্রি উচ্চৈঃস্বরে যথাসত্য মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেন কিনা তাই অসত্যপ্রিয়গণ তাঁহাকে বোকা—নির্ব্বোধ ঠাওরাইয়া, দরিদ্রতার কারণ বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যেমন আজকালও অনেক বুদ্ধিমানদের মুখে শোনা যায়, 'এখন যেমন দিন-কাল এত সরল ও সত্যবাদী হইলে কি সংসার চলে' অর্থাৎ নিষ্কপট সত্যবাদীরাই যেন সংসারে বোকার জাহাজ। এইরূপ বুদ্ধিমানদের বিচারে শ্রীধর নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর অমায়ায় স্বপ্রকাশিত হইয়া ভক্তগণকে আদেশ করিলেন—

.. "শ্রীধরের বাটি গিয়া আন। আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান॥ নিরবধি তাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা। আসিয়া দেখুক মোরে বাট আন গিয়া॥ নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া। যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া॥"

তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক শ্রীধর ভিন্ন, তথা-কথিত নাগরিক ভদ্র, পণ্ডিত, ধনীরা পান-ভোজনান্তে নিদ্রা-দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন আর শ্রীধরের চীৎকারে তাঁহারা উত্যক্ত হইতেন। নতুবা নগরের মধ্য হইতে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব ব্যাপার।

বৈষ্ণবগণ শ্রীধরের গৃহে হইয়া বলিলেন:—

"চলহ মহাশয় প্রভু দেখ গিয়া। আমরা কৃতার্থ হই—তোমা পরশিয়া॥"

শ্রীধর মহাশয় যেই মহাপ্রভুর কথা শুনিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ভক্তগণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন,—

শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
আয় আয় শ্রীধর বোলে ডাকিতে লাগিলা।
বিস্তর করিলা তাঁহ মোর আরাধন।
বহু জন্ম মোর প্রেমে তেজিলা জীবন॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর॥
প্রভু বলে শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।

রাখা তুমি তাহে মহা-পুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে মোহন-বিগ্রহ।
হাতে মোহন-বংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বূল দেয় হাতের উপরে।
পঞ্চ-মুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহাফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক, বেদে স্তুতি করে॥
প্রকৃতি-স্বরূপ সব যোড় হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরমাসুন্দরী॥

ইহাই শ্রীধরের অবস্থা। তার পর মহাপ্রভুর আদেশে পরাবিদ্যা-সরস্বতী শ্রীধর পণ্ডিতের জিহ্বায় আবির্ভূতা হওয়ায়—কত স্তব-স্তুতিই করিতে লাগিলেন। এই তো প্রভু-ভৃত্য-সংবাদ। এখন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর শ্রীধর পণ্ডিতকে অষ্ট-সিদ্ধি বর দিতে প্রস্তুত। পণ্ডিত কিন্তু কোন বর লইতে মোটেই রাজি নন; কারণ তিনি বলেন, প্রভো! তোমার দর্শনলাভ অপেক্ষা কোন বরই জীবের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। কিন্তু মহাপ্রভুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। 'প্রভু বলে দরশন মোর ব্যর্থ নয়। অবশ্য পাইবে বর চিত্তে যেই লয়'॥ ....শ্রীধর বলয়ে প্রভু দেহ এই বর,—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥

হায়, আমরা কত বড় অন্ধ! এই শ্রীধরকে মনে করিতাম, দরিদ্র, চাষা, মূর্খ, নির্ব্বোধ ইত্যাদি, কত কি বলিয়া কেবল মহাভাগবতের চরণে অপরাধই করিয়াছি।

বৈষ্ণব চরিত্র অনেক জ্ঞানগম্য নহে। বিষয়, বিদ্যা, ধন, কুলমদে প্রমত্ত হইয়া নষ্ট বুদ্ধিতে ইহা অবধারণ করিবার সুযোগ ঘটে না। এখনও আমাদের অনেকের চোখ ফোটে নাই। ব্যবহারিক জগতের সুখ দুঃখের অল্পাধিক্যে বৈষ্ণবের তারতম্য নির্ণীত হইয়া থাকে। যিনি উচ্চ বংশে জন্মেন, ভাল খান, ভাল পরিধান করেন, বেশ নাদুস নুদুস চেহারা, হরবোলা পাখীর মত অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত সখ বিশটা ভং বং ঘং রং লং আওড়াইতে পারেন, তিনিই সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। তাঁহার বৈষ্ণব-সদাচাররূপ চরিত্র ঠিক আছে কিনা সে বিচার কে করে? তাঁহার নামে খবরের কাগজে কত হৈচৈ ব্যাপার। পরমহংস শ্রীল গৌর কিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ও নবদ্বীপ ... কুটীর নিবাসী নিষ্কিঞ্চন সাধু শ্রীযুক্ত বংশীদাস বাবাজী মহারাজ,ইঁহাদের নাম কে জানে কারণ বাহিরে যখন ইঁহাদের মলিন কান্তি চেহারা, পরিধান ছিন্ন কৌপীন ...

শ্রী [illegible] শ্রীধরের ... তাঁর ইহাঁদের আত্মজনকে মোহিত করিয়া কেবল বাক্য দিলাই বিধ্যধর্মীগণের নিকট অপ্রকাশিত রহিয়াছেন। তথা-কথিত শ্রীধরের বিরোধিগণের বাসস্থান নবদ্বীপে থাকিলেও তাঁহাদের অস্তরঙ্গ বৃত্তি সঞ্জাত উত্তম উৎসবের দিকে শ্রীধর এবং তদনুগত মহাভাগবতগণের নাম থাকিতে পারে না।

প্রচার-প্রসঙ্গ

মঠের বিজয়-পতাকা বহন করিয়া সেবকবৃন্দ, আজ ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন, এবং দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে, নদীগর্ভে, গিরিশৃঙ্গে, ভক্তি, সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে মায়াবাদ, অক্ষমার্ত্তবাদ, প্রাকৃতসাহজিক বাদ প্রভৃতি ধর্ম্ম-জগতের ব্যাধি-স্বরূপ অসম্ভতবাদ নিরসনপূর্ব্বক জীবগণকে স্বরূপধর্ম্মে উদ্বোধিত করিবার জন্ম সর্ব্বপ্রকারে প্রয়াস পাইতেছেন।

সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা মঠ কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রামজিউর সেবার আনুকূল্যকারী সিমলাশৈলপ্রবাসী কতিপয় গৃহস্থ ভক্তের ইচ্ছায় উক্ত মঠ সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহাশয় বিগত ২রা মে সিমলা সহরে গমন করেন। শৈল-প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণের উৎসাহে পর দিন শ্রীনাম-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল উক্ত অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ জনৈক শুদ্ধভক্তের সমাগমে নিরতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিলেন, এবং সাধুসঙ্গে সুচারুরূপে উক্ত সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

এতদুপলক্ষে তথায় বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ঐ দিন কয়েকটি বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্যবিষয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্ব, শিবাদি দেবতা তাঁহা হইতে অপৃথক, আশ্রিত আধিকারিক দেবতা বিশেষ। সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে অবরোহ-পন্থাতেই স্বতন্ত্র বস্তু ভগবান্ জীবকে কৃপা করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পন্থায় বা অন্যান্য দেবতার স্বতন্ত্র উপাসনাচেষ্টা মায়িক ধর্ম্ম বিশেষ। ঐ সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় অনেকে প্রীত হইলেও কেহ কেহ আপত্তি করিয়া পাষণ্ডমত স্থাপনে উদ্যম করিয়া বিফলমনোরথ হন।

আরও কয়েক দিন সিমলা সহরে অবস্থান করিয়া শ্রীপাদ ভট্টাচার্য্য মহোদয় কয়েকটি বিশিষ্ট লোকের গৃহে শুদ্ধ হরিকথার আলোচনা করেন, এবং সিমলা প্রবাসিগণের বিবিধ প্রকারে ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতি অর্জ্জনের সহায়তা করিয়া সপ্তাহ কাল যাপন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু হারাম লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় প্রচারাদি কার্য্যের সহায়তা করিয়া বিশেষ সহৃদয়-তার ও নিষ্কপট শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়া শুদ্ধ ভক্তগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য-সমাচার

ঋতুদ্বয় ও সর্প

বসন্তের অবসানে গ্রীষ্ম আসিল। নিদাঘের মাধ্যাহ্নিক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতেজে মানুষ্য ত দূরের কথা, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হইতে সাহসী হয় না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগবান্ মরীচিমালী দিবসের কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া স্বীয় কিরণজাল সংযত করত অস্তাচলে গমনোন্মুখী হইলে দক্ষিণস্থ নীলাম্বু হইতে সমাগত সুশীতল বায়ু প্রাণিবৃন্দের প্রাণে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। বালকেরা খেলার মাঠে ধাবিত হইল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইল। এই সময় পেচকাদি খেচরের ন্যায় সর্প-কুলও শীতল হাওয়ায় ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া স্বভাব-সুলভ খলস্বভাব বশতঃ নিকটে অন্য কোন প্রাণী এমন কি মনুষ্য পর্য্যন্ত পাইলে দংশন করিয়া স্বীয় বিষ-দন্তের সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটী করে না।

গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষা সমাগত। আকাশে প্রায়ই জলদমালা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে আগমন করিয়া নদী, তড়াগ, পুষ্করিণী কূপ, গর্ত্তাদি পরিপূর্ণ করিতেছে—কোথাও বা নদীর প্লাবনে তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ ভাসিয়া যাইতেছে। স্বীয় বাসস্থানে জল প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শনপূর্ব্বক সরীসৃপাদি মনুষ্যের গৃহে আশ্রয় প্রার্থী হইতেছে। দুর্ব্বাসা যে প্রকার ভাবে রাজর্ষি অম্বরীষের আশ্রয়-প্রার্থী হইয়াও সম্পূর্ণ অন্যায় কারণে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রচেষ্ট ছিল মনুষ্যের এই অতিথিবর্গও তাহাদের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক সেইরূপ অনিষ্ট সাধনের কোন ও রূপ অন্যথা করে না সুতরাং মনুষ্যের এই পরমহিতৈষী অতিথি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্প অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কেউটে প্রভৃতি কয়েক প্রকার সর্পের বিষ এত উগ্র যে, উহাদের দংশনের কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষ অজ্ঞান হইয়া প্রাণত্যাগ করে। আবার কয়েক প্রকার সর্প আছে যাহাদের আদৌ বিষ নাই।

বিষধারী সর্পের উপরের মাড়ীর উপরিভাগে চক্ষুর পশ্চাতে বিষ গ্রন্থি (গ্লাণ্ড) অবস্থিত। এই বিষ গ্রন্থির সহিত বিষদন্তের সংযোগ রহিয়াছে। বিষদন্তদ্বয়ের মধ্যে সরু ছিদ্র আছে, দংশন কালে উহা দ্বারাই বিষ নিসৃত হয়।

কতকগুলি বিষধারী সর্পের বিষদন্ত এত ক্ষুদ্র যে কাপড়ের উপরে দংশন করিলে উহা চর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কতকগুলির বিষদন্ত এরূপ আকারের যে বস্ত্রের উপর দংশন করিলেও উহারা বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বিষ ঢালিয়া দিতে সমর্থ। বিষধারী সর্পের দংশনে দুইটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে এবং যে সমস্ত সর্পের বিষ নাই তাহাদের দংশনের প্রায় গোল ছিদ্র বা দন্ত চিহ্ন মাত্র থাকে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সর্পের বিষ একটী বিষাক্ত জিনিষ মাত্র নহে, পরন্তু দুই বা ততোধিক বিষাক্ত বস্তুর সংমিশ্রন।

দংশনকালে ১৫০ হইতে ৩৭০ মিলি গ্রাম সর্পবিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অথচ ১৫ হইতে ২০ মিলিগ্রাম বিষেই মানবের জীবনান্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

কোন স্থানে সর্প দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ নিকটে রুমাল, দড়ি, যাহা পাওয়া যায় তদ্বারাই উক্ত দষ্ট স্থানের উপরে বা দষ্ট স্থান এবং হৃৎপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে, সম্ভব হইলে বাহু এবং উরুপ্রদেশে যথায় একটী মাত্র হাড় আছে সেই স্থানে খুব জোরে একটী বন্ধন দিতে হইবে। রবার টিউবের বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী হয়। তৎপর উপর হইতে নীচ দিকে দষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বন্ধন করিতে হইবে এবং জিহ্বায় মুখে অথবা দন্ত-মাড়িতে ঘা না থাকিলে দষ্ট স্থানের রক্ত চুষিয়া লইয়া থু থু ফেলিতে হইবে। তাহার অব্যবহিত পরে একটু ব্যাণ্ডি মুখে দিতে হইবে।

তৎপর পটেসিয়াম্ পারমান্ গ্যানেট উক্ত স্থানে ঘষিয়া দিবে অথবা নাইট্রিক এসিড দিয়া পোড়াইবে।

বন্ধনের পরই ডাক্তার ডাকিবে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

আসামীর নিষ্কৃতি

গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হেতমপুরের মহারাজার নবদ্বীপস্থ ধর্ম্ম-শালায় যে অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ হয়, তাহার মীমাংসা ৩১শে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণনগ-রের সবডিভিসনাল অফিসারের আদালতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বৈরাগী এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর জবান-বন্দী অসামঞ্জস্য বিধায় আসামী অব্যা-হতি পাইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের নবদ্বীপস্থ সরাই-খানা এবং ধর্ম্মশালার ম্যানেজারগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন গাঁটকাটা পকেট মারা এবং অসৎ চরিত্র লোক-দিগের হস্ত হইতে বিদেশীয় যাত্রিগণের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।"

(ভারতীয়)

ময়ূরভঞ্জ মহারাজকে বড়লাটের সমর্থন

প্রকাশ যে, বিহার উড়িষ্যা করদ-রাজ্যসমূহের পলিটিক্যাল এজেন্ট ও কমিশনার রাজপ্রাসাদের এক দরবারে মহারাজ প্রতাপ চন্দ্র ভঞ্জ দেওকে সম্বোধন করিয়া বড় লাট কর্ত্তৃক তাঁহার ময়ূরভঞ্জের গদী আরো-হণের সমর্থন পত্র পাঠ করেন। দরবার সভায় রাজবংশের লোকজন, বহু অফিসার, সর্দ্দার, জমিদার ও প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বজবজে ডাকাইতী

গত ১৫ই জুন বজবজের অন্তর্গত মাজি নামক স্থানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের গৃহে এক ডাকাইতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ডাকাইতেরা সংখ্যায় ১৫।১৬ জন ছিল। তাহারা প্রথমে বাড়ীর সদর দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু চাকরেরা তাহাদিগকে বাধা দেয়। তখন তাহারা তাহাদিগকে গুরু-তররূপে আঘাত করিয়া সরাসরিভাবে ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে, সতীশ বাবু বাড়ী ছিলেন না। তাঁহার পত্নী তখন ঘুমাইতে ছিলেন। ডাকাইতেরা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা তাঁহার নিকট লোহার সিন্দুকের চাবি চাহে, তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করায় তাহারা তখন তাঁহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি ২।৩ স্থানে ছোরার আঘাতে আহত হইয়াও কিছুতেই চাবি দেন নাই। ডাকাইতেরা তখন গত্যন্তর না দেখিয়া লোহার সিন্দুক ভাঙ্গে ও ১০ সহস্রাধিক টাকার মাল লইয়া চলিয়া যায়। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত হইতেছে বটে, কিন্তু এখন ও কেহ ধরা পড়ে নাই।

ট্রেণে মহিলার প্রতি অত্যাচার

গত ৭ই ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি কালে স্বরূপমেনা বিবি নাম্নী এক মুসলমান মহিলা, তাঁহার স্বামীর সহিত জয়দেবপুর ষ্টেশন হইতে ২১৭নং আপ ট্রেণে যাত্রা করিতেছিলেন। স্বরূপমেনা একটী স্ত্রীলোকের কামরায় এবং তাঁহার স্বামী অন্য কামরায় ছিলেন। স্ত্রীলোকের কামরায় স্বরূপমেনা বিবি ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোক ছিল না। ট্রেণ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিলে সুধাংশুকুমার দে নামক ই, বি, রেলওয়ের ঢাকা সেক্‌শনের একজন ট্রাভেলিং টিকিট চেকার স্বরূপমেনার কামরায় উঠে এবং তাঁহার প্রতি জোর জবরদস্তি করে। স্বরূপমেনা চীৎকার করিতে থাকে তখন ঐ ব্যক্তি তাহাকে ছাড়িয়া দেয় এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে উক্ত টিকিট চেকার কামরা হইতে লাফাইয়া পড়ে।

কাওরেদ ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে স্বরূপমেনার চীৎকারে তাহার স্বামী তথায় উপস্থিত হইলে স্বরূপমেনা সব কথা বলে এবং উক্ত টিকিট চেকারকে সনাক্ত করিয়া দেয়। আসামীকে ধরিয়া চালান দেওয়া হয়—বিচারে তাহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

সিটি কলেজ সম্পর্কে এলবার্ট হলে বিরাট জন সভা

সিটি কলেজের ব্যাপার লইয়া গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে উক্ত কলেজের ছাত্র, অভিভাবক ও হিন্দু জনসাধারণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল, তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎপুত্র শ্রীজীব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতায় তাঁহাকে কোন কার্য্যোপলক্ষে সভাস্থল ত্যাগ করিতে হয়। তখন শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পণ্ডিত লক্ষণ শাস্ত্রী, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, রামচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী [illegible] ও সুকুমার বাবু প্রমুখ বক্তৃগণ সকলেই কলেজ-কর্তৃপক্ষের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন। বিশেষ সন্তোষজনক সর্ত্তে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে শান্তিপূর্ণভাবে কলেজ-বর্জ্জন আন্দোলন চালাইতে বলেন। অভিভাবক ও হিন্দু সাধারণ যাহাতে ছাত্রগণের এই আন্দোলনে সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তজ্জন্যও অনুরোধ করেন। এই আন্দোলনের সহিত রাজনীতির কোন সংস্রব নাই, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সকলেরই মতে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর মনোভাব যত শীঘ্র মিটিয়া যায়, ততই মঙ্গল। ব্যাপারটী ক্রমে একটা সামাজিক দলাদলিতে পরিণত হইল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এরূপ দলাদলি বর্ত্তমান থাকিতে কোন হিন্দু ছাত্রেরই উক্ত কলেজের সংস্রবে থাকা উচিত নহে, হিন্দু ছাত্রগণকে মূর্ত্তি পূজার সুবিধা দিতে হইবে প্রভৃতি কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

আসানসোল শ্রমিকদিগের কর্ম্মচ্যুতি এজেন্টের প্রতিবাদ

ই, আই, রেলওয়ের এজেন্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার খানি জারী করিয়াছেন :—

আসানসোল ২০০০ শ্রমিকের উপর কর্ম্মচ্যুতির নোটিশ জারি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। আসানসোলে বর্ত্তমানে যাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২০০০ হইবে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত যাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা দুইশতেরও নীচে।

—আনন্দ বাজার

বার কাউন্সেল ও উকিল

আগামী ১লা জুলাই হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে কোন উকিল থাকিবেন না, উকিলগণ ফি দাখিল করিয়া এডভোকেট বলিয়া অভিহিত হইবেন। যাঁহারা ফি দিবেন তাঁহাদের কাহাকেও হাইকোর্টে ব্যবসা করিতে দেওয়া হইবে না। উক্ত ফি এডভোকেট জেনারেল বা উকিল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

কলওয়ালার আত্মহত্যা

লাহোরের কলওয়ালা কিষণচাঁদ বুধোয়ারকে গত ১৬ই জুন তাঁহার ঘরে গুলির আঘাতে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকাশ, তিনি দিবা ১০টার সময় নিজ গৃহমধ্যে যাইয়া দরজা বন্ধ করেন। একটী গুলি তাঁহার মাথায় ও ২টী গুলি বুকে লাগিয়াছিল। পুলিসের পরীক্ষার পর মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছে। ইহা আত্মহত্যা বলিয়া অনুমান; তবে কারণ জানা যায় নাই।

মেদিনীপুরে বন্যার আশঙ্কা

গত ৩দিন হইতে অত্যধিক বৃষ্টি হইবার ফলে মেদিনীপুর জিলার কাঁসাই নদীর জল খুব বাড়িয়াছে। লোকে বন্যার আশঙ্কা করিতেছে

[illegible] ছদ্মবেশী মুসলমান

গত ১৩ই জুন কালীঘাট হিন্দু আশ্রমের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর এ, রহমান, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি নামক জনৈক ছদ্মবেশী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয়—বগুড়া জিলার আক্কেলপুর নিবাসী কাজী মনীর মহম্মদ। লোকটী কোন একটা অপরাধ করিয়াই ঐরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে বলিয়া ইন্সপেক্টর সংবাদ পাইয়াছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী হইতে লোকটী সেখানে আছে। হিন্দু আশ্রমকে প্রবঞ্চনা করার অভিযোগে তাহাকে আসামী করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

(বৈদেশিক)

মার্কিণ মহিলা বৈমানিকের আটলাণ্টিক উত্তরণ

আমেরিকার বিখ্যাত মহিলা বৈমানিক মিস্ এমিলিয়া ইয়ার হার্ট 'ফ্রেণ্ডসিপ' নামক বিমান পোতারোহণে বোষ্টন সহর হইতে যাত্রা করিয়া কোথায়ও না থামিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক গত ৮ই জুন অপরাহ্নে সাউথ ওয়েল্‌সে অবতরণ করিয়াছেন। ব্রিটন পর্য্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পেট্রল ফুরাইয়া যাওয়ায় ঐস্থানে নামিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মিঃ ষ্টাল্‌জ নামে তাঁহার একজন সঙ্গীও তাঁহার সহিত ছিলেন, তিনি পোত চালনে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা আটলাণ্টিকের উপর দিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২১০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। মহিলা বৈমানিকগণের মধ্যে মিস্ এমিলিয়াই সর্ব্বপ্রথম। ইঁহার পূর্ব্বে ইজসি ম্যাক, প্রিন্সেস্ লোয়েনষ্টিন এবং মিসেস্ গ্রেসন এই তিন জন মহিলা আটলাণ্টিক অতিক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিন জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং মিসেস্ এমিলিয়ার কৃতিত্বে সকলেই গৌরবান্বিত।

এইবার দিয়া ছয়বার বিমানযোগে কোথাও না থামিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রান্ত হইল। (১) জুন, ১৯১৯—সারজন এলকক্ ও স্যার আর্থার ব্রাউন্, নিউ-ফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড হইতে আয়র্লণ্ড,১৯০০ মাইল। (২) মে, ১৯২৭—কর্ণেল লিণ্ডবার্গ একাকী নিউইয়র্ক হইতে প্যারিস্, ৩৬৩৯ মাইল ৩৩½ ঘণ্টায়। (৩) জুন ১৯২৭—মিঃ সি, চেম্বারলেন ও মিঃ লেভিন, নিউইয়র্ক হইতে জার্ম্মানী ৪৪০০ মাইল। (৪) জুন ১৯২৭—কমাণ্ডার বিচার্ড বায়ার্ড ও ৩ জন সহচর, নিউইয়র্ক হইতে ফ্রান্স। (৫) এপ্রিল, ১৯২৮—ক্যাপ্টেন কোহেল, ব্যারণ ফন্ হিনেফেল্ড ও [illegible] মেজর ফিট্‌জমরিস্, আয়র্লণ্ড হইতে গ্রীনলি [illegible] দ্বীপ। (৬) জুন ১৯২৮—[illegible] ও মিস্ এমিলিয়া, [illegible]—নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইতে ওয়েল্‌স (ইংলণ্ড)।

"ব্রিমেন" জেনারেল বিমান

ব্রিমেন্ জেনারেল নামক যে বিমান পোত খানি ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, সেখানি মধ্য পথে কল কব্জা খারাপ হইয়া বুলির বন্দরে আটক পড়িয়াছে। বালবার্গের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট এয়ার ওয়েজ কোম্পানী বিমান পোত খানি সংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন। খুব শীঘ্রই তাহা সংস্কৃত হইয়া কার্য্যক্ষম হইবে আশা করা যায়।

প্রকাণ্ড জাহাজ নির্ম্মাণ

হোয়াইট ষ্টার লাইন সম্প্রতি ৭০লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ৯০ হাজার টন ভার বহন করিতে পারে এমন একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছে।

লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণের কংগ্রেস্ কমিটি

প্রকাশ যে, ক্যাক্সটন হলে মিঃ এস, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে লণ্ডনস্থ ভারতীয়গণের এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রমহাসভার অনুযায়ী একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং কংগ্রেসের বিধি অনুযায়ী এই কমিটির কার্য্য হইবে। ৫৮জন ভারতীয় এই কমিটির সদস্য হইয়াছেন।

আফগানরাজকে এরোপ্লেন উপহার

জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লাকে ১০ জন বহিবার উপযুক্ত যে একখানি এরোপ্লেন উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা বার্লিন হইতে কাবুল অভিমুখে রওনা হইয়াছে। আফগান গবর্ণমেণ্ট তথায় যে আরও দুইখানি জার্ম্মাণ এরোপ্লেন খরিদ করিয়াছেন তাহাও ঐ সঙ্গে আসিতেছে।

চেং সো-লীন

লণ্ডন, ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, চেং সো-লিন এখনও জীবিত আছেন। তিনি আহত হইয়াছেন বটে, তবে এখন অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। এখন মুকদেনে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই আষাঢ়, শনিবার—১৩৩৫

সনাতন-ধর্ম্ম

ভক্তি কাহাকে বলে ?

(শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

'ভজ' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া 'ভক্তি'শব্দ নিষ্পন্ন হয়। "ভজ্ সেবায়াম্" অর্থাৎ ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা করা। সুতরাং ভক্তি শব্দে শ্রীভগবানের সেবাকেই উদ্দেশ করে। সেই সেবা সনাতন আত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম বলিয়া ভক্তি সনাতন ধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, পরমার্থ ধর্ম্ম, নিত্য ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

জগতে সাধারণতঃ দুই প্রকার ভক্তির অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—বিদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধাভক্তি। অন্যাভিলাষ, ভুক্তি প্রদানকারী নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর মোক্ষদ জ্ঞান ও যোগাদি দ্বারা আবৃত এবং প্রতিকূলভাবে শ্রীভগবৎচিন্তনাদিরূপ (যেমন কংস ও হিরণ্য কশিপু করিয়াছিল) ভক্তিকে বিদ্ধাভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন--

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, ভোগ ও মোক্ষপ্রদ কৈতবপূর্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদিনির্ম্মুক্ত কেবল অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা বা শুদ্ধাভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই--

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ ঔপাধিক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের ধর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি কর্ত্তৃক অবিপর্য্যস্ত হইয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাকেই শুদ্ধা ভক্তি কহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা দুইটি পিশাচী—এই পিশাচীদ্বয় যতক্ষণ হৃদয়ে বাস করে, ততক্ষণ শুদ্ধাভক্তির উদয় হইতে পারে না।

এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার ইতরবাসনাবীজ দূরীভূত করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই শুদ্ধাভক্তি ও তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয় এবং বিদ্ধাভক্তি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি ভেদে শুদ্ধাভক্তি দ্বিবিধ। প্রেমভক্তিই প্রয়োজন বা সাধ্য এবং সেই সাধ্যবস্তুলাভের যে উপায়স্বরূপ সাধনা, তাহাকেই সাধনভক্তি কহে। এই সাধনভক্তি আবার দুই প্রকার—বৈধীসাধনভক্তি ও রাগানুগা-সাধনভক্তি। শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে ভক্তির অনুশীলন, তাহাই বৈধীসাধনভক্তি। ইহাকে মর্য্যাদামার্গীয় ভক্তিও বলা হইয়া থাকে, যথা—

"শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যাদয়ান্বিতা।
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রবল মর্য্যাদাযুক্ত এই বৈধীসাধনভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদামার্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর--

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥"

অর্থাৎ ইষ্ট বস্তু শ্রীভগবানে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার নাম রাগ। শ্রীকৃষ্ণে সেই স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাময়ী ভক্তির নামই রাগাত্মিকা সাধন ভক্তি।

বৈধীসাধনভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে, তাহা স্বভাবে পরিণত হইয়া রাগের উদয় করে এবং রাগমার্গে সাধন করিতে করিতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্র বলেন--

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ হরিকে উদ্দেশ করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই বৈধীভক্তি—এই বৈধীভক্তি যাজন করিতে করিতে রাগাত্মিকাভক্তি উদিত হয় এবং পরে পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

বৈধী সাধনভক্তির চৌষটি প্রকার অঙ্গের কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে নবধাই প্রধান, যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ॥"

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুতে শরণাগত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তিযাজনই উত্তম। বৈধভাবে এই নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে, ঐ সকল স্বভাবে পরিণত হইলে রাগোদয় হইয়াছে জানিতে হইবে এবং সিদ্ধাবস্থায় সাক্ষাদ্ভাবে ঐ সকল কৃত্যই প্রেমভক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমবর্গ প্রেমভক্তির উদয় হইলে চতুর্ব্বর্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভক্তের শ্রীচরণ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত বলেন :—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য কিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ কামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন, তোমাতে স্থিরতরা প্রেমভক্তি লাভ হইলে, তোমার দিব্য কিশোর মূর্ত্তি স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হন। তখন মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্ম, অর্থ কামও প্রয়োজন মত সেবার নিমিত্ত ভক্তের আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকেন এই প্রেমভক্তিতে এতই আনন্দ বর্ত্তমান যে, তাহার সহিত কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে দৃষ্ট হয়

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥"

অর্থাৎ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষরূপ প্রেমভক্তিবিশিষ্ট হরিজনগণের নিকট যোগিগণারাধ্য পরমপদ কৈবল্যানন্দ নরক তুল্য, কামী স্বধর্ম্মনিষ্ঠের উপাস্য স্বর্গানন্দ নগণ্য আকাশ পুষ্পবৎ, যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ উৎপাটিত দন্ত কালসর্প সদৃশ, জগৎ প্রেমানন্দময় এবং ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ পদারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবীও কীট পদবীতুল্য দৃষ্ট হয়, সেই গৌরসুন্দরের আমরা স্তব করি।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজ এবংবিধ সর্ব্বার্থশিরোমণি প্রেমভক্তি জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায়, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট সময়ে যে প্রেমে একদিন সমগ্র জগৎ টলমল হইয়াছিল, বর্ত্তমানে শাস্ত্রবিধি সমূহ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনধিকারী যথেচ্ছাচারী জীবগণ কপটভাবে প্রেমভক্তির বাহ্যভাব সমূহ অনুকরণ করত কত প্রকারে না সরলপ্রাণ মানবের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। হায় কলি! তোমার পূর্ণ প্রভাব আজ জগতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ ভক্তিতীর্থ স্থানসমূহে। অসদাচারী, নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মনিপুণ, লম্পট, ব্যভিচারী মানবাকার পশুগণ কপটভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণ লোক-চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করত নিজ নিজ স্বার্থসাধন ও ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হইয়া তীর্থ স্থানসমূহ কলুষিত ও জগতে মহানর্থ উপস্থিত করিতেছে। কেহ বা বিগ্রহ ব্যবসায়, মন্ত্র ব্যবসায়, ভাগবত-পাঠ-ব্যবসায়ের এক একটী বিপণি খুলিয়া জগৎকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চনের অবসর দিতেছে। জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় বর্ত্তমান, তথাপি কেন যে তাহারা সে সমস্ত অবলম্বন না করিয়া শাস্ত্র-বিগর্হিত ধর্ম্ম ব্যবসায় গ্রহণ করত রৌরব হইতে মহারৌরবের দিকে ধাবমান হইতেছে, তাহা তাহারা এবং কলিই জ্ঞাত আছে। এই সকল ভীষণ "বিষকুম্ভ-পয়োমুখ" ব্যক্তিগণের কবল হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত অন্যূন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী বলিয়া গিয়াছেন—

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি ॥ অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে এ তের'র সঙ্গ নাহি করি ॥"

আবার অন্য এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, তাহারা শাস্ত্রবিধিসমূহ অনাদর পূর্ব্বক এবং কোন সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট না হইয়া নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টায় খামখেয়ালীভাবে ভক্তি লাভার্থ প্রযত্ন করেন। তাহাদের এইরূপ ভজন প্রণালীও শাস্ত্র অনুমোদন করেন নাই। শাস্ত্র বলেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি
পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরেভক্তিঃ
উৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥"

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং পঞ্চরাত্রাদি ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীভগবৎপার্ষদ সিদ্ধ মহাত্মগণ প্রেমভক্তি লাভের উপায়গুলি ক্রমপন্থায় বিধিরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত হতভাগ্যজন সেই সকল বিধি অমান্য করত, নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টায় যে ঐকান্তিকী হরিভক্তি লাভের জন্য যত্ন করে, তাহাদের সেই হরিভক্তি উৎপাত সদৃশই হইয়া থাকে—অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিলাভে তাহারা কখনই সমর্থ হয় না।

অতএব পাঠকবৃন্দ, খুব সাবধান, শুদ্ধাভক্তিমার্গ বর্ত্তমানে কোটিকণ্টকের দ্বারা রুদ্ধ, কপটীগণের মোহে পড়িয়া নিজ নিজ অমূল্য জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না। একটু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত অনুসন্ধান করুন, তাঁহার

মিউনিসিপ্যাল বৃন্দাবন

(শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল, প্রেম-মহাবিদ্যালয়, বৃন্দাবন)

যখন জগতে নানা প্রকার মিথ্যা জড়তা আসিয়া অশান্তির সৃষ্টি করে, সেই অশান্তি দূর করিবার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন এবং জগতে ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপনা করেন।

অনাদি যুগে যখন ভারতবর্ষে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইত, মারা মারি, কাটাকাটি প্রভৃতি আসুরিক ভাব জগতে দেখা দিত, তখনই ভগবান যুগাবতার প্রকট করিয়া শান্তি স্থাপন করিতেন, যুগে যুগে করিয়াছেনও তাহাই। তাই আমরা ভগবানের এত অবতার দেখিতে পাই।

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন কংস প্রভৃতি অসুরদের অত্যাচারে ধরিত্রী পাপমগ্না হইলেন, আর এই সকল অসুরগণ ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে লাগিল, মানুষ তাহাদের অত্যাচারে ধৃতচারা হইল, সাধুগণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান প্রকটিত হইলেন কংসের কারাগারে, দেবকীর গর্ভে জগতের ভার হরণের জন্য, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, আর দুষ্টদিগকে দমন করিবার জন্য।

তিনি কংস বধ করিলেন, পুতনা বধ করিলেন আরো কত কি করিলেন। আবার তাঁহার ভক্তগণকে মুরলীধ্বনী শুনাইলেন, যমুনার জলে কালীয়দমন করিলেন, বৃন্দাবনে রাসলীলা করিলেন। এমনি করিয়া জগতে প্রেমের রাজ্য স্থাপন করিলেন। যমুনা নিজের পবিত্র বারিধারায় কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলির পাদ ধৌত করিয়া উল্লাসিতা হইয়া উঠিলেন।

সে দিন গিয়াছে, আছে এখন তার স্মৃতি, আছে আজ তার লীলামাত্রগুলি কিন্তু তার লীলা নাই, সেগুলি হইয়াছে আজ হিন্দু সমাজের তীর্থক্ষেত্র। যে স্থানে তিনি লীলা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বৃন্দাবনই ছিল শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে প্রিয়, তাই আজ বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, তাই আজ হিন্দুগণ বৃন্দাবনের নামে মাতোয়ারা, পাগল। দূর দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসে বৃন্দাবনের রজঃ গ্রহণ করিতে। কিন্তু সে বৃন্দাবন কি আজ

কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণাম্বুজ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন করিতে এবং সুদুর্ল্লভ মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হউন। ইতি

শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু।

লোকের চক্ষু তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে? হয়ত এমন ভক্ত বৃন্দাবনে সবই পায়, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য নষ্ট হয় নাই, নষ্ট হইয়াছে মানুষের মন, আর আরম্ভ হইয়াছে সত্যের নামে অসত্যের প্রশ্রয়, আচারের নামে ব্যভিচার, ন্যায়ের নামে অন্যায়, ত্যাগের নামে ভোগ, কর্ম্মের নামে অকর্ম্ম, শাস্ত্রের নামে অশাস্ত্রীয় ভাব।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের যুগ চলিয়া যাইবার পর আসিল আবার একটা নূতন যুগ যাহাকে আমরা ইতিহাসের দিক দিয়া বলি বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধ যুগে অনেকেই কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্রোতে সবাই গা ভাসাইয়া দিল। মথুরা হইল বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র। তাহার প্রভাবে লোক বৃন্দাবনকে—কৃষ্ণকে ভুলিয়া গেল। বৃন্দাবন একদিন যে বিহার-উদ্যান হইয়া উঠিয়াছিল, হাজার হাজার গোপীর দল যেখানে বাস করিত, সে স্থান বন হইয়া উঠিল। কিছুদিন এই ভাবেই চলিল। তারপর আসিল শঙ্করের যুগ। শঙ্করের যুগে মানুষ আবার শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ভুলিয়া শঙ্করের উপাসনায় মন দিল। হয়ত তখন মথুরা বৃন্দাবনে কৃষ্ণভক্তের লোক খুব কমই পাওয়া যাইত। তারপর আসিল মুসলমানদের শাসন অর্থাৎ পাঠান শাসনকাল। এই যুগে আবার জগতে একটা অশান্তির সৃষ্টি দেখা দিল। মারামারি কাটাকাটি, কলহ বিবাদ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় আসুরিক ভাব লোকসমাজে দেখা দিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় ভগবানের মন টলিল। জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যেমন ইচ্ছা তেমনি কর্ম্ম। তাই আমরা তাঁহাকে পাইলাম বাঙ্গালার বুকের উপর, নবদ্বীপে।

নদীয়া চাঁদের নব আগমনে সারা ভারতবর্ষে এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, অসুরের দল তাঁহার প্রেম নীতি দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল, কেহবা প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নদীয়া চাঁদের স্মরণ লইল। কত অপ্রেমিক প্রেম-ময় হইয়া উঠিল তাহার ঠিক নাই। জগাই মাধাইর মত দস্যুও প্রেমের নদীতে স্নান করিয়া প্রেমময় হইয়া উঠিল। এদিকে যেমন সারা বাঙ্গালাকে তিনি প্রেমের বন্যায় জাগাইলেন, তেমনি আবার কৃষ্ণের লীলা-ক্ষেত্রগুলির প্রতি মমতায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বাঙ্গালা হইতে কত বন, পাহাড়, নদী, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আসিলেন বৃন্দাবনে।

শ্রীকৃষ্ণের বিহার-ভূমি বৃন্দাবন যাহা জগতের বুক হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, গৌরাঙ্গের প্রেমের বন্যায় তাহার সমস্ত আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া বনের মধ্যে যমুনার কূলে আবার পূর্ণচন্দ্রের মত ফুটিয়া বাহির হইল, বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগুলি পূজার ধূপ-ধূনায় আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবনের পশু পাখী আবার নূতন করিয়া শ্রীমতী রাধার গান গাহিয়া উঠিল। গৌরচন্দ্রের প্রেমের পরশে যে বৃন্দাবন সজীব হইল, জগতের বুকে আবার ফুটিয়া বাহির হইল, আবার নূতন লীলা বৃন্দাবনে আরম্ভ হইল, তাহার ঢেউ অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিল। এই ঢেউ কেবল হিন্দু সমাজকে ধাক্কা দিল না, ঢেউয়ের কাঁপুনিতে মুসলমান মোগল বাদশাহের প্রাণ পর্য্যন্ত দোল খাইয়া উঠিল। তাই আকবর বৃন্দাবনে আসিয়া ধন্য হইলেন। এই যুগে বৃন্দাবনে কত মন্দির নির্ম্মিত হইল। কত বিগ্রহ স্থাপিত হইল। কত অবৈষ্ণব বৈষ্ণব হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিন্তু মুসলমানদের শেষ মোগল সম্রাট আরঙ্গজেবের হিন্দুর প্রতি বীতরাগ জন্মিল সেইদিন হইতে আবার বৃন্দাবন বিপন্ন হইল। কত মন্দির ধ্বংস হইল, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি কত অত্যাচার সাধিত হইল, তাহার সন্ধান রাখে কে? বৃন্দাবনের সেই অপমানের চিহ্ন স্বরূপ আজও দাঁড়াইয়া আছে ঐ পুরাণ গোবিন্দ মন্দির, অর্দ্ধ ধ্বংস মদনমোহনের মন্দির ইত্যাদি। তারপর অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইল সত্য, অনেক বিগ্রহ স্থাপিত হইল সত্য। কিন্তু বৃন্দাবনের শোভা আর ফিরিয়া আসিল না।

তারপর আস্তে আস্তে মুসলমান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনে মুসলমানের অত্যাচার দূর হইল সত্য। কিন্তু হিন্দুর অত্যাচারে বৃন্দাবন আর নূতন হইয়া উঠিল না। আজ সেই বৃন্দাবনের কি অবস্থা ভাবিতে গেলেও কান্না আসে। মনে হয়, বর্ত্তমান বৃন্দাবনকে যমুনার জলে ডুবাইয়া দেই। কি অত্যাচারটাই না আজ বৃন্দাবনের বুকের উপর সংঘটিত হইতেছে। হয়ত কয়েক জন ভক্ত আছেন, যাহাদের প্রাণ বৃন্দাবনের জন্য কাঁদে। কিন্তু বিষম বিপক্ষ বাহিনীর মধ্যে তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। কয়েক জন প্রকৃত বৈষ্ণব আছেন কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা এই নর-পশুদের শক্তির নিকট টিকিতে পারে না।

আজ মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রায়, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিয়াছে, গুরু শিষ্যাতে অবৈধ প্রণয় চলিয়াছে, বিধবাগণ সন্তান প্রসব করিতেছে, ভ্রূণ হত্যা হইতেছে, সেবার নামে বজ্জাতি চলিয়াছে, অনেক মন্দিরের মোহান্ত ব্যভিচার করিয়া ভোগের জন্য দেবতার অর্থ ব্যয় করিয়া পীঠস্থানগুলির অবমাননা করিতেছেন। তারপর কলহ বিবাদ, মারামারি, অন্যায় অবিচার, করিয়া বৈষ্ণব নামে কলঙ্ক দিতেছে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে সে সকল আলোচনা করিব।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি আমার নিবেদন, এই যে, তাঁহারা এই মিউনিসিপ্যাল বৃন্দাবনকে উদ্ধার করুন, বৃন্দাবনের পাপকে দূর করুন, নরপশুদিগকে শাস্তি দিন। যে বৃন্দাবন একদিন জগতের সেরা স্থান ছিল, সে বৃন্দাবনের আজ কি অবস্থা। কেবল হিন্দুর নিকট আজ বৃন্দাবন ছোট হয় নাই। বিদেশী বিধর্ম্মীদের লেখা পড়িলে তাহারা বৃন্দাবনের কেমন ভীষণ অবস্থার কথা বলিয়াছেন, তাহা পড়িলে কাহার মুখ নত না হইয়া যায়। বৈষ্ণব সমাজ কি ইহার প্রতিকার করিয়া বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবেন না?

হরিনাম সার

হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
হরিনাম বিনা ভাই গতি নাই আর ॥
আলস্য তাজিয়া সদা ভজ হরিনাম।
শ্রীনাম প্রভাবে সত্য পাবে প্রেমধাম ॥
শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দৃঢ় রূপে জান।
শ্রীনাম চিন্ময় তত্ত্ব মনে ইহা মান ॥
গাহিয়া স্মরিয়া নাম সদা দৈন্য মনে।
নিরন্তর কাট কাল শ্রীনাম সেবনে ॥
তব সেবা গুণে তুষ্ট হইয়া শ্রীনাম।
রূপ গুণ লীলা প্রকাশিবে গুণধাম ॥
নিজের চেষ্টাতে ভাই কিছু নাহি হয়।
নামাশ্রয় বলে সব পাই সুনিশ্চয় ॥
নিষ্কপটে দৃঢ় করি লব হরিনাম।
শয়নে স্বপনে নাম লও অবিরাম ॥
শ্রীনাম শ্রীপদে কর জীবন অর্পণ।
নিরন্তর নামময় কর এ জীবন ॥
এরূপ হইলে তবে শ্রীনাম কি ধন।
অচিরে জানিবে তুমি হইবে সজ্জন ॥
সকল অনর্থ যাবে পাবে নাম-রস।
নামবশে যাবে ভেসে হবে নাম বশ ॥
শ্রীনাম সমান ধন ত্রিভুবনে নাই।
গৌর মোরে কৃপা কর সদা নাম গাই ॥

স্বাস্থ্য-সমাচার

জলাতঙ্ক বা হাইড্রফোবিয়া

জলাতঙ্ক শব্দের সাধারণ অর্থ জল দর্শনে ভয়—কিন্তু বিশেষ অর্থে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে মানবগণ জল

দেখিয়া অতিশয় ভীত হন, সেই ব্যাধিই জলাতঙ্ক নামে অভিহিত।

প্রায় সকলেই অবগত আছেন, ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনেই মানবেরা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তদ্ব্যতীত ক্ষিপ্ত শৃগাল, নেকড়ে বাঘ, এমন কি ক্ষিপ্ত বিড়ালের দংশনেও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার খুব সম্ভাবনা। দংশন ব্যতীত, চক্ষুর অথবা নাসিকার ভিতর অথবা কোন ক্ষত স্থানে এই সকল ক্ষিপ্ত-জন্তু লেহন করিলেও জলাতঙ্কের উৎপত্তি হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুরাদির স্নায়ুময় ঝিল্লিতে এই ব্যাধির জীবাণুর অবস্থান এবং তথা হইতে উহা মুখের লালার সহিত সংমিশ্রিত হয়, সেই দূষিত লালা হইতেই মানবগণ আক্রান্ত হন।

কুকুরাদি পশ্বাদির এই ব্যারামের ইংরেজী নাম রেবিস। রেবিসে জলাতঙ্ক হয় না।

জলাতঙ্কের লক্ষণ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে রেবিসে আক্রান্ত, ক্ষিপ্ত কুকুরের লক্ষণ বর্ণনা করা প্রয়োজন-বোধে নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহা বর্ণন করিতেছি।

রেবিসে আক্রান্ত ক্ষিপ্ত কুকুরাদি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীতে অবসন্নতা বা পক্ষাঘাতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীতে কুকুরাদির লেজ সর্ব্বদাই সোজা ও নীচের দিকে অবস্থিত, সাধারণ সুস্থ কুকুরের ন্যায় বাঁকা এবং উপরের দিকে অবস্থিত নহে—সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভীত অবস্থায় কুকুরের যে অবস্থা হয়, পাগলা কুকুরের সর্ব্বদাই সেইরূপ অবস্থা।

অপর শ্রেণীতে উন্মত্ততার লক্ষণ ভীষণরূপে প্রকাশিত হয়, কুকুর সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই দন্তদ্বারা ছিন্ন করিতে আরম্ভ করে। কোন জন্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ দংশনের নিমিত্ত তাহার দিকে ধাবিত হয়। এই শ্রেণীর ক্ষিপ্ত কুকুরেও পরে অবসন্নতা আসিতে পারে।

ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনের ১৫ দিন পর হইতে ৯ মাসের মধ্যে যে কোন সময় জলাতঙ্ক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা।

জলাতঙ্কের লক্ষণ—জলাতঙ্কে আক্রান্ত রোগীর সাধারণতঃ তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হয়।

প্রথম অবস্থায় দষ্ট স্থানে জ্বালা, যন্ত্রণা এবং অবসন্নতা লক্ষিত হয়, রোগীর একটা অবসাদের ভাব উপস্থিত হয়—মেজাজ ঠিক থাকে না, মাথা-ব্যথা, অগ্নিমান্দ্য, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ-সমূহও দৃষ্ট হয়। গলার স্বর বিকৃত হয় এবং কোন জিনিষ গলাধঃকরণে কষ্ট হয়। সামান্য একটু জ্বর হয়।

দ্বিতীয় অবস্থাকে উত্তেজক অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় রোগী ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হয়। কোন শব্দ শুনিলে এমন কি বৃক্ষের পতন-শব্দেও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আক্ষিপ্ত (খিঁচুনী অবস্থা প্রাপ্ত) হয়। শ্বাস-যন্ত্রের মাংসপেশীতেও এই আক্ষেপ অধিকতররূপে প্রকাশিত হয়, সুতরাং রোগীর শ্বাস লইতে অতিশয় কষ্ট হয় এবং শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়, সময় সময় রোগী বিকট চীৎকার করিয়া থাকে। কোন কোন রোগীর ১০০ ডিগ্রি হইতে ১০৩ ডিগ্রি পর্য্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে, কোন কোন রোগীর আদৌ জ্বর হয় না। এই অবস্থা ২।৩ দিন থাকে, তৎপর—

তৃতীয় অবস্থা আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় রোগী অবসাদগ্রস্ত হয় এবং অবসাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়—হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে এবং ৬৭ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

এতৎ-প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, কুকুরে 'রেবিসের' জীবাণু প্রবিষ্ট হইলে তাহার তিন দিন পরে উহা লালাতে আসে। ইহার দশ দিন পরে কুকুরের মৃত্যু হয়। সুতরাং কাহাকেও কুকুরে দংশন করিলে যদি উক্ত কুকুর অন্ততঃ ১০ দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার জলাতঙ্ক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রতিকারোপায় ও চিকিৎসা

পাগলা কুকুর দেখিলেই মারিয়া ফেলিতে হইবে। যদি কেহ তাহার কুকুর মারিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার কুকুর কোন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিবেন।

কুকুরের দষ্ট-স্থান তৎক্ষণাৎ কার্ব্বলিক এসিড, অভাবে নাইট্রিক এসিড দ্বারা পোড়াইয়া দিতে হইবে। ইহার কোনটী না পাওয়া গেলে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা উহা পোড়াইতে হইবে।

কুকুর ক্ষিপ্ত হইলে অথবা যে কুকুর দংশন করিয়াছে, তাহা পাগলা কি না বুঝিতে না পারিলে, যত সত্বর সম্ভব ইহার প্রতিষেধক ইনজেকসন গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ একবার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর রক্ষা নাই—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুল, (সেণ্ট্রাল এভিনিউর রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত), আসামের রাজধানী শিলংএ এবং পঞ্জাব প্রদেশের কসৌলীতে এই ইনজেকসন দেওয়া হয়।

দরিদ্র ব্যক্তিরা স্থানীয় সব-ডিভিসনাল অফিসারকে জানাইলে, তিনি রোগীকে এবং রোগীর তত্ত্বাবধায়ক একটী লোককে বিনা ভাড়ায় উহার কোন একটী স্থানে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। সেখানে ১৪ দিন হইতে ২১ দিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা হয়।

মুষ্টিযোগ

১। ইক্ষুগুড়, সরিষার তৈল ও আকন্দের আঠা একত্র মিলাইয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

২। সাতটী শিমুল বীজ ৭ দিন সকাল বেলায় ইক্ষুগুড় সহ মিশাইয়া খাইলে উপকার হয়—কিন্তু উপরে উক্ত ইনজেকসন গ্রহণ করা একান্ত দরকার।

নানা কথা

(স্থানীয়)

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী

গত ১৯শে জুন তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত শ্রীযুক্ত রণজিৎ চন্দ্র পাল চৌধুরী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রায় পাঁচ হাজার ভোটে পরাজিত করিয়া নদীয়া, অমুসলমান কেন্দ্র হইতে উক্ত সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত পাল চৌধুরী ৬ হাজার ২ শত ২৫ ভোট পাইয়াছেন এবং রায় বাহাদুর ১ হাজার ৮৪ ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২ শত ৪৯ ভোট বাতিল হইয়াছে।

ডাকাইতী

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নদীয়া জেলার হাঁসখালী থানার অন্তর্গত তেবাড়ল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ বিশ্বাস মহাশয় দিগের বাটীতে গত শনিবারে রাত্রে ১টার সময় আন্দাজ ১০।১২ জন দেশীয় ডাকাইত আসিয়া সমস্ত গহনা, নগদ টাকার নোট, মূল্যবান বাসন প্রভৃতি লইয়া গিয়াছে। তাহাতেও তাহাদের ক্ষোভ না মিটায় উক্ত কেদার বাবুর একমাত্র চিররুগ্ন পুত্র নিরঞ্জন বেচারাকে এমনভাবে আঘাত করিয়াছে যে, তাহার বাঁচিবার আশা খুব কম। আঘাত পাইয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। মেয়েদের উপর কোন অত্যাচার করে নাই। নিরঞ্জন বিশ্বাসের ১৫।১৬ বৎসরের স্ত্রী বুদ্ধি করিয়া নিজের গায়ের গহনা খুলিয়া খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়াছিল, তাই সেই গহনাগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক গিয়া পড়ায় ডাকাইতরা পলায়ন কালে নিরঞ্জন বিশ্বাসকে ধরিয়া কাঁধে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে।

অযথা জরিমানা

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

নবদ্বীপ থানার অধীন গাদিগাছা গ্রামের পাউণ্ড কিপার প্রতি গরুতে ছয় আনা জরিমানা আদায় করে এরূপ শ্রুত হওয়া যাইতেছে। কোন গরু নয় ঘণ্টা পাউণ্ডে থাকিলে খোরাকী বাবদ আর এক আনা আদায় হয়, ইহা আইন সিদ্ধ কিন্তু এই পাউণ্ড কিপার তিন চারি ঘণ্টা পরেও কেহ গরু খালাস করিতে গেলে তাহারও নিকট খোরাকী বাবদে ঐ এক আনা ধরিয়া সাত আনা আদায় করিয়া থাকে। আমারা বহুদিন ধরিয়া অবগত আছি গরুর জরিমানা চারিআনা করিয়া সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আছে, এক্ষণে এই অযথা জরিমানা আদায়ের কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে একবার তদন্ত করিয়া দেখিলে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। অবশ্য ইচ্ছা করিয়া কেহই শস্যাদি খাওয়ায় না, যদি বাহারও গরুতে খায়, তাহা দৈবাৎই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে চারি আনা জরিমানাই যথেষ্ট তাহার উপর ছয় আনা হইলে গরীব প্রজাদের পক্ষে নিতান্ত অবিচার হয়।

গার্ড সাহেব রেলে কাটা গিয়াছেন

আজ কয়েক দিন হইল, যে গার্ড সাহেব ভেড়ামারা হইতে রায়টা এবং তথা হইতে পোড়াদহ পর্য্যন্ত গাড়ী লইয়া যান, সেই গার্ড সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন বাবু সেদিন পোড়াদহ হইতে আসিতে আসিতে পথে শিবপুর আগমন করিয়া স্টেশনের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিবার পর, ড্রাইভারকে গাড়ী ছাড়িবার দিতে সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গার্ড সাহেবেরা প্রায়ই চলন্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠেন। শ্রীযুক্ত সুরেন বাবুও সেই পন্থা অনুকরণ করিয়াছিলেন বা যো সেই স্বভাব-সিদ্ধ গুণে গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিতে গেলেন। ঐ সময় বৃষ্টি হওয়ায় গাড়ীর ফুটপাথ বা পাদানী ভিজিয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন বাবু যেমন সেই চলন্ত গাড়ীর ভিজা ফুটপাথে লম্ফ প্রদান করিয়া পদার্পণ করিলেন, অমনি পা পিছলাইয়া গাড়ীর নীচে পড়িয়া গেলেন। গার্ডের গাড়ীর পশ্চাতে আরও ভ্যান্ মালগাড়ী ছিল। প্রথমে তাঁহার গাড়ীর চাকা পরে পশ্চাতের গাড়ীর চাকা তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন এবং হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার পথে তাঁহার মৃত্যু হয়, যাহা

মর্ত্ত্য প্রদেশে বাধিবার উপায় নাই। তাই বলি, সময় নষ্ট না করিয়া যতশীঘ্র পারা যায় ভগবদ্ভক্তানুগত্যে ভগবানের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যেন না সকলই ভগবদিচ্ছা। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল-বিধান করুন।

(ভারতীয়)

ডাকাইতী

গত ১৪ই জুন তারিখে মিরপুর থানার অধীন মতিবপোতা গ্রামের এক মুসলমান জোতদারের বাড়ীতে বিষম ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। পুলিশ এই ডাকাইতী সূত্রে উক্ত গ্রামের ২জন মুসলমানকে এবং চিলছাটা গ্রামের ১জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডাকাতেরা উক্ত জোতদারকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিল। জোতদার এক্ষণে কুষ্টিয়া হাঁসপাতালে সংশয়াপন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বোলপুরে প্রচুর বারিপাত

গত ৪ দিন যাবৎ বোলপুরে অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টিপাত হইতেছে। তাহার ফলে শত শত গৃহের মাটির দেওয়াল ভূপতিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণ গৃহহীন হইয়াছে। বোলপুর একটী ক্ষুদ্র সহর, সেই স্থানেও বহু সংখ্যক গৃহ ভূপতিত হইয়াছে। গৃহ ভূপতিত হওয়ায় বহু ব্যক্তি রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাউলের কলের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতেও গৃহপতনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

তিনটী সন্তান প্রসব

পাঁচদোনা ইউনিয়নে মেহেরপাড়া গ্রামে শ্রীরাধু বনিকের স্ত্রী ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার তিনটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। এই অঞ্চলে ইহা প্রথম দেখা গেল। —পঞ্চায়েৎ

কাশী নরেশের মামলা

বারাণসীর মহারাজা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত নারহান এষ্টেট নামক জমীদারী পাইবার দাবী করিয়া মির্জ্জাপুরের সাবজজের আদালতে এক নালিশ রুজু করিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ, নারহান জমীদারের কোন পূর্ব্বপুরুষ দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই মামলায় স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু বারাণসীর মহারাজার ও মিঃ কোর্নেলিয়া দোরাবজী নারহান জমীদারের পক্ষ সমর্থন করিবেন

শিশু-হত্যা

গত শনিবারে এক ব্যক্তি টাঙ্ক পেয়ারে তাহার প্রতিবেশীর ১ বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তানকে হত্যা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করে। রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত ঐ হত্যাকাণ্ডের কোনও রূপ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ৮টার সময় হত্যাকারী স্বয়ং পুলিশ থানায় উপস্থিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। সে বলিয়াছে, পারিবারিক কলহে ক্লান্ত হইয়া নিজের ও পরিবারবর্গের মৃত্যু কামনায় সে শিশুটিকে হত্যা করিয়াছে।

জাপানী মহিলার সহিত বাঙ্গালীর বিবাহ

গত ১৮ই জুন তারিখে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে দীরেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবকের সহিত মিস ইকুচিদে কাসাহারার হিন্দু মতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মিস কাসাহারা বেশ বাঙ্গালা জানেন। তাঁহার নূতন নাম সাগরিকা দেবী হইয়াছে।

নোয়াখালীতে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন

ইতঃপূর্ব্বে নোয়াখালি সহরের পাশে মেঘনা নদীতে ভাঙ্গন হইয়া নোয়াখালী সহর মেঘনা নদীর গর্ভে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ৬/৭ বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালীর পার্শ্বে মেঘনা নদী চর পড়িয়া নদী ৩ মাইল দূরে সরিয়া যায়। সম্প্রতি আবার মেঘনা ও নোয়াখালী খালে ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে, উক্ত চর যে ভাবে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহাতে নোয়াখালী সহর নদী-গর্ভে যাইবার আবার সম্ভাবনা হইয়াছে। গত বৎসর বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সদস্য মিঃ মোবারলি চীফ এঞ্জিনীয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনীয়ার এবং চট্টগ্রাম বিভাগের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারকে সঙ্গে লইয়া ভাঙ্গনের অবস্থা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি শীতকালে নোয়াখালীর পার্শ্বস্থ নদীতীর জরিপ করিয়া সকল অবস্থা জানাইবার জন্য রিপোর্ট দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট কি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা উদ্বেগের সহিত জানিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। [বর্ষা] অসিয়া পড়িয়াছে, ... জানাইলে লোকে দুশ্চিন্তার দায় হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ করিতে পারে।

কয়েকদিন হইতে নিরন্তর বৃষ্টি হইতেছে। আকাশের ভাব দেখিয়া ঝড়ের আশঙ্কা করা যাইতেছে। গত কল্য (১৬ই জুন) সরকারী মানমন্দিরে ঝটিকার আশঙ্কাসূচক পতাকা উত্তোলিত হওয়াতে লোকে বড়ই আতঙ্কিত হইয়াছে। যাহা হউক, এখন কোন বিপদ ঘটে নাই। অত্যধিক বৃষ্টিতে পাটের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আশু ধান্যের অবস্থা ভাল।

ষাঁড়ের দুষ্টামির জন্য দায়ী কে?

দিল্লী ২০শে জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, রতিরাম নামে জনৈক কনষ্টেবল একটা ষাঁড়ের গুঁতায় জখম হয়। তাহাতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্ষতি-পূরণের দাবী করিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে চিঠি দেন। মিউনিসিপ্যালিটির উকীল তদুত্তরে জানাইয়াছেন, মিউনিসিপালিটী আইনমত ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহেন। তিনি মোকদ্দমা করিয়া দেখিতে পারেন।

(বৈদেশিক)

রয়াল মিলিটারী কলেজে ভারতীয় ছাত্র

১৯১৮ সালের ৩১শে আগষ্ট হইতে স্যাণ্ডহার্ষ্টের রয়াল মিলিটারী কলেজের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ৩ জন ভারতীয় ছাত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। বোম্বাইয়ের সলিসিটর এস, আর, বিলিমোরিয়ার পুত্র রুস্তম মালেকজী বিলিমোরিয়া।

২। শ্রীনগর, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের গভর্ণর পণ্ডিত রামচন্দ্র দুবের পুত্র উদয় চাঁদ দুবে।

৩। লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীর পাবলিক হেলথ-সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী কাপ্তেন রায় বাহাদুর মহারাজ কৃষ্ণকাপুরের পুত্র বলরাজ কৃষ্ণকাপুর।

রুষিয়া হইতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটে সাহায্যের পরিমাণ

ভারতীয় শ্রমিক ধর্ম্মঘটে বাহিরের প্রতিষ্ঠান সমূহ বহু সাহায্য করিতেছেন। তন্মধ্যে রুষিয়ার সাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রুষিয়ার রেড্ ইন্টার ন্যাসন্যাল লেবার ইউনিয়ন হইতে ৭ হাজার রুবল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এক একটী রুবল মুদ্রা ১৷৴১০ আনার সমান।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার

ফ্যালুডনের ভাইকাউণ্ট গ্রে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। লর্ড গ্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভাইকাউণ্ট উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপর তিনি রাজনীতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শতাধিকবর্ষীয় "ইণ্ডিয়ান" নেতা

আমেরিকায় "ইণ্ডিয়ান" নাম তাম্রবর্ণ জাতির এক নেতা ১০ বৎসর বয়সে সম্প্রতি প্লিমা বন্দরে উপনীত হইয়াছেন। এই ব্যা এই বয়সে জাহাজে আসিবার কা সহযাত্রীদিগকে সামরিক নৃত্য প্রদর্শ করিয়া আনন্দদান করিয়াছিলেন। ইঁ য়ুরোপের বিভিন্ন নগরে "ইণ্ডিয়ান জাতির ইতিহাস ও তাহাদিগের রীতি নীতি বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। উ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে তিনিই একম জীবিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ইনি অসে সম্প্রদায়স্থ ইণ্ডিয়ানদিগের নেতা এ "শ্বেতাশ্ব ঈগল" নামে পরিচিত ইহাঁর পিতা ১৪৭ বৎসর বয়স পর্য বাঁচিয়া ছিলেন এবং ১৩৭ বৎসর বয় তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। আমেরিক সহিত ইণ্ডিয়ানদিগের সংগ্রামের অবস হইলে এই "শ্বেতাশ্ব ঈগল" ১৭ খৃষ্টাব্দে জেনারল গ্রাণ্টের সম ওয়াসিংটন মার্কিণ মহাসমিতির অ বেশন-গৃহের সোপানোপরি তাঁহাদি রণকুঠার প্রোথিত করিয়াছিলেন।

বালিকার ভৃগুপাত

গত ১৮ই জুন তারিখে লণ্ড একটী পাহাড়ের শীর্ষদেশে বসিয়া এব বালিকা খেলা করিতেছিল। দৈব দু পাকে হঠাৎ বালিকাটি সে স্থান হই ১২০ ফিট নিম্নে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া যা তাহা দেখিবামাত্র আর একটী সপ্ত বর্ষীয়া বালিকা সে স্থান হইতে সমুদ্র গ লম্ফ প্রদান করে। কিন্তু দৈবক্র একটী লতায় তাহার পা আটকাইয়া য় এবং বালিকাটি আহত হয়। অন্যান্য লোক রজ্জুনির্ম্মিত মইয়ের সাহা বালিকাটিকে লতার মধ্য হইতে রক্ষা ক নিমজ্জিতা বালিকাটিকে উদ্ধার করি জন্য একখানি টোনার ও অপর এক খনির শ্রমিক জলে নামে। দুঃখের বি টোনারও বালিকার দশা প্রাপ্ত হ শ্রমিকটী অনেক কষ্টে নিজের জী বাঁচাইতে সমর্থ হয়।

লণ্ডন ব্রিজ রেলষ্টেসন

লণ্ডনের উপকণ্ঠে ১৯ মাইল স্থা বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা হইয়া পূর্ব্বে এ লাইনে ষ্টিম এঞ্জিন ব্যব হইত। নূতন ব্যবস্থার জন্য প্রায় ১০ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছে। ট্রে সংখ্যা দৈনিক ৩০০ বৃদ্ধি পাইতে লণ্ডন ব্রিজ রেলওয়ে ষ্টেশনে ২ প্লাটফরম হইয়াছে। এত অধিক সং প্লাটফরম ইংলণ্ডের আর কোথায়ও না দৈনিক দুইহাজার করিয়া যাত্রীর গা চলাচল করিতেছে।

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই আষাঢ়, সোমবার—১৩৩৫।

ভজন

আমরা একুল ওকুল দুকুল বজায় রাখিয়াই কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে চাই। অর্থাৎ কৃষ্ণ ভজনটীও হইবে, সংসারটীও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবে, তাহা হইলেই আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না, নিরুদ্বেগে সেবা কাজ করিয়া যাইতে পারি। যিনি আমাদিগের এইরূপ ভজনের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তিনিই আমাদের ধারণায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধু। নতুবা যিনি আমাদিগকে বলিয়া বসেন,—

"হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥"
গৌর ভজা লোক রক্ষা একত্রে নিষ্ফল।
কুটী নাটী ছাড়, মন করহ সরল॥
শুন ভাই, যদি নাহি একনিষ্ঠ হইবে।
দুই নায়ে নদী-পারের দুর্দ্দশা লভিবে॥"

—তিনি আর আমাদিগের নিকট 'সাধু' বলিয়া সম্মান পাইলেন না। যেখানে আমরা দেখি, স্বার্থেরও কিছু ক্ষতি হইতেছে না, অথচ ভক্তি করিলাম বলিয়া মনকে একটু প্রবোধ দিতে পারিব, সেখানেই আমাদের নির্ভয়ে ঘন ঘন যাতায়াত, যেখানে দেখিব, সব ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণভক্তির কথা, সেখানে আর আমাদের মন টিকিবে না। মোটকথা নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণই আমাদের উদ্দেশ্য, কৃষ্ণভজনটীকে আমরা তাহার অনুকূল করিয়া লইতে চাই, প্রতিকূল দেখিলে তাহা আর আমাদের অনুশীলনীয় বলিয়া মনে হয় না। সংসারের সুখগুলি যখন বড় একঘেয়ে হইয়া পড়ে অথবা দুঃখে দৈন্যে জীবনটী বড় অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন ভক্তগণের শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতি আমাদের একটা লোভ হয়, তাই আমরা কোন মঠে গিয়া ভক্ত হইয়া পড়িতে চাই। প্রথম প্রথম আমাদের ভক্তি চেষ্টা খুবই প্রবল হইয়া পড়ে। সংসারে বহুদিন ধরিয়া যতটা অশান্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম, সে সমস্ত অশান্তিটা দূর করাই আমাদের তাৎকালিক ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহের যাবতীয় উদ্দেশ্য হয়, ইংরাজীতে যাহাকে 'রিক্রিয়েশন অফ্ মাইণ্ড' বলে। যেমনই মনটা একটু সুস্থ হইয়া পড়ে, অমনই দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্রাদির সহিত মিলিবার প্রবল ইচ্ছা অন্তরে জাগরূক হইয়া উঠে, বিরহের পর মিলনটী বড়ই মধুর কিনা, তাই আমাদের ভক্তির সকল চেষ্টা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, আবার উধাও হইয়া সংসারে ছুটিয়া যাই। এদিক ভক্তগণের সহিতও ভাব রাখিতে ইচ্ছা হয়, মঠের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইবার বাসনা থাকে। এইরূপ সংসারের লোকেরও মন রাখিতে যাই আবার 'ভক্ত' বলিয়াও প্রতিষ্ঠা লইবার ইচ্ছা হয়। এক্ষেত্রে উপায় কি? ত্রিশঙ্কু রাজার মত 'না স্বর্গে না মর্ত্তে' হইয়া উভয়াবস্থায় আর কতদিন প্রাণধারণ করা যায়? তাই মহাজন উপদেশ করিলেন—দু'টী বস্তু কখনও এক সঙ্গে আরম্ভ হইতে পারে না। মায়ারও মন রাখিব, কৃষ্ণের ও মন রাখিব অর্থাৎ অন্ধকারেও থাকিব আলোকেও থাকিব এরূপ অসম্ভব। রথদেখা কলাবেচা একসঙ্গে হইতে পারে না। যতক্ষণ কলা বেচার দিকে মন থাকিবে, ততক্ষণ রথ বন্ধ থাকিবে। তবে এমন একটী পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহার দ্বারা সংসারও বাঁচিয়া থাকে, আমরাও বাঁচিয়া থাকিতে পারি। সে পন্থাটী হইতেছে—অনন্যচিত্তে কৃষ্ণানুশীলন। বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করিলে যেমন শাখা প্রশাখা সেই জল পাইয়া পুষ্টিলাভ করে, প্রাণে প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয়ই তৃপ্তিলাভ করে, সেইরূপ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি যিনি, তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত হইলে সকলেরই ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া যায়। বাহিরে একটী অভাব বোধ থাকে বটে, কিন্তু তাহা জীবাত্মার ক্লেশপ্রদ নহে। কৃষ্ণভজন-বিরতিই জীবাত্মার পক্ষে অতীব ক্লেশকর। সকল জীবাত্মাই চাহিতেছে—কৃষ্ণভজন। স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়রাশি আসিয়া যে সকল জীবাত্মাকে সেই ভজনে বাধা দিতেছে, অন্য জীবাত্মার কার্য্যই হইতেছে, তাঁহার সমধর্ম্মীদের সেই সকল বিঘ্ন অপসারিত করিয়া কৃষ্ণভজনের সুবিধা প্রদান করা। কৃষ্ণভজনের সুবিধা প্রদান না করিয়া যাঁহারা জীবের দেহ ও মনের প্রীতি অন্বেষণ করিতে গিয়া ভগবদ্-বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাঁহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। জীব অনাদি বহির্ম্মুখতানিবন্ধন নানাবিধ ক্লেশে তাপিত হইতে থাকে, যাঁহারা সে সকল জীবকে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা না করিয়া তাহাদের কৃতাপরাধ জন্য তাহাদের উপর বিধাকৃত দণ্ড নিবারণ করিতে গিয়া ভগবদ্বিধানের উপরও হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহারা জীবের হিতচেষ্টার পরিবর্ত্তে বরং অহিত চেষ্টাই করিয়া থাকেন। কারণ জীব ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে হয়ত কোনও দিন সাধুসঙ্গক্রমে ভগবদ্ভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিত কিন্তু ভগবান্ অপেক্ষাও বেশী দরদ দেখাইতে গিয়া তথাকথিত দরদীগণ সে সকল জীবের সকল সৌভাগ্যই নষ্ট করিয়া দিলেন। সুতরাং সমস্ত হিতাকাঙ্ক্ষিগণের চেষ্টা সব ছাড়িয়া জীবকে হরিভজন করাইতেই প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। জীবনতরণীকে সংসার সমুদ্রে উত্তুঙ্গ ভাসমান রাখিলে চলিবে না, সমুদ্রটীকে পাড়ি দিতে হইবে। শ্রীভগবান কৃপা করিয়া দেহ দিয়াছেন। নিজে সদ্গুরু কর্ণধাররূপে অবতীর্ণ, তাঁহার কৃপারূপ অনুকূল বায়ু বর্ত্তমান আর দেহতরণীখানিও ভব-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে কিছু অপটু নহে, সুতরাং সব থাকিতে, পরপারে যাইব কি না যাইব এরূপ দু'মনা হইয়া আর আমাদের সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য নহে। সমুদ্র পারই যখন হইতে হইবে, মাঝখানে পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়া যখন কাহারও ইচ্ছা নহে, তখন আর বৃথা সময় কাটাইয়া লাভ কি? ভাসিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বিষয় আমরা সমস্ত জন্মেই যথেষ্ট ভোগ করিবার অবসর পাইব। কিন্তু মানব জন্মরূপ এরূপ সুযোগ আর পাইব কি?

অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

ভৃত্যের সকল ভার প্রভুই বহন করিয়া থাকেন। প্রভুর সেবায় আত্ম-সমর্পণ করিলে প্রভু কি আর ভৃত্যকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলেন? ভৃত্যকে এমন বস্তু আহার করিতে দেন, যাহা খাইলে ভৃত্যের সকল ক্ষুধার চিরশান্তি হয়,—প্রভু এ ভৃত্যবৎসল। একদিন দুই দিন করিয়া জীবনের সব দিনগুলিই যে চলিয়া যাইতে বসিল। যে দিন চলিয়া যায়, সে দিন ত' আর ফিরিয়া আসে না। ভাই সকল, এখনও কি আমরা একূলে পড়িয়া থাকিব? 'ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ, জীবনের ঠিক নাই'

লাভের যোগ্যতা

(পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী-ভক্তিবন্ধু)

বর্ত্তমানে আমরা যে ভূমিকায় অবস্থিত এই স্থানের আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে কৃষ্ণ-কাঙ্ক্ষা বিমুখতা পরিপূর্ণ বুদ্ধিটাকেই স্বভাব বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছি। বস্তুতঃ মায়ার অধীনতা হেতু দেহ মনের স্বভাব বটে। কিন্তু এই ভাব পারমার্থিকের বিপরীত-মুখী (মায়ামুখী) বলিয়া দীক্ষা লাভে যোগ্যতাহীন। অতএব দীক্ষালাভরূপ পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে আমাদের যোগ্যতা লাভের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রাকৃত জগতের সাধারণ কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে একটু গভীর চিন্তা লইয়া নাড়া চাড়া করিলেই আমরা কথাটা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। কারণ আমরা প্রাকৃত জড়বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব। জড় জগতের উদাহরণ দ্বারাই প্রথমতঃ সকল কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা সোজাসোজি অপ্রাকৃত জগতের কথা শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া মাথাটা ঘোল হইয়া যায়। শেষ কালে অপ্রাকৃত কোন কিছু আছে, তাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না।

অবশ্য প্রাকৃত বুদ্ধির সাহায্যে অপ্রাকৃত-জ্ঞানলাভ ঘটিতে পারে না, ইহা বাস্তব সত্য। তবে অপ্রাকৃত-তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়োজনীয়তা বোধ অন্বয় ব্যতিরেক-ভাবে প্রাকৃত কার্য্যাদির সাহায্যে হইয়া থাকে। "জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস তাহা ভুলি গেল। এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥ কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ" এই যে প্রাকৃত সংসারাদি সুখ দুঃখবিমিশ্রিত চক্রাবর্ত্তের পেষণ উত্থান পতন ক্রিয়া তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বোধের সোপান। জীব যদি আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক আধিদৈবিক তাপত্রয় দ্বারা তপ্ত না হইত, তবে নিজ তত্ত্ব "কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়" প্রশ্ন উত্থাপন করিত না। ইহাতেও ত্রিতাপে জ্বলিয়াও আমরা সুখে আছি মনে করি। নিজতত্ত্ব অনুসন্ধান করি না। কেহ দয়া করিয়া সন্ধান দিতে চাহিলেও তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বোধ করি না।

জাগতিক ব্যাপারে যেমন বহু কালের পতিত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে আবশ্যকীয় কর্ষণাদি কার্য্যের পূর্ব্বেই বীজ বপন করিলে কৃষকের কেবলপরিশ্রমই লব্ধ হয়, তাহাতে বপনযোগ্য বীজ প্রাপ্তিরও আশা থাকে না। উপযুক্ত ফললাভের অভিলাষ থাকিলে, বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে চাষ, আবর্জ্জনা দূর, ঢেলা ভাঙ্গা, পাটকরণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞাত হইয়া দেশ, কাল, পাত্রবিবেচনায়, কৃষিতন্ত্রের অধীন থাকিয়া যেরূপে কৃষককে ক্ষেত্রে নির্ব্বাচিত বীজ বপন করিতে হয়, নতুবা পতিত জমিতে বীজ বপন করিলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সেই প্রকার মনুষ্য হৃদয় বহু কোটী জন্মের কুসংস্কার ও ভুক্তি, মুক্তিস্পৃহাদি দ্বারা জঙ্গলা বর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। এই আবর্জ্জনা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত মনুষ্যচিত্তে দীক্ষারূপ বীজ উপ্ত হওয়ার সম্ভব থাকে না।

এই সকল অনাদিকালের আবর্জ্জনা বিদূরীত করিতে হইলে সাধুসঙ্গ করা প্রয়োজন। সাধুগণ তাঁহাদের মুখগলিত শাস্ত্রবাণী দ্বারা ক্রমে হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষণ

করিয়া বাসনাদিরূপ আবর্জ্জনা পোড়াইয়া ছাই করিয়াছেন। তাহাতে হৃদয়-ক্ষেত্র মন্ত্ররূপ বীজবপনোপযোগী হয়। এই মন্ত্রই বাস্তব পক্ষে দীক্ষাবিধানের কার্য্য করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন বয়সের অনুপাতে হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য যে দীক্ষা নামক একটা মামুলি কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা প্রফেসন বা ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে যোগদান ব্যাপার মাত্র। আর কিছুই নহে। এই মন্ত্র আদান প্রদান কার্য্যে উভয়েরই যোগ্যতাভাব। যাহারা মন্ত্র দেওয়ার জন্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন, তাহারা নিজেই দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) লাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পরন্তু আরও অপরাপর বহু বহু সরল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা নাম দিয়া যথার্থ দীক্ষা লাভে বঞ্চিত করিতেছেন। কারণ যাঁহারা ঐ রকম ধরণের একটা ব্যাপারে একবার লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা যে "আমরা দীক্ষিত আবার দীক্ষিত হই নাই কি রকম কথা? পুনরায় দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজনই বা কি?" শুধু ইহাই নহে, উহাদের অভিমান আমরা নিজেই বৈষ্ণব, আমাদের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার নিমিত্ত যাহাদের দরকার আছে, তাহারা ছুটিয়া আসুক। আমরা আবার কোথায় বৈষ্ণব সঙ্গ করিতে যাইব?

এই ভাবে বঞ্চকদের কবলে পতিত হইয়া, অনেকেই যথার্থ দীক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছি। ইত্যাকার বীভৎস-ব্যাপারে জগৎটা পরিপূর্ণ। ইহার নিমিত্ত যে কাহাকে দায়ী হইতে হইবে, তাহা ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কেহই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন না। তথায় বাধ্যতামূলক আইনের শাসনে পড়িয়া সকলকেই স্বীকার করিতেই হইবে। গায়ের জোর, টাকার জোর, জোত, বাড়ী, পরগণা, তালুকদারী, জমিদারী জোর, লোক-ভুলানো বিদ্যার জোর, কোনটাই খাটিবে না। তখন "সাধে কি আর বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।" রক্ষা কর বাবা! দোহাই তোমার, বলিয়া কতই না চীৎকার করিতে হইবে

অতএব জগতের বুদ্ধিমান্ জনগণ, তথাকথিত ব্যবসায়ীদের বেড়া জালে না পড়িয়া সাধুসঙ্গে দীক্ষাবিধানের যোগ্যতা লাভ করতঃ সদগুরু সমীপে অভিগমন করিয়া, দীক্ষা (দিব্যজ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান) মন্ত্র (মনোধর্ম্ম হইতে ছুটি) গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে জীব স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে। মায়ার নফর হইয়া চির দিন বুলে॥ কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র। কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র। কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু। এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ। মালি হইয়া সেই 'বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তনজলে করয়ে সিঞ্চন।" নিত্য অভিযুক্তচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক অভিন্ন কৃষ্ণ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব জানিয়া সেবা সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন। দীক্ষালাভের যোগ্যতা সম্পাদন শ্রীগুরুদেবই করেন। তাহার কৃপা ভিন্ন নিজের কোন চেষ্টাই কার্য্য-করী হয় না। তবে নিজের স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কৃপা লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? জানি না এ স্বতন্ত্রতা পরিহার করিয়া কতদিন পরে যথার্থ দীক্ষিত হইতে পারিব। দয়া কর বৈষ্ণব ঠাকুর! সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে শিখিব, অভিমান হ'ক দূর

'বিশ্বাসো নৈব জায়তে'

'মহাপ্রসাদে গোবিন্দেনাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব
জায়তে॥

আমরা অনেকেই শ্রীভাগবতগণের আনুগত্যে ভক্তি-শাস্ত্র সুসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রুত না হইয়া, অন্তরুচি-বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, স্ব স্ব মনো-ধর্ম্মে মনে করি, কৈতবমূলক মোক্ষ-বাঞ্ছা স্বর্গাদি ভোগেচ্ছার গ্রাসে কূপ পুষ্করিণ্যাদি খনন, বৃক্ষাদি রোপণ, পান্থ ও ধর্ম্মশালা আদি নির্ম্মাণ, অনাথ-আশ্রম ও চিকিৎসালয়াদি-স্থাপন ইত্যাদি পুণ্যকার্য্য, এরূপ পরিমাণে সঞ্চিত হইলেই বুঝি উল্লিখিত বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে বিশ্বাস জন্মিবার সুযোগ ঘটে। এই নিমিত্ত যাঁহারা ধনবিত্তশালী তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও তথাকথিত পুণ্যার্জ্জন-কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই সকল কার্য্য—পুণ্য কার্য্য—ইহা স্বতঃ স্বীকার্য্য। এই সকল পুণ্য-কার্য্যের সমূহ ফল-প্রাপ্তি মোক্ষ বা স্বর্গ ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু মোক্ষ বা স্বর্গ-প্রাপ্তির হেতু-মূলক কর্ম্ম-কাণ্ড দ্বারা কখনও বৈকুণ্ঠ-বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। এমন কি অনন্ত কোটী জন্মাবধি অক্ষত পুণ্য সঞ্চিত হইয়া ইন্দ্রত্ব লাভ ঘটিলেও নিত্য-তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ নাম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস হওয়ার আশা খ-পুষ্প-প্রাপ্তির ন্যায় সুদূর পরাহত।

বলা বাহুল্য ঐ সকল পুণ্যানুষ্ঠানাদি-কার্য্য যদি দয়া-পরবশ হইয়া কোন সময় শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরগণ স্বীকার করেন অর্থাৎ খনিত জলাশয়ের জল, রোপিত বৃক্ষের ফল, চিকিৎসালয়ের ঔষধ, শ্রীবৈষ্ণব-ঠাকুরগণ গ্রহণ করেন ও কৃপা করিয়া পান্থ বা ধর্ম্মশালায় এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করেন, তবেই না পুণ্য-কার্য্যানুষ্ঠানকারীর পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি সঞ্চিত হইয়া থাকে। আর সেই সুকৃতির ফলে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত-লাভ ও শ্রীকৃষ্ণনাম এবং কার্ষ্ণে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। ইহাতে সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্রও অবসর নাই।

এই নিমিত্ত সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্ব-সৌভাগ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিত্যফল শ্রীবৈকুণ্ঠসেবা-প্রাপ্তির আশায় শুদ্ধ শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যে শ্রীধামে কূপ, পুষ্করিণ্যাদি জলাশয় খনন, পান্থ ও ধর্ম্মশালাদি নির্ম্মাণ এবং বিত্তশাঠ্য পরিহার করিয়া যথাযোগ্য আনুকূল্যাদি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসেবাই যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম-সেবা এবং এই সেবাই যে সর্ব্ব-সেবাময়ী পূর্ণতম সেবা, তাহা শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরদের অনুগ্রহেই শুদ্ধতা ও সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যতা লাভ করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীমহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে এবং শ্রীবৈষ্ণবে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া, শ্রীবৈকুণ্ঠসুখ চিদানন্দানুভব করাইয়া থাকেন। ইহার নিমিত্ত অন্য কাহাকেও সাক্ষ্য দিতে হয় না। পুঁথি পুস্তক খুঁজিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয় না। অনুভূতিটী হাতে হাতেই লাভ হইয়া থাকে।

তথাকথিত কর্ম্মকাণ্ডীয় গ্রাম্য পুণ্যানুষ্ঠানাদি কার্য্য শুদ্ধতা লাভ করিতেও পারে- না-ও পারে। তার পর যদিও বা শুদ্ধভাবে কার্য্য হয়, কিন্তু তাহার ফল লাভ স্বর্গ প্রাপ্তি অনিশ্চিত। যদিও বা স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটে তবু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি", অনুসারে অনিত্য ফল। পুনরায় কর্ম্ম-চক্রাবর্ত্তে পড়িয়া সংসারকারাবাস অনিবার্য্য। স্বর্গ প্রাপ্তির আশা থাকিলে, আবার ঐ প্রকার সেবায় নৈতিক জীবন লাভ করিয়া নূতন কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে।

সুতরাং আমরা যদি বুদ্ধিমান হই, ইহ-পর জগতে ঠিক ঠিক মানুষ বলিয়া পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মকাণ্ডময় অনিত্য পুণ্য-সঞ্চয় প্রত্যাশী না হইয়া নিত্য পুণ্যময় সুকৃতি অর্থাৎ মহাপ্রসাদ-গোবিন্দনাম-বৈষ্ণব-কৃপা হেতুই পুণ্য, ইহা ধ্রুব-নিশ্চিত জানিয়া শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যে উক্তবিধ সুকৃতি অর্জ্জনে প্রত্যেকেরই সচেষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা যতটুকু নিত্য-সুকৃতি অর্জ্জন-কার্য্যে উদাসীন থাকিব, ততটুকু মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ-নাম ও বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্য-লাভের যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইব। এই সুকৃতি অর্জ্জনমূলক অনুষ্ঠানাদি দ্বারা

"শ্রীকুসুমাঞ্জলি"

(শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ)

যখন যখন ধরমের গ্লানি
অধরম—অতি উত্থান হয়।
সাধু পরিত্রাণ দুষ্কৃতি বিনাশ
ধরম স্থাপনে হই হে উদয়॥
(এই) শ্রীগীতা কথিতা ভাগবতী বাণী
সফল করিয়া উদিত আজি।
শ্রীগৌড় গগনে আবেশাবতার
বিতরিয়া নব কিরণ রাজি॥ ১
মুগ্ধ জগৎ চকিত নয়নে
ভাতিছে নীরব ভকতি হে।
দেখে নাই কভু শুনে নাই কভু
ভকত বৎসল এরূপ হে॥ ৩
আনি পুরাতন সনাতন ধন
বিতরণ তায় এ নব ছাঁদে।
কবে কে করেছে জীবের লাগিয়া
কাহার এরূপ পরাণ কাঁদে॥ ৪
আ-চণ্ডালে দিয়া প্রেমে অধিকার,
মহাপ্রভুর মহাবদান্য লীলা।
খাওয়া পরা ভার বহন করিয়া
ভজন কারণ এ কোন খেলা॥ ৫
নিত্য বুকে করে যোগ মোক্ষ সদা
আমিই তাদের বহন করি।
প্রতিজ্ঞা গীতায় ধরেছে আকার
কাহার দয়ায় আহা রে মরি॥ ৬
আপনে আচরি সকল অঙ্গ
হাতে ধরি সবে শিখাছে আজ।
পাষাণ্ড দলনে অজেয় হেথা
ধাঁধিয়া নয়ন করিছ বিরাজ॥ ৭
পাছে ভবিষ্যতে তব অনুগতে
কোন কালে কেহ করে আক্রমণ।
(তাই) করি আকর্ষণ শক্র অস্ত্রগণ
করিতেছ এবে সব নিরসন॥ ৮
অদূরে সে দিন নিখিল ভুবন
অঞ্জলিপূরিত কুসুমকরে।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে রাজীবচরণ
করিবে পূজন ভকতি ভরে॥ ৯॥
ফল্গু ত্যাগী যারা সাধু বলে তারা
জগতে বিদিত ছিল ততদিন।
রূপ-অনুগত সে যুক্ত বৈরাগ্য
তার ধ্বজা তুমি করিলে উড্ডীন॥১০॥
ভজন সোপান দৈব বর্ণাশ্রম
শাস্ত্র বিধি মত স্থাপন করিলে।
স্মার্ত্ত জড়বাদ করি নিরসন
অতি-মর্ত্ত্য তব লীলা প্রকাশিলে॥১১
ভোগ, যোগ ত্যাগ আদি যত পথ
মায়ার ছলনা কেবল সে সব।
শুদ্ধা ভকতি জীবাত্মার বৃত্তি
স্থাপিলে সে মত প্রোজ্ঝিত কৈতব॥ ১২

বৈষ্ণব-সেবা, জীবে-দয়া, নামে রুচি হইয়া থাকে। ইহাই নিত্য-শুদ্ধ-জীব-সনাতন-শিক্ষা জৈবধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগ্রন্থ ব্যাখ্যান

ভোগের তাণ্ডব এমন ধারে।
যোগে ছিল বেশ করি হুহুঙ্কারে
হানিলে বজ্র তাহার শিরে ॥ ১৩ ॥
ব্যভিচার ভরা এ ধরা ধামে
কোন লোক হোতে আসিয়াছ হে।
সকলই শোধিয়া করিছ নূতন,
সকলেই ভাঙ্গিয়া গড়িছ হে ॥ ১৪ ॥
নাহি জানি কোন সুকৃতির বলে
পেয়েছি স্মরণ ও চরণতলে।
কামনা এখন হে দীন শরণ,
পদ ছাড়া যেন নাহি কোন কালে ॥
ক্ষণেকের ক্লেশ যেথা করে নাশ
কত শুনি তার যশ-গাথা গান।
অনাদি কালের অশ্রু মুছাইয়া
দিতেছ জীবের নিত্যানন্দ স্থান ॥১৬॥
যে দান দিতেছ কি বুঝিব মোরা
আবৃত নয়ন অবিদ্যার বলে।
মহিমা তোমার জানে মুক্তকুল
তব যশোগান গোলোকমণ্ডলে ॥১৭॥
দেবতা-বাঞ্ছিত ও পদ কমলে
রেণুরূপে স্থান মাগে এ দাস।
যোগ্যতা বিচারে সে গুণত ও নাই
তব অহৈতুকী কৃপা মাত্র আশ ॥১৮॥
এই ভিক্ষা আর শ্রীচরণে মাগি
পূরাবে বাসনা বিশ্বাস মোর।
সদা নিষ্কপটে গুরু-গৌর-সেবা
করিয়া তাহাতে থাকি যেন ভোর ॥
সদাচার যুত ব্রাহ্ম। পণ্ডিত
ঘরে জনমিয়া ছিল অভিমান।
একে দেখি হায় তুলনা না হয়
আসমান-জমিন ভেদ বিদ্যমান ॥ ২০ ॥
বংশ বিদ্যা ধন রূপ অভিমান
করিয়া হরণ দেহ এই বর।
জীবনে মরণে ও চরণ বিনে
নাহি জানে দাস রামেন্দ্রসুন্দর ॥২০॥

স্বাস্থ্য-সমাচার

(শিরোরোগ)

শিরঃশূল বা মাথাধরা আধকপালে বৈকালীন অথবা বৈকালের মাথাধরা প্রভৃতি শিরঃপীড়াসমূহ, সর্দ্দি, জ্বর, চক্ষুর ব্যাধি, কর্ণের ব্যাধি, মস্তিষ্কের ব্যাধি, বসন্ত প্রভৃতি নানা কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার নিরাকরণের ব্যবস্থা করিলে রোগ সহজেই সারিয়া যায়। কিন্তু রোগের কারণ নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে; উহা বর্ণনা করিলেও চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন সর্ব্বসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিবেন না, তাই আমার উক্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা না করিয়া সর্ব্বসাধারণের যাহাতে উপকার হয়, নিম্নে এরূপ কয়েকটী অব্যর্থ মুষ্টিযোগে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মাথা ধরা

১। রক্ত চন্দন ঘসিয়া কপালে প্রলেপ দিলে, অথবা

২। আলকুসির মূল আমানি সহিত বাটিয়া দক্ষিণ চক্ষুর দক্ষিণদিকস্থ এবং বাম চক্ষুর বামদিকস্থ এই দুইটী শিরা বা রগের উপর প্রলেপ দিলে, অথবা।

৩। কৃষ্ণ বেতের মূল জলসহ ঘসিয়া রগে মালিশ করিলে, অথবা

৪। মুচুকুন্দ ফুল জলসহ বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে, অথবা

৫। উনানের পোড়ামাটি ও গোলমরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলাইয়া নস্য লইলে বিশেষ উপকার হয়।

বৈকালের মাথা ধরা

ইহা সাধারণতঃ উষ্ণ শ্লেষ্মা হইতেই হইয়া থাকে।

১। হাত পা বেশ করিয়া ধুইয়া কিছু খাইলে ইহার শান্তি হয়।

২। প্রত্যুষে নাসিকাদ্বারা শীতল জল পান করিলে সকল প্রকার মাথাধরা বিনষ্ট হয়।

৩। একটু শীতল জলে কাশীর চিনি গাঢ় করিয়া গুলিয়া তাহার নস্য লইলে, অতীব কষ্টপ্রদ মাথাধরা ও সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয়।

আধ-কপালে

১। চাঁপানটে শিং রক্তচন্দনের সহিত ঘসিয়া কপালে দিলে আধকপালে মাত্রেই আরোগ্য হয়।

২। বড় পানার মূলের নস্য লইলে অথবা

৩। শিমুল তুলার ধূম নাক দিয়া টানিলে অথবা

৪। শিমুল ফুলের কুঁড়ি বাটিয়া জল সহ রগে প্রলেপ দিলেও আধকপালের বিশেষ উপকার হয়।

৫। শ্বেত অপরাজিতার শিকড় দক্ষিণ কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে সকল প্রকার শিরঃপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বিগত ৩রা আষাঢ় রবিবার শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচরিতামৃত পাঠাদিশ্রবণ করতঃ নিশাগমনে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ রাম জিউর মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

৪ঠা আষাঢ় সোমবার হইতে কয়েকদিন যাবৎ থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ শেঠ ধর্ম্মমলের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য,এ শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছেন। নিকটস্থ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেছেন। অর্থাদির বিনিময়ে ভাগবত কথা বিক্রয় যে গুরুতর অপরাধ তাহা শ্রীপাদ বৈষ্ণবচরণ অধিকারী মহোদয় সরলভাবে বুঝাইয়া দিলে সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পাঠের আদিতে ও শেষে সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কুলিয়া নবদ্বীপে ভীষণ চুরি

বঙ্গপাড়ায় দীনবন্ধু কর্ম্মকারের বাড়ী ভাড়া করিয়া মঞ্জুরী দাসী নাম্নী বৈষ্ণবী এক বৃদ্ধা বাস করিত। গত ৫ই আষাঢ় তারিখে বৃদ্ধা তাহার বাড়ীর তালা বন্ধ করিয়া স্থানীয় পোড়া মা তলায় রথ দেখিতে যায়। এই সুযোগে এক চোর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ ১০টাকার ৪৩ খানি নোট লইয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, তখন বৃদ্ধা আসিয়া পড়ায় চোর লাফাইয়া উত্তর দিকের রাস্তা দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া যায়। বৃদ্ধা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখে চোরে তাহার বাক্স ভাঙ্গিয়া সমস্ত টাকা লইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় বৃদ্ধাটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখন তাহার প্রতিবেশী শ্রীলালমোহন পাল তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে ও স্থানীয় থানায় রিপোর্ট দেয়। পুলিশ কর্ত্তৃক উক্ত ঘটনার জোর তদন্ত চলিতেছে।

নবদ্বীপ খেয়াঘাটে নৌকাডুবি

গত ৮ই আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩৷৷০টা ৪টার সময় শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত বল্লালদীঘী গ্রামনিবাসী রতিকান্ত হালদার তাহার নৌকায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মাল পত্র বোঝাই দিয়া সহর নবদ্বীপে পার হইতে হুলোর ঘাটে আসিতেছিল, দৈবদুর্ব্বিপাকে নৌকাখানি মাঝগঙ্গায় একটী ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া ঝোঁক সামলাইতে না পারায় ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকার মাঝি ও অন্যান্য লোক রক্ষা পাইয়াছে। মালপত্র রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

(ভারতীয়)

রেলওয়ে অফিসে কাগজ চোর

লাহোর ২১শে জুনের সংবাদে প্রকাশ নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের ট্রাফিক অডিট আফিস হইতে কাগজ চুরি গিয়াছে। ৮মাসের মধ্যে ৪বার একরূপ চুরি হইতে দেখা গেল, চোর ধরিবার চেষ্টা হইতেছে।

বেতন বৃদ্ধি

আজকাল সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য, কিন্তু তাহা হইলেও কৃষক ও ব্যবসাদারদিগের তজ্জনিত বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা যায় না। কৃষকেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রজাত শস্যাদিও মূল্যাধিক্যে বিক্রয় করিয়া, তাহাদিগের অভাব মোচন করিয়া থাকে। ব্যবসাদারগণও তাহাদিগের স্ব স্ব বিক্রেয় দ্রব্য উপযুক্ত লাভ রাখিয়া বিক্রয় করে। আবার শ্রমজীবিগণ নিজ নিজ অভাব মোচনার্থ স্ব স্ব মজুরী (বেতন) বর্দ্ধিত হারে লইয়া অপরের কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ ব্যক্তিরই বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে নাই, কেবল মাসিক বেতনভোগী কর্ম্মচারী অর্থাৎ যাহারা গভর্ণমেণ্ট সরকারে, বা যাহারা সওদাগর ও মহাজনদিগের অফিসে অথবা অন্য কোন স্থানে মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতন লইয়া কার্য্য করে, তাহাদিগের পক্ষেই বিশেষ অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল লোকের মধ্যে যাহাদিগের অন্য কোন উপায়ে অর্থাগমের সুযোগ নাই, তাহারা অতিকষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলে, ইহাদিগের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। পোষ্টাল গভর্ণমেণ্ট তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের এই সকল অসুবিধা দেখিয়া উচ্চতন কর্ম্মচারীদিগের বেতন পূর্ব্বেই বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। সংপ্রতি নিম্নস্থ কর্ম্মচারিসমূহের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সমীচীন ব্যবস্থাই করিয়াছেন এবং তাহারা এজন্য গবর্মেণ্টের নিকট অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। এই সকল কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যাহারা ব্রাঞ্চ পোষ্ট-মাষ্টার, ওভারসিয়ার ও হেডপোষ্ট ম্যান্, তাহাদিগের বেতন চল্লিশ হইতে ৮০৲ টাকা এবং ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিসের পোষ্ট ম্যান (ভিলেজ পোষ্ট-ম্যান) দিগের বেতন বাইশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাহারা এক্ষণে ষোল টাকা পাইতেছে, তাহারা বাইশ টাকা এবং যাহারা আঠার টাকা পাইতেছে, তাহারা চব্বিশ টাকা পাইবে। দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া উল্লিখিত সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ব্রাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টারেরা বৎসরে চারি টাকা এবং ভিলেজ পোষ্টম্যানগণ বৎসরে এক টাকা বর্দ্ধিত হারে বেতন পাইবে। পোষ্টাল গভর্ণমেণ্টের এক্‌ষ্ট্রা ডিপার্টমেণ্টাল পোষ্ট অফিস নামে একটা বিভাগ আছে। ঐ সকল পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারগণের বেতন বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

তাহার কারণ ইহাই অনুমান করা যায় যে তাঁহাদিগের স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহার্থে তাঁহারা যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার সহিত অতিরিক্তভাবে পোষ্ট আফিসের কার্য্যও সম্পাদন করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় না বলিয়া, এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ৩৭ লক্ষ টাকা দান

উৎকামণ্ড হইতে সংবাদ প্রকাশ যে খয়মানি চেটী চিদাম্বরম নামক জনৈক এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ ২০লক্ষ টাকা এবং ১৭লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। খুব সম্ভব দান গ্রহণ করা হইবে। দান গ্রহণ করা স্থির হইলে তদর্থে মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিল উপস্থাপিত করা হইবে।

(দৈনিক বসুমতী)

কুরুক্ষেত্রের সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

আগামী কার্ত্তিক সূর্য্য গ্রহণের মেলায় যাত্রিগণের জলকষ্ট নিবারণ জন্য কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় ষ্টেসনে ২টী নলকূপ বসাইয়া মেলা স্থানে প্রচুর পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত সেরূপ বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ব্রহ্মকুণ্ড শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। স্থানে ২ মাত্র ২। ১ হাত জল রহিয়াছে। তাহাও আর কিছুদিন এরূপ চলিলে আর থাকিবে না।

পঞ্জাবের ছাত্রগণের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ

শুনা যায়, পাঞ্জাবের সরকারী কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় ছাত্রদের একখানি অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয় যে, যতদিন তাহারা কলেজে পড়িবে, ততদিন তাহারা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবে না।

পঞ্জাবে স্বাস্থ্যোন্নতি সরকারের সুব্যবস্থা

পঞ্জাব সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, সাধারণের স্বাস্থ্য ও পল্লীগ্রামগুলির উন্নতির দিকে পঞ্জাব সরকারের দৃষ্টি কিছু দিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে, পল্লী অঞ্চলে জলসরবরাহের যে ব্যবস্থা এক্ষণে আছে, তাহা অতঃপর কর্তৃক হস্তে স্যানিটারী বোর্ডের হস্তে আছে, তাহা অতঃপর কর্তৃক স্যানিটারী ও ইমপ্রুভমেণ্ট বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে উক্ত বোর্ড যাহাতে প্রয়োজন হইলে অর্থসাহায্য করিতে পারেন, সে জন্য বোর্ডের হস্তে টাকা দেওয়া হইবে। সাধারণতঃ কোন কার্য্যের আনুমানিক খরচের ১২ আনার অধিক অর্থসাহায্য করা হইবে না। ১২ আনার অধিক অর্থ-সাহায্য করিতে হইলে অথবা টাকার পরিমাণ ২৫ হাজারের অধিক হইলে তাহা মঞ্জুর করিবার জন্য সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কাহাকেও এ অর্থসাহায্য করা যাইবে না। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান জল-সংস্থান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি বজায় রাখিবার ভার লইবেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিভাগের সেক্রেটারীই বোর্ডের প্রধান সেক্রেটারী থাকিবেন।

(বসুমতী)

শক্তিমান্ যুবক

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দাস গুপ্তের নিবাস বিক্রমপুর। তিনি কলিকাতার সিটিকলেজের ছাত্র। নানাস্থানে বাইসাইকেলে ঘুরিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অল্প প্রান্তে সাইকেলে চড়িয়া লঙ্কাদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি উলুবেড়িয়া হইয়া কটক যাইবেন এবং মাদ্রাজ উপকূল দিয়া যে রাস্তা আছে তাহা দিয়া দনুষ্কট যাইবেন এবং সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে যাইবেন। তথা হইতে ফিরিয়া ভারতের পশ্চিম উপকূলে রাস্তা দিয়া কাশী যাইবেন ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড পথে পুনরায় কলিকাতা ফিরিবেন। ইহাতে তাঁহার ছয় মাস লাগিবে। তিনি এই বৎসর বি, এস, সি পরিক্ষা দিয়াছেন এবং কলিকাতার কয়েকজন নেতার নিকট হইতে পরিচয় পত্র লইয়াছেন। তাঁহার গতি প্রত্যহ গড়ে ৬০ মাইল হইবে।

(পঞ্চায়েৎ)

দুই স্থানে জল প্লাবন

কাঁসাই নদীর বাঁধ, বিশেষ করিয়া প্রতাপপুরের নিকট লালবাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা করা হইতেছিল। এদিকে গতকল্য গুইপুরুষোত্তমপুরের জমীদারী বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ফলে প্রায় ১॥ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হালদার আই, সি, এস সস্ত্রীক ও কর্ম্মচারীবর্গ সহ সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনাস্থলে যাত্রা করেন। বিশেষ চেষ্টার ফলে তিনি বাহিরের বাঁধের ভাঙ্গন বন্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। ফলে বন্যায় জল আর বাড়িতে পারে নাই। পূর্ত্ত বিভাগের লোক জন কুলীদের লইয়া বহু ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করেন। সেখানে বালির বস্তা দিবার ব্যবস্থাও করিতে হয়।

দোকিন্দ ও ফকিরবাজারেও বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, সংবাদ পাইয়া তাঁহারা এখন সেখানে গমন করিয়াছেন। মিসেস হালদার বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। গো বা মানুষ মারা যাইবার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

হ্যামিণ্টন স্কুলের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে; প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ যাইতে হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে আপাততঃ নদীর জল কমিয়া যাইতেছে।

(বৈদেশিক)

ইটালিয়া উদ্ধার-মানসে কাপ্তেন এমাণ্ডসেন বিপন্ন

ষ্টকহলম, রোম ও অসলো হইতে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে মনে হয়, ইটালিয়াকে উদ্ধার করিতে গিয়া কাপ্তেন এমাণ্ডসেনও বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি একখানি ফরাসী সীপ্লেনে কম্যাণ্ডাণ্ট গুইল ব্যাণ্ডকে লইয়া স্পিসবার্জেন অভিমুখে রওনা হন, গুইল ব্যাণ্ড পোত চালনা করিতেছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অসলোর সংবাদে প্রকাশ, সম্ভবতঃ এমাণ্ডসেন ইটালিয়ার সন্ধানার্থ বিপৎপূর্ণ স্থানের দিকেই গমন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের অবস্থা যে বিশেষ শঙ্কাজনক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জেনারেল নোবাইল যেখানে আবদ্ধ হইয়াছেন, কাপ্তেন এমাণ্ডসেন সেখানে পৌঁছিয়া নাকি কাহাকেও দেখিতে পান নাই।

অসলোর ২০শে জুনের সংবাদে প্রকাশ সিটি ডি মিলান জাহাজ নাকি এক বেতারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন যে, ইটালিয় বিমান বীর ম্যাডালেনা উত্তর মেরুতে বিপন্ন জেনারেল নোবাইলের তাঁবুর উপর বিমানপোত হইতে খাদ্যাদি নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিলেন।

যুগোস্লাভিয়া পার্লামেণ্ট সভায় সম্প্রতি যে গোলমাল হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, ভূতপূর্ব্ব রেসির সহিত কৃষক দলভুক্ত সদস্যদের ঝগড়া বাধিয়াছিল। রেসি সভার বিরুদ্ধদলকে আক্রমণ করিয়া একটি তীব্র বক্তৃতা দেন তাহাতে বিরুদ্ধপক্ষীয় রেসির ভাগিনা র‍্যাডিচের দলভুক্ত সভ্য পার্ণার রেসিকে পুনরাক্রমণ করে। বেশী গোলমাল বাধিয়া উঠায় প্রেসিডেণ্ট আসন ত্যাগ করিয়া উঠেন। ইত্যবসরে রেসি একটা রিভলবার লইয়া র‍্যাডিসের দলকে গুলী করেন এবং গোলমালের ভিড়ে পলায়ন করেন। গুলীর ফলে পল র‍্যাডিচ ও ব্যাসারিচ্ বেক্ নিহত এবং ষ্টেফন্ র‍্যাডিচ ও আর দুইজন আহত হইয়াছে। যাহা হউক প্রধান মন্ত্রী রেসিকে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন এবং মৃতের পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রেসীকে গ্রেপ্তার লইয়া গণতান্ত্রিক সদস্য ও চরম সংস্কার প্রয়াসী মন্ত্রিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট। তাঁহারা পদত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ফলে মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ বড় বিপজ্জনক।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ভাসমান ডক

উত্তর ইংলণ্ডের টাইন নদী-তীর হইতে সিঙ্গাপুর নৌকেন্দ্রের জন্য এক সুবৃহৎ ভাসমান ডক আনা হইতেছে। ডকটী আনিতে টাইন নদী হইতে সিঙ্গাপুর ৮ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে এবং অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। সুয়েজ খাল পার হইয়া পোর্টসৈয়দে পৌঁছিতেই ডকটীর মাসখানেক সময় অতিবাহিত হইবে। খালের মধ্যে অন্যান্য জাহাজের গতিরোধ করিবে বলিয়া ডকটীকে লইয়া অনেক টানাটানি করিতে হইবে। উহার দৈর্ঘ্য ৮৫৫ ফিট ও উচ্চতা ৭৫ ফিট। ৫০ হাজার টন মাল এবং ৬০ হাজার লোক উহার উপর দাঁড়াইতে পারিবে। শুনা যায় উহার নির্ম্মাণে ২০ হাজার টন লোহা ও ৭৫ হাজার টন পোরক লাগিয়াছে।

অষ্ট্রীয়ায় স্যার জগদীশ

গত ২০শে জুন স্যার জগদীশ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃক্ষের মনুষ্যের ন্যায় জীবনীশক্তি প্রভৃতি তাঁহার স্বীয় আবিষ্কৃত যন্ত্রটীর সাহায্যে দেখাইয়া দেন। তিনি ভিয়েনা একাডেমী অফ্ সায়েন্সের জনৈক অনারারী সদস্য হইয়াছেন।

ভিয়েনার সম্পাদক-হত্যা

ভিয়েনার 'নিউ উইনার' নামক সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অস্কার পোয়েচ্ বর্ত্তমান সম্পাদক ব্রাণো উলফের বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা উপস্থিত করেন। এই মামলার শুনানীর দিন পোয়েচ সাক্ষ্য দিতে দিতে হঠাৎ উলফের উপর গুলি ছুড়েন এবং উলফ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়াকস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ই আষাঢ়, মঙ্গলবার—১৩৩৫

মায়াবাদ ও প্রতীকোপাসনা

প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের মধ্যে অবস্থিত হইয়া মানব যখন আরোহপন্থায় অধিকার চর্চ্চামূলে প্রাকৃতাতীত কোন রাজ্যের বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে সেই রাজ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাহেতু তাহার অবস্থানভূমিকায় ধারণানুরূপ একটী বিচার আনিয়া ফেলে। এরূপ হওয়া মানুষের পক্ষে যে কিছু একটী অস্বাভাবিক ব্যাপার তাহা নহে। বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তি যে কখনও লণ্ডন দেখে নাই, সে যদি লণ্ডন দেখিয়াছে, এমন কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীতই লণ্ডনের ইতিহাস বর্ণন করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার বর্ণনা ভ্রান্তিমূলা না হইয়া কিছুতেই পারে না। কূপমণ্ডূক কখনও সমুদ্রের ধারণা করিতে পারে না। কেহ আসিয়া তাহার নিকট সমুদ্রের গল্প করিলেও সে তাহারই ধারণার যেটী সর্ব্বোচ্চ সীমা, তাহারই অনুপাতে সেই সমুদ্রকে গড়িয়া বসে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বদ্ধ জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধারণার অতীত অধোক্ষজ বস্তু। প্রাকৃত বস্তুকে যেমন জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায়, অপ্রাকৃত বস্তুকে সেরূপ করা যায় না। অপ্রাকৃত বস্তু ভগবানের দেহ-দেহীর মধ্যে অদ্বয়জ্ঞান অবস্থিত। প্রাকৃত বস্তু গুলিতে দেহ-দেহি ভেদ বর্ত্তমান। এই প্রাকৃতের ধারণার মধ্যে অপ্রাকৃতকে আনিতে গিয়া হতভাগ্য মানব শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারকে মায়াশক্তি করে এবং অবতারের দেহকে মায়িক বলে, আর ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাওয়াইবার জন্য সবিশেষ ছাড়িয়া নিরাকার নির্ব্বিশেষ একটী তত্ত্ব কল্পনা করে ও তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে। ইহারা আরও বলে, জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি —মায়া নির্ম্মিত, জীব মায়া নির্ম্মুক্ত হইলে ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়। ইহাদিগকে সাত্বত শাস্ত্রকারগণ 'মায়াবাদী' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহারা স্বমত স্থাপনকল্পে পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপনে প্রয়াসী। ইঁহাদের ধারণা —পরিণামবাদ বলিতে ঈশ্বরকে বিকারী বলিয়া স্থির করিতে হয়। অর্থাৎ এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ ঈশ্বরেরই একটী বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লসংযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেইরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। সুতরাং পরিণাম-বাদ মানিলে চলিবে না, উহাকে বিবর্ত্তবাদ বলিয়া স্থাপন করিতে হইবে। সর্প নাই অথচ অজ্ঞানতা বশতঃ রজ্জুতে সর্প ভ্রম, তাহাতে ভয় এবং ভয় হইতে নানা ফলোৎপত্তি হয়। জগতের পক্ষেও সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানতা বশতঃ যে জগৎকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতেছে তাহাই বিবর্ত্ত। এই বিবর্ত্তবাদ মানিলে ঈশ্বরকে আর বিকারী বলিতে হয় না।

বিকার বা পরিণাম ও বিবর্ত্ত শব্দদ্বয়ের যথার্থ অর্থএইরূপ, যথা—(১) সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধিবিকার ইত্যুদীরিতঃ অর্থাৎ কোন সত্যবস্তু অন্য রূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্‌বস্তু বুদ্ধি, তাহারই নাম—বিকার বা পরিণাম। যেমন, দুগ্ধ-বিকার বা পরিণাম দধি। পরিণতবস্তু বাস্তব বস্তুর সত্যতা অস্বীকার করিতেছে না, অথচ-তাহা স্বয়ং বস্তু নহে। (২) অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ অর্থাৎ অন্যবস্তু নাই অথচ অন্যবস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই অথবা যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতির নামই বিবর্ত্ত। যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রম। ইহাতে সর্প বলিয়া যে কোন বস্তুই নাই, তাহা বুঝায় না। বিকার ও বিবর্ত্তের এই অর্থবোধে ভ্রান্তিই মানবকে অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, জীব ও জড়াত্মক জগতে কখনও বস্তু বিবর্ত্তের স্থান হইতে পারে না। মায়াবাদিগণের বিবর্ত্ত বুঝাইতে গিয়া রজ্জু সর্পের যে উদাহরণ, তাহা জগতের সত্যতাই প্রমাণ করিয়া থাকে। কেননা, সর্প বলিয়া কোন বস্তু না থাকিলে রজ্জুতে কখনও সর্পভ্রম হইতে পারিত না, সেইরূপ জগতের সত্যতা অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রান্তি এরূপ উদাহরণ আদৌ সমীচীন নহে। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করেন, তাহা বুঝাইতেই রজ্জু-সর্পের উদাহরণ প্রযুক্ত হয়। জড়দেহ বা জড়জগৎ মিথ্যা কোন ব্যাপার নহে। অতএব ঈশ্বর বিবর্ত্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ বা জীবস্বরূপ হইয়াছেন—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সেইরূপ ঈশ্বরেচ্ছায়েই জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছেন, ঈশ্বর পরিণত হন নাই। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র প্রভাব অনুসারে পরিণতি কখনও ঈশ্বরকে বিকৃতকরিতে পারে না। প্রাকৃত দৃষ্টান্ত অপ্রাকৃততত্ত্বকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও যতটা সম্ভব হয়, স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য বলা যায়,—প্রাকৃতচিন্তামণি যেরূপ নানারত্নরাশি প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে তদ্রূপ অপ্রাকৃত, চিন্তামণিস্বরূপ শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াও ভগবান্ সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকারশূন্য' শব্দদ্বারা যে ভগবান কেবল নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষতত্ত্ব, তাহা নহে। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবৎ স্বরূপ। তাঁহাকে কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ ও নিত্য নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে অদ্বয়স্বরূপ না মানার জন্য পূর্ণতার হানি হয়। শ্রীভগবানে অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিন কারক সবিশেষের তিন চিহ্নস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যথা, তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ ৩য়া বল্লী ১ম অনুবাকে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদানকারকত্ব, 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এতদ্দ্বারা করণ-কারকত্ব, 'যাহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা অধিকরণকারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণ দ্বারা পরতত্ত্ববিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত আকার। নিরাকার নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি শব্দ বস্তুর প্রাকৃত সংসর্গই নিরাস করিতেছে মাত্র, কিন্তু অপ্রাকৃত আকার বিশিষ্টতা, প্রাকৃতবিকারশূন্যতা, শক্তিপরিণতি ও চিদ্‌বিশিষ্টতার বিরোধ করিতেছে না। সুতরাং মায়াবাদিগণের বিবর্ত্তবাদ-স্থাপন দ্বারা জীব ও জগৎকে যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া স্থাপন প্রয়াস, তাহা শক্তি পরিণামবাদদ্বারা খণ্ডিত হইল এবং মায়াবাদিগণের বিবর্ত্তের অর্থভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বকও দেখান গেল, তাঁহারা যে অর্থে 'বিবর্ত্ত' শব্দ ব্যবহার করিতে চাহেন, সে অর্থে বিবর্ত্ত ব্যবহৃত নহে—জড়দেহে আত্মবুদ্ধি বা জড়ে চিদারোপই বিবর্ত্তের স্থান। এইরূপ বিবর্ত্তদোষকে মূল বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্যশক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এরূপ ভ্রমের উদয় হয়। শক্তিপরিণামবাদদ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় যে, শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ, জীবশক্তি হইতে জৈবজগৎ আর মায়াশক্তি হইতে মায়িক জগৎ। এই জীবশক্তিকে শ্রীভগবান্ গীতায় পরাশক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সুতরাং জীবস্বরূপে মায়ার গন্ধ নাই। তবে অণুস্বধর্ম্ম-প্রযুক্ত জীব মায়ার বশীভূত হইয়া মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ আবরণদ্বয় স্বীকার করিতে এবং সেই মায়িক দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা'—এই অহঙ্কারে প্রমত্ত হইতে পারেন। জীবের এরূপ দুর্দ্দৈব দর্শনে তাঁহার স্বরূপে মায়ার কার্য্য আছে বলিয়া মনে করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র।

মায়াবাদিগণ "অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ * * * যস্য বা নারকী সঃ"—এই পাদ্মোক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় মতে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ জড়দ্রব্য গঠিত বা প্রতীক—এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া বলেন,—"উপনিষদে প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে। আমরা অনাদি অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে পারি না। তাই প্রতীকোপাসনার বিধান। হিন্দু প্রতীকের মধ্যে সেই অনাদি অনন্তকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি অবাঙ্‌মনসো গোচর, তাঁহাকে প্রতীক ছাড়া আর কি ভাবে ভাবা যায়। প্রতীকাকারের মধ্যে যদি পরমাত্মার কল্পনা করিয়া প্রতীক পূজা করা যায়, তবে তাহাতে কি দোষ, কি পাপ? পরমাত্মা জগতের সর্ব্বত্র অণু-পরমাণুতে বর্ত্তমান আছেন। তিনি কি প্রতিমার মধ্যে থাকিতে পারেন না? আমরা মূর্ত্তিমধ্যে ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি। সসীমের মধ্যে অসীমকে আরোপ করিয়া পূজা করি।"

মায়াবাদিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। জড়বস্তুর মধ্যে ভগবানের কল্পনা আর অন্ধকার রাত্রির মধ্যে সূর্য্যকল্পনা একই প্রকার বুঝাইয়া থাকে। যেখানে সূর্য্য সেখানে কি আর অন্ধকার থাকিতে পারে? অন্ধকার এবং আলোক কখনও সমপর্য্যায়ে অবস্থিত থাকিতে পারে না, তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অন্ধকার আলোকের অপাশ্রিতভাবে বর্ত্তমান। যেখানে জড়ের প্রতীতি, সেখানে চিৎ প্রতীতি আসিতে পারে না।

"যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে জীব যে বৃহদ্বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ অর্থাৎ চিৎকণ, তাহা জানা যায়। মায়াবশ জীবের জড়ে বদ্ধ হইবার যোগ্যতা থাকিলেও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নরশরীর ধারণ করেন বলিয়া যে, তাঁহার জড়াধীন ক্ষুদ্রজীবত্ব, মনুষ্যদেহের মধ্যে কৃষ্ণকে ক্ষুদ্রজীবসাম্যে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে। তিনি মায়াধীশ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

—প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা।

মায়া-বদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়াসন্নিকটেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না। ঈশ্বর কোন কারণেই মায়াবশবর্ত্তী নহেন, তিনি অপারমেয় বা অখণ্ড চেতন।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

পূর্ণরূপ অবতারী হইতে পূর্ণরূপ অবতার স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হন। অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণ জন্য পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। আবার অবতারের প্রকট লীলা সমাপন হইলে, অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না। অতএব শ্রীভগবান্ মনুষ্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া যে, সেই অবতার অপূর্ণ, তাহা নহে। শৈলী, দারুময়ী, মৃন্ময়ী প্রভৃতি যে অষ্টবিধ শ্রীঅর্চ্চারূপে ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই অবতারেও সেইরূপ পূর্ণতার অভাব নাই। শ্রীবিগ্রহে শিলা, দারু প্রভৃতি বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের পরিচয়। দ্রষ্টার দর্শন প্রকৃত দোষ দুষ্ট থাকায় সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ জগন্নাথদেবের দেহ দারুময় জড়, ঐ জড়ের মধ্যে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আছেন,—এইরূপ অপরাধময়ী প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রপঞ্চে তাঁহার নিত্যবিগ্রহ অচিন্ত্য নিজ শক্তিবলে উদিত হইলেও তাহা কখনও প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মবিশিষ্ট মায়িক বা প্রাকৃত নহে। নিত্য শ্রীবিগ্রহকে নির্ব্বিশেষ করিবার ছলে দেহ-দেহিভেদ-চেষ্টা—মহা অপরাধের কার্য্য। জড় শরীর যেরূপ চৈতন্যহীন এবং উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ধর্ম্মত্রয়বিশিষ্ট, ভগবানের শরীর তাদৃশ নহে। পরন্তু শ্রীভগবানের দেহ চৈতন্যবিশিষ্ট, প্রাকৃত-গুণরহিত অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনন্দ মাত্র। সর্ব্বত্র দেহ-দেহী, গুণ-গুণী এবং স্বগত-ভেদ বিবর্জ্জিত পরমাত্মস্বরূপ।

দেহ-দেহি-ভেদো নাস্তি ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভিদা তথা।
শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞানাত্মকে কিল॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সজীব শরীরধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহী ও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভেদ নাই। অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপে যে দেহ, সেই দেহী, যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মী।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৪।১৩ শ্লোকের) "যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ" ইত্যাদি স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়-বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে মায়াবাদিগণের নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মায়াতীত বস্তুকে মায়িক ধারণার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সসীমের মধ্যে অসীমের ধারণা প্রভৃতি দুশ্চাপল্য করিতে গিয়া নানা অনর্থের আবাহন করিতে হয়। আরোহপন্থা ত্যাগ পূর্ব্বক অবরোহ-পন্থায় সদগুরুর আনুগত্যে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে অক্ষজাতীত বস্তু শ্রীভগবানের সম্যক্প্রতীতি লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রতীতি আংশিক, ব্রহ্ম ভগবানের অঙ্গকান্তি পরমাত্মা ভগবানের অংশ, ভগবানই পূর্ণ প্রতীতি। সুতরাং মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা তাহা ভগবান বলিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। আমার মনের গাম খেয়ালী ভাবটী ভগবদ্দর্শনের কোন সহায়তা করিবে না—ইহা স্থির জানিয়া শ্রৌতপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

নবীন বিচারক

প্রাচীনের প্রতি অনুরাগিজনগণের নূতন তর্ক বিতর্ক শুনিতে ইচ্ছা হয় না। নবোদ্যমে যাহারা কুতর্ক আশ্রয় করিয়া প্রাচীনের অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদিগের ঔদ্ধত্য ও বৈর্য্যভাবের কেহই আদর করিতে পারেন না। কলিকালের একটা প্রধান দোষ-গণনায় তর্ক-পন্থা স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন হইতেই নবীনের সৃষ্টি, সুতরাং নবীনের জনক প্রাচীনকে অবজ্ঞা করা সমীচীন নহে। অকৃতজ্ঞ কৃতঘ্নজনের স্বাভাবিক রুচি স্বীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণকে হীনচক্ষে দর্শন এবং তাঁহাদের ছিদ্র না থাকিলেও ছিদ্রারোপ করিয়া তাহার কপট উদ্ঘাটন প্রবৃত্তি। আলেকজেন্ডার পোপ নামক পাশ্চাত্য কবি বলেন—'আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করি, সুতরাং এই নীতি অবলম্বন করিয়াই আমাদের অনুজগণ আমাদিগকে সমধিক নির্ব্বোধ জ্ঞান করিবে' এবং তাহা শুনিয়া আমাদের বিচার প্রণালীর মহিমা আমাদের চিত্তবিনোদন করিবে, এরূপ পদ্ধতির আদর এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত না হওয়াই উচিত।

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরবাসীর প্রতি সমাদরশূন্য হইয়া যে সকল নব্য-সম্প্রদায় বা বিরোধিজনগণ আধুনিক সহর-বাজারকেই প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া স্থাপন করিবার জন্য ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহাদের আমরা আদর করিতে পারি না। ঊনবিংশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর নবদ্বীপবাসী যদি অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর নবদ্বীপবাসীর অনাদর করেন, তাহা হইলে তাহাকে প্রাচীনের বিরোধী বলা যাইবে। আবার অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অধিবাসীকে আধুনিক ও নব্য সম্প্রদায়-ভুক্ত জানিয়া সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রাচীন নবদ্বীপের অধিবাসী আপনাদের দলপতিগণের প্রাচীনতা প্রদর্শন করিতে গেলে, বিংশ শতাব্দীর উদ্ধত যুবকগণ নবীন অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিবাসীর পক্ষ মোক্তার সাজিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক নিজের প্রাচীনতা সংরক্ষণে যত্নবান হইলে বা অষ্টাদশ শতাব্দীকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন বলিতে গেলে তাঁহাদের ধৃষ্টতা ও বুদ্ধির স্বল্পতা লোকের বুঝিতে বাকী থাকিবে না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাচীন নবদ্বীপ কোথায়? পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রাচীন নবদ্বীপ কোথায়? বক্তিয়ার খিলজীর সময়ের নবদ্বীপ কোথায়? সেন বংশীয়গণের রাজধানী প্রাচীন নবদ্বীপ কোথায়? বন্ধ্যা-তার্কিক সম্প্রদায় সরল লোক-প্রতারণাকল্পে যে সকল কৃত্রিম স্বার্থপর যুক্তি-কল্পনা করেন, তাহার মূল্য অতি অল্প। তাহারা নিজের বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা বা লোকপ্রতারণায় অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে প্রাচীন সত্যপন্থারই অনুসরণ করিতে বাধ্য। মতলববাজ স্বার্থপর জনগণ যুক্তি-তর্কবলে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া যে, লোকের চক্ষে ধূলি দিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপের অনুসন্ধানে বাধা দিবার জন্য উপরি-কথিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়টীকে প্রাধান্য না দিয়া অপেক্ষাকৃত কাল্পনিক বিচারটী চাপা দিতে চাহিয়াছেন, এই সকল প্রাচীন সাক্ষ্যের বিরোধ স্থাপন-মানসে প্রাচীন কুলিয়াকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিতে গেলে তাঁহাদিগের প্রখর শেমুষীর পরিচয় পাওয়া যাইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক নবদ্বীপ ও গঙ্গার পশ্চিমপার স্থিত কুলিয়ার অবস্থিতি যাহাদের আলোচ্য বিষয় তাঁহাদের নেকা সাজিলে চলিবে না। তাঁহাদের বিপ্র-লিপ্সা বা ন্যাকামি বিজ্ঞজনগণ অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কপটতা মূর্খের নিকট, অনভিজ্ঞের নিকট, সরলের নিকট কিছুক্ষণের জন্য আদর লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ সত্যগোপন প্রবৃত্তি-মূলে বঞ্চনা অচিরেই ধরা পড়িয়া যায়। অনাস্তর উদ্দেশ্যমূলে বিপ্রলিপ্সাবশে কপটতা কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবদ্বীপের পরিচয় কখনই লোক প্রতারণার উদ্দেশে পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর নবদ্বীপের তাৎকালিক অধিষ্ঠানের সহিত যোগ দেওয়া যাইতে পারে না। এখনও কৃষ্ণ নগরের রাজবংশের ইতিহাস বিলুপ্ত হয় নাই, ভারতচন্দ্রের রচনা বিনষ্ট হয় নাই, ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রাচীন লীলা-লেখক-গণের গ্রন্থ গোপন করা যাইতে পারে না, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলির বিমর্য্যাদা করিয়া কি প্রকারে কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা হিংসাবৃত্তিমূলে অপস্বার্থ আশ্রয়ে, অশ্লীলতার প্রচণ্ড-নৃত্যে সত্যের বিলোপ সাধিত হইবে? তাই বলি হরিগুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া পুতুলকে হরি সাজাইতে যাইও না, মৎসর, মর্ত্ত্য, ইন্দ্রিয়াসক্ত কপটকে গুরু সাজাইও না এবং আদার ব্যাপারী হইয়া বিপ্রলিপ্সাবলম্বনে কুতর্কপাংশু দ্বারা সত্য-বস্তুকে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিও না। যদি মৎসর হইয়া সনাতন-ধর্ম্মের অসম্মান কর, তাহা হইলে তোমাদের নিজের অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যের কোন অংশে ক্ষতি হইবে না। নব্যকে প্রাচীন করাইতে গেলে, মেকীকে আসল বলিতে গেলে, প্রতারণাকে সাধুত্ব বলিয়া চালাইতে গেলে, সত্যের নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য সুধী-সমাজ উহার আদর করিবেন না। নবীন কখনই প্রাচীন নহে, কুতর্ক কখনই সত্যস্থাপনে সমর্থ নহে। নবীন ও প্রাচীন শব্দদ্বয় কালগত। তাহার অর্থ-বিপর্য্যয় মানসে প্রাচীনকে নবীন বলা এবং নবীনকে প্রাচীন বলিয়া প্রচার করা যায় না। গণিত ব্যাপারে এরূপ গোলে-হরিবোল দিবার বিষয় নহে। কালশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতাবশতঃ বিষ্ণু ঐতিহ্য ও ভ্রান্তি-মূলক ভূসংস্থান-সমূহ বিদ্বৎ সমাজে হাস্যাস্পদ বলিয়াই বিবেচিত হয়। ধর্ম্মাধিকরণে কত সত্য-মিথ্যা, কাল্পনিক কাশিবিশারদ, মিথ্যা কুলজী দাখিল ও মিথ্যাসাক্ষ্যের আদান-প্রদান প্রতিদিন হইতেছে, তাহার অনুকরণে আত্মাকে কলুষিত করিবার প্রয়াস আমরা আদর করি না।

দীক্ষা

(প্রাপ্ত)

যাহাতে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, পাপ পাপ-বীজ এবং অবিদ্যার সম্যগ্রূপে ক্ষয় হয়, এরূপ প্রণালীকেই দীক্ষা কহে শুধু কাণে ফুঁকা দেওয়া বা বৎসরান্তে শিষ্য বাড়ী যাইয়া কিঞ্চিৎ প্রণামী গ্রহণ পূর্ব্বক কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রক্রিয়াকেই শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-গণ দীক্ষা বলেন না, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম॥" ১॥ (মুণ্ডক ১।২।১২) সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধ্হস্তে বেদ তাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণ তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। এরূপ আচার্য্য হইতে লব্ধ দীক্ষব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, অন্যে নহে। সম্বন্ধ জ্ঞান-উদয়ে দিব্যজ্ঞান হয়। শ্রীগুরুদেব সেই সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদাতা, সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে, বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥ শ্রী

নিত্যানন্দস্বরূপ —সদ্গুরুর পদাশ্রয় গ্রহণ না করিলে কি করিয়া সেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হইবে এবং পাপবীজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে ; এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে পারে না ; এক শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক, যেমন অন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারে না, তদ্রূপ যে গুরু নিজেই সংসারশৃঙ্খলরূপ দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ, তিনি কি প্রকারে অন্য সংসারাসক্ত গৃহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ শিষ্যকে এ দুরন্ত ভববন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দান করিবেন। এরূপ বিবর্ত্ত বুদ্ধিজাত গুরু-ব্রুবের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক শিষ্যের অবিদ্যারূপ সংসার মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার যে প্রয়াস, তাহা—কুকুরের পুচ্ছাবলম্বন পূর্ব্বক

উত্তাল তরঙ্গমালাপূর্ণ সমুদ্রের অপর পারে উত্তীর্ণ হইবার আশায় ন্যায় অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। “পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামী গোত্রেণ গোত্রিকা তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং”—যেমন অবিবাহিতা কন্যা পিত্রালয়ে পিতৃগোত্রে পরিচিতা এবং বিবাহের পর গোত্রান্তরিত হইয়া স্বামীগোত্র প্রাপ্ত হন, সেইরূপ বৈষ্ণবীদীক্ষার পর, দীক্ষা প্রভাবে শিষ্য চ্যুত গোত্র হইতে অচ্যুতগোত্র প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্বলাভ করেন।—এই যে—সদ্গুরু কৃপায় দ্বিজত্বলাভ বা দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি ইহাই দীক্ষা।

প্রাপ্ত পত্র

(শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত)

ধুবড়ী, আসাম)

শ্রদ্ধেয় মহাশয়।

কল্য আপনার পত্রখানি পাইলাম। আপনাদের এই পত্রিকাখানি এবং গৌড়ীয় সাপ্তাহিক পত্রখানি বড়ই সুন্দর, আর এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করিলে, বাস্তবিকই মন পবিত্র এবং ভক্তিভাবের উদয় হয়। আমি আপনাদের নদীয়া প্রকাশের ৬০৭ এবং গৌড়ীয়ের ৮৫৩ নং গ্রাহক। গৌড়ীয়ের ব্যয় অল্প, তাই এক বৎসরের টাকা দিয়াছি, কিন্তু আপনাদের এই পত্রিকাখানির ব্যয় বেশী তাই ভাবিয়াছিলাম, মাসে মাসে দিব, কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার হাতে এখন টাকা নাই। আপনাদের পত্রিকাখানি পড়িয়া বাস্তবিক আমার অনেক উপকার হইয়াছে। আপনি যদি বিশ্বাস করিয়া পাঠান ত ভাল হয়। আমার হাতে টাকা হইলে আমি পাঠাইয়া দিব। মোট কথা আপনাদের টাকা কখনই যাইবে না, যখন পারি পাঠাইবই। আমার বড় ইচ্ছা যে, গৌড়ীয় এবং নদীয়া-প্রকাশের বরাবর গ্রাহক থাকিব। আপনারা এই পত্রিকা বাহির করিয়া জগতের অশেষমঙ্গল করিয়াছেন। অতএব উত্তর দানে [illegible] করিবেন।

মহাশয় আপনি শ্রীশ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয় পাঠে উপকৃত হইয়াছেন জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয় অর্থ-লোলুপ নহেন, পরন্তু জগজ্জীবের নিকট প্রতি দ্বারে দ্বারে বাস্তব সত্য প্রচার করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জানিবেন। তবে যে নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের বার্ষিক ভিক্ষা যাহা শ্রদ্ধাবান জনগণ প্রদান করেন, তাহা নদীয়ানন্দ গৌড়ীয়েশ্বরের সেবা ব্যতীত আর কিছু নহে।

আপনি শ্রীপত্রিকা পাঠ করুন এবং আপনার বন্ধুবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করুন। শ্রীপত্রিকা আপনার নিকট পাঠান হইবে, আপনি সময়মত পত্রিকার সেবা-কল্পে ভিক্ষানুকূল্য পাঠাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন ইহাই প্রার্থনা।

(নঃ প্রঃ সঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

পূজ্যাস্পদ

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু--

নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনাদের পারমার্থিক দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে স্থান দানে বাধিত করিবেন। আমি আপনাদের সজ্জনতোষণী—(হারমোনিষ্ট) গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক থাকিয়া নিয়মিতভাবে যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়া থাকি। আপনাদের গ্রন্থাদিও গৃহে রাখিয়া নিত্য পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আমি জীবনে অন্যের কোন ধর্ম্ম পুস্তকাদি হাতে লই নাই এবং অন্য কোন বেশধারী সাধুর কাছে যাই নাই ইহাই আমার জীবনের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাই নিজের কথা। অতঃপর জেলা রংপুর নিলফামারি মহকুমার এলাকায় নাগডোকরা বামুনিয়া, জোড়াবাড়ী, চান্দখানা, প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে আজ প্রায় মাসাবধি যাবৎ প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি হইতেছে, সভায় স্থানীয় সংস্কৃত টোলের অধ্যাপক শিক্ষক প্রভৃতি বহুগণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন, ইঁহারা বহুদিন হইতে স্মার্ত্তবাদ, বৈষ্ণববাদে লইয়া বিবাদ করিয়া আসিতেছেন, বহু বহু স্থলে তথাকথিত পণ্ডিত মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বিফল মনোরথ হওয়ায় পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহাশয়কে এই কতিপয় সভায় আহ্বান করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভক্তি সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতাদি দ্বারা অতি সরল ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। তাহাতে স্মার্ত্তগণও শুদ্ধ স্মার্ত্ত নহেন এবং বৈষ্ণবগণও শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, কেবল কয়েকটী মাত্র কথার মাইর প্যাচ লইয়া কলহ চলিতেছে, ইহা সকলেই বিশেষ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। মহাপ্রভুর কৃপায় বৈষ্ণবগণকে স্মার্ত্তানুগত্যে থাকিতে হয় না এবং স্মার্ত্তানুগামী কখনও শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, ইহা বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়া দিতেছেন, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত।

আরও বিশেষ কথা এই, একমাত্র বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তদ্ব্যতীত শুদ্ধ বৈষ্ণব অন্য কুত্রাপিও বর্ত্তমান কালে দৃষ্ট হয় না। অসৎসঙ্গ ত্যাগরূপ বৈষ্ণবাচার পালনে অপরাপর সকলেই অল্প বিস্তর উদাসীন। গোস্বামী প্রভুর নিকট এই সমস্ত শুনিয়া অতি সত্যকথা জ্ঞানে নিজেদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষগুলি বিশেষপ্রকারে স্বীকার করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে সত্যপথ অবলম্বনের সুব্যবস্থার জন্য সকলেই প্রয়াসী হইয়াছেন।

বৈষ্ণব কৃপাভিখারী বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীপ্যারীমোহন রায় সরকার

পোঃ দেওয়াগঞ্জ

কুচবিহার।

স্বাস্থ্য-সমাচার

নাসা

কালতুলসীপাতার রসের অথবা বাবুই তুলসী পাতার রসের—কিংবা লাউয়ের ফুলের রসের নস্য লইলে নাসা ভাল হয়। সরিষার তেলের সহিত কিঞ্চিৎ নিশাদল মিশাইয়া নস্য লইলে নাসা ভাল হয়। মধ্যে মধ্যে ছারপোকার ঘ্রাণ লইলে নাসা জন্মিতে পায় না। প্রতিদিন স্নানের সময় সরিষার তেলের নস্য লইলে নাসিকার কোন প্রকার রোগ জন্মাইতে পারে না।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে দূর্ব্বার রসের, আমড়া পাতার রসের অথবা ছাগল দুধ কিংবা গব্য ঘৃতের নস্য লইলে অবিলম্বে রক্ত স্রাব বন্ধ হইবে। উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখিলেও রক্তস্রাব কম পড়িবে।

কর্ণরোগ

নাপিতের নিকট কাণ দেখান বা সর্ব্বদা কাণ খোঁটা, বেশী হাওয়া লাগান, অতিরিক্ত মাত্রায় কুইনাইন খাওয়ায়, গলার ভিতর ক্ষত হইলে, খুব জোর সর্দ্দি হইলে, কাণে জ্বালা ধরা, বেদনা, পুঁজপড়া প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।

লাউপাতার রস অথবা কার্পাস ফুলের রস কাণে দিলে কিংবা পাতিলেবুর রসের সহিত ফটকিরি ও আফিং ঘসিয়া কাণে দিলে, কানের বেদনা, কটকটানি ও পুঁজপড়া আরোগ্য হয়।

তুলসী পাতার রস অথবা সিম পাতার রস অথবা ছাগমূত্র কিংবা চুয়া—ইহার যে কোন একটী ঈষৎ গরম করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

বহুদিনের পুঁজপড়া ব্যাধি হইলে, সরিষার তৈলে শামুকের মাংস ভাজিয়া ঐ তৈল কর্ণে দিতে হইবে।

রাত কাণা

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ১ তোলা গব্য ঘৃত কিঞ্চিৎ গোলমরিচ চূর্ণের সহিত খাইলে অথবা পানের বোঁটা আঙ্গুলে টিপিয়া রস বাহির করিয়া চক্ষুতে দিলে অথবা পাকা কলার ভিতর জোনাকী পোকা ১টি একদিন অন্তর একদিন তিনবার খাইলে রাতকাণা আরোগ্য হইবে।

মনসা পাতার তেলা দিকটায় ঘি মাখাইয়া প্রদীপের শিষে কাজল পাড়াইয়া ঐ কাজল চক্ষে দিলে চক্ষু ঠাণ্ডা থাকে।

দাদ

সোহাগার খৈ ও গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে অথবা গোলাপের পাতা এবং সোমরাজী বীজ দুধে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা কালকেসেন্দার শিকড় কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, দাদ খুব শীঘ্রই সারিয়া যায়।

লৌহ পাত্রে গন্ধক ও কেরোসিন একত্র ঘসিয়া দাদে লাগাইলে একদিনেই আরোগ্য হয়। চাকুন্দের শিকড় জলসহ ঘসিয়া প্রলেপ দিলেও অতি শীঘ্রই দাদ ভাল হয়, চন্দনের তৈল লাগাইলেও বিশেষ উপকার হয়।

সর্দ্দি, কাসি

সর্দ্দিকে সামান্য জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করা ভাল নয়। কারণ সর্দ্দি হইতে নিউমোনিয়া প্লুরিসি, শ্বাস, কাস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সর্দ্দি হইলে তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিকারে যত্নবান হওয়া উচিত।

সর্দ্দির প্রথমে ২।১ দিন স্নান বন্ধ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সর্দ্দি পাকিয়া উঠিলে স্নান বন্ধ করা উচিত নয়। শরীর অসুস্থ বোধ করিলে গরম জলে গা মুছিয়া ফেলিবে এবং ঠাণ্ডা জলে মাথা বেশ করিয়া ধৌত করিবে। স্নানান্তে কদাচ রৌদ্রে গায়ে

থাকা উচিত নয়। নাকে সর্দ্দি ঝরিতে থাকলে আন্দাজ পরিমিত কর্পূর সেবনে উপকার হয়। শুইবার সময় সর্ষার তেল গরম করিয়া পায়ের তলায় মালিস করিলেও সর্দ্দি সারে।

সর্দ্দির সহিত কাসি থাকিলে এক আনা পরিমিত পদ্মাস্ত্র পাঁস মধুর সহ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কাসি সারে।

নানা কথা

পুরীধামে রথযাত্রা সমাপ্ত

শ্রীপুরীধামে জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ভারতের নানাস্থান হইতে লোকের সমাগম হইয়াছিল।

প্রদীপে দুর্ঘটনা

নীরপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, একটী ছোট ছেলে প্রদীপের সম্মুখে খেলা করিতেছিল, হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুন লাগিয়া কাপড় পুড়িয়া যায় ও দেহের স্থানে স্থানে দগ্ধ হয়, তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

পুরুষোত্তম মঠে উৎসব শেষ

গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ পুরীর পুরুষোত্তম মঠের উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়া কটকে সচ্চিদানন্দ মঠে আগমন করিয়াছেন।

ভীষণ হত্যা কাণ্ড

ডিব্রুগড় বন্দরের ২৫ মাইল দূরে জিলা ইস্কার চা-বাগান হইতে এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আসিয়াছে। পক্ষকাল পূর্ব্বে এক দিন সকাল বেলা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ভগবান্ দাস আগড়ওয়ালার। গৃহ ভস্মীভূত ও ভস্মস্তূপের মধ্যে তাঁহার গোমস্তা অর্দ্ধমৃতাবস্থায় আছে, এরূপ দেখা যায়। ঐ অর্দ্ধমৃত ব্যক্তিকে বাগানের হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং চদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-কালীন উক্তিতে সে বলে যে পুনিয়া নামা নামক এক ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিশ অনেক অনুসন্ধানের পর পুনিয়াকে ধরিয়া দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ও ৩০২ ধারানুসারে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিয়াছে।

আশ্চর্য্য চুরী

গত রাত্রে ত্রিবাঙ্কুরের ছোট মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর গৃহে এক ভীষণ চুরী হইয়া গিয়াছে, রাজবাড়ীর তোষাখানার দরজা ভাঙ্গিয়া কে বা কাহারা নগদ ও গহনাপত্রেতে ৫০ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

খুলনা কালীগঞ্জে ভীষণ অবস্থা অনাহারে অনেকের আত্মহত্যা

১৩৩৪ সালের ১২ই আশ্বিনের পর হইতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই বলিলেও চলে। বর্ষার সময়ে খুব অল্প বর্ষণই হইয়াছিল। জলাশয়ে সামান্য পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছিল, ফলে সমস্ত সাতক্ষীরা মহকুমা দারুণ জলকষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বর্ষণের অভাবে ফসল হয় নাই। যৎ-সামান্য ধানগাছ বাড়া ছিল, কার্ত্তিক মাসে ও তাহার পূর্ব্বে বৃষ্টি না হওয়ায়, গাছের গোড়ায় জল না থাকায় ধান্য আদৌ ফুলিতে পারে নাই। ফসলের সময় হইতেই অনেক দরিদ্র লোকের অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ফাল্গুন মাস হইতে কোন দিন উপবাস, কোন দিন আধপেটা, এইরূপে দিন কাটিয়াছে। এক্ষণে আর উপায় নাই। অনেকে বন-জাত শাক, পাতা সিদ্ধ খাইয়া এবং খেজুরের সময় খেজুর খাইয়া দিন কাটাইয়াছে। অনশনজনিত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কে তাহার সন্ধান লয়? কালীগঞ্জ ও আশাশুনী থানার অবস্থা ভয়ানক। অনেক স্ত্রীলোক অপরের বাটী ধান ভানিয়া খাইত। সে কার্য্য এবার জুটিতেছে না। কারণ, কাহারও বেশী ধান নাই; উপায়-হীন স্ত্রীলোকগণ শিশুসন্তানসহ ক্ষুধার পীড়নে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বসন নাই, থাকিবার স্থান নাই, দেশে আর ভিক্ষা মিলে না এ অবস্থায় তাহাদের মৃত্যুই অনিবার্য্য।

আশাশুনীতে একটি শাখা সেবাশ্রম আছে। এই সেবাশ্রম হইতে সংবাদ পাইবার পর কলিকাতার সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় হইতে স্বামী নিগুণানন্দ আসিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত কোন কোন স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন, "ঘোষের ডাঙ্গী" নামক গ্রামের রাইচরণ মণ্ডল এবং "সেয়ালডাঙ্গা" গ্রামের সন্ত মণ্ডল ক্ষুধার পীড়নে কাতর স্ত্রীপুত্রের দুর্দ্দশা দর্শনে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালার অবসান করিয়াছে।

ঐরূপে কালীগঞ্জ থানার দেবিসহ গ্রামের মহিম ঘোষ ২ দিন উপবাস করিবার পর গলায় দাড়ি দিয়া মরিয়াছে। তাহার ৩।৪টি সন্তান ও স্ত্রী আছে।

দেশের সাধারণ অবস্থা শোচনীয়। অপরকে সাহায্য করিবার মত অবস্থা এবার কাহারও নাই। ভিক্ষা মিলে না। কালীগঞ্জ থানার পরেই আশাশুনী থানার ৩ জনের অনশনজনিত ক্লেশে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আশাশুনী থানার স্থানে ২ সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। প্রত্যেককে দৈনিক অন্ততঃ আধ সের হিসাবে চাউল প্রদান করা উচিত। আশাশুনীর অন্যান্য স্থানে এবং কালীগঞ্জ থানার ১০নং ইয়ুনিয়নের অধীন ফতেপুর, বাঁশদহা, বেড়াখালি, শ্রীকলা প্রভৃতি স্থানে সত্বর সাহায্য প্রদান করা উচিত। অত্র বিবরণ সত্য কি মিথ্যা তদন্ত হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে। সাতক্ষীরার সহৃদয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত করুণাময় মিত্র এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার আদালতের মোক্তারগণ "দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতি" স্থাপন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ যেরূপ ব্যাপকভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতে সরকারী সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই মনুষ্যজীবন রক্ষা হইবে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে কালীগঞ্জ ও আশাশুনী থানায় রীতিমতভাবে এবং সত্বর সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে অনাহারে বিস্তর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এ বিষয়ে জনসাধারণ, জিলা কংগ্রেস কমিটী এবং কর্তৃপক্ষের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

—দৈনিক বসুমতী

গাড়োয়ালে গো-হত্যা হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ

গাড়োয়ালে যে সামান্য কয় জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ও সৈন্য আছে, কেবল তাহাদের জন্য সরকার নাকি তথায় কসাইখানা খুলাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ঐ সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করিবার জন্য একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুরা বলিতেছে,, গাড়োয়াল তাঁহাদের নিকট পবিত্র স্থান, বশিষ্ঠ, গৌতম প্রভৃতি ঋষিরা তথায় বাস করিতেন। তাহা ছাড়া, বদরী-নাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি তীর্থে যাইবার জন্য প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ হিন্দু ঐ স্থানে গমন করে। হিন্দুরা আরও বলিতেছেন যে, সরকার যখন গাড়োয়াল ও নাইনী-তাল অধিকার করেন, তখন সন্ধিসর্ত্তে এইরূপ কথা থাকে যে, সেখানে গোহত্যা হইতে পাইবে না। তখন সেখানে কোন য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল না। স্থানীয় হিন্দুরা এবিষয়ে সরকার ও হিন্দু নেতাদিগকে শীঘ্রই একটা সুমীমাংসা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ডাক্তারের মৃত্যু

আমরা সোনারপুরের সংবাদ পাইলাম যে, জন প্রিয় গ্রামের ডাঃ হরিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

প্রেস কর্ম্মচারী [illegible]

গত ২০ শে জুন কলিকাতা [illegible] কর্ম্মচারী সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক [illegible] অধিবেশন হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রেসে [illegible] যে সমস্ত ডিষ্ট্রিবিউটারকে অ[illegible] বরখাস্তকরা হইয়াছে সেই বিষয় ল[illegible] আলোচনা হইয়াছে।

দিনাজ পুরের কলেরার প্রকোপ

এই জেলায় এখন খুব প্রকোপের [illegible] কলেরা হইতেছে, গ্রামবাসি[illegible] হইতে পলায়ন করিতেছে

জমীদার গ্রেপ্তার

২ জন জমীদারকে গ্রেপ্তার করা[illegible] কুষ্টিয়ায় একটু চাঞ্চল্যের উদ্ভব হইয়াছে কুষ্টিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কো[illegible] চুরীর তদন্তসূত্রে কামালপুর গ্রামে গিয়া ছিলেন এইরূপ প্রকাশ, গত কল্য স্থানী[illegible] জমীদারের লোকদিগের প্রতি অপমান সূচক ভাষা ব্যবহার করায়, তাহারা উ[illegible] কর্ম্মচারী ও তাহার সঙ্গী ২ জন কনেষ্টে[illegible]বলকে প্রহার করে। অদ্য প্রাতে তাহা[illegible] দিগকে অজ্ঞান অবস্থায় কুষ্টিয়ার আ[illegible] হইয়াছে। এই সূত্রে জমিদার সুরেন্দ্রনা[illegible] বিশ্বাস ও দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তা[illegible] করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনাথ আশ্রমে প্রবঞ্চকের আড্ডা

রেষ্টার শ্রীযুত দেশবন্ধু গুপ্ত[illegible] সম্পাদক শ্রীযুত শিবনারায়ণ ও আর [illegible] ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদীর সহ[illegible] কর্ম্মীদের মানহানি করিবার অভিযোগে যে নালিশ করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রে[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ স্বরূত সিং সেই মামলা রায় দিয়াছেন। সকল আসামীই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, মিঃ সন্তপালের সহকর্ম্মীরা কো[illegible] তথাকথিত জাল অনাথাশ্রমের জ[illegible] সেকেন্দ্রাবাদে অর্থসংগ্রহের সম[illegible] পুলিসে গ্রেপ্তার হয়। মামলার বাদী পূর্ব্বে আর্য্যসমাজের অনাথাশ্রমের টাকা আদায়কারী সরকার ছিলেন। তিনি হিন্দু সংগঠন অনাথাশ্রম নামে একটি নূতন অনাথাশ্রম খুলেন। তথায় ভব[illegible] ঘুরে ছেলেদিগকে গ্রহণ করা এব[illegible] তাহাদিগকে দলে দলে নানা স্থানে প্রেরণ করা হইত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা লাজপৎ রায়ের ম[illegible] নেতৃবৃন্দ ঐ অনাথশ্রমের সহিত সংস্রব অস্বীকার করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন,—বাদী ও তাঁহার লোকজন একটী প্রবঞ্চকের দল। (বসুমতী—)

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible]

[illegible] আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—১৩৩৮ [illegible]

হরি-ভজন হ'ল না !!

আমার হরি-ভজন হ'ল না। হৃদয়ের ক্রুটিতা গেল না, আমার দেহ ইন্দ্রিয় সকলই হরিভজনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল। আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাম সেবোন্মুখ হইল না, তাই আমি সদ্গুরু ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অযাচিত সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ করিতে পারিলাম না। ভোগোন্মুখ কর্ণে তাঁহাদের শুদ্ধ-কীর্ত্তন প্রবেশ করিল না ও তাঁহাদের কীর্ত্তিত-নাম আমাদের রসনাগ্রে উদিত হইল না। আমার হরিভজনে উৎসাহ নাই, হরিভজনই যে আমার নিত্যধর্ম্ম তাহাতে নিশ্চয়তা নাই, সেবা-কার্য্যে ধৈর্য্য নাই, গুরু-বৈষ্ণবের মহান্ আদর্শ দেখিয়াও তাঁহাদের আচরণ অনুবর্ত্তন করিবার রুচি নাই, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগে যত্ন ও দৃঢ়-সঙ্কল্প নাই সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবার আগ্রহ নাই, তাই আমার দুর্দ্দৈব কাটিল না। আমার ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কেহ নাই, আমি কুকুর হইতেও ঘৃণ্য। কুকুর অমেধ্যভোজী—আর আমি মানুষ নামে পরিচয় দিয়া, ভক্তের পোষাক পরিয়া, গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে সেবা-বুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণ-বস্তুতে ভোগ-বুদ্ধিপরায়ণ, আমার লালসার পরিতৃপ্তিকর বস্তুগুলি পাইলে আমি গুরু-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে অনুরাগ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রভুর আচরণের আদর্শ আমি একবারও হৃদয়ে স্থান দিই নাই। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার শ্রীগুরুপাদ মহা-প্রসাদের চিন্ময়ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবে সকলের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট কুক্কুর, ভক্ষণ করিয়া গেলে, অবশেষে তাহা গ্রহণ করিয়া-ছেন, আমি তাঁহার এই আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াও মহাপ্রসাদে ভোগ-বুদ্ধি করিতেছি। মহাপ্রসাদে [illegible] বিষ্ণু-বৈষ্ণব [illegible] এই বুদ্ধি আমার উদয় হইতেছে না। আমার প্রাকৃত বুদ্ধি গেল না, আমি কর্ম্মাধিকার হইতে আর উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবে আমার নিরন্তর প্রাকৃত বুদ্ধি আছে। শ্রীগুরুদেবের আম সম্বন্ধে বহুবার [illegible] করিয়াছি। আমি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করি, আমার "কাঠের ঠাকুর" [illegible] বুদ্ধি লইয়া। আমি বৈষ্ণব সাজিয়া বিষ্ণু-পূজা করিতে গিয়া শক্তি-পূজা করিয়া ফেলি এবং আসক্ত হইয়া পড়ি। [illegible] বহু, মোহাচ্ছন্ন—[illegible] আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন—আমার ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত চেষ্টা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না।

আমি তুলসীকে পত্রমাত্র, গঙ্গাকে আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের, অর্থাৎ আমার পাপক্ষালনের বা পুণ্যার্জ্জনের জলমাত্র জ্ঞান করি। আমি নিত্যশঃ গঙ্গা-স্নান করি, লোকে আমাকে 'ভক্ত' বলিবে—এই জন্য, আমি কপটতাপূর্ব্বক ঠাকুরের ঘরে চুরি করিয়া নির্জ্জনতা-প্রিয় করিয়া থাকি, লোককে জানাই আমি নির্জ্জন-ভজনানন্দী, কিন্তু আমি মনোধর্ম্মের অনলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরি। তাই বলিতেছিলাম, আমার হরি-ভজন হ'ল না।

যদি আমার হরিভজন হইত, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া" ও সংশিক্ষাগুলি নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইত, আমার জীবনটীকে সৌগন্ধযুক্ত করিয়া তুলিত। আমার কুরূপ ঘুচাইয়া আমাকে সুরূপ করিত, আমার হৃদয়ের পূতিগন্ধময় অজস্র রাশি বিদূরিত করিয়া সেই স্থানে ভক্তিলতাবীজের অঙ্কুরোদ্গম হইত, রূপানুগ বৈষ্ণবগণ আমাকে কুরূপ বা কুদর্শন দেখিয়া আমার প্রতি আর উদাসীন থাকিতেন না, আমার সেবা সৌকর্য্য দেখিয়া আমাকে রাধা গোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার জন্য আমার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি পূর্ব্বক আমাকে তাঁহাদের অনুগত পাল্য ও আশ্রিত বর্গের মধ্যে স্থান প্রদান করিতেন।

কিন্তু আমার বড়ই দুর্দ্দৈব, আমার হরিভজন হইল না। আমি কোন সময় কর্ম্মবুদ্ধি লইয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকি, কখনও বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া—আমি বড়ই সেবা করিতেছি দেখাইয়া থাকি, কখনও ভাবি আমার যখন বৈষ্ণবগণের আনীত ভিক্ষার গ্রহণ করিতে হয়, তখন তদনুপাতে কিছু পরিশ্রম না করিলে বোধ হয়, বৈষ্ণবগণ আমার অন্ন বন্ধ করিবেন। কখনও ভাবি বেশী শ্রমশীলতা দেখাইলে তাঁহারা আমাকে আদর করিয়া অধিক পরিমাণে [illegible] প্রদান করিবেন এইরূপ ভাবে বৈষ্ণবগণের ভিক্ষান্নে পরিপুষ্ট হইয়া আমার জীবনটা কাটিয়া যাইবে।

কিন্তু কি করিতেছি, কোথায় আসিয়াছি, ইহাদের সঙ্গে আমার কতদূর কি লাভ হইতেছে, পর-উপদেশে পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া নিজের জীবনে হরি গুরু-বৈষ্ণব-আদর্শ কতটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে, আমার হৃদয়ে কালের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির [illegible] সৎ-সিদ্ধান্তগুলি কতটুকু পরিস্ফুট ও পুষ্পিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান একবারও করি না। দিন যায় রাত্র আসে, আবার রাত্র অতীত হয় পুনরায় দিন আগমন করে, কিন্তু আমার হরিভজনে একটুকুও উন্নতি দেখা যায় না। হায়! আমি এমন হরি-ভজনের দুর্গতি জন্য, হরিভজনের উপযোগী দেহ, গুরু-কর্ণধার, নিত্য প্রবাহিত ভগবৎকৃপারূপ অনুকূলবায়ু প্রাপ্ত হইয়াও উহাদিগকে আমার হরিভজনের প্রাতি-কূল করিয়া ফেলিলাম। দেহ আমার হরিভজন না করিয়া মায়ার ভজন ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত। আমি গুরু-পাদপদ্ম পরিহারপূর্ব্বক কাম-ক্রোধ-রিপুবর্গকে আমার 'প্রভু' বলিয়া বরণ করিলাম; কিন্তু বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্নির্দ্দেশ পালন করিলেও তাহারা আমার প্রতি একবারও কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল না, আমি এতই নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ যে তথাপি আমি উহাদিগেরই দাস্য করিবার জন্য লালায়িত। আমার লোক দেখান গোরা-ভজা, দু' নৌকায় পা দেওয়ার প্রবৃত্তি গেল না, দুঃসঙ্গে আমার আত্মীয় পরিজন বুদ্ধি, সৎসঙ্গে পরবুদ্ধি। যে দিন আমার দুঃসঙ্গে অনাদর, গৌর-বিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত পরবুদ্ধি ও সদ্গুরু ও শুদ্ধবৈষ্ণবে আপন বুদ্ধি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক 'টান' হইবে সেই দিন আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে।

"যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১০,২০,১৯)

আমাদের কপাল ভাল

(শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী ভক্তি-রত্ন)

বড়ভাগ্যে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া, জাগতিক অবরতা, হেয়তা, অপসারিত করিয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় সংস্থাপন করিতেছেন। নতুবা আমাদের ইহ পরকালে লাঞ্ছনার এক-শেষ হইত। তাহা হেলেমীবুদ্ধি ছাড়িয়া দিয়া একটু বিচারপর হইলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ ইহকালের চোখে-দেখা অবস্থার কথা কয়টাই অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। বিভিন্ন রকমের ধর্ম্ম নামক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষবাদী হইয়াছি। পরকাল সত্য একটা মানিতে চাহিনা। এমন কি মানি না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, স্বেচ্ছ মনের বিচার লইয়া স্ত্রৈণ-দিগকে, প্রত্যেকেই আচার্য্য অভিমানে, [illegible] আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহ-জিয়া, সখী ভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি আতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী আদি ইহাকথিত অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া দেশময় একটা বিভীষিকাপূর্ণ কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছিল। ইঁহারা নৈতিক মনুষ্য সমাজের বহিভূর্ত অনা-চারের কয়েকটী প্রাণী হিসাবে মাত্র বাঁচিয়া রহিয়াছিল। সুতরাং বৈষ্ণব নামধারী প্রাণীগুলিকে সাধারণ নীতি-পরায়ণ চরিত্রবান ভদ্রমহোদয়গণ মানুষের সম পর্য্যায়ে স্থান দিতে তো রাজিই নন, পরন্তু উহাদের কল্যাণে স্বয়ং মহাপ্রভুও নীতিশূন্য, সমাজ বিপ্লবকারী সংস্কার অধিকাংশ ভদ্র ব্যক্তিগণের কটাক্ষে পতিত হইয়াছিলেন। তাই এখনও বহু নামধারী ব্যক্তি, মালা, তিলক, শিখা বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করিতে লজ্জা বোধ করেন—কি জানি পাছে চরিত্রহীন ভাই মনে করিয়া জন সমাজের ঘৃণার পাত্র হইতে হয়। বাস্তব পক্ষে বৈষ্ণববেশই প্রকৃত ভদ্র বেষ এবং বিষ্ণু সেবকগণই যথার্থ ভদ্র। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ভদ্র বেষ ধারণ করিয়াই জগতে অভদ্রতার পূর্ণ বিকাশ উপস্থিত করিয়াছে। এমন সময় জগৎকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার লোক একটীও দেখা যায় নাই।

তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে সর্ব্বাগ্রে, শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং আচার ও প্রচার করেন। বর্ত্তমান দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় ইনিই যে একমাত্র শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্য, তাহা নিরপেক্ষ সত্য প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই, স্বীকার করিয়া ঠাকুরের চরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। অবশ্য যাঁহারা অকৃতজ্ঞ, শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের কোন ধার ধারেন না, তাঁহারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা শোনেন না বা বিরোধ করেন, সে কথা আলোচনা করিয়া বিশেষ কোন ফল নাই। আজকাল যে বহু বহু উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-বারি-সিঞ্চিত বৃক্ষের সুফলমাত্র। ইহা অনুধাবন করিবার ক্ষমতা অসংযম বুদ্ধিতে অনেকেরই বিলুপ্ত হইয়াছে। যদিও বা ভুল করিয়া অনেকেই বৃত্তক ভাড়াটিয়া পাঠকদের নিকটও পাঠ শুনিতে বিরত হন না, প্রভু-সন্তান গোস্বামী বলিয়া ঠিক আধ

টুকু সম্মান দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্মের কথা শ্রবণের অভাবে মুড়ি মিশ্রি সব একদরে বাজারে চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু তাঁহারও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রচারের ফল জানিতে হইবে। কারণ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহা ঠিক জানিয়াছেন যে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন উচ্চশিক্ষিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামী ষট্‌ক প্রচারিত ধর্ম্মকেই একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন গোস্বামী ধর্ম্মই ঠিক। ইহাই সোজা ভাবের ধারণা। তারপর যিনি যত বিচারপর হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ আচার্য্যগণের নিকট শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে শুদ্ধ ভক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ করেন।

যদিও বা আমাদের অনেকেরই শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণাভাবে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচারের অক্ষমতা হেতু, চিত্তে চমৎকারিতা উদিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নাই, তথাপি ঐ যে একটু রুচিপরিবর্ত্তন গোলাই বৈষ্ণবদের সম্মান, তাহাও একমাত্র সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতেই। তাহাতে বিন্দু পরিমাণে সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ নাই। সত্য সত্য আচার্য্য গোস্বামী বৈষ্ণবের সম্মান বজায় রাখিয়া সর্ব্বোচ্চাসনে বসাইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোভীষ্ট প্রচারকসূত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক আচার্য্য গোস্বামী সকলের মুকুটের উপর স্থাপিত, ইহাই জগতের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া জানাইতেছেন। আমরা যদি এখন বালকের ন্যায় নির্ব্বোধ ধর্ম্ম অবলম্বন করি, হিতে বিপরীত বুঝিয়া বসি, এবং যে কার্য্য অমঙ্গল হইবে তাহা করিবার জন্যই হঠ করি, তবে আর উপায় কি?

অতঃপর আমাদের নিজেদের কথাটাই বা বাদ যায় কেন? আমাদের তো এমন একটা বড় কুসংস্কার ছিল, যাহা কোন মতেই দূর করার উপায় হইত না। মনে করিতাম, মন্ত্র লওয়া, দেওয়া জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত দুই দশটা কার্য্যের ন্যায় এইটাও একটা কার্য্য। এই সংসারে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট প্রকারে প্রাপ্তিই সৌভাগ্যের পরিচয় ও সাধন ভজনের উচ্চ অবস্থা। ভগবান্ বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার প্রাকৃতিক সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার জন্য দায়ী; সুতরাং কোন গৃহে বিগ্রহ রাখিয়া সেবা করি বা না করি, অন্যের নিকট হইতে যথেষ্ট আদায় করিয়া নিজের সুখ-সুবিধা করিতে হয়। এই প্রকার অসতী বুদ্ধি, যাহার যথায় যত বেশী পরিমাণে স্থান পায়, তিনি তত বড় নামজাদা দেশ-প্রসিদ্ধ ভক্ত বা সাধু। প্রায় সকলেই এই আফিমের নেশায় মত্ত হইয়া রহিয়াছে।

হায় দুঃখের কথা কি বলিব! অধিক আর কি বা বলি, আর কেহ না শুনে তবে বৈষ্ণব ঠাকুরদের চরণেই জ্ঞাপন করি; কারণ তাঁহারা জগতের মঙ্গলের কথাই শুনিতেছেন; শুনিবার জন্যই আসিয়াছেন এবং আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের আফিমের নেশায় ঘুম ভাঙ্গিলেও চক্ষু মেলিতে ইচ্ছা করিতেছে না।

যদিও হরি গুরু বৈষ্ণব-সেবা করিবার বুদ্ধি হয় নাই, কপটতা যায় নাই, আর এই জীবনে যাইবে বলিয়া ভরসাও করিতে পারিতেছি না, তথাপি তথাকথিত অসৎ কার্য্যগুলি হইতে ছুটী লওয়ার অবকাশ তো পাইব? বৈষ্ণবঠাকুরগণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রোপিত বৃক্ষের ফলগুলি, সংবাদ-পত্র দ্বারা, গ্রন্থাদি দ্বারা এবং স্বয়ং অযাচিতভাবে গৃহে গৃহে যাইয়া বিতরণ না করিলে, এই সৌভাগ্য আমাদের কোন্ অজানা দেশে পড়িয়া থাকিত, কে জানে? ইহা অতি সৌভাগ্যোদয়ের কারণ জানিতে হইবে। তাই বলি আমাদের কপাল ভাল। আর কেন? "মন তুমি বড়ই চঞ্চল। একান্ত সরল-ভক্ত, জনে নহ অনুরক্ত, ধূর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল॥ বুজরুকী জানে যেই, তব সাধুজন সেই, তার সঙ্গ তোমারে নাচায়। ক্ষুদ্র বেশ দেখ যায়, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার, ভক্তি করি পড় তার পায়॥ ভক্ত সঙ্গ নয় যার, ভক্তিফল ফলে তাঁর, অকৈতবে শান্তভাব ধর। চঞ্চলতা ছাড়ি মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ, ধূর্ত্ত-সঙ্গ দূরে পরিহর॥"

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে দিয়ে নতুন বোএর মুখ দেখতে শচীদেবীর মনে বড় সাধ, তাই নিমাইএর বিয়ে দেবার জন্য নিমাইয়ের মায়ের মনে বড় ভাবনা। কোথায় মেয়ে পাওয়া যাবে, কে মেয়ে দেবে, কেই বা খোঁজ খবর করবে, সব সময়ই শচীদেবীর মনে এই সব কথা তোলপাড় করতে লাগলো। যতদূর পারছেন নিজেও একটু খোঁজ করছেন। কিন্তু বিয়ের ফুল না ফুটলে তো হবে না, ভেবে, কৃষ্ণই বা করেন, তাই হবে ব'লে চুপ করে থাকেন। একদিন দুপুর বেলা বড় মজা হলো—নিমাই ঘাটে গিয়েছে, [illegible] একটু মেয়ে [illegible] কি দিতে [illegible] জলের ঘাটে [illegible] হেট করে দাঁড়িয়ে, পায়ের [illegible] দিয়ে একটু একটু করে মাটি খুঁড়ছে। নিমাই আস্তে আস্তে জলে নামছেন, পায়ের সাড়া পেয়ে মেয়েটী যেমন মুখ ফিরিয়েছে, অমনি দুজনারই চোকাচোখি নজর পড়ে গেল। দুজনাই দেখলে এমন সুন্দর চেহারা বুঝি, এজগতে কারো নেই। নিমাই ভাবলে লক্ষ্মী বুঝি গোলোক থেকে নেমে এসেছে, মেয়েটী ভাবলে কৃষ্ণচন্দ্রই বুঝি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনারই বুকের ভেতর কেমন ভাব হয়ে ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। কে কয় ত' দেখেছে ভেবে দুজনাই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আপন আপন স্নান সেরে বাড়ী চলে গেল। কিন্তু দুজনারই মনে কেমন একটা ভাব হতে লাগলো দুজনাই মনে করতে লাগলো আর একবার যদি দেখতে পেতাম তবে মনে যেন বড় সুখ হ'ত।

সেই দিনই বনমালী আচার্য্য নাম করে একজন ব্রাহ্মণ নিমাইদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলো। শচীদেবী তাঁকে আদর করে ব'সতে জায়গা দিলে পর ব্রাহ্মণ ব'সে বল্লে, মা, ছেলের বিয়ের কি করছেন? ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ের ভাবনা ভাবছেন কি?

শ। ছেলের তো কেও নেই! বাছা আমার বেঁচে থাক তো তার পর দেখা যাবে, এখন পড়ুক।

ব। মা মা তাই বলছি, যেমনী সুন্দর ছেলে তেমনী যদি একটা মেয়ে হয়, তবেই তো। এই নবদ্বীপের মধ্যে বল্লভ আচার্য্য বলে একটি ব্রাহ্মণ আছে, তিনি কুলে শীলে সব বিষয়েই ভাল। তাঁর একটা মেয়ে আছে, বড় সুন্দরী, রূপে গুণে তার মত আর কেও নেই নামেও লক্ষ্মী, রূপেও লক্ষ্মী। এখন এমন মেয়ের সঙ্গে যদি কাজ করতে চান ত বলুন, একবার চেষ্টা করে দেখি।

শ। দেখা যাক তো, কৃষ্ণের নির্ব্বন্ধ যা হয় হবে। বনমালী আচার্য্য আর কোন কথা বল্লেন না, কাজের সুবিধা নেই বুঝে উঠে গেলেন পথে যেতে যেতে দৈবাৎ নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। নিমাই বনমালী আচার্য্যকে দেখে বড় খুসী হলো, বল্লে, কি কোন দিকে গিয়েছিলেন?

ব। তোমাদের বাড়ীতেই গিয়েছিলাম। তোমার মাকে তোমার বিয়ের কথা [illegible] তিনি [illegible] [illegible] না, [illegible] কি করি, [illegible] [illegible] বাড়ি। [illegible]

[illegible]

[illegible] বলে [illegible] কেন [illegible] কেন আমার [illegible] নাই। এই [illegible] হাসতে হাসতে [illegible] আচার্য্য এসেছিলেন, তাঁর [illegible] কইলে না কেন? [illegible] কোন উত্তর দিলেন না। [illegible] করতে ইচ্ছা আছে [illegible] খুসী হলো। চুপ করে রইলেন। [illegible] শচীদেবী বল্লেন, সেদিন [illegible] কথা বলিয়াছিলেন, আমি তার কোন জবাব দিই নি, তার পর থেকে [illegible] কাজটা যখন উপস্থিত হচ্ছে, [illegible] ক'রে দেওয়াই ভাল, ছেলেও [illegible] হয়েছে। যাতে শীগ্গির শীগ্গির [illegible] যায়, তাই করুন, আমিও নিশ্চিন্ত হই।

(ক্রমশঃ)

ভগবদ্দর্শন

(স্তোত্র)

মা! ঐ দেখ চেয়ে কোটীচন্দ্র [illegible] আজ নয়নাভিরাম দুর্বাদলশ্যাম কলেবর [illegible] যেন প্রেমভরে [illegible] অনন্ত রূপনিকরে আমার সম্মুখে সমুদিত হইয়াছেন! মাগো! এরূপ জগন্মোহন রূপ ত' আর কখনও নয়নে দেখি নাই। যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই [illegible] পুষ্পলতা, সরোবর, সাবন মাধবীর আমল [illegible] বিহার তথা কোকিলের কুহু কুহু রবে [illegible] সন্ধ্যাগমনে মালতীর মল্লিকের [illegible] রাজনের ভার মধুকরের ভার [illegible] করিতেছে। ত্রিভুবনের সমুদয় ঐশ্বর্য্য ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, দশদিকপাল, ব্রহ্মা তেত্রিশকোটী দেবতাদের রূপলাবণ্য [illegible] পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে তারকারাজির [illegible] সুবাসিত হইল। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তাঁর প্রভুর পাদপদ্ম সেবার উন্মাদিনী [illegible] মকরন্দলোভে মধুকরীর বেশে শ্রীহরি [illegible] চরণসরোজে আসীন হইলেন।

এ রূপ প্রেমে পুনঃ অবলোকন করি [illegible] [illegible] দিবানিশি [illegible] [illegible] বিধাতা যদি কোটি কোটি লোচন দিতে [illegible] তাহা হলে প্রাণভরে [illegible] দর্শন করিতাম। [illegible] [illegible] [illegible] কেন? মাগো! তুমি আমায় [illegible] উপদেশ দিয়াছিলে, আমি [illegible] [illegible] যেদিন তাঁর [illegible] [illegible] তোমারই [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সাক্ষাৎ দর্শন [illegible] ইঙ্গিতে [illegible] করিতেন [illegible] যোগ [illegible] আছে [illegible] কার্য্যে [illegible] না। [illegible] প্রাকৃত [illegible] করিতে [illegible] [illegible] তখন আর [illegible] গেলে [illegible], আমার আর [illegible] করিয়া থাকিবে, কেবল এই সমস্ত [illegible] অনুযোগ করেন। পুত্র যদি জুয়াচুরি, মদ ও গাঁজা বিক্রয় প্রভৃতি অসৎ কার্য্য করিয়া অর্থ আনিয়া মাতার [illegible] দেয় তাহা হইলে মাতা সুখী হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সে মাতা মাতা নহেন, সে পিতা পিতা নহেন, সে স্বজন স্বজন নহেন, সে গুরু গুরু নহেন, যাহারা আমাদিগকে মৃত্যুর পাশ হইতে মুক্তির জন্য শ্রীহরিচরণাশ্রয় করিবার উপদেশ না দেন। মাগো, এতদিন তোমার জগৎপ্রসব গুণে বদ্ধ ছিলাম, তোমার গুণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণনাথ পদ্মপলাশলোচন হরিকে এনেছি। ঐ দেখ, সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, শ্রীচরণের নূপুর রুনু ঝুনু বাজিতেছে তাঁর নিনাদে জগজ্জীবের প্রাণ আকুল করিতেছেন। বৎস! তোমার পদ্মপলাশলোচন হরি কোথায়? তাহার নূপুর ধ্বনি কেবল কর্ণে শুনিতে পাই নয়নে ত একবার দেখিতে পাই না। তবে কি আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল? একবার দেখাও একবার দেখাও তোমার পদ্মপলাশলোচন হরিকে, এই তোমার অনাথিনী মাকে, জীবন সার্থক করি।

মাগো! ওরূপ দর্শনে এ জড় চক্ষু, তাঁর লীলাগুণশ্রবণে এ কর্ণ, তাঁর গুণ কীর্তনে এ জিহ্বার যে সাধ্য নাই। তিনি যে পরিচ্ছিন্ন [illegible] মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বস্তু, আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার বিষয় গ্রহণ করার ক্ষমতা নাই। অন্ধকারের মধ্যে আলোক দিয়া সূর্য্য কখন দেখা যায় না, তাঁর আলোক দিয়া তাহাকে দেখা যায়। আমাকে [illegible] [illegible] তাঁহার কৃপাবলে অপ্রাকৃত চক্ষু লাভ করিয়া তাঁর রূপ প্রাণভরে দর্শন কর। [illegible]

বৎস! [illegible] কি [illegible]! আমি [illegible] করিয়াছিলাম, [illegible] করিয়া ছিলাম, [illegible] তোমার [illegible] [illegible] দেবের [illegible] কোটি কোটি [illegible] অনন্ত কোটি [illegible] দর্শন [illegible] বাঞ্ছাকল্পতরু [illegible] সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। বহু [illegible] জীবন, [illegible] আমার তোমায় [illegible] কোনই কারণ। হে দয়াময় [illegible]! [illegible] যেন এইরূপ [illegible] ধারণ করিতে পারি। আমি আর বিষয় সুখ, ধন ঐশ্বর্য্য রাজত্ব প্রভৃতি জগতের কোন বস্তু চাহি না। আমার যেখানে সেখানে জন্ম হউক না কেন যেন তোমার ভক্ত পরিবারে জন্ম হয়। এই মাত্র আমার একমাত্র অভিলাষ।

> মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
> অর্পিলু তুঁয়া পদে নন্দকিশোর॥
> সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
> দায় মম গেল তুঁয়া ও পদ বরণে॥
> মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
> নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥
> জন্মাওবি মোরে ইচ্ছা যদি তোর।
> ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউক মোর॥
> কীট জন্ম হউ যথা তুঁয়া দাস।
> বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥
> ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা বিহীন যে ভক্ত।
> লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত॥
> জনক জননী দয়িত-তনয়।
> প্রভু গুরু পতি তুঁহু সর্ব্বময়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত শনিবার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত এস, সি, আঢ্য মহাশয়ের ভবনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থমহারাজ ২০।২৫ জন ভক্তসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যা ৭টা হইতে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা গীতি গীত হয় এবং তৎপর শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুললিত কণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাপদাবলী হইতে 'হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু' পদটী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে স্বামিজী মহারাজ পাঠ আরম্ভ করেন। পাঠের বিষয় ছিল দামোদরের বাক্যদণ্ড ও ঠাকুর হরিদাসের কথা। পুরুষোত্তমে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ যুবতীর একটি অতি সুন্দর পুত্র ছিল। পুত্রটী প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিত। মহাপ্রভুকে অনুক্ষণ প্রণাম করিত ও তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিত—মহাপ্রভুতে তাহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রভুও তাহাকে কৃপা করিতেন। কিন্তু দামোদর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বালককে প্রভুর প্রতি [illegible] অনুরাগ [illegible] নিষেধ করিতেন। কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও বালকটী [illegible] নিকট আসিত, প্রভুও তাহাকে মহাপ্রীতি করিতেন। একদিন বালকটী চলিয়া গেলে দামোদর মহাপ্রভুকে কহিতে লাগিলেন—"প্রভো, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহা ইচ্ছা তাহা স্বচ্ছন্দে করিতে পার। কিন্তু তুমি যে ছেলেটিকে আদর কর, তাহার মাতা অল্পবয়স্কা সুন্দরী বিধবা রমণী। "যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী। তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥ তুমিহ পরম যুবা, পরম সুন্দর। লোকের কাণাকাণিবাতে দেহ অবসর।" মুখরজগৎ, তোমার কৃপা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যাহা তাহা বলিবার সুযোগ পাইবে, আমরা তাহা সহিতে পারিব না।" দামোদরের কথা শুনিয়া প্রভু তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, দামোদর, তুমি নদীয়ায় মাতার সমীপে অবস্থান কর। 'তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে। নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥ ধর্ম্মরক্ষকগণ লোকাপেক্ষা করিতে গেলে কখনও ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন না। তুমি যাও, মাতাকে কহিও, আমি তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি। দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপে গেলেন। দামোদরের কঠোর বৈধী শাসনের ফলে কেহই আর স্বতন্ত্রতাচরণ করিতে পারিতেন না। মর্য্যাদালঙ্ঘন তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। দামোদরের এই বাক্যদণ্ডপ্রাপ্তি লীলা দ্বারা মহাপ্রভু অন্য-নিরপেক্ষতা শিক্ষা দিলেন। অতঃপর স্বামীজি মহারাজ প্রভু-হরিদাস-সংবাদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। একদিন মহাপ্রভু হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলিকালে যবন সকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে? ঠাকুর তাহাকে উচ্চ সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই যে নামাভাসে উদ্ধার পাইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। মহাপ্রভু পুনরায় ভঙ্গী করিয়া স্থাবর জঙ্গমের উদ্ধারোপায় জিজ্ঞাসা করিলেও ঠাকুর ঐ উচ্চসংকীর্ত্তনের কথা বলেন। প্রভু বলিলেন, সবজীব যদি উদ্ধার পায়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড যে জীবশূন্য হইবে। হরিদাস বলিলেন, প্রভো, 'তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি, তাবৎ স্থাবর জঙ্গম, [illegible]॥ সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা। সূক্ষ্মজীব পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবা। সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম। তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম॥' 'পূর্ব্বে যেমন রঘুনাথ সমস্ত অযোধ্যা লইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন, আবার ব্রজে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবের সংসার পাপ খণ্ডন করিলেন, সেইরূপ তুমিও [illegible] অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জীবের নিস্তার করিলে, আবার [illegible] ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাইবে। মহাপ্রভু ভক্তের নিকট তাঁহার ঐশ্বর্য্য লুকাইবার চেষ্টা করিয়াও ধরা পড়িয়া হরিদাসের উপর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং ভক্তগণ-সমক্ষে হরিদাসের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তৎপর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর-বর্ণিত ঠাকুরের বেনাপোলের বনে অবস্থানকালে তদ্দেশীয় জমীদার রামচন্দ্র খাঁ-প্রেরিত বেশ্যাকে উদ্ধারলীলা, বৈষ্ণবাপরাধে রামচন্দ্র খাঁর দুর্দশা, শান্তিপুরে মায়াদেবীর ঠাকুরকে ছলনা করিতে আসিয়া কৃষ্ণনাম-প্রাপ্তি প্রভৃতি রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া পাঠ সমাপ্তি করিলে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি এল মহোদয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতি হইতে একটী কীর্ত্তন-গীতি দ্বারা সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। তৎপর উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে হরিবোল হরিবোল ও মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তনোৎসব সমাধা করেন। আঢ্য মহাশয়ের সপরিবারে শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণোৎসাহ দেখিয়া আমাদের তখন কেবল মনে হইতেছিল—

> যেদিন গৃহে ভজন দেখি
> গৃহেতে গোলোক ভায়।

ভক্তক পাঠক কীর্ত্তনীয়ার মুখোদ্গীর্ণ হরিকথামৃতের নামে বিষপান দ্বারা জীবনটীকে বিপন্ন না করিয়া আঢ্য মহাশয়ের শুদ্ধ শুদ্ধমুখে হরিকীর্ত্তন-শ্রবণ পিপাসা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক, ইহাই দেব শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

স্বাস্থ্য-সমাচার

খাদ্য

অতি সূক্ষ্ম পরমাণু সমষ্টি দ্বারা আমাদের এই প্রকাণ্ড শরীর গঠিত। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উক্ত পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে শারীরিক চালনায় এমন কি বসা বা শায়িত অবস্থায়ও উক্ত পরমাণুগুলির ক্ষয় হইতেছে কারণ সকল সময়েই স্বাভাবিক ভাবে শরীর চালক যন্ত্রাদির কার্য্য চলিতেছে এবং ইহাতে উহারা ইন্ধনের কার্য্য করিতেছে। এই পরমাণুগুলির ক্ষীণাংশের পুনঃ পুষ্টির নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। তাই বলিয়া শরীরের যে কোন অবস্থায় যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন প্রকারে, যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেই যে শারীরিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, পরন্তু শারীরিক অবস্থানুযায়ী এবং সময়ানুসারে খাদ্য গ্রহণ না করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে

অপকারই সাধিত হইয়া থাকে এবং পাকস্থলীর পীড়াসমূহ খাদ্যের অপব্যবহারেরই ফল। তাই আমরা খাদ্যের সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে (১) শারীরিক অবস্থা (২) খাদ্যের গুণ (৩) খাদ্যগ্রহণের সময় এবং (৪) যে প্রকারে খাদ্য প্রকৃষ্টরূপে পরিপাক হয় তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

রক্ষণশীল দলে শ্রমিক

চীন সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে শ্রমিক দলের সহিত মতান্তর হওয়ায় মিঃ লেসলি হেডেন গেষ্ট গত বৎসর ঐ দলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং পার্লামেণ্টেরও আসন ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে রক্ষণশীল দলে যোগ দিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং সে জন্য মিঃ বলডুইনকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি তিনি কানাড়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এবং তাহার রাজনীতি গুরুত্ব সম্বন্ধে যে মত স্থির করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, শ্রমিক দল উহার সভ্যদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন এবং সেই পথ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিঘ্নবাধাসমাকুল।

কোকনদে অগ্নিকাণ্ড
প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতি

গত রাত্রিতে অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হইতে থাকিলেও মেসার্স ত্রিকমল দাও ও বেঙ্কট স্বামীর কোকনদ প্রধান বাজারের দ্বিতল বাসভবন ও গুদামে অগ্নিকাণ্ড হয়। অদ্য প্রাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেকে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তি বীমা করা ছিল।

আসানসোলে ধর্ম্মঘট ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। এতদিন এঞ্জিনায়ারীং বিভাগের কাজ বেশ চলিতেছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে সে বিভাগের লোকেরাও ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। লোকো এবং ট্রাফিকের লোকেরাও কাজ বন্ধ করিয়াছে। পিকেটারদের সহিত বড়ই দুর্ব্ব্যবহার করা হইতেছে, একজনের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আগামী কল্য যে কি হইবে, তাহা ভাবিলে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কারণ, আগামী কল্য কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থা অবলম্বন করা হইবে, প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সভাস্থলে অনেক হাজার দর্শকবৃন্দ মিলিয়া এক বৃহতী সভা করিয়াছিল। জন সাধারণ সে সভায় যোগ দিয়াছিল। ধর্ম্মঘটীরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

ইটালীয়ার সন্ধান কারীকে পুরস্কার প্রদান

'ইটালিয়া' বিমানপোতের নিরুদ্দিষ্ট বৈমানিক নোবাইলের সন্ধান সর্ব্বপ্রথম অবগত হইবার জন্য ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট কমিটি মেডালেনা ও তাহার সঙ্গিগণকে একলক্ষ লায়ার পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

মেদিনীপুরে বন্যা

মেদিনীপুর অঞ্চলের কাসাই এবং অন্যান্য নদী প্লাবিত হওয়ায় তমলুক, পাঁশকুড়া, রামনগর, ডেব্রা, কাঁথিয়া, ঘাটাল, কাঁথি, খড়্গপুর প্রভৃতি স্থানে জল ঢুকিয়াছে। গড় পুরুষোত্তম ও দোকান্দার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ১৩ খানা গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। কয়েকখানি বাড়ী একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। কাহারও প্রাণহানি ঘটেনাই। পি, ডব্লিউ, ডি হইতে যদি শীঘ্রই ঐ বাঁধ মেরামত করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হয়ত ফসল কিছু রক্ষা পাইতে পারে, নতুবা ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর তাণ্ডব নৃত্য চলিবে। ঘাটাল এবং সদর মহকুমায় কয়েকটী স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল বাহির হইয়া যাওয়ায় তমলুক রক্ষা পাইয়াছে। রাঁচিতে বহু বারিপাত হওয়ায় বন্যার আশঙ্কা হইতেছে। পি, ডাব্লিউ ডি হইতে সাদর্ঘাটের বামদিকটা শক্ত থাকায় জিলা বোর্ডের উত্তরাঞ্চল রক্ষা পাইয়াছে।

চিদম্বরম্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

স্যার অন্নমলাই চেটিয়ার চিদম্বরমে একটী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে নগদ ২০লক্ষ টাকা ও ১৭লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

ইটালিয়ার অনুসন্ধানে

মেজর ম্যাডালেনা, মেজর পেঙ্কো সীপ্লেনে করিয়া জেনারেল নোবাইলের নিকট গিয়াছিলেন এবং বিমানপোত হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য তাঁহার তাঁবুর উপর ফেলিয়া দিয়াছিলেন। মেজর পেঙ্কো নোবাইলের নিকট অবতরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভূমি সমতল না থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এক্ষণে ভূমির উপরিভাগ সমতল করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর এ স্থান উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে বরফের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদিগকেও অনুসন্ধান করা হইতেছে। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপ্তেন এমাণ্ডসেনেরও অনুসন্ধান চলিতেছে। ইটালীর একটী ষ্টীমারকে স্পিটজবার্জেনের পশ্চিম উপকূলে পাঠান হইয়াছে। একখানি বিমানপোতও প্যারিস নগর হইতে মেরুপ্রদেশে যাত্রা করিয়াছে।

শ্রীগোপালজীর মূর্ত্তি চুরী

গত বৃহস্পতিবার হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ২ নং ওয়ার্ডে সন্ডেক্ বালি অঞ্চলে শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ বর্দ্ধনের গৃহ হইতে স্বর্ণালঙ্কার ও ৩ হাজার টাকা মূল্যের সিংহাসনসহ গোপালজীর শ্রীমূর্ত্তি অপহৃত হন। একটী দারোয়ান ঐ শ্রীমূর্ত্তির রক্ষণাবেক্ষণে থাকিত। ঘটনার পর হইতে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না দেখিয়া তাহারই উপর সন্দেহ হয়। স্থানীয় থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। থানার কর্তৃপক্ষ কোন ডাকাইতের কার্য্য বলিয়াই সন্দেহ করেন। বিশেষতঃ কলিকাতার গোয়েন্দাবিভাগের নিকট হইতে সংবাদও পাইয়াছিলেন যে, একদল ডাকাইত ট্রেণযোগে হাওড়া হইতে বাহির হইয়াছে। এই সূত্রে অনুসন্ধান করিতে করিতে পুলিশ ই আই আর লাইনের মগরা ষ্টেশনে উপরিউক্ত দারোয়ানকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে, তাহার নিকট মথুরার টিকিট ছিল। পরে খোঁজ করিতে করিতে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একটী বাগানে শ্রীমূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক ইহা ভগবৎকৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্দ্ধন মহাশয় সদগুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিতে আরও পরিপাটী রূপে ঠাকুর সেবা করুন, উক্ত শিক্ষা দিবার জন্যই ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান লীলা।

ধর্ম্মঘট

এখন কথায় কথায় যেরূপ ধর্ম্মঘটের ঘটা পড়িয়াছে, তাহাতে জনসাধারণে নানা অসুবিধায় পতিত হইতেছেন। সহস্র সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া বেকার বসিয়া আছে। মাড়োয়ারীগণ নাকি সময় মত মালপত্র পাইতেছেন না—এই অজুহাতে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির মূল্য বাড়াইয়া দিতেছেন। যে সকল ভদ্রলোক মিল কারখানায় কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের অনেকেরই চাকুরী যাইতেছে। আরও কিছুদিন ধর্ম্মঘট চলিলে অনেক কোম্পানীকে কল বন্ধ রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গরীব বেচারাদের আরও [illegible]। আসানসোলের ধর্ম্মঘটের আকার ক্রমেই বড় হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] পারে, তবেই [illegible]

[illegible] যেন কিছু কিছু [illegible] ব্যাপারটার শীঘ্র একটা মীমাংসা করিয়া দেন।

[illegible] জন ধর্ম্মঘটী গ্রেপ্তার

[illegible] পুলিশ কর্ত্তৃক ধর্ম্মঘটকারীদিগের [illegible] ১৬ জনকে দাঙ্গা করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে [illegible] জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। [illegible] ৩ শত ধর্ম্মঘটকারী ঐ [illegible] সম্মুখে একত্র হইয়াছিল। [illegible] ধর্ম্মঘটীদের সভা চলিতেছে।

কলিকাতায় মেথর ধর্ম্মঘট

আবার মেথর ধর্ম্মঘটের সূচনা হইতেছে। মেথরগণ কর্পোরেশনের নিকট তাহাদের বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া কয়েকমাস পূর্ব্বে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। তাহাদের দাবী ন্যায় সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত মাসিক ২৲ টাকা বেতনবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহাতে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া মেথরগণ কার্য্যে যোগদান করে। কিন্তু কর্পোরেশন সে প্রতিশ্রুতিমত কার্য্য না করায় মেথরগণ মর্ম্মাহত হইয়া আবার ধর্ম্মঘটের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। গত রবিবারে সহরের অনেক স্থানে মেথরগণ ময়লা পরিষ্কার করে নাই। তাহারা যদি ধর্ম্মঘট চালাইবারই ব্যবস্থা করে আর কর্পোরেশন তাহাদের দাবী পূরণে বিলম্ব করেন, তাহা হইলে কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিতেও ভয় হয়।

দি ডাইমণ্ড অব ইণ্ডিয়া

পি এণ্ড ও কোম্পানীর মেলষ্টীমার ডাইমণ্ড অব ইণ্ডিয়া আগামী বর্ষে [illegible] মার্চ্চ লণ্ডন হইতে বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিবে। এই জাহাজ খানিতে যাত্রীদিগের স্বাচ্ছন্দ্য, [illegible] সুবিধা বর্ত্তমান।

বেলজিয়ামে পেট্রোল খনি

বেলজিয়ামে [illegible] অঞ্চলে [illegible] পেট্রোলিয়মের [illegible] খনি [illegible] আবিষ্কৃত হইয়াছে। [illegible]

[illegible]

প্রাচীনতম খ্রীষ্টান

(পূর্ব প্রকাশিত)

[illegible] শব্দের যৌগিকতা [illegible] এবং ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়া [illegible] কি পরিমাণে [illegible] হইয়েছে [illegible] পরীক্ষা করিলে বিশিষ্টতা ধ্বংস [illegible] অত আয়াসের আবশ্যক হইবে [illegible] বিচারক, দার্শনিক মাত্রেই [illegible] নির্দিষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে [illegible] বস্তুর বিচার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [illegible] দেখিয়াছেন যে তিনি দ্রষ্টা, [illegible] দ্রষ্টা মাত্রই তাঁহার দৃশ্য। [illegible] ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শনকার্য্য সম্পন্ন [illegible]। করণদ্বারা উপলব্ধি [illegible] বলিয়াই এই উৎপাত। [illegible] বিনাশ হইলেই দৃশ্যকর্ত্তার [illegible] ঘুচাইবে। তখন কেহ কাহাকেও [illegible] হইবে না। নির্দিষ্ট করণসংখ্যা [illegible] পাইলেই তিনি আরও বিশিষ্টতা [illegible] করিতে পারিবেন। তখন এক [illegible] নানা দৃশ্য অনুভূত হইবে; [illegible] দৃশ্যের অস্তিত্ব দ্রষ্টার করণ-[illegible] উপরেই নির্ভর করে। ত্রিতাপ-[illegible] বিশ্বে এই করণের কারকতায় [illegible] সুখ দুঃখের অবির্ভাব করাইয়াছে। [illegible] নূতন প্রাপ্ত হইতে সুখ দুঃখের [illegible] হইতে মুক্ত হইবেন। করণের [illegible] নির্ভর করিয়াই তিনি যাবতীয় [illegible] সৃষ্টি করেন। অতএবই তাঁহার [illegible] আধিভৌতিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি [illegible] হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে ত্রিতাপক্লিষ্ট [illegible] ক্লেশ সমূহই দ্বৈততা নিবন্ধন [illegible] হইয়াছে। এই দ্বৈততা [illegible] বিনাশিক করিতে পারিলেই [illegible] পরিহার হেতু পরম উপাদেয় [illegible] হইবে। তৃতীয় প্রকার এই যে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] উপর নিত্য [illegible] [illegible]

[illegible] ইত্যাদি [illegible] অতএব অস্মিতা [illegible] [illegible] তাহাতে উপায় [illegible] [illegible] সুবিধা নাই।

এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে বিশেষ [illegible] নিত্য [illegible] হইতে পারে না। তাহাদের মতে বিশেষ [illegible] অপ্রীতি আনয়ন করে। অপ্রীতি অপচয়ার্থে সত্যবস্তুকে নির্বিশিষ্টতা কল্পিত হইল। নির্বিশেষ, অবশ্যই সত্য পদার্থ বিশিষ্টতা তাহারই ক্ষণিক অনিত্য, অসত্য, বিবাদশীল কাল্পনিক তাৎকালিক প্রভৃতি গুণ প্রাকৃত প্রাকৃত মল বিশেষ। [illegible] হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় নির্বিশেষা-ভিলাষীর মনোরথ নানাদিকে বিপথগামী হইয়া ছুটিয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী বর্ত্তমানকালের অজ্ঞেয় বাদ সম্প্রদায়ের মত পোষণ করেন। অপ্রাকৃতিক বিশেষ বা নির্ব্বিশেষ কোন্‌টী সত্য বা কোন্‌টী অধিক প্রীতিপ্রদ এসম্বন্ধে তাঁহার কোন প্রকার মত প্রকাশ করেন না। বেদাদি এই প্রকার অজ্ঞেয়তা বাদের পুষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারা অপ্রাকৃতিক বস্তুর বৈশিষ্ট্য নিত্যতা প্রভৃতি বিচারের অতীত করিতে অসমর্থ। ইহাদের মধ্যে অন্তরে সন্দেহ বাদী অবস্থিত। অজ্ঞেয়তা বাদী ও সন্দেহ-বাদীর মধ্যে কিছু সামান্য পার্থক্য আছে।

পাগলের কথা

(প্রাপ্ত)

নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয়, ভাল আছেন ত? আপনি আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি গ্রহণ করুন। আপনি মনে মনে বলবেন যে এ লোকটা পাগল না কি? আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই হঠাৎ বলে ভাল আছেন ত? এ কি ব্যাপার? তা আমার দোষ নাই, আমি যে ভবঘুরে, আমার চাল চলনই ঐ রকমের। অনেকে আমাকে চিনেন না বটে, তবে আমি চিনি না এমন লোক নাই, এমন প্রাণী নাই, আমি যাই না এমন জায়গা নাই, আমি যেতে পারি না এমন স্থান নাই। আপনি শুনলে অবাক হবেন জলে, স্থলে, আকাশে পর্য্যন্ত আমি ভ্রমণ করি। সে সব কথা ক্রমশঃ [illegible] পারবেন। [illegible] নাই [illegible] [illegible] নাই [illegible] [illegible] [illegible] আমি [illegible] [illegible]

আমি [illegible] [illegible] আপনাদের [illegible] যত হরিকথা হয়েছে তাতে যোগ দিয়েছি সে সব কথা শুনেছি। উৎসবে আকর্ণপুরে প্রসাদ পেয়েছি এবং আপনাদের সুমধুর কণ্ঠের কীর্ত্তনও শুনেছি। মহাশয় আপনারা দার্শনিক বড় বড় পণ্ডিত তাই সাধারণে কথাকে দার্শনিক অর্থ করেন, সেই জন্য এখানে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক মনে করি। ঐ যে আমি বললাম মঠদর্শন করেছি, হরিসভায় যোগ দিয়ে হরিকথা শুনেছি, আকর্ণপুরে প্রসাদ পেয়েছি এই কথা শুনে আপনি আমাকে বলে বসবেন যে মহাশয়, আপনার ত মঙ্গল হয়ে গেছে, আপনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডের ভবঘুরে ছিলেন এখন বৈকুণ্ঠের ভবঘুরে হয়েছেন। আপনি যখন মঠ দর্শন করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে নচেৎ অপ্রাকৃত মঠ এই জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করলেন কিরূপে? আপনি যখন সাধুবৈদ্যের প্রদত্ত ভবরোগের ঔষধরূপ হরিকথা শুনেছেন ও পথ্যরূপ মহাপ্রসাদ আকর্ণপুরে পেয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আপনার ভবরোগ কেটে গেছে। তাই আমি সরলভাবে বলছি আপনারা যেরূপ দিব্যচক্ষুদ্বারা মঠকে দিব্য ধাম দর্শন করেন, অপ্রাকৃত কর্ণের দ্বারা শুদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়া নাম ও নামী অভিন্ন দর্শন করেন এবং মহাপ্রসাদকে ডাল ভাত দেখেন না আমি কিন্তু সেরূপ শ্রবণের কথা বলি নাই। তাই যদি আমার ভাগ্যে ঘটত তবে আপনাদের দলেইত একেবারে মিশে যেতাম, আর যেখানে সেখানে অসৎসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম না। আমার ত পেছুটান কিছু নাই, না আছে মা বাপ, না আছে মেয়ে ছেলে, না আছে ভাই বন্ধু, এক কথায় আপনারা যাকে অকমাখ্য দস্যু বলেন, আমার সেরূপ কেহ নাই; আছে কেবল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মনিব সকল, যাদের বিনা মাইনের চব্বিশ ঘণ্টার চাকর আমি, বহু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া তাদের চাকরী করে আসছি, তাদের কত অন্যায় আদেশ পালন করেছি কিন্তু আমার প্রতি তাঁদের করুণা হল না, তাঁরা কি মন্ত্র জানেন, আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে তাই আমি তাঁদের চাকরী ছাড়তে পারছি না কোন জন্মে এ চাকরী ছাড়তে পারব, তারও কোন উপায় দেখি না, তবে আপনাদের এক সন্ন্যাসী মহারাজের বক্তৃতায় একদিন একটী শ্লোক শুনেছি— "[illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] কথা বলে তাকে সাধুসঙ্গ বলে না। সাধুসঙ্গ ছয় প্রকারে হয়, যথা সাধুকে কোন বস্তু দেওয়া, সাধুর প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, নিজের সব কথা সাধুর কাছে [illegible] বলা ও সাধুর উপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনা, সাধুকে ভোজন করান এবং সাধুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করা। এই সাধুসঙ্গ আবার পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতির ফলে ঘটে। সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধদান ইত্যাদি কর্ম্মোন্মুখী সুকৃতির দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু নিত্য-কাল স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারা যায় না কারণ 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' পুণ্য ক্ষয় হ'লেই আবার মর্ত্ত্যলোকে আসতে হয়। বিদ্যাদান প্রভৃতি জ্ঞানো-ন্মুখী সুকৃতির দ্বারা ব্রহ্মলোক লাভ হয় কিন্তু তাহাও জীবের নিত্য বাসস্থান নয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনী সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

এই দুই প্রকার সুকৃতি ছাড়া আর এক প্রকারের সুকৃতি আছে, যাতে জীবের নিত্য মঙ্গল হয়, তার নাম ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি। একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি মাধব-তিথি পালন, বিষ্ণুমন্দির মার্জ্জন, বিষ্ণুমন্দিরে আলোকদান, বিষ্ণুমন্দির পরিক্রমা, শ্রীধাম পরিক্রমা, শুদ্ধভক্ত মুখে হরিকথা শ্রবণ, শুদ্ধভক্তগণের উৎসবাদিতে প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা সেবা করা, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টগ্রহণ ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি আছে, তাহা বহু জন্মে পুঞ্জীভূত হইলে তার ফলে সাধুসঙ্গ হয়। সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীমুখে এই কথা শুনে নৈরাশ্যের ভিতরেও কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়। জন্মে জন্মে ভবঘুরে গিরি করতে করতেও যদি কিছু কিছু ঐ প্রকারের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ভাগ্য করতে পারি, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করব। আমি পাগলের মত যেখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের মঠের যে সব সংবাদ পাব, তাহা আপনাদের কাছে দিয়ে যাব কিন্তু একটী নিবেদন এই যে, আমাকে পেটভরে প্রসাদ দিতে হবে, কারণ আপনাদের প্রসাদ পেলে [illegible] ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। আমি যেখানেই যাব, সব জায়গাতেই আপনাদের মঠ পাব, কারণ আপনাদের মঠ [illegible] [illegible] সর্ব্বত্রই আছে, [illegible] আপনাদের এক মহারাজের [illegible] এমন স্থান নাই, তাঁহাদের [illegible] [illegible] আপনারাই বলেন—

যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।

সুতরাং তাঁরা বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে থাকাব অভিনয় করলেও কায়মনো-বাক্যে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবাই করেন, তা ছাড়া ত তাঁদের এক মুহূর্তের জন্যও কোন কাজই নাই। জগতের লোকগুলি যারা স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পত্তি নিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে মত্ত আছে, যারা নিজকে ভোক্তা অভিমান ক'রে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ সুখ ভোগ করছে, এক কথায় আপনাদের শাস্ত্রে যাকে 'গৃহব্রত' বলে, তাদের মধ্যেও আবার অনেকে হরিভক্তির ঠাট্ বাট্ খুব দেখায়, মালা তিলক পরে, কীর্ত্তনে নাচ্তে নাচ্তে গড়াগড়ি দেয়, মূর্চ্ছা যায়, কিন্তু তাদের অন্তরের নিষ্ঠা বিন্দুমাত্রও নাই, ওই সব কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য। আপনারাই ত বলেন—

এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

অর্থাৎ আপনারা যা বুঝিয়েছেন, তাতে সোজা কথায় এই বুঝি যে, অরুণোদয় হলে যেমন আর অন্ধকার থাকে না, চোর দস্যুর ভয় থাকে না, কোন্‌টা সাপ কোন্‌টা বাঘ, কে শত্রু, কে মিত্র, আমার চেহারাটা কি রকম, নজরে যত জীব দেখা যায় তাদের চেহারাটাই বা কিরকম, কোনটা ভাল রাস্তা, কোন্‌টা মন্দ রাস্তা, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করতে হয় না, নিজেই সব দেখ্‌তে পাওয়া যায়, শুধু তাই নয়, তার পরক্ষণেই সূর্য্যোদয় হয়ে খুব পরিষ্কার দেখা যায়, সেইরূপ একবার নামাভাসেই জন্ম জন্মান্তরের সব পাপ ক্ষয় হয়ে যায় ও পরে আবার পাপ ক'রবার ইচ্ছা হয় না, সংসারের ক্ষয় হয় অর্থাৎ দেহে আমি বুদ্ধি ও স্ত্রী, পুত্র ধনসম্পত্তিতে আমার বুদ্ধি থাকে না, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি বলবান, আমি রুগ্ন, আমি ধনী, আমি নির্ধন, আমি রাজা, আমি প্রজা ইত্যাদি দেহমনের অনিত্য অভিমান থাকে না, তার পরিবর্ত্তে আমি কৃষ্ণদাস, সবজীবই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, জগতের সব জিনিষ তাঁর ভোগের জন্য এইরূপ দিব্যদর্শন লাভ হয়। দশটী অপরাধ ছেড়ে নাম করতে করতে শীঘ্রই ফুলের কুঁড়ি হইতে ক্রমশঃ ফুল ফুটার মত নামাভাসের পরেই শুদ্ধ নাম উচ্চারণ হয় তখন ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায় ও নিরপরাধে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত শুদ্ধনাম আপনা হইতেই জিহ্বায় নৃত্য করতে থাকেন, তখন কোনও কপটতা থাকে না, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলে সব কার্য্য করতে থাকেন পরে ক্রমশঃ নাম হইতেই রূপ, গুণ, লীলার উদয় হয়; কৃত্রিমভাবে আর মনে রূপ কল্পনা করতে হয় না, জগতের নায়ক নায়িকার ঘৃণিত লীলার মত কৃষ্ণলীলা কল্পনা করিয়া নরকে যাইতে হয় না। কিন্তু আগে যে মায়াজালবাদী বৈষ্ণবদের কথা বলেছি তাদের বিচার ঠিক উল্টো। তারা বলে "জগতের জিনিষ সব ভোগ করব, কনক কামিনী ভরে ইন্দ্রিয়তর্পণ করব, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করব, জাল জুয়াচুরী করে টাকা পয়সা রোজগার করব; মিথ্যা সাক্ষ্য দিব, যত প্রকারের অন্যায় আছে সব করব। আমাদের চিন্তা কি। "এক হরিনামে যত পাপ হরে। পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করে॥" সুতরাং আমরা যখন লক্ষ লক্ষ নাম করি আমাদের পাপ ক্ষয় হয়েও কত পুণ্য সঞ্চিত থাকবে।" কিন্তু তারা এটা বোঝে না যে ভগবান অন্তর্যামী তিনি ঐ সব কপটতা ধরে ফেল্‌বেন। সকলকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দেবার যো নাই। আপনারা বলেন নামবলে পাপাচরণ দশ অপরাধের মধ্যে একটী প্রধান অপরাধ। আরও বলেন—

গোরার আমি গোরার আমি মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে
ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা ভজা তিলক
মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে
চুরি॥

শাস্ত্রে যে ঐ সব কথা আছে তারা তার কোন খোঁজ খবর নেয় না। আর একটা তাদের বিশেষ দোষ এই যে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' অর্থাৎ সাধন না করেই সিদ্ধির ভাণ করে। শুদ্ধ নাম, ত' দূরের কথা নামাভাসও হয় না; এরূপ অবস্থাতে কৃষ্ণের রূপ মনে মনে কল্পনা করেও জড় জগতের নায়ক নায়িকার কামের মত কৃষ্ণলীলা মনে করে, তাহা চিন্তা করে, রাসপঞ্চাধ্যায় লীলা প্রভৃতি পাঠ করে ও শুনে, মান, মাথুর কলহান্তরিতা প্রভৃতি রস কীর্ত্তন করে ও শুনে, ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে। শাস্ত্রে যে আছে 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর' অর্থাৎ প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা শুদ্ধ নাম উচ্চারিত হয় না, প্রাকৃত মনের দ্বারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ; গুণ ও লীলার চিন্তা করা যায় না এবং প্রাকৃত কর্ণে শ্রবণ করা যায় না তাহা তারা জানে না। আপনারা বলেন প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, সর্ব্বশেষে প্রেমের উদয় হয়, এইরূপ ভজন [illegible] সিঁড়ি আছে; [illegible] [illegible] ছাড়িয়ে [illegible] তাদের কৃপায় [illegible] [illegible] [illegible] প্রেম লাভ করা [illegible] কেহ শিং ভেঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] মানে [illegible] যাইতে যাওয়া [illegible] অবস্থা হইতে এক লাফে প্রেম রাজ্যে পৌঁছিতে চায় কিন্তু তার ফলে এই হয় যে অনন্তকাল তারা কাম রাজ্যে বা নরক-কুণ্ডে হাবুডুবু খেতে থাকে; মনে করে আমরা প্রেম রাজ্যেই আছি। দুঃখের কথা বলব কি শ্রদ্ধা কাকে বলে তাই তারা জানে না। আপনাদের শাস্ত্রে বলে—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

সোজা কথায় এই বুঝি যে গাছের গোড়ায় জল দিলে যেরূপ গাছের ডাল, পালারও পুষ্টি হয়, আলাদা করে ডালে, ডালে, পাতায়, পাতায় জল দিতে হয় না অথবা প্রাণে আহার দিলে যেরূপ হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি হয় পৃথকভাবে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাকে খাওয়াইতে হয় না সেইরূপ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর যে পরমেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁ'কে, ভক্তি করিলে বা সেবা করিলে সমস্ত কর্ত্তব্যই করা হয়, আর কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটী থাকে না, এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। তাদের মনোধর্ম্মের শাস্ত্র কিন্তু আলাদা। তারা বলে আমরা যদি চূণ গোলাকেই দুধ বলে বিশ্বাস করি, গিল্‌টী সোনাকেই আসল সোনা বলে মনে করি, মূর্খকেই পণ্ডিত বলি, বদ্ধজীবকেই গুরু বলে বিশ্বাস করি তার নামই শ্রদ্ধা। আরও বলে 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর'। সুতরাং মেকি জিনিষকেই আসল বলে বিশ্বাস করলে তাতেই কাজ হবে। খাঁটি জিনিষ না নকল জিনিষ বস্তুতঃ সো এ সব বিচার করবার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু তারাই আবার এক পয়সার হাঁড়ি কিনিবার সময় ঠন্‌ঠন্ বাজিয়ে নেয়। তখন ত তারা বলে না যে ভাঙ্গা হাঁড়িকেই যদি ভাল বলে বিশ্বাস করি তাতেই আমাদের কার্য্য হবে। বাজিয়ে ভাল মন্দ দেখ্‌বার দরকার নাই। এ সব কথা আর কত বলব, বলে শেষ করা যায় না। এক কথায় এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তাদের বিচার সব উল্টো। তা হবে না কেন? যেমন গুরু তেমনি চেলা টক ঘোল আর ঢেঁকা মাথা। তারা যেমন বঞ্চিত হতে চায়, তাদিকে বঞ্চনা করবার জন্য এক শ্রেণীর বঞ্চকের অভাব নাই। সেই বঞ্চকের অভাব কিছু না হলে [illegible] যায় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু নয় [illegible]

সংবাদপত্রের পত্র

মাননীয়
শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

গত ৯ই আষাঢ় রবিবার অপরাহ্ন মহারাজের [illegible] [illegible] রাজা প্রাণ সিংহ মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিচার সভা আহুত হয়। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, বৈষ্ণবদিগের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সম্মিলনীর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অভিভাষণের প্রতিবাদ। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে "যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" এই ভাগবতোক্ত শ্লোকের তর্কভূষণ মহাশয় কৃত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, 'যন্নামধেয়' শ্লোকে যে চণ্ডালেরও শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তনাদি ফলে সদ্য সবন যজ্ঞাধিকার লাভের কথা আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে না যে, এই জন্মেই চণ্ডালত্ব ঘুচিয়া গিয়া সেই সবন-যজ্ঞাধিকারলাভ হয়; দুর্গমসঙ্গমনী টীকা বলেন, জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয়। 'বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্ গুণযুতাৎ' শ্লোকে 'শ্বপচং বরিষ্ঠম্' বাক্যে হরিভক্ত শ্বপচকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করা যাইতে পারে তর্কভূষণ মহাশয় বশিষ্ঠ গোত্রীয়, [illegible] বশিষ্ঠ তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। সেই গোত্র পরিচয়ে পরিচিত হইয়া আজ তর্কভূষণ মহাশয় যাঁহারা তাঁহাকে সবন যজ্ঞের অধিকার দিতে চাহেন, ইহা তাঁহার কখনও বংশ গৌরবের পরিচায়ক নহে। এইরূপে শাস্ত্রী মহাশয় কিছুক্ষণ অবধি তাঁহার বিচার-বিতর্ক প্রদর্শন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে আর এক পণ্ডিতও উঠিলেন, [illegible] একই প্রকার বিচার লইয়া। [illegible] 'যন্নামধেয়' শ্লোকের 'যন্নামধেয়' বাক্যে 'অপি' শব্দের বিভিন্নার্থ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যে, 'অপি' শব্দ অনিশ্চয়ার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, [illegible] [illegible] ভূষণ মহাশয়ের [illegible] পুত্র [illegible]

[illegible] বক্তৃতা শেষে উঠিলেন, [illegible] [illegible] [illegible] যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা বলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] শ্রুতি-স্মৃতির [illegible] বিচার [illegible] বর্ণাশ্রম [illegible] পারেন না। [illegible] প্রতিবাদী [illegible] থাকিলে [illegible] বিচার [illegible] হইতে পারে না।" তিনি (প্রতিবাদী) আরও বলিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মাতুল, সুতরাং যদি তিনি মাতুলের মর্য্যাদাহানিকর [illegible] কোন কথা শুনিতে চাহেন না, [illegible] তাঁহার [illegible] কোন সঙ্কীর্ণ হীন [illegible] চারিটি [illegible] লোকের সকলই [illegible] কিছু বলেন, আর [illegible] তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা [illegible] লোক-সমাজে উচ্চকণ্ঠে, তাঁহার কথা নিয়ত বাঙ্গলার সমস্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রেই সাদরে প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেরই ন্যায় [illegible] সামান্য সাপ্তাহিক-পত্রই কতক-গুলি নীচজনোচিত ভাষায় তাঁহার শিক্ষার [illegible] ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার বৃথা প্রয়াস করিয়া সজ্জন মণ্ডলীর নিকট [illegible] সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।" এই কথা শুনিতেই [illegible] ব্যক্তি 'সাবধানসকথা বক্তব্যম' 'সাবধানকথা বক্তব্যম' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বিশেষ চাঞ্চল্যের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যাপার দেখিয়া মনে হইল, বুঝি একটা মারামারিই বা বাঁধিয়া পড়ে। যাহা হউক [illegible] জন ভদ্রলোক তর্কভূষণ মহাশয়ের [illegible] ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং [illegible] তাঁহাদিগকে নির্জ্জনে [illegible] বলিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন আমার শাস্ত্রী [illegible] গোলযোগের মধ্যে আমার [illegible] তর্কভূষণ মহাশয়ের পুত্রের [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সাক্ষাতে উক্ত সভায় [illegible] [illegible] আমার কিছু বলিবার [illegible] আছে। [illegible] শাস্ত্রী মহাশয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শাস্ত্রী মহাশয় [illegible]

[illegible] করিয়া [illegible] এক এক [illegible] শ্রম না, তাঁহারা [illegible] পড়েন [illegible] ঠিক, তাহারা বলিয়া [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] শ্লোক কুক্কুরভোজী চণ্ডালও [illegible] করিয়া সবন-যজ্ঞের অধিকারী হয় বলিয়াই শাস্ত্রী মহাশয় [illegible] করিয়া বলিতেছেন—"অহো, নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আর কি বলিব? [illegible] নামোচ্চারণকারী শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও পূজাতম। কেন না তাঁহাদের ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ও পূর্ব্ব-সিদ্ধই রহিয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের অধিকারোচিত ভাবতীয় কৃত্য—যথা সমগ্রপ্রকার তপস্যা, সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্ব-বেদাধ্যয়ন ও সদাচার—সমাপনপূর্ব্বক বর্ত্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে জন্মান্তরাপেক্ষ স্বীকার করিতে হইবে ভাগবতস্থ এই বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকে না অর্থাৎ নামকীর্ত্তনকারী ব্যক্তি বহু বহু জন্ম পূর্ব্বেই বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন, তপস্যা করিয়াছেন প্রভৃতি লিটের প্রয়োগ গুলি ব্যর্থ হইয়া যায়। 'পরোক্ষে লিট্' এই পাণিনিসূত্রেও অপ্রাপ্ত করিতে হয়। যদি শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তি জন্মোত্থানই হইবেন, তবে তিনি বহু বহু জন্ম পূর্ব্বে কি করিয়া নিখিল বেদোচ্চারণ সমাধা করিলেন? আর যে ভগবন্নামের আভাস মাত্রেই মুক্তি হয়, সেই নামের উচ্চারণকারী ব্যক্তির যদি আবার কর্ম্ম-ফল-বাধ্য হইয়া সামান্য কর্ম্মীর পুণ্যবলে প্রাপ্য শৌক্র ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে ভাগবতীয় এই দুই (৩।৩৩।৬ ও ৭) শ্লোকের সঙ্গতিই বা কিরূপে হইবে? এরূপ সিদ্ধান্ত নিষ্ঠ-পেষণ ন্যায় অযৌক্তিক এবং শ্রীনাম ও বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপক। বৈষ্ণব শ্বপচ-কুলে প্রকটিত হইতে পারেন বলিয়া শ্বপচকুল কখনও বৈষ্ণবের কারণ বা জনক হইতে পারে না। যেমন পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য উদিত হন বলিয়া, পূর্ব্বদিক কখনও সূর্য্যের কারণ নহে। বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সিদ্ধ বা পূর্ব্বসিদ্ধ। শ্রীসনাতন গোস্বামী [illegible] দীক্ষার শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্মের কথা বলিয়াছেন। সাবিত্র জন্ম দৈক্ষ্য বিচারেরই অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যেমন শৌক্র [illegible] সংস্কারের জন্য সাবিত্রজন্মের আবশ্যকতা [illegible] হয়, সেইরূপ [illegible] [illegible] দীক্ষালাভের [illegible] সাবিত্র [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] দেহে বিনির্দিষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] করিলে [illegible] অশ্রদ্ধার [illegible] বলিতে আর একটী পুণ্য [illegible] শৌক্র জন্ম [illegible] না, পরন্তু দৈক্ষ্য [illegible] জন্মই সুবর্ণরূপ থাকে। [illegible] রসবিধান দ্বারা [illegible] প্রাপ্ত হইলে তাহাকে যেমন কাঁসা বলা যায় না, সেইরূপ নামগ্রহণকারী যুক্ত পুরুষে তাঁহার জাতিকত্ব আর আরোপিত হইতে পারে না। যেহেতু শুদ্ধ নামগ্রহণমাত্রেই প্রারব্ধ এবং অপ্রারব্ধ উভয়বিধ কর্ম্মই বিদূরিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বিপ্রাদ্-দ্বিষড়্গুণযুতাৎ' শ্লোকের 'শ্বপচং বরিষ্ঠম্' বাক্যে ভক্তিযুক্ত শ্বপচকে সম্মান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে পাণীগণের পুণ্যকর্ম্মপদে প্রাপ্য সবন যজ্ঞাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হইবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত অশেষ শাস্ত্র-সম্মত নহে। 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি' শ্লোকের 'নৃণাং দ্বিজত্বং' বাক্যের দিগ্‌দর্শনী বলিতেছেন—'নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা' অর্থাৎ যে কোন কুলোদ্ভূত নৃমাত্রেরই পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-প্রভাবে বিপ্রত্ব সাধিত হয়। এই বাক্য দ্বারা ব্যবহারিক বিপ্রত্ব ও পার-মার্থিক বিপ্রত্বে সমন্বয় বুঝিবার অপরাধ-ময়ী সামান্য বুদ্ধি হইতে দিগ্‌দর্শনীকার সকলকে সাবধান করিয়াছেন। বশিষ্ঠ-গোত্রে উদ্ভূত হইয়া তর্কভূষণ মহাশয় ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া সত্যপ্রচার কার্য্যে তাঁহার বংশমর্য্যাদাই বৰ্দ্ধন করিয়াছেন। যদিও বর্ত্তমান শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে আমার অনেক বিষয়ে মতানৈক্য আছে, তথাপি যেখানে নৃমাত্রের অধিকার লইয়া বিচার, সেখানে আমাকে সন্তোষ প্রকাশে মুখে তর্কভূষণ মহাশয়ের বিচারের কিছু প্রশংসা করিতেই হইতেছে। অন্য পণ্ডিত মহাশয় যে 'অপি' শব্দের বিভিন্ন অর্থ লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন, তাহা একটা বিচারের মধ্যেই নহে, তাঁহার সমস্ত বিচারই সর্ব্বতোভাবে খণ্ডনযোগ্য। প্রবন্ধ বিস্তৃতি-ভয়ে অদ্য এইখানেই সমাপ্তি করিলাম। আপনারা এ বিষয়ে আরও বিশেষ আলোচনা দ্বারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ জনসাধারণের ভ্রান্তধারণা অপনোদিত করুন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি।

নিঃ শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী

স্বাস্থ্য-সমাচার

খাদ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শারীরিক অবস্থা

সকলেই অবগত আছেন, দুগ্ধ, শরীরে [illegible] দেহের বৃদ্ধি [illegible] [illegible] শরীরের [illegible] প্রাচুর্য্য [illegible] [illegible] যে [illegible] হয়, পরিশ্রমের [illegible] করে অপ্রতুলতায় তাহাদের [illegible] করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া থাকে। [illegible] ব্যক্তিদের মধ্যেও শারীরিক শক্তি ও কার্য্যানুসারে খাদ্যের ভেদ হইয়া থাকে। একজন কৃষক বা কায়িকপরিশ্রমী যে খাদ্য সহজে হজম করিয়া থাকে, একজন মানসিক পরিশ্রমীর পক্ষে তাহা পরিপাক করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং শারীরিক অবস্থানুসারে খাদ্যের প্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

খাদ্য দ্রব্যের গুণ

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি বৰ্দ্ধিত করে, কতকগুলি মাংস-পেশীর বৃদ্ধি সমর্থ, কতকগুলি অস্থির বৰ্দ্ধন করিয়া থাকে। যিনি মানসিক পরিশ্রম করিবেন তাঁহার পক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি স্নায়ুমস্তিষ্কের উন্নতি-সাধক খাদ্য দ্রব্য অধিক মাত্রায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের শারীরিক পরি-শ্রমই অধিক করিতে হয় তাঁহাদের উক্ত খাদ্যগুলি অধিক পরিমাণে না হইলেও চলিতে পারে—ভাত, ডাল, রুটী, তরকারী প্রভৃতিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণসম্পন্ন তিন শ্রেণীর লোকের জন্য তিন প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত জল-বায়ুর প্রভেদেও খাদ্যের ভেদ হইয়া থাকে।

খাদ্যের সময় ও মাত্রা

সাধারণতঃ উত্তম ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। খাদ্য পাকস্থলীতে পরিপাক হইলে উহা অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পাকস্থলী খালি হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এতদ্ব্যতীত এক প্রকার মানসিক বা চক্ষুর ক্ষুধা আছে—তাহাতে প্রকৃত ক্ষুধার সময় না হইলেও খাদ্যদ্রব্য দেখিলেই ক্ষুধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় খাওয়া কিছুতেই বিধেয় নহে। পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে একটী দরজা (পাইলরিক্ ভাল্‌ভ্) আছে, পাকস্থলীর সমুদয় খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক না হইলে উক্ত দরজা বন্ধ থাকে এবং পরিপাক হইলেই খুলিয়া যায়। সুতরাং পাকস্থলীতে একবার খাদ্য থাকিতে উহাতে পুনরায় খাদ্য প্রবেশ করিলে যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের খাদ্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের খাদ্যও পাকস্থলী পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাতে পাকস্থলীর অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ প্রত্যহ দুইবার খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে পাকস্থলীর অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং উহা বিশ্রামের সময় পায়। কিন্তু দিবসে দুইবার খাইতে হইবে বলিয়া এরূপ মাত্রায় খাইতে হইবে না যাহাতে অসুখ করে অথবা অস্বস্তি [illegible] হয়। একেবারে অধিক মাত্রায় খাওয়া অপেক্ষা অল্প মাত্রায় মিলিয়ে [illegible] বার খাওয়া ভাল।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কুষ্টিয়ার পত্র

(নিজস্ব সংবাদ দাতার প্রেরিত)

রথযাত্রা

এখানে শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ দেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বহু নরনারী দূর দূরান্তর হইতে কুষ্টিয়ায় আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কুষ্টিয়ার শিল্পকলা নির্মিত রথ এতদঞ্চলে একটী দেখিবার জিনিষ। মেলা উপলক্ষে [illegible] দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছিল [illegible] মাঝে মাঝে আষাঢ়ের বারিধারা [illegible] জন সমাগম কম হয় নাই। যাত্রী [illegible] ২।৩ খানি বড় নৌকা গড়াই নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিল কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় সকলেই উদ্ধার পাইয়াছেন কোন প্রাণহানি ঘটে নাই। মেলায় জুয়াচোরের আবির্ভাব হেতু কয়েকটি স্ত্রীলোকের গলার হার চুরি গিয়াছে।

মদনমোহনের রথযাত্রা

কুমারখালীর মদনমোহন দেবের রথযাত্রা বহু পুরাতন একটী অনুষ্ঠান। কয়েক বৎসর এই রথ বন্ধ হইয়াছিল। গত বৎসর হইতে রথখানি পুনর্নির্ম্মিত হইয়া আবার যথা রীতি চলিতেছে। এখানেও মেলায় খুব লোক হইয়াছিল।

জমীদার গ্রেপ্তার

কমলাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এই দুই যুবক ও ১জন বেহারাকে কুষ্টিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া হাজতে রাখিয়াছেন। হাকিম জামিন না মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রকাশ দারোগা বাবুকে নিষ্ঠুর ভাবে মারপিট করায় নাকি এই কাণ্ড হইয়াছে।

মুসলমানগণের মহরম উৎসব

হিন্দুর দেবমন্দিরের সম্মুখে মুসলমানগণের বাদ্যসহকারে নৃত্য এক অপূর্ব্ব দর্শন! গত মঙ্গল বার সন্ধ্যার ও কল্য শ্রীধাম মায়াপুরের নিকটস্থপল্লীর মুসলমানগণ মহরমোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরের পূর্ব্ব পার্শ্বে বাদ্য সহযোগে অত্যন্ত উল্লাস ভরে নৃত্য গানে করিতে লাঠি খেলিয়াছে। ভারতের প্রতি সহরে প্রতি পল্লীতে যদি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এইরূপ সদ্ভাব বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আজ আর ভারতের সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। কিন্তু তাহা না থাকিয়া মারামারি কাটাকাটি হইয়া যে দেশে কি ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে, তাহা আর প্রকাশ যোগ্য নহে। কতকগুলি তুচ্ছ বিষয় লইয়া যে ভয়ঙ্কর কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া পড়ে, তাহা একটু চেষ্টা করিলেই সহজে প্রশমিত হয়। আমরা প্রায় পল্লীতেই দেখিতে পাই, মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত বেশ সদ্ভাবেই অবস্থান করেন। এমনকি উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্কও বর্ত্তমান। হিন্দুগণ মসজিদের সম্মুখেও গীত বাদ্যাদি করিয়া থাকেন। তাহাতে মুসলমানগণের কোন আপত্তি দেখা যায় না। সহরের হাওয়া পাইয়াই আজকাল দেখিতে পাই, দুই একটী পল্লীর মুসলমানগণ তাঁহাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত সেরূপ সদ্ভাবে অবস্থান করিতেছেন না। যাহাহউক আমাদের খুব আশা যে, যদি শিক্ষিত মুসলমানগণ দেশে দেশে তাঁহাদের অশিক্ষিত ভ্রাতাদিগকে সদুপদেশ করেন, তাহা হইলে অচিরেই ভারতব্যাপী অশান্তির প্রকোপ কমিয়া যায়।

(ভারতীয়)

কলিকাতায় মেথর ধর্ম্মঘট

গত সোমবার অপরাহ্ণে কলিকাতা ঝাড়ুদার সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী প্রভাবতী দাস গুপ্তা ও সহকারী সভাপতি মিঃ মুজাফর আহাম্মদ কালীঘাট ধর্ম্মঘটীদের একটী সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, ঐসময় নাকি কর্পোরেশনের কতিপয় কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাদের কিছু বচসা হয়, তৎফলে পুলিশ তাঁহাদের উভয়কেই ৩৫৩ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করে এবং টালীগঞ্জ থানায় লইয়া যায়। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ব্যারিষ্টার মিঃ আই, বি, সেন মিঃ মুজাফর আহাম্মদের এবং শ্রীযুক্ত খগেন দাস শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাস গুপ্তার পক্ষে জামীন দাঁড়ান। তাঁহাদের জামীনে খালাস দিতে দিতেই আবার বটতলা পুলিশ প্রায় রাত্রি ১২টার সময় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং নূতন লোক জামীন না দাঁড়াইলে খালাস দেওয়া হইবে না বলে। এইরূপে রাত্রি ১টা বাজিয়া যায়। তখন নূতন জামীন আর কোথায় মিলিতে পারে? পুলিশ তাঁহাদের বিরুদ্ধে ৬টী অভিযোগ আনয়ন করে এবং প্রত্যেকটীর জন্য ৩০০ শত টাকা জামীন চায়। মিঃ আই, বি, সেন দুইটী অভিযোগের জন্য জামীন দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অপর চারিটী অভিযোগের প্রত্যেকটির জন্য এক একটি জামীন দিতে হইবে, বলা হয়। শুনা যায়, শ্রীযুক্তা দাস গুপ্তাকে হাজতেই অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, উক্ত গ্রেপ্তারের ফলে মেথর ও ঝাড়ুদারগণের মধ্যে আরও অধিক চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্মঘটীরা পুরাতন মেথর শ্রীযুক্ত [illegible] নির্দ্ধারিত ২৲ হারে [illegible] বৃদ্ধি না পাইলে কার্য্যে যোগদান করিবে না। [illegible] বহু আবর্জ্জনা [illegible] পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু গলি বা ছোট ছোট রাস্তাসমূহ আবর্জ্জনায় ভরিয়া থাকায় অনেক স্থানে [illegible] সাধারণ স্বাস্থ্যও খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক কসাইদের সন্ধান

সুইডেনের মেরুযাত্রী দলের প্রধান অধ্যক্ষ কাপ্তেন টর্নবার্গ তারযোগে জানাইয়াছেন, তিনি জেনারেল নোবাইলের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে নোবাইলের সঙ্গী ৯ জন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বড় দুর্গম স্থানে গিয়া পড়িয়াছেন। উদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে মহামহোৎসব

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বিপুল সমারোহের সহিত উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ প্রভাত শ্রীগ্রন্থ পাঠ কীর্ত্তনাদি দ্বারা কটক বাসীর ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসম্পাদন করিতেছেন।

নিষ্ঠুর শাশুড়ীর কীর্ত্তি
বালিকা-বধূর অঙ্গে তপ্ত লৌহের ছ্যাঁকাদান

চুন্টার পশ্চিম পাড়ার মৃত রমণ দেবের গৃহ জামাতা মহিমচন্দ্র দেবের বালিকা পুত্রবধূর বয়স ১১ বৎসর। প্রতিবেশী জলধর দেবের কন্যা—বিবাহ উপলক্ষে আগত নূতন জামাতার জলযোগের সময় পাড়ার বধূগণ যখন একসঙ্গে বসিয়া জলযোগ করাইতেছিল, তখন উক্ত হতভাগিনী বালিকা কেন তাহার ৪ বৎসর বয়স্ক দেবরকে সঙ্গে বসাইয়া সন্দেশাদিতে পরিতৃপ্ত করে নাই, এই অপরাধেই নাকি শাশুড়ী ক্রুদ্ধ হইয়া লোহার বাজু আগুনে পোড়াইয়া বধূর দুই গালে ও শরীরের নানা স্থানে ছ্যাঁকা দিয়াছে। বালিকার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীগণ দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে শাশুড়ীর কবল হইতে রক্ষা করে। বালিকার পিতা চুন্টা পূর্ব্বপাড়ার মহেশ উজাগার বৈধাতিকার [illegible] এক ফৌজদারী মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। আসামীর জামিন হইয়াছে। বালিকার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] শিক্ষা ব্যবস্থার, [illegible] সহিত [illegible] এদেশে [illegible] কি না, [illegible] রিপোর্ট দিবেন। [illegible] শিক্ষা ও গবেষণার [illegible] বিষয়ের বক্তৃতা প্রকাশ করিবার [illegible] ত্রৈমাসিক পত্রিকা [illegible] একটি প্রচার বোর্ড গঠনের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। [illegible] ১০ হাজার টাকা সাহায্য [illegible] হইবে। —[illegible]

ছুরিকাঘাত

রেঙ্গুনে মৌলবী আবদুর [illegible] চৌধুরী নামক এক প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবসায়ী স্থানীয় একজন আত্মীয় ছুরিকাঘাত করিয়াছে। মিঃ চৌধুরী তাঁহার দোকানের [illegible] মোড়স্থিত বাড়ীর নীচের একটী ঘরে বসিয়াছিলেন এমন [illegible] উক্ত আত্মীয় ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে ছুরি দ্বারা আঘাত করে। লাফ দিয়া তিনি সে আঘাত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, [illegible] তথাপি তাঁহার পাঁজরে আঘাত লাগে। এরূপ ঘটনার কারণ এখনও জানা [illegible] নাই। মিঃ চৌধুরীর জীবনের [illegible] আশঙ্কা নাই।

১১৪ বৎসরের বৃদ্ধ

কুমিল্লায় টেলিগ্রাফ অফিসে [illegible] বৎসরের একজন সংবাদবাহক [illegible] বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার নাম মরাই। সে [illegible] কুমিল্লায় [illegible] বলিয়া ডাকে। ১৮২৪ [illegible] এই ডাকহরকরা বুধবার অফিসে [illegible] হয়। সেখান হইতে ১৭ [illegible] তাহার সঙ্গী [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার—১৩৩৫

সেবা না ভোগ?

আমাদের ইন্দ্রিয়গণ মায়া রাক্ষসীর তত্ত্বাবধানে চালিত হইয়া সর্ব্বক্ষণই চাহিতেছে কেবল ভোগ। এমনি ভোগ করিতে গিয়া হয়ত নানা বিঘ্ন-বিপত্তি আসিয়া পড়ে, তাই তাহারা এক সুযোগ পাইয়া বসিয়াছে ভগবদ্ভজনের দোহাই দিয়া ভোগ করিয়া লইবার। চক্ষুর ভগবদ্রূপ দর্শন, কর্ণের ভগবৎ কথা শ্রবণ, নাসিকার ভগবন্নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ, জিহ্বার ভগবৎপ্রসাদ আস্বাদন, ত্বকের ভগবদ্ভক্তের গাত্রস্পর্শ, বাক্যের ভগবৎকথা কীর্ত্তন, হস্তের ভগবন্মন্দিরমার্জ্জন, পদের ভগবৎক্ষেত্রে গমন, মস্তকের ভগবৎপাদপদ্ম বন্দন, ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা বাহিরে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকিবার অভিনয় করিয়াও অন্তরে অন্তরে সকলেই চাহিতেছে ভগবান্ ও তৎসম্বন্ধী বস্তুকে ভোগ করিতে। ভগবানের কোন শুদ্ধ ভক্ত আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলির এই কপটতা ধরিয়া দিতে আসিলেও ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের অপরাধ কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না সুতরাং আমরা অনুষ্ঠানের কিছু কোটী না করিয়াও লাভবান হইতে পারিলাম না—কেবল বঞ্চিতই হইলাম। এমন দেবদুর্লভ মনুষ্য জন্ম—তাহাতে শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরীয় কলি, যে কলি নানা দোষের আকর হইয়াও স্বয়ং ভগবানের অবতরণ হেতু সর্ব্বগুণাকর হইয়াছে,—ভগবদ্ভজনের সর্ব্ববিধ সুযোগ পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আর কি দেওয়া যাইতে পারে? যাহার জন্য আমরা চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য যোনি পাইলাম, শুধু তাহাই নহে, আস্তিক্য বুদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদনুশীলনেরও অবসর পাইয়া ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানেও ব্রতী হইলাম, তাহাই যদি লাভ না হইল অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি যদি না পাইলাম, তাহা হইলে আর এত সাজ-সরঞ্জাম পারিপাট্যের আবশ্যক কি?

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

অর্থাৎ যদি ভগবানেরই আরাধনা করিতে পারিলাম, তবে আর কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার আবশ্যক কি? আর যদি ভগবানেরই আরাধনা না হইল, তাহা হইলেই বা তপস্যায় কি আবশ্যক। ভগবানই যদি আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিলেন, তখন আর তপস্যায় কি প্রয়োজন? আর যদি ভগবানই আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ না করিলেন, তাহা হইলে বৃথা তপস্যা করিয়া কি লাভ? অর্থাৎ আমি যাহা কিছুই করি না কেন, তাহা ভগবৎ সেবা না হইলে সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় হইয়া থাকে। যে ভগবানের কথা শুনিয়া আমি আনন্দ পাইতে চাই, সেই ভগবানই যদি আমার কথা শুনিয়া আনন্দ না পাইলেন, যে ভগবানের রূপ আমি দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে চাই, সেই ভগবানই যদি আমাকে দেখিয়া প্রীত না হইলেন, যে ভগবানকে আমি উপাদেয়োত্তম দ্রব্য নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত বস্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক জিহ্বাসুখ চরিতার্থ করিতে চাই, সেই ভগবানই যদি আমার সেবাবুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করিয়া আমার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করিলেন, মোট কথা, ভগবৎসেবা বলিয়া আমি শ্রবণ, কীর্ত্তন, নর্ত্তন, বাদন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি যাহা কিছুই করিতে যাই না কেন, তাহা যদি ভগবানেরই প্রীতিকর না হইল, তবে আর আমি করিলাম কি? যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ বলিয়া কিছু নাই, কেবল আত্মেন্দ্রিয়তোষণ, সেখানে কি আর কৃষ্ণ বলিয়া কেহ আছেন? সেখানে কৃষ্ণের বেশ ধারণা করিয়া মায়াই নিজ অভিমানে থাকিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। আমি যাহা কিছু করিতেছি, যাহা ভাবিতেছি, যাহা বলিতেছি, মায়া আমাকে তাহার সবগুলিকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া জানাইয়া দিতেছে, কেন না তাহাকে মায়ার ইন্দ্রিয়তোষণ হইতেছে কিনা? যদি মায়া আমা হইতে তাহার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কিছু না পাইত, তাহা হইলে কি সে আমার এই সকল হরিভজন-চেষ্টার সহায় প্রশ্রয় দিত? সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রহ্লাদাদি হরিভক্তের ভক্তি-চেষ্টার বিরোধকল্পে মায়া কতই না চেষ্টা করিয়াছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও দেখা যায়, মায়া হরিদাসাদি ভক্তগণকেও ছলনা করিয়া বিপদে ফেলিবার নানা ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রকটাভাবেও তাঁহার শুদ্ধ ভক্তগণকে মায়া অনেকপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। আর কেনই বা দিবে না? ভক্তগণ মায়ার যথা-সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া ভগবৎসেবায় দিতে যাইবেন, তাহা কি আর মায়া সহসা অনুমোদন করিবে? তাহার শক্তিতে যতটা কুলায় বাধা দিবে, শেষে নিতান্ত অপারগ হইয়া ছাড়িয়া দিবে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং যে মায়াকে দুরত্যয়া বলিয়াছেন, সে মায়ার কার্যটি হইতেছে তাহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় দ্বারা জীবকে ভগবৎসেবা-বিমুখ করিয়া রাখা, সে মায়া আজ যে আমাকে কোন বাধা দিতেই আসে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যায়, আমি তাহার অপ্রীতিকর কোন কার্য্যই করিতেছি না অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার আবরণে মায়ারই সেবা করিতেছি। যেদিন আমি সত্যসত্যই কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইব, সে দিন দেখিব, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব—জগতের সকলেই আমার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি যে দেহ ও মনকে আমি 'আমার' বলিয়া অত্যন্ত গৌরব করিতাম, কতই না আদর করিতাম, সেই দেহ-মনই আমার শত্রু হইয়াছে, এ জগতে যাহাদিগকে বড় আপন বলিয়া মনে করিতাম, তাহারা সকলেই আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার আর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, আমি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের নিজজনগণের সেবায় প্রমত্ত, জগতের কোন দুঃখ-শোক-ভয় মোহ আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, নিত্যানন্দের কোটীচন্দ্রসুশীতলচরণ-ছায়ে আসিয়া আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে, আমার দেহ ও মন তখন কৃষ্ণসেবা ছাড়া আর কাহারও সেবা করিবার অবসর পাইতেছে না, তখন আমি সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়া গাহিতে থাক—"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি, হইনু পরম সুখী। দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল, চৌদিকে আনন্দ দেখি॥ অশোক অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া ছাড়িনু ভবের ভয়॥ তোমার সংসারে করিব সেবন, নহিব ফলের ভোগী। তব সুখ যাহে করিব যতন, হ'য়ে পদে অনুরাগী॥ তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥ পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিনু সকল, সেবা সুখ পেয়ে মনে। **আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে॥** ভকতিবিনোদ-সেবক আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার তরে। সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত থাকিয়া তোমার ঘরে॥" এইরূপ অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার 'সেবা' বলিয়া কোন বস্তু লাভ হয় নাই, লাভের মধ্যে কেবল ভোগই হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে।

হরিভক্তি বা হরিভক্ত কি বড় সাধারণ বস্তু? মহাজনেরা বলেন, জীব দুই প্রকার—নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। নিত্যবদ্ধগণ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দুই প্রকার। যাহারা অচল, তাহারাই স্থাবর জীব, যাহারা সচল, তাহারাই জঙ্গম জীব। জঙ্গম তিন প্রকার—তির্য্যক্-পক্ষিগণ, জলচর ও স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি অতি অল্প সংখ্যক। সেই অল্পসংখ্যক মানবদিগের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি বেদনিন্দোধী নাস্তিক বাদ দিয়া বেদানুগ যাঁহারা অবশিষ্ট থাকেন, তাঁহারা আবার ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারীভেদে দুই প্রকার। ধর্ম্মাচারিগণ মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, কোটী জ্ঞানী মধ্যে বস্তুতঃ একজন মুক্ত, কোটী মুক্ত মধ্যে একজন ভাগ্যবান হইয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত ভক্ত, তাহাও আবার অত্যন্ত দুর্লভ। এরূপ সুদুর্লভ পদবী লাভ যেমন তেমন সৌভাগ্যের কার্য্য নহে। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়জনগণের নিতান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত ভক্তিলাভের কোন উপায় নাই। সুতরাং যদি কেহ সত্যসত্যই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-মূলা এতাদৃশী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়জনানুগত্যে তাঁহার জীবনের সমস্ত চেষ্টাকে পরিচালিত করুন, কৃত্রিমতা বা নিজের মায়াগ্রস্ত মনের কতকগুলি উল্টাপাল্টা ভাবপ্রবণতা আদৌ ভক্তি নহে, সাধু-গুরুর নির্দ্দিষ্ট পন্থার বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক টলিলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

প্রাচীনতম ঐতিহ্য

দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করেন না। লোকায়তিক সম্প্রদায়, চার্ব্বাক ঋষিগণ প্রভৃতি যাঁহারা প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় ব্যতীত বস্তুর স্বীকার করেন না, তাঁহারাই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ। চিদ্বস্তুর অস্ফুট বিকাশ প্রাকৃতিক জড় পদার্থের গুণধর্ম্ম ইঁহারা স্থির করিয়াছেন। প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যত্যয়ে চিদ্বস্তুর সত্তা সংহার প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর নির্ব্বিশেষবাদী যেরূপ নিত্য বস্তু সম্বন্ধে কোন প্রকার আন্দোলন কারিতে না দিয়া নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন, তাঁহার অপর শাখাস্থ সন্দেহবাদী বস্তু সম্বন্ধে বিচার করত বস্তুকে সন্দেহাত্মক ভূষণে অলঙ্কৃত করেন। অজ্ঞেয়তাবাদী বস্তুকে সন্দেহবাদীর ন্যায় অধিক ভূষণ পরাইতে প্রস্তুত নন। কিন্তু তিনিও বিশেষের হাত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। তন্নিম্নস্তর অজ্ঞেয়তাবাদীর দাঁড়াইবার ভূমি। দ্বিতীয়

নির্ব্বিশেষবাদী অপ্রাকৃতিক নিত্য দোষ-রহিত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। পর্য্যালোচিত দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার মীমাংসায় মতে স্থির হইয়াছে যে, পরিদৃশ্যমান জগতে যে কিছু ক্ষণিক, অনিত্য, বিরোধ ধর্ম্মপূর্ণ দোষ বিজড়িত মিশ্র অপ্রীতির অভাব পাওয়া যায়, তাহাই যত্নের সহিত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যে প্রকারেই হউক, ঐ অত্যল্প পূর্ব্বোল্লিখিত দোষরজঃপূর্ণ দুঃখাভাব সংগ্রহ করিতে বিমুখ হইলে অদার্শনিকের ন্যায় বঞ্চিত হইতে হইবে।

আলালনাথ দর্শনে

প্রভুপাদ

(১)

দিব্যসুরিগণ-সেবনের ধন।
বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ,
ইহ কলিযুগে বিরাজেন তিনি,
তিনিই মোদের আলাল নাথ।
অনবসরে দিতে দরশন গৌরমোহন জগন্নাথ।

(২)

শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী,
ঐশ্বর্য্যভাবে বিভাবিত হরি,
বিনাশিতে প্রভু দুষ্কৃত জনে,
ত্রাণের লাগি হে সাধুসন্ত।
ধর্ম্ম সংস্থাপনের তরে এবেছ এ বেশ ভগবন্ত।

(৩)

তব প্রিয় সখা পার্থ মহারথী,
হয়েছিল যবে মুহ্যমান অতি,
স্বজন বধিতে কুরুক্ষেত্ররণে,
দেহমনোধর্ম্মশিখরে উঠি
সেদিন গাহিয়া গীতার গান মুমুক্ষু অর্জ্জুনে
দিলে দিব্যদিঠি।

(৪)

ভাগবত ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
আপনি করিলে বিহিত আচার,
শ্রীরাধারূপে ঢাকিয়া অঙ্গ
শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারী,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ
সর্ব্ব-অবতার-অবতারী।

(৫)

সন্ন্যাসলীলা করি প্রদর্শন
বিপ্রলম্ভ ভাবে করিলে ভজন,
কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ তুমি
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি',—
ছুটিয়া চলিয়া দেখিলে যতই
কৃষ্ণলীলার স্থলী।

(৬)

গৌরমোহন—শ্রীকৃষ্ণ নাম,
গৌরমোহন—শ্রীক্ষেত্রধাম,
গৌরমোহন কৃষ্ণভক্ত—
এ তিনে করি আশ্রয়,
স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা হবে
সাধ্য সাধন করি নির্ণয়—

(৭)

—অভেদ তত্ত্বে নাম নামী ধাম,
প্রচারিলে অপ্রাকৃত হরিনাম,
উচ্চ কীর্ত্তনে শ্রীনাম-মহিমা
জানালে জগজ্জনে,
দ্বারে দ্বা'রে ফিরি দিলে বিলাইয়া
হরিনাম প্রেমধনে।

(৮)

জঙ্গম জগন্নাথ গৌরাঙ্গ,
খোল করতাল লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ,
জগত জুড়িয়া নামের তরঙ্গে—
ডুবালে পাষণ্ডী জনে—
আপনার নাম আপনি গাহিলে
বিভোর হইয়া প্রাণে।

(৯)

তাই নরোত্তম গাহিলেন কণ্ঠে,
সে ধ্বনি' ধ্বনিল শ্রীবৈকুণ্ঠে,
গৌরাঙ্গ বলিতে পুলক শরীর,
কবে,—হরিনামে ব'বে অশ্রুধার।
আজও সেইসুরে, কে তুমি গাহিছ
কে তুমি এসেছ কর্ণধার।

(১০)

অভিন্ন সেই শ্রীশচীনন্দন,
নিত্যানন্দ প্রাণ, ভক্ত-প্রাণধন,
অনবসরে এসেছ কি প্রভু
ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভুপাদ।
প্রদর্শন-তরে গৌরাঙ্গলীলা
এসেছ কি তাই আলালনাথ।

দাসাদম
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ রায়
নারমা

শ্রীনাম

(প্রাপ্ত)

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-
বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনঃ॥

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

বর্ত্তমান যুগে কলিযুগ, কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপর যুগে অর্চ্চনা দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। 'নাম,' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ' তিন একরূপ। তিনে 'ভেদ' নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥ কলিযুগের ধর্ম্ম, শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের পিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপে শ্রীধাম মায়াপুরে, যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীগর্ভসিন্ধুতে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছিলেন। এই শ্রীনাম চিন্তামণি সদৃশ সমস্ত ফল দানে সমর্থ, প্রকৃত চিন্তামণি যেমন লৌহকেও সুবর্ণে পরিণত করিতে পারে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত চিন্তামণি শ্রীনামের যে কি গুণ তাহা বর্ণনাতীত, বেদও সম্যক প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে, শিব পঞ্চমুখে, অনন্তদেব সমগ্র মুখে অনন্তকাল কীর্ত্তনেও শ্রীনামের যশোমহিমা শেষ করিতে পারিবেন না।

সত্য যুগে—নারায়ণঃ পরা বেদা নারায়ণঃ পরাক্ষরাঃ—ত্রেতাযুগে, রাম নারায়ণ মুকুন্দ মধুসূদন, দ্বাপরে হরে মুরারে মধু কৈটভারে ইত্যাদি নামে ঐশ্বর্য্য, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি মিশ্রিত ভাব থাকিলেও কলিকালে, শুধু মাধুর্য্য পরিপূর্ণ ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট মহামন্ত্র তারক ব্রহ্ম নাম যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে
হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে
হরে॥

কলি যুগের জীবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী জানিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদে পরিবৃত্ত হইয়া জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক প্রতি জীবের দ্বারে এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কেননা বৃহন্নারদীয় পুরাণে তার স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিযুগে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন জীবের আর কোন গতি নাই। * * *

অতএব কলিকালে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পার দিতে॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

চৈঃ চঃ আদি১৪ অঃ।

বেদে আছে, রসো বৈ সঃ। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিল রসামৃতসমুদ্র; এই যে মায়িক জগতের ব্যবহারিক রস সমস্তই বৈকুণ্ঠ রসের শ্রীনামরসের হেয় অর্থাৎ বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। এই প্রতিবিম্বের আদর্শ বিম্বস্বরূপ এক মাত্র বৈকুণ্ঠবস্তু অপ্রাকৃত শ্রীনাম। শাস্ত্রে, শ্রীনাম, নামাভাস, নামাপরাধ নামক শ্রীনাম সম্বন্ধে তিনটী বিচার আছে, বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত বিবরণ আর প্রকাশিত হইল না। কলিযুগে জীবের অন্নগত প্রাণ, অল্পায়ু, তাহাতে আবার ব্রহ্মচর্য্য হীন, এমতাবস্থায়, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ধারণা সমাধি, ব্রত নিয়ম উপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধনাদিতে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই; যুগধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক, স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিলে উন্মাদ কিবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। কলিকালে কিবা পুরুষ, রমণী, বালক বৃদ্ধ যুব সকলের পক্ষে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বিধি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই যুগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

নিমাই.

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কথাটা শুনে বনমালী আচার্য্য বড় খুসী। শচী দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লভ আচার্য্যের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। বনমালী ঠাকুরকে দেখে, বল্লভ আচার্য্য "আসুন! আসুন! আজ আমার বড় ভাগ্য আসতাজ্ঞে হোক, আসুন। আসুন" বলে খুব আদর ক'রে আসনে বসা'লেন। বনমালী আচার্য্য ব'সেই বল্লেন, 'আর কি, এখন বিয়ের শুভক্ষণ দেখুন, কাজ হ'য়ে গিয়েছে।'

বল্ল। কি ব্যাপারখানা বলুন না।

বন। মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবছিলেন, তা সব ঠিক ক'রে গিয়েছে, এখন শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কাজ সেরে ফেলুন।

বল্ল। কোথায় কি করলেন, তা বলুন না শুনি?

বন। সে ভাল মরেই করেছি, তার জন্যে আর কিছু দেখতে হ'বে না।

বল্ল। তা হবে বৈ কি, আপনি যখন এতে হাত দিয়েছেন, তখন আর ভাল না হয়ে যায়? তবু বলুন না? কোথায় কি করলেন শুনি?

বন। মিশ্র পুরন্দরের ছেলে বিশ্বম্ভরের নাম শুনেছেন ত? সে-ই ছেলে। পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর, চেহারাও অতি সুন্দর। নবদ্বীপের মধ্যে—নবদ্বীপের মধ্যেই বা বলি কেন? আমার বোধ হয় পৃথিবীর ভেতর এ রকম সুচেহারার ছেলে কেও নেই। আপনার মেয়ে যেমন সুন্দরী, ভগবান বরও তেমনি, মিলিয়ে দিয়েছেন। ভগবান যদি ঘটনাঘটন ক'রে দেন, তা হ'লে দেখবেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের মত মিলন ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারবেন না, যোগ্যবর তার আর কোন সন্দেহ নেই। সব কথাই আপনাকে বল্লাম এখন যদি আপনার মন হয়, কাজ করতে পারেন।

বল্ল। এ রকম বর ত মেয়ের ভাগ্য-বশে মেলে। কৃষ্ণচন্দ্র যদি আমার ওপোর খুসী হয়, কমলা-গৌরী যদি মেয়ের ওপোরে সন্তুষ্ট থাকে, তা হ'লে এ রকম জামাই নিশ্চয়ই মিলবে। যা হোক যে রকমে হয়, আপনি তার যোগাড় করুন, তবে একটা কথা বলতে আমার বড় লজ্জা হ'চ্ছে—আমি গরীব, আমার কিছু

দেবার সাধ্য নেই। মত্র পাঁচটা হর্ত্তুকী দিয়ে মেয়েটা দান করবো। আপনি এই কথাটা তাঁদের ব'লে একটা সম্মতি আনিয়ে দিন, তা হ'লেই আমার আর কোন আপত্তি নেই।

সেদিন আর যাওয়া হ'লো না, পরদিন বনমালী আচার্য্য শচী দেবীর কাছে গিয়ে বল্লেন, কাজ ত সব বাঁধা-বাঁধি ক'রে ঠিক করে এসেছি। অমন মেয়ে আর হবে না, দেখে চোখের সার্থক, আপনি যা খুঁজছিলেন তাই পাওয়া গিয়েছে; তবে কি না যতক্ষণ সাতপাক না ঘুরে যাচ্ছে, ততক্ষণ আর পাওয়া গিয়েছে বলতে পারা যায় না—এখন একটা কথা এই যে, বল্লভ আচার্য্য তেমন দাঁটালো লোক নয়—গরীব ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপের মধ্যে বাস করছেন, তিনি আপনার ছেলেকে কিছু দিতে-থুতে পারবেন না, পাঁচটা হর্ত্তুকী দিয়ে কন্যা দান করবেন মাত্র, তার কি বলছেন? তবে হাঁ, মেয়ের মত মেয়ে বটে!—এর কি জবাব দিচ্ছেন?

শ। আপনি বলছেন মেয়েটা ভাল—রূপেও লক্ষ্মী, গুণেও লক্ষ্মী, তা বেশ কিছু দিয়ে কাজ নেই; আর কিছু নিয়েই যে কি বড় মানুষ হব, তাও কিছু নয়। আচ্ছা আপনি বলুন গে কিছু দিতে হবে না, তবে যাতে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর কাজ সারা হয় তার চেষ্টা করুন। আমি আজ থেকে সব যোগাড় করতে থাকলাম, তিনি একটা দিন ক্ষণ বলে দিলে, সেই দিন ছেলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে আনবে।

এত শীগ্‌গীর যে কাজ সিদ্ধি হ'বে, বনমালী আচার্য্য তা মোটেই মনে ক'রতে পারেন নি—ভেবেছিলেন, এইবার বুঝি আমার সব মেহনত বরবাদ হ'য়ে যায়—তা কিছুই হ'লো না, এক কথায় সব কাজ হ'য়ে গেল দেখে মনে বড় আহ্লাদ। তাড়াতাড়ি হাঁসতে হাঁসতে গিয়ে বল্লভ আচার্য্যকে সুখবরটা শুনিয়ে দিলেন। তিনিও শুনে খুব খুসী হ'লেন—তিনিও এ রকম সোজায় কাজ হ'য়ে যাবে বলে, মনে করেন নি, এখন সব শুনে একটা ভাবনা দূর হয়ে গেল। তার পর দিনই বৈকালে একজন গণৎকার পণ্ডিতকে ডেকে বিয়ের দিন ক্ষণটা জেনে নিয়ে, শচী দেবীর কাছে খবর পাঠিয়ে দিলেন। শচী দেবীর বাড়ীতে আর বল্লভ আচার্য্যের বাড়ীতে—দুই বাড়ীতেই বিয়ের ধুম পড়ে গেল। লোকজন আসা যাওয়া, বাড়ী ঘর সব ছাপ ছুপ করা, জিনিষ-পত্র কেনা আনা একেবারে যেন এলাহি কাণ্ড হ'তে লাগলো।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন ঘুনিয়ে এলো। পাড়ার আর অন্য অন্য জায়গার এয়োরা এসে বাড়ী ভ'রে ফেল্লে। বাজনদারেরা বাজাতে লাগলো, তালে তালে নাচনদারেরা নাচতে লাগলো, বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদের আর শেষ নেই। ব্রাহ্মণেরা চা'র দিকে ব'সে বেদ প'ড়তে লাগলো। মধ্যে নিমাইকে বসিয়ে আপনার লোকজন সব এসে গন্ধ-মালা দিয়ে শুভক্ষণে অধিবাস করলেন। যত ব্রাহ্মণ এসিছিলেন, সব্বাইকে গন্ধ চন্দন আর পান দিয়ে খুসী করলেন। বল্লভ আচার্য্যও এসে শুভক্ষণে অধিবাস ক'রে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খাদ্য-পরিপাক ক্রিয়া

ইতঃপূর্ব্বে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা করিয়াছি, —তদ্ব্যতীত শারীরিক অবস্থার সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ, খাদ্যের গুণ এবং খাদ্য-গ্রহণের সময় সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বর্ণন করিয়াছি। অদ্য 'ভক্ষিত দ্রব্যের পরিপাক' ক্রিয়া আমাদের আলোচ্য।

আমরা যাহা ভক্ষণ করি তাহার সারাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া তদ্দ্বারা শরীরের বিভিন্ন বিল্লিতে (টিস্যুত) নীত হয়। ইহাতেই ঐ ঝিল্লিগুলির ক্ষয়-প্রাপ্ত অংশের পূরণ হয়। ঝিল্লির প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষ যকৃতে জমা থাকে, প্রয়োজন মত যকৃৎ পুনর্ব্বার ঐ সকল দ্রব্য ঝিল্লিগুলিকে সরবরাহ করিয়া থাকে। কি প্রকারে খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ গুলি রক্তে মিশ্রিত হয় তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

এসিড্ প্রভৃতি কতিপয় জিনিষ যে প্রকার ভাবে কতকগুলি ধাতুকে দ্রবীভূত করে, শরীরের ভিতরের অঙ্গ (অর্‌গ্যান্) হইতে উৎপন্ন কতকগুলি তরল জিনিষ বা রস ও সেই প্রকার ভাবে খাদ্য দ্রব করিয়া থাকে।

প্রায় খাদ্যেই কার্ব্বহাইড্রেট, প্রটেন্, ফ্যাট সল্ট এবং জল এই পাঁচ প্রকার জিনিষ থাকে, কোন কোন খাদ্য দ্রব্যে ইহাদের দুই একটী না থাকিতেও পারে। আমরা এক সঙ্গে খাইলেও শরীরের ভিতরে পৃথকভাবে বিভিন্ন রস বিভিন্ন প্রকার জিনিষের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মুখের লালা মিশ্রিত হয়। এই লালার মধ্যে টাইয়ালিন নামক একটী পদার্থ আছে। ইহা কার্ব্বহাইড্রেটকে অনেকটা পাক করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত লালায় খাদ্যদ্রব্য মসৃণ হয়, ইহাতে উহা সহজে গলাধঃকরণ হয়। **খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইতে হইবে, তাহাতে লালার বৃদ্ধি হয় এবং পরিপাকের সহায়তা হয়।**

চর্ব্বিত লালা সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছিলে পাকস্থলী হইতে হাইড্রক্লরিক এসিড এবং 'পেপসিন্' নামক এক প্রকার জিনিষ নিঃসৃত হয়। উহারা প্রটেন্ নামক খাদ্যকে অনেকটা পাক করে। পাকস্থলীতে এই কার্য্য ৩।৪ ঘণ্টা চলিতে থাকে। তৎপর উহারা ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। হাইড্রক্লরিক এসিড লালাকে নষ্ট করিয়া দেয় সুতরাং নিসৃত হইলে পাকস্থলীতে লালার কার্য্য চলিতে পারে না।

লালাতে এবং পাকস্থলীর রসে আংশিক ভাবে পক্ক খাদ্যদ্রব্য অন্ত্রে প্রবেশ করিলে, অন্ত্রের এবং 'প্যাঙ্ক্রিয়াস্' নামক একটি আভ্যন্তরিক অঙ্গের নিসৃত রস উহার সহিত মিশ্রিত হয়। অন্ত্রের রসে 'ট্রিপ্‌সিন্' নামক একটী জিনিষ আছে, উহা পাকস্থলীর পেপ্‌সিন্ দ্বারা আংশিকভাবে পক্ক প্রটেন্‌কে সম্পূর্ণরূপে পাক করিয়া উহার সারাংশ বাহির করে। সেই সারাংশ রক্তে মিশ্রিত হয়। প্যেঙ্ক্রিয়াসের রসে কার্ব্বহাইড্রেট সম্পূর্ণরূপে পক্ক হইয়া থাকে, তাহাতে উহার সারাংশ এক প্রকার চিনি উৎপন্ন হয়। ইহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। ফ্যাট্ বা চর্ব্বি অতি সূক্ষ্ম বিন্দুতে বিভক্ত হইয়া অন্ত্র হইতেই রক্তে প্রবেশ করে। জল বৃহৎ অন্ত্র হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। রক্তের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল প্রস্রাবে পরিণত হয়। খাদ্যের অসার অংশই মলরূপে বহির্গত হইয়া থাকে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের রাস্তায় জঙ্গল

(প্রাপ্ত)

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি আছে, প্রতিদিন বহু সংখ্যক লোক ঐ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে, উহা প্রশস্তও কম নহে, ত্রিশ বত্রিশ ফুটের অধিক হইবে। মূল রাস্তার উভয় পার্শ্বে পথিকগণের গমনাগমনার্থ এগার ফুট করিয়া ফুটপাথ রহিয়াছে। মধ্যে যে পাকা রাস্তা আছে, উহা দিয়া দুই খানা গাড়ী অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। কয়েক বৎসর হইল, এই রাস্তার দক্ষিণবর্ত্তী ফুট পাথের উপর রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় ঐ দিক দিয়া মনুষ্যের গমনাগমন বন্ধ হইয়াছে। মধ্যবর্ত্তী পাকা রাস্তা দিয়া মোটরাদি যান সকল অক্লেশে যাতায়াত করিতেছে। রাস্তার উত্তর দিকবর্ত্তী ফুটপাথটীর স্থানে স্থানে এরূপ জঙ্গল হইয়াছে যে, উহাতে পথিকের গমনাগমন একরূপ বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পথিকেরা পাকা রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এরূপ যাতায়াতে এই অসুবিধা হইতেছে যে, পাকা রাস্তার উপর দিয়া গমন কালে মোটরাদি কোন গাড়ী আসিলে পথিককে হয় ফুটপাথের জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হয় অথবা রেল রাস্তার খোয়ার উপর দিয়া যাইতে বা দাঁড়াইতে হয়। ইহাতে পান্থগণের সমূহ কষ্ট হইতেছে। রেলরাস্তার খোয়ার উপর দিয়া যাইতে হইলে পদে আঘাত লাগিয়া ক্ষতিত হইবার সম্ভাবনা, অনেক সময় হইয়াও থাকে। এবং জঙ্গলে প্রবেশ করিতেও ভয় হইয়া থাকে, সর্পাদি লুকাইত অবস্থায় থাকিতে পারে কিম্বা ভগ্ন বর্ত্তনাদির তীক্ষ্ণ প্রান্ত পদে লাগিয়া ক্ষতিত হইতে পারে। আমরা এই রাস্তাটীর উন্নতি-বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে রাস্তাটী জঙ্গল শূন্য হইয়া পথিকগণের সুপথ বলিয়া মনে হয়, তাহা করিয়া, তাহাদের ধন্যবাদার্হ হউন, ইহাই প্রার্থনা।

(ভারতীয়)

মিস্ দাসগুপ্তা এবং মিঃ আহাম্মদ জামীনে খালাস

কলিকাতা দাঙ্গা মেথর সমিতির প্রেসিডেন্ট মিস্ প্রভাবতী দাস গুপ্তা ও ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মিঃ মুজাফর আহম্মদকে গ্রেপ্তার করিয়া গত সোমবার সমস্ত রাত্র অনাহারে হাজতে রাখা ও ব্যারিষ্টার মিঃ আই, বি, সেন তাঁহাদের পক্ষে জামীন দাঁড়াইতে চাহিলেও প্রকারান্তরে তাঁহার জামীন অস্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে অসম্মান করার দরুণ সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শুনা যায় জোড়াবাগানের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি বলিয়াছেন, ইঁহারা বিশেষ ভাবে পরিচিত ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি, সুতরাং ইঁহাদের ব্যক্তিগত জামীনেই আসামীদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক আসামীরা ২৫০৲ টাকার এক একটী জামীনে মুক্ত আছেন। আলীপুর কোর্টে আগামী ৩০শে জুন মামলার দিন আছে। সে পর্য্যন্ত আসামীরা উক্ত জামীনেই মুক্ত থাকিতে পারিবেন।

সর্পাঘাত

সম্প্রতি বনৎপুর গ্রামে ১টী লোককে রাজ সাপে কামড়াইয়াছিল, অনেক ঝাড় ফুঁকের পর লোকটী আরাম হইয়া গিয়াছে।

করাচীতে মেথরদিগের জন্য লাইব্রেরী

গত ২৫শে জুন রাত্রিতে করাচী মিউনিসিপালিটি, ঝাড়ুদার ও মেথরদিগের উদ্ধারের জন্য ৯৬০৪ টাকা খরচে একটী লাইব্রেরী, একটি চায়ের দল এবং একটি সোসাইটী দোকান খুলিবার জন্য ১ ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা করেন। উহাদের সদস্যগণ এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আনেন যে, লাইব্রেরীতে কমিউনিজম প্রচারের জন্য কোন বই থাকিবে না। বিপক্ষবাদিগণ প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়া প্রকাশ করেন যে, ঝাড়ুদারেরা নিরক্ষর, সুতরাং তাহাদের জন্য লাইব্রেরী করা নিরর্থক হইবে।

অতঃপর প্রস্তাবটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য জেনারেল কমিটির নিকট প্রেরিত হয়।

নিরীহ গাভীরও হিংসাবৃত্তি

প্রকাশ যে, সোমবার অপরাহ্নে জোড়াসাঁকো অঞ্চলের সিকদারপাড়া ষ্ট্রীটে একটা গাভী এক বৃদ্ধাকে মাড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। গাভীটি বৃদ্ধার হাঁটুর নীচে শৃঙ্গাঘাত করে। বৃদ্ধার চীৎকারে বহু লোক জড় হয় এবং উহাকে উদ্ধার করিবার জন্য লাঠীদ্বারা গাভীটাকে বেদম প্রহার করিতে থাকে, কিন্তু গাভীটি কিছুতেই বৃদ্ধাকে ছাড়িয়া দেয় না—উহাকে মাড়াইয়া মাড়াইয়া এদিক সেদিক ছুটিতে থাকে। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর বৃদ্ধাকে উদ্ধার করা হয় বটে কিন্তু তখন বৃদ্ধার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

নূতন রেল পথের জরিপের আদেশ

পাতনা হইতে রেওয়া হইয়া নওগাঁও পর্য্যন্ত একটা ৭০ মাইল রেলপথ এবং কাটাম হইতে মুরাড়া হইয়া সিংগ্রাউলী পর্য্যন্ত একটি ১০০ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ সম্পর্কে রেলওয়ে বোর্ড জি, আই, পি, রেলওয়েকে জরিপ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

বৈমানিকত্রয়ের পৃথিবী ভ্রমণে উদ্যম

লণ্ডনের ২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, বাণিজ্য সম্পর্কে বিমানপোতের প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্য লেপ্টেনাণ্ট লীগ শীঘ্রই পৃথিবীভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমেরিকান সৈন্যদলের কাপ্তেন বার্ডমি জোন্স এবং নিউইয়র্ক বিমানবিভাগের মিঃ ক্রুজে স্থির থাকিবেন।

তাহারা নিম্নলিখিত স্থানসমূহে অবতরণ করিবেন স্থির করিয়াছেন:—হনলুলু, টোকিও, হংকং, কলিকাতা, বুসরার, কনষ্টান্টিনোপল, লিসবন, এজোর্স ও হ্যালিফাক্স।

মিস কঙ্কাবতী সাহু বি, এ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট মিস্ কঙ্কাবতী সাহুকে যাহাতে এক ষ্টার থিয়েটার ব্যতীত নাট্যমন্দির, বা অপর কোন থিয়েটারে যোগদান করিতে দেওয়া না হয়, এ জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত গতকল্য হাইকোর্টে বিচারপতি কষ্টেলোর এজলাসে মিঃ বি, সি ঘোষ এক আবেদন দাখিল করেন।

প্রকাশ যে, গত ১০ই জুন ১৯২৮ তারিখে কঙ্কাবতী ষ্টার থিয়েটারে ৩বৎসর কড়ারে চুক্তি করিয়া চাকুরী হয়। সর্ত্ত থাকে যে, প্রথম বৎসর সে ৩০০, ২য় বৎসর ৬০০, ও তৃতীয় বৎসর ৫০০ টাকা মাহিয়ানা মাসে পাইবে।

শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নাট্যমন্দিরের নামে এর মধ্যে এক মামলা দায়ের করা হইয়াছে যে, শিশির বাবু উহাদের সহিত কঙ্কাবতীর চুক্তি ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে আগামী শনিবার দিন 'শান্তি কি শান্তি' অভিনয়ে নামাইবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন—কঙ্কাবতী নাকি বিজ্ঞাপনেও দিতেছে।

হাইকোর্ট অস্থায়ী ভাবে ইনজাংসন জারী করিয়া কঙ্কাবতীর নাট্য-মন্দিরে যোগদান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন ও আসামীপক্ষের উপর নোটিশ জারীর নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আগামী মঙ্গলবার এই নোটিশের শুনানী হবে। ফরিয়াদী পক্ষকে হাইকোর্ট খরচের জন্য ৫শত টাকা করিয়া জমা দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

বাদী পক্ষকে নোটিশ দিয়া প্রতিবাদী পক্ষ অস্থায়ী ইনজাংসন বাতিল করিয়া দিতে পারিবেন এই অধিকারও প্রতিবাদী পক্ষের থাকিবে।

রেলে দুর্ঘটনা

প্রকাশ—ই আই, আর কোম্পানির অণ্ডাল সাঁইথিয়া ব্রাঞ্চ লাইনে এক ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পাঁচড়া ও দুবরাজ ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী লাইনের উপর দিয়া দুইটি পাবলিক রোড পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী রাস্তার ধারে লাইনের উপর রক্ষী সহ একটী ফটক আছে, অন্যটীতে ফটক স্থাপনের ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, অথচ ঐ রাস্তাটিতে লোক চলাচল পূর্ব্ব-রাস্তাটী অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

গত ৯ই আষাঢ় বৈকালে নান্তু সেখ নামে জনৈক কৃষক তাহার ক্ষেত্র দেখিবার জন্য ঐ ফটকহীন রাস্তাটী পার হইতেছিল, এমন সময় একটী মাল গাড়ী আসিয়া তাহার উপর পড়ে এবং চক্রতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। অতি অল্প দিন মধ্যে ঐ স্থানে তিনটী মানুষ ও কয়েকটী গরু ট্রেণের চাপে মৃত্যু লাভ করিয়াছে শুনিতেছি রেলওয়ে কোম্পানী নাকি তথাপি উদাসীন। ঐ স্থানে ফটক স্থাপনের ব্যবস্থা কেন হইতেছে না বুঝিতে পারিলাম না

জলে ডুবি

বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের অধিবাসী এবং রিষড়া প্রেসিডেন্সী জুট মিলের কর্ম্মচারী প্রসন্ন কুমার গোস্বামী নামক সাতাশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক গত ২৫শে জুন কোন্নগর টেকনোকেমিকাল ফ্যাক্টরীর ঘাটের নিকটে গঙ্গায় স্নান করিবার সময় জলমগ্ন হইয়া যায়। জেলেরা মাছ ধরিবার জন্য নৌকা ভাসাইলে পর তাঁহার মৃতদেহ ভাসিতে দেখিতে পায়। তারপর কেমিকাল ফ্যাক্টরীর শ্রমিকগণ পুলিশে খবর দেয়, পুলিশ আসিয়া আবশ্যক তদন্ত করিয়া মৃতদেহটীর সৎকারের আদেশ দেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার মৃতদেহ সৎকার করা হয়।

ত্রিপুরায় বন্য হস্তী শীকার

ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মা বাহাদুর (লালু কর্ত্তা) কল্যাণপুর জঙ্গল হইতে ২৬টী গুলীতে এক ভীষণকায় নরঘাতক বন্য হস্তী নিধন করিয়া তত্রস্থ প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়াছেন। হস্তীটা ২৫টী গুলী খাইবার পরও মহারাজকুমারকে আক্রমণ করিতে আসে। কুমারের তখন মাত্র একটী কার্টিজ অবশিষ্ট। সেই গুলীটা ব্যর্থ হইলেই সর্ব্বনাশ—কুমারের জীবন সঙ্কট। এমন সময় কুমার হস্তীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া সেই একটী গুলী ছুড়ীতেই হস্তী সশব্দে ভূমিতে পতিত হয়। হস্তীটী মারিতে প্রায় এক মাস একদিন সময় লাগিয়াছিল। এত বড় হস্তী নাকি আর কখনও এতদঞ্চলে দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত হস্তীর দন্তগুলি আগরতলার প্রাসাদে রহিয়াছে, একখানি পা দ্বারা মহারাজকুমার বসিবার আসন ও চর্ম্মে বুট, কেস নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে ভোট বিভ্রাট

জিলা বর্দ্ধমান, পোঃ পাটুলী, গ্রাম, বাউগ্রাম হইতে অম্বিকাপদ চক্রবর্ত্তী বাউগ্রাম গ্রামের জমীদারের অত্যাচার সম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাটুলী ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, সদস্য নির্ব্বাচনে জমীদার পক্ষের শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রার্থী ছিলেন—পত্রে প্রকাশ, যে সকল প্রজা নির্ব্বাচনে শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্যকে ভোট দেয় নাই, তাহাদিগের উপরেই নাকি অত্যাচার করা হইতেছে। অনেকের গোচারণ ভূমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, মাঠে অনধিকার প্রবেশের জন্য অনেক কৃষকের গরু খোঁয়াড়ে দেওয়া হইয়াছে; লোককে ভিটাচ্যুত করা হইয়াছে, অনেকের চৌকিদারী ট্যাক্স দ্বিগুণ করা হইয়াছে। পরে আরও অধিক গুরু অভিযোগের কথা লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সার্কেল অফিসারের তদন্ত করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

কাক মারিতে মানুষ হত্যা

গত শনিবার মাদ্রাজ বন্দরের আয়রণ ইয়ার্ডে কতকগুলি কুলী কাজ করিতেছিল। এমন সময় তাহাদের মধ্য হইতে একটী কুলী বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া পড়িয়া যায়। তখনই তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। শুনা, যায়, পোর্টট্রাষ্টের সহকারী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস ডব্লিউ, কোয়াইট ঐ সময়ে কাক তাড়াইবার জন্য তাঁহার বাসা হইতে বন্দুক ছুড়িতেছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারই একটা গুলী গরীব বেচারীর প্রাণটা লইয়াছে। দরিদ্রের জীবন এইরূপেই ধনীদের খেলার সামগ্রী হইয়া থাকে।

লরী সাইকেলে সংঘর্ষ

গত সোমবার সেণ্ট্রাল এভিনিউ রোডে একখানি সাইকেলের সহিত একখানি মোটরলরীর সাংঘাতিক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে সাইকেলের আরোহীটি মারা গিয়াছে। আরোহীটি বাঙ্গালী, তাহার নাম জানা যায় নাই। বৌবাজার পুলিশ লরী চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তদন্ত চলিতেছে।

সুবৃহৎ কুমীর কাটা

গত ৫রা আষাঢ়

একটি বৃহৎ কুমীর গাংপুর ষ্টেশনে রেল লাইন পার হইবার সময় ট্রেনে কাটা গিয়াছে, প্রাতে দেখা গেল কুমীরটা দীর্ঘে প্রায় ৮ হাত হইবে।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার—১৩৩৫।

বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ বিভাগের সহিত উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারী আশ্রমের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন-নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ পালন বর্জ্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়, সমাজে যাহাতে কোন প্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়, এরূপ উদ্দেশে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফল স্বরূপ স্বর্গাদিলাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ-উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিতৃাদি তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থবাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজার, গুরুজনের সম্মান, আচার্য্যবানের জ্ঞান প্রাপ্তি, প্রভৃতি ধর্ম্ম, শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ও অবশেষে ব্রহ্মত্ব প্রভৃতির প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক-জ্ঞানি-সম্প্রদায় বিপ্রলম্ভ-ভাষন করত সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগি-সম্প্রদায় স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ সন্তপথ জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ জনিত সুখ ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়া-জনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক, এ চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিষেধ মানিল না, এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়া-সমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল হউন, একই কথা, গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা। ভগবৎ প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাব বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের উৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহারে চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্ম রূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্মকামী মায়িক নিগড় নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে বৈর্য্যচ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া কলাপ সমস্তই মায়িক সমাজের ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক। শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টা বিশেষ। পতিতপাবন জগদ্গুরু পরম-গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যাশাস্ত্র বেদে লিখিত আছে, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয়ের ছেদন হয়। কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার পরায়ণ দশসংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চিন্ময় চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিত্র পরাবর যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন, তিনি ঐ গুলি হইতে পৃথক, গোপীজন বল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। অণি ব্রহ্ম বা অণু ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মঠাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তি গুলির স্বরূপ প্রাপ্তির পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীবৈষ্ণবশব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগ দ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অপরাধ আচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও বড় বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচ্ছেদ ... বপু বর্দ্ধিত করিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠার হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন সহায়তা করিবার চেয়ে তদপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপপ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণ বিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব-দীক্ষা প্রদানের অক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে না অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে। শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা একটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীজনবল্লভদাসানুদাস, পরতন্ত্র স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাঁহার সম্ভাবনা নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্ব রূপ স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। এ কথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্ক সকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদীয়ত্ব মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে বাসে। মানবের অনিত্য দুঃখ-নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি নিষেধ সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সনাতন-ধর্ম্ম

অক্ষজজ্ঞানাবলম্বনে সনাতন-ধর্ম্ম লভ্য নহে

(শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ...)

জ্ঞান—দ্বিবিধ—অক্ষজ ও অধোক্ষজ। আমরা যখন মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হই, তখন আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমরা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা জিহ্বা-ত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালনা করিতে পারি, তখন ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারে পার্থিব স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুবিষয়ক যে ধারণা সমূহ মনে আস্থান করিল, তাহাকে অক্ষজজ্ঞান বলে। অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়—সুতরাং ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানই অক্ষজজ্ঞান।

চক্ষু-কর্ণ নাসিকা-জিহ্বা-ত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অতান্ত শক্তিবিশিষ্ট এবং অসম্পূর্ণ। আমরা দূরস্থিত দ্রব্যসমূহ চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারি না। যে জল অতীব পরিষ্কার বলিয়া পান করি, অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে সেই জলে অসংখ্য কীট দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষু অণুবীক্ষণ সাহায্য ব্যতীত তাহাকে ঐ কীটসমূহ দর্শন করিতে অসমর্থ। কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা দূরোত্থিত শব্দ শ্রবণ করিতে পারি না। নাসিকা যে সমস্ত বস্তু আঘ্রাণ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্য বস্তুর আঘ্রাণ-সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞানদান করিতে অক্ষম। জিহ্বা যে সকল দ্রব্য আস্বাদন লাভ করিয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর আস্বাদন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। ত্বক্ও যাহা স্পর্শ করিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য বস্তুর স্পর্শ বিষয়ক জ্ঞান দান করে না। ... বস্তু বুঝাইয়া উপস্থিত হইলে অথবা রোগাদি দ্বারা পীড়িত হইলে, এই অপটু ইন্দ্রিয় সমূহ অধিকতর অপটু অথবা একেবারে কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়ে। এরূপ অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় সাহায্যে অর্জ্জিত জ্ঞান কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এইজন্য অক্ষজজ্ঞান পরিমিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইবার যোগ্য। অক্ষজ-জ্ঞান ... চিকিৎসা-প্রণালী, ... এবং বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাপার সমূহ পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে ... অক্ষজজ্ঞান ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই চতুর্ব্বিধ দোষযুক্ত—

ভ্রম—বিষয়জ্ঞান ... অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, যথা—শুক্তিকাতে রজত মরীচিকায় জলবোধ।

প্রমাদ—অনবধানতা যে সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহাতে অনেকাংশেই যে ভুল থাকে।

করণাপাটব—করণশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অপটুতারূপ দোষহেতু যে ভুল সিদ্ধান্ত কৃত হয়।

বিপ্রলিপ্সা—সন্দেহ, বঞ্চনেচ্ছা।

এইরূপ অপটু অক্ষজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়াতীত) শ্রীভগবত্তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহ জগতে সেই পরতত্ত্বের যৎটুকু অংশ ও বিভূতির প্রকাশ আছে বা প্রকাশমান্, তৎটুকু অংশ ও বিভূতির অনুশীলনের দ্বারা সেই ভগবত্তত্ত্বের যতটুকু গোচর হইতে পারে—তাহাকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জানিব, যথার্থ পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইব না, কারণ অসম্পূর্ণ জড়েন্দ্রিয়দ্বারা জড়াতিরিক্ত অপ্রাকৃত সর্ব্বোচ্চ বিষয়ের জ্ঞান কোন ক্রমে সম্ভব নহে। শ্রীভগবত্তত্ত্বের অংশ স্বরূপ, জগদন্তর্গত, বিশ্বজনক পরমাত্মা এবং বিভূতি স্বরূপ ব্রহ্মই, তখন আমাদের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং পরমাত্মাতে সমাধি ও ব্রহ্মে লীন হইয়া মোক্ষ লাভ করাই চরমশ্রেয়ঃ বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই মোক্ষ সম্বন্ধে "মুক্তি সনাতন ধর্ম্ম নহে" শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

বেদে উক্ত হইয়াছে—শ্রীভগবান অণু হইতেও অণু এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ' অর্থাৎ যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের অপূর্ব্ব একত্র সমাবেশযুক্ত। এই সকল বেদবাক্য অক্ষজজ্ঞানিগণের ধারণাতীত ব্যাপার। বস্তু হয় ক্ষুদ্র, না হয় বৃহৎ অথবা সমাকারের হইবে, যুগপৎ ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ হওয়া একটা অসম্ভব কাণ্ড। এই জন্য অক্ষজ্ঞানীর পরতত্ত্ব 'বৃহৎ' বিশেষণ যুক্ত। তাঁহারা বুঝেন না যে, শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন—যুগপৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্ররূপে অবস্থান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে—ইহা তাঁহার ভগবত্তারই পরিচায়ক। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্।"

অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞানী বাচস্পতিগণ তপস্যাদি কর্ম্ম, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগ-সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে সমর্থ হন নাই।

বেদান্ত বলেন—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট সম্বন্ধ শাস্ত্র সমূহের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইলে পরতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। অক্ষজজ্ঞানীর প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, তপস্যাদি কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা সে পরতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নহে। পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ না হইলে, তদীয় সেবারূপ সনাতনী ভক্তিধর্ম্মের উদয় অসম্ভব।

অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ, পরমমঙ্গল লাভের ইচ্ছা থাকিলে অসম্পূর্ণ অক্ষজজ্ঞানের বড়াই না করাই ভাল। পরতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরুর নিকট শাস্ত্র পাঠ করত শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও তদ্ভজন সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া, স্ব স্ব পরমমঙ্গল সাধনে তৎপর হওয়াই যুক্তি-যুক্ত। ইতি

শ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।

কৈতব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীপরমেশ্বরের জীবশক্তির তটস্থ-স্বভাববশতঃ এবং অণুত্বধর্ম্মহেতু যে চেতনতার সদ্ব্যবহার ফলে নিত্য সেবক রূপে চিদ্রাজ্যে বিচরণ করিয়া সতত নিত্যানন্দলাভে সমর্থ হয়, আবার অসদ্ব্যবহার ফলে 'স্বয়ং ভোক্তা' এই অভিমানের প্রাবল্যে ভগবানের ছায়া-শক্তি মায়ার সৌন্দর্য্য-বশীভূত হইয়া যখনই তৎপ্রতি ভোগ্যবুদ্ধিতে ঈক্ষণ করে, তখনই সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহদ্বয় ধারণ করিয়া অচিদ্রাজ্যে পতিত হয়। তখন হইতেই তাহার বাসনা প্রবল হইয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। স্ব স্ব বাসনা চরিতার্থ করিতে মায়াদেবীও নানা প্রকারে তাহার ভোগের ইন্ধন যোগাইতে থাকেন। কখনও মনে করিল বিহগাদির জীবন বেশ স্বচ্ছন্দ, তাহাতেই অত্যন্ত অভিনিবেশ-বশতঃ মৃত্যুর পর বিহগরূপে জন্মলাভ করিল, আবার তাহাতেও ত্রিতাপ ভোগের ফলে মৎস্যাদি জলজপ্রাণীর অভিনিবেশ-ফলে তজ্জন্ম লাভ করিয়াও ত্রিতাপের হাত হইতে অব্যাহতি না পাইয়া অন্য প্রকার আকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পণ করিল, তদুপযোগী দেহও গঠিত হইল। এই প্রকারে জীব কোটি কোটিবার নানা যোনি পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার বাসনার পরিসমাপ্তি হয় নাই, জন্ম মরণ মালারও অন্ত নাই। কদাচিৎ অজ্ঞাত সুকৃতি বলে ক্রমোন্নতি ক্রমে যদি মানব জন্ম লাভ হয়, তখন সদসদ্ বিচার-বুদ্ধি পাইয়াও সে শতমুখী ভোগ-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিবার উপায় সৃজন করিয়া ফেলে। স্থূল শরীরেই আত্মবোধে কখনও মাংসদ্বারা মাংসবৃদ্ধি করিতে, কখনও চর্ব্বি দ্বারা দেহে তেজ বৰ্দ্ধন করিতে, কখনও বা রোগাদি দ্বারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্য প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ-গ্রহণ করিতে চেষ্টাবান হইয়া থাকে। আবার তদুপযোগী অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ হইতে হইতে অর্থের মোহিনী শক্তি বলে তাহাতেই অত্যধিক স্পৃহাবান্ হইয়া অর্জ্জন, রক্ষণ, ব্যয়াদিতে সর্ব্বদা নানা দুঃখ ভোগে রত হয়। যাহা তাহার আনন্দজনক মনে করিয়াছিল, তাহাই চরমে নিরানন্দ দান করিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হয়। আবার কাম ও অর্থাদিলাভের অনুকূল বলিয়া কদাপি বা দেবারাধনা যোগ, যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রতী হয়। পুনঃ পুনঃ ভোগেও সন্তুষ্টি না পাইয়া আবার ভোগের ইন্ধন সংগ্রহার্থ কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ সঙ্কোচ করিয়া যদিও তাৎকালিক সেবা-চেষ্টা রূপ যজ্ঞ হোম তপ আদির ছলনা প্রদর্শন করে, তথাপি বাসনার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাওয়ায় রাজ্যং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি, ইত্যাদি প্রার্থনাময়ী দেবারাধনার প্রবৃত্ত হয়। সে ঐ সমস্ত দেবতার শক্তি অনুসারে এবং তাহার কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কপট আরাধনাক্রমে দেবীধামান্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবনে ভোগ-বাসনা সফল করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হইতে পারে। আবার যে জীব ভোগে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ফল্গু বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়, সে ক্রমে সালোক্যাদি অভীষ্ট মুক্তির পথে গমন করিতে পারে। অতএব আদিতে যে বাসনা-ক্রমে দেবীধামে পতন ও তজ্জন্য মোহ, অন্তেও সেই দেবীর শাসনপরাকাষ্ঠারূপ ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপ নিতান্ত হেয় ফল লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন জড়ভোগহীন মুক্তিবাদিগণ চরমে চিৎক্রিয়াহীন সুপ্তচেতন স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হন। শ্রীরামানন্দরায়ের সহিত প্রশ্নোত্তর ক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুও শিক্ষা দিতেছেন, যথা—

'মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি? স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥' অতএব দেবীধামস্থ চেতন-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হইয়া চরমফল পাইলেন, প্রস্তরত্ব লাভ। আবার মুক্ত হইয়া কাহারও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমনের সৌভাগ্য হইলেও পুনরায় দেবীধামে প্রত্যাবর্ত্তন যোগ্যতাই থাকিল। ফলতঃ বিলম্বেই হউক বা অচিরেই হউক মহামায়ার রাজ্যে আসিয়া পুনর্ব্বার ত্রিতাপ-ভোগ তাঁহাকে করিতেই হইবে, তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। এই যে অনাদি-বাসনা ইহাই শাস্ত্রাদিতে 'কৈতব' নামে উক্ত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

স্বস্বরূপ

(প্রাপ্ত)

বেদে আছে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। সেই পরব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে "স্ব স্বরূপ" জানিতে হয়। পরম ভাগবত সাধু গুরুই আমাদিগের স্ব স্বরূপ জানাইয়া দেন। আদৌ চাই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা মানে সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধাক্রমে সাধুসঙ্গ না হইলে কেহই নিজেকে নিজে জানিতে কোন দিন সমর্থ হইবে না। কঠোপনিষদে জানিতে পাই, পরম ভাগবত ধর্ম্মরাজ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রীনচিকেতাকে এই পরমগুহ্য তত্ত্ব কথাটি শ্রৌত পন্থায় শিষ্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যমরাজ প্রথমে শিষ্যকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, পার্থিব ধন, ইন্দ্রতুল্য অতুল ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী কামিনী, তুরগ অগ্নিবিদ্যা প্রভৃতি নচিকেতাকে দান করিতে চাহিলেও তিনি ঐ সমস্ত দুর্লভ ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত জনের মনোহারিণী হইলেও তুচ্ছ বোধে উপেক্ষা করিয়া জীবের মঙ্গলপ্রদ পরমার্থ তত্ত্ব সার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশ্ববাসীকেই নিগূঢ় "জীবতত্ত্ব" শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসী ধামে চন্দ্রশেখর ভবনে অবস্থিতি কালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে এই স্ব স্বরূপ প্রাপ্তির উপায় স্বয়ং শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন, প্রভু, কে আমি? আমার স্বরূপ কি, এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ, আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাকে উপদেশ করুন। শুনিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হউক। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষার সর্ব্ব প্রথমেই জীবের স্বরূপ বিচারে জীবের স্বরূপ সুসিদ্ধান্ত মতে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবের স্বরূপ ও বন্ধনজনিত দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়! ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥" অর্থাৎ আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক, এই তাপত্রয় আমাকে কেন জর্জ্জরিত করিতেছে? 'সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥' শ্রীমহাপ্রভু অযাচিত কৃপা পূর্ব্বক বদ্ধজীবের মঙ্গলার্থ উপদেশ করিয়াছিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব

নাদি বহির্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। চিজ্জগৎ এবং অচিজ্জগতের মধ্যস্থানে জীবের অবস্থিতি। কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া অনাদি কাল বহির্মুখ অবস্থায় বদ্ধ দশায় জীবের এই সংসার-যাতনা। স্বস্বরূপ প্রাপ্তিতে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়া সমস্ত তাপ হইতে জীব মুক্ত হইয়া থাকে।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছোটে 'পায়' শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

প্রার্থনা

শুন হরি মম নিবেদন।
তুহুঁ কৃপা সাগর হাম পামরবর
কৃপাময় কুরু অবধান॥ ১॥

সাধু গুরু তুয়া নাম, রূপ, লীলা, গুণগ্রাম
জগ মাঝে বরণে অমৃত।
হাম মন্দ পাপী মন নাহি ভেল নিমগন
কুবিষয় বিষপানে মত্ত॥ ২॥

কামাতুর অবিনীত তোহে বহির্মুখচিত
শোক ভয় ভাবনা পীড়িত।
তব কথা সুধাসার সুমাধুরী পারাবার
তঁহি মন না মানে সম্প্রীত॥ ৩॥

বৈছে সর্পিণী গতি ওছি ভন মঝু গতি
টানত নিজ নিজ ধাম।
রূপ রস শবদ গন্ধ পরশ,—মদ
মত্ত মন ধাওত দোঠাম॥ ৪॥

কুবিষয় জড় রসে রসনা রসাওল
শ্রবণ দরশন কৎ।
উদর ভোজনালয় — মন সো বিষয় চয়
পশু বৈছে কণ্টক পর্ণ॥ ৫॥

করম শকতি কতি কতি গেও মতি রতি
বুদ্ধি গতি দূর হি দূর।
তব পদ-সন্নিজ ভক্তিমধুপাননিজ
তেজলুঁ অমিয়াক পূর॥ ৬॥

'পদানে' প্রধান মানি কাচে' কাঞ্চন গণি
ভৈগেলুঁ প্রকৃতিক দাস।
সাধু গুরু কৃপালেশ সুমঙ্গল সবিশেষ
এজনম দাসকি আশ॥ ৭॥

স্বাস্থ্য-সমাচার

বিবিধ কারণে মূর্চ্ছার উদয় হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে সাধারণভাবে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে যে সমুদয় রোগী প্রায়ই মূর্চ্ছাগত হন, তাঁহাদের নিকট আমাদের একটী নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন কখনও একাকী কোথাও ভ্রমণে বহির্গত না হন—কখনও অগ্নির নিকট না বসেন, নদীতে স্নান করিতে না যান। যদিও এই কথাটী অতি সাধারণ এবং সকলেই অবগত আছেন, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, রোগী এবং রোগীর অভিভাবকগণ পর্য্যন্ত এতদ্বিষয়ে অমনোযোগী থাকেন, ফলে জলে অগ্নিতে পাথর বা অন্য কোন কঠিন বস্তুর আঘাতে প্রায়ই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত রোগীর অকস্মাৎ মৃত্যুর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রোগীর মৃত্যুর পরে, "পূর্ব্বে কেন সাবধান করিলাম না," এই বলিয়া তাহার অভিভাবক, আত্মীয় স্বজনগণ কতই না শোক করিয়া থাকেন কিন্তু সময় হারাইয়া শোক করিলে আর লাভ কি?

রোগীর মূর্চ্ছা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শায়িত অবস্থায় রাখিবে, গলার এবং কোমরের বস্ত্রাদি খুলিয়া দিবে, ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিবে, কপালে ঠাণ্ডাজল অথবা অডিকলম প্রয়োগ করিবে, মস্তকে বাতাস দিবে, চক্ষুর ভিতর জলের ঝাপটা দিবে। হাত পায়ে বোতলের গরম জল ভরিয়া সেক দিবে। শুশ্রূষাকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপর একটী লোককেও ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে এবং গৃহের সম্মুখে জনতা অথবা কোন প্রকার গণ্ডগোল যাহাতে না হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

অনেক সময় রোগী মূর্চ্ছা অবস্থায় দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিয়া থাকে। এই অবস্থা যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার জন্য দন্তপাটি দ্বয়ের মধ্যে একটী তোয়ালে রাখিয়া দিবে। এই সব ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইবে।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

(স্থানীয়)

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান সম্বন্ধে গোলযোগ

শুনা গেল, গত ২৬শে জুন সন্ধ্যায় কুলিয়া সহর নবদ্বীপে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্য হইতে অবসর দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সদানন্দ বাবুকে নাকি তাঁহার পদত্যাগ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করা সত্বেও তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। ৯জন কমিশনার তাঁহাকে সরাইবার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন।

আমরা সদানন্দ বাবুকে একজন লোকপ্রিয় বলিয়াই জানিতাম, হঠাৎ তাঁহাকে এরূপ জন-সাধারণের অপ্রীতিভাজন হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। লোকে তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চয়ই কোন মর্ম্মান্তিক ব্যবহার পাইয়া থাকিবে বলিয়াই মনে হয়, নতুবা আমরা তাঁহার এরূপ অবনতির বিষয় লক্ষ্য করিবার অবসর পাইতাম না। যাহা হউক ভিতরের গূঢ় রহস্য ভেদ হইলেই আমরা নিরুদ্বেগ হইতে পারি।

বিশ্বাসঘাতক চাকর

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া নিষিদ্ধ, ইহা নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। যাহার উপর সেই অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি—যাহার আনুপূর্ব্বিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহাকে যদি গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহার কুফল যে অবশ্যম্ভাবী ইহা সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে। সম্প্রতি নবদ্বীপ সহরে এইরূপ একটি ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গতকল্য তত্রত্য সবডিবিসনাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত * * * বাবুর বাটীতে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। ডাক্তার বাবু কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গেলে, তাঁহার একটি উড়িয়া চাকর এবং এক চাকরাণী বাটীতে থাকে। দিবা একটা কি দুইটার সময় চাকরাণীটী ঠাকুর দর্শনে যাইতেছি বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া যায়। চাকরটী এই অবকাশে ডাক্তার বাবুর এক সেট সোণার বোতাম ও এক যোড়া শাল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করে। চাকরাণী বাটী আসিয়া ঐ চাকরটাকেও দেখিতে পায় না এবং ঐ সকল দ্রব্যাদিও ঘরে নাই বলিয়া সকলকে ইহা প্রকাশ করে। পরে থানায় সংবাদ দিলে অনুসন্ধান চলিতে থাকে। ফলতঃ এখনও কোন কিনারা হয় নাই।

(ভাবতীয়)

পূর্ব্বস্থলী
বৃহৎ কুম্ভীর

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ১২ই আষাঢ় বেলা ১১ ঘটিকার সময় পূর্ব্বস্থলী বাজারের সন্নিকটস্থ গঙ্গার স্নানের ঘাটে উক্তগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত চারু গোপাল রায় স্নান করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে একটী ১৮।১৯ (?) হাত পরিমাণ কুম্ভীর ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি আহত হইয়াছেন। তাঁহাকে স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্, বি চিকিৎসা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণকন্যার সতীত্ব

পূর্ব্বস্থলী নিবাসী শ্রীযুত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী চিন্তামণি দেবী তাঁহার স্বামীর এক বন্ধুর সহিত রাত্রিযোগে বাটী হইতে পলায়ন করেন। ছয়মাস অন্তর্দ্ধানের পর শনিবার নিকটস্থ এক কুলিপাড়াতে ধরা পড়েন। শ্রীযুত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কন্যাকে সমাজ ভুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্বস্থলী বৈদিক সমাজকে অনেক অনুরোধ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুত নলীনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত শৈলেন্দ্র কুমার রায় প্রভৃতি সমাজের নেতৃগণ কেবল ডাক্তার শ্রীযুত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত দীনেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত সুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ও শ্রীমান শরদিন্দু নাথ ভট্টাচার্য্য ব্যতীত আর আর সকলেই তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়াছিলে। গত ১২ই আষাঢ় সন্ধ্যার সময় ঐ সম্বন্ধে একটী সামাজিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং তাহাতে এই মন্তব্য প্রকাশ হয় যে, শ্রীমতী চিন্তামণি দেবী চিরদিনের জন্য সমাজচ্যুত হইলেন। উপস্থিত দুই দলই একত্র হইয়াছে।

মেথর ধর্ম্মঘট

প্রায় সমগ্র কলিকাতা নগরীতেই মেথর ও ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মঘটীরা প্রতিজ্ঞা করিতেছে যতদিন তাহারা বেতন বৃদ্ধি না পাইবে, ততদিন তাহারা ধর্ম্মঘট চালাইবে। সহরবাসী এই ব্যাপারে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। কলিকাতার বড় বড় রাস্তাঘাট যদি দু'একদিন পরিষ্কার না করিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু সহরের লোক জানেন, লেন ও বাইলেন গুলি পরিষ্কার করিতে দু'একদিন ত' অনেক দূরের কথা, দু একঘণ্টা মাত্র বিলম্ব হইলে মানুষের চলাফেরার পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য হইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষ যত শীঘ্র পারেন ধর্ম্মঘট মিটাইবার চেষ্টা না করিলে সহরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

মহিষাদলের জমিদারী কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডে

গত ২৫শে জুন হইতে মহিষাদলের জমিদারী মেদিনীপুর কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডে গেল। সাব্‌ডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবচরণ মিত্র সাময়িক ভাবে চার্জ্জ লইয়াছেন। মহিষাদলের রাজার ৩টী পুত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স ১২ বৎসর।

কলিকাতা পোর্টের নূতন কমিসনার

বঙ্গীয় বণিক্ সভার এক বিশেষ সাধারণ সভায় মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জীকে কলিকাতা পোর্টের একজন কমিসনার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র নাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০ দিন যাবৎ ডাঃ রাজেন্দ্র নাথ শীলের আতিথ্যে থাকিয়া গত ২৬শে জুন প্রাতে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন, তথা হইতে শান্তিনিকেতন রওনা হইবেন।

ঋণপত্র জাল

প্রকাশ যে, বোম্বাই একাউন্টাণ্ট জেনারেল অফিসের একজন পার্শী ক্যাসিয়ার আয়ল দলিল ও জাল করিতে পারিত। সম্প্রতি সে ব্যক্তি এক মূল্যবান ঋণপত্র জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ২৬শে জুন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হইয়াছিল। আসামী এক হাজার টাকার জামীনে খালাস আছে। শুনা যায়, আসামী ৮০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

কলেজ-সাহায্য-কল্পে সরকারের কমিটী গঠন

সিটি, বিপণ ও বিদ্যাসাগর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সরকারের নিকট নিয়মিত মাসিক সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। ইহার আলোচনা ও সর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য সরকারের বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার, শ্রীযুক্ত জে, সি, মিত্র মিঃ জি, হাওয়ার্ড, ডাক্তার চুণীলাল বসু, ডাক্তার জেঙ্কিন্স এবং শ্রীযুত জে, এন, মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভাইস্ চেন্সেলার মহোদয় সভাপতি পদে এবং শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চিদম্বরম বিশ্ববিদ্যালয়

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে চিদম্বরম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিল উত্থাপিত হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার আণ্ডার গ্রাজুয়েটের পাঠের এবং আর্টস বিজ্ঞান ও প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হইবে তাহাতে মোট পাঁচ লাখ টাকা খরচ পড়িবে। স্কুল হইতে ২ লক্ষ, গাইন হইতে ১ লক্ষ এবং প্রাদেশিক ভাণ্ডার হইতে দেড় লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে, স্থির হইয়াছে।

পরলোকে মেজর জেনারেল স্যাণ্ডব্যাক

মেজর জেনারেল আর্থার এডমণ্ড স্যাণ্ডব্যাক ৬৯ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিশর যুদ্ধে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সুদন যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের মিলিটারী সেক্রেটারীপদে উন্নীত হন। ভারতবর্ষে অবস্থান কালেই তিনি কর্ণেলের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মযুদ্ধে এবং নীলনদী সংক্রান্ত অভিযানেও তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে এরূপ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ সরকার বাহাদুরের নিকট তিনবার তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন।

নরহত্যায় দ্বীপান্তর

গগন নামক একব্যক্তি এবং আরও ১৬ ব্যক্তি পটুয়াখালীর ছুই জন লোক সহ উক্ত গ্রামের আজিমদ্দি পাটোয়ারীকে হত্যা করিবার অপরাধে অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, কে, তালুকদারের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে ১০ জন মুক্তি পাইয়াছে, অবশিষ্ট ৭ ব্যক্তি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

ভদ্রঘরের ছেলেদের

গৃহদাহ, চুরি, সিঁদেলচুরি প্রভৃতি অপরাধে বয়স ১২ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে ৬ জন ভদ্রঘরের বালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় সহরে খুব হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে জমিদার পুত্র এবং তাঁহার আত্মীয়ও আছে। অন্যান্য বড় বড় কর্ম্মচারীদের ছেলে ধরা পড়িয়াছে। ধুবড়ীর সিনিয়ার এসিষ্টেণ্ট কমিশনার মিঃ হকের এজলাসে তাহাদিগকে হাজির করিলে পর, তাহাদের একজন দোষ স্বীকার করিয়াছে। উক্ত বালক ব্যতীত আর সকলেই ২০০ শত টাকার জামিনে খালাস পাইয়াছে।

মেক্সিকো সরকারের ভারতীয় মন্ত্রী

কানপুরের "প্রতাপ" বিশেষসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন, মেক্সিকো জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পাণ্ডুরং সদাসন খোজে মেক্সিকো সরকারের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কৃষি বিভাগের ভার পাইয়াছেন। অধ্যাপক খোজে বহুদিন যাবৎ বিদেশে বাস করিতেছেন।

(বৈদেশিক)

সমুদ্রবক্ষে জাহাজে ১৪ লক্ষ টাকা চুরি

লণ্ডনের ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, নিউইয়র্ক হইতে "লেভিয়াথন" নামক যাত্রী জাহাজ অদ্য লণ্ডনে পৌঁছিলে দেখা যায় যে, উহার মেলব্যাগ হইতে ১লক্ষ পাউণ্ড চুরি গিয়াছে। ব্যাগগুলি সব উত্তমরূপে শীলমোহর করা ছিল এবং জাহাজের সুরক্ষিত লৌহ কামরায় রাখা হইয়াছিল। সশস্ত্র প্রহরিগণ সেই কামরার চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতেছিল। ঐরূপ অবস্থায় কি প্রকারে ব্যাগের ভিতর হইতে মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি গেল তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সমুদ্রবক্ষে ঐরূপ সাহসিক চুরি শীঘ্র অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ডাকাতি লইয়া নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

নিউইয়র্ক হইতে ব্যাগগুলি যখন জাহাজে তোলা হয়, তখন রীতিমত সামরিক পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং থলেগুলি ঠিকমত গালামোহর দিয়া বন্ধ করা ছিল। লণ্ডনে পৌঁছিলে দেখা যায় যে, ব্যাগের মুখ ঠিক আটকানই আছে,-কিন্তু ভিতরের দ্রব্যগুলি অপহৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মেলরুমের ভিতর একজন লোককে লুকায়িত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি বিনা টিকিটে আত্মগোপন করিয়াছিল, জাহাজ নিউইয়র্ক হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

জেনারেল নোবাইলের উদ্ধার লাভ

ইকহলমের ২৫শে জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কাপ্তেন টর্ণবার্গ জেনারেল নোবাইলকে অনেক কষ্টের পর বরফ হইতে উদ্ধার করিয়া ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিগণকে উদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। কাপ্তেন এমাণ্ডসেন যে কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

'লর্ড' উপাধি প্রত্যাখ্যান

লণ্ডন ২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কমন্স সভার ভূতপূর্ব্ব স্পীকার মিঃ হুইট্‌লিকে 'লর্ড' উপাধি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্পীকার কোন ব্যক্তিগত কারণে সম্রাট দত্ত সে সম্মান স্বীকার করেন নাই। স্পীকারের সেক্রেটারী কর্ণেল ভার্ণেক 'স্যার' উপাধি পাইয়াছেন

আফগান রাজদম্পতি

আফগানিস্থানের রাজা ও রাণী গত বুধবার স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। হীরাটে তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা ১লা জুলাই কাবুলে আসিবেন, সেজন্য কাবুলে রাজদম্পতির অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন চলিতেছে।

লণ্ডনে বৌদ্ধ মন্দির

কলম্বো হইতে ৩জন বৌদ্ধ ভিক্ষু লণ্ডনে গিয়াছেন। তথায় রিজেন্ট পার্কের গ্লুষ্টার রোডে একটী বুদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য।

লণ্ডনে আর্য্যভবন

লণ্ডন ২৭শে জুন তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ৩০নং বেলসাইজ পার্কে উক্ত দিবস ভারতবাসীদের জন্য 'আর্য্যভবন' নামে একটী নূতন বাসস্থানের দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে। ইহাতে নবাগত ভারতীয়দিগের বিশেষতঃ একটু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের খুবই উপকার হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়িগণই এই গৃহ নির্ম্মাণে বিশেষ উৎসাহী। মিঃ জি, ডি, বিরলা ও মিঃ রামগোপাল মেটা প্রভৃত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। নবগৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়, স্যার রেজিনাল্ড ক্রাক ও তাঁহার পত্নী, স্যার রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিসেস্ এস ডি সেশুন, স্যার গণেশ রায় ও তৎপত্নী, ডাঃ আর পি, পরাঞ্জপে এবং মিঃ এম, এন, মল্লিক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

বহুমূল্য পুস্তক

গত ২৬জুনের ফিলাডেলফিয়া সংবাদে প্রকাশ, একজন মার্কিণ সংগ্রাহক ৩০ হাজার পাউণ্ড বা প্রায় ৪লক্ষ টাকা মূল্যে 'এলিস ইন্ ওয়ান্ডারল্যাণ্ড' নামক একখানি পুস্তকের ম্যানাস্ক্রিপ্ট এবং প্রথমসংস্করণের একখানি প্রিণ্টেড কপি ক্রয় করিয়াছেন পুস্তকখানি নাকি বহুমূল্যবান্ ও দুর্লভ।

মিঃ লয়েড জর্জ্জের প্রবন্ধ লিখিয়া আয়

মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সাংবাদিকের কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া লিবারেল পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবেন। মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ নাকি প্রবন্ধ লিখিয়া ৬বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৫লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন প্রবন্ধ লিখিবার জন্য এতটাকা পৃথিবীতে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৪ই আষাঢ়, সোমবার—১৩৩৫।

শ্রীক্ষেত্র-প্রসঙ্গ

ভক্তি—আত্মার নিজবৃত্তি ; মনুষ্যের ভাগ্যে তাহার উদয় হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সকল মানুষে তাহা দেখা যায় না ; যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই নিকট ভক্তের আদর আছে। অভক্ত কখনই ভক্তি দেখিতে পায় না। ভক্তি-মান্ই সৌভাগ্যবান্।

পুরী জেলার বর্ত্তমান কলেক্টর রায় দয়ানিধিদাস বাহাদুর উৎকল দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রণী। তাঁহার ভক্তির পরিচয় আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কয়েকদিবস পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রাজসভার ভক্ত প্রচারকগণের নিকট হইতে হরি-কথা ও হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া স্বীয় সুপ্ত ভক্তিবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ পদ-গৌরবে স্ফীত হইয়া ভক্তের অনাদর করেন ও ভক্তগণের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করিয়া অভক্তকে ভক্ত-পদে কাল্পনিকভাবে স্থাপন করেন। আমরা এই প্রকার হরি-সেবা-বৈমুখ্যের আদর করিতে পারি না। রায় বাহাদুর অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া এরূপ উচ্চপদে অবস্থিত হইলেও তাঁহার পরমার্থ-প্রবৃত্তি অনেকের উপকার করিতে সমর্থ হইবে।

ভক্তিমান্ জনগণই তাঁহাদের সম-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাদর জানেন। যাহাদের চিত্তকে মুক্তিমান্ দম্ভ গ্রাস করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ভগবান্ করুণা প্রদর্শন করেন না, মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষবাদ প্রচার করায়, গৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন যে, "কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥"—এই কথা শ্রীচৈতন্য নিজ প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথদেবে অর্চ্চাবিগ্রহে বিগতবর্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান সেবকগণের আচরণ পূর্ব্বের প্রকাশানন্দের আচরণের সহিত সমান হওয়ায় কি এরূপ লীলা জগন্নাথদেব প্রদর্শন করিয়াছেন ?

রায় বাহাদুর দয়ানিধিদাসের পার-দর্শিতা ও বর্ত্তমানবর্ষের রথযাত্রোপলক্ষে যাত্রিগণের সুব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এতদ্দেশের যাত্রিগণ তজ্জন্য সুখী হইবেন যে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর যাত্রিগণের রথযাত্রাকালীন সাহায্যে আবশ্যক না হয়, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ম্যাজি-ষ্ট্রেট বাহাদুরের সৌজন্যে সকলেই পরিতুষ্ট।

মন্দিরের পূর্ব্বদিকে "এমার মঠ" নামক একটী প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে। বর্ত্তমানকালে সেই মঠের মহান্ত মহারাজ গদাধর রামানুজদাস অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থাপিত "রঘুনন্দন পুস্তকাগার" পাঠার্থিগণের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সৌজন্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয়বন মহারাজ উক্ত দেবালয়ে হরিকথা বলিয়াছিলেন। মহান্ত মহারাজ আগন্তুক-গণের যথাবিধি সমাদর করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরাধাকান্ত মঠের বর্ত্তমান মহান্ত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণদাস মহারাজ অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হইয়াছেন। শ্রীআলালনাথে থাকাতে শ্রীমহাপ্রভুর পূর্ব্বস্মৃতির পুনঃসঞ্জীবন হয়, সে-বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ যথেষ্ট আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ভগবদ্ভজনে নানাবিধভাবে সহায়তা করিয়া নিজ উচ্চপদের মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। আমরা দিন দিন মহান্ত মহারাজের উত্তরোত্তর প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হইতে ইচ্ছা করি।

শ্রীহরিদাসঠাকুরের সমাধি বাটীতে নব্য-কল্পিত চড়াগান দ্বারা যে অবৈধভাবে রসাভাস দোষে শুদ্ধভক্তগণের শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল, আমরা তাহার আদর করিতে পারি না। শুনা যায়, একটী তত্ত্ববিরোধী মাঠাধ-নামধারী ব্যক্তি এরূপ অবৈধ-কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের হিংসা-বৃত্তি অপসারিত করিয়া সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন। কিছুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী গীতার "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং" শ্লোকটী অনেক সময় বলিতেন, তাহার বিচার বৈপরীত্য তাঁহার অনুগত জনগণের আরাধ্য বিষয় না হউক,—ইহাই আমরা আশা করি।

আবার, ঠাকুর হরিদাসের সমাধি স্থলে কতকগুলি কদাচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতেও শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। শ্রীহরিদাসের বিগমে তৎকালে সেবাইতগণ প্রসাদপরিবেশনের আবরণে ভূরি ভোজন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবী দেবী মার্ত্তগণ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার বাসনায় একাদশীর দিনে শ্রীজগন্নাথের

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

গত ১৪ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীহরিশয়নৈকাদশী হইতে শ্রীচাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ চান্দ্রমাস, কেহ বা সৌরমাস ধরিয়া 'চাতুর্ম্মাস্য' কাল গণনা করিয়া থাকেন। সৌর-মাসানুযায়ী ১লা শ্রাবণ হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ এবং কার্ত্তিক-সংক্রান্তিতে শেষ হইবে। চান্দ্রমাসানুসারে চাতুর্ম্মাস্যকাল শয়নৈকাদশী হইতে উত্থানৈকাদশী অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে রাস পূর্ণিমা পর্য্যন্ত।

বেদশাস্ত্রের অনেকস্থলে চাতুর্ম্মাস্যবাসী ও চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের ও সৎকর্ম্মিগণের জন্য চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি বিবিধ শাস্ত্রেও চাতু-র্ম্মাস্যব্রতের উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তিকালের স্মৃতি-নিবন্ধ গ্রন্থে চাতুর্ম্মাস্য-বিধান স্মার্ত্ত ও পরমার্থী উভয়ের জন্যই ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। পরমার্থ-স্মৃতিনিবন্ধ শ্রীশ্রীহরি-ভক্তি বিলাস এবং রঘুনন্দনীয় স্মৃতিনিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্যব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতি-ধর্ম্ম-নিরূপণে পাঠ করিয়া থাকি—"একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্ বর্ষাভ্যো-ঽন্যত্র বর্ষাস্তু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥"

প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু পারমার্থিকগণ প্রত্যহই শ্রীভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অবৈধ হিংসা হইতে ও সর্ব্ববিধ পাপ হইতে সকল সময় পৃথক্ থাকেন। তাদৃশ পরিচর্য্যা-কাঙ্ক্ষিগণ যদি স্মার্ত্তের পদানুসরণে একা-দশীর দিবস প্রসাদ সম্মানের কৈতবে বিবিধ গ্রাসের আবাহন করেন, তাহা হইলে উহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ঠাকুর হরিদাসের সমাধি—গৌড়ীয় জনসাধারণের সেব্য বস্তু। সেই সমাধির সন্নিকটে আধুনিক নব্যপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভক্তগণের হৃদয়ে আঘাত লাগে। মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে তথায় কাল্পনিক চড়া অষ্টপ্রহর গান কখনই বিহিত নহে। যাহারা এরূপ পূর্ব্ব-সদাচার-বহির্ভূত কার্য্যে যোগদান করে, তাহাদের বিচার-বৈষম্য আমূল শোধিত হওয়া আবশ্যক। সনাতন সদাচারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে মনোধর্ম্ম-বশতঃ নানাপ্রকার অসৎ মত-কেই সাধুর আচরণ বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত হইবে। অনভিজ্ঞ সমাজে তত্ত্বান্ধতা প্রবলভাবে চলিতে পারে। কিন্তু তাদৃশ প্রচলন ভক্তিপথের পথিকের গ্রহণীয় কিনা সে বিষয়ে আলোচনা কর্ত্তব্য।

কিন্তু পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের চাতুর্ম্মাস্যব্রত যজনে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ব্যবহারিকগণ যেরূপ ফলপ্রাপ্তিতে লুব্ধ হইয়া নিজকে ফলভোগী জ্ঞানে বিষ্ণু একাদশী ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন, অথবা আরোহবাদী মোক্ষকামিগণ ফলত্যাগ বা চিত্ত শুদ্ধির জন্য নানা বিধ ক্রিয়ায় অভিনিবেশ করিয়া থাকেন, পারমার্থিকের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সেরূপ নহে। পারমার্থিকের হরিশয়নকালে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাপনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (২য় প্রঃ ১ম অঃ ১ম খণ্ড) যে—"অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ—অক্ষয়-স্বর্গকামী হইয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাজন করিবে—প্রভৃতি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ফলভোগকামী কর্ম্মিগণের অধিকারের জন্য ব্যবস্থাপিত হইলেও বেদান্তাদি শাস্ত্রে সেরূপ কর্ম্মের আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু তত্ত্ববাদিগণকে বলিয়াছিলেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হইতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

ফলভোগকামী কর্ম্মী বা নির্ভেদ জ্ঞানীর চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাজন কর্ম্মাঙ্গ মাত্র। ঐ রূপ কর্ম্মাঙ্গ কখনও প্রেমভক্তির জনক হইতে পারে না। লোক-শিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং, পরমহংসকুলাগ্রণী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণও শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত যাজন লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠীর এই কথা অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্যব্রতযাজন কি কর্ম্মাঙ্গ? স্বয়ং, প্রেমামরতরু শ্রীগৌরসুন্দর ও প্রেমকল্পবৃক্ষের আদি অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদ লোকশিক্ষাকল্পে যাহা আচরণ করিয়াছেন, তাহা কখনও 'কর্ম্মাঙ্গ' হইতে পারে না। অতিবিলাস-ব্যভিচার-পঙ্কে নিমগ্ন প্রাকৃত সহজিয়া-গণের মধ্যে অনেকে চাতুর্ম্মাস্যব্রতকে 'কর্ম্মাঙ্গ'-জ্ঞানে পরিহার করিয়া গুরুব্রত-ধর্ম্মযাজন, স্ত্রীপুত্রাদির নিরন্তর সঙ্গ, পান তামাক গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রসাদ সেবার ছলে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ভোগ্য বস্তু গ্রহণে অনুরক্ত থাকাকেই 'ভক্ত্যঙ্গ' মনে করেন।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ শুদ্ধ বৈষ্ণব-সদ্-গুরু চরণাশ্রয়াভাবে 'কর্ম্মাঙ্গ' ও ভক্ত্যঙ্গ, 'নামাপরাধ' ও 'নাম', 'হরিসেবা' ও 'ইন্দ্রিয়-তর্পণের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্যবহারতঃ কর্ম্মাঙ্গকে গর্হণ করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে অন্যাভিলাষরূপ চেষ্টা লুক্কায়িত থাকায় এবং অপ্রাকৃত সদ্গুরুর নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভের অভাবে অপ্রাকৃতানুভূতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহাদের ভক্ত্যঙ্গ-

কৈতব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অভিধানে পাই, কিং তবাস্তীতি পণায়ত্তে ইতি কিতবঃ। দ্যূতক্রীড়াপর ব্যক্তিই কিতব। তাহার কার্য্যই কৈতব অর্থাৎ ছলনা। কিতব মনে একপ্রকার অভিসন্ধি করিয়া অন্য প্রকার কার্য্য করে। এমন কি ধর্ম্ম করিতে গিয়াও ভগবৎপ্রীতি ছাড়িয়া স্বর্গাদি ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, অথবা ভগবদ্‌গুণ-প্রতিপাদক বেদশাস্ত্রের আত্মভোগপর ব্যাখ্যা কল্পনা করে। আপনার মন, দেহ, ইন্দ্রিয়াদির ঈশবশ্যতা গোপন পূর্ব্বক, ভগবানই সর্ব্বকার্য্যে জীবমাত্রেরই প্রেরক ও একমাত্র ফলদাতা, ইহা গণনা না করিয়া আমিই কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদিরূপে অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া বসে। এই দেবীধামের প্রত্যেক জীবই এই প্রকার কৈতব যুক্ত—কিতব। তন্মধ্যে কেহ বা কিতবতর, অন্যেরা কিতবতম, এইমাত্র প্রভেদ। বাসনার তারতম্যেই তাহাদের তারতম্য হয়।

একদিন মাতৃকুক্ষিগত হইয়া শোণিত, পূয মলাদিলিপ্তদেহে ঊর্দ্ধপদে নিম্নমুণ্ডে অবস্থান করিয়া নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এই কৈতবের ফলে আমাদের অনাদি জন্মমরণমালার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। তখনই ইহার বিষময় ফলে অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত অভিভূত হইলে অব্যাহতির উপায় ভগবানই বলিয়া দিয়াছিলেন, আমরাও তৎসেবাই জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু পুনর্ব্বার যেই দেবীধামে প্রবেশ, অমনি বিস্মৃতি ও সঙ্গে সঙ্গে ভোগবিলাস নবনবায়মান হইয়া সম্মুখে উপস্থিত। আবার পুনর্মূষিকাবস্থালাভ। কিন্তু ঈশ্বরের করুণাধারার বিরাম নাই। প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার সতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের স্বৈরভাবের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে চৈতন্যের অপব্যবহারের ফলস্বরূপ বহুবিধ শাস্তির বিধান করিয়া নষ্ট স্মৃতির পুনরুদ্ধারের শতমুখী চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীবের আবরণাত্মিকা শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার বল কোথায়? হায়! হায়! এইরূপে অনন্ত কোটী জীব আমরা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, কত দিন ধরিয়া কত প্রকারে যন্ত্রণা লাভ করিয়াও প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিবার বল লাভ করি নাই। তবে কি আমরা এতই হীনবল এতই দুর্ভাগ্য? আমাদের কি আর দেবীধাম হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই? আমাদের এত জ্ঞান বিজ্ঞানের, এত দর্শনশাস্ত্র আলোচনার ফল কি সবই নিরর্থক?

যিনিই আমাদের বহির্ম্মুখতার শাসনবিধানার্থ মায়াদণ্ড্য করিয়া এই প্রকারে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ করাইয়াছেন, তিনিই আবার অসীম কৃপাগুণে আমাদের মধ্যে সাধু, শাস্ত্র, গুরুরূপে আসিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয় হইয়া বলিতেছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্য দ্বারা যে আমাতেই প্রপন্ন হয়, সেই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি পায়। যেহেতু মায়া ভগবদ্দাসী। যিনি ভগবদাশ্রিত, মায়া তাহারও দাসত্ব কার্য্যে আত্মকৃতার্থতা কামনা করে। সাক্ষাৎ বাণী শ্রুতিরূপে বলিতেছেন 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—উঠ, জাগ, ভগবদ্দাস সাধুগণের শরণাগত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর।' তখন তোমার অজ্ঞান তমোরূপ কৈতব নিরাশ্রয় হইয়া পলায়ন করিবে। আর ব্রহ্মাণ্ডে ফিরিতে হইবে না। চিরকাল নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকিবে। শ্রীভগবানই ব্যাসাবতারে সেই প্রোজ্ঝিত কৈতব পরমধর্ম্ম শ্রীভাগবত মধ্যে একান্ত ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাজনের অনুগত হইয়া সতত তাঁহার অনুশীলন ফলেই মানব বিরজার পরপারে পরজগতে নিত্যলীলায় প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য লাভ করিবে। 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।' আর কোন পথ নাই। শ্রীচরিতামৃতে বলেন—

দুঃসঙ্গ কহিয়ে 'কৈতব' আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

অসৎ সঙ্গই আমাদের সমস্ত কৈতবে আসক্তির মূল। সুতরাং এই দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ অবলম্বন করিতে হইবে। যোষিৎসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ এই দুইটী মাত্র দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ অগ্রে কর্ত্তব্য। অবশ্য জীব যত্ন করিয়া নিজবলে কদাপি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না। যতদিন না সাধুসঙ্গ ক্রমে চিদ্বল লাভ করে, ততদিন তাহার সাধ্য কি যে, মহামায়ার হস্তচ্যুত হয়? আবার বলিতেছেন—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

এই অজ্ঞানতমো নাশক একমাত্র সাধুসঙ্গ ও মহাজনানুগত্যে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান। শ্রুতি ও তদনুগত সমস্ত প্রোজ্ঝিত কৈতব শাস্ত্র সর্ব্বদা ঐ পথেরই নির্দ্দেশ করিতেছেন। মানবের মনোধর্ম্মের বলে বহুমার্গের সৃষ্টি হইলেও নিষ্কপট সত্য বস্তু লাভের অন্য পন্থা নাই।

যাজনের নামে কপটতা ও কুকর্ম্মাদিরই প্রসূতি। কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্ প্রভৃতি স্মৃতি বাক্যের মর্ম্মার্থ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডীর সন্ন্যাস ও ঐকান্তিক ভক্তের ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসকে এক শ্রেণীর মনে করিয়া কলিকালে সন্ন্যাস নাই বলিতে উদ্যত হন। কলিকালে কর্ম্ম-সন্ন্যাস নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু পরাত্ম নিষ্ঠামাত্র বেশধারণ বা ত্রিদণ্ডিভিক্ষুকগণের ভাগবতানুমোদিত মুকুন্দ সেবার্থে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জনরূপ সন্ন্যাস কখনও নিষিদ্ধ নাই বা হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

প্রত্যক্ষের নিষ্ফলতা

বর্ত্তমান যুগটী—বিবাদযুগ; 'কলি' শব্দের অর্থ—বিবাদ বা ঝগড়া। খাঁটি অনাবিল, বাস্তবসত্যের প্রতি একটা বিবাদ বা সংশয় বাধাইয়া দেওয়াই এই যুগের সেবকগণের কার্য্য। অবশ্য সময় হইতেই বাস্তব-সত্যের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া সাধারণ লোকের বোকা-বানান-কার্য্যের একটা বিস্তৃত ইতিহাস আমরা দেখিতে পাই। তবে কলিকাল তা'র নামের সার্থকতা বজায় রাখবার জন্য এ সময়ে বাস্তব-সত্যের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া লোকদিগকে আসল-বস্তু জানিতে না দেওয়ার জন্য ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে।

উদাহরণ-স্বরূপে আমরা বলিতে পারি, ভগবান্ সকলের অপেক্ষা পরম সত্য-বস্তু। বুদ্ধদেব স্বয়ং সেই বিষ্ণুর অবতার; কিন্তু কতকগুলি লোক বুদ্ধকে মানিবার নাম করিয়া একটী বিপুল-সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক বিষ্ণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বসিলেন। বেদ-ভাগবতের কথা উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহারা শূন্যবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বেদ-ভাগবতের বাস্তব-সত্য-সিদ্ধান্ত যে বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার, সে কথায় তাঁহারা বিবাদ উঠাইয়া আপনাদিগকে শূন্যবাদী বৌদ্ধ-সম্প্রদায় বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহার ফলে কি হইল? অনেকগুলি লোকে বাস্তব-সত্যে সন্দিহান হইয়া অমঙ্গল মাত্র বরণ করিল। বৌদ্ধগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব; কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধকে বাস্তব-সত্য বিষ্ণু বলিয়া স্বীকার না করায় তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যকেই সর্ব্বজ্ঞ-নির্দ্ধারণের বিচার করিয়া ভ্রান্ত হইলেন ও অপরকে ভ্রান্ত পথে চালিত করিলেন।

একদিকে যেমন ভগবান্ একটী পরম সত্য, অপরদিকে জীবের মৃত্যু একটা প্রত্যক্ষ সত্য। প্রত্যেককেই মরিতে হ'বে—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে পারেন। এই প্রত্যক্ষ-সত্য আমাদিগকে আমাদের জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং জীবের সত্যাপত্তিসমূহ জানাইয়া দিয়া আমাদিগকে নির্ব্বেদের পথের পথিক করে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ-সত্যের উপরেও এক সম্প্রদায় বিবাদ ও সংশয় উঠাইলেন; বলিলেন, জন্ম-মৃত্যু জিনিষটা যেন সোডা ও এসিডের সম্মিলন। এসিডের সহিত সোডা সম্মিলিত হইলে কিছুকালের জন্য ফুঁপিয়া উঠে, আবার পরবর্ত্তিকালেই প্রশান্তাবস্থা ধারণ করে; সুতরাং এ জন্ম-মৃত্যুর জন্য ভাবনা না করিয়া যে কয়েকটা দিন এখানে ফাঁপিয়া থাকা যায়, সে কয়টা দিন কেবল অবিরাম ফূর্ত্তি চালাও—ঋণ করিয়া ঘি খাও—ঋণ শোধ করিবার আবশ্যক নাই। কারণ দেহ ভস্মীভূত হইলে সে আর ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং তোমার নিজের সুখ-ভোগের জন্য তুমি যে কিছু করিতে পার। চার্ব্বাক, ইয়াংচু, এপিকিউরাস্, সার্ডেনাপ্লাস্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-সত্যের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বিবাদ উঠাইতে দ্বিধাবোধ করিলেন না।

বেদ-ভাগবতাদি সমস্ত শাস্ত্রই তারস্বরে শুদ্ধ সনাতন ভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন—যে যুগে বেদ-ভাগবত প্রচারিত হয় নাই, সেই প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগেও শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্ম বা বিষ্ণুভক্তির কথাই জগতে প্রকাশিত ছিল। কিন্তু বিবাদযুগে বাস্তব-সত্যে বহু অযোগ্য লোকের প্রবেশাধিকার নিবারণ করিবার জন্য বেদ-স্বীকারকারী—সনাতনধর্ম্মের প্রচারকারীর বেশ গ্রহণ করিয়া ভগবানের আদেশেই আচার্য্য শঙ্কর বাস্তব-সত্যের প্রতি তর্ক উঠাইয়া তাঁহাকে মূঢ় লোকের নিকট আচ্ছাদন করিলেন।

সর্ব্বঅবতার-সার পরম করুণাময় ভুবন-মঙ্গল অবতার একান্ত বাস্তব-সত্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকাশিত হইলেন এবং নিজ চরিত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তব-সত্য প্রচার করিলেন। কিন্তু এই বিবাদযুগে এমন পরম একান্ত বাস্তব-বস্তু হইতে লোকদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য তৎপ্রতি বিবাদ ও সংশয় উঠাইল। তাহারা বলিল, চৈতন্যদেব ভগবান্ নহেন, [illegible] জীববিশেষ। কেহ বা বলিল [illegible] ভগবান্ কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ আছে [illegible] বিভিন্ন ব্যাখ্যা উঠাইয়া [illegible]

[illegible] শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসদেবের চিত্ত এবং—যোগদেবের রচিত, প্রভৃতি দিয়া [illegible] প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] ভাগবতকে ব্যাসদেবের রচিত, অপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাহা মানিয়া লইব, তাহা হেং আমরা সাহিত্যিক সম্প্রদায়—যেহেতু আমরা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়—যেহেতু ভাগবত আমাদিগের অসুবিধা দেখাইয়া যাছে—আমাদিগকে গালি দিয়াছে—আমাদের কপটতা ধরিয়া দিয়াছে; সুতরাং আমরাও ভাগবতের প্রামাণিকতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিব—আমাদের সাহিত্যিকের যুক্তি-তর্কের দ্বারা যুক্তি-তর্কের অতীত বস্তুকে বিচার করিব—বাদতর্ক উঠাইয়া লোকের সংশয় জন্মাইব। কারণ বিপ্রলিপ্সাই আমাদের বৃত্তি—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা তপঃ প্রতিষ্ঠায়।
মুক্তি, মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ তার নাশ ভাল মতে॥

চৈতন্যদেবের এই সকল কথায় আমরা সাহিত্যিক সম্প্রদায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদের বিচারের সাহিত্য লইয়া ভাগবতের প্রামাণিকতা বিচার করিব।

এইরূপ বৌদ্ধ বিচার বর্ত্তমানেও এ সকল অপসাহিত্যিকগণে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাদিগের চিন্তার ধারা ও চরিত্র অন্বেষণ করিলে জানা যায় যে, এই সকল অপসাহিত্যিকগণ নিজদিগকে অনুচানমানী দাম্ভিক মনে করিয়া তাহাদের বিচার-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা ভাবিতে ভাবিতে অন্তরে গর্ব্বে স্ফীত হইতে থাকিলেও তাহারা বঞ্চিত ও বঞ্চক। অপসাহিত্যের বিচার লইয়া কখনই যে সৎসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না—অপসাহিত্যিকগণ অনন্তকাল ধরিয়া স্বর্গ [illegible] আলোড়ন করিলেও যে পরম [illegible] সত্য গৌরজন্মপবিত্র শ্রীগৌরজন্ম ভূমির সংস্থান বুঝিতে পারিবেন না বা বুঝাইতে পারিবেন না—ইহা তাহারা নিজে তাহাদের সঙ্কীর্ণ অসৎ গোঁড়ামিমূলে অস্বীকার করিলেও সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা একথা ভাগবতে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পিতামহ [illegible] অপেক্ষা মানুষের [illegible] বিনি বড় বড় জ্ঞানী ও বৌদ্ধ সাহিত্যিকই [illegible] না [illegible], [illegible] বেশী নহেন। সুতরাং [illegible], [illegible] [illegible] গ্রহণ করিলে [illegible] জানিতে পারি [illegible], সাহিত্যের [illegible] বিচার তর্কের [illegible] কেহ [illegible] [illegible] নিরূপণ করিতে পারেন না। মহাজনের বাক্যই আমাদের পালনীয়। যে শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামী শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ বাস্তব গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে আমাদের কপটতা ধরা পড়িলেও—আমার ন্যায় অনেক হিরণ্যকশিপু—অনেক শুক্রাচার্য্য—অনেক বেণরাজ—অনেক শিশুপাল—অনেক কংস পুতনা প্রভৃতির কপটতা প্রকাশিত হইয়া পড়িলেও, আর যে ভগবজ্জন্মপবিত্রবকে সিদ্ধ মহাত্মা বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী, সিদ্ধ চৈতন্য দাস বাবাজী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় অকৈতব সরলতার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, সর্ব্বজনবরেণ্য মহাপুরুষ ও মহাজনগণ গৌরজন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—প্রকাশ করিয়াছেন—প্রচার করিয়াছেন, সেই বাস্তব সত্যের প্রচারে যদিও আমাদের কপটতা ধরা পড়িয়া যায়—আমার ন্যায় হিরণ্যকশিপুর হিরণ্য ও শয্যার অর্থাৎ কনক ও কামিনী ভোগে বাধা পড়ে—কাহারও জমির দাম কমিয়া যায়—কাহারও বিগ্রহ ব্যবসায়ে অসুবিধা হয়—কাহারও ধামাপরাধে বাধা পড়ে, তাহা হইলেও আমাদিগের মহাপ্রভু, শ্রীধরস্বামী, মধ্বাচার্য্য, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, পরমহংসরাজ শ্রীল গৌরকিশোর, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাজনগণের প্রচারিত সত্য অপেক্ষা আমাদিগের দোষচতুষ্টয়-যুক্ত অপসাহিত্যের বিচারের মূল্য বড়—ইহা মনে করিলে নিজেদেরই অসুবিধা হইবে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—ইহা সাধুগণ জানেন। তথাপি পরম করুণাময় সাধুগণ সত্যকথা প্রচারে বিরত হন না, কারণ তাঁহারা হিংসক ও বঞ্চক নহেন।

শুনা গেল, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্যের নাম করিয়া কয়েকটী ব্যক্তি নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মহাজনগণের কোন কথা স্বীকার করিতে বাধ্য নন। তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত বিচারের নামই সাহিত্য এবং সেইরূপ বৌদ্ধ সাহিত্য প্রভাবেই তাঁহারা অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামের সংস্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিবেন। এইরূপ সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িক বিচারই নাকি তাঁহাদের বিচারে নিরপেক্ষতা। তাঁহারা অপ্রাকৃত, চিন্ময় প্রভৃতি শব্দের কোন মূল্য স্বীকার করেন না বলিয়াই তাঁহারা অমূল্য বিদ্যার ভূষণ। যেখানে অপ্রাকৃত বা চিন্ময়ত্বের কোন মূল্য নাই, সেখানে সাধুগণ অবিদ্যারই তাণ্ডব-নৃত্য বলিয়া জানেন। আমরা এই সকল ব্যক্তির একটী তালিকা পাইয়াছি। ইঁহাদের নিরপেক্ষতা কতটুকু, তাহা ঐ তালিকা এবং ঐ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বৃত্তি ও চরিত্র গৌড়ীয়ে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইলেই সকলে ইহার নিরপেক্ষতার ওজন বুঝিতে পারিবেন। সিদ্ধান্ত কথাটী বলিয়া রাখি, ঐ সকল তালিকার যে সকল ব্যক্তির নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও না কোন ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রকৃত জন্মস্থান প্রচারে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। অবশ্য অসুবিধা তাঁহারা মনে করিতেছেন, লেন্‌সেটের দ্বারা ফোড়ার মুখ সরাইয়া দিলে তখন একটুও কষ্ট লাগে বলিয়া যদি কেহ অসুবিধা মনে করেন—চিকিৎসককে শত্রু ভাবিয়া তাঁহার সহিত শত্রুতার জন্য ধাবিত হন, তাহা তিনি করিতে পারেন। মহাজনানুমোদিত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, চন্দ্রোদয়নাটক, ভক্তিরত্নাকর, নবদ্বীপ পরিক্রমা প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত এবং আধুনিক শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞগণের দ্বারা সমর্থিত অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যমূলে যে গৌর-জন্মভূমি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের কপটতা ও কনক-কামিনী-জড়প্রতিষ্ঠা ধরা পড়ায় তাঁহারা বন্ধুকে শত্রু ভাবিয়া ব্যক্তিগত হিংসা ও মৎসরতা-মূলক চেষ্টাকে নিরপেক্ষতার অবগুণ্ঠন সজ্জিত করিবার ছলনা লইয়া কার্য্যতঃ গৌরধাম ও মহাজন-বিরোধ-চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং নিজের পায় নিজে কুঠার নিক্ষেপ করাকেই বহুমানন করিতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোন কোন প্রাচীনতম ও বিশিষ্ট সভ্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহারা বলিলেন যে, এরূপ ষড়যন্ত্রের সহিত বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের কোন সম্বন্ধ নাই—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যগণ একথা আদৌ জানেন না। দুই একটী ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত মৎসরতা মূলে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের নাম দিয়া পরিষদের অধিকার বহির্ভূত কার্য্য করিতে যায়, তাহা হইলে সে কার্য্যের সহিত পরিষদের কোন সম্বন্ধ নাই। আরও বলিলেন যে, "বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের অধিকার কতটুকু? তাঁহারা প্রাকৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন—তাঁহাদের অধিকারের অন্তর্গত তথ্যাদি বিচার করিতে পারেন; কিন্তু যাহা সাধারণ সাহিত্যের অতীন্দ্র বস্তু, সেইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া কোন বুদ্ধিমান, প্রবীণ ও বিকৃত মস্তিষ্ক সাহিত্যিকই বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভের মধ্যে কতক গুলি অসুবিধা সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী নহেন।

বিষ্ণু-মায়া

(প্রাপ্ত)

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥
শ্রীগীতা ৭ম অঃ

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন, এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রম। যাহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, কেবল তাঁহারাই এ মায়া-সমুদ্র হইতে পার পাইতে পারেন, অন্যে নহে অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যদেব-প্রপত্তিদ্বারা এ দুরন্ত মায়া পার হইতে পারেন না।

শ্রীভগবানের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ-সম্পন্না দৈবী মায়া অলৌকিকী, ইহা এমন কি ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি দেবগণকেও মোহিত করে।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, পরিশেষে শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার স্তব স্তুতি করিয়া শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। সমুদ্র-মন্থনকালে, অমৃত লইয়া দেবাসুরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে, শ্রীভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করিলে, মহাযোগেশ্বর শিবও ঐ দারুণ বিষ্ণু-মায়া মোহিত হইয়া ঐ মোহিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়াছিলেন। অন্যের আর কা কথা। জীব ত সামান্য ক্ষুদ্র ছার। নিতান্ত দুর্ব্বল। বিষ্ণু মায়াদ্বারা পদে পদে প্রতারিত হইয়া মোহিত হইবে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। কিন্তু আমরা অহঙ্কারে এতাদৃশ প্রমত্ত হইয়াছি যে, বিষ্ণুমায়াকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য না করিয়া—কলিস্থান-পঞ্চক যথা দ্যূত, পান, মদ্য, মাংস, বারনারী, নানাবিধ জীবহিংসা ছাগ, মৎস্য—ইত্যাদি নিরীহ জীবের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পৈশাচিক লীলার তাণ্ডব নৃত্য করত আসুরিক বলে বলীয়ান হইয়া নরক পথের যাত্রী হইয়া, নিজেকে নিজে [illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গের বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর দ্বারা পরিপূর্ণ, সুতরাং আমরা সেইরূপ কোন প্রকার চেষ্টা তাঁহাদের দ্বারা হইতে পারে, আশা করি না। শুনা গেল, চালতে বাগানের দুই একটী ব্যক্তির 'চাল' প্রভাবে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের নামে এইরূপ অমূলক কথা রটনা হইয়াছে—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট ও প্রাচীনতম সভ্যগণের সম্পূর্ণ অবিদিত।

বড় বাহাদুর বলিয়া, মায়া স্বগতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছি। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার, পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা-বিশিষ্ট। বিষ্ণুর পরশক্তি—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি, অবিদ্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞারূপা শক্তির নাম মায়া। সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই। কোন শাস্ত্র তাঁহার সমান বা তাহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অনন্ত শক্তির আধার। তাঁহারই সেই স্বাভাবিকী শক্তির নাম পরা শক্তি। এই সেই স্বাভাবিকী পরাশক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধা।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥
অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ অঃ)

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

গীঃ ৭।৪।৫

শ্রীভগবান বলিলেন,—

হে অর্জ্জুন, আমার অপরা বা জড়া প্রকৃতি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট ভাগে বিভক্ত, এতদ্ব্যতীত আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীবসমূহ নিঃসৃত হইয়া জড় জগৎকে ভোগারূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাহার মায়া, তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু। শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি যোগ-মায়া এবং জড়শক্তি মহামায়া। অনেকে সদগুরুর পদাশ্রয় না করার দরুণ এই জটিল রহস্য বিষ্ণুমায়ার ভেদতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া জড় চিদৈক্যবাদী হন। অর্থাৎ জড় অন্ধকার সদৃশ, চিৎ আলোক-স্বরূপ। এই জড়ে চিতে অন্ধকার আলোকের সমন্বয়কারিগণই শুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক মায়াবাদী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ভগবান চিন্ময় স্বরূপ, তাঁহার মায়া জড় অন্ধকার সদৃশ। এই পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব যাঁহারা বিচার পূর্ব্বক এক বলিয়া প্রমাণ করেন, শুদ্ধভক্ত-সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহারা কখনই সুবিচারক বলিয়া গণ্য হন না।

নানা কথা

(স্থানীয়)

প্রতারক স্বর্ণকার

দুই মাসের অধিক হইল এক জন স্বর্ণকার নবদ্বীপ থানার অধীন স্বরূপগঞ্জ পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত তিওরখালি গ্রামে আত্মবন্ধি ভক্তাগরের ঘর ভাড়া লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুতের দোকান করে। গ্রাম খানিতে ৩।৪ ঘর হিন্দুর দোকান ব্যতীত অপর হিন্দুর বাস নাই। গ্রামে স্যাকরা বসিয়াছে গহনা প্রস্তুত করিয়া লইবার সকলেরই সুবিধা। অনেক লোকই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর উত্তেজনায় কেহ কেহ বা সখ করিয়া গহনা গড়াইতে দিতে লাগিল। স্বর্ণকারটী প্রিয়ভাষী কম নহে। কেহ কেহ তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া গহনা গড়াইতে দিল। ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিল। ফল কথা লোক যাহাতে বিশ্বাস করিতে পারে এমত উপায় তাহার বিলক্ষণরূপ জানা ছিল। এইরূপ সে গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষের বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য সংগ্রহ করিতে লাগিল, অলঙ্কার প্রস্তুতের মজুরীর জন্যও বাহাকে বড় একটা চাপ দিতে লাগিল না। ছোট ছোট কাজ শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া দিতে লাগিল দেখিয়া সকলে তাহাকে বেশ কাজের লোক বলিয়াও বুঝিতে পারিল। তখন বেশী টাকার গহনাও নিঃসন্দেহে গড়াইতে দিতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলের লোকেরাও জানিতে পরিল তিওরখালি গ্রামে একজন ভাল স্বর্ণকার আসিয়াছে, সে কাহাকেও ভোগায় না, শীঘ্র কাজ করিয়া দেয়। ইহারই নিকট গহনা গড়াইয়া লইবে বলিয়া তাহারাও কাজ দিতে লাগিল। স্বরূপগঞ্জ গ্রামের ডাক বাংলোর চৌকীদারকে বাবা এবং তাহার স্ত্রীকে মা বলিয়া মধ্যে মধ্যে বেশ খাওয়া দাওয়া করিত, রূপার ও সোনার বোতাম প্রস্তুত করিয়া দিব বলিয়া ৫৲ টাকা এবং চৌকীদারের কন্যার (স্বর্ণকারের ধর্ম্মভগিনী) সোনা বাঁধা শাঁখা মেরামত করিয়া দিব বলিয়া ঐ দুই গাছা এগার টাকা মূল্যের শাঁখা সংগ্রহ করে। এইরূপ যখন ২০০।২৫০ টাকা সংগ্রহ হইল, তখন একদিন রাত্রিযোগে দোকান গুটাইয়া প্রস্থান করিল। আজ সাত আট দিন হইল তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

লোকটীর নাম কি, বাড়ী কোথা, তাহা কেহই বলিতে পারে না। দুই এক জন যাহারা তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধাম বলিয়াছে। শুনা যাইতেছে, ঐ স্বর্ণকার আরও কয়েক স্থানে এই প্রকার প্রতারণা করিয়া পলাইয়াছে।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী মহিলা

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ বৎসর ১১জন মহিলা বি, এ পাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমতী কমলা ব্যানার্জ্জী নাম্নী এক বাঙ্গালী মহিলাও আছেন।

বঙ্গমহিলার গণিত ও সাহিত্যে কৃতিত্ব

বরিশালের অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন ঘোষের কন্যা শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ গণিতে বি, এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ের অনার্সে যাঁহারা প্রথম হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা ইনি অধিক নম্বর পাইয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রাম নিবাসী প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা শ্রীমতী লীলা রায় ইংরাজী সাহিত্যে বি, এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন।

আত্মহত্যা

বিডন্‌ষ্ট্রীটের সরোজ মুখার্জ্জী নামে ২২ বৎসরের এক যুবক বি, এস, সি, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়াতে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুবকের মৃতদেহ অক্টারলোনী মনুমেণ্টের নিকট পাওয়া গিয়াছে। জড়বিদ্যা অর্জ্জনের পরিণাম এইরূপই দাঁড়ায়। "জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা॥" ছাত্রটী যদি আজ জড়বিদ্যাপীঠে, ভর্ত্তি না হইয়া পরবিদ্যাপীঠে ভর্ত্তি হইতেন, তাহা হইলে কখনও তাঁহার এরূপ আত্মহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি উদিত হইত না। পরবিদ্যাবধূর দার্ঢ্যে পরবিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনেই রতি হইত। জড়বিদ্যা শিক্ষার ফলে মানবমাত্রেই স্থূলভাবে না হউক সূক্ষ্মভাবে আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন। কেননা জীবাত্মার ভগবৎ সেবাই একমাত্র জীবন, সেই ভগবৎ-সেবাই বাদ দিলে মানুষ পশুত্ব ভিন্ন আর কি হইবে? জীব মাত্রে পরবিদ্যা-পীঠে ভর্ত্তি হইয়া পরবিদ্যার্জ্জন করুন—আত্মহত্যা মহাপাপ হইতে উদ্ধার পাইবেন। নতুবা কাহারও নিস্তার নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভার সভ্য

বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এইচ, ই, ষ্টেপলটন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি [illegible] হইতে [illegible] টেলিফোন-প্রেরণ করা হইয়াছে। এই নূতন বন্দোবস্তে একসঙ্গে টেলিগ্রাফে [illegible] যাইবে। ইহা হইতে মনে হয় অচির-কালের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীতে বেতার টেলিফোন বার্ত্তা প্রচলিত হইবে।

হাইকোর্ট

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে হাইকোর্টের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে একটী বিল আলোচিত হইতেছে। এই বিল পাশ হইলেই হাইকোর্টের এক তৃতীয়াংশ জজ সিভিলিয়ানের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইবে। ব্যারিষ্টার এবং উকিলগণ দশ বৎসর ব্যাপিয়া কোন হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় না করিলে হাইকোর্টের জজ হইতে পারিবেন না। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলগণ ঐ শেষোক্ত নিয়মটীর সমর্থন করিয়া এবং সিভিলিয়ানগণ যাহাতে চীফ্ জাষ্টিস্ হইতে না পারেন, সে বিষয়ে অনুরোধ করিয়া ভারতসচিব লর্ডবার্কেনহেডের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

হেড্ মাষ্টারের বিরুদ্ধে মামলা

একটি ছাত্রকে প্রহার করিবার অপরাধে তাহার পিতা রাজবাড়ী থানার অন্তর্গত বহেরাগাছির রাধিকানাথ কুণ্ডু তেলিপাড়া হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন বেঞ্চে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করেন। উক্ত বালকটী স্কুলের শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে উক্ত হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক ছয়ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। হেডমাষ্টার মুন্সীগঞ্জের সাবডিভিসনাল অফিসারের নিকটে তাঁহার মামলাটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করেন। এস্ ডি ও মামলাটি তাঁহার এজলাসে আনাইয়াছেন।

পাবনা

গত একপক্ষ কাল অবিরাম বৃষ্টি হওয়াতে পাবনা জেলার [illegible] থানার অধীন কতিপয় গ্রামে [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গত বৎসরের [illegible] যমুনা নদীর তীর [illegible] ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে [illegible] বাসীরা অত্যন্ত ভীত [illegible] হইয়াছে।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গুরুদাস

সদ্বংশ-জাত, বিনীত, সুপ্রসন্ন, সত্যবাদী, শুদ্ধাচারী, মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কামজয়ী, গুরুভক্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবাতৎপর, রোগ-বর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরিগুরু-পূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট ও যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্যপাত্র। অভিমানশূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত, জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ়মিত্রতাবিশিষ্ট বৎসলবাসী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, শ্রীপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, দরিদ্র, কৃপণ, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, কর্কবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জক, পরদাররত, ভক্তবিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ নরাধম, কু-কার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু শাসন-গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয় দাস্য দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারে না।

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুশপুষ্প, যজ্ঞীয়কাষ্ঠ আহরণ, গুরু-শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুপ্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরু সমীপে পদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। সর্ব্বত্রই গুরুদর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। গুরুর বাক্য, আসন যান পাদুকা বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ। গুরু সমীপে পৃথক পূজা করিবে না। আমি যাহা গুরুও তাহা, এরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে; তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভুৎসনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলিবে না। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্ত্র গুরুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম মনঃ বাক্য প্রাণ ও ধন দ্বারা গুরুর প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। গুরু-সেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্বসম্পত্তি ও নিজ দেহ দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুশরীরে অবস্থিত জানিবে। গুরুনিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য মাংস শূকর কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেব-গুরু গৃহে যাইবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ২। ভগবৎ প্রবোধন ৩। সবাদ্য আরাত্রিক ৪। প্রাতঃ স্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্ট দেবার্চ্চন ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসী মণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার ১২। নির্ম্মাল্য চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও মূর্ত্তি-পূজা ১৪। নির্ম্মাল্য তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখা বন্ধন ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎ পূজা ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠান ২১। ভূত-শুদ্ধি ও ন্যাস ২২। নব-পুষ্পফলাদি দান ২৩। তুলসী পূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থ পূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুরাণ শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞা জ্ঞানে সদনুষ্ঠান ২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ ৩০। গুরু-বাক্য বিশ্বাস ৩১। মন্ত্র দেবানুসারে মুদ্রারচন ৩২। ভজনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলানুকরণ ৩৫। হোম ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ ৩৭। সাধু সমাদর ৩৮। সাধু পূজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বূলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব-সঙ্গ ৪২। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম দ্বারা স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সন্তোষ ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমন ৪৬। অষ্ট মহা-দ্বাদশী পালন ৪৭। সকল ঋতু'ত মহোৎসবে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণব-ব্রত পালন ৪৯। গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি ৫০। সদা তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা, পাদস্পর্শাদি উপচার প্রদান ৫২। নামাদি চিন্তা। এই বাহান্নটী অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

ত্রুটি।

১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ২। মৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরু ছায়া-লঙ্ঘন ৬। সমর্থপক্ষে স্নান বর্জ্জন ৭। দেবার্চ্চনে শৈথিল্য ৮। দেব-গুরুর অনভ্যর্থন ৯। গুর্ব্বাসনে উপবেশন ১০। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য প্রচার ১১। উরুর উপর পদ-সংস্থাপন ১২। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন ১৩। নীলবসন পরিধান ১৪। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণববিদ্বেষীর সঙ্গ বন্ধুতা ১৫। অসৎ শাস্ত্র সেবন ১৬। তুচ্ছ সর্গ-সুখাসক্তি ১৭। মদ্য মাংস সেবন ১৮। মাদক ঔষধ সেবন ১৯। মসুরি সহ অন্ন গ্রহণ ২০। শাক লাউ বেগুণ পেঁয়াজ ভোজন ২১। অবৈষ্ণবের নিকট অন্ন গ্রহণ ২২। অবৈষ্ণব ব্রতানুষ্ঠান ২৩ অবৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ ২৪। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৫। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরি-সেবা ২৬। শোকের অধীন ২৭। দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত গ্রহণ ২৮। শুক্ল কৃষ্ণ একাদশীতে ভেদবুদ্ধি ২৯। দ্যূত-ক্রীড়া ৩০। সমর্থপক্ষে অনুকল্প স্বীকার ৩১। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩২। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও ৩৩। তুলসী চয়ন ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণু স্নান ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃদ্ধশ্রাদ্ধে অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকা কালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে অসদালাপ ৪১। গৃহ করবীর এবং আকন্দাদি দ্বারা পূজা ৪২। আয়সধূপপাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রসাদ বশতঃ তির্য্যক পুণ্ড্র ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্য দ্বারা পূজা ৪৫। চঞ্চলচিত্তে অর্চ্চন ৪৬। এক হস্ত প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ৪৮। পর্য্যুষিত দূষিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অগণ্য জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকাল ত্যাগ ও গৌণ কাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

গুরুদাস্য নিত্য, গুরু নিত্য, অনাত্ম মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তুবিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে মর্ত্ত্য-জ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিত্য ও আত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে ছেদত্ব নাই। ভেদের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে তিনি স্বরূপে কৃষ্ণ-দাস। গুরুদাস প্রভৃতির উল্লিখিত তত্ত্ব-মসি শ্বেতকেতো মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ চিৎকণ বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন যে, শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। শ্রীরূপো হি কদাময়ং দদাতি স্বপদান্তিকম্।

চাতুর্ম্মাস্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীর উপকূলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে লক্ষ্মীনারায়ণোপাসক বেঙ্কট-ভট্টের হরিসেবাময় গৃহে বাস করিয়া বেঙ্কটনন্দন শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভুকে কৃপা ও ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কটভট্ট ও রামানুজীয় আচার্য্য স্বামী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুকে রাধাকৃষ্ণ রসে নিমগ্ন করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নলিখিত স্থানে "চাতুর্ম্মাস্য" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—মধ্য ১।১১০, মধ্য ৪।১৬৯; মধ্য ৯ ৮৪, ৮৫, ৯২, ১৬৪, মধ্য ১৪.৬৭, মধ্য ১৬।৫৯ ও অন্ত্য ১ ৯৩, অন্ত্য ১০।১৩৩ এবং অন্ত্য ১২।৮২ ও ৮৫

চারিপ্রকারের আশ্রমীর জন্যই "চাতুর্ম্মাস্যব্রত" গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতি ক্রমশঃ বিলাসপ্রিয় সমাজ-বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-মঠের ভক্তগণ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালনের ব্যবস্থা খুব কম স্থানেই পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে ভোগ ত্যাগের বিধান পূর্ণ মাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন বিষয়ে যে ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারাও বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চারিমাস কাল "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ" করিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন ও হরি অনুশীলন করিবেন এবং ঐ চারিমাস কাল সম্পূর্ণ রূপে ভোগ হইতে বিরত হইয়া অপরাপর আশ্রমিগণের সহিত ভক্তসঙ্ঘারামে বাস করিবেন এই জন্যই চাতুর্ম্মাস্যের ব্যবস্থা। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণ রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীনীলাচলে গৌরপাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন এবং তথায় তাঁহাদের চারিমাস কাল অবস্থানের কথাও লীলালেখকগণের গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত— মধ্য-লীলা ১৬।৪৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—

"এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন বিলাস॥"

যিনি চারিমাস কাল নিয়ম-সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তিনি কেবল উর্জ্জাব্রত বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষ ভাবে নিয়ম-সেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প বিধান মাত্র। সমর্থ-পক্ষেও হরিসেবায় আলস্য পরায়ণ হইয়া চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ হয় না। ভোগ-ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন ও হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান বর্ষার চারি মাস কাল শয়ন করেন। এই শয়ন কালে কৃষ্ণসেবা বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্যব্রত গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য। শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাসের ১৫শ বিলাসের ৫৯ সংখ্যা হইতে ৭৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-বিধি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ ৬০ সংখ্যায় ভবিষ্য পুরাণ-বচন উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত যাপন না করেন, সেই সকল ব্যক্তি মূর্খ ও জীবন্মৃত।

চাতুর্ম্মাস্যে প্রথম মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে কলাই, তাম্বূল, বক পুতিকা, মসুর, লোশুন প্রভৃতি আমিষ জাতীয় খাদ্য বর্জ্জন করিবেন। চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বূলাদি অনাবশ্যক বিলাস-সামগ্রী এবং তামাক গাঁজা প্রভৃতি কলি-সহচর মাদকদ্রব্য পান একান্ত নিষিদ্ধ। নখ-লোমাদির ক্ষৌর কার্য্যও এই হরিশয়নের চারি মাস কাল করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা ও বিলাসিতা উপস্থিত হয়। সর্ব্বতোভাবে হরিসেবাতৎপর হইলেই চাতুর্ম্মাস্যব্রত-যাপনের চরম ফল লাভ হয়। এই চাতুর্ম্মাস্যব্রত কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গুরু ও ভগবানের স্মৃতি-উৎসব ও উর্জ্জাব্রতের সময় ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে উৎসবাদি হইয়া থাকে। এই সকল উৎসবকালে এবং সকল সময়েই সর্ব্বসাধারণের শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা, হরিকথা ও শুদ্ধ-সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ হয়।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর

ভজন-স্তোত্র

(প্রাপ্ত)

অ—অনাদি-অনন্ত মায়ী অদ্বৈত ঈশ্বর,
অকারণ তুমি প্রভো অকাল অক্ষর।
আ—আজানুলম্বিত ভুজ আশ্চর্য্য আকার,
আশ্চর্য্য সে বাল্য লীলা
প্রভু হে তোমার।
ই—ইচ্ছা পূর্ণ কর তুমি ভক্ত ইচ্ছা যায়,
তব ইচ্ছা হতে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।
ঈ—ঈড্য তুমি ওহে প্রভো সেবাদি নরের,
ঈশ বলি পূর্ণ কর ঈপ্সিত ভক্তের।
উ—উদ্ধারে সকল পাপে তব দেহ হয়,
উন্নাম বলিয়া তাই শ্রুতিতে কহয়।
ঊ—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তব ভালে কি সুন্দর শোভা,
নয়ন জুড়ায় দেখি বড় মন লোভা।
ঋ—ঋতধামা তুমি প্রভো সকলে পূজয়ে,
হরিনাম ঋদ্ধি তব দিয়াছ বিলায়ে।
৯—লীলা তব হরিনাম জগতে প্রচার,
কুতর্কী পাষণ্ডগণে সংশোধন আর।
এ—একেশ্বর তুমি প্রভো ত্রিভুবনে,
এত শক্তি ধরে কেবা পাষণ্ডী তারণে।
ঐ—ঐহিকের সুখ হয় তোমার স্মরণে,
অঘনাশ হয় অন্তে যায় তব স্থানে।
ও—ওঙ্কার বাচক ওহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি,
প্রণবের বাচ্য কৃষ্ণ স্বরূপ তাহারি।
ঔ—ঔৎসুক্য হয় যেন অনুক্ষণ মনে,
তোমার মহিমা কথা আমার কীর্ত্তনে।
অং—অংশ নহ কলা নহ পূর্ণরূপ ধরি,
আসিয়াছ নদীয়াতে ওহে গৌরহরি।
অঃ—অঃ তোমার পঞ্চ মুখে সদা করে গান
সাধ্য কিবা ক্ষুদ্র করে তোমার বর্ণন।

দেশের উন্নতি

আমরা অজ্ঞজ্ঞান-গরিমায় প্রমত্ত হইয়া মনে করিতেছি, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে কিছু উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই দেশ উদ্ধার হইয়া গেল। কিন্তু দেশের উদ্ধার বলিতে কি বুঝায়, কিরূপ প্রকৃতির লোকদ্বারা, কি উপায়ে সে উদ্ধার কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আদৌ ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ বিষ্ণু যেন আর তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অনেক ত্রুটী হইয়া যাইতেছে, তাই আমাদের ডাকিয়াছেন দেশোদ্ধার করিবার জন্য! সর্ব্বশক্তিধর বিষ্ণুর জগৎপালনী শক্তি যেন কিছু কম পড়িয়া গিয়াছে, তাই আমাদের বড় মাথা ব্যথা আরম্ভ হইয়াছে, সেই বিষ্ণুর আসনটা নিজেরা লইয়া বিষ্ণুর কার্য্য করিবার ও বিষ্ণুকে বল সঞ্চয় করিয়া লইবার কিছু অবসর দেওয়ার—প্রকৃত ব্যাপার যে তাহা নহে, ঐরূপ ধারণা আমাদের যে অত্যন্ত মূর্খতা, তাহা কি আমরা আর বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করিব? যে ভগবানের একটী মাত্র কটাক্ষ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-উদ্ধার-কার্য্য আমাদিগের মত বদ্ধ জীবের পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে না—তাঁহার প্রসাদপুষ্টগণের জনে জনেই সে কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করিয়াছেন।

উদ্ধার কাহাকে বলে? আমরা কোন্ অনাদি কাল হইতে যে মায়ামোহ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া আছি, সেই মোহ-পঙ্ক হইতে উঠিয়া ভগবৎপাদপদ্ম সেবার নামই উদ্ধার, সেই উদ্ধার লাভ আত্মার কার্য্য, তাহাতেই জগতের উন্নতি। নতুবা দেহ মনের ভগবদ্বস্তু ভোগ করার বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনকে কখনও উন্নতি বা উদ্ধার বলে না। এই উদ্ধার কার্য্য যাহার তাহার দ্বারা হইতে পারে না, যিনি নিজে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই তাহা সম্ভব। শ্রীভগবানের নিজ জন সাধুগুরু ভগবৎপ্রেরিত হইয়া জগদুদ্ধারের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাঁহার চরণাশ্রয়েই জীবের আত্মোন্নতি অর্থাৎ নিজের ভগবৎসেবা লাভ, সঙ্গে সঙ্গে জগতের উন্নতি সাধনে সামর্থ্য লাভ হয়। শারীরিক বা মানসিক উন্নতি আত্মোন্নতি দ্বারাই সাধিত হয়। আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিয়া যিনি যতই কেন না উন্নত হইবার চেষ্টা করুন, তাহা গাছের গোড়া কাটিয়া শাখা প্রশাখায় জল ঢালিবার মত হইবে। শূন্যের মর্য্যাদা বাড়ে তখন, যখন 'এক'কে আশ্রয় করা যায় নতুবা শূন্যের কোন মূল্য নাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।
সাধু সঙ্গে হরিনাম এই মাত্র চাই॥

যে দিন সকলেই আত্মোন্নতি সাধনে মন দিতে পারিবেন, সেই দিন হইতেই দেখিবেন, দেশ উন্নতির পথে, নতুবা উন্নতির আশা বৃথা।

যেহেতু ঈশ্বরের ঈশিতা প্রাকৃত মনের উপলব্ধির বিষয় নহে, আমাদের প্রাকৃত চক্ষু তাঁহার সদ্রূপ দর্শন করিতে পারিতেছে না, কর্ণ তাঁহার কোন কথা শুনিতে পারিতেছে না—অর্থাৎ যেহেতু আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ই তাঁহাকে তাহার গোচরীভূত করিতে পারিতেছে না, সেই হেতু ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না, তাহাতেই আমাদের সন্দেহ হয়। তাঁহাকে যতক্ষণ না আমি আমার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পুরিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমি তাঁহাকে স্বীকারই করিব না, ইহাই আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি। ভগবান আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন বস্তু নহেন। শুদ্ধভক্তের কৃপায় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায়, ইহা যতদিন না আমাদের স্বীকার করিয়া সেই ভক্তি-বিলোচন লাভের স্পৃহা হৃদয়ে উদিত হইতেছে, ততক্ষণ নিজেরও উদ্ধার নাই, দেশেরও উদ্ধার নাই।

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে শুদ্ধভক্তি স্থাপিত হউক, মনুষ্য মাত্রেরই জীবনের উদ্দেশ্য একমাত্র গুরু ও ভগবৎ সেবা হউক, অন্যান্য কার্য্য ভগবৎ সেবার অনুকূল হইলে তাহা স্বীকৃত হউক নতুবা প্রতিকূল জানিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা হউক, ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতি সাধন করা হউক, নতুবা সে সকল রসাতলে যাউক, ইহাই যেদিন আমাদের বুঝিবার অবসর হইবে, সে দিনই জানিব, জগতের পক্ষে বড় শুভ দিন, অন্যথায় জগতের দুর্দিন আর ঘুচিবে না।

পরোপকার

(প্রাপ্ত)

জীবে দয়াই যথার্থ পরোপকার পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপকার, শ্রীচৈতন্য মহাপ্র এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া সর্ব্বজীবে তাঁহার অহৈতুকী করুণায় বিতরণ করিয়াছেন। দয়াতে মন্দের উদয় হয় না, তাহাকেই অমন্দোদয় দয়া বলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি এবং তদনুগ কারুণিক বৈষ্ণববৃন্দই যথার্থ জগতে জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনরূপ অমন্দোদয় দয় যাহা শ্রীব্রহ্ম শিবাদিরও সুদুর্ল্লভ তাহ অযাচিত ভাবে অকুরন্ত ভাবে আচণ্ডালে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এ দয়ার তুলন নাই। জগতে এমন কোন উৎকৃ বস্তু নাই, যাহার সহিত এ দয়া মা কাটিতে ওজন করা যাইতে পারে। আ বাওয়াও বাতুলতা বা মূর্খতা মাত্র। শ্রী কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন :—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

আ: ৯ম

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ২২অ: ২৫ শ্লো

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ
দেহিষু
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং
সদা।

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই জীবের জন্মসাফল্য।' শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে জানাইয়াছেন,—

জীবে দয়া, নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বিনা ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন॥ আমার মহাজনগণের এই উপদেশ আলোচন

করে, জীবের যথার্থ কিসে মঙ্গল হয়, তাহা জানিতে পারি। বৈষ্ণবগণকে সেবা করিলে কি মহৎ ফল প্রদান করে, তাহা আমরা জানি না। বৈষ্ণবকে যাহা কিছু দান করা যায়, তিনি সর্বাগ্রে তাহা শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করেন। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র ভোক্তা। শ্রীবিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা যায়, তাহাই শ্রীমহাপ্রসাদরূপ অমৃত। দয়াল বৈষ্ণব ঐ শ্রীমহাপ্রসাদ নিজে গ্রহণ করেন এবং জীববৃন্দকে ঐ মহাপ্রসাদরূপ অমৃত বিতরণ করেন। ইহাকেই 'যথার্থ পরোপকার' বলে। মহাজন কীর্তন করিতেছেন, "মহাপ্রসাদ সেবা, করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়।" যাহা জয় আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। কৃত্রিম ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে উপকার ত হয়ই না বরং আরও জীবকে অধঃপাতিত করিয়া দেয়; স্বরূপ-উদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যই হইতেছে শ্রীহরিসেবা। যিনি এই শ্রীহরিসেবা দান করেন, সেই অহৈতুক কৃপাসিন্ধু দয়াল শ্রীগুরুদেবই যথার্থ পরোপকারী। এক দয়াল বৈষ্ণব ব্যতীত জগতে অন্য কেহই অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যথার্থ পরোপকারী হইতে পারে না। কারণ যাহাদের অন্যাভিলাষ আছে, তাহারা নিজেকেই নিজে লইয়া অর্থাৎ সংসার রূপ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের আর পরোপকারের সময় কোথায়? আজকাল পরোপকার বলিতে অন্নদান, বস্ত্রদান, হাঁসপাতালাদি স্থাপন পূর্ব্বক রোগীদিগকে ঔষধ দান ইত্যাদি নানাপ্রকারের দানের কথা শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দান জীবের দেহ মন সম্পর্কীয় দান, ইহাতে তাৎকালিক উপকার হইলেও নিত্যস্থায়ী উপকার হয় না, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্তকে এক মুঠা অন্ন দিলে, ক্ষুন্নিবারণের জন্য তৎকালে আশু উপকার হইলেও পুনরায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে তাহার জঠরানল পুনরায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, যাহাকে দান করা হইয়াছিল, সে পুনরায় অভাবগ্রস্ত হয়; এক বেলা এক মুঠা অন্ন দিবার জন্য অন্নার্থীর চিরকালের অভাব মোচন হয় না, সেই প্রকার বস্ত্রার্থীকে বস্ত্রদান করিলে ৬ মাস কিম্বা বৎসর অতিক্রম করিবা মাত্র, ঐ বস্ত্র জীর্ণ ও ছিন্ন হইয়া গেলে বস্ত্রার্থীর পুনরায় বস্ত্রের অভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ রোগীকে ঔষধ দান করিলেও তাৎকালিক উপকার হয় বটে, কিন্তু রোগের বীজ রোগীর শরীরাভ্যন্তরে সুপ্ত থাকিয়া, কিছু দিন আরোগ্য লাভের মত কিছু সুখ দেখাইলেও রোগের বীজ উপ্ত হইয়া রোগের জ্বালায় রোগী পুনরায় ছটফট করিতে থাকে, তখন তাহার জ্বালা যন্ত্রণা কে নিবারণ করে? কথায় বলে, "নিত্য রোগী দেখে কে? নিত্য নাই তারে দেয় কে?" এইরূপে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীব অভাবের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইতে থাকে। জীবের ঐ যন্ত্রণা দেখিয়া, ঐ হাহাকার ধ্বনিতে জগতের লোকসমূহ বধির হইলেও, এক পরদুঃখকাতর দয়াল বৈষ্ণব ব্যতীত, জীবের এই বিষম দুঃখ-সঙ্কটে অন্য কেহ কাতর নয়। তাই তিনি জীবের এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক হইতে চিরকালের তরে অব্যাহতি দিবার জন্য ভবরোগীর এক মাত্র অমোঘ মহৌষধি শ্রীনামসংকীর্ত্তন করেন। কেননা হরিনাম ভিন্ন জীবের আর অন্য গতি নাই। কলিযুগে সাক্ষাৎ শ্রীনামের কথা কি, একমাত্র নামাভাস কীর্ত্তন প্রভাবেই জীব—"সর্ব্বপ্রকার অভাব" রূপ আধ্যা-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ। ইহাই হইতেছে জীবাত্মার প্রাপ্য একমাত্র প্রকৃত দয়া। ইহা জীবের দেহমন সম্বন্ধীয় ক্ষণিক অনিত্য দয়া নহে, যাহা দুই তিন দিন মাত্র স্থায়ী নশ্বর দয়া, জলবিম্বের মত মুহূর্ত্ত মধ্যেই অন্তর্দ্ধান করিয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া, তদভিন্ন রূপানুগ বৈষ্ণববৃন্দের যে জীবের প্রতি দয়া, এ দয়ার তুলনা নাই—এ দয়া অমন্দোদয় দয়া!! এ দয়াতে জীবের কোন দিন মন্দের উদয় করে না। পুনরায় অভাবগ্রস্ত হইতে হয় না—এ যে পতিত-পাবন প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের দয়া —"এ দয়া নিত্যদয়া।" ইহাতে কোনদিন অনিত্যানন্দের—অস্থানন্দের উদয় করায় না—ইহাতে জীবের নিত্যানন্দেরই উদয় হয়। জীব নিত্য, তাহার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, এবং তাঁহার দয়াও নিত্য। কালের কঠোর বিধানে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু যেখানে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিদ্যমান, কালের বিক্রমের সাধ্য নাই যে সেখানে প্রবেশ করে। এ সংসারে কোটী পতি ইন্দ্রতুল্য ধনী হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত, সকলেই কোন না কোন অভাবগ্রস্ত। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাহারও অভাব চিরকালের জন্য যাইবার নহে, দরিদ্রের ধনের অভাব, ধনীর পুত্রের অভাব, কাহারও মানের অভাব, ঐশ্বর্য্যশালীর অতৃপ্ত কামলালসার তৃপ্তির অভাব, রোগ, শোক, দুঃখ ত্রিতাপ জ্বালার হস্ত হইতে এক মহাভাগবত দয়াল বৈষ্ণব ব্যতীত কেহই মুক্ত নয়, সকলেই অভাবগ্রস্ত। যে নিজেই দরিদ্র, সে আবার কি প্রকারে অন্যের অভাব মোচন করিবে? এজন্য মহাজনের আনুগত্যেই শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইতে না পারিলে অর্থাৎ নিজে উপকৃত না হইতে পারিলে, অন্যকে ধনী করা বা অন্যকে উপকৃত করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। "জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার।" প্রথমেই শ্রীমহাজনের আনুগত্যে নিজের জন্ম সার্থক করিয়া, নিজের মঙ্গল করিয়া, পরে পরের মঙ্গল করিতে সমর্থ হইব, নতুবা নিজে শ্রীগুরু-দেবের অনুগমন করিলাম না, শ্রৌতপন্থায় তাঁহার নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলাম না,—এরূপ অবস্থায় অপরের মঙ্গল করিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা, উপকারের পরিবর্ত্তে অনুপকার বা অমঙ্গলেরই আবাহন করিব মাত্র। আমি নিজেই অন্ধ, এমতাবস্থায় কি প্রকারে অন্যকে পথ প্রদর্শন করিব? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য কে?—তাহা শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।৯) বলিয়াছেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সংসারে যাহারা তোমার তাপক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আরাধিত, সর্ব্বপাপনাশক, শ্রবণ মাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক কথামৃত বর্ষণ করেন, অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য। জীবের দ্বারে দ্বারে—জীবের মঙ্গলের জন্য যে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণববৃন্দ মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে

—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"

—এই শ্লোকানুযায়ী তৃণাপেক্ষা নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে যথাবিহিত সম্মান দান করিয়া অনুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন রূপ উক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া বিতরণ করেন, সেই বৈষ্ণববৃন্দের চরণে যেন আমরা সতত প্রণত হইয়া বলিতে পারি,

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো

নমো নমঃ

'সম্বন্ধ'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ভজনপ্রয়াসী বিবুধ মণ্ডলী, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন এই ত্রি-তত্ত্বের আলোচনাই করিয়া থাকেন। তত্ত্ব তিনটী আশ্রয় আশ্রিত ভাবে একই সূত্রে গ্রথিত বিধায় কোনটীই বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দিতে গেলে ভক্তি মার্গে ভজন বলিয়া কোন সংজ্ঞা থাকে না। এখন সর্ব্বপ্রথমে আমরা সম্বন্ধতত্ত্বটীর বাস্তব সত্তার তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত শ্রৌত বাণী আশ্রয় করত কিছু আলোচনা করিতে থাকি। কারণ সম্বন্ধ তত্ত্বানভিজ্ঞ থাকিলে ভজনপ্রয়াস শুধু আমার ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র।

সম্ উপসর্গের অর্থ সম্যক্; কোন আভিধানিকের মতে সং উপসর্গের অর্থ সহিত, বন্ধ্ ধাতুর উত্তর বন্ধন করা, অল্ প্রত্যয় যোগে সম্বন্ধ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণ—বিচারের বিষয় এই, সম্যক্ প্রকারে কাহার সহিত বন্ধনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, সেই পাত্রটী কে? আমরা এই মায়িক জড় জগতে দেহ মনের যে সম্বন্ধ পাতাইয়া অভিমান ধারণ করিয়া সুদুর্লভ মনুষ্য জীবনের সম্পূর্ণটাই ব্যয় করিয়া অনিত্য বস্তুতে প্রয়োজন প্রাপ্তির আশায় আকাশ পানে তাকাইয়া আকাশ কুসুম চিন্তা করিতেছি, ইহা বাস্তবিক বুদ্ধিমানের কার্য্য কিনা তাহা চিন্তা করি কি? যদি চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতে পারিতাম, এই সম্প্রতি ভোগের সুবিধার উপকরণ তৈয়ারী সম্বন্ধ, মায়িক সম্বন্ধ বলিয়া নিত্যতাভাব। আমার অভাবে অথবা সম্বন্ধের পাত্রের অভাবে বন্ধন খসিয়া যায়। তাহাতে সম্বন্ধটী অনিত্য হওয়ায় সম্যক্ বন্ধন ঘটে না। যথা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পত্নী, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, জ্ঞাতি, বন্ধু, ধন, দৌলত, ঘর-বাড়ী, স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বজাতি, স্ববর্ণ, প্রভৃতি বস্তুতে আমার বুদ্ধি করিয়া একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ পাতাইয়া উহা রক্ষার নিমিত্ত অনেকে ফাঁসি কাঠে পর্য্যন্ত ঝুলিতেছি। কিন্তু কেহই বিচার করি না, এইসকল অনিত্য বিষয়াভিনিবেশে সবই বৃথা হইয়া যাইতেছে।

অনিত্য বস্তুর সহিত কখনও নিত্য বন্ধন সম্বন্ধ হইতে পারে না। ঐ সমস্ত বস্তুর বাস্তবতা প্রদর্শনকারী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র চিদচিৎ বস্তুর জ্ঞাতা ও সম্বন্ধের পাত্র। বস্তু যদিও অনিত্য নহে, কিন্তু দৃশ্য বস্তু জাগতিক অর্থাৎ গমনশীল বলিয়া প্রাকৃত নিয়মের বশ্যতা হেতু নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জীবাদি কৃষ্ণের বস্তু মায়াধশ, আর কৃষ্ণ মায়াধীশ, সুতরাং দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুর বাস্তব সম্বন্ধের পাত্র পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। সেই নিমিত্ত বুদ্ধিমান জনগণ নিজ ও তত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির সন্ধান করেন।

আমরা অবিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারা যদিও জানি না যে, নিত্য সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত, না জানিয়া যার যার সুবিধা মত অন্যান্য অনিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হইতেছি, তাহা হইলেও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাহ্লাদক, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সম্যক বন্ধনের মালিক রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তেই আমরা সম্যক প্রকারে বাঁধা রহিয়াছি। "কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস। যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥ ঈশ্বরত্ব ভক্ত কহি শ্রীভগবান। ষড়বিধৈশ্বর্য্য পূর্ণ

পরতত্ত্ব পায়॥ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়া গন্ধ; সকল বেদের হয় ভগবান সে "সম্বন্ধ"॥ অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজীব-নিত্য প্রভু, আর সর্ব্বজীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহাই জীবের সম্বন্ধ তত্ত্ব। নিত্য সংকৃত বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ভিন্ন এই সম্বন্ধ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

নানা কথা

কটক

(নিজস্ব সংবাদ দাতার তার)

২রা জুলাই প্রাতঃ ৮ঘটী—

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে মহামহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং অন্যান্য ভক্তগণ কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। আনুপূর্ব্বিক সংবাদ পত্রযোগে প্রেরিত হইতেছে।

কলিকাতা প্রদর্শনী

১৯২৮

(প্রাপ্ত)

(৪৩শ বর্ষের ভারতীয় জাতীয় মহাসভা দ্বারা সংগঠিত)

"অপূর্ব্ব সুযোগ

শিল্পী, চিত্রকর, কৃষক, ব্যবসায়ী, বিক্রেতা, প্রদর্শক প্রভৃতি স্বদেশী দ্রব্যের আমদানীকারকগণের জন্য কলিকাতা প্রদর্শনী ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত খোলা থাকবে।

নির্দ্দিষ্ট হারে দোকান, তাবু প্রভৃতির জন্য স্থান দেওয়া হইবে। প্রদর্শনীর স্থান পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

সবিশেষ সংবাদের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট আবেদন করুন।

এন্, আর, সরকার
সেক্রেটারী
৩৫এ হগ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

নোবাইলের স্বাস্থ্যভঙ্গ

কিংস বে হইতে সংবাদদাতারা তার যোগে জানাইয়াছেন যে, "সিট্টা ডি মিলানো" জাহাজে নোবাইলকে দেখিয়া যাইবার অনুমতি কাহাকেও দেওয়া হইতেছে না, যেহেতু তাঁহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক, মানসিক দৌর্ব্বল্যই ইহার কারণ। "ইটালীয়া" বানচাল হইবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া প্রশ্নের উত্তর করিতে তিনি অসমর্থ।

সর্পদষ্টের চিকিৎসায় দৈত্যজ

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ কোর্টনে টেরেল সংপ্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। তিনি সর্প দংশনের ভাল চিকিৎসা জানেন ইহা কোন প্রকারে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তাই সে দিন রামসেবক নামক এক ব্যক্তি সারা দিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে বাটী ফিরিবার সময় সর্পদষ্ট হইলে তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রধান বিচারপতির নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তিনি সর্পদষ্ট স্থানটীতে নিজেই অস্ত্রোপচার করেন, দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দেন এবং ঔষধ খাওয়াইয়া ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবার পর তাহাকে মেডিকাল কলেজে পাঠাইয়া দেন। লোকটা ভাল হইয়া গিয়াছে।

আসানসোল

আসানসোলে ধর্ম্মঘটের অবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। অণ্ডালের রেলগাড়ীর শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। লোকো বিভাগের শ্রমিকগণের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত কে, সি, মিত্র বঙ্গদেশের লাটের নিকট নাকি তারযোগে জানাইয়াছেন যে, অণ্ডাল ও আসানসোলে পুলিশগণ যে সমস্ত শ্রমিক শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং চালাইতেছে, তাহাদিগকেও অভিযুক্ত করিতেছে, ফলে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ মিত্র পুলিশের কার্য্যের প্রতিবাদ-কল্পে শ্রমিকদিগকে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতেছেন। কেরাণীদের মধ্যেও পিকেটিং চলিতেছে। অণ্ডালে লোকো ও ইলেকট্রিক বিভাগীয় লোকেরাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবে শুনা যাইতেছে। অণ্ডালে মালগাড়ী চলাচল অনেক কমিয়া গিয়াছে।

পঞ্জাবে অজন্মা

পঞ্জাব সরকার প্রকাশ করিয়াছেন, রাজস্ব বিভাগের ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখের প্রস্তাবের লিখিত বর্ণনা অনুসারে মনগোমারি জিলায় গত বর্ষে গমের আবাদ না হওয়ায় সরকার রাজস্ব ও আবিয়ানা করের দাবি পরিত্যাগ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করেন। সমুদায় প্রমাণ পরীক্ষা করিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরের পরে খালের জল প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে যে সকল জমীতে গম বুনন করা হইয়াছিল, কেবল মনগোমারি জিলায় সেই সকল জমির রাজস্ব ও আবিয়ানা করের দাবির অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করা হইবে। সাধারণ নিয়মানুসারে যে সকল জমির রাজস্বের দাবি পরিত্যক্ত হয় নাই, কেবল সেই সকল জমি সম্পর্কে উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইল।

বোম্বাই

বোম্বাইয়ের ধর্ম্মঘট মিটমাটের অনেক চেষ্টা হইল, উভয় দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেক আলোচনা হইল, কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। শুনা যাইতেছে, ধর্ম্মঘটীদের নেতৃবর্গ কলওয়ালারা যাহাতে কলগুলি চালাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত শ্রমিক না পান, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। দেওয়ালীর পর পর্য্যন্ত যাহাতে ধর্ম্মঘট অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে ধর্ম্মঘটীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে আপোষে মিটমাটের জন্য নেতৃবর্গ এক কমিটি করিয়াছেন। কমিটিতে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ সৌকত আলি, ডাঃ দেশমুখ, সার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, শ্রীমতী নাইডু, মিঃ জয়াকর, যমুনাদাস মেটা ও হ্যানিম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ

ডারবরো হইতে নিউক্যাসলে যে ট্রেণখানি প্যাসেঞ্জার লইয়া যাইতেছিল, ডার্লিংটন ষ্টেসন ছাড়িয়া কিয়দ্দূরে একখানি মালগাড়ীর সহিত সেখানির ভীষণ সংঘর্ষ হয়। তৎফলে ৬জন যাত্রী হত ও ৩০জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হতাহতের সংখ্যা সংঘর্ষের তুলনায় আরও অনেক বেশী বলিয়া মনে হয়। শুনা যায়, বৃটেনে এত বড় ট্রেণসংঘর্ষ আর কখনও হয় নাই। দ্বিতীয় গাড়ীখানি একেবারে তৃতীয় গাড়ীখানির মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে, অথচ প্রথম গাড়ীখানির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

সীমান্তপ্রদেশে রাজস্ব লইয়া গোলযোগ

কোহাট মার্দ্দান ও সীমান্তপ্রদেশের অন্যান্য স্থানের সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ সকল স্থানে ফসল উৎপন্ন না হওয়ায় প্রজারা রাজস্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি করিতেছেন। আন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

ছাত্রদিগের মধ্যে সংঘর্ষ

গত ২৭শে জুন বেলা ১১টার সময় ঢাকার দিগবাজারে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি ছাত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তৎফলে একটী বালক মস্তকে ছুরিকাঘাত পাইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে একটী ছাত্র ধৃত হইয়াছে।

জামসেদপুর

জামসেদপুরের ধর্ম্মঘটীরা কর্ত্তৃপক্ষগণের কোন কথায় সন্তুষ্ট হইতেছে না।

জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যদ্বাণী

জার্ম্মাণীর কোন এক বৈজ্ঞানিক মিঃ ... নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন; অতি সত্বরই এক বৎসরের যোগ আসিতেছে, সেই যোগে ইউরোপের সমস্ত পশ্চিমাংশ, গ্রেটবৃটেন উত্তর মেরু প্রদেশের জল বরফে আবৃত হইয়া যাইবে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। তিনি আমেরিকা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তনই ধর্ম্ম। ইহাতে আর ভবিষ্যদ্বাণীরই বা কি আছে? চিরকাল কাহারা কেহই থাকিব না, সুতরাং—"আজি বা শতেকবর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই যত শীঘ্র পার সেব গোবিন্দ-চরণ, জীবনের ঠিক নাই"। জগতের প্রত্যেক ক্রিয়াই আমাদিগের জীবনের অনিত্যতা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদিগকে মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ক্ষেপ না করিয়া প্রয়োজন লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছে। এখনও কি আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে?

পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভ্য

গত সপ্তাহে কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর সিনেট সভায় স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মিঃ জে, এন, সরকার, সামছুল উলমা, কামেল উদ্দীন আহাম্মদ ও ডাঃ আর্ কোহাট ১৯২৮-২৯ সালে পোষ্ট গ্রাজুয়েট (আর্টস্) কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যার নীলরতন সরকার, মিঃ জে, এন, সরকার, মিঃ জে, সি, মিত্র ও ডাঃ কেফিল্ড ১৯২৮-২৯ সালের পোষ্ট গ্রাজুয়েট (বিজ্ঞান) কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতায় মেথর-ধর্ম্মঘট

উত্তর কলিকাতায় ঝাড়ুদারদের ধর্ম্মঘট পূর্ব্ববৎই আছে। ১ ও ২নং ডিষ্ট্রিক্টে কর্পোরেশন নবনিযুক্ত ঝাড়ুদারদিগের সাহায্যে কোন কোন রাস্তার আবর্জ্জনা মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। মিস্ প্রভাবতী দাসগুপ্তা ধর্ম্মঘটীদিগকে খুব উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। খিদিরপুরেও ধর্ম্মঘট চলিতেছে, সেখানে কর্পোরেশন অন্য লোক দ্বারা আবর্জ্জনারাশি স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বৃত্তিলাভ

মিঃ হিমাদ্রি কুমার মুখার্জ্জী মিঃ প্রফুল্ল রঞ্জন রায় ও মিঃ সরোজকুমার রায় ১৯২৮—২৯ ট্রেভেলিং ফেলোশিপ বৃত্তি পাইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে আষাঢ়, বুধবার—১৩৩৫।

গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয় দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ ভক্ত, তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষা দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে-সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই, তাঁহারাও স্ব স্ব স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্ম-স্বভাব-প্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী জীবন-যাপনের বৃত্তি। রাজ্য পালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্যবৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা, ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায় পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করত প্রাণরক্ষা করার নাম ধর্ম্ম। রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ শূদ্রযোগ্য রাজকার্য্য ও ক্ষত্র যোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমন পূর্ব্বক লেখা পড়া দ্বারা রাজ্য শাসন কার্য্যে যাঁহারা রাজ-সেবা করেন, তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজ-সেবকদিগের পক্ষে রাজ-দত্ত বেতন দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করাই উচিত। গোপনে অর্থ সংগ্রহ করা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুই প্রকার,—রাজ-দত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া এক প্রকার চৌর্য্য। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যসূত্রে অপরলোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন;—

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য। অতএব বৈষ্ণব এই পাপ ক্রিয়া সম্বন্ধে পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা যতদূর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

যাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থ দান চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন, তাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া যাহা পান, তাহাই তাঁহাদের সদ্বৃত্তি-প্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন—"ব্যয় না করিও তুমি রাজার মূলধন। রাজার মূলধনাদি দিয়া যে কিছু লাভ হয়। সেই ধন করিও নানা ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয়। অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুই লোক যায়॥"

যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বর্ত্ত ধন পান, তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্যমাংস ভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎ পাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উদ্বর্ত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথিসেবা, দুঃখী লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা দান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি দায় হইতে মুক্ত-করণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎ সেবা ও শ্রীভাগবত সেবাতে হইয়া থাকে। যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে ভগবৎসেবার উদ্দেশে অর্থ দান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছে? প্রভুর দৈনন্দিন সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাত্মগণ আনন্দের সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ও হইবেন।

'অভিধেয়'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা সম্বন্ধ তত্ত্ব বিচারে জানিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ—নিত্যপ্রভু, জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস। ইহাই জীবের স্বরূপ তত্ত্ব। জীব স্বরূপে কৃষ্ণকে প্রভু জানিয়া নিজে দাসাভিমানে স্বতঃসিদ্ধাবস্থা। সম্বন্ধ তত্ত্বজ্ঞানই মায়াবৈমুখ্য শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী মুক্তাবস্থা। এই মুক্তকুলই একমাত্র অভিধেয় রূপা সাধনভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

এখন আমরা অভিধেয় সাধন ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে জানিতে পারিব, সাধন ভক্তির যথার্থ তত্ত্ব কি? শুধু সাধন বলিলে, কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, প্রভৃতি নানা পন্থাবলম্বী সাধকগণের বিবিধ প্রকার অবস্থা বুঝাইতে পারে। কর্ম্মমার্গাবলম্বী সাধকগণ স্বর্গাদি কামনা করিয়া নানা প্রকার পুণ্যকার্য্য দ্বারা দেবতান্তরে ঈশ্বর বুদ্ধিতে অর্চ্চন করিয়া থাকেন। তাহা সম্বন্ধজ্ঞান রাহিত্যে অবিধি পূর্ব্বক অর্চ্চিত বলিয়া অভিধেয় সাধন ভক্তি নামে অভিহিত হইতেছে না। কারণ ঐ সকল দেবতা আধিকারিক গুণগন্ধময় বলিয়া নিত্যপূজ্য সাধন ভক্তির পাত্র নহেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধকগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী বলিয়া সেব্য সেবক ভাব বর্ত্তমান না থাকায় তাঁহাদের অভিধেয়কে সাধন ভক্তি বলা যায় না। 'কারণ ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' এই কুসিদ্ধান্ত বাক্য, জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম ও জগৎ পৃথক্ বস্তু বোধে ত্যাগী বা ভোগী রূপের দুষ্ট হওয়ায় ভক্তি বলিয়া কোন সংজ্ঞা থাকিতে পারে না। যোগমার্গাবলম্বী সাধকগণ, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করিয়া সাযুজ্য মুক্তি প্রয়াসে নিজেই ঈশিতা ও নানাপ্রকার বিভূতি প্রার্থী বলিয়া উহাও ভক্তি মার্গের অতীব পরিপন্থী। এই নিমিত্ত ইহাও অভিধেয় সাধন ভক্তি নামে অভিহিত নহে। তারপর যাঁহারা কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নাই—কোন প্রকার ভয় হইতে ত্রাণ পাওয়ার নিমিত্ত অথবা ধন, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, কন্যাদির মঙ্গল কামনা করিয়া, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, সত্য নারায়ণ, সত্যপীর প্রভৃতি বহু বহু আধিকারিক দেবতার আরাধনায় সমসাময়িক ভাবে আবাহন বিসর্জ্জন রূপ অনিত্য অর্চ্চনমার্গাবলম্বনে, প্রাকৃত পূজায় লিপ্ত থাকেন। তাঁহারা বাস্তবপক্ষে ঐ সকল দেবগণের নিকট সমানভাবে প্রার্থী হওয়ায় দেবতাগণ দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া বরং দেবতাগণের চরণে অপরাধই অর্জ্জন করিয়া থাকেন। কারণ সর্ব্বদেবময় পর দেবতা শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চিত না হইলে অবিধি পূর্ব্বক অর্চ্চন কোন দেবতাই গ্রহণ করেন না। অনেক স্থলে এবম্বিধ অর্চ্চন কদর্থতা লাভ করে। ইহাতে সেব্য - সেবক ভাবে নিত্যতার অভাব নিবন্ধন ইহাও অভিধেয় সাধন ভক্তি নামে কথিত হয় না।

একমাত্র ভক্তি সহযোগে সাধনই অভিধেয় সাধন ভক্তি নামে অভিহিত। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা করা, ক্তি প্রত্যয় যোগে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব সেবা বলিলে তাৎকালিক, অতিথি, অনাথ, রোগী, বিবিধ দেবতান্তরের আবাহন বিসর্জ্জনের মধ্যস্থলে ক্ষণিক অর্চ্চন ইত্যাদি অথবা আমিক্ সেব্যসেবকবুদ্ধিতে অনিত্য সেবা কখনও নিত্য সাধনভক্তি হইতে পারে না। সাধনভক্তির নিত্যতা নিবন্ধন নিত্যবস্তু কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবাই একমাত্র সর্ব্ব জীবের অভিধেয় সাধনভক্তি। দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধ জ্ঞানে জীব স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইলে, জীবের স্বভাব অভিধেয় সাধন ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা উদিত হয়। তখন আর দ্বিতীয়াভিনিবেশে অনিত্য বস্তুর সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া অভিধেয় সাধন ভক্তি বলিয়া গোঁজামিল দিতে হয় না। শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত অভিধেয় সাধন ভক্তি লাভ হয় না। "আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।"

চারি আনার ভাব

এক সময়ে এই নদীয়া জেলারই কু— নগরে দুইটী হরিসভায় খুব প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। হরি ভাল বলুন না বলুন, লোকে কোন্ দলকে ভাল বলে, ইহাই উভয় দলের কাঙ্ক্ষণীয় বিষয় ছিল। তাঁহাদের ভাল হইবার চেষ্টা দেখা যাইত কেবল নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির তাল লয় মানের উৎকর্ষ লইয়া। দুই দলের মধ্যে এইরূপ প্রতিযোগিতা চলিতেছে, ইতি মধ্যে একদল শুনিল, তাহাদের প্রতিপক্ষদলের একটী লোক দশায় পড়িতে পারে দেখিয়া লোকে সেই দলকে খুব প্রশংসা করিতেছে আর বলিতেছে, 'হাঁ, ইহাদের মধ্যে সত্য সত্যই হরিভক্তি বলিয়া একটা বস্তু আছে' লোকমুখে এই কথা শুনিয়া তাহাদেরও জিদ ধরিয়া গেল আমাদের দলেও ঐরূপ দশায় পড়া লোক তৈয়ার করিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া দলের কর্ত্তা চারি আনা রোজে একটী লোক বন্দোবস্ত করিল। তাহাকে শিখাইয়া দিল, "দেখ্ আমরা যখন 'হরিবোল হরিবোল' করিয়া খুব খোল করতাল বাজাইয়া নৃত্য করিতে থাকিব, তখন তুইও আমাদের সহিত খুব উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ শরীর কাঁপাইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইবি এবং মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিবি, পরে আমরা যখন সঙ্কেত করিব, তখন উঠিয়া 'হা কৃষ্ণ কোথা গেলে' বলিয়া কাঁদিতে থাকিবি, শেষে আমরা যাহা করার তাহা করিব। ইহাকে কি বলে জানিস? ইহাকে বলে—দশায় পড়া, মহাপ্রভুর বড়বড় ভক্তেরা এইরূপ করিয়া থাকেন, সুতরাং তোর লজ্জারও কোন কারণ নাই, ধর্ম্মের ভাণও ভাল।" লোকটী চারি আনা মজুরীর লোভে উহাদের কথায় সম্মত হইল। এদিকে মহাসমারোহে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইল সকলেরই মনে আজ বড় ফূর্ত্তি,—দেখি ওপাড়ার দলকে লোকে ভাল বলে, কি আমাদের দলকে ভাল বলিতে বাধ্য হয়। ছোট রাস্তা ছাড়িয়া দল যখন ক্রমে বড় রাস্তার লোকবহুল স্থানের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে হরিবোল হরিবোল বলিয়া উচ্চকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। 'শিখান' লোকটীকে দলের মাঝখানে আসিতে ইসারা করা হইল, সে পূর্ব্বসঙ্কেত ক্রমে 'দশায়' পড়িল। অমনিই দুই জন মিলিয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য

আরম্ভ করিল। কেহ কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা নাচিতে লাগিল ইত্যাদি নানা ভাবের ফোয়ারা উঠিয়া গেল। লোকে অবাক হইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিল আর সেই দলিসর্দ্দারের শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিল। দশাগ্রস্ত লোকটীর পায়ের ধূলা ত' থাকিলই না, পরন্তু ক্রন্দন বা কত ছড়াছড়ি! মহা দলক্ষয়। এদিকে সূর্য্য-দেব কপটিদের এরূপ কপটব্যাপার দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি এমন প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন যে, কীর্ত্তনওয়ালাদের প্রাণ যাই যাই হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ উক্ত কৃত্রিম দশায় পড়া ব্যক্তিটী একে সকাল হইতে কিছু খায় নাই, তাহাতে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-তাপ, আর সহ্য করিতে না পারিয়া লোকের স্কন্ধ হইতে লাফ দিয়া পড়িল এবং 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিবার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল। তখন দলের লোকজন কনক ও প্রতিষ্ঠা লাভে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহের সহিত কীর্ত্তন থামাইল এবং লোকজনের সম্মুখ হইতে একটু দূরে গিয়া ভাড়াটিয়া লোকটীকে আচ্ছা করিয়া দু'কথা শুনাইতে লাগিল,—'বেটা, তোকে এত শিখাইয়া পড়াইয়া দেওয়া হইল যে, আমরা যখন সঙ্কেত করিব, তখন উঠিবি, তাহা না মানিয়া আগেই উঠিয়া পড়িলি? আজ আমাদের কি ক্ষতিটাই না হইল?' লোকটী তথা-কথিত হরিসভার সভ্যগণের বকুনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, কলিকালে কি আর কাহারও ভাল করিতে আছে? আমি সকাল হইতে না খাইয়া আপনাদের সঙ্গে চীৎকার করিয়াছি, শেষে দশায় পড়িয়াছি, রৌদ্রের ভীষণ-তাপও সহ্য করিয়াছি, 'চাবি আমার ভাব' আর কতক্ষণ থাকে মশায়?" যাহা হউক অনেক কলহ বিবাদের পর লোকটী ।০ আনা পাইয়া নিরস্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, সভ্যবৃন্দও যাহার যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন।

বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ উক্ত ঘটনা দ্বারা সহজেই বুঝিয়া লইবেন, জগতে হরি-কীর্ত্তনের নাম করিয়া কি কাপট্যের নাট্যই না চলিয়াছে। ভাড়াটিয়া কথক, পাঠক, কীর্ত্তনীয়া হরিনাম কীর্ত্তনের ছলে কি ভীষণ কপটতা—নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়া নিজেরা নরকপথের যাত্রী হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ দুর্ভাগা শ্রোতৃবৃন্দেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। যেখানে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ, সেখানে কৃষ্ণে-ন্দ্রিয়-তোষণ-মূলক হরিকীর্ত্তন বা হরিসেবা বলিয়া কি কিছু থাকিতে পারে? কোথায় ভাবভক্তি আর কোথায় মায়ামোহান্ধতা! বহু বহু জন্মের সুকৃতি ফলে জীবের হরিকথায় একটু শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস হয়, সেই বিশ্বাস প্রথমে কোমল অবস্থায় নানা বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে থাকে, সাধুসঙ্গ ক্রমে সেই বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ় হইয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ হয়, পরে গুরুপদিষ্ট ভজনক্রিয়া করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হইবে, তৎপর ভাব, শেষে প্রেম। এইরূপ সাধন-ক্রম ছাড়িয়া যে সকল লোক কেবল কপটতার আশ্রয়ে হরিভজন প্রয়াস, করে, তাহারা কোন কালেই হরিভক্তি বলিয়া কোন বস্তু লাভ করিতে পারিবে না। 'কপটতা করিব' মনে করিয়া যে ভজন-চেষ্টা তাহা কখনই জীবের সৌভাগ্য উদয় করায় না, সরল-তাই জীবকে মঙ্গলের পথে লইয়া যায়। সুতরাং কৃত্রিমপন্থা ছাড়িয়া দিয়া শ্রেয়োলাভার্থিগণ সকলে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে ভজন-ক্রম অবলম্বন করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সংস্কার-সন্দর্ভ

অন্বেষী। 'পিতা', 'আচার্য্য' ও 'গুরু' শব্দে আমরা কি বুঝি?

আচার্য্য। যাঁহা হইতে পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করা যায়, যিনি পাঞ্চভৌতিক শরীরের পালন করেন, রক্ষা করেন ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি 'পিতা'। নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য বলেন,—"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা। জনয়িতা চোপনেতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ আহার-দাতা, অভয়-প্রদাতা, শ্বশুর, জনক এবং সাবিত্রী-সংস্কর্ত্তা,—এই পঞ্চ জনকে 'পিতৃ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত-পুরাণে সাত-প্রকার পিতার উল্লেখ আছে,—"কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতাভয়প্রদঃ। জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ শ্বশুর, ভোজন-দাতা, শিক্ষক, অভয়-প্রদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা,—ইঁহারা সকলেই বস্তুতঃ পিতা। যাঁহারা পালন করেন এবং যাঁহাদের পাল্য বুদ্ধিতে আমরা বাস করি, তাঁহারাই 'পিতা'। গরুড়পুরাণে পিতৃ স্তোত্রে পিতৃগণ বিচারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতৃগণ একত্রিংশৎ প্রকারে সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। —যিনি ব্যাহৃতির উপদেশ করেন ও মৌঞ্জীবন্ধন সংস্কারের কর্ত্তা এবং বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'আচার্য্য'। মনু সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে লিখিত আছে,—"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" অর্থাৎ যিনি শিষ্যকে বেদমাতা গায়ত্রীর উপদেশ করিয়া কল্প ও নিগূঢ়তত্ত্বের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই 'আচার্য্য'। শিক্ষার অভাবে চিজ্জাতীয় জীব কেবল স্থূলবিষয়ে অভি-নিবিষ্ট হইয়া চেতনের স্তুব্যবহার না করিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হয়, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্যই বেদের পঠন ও পাঠন। মানবের সহিত মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য এই যে, মানব পরলোকের বিষয় অনুশীলন করিতে পারে, আর মানবেতর প্রাণী চেতনের সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। কাম-লোকব্যাপার যে-টুকু চিদাভাসের পরিচালনা করে, তাহা মানবেতর প্রাণিগণের প্রত্যক্ষ-অনুভূতি-প্রসূত চেষ্টা। আচার্য্যের নিকট যে-কাল-পর্য্যন্ত মানবক গমন করেন না, তদবধি তাঁহার জ্ঞানের সহিত পাশব-জ্ঞানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকে। শোকামর্ষ প্রভৃতি ভাবের অধীন হইয়া মানব পাশব-স্তরে অবস্থিত। তাহা অতিক্রম করিতে হইলে একমাত্র আচার্য্যের নিকট গমনই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইবার রুচিলাভ করেন না, অথবা পুরুষ-পরম্পরায় শূদ্রাভিমানে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য, তাঁহারা চিরদিনই অশিক্ষিত শূদ্র-শব্দ-বাচ্য। শোকই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি। অনেক সময়ে পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। পিতা অসমর্থ হইলে পৃথক্ আচার্য্যের নিকট বেদের বিভিন্ন শাখা-সমূহে অধিকার লাভ করিতে হয়। পিতা অথবা আচার্য্যই উপনয়নের পূর্ব্বে সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাপঞ্চিক-দেহধারী জীবকে পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।" অর্থাৎ এই দশ প্রকার সংস্কার-দ্বারা শুক্র-শোণিত-জাত দেহের পাপ যাহা মল-নামে কথিত, তাহা শোধিত হয়। জীবাত্মার বদ্ধদশায় দুইটী উপাধি-মল বর্ত্তমান থাকে। ঐ উপাধিদ্বয় আত্মবস্তু না হইলেও আত্মবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হইবার যোগ্য। স্থূল উপাধিটীর নাম—বাহ্য শরীর এবং সূক্ষ্ম উপাধিটীর নাম—মানস বা লিঙ্গশরীর। অচিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জীবাত্মা তদন্তর্গত পরিচয়ে জড়বিষয়ের ভোক্তা হ'ন। আবার অচিদনুভূতি-মুক্ত জীবাত্মা হরিসেবা করিয়া ভগবানের যোগ্য। শুদ্ধজীব স্বপ্রতীতিতে যখন অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ভোক্তা এবং শুদ্ধজীব ভোগ্য,—এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়, তখন অণুচিৎ জীবাত্মা 'অভিজ্ঞ'-শব্দ-বাচ্য, সুতরাং সেকালে তিনি নিজকে ভগবানেরই ভোগ্য দর্শন করেন ও তাঁহার অনভিজ্ঞতা থাকে না। বদ্ধজীবের কেবল পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড প্রতীতি প্রবল থাকায় তিনি পশুতুল্য ও 'শোকগ্রস্ত শূদ্র' বলিয়া নিজকে অভিমান করেন। তাহা-তেই তিনি নানাপ্রকার পাপে মলিবিশিষ্ট হ'ন। পাপ বর্জ্জন করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। কষ্ট পাইতে পাইতে তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশে পতিত হ'ন। পিতা কেবল আত্মীয় হইলে পুত্রের নিত্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে পাঞ্চভৌতিক-দেহের ন্যায় অশুচি বা অসুবিধারূপ পাপ হইতে উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ে দশসংস্কার দ্বারা সংস্কার বিধান করেন। আচার্য্যের অনুকম্পায় বদ্ধজীব বাহ্য-জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ "পরোক্ষজ্ঞান' লাভ করেন। বদ্ধ-জীবের স্থূলদেহের জনক ও রক্ষকরূপে মাতা ও পিতা এবং সূক্ষ্ম-দেহের সংস্কারকরূপে আচার্য্য ও বেদমাতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-জ্ঞানে সন্তানকে সমৃদ্ধিত হইতে দেখেন। আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়া বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা-ক্রমে জীব নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান রত বা মায়াবাদী হন, অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা শুদ্ধ আত্মবিচারে উপলব্ধি করেন। ইহাই জীবাত্মার অপরোক্ষানুভূতি।

যখন উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ চিদ্বিলাসময় ভগবানের সেবনকেই জীবাত্মার নিত্য-বৃত্তি জানেন, তখনই তিনি বাস্তব বস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞ যে আচার্য্যের নিকট প্রকৃতির অতীত জ্ঞান লাভ করেন, সেই ভগবৎসেব-পর বস্তুই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব নিত্যবস্তু এবং তাঁহার সেবক জীবাত্মাও নিত্যবস্তু। গুরুদেবের উপাস্য-বস্তুই সচ্চিদানন্দ ভগবান্ এবং গুরুদেবের নিত্য-উপাস্য বিগ্রহই ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব উপাস্যবস্তু হইলেও তাঁহার লীলা-বিচিত্রতায় সেবক-সাম্য আছে। অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন যে, বিষয়জাতীয় সেব্যবস্তু চিদ্বিলাস ভগবান্, এবং আশ্রয়জাতীয় শক্তিবর্গই বিভিন্ন-রসে বিচিত্রবিগ্রহবিশিষ্ট সেবক-ভগবান্। জীবাত্মার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুভূতিতে, শ্রীগুরুতত্ত্ব—আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব হইতে অভিন্নতত্ত্ব।

বদ্ধজীবের স্থূল-দেহের জনক, রক্ষক ও শুভ-চিন্তকই, সূক্ষ্ম শরীরের জনক, ও শুভানুধ্যায়ী 'আচার্য্য' এবং অবিমিশ্র নিত্য-জীবাত্মার উদ্দীপক ভগবদভিন্ন আশ্রয় ও নিত্যবৃত্তির নিত্য সহায়ক শ্রীগুরুদেব। স্থূল-শরীরের জন্ম, সূক্ষ্মশরীরের জন্ম ও অবিমিশ্র আত্মার প্রকাশ,—এই ত্রিবিধ-জন্মে বদ্ধজীবের যোগ্যতা আছে। জনকসূত্রে আমরা পিতা, আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেবকে দেখিতে পাই। পিতৃতে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যে জ্ঞানকাণ্ড ও গুরুতে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। অতএব মনু বলিয়াছেন, "মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।" অর্থাৎ মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথমজন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন বা সাবিত্র-সংস্কার লাভ হইতে দ্বিতীয় জন্ম, এবং যজ্ঞ-সংস্কার বা উপনীত দ্বিজের বেদ-বিধি অনুসারে তৃতীয় জন্ম লাভ হয়।

'প্রয়োজন'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা সম্বন্ধ ও অভিধেয় তত্ত্বালোচনায়, জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইয়াছি। এখন জীবের একমাত্র নিত্যপ্রাপ্য বস্তু প্রয়োজন কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাওয়া যাউক। উহা একমাত্র মহাভাগবত উত্তম ভক্তগণেরই আলোচ্য। কারণ প্রয়োজনতত্ত্বাভিজ্ঞ না হইলে শিখানো কথা পাখীর বুলি, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার ন্যায় হইয়া পড়ে। তবে, অনন্ত অসীম আকাশে যে পক্ষীর যত টুকু শক্তি সে ততটুকু ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়। শ্রীভগবত্তত্ত্ব অনন্ত কোটী কোটী গুণে অনন্ত অসীম। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-প্রসাদে ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় আমারও একটু উড়িতে ইচ্ছা হওয়ায় সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন, স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্বের আলোচনায় ধৃষ্টতা দেখাইতে বসিয়াছি। যদিও অধিকার, নাই অনধিকার চর্চ্চা মর্য্যাদা লঙ্ঘন, তথাচ শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে বিরত হওয়াই সর্ব্বানর্থের মূল। তত্ত্ব বিচারে আমার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষগুলি গুরুবর্গের দ্বারাই সংশোধিত হইয়া আমার চিত্ত নির্ম্মল হইবে।

সম্বন্ধে প্রভু-ভৃত্য সেব্য-সেবক তত্ত্ব। অভিধেয়ে সাধনভক্তি অর্থাৎ প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, সেব্যের প্রতি সেবকের যে কর্ত্তব্য তাহা, এবং প্রয়োজনে কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব জীব-স্বরূপের যে একমাত্র প্রাপ্তব্য ও লোভনীয় বস্তু, ইহাই গুরুবর্গের নিকট শ্রুত হওয়া যায়।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ প্রাপ্তিই 'প্রেম'শব্দ বাচ্য। কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলেই আনন্দের জন্য লালায়িত এবং আনন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় সেবা রুদ্ধ হওয়ায় আনন্দ ও প্রেম বাধা পাইয়া থাকে। ইতরতা নিবন্ধন এই জড়ানন্দ জড়াকারে একটা কিম্ভূত কিমাকার ধারণ করত অত্যন্ত বিকৃতাবস্থায় ক্রমে অশ্লীলতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন মায়া আরও সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণ-বিস্মৃতির চরম জানিয়া বহুধা মূর্ত্তিতে এমন কি মন্ত্রদাতা বঞ্চিত বঞ্চক গুরু, সাধু মূর্ত্তিতে নানা প্রকার লোক ভুলানো বেশ বিন্যাস করিয়া বিবিধ প্রকারের প্রয়োজন লক পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করে। তাহাতে প্রেমের স্বরূপ নিত্যানন্দের বিপরীত মায়ার বিচিত্রতা অনিত্য জড়ানন্দ লাভ হইয়া নাস্তিক বস্তুকেই প্রয়োজন বোধে নিজেরাও বিকৃত হইয়া যাই। "পিশাচী যেন মস্তিষ্ক হয়। মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়।" এমতাবস্থায় প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে যাইয়া মায়া পিশাচীর কবল কবলে পড়িয়া সম্বন্ধজ্ঞানেরই কোন খোঁজ রহিল না। সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ; তৎপর অভিন্ন কৃষ্ণজ্ঞানে অভিধেয় সাধন ভক্তি। সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের একনিষ্ঠ সেবা এবং সেবা ভক্তির দ্বারা প্রয়োজন তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি ঘটে। এই প্রকার সদ্গুরু চরণাশ্রয়ে ক্রম পন্থায় ভক্তিতত্ত্ব উদিত না হইলে গাছে না চড়িতেই এক কাঁদি পাওয়া কিম্বা ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়া প্রভৃতি ব্যাপার যেরূপ অর্ব্বাচীন নির্ব্বোধের কার্য্য, সেইরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব জীবের স্বরূপ না জানিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে ইচ্ছা করাও মূর্খতা।

আমরা দেহ মনের ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া কেহ পিতৃ-মাতৃ-সেবা, দেশ সেবা, সমাজ-সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের অন্যান্য সেবাই প্রয়োজন বোধ করি। এই প্রকার বিভিন্ন সেবাই ভগবানের সেবা বলিয়া লই। তাহাতে বিশ্ব-প্রেমিক, স্বদেশ প্রেমিক, সমাজ প্রেমিক ইত্যাদি আখ্যা লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা যে নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞানলাভেরই অন্তরায় তাহা বুঝিবার অবকাশ নাই।

কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রেম নামে যে আসক্তি এবং তাহার পুষ্টি বিধানে যে সেবা, তাহা সীমাবদ্ধ থাকায় ইচ্ছা-শক্তি উত্তরোত্তর দুর্ব্বলা হয় ও শেষে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রেম এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় যে সাধন ভক্তি, তাহাতে সেবা-সৌষ্ঠব ও চমৎকারিত্ব থাকায় এবং অনন্ত অসীম ও নিত্যতা হেতু সেবাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হয়। অবশ্য ইতর বাসনা অনর্থ-নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, এসমস্ত কিছুই উপলব্ধিতে আসে না। আবার দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ' বৈষ্ণবাচার পালন সহ অভিধেয় সাধন-ভক্তি কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় নিরন্তর অভিযুক্ত না হইলে অসত্তৃষ্ণা ও অনর্থ নিবৃত্তি হয় না। নিত্য অভিযুক্ত চিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল জনই অনর্থ-মুক্ত।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী-সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দঃ বিঃ ৫৩৯)

অর্থাৎ "যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন হইতে নারী-সঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখ-বিকার এবং নিষ্ঠীবন (থুৎকার) হইয়াছে।"

এই তো কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবাপরায়ণ ভক্তের অবস্থা। এখন আমরা যাহারা এক-বারেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে চাই অথবা লাভ হইতেছে বলিয়া মনে মনে মনকলা খাইতেছি, তাহারা নিজের ওজন বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট। তবুও নূতন করিয়া আর অনর্থ সাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে না।

জীব যতক্ষণ বাস্তব কৃষ্ণপ্রেম লাভ না করে, ততক্ষণ ইতর (মায়িক) বস্তুতে আসক্তি রাখিয়া প্রেম-প্রাপ্তির দুরাশা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কারণ "কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল, সেই প্রেমা অমৃতের

নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগ, শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু। শুদ্ধ প্রেম সুখসিন্ধু, পাইতাম একবিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। কহিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয়, কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥ বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত-চরিত। এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মঃ ২য় পঃ)

যাঁহারা সদ্গুরু-কৃপায় সম্বন্ধ, অভিধেয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নিত্য অভিযুক্ত চিত্তে গুরুদেবের কৈঙ্কর্য্য লাভ করেন, তাঁহারাই বাস্তব এবম্বিধ কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তির অধিকারী। ইতর বস্তুতে আসঙ্গ-লিপ্সা-রহিত প্রয়োজনতত্ত্বাভিজ্ঞ কৃষ্ণপ্রেমিকের ইহাই স্বরূপ-লক্ষণ। ইহার জ্ঞাতা একমাত্র শ্রীগুরুদেব, তাঁহার কৃপাবলে আমরা জানি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

থানেশ্বর

সহরবাসী, বনিয়াদী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লালা রামলালের বাজার বাড়ীতে গত ১৫ই ও ১৬ই তারিখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীহরিসংকীর্ত্তনাদি-মুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সভায় অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে শ্রীপাদ বৈষ্ণব চরণ অধিকারী প্রভু মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পাদিত শ্রাদ্ধই শাস্ত্রীয় এবং তদিতর রাক্ষস শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বিষয় সভাস্থলে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলে সকলে বেশ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

পরদিন হইতে লালা ভাগুলালের বাটিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীপাদ রামেন্দু সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক ও মহিলাগণ হরিকথামৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। শ্রোতৃবর্গের আগ্রহাতিশয্যে তথায় প্রতিদিনই পাঠ কীর্ত্তন চলিতেছে। গত ২৮শে জুন ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীকুরুক্ষেত্রমঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঐদিন শ্রীল স্বামীজি মহারাজ তথায় মধুর ও ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতকথামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী, পুরুষ অনেক লোক সমাগত হইয়াছিলেন। সকলে শুনিয়া এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, কয়েকদিন অবস্থান করিয়া হরিকথামৃত শ্রবণ করাইবার জন্য সকলেই বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশ্য স্বামীজি মহারাজ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এখন যাইতেছেন এবং বারান্তরে শীঘ্রই আসিয়া তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন এইরূপ কহিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া গেলেন।

মোটকথা কুরুক্ষেত্রবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে গ্রহণ করিতেছেন।

নানা কথা

চেঙ্গাইল

লাড্লো জুটমিলের ধর্ম্মঘট প্রায় শেষ হইয়াছে। শ্রমিকদের শতকরা ৮০ হইতে ৭০ জন কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সময় দেশে গিয়াছিল, তাহারাও শীঘ্রই আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিবে।

সুবৃহৎ বিমানপোত ও জেপেলিন

শুনা যায়, জার্ম্মানিতে ৫ হাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন পরিচালিত একখানি সুবৃহৎ বিমানপোত ও দশহাজার অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনের একখানি জেপেলিন নির্ম্মিত হইতেছে

মাদ্রাজে মহরমের হাঙ্গামায়

গ্রেপ্তারের কথা অমূলক

মহরম উৎসবে যোগ দেওয়ার অপরাধে মাদ্রাজের পুলিশ ১৮টি যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সে সংবাদ ঠিক নহে।

বাংলার চিনি

সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মধ্যে একমাত্র যশোহর কোটচাঁদপুর গ্রামে খেজুরে গুড় হইতে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হয়। এই চিনি দলুয়া নামে পরিচিত। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ কোটচাঁদপুর গ্রামে প্রায় ১৫০টী কারখানা ছিল এবং সেই কারখানা হইতে অন্যূন ১৫০০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়া বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিক্রীত হইত। সে সময়ে এ চিনি ইংলণ্ডে চালান হইত এবং সেখান হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়া কলিকাতার সাহেব মহলে ব্যবহৃত হইত।

কি কুক্ষণেই বাঙ্গালার বাজারে জাভা চিনির আবির্ভাব হইল। দেশী চিনি লাল ও ময়লা, আর জাভা চিনি সাদা ধব্‌ধবে সুন্দর, সুতরাং চিনির বিক্রয় বন্ধ হইল। জাভাই দেশী চিনির আসন গ্রহণ করিল। তখন কলিকাতায় টার্নার মরিসন কোম্পানীর আফিস ছিল। তাঁহারা দেশী চিনি কিনিয়া লইয়া এখানেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিষ্কার করিয়া জাভা অপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তখনও দেশী চিনির ব্যবসায় চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহারাও এখান হইতে আফিস তুলিয়া দিলেন। সুতরাং দেশী চিনির ব্যবসায় প্রায় অচল হইয়া উঠিল। ১৫০টীর স্থানে কারখানার সংখ্যা হইল ৩০টী, ১৫০০০০ মণের স্থানে প্রস্তুত হইতে লাগিল ৩০০০০ মণ এবং সেও কেবলমাত্র সুকচরের জন্য। সুকচরের ব্যবসায়িগণ এই দেশী চিনি, দেশী প্রথায় পরিষ্কার করিয়া দোবরা ও একেবরা নামে বিক্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু দোবরা চিনির মূল্য জাভা চিনি অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া, দিন দিন তাহার বিক্রয়ও হ্রাস হইতে লাগিল। আজকাল জাভা চিনির প্রতিযোগিতায় দোবরা চিনিও সম্পূর্ণ অবিক্রী হইয়া গিয়াছে। ফলে সুকচর ও চাঁদপুর উভয় স্থানের দেশী চিনির কারবারই লোপ পাইতে বসিয়াছে।

এ বৎসর চাঁদপুরে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০০ মণ চিনি প্রস্তুত হইবে। কিন্তু মনে হয়, বাজারে তাহার এক তৃতীয়াংশ বিক্রীত হইবে না। কারওয়ালারা ঐ চিনি ৪।৬ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়া জাভার সহিত ভাঁজে পেটী নামে বিক্রয় করিবেন। ফলে চিনির ব্যবসাদার শতকরা ৫০৲ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুতরাং আগামী বর্ষে চাঁদপুরে চিনির কারবার করিবার মত সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি আর মহাজনদিগের থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। তাই এই বৎসরই বোধ হয় দেশী চিনির ব্যবসায়ের শেষ বৎসর।

—আর্থিক উন্নতি।

খড়্গপুরে ভীষণ দাঙ্গা

যেমন দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারীর ভীষণ প্রকোপ, তেমনি দাঙ্গাহাঙ্গামায় খুনো-খুনি—অযথা রক্তপাত। চারিদিকে অশান্তি! মানুষের সংবাদপত্র হাতে করিতেই ত' প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, কি জানি কোথায় কি হইল। গত শুক্র ও শনিবার খড়্গপুরে শিখ ও মুসলমানে বিষম দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে ১৫ জন লোক হত ও ২৫ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু যেরূপ গুপ্ত ছুরিকার অভিনয় চলিয়াছিল, তাহাতে আরও কত মনুষ্য যে হতাহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করে কে? খড়্গপুরে শিখ-মুসলমানে একটা বিদ্বেষ পূর্ব্ব-হইতেই প্রধূমিত হইতেছিল। গত শুক্রবার মুসলমানেরা একটা শব-শোভাযাত্রা লইয়া শিখমন্দিরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। সেই সময়েই দাঙ্গার সূত্রপাত হয় ও ইটপাটকেল বৃষ্টি হইতে থাকে। ক্রমে গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহারও চলিতে থাকে। যাহা হউক বি, এন রেলের অক্সিলিয়ারী ফোর্স, ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স দল এবং পুলিশ অনেক চেষ্টার পরে বর্ত্তমানে গোলমাল থামাইতে সমর্থ হইলেও সহরবাসীর আতঙ্ক যায় নাই। ভগবদুপাসনার সচিত্ত খোঁজ নাই, কেবল মিছামিছি একটা অছিলা ধরিয়া মানুষগুলি পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মরিবে। অথবা ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি আছে? কাল যে কলি, কলির কাযই যে বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। সুতরাং এখন একমাত্র কলিবৈরী পরীক্ষিৎ মহারাজের শরণ লওয়া ভিন্ন কলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য উপায় নাই।

সীমান্তে পাঠান ও ব্রাণ্ডখেলে যুদ্ধ

সীমান্ত প্রদেশে কোহাট জিলায় পাঠানগণের সহিত ব্রাণ্ডখেল জাতির একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ৯টায় আরম্ভ হইয়া ঐ যুদ্ধ রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত চলে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। গাবাইখেলের নির্ব্বাসিত পাঠানগণ দীর্ঘকাল টোকিয়োর রাজনৈতিক এজেন্টের অধীনে অবস্থান করে। অবশেষে তাহারা গৃহগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের রক্ষার জন্য রাজনৈতিক নায়েব তহশীলদার তাহাদিগের সহিত গমন করেন। রাত্রিকালে শত্রুগণ গুলী ছুড়িতে থাকে, প্রাতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ৩ দিন কাল ঐ যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে নায়েব প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগের অধিকৃত স্থান দখল করে

বল খেলোয়াড়ের মৃত্যু

গত ২৪শে জুন রবিবার ইটালী বান্ধব সমিতির রাইট হাফ ব্যাক মহেন্দ্র নাথ ঘোষ ফুটবল খেলার সময় পেটে আঘাত পান। তখনই তাঁহাকে ক্যাম্পবেল হস্‌পিটালে লইয়া যাওয়া হয় ও পরদিন আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে অস্ত্রোপচার করা হয়। গত মঙ্গলবার প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর হইয়াছিল।

খেয়া দুর্ঘটনা

২৮ জনের মৃত্যু

গত বৃহস্পতিবার হুগলীতে খেয়া দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, খেয়া নৌকাখানিকে একটি ষ্টীমলঞ্চ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। নৌকায় সাধারণতঃ যত লোক ধরে তদপেক্ষা অধিক লোক ছিল। নদী বেশ শান্ত ছিল। লঞ্চখানি প্রবলবেগে চলিয়াছিল। হুগলী ফেরি ঘাটে ভিড়িবার সময় লঞ্চখানি ঘুরাইলে নৌকাখানি ডুবিয়া যায়। নৌকার যে সমস্ত মজুর ও কেরাণী ছিল, তাহারা সকলেই ডুবিয়া যায়। নৌকায় ৪০ জন লোক ছিল। তন্মধ্যে ২৮ জনের সলিল-সমাধি হইয়াছে, অবশিষ্ট ১২ জনকে অতি কষ্টে উদ্ধার করা হইয়াছে।

হিন্দুকে হত্যার অপরাধে মুসলমানের ফাঁসির হুকুম

আপীল ডিসমিস

গত বৎসর ৪ঠা মে তারিখ লাহোরে দাঙ্গার সময় জনৈক হিন্দু যুবককে হত্যার অপরাধে কালা নামক একজন মুসলমানের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল। গত ৩০শে জুন সেন্ট্রাল জেলে তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ সেসন জজ আসামীকে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রদান করিয়াছিলেন। দণ্ড কমাইবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতিগণ আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং পুলিশের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। অতঃপর প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা হইলে সেই আপীল অগ্রাহ্য হয়।

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

বসিরহাটের [illegible] নামক গ্রামে গত মঙ্গলবার দিন [illegible] আলী গাজী নামে এক মুসলমান যুবক রহস্যজনকভাবে খুন হইয়াছে। প্রকাশ যে, যুবকটী একদা [illegible] মজলিসে যোগ [illegible] বেলা বাড়ী হইতে বাহির হয়, কিন্তু সে আর ফিরিয়া না আসায় দুপুররাত্রে চারিদিকে খোঁজ করা আরম্ভ হয়। পরদিন তাহার বাড়ী হইতে এক মাইল দূরে একটী পুকুরের ধারে যুবকটীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী

নূতন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

ইতঃপূর্ব্বে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীতে যে চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইয়াছিল সেই নির্ব্বাচন গবর্ণমেন্ট নাকচ করিয়া দেওয়ায় গত ৩০শে জুন পুনর্ব্বার নির্ব্বাচন হয়। এই নির্ব্বাচনের ফলে মিঃ নুর আহম্মদ চেয়ারম্যান এবং শ্রীযুত যোগেন্দ্র গুহ ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই কংগ্রেস দলভুক্ত। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন খান সাহেব সত্তর এবং শ্রীযুত কিরণ দাস।

কমিশনার

মিঃ এস, এন, গুপ্ত লণ্ডনে ভারতীয় ডেপুটী ট্রেড কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ গুপ্ত ১৯১৮ সনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন।

বুদ্ধমূর্ত্তি-আবিষ্কার

চট্টগ্রামের নিকট একটা পুকুরের বনিয়াদ খননের সময় মাটির মধ্য হইতে কয়েকটা তাম্র-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মূর্ত্তিগুলি নাকি ১ হাজার বৎসরের পুরাতন শুনা যাইতেছে, ঐ মূর্ত্তিগুলির আবিষ্কারকর্ত্তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হইবে।

দিল্লীতে

ষাঁড়ের উপর জুলুম

পাছে ষাঁড়গুলি মহরম শোভাযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করে, এই আশঙ্কায় গত ২৭ জুন রাত্রিতে বহু সংখ্যক পুলিশ কনেষ্টবল দিল্লীর সকল বাজারে ষাঁড় তাড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। কয়েকটা ষাঁড় পুলিসের লাঠির আঘাতে বিশেষ ভাবে আহত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল। গত মাহিন্দী শোভাযাত্রার সময় ২টি ষাঁড় শোভাযাত্রার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মুসলমানদিগের ও হিন্দুদিগের ভিতর মারামারি হইয়াছিল। সেই জন্য ষাঁড়গুলির উপর পুলিসের এইরূপ জুলুমের কারণ। উক্ত রাত্রিতে পুলিসের এইরূপ আচরণের প্রতিবাদ করিবার জন্য দিল্লীর কয়েক জন প্রতিপত্তিশালী নেতৃস্থানীয় হিন্দু ডেপুটী কমিশনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। যদি ডেপুটী কমিশনার এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে দিল্লী হিন্দু দোকানদারগণ [illegible] [illegible] [illegible] করিবার [illegible]

[illegible]

২৩শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫ ।

পঞ্চোপাসনা

যাঁহা হইতে এই জড়জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহা দ্বারা জীবজগৎ প্রকটিত হইয়াছে, যাঁহাতে এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপালিত, যিনি জড়জগতের ও জীবজগতের নিত্য-আশ্রয়রূপে অধিষ্ঠিত, জিজ্ঞাসুগণের যিনি জিজ্ঞাস্য বস্তু, এবং আর্যগণের যিনি জ্ঞেয় বস্তু, উপনিষদ্ ব্রহ্ম-নামে যিনি কথিত হন। উপনিষদ্ উক্ত শ্রুতি যে ব্রহ্ম-বস্তুর কথা বলিয়াছেন, তিনি সবিশেষ কি নির্বিশেষ, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই সম্প্রদায় সবিশেষবাদী ও কেবলাদ্বৈত-নির্বিশেষবাদী বলিয়া আখ্যাত হন।

নির্বিশেষবাদী বলেন, জড়জগতে ও জীবজগতে যে কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহারই অনিত্য ও মিথ্যা, যেহেতু ব্রহ্ম নির্বিশেষ। জীব ও জড়জগতের বিশেষত্ব ভ্রান্ত-ধারণা হইতে উদ্ভূত মাত্র; উহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। দ্রষ্টা অজ্ঞানে দর্শন করিতে গিয়াই ঐরূপ মিথ্যা-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম শক্তি-রহিত এবং বিশেষ-রহিত বস্তু। বস্তু চিন্ময় বলিয়া ব্রহ্ম-সত্তায় বিশেষত্ব সম্ভবপর নহে। বিশেষত্ব বা ভেদ জড়-মায়া-কল্পিত। মায়ার অভাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যযুক্ত চিন্মাত্র অবশিষ্ট।

সবিশেষবাদী বলেন, জড়-বিশেষে নশ্বর ধর্ম অবস্থিত, প্রতীতি সত্য, ব্রহ্ম বস্তুর বহিরঙ্গাপ্রকৃতি-পরিণামে জগৎ উদ্ভূত। অন্তরঙ্গা-শক্তি-পরিণত হইয়া তদ্রূপবৈভব এবং অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়ের অন্তরালে, তটদেশে, উভয় প্রকার জগতে বিচরণশীল জীবজগৎ অবস্থিত। ব্রহ্মে বিশেষ-ধর্ম নিত্য অবস্থিত। বহিরঙ্গা-শক্তির পরিণত জগৎকে বা অণুচিৎ জীবজগৎকে মিথ্যা বলিবার আবশ্যকতা নাই। চেতন-ধর্মের বিপরীত অচিৎ-বস্তুর প্রকটবৃদ্ধি, অণুচিদগণের বর্তমান থাকায় উহাদের অন্তরঙ্গা-শক্তির নিত্য-পরিণামরূপ বৈকুণ্ঠে অণুচিৎ-বস্তুর সর্বক্ষণ অবস্থিত নহে। অণুচিৎ-ধর্ম বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও [illegible] অনুশীলনে নিজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] অচিন্ত্য-বস্তুকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করেন। তাঁর ধীমনের ধর্ম—জড়-জগৎ ও পরকীয়-জগতের ভোক্তৃত্ব। আত্মজ্ঞানে যাঁরা যুক্তাত্মা হইয়া জীব বলে ভগবান্ ও তদ্রূপবৈভব দর্শন করেন, তখনই তাঁহার অচিৎ-পরিচয় ন্যূনাধিক বিগত হয়। অপকৃষ্টভাবে অধোক্ষজের অনুশীলন করিলেই জীবের ভোগময় প্রবৃত্তি থাকে না। ভগবৎসেবার অভাবেই জীব জড়েন্দ্রিয় বিষয়-সেবায় ব্যস্ত হয়। অনাত্ম-বস্তু দেহ ও মনের দ্বারাই জড়ের বিষয়-সেবা হয়। ভগবদ্বস্তু জড়েন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না। অতীন্দ্রিয় আত্মেন্দ্রিয় দ্বারাই নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা হইয়া থাকে। যে-কালে জীব আত্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিষ্ণুসেবা করিতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণ-দাস্যের পরিবর্তে জড়েন্দ্রিয়ের ভোগময় প্রবৃত্তিতে চালিত হন, সেই কালে কৃষ্ণকে 'মায়াশক্তি' বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয়। যে-কালে জড়-অর্থের নিষ্প্রয়োজন জন্য নিত্যাবিষ্ণুসেবা পরিহার করেন, সেই কালেই বিষ্ণুকে গণপতি-রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-কালে প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া ধর্মকামী দেহ ও মন বিষ্ণুর পূজা করিতে আরম্ভ করে, তৎকালে বিষ্ণু দর্শনের পরিবর্তে 'সবিতা' দেখিয়া ফেলেন। ধর্মার্থকামী মুক্তি-পরবশ হইয়া দুর্গা, গণেশ ও শক্তির সেবাকেই 'বিষ্ণুসেবা' মনে করেন। আবার মোক্ষকামী হইয়া উপাস্যবস্তুকে 'রুদ্র'রূপে দর্শন করেন। জড় কামনাই জীবকে বদ্ধাবস্থায় চতুর্বর্গের সেবক করিয়া তোলে। বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের কোন জড়-কাম নাই। সেখানে বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রবল হইয়া আত্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয়। উহাই আত্মধর্মগণের নিত্যধর্ম। বিষ্ণুমায়ার মোহিত হইয়া জীব কামনার বশবর্তী মন ও চতুর্বর্গসাধনের বাসনায় নির্বিশেষ-ব্রহ্মের কোন একটী রূপ কল্পনা করিয়া বসেন। কিন্তু বাস্তব নিষ্কাম হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্‌কে 'পরব্রহ্ম' জানিবার পরিবর্তে 'সগুণ' অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণময় উপাস্য-জ্ঞান—তাঁহার অপরাধের পরিচয় মাত্র। জীব অনাত্মধারণার বশবর্তী হইয়াই বদ্ধাভিমানে বিশুদ্ধসত্ত্ব বিষ্ণুর নিকটও কোন কোন সময় জড়কামনা প্রার্থনা করেন। তাদৃশ বিষ্ণু-উপাসনাও পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত। নিগুর্ণ-ব্রহ্মকে প্রাকৃত অবস্তু 'সগুণ' জ্ঞান করিয়া যে কামনাময়ী উপাসনা জগতে চলিতেছে, তাহার ভোক্তৃস্বরূপ দেহ ও মনকে নির্বিশেষবুদ্ধি করাই আত্মজ্ঞান হয়। বস্তুতঃ তাঁহাদের অজ্ঞানে, বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুকে [illegible] করিয়া অপর [illegible] কাল্পনিক [illegible], সহিত সমজ্ঞান [illegible] [illegible]। বিশুদ্ধসত্ত্ব-কান্তিবিশিষ্ট জীব বিষ্ণু, [illegible]গুণবিশিষ্ট জীব

সূর্যের, [illegible]গুণবিশিষ্ট জীব গণেশের, মুক্তরজোগুণবিশিষ্ট জীব শক্তির এবং তমোগুণবিশিষ্ট জীব রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সগুণ উপাসনার এই সম্প্রদায়-গুলির সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—নির্বিশেষ-ব্রহ্ম। শুদ্ধজীবের আত্মা যেকালে মায়া-দ্বারা সঙ্কোচিত হয়, তখনই আপনাকে 'ত্রিগুণদাস' জানিয়া জীবের জড়চেষ্টার উদয় এবং জড়চেষ্টা-প্রভাবে, বিশুদ্ধসত্ত্ব-ব্রহ্মকে 'গুণাবতার'-জ্ঞানে সকাম সগুণ উপাসনায় প্রবৃত্তি। জীব নিজ-স্বরূপের নিত্যতায় উপলব্ধিতে সবিশেষ বিষ্ণুবিগ্রহকে পরব্রহ্ম এবং নিজেকে বৈষ্ণব বিশ্বাস, আর উপাসকগণের হিতের জন্য অনিত্য-গুণোপেত কাল্পনিক মূর্ত্তিব্রহ্মগুলির শেষ অভ্রান্ত পরিণামকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং নিজের অস্তিত্বাভাব-হেতু উপাস্য-উপাসক-ভ্রান্তির অপগমে জীব নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারেন বলিয়া আশা করেন। পঞ্চোপাসনার সহিত পরবর্তিকালে চন্দ্রবিন্দু ও ক্রমযোগে সপ্তোপাসনাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে 'মুক্তি' সকলের লক্ষ্য। মুক্তিতে ঈশ্বর ও জীবে উপাস্য-উপাসক-ভেদ নাই। শাক্তসিংহ মুক্তিতে বোধরাহিত্য স্বীকার করেন। কেবলাদ্বৈত-নির্বিশেষবাদী মুক্তিতে বোদ্ধা-বোদ্ধব্য ও বুদ্ধিরহিত অখণ্ড বোধ স্বীকার করেন। বদ্ধজীব নানাপ্রকার জড় ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া নিত্যাস্তিত্বে অসুবিধা বোধ করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতির সত্যতা অবলম্বন করিলে তাঁহার সেই অসুবিধা হইতে মুক্ত হইয়া নিজের নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষিত হউক, ইহাই তাঁহার আবশ্যক। কিন্তু নির্বিশেষবাদীর হস্তে পড়িয়া তাঁহার নিজত্ব বিনষ্ট হইয়া নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাম্য হওয়ায় অস্তিত্ব রূপে পরিণত হইলেন অর্থাৎ তিনি জীব সে-জিনিষ রহিলেন না। জীব নিজের নির্মল-সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দ পরিহার করিয়া বিভুবস্তুর সত্তা, চিন্ময়তা ও আনন্দের নির্বিশেষাবস্থা ব্রহ্মে লীন হইলে তাঁহার নিত্য অণুচিৎ-স্বরূপের বিলোপ সাধিত হয়। অবশ্য অণুচিদ্ধর্মে বদ্ধদশা-জনিত দোষের অপগমের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া নিজের নিত্য অণুচিদ্ধর্ম ধ্বংস হউক,—এরূপ পরামর্শ-গ্রহণ সমীচীন মনে করা—নিত্যত্বেরই বাধাজনক। মুক্ত-অবস্থায় নিত্য অণু-ধর্ম বিগত হইলে তিনি আর সে-বস্তু রহিলেন না। অতএব জড়ের অণুতে নানা অনুপাদেয়তা বা হেয়তা অবস্থান করে, কিন্তু চিন্ময় অণুস্বরূপে তাদৃশ অবস্থার সম্ভাবনা নাই। সেখানে ভগবানের নিত্য-সেবা বিরাজিত বলিয়া অনুপাদেয় হেয়-[illegible] সম্ভাবনা নাই, অতএব অনুপাদেয়তা ও হেয়তা [illegible] [illegible] বা [illegible] মুক্তির প্রাপ্য-

বিষয়সমূহ [illegible] [illegible] অবস্থান করে।

পঞ্চোপাসকগণ—[illegible] [illegible] আকাঙ্ক্ষী। ঐ [illegible]-বৈষ্ণব [illegible] করেন, তিনি—নিত্যকাল [illegible] সেবক। পঞ্চোপাসকগণ—নিজ-নিজ কামের পূরণাভিলাষী, বৈষ্ণবগণ—নিত্যবিষ্ণুসেবাভিলাষী। পঞ্চোপাসকগণ—কর্ম্মফলাধীন, বৈষ্ণবগণ—কর্ম্মফলাতীত। বৈষ্ণবগণের নিজ-বিচারে ভগবানের লয় নাই। জড়-বিচারের জড়-কালের সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমানের অভ্যন্তরে এবং জড়-কাল ও বিচারের ধ্বংসের পরও নিত্যরূপ ভগবান্ নিত্যকাল অবস্থিত ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। নিত্যোপাসক বৈষ্ণবও ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন; পক্ষান্তরে সাধকের হিতের জন্য কামনানুযায়ী ব্রহ্মের সগুণরূপ-কল্পনামূলক পঞ্চোপাসনা—অল্পকালের জন্য এবং পরিবর্জিত হইবার জন্য কামী বদ্ধজীব-সৃষ্ট বা কল্পিত মাত্র।

পাগলের কথা

(দ্বিতীয় দিবস)

এই যে! মেঘ না চাইতেই জল। মঠে না ঢুকতেই আপনার দর্শন পেলাম। দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজকের যাত্রাটা খুব ভাল দেখ্‌ছি। উৎসব আছে নাকি? তবে আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। সে দিন বলে গেলাম 'যদি পারি তবে কাল আস্‌ব' কিন্তু কাজিল হয়ে গেল তাও মনে নাই। যা হোক্ 'যদি পারি' এই কথাটা বলেছিলাম বলেই রক্ষে, নচেৎ বৈষ্ণবের কাছে মিথ্যাবাদী হতাম। তবে পাগলের সাতখুন মাপ, এ ভরসাও আছে। যাক্ তারপর সেদিন কোন্ কথাটা হচ্ছিল, বল্‌তে বল্‌তে ঘন্টা বেজে উঠ্‌ল। ঐ যে যাদিকে দেখ্‌লে পুতনার কথা মনে পড়ে। ব্রজে নন্দের আলয়ে বাল-কৃষ্ণ উদিত হয়েছেন, ঐ প্রকার রূপবান্ বালক আর কখনও কেহ দেখেন নাই, তাঁর গায়ের বর্ণ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হাসি, কান্না সবই অলৌকিক। যে একবার তাঁকে দেখ্‌ছেন তাঁর দৃষ্টি আর অন্যদিকে যায় না, যিনি একবার তাঁকে কোলে নিচ্ছেন তাঁর আর কোল থেকে নামাতে ইচ্ছা করে না। ব্রজের রমণীগণ এই কথা শুনে নিজের কোলের ছেলেকে [illegible] রেখে ছুটে আসছেন, এসে বাল-কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তন-পান করাচ্ছেন। পুতনা বেশ সুযোগ পেয়েছে, তাই আর খুব আনন্দ। [illegible] [illegible] করে বিষ

সাজিয়ে প্রাতঃতে মাসুদে [illegible] সঙ্গে নন্দের বাড়ীতে যেয়ে উপস্থিত। গুলোদায় [illegible] থেকে বাল-কৃষ্ণকে টেনে নিয়ে কোলে নিয়ে স্তন পান করাচ্ছে [illegible]—আহা! মরি! মরি! [illegible] কখনও দেখি নাই, [illegible] কোলে না নিয়ে কি [illegible]। ইত্যাদি নানারূপ কথা বলুতে বলতে কৃষ্ণকে দেখে তার বাৎসল্য-ভাবের ফোয়ারা উঠ্‌ছে। বাইরে চাল-চলনে কথা-বার্ত্তায় কিছু বুঝ্‌বার যো নাই, কিন্তু বাইরে দেখ্‌তে এক হলেও ব্রজরমণীদের এবং পুতনার অন্তরের অবস্থা ঠিক বিপরীত। ব্রজরমণীদের অন্তরে কোন কপটতা নাই, বাল-কৃষ্ণ তাঁদিকে আকর্ষণ করেছেন, তাই তাঁরা বাৎসল্যভাবের বশে যেয়ে কৃষ্ণকে কোলে নিচ্ছেন, স্তন পান করাচ্ছেন, আর পুতনা বাল-কৃষ্ণকে সামান্য বালক মনে করে, স্তন পান করাবার ছলে বিষ খাওয়াইয়ে মাবৃব বলে গেছে; তার অন্তরে কত কপটতা, কত দুষ্ট-বুদ্ধি। ঐ প্রকার মালা-তিলকধারী বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবগুরুদিগকে বঞ্চনা করবার জন্য এক দল জাতি গোস্বামী বা গোস্বামীগুরু আছেন। তাঁদের কুলে কিছুকাল পূর্ব্বে বড়, বড় কোন কোন গোস্বামী অবতীর্ণ হয়েছিলেন বা জগতে ধর্ম্মের গ্লানি দেখে, কলিহতজীবের দুর্গতি দেখে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ও জীব উদ্ধারের জন্য ভগবান তাঁর পার্ষদগণকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের জীব-উদ্ধার-লীলা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। জীব সব কৃষ্ণ-ভজন কর্‌বার জন্যে জগতে এসেছে, কিন্তু তা না করে সংসারে মেতে গেছে, মায়া-মোহে ভুলে গেছে, বার বার চৌরাশী লক্ষ যোনী ঘুরে বেড়াচ্ছে, ত্রিতাপ জ্বালার জলে পুড়ে মর্‌ছে; জীবের সেই সব দুঃখ দেখে তাঁদের বুক ফেটে যায়, চক্ষের জলে পৃথিবী ভেসে যায়, তবু মায়ামুগ্ধ জীবের চেতন হয় না, তাই তাঁরা দন্তে তৃণ ধরে যাকে দেখেছেন তাকেই বলেছেন—"ভাই সব! তোমরা কৃষ্ণ-ভজন কর্‌বার জন্য জগতে এসেছ, তাঁকে ভুলে থেক না, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই গৌরাঙ্গ হয়ে, কৃষ্ণচৈতন্য হয়ে, অচৈতন্য জীবকে চেতন করাবার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; তোমরা সেই গৌরসুন্দরের ভজনা কর, আমি তোমাদের 'কেনা-দাস' হব, এই ভাবে তাঁরা প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে যেয়ে, প্রত্যেকের হাতে-পায়ে ধরে, মার খেয়ে এই কথা বলেছেন,—

"প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম সার॥"

তাঁরা প্রভু-মুখেই এই ভাবে [illegible] প্রেম দিয়েছেন, [illegible] নেন নাই, স্ত্রীলোক [illegible], প্রতিষ্ঠাও চান নাই। তাঁরা বলেছেন—

আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥

তাঁরা নিজে আচরণ করে সব শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং অনেক শাস্ত্রও লিখে রেখে গেছেন। সেই শাস্ত্রে আছে যে—বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ এই ছয়টী বেগ যিনি জয় করেছেন তিনিই গোস্বামী অর্থাৎ যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা বলেন, হরিকীর্ত্তন করেন, নিজ অভীষ্ট বৈষ্ণব সেবার চিন্তা করেন, যাঁর কৃষ্ণের প্রীতি ছাড়া অন্য কামনা নাই সুতরাং হরি-সেবায় বাধা পড়লেই ক্রোধ হয়, তাছাড়া অন্য প্রকারের ক্রোধ হয় না, যিনি ছয় প্রকার রস আস্বাদনের চেষ্টা করেন না, জিহ্বা দ্বারা মহাপ্রসাদ সেবা করেন, শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু দরকার তাছাড়া অতিরিক্ত খান না, স্ত্রীসম্ভোগ-লালসা যাঁর নাই, তিনিই গোস্বামী। গো মানে ইন্দ্রিয়, স্বামী মানে বিজেতা, যিনি সব ইন্দ্রিয় জয় করেছেন, নিজে ইন্দ্রিয়ের বশে না থেকে ইন্দ্রিয় গুলিকে সব সময়েই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখেন, তিনিই গোস্বামী। গোস্বামীর ছেলে গোস্বামী হবেন, একথা তাঁরা বলে যান নাই, লিখে যান নাই এবং সে আচরণও দেখান নাই। ছয় গোস্বামীর কেহ গোস্বামী ছিলেন না বা গোস্বামী-কুল রক্ষার জন্য গোস্বামীর ছেলে গোস্বামী হবে বলে তাঁরা পুত্র উৎপাদনও করেন নাই। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র 'বীরভদ্র' প্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব, তাঁহার পুত্র ছিল না এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অচ্যুতানন্দ ছাড়া বাকী পুত্রগুলিকে অভক্ত জেনে পরিত্যাগ করে জীবকে সতর্ক করে গেছেন, অভক্ত হলে গোস্বামী হয় না, এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এই সব বিচার ভাল করে আপনাদের মঠ থেকে প্রকাশিত আচার ও আচার্য্য গ্রন্থে দেখিয়েছেন। তাহা পড়লে সব সন্দেহ মিটে যায়। তাতে শুধু মুখের কথা লেখা নাই, শাস্ত্রের প্রমাণ দেওয়া আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা নওয়ায় অভিনয় করেছিলেন, তিনি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেবার আদর্শ দেখান নাই। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ও [illegible] মধ্যে কেহই [illegible] দীক্ষা [illegible] গোস্বামী

কুলগুরু (যাঁরা ইন্দ্রিয়ের বশ [illegible] ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় [illegible] পারেন না।) বলেন—"গোস্বামীর ছেলে গোস্বামী হবে, তাছাড়া [illegible] গোস্বামী [illegible] কারণ গোস্বামীর [illegible] গোবিন্দের [illegible] আছে, [illegible] যাঁরা সংসার থেকে [illegible] তাঁদিকে সেই গুরু গোবিন্দ [illegible] গোস্বামীর চরণাশ্রয় করতে হবে। [illegible] শাস্ত্রসম্মত গোস্বামীর লক্ষণ আছে কিনা তা দেখবার কোন দরকার নাই, সে সব বিচার করতে গেলেই অপরাধ হবে। তাঁরা যা উপদেশ দিবেন নিজে আচরণ না করলেও কোন ক্ষতি নাই। তাঁরা কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে শিষ্যের কানে ফুঁ দিয়ে দিবেন, তাতেই দীক্ষা হয়ে যাবে, সেই জিহ্বা দ্বারা উচ্চারিত শব্দের নাম মন্ত্র তাও আগা গোড়া বাদ দিয়ে আদ্যের খানিকটা দিবেন মাত্র। শিষ্য দীক্ষা লইবার সময় গুরুকে [illegible] বিধ দ্রব্য ও কিছু অর্থ দিবেন, এবং প্রত্যেক বছরই কিছু কিছু প্রণামী দিতে হবে। সেইসব অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা গুরুদেব নিজের স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করবেন, গহনা দিবেন এবং মাদক দ্রব্যাদি সেবন করবেন। শিষ্য শূদ্র হলে শূদ্রই থাকবে। শিষ্যের পাচিত অন্ন গুরুদেব খাবেন না, তাহলে সমাজে পতিত হবেন, হুকা খাবেন না ও ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন না। শিষ্য দণ্ডবৎ করবে [illegible] তার মাথায় পা চাপিয়ে দিবেন। এক গামলা জল আন্‌লে [illegible] তাতে পা ডুবিয়ে দিবেন পরে সেই জল শিষ্য পুত্র পরিবার সহ তাহা পান করবে, তাতেই হরিভক্তি হবে। দীক্ষা [illegible] পর শিষ্যের আচার ব্যবহারের কোন কড়া কড়ি নাই, তার যা ইচ্ছা তাই করবে এবং ভিতরে অন্তরের বিচারের কোন পরিবর্ত্তন হবে না তবে মাঝে মাঝে, গুরুর পাদোদকের জন্যে, মাথায় পা চাপানর দরুণ ও বছর বছর নির্দ্দিষ্ট প্রণামী যে [illegible] ক্রমান্বয় শিষ্যের কাছে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি হবে। এই প্রকারের অনেক কথা বলে, যাঁরা নিজে সেই জাতিগোস্বামী বা গুরুব্রুবগণ শিষ্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছেন, ফল টা পেতেছেন মন্দ নয়। শিষ্যেরাও দেখ্‌ছে যে "গুরুর খেতে পাচ্ছ, [illegible] যেতে নাই [illegible] বা ইচ্ছা তাই করব, [illegible] তাতে কোন আপত্তি নাই [illegible] [illegible]

[illegible] নাই। [illegible] আমাকে দয়া [illegible] জানি [illegible]।

বৈষ্ণব ও ইতরস্মৃতি

ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল বিধি অবলম্বন করিয়া জীবগণের ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হয়, সেই বিধিনিয়ন্ত্রিত শাস্ত্রকে 'স্মৃতিশাস্ত্র' বলে। অধিকার-ভেদে স্মৃতি-শাস্ত্রও দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত বিচার প্রবল না করিয়া জড়জগতে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবেতর আর্য্যগণ ইতরস্মৃতির বিধিগুলিকে [illegible] হরিবিমুখ সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। সেই হরিবিমুখ সমাজের মধ্যে যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহারা কেবলমাত্র [illegible] স্মার্ত্তের উপদেশ ও বিধিগুলি পালন করেন না। ভগবদ্‌ভক্তি-বহির্মুখ সমাজ সংখ্যায় প্রচুর হইলেও ভগবদ্‌ভক্ত-সমাজের উপর কোনপ্রকার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন না। ইতর স্মার্ত্তগণ বলেন,—ভক্তিবিচারের আদর না করিয়া তদাকথিত স্মার্ত্তীয় প্রাণহীন বিধিগুলিকে পালন করিলেই সংকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরমার্থিগণ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। স্মার্ত্ত ও পারমার্থিকচিত্তে একই শাস্ত্র হইতে আচারগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীমদ্‌ নন্দনাদি ব্যবহার-কুশল আর্য্যগণ তাঁহাদের নিজপ্রণীত নিবন্ধগুলিতে বৈষ্ণবগণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবস্থা স্থানে-স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আবার পারমার্থিক স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থ 'অবৈষ্ণবগণ স্মৃতি-রচনা বৈষ্ণবের পালনীয় নহে', এরূপ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমাজে ভগবদ্‌বিমুখতার স্রোত প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায় বৈষ্ণবস্মৃতির আদর অনেকস্থলেই লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব-স্মৃতির মর্য্যাদা সর্ব্বত্র না থাকায়, সমাজে উন্নত উপদেশিক্ষা প্রভৃতি [illegible] এরূপ বিচার শাস্ত্রের মর্ম্ম [illegible] হীন নির্ব্বোধ-সমাজেই দেখা যায়। জীব যেকালে আপনাদিগকে 'ভগবদ্বহির্মুখ' ও 'অবৈষ্ণব' মনে করেন, সেই কালে তাঁহারা বহির্মুখ-সমাজের [illegible] প্রতীতি হয়। তখন তিনি বলে থাকেন,—[illegible] [illegible]

[illegible] ... বৈষ্ণবস্মৃতির অভিধান অভিনব লিখিয়াছেন।

আর, কি দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট শ্রীসনাতনগোস্বামি প্রভুর লিখিত ভক্তিগ্রন্থের আদর আজ গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ি-সমাজে নাই! 'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিয়া স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের কার্য্য করিবার জন্য বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচলন-উৎপাটন করিয়াছি। যাঁহারা বৈষ্ণব-স্মৃতির পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও অবজ্ঞা করিতেছি। শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-লিখিত যে 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' গ্রন্থ বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে স্মার্ত্ত-রঘুনন্দনের শতবর্ষপূর্ব্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা এতদিন আচার্য্যের অভাবে বৈষ্ণবকুলের মধ্যে অপ্রকাশিত অজ্ঞাত ছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বৈষ্ণবজগতে উহা প্রচার করিয়া ভক্তজগতের যে অভাব দূর করিয়াছেন, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের সহস্র বৎসর লাগিতে পারে। আবার, শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা হইলে বৈষ্ণবসমাজ নিজের নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য উহা নির্ব্বিবাদে প্রচলন করাইয়া লইতে পারেন। যে সময় শ্রীগৌরসুন্দর জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই সময় বঙ্গীয়-হিন্দুসমাজের চরম দুরবস্থার কাল। তিনি পরমার্থ ও হরিনাম প্রচার করাইয়াছিলেন বলিয়া তাৎকালিক হরিনামবিরোধী সমাজ তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করিতেও বিরত হয় নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ ও গৌরভক্তের ভক্তগণ বর্ত্তমান-কালে বর্ণাশ্রমে [illegible] অবস্থিত হইয়া সেই শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। সমাজের [illegible] হরিবৈমুখ্য [illegible] থাকিলে [illegible] হরিবিমুখ-প্রবৃত্তিক্রমে জীব [illegible] হইয়া পড়িবেন। যদি [illegible] ক্রিয়ায় [illegible] সেবন-প্রবৃত্তি [illegible] ভাবে [illegible]

[illegible] লোকব্যবহার [illegible] নির্ব্বাণ-ভক্তি হইতে পারিবে না। [illegible] হইবে না [illegible] অনুকূল [illegible] কখনই বাধিত হইবার নহে,—একথা নিঃসন্দেহে নিশ্চয় স্থির। "লোকনিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার" এই বাক্যটীর বিকৃত অর্থ করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অন্তরে পোষণ করিতে হইবে,—এরূপ নহে। যাঁহারা নিষ্কপটে শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপপাদ একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥

যাঁহারা ভক্তির অনুকূল জীবন যাপন করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারাই লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় ক্রিয়াবলী নিজ-নিজ হরিসেবার অনুকূলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা যে-ব্যবহার লোকে স্থাপন করিবেন, উহা বৈষ্ণবের অন্তর-নিষ্ঠার সহিত বিরোধী হওয়া উচিত নহে। আজ যদি আমরা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে আচার্য্য ও অধীন ব্যক্তিকে শুদ্ধভক্তির অনুকূলে শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে জগদ্ভক্তসমাজধারীর অন্তরনিষ্ঠায় গোলযোগ উপস্থিত হইত না। আজ বহির্ম্মুখ-সমাজের ব্যবহার দেখিয়া অন্তরে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবগণ পরম দুঃখে বাহ্য লোকব্যবহারের যৌবাচ্যের কথা লোকসমাজে জ্ঞাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তাঁহারা অন্তরনিষ্ঠ না হইতেন, তাহা হইলে, 'লোকব্যবহার ভজনকারি-সমাজের অনুকূল হউক,'—এরূপ সদুদ্দেশ্যবিশিষ্ট হইতেন না। হৃদয়ে নিষ্ঠা না থাকিলেই অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে নিষ্ঠার অভাব হইলেই লোক-ব্যবহারের বাহ্য দেহ-বর্ণ জীবকে কুলনিষ্ঠ হইতে দেয় না। মহাভারতে দুর্য্যোধনোক্ত "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এই শ্লোকের দোহাই দিয়া কত না পাপ-কার্য্যে অতত্ত্ব জীবগণ অগ্রসর হইয়াছেন। "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের দোহাই দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মধারী কত শত ব্যক্তি উৎকট নরকপথে নিপাতিত হইয়াছেন। "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য বিস্তৃত হইয়া আমাদের ন্যায় কাম্যধর্ম্মী আচার্য্যগণ জগদ্ভক্তির পথে কণ্টক আরোপণ করিয়াছেন, যেহেতু [illegible] লোকের মধ্যে [illegible] আপনাকে [illegible] [illegible]

ধর্ম্মাচার্য্যরূপে [illegible] [illegible] ভক্তির সুরক্ষণ, জীব বিশুদ্ধতাই বাহ্য লোকাচারের পরিচয় [illegible] এবং তাহাই স্বরূপে মানবীয় জাতির ভক্তিচারি-সম্প্রদায়ে নিজ নিজ-অন্তরনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছেন। বৈষ্ণবসামাজিকগণ এই-সকল কথা ধীরভাবে আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমনে ভক্তিপথে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের সবিনয় নিবেদন। আমাদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের কোন কল্যাণ-লাভ ঘটিবে না। দেহ ও মনের প্রতি সতর্ক হইয়া তাঁহারা আমাদের সুবিনীত বাক্যগুলি পর্য্যালোচনা করুন।

প্রাপ্ত পত্র

প্রশ্ন

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি কয়েকটী প্রশ্ন লইয়া গোলমালে পড়িয়াছি। কাহারও নিকট উপযুক্ত উত্তর না পাইয়া আপনার চরণসমীপে উপনীত হইলাম। আশা করি উপযুক্ত উত্তর দানে সুখী করিবেন,—

১ম প্রশ্ন। ভগবান্ জীবকে কেন সৃষ্টি করিলেন?

২য় প্রশ্ন। জীব কি সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবৎ উপাসনা করিবে? না—

৩য় প্রশ্ন। সংসারের যাবতীয় কার্য্যের মধ্যে ভগবৎ উপাসনা করিবে?

এখানে অনেকেই বলেন যে, সংসারের যাবতীয় কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মটী করিতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে উদাসীন হইয়া শুধু ভগবান্ লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা শুধু নিজেদেরই উপকার করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না। তাঁহারা যদি শুধু ভগবান্ লইয়া থাকেন, তবে, সংসারের সৃষ্টি হইল কেন? তাঁহারা আরও বলেন, ত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা ভোগী সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, তাই আপনার চরণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। ইতি

প্রণত-দাসানুদাস
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত
ধুবড়ী আসাম।

পত্রোত্তর

মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার প্রশ্নগুলি মন্দ নহে। তবে এসব কথা শ্রীগৌড়ীয় ও সজ্জনতোষণীর বিভিন্ন প্রবন্ধে বহুবার আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপনি একটু মনোযোগের সহিত [illegible] পাঠ করিলে [illegible] বুঝিতে পারিবেন, [illegible] উহার সদুত্তর পাইবেন। [illegible] যাহা হউক আমরা বর্ত্তমানে [illegible] কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

শ্রীভগবানের একই শক্তি [illegible] জীবশক্তি ও মায়াশক্তি নামে পরিচিত। চিচ্ছক্তি ভগবানের পরিপূর্ণ শক্তি, তাহা হইতে সমস্ত শুদ্ধতত্ত্বের পরিণতি চিজ্জগৎ, জীবশক্তি ভগবানের অপূর্ণ শক্তি, তাহা হইতে অণুচৈতন্যস্বরূপ জীব সকলের পরিণতি [illegible] মায়াশক্তি ভগবানের চিচ্ছক্তির [illegible] তাহা হইতে অনিত্য জড় জগতের পরিণতি। শ্রীগীতার ৭ম অধ্যায়ের 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ' ও 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং' শ্লোকদ্বয়ের আলোচনায় ইহা জানা যায়—ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী ভগবানের অপরা বা জড়া প্রকৃতি। জড়াপ্রকৃতি হইতে পৃথক্ জীবস্বরূপা আর একটী প্রকৃতি আছে, তাহা পরা বা নিত্য প্রকৃতি, যাহাকে পণ্ডিতেরা তটস্থা শক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন। এই শক্তি জড়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু। শ্রীভগবানের এই তটস্থা শক্তি-পরিণত জীব তাঁহার তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ চিজ্জগৎ ও জড়জগৎ উভয় দিকেই দৃষ্টি করেন। উভয় শক্তির বশীভূত হওয়ায় যোগ্যতাই তটস্থ স্বভাব। অণুস্বরূপ-প্রযুক্ত মায়া-বশযোগ্য দুর্ভাগা জীব জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় স্বীকার করিলেও জীব-স্বরূপের চিদ্রূপত্ব বা নিত্যত্ব নষ্ট হইয়া যায় না। সুতরাং জীব 'সৃষ্ট' হইয়াছেন বলিলে জীবকে জড়ীয় কালাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে জীবস্বরূপের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করা হয়। বদ্ধাবস্থায় জীব আপনাকে জড়ীয় দেশকাল পাত্রের অধীন বলিয়া মনে করিলেও স্বরূপতঃ তিনি জড়ের সম্বন্ধ শূন্য।

আবার ভগবান্ জীবকে 'কেন' সৃষ্টি করিলেন, এই প্রশ্নেরও কোন সঙ্গতি নাই। জড়ীয় দৃষ্টান্তেও যখন দেখা যায়, সূর্য্যের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের কিরণ-কণেরও অস্তিত্ব বর্ত্তমান, তখন চিন্ময় ভাস্কর-স্বরূপ ভগবানের সহিত চিৎকিরণকণ সদৃশ জীবের নিত্য অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহের কারণ কি আছে? সূর্য্য তাঁহার কিরণকে কেন সৃষ্টি করিলেন, এ প্রশ্ন যেমন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, ভগবান্ তাঁহার অংশকে কেন সৃষ্টি করিলেন, এ প্রশ্নেরও সেইরূপ কোন অবকাশ নাই। পূর্ব্বের [illegible] স্বীকার করিলেই তাহার [illegible] আপনা হইতেই স্বীকৃত হইবে। [illegible] প্রশ্ন হইতে পারে, জীবের [illegible] কি, বা কর্ত্তব্য কি? এই [illegible] উত্তর দিতে

গিয়াই আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে। জড়বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই—কয়েকটী পরমাণু-সুবৃহৎ বা অণু যেমন একটী [illegible] পরমাণুকে আকর্ষণ করে, [illegible] আকৃষ্ট হওয়াই যেমন পরমাণুর [illegible], অর্থাৎ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই যেমন লৌহের ধর্ম, সেই রূপ সর্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়াই জীবের ধর্ম, সেই আকৃষ্ট হওয়া কৃত্যটাই আনুগত্য বা সেবা। আকর্ষক ও আকৃষ্টের মধ্যে কেন এই আকর্ষণ বর্তমান, তাহার কোন উত্তর নাই।

জীব যতদিন না আকর্ষণ উপলব্ধি না করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাকে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে থাকিয়া নানা দুঃখ তাপ ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণেতর বিষয়াভিনিবেশ, ভগবৎসেবাবুদ্ধিহীন হইয়া ফলভোগ বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি প্রতিকূল অনুশীলন বদ্ধজীবের কৃষ্ণাকর্ষণ উপলব্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে জীবের উক্ত অনর্থ যতই দূরীভূত হইয়া হৃদয় নির্মল হইতে থাকে, ততই জীব কৃষ্ণানুগত্য লাভ করিতে থাকেন। যতক্ষণ না জীবাত্মার সহজ স্বভাব স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইতেছে, ততক্ষণ জীব সর্বক্ষণের কথা দূরে থাকুক, ক্ষণমাত্রও আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রয়াস করিতে পারিবেন না।

কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপের বৃত্তি। কৃষ্ণদাস্য ভিন্ন জীবের অন্য কোন কৃত্যই থাকিতে পারে না। তবে বর্তমানে ভগবৎসেবা ব্যতীত জীবের যে অন্য কার্য্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা কেবল দেহ মন ও তৎসম্পর্কীয় অনিত্য জগতে আমি ও আমার বুদ্ধি হইতেছে বলিয়া।

ভগবৎ উপাসনা বলিতে সাধারণে বুঝিয়া রাখিয়াছে, কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া কেবল অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু ব্যাপার যে আদৌ তাহা নহে, কাজকর্ম যে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না, জীবের যথা-সর্বস্বই যে কৃষ্ণ, তাঁহার সেবাকার্য্যেই যে জীবকে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, তাহা কে বুঝিবে? যে সংসারের প্রভু কৃষ্ণব্যতীত অন্য কেহ, সে সংসারে কৃষ্ণসেবা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলোক থাকিতে পারে না, আবার আলোক থাকিলে অন্ধকার থাকিতে পারে না। যেখানে মায়ান্ধকার, সেখানে কৃষ্ণসূর্য্যের বিদ্যমানতা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? কৃষ্ণ যেখানে প্রভু, সেখানে কৃষ্ণকার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, কিন্তু কৃষ্ণের ছল ধরিয়া মায়া যেখানে প্রভু সেখানে মায়াসেবা ব্যতীতই আর কিছু থাকিতে পারে না। মায়ার সংসারে থাকিবার সময় করিয়া কৃষ্ণের কোন কার্য্যই হইতে পারে না, সাধুগুরুর পাদাশ্রয়ে যখন জীব কৃষ্ণের সংসারে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তখনই তাঁহার যাবতীয় কর্মকে কৃষ্ণসেবা বলা যাইতে পারে। যেখানে কৃষ্ণসুখ-চেষ্টার পরিবর্তে আত্মসুখচেষ্টা, সেখানেই সংসার, সেখানেই মায়া। ইহা মনে রাখিয়া আমাদিগকে সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিতে হইবে, সাধুর আনুগত্য ব্যতীত কখনও কৃষ্ণানুগত্য উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না।

যাঁহারা সংসারের যাবতীয় কার্য্যের সহিত 'ধর্ম' করিতে চাহেন, তাঁহারা কোন্ ধর্ম আচরণ করিতে চাহেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। জীবাত্মার স্বরূপ ধর্মে কৃষ্ণানুগত্য ব্যতীত ইতরানুগত্য যে আদৌ নাই, তাহার জবাব তাঁহারা কি দিতে চাহেন। কৃষ্ণসেবাসুখও আবশ্যক আবার সংসারের সুখ ভোগেও কিছু ত্রুটী না ঘটে, এরূপ সকল দিক বজায় রাখিতে গেলে চলিবে কেন? একদিকে বঞ্চিত হইতেই হইবে, অবশ্য যদি অভীষ্ট পাইতে চাই। সংসারসুখ বজায় রাখিয়া ধর্ম কর্ম করিতে হয় কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে তাহাতে শুদ্ধভক্তগণ-প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দলাভ হইবে না, ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি মিলিলেও মিলিতে পারে।

কৃষ্ণ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরেরও পরমেশ্বর, তাঁহার সুখ-চেষ্টা করিলে সকলেরই সুখ-চেষ্টা হইয়া যায়। কৃষ্ণভক্তই যথার্থ পরোপকারী। দেহমনোধর্মিগণের উপকার অনিত্য দেহ মনের অনিত্য সুখের জন্য, কিন্তু ভক্তের উপকার সাক্ষাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য-সেবা মিলাইবার জন্য। জগতের যদি উপকার কেহ কিছু করিয়া থাকে, তাহা কৃষ্ণভক্তই। এত বড় নিঃস্বার্থ বদান্য আর কেহ নাই।

সংসার ভোগিকুলের ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, কৃষ্ণের সংসার কৃষ্ণেরই সেবা করিবার জন্য, জীব কৃষ্ণসংসারের বিষয়-প্রহরী মাত্র। কৃষ্ণ আমার উপর তাঁহার সম্পত্তি-রক্ষার ভার দেন নাই, সুতরাং আমার সে অনধিকারচর্চা করিয়া হরিরক্ষার জন্য কৃষ্ণবস্তুকে ভোগ করিবার দুর্বুদ্ধি করিতে হইবে না। কৃষ্ণের ভৃত্যানুভৃত্য-সূত্রে আমি সংসারে থাকিয়া আমার প্রভু কৃষ্ণের সুখান্বেষণ করিব, ইহাই আমার ধর্ম।

শুদ্ধভক্তের ধারণায় ত্যাগ ও ভোগ একই পর্য্যায়ভুক্ত। ত্যাগ করিতে যাইয়া হয় কৃষ্ণকেই ত্যাগ করিয়া বসিবে, না হয় ভোগ করিতে যাইয়া সেই কৃষ্ণকেই ভোগ করিয়া বসিবে। সুতরাং [illegible] ত্যাগী সন্ন্যাসীর [illegible] ভোগী সন্ন্যাসীর বিশেষ কিছু [illegible] তিনি সর্বাবস্থায় কৃষ্ণানুশীলন জন্য, [illegible] অখিল চেষ্টার জনিত [illegible] করিতে [illegible] নাই।

আপনি কিছু দিন শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ করুন, তাহা হইলে সকল বিষয়ই এখনই নিজে উপলব্ধি করিয়া পরে অন্যকে উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হইবেন। [illegible]

নানা কথা

কলিকাতায় ঝাড়ুদার ধর্মঘট

ধর্মঘটকারীরা যে সব সর্তে পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সম্মত আছে, সে সকল সর্তে সম্মত হইলে কর্পোরেশনের বার্ষিক ব্যয় ৯লক্ষ ৫৩হাজার টাকা বাড়িয়া যাইবে, যথা—প্রতি জনের মাসিক ২টাকা হিসাবে বেতন বৃদ্ধি—৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, ছুটীর সময় ভাতার খরচ ৩লক্ষ ৫০হাজার টাকা, বিদায়ী দান—৫০হাজার টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে কর্পোরেশনের দান—২লক্ষ টাকা, মোট ৯লক্ষ ৫৩হাজার টাকা।

যশোহর জেলা-বোর্ড

মৌঃ [illegible] আলি চেয়ারম্যান এবং মৌঃ [illegible] ভাইস চেয়ারম্যান নূতন নির্বাচনে স্থির হইয়াছেন।

ঢাকার লাট-দরবার

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, আগামী ২৩শে জুলাই বঙ্গের গভর্ণর ঢাকায় একটী দরবার করিবেন। যাঁহারা সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই দরবারে তাঁহাদিগকে সনদ দেওয়া হইবে।

পদুকোটারাজ্যের রাজার পীঠাধীশের সিদ্ধান্ত

কামকোটী পীঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—পদুকোটার পরলোকগত রাজা তাঁহার জাতি ও সম্প্রদায়ের বাহিরে বিবাহ করিয়াছিলেন। [illegible] সেরূপ বিবাহের পুত্র রাজার ঔরস পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে [illegible] এরূপ অবস্থায় [illegible] উত্তরাধিকারী না থাকিলে [illegible] [illegible] কাজেই [illegible] ব্যবস্থা [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] কর্ম [illegible] অধিকারী।

[illegible]

বিহার কংগ্রেস কমিটী

[illegible] নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম [illegible] করিয়াছেন, পণ্ডিত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] পেটেল, পণ্ডিত [illegible]।

বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তি চতুষ্টয়ের নাম করিয়াছেন:—

(১) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু
(২) বল্লভভাই পেটেল,
(৩) পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু,
(৪) মিঃ [illegible]।

নোয়াখালীতে জলকষ্ট নিবারণে সরকারের ২৫হাজার টাকা দান

চট্টগ্রাম বিভাগে জলসরবরাহ কার্য্যের জন্য সরকার ৭০হাজার টাকা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে ২৫হাজার টাকা নোয়াখালী জিলায় জল সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হইবে। ঐ টাকা কি ভাবে খরচ হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কালেক্টরের বাসায় একটী সভার অধিবেশন হয়, কালেক্টর ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থির হইয়াছে, ফেণী মহকুমায় এবং একলাসপুর, [illegible] রামপুর, পুকুর দিয়া, [illegible], ও [illegible] নামক গ্রামে পুষ্করিণী খনন করা হইবে।

যুরোপে আফগান ছাত্র

চারিশ জন আফগান ছাত্র য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ কার্য্য শেষ করিয়া কয়েক দিন পূর্বে [illegible] ফিরিয়া আসিয়াছে এবং গত ২৯শে [illegible] যোগে [illegible] অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থানের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

কামাখ্যায় সোনা উৎপত্তি

কামাখ্যা হইতে সংবাদ আসিয়াছে এবার তথায় যেরূপ প্রচুর সোনা উৎপন্ন হইয়াছে, সেরূপ আর কখনও হইয়াছিল বলিয়া [illegible] প্রকাশ যে এবার ২ কোটি ৬০ লক্ষ [illegible] [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে আষাঢ়, শুক্রবার—১৩৩৫।

শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন

মানুষ-মাত্রের ভিতরে 'ভালবাসা' বলিয়া একটী বৃত্তি আছে। তাহা কোন কোন সময় সুপ্ত থাকিলেও আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ফুটিয়া বাহির হয়। এই ভালবাসা-বৃত্তিটী বড়ই মধুর ও প্রয়োজনীয়। ইহারই নামান্তর—প্রেম। আমাদের এখনকার যেরূপ উপাদান ও বিচরণ-ভূমিকা, তাহাতে এই বৃত্তিটী লক্ষিত হইলেও কাণের গহনা পায়ে পরার ন্যায় অ-স্থানেই নিযুক্ত হইতেছে। তবে প্রেম জিনিষটী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মত নহে। প্রেমের জীবনী-শক্তি আছে, উহা স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া ক্ষেত্র-বিশেষে তাহার অমানুষী-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। নশ্বর-জগতে প্রেমের পাত্র থাকিলে নামে অনেক দেখিতে পাওয়া গেলেও উহাদিগকে যোগ্য-পাত্র বলিয়া যাহাদের বিবেচনা হয় না, তাঁহারাই ব্রহ্ম ও পণ্ডিত প্রিয়। কোথায়ও তাহা পান না। প্রেমিক, রসিক, ভাবুকগণের স্থান সাহিত্য ও কাব্য-জগতে, এমন কি দার্শনিক-মণ্ডলীর মধ্যেও সঙ্কোচে বলিয়া প্রতীত হয়, তাই আমাদের অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু প্রেমময়-গৌরসুন্দরকে ভালবাসিতে জানেন অনেকেই। যাঁহারা সেই প্রেমময়-চৈতন্যের সম্পর্কে আপনাপন চেতন-ধর্ম্মের বিকাশ করিবার সুবিধা পান, তাঁহাদেরই চৈতন্যোদয় হয়।

চৈতন্য—প্রেমময়-বিগ্রহ। আমাদের চেতনতার প্রেমবৃত্তি বর্ত্তমান-কালে অনেকটা আবৃত হইলেও তাহা আবার পূর্ণভাবে উদ্দীপ্ত হইতে পারে। প্রেমময়-চৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণ ও তাঁহার সেবা-কার্য্যের দ্বারাই সেই আবৃত-চেতনের প্রেম বৃত্তির উদয় হয়। প্রেমময়ের অনুসরণ করিতে হইলে প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের পদ-চিহ্নই এই অচৈতন্য-বিশ্বাকাশে একমাত্র ধ্রুবতারারূপে আমাদের নিত্য সেবা-পথের দিগ্‌নির্ণয় করিতে পারে।

কোন প্রেমিক কবিবর গাহিয়াছেন—

"গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥"

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রেম-মহা-কল্পতরু হইয়াও প্রেমামৃতফল বিতরণ করিবার জন্য যে যে স্থানে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পদাঙ্কপূত সেই সকল মহা পুণ্য-স্থানের স্মৃতিচিহ্নগুলি লীলামৃত-ভূমিকার চিত্রপটে চিহ্নিত থাকিলেও অনেক স্থলেই তাহা স্মৃতিপথের বহিষ্কৃত হইয়াছে। সেই চৈতন্য-চারু-চরণ চিহ্ন-চিহ্নিত চিন্ময়-স্থান-সমূহে যদি অর্চ্চারূপে চৈতন্য-চরণ-চিহ্ন পুনঃপ্রকাশিত হ'ন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা একাধারে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ময়ী-স্মৃতি-সংরক্ষণ ও অশেষ লোকের কল্যাণ হইতে পারে। চৈতন্য-চরণে একান্ত অনুরাগী কোন প্রেমিক-মহাপুরুষের হৃদয়ে এই প্রেরণা প্রকাশিত হওয়ায়, তিনি সেই চৈতন্য-চিহ্নের পুনঃ-প্রকাশ সাধন করিয়া প্রেম-সেবা-বিধানের জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্বতঃপরতঃ আমাদিগের সুপ্ত নিত্যানন্দের উদ্বোধন করাইয়া আমাদিগকে প্রেমানন্দসাগরে নিমগ্ন করাইবে, সন্দেহ নাই। আর যাহাদের চৈতন্য-চরণে প্রেমের অভাব বা কিঞ্চিৎ উদাসীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের আশা শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন দর্শনে তাঁহাদেরও উদ্দীপন ও তৎপ্রভাবে নিত্যপ্রেমাস্পদের প্রতি একটু ভালবাসা দেখা দিবে।

প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম জগতের সকলেরই প্রাণময় প্রেমের পাত্র প্রস্ফুটিত হইবার বস্তু। শ্রীচৈতন্যদেব অচেতন বিশ্বকে স্বীয় চেতনময়-প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্যই ভারতের বিভিন্নস্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে মহা-প্রেমামর-তরুর ফল খাওয়াইয়া প্রেমিক করিয়াছিলেন। আবার এইরূপ প্রেমিক-পরম্পরায় প্রপঞ্চ প্রাঙ্গণে আরও কত শত প্রেমিক প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যে সকল পথ অবলম্বন করিয়া সেই প্রেম-প্রবাহের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল, পুণ্যা তাঁহার যে যে অঙ্গে সেই প্রেমময়-বিগ্রহের নৃত্য-কুশল-পাদপদ্ম ধারণ করিয়া মহানন্দ-তীর্থের ভাগ্যকেও স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, সেই পদাঙ্ক পূত ধরিত্রী-গাত্রে পুনরায় সেই চৈতন্য-চারু-চিন্ময় চরণ-চিহ্ন চন্দন-তুলসী-চর্চ্চিত দেখিতে কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে?

এস ভাই এস, তোমরা সেই সাক্ষাজ্জীবন্ত পরমোদার প্রেমামর-মহাতরুর—সেই প্রেম-ফল-বিতরণকারী মহামালীর চরণ-চিহ্ন তাঁহার পদাঙ্করঞ্জিত-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহা সচন্দন-তুলসীতে চর্চ্চিত কর। এস ভাই সকল, আমরা সকলে মিলিয়া সেই চৈতন্য চরণে আমাদের প্রেম-প্রসূনের অঞ্জলি দেই। প্রেমের অনুকূল-অনুশীলনে আমাদের দিন দিন চৈতন্য-প্রীতি সংবর্দ্ধিত হউক। এস ভাই দেশ-প্রেমিকগণ! এস ভাই বিশ্ব-প্রেমিকগণ! এই অদ্বিতীয় প্রেমময়ের চরণ চিহ্ন-প্রকাশে সকলে মিলিয়া আনুকূল্য কর; ইহাতে তোমাদের নিত্য-প্রেম বর্দ্ধিত হইবে। তোমাদের ভ্রাতৃগণের, তোমাদের দেশ-মাতৃকার এমন কি পান্থগণের—তীর্থযাত্রিগণের—বৃথা ভ্রমণ-কারিগণের, অধিক কি বিদেশীয় আগন্তুকগণের পর্য্যন্ত এই চারু-চরণ-চিহ্ন-দর্শনে চৈতন্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদয় হইবে। তখন চৈতন্য-চরণ চিহ্ন বেদান্তের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—পরম চেতনের জিজ্ঞাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তোমাদিগকে চরম-প্রয়োজন-পথের পথিক করিয়া দিবে।

সম্প্রতি ভারতের অষ্টোত্তর শত-স্থানে শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল স্থান পদাঙ্কপূত করিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার এক একটী স্থানে শ্রীপুরযোত্তমশ্চিহ্ন শ্রীচৈতন্য-চরণ-চিহ্নের প্রকাশ-অর্চ্চা-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই সেবা-কার্য্যে সর্ব্ব-সাধারণের আনুকূল্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাই আমরা সকলে একান্ত চৈতন্য-চরণানুরাগী ত্রিদণ্ডিশীল ভিক্ষুকারী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদের অনুসরণে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া—পদতলে পতিত হইয়া বিনীত-ভাবে নিবেদন করিতেছি—হে সজ্জনগণ! আপনারা শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন-স্থাপনে যথাশক্তি আনুকূল্য করিয়া চৈতন্যচন্দ্র-চরণে অনুরাগ প্রদর্শন করুন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনাথকান্ত সান্যাল (ভক্তিসুধাকর)
শ্রীকুঞ্জবিহারী-বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকবর্গ।
এবং
শ্রীঅতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

বিদ্যা-মদ

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-লাভের আধারকে সাধারণতঃ বিদ্যা শব্দে অভিহিত করা হয়। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান নিত্য নহে। ইন্দ্রিয়-সমূহ কালের অধীনে জড়পরমাণুদ্বারা গঠিত হওয়ায় কালক্রমেই তাহার পরিণাম বা পরিবর্ত্তন ঘটে। এজন্য পরিবর্ত্তন-শীল জ্ঞানের প্রতি কোবিদগণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। যাঁহারা ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-লাভে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহাদের তাদৃশ সন্তোষও অল্পকালস্থায়ী অর্থাৎ উহাও পরিবর্ত্তনশীল। এজন্য শ্রুতি বলেন,—অপরা বিদ্যা—প্রাকৃত। গীতায় কথিত আছে—প্রকৃতি হইতে জাত গুণের দ্বারা ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক আত্মীয়-জ্ঞান করেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে ভোগপর কর্ত্তৃত্বে স্থাপন করেন। অবোধ বোধলাভ করিয়া আপনাকে বিদ্যা-মদে প্রমত্ত জ্ঞান করেন। অল্পবিদ্য ব্যক্তি অজ্ঞাভিমানে প্রমত্ত হইয়া ধরাকে 'সরা' জ্ঞান করেন। ইহারই পরিণাম হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র-গ্রন্থে আখ্যায়িকা-মুখে এরূপ কথিত হয়—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্। পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥" অল্পবিদ্যাগ্রহে গর্ব্বিত জনগণ কিপ্রকার ধারায় গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাহা দার্শনিকগণের গ্রন্থ সম্যক উদাহৃত আছে।

জড়বিচার কখনই স্থির থাকিতে পারে না। বিলাসী বুদ্ধির তাণ্ডব লেখককে গণিতশাস্ত্রবিৎ ভাস্করাচার্য্য কিপ্রকারে গর্হণ করিয়াছেন, নিউটনের আকর্ষণোপপত্তি পূর্ব্ববিদ্যার উপর কত প্রবলবেগে আঘাত করিয়াছে, ভৌবিদ্যার প্রসারে ভৌগোলিক সংস্থানবিষয়ক অনভিজ্ঞতা কতদূর নিরাকৃত হইয়াছে, এবং স্থূল আধার-রহিত হইয়া বেতার বৈদ্যুতিক বার্ত্তা কিপ্রকারে শব্দবহন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত বিদ্যাকে ক্ষীণপ্রভ করিয়াছে, সেই সকল কথা বিচার করিলে জানা যায় যে, প্রাকৃত বিদ্যাসমূহ পূর্ব্বসাধিত বিদ্যাকে পরাভূত করিয়া উত্তরোত্তর কালক্রমে প্রবলতা লাভ করিতেছে।

ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে যে বিদ্যা লব্ধ হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ও সত্যের উদ্ঘাটন করে অনেক সময়েই অসমর্থ। সুতরাং দৃশ্যজগৎসম্বন্ধী জ্ঞানসমূহ অদ্বয়জ্ঞানের ব্যবধান-কারক। এজন্যই শ্রুতি বলেন, 'যয়াক্ষরমধিগম্যতে, সা পরা"। বিদ্যা-মদ-মত্ত জনগণ যে-কালে পরাবিদ্যা-লাভের জন্য যত্ন করেন, সেই কালেই তাঁহাদের অপরাবিদ্যার অকর্ম্মণ্যতা এবং জড়বিদ্যা-মদে মত্ত হইবার চেষ্টা শুষ্ক হয়। পরাবিদ্যার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রকেও অপরাবিদ্যা মধ্যে অধীন বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াস হয়।

বৈকুণ্ঠ-সূচক শাস্ত্র প্রকৃতির অতীত বস্তুকে উদ্দেশ করে। সেখানে মদ-নামক রিপুর অধিষ্ঠান নাই। যাঁহারা বৈকুণ্ঠানুশীলনে রত, তাঁহাদিগের মায়িক রিপুবশবর্ত্তিতার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মদ-নামক রিপু তাঁহাদের সহিত বৈরিতা করিতে সমর্থ নহে। বিষ্ণুভক্তির সামান্য উদ্দেশ পর্য্যন্তও যাঁহাদের 'সম্পৎ' বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট জড়াবিদ্যা-মত্ত জনগণ অপরাধী, বিদ্যা-মদ থাকিলে কখনই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। "জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা॥" —এই বিচারটী যাঁহাদের প্রবল হয়,

তাঁহারাই বিদ্যা-মদের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" জানিতে পারেন এবং সমগ্র জগৎকে সম্মান করিতে সমর্থ হন।

যে কাল পর্য্যন্ত জড়বিদ্যাভিমান জীবকে প্রচণ্ডভাবে নৃত্য করায়, তৎকালাবধি জীব আপনাকে মায়াবাদ-বিচারে পারঙ্গত অহংগ্রহোপাসক দাম্ভিক, নাস্তিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে অভিলাষ করেন। কুতার্কিকগণ বিদ্যা-মদে প্রমত্ত বৈষ্ণবাপরাধী। তাঁহাদের অমানিত্বের অভাবে বিদ্যা-মদ প্রবল। সুতরাং তাঁহারা বাস্তববস্তুর বা পরাবিদ্যার কোন সন্ধানই পান না। জড়ভোগ-প্রমত্ত ব্যক্তিগণেরই অন্যতম বিদ্যামদগ্রস্ত সমাজ। তাঁহারা যদি বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের অপরাধ প্রশমিত হইয়া পরবিদ্যায় অনুরাগ উদিত হয়।

পাগলের কথা

(তৃতীয় দিবস)

সম্পাদক মহাশয়, আজ ভোরে উঠেই কেন দৌড়ে এসেছি তা বোধ হয় বুঝেছেন। কাল খাওয়াটা এত বেশী হয়েছিল যে, যাবার সময় চল্‌তে পারি না, রাত্রে আর কিছু খেতে হয় নাই। ভোরের সময় ক্ষুধা হয়েছে তাই দৌড়ে এসেছি। আপনাদের ভাণ্ডার অফুরন্ত, কাল্‌কের মালপোয়া, পান্তোয়া, রসগোল্লা আজও পাব বলে এসেছি। আরে সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ। খাবার চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলাম বলে মস্ত অপরাধ করে ফেল্‌লাম যে। এসে আপনাকে দণ্ডবৎ করতে ভুলে গেছি। শাস্ত্রে আছে যাঁরা কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করেন তাঁদিকে দেখে দণ্ডবৎ না করলে তিন দিন উপোস করতে হয়। যে পাগল তিন ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারে না সে তিন দিন উপোস কর্‌বে কিরূপে? এখন উপায় কি? যা হোক প্রভু! আপনার শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী দণ্ডবৎ, আমার অপরাধ নেবেন না, নিজগুণে মার্জ্জনা কর্‌বেন। তারপর কাল সেই গুরু-ক্রবদের কথার কথা বল্‌ছিলাম। শিষ্যরা ভাবছে যে আমাদের গুরুদেব বৈকুণ্ঠ থেকে কন্টা এনেছেন মন্দ নয়। এ কলে ঢুকতে পার্‌লেই সশরীরে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত হবে। তাদের বুদ্ধিকে বলিহারী যাই। তারা বলে 'আমাদের পিতা, পিতামহ, চৌদ্দপুরুষ ধরে যা' করে গেছেন, আমাদের তাই কর্‌তে হবে। এদের যেরূপ বুদ্ধি, ঐ রকমের দুই একটী ঘটনা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে এক বড় লোকের বিয়ে বাড়ীতে আমি উপস্থিত হয়েছি। দেখ্‌লাম একটী স্থানে বরকর্ত্তা, কন্যাকর্ত্তা, উভয় পক্ষের পুরোহিত এবং অনেক ভদ্রলোক বসে আছেন এমন সময় বরকর্ত্তা পকেট থেকে ঘড়ী বার করে বল্‌লেন, ৮টা বাজ্‌ল, এখন ত শুভলগ্ন উপস্থিত, সকলের অনুমতি হলেই শুভ কার্য্য আরম্ভ হয়। কন্যাকর্ত্তা বল্‌লেন যে একটু দেরী কর্‌তে হবে। আমাদের একটী কুল-প্রথা আছে—"বিবাহের সময় একটী কাল বিড়াল ধামা চাপা দিয়ে রাখ্‌তে হয়। তা না কর্‌লে অমঙ্গল ঘটে। সেইজন্য ১০টাকা দিয়ে একটী কাল বিড়াল এনে রেখেছিলাম কিন্তু ঘটনাক্রমে সেইটী কিছুক্ষণ আগে পালিয়ে গেছে, তাকে ধরবার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই দশ পনর জন লোক পাঠিয়েছি, বেশী দেরী হবে না, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধরে আন্‌বে। কথাটা শুনে হাসি চেপে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, হো হো করে হেসে ফেল্‌লাম। সকলে বল্‌লেন মহাশয়। হাসলেন কেন? আমি বল্‌লাম বিড়াল চাপা দেওয়া কথা শুনে, আপনারা এখানে সকলেই বুদ্ধিমান আছেন কিন্তু 'বিড়াল চাপা দিতে হয়' এই প্রথাটীর মূল কারণ কি হতে পারে তা চিন্তা করেছেন কি? সকলে বল্‌লেন আপনার কি মনে হয়? আমি বল্‌লাম "যে সারে প্রথম বিড়াল চাপা দেওয়া হয়, সেবারে বিবাহের সময় একটী কাল বিড়াল দৌরাত্ম্য কর্‌ছিল তাই তাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল, তাতে বাড়ীর গিন্নি দূরে থেকে দেখে মনে কর্‌লে বিবাহের সময় বিড়াল ধামা চাপা দিয়ে রাখ্‌তে হয়, সেই থেকে এই প্রথা চলে আস্‌ছে।" আমার কথা শুনে দুই একটী কলেজের ছাত্র ছাড়া বাকী সকলেই বলে উঠ্‌লেন মহাশয়! নাস্তিকদের বিচার ঐরূপ। চৌদ্দপুরুষ ধরে যা চলে আস্‌ছে আপনি সেই কুলপ্রথা মানেন না, আপনি নাস্তিক।" তাদিকে ভালকথা বল্‌তে গেলাম কিন্তু তারা মন্দ ভাব্‌লে। তাই বলি কুলগুরুদের শিষ্যদের বিচারও ঐরূপ। তাদিকে শাস্ত্রের সত্য কথা বল্‌তে যান, তারা লাঠি মার্‌তে আস্‌বে। তুলসীদাস যা বলে গেছেন, ঠিক মিল যাচ্ছে—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠ্‌ঠা, ঝুট্‌টা
জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল
বিকাই॥
চোর্‌কো ছোড়ে, সাধ্‌কো বাঁধে,
পথিক্‌কো লাগায় ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ, তেরি তামাসা, দুখ্‌ লাগে
আওর হাসি॥

কলিকালে জগতের লোক্‌কে সত্যকথা অর্থাৎ হরিভজনের কথা বল্‌তে গেলেই তারা লাঠি নিয়ে মার্‌তে আসবে, তারা ঝুট্‌টা বস্তু বা অনিত্য বস্তু নিয়েই ভুলে আছে। দুধ বাড়ী বাড়ী বেচে দিলেও নিতে চায় না কিন্তু মদ-ওয়ালাকে বাড়ী বাড়ী যেতে হয় না, একটা দোকানে বসে বিক্রী করে। কলিকালে আইনে বুদ্ধির জোরে 'হয়কে' 'নয়' কর্‌তে পারে এবং 'নয়কে' 'হয়' কর্‌তে পারে, সেইজন্য চোর খালাস পায়, সাধু বাঁধা পড়ে ও পথিকের গলায়ই ফাঁসি লাগে। হে কলিযুগ, তুমি ধন্য। তোমার তামাসা দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। বঞ্চিতগণের বিচার ঠিক গড্ডলিকা প্রবাহের মত। একটা মেষ যেদিকে যায়, সব মেষগুলিই ভালমন্দ বিচার না করে সেইদিকে যাবে। একজন মেষপালকের এক পাল মেষ ছিল। ভাল ঘাস হয়েছে বলে সে নিকটবর্ত্তী একটী জঙ্গলের ধারে মেষগুলি চরাতে গেছে। একদিন হঠাৎ জঙ্গল থেকে একটী নেকড়ে বাঘ এসে একটী মেষকে লয়ে গেল। তারপর দিন থেকে মেষপালক সাবধান হয়ে গেল। নেকড়ে বাঘটা দেখ্‌লে সোজাসুজি আর হবে না, একটা বুদ্ধি খাটাতে হবে। তাই সে প্রথম দিন যে মেষটা এনেছিল, তা'র চামড়াটা বেশ কায়দা করে গায়ের উপর ঢাকা দিয়ে ঠিক একটী মেষ সাজ্‌লো এবং গলাটাও তুরন্ত করে নিল'। তারপর মেষ পালের মধ্যে যেয়ে সরু গলায় বল্লে আমি তোমাদের শ্রীগুরুদেব, বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছি, সেখানে বারমাসই কচি কচি ঘাস পেটভরে পাবে, ভগবানের পাদপদ্মের নিকট থাক্‌বে, আর মর্‌তে হবে না। কে যাবে এস। এই কথা শুনে একটী মেষ গুরুদেবকে দণ্ডবৎ করে বল্লে, প্রভো! আমি যাব। তখন সব মেষগুলিই একে একে বল্‌তে লাগল আমি যাব, আমি যাব। তখন গুরুদেব বল্লেন অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না, অনেক দূর রাস্তা পিঠে করে নিয়ে যেতে হবে। দিন একটী একটী করে নিয়ে যাব, তবে তোমাদের কোন চিন্তা নাই, এক বৎসরের মধ্যেই সকলকে উদ্ধার কর্‌ব। এইরূপ দিন একটী একটী করে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যেয়ে তার উদররূপ বৈকুণ্ঠে পাঠাতে লাগ্‌ল। এই মেষগুলি যেরূপ সশরীরে বৈকুণ্ঠে যাবার লোভে নেকড়ে বাঘের পাল্লায় পড়ে প্রাণ হারায়েছিল, সেইরূপ বৈষ্ণবব্রুব বা নামধারী বৈষ্ণবগণ সশরীরে, সপরিবারে বৈকুণ্ঠে যাবার লোভে গুরুব্রুবগণের কলে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে, আত্মঘাতী হচ্ছে। এদের চেয়ে আত্মঘাতী আর কে আছে?

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত পত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পত্রের
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

যদিও আমি একটি মায়াবদ্ধ সংসারী জীব তবুও এবার পুরীতে রথযাত্রা দর্শন করিতে গিয়া কয়েকদিন পুরীস্থিত পুরুষোত্তম মঠে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং তথায় প্রত্যহ আপনার নদীয়া-প্রকাশ একখানি করিয়া কিনিয়া পাঠ করিবার সুযোগ পাইতাম। আপনার কাগজখানি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল তাই—আমার কোনরূপ প্রবন্ধ লিখিবার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এই শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা নামে ভ্রমণ বৃত্তান্তটি লিখিয়া পাঠাইলাম। যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, আপনার পত্রে স্থান দান করিবেন তবে এবার পুরুষোত্তম মঠ হইতেই আপনার কাগজের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছি এবং নিয়মিত কাগজও পাইতেছি। ইতি

বিনীত—শ্রী—

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

এবার স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রা দেখ্‌তে হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হ'য়ে উঠ্‌ল, তাই সস্ত্রীক ১লা জুন তারিখে রাত্রি ৮টার পুরী এক্সপ্রেসে পুরী যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে সন্ধ্যা ৬টার সময়ই আমরা কলিকাতা বাসা হ'তে বে'র হ'য়ে পড়্‌লাম। এসময়ে যে পুরী এক্সপ্রেসে পুরোদস্তুর ভীড় হ'বে তা আমার একবন্ধু আমাকে পূর্ব্বেই বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তার কথামতই আমি গাড়ী ছাড়বার দুঘণ্টা পূর্ব্বে বাসা হ'তে বে'র হ'য়েছিলাম নচেৎ আমার মত দীর্ঘসূত্রী লোক গাড়ী ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে ষ্টেসনে আসতে পার্লেই ঢের। যদিও টিকিট আমি চায়টার সময় টাউন বুকিং আপিস হ'তেই করে' এনেছিলাম, ষ্টেসনে এসে আর টিকিট কর্‌বার হাঙ্গামায় আমাকে পড়তে হয়নি কিন্তু তবুও হাওড়া ষ্টেসনে পুরীযাত্রীর ভীড় দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমার মত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে একাকীই তৃতীয় শ্রেণীর দরজা দিয়ে প্লাটফর্মের ভিতরে যাওয়া অসম্ভব, তার পরে আমার সঙ্গে গৃহিণী এবং দুইটী শিশু কন্যা।

গাড়ী ছাড়বার আধঘণ্টা থাকতে প্লাটফর্মে ট্রেণ এসে দাঁড়াল, যাত্রীরা ভিতরে যাওয়ার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে গেটের ধারে এসে ভীড়টা ভীষণ

জাবে জমাট বেঁধে ঝুল্‌ল। আমি দেখে শুনে অবাক্‌ হ'য়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম,—মনে হ'ল আর রথ দেখে কায় নাই এখন পৈত্রিক কালের প্রাণটা বাঁচিয়ে বাসায় ফিরে যাই! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌লাম একজন ভদ্রলোক একটী পুলিশ অফিসারের দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেট দিয়ে ভিতরে ঢোক্‌বার যোগাড় ক'চ্ছেন। আমরাও এই সুযোগ দেখে তাঁদের পিছনে পিছনে অনুগমন ক'রে নির্বিঘ্নে তাঁদের লোক হ'য়েই একরকম ঢুকে পড়্‌লাম, কিন্তু গাড়ীগুলিতে দেখি তিল-ধারণের স্থানও নাই। এধার ওধার দুই তিনবার যাতায়াত ক'রে কোন গাড়ীতেই উঠবার মত স্থান না দেখে শেষে সম্মুখ দিকের একখানি রিজার্ভ করা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তাঁদের অনুগ্রহ প্রার্থী হ'লাম। অনেক অনুনয় বিনয়ে দয়া করে একটী গেরুয়া পরা যুবক ব্রহ্মচারী আমাকে দরজা খুলে উঠতে দিলেন এবং তাঁদের সেই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যেও আমাদের একটু জায়গা ক'রে দিলেন। গাড়ীতে উঠে পরিচয়ে জান্‌লাম কলিকাতার গৌড়ীয় মঠের অনুগত কয়েকটী বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্ত্রীপুত্রকন্যাদিসহ পুরীস্থ পুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসব দেখতে যাচ্ছেন। যে ব্রহ্মচারীটি আমাদের দরজা খু'লে দিয়েছিলেন পরে উঁহার নাম জানলাম—শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী,—উৎসবের কতকগুলি জিনিষপত্র সঙ্গে তিনিও সদের পুরীস্থিত পুরুষোত্তম মঠে যাচ্ছেন। একটু আলাপেই বুঝলাম লোকটী বেশ অমায়িক এবং সদালাপী। বহুদিন থেকে কলিকাতায় আছি, গৌড়ীয় মঠের নামও অনেকবার শুনেছি, রাস্তায় রাস্তায় বহু উৎসবের প্রকাণ্ডও দেখেছি কিন্তু তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে কোনদিন পরিচিত হ'বার সুযোগ হয় নাই।

২রা জুন শনিবার প্রাতে ৭॥০টার সময় পুরী ষ্টেসনে এসে আমাদের গাড়ী পৌছিল। প্লাটফরমে নেবে আমি ভাবতে লাগলাম এখন এই অপরিচিত স্থানে কোথায় গিয়ে উঠি? ভাবতে ভাবতে মুটে ডাকাডাকি করতে লাগলাম। এদিকে আমাদের গাড়ীরই একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী আমার স্ত্রীকে বল্‌লেন "তোমরা ভাই এখন কোথায় গিয়ে উঠবে?" আমার স্ত্রী ব'ললেন "তা ত' আমরা কিছু ঠিক্‌ ক'রে আসি নাই,—তার পরে নূতন এখানে আস্‌ছি; এর পূর্ব্বে আর কখনও আসি নাই।—আমি আমার ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে পুরীতে চেঞ্জে এসেছিলাম, সেও অনেক দিনের কথা,—ভাল ক'রে মনেই পড়ে না"। তিনি ব'ললেন "দেখ ভাই আমরা প্রায়ই বছরে ২।১ বার এখানে আসি, যোগ যাগের সময়ে এখানে নতুন লোকের পক্ষে এসে খুবই অসুবিধায় প'ড়তে হয়। একেত পাণ্ডাদের উৎপাত তার পরে ধর্ম্মশালা গুলিতে লোক ভর্ত্তি থাকে,—ধর্ম্মশালায় স্থান পাকলে তবু ২।৩টী দিন তথায় থেকে দেখে শুনে লওয়া যায়,—সবাই বাড়ীগুলির ভাড়া খুব বেশী আর তাহাতে ভদ্রলোকের পক্ষে সেই যাত্রীদের সঙ্গে বাসকরা অসম্ভব; আবার সহরের ভিতরে সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হ'লে সবাই বাড়ীর লোকেরাই আগে সরাতে আরম্ভ করে। সমুদ্রধারে বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকলে তাদের কোন বাড়ীতে যক্ষ্মারোগী ছিল কি না ছিল তা স্থানীয় লোক ছাড়া নূতন লোকের জানবার উপায় নাই,—শেষ রথ দেখতে এসে কি যক্ষ্মা রোগের বীজ সংগ্রহ ক'রে একেবারে সত্য সত্য স্বর্গে যেতে হ'বে?" এরূপ কতকটা কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে তাঁহারা বাহিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'লেন।

পুরী ষ্টেসনে মুটের বড় বেবন্দোবস্ত দেখ্‌লাম। ৮।১০টী লাইসেন্সধারী মুটে আছে তারাই সমস্ত মাল বাইরে নিয়ে দেবে তার পরে গাড়ী প্রভৃতি ক'রে গন্তব্য স্থানে যেতে হয়। সুতরাং এই ভীড়ের সময় সুযোগ পেয়ে যাত্রীদের নিকট ২।৩ টাকা পর্য্যন্তও আদায় করে এবং একখানা ট্রেনের সমস্ত যাত্রীর মাল পার করিতে হতে প্রায় ১ ঘণ্টারও উপর সময় লাগে। আমার সঙ্গে একটি ব্যাগ, একটী বেডিং, একটী বালতি এবং একটি আবশ্যকীয় জিনিষের পোঁট্‌লা, এরজন্যে আমাকে মুটিয়ার দর্শনী দুজনকে ৮০ আনা দিতে হ'ল

বাহিরে এসে সেই ব্রহ্মচারীটীর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল—তিনি একটি নমস্কার করে ব'ললেন "তবে আসি এখন"। এতক্ষণ আমি তাঁদের মধ্যে একটু স্থান পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা ক'রতে ইতস্ততঃ করছিলাম, হঠাৎ এতটা অনুগ্রহ দাবী করা কি উচিত? ইত্যাদি অনেক ভেবে চিন্তে তাঁকে প্রতি নমস্কার জানিয়ে শেষে আমতা আমতা ক'রে বল্‌লাম "মহাশয় আপনাদের কোনরূপ অসুবিধা না ক'রে আপনাদের মঠে কয়েকদিনের জন্যে একটু থাক্‌বার স্থান পাওয়া যায় কি? আমি নতুন লোক, হঠাৎ কোথায় যাই এখন?" এই শুনে তিনি সাগ্রহে বল্‌লেন "চলুন না,—মঠত আপনাদেরই। সেখানে আপনাদের কোন অসুবিধাই হ'বেনা। আমি মনে ক'রেছিলাম আপনি যখন ফ্যামিলি সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছেন তখন পূর্ব্বেই কোন স্থান ঠিক ক'রে এসেছেন,—তাই আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করি নাই। যা'হোক্‌ আপনি এখন আমাদের সঙ্গে চলুন॥" তিনি আমাকে একখানা ট্যাক্সী ডেকে দিয়ে ড্রাইভারকে ব'লে দিলেন 'নীলিমা হাউসে' আমাকে পৌছে দিতে। তিনিও পুত্রসহ কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা "নীলিমা হাউসে" এসে উপস্থিত হ'লাম

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত পত্র

ঢাকা ৩০।৬।২৮

শ্রীভাগবতচরণে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদনম—পতিতপাবন প্রভো, আপনারা আমার ন্যায় পতিত সংসারী জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এই মর জগতে অবতীর্ণ। আমি আপনাদের বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ২৭৫১ নং এবং হারমণিষ্ট এর ৬৪ নং গ্রাহক এবং নদীয়া-প্রকাশও রীতিমত পাঠ করিয়া থাকি। আমার বলিতে সাহস হয় না, আমি গত ১৩ই আষাঢ় অত্র সহরের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বিবাহে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। বিবাহ উপলক্ষে সেই ব্যক্তির ঠাকুর বাড়ীর (?) প্রাঙ্গণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের নিকটে বারবনিতার নৃত্য গান বাজনা ইত্যাদি হইতেছিল এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র এইরূপ হইয়া থাকে। হায় কলিকাল! এই প্রকার কলির তাণ্ডব নৃত্য আর কতদিন দেখিতে হইবে, এই ঢাকা নগরীর অধিকাংশ লোকই নিজদিগকে বৈষ্ণব-পরিবার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন এবং উঁহাদের অধিকাংশের বাড়ীতেই ভাড়াটিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চনা হইতেছে, ভূতক পাঠক দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। আমরা বঞ্চিত, তাই এই বঞ্চকদিগের হাতে পড়িয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা। ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে আমাদের চরিত্র-বান হইতে হইবে, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই ভগবদ্‌ ভজন হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। কলি পূর্ণ বেগে আমাদের উপর রাজত্ব স্থাপন করিতেছে। আপনারা পতিত-পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর আমাদের ন্যায় কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য কতই না যত্ন করিতেছেন, কিন্তু আপনাদের শ্রীমুখ-বিগলিত চেতন বাণী আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না। হা ধিক্‌! যদিও আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট কালে মনুষ্য দেহ লাভ করিবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এমন পরদুঃখে দুঃখী, জগত্রাতা শ্রীগুরুদেব পাইয়াও এই অর্থদ সুযোগটী হারাইয়া ফেলিতেছি। যদিও আমি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইতে পারি নাই তথাচ শঠতাপূর্ণ কলি-সহচরবৃন্দ আমাদিগকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে যে যত্ন করিতেছেন তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি। আপনারা ইহার প্রতিবিধান না করিলে আর কাহার শরণাপন্ন হইব। অধিক কি লিখিব, আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী
৪৮, লালচাঁদ মোক্তিমের গলী
নবাবপুর, ঢাকা।

পত্রোত্তর

পরদুঃখকাতরতাই নিষ্কপট ভাগবত-ধর্ম্ম। জীবের দুঃখ দেখিয়া যাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এবং সেই দুঃখ দূরীকরণের জন্য যিনি সদগুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক কায়মনো বাক্যে যত্ন করেন, তাঁহার জীবনই ধন্য তিনিই হৃদয়বান্‌ সজ্জন। শ্রীভগবান তাঁহার শরণাগত-সেবকের প্রার্থনায় বড় বিচলিত হইয়া পড়েন, ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করেন, তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত বাসুদেব দত্ত ঠাকুর মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে। সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥ জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ?" মহাপ্রভু ভক্ত বাসুদেবের মধ্যে উন্নত উদার সার্ব্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণব প্রেমভাব—জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ নিঃস্বার্থ বিষ্ণুসেবা রূপ চিন্ময়, 'পরার্থ' ও 'স্বার্থের অপূর্ব্ব সম্মিলন—জীবের কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভবরোগ নিজ স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের ভবরোগ মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিষ্কপট ভাবে প্রার্থনা যাহা জীবে দয়ার আদর্শ দর্শন করিয়া কহিলেন,—"বাসুদেব, তুমি যাহাদের হিতবাঞ্ছা করিতেছ, তাহাদের হিতলাভের কি আর বিলম্ব আছে? কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্‌, তিনি কিছু অসমর্থ নহেন, জীবোদ্ধারণের সম্পূর্ণ সামর্থ্য তাঁহার আছে, কৃষ্ণ তোমাকে কেন পাপফল ভোগ করাইবেন? ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণ অনায়াসে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মোচন করিতে পারেন।" জীব যখন সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ক্রমে কৃষ্ণসহ জীব-স্বরূপের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক ভোগবুদ্ধি-রহিত হইয়া জগৎকে কার্ষ্ণদর্শনে গুরুবুদ্ধি করিতে পারিবেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত 'জীবে দয়া' উদিত হইবে। ইতঃপূর্ব্বে যে জীবে দয়ার অভিনয়, তাহা কখনও জীবের মঙ্গল

উদয় করায় না। কৃষ্ণভজনই দয়ার একমাত্র পরিচয়। নিজে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে দয়া করিতে পারিলে জগজ্জীবকে দয়া করার প্রবৃত্তি উদিত হয়; কৃষ্ণসেবাবিমুখ জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই যথার্থ নিঃস্বার্থ নিষ্কপট পরোপকার। ঠাকুর নরোত্তম শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট সেইরূপ দয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥" বস্তুতঃ আত্মবুদ্ধি থাকা অবস্থায় যে জীবদুঃখকাতরতা তাহা দয়া বা স্বার্থশূন্য নহে।

'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন'—এই তিনটিই স্বরূপের ধর্ম। যাঁহার এই প্রবৃত্তি যতটুকু উন্মেষিত, তিনি ততটুকু বৈষ্ণব, যাঁহাতে এ প্রবৃত্তি আদৌ প্রকাশিত হয় নাই, তিনি বৈষ্ণবতা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের কর্ত্তব্য—ভক্তিপ্রতিকূল যাবতীয় অনর্থমূল সংস্রবাদি বিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্ত-অনুগত্য সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা নিজের জীবন সার্থক করা। নিজের কৃষ্ণবৈমুখ্য দুঃখ দূর করিতে না শিখিলে পরের তাদৃশ দুঃখ দূর করা আদৌ সম্ভব নহে।

শুদ্ধভক্তের সঙ্গাভাবে বর্ত্তমানে নানা দুর্দ্দশা উপস্থিত। জীব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া একেবারেই নাস্তিক হইয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি স্বীকারই করিতে চাহিবে না, যদি বা—যাহা স্বীকার করিবে তাহা কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তির ছলনায় মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। বদ্ধজীব তাহার বদ্ধ-ভূমিকায় অবস্থিত হইয়াই কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিয়া থাকে—উদ্দেশ্য কেবল আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি—ভোগ—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা। তাই কামিনীর কণ্ঠস্বর ভোগ করিবার ইচ্ছায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণের ছলনায়—শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বারাঙ্গনার নৃত্য-গীত-বাদ্য! কৃষ্ণকীর্ত্তন কে করিবে আর শ্রোতাই বা কে হইবে? কোথায় দেহে মোহিনী মায়ার কবলে পড়িয়া নরকের বিভীষিকা দর্শন, নরক-যন্ত্রণা ভোগ আর কোথায় উন্মুখমোহিনী যোগমায়ার কৃপায় কৃষ্ণ সন্দর্শন—কৃষ্ণানন্দ লাভ। অজ্ঞ-দম্ভ-মত্ত হইয়া যাহাদের বিলাস, তাহারা কি ইহা পূর্ণ চেতনময় বস্তু হইয়া বিলাস করিতে—কৃষ্ণকে কীর্ত্তন শুনাইবার স্পর্দ্ধা করিতে? অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব! অচিদ্বিলাসের কথনও চিদ্বিলাসের সহিত সমন্বয় হইতে পারে না। কারণ কথনও অচিদ্বিলাসিনী বৈষ্ণবীর সাধ্যাপরাধ-বর্জ্জন এবং করেন না, যিনি কৃষ্ণেরই প্রীতির জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছেন—কৃষ্ণসুখাম্বেষা ছাড়া যাঁহার ইতরকামনা আদৌ নাই—যিনি নির্ব্যলীক হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাপর,

তাঁহারই শ্রীমুখকীর্ত্তিত শুদ্ধনাম গান শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। বহু ভাগ্যক্রমে জীবের তাদৃশ শুদ্ধ কীর্ত্তনকারীর সঙ্গলাভ হয়। কাম ও প্রেমের বহিঃসৌসাদৃশ্য থাকিলেও দুইটিই পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু—"কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যমাত্র প্রেমত প্রবল॥ অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর। কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥" জীব যতদিন না শুদ্ধবৈষ্ণব-সদ্গুরুর পাদাশ্রয়ে চিৎ, অচিৎ ও জীবের প্রকৃত-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহার চিদ্বিলাসকে অচিদ্বিলাস ও অচিৎকে চিদ্বিলাস বলিয়া ভ্রম যাইবে না—সুতরাং কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কিছুই হইবে না।

তার পর ভূতক পাঠক পূজারী প্রভৃতি রাখিয়া কৃষ্ণসেবা করিবার চেষ্টা। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের সেবা ত' দূরের কথা, কৃষ্ণের প্রতি নিতান্ত নিয়ম—বিধি—ভদ্রাহীন ব্যবহারের পরিচয়ই দেওয়া হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রীতিকে কি কখনও পয়সা দিয়া কিনিতে হয়? আমার কৃষ্ণ-সেবা কি কখনও ভাড়াটিয়ারা করিয়া দিতে পারে? ভাড়াটিয়া পাঠক পূজক প্রভৃতি করিবে জড়-ভোগের জনক জননীর সেবা, মাধবের সেবার তাহারা কি জানে? ও ভাড়াটিয়া পাঠক কথকের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও ভৃত্য পূজক দিয়া ঠাকুর সেবা করা নিতান্তই প্রীতিহীনতার পরিচয়।

"অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পানে যেমন প্রাণবিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ অবৈষ্ণবের মুখোদ্গীর্ণ হরিকথামৃত কর্ণপুটে পান দ্বারা আত্মবিনাশই লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যত্নপূর্ব্বক ভাড়াটিয়া সংস্রব দিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে গুরূপদিষ্ট মত কৃষ্ণানুশীলনে রত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর জীবের আত্মবঞ্চিত হইতে হইবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা যতদিন না যথেষ্ট চিদ্বল লাভ করিয়া মায়ার প্রভাব হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছি এবং জগৎকে কৃষ্ণভোগকাঙ্ক্ষারূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছি, ততক্ষণ আমরা জগতের হরিবৈমুখ্য দর্শনে প্রকৃত দুঃখ অনুভব করিতে পারিব না এবং কিছু পারিলেও তাহার প্রতীকার করিতে পারিব না, নিজেরাই বিপদে পড়িব মাত্র। সুতরাং জীব-দুঃখ দূর বা পরোপকার করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদ-পদ্ম সেবায় ব্রতী হইতে হইবে। গুরুগৌরাঙ্গের কৃপাবলেই আমরা জগজ্জঞ্জাল দূর করিতে সমর্থ হইব।

নানা কথা

দেবোত্তর আইনের প্রতিবাদ

মোহান্ত ও মঠাধীশ সভা

দেবোত্তর ও দাতব্য কার্য্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপিতে প্রতিবাদের ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ২৫শে জুন পুরীর রাজার সভাপতিত্বে পুরীতে উড়িষ্যার মোহান্ত ও মঠাধীশগণের এক বিরাট সভায় অধিবেশন বসিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুত গোদাবরী মিশ্র বিহার-উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবেন। এমার মঠের মোহান্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাহিরের লোকের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, সংস্কার ভিতর হইতে হওয়াই উচিত। পাণ্ডুলিপিতে প্রতিবাদ করিবার জন্য সভায় শক্তিশালী কমিটী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সভাপতি বলেন কোন কোন মঠের কাজে দোষ-ত্রুটি থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আইন করিয়া সে সব সংশোধন করা হইবে না। উপসংহারে পণ্ডিতমণ্ডলী ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ম্যালেরিয়া-দমনের গবেষণা

লর্ড লেভারহিউম পাটনীর দক্ষ দেশীয় রোগসংক্রান্ত হাসপাতালে রয়াল ইনষ্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ নামক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের হাতে এক স্বর্ণপদক স্যার রোণাল্ড রসকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে পাস্তর ও লিষ্টার এই স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে যে সকল মহাত্মা আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই এক এক জনকে তিন বৎসর অন্তর এই স্বর্ণপদক উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে।

স্যার রোণাল্ড রস সম্প্রতি চারি মাস কাল ভারতবর্ষ ও মালয় দেশের নানা স্থানে প্রায় ২০ হাজার মাইল দূর পথ ভ্রমণ করিয়া সেই সেই দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণ-কার্য্যের উন্নতি পরিদর্শন পূর্ব্বক এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

স্যার ম্যালকম ওয়াটসন এ বিষয়ে ভারতবর্ষে বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আসাম প্রদেশে গিয়া অনেকগুলি চা-বাগিচা পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তথায় ম্যালেরিয়া নিবারণ ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

বৃহত্তম হোটেল

আমেরিকা চিকাগো নামক সহরে ২৯ তালা বিশিষ্ট একটা হোটেল আছে। ঐ হোটেলের ৪টী তালা মৃত্তিকা গর্ভে এবং অবশিষ্ট ২৫ তালা ভূমির উপর অবস্থিত। হোটেলটী প্রস্তুত করিতে প্রায় ৮৭৫০০০০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে। উহাতে ২৯২০টী কুঠরী (কক্ষ) আছে। হোটেলের নিম্ন তলে একটী বল নাচের ঘর আছে ঐ ঘরে ৩০০০ লোক এক সঙ্গে নাচ করিতে পারে। এই নাচ ঘর ছাড়া আরও ৮টী নাচ ঘর আছে। ইহাতে এরূপ একটী বৃহৎ ভোজন গৃহ আছে যে, ঐ গৃহে ৫১৮৪ জন লোক এক সঙ্গে ভোজন করিতে পারে। হোটেলে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০০ হইবে। হোটেলটীতে একটা লাইব্রেরি আছে উহাতে ১০০০০ গ্রন্থ রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পশুশালা ও উদ্যান আছে। আগন্তুকদিগের ব্যবহারের জন্য ১৩৮০০০ প্লেট, ৭০০০ চেয়ার, ১৩৮০০০ টেবল ক্লথ ৩০০০০০ ঝাড়ন ও ৬০০০০ তোষক আছে। রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজস এত অধিক রাখা হইয়াছে যে উহা দ্বারা ৩খানা ওয়াগন বোঝাই হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ হোটেল আর কোথাও নাই।

পকেট চেয়ার

বোম্বাইয়ের ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং এক প্রকার অদ্ভুত চেয়ার প্রস্তুত করিয়াছে ইহা পকেটে করিয়া যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাওয়া যায়। এবং ইচ্ছানুযায়ী খুলিয়া লইয়া যে কোন স্থানে বসিতে পারা যায়। চেয়ারখানি গুটান অবস্থায় এক ফুট লম্ব কয়েকটী লোহার শিক বলিয়া মনে হয় খুলিয়া ফেলিলে বেশ স্থূলকায় ব্যক্তি উহাতে বসিতে পারে। মূল্যও অধিক নহে, আপাততঃ ৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

টাকার লোভে ভাইঝি খুন

ঢাকা, শাঁখারি বাজারের রণজিৎ কুমার সুর নামক এক শাঁখারি ৬০ টাকা অলঙ্কারের লোভে নিজের ভাইঝিকে হত্যা করার অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে। বালিকার নাম কুসুম বালা, বয়স মাত্র ৮ বৎসর। গত ২৭শে জুন তারিখ হইতে তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না। পরে একটি অন্ধকার কোণে একটি বস্তার মধ্যে বালিকার মৃতদেহ পাওয়া যায়। কাকা রণজিৎ বালিকাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সে নাকি নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়াছে এবং কয়েকজন লোককে সাহায্যকারী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সে যে ৪ জন লোকের নাম বলিয়াছে তাহারাও পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে আষাঢ়, শনিবার—১৩৩৫

ধনমদ

গণিতশাস্ত্রে 'ধন' ও 'ঋণ' বলিয়া দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। ধনের দ্বারা বৃদ্ধি ও ঋণদ্বারা ক্ষয়,—এই ভাবদ্বয় লক্ষিত হয়। জীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ধনদ্বারা সমৃদ্ধ হয়। সেই সমৃদ্ধি পঞ্চভূতজাত ক্ষণভঙ্গুর পরিণামশীল ব্যাপার বিশেষ। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের পরিতৃপ্তির উপাদানগুলি 'ধন' বলিয়া গণিত হয়। আবার, কতিপয় জড়বস্তুতে ইন্দ্রিয়জ গুণের বিনিময় বলিয়া সমাজ-বিশেষে নির্দ্দিষ্ট বস্তু 'ধন' বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ তাদৃশ ধনের আদান-প্রদানাদিতে জীবের ইন্দ্রিয়জবৃত্তি বা বিলাস আবদ্ধ।

জড়ভোগি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল বস্তু বা ব্যাপার ধন বলিয়া কথিত হয়, তাহাই আবার ভগবদ্ভক্তের নিকট 'অধন' বা 'ঋণ' সংজ্ঞা লাভ করে। কর্ম্মফল-বাদী যাহাকে 'ধন' বলেন, নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচার-পরায়ণ জনগণ তাহাকে 'ঋণ' বিচারে গ্রহণ করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহাকে আমি ধনবান্ করাইতে ইচ্ছা করি, তাহার বিমুখ বিচারের ধন-সমূহ আমি অপহরণ করি বলিয়াই আমরা নাম 'হরি'।

ধনাকাঙ্ক্ষিজনগণ পার্থিব ইন্দ্রিয়তর্পণো-পযোগী বিষয় সমূহকেই 'ধন' জ্ঞান করায় ভগবদ্বৈমুখ্য লাভ করিয়াছেন এবং ভগবদ্-উন্মুখতা তাঁহাদের নিকট দৈন্য বলিয়া বিচারিত হইয়াছে। এই বিচার নিত্য-কল্যাণপ্রয়াসী জনগণের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। তজ্জন্যই ভগবদ্ভক্ত বলেন,—

"অধনে যতন করি, ধন তেয়াগিনু।"

কৃষ্ণই পরম ধন এবং কৃষ্ণেতর পদার্থই 'ঋণ' শব্দ বাচ্য। কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া কৃষ্ণ-বৈমুখ্য সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণ হইতে ক্রমশঃ সুদূরে অবস্থিত হন। কৃষ্ণ—ত্রি-লোক্যানন্দাকর্ষী। কৃষ্ণেতর বস্তু পরম্পরা ভবধর্ম্মাশ্রিত হইয়া প্রেমধর্ম্মের বিরোধী। নশ্বরজ্ঞানের সেবা-বঞ্চিত হইয়া যাঁহারা বস্তুভক্তির বিদ্বেষ করেন, তাঁহারাই কামুক হইয়া সংসারে ক্লেশ পান। নশ্বর ধন-লুব্ধ জীবকে অবৈধভাবে ধনী সাজাইয়া পরে দরিদ্রতার সাগরে নিমজ্জিত করে। তজ্জন্য ভগবদ্ভক্তের আচরণ বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবত (২।২।৫) বলেন,—

"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্ কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধন দুর্ম্মদান্ধান্॥"

যাঁহারা ধনদুর্ম্মদান্ধ, তাঁহারা মনে করেন, যেহেতু আমার ধন আছে, সুতরাং বিষ্ণুভক্ত যখন দরিদ্রাভিমানে জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ধনের লোভ দেখাইয়া আমি তাঁহার প্রভু হইয়া পড়িব। সুতরাং প্রাকৃত ধনে ধনী—নিতান্ত দরিদ্র এবং নির্ব্বোধ, অতএব বৈষ্ণবাপরাধী। ইহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব সম্রাট্ প্রতাপরুদ্র দেবকে নিকটে আসিতে দেন নাই। এই জন্যই মহাভাগবতগণ কখনও ধনৈশ্বর্য্যাদির দ্বারা ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জিত হয়, বিশ্বাস করেন না।

প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় বলেন,—রাজা অশোক প্রাকৃত অর্থের দ্বারাই ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন, সুদামা বিপ্র দরিদ্র হইয়াও কৃষ্ণ-ধনে ধনী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব "ন ধনং কাময়ে" প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ধনীর ধন দ্বারা আত্মবিক্রয় করেন নাই। শ্রীসনাতনের স্পর্শমণির আখ্যায়িকা যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, শ্রীসনাতন এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস করিয়া প্রাকৃত ধনে ধনিগণের বিচারপ্রণালী পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৪।৭৬ ধৃত ভর্ত্তৃহরি কৃত বৈরাগ্য শতক ৫৬ শ্লোক)

প্রাকৃত ধনসমূহ দ্বারা কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হয়, সুতরাং অকিঞ্চনতাই বিষ্ণু ভক্তের একমাত্র লক্ষ্যীতব্য।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥
(ভা ৭।৫।৩২)

যাহাদের ধনমদ আছে, তাহারাই বৈষ্ণবাপরাধী। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য 'নিষ্কিঞ্চনের চরণাশ্রয়দ্বারাই ধনমদ অপসারিত হইতে পারে। প্রাকৃত ধনী মনে করেন যে, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব তাঁহার নিকট শুল্কগ্রাহী,—ইহাই ধনমদজনিত অপরাধ।

ভাগ্যবান্

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "কোনও ভাগ্যে কোনও জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥" সাধুর সঙ্গে জীবের ভাগ্যোদয় হয়। অসাধু সঙ্গে ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটে। তখন সজ্জনসমাজ অসাধুসঙ্গ-প্রিয় জনকে ভাগ্য-রহিত মনে করেন। সুকৃতির অভাব হইলে জীবের কল্যাণোদয় হয় না। যে সকল ব্যক্তি অনিত্য বিষয় লইয়া কাল যাপন করেন, কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে পারেন না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, মানব-জন্ম সহসা প্রাণিগণের ভাগ্যে লভ্য নহে। ভাগ্যক্রমেই জীব মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। আবার সাত্ত্বিক গুণে গুণী হইলে সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ ঘটিয়া থাকে। পুণ্যবান জনগণ দেহ লাভ করিয়া তাহা দ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান করেন, সেই দেহ বীজগর্ভসমুদ্ভূত হওয়ায় পাপময়। তজ্জন্যই ঋষ্যাদির মধ্যে গর্ভাধানাদি সংস্কারের বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা দশসংস্কারে সংস্কার বিশিষ্ট, তাঁহারা বিপ্রাতি। যাঁহাদের সংস্কার নাই, তাহারা শূদ্র। শোকই তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানা-ভাবের নিদর্শন। এমন দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়া যিনি নিজের একমাত্র মঙ্গল হরিসেবায় উদাসীন থাকেন, তাঁহাদের ভাগ্যের কেহই প্রশংসা করিতে পারেন না। বিষয়মদ মত্তগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অভিভূত থাকিয়া অক্ষেন্দ্রিয়ের বিলাস-তাৎপর্য্য-পরতাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশে ঐরূপ বিচার ভগবদ্গীতারই পরিপন্থিক। যাঁহারা অজ্ঞানে অনাত্ম-প্রতীতি লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা যদি অনিত্য জীবন ও শরীরকে ও তৎসম্পর্কিত ক্রিয়া কলাপ-গুলিকে বহুমানন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ভাগ্যের প্রশংসা করা যায় না। লৌকিক ন্যায়ের সহিত সত্য ন্যায়ের যে ভেদ বেদান্ত ও তর্কশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে আধ্যক্ষিক-গণের জ্ঞান শ্রৌতবৈদিকগণের বেদান্তের সহিত পার্থক্য স্থাপন করায়। সুতরাং আমরা ভ্রান্ত আধ্যক্ষিকের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে আদর করিতে না পারিয়া, নিজ কল্যাণ-কামী মহৎকে ভাগ্যবান্ জানিয়া, আধ্যক্ষিকগণের ভাগ্যভাজন হইতে ইচ্ছা করি না। বেদান্তের অধিকরণসমূহ পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। তাদৃশ ন্যায়াবয়ব পরিত্যাগ করিয়া যাহারা শুষ্ক তর্কস্থলে আর কিছু আবাহন করে, তাহাদের সহিত এক মত হইতে পারিলাম না। ভক্তই ভাগ্যবান্ এবং বিষয়ীই ত্রিতাপ-তপ্ত।

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নীলিমা বাড়ীটী বেশ বড় এবং একেবারে সমুদ্রের ধারে,—একই রকমের দুইটী পৃথক্ দ্বিতল বাড়ী একত্র সংলগ্ন। পুরুষোত্তম মঠে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রতি বৎসর উৎসবের সময় একটী বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে শ্রীয় উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। এবার মঠের নিকটে কোন বাড়ী না পাওয়ায় এই দুইটা বাড়ী মঠের তরফ হ'তে একমাসের জন্য ৩০০্ তিনশ টাকা দিয়ে ভাড়া করা হ'য়েছে। একধারের বাড়ীতে মেয়েদের এবং অপর ধারে পুরুষদের থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এই মঠের অনুগত অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভদ্র-লোক স্ত্রীপুত্রাদিসহ মঠের উৎসব এবং রথ-যাত্রাদি দেখ্‌তে এসেছেন। তাঁ'দের মঠ হ'তে তাঁদের সকলকেই যথাযোগ্য প্রসাদাদি দেওয়া হয়। এরূপ সুন্দর বন্দোবস্ত আমি আর কোথাও ত দেখি নাই, এমন কি শুনিও নাই। কখনও কোন তেঁকটা ক্রিয়া-কাণ্ডে আমাদের বাড়ীতে দু'জন আত্মীয় স্বজন দু'দিনের জন্য এ'লে আমরা তাঁ'দের যথাযোগ্য যত্ন কর্ত্তে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, আর ইঁহারা মাসাবধি প্রায় দুই শতেরও অধিক ভদ্রলোককে অক্লেশে তাঁদের সমস্ত বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে আদর যত্ন-কর্ত্তে দেখে' আমি ত একেবারে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছি।

পাঁজীতে দেখেছিলাম, স্নানযাত্রা রবি-বারে, কিন্তু এখানে এসে শুনতে পাচ্ছি আজ রাতেই নাকি ১টার সময় স্নানযাত্রা হ'বে। রবিবারে রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ হ'বে তাই এদেশের নিয়মানুসারে সেদিন দিনের বেলায়ও স্নানযাত্রা হ'তে পার্‌বে না। যাত্রার স্থানটীতে জিনিষপত্র রেখে তাড়া তাড়ি স্নানটা সেরেই একখানা ট্যাক্সী ডেকে দর্শনে গেলাম। শুন্‌লাম স্নান-যাত্রার পরে ১৫ দিন শ্রীজগন্নাথ দেবের আর দর্শন পাওয়া যাবে না। এ ১৫ দিনকাল তাঁহার নাকি জ্বর হ'বে এবং পাচন সেরে ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ ক'র্বেন। স্নানযাত্রা হ'তে রথের পূর্ব্ব-দিন পর্য্যন্ত যে সময়ে দর্শন বন্ধ থাকে, সেই সময়কে 'অনবসর' বলে। আমরা এবার অনবসরে পাচন প্রসাদ কিনে খেয়ে দেখেছি,—পাচন সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা ছিল,—বুঝি তিক্ত-কষায়-যুক্ত কোন তরল ঔষধ বিশেষ,—কিন্তু এ জিনিষটী ঠিক তার উল্টো। বেশ দুধের সর, মিষ্টি, মরিচের গুঁড়ো প্রভৃতি দিয়ে প্রস্তুত অতি উপাদেয় পানীয় বিশেষকেই পাচন বলা হয়। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি ভগবানের যেমন জ্বর, ঠিক পাচনের ব্যবস্থাটাও তদ্রূপ। আমিত পাচন খেয়ে মনে মনে ভাব্‌লাম জ্বর হ'লে এমন পাচন যদি ঔষধ বা পথ্য রূপে পাওয়া যায়, তবে রোজ রোজ জ্বর হ'লেও মন্দ হয় না।

দুপুর বেলায় ফিরে এসে চর্ব্যচূষ্য ক'রে প্রসাদ পাওয়া গেল। বিকালে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলাম,—সমুদ্রকে

এই প্রথম দেখ্‌লাম,—এর পূর্ব্বে আর কখনও সমুদ্র দর্শন আমার ভাগ্যে হয়নি। প্রথম জীবনে আমি বাপ মায়ের বড় আদুরে ছেলে ছিলাম, তাই বাড়ী হ'তে কোথাও বেরুতে পারি নাই, তা'র পরে পঠদ্দশায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারটা ঘাড়ে চেপে পড়্‌ল। সেই অবধি এই সংসারের বোঝাটা অবলীলা ক্রমে ব'য়ে আসছি,—একদিনের জন্যও হাল-হ্যাসানে কোথাও ছেড়ে পর্য্যন্ত যেতে পারি নাই। কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের বর্ণনায় সমুদ্রকে নানারূপে কল্পনার চক্ষে দেখেছি—আর আজ সাক্ষাৎ তাহার স্বরূপ দেখে কেমন একটা উদাস ভাবে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লাম। কোন একটী বিরহ-বিধুর-প্রাণ যেমন হতাশা-বাতাসে উদ্বেলিত হ'য়ে অতি সুদূরে একটা ক্ষীণ আশার আলোক দেখ্‌তে পে'য়ে, যেমন সেই আশা-নিরাশার তরঙ্গাঘাতে দোদুল্যমান হ'য়ে ওঠে, সমুদ্রকে দেখে আমারও ঠিক্ তেমনটিই মনে হ'ল।

সন্ধ্যে বেলায় ফিরে এ'সে দেখি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হ'য়েছে। পাঠকর্ত্তা একজন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী,—শ্রীযুক্ত ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ। তাঁকে দেখ্‌লে মনে হয়, তিনি এ যুগের লোকই নন্—যেন সত্যযুগ থেকে হিমালয়-গিরি-গহ্বরে সাধন-ভজন ক'রে হঠাৎ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলের জন্য নেবে এসেছেন। তাঁ'র সেই গম্ভীর দর্শন এবং শুরু-গম্ভীর বাণী আজও যেন আমার চারিদিকে ঘিরে র'য়েছে। সেদিনকার পাঠে তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন—" আর আমার মনে নেই, তবে মোটামুটি-কথা এই যে 'ভগবদ্দর্শন এই বাইরের চোখ দিয়ে হয় না, বাইরের এই চোখ মাঝখানে উপলক্ষ্য থাক্‌লেও ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জন দ্বারা দিব্যচক্ষু লাভ হ'লে তখন সাধকের সেই দিব্যচক্ষুতে সাধক ভগবানকে সেবোন্মুখ হৃদয়ে দর্শনলাভ করে।' তখন আমার মনে হ'ল আমাদের বাইরে যে জগন্নাথদেবকে দেখ্‌তে যাওয়া সে দর্শনে ত ভগবদ্দর্শন হয় না? কবে আমার এমন সৌভাগ্য হ'বে সেদিন,—যাঁ'রা সব সময়ের জন্য সেই ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত, তাঁ'দের নিকট হ'তে কৃপা-লাভ ক'রে আমার ন্যায় ভব-মহা-দাবদহনে পতিত জীবেরও ভগবদ্দর্শন হ'বে।

রাত্রি বারোটার সময়ে অনেকে মন্দিরে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাচ্ছেন দেখে আমরাও একখানা ট্যাক্সি ডেকে' মন্দিরে গেলাম। তখন জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা স্নানমঞ্চে উঠেছেন। দু' ঘণ্টার মধ্যেই স্নান হ'বে শুন্‌তে পেলাম। যথাসময়ে রাত্রি দুইটায় স্নান হ'য়ে গেল,—অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তেও পাওয়া গেল না, কর্ত্তৃপক্ষের ভাল ক'রে আলোর বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল। আমরা সেই রাত্রিটুকু মন্দিরেই কোন মতে কাটিয়ে দিয়ে প্রাতে শ্রীজগন্নাথের হাতী-(গজ) বেশ দেখে ফিরলাম। সকালেই এ'সে দেখি সকলকে দর্শন দেবার জন্য পুরুষোত্তম মঠ হ'তে শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ নীলিমা বাড়ীতে এসেছেন। এই উৎসবের কয়দিন শ্রীবিগ্রহ এখানেই থাকবেন।

৭ই জুন বৃহস্পতিবার প্রাতে জয়পুর হ'তে আনীত শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দর্শন কর্‌লাম। শ্রীবিগ্রহের এমন সৌন্দর্য্য আমি আর জীবনে কোথাও দেখি নাই। এরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন ছে'ড়ে কেন যে জড়-ভোগ-পিপাসাতুর জীব জড়-রূপ দেখ্‌তে গিয়ে শেষে সেইরূপের আগুনে নিজেকে আহুতি দেয়?—শ্রীবিগ্রহের নাম শুনলাম—'শ্রীবিনোদমাধব', নামটীও বড় মধুর। আবার কবে 'বিনোদ মাধব' তদুপযুক্ত সুদৃশ্য মন্দিরে আমার ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবকে দর্শন দিবেন, তাই ভাব্‌ছি। এ শ্রীমূর্ত্তি কি আর পুরুষোত্তম মঠের সেই ছোট্ট ঘরটিতে থাকলে মানায়? যে বিত্তশালী ভক্তের ভাগ্যে আছে, তিনিই তাঁহার শ্রীমন্দির ক'রে দিয়ে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। আমাদের ন্যায় দরিদ্রের—সেই "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"।

স্নান ক'রে এসে' দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আমাকে এসে ব'ল্লেন "প্রভুপাদকে দর্শন কর্‌তে যাবেন?" আমি এসেই শুনেছি যে, এঁদের গুরুদেব উপরে একটি ঘরে থাকেন। হরিকথা শ্রবণেচ্ছু ২।৪ জনের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে দেখা করেন। আমিও আজ ৩'দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মনে মনে ভাব্‌ছিলাম। আমি সেই ব্রহ্মচারীটীকে তখন ব'ল্লাম—"নিশ্চয় দর্শন কোর্‌ব"। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে গেলেন,—দেখি দোতালার বারান্দায় তাঁ'দের গুরুদেব পায়চারি ক'র্‌তে ক'র্‌তে মালাতে হরিনাম কর্‌ছেন। আমি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম কর্‌তে তিনি এরূপ বিনয়-নম্রভাবে ভূমিস্পর্শ করে' প্রতি-নমস্কার কর্‌লেন যে, আমি দেখে একেবারে থ' হ'য়ে গেলাম। যে মহাপুরুষের চরণ দর্শন লাভের আশায় কত কত রাজা মহারাজা কত সুদূর দেশ হ'তে এ'সে তাঁ'র চরণের ধূলি স্পর্শ করে' কৃতার্থ হ'ন, তাঁ'র কি না এরূপ সুবিনীত ব্যবহার!! তাঁ'র মুখে অমিয়-মধুর-ভগবৎ-কথা শুনে আমার মনে হ'ল, আমার হৃদয়ের যাবতীয় কালিমা যেন ধুয়ে-পুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। বাল্যকাল হ'তে আমার তর্ক করার প্রবৃত্তিটা খুব বেশী ছিল, কোন পণ্ডিত বা সাধুকে পে'লে তাঁকে প্রশ্ন ক'রে ক'রে উত্যক্ত ক'রে তুলতাম্, কিন্তু আজ্ এই মহাপুরুষের দর্শনে আমার সে প্রশ্ন করার প্রবৃত্তির বীজগুলো পর্য্যন্তও কোথায় শুখিয়ে পু'ড়ে নষ্ট হ'য়ে গেল, তার কোন খোঁজই আমি পেলাম না।

(ক্রমশঃ)

পাগলের কথা

(চতুর্থ দিবস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আপনাদের শাস্ত্রের কথাই ত শুনেছি—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

অর্থাৎ এই মানবদেহটী সুলভও বটে এবং সুদুর্ল্লভও বটে। সুদুর্ল্লভ হলেও এখন পাওয়া গেছে এই হিসাবে সুলভ কিন্তু এই মনুষ্য দেহ সহজে পাওয়া যায় না, চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরে ফিরে পেতে হয়। যথা বিষ্ণুপুরাণে—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষ বিংশতিঃ কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্, ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ।

নয় লক্ষ জলের প্রাণী, পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষলতা প্রভৃতি স্থাবর দেহ বিশলক্ষ, বিষ্ঠার ক্রিমি এগার লক্ষ, পক্ষী দশলক্ষ এবং হাতি, ঘোড়া, শৃগাল, কুকুর উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শূকর ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু-জন্ম ত্রিশলক্ষ এই আশি লক্ষ জন্ম পরে চারি লক্ষ মানুষ জন্ম হয়, তাহাও অসভ্য, বনমানুষ প্রভৃতি জন্ম কেটে যায়। এই চৌরাশী লক্ষ জন্মের পরে আমাদের মত হরিভজনের উপযোগী মানুষ দেহ পাওয়া যায়। একটী জন্মেই কত রোগ, কত শোক, কত দুঃখ পেতে হয়, কিন্তু চৌরাশী লক্ষ জন্ম ঘুরতে কত যুগ যুগান্তর কেটে যায়, কত রাশি রাশি যন্ত্রণা পেতে হয়, তার ইয়ত্তা নাই, সেই জন্যই ত মনুষ্য-জন্ম সুদুর্ল্লভ। এই মানব দেহটী সুগঠিত নৌকার মত। নদী পার হতে হলে যেরূপ মজবুত নৌকার দরকার, ভাঙ্গা ফুটা হলে নৌকায় জল ঢুকে ডুবে যায়, সেইরূপ ভবসমুদ্র পার হতে হলেও মানবদেহরূপ ভাল নৌকার আবশ্যক। শাস্ত্রে বলেন—"নরতনু ভজনের মূল।" আবার যেরূপ ভাল নৌকা হলেই নদী পার হওয়া যায় না, অনুকূল বাতাসের দরকার, সেইরূপ ভবসাগর পার হতে হলে ভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বাতাসও আবশ্যক; কিন্তু আমাদের তাহারও অভাব নাই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভগবান্ সাধুগণের পরিত্রাণ করবার জন্য, ভক্তিবিদ্বেষী পাষণ্ডগণের দলনের জন্য এবং অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম থেকে বিশুদ্ধ ভক্তি বা আত্মার ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম জগতে ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য যুগে যুগে নিজে অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিজের পার্ষদগণকে পাঠান। এই ত' ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ নিজে গৌরাঙ্গরূপে সপার্ষদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন কত জীব উদ্ধার করেছেন, সমস্ত ভারতের দ্বারে দ্বারে যেয়ে নামপ্রেম প্রচার করেছেন। তার পর আবার যখন শুদ্ধ ভক্তির কথা জীব ভুলে গেল তখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে পাঠিয়েছিলেন। তার পর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রচার করেছেন। আবার যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পাঠিয়েছিলেন এবং এখন শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় স্বগণসহ ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করছেন। এমন কি সমস্ত পৃথিবীতেই যাতে প্রচার হয়, তার ব্যবস্থা করছেন। তাই বলি ভগবান্ কত কৃপাময়; তাঁর কৃপারূপ অনুকূল বায়ুরও অভাব নাই। আর একটী বস্তুর কথা বলতে বাকী আছে। নদী পার হতে হলে যেমন ভাল নৌকা এবং বাতাস হলেও উপযুক্ত কর্ণধার বা হাল ধরবার জন্য পাকা মাঝির দরকার, সেইরূপ মানব-দেহরূপ সুদৃঢ় নৌকা এবং ভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বাতাস থাক্‌লেও সদ্‌গুরুরূপ উপযুক্ত কর্ণধার না হলে এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায় না কিন্তু তিনিও নিত্যকাল জীব উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন এবং এখনও আছেন। এত সুবিধা পেয়েও যাঁহারা সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় না করে গুরুব্রুবদের আশ্রয়ে ভবসাগর পার হবার চেষ্টা করেন, শাস্ত্রে তাঁদিকে আত্মঘাতী বলে; কারণ সব ঠিক থাক্‌লেও নৌকার মাঝি ভাল না হলে যেমন নৌকা ডুবে যায় আরোহিগণ জলে হাবুডুবু খেয়ে মরে যায়, সেইরূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় না নিয়ে যাকে তাকে গুরু করলে সংসার-জলধি পার হতে পারা যায় না, সংসারের অগাধ জলে হাবুডুবু খেতে হয়, কাম ক্রোধ প্রভৃতি হাঙ্গর কুম্ভীরে খেয়ে ফেলে। যাক্ অনেক কথা বল্‌লাম, এখন পাগলের দিকি গুনার একটা গান

শুনুন। আমার নিজের বাঁধা পদ নয়, আপনাদের মঠেই শুনেছি।

এঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব,
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি, হরিভজে যদি,
অন্ত হয় তবে ক্লেশ॥
বিষয় অনলে, জ্বলিছে হৃদয়,
অনলে বাড়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি, লয় কৃষ্ণনাম,
অনলে পড়ে ত জল॥
নিতাই চৈতন্য, চরণ কমলে,
আশ্রয় লইল যেই।
গুরুদাস বলে, জীবনে মরণে,
আমার আশ্রয় সেই॥

কেমন! বেশ ভাল লাগল ত'? তা লাগবে না কেন? আমার গলাও ত আপনার চেয়ে কম নয়! আপনার গলা না হয় কোকিলের মত, আর আমার গলা না হয় গাধার মত; আপনার কোকিল দেখতে ছোট, আমার গাধা মস্ত বড়। আপনার কোকিলের রং কাল, আমার গাধার রংএর গায়ের কাপড় ভদ্রলোকে পছন্দ করে। ঐ যে প্রসাদ পেতে ডাকছেন। দিয়েছেন ত কম নয়, পাঁচ, ছয় গণ্ডা মালপোয়া, একসের পানিতোয়া একসের রসগোল্লা, দশ বারটা বড় বড় আম, চাটনিও আছে দেখছি! অন্ত পাবর ত'? যা হোক, প্রসাদ যখন কৃপা করে এসেছেন, সব সম্মান করব। সমস্ত দিন কেটে যাবে। সম্পাদক মহাশয়! দণ্ডবৎ হই। পাগলামি করে আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। প্রসাদ পেয়ে চলে যাব, আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

শ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলাস্মরণ মঙ্গলস্তোত্রম্

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরবিরচিতম্)

(শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপ কবিভূষণ কৃত পদ্যানুবাদ)

(১)

বাকগ্রন্থে জড়শশধরে ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াম্
গৌড়ে শাকে মনুশতমিতে সপ্তবর্ষাধিকে যঃ
মায়াপুর্য্যাং সমজনি শচী-গর্ভ-সিন্ধৌ প্রদোষে
তং চিচ্ছক্তি-প্রকটিত-তনুং মিশ্রসূনুং স্মরামি
চৌদ্দশত সাতশকে তিথি সুপ্রশস্ত।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাশশী হৈল রাহু-গ্রস্ত॥
গৌড়দেশে ভাগীরথী-পূর্ব্বতীরে ধাম।
সন্নিধিতে প্রকটিত মায়াপুর নাম॥
শচীগর্ভ ক্ষীর-সিন্ধু-মাঝে গৌরচন্দ্র।
উদিয়া প্রদোষে কৈল জগৎ আনন্দ॥
চিৎশকতি প্রকটিত তনু সুশোভন।
জগন্নাথমিশ্র সুতে করিয়ে স্মরণ॥

(২)

বিশ্বম্ভরঃ প্রভুরভূদ্দ্বিজগৌরচন্দ্রো।
নিমেশো নামনিচয়ঃ ক্রমতো বভূব।
যস্যার্য্যখণ্ডমুকুটোপম গৌড়রাষ্ট্রে
গৌরং স্মরামি সততং কলিপাবনং তং॥
বিশ্বম্ভর প্রভু হরি দ্বিজাগার আর।
নিমেশ প্রভৃতি নাম ক্রমেতে প্রচার॥
গৌড়রাজ্যে আর্য্যখণ্ডে শোভিত চরণ।
কলিপাবন গৌরে করি সতত স্মরণ॥

(৩)

অঙ্গীকুর্ব্বন্ নিজসুখকরীং রাধিকাভাবকান্তিং
মিশ্রাবাসে সুললিতবপুর্গৌরবর্ণো হরির্যঃ
পল্লীস্ত্রীণাং সুখমভিদধৎ খেলয়ামাস বাল্যে
বন্দেঽহং তং কনকবপুষং প্রাঙ্গণে রিঙ্গমাণম
নিজসুখকরী রাধাভাবকান্তি সার।
সুললিত গৌরবপু করি অঙ্গীকার॥
মিশ্রগৃহে খেলি সুখী করে পল্লীনারী।
বন্দি সেই বাল্যক্রীড়াসক্ত গৌরহরি॥

(৪)

সর্পাকৃতিং স্বাঙ্গনগং হ্যনন্তং
কৃত্বাসনং সম্ভ্রমসোপবিষ্টঃ।
ততোঽজ্ঞ তক্ষাত্মজনাম্নরোধাৎ
বিশ্বম্ভরং তং প্রণমামি নিত্যম্॥
সর্পাকার অনন্ত স্বাঙ্গনে আগমন।
করিল, বসিলা প্রভু করিয়া আসন॥
নিজজন অনুরাগে ত্যজিলেন পরে।
নিত্যকাল নমি সেই প্রভু বিশ্বম্ভরে॥

(৫)

বাল্যে শয়ন বদ হরিমিতি ক্রন্দনাদ্ যন্নিবৃত্ত-
স্তস্মাৎ স্ত্রীণাং সকলবিষয়ে নামগানং
তদাসীৎ।
মাতে জ্ঞানং বিশদমবদন্মৃত্তিকাভক্ষণে যঃ
বন্দে গৌরং কলিমলহরং নামগানাশ্রয়ং তম্॥
বাল্যকালে প্রভু যবে করিত ক্রন্দন।
'হরি হরি বল' শুনি হৈত নিবারণ॥
সেই হৈতে নারীগণ সকল সময়ে।
নাম গান করিতেন মিশ্রের আলয়ে॥
খৈ, সন্দেশ ছাড়ি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ।
সেই ছলে মায়ে কহে জ্ঞানের বচন॥
হরিনামগানাশ্রয় প্রভুগৌরহরি।
কলিমলহর, তাঁরে বন্দনা যে করি॥

(৬)

পৌগণ্ডাদৌ দ্বিজগণগৃহে চাপলং যো বিতন্বন্
বিদ্যারম্ভে শিশুপরিবৃতো জাহ্নবী-স্নানকালে
বারিক্ষেপৈর্দ্বিজকুলপতীন্ চালয়ামাস সর্ব্বান্
তং গৌরাঙ্গং পরমচপলং কৌতুকীশং স্মরামি॥
পৌগণ্ডেতে দ্বিজগৃহে বাড়িল চাপল।
বিদ্যারম্ভে শিশু বেড়ি খেলে গঙ্গাজল॥
স্নানকালে দ্বিজকুলে করিল চালন।
পরম চপল গৌরে করি যে স্মরণ॥

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ারের মৃত্যু

গত ২৯শে জুন সার জন থর্নিক্রফটের মৃত্যু হইয়াছে। সার জন অদ্বিতীয় পোত-নির্ম্মাতা ও এঞ্জিনীয়ার বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি গ্রেট বৃটেনের ও অন্যান্য দেশের জন্য বহু রণপোত ও পোত-ধ্বংসকারী টর্পেডো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজ নামেই তাঁহার কারখানা এতাবৎ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। দ্রুতগামী পোতনির্ম্মাণের তিনিই পথ-প্রদর্শক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল।

জাপানে জলপ্লাবন

একশত ব্যক্তির মৃত্যু

ও দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি

পশ্চিম জাপানে ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে একশত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। কিউসিউতে ১৫ শত গৃহ এবং ৭০ হাজার একর জমী প্লাবিত হইয়াছে। কুমামোটোতে নদীতীরস্থ বাঁধ সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং ফুকিউকো ও সাগার মধ্যে সংবাদ চলাচল অব্যাহত রাখিবার জন্য ৫ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

দুগ্ধব্যবসায়ীদিগের সম্মিলন

পৃথিবীর নানা দেশের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর ব্যবসায়ীদিগের লণ্ডনে এক মহা সম্মিলন হইয়াছে। ইহাতে ৪০টি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ৫০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন। উইণ্ডসরে সম্রাট পঞ্চম জর্জের যে গো শালা আছে, গত ৩০শে জুন প্রতিনিধিগণ তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন এই উপলক্ষে সম্রাট তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করিয়াছেন।

যমুনা-গর্ভ হইতে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রাণরক্ষা

গত ৩রা জুলাই অপরাহ্ণ কালে সিরাজগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, কে, গুহ যমুনার ভাঙ্গন পরিদর্শন করিতেছিলেন। তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই স্থানটি নদীতে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ইহাতে তিনি নদীগর্ভে পতিত হন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরীর ভৃত্য তখনই হাত বাড়াইয়া দিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁহাকে উদ্ধার করে। তিনি যদি আর এক পা নীচে পড়িতেন, তাহা হইলে যমুনার ভীষণ স্রোতোবেগে তাঁহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইত।

জার্ম্মাণীতে নূতন মন্ত্রি-সভা

হার মুলার জার্ম্মাণীর মন্ত্রি-সভা গঠন করিয়াছেন। হার ষ্ট্রেসম্যান বৈদেশিক সচিব, হার সেভারিং স্বরাষ্ট্রসচিব, হার হিল কার্ডিং রাজস্ব-সচিব, হার কুর্টিয়াস আর্থনীতিক সচিব ও হার গ্রোয়েনার আত্মরক্ষা বিভাগের সচিব হইয়াছেন।

বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভায় বিভিন্ন দলের সমর্থন নাই। আগামী শরৎকালে আবার ইহার রদ বদল হইবে, বর্ত্তমান সভা অস্থায়ী মাত্র।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

গত ৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় (বেলওয়ে) ৮ ডাউন বোম্বে মেল যখন হাওড়া ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী শ্রমিক কাটা পড়ে। পুরুষটীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকটীকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহারও জীবনের আশা কম।

চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসন সন্নিকটে ট্রেণ হইতে মহিলার পতন

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে সম্প্রতি একটি ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি বালিকা আই এ, পড়িবার জন্য তাহার ভ্রাতা এবং অপর একজন আত্মীয় সহ গত ১লা জুলাই কলিকাতায় আসিতেছিল। সে হঠাৎ রাত্রিতে তাহার আত্মীয়দের অজ্ঞাতসারে ট্রেণ হইতে পড়িয়া যায়। তাহারা মাজদিয়া ষ্টেশনে আসিয়া তাহাকে ট্রেণে দেখিতে না পাইয়া চুয়াডাঙ্গায় ষ্টেশন মাষ্টারকে তার করেন। ষ্টেশন মাষ্টার অনুসন্ধান করিয়া মেয়েটিকে বাহির করিয়াছেন। সে এখন ডাক্তার এস, সি লাহিড়ীর চিকিৎসাধীন আছে। বালিকাটি নাকি কুচবিহারের একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর মেয়ে।

জাপানের অদ্ভুত বৃক্ষ

জাপানে এক রকম গাছ আছে সেই গাছ সূর্য্য অস্ত যাইবার পরই ধূম ছাড়িতে থাকে। সেই গাছ লম্বায়—প্রায় ৬০ ফুট হয়।

হুগলীতে ম্যালেরিয়া নিবারণার্থে ইউনিয়ন বোর্ডে

সরকারী সাহায্য

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য হুগলী জিলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে ৬১০৫৲ টাকা দিয়াছে।

অশ্লীল প্রবন্ধ প্রকাশে "রেজর" পত্র অভিযুক্ত

পুণা সরকারের অনুমতি অনুসারে "দি রেজর" নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদক মিঃ আর, এন, দাদকে পুলিশ অশ্লীল প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ২৯২ ও ২৯৫। ধারা মতে অভিযুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, "পৌরাণিক মজার কথা" শীর্ষক কতক গুলি প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে সনাতন প্রজাবৃন্দের ধর্ম্ম মত ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা কলেজ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার জানাইয়াছেন, আগামী ১৫ই জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা কলেজ খুলিবে। মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট আটাউ ম্যাকেঞ্জি হোষ্টেলে ১০০ ছাত্রীর স্থান হইবে। এক জন মহিলা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হোষ্টেলে বাস করিবেন। ছাত্রীদের জন্য ৩৫টি ৫৫ টাকা হিসাবে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কলেজের কয়টি ঘরে ৫ জন মহিলা গ্র্যাজুয়েট আই এ পরীক্ষার্থিনীদের অধ্যাপনা করিবেন। যাঁহারা আই, এস, সি, পড়িবেন, তাঁহারা যুবকদিগের সহিতই একস্থানে বক্তৃতাদি শুনিবেন। বি, এ, ও এম, এ, শ্রেণীর ছাত্রীদিগকেও যুবকদিগের সহিত একসঙ্গে পড়িতে হইবে।

দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুলে গোলাপসুন্দরী-হরিমোহন দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। পরলোকগত রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্রবধূ শ্রীমতী গোলাপ সুন্দরী দেবী ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। উহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৫০০০, টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই চিকিৎসালয় সংক্রান্ত পরবর্ত্তী ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ৭৫০০০, টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

রেড ইণ্ডিয়ান 'বিদ্রোহ'

অটোয়ার-২রা জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, রেড ইণ্ডিয়ানের ৬টী সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া অবিলম্বে ক্যানাডার পুলিশ উঠাইয়া লইতে বলিয়া ক্যানাডা সরকারের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং অত্যাচার উৎপীড়ন যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধিসর্ত্ত ভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। ক্যানাডা সরকার ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

ভীষণ নৃশংসতা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বাঁকুড়া জেলার সুরলা গ্রামের রসরাজ কুম্ভকার নামক ২০ বৎসরের এক যুবক পাঁচ বৎসর বয়স্ক ছোট ভাইকে একটি কাটারী দ্বারা হত্যা করায় সেসন জজ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ৯জন জুরীর মধ্যে ৭ জন আসামীকে দোষী এবং ২ জন নির্দ্দোষ বলেন। জজ অধিকাংশ জুরির মত গ্রহণ করেন।

তিব্বতে বরফপাত

তিব্বত হইতে প্রত্যেক বৎসর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়া বহুল পরিমাণ উল (পশম) আমদানী হইয়া থাকে, কিন্তু এবার তাহার আগমনের সমস্ত রাস্তা অতিরিক্ত বরফপাত নিবন্ধন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বণিকগণ তাঁহাদের মাল চালান করিতে অসমর্থ হন। প্রকাশ যে, এবার অত্যধিক বরফপাতের জন্য ঠাণ্ডায় ও খাদ্যাভাবে বহু ভেড়া, ছাগল, গরু মারা গিয়াছে। লাদাকেও খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে।

ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ

দুইজন ভারতীয়ের নিয়োগ

রাজনৈতিক বিভাগে দুইজন ভারতবাসী চাকুরী পাইলেন। মিঃ আরবাব ওয়ালী মহম্মদ খাঁ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জিলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত হইলেন এবং মিঃ আলম খাঁ মাদ্রাজ প্রদেশের দেশীয় রাজ্যগুলিতে বড়লাটের প্রতিনিধির সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

বালীর সেতু

গঙ্গার উপর উত্তরপাড়া-বালীতে একটী সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার নাম 'বালী ব্রিজ' বা বালী সেতু। ইহার কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এখনও চলিতেছে। সম্প্রতি "বেঙ্গল এসোসিয়েশন অব দি ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স" এর ৬০ জন ইঞ্জিনীয়ার সেই সেতুর কাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেতুটীর উপর দুইটী রেল লাইন বসান হইবে। আগামী ১৯৩০ সালে বালী সেতুর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া উহার উপর দিয়া ট্রেণ যাতায়াত করিতে পারিবে, এইরূপ আশা করা যাইতেছে।

পাদুকোটা রাজের শ্রাদ্ধ

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঠাকুমান স্বর্গীয় পাদুকোটা রাজার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন স্থির হইয়াছে।

সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়

সিংহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিলাত হইতে একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। অক্সফোর্ডের হার্টফোর্ড কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার ওয়াল্টার রিডেস এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি জুলাই মাসে সিংহলে পৌঁছিবেন।

মেথর ধর্ম্মঘট

কলিকাতার মেথর ধর্ম্মঘট এখনও মিটিল না। কর্পোরেশন অন্য লোকজন দিয়া রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। চারিদিকেই আবর্জ্জনা জমিয়া যাইতেছে ও দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, তাহাতে বায়ু দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। শুধু কর্পোরেশন নহে, কলিকাতা-বাসী সর্ব্বসাধারণে শীঘ্র ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য চেষ্টাপর হউন।

রঙ্গপুরের কালেক্টরের পদোন্নতি

রঙ্গপুর জিলার কালেক্টর মিঃ এস্ এন্ গুপ্ত আই সি, এস, লণ্ডনে ভারতীয় ডেপুটী ট্রেড কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী ২১ শে জুলাই তারিখে শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যের ভার বুঝাইয়া দিয়া "কাইশারী হিন্দ" জাহাজে বিলাত রওনা হইবেন। মিঃ এস্,এন্ গুপ্ত পরলোকগত কর্ণেল কে, পি, গুপ্তের পুত্র এবং স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা। ১৯১৮ খ্রীঃ মিঃ গুপ্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করিয়াছিলেন।

সিরাজগঞ্জে নৌকাডুবি

সিরাজগঞ্জের উত্তরদিকে অবস্থিত গয়লা ফেরীঘাটে গত শনিবার এক শোচনীয় নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে। সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জের আশেপাশের স্থান ও গয়লার মধ্যে যে খেয়া নৌকাখানি যাতায়াত করে, ঐ নৌকাখানি স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকার বোঝাই হইয়া গয়লার দিকে আসিতেছিল, এমন সময় কয়লা বোঝাই একখানা দেশী নৌকার সহিত খেয়া নৌকাখানির ঠোকর লাগিয়া নৌকাখানি ডুবিয়া যায়। খেয়া নৌকার কেহ কেহ তাড়াতাড়ি কয়লার নৌকাখানায় উঠিয়া পড়ে, অপর সকলে ডুবিয়া যায়। ধানবান্ধী নদীতে কতকগুলি মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়, ৩৫ জন লোকের এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। কয়লার নৌকাখানাতে একটি ছোট মেয়েকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মেয়েটির মাতা ডুবিয়া গিয়াছে।

স্যার ডেভিড ইউল পরলোকে

স্যর ডেভিড ইউল পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রূপে কলিকাতার ব্যবসায়ী মহলে সুপরিচিত ছিলেন।

ট্রান্স-জর্ডানিয়ার নির্ব্বাচন পার্লামেণ্টের সভ্যসংখ্যা

ট্রান্স জর্ডানিয়ার নির্ব্বাচন সম্পর্কিত নূতন আইন প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, পার্লামেণ্টের সভায় ১৫ জন সদস্য লওয়া হইবে। তন্মধ্যে ৯ জন মুসলমান, ৩জন খৃষ্টান, ২ জন বেদুইন এবং একজন সাইরেসিয়ান থাকিবে।

১৮ বৎসরের বেশী বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষই ভোট দিতে পারিবেন।

ইংলণ্ডে স্পেনের রাজা

স্পেনের রাজা আলফান্সো সম্প্রতি ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। গত ৩রা জুলাই প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইন উক্ত রাজার জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

রাজা আলফান্সো উক্ত দিবস লণ্ডন হইতে ওয়েলিংটন অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন। তথায় তিনি কয়েকটি ব্যবসায় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবেন।

এমাণ্ডসেনের সন্ধান নাই

রোম হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েটের বরফভাঙ্গা জাহাজ ক্রাসিন মেরুপ্রদেশে আটক যাত্রিগণের নিকট হইতে ৫৫ মাইল দূরে পৌঁছিয়াছে যাত্রীদল এখন ভিজলিয়ারির নেতৃত্বাধীনে চলিতেছেন। জাহাজখানি তিনঘণ্টায় এক মাইল বরফাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিতেছে

ইটালীয় বিমানপোত ম্যারাইনা অতি দুর্যোগের মধ্যে সাড়ে চারঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও এমাণ্ডসেনের সন্ধান করিতে পারে নাই।

লর্ড ইঞ্চকেপের দান

লণ্ডনের ৩রা জুলাই তারিখের খবরে প্রকাশ, মিঃ চার্চ্চিল কমন্সসভায় ঘোষণা করেন যে, লর্ড ও লেডী ইঞ্চকেপ তাঁহাদের কন্যা এল সি ম্যাকের স্মৃতিরক্ষার্থে জাতীয় ঋণ পরিশোধের জন্য একটি ট্রাষ্টির হাতে ৫০০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। লর্ড ইঞ্চকেপের উক্ত কন্যা বিমানযোগে আটলাণ্টিক অতিক্রম করিতে যাইয়া মারা যান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে আষাঢ়, সোমবার—১৩৩৫।

রক্ত-বিশুদ্ধি

অনেক ভট্টাচার্য্য বলেন,—জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পৎ রক্ষা করিতে হইলে রক্ত বিশুদ্ধির প্রয়োজন। ভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার আছে। বিষ্ণুভক্তি আত্মার ধর্ম্ম। বিষ্ণুভক্তগণের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্তবিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে না। বশিষ্ঠ বংশোদ্ভূত ব্যক্তিগণের উর্ব্বশীগর্ভজাত সন্তান হইবার পরিচয় থাকা নিবন্ধন রক্তের বিশুদ্ধতা কিরূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, জানা আবশ্যক। বশিষ্ঠকুলোদ্ভূত উর্ব্বশী-সন্তানগণ অনেকেই ভাবসম্পদ্বিশিষ্ট। দেবীবর ঘটকের বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় বিপ্রকুলের [illegible] কথিত অবস্তনগণের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে ভাবসম্পদের অভাব আছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। মেলগুলির মধ্যে রক্তবিশুদ্ধি সংরক্ষিত হইয়াছে কি না, তাহাতে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। পরাশরের সন্তানোৎপাদন-বৃত্তান্ত বা ব্যাসের দেহ বা শ্রীমদ্ভাগবত কথিত বিভিন্ন বর্ণোৎপন্ন বিপ্রকুল রক্তবিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ দেয় না। বৈদেশিক [illegible]গণের ভারতে আগমন ও এখানে বসবাস হইবার পর রক্তবিশুদ্ধি অনেকস্থলে বিপন্ন হইয়াছে কিনা, তাহাও অনেক সময় সামাজিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া পড়ে। সুতরাং জাতীয় বৈশিষ্ট্য ন্যূনাধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছে এবং কালে নির্ব্বিশেষের দিকে পরিণত হইবে, এবিষয়ে অনেকেই সন্দেহ-রহিত হইয়াছেন। জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রয়োজন-বিষয়ক প্রস্তাবটী অবিসংবাদিত [illegible]ের আকর সন্দেহ নাই। বিশ্ব বিধির কঠিন নিয়তি-বলে উহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনা মাত্র। পার্থিব সত্য বাস্তব সত্য হইতে পৃথক্।

যাঁহারা বীজগর্ভসমুদ্ভূত নরদেহকে পাপবর্জ্জিত মনে করেন, তাঁহারা হিন্দুদিগের সংস্কার-পদ্ধতির প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—বীজগর্ভসমুদ্ভূত দেহ ভূতাকাশস্থিত প্রাপকে পাপপুণ্য প্রভৃতি উদ্ভাবক ভাবাবলি। সংস্কারের দ্বারাই পাপ প্রশমিত হইয়া দেহ ও দেহস্থিত মনকে বিশুদ্ধ করে। এই জাতীয়-বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণ মানসে ভার্গবীয় মনু-সংহিতায় আমরা ত্রিবিধ জাতীয় বৈশিষ্ট্য

"মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও ত্রিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। এই স্থূলশরীরের জন্মকে শৌক্র জন্ম বলে। ইহা মাতৃকুক্ষি-প্রসূত। দ্বিতীয় জন্ম—স্থূলশরীরের জন্ম নহে। উহা সংস্কারোত্থ জন্ম। ইহামুত্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জীবের অনন্ত কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে জন্ম হয়, তাহাকে 'দৈক্ষ' জন্ম বলে। দৈক্ষ-জন্মে পার্থিব-বিচার অতিক্রম করিয়া জাগতিকগণের চেষ্টার অভাব প্রদর্শিত হয়। সুতরাং ত্রিবিধ জন্মে মনুষ্যের তিন প্রকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এই আকর বৈশিষ্ট্যত্রয়ের সংজ্ঞা স্থানবিশেষে পাত্র-সঙ্গে [illegible] জাতীয় বৈশিষ্ট্যবিচার উৎপত্তি লাভ করে, তাহাতে রক্তবিশুদ্ধি রক্ষার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে কবষ ও জাবালি প্রভৃতি অনেকেরই শৌক্রবিচার তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিত। যাঁহারা শ্রুতি অনুগত পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি স্মৃতি ও ঐতিহ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য স্থানে-স্থানে কালে-কালে সমাজ-নিয়মের রচিত [illegible] প্রভৃতি বিশেষিত ধর্ম্মশাস্ত্র-কারের শৌক্রজাতি-বিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। চীনাদ্য পঞ্চ বংশ ক্ষত্রগণের দেশাচার, তদ্দেশীয় ক্ষত্রিয়গণের [illegible] আচার, বৈশ্যগণের কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যাদি মূলে আচার সমস্ত ও তাহাদের অনুগতবর্গের আচার ভারতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পৎ রক্ষা করিতেছে। যেখানে ভাবসঙ্কোচ [illegible] প্রভৃতি অন্তরায় প্রবিষ্ট হয়, সেখানে ভাবসম্পদের পরিবর্তে ভাবাভাব বা ভাবধ্বংসই প্রবল হয়। এরূপ অন্তরায়তা ও ভাবাভাব কখনই প্রকৃত জাতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য-বিচারে অর্থপরতা প্রবিষ্ট হওয়ায় ভারতীয় রক্তের অধিবাসিগণের বিচারপ্রণালীতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অল্প-বিস্তর বিপন্ন হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে যবনগণের আগমন, সাঁওতালগণের আগমনে, শ্বেতবর্ণজাতিগণের বিজয়ে, তিব্বতীয়গণের অভিযানে এবং এশীয়বাসিগণের ও [illegible] প্রভৃতি বৈদেশিকগণের অভিযানে জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রাচীনস্থানে নবীন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সামাজিক নিয়মের কথা, কৌলীন্যপ্রথার কথা, [illegible] নামে অসবর্ণাদি-গ্রহণের প্রথা আমাদের জাতীয়বৈশিষ্ট্যের খর্ব্বতা সাধন করিয়াছে। আমরা যদি ঐ গুলিকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলিয়া সঙ্কীর্ণতার পক্ষপাতী হই, তাহা হইলে আমাদের ভাবসম্পদ্রক্ষায়ই ব্যাঘাত ঘটিবে

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই পাশ্চাত্য জাতির ভাবসম্পদ্ গ্রহণে অগ্রসর হওয়ায় অনেকগুলি অন্তরায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জৈন বিপ্লব ও বৌদ্ধ বিপ্লবে জাতীয় বৈশিষ্ট্য কাহারও মতে সমৃদ্ধ এবং কাহারও মতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানবের জন্মের প্রয়োজনীয়তা, শৌক্র [illegible] যেরূপ বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিয়াছে, তদ্রূপ স্বার্থপরতা দোষে ভাবসম্পদের হানি করিয়াছে বলিয়া অন্যপ্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হয়। যুক্তিহীন বিচার [illegible], একথা শৌক্রবিচারপর বাহ্যশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে দেখা যায়। রক্তবিশুদ্ধি যে কেবল জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পৎ রক্ষা করিতে সমর্থ, এরূপ নহে। [illegible] কেবল রক্তবিশুদ্ধি মাত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পৎ রক্ষা [illegible] হইত, তাহা হইলে [illegible] বর্ণাশ্রম বিচারে সংস্কারের প্রয়োজন হইত না। বাস্তবিক বিচারে ইহাই জানা যায় যে, পূর্ব্বে এত সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া যাহা দ্বিজাতির মধ্যে সংস্কার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাও [illegible]। এখনও ভারতের [illegible] গণের মধ্যে দশটী সংস্কার [illegible] হয় এবং [illegible] বিচার [illegible] মধ্যে [illegible] বিষ্ণু পঞ্চ সংস্কার স্থান পাইয়াছে। বঙ্গদেশ ও [illegible] বর্ত্তমান [illegible] সপ্তশতী প্রভৃতি পাঠ [illegible] হয়। দৈক্ষ জন্ম অপেক্ষা শৌক্রপ্রথা পরিবর্ত্তে [illegible] আনয়ন করিয়াছে। যে সময় সংস্কার প্রথা প্রচলিত ছিল না, তৎকালে গুরুপ্রথা প্রবল ছিল। গুরুপ্রথাবলম্বনে [illegible] জনগণই শৌক্রপ্রথার প্রাধান্য দিয়াছে। ইহা আধুনিক [illegible] মাত্র। শ্রীভাগবত বলেন, সত্যযুগে [illegible] প্রচলিত ছিল না। ত্রেতার প্রারম্ভে বর্ণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তখনই শৌক্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রবলতা লাভ করিয়াছে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত জাতীয় বৈশিষ্ট্য গুরুপ্রথার উপাদেয়তা প্রবর্ত্তন করিবার ঐতিহ্য প্রমাণ দিয়াছেন। রক্তবিশুদ্ধি শৌক্রবিচারপর, সাবিত্র ও দৈক্ষ বিচারে রক্তবিশুদ্ধি লইয়া অধিক টানাটানি নাই। রক্তবিশুদ্ধি বিচারে ও মানব জাতির মধ্যে বিচার-ভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন, [illegible] সন্তানেরাই শ্রেষ্ঠ, ভাগবতবাদী বলেন, ব্রহ্মার সন্তান, মনুর সন্তানেরাই শ্রেষ্ঠ, কোথাও বা আদমের সন্তান, ইন্দ্রের সন্তানেরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই স্থূল শরীর লইয়া সাধারণ জনগণ যে প্রকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবসম্পৎ কল্পনা করেন, বিশেষজ্ঞ জনগণ সেরূপভাবে অনভিজ্ঞ জনস্রোতে প্রবাহিত হন না। যে কালে ভারতীয় সামাজিকগণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে অগ্রগামী হইয়াছিল, তৎকালে বিচারে ভ্রান্তি ছিল না। স্বভাব বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল মাত্র কাল্পনিক রক্তবিশুদ্ধি বিচারে উচ্চশ্রেণীস্থিত সামাজিকগণ ব্যস্ত ছিলেন না, কিন্তু কালের প্রভাবে ইন্দ্রিয় সঙ্গ হওয়ায় জাগতিক কলিকলোচিত বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই প্রাধান্য অধিকার প্রদান করিয়াছে। [illegible] গুরুর নিকট হইতে শিখাণ। শব্দশ্রবণমুখে লাভ করিতেন, আর, কালক্রমে তর্কপন্থার শ্রুতিপথ পরিত্যক্ত হওয়ায় বৈদিক অনুষ্ঠানেও গৃহস্থাদির তারতম্য ন্যূনাধিক অনর্থ সাধন করিয়াছে। [illegible] রক্তবিশুদ্ধিতে আবদ্ধ তাহাদিগের কামজ ও প্রভাবিত সাবিত্র-সংস্কার সকল [illegible] ফলপ্রদ হয় না। যেমন [illegible] মহাশয় সাবিত্র-সংস্কার লাভ করিয়াও তাহা পারমার্থিক [illegible] প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন, অনেক সাবিত্র-সংস্কারপ্রাপ্ত জনগণ তদ্রূপ দৈক্ষজন্ম লাভ [illegible] হইয়া নরকাদিতে জন্ম হইতে [illegible], তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] বর্ণন করিয়াছেন।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
(ভাঃ [illegible])

এই প্রমাণ স্বীকার করিয়া পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন,—
অশুচিঃ শূদ্রসমা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রোতবর্ত্মনা॥

প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাচারককেই এই শ্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্র বাক্য আদর আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বেলা ৩টার সময় দেখি ৪৫ খানা গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে চাল, ডাল, তেল, ঘি, মশলা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য মঠ হ'তে

কোথায় যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লাম, পুরী হ'তে প্রায় ১৬ মাইল দূরে আলালনাথ নামক স্থানে নাকি ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ নামে একটী মঠ আছে, তথায় উৎসব হ'বে। 'শ্রীচৈতন্যদেব ১৮ বৎসর কাল পুরীতে ছিলেন, তখন অনবসর কালে জগন্নাথদেবের দর্শন না পেয়ে আলালনাথে আলালনাথদেবকে দর্শন কর্ত্তে যেতেন। সেই আলালনাথের মন্দিরের পাশেই পুরুষোত্তম মঠের শাখা ব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ অবস্থিত শুন্‌লাম। পুরুষোত্তম মঠে আগত অধিকাংশ ভদ্রলোকই সেই মঠের উৎসব দেখ্‌তে যাবেন। আমারও সেখানে যাবার ইচ্ছেটা খুব প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল, তবে গরুরগাড়ীতে ঢকর্ ঢকর্ করে ঠিক গুড়ের নাগ্‌রীর মত গড়াতে গড়াতে এই আট ক্রোশ রাস্তা যেতে হ'বে তাই ভেবেই আমি অস্থির হ'লাম। পরদিন প্রাতে দেখি সকলেই যাওয়ার জন্য গাড়ী ভাড়া করবার ব্যবস্থা ক'চ্ছেন। আলালনাথের এক লম্বা-চৌড়া স্থূলকায় পাণ্ডা এসে হাজির, সেও সকলকে তথায় যাওয়ার জন্যে উড়িয়া ভাষায় কটর-মটর করে কি সব বল্‌তে লাগ্‌ল; মোটামুটি বুঝ্‌লাম এই যে, সে বিশেষ ক'রে তথায় যেতে বল্‌ছে। আমাদের যাওয়ার সম্বন্ধে গিন্নির কাছে একবার অনুমতি নিতে গিয়ে দেখি, তিনি একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসে' আছেন। তখন আমিও একখানি গাড়ী করবার জন্যে একটা টাকা বায়না-স্বরূপ পাণ্ডার হাতে দিয়ে' বলে দিলাম—আমার জন্যে একখানা গাড়ী যেন ঠিক করে আনে। রাত্তির ৩টার সময় গাড়োয়ানরা এসে খুব ডাক-হাঁক লাগিয়ে দিলে। আমাদের মঠের সকলে কিন্তু তখনও নিদ্রায় একরূপ অচেতন, তা'দের ডাক-হাঁক শুনে একজন ব্রহ্মচারী আলো জ্বালিয়ে সকলকে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে ব'ল্লেন। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হ'য়ে নিয়ে ৪টার মধ্যেই সেই গোযানে আরোহণ করে রওনা দিলাম। ক্রমাগত সেই বালির উপর দিয়ে আস্তে আস্তে চ'লে চ'লে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম। রাস্তায় এক বেটা মুড়িওয়ালার নিকট হ'তে মুড়ি কিনে তার সৎকার করা গেল। সে বেটা বাঁয়ে শেয়াল ক'রে বাড়ী থেকে মুড়ি বিক্রী কর্ত্তে বেরিয়েছিল, কারণ বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেই আমাদের গাড়ীগুলিতে তার সমস্তটাই বিক্রী হ'য়ে গেল। রাস্তা আর ফুরোয় না। রাস্তায় কাহাকেও জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে 'আউ কোশে বাট অছি' কিন্তু এক ক্রোশ যাবার পরে আবার জিজ্ঞাসা ক'রে ঠিক ঐ একই উত্তর পাওয়া যায়। এ যে কি হিসাবের ক্রোশ তা আমার অল্প বুদ্ধিতে বুঝে উঠ্‌তে পার্লাম না। বেলা ৯টার সময় আমাদের এক সঙ্গে প্রায় ১১।১২ খানা গাড়ী আলালনাথে এসে পৌছুল। ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠের নিকটস্থ একটী চালা ঘরে পূর্ব্ব হ'তেই আমাদের থাকবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে ছিল। আমরা তথায় কাপড় চোপড় ও জিনিষপত্তর রেখে মঠের সংলগ্ন পুকুরে তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিয়ে সকলে এক সঙ্গে আলালনাথদেবকে দর্শন ক'র্ত্তে গেলাম। অতি সুন্দর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কতদিন পূর্ব্বে এই বিগ্রহ এখানে স্থাপিত হ'য়েছেন তা'র নির্দ্দিষ্ট কোন সময় জানা যায় না, তবে আলালনাথ বা অলালনাথ, আলবার্-নাথেরই অপভ্রংশ ব'লে জানতে পার্লাম। আলবার্ শব্দে অবতার বা দিব্যসূরি,—রামানুজী বৈষ্ণবদের মধ্যে পূর্ব্বকালে এইরূপ অনেকগুলি দিব্যসূরি বা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর পার্ষদ ভক্তের অবতারের কথা জানা যায়। তাঁ'দের কাহারও দ্বারা খব সম্ভব ৬।৭ শত বৎসরেরও পূর্ব্বে এই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হ'য়েছেন। অবশ্য আমি সাহিত্যিক নই, আমার শোনা কথাগুলি অপরের জানবার জন্যে জানিয়ে দিলাম মাত্র।

বেলা ১টার মধ্যেই আলালনাথের প্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌লাম। আলালনাথের প্রসাদ এক রকম মন্দ নয়, সেই সাবেক ধরণের ডাল, তরকারী, খিচুড়ি, পরমান্ন প্রভৃতি খেতে বেশ লাগ্‌ল। তার মধ্যে খিচুড়ি বা কাণিকাটাই দেখ্‌লাম সব চেয়ে ভাল।

১০ই জুন রবিবার—আজ ব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব। সকাল হ'তেই সব উড়িয়া-কীর্ত্তনের দল, খোল এবং অদ্ভুত রকমের বড় বড় করতাল সহযোগে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মঠে আস্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমাগত ৪।৫টী দলের সেই কীর্ত্তনের শব্দে——অবশ্য কিছু বুঝ্‌তে না পারায় এবং সেই ভীষণ বাদ্যের শব্দে কিছু শুন্‌তে না পেয়ে—অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লাম। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে এরূপ বৃহদাকারের করতাল আমি আর কখনও দেখি নাই। মঠে পাঠ এবং কীর্ত্তনাদিও যথা সময়ে হ'ল। বেলা ১২টার সময় ঠাকুরের ভোগ হ'য়ে ১টা হ'তে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হ'ল এবং রাত্রির ১১টা পর্য্যন্ত আপামর সাধারণকে অকাতরে প্রসাদ দিতে দেখ্‌লাম। দীন দরিদ্র ব্যক্তিরা তৃপ্তির সঙ্গে আনন্দধ্বনি ক'রতে ক'রতে প্রসাদ পায়, তা দেখ্‌লে সত্য সত্যই বুক্‌টা যেন আনন্দে ভ'রে ওঠে। মন্দিরের পাণ্ডারা প্রত্যেকে একখানি ক'রে নূতন কাপড় পেয়ে আনন্দে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। মঠের সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজের উপরে উৎসবের সকল ব্যবস্থার ভার। তাঁ'র ব্যবস্থা অতীব সুন্দর——একেবারে নিখুঁৎ। স্থানীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক এসে প্রভুপাদের নিকট হ'তে অনেক হরিকথাও শু'নে গেল। সে রাত্তিরটা কোনমতে তথায় কাটিয়ে দিয়ে ভোর বেলায় আবার সেই "গোশকটে"—চ'ড়ে বেলা সাড়ে দশটায় সময় নীলিমা বাড়ীতে এসে পৌছলাম। আলালনাথে ম্যালেরিয়া না থাক্‌লেও মশার উৎপাতটা বেশ আছে দেখ্‌লাম।

যাঁ'রা কখনও গরুর গাড়ীতে উ'ঠে একক্রমে মফঃস্বলের ৮।১০ ক্রোশ রাস্তা যান নাই, তাঁ'রা এই 'গরুর গাড়ীতে ভ্রমণের মাধুর্য্য উপলব্ধি' কর্ত্তে পার্ব্বেন না। আমারও এবিষয়ে এতটা অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু এবার আলালনাথের কৃপায় সেটা বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পার্লাম।

পুরী জেলাবোর্ড পুরী হ'তে আলালনাথ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন দেখ্‌লাম। পুরী জেলাবোর্ড যদি এই রাস্তাটী ৩।৪ বৎসরের মধ্যে শেষ ক'রে দেন, তবে যাত্রীদের আলালনাথে যাওয়ার জন্যে আর এতটা কষ্টভোগ ক'রতে হ'বে না, তখন গোযানে ৬।৭ ঘণ্টার স্থলে মোটর যানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তথায় সকলে পৌছিতে পারবেন।

আলালনাথ থেকে এসে একটা দিন আর কোথাও বেরুই নাই। মঙ্গলবারে প্রাতে মোটর ক'রে সব মেয়েরা সাক্ষীগোপাল যাচ্ছেন দেখ্‌লাম। আমাদের গিন্নিও দেখি মেয়েছটীকে নিয়ে সেজেগুজে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষীগোপাল দেখ্‌তে চ'লেছেন। ৫ জন ক'রে একখানা ট্যাক্সীতে যেতে পারা যায়, এরূপ কতকগুলি ট্যাক্সী এবং ২০ জন বসিতে পারে এরূপ একখানা বাসে সকলে গেলেন। ট্যাক্সীভাড়া প্রত্যেক খানা ৬৲ এবং বাস ভাড়া ১৮৲ লাগ্‌বে শুন্‌লাম। গিন্নি কেবল যাবার সময় আমাকে ব'লে গেলেন "আমি এঁদেরসঙ্গে সাক্ষীগোপাল দেখ্‌তে যাচ্ছি, এক্ষুনি ২ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ব।" তাঁরা সব বেরিয়ে গেলে আমারও সাক্ষীগোপাল দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে হ'ল। কোন দিনত আর দেখা হয় নাই ?—এসুযোগে না হ'লে আর হ'য়ে উঠ্‌বে না। আগন্তুক ভদ্রলোকদের মধ্যে থেকে আর ৪ জনকে জোগাড় ক'রে নিয়ে একখানা ট্যাক্সী ডেকে ১ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে প'ড়্‌লাম। সাক্ষীগোপালের মন্দিরের কাছাকাছি এসে দেখি আমাদের যে সব গাড়ীগুলি পূর্ব্বে দর্শনে এসেছিল সে গুলি সবই ফির্‌ছে।

সাক্ষীগোপাল—ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁশীধরা অতিসুন্দর কৃষ্ণমূর্ত্তি। আকারে সাধারণ পুরা মানুষের চেয়েও কিছু বড়। প্রবাদিতে দেখা যায়, তিনি বৃন্দাবন হ'তে সাক্ষী দিতে এ প্রদেশে এসে শেষটা ভক্তের ভালবাসার ফাঁদে প'ড়ে আর ফিরে যেতে পারেন নাই। তাঁর সেই সত্যরক্ষা ক'রে সাক্ষী দেওয়ার জন্যই সাক্ষীগোপাল বা সত্যবাদী নাম হ'য়েছে। সাক্ষীগোপাল পুরী হ'তে ১৩ মাইল,—ক'লকাতা হ'তে পুরী যেতে বি, এন্, আর লাইনে পুরীর পূর্ব্বেকার ষ্টেসন মালতীপাটপুর এবং তার পূর্ব্বের ষ্টেসনটীই সাক্ষীগোপাল। সাক্ষীগোপালদেব প্রথমে বিজানগরে ও কটকে এসেছিলেন পরে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে আসেন এবং তারপরে সেখান হ'তে বর্ত্তমান-স্থানে মন্দিরাদি ক'রে গোপালকে স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে। সাক্ষীগোপালের লাড়ু, মালপোয়া প্রভৃতি পাকা ভোগ হয় এবং ঐ প্রসাদ সব সময় কিন্‌তেও পাওয়া যায়। আমাদের সবটা ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে প্রায় ॥০ আধ ঘণ্টা সময় লাগ্‌ল—যাতায়াতে খুববেশী ১॥০ দেড় ঘণ্টা মোট ২ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা নীলিমাতে ফিরে আস্‌লাম। আমি ফিরে আস্‌তেই গিন্নি একগাল হেসে আমাকে ব'ললেন "সাক্ষীগোপাল ঠাকুর যে তোমাকে বড্ড টান্‌টাই টেনেছিলেন দেখ্‌ছি,—আমিত ভেবেছিলাম যে তোমার মত নাস্তিক লোক এই দুপুর রদ্দুরে পেট্‌পুজোটা না-সেরে কি আর ঠাকুর দেখ্‌তে এতদূর যাবে ?"

(ক্রমশঃ)

কটক প্রসঙ্গ

পুরী, শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহোৎসব শেষ করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তগণ কটকনগরে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিবদমান কলিযুগে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত মায়ারাজ্যের সগর (গর—বিষ, তৎসহিত বর্ত্তমান)-বংশীয় জীবকুলকে উদ্ধারার্থে শুদ্ধ শ্রীগৌরকথা মন্দাকিনী আনয়নকারী ভগীরথ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রবাস-লীলায় 'শ্রীসচ্চিদানন্দ দাস' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই মঠের নাম শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ। এই সহর, গঙ্গা, হরিনাম-বিবর্জ্জিত অথবা পাণ্ডব-বর্জ্জিত বহু সংখ্যক নগরের অন্যতম নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে, এই সহরটী ভক্ত ও ভগবানের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

স্বজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী প্রেম কল্পতরু শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলায় কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনকালে এই সহরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

আবার শ্রীগৌরপ্রেমোন্মত্ত যে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র, গৌরপদসেবা প্রাপ্তির আশায় অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া সার্ব্বভৌমের নিকট পত্রদ্বারে স্বীয় ব্যাকুলতা জানাইয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রমুখ ভক্তগণের মুখে যে ব্যাকুলতার কথা শ্রবণ করিয়া 'অন্তরে সন্তুষ্ট, বাহ্যে লোকাপেক্ষা সম্মানকারী' কপট সন্ন্যাসিরূপধারীরও হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, সেই গৌরগত প্রাণ ভক্তবরের অবস্থিতির স্থান এই কটক সহর। যাঁহার ব্যাকুলতা অমর ভাষায় লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথাতে আস্বাদন না করিয়া পারা যায় না, তাহা এই :—

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥
কটক হৈতে পত্রী দিলা সার্ব্বভৌম-ঠাঞি।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই ॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল, প্রভুর আজ্ঞা না হৈল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয়।
মোর লাগি প্রভু-পদে করিবে বিনয় ॥
তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু-কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥

সার্ব্বভৌম, রাজার এই পত্রী দেখিয়া চিন্তিত হইলেন, পত্রী সঙ্গে লইয়া ভক্তগণের নিকট গেলেন এবং রাজার সংবাদ বলিয়া সকলকে পত্র দেখাইলেন। সকলে রাজার গৌরভক্তি দর্শনে বিস্মিত হইলেন,

সবে কহে প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥

তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন—চলুন সকলে প্রভুর নিকটে যাইয়া রাজ ব্যবহারের কথা বলিব, মিলিবার জন্য বলিব না। এই কথায় সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন কিন্তু বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিতেছেন না দেখিয়া মহাপ্রভু বলিলেন :—

প্রভু কহে, কি কহিতে সবার আগমন?
দেখিয়ে কহিতে চাহ, না কহ, কি কারণ
নিত্যানন্দ কহে, তোমায় চাহি নিবেদিতে
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে ॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥
কাণে মুদ্রা লই মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥

দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর হৃদয় কোমল হইল বটে, কিন্তু বাহিরে নিষ্ঠুর ভাবে বলিলেন যে, 'তোমাদের ইচ্ছা আমাকে কটকে লইয়া রাজার সহিত দেখা করাও। ইহাতে পরমার্থ ত দূরে থাকুক্ লোকে নিন্দা করিবে। আবার লোকের কথা দূরে থাকুক, দামোদর ভৎর্সনা করিবেন। তোমাদের আদেশে আমি রাজার নিকট যাইব না, তবে যদি দামোদর বলেন তবে যাইব।' তখন দামোদর বলিলেন—

দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব, তোমাকে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব।
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহ-বশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র ॥
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র ॥

আবার,—

নিত্যানন্দ কহে, ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে, 'কর রাজ দরশন' ॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি, পতি আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥
এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান।
তুমি না মিলিলেহ তাঁ'রে রহে তাঁর প্রাণ ॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ' কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে, তোমার আশা ধরি ॥

তখন নিত্যানন্দ প্রভু-প্রমুখ ভক্তগণের বশ প্রভু—

প্রভু কহে, তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাল ॥
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ॥
প্রভু রূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥

আবার, 'ভক্তের বাক্য কভু নহে ব্যভিচারী'—এই সত্য পালনের জন্য প্রতিমারূপী যে শ্রীগোপালদেব শত দিনের পথ ভক্ত সঙ্গে পদব্রজে আসিয়া বহু লোক-সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়া 'শ্রীসাক্ষীগোপাল' নামে চিরপরিচিত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে যিনি সত্যবাদী গ্রামে বিরাজিত তিনিও ভক্তের সেবায় বাধ্য হইয়া কিছুকাল এই সহরে বিরাজ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত ভক্ত ভগবানের লীলা পুনরায় জীব হৃদয়ে উদ্দীপনার্থে সর্ব্বত্র কৃষ্ণকাষ্ণ-লীলা দর্শনকারী—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥"

সেই লীলা-অনুগত জনকে দেখাইবার জন্য কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতাগৌরদানকারী এবং

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম ॥"

—এই বাক্য প্রচারকারী আচারবান গৌনশক্ত্যবতার কোন শ্রেষ্ঠ মহাজন নিজ প্রভু পদাঙ্কিত কটকনগরে পুনরায় গৌরবিহিত কীর্ত্তনের বহুল প্রচারের জন্য সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রিয়তম সচ্চিদানন্দ দাসের আশয়ে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রচার-কেন্দ্র বা কৃষ্ণ-ভজন স্থলী প্রকট করিয়াছেন।

গত ৯ই আষাঢ় ২৩শে জুন শনিবার হইতে কীর্ত্তন মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইতেছে। গত ১২ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মঠবাসী ভক্তবৃন্দ বিরাট নগর-কীর্ত্তন-মুখে 'গৌর-শিখান নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

মহামন্ত্রে কর্ম্ম-কোলাহল-ব্যস্ত জীব-কুলকে কিছু কালের জন্য কৃষ্ণকোলাহলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরদিন শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রার দিনে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ রমণ জীউ সেবাপ্রকাশ উপলক্ষে বক্তৃতা, কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইয়াছিল। মায়াপিশাচীর কোলে নিদ্রিত কৃষ্ণভজন-প্রতিজ্ঞা ভ্রান্ত জীবকুলের উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রদাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের তথা ভুবনমোহন ও ভুবনমোহনমোহিনী শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে ভাগ্যবান্ জীবগণ ধন্য হইয়াছেন।

পুনরায় গত ১লা জুলাই রবিবার সাধারণ মহোৎসবে বহুভক্ত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে ভক্ত-মাহাত্ম্য, ভক্তচরিত্র, ভক্তের সর্ব্বোচ্চ পদবী, অন্তর্যামী ভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব, অজিত ভগবানের পরাজয়কারী পরদুঃখ-দুঃখীর চরিত্র ও কৃষ্ণপ্রদাতা বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ভক্তের জয় দিতে দিতে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনে বহুলোক ধন্য হইয়াছেন।

গত ১৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব মহামহোৎসব উপলক্ষে নগরে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন ও মঠে শ্রীসনাতন শিক্ষাপাঠ ও মহামহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় গুরুদাসগণ শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে শ্রীগৌর-ভগবানের সার্ব্বকালীন সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

প্রাপ্ত পত্র

নবদ্বীপে ব্যাদড়া পাড়ায় "নার্স-এসোশিয়েসন্" (সেবক-সমিতি) নামে সম্প্রতি একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকগণ এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করেন। নিরাশ্রয় পীড়িতগণের সেবাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য, অসহায় ব্যক্তির সেবার প্রয়োজন হইলে আমাদের সংবাদ দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সাধ্যমত ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির ঠিকানা ব্যাদড়াপাড়া, নার্স-এসোশিয়েশন্, নবদ্বীপ।

বশম্বদ

শ্রীগৌরীশঙ্কর গুপ্ত বি, এস্, সি, এচ্, এম, বি, সম্পাদক।

শ্রীভূপতি নাথ মৈত্র আয়ুর্ব্বেদতীর্থ, এ, এম, বি, সহঃ সম্পাদক।

নিম্নলিখিত যুবকগণ কার্য্যকারী সভ্য ও সেবক—

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মল-কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীপতি মৈত্র শিক্ষক ও স্কাউট মাষ্টার, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ ভাদুড়ী, শ্রীআশুতোষ সিংহ, শ্রীকালিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ সান্ন্যাল, শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীবামেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পারের পয়সা হইতে অব্যাহতি

যে সকল ছাত্র কুলিয়া নবদ্বীপ সহর হইতে গঙ্গা নদী পার হইয়া কৃষ্ণনগরে পড়িতে যায়, অথবা যাহারা গঙ্গার পূর্ব্ব-পারে বাস করে, তাহারা কুলিয়া নবদ্বীপ সহরে গঙ্গা পার হইয়া পড়িতে যাইলে তাহাদিগকে আর পারের পয়সা দিয়া যাইতে হইবে না অথবা পারঘাটের জমাদারের সহিত পারের পয়সার জন্য, মাসিক কোন বন্দোবস্তও করিতে হইবে না। কৃষ্ণনগরের মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর গত ২রা জুলাই হইতে ছাত্রগণকে পারের পয়সা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল বলিয়া পারঘাটের জমাদারের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের প্রতি যে কি মহৎ উপকার করা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজকাল সর্ব্বদেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই স্ব স্ব সন্তান-সন্ততিগণকে

বিদ্যাশিক্ষা করাইতে বিশেষ চেষ্টিত দেখা যায়, কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেককেই তদিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হয়। গ্রামে গ্রামে এই উচ্চশ্রেণীর বিদ্যার্থী, নাই সুতরাং দূরবর্ত্তী স্কুলে পড়াইতে হইলে বালকদিগকে পাঠশালায় পাঠাইতে হয়। তাহাতে অসামর্থ হইলে, [illegible] অভিভাবকের আক্ষেপ ভিন্ন আর [illegible] উপায় নাই। কিন্তু অভিভাবকগণের হইতে বিশেষ অসুবিধা, খাল ঢাকা, চন্দ্র-সাপের বাটী হইতে যাওয়া পারে ও পরিবে, অভিভাবকগণের বিশেষ অসুবিধা। এখন হইলেও যাহারা পয়সা দিয়া নদী পার হইতে হইলে অভিভাবকগণকে আবার ব্যয়াপেক্ষা বলিয়া সন্তানদিগকে পড়িতে দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। অনেকে এরূপ আছেন যে, কোনরূপে স্কুলের বেতন সংগ্রহ করিতে পারেন, পারের পয়সা যোগান সাধ্যাতীত হয়। এইরূপ নানা অসুবিধা [illegible] অভাবের জনসাধারণের কষ্ট হওয়ায় মাননীয় ডাক্তার কৃপা-পরবশ হইয়া উল্লিখিত আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তিনি যে সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, তাহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে? এই মহানুভবতার জন্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের নিকট আমরা তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছি।

আমরা আরও আশা করিতেছি যে, তাঁহার কৃপাদেশ নদীয়া জেলার সর্ব্বত্র না হলে আমিয়ে সাধারণ লাভ করিব। নদীয়া জেলার মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতী, গড়াই প্রভৃতি নদীতে এরূপে প্রচলিত। এই সকল নদীতেও যে স্থানে নদী পার হইয়া ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে যাইতে হয়, সে সকল পারঘাটার জমাদারের প্রতিও এই আদেশ প্রদত্ত হউক। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সরকারের নিকট ইহাই একান্ত প্রার্থনা। এই সকল ঘাটের পারের প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে কিনা জানি না, হইলে পাবনে তিনি সকলেরই অতি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

-

ভারতীয়

যমুনা-নদীর ভাঙ্গন
সিরাজগঞ্জের সঙ্কট

গোয়ালন্দের আদালতের নিকটে যমুনা নদীর ভাঙ্গন অত্যন্ত দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতেছে। ভাঙ্গন এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমগ্র সহর বিপন্ন হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নব-গৃহ

আগামী ৯ই জুলাই প্রাতে ৮টার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

নারী-পুরুষে সমান ভোটাধিকার

লণ্ডনের ৩রা জুলাইয়ের সংবাদ প্রকাশ, নারী-পুরুষকে তুল্য ভোটাধিকার দান আইন, কমন্স সভা ও লর্ডসভা দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় সম্প্রতি উহা রাজকীয় অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

বৈমানিকের প্রাণনাশ

কোয়েটা। গত ৩রা জুলাই মধ্যাহ্নের সময় ২৩০ টার সময় একখানি বিমান-পোত হঠাৎ উপর হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে সি, আর ম্যাকলুস, ও এ, সি, রেনন নামক দুইজন বৈমানিকের মৃত্যু হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত

ম্যানিলার ৩রা জুলাইয়ের তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ২৮০ মাইল দূরে অবস্থিত মোনা আগ্নেয়গিরি হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হওয়ায় নিকটস্থ সহর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সহরের সাত হাজার নাগরিক পলায়ন করিয়াছে। ৬০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বিষাক্ত বাষ্পের সদ্ব্যবহার

যুদ্ধের সময় বিষাক্ত বাষ্প দ্বারা জার্ম্মান সৈন্যরা ও অন্যান্য দেশ বহু লোক হত্যা করিয়াছিল। এখন সেই বিষাক্ত গ্যাস মনুষ্যের উপকারের জন্য প্রযুক্ত হইতেছে। প্যালেষ্টাইনের কোন কোন স্থানে পঙ্গপালের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে এক বিষাক্ত বাষ্প ব্যবহার করা হইয়াছে। এক সময়ে যাহা মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল, এখন তাহা দ্বারা মানুষের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে।

ঝাঁসি সহরে ব্যাঘ্রমুক্ত ব্যাঘ্রী

ঝাঁসি সহরের ৩রা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, পশুশালার পিঞ্জর হইতে ৩৫ টন ওজনের একটি বেঙ্গল ব্যাঘ্রী খাঁচা ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। আনুমানিক এক ঘণ্টা যাবৎ পশুশালার অন্যান্য পশু ও লোকজনকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখে।

ঐ সময় একমাত্র পশু-তত্ত্বাবধায়কই পশুশালায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অফিসের দরজা বন্ধ করিয়া দেন। সহরের সমস্ত রিজার্ভ পুলিশ ডাকিয়া পাঠান হয়। একজন স্থানীয় শিকারীর গুলির আঘাতে অবশেষে বাঘিনী মারা যায়। বাঘিনী ৪টি কাবাতুয়া ও একটি উটের পা হইতে থাবা মারিয়া এক প্রকার উদরস্থ করিয়াছে।

কলিকাতায় মেথর-ধর্ম্মঘটের অবসান

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে কলিকাতায় মেথর ও ঝাড়ুদার ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কর্পোরেশন-সংক্রান্ত নিযুক্ত কমিশনার কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণের জন্য উপস্থাপিত করিয়াছেন,—

এই কমিশনার কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন—(১) সমস্ত ঝাড়ুদারদিগকে ১লা জুন তারিখ হইতে মাথা পিছু চার কোর্ত্তা ও শিরস্ত্রাণ বাড়তি দেওয়া হউক। (ক) যাহারা মাড়, গাড়ি, নর্দ্দমা, নর্দ্দমার উপরিভাগ সাফ এবং রাস্তার হোস পরিষ্কার করে ও যাহারা মেথর, তাহারা ঐ "ঝাড়ুদারদের" অন্তর্ভুক্ত। (খ) যে সমস্ত ঝাড়ুদার দুই দফায় কাজ করে কিম্বা ধর্ম্মঘটের অন্য কারণে, অথবা কর্পোরেশনের নির্দ্ধারিত সময় সময় খাটে না, তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হইবে না।

(২) এই কমিশনার প্রস্তাব করিতেছেন যে, দোকানের যেকোন লোক মাসিক ১৮ টাকার বেশী পায় না, তাহাদিগকেই উক্তটিক্ত প্রস্তাবের সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৩) উক্তটিক্ত বিভাগের লোকদিগের কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারদিগের হাতে থাকিবে এবং চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারের নিকট আপীল করিবার অধিকার থাকিবে। তবে চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার ইচ্ছা করিলে তাহার বিবেচনা মত যে কোন ডেপুটি এক্জিকিউটিভ অফিসারের হাতে ঐ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন।

(৪) ঝাড়ুদারদিগের নেতৃগণ ধর্ম্মঘটের অবসান করিতে সম্মত হওয়ায় এই কমিশনার প্রস্তাব করিতেছেন, ধর্ম্মঘটের জন্য কাহাকেও সাজা পাইতে হইবে না এবং যে সমস্ত ধর্ম্মঘটী ও তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে, তাহা প্রত্যাহার করা হইবে এবং ধর্ম্মঘটীগণ ধর্ম্মঘট সময়ের মাহিয়ানা পাইবে।

(৫) মামলা প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে যথোচিত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট (যেমন পুলিশ কমিশনার প্রভৃতি) আবেদন করিবার জন্য চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসারকে নির্দ্দেশ করা হউক।

(৬) এই কমিশনার প্রস্তাব করিতেছেন যে, যাহারা ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই, তাহাদিগকে ২ টাকা করিয়া বখশিস দেওয়া হউক।

অধিক ভোটের ফলে ইহা গৃহীত হইয়াছে।

শিবাজীর প্রস্তর মূর্ত্তিকে অসম্মান

শুনা যায়, পুনায় প্রতিষ্ঠিত শিবাজীর প্রস্তর মূর্ত্তির উপর ২৯শে জুন কে গোময় নিক্ষেপ করিয়াছে এবং এক জোড়া জুতা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। নিকটেই একটী টুপী পাওয়া গিয়াছে। ব্যাপারটী কোন সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা-মূলে সংঘটিত বলিয়াই মনে হয়।

মেডিক্যাল কলেজ-সংবাদ

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগে ডাঃ এস, সি মুখার্জ্জি ও ডাঃ টি আমেদকে অবৈতনিক সার্জ্জন পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ মুখার্জ্জি কারমাইকেল কলেজের এবং মিঃ আমেদ কেম্বেল স্কুলের চক্ষু-চিকিৎসক। তাঁহারা প্রাইভেট্ চিকিৎসা করেন। মেডিক্যাল কলেজে এই প্রথম প্রাইভেট ব্যবসায়ীকে চাকুরী দেওয়া হইল। বহুদিনের স্বীয় এমন কার্য্যে পরিণত হইল। অন্যতম মন্ত্রী স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদ্যমে ইহা সফলতা লাভ করিয়াছে।

পিকিং নগরীর নূতন নাম পিপিন

পিকিং নগরীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া পিপিন করা হইয়াছে। চিয়াং কাইসেক ও লিট-সাংজেন নগরে প্রবেশ করিয়াছে লিট এক জন কোয়াং সিং জেনারেল ইনি নানকিং হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেলের ঘোরতর বিরোধী। চিনচেং লিটার আদেশেই নিহত হইয়াছিলেন চিয়াং-কাইসেককে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক বিরাট জনতা সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। চিয়াং কাইসেক চীনা সংবাদ নান ইয়াং সেনের সমাধিতে জাতীয় সরকারের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

বিবাহের নূতন রীতি

বৃটিশ্রিনে এক নূতন ধরণের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বোর্ণিয়ো দ্বীপে কাজ করে, যথা সময়ে উপস্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া কন্যা পাত্রের একখানি ফটোতে বরমাল্য অর্পণ করে। অতঃপর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য স্ত্রী বোর্ণিও রওনা হইয়া গিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ড লাইব্রেরীতে ১০০,০০০ পাউণ্ড

স্যার আলেকজেণ্ডার গ্রাণ্টের দান

লণ্ডনের ৪ঠা জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ—স্যার আলেকজেণ্ডার গ্রাণ্ট স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় লাইব্রেরীতে ১০০,০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে আষাঢ়, মঙ্গলবার—১৩৩৫

সনাতন ধর্ম্ম

অধোক্ষজ-জ্ঞানাশ্রয়ই সনাতন-ধর্ম্ম-প্রাকট্যের একমাত্র উপায়।

অধোক্ষজ শব্দের অর্থ—'অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যদ্দ্বারা অতিক্রান্ত হয়, তাহাকেই অধোক্ষজ জ্ঞান কহে। অধোক্ষজ জ্ঞানের অভ্যুদয়ে, অক্ষজ জ্ঞানই প্রবল থাকে এবং তাহাকেই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু অধোক্ষজ জ্ঞানের উদয় হইলে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান শিথিল হয় এবং তাহা ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদি চতুর্ব্বিধ দোষ-সমন্বিত দৃষ্ট হয়।

অধোক্ষজ জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উপাদেয় এবং নিত্য সত্য। ইহাকে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ চতুষ্টয়ে আক্রমণ করিতে সক্ষম নহে। এই জ্ঞান সাক্ষাৎ পরমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ হইতে বদ্ধ জীবসমূহকে তদীয় সমীপে উত্তোলনের জন্য করুণা-পরবশ হইয়া রজ্জুস্বরূপ ইহজগতে অবস্থিত—ইহাই বেদ। শ্রীভগবান্ এই বেদ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন, ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে, এইরূপে শিষ্যপরম্পরায় সে জ্ঞান সৌভাগ্যবান্ জীবসমূহকে উদ্ধার করণার্থ জগতে অবতীর্ণ। ইহা কখনও পরিবর্জ্জিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইবার নহে—ইহা নিত্য সত্য জ্ঞান, বৈকুণ্ঠরাজ্যের জ্ঞান, মায়িক জগতের অক্ষজ জ্ঞানের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই। বেদ ও তদনুগ শাস্ত্রসমূহে এই অধোক্ষজ জ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ আছে; কিন্তু অক্ষজজ্ঞানী আমরা উক্ত শাস্ত্রসমূহ পাঠে তৎসম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারি না, কারণ অক্ষজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ সমস্ত শাস্ত্র বুঝিতে গেলে, অক্ষজ জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত ভাবাপন্ন কোন বস্তুই জ্ঞানগম্য হইয়া পড়ে—সুতরাং প্রকৃততত্ত্ব হইতে আমরা বিচ্যুত হইয়া যাই। তাই শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে অক্ষজ জ্ঞানী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ কেবলমাত্র অধোক্ষজ জ্ঞান-গম্য শ্রীভগবত্তত্ত্ব অক্ষজজ্ঞানাবলম্বনে নিজ নিজ চেষ্টায় কখনই জ্ঞাত হওয়া যায় না। সর্ব্ব অক্ষজ-জ্ঞান জলাঞ্জলিপ্রদানপূর্ব্বক তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুকে প্রণিপাত ও অকৃত্রিম সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করত তদীয় সমীপে পরিপ্রশ্ন করিয়া সেই ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয় এবং সেই ভগবত্তত্ত্ব জানিয়া তাঁহার সেবারূপ সনাতনী ভক্তিধর্ম্মের প্রকটতা সাধন করিতে হয়। মুণ্ডক ও কঠোপনিষদ্ অক্ষজজ্ঞানকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন
মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

অর্থাৎ অক্ষজ জ্ঞান দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না। কারণ মেধা অথবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও সেই পরতত্ত্ব প্রাপ্তব্য নহে। যে ব্যক্তি অধোক্ষজ ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীভগবানকে একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির নিকট তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন—সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেনঃ—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

অর্থাৎ হে দেব, যাঁহারা অক্ষজ জ্ঞানধিক্কারী শুদ্ধ ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম যুগলের কৃপালেশ মাত্রও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমা-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ, কিন্তু যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্ষজ জ্ঞানাবলম্বনে অনুমানের দ্বারা শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি পথাবলম্বনে অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেনঃ—

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপাবিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত' যাহারে।
সেইত, ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

ইহা হইতেও স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে যে, অধোক্ষজ জ্ঞানাশ্রয় করত যাঁহারা শুদ্ধভক্তিযোগে পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে প্রয়াস পান, কেবলমাত্র তাঁহারাই শ্রীভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হইয়া তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন এবং অক্ষজ জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্তিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পন্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে যত্ন করেন, তাঁহারা বিফল মনোরথ হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র দৃষ্ট হয়—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

অর্থাৎ হে বিভো, চরম শ্রেয়ঃ স্বরূপ আপনাকে লাভ করিতে হইলে অধোক্ষজ ভক্তিপন্থাই একমাত্র অবলম্বনীয়। জলাশয় হইতে যেরূপ নির্ঝর সমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে, ভক্তি হইতে সেইরূপ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভক্তি হইলে জ্ঞান স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করত স্থূল তুষ হইতে তণ্ডুল প্রাপ্তির আশায় তুষেই আঘাত প্রদান করিতে থাকে, তাহাদের যেমন পরিশ্রমই সার হয়, তদ্রূপ শুদ্ধা ভক্তিপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অন্য উপায়ে কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশ মাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য হইতে যথার্থ পরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানলাভে, অক্ষজজ্ঞানের নিতান্ত অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি হয়। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ, অধোক্ষজ-জ্ঞানোপদেশক সাধু শাস্ত্র ও সদ্গুরু চরণে প্রপন্ন হইয়া পরতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান লাভ করিয়া, আমাদের আত্মস্বরূপের সহজ স্বভাবরূপ শ্রীভগবানে সনাতন ভক্তিধর্ম্ম প্রকট করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।]

কুশল।

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা দেহ মনের অনুকূলে আপাত মধুর সুখ-ভোগ সঞ্জাত ব্যাপারকেই কুশল-মঙ্গল নামে অভিহিত করিয়া থাকি। তদ্বিপরীত কার্য্যগুলি অকুশল অমঙ্গল নামে উপস্থিত হওয়ায়, ভীতির কারণ বলিয়া পরিবর্জ্জনে যত্নবান্ হই। এইরকম ধরণের কুশল অকুশল বিমিশ্রিত থাকার দরুণ আকাঙ্ক্ষিত কুশলের সহিত অনাকাঙ্ক্ষিত অকুশলও উপস্থিত হইয়া পড়ে। তখন সংসারের যথার্থ ক্রিয়া দুঃখ নামক বস্তু দ্বারা আবৃত হই। এবম্বিধ কুশল-অকুশল সুখ-দুঃখের কোন পরিমাণ নাই। অতি সুখ-ভোগের পর সামান্য দুঃখটাই অসহ্য হয়। আবার অতিশয় দুঃখ ভোগের পর তদপেক্ষা লঘু দুঃখই সুখ বলিয়া মনে হয়। এক ব্যক্তির যে অবস্থাটি দুঃখ, অপরের সেইটাই সুখ বলিয়া আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া পড়ে। সুতরাং জাগতিক মায়ার কুহক ব্যাপারে কুশল, অকুশল বহুধা রকমে বিচরণ করিয়া, আমাদিগকে আশা-মরীচিকায় অতি দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। আমরা যতদিন দেহ-মনের ধর্ম্ম লইয়া জগতে আমারই সমশীল জন-মণ্ডলীর মতামত সংগ্রহ করিতে থাকিব ও তদ্দ্বারাই স্ব স্ব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মাপিয়া লইব, বাস্তব কুশলাকুশলাভিজ্ঞ সজ্জনমণ্ডলীর কোন পরামর্শ শুনিব না, ততদিন এই প্রকারে সুখ দুঃখের চক্রাবর্ত্তে পড়িয়া পেষিত হইতে থাকিব। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়া একতাবলম্বনে অনন্ত চেষ্টাদ্বারাও তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। স্ব স্ব কর্ম্মানুগতে ফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী। আংশিক কুশলের পিছনে পিছনে পূর্ণ অকুশল বিদ্যমান থাকিবেই থাকিবে।

জগন্মঙ্গল-প্রদাতা একমাত্র সাধু-সজ্জন দ্বারাই অকুশল অপসারিত ও কুশল উপস্থিত হয়। কারণ বাস্তব কুশল সাধুদের করতলগত। তাঁহারা যাঁহাকে যখন ইচ্ছা তখন মঙ্গল দিতে পারেন। তাঁহাদের কৃপার সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূর্ণ কুশল উপস্থিত হয়। সেই কুশল-মঙ্গলের একমাত্র আকর ভক্তি। ভক্তিদেবী সেবক ও সেবক-প্রভু ব্যতীত কুশল দানের ক্ষমতা কাহারও নাই। যদিওবা অন্যত্র বিবিধ উপায় দ্বারা কুশল-প্রাপ্তির ছায় দেখায় তাহা বাস্তব কুশল নহে। তথা-কথিত অকুশল বিমিশ্রিত কুশল, মায়ার বহুধা ছলনাময়ী প্রতিমা মাত্র।

আমাদের কুশলের নিমিত্ত—আমরা যাহাতে বাস্তব কুশল অবগত হইয়া তৎপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হই, তদুদ্দেশ্যে, শ্রীনারায়ণী-নন্দন ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস-মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কুশল-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"ভক্তি যোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই তার সব অমঙ্গল॥
অন্ন বাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই ধনবন্ত॥"

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহার প্রমাণ ব্যক্ত করিয়াছেন। কোন ভক্ত যদি মহাপ্রভুকে ভিক্ষা (নিমন্ত্র।) দিতে অভিলাষ করিতেন, তবে তাঁহাকে পরিপূর্ণ কুশল দান করিবার উপায় অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম সেবালাভের উপায় জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"ভিক্ষা নিমন্ত্রণ স্থলে প্রভু সবাস্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া।
চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥
তথা ভিক্ষা আমার যে হয় লক্ষেশ্বর।
প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার না যাই অন্য ঘর॥

অতএব আমরা কি প্রকারে বাস্তব কুশল লাভ করিয়া ইহ জগতেই সতত মঙ্গলে অবস্থান করিতে পারি, তন্নিমিত্ত

পুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পনরটা দিন কেটে গেল। কি যে শুভক্ষণে এবার তীর্থ-যাত্রা ক'রেছিলাম, তা' ব'লে প্রকাশ করবার মত ভাষা আমার নাই। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাগবত পাঠ এবং কীর্ত্তন শ্রবণ করি, প্রত্যহ সমুদ্রে স্নান করি,—অবশ্য প্রথম প্রথম সমুদ্রে নাব্‌তে খুবই ভয় হ'ত কিন্তু অনেককে স্নান ক'র্ত্তে দেখে কতকটা সাহস পেয়ে, ক্রমশঃ সমুদ্রে স্নান করাটা যেন একটা নেশার মত হ'য়ে উঠল—, বৈকালে সমুদ্র-বেলায় ভ্রমণ করি এবং মাঝে মাঝে এদিক ওদিক দর্শনাদি ক'র্ত্তে যাই। এ কয় দিনের মধ্যে পুরীতে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—যথা-

রাধাকান্ত মঠ (কাশীমিশ্রের বাড়ী, যেখানে চৈতন্যদেব আসিয়া ১৮ বৎসর কাল ছিলেন), সিদ্ধ বকুল (ঠাকুর হরিদাসের ভজনস্থলীর একটী গুঁড়িহীন অতি পুরাণো বকুল গাছ), এমার মঠ, গঙ্গামাতা মঠ (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ী), পুরী-গোস্বামীর কূপ (যে কূপে চৈতন্যদেব গঙ্গাদেবীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন) লোকনাথ (জগন্নাথদেবের ভাণ্ডারী, শিব), যমেশ্বর, টোটাগোপীনাথ, ঠাকুর হরিদাসের সমাধি শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, আদিনৃসিংহদেব, মার্কণ্ড সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন পুকুর, আঠার নালার পুল, চক্রতীর্থ, সিদ্ধ মহাবীর, প্রভৃতি—আমাদের দেখা হ'য়ে গেল।

আজ ১৭ই জুন, পুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক সাধারণ মহোৎসব। সকাল থেকেই মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা সকলেই খুব ব্যস্ত। বেলা ৩টা থেকে কীর্ত্তন বক্তৃতাদি এবং অকাতরে আপামর সাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হ'চ্ছে। বৈষ্ণবদের প্রসাদ পাওয়ার সময় একটা নতুন জিনিস দেখে আমার খুব আমোদ লাগ্‌ত। সকলে প্রসাদ পেতে পেতে যে কীর্ত্তন ক'র্ত্তেন এবং তার সঙ্গে যে জয়—জয়—ক'রে জয়ধ্বনি দিতেন তাতে বেশ ফুর্ত্তি ক'রে প্রসাদ পাওয়া যেত। বৈষ্ণবদের এইরূপ হৈ চৈ ক'রে আমোদের সঙ্গে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থাটা বেশ সুন্দর। বহু ভদ্রলোক—রাজা মহারাজ, জমীদার, অফিসার, দীন দরিদ্র ভিক্ষুক প্রভৃতি সকলকে এক সঙ্গে ব'সে প্রসাদ পেতে দেখে মনে হ'ল আজকাল সাম্য সাম্য ক'রে সকলে চীৎকার করেন, কিন্তু প্রকৃত সাম্য ত' এখানেই র'য়েছে, যেমন যেমন জগন্নাথদেবের প্রসাদ মুটের মাথায় ক্রমাগত আস্‌তে লাগ্‌ল তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদপ্রার্থী দীন দরিদ্র ভিখারী দলে দলে এসে নীলিমার সেই সমুদ্রধারের দিকের বারান্দায় জমায়েৎ হ'তে লাগ্‌ল। সেদিনকার উৎসবে ভদ্রলোকও যে কম হ'য়েছিল তাও নয়,—মোটামুটী চক্রতীর্থ হ'তে স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত প্রায় সববাড়ী থেকেই সকলে এই উৎসবে যোগদান ক'রেছিলেন। আমি ভিতরে ভিতরে অনুসন্ধান করে জান্‌লাম ২।১টী ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশই এই গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীদের উপরে বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই ক'বছরের ভিতরে এঁরা, আদর্শ সেবা-প্রবৃত্তিতে এবং চরিত্রবলে, ভদ্র-সমাজের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার ক'রেছেন। বাস্তবিকই সত্য কথা ব'লবার জন্য এবং তথাকথিত বৈষ্ণব বা সাধুনামধারী ভণ্ড দলের বাঁদরামিগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিবার জন্য এঁরা এরূপ নির্ভীক যে, এঁদের সঙ্গে যিনি একবার দু'দিনের জন্যও মিশেছেন, তিনি এঁদিগকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা না ক'রে পারবেন না। এঁরা যদি এরূপ এতটা আপ্রাণ যত্ন না ক'র্ত্তেন, তবে চৈতন্যদেবের প্রচারিত এমন বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরে তথাকথিত বৈষ্ণব নামধারীদের 'কুক্রিয়াতে ভদ্রসমাজের যে নাক্ সিট্‌কানোর ভাব ছিল, তা' কখনই যেত না।

১৮ই জুন সোমবার, আজ জগন্নাথ দেবের নবযৌবন বা নেত্রোৎসব। স্নান-যাত্রার ১৬ দিন পরে আজ জগন্নাথ দেবকে প্রথম দর্শন পাওয়া যাবে, তাই দলে দলে লোক রাত্তির ৪টা হ'তে দর্শনের জন্য মন্দিরের দিকে যেতে লাগল। মন্দিরে দর্শনের জন্য রাত্তির ৪॥ টা হ'তে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দক্ষিণ দরজা দিয়ে প্রত্যেকে ১৲ একটাকা ক'রে দর্শনী ফি দিলে দর্শন করা যায়। অবশ্য পূর্ব্বে এরূপ প্রথা কখনই ছিল না, কিন্তু এখন প্রায় সব দেবালয়েই ভেট-প্রথার চলন হ'য়ে উঠ্‌তে, জগন্নাথদেবের এখানেও সে ঢেউটা এসে লেগেছে। এরকম বাধ্যতা-মূলক দর্শনীর প্রথাটা একেবারে রহিত হ'য়ে যাওয়া উচিত মনে হয়। ৮টা হ'তে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সকলকেই পুরুদরজা (সিংহদ্বার) দিয়ে ঢুকে দর্শন ক'র্ত্তে দেওয়া হ'য়েছিল কিন্তু ভীড় অসম্ভব। আমরা অবশ্য ১৲ এক টাকা ক'রে দর্শনী দিয়েই ৭টার সময় দর্শন ক'রেছিলাম।

মন্দির হ'তে বেরিয়ে আস্‌ছি এমন সময় আমার একজন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তিনি ছেলে বেলা হ'তে আমাকে খুব স্নেহ করেন,—দেখেই স্নেহে গদ গদ হ'য়ে ব'ল্‌লেন—"কী নরেন, তুমি এখানে? কবে এলে? বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছ দেখ্‌ছি? কোথায় এসে উঠেছ?"

আমার এই আত্মীয়টী একজন নামজাদা গোস্বামী, তাঁ'র অনেক শিষ্য আছে এবং শিষ্যদের নিকট হ'তে বার্ষিক-রূপে যা পান, তাতে তাঁর অতি স্বচ্ছল ভাবে সংসার চ'লে যায়। কোনদিন কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম ক'রে তাঁকে আমি খেতে দেখি নাই,—বছরে প্রায় ছ মাস শিষ্যবাড়ী ঘুরে আসেন, বাকীটা বেশ স্ফূর্ত্তিতে বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে কাটিয়ে দেন। তাঁর ছেলে মেয়েরা যেরূপ বিশেষভাবে স্বাচ্ছন্দ্যকে এবং সুখ-স্বচ্ছন্দে লালিত পালিত, আমরা সারাদিন খেটে-খেটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও তার শতাংশের একাংশ সুখ-স্বচ্ছন্দ ছেলে-পিলেদের দিতে পারি না। এর জন্যেই ভাগ্যকে অনেক সময় না মেনে পারা যায় না। আমার পাঠদশায় আমিও মায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে, গোঁসাইএর দৌহিত্র-সূত্রে আমাদের প্রায় পোনে-ছই ঘর শিষ্য অংশের ভাগ পাওনা হ'য়েছিল। যেমন জমীদারী ও বিষয় উত্তরাধিকারীসূত্রে ভাগ হয়, তেমন শিষ্যরূপ পৈতৃক বিষয়ও উত্তরাধিকারিসূত্রে ভাগ-বাটোয়ারা হ'তে গিয়ে তা নিয়ে মাম্‌লা মোকর্দ্দমা পর্য্যন্তও হয়।—এবার পুরীতে এসে, এই নীলিমা বাড়ীতে যে মেথরটা কাজ কর্‌ত, তার কাছ থেকেও গল্প শুন্‌লাম যে, এখানে মেথরদের সব বাড়ী ভাগ করা আছে। যার যে কয়টি বাড়ী আছে, সে কয়টি তার নিজস্ব সম্পত্তি। এই সম্পত্তি, ছোট বড় বাড়ী এবং আমদানীর পরিমাণ হিসাবে কম বেশী টাকায় বন্ধক ও খরিদ বিক্রী হয় এবং তা নিয়ে মাম্‌লা-মোকর্দ্দমা পর্য্যন্তও হয়। একজন মেথরের সম্পত্তিরূপ বাড়ীতে অন্য মেথর কিছুতেই কায করবে না। সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়া বা মালিকদের নিকট হ'তে পাওনা, পুরস্কার এমন কি ছুঁতো হাঁড়ীটে পর্য্যন্ত সেই মেথরেরই প্রাপ্য,—অন্য কেহ তার এক ছদামও পেতে পারবে না। নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে গেলে, দেখা যায় যে—বিষয় সম্বন্ধীয় স্বার্থ সকলেরই প্রায় এক জাতীয়।

এই অর্থলোলুপ সংসারী গুরুদেবেরা,—দু'জন হাতকড়াপরা কয়েদী, একজন আর একজনকে তার বাঁধন খু'লে দেবার চেষ্টা করার মত,—তাঁদের, শিষ্যদের পরমার্থের দিকে কোনরূপ দৃষ্টি রাখ্‌বার মত নিজেদের যোগ্যতা না থাকায়, তাঁদের কোন পারমার্থিক উপকার না ক'রেই,—কতকগুলি বিষয়ী বোকা শিষ্যের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ অনায়াসে লাভ ক'রে নানারূপ ছলনা দ্বারা নিজেদের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় কর্ত্তে কিছুমাত্র দ্বিধা-বোধ করেন না। এ সব দেখে শুনে ছেলে-বেলা হ'তেই এই গুরুগিরি ব্যবসায়টার উপরে আমি হাড়ে হাড়ে চটা ছিলাম, তাই আমার উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রাপ্ত সেই শিষ্যরূপ বিষয়ের কোন সন্ধান পর্য্যন্তও রাখি নাই। এখন এই ভীষণ "মণি টাইট" বাজারে টাকা- রোজগার ক'রে সংসার চালাবার কষ্ট দেখে মনে হয়, দূর্ ছাই সে শিষ্য-ব্যবসাটাও মন্দ ছিল না (?)।

যাক্ কথায় পৃষ্ঠে অনেক কথা হ'য়ে গেল,—এখন আমার সেই আত্মীয় গোস্বামী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে আমি

ভবঘুরে হইয়া আকাশ-পাতাল চৌদ্দ-ভুবন খুঁজিতে হয় না। একমাত্র গৌরসুন্দরের বাণী তাঁহার নিজ জনের মুখে কাণ পাতিয়া শুনিলেই কুশল।

প্রভু বলে যে জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে॥
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা॥

কি করি। দেহাত্মবাদে গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া সতত বিষয়-চেষ্টায় অসর্তো মতি ছয়বেগ, ছয় দোষকে সহচর করিয়া আমাকে অসৎসঙ্গে, অসচ্চেষ্টায় নিক্ষেপ করিয়াছে, তাই নিয়ত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আদি-দৈবিক তাপত্রয় দ্বারা কবলিত হইয়া অকুশলে বিচরণ করিতেছি। কোন উপায় দেখিনা। বৈষ্ণব-সঙ্গ, বৈষ্ণব-সেবা যদি না হইল, তবে আর কুশল-প্রাপ্তির আশা কোথায়? অতএব ওহে—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এদাসে করুণা করি।
দিয়া পদ ছায়া শোধহে আমায়
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি
ছয়গুণ দেহ দাসে।
ছয়সৎ সঙ্গ দেগুহে আমায়
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দাও কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমিত কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥
এমন ভাগ্যআমার কবে হ'বে?

কটক প্রসঙ্গ

গত ১৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ভক্তগণ সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদাতা গুরুদেব শ্রীল গোস্বামী প্রভুর চরিত্র শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লিখিত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে পাঠ কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছেন। সহরবাসী উচ্চ শিক্ষিত বহু ভদ্র মহোদয়গণ সপরিবারে ঐ মহোৎসবে যোগদান করিয়া নিজ নিজ গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি সেবক ভগবান্। নিজে সর্ব্বক্ষণ সেবা ভগবানের সেবা করিয়া অনুগত জনকে নিজ প্রভুর সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত রাখেন। শ্রীহরিসেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কৃত্য নাই,—হরিচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই,—হরি কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কীর্ত্তন নাই,—কৃষ্ণ কার্ষ্ণ দর্শন ব্যতীত অন্য দর্শন নাই—এক কথায় তিনি কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত চিত্তেন্দ্রিয়-কায় বিশিষ্ট। কর্ম্মফল-বাধ্য-লৌকিক জগতে কুলে, মানে, শীলে, রূপে, গুণে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য নহে। সর্ব্ব সেব্য স্বয়ং ভগবানই স্বীয়সেবা-ভ্রান্ত জীব-কুলকে নিজসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য নিজেই নিজের সেবকাদর্শরূপে অবতীর্ণ হন। যেমন কোন ব্যক্তি নিজ হস্তের দ্বারা নিজ অঙ্গের সেবা করেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

স্বয়ং ভগবানের অবতার অপেক্ষা গুরুরূপে অবতীর্ণ ভগবানের দয়া অত্যধিক। যে দয়ার কথা মানব নিজ ধীশক্তিতে বিচার করিতে পারে না, মূল্য বুঝিতে পারে না যদি সেই সংসার-দাবানল-দগ্ধ ভবাটবী স্থিত জীবকুলকে উদ্ধারকারী করুণার মহাসাগর বুঝাইয়া না দেন। শ্রীগুরুকৃপাই কৃষ্ণ-কৃপা এবং কৃষ্ণকৃপাই গুরুকৃপা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের নিকট স্বীয় মহান্ত স্বরূপ প্রকট করান, এবং সেই মহান্ত স্বরূপে নিজের স্বরূপ দানকারী স্ব-স্বরূপাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র দান করেন। ইহাই সাধু শাস্ত্রের মত।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

শ্রীগুরুদেবের কৃপার কথা, গুণের কথা বলিতে পারেন, অজিত শ্রীগুরুদেবকে সেবা দ্বারা জয়কারী তদভিন্ন শ্রীগুরু-সেবকগণ।

বদ্ধজীব নিজ প্রভুর সেবা ভুলিয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়াও সর্ব্ব-সন্তাপহারী প্রভুর সেবা করিতে চায় না। বিষ্ঠার কীটকে বিষ্ঠা হইতে উঠাইয়া সুস্থানে রাখিলেও সে যেমন বিষ্ঠাতেই বাস করিবার জন্য বিষ্ঠাগর্ত্তে যাইতে চায়, তেমনই বিষয়-বিষ্ঠা সেবনকারী বিষয়ীকে জড় ভোগ্য বিষয় হইতে উঠাইয়া স্ববিষয়ে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে চাহিলেও সে তাহা চায় না। কিন্তু সর্ব্বদা যেমন রোগীর অনিচ্ছাসত্ত্বে আময়-নিবারণ-কারী ঔষধি প্রদান করেন, ভবরোগ-নিরাময়-কারী শ্রীগুরুদেব সেইরূপ ভবরোগগ্রস্ত জীব নিচয়কে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীহরিনাম মহৌষধি পান করান।

জীবের বদ্ধ স্বরূপের স্বভাব কৃষ্ণ ভজন না করা, আর শ্রীগুরুদেবের নিত্য স্বভাব সেই জীবকে কৃষ্ণভজন প্রদান, তাইতে তিনি এত দয়াময়। এই সব কথা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মাদৃশ জীব-কুলকে শ্রীগুরুদেবের পরদুঃখকাতরতার কথা যে শ্লোকে জানাইয়াছেন তাহা এই—

বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥

এই শ্রীগুরুদেব নিত্যকালই সংসার-মরু-মরীচিকায় ভ্রান্ত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করিতেছেন। মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াও তিনি অমর্ত্ত্য-রূপেই অবস্থান করেন, ইহাই তাঁহার মর্ত্ত্যে অমর্ত্ত্য লীলা। ইহা বুঝিবার ক্ষমতা—উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ—হ্যায় মাদৃশ বহু জীবের নাই। কিন্তু আশা যে আমি যতই দূরে যাইতেছি কৃপাময় তিনি আমাকে কেশে ধরিয়া ফিরাইবার জন্য আমার পশ্চাৎ চলিয়াছেন।

অন্যকার্য্যে রত, অন্য দর্শনে ব্যস্ত, অন্য ভাবনায় মগ্ন, স্বরূপ-ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যিনি ফিরাইয়া কৃষ্ণকার্য্যে রত, কৃষ্ণ দর্শনে ব্যস্ত, কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন করান, আসুন আজ আমরা সকলে মিলিয়া সেই পতিত-পাবন শ্রীকৃষ্ণ-প্রদাতা অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবকে নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি—

শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যনানা-
শৃঙ্গারতন্মন্দির মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

পাঠক মহোদয়গণ, আপনাদিগের সকলকেই এই প্রণাম করিতে আহ্বান করিতেছি বলিয়া আপনারা ইতস্ততঃ করিবেন না। মনে রাখিবেন, আপনার গুরু এক, আমার গুরু আর এক, রামের গুরু এক, শ্যামের গুরু আর এক, আপনি ব্রাহ্মণ আপনার কুলের গুরু এক, আমি ক্ষত্রিয় আমার কুলের গুরু আর এক, আমরা এইরূপ কোন কুলগুরু, বংশগুরু, ধর্ম্মগুরু, রামের গুরু, শ্যামের গুরুর কথা বলিতেছি না, আমরা বলিতে চাই—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তাঁকে বললাম,—'আমরা এখানে পুরুষোত্তম মঠে এসে উঠেছি, সেখানে খুব আনন্দে এবং যত্নে আছি। বিদেশে এসে এতটা ভালভাবে এবং আদর-যত্নে কোথাও থাকবার স্থান পাব এ কথা পূর্ব্বে কোনদিন ভাবতেও পারি নাই। সেখানে রোজ সকালে সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। আপনি একবার সময় মত সকলকে নিয়ে যাবেন্ না? সেখানে গিয়ে পাঠ কীর্ত্তনাদি শুনে এবং অতি মনোরম শ্রীচৈতন্য এবং বিনোদ-মাধব শ্রীবিগ্রহ দর্শন ক'রে খুব আনন্দ পাবেন। ভাগ্যক্রমে এ সব সৎসঙ্গ লাভ হওয়ায় আমাদের সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার

কর্ণ-ব্যথা

কর্ণব্যথা কি প্রকার ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের বোধগম্য নহে। কোন কোন ব্যক্তি কর্ণব্যথায় অস্থির হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে, কেহ কেহ বা পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে।

সর্ব্বদা কর্ণের ভিতর শলাকা প্রবেশ করান, কর্ণে অতিরিক্ত মাত্রায় ঠাণ্ডা লাগান, অতিশয় সর্দ্দি, গলায় ঘা প্রভৃতি কারণে কর্ণের ব্যথা উপস্থিত হয়।

প্রতিকরণোপায় ও চিকিৎসা

কর্ণে অতিশয় ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে কর্ণ-ব্যথা উপস্থিত হয়, সুতরাং ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহের সময় উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া চলাই বিধেয়।

যে যে কারণে কর্ণের ব্যথা উপস্থিত হয়, উহা সারিয়া গেলে কর্ণ ব্যথা আপনা হইতেই সারিয়া যায়। সুতরাং মূল রোগের ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম করা বিধেয়।

আশু প্রতিকারের নিমিত্ত কর্ণে গরম সেক দেওয়া বিধেয়। গরম জলে ফ্লানেল অথবা নেকড়া ভিজাইয়া উহা নিংড়াইয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ সেক দিতে হইবে। রাত্রিকালে শয়নের সময় 'আইস্ ব্যেগে' গরমজল পুরিয়া উহা চাদর দ্বারা মুড়িবে। তৎপর যে কাণে ব্যথা সেই কাণ উহার উপর স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিবে, তাহাতে ব্যথার উপশম হইবে এবং সুনিদ্রা হইবে।

কর্ণব্যথার সময় কর্ণের ভিতর ফুলিয়া যায়, অনেক সময় উহা পাকিয়া উহা হইতে পুঁয পড়ে, তখন হঠাৎ ব্যথার শান্তি হইয়া থাকে। ভিতরে পুঁয হইলেও 'ইয়ার ড্রাম' নামক কর্ণের ভিতরের একটী ঝিল্লীতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় উহা বাহির হইতে পারে না, সেই অবস্থায় ডাক্তার ঐ ঝিল্লী ছিদ্র করিয়া দেয়। তখন পুঁয বাহির হইয়া যায় এবং ঔষধ প্রয়োগে শীঘ্রই ভাল হয়।

কর্ণ হইতে পুঁয পড়িলে 'হাইড্রোজেন পেরক্সাইড' নামক একটী ঔষধ দ্বারা উহা ৩।৪ দিন উত্তমরূপে ধৌত করাইলে সারিয়া যায়।

অনেকেই কর্ণ হইতে পুঁযপড়া ব্যাধিতে শিশুকালে আক্রান্ত হয় এবং উহার চিকিৎসাদি কিছু করে না, ফলে 'ইয়ার ড্রাম' নামক ঝিল্লীটী চিরতরে বিনষ্ট হয় এবং অনেক সময় কর্ণের পশ্চাৎ-দিকস্থ হাড় নষ্ট হইয়া যায়, ফলে রোগী বধির হয়, তখন উহা সারিবার আর উপায় থাকে না। সুতরাং সময়মত চিকিৎসা হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই রোগ উপেক্ষিত হইলে মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্য্যন্ত হইতে পারে।

মুষ্টিযোগ

১। লাউপাতার রস অথবা কাপাস ফলের রস কাণে দিলে অথবা পাতি লেবুর রসের সহিত ফটকিরী ও আফিং ঘসিয়া কাণে দিলে, কাণের বেদনা কটকটানি ও পুঁজ পড়া আরোগ্য হয়।

২। তুলসী পাতার রস অথবা সিম পাতার রস অথবা ছাগ-মূত্র অথবা চূণা—ইহার যে কোন একটা ঈষৎ গরম করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

৩। পক্ক আকন্দ পাতায় কিঞ্চিৎ ঘি মাখাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইয়া লইয়া পরে তাহা নিষ্পীড়ন করিয়া ঐ রস কাণে দিলে কর্ণশূল ও কর্ণস্রাব সঙ্গে সঙ্গে নিবারিত হইবে।

৪। অশ্বত্থ পাতার একটি ঠোঙ্গা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সরিষার তৈলে চুবাইয়া লইবে—পরে তাহা গনগনে আগুনের উপর ধরিলে উহা হইতে তৈল চুয়াইতে থাকিবে, ঐ তৈল সহন গরম কাণের মধ্যে প্রবেশ করাইলে সত্ত্ব সর্ব্ববিধ কষ্ট নিবারিত হইবে।

পুরাতন পুঁজ পড়ায়—

বহু দিন হইতে পুঁযস্রাব হইতে থাকিলে সরিষার তৈলে শামুকের মাংস ভাজিয়া ঐ তৈল কাণে দিলে—অথবা

পাঁঠার মোটর কাঁচা রস টিপিয়া কাণের মধ্যে দিলে অতি অবশ্য পুঁজ পড়ার নিবৃত্তি হইবে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নবদ্বীপঘাটের কেলেঙ্কারী

শুনা গেল, ১টা ১৮ মিনিটের সময় যে ট্রেণখানি কৃষ্ণনগর হইতে রওনা হইয়া নবদ্বীপঘাটে প্রায় ২॥টার সময় আসিয়া পৌঁছায়, সেই ট্রেণখানিতে গত রবিবার কয়েক ব্যক্তি বিনা টিকিটে নবদ্বীপ ঘাটে নামে ও কোন প্রকারে ষ্টেশন কম্পাউণ্ড পার হইয়া যায়। কম্পাউণ্ডের বাহিরে ষ্টেসন মাষ্টার ও গার্ড উক্ত ব্যক্তিগণকে ধরিতে যাওয়ায় তাহারা তাঁহাদিগকে প্রহার করিয়াছে। ঘটনা সত্য হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

(ভারতীয়)

সম্পাদক এবং মুদ্রাকর গ্রেপ্তার

গত শুক্রবার অপরাহ্ণকালে কলিকাতার সি-আই-ডি পুলিশ 'বাঙ্গলার কথা' আফিসে গমন করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর শ্রীযুত সত্যরঞ্জন মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ, 'বাঙ্গলার কথায়' গত ২০শে মে'র সংখ্যায় "ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই প্রবন্ধের সম্পর্কেই অভিযোগ। খানাতল্লাসী কিছুকাল চলে এবং পুলিশ কয়েক সংখ্যা কাগজ লইয়া যায়। সম্পাদক এবং মুদ্রাকর উভয়ে জামিনে খালাস আছেন।

পত্র-লেখকের প্রতি

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র পাল, অধ্যাপক, প্রেম মহাবিদ্যালয়—গত ১৯শে জুন মঙ্গলবার তারিখে নদীয়া প্রকাশে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরানন্দ গোস্বামী মহাশয়ের পত্রের প্রতিবাদ-কল্পে আপনি যে বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদিগের পত্রের আলোচ্য বিষয় না হওয়ায় প্রকাশ করিতে পারি নাই। বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বিবদমান সামাজিক ব্যাপার লইয়া সময় যাপন আমাদের পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে। আপনাদের প্রতিও আমাদের অনুরোধ, বৃন্দাবনে বসিয়া কতকগুলি ক্ষণভঙ্গুর মনোধর্ম্মঘটিত ব্যাপার লইয়া সময় না কাটাইয়া ভগবৎসেবাসম্বাবাদে ভগবৎ প্রসঙ্গে জীবনের অবশিষ্টকাল ব্যয় করিবার ব্যবস্থা অধিক মঙ্গলপ্রদ মনে হয়। আপনাদের ঘরোয়া মনোমালিন্যের কথা আর সংবাদ-পত্রাদিতে যতটা বিবাদ-মূলে আলোচনা কম হয়, তাহা করাই ভাল। আশা করি, ভবিষ্যতে ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ লইয়া আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তির সহিত আমাদের কোন আলোচনার অবসর ঘটিবে না। আপনার প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হইল, আপনার ইচ্ছা হইলে তাহা আপনি অন্যান্য আত্মধর্ম্মহীন মনোধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে পারেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত রবিবার রাত্রিতে ১৭ নং আপ গয়া প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস খানি হাওড়া হইতে ১০টা ৫৪ মিনিটে যাত্রা করিয়া বেলুড় ও ডানকুনি ষ্টেসনের মধ্যে এক স্থলে লাইন ভাঙ্গা থাকায় ভীষণ বাধা-প্রাপ্ত হয়। ফলে ৪ খানি বগি-গাড়ী লাইন হইতে উল্টিয়া পড়িয়া যায়। বহু যাত্রী হতাহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

ব্যাক্‌ট্রো ক্লিনিকেলের ডাক্তার নীরদ বাবু

'ফ্রী প্রেস' সংবাদ দিয়াছেন, যে, কলিকাতা ব্যাক্‌ট্রো ক্লিনিকেল লেবারটরীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীরদবন্ধু ভট্টাচার্য্য এম, বি, আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। বিখ্যাত রস ইনষ্টিটিউট ব্রাণ্ড লাটন ইষ্টিটিউট, প্যাষ্টিউর ইনষ্টিটিউট, প্রভৃতি বড় বড় বিজ্ঞান মন্দির থাকিয়া বীজাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়া তিনি দেশে ফিরিতেছেন। বীজাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল দেখিয়া স্যার আল্‌ড্রো কাষ্টেলিনি এবং ডাক্তার উডস প্রমুখ বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

নাভারাজের উপর পুলিশের কৃপা

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল হেরাল্ড' কোদাই কানাল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, নির্ব্বাসনের আরম্ভ হইতে নাভার মহারাজার উপর যে পুলিশ-পাহারা বসান হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে দশ হাজার টাকা লুট

ব্রহ্মদেশের থারাবাদীর এক চাউল কলের মালিকের নিকট হইতে ৪জন লোক গত ১৭ই মে তারিখে রাহাজানি করিয়া ১০ হাজার টাকা লুঠ করে। ঐ টাকার মধ্যে ৫ খানি হাজার টাকার নোট ছিল। তন্মধ্যে ৩খানির সন্ধান মিলিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ অপর দুইখানি নোটের সন্ধান করিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে তিন মণ আফিম রক্ষণ

কলিকাতার আবগারী পুলিশ কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া জোড়াবাগান থানার এলাকাধীন দর্জ্জিহাটা ষ্ট্রিটের ফজলদীন পেশোয়ারীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং ১৭ হাজার টাকা মূল্যের তিন মণ আফিম এবং কিছু কোকেন রাখার অভিযোগে ফজলদীন এবং অপর দুইজন পেশোয়ারীকে গ্রেপ্তার করে। বাড়ীর ভিতর একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে একটি বড় গর্ত্তের ভিতর আফিমগুলি লুকান ছিল এবং কয়েকটা শিশিতে কোকেনগুলি ছিল। অতঃপর পুলিশ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ফজলদীনের আর একখানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। সেখানেও কিছু কোকেন পায়। আসামীদিগকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইবে।

সেরাজদিঘায় ডাকাইতি জনৈক স্কুল-শিক্ষক ধৃত

গত ২৬ জুন রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সিরাজদীঘা থানার এক মাইল দূরবর্ত্তী আবিরপাড়া গ্রামের ধনী কুসীদজীবী বাবু প্রসন্নকুমার দত্তের বাটীতে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় পনের জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র এবং মশাল লইয়া উপস্থিত হয় এবং কুড়ালী ও করাতের সাহায্যে পাকা বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং গ্রামবাসীরা বাধা দান করিতে পারিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর লোকজনকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গহনা ও নগদে শত টাকা লইয়া উধাও হয়। সিরাজদীঘার পুলিশ সংবাদ পাইয়া সত্বর ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হয় এবং কয়েকজনকে ধৃত করে। ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে রাজ দিয়া হাইস্কুলের বাবু গণেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী বি-এ, নামক একজন শিক্ষক আছেন। ধৃত ব্যক্তিদিগকে মুন্সীগঞ্জের সাব-ডিভিশনাল অফিসার মিঃ এস, বসুর এজলাসে খাড়া করা হয়। গণেশ বাবুকে ৫০০ টাকার দুইটি জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। রীতিমত পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। প্রকাশ, আর কয়েকজন ধৃত হইয়াছে।

বিশাল কারবার দেউলিয়া

কলিকাতার বিখ্যাত কারবার মেসার্স পি, কে, গজদর এণ্ড কোম্পানী দেউলিয়া হইয়াছে, এই সংবাদে বোম্বাইয়ের লোক বিশেষ দুঃখিত। এই কারবারটি ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিল। এই কারবারের দাম অন্ততঃ পক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা হইবে। মিঃ গজদরের প্রতি সকলেই সহানুভূতি দেখাইতেছে। এই কারবার ফেল পড়ায় কয়েকটি ব্যাঙ্কের সর্ব্বাধিক ক্ষতি হইয়াছে।

এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট এই কারবারের যে ঋণ আছে, তাহা খুব বেশী নহে। যাহা আছে তাহার জন্য জামীনও যথেষ্ট আছে।

মনি-অর্ডার

ভারতে পোষ্টাফিসের নূতন নিয়মের ফলে বিদেশে মনিঅর্ডারে ৬ শত টাকা বেশী পাঠাইতে পারা যাইবে না, আ[...] বিদেশ হইতে ৪০ পাউণ্ডের বেশী আসিতে পারিবে না। পোষ্টাফিসের ডিরেক্টা[...] জেনারেলের নির্দ্দেশানুসারে এক্সচে[...] বৈদেশিক অর্থের হার নির্দ্ধারিত হইবে।

বিদুষী বালিকা

জলপাইগুড়ির উকীল শ্রীযু[...] তারিণীপ্রসাদ রায়ের কন্যা শ্রীমতী শান্তিবালা এই বৎসর ম্যাট্রি[...]কুলেশন পরীক্ষায় সকল ছাত্র ও ছাত্রী মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছেন এ[...] ইংরাজী ভাষায় সকলের প্রথম স্থা[...] অধিকার করিয়াছেন।

(বৈদেশিক)

জালচেকে প্রতারণা

ডাক্তার বুরকারিয়াম নামক এক ব্যক্তি সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া শিমলায় সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতির সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করে। সে ইম্পিরিয়াল হোটেলে একখানা চেক কাটিয়া দিয়াছিল। [...] চেক অসাম্য হওয়ায় প্রতারণার অভি[...]যোগে সে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আছে। প্রকাশ, তাহার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ডাক্তার কালকা যাত্রা করিয়াছিল। ঐ সময় সে গ্রেপ্তার হয়। আসামী ইউরোপে যাইবার জন্য মেসার্স টমাস কুক এণ্ড সন্স নামক জাহাজ কোম্পানীতে তাহার জন্য জাহাজে তিনটি ক্যাবিন রিজার্ভ রাখিবার নিমিত্ত ৫ হাজার ও [...] হাজার টাকার দুইখানি চেক দিয়াছিল। সে করাচীর এরোপ্লেন সার্ভিস আফিসে টেলিফোন করিয়া বলিয়াছিল যে, ইউ[...]রোপে যাইবার জন্য সে একখানা উড়ো[...] জাহাজ ভাড়া করিতে চায়। ইহা ছাড়া সে করাচীতে যাইবার জন্য রেল কর্তৃ[...]পক্ষকে একখানা স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল। আম্বালায় [...] কয়েক খানা জাল চেক ভাঙ্গাইয়াছে বলিয়াও তাহার নামে অভিযোগ।

স্যর ডেভিড ইউলের সম্পত্তি

লণ্ডনের ৪ঠা জুলাইর সংবাদে প্রকা[...] কাগজে মিস ইউলের ছবি ছাপাইয়া প্রচার করা হইতেছে যে, মিসেস ইউলই দেশে[...] সর্ব্ববৃহৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। ডেভিড ইউলের সম্পত্তির পরিমাণ ১১,০০০,০০০ হইতে ২০,০০০,০[...] পাউণ্ড।

গত বৃহস্পতিবার বিবস বৈকালে [...] সেণ্ট আলবান্স ক্যাথিড্রালে স্যর ইউলে[...] সৎকার হইয়া গিয়াছে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে আষাঢ়, বুধবার—১৩৩৫।

কুলমদ

কুল-শব্দ সাধারণতঃ শৌক্রবংশকে উদ্দেশ করে। 'আচার্য্য-কুল', 'ঋষিকুল' প্রভৃতি শব্দে মৌঞ্জীবন্ধন-সংস্কারানন্তর যাঁহারা কোন শাখা-বিশেষে অধিষ্ঠিত হন, তাদৃশ সজ্যও কুল-শব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়। পারমার্থিক দিব্যজ্ঞানপ্রদ দৈক্ষ্য সমাজও কুলশব্দে কথিত হন। সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তি-সমূহের গোষ্ঠী বা জাতিকে কুল-সংজ্ঞা দেওয়া হয়। গৃহ, দেহ, দেশ ও ক্ষেত্র-বিশেষে কুল-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা শৌক্রধারাকে বহুমানন করেন, তাঁহাদের বিচার মতে অধস্তনগণ পূর্ব্ব-পুরুষগণের শরীর হইতে নির্গত হইয়া তত্তদ্গুণে বিভূষিত। পূর্ব্বপুরুষগণের নক ক্রিয়া-কলাপ অধস্তনগণের পরিচয়ের কারণ হয়। অচিদ্দেহই অপর অচিদ্দেহের কারণ বলিয়া জড়েই চেতন-ধর্ম অধিষ্ঠিত,—এরূপ বিচারে পূর্ব্ব-পুরুষগণের চেতনমুখে ক্রিয়া-সমূহও অধ-স্তনগণের সম্পত্তিবিশেষে গণিত হয়। যাহাদের নিজের কোন বিশেষত্ব বা প্রতিষ্ঠা নাই, পূর্ব্বপুরুষগণের বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ উত্তরাধিকারি-স্রোতে তাঁহারা ঐ সকল বিষয় নিজ পরিচয়ে আবদ্ধ করেন। ক্ষত্রিয়কুলের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রতিষ্ঠা, বল প্রভৃতি, শৌর্য্য-বীর্য্য-বলহীন অধস্তনগণ নিজেদের পূর্ব্ব সম্পত্তি বলিয়া লোকের মধ্যে প্রচারপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেন। তাঁহাদের এতাদৃশী ধারণার মূল জড়দেহ হইতে জড়দেহের উৎপত্তিক্রমে তৎসহ চেতনের অবিরাম সমাগম হই-য়াছে;—এরূপ বিচার। সাবিত্র ও দৈক্ষ-কুলে চেতনময় ক্রিয়া-সমূহ সজ্যস্রোতে আগত জানিয়া বৃত্তবিচারে পূর্ব্ব-প্রাপ্তচার আরোপকল্পে কুলমদের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন আমরা পূর্ব্বলোকের প্রশ্ন সমাধানে অসমর্থ হই, তখনই আমাদের মূল আকর বস্তুর মহিমাজনিত আশ্রয়ই একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়ে। প্রতি যোগিতায় অসমর্থতা-ক্রমে প্রাক্তন-স্মৃতি আমাদিগকে অপরের পরিচয়ে আসমূহের মাহাত্ম্য-গানে প্রবৃত্ত করায়। সেই সময়ে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সহিত সমত্ব-বিচারে নিজ নিজ মহিমা আরোপ করি। এই মনুষ্যই অপরের প্রতিষ্ঠা-হানির কারণ হয়। অহঙ্কারে বৈরিতা ব্যতীত অন্য কোন সুফল প্রসব করে না। ব্রহ্মার সন্তান-সন্ততি, শৌক্রকুলের পরিচয়ে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রহ্ম সম্পত্তিবিশেষ, আচার্য্যকুল বা ঋষিকুলের বস্তুর কুলমর্য্যাদা দেবকুলের মহিমা পার্থক্য লাভ করে, সাধারণ নরগণের মধ্যে কাম-নীতি, বৈষ্ণ-নীতি, শূদ্র-নীতি ও অন্যান্য নীতি, আর্যনীতি হইতে পৃথক্ বোধে কুলমদের যে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে, তাহা সীমা অতিক্রম করিলেই মদ-নামে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত করে। ব্রহ্মা হইতে গুরুপারম্পর্য্য-ক্রমে যে লোকাতীত দিব্যজ্ঞানের প্রথা আধস্তনিকগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত আছে, তাঁহাদিগের শ্রীচরণে অপরাধবশতঃ যে কুলমদের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে দূষ্য। এজন্য কুল-মদের অপকারিতা পদে পদে লক্ষিত হয়। বর্ণাভিমানজন্য যে কুলমদের প্রচণ্ড ভঙ্গী অনভিজ্ঞ সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা অপসারিত করিবার জন্য শাস্ত্র ভাস্বরে কত কথাই না বলিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি মহাভারত হইয়া যায়। সেই কুলমদ জন্য বৈষ্ণবাপরাধ মোচন-কল্পে কএকটী শাস্ত্রীয় বচন এখানে উদ্ধৃত হইল। পাঠক কুল-মদের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ভবিষ্যতে অপরাধ না করেন,—ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং
ধ্রুবম্॥"

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ॥"

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতি
বোধয়েৎ॥"

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি
সংস্কৃতঃ॥"

ইত্যাদি।

ব্রহ্মার আধস্তনিক শিষ্যপারম্পর্য্যে অবস্থিত বিরিঞ্চি-সন্তানগণ কুলমদের কিছু মাত্র সহেন। শাস্ত্রানুসারে নিরপেক্ষ বিচার পূর্ব্বক, কহিয়ে, বৈষ্ণবের কুলমদ বৈষ্ণবগণ ক্ষুদ্র কুলমর্য্যাদায় স্ফীত হইবার উদয় বরেন না। যাঁহারা বৈষ্ণবকুল হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিজ জড়দেহের তাণ্ডব-নৃত্যে অগ্রসর, তাহাদিগের চিত্তবৃত্তির দরিদ্রতা চিদ্বিলাসিত তত্ত্ব বৈষ্ণবের বিচারের নিকট নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, হেয়, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্যাদের ও সর্ব্বতোভাবে তারতম্য বিচারে নিম্নস্তরে অবস্থিত। যাহাদের এই সত্যবিশ্বাসের অভাব হয়, তাহারাই কুলমদাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত পাদ-পদ্মে অপরাধ করিয়া স্বয়ং ও পূর্ব্ব-পুরুষসহ অধঃপতিত হয়। যাহারা জড় বিচারে প্রমত্ত হইয়া উচ্চৈঃ আস্ফালন পূর্ব্বক সত্য জয় করিবার জন্য উদগ্রীব, তাহাদিগের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

গীতা বলেন,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ-জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্॥"

কিন্তু বিচগণ পণ্ডিতগণের বিচার অপর প্রকার। তাঁহারা গীতার শ্লোক পাঠ করিয়া জগতে অনভিজ্ঞ জনের শোক অপনোদন করেন। "বিদ্যা-বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"পণ্ডিতো বন্ধ মোক্ষবিৎ॥"

যাহারা জড় কুলমদে আবদ্ধ, তাহারা চিন্ময়কুলের সংবাদ না রাখায় ও তারতম্য বিচারে পরাঙ্মুখ হওয়ায়, মদ-নামক রিপুর বশবর্ত্তিতায় ভুক্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন না। মায়া-বদ্ধ অনুষ্ঠানমানিগণের মত্ততা কখনও ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সাত্বত বৈষ্ণবকুলে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সাত্বত বৈষ্ণবকুলাধিরাজ গাহিয়াছেন,

'আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে মানিব
গুরু-অভিমান ত্যজি'
তোমার উচ্ছিষ্ট পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥"

সুতরাং বৈষ্ণবের আভিজাত্য মদের কোন দুর্গন্ধই তাঁহাতে আরোপ করা যাইতে পারে না। তাঁহার চরণ স্মরণ করিলেই জীব কুলমদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমার এসব কথা শুনে, তিনি একেবারে চোক কপালে তু'লে ব'ললেন,—'নরেন, তোমাকে আমি এতদিন বেশ বুদ্ধিমান বলে জানতাম, কিন্তু তুমি কিনা ভেবে দেখে শেষটা এসে পুরুষোত্তমমঠে—সেই গৌড়ীয়মঠের * * * * * এসে উঠলে? ওরা কি আমাদের কম ক্ষতিটা ক'রেছে? আমাদের প্রতি ধমনীতে সেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আচার্য্যের রক্ত ব'চ্ছে,—আমাদের নিজের কোন আচার বা সাধন ভজন থাকু বা নাই থাক্, সে রক্তের একটা সম্মান ত আমাদের আছে? ঢেকি ভজন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ভগবানকে পায়—আর আমাদের উপর ভগবানের মত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রেখে আমাদের এই শ্রীচরণে মাথা দিয়ে, আমাদের পাদোদক পান ক'রে আমাদের শিষ্যদের কি কোন মঙ্গলই হ'বে না? 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু' এই শাস্ত্রের বাক্যের কি কোন মূল্যই একেবারে নাই? এ স—ব কথা গেল এখন কিনা এই যে মঠের চারদিকে প্রচারের ফলে শিষ্য-বাড়ীতে গেলে তারা এমন সব বিদ্‌ঘুটে বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করে যে, সেখানে তিষ্ঠনো দায় হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় বার্ষিকের মায়াটা ছেড়ে দিয়েও সোজাসুজী বাড়ী দেখতে হয়। পূর্ব্বে কোন রকম কথা বার্ত্তা ছিল না, প্রবাসে ৫।৬টা মাস ঘুরে আসলে অবলীলাক্রমে ৩।৪ হাজার টাকা ভাল ভাল কাপড় চোপড়, বাসন পত্র, তোমার মামীমায়ের ২।৪ খানা গয়না নিয়ে আসা যেত। এখন শিষ্যবাড়ী গেলে সেখানে নানা রকম কৈ'ফয়ৎ দিতে হয়,—মন্ত্র দিলে তার আবার অর্থ ক'রে বুঝিয়ে না দিলে হয় না,—চৈতন্যচরিতামৃত কি কোন গ্রন্থ পাঠ ক'র্লে তার আবার অর্থ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয়—তাও আবার ছাট একটু থেকে একটু এদিক ওদিক হ'লে মহা হাঙ্গাম বাধে—অনেক সময় একেবারে নাস্তা নাবুদ হ'তে হয়। আগে শিষ্যদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলে তারা পুকুরের ভাল ভাল মাছ, গাইএর দুধ প্রভৃতি দিয়ে গুরুসেবার কতরকম যোগাড় ক'রে দিত, এখন এই গৌড়ীয় মঠের লোকেদের বিচারে নাকি মাছ খাওয়াটাও অন্যায়। এটা মৎস্য-দেশ এখানে কি মাছ না খেলে চলে? শেষটা কি ধর্ম্ম ক'র্ত্তে গিয়ে শরীরটা নষ্ট ক'রে—চোকটা নষ্ট ক'রে কাণা হ'তে হ'বে? কেবল এরা বলে সদাচার সদাচার—আরে বাপু শরীর থাকলে ত সদাচার ক'র্বে—ধর্ম্ম

কর্ব্বে? খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে মানুষ থাকবে কি নিয়ে? তবে এ জগতে আসাটা কিসের জন্যে? আর যদি না খেয়ে না খেয়ে বৈরাগ্য ক'রেই থাকতে হ'বে, তবে জগতে এত রকম খাবার জিনিষের সৃষ্টি হ'য়েছে কিসের জন্য। এসব কথা কি তারা একবারও ভেবে দেখে না? শুধু পেটটার দায়ে এতটা অপমান সহ্য ক'রতে হয়, নইলে কোন্ শালা আর শিষ্য বাড়ী যেত।

এখন পাওনাটিও আর সেরকম নাই; —পূর্ব্বে অনেক সময় শিষ্যবাড়ী গিয়ে রান্নাটান্না ক'রে রেখে শিষ্যের কাছে বার্ষিক প্রণামীগুলো চাওয়া যেত—হয়ত তার তিন বৎসরের বার্ষিক বাকী, সে মাত্র এক বৎসরের দুটী টাকা দিতে চায়, —তারপরে ইতি মধ্যে তার বাড়ীতে দু'টো বিয়ে, একটা শ্রাদ্ধ, দু'জন তীর্থে গিয়েছিল প্রভৃতি বাবদের পাওনাও বাকী আছে, সে অভাব জানিয়ে সে গুলি পরে দেবে ব'লে সময় চায়। আমরা সেই দুপুর বেলায় তখন রান্নাভাত সামনে ক'রে একটু ক্রোধের সাথে দু'টো কথা জোর ক'রে ব'ল্লে—"তুই বেটা সব কাজ চালাতে পারিস্ আর গুরুর বেলায় ওজর,—যা বেটা এক্ষুনি আমার সব পাওনা হিসেব ক'রে নিয়ে আয়। সব পাওনা হিসেব করে মিটিয়ে না দিলে তোর বাড়ীতে খাবই না,—এই দুপুর বেলায় জলস্পর্শ না করে—উপোষ ক'রে তোর বাড়ী থেকে চলে যাব, তোর একেবারে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে; আগে মনে থাকেনা যে গুরুর পাওনাটা সর্ব্বাগ্রে তু'লে রেখে অন্য কায ক'র্ত্তে হয়," তখন তারা ছাই গুষ্ঠী পায়ে প'ড়ে যেরূপে পারুক ঘটী বাটী বন্ধক দিয়েও পাওনাটা মিটিয়ে ত' দিতই আরও যাতে আমাদের ক্রোধ না থাকে তার জন্যে কত সাধা-সাধনা ক'র্ত্ত। কোন কোন শিষ্য পাওনাটা একেবারে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই তুলে রেখে দিত। এখন কিন্তু আর সেদিন নেই—তারা যা—দেয় তাই মাথাটী—হেট্ ক'রে নিয়ে চ'লে আসতে হয়। কষ্টে সৃষ্টে আজকাল বছরে দু'হাজার টাকাও আমদানী হয়না।

* * * গোস্বামী, * * * গোস্বামী, এঁরা ভাগবত পাঠ ক'রে অগাধ টাকা রোজগার ক'রেছে দেখে বড় ছেলেটাকে কত ক'রে সংস্কৃত শিখিয়ে পাঠক তৈরী ক'রলাম; এখন এই গৌড়ীয়মঠের দলের লোকগুলো কি সব ফ্যাচাং বের ক'রেছে যে পয়সা নিয়ে পাঠ ক'রলে ও শুনলে নাকি অধর্ম্ম হয়—একেবারে নরকে যেতে হয়। এ সব কী, এ রকম ধরণের নতুন নতুন কথা ত কোন দিনই শুনি নাই। গৌড়ীয়মঠের এদের যেন খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নেই, কেবল পরের পাকা ধানে মই দেওয়া। আমরা কি করি না করি তাতে ওদের কি? কতকগুলো ছেলে যেমন আজকাল সব কাজ ফেলে, পড়াশুনা ছেড়ে স্বদেশী হাঙ্গামায় জুটেছে তেমনি কতকগুলো ভদ্রলোকের ছেলে * * * * এর পাল্লায় প'ড়ে বাপ, মা, সংসারধর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে দিন রাত্তির কেবল হৈ চৈ ক'চ্ছে। এ ক'রে এদের যে কী লাভ হ'বে তাত আমি বুঝি না, মাঝ থেকে আমাদের অন্নটা ম'লতে ব'সেছে। নেড়ানেড়ী বাবাজীগুলো যারা আখ্ড়াতে সেবাদাসীর নাম ক'রে মেয়ে-লোক রাখে তাদেরও এরা খুব গালাগালি দেয়,—এরা তাদের পিছনে লেগে থাকলেইত পারে আমাদের নিয়ে কেন বাবা? গৌড়ীয়মঠের এই লোকগুলোকে দেখ্লে আমার এমন রাগ হয় যে তৎ-ক্ষণাৎ একেবারে ভস্ম ক'রে ফেলি। কতবার অপমানিত হ'য়ে এদের অভি-সম্পাৎ পর্য্যন্ত ক'রেছি কিন্তু এ রক্তবীজের ঝাড় কমে ত নাইই বরং দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আমাদের গোস্বামীরা সকলে একত্র হ'য়ে প্রথম প্রথম এদের দলটীকে একবারে শেষ ক'রে দেবার অনেক রকম চেষ্টা করা হ'য়েছিল কিন্তু ক্রমশঃই এরা ভীষণভাবে প্রবল হ'য়ে উঠল্ দেখে এবং ভদ্রসমাজে প্রায় অনেকেই এদের প্রশংসা করে দেখে ইদানিন্তন আমরা এদের সঙ্গে একটা মিট্মাট্ করার চেষ্টা ক'র্‌ছিলাম। দু একটী বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকও পাঠান হ'য়েছিল কিন্তু এরা একেবারে কাব—ই তোয়াক্কা রাখেনা—ওরা যেন একেবারে লাট্সাহেব। তুমি ওদের ওখানে থেকে, আদৌ ভাল কর নাই। ছেলে মানুষ তুমি, ওদের কথাবার্ত্তা শুন্লে তোমারও বুদ্ধিটা খারাপ হ'য়ে যেতে পারে। মানুষ ত—যা শোনে এবং দেখে তাই শেখে। আমাদের ছেলেদের আমরা ওদের ত্রিসীমা-নায় যেতে দেই না। তুমি আবার আমাকে ওদের ওখানে যেতে ব'ল্‌ছ—এ প্রাণ থাকতে কক্ষনো ওদের ওখানে যাচ্ছি না। তুমি আজই বৌমাকে নিয়ে ওদের ওখান থেকে আমার দোলমণ্ডপ সাহীর বাসায় চ'লে এ'স। আমার নাম ক'রে ওখানে জিজ্ঞেস্ ক'র্লে সকলেই বাসাটা দেখিয়ে দেবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীভৃগু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

সে অনেক দিনের কথা, অতি প্রাচীন কালে সরস্বতী-তীরে বড় বড় ঋষিগণ, পুরাণশ্রবণরূপ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করি-লেন। তাঁহারা সকলেই মহাতপা শাস্ত্র কর্ত্তা। কেহ কোন অংশে ন্যূন নহেন। সকলেই ব্রহ্মবিচারের কথা জুড়িয়া দিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিন জনের মধ্যে কে বড় কে ছোট? ইহা লইয়া একটা তুমুল তোলপাড় আরম্ভ হইল। কেহ বলেন ব্রহ্মা বড়, কেহ বলেন বিষ্ণু বড়, কেহ বলেন মহেশ্বর বড়, এই প্রকার নানা মুনির নানা মত স্থাপনের চেষ্টা করায়, কাহারও কথা কেহ স্বীকার করেন না। কোন প্রকারেই এই তর্ক মীমাংসা হইতেছে না। অব-শেষে বেগতিক দেখিয়া, ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু মহাশয়কে প্রেরণ করা হইল।

ভৃগু সর্ব্বাগ্রে পিতা ব্রহ্মার নিকটেই গেলেন। কিন্তু পিতা পুত্রে যে একটা সম্ভাষণাদি ব্যবহার তাহা তিনি করিলেন না। কারণ পরীক্ষার জন্য গিয়াছেন কি না। তাই বাবাকে বাবার মত সম্মান না দিয়াও বাবার নিকট হইতে কি রকম ব্যবহার পান—ইহাই জানি-বার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মা পুত্র দর্শনে পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং সকল কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভৃগু যেন শুনিয়াও শোনেন না। অন্য মনস্ক অবস্থায় পিতার সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন। এখন বুঝিতেই পারেন—বাপের কথায় যদি ছেলের অনাদর প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, বাবা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া রাগিয়া টং হইয়া উঠেন। ব্রহ্মাও ভৃগুর উপর তদবস্থা প্রকাশ করিয়া পুত্রকে ভস্মই করিবেন স্থির করিলেন। পিতার এরূপ বিপরীত মূর্ত্তি দর্শনে পুত্র ভৃগু তথা হইতে চম্পট দিলেন। ব্রহ্মার নিকট-পাশ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে শান্ত করি-লেন। ব্রহ্মাও পুত্র-স্নেহে সাম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভৃগু মহাশয়ও ব্রহ্মাকে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন, মনে করিতে লাগিলেন। এখন বাকী বিষ্ণু, মহেশ্বর।

দ্বিতীয় বার কৈলাশ পর্ব্বতে চলি-লেন। এবার মহেশ্বরকে পরীক্ষা করি-বেন। শিব-পার্ব্বতী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভৃগু উপস্থিত। ত্রিলোচন বড় ভাইকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ও প্রেম-যোগে আলিঙ্গন দিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু বলিলেন, মহেশ! তুমি ভূত-প্রেত-পিশাচ লইয়া থাক, ভস্ম-অস্থি আদি পামর বেশ ধারণ কর—তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পার না। তোমাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। অবশ্য শিবকে পরীক্ষার নিমিত্ত কৌতুক করিয়া ভৃগু এ সকল কথা বলিলেন, ভৃগু কখনও শিব-নিন্দক নহেন। যেই ভৃগুর মুখে ঐ সকল কথা শোনা, অমনি ত্রিশূল উত্তোলন। বড় ভাই বলিয়া বিচার করিবার অবকাশ রাখেন নাই। পার্ব্বতী দেখিলেন মহাবিপদ, তাই আস্তে-ব্যস্তে শিবের হাতে ধরিয়া বারণ করিলেন এবং পায় পড়িয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "জ্যেষ্ঠ ভাইকে কি এত ক্রোধ দেখাইতে আছে"? এতচ্ছ্রবণে শিব লজ্জিত হইলেন। ভৃগুও এক পায় দুই পায় সরিয়া পড়িলেন।

এখন বিষ্ণুকে পরীক্ষার পালা। ভৃগু বৈকুণ্ঠে উপস্থিত। রত্ন-নির্ম্মিত খাটে শ্রীনারায়ণ শয়নে ও শ্রীলক্ষ্মী দেবী পাদ সেবনে নিযুক্তা। এমন সময় ভৃগু তথায় উপস্থিত হইয়াই নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভক্ত-বৎসল শ্রীহরি তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করত, সসম্ভ্রমে মহাপ্রীতির সহিত স্বহস্তে জলেই, ভৃগুর পাদদ্বয় প্রক্ষালন ও উপ-বেশনার্থে আসন প্রদান করিলেন। স্বয়ং শ্রীহস্তে ভৃগুকে চন্দনাদি বিলেপন করিতে করিতে অপরাধীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ স্তবস্তুতি দ্বারা সন্তোষ বিধান করি-তেছেন,—"অদ্য তোমার ভক্ত-বিজয় আমি জানি না, অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর। তোমার এই পুণ্য জল পাদোদকে তীর্থাক সুনির্ম্মল তীর্থ করে। আমার দেহেতে যত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে, সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডের লোকপাল সকল আমার সঙ্গে তোমার পাদোদক দিয়া পবিত্র করিলাম। তোমার এই চরিত্র অক্ষয় হইয়া থাকুক। "এই যে তোমার শ্রীচরণ ধূলি। বক্ষে ব্যাপিলাম আমি হই কুতূহলী॥ লক্ষ্মী সঙ্গে নিজ বক্ষে দিনু আমি স্থান। বেদে যেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন বলে নাম॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯ অঃ)

পরীক্ষাত শেষ। ভৃগুও এবার লজ্জিত। মাথা হেট করিয়া বসিয়া আছেন। এই যাহা করিলেন, উহা তাঁহার নিজের কার্য্য নহে। আবে-শের কার্য্য। শ্রীভক্তমহিমা বাড়াইতে ও একমাত্র ভক্ত দ্বারাই শ্রীহরির মহিমা জগতে প্রচারিত হইয়া থাকে, অভক্ত ও ভক্তব্রুব কখনও এসব গূঢ় হরিলীলা বুঝিতে সমর্থ হইবে না,—এই তত্ত্ব জানাইতে শ্রীনারায়ণ ভৃগুতে প্রবিষ্ট হইয়া, সর্ব্বাপেক্ষা লঘু কার্য্য দ্বারাই পরীক্ষাটি আরম্ভ করাইলেন। নতুবা পরীক্ষা করার জন্য তো আরও বহু প্রকার উপায় ছিল। কৃষ্ণেরই ইচ্ছা, তিনি এই ভাবে স্বভক্তমহিমা চৌদ্দ ভুবনে অক্ষয় করিয়া রাখিবেন।

এইবার ভৃগু সত্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর, সকলের জীবন, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব্ব কারণের কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

স্বয়ং ভগবান্, জানিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া হাস্য, কম্প, ঘর্ম, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কারাদি দ্বারা বহু বহু স্তবস্তুতি কীর্ত্তন করিলেন। কৃষ্ণের এবম্বিধ শান্ত ব্যবহার দৃষ্টে আর কোথারও প্রেম-ভক্তি সম্ভবে না, ইহাও সুদৃঢ় নিশ্চয়রূপে জানিলেন। তাঁহার আর কথা বলিবার শক্তি নাই, আনন্দাশ্রুধারায় বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় কৃষ্ণকে দেহ সমর্পণ করিলেন। ভৃগুর কি আনন্দ।

ভৃগু অতঃপর পুনরায় সরস্বতী-তীরে মুনি-সভায় উপনীত হইলেন। মুনিসকল ভৃগুকে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করতঃ সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। ভৃগুও যথালিখিত ব্রহ্মা, মহেশ্বর, তিন জনের ব্যবহার বিজ্ঞাপন করিলেন। তারপর তার কথা যাহা অর্থাৎ তিনি যে সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী মুনিসভায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন :—

"সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ জনক সবার।
ব্রহ্মা, শিব করেন যাঁহার অধিকার॥
কর্ত্তা কর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ॥
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্মজ্ঞান পুণ্যকীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্মশ্রেষ্ঠ মধ্যম যতেক যার শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয়॥

ভৃগুর নিকটে মুনিগণ এই সমস্ত তত্ত্বপূর্ণ সুসিদ্ধান্ত শ্রুত হইয়া সমস্ত সন্দেহ হইতে ত্রাণ পাইলেন এবং অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। কেহ আর গোঁড়ামীকে প্রতিষ্ঠা দিলেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা শিব বড় বলিয়া তর্ক-পন্থা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভৃগুর এই নিরস্ত কুহক সত্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। হইবারও কথা, কারণ, যাঁহারা সত্যপ্রিয়, সত্যই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য বস্তু, তাঁহারা ভ্রম বশতঃ কোন সময় সত্যকে অনাদর, অসত্যকে আদর করিলেও যখন অসত্যকে অসৎ ও সত্যকে সৎ বলিয়া জানিবার সুযোগ পান তখন সকল অন্য বস্তুর আদর পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সত্য ও সত্যাশ্রয়কারী দিগকে আদর করিয়া থাকেন। তাই—ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ। নিঃসন্দেহ হৈলা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নারায়ণ॥ ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ। সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন॥ কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দৃঢ় মনে। তত্ত্বরূপে ব্রহ্মা শিব পূজেন যতনে॥ এই প্রকারে মুনিগণ সকলে কৃষ্ণপূজাপরায়ণ হইয়া অন্যাভিলাষ ত্যাগ করত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নাম গুণ লীলা কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইলেন। এই মুনি জন বন্দ্য "কৃষ্ণ সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান। কীর্ত্তনবিহারী হই আছে বিদ্যমান॥"

এখন বিচার্য্য এই—ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, অচিন্ত্যভেদাভেদ ভক্ত ভগবান তত্ত্ব। কেহই ছোট বড় নহেন। তিনি এক একে তিন অথবা বহু বহু। ব্রহ্মা, মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে সেব্য, নিজেরা সেবক অভিমান করেন, পৃথক্ ভাবে স্বতন্ত্র ঐশিত্ব স্বীকার করিয়া বহ্বীশ্বরত্ব আনয়ন করেন না। সেই নিমিত্ত আপনাপন প্রভুর জয় প্রচার করিবার জন্য, বিরিঞ্চি শঙ্কর দুই জনেই ভৃগুরে ক্রোধপ্রদর্শন-লীলা অভিনয় করিলেন। ভৃত্যও চিরকাল প্রভুর জয় দেন, প্রভুও ভৃত্য-জয় বাড়াইয়া থাকেন, এইটিই ভক্ত ভগবানের মহিমা-প্রচার। আমরা যদি 'উল্টা বুঝলি রাম' ন্যায়ে কেহ ব্রহ্মা বড়, শিববিষ্ণু ছোট, কেহ শিব বড়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ছোট, কেহ বিষ্ণু বড় ব্রহ্মা-শিব কিছুই নয়, মনে করিয়া বিতর্কে উপস্থিত হই, এবং ব্রহ্মার বংশ আমরা, ভৃগুকে আমাদের সম-পর্য্যায়ে টানিয়া আনিবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া সদম্ভে সিদ্ধ বৈষ্ণব ভৃগুর অনুকরণ করিতে যাইয়া বিষ্ণুভক্তকে হনী জ্ঞানে মাথায় ঠ্যাং তুলিয়া দেই বা ঠ্যাং ধোওয়া ময়লাযুক্ত জল দিয়া বিষ্ণুভক্তের সাস্ত্বায়নিধান করিতে যাই, তাহা হইলে সেই সরস্বতী-তীরে আমাদের সেই প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ মহাজন মহা মহা মুনিগণের অনুসরণ করিলাম কই? শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত শুনিলাম কই? একটা যা' তা' অন্যায় কার্য্য করিয়া নরকের জীব নরকেই রহিলাম।

কটক প্রসঙ্গ

গত ২০শে আষাঢ় বুধবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণ, ত্রিদণ্ডী পূজ্যপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথির পূজা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান—অত্যন্ত উচ্চে। ইঁহার শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয়। কবিকর্ণপূরকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল প্রবোধানন্দকে শ্রীকৃষ্ণলীলার তুঙ্গ-বিদ্যা বলিয়া জানাইয়াছেন :—

তুঙ্গ-বিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দ যতি গৌরোদ্গান
সরস্বতী॥

শ্রীপ্রবোধানন্দের সৎশিক্ষায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য শ্রীবেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থের প্রথমে লিখিত আছে যে শ্রীভগবৎ প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথ দাসের সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস রচনা করিয়াছেন :—

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য
শিষ্যোভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টঃ রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্
রূপসনাতনৌ চ॥
১ বিঃ ২ সং॥

শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে—
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল তাঁর খ্যাতি সরস্বতী॥
পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন॥
পরম বৈরাগ্য স্নেহ মূর্ত্তি মনোরম।
মহাকবি, গীত-বাদ্য-নৃত্য অনুপম॥
যাঁহার বাক্য শুনি সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহা-মহিমা অপার॥

১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণচ্ছলে ভক্তগণকে কৃপাবিতরণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 'চাতুর্ম্মাস্য' আগত দেখিয়া সন্ন্যাসিগণের বিধি অনুসারে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চারি মাস কাল বাস করিতে সঙ্কল্প করেন। শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবল মাত্র শ্রীবৈষ্ণব-সেবিত তীর্থ ছিল। সেই সময়ের 'তিরুমলয়', 'বেঙ্কট' ও ত্রিদণ্ডিস্বামী প্রবোধানন্দ নামক তিন ভ্রাতা মহীশূর প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্র বংশের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারি মাসকাল অতিবাহিত করেন। এই তিন ভ্রাতা শ্রীসম্প্রদায়-বৈষ্ণব—শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণের উপাসক ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আন্তরিক দয়াগুণে এই ভট্ট পরিবার শ্রীকৃষ্ণ-রসলাভে নিপুণ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কয়েক বর্ষ মধ্যেই শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের হৃদয়গত উপাসনায় প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট ভজন সঙ্কল্পপূর্ব্বক শ্রীগৌরচরণাশ্রয়ে কাল বিলম্ব না করিয়া মাথুর মণ্ডলে কাম্যবনে বাস করিলেন।

তিরু মলয়, বেঙ্কট, আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ-উপাসক এতিন পূর্ব্বেতে।
রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥

কেহ কেহ বলিতে পারেন শ্রীগৌরপ্রিয়তম শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কি জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করিলেন না, তদুত্তরে ভক্তি রত্নাকর বলেন,—

শ্রীগোপাল ভট্টের সব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে॥
পরম রসিক পূজ্য পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবেন যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
শ্রীগোপাল হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥
কেনে নিষেধিলা ইহা কে বুঝিতে পারে?
নিরন্তর অতি দীন মানেন আপনারে॥
কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে।

শ্রীপ্রবোধানন্দ রচিত শ্রীবৃন্দাবন শতক, শ্রীনবদ্বীপ শতক, বিবেক শতক, সঙ্গীত মাধব, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ শ্রীহরিরসস্নিগ্ধ নিষ্কপট ভক্তগণের পরম প্রিয়। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি অতুলনীয়, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থপাঠে গৌরপদে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিবেন। গৌরবিরোধিগণও ইহা পাঠ করিলে নিজ নিজ চিত্তের নির্ম্মলতা উপলব্ধি করিবেন। আর বলা বাহুল্য, শ্রীগৌরানুগগণও ইহা পাঠ করিলে নিত্যানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইবেন। কেহ কেহ কাশীবাসী মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্ব স্থাপনে প্রয়াস পান, ইহা নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। শ্রীরঙ্গে আগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রবোধানন্দ-পাদকে শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব, সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের সেবক দেখিলেন। আর প্রকাশানন্দ তৎকালে শঙ্কর প্রবর্ত্তিত মায়াবাদীর সেনকাগ্রণী। শ্রীপ্রবোধানন্দ রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী—জীয়ার স্বামী, আর প্রকাশানন্দ এক দণ্ডী শাঙ্কর সন্ন্যাসী। প্রকাশানন্দ কাশীবাসী মায়াবাদী, আর প্রবোধানন্দ কাম্যবন প্রবাসী বৈষ্ণব। একজন নির্ব্বিশেষবাদী অপর জন বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষ বাদী; পরে অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতাশ্রিত। একজন বিষ্ণু বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া উদ্ধার লাভের পর ভক্ত অপর জন নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরুদেব। অতএব প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব স্থাপন প্রয়াস নিরয়-জনক বৈষ্ণবাপরাধ মাত্র।

প্রবোধানন্দকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের ভাষা ও ভাবে প্রগাঢ় শ্রীগৌরানুগত্যের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আলোচনা করিতে পারিলাম না। আবার একটী শ্লোক না বলিয়াও পারিলাম না—শাস্ত্র বলেন—

তপস্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।

যজন্ত যাগৈর্ব্বিবিধৈশ্চ বাদৈ-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥

কিন্তু শ্রীল প্রবোধানন্দ বলেন :—

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্ ।
বিনা ন গৌর-প্রিয়-পাদ-সেবাং
বেদাদ্যুদুষ্প্রাপ্য-পদং বিদন্তি ॥

প্রাপ্ত পত্র

কটক
রেভেন্স কলেজ কোয়ার্টার
৭ই জুলাই, ১৯২৮

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক
মহোদয় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাশয়। আপনার "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" দৈনন্দিন পাইতেছি, কিন্তু রবিবারের কাগজ বন্ধ থাকায় বড়ই দুঃখ হয়। ভগবান্ হইতে ভক্তের কৃপা বেশী তাহা এই দূরদেশে জড়পিণ্ডদেহ নষ্টার্থে কায়ারূপে বসিয়াও প্রত্যহ নব নব ভাবে শ্রীহরিকথামৃত পান করিয়া বুঝিতেছি, এই ধর্ম্ম-বিপ্লব-যুগে, কলির রাজত্বে ছল ধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য-ক্ষেত্রে আপনাদের ন্যায় কলিকলুষনাশকারী, ছলধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, অধর্ম্ম, উদ্ধর্ম, বিধ্বংসকারী সুদর্শন চক্রধারীর অভিন্ন কলেবর আপনারা, যদি না আসিতেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় পথভ্রষ্ট পথিকের গতি কি হইত?

বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত বৈদিক শিক্ষা ভাবে, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞানাভাবে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশার্থী মানবকগণের, সংসারভোগে প্রমত্ত মানবগণের এবং সংসারভোগক্লিষ্ট বৃদ্ধগণের আজ যে কি দুর্দ্দশা, তাহা যিনি উপলব্ধি করিতেছেন, তিনি ছাড়া অন্যে বুঝিবেন না। আপনারা আজ সেই দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য অবতীর্ণ, তাহা না হইলে কেন আপনারা নিজের ভজন লইয়া ব্যস্ত হইলেন না? আমাদিগের ন্যায় দুর্গত জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া পরদুঃখকাতরতার প্রকৃত উদাহরণ দেখাইতেছেন। আজ সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুরে আচার্য্য-ভবনে শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন পূর্ব্বক এবং তদনুগত বহু শাখা মঠ ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করিয়া পরম কারুণিক পতিত পাবন শ্রীগুরুদেব তদভিন্ন আপনাদিগের দ্বারা প্রভুর অনেক কার্য্য করাইতেছেন। এই গৌরচরণপূত, গৌরপ্রিয়পাদপদ্মপূত কটক নগরে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ স্থাপন করিয়া "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥"—এই শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্য প্রচার করিতেছেন। শ্রীমঠের নয়ন-চিত্তাকর্ষক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদরমণ জীউ নিত্য সেবিত হইতেছেন। শ্রদ্ধাবান্ জনগণ শ্রীমঠে আসিয়া অনুক্ষণ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। মঠস্থভক্তগণও মাঝে মাঝে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতেছেন।

অদ্য কটক রেভেন্স কলেজিয়েট স্কুলের (গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভীম রাউত এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া উক্ত মঠরক্ষক বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ওজস্বিনী ভাষায় সরল সহজ ভাবে বক্তৃতা করিয়াছেন। শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই চিত্রার্পিত প্রায় ছিলেন। এই দুই ঘণ্টা কাল-ব্যাপী বক্তৃতা শ্রবণেও তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। বক্তৃতান্তে প্রধান শিক্ষক মহাশয় এবং প্রধান পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে আবেগময়ী ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় স্বামিজীর সারগর্ভ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাঁহার সুযোগ মত এইরূপ আকাঙ্ক্ষিত সদুপদেশ দানে ধন্য করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছেন।

আশা করি, পুনরায় প্রভু-কথার প্রচার-প্রসঙ্গ পাঠাইবার অধিকার দান করিবেন।

শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি
কৃপাপ্রার্থী
শ্রী * * * *

প্রচার-প্রসঙ্গ

উত্তর-পশ্চিম ভারত

গত ৩রা জুলাই সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সীতাপুর জেলার মিশ্রিক নামক তীর্থে হিন্দী ভাষায় শ্রীব্যাসপূজা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা জুলাই তিনি ব্রহ্মচারী শ্রীধীরকৃষ্ণজীর সহিত সীতাপুরে গমন করেন। পণ্ডিত রাধা লাল ত্রিপাঠী তাঁহার জন্য যান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মদন গোপাল সান্দানা সাহেব স্বামিজীর সহিত সেই দিবসই সাক্ষাৎ করেন। স্বামিজী বহু ভদ্র-সম্মিলিত সভায় ইংরাজী ভাষায় মানবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গিয়া বিশেষ বাগ্মিতার পরিচয় দেন। তথাকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত টণ্ডান সাহেবের সহিত স্বামিজীর অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহার পূর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয়।

গত ৫ই জুলাই রাত্রে সীতাপুরের ডেপুটীকমিশনার কুইক সেণ্ড সাহেবের সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎকার হয়। তথায় সেই জেলার পুলিশ সাহেবের সহিত এবং মিঃ ডাব্লিউ, সি লংম্যান সাহেবের সহিত তাঁহার নানা ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লংম্যান সাহেব ঈশ্বর-বিশ্বাসে নাস্তিকতার পক্ষ লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করেন, পরিশেষে উক্ত সাহেবকে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলে সাহেব তাহাতে অসমর্থতা প্রকাশ করেন এবং স্বামিজীর কথা ন্যূনাধিক স্বীকার করিতে বাধ্য হন। লংম্যান সাহেব প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অনেক বিচারক। স্বামিজী মহারাজ শ্রীযুক্ত সি, ডব্লিউ, জি, ডান্নি সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সৌজন্যের পরিচয় পান। পণ্ডিত রাধালাল ত্রিপাঠী ১৬ই তারিখে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠে আগমন করিয়া স্বামিজীর সহিত কথোপকথন করিবেন স্থির আছে।

উড়িষ্যা

বিগত সপ্তাহে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ উড়িষ্যার কমিশনার শ্রীযুক্ত বি, সি, সেন মহোদয়ের নিকট কিছু হরিকথা বলেন। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস ভারতী মহারাজের নিকট অনেক সময় ধরিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। কটক সহরে হিন্দোল রাজ বাড়ীতে ভারতীমহারাজের পাঠের কথা ছিল। ঐ কালে তথায় উৎকলদেশের অনেকগুলি সামন্তরাজ সমবেত হইবার কথা।

নানা কথা

হেদুয়ার দুর্ঘটনা

নিতাইচরণ পাল নামক সিটী স্কুলের অষ্টাদশ বর্ষীয় এক ছাত্র গত শুক্রবার তারিখে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে যখন সন্তরণ শিক্ষা করিতেছিল, সেই সময় সে হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃতদেহ জল হইতে উদ্ধার করা হয়। বড়তলা পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

নিজের গুলিতে নিজেই খুন

লণ্ডনের ৭ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, যে, কর্ণেল মিনার্ডহাগেন্ ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের বাটি সংলগ্ন কুঞ্জে রিভলভার ছুড়িবার অভ্যাস করিতেন এবং ইহা তাঁহাদের আমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। স্বামী ও স্ত্রী অত্র কুঞ্জায় রিভলভারে অভ্যাস করিতেছিলেন। তাঁহারা কয়েকবার গুলি ছোড়েন, স্ত্রীটি রিভলভারের কল টিপিয়া দেখিতেছিলেন, অকস্মাৎ উহা হইতে গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার নিজের মস্তকে বিদ্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীটি তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইনের নূতন হাই-কমিশনার

রাজা আমদের লর্ড প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার এবং প্রধান সেনাপতির পদে এবং ট্রান্স জর্ডানের হাই কমিশনারের পদে স্যার জন চান্সেলারের নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। স্যার জনের বয়স ৫৮ বৎসর। তিনি একজন নামজাদা সৈন্ধ এবং ঔপনিবেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৯২৩ সন হইতে দক্ষিণ রোডেশিয়ার গবর্ণর এবং প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

আবার আটলাণ্টিক অতিক্রম

ব্রেজিলের ৬ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর বিমানবীরদ্বয় ফেরারিন ডেলপারেট গত বৃহস্পতিবার দিন রোম হইতে 'শোভিয়া' নামক পোতযোগে দক্ষিণ-আমেরিকা অভিমুখে রওনা হইয়া বিমানযোগে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রেজিলের পোর্টনাটালে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইহারা ৫,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন। এই 'শোভিয়া' পোতখানাই গত ২রা জুন তারিখ ৫৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ভ্রমণ করিয়া একেবারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সময় উড়িয়াছিল।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতে ঝম্পদান

লণ্ডনের ৫ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জিন লেসার নামে এক ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান ১৫০,০০০ দর্শকের সম্মুখে একটি রবার বলসহ নায়েগ্রা জলপ্রপাতে ঝম্পদান করে। জলে পতিত হওয়া মাত্রই উহাকে নৌকায় তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার অতি সামান্যই আঘাত লাগিয়াছে ১৫০,০০০ দর্শক আনন্দধ্বনি দ্বারা উহকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

পারলাকিমেডি রাজের দান

পারলাকিমেডির রাজা ব্যাঙ্ক কমিশনার সদস্য হিসাবে যে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়াছেন তাহা তিনি কৃষিবিদ্যার উন্নতির জন্য দান করিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে পুনা ও কৈম্বাটোর কৃষি কলেজে উত্তর সারকারের যে সব ছাত্র গবেষণার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে তাহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করা হইবে—স্থির হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে আষাঢ়, বুধবার—১৩৩৪।

তপোমদ

"শ্রীষ্ম কালে পাঁচ প্রকার তপস্যা করিবে", প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধ্য শাস্ত্রে বিহিত আছে। তপস্বিগণের বহ্নির মতে হিমালোয়াবৃত না হইয়া তাহা হইতে সংযত হওয়ার নামই 'তপস্যা'। হিরণ্যকশিপু একদিন উগ্রতপস্যা-প্রভাবে নানা-মলে বলী হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও যতিগণের গন্তব্য-স্থানে প্রাকৃতিজনের উপযোগী ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা নাই। তপস্বিগণের সংযমের প্রশংসা ও শক্তির বিষয়ে প্রবৃত্তজনগণের অনেক সময় আলোচ্য বিষয় হয়। তপস্যা বহুবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক-ভেদে সাধারণতঃ তিনপ্রকার তপস্যার কথা বিচারিত হয়। সত্য, জন, মহঃ ও তপঃ প্রভৃতি উন্নত লোকসমূহ তপস্যা-ভেদে ভোগী ও ত্যাগিকুলের প্রাপ্য হয়। যদিও ভূর্ভুবঃ স্ব ও অবর ভূমিকার ভোগিগণ সচরাচর বিচরণ করেন, তাহা হইলেও এই সকল স্থানে অবস্থিত হইয়া বদ্ধ জীবসকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বশে তাপস-ভূমি-লাভের জন্য যত্ন করিতে সমর্থ হন।

অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টাদশ সিদ্ধিলাভের জন্য বদ্ধজীবের চাঞ্চল্য-মুখে নানাপ্রকার তপস্যার কথা উল্লিখিত হয়। মরুৎ রাজার যজ্ঞার্থ ও সুরথ রাজার দেবী-পূজার্থ তপস্যার কথা, ধ্রুবের রাজ্য-লাভোদ্দেশে তপস্যা ভারতের ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। ভীমের প্রতিজ্ঞার কর্ম-সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠানিক নৈষ্কর্ম্য তপস্যা-বিধির বহুমানন দেখা যায়। যিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সময়ে সময়ে মত্ততা উৎপাদন করে। বাহ্যজগতের ভোগময় চিন্তা-স্রোতে বা আলস্যের আদর্শ নির্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানও তপোমদের কারণ হইয়া উঠে। দুর্বাসা, বিশ্বামিত্রের, ভেকধারিত্রয়ের তপো-মদের কথা অনেক সময় শুনা যায়। আবার তপো-বেয়োপজীবিগণের বৈষ্ণব-পরাধ তাহার তপঃ সাধনের ব্যাঘাত সাধন করে। হিরণ্যকশিপুর কিলাক্ষক তপস্যা, রাবণের দশমুণ্ডে ব্রহ্মচাকল্যের তাৎকালিক শান্তির অভিনয় প্রদর্শন রূপ তপস্যাচরণ প্রভৃতি অনেক সময়ে বৈষ্ণবাপরাধের আবাহন করে। তজ্জন্যই নারদ শুকরাজ বলেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

যে কালে সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়, তৎকালে স্বাবস্থীর অভাবে তপস্যা-মাঝে অভিহিত হইলেও তাহাই তপো-মদের বিভিন্ন প্রকার ভেদ। জগতের প্রতিযোগিসম্প্রদায়ের সহিত স্বীয় তপস্যার আত্মশ্লাঘা তপো-মদের কারণ হয়। তপো-জনিত ক্লেশ জীবকে তপো-বিরোধিজনগণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া তপঃসাধন-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে। তপস্যা প্রদর্শন করিয়া অনেকস্থলে অস জনগণ বিষয়ভোগে প্রমত্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'এতজ্জগতের অভাবগ্রস্ত শোকাভিভূত শূদ্রসম্প্রদায় ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হইয়া তপো বেষকে লোকবঞ্চনার্থ জীবিকা রূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক দণ্ডকমণ্ডলু হরিকীর্ত্তনাভিনয় করেন। তাদৃশ ব্যক্তিগণের প্রতিগ্রহ-কারী এবং উন্নতিপদবী কখনই তাহাদের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। পরন্তু কালিকালোচিত ব্যবহার তাহাদের ক্রিয়াকে 'ভক্তি'র পরিবর্ত্তে 'ভণ্ডামি' বলিয়া পরি-চিত করায়। যে সকল তপোবেষোপ-জীবী যতিধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া লোক-প্রতারণা সাধনপূর্ব্বক কীর্ত্তনাদির অভি-নয় করে, তাহাদের তপো-মদ শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধেই পর্য্যবসিত হয়।

বৈষ্ণবের তপো বেষ নিরন্তর ভগবৎ-সেবার জন্য, আর বৈষ্ণবব্রুবের তপোবেষ—তাহার জীবিকার জন্য। যাহারা পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করিয়া সেই সর্ব্বোচ্চ পদবীর অভিনয় করিতে গিয়া লোকের বঞ্চনা করে, তাহারা সাক্ষাৎ কলিরই সেবা করিয়া আপনাদিগকে অধঃপাতিত করে। ইহাতে কৃত্রিম দৈন্য প্রভৃতি ক্রিয়া-মুদ্রা বৈষ্ণবাপরাধেরই কারণ হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবের দাস্য করিতে যে তপস্যা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে তপো-মদের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ভণ্ডের তপো-বেষ নরকগমনের হেতু মাত্র। পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারী বা রামচন্দ্রপুরীর ন্যায় শুষ্ক বৈরাগীও তপো-মদে বিনাশ চিত্ত হইয়া যে প্রকার নিজের অমঙ্গল সাধন করিয়া-ছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার বিবরণ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বৈষ্ণববিদ্বেষী বিচারকসমূহ অনেক সময় তপোমদে মত্ত হইয়া ফল্গু বৈরাগ্যের আবাহন করেন। তাঁহারা জানিতে পারেন না যে, যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের পরস্পর পার্থক্য কোথায়?

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রকাশিত ভক্তিযোগ-মহিমা বর্ণন পূর্ব্বক নরজাতিকে ভক্তি-পথে অগ্রসর করাইয়াছিল, সেই দিনের কথা শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ
যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য-
আসীদ্রসঃ॥"

আমরাও এই সকল কথা মুখর জগৎকে নীরবভাবে আলোচনা করিতে বলি। তাঁহারা যেন স্ব স্ব তপস্যারূপ 'আদার ব্যাপারী' হইয়া বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক 'জাহাজের সংবাদে' বিব্রত না হন। তীর্থ যাত্রা, বিভিন্ন কৃচ্ছ্র সাধন, আত্ম-হত্যা প্রভৃতি দ্বারা যদি কোনও মঙ্গল সাধিত হইত, তাহা হইলে পরম নিপুণ বৈষ্ণবগণ ঐগুলিকে আদর করিতে পারিতেন। যাঁহারা বৈষ্ণবের বিজ্ঞান অনুসরণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা অল্প বিস্তর তপো-মদে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া বসেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মোচন-জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"
—(ভাঃ ৫।১২।১২)

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম
উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমো-
র্জ্জিতা॥"
—(ভাঃ ১১।১৪।২০)

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪ম দিনের পর)

আমি এঁর কথাবার্ত্তা শুনে ত একেবারে অবাক্। উনি আমার পূজনীয় ব্যক্তি, সম্মুখে এঁর কথাগুলো অবলীলাক্রমে অবনত মস্তকে শু'নে গেলাম। অবশ্য অন্য কেহ হ'লে দু চারটা বেশ কড়া কড়া জবাব পেয়ে যেতেন সন্দেহ নাই।

মানুষ যে স্বার্থের জন্য অন্তঃকরণটাকে এতটা ক্ষুদ্র ক'রে তুলতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। গৌড়ীয়মঠের লোকদের কোন আচরণ দেখ্‌বে না, কোন কথা শুন্‌বে না আর মাঝ থেকে স্বার্থের ক্ষতি হ'চ্ছে ব'লে তাঁদের উপর বৃথা দোষারোপ ক'র্‌বে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাধা হ'লে মানুষের আর কোন বিচারশক্তি থাকে না, সত্য বিষয় দেখ্‌তে চায় না, কেবল মিথ্যাটাকেই পোষণ ক'রে নরকে যাওয়ার রাস্তা তৈরী করে। আমার মনে হয়, ভগবান্ জীবকে পরীক্ষা করবার জন্যেই তাঁদের প্রবৃত্তি-অনুযায়ী ভোগের জিনিষ এগিয়ে দিয়ে দূরে ব'সে মজা দেখেন। যখন সেই জীব সেই ভোগের জিনিষ কাছে পেয়ে তাতে প্রলুব্ধ হ'য়ে ডুব্‌তে থাকে, তখন তিনিই আবার করুণা-পরবশ হ'য়ে সেই ভোগের কতকগুলি বাধা—প্রতিবন্ধকও সৃষ্টি ক'রে দেন। সেই প্রলুব্ধ-ইন্দ্রিয়-তৎপর-জীব তখন মনে করে যে, তার ভোগের বাধাটী বুঝি সরিয়ে দিতে পারলেই তার সব সুবিধা হ'য়ে যায়, কিন্তু সে নির্ব্বোধ জানেনা যে, পরম করুণাময় ঈশ্বর তারই মঙ্গলের জন্য তার ইন্দ্রিয়-সুখের এ'সব বাধ, কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যকে উপলক্ষ্য ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন।

ভগবান্ যে কেন এদের একটুও বুঝবার ক্ষমতা দেন না যে, এ স্বার্থটা কত-ক্ষণের জন্য? এই স্বার্থ স্বার্থ ক'রে যতই বড় হোক্ না কেন, সমগ্র জগতের কাছে এ যে অতি সামান্য—তুচ্ছ—নশ্বর, তা কি তাদের একবারও চিন্তার বিষয় হয় না? এটা বোধ হয় ভগবানেরই অভিপ্রেত যে, এই বঞ্চিত জীবগুলি চিরদিনই নিজের নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে জড়িয়ে থাক্‌বে এবং এই জগতের বিচারে যে জিনিষগুলী উপাদেয় ব'লে মনে ক'রেছে, তাতেই ডুবে থেকে নরকে যাবার রাস্তাটা বেশ পরিষ্কার ক'রে, ক্রমশঃ তথায় চ'লে যাবার যোগাড় ক'র্‌বে।

আমাদের পরস্পর কথাবার্ত্তা হ'তে হ'তে বেলা প্রায় ৮টার সময় মন্দিরের সিংহদরজা খু'লে দিলে। এঁরা সকলে দর্শনের জন্য খুব ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন; আমিও ভীড়ের মাঝে প'ড়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে আসবার জন্যে তাঁদের প্রণাম ক'রে, তিনি আমাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন এবং আজই তাঁদের বাসায় চ'লে আস্‌তে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলেন।

কোনমতে ভীড় থেকে বেরিয়ে এক-খানা গাড়ীভাড়া ক'রে ফিরবার পথে মুচিপাড়া হ'তে ১৮০ পৌনে দু'টাকা দিয়ে একজোড়া সোনাপেস চামড়ার জুতো কিনে এবং পোষ্ট অফিস হ'তে ডাকের চিঠি নেখে 'নীলিমা'য় ফিরলাম। কেবল মাত্র ২০ দিনের ছুটী নিয়ে এসেছিলাম; ঐ ছুটীটা আরও ১০দিন বাড়িয়ে নেবার জন্য একখানা দরখাস্ত দিয়েছিলাম, আজ তার জবাব এল যে, আরও ১০দিন ছুটী ঠিক হ'য়েছে। চিঠিখানা পেয়ে মনে বড় আনন্দ হ'ল, যা হোক্ কটাদিন তবু ঘুরে ফিরে দেখে শুনে যাওয়া যাবে।

ছুটীটা না পাওয়া গেলে ত রথ শেষেই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা ক'রতে হ'ত।

গুণ্ডিচামার্জ্জন

নীলিমায় ফিরে এসেই দেখি, মঠের সকলে খোল করতাল নিশান প্রভৃতি নিয়ে গুণ্ডিচামার্জ্জন ক'র্ত্তে বেরিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরীতে এসে ছিলেন, তখন তাঁর ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে রথযাত্রার পূর্ব্বদিনে নিত্য—কি বছর রথে ক'রে এসে সেখানে জগন্নাথদেব ন' দিন থাকেন, সেই—গুণ্ডিচা বাড়ীতে যেতেন এবং সেই বাড়ীর সবটাকে ঝাটপাট দিয়ে ধুয়ে পুছে পরিষ্কার ক'রে দিতেন। আজপর্য্যন্ত তাঁর অনুগত বৈষ্ণবসম্প্রদায় এবং প্রায় অধিকাংশ যাত্রীই সেইদিনে গুণ্ডিচামার্জ্জন ক'রে থাকেন—আজ সেই গুণ্ডিচামার্জ্জন।

পুরীর শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নাম যেমন নীলাচল, সেরূপ গুণ্ডিচা-মন্দিরের আর এক নাম সুন্দরাচল। পুরীমন্দির হ'তে গুণ্ডিচার ব্যবধান প্রায় দু'মাইল।

আমি তাড়াতাড়ি, যে গাড়ীখানা ক'রে মন্দির হ'তে এ'লাম, সেই গাড়ীখানাই ঠিক ক'রে দিয়ে গিন্নিকে ব'ললাম "তুমি মেয়ে দুটীকে কিছু খাইয়ে নিয়ে এই গাড়ীটাতে গুণ্ডিচা বাড়ীতে এ'সো, আমি এঁদের সঙ্গে এখনই যাচ্ছি।"

বেলা প্রায় পৌনে দশটার সময় গুণ্ডিচামন্দিরে এসে পৌঁছুলাম। মন্দিরের বাইরে গেটের সম্মুখে গাছতলায় ব'সে গুণ্ডিচামার্জ্জন সম্বন্ধে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদি অনেক হ'ল। যথা সময়ে বাবাজীমঠের কীর্ত্তন এলে সদর দরজা খ'লে দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সাধু-বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, মেয়ে, পুরুষ ভিতরে গিয়ে সকলেই মন্দির, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, আঙ্গিনা প্রভৃতি যিনি যেখানে পারলেন ঝাটু দিতে এবং জল দিয়ে ধু'য়ে পরিষ্কার ক'রতে লাগলেন। সাধক যেমন হৃদয়মন্দিরে ভগবান্‌কে বসা'বার জন্যে তাঁর হৃদয়ের যাবতীয় পাপ ও পুণ্যাদি ধু'য়ে পুছে পরিষ্কার ক'রে তবে সেখানে ভগবানের ব'সবার মত ক'রে তোলেন, তেমনি ভগবান শ্রীজগন্নাথ দেব এই মন্দিরে আস্‌বেন, তাই হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব ভাব নিয়ে, সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে হরিনাম ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে মন্দির মার্জ্জন ক'র্চ্চেন, এ দেখলে সত্যি সত্যিই হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

প্রায় দু'ঘন্টাকাল এরূপ আমোদ ক'রে গুণ্ডিচা মার্জ্জন শেষ হ'লে সেই দলে ধূলামাথা শরীরে সবাই কীর্ত্তন ক'র্তে ক'র্ত্তে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান ক'র্ত্তে গেলেন। সেখানে গিয়ে জলে নেমে সকলে একসঙ্গে স্নান ক'রতে যে আনন্দ হ'ল, তা আর কী ব'লব। অতি বুড়ো বুড়ো লোকও সেখানে ছেলে মানুষের মত জল-খেলা ক'রতে লেগে গেলেন। স্নান ক'রে সকলে বাসায় ফিরতে আমাদের প্রায় ২॥০ আড়াইটে বাজ্‌লো।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা সাড়ে ছ'টার এক্সপ্রেসে এঁদের গুরুদেব শ্রীযুক্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ৩।৪ জন ব্রহ্মচারীসহ কলিকাতায় ফির্‌লেন। তাঁকে ট্রেণে তু'লে দিতে অনেকে ষ্টেসনে গেলেন, সে সঙ্গে আমিও গেলাম। কত জন্মের পুণ্যফলে সাধু দর্শন ভাগ্যে হয়,—আজকাল যেরূপ কলিকাল তাতে ছদ্মবেশী, সাধুনামধারী, বাহিরের দিকে খুব ভড়ংওয়ালা সাধু অনেক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাংলার মাটির উর্ব্বরতাশক্তি খুব বেশী, তাই সেখানে রোজ রোজ অবতার সব গজিয়ে গজিয়ে ওঠে। হিসেব ক'লে যে কত অবতার এই ২।১০ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে হ'য়েছে তার সংখ্যা করা কঠিন। একটা 'আনন্দ' কি 'স্বামী' নামের পিছন্ দিকে জু'ড়ে দিলে এবং তাঁর দু' একশ' শিষ্য হ'লেই তিনি একজন অবতার হ'য়ে ওঠেন। দু'দিন বাদে আবার তাঁদের সব কেলেঙ্কারী শুনে শুনে কাণ প'চে যায়। কল্‌কাতায় ব'সেই অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখ্‌বার আমার সুযোগ হ'য়েছিল, কিন্তু এবার পুরীতে এসে সত্যি সত্যি একজন আড়ম্বরহীন নিষ্কিঞ্চন সাধু দর্শন ক'রে আমার নয়ন, মন পবিত্র হ'ল,—হৃদয়ে একটা পবিত্রভাবের উদয় হ'ল—যেন ভগবান্ আজ আমার প্রতি দয়া ক'রে আমাকে এই সৎসঙ্গ মিলিয়ে দিয়েছেন। মনে এমন আবেগ এসে উপস্থিত হয় যে, সব ছেড়ে দিয়ে এই মঠে এসে এঁদের সঙ্গে আনন্দে থেকে যাই, কিন্তু কী কর্‌ব, আগে থেকে একটা সংসারের ভীষণ বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছি,—সে বোঝাটা এখন ফেলি কোথায়?

গুরুদেবকে যাঁরা ট্রেণে তু'লে দিতে এসেছিলেন—ট্রেণটি ছাড়্‌বার সময় তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম গুরুদেবের জন্য তাঁদের টান কত! লোহা এবং কাঠ দিয়ে তৈরী করা এই ট্রেণখানা তাঁদের এই দুঃখের কথা কি ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌বে? যদি বুঝ্‌তে পার্‌ত তবে কি আর, যাঁ—র জন্যে মা-বাপের স্নেহ, ভাই-ভগিনীর ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি, প্রিয়তমার প্রণয়, পুত্র-কন্যার ভক্তি প্রভৃতি সব ফেলে এসে যাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছে, তাঁকে কি এরূপ আনন্দে হুস্—হুস্—ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পার্‌ত?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্ম—

"অশোক"

কোন মহাজন গান করেছেন—

গুরুদেব!
অশোক, অভয়, অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥

এই গান শুনে আমরা ইহাই বুঝ্‌তে পারি যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম "অশোক" "অভয়" ও "অমৃত আধার" অর্থাৎ ঐ পাদপদ্মে বিশ্রাম কর্‌লে আর শোক থাকে না, ভয় দূরে যায় এবং অমর হওয়া যায়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অশোক কেন? ইহাই আলোচনা করিব। এই কথা বুঝ্‌তে হলে "শোক কা'কে বলে? শোকার্ত্ত ব্যক্তি কি বস্তু? যার জন্য শোক হয়, তাহাই বা কি বস্তু? শোক হয় কেন? শোক দূর হয় কি উপায়ে?" ইত্যাদি বিষয় ভালরূপে বিচার করা আবশ্যক। তাহা বুঝ্‌বার জন্য একটী চিত্র দেখা যাক্। জগতে যে ঘটনা দিনে শত শত হচ্ছে। এক বিধবার এমন কোন একটী বস্তু ছিল, যাকে সে নিজের বলে জেনেছিল, সেটী দেখ্‌বামাত্রই তার অন্তর আনন্দে নেচে উঠ্‌ত, প্রাণ জুড়িয়ে যেত, সব সময়েই চ'খে চ'খে রাখ্‌তে ইচ্ছা করত, এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠ্‌ত, জগতে অনেক ভাল জিনিষ থাকলেও তার কাছে সেইটিই সব চেয়ে ভাল ছিল, এমন কি অতিশয় কুৎসিৎ হলেও তার নজরে ভুবনমোহন, তাই তার নাম রেখেছিল ভুবনমোহন; একটি চক্ষু ছিল না, নাক অর্দ্ধেকটা ছিল না, তবু পদ্মপলাসলোচন, খাঁদা মাণিক বলে আদর করত। এক দিন তার এক প্রতিবেশী বেড়াতে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল,—"খোকার বয়স কত?" তখন হাসতে হাঁসতে খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিল,—"মাণিক আমার চার বছর তিন মাসের ছেলে, আর একমাস পরেই হাতে খড়ি হবে, ভুবন খুব ঠাণ্ডা ছেলে, এইটুকু ছেলের বুদ্ধি কত? দেখ্‌লে অবাক হবে। তাই বলি শীঘ্র আমার লেখাপড়ায় শীঘ্র উন্নতি করবে, একটা প্রাইভেট মাষ্টার রেখে দিব, যা লাগে দেওয়া যাবে, একটা ছেলে ত? বাবু এত ধন-সম্পত্তি রেখে গেছেন, এই মাণিকের জন্যই ত!" খোকার গাল ভরা হাসি দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ছেলের মুখে চুম খেতে খেতে খোকার বিয়ে, খোকার ছেলের বিয়ে পর্য্যন্ত কত কথা কল্পনা করে বসে ফেলে। কিন্তু সে জানে না যে,—"পিশাচী প্রকৃতির যেন মস্তিষ্কের মত। মায়াগ্রস্ত জীবের মাসে তার উদয়।" অর্থাৎ মায়ামোহ জুয়ে পেলে যেমন সে মিথ্যাকে সত্য বলে করে, মন্দকে ভাল বলে করে, সেইরূপ তাকে মায়া পিশাচীতে পেয়েছে, তাই সে কত সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছে। খোকা পূর্ব্বে ছিল না, কত দিন থাক্‌বে তার ঠিক নাই যে কোন মুহূর্ত্তে মরে যেতে পারে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মিনিটে মিনিটে জগতের কত লোক মরে যাচ্ছে, কত বিধবার নয়ন তারা চিরকালের জন্য খসে পড়্‌ছে তাকে শিক্ষা দিবার জন্য তার চোখের সামনে দিয়ে হাজার হাজার সেইরূপ চিত্র নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে যাচ্ছে, তবু তার চেতন হয় না। সে তার মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব সেই কালমাণিকের জন্য ঢেলে দিয়েছে, কারণ জগতের মধ্যে কালমাণিক কেমন তাকে আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণ থাকবে সে চিন্তা নাই। হঠাৎ একদিন তার প্রাণের ভুবনকে একটি কেউটে সাপে কামড়াল, সঙ্গে সঙ্গে সাপের ওঝা আন্‌লে, ডাক্তার আন্‌লে কিন্তু হলে কি হবে বেলা আট টার সময় কামড়িয়ে ছিল, দশটার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

ঘণ্টায় দশ বিশবার মূর্চ্ছা যায়, দাঁত লাগে, পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত বার করে তবু তার কালমাণিক কথা কয় না। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়, স্বজন সব জড় হয়ে গেছে, কত লোকে কত উপদেশ দিচ্ছে তবু তাকে থামাতে পারে না, শেষে এক জন বল্লে গুরুদেবকে শীঘ্র ডেকে আন তিনি বোসেদের বাড়ীতে আছেন, তাঁর কথা মানে, তিনি এসে কিছু উপদেশ দিলে কাজ হতে পারে। কুলগুরুকে ডেকে আন্‌বার জন্য দুজন লোক দৌড়ে গেল পনর মিনিটের মধ্যেই গুরুদেব এসে হাজির হলেন। গুরুদেব খুব বুদ্ধিমান তাই ভবিষ্যৎ ভেবে চক্ষের জল মুছতে মুছতে (বড়লোকের বাড়ী, অনেক টাকা বার্ষিক পান, ঠাকুর বাড়ীতে ভাগবত পাঠ করেও অনেক টাকা পান, যদি একটু চখের জল না দেখান, তবে বৌমা চটে গেলে পাওনা বন্ধ করে দিতে পারে, সেই জন্য) বল্লেন বৌমা! এ কি হল! আমি সকালে খোকার মাথায় পা চাপিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেলাম, সেত মাত্র তিন ঘণ্টার কথা, এর মধ্যেই এত অমঙ্গল ঘটল, সব ভগবানের ইচ্ছা। মা! দুঃখ কর, কি ক'রবে কাঁদলেও ত আর পাবে না, তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি খোকার কপালটা খুব ভাল, কারণ আমি আজ সকালেই তাকে আশীর্ব্বাদ করে গেছি তার ফলে নিশ্চয়ই তার স্বর্গলাভ হবে আমারও ত সাতটা ছেলের মধ্যে পাঁচটা

মরে গেছে, আর দুটো আছে, অনেক শোক পেয়েছি। শোক করলেও ত আর পাওয়া যায় না; তাই বলি তুমি শোক ক'র না। আমার দুটোর মধ্যে একটা মরে না হয় পোষ্য পুত্র করবে (মনে মনে বলছে যদি করে, তবে আমি জমিদারের বাবা হব) তা হলেই তোমার দুঃখ দূর হবে। এইরূপে তিনি অনেক কথা বল্লেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না; সব অরণ্যে রোদন হ'ল। এখন শোক কাকে বলে, আলাদা করে আর বুঝতে হবে না। আগের চিত্রটী দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। এক কথায় এই বলা যায় যে, কোন প্রিয় বস্তু যাহা আনন্দ দেয়, সেই বস্তুটী নষ্ট হলে হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে যে অবস্থা হয়, তার নাম শোক। এখন দেখা যাক্ শোকাকুলা বিধবাটি ও মৃত বালকটী কি বস্তু? এবং শোক হয় কেন? পূর্ব্বের ঘটনাটী আলোচনা ক'রলেই সহজে বুঝা যায় যে, ঐ বিধবাটী তাহার দেহটীকেই 'আমি' বুদ্ধি ও বালকের দেহটীকে 'আমার' বুদ্ধি করেছিল, তাহার ভিতরে যে জীবাত্মা বা চেতন বস্তু আছে, তাকে 'আমি' বুদ্ধি করে নাই এবং মৃত বালকের ভিতরে যে জীবাত্মা ছিল, তাকে 'আমার' বুদ্ধি করে নাই। তাহার দেহটা জড় বস্তু এবং বালকের দেহটীও জড় বস্তু। তবে তাদের ভিতরের জীবাত্মা চেতন বস্তু, তাহা নিত্য অর্থাৎ চির দিন থাকে। সেই জীবাত্মা মরে না, শোক, দুঃখ পায় না, আগুনে পুড়ে না, অস্ত্র দ্বারা কাটা যায় না, তার ধর্ম্ম নিত্যকাল ভগবানের সেবা করা। তবে সেই জীবের এরূপ অবস্থা হল কেন? তাহা বুঝতে হলে বলা যায়, চেতন বস্তুর স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা আছে; তাহা ভগবান সব জীবকেই দিয়েছেন। জীবের স্বাধীনতা আছে বলে তারা ভগবানের রাজ্যে যেয়ে ভগবানের সেবা করতেও পারে অথবা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য এই মায়ার রাজ্যে এসে ভগবানকে ভুলে যেতেও পারে। যারা ভগবানের কাছে গেছেন, তাঁরা নিত্যমুক্ত, তাঁরা ভগবানের সেবা করে নিত্য আনন্দ লাভ করেন। যাঁরা তাঁকে ভুলে যান, তাঁরা বদ্ধজীব, তাঁরা ভগবানকে ভুলে অপরাধ করেছেন। এখানে যেমন, দস্যুকে দণ্ড দিয়ে সংশোধনের জন্য যেমন গভর্ণমেণ্ট জেলখানা করেছেন ও জেলখানার দারোগা বা শাসনকর্ত্তা আছে, সেইরূপ বদ্ধজীবের অপরাধ শোধরাবার জন্য অলক্ষ্য রাজ্যরূপ জেলখানা আছে। সেই জেলখানার শাসন-কর্ত্তা মায়া বা মায়াদেবী। তিনি বদ্ধজীবকে শাস্তি দিবার জন্য মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্ম-দেহ এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পঞ্চভূতের স্থূল দেহ এই দুইটী দেহ দিয়ে আবৃত করেন। সেই জীব কর্ম্মফল অনুসারে চৌরাশীলক্ষ যোনী ঘুরে বেড়ায় ও ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করে। এই অবস্থায় সেই বদ্ধজীব সকল তাদের দেহকেই 'আমি' বুদ্ধি করে এবং দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুকে 'আমার' বুদ্ধি করে, কিন্তু তাদের দেহও নিত্য নয় এবং দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুগুলিও নিত্য নয়। কিছুদিন থেকে নষ্ট হয়ে যায়, তাদের কাছ থেকে চলে যায়। সেই সময় তাদের শোক হয়। যেমন ছোট ছেলে অন্ধকার ঘরে ঘুমুচ্ছে ঘুমুতে স্বপ্নে বাঘ দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেলে পর চীৎকার করে বলে, ঐ যে বাঘ এসেছে, আমাকে কামড়াতে আসছে। এরূপ চীৎকার করার কারণ কি? তাহা একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, তাহার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু তাহা অন্ধকাররূপ আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে, সেই অবস্থায় বালকটী বাঘ কল্পনা ক'রে ভয়ে চীৎকার করছে মাত্র, সত্য সত্যই বাঘ তাকে কামড়াতে আসে নাই। সেইরূপ বদ্ধজীবের আত্মার যে দিব্যচক্ষু আছে, তাহা অবিদ্যারূপ আবরণে ঢাকা আছে বলেই, তারা নিজের আত্মা দেখতে পাচ্ছে না। দেহকেই আমি মনে করছে এবং অন্যান্য জীবাত্মাগুলিকে আত্মীয়রূপে দেখতে পাচ্ছে না, কেবল দেহ-সম্বন্ধীয় জড় বস্তুগুলিকেই 'আমার' মনে করছে সুতরাং দিব্যচক্ষুর উপর অবিদ্যারূপ আবরণ পড়িয়াছে বলিয়াই কল্পিত বস্তুতে 'আমি ও আমার' করিতেছে আবার ঐ কল্পিত বস্তু অনিত্য, তাহা নষ্ট হলেই শোক হয়। এখন শোক দূর হয় কি উপায়ে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। পূর্ব্বের বালকটীর বাঘের ভয় দূর করতে হলে যেমন সেই ঘরে একটা আলো জেলে দিলেই অন্ধকাররূপ আবরণটী সরে যায়, তখন বালকটী বেশ পরিষ্কার দেখতে পায়, ঘরে যা কিছু জিনিষ আছে, সব তার নজরে পড়ে, তার কাছে কোন বাঘ নাই,—তাহাও দেখতে পায় এবং বাঘ নাই দেখে তখন হাসতে থাকে, সেইরূপ শোকার্ত্ত ব্যক্তি বা বদ্ধজীবের দিব্যচক্ষুর উপর অবিদ্যারূপ ঢাকনিটী জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকার দ্বারা সরাইয়া দিলেই তিনি নিজের আত্মাকে দেখতে পান, ভগবানকে দেখতে পান, সমস্ত আত্মাকে আত্মীয়রূপে দেখেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, "আগে অনিত্য জড় বস্তুকে 'আমি ও আমার' করে বৃথা শোক দুঃখ পাচ্ছিলাম, বাস্তবিক সেগুলি আমার কেহ নহে, তাহা মাটীর পুতুলের মত জড়-বস্তু মাত্র, চক্ষুটী ঢাকা থাকায় ভুল দেখিতে ছিলাম"। জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকার দ্বারা অবিদ্যার আবরণটী সরাইয়া দেওয়া শ্রীগুরুদেবের কার্য্য।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁরা আশ্রয় করেছেন, অথবা যাঁরা চৌরাশীলক্ষ যোনী ঘুরে ফিরে কোথাও শান্তি না পেয়ে, হায়রান হয়ে অবশেষ ঐ পাদপদ্মে বিশ্রাম লাভ করেছেন, শ্রীগুরুদেব কৃপা করে তাঁদের দিব্য চক্ষু খুলে দেন, তখন আর শোক থাকে না। তাই মহাজন বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—অশোক। এখন যদি কেহ বলেন, এত মুখের কথা শুনলাম, সত্য সত্য, এমন কোন ঘটনা দেখাতে পারেন কি যে, ছেলে মরে গেছে, তবু শোক না করে ভগবানের প্রেমে মত্ত হয়ে আছেন, প্রেমানন্দে নৃত্য করছেন? তার জন্য পর দিন আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত থেকে একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের আলোচনা করব। তাহা পড়লে ও শুনলে আমাদেরও শোক দূরে যাবে, আমরাও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে প্রেমানন্দে নাচতে থাকব।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়

নদীয়া জেলার বালিকা বিদ্যালয়-সমূহের পরিদর্শনকারিণী নবদ্বীপ বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদ্বয় পরস্পর কলহ-যোগে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে—একমাত্র বিদেশী শিক্ষয়িত্রীদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। মাঝের পাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদ্বয়ও নাকি এইরূপ পরস্পরের মধ্যে মতভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি ঐ কথা সত্য হয়, তবে বাস্তবিকই দুঃখের কারণ। আশা করি, দুই স্থানেরই শিক্ষয়িত্রীগণ নিজেদের মধ্যে মতভেদ অল্পবিস্তর মিটাইয়া লইলে—এইরূপ বিদেশী মহিলা-পরিদর্শনকারিণীর গভীর দুঃখের কারণ হয় না।

সংবাদ-দাতার চিঠি—

আবার উপনির্ব্বাচন

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিতে আবার উপনির্ব্বাচন-যজ্ঞ আরম্ভ হ'ল। কিছুদিন হ'ল ৪ নং ওয়ার্ডের নির্ব্বাচিত কমিশনার ও ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চেয়ার ম্যান মৌলভী আকবর উদ্দিন বি, এ, তাঁ'র কমিশনার পদ পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং আগামী ১২ই জুলাই তারিখে তাঁর পরিত্যক্ত পদে নূতন কমিশনার নির্ব্বাচিত হবেন। কাঠালপোতার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নীহাররঞ্জন সিংহ ও গোয়াড়ী বাজারের দেশী মদের দোকানের মালিক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সাহা ৪নং ওয়ার্ড হ'তে মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার পদপ্রার্থী হ'য়েছেন। দেখা যাক্, এবারকার ভোট-যুদ্ধে কে জয়ী হন। পাড়ায় মাতব্বরদের দিয়ে বাবুরা, সব ভোটারের বাড়ীতেই একবার ক'রে গিয়ে কত আশা ভরসার কথা শুনাচ্ছেন যে, সে কথাগুলো শুনলে মনে হয় যেন কৃষ্ণনগরে আর রাস্তা অপরিষ্কার থাকবে না,—যেখানে সেখানে বন-জঙ্গল ত থাকবেই না, এমন কি, শেষটা অনুপান খুঁজতে বেনে দোকানে ছুটতে হ'বে? গ্রীষ্মকালের ধূলো ও বর্ষাকালের কাদা ৪নং ওয়ার্ড হ'তে বোধ হয় চিরতরে বিদায় গ্রহণ করবে। এবার অন্ধ পটল ঠাকুরও বুঝি বা মিউনিসিপ্যালিটির কেলেঙ্কারী "সকল দেশের সেরা আমার কেষ্টনগর ভূমি, কোথায় এমন ধূলোর বাহার ইত্যাদি" গানটি কীর্ত্তন ক'রতেও লজ্জা বোধ ক'রবেন। যাক্ মাঝে মাঝে এরূপ নির্ব্বাচনে ভোট নেবার জন্যে বাবুরা যে গরীবদের সেই ভাঙ্গা কুঁড়ের তলায় একটু ক'রে পায়ের ধূলো দেন, এতেই তারা কৃতার্থ।

(ভারতীয়)

ব্যবসায়ের পরিণাম

ভারতে বিমান পোত পরিচালনের জন্য বোম্বায়ে 'ইণ্ডিয়ান এয়ারওয়েজ' নামক একটী স্বদেশী কোম্পানী গঠিত হইয়াছিল। বোম্বায়ের প্রধান প্রধান ধনী মহাজনগণ ঐ কোম্পানী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ পাইলাম কোম্পানী পরিচালনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণে মতদ্বৈধতা ঘটায়, কোম্পানীর প্রধান অংশীদার শেঠ যমুনাদাস এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ডি প্যাটেল পদত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্কল্পবিকল্প যুক্ত মনোধর্ম্মের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামে গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুল

চট্টগ্রামে গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল স্কুলের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। বাহিরের (আউট ডোর) রোগীদিগকে দেখিবার ডিস্পেন্সারীর আয়তন বিস্তৃত করা হইতেছে এবং ইনডোর রোগীদের জন্য বর্ত্তমানে যে বাড়ী হাঁসপাতাল পাহাড়ের উপর স্থাপিত আছে, তাহা ৩ তলা বাড়ীতে পরিণত করা হইতেছে। হাঁসপাতাল পাহাড়ের উপর অন্যান্য বাড়ী গুলির নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে।

ডাক্তারের দান

সম্প্রতি ঢাকা সহরের অন্নপূর্ণা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুবিজ্ঞ সদাশয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল সাহা বণিক মহাশয় স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বধর্মী কি ভিন্ন ধর্মী জনশন ক্লিষ্ট অন্ধদিগের আহারের সংস্থানজন্য একটী অন্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই অন্ধ আশ্রমের ডাক্তার কৃষ্ণলাল বাবু এক কালীন ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং বৎসর বৎসর অন্ধ আতুরের সেবার জন্য ৫০৲ টাকা দান করিবেন। তিনি সাধারণে সে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সিরাজগঞ্জে প্রবল ঝড়

৬ই জুলাই সিরাজগঞ্জে এক ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, নেওয়ার গাছার নিকট একখানি দেশীয় নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। উহাতে দুইজন মাঝি, ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রীলোক আরোহী ছিল। মাত্র ১ জন মাঝি রক্ষা পাইয়াছে বাকী লোক ও নৌকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নেওয়ার গাছার পারঘাটার নিকট আর একখানি নৌকাও জলমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে ৪ জন মাঝি ও একটা লোহার সিন্দুক ছিল। সিন্দুকের মধ্যে ৫৫০৲ টাকা ছিল।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ

শুনা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক লণ্ডন হইতে গত শুক্রবার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসকে তার করিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বরিশাল
রাজপথে গীতবাদ্য

বরিশালে মসজিদের নিকট গীতবাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইল। জেলার হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমিতির প্রতিনিধিগণ জেলা বোর্ডের সভা গৃহে সমবেত হইয়া একবাক্যে নিম্নোক্ত সর্ত্তসমূহে সম্মত হইয়াছেন:—"প্রত্যেক লোকেরই জেলার সমস্ত স্থানের সমস্ত রাজপথ দিয়া সর্ব্বসময় গীতবাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অধিকার আছে, কেবলমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের আইনসঙ্গত শাসন-ক্ষমতা দ্বারা উক্ত শোভাযাত্রাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

"মূল চুক্তি ঘোষণাপত্রখানি জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে চিরস্থায়ী ভাবে রক্ষিত হইবে। ইহার সঠিক নকল প্রত্যেকেই উপযুক্ত মূল্য দিলে প্রাপ্ত হইবেন, এতদ্ব্যতীত যে যে সম্প্রদায় এই চুক্তিতে যোগদান করিলেন, উহার প্রত্যেক সম্প্রদায় এই চুক্তিপত্রের একখানি করিয়া মূল নকল পাইবেন। ১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই তারিখে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনোভানের সাক্ষাতে সকলে এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রে খান বাহাদুর হেমায়েত উদ্দীন আমেদ, মিঃ এ, কে ফজলুল হক, নবাবজাদা সৈয়দ মহম্মদ হোসেন খোরশেদ আলম চৌধুরী, আবজাল খান কাজী, মহম্মদ ইসমাইল খান চৌধুরী, মফিজ উদ্দীন আমেদ, রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সতীন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ, গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, রজনীকান্ত চাটার্জ্জী, অমিয় কুমার রায়, স্বামী জ্ঞানানন্দ, অক্ষয়কুমার সেন, নগেন্দ্রবিহারী সেন, যোগেশচন্দ্র দে, অক্সফোর্ড মিশনের মিঃ ষ্ট্রং, ব্যাপটিষ্ট মিশনের মিঃ ন, ষ্টীমার কোং-র মিঃ রলিং বরী ও ৩টী মহকুমার মহকুমা হাকিম ইত্যাদি মোট ৬৯ জন লোকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ হইতে উদ্ভূত সমস্ত মামলাই তুলিয়া লওয়া হইবে। কারারুদ্ধগণকেও যত সম্ভব সত্বর মুক্তি দেওয়া হইবে। সত্যাগ্রহী নেতা শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন শীঘ্রই কালকাতায় যাত্রা করিবেন।

কাবেরী বাঁধ

কাবেরী নদীতে বাঁধ বাঁধিতে হইলে কত খরচা হইবে ও তাহার দ্বারা কত আয়ের সম্ভাবনা তাহার একটা আনুমানিক হিসাব সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ভারত-সচিবের অনুমোদন হইয়া গেলেই তদনুসারে কাজ করা হইবে। অনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ৭ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা, বার্ষিক আয়ের সম্ভাবনা সাড়ে ৫৫ লক্ষ

(বৈদেশিক)

প্রাচীন হাতুরী

প্যারিস সহরে দুইটি প্রাচীন হাতুরী আছে। একটী ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে ও অপরটী ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের পুরাতন হাতুরী দুইটি অপরূপ কারুকার্য্য খচিত। ইহাদের অগ্রভাগ রৌপ্যের পাতে মোড়া— এবং তাহার উপরিভাগে ইংরেজীতে "ই, আর" এই দুইটী শব্দ লিখিত আছে। সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বড় ভোজের সময় উক্ত জিনিষ টেবিলের উপর স্থাপিত হইত। এই হাতুরী টেবিলের উপর রাখিলে সকলেই সভ্যভাবে আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিত। বর্ত্তমানেও সেই নিয়ম প্রচলিত আছে

—বাংলার কথা

ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ারের প্রত্যাবর্ত্তন

যে তৃতীয় ডেষ্ট্রয়ার ফ্লোটিলা চীন সমুদ্রে ১৫ মাস পূর্ব্বে গিয়াছিল, তাহা হংকং হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং ভূমধ্য সাগরের রণপোত বহরের সহিত পুনরায় যোগদান করিতেছে।

চীনের নূতন ব্যবস্থা

নানকিংয়ের ৮ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশী শক্তিবর্গের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে জাতীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত সর্ত্তের বন্দোবস্ত করিয়াছেন :—

(১) যে সমস্ত সন্ধির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেইগুলি বাতিল হইবে।

(২) নূতন সন্ধির জন্য কথাবার্ত্তা চালান হইবে এবং যে সমস্ত সন্ধি এখনও বজায় আছে, রাজনৈতিকভাবে সেগুলির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৩) চীনে বৈদেশিকগণ চীনাদিগের মতই সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয়-শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শুল্কবিধি অনুসারেই কার্য্য চলিতে থাকিবে। চূড়ান্তরূপে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে যে, চীন সরকার তাঁহাদের নিজেদের শুল্ক নিজেরাই নির্দ্ধারিত করিবেন এবং এই জন্য বৈদেশিক শক্তিসমূহের সহিত কোন আলোচনা করিবেন না।

জাহাজডুবি

লণ্ডনের ৮ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ আমেরিকার চাইল উপকূলবর্ত্তী ভ্যালপ্যারাইসো নামক স্থান হইতে ৩০০ মাইল দক্ষিণে এরাক্কো উপসাগরে "এজামস্" নামক একখানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

এই জাহাজটিতে ৮০ জন যাত্রী ও ২১৫ জন নাবিক ছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৫ জন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মাত্র ৫ জন রক্ষা পাইয়াছে, বাকি ২৯০ জন সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার ভীষণতা সহজেই অনুমেয়। কাপ্তেন যখন দেখিলেন যে, শিশু ও স্ত্রীলোকদের তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করেন। নিমজ্জমান জাহাজের ব্রীজের উপর তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া চাইল হইতে একখানি রণপোত ঘটনাস্থলে গমন করে, কিন্তু নিমজ্জিত পোতের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ কি, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে গত দুইদিন যাবৎ এরাক্কো উপসাগরে ভয়ঙ্কর ঝড় হইতেছিল এবং অনুমিত হইতেছে যে, "এজামস্" জাহাজখানি এই ভীষণ ঝড়ের কবলেই পতিত হইয়াছিল।

জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

রয়াল মেল প্যাকেট কোম্পানীর ষ্টীমার "কার্ম্মার্থেন সায়ার" চীন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অকস্মাৎ দেখা যায় যে, জাহাজে আগুন ধরিয়াছে। তৎক্ষণাৎ যাত্রীদিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লণ্ডনে ফিরাইয়া আনা হয়। দমকলের লোক আসিয়া জাহাজের অগ্নি নির্ব্বাপণ করে। ইহার পূর্ব্বেই সমস্ত জাহাজে আগুন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কোন লোক মারা যায় নাই।

বেকার সমস্যায় শিক্ষিত যুবকের আত্মহত্যা

বোম্বাই অঞ্চলে আর্‌সিকিয়ার নামক স্থানে গত সপ্তাহে তমপন্না নামে একটি যুবক বেকার অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। আর নারায়ণ বাপু নামক একটী যুবক মহীশূর রাজের দেওয়ানের নিকট একখানা সকরুণ পত্র দিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও সে কোন চাকুরী জুটাইতে না পারিয়া তাহার পরিবারবর্গ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে—এ কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছে যে, সত্বর একটি চাকুরী জোগাড় করিতে না পারিলে, সে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবে।

বোম্বাই ধর্ম্মঘটের মীমাংসার চেষ্টা

প্রকাশ যে, গত শনিবার দিন বোম্বাই ধর্ম্মঘটের অবসানের জন্য এন্, এম্, যোশীর সহিত স্যর গোলাম হোসেনজুলার বহু কথোপকথন হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট দাবি বিরোধের নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটী সালিশী বোর্ড নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহাতে মিলওয়ালাদের পক্ষ হইতে একজন, মজুরদের পক্ষ হইতে একজন ও একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে আষাঢ়, শুক্রবার—১৩৩৫।

শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্ম—

"অশোক"

(২)

শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের মধ্যে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর। সেখানে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে আজ ৪৪২ বছরের কথা। তাঁর ভক্তগণ বিভিন্নদেশে প্রকট হলেও সকলেই শ্রীধাম মায়াপুরে এসে সমবেত হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া থেকে এসে অদ্ভুত প্রেম প্রকাশ করলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হলেও জীবকে উদ্ধার করবার জন্য কৃষ্ণ অন্বেষণ লীলা দেখাচ্ছেন, তাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে প্রেমে ক্রন্দন করছেন। নয়নজলে সব ভেসে যাচ্ছে, কম্প, পুলক, মূর্চ্ছা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার হচ্ছে। তিনি পরদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। ভক্তগণ তাঁর প্রেম দেখে খুব আনন্দিত হলেন। তারপর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে যেয়ে তাঁকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখালেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁর ভক্তগণকে নিজের স্বরূপ দেখালেন। তারপর ভক্তগণ লয়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। কিছুদিন পরে তাঁর বাড়ীর নিকটেই শ্রীবাসঅঙ্গনে সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন হতে লাগল। কখনও ভগবান্ ভাব প্রকাশ করেন আবার কখনও ভক্ত-ভাবে কেঁদে আকুল হন। এইরূপে "সাতপ্রহরিয়াভাব" প্রকাশ, "জগাই মাধাই উদ্ধার", "সমস্ত নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন ও কাজীদলন" প্রভৃতি কত অসংখ্য লীলা করলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইবার কিছু-দিন পূর্ব্বে একদিন রাত্রে শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য ক'রছেন। সে নৃত্য দর্শন করে শ্রীবাস আদি ভক্তগণের সুখের আর সীমা নাই। তাঁরা সকলে আনন্দে মত্ত হয়ে সংকীর্ত্তন করছেন। প্রায় চারিদণ্ড রাত্রি হবে এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের ভিতর বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠল। তাহা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে এসে দেখলেন তাঁর পুত্র পরলোক গমন করেছেন, সেইজন্য নারীগণ ক্রন্দন করছেন। ক্রন্দনের রোল শুনে পাছে মহাপ্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, এই জন্য তিনি স্ত্রীলোকদিগকে প্রবোধ দিচ্ছেন—"শ্রীমন্ মহাপ্রভু ত এখানেই সব লীলা করছেন, তিনি কৃপা করে তোমাদিকে ত তাঁর মহিমা সব দেখিয়েছেন, তবে এখ আর বৃথা শোক কর কেন?" অতি মহা-পাতকীও যাঁর নাম শুনলে কৃষ্ণধাম পেয়ে থাকেন, সেই প্রভু নিজে এখানে নৃত্য কর্ছেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য সকল গুণগান করছেন। এমন শুভ সময়ে যার পরলোক গমন হয়, তার ত সৌভাগ্যের সীমা নাই। এ শিশুর মত ভাগ্য যদি কখনও আমার হয়, তবে আমি নিজকে ধন্য মনে করি। এজন্য কি শোক ক'রতে আছে? তোমরা এখন ক্রন্দন সম্বরণ কর। যদি চেপে রাখতে না পার, পরে কাঁদবে, তবে এখন যেন কেহ এসব কথা শুনতে না পায় তাহলে ঠাকুরের নৃত্যসুখ ভঙ্গ হবে। শেষ কথা বলে দিলাম, যদি কলরব শুনে প্রভু এ ঘটনা জানতে পারেন, তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিব"। এই কথা শুনে সকলে স্থির হ'লেন। শ্রীবাস পণ্ডিত স্ত্রীলোক দিগকে সান্ত্বনা করে পুনরায় প্রভুর সংকীর্ত্তনে যোগ দিলেন। পুত্র-বিয়োগ তাঁর চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, এমন কি তাঁর বাহ্য স্মৃতি পর্য্যন্ত রহিল না। তিনি পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করতে লাগলেন এবং ক্রমশঃ তাঁর আনন্দ বাড়তে লাগল। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস মন্দিরে।
সুখেতে শ্রীবাস আদি সংকীর্ত্তন করে॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাস নন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তত্ত্বজ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥
তোমরাত সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
অন্তকালে সকৃৎ শুনিলে যার নাম।
অতি মহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥
কোনকালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
কৃতার্থ করিয়া আপনারে মানি তবে॥
যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিতে॥
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয়॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে ত গঙ্গায় প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস বচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্ত্তনে॥
পরানন্দে সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃপুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥

কেবল শ্রীবাস পণ্ডিত কেন' মহাপ্রভুর পার্ষদ সকলেরই এইরূপ অবস্থা। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন—

শ্রীবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥

যদি কেহ বলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর বাড়ীর স্ত্রীলোকগুলিকে ধমক দিয়ে চুপ করালেন মাত্র, তাঁদেরও যে শোক দূর হ'ল তার প্রমাণ কি? ইহা বুঝবার জন্য পরের ঘটনাও কিছু আলোচনা করা দরকার মনে করি। প্রায় তিন প্রহর রাত্রি হবে, এমন সময় শ্রীমন মহাপ্রভু ভক্ত-গণকে বলছেন "আমার চিত্ত এরূপ হচ্ছে কেন? বোধ হয় শ্রীবাসের বাড়ীতে কোন অমঙ্গল হচ্ছে।" ভক্তগণ তখন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত সব বল্লেন। তাহা শুনে মহাপ্রভু শ্রীবাস গোষ্ঠীর শোক নিবা-রণের জন্য মৃত শিশুকে জিজ্ঞাসা করলেন —বল্লেন "বৎস! তুমি শ্রীবাসের বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছ কেন"? তদুত্তরে শিশু বল্লেন—"প্রভো এ দেহে যতদিন থাকবার তোমার আদেশ ছিল, ততদিন রইলাম। এখন আবার যেখানে নির্ব্বন্ধ আছে, সেখানে চললাম। এমন সাধ্য কার আছে যে, তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে। কে কার বাপ, কে কা'র ছেলে, সকলে আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে মাত্র। আমার যতদিন ভাগ্য ছিল, বৈষ্ণবের ঘরে ছিলাম। অন্যান্যবারে মৃত্যুর সময় কত যন্ত্রণা পেয়েছি, কিন্তু এবারে অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণবের ঘরে এসেছিলাম বলে আপনার দর্শন পেলাম, আপনার পাদপদ্মের ধূলি মস্তকে নিবার সুযোগ হল এবং যাবার সময় আপনার গুণকীর্ত্তন শুনতে শুনতে যাচ্ছি। সপার্ষদে আপনার চরণে নমস্কার করি। এরূপ কৃপা করুন, যেন আপনাকে না ভুলি।" মৃত শিশুর মুখে তত্ত্বকথা শুনে ভক্তগণ আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। শ্রীবাস-গোষ্ঠীর সকলেরই শোক, দুঃখ দূর হল এবং সকলে প্রেমানন্দে অস্থির হয়ে মহাপ্রভুর চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

মৃত পুত্র মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ সাগরে ভাসে সব ভক্তগণ॥
পুত্রশোক, দুঃখ গেল শ্রীবাস-গোষ্ঠীর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সুখে হইলা অস্থির॥
কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কাঁদিতে॥
কৃষ্ণপ্রেমে চতুর্দ্দিকে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাস-ভবন॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবাস পণ্ডিতের ত কথাই নাই, যিনি তাঁর আশ্রয় লইবেন, তিনিও অশোক হবেন যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীবাসের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

এ সব সংসার দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায়॥

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ দিনের পর)

রথযাত্রা

১৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার, আজ শ্রীজগ-ন্নাথদেবের রথযাত্রা। কি ক'রে কোথায় গিয়ে সুবিধামত রথ দেখা যায়, তা নিয়ে গতকল্য রাত্রিতে অনেক আলোচনা হ'য়ে জানা গেল বড় রাস্তায় (বড়দাণ্ডে, অর্থাৎ যেখান দিয়ে রথ চলে) এমন ভীড় হয় যে, সেখানে গিয়ে রথ দেখা অসম্ভব; বিশেষতঃ মেয়ে ছেলের পক্ষে ত আদৌ সম্ভবপর নহে। বড়দাণ্ডের দুধারে সব বাড়ীর ছাত ভাড়া ক'রে, সেখানে ব'সে অনেকে রথযাত্রা দেখেন। জনপ্রতি এই ছাদের ভাড়া আট আনা হ'তে ৩টাকা পর্য্যন্ত, বাড়ী হিসাবে দিতে হয়। বিশেষ অবস্থাপন্ন লোকেরা একেবারে কোন ছাতের কতকটা অংশ ১০০৲ ১৫০৲ টাকা দিয়ে ভাড়া ক'রে সেখানে ঘিরে দেরে মেয়েদিগকে রথযাত্রা দেখান।

মঠে আগত ভদ্রমহিলাদের রথ দেখ্-বার জন্য ভোর বেলায় আমাদের এখান হ'তে এই মঠের শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্ম-চারী মহাশয় গিয়ে মন্দিরের ঠিক সম্মুখে রাধাবল্লভী মঠের দোতলার সম্মুখ দিকের বারন্দার কতকটা অংশ ঠিক ক'রে এলেন। আমরা বেলা প্রায় ৭টার সময় বসবার বিছানা, খাবার জলের পাত্র এবং কতকগুলি পাখা নিয়ে সেই রাধাবল্লভী মঠের দোতলার সেই বারন্দায় গিয়ে আড্ডা নিলাম। আমাদের ঠিক পাশেই উড়িষ্যাডিভিসনের কমিশনার মিঃ বি, সি, সেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরহরি মহান্তি মহাশয়ের বাড়ীর মেয়েদের রথ দেখবার স্থান হ'য়েছিল।

শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় আমাদের এখানে রেখে এবং আবশ্যক জিনিষপত্র ঠিক ক'রে দিয়ে, আমাকে সকলকে দেখতে বলে, চ'লে গেলেন। বেলা প্রায় ন'টার সময় পাহাণ্ডী বা পাণ্ডু-বিজয় আরম্ভ হ'ল। জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রাকে যে পাণ্ডারা খুব বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে রেশমের দড়ি ('পট্ট-ডোরী') দিয়ে বেঁধে,—তুলোর বালিশের মত একটা নরম জিনিষ তলায় দিয়ে, টানতে টানতে নিয়ে এসে রথে তোলে, তাকে পাহাণ্ডী বা পাণ্ডুবিজয় বলে। মন্দিরের ভিতর হ'তে এই পাহাণ্ডী দেখতে হ'লে জনপ্রতি একটাকা ক'রে দিলে দক্ষিণ দরজা দিয়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে পাহাণ্ডী দেখা যায়। যে জগন্নাথ দেবের ৫২ বারায়বার না খেলে চলে না, কিন্তু'রে আজ মাত্র একবার খেয়ে এত টানা-

টানিতে। পিছে সহ্য ক'রে থাকবে? আমার ত মনে হয় এ'রূপ চলা দেখা ক'রে আজ জগন্নাথদেবের অন্ততঃ ৫২ বারের জায়গায় আরও দশ বিশ বার বেশী ক'রে থাওয়া উচিত।

প্রথমে সুদর্শনচক্র, তার পর বলদেব, সুভদ্রা এবং সব শেষে জগন্নাথদেব প্রায় ১২টার সময় এসে রথে উঠ্‌লেন। আমাদের পার্শ্বের একজন ভদ্রমহিলা তখন ব'ললেন যে, এখন ঘোড়া জোড়া হ'য়ে সারথী উঠান হ'লেই রথের টান হ'বে। খানিক বাদে দেখি, ঘাড়ে ক'রে ক'লে সব ঘোড়া এনে রথে জুড়ে দিচ্ছে এবং ৮।১০ জনে ধ'রে ধ'রে সারথীদের রথের উপরে বসিয়ে দিচ্ছে। আমার আগে এ ধারণা না থাকলেও পরে বুঝ্‌লাম যে এ সব সারথী ও ঘোড়া একেবারে কাঠ দিয়ে তৈরী। নীচে রাস্তার উপর যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর লোকে লোকারণ্য—সে ভীড় ঠেলে কার সাধ্য যে কোথাও যায়। পুরীর রাজা খুব ঘটা ক'রে বাজনা টাজনা বাজিয়ে পাল্কীতে এসে সোনার বাঁধানো ঝাঁটা দিয়ে রথ ঝাঁট দিয়ে এবং গোলাপ জল ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। তিনটী হাতী তিন খানা রথের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের শুঁড় দিয়ে চামর ধ'রে বাতাস ক'র্ত্তে লাগ্‌ল। এই হাতীদের পশু-জীবন ধন্য। আমরা মানুষ হ'য়ে—ভগবানের সেবনোপযোগী দেহ পেয়েও তাঁর সেবা না ক'রে মায়ার সেবা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হই, কিন্তু এ'রা পশু হ'য়েও ভগবানের সেবাধিকার লাভ ক'রে তাঁর সেবায় জীবন ধন্য ক'চ্ছে।

এসময়ে দেখি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের নিশান প্রভৃতি সহ সকলেই রথের সাম্‌নে এসে কীর্ত্তন ক'চ্ছেন। আমি একবার নীচে এসে ভীড় ঠেলে তাঁদের নিকট যেতে চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু সে ভীড় ঠেলে সেখানে যাওয়া অসম্ভব দেখে ফিরে এলাম। একটুকু বাদেই পরমানন্দ বাবু এসে আমাদের পানীয় জল এবং যাঁর যাঁর জলখাবারাদি যা যা আবশ্যক, জিজ্ঞেস ক'রে কিনে দিয়ে গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে রথের সামনে সংকীর্ত্তনের দলে গিয়ে যোগদান ক'র্‌লাম। আসবার সময়ে মেয়েরা ব'লে দিলেন যে, তাঁদের একবার রথের দড়ি টানিয়ে দিতে হ'বে। রথ যখন টানা হয়, তার দড়ি ধ'রে একবার রথ টান্‌লে নাকি অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়, তাই অধিকাংশ ব্যক্তিই অতি আগ্রহের সঙ্গে এই ভীড়ের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার ক'রেও রথের দড়ি ধ'রে একবার করে রথটা টেনে আসেন। ক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পুলিশের লোকেরা সম্মুখের ভীড় সরিয়ে দিলেন এবং রথ চ'লবার জন্য সব দড়ি এগিয়ে দিয়ে রথ চালাতে আরম্ভ কর্‌লেন। প্রথমে বলদেবের রথ, তারপরে সুভদ্রার রথ এবং সব শেষে জগন্নাথের রথের টান হ'ল। পর পর রথ তিনখানি বড় দাণ্ডের উপর দিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে চ'ল্‌তে লাগল। তিনখানা রথের সিংহদরজা থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরের সাম্‌নে আস্‌তে প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগে।

তিনখানি রথই টান্‌তে আরম্ভ কর্‌লে আমরা তাড়াতাড়ি এসে মেয়েদের রাধাবল্লভী মঠের দোতালা হ'তে নামিয়ে নিয়ে কণ্টাক্টরের্ট সাহীর গলির ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একেবারে পিল্‌গ্রিম হস্‌পিটালের সম্মুখে এসে তাঁদের এক এক ক'রে তিনখানি রথের দড়ি স্পর্শ করিয়ে দেওয়া গেল। তাঁরা সকলে রথ টেনে পুণ্য সঞ্চয় ক'রে সেখান হ'তে রথে আর একবার জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন করে "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই শাস্ত্রবিচারানুসারে পুনরায় জন্ম হ'বার আশা একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়ে গাড়ীভাড়া ক'রে সকলে বাসায় ফিরে গেলেন। আমরা সংকীর্ত্তনের সঙ্গে আরও খানিকটা এগিয়ে পুলের গায়ে চৌরাস্তার মোড় হ'তে বাসায় ফিরে এলাম। ভগবদ্দর্শন যতটা হ'ল আর নাই হ'ল, হুজুগ দেখাটা যে পুরো মাত্রায় হ'ল, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রইল না। শ্রীপুরুষোত্তম মঠের ভক্তদের রথের আগে সব কীর্ত্তনাদি শুনে আমি এই বুঝ্‌লাম যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা এবং মথুরার খুব ঐশ্বর্য্যের মাঝ থেকে যেন আড়ম্বরহীন মধুময় বৃন্দাবনে তাঁর একান্ত ভক্ত তদগতপ্রাণা গোপীদের নিকটে এসে উপস্থিত হ'লেন।

আজ জগন্নাথদেব রথেই থাক্‌বেন, আগামীকল্য বুধবার রথ থেকে নেমে গুণ্ডিচা মন্দিরে উঠ্‌বেন। আগামী ১৩ই আষাঢ় বুধবার পুনরায় রথে চেপে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নীলাচল মন্দিরের সম্মুখে সিংহদরজায় এসে পৌঁছে সে রাত্র এবং তার পরদিন রথেই থাক্‌বেন। এই পুনর্যাত্রার পরদিন একাদশী তিথিতে রথে থাকা কালে জগন্নাথ, বলদেব, এবং সুভদ্রার রাজবেশ হয়। বহুলোক এ ক'টা দিন এখানে থেকে জগন্নাথদেবের এই রাজবেশ দেখে তবে বাড়ীতে ফিরে যান। আমাদের মত পরের চাকরের পক্ষে এ সৌভাগ্য কোথায়?

[ক্রমশঃ

কৃপাদণ্ড

(শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

আমি সদ্‌গুরু পাদপদ্মাশ্রয়াভিমানকারী একটী অনর্থযুক্ত জীব। শ্রীগুরুদেব কিম্বা কোন বৈষ্ণব মহাত্মন আমার সেবাজনিত কোন ত্রুটী বা চরিত্রগত কোন দোষ লক্ষ্য করিয়া যদি কখনও আমার প্রতি কোনওরূপ কটূক্তি প্রয়োগ বা আমার ইন্দ্রিয়ের অপ্রীতিকর কোন আচরণ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া আমার দোষগুলি চাপিয়া রাখিতে যত্নবান হই এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি পাষণ্ডোচিত নানারূপ অসদ্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হই না। অনেক সময় সাক্ষাদ্ ভাবে তাঁহাদিগকে কিছু না বলিলেও মনে মনে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হই এবং হিংসার বশীভূত হইয়া অপরের নিকট তাঁহাদের নানারূপ নিন্দা অপবাদ করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা আমার খুব প্রশংসা কিম্বা ইন্দ্রিয়প্রীতিকর ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি আত্মগরিমায় গৌরবান্বিত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও তাঁহাদের নিত্য অনুচরবর্গ আমার মত মায়াপিশাচীর করালগ্রস্ত বহির্ম্মুখকে এ বিষয়ে যে জাজ্বল্যমান শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপন দুর্দ্দৈববশতঃ সে কিছুতেই শুনিতে চাহে না, বা শুনিয়াও নিজের জীবনকে তদনুযায়ী গঠন করিয়া তুলিতে আদৌ তাহার স্পৃহা জন্মে না। হে ভ্রাতৃবৃন্দ। এতৎসম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে আজ মাত্র তিনটী ঘটনা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার প্রয়াস করিয়াছি, ইহা হইতে আপনারা আমার অনাদিবহির্ম্মুখতা, পাষণ্ডতা ও দুর্দ্দৈবের যাথার্থ্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

(১) শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যখন আপন দেহে কণ্ডুরসা প্রকাশের লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন ভক্তবৎসল প্রভু জোর করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। কণ্ডুরসা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিলে নিজে বিশেষ অপরাধী হইবেন মনে করিয়া শ্রীসনাতন প্রভুর নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেন, তথাপি প্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন করিলে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া জগদানন্দ পণ্ডিতকে এ বিষয়ে তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করায় জগদানন্দ তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া সনাতনের নিকট সরোষ অন্তরে বলিতে লাগিলেন—

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমা সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল॥ ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য। তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য॥ আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য। তোমারেহ উপদেশে বালকা, করে ঐছে কার্য্য॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে এইরূপ আত্ম-গৌরবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিতে লাগিলেন—শুনি সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল। জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥ জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস। মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি নিম্ব নিশিন্দা রস॥ আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান। মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥"

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট প্রচারক নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ পরম কারুণিক পতিতপাবনপ্রভু শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে তদীয় প্রভুর আপন অনুচর বর্গের সহিত এই লীলার তাৎপর্য্য আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহার কথঞ্চিৎ আমার আত্মকল্যাণ-লাভেচ্ছু ভ্রাতৃবর্গের নিকট বর্ণনা করিতেছি,—শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল জগদানন্দ প্রভু শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়মুক্ত হইয়াও জীব-শিক্ষার্থ আত্মকল্যাণকামী সাধক জীবের অভিনয় করিতেছেন। মহাপ্রভু আজ শ্রীসনাতনের গুণ-গৌরব বর্ণনামুখে শ্রীজগদানন্দকে তিরস্কার করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তোষ লাভ করিলেন না, বরং নিজকে বিশেষ দুর্ভাগ্যবান্ মনে করিয়া মহাপ্রভু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত শ্রীজগদানন্দের ভাগ্যকেই বিশেষরূপে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহা হইতে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে এই শিক্ষা দিলেন যে, সেব্য বা পূজ্য বস্তু অর্থাৎ হরিগুরু বৈষ্ণবের নিকট হইতে গৌরব ও বন্দনাদি সম্মান-লাভ প্রকৃত সেবকের পক্ষে কখনও মঙ্গল-দায়ক বা প্রীতিকর নহে, কারণ তাহাতে নিজকে গৌরবান্বিত ও উচ্চাধিকারী বোধ হওয়ায় অনেক সময় দাম্ভিকতা আসিয়া সাধকের তৃণাদপি সুনীচতা, অমানি-মানদত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিত গুণের স্থান অধিকার পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রমশঃ অধঃপাতিত করে। আর সেব্য বিগ্রহের তাড়ন ভর্ৎসনাকে সাধক তাঁহার সেবা বৃত্তির সহিত অবনত মস্তকে পুরস্কার-স্বরূপ গ্রহণ করিলে ভক্তিপথের যাবতীয় দুর্দ্দমনীয় অনর্থরূপ

কণ্টকগুলি সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে তত্ত্বৎ স্থান নিষ্কণ্টক দৈন্য সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য অমানি মানদত্ব অন্তর্দ্রোহিতা ক্লৈব্যক শরণতা প্রভৃতি সর্ব্ব মহাগুণের দ্বারা পরিপূরিত হইয়া সাধককে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বশেষে মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব সমাজের পদ লাভের অধিকারী করে। তখন তিনি নিত্যকাল শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য সহচররূপে অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্চম পুরুষার্থ বা কৃষ্ণ-সেবানন্দ লাভে কৃতার্থ হইয়া যথার্থই মহাভাগ্যবান নামে প্রশংসিত হন। এস্থলে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে তাহা হইলে কি গুরু-বৈষ্ণব আমাদের গুণ-বর্ণনমুখে কখনও প্রশংসা করিয়া থাকিলে আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের অহিতকামী বলিয়া ধারণা করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন - না, পরম দয়াল স্বতন্ত্র হরি গুরু বৈষ্ণব কখনও কোনও জীবের অহিতকামনা করেন না, তাঁহারা আমার মত অনাদি বহির্ম্মুখ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের দুঃখে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমাদিগকে ভগবৎসেবোন্মুখ বা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত করিবার জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কতভাবে কত সুযোগ প্রদান করেন, তাহা আমাদের মায়াপিশাচীগ্রস্ত মোহ-বিভ্রান্ত চিত্তের ধারণার অগম্য।

ইহ-জগতে যেমন পিতা-মাতা আপন শিশু-সন্তানগণের অনিত্য দেহ মনের সুখ-কামনায় তাহাদিগকে কখনও তাড়ন, কখনও ভর্ৎসন, কখনও পদাঘাত, কখনও চপেটাঘাত, কখনও বা প্রশংসাদি করিয়া থাকেন, জীবের নিত্যকালের বন্ধু গুরু-বৈষ্ণবগণও সেইরূপ আমাদিগের নিত্য মঙ্গল-কামনায় চেতনের বৃত্তি জাগ্রত করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত করিবার জন্য আমাদিগকে তাড়ন-ভর্ৎসন-প্রশংসাদি-দ্বারা শোধন করিতে যত্নবান হন। একদিকে যেমন অনর্থ নিবৃত্তি করিয়া কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করিবার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করিয়া থাকেন, অন্যদিকে হরিভজনে দিন দিন যাহাতে আমাদের আগ্রহ ও প্রাণের আকুলতা বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য সময় সময় আমাদিগকে প্রশংসা, সম্মানাদি দ্বারাও উৎসাহিত করিয়া থাকেন। পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী গুরু-বৈষ্ণবের এইরূপ অমন্দোদয়-দয়াকে নিত্য-মঙ্গলের হেতু বলিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া যদি তাঁহাদের আপাত কটূক্তিগুলিকে নিজের অপমান ও লাঞ্ছনা প্রাপ্তির কারণ বলিয়া মনে করি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রশংসা ও সম্মানাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজকে তাঁহাদের উঁচু বা বড় বলিয়া বিবেচনায় "আমিও ত বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি"—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবগণ আবার তৃণাদপি সুনীচ, অমানি-মানদ প্রভৃতি মহাগুণে বিভূষিত—নিজকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া, অমানী হইয়া অন্যকে সম্মান-দান করাই তাঁহাদের স্বভাব, সুতরাং আপন স্বভাব-বশতঃ যখন তাঁহারা নিজকে হীন বলিয়া আমাদিগকে সম্মান প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিবেন, তখনও আমাদের তাঁহাদিগকে নিত্যকালের সেব্য ও পূজ্যবস্তু মনে করিয়া শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য, আত্ম-কল্যাণ-লাভেচ্ছু সাধকের কখনও আরাধ্য-বস্তুর নিকট হইতে মর্য্যাদা লাভের অভিলাষী হওয়া উচিত নহে। আমাদের চরিত্রগত কোন দোষ কিম্বা হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবার কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য লক্ষ্য করিয়া যদি তাঁহারা কখনও আমাদিগকে তিরস্কারাদি করেন তাহা হইলে তাহা আমাদের সৌভাগ্যেরই বিষয় এবং কোনও অন্যায় সুশিক্ষালে যদি কখনও আমরা আমাদের এই কুকুর-শৃগালের ভক্ষ্য-দেহে তাঁহাদের পদাঘাত বা চপেটাঘাতরূপ মহৎকৃপা লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে তাহা আমাদের মহা-সৌভাগ্যের কারণরূপে নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

কটক প্রসঙ্গ

শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের ভক্তগণ দ্বারে দ্বারে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার করিয়া জীবহৃদয়ে গৌরকথা-সুধা-স্বধুনী আনয়ন করিতেছেন। সচ্চিদানন্দ গৌর-ভগবানের প্রিয়তম সেবক, তদভিন্ন কলেবর শ্রীল সচ্চিদানন্দ দাসের কৃপাই এই প্রচারের মূল।

গত ২১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার উড়িষ্যা দেশের মুখোজ্জ্বল, পরার্থে জীবন উৎসর্গকারী, স্বনামধন্য মিষ্টার এম এস দাস (বিখ্যাত মধুবাবু) মহাশয় শ্রীমঠে আগমন করিয়া ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের সহিত এক ঘণ্টাকাল নিত্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজের সঙ্গে শ্রীহরিকথায় তিনি পরম প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে মঠে আসিয়া ধর্ম্মালোচনার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় আমাদের মধুবাবু দীর্ঘায়ু লাভ করত শ্রীগৌর ভগবানের কথায় মনোযোগ দেন—ইহাই সকলের প্রার্থনা।

গত ২২শে আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীল ভারতী মহারাজ কটকের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গা প্রসন্ন দাস গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষয় ছিল "দৈবী মায়ার হাত হইতে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও কি উপায়ে অনায়াসে তরিতে পারেন" ভক্তবর নিমি রাজের এই প্রশ্নে, নবযোগেন্দ্রের অন্যতম,—প্রবুদ্ধ হইতে উদ্ধৃত শ্রীপ্রবুদ্ধ যে উত্তর দান করিয়াছিলেন, সেই অংশ বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শব্দশাস্ত্রে নিষ্ণাত পরব্রহ্মসেবারত শ্রীগুরুর আনুগত্যেই জীব মায়া-মুক্ত হইতে পারেন। লৌকিক গুরু, কৌলিক গুরু, ব্যবহারিক গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর চরণাশ্রয় করা প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থীর কর্ত্তব্য। গর্ভাধান, চূড়াকরণাদি সংস্কারের অন্যতম, দীক্ষা গ্রহণ ব্যাপার নহে। প্রথমোক্ত ব্যাপারগুলি লৌকিক জগতে দেহাদির, আর দীক্ষাক্রিয়া আত্মার অভিব্যক্তি। একটী লৌকিক, অপরটী পারমার্থিকী ক্রিয়া।

গত ২৩শে আষাঢ় শনিবার স্বামীজি, স্থানীয় প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের ভজন যে কোনও আশ্রমে থাকিয়া হইতে পারে, যে কোনও বর্ণে থাকিয়া হইতে পারে। দেবত্ব, ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব—শ্রীভগবদ্ভজনের কারণ নহে। দান, তপস্যা, পূজা, আচার ও ব্রতপালনের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এসব ছাড়িয়া কেবল মাত্র যাঁহাতে অমলা ভক্তিতে তিনি প্রীত হন।

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন
ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥
ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২।

এই সহজ কথা লোকে বুঝিতে পারে না। কেবলমাত্র স্বশৃগালভক্ষ্য দেহের অভিমানে মত্ত হয় এবং উচ্চ বর্ণাশ্রমে অবস্থান করিয়া বর্ণ ও আশ্রমেতর ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া অক্ষয় নরকের সন্ধান করে অভিমান-মত্ত ব্যক্তি নিজের সন্ধান পায় না সে জন্য নিজেরও উপকার করিতে পারে না, পরোপকার ত দূরের কথা। এ সম্বন্ধে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রভু সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

মনরে কেন আর বর্ণ-অভিমান।
মরিলে পাতকী হবে, যমদূত যাবে লয়ে,
না করিবে জাতির সম্মান ॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পাবে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান ॥
তবে কেন অভিমান, লয়ে তুচ্ছ বর্ণমান,
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চ বর্ণ পদ ধরি' বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকেও না কর সন্ধান ॥

শব-বিষ্ঠাভোজী সামান্য কুকুরও নিজেকে কুকুর, শৃগালও নিজেকে শৃগাল জানে। আর আমরা প্রাণি-শ্রেষ্ঠ হইয়াও যদি ঐ ঘৃণিত পশুর বিচার গ্রহণ করি, তবে আমাদের স্থান কোথায়? সুবুদ্ধিমান্ বিচার করিবেন।

এ ত' গেল সামান্য কথা। আরও গুরুতর অপরাধ এই যে, আমরা যখন দেহাভিমান-মত্ততার চরম সীমায় উপনীত হই, তখন বর্ণান্তরে আগত লোকোত্তর পুরুষগণকে বর্ণাশ্রম-গো-গৃহে পুরিবার চেষ্টা করি এবং আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, দিবান্ধ পেচক যেমন উচ্চাকাশে বিরাজিত অংশুমালীদর্শনে বঞ্চিত হয়, সংসারগন্ধ-সম্পর্ক-রহিত দিব্যপুরুষগণকে হীনবর্ণে আগত দেখিয়া মাদৃশ ব্যক্তিগণেরও দিবান্ধত্ব উপস্থিত হয়। ভক্তগণ শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপ কলেবর। 'পিতা' বলিলে যেমন পুত্রহীন ব্যক্তিকে বুঝায় না, 'ভগবান' বলিলেও সেইরূপ ভক্ত ছাড়িয়া ভগবান বুঝায় না। শ্রীভগবান্ যেমন সর্ব্বকুলে অবতীর্ণ হইয়াও ভগবান্, জলজন্তু, মৎস্য কিংবা কূর্ম্ম নহেন, বন্য বরাহ নহেন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য নহেন, সেইরূপ তদভিন্ন পুরুষগণ যে সে কুলে আসিয়াও নরাধম, মর্ত্ত্য, কর্ম্মফলবাধ্য জীব-বিশেষ নহেন। শ্রীভগবান যেরূপ স্বীয় অভিপ্রেত কার্য্য সকলের উপযোগিরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ স্বীয় উপদিষ্ট ধর্ম্মের আশ্রয় সহকারে নিকৃষ্টবর্ণজাত ব্যক্তিও সংসার উদ্ধার করিতে পারেন, ইহা জানাইবার জন্যই দিব্যসূরিগণ তাদৃশ অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধেও ঠাকুর বলিয়াছেন—

সামাজিক মান লয়ে, থাক ভাই বিপ্র হয়ে
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ লয়ে
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান্ ॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথা-শক্তি
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সন্ধ্যাদি ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতি গান ॥

শ্রীযুক্ত কেদার বাবু সদনুরাগী হৃদয়বান ব্যক্তি। শ্রীহরিকথা প্রচারে তাঁহার বড়ই উৎসাহ। আমরা শ্রীগৌরহরির নিকট তাঁহার হরিসেবা প্রবৃত্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।

নানা কথা

(স্থানীয়)

কৃষ্ণনগরের ড্রেন

কয়েক দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের সহিত বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের একটী পরা-

মর্ম্ম সভায় কৃষ্ণনগর সহরের ড্রেনের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। ইহার ফলাফল জানিবার জন্য কৃষ্ণনগরবাসী উদ্গ্রীব হইয়া আছেন।

কৃষ্ণনগর সহরের জল নিকাশের জন্য কোন ড্রেন বা কোনরূপ ব্যবস্থা আদৌ নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে বৃষ্টির জল এবং সহরের ময়লাজল জমিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ হইত, এখন কলের জল হওয়ায় সেই কলের পার্শ্বে যে জলটা জমিয়া যায়, তাহা উহার সহিত মিশিয়া সেই জল রাস্তার বা রাস্তার পার্শ্বে জমিয়া লোকের দুর্গতির একশেষ করিয়াছে। শীঘ্রই ইহার একটা ব্যবস্থা না হইলে সহরের স্বাস্থ্য যে দিন দিনই খারাপ হইবে,এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

লোক্যাল বোর্ডের নির্ব্বাচন

লোক্যাল বোর্ডের নির্ব্বাচন শীঘ্রই আসিতেছে। এবার সদর ও নবদ্বীপ থানা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদর লোক্যাল বোর্ডের নির্ব্বাচন জন্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন ও তাঁহারা রীতিমত উপযুক্ত এবং নির্ব্বাচিত হইলে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথ পাল চৌধুরী ২। শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী ৩। মৌলভী নজির আহাম্মদ ৪। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী। ৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত।

দুর্ঘটনা

মায়াপুর গ্রামের ইংলাল মণ্ডলের পুত্র আতি সেখ গত পরশ্ব ধানবোঝাই একখানা গরুর গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইবার সময় রাস্তায় গাড়ীর উপর হইতে পড়িয়া যায় এবং তাহার বুকের উপর দিয়া ঐ গাড়ীর এক খানা চাকা চলিয়া যায়। অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে সেখান হইতে গাড়ীতে আনা হয়। আঘাত খুব সাংঘাতিক। শ্রীচৈতন্যমঠের ডিস্পেনসারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে আছে।

নদীয়া রাজ ষ্টেট

নদীয়ার মহারাজা বাহাদুর ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ষ্টেট মহারাণী স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিবেন কি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে সমর্পণ করিবেন, এ বিষয় নিয়া কল্পনা চলিতেছিল। অবশেষে কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে সমর্পণ করাই স্থির হইল। গত সোমবার নদীয়া রাজ ষ্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডে সমর্পণ করা হইয়াছে। ২।১ দিনের মধ্যেই ষ্টেটের কার্য্য-ভার কোর্ট অব ওয়ার্ড গ্রহণ করিবে।

এবং ফসলের অবস্থা

প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। স্থানীয় ফসলের অবস্থা আদৌ ভাল নহে। মাঝে মাঝে রৌদ্র হইলে আউস ধানের অবস্থা ভাল হইত। গঙ্গার জল যেরূপ বাড়িতেছে, এইরূপ বাড়িতে থাকিলে এ প্রদেশে আউস ধান সমস্তই ডুবিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

(ভারতীয়)

মুর্শিদাবাদ—বেলডাঙ্গা

(নিজস্বসংবাদদাতার পত্র)

বেলডাঙ্গা রেল ষ্টেসনের নিকট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই চিকিৎসালয়ে একটী এম্, বি ডাক্তার এবং একটী শিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত আছেন। এতদিন ধাত্রীর জন্য কোন কোয়ার্টার ছিল না, সম্প্রতি স্থানীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী হাজী মহাম্মদ ইউসুফ সাহেব প্রায় ৩৫০০৲ ব্যয়ে ডাক্তার খানার সংলগ্ন একটী কোয়ার্টার (বাস-ভবন) প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এই কোয়ার্টারের দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে গত ৮ই জুলাই রবিবার বহরমপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, জে, গ্রিফিথ্ আই, সি, এস্, এর সভাপতিত্বে এখানে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ার ম্যান কাশিমবাজারের মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, ভাইস্ চেয়ার ম্যান্, সিভিল সার্জ্জন, সবডিভিসন্যাল অফিসার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় শিক্ষা কৃষি এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন।

হাজী সাহেবের এই দাতব্য চিকিৎসালয়টার উপরে বিশেষ দৃষ্টি আছে। তিনি গত বৎসর ডিস্পেনসারীর দুই দিকে দুইটী গৃহ (অস্ত্রোপচার গৃহ এবং স্ত্রীলোকদিগের বসিবার গৃহ) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং শীঘ্রই প্রসব গৃহটী নির্ম্মাণ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার এই দেশ-হিতকর কার্য্যে দানের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। বঙ্গদেশবাসী ধনী-সম্প্রদায় তাঁহার এই মহৎ দানের অনুকরণ করিবেন কি?

কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

শুনা যাইতেছে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই বহরমপুরে আসিতেছেন।

নারায়ণগঞ্জে যৌথকারবার.

ঢাকা নারায়ণগঞ্জে সম্প্রতি 'মহাজন ব্যাঙ্কিং এণ্ড লোন কোম্পানী লিঃ' নামে একটী ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলামোহন গাঙ্গুলী ইহার সেক্রেটারী হইয়াছেন।

কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব-গৃহীত

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সাইমন-কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উঠিয়াছিল। প্রস্তাবটীর পক্ষে ৭০টি এবং বিপক্ষে ৫০টি ভোট হইয়া প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কথা উঠিলে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নাই।

ভূগর্ভোত্থ অগ্নি

প্রকাশ যে শ্রীনগর থানার অধীন কাইলীন বিলে প্রায় ১৫।২০ দিন ধরিয়া ভূগর্ভ হইতে ধূমায়মান অগ্নি নির্গত হইতেছে।

কুমীরের উৎপাত

গত ৭ই জুলাই চুয়াডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী কেদারগঞ্জ গ্রামে হাতলিয়া নদীতে সন্ধ্যা-বেলায় মাছ ধরিবার সময় কেশব মালোকে কুমীরে ধরিয়া লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে দেখা গেল, তার মাথাটা নদীর তীরে পড়িয়া আছে।

হিন্দী সাহিত্যে দান

সরস্বতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী কাশীনগরী প্রচারিণী সভাকে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রতিবৎসর শ্রেষ্ঠ হিন্দি অনুবাদক বা লেখককে একটী সুবর্ণ পদক দেওয়া হইবে।

কাশীতে বৃষ্টি

বাংলা দেশে প্রায় প্রত্যহই অতিরিক্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু কাশীতে অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেল যে, গত ৮ই জুলাই রাত্রে কাশীতে খুব বৃষ্টি হইয়াছে। প্রায় সমস্ত রাত্রিই বারিবর্ষণ হইয়াছিল।

বৃষ্টিতে ব্রহ্মদেশে রেল লাইনের অবস্থা

প্রচুর বারিপাতে শোয়েবো ও কানবালু এবং সাগাইং-ইউ শাখায় ওয়াটিং, ওয়ানবি এবং চাম্বা ও ইউর মধ্যের রেল লাইন অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জল নাবিয়া না গেলে রেল চলাচল অসম্ভব।

ই আই রেল দুর্ঘটনা—

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বেলুড় এবং ডানকুনী ষ্টেসনের মাঝখানে গত রবিবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আপ্ গয়া এক্সপ্রেসখানি লাইনচ্যুত হইয়া ৫ খানা গাড়ী একেবারে ভাঙ্গিয়া চু মার হইয়া গিয়াছে। কত লোক হতাহত হইয়াছে, তার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে মোটামুটী জানা গিয়াছে যে, ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং প্রায় শতাধিক আহত হইয়াছে। কতকগুলি আহত ব্যক্তি সেই রাত্রেই ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে পলাইয়া গিয়াছিল। ৪৫ জন আহত ব্যক্তিকে মেডিকেল কলেজ হস্পিট্যালে দেওয়া হইয়াছে। প্রায় সকলেরই আঘাত খুব গুরুতর। যাঁদের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁদের কাহারও হাত নাই, কাহারও মাথাটা উড়িয়া গিয়াছে, কাহারও বা পা দুখানা কোথায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া পড়িয়াছে। সে ভীষণ দৃশ্য দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

রেল কোম্পানী এই রেল দুর্ঘটনাটী বোধ হয় দস্যুদের উপরে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। কারণ ইতি মধ্যে ই, আই রেলের এজেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, উপযুক্ত প্রমাণ সহ এই দুর্ঘটনাকারীদের ধরাইয়া দিতে পারিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা এই ঘটনাটীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। গুজবে শুনা যায় যে, বহু সংখ্যক মৃতদেহ সেই ঘটনাস্থলেই নাকি প্রেরিত করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা নিরন্নদের সাহায্যার্থ আসিলে রেল-কর্ম্মচারীগণ এবং পুলিশ তাহাদিগকে সে সাহায্য করিতে দেন নাই। সেদিন ঐ ট্রেণে কতগুলি টীকেট হাওড়া ষ্টেসনে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা রেল কোম্পানীর প্রকাশ করা উচিত।

আকাশ পথে মাল চালান

আজকাল পাশ্চাত্য দেশ মাত্রেই ব্যোমপথে লোক-যাতায়াত এবং ব্যবসায়ের মাল পত্র চালানের ব্যবস্থা করিতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আকাশপথে ফলাফলের সুবিধা হইয়া উঠিতেছে, তবে সব বিষয়ে এখনও নিরাপদ হইতে পারা যায় নাই। এখনও এবিষয়ে জার্ম্মানীই অগ্রগণ্য। জার্ম্মানী ১৪৫০০০ মাইল রাস্তা বিমান সহযোগে মাল বহনের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যায় ফাঁসির হুকুম

মজলল রহমান নামে একটী মুসলমান যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, এচ্, ডবলিউ, ডেভিস্কে হত্যা করিয়াছিল, একথা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সম্প্রতি বিচারে গত ৯ইজুলাই সেসন জজ মিঃ এ, পি, পোর্টার জুরী গণের সহিত একমত হইয়া আসামী রহমানকে ফাঁসীর (প্রাণদণ্ডের) হুকুম দিয়াছেন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আষাঢ়, শনিবার—১৩৭৫।

কলিপঞ্চক

(… শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

…নীয় অধর্ম্ম-পোষ্টা কলি, কলিবৈরী … পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়া … শরণাগত হইল, তখন পরীক্ষিৎ … যে পাঁচটী স্থানে অধর্ম্ম বিরাজিত … বশার বৈষ্ণব সাধুগণের যাতায়াত …, যেগুলি বৈষ্ণবগণ ভক্তি-পরিপন্থী … সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করেন, সেই সেই … কলির অর্থাৎ বিবাদের উপযুক্ত … নির্ণয় করিয়া দিলেন—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি
কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রা
ধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ
প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো
বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥

—রাজা পরীক্ষিৎ কলির এইরূপ …র্থনা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে বাসোপ…গী যে যে স্থানে দ্যূত (অর্থাৎ অবৈধ …ড়া), পান (মদ্যাদি সেবন), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), … (জীবহিংসা) এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম …ছে, সেই চারি প্রকার স্থান প্রদান …রলেন।

(উক্ত চতুর্ব্বিধ স্থান পাইয়াও) …ন্যায় স্থানপ্রার্থী হইলে নিগ্রহানুগ্রহ …র্থ পরীক্ষিৎ সেই কলিকে সুবর্ণ প্রদান …রলেন। সেই সুবর্ণ দানেই কলিকে …থ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্য কাম, রজো… হিংসা, এই চারিটি স্থান ও পঞ্চম …শত্রুতারূপ স্থানটি প্রদত্ত হইল।

দ্যূত

এখন আমরা কলি-পঞ্চকের একটি …টি করিয়া পর পর আলোচনা করি…র প্রয়াস পাইব। এই কলিপঞ্চক …ন্ধে পরিজ্ঞাত না হইলে পারমার্থিক …থই লাভ হয় না, সদসৎ, ভাল মন্দ, …ধর্ম্ম, সাধু অসাধু, কোনটিই জানিবার …বিধা হয় না। মুড়ি মিছ্রি একদর মনে …রিয়া কেবল গোলে হরিবোল দিয়া …টিতে হয়। শুদ্ধ ভজন, শুদ্ধ ভক্তি, …দ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গ কোন্ অজানা দেশে …ড়িয়া থাকে, তাহার কোন সন্ধানই …ওয়া যায় না। … সাধুসঙ্গ করিতে …ইয়া … চরণের, কবলে পতিত হইয়া কেবল বঞ্চিতই হই। ক্রমে শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগকেও বঞ্চক মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করায় ঈশ্বর-নিষ্ঠাপর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া একেবারে নাস্তিক হইয়া যাই। সুতরাং বিশেষ মনোযোগ সহকারে আমাদের কলি-পঞ্চক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অতি প্রয়োজন। প্রথমে দ্যূত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত টীকা ভাষ্যকার দিগের দ্বারা কি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করা যাউক।

অপ্রাণী বস্তু দ্বারা ক্রীড়াকেই দ্যূত-ক্রীড়া বলে। সাধারণতঃ তাস, দাবা, পাশা, ঘোড় দৌড়, জলের খেলা, জুয়া, লটারি, সতরঞ্চ, দশ পঁচিশ, বাঘবন্দী প্রভৃতি দ্যূত ক্রীড়া মধ্যে গণ্য। ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কলির অভ্যুদয়ে কত নূতন নূতন দ্যূত ক্রীড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মের আবরণ দিয়াও বহুবিধ অপ্রাণী বস্তু দ্বারা ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। সুধী ভগবদ্ভক্তগণ তাহা কলির স্থান জানিয়া ঐ সকল স্থান হইতে অপরকে সতর্ক করিয়া থাকেন।

এই সব বাক্যাবলী আমাদের অনেকের নিকট নূতন বোধ হইলেও উহা সুপুরাতন শ্রীমদ্ভাগবত-কথা। আমাদের দুর্দ্দৈব, তাই এতদিন শ্রীমদ্ভাগবত তথা-কথিত ভুতক ভাড়াটিয়া কথকদের নিকট শুনিয়া কিম্বা নিজে অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে এসকল বৈষ্ণবাচার্য্যের অমূল্য সিদ্ধান্ত আছে জানিবার সুযোগ ঘটে নাই। কেবল দশম-রাসপঞ্চাধ্যায় লইয়া সকলে বিভোর। সেই নিমিত্ত আজ নূতন করিয়া পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের যোগ্যতা দান করিবার জন্য, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সজ্জন-তোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান দিয়া যাইতেছেন। এই সমস্ত পারমার্থিক সংবাদ পত্রে যাহাদের রুচি হইল না, তাহারা কেবল ৬০।৭০ সের ওজনের একটা দেহের বোঝা বহন করিতে করিতেই যথা-স্থানে চলিয়া গেলেন। গত মাথাগণার সময় কোন দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যায় মানুষের মাথা কম হওয়ায় গাছের মাথা গণিয়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাইয়াছিলাম। ঘটনা ঠিকই হইয়াছে। জগৎ কোথায়, যদি পারমার্থিক কোন সংবাদই না শুনিলাম, তবে বৃক্ষ হইতে বরং আমাকে নিকৃষ্টই বলিতে হইবে। কারণ বৃক্ষের কোন গুণই যখন আমার নাই।

যাঁহারা জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত ভাবে বাহ্য বিনিময়-অপ্রত্যাশী অবস্থায় শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা … আরম্ভ করেন

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম দিনের পর)

কোনার্ক বা কণারক

রথযাত্রার পরদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রধারে বেড়া'তে বেড়া'তে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তিনি আজ প্রাতে কণারক গিয়েছিলেন। তাঁর নিকট থেকে শুনে জানলাম্ কণারক সত্যি একটী দেখ্‌বার জিনিষ এবং এখান হ'তে কতকটা পূর্ব্ব উত্তর কোণে সমুদ্রের ধারে— যাতায়াতে প্রায় একশো মাইলের উপর, এর কতকটা রাস্তা পাকা এবং কতকটা কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে মোটরে বা গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায়।

পুরীতে অনেকগুলি মোটরগাড়ী ভাড়া খাট্‌বার জন্যে আছে এবং প্রায় সব সময়ই ট্যাক্সী ভাড়া পাওয়া যায়। সেখানে একটী এ্যাসোসিয়েসনও সম্প্রতি হ'য়েছে। সেই এ্যাসোসিয়েসন হ'তে নিয়ম ক'রে ভাড়ার হার ঠিক ক'রে দিয়েছেন যে, সহরের ভিতরে ফি মাইল ৷৷৴০ দশ আনা, সহরের বাইরে গেলে ফি মাইল ৷০ চার আনা এবং বাইরে কোথায়ও কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হ'লে ফি মাইল ৷৴০ ছ' আনা।

আমার কণারক যাওয়ার খুবই ইচ্ছা হ'ল; তখনই নিকটস্থ একটী মোটর গ্যারেজে গিয়ে একখানা ট্যাক্সী ঠিক ক'রে এলাম এবং প্রাতে ঠিক ৮টার সময় মোটর পাঠিয়ে দিতে ব'লে এলাম। বাসায় ফিরে এসেই গিন্নিকে এই শুভ-সংবাদ দিতে তিনি ব'ল্‌লেন—"সেখানে কোন ঠাকুর-দেব্‌তা আছে?" আমি ব'ল্‌লাম "আমি শুনেছি, সেখানে কোন ঠাকুর-দেব্‌তা না থাক্‌লেও সেটি সূর্য্যোপাসকদের একটি প্রধান তীর্থ এবং যে সূর্য্যের মন্দিরটি ভগ্ন অবস্থায় আছে, তার কারুকার্য্য এত সুন্দর যে, ভারতবর্ষের মধ্যে তেমনটি খুব কমই আছে।"

পরদিন সকালে ৮টার সময় আমরা উড়িষ্যাবাসীর অতি প্রিয় খাদ্য পখাল বা ঠাণ্ডা পোলাও (ভিজে অন্ন) এবং তার সঙ্গে আম, কলা, দই প্রভৃতি দিয়ে বেশ ক'রে জলযোগটা সেরে নিলাম।

নাই। তাঁহাদের এত মাথা ব্যথা আমাদেরই জন্য। তাঁহাদের মঠবাড়ী করা, উৎসব করা শুধু আমাদেরই জন্য। তবু যদি আমরা একটু মানুষের মত মানুষ হই? কদাচারগুলি বর্জ্জনীয় জানিয়া যদি কেহ কোন ভাগ্যক্রমে সদাচার গ্রহণ করিয়া সত্যে প্রীতি প্রদর্শন করি? ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রার্থ্য বিষয়।

সওয়া আট্‌টায় মোটরে … ১১টার কিছু পরেই … মন্দিরে এসে উপস্থিত হ'লাম। … উপরের অংশ ভেঙ্গে প'ড়ে নীচে … স্তূপ হ'য়ে র'য়েছে দেখা গেল। … অংশটা এখনও ভাল আছে। … যে পর্টুগিজেরা মন্দিরের উপরের … তোপ দিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল। মন্দিরের গায়ে যে সব পাথরের মূর্ত্তি এবং কারুকার্য্য দেখ্‌লাম, সেগুলি … সুন্দর। মন্দিরটি খুব বড়, ঠিক … দেখ্‌তে,—নীচের পাথরে খোদিত … এবং ঘোড়া আজও মন্দিরের … বৃদ্ধি ক'রে র'য়েছে।

পূর্ব্বে মন্দিরের ভিতরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরে এবং চারি দিকে চুম্বক বাঁধিয়া আশ্চর্য্যজনক ভাবে শূন্যের উপরে সূর্য্যদেবের লৌহময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঐ মূর্ত্তি … আর নাই,—তাঁর স্মৃতিটা বুকে … তাঁরই ভগ্ন মন্দির আজও জগতের … একটি অতি সুন্দর প্রাচীন শিল্পকলার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মন্দিরের নিকট দিয়ে অন্তঃসলিলা চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিতা। তার বালি সরিয়ে দিলেই বেশ ভাল জল পাওয়া যায়। কণারক মন্দির চন্দ্রভাগার নিকটে ব'লে, অনেকে ইহাকে চন্দ্রভাগা-তীর্থও বলে। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হ'তে আমাদের চাকরটি মুড়ি ও নারিকেল কিনে নিয়ে এল।

পুরী হ'তে এতটা রাস্তা এলাম— আসতে পথে মাঝে মাঝে দু' একটী গ্রাম কাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, নচেৎ অধিকাংশ রাস্তায়ই জন-মানব নাই। এরূপ রাস্তায় গরুর গাড়ীতে যাতায়াত নিরাপদ ব'লে মনে হ'ল না। গরুর গাড়ীর ভাড়া যাতায়াত ৯।১০ টাকা এবং যাতায়াতে প্রায় দু' দিন সময় লাগে।

আমরা প্রায় এক ঘন্টাকাল ভাল ক'রে দেখে-শুনে ১২টার সময় আবার মোটরে উঠে প্রায় ৩টার সময় বাসায় ফিরলাম। মোটর ভাড়া মোট … টাকা দিতে হ'ল।

(ক্রমশঃ)

কৃপাদণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২) শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন-পিপাসু হইয়া একবার গৌড়দেশ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস … শিবানন্দ সেন, মুরারি, শুক্লাম্বর, … প্রভৃতি পার্ষদবর্গ …

করিলেন। শিবানন্দ সেন নীলাচলের পথে ভক্তগণের বাসস্থান, আহার-সংস্থান ঘাঁটী সমাধান প্রভৃতি সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন কোনও প্রতিবন্ধক নিবন্ধন তিনি নিত্যানন্দপ্রভু ও তদীয় সঙ্গী অনুচরবর্গের বাসস্থান ও ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে না দেওয়ায় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ক্রোধাভাস প্রদর্শন পূর্ব্বক শিবানন্দকে গালি দিতে লাগিলেন,—"তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল। ভোকে মরি গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল॥" নিত্যানন্দ-শাপ-শ্রবণে শিবানন্দ-পত্নী ক্রন্দন করিতে করিতে শিবানন্দকে শাপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন, তাহা শুনিয়া শিবানন্দ, পত্নীকে আশ্বাসন করিয়া বলিলেন,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া। মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা॥" পত্নীকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া শিবানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে নিত্যানন্দ কি করিলেন?—"উঠি তাঁরে লাথি মারিলা প্রভু নিত্যানন্দ।" নিত্যানন্দপ্রভুর পদাঘাত-প্রাপ্ত হইয়া শিবানন্দ সেন কি করিলেন, শ্রবণ করুন—"আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদ-প্রহার পাঞা। শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া॥ চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা। বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥ আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা। যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা॥ 'শাস্তি' ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা'। ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা? ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু। হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥ আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম। আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম॥"

(৩) একবার রথ-যাত্রার সময় শ্রীবাস পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় মহারাজ প্রতাপরুদ্রও তদীয় মন্ত্রী হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বন করিয়া প্রেমাবিষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুর নর্ত্তন-দর্শন-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। হরিচন্দনকে রাজার সম্মুখে দেখিয়া শ্রীবাস রাজার অবাধে দর্শন-সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হরিচন্দনকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করত এক পার্শ হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বার বার হস্তদ্বারা ঠেলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও হরিচন্দন সেবা বিঘ্ন করায় শ্রীবাস নৃত্যা-বেশে ক্রোধাভাস প্রদর্শন পূর্ব্বক হরিচন্দনকে এক চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন শ্রীবাসের চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে তাহার প্রতিকারের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—"ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা। আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হৈলা॥"

তাহা। উপরি-উক্ত লীলা-ত্রয়ের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও তদনুগ নিত্য-সিদ্ধ-পার্ষদগণ আমার মত অনর্থযুক্ত অনাদি-বহির্ম্মুখ-জীবগণকে ভগবৎ-সেবোন্মুখ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ উপদেশামৃত বিতরণ করিয়া যেরূপ অতুলনীয় দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সদগুরুর আনুগত্যে বিচার করিয়া দেখিলে বাস্তবিকই চিত্তে অপূর্ব্ব চমৎকারিতার উপলব্ধি না হইয়া থাকিতে পারে না। এক দিকে যেমন শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শিবানন্দ সেন, মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিত্য সেব্য ও পূজ্য বস্তু হরিগুরু-বৈষ্ণবের তাড়ন-ভর্ৎসন-পদাঘাত-চপেটাঘাত প্রভৃতি সাধারণ বহির্ম্মুখের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়-দণ্ডরাশিকে আত্ম-কল্যাণ-লাভেচ্ছু সাধকগণ কিরূপে অমন্দোদয়-কৃপাদণ্ড স্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক উহা যে সেবাবস্তুর সেবকের প্রতি অত্যন্ত-প্রীতির নিদর্শন—সেবাবস্তুর সেবককে অত্যন্ত নিজ-জন-জ্ঞানের পরিচায়ক, তাহা শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ হইয়াও আত্ম সদগুরুর অনুগতা-ভিমানী সাধকরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন, পক্ষান্তরে তেমনি শিবানন্দসেনের পত্নী ও হরিচন্দন সেবাবিমুখ-জীবের লীলাভিনয় করিয়া গুরু গৌরাঙ্গের সেই শাস্তিচ্ছলে অমন্দোদয়-কৃপাদণ্ডকে অজ্ঞানের স্থায় মায়া-পিশাচীর কবল-গ্রস্ত যম-দণ্ড্য জীবগণ কিরূপে নিজের অমঙ্গল, অসম্মান প্রভৃতির কারণ-রূপে সাব্যস্ত করিয়া সেই আত্ম-কল্যাণ-কামী করুণাবতার সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি দুঃখিত, কুপিত ও দ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়, এমন কি তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেও বিরত না হইয়া অনন্তকাল কুম্ভী-পাকে অবস্থান করিবার বেশ সুযোগ করিয়া লয়, তাহা আজ উপরি-উক্ত জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ-নিচয় দ্বারা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

"অভয়"

"দাদা! তুমি সেদিন রাত্রে আমাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ছিলে, ভয়ে আমার দাঁত লেগেছিল। আজ আমিও তোমাকে ভয় দেখাব।" এই বলে চার বছরের বালকটী তার বড় দাদার গায়ে একটী রবারের সাপ ফেলে দিল। অল্পবুদ্ধি বালকটী মনে করেছিল, আমি যেমন অন্ধকার ঘরে ভূতের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, দাঁত লেগেছিল, আমার বড় দাদাও সেইরূপ 'ওরে সাপরে কামড়ালরে' বলে সত্য সত্যই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন, তাঁর দাঁত লাগবে। কিন্তু তার দাদা সেই সাপটীর মুখে আঙ্গুল দিয়ে হাসতে লাগলেন। তাহা দেখে ঐ বালক অবাক্ হয়ে গেল। এস্থলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, বালকটীর কেন ভয় হল এবং তার দাদারই বা ভয় হল না কেন? বালকটীর ধারণা আছে যে, অন্ধকার রাত্রে ভূত আসে এবং সেই ভূত ছেলে ধরে নিয়ে যায়, তার উপর সে একা আছে, যারা ভূত তাড়াতে পারে তার পিতা, মাতা, দাদা কেহই তার কাছে নাই, শুধু তাই নয়, ঘোর অন্ধকারে তার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিটী ঢাকা আছে, সেই জন্য তার দাদা যে ভূত সেজে বসে আছে, তা সে বুঝতে পারে নাই, তাই সে তার দাদাকেই ভূত মনে ক'রে ভয় পেয়েছিল। আমাদের বুদ্ধিও ঠিক ঐ বালকের মত, তাই এসংসারে থেকে আমরা সব সময়েই ভয় পাই—"আহা! আমার চেহারাটী কেমন দিন দিন ফুটফুটে হচ্চে! এখন গ্রামে বসন্ত রোগ হচ্চে, যদি আমারও হয়, তবে চেহারাটি কুৎসিৎ হয়ে যাবে কিম্বা যদি মরে যাই তবে বেশীদিন সংসার-সুখ ভোগ করতে পেলাম না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, অসুরের মত দিনরাত খেটে, এত টাকা সঞ্চয় করলাম, যদি চোর, ডাকাত এসে লয়ে যায়, তবে এক রাত্রিতেই ফকির হয়ে যাব, এক লক্ষ টাকা খরচ করে এমন সুন্দর বাড়ীটী করলাম যদি ভূমিকম্প হয়, তবে পাঁচ মিনিটেই জন্মের সাধ মিটে যাবে, আমার স্ত্রী পাছে মরে যায়, বিশ বছর কার্ত্তিক পূজা করে কার্ত্তিকের মত একটী ছেলে হয়েছে, এমন ছেলে গ্রামের মধ্যে নাই, যদি ঐ ছেলেটী মরে যায় ইত্যাদি।" এখন দেখুন আমাদের ভয় ও ঐ বালকের ভয় এক প্রকারের কি না? বালকের চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি অন্ধকার-রূপ আবরণে ঢাকা থাকার জন্য তার দাদাকেই ভূত কল্পনা করে যেরূপ ভয় পেয়েছিল, সেইরূপ আমাদেরও আত্মার দিব্যচক্ষুটী অবিদ্যারূপ অন্ধকারে ঢাকা থাকায় এই জড় দেহকে 'আমি' এবং দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পত্তিকে 'আমার' কল্পনা ক'রে ভয় পাচ্ছি মাত্র। বাস্তবিক এই জড় দেহটী ও মনটি 'আমি' নহি, তাহা আত্মার এক একটি আবরণ ছাড়া আসল জিনিষ নহে এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তিও আত্মার কেহ নহে। শুধু তাই নয়, ঐ বালকটি যেরূপ তার দাদা ভয় না পাওয়াতে অবাক হয়েছিল আমরাও সেইরূপ সাধুদিগকে জগৎপূ[illegible] দেখে অর্থাৎ তাঁরা আমাদের মত দেহ মনে 'আমি' বুদ্ধি করেন না এবং জগতের কোন বস্তুকে 'আমার' বুদ্ধি করেন না সুতরাং তাঁরা ভয় পান না, শোক দুঃখ পান না, দেখে অবাক্ হয়ে যাই কখনও বলি সাধুরা নিষ্ঠুর, তাঁদের মায়া দয়া নাই, তাঁদের হৃদয় পাষাণের মত ইত্যাদি অপরাধ-জনক কত কথা বলি আমাদের ঐরূপ ভয় কেন হয় এবং তা কি উপায়ে দূর হতে পারে, তাহা শ্রীমদ্ভা[গ]বতের একটি শ্লোক আলোচনা করলে বুঝতে পারব। যথা—"ভয়ং দ্বিতীয়াভি-নিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥" অর্থা[ৎ] ভগবদ্বিমুখ জীব মায়াবশে "আমি কৃষ্ণ দাস" এই কথা ভুলে যান এবং দে[হে] আমি ও দেহ সম্বন্ধীয় স্ত্রীপুত্রাদিতে আম[ার] বুদ্ধি করে ঐসব বস্তুতে খুব অভি[নি]বিষ্ট হয়ে পড়েন, তখন সেই সব জিনিষ পাছে বিনষ্ট হয়, এই জন্য ভয় হয় [অত]এব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থাৎ যাঁরা অভয় হ[তে] চান, তাঁরা শ্রীগুরুদেবকে ভগবান হ[তে] অভিন্ন বা ভগবানের অতিশয় প্রি[য়] জেনে কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে [ভক্তি] সেবা করবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আ[শ্রয়] করলে তাঁর কৃপায় আমাদের দিব্যচ[ক্ষু] খুলে গেলেই আমরা নিজের স্বরূ[প] দেখতে পাব অর্থাৎ আমি "কৃষ্ণদা[স]" ইহা বুঝতে পারব। তখন দেহ, [স্ত্রী] পুত্র, ধন সম্পত্তিতে 'আমি আমার' ব[ুদ্ধি] [থাকবে না এবং] শোক, দুঃখ ও ভয় পাব না। [তাই] মহাজন বলেছেন শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'অভ[য়']। এখন শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হতে বে [ক'জন] নির্ভীক মহাপুরুষের চরিত্র কিছু আ[লো]চনা করে আমরাও "অভয় পাদপ[দ্ম]" আশ্রয় করবার চেষ্টা ক'রব। শ্রীল হ[রি]দাস ঠাকুর "জাতি কুল সব নিরর্থ[ক]" ইহা বুঝাইবার জন্য ভগবানের আ[দেশে] যবন-কুলে উদ্ভূত হয়েছিলেন। [তি]নি শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়ায় একটি নি[র্জ্জন] কুটিরে থেকে দিবারাত্রই হরিনাম করতে[ন]। একজন কাজি এই কথা মুলুকপ[তির] নিকট জানাইল এবং বলিল যে মু[সল]মান হ'য়ে হিন্দুর আচার ক'রছে সুত[রাং] উপযুক্ত দণ্ড না দিলে এই দুষ্ট অ[ার] অনেক জনকে দুষ্ট করবে। সকলে [মিলে] ক'রে হরিদাস ঠাকুরকে মুলুকপতির নি[কট] ধোরে আনলেন। তখন মুলুকপতি তাঁ[কে] বল্লেন যে "তুমি মুসলমান কুলে জ[ন্মে] তবে হিন্দুর আচরণ ক'রছ কে[ন]? আমরা হিন্দুর মুখ দেখে ভাত

না। তুমি এখন থেকে হিন্দুর আচরণ ছেড়ে দাও ও কল্‌মা উচ্চারণ ক'রে পবিত্র হও, তা না হলে তোমাকে দণ্ড দেওয়া হবে।" এই কথা শুনে' হরিদাস ঠাকুর তাঁকে বললেন, হিন্দু ও যবন সকলেই এক ঈশ্বরেরই ভজন করেন, তবে ভগবান্ যাকে যেরূপ বুদ্ধি দেন, তিনি সেইরূপ ভজন করেন মাত্র। এইরূপ অনেক কথার পর বল্লেন যে, আমি হরিনাম ছাড়ব না, সেজন্য আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। মুলুকপতি কাজির পরামর্শমত বলিল যে, হরিনাম না ছাড়লে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত ক'রে প্রাণ নষ্ট করা হবে। তখন হরিদাস ঠাকুর নির্ভীক হইয়া উত্তর দিলেন,—

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালের নাহি ভয়॥
হরিদাস বলেন যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার সেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৫ অঃ)

কেহ যদি বলেন, বেত্রাঘাত করবার সময় তাঁর যে কোন ভয় হয় নাই তার প্রমাণ কি? তদুত্তরে শ্রী। ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন,—

বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারেন নির্জ্জীব করি মহা ক্রোধ মনে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ না জন্মায়ে এতেক প্রহারে॥
হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে হরিদাসের কি কথা॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীহরিকথা-প্রচারে
ইন্‌কামট্যাক্স-অফিসারের আগ্রহ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ কিছুদিন যাবৎ সীতাপুর জিলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৪ঠা জুলাই সীতাপুরের ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাধেলাল সাহেব ত্রিপাঠী ডেপুটী কলেক্টর (ইনকাম ট্যাক্স) স্বামীজি মহারাজকে স্বীয় ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া এক বৃহতী ধর্ম্ম-সভার আহ্বান করেন। তাঁহার আহ্বানে সীতাপুরের প্রত্যেক ডেপুটী, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয়গণ সমবেত হইলে বন-মহারাজ ইংরেজী ভাষায় মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। "হরিকথারূপ ঔষধ সেবনের পর শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীজী শ্রোতৃগণের পথ্য-স্বরূপ কিছু মহাপ্রসাদও বিতরণ করিয়াছিলেন। ঔষধ পথ্য সেবনে সকলেই সুস্থ বোধ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। আগামী ১৬ই জুলাই রাধেলাল বাবু নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠে যাইয়া শ্রীবিনোদবিলাস জিউ ও শ্রীভাগবত-পাঠশালা দর্শন করিবেন এবং প্রচারকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন এইরূপ স্বামীজি মহারাজকে বলিয়াছেন। আমরা শ্রীমদ্‌গৌরসুন্দর চরণে প্রার্থনা করি, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

শ্রীব্যাস পূজায়—লোকের আগ্রহ

গত ৩রা জুলাই শ্রীব্যাস-পূজা-দিবস মিশ্রিখবাসিগণ এক শোভা-যাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে সহরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা বিভিন্ন বেশে সজ্জিত হইয়া শঙ্খ-ঘণ্টা-বাদ্যাদি সহ দধিচি মুনির আশ্রম হইতে সীতাকুণ্ড পর্য্যন্ত নগরের রাজ-পথ দিয়া শ্রীব্যাসজীর জয়ধ্বনি দিয়া চলিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র নরনারী সীতাকুণ্ডে পৌঁছিলে নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে শ্রীব্যাস-পূজা সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় উপদেশ দেন। পুলিশ অফিসার শ্রীযুক্ত টিকমসিং সাহেব শান্তি রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারে—
পাশ্চাত্যদেশবাসীর সহানুভূতি

সীতাপুরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ এস, সি, এম ক্রুইকস্যাঙ্ক একজন সদাশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। নৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের ভাগবত-পাঠশালার কথা শ্রবণে তিনি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। মঠের প্রচারকবৃন্দের মুখ হইতে তিনি দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছেন যে, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শৈলবিহার হইতে ফিরিলে পুনরায় তাঁহায় বাটীতে প্রচারকগণকে আহ্বান করিয়া বিশেষভাবে শ্রবণের পিপাসা জানাইয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ যখন নৈমিষারণ্যে শুভ বিজয় করিবেন, তখন তিনি স্বয়ং সস্ত্রীক ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া বর্ত্তমান যুগের সত্যধর্ম্মের একমাত্র প্রচারক পরমহংস স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবেন। তাঁহার এইরূপ সত্যানুরাগ ও সাধু-সম্মানে আগ্রহ বাস্তবিকই আদরণীয়।

যুক্ত প্রদেশের, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের স্পেস্যাল ম্যানেজার মিঃ সি, ডব্‌লু, জি, ডন একজন কস্‌মোপোলিটেন ভিউর লোক। তিনিও বিশেষ আগ্রহ সহকারে পরমহংস মঠ সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিবার জন্য প্রচারকগণকে পুনরায় তাঁহার কুটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা পড়িবেন বলিয়াছেন। মিঃ ডন্ তাঁহার পরিচিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত প্রচারকগণকে পরিচয় করাইয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই নিরপেক্ষ সত্যের আদর করিবেন, কেবল তৎপ্রবৃত্ত মানব হৃদয়েই সত্য প্রচারে আতঙ্ক উপস্থিত হইবে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

লোকাল বোর্ড নির্ব্বাচন

এবার কোতোয়ালী এবং নবদ্বীপ থানার মেম্বর নির্ব্বাচনের দিন আগামী ২৭শে জুলাই স্থির হইয়াছে। কোতোয়ালী থানা কম্পাউণ্ডে বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ভোট লওয়া হইবে। কোতোয়ালী এবং নবদ্বীপ থানা এবার ২জন মেম্বর নির্ব্বাচিত করিতে পারিবে। প্রত্যেক ভোটার দুইজনকে দুইটী ভোট দিতে পারিবেন।

এই দুইজনের স্থলে ৫জন ঐ পদপ্রার্থী হইয়াছেন, তার মধ্যে শ্রীচৈতন্য-মঠের বিষয়-ধুরন্ধর (ম্যানেজার) শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় একজন। তিনি একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি হইয়াও নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া এই মঠের কার্য্যে এবং সাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ত্যাগী এবং স্বদেশ হিতৈষীকে নির্ব্বাচিত হইতে দেখিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাই নাই

৪।৫ দিন আগে কৃষ্ণনগরে একটা বেশ মজার কাণ্ড হ'য়েছে শুনা গেল। ষ্টেসনে আসবার রাস্তায় একটা ভদ্রলোক দুটী সুটকেস ও ব্যাগ্ নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে সেখানে ওঠেন। ঠিক সেই সময়ে একটী পুলিশ অফিসারও ঐ গাড়ীতে ষ্টেসনে যাওয়ার জন্য উঠে পড়েন। ঐ ভদ্রলোকটী যেমন পরিচয়ে জানলেন যে আগন্তুকটী একটী পুলিস অফিসার, তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী হ'তে নেমেই একটী বাগানের মধ্যে দৌড়—তখন সেই পুলিশ অফিসার মনে কর্‌লেন, লোকটার বোধ হয় পেটের চেষ্টা হয়েছে,—অনেকটা সময় হ'য়ে গেল, তখনও যখন লোকটী ফিরলো না, তখন তিনি সন্দেহ ক'রে তার সন্ধান ক'র্‌লেন, কিন্তু তার আর কোন খোঁজই পেলেন না, তখন ব্যাগ ও সুটকেস খু'লে দেখ্‌লেন উহা সোনার গহনা এবং মূল্যবান দ্রব্যে একেবারে বোঝাই। তিনি তখন এই হেঁয়ালীর অর্থটা বেশ বুঝ্‌তে পেরে সে সব নিয়ে থানায় জমা ক'রে দিলেন।

গুড় না লগুড়?

কিছু দিন আগে সহর নবদ্বীপে একটী দোকানদারের ঘরের মাল পত্র স'রাতে একটা মুসলমান মজুরকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাকে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে কয়েকটা গুড়ের নাগরীও সরাতে হ'য়েছিল। গুড়ের নাগরী স'রাতে স'রাতে তার গুড় খাবার লোভটাও বেশ হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন সে সেই গুদামের ভিতরে অন্ধকারেই একটা নাগরী হতে গুড় নিয়ে মুখে দিলে। কিন্তু তার ভাগ্যে আজ গুড় খাওয়াটা ভগবান্ লিখ্‌তে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই সেই গুড়টা আলকাতরা হয়ে গেল। বেচারী মুখে ও দাড়ীতে বেশ দস্তুর মত আলকাতরা মাখিয়ে যখন দোকানদারের সম্মুখে বেরিয়ে এল, তখন দোকানদার বিষয়টা বেশ ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পেরে তাকে বেশ কিছু মিষ্টি অবশ্য পেটের বদলে পিঠে দিয়ে দিলেন। লোভের পরিণাম অবশ্য এইরূপই হয়।

(ভারতীয়)

বাঙ্গুর ঘাটে দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গুর ঘাটের দুর্ভিক্ষ ক্রমশঃ ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে। লোকে ৬০।৭ টাকার একটী গরু বা মহিষ ৮।১০ টাকায় বিক্রয় করিয়াছে এবং নিজের পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া অন্নের সংস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন অধিকাংশ লোক কেহ অর্দ্ধাহারে কেহবা একেবারে অনাহারে দিন কাটাইয়া দিতেছে। অতি শীঘ্র এখানে একটা বিশেষ সাহায্যের বন্দোবস্ত না করিলে বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা হৃদয়বান্ ধনী সৎকর্ম্মী সম্প্রদায়ের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা তাঁহাদের এই অনাহারে মৃতপ্রায় ভাই ভগিনীদের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যয় করুন।

মৃতব্যক্তি সশরীরে

বিগত মাঠ মাসে লাহোরের নিকটস্থ একটী খালের ভিতরে একটা পচা মৃতদেহ পাওয়া যায়। একটী বৃদ্ধ ব্যক্তি [illegible] ঐ শবটী সনাক্ত করিয়া বলে [illegible] পুত্র [illegible]। [illegible] পাওয়া যাইতেছে [illegible] হত্যা [illegible] তাহার [illegible] বিশ্বাস। [illegible] হইয়া, আসামীদের [illegible] গেল। মোকদ্দমা চলিতে চলিতে একদিন হঠাৎ কল্যাণ আসিয়া একেবারে কোর্টে হাজির হইল। বাপের [illegible] তাহাকে কেহ মারে নাই।

নাগা সন্ন্যাসী ও তাঁহার যোগ্য শিষ্য।

নিজস্ব [illegible]

সেদিন এক যুবক নৈনিতালে আসিয়া এক নাগা সন্ন্যাসীর সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করে। চেলা [illegible] গুরু-শিষ্য মিলিয়া দর্শন করিয়া পশ্চিম যাত্রা করেন। সন্ন্যাসীঠাকুরও মনের আনন্দে তাঁহার যোগ্য শিষ্যকে সম্মান রাখিবার জন্য তাঁহার [illegible] টাকার সম্পত্তি দেখাইয়া দেন। বারামউ পৌছিয়াই যুবক পুলিশকে খবর দেয় যে এক সন্ন্যাসী তাহাকে ভুলাইয়া চেলা করিয়া তাহার স্বর্ণ ও টাকা কাড়িয়া লইয়াছে। কথা শুনিবামাত্র পুলিশ নাগা সন্ন্যাসীকে বাঁধে। [illegible] থানায় পাঠায়। দারোগা তাহাকে জামিনে খালাস দিয়াছেন। দারোগার নিজের বুদ্ধি [illegible] পশ্চিম যাওয়া এখন বন্ধ হইল। যোগ্যতাভাবে বিনাবিচারে গুরু [illegible] প্রায় এইরূপ বিপদেই পড়িতে হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে গুরু ও শিষ্য উভয়ে উভয়কে পরস্পর পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন।

ময়মনসিংহের ডি, টি, এস্ এর বিপদ

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ঢাকা বিভাগের ডি, টি, এস মিঃ এম, এ, হামিড গত ২০শে [illegible] প্রাতে ময়মনসিংহ রেল ষ্টেশনে [illegible] ও কমল কৃষ্ণ বসু নামক দুইটী ছাত্রের বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ফোয়ার ও পেনাল্টী আদায় করিয়া লইবার জন্য টিকিট কালেক্টরের হাতে অর্পণ করেন। ছাত্রদ্বয় ভাড়া দিতে অস্বীকার করিয়া বলে, তাহারা জামালপুর ট্রেণ ধরিবে। তখন তাহাদিগকে রেল পুলিশের হস্তে দেওয়া হয়, সেখান হইতে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে য়্যাক্টের ১১৩ ধারা অনুসারে একটা চার্জ আনিয়া তাহাদিগকে সবডিভিসন্যাল অফিসারের নিকট পাঠান হয়। এদিকে সুধীরমোহন [illegible] নামক ছাত্রটী আবার ডি, টি এস্ এর বিরুদ্ধে অন্যায় পূর্ব্বক আটক করার এক অভিযোগ দাখিল করে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, সি, মুখার্জ্জী অনুসন্ধানের পর ১৮- আই, পি, সি ধারানুসারে ডি, টি, এস এর উপর এক সমন জারী করেন, মোকদ্দমাটী শেষে সদর এস, ডি, ও, বাবু নরেন্দ্র কুমার সেন বিচার করিয়া ৩০।৬।২৮ তারিখে ডি, টি এস কে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ১৫৲ অর্থদণ্ড করেন। রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] চার্জটী ডিস্মিস হইয়া গিয়াছে। রেলের বড় বাবুরা অনেক সময় নিজেরা দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া দেন। তাঁহাদের একটু বিচার করিয়া দেখা উচিত নয় কি কে প্রকৃত এবং কে নির্দোষী?

কটকের কমিশনার

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার মিঃ [illegible] বি, সি, সেন আই, সি, এস কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কটকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এন, পিক বর্ত্তমানে কটকের কমিশনার হইবেন। মিঃ এন সেনাপতি আই, সি এস তাঁহার স্থলে অস্থায়ীভাবে কটকের ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার কথা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় কটক হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় কটকস্থিত [illegible] সেবকদিগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন।

ভারতীয় হাইকোর্ট বিল

বর্ত্তমানে পার্লেমেণ্টে ভারতীয় হাইকোর্ট বিল লইয়া যে আলোচনা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব, মিঃ যমুনা দাস মেহতা ও মিঃ সি, ডি, বিবল্য এক তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, উক্ত আন্দোলনফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকিবে না, উহা গত ১৫০ বৎসরের বৃটিশ শাসন নীতির অত্যন্ত বিরোধী। ঐ বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবার সময় ভারত সরকারের সম্মতি লওয়া হইয়াছে কিনা, তাহা ইহারা জানিতে চাহেন। ভারতের কোথাও ঐ বিলের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হয় নাই দেখিয়াও তাঁহারা বিস্মিত।

সব্ ইন্স্পেক্টরের অত্যাশ্চর্য্য-যোগ্যতা।

নিজস্ব, ৯-৭-২৮

গত ৮ই জুলাই সীতাপুর জিলার অন্তর্গত মিশ্রিখ থানার পুলিশ সব্ইনস্পেক্টর ঠাকুর টিকম সিং সাহেব তাঁহার কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব কয়েকদিন পূর্ব্বে হইতে খবর পাইয়াছিলেন যে, হরদই জিলার কয়েকটী নগণ্য গ্রাম হইতে একদল ডাকাইত বিশ মাইল দূরে সীতাপুর জেলা লুণ্ঠন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ডাকাইত দল যাহাতে মিশ্রিখ রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়া যায়, তজ্জন্য দারোগা সাহেব তাঁহার একজন পুলিশকে ছদ্মবেশে ডাকাইতদের নেতার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পাঠান। পুলিশও বন্ধুবেশে আসিয়া সকলে মিশ্রিখ নিশ্চয় হইতে গাড়ীতে উঠিলে সুবিধা হইবে বলিয়া ডাকাইত দলকে পরামর্শ দিয়া ফিরিয়া আসে। রবিবার বেলা ৩টা হইতে ঠাকুর সাহেব প্রায় একশত জন লোককে নানাবিধ ভিখারী-বেশে দেশাটিত [illegible] ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ আবহাওয়ার [illegible] আদেশ দিয়া ষ্টেশনের সদর ফটক বাদে অন্যান্য রাস্তা বন্ধ করিয়া দেন। নৈমিষারণ্য হইতে ট্রেন আসিয়া যাহাতে বিলম্ব করে, তজ্জন্য ষ্টেশন মাষ্টারকেও বলিয়া রাখেন। ট্রেন ষ্টেশনে আসিলে প্রায় ৫০ জন লাঠিয়াল ছদ্মবেশে প্রত্যেক কামরায় বসিয়া থাকে। ছাড়িবার [illegible] ট্রেন ছাড়িবার দুই মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে পাঁচজন যুবক দৌড়িয়া টিকেট ঘরে আসিয়া টিকেটবাবুর নিকট সীতাপুরের টিকেট চায়। দারোগা টিকম সিং সাহেব সাধারণ ছদ্মবেশে পাটখরে [illegible] করিয়া বেড়াইতেছিলেন। যখন পাঁচটীকে দেখিয়াই তিনি ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর হইতে তন্মধ্যে বিছানা-স্কন্ধে একজনকে আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগ্য পুলিশ ললিতাপ্রসাদকে হুকুম করিবামাত্র পলক মধ্যে দক্ষতার সহিত সে সেই লোকটাকে ভূমিতে শায়িত করিয়া সেখানেই নিরস্ত্র অস্ত্র আর একজনের পায়ে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়। মুহূর্ত্তমধ্যে ট্রেনে লুকায়িত লোকজন আসিয়া আরও দুই জন ডাকাইতকে বাঁধিয়া ফেলে। লোকের ভিড়ে একজন ডাকাইত পলায়ন করিয়াছে। ললিতাপ্রসাদ যে ডাকাইতটাকে প্রথমে আক্রমণ করে, তাহার বিছানার মধ্যে ১৭১৪ নম্বরের ওয়েবলি এণ্ড এলেন্ আর্মস্ কোম্পানীর একটা বৃহৎ বন্দুক, একটা রিভল্বার, ছোরা, একখণ্ড কাপড়ে বাঁধা গুলি বারুদ, খাকী প্যান্ট ও সার্ট পাওয়া গিয়াছে। দারোগা সাহেব ডাকাইতগণের নাম ঠিকানা লইয়া সীতাপুর চালান দিয়াছেন। সব্‌ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের এই ডাকাইত ধরিবার কৌশল বাস্তবিক প্রশংসনীয়। গভর্ণমেণ্টের ঘরে টিকম সিং সাহেব যে বিশেষ প্রশংসিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পুলিশ-বিভাগ যদি এইরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেন তবে নিরীহ দেশবাসী পরদ্রব্য অপহরণকারী দস্যুদলের হস্ত হইতে রক্ষালাভ করিতে পারিতেন।

প্রবঞ্চনায় গ্রেপ্তার

মেসার্স পি গজদর কোম্পানীর জে, ই গজদর সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রকাশ এই, জে, ই, গজদর প্রবঞ্চনা করিয়া উহাদের গজদর কোম্পানীর বাড়ীখানা ন্যাসন্যাল ব্যাঙ্ক এবং লয়েডস ব্যাঙ্ক দুই স্থানে বন্ধক রাখিয়া প্রায় ৪লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় দশ হাজার টাকা হিসাবে ৮০ খানা নম্বরী নোটও নাকি তাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদের সম্পাদক

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্থানে সহৃদয় সাহিত্যিক প্রসিদ্ধনামা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ মহাশয় সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন। আমরা বসু মহাশয়ের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকীয় সম্বন্ধে আনন্দিত হইয়াছি। অমূল্যবাবু নানাপ্রকারে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার চালচলনে সর্ব্বসমন্বয় মিলন-মন্দির বোধ হয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকীয় কার্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে যদি অমূল্যবাবু প্রাকৃত সাহিত্যে অন্তর্দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া তদন্তর্ভুক্ত অপ্রাকৃত তত্ত্বে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে শ্রীভাগবতকারের—"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ" ॥ এই শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করিয়া নিজের মঙ্গললাভ করেন এবং বৈষ্ণবঠাকুরের পাদপদ্মে তাঁহার সুমতির জন্য আমাদের প্রার্থনা। তিনি যেটুকু বৈষ্ণব-সাহিত্যের নামে জড়বিচার প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে নির্মুক্ত হউন, আমরা এরূপ আশা পোষণ করি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩২শে আষাঢ়, সোমবার—১৩৩৫।

ভূমি-নির্ণয়-সমিতি

আজকাল পাশ্চাত্য দেশের পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণে কথায় কথায় সভার নাম দিয়া ষড়যন্ত্রকারিগণের যথেচ্ছাচারিতা বাড়িতে চলিয়াছে। সকল কাজের একটা আসল, আর একটা মেকী দুটো দিক আছে। কপট সম্প্রদায় দুর্ভাগ্যক্রমে আসল সম্প্রদায়ের কাচ কাচে। তার জন্য মহাজনরা বলেন, অনুসরণ কর, অনুকরণ ক'র না।

———

মহাপ্রভুর আজ্ঞা যাঁহারা সম্যগ্‌ভাবে পালন করেন, তাঁহারাই গৌরাঙ্গ-ভক্ত। যাঁহারা অন্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া গৌরভক্ত সাজিবার অভিপ্রায় অন্য কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে অনুসরণকারী না বলিয়া অনুকরণকারী বলা যাইতে পারে। প্রকাশ্যভাবে গৌরবিদ্বেষকারী অনেক ভাল, কিন্তু কপট গৌরভক্ত ভাল নহে। দুষ্ট গরুর চেয়েও শূন্য গোয়াল ভাল।

———

বাঙ্গলা দেশে কিছুদিন হইতে গৌরভক্তির কথা প্রচার দেখিয়া কতক লোক বিপরীত বুদ্ধির ঘোরে গৌরভোগ্য ভক্তি উপাস্য বস্তুকে তাহাদের বহিরঙ্গ-ভাবে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, আসল ও নকলভেদে বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আসমান্ জমিন্ ফারাক্। চুণের গোলা দিয়া দুধের কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

———

মৎসরতা লোকের অমঙ্গল করে। যাহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য, তাহারা মৎসরতার আবরণে আপনাদিগকে লোকের নিকট ভাল লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, কিন্তু মনুষ্যতা-বিরহবশে অসারক হইয়া মৎসরতার অধীন হইয়া পড়ে। মৎসরতাবে সাধুতা গোপন করিতে গিয়া সাধুগণের ক্রিয়া কলাপের অনুকরণচ্ছলে আর কিছু করিয়া ফেলে।

———

বাঙ্গালাদেশের সমাজের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসর হইল, প্রেমভক্তির কথা ভারতের নানাস্থানে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই বিচার অনুসরণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ও ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি শুদ্ধ ভক্তি কথার জগতে বহুল বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন। ঈশ্বরপুরীর প্রেমভক্তির কথা শ্রীচৈতন্যদেবের দাসগণ শতমুখে কীর্ত্তন করিয়া যে আনন্দ পান, মেদিনীপুরের মৃত মিত্র তাহারই প্রকাশ্য বিরোধী হইয়া যে ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, তাহা তাহাদের ন্যায় সমশ্রেণীর জনগণের আদরের বস্তু হইয়াছে। সমন্বয়বাদী বলিবেন, বিপরীত ভাবে উহাও চৈতন্য-লীলার পুষ্টি-বিশেষ।

———

শ্রীগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীচৈতন্যের উপদেশ বাক্যানুসারে পালন করেন। শ্রীচৈতন্য কথা ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অন্য কথার স্থান নাই। অনাত্মজ্ঞ জড়বিষয়ভোগী সে কথা বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাজেওয়ালা জিনিষের উপরে লোক-বঞ্চনার জন্য কিঞ্চিৎ সত্যের আবাহন করে। এই সত্যের আবাহন দ্বারা সত্যের নির্ণয় তাঁহাদের অনুসরণীয় বিষয় নহে, মৎসরতাবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে শুদ্ধভক্তের হিংসা করিয়া থাকে। 'শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-ভূমি কোথায়' এই আলোচনা করিতে গিয়া মায়াপুর প্রদেশের পূর্ব্বে অনেকেই স্ব স্ব বিচারের দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছিলেন, উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেহ বলেন, উহা গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত, সুতরাং আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। বহু দিন হইতে এরূপ নির্দ্দেশের চেষ্টা বা কোন বিষদভাব পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ গৌরসুন্দরের বিচার-প্রণালী সম্পূর্ণ নিষ্কপটে লিখিত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাংসারিক কর্ম্মবীরগণ মৎসরত-জীবীর দলন, নিস্তার, তপোমদ প্রভৃতি মদমত্ততা শ্রীগৌরাঙ্গকে একেবারেই বাদ দেওয়ায় তাঁহার কথা জনসমাজে বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং শ্রীচৈতন্যকথায় কিছুদিন পূর্ব্বে কাহারও আস্থা ছিল না।

———

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরণাক্রমে চৈতন্য শিক্ষার দীপ্তি জনগণ নির্ব্বাণ হইবার করেক শতাব্দী কাটাইয়া দিয়াছেন, সেইকালে মৎসরগণ চৈতন্যবিরোধ-বাদে পরাঙ্মুখ হন নাই। চৈতন্যদেবের প্রচারিত শিক্ষা গৃহব্রত বা গৃহমেধিগণের অপ্রয়োজনীয় বলিয়া চৈতন্যশিক্ষার কথা তথাকথিত বিদ্বৎসমাজে আলোচ্য বিষয় ছিল না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে ব্যভিচার-পুষ্ট উদর-ভরণাদি ও সামাজিক বিপ্লবই শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত শিক্ষা বলিয়া উন্নত বঙ্গীয় সমাজে গৌর-বিরোধরূপে স্থান পাইয়াছিল। ভগবদ্ভজন মনুষ্য মাত্রেরই প্রধান প্রয়োজনীয়, এ কথা চাপা পড়িয়া গৃহী বাউলগিরি বা পাগলামির মত্তা প্রবলতা লাভ করিয়াছিল।

———

ধর্ম্মাগলা সম্প্রদায় বাহিরের দিকে প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য ত্যাগীর বেষ গ্রহণ করিয়া পরদার, পরধনাপহরণে কালাতিপাত করিত। কিছুদিন হইল, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার উন্নত সমাজে শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছাক্রমে প্রভাব বিস্তার করায় তৎপ্রতিপক্ষ পরদারাপহারী পরধনাপহারী মৎসরগণ ধন, বিত্ত, তপোবেশ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক আবরণ লইয়া ফাঁক হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নিজ ভাবে চালাইবার পথ পাইতে ছিলেন। কিন্তু ইহাতে এতত্ত চৈতন্যদাসগণ উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধবল চন্দ্রজীবের মহত্ত্বা অপসারিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে বিমল আলোক আসেন।

———

এমন দুর্দ্দিন গিয়াছে, যখন শ্রীচৈতন্যশিক্ষা সহ্যপর পাষণ্ডসমাজে আক্রমণের বস্তু হইয়াছিল। সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের মনোভীষ্টপূরক জনগণ সময় সময়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা কালে কালে উদিত হইয়া যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, সেই চেষ্টার পরিণাম মৎসর-সমাজ সহ্য করিতে না পারিয়া, পরস্পরে অসহনীয় ভাব চিরদিনই পোষণ করিয়াছেন। ঠাকুর নরোত্তমের প্রকটকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে বাধা দিবার লোকের অভাব ছিল না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বংশ-বিরোধ পরিচিত জনগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যতই না উপদ্রব করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যমুখের লোক উঠে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা ও প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারাই জানেন যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রচারিত আগমবাক্য কি প্রকারে তাঁহাদিগের অপস্থল জনগণে। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈত-বংশের পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণ জনগণকে যে ভাবের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভক্তিপরাঙ্মুখ হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিচার বিনষ্ট করিয়াছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে সকলে পূর্ব্বপুরুষের মহিমা উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ নহে।

———

শ্রীগৌরসুন্দর যে কথা লোকের মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিয়া কত লোক ধন্য হইয়াছে। আর কতকগুলি খলপ্রকৃতির ব্যক্তি মৎসরতাবশে লোক-প্রতারণা-কল্পে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহার সহিত বিরোধ করিয়াছে। বিরোধকারীদিগের সহিত কোন সজ্জন ব্যক্তিই সমকক্ষ হইয়া নিজের অমঙ্গল-সাধন করেন না। ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন— ক্রোধপরবশ জনগণের বিশৃঙ্খলতা কখনই কোন স্বাস্থ্যপ্রদ হইতে পারে না।

———

বঙ্গদেশের একমাত্র বিষ্ণুতীর্থ শ্রীনবদ্বীপ নগরে নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার লোকের সমাগম হয়। শ্রীনবদ্বীপ বহুকাল হইতে বিদ্যার কেন্দ্র। বহু বিদ্যার্থী এবং কৃতী অধ্যাপকবৃন্দ এখানে নানাস্থান হইতে বাস করে। অধ্যাপনা করিয়াছেন। যখন যেস্থানে লোকসমূহের সুবিধা থাকে, সেই স্থানে নগরের শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য-সলিলা নদীমাতৃক ভূমিসমূহ বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের গৃহব্রত ধর্ম্মের উন্নতি-বৃদ্ধি উদ্ভাবন ও নগর কত বার সুবিধা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুসেবা হইতে বঞ্চিত করেন। তাহারাও বঞ্চিত হইবার জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণকেই জীবনের একমাত্র সাধ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রীগঙ্গা-সলিল কাহারও বিচারে বিষ্ণুপদামৃত, আবার অপরে তাহাকে পাপনাশিনী পুণ্যতোয়া নদীমাত্র জ্ঞান করেন। এ জন্যই গঙ্গা মৎসর লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া হরিসেবা-বিমুখ করান। হরি-সেবা বিমুখ হইয়া কপটগণ কাপট্যবিচারে স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

———

পাঠকগণ স্মরণ থাকিতে পারেন যে, বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীগৌর জন্মস্থান নির্ণীত হইয়াছিল। এই নির্ণয়কারিগণ কোন আধুনিকের ন্যায় মাৎসর্য্যের বশবর্ত্তী হন নাই। যথার্থ ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবন কল্পে এই বিষ্ণুতীর্থের উদ্ঘাটন করেন নাই। ইহার ঐতিহাসিক প্রকাশক নানা জনসমাবেশ স্থান-বিশেষ নবদ্বীপ বলিয়া সংস্থাপিত ছিল। প্রাচীন নবদ্বীপ নবীন নবদ্বীপ নামক প্রচলিত মিউনিসিপ্যাল সহরের সহিত এক কি না, সে বিষয়ে প্রচুর সাহিত্য কি প্রমাণ করিবে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ ১৩০০ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর-স্থিত একটী সাধারণ সভায় এই বিষ্ণুতীর্থের উজ্জ্বল সমাধানকল্পে অনেকে সমবেত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে নানা স্থানে অনেকেই এই সকল কথায় কপটতা রহিত হইয়া যোগদান করেন। কিন্তু কতিপয় সত্যাশ্রয়ক সত্যের অপলাপ করিবার দুরভিসন্ধিমূলক বিরোধ কল্পনা করিয়াছিলেন।

সেই সকল লোক বিগত কয়েকবর্ষে কয়েকবার নিজ নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে শ্রীনাম-প্রচারিণী সভায় যোগদান না করিয়া বা সেই সভার সভ্য হইতে তাহাদের অযোগ্যতা প্রকাশ না করিয়া আবরণ-মানসে কতিপয় সভা-সমিতির নাম দিয়া যে সকল চেষ্টা করিয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস প্রকাশ করা নদীয়া-প্রকাশের উদ্দেশ্য, সুতরাং সেই সকল কথা জানিবার সুযোগ আছে। যে সকল ব্যক্তি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বুদ্ধি পোষণ করিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ব্যগ্র, তাহাদিগের মহত্ত্ব নিষ্কপট সজ্জনগণের নিকটে কখনও ফলপ্রদ হইতে পারে না। তজ্জন্য তাদৃশ ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলে প্রতিষ্ঠিত লোক-সমূহ কালের করাল কবলে পতিত হইয়া স্ব স্ব অভিমান সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছে। আমাদের হস্তে একখানা ২২ সংখ্যাবিশিষ্ট ৮ই আষাঢ় ১৩৩৫ তারিখের পত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার উপর লিখিত হইয়াছে যে, "শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মভূমি নির্ণয় সমিতি।" ঐ পত্রখানির লেখক ঐ নির্ণয় সমিতির সেক্রেটারী। আমরা বারান্তরে এই সমিতির এবং সেক্রেটারীর যোগ্যতা ও পত্রোক্ত বিষয়ের আলোচনা করিব।

বর্ত্তমানে আউল, বাউল, নেড়া নেড়ী, কর্ত্তাভজা, সখীভেকী, গৌরনাগরী, জাতি-গোসাঞি প্রভৃতি ত্যক্ত গৌড়ীয় প্রাকৃত সম্প্রদায় এই মনের ধর্ম্মের কিরূপ প্রবল-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। শুশাণ কুঙ্কুম-ভস্মা জড় দেহকে কৃষ্ণ-ললনাধারী যোষিৎ সখী আউল।

২। কৃষ্ণ ও গৌরে পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া গৌরের কৃষ্ণের ন্যায় ভোগের কিছু অভাব আছে কল্পনা-পূর্ব্বক নিজ জড় স্থূল লিঙ্গ স্থূল-দেহকে নাগরী জ্ঞান করিয়া নিজের জড়েন্দ্রিয়-প্রীতি-চেষ্টাকারী—গৌরনাগরী।

৩। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক জড় মন-দ্বারা অষ্টদল পদ্ম তৈয়ারী করিয়া সখী ও রাধা কৃষ্ণ আঁকিয়া চিন্তার নাম—ভজন।

৪। কৃষ্ণ এখন এই গাছ-তল হইতে তালবনে গেলেন, এখন রাধার সঙ্গে মিলন হইল, মনে মনে ঘণ্টা মিনিট ভাগ করিয়া—চিন্তার নাম—অষ্টকাল-স্মরণ।

৫। ভগবান্ যখন নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার দেহও নিশ্চয় শুক্র-শোণিত-নির্ম্মিত এবং আমরা যখন তাঁহার বংশ (?) তখন আমাদের শরীরেও ভগবানের শোণিত প্রবাহিত।

এরূপ আরও অসংখ্য প্রকারের মনোধর্ম্ম-চালিত সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মোত্থ বিবর্ত্ত-সিদ্ধান্তের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। শ্রৌত-পন্থাকে অস্বীকার করিয়া অবরোহ-পন্থাকে আশ্রয় করায় তাহাদের এই দুর্দ্দশা।

আত্মধর্ম্মী বা ভক্ত বলেন,—মনোধর্ম্মী কখনও বাস্তব সত্য অধোক্ষজ বস্তুর সন্ধান পাইতে পারেন না। মনোধর্ম্মীকে আত্ম-ধর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য শাস্ত্রে বহু ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই উপদেশ প্রাপ্ত হই, যথা :—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'
'এই ভাল, এই মন্দ,'—এই সব 'ভ্রম'॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

"জ্ঞানে প্রযাসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

আত্মধর্ম্মী বা ভক্ত বলেন, অবরোহ বা শ্রৌত-পন্থাই একমাত্র পন্থা, নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্য বৈকুণ্ঠ বস্তু আম্নায়-পারম্পর্য্যেই অবতরণ করেন।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র কখনও শুক্র শোণিত যোগে আমার শুক্রশোণিত পিণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন না।

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণমন্ত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবতীর্ণ হয়েন; কৃষ্ণধাম বা গৌরধাম বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-লোচনেই প্রকাশিত হয়েন।

কৃষ্ণনাম কখনও পিতা গোস্বামীর (?) শুক্র-শোণিতের মধ্য দিয়া পুত্র গোস্বামীতে (?) প্রকটিত হয়েন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু স্বীয় মায়া-শক্তি-প্রভাবে অনন্ত-কোটী জীব সৃষ্টি করিতে পারেন এবং তন্মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের আনুগত্যে সত্য সত্য হরিভজন করেন, তাঁহাদের গোস্বামীত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা "নিত্যানন্দ অদ্বৈতের শুক্র-শোণিত (?) আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত সুতরাং আমরাও প্রভু এবং আমাদের শুক্রশোণিতের মধ্য দিয়া যে মাংস-পিণ্ডের উদ্ভব হইবে, সেও প্রভু হইবে"—এইরূপ বিচারবিশিষ্ট, তাঁহারা হতভাগ্য জীববিশেষ, সুতরাং যাঁহারা নিষ্কপটে কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবোন্মুখ, তাঁহারা অসৎসঙ্গ [illegible] সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপন্থী, শুদ্ধ বৈষ্ণব গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে মনোধর্ম্মের করাল কবল হইতে উদ্ধার লাভ পূর্ব্বক আত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্য-বস্তুর সন্ধান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

কিন্তু হায়! দুর্ভাগা আমরা—মায়া-পিশাচীর করালগ্রস্ত হইয়া মতিচ্ছন্ন হইয়াছি, তাই আমরা শুনিয়াও শুনি না,—জানিয়াও জানি না—বুঝিয়াও বুঝি না। নিত্যানন্দপ্রভু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান শ্রীগৌরহরির দ্বিতীয়-বিগ্রহ—শ্রীবলদেব আর শ্রীবাসাদি পার্ষদবর্গ সেই গৌর-নিত্যানন্দকে সর্ব্বদা হৃদয়-মন্দিরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় বাসস্থানের একটু অসুবিধায় ও ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া অন্যকে অভিশাপ করেন—পদাঘাত করেন,—তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাতে অন্যকে চপেটাঘাত করেন, চর্ম্ম-চক্ষের দর্শনে ও জড়-বুদ্ধির বিচারে তাঁহাদিগকে আমরা এইরূপভাবে মায়াবদ্ধ-জীবের সমপর্য্যায়ে গণনা করা দূরে থাকুক, যদিও ভ্রমবশতঃ কখনও তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা করিয়াও থাকি, তাহা হইলেও যে তাঁহাদের চরণে আমাদের কিরূপ ভীষণ মহা অপরাধ ঘটে, তাহা কি আমাদের মত যম-দণ্ড্য-জীবের একবার ভাবিবার সৌভাগ্য হইবে? সাধুগণ জানেন—অক্রোধ-প্রেমাবতার নিত্যানন্দপ্রভু বাসস্থানের অভাব ও ক্ষুধার ভাণ দেখাইয়া ক্রোধা-ভাস প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় আপন-জন—পরম স্নেহের পাত্র শিবানন্দ সেনকে পদাঘাতের ছলে ব্রহ্মাদি দুর্লভ শ্রীপদ-রেণু অর্পণপূর্ব্বক মহাভাগ্যবান্ করিয়া তুলিলেন, ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম-বিহ্বল-চিত্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেছিলেন প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শন-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, হরিচন্দন মহাপ্রভুর প্রীতির ও প্রতাপ রুদ্রের সেবার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে ভাবিয়া শ্রীবাস প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে ক্রোধাভাস প্রদর্শন পূর্ব্বক হরিচন্দনকে এক চাপড় মারিয়া সরাইয়াছিলেন অর্থাৎ চাপড়ের ছলে শ্রীহস্তদ্বারা হরিচন্দনের গণ্ডস্থল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। শুদ্ধ-গৌরাঙ্গৈক-প্রাণ ভাগবতগণ এইরূপভাবে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও মহা ভাগবত শ্রীবাস পণ্ডিতের দণ্ডচ্ছলে মহাবদান্যতার পরিচয় লক্ষ্য করিয়া ভক্তি-গদ্গদ-চিত্তে তাঁহাদিগকে নিত্য-সেব্য-বস্তু রূপে বরণ পূর্ব্বক শিরোধার্য্য করেন তাঁহারা জানেন,—'বৈষ্ণব-চিনিতে নারে দেবের শকতি—'বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র'—ভক্ত ও ভগবানের যে কোন কার্য্য জীবের পরম শ্রেয়োলাভের হেতু বই আর কিছুই নহে।

হে পতিত পাবন, দয়ার-সাগর সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ! আপনাদের শ্রীপাদ পদ্মে আজ আমার একটী বিনীত প্রার্থনা

মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম

(শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

জীবাত্মা বিভু চৈতন্যের অণুচিৎকণ এবং সেই অণুত্ব নিবন্ধনই তাহা কখন মায়াবশ-যোগ্যতা আছে। জীব যখন স্বীয় স্বরূপের অপব্যবহার করিয়া—নিজেকে বিভু-চৈতন্যের সেবক না জানিয়া মায়ার ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন, তখনই তাঁহাকে মনোধর্ম্মী বলা যাইতে পারে অর্থাৎ আবদ্ধপ্রতীতিতে জীবাত্মা দেহ, প্রতিবিম্বিত দেহ মন, তাহাকেই আত্মা বলিয়া বোধ করেন, আবার কখনও বা মনের সহিত কারণ-সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের সমাবেশকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন।

মন সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক, সুতরাং মনোধর্ম্মী কখনও শান্ত নহেন, সর্ব্বদাই চঞ্চল এবং তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহও তদ্রূপ পরিবর্ত্তনশীল ও পরস্পর বিবাদ-জনক।

মনোধর্ম্মী কখনও বুভুক্ষু হইয়া ভোক্তার বেশে স্থূল ইন্দ্রিয় তর্পণে রত, আবার কখনও বা মুমুক্ষু হইয়া কপট ফল্গু-ত্যাগীর বেশে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত।

মনোধর্ম্মী কখনও নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ চিন্মাত্রবাদী নাস্তিক, আবার কখনও বা ব্রহ্মের সাকার-মূর্ত্তি-কল্পনাকারী আস্তিক-ব্রুব পৌত্তলিক।

কৃপাদণ্ড

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখানে হয় ত আমার মত কারিক-লোভাক্ষ বহির্ম্মুখগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—নিত্যানন্দপ্রভুর বাসস্থানের ও আহারের অসুবিধা করায় তিনি কুদ্ধ হইয়া তাঁহার শিবানন্দ সেনকে "তিন পুত্র মরুক শিবার"—এই অভিশাপ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহাকে পদাঘাত করিতেও ছাড়িলেন না, তিনি অবধূত হইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য এরূপ ব্যবহার করিলেন! ইহা তাঁহার পক্ষে কখনও বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার হয় নাই। কেন না, বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মত সহিষ্ণু ও অমানী-মানদ। সুতরাং তাঁহাতে এই সমস্ত বৈষ্ণবোচিত-গুণের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিতেছি। আবার শ্রীবাস পণ্ডিতেরও ঠিক তদ্রূপ অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহার। হরিচন্দন-কর্ত্তৃক প্রতাপরুদ্রের দর্শনের একটু ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চপেটাঘাত করিয়া বসিলেন? বৈষ্ণবের এইরূপ রাগ ও স্পর্দ্ধা থাকা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে।" এইরূপ ভাবে তাঁহারা শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসের চরিত্রে কত অসংখ্য দোষের কল্পনা করিতে পারেন

এই যে, সাধ্বী-রমণী যেরূপ আপন সেব্য ও পূজ্য-স্বরূপ স্বামীর নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া কায়মনো-বাক্যে অহর্নিশ তাঁহার প্রীতি-বিধানে নিযুক্ত থাকেন, স্বামী তাহাতে সন্তোষ লাভ করিয়া যখন তাঁহাকে সমান আসনে স্থান দেন—আদর করেন, গুণাবলী বর্ণনমুখে কত প্রশংসা করিয়া থাকেন, তখন তিনি যেরূপ—"আমি স্বামীর তুল্য হইয়া পড়িয়াছি, আমার মত গুণবান জগতে আর কেহ নাই"—এইরূপ বুদ্ধিতে অভিমানিনী হইয়া স্বামীর সেবায় শৈথিল্য বা তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না, বরং দ্বিগুণ-চতুর্গুণ উৎসাহ সহকারে আরও তৃপ্তি-বিধানে তৎপর হন, পক্ষান্তরে যাঁহার কোন অন্যায়াচরণ বা সেবা ত্রুটী দেখিয়া স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাড়ন ভৎসন-চপেটাঘাত-পদাঘাত প্রভৃতি করিলেও তিনি যেমন তাহাতে স্বামীর প্রতি দুঃখিত না হইয়া অম্লান বদনে—ইহা তাঁহার মঙ্গলের একমাত্র কারণরূপে শিরে ধারণপূর্ব্বক যাহাতে আর কখনও এইরূপ অপরাধ-জনক কার্য্য করিয়া স্বামীর অপ্রীতিভাজন না হন, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন-করিয়া নির্দিষ্ট ভাবে স্বামীর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করেন, সেইরূপভাবে আমিও যেন সকল সময় আপনাদের শ্রীচরণ-প্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক দিবা-নিশি অনবরত কায়মনো-বাক্যে আপনাদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকি ; তাহাতে আপনাদের স্বাভাবিক তৃণাদপি সুনীচতা, অমানি-মানদত্ব-হেতু যখন আমার ন্যায় অধমকে আপনাদের সমান বা উচ্চ আসনে স্থান দিয়া প্রশংসা রূপ গৌরবান্বিত করিবেন, তখন যেন—"আমি ত খুব বড় বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি, সাধু-গুরু-বৈষ্ণব অপেক্ষা আমি ত কোন অংশেই হীন নহি, তা না হলে কি তাঁহারা আমাকে এত ভালবাসেন ও এরূপ সম্মান প্রদান করেন?"—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি-জাত দাম্ভিকতায় স্ফীত হইয়া আপনাদের প্রতি সেব্য ও পূজ্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণে ভীষণ অপরাধী হইয়া চিরতরে হরিভজন হইতে ছুটী লাভ না করি ; আবার যখন আমার চরিত্রগত কোন দোষ কিম্বা নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধের কোন পরিচয় পাইয়া তাড়ন-ভর্ৎসনাদি দ্বারা আপনারা আমাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার উপযোগী করিতে যত্নবান হইবেন, তখন যেন আমি—"গুরু-বৈষ্ণবগণ বড়ই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, হিংসুক ও পর-পীড়নকারী, তাই তাঁহারা এত অসম্মান-সূচক-বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে লজ্জিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত করিতেছেন ; তাঁহাদের এরূপ অন্যায় ব্যবহার আমি কেন সহ্য করিব? আমি কি তাঁহাদের কেনা চাকর? এখনই এ স্থান পরিত্যাগ করিব, কে আমাকে রাখিতে পারিবে? আমি কাহাকেও ভয় করি না,"—এইরূপ আবল-তাবল বকিয়া ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনন্তকাল মহারৌরবে পচ্যমান না হই। তখন—"আহা আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য—আজ আমার আরাধ্য-দেবগণ অসীম কৃপা-বিতরণ-পূর্ব্বক আমাকে স্থির, ধীর, নম্র, সহিষ্ণু প্রভৃতি বৈষ্ণবোচিতগুণে অলঙ্কৃত করিয়া হরি গুরু বৈষ্ণব-সেবার অধিকার প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?" এইরূপ সুবুদ্ধি-চালিত হইয়া আরও সহস্রগুণ উৎসাহিতভাবে যেন আপনাদের দেব-দুর্লভ পাদপদ্ম-সেবায় এই কুকুর সৃগালের ভক্ষ্য-দেহ চিরতরে উৎসর্গ করত এ জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি। আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই যেন আমার নিত্য-কালের একমাত্র নিষ্কপট প্রার্থনার বিষয় হয়।

কলিপঞ্চক

'পান'

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

আমরা কলির পাঁচটী স্থানের একটা "দ্যূত" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এক্ষণ পান বিষয়ে [illegible]

আন। যাহেতে পান। পানও বহু আকারে দৃষ্ট হয় কোথাও দ্রববস্তু আকারে, কোথাও ধূমাকারে, কোথাও বা অন্যান্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্বুল, গুবাক, নস্য, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, সুরা সকলই 'পান' মধ্যে গণ্য। তাম্বুল সেবনে বিলাসেচ্ছা বৃদ্ধি পায়, গুবাক দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে। তামাকের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা পানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। অহিফেন, তামাক, ধুস্তর, খর্জ্জুর-রসের তাড়ি, গাঁজা এই আটটী "সিদ্ধি" দ্রব্য মানুষকে পশু-তুল্য করিয়া ফেলে। "পান" শব্দের টীকা স্বামিপাদ এক্ষাদি করিয়াছেন। সুতরাং মাদ্ধিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষা, তাল, খর্জ্জুর ও পনস জাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেল-জাত ও অন্নজাত এই দ্বাদশ প্রকার মদ্য ও পান মধ্যে গণ্য। যিনি ধার্ম্মিক হইতে চাহেন, এই সকল বস্তুতে কলি বাস করেন জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবেন। কোন কোন ভক্তকে তাম্বুল ভগবানকে নিবেদন করা যায় এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রমুখ ভক্তগণও তাম্বুল ব্যবহার করিতেন, সুতরাং প্রসাদীতাম্বুল ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া থাকেন। এতদুত্তর এই যে—

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা —ভা ১০।৩৩।২৯

* শক্তিশালী ব্যক্তির কোন বিষয়ে দোষ স্পর্শ করে না, যেমন অগ্নি যাবতীয় বস্তুকেই গ্রাস করিতে পারে তদ্রূপ। শ্রীভগবান্ একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা। সুতরাং যাবতীয় ভোগ্য সামগ্রী তাঁহার ভোগোপকরণ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি পরমহংসকুলের আচরণ বদ্ধ জীবের কখনই অনুকরণীয় নহে। সুধী ভক্তগণ তাম্বুলাদি ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে নিজদিগকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতে সম্মান করিবেন। ভক্তগণ বপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দরের ভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞানে—শ্রীলরূপপাদের 'স্যাত্তা স্যাৎ স্বানর্হাঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থানৎ আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ ॥" এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করত যাবতীয় বিলাসেচ্ছা বা উপাধি পরিত্যাগ করিবেন।

উহা দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই শিক্ষা দিলেন যে, যাহারা বৈষ্ণব সাধুর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথক ও মন্ত্র-ব্যবসায়িগণ অধরোষ্ঠ তাম্বুল রাগে রঞ্জিত করেন, তাহা কেবল লোক ভুলান কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য সুকৌশলে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন। আর মধ্যে মধ্যে হুকা নামক যন্ত্রটির শিরোভাগে বসি নামধারী পাত্রটিতে গঙ্গার বা গাঁজা বা বেনাগা আদায়ুক্ত চাকর প্রাণটি দ্বারা তাহাকে অগ্নিসংযোগ করাইয়া ইঞ্জিনের ধূম নিঃসরণের প্রায় দুই নাসিকারন্ধ্র ও মুখবিবর দ্বারা পুনঃপুনঃ ধূম্রউদ্গীরণ বেশন গলায় [illegible] মাগিক মর্যাদা যে কয়েক দিনের জন্য কথক ঠাকুরের গলাটি ভাঙ্গা বলিয়া আনিয়াছেন, তাহা যদি নিজের ও জনসাধারণের শ্রুতি-মধুর না হয়, তবে যে অনেক পয়সার দায় করিয়া যাইতে পারে। তাহাতে প্রাপ্য সম্বন্ধে ঘাটতি হইলে, গোস্বামী বাঁচিবে কী খাইয়া ?

আবার অনেকে সাজা সাধু গাঁজা খাওয়ার জন্য মহাদেবের চেলা হইয়া পড়েন। কেহ বা উদরের অগ্নিমান্দ্যের দোহাই দিয়া আফিংখোর হইয়া যান। কেহবা শরীরটা ভাল রাখিবার অজুহাতে ভাং ধুতুরা সেবনে লাগিয়া যান। কেহ বলিয়া থাকেন, এই সব সিদ্ধি দ্রব্য সেবনে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাব অর্থ বেশী করিয়া নেশাপানান্তর কীর্ত্তন নামক নামাপরাধে খুব লম্ফ ঝম্প, হুড়া হুড়ি, গাঁ ঝিক মিকি, অসুরের মত মুখভঙ্গী খোলে চাটি দিয়া খোল ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। নেশাও ছুটিল, নিদ্রাওয়ালীও চোখে আসন পাতিয়া বসিয়া গেল। বাঃ কি কীর্ত্তনের চোট, সারা রাত্রি জাগরণ, নিশিপালন, প্রেমের ঢলা ঢলি, একেবারে প্রেমের বিপরীত নিবৃটা ভরপুর—ছকুল বহিয়া যায়। কলির কি চমৎকার লীলা। দেখিয়া কাঁদিব আর আনন্দ ধরে না। কলি একেবারে আনন্দে আট খানা স্থলে ষোল খানা হইয়া গেলেন।

পান বাবা কলি খান, একটু একটু খাম! ঐ শোন বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক আচার্য্যগণ শুদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিতেছেন, আমাদিগকেও একটু শুনতে দেও। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে এখন তোমার প্রকাণ্ড দেহটা একটু সঙ্কুচিত করিতে শিখ। সাবধান, তোমার সেবকদের সঙ্গে সঙ্গে ভুল বশিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবদের কোন মঠে যাইও না। পরিক্রমার সময় বিশ্ব-বৈষ্ণব সমাজ মাঝে মাঝে যাও, তোমার বড় ধৃষ্টতা দেখছি। মঠে কিন্তু বলিদিবা থাকেন।

প্রাপ্ত পত্র

বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদে হরিকথা

গত ৩০শে আষাঢ় (১৪ই জুলাই) শনিবার সন্ধ্যা ৬—৩০ ঘটিকার সময় ৭৮ নং শাঁখারিটোলা ইষ্ট লেনস্থ শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠাকুর বাটিতে "বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের" অধিবেশনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক অতি সরল ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যা ও তৎসঙ্গে সুললিত কীর্ত্তন-গান হইয়াছে। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী কীর্ত্তনাদি শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

নিবেদক—
শ্রীবেণীমাধব গোস্বামী,
সভাপতি,
বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, কলিকাতা।

নানা কথা

(স্থানীয়)

চিথলিয়া

গো-হত্যা মামলার রায়

কৃষ্ণনগর ১০ই জুলাই সংবাদ চিথলিয়া গো-হত্যার মামলার রায় বাহির হইয়াছে। প্রকাশ যে [illegible] ভাসানের মিছিলটি [illegible] নিকট উপস্থিত হইলে প্রায় শতাধিক মুসলমান লাঠি, সড়কি, ছোরা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হিন্দুদিগের মিছিল আক্রমণ করিতে চেষ্টা

যাব। পরদিন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে ৮ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেন এবং ১৪৭ ধারা ও ৩২৮ ধারায় তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করেন। কুষ্টিয়ার সাব ডেপুটী আদালতে বদর প্রামানিক, পাঞ্জ মোল্লা ও এবজান মালিক নামক ৩ জন মুসলমান ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও খোরসেদ মালেথা, নজেজ সেখ, নাচু মালিক নামক ৩ জন মুসলমান ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। আপীলে আসামীগণের পূর্ব্বোক্তরূপ দণ্ডাদেশ বহাল হইয়াছে। বাদীপক্ষে ছিলেন, কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকীল শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আসামী পক্ষে ছিলেন, কৃষ্ণনগরের খাঁ বাহাদুর আজিজল হক্ এম-এল-সি।

শান্তিপুরে নূতন দাতব্য চিকিৎসালয়

শান্তিপুর নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অটলবিহারী মৈত্র দোলপূর্ণিমার দিনে শান্তিপুরে স্ত্রীলোক ও শিশুদের জন্য একটী দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন ও বিদ্যাসাগর ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী শ্রীমতী মনোরমাদেবী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী উহার ভার লইয়াছেন। এখানে রোগীর সংখ্যা প্রত্যহ প্রায় ১৫০ হইতেছে।

পট পূর্ণিমার ঠাকুর আদালতের জের

গত ৭ বৎসরের সাপ্তাহিক নদীয়া প্রকাশের পাঠক অবগত আছেন যে, নবদ্বীপ সহরের বসন্ত চিকিৎসক কুঞ্জ-বিহারী মহাশয় পটপূর্ণিমার ভাঙ্গবের সময় মাতালদের মারামারি থামাতে গিয়ে নিজেই ভীষণভাবে মার খেয়ে শয্যাশায়ী হন। প্রায় ৬ মাসকাল এই দুর্ভোগ ভোগ ক'রে তিনি ক্রমশঃ সেরে ওঠেন। সেই মোকদ্দমার জের হাইকোর্ট হ'তে নেমেও হচে এখনও কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালতে চল্‌ছে। গত পরশু তার আংশিক শুনানি হ'য়ে গিয়েছে। আগামী ২৬শে জুলাই বাকীটা শুনানী হ'য়ে রায় বেরোবে।

(ভারতীয়)

বেঙ্গল ন্যাসনাল ব্যাঙ্ক ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি?

গার্ডেনরীচের ইসলামিয়া মোটর সার্ভিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ এস, এ, খাঁকর উক্ত কোংর বহু টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারানুসারে আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। বাস চালান ও মোটরের তেল ও টায়ার ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য ১৯২৫ সনে এই কারখানাটি খোলা হয়। আসামী প্রথমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল। কোংর দুই জন ডিরেক্টর বিরক্ত হইয়া কোংর সংস্রব ছাড়িয়া দেন, শেয়ার-হোলডারগণ পরে ডিরেক্টর ফরিয়াদী সৈয়দ মোল্লার বিরুদ্ধে মামলা আনিতে চাহেন। কোংর নিয়মানুসারে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রসিদ ও হিসাব-পত্র দেখার নিয়ম এতদ্ব্যতীত ব্যালান্স সিট তৈয়ার করিয়া বার্ষিক সাধারণ সভায় দাখিল করাও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল, কিন্তু ম্যানেজিং ডিরেক্টর ১৯২৬ সনের মে মাস হইতে হিসাব-পত্রাদি চেক ইত্যাদি বিক্রয় করে নাই, পরে দেখা যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবপত্রাদি অতিশয় বিশ্রীভাবে রাখিয়াছে ও হিসাবপত্রে অনেক গোলযোগ আছে। ফরিয়াদিকে হিসাবপত্র চেক করিতে দেওয়া হয়। তিনি হিসাবপত্র গোলযোগ দেখিয়া এই নালিশ রুজু করেন, প্রথম দফায় আসামী একটী কোংর নিকট হইতে ২০০৲ টাকা লইয়া তাহা জমা করে নাই। ২য় দফায় খরচের হিসাবে দেখা যায় ৩১৩৲ টাকা ফরিয়াদীকে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফরিয়াদী উহা পান নাই। ৩য় দফায় ৮০৩৲ টাকা খরচ দেখান হয়—ফি, ম্যাকেঞ্জি কোংর নামে, কিন্তু কোংকে ঐ টাকা দেওয়া হয় নাই।

—আনন্দবাজার।

তরুণীর পাদ-সমাধি

আমেরিকার ভীষণ গরমের ফলে চিকাগো সহরের একটী রাস্তার পীচ গলিয়া যাওয়ায় জনৈকা মহিলার পা উহাতে আটকাইয়া যায়। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার না করা পর্য্যন্ত উক্ত রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল।

পুত্রবধুর মানহানি শ্বশুরের অর্থদণ্ড

এলাহাবাদের নিম্ন আদালতে কর্ণেল ভোলানাথ তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী নাথের মানহানি করিবার অভিযোগে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করায় বিচারপতিদ্বয় আপীল না মঞ্জুর করিয়া অর্থদণ্ড কমাইয়া ২৫০৲ টাকা করিয়াছেন। আত্মবিস্মৃত কলির জীব মায়াদেবীর নৃত্যশালায় লজ্জার মাথা খাইয়া আরও কত রঙ্গ দেখাইবে!

বৃন্দাবনে বিরাট সভা

গত ৯ই জুলাই সন্ধ্যার পর বৃন্দাবনের পুরাতন গোবিন্দমন্দিরে এক জনসভার অধিবেশন হয়। হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং বৃন্দাবন হইতে প্রাণিহত্যা দূর করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।

গোবিন্দজীউর জমিদারির মধ্যে অনেক কসাইখানা আছে, তাহাতে বহু জীব হত্যা হয়। এই সকল হত্যাকারীদের অর্থেও গোবিন্দজীউর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। গত ৭ই জুন তারিখে জনসভায় গোবিন্দ মন্দিরের গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার জমিদারী হইতে প্রাণিহত্যা বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। এই সভায় পুনরায় অনুরূপ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানান হইয়াছে যে, যদি তিনি সত্বর তাঁহার জমিদারীর মধ্য হইতে জীবহত্যা নিবারণ না করেন, তাহা হইলে গোবিন্দজীউর মন্দিরে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। এই সভায় মিউনিসিপ্যালিটী. ৯জন হিন্দু সদস্যের মধ্যে ৮জন সদস্য যোগ দান না করায় তাঁহাদিগের নিন্দা করা হইয়াছে।

দেড়শত টাকার জন্য শ্যালক হত্যা!

বজবজের প্রিয়রঞ্জন রায় ও অপর ৪ জন যুবক ৩০৪ ও ১৪৭ ধারানুসারে প্রিয়'র শ্যালক শরতের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য অভিযুক্ত হয়। সরকার পক্ষের কথা এই যে, প্রিয় শরতের নিকট ১৫০৲ টাকা ধারিত, শরৎ ঐ টাকা চাহিলে প্রিয় তাহাকে গালাগালি করে। পরে ঘটনার দিন প্রিয় ও তাহার ৪ জন বন্ধু শরৎকে আক্রমণ করে ও তাহাকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিতে থাকে। পরে শরৎকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়, তথায় শরৎ মারা যায়। আসামীগণ নিজদিগের নির্দ্দোষ বলে। জুরীগণ আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করেন ও প্রথম আসামীকে ৪ বৎসর এবং অপর আসামীদিগের প্রত্যেককে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে বৃষ্টি

অনাবৃষ্টিতে সীতাপুর, মিস্রিখ, নৈমিষারণ্য এবং সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহ মরুভূমিপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। গত পরশু হইতে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া কৃষকগণের মুখে হাসি দেখা দিয়াছে। বদ্ধজীবগণের শত সহস্র চেষ্টায় যাহা না হয়, সর্ব্ব জীবপালক ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছামাত্র তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণুই যে জীবের একমাত্র রক্ষক, নাস্তিক জগৎ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। শত কান্নাতেও পৃথিবীর আধিদৈবিক (অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি) ক্লেশ দূরীভূত হইবে না, যতক্ষণ না মানব ভগবৎপরায়ণ হইবে।

সাহেবের বিচার

কয়েক দিন পূর্ব্বে সীতাপুরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ এফ্, সি, এম ক্রুইকস্যাঙ্ক সাহেবের কুটিতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের বন-মহারাজের সহিত মিঃ সি, ডাব্লিউ, লংম্যান, ডেপুটী কলেক্টর, সাহেবের দেখা হয়। স্বামীজি একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মিঃ লংম্যান তথায় আসিয়াই তিনি সি, আই, ডির লোক কিনা জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজি মিঃ লংম্যানের এইরূপ বিচারের কোন কারণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, (অবশ্য গল্পের ছলে) কষায়-বস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তিকে কমিশনার সাহেবের বাড়ীতে দেখিলে আর কি মনে করিতে পারেন? স্বামিজী বলেন যে, মানবের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যে বিচার তাহা এইরূপই ভ্রমাত্মক হয়। বদ্ধ-জীবের প্রত্যক্ষ-প্রমাণে ভগবদ্বস্তু জানা যায় না।

বেথুন কলেজের গভর্ণিং বডি

বাঙ্গালা সরকার (শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী) ১৯২৮—১৯২৯ সালের বৎসরের জন্য কলিকাতায় বেথুন কলেজের গবর্ণিং বডিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন:—

(১) ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন, বেঙ্গল, (সভাপতি), (২) কলিকাতা বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল (সম্পাদক), (৩) স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, (৪) লেডি বসু, (৫) ডাঃ মিঃ ষ্টেপলটন্ (৬) স্যার পি, সি, রায়, (৭) রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, (৮) মিসেস্ পি, রায়, (৯) মিসেস্ কে, এন, রায়, (১০) স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, (১১) ঐ কলেজের শিক্ষকবৃন্দের প্রতিনিধি বাবু নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালার গভর্ণর

বাঙ্গালার গভর্ণর গত ১২ই জুলাই সায়াহ্নকালে স্পেশাল ট্রেনে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। সান্তাহারে পৌঁছিয়াছেন। ১৪ তারিখে তথা হইতে রওনা হইয়া ১৫ই জুলাই তাঁহার সিরাজগঞ্জ পৌঁছিবার কথা। তথায় পদ্মার ভাঙ্গনের সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। লাট বাহাদুর ১৭ই জুলাই ঢাকা পৌঁছিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

জ্ঞানমদ

চেতনের মূলবৃত্তিই জ্ঞান। সেই জ্ঞানের সহিত নিত্যত্ব ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ অবস্থিত। প্রেম-দশা রহিত বিপরীত জ্ঞান 'জ্ঞান' শব্দ'ন্তর্গত নহে। যেখানে অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বর্ত্তমান নাই উহা 'জ্ঞান' শব্দ বাচ্য নহে। যে 'জ্ঞান' কালক্ষোভ্য অর্থাৎ কাল যে জ্ঞান নিত্যস্থিতি সংরক্ষণে অসমর্থ, তাদৃশ জ্ঞান কখনই 'জ্ঞান' শব্দ বাচ্য নহে। তজ্জন্যই অদ্বয়জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যদি কোন ব্রহ্মজ্ঞ পরমাত্মা ও ভগবানের অধিষ্ঠানে ব্রহ্ম হইতে অদ্বয়জ্ঞান-রহিত পৃথক্ বস্তু উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তত্ত্বান্ধ বলা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। ক্ষণভঙ্গুরতা অজ্ঞান ও অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়তা জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। তজ্জন্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর অনাদি সর্ব্বাদি সর্ব্বকারণকারণ গোবিন্দ—কৃষ্ণ। মায়িক বিচারকগণ পরিমাত-ধর্ম্ম-প্রাবল্যে অদ্বয়জ্ঞানের খণ্ডিত ভাবদর্শনে তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়াও যদি সদানন্দ যোগীন্দ্রের ন্যায় জ্ঞানমদমত্ততা অবলম্বনে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হন, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁহাকে আদর করিতে পারেন না। 'জ্ঞানমদ' শব্দটী অজ্ঞের তাণ্ডব-নৃত্যকেই লক্ষ্য করে। অমত্ততা ও মত্ততার পার্থক্য সাধন করিয়া বা পার্থক্য সাধনে অসমর্থ হইয়া যে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব কল্পনা করেন, তাহাতে ভগবত্তা অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া সত্যভ্রষ্ট হয়। অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন, হ্লাদিনী-সারসমবেত ভাবময়ী শক্তি এবং অদ্বয়-জ্ঞান-জ্ঞাতা জ্ঞানানুসন্ধানমূলে সন্ধিনী-শক্তির শক্তিমদ্বিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশবস্তু অদ্বয়-জ্ঞান হইতে অবিচ্ছিন্ন,—এই বাস্তব সত্যের অসম্মাননা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই জ্ঞান-মদমত্ত। ইঁহারাই বৈষ্ণবের চরণে অপরাধী আর সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ আধ্যক্ষিক সমাজ স্বীয় ত্রৈগুণ্যবিষয়ক অবকাশের মধ্যে অবস্থিত থাকায় তুরীয় ভাব বিষয়ক বিচিত্রতা ধারণা করিতে অসমর্থ। এইরূপ জ্ঞানমদমত্ত জনগণ শব্দ-শাস্ত্রের সাহায্যে ইতরবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন, তাঁহাকেও জ্ঞান-মদ বলা যাইবে। বর্ত্তমান আধ্যক্ষিক বিদ্যামন্দির সমূহের শিখরদেশে যাঁহারা আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও স্ব স্ব সংকীর্ণ অভিজ্ঞান জন্য তথা-কথিত জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া পরাবিদ্যার দিঙ্ নির্দ্দেশে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বঞ্চিত। 'সাধনা' নাম্নী কুমিল্লার পত্রিকার ভক্তি-সন্দর্ভের ব্যাখ্যা-বাদ অবতারণা করিয়া যে জ্ঞানমদের নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা লেখকের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছে। ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রুক-বাগীশ মহাশয়ের কিছুদিন পূর্ব্বের প্রবন্ধা-বলী হইতেও লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহাদের বিচারে ও তথাকথিত জ্ঞান-প্রতিভায় যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে বাদ-বিসম্বাদের আহ্বান করা হয়। তাহাতে বিশুদ্ধ-ভক্ত-সম্প্রদায় সুখ বোধ করেন না। আবার সেই সকল বিচারের অভাব প্রদর্শন না করিলে, তাঁহাদের পাঠকগণের সরলতা-ভাবে পথভ্রষ্ট হইতে দিবার সুযোগ দিয়া গোণা-হিংসা প্রদর্শিত হয়। 'নষ্ট-চিত্ত নারি আরাধিতে' প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাজনগণের বিচারে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ এবং সাধুর কথায় আদর করিলে, কল্যাণাণী জীবের হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত তিমির বিনষ্ট হইয়া বিশ্ব পূর্ণ সুখের স্থান হয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন হইতে তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত ক্ষণভঙ্গুর জাগতিক অভ্যুদয় ভাগ্যহীন অভিজ্ঞতাবাদী জীবের চেতনতা আচ্ছাদনপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রতীতি রহিত করায়—ইহাই জ্ঞানমদ-মত্ততা বা অজ্ঞানে অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রদত্ত হয়, সেই আধ্যক্ষিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া মানব অনেক সময়ে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিপথগামী হয়। কাম ক্রোধাদি রিপুসকল প্রবল হইলে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে অদ্বয়জ্ঞান বুঝিবার পরিবর্ত্তে বদ্ধ মানবোচিত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানান্তর্গত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেকাল পর্য্যন্ত না কৃষ্ণজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব গ্রন্থে জীবের স্বাভাবিক রুচি দেখিতে পাওয়া যায় সেইকালে প্রাপঞ্চিক জড়জ্ঞান তাঁহার মত্ততা উপাদ্বত করিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণ হইতে এবং তাঁহার দাসগণের সচ্চিদানন্দ বৃত্তির বিচিত্রতা হইতে বিপথ-গামী করে। বৈষ্ণবাপরাধ যাহাতে জ্ঞানমদ বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, তাহা কখনই অণুচিৎ জীবের স্বরূপ লক্ষণে লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া তাঁহার সেবা বিধান-মানসে নিযুক্ত হইলে জীব জ্ঞানমদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। জ্ঞানমদের কবল একমাত্র বৈষ্ণবানুগত জনগণই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ভক্তিবিদ্বেষি-জনগণের বৈষ্ণবাপরাধ জনিত জ্ঞানমদ-মত্ততা প্রবল। জ্ঞানমদে উন্মত্ত হইয়া বদ্ধ জীব কখনও আপনাকে জড় সাহিত্যে রসহীন জড় কবিগণকে রসিক এবং তাদৃশ রসিকের আনুগত্যে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া গুরুদ্রোহিতাবশতঃ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসে। আপনাকে 'দার্শনিক' অভিমান করিয়া শব্দ সাহায্যে নিজ গৃহব্রত ধর্ম্মে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে গিয়া 'ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রীগুরুদেবও বৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় মর্ত্ত্য জীব মনে করিয়া তাঁহাদের ছিদ্রানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়—এই সকল জ্ঞানমদের প্রকারভেদ। কখনও বা বলে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের আলোচনা আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত করিবে, সুতরাং আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তখন আধ্যক্ষিক জ্ঞান-ধনই আমাদের সম্বল। আমরা শুদ্ধভক্তের নিত্য সত্যোপলব্ধি-বঞ্চিত হওয়ায় আমরা তাঁহাদের প্রতিপক্ষ। জ্ঞানমদমত্ত জন-গণ শ্রীবৈষ্ণবের চরণে প্রপন্ন হইলেই তাঁহাদের মাপিয়া লইবার যন্ত্রগুলি অপটু, ইহা বুঝিতে পারিবে,—এই ত্রিগুণোত্থ জ্ঞানার্থী তুরীয় বস্তুকে নিজের মাপ কাঠিতে আনিতে গিয়া যে অনর্থের আবাহন করে, তাহাই জ্ঞানমদ। বিনোদই তাঁহাদিগের দর্শ, জৈবধর্ম্মের কোন সন্ধানই তাহারা রাখিতে পারে না। আমি ভোগী, ইন্দ্রিয়-সাহায্যে স্বচ্ছভাবে ভোগ করিব, এই দুর্ব্বুদ্ধিই জীবকে অজ্ঞানমদে মত্ত করায় এবং তাহাকেই 'জ্ঞান' বলিয়া তাহাদের ধারণা হয়। বৈষ্ণবাপরাধ বিগত হইলে ভক্তের কৃপা ক্রমে তাহাদের মঙ্গল হয়। তখন তাহারা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুর নিকট মন্মস্তুদ বাক্য শ্রবণের অধিকার লাভ করে। প্রাকৃত সহজিয়া-দিগকে অনেক সময়ে প্রকৃত ভক্তগণ সমাদর করেন, ইহাতে তাহারা বঞ্চিত হয় এবং জ্ঞানমদে স্ফীত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসে।

জ্ঞানমদমত্তা পদ্মা একদিন ব্রজবাসি-গণের প্রতি কৃষ্ণের অনুরাগ দেখিয়া তাহার অধস্তনগণকে বলিয়াছিল যে, গোপগণের সহিত কৃষ্ণ যেকালে বাস করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ব্যয়িত অর্থ গোপদিগকে প্রদান করিলে কৃষ্ণের ব্রজ-বাসিজনের প্রতি অনুরাগ ক্ষীণ হইবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মূঢ়া পদ্মা তাহা বুঝিতে পারে নাই। আধ্যক্ষিক জ্ঞান সকল সময়ে পরমার্থ বিষয়ে উপনীত হইতে পারে না।

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অষ্টম দিনের পর)।

কণারক হ'তে এসে ক্লান্তভাবে দোতলার বারন্দায় শু'য়েই ঘুমিয়ে প'ড়েছি, সন্ধ্যা আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌তে আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে গেল। এই গরমের দিনে পুরীর সমুদ্রধারের সেই মনোরম ঠাণ্ডা দখিনে হাওয়াতে, উঠি উঠি ক'রেও যেন আলস্যে উঠ্‌তে দিচ্ছিল না। আরতি শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মঠের একটী ব্রহ্মচারী বালক কোমল মধুর কণ্ঠে প্রার্থনা গান ধ'রলেন।

অনাদি করম-ফলে, পড়ি ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়॥
এ বিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি ঊর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি বেলা॥
জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্ম ধূলি করি,
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥

গানটীতে যেন আমার কানে মধু ঢেলে দিলে। এর প্রত্যেক পদটীই যেন অমৃত দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এই গানটী শুনে আমার মত কঠিন-হৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয়টা যেন একেবারে গ'লে গেল, কোন অজানা দেশের সন্ধান যেন এই গানের ভিতর দিয়ে অলক্ষ্যে ভেসে আসতে লাগল,—জন্ম জন্মান্তরে যত সব ভগবানের সেবার বিরুদ্ধ কার্য্য ক'রেছি আজ সেই বদ্ধদশার সম্পূর্ণ ছবিখানটা যেন আমার সম্মুখে নগ্ন মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আমাকে উপহাস ক'রতে লাগল। আমার এই বদ্ধদশা হ'তে মুক্ত হ'য়ে তোমার সেবা পাওয়ার একমাত্র উপায়—হে ভগবন্, তোমারই অহৈতুকী দয়া। আমি যে তোমার নিজ-জন, তোমাকে ভুলে আজ এই সংসারের মায়ামোহে প'ড়ে তোমার কাছ থেকে দূরে—অতি দূরে চলে' এসেছি। ভুলক্রমে একটা তামাসা দেখ্‌তে এসে শেষটা সেই তামাসায় এমন মশ্‌গুল হ'য়ে গিয়েছি যে, এখন আমাকে যে ফিরে যেতে হবে, তাও ভুলে গিয়েছি। হে দয়াময় কৃপার সাগর, তুমি দয়া ক'রে, তোমার এই পতিত, পথভ্রষ্ট দাসকে তোমার পাদপদ্মে টেনে নেবে, কি? এ জগতে যে আমার বল্‌তে কিছু নাই তা

আমি বেশ বুঝতে পেরেও নিজের চেষ্টায় তোমার কাছে ফিরে' যে'তে পারছি কই? এই সংসার-দুঃখ-সাগরে প'ড়ে চারিদিকে তার ভীষণ ভীষণ তরঙ্গ দেখে হতাশ হ'য়ে আমি কোন্ উদ্ধারের উপা ক'রে উঠ্‌তে পারছি না। যখনি আমি এই সাগরের কূলে যেয়ে পৌছুতে চেষ্টা কর্‌ছি, তখনি দেখ্‌ছি যে দুর্ব্বাসনারূপ লোহার শিকল দিয়ে আমার হাত পা বেশ কঠিনভাবে বাঁধা র'য়েছে. তারপরে কাম ক্রোধাদি কুমীর হাঙ্গর সব একেবারে গিলে' খেয়ে ফেলে দেবার জন্যে আমাকে চারিদিক্ হ'তে ঘিরে রেখেছে, আমার মত এমন নিরাশ্রয়, দুঃখ-সাগরে-পতিত-জীবকে দয়া করবার কি কেউ নাই? যাঁদের উপর কর্ত্তৃত্ব ক'রে আমার নিজের মঙ্গল সাধন ক'রে নেওয়া উচিত, আজ কিনা আমি সেকথা ভুলে' জীবনের প্রথম হ'তে তাঁদেরই আদেশ পালন ক'রে আসছি। আমার এই প্রভুদের আদেশ আজীবন পালন ক'রেও ত তাঁদের আমি সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পার্‌লাম না,—আমি যতই তাঁদের কায়-মনোবাক্যে সেবা কর্‌ছি, তারা ততই আমাকে আরও বেশী করে উদ্বেগ দিচ্ছে। হে অনাথের-নাথ করুণা-সাগর, তাঁদের আদেশ পালন ক'র্‌তে আর আমার ইচ্ছা নাই, এখন তুমি তোমার ঐ অশোক-অভয়-চরণ-কমলের ধূলি ক'রে আমায় স্থান দান কর। যার কেউ নাই তার তুমিই ত একমাত্র আশ্রয় প্রভো।

প্রায় ২০দিন হ'লো পুরীতে এসেছি প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় পাঠ কীর্ত্তন শুনে এবং এঁদের সঙ্গে সকল সময় আত্ম-মঙ্গল-কর-হরিকথা আলোচনা ক'রে, আমার জীবনের গতিটা, যে ভাবে ব'য়ে যাচ্ছিল তা' হ'তে পৃথক্‌ভাব ধারণ ক'রে জীব-জীবনের চরম উদ্দিষ্ট বস্তু পাওয়ার জন্য যেন ছুটে যেতে চাচ্ছে। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, কেন নিরপেক্ষ বৈষ্ণবেরা একে' সর্ব্বোত্তম জীবে দয়া বলে বলেছেন। যে দয়া লাভ ক'রলে জীব, অজ্ঞান অন্ধকার হ'তে দূরে গিয়ে ভগবানের সেবা লাভ ক'রতে পারে তার চেয়ে বড় দয়ার কথা আর কী হ'তে পারে?

জগতে আজ পরমার্থের দুর্ভিক্ষ এসে উপস্থিত হ'য়েছে—সাধারণ পুণ্য কার্য্যের সঙ্গে পরমার্থ জিনিষটাকে এক ক'রে ফেলে কত লোক যে বিপথগামী হ'য়ে কখনও স্বর্গে এবং কখনও বা নরকে গিয়ে অনর্থক তাদের অমূল্য সময়টা নষ্ট ক'রে দিচ্ছে, তা কি একবারও তা'রা ভেবে দেখ্‌বার সুযোগ পায়? দু' এক দিনের মধ্যেই এমন অমল সঙ্গ ছেড়ে' চ'লে যেতে হবে,—আবার সেই কর্ম্ম-কোলাহল পূর্ণ রাজধানীতে গিয়ে, দশটা হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত অবিরত পরের দাসত্ব করে তার বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্ত্রী কন্যাদির ভরণ পোষণ ক'রতে হ'বে, এসব 'ভেবে' সত্য সত্যই মনে বড় দুঃখ হ'তে লাগ্‌লো।

স্বার্থপর লোকেরা যেমন সব জিনিষেই তাদের স্বার্থটা খুঁজে বের করে' নেয়, সেরূপ এজগতে মায়াবদ্ধ হবার পর থেকে জীবের এমন একটা স্বভাব হ'য়ে গিয়েছে যে তা'রা কোথাও কোন সদ্‌গ্রন্থ বা সাধুর নিকট হ'তে কোন হরিকথা বিষয়ক সদুপদেশ পেলে সেই উপদেশটাকেও এই জড় বিষয় ভোগের কার্য্যে লাগিয়ে দিতে তৎপর হয়। হরিনামে সব শক্তি আছে অতএব সেই হরিনাম ক'রে' অর্থ লাভ কর্‌'ব, রোগ ব্যাধি বিনাশ কর'ব, যাতে ভাল করে' ইন্দ্রিয় সুখ লাভ হয় সে'রূপ প্রার্থনা করে' তা'র নিকট হ'তে সেই সব জিনিষ আদায় করে' নেব। জগতে সাধু ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ হ'লে সেই প্রতিষ্ঠার বলে গুরু সেজে ব'স্‌ব, শিষ্যের বিত্ত হরণ ক'র্‌ব, শেষে শিষ্যের ঘ'ড়ীতে ব্যভিচারাদি করে' একেবারে ভোগের চরম সীমায় পৌছে নরকে চ'লে যাব।

কোন বাবুর বাড়ীর একটা চাকর, বাবুর দৈনিক বাজারটা ক'রে আন্‌ত। চাকরটা খুব স্বার্থপর, সে প্রত্যহ সেই বাজার হ'তে কিছু কিছু জিনিষ সরিয়ে নিজের বাড়ীতে দিয়ে আস্‌ত। ক্রমশঃ তার মালিক সেকথা জান'তে পার্‌লেন এবং তা'র হাত থেকে বাজার করার ভারটা অন্যের হাতে দিয়ে দিলেন কিন্তু চাকরটাকে সংশোধন করার জন্য নূতন উপায় বে'র ক'রলেন। একটা ময়রা দোকানে বলে দিলেন প্রত্যহ আমি এক আনা করে পয়সা আমার * * * চাকরের হাতে পাঠিয়ে দেবো আর তুমি তাকে গুণে তিন কুড়ি অর্থাৎ ৬০ খানা বাতাসা বুঝিয়ে দিও এবং ব'লে দিও, বাবু সেখানে তাঁর কাছে এইরূপে গুণে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে বলেছেন, সেখানে তিনি বুঝে নেবেন। প্রত্যহ সে বাতাসা নিয়ে আসে, তিনিও গুণে বুঝে নেন, এরূপ প্রায় একমাস হ'য়ে গেল তখন একদিন বাবুটী ভাব্‌লেন চাকরটার মতি গতি বোধহয় এতদিন কতকটা ভাল হ'য়ে থাকবে। তাই ভেবে তিনি চাকরটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"আচ্ছা তোমার ত একটা বড্ড খারাপ অভ্যাস ছিল যে, যেকোন জিনিষ তোমাকে কিন্‌তে দিলে তুমি তা'থেকে কিছু কিছু সরিয়ে নিতে, কিন্তু তোমাকে সংশোধন কর্‌বার জন্য এই একমাসকাল তোমাকে গুণে ঠিক করে বাতাসা কিন্‌তে দিয়ে ছিলাম। এর মধ্যে তুমি যখন কোন অন্যায় কর নাই তখন এত দিন বোধহয় তোমার সে স্বভাবটা কতকটা সংশোধিত হ'য়ে থাক্‌বে।" একথা শুনে চাকরটা বেশ সনম্রভাবে বল্‌লে "বাবু, আমাকে যে বাতাসা কিন্‌তে দিতেন আমি তার সবগুলিই একবার ক'রে জিবদিয়ে চেটে, তার কিছুটা ভোগ করে' নেই। বাতাসা-গুলি গুণে গেঁথে ঠিক্ করে নেন, অতএব অন্য উপায়ে ত আর এক খানাও নেবার যো নাই, তাই অগত্যা আমি এই রাস্তাটা বের করে নিয়েছি, বেমালুম এর থেকে যতটা পাওয়া যায় তাই লাভ। এজগতে এসে এই মায়ার কবলে পড়ে, আমরা এমনই স্বার্থপর হ'য়েছি যে আমাদের অবস্থাও ঠিক এরূপ।

শ্রীযুক্ত ভারতী মহারাজ আমাকে বল্‌লেন যে ২।১ দিনের মধ্যে তাঁরা প্রায় সকলেই এখান হ'তে কটক চ'লে যাবেন। সেখানে তাঁদের শ্রী চিদানন্দ মঠ নামে একটী মঠ আছে, সেই মঠের বার্ষিক উৎসব আগামী ৯ই আষাঢ় শনি-বার হ'তে আরম্ভ হ'বে এবং ১৯শে আষাঢ় পর্য্যন্ত চল্‌বে। এর মধ্যে ১২ই আষাঢ় নগর সংকীর্ত্তন, ১৩ই আষাঢ় বুধবারে শ্রীশ্রীবিনোদ-রমণ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব, এবং ১৭ই আষাঢ় রবিবার সাধারণ মহামহোৎসব হ'বে। আমার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাওয়াটা হয়ে উঠ্‌বে না কারণ ছুটীটা প্রায় ফুরিয়ে আস্‌ছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্ম-

"অমৃত"

( )

একথা কেহ যদি না জানেন, তাহ'লে তিনি বলবেন, "বলেন কি মহাশয়। তাও কি কখনও হয়। পাঁচ বৎসরের টুকটুকে কচিছেলেকে, তার বাবা বিষ দিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে—হাতীর পায়ের তলা দিয়ে—অস্ত্রদ্বারা, এরূপে নানা প্রকারে মার্‌বার চেষ্টা করেছিল। ছেলের বাবা হয়ে ছেলের প্রতি কি এরূপ নিষ্ঠুরতা করতে পারে? এ'ত অসম্ভব বলে মনে হয়। তার উপর আবার বল্‌ছেন যে, অত চেষ্টা ক'রেও ছেলেকে মার্‌তে পারে নাই। একথা ত আরও অসম্ভব।" কিন্তু তাঁর কাছে আমার করযোড়ে নিবেদন এই যে, একথাটী আমার খেয়ালের কথা নয়—পাগলামীর কথা নয় কিম্বা যার তার কাছে শোনা কথা নয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের কথা। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রহ্লাদ-চরিত্র" পড়েছেন বা শুনেছেন তাঁরা জানেন। ভক্ত প্রহ্লাদ মাতৃ-গর্ভ থেকেই শ্রীল নারদ গোস্বামীর কৃপা পেয়ে তাঁর নিকট হরিকথা শুনেছিলেন। তাই তিনি আজন্মই ভক্ত। তিনি শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা কর্‌তেন। তাঁর নিজের দেহ-রক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই ছিল না, কারণ তিনি জান্‌তেন যে "ভগবানই সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও পালন-কর্ত্তা, তিনি রক্ষা করলে কেউ মারতে পারে না আর তিনি মারলে কেউ রক্ষা কর্‌তে পারে না, সবই তাঁর ইচ্ছায় হ'য়ে থাকে।" বনে যে সব পশু থাকে, তা'দের নিজে চেষ্টা ক'রে খেতে হয়, কিন্তু পালিত বা বিক্রীত পশুকে নিজে চেষ্টা ক'রে খেতে হয় না ও নিজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য কোন চিন্তাও কর্‌তে হয় না। যিনি তাঁকে ক্রয় করেছেন, তিনিই রক্ষা করেন ও পালন করেন। সেইরূপ ভক্তগণও ভগবানের চরণে বিক্রীত হ'য়েছেন ব'লে তাঁরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করেন। কি কর্‌লে ভগবানের প্রীতি হ'বে, সব সময়েই তাঁদের এই চিন্তা, তা ছাড়া নিজের সম্বন্ধে তাঁরা কোন চিন্তাই করেন না। ভগবান্ অন্তর্য্যামী ও ভক্তির বশ, সেই জন্য তিনি সব সময়েই ভক্তকে পালন করেন এবং রক্ষা করেন। ভগবানের সুদর্শনচক্র সর্ব্বদা ভগবানকে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন, তাই কেহই তাঁহাদের কেশ স্পর্শ কর্‌তে পারে না। সেই জন্য হিরণ্যকশিপু অনেক চেষ্টা করেও ভক্ত প্রহ্লাদকে মার্‌তে পারে নাই, তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাজা অম্বরীষের কথাও ঐরূপ। দুর্ব্বাসা মুনি একদিন রাজা অম্বরীষের বাড়ীতে অতিথিরূপে এসেছিলেন দ্বাদশীর দিন প্রাতে এসে তিনি রাজাকে বল্লেন যে, "আমি শীঘ্র স্নান ও পূজাদি করে আস্‌ছি, এসে পারণ করব, তুমি প্রস্তুত থাক"। তারপর পারণ করবার সময় পার হ'য়ে যায় দেখে, রাজা অম্বরীষ ব্রত রক্ষা করবার জন্য ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-গণের ব্যবস্থা মত কুশাগ্রে জলপান করলেন। তাঁরা বল্লেন যে শ্রীএকাদশী নিত্যব্রত, ঠিক সময়ে পারণ না করলে ব্রত নষ্ট হবে ও ভক্তির চরণে অপরাধ হবে; আবার এদিকে অতিথি সেবা না করে নিজে পারণ করতে গেলেও দোষ হবে সুতরাং এরূপভাবে জলপান করলে দুইদিক্ বজায় থাকবে, কারণ কুশাগ্রে জলপান করলে পারণ রক্ষা হ'ল, তবে এটা খাওয়ার মধ্যে নয় সেইজন্য অতিথির নিকটও কোন ব্যবহার-দোষ হবে না। এমন সময়ে দুর্ব্বাসা যোগবলে এই কথা জানতে পেরে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে এসে ক্রোধ প্রকাশ ক'রে রাজাকে বলতে লাগলেন—"ওরে পাপিষ্ঠ! ক্রোধ

ভুত অহঙ্কার হ'য়েছে, তুই অতিথি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিস্, জানিস না আমি কে? আমার নাম দুর্ব্বাসা, আমি তোকে এখনই ভস্মীভূত করব, দেখি, আজ কে তোকে রক্ষা করে।" এই বলে তার নিজের মাথার একটা জটা ছিঁড়ে একটা আগুন বা'র করলেন। তখন রাজা অম্বরীষ যেন কত অপরাধ ক'রেছেন তাই দীনভাবে করজোড়ে বলছেন—"অপরাধ করেছি কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করুন।" দুর্ব্বাসার ক্রোধ কিছু-তেই শান্ত হল না। ঐ আগুন ক্রমশঃ রাজাকে ভস্ম করবার জন্য তাঁরদিকে আসতে লাগল। রাজা অম্বরীষ প্রাণ-ভয়ে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে, অচল অটল-ভাবে থেকে হরিনাম করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে মুহূর্ত্তমধ্যেই বৈকুণ্ঠ থেকে ভগবানের সুদর্শনচক্র এসে ঐ আগুনকে নষ্ট করে দিয়ে দুর্ব্বাসার পিছনে ছুটলেন। দুর্ব্বাসা তখন প্রাণ-ভয়ে ভীত হয়ে দৌড়িতে দৌড়িতে, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, বলতে বলতে শিবের কাছে গেলেন—ব্রহ্মার কাছে গেলেন, তাঁরা, বিষ্ণুর নিকট যেতে বল্লেন। তখন বিষ্ণুর কাছে গেলে পর তিনি বললেন,—"দুর্ব্বাসা আমার কাছে কেউ অপরাধ ক'রলে হয় ত আমি তা'কে ক্ষমা ক'রলেও ক'রতে পারি, কিন্তু তুমি বৈষ্ণবাপরাধ করেছ, তোমার আর নিস্তার নাই।" তখন দুর্ব্বাসা লম্বা হ'য়ে পড়ে বলতে লাগলেন "হে ঠাকুর। রক্ষা করতেই হবে, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব, এখন কি করতে হবে, তাহা দয়া ক'রে বলুন।" তদুত্তরে বিষ্ণু বল্লেন "তুমি রাজা অম্বরীষের চরণে অপরাধ করেছ, শীঘ্র যেয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা চাও।" তখন তিনি অম্বরীষ মহারাজের কাছে এসে ক্ষমা চাইলে পর সুদর্শন চক্র তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ইহাদ্বারা আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে যাঁরা নিষ্কপটে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, ভগবানের সুদর্শন চক্র তাঁ'দিকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন ব'লে কেহ মারতে পারে না অর্থাৎ তাঁদের জড় বস্তুতে 'আমি আমার'রূপ কুদর্শন থাকে না, শ্রীগুরু-কৃপায় সু-দর্শন বা দিব্যদর্শন লাভ হয়, তখন তাঁরা দেখতে পান যে, তাঁদের চেতনময় স্বরূপটীকে প্রাকৃত অস্ত্রের দ্বারা কেহ নষ্ট করতে পারে না। তাই মহাজন ব'লেছেন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—"অমৃত"। পরদিন এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা রহিল

প্রাপ্ত পত্র

রাজবাড়ী, ফরিদপুর
১১।৭।২৮

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণ কমলেষু—

অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন, আমার মোহরের শ্রীমান্ নীরদচন্দ্র দাস নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনার মতামত জানিবার জন্য এই পত্র লেখাইতেছেন, কৃপা করিয়া আপনার মতামত জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। বিষয়টি এই :—

যশোহর জেলার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামে "অদ্বৈত আশ্রম" নামে একটি মঠ আছেন। উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধাম নবদ্বীপের রামদাস বাবাজীর সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন এবং তিনি আমার উ'ল্লখিত মোহরের শ্রীযুত নীরদচন্দ্র দাসের মাতুল হইতেন। উক্ত মঠে "শ্রীশ্রী নিতাই গৌর" প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বিগ্রহ-সেবা-কার্য্যাদি চলিয়া আসিতে-ছেন। গত বৎসর উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ (যদুনন্দন দাস বাবাজী) দেহ রাখিয়াছেন। তৎপর হইতে তাঁহার জনৈক শিষ্যের দ্বারা সেবার কার্য্য কোন প্রকারে চলিতেছে। উক্ত সেবাইত ও স্বর্গীয় যদুনন্দন দাস বাবাজীর ভাগিনেয়-দের পক্ষ হইতে অতিরিক্ত অন্য একজন সেবাইতের জন্য শ্রীযুত রামদাস বাবাজীর নিকট যাওয়া হয়, কিন্তু তিনি কোন সেবাইত সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই, এবং উক্ত মঠের সেবা-কার্য্যাদি যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, তৎসম্বন্ধেও কোন প্রকার চেষ্টাযত্ন করিতেছেন না। মঠের সেবাকার্য্যাদি প্রধানতঃ শিষ্যদের ও সাধারণের সাহায্যের দ্বারা চলিয়া আসিতেছিল এবং বর্ত্তমানেও চলিতেছে, কিন্তু মাত্র একজন সেবাইত থাকায় ঐ অর্থাদি সংগ্রহ করা অসুবিধা-জনক হইতেছে এবং সেবার ঘর সংকুলান করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একারণ স্থানীয় ভদ্রলোকগণের উপদেশানুসারে মঠের অনুষ্ঠাতা উক্ত বাবাজী মহাশয়ের ওয়ারেশ ভাগিনেয়গণ ঐ মঠ বিনাসর্ত্তে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের কর্ত্তৃত্বাধীনে ত্যাগ করিতে অভি-প্রায় করিয়াছেন। উক্ত মঠ পাকা দালানে অবস্থিত, ঐ সঙ্গে টীনের ও খড়ের একখানা ভোগমন্দির, একখানা সেবাইতদের খাবার ঘর ও একখানা ভাঁড়ার ঘর আছে। মঠের শিষ্য ও ভক্তগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। মঠটি শ্রীপুর থানা এবং হাইস্কুলের খুব নিকটে অবস্থিত। বোধ হয় শ্রীপুর হাই-স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত রামনারায়ণ কর আপনাদের বিশেষ পরিচিত ও অনুগৃহীত, তাঁহাকে এবং শ্রীশ্রীমায়াপুর মঠের সেবাইত শ্রীযুত রাধাবিনোদ প্রভুকে ঐ মঠের সম্বন্ধে লিখিলে জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিত অবগত হইতে পারিবেন। যশোহরের উকিল শ্রীযুত শচীন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ও ঐ মঠের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। উল্লিখিত অবস্থা-নুসারে উক্ত মঠ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হইবে কিনা এবং সম্ভবপর হইলে কিরূপ কি করিতে হইবে—কৃপা পূর্ব্বক লিপি যোগে জ্ঞাপন করিলে কৃতার্থ হইব। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব কৃপাপ্রার্থী
শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু, উকিল

পত্রোত্তর

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর।
১৩।৭।২৮

বিহিত সম্মান পুরঃসর সাদর নিবেদনমিদং—

আপনার ১১।৭।২৮ তারিখের পত্র পাইয়া তল্লিখিত সমাচার অবগত হইলাম। যশোহর জেলার শ্রীপুর থানার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামের 'অদ্বৈত আশ্রম' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা দূষিত বীজে উৎপন্ন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের এতগুলি অধিক মঠ হইয়াছে যে, সুদূর পল্লীগ্রামে মঠের ভার গ্রহণ করা এক প্রকার অসম্ভব তৃতীয়তঃ আমাদের প্রচারের উদ্দেশ্য জীবকে বিষয় নির্ম্মুক্ত করা। কিন্তু সাধারণের মঠাদির ধারণা বদ্ধজীবকে আরও বিষয়ে বদ্ধ করা।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ কর মহাশয় আমাদের পরিচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তালখড়ির শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার বাড়ীর নিকট একটী মঠের প্রস্তাব লইয়া আজ কয়েক বৎসর হইতে আমাদিগকে জানাইতেছেন। যশোহরের নিকট আর একটী গ্রামে অপর পথের পথিক দ্বারা স্থাপিত আর একটী মঠও আমাদিগকে দিবার জন্য আজ ৪।৭ বৎসর চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমাদের ঐ সকল বিষয় শক্তির অতীত হওয়ায় এবং প্রচার-কার্য্যের বিঘ্ন হইবে জানিয়া আমরা ঐ সকল বিষয় হইতে দূরে অবস্থিত। আশা করি, আপনি ভাল আছেন। আমরা সম্প্রতি একটী প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হইয়া ভগবানের ভাণ্ডারের অনেক অর্থ অপচয় করিবার হেতুভাগী হইয়াছি। সুতরাং দুঃসঙ্গ করিবার জন্য আমাদের আর উৎসাহ হইতেছে না। দুঃসঙ্গী জনের সঙ্গ বর্জ্জন করাই নিজ পরিত্রাণের উপায়। ইতি

শ্রীহরি জন কিঙ্কর—

স্বাস্থ্য-সমাচার

(স্বভাবের পথ হইতে উদ্ধৃত)

পাকযন্ত্রের উপর কি দারুণ অত্যাচার!

(শ্রীক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,)

বিশ্রাম সবার আছে
জগতে শ্রমের পর,
পাকযন্ত্র খাটে শুধু
সে বেচারী নিরন্তর।
দয়া, মায়া, স্নেহ নাই
ইষ্টানিষ্ট সুবিচার,—
কে বলে মানব সভ্য,
বিশ্বে সেবা চমৎকার?
বাড়ীতে কৃষাণ আছে,
খাটে খড়ি ধ'রে হাতে,
বলদ, ঘোটক, গাধা—
সেও শুতে পায় রাতে।
নির্জ্জীব এঞ্জিন খানা
ছুটিলে শতেক ক্রোশ,
বিবিধ যতনে তা'র
করা হয় মনস্তোষ।
সব দিকে আছে কিছু
খরদৃষ্টি সন্ধান,
(নিজ) দেহের বেলায় হায়!
অতি মূঢ় হতজ্ঞান।
যে যন্ত্রটা খেটে খেটে
হ'ল কণ্ঠাগতপ্রাণ,
যা'র উপরে খাড়া আছে
এ বিপুল বপুখান,
তা'রে ভাই ছুটী দাও
নিদ্রারাম উপবাসে,
দেখিবে দ্বিগুণ কাজ
করিবে সে বারমাসে।
নহিলে বিগড়ে যাবে
অবিশ্রান্ত খাটুনিতে,
অবসাদ, ক্লান্তি—বিষ,
কহে বিজ্ঞ এ মহীতে।
নিশীথে সর্ব্বাঙ্গ পায়
কর্ম্ম হ'তে অবসর,
ঠাসিয়া উদরে এবে
পূরিল তাহার দর।
নিদ্রা এল—নাক ডাকে,
শিথিল অবশ দেহ,
পাকস্থলী কি যন্ত্রণা
লভিছে—ভাবে কি কেহ
তাই সত্য পৃথিবীতে
চারিদিক দেখি আজ
অজীর্ণ, অপাক, অম্ল—
জ্বালাতন একি কাজ।
পশু পাখী দিনে খাটে,
হিত মিত খাদ্য খায়,
রাতের আঁধারে কিন্তু
সুখে নীড়ে নিদ্রা যায়।

প্রকৃতির (এ) পূত নীতি,
মানে সবে উল্লাসে,—
বিশ্রাম ও পরিশ্রম
পর্য্যায়ক্রমেতে আসে
মানব! তোমার তবে
কেন দেখি বিপর্য্যয়?—
ডকে যায়—"স্বভাবের
পথে" চল মহাশয়।
সর্ব্বনাশী রান্নাঘর,
জিহ্বার লালসা বড়;
এখনো সময় আছে,
লাগাম কসিয়া ধর।

সাত্ত্বিক দান

পরমার্থে অর্থ নিয়োগ

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত তারের সংবাদ)

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান স্থানস্থিত নিত্যনিবাস শ্রীধাম বংশ মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রী-বিনোদ বিলাসজী ও শ্রী গৌরসুন্দর বিগ্রহের যথোপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নদীয়ার রাণী সাহেবা এককালীন ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। পরন্তু বুদ্ধিমতী রাণী-সাহেবা তাহার পূর্বের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

ধনিগণের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশ ব্যক্তিই বিলাস-ব্যসনে অর্থ অপব্যয় করেন। কেহ কেহ পুণ্যজনক অথবা জনহিতকর কার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিয়া আপন চরম সার্থকতা সম্পাদিত হইল মনে করেন। কিন্তু যাহাতে জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধিত হয় এরূপ কার্য্যে, সাক্ষাৎ অর্থ নিয়োগ করিতে কোটি কোটি দাতার মধ্যে এক জনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীয়ার রাণী-সাহেবা ভগবন্মন্দির নির্ম্মাণকল্পে অর্থ নিয়োগ করিয়া সুকৃতির ভাজন হইতেন, আশীর্ব্বাদ-ভাগিনী হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্য-মঙ্গল বিধান করুন।

নানা কথা

(স্থানীয়)

সহর নবদ্বীপের খুনী মোকর্দ্দমার সংবাদ

নবদ্বীপ সহরের খুনী মোকদ্দমা-সংশ্লিষ্ট ১২জনকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে ..জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট এক জনকে এখনও আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে যাহা হয় পরে জ্ঞাপন করা যাইবে।

এবার বন্যার সম্ভাবনা

এবার গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর জল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। জলঙ্গী নদীর সহিত পদ্মার সংযোগ হওয়ায় জলঙ্গীতে স্রোত প্রবল হইয়াছে। গত বৎসর ১৪ই জুলাই তারিখে প্রাতঃকাল ৬টার সময় ৯'০২ ফিট এবং বেলা ১২টার সময় ৮'৪৭ ফিট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার স্থলে এবার ১৮ই জুলাই তারিখে প্রাতঃকাল ৬টার সময় ২৩'০৪ ফিট এবং বেলা ১২টার সময় ২৩'০২ ফিট হইয়াছে। এই হিসাব হইতে অনুমান করা যায় যে, সত্বরই এদেশে বন্যা আসিতে পারে।

জীবহিংসায় বিপত্তি

কুষ্টিয়ার অন্তর্গত কয়া কাশীমপুর নিবাসী আহাদালী সেখ গোরাই নদীতে জাল দিয়া মাছ ধরিতেছিল। হঠাৎ খুব প্রকাণ্ড একটি "পাঙ্গাস" মাছ জালে পড়িয়াই তীরের দিকে লম্ফ দেয়। এই সময়ে উহার একটি কাঁটা আহাদালীর পেটে বিদ্ধ হয় এবং পেটের অনেক খানি বিদীর্ণ হয় ও নাড়ী বাহির হইয়া পড়ে। ডাক্তার উহা সেলাই করিয়াছেন, তবে লোকটির বাঁচিবার আশা কম।

সি, আই, ডি'র বাহাদুরী

গত ১৪ই জুলাই তারিখে জনৈক মুসলমান কুষ্টিয়া হইতে কৃষ্ণনগর সাবজজ্ কোর্টে মোকদ্দমা করিবার নিমিত্ত আসিতেছিল। পথিমধ্যে জনৈক সি, আই, ডি, কর্ম্মচারী তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। অতঃপর রাণাঘাট পৌঁছিলে উক্ত সি, আই, ডি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বলে, "আপনি— অমৃত লাল চক্রবর্ত্তী, আপনি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট আছেন, সুতরাং আপনাকে আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইল।" কিন্তু দুঃখের বিষয় সে ব্যক্তি আদৌ অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী নহে, পরন্তু হিন্দুও নহে। সে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহার সহযাত্রিগণ তাহাকে সনাক্ত করে। তথাপি পুলিশকর্ম্মচারিগণ তাহাকে অন্যায়ভাবে ৩টা অবধি রাণাঘাটে আটক করিয়া রাখে। মুসলমান ভদ্রলোকটী ৪॥টার সময় কোর্টে আসিয়া তাহার দুরবস্থার বিষয় পরিচয় দেয়। বদ্ধজীব মাত্রেরই এইরূপ অসত্যে সত্য ভ্রম রূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি হইয়া থাকে।

(ভারতীয়)

'কলিকাতা গেজেটের' এক অতিরিক্ত সংস্করণে ঘোষিত হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জুলাই অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি অধিবেশন হইবে।

'প্রতাপ' সম্পাদকের উপর নোটীশ

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জি কানপুরের 'প্রতাপ' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর উপর এইমর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তিনি 'জেল দাঙ্গার তদন্ত' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে না কেন তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে, কারণ ঐ বিষয়টি বিচারাধীন বিষয়।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষৎ শারদীয় অধিবেশন

আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ব্যবস্থা পরিষদের এবং ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য

কাশী, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন বৎসরের অধ্যাপনা আরম্ভ উপলক্ষে পণ্ডিত-মদনমোহন মালব্য বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের সহিত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়াই হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা মালব্যজীর শুভ সংকল্পের বিশেষ প্রশংসা করি। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষার শিক্ষকতার ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না হইলে হিতে বিপরীত ফল ঘটিতে পারে। ধর্ম্মপথ ক্ষুরধারের ন্যায় অতীব বিপৎসঙ্কুল দুর্গম পথ। উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের তত্ত্বাবধানে চালিত হইতে না পারিলে প্রতিপদ-বিক্ষেপেই অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে। যাঁহারা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রৌতপন্থানুসরণে আদর্শ ধর্ম্মজীবন যাপন করেন, নিজ নিজ মনগড়া খেয়ালকেই ধর্ম্মমত বলিয়া চালাইতে চাহেন না, কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যাঁহারা আবদ্ধ নহেন, সার্ব্বজনীন নিত্যসত্য সনাতন ধর্ম্মই যাঁহাদের প্রচার্য্য বিষয়, তাঁহারাই ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশক হইতে পারেন। তাঁহাদের আনুগত্য প্রভাবেই ছাত্রগণ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া প্রকৃত সত্য নিরূপণে সমর্থ হইতে পারেন।

রাজসাহী জিলা বোর্ডের সভাপতি

গত ১২ই জুলাই রাজসাহী জিলা বোর্ডের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে, নাটোরের কুমার বরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র যথাক্রমে উক্ত জিলা বোর্ডের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(বৈদেশিক)

লণ্ডনের হোটেলে বাঙ্গালী যুবকের মৃতদেহ

লণ্ডন ৯ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ব্লুমসবারীর কোন একটি হোটেলের কক্ষে শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল নামক জনৈক ছাত্রকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রটির বয়স ৩০ বৎসর হইবে। ডাক্তারী পড়িয়া এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ইনি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি সাউথওয়েল্‌সের কোন একটি টাউনে থাকিতেন। সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কক্ষ ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ ছিল। দরজা ভাঙ্গিয়া কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক ছাত্রটির মৃতদেহ এবং উহার নিকটই জনৈক ওয়েল্‌স মহিলাকে রুগ্নাবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহাকে তখনই হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি বড় রহস্যপূর্ণ। বিশেষ তদন্ত চলিতেছে।

পদব্রজে পৃথিবীভ্রমণ

মিষ্টার উইলিয়ম উল্‌ফ ৫ শত টাকা পারিতোষিক লাভের অভিপ্রায়ে ৭ বৎসর পদব্রজে পরিভ্রমণ করিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদব্রজে ১ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করিতে হইবে। মিষ্টার উইলিয়ম উল্‌ফ্ সিংহল হইতে সম্প্রতি মাদ্রাজে উপনীত হইয়াছেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার উইলিয়ম এনজেলস্ হইতে যাত্রা করিয়া এ যাবৎ ৬৩ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, আর ৩ বৎসরের মধ্যে তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ কার্য্য শেষ করিতে পারিবেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা হাওয়েন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, জাপান, ইণ্ডোচীন, শ্যাম রাজ্য, মালয় রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছেন। মাদ্রাজে কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া তিনি ভারত পরিভ্রমণ করিবেন। অতঃপর পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য রাজ্য ভ্রমণ করিবেন।

বোম্বাই মিলে ধর্ম্মঘটের ফল

বোম্বায়ের কাপড়ের কলগুলিতে ধর্ম্মঘট হওয়ায় কলিকাতার দেশী কাপড়ের আমদানী কমিয়া গিয়াছে। গত ৭ মাসের মধ্যে কলিকাতায় ২০ হাজার গাঁট জাপানী কাপড় আমদানী হইয়াছে বিলাতী কাপড়ও শীঘ্রই বাজারে দেখা দিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা শ্রাবণ, বুধবার—১৩৩৫।

ভক্তপূজা

ভক্ত ভগবানে অপরিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবৎসেবা-চেষ্টা কখনই ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না। রাজপ্রতিনিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া যেমন রাজসমীপে যাওয়া অসম্ভব, ভক্তকে অগ্রাহ্য করিয়া সেইরূপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা তুষে আঘাত করিয়া শস্য বাহির করিবার চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল। সুতরাং যদি কাহারও ভগবান্‌কে পাইবার ইচ্ছা থাকে, তিনি সর্ব্ববিধ কাপট্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হউন, ভক্তসেবায় নিযুক্ত হউন, ভক্ত প্রসন্ন হইলে ভগবৎ-প্রসন্নতা অবশ্যম্ভাবী।

যাঁহাকে ভজন অর্থাৎ সেবা করা যায়, তিনিই ভগবান্—সেব্য বস্তু, আর যিনি ভজন বা সেবা করেন, তিনিই ভক্ত। নিষ্কপট ভক্তই সাধু। অভক্ত ভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিলেও তাহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করিবার পরিবর্ত্তে ভণ্ড—দুঃসঙ্গ বলিয়া তাহার সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিতে হইবে। জীব যখন দুঃসঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে প্রবৃত্ত হন, তখনই তিনি সাধুর কৃপা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। দুঃসঙ্গে আসক্তি রাখিয়া সাধু-সঙ্গ করিতেছি বলিয়া অভিমান করিয়া কোন লাভ নাই। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া সাধুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য হইলে সাধু সেই ভাগ্যবানের মনের যাবতীয় চাঞ্চল্য—অসদ্‌বিষয়ের প্রতি আসক্তি সদুপদেশ দ্বারা দূর করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করেন।

জগতে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে অনেকেই আসে। জগতের সকল বন্ধুর চেষ্টা আমা হইতে তাঁহাদের কিছু আত্মেন্দ্রিয়তোষণ। আমি বলিতে যাহা অর্থাৎ আত্মা, তাঁহার প্রীতি সাধনে কাহারও চেষ্টা নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিই যে ভগবৎসেবা, তাহা হইতে বিমুখ করাই বরং তথাকথিত বন্ধুদের ষড়যন্ত্র। দেহ মনের খবর লইয়াই আমার বন্ধুরা ব্যস্ত, আমাকেও তাহাতে ব্যস্ত দেখিতে চাহেন। যে বস্তু হইতে তাঁহারা আনন্দ পাইতে চাহেন, সে বস্তু তাঁহাদিগকে চিরদিন আনন্দ দিতে পারে না, তাঁহারাও চিরদিন থাকেন না, আমিও তাঁহাদের মত ঐরূপ ক্ষণিক সুখের প্রয়াসী হইয়া সুখ না পাইয়া অসুখেই মরিয়া যাই, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। আমি ভগবদ্ভজন করিয়া সুখী হই, ইহা আমার মৎসর বন্ধুগণ সহ্য করিতে পারেন না, তাই তাঁহারা আমাকে তাঁহাদেরই দলে তাঁহাদেরই সমানধর্ম্মী করিয়া রাখিতে চাহেন। আমার এই স্বজনাখ্য দস্যুগণের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার পূর্ব্বক আত্মধর্ম্ম ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে একমাত্র ভক্তই আমার বন্ধুর কার্য্য করেন। আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব বলিতে জগতে যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি সেই ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর কেহই নহেন—ভক্তই জীবের নিত্য-কালের বান্ধব। যিনি ভক্তের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করিয়া অভক্তের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী, তিনি নিতান্ত হতভাগ্য—তাঁহার দুঃখে ভক্তগণ সর্ব্বদাই দুঃখিত।

তুলসী, বিষ্ণুভক্ত, মথুরা ও ভাগবত—ইঁহারা কৃষ্ণের পরিকরবৈশিষ্ট্য 'তদীয়' বস্তু। যাঁহারা এই তদীয়ের সম্যক্ অর্চ্চনা না করিয়া গোবিন্দের অর্চ্চনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে অপরাধীই হন মাত্র। শ্রীপদ্ম-পুরাণে শিব-পার্ব্বতী সংবাদে উক্ত হইয়াছে—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" অর্থাৎ শ্রীশিব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন যে, সকল আরাধনা হইতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও আবার তদীয় বস্তুর আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ, কেন না তদীয় তদ্‌বস্তুর সন্ধান প্রদান করিতে পারেন। আদি-পুরাণেও দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥"—হে পার্থ, যাহারা 'আমার যথার্থ ভক্ত' বলিয়া অভিমান করিতে চাহে, বস্তুতঃ তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারাই আমার যথার্থ ভক্ত। 'স (ভক্তঃ চণ্ডালোঽপি) চ পূজ্যো যথাহ্যহম্,' 'মদ্ভক্তঃ পূজাভ্যধিকা,' "অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ যঃ" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্ত-পূজারই মাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবের নিকট এই ভক্ত-মহিমা প্রচারকল্পেই ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীগৌররূপ প্রকট করিয়া সপার্ষদে স্বীয় ধামসহ শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

'অমৃত'

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, যবন সকল শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করেও মার্‌তে পারে নাই, বরং তারা বিস্মিত হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ১৫শ অধ্যায়ে—

দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনঃ স্মৃতি নাহি হরিদাস ঠাকুরের॥
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
মনুষ্যের কি প্রাণ রহে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাম যে ইহারে॥
মরেও না আর দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এপুরুষ পীর বা সবেই ভাবে মনে॥

ভগবান্ তাঁকে রক্ষা ক'রেছিলেন, তাই যবন্ সকল কিছু কর্‌তে পারে নাই চৈতন্যভাগবতে আদি ১৫শ অধ্যায়ে—

অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে॥

আরও দেখুন, ভক্ত ভগবানের কিরূপ প্রিয়তম। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর হরিদাস ঠাকুরকে বল্‌ছেন,—"হরিদাস! তোমার দেহ আমার দেহ অপেক্ষাও বড়। পাপিষ্ঠ যবন সকল তোমাকে বড় দুঃখ দিয়াছে, তা' মনে কর্‌লে আমার বুক ফেটে যায়। যখন তারা তোমাকে নগরে নগরে বেত্রাঘাত কর্‌ছিল, তখন তোমার দুঃখ দেখে, তা'দিকে কাট্‌বার জন্য আমি বৈকুণ্ঠ থেকে চক্র হাতে ক'রে এসেছিলাম, কিন্তু তুমি তাদের মঙ্গল চিন্তা কর্‌ছিলে বলে কাট্‌তে পারি নাই। তখন তোমার পৃষ্ঠে আমার দেহটা পেতেছিলাম। তারা তোমাকে যত প্রহার করেছিল, এই দেখ, তাহা সমস্তই আমি নিজের শরীরে লয়েছিলাম। এই বলিয়া বেতের প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত শরীরটা দেখাইলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ১০ম অধ্যায়ে—

এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দৃঢ়॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তাহা সঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিনু বৈকুণ্ঠ হতে সবা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকলে।
তুমি মনে চিন্ত তাহে সবার কুশলে॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিফল॥
কাটিতে না পারোঁ তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কঙ॥

বৈষ্ণব ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে, আমরা এই রকমের শত শত ঘটনা দেখ্‌তে পাব।

হে বিশ্ববাসি জীবসকল! আপনারা সকলেই আমার আত্মীয়। অবশ্য দেহ সম্বন্ধে কোন আত্মীয়তা নাই, কিন্তু "আমরা সকলেই ভগবানের দাস" এই হিসাবে আত্মীয়তা আছে। তবে আমরা জড় বস্তুতে 'আমি আমার' করে এত উন্মত্ত হয়ে পড়েছি যে সে আত্মীয়তা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি না। অনাত্মীয় বস্তুতে আত্মীয়তা কর্‌তে যেয়ে কত শোক, কত দুঃখ, কত ভয় পাচ্ছি, পতঙ্গ যেরূপ আনন্দ পাব বলে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়, আমরাও সেইরূপ আনন্দের জন্য সংসার দাবাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারাচ্ছি, কতবার চৌরাশী লক্ষ জন্ম ঘুরে এলাম, তাতে কত মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হল, তার ইয়ত্তা নাই। তবু আমরা এখনও মায়াপিশাচীর কোলে নাকে তেল দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছি ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ আমাদের, লজ্জা নাই, তাই বলি, ভাই সব! আর কেন! আসুন আমরা সকলে "অশোক" "অভয়" "অমৃতের" আধারস্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লই। ঐ যে, তাঁর শ্রীমুখ হতে নিরন্তর "ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী" রূপ একটী অস্ত্র নির্গত হচ্ছে, তাহা কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে আমাদের দিব্য চক্ষুর উপর যে অবিদ্যারূপ ছানি পড়েছে, সেই ছানিটী নষ্ট করে দিবেন। অস্ত্রটী এ জগতের নয়, তাহা গোলোকের বস্তু, তাই কোন জ্বালা যন্ত্রণা হয় না, বরং চিরকালের যত জ্বালা যন্ত্রণা আছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ছানিটী কেটে গেলেই দিব্যচক্ষুর দিব্যদর্শন খুলে যাবে। তখন আসল জিনিষের আসল চেহারা দেখ্‌তে পাব বা চেতন বস্তুর চেতনময় স্বরূপ দেখ্‌তে পাব। তখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনন্ত মহিমা বুঝ্‌তে পার্‌ব। এখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম "অশোক" "অভয়" এবং "অমৃত" এই তিনটী বিষয় আলোচনা কর্‌লাম বটে, কিন্তু বাহ্য অর্থ ছাড়া মর্ম্ম অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, তবে বাহ্যভাবেও যাহা বুঝলাম তার ফলে যদি আমরা ঐ পাদপদ্ম আশ্রয় করি, তবে নিজে নিজেই সব বুঝতে পারব, অর্থাৎ রসগোল্লা মুখে দিলে যেরূপ রসগোল্লা কেমন, তাহা জিজ্ঞাসা করতে হয় না, সেইরূপ আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

মুকুন্দ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের চরিত্র মধুময়। এক একটি চরিত্র যেন অফুরন্ত অমৃত নির্ঝরিণী। যত পান করা যায়, ততই

পিপাসা বাড়ে। করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মায়াগর্ত্তে নিপতিত সংসারাসক্ত জীবগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং সকলেরা জগৎ-ঈশ্বর হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া এবং স্বীয় লীলা-সহচর ভক্তগণের আচরণের দ্বারা মায়ামুগ্ধ জগদ্বাসীর অজ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুকৃতিমান নরমাত্রই তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই ভব-কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। অদ্য আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদ-ভক্তগণের মধ্যে এক মহাপুরুষের দুরবগাহ চরিত-কথা আমাদের যোগ্যতানুসারে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আশা করি, তাহা নদীয়া-প্রকাশ পাঠকগণের অরুচিকর হইবে না।

আজ আমরা যে ভক্ত-প্রবরের চরিতামৃত আস্বাদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি, তাঁহার নাম—শ্রীমুকুন্দ দত্ত। জন্মস্থান চট্টগ্রাম। বিদ্যাশিক্ষার্থে নবদ্বীপে আগমন করিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। সহপাঠী নিমাই তাঁহাকে দেখিলেই বাল-চাপল্য বশতঃ ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। মুকুন্দ প্রভুর প্রভাবে বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনিও পক্ষ প্রতিপক্ষ করিয়া প্রভুর সহিত বিতণ্ডা করিতেন। শেষে হাসিয়া যাইতেন বলিয়া প্রায়ই প্রভুর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। প্রভু পথে ঘাটে যেখানে সেখানে পড়ুয়াগণের মধ্যে যখন যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহাকে ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতেন। সেই ভয়ে পড়ুয়া বা পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাজপথে দূর হইতে দেখিলেই অন্য পথ দিয়া পলায়ন করেন। একদিন নিমাই রাজপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সঙ্গে কয়েকজন পড়ুয়া, মহা উদ্ধতের ন্যায় আচরণ; মুকুন্দ দূর হইতে দেখিয়াই তাঁহাকে এড়াইয়া খানিক দূরে সরিয়া গেলেন। প্রভু তাহা দেখিতে পাইয়া সঙ্গী গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বেটা আমাকে দেখিয়া পলাইয়া গেল কেন?" গোবিন্দ বলিলেন, 'তাহা ত জানি না, তবে বোধ হয় অন্য কোন কার্য্যে যাইতেছেন।' প্রভু বলিলেন, "যে জন্য পলাইতেছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। মুকুন্দ বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, কৃষ্ণকথা শুনিতে ও কীর্ত্তন করিতে সুখ পায়, আমি পাঁজি বৃত্তি টীকা লইয়া দাম্ভিকতা করি, আমাকে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জানিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে না, তাই আমাকে দেখিলেই দূর হইতে পলায়ন করে। আচ্ছা, আর দিন কত অপেক্ষা কর, আমার গণ্ডী ছাড়িয়া কোথায় পলাইতে পার দেখা যাইবে। আমো কিছুদিন লেখাপড়া শিখ, তবে ত' আমার বৈষ্ণব চিহ্ন দেখিতে পাইবে। আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে, শিব ব্রহ্মাও আমার দরজায় হাজির হইবে। এখন যারা আমাকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে, তাহারাও সর্ব্বদা আমার গুণ ও কীর্ত্তি-গাথা গান করিবে।" এই প্রকার বলিতে বলিতে প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন। এই সব পড়ুয়া ধন্য, যাঁহাদের নিকট প্রভু উপহাসচ্ছলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। মুকুন্দ, সত্যই তুমি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। আজ তোমাকে প্রভু তাঁহার সঙ্গ হইতে দূরে পলাইতে দেখিয়া আত্ম-সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

মুকুন্দ নবদ্বীপবাসী সর্ব্ববৈষ্ণবের একান্তপ্রিয়। মধুকণ্ঠ মুকুন্দের গান শুনিয়া সকল মহান্তই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আত্মহারা হন। নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সমাজের মুকুটমণি প্রবীণ আচার্য্য অদ্বৈতের মন্দিরে প্রতি অপরাহ্নে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিত হন। মুকুন্দ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করেন। মুকুন্দ গান ধরিলেই বৈষ্ণবগণ কে কোন্ দিকে ঢলিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা থাকে না। কেহ হাসেন, কেহ কাঁদেন, কেহ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে থাকেন, কেহ গড়াগড়ি যান, বাহ্য-জ্ঞান তিরোহিত, বস্ত্রাদি সম্বরণের কথাও মনে থাকে না। কেহ মালসাট মারিয়া হুঙ্কার করেন, কেহ ছুটিয়া গিয়া মুকুন্দের দুই পা জড়াইয়া ধরেন। এইরূপে পরমানন্দ-সুখের কল্লোল উঠিতে থাকে। বৈষ্ণবগণ দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু মুকুন্দকে দেখিলে মনে মনে বড়ই খুসী হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমাকর্ষণে চট্টগ্রাম নিবাসী পরম বৈষ্ণব শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। নবদ্বীপেও তাঁহার এক অট্টালিকা আছে। বিদ্যানিধির বাহ্য বেশ-ভূষা চাল-চলন মহাবিষয়ীর প্রায়। কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে না। তাঁহার সহিত মুকুন্দের একসঙ্গে জন্ম। বিশেষ আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁহার তত্ত্ব মুকুন্দ বেশ ভালরূপই জানেন। বিদ্যানিধির নবদ্বীপ আগমনের সংবাদ পাইয়া মুকুন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে বলিলেন, 'তুমি যে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা কর, আজ চল, তোমাকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইব।' গদাধর তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণব দেখিতে চলিলেন, দেখিলেন, বিদ্যানিধি রাজপুত্রের ন্যায় বাহার দিয়া বসিয়া আছেন, মহাভোগী মহাবিষয়ী। গদাধরের মনে সংশয় জন্মিল। মুকুন্দ গদাধরের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া বিদ্যানিধির স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তি-মহিমা-সূচক এক শ্লোক সুমিষ্টস্বরে আবৃত্তি করিলেন। অমনি বিদ্যানিধি অদ্ভুত প্রেমাবেশে হুঙ্কার দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কম্প পুলক মূর্চ্ছাদি মহাভাবের বিকার উপস্থিত হইল। গদাধর অনুতপ্ত হইলেন। শেষে বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ লীলাভিনয় করিলেন।

(ক্রমশঃ)

কলিপঞ্চক

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

দ্যূত, পান সম্বন্ধে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপায় বিস্তারিত পরিজ্ঞাত হইলাম। এখন তৃতীয় কলিস্থান স্ত্রীসঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন, শ্রবণ করা যাউক।

স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে আসক্তি উভয়ই কলির স্থান। যে সকল অপসম্প্রদায়ে অবৈধ স্ত্রী লইয়া ব্যবহার চলিতেছে, সেখানে ধর্ম্ম নাই। নিত্য কলি বিরাজ করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া ইহা জগতে শিক্ষা দিয়াছেন।

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তা সনো বসেৎ
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২য়)

স্ত্রীসঙ্গ ত, কলির স্থানই এমন কি স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়।

"তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্ব-সাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়া-
মৃগেষু চ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩১,৩৪)

বৈধ স্ত্রীতে আসক্তিও অধর্ম্মের সেতু।

"কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ
স্নেহপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুম্
যতো ন কশ্চিৎ ক্ব চ কুত্রচিচ্ছিদ্রাদিনঃ
স্বমাত্মানমলং সমর্থঃ
বিমোচিতুং কামদৃশাং বিহার ক্রীড়ামৃগো
যন্নিগড়ো বিসর্গঃ' ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।৯,১৭)

এইতো স্ত্রীসঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিলেন। দ্বিবিধ স্ত্রীসঙ্গের প্রথমোক্ত অবৈধ স্ত্রীসঙ্গত ধার্ম্মিক কেন, মানুষ মাত্রেরই পরিবর্জ্জনীয় কারণ বৈধশাস্ত্রকারগণ একমাত্র মনুষ্য জাতির জন্যই বৈধ বিবাহ-বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থাৎ যে সকল মানুষের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-বশতঃ শ্রীভগবৎসেবা পরিহার পূর্ব্বক যথেচ্ছা বিহার করিবার সম্ভাবনা, সেই সকল অসংযতদিগকে সংযত করণার্থে বিবাহ-বিধি প্রণীত হইয়াছে। যাঁহারা সংযতই আছেন, তাঁহাদের সংসারে রমণী নামক কোন প্রাণীকে বিশেষ প্রকারে বহন করিতে হয় না। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মুক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈধ বিবাহিত ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত অন্য স্ত্রী মূর্ত্তিতে আসক্তি একমাত্র মনুষ্যেতর পাশবিক ব্যাপার বলিয়া নীতিশাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন। তবে বর্ত্তমানকালে দেখিতেছি, অনেক বৈরাগী বাবাজী নাম-ধারী ব্যক্তিগণ আখ্‌ড়া নামক একটা আড্ডা তৈয়ার করিয়া ঠাকুর সেবাও রাখেন, আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বোষ্টমী বা মাতাজী নামধারী কতকগুলি স্ত্রীলোকও থাকে। ইহাদের অধিকাংশই বিধবা কুলটা বা স্বামী-পরিত্যক্তা। ঐ ঠাকুরঘরের সাম্‌নেই কলির তাণ্ডবনৃত্য। ঐ সকল মেয়েমানুষ দ্বারা গান বাজনা নৃত্যাদি ও তামাক গাঁজা ধূমপান এবং পাশা দাবা অক্ষ ক্রীড়ার আড্ডা। মজা মন্দ নয়, লোক-সংগ্রহের বেশ কায়দা। আবার মানুষও তেম্‌নি একচোখো কাণা, কেবল বাবাজীর পোষাকটা, মোটা মোটা তিলক, শিখা দেখিয়াই পাগল। আচরণটা আর বিচার হইল না। তাহাতে আবার আজকাল অনেক বড় বড় নামজাদা লোকও ঐরকম বৈরাগীর প্রশ্রয় দিতেছেন। নাই বা দিবেন কেন, নিজ প্রভু কলির মহিমাটাও বর্দ্ধিত হওয়া চাই? আবার পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায় কোন কোন জাতগোসাই গৃহে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে সন্তানাদি উৎপাদন দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি কার্য্য করেন, আর বাহিরে একটু দূরে অপর একটী রমণী সংগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইলেও ঐ রকম ধরণের একটা আখ্‌ড়া বা অক্ষক্রীড়ার আড্ডা তৈয়ার করিয়া নিজেও রমণীটীর পূজা করেন, আর তথাকথিত কতকগুলি সরল-প্রাণ লোকের মাথাটা খাইয়া ঐ প্রকার অসচ্চরিত্রের প্রশ্রয় দেন। অথচ তিনি গো-স্বামী-প্রভু। এই জাতীয় ব্যক্তিরা বাস্তবিকই গো (গাভী)-স্বামী-(ষাঁড়)। নতুবা মনুষ্য অপেক্ষা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় কার্য্য কি প্রকারে সম্ভবে?

তার পর বৈধ স্ত্রী সহধর্ম্মিণী মনে করিয়া নাকফোঁড়া বলদের মত অঙ্গুলী সঙ্কেতে বিচরণ, কোন সময় নথ শাঁখানাড়া আতঙ্ক হয় তজ্জন্য সতত ভয়ে ভয়ে অবস্থান ও ক্ষেমঙ্করী শুভঙ্করী ইত্যাদিতে সম্বোধন এবং বৈধস্ত্রীতে কোন পাপ নাই, দোহাই দিয়া বহু পত্নী সংগ্রহ করণার্থে দক্ষতা লাভ প্রভৃতি কার্য্যও কলির স্থান। আবার অনেকে আজীবন দার পরিগ্রহ না করিয়া ব্রহ্মচারী নাম জাহির করেন।

কটক-প্রসঙ্গ

গত ২৬শে আষাঢ় ১০ই জুলাই মঙ্গলবার শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে তদীয় লোকাতীত চরিত্র আলোচনা মুখে তিরোভাব তিথির পূজা হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে যে—'হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে' অর্থাৎ শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে সেবোন্মুখী বৃত্তিতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয় পতির সেবাই ভক্তি। আবার ভগবানের সেবা বলিলে তদীয়াভিন্নতনু ভক্ত-সেবা বাদ দিয়া ভগবানের সেবা বুঝায় না। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধে অম্বরীষ চরিত্রে 'শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে' অর্থে স্বামিপাদ বলেন, 'হৃষীকেশস্য পদয়োশ্চরণয়োঃ পদানাং ভক্তানাং চাপি বন্দনে।' ভক্ত-সেবা বাদ দিয়া ভগবানের সেবা দাম্ভিকতা মাত্র।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স চ দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ

বিষ্ণুতত্ত্বের ন্যায় তদীয়তত্ত্ব বা বৈষ্ণবতত্ত্ব অচিন্ত্য ও অগম্য। শ্রীবিষ্ণু সেব্য বিগ্রহ, আর বৈষ্ণব সেবা-বিগ্রহ। সেবাবিগ্রহের আনুগত্য ও সেবায় সেব্য বিগ্রহের সেবা পাওয়া যায়। সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর করিয়া সেব্যবিগ্রহের সেবা অপরাধ মাত্র।

সেবা বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণু-স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ৫ম অঃ

যাঁহারা বলেন, বিষ্ণুসেবা করাই যথেষ্ট, বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজনীয়তা নাই তাঁহারা 'মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা' এই ভগবদ্বাক্যেও অবিশ্বাসী। তাঁহারা জানেন না যে,—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি
সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

এতেক বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥
কৃষ্ণ-সেবা হৈতে বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবতাদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥

তাই ভক্ত-সেবা শিখাইবার জন্য, ভক্ত দর্শনে সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল জানাইবার জন্য ভক্তই জীবকুলের পরমাত্মীয় জানাইবার জন্য, ভক্ত-দেহই ভগবানের যথার্থ ভগবন্মন্দির, সুষ্ঠুরূপে প্রচারের জন্য ভক্তপ্রাণ ভগবানের ভক্ত-ভাবাঙ্গীকার করিয়া গৌরাবতার। কি করিয়া ভক্তসেবা করিতে হয়, ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

কাল—কলি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির হৃদগতভাব— ভক্তসেবা না বুঝিয়া মুখে গৌর-ভজা-দল জড়াঙ্কের অভিমানকারী জাতি গোস্বামিকুল শুদ্ধ ভক্তের আবির্ভাব তিরোভাব তিথির পূজাকে অশাস্ত্রীয় বলিতেছে কিন্তু তাহাদিগের মতই যে অশাস্ত্রীয়, তাহা জানাইবার জন্য গৌরশক্তিধর আচার্য্যদেব তীর্থ-ভ্রমণচ্ছলে ভক্তের লীলাস্থলী আবিষ্কার মুখে ভক্তপূজা করিয়া অনুগত জনকে ভক্তসেবার অধিকার দিতেছেন। ভক্তভগবান যে অভিন্ন-তনু ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইবার জন্য প্রভুপাদ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমন্দিরের চারিদিকে চারি আচার্য্য ও আচার্য্য-সেব্যবিগ্রহ এবং মধ্যস্থলে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অর্চ্চ বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন।

তাই শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে লোক সমূহের নাথ লোকনাথ প্রভুর পূজার আয়োজন। শ্রীলোকনাথ,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত বিরক্ত মহাভাগবত পার্ষদ গোস্বামী। যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন 'তালখড়ি' গ্রামে পূর্ব্ব নিবাস ছিল, তৎপূর্ব্বে কাচনাপাড়ায় নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ, একমাত্র অনুজ প্রগল্ভ, প্রভুর আজ্ঞায় ইনি ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন এবং একমাত্র শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে দীক্ষা প্রদান করেন। বোধ হয়, অতি দৈন্য বশতঃ নিজ চরিত্র বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র চরিতামৃতে বিশেষভাবে উল্লিখিত নাই। ই, বি আর লাইনে 'যশোহর' ষ্টেশন, তথা হইতে মোটরে সোনাখালি, তথা হইতে সেজুয়া, তথা হইতে পদব্রজে এবং বর্ষাকালে নৌকাপথে তালখড়ি, যাইতে হয়। ইঁহার সহোদর ভ্রাতৃবংশ্যগণ 'তালখড়ির ভট্টাচার্য্য' নামে সামাজিক পদ-মর্য্যাদায় বিশেষ সম্মানিত, ভ্রাতৃবংশ বিবরণ—বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতি ৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। ভক্তিরত্নাকরে ষষ্ঠতরঙ্গ:—

গোস্বামী গোপাল ভট্ট অতি দয়াময়।
ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ—গুণের আলয়॥

আসুন আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীলোকনাথপ্রিয় শ্রীলনরোত্তম ঠাকুরের আনুগত্যে প্রার্থনা করি:—

হাহা-প্রভু লোকনাথ রাখ পদ দ্বন্দ্বে।
কৃপা দৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিতবে হঙ পূর্ণ তৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এই বার॥
এই তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঁই॥
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্রি দিনে।
অধমের বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

কিন্তু সশরীরে স্ত্রীসঙ্গী না হইলেও অসৎ সঙ্গের পাল্লায় পড়িয়া স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গী হইয়া থাকেন। অসৎ সঙ্গ না করার দরুণ পরিণামে নিজেরাও এক একে জগদই।

প্রাপ্ত পত্র

কলিকাতা—১১।৭।২৮

অসংখ্য দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বকং—

নিবেদনম্—প্রভো আপনার শ্রীশ্রীচরণকমলে এ অধমের নিবেদন যে, "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের গত ১৯শে আষাঢ় ১০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত "গুরুদাস" নামক প্রবন্ধে গুরুদাসের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে:— নির্ম্মাল্য পরিহার, নির্ম্মাল্য ও তুলসী সমাদর, তাম্বুলাবশেষ গ্রহণ, দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা ও সন্তোষ, সদা তুলসী সংগ্রহ, রামাদি চিন্তা।

নিষেধ সম্বন্ধ:—দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন, আয়সধূপপাত্র ব্যবহার।

নির্ম্মাল্য-পরিহার এবং নির্ম্মাল্য ও তুলসী সমাদর ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কারণ একই দ্রব্য ত্যাগ ও গ্রহণ ইহা যুগপৎ কিরূপে হইতে পারে? তাম্বুলাবশেষগ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়ে তাম্বুল প্রসাদ হইলেও গ্রহণে বিলাসিতা ও জিহ্বা-লাম্পট্য হয়, অতএব নিষেধ—এইরূপ পাঠ করিয়াছিলাম। দশম্যাদি দিন ত্রয়ে কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়? সদা তুলসী সংগ্রহ কিরূপে করিতে হয়? রামাদি চিন্তা মনে মনে কল্পনা করিয়া করি।—তাহা কল্পিত উপাসনা হয় কি না? দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন নিষেধ কি জন্য? আয়স ধূপ পাত্র কিরূপ? এ অধমের এই সন্দেহগুলি নিরসন করিয়া এ অধমকে শ্রীচরণে আশ্রয় দান করিবেন। আর এ অধম আপনার শ্রী ঠাকুরের পত্রের আদেশ মত শয্যাগত অবস্থায়ও যথাসাধ্য শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া প্রকাশ পাঠ করিতেছি। আমি যেরূপ মলিন ও বৈষ্ণবাপরাধী, তাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবে আশা, আপনার ন্যায় পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবের একমাত্র অহৈতুকী কৃপা। যদি আপনি কৃপা করিয়া এ অধমের দুঃখ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে নিবেদন করেন, তবেই কখন কোন জন্মে তাঁহার কৃপালাভ হইলেও হইতে পারে, নচেৎ এ জন্ম বৃথা গেল। ইতি শ্রীবৈষ্ণবচরণরেণু-প্রার্থী

দীন
শ্রীবটকৃষ্ণদাস
১৮নং গোয়াবাগান লেন

পত্রোত্তর

১। নির্ম্মাল্য পরিহার অর্থে নির্ম্মাল্যকে অনাদর পূর্ব্বক ত্যাগ করা বুঝায় না, কিন্তু বিষ্ণুনির্ম্মাল্য উদ্বাসনক্রিয়াকে বুঝাইয়া থাকে। শ্রীঅর্চ্চায় নিবেদিত বস্ত্র শ্রীঅর্চ্চার নিকট হইতে সরাইয়া তৎস্থানে সেবাকল্পে পুনরায় অন্য নূতন বস্ত্র নিবেদন করিতে হয়।

২। ভগবৎপ্রসাদ পূজ্য বস্তু, পূজ্য বস্তুকে ভোগ করা যাইতে পারে না—পূজা করা যাইতে পারে মাত্র। প্রসাদে ভোগবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ভগবৎ সেবনোদ্দেশে জীবন রক্ষা-কল্পে এমন কিছু গ্রহণ করিতে হয়। প্রসাদের দোহাই দিয়া বিমুখ বিচারে নিজ ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লওয়া কখনই ভগবৎপ্রীতির লক্ষণ নহে। তাম্বুলাদি শ্রীভগবানের সম্ভোগলীলার বিলাস-সম্ভার গ্রহণ না করিলেই যে জীবন বাঁচিবে না, তাহাও নহে, বরং তাম্বুল গ্রহণফলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিমুখ হইয়া গ্রহণে যোগ্যতাভাব। সুতরাং তাম্বুলাদি প্রসাদ জড়েন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-জন্য গ্রহণ না করিয়া মস্তকে ধরিয়া সম্মান করিবার জন্যই গ্রহণ করাই ভাল। বিশেষতঃ সম্ভোগলীলায় কৃষ্ণ যাবতীয় চিদ্বিলাস সম্ভোগলীলা প্রকট করিয়াছেন, কিন্তু বিপ্রলম্ভলীলায় তাঁহার তাদৃশ কোন সম্ভোগলীলার প্রাকট্য নাই। "যেহেতু শ্রীহরিভক্তিবিলাস তাম্বুলাবশেষ গ্রহণের কথা বলিয়াছেন, সেহেতু আর চিন্তা কি? অবশেষের নাম করিয়া জড়েন্দ্রিয় দ্বারা খুব ভোগ করিয়া লওয়া যাক্"—এগুলি প্রাকৃত সহজিয়াদের বিচার। বিপ্রলম্ভ রসবণিক শুদ্ধ গৌরভক্তগণ—তাদৃশ বিচারের পক্ষপাতী নহেন। অনন্ত প্রসাদী বস্তুর মধ্যে যেটাতে তাঁহাদের জড়েন্দ্রিয়লোলুপ্য চরিতার্থ করিবার সুবিধা হয়, সেইটার প্রতিই তাঁহাদের বেশী টান। অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার করিতে হইবে, তদতিরিক্ত গ্রহণ করিতে হইবে না—হরিভজন নষ্ট হইবে। তাম্বুলাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রবল হয়, তখন চিদ্বিলাস সেবায় রুচিবৃদ্ধি হয়, কিন্তু জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-কল্পে কোন চেষ্টাই আদরণীয় নহে।

৩। দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিত্রয়ে যাহাতে আধিক্য ও ন্যূনতা দ্বারা শারীর ব্যাধি উৎপন্ন না হইয়া চিত্তে সন্তোষ থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গে কাল যাপন করিতে হইবে। দশমী ও দ্বাদশীর দিন একবেলা প্রসাদ সেবন ও একাদশী দিবস নিরম্বু উপবাস বিধি আছে। অসমর্থের পক্ষে একাদশীতে অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। রোগকণা যাহাকে ব্যাধিগ্রস্ত অসমর্থ—

ক্রমে ব্রত ভঙ্গ না হয় ও হরিভজনে কোন ব্যাঘাত না হয়—এরূপ ব্যবস্থা যুক্তি-সঙ্গত।

৪। সদা তুলসীসংগ্রহ বলিতে নিত্যকাল তুলসী সেবন। তুলসী দেবী শ্রীভগবানের অত্যন্ত বল্লভা ভক্তীর বস্তু, তাঁহার রূপাতেই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন।

৫। শয়নকালে রামাদি চিন্তন অর্থাৎ "রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি"—এই মন্ত্র স্মরণ। কায় মন এবং বাক্য দ্বারাই নিজ ভোগ-চেষ্টার পরিবর্ত্তে ভগবৎ সেবাই ত' করিতে হইবে। কায় এবং বাক্যের দ্বারা ভগবানের যে সেবা হয়, তাহা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেবাপর মনের যে কার্য্য, তাহাও তাহা দ্বারা করিতে হইবে। কায় এবং বাক্যকে অন্যকার্য্যে রাখিয়া মনকে ভগবচ্চিন্তনাদি করিতে দেওয়া কপটতা ব্যতীত আর কিছু নহে, ঐ কপটতার নামই কল্পিত উপাসনা। কপটতা হইতে সাবধান থাকিয়া শ্রীগুরুদেবপ্রদত্ত অধিকারানুযায়ী ভগবচ্চিন্তনাদি কখনও দোষের কারণ হইতে পারে না। শ্রীগুরুপদিষ্ট ক্রমপন্থানুসারে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে অনধিকারচর্চ্চা হইয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা থাকে না; অনধিকারচর্চ্চাই দোষের।

৬। মহাজনগণ যে সমস্ত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলে। কেন কৃষ্ণপ্রীতি হয় না, ইহা সকল স্থলে বাহ্য যুক্তি তর্ক-দ্বারা বুঝিবার প্রয়াস ঠিক নহে। মহাজন-বাক্য নির্ব্বিচারে পালন করাই কর্ত্তব্য। কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল, তাহাই বিধি, এবং যাহা প্রতিকূল, তাহাই নিষেধ।

৭। আয়স পাত্র বলিতে লৌহ পাত্র বুঝায়। লৌহ-নির্ম্মিত ধূপপাত্র ব্যবহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

'গুরুদাস' প্রবন্ধ বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস মতে লিখিত। উহাতে অশ্রৌত বাক্য কিছুই স্থান পায় নাই। আপনি প্রবন্ধ-লিখিত বিষয় বিশেষ যত্ন সহকারে পালন করিবার চেষ্টা করিবেন। আপনার শারীরিক অপটুতা-নিবন্ধন কায় দ্বারা অসমর্থ হইলেও মানসে করিবেন। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ। সর্ব্বে বিধি নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"—অর্থাৎ বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি, বিস্মৃত হইতে হইবে না, ইহাই নিষেধ। সমস্ত বিধি-নিষেধেই এই দুইটী বিধিনিষেধের কিঙ্কর জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে তৎপর হওয়া আবশ্যক। যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, সেই অবস্থা হইতেই হরিভজনের সুবিধা হইতে পারে।

নানা কথা

(স্থানীয়)

নদীয়া জেলার লোক্যাল বোর্ড নির্ব্বাচন ভোটারগণের প্রতি নিবেদন

(প্রাপ্ত পত্র)

সবিনয় নিবেদনমিদং।—

মহাশয়, নদীয়া জেলার লোক্যালবোর্ড-সমূহের সদস্যনির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব আসন্নপ্রায়। আপনি সদর বা নবদ্বীপ থানার মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। সদর লোক্যাল-বোর্ডে আপনাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দুই জন উপযুক্ত সদস্য নির্ব্বাচন করিবার—অধিকার আপনার আছে। এই অধিকারটি আপনি বিশেষ বিবেচনার সহিত ব্যবহার করিবেন, এরূপ আশা অবশ্যই করা যায়। আজ পর্য্যন্ত নদীয়া সদর লোক্যালবোর্ডে যে শ্রেণীর লোক নির্ব্বাচিত হইয়া কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি ভালরকমেই চিনিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদের পানীয় জলের অভাব, রাস্তাঘাটের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কি পরিমাণে মনোযোগ দিতে পারিয়াছেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। যাঁহারা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব শেষ হইয়া যাওয়ার পর নির্ব্বাচকদিগের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থই সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয় মনে করেন, এই প্রকার সদস্য-পদপ্রার্থীর সংখ্যা এবারেও নিতান্ত কম নহে। আপনাদের প্রদত্ত পথকরের বাবত টাকা যাহাতে সাধারণের প্রকৃত প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয়িত হয়, তজ্জন্য আপনি যদি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করেন বা এই বিষয়ে একান্ত উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে শুধু আপনি নন, আপনার গ্রামবাসী, আপনার ইউনিয়নবাসী, আপনার থানাবাসী, এমন কি আপনার মহকুমাবাসী সর্ব্বসাধারণেই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। আপনার ইচ্ছায়, অবহেলায় বা বিবেচনার ত্রুটিতে যদি এমন সব প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন, যাঁহাদের দ্বারা সাধারণের স্বার্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে তজ্জন্য আপনাকেই প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং আপনাকে এই বারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এমন দুইজন সদস্য-পদপ্রার্থী নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাঁহারা প্রকৃতই দেশের জন্য আপনাদের ক্ষুদ্র-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে কোন প্রকারেই কুণ্ঠিত হইবেন না। কাহারও অনুরোধ, উপরোধ, প্রলোভন বা বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হন, তজ্জন্য আমরা আপনার দেশবাসীসূত্রে আপনাকে সজাগ করিয়া দেওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। এবারের সদস্য-পদপ্রার্থিগণের মধ্যে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন বিষয়ে যদি আপনি গোলযোগে পতিত হন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে এমন একজন প্রার্থীর নাম জানাইতে পারি, যিনি সত্য সত্যই নিষ্কপটে দেশের উপকারের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সদস্য-পদপ্রার্থী হন নাই, একথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। আপনি শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের নিষ্কপট সেবক মাননীয় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়কে আপনার পক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলে নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন না, ইহা স্থির জানিয়া সদরলোক্যালবোর্ডের সদস্য-নির্ব্বাচন ব্যাপারে আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অবহিত হইবেন, ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ। ইতি।

শ্রী—

(ভারতীয়)

মহারাষ্ট্রে মহিলা উকিল

পরলোকগত মিঃ গোখেলের ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস্ চন্দ্রাবাই পত্বর্দ্ধনী পুনাকোর্টে ওকালতি করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রে ইনিই প্রথম মহিলা উকিল হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ
প্রেসিডেন্সী কলেজের গবর্ণিংবডি

১৯২৮-২৯ সালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের গবর্ণিং বডিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন—

(১) ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন, বেঙ্গল (সভাপতি), (২) স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এডভোকেট জেনারেল বেঙ্গল (সহকারী সভাপতি) (৩) ডাঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, (৪) নবাবজাদা এ, এস, এম, লতিফর রহমান, (৫) লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল এইচ লাডসন, (৬) ডাঃ রায় উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর, (৭) প্রফেসর কে, জাকেরিয়া, (৮) বাবু হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত (৯) বাবু আশুতোষ মৈত্র, (১০) সামশুল উল-উলেমা খাঁ বাহাদুর ডাঃ এম, হিদায়াৎহোসেন (১১) প্রেসিডেন্সী কলেজের বার্সার, (১২) প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল—সেক্রেটারী (এক্স অফিসিও)।

মুসলমান নারীর সৎসাহস

নোয়াখালি জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার অধীন চরফকিরা গ্রামের মেহের বানু নাম্নী একটি মুসলমান যুবতীকে পুলিশ হত্যাভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া আনয়ন করিয়াছে।

গত ৭ই জুলাই তারিখ মধ্যরাত্রে মেহের বানু তাহার শিশু সন্তান ও শাশুড়ীর সঙ্গে এক ঘরে ঘুমাইতেছিল। মেহের বানুর স্বামী বাড়ীতে ছিল না। মেহের রাত্রির অন্ধকারে দুরভিসন্ধিমূলে তাহার নিকট হঠাৎ কোন মানুষের আগমন জানিতে পারিয়া মাত্র বিছানার পার্শ্ব হইতে একটি ছেনী লইয়া লোকটিকে আঘাত করে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। উহাতে সকলে ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিতে পায় যে, মেহের বানুর ভাসুর দারোগালী তথায় রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে। সে তথায় তখনই মারা যায়। পরদিন প্রাতে থানায় খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ শিশুসহ স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করে।

গত ১০ই জুলাই তাহাকে একজন প্রথম-শ্রেণীরম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। সে দোষ স্বীকার করিয়াছে। আরও অনুসন্ধানের জন্য তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

(বৈদেশিক)

যুবরাজের আফ্রিকা-যাত্রা

যুবরাজ ও ডিউক অফ গ্লোসেষ্টার আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর আফ্রিকা যাত্রা করিবেন। তাঁহারা স্থলপথে মার্শেল বন্দরে উপনীত হইয়া জাহাজে আরোহণ করিবেন।

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব বন্দী প্রধান মন্ত্রীর মুক্তি

এথেন্সের ১২ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ও ডিরেক্টার জেনারেল প্যাঙ্গালসকে ১৯২৬ সনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে পার্লামেন্ট ও যে পার্লামেন্টারি কমিশন জেনারেল প্যাঙ্গালসের আটকের জন্য আদেশ দিয়াছেন, তাহা যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহাকে আর বন্দী করিয়া রাখিবার কোনই কারণ নাই।

বৈমানিক মহিলা

রাগবীর ১০ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, লেডী হীথ রোচেষ্টারে একটি সী-প্লেনযোগে ১৩৪০ ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন। সী-প্লেনযোগে এত উর্দ্ধে আর কাহাকেও উঠিতে দেখা যায় নাই। লেডী হীথের সহিত অপর একটি স্ত্রীলোক যাত্রী বা সহচরীরূপে ছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে লেডী হীথ বিমানযোগে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছিলেন এবং বিমানযোগেই পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার এ কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসারই বিষয় বটে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

...শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫

ঔদারতা ও সাধু সঙ্গ

খুব বড় বড় কথার মধ্যেই থাকিতে হইবে, তাহা হইলেই হৃদয় উদার—মহান্ হইবে। ছোট ছোট কথার মধ্যে থাকিলে হৃদয়টা বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহার সীমা আছে, মানুষ যাহাকে তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা মাপিয়া লইতে পারে, যাহার ধারণা এই দৃশ্য জগৎ ছাড়িয়া আর ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারে না, তাহার কথা অত্যন্ত ছোট কথা, আর যাহার সীমা নাই, যাহা মানুষের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত, যাঁহার স্থান মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, বিরজার পর পার ব্রহ্মলোকেও নাই, এমন কি পর ব্যোমেও যাঁহার উপযুক্ত স্থানাভাব, সর্ব্বোপরিতন গোলক গোলোক বৃন্দাবনেই যাঁহার একমাত্র স্থিতি, তাঁহার কথাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—সেই কথা-আলোচনারই উচ্চাশা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে, তাহা হইলেই কুণ্ঠাধর্ম্মে আসক্ত হইয়া আর সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া দুষ্প্রাপ্য হারাইতে হইবে না। তবে সাবধান, শ্রৌতপন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া শেষে অনধিকার চর্চা হইয়া না যায়।

সর্ব্বোচ্চ কথা—বৈকুণ্ঠ কথাই শুনিতে হইবে বটে, কিন্তু যাঁহার তাহার মুখে নিজে বৈকুণ্ঠকথার নামে অন্য কোন ইতর কথা শুনা হইয়া যাইবে। কীর্ত্তনীয়ার বৈকুণ্ঠগাথা-কীর্ত্তন দ্বারা বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীভগবানের প্রীতি-বিধান ভিন্ন অন্য কোন বাহ্যর উদ্দেশ্য থাকিলে অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগাভিলাষ, ভগবৎকর্ম্ম বা ভগবজ্জ্ঞান ভিন্ন ইতর-ফলভোগাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানাদিক প্রবল থাকিলে তাঁহার কীর্ত্তিত ভগবন্নাম কেবল নামাপরাধ মাত্র; তাদৃশ নামাপরাধ শ্রবণ-ফলে নরক-গমন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র বলেন—যো ব্যক্তি ন্যায়-রহিতং অন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥" ব্যক্তি ন্যায়-রহিত হইয়া যে উপায়ে হরিকীর্ত্তন হইতে পারে, সেই মহাজনানুগত্যরূপ শ্রৌতপন্থা ত্যাগ করিয়া অন্যায় উপায়াবলম্বনে—কেবল নিজেন্দ্রিয়-তোষণজন্য হরিকীর্ত্তন করিবার স্পর্দ্ধা করেন, এবং যিনি সেই অন্যায় উপায়াবলম্বনে কীর্ত্তিত বিষয় অন্যায় ভাবে অর্থাৎ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রৌত পন্থায় চালিত হইয়া শুদ্ধ নাম কীর্ত্তনে অনধিকারী ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিবার দুর্ভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা উভয়েই অক্ষয় কালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।

অনেক বড় বড় লোক পয়সা খরচ করিয়া বাড়ীতে ভাড়াটিয়া পাঠক কথক দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে ভগবৎকথা শুনিবার ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা উল্লিখিত ন্যায়ান্যায় বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্ব স্ব সর্ব্বনাশই সাধন করিয়া থাকেন। ভগবৎকথা প্রাকৃত অর্থাদিবিনিময়ে প্রাকৃত অর্থলোলুপ ব্যক্তির নিকট শুনিবার কথা নহে। নির্ম্মৎসর নিষ্কপট শ্রৌতপন্থী ভক্তগণের মুখেই শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তিত হইতে পারেন, হরিকথা তাঁহাদেরই উপলব্ধির বিষয়, তাঁহারাই যথার্থ পরদুঃখে দুঃখী—তাঁহারা কীর্ত্তন দ্বারা প্রাকৃত সম্পৎ ভিক্ষা করেন না, অপ্রাকৃত প্রেমসম্পৎই তাঁহাদের অনুসন্ধেয় বিষয়, তাঁহাদের শ্রীমুখ কীর্ত্তিত নাম শ্রবণেই জীবের প্রেমসম্পৎলাভের লালসা প্রবল হয়

শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনকারী সাধুগণ নিজেরাও বঞ্চিত নহেন, অপরকেও বঞ্চনা করেন না। তথাকথিত সাধুরা নিজেরাও কৃষ্ণকৃপালাভে বঞ্চিত, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে অপরেও তাদৃশ বঞ্চিত। অবশ্য নিষ্কপট কৃষ্ণভক্তসংখ্যা অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট তাহা সুলভ। কৃষ্ণকৃপালাভের লালসা যাঁহাদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাধুসঙ্গলাভ করিতে পারেন। যাহাদের সে লালসা নাই, তাহারাই "জগতে সাধু নাই, আমার মত মনোধর্ম্মীর কতকগুলি খামখেয়ালই সাধুতা"—এইরূপ বিচারানুসারে ভগবদ্বিমুখ হইয়া মায়াসঙ্গ ক্রমে স্ব স্ব সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইয়া থাকে 'সাধু পাওয়া দুর্লভ' ভাবিয়া সাধুর অনুসন্ধানই ত্যাগ করিতে হইবে—অন্যকথায় ভগবদ্ভজনটাই ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া নাস্তিক হইতে হইবে, এরূপ বুদ্ধি বড়ই সর্ব্বনাশী। একান্ত সরলভাবে ভগবচ্চরণে শরণাগত প্রার্থী হইলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই সাধুমহাগুরুরূপে প্রার্থীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ঐকান্তিকী আর্ত্তিই সাধু সঙ্গ মিলিবার একমাত্র উপায়।

জীবের নিত্যধর্ম্ম

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দাস-অধিকারী)

এই জগতের ভিতরে আমরা তিন প্রকার জিনিষ দেখিতে পাই। জিনিষ তিনটীর নাম—ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই, যেমন—মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, গৃহ, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি অর্থাৎ যাহারা নিজেদের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করিতে পারে না, অপরের দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করে, তাহারা জড়; আর এমন কতকগুলি জিনিষ আছে—যাহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে, যেমন—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ যাহারা নিজেদের ইচ্ছায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইহারা চেতন বা জীব নামে অভিহিত হয়। এই জড় ও চেতন উভয় বস্তুর মালিকই—একমাত্র ভগবান্। আমরা জড় ও চেতনের বিচার করিয়াছি, এখন সেই চেতন বা জীবের নিত্যধর্ম্ম কি তাহা বিচার করিব। 'নিত্য' শব্দের অর্থ যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত থাকে। আর ধর্ম্ম কাহাকে বলে? ধর্ম্ম শব্দের সহজ অর্থ—যাহা কোন বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে বা যাহা ধারণ করিয়া কোন বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাই সেই বস্তুর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—নিত্য ও নৈমিত্তিক। নিত্য ধর্ম্ম তাহাই—যাহা সব সময়, সব স্থানে সেই জাতীয় সমস্ত বস্তুকে ধরিয়া বা অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন লৌহ-খণ্ডের নিত্য-ধর্ম্ম—কাঠিন্য, জলের নিত্য-ধর্ম্ম—তরলতা। কঠিনতা ও তরলতা ধর্ম্মটী যথাক্রমে লৌহপিণ্ড ও জলরাশিকে সবসময়, সব ঘটে ধারণা রহিয়াছে, আর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম তাহাই, যাহা কিছু সময়ের জন্য কোন বিশেষ স্থানে কোন কোন পাত্রকে অবলম্বন করিয়া বিরাজিত থাকে। যেমন লৌহখণ্ড যখন অগ্নিতে উত্তপ্ত হয় বা জল যখন অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া বরফ হয়, তখন লৌহখণ্ডের কোমলতা ও জলের কঠিনতা-রূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অনিত্য বা নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া সেই আগন্তুক-ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং উহা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপাত্রে থাকিবে না। উত্তপ্ত লৌহখণ্ড কিছুক্ষণ পরেই আবার শক্ত হইয়া যাইবে, আর বরফও কিছুক্ষণ পরে গলিয়া গিয়া তাহার নিত্য-তারল্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইবে। অতএব যাহা সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ব পাত্রে কোন বস্তু বিশেষকে ধরিয়া বা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই সেই বস্তুর নিত্য-ধর্ম্ম বা স্বভাব।

আমরা জীব, যে স্বভাবটা আমাদিগকে সব সময় ধরিয়া রাখিয়াছে, যাহা সর্ব্বাবস্থায় থাকে, যাহাকে ছাড়িয়া আমরা থাকিতে পারি না, সেটাই আমাদের নিত্য ধর্ম্ম। জীবের নিত্যধর্ম্ম আলোচনা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কোন্ স্বভাবটা আমাদিগকে নিত্যকাল ধরিয়া থাকে? মানুষের মধ্যে যাঁহারা সভ্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতি যাহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে, যাহাদের হিতাহিত-জ্ঞান নাই, কুকুর, সাপ, শূকর, প্রভৃতি যাহাদের তুল্য তাহারাও প্রকৃতির কাছে সর্ব্বদাই মাথা নত করে; কখনও বিশাল-পর্ব্বতের, কখনও বা সাগরের, কখনও বিশাল নদীর কখনও বা প্রকাণ্ড বৃক্ষের কাছে মস্তক অবনত করে বা তাহাদের পূজাদি করিয়া থাকে। ইহার কারণ কি? সমস্ত বস্তু তাহাদের অপেক্ষা বড় ও বদান্য বলিয়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট জীবের স্বভাব যে ছোট, সে তাহাদের যে শ্রেষ্ঠ, তাহার কাছে মাথা নত করিবে। মাতার কোলে শিশু কি করে? মাতা শ্রেষ্ঠ উদার ও দয়াময়ী বলিয়া ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার কোলে অবস্থান করে ও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে অর্থাৎ ক্ষুদ্রের স্বভাব বড়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপভাবে সমস্ত জগতে শ্রেষ্ঠের আশ্রয়ে ছোট থাকিতে চায়—বৃহতের কাছে ক্ষুদ্র মাথা নোয়াইতে চায়, এটা জীবের স্বভাব। বেদ বলিতেছেন,—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

তাৎপর্য্য এই যে, জড়ীয় কেশাগ্রকে শতভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে আবার শতাংশ করিলে যাহা হয়, তাহাই জীবের স্বরূপ। জড়ের মধ্যে জীব এত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহা আনন্ত্য-ধর্ম্মের অধিকারী হওয়ার যোগ্য। ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সমস্ত পৃথিবীকে ভস্মসাৎ করিয়া দিতে পারে—যদি সেই প্রকার ইন্ধন পায়, আমরা হৃদয়ের প্রীতিকে অবলম্বন করিয়া অনন্তের কাছে যাইতে পারি। বেদ বলেন,—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং" অর্থাৎ নিত্য সনাতন বৃহদ্বস্তু কৃষ্ণ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র জীব নির্গত হইয়াছে, সুতরাং ক্ষুদ্রজীবের স্বভাবটী,—ঐ যে বড় বস্তু—ঐ যে বিভুবস্তু তাঁহার আশ্রয়ে থাকা। বৃহদ্বস্তু ক্ষুদ্রবস্তুকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছে, আর ক্ষুদ্রবস্তু অনবরত বৃহদ্বস্তু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। কৃষ্ণ সব বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছেন। উপনিষদ্ বলিতেছেন,—পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—এই পরব্রহ্ম ভগবানের নানাপ্রকার পরাশক্তির কথা শোনা যায়। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া—কৃষ্ণ, আর যাহারা আকৃষ্ট হইতেছে, তাহারা তাঁহার শক্তি; সুতরাং জীবের স্বভাব হইল, তাঁহার কাছে চলিয়া যাওয়া। ছোট জিনিষকে ছাড়িয়া দিলেই বৃহদ্বস্তুর দিকে যাইতে থাকে, অন্য কিছু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও বেশী সময় থাকিতে পারে না,

কোন না কোন সময় বৃহদবস্তু তাঁহাকে টানিয়া লইবে—পঞ্চভূতের জিনিষ পঞ্চভূতে মিশাইবেই। কৃষ্ণ আমাদের প্রত্যেককেই টানিতেছেন, নানাকালে। আমাদের প্রতিরোধ হইলেও এক দিন না একদিন আমরা তাঁহার কাছে না গিয়া থাকিতে পারিব না। আমরা যে বস্তু লাহাবো বিভুবস্তু শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইব, তাঁহার নাম—প্রীতি, ভালবাসা অনুরাগ, আসক্তি, প্রেমভক্তি ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রীতি—যেটী আমাদের স্বরূপের ধর্ম—যেটী আমাদের নিত্য-স্বভাব, সেটী বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আমরা কাণের অলঙ্কারটী পায়ে পরিতেছি। যে ভালবাসা নিত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পণ করিব—চিরস্থায়ী সচ্চিদানন্দময় বস্তুর প্রতি দিব, সেই ভালবাসা বা প্রীতি অনিত্য তুচ্ছ বস্তুর প্রতি দিতেছি। টেবিল, চেয়ার, ঘর দরজা, বসন ভূষণ ইত্যাদি যাহা দুদিন পরে বিনষ্ট হইয়া যাইবে—যাহা আমাদের ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর, এরূপ ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে ভালবাসিতেছি। যে দেহ আজ আছে, কাল থাকিবে না, এমন কি কলেরা হইলে কিংবা সর্প-দংশনে এখনই যাহা বিনষ্ট হইতে পারে, সেই বস্তুকে আমরা কত না প্রীতি করিতেছি। কিন্তু সেই নিত্যবস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রীতিটুকু যাইতেছে না। যদি আমরা বুদ্ধিমান হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিচার করিতাম,—'নিত্যবস্তু কি'? 'কাহার উপরে আমাদের নিত্য-বৃত্তিটী স্থাপন করিব'? জীবের স্থূলদেহ ও লিঙ্গ-দেহ বা মন ত নিত্য নয়? দেহটা বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, মন প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যদি আমাদের মনের ফটো উঠাবার মত কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে তাহার কত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতাম। এখন মনে করিতেছি, এই বিষয়টী বেশ ভাল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার মনে করিতেছি,—না উহা ভাল নয়। যাঁহারা নিত্যকাল নিত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা দেখিতে পান, জগতের জীব এরূপ পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী দেহ-মনে তাহাদের নিত্য-স্বভাব ভালবাসাটুকু প্রয়োগ করিতেছে, এই প্রীতিটা যদি তাহারা নিত্যবস্তুর প্রতি অর্পণ করিত, তাহা হইলে তাহারা কত সৌভাগ্যবান হইত—এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক জীব-দুঃখে দুঃখী পরম কারুণিক সেই মহানুভবগণ ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া বলেন—"হে জগদ্বাসি ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা যে সমস্ত বস্তুকে আপনাদের ভোগের উপকরণ মনে করিয়া তাহাদের উপার্জ্জন ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, সে সমস্ত কিছুই আপনাদের নহে এবং আপনারা তাহা ভোগ করিবারও অধিকারী নহেন। দৃশ্য জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছেন, সব বস্তুর মালিক—একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সব জিনিষের ভোক্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্ত্তা। অতএব যাঁহার জিনিষ, তাঁহাকে সব সমর্পণ করিয়া দিয়া আপনারা তাঁহার দাস্যে বা সেবা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হউন,—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের নিত্যধর্ম্ম বা একমাত্র প্রয়োজন-লাভ"।

মধুকণ্ঠ মুকুন্দ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্য-ভূষণ, পুরাণ রত্ন)

ভক্তসঙ্গপ্রাণী শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর এই মহাপ্রকাশ লীলা সাত-প্রহরিয়া ভাব। প্রভুর ইচ্ছায় ভক্তগণ রাজ রাজেশ্বর-অভিষেক মহা সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। অন্যান্য ভক্ত-সমভিব্যাহারে মুকুন্দ অভিষেক গীত গান করিলেন। ভক্তগণ ষোড়শোপচারে প্রভুর পূজা ও স্তুতি পাঠ করিলেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে ভক্তগণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যা সমাগম হওয়ায় ভক্তগণ প্রভুর সন্ধ্যা-আরতি করিলেন, মুকুন্দাদি ভক্তগণ আরতি-কীর্ত্তন গাহিলেন। প্রভু ভক্তগণের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া কল্পতরু রূপে ভক্তগণকে একে একে আহ্বান করিয়া বরদান করিতে লাগিলেন। সকল ভক্তগণকে একে একে ডাকিয়া বরদান করিলেন, মুকুন্দকে আর ডাকেন না। মুকুন্দ অন্তরালে মহাদুঃখে অবস্থান করিতেছেন, প্রভু না ডাকিলে সম্মুখে আসিবার শক্তি হইতেছে না। মধুকণ্ঠ মুকুন্দ সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয়, তথাপি তাঁহাকে প্রভু কেন আহ্বান করিতেছেন না, তাহা কেহ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই চিন্তিত অথচ কেহ কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। শেষে শ্রীবাস সাহস করিয়া প্রভুর নিকট মুকুন্দের কথা নিবেদন করিলেন, বলিলেন, প্রভু, মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের প্রাণ-সম প্রিয়, সে তোমার নিকট কি অপরাধ করিল যে, তুমি তাহাকে আহ্বান করিতেছ না? মুকুন্দের গানে সকলেই দ্রব হন। মুকুন্দ ভক্তি পরায়ণ এবং সর্ব্বদিকে সাবধান। মুকুন্দ যদি তোমার চরণে কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি দাও, নতুবা অনুমতি দাও, সে তোমার সম্মুখে আসিয়া তোমার শ্রীচরণ সন্দর্শন করুক। প্রভু বলিলেন, এমন কথা আমার নিকট কখনও বলিও না, ও বেটার জন্য আমার কাছে কখনও অনুরোধ করিও না, ওর স্বভাব তোমরা জান না। যখন যে সম্প্রদায়ের নিকট যায়, তখন তাহাদের মত ভাব দেখায়। অদ্বৈতের সভায় আসিলে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দৈন্যভরে খুব ভক্তিভাব দেখায় আবার যখন অন্য সম্প্রদায়ে গমন করে, তখন আর ভক্তি স্বীকার করে না। ভক্তি হইতে বড় আর কিছু আছে, যে এমন কথা বলে, সে নিরন্তর আমার দেহে ষষ্টি প্রহার করে। ও বেটা 'খড় ও জাঠিয়া', ভক্তিস্থানে উহার অপরাধ হইয়াছে, তজ্জন্য উহাকে আমার স্বরূপ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া সব শুনিলেন। বুঝিলেন প্রভু অন্তর্যামী, সব কথা জানিয়া আমার প্রতি উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়াছেন। পরম ভাগবত মুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ অপরাধী শরীর রাখিয়া লাভ কি? ইহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিব। কিন্তু কোন কালে প্রভুর স্বরূপ-মূর্ত্তি দর্শন পাইব কিনা তাহা ত জানি না। তাই শ্রীবাসকে দিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, যে কোটি জন্ম পরে নিশ্চয়ই প্রভুর দর্শন পাইবেন।

মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এই দণ্ডদান-লীলা বস্তুতঃই দণ্ড নহে—পরম প্রসাদ এই লীলা দ্বারা প্রভু অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ যাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। আরও শিক্ষা দিলেন,—

গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে॥
আনের মন রাখিতে গিয়া আপনাকে
দিবে ফাঁকি।
মনের কথা জানে গোরা, যে মনে
হৃদয় ঢাকি॥
যদি ভজিবে গোরা, সরল কর নিজ মন।
কুটিনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥

অন্তর্নিষ্ঠা এবং বাহ্য আচার উভয়ই সাধক জীবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

মুকুন্দ প্রভুর শ্রীমুখে শুনিলেন, কোটি জন্ম পরে নিশ্চয় প্রভুর দর্শন পাইবেন। ইহাতেই তাঁহার পরানন্দ সুখ উথলিয়া উঠিল। তিনি 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের প্রেমভাব দর্শন করিয়া প্রভুর বদনমণ্ডলে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুকুন্দকে প্রভু নিকটে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। বৈষ্ণবগণ মুকুন্দকে এই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু মুকুন্দের বাহ্য জ্ঞান নাই। মুকুন্দ কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রভু বলিলেন, মুকুন্দ, তোমার অপরাধ ঘুচিয়াছে, এক্ষণে আসিয়া আমাকে দর্শন কর এবং প্রসাদ গ্রহণ কর। প্রভুর আদেশ সকলে মিলিয়া মুকুন্দকে প্রভুর সম্মুখে ধরিয়া আনিলেন। মুকুন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। করুণাবতার প্রভু বলিলেন, 'উঠ- উঠ মুকুন্দ, তুমি একান্তই আমার প্রিয় পাত্র; তোমার আর তিলার্দ্ধ মাত্রও অপরাধ নাই। তোমার সঙ্গদোষ-জনিত যাবতীয় অপরাধ সকলই ক্ষয় হইল। তোমার নিকট আমি পরাজিত হইলাম। আমি বলিয়াছিলাম, কোটি জন্মের পরে আমার দর্শন পাইবে, কিন্তু তুমি তিলার্দ্ধ মাত্রেই তাহা খণ্ডন করিয়া দিলে। আমার বাক্য অব্যর্থ ইহা স্থির ধারণা করিয়া তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছ। তুমি আমার গায়ন, আমার সঙ্গে থাক এবং তুমি আমার পরিহাসপাত্র, তাই তোমার সহিত কিছু রঙ্গ করা গেল। তুমি যদি সত্য সত্যই কোটি অপরাধ করিয়া থাক তজ্জন্য তোমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে না। তোমার দেহ ভক্তিময়, তুমি আমার নিত্য দাস। তোমার জিহ্বায় আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি। প্রভুর আশ্বাস শুনিয়া মুকুন্দ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। হায়, হায়, আমি এই ছার মুখে ভক্তি মানি নাই, আমি ভক্তিশূন্য—প্রভুর দর্শন পাইয়াই বা কি সুখ পাইব? পুরাণ ও ইতিহাসে বহু নিদর্শন আছে, যাহাতে দেখা যায়, ভক্তিহীনতা বশতঃ ভগবানের দর্শন পাইয়াও কেহ শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হন নাই। আমি যে-মুখে ভক্তি অস্বীকার করিয়াছি, সেই মুখে তৎক্ষণাৎ খসিয়া পড়িল না কেন? এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মুকুন্দ বাহু তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রভু প্রেমভক্ত মুকুন্দের খেদ শুনিয়া যেন কিছু লজ্জিত হইয়াই উত্তর করিলেন, মুকুন্দের ভক্তি আমার বড়ই প্রীতিকর, মুকুন্দের গানে আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হই তুমি যাহা বলিলে তাহা সবই সত্য, ভক্তি ভিন্ন আমাকে দর্শন করিয়া কিছুই হয় না। আর এক কথা, বেদ-মুখে বলিয়াছি, পাপ বা পুণ্যকর্ম্মজনিত ফলভোগ কেহ খণ্ডাইতে পারে না, কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে নিমেষ মধ্যে তাহার অন্যথা করিয়া দিতে পারি। আমার অধিকার সকল বিধি নিষেধের উপর। ভক্তিহীন জনের প্রতি আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না। ভক্তিস্থানে অপরাধ করিলে ভক্তি নষ্ট হয়। ভক্তি-অভাবে আমার দর্শন পায় না। তোমার কণ্ঠস্বরে আমি পূর্ব্ব হইতেই প্রেমভক্তি দিয়াছি। বৈষ্ণবগণ তোমার

গান শ্রবণ করিয়ে দ্রবীভূত হন। এই বলিয়া প্রভু মুকুন্দকে বর দিলেন যে, মুকুন্দ প্রভুর যেরূপ প্রিয়, বৈষ্ণব মণ্ডলীরও তদ্রূপ প্রিয় হইবেন এবং প্রভুর যখন যেখানে অবতার হইবে, মুকুন্দও তথায় গায়ক রূপে অবতীর্ণ হইবেন। মুকুন্দের প্রতি প্রভুর বরদান-লীলা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহা-হর্ষে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা-কার আমাদিগকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন মুকুন্দ ব্রজলীলায় মধুকণ্ঠ নামে প্রভুর প্রিয় সখা ও গায়ক ছিলেন।

মুকুন্দের প্রতি প্রভুর দণ্ড ও বরদান লীলার দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মফল-বাধ্য জীব নহেন। ভক্তিহীনের জিহ্বায় শ্রীনাম উচ্চারিত হন না, ভক্তি-হীনের নয়নে শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হন না—কাঠ,—পাথর, সোনা, পিতল, মনুষ্য বা মর্ত্ত্য-জীব রূপেই প্রতিভাত হন। ভক্তের কৃত কোটি অপরাধ ভগবান গ্রহণ করেন না। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান নিত্যকাল অবস্থান করেন। একমাত্র ভক্তি-প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জীকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্মবন্ধন মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যায়। ভক্তি-হীন ব্যক্তি—'কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেম-ধন॥' আর একটি বিষয় আমরা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি, প্রভু যখন তাঁর প্রিয় ভক্তগণকে দণ্ডদান করেন, তাহা প্রকৃত দণ্ড নহে—পরম অনুগ্রহ মাত্র। এইরূপ লীলা দ্বারা ভক্তের প্রেম-ভক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দেন। ভগবদ্বিস্মৃত জীব সংসার-কারাগারে যে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহাও ভগবানের অপার করুণার নিদর্শন মাত্র। দুঃখ, ভয়, শোকের মধ্যেই আমাদের সংসার ভোগের অসারতা উপলব্ধি হইয়া ভগবৎ-স্মৃতি জাগ্রত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

উপসংহারে ব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাসের উৎসাহ-বাণী আবৃত্তি করিয়া আশা করি, ভক্ত-চরিত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে আমাদের যেন উত্তরোত্তর প্রবৃত্তি ও রুচি বর্দ্ধিত হয়

মুকুন্দের শক্তি বর শুনে যেই জন।
সেহ মুকুন্দের সনে হইবে গায়ন॥
শুনিলে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিবে সেই চৈতন্যের মুখ॥

কলিপঙ্কক

'সূনা'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিপন্থ)

দ্যূত,, পান, স্ত্রী এই তিনটী কলিস্থান বিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ বিশেষ প্রকারে পাইয়াছ। বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা না করিলে, আমরা সংসারে ঠাকুরমার, ঠাকুরদাদার কোলায় গল্প কয়টী শুনিয়াই গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়ে অন্ধ চালিত হইতেছিলাম, কথায় কথায় "সংসারের সব মানুষ যাহা বলে, সংসারের সব মানুষ যাহা করে, পূর্ব্ব পুরুষ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য, আমরা তাহাই করিব, তবেই আমাদের মুক্তি, বাপ ঠাকুর দাদা শাক্ত ছিলেন, আমরাও শাক্ত, মৎস্য মাংস আহার আমাদের নিত্যকার্য্য, বাড়ীর বুড়া বুড়ীরা বলেন, মাছ মাংস না খাইলে শরীর নষ্ট হইয়া যায়, বিশেষতঃ সধবারা মাছ মাংস না খাইলে স্বামীর অমঙ্গল হয়, কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি মৎস্য না মিলে তবে অন্ততঃ একটা আঁইষ পাইলেও তরকারীতে ফেলিয়া দিয়া সধবার ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হয়" ইত্যাদি অনেক মেয়েলী শাস্ত্র বচন উদ্ধার পূর্ব্বক আমাদের আচার বিচারের পক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। আমাদের বাপ ঠাকুর দাদা যাহা বলিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, তাহাই যেন ধ্রুব সত্য, ভাগবতের সত্য তাহার কাছে কোথায় লাগে। একচুল-পরিমাণে এদিক ওদিক হইলেই সর্ব্বনাশ।

এখন "সূনা" সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলেন এবং আমাদিগকে কি কি নিষেধাজ্ঞা ব্যক্ত করেন, শ্রবণ করা যাউক। "সূনা" অর্থে প্রাণিবধ। এক মাত্র হরিভজন-পরায়ণ ব্যক্তিই এই প্রাণিবধ হইতে মুক্ত। কারণ তাঁহার যাবতীয় চেষ্টাই ভগবদ্দাস্যে—নিযুক্ত। আর হরি-সেবাবিমুখ জীবগণ প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণিবধ করিতেছেন। উঁহাদের প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক দিনের কার্য্যে—অসংখ্য প্রাণিবধ হইতেছে। কর্ম্মমার্গীয় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদির মধ্যে পঞ্চসূনাপাপ-নিবারণের জন্য যে ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ও পিতৃযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা পাপবীজ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের নির্হার কখনই আত্যন্তিক নহে, উহা কুঞ্জর-স্নানবৎ জানিতে হইবে।

প্রাণিবধ অনেক প্রকার—নিজ দেহ পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করার নাম **প্রাণিবধ**। এ জন্মে একটী জীব যাহাকে হত্যা করে পর জন্মে আবার সেই হত-জীব অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১৪) "যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিস্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥" মনু ৫।৫৫—"মাং স ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্। এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" কেবল নিজ হস্তে হত্যা করিলেই পশুবধ হয় না। পশুবধ বহু প্রকারে হইতে পারে, যথা—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

মনু ৫।৫১

পশুহননে অনুমোদনকারী, হত পশুর অঙ্গবিভাগকারী, স্বয়ংহন্তা, মাংস ক্রয়-বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক এবং ভক্ষক এই কয় জনই ঘাতক-শ্রেণী ভুক্ত।

অনেক স্থলে দেখা যায়, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আদর্শ নামে পরিচিত বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর বুলিয়াও অনেক বৈরাগী বাবাজীরা বিড়ালের নাম করিয়া মৎস্যাদি যোগাড় করেন। আবার বহু বহু স্থানে ঠাকুরের সম্পত্তি পাইয়া (কথায় বলে, পাকা পাকা পরের ধন, বাপে বেটায় কীর্ত্তন) যাহারা বড়লোক হইয়াছেন, তাঁহারা কেহ কেহ দুপালান কুকুর পোষেন, আর কুকুরের নাম করিয়া মাংস ক্রয় করাইয়া আনেন। কুকুরের বিড়ালের নাম করিয়া মাছ মাংস কিনিবার কারণ, লোকে নিন্দা করিবে যে, বৈষ্ণব হইয়াও আমাদের মত অনেরা ভক্ষণ করে। হা হরি! ঠাকুরের প্রসাদ নিবেদ্য ভোগরাশি দ্বারা তৃপ্ত হইল না, এখন বিড়াল কুকুরে নিবেদিত মৎস্য মাংসে লালসা বাড়িল?

বস্তুশাস্ত্রে যে যজ্ঞাদিতে পশুহননের কথা দেখা যায়, তাহা কেবল জীবের স্বাভাবিকী লালসা সঙ্কোচিত করিবার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে। যথা, শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।১১—

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্য-সেবা নিত্যাস্তি
জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥"

সুতরাং যাহারা শাস্ত্রের এই গূঢ় অর্থ না বুঝিয়া দেহপোষণের জন্য পশুহননাদি করেন বা প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা কলির কবলে পতিত। নিত্যানন্দ-যাজনশীল ব্যক্তি ঐ সকল সঙ্গ অসৎসঙ্গ জ্ঞানে পরিবর্জ্জন করিবেন।

হরিকথা প্রচারে কুণ্ঠা পশু-হনন বা সূনা মধ্যে গণ্য। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে

১০।১।৪—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র
মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্
বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

যেখানে হরিকথা কীর্ত্তন হইতে বিরতি, সেই স্থানেই কলি প্রবেশ করে। আবার যেখানে ভগবদ্ভক্তগণ হরি-কীর্ত্তন করেন, সেখানে ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজ করেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে উপরিউক্ত চারিটী অধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় সত্যনাশ, পানে মত্ততা-হেতু তপস্যা নাশ, স্ত্রী সংসর্গে শৌচ-নাশ, সূনায় ক্রূরতা-প্রযুক্ত দয়া-নাশ প্রভৃতি অধর্ম্ম বিরাজমান।

অতএব যিনি এই চারিটী দ্রব্যের যত বড় সেবক, তিনি তত বড় অধার্ম্মিক ও অসাধু। আর যিনি উহা হইতে ও উহার সেবকগণ হইতে অধিক দূরে অবস্থান করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ প্রয়াসী, তিনিই একমাত্র বাস্তব সাধু হওয়ার যোগ্য। আমরা অনেক সময় শুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ পাইয়াও এমন কি তাঁহাদের শ্রীচরণ-কৃপালাভ করিয়াও নিজ নিজ দুর্ব্বলতার বশে কামিনী কনক প্রতিষ্ঠা-সম্বল নামধারী ব্যক্তিদিগের মন যোগাইতে যাইয়া অসৎ সঙ্গ ও কলি সেবকের সেবা করিয়া থাকি। নিরন্তর শুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণাভাবেই এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুদেবের বল ছিন্ন ব্যতীত জীব কখনও মায়িক জগৎ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন না।

কলির স্থান পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত সাধু হওয়ার চেষ্টা কপটতাপূর্ণ, বস্তুতঃ সত্য সাধুকে ভ্যাংচান মাত্র। ইহাতে বরং পরিপূর্ণ মাত্রায় অপরাধই সঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবেও দেখা যায়, যাহারা কলির স্থান ত্যাগ না করিয়া সাধু সাজিয়াছেন, জগতে অপরাপর সকল মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহারাই অতিশয় দম্ভ, শঠ ও ক্রূর। তাঁহারা না করিতে পারে এমন কোন একটা কার্য্যই জগতে থাকিতে পারে না।

নানা কথা

(স্থানীয়)

বিবাদের পরিণাম

ডাকাকোলা গ্রামে একটি খালের ধারে একটি মুসলমানকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার একখানি হাত কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। ফলে সে মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মুসলমানটি যে বর্ণনাপত্র দিয়া যায়, তাহার ফলে ৩ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তিদের একজন জেলে মারা গিয়াছে। এই মামলা সম্পর্কে দুইটি মুসলমান স্ত্রীলোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, মৃত ব্যক্তির সহিত দুষ্ট ব্যক্তিদের কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ ছিল।

দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা অনুযায়ী মহকুমা হাকিমের আদালতে এই মামলার শুনানী উঠিয়াছিল। আগামী ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত উহার শুনানী স্থগিত আছে।

বালিকা পত্নীর উপর অত্যাচার

তেভামারা থানার অন্তবর্তী নিরন্দিয়া গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ নাথ তাঁহার বালিকা পত্নীকে একটি খোঁটার সহিত বাঁধিয়া উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা তাহার অঙ্গে আঘাত করিয়াছে বলিয়া সংবাদ বটে এতৎ সম্পর্কে উক্ত এ বের এসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া মহকুমা হাকিমের রিপোর্ট দিয়াছেন।

(ভারতীয়)

থিয়সফি মতে হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ

মাদ্রাজের 'অন্ধ' পত্রিকার বেজওয়াদা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি মাদ্রাজের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার মিঃ রাজগোপাল আয়েঙ্গার নামক এক-জন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের কন্যা কুমারী কমলার সঙ্গে গুন্টুর জেলার ফরেষ্ট অফি-সার মিঃ আবদুল কাসিমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কুমারী কমলা মাদ্রাজ মেডি ক্যাল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। তাহার বয়স ২২ বৎসর। মিঃ কাসিমের বয়স ৮০ বৎসর। কিছু দিন হইল, তিনি বিপত্নীক হইয়াছেন। তাঁহার একটী ৮ বৎসর বয়স্কা কন্যা বর্ত্ত-মান। বিবাহ থিয়সফি মতানুসারে হইয়াছে। ফলে বর ও কন্যা কাহাকেও নিজ ধর্ম্ম (?) ত্যাগ করিতে হয় নাই।

পত্নীবিরহে আত্মহত্যা

কলিকাতায় তারক চ্যাটার্জ্জির লেনে বাবু অহিভূষণ গুপ্ত নামক এক ভদ্রলোক আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পরিবার মারা যান, তারপর তিনি অন্ধ হইয়া যান, এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে বাঁচিয়া থাকা অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করিয়া-ছেন।

গত বুধবার রাত্রিতে তাঁহার মাতা একটি গোঙানি শব্দ শুনিয়া পুত্রের ঘরে আসিয়া দেখেন যে, পুত্রের ঐ অবস্থা এবং টেবিলের উপরে আফিম মিশানো এক গ্লাস জল রহিয়াছে। হাসপাতালে প্রেরণ করিবার পর তিনি মারা যান। সংসারাসক্ত জীবের এরূপ প্রকার পরিণাম আশ্চর্য্যজনক নহে।

আরও কৃষি-ঋণ

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য গভর্ণমেন্ট আরও ৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে

জৈন-সাধুর সঙ্কল্প অনাহারে জীবন-যাপন

রাজপুতানার অন্তর্গত কিষণগড়ে শ্রীসাগরমলজী নামে এক জৈন সাধু খাদ্য গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,—কেবল গরম জল পান করিয়া আছেন। তিনি সারা জীবন আহার করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার উপবাসের ৫৮ দিবস।

বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত নরনারী এই সাধুকে দেখিবার জন্য আসিতেছে। সাধুর এই আহার ত্যাগের স্মৃতি রক্ষার্থ কিষণগড়ের মহারাজা তাঁহার রাজ্যে জীবহত্যা নিষেধ করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন। সুসংবাদ বটে।

খড়গপুরে শুদ্ধি।

স্থানীয় হিন্দু-সভার উদ্যোগে গত রবিবার বাজর নামক এক ব্যক্তি এবং তাহার পত্নী, শাশুড়ী ও শ্যালাকে হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। পণ্ডিত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য 'শুদ্ধি-কার্য্য' সম্পন্ন করেন, ঐ সময় তিনি 'শুদ্ধির' প্রয়োজ-নীয়তা সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাও প্রদান করেন। শুদ্ধির পরে নব-দীক্ষিত ব্যক্তিগণ দেব-মন্দিরে গিয়া স্বহস্তে দেবতার পায় অঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহারা উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন। তাঁহাদিগকে 'কুর্ম্মী-জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এখন তাঁহাদের নাম যথাক্রমে রামপ্রসাদ রামপিয়ারী, অভিলাষী ও শোভনলাল হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দু সভার সম্পাদক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাণ্ডে মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান করিয়া-ছিলেন।

বাউড়িয়া জুটমিলে পুলিশের গুলী

কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দূরে হাওড়া জেলার বাউড়িয়া নামক স্থানে বি, এন, রেলওয়ের মিল অঞ্চলে কোট গ্লাষ্টার জুট মিল কোম্পানীর নর্থ, নিউ ও ওল্ড নামক তিনটী মিলের মধ্যে ওল্ড মিলটি গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে সহসা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় শ্রমিকগণের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। গত রবিবার কর্ত্তৃপক্ষের আচরণের প্রতি-বাদ করিয়া এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রমিকগণের এক ইউনিয়ন গঠন করা হয়। সোমবার প্রাতে অপর দুইটী মিলের কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে ৫।৬জনকে বরখাস্ত করা হয়। তাহাতে অপরাপর শ্রমিকগণ উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মঘট করে। মিলের দারওয়ানগণ কয়েকজন শ্রমিককে সামান্য কারণে প্রহার করায় অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশ আনাইয়া শ্রমিকগণের উপর গুলি বর্ষণ করেন। ফলে ২৮ জন শ্রমিক আহত ও ২০ জন পুলিশ জখম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। শ্রমিক-গণ একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে মসজিদের ভিতর আটকাইয়া রাখিয়া প্রহার করিয়া-ছিল বলিয়াও সংবাদ রটিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল

শুনা গেল, চিত্রশিল্পী শ্রীযুত মুকুল দে কলিকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়াছেন। এক বৎসর পূর্ব্বে প্রিন্সিপাল মিঃ পার্শী ব্রাউন অবসর গ্রহণ করিলে ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গত ৮ মাসকাল অস্থায়ীভাবে প্রিন্সিপালের কাজ করিতেছিলেন।

শুনা যাইতেছে, যামিনীবাবু যুক্ত-প্রদেশস্থ রামপুরের নবাবের প্রাসাদ সাজাইবার জন্য ৭৬ হাজার টাকার কাজের কনট্রাক্ট পাইয়াছেন।

রাজবন্দীর মুক্তি

গত রবিবার প্রসিদ্ধ শান্তি-সেনা-নায়ক রাজবন্দী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাসকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯২৪ সালে ৩ আইন অনুসারে তাঁহাকে জল-পাইগুড়িতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহাকে মান্দালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় রাখা হইয়াছিল। পরে তাঁহাকে ত্রিচিনাপল্লীতে লইয়া যাওয়া হয়। গত ডিসেম্বর মাস হইতে তাঁহাকে পুরীতে আটক রাখা হইয়াছিল। তিনি অদ্য কলিকাতা আসিয়া পৌঁছি-বেন। রাজবন্দী কালীজীবন বসুও বিনাসর্ত্তে মুক্ত হইয়াছেন।

(বৈদেশিক)

ইংলণ্ডে ভারতীয়ের উদ্যান-সম্মিলন

সম্প্রতি ইংলণ্ডের সারে নামক স্থানে সার মাণিকজী দাদাভাই এবং লেডী দাদা-ভাইয়ের ভবনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়-নের উদ্যোগে যে উদ্যান-সম্মিলন হইয়াছিল, সার মাণিকজী তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। সম্মিলনের ভোজে ৮ শত লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। অতিথি-দিগের ভিতর লর্ড এবং লেডী বার্কেনহেড, সার অতুল এবং লেডী চট্টোপাধ্যায়, লড এবং লেডী রেডিং, সারজন এবং লেডী সাইমন এবং কয়েকজন ভারতীয় রাজন্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গভর্ণরের বেতন বৃদ্ধি

উপনিবেশের গভর্ণরদের পেন্সনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য লর্ড সভায় আলোচনা হইয়াছিল। লর্ড ইলিঙ্গাম ও লর্ড অলিভার বলেন যে, ইঁহাদের পেন্সনের পরিমাণ অতি অল্প।

লর্ড লোভেট বলেন যে, এদিকে গবর্ণ-মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় ইতঃপূর্ব্বেই এই জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল। লর্ড বাক্সটন ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের মন্তব্য হস্তগত হইয়াছে। শীঘ্রই এই সম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করা হইবে।

কমিটীর সদস্যগণ মন্তব্য করিয়াছেন,—পেন্সনের পরিমাণ ১৩০ পাউণ্ডের স্থলে ২০০ পাউণ্ড করিতে হইবে।

আমেরিকায় ভীষণ বিপদ

নিউ ইয়র্কের ১০ই জুলাই তারিখের সংবাদ প্রকাশ, আমেরিকার পূর্ব্বাংশে এরূপ ভীষণ গরম পড়িয়াছে যে, তৎফলে একমাত্র নিউইয়র্ক সহরেই ছয়জনের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়াছে।

৯০বৎসর পূর্ব্বে যদি আসিতে

১০৭ বর্ষীয়া বৃদ্ধার ঠাট্টা

লণ্ডনের তারবিজা নামক গ্রামহইতে একটি সংবাদপত্র-প্রতিনিধি জনৈক শতাধিক বর্ষীয় দম্পতীকে দেখিয়া আসি-য়াছেন, এই দম্পতীর মধ্যে স্বামীর বয়স ১১০ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স ১০৭।

স্ত্রীটি যখন শুনিলেন যে, একজন সাং বাদিক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসি-য়াছেন এবং তাঁহার ফটো তুলিতে ইচ্ছা করেন, তখন বৃদ্ধাটি একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি রঙ্গ করিয়া সাংবাদিক মহা-শয়কে বলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয় তুমি ৯০ বৎসর পূর্ব্বে আস নাই। যদি সেই সময় আসিতে তবে আমাকে একটি সুন্দরী লাবণ্যময়ী কুমারীরূপে দেখিতে পাইতে।'

ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী

বড়কর্ত্তার পরলোকগমন

বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর বড় কর্ত্তা স্যার জর্জ এলফ্রেড উইলিয়ম পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যে পরিবারের লোক সেই পরিবার ক্রোড়পতি। বহুকাল যাবৎই তাঁহারা ধনী। স্যার এলফ্রেড উইলস বিবিধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নায়ক ছিলেন। বাণিজ্য-প্রতিভা ব্যতীত সাহিত্যিক গুণও তাঁহার যথেষ্ট ছিল।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বিরাট সম্পত্তি হইতে তিনি প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ঠা শ্রাবণ, শুক্রবার—১৩৩৫

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—ইহাই একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে সিদ্ধ ও সাধন—উভয় অবস্থাতে একমাত্র কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—"যদ্যপ্যন্যাভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিসংযোগেনৈব"—নবধাভক্তির অন্য আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যভক্তি সংযোগেই সাধিত হয়। অতএব স্মরণাদি ভক্তির অন্য অঙ্গ সাধন করিতে হইলে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি-সংযোগে করিতে হইবে। শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইলে জীবের স্থূল সূক্ষ্মদেহ-গত অহংতা মমতা দূরীভূত হইয়া সিদ্ধ স্বরূপের উদয় হয়। তৎকালে জীবের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণলীলা স্বতঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, ক্রমভাবে রূপগুণলীলা স্মরণ করিতে হয় না। ভক্তরাজ বিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন, "শ্রবণকীর্ত্তনবতো ভক্তস্য স্মরণপ্রযত্নো নাবশ্যকঃ। স্বপ্রযত্নেনাপি ভগবান্ স্বয়মেব প্রবিশতি। শ্রবণকীর্ত্তনাদীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞেয়ং"—শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ-প্রযত্নের প্রয়োজন নাই। বিনা চেষ্টাতেই ভগবান্ শ্রবণকীর্ত্তন-পরায়ণ ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীন জানিতে হইবে।

—

"যদ্দ্বারা আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই শ্রীহরিকীর্ত্তন, আর যদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তাহাই বিষয়-কথা। শ্রীহরিকথা ও বিষয়-কথার বাহ্য পার্থক্য নাই। প্রাকৃত সহজিয়া ও সদাচারাভিমানী স্মার্ত্তগণের নাম গ্রহণ বা শ্রবণাদি নবধাভক্তির অনুষ্ঠানে বাহ্য ভেদ না থাকিলেও এক নহে একটা নামকীর্ত্তনের ন্যায় হইলেও বিষয়-কীর্ত্তন, অপরটি বিশুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-অন্যাভিলাষ-স্পৃহা হইতে ভক্তের জিহ্বায় স্বরং আবির্ভূত কৃষ্ণ ভিন্ন কৃষ্ণনাম। নাম-ভজন-প্রয়াসীর শ্রীনাম-সেবার প্রাতিকূল্য বর্জ্জন চেষ্টা না থাকিলে তিনি কখনই ভজন মার্গে অগ্রসর অথবা নামপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হন না। নাম-ভজনের প্রতিকূল বিচারে দশবিধ নামাপরাধ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুরুবজ্ঞা বা বৈষ্ণবাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল অপরাধ। যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥ শ্রীনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে যদি আমাদের উত্তরোত্তর সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি না হইয়া সংসারাসক্তি প্রবল হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, উহা নিশ্চয়ই শ্রীনাম-কীর্ত্তন নহে, উহা নামাপরাধ বা বিষয়-কথার কীর্ত্তন।

—

নাম সাধন-প্রণালী—যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তার লক্ষণ-শ্লোক শুন স্বরূপ রাম রায়॥ উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥ উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥"

নিজ কুলের বড়াই করা যাহাদের স্বভাব, "আমি খুব ধনী, আমার খুব ধন আছে"—এইরূপ অভিমানে যাঁহারা ধনাকে সরাব ন্যায় জ্ঞান করেন, পাণ্ডিত্য-অভিমান যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস কুলের একমাত্র উপাস্য বস্তু শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে পারেন না। আবার যাঁহারা নিজ অধিকার বিচার না করিয়া নিজদিগকে পরমহংস বৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিবার পরিবর্ত্তে সিদ্ধাভিমানে মহাভাগবতের আচরণের অনুকরণ করত লীলাস্মরণাদি রসভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাও "আমি ত' বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।" এই মহাজনবাক্যানুসারে অধঃপতিত হন। নিজকে বৈষ্ণব পরমহংস মনে করা তৃণাদপি শ্লোকের বিরুদ্ধ।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য শ্রুত শ্রীর অভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া বাহিরে কাচুমাচু-ভাব তৃণাদপি শ্লোকের পরিপন্থী কিংবা আমি খুব ভজনপরায়ণ, প্রচাররূপ গুরুর কার্য্য করিলে আমার ভজন বিনষ্ট হইবে, এইরূপ উৎকট ভক্তাভিমান প্রবল হইলে যে নির্জ্জন ভজন-প্রয়াস আরম্ভ হয়, তাহা প্রধান কৈতব বলিয়া তৃণাদপি শ্লোকের প্রতিকূল।

নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলে, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু অপ্রাপ্তির বিঘ্ন উপস্থিত হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহা সহিষ্ণুতার বিপরীত। হরি-নাম-ভজন-প্রয়াসীর নিকট ঐ সকল বিঘ্ন-সমূহ উপস্থিত হইলে তাহারা বৈষ্ণবগুরুর-আনুগত্যে সহিষ্ণুতা-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক

কলিপঞ্চক

কনক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপায় ইতঃপূর্ব্বে আমরা অনেক কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা এই চারিটী কলিস্থানের কথা যথেষ্ট রূপে শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এখন পঞ্চম স্থান (শেষস্থান) 'কনক' সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত আরও কি বলেন, বিশেষ অবধানতার সহিত শ্রবণ করা যাউক। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ অধ্যয়নের পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে এই সমস্ত কথা স্বয়ং আচরণকারী আচার্য্যদেবের নিকট সুষ্ঠুরূপে শ্রবণ করত তাহা গ্রহণান্তর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-পঠন-যোগ্যতা লাভ করিতে হয়। নতুবা শ্রীমদ্ভাগবতকে বাজারের অন্য আর দশটা বইয়ের সামিলে স্থান দিয়া, কিম্বা চাউল, ডাউলের মত একটা পণ্যদ্রব্য মনে করিয়া দোকানদারী আরম্ভ করিয়া নরকেই যাইতে হইতেছে। এই সমস্ত অন্যায় কার্য্য হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু-রূপে শিক্ষা দিয়া বলিয়াছেন—

"যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
(চৈঃ, চঃ অ ৫।১৩১।)

"বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।"
(চৈঃ চঃ অ ১৩-১৩১)

"মুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ইহা মতে॥"
(চৈঃ ভাঃ ২।২১শ)

"যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তারাও না জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ২।৬৭-৬৮)

"ভাগবত যে না মানে, সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ১।৩৯)

কলি মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট হইতে দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মযুক্ত চারটী স্থান প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কারণ উক্ত চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম চারিটী স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিরাজিত। কলি পুনরায় এমন একটী স্থান প্রার্থনা করিল, যেখানে উক্ত চারিবিধ অধর্ম্মই যুগপৎ এক স্থানে উহা সহ্য করেন। তৃণাদপি সুনীচ ও সহিষ্ণু না হইলে নাম-ভজনে অধিকার হয় না।

পাওয়া যায়। মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির পুনঃ প্রার্থনায় তাহাকে স্বর্ণ প্রদান করিলেন। কারণ এই স্বর্ণ মধ্যে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ-জনিত কাম ও হিংসা এই চারিটী অধর্ম্ম যুগপৎ বিরাজিত। অধিকন্তু শত্রুতা নামক একটী পঞ্চম অনর্থও তাহাতে রহিয়াছে। (ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত আ ১৭।৩৯ শ্লোকে কলি-পঞ্চক প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা পাইয়াছি।) যে স্থানে বদ্ধ-জীব ভোক্তৃ-অভিমানে অর্থাদির ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানেই ঐ সকল অনর্থ উৎপাদিত হয়। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট-শুদ্ধভক্ত হরিসেবায় অর্থ নিযুক্ত করেন, সে স্থানে অর্থের যথোচিত ব্যবহার হইয়া থাকে, অনর্থ আসিতে পারে না।

"ভোগীর কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

সুতরাং যাহারা মাধবের সেবা না করিয়া অর্থ নিজের সেবায় বা মাধবের সেবার নাম করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায় নিজের ভোগে অর্থ লাগাইয়া থাকে, তাহারা কলির কবলে পতিত। সেইরূপ প্রবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মের নাম করিয়াও বিপ্রলিপ্সা বা শিষ্যাদি বঞ্চনেচ্ছারূপ অনৃত (মিথ্যা), জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রীমদ, কামিনী-সংগ্রহেচ্ছারূপ কাম এবং হিংসা বা জাগতিক অর্থাদি প্রতিবন্ধক-রহিতা অপ্রতিহতা শুদ্ধা ভক্তি-কথা প্রচারে কুণ্ঠা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গে শুদ্ধ ভক্তগণের উপর মাৎসর্য্য বা শত্রুতা আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ শুদ্ধভক্তগণ শ্রীহরিকথা প্রচারের সঙ্গে অসৎ সঙ্গের স্বরূপ ও পরিণাম হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ন্যায় জন-সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন কি না? তাহাতে গুমোর ফাঁক হইয়া যায় মনে করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে যে নিজেই নিজকে দোষী বলিয়া জন-সাধারণের জানিবার সুযোগ করিয়া দিতেছে, দুরন্ত ক্রোধ তাহা অনুধাবন করিবার শক্তি রাখে নাই। কামের অতৃপ্তি হইতে উৎপন্ন ক্রোধ কৃতান্ত-স্বরূপ হইয়া জ্ঞানবুদ্ধি সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভাল-কথা কাণে ঢুকে না।

মহারাজ পরীক্ষিতের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কলি উক্ত দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, কনক পাঁচটী স্থানে বাস করিতে থাকিল। এই পাঁচটি স্থানে নিত্য কলি বিরাজমান। এক সেকেণ্ডের জন্যও এই পাঁচটি স্থান কলিশূন্য হয় না—হইতে পারে না। যে কোনও ব্যক্তি যে কোন একটীর নিকট গমন

করিবে, অমনি কলি তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। ইহাতে অণু পরিমাণে সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ নাই। যিনি কুতর্ক-গর্ত্তে পড়িয়া সন্দিহান ও অবিশ্বাসী হইবেন, তিনি হয় কলির কবলে পতিত, নতুবা অচিরাৎ কলি তাঁহাকে গ্রাস করিবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

"অপৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ
ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোক-
পতির্গুরুঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৭।৪১)

অতএব যে পুরুষ আপনার উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, রাজা, লোকনেতা, গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

গুরু, নেতা, ধার্ম্মিক বা আচার্য্যের আসন অতি উচ্চে অধিষ্ঠিত। যথা বায়ু পুরাণে—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন
কীর্ত্তিতঃ॥"

যিনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক অপরকে আচারে স্থাপিত করেন, তিনি আচার্য্য বলিয়া কথিত। গীতাও তাহাই বলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, তদপেক্ষা কনিষ্ঠগণ তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া তাহাই করিয়া থাকেন। সুতরাং ধার্ম্মিকব্যক্তি, আচার্য্য, লোকনেতা ইঁহাদের আচারবান হওয়া আবশ্যক।

ভাই সব, সাধু সাবধান! যাঁহারা কলিপঞ্চকের যে কোন একটীর আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা কখনও আচার্য্য গুরু হওয়ার যোগ্য নহেন। তাঁহারাই আচার্য্য-ব্রুব, গুরুব্রুব নামে অভিহিত। এমন কি ধার্ম্মিক হওয়ার যোগ্যতাই তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহা-দিগকে ধার্ম্মিক, সাধু, আচার্য্য, গুরু মনে করিয়া সেই সেই স্থানীয় সম্মানদানেও শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে মহা অপরাধ হইয়া যায়।

তাহারা সাধারণ নীতিশাস্ত্রের শাসন-টীও না মানার দরুণ অধার্ম্মিক কলির সেবক, কলির চর। আমরা ভ্রম করিয়াও যেন তথা-কথিত কলির সেবক অধার্ম্মিক সাজা সাধুর সঙ্গ না করি। ইহারা নিজেই অনর্থে পতিত হইয়া গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে, মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ চলচ্ছক্তি রহিত। জাগতিক বিচারে খুব বড় কুলে শীলে উৎপন্ন মহা মহোপাধ্যায় উপাধি-ভূষণে ভূষিত পণ্ডিত হইলেও উপদেষ্টা হইতে পারেন না। যেহেতু মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অভিগমন ও চরণ আশ্রয় করিয়া নিজেই উপদিষ্ট হন নাই। ইঁহা-দের হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত না হওয়ায় ইঁহারা একেবারে আরও তৃণাচ্ছাদিত বিষম অন্ধকার-গর্ত্তে (মহা কুতর্কে) নিপতিত সোজা কথায় এমনি অবরুদ্ধ হওয়া যায় যে, আমরা জাগতিক জীব, প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর কলি-কবলে পতিত, এমতাবস্থায় যাঁহারা স্বয়ং কলির হাত হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন, তাঁহারা কি প্রকারে আমাদিগকে কলির হাত হইতে টানিয়া আনিয়া উদ্ধার করিবেন? বলবান্ দুর্দ্দমনীয় কলি যে সকলকেই অনায়াসে গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছে। একমাত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ ও তাঁহার রাজ্যের তদনুসরণকারী প্রজাবৃন্দ মুকুন্দকেই কলি ভয় করিয়া ভীত অবস্থায় সুদূরে অতি সন্তর্পণে অবস্থান করে। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে উঁকি দেয়' ঢুকিবার কোন রাস্তা পায় কি না।

বর্ত্তমানে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজন দ্বারা বড় বড় কলির সেবকগণকেও কলির কবল হইতে সজোরে আকর্ষণ করিয়া সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন। তাহা দেখিয়া সমশীল অনেকেই ধৈর্য্যহারা। "পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥ কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে। দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥"

সাবধান কলি! সাবধান কলি-সেবক! সাবধান কলির চর! খুব হুশিয়ার, পূর্ব্ব স্বভাব পরিহারের বাসনা না থাকিলে শুদ্ধ বৈষ্ণবদের কোন মঠে ঢুকিবার স্পর্দ্ধা করিও না। রাবণের চেলা প্রলম্বের অনুসরণকারী সকলকেই তাঁহারা চিনেন। মঠে কলিবৈরী আছেন। বন্ধুভাবে আমি সন্ধানটা দিয়া গেলাম।

ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর

(পণ্ডিত শ্রীযুত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণ রত্ন)

"শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্॥"

চৈঃ চঃ আঃ ১০।৩৮

কলিযুগ-পাবনাবতারী প্রেমামরকল্প-তরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমামৃত-ফলবান শাখা-সমূহের অন্যতম শ্রীমান্ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। জগজ্জীবের কল্যাণার্থ ইনি কৃপা করিয়া যে সমস্ত অমৃত ফল প্রকাশ ও ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া আজ আমরা তাহারই দুই চারিটি পাড়িয়া আমাদের যোগ্যতানু-সারে আস্বাদন করিতে অভিলাষী হই-য়াছি। তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন।

গৌরলীলার ব্যাস আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃপায় আমরা জানিতে পারি, শ্রীমান্ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-প্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-সখা শ্রীসুদামাবিপ্র নামে অভিহিত হইতেন। সুশীলা বহু সদ্‌গুণবতী স্বীয় পত্নীর অনু-রোধে জাগতিক বিচারে ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সান্দিপনী-গুরুকুলে সহপাঠী বাল্য-সখা, বর্ত্তমানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী দ্বারকা-পতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুতীব্র দর্শন-লালসা ও দারিদ্র্য মোচনের সলজ্জ কুণ্ঠ ক্ষীণ-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীহরির দিব্য ভোগায়তন দ্বারকা-ধামে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ভিক্ষা-লব্ধ কয়েক মুষ্টি তণ্ডুলকণ যত্ন সহকারে ভর্জ্জিত করিয়া সখার উদ্দেশে প্রীত্যুপ-ঢৌকন প্রদান জন্য স্বামীর শতছিন্ন উত্ত-রীয় প্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। ষোড়শ-সহস্র মহিষীর পতি, সমুদ্র পরিখা-বেষ্টিত, জগতে অতুল মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ সুদৃঢ় দ্বারকা-পুরীর মহামান্য রাজা, জগতের নাথ, স্বয়ং লক্ষ্মীর নিত্য সেব্য বিগ্রহ কৃষ্ণ কি সুদীর্ঘ-কাল পরে সংসারে নগণ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-হীন, ভিক্ষোপজীবী, মলিন বেশ ব্রাহ্মণকে বাল্য-সখা বলিয়া চিনিতে পারি-বেন, তাঁহার অন্তঃপুর ত দূরের কথা প্রাসাদ মধ্যেই বা প্রবেশাধিকার কিরূপে পাইব, দ্বারপালগণের নিকট না জানি কতই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিরহিত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ধূলি ধূসরিত রুক্ষ-মলিন অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুরী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কেহ তাঁহাকে কোথাও কোন প্রকারে বাধা দিল না। একমনে চলিতে চলিতে অন্তঃপুরমধ্যে যেখানে প্রধান মহিষী শ্রীমতী সত্যভামা প্রিয়তমের পাদ-সম্বাহন করিতেছিলেন, একেবারে তথায় গিয়াই উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে প্রিয় সখাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। সখা সখা এতদিনে কি তোমার বাল্যবন্ধুর কথা মনে পড়িল, আজ আমার কত সৌভাগ্য— আমার প্রিয়সখা কত না পথশ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করি-য়াছেন, এরূপ বলিতে বলিতে ধরিয়া আনিয়া সুন্দরী-শিরোমণি দেবী সত্য-ভামার স্বহস্ত-রচিত স্বীয় সুকোমল বহু-মূল্য মণিমুক্তাখচিত শয্যোপরি উপবেশন করাইলেন এবং স্বয়ং সুবাসিত সুশীতল বারি দ্বারা তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। আবেগভরে অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন। ব্রাহ্মণ বিস্ময়াতিশয্যে নির্ব্বাক নিস্পন্দ। সখার বিরাট মহত্ত্ব ও নিজের অপরিমেয় ক্ষুদ্রত্বের কথা চিন্তা করিয়া নিদারুণ লজ্জা ও সঙ্কোচে ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে দেবী তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ধরা পড়ি-বার ভয়ে বিপ্র পত্নীপ্রদত্ত যৎসামান্য উপহার কুক্ষিদেশে অধিকতর গোপন করিতে প্রয়াসী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সখাপত্নী কি অপূর্ব্ব লোভনীয় ভক্ষ্যোপহার প্রদান করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার উত্তরীয় প্রান্তে নিবদ্ধ পুঁটলী উন্মুক্ত করিয়া পরমাগ্রহে ভর্জ্জিত তণ্ডুল-কণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিপ্র নিরুপায় হইয়া হায় হায় বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক মুষ্টি—দুই মুষ্টি চর্ব্বণ করিয়া তৃতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিয়া চর্ব্বণ করিবার উপক্রম করিতে দেবী সত্যভামা তাঁহার হস্তধারণ করিলেন। বলিলে[ন] দুই মুষ্টি ভোজন করিয়া যাবতীয় বি[ত্ত] ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছ, তৃতীয় মু[ষ্টি] গ্রহণ করিয়া আমাকে কি তোমার সখ[ার] দাসীরূপে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছা কর[িতে]ছ? এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলে[ন]। এইরূপে অত্যধিক আদর আপ্যায়নে শ্রী[কৃষ্ণ] তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিলে[ন] যে,ব্রাহ্মণ-পত্নীর অনুরোধ-মত স্বীয় দারি[দ্র্য] মোচনের কথা বলিবারই সুযোগ অবসর পাইলেন না। সখার নিকট বি[দায়] গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হ[ইয়া] দেখিলেন, কৃষ্ণের প্রসাদে তিনি বহুদ[াস] দাসী-সমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা ও অতু[ল] ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

সেই কৃষ্ণসখা সুদামাবিপ্র গৌরলী[লায়] নবদ্বীপে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে প্রকা[শিত] হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের বাসভব[নের] অনতিদূরে গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বরের ক্ষুদ্র [ক্ষুদ্র] কুটির। নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ভি[ক্ষা] করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং '[কৃষ্ণ] 'কৃষ্ণ' বলিয়া দিবানিশি ক্রন্দন করে[ন]। স্বধর্ম্ম-নিরত অতি শান্ত স্বভাব। [ঝুলি] কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া বেড়[ান]। কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন না। কে[হ] তাঁহাকে সামান্য ভিখারী বলিয়াই [মনে] করে। দিবসে ভিক্ষা করিয়া যাহা [কিছু] প্রাপ্ত হন, তাহা রন্ধন করিয়া কৃ[ষ্ণ] উদ্দেশে নৈবেদ্য প্রদান করেন এবং কৃ[ষ্ণ] প্রসাদ স্বরূপে অবশেষ গ্রহণ ক[রেন]। পরমানন্দে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া হা[সেন] কাঁদেন নাচেন। দারিদ্র্য তাঁহার [চিত্ত]-বৃত্তির উপর কিছু মাত্র প্রভাব বি[স্তার] করিতে পারে নাই।

গয়ায় পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও বিষ্ণু[পাদপদ্মে] দীক্ষাগ্রহণ-লীলা অভিনয় দ্বারা "শ্রী[গুরু] বৈষ্ণবগুরুর দর্শন লাভ ও তদীয় পাদ[পদ্ম] আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আ[ত্মীয়] কর্ম্মে ...রুচি থাকা অবস্থায় স্মা[র্ত্তপরতা] অবলম্বনীয়,কিন্তু পারমার্থিক গুর্ব্বা[শ্রয়ের] পর তাদৃশ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তপরতা ত[্যাজ্য] কর্ত্তব্য ও তীর্থভ্রমণের... ফল : [সাধু]সঙ্গ-লাভ", ইহাই শিক্ষা দিয়া শ্রীমন্মহা[প্রভু]

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং কৃষ্ণবিরহে অপূর্ব্ব প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রভু তীর্থ-কথা কহিয়া সকলকে সুতুষ্ট করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে গয়াভূমি দর্শন করিয়া আসিলাম। শচী-দেবী পুত্রমুখ দর্শন করিয়া এবং লক্ষ্মীদেবী পতি-মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অবশেষে প্রভু শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রমুখ দুই চারিজন বিষ্ণুভক্তকে নিভৃতে লইয়া তীর্থ-দর্শনের কথা গোপনে বলিতে বসিলেন। প্রভু বলিলেন, বন্ধুগণ, এইবার যেখানে যেখানে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা দর্শন হইয়াছে তাহা যথাযথ বলিব শ্রবণ কর। গয়া-ভূমিতে প্রবেশ মাত্রই বিশেষ মঙ্গলধ্বনি শ্রুতি-পথে প্রবিষ্ট হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সমবেতকণ্ঠে সুমধুর বেদগান করিতেছেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ গয়াভূমিতে গমন করিয়া যে স্থানে পাদ-প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, তাহা পাদোদক তীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। পাদপদ্ম তীর্থের নাম গ্রহণ করিতেই প্রভু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। নয়নজল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অবিরল ধারে ঝরিতে লাগিল। সম্মুখস্থ পুষ্প বন নয়ন-জলে সিক্ত হইল। প্রভু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রভুর এক প্রকার অভূত-পূর্ব্ব ভাব দর্শন করিয়া ভক্তগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার প্রতি নিশ্চয়ই কৃপা করিয়াছেন। বোধ হয় পথিমধ্যে তাঁহার কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য ইঁহাকে প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন। কতক্ষণ পরে প্রভু বাহ্য জ্ঞান প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ভাই সব অদ্য গৃহে গমন কর, আগামী কল্য নিভৃতে কোন একস্থানে মিলিত হইলে আমার দুঃখের কথা তোমাদিগকে নিবেদন করিব। আমার মনে হয় গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী গৃহে কথোপকথনের সুবিধা হইবে। এই কথা শুনিয়া সেই দিবসের মত সকলে গৃহে গমন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে শ্রীবাস-মন্দিরে কুন্দ-পুষ্প চয়ন করিতে আসিয়া সকল বৈষ্ণবগণ শ্রীমান পণ্ডিতের মুখে এই কথা শুনিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সকলেই একে একে শুক্লাম্বর-গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। পণ্ডিত গদাধর প্রভু এই সব কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীর গৃহে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। সদাশিব মুরারি, শ্রীমান পণ্ডিত, শুক্লাম্বর প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ একে একে আসিয়া মিলিত হইলেন, এমন সময়ে প্রভু গদ্গদ শুক্লাম্বর-গৃহে [illegible] আসিয়া উপবেশন করিলেন। প্রভুর বাহ্যবৃত্তি আছে কি না বোঝা যায় না। প্রভু বৈষ্ণবগণকে নয়ন-কোণে দর্শন করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ভক্তির লক্ষণ-শ্লোকসমূহ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। 'হায় হায়, প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া দর্শন দিয়া আবার কোথায় লুক্কায়িত হইলেন, এই বলিয়া প্রভু গৌরসুন্দর ব্রহ্মচারীর গৃহের একটি স্তম্ভ কোলে করিয়া আছাড় খাইয়া ভূপতিত হইলেন। স্তম্ভ ভাঙ্গিল, প্রভুর অনুপম কেশগুচ্ছ আলু থালু হইয়া ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন, ভক্তগণও এই দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একে একে মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। গদাধর গৃহমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, ভক্তগণকে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত দেখিয়া ভাগীরথী জাহ্নবী দেবীও বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভুর ক্ষণে ক্ষণে বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে, পুনরায় 'হা কৃষ্ণ' 'হা প্রাণনাথ তুমি কোথায় গেলে' বলিয়া মূর্চ্ছিত হন। এই-রূপে ক্ষণে বাহ্য ক্ষণে মূর্চ্ছা ভাব-প্রকাশ করিতে করিতে প্রভু কতক্ষণ পরে একবার উঠিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহমধ্যে গদাধরের অবস্থিতির কথা জানিয়া প্রভু বলিলেন, গদাধর পরম সুকৃতিমান। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কৃষ্ণে দৃঢ় মতি। আমার জীবন বৃথা রসে অতিবাহিত হইল, ভাগ্যবলে যদিও অমূল্য নিধি মিলিয়াছিল, তাহাও সময়ের দোষে হারাইলাম, এই বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সজ্জ সেব্য শ্রীঅঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইল। পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আছাড়ে নাক মুখ চোখ যে রক্ষা পাইল, তাহা নিতান্তই দৈব বলে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীবদনে আর কোন কথা নাই। কখনো বলেন, ভাই সব নন্দগোপেন্দ্রনন্দন, গোপিনী-জীবন কৃষ্ণকে আনিয়া দিয়া আমার দুঃখ দূর কর। এবম্প্রকার অভূত-পূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ দেখিয়া ভক্তগণ পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। মহাভাগ্যবান শুক্লাম্বরকে অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয় জানিয়া প্রভু তাঁহারই গৃহে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ কৃত পদ্যানুবাদ)

(৭)

তীর্থপ্রাপিবিপ্রকুলমদৈর্জ্জয়ন্ পঙ্কময়ম্।
স্বকারোহীজ্জনস্মৃহৃতয়া মোহয়ামাস
চৌরৌ।
বন্দেহহং তং সুজনসুখদং দণ্ডদং দুর্জ্জনা-
নাম্॥

তীর্থগ্রামি ব্রাহ্মণের পক্ক-অন্ন খাইল।
পশ্চাৎ করিয়া কৃপা স্বতত্ত্ব জানা'ল॥
স্কন্ধে আরোহণ করি মোহিল চোরেরে।
সাধু-সুখ, পাপী দণ্ডদাতা বন্দি তাঁরে॥

(৮)

আরুহ্যপৃষ্ঠং শিবভক্তভিক্ষোঃ
সংকীর্ত্য রুদ্রস্য গুণানুবাদম্।
রেমে মহানন্দময়ো য ঈশ
স্তং ভক্তভক্তং প্রণমামি গৌরম্॥

শিবভক্ত ভিক্ষু-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
স্বভক্ত রুদ্রের কেল গুণ-সংকীর্ত্তন॥
মহানন্দময় ক্রীড়া করে যে ঈশ্বর।
ভক্তপ্রিয় সেই গৌরে নমি নিরন্তর॥

(৯)

লক্ষ্মীদেব্যাঃ প্রণয়বিহিতং মিষ্টমন্নং গৃহীত্বা
তস্মৈ প্রাদাৎ বরমতিশুভং চিত্ত-
সন্তোষণং যঃ।
গঙ্গাশ্চিহ্নৈর্নিজপরিজনান্ তোষয়ামাস যশ্চ
তং গৌরাঙ্গং পরমরসিকং চিত্তচৌরং
স্মরামি॥

লক্ষ্মীদেবী প্রীতিদত্ত খেয়ে মিষ্ট-অন্ন।
অতি শুভ বর দিল চিত্ত সু-প্রসন্ন॥
(গঙ্গার দৌরাত্ম্য বিপ্র কহিতে মিশ্রেরে।
যষ্ঠি ধরি চলে মিশ্র মারিতে তাঁহারে॥)
স্বজনে তোষিল অঙ্গে কালি চিহ্ন ধরি।
চিত্তচোর রসিক-গৌরাঙ্গে আমি স্মরি॥

(১০)

উচ্ছিষ্টভাণ্ডেষু বসন্ বরাঙ্গঃ
মাত্রে দদৌ জ্ঞানমনুত্তমং যঃ।
অদ্বৈতবীথীপথিকৈকরূপাস্তং
তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি নিত্যম্॥

উচ্ছিষ্ট হাঁড়ির পরে রচিয়া আসন।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান মা'য়ে কহিল যে জন॥
অদ্বৈতমার্গীয়গণ উপাস্য,—সুন্দর
সেই গৌরচন্দ্রে আমি নমি নিরন্তর॥

(১১)

দৃষ্ট্বা তু মাতুঃ কদনং স্বলোষ্ট্রৈঃ
তস্যৈ দদৌ দ্বে সিত-নারিকেলে।
বাৎসল্যভক্ত্যা সহসা শিশু যঃ
তং মাতৃভক্তং প্রণমামি নিত্যম্॥

কোন দিন মায়ে লোষ্ট্র আঘাত করিল
বেদনা পাইয়া আই ভূমিতে পড়িল॥
বাৎসল্য-ভক্তিতে শিশু হেরিয়া সে
দশা।
দুই শ্বেত-নারিকেল দিলেন সহসা॥
মাতৃভক্ত-শিরোমণি শিশু-ক্রীড়াকারী।
সর্ব্বদাই নমি আমি সেই গৌরহরি॥

(১২)

সন্ন্যাসার্থং গতবতি গৃহাদগ্রজে বিশ্বরূপে।
মিষ্টালাপৈর্ব্যথিতজনকং তোষয়ামাস
তূর্ণম্।
মাতুঃ শোকং পিতরি বিগতে সান্ত্বয়ামাস
যশ্চ।
তং গৌরাঙ্গং পরমসুখদং মাতৃভক্তং
স্মরামি॥

সন্ন্যাস কারণ অগ্রজ যখন
গৃহ ছাড়ে বিশ্বরূপ।
ব্যথিত জনকে তুষিল ক্ষণেকে
মিষ্টবাক্যে অনুরূপ॥
অপ্রকটে পিতা শোকাকুলা মাতা
সান্ত্বনা করিল শোক।
সেই গৌরহরি মাতৃভক্তে স্মরি
সুখদায়ী সর্ব্বলোক॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম দর্শনের অপূর্ব্ব সুযোগ

গঙ্গা ও জলঙ্গীর ক্রমশঃ জল বৃদ্ধির সংবাদ পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। পাঠকগণ ইহাও অবগত আছেন যে, যে স্থানদ্বারা পতিতপাবনী সুরধুনী সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবিকা-সূত্রে তাঁহার প্রীত্যর্থে সুমধুর কুল-কুল-ধ্বনিতে আবেগভরে প্রবাহিতা ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলায় যেন তাঁহার বিরহে তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ব্ব-প্রবাহিত স্থানটীতে একটী ক্ষীণ-কলেবরা ধারা বৎসরের অধিকাংশ সময় থাকিলেও গ্রীষ্মের সময় উহা শুষ্ক-প্রায় হইয়া যায়, ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশ-দেশান্তর হইতে যে সকল যাত্রী বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন, তাঁহারা স্বচক্ষে ইহা দর্শন করিয়া বিশেষরূপে অবগত আছেন। সেই সময় (কুলিয়া) সহর নবদ্বীপ হইতে শ্রীমায়াপুর আসিতে হইলে পদব্রজে বা গবাদি যানে আসিতে হয়। গত কল্য প্রাতে প্রচুর বারিপাত হইয়াছে; সুযোগ পাইয়াও সুরধুনী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম ভিটা দর্শন করিবার মানসে অতিশয় উদ্বেলিত হইয়াছেন এবং স্বীয় কূল ভাসাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব-স্থানে প্রবাহিত ধারাটীর সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর জন্মভিটার প্রান্ত-ভাগ এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে স্থাপিত শ্রীচৈতন্যমঠের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়াছেন। এখন শ্রীধাম দর্শকগণের অপূর্ব্ব সুযোগ, যাঁহারা চলিতে অসমর্থ তাঁহারাও নৌকাযোগে একেবারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় উপস্থিত হইতে পারেন। তথা হইতে ভক্তরাজ শ্রীবাসের অঙ্গন, তৎপর শ্রীঅদ্বৈতভবন এবং শ্রীচৈতন্য-

মঠ দর্শন করিতে পারেন এবং নৌকা-যোগেই ভক্ত চাঁদকাজির সমাধি মন্দির নিকটে গমন করিয়া তাঁহার সমাধি স্থান ও তদুপরি চারিশত বৎসরের সু-পুরাতন চাঁপাফুলের বৃক্ষ দর্শন করিয়া অতি সহজেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিতে পারেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ আবালবৃদ্ধ ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ শ্রীধামের দর্শন প্রত্যক্ষ করিবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ হেলায় হারাইবেন না, ইহাই প্রার্থনা।

নানা কথা

আবহাওয়া

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদী এল বান। এ বছর শ্রাবণের 'বাদি ঝরে ঝর ঝর' আষাঢ়স্য প্রথম দিবস হইতেই সুরু হইয়াছে। আর বিরাম নাই, কেবলই বৃষ্টি—বৃষ্টি—বৃষ্টি। আকাশ ভাঙ্গিয়া মেঘ নামিয়া আসিয়া ধরণী চুম্বন করিতেছে। শ্রীমতী জাহ্নবী ভরা বাদরের মতই কূলে কূলে পূর্ণা। জানিনা কোন্ বিরহিনী দয়িত-বিরহে ব্যাকুলা হইয়া মেঘরূপে ধরাপৃষ্ঠ প্লাবিত করিতেছেন।

এদিকে কৃষক কুলের নয়ন সরসীও উচ্ছ্বসিত প্রায়। কোন কোন ভাগ্য-হীনের চক্ষুজল ইতিমধ্যেই বক্ষঃপ্লাবিত করিয়াছে। তবুও আকাশের উষ্ণতা কমে নাই। কোনদিন মেঘকুলকে অন্ত-র্মনস্ক দেখিলে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া অধীনস্থ নরনারীকে ঘর্ম্মসিক্ত করিয়া তুলিতে ছাড়েন না।

গঙ্গাদেবী শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ মন্দিরের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। আরও কি খেলা খেলেন দেখা যাক্।

খালের সংস্কার
হাওড়া কৃষি সমিতির উদ্যোগ

হাওড়া জেলা কৃষি-সমিতির প্রচেষ্টায় হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত নিম্নলিখিত পাঁচটি খালের সংস্কার করা হইতেছে। ইহাতে গ্রামবাসী ও কৃষকদের বিশেষ উপকার হইবে।

(১) বাগাণ্ডা ভিকুটাল খাল—৫ মাইল লম্বা (২) গুটি নগর খাল—সাড়ে তিন মাইল লম্বা। (৩) কাঁটা-ধানী খাল—২মাইল লম্বা। (৪) শাঁকা-ভাঙ্গা খাল—৩ মাইল লম্বা। এবং (৫) রামনগর খাল—ইহা দ্বারা গৌরী নদীর সহিত রাজাপুর ড্রেন সংযুক্ত হইবে

৩০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেন্ট একটি ইস্তাহার জারি করিয়া বলিতেছেন যে, গত ৮ই জুলাই তারিখ ১৭ নং আপ এক্সপ্রেস্ ট্রেণ লাইনচ্যুত হওয়ায় যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে যে সমস্ত অপরাধিগণ লিপ্ত আছে, তাহাদিগকে যে বা যাহারা ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাদিগকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। এই পুরস্কারের পরিমাণ এক্ষণে ৩০ হাজার টাকা করা হইল।

---

১৯ বৎসর বয়সে র‍্যাঙ্গলার

এ বৎসর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত ব্যক্তি র‍্যাঙ্গলার উপাধি পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে ইশায়া লিউনার্ড লিউস নামক একজন ১৯ বৎসরের যুবক আছেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট জন কলেজের অন্যতম ছাত্র।

লরীর নীচে সাইকেল-আরোহী

গত সোমবার বেলা এগারটার সময় শ্যাম বাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোডের সঙ্গমস্থলে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, জনৈক যুবক সাইকেলে করিয়া ঐ সঙ্গমস্থল অতিক্রম করিবার সময় ওয়ালফোর্ডের একখানা মোটরলরী তাহাকে চাপা দেয়। যুবকটি সাংঘাতিকভাবে আহত হয় এবং তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু পথিমধ্যেই হতভাগ্য যুবকের মৃত্যু হয়। প্রকাশ যে, লরী-চালক ধৃত হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

বাউড়িয়া কলের অবস্থা

সোমবারে গুলীবর্ষণের পর বাউড়িয়ার অবস্থা শান্তভাবে আছে। এই হাঙ্গামার জন্য মিল-কর্ত্তৃপক্ষ চারিটি মিলই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। সুখের বিষয়, হাওড়ার জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া শ্রমিকগণের প্রাপ্য বেতন মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিল সমূহে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

ফরোয়ার্ড ও নেকনজরে

"বেলুড়ে রেল চুরমার—হত ও আহতের সংখ্যা কত" শীর্ষক, গত ১৩ই জুলাই তারিখে ফরোয়ার্ডে প্রকাশিত এক প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী মহাশয়, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত পুলীনবিহারী ধর সহযোগে ১৫৩ (ক) ধারার আমলে আসিয়াছেন। আগামী ২৮শে জুলাই মামলার দিন।

রাজদ্বারে "বাংলার কথা"

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ও ১৫৩ (ক) ধারা মতে রাজদ্রোহ ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার বা প্রচার-চেষ্টার অভিযোগে 'বাংলার কথা' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকার ২০শে মে তারিখে প্রকাশিত ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা নামক প্রবন্ধ সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সরকার পক্ষের কয়েকজন সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে চার্জ্জ ফ্রেম করিয়াছেন। আগামী ২৮শে জুলাই মামলার দিন পড়িয়াছেন।

অন্নাভাবে ভীষণ কষ্ট

বর্দ্ধমান জিলার কাঁকসপুর থানার দুর্গাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত ভৈরবপুর গ্রামে এবং তন্নিকটবর্ত্তী ২।৩ খানি গ্রামে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে বারংবার আবেদন করিয়াও ঋণ বা কোনরূপ সাহায্য পাইতেছে না। ঐ গ্রামে প্রায় ২০।২৫ ঘর ভদ্রগৃহস্থ অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, সপ্তাহে তাহাদের ২।৩ দিন অন্ন জুটে না, প্রায় মাস দেড়েক পূর্ব্বে ঐ গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল উপর্য্যুপরি অনশন ক্লেশ সহ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার সংসারে বিধবা পত্নী ও বৃদ্ধা মাতা এখনও অনশনক্লেশ সহ্য করিতেছে।

ডাঃ সুধীন্দ্র বসুর বক্তৃতা
এলবার্ট হলে জন-সভা

গত শনিবার এলবার্ট হলে বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের উদ্যোগে একটি জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় আমেরিকা প্রত্যাগত ডাঃ সুধীন্দ্র বসু "আমেরিকা জীবনে গ্রন্থালয়" সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ বসু বলেন, গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়াই জাতি বড় হইয়া উঠে। অথচ ভারতবর্ষে এই গ্রন্থাগারের একান্তই অভাব। পাঠের মধ্যে কোন উত্তেজনা থাকা উচিত নহে অন্য কোন কর্ম্ম না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সময় কর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে। অধ্যয়নের পশ্চাতে একটা মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকা চাই। আমেরিকার লোকে গল্প উপন্যাস খুব কমই পড়ে। আপনারা উপন্যাস ব্যতীত আরও কিছু পড়িবেন। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় গভীর ভাবে অধ্যয়ন করিবেন।

ভারতের যাহা প্রয়োজন, ভারতকে তাহা পাইতেই হইবে। ভারতের প্রয়োজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির, ভারতের প্রয়োজন সুস্থ সবলদেহ ব্যক্তির; ভারতের প্রয়োজন ঐতিহাসিক নেতার। আপনারা কি এইরূপ নেতা হইতে পারিবেন? উত্তরের জন্য এই প্রশ্ন আপনাদের নিকট রাখিয়া গেলাম।

চোর পূজারী

সম্প্রতি চম্পাহাটীতে এক অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে।

বারুইপুর থানার দারোগা এক আত্মহত্যা ব্যাপারের তদন্তে আসিয়াছিলেন। মেয়েরা ঔৎসুক্য বশতঃ সকলে বাড়ী ছাড়িয়া তদন্তস্থলে গিয়াছিল। ইত্যবসরে বিষ্ণুপদ মুখার্জ্জী নামে এক পূজারী উমেশ দাসের বাড়ীতে পূজা করিতে আসে। বাড়ীতে মেয়েদের অনুপস্থিতি দেখিয়া সে বাক্স ভাঙ্গিয়া সমস্ত গহনা লইয়া চম্পট দেয়। মেয়েরা ফিরিয়া আসিয়া বাক্স ভাঙ্গা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। দারোগা বাবু উপস্থিত হইয়া ঘটনা শুনিয়া পূজারীকে সন্দেহ করেন ও তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। পূজারীর নিকট হইতে গহনা পাওয়া গিয়াছে। পূজারী চালান গিয়াছে। সাধু সাবধান!

উপন্যাস লিখিয়া ধনী

মিঃ ষ্ট্যানলী ওয়েম্যান নামক একজন ঔপন্যাসিক ১৩ লক্ষ টাকার উপর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কোন ইংরেজ ঔপন্যাসিক এত বেশী উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়া শোনা যায়।

দান লইয়া লড়াই
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের নাসিকা কর্ত্তন

রাজকোট হইতে একটি বিচিত্র লড়াইয়ের সংবাদ আসিয়াছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব মৃত পুত্রের আত্মার সদগতি কামনায় ২০ হাজার টাকা দান করিতেছিলেন। এই দান পাইবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যায়। লড়াই করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণের নাক কামড়াইয়া দিয়াছে।

—আনন্দ বাজার

স্বদেশ সেবকের কারামুক্তি

হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত ধরানাথ ভট্টাচার্য্য দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা হইতে বেকসুর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

দেশবন্ধু পল্লীসংগঠন ভাণ্ডারের কর্মী শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন নিয়োগী ৩ মাস কারাবাসের পর সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই শ্রাবণ, শনিবার—১৩৩৫

হরিকথা

যিনি স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, ব্রহ্মস্বরূপে যিনি সর্ব্বপ্রকার চিন্তার অতীত এবং যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে ভক্তের ভক্তিবৃত্তির গম্য, তিনি ভগবান্। ভগবানে সর্ব্বপ্রকার ভাব সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য লাভ করে; তাঁহাতে কিছুর অভাব থাকিতে পারে না, যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্. তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান হইলেও জীবের জড় চক্ষের গোচরীভূত হন না, ভক্তগণ প্রেমনয়নে তাঁহার অচিন্ত্য-গুণ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই প্রেম জীবের নিত্যসিদ্ধস্বরূপগত ধর্ম্ম হইলেও বদ্ধ জীবে উহা বিকৃতরূপে প্রকাশিত হয়, বিকৃত প্রেমই কাম। "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥" কৃষ্ণপ্রীতি অহৈতুকী বা স্বভাব-সিদ্ধা। দুগ্ধে মাখন নিত্য কালই আছে, কিন্তু মন্থন দ্বারা যেমন উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ সাধুমুখে নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ ও শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন রূপ মন্থনদ্বারা আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্মের উদ্বোধন করিতে হয়।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান যোগের ন্যায় কেবল সাধন বা উপেয় প্রাপ্তির উপায় মাত্র নহে, পরন্তু উহাই সাধ্য ও উহাই সাধন। একই আম্রের যেরূপ অপক্ক, অর্দ্ধ পক্ক ও পক্ক—ত্রিবিধ অবস্থা, সেইরূপ এক ভক্তিরই সাধন, ভাব ও প্রেম এই ত্রিবিধ অবস্থা মাত্র। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইলে সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন-সুতরাং ঐ সকল শ্রবণকীর্ত্তনাদি বা লক্ষ নাম গ্রহণ সকলই কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত হইয়া যাইবে, তাদৃশ সাধন আমাদের কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লাভেরই সহায়তা করিবে, নিজ দেহ মনের সুখ সাধনের উপায়-স্বরূপ হইবে, কিন্তু নাম প্রেম উদয়ের সহায়তা করিবে না।

ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার সুকৃতি-সম্পন্ন জীবেরই হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

কৃষ্ণকৃপাক্রমেই শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ হইয়া যায়। কতকগুলি লোকের ভাগ্য অত্যন্ত মন্দ, তাই তাহাদের অসাধু-সঙ্গ জুটিয়া যায়। অসৎসঙ্গ জুটিলেও সাধু-নিন্দা, সাধুকে অবজ্ঞা প্রভৃতি অপরাধ না ঘটা পর্য্যন্ত তাহারা ভগবৎ কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না। ভগবচ্চরণে অপরাধ করিলেও ভগবান্ হয়ত কোন না কোন দিন সেই অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু ভগবানের ভক্ত সাধুর চরণে অপরাধ করিলে ভগবান্ কখনও তাহা সহ্য করেন না। ভক্তাপরাধীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভগবান্ বলেন, (ভাঃ ৯।৪।৬৩)—"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥"—"আমি স্বাধীন হইয়াও ভক্ত-পরাধীন, হে দ্বিজ, আমি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র। আমার পরম ভক্ত সাধুগণ আমার সমস্ত হৃদয়টী অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। আমি ভক্তজনপ্রিয়।" ভগবান্ আরও বলিতে-ছেন (ভাঃ ৯।৪।৬৮), —"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" অর্থাৎ সাধুরাই আমার হৃদয়, আবার আমিই সাধুদের হৃদয়, সাধুগাও আমা ছাড়া আর কাহাকেও জানেনা, আমিও সাধু ছাড়া আর কাহাকেও জানি না।' এতাদৃশ ভগবৎ-প্রিয় ভক্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা ভগবান্‌কে পাইবার স্পৰ্দ্ধা করে, তাহারা ভগবানের পরিবর্ত্তে সয়তান্‌কেই পাইয়া থাকে।

বিষ্ণুভক্তের অপর নাম 'বৈষ্ণব'। 'বৈষ্ণব' বলিতে কোন একটী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায় না। যিনি বিষ্ণুকে

সুকৃতি দ্বিবিধ—দৃষ্ট সুকৃতি ও অদৃষ্ট সুকৃতি। চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পরি-ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের ঘটনাক্রমে সাধুসঙ্গ হইয়া যায়। অজ্ঞাতসারে তাহার সেবা করিলে যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয় উহা অদৃষ্ট সুকৃতি। ভক্ত ও ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধিবস্তু যথা—শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি ও নাম প্রভৃতি সেবা দ্বারাও জীবের সুকৃতির উদয় হইয়া থাকে, ইহা জানিয়া যাঁহারা ঐ সকল কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহাদের দৃষ্ট সুকৃতির উদয় হইয়া থাকে। সুকৃতিমান-জীব ভগবদিচ্ছাক্রমে অনায়াসে সদ্‌গুরুকৃপা লাভ করিয়া ক্রমপন্থানুসারে ভজন করিতে করিতে সাধন রাজ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমে ভাব প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত হন।

ভক্তি বা সেবা করেন, তিনিই 'বৈষ্ণব'। অবশ্য এই ভক্তির তারতম্য অনুসারে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম বা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার পদ্মপুরাণে দশনামাপরাধ বর্ণন-মুখে এই সাধু বা বৈষ্ণব-নিন্দাকে একটী প্রথম ও প্রধান নামাপরাধ বলিয়া বর্ণন করি-য়াছেন। স্কন্দ-পুরাণও বলিতেছেন—'নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥ হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥" অর্থাৎ যে সকল মূঢ় পাপাত্মা মহাত্মা বৈষ্ণব-গণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা কেবল নিজেরা নহে কিন্তু পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে নিপতিত হয়। যাহারা বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, দ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণামাদি করে না, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে, বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া যাহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয় না, সেই ছয় প্রকার পাষণ্ডই অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণবকে নিন্দা করার কথা দূরে থাকুক, নিন্দা শ্রবণেও মহা দোষ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন (ভাঃ ৪।৪।১৭),—কোন পাষণ্ড বৈষ্ণব-নিন্দা আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিবার বা নিজে মরিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, আর যদি সামর্থ্য থাকে, তবে সেই নিন্দক পাষণ্ডের অকল্যাণ-বাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর নিজ প্রাণও বিসর্জ্জন করা উচিত—ইহাতে কোন ধর্ম্ম-ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, বরং ইহাই প্রভুভক্তের একমাত্র ধর্ম্ম এবং ইহাই সে নিন্দকের প্রতি একমাত্র দয়ার পরিচয়। যে সকল ভক্ত-পরিচয়া-কাঙ্ক্ষ ব্যক্তি ভক্ত-নিন্দা শ্রবণ করিয়াও ব্যথিত-চিত্ত না হন ও নিন্দাকারীকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার পূর্ব্বক তাহা হইতে বহুদূরে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া প্রশ্রয় দান করেন, যাঁহারা বৈষ্ণব নিন্দাকারীকে দর্শন, তাহার মুখোচ্চারিত নিন্দাবাদ-শ্রবণ, তাহার সম্পাদিত পুস্তক বা পত্রিকাদি পঠন, পাঠন বা যে কোন প্রকারেই হউক তাহার সংস্রবে আসিবার কৌতূহলাক্রান্ত হন, তাঁহারাও নিন্দক পাষণ্ড-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন। যাঁহারা বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর নিন্দাবাদ প্রচারে বাধা না দিয়া কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবার সুযোগ প্রদান করেন, যাহাতে জীবহিংসা ব্যতীত আর কিছুই হয় না, তাঁহারাও বৈষ্ণব-নিন্দকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিষ্ণু-প্রীতিকামী জনগণ নিজ-মঙ্গল লাভ করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবনিন্দকের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বৈষ্ণবের পাদাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবই বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিতে পারেন, আর কেহ পারে না।

বৈষ্ণব—অমন্দোদয় দয়ানিধি। তাঁহার কোন ব্যবহারেই নিষ্ঠুরতার পরিচয় নাই। তিনি বিষ্ণুদ্বেষীকে প্রশ্রয় না দিয়া উপেক্ষা করিয়াও দয়া করিয়া থাকেন। কেননা সেই উপেক্ষার ফলে সে হয়ত কোনদিন অনুতপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের পাদ-পদ্মে শরণ গ্রহণ করিতে পারে। যে বৈষ্ণবের স্থানে যাহার অপরাধ হয়, আবার সেই বৈষ্ণবই ক্ষমা করিলে সে অপরাধনির্ম্মুক্ত হইতে পারে। যে মুখ দিয়া কাঁটা ফুটে, সেই মুখ দিয়াই আবার তাহা বাহির হইয়া থাকে, পায়ে কাঁটা ফুটিলে স্কন্ধ হইতে সে কাঁটাকে বাহির করা যায় না। অম্বরীষ-দুর্ব্বাসা-সংবাদ তাহার প্রমাণ। দুর্ব্বাসা মহাভাগবত অম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া আবার অম্বরীষের শরণাগতি-ক্রমেই অপরাধ মুক্ত হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবাপরাধকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণবচরণে সামান্য অপরাধ সঞ্চিত হইলেও সর্ব্বনাশ। বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিয়া বসিলে যত শীঘ্র সম্ভব, সে অপরাধ স্খালনে তৎপর হওয়া আবশ্যক, বিলম্বে সাংঘাতিক পরিণাম ধারণ করে অর্থাৎ চিরতরে ভগবৎপ্রীতি হইতে বঞ্চিত হইয়া ভীষণ নরকগামী হইতে হয়। কোন কোন বৈষ্ণবাপরাধীকে আবার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে শুনা যায়, 'কই আমরা ত, এত বৈষ্ণব নিন্দা করিলাম কিছুই ত' হইল না। বৈষ্ণবনিন্দা একটা বিশেষ কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নহে, উহা বৈষ্ণবদের একটা ভয় দেখান কথা মাত্র।" তাহাদের অপরাধের জন্য যে কি ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা তাহারা বর্ত্তমানে জানিতে না পারিলেও পরে জানিতে পারিবে। এজন্মেই যাহারা তাহাদের অপরাধ জন্য কোন শারীরিক বা মানসিক দণ্ড পাইতে লাগিল, তাহা ত' বরং তাহাদের সৌভাগ্যেরই বিষয়—ভগবানের অত্যন্ত কৃপা বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু সেরূপ শাস্তি পাইয়া সংশোধিত হওয়ার মত সৌভাগ্য, স্পর্দ্ধা-কারী বৈষ্ণবাপরাধীর নাই—তাহাকে ইহজন্মেও ঐরূপ শাস্তি পাইতে হইবে, অধিকন্তু চিরকাল নরকে পচিয়া মরিতে

হইবে। শ্রীভগবান গৌরসুন্দর বৈষ্ণব-নিন্দকের কি ভীষণ পরিণাম, তাহা বলিতেছেন—

"প্রভু কহে, বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তারে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃপুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥"

—

যাহারা গীতা-ভাগবতাদি-কথিত শ্রীভগবদ্বাণী অগ্রাহ্য করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান হইবার যত্ন না করে, বৈষ্ণবকে কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে যাহারা "আমি ব্রাহ্মণ, সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণবকে নিন্দা করার জন্য আমাকে কোন দোষের ভোগী হইতে হইবে না, অথবা "আমি শাক্ত, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি অন্য সম্প্রদায়ের লোক, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সহিত আমার কি সম্পর্ক? সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধ বলিয়া আমি কিছু মানি না, কিম্বা আমি মধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত আর আমার কি সম্পর্ক? সুতরাং তাঁহাদের চরণে আমি খুব অপরাধ করিতে পারি" ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া বৈষ্ণবাপরাধকে প্রশ্রয় দেয়, তাহারাও নরক-পথের যাত্রী—ভ্রান্ত—দুর্দ্দশাগ্রস্ত—অতিশয় শোচ্য পাপিষ্ঠজীব, ভগবৎকৃপাপ্রার্থী সজ্জনগণ তাহাদের কোন সংস্পর্শে থাকিবেন না, অন্যথায় বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী।

'বৈষ্ণব' শব্দটী কোন সম্প্রদায় বিশেষের গঠিত শব্দমাত্র নহে, উহা জীবমাত্রেরই স্বরূপ-পরিচয়। শ্রীভগবানের জীবশক্তি-প্রকটিত কোন জীবই 'আমি বৈষ্ণব নহি, একথা বলিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না। যিনি নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তিনি জগৎপিতা বিষ্ণুবিদ্রোহী। বিষ্ণুদাসত্বে বা বৈষ্ণবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার অধিকার জীবমাত্রেরই আছে, সে অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বা অধিকারী সজ্জন বৈষ্ণবকে নিন্দা বা অবজ্ঞা করিতে পারেন না। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া বৈষ্ণবোচিত সম্মানে সম্মানিত করাও ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ, কেননা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের আসনে বসাইতে গেলে বৈষ্ণবের আসনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয়। বৈষ্ণবতাকে শৌক্রবিচারে আবদ্ধ করা বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করাও বৈষ্ণবাপরাধ। সুতরাং

ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর

(পণ্ডিত শ্রীযুত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ শ্রীবাস-গৃহে নিশাযোগে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মত্ত। বহির্ম্মুখ জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অবারিত-দ্বার। একদিন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা-অন্তে ঝুলি স্কন্ধে করিয়া শ্রীবাস-গৃহে কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু মহাভাবে বিভোর, অশেষ আবেশে নৃত্য করিতেছেন। অবধূত শিরোমণি নিত্যানন্দ দুই হস্ত তুলিয়া প্রভুর পাশে পাশে থাকিয়া অতি সাবধানে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ কঠিন আঘাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। কখনো মূর্চ্ছা, কখনো মহাকম্প, কখনো দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া তৃণাদপি সুনীচতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, কখনো বা মহাদম্ভ প্রকাশ করিতেছেন। কখনো হাস্য, কখনো ক্রন্দন, কখনো গভীর দীর্ঘশ্বাস, কখনো বা মহাদুঃখে বিমর্ষ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে বীরাসনে বসিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছেন এবং যাহার যেরূপ ভাগ্য, তাহাকে তদনুরূপ কৃপা করিতেছেন। এমন সময় সম্মুখে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে দেখিতে পাইয়া পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সহজ প্রেমিক শুক্লাম্বর কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে বাহ্য জ্ঞান রহিত হইয়া হাসিতেছেন কাঁদিতেছেন নাচিতেছেন। করুণা-বতার শ্রীগৌরাঙ্গ শুক্লাম্বরের বিশুদ্ধ প্রেম-প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন,—'শুক্লাম্বর, জন্মে জন্মে তুমি আমার একনিষ্ঠ দরিদ্র সেবক। আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া তুমি নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। আমিও তোমার দ্রব্য লইতে সর্ব্বক্ষণ ইচ্ছা করি। তুমি না দিলেও জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া ভোজন করি। পূর্ব্বে কৃষ্ণলীলায় দ্বারকায় মাঝে প্রধানা মহিষী সত্যভামার প্রকোষ্ঠে তোমার খুদ কাড়িয়া খাইয়াছিলাম। শেষে দেবী আমার হস্ত ধারণ করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সে সব কথা কি তোমার স্মরণ নাই? এই বলিয়া প্রভু শুক্লাম্বরের ঝুলির ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া ভিক্ষা লব্ধ তণ্ডুল লইয়া মুষ্টি মুষ্টি চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর শিরে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় প্রভু, এ কী করিতেছ, তণ্ডুলের মধ্যে প্রচুর খুদ এবং বালুকা-কণা রহিয়াছে, এ তোমার যোগ্য আহার্য্য নহে। প্রভু বলিলেন, তোমার বালুকা-কণা মিশ্রিত খুদ-কণা আমি আনন্দ সহকারে গ্রহণ করি, কিন্তু অভক্ত-প্রদত্ত অমৃতোপম বহুমূল্য ভোজ্যরাশির দিকে ফিরিয়াও চাহি না। ভক্তবৎসল স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় প্রভু শুক্লাম্বরের তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে? প্রভুর অদ্ভুত করুণা দেখিয়া ভক্তগণ সকলে কাঁদিয়া বিহ্বল হইলেন। মহাসুকৃতিমান শুক্লাম্বর মহা-দুঃখে অভিভূত হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'শুন ব্রহ্মচারি, আমি তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকি। তুমি ভোজন করিলে আমার ভোজন হয়, তুমি ভিক্ষায় গমন করিলে আমার পর্য্যটন হয়। প্রেম, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য আমার এই অবতার। তুমি জন্ম জন্ম ধরিয়া আমার প্রেম-সেবক। তোমাকে আমার প্রাণ-স্বরূপ প্রেমভক্তি প্রদান করিলাম। শুক্লাম্বরের প্রতি প্রভুকে অযাচিত বর দান করিতে শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী পরম হর্ষে "হরি হরি" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং কমলাপতির প্রিয়তম ভৃত্য দ্বারে দ্বারে মুষ্টি-ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন কেন, এ রহস্যের মর্ম্ম কে উদঘাটন করিবে? যাঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য্য বিদ্যা ও রূপ মদে মত্ত হইয়া এই গুলিকেই সংসারের সারবস্তু বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা মহা-সৌভাগ্যবান্ শুক্লাম্বরের মুষ্টিভিক্ষায় যে কি পরমানন্দ নিহিত আছে, তাহার কণামাত্রও কি উপলব্ধি করিতে পারিবেন? বিপ্র শুক্লাম্বর দশবাড়ী ভিক্ষা করিয়া যৎসামান্য যাহা তণ্ডুল আনয়ন করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীর আরাধ্য ধন ব্রহ্মাণ্ডনায়ক গৌরচন্দ্র তাহাতে এমন কি অমৃতাস্বাদ পাইলেন যে, জোর করিয়া বালুকাকণা মিশ্রিত কাঁড়া আকাঁড়া অপক্ক তণ্ডুল-কণাগুলিকে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে চর্ব্বণ করিলেন? ভক্তবৎসল শ্রীহরির নিকট তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণ যে কতদূর আদরের বস্তু, তাহা আমরা শ্রীপাদ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভুর সুমধুর চরিতামৃত একটু মনোযোগ সহকারে আস্বাদন করিলে কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিব। এস্থলে আরো একটী বিষয় লক্ষ্য করা যায়। শ্রীভগবান্‌কে কোন কিছু ভক্ষ্য বা ভোগ্য বস্তু নৈবেদ্য প্রদান করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও মুদ্রার সহিত নিবেদন করিতে হয়, নতুবা তিনি তাহা গ্রহণ করেন না ইহাই শ্রীহরির মুখ-নিঃসৃত বেদ-সম্মত বিধি। এখানে স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র তাহার কোনটীরই অপেক্ষা রাখেন নাই এমনকি ভক্তের দেওয়া না দেওয়া লইয়াও কোন কথা নাই—ভক্ত দিলেও ভগবান্ গ্রহণ করেন, না দিলেও ভগবান্ গ্রহণ করেন। ভক্তের উপার্জ্জিত যাবতীয় বস্তুই সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রসাদ স্বরূপ। ভক্তির দ্বারে ঘৃত, চন্দন তুলসীমঞ্জরী, মুদ্রা, মন্ত্র, বাহ্য শৌচাচার প্রভৃতি যাবতীয় বিধি-নিষেধ অকিঞ্চিৎকর। ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের অপক্ক তণ্ডুল-ভোজন-লীলা।

যত বিধি নিষেধ সকলি ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
শ্রুতধন কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥
অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়।

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬শ পঃ

—

নিষ্কৃতভক্তিপ্রয়াসীকে সুচতুর হইয়া সকল দিক্ হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

—

একান্ত সরলভাবে নিষ্কপটে ভগবৎ-সেবাপ্রার্থী হইলে অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি আদি যাবতীয় ভগবৎসেবা-বিমুখতার স্পৃহা ত্যাগ করিয়া কেবল ভগবৎপ্রীতির জন্যই ভগবৎসেবা চাহিলে ভগবান্ অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনানুরূপ সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবাপরাধ হইতে রক্ষা করেন। কপটতা থাকিতে অসাধু-সঙ্গ প্রাপ্তি, তাহা হইতে বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয়ের আত্যন্তিক সম্ভাবনা। কপটব্যক্তি সাধুসঙ্গ পাইলেও সাধুর চরণে অপরাধ করিয়া বসে, সুতরাং নিজ মঙ্গল-লাভ করিতে পারে না—বঞ্চিতই হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবের কৃপা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপার সমুদ্র, পতিতপাবন, আদি অপ্রাকৃত বিশেষণে বৈষ্ণব ঠাকুরের গুণাবলী সজ্জন-সমাজ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে বৈষ্ণবচরিত্রে জগজ্জনমঙ্গল-বিধানে প্রয়াস ভিন্ন, অপর কোন অপস্বার্থ থাকিতে পারে না। আমরা প্রাকৃত অস্মিতা মনে করি, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অনুগত জনকেই কেবল স্নেহ করেন এবং অপরাপর জনগণকে ঘৃণা করেন বা তত স্নেহ করেন না। ইহা সম্পূর্ণ—অলৌকিক অপরাধ-মূলক ধারণা। আমাদের এ প্রকার ধারণার দুই প্রকারে ভ্রম উপস্থিত;—প্রথম,—কে বৈষ্ণব, কে অবৈষ্ণব

নির্দ্ধারিত না হওয়ায়, বৈষ্ণবক্রব অথবা অবৈষ্ণবের আচরণকে বৈষ্ণবাচরণ মনে করিয়া ক্রমে পতিত হই। দ্বিতীয়—আমাদের প্রাকৃত মায়িক বিচারে ইন্দ্রিয় তোষণের প্রতিকূলাচরণকে বিপরীত মনে করিয়া ক্রমে পতিত হই।

যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত্যে নিরন্তর বিষ্ণুসেবাপর, তাঁহারা বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ায় (সম্বন্ধ জ্ঞানলাভ) দরুণ বৈষ্ণব। অতএব সমজাতীয় সমশীল বৈষ্ণবের প্রতি যে বৈষ্ণবের সৌহার্দ্দ ব প্রীতি, তাহা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধাবস্থা তাহা তদ্ বিপরীত-জাতীয় শীলগণে অসম্ভব এই অবস্থায় যাঁহারা দয়ার বদলে বৈষ্ণবের নিকট বৈষ্ণব-জাতীয় প্রীতি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারাই বঞ্চিত হন। ... আমি বৈষ্ণব-সেবাভিলাষী হিসাবে বৈষ্ণ- দয়াই আমার একমাত্র প্রার্থয়িতব্য বস্তু তদ্ভিন্ন অন্ত কিছু আশা করা দম্ভাহঙ্কা ... অধঃপতনের কারণ। ... জলের জন্য প্রার্থী হইয়া সমুদ্রের ঝিনু ... আমাকে উর্দ্ধদিকে মুখব্যাদা ... করিয়া থাকিতেই হইবে। অর্থাৎ বৈষ্ণ বের কৃপাকণা-ভিখারী হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় বিষ্ণু ভক্তির-বিগ্রহ-সূত্রে স্বেচ্ছাময় কোন্ দিন ... দিন, কি কত জন্ম পর, কি ... মুহূর্ত্তে আমাকে কৃপা করিবেন, তাহার ... সংবাদ আমি কি প্রকারে জানি ? ... যদি আমার জানিবার কোন প্রকার ক্ষমতাই থাকিত, তবেত উহাই কেবল জানিয়া লইতে পারিতাম যে, আমার ... তিত পাষণ্ড সংসারে বদ্ধ জীবকে উ... রিবার নিমিত্তই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সংস ... বতরণ। তাঁহারা নিরন্তর আম ... কৃপা করিতেই প্রস্তুত। আমি যে আমার তন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া তাঁহাদি... কৃপা দিতেছি না, কেবল দূরে ... রিয়া থাকি। যে দিন তাঁহাদের ... ড়িয়া আর পালাইব না, সেই ... হইতেই আমার কৃপা-গ্রহণ-যোগ্যতা লা... তাঁহারা কৃপালু বলিয়া জানিবার ... পাইব।

যিনি কৃপা করেন, তিনিই জানেন, ... প্রকারে আমার কল্যাণ হইবে ? চিকিৎসক রোগীর অবস্থা পরিজ্ঞাত ... রোগ-মুক্তির সকল ব্যবস্থা করেন, ... উপচার করা, তিক্ত ঔষধ দেওয়া ... প্রভৃতি ব্যাপারে রোগীর নিকট ... অপ্রিয় হইলেও সুচিকিৎসক ... চাৎপদ হন না, রোগীর ... তাই তিনি শোনেন না। এমন কি ... আত্মীয় স্বজনেরও রোগীর মত হু-... ন কোন কথায় কান দেন না। ... চিরকালই রোগ বৃদ্ধির ...

প্রকাশ করিয়া থাকে। যিনি রোগীকে অত্যধিক ভালবাসা দেখাইয়া তাহার মন যোগাইবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে কুপথ্যাদিদানে রোগীর প্রীতি আকর্ষণ করে তাহাতে ফল দাঁড়ায়, রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, চিকিৎসকের প্রাপ্য বন্ধ হয় না শেষকালে মূর্খবৈদ্য যমের সমান, একেবারেই রোগীর প্রাণনাশ, চির-কালের জন্য রোগমুক্তি। এই প্রকারের কুচিকিৎসক রোগীর পরমশত্রু বলিয়া রোগী নিজে না বুঝিলেও বুদ্ধিমান্ জনগণ সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন।

সেই প্রকার জগতে যাঁহারা স্ব স্ব দেহ মনের আরামপ্রদ বিষয়রাশিকে বৈষ্ণবের কৃপা-রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহারা বৈষ্ণব সাধু পরিচয়ে তত্ত্ববস্তু যোগাইয়া, ভবরোগীদিগের সমাজে বাহবা লওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা সকলেই কার্য্যতঃ বৈষ্ণবেতর ধর্ম্মাবলম্বী বঞ্চিত বঞ্চক। আপাততঃ তাঁহাদে পসার বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখা গেলে ভবরোগ মুক্ত করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। বরং ফল দাঁড়ায়, প্রকার রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহা গুরুব্রুবদের পাওনা বন্ধ হয় না। ... প্রকার জীবন্ত গুরুকুল সাধারণ মানুষে ... চক্ষে অর্থাৎ ভবরোগগ্রস্ত রোগীর প্রীতিকর হইলেও মুক্ত সজ্জনমণ্ড... ইঁহাদের সমস্ত বঞ্চনাময়ী চেষ্টাগুলি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ইঁহাদের যোগ্যতা কত টুকু তাহা বেশ করিয়া পরিমাণ করে জগজ্জীবকে সজাগ করিয়া দিতেছেন যেন রোগমুক্তির বাসনা থাকিলে আর তথাকথিত কুচিকিৎসক নামক গুরুব্রুবগণের হাতে পড়িয়া নিশ্চিন্ত না থাকেন।

বৈষ্ণব কখনও বঞ্চক নহেন। বঞ্চনা ও কপটতা বিষ্ণু-সেবকদের নিকট হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত। তবে বৈষ্ণবদের অসুর-মোহন একটা লীলা আছে অর্থাৎ আসুর ভাবাপন্ন লো... দিগকে তাঁহারা শীঘ্র ধরা দেন না। সুতরাং অসুরমোহন-লীলায় মোহিত ... অসুরগণই বৈষ্ণব জানিতে উদাসী। বৈষ্ণবগণ বহু বহু প্রকারে পুনঃ ... কৃপা করা সত্ত্বেও অসুরগণ বিমুখ থাকিয়া বঞ্চিত হয়। তাঁহাদের চক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণবও বঞ্চক বটে।

তারপর বৈষ্ণবগণ কি প্রকারে পা... করেন, বা করিবেন তাহা আমার প্রাকৃত বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া বি... বুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে। যেমন "... পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। লাথি মারো তার শিরের উপরে॥" এই অভিন্ন নিত্যানন্দ-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লাথিটাও যখন আমাদের ...

হওয়ায়, ভুবনমঙ্গলকারী বৈষ্ণবচূড়ামণি তৃণাদপি-সুনীচ-শ্রেষ্ঠ নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণবকেও দাম্ভিক শব্দাভিধানে কলঙ্কিত করিতে ছাড়ি নাই। তখন আর বিশেষ বলিবার কি থাকিতে পারে ?

আমরা যে কত বড় ভাগ্যহীন, তাহা বুদ্ধিহীন আমরা বুঝি না। আমি কেন, আমার পূর্ব্ব পুরুষ যদি কেহ এই প্রকার বৈষ্ণবের লাথি পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে আজ বৈষ্ণব-দাস্যের পরিবর্ত্তে ইতর সেবায় ব্যস্ত থাকিয়া ত্রিতাপদগ্ধ হইতাম না। বৈষ্ণব-দাসানুদাস-সূত্রে আমিও সমস্ত মায়ার বৈভ মস্তকের উল্টাদিকে ফেলিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় নিযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের কৃপা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইতাম। তাঁহাদের অমায়ায় প্রদত্ত শিক্ষাগুলি পর কৃপা বোধে মস্তক পাতিয়া লইতে পা...

প্রচারপ্রসঙ্গ

গত ৩২শে আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবক ঢাকা কলেজের প্রফেসার শ্রীযুত হরিদ সাহা এম, এ মহোদয়ের অনুরোধে তাঁহ এক আত্মীয়ের বাড়ীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ আনন্দে সহিত সাধু মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া নিজেদে...

নানা কথা

কুষ্টিয়া পুলিশ মারার মামলা

গত ২১শে জুন তারিখ রাত্রিক... কুষ্টিয়ার সবইনেস্পেক্টার গিরিজাভূষণ ... কমলপুর গ্রামে একটি চুরির তদন্ত করিতে গেলে উক্ত গ্রামের জামদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং অপর কয়েক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন বলিয়া একটী মামলা উপস্থিত হইয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। অভিযুক্তদের এক ... হাজতে ও ৫ জন পলাতক আছে। ... ১৬ই জুলাই আদালত হইতে পলাতক আসামীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৩০শে জুলাই পুনরায় মামলার শুনানী ...

অন্নকষ্ট

জনৈক সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, নদীয়া জেলায় ত্রিহট্ট থানার অন্তর্গত ... পাঁচরাড়া, সাহেব নগর ... প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামে গত বৎসর ধান্য ফসল না হওয়ায় কৃষকগণ বাধ্য হইয়া ঋণী হইয়াছে। এ বৎসর তাহাদের পক্ষে ঋণ সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ফরিদপুর ও ... থানার অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রামেও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তজ্জন্য অনেকেরই একবেলারও আহার জুটিতেছে না, সত্বর কোন না কোন প্রকার সাহায্য না পাইলে লোকগুলি না খাইতে পাইয়া মারা যাইতে পারে। অতিরিক্ত বর্ষা-নিবন্ধন এ বৎসরের আউশ ধান্য ফসলও বিপন্ন। কৃষ্ণ ভুলিয়া ভোগপ্রমত্ত হইয়া পড়িতেছি বলিয়া মায়াদেবী আমাদিগকে নানাপ্রকারে দণ্ড দিতেছেন, তথাপি আমাদের চৈতন্য হইতেছে না।

উপাধি-বিক্রয়ে দণ্ড

বরিশাল জেলার রামচন্দ্রপুর নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু নামক একব্যক্তি নিজেকে ভারত-সাহিত্য-সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পরিচয় দিয়া মিঃ অনন্ত বিনায়ক পট্টবর্দ্ধন নামে পুনার একখানি সংবাদপত্রসম্পাদককে ৩০্ টাকা মূল্যে একখানি জাল উপাধি-পত্র ভিঃ পিঃ যোগে বিক্রয় করিয়া ঠকাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে বরিশালের সদর সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব পেটের দায়ে ঘৃণ্য জাল জুয়াচুরি করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। রাজদণ্ডে অন্তরের তীব্র ভোগবাসনার মূলে অথবা পাপ-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইবে কি ?

অসদ্ব্যবহার

স্যার মাণিকচাঁদ রামজীর বিধবা কন্যাকে টেলিফোন যোগে অপমানিত করার আসামী শ্যামজী ঠাকুরকে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ২৫০্ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন টেলিফোন যেমনএকটী সুখপ্রদ কিনিস তেমনি আবার একটি ভয়ানক অনিষ্টকর ব্যাপার। সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পারে এবং ইহার সাহায্যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি জঘন্য অপমান ও বিদ্রূপ করা যাইতে পারে অথচ সংবাদ-প্রেরক যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। এই সব লোককে ধরা অত্যন্ত কঠিন। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে যেন শুধু তাহার উপর যাহারা ধরা পড়ে নাই তাহাদের সব দোষ চাপান না হয়।

কারাগারে রতন চাঁদ
দেশবাসীর প্রতি মর্ম্মস্পর্শী বাণী

ডায়ারী হত্যাকাণ্ডের পর পাঞ্জাবে যখন মার্শ্যাল আইন জারী হইয়াছিল, সেই সময় অমৃতসর জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যার মামলা সম্পর্কে রতনচাঁদ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। সম্প্রতি তাঁহাকে আন্দামান হইতে মণ্টগোমারী, তথা হইতে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ডাঃ সত্যপাল, রতনচাঁদের পত্নী এবং কন্যা লাহোর জেল ষ্টেশনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ডাঃ সত্যপাল বলেন, কঠোর কারাদণ্ডের ফলে যদিও রতনচাঁদের স্বাস্থ্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তথাপি নয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি যেমন সাহসী, নির্ভীক, তেজস্বী এবং উৎসাহশীল ছিলেন, এখনও যেন ঠিক তেমনটি আছেন। তাঁহার বর্ণ মলিন ও মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে। শৃঙ্খলিত পিতাকে দেখিয়া কন্যা কাঁদিতে লাগিলেন। ডাঃ সত্যপাল দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ইঁহারা যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সেজন্য দেশবাসী এপর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই, অধিকন্তু দিনে দিনে ইঁহাদের কথা বিস্মৃত হইয়া যাইতেছেন।

দেশবাসীর জন্য একটি বাণী প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া রতনচাঁদ তাঁহার চরণশৃঙ্খল স্পর্শ করিয়া বলেন, আমার পায়ের বেড়ীই আমার বাণী, আমাদের মাতৃভূমি চিরশৃঙ্খলিতা, আমার দেশবাসীরা ইহা উপলব্ধি করুন।

পলাতক চোর গ্রেপ্তারের কৌশল

অনেকদিনের পরে গতকল্য মাউণ্টি রোড এর বিখ্যাত চোর ধরা পড়িয়াছে। পুলিশ ইন্সপেক্টরের মোটর সাইকেলের সাইডকারে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। মধ্যপথে ইন্সপেক্টার যখন এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের সঙ্গে কথা কহিতেছিল, সেই সময় সে সরিয়া পড়ে। পুলিশের হাত এড়াইয়া যখন সে স্পেন্সারের বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া উধাও হইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন একজন দারোগা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া হাওয়ায় গুলি ছুড়ে। চোরটি ভয় পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া পড়ে। তখন পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে আবদ্ধ করে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

দিল্লীর একজন বৃদ্ধ মুসলমান ও তাহার ভৃত্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার অভিযোগে ৮জন মুসলমান অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৃদ্ধের ৩জন ভাইও আছে। ঘটনার বিবরণ এই—বৃদ্ধ নাসিরুদ্দিন পাহাড়গঞ্জে বাস করিত, তাঁহাকে অনেকে সাধু বলিয়া শ্রদ্ধাভক্তিও করিত। গত ১৯১৯ সন হইতে তাহার পারিবারিক সম্পত্তি সম্পর্কে অনেকগুলি মোকদ্দমা হয়, সবগুলিতে নাসির জয়লাভ করে। গত জানুয়ারী মাসে আদালতের পেয়াদাসহ নাসির একটি বাড়ী দখল করিতে যাইয়া ভীষণভাবে প্রহৃত হয়। তারপর গত ১০ই মে একজন অপরিচিত লোক তাহার স্ত্রীর ভূত ছাড়াইবার জন্য বৃদ্ধকে ডাকিয়া লইয়া যায়। পথিমধ্যে এক নির্জ্জন স্থানে বৃদ্ধ নাসির ও তাহার বালক ভৃত্যকে হত্যা করিয়া শব দেহ দুইটি রেল লাইনের পাশে ফেলিয়া দেয়। কয়েকদিন পরে রেল পুলিশ ইহা জানিতে পারিয়া মামলা উপাপন করিয়াছে। মামলা চলিতেছে।

জামসেদপুরে ধর্ম্মঘট

জামসেদপুর শ্রমিক-সমিতির সম্পাদকের প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, জামসেদপুরের অবস্থা আবার নূতন আকার ধারণ করিয়াছে,—গত ১৮ই জুলাই ইলেকট্রিক মিস্ত্রীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ জন ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। মেকানিক্যাল বিভাগের ও মার্চ্চেণ্ট মিলের বহু শ্রমিক দেশে চলিয়া গিয়াছে।

ঐ দিন রাত্রে শ্রমিকদের এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক ছিল, তন্মধ্যে নারী-শ্রমিকও কয়েকজন ছিল। বক্তৃগণ শ্রমিকদিগকে মিঃ হোমীর নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া তাহাদের সম্মিলিত দাবী-সমূহের পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দেন। শ্রমিক-সমিতির শ্রীযুত সুন্দরম্ জামসেদপুরের শ্রমিক সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় নেতাদের আচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। পিকেটিং যথারীতি চলিতেছে।

আর্টস্কুলে ধর্ম্মঘট

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের ছাত্রগণ নবনিযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুত মুকুল দের নবপ্রযুক্ত বিধান এবং ব্যবহার-শিল্পকলার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হঠাৎ ধর্ম্মঘট করিয়া ফেলিয়াছে। আজকাল ধর্ম্মঘট সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কর্ম্মী-সমাজে বহুব্যাপ্ত হইয়া পড়িল দেখিতেছি। বিষস্য বিষমৌষধং এর ন্যায় ইহা অসাবধান কর্ত্তৃগণকে সাবধান করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যখন তখন যেখানে সেখানে প্রযুক্ত হইতেছে। ভোগপর ইন্দ্রিয়গুলিকে সতেজ রাখিবার জন্য ইহা এক প্রকার ব্যায়াম মাত্র।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী
রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ

গত রবিবার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকারী সমিতির একটি অধিবেশন হয়, তাহাতে ১৯২৮-২৯ সালের বৎসরের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যগণের নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে,—

বর্দ্ধমান—শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল মিত্র, বীরভূম—শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র রায়, হাওড়া—বরদাপ্রসন্ন পাইন, হুগলী—শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার, মেদিনীপুর—শ্রীযুত কিশোরীপতি রায়, বাঁকুড়া—শ্রীযুত বিজয় কুমার চক্রবর্ত্তী, চব্বিশ পরগণা—শ্রীযুত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, মুর্শিদাবাদ—শ্রীযুত ব্রজভূষণ সেন গুপ্ত, নদীয়া—মৌলবী সামসুদ্দিন আমেদ, যশোহর—শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ রায়, খুলনা—মৌলবী সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী, ফরিদপুর—শ্রীযুত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, ঢাকা—শ্রীযুত মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি কুমিল্লা—শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্ত, নোয়াখালী—শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ময়মনসিংহ—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, বরিশাল—শ্রীযুত নির্ম্মল দাসগুপ্ত, চট্টগ্রাম—শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দাস, দিনাজপুর—শ্রীযুত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাজসাহী—শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, পাবনা—শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, বগুড়া—শ্রীযুত ললিতমোহন সান্যাল, মালদহ—শ্রীযুত বনোয়ারীলাল গিরি, দার্জ্জিলিং—ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, উত্তর কলিকাতা—রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব, মধ্য কলিকাতা—শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, বড়বাজার—শ্রীযুত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, দক্ষিণ কলিকাতা—শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু, শ্রীহট্ট—শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কাছাড়—শ্রীযুত সতীন্দ্রমোহন দেব, জলপাইগুড়ি—শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, রংপুর—শ্রীযুত বিজয়কুমার রায় চৌধুরী।

গেল ধর্ম্ম গেল মান

রায় হরবিলাস সর্দ্দার বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব বড় লাটের ব্যবস্থাপরিষদে উপস্থিত করায় বারাণসী ও বাংলার স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ সমূহ বিপদ গণিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সেদিন কলিকাতায় মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন হলে কয়েকজন পণ্ডিত সমবেত হইয়া পরিষদের দ্বারে সত্যাগ্রহ করিবার সঙ্কল্প উদ্ভাবন করিয়াছেন। অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার প্রথা যদিই না নিষিদ্ধ হইয়া যায় তাহাতে পণ্ডিত মহাশয়দিগের দুর্ভাবনার কারণ কি? ইন্দ্রিয়পরায়ণ নরনারী দু'বছর আগেই হউক বা দু'বছর পরেই হউক সংসারমধুচক্র রচনা করিবেই। পণ্ডিত মহাশয়দিগের কীট মধুসঞ্চয় করিবেই। সময় বুঝিয়া একটু খোঁচা দিতে পারিলেই—মধুবর্ষণ! তবে দুই একটা হিংসুক মক্ষিকা এক আধটু হুল ফুটাইয়া দিতে পারে, তা একটু সহ্য করিয়া গেলেই হয়।

গয়ায় চাঞ্চল্য
এক সপ্তাহে ৫টি নরহত্যা

এই সপ্তাহে অত্যন্ত সন্দেহজনক অবস্থায় স্থানীয় গির্জ্জার সম্মুখস্থ উদ্যানে একটী ও পুকুরের মধ্যে দুইটী—এইরূপ ৪টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মনপুর পাকি সঙ্গতের মহান্তকে কাহারা হত্যা করিয়া গিয়াছে। হত্যাকারিগণ এ পর্য্যন্ত ধৃত না হওয়ায় অধিবাসিগণের ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

ডাক্তার—সুধীন্দ্র বসু
ইউরোপ ঘুরিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা

ডাক্তার সুধীন্দ্রনাথ বসু সস্ত্রীক বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বোম্বে মেলে বোম্বাই হইয়া একখানা ইটালীর জাহাজে ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ১৮ই আগষ্ট ইটালীর নেপলস্ বন্দরে পৌঁছিবেন। 'ফ্রি প্রেস'এর জনৈক প্রতিনিধির নিকট ডাক্তার বসু বলিয়াছেন যে তিনি মধ্য ইউরোপের অনেকগুলি দেশ বিশেষ করিয়া ইটালী, সুইটজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে পর্য্যটন করিবেন। সেখা হইতে তাঁহারা নিউইয়র্ক যাত্রা করিবেন।

ঘূর্ণিবাত্যা

গত সোমবার বেলা আড়াইটার সময় ২৪ পরগণার হরিণডাঙ্গি জগদ্দল প্রভৃতি কয়খানা গ্রামের উপর দিয়া একটি ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ফলে অনেক ঘর-বাড়ী ও নারিকেল গাছ পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পার্শ্ববর্ত্তী ঢিংড়ীপোতা প্রভৃতি গ্রামের কোন ক্ষতি হয় নাই।

ভারতের রাসায়নিক শিল্প

ভারতে সালফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি যে সব রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি করা উচিত ভারত সরকার সে বিষয়ে টেরিফ বোর্ডকে বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন যে সব শ্রম-শিল্পে ঐ সকল জিনিষ ব্যবহৃত হয়, সেগুলির রক্ষা-ব্যবস্থা করিলে এদের অধীন হইবে কি না বোর্ড সে বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ঐ সব রাসায়নিক দ্রব্যের উপর আমদানী কর তুলিয়া দিলেই বা কিরূপ সুবিধা হইতে পারে, সে বিষয়েও বিবেচনা করা হইবে।

মিলন

[illegible] সকলেই যে এক অভিন্ন [illegible] এমন কোন কথা নাই, এক এক [illegible] প্রকার রুচি। কিন্তু যতক্ষণ [illegible] আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইতে [illegible], ততক্ষণ তাঁহাদের পরস্পরের রুচির [illegible] হইতে পারিতেছে না। কেহ [illegible] অবলম্বন করিয়া স্বর্গসুখাদি ভোগের [illegible], কেহ জ্ঞানপন্থার নির্বিশেষ [illegible] দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া [illegible], কেহ, জ্ঞাতা—ত্রিপুটী বিনাশের [illegible], কেহ বা যোগপন্থার কৈবল্য [illegible]লাভের জন্য উদ্যত, অপর কেহ [illegible]প্রদেশে বাসিবার জন্য, [illegible], [illegible] পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ নারায়ণের সাক্ষাৎ নিযুক্ত থাকিয়া [illegible], সারূপ্য, সালোক্য ও সামীপ্য—এই [illegible] লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষান্বিত [illegible] কোন ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ [illegible] পরব্যোমাধিষ্ঠিত [illegible] [illegible] সর্বোপরি [illegible] লাভ করিয়া মাধুর্য গোলোক বৃন্দাবনে [illegible] রসময়-বিগ্রহ 'রসো বৈ সঃ' [illegible] আশ্রয় লইবার [illegible]। উপরি-উক্ত [illegible] [illegible] প্রশংসনীয় নহে। শেষোক্ত [illegible] ও মাধুর্যপর ভক্তগণই সৌভাগ্য-[illegible], তন্মধ্যে মাধুর্যপর ভক্তগণের ভাগ্য [illegible]পেক্ষা সুপ্রসন্ন, কারণ ইঁহারা বৈকু-[illegible] মুক্তিচতুষ্টয় পাইয়াও গ্রহণ করেন না, [illegible] অহৈতুকী ভগবৎসেবাই তাঁহাদের একমাত্র [illegible]প্রার্থনীয় বস্তু। অহৈতুকী সেবাকাঙ্ক্ষাই [illegible] সহজ সরল অবস্থা—ইহাই [illegible] নিত্যধর্ম। এই অবস্থা প্রত্যেক [illegible] হইতে পারে—না হইলে পর [illegible] মধ্যে মিলন সম্ভব হইতে পারে [illegible]।

মিলন [illegible] জীব [illegible] অবস্থান [illegible] পারেন না, [illegible] যে রুচি, তিনি [illegible] রুচির অনুরূপ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] পারি নাই। [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] কোন্ [illegible] অনুকূল [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] হইতে। [illegible]

[illegible] [illegible] অভিন্নকালীন মতের যে [illegible], সে রুচির অনুরূপ মত কখনই জীবের [illegible] হইতে পারে না, মন যখন [illegible] দ্বারা নিয়মিত হইয়া সর্বপ্রকার [illegible] পরিত্যাগ পূর্বক, [illegible] [illegible]। তখন তাঁহার যে রুচি, যে রুচির অনুকূল সমস্ত বস্তুঃ সমপ্রেম—তাহাই মুক্তি বা আত্মধর্ম, কৃষ্ণসেবা লাভের উপায়—সাধুসঙ্গ। জগতে অখণ্ড বা পূর্ণ শান্তি বিরাজমান থাকিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই একমাত্র পূর্ণ শান্তি অবস্থিত, তাহা না পাওয়া পর্যন্ত জীবের চিত্ত স্থির হইতে পারে না। জীব তাহা না বুঝিতে পারিয়া শান্তির আশায় অন্য ব্যক্তি বা বস্তুতে সঙ্গ করিতে যায়,—তাহা দ্বারা সংসাররূপ মহাবন-জাল লাভ করিয়া বসে—হিতে বিপরীত ফল ঘটে, কিন্তু সেই সঙ্গ যদি সাধু ব্যক্তি বা বস্তুতে করিতে পারে, তাহা হইলেই আর কোন ভয় থাকে না, নিঃশ্রেয়সরূপ সর্বোদয় হয় অর্থাৎ অসৎসঙ্গ ত্যাগ দ্বারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সম্বন্ধে পরা শান্তি লাভ করে। অবশ্য মনোধর্মীগণের রুচি আত্মধর্মীগণের রুচির সহিত বিরোধ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মধর্মীগণের চাঞ্চল্যের কোন কারণ নাই—তাঁহাদের শান্তি বা পরানন্দকে বিক্ষুব্ধ করিবার স্পর্ধা মনোধর্মীর নাই। আত্মধর্মীগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ বা রুচিভেদ নাই—সকলেরই একমত বা একরুচি—কৃষ্ণ-সেবা।

মনোধর্মীর প্রভু অনেক, কিন্তু আত্ম-ধর্মীর প্রভু একজন—সকলেই এক প্রভুর প্রীতি-সাধনে তৎপর। বহুপ্রভুর মন রাখিতে এক সেবক অসমর্থ, তাই, এক প্রভুর সন্তোষ বিধান করিতে গেলে অন্য প্রভু মৎসরতা বশে অসন্তুষ্ট; কিন্তু যেখানে এক প্রভু বর্তমান, আর সকলেই তাঁহার ভৃত্য—সেখানে মাৎসর্যের কোন অবকাশ নাই—সেবকদিগের মধ্যে সর্বত্র সদ্ভাব বর্তমান, যেহেতু তাঁহাদিগের সকলেরই রুচি একই কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-পর। যেখানে সেবকদিগের কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে কৃষ্ণসেবা-চেষ্টা ভিন্ন নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির কার্যের উদ্যম, সেখানে কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই, সকলেই আপন সুখ-সাধনে ব্যস্ত।

সত্য কি ?

(শ্রীমৎ [illegible] [illegible])

[illegible] [illegible] মনে করি, [illegible] [illegible] করাই সত্য, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাল [illegible] দিগ্বিজয়ী হওয়াকেই [illegible] করি, যৌবনাবস্থায় যুবতীকে [illegible] [illegible] সুখভোগ, অর্থ উপার্জন ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করাকেই সত্য বলিয়া জানি। আমাদের বৃদ্ধাবস্থায় স্ত্রী, পুত্র, পৌত্রাদি [illegible] সম্পত্তি লইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করা এবং [illegible] মধ্যে, [illegible] [illegible] বা লোকের মধ্যে "ঠাকুর দাদা" বলিয়া বিখ্যাত হওয়াই সত্য বলিয়া মনে হয়, দুষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া চৌর্যবৃত্তি, দস্যু-বৃত্তি, মদ্য, গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য পান, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, জীব-হিংসা প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য করাকেই সত্য বলিয়া ধারণা হয়। আমরা নৈতিক ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে অন্ন দান, রোগীকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান প্রভৃতি পুণ্যকার্যকেই সত্য বলিয়া স্থির করি, কখনও বা জগতের সব অনিত্য ভাবিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানই সত্য বলিয়া বিচার করি। এইরূপে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় যখন যেরূপ সঙ্গ লাভ করি, তাহাতে 'সত্য' বস্তুর ধারণাও আমাদের বহুবার পরিবর্তন হইয়া থাকে। এরূপ পরিবর্তন হওয়ার কারণ কি? তাহা আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি যে, "আমরা মনের দ্বারা সত্য বস্তু স্থির করিতে যাই, কিন্তু ঐ মনটি বায়ু অপেক্ষাও চঞ্চল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল—সেই জন্য মনের অবস্থা অনুসারে সত্য বস্তুর ধারণারও পরিবর্তন হয়।" তবে সত্য বস্তু স্থির করিবার উপায় কি? ভক্তগণ শাস্ত্রে দেখা যায়, "যিনি স্বয়ং সত্য বস্তু বা যিনি সত্য বস্তু লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেই আমরা "সত্য কি" তাহা জানিতে পারিব।" ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর স্বয়ং সত্য বস্তু হইয়া সত্য বস্তু দান করিবার জন্য ৪৪২ বৎসর পূর্বে সপার্ষদে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে সত্য বস্তু দান করিবার অসংখ্য-লীলা দেখাইয়াছিলেন। অদ্য তন্মধ্যে তাঁহার একটি লীলার কথা আলোচনা করিয়া "সত্য কি?" তাহা আমরা স্থির করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বিদ্যা-দান লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের দ্বারা সমস্ত দেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী হওয়াকেই সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সকলে শুনিলেন যে, "এই পণ্ডিত সরস্বতীর বর প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত দেশের পণ্ডিত জয় করিয়া আসিয়াছেন, স্বয়ং সরস্বতী তাঁহার মুখে কথা বলেন।" এই কথা শুনিয়া ভয়ে কেহই তাঁহার সহিত বিচারে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ছাত্রগণের নিকট এই কথা শুনিয়া বলিলেন যে, "অহঙ্কারী ব্যক্তির [illegible] অহঙ্কারময় ব্যক্তির দর্প চূর্ণ [illegible] তাঁহার দর্প এখানেই চূর্ণ [illegible]।" এই কথা বলিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বসিয়া চিন্তা করিতেছেন [illegible] দিগ্বিজয়ীকে সত্যবস্তু [illegible] [illegible] হইয়া পড়িবে, [illegible] কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কোন নির্জন স্থানে তাঁহাকে [illegible] হইবে।" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible] [illegible]। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই [illegible] দিগ্বিজয়ীকে [illegible] করিয়া তাঁহাকে [illegible] দিলেন। দিগ্বিজয়ী সরস্বতীর মন্ত্র জপ করিয়া দুঃখিত, [illegible] শুইয়া রহিলেন। সরস্বতী-দেবী সেই ভাগ্যবান্ বিপ্রকে স্বপ্নে বলিতেছেন, "বিপ্রবর! যাঁহার নিকট তোমার পরা-জয় হইয়াছে, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ভগবান্। আমি তাঁহার পাদপদ্মের দাসী। আমি অন্যত্র নিজ তোমার জিহ্বায় কথা বলি, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ তাঁহার সম্মুখে কথা বলিতে পারি নাই। আমি ত দূরের কথা, ভগবান্ শেষদেবও তাঁহার নিকট মোহপ্রাপ্ত হন। তুমি আমার অনেক মন্ত্র জপ করিয়াছ, তাহার ফল দিগ্বিজয়ী হওয়া নহে। আজ তাহার ফলে স্বয়ং ভগবানের দর্শন পাইয়াছ। এখন শীঘ্র যাইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। এই কথাকে মিথ্যা স্বপ্ন মনে করিও না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বেদগুহ্য কথা বলিলাম। এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে তুমি অল্পায়ু হইবে।" এই স্বপ্ন দেখার পরেই বিপ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পরে সেই মহাভাগ্যবান্ বিপ্র অতি উষঃকালে আসিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া বলিতেছেন, "হে প্রভো! আপনি স্বয়ং নারায়ণ, বিপ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মায়াবদ্ধ আমি, নিজের স্বরূপ ভুলিয়া বিদ্যামদে মত্ত হইয়া বঞ্চিত হইতেছিলাম এবং ভবকূপে হাবুডুবু খাইতেছিলাম। ভাগ্যক্রমে শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছিলাম, তাই বহু ভাগ্যের ফলে আপনার দর্শন পাইলাম। এখন অধমের প্রতি কৃপা করিয়া এরূপ উপদেশ দান করুন, যেন আর ঐরূপ দুর্বাসনা না হয়।" এইরূপে সেই বিপ্র অতি নম্রভাবে কাকুতির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রসন্ন হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা শুনিলেই "সত্য কি" ইহা আমরা জানিতে পারিব।

শুন বিপ্রবর তুমি মহা ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার [illegible] [illegible]॥

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিতে সেই বিদ্যা সর্ব্ব লহে॥
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্বপরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা, দৃঢ়চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণে গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ হৈয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়॥
মহা-উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-
সংসারে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ১৩শ।

পাগলের কথা

পঞ্চম দিবস

(প্রাপ্ত)

সম্পাদক মহাশয়। ভাল আছেন ত? অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজ আমাকে দেখে এত হাঁসছেন কেন? বুঝেছি, বুঝেছি, তার কারণটা বুঝেছি। আপনি ভেবেছিলেন যে, "পাগলটা উৎসবের দিন ও পরদিন যেরূপ খেটেন দিয়ে গেছে, নিশ্চয়ই কলেরা হয়ে তার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়েছে, তাই আর তাকে দেখ্‌তে পাই না। আবার দেখি পাগলটা আসছে, ভূত হয়ে এল নাকি?" ব্যাপারটাও তাহাই হয়েছিল। সেদিন রাত্রি বারটা থেকে দাস্ত আরম্ভ হয়ে ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিন চার বার হয়ে গেল। সেখানে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, তিনি সব জিজ্ঞাসা করে বল্লেন, "ঘৃতপক্ক দ্রব্য বেশী খেয়েছেন পাল্‌সেটিলা চার দাগ দিলাম, এতেই সেরে যাবে"। যা'হোক কপালগুণে তাতেই বন্ধ হয়ে গেল। তবে শরীরটা বড় দুর্ব্বল হয়েছিল বলে আস্‌তে পারি নাই। সেদিন বলেছিলাম "যাঁহারা মনুষ্য জন্ম পেয়ে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় না করেন, তাঁহারা আত্মঘাতী। কিছুদিন পূর্ব্বে এক রাজার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। যেয়ে দেখি, বড় হুলুস্থূল পড়ে গেছে। রাজা তাঁর কুলগুরুকে বল্‌ছেন যে "বিশ বছর হল, আপনার কাছে মন্ত্র নিয়েছি, কিন্তু কোন ফল বুঝতে পারছি না কেন? বিশ বছর আগে যা ছিলাম, এখনও তাই আছি বরং চিত্তটা ক্রমশঃ মলিন হয়ে যাচ্ছে। এই কথার যদি তিন দিনের মধ্যে না পাই, তবে আর গুরুভক্তি রক্ষা করতে পারব না। আপনাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে, যাবজ্জীবন জেল খাট্‌তে হবে"। গুরুদেব ত, কাঁপছে কাঁপতে বাড়ী গেলেন। রাজার গুরুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বাড়ী যেয়ে দেখি, তিনি গালে হাত দিয়ে বসে আছেন, আজ কিছু খান নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি তাঁকে বল্লাম যে, "আপনি যদি এ ব্যবসাটা জন্মের মত ছাড়্‌তে পারেন, তবে আমি আপনাকে এ যাত্রা রক্ষা করতে পারি"। তিনি তাতেই রাজি হয়ে বল্লেন, "বাবা! খুব আক্কেল হয়েছে, আর না" আমি বল্লাম "আচ্ছা, তবে কাল প্রাতে আমাকে সঙ্গে ল'য়ে রাজার কাছে যাবেন। কয়েক গাছা দড়া যোগাড় করে রাখবেন"। পরদিন প্রাতে একটা মোটরে চেপে রাজা ও তাঁর গুরুকে সঙ্গে লয়ে তিন চার মাইল দূরে একটা বনের মধ্যে যেয়ে দুই জনেরই হাতে ও পায়ে দড়া দিয়ে বাঁধলাম। পরে দুইটী গাছের সঙ্গে দুইজনকে ভাল ক'রে বেঁধে রাজাকে বল্লাম, "আপনার এই বন্ধন খুলে দিতে বলুন"। গুরুদেব এই কথা বল্লেন যে, "আমি নিজের বন্ধনই খুলতে পারি না, এ অবস্থায় অন্যের বন্ধন খুল্‌ব কি করে?" তখন আমি রাজাকে বল্লাম যে, "আপনার গুরুদেব এখন যে কথাটী বল্লেন, তাহাই আপনার প্রশ্নের উত্তর। আপনাদের দুইজনকেই মায়াদেবী সংসাররূপ বৃক্ষের সঙ্গে সত্ব, রজঃ ও তমঃ তিন প্রকারের তিনটী দড়া দিয়ে ভাল করে বেঁধে রেখেছেন। তিনিও বদ্ধজীব এবং আপনিও বদ্ধজীব। তাঁর নিজের বন্ধনই কে খুল্‌বে তার ঠিক নাই। তিনি পেটের দায়ে গুরু-গিরি ব্যবসা করছেন মাত্র। এখন তাঁর খুব আক্কেল হয়েছে। তিনি আর ও'সব কাজ করবেন না। আপনি তাঁর ভরসা ছেড়ে দিয়ে এখন নিজের মঙ্গলের রাস্তা দেখুন। যদি এ পাগলের কথায় বিশ্বাস করতে পারেন, তবে আমি আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। আপনি যদি সংসার থেকে উদ্ধার হতে ইচ্ছা করেন, তবে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করুন—যিনি সত্য সত্য আপনার মঙ্গল করতে পারবেন। রাজা বল্লেন—"কুলগুরু যদি মুক্ত না হন, তবে তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রের দ্বারা কি কিছুই ফল হয় না? গুরুত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে কি? আমি বল্লাম—"সব কাজেরই ফল আছে। অমৃত খেলে অমর হওয়া যায়, বিষ খেলে মরে যেতে হয়। সেইরূপ গুরু যদি বৈষ্ণব না হন, তবে তাঁর প্রদত্ত মন্ত্র জপ করলে কি ফল হয়, এবং সেইস্থলে শাস্ত্রের কি ব্যবস্থা আছে, তাহা শুনুন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

(হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)

অর্থাৎ অবৈষ্ণবের দেওয়া মন্ত্র জপ করতে করতে নরকে যেতে হয়। অতএব শাস্ত্র-মতে পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা আবশ্যক।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ
কালমক্ষয়ম্॥

(হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)

অর্থাৎ যিনি গুরুর বেশে শাস্ত্র-বিরোধী কথা বলেন এবং যিনি শিষ্য হয়ে তাহা শুনেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকবাস করেন।

পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি
পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুকে পরিত্যাগ করেও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

গুরুর্ন স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত
মৃত্যুম্

অর্থাৎ আমরা সংসার-দাবাগ্নিতে পুড়ে আত্মহত্যা করছি, সেই মৃত্যু হতে যিনি শুদ্ধ হরিকথারূপ ঔষধ দিয়ে রক্ষা করতে না পারেন, সেই গুরু "গুরু" নহেন।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-ভোগে মত্ত থাকেন, যাঁর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার নাই এবং যিনি শুদ্ধভক্তি-পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে যাচ্ছেন, এরূপ গুরুব্রুবকে (নামে মাত্র গুরুকে) পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

এই প্রকারের শত শত প্রমাণ শাস্ত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।" রাজা বল্লেন—"পাগল ঠাকুর। এখন বলুন সেই সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি?"

আমি বল্লাম—"শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন
কি বা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে প্রকট হতে পারেন। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানাইয়া দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। (ভা ১১।৩।২১)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়
উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং
ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

হরিভক্তির কথা জানতে হলে, শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে পারদর্শী, কৃষ্ণৈকশরণ ও শান্ত সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করবেন।

এইরূপ সদ্‌গুরুর সন্ধান পাওয়া যাবে তবে আমরা ... সেখায় যোগাড় আমাদের ... সূর্য্য যেরূপ স্বতঃপ্রকাশ বস্তু—সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হয়ে আমরা সূর্য্যকে দেখতে পাই ও সমস্ত দ্রব্য দেখতে পাই, সেইরূপ শ্রীগুরুদেব স্বতঃপ্রকাশ বস্তু তাঁর আশ্রয় করলেই তাঁর কৃপারূপ আলোকে আলোকিত হয়ে আমরা তাঁর মহিমা বুঝতে পারি ও সাধু অসাধু ... করতে পারি এবং বহু জন্মের অজ্ঞান অন্ধকার কেটে যায়। শ্রীগুরুদেব ... টাকাকড়ি বা স্ত্রী-পুত্রের ... মন্ত্র দিয়ে শিষ্যের কাছে টাকা নেয় ... যাঁরা সেরূপ কার্য্য করেন, তাঁদিকে ... জীবী বলে। ... শিষ্য তাঁর ... শ্রীগুরুদেবের নিকট দিবেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব সেই সব নিজে ভোগ না ক'রে ... সেবায় লাগিয়ে দিবেন। আচ্ছা। আজ ত অনেক কথা বললাম। যদি ইচ্ছা করেন, তবে কাল আরও কিছু বলতে পারি"। এই ব'লে তাঁর নিকট থেকে চলে এলাম। তবে এখন আসি। শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ।

দস্যুর চণ্ডী পূজা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

হিরণ্যের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গে দিব্য অলঙ্কারাদি দেখিয়া দস্যুগণের অতি লোভ জন্মিল। কিন্তু নিভৃতের অবসর না পাইয়া কি প্রকারে গহনাগুলি হস্তগত করিবে, দস্যুরা এক উপায় উদ্ভাবন করিল। প্রথম দিন যাইয়া কোন সুবিধা করিতে না পারায় খুব ভাল মতে প্রচুর পরিমাণে মদ্য, মাংস সংগ্রহ করিয়া চণ্ডী মায়ের পূজাটা দিয়া লইল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, কত কোটী কোটী চণ্ডী মা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবকের (শ্রীশিবের) চরণ-সেবা পাওয়ার জন্য লালায়িত, সতত করযোড়ে সেবাভিলাষিণী হইয়া আদেশ-প্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং এই পূজায় নিত্যানন্দের গহনা চুরির সুবিধা হইবে কেন? পুনরায় দ্বিতীয় দিনও বিফল-মনোরথ হইয়া দস্যুগণ ... এই অবস্থায় ... একদিন খুব অন্ধকার রাত্রিতে ... আবার ... সব অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হিরণ্যের বাটীতে ... পড়িল। এই তৃতীয় দিনের ... আনিয়া, ... দস্যুরা কিছুই ... বুঝি ...

[illegible] বিচার করি।

[illegible] উদিলের আশায় থাইতে [illegible] দিয়া [illegible] চট্ট কট্ট করিতে লাগিল, কেহ বা কাঁটার উপরে পড়িয়া সর্বাঙ্গে কাঁটা বিধিয়াছে বলিয়া এড়িতে উঠিতে পারিতেছে না, কেহ কেহ খাদের ভিতরে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গা খোঁড়া হইয়া গেল, আবার অনেকেও কাহারও [illegible] জ্বর আসিল," দস্যুদের এই উপস্থিত বিপদের কালে আবার নিত্যানন্দ-সেবক কেবলাই উহা প্রবল বেগে বৃষ্টি পাঠাইয়া দিয়া দস্যুদিগের বিড়ম্বনার একশেষ করিলেন। বস্তু ; বৃষ্টিও একেতো পোকা জোঁকের কামড় তার উপর আর, বৃষ্টি মহাশীত, দাঁত ঠক্ ঠক্ করে বুঝি। নিত্যানন্দ-দ্রোহী জানিয়া ইন্দ্রদেব [illegible] আরম্ভ করিলেন, বড় বুঝি আর বাঁচে না।

প্রভু নিত্যানন্দের ইচ্ছা, আর এই সকলগুলি দস্যুকেই উদ্ধার করিবেন। সেই নিমিত্ত কুকর্ম-জনিত ফল হাতে হাতে সাজা দিয়া শোধন করিতে লাগিলেন। ইহাদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, "আমি যাহাকে কৃপা করিব, তাহাকে অসৎ কর্মের সাজাটা যখন তখন দিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করাই। আর যাহাকে অবজ্ঞা কাল কুম্ভীপাক আদি নরকে পচাইয়া কৃমি-কীট দ্বারা দংশন করাইব, তাহার জন্য আপাততঃ কোন তিরস্কারের বন্দোবস্ত হয় না বরং অনেক স্থলে পুরস্কার দিয়াই আনুষঙ্গিক বৃত্তি প্রবল করা হয়।

আজ দস্যুগণের শুভক্ষণ উপস্থিত। এতদিন চণ্ডী-পূজা করিয়া যে হেয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক চণ্ডী পূজার ফল নহে। দেবী চণ্ডী এই প্রকার হেয় ফল দান করিয়া পরিশেষে কাম ক্রোধের দাসগণকে লাথি দিতে দিতে অনুগ্রহ করিয়া সাধুবৈষ্ণবগণের চরণে প্রেরণ করেন। এই দস্যুগণের ভাগ্যেও তাহাই হইল।

"কতক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ তাহার চিত্তে হইল স্মরণ॥
[illegible]নে তাহে বিপ্র নিত্যানন্দ নর নহে।
[illegible] সে ঈশ্বরে মনুষ্য বুদ্ধি করে॥ একদিনে
[illegible]ছিলেন সবারে নিদ্রায়। তথাপিও
[illegible] বুঝিনু ঈশ্বর-মায়ায়॥ আর দিন
অদ্ভুত পদাতিকগণ। দেখাইলে তবু
মোর নহিল চেতন॥ মোরা মূর্খ পাপি-
[illegible]কে এসব [illegible] হরিতে আছুক মন
[illegible] কৈল বুদ্ধি॥ এ মহা সঙ্কটে
মোরে কে রাখিবে [illegible] নিত্যানন্দ বহি
[illegible] গতি নাহি আর॥ এত আমি চিন্তা
নিত্যানন্দের [illegible] চিন্তিয়া। একান্ত
ভাবে লইল [illegible] সে রাত্রি চিন্তিলে

আগলাইয়া [illegible]। সেই জন্য কোটী জন-[illegible]
[illegible] নিস্তার॥"

শ্রীনিত্যানন্দ [illegible] দস্যুগণ উদ্ধার হইল। তবু আমরা বাকি থাকিলাম কেন? না আমরা নিত্যানন্দের শরণ লই নাই, তাঁহার ভক্তগণের কোন সন্ধান করি না, নিত্যানন্দের সেবোপকরণ অপহরণ অর্থাৎ ঠাকুর দেখাইয়া, ভাগবত পাঠ করিয়া, মন্ত্র দিয়া, পয়সা লইয়া গৃহদেবী-স্ত্রী-পুত্রের সুখ স্বচ্ছন্দ বিধানের চেষ্টা করিতেছি। ওঃ আমরা কি জীবন— কত বড় দস্যু! আমাদের অপরাধের কি ক্ষমা আছে?

জগতে লোকে দুষ্ট যাঁহারা ঐ প্রকারে চণ্ডীপূজা করেন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করেন, তাঁহারা তো একদিন না একদিন শ্রীনিত্যানন্দ-সেবকদের কৃপায় সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার লাভ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যাহারা নিত্যানন্দ-সেবক-পরিচয়ে ঐ প্রকার প্রচ্ছন্ন চণ্ডীপূজা আরম্ভ করিয়া লোকে দুষ্ট নিত্যানন্দ ও তদ্ভক্তগণের চরণে কেবল অপরাধই করিতেছি, তাহাদের গতি কোন্ খানে হইবে, তাহা শ্রীনিতাই চাঁদের দাসগণই জানেন।

গৌরনামামৃত বর্ণবোধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপ কবিভূষণ)

অ

'অ' এতে অজ্ঞান-নাশ যাঁহার কৃপায়।
অকপটে অবনত হই তাঁর পায়॥
অন্তঃকৃষ্ণবহির্গৌর অবতারী অত্তা।
অনর্পিতচরীভক্তি অগাহেলে দাতা॥
অচিন্ত্য শকতিমান অলোকজতত্ত্ব।
অনন্ত অচিন্ত্যগুণ মুরতি অব্যক্ত॥
অনাদি অখিলাধার অজ অক বিভু।
অদ্বৈত অদ্বৈতপ্রিয় অচ্যুতের প্রভু॥
অবধূতপ্রিয় প্রভু অধমতারণ।
অকিঞ্চন-বন্ধু অমর-অর্চ্চিত-চরণ॥
অরুণ-অম্ভোজ পদ অরুণ-লোচন।
অদ্ভুত অমেয় আর অমোঘ-মোচন॥
অমোঘেরে ক্ষমাকারী অমোঘ-প্রাণদ।
অন্তর্দীপসুধাকর অমানী মানদ॥
অতিথির অগ্রভোজী অতিথি-সন্ন্যাসী।
অন্তর্যামী-অগ্রগণ্য সুধন্য অমলী॥

আ

আজানুলম্বিত ভুজ আচণ্ডালপ্রিয়।
আত্মভক্তি-প্রকাশক আত্মতত্ত্ব-হিত॥
আর্ত্তিহা আচার্য্যলীল আচার্য্যের বেশ।
আকৃতি সুন্দর অতি আকুঞ্চিত-কেশ॥
আত্মতত্ত্ব আত্মদর্শী আত্মভাব স্থিত।
আত্মযোনি আত্মযোগ আত্মমায়া-যুক্ত॥
আনন্দ স্বরূপধৃক্ আনন্দময়
রূপ॥
আয়াস-[illegible] [illegible]চরণকারী।
আর্তজন সাক্ষাৎ যেন আর্ত-আতিহারী॥

ই

ইন্দ্রাদি দেবতাবন্দ্য প্রভু ইচ্ছাময়।
ইন্দুমুখ ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দিরা-আলয়॥
ইন্দিবর বিলোচন ইন্দিরা-বন্দিত।
ইন্দ্রনীলমণিকান্তি ইন্দ্রিয়-অতীত॥

ঈ

ঈশ্বর, ঈশ্বরপূর্ণচন্দ্রিমা ঈশাচার
ঈশানেক-প্রিয় প্রভু ঈড়ি সবাকার॥

উ

উজ্জ্বল উন্নত রস আস্বাদক দাতা।
উদ্ধর্বপার্থরবর উদ্ধার্যিকত্রাতা॥
উচ্চ সংকীর্তন প্রিয় উদণ্ড নর্তন।
উদার উদ্রেক লোভী উদাস নয়ন॥
উদ্ধতের উদ্ধারক উদ্ধত কৈশোর।
উদ্ভ্রান্ত প্রেমেতে দিশা উন্নিদ্র বিভোর
উপনিষদ্ উপদেষ্টা উপনিষদ্‌বাজী।
উপবীত-শোভী ভক্ত-উপকার-ভোজী॥

ঊ

ঊর্মিমালী-তীরবাসী ঊর্জ্জাব্রতকর।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভি ভাল ঊহ-অগোচর॥

ঋ

ঋতুদ্বীপ-পতি ঋক্-সুগীত-চরণ।
ঋত্বিজ তোমায় যজ্ঞে করে আবাহন॥
ঋতুপ্রিয় ঋষভ, ঋতজ্ঞাশ্রম॥
ঋষভধ্বজ—ঋষি-বন্দ্য তব পদ॥

৯+এ

'৯'কারে পৃথিবী মধ্যে দলিত কদাম।
'এ'কারে একাকী কৈলে একভক্তিধাম॥
একাভ্রকাননগামী একেশ্বরবাদী।
একান্ত পরাণ এক একল অনাদি॥

ঐ

ঐকান্তিক ভক্তিপ্রিয় ঐকান্তিকাকারী।
ঐশ্বর্য্য-সেবিত পদ ঐহিক-ভোগহারী॥

ও+ঔ

ওঙ্কার স্বরূপ রূপ ওজস্বী ওতপ্রোত।
ঔদার্য্য ভাবেতে তুমি সদা বিভাবিত॥
অষ্টোত্তর শতনাম স্বরবর্ণ বোধ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় গায় এ অবোধ।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

আশ্চর্য্য চুরী

নবদ্বীপ থানার অধীন স্বরূপগঞ্জ গ্রামে ফণীভূষণ পাল নামক এক চাউল বিক্রেতা আছে। সময়ে সময়ে সে বন্ধকী কারবারও করিয়া থাকে। গত ২৯শে আষাঢ় তারিখে ফণীভূষণকে তাহার শালিকার বিবাহ উপলক্ষে সপরিবারে কলিকাতায় গমন করিতে হয়। গমন কালে সে সমস্ত টাকা কড়ি ও গহনা পত্র অন্য বাড়ী রাখে এবং একেবারে ঘর শূন্য রাখিতে নাই মনে করিয়া নূতন খাতার ভিতর ১৩৯০ টাকা পোষ্টমেন্টের মধ্যে রাখে এবং আরও ভাবিয়া চিন্তিয়া আর ১০ টাকার ৩০ খানি নোট একটী লেপের ভাঁজের মধ্যে রাখিয়া ঘরের দরজা খুব সাবধানে বন্ধ করিয়া রাখে। দুইটী স্ত্রীলোককে রাত্রিতে দোকান ঘর পাহারার নিযুক্ত করিয়া যায়। স্ত্রীলোক দুইটী প্রথম রাত্রি দোকানে থাকিয়া প্রাতে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে যায়। পরে আবার সন্ধ্যায় আসিয়া তাহাদের শয়নের স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে এক গাছা ঝাড়ু খুঁজিতে গিয়া দেখে ঘরের একটী দুয়ার খোলা, ঘরের ভিতর গিয়া দেখে কিছুই চুরী যায় নাই, কেবল লেপ তোষক গুলি ছড়ান আছে। তখন ঘরটী তদবস্থায় রাখিয়া পার্শ্ববর্তী দোকানদারকে খবর দেয়। দোকানদারেরা আসিয়াও কোন কিছু চুরী যায় নাই বলিয়া স্থির করে এবং কলিকাতায় লোক পাঠাইয়া ফণীকে খবর দেয়। ফণী আসিয়াও ঘরের অবস্থা দেখিয়া পোর্টমেন্টের সামান্য কয়েকটী টাকা চুরী গিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয়। শেষে লেপ খুঁজিতে গিয়া দেখে যে নোট ৩০ খানি নাই। থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। ফল কি হয়, তাহা পরে জানা যাইবে। অসৎ সঙ্গের ফলে জীবের নানা দুর্দশা উপস্থিত হয়। কয়েকটী টাকা চুরী যাওয়া ত' অতি সামান্য কথা, যেখানে ভগবৎসেবা বাদ দিয়া কনক কামিনী ভোগের চেষ্টা, সেখানেই ঐরূপ শত শত অনর্থ ঘটিতে দেখা যায়। উহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

।। যা জলঙ্গী নদীর

জলের সংবাদ

স্থান নবদ্বীপ—গোদ্রুম

১৯২৭ খৃঃ ১৭ই জুলাই প্রাতঃ ৬টায় হ্রাস—৭'৯৪ ফিট, ২৪ ঘণ্টায় হ্রাস—'৩২, বেলা ১২টায় বৃদ্ধি—৮'৬২ ও ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'১৩ ফিঃ। ১৯২৮ খৃঃ ঐ দিবস প্রাতঃ ৬টায় বৃদ্ধি—২৫'৩৪, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'৬৪, বেলা ১২টায় বৃদ্ধি—২৫'৫৪ ফিঃ, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'৬৬।

১৯২৭ খৃঃ ১৮ই জুলাই প্রাতঃ ৬টায় বৃদ্ধি—৮'০৪, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'১০, বেলা ১২টায় বৃদ্ধি—৮'৮৮, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'২৬। ১৯২৮ খৃঃ ১৮ই জুলাই—প্রাতঃ ৬টায় বৃদ্ধি—২৫'৯২, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—৮'৫৮, বেলা ১২টায় বৃদ্ধি—২৬'২, ২৬ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'৬৬।

১৯২৭ খৃঃ ১৯শে জুলাই প্রাতঃ ৬টায় বৃদ্ধি—৮'৪৫, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'৬১, বেলা ১২টায় বৃদ্ধি—৯'৫৩, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'৬৫। ১৯২৮ খৃঃ ১৯শে জুলাই প্রাতঃ ৬টায় বৃদ্ধি—২৬'৬৪, ২৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি—'৭২,

জলা ১২টায় বৃদ্ধি—১৬'৭৭, ২৪ ঘণ্টায় [illegible]—'৪৬ ফিঃ।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে জলের উচ্চতা জানিতে হইলে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত ২৫ ফিট যোগ করিয়া লইতে হইবে। ৪ ঘণ্টায় বৃদ্ধি বা হ্রাসের সহিত যুক্ত হইবে [illegible]।

ঢাকায় লাট বাহাদুর

বঙ্গের মহামান্য লাট বাহাদুর ১৭ই জুলাই মঙ্গলবার দিন বেলা দুই ঘটিকার সময় ঢাকায় পদার্পণ করিয়াছেন। লাট বাহাদুর রোটাস্ ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তৎপর তিনি মোটর-যোগে গভর্ণমেণ্ট হাউসে চলিয়া যান। জুলাই মাসেই ঢাকায় দরবার, পুলিশ প্যারেড ও ইউনিয়ন বোর্ড কনফারেন্স হইবার কথা ছিল, কিন্তু এই তালিকা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আগামী ২৭শে ও ২৮শে আগষ্ট এই সমুদায় ব্যাপার সাধিত হইবার সম্ভাবনা।

আগামী ২৩শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস লাটবাহাদুর মহাশয় নিকটবর্ত্তী মিলগাঁও ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করে কমলাপুর গ্রামে যাইবেন। লাটবাহাদুরকে অভ্যর্থনার জন্য পল্লীবাসিগণ তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিতেছেন। এতদুপলক্ষে এই গ্রামে একটী টিউব-ওয়েল স্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা পল্লীবাসীর মহদুপকার হইবে।

রিভলভার প্রাপ্তি

গত ১৯শে জুলাই গোয়েন্দা পুলিস রেল পুলিসের সাহায্যে ও আনুকূল্যে শিয়ালদহ নর্থ ষ্টেশনে আবদুল রেজক নামক এক জন লোককে গুলীভরা একটা রিভলভারসহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। লোকটার রিভলভার রাখিবার কোন লাইসেন্স নাই। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে। আসামীর প্রতি হাজত বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

পারস্যে অহিফেন ব্যবস্থা

অহিফেন একচেটিয়া করিবার অভিপ্রায়ে যে আইন প্রস্তুত হইয়াছে, তদনুসারে অহিফেন উৎপাদন এবং দেশ-বিদেশে উহার ব্যবসা সমস্তই সরকার কর্ত্তৃক নিয়মিত হইবে। মজলিস এই আইনের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করিয়াছেন। আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে, অহিফেনের কাণীর কারবারে বৎসরে শতকরা ১০ ভাগে হ্রাস করা হইবে। বিশেষ একটা [illegible] না দিলে প্রত্যাহীর অনুমতি দেওয়া হইবে না।

আমাদের অনুরোধ

[illegible]ই শ্রাবণ সোমবার বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর হাইস্কুলে কোতুয়ালী থানার জন্য লোকাল বোর্ডের সভ্য (মেম্বর) নির্ব্বাচন জন্য ভোট গ্রহণ করা হইবে। প্রত্যেক ভোটার তাঁহার দুইটী ভোট দুইজনকে দিতে পারিবেন। নবদ্বীপ এবং কোতোয়ালী থানার ভোটারগণকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা যেন দয়া করিয়া তাঁহাদের দুইটী ভোটের মধ্যে একটী ভোট সর্ব্বত্যাগ ত্যাগী কর্ম্মী **শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী** মহাশয়কে দিয়া নিজের দেশের এবং দশের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

* * * * * *

ঢাকায় নব নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান রায় কেশবচন্দ্র

ঢাকার নব নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান রায় কেশবচন্দ্র বানার্জ্জি বাহাদুর ইতিমধ্যেই জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তিনি পল্লীতে ভ্রমণ পূর্ব্বক ইউনিয়নবোর্ড সমূহ দেখিবার জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যেই তিনি একটা বোর্ড পরিদর্শন করিয়াছেন। চেয়ারম্যান মহাশয় এক বিরাট বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে তিনি ঢাকা জেলা বাসীর বাস্তবিক ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

গত ১৫ই জুলাই তারিখে ঢাকা ফৌজদারী কোর্টের বাবু সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট অফিসের সেরেস্তাদার পদে উন্নীত হওয়ায় তাঁহার বন্ধুবর্গ এক পার্টিতে তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন।

গভর্ণর ও মিঃ পেটেল

প্রকাশ, বোম্বাইয়ের লাট বার্দ্দোলী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শ্রীযুত বল্লভভাই পেটেলকে স্পেশাল ট্রেণে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করেন। লাটের অনুরোধানুসারে শ্রীযুত বল্লভভাই পেটেল অপরাহ্ন ৫টা ৩০ মিনিটের সময় স্পেশাল ট্রেণে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্ন ৭টা ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত ভীমভাই নায়েক ঐ সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুরাটের কালেক্টার এবং রাজস্বসচিবও ঐ প্রকোষ্ঠে ছিলেন। প্রকাশ, সকল বিষয়েই তাঁহারা একমত হইয়াছেন, কিন্তু বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব প্রদান সম্পর্কে তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যগণ আলোচনা কালে উপস্থিত ছিলেন না।

এম. এস. এম, রেলপথের অস্থায়ী ট্রাফিক ম্যানেজার দণ্ডিত

মাদ্রাজের ১৬ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, দ্রব্যাদি আমদানী সম্পর্কে ডাকঘরের হিসাব-পরীক্ষা-বিভাগের অনেক কর্ম্মচারীকে এম, এস, এম, রেলপথের আফিসে গমন করিতে হইত। উক্ত কর্ম্মচারীকে প্রহার করিবার অভিযোগে উক্ত রেলপথের অস্থায়ী ট্রাফিক ম্যানেজার মিষ্টার এ, ডবলিউ, পারসন্স তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩০ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ১ সপ্তাহ বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বার্দ্দোলী মীমাংসা-সম্পর্কে গভর্ণরের সহিত প্যাটেলের আলোচনা

গত ১৮ই জুলাই তারিখে বোম্বায়ের সপারিষদ গভর্ণর বার্দ্দোলী কৃষকদের প্রতিনিধিগণের সহিত মীমাংসা সম্পর্কে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে শ্রীযুত বল্লভ ভাই পেটেল, শ্রীমতী সারদা বাঈ, কুমারী মিঠু বাঈ, কল্যাণজী মেহটা, মিঃ আব্বাস তায়েবজী, শ্রীমতী ভক্তি লক্ষ্মী দেশাই, পেটেল প্রভৃতি ছিলেন। অনেক দরকারী বিষয়েই তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। গভর্ণর বল্লভ ভাই পেটেলের হস্তে তাঁহার প্রস্তাবগুলি প্রদান করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে আলোচনা-কালে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় নাই।

ফরওয়ার্ডের বিরুদ্ধে

১০ লক্ষ টাকার মানহানির দাবি

স-কাউন্সিল ভারতসচিব, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট মিঃ জি, এল, কলভিন ও অপর কয়েক জন বাদী হইয়া ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেড, এবং ফরওয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী ও [illegible] প্রকাশক শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার নামে—যেহেতু ট্রেণ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করায় জন্য [illegible] [illegible] দাবি করিয়া ২টি মামলায় ১৯০০০ টাকার দাবিতে কলিকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছেন।

১০ই জুলাই তারিখের ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত "কর্তৃপক্ষগণের অবহেলাই রেলওয়ে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী দুর্ঘটনার কারণ নামক একটী প্রবন্ধ ১১ই জুলাই তারিখের 'ই, আই, [illegible] দুর্ঘটনা, বিস্তর লোকের মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবি এড়াইবার জন্য মিথ্যা সংবাদ প্রচার" নামক প্রবন্ধ, [illegible] জুলাইতে আর একটী প্রবন্ধ, [illegible] জুলাইএর "এক্ষণে প্রকৃত আক্রমণ দর্শক" শীর্ষক প্রবন্ধের ফলে ১নং বাদী সকাউন্সিল ভারত সচিবকে রেলওয়ের স্বত্বাধিকারী সূত্রে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ও সম্মানাহত ভাবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং অন্যান্য বাদিগণ তাঁহাদের অর্থ, সম্মান, পদ ও পেশা সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নিকট নিন্দিত, ঘৃণিত হেয় করা হইয়াছে এইরূপ অভিযোগে মানহানির মামলা উত্থাপিত হইয়াছে।

নেলসনের রণতরীর-পরমায়ু

গত ১৭ই জুলাই পোর্টস্মাউথে রাজ-ডাচেস অব্ ইয়র্ক "ইয়র্ক" নামক নূতন ক্রুইজার রণপোত জলে ভাসাইবার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সেই সময়ে স্বয়ং সম্রাট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন রণপোত "ভিক্টোরিয়া" পরিদর্শন করিতেছিলেন। ট্রাফালগারের যুদ্ধকালে নেলসন ঐ জাহাজে বাস করিতেন। সে সময় ইহার যেরূপ অবস্থা ছিল, এখন আবার সেই অবস্থায় উহার সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

জাহাজের কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্রাট পঞ্চম জর্জকে বলেন যে, ইহা আরও ৩০০ বৎসর বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিলাতী ডাক

৫ই জুলাই তারিখে লণ্ডন হইতে সকল চিঠিপত্র ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়, এণ্ড ও, কোম্পানীর "রাজমার্ক" জাহাজ সেই সমস্ত লইয়া ১৫ই জুলাই তারিখে এডেন বন্দরে পৌঁছায় এবং সেই রাত্রি ২টার সময় "মঙ্গোলিয়া" জাহাজে উহা বোম্বাই রওনা হয়, ইহাতে দেখে জাহাজ ২০শে জুলাই শুক্রবার, অপরাহ্ন [illegible]টার সময় পৌঁছিবার কথা ছিল, [illegible] হইলে রবিবার দিবা বিলাতী চিঠি কলিকাতায় বিলি হইবার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

ভক্তিপথ

বিদ্যা, ধন, জাতি, কুল শীল, মান প্রভৃতি জীবস্বরূপের পরিচায়ক নহে ঐগুলি জড়োপাধির পরিচয় মাত্র যাঁহারা এই সকল জড় পরিচয় লই তাদৃশ পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সমান-ধর্ম্মী বলিয়া মিলন-প্রয়াসী হন, তাঁহারা কখনও তাঁহাদিগের মিলনে। স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করিতে পারেন না। বিদ্বানের সহিত বিদ্বান, ধনীর সহিত ধনী, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ বা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ধর্ম্মীর সহিত তৎসমশীল বর্ণাশ্রমীর প্রাকৃত অভিমান লইয়া যে মিলন-প্রয়াস, তাহা দ্বারা জগতে কখনও সাম্য এবং মৈত্রীর নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেকের স্বার্থের গতি বিভিন্ন দিকে, সকলেরই স্বার্থ সকলের প্রভু স্বার্থগতি বিষ্ণুসেবাপর না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ এজগতে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া কাহাকেও আলিঙ্গন করিতে পারিবে না কাহারও সুখ দুঃখে কেহ যথার্থ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে না, নিজ নিজ সুখ শান্তি লাভের জন্যই বিব্রত থাকিবে।

আমরা জাগতিক ইতিহাস আলোচনা দেখিতে পাই, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি মনোধর্ম্মি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ধর্ম্মমতকে উৎকৃষ্ট মনে করিয়া তাহা প্রচার দ্বারা ধর্ম্মজগতে সাম্য মৈত্রী স্থাপনের নামে এক মহা ধর্ম্মবিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু লোকে কোন মত গ্রহণ করিবে ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা একটা উদ্বেগ। একজন হয়ত কর্ম্মপথ গ্রহণ করিল, তখন আর একজন আসিয়া বলিল, "এঃ ক'রলে কি হে, আরে কর্ম্মীদের মতটা যে কিছুই নয়, ও' সব ছেড়ে দিয়ে এই জ্ঞানমার্গে এস, নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা কর, শীঘ্রই মোক্ষ লাভ ক'রতে পারবে—ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ [illegible]।" জ্ঞানীর মুখে একথা শুনিয়া সে কর্ম্মী [illegible] করিল, হাঁ, ঠিক বটে, জ্ঞানমার্গটাই [illegible] যাক্'। এমনি ভাবে আছে, এমন সময় একজন যোগী আসিয়া বলিল, [illegible] গেল, ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা কৈবল্য [illegible] ঈশ্বর-সাযুজ্যই যে ভাল, শীঘ্র এই পন্থা [illegible]'। তখন সে হয়ত নানা যোগৈশ্বর্য্য [illegible]ভের আকাঙ্ক্ষায় যোগমার্গই [illegible] কার

সেটা ঠিক করিতে করিতেই লোকের জীবন শেষ হয়। কেহ বা একেবারেই ঈশ্বর-বিশ্বাসশূন্য নাস্তিক বলিয়া নিজকে ঘোষণা করে এবং সমস্ত ধর্ম্মমতেরই পরিপন্থী হয়।

মানুষ যখন মনোধর্ম্মীদের কোন ধর্ম্মমতেই আস্থা-স্থাপন করিতে না পারিয়া তিক্ত বিরক্ত হইয়া অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে থাকে, তখন সত্য সত্যই যদি কোন পরদুঃখকাতর ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি পন্থাকে তিরস্কার করিয়া নিত্যমঙ্গলের পন্থা ভক্তি পন্থার অনুসন্ধান দিতে আসেন, তাঁহার কথা তাহারা বিশ্বাসই করিয়া উঠিতে পারে না। মনে করে, "ভগবদ্ভক্তি ব্যাপারটাও বুঝি কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরই অন্যতম, আর দু'দিন পরে অপর কেহ আসিয়া আবার উহার বাধা দিয়া বলিবে--ওটাও কিছু নয়। সুতরাং ভক্তিকথায়—কি কোন কথায় আমাদের দরকার নাই, যাহার যাহা বলিবার থাকে বলিয়া যাক্, কাহাকেও বাধা দিব না, কিন্তু আমরা কোন পন্থার কোন কথায় থাকিব না। আহার বিহার শয়ন ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দিব। মনের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া চিরজীবন অশান্তি ভোগ করিয়া লাভ কি? ধর্ম্ম প্রচারকের সজ্জায় প্রতারক দ্বারা প্রতারিত হইতে হইতে হতভাগা মানুষ এক দিন সত্য সত্যই সত্যানুসন্ধানে বিরত হইয়া

মানুষ যে দিন বুঝিবে—তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায় ভগবদ্ভক্তি, শান্তিলাভের একমাত্র স্থান—ভগবান্ এবং তদীয়ের কোটীচন্দ্রসুশীতল পদছায়া কৃষ্ণাধীনতাই তাহার একমাত্র স্বাধীনতা, নতুবা স্বাধীনতা বলিয়া জগতে কিছু নাই, কেননা জগতে মানুষ নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা দ্বারা যাহার উপরই না কেন প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস করিবে, সেই তাহার প্রভু হইয়া দাড়াইবে, তাহাকে তাহারই হুকুমের চাকর করিয়া ফেলিবে, মানুষ যে দিন বুঝিবে, যদি নিঃস্বার্থ দাতা --যিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারেন, যদি নিঃস্বার্থ জীব দুঃখদুঃখী 'বন্ধু' পরম আত্মীয় ব'লবা কেহ থাকেন, তবে তিনি সেই ভগবদ্ভক্ত—সাধু, সেই দিনই মানুষের সকল অসুবিধা দূর হইবে, হৃদয়ের সকল যাতনা দূরীভূত হইবে—পরাশান্তির উৎস প্রবাহিত হইতে

ভগবদ্ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষা। কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি ভক্তিকে অপেক্ষা না করিয়া কোন [illegible]

ভক্তকে কর্ম্ম, যোগাদি-প্রাপ্য সকল ফলই দিতে পারেন, কিন্তু ভক্ত অবশ্য সেগুলিকে তাঁহার ভক্তি প্রতিকূল বা অনুকূল জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান বা গ্রহণ করিয়া একমাত্র ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছা-মূলে ভগবৎসেবাই প্রার্থনা করেন। ভক্তিতে আত্মেন্দ্রিয়তোষণের লেশমাত্রও নাই। সুতরাং ভক্তিমার্গানুগামিগণের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। ভক্তগণ—নির্ম্মৎসর, তাঁহারা কাহাকেও হিংসা করেন না, জগতের সকল লোকের প্রতিই তাঁহাদের দয়া সমানভাবে বর্ষিত। কাহারও নিকট কিছু পাইবার বাসনা রাখিয়া কেহ কাহাকেও প্রকৃত দয়া করিতে পারেন না। ভক্তগণ নিজেরা ভগবৎ সেবার জন্য ভগবৎ-সেবা-নিরত, অন্যকেও চাহেন তাদৃশ হইতে। তাঁহারা জগতের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানিয়া তাহা নিজেরাও ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন না অপরকেও তাহা ভোগ করিতে দেন না। সুতরাং তাঁহারা আসিয়া কাহারও কাম্যভোগে বাধা দিলে কেহ তাঁহাদিগকে তজ্জন্য ন্যায় মতে বাধা দিতে পারেন না। ভক্তিই প্রত্যেক জীবের স্বরূপ-বৃত্তি, ভক্তি ভিন্ন জীবের আর অন্য কোন কার্য্য নাই, যাহা আছে [illegible]

ভক্তের চেষ্টায় দেহ-মনোধর্ম্মিগণ বাধা দিলেও আমার তাহাতে অসন্তোষের কোন কারণ নাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ জগতের সকল লোকেরই শত্রু, কিন্তু তাহারা ভক্তের বড় মিত্র। ভক্ত কামকে কৃষ্ণসেবার্পণে, ক্রোধকে ভক্তদ্বেষীর প্রতি, লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনিবার জন্য, মোহকে ইষ্টলাভ বিনে, মদকে কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিয়াছেন। মাৎসর্য্য রিপুটীকে উপেক্ষা দ্বারা জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। [illegible] নাহেন, কেবল যাহারা তাঁহার ভগবৎসেবার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাদিগকেই উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল অনুসন্ধান করেন। ভক্তই জগতের একমাত্র অকৃত্রিম বান্ধব।

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি বিভিন্ন মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যেক শ্রেয়োলাভার্থী জীবের কর্ত্তব্য [illegible] বৃত্তি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিমার্গাবলম্বন। ভক্তি পন্থা অনুসরণ ভিন্ন জীবের শান্তিলাভের আর আশা নাই—পরন্তু তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। [illegible] যত শীঘ্র সম্ভব, ভাগবত-ভক্তের পাদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই একমাত্র উপায়। ভক্তিপন্থা অবশ্য [illegible]

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ।

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুবিষয়ক নিদর্শনের বিশেষত্ব উপলব্ধি যে পরিচয়ে সিদ্ধ হয়, তাহাকে বর্ণ বলে। দ্রষ্টার অভাবে বা দর্শনের বিশিষ্ট জ্ঞানাভাবে বিশিষ্ট লক্ষণ-গত বর্ণের উপলব্ধি নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণ-বিচারে নির্ব্বিশেষভাবই প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্যযুগাবসানে ত্রেতাযুগে চারিটী বর্ণ-বিভাগ লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মে ১৮৮ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল, জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না, পরে কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ১৭ অধ্যায়—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ।

সত্যযুগের আদিতে মানবগণের এক মাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা হংস নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার বিরাট ব্রহ্মরূপের মুখ বাহু উরু ও পদদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব আচারযুক্ত স্বভাব-ভেদে উৎপন্ন হইল। যে যে লক্ষণ, বৃত্ত, স্বভাব বা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষবর্ণ পার্থক্য লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য-লক্ষণম্।

পক্ষে কিছু কিছু নূতন বোধ হইলেও ক্রমে তাহাই যে একমাত্র পুরাতন সনাতন চিরন্তন নিত্য-নূতন অনুষ্ঠান, তাহা ভক্তের সঙ্গবলে ক্রমে উপলব্ধির বিষয় হইবে

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ শম, দম, তপ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য। ক্ষত্র লক্ষণ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য। বৈশ্য-লক্ষণ দেবগুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম ও নিত্য-নৈপুণ্য। শূদ্রের লক্ষণ সাধুদের নতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিষ্কপট সেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গোবিপ্রের রক্ষা। এই সকল কথিত লক্ষণ পুরুষের বর্ণ-নির্দ্দেশ কারক। যদিও অন্য লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট মানবক দৃষ্ট হয়, তাহার লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত-স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের বিশেষ নির্দ্দেশ করিবে। অন্যথা অকরণে নির্দ্দেশকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে।

মানবের জন্ম ত্রিবিধ। শৌক্র সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬৯ শ্লোক :—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

মাতা হইতে সর্ব্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়, মৌঞ্জবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় জন্ম-লব্ধ দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষায় বেদশ্রবণ (সম্বন্ধ জ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ ৩১ অধ্যায় ১০ম শ্লোক এবং দশমস্কন্ধ ৩২ অধ্যায় ৩৯ শ্লোক

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র্য-যাজ্ঞিকৈঃ।
দিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ দিগ্ ব্রতং দিগ্ বহুজ্ঞতাং।

শ্রীধরস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন, "ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। শুক্রসম্বন্ধি জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া।" বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মের নাম শৌক্র জন্ম। উপনয়ন সংস্কার দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে দ্বিতীয় সাবিত্র জন্ম অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। দীক্ষা দ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম উহাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জন্ম। ব্রাহ্মণেরই একমাত্র দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যের সাবিত্র্য বা উপনয়ন সংস্কার-ময় দ্বিতীয় জন্মে যোগ্যতা। বর্ণচতুষ্টয়ের শৌক্রজন্ম-যোগ্যতা আছে। শূদ্রের সংস্কার, মন্ত্র ও যজ্ঞক্রিয়া নাই। শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া জীবের আচার্য্যের কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা লাভ করিবার পর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তগতবর্ণ লভ্য হয়। সাবিত্র জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় বা যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন। শৌক্রজন্ম লাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব বৈদিকী দীক্ষার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-ফলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না। যামল বলেন, কলিকালে শৌক্রবর্ণগত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র সংস্কার দেওয়া হয়, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কার শব্দ বাচ্য নহে। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা বা উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্যতা-বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই।

ক্রমশঃ

পরমহংস

আজকাল 'পরমহংস' কথাটী সর্ব্বত্রই শুনা যাইতেছে। পথে, ঘাটে, সহরে বাজারে পরমহংসের ছড়া ছড়ি। কোন একটী যোগ বিভূতি-সম্পন্ন সাধু দেখিলেই আমরা বলিয়া থাকি, ইনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সাধু মহাত্মা পরমহংস। সাদা ডোর কৌপীন দেখিলেই বলিয়া থাকি, ইনিই সাক্ষাৎ সিদ্ধ পরমহংস বাবাজী! শাস্ত্রে লিখিত পরমহংসের লক্ষণ কি? কাহাকে পরমহংস বলে? এ সকল তত্ত্ব মহাজন-মুখবিগলিত শাস্ত্রতাৎপর্য্য না শুনিয়া আমরা যাকে তাকে সিদ্ধ পরমহংস আখ্যা দিয়া ভ্রমে পতিত হই এবং সেই প্রকার ভ্রমে অপরকেও নিক্ষেপ করিয়া থাকি। শাস্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞ মহাভাগবতের অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ না করার দরুণই আমাদের এইরূপ ভ্রান্তি ঘটিবার কারণ। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং।
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

ত্রেতাযুগে বর্ণ এবং আশ্রমবিভাগ সৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ সত্যযুগে 'হংস' নামে এক মাত্র বর্ণ ছিল। সেই 'হংস'গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হইতেন, তাঁহারাই 'পরমহংস' বলিয়া কথিত হইতেন। এই পরমহংসের অপর নামই বৈষ্ণব। নির্ম্মল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত এই বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয়—শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ। ইহাতে পরমহংসজনপ্রাপ্য পারমহংস্য জ্ঞান বর্ণিত আছে। এইজন্য ইহার অপরনাম পারমহংসী সংহিতা। জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিত যে নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান, তাহাই সেই পারমহংস্য জ্ঞান। পরমহংস বৈষ্ণবের নিকট এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পারমহংসী কথা শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তি দ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয় জীব ক্রমে পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হন। পরমহংস—মূর্ত্ত ভাগবত। আশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব চতুর্থাশ্রমীরও প্রণম্য। শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্য ৮ম বলিতেছেন—

"বৈষ্ণবের ভক্তি—এই দেখান সাক্ষাৎ।
মহাশ্রমীও বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ॥"

বেদেও পরমহংসের কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"অথ স্বপুত্র মিত্র কলত্র বন্ধ্বাদীন্ শিখা-যজ্ঞোপবীতে (যাগং সূত্রং) স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি কোঽয়ং মুখ্য ইতি। ন দণ্ডং (ন কমণ্ডলুং) ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি **পরমহংসঃ**॥"—

(পরমহংসোপনিষৎ ১-২)।

অর্থাৎ পরমহংসগণ নিজপুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, শিখা, সূত্র, বেদাধ্যয়ন, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া কেবলমাত্র ব্যবহার-নির্ব্বাহক নিজের শরীর-রক্ষা এবং জগজ্জীবের উপকারার্থ কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন-বস্ত্র গ্রহণ করিবেন, অবশ্য এই সকলও তাঁহাদের মুখ্য গ্রহণীয় বস্তু নহে। পরমহংস দণ্ড, শিখা, যজ্ঞোপবীত, বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ না করিয়াও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন।

পরমহংস 'সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ'—আশ্রম-সহিত আশ্রমচিহ্ন সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধি নিষেধের অতীত হইয়া বিচরণ করেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের দ্বিতীয় দেহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ পুরীগমনপথে পুরীর নিকটে ভার্গী নদীতীরে মহাপ্রভুর দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গীর (বর্ত্তমানে দণ্ড-ভাঙ্গার) জলে ভাসাইয়া দিয়া পরমহংস-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডধারণের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। এই দণ্ডভঙ্গলীলা দ্বারা শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-ধারণ-বিধি এবং পরমহংসের আশ্রমচিহ্ন স্বীকারের অনাবশ্যকতা প্রচার করেন। সন্ন্যাসাশ্রমিগণের 'কুটীচক' ও 'বহূদক' অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, কিন্তু 'হংস' ও 'পরমহংস' অবস্থায় দণ্ডত্যাগ করাই বিধেয়। তবে পরমহংস লোকশিক্ষার নিমিত্ত কোন আশ্রম-চিহ্ন স্বীকার করিলেই যে তাঁহার পরমহংসত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে। তিনি অবিধিগোচর হইয়া লোকচক্ষে কোন সময় বিধির আদর করিতেও পারেন, আবার নাও পারেন। যেমন রাগ-মার্গীয় পরমহংসের কাষায় বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ। যথা—"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ)। কিন্তু যদি কোন বৈষ্ণব স্বীয় দৈন্য বশতঃ আপনাকে বৈষ্ণবোচিত বেষ ধারণে অযোগ্য বিবেচনায় কাষায় বস্ত্রই গ্রহণ করিয়া বসেন, (যেমন মহাপ্রভু দণ্ড, কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি আশ্রমচিহ্ন গ্রহণ-লীলা করিয়াছিলেন,) তাহাতে যে তাঁহাকে একেবারে বৈষ্ণবাধিকার হইতেই বঞ্চিত করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে হইবে, এমন কোন কথা শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। বরং তাঁহার দৈন্য লোক-সকলকে অনধিকারচর্চ্চা নিষেধই করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে সে লোক কায়, মন ও বাক্‌দণ্ডরূপ ত্রিদণ্ড গ্রহণ না করিয়াই বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ বেগ দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব বা গোস্বামিত্ব না পাইয়াও যে পরমহংস বৈষ্ণবের বেষ বা ভেক লইয়া বৈষ্ণবতার কাচ কাচিবে, নিজে নরক গমন করিবে এবং আর পাঁচটি নিরীহ লোককেও তাহার সঙ্গী করিবে, তাহা করিতে দেন না। মূর্খ লোকেরা আশ্রমোচিত বিধি নিষেধাদি পালন অনেক ক্লেশসাপেক্ষ মনে করিয়া একেবারেই বাবাজী বা বৈরাগী পরমহংসের বেষ বা ভেক গ্রহণ পূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি নানা অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সকল অনধিকারী বৈরাগিক্রবকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥" কোথায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ, আর কোথায় তাহার নাম করিয়া জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন! তথাকথিত অনধিকারী পরমহংসব্রুবেরা যে জগতে কি ভীষণ উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। উহারা কৃষ্ণপ্রেমের অষ্টসাত্ত্বিক বিকারগুলি এমন অনুকরণ করিয়া লইয়াছে যে, তদ্দর্শনে শত শত নিরীহ লোক ভ্রমবশতঃ উহাদের হাতে তাঁহাদের মহামূল্য জীবনটীকে দিয়া বিপন্ন করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত 'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং' শ্লোকে উহাদের কৃত্রিমতা জগৎ

সমক্ষে দেখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং লোকে যেন কৃত্রিম অশ্রু কম্প-পুলকাদি ভাবুকতা না বাহুবেদ দেখিয়াই যাহাকে—তাহাকে পরমহংস বলিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ" শ্লোকে পরমহংস বৈষ্ণবের স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলিতেছেন, পরমহংস বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্গত কেহ নহেন, পরন্তু তিনি নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসদাসানুদাস। এমতাবস্থায় জগতের সকলকে গুরুদর্শন করায় তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ" শ্লোক-তাৎপর্য্যানুগমনে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনপর—নিষ্কপট—নির্ম্মৎসর—নির্দ্বন্দ্ব—নিরহঙ্কার—নিঃসঙ্গ—সকল ভক্তহংসকুলচূড়ামণি পরমহংস বৈষ্ণব

পাগলের কথা

(ষষ্ঠ দিবস)

সম্পাদক মহাশয়। শ্রীচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ। আজও আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম্। রাজার সঙ্গে দ্বিতীয় দিন যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল তাহা এখন শুনুন। রাজাকে বল্লাম—আজ কালকার বাজারে লোকের সংসার চালান কঠিন হয়ে পড়েছে। লেখাপড়া শিখেও চাকরী মেলা কঠিন, যদিও কোন রকমে একটা যোগাড় হয়, একমাস গাধার খাটুনী খেটে যা পাওয়া যায় তাতে কুলায় না। তবে সংসারের মধ্যে আরাম আছে কেবল জাতগোসাইদের। তাঁদের তিন রকমের তিনটী বৃক্ষ আছে। প্রথম প্রকারের বৃক্ষের কাছে যেয়ে ফুঁ দিলেই কখনও ১৲, ১৲, কখনও ঝম্ ঝম করে টাকা পড়ে। দ্বিতীয় প্রকারের বৃক্ষের নিকট যেয়ে টাকা, টাকা করে চীৎকার কর্‌লেই ঝম্ ঝম্ করে টাকা পড়ে। তৃতীয় প্রকারের বৃক্ষের তলায় বসে থেকে চলে এস, চলে এস কর্‌লেই ঝুড়ী ঝুড়ী রেজকী পড়ে। প্রথম প্রকারের বৃক্ষ যাঁদের আছে, তাঁদের বা "মন্ত্রজীবীদের" কথা কাল বলা হয়েছে। আজ দ্বিতীয় প্রকারের বৃক্ষ যাঁদের আছে তাঁদের কথা বলব। তাঁদিকে শাস্ত্রে "ভাগবত-ব্যবসায়ী—ভাগবত-জীবী বা ভৃতক পাঠক' বলে। তাঁদের মধ্যে যিনি যত মিষ্টি গলায় নানা রকম কায়দা করে টাকা, টাকা চীৎকার করতে পারবেন, তাঁর পায়ে তত বেশী টাকা পড়বে অর্থাৎ বর্ত্তীর পাঁচ টাকা থেকে আরম্ভ করে এক শত টাকা পর্য্যন্ত পড়ে। যদি বলেন তাঁরা ত শ্রীমদ্ভাগবত থেকে কৃষ্ণলীলার কথাই বলেন, কই, টাকা, টাকা বলতে ত শুনি না। এই প্রশ্ন আমারও এক দিন হয়েছিল। তবে সেই ঘটনাটা শুনুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন। সে আজ পনর বছরের কথা হবে, আমি শ্রীধাম নবদ্বীপের মধ্যে কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরে গিয়েছিলাম। বেলা এগারটার সময় শুনলাম, যে আজ বিকালে পাঁচটার সময় অমুক স্থানে একজন বড় পাঠক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করবেন। শুনতে যাবার ইচ্ছা হল। এমন সময় একজন পরিচিত লোক বল্লেন যে "চলুন, ধর্ম্মশালায় একজন সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ আছেন, তাঁকে দর্শন করে আসি, পরে পাঁচটার সময় ভাগবত পাঠ শুনতে যাব"। তিনি বল্‌বামাত্র আমি তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে যেয়েই বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করে বসলাম, একটু পরেই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম "মহারাজ, মহারাজ, আজ্ অমুক স্থানে ভাগবত শুনতে যাবেন না ?' তিনি বল্লেন —"সেখানে ভাগবত পাঠ হবে না, কেবল টাকা টাকা হবে। আমি বল্লাম—একথা বুঝতে পারলাম না, দয়া করে বুঝিয়ে দিন, বাবাজী মহারাজ বল্লেন—শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ অর্থাৎ ভগবানই গ্রন্থভাগবতরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, একথা যাঁদের বিশ্বাস নাই, তাঁরা ভক্তিহীন, অপরাধী, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করবার তাঁদের অধিকার নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ করে কি শিক্ষা দিয়েছেন, তাহা শুনুন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ২১শ অধ্যায়ে—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম উদাসীন।
ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তিহীন॥
ভাগবতে মহাঅধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন দোষে॥
কোপে বলে প্রভু, বেটা কি অর্থ বাখানে
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
মুক্তি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে॥
ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।
প্রভু বলে সে অধম কিছুই না জানে॥
নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা বাখানে।
আজি পুঁথি চিরিব দেখ বিদ্যমানে॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান॥
সে সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব তার শাস্তা যম॥

তবেই দেখুন, কেবলমাত্র ভগবানে ও ভাগবতে ভেদবুদ্ধি করায় ও ভক্তি না থাকার জন্য দেবানন্দের মত সর্ব্বগুণযুক্ত পণ্ডিতেরও ভাগবত-পাঠের অধিকার ছিল না। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, অন্যের ত কথাই নাই। তবে যদি বলেন, যিনি পাঠ করবেন তিনি গোস্বামী-সন্তান সুতরাং তাঁর ভক্তি আছে এবং ভগবানের সঙ্গে ভেদবুদ্ধি করেন না, কারণ তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা করেন। অবশ্য কেবল বাহিরে দেখে এই বিচার অনেকেরই হবে, তবে খাঁটী কথা বুঝতে হলে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। শ্রীভগবান বা তাঁর অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত "সেব্য" বস্তু এবং জীব তাঁর "সেবক", সুতরাং যাঁরা পাঠক তাঁরা পাঠ ক'রে অর্থাৎ কীর্ত্তন ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করবেন ও যাঁরা শ্রোতা তাঁরা পাঠ শ্রবণ ক'রে তাঁর সেবা করবেন। এই শ্রবণ ও কীর্ত্তনই নবধা ভক্তির মধ্যে দুইটী প্রধান অঙ্গ। ইহা যাঁরা করেন, তাঁরা ভক্ত এবং তাঁদের ভক্তি আছে ইহা স্বীকার ক'রতে হবে, তবে তাঁদের এই শ্রবণ কীর্ত্তন কৃষ্ণের প্রীতির জন্য, তাছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু যাঁদের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাঁরা ভক্ত নন ও তাঁদের ভক্তি নাই বুঝ্‌তে হবে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেছিলেন, তাঁরা পাঠ ক'রে অর্থাদি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু এখনকার পাঠকদের মধ্যে দেখবেন যে কেহ চুক্তি ক'রে, কেহ বা না ক'রে টাকা নেন এবং ঐ টাকা স্ত্রী পুত্রের সেবায় ও বিলাসিতার জন্য খরচ করেন অর্থাৎ তাঁদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন করা। কেহ যদি টাকা না দেন, সেখানে পাঠ করেন না। এখন বুঝুন এই কাজটী বাহিরে দেখ্‌তে ভক্তির মত বোধ হ'লেও ভক্তি নহে, উহা 'শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাওয়ার মত কার্য্য'। শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা টাকা উপার্জ্জন ক'রে নিজের ও স্ত্রীপুত্রের সেবায় খরচ করা এবং ভগবান্‌কে নিজের সেবায় নিযুক্ত করা একই কথা। এস্থলে তাঁরা "সেব্য" হচ্ছেন এবং ভগবানকে "সেবক" করছেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে। যাঁরা নিজে ভগবানের আসন গ্রহণ করেন অর্থাৎ "সেব্য" হয়ে ভগবানের সেবা গ্রহণ করেন বা "ভোক্তা" হয়ে ভগবান্‌কেই ভোগ করেন, তাঁরা কি প্রকারের ভক্ত, তাহা এখন সহজেই বুঝ্‌তে পারবেন। এই জন্য বলেছিলাম, ওখানে পাঠ হবে না, কেবল টাকা, টাকা হবে। শাস্ত্রে ঐরূপ ব্যক্তির কাছে পাঠ শুনতে নিষেধ করেছেন।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ দুধ পান করলে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় কিন্তু ঐ দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হলে তাহা পান করলে পর যেরূপ বিষের ক্রিয়াই হয়, সেইরূপ পবিত্র হরি-কথামৃত পান করলে জীবের ভক্তির উন্নতি হয় কিন্তু নাম অপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখের উপদেশ বাহিরে দেখ্‌তে হরিকথার মত বোধ হলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। তাহা শ্রবণ করলে সর্পোচ্ছিষ্ট দুধের মত অমঙ্গলই হয়ে থাকে।" শ্রীল সিদ্ধ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে "ভৃতক পাঠকদের সম্বন্ধে এই গুহ্য কথা শুনে ভাল করে বুঝ্‌তে পারলাম। আপনারও বোধ হয় কোন সন্দেহ রইল না। আচ্ছা, রাজাসাহেব, তবে এখন আসি।" এই পর্য্যন্ত বলে তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম। কি ব্রহ্মচারী দাদা ? প্রসাদ পেতে ডাকছেন না কি ? সম্পাদক মহাশয়, দণ্ডবৎ শ্রীচরণে, প্রসাদ পেয়েই চলে যাব।

গৌড়াঙ্গ না কি ?

গত ২২শে জুলাই রবিবারের "বাঙ্গালার কথায়" কলিকাতা-সংবাদ-স্তম্ভে 'গৌরাঙ্গ-জন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতির ২য় অধিবেশন হইবার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। ইহা কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-ভূমি-নির্ণয় সমিতি ? শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়াঙ্গ নহেন। যদি হয়, তাহা হইলে গৌরাঙ্গ গৌড়াঙ্গ নহে গৌড় অঙ্গ যাঁহার তিনি গৌড়াঙ্গ। গৌড় শব্দের অর্থ (১) রক্তবর্ণ এবং (২) গুড় সম্বন্ধীয়। সুতরাং ইহা কাহাকে বুঝাইতেছে, নির্ণয় করা আবশ্যক। সরস্বতী গৌড়াঙ্গ দেখাইয়াছেন কি ?

নানা কথা

কয়লার রেলভাড়া হ্রাসের প্রস্তাব

জ্বালানীস্বরূপ কয়লাকে লোকপ্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করা হইয়াছে। তদর্থে মাইনিং ফেডারেশন গৃহস্থ-ব্যবহার্য্য কোক এবং কয়লায় রেলভাড়া কমাইবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটির সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য সহরের কয়লা-

ব্যবসায়িগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, যদি ভারত গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত অনুকূল হয়, তাহা হইলে কয়লা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূর হইয়া উহার ব্যবসা পুনরায় সাচ্ছল হইতে পারে। মাইনিং ফেডারেশনের কমিটী ঐ জন্য সিমলায় ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট এক ডেপুটেশন পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত জানিবার অপেক্ষায় ডেপুটেশন পাঠান স্থগিত আছে।

প্রতারণার অভিযোগ আসামীর দণ্ড

ওয়েলিংটন বায়স্কোপ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী হরেন্দ্রকুমার দাস ও রজনী কান্ত দাস, উভয়ে ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ব্যানার্জ্জী কোম্পানীর নিকট হইতে ৩০ রীল সম্পূর্ণ "মিষ্ট্রী—১৩" নামক একটি ফিল্ম চাহিয়া লয় এবং মেটিয়াবুরুজে ৩ দিন বায়স্কোপ দেখাইয়া ৩০শে এপ্রিল মধ্যে ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার করে। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে ফেরৎ দেয় নাই। প্রত্যুত উহা প্রাপ্তি অস্বীকার করে।

এজন্য প্রতারণার অভিযোগে তাহারা অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই, এস, মুখার্জ্জীর আদালতে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট হরেন্দ্রকুমার দাসকে অপরাধী সাব্যস্তে ৬ সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ড ও এক শত টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় আসামী রজনী কান্তকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সহপাঠী হত্যায় ফাঁসীর হুকুম

গুরুচরণ নামক ১২ বৎসর বয়স্ক একটি সহাধ্যায়ী বালককে হত্যা করিবার অভিযোগে মুক্তসারের মিউনিসিপ্যাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ঠাকুর সিং ও দলীপ নামক ২টি ছাত্র ফিরোজপুরের দায়রা জজের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। দায়রা জজ প্রথম আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে ও দ্বিতীয় আসামীকে যাবজ্জীবন দীপান্তর বাস-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

লালপুরে ডাকাইতী
৫ জন গ্রেপ্তার

হাওড়া জিলার সাকরাইল থানার অধীন ধাওকা লালপুর গ্রামের বরদারঞ্জন দাসের বাটীতে ডাকাইতী হইয়া নগদ টাকায় ও অলঙ্কারে ৭ শত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। হাওড়া ডিটেক্‌টিভ পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর রায় সাহেব আর, এন, ঘোষ এবং অধীন কর্ম্মচারীগণ ৫জন লোককে ঐ ডাকাইতীর সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এবং অপহৃত দ্রব্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ধৃত ব্যক্তি নাকি অপরাধ স্বীকার করিয়াছে এবং আরও অপরাধিগণকে ধৃত করিবার আশা আছে।

নৃশংস হত্যা-সম্পর্কে মিথ্যা স্বীকারোক্তি

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি আফিস হইতে বাড়ী ফিরিবার কালীন বরিশাল কালীবাড়ী মিউনিসিপ্যাল রোডের উপর নৃশংসভাবে নিহত হয়েন। এই হত্যা সম্পর্কে আর, এস, এন, কোম্পানীর কর্ম্মচারী ইন্দুভূষণ দাসগুপ্ত নামে জনৈক যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত হত্যা ব্যাপারের পূর্ব্বে আর একজন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইন্দুভূষণ নাকি পুলিসের নিকট অনেকবার চমকপ্রদ স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। কিন্তু যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার জন্য আনীত হয়, তখন সমস্ত অস্বীকার করিয়া বলে যে, পুলিসের পীড়ন সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ঐরূপ গল্প সৃষ্টি করিয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা
আগামী অধিবেশনে প্রস্তাবাবলী

আগামী ৩০শে জুলাই হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে, সে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী আলোচিত হইবে :—

(১) বাবু জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জ্জি প্রস্তাব করিবেন যে, লোকাল ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন ব্যাপারে ব্যালট প্রথায় ভোট দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তন করা হউক।

(২) বাবু অমূল্যচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করিবেন যে, স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার কল্পে বঙ্গের প্রত্যেক জিলার সদরে বালিকাদের জন্য একটি করিয়া হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হউক।

(৩) রায় সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন যে, অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তী জমির রাজস্বাদি নির্দ্ধারণ ব্যাপারে যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবের নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হউক।

(৪) মৌলবী তমিজুদ্দী খাঁ প্রস্তাব করিবেন যে, দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং রেভেনিউ আফিসে যে সমস্ত টাইপিষ্ট ও নকলনবীশ নিযুক্ত করা হয়, তাহাদিগকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করা হউক।

(৫) ইনি আরও প্রস্তাব করিবেন যে, কচুরীপানা ধ্বংস করিবার জন্য অবিলম্বে আইন করা হউক।

(৬) মৌলবী আবুল কাশেম অবিলম্বে বঙ্গদেশ হইতে লোক্যালবোর্ড গুলি তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিবেন।

* * * *

(৭) মিঃ এ কে ফজলল হক প্রস্তাব করিবেন যে, হাইকোর্টের এলাকার বহির্ভূত স্থানসকল হইতে জুরীর বিচার তুলিয়া দেওয়া হউক।

(৮) মিঃ এ সি ব্যানার্জ্জী প্রস্তাব করিবেন যে, নদীয়া জিলার অঞ্জনা নদীতে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

* * * * *

আর একটী প্রস্তাবে মিঃ এ, মার দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য এক লক্ষ টাকা চাহিবেন।

বিলাতে শ্রমিক সভায় রীতিমত লড়াই ও হাতাহাতি

লণ্ডনের ১৮ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মাইনার্স ফেডারেশন বা খনির শ্রমিক সমিতির বার্ষিক সম্মিলনে বিষম হট্টগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কমিউনিষ্টগণ সভাক্ষেত্রে দর্শকরূপে প্রবেশ করে।

তাহাদিগের মধ্যে এলান নামক একব্যক্তি অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়ায় এবং বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে সভাপতি মিঃ হার্ব্বার্ট স্মিথ তাহাকে সভাক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলেন। তখন মিঃ স্মিথ (বয়স ৬৯ এবং ৭০এর মধ্যে) এলানকে ধরিয়া সিঁড়ির উপর ফেলিয়া দেন, স্ত্রীলোকেরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে এবং পুরুষেরা হট্টগোল বাধাইয়া তোলে।

মিঃ স্মিথ এলানকে বাহির করিয়া দেন, এবং কমিউনিষ্ট হোগানকে ঘাড়ে ধরিয়া ধাক্কাইতে থাকেন. ডেলিগেটগণ মাঝে পড়িয়া থামাইয়া দেন।

হোগানের চশমা ভাঙ্গিয়া যায় এবং মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যায় ও সভামধ্যে ঢুকিয়া হাঁপাইতে থাকে, মিঃ হার্ব্বার্ট স্মিথ পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ইহার খানিকবাদে মিঃ কুকের সহিত অন্যান্য ডেলিগেটদিগের কথা কাটাকাটি হয়।

সিটি কলেজের ব্যাপার সম্বন্ধে আলবার্টহলে সভা

গত শুক্রবার কলিকাতায় আলবার্ট হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় সত্যাগ্রহ অবলম্বনকারী ছাত্রদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, শ্রীযুত মণীতোষ রায় চৌধুরী, ডাক্তার গুরুদাস রায় প্রভৃতি ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

জুয়াচোর দলের কীর্ত্তি

বিভিন্ন উপায়ে বহুলোককে প্রবঞ্চিত করিবার অভিযোগে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১১০ ধারানুসারের নসিরুদ্দী, মেহেরালী, মুনসুর আলী, আবদুলগণি, আমিনদ্দী, জব্বরআলী ও অপর ১১ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, চাঁদপুরের মহকুমা হাকিমের বিচারে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীগণ গত ৪ বৎসর কাল ধরিয়া এই কার্য্য করিতেছে।

প্রকাশ যে, আসামীগণও তাহাদের দলভুক্ত লোকেরা বহু লোককে এই বলিয়া প্রতারিত করিতে থাকে যে তাহারা টাকা দ্বিগুণ করিতে জানে, মাটীর নীচ হইতে গুপ্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিতে জানে, কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিতে পারে ও লোককে ফৌজদারী মামলা জিতাইয়া দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইহারা কেমিকেল সোনার গহনা আসল সোণা বলিয়া বেচিতে থাকে। সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে জানা যায় যে, আসামীগণ লোকের নিকট হইতে ৩০,০০০ টাকার উপর এই ভাবে প্রতারণা করিয়া লইয়াছে। ফরিদপুর নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে ইহাদের কাজ চলিতে থাকে। গোয়েন্দা পুলিশ দুই বৎসর ধরিয়া অবিরত পরিশ্রম করিয়া অবশেষে আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এক লম্বা রায় দিয়া প্রথম দফায় ৬ জন আসামীর প্রত্যেককে ৯০০ টাকার এক একটা জামীনে আবদ্ধ হইতে, অন্যথায় ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ২য় দফা ৭ জন আসামীর প্রত্যেককে ৫০০ টাকা এক একটা জামীনে আবদ্ধ হইতে অন্যথায় ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে আদেশ দেন, তৃতীয় দফা ৩ জন আসামীর প্রত্যেককে ৫০০ টাকা এক একটি জামীনে আবদ্ধ হইতে অন্যথায় এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড গ্রহণের নির্দ্দেশ দেন। সর্ব্বশেষ আসামীকে ৫০০ টাকার একটা জামিন মুচলেকা লিখিয়া দিতে, অন্যথায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার নির্দ্দেশ দেন। স্বভাব বদলাইবে কি ?

তুরস্কে উপাধি বর্জ্জন
"পাশা" পদবী থাকিবে না

লণ্ডনের ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদে এই জানা গিয়াছে যে, তুর্কি সরকার "পাশা" এবং ইয়োর এক্সেলেন্সী (গবর্ণর প্রভৃতি সম্মান-সূচক পদবী) প্রভৃতি উপাধিগুলি তুলিয়া দিতেছেন। কারণ এই গুলি গণতান্ত্রিকতার বিরোধী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই শ্রাবণ, বুধবার—১৩৩৫ ।

পুরুষোত্তম মাসে কর্ত্তব্য

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য-নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত)

বেদ বা তদনুগত শাস্ত্রসমূহে স্মার্ত্ত ও পারমার্থভেদে দুই প্রকার বিচার-প্রণালী পরিলক্ষিত হয়। অধিকারভেদে মানবগণ স্মার্ত্ত বা পরমার্থ-পথে রুচি-সম্পন্ন হন। যাঁহারা ক্রম-ক্রমে ভক্তিরাজ্যের পরমোপাদেয়ত্ব প্রতীতি না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগপর স্মার্ত্তগণ স্মার্ত্তশাস্ত্রানুগতাই অধিকতর শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন।

চান্দ্রমাস ও সৌরমাসে মিল রাখিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেক ৩২ মাসের পর একটি করিয়া মাস বাদ দিয়া থাকেন। এই মাসটির নাম অধিমাস। শ্রীসূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে ৩২ মাস ১৬ দিন ৪ দণ্ড অন্তর একটি অধিমাস হয়। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ঐ মাসে কোন সৎকর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা দেন নাই। কিন্তু পারমার্থিকগণ এই মাসকে সর্ব্বমাসের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি উহা বৈশাখ, কার্ত্তিক বা মাঘাদি মহা-পুণ্যমাস হইতেও মাহাত্ম্যে অধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। জীবন অনিত্য—সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের কোন অংশই বৃথা ক্ষয় করা উচিত নহে। সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে নিযুক্ত থাকাই মানবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। অধিমাস বলিয়া সেবা-কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

বৃহন্নারদীয় পুরাণের একত্রিংশ অধ্যায়ে অধিমাস-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। দ্বাদশ-মাসের আধিপত্য ও স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ-সমীপে গমন পূর্ব্বক নিজ দুঃখ নিবেদন করিলেন। শ্রীপতি কৃপা-পরবশ হইয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। অধিমাসের আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, "হে রমাপতি, আমি যেরূপ এই জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোক-মধ্যে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া ঘোষিত হইবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, তৎসমুদায়ই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম, কিন্তু এই মাসটি সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের অপরাধ কদাচিৎ হয় কিন্তু এই পুরুষোত্তম মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই অধিমাসে জপ-দানাদি বর্জ্জিত, সৎ-কর্ম্ম ও স্নানাদি রহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম মাসে যিনি আমাকে ভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধনপুত্রাদিলাভে সুখভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

শ্রীপুরুষোত্তম মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক কাহিনী দৃষ্ট হয়। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মেধা ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্ব্বাসার মুখে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তৎফলে তিনি সেই জন্মে কষ্ট পাইয়া দ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চ পতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তম মাস ব্রত আচরণ করিয়া বনবাস দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত রাজ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম মাসে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা মহামুনি বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, "পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, শালি, কাঙ্গনী ও উড়ী তণ্ডুল, বাস্তুক-হিলমোচিকা কালকাসন্দ শাক, আর্দ্রক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত দুগ্ধসার, পনস, আম্র, আতা, হরিতকী, আমলকী পিপ্পল, শুঁঠ, জীরক, তেঁতুল, ক্রমুক, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈলপক্ক ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য—এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ পরিত্যাগ করিবে। জম্বুর অস্থ্যোদ্ভুত চূর্ণ, জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ানেবু, মুসুরিকা, পর্য্যুষিত অন্ন, অজা-গো-মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ, ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন আমিষ মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত মাংস, মধু, ফল, রাই সর্ষপ, যাবতীয় মাদকদ্রব্য, দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি ডাল, তৈল, কাকাদি-ভুক্ত অন্ন, ভাব-দুষ্ট ক্রিয়া-শব্দ-দুষ্ট দ্রব্য সকল, পরান্নভোজন, পরদ্রোহ, পরদারগমন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য দূরদেশ ও পরদেশ গমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহাজনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। রজঃস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য-ব্যক্তি, দ্বিজ-দ্বেষী বেদ-বাহ্য এই সকলের সহিত আলাপ করিবে না। এই সকল ব্যক্তির দৃষ্ট ও কাক-দৃষ্ট অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন ও দগ্ধান্ন ভোজন করিবে না। পলাণ্ডু, লশুন মুস্তা, ছত্রাক গাজর কেমু নামক মূলক নালিতা সজিনা এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থ যামে ভোজন পুরুষোত্তম মাসে প্রশস্ত।

কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে ব্রতাদির কথা শাস্ত্রে যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পুরুষোত্তম মাসেও তদ্রূপ ব্রতাদির আচরণ কর্ত্তব্য। পুরুষোত্তম মাসে শ্রীশালগ্রাম শিলায় ভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চন ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নৈমিষক্ষেত্রে শ্রীসূত গোস্বামী ঋষিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতকথা শ্রবণ এবং ব্রত-পালন করে না, সেই দুর্ভাগাগণ জন্ম মরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও আত্মীয়গণের বিয়োগজনিত দুঃখ-ভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ, এই পুরুষোত্তম মাসে বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎশাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পরনিন্দা অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। প্রতিদিন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন তিনি সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করেন।"

পারমার্থী তিন প্রকার। স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ পারমার্থিকগণ ব্রতবিধানোক্ত নিয়ম সকল যথাযথ পালন করিবেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ স্ব স্ব আচার্য্য নির্দ্দেশানুসারে ব্রতপালন করিবেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা শ্রীভগবৎ প্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অতএবঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে চরমোপদেশে বিষ্ণুর রহস্য বাক্য,—'যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা, সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।' শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন, "একান্ত ভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। পরম প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। ঋষিগণ যে সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তিভক্তদিগের বিধি-বাধ্য ভাব নাই।

এ বৎসর শ্রাবণ মাসই অধিমাস। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্ত মাত্রেরই প্রিয় মাস। যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বলেন :-

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

কলিকালে শৌক্রবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয় তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার-রাহিত্যের তুল্য। পঞ্চরাত্র আরও বলেন :—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং

যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাংস্য স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) বিধানক্রমে দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। শ্রীমহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক—

এভিঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

নিম্নকুলোদ্ভূত শৌক্রশূদ্রও ইহজীবনে এই সকল কর্ম্মফল-প্রভাবে আগম-সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হন। শৌক্রজন্ম প্রাণহীন ক্রিয়াপর সংস্কার, সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন, আধস্তনিক শৌক্রপারম্পর্য্য প্রভৃতি সংস্কার গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ, বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কার বিধান হইয়া থাকে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ বৃত্ত স্বভাব লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতাবাক্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জব-লক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটীলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকাম জাবালকে সাবিত্র উপনয়ন সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎও লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ * * * কামরাগাদি দোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নো ভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"—তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কামরাগাদি দোষবর্জ্জিত শমদমাদি গুণবিশিষ্ট ভাবমৎসরতাতৃষ্ণাআশামোহহীন দম্ভাহঙ্কারাদি ত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, এতাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

বৃত্তগত বর্ণবিচার শ্রীমহাভারতের অনেক স্থলেই প্রমাণিত আছে। বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায়:—ব্রাহ্মণো ব্যাধায়

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।

ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু।
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ
তং ব্রাহ্মণমহম্মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন, আমার বিনির্দ্দেশে তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য। যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করি। কারণ বৃত্তবিচারই ব্রাহ্মণ-নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ।

বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়েও বৃত্তবিচার লক্ষিত হয়।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ

যুধিষ্ঠির সর্পতনুধৃক্ নহুষকে বলিলেন যে, হে সর্প যাহাতে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ সত্য দান অক্রোধ অহিংসা অনিষ্ঠুরতা পাপে ঘৃণা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপনয়ন-সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে বৃত্ত বিচারে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, না করিলে সত্যভ্রংশজনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যবায় ঘটিবে।

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়—

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি॥

শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র কোন গুণবিশিষ্ট হইলে এই জন্মে স্বভাবক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন। মহেশ্বর উত্তরে বলিলেন, ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তিতে জীবন যাপন করিলে শূদ্র, শূদ্রাচার ও বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্য বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। যেখানে শূদ্রে শুভকর্ম্ম ও ব্রহ্মস্বভাব বর্ত্তমান, তিনি দ্বিজজাতির মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে, ইহাই আমার ধারণা।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তরমালা

প্রশ্ন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ আছে কি?

উত্তর। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে মূলে কিছু মাত্র পার্থক্য নাই অর্থাৎ সকলেই একমাত্র ভগবানের সহিত নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বিশিষ্ট, তবে তাঁহাদের মধ্যে বিচারগত পার্থক্য আছে, তাহা লইয়াই চারিটী সম্প্রদায় হইয়াছে। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক—এই চারিটী-বৈষ্ণব সম্প্রদায়। শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ—শ্রী সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্ব মুনি—ইনি আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শুদ্ধ দ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত। রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী। রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত। সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া পরিচিত।

প্র। বৈষ্ণব মাত্রেই কি এই চারিটী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত?

উ। বৈষ্ণব হইতে হইলে অবশ্যই এই চারিটী মতবাদের কোন একটী গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় না। সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা বিফলা মতাঃ—এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সম্প্রদায়বিহীন জনগণের মন্ত্র-উপাসি বিফল হইয়া পড়ে। তাৎপর্য্য এই যে—সাধু-সঙ্গে নিরন্তর হরিভজন এবং দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহা অবমাননা পূর্ব্বক যথেচ্ছাচার করিলে দুঃসঙ্গ প্রবেশ হইয়া জীবকে হরিসেবায় প্রবৃত্ত করাইবার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলমার্গে অধঃপতিত করে।

প্র। "মহাজনো যেনগতঃ স পন্থাঃ"—এই বাক্যানুসারে যদি না আমরা সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার না করিয়া মহাজনের পথে গমন করি, তাহা হইলে কি আমাদের বৈষ্ণবতা লাভ হইবে না?

উ। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে মহাজনের ধারণা বিভিন্ন প্রকারের। মায়াবদ্ধ ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রমত্ত জনগণের নিকট তাহাদের দেহ মনের সুখ প্রদানকারী ব্যক্তিই মহাজন বলিয়া বিচারিত হন। ভোগপর কর্ম্মীর নিকট জৈমিন্যাদি ঋষি বা বিভিন্ন মত-পোষক শাস্ত্রকারগণ, চিত্তবৃত্তি নিরোধাভিলাষিগণের নিকট পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ, শুষ্ক জ্ঞানপন্থিগণের নিকট দত্তাত্রেয় কপিল বশিষ্ঠ দুর্ব্বাসা প্রভৃতি, নাস্তিকগণের নিকট চার্ব্বাক এপিকিউরাস কমটি, মিল, জৈন ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ, বিষ্ণু বিদ্বেষিগণের নিকট হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কবি, বাগ্মী, সমাজপতি, দেশনেতৃগণ মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রসার, সর্ব্ব বেদ-বেদান্তের অর্থ নির্ণায়ক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(৬।৩।২৫)—প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।

ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতি মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

অর্থাৎ জগতে যে সকল কর্ম্মী মহাজন বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল দম্ভবক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানে না, ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত। ইহারা মহাজন বলিয়া কর্ম্মী, বা ধার্ম্মিকগণের নিকট পরিচিত হইলেও বস্তুতঃ মহাজন পদ বাচ্য নহে। মহদ্গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই মহাজন, হরিবিমুখ ব্যক্তি কখনই মহাজন হইতে পারে না—হর্য্যভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে শুদ্ধভক্তগণই প্রকৃত মহাজন বলিয়া বোধ হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,

পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।
তাতে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার। তিঁহো যে কহয় বস্তু সেই তত্ত্ব-সার॥

প্র। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মতের ঐক্য আছে?

উঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একতা লক্ষিত হয়—

১। পরমেশ্বর এক এবং সর্ব্ববিধির বিধাতা।

২। পরমেশ্বরের একটী পরম সুন্দর সর্ব্বমঙ্গলময় অপ্রাকৃত স্বরূপ আছে। সেই রূপ পঞ্চভূতাত্মক স্থূল জগতে বা মন বুদ্ধি অহঙ্কার নির্ম্মিত সূক্ষ্ম জগতের অতীত ও স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অচিন্ত্য, এই জন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে অধোক্ষজ বলিয়াছেন তাঁহাতে যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে, তিনি মূর্ত্তিমান হইয়াও বিভু।

৩। জড়জগৎ ও জৈবজগৎ তাঁহার শক্তি-প্রসূত, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা মিথ্যা নহে।

৪। জীব স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত, অণুচৈতন্য, অণুত্ব-প্রযুক্ত মায়া কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছাদিত হইবার যোগ্য।

৫। ভক্তি দ্বারাই জীবের জড় বন্ধন হইতে মুক্তি হয়। জ্ঞানপথ বা কর্ম্মপথ প্রত্যয়ময়। ভক্তির অনুগত জ্ঞান ব কর্ম্মে কিছু মাত্র দোষ নাই। ভক্তি কর্ম জ্ঞান হইতে স্বাধীনা।

৬। সাধুসঙ্গ ও ভক্তি আলোচনা জীবের একমাত্র কৃত্য।

বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত এক। কেবল কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মত ভেদ আছে মাত্র।

প্র। শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্র নাকি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচা করিয়াছিলেন, তিনি কি কোন সম্প্রদা স্বীকার করিয়াছিলেন?

উ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজকে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আচার্য্য মধ্বানুগত বলিয়া পরিচ দিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি স্বতন্ত্র ভগবান তিনি জীব-শিক্ষার্থ ব্রহ্ম সম্প্রদায় স্বীকা করিয়া সাম্প্রদায়িক আচার্য্য শ্রীপা ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ-লীলা অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চাি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের মত গ্রহণ করিয় সেই সেই মতে চরম রস প্রাপ্তির অন্তরা স্বরূপ যে সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব্বপ্রকার মতের পূর্ণতা আছে বলিয় ঐ মতই সর্ব্বসার।

প্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্য তিনটী-সম্প্রদা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়কে অঙ্গী কার করিলেন কেন?

উ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্ব-মত স্বীকা করিবার তাৎপর্য্য—শ্রীমন্মধ্ব-মুনি শু দ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়া যে পঞ্চভেদে নিত্যতা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্ব করিলে কেবলাদ্বৈতবাদরূপ ভ্রম জীবকে আর কোন প্রকারেই আক্রমণ করিতে পারিবে না, তজ্জন্যই জীব-হিতার্থ জগদ্‌গু স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্প্রদায়কে আদ করিয়াছেন।

প্র। জানিলাম শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত সর্ব্বমতসার, তাঁহার মত কি?

উ। তাঁহার মত সংক্ষেপে পূর্ব্ব আচার্য্যগণ এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং। রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমাপুমর্থোমহান্। শ্রীমন্মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃপরঃ॥—আরাধ্য বা উপাস্য বিচারে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, উপাসক বিচারে ব্রজগোপীগণই শ্রেষ্ঠ, তদধীনভক্তগণও শ্রেষ্ঠ উপাসক।

প্রামাণিক শাস্ত্র মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা এবং পুরুষার্থ বিচারে প্রেমই প্রধান—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত॥

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ কৃত পদ্যানুবাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৩)

প্রেতক্ষেত্রে দ্বিজপরিবৃতঃ সর্ব্বদেবপ্রণম্যঃ
মন্ত্রং লেভে নিজগুরুপুরীবক্ত্রতো যো দশার্ণম্।
গৌড়ং লব্ধা স্বমতিবিকৃতিচ্ছদ্মনোবাচ তত্ত্বম্
তং গৌরাঙ্গং নবরসপরং ভক্তমূর্ত্তিং স্মরামি॥

সর্ব্বদেব-প্রণমিত ছাত্রগণ-পরিবৃত
গৌরহরি গয়াক্ষেত্রে গেল।
তথায় ঈশ্বরপুরী গোস্বামীরে কৃপা করি
দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা নৈল॥
গৌড়দেশে ফিরি আসি, পরপ্রেমরসে ভাসি
প্রকাশ করিল আত্মতত্ত্ব।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি সর্ব্বদা স্মরণ করি
নবরসাশ্রয়মূর্ত্তিভক্ত॥

(১৪)

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যো বভূব গতাময়ঃ।
বর্ণাশ্রমাচারপালং তং স্মরামি মহাপ্রভুম্॥

পিয়া বিপ্রপাদোদক পিয়াসিপ্রপাদোদক
নিরাময় হইলেন ধরম-শিক্ষক॥
পালি বর্ণাশ্রমাচার, পালি বর্ণাশ্রমাচার।
সেই মহাপ্রভুপদ স্মরি বারবার॥

(১৫)

লক্ষ্মীদেবীং প্রণয়বিধিনা বল্লভাচার্য্য-কন্যামঙ্গীকুর্ব্বন্ গৃহমখপরঃ পূর্ব্বদেশং জগাম।
বিদ্যালাপৈর্বহুধনমহো প্রাপ যঃ শাস্ত্রবৃত্তিস্তং গৌরাঙ্গং গৃহপতিবরং ধর্ম্মমূর্ত্তিং স্মরামি॥

শিখাইতে গৃহধর্ম্ম করেন গৃহস্থ কর্ম্ম
শাস্ত্রে কহে গৃহ নহে গৃহ।
বল্লভ আচার্য্য কন্যা সর্ব্বরূপগুণ ধন্যা
লক্ষ্মীদেবী করিলা বিবাহ॥
পূর্ব্বদেশে আগমন করি পায় বহুধন
বিদ্যালাপে শুদ্ধ গুরু-বৃত্তি।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি গৃহপতিবরে স্মরি
লোকশিক্ষাদাতা ধর্ম্মমূর্ত্তি॥

(১৬)

বারাণস্যাং সুজনতপনং সংগময্য স্বদেশম্
লব্ধা লক্ষ্মীবিরহবশতঃ শোকসন্তপ্তপ্রসূতিম্।
তত্ত্বালাপৈঃ সুখদবচনৈঃ সান্ত্বয়ামাস যো বৈ
তং গৌরাঙ্গং বিরতিসুখদং শান্তমূর্ত্তিং স্মরামি॥

সাধ্য সাধনাদি শিক্ষা দিয়া গৌরশশী।
সুজনতপনমিশ্রে পাঠাইল কাশী॥
স্বদেশে আসিয়া শুনি লক্ষ্মীর বিরহ।
সুখদ বচন মায়ে কহি অহরহ॥
সান্ত্বনা করিল তত্ত্বালাপে গৌরহরি।
বৈরাগ্য সুখদ শান্তমূর্ত্তি আমি স্মরি॥

(১৭)

মাতুর্বাক্যাৎ পরিণয়বিধৌ প্রাপ্য বিষ্ণুপ্রিয়াং যঃ
গঙ্গাতীরে পরিকরজনৈর্দিগ্জিতোদর্পহারী।
রেমে বিজ্ঞজনকুলমণিঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ
বন্দেঽহং তং সকলবিষয়ে সিংহমধ্যাপকানাম॥

মাতৃবাক্যে পুন গৌরাঙ্গ সুন্দর
বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা করিলা।
পরিকর সহ গঙ্গাতীরে বসি
দিগ্বিজয়ী দর্প হরিলা॥
বিজ্ঞজনকুল- শিখামণি গোরা
নবদ্বীপ ধাম চন্দ্ররে।
সকল বিষয়ে অধ্যাপক সিংহ
বন্দি তাঁর পদদ্বয়ে॥

(১৮)

বিদ্যাবিলাসৈ র্নবখণ্ড-মধ্যে
সর্ব্বান্ বিদ্বান্ যো বিররাজ জিত্বা।
স্মার্ত্তাংশ্চ নৈয়ায়িক-তান্ত্রিকাংশ্চ
তং জ্ঞান-রূপং প্রণমামি গৌরম॥

স্মার্ত্ত নৈয়ায়িক আর তান্ত্রিকাদি দ্বিজে।
যতেক বিদ্বান্ বৈসে নবখণ্ড মাঝে॥
সকলে জিনিলা যেই বিদ্যার বিলাসে।
জ্ঞানরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে নমি সলবাসে॥

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

লোক্যালবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন

গত ২৩শে এপ্রিল সোমবার তারিখে কৃষ্ণনগর সদর লোক্যালবোর্ডের নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। নদীয়া ও কৃষ্ণনগর এই দুইটি থানার পক্ষ হইতে একত্রে দুইজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই দুইটী পদের জন্য শ্রীযুত রণজিৎপাল চৌধুরী এম্, এল্, সি, শ্রীযুত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত মন্মথনাথ পালচৌধুরী, প্রফেসার শ্রীযুত হেমচন্দ্র দত্তগুপ্ত এম, এ ও মৌলবী নজির আহম্মদ প্রার্থী ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত মন্মথনাথ পালচৌধুরী ও মৌলবী নজির আহম্মদ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই তাঁহাদের নাম প্রত্যাহার করিয়া লন। অবশিষ্ট ৩জনের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হয়। ফলে শ্রীযুত রণজিৎ পাল চৌধুরী এম্, এল্, সি ৭৫১ এবং শ্রীযুত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ৬৯৯ ভোটে নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। দত্তগুপ্ত মহাশয় একটিও ভোট পান নাই। প্রোফেসার মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে তাঁহার জনপ্রিয় নামটী প্রত্যাহার করিয়া লইলে ৮।৯ শত হতভাগ্য ভোটারকে জল, কাদা, রৌদ, বৃষ্টি ভুগিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে হইত না। এই উপায়ে তিনি বরং দেশবাসীর কিঞ্চিৎ উপকারই করিতে পারিতেন।

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল-ধর্ম্মঘট

গত ১৯শে জুলাই রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হইতে দক্ষিণভারতীয় রেলপথে ব্যাপক ভাবে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারী কারখানার শ্রমিকেরা রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িয়া ট্রেণ চলাচল অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। পাদনুরায়ে এইরূপ ৭০ জন ধর্ম্মঘটিকে পুলিশ গেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে। সমস্ত আপ ও ডাউন ট্রেণগুলিতে স্পেশ্যাল পুলিশ-বাহিনী মোতেয়ান করা হইয়াছে।

এই ধর্ম্মঘটের ফলে ট্রেণ চলাচলের বিশৃঙ্খলা ঘটায় তীর্থযাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। সাধারণতঃ এই সময়ে শ্রীভিল্লীপুটুর, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে উৎসব উপলক্ষে তীর্থযাত্রীর সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।

এস, আই, রেলওয়ে বোর্ড ত্রিচিনপল্লী, নাগাপাটন, পোদানুর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে যে সব কারখানা ছিল, সেইগুলির পরিবর্ত্তে ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্ত্তী গোল্ডেনরক নামক স্থানে একটী নূতন কারখানা স্থাপন করেন। তাহার ফলে কতকগুলি শ্রমিক কমাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি শ্রমিককে কার্য্যত্যাগ করিতে বলেন, তাহাতে শ্রমিকরা রাজী না হওয়ার ফলে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে।

তুতিকোরিণে একখানি ট্রেনে ধর্ম্মঘটীরা ইট পাটকেল ছুড়িয়াছে এবং ষ্টেসনটি লুট করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ২১১ খানি ট্রেণ যদিও বহুকষ্টে চালান হইতেছে তাহাতে কোন আরোহী নাই। ষ্টেসন সমূহ জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

কাশীতে মহিলা-কলেজ

বারাণসীর এক সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার স্থানীয় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট মহিলা কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন-পর্ব্ব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাবের মিস ডি, এস, বালি এম, এ, অস্থায়ী ভাবে এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যারিষ্টার সসপেণ্ড

ব্যারিষ্টার মিঃ ইউ বি, শিবদাসানী হায়দ্রাবাদের জেলা জজ মিঃ আর, সি, নিশনকে লক্ষ্য করিয়া সিন্ধুর জুডিশিয়াল কমিশনারের এজলাসে বলিয়াছেন,—যে জজ নিজে আইন মানেন না, তিনি আমার মতে যে অপরাধীর বিচার করেন, তাহার অপেক্ষা অপরাধী। অভিযুক্ত অপরাধী আইন ভাঙ্গে একবার, আর ঐ জজ আইন ভাঙ্গেন দিনে দশবার করিয়া। সিন্ধুর জুডিশিয়াল কমিশনারের বেঞ্চের বিচারে মিঃ শিবদাসানী ৬ মাসের জন্য সসপেণ্ড হইয়াছেন॥

তারকেশ্বরের মহান্তের মামলা

প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের ফলে তারকেশ্বরের মহান্ত তারকেশ্বরে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন, এ সংবাদ পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তারকেশ্বরের রিসিভারের হাতে শুধু দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকার থাকে। ঐ সম্পত্তির আয় হইতে তারকেশ্বরের 'সদাব্রত' টোল, স্কুল ভাণ্ডার প্রভৃতির কাজ চালান যায় না বলিয়া ঐগুলির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহান্তকে কিছু দিতে হইবে বলিয়া রিসিভার একটী নূতন বাজেট দাখিল করিয়াছিলেন। মহান্ত ইহাতে আপত্তি করেন। হুগলীর জেলা জজ মিঃ কে, সি, নাগ এই আদেশ দিয়াছেন যে, ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের জন্য মহান্তকে ৯,৯৮২।৵০ দিতে হইবে।

পিরানিস পর্ব্বতে সুড়ঙ্গ

ক্যানফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত পিরানিস পর্ব্বতের ৫ মাইল সুড়ঙ্গ পথ ১৮ই জুলাই খুলা হইবার কথা। এই পথটি সম্পোর্ট সুড়ঙ্গ নামে অভিহিত হইতেছে। ইহাতে ফ্রান্সের সহিত স্পেনের যোগ সাধিত হইবে এবং ইহার মধ্য দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিবে।

ক্যানফ্রাঙ্ক একটি আন্তর্জ্জাতিক ষ্টেশন। ঐ ষ্টেশনে প্রেসিডেণ্ট ডুমার্গ রাজা আলফন্সোর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সুড়ঙ্গের প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইবে, প্রেসিডেণ্ট ডুমার্গ স্পেনের রাজাকে সঙ্গে লইয়া সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ফরাসী দেশে আগমন করিবেন।

রেল ক্রুর শাস্তি

গত ২০শে জুলাই তারিখে কিদা হোসেন নামক জনৈক রেল-ক্রু যাত্রীর গাড়ীর যাত্রী কোন মাড়োয়ারির নিকট হইতে ৯০ টাকা ছিনাইয়া লইয়াছিল বলিয়া আসানসোলের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুপ্ত কর্ত্তৃক ডাকাইতি অপরাধে ৯ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদানে আদিষ্ট হইয়াছে।

গোপাল বিগ্রহ চুরি
দ্বারবানের কারাদণ্ড

বালির শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বর্দ্ধন নামক এক ভদ্রলোকের দ্বারবান তাঁহার বাটী হইতে গোপাল বিগ্রহ, স্বর্ণসিংহাসন ও স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি প্রায় ৩০০০৲ টাকার দ্রব্য চুরি করিয়া পলাইবার কালে গত ২১শে জুন তারিখে মগরা ষ্টেশনে ধৃত হয়। আসামী দ্বারবান হুগলীর পুলিশ কোর্ট কর্ত্তৃক দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দেবতাকে ভোগ করিবার বুদ্ধির অদ্ভুত নিদর্শন।

ঘোড়ার মূল্য ১৪ লক্ষ টাকার বেশী

লণ্ডনের ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, "ফেলষ্টেড" নামক যে ঘোড়াটি এইবার ডার্বি ঘোড়দৌড়ে প্রথম হইয়াছিল, তাহাকে ক্রয় করিবার জন্য আমেরিকা হইতে কোনও এক ব্যক্তি ১০লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঘোড়ার মালিক স্যার এইচ, কানার্ড ওয়েন উহাকে ১৪ লক্ষ টাকায়ও বিক্রী করিতে রাজী হন নাই। পাশবিক শক্তির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে পশুর মূল্যও বাড়িবে বই কি ?

মিশরে সরকার কর্ত্তৃক কঠোরতার প্রবর্ত্তন

আলেকজাণ্ড্রিয়ার ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য সন্ধ্যায় একটী রাজকীয় আজ্ঞা প্রচার করা হইবে। এই আজ্ঞায় কমন চেম্বার ও সিনেট অর্থাৎ পার্লামেণ্ট ৩ বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে। অতঃপর নূতন নির্ব্বাচন বিষয়ে মন্ত্রিসভা স্থির করিবেন। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট শাসনতন্ত্রের ৮৮ নং বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। অর্থাৎ রাজা মন্ত্রিগণের সহায়তায় রাজ্য চালাইবেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শাসনতন্ত্রের যে বিধান, তাহাও স্থগিত রাখা হইবে। পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার দুইমাসের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে নূতন নির্ব্বাচনের জন্য আদেশ দিতে হইবে,—এই বিধানও স্থগিত রাখা হইবে।

কোন অবস্থাতেই পার্লামেণ্টারী শাসন ও মন্ত্রীদিগের দায়িত্বের পরিবর্ত্তন হইবে না, কিন্তু নির্ব্বাচন-সম্পর্কিত যত নিয়ম-কানুন আছে, তাহা সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইবে।

২০শে জুলাই তারিখে জাতীয় দল ও উদার নৈতিকদলের একটী সভা হইবার কথা ছিল, সরকার তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ভেজাল ঘৃত ব্যবসায়ে লক্ষ টাকা জরিমানা

প্রকাশ যে, ভেজাল ঘৃত বিক্রয়ের দণ্ড হিসাবে দিল্লীর ঘৃত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হইয়াছে। টাকাটা রায় বাহাদুর শেঠ বংশীলাল আমীর চাঁদের নিকট জমা আছে। এই টাকা দ্বারা গবাদি পশুর জন্য গোচারণ ভূমি ক্রয় করা হইবে। ইহাও প্রকাশ যে, মালব্যজীর নির্দ্দেশানুসারে মথুরার নিকটে কতকটা গোচারণ-ভূমি ইতঃপূর্ব্বেই ক্রয় করা হইয়াছে। পাপাচারিগণ ইহাতে শায়েস্তা হইবে কি ?

পুলিসের বিরুদ্ধে উৎকোচের অভিযোগ

বেলগাঁর এক সংবাদে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সিং ইনস্পেক্টর মিঃ টাপার প্রমুখ কতিপয় পুলিস কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে আগামী ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত সেই মামলা মুলতুবী রহিয়াছে। ইতোমধ্যে আবার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সিংয়ের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের আর এক অভিযোগ আনা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুনার গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর মিঃ পি, কে, কাকেরী বলেন প্রথম অভিযোগের তদন্ত করিতে করিতে এই ব্যাপারটা জানা গিয়াছে। প্রকাশ, আসামী মিঃ সিং ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে ৮০৲ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র নাগাঙ্কর নামক জনৈক লোক সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে বলেন আসামী ব্যবসায়ীদিগকে নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতেও উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে আদালতে মিঃ সিংয়ের একখানি সারকুলার উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেই সারকুলারে মিঃ সিং তাহার অধীন কর্ম্মচারীদিগকে এই মর্ম্মে হুকুম করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন তাহার যাতায়াত সম্পর্কে কোন কথা তাঁহাদিগের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ না করেন -দৈঃ বসুমতী

বড়লাটের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

বড়লাট বাহাদুর রাঁচি, পুরী, ভিজগপটম, রাজমহেন্দ্রী, অমরাবতী, ইন্দোর, মাণ্ড, ধর, বাড়ওয়ানি, জাওরা, জয়পুর ও দিল্লী পরিদর্শন মানসে গত ২২শে জুলাই শিমলা হইতে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি আগামী ৮ই আগষ্ট শিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

হাজার লোক গ্রেপ্তার

মানবের অধিকার রক্ষার জন্য যে স্পেনীয় লীগ আছে, তাহার সেক্রেটারী জানাইতেছেন, সমগ্র স্পেন দেশে সমাজ-তন্ত্রবাদী, গণতন্ত্রবাদী এবং উদারনৈতিক দলভুক্ত সহস্রাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি দেশে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব থাকিবার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। তবে পাছে ষড়যন্ত্র হয়, তাহার নিবারণের উদ্দেশ্যেই এই সকল গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভারতীয় বৈমানিক ইংলণ্ড হইতে তুরস্ক যাত্রা

ভারতীয় বৈমানিক মিঃ রামকোরাটকর ক্রয়ডন হইতে কনস্তান্তিনোপলে ১৭ শত মাইলের অধিক পথ তাঁহার 'পুষ্পক' বিমানে আগমন করিবার আয়োজন করিতেছেন। তাহার পর আর্থিক সাহায্য পাইলে তিনি কনস্তান্তি-নোপল হইতে করাচী— ৭ হাজার মাইল পথও অতিক্রম করিবেন।

লর্ডসিংহের দান

লর্ড সিংহ ইংলণ্ডে ৫৩৮০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা) এবং ভারতে ঊনত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালের জন্য দশ হাজার, কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্য দশ হাজার, ভবানীপুর সম্মিলনী ব্রাহ্মসমাজের জন্য দশ হাজার, ভবানীপুর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালের জন্য দশ হাজার এবং কলিকাতায় বলরাম অনাথাশ্রমের জন্য দশ হাজার, মোট ৫০ হাজার টাকা এবং রায়পুরের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদিগকে অনেক অর্থ দিয়াছেন এবং কন্যাদের এক লক্ষ করিয়া দিয়াছেন। তা ছাড়া অন্যান্য অনেককেও অনেক বিষয় দান করিয়া গিয়াছেন।

সিটি কলেজে প্রায়োপবেশন

সিটি কলেজের বি, এস, সি ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রায়োপবেশন-ব্রত গ্রহণ করিয়া কলেজ গেটে অবস্থান করিতেছেন। রামমোহন হোষ্টেলের বোর্ডারগণকে সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যতদিন না স্বাধীনভাবে পূজা করিবার অধিকার দিতেছেন এবং হিন্দুছাত্রগণ সমবেতভাবে সিটি-কলেজ ত্যাগ করিতেছেন, ততদিন তিনি অন্নগ্রহণ করিবেন না।

ট্রেণ দুর্ঘটনা
সাহেবের অঙ্গহানি

গত ১৭ই জুলাই বৈকালে কোন্নগর ষ্টেশনে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়াছে। একখানি চলন্ত ট্রেণের তলায় পড়িয়া টি, এফ, ডসন কোম্পানীর ম্যানেজার মিষ্টার এ, সি, রবিন্‌সএর দুইখানা পা হাঁটু পর্য্যন্ত কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন।

মিঃ কেলগ ও জাপান

প্রকাশ যে, মিঃ কেলগের যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত প্রস্তাব জাপান সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়াছেন, কোন সর্ত্তে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

'মহাবীর' সম্পাদকের আপীল ডিস্‌মিস্

পাঠকগণ অবগত আছেন যে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সম্পাদক এবং মহাবীর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণ লাল রাজদ্রোহ প্রচার অভিযোগে এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি উহার বিরুদ্ধে পাটনা হাইকোর্টে এক আপীল করিয়াছিলেন। গত শনিবার প্রধান বিচারপতি ঐ আপীল ডিসমিস করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার দণ্ড বহাল রহিল।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে
পূজার বাজার স্পেশ্যাল ১৯২৮

বর্ত্তমান ১৯২৮ অব্দে ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া এক মাসের জন্য পূজাবাজার স্পেশাল ট্রেণ চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। উক্ত স্পেশ্যাল কতক রাস্তা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের ব্রড গেজের এবং কতক রাস্তা মিটার গেজ সেক্‌সনের উপর দিয়া চলিবে। যে সকল ফারম তাঁহাদিগের মালপত্র এই দেশে বিজ্ঞাপিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে উক্ত স্পেশ্যালে স্থান লইবার জন্য দরখাস্ত চাওয়া যাইতেছে। এই প্রস্তাবের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত প্রস্‌পেক্টাস কলিকাতা ৩নং কয়লাঘাট ষ্ট্রীটস্থ (টেলিফোন রিজেণ্ট ৭০৫) ই, বি, রেলের পাবলিসিটী অফিসারের আফিসে পাওয়া যাইবে।

(স্বাঃ) জি, এল, ব্রোকে
ট্রাফিক ম্যানেজার
ই, বি, রেলওয়ে

নং টি ২০৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাধক জীবন

আমরা বহুদিন হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া আছি—মায়াদেবীর বড় প্রিয়ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছি। এমত অবস্থায় আমরা যদিও মায়ার দাসত্ব ছাড়িয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার জন্য কৃষ্ণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও মায়া যে আমাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দিবে, তাহা নহে। মায়া তাহার দিকে আমাদের কোন আন্তরিক টান আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শত শত বাধাবিঘ্ন উৎপাদন করিবে—কত বিভীষিকা প্রদর্শন করিবে, ধনহীনকে ধনদান বা ধনবানকে ধনহীন, মূর্খকে বিদ্বান বা বিদ্বানকে মূর্খ, স্ত্রীপুত্রাদি জনসম্প্রদান অথবা একে একে সকল জনসঙ্গ হইতেই বঞ্চন ইত্যাদি নানা উপায়ে মায়া আমাদিগকে কখনও সুখ দিয়া অহঙ্কারে স্ফীত ও কখনও বা দুঃখ দিয়া শোকাকুল করিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। যাহারা মায়া-নির্দ্দিষ্ট এই সকল সুখ দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, মায়া তাহাদিগকে লইয়া আবার চতুর্দ্দশ ভুবনে ঘুরাইয়া বেড়াইতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা মায়াকৃত ঐ সকল দৌরাত্ম্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, বরং সেগুলিকে নিজ-কৃত কর্ম্মফল 'ভগবানেরই কৃপা' এইরূপ ভাবপূর্ব্বক সহ্য করিতে করিতে কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সেবার বিধান পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, শ্রীগুরূপদিষ্ট ভজনমুদ্রাবলম্বনে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য প্রয়াসী হন—ভগবৎপদান্তিকে পৌঁছিবার জন্য একান্ত আগ্রহবিশিষ্ট হন, মায়া তাঁহাদিগের প্রতি আর কোন প্রভাব বিস্তার করিয়া উঠিতে পারে না, তাঁহারা মুক্তি-পদে দায়ভাক্ হইয়া থাকেন।

"মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে ধাই।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাই॥"

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা মায়িক ধর্ম্মে লিপ্ত থাকি, ততদিন পর্য্যন্ত সংসারের যাবতীয় মায়ামুগ্ধ জীবকুলের কাহারও অপ্রীতিভাজন হই না, কেন না তাহারা আমাদিগকে তাহাদেরই অন্যতম সমশীল বিবেচনায় উত্যক্ত করা প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু যেমনই হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে চাই, অমনিই সংসারের যাবতীয় লোকের বড় মাথাব্যথা পড়িয়া যায় আমাকে হরিভজন হইতে ছুটী করাইতে। যিনি হয়ত একবার ভুলিয়াও 'কেমন আছ?'—কথাটী জিজ্ঞাসা করিতেন না, তিনিও আজ যেন আমার একেবারে কতই না আপন—কতই না শুভাকাঙ্ক্ষী—আমার জীবনের সকল ভারটীই যেন আজ তাঁহারই স্কন্ধে পড়িয়া গিয়াছে—আমাকে অনবরতই বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—"বাপু হে, এখন কি আর তোমাদের হরিভজনের বয়স হইয়াছে, এখন গৃহধর্ম্ম কর, দুনিয়ার মধ্যে যে সকল বিষয়-ভোগ তোমার অদৃষ্টে থাকে, তাহা খুব করিয়া ভোগ করিয়া লও, শেষে বৃদ্ধবয়সে যখন আর ভোগ করিয়া উঠিতে পারিবে না, তখন কি আর করিবে, বসিয়া বসিয়া হরিনাম করিও।" আমি হরিভজন করিবার জন্য গুরু-গৃহে যাইতে চাহিলে আমার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি যাবতীয় আত্মীয় স্বজনের বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকে, তাঁহাদের সকল চেষ্টা পড়িয়া যায়, যেন তেন প্রকারেণ আমাকে সে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংসারে আবদ্ধ করিতে—আমি যেন কি ভীষণ অন্যায় কর্ম্মেই না জানি প্রবৃত্ত হইতে চলিতেছি! হরিভজন ছাড়িয়া আমি যদি তাস পাশা দাবা প্রভৃতি জুয়াখেলা খেলিয়া, মদ গাঁজা খাইয়া, যোষিৎসঙ্গ করিয়া, জীবহিংসা করিয়া, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় ঘুরিয়া—চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি করিয়া—দুনিয়ার অসভ্য হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকি, আমার তথাকথিত আত্মীয়স্বজন হয়ত অবাধে তাহা সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের যত আগ্রহ কেবল হিরণ্যকশিপু সাজিবার বেলায়। **ধন্য কলির প্রভাব।**

যে সকল আত্মীয় স্বজন নামধারী ব্যক্তি আমাদিগকে হরিভজনচেষ্টায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে চান, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদিগকে 'স্বজনাখ্য দস্যু' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রেয়োলাভার্থীর তাঁহাদিগের কোন সংশ্রবে থাকাই কর্ত্তব্য নহে। যে সঙ্গ ভক্তির অনুকূল নহে, তাহা দুঃসঙ্গ জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। "গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥" অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়া যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, গুরু, পতি, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কেহই নহেন। যাঁহারা ভক্তিপ্রতিকূল ব্যক্তি বা বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠান গুলির আচরণ করিয়াও কৃষ্ণ-প্রীতি বলিয়া জিনিষটী তাঁহাদের উপলব্ধিরই বিষয় হইতেছে না—সুতরাং তাঁহাদের চিত্ত কেবল অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ভক্তিপ্রতিকূল সঙ্গ বর্ত্তমান রাখিয়া ভক্তিঅনুকূল সঙ্গ করিতে গেলে তাদৃশ সঙ্গপ্রভাব আদৌ উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

আনন্দময় ভগবানের সেবায় জীব-হৃদয়ে নিরানন্দের কোন অবকাশ নাই। যেখানে নিরানন্দ, সেখানে ভগবৎসেবা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না—মায়া রাক্ষসী বেশ করিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। কৃষ্ণ সেবায় চাই প্রবল উৎসাহ, চাই দৃঢ় নিশ্চয়তা, চাই ধৈর্য্য বা অচঞ্চলতা, চাই তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন বা ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, চাই কৃষ্ণ ভক্ত ব্যতীত যাবতীয় সঙ্গ পরিবর্জ্জন আর চাই সাধুবৃত্তি বা সদাচার। যিনি ভক্তি-অনুকূল সঙ্কল্পের এই ষড়ঙ্গ সার করিতে পারিয়াছেন, মায়া আর তাঁহার সম্মুখীন হইবার স্পর্দ্ধা করিবে না, কৃষ্ণ-প্রীতিলাভে তিনিই সমর্থ হইবেন। সাধনাবস্থায় বহু অনর্থ আসিয়া সাধক জীবকে উত্ত্যক্ত করিতে পারে, কিন্তু সাধকের কর্ত্তব্য, তাহাতে আদৌ অভিভূত না হইয়া সাধু-সঙ্গে ক্রমপন্থায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কৃষ্ণভজন। মায়া অনেক সময় ভজনানন্দের ছলনায় আনন্দদায়িনী মূর্ত্তিতে কনককামিনী লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি জড়ানন্দ-সম্ভার লইয়া সাধককে বঞ্চনা করিতে আসিয়া থাকে, মায়ার সে কপটতা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় বলদেব নিত্যানন্দ ও তদনুগজন-গণের অভয়পাদপদ্মাশ্রয়।

পাষণ্ডদলন-বানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥
পাষণ্ডদলন আর প্রেমপ্রচারণ।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশাকপ দুষ্টা শ্বপচ রমণী যে হৃদয়ে কুনাট্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, সে হৃদয়ে কি আর সাধুপ্রেমের স্থান আছে? তাই করুণার বারিধি প্রভু নিত্যানন্দ গুরুদেব তাঁহার পাদপদ্মাশ্রিত জীবের হৃদয়গুহা হইতে সেই শ্বপচ-রমণীকে দূর করিয়া—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাজনিত সমুদয় পাপ-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া তথায় শুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার করিয়া দিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দই পাষণ্ড-দলনে একমাত্র সমর্থ—তাঁহার কৃপা-বলে পাষণ্ডতা সম্পূর্ণরূপে দলিত না হওয়া পর্য্যন্ত জড়ানন্দ দূর হইয়া জীবহৃদয়ে কিছুতেই প্রেমানন্দের উৎস প্রবাহিত হইতে পারে না।

সাধক গুরুপাদপদ্মে দীক্ষা-গ্রহণের বাহ্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াই যে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত হইয়া যান, তাহা নহে। গুরুদেব মন্ত্র প্রদান দ্বারা শিষ্যকে সেই মন্ত্র-জপ করিয়া করিতে সঙ্কল্পাত্মক মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইবার সুযোগ দান করেন। শিষ্য যদি গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া কেবল গুরূপদিষ্টমতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বুদ্ধি সহকারে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অনর্থরাশি দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপাদপদ্মে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি, তৎপরে ভাব, তৎপরে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেই যদি 'অনর্থ না বা কৃষ্ণকে আজও দেখিয়া ফেলিতে পারিলাম না'—ইত্যাদি ভাবিয়া ভাবিয়া নিরুৎসাহ হই এবং গুরুসেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে হয় গুরুদেবের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা পাইয়া বঞ্চিত হইব, না হয় ক্রমে ক্রমে হরিভজন হইতেই ছুটি লওয়ার ব্যবস্থা করিব। পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে হইলে যেমন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া কার্য্যটা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, সেইরূপ ভক্তিরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইলে অভক্তি-রাজ্যের সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিলে চলিবে না। শ্রীগুরুদেব তাঁহার আদেশ পালনে শিষ্যের ঐকান্তিকতাটীই লক্ষ্য করেন। শিষ্য গুরুদেবের মনোভীষ্ট-সাধনে সমর্থ হইবে কিনা, ভাবিয়া যদি প্রথম হইতেই সেবাকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্যই জানিতে হইবে। যদি তাঁহার ভাগ্য-ক্রমে এরূপ সদ্বুদ্ধির উদয় হয় যে, শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট প্রাকৃত যুক্তি, তর্ক, বল, বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য দ্বারা সম্পাদিত হইবার নহে, একমাত্র তাঁহার সেবোন্মুখ হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রত্যাশী হইলেই গুরুদেব বলদেব চিদ্বল প্রদান করিবেন, সেই বলে বলীয়ান্ হইয়াই অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই—অনর্থ আসিয়া আর তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবাই উদ্ধারের একমাত্র সেতু এবং সিদ্ধাবস্থায়ও ঐ সেবার নিত্যতা।

প্রশ্নোত্তরমালা

প্রশ্ন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কে?

উত্তর। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া নিজ ভজন-প্রণালী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

অবতীর্ণ হইয়া "যখন সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা জীব সকলকে তাঁহার শরণাগত হইতে উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন অনেকেই মনে করিয়াছিল—"কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া যখন এরূপ কথা বলিতেছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার কোন স্বার্থ আছে, নতুবা তিনি এরূপ বলিতেছেন কেন ?" তাই এবার তিনি ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, নিজকে ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,এমন কি কেহ যদি তাঁহাকে ভগবান্ বলিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিতেন—"আমি তোমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব, ভগবানের দাসানুদাস জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ মায়াবাদীর ন্যায় মায়াধীশ ও মায়াবশযোগ্য তত্ত্বে সাম্যজ্ঞান অপরাধজনক ও অজ্ঞানতার পরিচয়"। জীবমাত্রেরই বিশেষতঃ বদ্ধ জীবের পক্ষে ভগবৎসঙ্গাপেক্ষা ভক্তসঙ্গ অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা জানাইবার জন্য তাঁহার এই লীলাভিনয়।

প্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ তাহার প্রমাণ কি ?

উ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় ভাব ও রূপ গোপন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই জন্য শাস্ত্রে তাঁহার কথা প্রচ্ছন্নভাবে কথিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বহুশাস্ত্র স্পষ্টরূপে বর্ণন করিলেও কিন্তু পণ্ডিতাভিমানী মূর্খগণ তাহা দেখিতে পায় না বা বুঝিতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্রসার মহাভাবতে শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টভাবে গৌরাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু 'পৃথিব্যাং বহবঃ সন্তি মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। তস্মান্ন জায়তে সম্যক্ দুর্জ্ঞেয়মিদমদ্ভুতম্'॥ ভগবানের বিষয় তাঁহার কৃপা ব্যতীত কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না, অধিক কথা কি, ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হন নাই, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মায়াবদ্ধ জীবের কথা কি ? আবার তাঁহাকে না জানিতে পারিলেও আমাদের গতি নাই "নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তিনি আমাদের নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন। বেদ বলেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"।

প্র। কোন্ কোন্ শাস্ত্রে গৌরাবতারের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ?

উ। গৌরাবতারপ্রসঙ্গ যে সকল শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২।১টার উল্লেখ করিতেছি।

কূর্ম্মপুরাণে—

কলিনাদহ্যমানানামুদ্ধারায় তনুভৃতাং।
জন্ম-প্রথম সন্ধ্যায়াং ভবিষ্যতি দ্বিজালয়ে॥

—কলিদগ্ধ জীবদিগের উদ্ধারার্থ ভগবান্ কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ-গৃহে আবির্ভূত হইবেন। ব্রহ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো
ভবিষ্যতি।
দারুব্রহ্মসমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ॥

—কলির প্রথম সন্ধ্যায় দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ সমীপে লক্ষ্মীকান্ত গৌরবিগ্রহ সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিবেন।

গরুড়পুরাণে বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে—

অগ্রজশ্চৈব গৌরশ্চ সর্ব্বশুচিরভিষ্টুতঃ।
সন্ন্যাসীচৈব সন্ন্যাসজ্ঞপ্তি শ্চৈতন্যরূপকং॥

—অগ্রজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জাত গৌরহরি বিশুদ্ধ ও সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক পূজিত সন্ন্যাসধর্ম্মযুক্ত চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে—

অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

—হে ব্রহ্মন্, আমি কলিযুগে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া কোন সময় পাপহত ব্যক্তিদিগকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

মহাভারতে বিষ্ণুর সহস্র-নাম-স্তোত্রে—

সুবর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎশমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-
পরায়ণঃ॥

—সুবর্ণ বর্ণ, গলিত কাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গকান্তি-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ অবয়ব, চন্দনাঙ্কিত অঙ্গদধারী, সন্ন্যাসাশ্রমী, শম—কৃষ্ণানুশীলনশীল, শান্ত, নিষ্ঠা ও শান্তি পরায়ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

—যাঁহার কৃষ্ণ—এই দুইটী বর্ণ, যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌর, অঙ্গ, উপাঙ্গ, পার্ষদ ও অস্ত্র পরিবেষ্টিত সেই মহাপুরুষকে কলিকালে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তন-প্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ প্রমাণ আছে, স্থানাভাব বশতঃ তাহা আর বর্ণিত হইল না।

প্র। পণ্ডিতগণ বলেন—"গৌরাঙ্গ ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ"—এ কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি ?

উ। পণ্ডিতগণ ঐ প্রকার কথা কোন দিন বলেন নাই, অল্পদিন হইল অতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী স্মার্ত্ত একব্যক্তি ঐ কথাটি প্রচার করিয়া লোকবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে,' বাস্তবিক ঐ কথার কোন মূল্য নাই। যাহারা কোন দিন শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ করে নাই, রূপ সনাতনকে তাহাদেরই মত অনুস্বার বিসর্গ জানা ক্ষুদ্র পণ্ডিতাভিমানী মর্ত্ত্যজীব মাত্র মনে করিয়া তাঁহাদের চরণ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহারাই ঐ প্রকার ভ্রান্তবাক্য দ্বারা ভ্রমে পড়িতে পারে।

প্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে পরে জিজ্ঞাসা করিব। এখন চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বলুন।

উ। শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যবাদী যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহার প্রতিকূলেই এই বাদের অবতারণা। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নির্ব্বিশেষ নহেন, পরন্তু চিৎ—জীব, অচিৎ—জড়, এই দুইটী বিশেষণ যুক্ত। জীব ও জড় (যাহা রামানুজ দর্শনে চিৎ ও অচিৎ শব্দে কথিত হইয়াছে) ব্রহ্মের শরীর, শরীর শরীরীর বিশেষণ। ব্রহ্মের সহিত উহাদের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। স্ব-স্বরূপ, পর স্বরূপ, উপায়, বিরোধী ও ফল—এই অর্থ পঞ্চক রামানুজ সম্প্রদায়ের নিত্য আলোচ্য বিষয়। ইহাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণকেই স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি-বিশিষ্ট। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পুংসাং নান্যত্তত্তোষ কারণং॥ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালন করিতে করিতে বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন। তদ্ব্যতীত বিষ্ণুর তুষ্টি সাধনের আর অন্য কোন উপায় নাই—এই বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকানুসারে অর্চ্চনমার্গে ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন।

শৌচ

সর্ব্বজীব-প্রভু শ্রীভগবান্ নিত্যকাল শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে লীলা করেন। নিত্যমুক্ত পার্ষদ জীবকুলও লীলাময়ের লীলার সহায়ক রূপে নিজ প্রভু-সেবায় নিযুক্ত। আবার লীলা-কল্লোল-বারিধি শ্রীভগবান্ ও সেই ভক্তগণ ধামসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া ভাগ্যবান্ জীবগণকে নিজ সেবাসুযোগ প্রদান করেন। অমর্ত্ত্য ভগবানের সপার্ষদে এই মর্ত্ত্যে আগমন-লীলাটী করুণাময়ের স্বাভাবিক কারুণ্যের নিদর্শন।

ভূলোকে আগত গোলোকবিহারী, কেবলমাত্র যে তদানীন্তন দর্শনপিপাসু সাধুবর্গকে দর্শনদান, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ-সাধন ও নিত্য বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়া যান, তাহা নহে। তৎপরবর্ত্তী যুগযুগান্তরেরও বিষয়ী মুমুক্ষু ও মুক্তকুল নিজ নিজ অধিকারে যাহাতে তাঁহার অলৌকিকী লীলা আলোচনা করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিব, তাহা আমাদের মনের খেয়াল নহে, সেই গীতারই কথা। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেখা যায়,

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্ম-
বিনিগ্রহঃ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-
দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽ-
ন্যথা॥

অর্থাৎ, অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি,আর্জ্জবতা অর্থাৎ সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ক্ষেত্রবিকার বলিয়া আশঙ্কা করে। বস্তুতঃ ইহারা প্রত্যক্ জ্ঞান-স্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বলাভ হয়। ইহারা ক্ষেত্রের বিকার নয়, কিন্তু ক্ষেত্র-বিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীভগবানে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি একমাত্র অবলম্বনীয়। অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফল রূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অশুদ্ধ ক্ষেত্র নাশ করিয়া নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পন্ন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসন স্বরূপ ঐ ব্যাপারসমূহকে জ্ঞান অর্থাৎ সবিজ্ঞান জ্ঞান জানিতে হইবে। আর যত কিছু আছে, সে সমুদায়ই অজ্ঞান।

আমরা আজ ভক্তিদেবীর সিংহাসন স্বরূপ শৌচ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমে বক্তব্য এই যে, আলোচনাকারীর জ্ঞান ও বুদ্ধি যে পরিমাণে জড় দেশ, কাল, পাত্রে অজ্ঞতাবশতঃ আচ্ছন্ন থাকে, আলোচনার ফলে ততদূর জড়ালোচনাই হইয়া থাকে। কেননা আমরা যে জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার করি, তাহা এ জড়জগতেরই। সুতরাং জড়াতীত বস্তুর আলোচনায় ইহাদের অধিকার নাই। তবে আমরা যে পরিমাণে অলৌকিক জ্ঞান ও তদাশ্রিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট মহাজনানুগমন করিব, সেই পরিমাণে সেই জগতের কথা, সেবোন্মুখ চিত্তে উপলব্ধি করিতে পারিব।

সাধারণতঃ 'শৌচ' শব্দে আমরা বাহ্য শরীরের শুচিকে বুঝি এবং এই বিচারে মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা কায়াদি প্রক্ষালন করিয়া থাকি। কিন্তু একটু বিচার করিলে বুঝিতে পারি, যে শরীরটাকে ধৌত করিতেছি, সেই দেহটা কি জাতীয় বস্তু। ইহা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতাত্মক রক্ত, মাংস, পূয, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও বিষ্ঠার থলি মাত্র। সুতরাং স্বভাবতঃ অপবিত্র বস্তুকে বাহ্যে প্রক্ষালনাদি করিয়া পবিত্র হইলাম, জ্ঞান করা কি প্রকার বুদ্ধিমানের বিচার, তাহা চিন্তনীয়।

দ্বিতীয় প্রকার 'শৌচ' শব্দে অশৌচ লক্ষ্য করে। সেখানেও কেহ কেহ মৃত-

যন্ত্রপাত মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করাইয়া অধোদ্বারে বহির্গত করিয়া বা কেহ কেহ শ্বাস, প্রশ্বাসাদির ক্রিয়ার দ্বারা নাড়ীগুলিকে বাহির করিয়া জলে ধৌত করিয়া পুনরায় ভিতরে ঢুকাইয়া শৌচ হন। ইহাও বিচার্য্য। কেননা অন্তঃশৌচার্থে অন্তঃকরণের শুচিতা বুঝায়। সেটা নাড়ী পরিষ্কার নহে, অন্তরের ভাবশুদ্ধি। দেহ বা নাড়ী ধৌত করিলে মন ধৌত হয় না। মনে দম্ভ, কুটীলতা প্রভৃতি মলগুলি অবস্থান করিতেছে। সেই দম্ভাদি ত্যাগে সরলতার আগমনেই মনের শৌচ—অন্য উপায়ে নহে। অনেকে বাহিরে 'আকুবাকু ভাব' দেখানকে দম্ভশূন্যতা বা সরলতা বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু যে ভাবটা অন্তরের সহজ সরল ভাব নহে, কেবলমাত্র কপটতা প্রদর্শন, তাহা কোনও প্রকারে দম্ভহীনতা নহে। এই দম্ভনাশের উপায় শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে দেবর্ষি শ্রীনারদ বলেন—'দম্ভং মহদুপাসয়া'। 'মহৎ' শব্দে শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তকে বুঝায়। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সেবা দ্বারা হৃদয় দম্ভশূন্য হয়।

স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—

অপবিত্রো পবিত্রো বা
সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেদ্ পুণ্ডরীকাক্ষং
স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

আবার একাদশস্কন্ধে উদ্ধব-ভগবান্ সংবাদে শ্রীভগবান্ বলেনঃ—

শৌচং জপস্তপোহোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং
মদর্চ্চনং।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং
এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ
স্মৃতাঃ।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলেন যে, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং চেতি। তত্র, বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ কায়াদি প্রক্ষালনং। আভ্যন্তরং মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনং। অর্থাৎ শৌচ দুই প্রকার,—মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা কায়াদি প্রক্ষালন, বাহ্যশৌচ। মৈত্র, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষাদি দ্বারা অন্তঃশৌচ।

পুনরায় তিনি শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন—'কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং' অর্থাৎ কর্ম্মসমূহে অনাসক্তি শৌচ। একথার তাৎপর্য্য বিচার করা আবশ্যক। 'কর্ম্মে অনাসক্তি' অর্থে, কর্ম্মত্যাগ নহে। তবে আসক্তি শব্দে এস্থলে কি বুঝিতে হইবে? এ জগতে অকর্ম্মকৃৎ কেহই নহেন। অতত্ত্বচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অবতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্ম সকল করিবেই, করিবে। তবে কিনা জীব যখন কর্ত্তৃত্বাভিমান ও নিজফলভোগের জন্য কর্ম্মাচরণ করেন, তখন তদনুষ্ঠিত সেই কর্ম্মই তাঁহাকে বিষয়ী বা অশুচি করিয়া কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে পাতিত করে।

মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলেতে বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিতেছে ডারিয়া॥

কিন্তু ঐ ভ্রান্ত জীবের ভাগ্যক্রমে যদি সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা যদি কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনের প্রীত্যর্থে কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি বদ্ধাবস্থারূপ অশুচি অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য শুদ্ধাবস্থায় উপনীত হইতে পারেন।

শাস্ত্র ও মহাজনগণ জড় বিষয়কে বিষ্ঠা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির শৌচ কোথায়? আবার বিষয়াবদ্ধজীবের বিষয়-নিবৃত্তির সম্ভব নাই বা কোথায়? না, বিষয়ী যদি নির্ব্বিষয়ী ভগবদ্ভক্তের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করেন, তবে সাধুসেবা-ফলে তিনি বিষয়ে অনাসক্তি লাভ করত শ্রীভগবানে আসক্তি লাভ করিয়া নিজের সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। সাধু সেবায় জীব সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ স্মৃতির সুযোগ পান এবং সেই স্মৃতিতে জীবের যাবতীয় অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়া অশেষ কল্যাণ লাভ হয়। শ্রীভগবানের চরণ স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়। তাই ভাগবত বলেন—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তং॥ ১২।১২।৫৫

তাই "কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং" শ্রীমুখবাক্যের টীকায় শ্রীল সনাতন প্রভু বলেন—অনাসক্তিরেব শৌচং ন মলত্যাগমাত্রং।

আবার ঠাকুরবর গাইলেনঃ—

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

'শূদ্রলক্ষকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষণশমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।' শূদ্রের বৃত্তগত চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণে নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তগত চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদিগুণযুক্ত শূদ্রাভিহিত মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদিযুক্ত বিপ্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষী মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিনির্দ্দেশে একটী শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন—

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা
বেতি।

আমরা জানি না, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। বৃত্তবিচারে বর্ণ-নিরূপণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তেন। শমাদি গুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ শৌক্রবিচারে, যে ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই কেবল বর্ণনির্দ্দেশের হেতু নহে। যদি শৌক্রবিচার-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য অশৌক্র ব্রাহ্মণে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে শৌক্র জাতিনিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-হেতুমূলে বর্ণ নিরূপণ করিবে। মনু দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনাং হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্।
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তমোত্তম অধমাধম বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন আবার তদ্বিপরীতে প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয়। যিনি একপ্রকার স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া সাধু নিকটে অন্য প্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগামী, আত্মবঞ্চক ও চোর। যেরূপ কাঠের হস্তী, মৃগচর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি, হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেরূপ অপঠিত বেদ-ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ, হইলে কাযে লাগে না। শাস্ত্রে বৃত্তগত বর্ণ বিচার ও বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকাসত্বে শৌক্রপন্থাবলম্বনে বর্ণনির্ণয় প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

বৃত্তগত বর্ণ-নির্দ্দেশ-প্রণালী আবহমানকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু কলি-প্রাবল্যহেতু ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার অন্যায় পূর্ব্বক স্বার্থপরতাই সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শৌক্রপন্থায় যোগ্য ব্যক্তিরই অব্যভিচার বর্ণ সংজ্ঞা লাভ হইত। পুরাকালে যখনই পারম্পর্য্যপন্থায় বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিত, তখনই পাতিত্য বা উচ্চবর্ণাধিকার লাভ হইত। উদাহরণ স্বরূপ সামান্য কয়েকটী প্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

হরিবংশ ১০ অধ্যায় নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ। নাভাগ ও অরিষ্ট পুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় 'নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।' কর্ম্মবশে নাভাগও দিষ্টপুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। আবার নাভাগাদিষ্ট তনয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণে অবনতি এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণতি বর্ত্তমান শৌক্রবর্ণ বিচারে অভিনব মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বলিরাজের পাঁচটি ক্ষত্রিয় পুত্র ব্যতীত বাল্যেয় ব্রাহ্মণ পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ-বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণ পুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল। ঋষভদেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, নয় জন ক্ষত্রিয় এবং নয় জন বৈষ্ণব পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি তৎপুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হন। অজমীঢ় রাজের বংশে প্রিয়মেধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মুদ্গলরাজ হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ-বংশের সৃষ্টি। পুরুরাজ বংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ জাত হইয়াছেন। চন্দ্র-বংশীয় যযাতি-পৌত্র কণ্ব বংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কণ্ব ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ন ব্রাহ্মণ-বংশের উৎপত্তি-কারক ক্ষত্রিয় ধাষ্টর্গণ ব্রাহ্মণ হন। ক্ষত্রিয় বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ জন্য শূদ্র হইয়াছিলেন।

শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমে ব্রাহ্মণতনয়গণ অনেক সময় উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিতেন। আবার বৃত্তগত উপনয়নাদি দ্বারা দ্বিজ এবং দীক্ষা-সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার ইতিহাস তাৎকালিক ব্রাহ্মণসমাজ গঠনের সাহায্য করিয়াছে। শৌক্রসাবিত্র্য ও দৈক্ষ সাবিত্র্য উভয় প্রকারেরই বর্ণ নির্দ্দেশের কারণ ছিল এবং এক্ষণেও তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত

হইলেও পুনঃ স্থাপিত হইবার বাধা নাই। বৈষ্ণবগণ বৃত্তগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন তাহাতে জাতি সামান্যের দোষ স্পর্শ করে না।

—

নানা কথা

নদীয়ার মহারাজার শোকসভা

আগামী ৩০শে জুলাই সোমবার সন্ধ্যা ৫ টার সময় কলিকাতায় টাউন হলে নদীয়ার মহারাজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হইবে। কলিকাতার সেরিফ সাহেব এই সভার আয়োজন করিয়াছেন। গবর্ণর এই সভার সভাপতি হইতে রাজী হইয়াছেন।

—

কৃষ্ণনগরে চ্যারিটি খেলা

দীনেশ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে আগামী ২৯শে জুলাই রবিবার কৃষ্ণনগরের খেলোয়াড়গণের বাছাই দলের সহিত ডি, সি, এল, আই দলের খেলা হইবে।

—

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির উপনির্ব্বাচন

কৃষ্ণনগর ২৩শে জুলাই মৌলবী এম, আকবরউদ্দিন পদত্যাগ করায় মিউনিসিপ্যালিটির ৩নং ওয়ার্ডের উপনির্ব্বাচনে জমিদার শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন সিংহকে হারাইয়া দিয়া বাবু সূর্য্যকুমার শাহা (মদ্য-ব্যবসায়ী) জয়লাভ করিয়াছেন।

—

নদীয়া-জেলা-কংগ্রেসের সভাপতি

ডাঃ এ, এন, দে পদত্যাগ করায় গত ২০শে জুলাই তারিখের এক সভায় উকীল শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

—

মিশর জাতীয়দলের ইস্তাহার

কায়রোর ২২শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ওয়াফদ বা জাতীয়দল একটি ইস্তাহার জারি করিয়া পার্লামেণ্ট বন্ধ করায় তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, যখন সিরিয়া, ইরাক ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশসমূহ পার্লামেণ্টারি গঠনমূলক শাসনের উদ্ভাবন করিতেছেন, তখন মিশর-সরকার জোর করিয়া মিশরকে অতীতের দুর্নীতির মধ্যে টানিয়া নিতেছেন। বিদেশীদিগের এবং নিজেদের স্বার্থপূরণের জন্য মিশর সরকার তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফল যে কত সাংঘাতিক তাহা তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন না। এই বিষময় ফলের গুরুত্ব একমাত্র ভগবানই জানেন।

—

বিখ্যাত ডাকাইত ধৃত

পূর্ণিয়া জিলার ঠাকুরগঞ্জ থানার অধীন গলগলিয়া হইতে জনৈক সংবাদ দাতা জানাইয়াছেন, ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ডাকাইত রাজবংশী লবণ কাতড়া গত ১৮ই জুলাই রাত্রিতে গ্রেপ্তার হইয়াছে। উক্ত থানার দারগা বালমুকুন্দ ঝা, ভদ্রপুরের লাল বাহাদুর ভাট ও ৩৩।৩৫ জন পুলিসের সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। লবণ বস্তীতে গিয়া ধরা পড়ে। লোকটার সঙ্গে তখনও একটা বন্দুক, একখানা গুপ্তী ও একখানা তরবারি ছিল। তাহাকে চালান দেওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চল পূর্ণিয়া, দার্জ্জিলিং ও নেপালের সীমান্ত বলিয়া লোকটার পলাইয়া বেড়াইবার পক্ষে সুবিধা ছিল। সকল স্থানেই রাজকর্ম্মচারীরা ইহাকে ধরিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। ইহার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্য আগামী ৩রা জানুয়ারী দিল্লীতে এক প্রতিযোগী পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এই পরীক্ষার পর কতজনকে গ্রহণ করা হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ, ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে।

বরিশালে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান

মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য সম্পর্কে হিন্দুগণ যে দেওয়ানী মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান গণের বিরোধ-মীমাংসার সর্ত্তানুসারে তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। পক্ষগণকে নিজ নিজ ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবে।

—

পর্ত্তুগালের নিকট ষ্টীমার সংঘর্ষ

পি, এণ্ড ও, কোম্পানীর "ডেণ্টা" নামক ষ্টীমারের সহিত জাপানের ইয়োকোহামা বন্দর হইতে বোম্বাই হইয়া লণ্ডন যাইবার পথে ফ্রান্সের ডনকার্ক বন্দর হইতে ইয়োকোহামা যাত্রা কালে "সিটি অব খিয়স" নামক ষ্টীমারে পর্ত্তুগালের রাজা অন্তরীপের নিকট সংঘর্ষ হয়। সে জন্য ডেণ্টা ষ্টিমারখানাকে লিসবনের পোতাশ্রয়ে নঙ্গর করা হইয়াছে। উহার তলদেশে ছিদ্র হইয়াছে।

মুলতান মিউনিসিপ্যাল সভায় তাণ্ডবলীলা

গত ১৬ই জুলাই অপরাহ্ণে মুলতান মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ কমিটির অধিবেশন হয়। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য খাঁ বাহাদুর সৈয়দ রজন বক্স গিলানি ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জলের কর সম্বন্ধে ঐ সভায় বিশেষ তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। অবশেষে দর্শকগণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করায় সভাভঙ্গ হয়। জনতা ৩ খানা বেঞ্চ, প্রায় ১ ডজন শার্সি ও ৩টি বৈদ্যুতিক আলোকের বাল্‌ব ভগ্ন করে। সভা গৃহের বাহিরে প্রায় ৫ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

—

দক্ষিণ ভারত রেল ধর্ম্মঘটে ভয়ঙ্কর অবস্থা

ধর্ম্মঘটিরা ২০শে তারিখে ১খানি ২১শে তারিখে ১খানি ও ২৩শে তারিখে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ লাইনচ্যুত করিতে পারিয়াছিল, তাহার ফলে একজন স্ত্রীলোক নিহত ১১জন লোক গুরুতর ভাবে এবং ২০জন লোক সামান্য ভাবে জখম হইয়াছে। ২জন ড্রাইভারও আহত হইয়াছে। গত ২৩শে তারিখ হইতে রাত্রে ট্রেন চালানো বন্ধ করা হইয়াছে। ট্রেন ধ্বংস করিবার জন্য যে বা যাহারা চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদিগকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তুতিকোরিণ হইতে আরও ভয়াবহ খবর আসিতেছে। ধর্ম্মঘটিরা ২৩শে তারিখে তথাকার রেলষ্টেশন আক্রমণ করিয়া ষ্টেশনের এবং রেলপথের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সেই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। জনতা ভীষণ আকার ধারণ করায় ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে যদি কাহাকেও রেলওয়ের সম্পত্তির ক্ষতি করিতে দেখা যায় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করা হইবে। তুতিকোরিণে ২৩শে পর্য্যন্ত ১৪জন লোক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—

কোকেনওয়ালা ধৃত

হরি কাহার নামক একব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে হ্যারিসন রোড দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় উহার শরীর তল্লাসী করে, ফলে এক শিশি কোকেন পাওয়া গিয়াছে। আসামী বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

জোড়াসাঁকো পুলিশ খবর পাইয়া শম্ভু চাটার্জ্জি লেনের সেখমন্থুর বাড়ীতে হানা দিয়া চৌকাটের ভিতর হইতে অনেকটা কোকেন প্রাপ্ত হয়। আসামী ফেরার আছে। পুলিশ আসামীর খোঁজে আছে।

বারদৌলী সমস্যাসম্পর্কে গভর্ণর

গত ২৩শে জুলাই তারিখে পুনা সহরে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন করিতে গিয়া গবর্ণর সার লেসলী উইলসন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বারদৌলী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গভর্মেণ্টের মনোভাব স্পষ্টভাষায় বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে সব সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি আপোষ নিষ্পত্তির ভিত্তি স্বরূপ উপস্থিত করা হয় নাই তাহাই সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুবিবেচিত সিদ্ধান্ত এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ঐ সব সর্ত্তের উপর যদি আপোষনিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে বারদৌলী তালুকে শান্তি এবং আইন রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না, তাহার ফলে যাহাই ঘটুক। বর্ত্তমান সমস্যা অধিক স্থায়ী হইতে দেওয়া বাস্তবিকই অসম্ভব এবং যথাসম্ভব সত্বর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। বারদৌলী তালুকের অধিবাসীদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাঁহাদিগকে যে সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিলে অদ্য হইতে ১৪দিনের মধ্যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মাননীয় রাজস্ব সচিবকে জানাইতে হইবে। ঐ সব সর্ত্ত অস্বীকার করার পরিণামে কৃষকদের কিরূপ দুঃখকষ্ট উপস্থিত হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট ও বারদৌলীর কৃষকদের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়া উঠিবে তাহার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে সর্ত্তগুলি অস্বীকার করা হয়। কারণ যদি আপোষনিষ্পত্তি না ঘটে, তাহা হইলে আইনের বিধান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় এবং আবশ্যক মনে করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের বিধিবিহিত কর্ত্তৃত্ব যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহত থাকে তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করিবেন। বারদৌলী তালুকের বর্ত্তমান আন্দোলন আইন অমান্য ছাড়া আর কিছু নহে। আইন অমান্যের অনিবার্য্য ফল কি তৎসম্বন্ধে জনতাকে সচেতন করিয়া দেওয়াও আবশ্যক।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

হামিদপুর গ্রামে একটি কুটীরের উপর বজ্রাঘাত হওয়ায় একটি বালিকা মারা গিয়াছে। আর দুইটি বালক বালিকাও অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগোদাদেবী

শ্রীধন্বিপুত্তুর নামক নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বারের স্বহস্ত-কর্ষিত তুলসী কাননে শ্রীগোদাদেবী আবির্ভূতা হন। জনকরাজ সদৃশ বিষ্ণুচিত্ত স্বীয় কন্যাজ্ঞানে গোদাকে লালন-পালন করিতেন।

৯৭ কলিগতাব্দে নলবর্ষে বৈশাখমাসে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে গোদাদেবী পৃথিবীতে আবির্ভূতা হন। গুরুমাহাত্ম্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গরুড় বিষ্ণুচিত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিলে লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের নিকট বিষ্ণুচিত্তের তনয়ারূপে পৃথিবীতে প্রকট হইবার প্রার্থনা করেন। নারায়ণ সেই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহার গোদামূর্ত্তি পৃথিবীতে সকল নারায়ণ-মন্দিরে অর্চ্চিত হইবেন আজ্ঞা করেন। লক্ষ্মী গোদা নাম্নী অর্চ্চার উপাসনাবলে শ্রীবৈষ্ণবগণ মোক্ষ লাভ করিবেন। শ্রীনারায়ণের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি অন্যতমা ইচ্ছাশক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা বা নীলা নাম্নী শক্তিত্রয় মূর্ত্তাকারে মহাবিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। নীলা বা দুর্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী। তাঁহার অংশে গোদা ধরায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

গোদা শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে একজন আল্‌বর্। নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই একমাত্র আল্‌বর্ শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে আল্‌বর্ বলিতে ইচ্ছা করেন না তাঁহারা দশটী আল্‌বর্ স্বীকার করেন।

বিষ্ণুচিত্ত অহর্নিশ পুষ্পতুলসী কাননের রচনা করিয়া কাননজ পুষ্পতুলসী সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার মালা গাঁথিয়া বটশায়ী ভগবানকে সমর্পণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধি সহিত গোদা ক্রমশঃ বাল্যোচিত চাপল্যে রত হইলেন। তাঁহার পিতা বিষ্ণুচিত্ত যে সকল পুষ্পতুলসী ও মালাদি ভগবান বটশায়ীর জন্য পবিত্রভাবে সঞ্চয় করিতেন বালিকাস্বভাবক্রমে গোদা সেইগুলি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষায় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। একদিন সেইরূপ ব্যবহার বিষ্ণুচিত্তের নয়ন-পথে পতিত হইল। তিনি কন্যা গোদাকে যারপরনাই তিরস্কার করিলেন ভগবানের জন্য পুষ্পতুলসী তাঁহাকে দিবার পূর্ব্বে তুমি ঐগুলি নিজঅঙ্গে ধারণ করিয়াছ, ইহাতে মহা সেবাপরাধ হয়। ... তাঁহার নির্মাল্য জীবের গ্রাহ্য। জীবের ভুক্তা... শেষ হয় আমি ভগবানকে তাহা অর্পণ করিতে পারিব না। বিষ্ণুচিত্ত সেইদিন নিজকৃত্য বটশায়ীর মন্দিরে গেলেন ও নিজকৃত্য সম্পন্ন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি নিদ্রাবশে দেখিতেছেন যেন বটশায়ী ভগবান সম্মুখে আসিয়া পুষ্পতুলসী না লইয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিষ্ণুচিত্ত কারণ নিবেদন করিলে বটশায়ী বলিলেন, গোদা মাল্যাদিধারণ করিলে তাহা অপবিত্র হয় না বরং আমার অধিক প্রীতির বিষয় বলে জানিবে। তোমার কন্যা মাল্যাদি ব্যবহার করিয়া আমায় দিলে আমায় অধিকতর প্রীতির বিষয় হইয়া থাকে। বিষ্ণুচিত্ত নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বীয়কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদ্দিবসাবধি তিনি তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্মীর অবতার জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদীয় ব্যবহৃত পুষ্পতুলস্যাদি শ্রীবটশায়ীকে প্রত্যহ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

গোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত মনোবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল শ্রীনারায়ণ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন মর্ত্ত্য পুরুষের পাণিগ্রহণ হৃদয়ের কোন দেশে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-ললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল। তদ্ভাব-ভাবিত হইয়া ভগবৎপ্রেমলাভকল্পে তাঁহার চেষ্টাসমূহ লক্ষিত হইতে লাগিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ হইল।

বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি দর্শনে তাঁহার দশশতাব্দিপ্রায় সংগ্রহ মানসে উদ্বাহের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। গোদা মর্ত্ত্য-মানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্ত্য-জীবের সহিত বিবাহ দিলে আমার জীবনাবসান হইবে, এ কথা পিতৃ-সন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত গোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয়ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তরশত মূর্ত্তির উল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পা সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্টা হইয়াছেন, প্রকাশ করিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের সহিত গোদা কিরূপে বিবাহ হইবে, তদ্ভাবনায় বিষ্ণুচিত্তের উৎকট চিন্তা উপস্থিত হইল অবশেষে চিন্তামগ্ন হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় শ্রীরঙ্গনাথ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কন্যা গোদা করগ্রহণ প্রস্তাব করিতেছেন, দেখি... পাইলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের প্রধান সেবক ভগবদাদেশে উত্তম দৈবকমণ্ডলী, ছত্র চামরাদি প্রভৃতি শ্রীবিল্লীপুত্তুরে প্রেরণ করিলেন। তথায় গিয়া শ্রীগোদাদেবীকে রাজকীয় সম্মান ও সম্ভারের সহিত আনিবার জন্য অনুমতি দিলেন। শ্রীরঙ্গ হইতে প্রেরিত সম্প্রদায় যথাকালে বিল্লিপুত্তুরে গমন করিয়া বিষ্ণুচিত্তকে শ্রীরঙ্গনাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। বিষ্ণুচিত্তও বটশায়ীর নিকট সকল কথা জানাইলেন এবং তাঁহার সম্মতিও প্রাপ্ত হইলেন। গোদার জন্য মণিময় সিংহাসন প্রস্তুত হইল। তাহার চতুর্দ্দিকে আবরণ। শ্রীগোদা আর মর্ত্ত্য-মানবের পরিদর্শনের যোগ্য বস্তু নাই। শ্রীভগবানের অন্তঃপুরচারিণী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

মঙ্গ-কোলাহলে শঙ্খভেরীবাদ্যাদি দ্বারা দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করিয়া গোদাদেবী শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীত হইলেন। বিষ্ণুচিত্তের শিষ্য কল্প মথুরাবাসী রাজা বল্লভদেব তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষ-শয্যারোহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীন হইলেন। আর নরচক্ষুর গোচর হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

তখন দৈববাণী হইল, বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি। পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সমাদৃত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুরে গিয়া জীবনাবধি কাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। ইহাই গোদা চরিত্র।

আধুনিক পণ্ডিতগণের কালবিষয়ক গবেষণা পাঠে জানা যায় যে, গোদাদেবী শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে গোদার ন্যায়, কুলশেখরের কন্যা শ্রীরঙ্গনাথের কর গ্রহণ করেন সুতরাং যামুনাচার্য্যের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদের অভ্যুদয় কাল হওয়া উচিত।

গোদাদেবী-রচিত তামিলভাষায় তিরুপ্পাবই নামক গ্রন্থ আছে। কেহ বলেন তাঁহার রচিত তামিল গ্রন্থের নাম নাচ্চিয়ার তিরুমঝি।

পাঠ ও কীর্ত্তন

শ্রীচৈতন্যমঠ পরবিদ্যাপীঠে

পুরুষোত্তমমাসে অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ষট্‌সন্দর্ভ পাঠ, ব্যাখ্যা ও ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সংকীর্ত্তন হইতেছে।

প্রশ্নোত্তরমালা

প্রশ্ন। এখন বলুন, ব্রহ্ম-আচার্য্যগণ কি বলিয়াছেন?

উত্তর। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতের তাৎপর্য্য এই যে, কেবলাদ্বৈতবাদে উপাধিনিষ্ঠ ভেদ স্বীকৃত হইলেও চরমে জীবব্রহ্মের ঐক্যই প্রকাশিত হয়। এই প্রকার মত বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বেদ-বিরুদ্ধ। বৌদ্ধ মত অবলম্বনেও উক্ত বেদাশ্রয় নাস্তিক্য মাধ্ব প্রতিকূলে এই মতের অবতারণা। অতএব এই মতের নাম হইয়াছে শুদ্ধ দ্বৈত অর্থাৎ শুদ্ধাবস্থাতেও জীব ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান, কোন অবস্থাতেও জীব ব্রহ্মের অদ্বৈত অর্থাৎ অভেদ সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ দ্বৈত বাদে পঞ্চ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, (১) ঈশ্বরে জীবে ভেদ (২) জীবে জীবে ভেদ (৩) জীব জড়ে ভেদ (৪) জড়ে জড়ে ভেদ, (৫) ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ। শুদ্ধ দ্বৈত বাদে কেবলাদ্বৈত বা জীব-ব্রহ্মৈক্য বাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। কথিত আছে, কোন সময় শঙ্কর শিষ্য মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য ভারতীর সহিত মাধ্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য অক্ষোভ্য মুনির বিচার হয়, তাহাতে বিদ্যারণ্য পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত মাধ্ব সম্প্রদায়ে এই শ্লোকটী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে—

"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব-প্রভেদিনা বিদ্যারণ্যমরণ্যানি অক্ষোভ্য মুনিরচ্ছিনৎ"।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ মধ্বমত অবলম্বন করিয়া প্রমেয় রত্নাবলী নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে ৯টী প্রমেয় শ্রীমধ্ব সম্মত বলিয়া বিচারিত হইয়াছে—

(১) বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, (২) বিষ্ণু নিখিল বেদ-বেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ শ্রীকৃষ্ণের সেবক, (৬) জীবের মধ্যে মুক্ত ও বদ্ধ ভেদ বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণু-পাদপদ্ম-লাভই জীবের মুক্তি, (৮) জীব মুক্তির কারণ বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদ এই তিনটী প্রমাণ। শাস্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় প্রকারের বাক্য আছে দেখা যায়, অতএব যুগপৎ দ্বৈত ও অদ্বৈত স্বীকার করিতে হইলে দ্বৈত বাক্যেরই প্রাবল্য স্বীকৃত হইয়া পড়ে, অদ্বৈত বাদ কখনও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য হইতে পারে না। কথিত আছে, কোন সময় শ্রীমধ্বাচার্য্যের সহিত কোন শাঙ্করিক পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল। তাঁহার বিচারে তাঁহারা উভয়েই মনে মনে শ্রীল ব্যাসদেবকেই মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব শাঙ্কর মতাবলম্বী পণ্ডিতকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যকে আদর করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রাচীন জনশ্রুতি আছে।

কেবলাদ্বৈত বাদরূপ ভ্রম হইতে দূরে রাখিবার জন্ত লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মতকে আদর করিয়াছেন।

প্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি সর্ব্বতোভাবে শ্রীমাধ্বমত অবলম্বন করিয়াছিলেন? উভয়ের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই?

উ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধ্বমত অবলম্বন করিয়া উহাতে যাহা অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহার পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন। পরন্তু শ্রীমধ্বমত ও শঙ্কর-মত যেরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের মত সেরূপ বিপরীত গতিবিশিষ্ট নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্, অনর্পিতচর-উন্নত-উজ্জ্বল-রসপ্রদান করিবার জন্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি জীবের উন্নত উজ্জ্বল রসপ্রাপ্তির অন্তরায়-স্বরূপ অসম্পূর্ণাংশগুলির পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন মাত্র। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের বিশেষ-চতুষ্টয় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—(১) ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, (২) দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ, (৩) বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, (৪) লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বং ইত্যেবং মতবিশেষঃ—অর্থাৎ ভক্তবিপ্রগণেরই মোক্ষ, ভক্তগণ মধ্যে দেবতাগণই মুখ্য, ব্রহ্মার সাযুজ্য এবং লক্ষ্মীর জীব-কোটিত্ব শ্রীমধ্বমতে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে ঐ চারি প্রকার বিশেষ স্বীকৃত হয় নাই।

প্র। পূর্ব্বে যে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতের কোন্ কোন্ স্থলে পার্থক্য আছে?

উ। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মোটেই স্বীকৃত হয় নাই, বস্তুতঃ শাস্ত্র জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহারা শ্রীনারায়ণকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া কৃষ্ণকে তাঁহার অংশ-অবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরন্তু এই প্রকার বিচার শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী। যাহাতে সর্ব্বপ্রকার ভাব সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য লাভ করে, তিনিই ভগবান্। শ্রীনারায়ণে শান্ত, দাস্ত, গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত সুদাম, সুবল প্রভৃতির ন্যায় বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব অর্পণ করা যায় না। কিন্তু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ বস-পঞ্চকের উপাস্য হন। শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাপেক্ষা উৎকর্ষ না থাকিলে নারায়ণ-পত্নী শ্রীদেবী গোপীদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিতে উৎকণ্ঠিতা হইবেন কেন?

দেহত্যাগই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নহে

সংসারে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বিয়োগ বা তাহাদের কোন কঠোর বাক্য শ্রবণে, কি তাহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে অসামর্থ্যনিবন্ধন হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনা-অনুভব কিম্বা কোন মূল্যবান্ সম্পত্তি নাশ প্রভৃতি দ্বিতীয়াভিনিবেশজ কারণ হইতে আমাদের হৃদয়ে অনেক সময় নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বিচার করি, “আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে যাহাতে কোন ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, এজন্ত ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা জানাইলাম, কিন্তু ভগবান্ তাহা শুনিলেন না, আমাদের বড় সাধে বাঁধ সাধিয়া বড় প্রীতির বস্তুটিকেও আজ বুক হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তাই কৃষ্ণের প্রতি আমাদের বড় অভিমান হইয়াছে, সুতরাং এ দেহ আর রাখিব না, দেহত্যাগ করিলেই শোধ হয় শোক যাইবে, কিম্বা কৃষ্ণ আমাদিগকে দর্শন দান করিয়া আমাদের কাম্যবস্তু মিলাইয়া দিবেন।” আমরা অনেকে মূর্খতা-দোষে এই বিচারে প্রমত্ত হইয়া পাষাণে মাথা কুটিয়া, কি জলে ডুবিয়া কি, আগুনে পুড়িয়া কিম্বা বিষ খাইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়া থাকি। জড় ভোগাভাব-জন্ত বিরহকেই কৃষ্ণবিরহ বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। কিন্তু কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ যে আমাদের কেবল নিজ নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ লইয়া, কৃষ্ণসেবার জন্ত যে নহে, তাহা মায়া-বিমোহিতমতি আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। জড়ের বিরহে কাতর হইয়া আমরা অনেকে ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ক্রন্দন বা সাত্ত্বিক বিকারসমূহ অনুকরণ দ্বারা কৃষ্ণবিরহ-বিধুরতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভের ভাব প্রচার করিয়া থাকি; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সে সকলকে কপটতা বলিয়া তাহার প্রশ্রয় দিতে চাহেন না—বলেন, জড় ভোগাভাবে ব্যথিত-চিত্ত হইয়া কৃষ্ণবিরহ-ব্যথিতের ছলনায় যে স্থূল দেহত্যাগ চেষ্টা, তাহা আদৌ কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল নহে, বরং ভয়ঙ্কর প্রতিকূল—আত্মহত্যা মহাপাপ মাত্র।

অনেকে আবার মনে করেন, মনুষ্য দেহটাই যত নষ্টের মূল, বিষয়-ভোগ করিবার পক্ষে বড়ই অপটু, সুতরাং একটা দেব-দেহ লাভ করিয়া স্বর্গাদি লোকে থাকিতে না পারা পর্য্যন্ত আর সুখ নাই, কেহ বলেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্যই সুখের, কেহ বা বলেন, ঈশ্বরসাযুজ্য বা কৈবল মুক্তিই সুখের, আবার কাহারও মত বৈকুণ্ঠে গিয়া চতুর্ব্বিধা মুক্তি না হইতে পারিলে আর শান্তি নাই—এই মনে করিয়া এই মানব-দেহ ত্যাগের অভিপ্রায়ে কেহ যাগ যজ্ঞ ব্রত হোম জপ তপ দান ধ্যান—খুব ধূমধাম লাগাইয়া দেন, কেহ শঙ্করানুগত্যে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে মত্ত হন, কেহ বা পতঞ্জল ঋষির আনুগত্যে খুব যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদিতে ব্রতী হন, কেহ বা বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি, সারূপ্য সামীপ্য ও সালোক্য এই মুক্তিচতুষ্টয় লাভের জন্ত বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন।

এইরূপে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বৈকুণ্ঠস্থ মুক্তিচতুষ্টয়প্রার্থীর এক এক জন এক এক প্রকারে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প। ইহাদের প্রায় সকলেরই মত, যে দেহ তাঁহাদের তথাকথিত কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাকে কষ্ট জ্ঞান ও বৈরাগ্যাবলম্বনে প্রায়োপবেশনাদি কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ক্ষীণ করিয়া কিম্বা তথাবিধ যে কোন উপায়েই হউক ত্যাগ করিতে পারিলেই বুঝি কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া দর্শন ও অভীষ্ট প্রদান করিবেন। অনেকে নাটক নভেলাদি পড়িয়া একটা আজগুবি ধারণা করিয়া রাখেন যে, অমুক ব্যক্তি চোখ ফুঁড়িতে গিয়া, কি জলে ঝাঁপ, আগুনে ঝাঁপ দিতে বা বনে হিংস্র জন্তুর মুখে পড়িতে কিম্বা ঐ প্রকারের কোন উপায়ে দেহত্যাগ করিতে গিয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বসিয়াছেন, সুতরাং আমরাও হয়ত ঐরূপ কোন একটা অসম-সাহসিকের কার্য্য করিতে গেলেই কৃষ্ণকে পাইয়া বসিব।

ইহাদের বিচার—চক্ষু কৃষ্ণভিন্ন অন্যরূপ দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হয়, সুতরাং সেটাকে কাণা করিয়া দিলে আর অন্ত রূপ দেখিতে পারিবে না, কর্ণ ইতর কথা শুনিতে চায়, তাহাকে বধির করিতে পারিলেই বুঝি আর ইতর কথা শুনিতে হইবে না, নাসিকা কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত তুলসী বা নির্ম্মাল্য আঘ্রাণ করিতে চাহে না, তাহার ঘ্রাণশক্তি রোধ করিতে পারিলেই বুঝি নিস্তার, জিহ্বা ভগবৎ-প্রসাদ ও ভগবৎকথা ব্যতীত অন্য বিষয়ের আস্বাদনে নিযুক্ত থাকিতে চায়, তাহাকে ছেদন করিতে পারিলেই বুঝি ইতর রসাস্বাদনপ্রবৃত্তি দূর হইবে, ত্বক্ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যের গাত্রস্পর্শ করিতে চায়, তাহাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিলেই বোধ হয় নিষ্কৃতি, পদদ্বয় ভগবদ্ধাম ও ভক্তসম্বারাম পরিক্রমণ না করিয়া গৃহ পরিক্রমণ করিতে চায়, তাহাকে অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই বুঝি সব গোল চুকিয়া যায়, মস্তক কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ পাদপদ্মে নত হইতে চাহে না বলিয়া মস্তকটা ছেদন করা আবশ্যক—ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বলিতে ইহারা বুঝিয়া বসিয়াছে যে, কোন গতিকে ইন্দ্রিয়গুলির অস্তিত্বই লোপ করিতে হইবে অর্থাৎ দেহটাকেই নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ব্যাপার যে আদৌ তাহা নহে, ঐরূপে দেহত্যাগ যে মহাপাপকার্য্য, তাহা উঁহাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে? শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া মনোধর্ম্ম-চালিত অনর্থযুক্ত সাধকগণকে ঐরূপ দেহত্যাগের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন।—মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

“সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি ‘ভক্তি’ বিনে॥
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে ‘প্রেমোদয়’।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্ত হৈতে নয়॥”

শ্রীভগবানের এক নাম হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইহা ভগবানেরই প্রদত্ত বস্তু। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণানুশীলনই ভগবদ্দত্ত বস্তুর সদ্ব্যবহার বা যুক্ত বৈরাগ্য। ভগবদ্দত্ত বস্তু দ্বারা ভগবৎসেবা না করিয়া তাহা নিজ ভোগার্থে গ্রহণ বা ত্যাগের প্রয়াস কৃষ্ণবিমুখতা—যাহা আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইন্দ্রিয়বর্গের রাজা—মন। মনকে ইতর বিষয় হইতে টানিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে নিযুক্ত করিতে পারিলেই সর্ব্বেন্দ্রিয়নিগ্রহ, কৃষ্ণসেবাব্যতীত অন্য চেষ্টা দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ চেষ্টা কৃষ্ণভক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জীবাত্মার সহজ সরল ভাব যে প্রীতি, তাহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

তবে সিদ্ধ অনুরাগী ভক্তের গাঢ় বিপ্রলম্ভ-জনিত যে দেহত্যাগেচ্ছা, তাহা সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-চালিতা ও কৃষ্ণপ্রীতি-চেষ্টাময়ী, তাহাতেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি। কৃষ্ণের বিরহে প্রেমিকভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; সেই প্রেম-বলেই তিনি কৃষ্ণকে পান, দেহত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না।

“প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পারে মরিতে॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥”
—(চৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ড।)

এই অবস্থায় নিরন্তর কৃষ্ণসমর্পণ লাভ হয়, ঐ অবস্থার নাম বস্তু বা স্বরূপ সিদ্ধাবস্থা। এই অবস্থায় জীবের প্রাপঞ্চিক স্থূল লিঙ্গদেহের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। স্থূল দেহ ত্যাগ করিলেও লিঙ্গ দেহ বা বাসনা দেহ থাকা পর্য্যন্ত জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-জন্য প্রপঞ্চে গতাগতি হইতে নিষ্কৃতি নাই। লিঙ্গভঙ্গ হইলেই বস্তুসিদ্ধি।

সুতরাং প্রাকৃত বিরহ দ্বারা দেহত্যাগ-চেষ্টা না করিয়া জীবের সদ্গুরুপদাশ্রয়ে তৎকৃপায় অপ্রাকৃত চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া সেই দেহে কৃষ্ণভজন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৯)

ভক্ত্যাভাসৈরপি নিরবধি তদ্বৈতমুখ্যা মহান্তঃ
প্রাপ্তা যত্রাশ্রয়মতিশয়ং কীর্ত্তনাদ্যৈর্মুরারেঃ।
নিত্যানন্দোদয়সময়তো যো বভূবেশচেষ্টঃ
বন্দে গৌরং মদনসুখদং দক্ষিণং যদ্ভুজং তম্॥
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ভক্ত্যালাপ নিরবধি।
অদ্বৈতাদিমহান্ত আশ্রয় সুখাবধি॥
নিত্যানন্দ আগমনে ঈশচেষ্টাসর্ব্বক্ষণে
দক্ষিণ বাহু তুল গৌরে আঁখি সুখনিধি॥

(২০)

যঃ কোলরূপধৃগতো রমণীয় মূর্ত্তি-
স্তস্মৈ কৃপাঞ্চ মহতীং সহসা চকার।
তং ব্যাসপূজনবিধৌ বলদেবভাবাৎ-
মাধ্বীকযাচনপরং পরমং স্মরামি॥
ধরিয়া বরাহরূপ রমণীয় মূর্ত্তি।
মুরারিগুপ্তেরে কৃপা করিলেন অতি॥
ব্যাসপূজা প্রক্রিয়ায় মধু যাচিলেন যাঁয়
বলদেবভাবে আমি স্মরি দিবারাতি॥

(২১)

অদ্বৈতচন্দ্রবিভুনা সগণেন ভক্ত্যা
নিত্যঞ্চ কৃষ্ণমনুনা পরিপূজিতো যঃ।
শ্রীবাসমন্দিরনিধিং পরিপূর্ণতত্ত্বম্
তং শ্রীধরাদিমহতাং শরণং স্মরামি॥
ভক্তিভরে, প্রভু যাঁরে সগণে অদ্বৈত।
যেন রাজা, করে পূজা কৃষ্ণমন্ত্রে নিত্য॥
শ্রীবাস-মন্দির-নিধি, পরিপূর্ণতত্ত্বাবধি।
শ্রীধরাদি-গতি গৌরে স্মরি যে সতত॥

•(২২)

শ্রীবাসপাল্যং যবনং বিশোধ্য
... ক সুভক্তং স্বগুণং প্রদর্শ্য।
... পোদ্মা সুমত্তং বিবরাদিরক্তম্
... সং প্রভুং গৌরবিধুং স্মরামি
শ্রী...বাসের পাল্য দর্জি যবনে শোধিয়া।
...রূপে দেখায়ে তারে সুভক্ত করিয়া॥
...বিরক্ত প্রেমে করিলে সুমত্ত।
...সে গৌরচন্দ্রে আমি স্মরি যে সতত॥

(২৩)

শ্রীরামরূপধৃগহো, ভিষজো মুরারেঃ
শ্রুত্বা স্তবং রঘুপতেয়ুর্দ্দয়াপ যো বৈ।
চক্রে কুসঙ্গরহিতং কৃপয়া মুকুন্দম
তং শুদ্ধভক্তিরসদাতিবরং স্মরামি॥
রঘুপতি স্তবপাঠ করিলে মুরারি।
শুনি আনন্দিত যিনি রামরূপ ধরি॥
কুসঙ্গ রহিত করি মুকুন্দেরে কৃপাকারী
শুদ্ধভক্তিরসদাতা শ্রীগৌরাঙ্গে স্মরি॥

(২৪)

আজ্ঞাপয়চ্চ ভগবানবধূতদাসৌ
নামানি গোকুলপতে র্নগরেষু দাতুম্।
সর্ব্বত্র জীবনিচয়েষু পরাবরেষু
যস্তং স্মরামি পুরুষং করুণাবতারম্॥
হরিদাস নিত্যানন্দে যেই ভগবান্।
আজ্ঞা দিলা নগরেতে কর নামদান॥
পরাবর সর্ব্বজীবে কৃষ্ণনাম মন্ত্র দিবে
সেই কৃপা-অবতারে স্মরি, করি গান॥

(২৫)

যোঽদ্বৈতসদ্মবিচলন্ সহ চাগ্রজেন
সন্ন্যাস-ধর্ম্মরহিতং ধ্বজিনং সুরাপম্।
তত্ত্বং বিশুদ্ধমবদৎ ললিতাখ্যপূর্য্যাম্
তং শুদ্ধভক্তিনিলয়ং শিবদং স্মরামি॥
অদ্বৈত গৃহেতে যাইতে যাইতে
সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ।
সন্ন্যাস রহিত সুরাপানে রত
ধর্ম্মধ্বজী এক মন্দ॥
ললিত পুরেতে তাহার গৃহেতে
কহিলেন শুদ্ধতত্ত্ব।
পতিতের ত্রাতা শুদ্ধভক্তিদাতা
গৌরে স্মরি অবিরত॥

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

১৮৭৯ সালের বেঙ্গল-কাউন্সিলের ৯ আইনের ১০ (এ) ধারা অনুসারে পাওনাদারগণের প্রতি—

নোটিশ।

যেহেতু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংশোধিত ১৮৭৯ সালের বেঙ্গল-কাউন্সিলের ৯ আইন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস এক্টের ৭ ও ৩৫ ধারা অনুসারে, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস নদীয়ার কুমার নাবালক শ্রীযুত সৌরীশচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ১০ (এ) ধারার বিধান মত উক্ত কুমার বাহাদুরের এবং তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদারগণকে অবগত করা যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর লিখিত বর্ণনা এই নোটিশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে নদীয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট তাঁহার কৃষ্ণনগর কালেক্টরী আফিসে দাখিল করিবেন।

এতদ্দ্বারা, পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যায় যে, তাঁহাদের লিখিত দাবীসকল এই নোটীশ অনুযায়ী দাখিল না হইলে, তাঁহাদের পাওনার সুদের দাবী রহিত হইবে।

এস্, জি, ডুরনো,
কালেক্টর—নদীয়া, কৃষ্ণনগর।
তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯২৮ সাল।

শান্তিপুর-সমাচার

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

লোকান্তরে ভূষণচন্দ্র—অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, শান্তিপুর নিবাসী বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ গৌরভক্ত শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস মহোদয় গত ৭ই শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ২॥০ টার সময় দুরন্ত কলেরায় পরলোকগত হইয়াছেন। এইজন্য শোক-প্রকাশার্থে স্বর্গীয় কালী বাবুর মাঠে ৮ই শ্রাবণ শোকসভা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গোস্বামী ভাগবত ভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের গণ্যমান্য হিন্দু মুসলমান সভায় যোগদান করিয়া স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

দেশের অবস্থা—সারা আষাঢ় মাস হইতে বৃষ্টি হইতেছে। রাস্তা ঘাট কদর্য্য। পায়খানা হইতে ৭।৮ দিন অন্তর ময়লা লওয়া হয়। এজন্য দেশের স্বাস্থ্য খুব খারাপ।

ঔষধ বিতরণ—রামনগর শ্রীরাম দাতব্য ঔষধালয় হইতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ হইতেছে। বহু দরিদ্র ব্যক্তি ঔষধ পাইয়া উপকৃত ও নিরাময় হইতেছে। উদ্যমশীল কর্ম্মী শ্রীবনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দরিদ্র সাধারণের সেবা সার্থক হউক।

কলেরা—প্রবল বেগে এখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। বেজপাড়া ও রাম নগর পাড়াতেই বেশী।

সত্যাগ্রহ দলনের দৃঢ়সঙ্কল্প

গত সোমবার দিন কমন্স সভার অধিবেশনে কোনও প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারত সচিব আর্ল উইণ্টারটন বলেন,—"বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সার লেসলী উইলসন যে সমস্ত সর্ত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যদি পূর্ণ করা না হয়, তবে আইন অনুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিধ্বস্ত করার জন্য বোম্বে গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইবেন। কেন না— এই সমস্ত সর্ত্ত পালিত না হইলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, বারদোলী সত্যাগ্রহের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রজাদের অভিযোগ জ্ঞাপন করা নহে,—পরন্তু গবর্ণমেণ্টকে কাবু করা ইহার আসল উদ্দেশ্য।"

বারদোলীর বে-আইনী ও নিয়মতন্ত্রের বিরোধী এই আন্দোলন বন্ধ করিতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবেন না।

বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস অধ্যয়ন

লেনিনগ্রেডে বিশেষ বিদ্যালয়

তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ও জাপানে বৌদ্ধ-সভ্যতার যে সমস্ত ইতিহাস ও নিদর্শন আছে, তাহার বিষয় অধ্যাপনা করিবার জন্য সায়েন্স একাডেমী একটি বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মারফত বৌদ্ধ-সভ্যতা বিষয়ক সর্ব্বপ্রথম বিশ্বকোষ সঙ্কলিত হইতেছে।

গ্রীষ্মকালে লেনিনগ্রেডে বৌদ্ধ-সভ্যতার ইতিহাস আলোচনার জন্য আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

ডুমরাঁও আপীল প্রত্যাহার

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, কয়েকটি সর্ত্তে ডুমরাঁও মামলার আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছে। ডুমরাঁওএর মহারাজা কেশপ্রসাদ সিং প্রিভিকাউন্সিল হইতে তাঁহার আপীল উঠাইয়া লইয়াছেন। সর্ত্ত এই যে, উভয় পক্ষ স্ব স্ব ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। আপীলের বিবাদী হরিহর প্রসাদজি ব্রহ্মদেশের সমস্ত সম্পত্তি পাইবেন। মহারাজা কেশপ্রসাদ সিং অন্যান্য সম্পত্তি পাইবেন। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া এই মামলা চলিয়াছে। এই মামলায় ২৫০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। প্রিভিকাউন্সিলে প্রায় ৪ সপ্তাহ মামলা চলিয়াছিল। তাহাতে প্রায় ২০ জন কৌসুলী নিযুক্ত করা হয়। একজন বিশিষ্ট কৌসুলী প্রায় ৭,০০০ হাজার গিনি আদায় করিয়াছেন। দৈনিক তাঁহাকে ১০০ পাউণ্ডের বেশী দিতে হইয়াছে।

মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গেলে লর্ড সো এক বক্তৃতা করেন। আপোষ হইয়াছে বলিয়া তিনি উভয় পক্ষকে ধন্যবাদ দেন।

—ষ্টেট্সম্যান।

চিত্রকরের কীর্ত্তি

হরেন্দ্র দাস নামক একজন চিত্রকর দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীর দেয়াল চিত্র করিতেছিল, এই সময় বাড়ীর লোক জনের অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাক্স ভাঙ্গিয়া ১০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কার সরাইয়া ফেলে। বাড়ীর কয়েকজন লোক আসামীকে তাড়া করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করে।

মাতৃহত্যার অভিযোগে—দ্বীপান্তর

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মাতৃহত্যার অভিযোগে কুরাণ শাইকের প্রতি মৃত্যুদণ্ড এবং রহমুতুল্লার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়া তাহা সমর্থনার্থ মামলাটির কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠাইয়াছিলেন। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি সি, সি ঘোষ ও জ্যাকের এজলাসে ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগ বিবরণ এইরূপ,—আতুরণ বিবির সহিত দাশেরের বিবাহ হয় এবং এই বিবাহের ফলে দুইটি পুত্র জন্মে। এই পুত্র দুইটিই বর্ত্তমান মামলার আসামী। আতুরণ বিবি তাহার পর প্রতিবেশী করিমের সহিত বাহির হইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করে এবং এই বিবাহের ফলে আমিনা নামে এক কন্যা জন্মে। ২০ বৎসর পরে আতুরণ তাহার প্রথম স্বামী দাশেরের গ্রামে তাহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। অপরাহ্নে আতুরণ যখন আমিনা ও বোনঝি মোহরজানের সহিত গৃহে ফিরিতেছিল, তখন দাশের ও আসামীদ্বয় তাহাকে আক্রমণ করে এবং দাশেরের আদেশে প্রথম আসামী কুরাণ, দা দ্বারা তাহার মস্তক কাটিয়া ফেলে।

হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় কুরাণের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছে এবং রহমুতুল্লার প্রতি অতিরিক্ত দায়রা জজের দণ্ডই বহাল রাখিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজ ৮২ জনের উপাধি লাভ

বাঙ্গালা লাটের সভাপতিত্বে অদ্য পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের উপাধি বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। সারস্বত সমাজের পক্ষ হইতে বহু পণ্ডিত ও শিক্ষক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, বাঙ্গলা লাটের স্বাগত-বন্দনা পাঠ করেন।

বাঙ্গালা লাট তাঁহার অভিভাষণে ৫০ বৎসর যাবৎ প্রাচীন সংস্কৃত সভ্যতা, বাঁচাইয়া রাখার জন্য সারস্বত সমাজের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের প্রণালী সম্বন্ধে এক রিপোর্ট দিয়াছেন। অর্থের ব্যবস্থা হইলেই তিনি ইহা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। সমাজকে বাঙ্গালা লাট ৫০০ টাকা দান করেন।

৮২ জন ছাত্র বিভিন্ন সংস্কৃত উপাধি লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে একজন মহিলা ছাত্রী সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য উপাধি লাভ করিয়াছেন।

নর-খাদক রাক্ষসদল

উত্তর রোডেশিয়ায় এক মোকদ্দমা চলিতেছে, তাহার আসামী ১০৩ জন নরখাদক রাক্ষস। ইহাদের দলপতি আলেকজাণ্ডার ফিকে ১২টি মানুষ খুনের কথা স্বীকার করিয়াছে। খুনের পর মৃতদেহগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভোজন করিয়াছে। এই ফিকে নাকি সামান্য কয়েকটা সিগারেটের জন্যও মানুষ খুন করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

চুরির দায়ে দু'টি ইংরাজ সৈনিক

কিংস ওন রেজিমেণ্ট বা শ্রীশ্রীমান্ ইংলণ্ডেশ্বরের নিজস্ব সেনাদলের দুইজন সৈনিক শাহার এণ্ড কোং নামক মণিকারের দোকান হইতে দুই বাক্স সোনার আংটি চুরি করিয়া পলাইবার সময় ধরা পড়িয়া পুলিশের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। একজনের পকেটে একটি এবং জুতার মধ্যে একটি আংটি পাওয়াও গিয়াছে।

কাউন্সিলের বাহিরে ছাত্রদের মিছিল

পুণার বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রায় ৫ হাজার ছাত্র ২৩শে জুলাই বেলা ১১টার সময় শিবাজী মন্দির হইতে একটী মিছিল বাহির করিয়া পুণার প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া পরিভ্রমণ করিয়া কাউন্সিল হলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মিঃ নরীম্যান শ্রীযুক্ত লালজী নারায়ণী, ভীম ভাই নায়েক, জয়রাম দাস দৌলতরাম, দাদুভাই দেশাই, মাকুদাস, বাপুভাই দেশাই, নারায়ণদাস প্রভৃতি কয়েকজন কাউন্সিল সদস্য বাহির হইয়া মিছিলে যোগদান করেন।

মিঃ জিন্নার স্বদেশ প্রত্যাগমন

মিঃ জিন্না বিলাত ভ্রমণ শেষ করিয়া আগামী ১০ই আগষ্ট স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। মিঃ জিন্না প্রতিভাশালী ও সুচতুর রাজনৈতিক। তিনি ইংলণ্ডের সকল দলের রাজনীতিকদের সহিত আলাপ করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যুক্তি তর্ক বৃথা, সাম্রাজ্যের কর্ত্তা যাঁহারা, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সত্যই হউক আর ভুলই হউক, তাহা বলপূর্ব্বক ভারতের উপর চাপাইবেনই। দুই একজন সৎলোক আছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের কথা কেহ শোনে না অতএব বর্জ্জনই ভারতের একমাত্র উত্তর।"

হাইকোর্টের দীর্ঘাবকাশ

আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ২৪শে নবেম্বর পর্য্যন্ত হাইকোর্ট বন্ধ থাকিবে।

পটুয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমানে মিলন ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহৃত

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া যাইবার পর সতীশ বাবু স্থানীয় মুসলমানদিগের বাড়ী বাড়ী যাইতেছেন। তাঁহারাও তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থিত করিতেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সকলকে অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে ক্ষমা করিতে বলিতেছেন।

১৮ জন নামজাদা সত্যাগ্রহীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে ফৌজদারী মামলা আনা হইয়াছিল, গতকল্য সরকার তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আকরামজ্জমান খাঁ ও মৌলবী আলতাবুদ্দীন—যিনি সরকার পক্ষে মামলা চালাইতেছিলেন, তাঁহারা সকল আসামীর সহিত কর-কম্পন করিয়া, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

জন্মাষ্টমী উৎসবে বিরাট আয়োজন

পটুয়াখালির হিন্দুরা জন্মাষ্টমীর উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত বিরাট আয়োজন করিতেছেন। ভারতের সকল প্রদেশের হিন্দুদিগকে সে উৎসবে নিমন্ত্রণ করা হইবে।

কালীঘাটে অগ্নিকাণ্ড দমকলের চাকা বিসর্জ্জন

গত শুক্রবার রাত্রি ১১ টার সময় কালীঘাট হরিশ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র একটী দমকল অতি দ্রুত গতিতে সেই দিকে ছুটিয়া যায়। হরিশ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে ইহার একটী চাকা রাস্তা হইতে একটু সরিয়া যায়, ফলে গাড়ীটা কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয় কেহ কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই।

নকল চুনীর ব্যবসা

সাগরমল নামে একব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ এবং ৩১১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, সে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা একটুকরা পাথরের উপর সেলুলয়েডের কোটিং দিয়া চুনী বলিয়া লোককে প্রতারিত করিত। দিল্লী হইতে ঐ রকম কতকগুলি পাথর সে লণ্ডনেও পাঠাইয়াছে। কিছুদিন আগে দিল্লীর কোন জহরত ব্যবসায়ী তাঁহার খরিদ্দারদের নিকট হইতে এই অভিযোগ শুনিতে পান যে, তাহাদের নিকট যে সব চুনী বিক্রয় করা হইয়াছে সে গুলি খাঁটি নহে। আসামী ঐরূপ এক খানা পাথর কাশ্মীর গেটের বাবুমল নামক একজন জহুরীর কাছে বিক্রয় করিতে যায়। সে একটি এসিডের মধ্যে পাথর পরীক্ষার জন্য ফেলিয়া দিলে কোটিং গলিয়া যায় এবং তুকরুকী ধরা পড়ে। সাগরমলের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আরও ৫ খানা পাথর পাওয়া গিয়াছে। দুইখানা পাথর লণ্ডনে পাঠান হইয়াছিল, তাহারও রসীদ পাওয়া গিয়াছে।

সিটি কলেজে পুলিশ পাহারা

সিটি কলেজের সম্মুখে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই। কলেজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই লাঠিধারী পুলিশ কনেষ্টবলগণ সিটি কলেজটির চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে থাকে। কোন লোককেই তাহারা কলেজের নিকট দাঁড়াইতে দেয় নাই, সুতরাং কেহই তথায় ধর্ণা দিতে পারে নাই। পথিকগণও পুলিশের গুঁতার ভয়ে সিটি কলেজের নিকট ফুটপাথ দিয়া চলাচল করিতে পারে নাই। সিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ পুলিশের আওতায় নিঃশঙ্কচিত্তে কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। অধ্যাপকগণও নিঃশঙ্কচিত্তে অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছেন। পুলিশ পাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিল।

দক্ষিণভারত রেলধর্ম্মঘটের অবস্থা

দক্ষিণভারত রেল ধর্ম্মঘটের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ ষ্টোক্‌স্ ত্রিচিনপল্লীতে আসিয়াছেন। বল প্রয়োগাদি বন্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। দুই একদিনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হইলে সরাসরি বিচার করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। মুকুন্দলাল সরকার ও সিঙ্গারাভেলু চেটিয়ার নামক দুইজন ধর্ম্মঘটী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। রাত্রে ট্রেণ-চলাচল বন্ধ আছে। দুইখানার পরিবর্ত্তে একখানা মাত্র মেল যাতায়াত হইতেছে। ব্রডগেজ লাইনে মেথরেরা ও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। মাদ্রাজের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ বা এই সম্পর্কে কোন সভার অধিবেশন ২ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই শ্রাবণ, শনিবার—১৩৩৪।

একটী কথা

আমাদের সকল কার্য্যের সময় আছে, সময় নাই, কেবল হরিভজন করিবার। যখন কেহ আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমাকে হরিভজনোপদেশ করেন, তখন আমি বলি, আমাকে স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির ভরণ পোষণ করিতে হয়, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, কখন হরিভজন করি বলুন। কিন্তু আমরা মনুষ্য, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আমাদের বিচার করা উচিত, এই জগৎ হইতে আমাদিগকে একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, সেদিন স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না, আবার কোন দিন যাইতে হইবে, তাহারও ঠিক নাই, এরূপ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। বিদ্যা, অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্য সম্পন্ন হইলে, কর্ম্মবীর, স্বদেশ প্রেমিক হইলে যমের হস্ত হইতে নিস্তার নাই—ইহা সর্ব্বদা আমাদের আলোচ্য বিষয়। স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির ভরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণের মালিক একমাত্র ভগবান্, ভগবৎ কৃপা না হইলে কেহ কোন দিন স্ত্রী পুত্রাদির কথা কি, নিজকেও ভরণ-পোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে না, ইহার প্রমাণের অভাব নাই, তবে আমরা হরি-বিমুখ জীব, কাজে কাজে প্রমাণ পাইয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না, ইহা আমাদের দুর্দ্দৈবের পরিণাম বই আর কিছুই নয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ন হি মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।"

অতএব সুবুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইতেছে, কেনাপুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ

জীব! তুমি সুখের প্রয়াসী, সুখের জন্য তুমি কি না করিতে পার, জগতে যত প্রকার নূতন নূতন কর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে—হইবে, সবই সুখের নিমিত্ত। পূর্ব্বে রেলগাড়ী ছিল না, জাহাজ ষ্টীমার এরোপ্লেন ছিলনা, ছাপাখানা ছিলনা প্রেস ছিলনা, আর কত কি ছিল না; পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবে সে সকলই হইল, কিন্তু সে সকল হইয়াও ত' আমাদের ক্লেশ দূর হইতেছে না, ইহা দেখিয়াও ত আমাদের [illegible] কাটিতেছে না। স্ত্রী পুত্র পরিবার [illegible]দিগকে আমরা নিজজন বলিয়া মনে [illegible], তাহারাও ত আমাদিগকে সুখী করিতে পারে না—"যাই বলি ভাল ক'রে দেখ ভাই, অবিমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখের কারণ।"

ঈশ্বরনির্ভরতা ব্যতীত শান্তি নাই, পার্থিব উন্নতি যতই হউক না কেন, অবনতিই উহার চরম ফল, কেহ কেহ ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে চান না, তাহা তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্মের ফল। আমাদের সহজ বিচার-শক্তি উন্নত হইলে আমরা অবশ্য ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইব। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর-বিশ্বাস না করিয়া ধনমদে, বিদ্যামদে, জড় জ্ঞানমদে মত্ত থাকিতেন, মনুষ্যসমাজে তাঁহারা দেবদ্বেষী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন, এই সকল ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি জীবনে কোন দিন শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই ইহাও দেখা যায়। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যাহার দাসত্ব করিত, সেই রাবণের কথা স্মরণ করুন—

ইতিহাস আলোচনে ভেবে দেখ নিজমনে
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়-তর্পণ সার করি কত দুরাচার
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
মরণ সময় তারা উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ অনলে জ্বলিল।

মনোধর্ম্ম বস্তু-বিচারক নহে
সাধুসঙ্গ দুর্লভ হইলেও সুলভ

শারীরিক বা মানসিক কোন একটী ক্রিয়ানুষ্ঠান আমাদের সাধ্যাতীত বলিয়া বিবেচিত হইলে যখন সেই কার্য্যটী অন্য আর একজনের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখি, তখন আমরা একেবারে মৎসর না হইয়া একটু গুণগ্রাহিতা-সূত্রে নিরপেক্ষ বিচারে সেই সম্পাদকের সম্পাদন কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া বা আমাদের অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না, যেহেতু গুণীর গুণগ্রহণে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিসকল হিংস্র পশুতুল্য। তবে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেজন প্রশংসনীয় হইবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। আমরা বদ্ধজীব—ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা দোষ-আবদ্ধ প্রতীতি-বিশিষ্ট, আমাদের বিচারের যে শ্রেষ্ঠত্ব কিম্বা নিকৃষ্টত্ব, তাহা বিশুদ্ধপ্রতীতি-সম্পন্ন বিজ্ঞের নিকট একেবারেই বিপরীত হইয়া যাইতে পারে। একটী বালক তাহার ক্ষুদ্র হস্ত দ্বারা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও পাঁচ সের ভারী একটা জিনিষ তুলিতে পারিতেছে না, এমন সময় তাহার বড়দাদা আসিয়া সেই জিনিষটী তাহার একটী কনিষ্ঠাঙ্গুলির সাহায্যেই উত্তোলন করিয়া দেখাইলে, বালক তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বড় দাদাকে একজন মহাবীরপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের কৃষিজীবিগণ প্রায়ই লেখাপড়া শিখে না বা শিখিবার অবসরও পায় না, এমত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি একটু শিক্ষিত হইয়া ২।১ খানি বই পড়িতে বা গ্রামের কৃষকদের দু'চারখানি চিঠি পড়িতে বা লিখিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে নিরক্ষর কৃষকদের মুখে তাহার প্রশংসা আর ধরে না। তাহার পাড়া-প্রতিবেশীর ধারণায় সে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত—যোড়শ বা মহা বিজ্ঞ ব্যক্তি। এক্ষণে ঐ বালক ও কৃষকের ধারণার বীরত্ব ও বিজ্ঞত্ব যেমন কোন একজন অভিজ্ঞের ধারণার নিকট সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে, আমাদের প্রাপঞ্চিক ধারণার সাধুতা ও অসাধুতার বিচারও সেইরূপ সারগ্রাহী তত্ত্ববিৎসাধুগণের নিকট হাস্যাস্পদই হইয়া পড়ে। আমরা হয়ত একটী বুভুক্ষু-ভোগী—যে ব্যক্তি জড় বিষয়-ভোগে এতদূর প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মরণের পরেও যাহাতে তাহার ভোগলালসা অবাধে চরিতার্থ হইতে পারে, তজ্জন্য নানাপ্রকার যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, হোম, তপ, জপ, দান ধ্যানাদি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহাকেই একজন মস্ত বড় ধার্ম্মিক সাধু বলিয়া এক একটী মস্ত বড় ভোগী হইয়া পড়ি, আবার একটী মুমুক্ষু-ত্যাগী—যে ব্যক্তি কৃষ্ণপ্রসাদকেও প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে, তাহাকে আমাদের ধারণায় যে ভোগ ত্যাগ অসম্ভব, তাহা ত্যাগ করিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে একটী মস্ত বড় আদর্শ সাধু বলিয়া স্থির করিয়া লই এবং তাহার আনুগত্যে একেবারেই আত্মবিনাশ লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলি। আমরা অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণবৈমুখ্যাবস্থার অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে কৃষ্ণেতর মায়ার অধীনে অকৃষ্ণজ্ঞানে প্রমত্ত থাকিয়া যে নিজ নিজ মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় বা সাধু-অসাধু বিচারচেষ্টা করি, তাহা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম—বিকৃত মস্তিষ্কের এক একটী খেয়াল বই আর কিছুই নহে। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন তাহার ভাল মন্দ বিচার করিতে গিয়া মন্দটীকেই ভাল বলিয়া বসে, আমরাও সেইরূপ বিচার প্রমত্ত হই।

"দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্রজ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল' 'এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥

শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপট আর্ত্তি নিবেদন করিতে করিতে শ্রীভগবান্ যখন আমাদের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে অবতীর্ণ তাঁহারই অন্তরঙ্গ বিগ্রহ মহান্ত গুরুর শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইবার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন এবং আমরাও যখন অন্তর্য্যামীর সেই প্রেরণাক্রমে সদ্গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়া নিষ্কপটে গুরুসেবা করিতে আরম্ভ করি, তখনই শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাবলে আমাদিগের বহুকালের সঞ্চিত অনর্থরাশি অপগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব স্বরূপবৃত্তির উন্মেষক্রমে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সম্বন্ধবিজ্ঞানোদয়ে ভাল মন্দের বিচার স্ফুর্ত্ত হইবে। কোন্টী কৃষ্ণ এবং কোন্টি মায়া, মায়ার সহিত কৃষ্ণের কি বিশেষ বা পার্থক্য আছে, কৃষ্ণের সহিত জীবেরই বা কি সম্বন্ধ, আবার জীবের সহিত মায়ারই বা কি ভেদ—এই সকল বিশেষ জ্ঞানের নাম—বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান লাভের ফলে জীবের দ্বৈত বা দ্বিতীয়াভিনিবেশজভাব- প্রাপঞ্চিক প্রতীতি দূর হইয়া যায়। তখন সেই সম্বন্ধজ্ঞান বা বিজ্ঞানের সহিত অভিধেয় বা কৃষ্ণভক্তি যাজন করিতে করিতে জীবের প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অকৈতব সেবাই জীবের প্রেমসম্পৎ লাভের একমাত্র মূলীভূত কারণ।

যতদিন না জীবের সেই গুরুপাদাশ্রয় লাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বীয় মনোধর্ম্মপ্রাবল্যে ভাল মন্দ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রবল আগ্রহের সহিত সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নিকট সদ্গুরুলাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। ভগবৎ কৃপাই গুরুপাদপদ্মলাভের, আবার গুরুকৃপাই ভগবৎ কৃপা লাভের একমাত্র উপায়। অনেকে সদ্গুরু নাই বলিয়া ভগবদ্ভজন-প্রয়াস হইতে নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সত্য-পিপাসা আদৌ নাই, ইহা বলিয়াই তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু যেমন নিত্যকাল সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবও তেমন সর্ব্বত্র সকল সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া জীবোদ্ধারণ-লীলা করিতেছেন, কেবলমাত্র ভক্ত্যার্ত্ত ব্যক্তিই সেই করুণাবারিধি বৈষ্ণবদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। বুভুক্ষু এবং মুমুক্ষুর নিকট বৈষ্ণব সদ্গুরু অত্যন্ত দুর্লভ বটে, কিন্তু ভগবৎসেবাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে বৈকুণ্ঠদর্শন গুরুদেব শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর অত্যন্ত সুলভ হইয়া থাকেন। মায়ামুগ্ধজীবকুল কেবল ক্লেশ [illegible] করেন, ইহা কৃপাময় ভগবানের কখনও ইচ্ছা হইতে পারে না। [illegible] প্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং ভগবান জীবোদ্ধারের নিমিত্ত—সমস্ত জীবকে ভগবৎসেবা লাভের যোগ্যতা দেওয়ার জন্য স্বপার্ষদে ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক প্রপঞ্চে

অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ অনর্পিত চর প্রেমসম্পৎ বিতরণ-লীলা করিতেছেন। সর্ব্বাবতারাবতারী কলিযুগপাবন সর্ব্বজীব-প্রভু শ্রীভগবান্ সর্ব্ব জীবকেই আদেশ ও আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

'অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥'

সকলেই প্রেমফল নিজেরা আস্বাদন করিয়া অর্থাৎ নিজেরা প্রেমিক হইয়া অন্যকে প্রেমী করিতে পারেন। কেবল ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বেই এই প্রেম-বিতরণ লীলা হইয়াছিল, এখন আর নাই, তাহা নহে। "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌরায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" ভাগ্যবান্ অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণ এখনও সে লীলা দর্শন করিতে পারেন। যদিও অসাধু গুরুরূপে আজ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তথাপি ভগবানের লীলার নিত্যতা নষ্ট হইয়া যায় নাই। আজও সদ্গুরু আছেন, শুদ্ধভক্ত আছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারিত হইতেছে। ভাগ্যবান্ জীবের কর্ণেই সেই বাণী প্রবেশ করিতেছে। নিজের উদ্ধার পাইবার যোগ্যতাভাব বলিয়া যে ভগবানেরও উদ্ধার করিবার যোগ্যতা কমিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। ভগবানের অফুরন্ত কৃপা, তাহা ফুরাইবার নহে। শ্রীভগবান এখনও তাঁহার নিজজনগণকে আমাদের দ্বারে দ্বারে পাঠাইতেছেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট আমাদের, আমরা বিষয় কথায়ই প্রমত্ত হইয়া থাকিব, তাঁহাদের কথায় একটুও কাণ দিব না। আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য একটুও দুঃখিত হই না, কিন্তু ভগবজ্জনগণ তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদিগকে শুনাইতে পারিলেন না—আমাদিগকে চেতন করিতে পারিলেন না, বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছেন। জানিনা তাঁহাদের সে ক্রন্দনে পাষাণ-হৃদয় আমাদের আর কত দিনে দ্রব হইবে। কতদিনে তাঁহাদের শ্রীচরণ-সেবা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্যের জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি বৈষ্ণব সদ্গুরু লাভের একমাত্র উপায়। আর্ত্তিশূন্য হৃদয়ে আরোহ বা অশ্রৌতপন্থায় দৈববুদ্ধিতে সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও নিত্য সত্য হরিগুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্ম সেবা-লাভের উপায় নাই।

নতুন কিছু কর

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, গুণোপরত্ন)

সভা সমিতি বক্তৃতায়, রেলে ঘাটে ষ্টীমারে, দৈনিক সাপ্তাহিকে মাসিকে গল্পে প্রবন্ধে কবিতায়, আফিসে বৈঠকে মজ-লিসে, যাত্রায় থিয়েটারে বায়স্কোপে, স্কুলে কলেজে পাঠশালায়, সদরে অন্দরে বাহিরে, যেখানে কোন কারণে পাঁচজন একত্র হইয়াছেন, সেই স্থানেই আজকালকার নবীন শিক্ষাভিমানিগণ দেশের কাঁচা তরুণ তরুণীগণের মস্তিষ্কে এমন একটা ভাব প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহার সোজাসুজি অর্থ—একটা নতুন কিছু কর। তাঁহারা যুক্তিতর্কের সাহায্যে ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে পুরাতন ভাব বা চিন্তাধারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহাদের মধ্যে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জাগাইতে হইবে। সৃজনীশক্তির খর্ব্বতাই বার্দ্ধক্য। সৃষ্টিই জীবনের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক চেতন বস্তুই সৃষ্টিকার্য্যে ব্যস্ত। বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী মানব স্ত্রীপুরুষ যেদিকেই চাহিয়া দেখি, সর্ব্বত্রই সৃষ্টির মহান সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যেখানে সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হইতেছে, সেই স্থানেই ধ্বংস করাল মুখব্যাদান করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মানুষকে শুধু দৈহিক নয়, মানসিক সৃষ্টি কার্য্যেও ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাহাই মানবকে জগতে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছে। সৃষ্টির জন্য গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে হইবে। ইহার জন্য যৌবনের প্রয়োজন। যৌবন ভিন্ন চিন্তা কল্পনা স্বপ্ন অসম্ভব। পৃথিবীতে সকল শক্তির বড় শক্তি কল্পনা ও চিন্তাশক্তি। যৌবনের কাজ বাস্তবকে অস্বীকার করা। ইত্যাদি।

এই প্রকার চিন্তাধারা দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মধ্যে বেশ একটু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহারা চায় কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে অবিরাম গা ভাসাইয়া সাঁতার দিতে। তাহারা মনে করে, কল্পনার মধ্যে সর্ব্বসুখ নিহিত আছে। তাহারা মনে করে, যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্পনা-প্রবণ-সে-ই জগতে বড় মনীষি। কল্পনার বিহার-ভূমি গল্প, উপন্যাস, থিয়েটার, বায়স্কোপেই তাহারা প্রচুর আমোদ অনুভব করে। তাহারা মনে করে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি ইতিহাস সমস্তই আর্য্য ঋষিগণের উর্ব্বর কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। তাহারা মনে করে, শিব দুর্গা কালী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র বরুণ যম সকলই মানুষের সবল মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি-প্রসূত। মানুষই কল্পনা দ্বারা ভগবানকে বিচিত্র আকারে জগতে প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা মনে করে যাহা বাস্তব বলিয়া জগতে পরিচিত, তাহা কল্পনারই ফল মাত্র। তাহারা মনে করে, পৃথিবী পুরাকাল হইতে কল্পনার মধ্য দিয়া উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়েছে। বর্ত্তমান জগতের রেল ষ্টীমার কামান বন্দুক এরো-প্লেন, ডিস্ত্রিজিব্‌ল্‌, টেলিফোঁ টেলিগ্রাফ সাইকেল মোটর ইলেক্‌ট্রিক লাইট ফ্যান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গুলি পৃথিবীর উন্নতির নিদর্শন।

এই প্রকার মনোবৃত্তির মূল কারণানুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দুষ্পূরা ভোগ-প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিত্য নানাবিধ কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ করাইতেছে। বাস্তব জীবনে সুখ না পাইয়া অথবা ক্ষণস্থায়ী সুখাভাসে অতৃপ্ত হইয়া ক্রমশঃ অস্থির হইয়া পড়ি, শেষে অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি। কল্পনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নূতন নূতন কল্পনার নেশায় মত্ত হইয়া প্রকৃত দুঃখটাকে যতদূর সম্ভব ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও দুঃখ মাঝে মাঝে মাথা ঠেলিয়া উঠে, কিছুতেই বাধা দিতে পারি না। তাই আমাদের সঙ্গী সাথীদেরও ডাকিয়া বলি, কিসে সুখ হয় তাই বল, নূতন নূতন ভোগের উপকরণ আনিয়া দেও, তোমাদের মস্তিষ্ক তোমাদের কর্ম্মশক্তি নূতন নূতন ভোগোপ-করণ সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হউক, একটা নতুন কিছু কর, পুরাতন আর ভাল লাগে না। যত পাই তত চাই, আকাঙ্ক্ষা মেটে না, যযাতির যৌবন ষষ্টি সহস্র বৎসর, নিমেষে চলিয়া যায় আরও ভোগ করিবার জন্য অপরের যৌবন প্রার্থনা করি। কিন্তু এই অস্বাভাবিক ক্ষুধার কারণ কি তাহা একবার তলাইয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি না। দুঃখ আমরা কেহই কামনা করি না তথাপি আমাদের অজ্ঞাত সারে কোথা হইতে সহস্র প্রকার দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে পীড়া দেয়।

আমরা চাই সুখ, সুখ সহজে পাই না, কিন্তু দুঃখ না চাহিতেও আসিয়া হাজির হয় এবং আমাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমাদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দেয়। এই প্রকার দুঃখ কেন আসে তাহা ভাবি না, ভাবিলেও তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারি না।

যদি 'সত্য সত্যই একটিবারের মত সুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দুঃখের মূল উৎস অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদের ব্যাকুলতা আসে, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইয়া যায়।' ভগবান্ সাধুগুরুরূপে ঐ কথাটী বুঝাইয়া দেওয়া[র] জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত আছেন, আমরা [তাঁ]-[হাদের কথায়] একান্তভাবে একটু মনোযোগ দিলে[ই] হয়।

সাধু বলেন, তুমি তোমার নিজধা[ম] ছাড়িয়া বিপথে আসিয়া পড়িয়াছ, তাহা[তে] এত দুঃখ পাইতেছ। অন্যাভিলাষ দুঃখের মূল কারণ; অন্যাভিলাষটী কি বুঝিবার জন্য আত্মতত্ত্ব জানা প্রয়োজন স্বরূপে তোমার কোন দুঃখই ছিল না। পর[মা]-নন্দ সুখে সর্ব্বদা নিমগ্ন ছিলে। ক্ষুদ্র ক্ষু[দ্র] অণুচিৎ তুমি, সচ্চিদানন্দময় নিত্যচিদ্ধামে সেবায় সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া নিযু[ক্ত] থাকাই তোমার স্বরূপের ধর্ম্ম ছিল কৃষ্ণের তোমার স্বরূপস্থিত স্বতন্ত্রতাব[শে] চিদ্রাজ্যের প্রতিবিম্ব মায়ারাজ্যে তোমা[কে] লইয়া চলিল। চিদ্রাজ্যের একমা[ত্র] ভোক্তা এবং সেব্য বিগ্রহ দ্বিভুজ মুরলীধ[র] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার নিত্য সেবাকার্য্যে তুমি এবং তোমার ন্যায় অনন্তকোটী জী[ব] নিত্যকাল নিযুক্ত ছিলে। নিত্য নূত[ন] নূতন অসংখ্যপ্রকার সেবোপকরণ লই[য়া] নিত্য প্রভু নিত্য-পবিত্র ইন্দ্রিয়-তর্প[ণ] নিত্যানন্দ-লহরী বহিয়া যাইত। কৃষ্ণ[ের] মায়ারাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতিবি[ম্ব] সেবোপকরণগুলি উপভোগ করিবা[র] জন্য তোমার এক অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি উদয় হইল—তুমি মজিলে। ভোগবাস[না] উদয় হওয়ায় তোমার স্বচ্ছ নির্ম্ম[ল] চিত্ত-দর্পণে আবিলতার আবরণ পড়িতে লাগিল। তখন তোমার স্বরূপ আবৃ[ত] হইয়া ভোগময় দেহ গঠিত হইল। তাহা[তে] মন বুদ্ধি অহঙ্কার আধিপত্য করিতে লাগিল। সেই অবসরে তুমি দেহে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসিলে ক্রমে জন্ম-কর্ম্ম-বন্ধ-শালায় পড়িয়া কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো রাজা, কখনো দরিদ্র, কখনো পণ্ডিত, কখনো মূ[র্খ], কখনো স্বর্গে, কখনো বা নরকে পড়ি[য়া] হাবুডুবু খাইতেছ, তবুও তোমার ভো[গ]-বাঞ্ছার উপশান্তি হইতেছে না। স্বরূ[পে] স্রান্ত তোমাকে চেতন-ধর্ম্মে স্থাপন ক[রি]-বার জন্য—আবার কৃষ্ণসেবোন্মুখ করি[বার] জন্য মায়ারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দে[বী] নানাবিধ দুঃখ দিয়া নিত্য শাসন ক[রি]-তেছেন, তবুও তোমার চৈতন্য হইতে[ছে] না। এখনও প্রত্যাবর্ত্তন কর—[ফিরিয়া] চল, তোমার স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠি[ত] হও, নতুবা তোমার ভাগ্যে আরও অনে[ক] দুঃখ আছে। মায়ার বিধাতার দুরুমাধিকায় ডিঙাইয়া নাই[...] জন্য যতই আস্ফালন কর, কল্পনার মধ্য[ে] করিয়া যতই মাতাল হইয়া থাকি[বার] চেষ্টা কর না কেন, দুঃখের হাত এড়াই[তে] পারিবে না। যদি সত্য সত্যই দুঃখে[র] হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জ[ন্য]

তোমায় প্রাণ অধীর হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের ভোগোপকরণ সমূহে তোমার ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। সাধুর চরণাশ্রয় কর এবং তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার সহিত সমস্বরে বল,—

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি
নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-
স্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্ত্তনম্॥

ইহাই একমাত্র কল্যাণের পথ। ইহা ভিন্ন দুঃখের হাত এড়াইবার আর কোন উপায় নাই।

নরকই আমার ভাল লাগে

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

বিষ্ঠার কৃমিগুলি বিষ্ঠাতে জন্মায়, বিষ্ঠাতে পালিত ও বর্দ্ধিত হয়, বিষ্ঠা ভোজনেই আনন্দ পায়, কিছুদিন অন্তর বিষ্ঠাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। এদিক ওদিক নড়া চড়া করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও, কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার বিষ্ঠাতেই আসিয়া জমা হয়। আমারও ঐ সমাবস্থা; কিছুই বেশ কম নাই। আমিও অসৎ সঙ্গে জন্মিয়াছি, অসৎ সঙ্গে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, অসৎ সঙ্গেই আনন্দ পাইতেছি বলিয়া সময় সময় মনে করিতেছি, কিছুদিন অন্তে এই অসৎ দিগের মধ্যে থাকিয়াই মরিয়া যাইব, সুতরাং আমি সৎস্বরূপ হইয়াও অসতের আবরণে অসদ্গতি লাভ করিতেই বাধ্য হইলাম। আমার দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় অসাধুর অসত্য পরিপূর্ণ তার পর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম দেহটাও অসতের প্রতিচ্ছবি। বিশেষতঃ মন তো অসৎ ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না ও জানে না। মনটা কি প্রকারে দেহটার সুখ সুবিধা করিতে পারিবে, এই তালেই ব্যস্ত। দেহটা কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি বই তো নয়? সুতরাং মন কেবল ইন্দ্রিয়গুলার গোলামি করিতেছে, অথচ মন ভাবে, আমি দেহ-রাজ্যের রাজা। বেশ, মন ভায়া! তোমার রাজা-গিরির বালাই লইয়া যাই। আচ্ছা ভাই মন! তুমি না রাজা? আর থাক দশটী ইন্দ্রিয়ই তোমার প্রজা? তবে তোমার প্রজাবর্গ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, নাসিকা—কিরূপ তেজ মন্ত্রে আম এই পঞ্চ ভূতাত্মক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয়াদির দিকে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়া—নির্ম্মষ্ট কি প্রকারে ঘুরাইতেছে? তুমি এমন কি একটা ভয়ানক আফিমের নেশায় পতিত হইয়াছ যে, ইহাদের দাসত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পার না? তুমি রাত দিন গাধার মত খাটিয়া ইহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছ, কই উহা দেখিয়া ত' তোমার প্রতি তাহাদের একবিন্দুও দয়া হইতেছে না? দয়া হইলে তো ছুটি পাইতে।

আজীবন, অনন্তজীবন, এই প্রকারে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিলেও ছুটি পাওয়া যায় না, কেহ কখনও পায় নাই, পাইবেও না। "আগে ভোগী পরে যোগী বা ত্যাগী" কথাটা অরণ্যবিলাপ মাত্র। অর্থাৎ আগে ভোগী, পরে ভোগী-তর, সর্ব্ব পরে ভোগী-তম। ক্রমে ভোগের যন্ত্র ইন্দ্রিয় বর্গ অশক্ত হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অপটুতায় ভোগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছা শক্তি শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ দাঁত না থাকিলেও হামান দিস্তার সাহায্যে তাম্বুল গুবাক চর্ব্বণ ও ঘন ঘন কাস উপস্থিত হইলেও কাশ্যপবিত্র কারণ ধূম পানের লালসা প্রবল থাকে। নাতিনী, পৌত্রবধূ সহিত পত্নী অপেক্ষাও রসিকতাপূর্ণ ব্যবহার মাত্রা বাড়িয়া উঠে মরণের—পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই ভাবে দিন কয়টা কাটিয়া যায়। অতএব বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ কোন কালেই ইন্দ্রিয়বর্গের সেবা দ্বারা সংযম লাভ হইতে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বল পূর্ব্বক অনৈসর্গিক উপায়ে ইন্দ্রিয়-দমন বা ভোগ-ত্যাগের দ্বারাও জিতেন্দ্রিয় হইতে দেখা যায় না। বরং ইন্দ্রিয় গুলিকে নষ্ট করিতে যাইয়া বহু বিপদই উপস্থিত হয়। দেহ বর্ত্তমান থাকা কালে ইন্দ্রিয় ধ্বংস হয় না, ইহা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার, ইহা ভাল রূপে অবগত ছিলেন ঠাকুর নরোত্তম, তাই গাহিয়াছেন, "অন্য-অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি, 'কায় মনে' করিব ভজন"।

এই প্রকারে অনর্থ যুক্ত দুষ্ট মনকে প্রতি মুহূর্ত্ত কতই না প্রবোধ দেই, কিন্তু প্রবোধ দিলে কি হইবে? যে সরিষা দ্বারা ভূত তাড়াইবে, সেই সরিষার ভিতরেই ভূতের বাসা। যে মন দিয়া অনর্থ পরায়ণ মনটাকে দমাইতে চাই সেই মনটাই যে চঞ্চল। সদ্গুরুর চরণে অভিগমন করিয়া মনটা যে সম্পূর্ণ ত্রাণ লাভ করে নাই, তবে আর কার কথা কে শোনে?

দেহের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে দেহমন একধর্ম্ম (শ্রীভক্তি-সেবা-বিমুখতা) বিশিষ্ট—উভয়েই আরাম-প্রয়াসী। সুতরাং মন নিজের আরাম সম্পাদনের নিমিত্ত দেহতেই সতত রতিশীল। ইহাতে উভয়েই আরাম বোধ করিয়া থাকে। ইহাদের যেন একেবারে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা মায়াধীশের সেবা পরিত্যাগ করিয়া মায়াবশ হইলে এই প্রকার স্বরূপ বিভ্রান্তিই ঘটে—সকল দেবতার, রাজা ইন্দ্রও এককালে কোন কারণ বশতঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া শূকর-যোনি লাভ করিয়া নিজেকে শূকরই মনে করিতে ছিলেন

অতএব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছি, জন্ম-জন্মান্তর ভরিয়া এই ভাবে চেষ্টা করিলেও দেহ মনের ধর্ম্ম প্রবলই থাকিয়া যাইবে। যে কাল পর্য্যন্ত দেহ-স্মৃতি-বিহীন সংসার-কূপ পতন-হীন সাধুদের শ্রীচরণ-পার্শে সম্যক গমন না ঘটে, সেকাল পর্য্যন্ত এই রকম ভবঘুরের মত মাঝে মাঝে ভবসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেই হইবে। কাম-ক্রোধের দাস হইয়া মায়া-পিশাচীর লাথি খাইয়াও মতিচ্ছন্ন অবস্থায় তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেই হইবে।

তার পর ইচ্ছা করিলেই সাধুসঙ্গ ঘটে না পূর্ব্বকৃত সুকৃতি চাই। লালসার মত লালসা অর্থাৎ কপটতা-বিহীন একমাত্র সরলতা-পরিপূর্ণ আর্ত্তির সহিত সাধুর চরণে নিজ দুর্গতির কথা জ্ঞাপন করা চাই, তবে ত' বিষ্ণু বৈষ্ণবের কৃপা-লাভ, নরক হইতে উদ্ধার? আমার দেখি সব গুলিরই অভাব। সুকৃতি ত' নাইই। লালসাও দেহ মনের অনুগামী ভাসা ভাসা রকমের। সাধুসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবে বিলক্ষণ, নতুবা বেশী ক্ষতি নাই। সুতরাং আমি যে নরকে সেই নরকে। এই কথাটা জানিয়াও সুবুদ্ধির উদয় হইতেছে না যখন, তখন আমার যে মতিচ্ছন্নদোষ ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? নতুবা কে বলে আমার নরকই ভাল লাগে।

নানা কথা

১৮৭৯ সালের বেঙ্গল-কাউন্সিলের ৯ আইনের ১০ (এ) ধারা অনুসারে
পাওনাদারগণের প্রতি—

নোটীশ।

যেহেতু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংশোধিত ১৮৭৯ সালের বেঙ্গল-কাউন্সিলের ৯ আইন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস-এক্টের ৭ ও ৩৫ ধারা অনুসারে, কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস নদীয়ার কুমার নাবালক শ্রীযুত সৌরীশচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা উক্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ আইনের ১০ (এ) ধারার বিধান মত উক্ত কুমার বাহাদুরের এবং তাঁহার স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত পাওনাদার-গণকে অবগত করা যায় যে, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত দাবীর লিখিত বর্ণনা এই নোটীশ প্রচারের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে নদীয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট তাঁহার কৃষ্ণনগর কালেক্টরী আফিসে দাখিল করিবেন।

এতদ্দ্বারা পাওনাদারগণকে আরও সতর্ক করা যায় যে, তাঁহাদের লিখিত দাবীসকল এই নোটীশ অনুযায়ী দাখিল না হইলে, তাঁহাদের পাওনার-সুদের দাবী রহিত হইবে।

এল্, জি, ডুরনো,
কালেক্টর—নদীয়া, কৃষ্ণনগর

তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯২৮ সাল।

বারদোলী সংবাদ

বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত প্যাটেল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন

আফ্রিকার জোহান্সবার্গের ভারতীয় পাতিদারগণ, বারদোলীর কৃষকগণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া শ্রীযুত প্যাটেলের নিকট এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, গবর্ণরের বক্তৃতায় তাঁহারা দুঃখিত হইয়াছেন। প্যাটেল যখনই ডাকিবেন, তখনই তাহাদিগকে পাইবেন।

লালালাজপত, পণ্ডিত মদনমোহন, মহাত্মা গান্ধী প্রয়োজন হইলে বারদোলীতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানে প্রস্তুত বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীযুত মাধবরাম ভাট নামক বারদোলীর একজন অধিবাসী মিউনিসিপ্যালিটির আমার গবর্ণরের কাছে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি ও একখানা টেলিগ্রাম দিয়া জানাইয়াছেন যে, বারদোলীর কৃষকগণকে সাবেক হারে খাজনা মিটাইয়া দিবার জন্য নেতৃগণ পরামর্শ দিবেন এবং নূতন বর্দ্ধিত হারের টাকাটা শ্রীযুত ভাট ট্রেজারীতে জমা রাখিতে প্রস্তুত আছেন। নিরপেক্ষ তদন্ত সমিতি নিযুক্ত করা হউক।

ইহার ফলে এই সমস্যার সমাধান হইলেই ভাল। নতুবা ব্যাপার বহুদূরে গড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধ নিবারণের প্রস্তাব
১৫টি জাতির সম্মতি

মিঃ কেলগ কর্ত্তৃক উত্থাপিত যুদ্ধ নিবারণের প্রস্তাব জাপান-সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। জাপান সরকার বলিতেছেন যে, সমগ্র সভ্যজগৎ এই উদার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং তাঁহারাও ইহা সমর্থন করিতেছেন।

১৫টি জাতিকে ইহা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল। সকলেই সম্মত হইয়াছেন। রাশিয়া নীরব। চীন, পারস্য তুরস্ক এবং আফগানিস্থানকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই

হ'ল কি -এ হ'ল কি !
এলবার্ট হলে দক্ষযজ্ঞ

বাল্যবিবাহ নিবারণে আইনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিবার জন্য হিন্দু-সমাজের যে সকল নেতা এলবার্ট হলে মিলিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা কণ্ঠে না পারিয়া অবশেষে হস্তের বাণ। প্র... করিয়াছিলেন। আইনের সাহায্যে সংস্কারের বিরোধী দলের এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়। আইনের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারের যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বক্তৃতা করিতে উঠিলেই হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীল যুবকগণ অমনি "মার মার" শব্দ করিয়া উঠেন—তাহার পর আর কি। সভাস্থলে একেবারে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়। হিন্দুসভার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মাথায় লাঠির আঘাত পড়ে—চেয়ার নিক্ষেপ এবং অবশেষে বিপুল গণ্ডগোলের মধ্যে সভার অবসান! জানিতে পাওয়া গেল—সংস্কার বিরোধীর দল টাকা দিয়া গুণ্ডা লইয়া আসিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষ দলকে তাড়াইয়া দিবার জন্য। সভায় শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার-প্রমুখ সংস্কারকামী অনেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সুখের বিষয় তাঁহাদের কাহারও আঘাত লাগে নাই। হাস্যরসিক দ্বিজু রায় লিখিয়া গিয়াছেন 'হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন—হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে।' সমাজের যুবকেরা এই সকল হরি ঘোষ আর প্রাণধন দের দল যে মুখ ছাড়িয়া লাঠির দ্বারা একদিন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় এইরূপ মনোনিবেশ করিবেন তাহা নিশ্চয় কবির জানা ছিল না।

—বাংলার কথা।

"আত্রেয়ী"তে স্নানে বিপদ

আত্রেয়ী নদীতে স্নানের সময় সুবোধ মজুমদার নামক একব্যক্তি হঠাৎ পা পিছলাইয়া ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হয়, সুবোধ মজুমদারকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়া সুরেশ মজুমদার নামক আর একব্যক্তিও জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়; সেই সময় যতীশ নামক এক চতুর্দশবর্ষীয় বালক এবং শচী গুহ নামক অপর একটি দশম বর্ষীয় বালক নদীর জলে প্রবল উচ্ছ্বসিত আত্রেয়ীর স্রোতে ঝম্প প্রদান করিয়া কালীপদ ব্যানার্জ্জী নামক অপর একব্যক্তির সহায়তায় উভয় মজুমদারেরই প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয়। দেবেশ গুহ নামক অপর এক ব্যক্তিও ডুবিয়া যাইতেছিল, যতীশ তাহার সম্মুখে জলের উপর ভাসাইয়া একটি কলসী ফেলিয়া দেয়। উমেশ ঐ কলসীর সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। বালকগণ সকলেই এখন সুস্থ আছে।

দারোগার গাড়ী আক্রমণ

বালুরঘাট, ২৪শে জুলাই পত্নীতলা থানার অন্তর্গত চাটমোহী নামক স্থানের মহম্মদ হোসেন নামক একব্যক্তি এবং তাহার আর চারজন গ্রামবাসী যখন গাড়ী বোঝাই করিয়া ধান লইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে দুইজন লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সাংঘাতিক প্রহার করে এবং ধান লইয়া পলায়ন করে। গাড়োয়ানেরা প্রহারের ফলে মাটিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। এই সম্পর্কে যাদব মণ্ডল ও পৌরামোহী ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারা অনুসারে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে। মামলা চলিতেছে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলে
জুনমাসে ৬॥০ লক্ষ টাকা ক্ষতি

গত ৩০শে জুলাই বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কলিকাতাস্থ পরামর্শ-সমিতির ১৮শ সভায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, যদিও রেলওয়ে কোম্পানী আগামী পূজার ছুটির কনসেসন সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই, তথাপি ১ম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য এক বারের ভাড়া লইয়া রিটার্ণ টিকেট দেওয়া হইবে।—তারপর সভাপতি জানান যে, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাদ্রাজ এবং সাউদার্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত দেড়া ভাড়ায় প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য রিটার্ণ টিকেট দেওয়া হইবে। তারপর তিনি বলেন, কোম্পানীর আয় বর্ত্তমান বৎসরের মে মাসে গত বৎসরের মে মাস অপেক্ষা দেড়লক্ষ টাকা কম এবং বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসে গত বৎসরের জুন মাস অপেক্ষা সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

ফকির না ফেরারী আসামী ?

প্রকাশ যে, অদ্য দুপুরবেলা ঢাকা রেল ওয়ে ষ্টেশনে একটি বিছানার ও ১৪টী কার্তুজসহ একজন পাঞ্জাবী মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ব্যক্তি ফকিরের পোষাক পরিধান করিয়াছিল, সে বলে যে, সে একজন ফকির, কিন্তু কিছুতেই তাহার নাম বলে না। পুলিশ তাহাকে ডাকাতি মামলার ফেরার আসামী বলিয়া সন্দেহ করিতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

গত বুধবার কর্পোরেশনের এক সভায় শতকরা ৫ টাকা হার সুদে ১ কোটি ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রার্থনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত ঋণ ৩ দফায় গ্রহণ করা হইবে এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হইবে। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মহাশয় বলেন গত ২ বৎসর ধরিয়া যে সব বড় বড় কাজ টাকার অভাবে পড়িয়া আছে তাহা ফেলিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী এক সভায় বাবু শৈলপতি চাটার্জ্জী ২য় ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহার উক্ত নিয়োগ বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য ঐ দিনকার সভায় তুমুল বাকবিতণ্ডা চলে। ফলে কিছুই না হইয়া শুক্রবার দিন পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত আছে।

পাঁচহাজার টাকার অলঙ্কার উদ্ধার

কলিকাতা মুচিপাড়া থানার পুলিশ সংবাদ পাইয়া একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর এক পশ্চিমা চাকরকে স্যুকস্ ষ্ট্রীট অঞ্চলের এক বস্তিতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে তাহার মনিবের অনুপস্থিতে বাক্স ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার লইয়া সরিয়াছিল। তাহার গৃহ অনুসন্ধান করিতে করিতে মাটির নীচে প্রোথিত অবস্থায় অলঙ্কারগুলি পাওয়া গিয়াছে।

সিমলায় মহিলাদের সভা

গত ২৩শে জুলাই তারিখে সিমলায় রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার বিল সমর্থনের জন্য একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় কয়েকজন মহিলা ডাক্তার এবং শ্বেতাঙ্গ ও ভারত মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

মিসেস রাম রাও বিলের সমর্থন করিয়া বলেন, এদেশের বিধবাদের সংখ্যাধিক্য, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং দুর্ব্বল শিশু সন্তান প্রসবের প্রধান কারণ হইল বাল্য-বিবাহ। বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগে বালিকাদের পরিণত বয়সে বিবাহ হইত, এই বিলে হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ হইবে, একথা নিতান্তই ভুল। আমরা যদি শক্তিশালী জাতি হইতে চাই, তাহা হইলে সমাজের এই পাপকে কঠোর হস্তে নিবৃত্তি করিতে হইবে। কাশ্মীর, বরোদা, ভরতপুর, মহীশূর, রাজকোট প্রভৃতি হিন্দুরাজ্য অনেক আগেই এদিকে আগাইয়া গিয়াছে।

তিনি বলেন, অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯২১ সালে ব্রিটিশ ভারতে দ্বাদশ মাসের কম বয়স্কা ৬২১ জন বিধবা ছিল, ৪৯৮ জন বিধবা ছিল যাহাদের বয়স দুই বৎসরের কম, ১২৮০ জন বিধবা ছিল, যাহাদের বয়স ২ এবং তিন বৎসরের মধ্যে। ২৮৬৩ বিধবার বয়স ছিল ৩ এবং ৪ বৎসরের মধ্যে; ৬৭৫৮ জন বিধবার বয়স ছিল ৪ এবং ৫ বৎসরের মধ্যে; ১২০১৬ জন বিধবার বয়স ছিল ৫ বৎসরের কম। ৫ এবং ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে যাঁহারা বিধবা তাঁহাদের সংখ্যা ৮৫৫৮০ এবং ১০ ও ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ২, ৩৩ ৫৩৩ জন ছিল।

সার মোরোপন্থ যোশী বলেন—আইন করাই একমাত্র প্রতিকার। জাপানের রাজা কি আদেশ জারী করিয়া এক রাত্রির মধ্যে জাপানীদের টিকি কাটিয়া দিলেন না? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা রহিত হওয়াতে কেহও এখন আর ধর্ম্ম গেল বলিয়া চীৎকার করেন না। পুরুষেরা যদি এ কাজে উদ্যোগী না হন, নারীরা সত্যাগ্রহ করিবেন।

অতঃপর প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মহিলা যাত্রীর সম্ভ্রম হানি
গোরা সৈনিকের ২ মাস

মান্দালয় ট্রেণের জনৈকা মহিলা যাত্রীর সম্ভ্রম হানি করার অপরাধে ল্যান্স কর্পোরাল আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন মিঃ জাষ্টিস ডাবউডের বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, রাত্রিতে চলন্ত ট্রেণে দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে কামরায় জোর করিয়া প্রবেশ করিয়া সৈনিকটি অভদ্র ও অশ্লীল আচরণ করে।

জুরীগণ এক বাক্যে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারপতি আসামীকে ২মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামী একজন বিখ্যাত মুষ্টি-যোদ্ধা।

শতকরা ৮০ বিঘা জমি পতিত

হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য শ্রীযুক্ত এস, ভট্টাচার্য্য গোকর্ণনগর ও কাশীপুর ইউনিয়নের ১৭ খানি গ্রাম পরিদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য জানাইয়াছেন, তিনি আরও ..টি গ্রামের দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়াছেন এবং প্রায় ২০০০ লোকের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। ধনী-দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আধপেটা খাইয়া আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাদের অবস্থা বর্ণনার অতীত। তাহাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, আহার কোন দিন জুটে, কোন দিন তাহাও জুটে না। কৃষকেরা গরু, লাঙ্গল ও সরঞ্জাম বিক্রয় করিয়া ফেলার জন্য শতকরা ৮০ বিঘা জমি এখনও পতিত পড়িয়া আছে। আগামী বৎসর যাহাতে দুর্ভিক্ষ আরও করাল মূর্ত্তিতে দেখা না দেয় সেজন্য অবিলম্বে কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১৪ই শ্রাবণ, সোমবার—১৩৩৫।

সুপ্রাচীন

মন। তুমি কাণে দিয়েছ তুলো, পিঠে করেছ কুলো. আমি যতই বলি না কেন, তুমি যাহা স্থির করিয়াছ, তাহা করিবেই, বিষয়-বিষ্ঠা ভোগেই তোমার রুচি। তুমি আমার সকল কথা শুনতে রাজি আছ, যদি আমি তোমাকে হরি ভজন করতে না বলি। তোমার ধারণা হরিভজনে সুখ নাই, তোমার ধারণা বিষয়ভোগেই সুখ বেশী, তাই তোমার হরিভজনে এত বিরাগ, কিন্তু আমার কথা শুন' দেখতে পাবে. হরিভজনে যে সুখ আছে, তাহা জড়ীয় বিষয়সুখ অপেক্ষা অনন্ত কোটী গুণে বেশী। একথা শুনিয়া তুমি হয়ত বলিবে—পাণ্ডবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন এমন কি ভগবান্ তাঁহাদের গৃহে নিরন্তর অবস্থান করিয়া তাঁহাদের কিঙ্করের কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছেন, কিন্তু কই তাঁহাদের সুখ কিছুই ত দেখিতে পাই না বরং তাঁহাদের কষ্টের সীমা ছিল না, ইহাই জানা যায়। তবে বলি শুন—তুমি এত অবুঝ কেন? পাণ্ডবদের যদি হরিভজন করে কষ্টই হবে তবে তাঁহারা সেই কষ্ট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিবেন কেন? শ্রীমদ্ভাগবতের কুন্তীদেবীর প্রার্থনা কি তোমার মনে নাই—কুন্তীদেবী বলছেন—হে ভগবান্, এইরূপ বিপদ যেন আমাদের নিত্য হয়। মহাজনগণ কি বলেছেন শুনবে, তাঁহারা বলেছেন "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" হরি সেবায় এত সুখ হয় যে হরিভক্ত হরি-সেবা ব্যতীত স্বয়ং ভগবত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন না, অধিক কথা কি স্বয়ং ভগবান্‌ও সেই ভক্তচিত্তগত সুখ আস্বাদনের নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখন একটু স্থির হয়ে বিচার কর দেখি, সেবায় কত সুখ।

হরি-সেবায় যদি এত সুখ, তবে সকল লোক হরিভজন করে না কেন? যাহাদের প্রাক্তন সুকৃতির অভাব আছে অথবা যাহাদিগকে এখন প্রপঞ্চে অনেক দিন যাতায়াত করিতে হইবে, তাহারা সহজে শ্রীভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের উপাস্য বস্তু কে জানবে, যিনি তাহার জড় সুখের সহায়ক, তিনিই। চোর যেরূপ ছোট ছেলেকে তাহার অঙ্গের ভূষণ হরণ করিবার জন্য তাহাকে সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের লোভ দেখাইয়া দূরে লইয়া যায় এবং তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া শেষে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলে, সেইরূপ মায়া জীবকে আপাত সুখের লোভ দেখাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব ধন হরি-সেবা প্রভৃতি অপহরণ করে।

হরিভজনের নাম শুনেই হয় ত তুমি বলে উঠবে, এখন দেশের সেবা দশের সেবা করা যাক্, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা যাক্, হরিভজনের দ্বারা দেশের বা দশের কি উপকার হবে, যারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য লোক তারাই হরিনাম হরিভজন করে। মনুষ্য যখন বুড়ো হয়ে যায়, অকর্ম্মা হয়ে পড়ে, তখন তাহার জন্য হরিভজনের ব্যবস্থা। আমি কিন্তু তোমার ঐ প্রকার বোকামির সহিত একমত হতে পারলাম না, দেশের উপকার করা দশের উপকার করা সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ সত্য, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বলেছেন শুন—"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার।" কিন্তু তুমি পর-উপকার বলতে ইন্দ্রিয়সুখের সাহায্য করাকেই বুঝে রেখেছ। তাই বলি, তোমার পর-উপকারটী পর উপকার না হয়ে পর অপকার হয়ে যায়। ভগবানের সেবা করলেই নিজের ও পরের উপকার করা হয়। কিন্তু তোমার বুদ্ধি অন্য রকম তা' হবেই না কেন? তুমি যখন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণকেই দরিদ্র সাজাইয়া নিজে ঐশ্বর্য্যশালী অভিমান করিতেছ, তখন তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমি পাইয়াছি। তাই মন, তুমি এখন শান্ত হও, আমাকে আর বিষয় বিষ্ঠা ভোগের পরামর্শ দিওনা তুমি যাহাই বল না কেন—"পরিবদতু জনো যথা তথায়ং ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ হরিরসমদিরা মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ"—

লোকে যা বলে বলুক, আমরা তাহার কোন বিচার করিব না, হরিরসমদিরা মদে অতিশয় মত্ত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইব, নৃত্য করিব।

মন! তুমি স্থির করিয়াছ আর কয়েক দিন গত হউক, বাড়ীর কাজ কিছু আছে অগ্রে সেই গুলি সম্পন্ন করি, ছেলেমেয়ের বিবাহাদি দিই, তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে হরি ভজন করিব, কিন্তু ভাই—জীবন সমাপ্তি-কালে করিব ভজন, এবে করি গৃহসুখ, একথা কভু নাহি বলে বিজ্ঞজন, এ দেহ পতনোন্মুখ।

মানুষ যদি সর্ব্বক্ষণ ভাবে, "কিসে আমার মঙ্গল হইবে, কেমন করিয়া আমি শ্রীভগবান ও তাঁহার নিজজনের প্রীতি-লাভে সমর্থ হইব, জীবন আমার যে বৃথাই বহিয়া গেল, যে মনুষ্য জন্ম দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত—চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া কত কষ্টের পর যে জন্ম লাভ—যে জন্মই হরিভজনের একমাত্র মূল, সেই জন্মটাই যে আমি হেলায় হারাইলাম. যে দিন চলিয়া যায়, সে ত' আর ফিরিয়া আসে না, সূর্য্যদেব যে প্রত্যহই আমার আয়ু হরণ করিয়া অস্তগমন করিতেছেন, যে দিন চলিয়া গেল, সে দিনে আমি, এমন কি কার্য্য করিলাম, যাহাতে করিয়া আমার বা আমারই সমশীল ব্যক্তিগণের দেহ মনের কিছু সুখ-সাধন ভিন্ন ভগবানের কিছু সুখ হইল,—দিনে দিনে আমার আত্মোন্নতি কিছু হইতেছে কি না, মাৎসর্য্য বা পরসুখাসহিষ্ণুতা-ভাব হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া ভগবান্ জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি স্থান পাইতেছে কিনা, শুষ্ক কর্ম্ম বা জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে পরেশানুভূতি কিছু হইতেছে কিনা, হরিভজনে উত্তরোত্তর উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, নিজে অমানী হইয়া অন্যকে মানদান-প্রবৃত্তি, বৃক্ষসম সহিষ্ণুতা গুণ ও তৃণাপেক্ষা হীন দীনতাবস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে কিনা, ইত্যাদি", তাহা হইলে তাহার পরছিদ্রানুসন্ধানের স্বভাবটা অনেক কমিতে থাকে। নিজের মঙ্গলের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, কিম্বা অপরের গুণগুলির প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, কেবল "আমিই মাত্র ভাল আছি, আমারই কোন দোষ নাই, আর সকলেই নানা দোষ-দুষ্ট"—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া যে ব্যক্তি শুষ্ক নিজের বাহাদুরী প্রচারের জন্য অন্যের সমালোচনায় বড় ব্যস্ত, তাহার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ, শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনের কৃপা লাভ হইতে সে বড়ই বঞ্চিত। যাহারা মিছামিছি কেবল পরচর্চ্চা করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মহাজন বলিয়াছেন—"পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" গুরুদেব-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক মায়াবাদী প্রভৃতি বৈষ্ণবাপরাধীর অসৎসঙ্গ-ফলে জীবের গুর্ব্ববজ্ঞা বা বৈষ্ণবাবজ্ঞারূপ ভীষণ অনর্থের উদয় হয়, তাহা হইতেই পরচর্চ্চা, পরনিন্দা বা পরছিদ্রান্বেষণ প্রভৃতি অপরাধ উদ্ভূত হয়।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য ৮ম অধ্যায়ে মহাভাগবত মহাপ্রেমী শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্যাকব শ্রীরামচন্দ্রপুরী গোসাঞির চরিত্র বর্ণন দ্বারা জীবগণকে উক্ত অপরাধ হইতে সাবধান করিয়াছেন।

রামচন্দ্রপুরী সিদ্ধ মহাত্মা বৈষ্ণবাচার্য্যের শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়-সঙ্গদোষে মৎসর ও হরি গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী হইয়া পড়েন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকট কালে একদিন রামচন্দ্রপুরী ঘটনাক্রমে তাঁহার স্থানে আসিয়া পড়েন। ঠাকুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে 'মথুরা না পাইনু' বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, শুষ্কজ্ঞানী রামচন্দ্র তাঁহার সে অপ্রাকৃত ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বিচারক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান গুরুদেবকে প্রাকৃত অভাব-জন্য শোক-বিহ্বল মনে করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনু-ভূতি দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেই অপরাধ হইতে তাঁহার বিষয়ভোগ বা সংসার-বাসনা জন্মিল। তখন হইতে তিনি কৃষ্ণ-কার্য্য বা স্বরূপ-তত্ত্বরূপবৈভবাদি চিদ্বিলাস দর্শন হইতে বিরত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপে দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার গণ সহ মিলিত হইলেন। তাঁহার এমনই স্বভাব হইয়া পড়িল যে, তিনি বৈষ্ণবকে পুন আগ্রহ করিয়া ভোজন করাইয়া শেষে সেই বৈষ্ণবের প্রসাদ-গ্রহণ-রীতির নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেন। শুদ্ধ বৈরাগ্যবান গৌর-ভক্তগণ—যাঁহাদের বৈরাগ্য দর্শনে স্বয়ং-ভগবান্ মহাপ্রভুও প্রীত হইতেন, তাঁহাদিগকেও বৈরাগ্যহীনজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া বেড়াইতেন। নীলাচলবাসী গৌর-ভক্তগণের কে কি পরিমাণে ভিক্ষা করে, কোথায় বা বাস করে ইত্যাদির গোপনে গোপনে হিসাব লইয়া অকারণ নিন্দায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার এমনই ভাগ্য মন্দ হইয়া উঠিল যে, শেষে তিনি মহাপ্রভুরও স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ের অনুসন্ধান লইতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে গুরু-বুদ্ধিতে সম্ভ্রম সম্মান করেন, কিন্তু তিনি প্রভুর কোন গুণ চোখে না দেখিতে পাইয়া কেবল ছিদ্র অনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন তিনি মহাপ্রভুর ঘরে ঢুকিয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে দেখেন, কয়েকটী পিপীলিকা চরিতেছে। সেই ছল পাইয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন,—'রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ। তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ। পিপীলিকা সমস্ত স্থানেই বেড়ায়, কিন্তু দোষ ত একটা আরোপ করা চাই?

তাই বলিয়া বসিলেন, "রাত্রিকালে এখানে ইক্ষু গুড় ছিল, সেই কারণেই এই পিপীলিকা বেড়াইতেছে। হায়, হায়, বিরক্ত সন্ন্যাসীদেরও এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা থাকে।" এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট চারিপণ কৌড়ির প্রসাদ আসিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গোস্বামী তাহা হইতেই পাইতেন। মহাপ্রভু জানিতেন যে, রামচন্দ্র পুরীর ঐরূপ নিন্দুক স্বভাব, তথাপি তিনি নিজ ভিক্ষা-পরিমাণ সঙ্কোচ করিয়া একেবারে অর্দ্ধেক করিয়া দিলেন, গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, অধিক আনিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। ভক্তগণ দারুণ দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।—"রামচন্দ্রপুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার। 'এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার॥" প্রভুর জন্য আবার যাহা কিছু আসিত, প্রভু তাহারও অর্দ্ধেক গ্রহণ করায় ভক্তগণ শেষে সকলেই ভোজন ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তগণের এমন করিয়া কয়েক দিন মহাদুঃখে গত হইল, রামচন্দ্রপুরী তাহা শুনিয়া প্রভুর নিকট আসিলেন, প্রভুও যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিলেন। পুরী তখন সর্ব্বজগতের গুরু অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রভুকেও যতিধর্ম্ম যুক্তবৈরাগ্য শিখাইতে—তাঁহার উপরও গুরুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু অমানিমানদের আদর্শ স্থাপনার্থে বলিলেন, "আমি ক্ষুদ্র বালক, তোমার শিষ্য, আমার বড়ভাগ্য যে তুমি আমাকে শিক্ষা দাও।" যাহা হউক রামচন্দ্রপুরী উঠিয়া যাইবার সময় শুনিয়া গেলেন যে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই অনশন করিতেছেন। তিনি উঠিয়া গেলে ভক্তগণ সকলেই শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামী সহ মহাপ্রভুকে পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন—'রামচন্দ্রপুরীর স্বভাবই হইতেছে পরনিন্দা করা। এ ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৮।১) "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ" এই শ্লোকটীর 'ন প্রশংসেৎ' এই পূর্ব্ব বিধিটা গ্রহণ করিয়া 'ন গর্হয়েৎ' এই পরবিধিটী ছাড়িয়া দিয়াছে। 'পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবান্' অর্থাৎ 'পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান' এই ন্যায়ানুসারে বুঝা যায়, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষের নহে, পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিতে হইবে না। রামচন্দ্রপুরী নিন্দা-নিষেধক 'ন গর্হয়েৎ' টিকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। লোকের যে শত শত গুণ আছে, তাহার একটীও গ্রহণ না করিয়া সে ব্যক্তি সেই গুণের মধ্যেও ছলে দোষ আরোপণ করিবে। সুতরাং এরূপ সামান্য একজন নিন্দুক-স্বভাব ব্যক্তির কথায় প্রভু তুমি আর ভিক্ষা-সঙ্কোচ করিও না।" লোকশিক্ষক প্রভু তখন কহিলেন; "তোমরা পুরীর কোন দোষ দিও না, তিনি তাঁহার 'সন্ন্যাস'-ধর্ম্ম করিয়াছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরকেও বদ্ধজীবের সমান জ্ঞানে প্রাকৃত সহজিয়াবাদ প্রচার করিয়াছেন। জিহ্বালাম্পট্য যতির পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য, প্রাণ রাখিবার জন্য যৎসামান্য মাত্র গ্রহণ করাই যতিধর্ম্ম। একেত্রে পুরী ভালই করিয়াছেন।" পরে ভক্তগণের অনেক অনুনয় বিনয়ের পর মহাপ্রভু অর্দ্ধেক ভিক্ষা রাখিলেন। কিন্তু ভক্তাধীন ভগবান্, অন্য সকলকে বঞ্চনা করিলেও ভক্তকে পারিয়া উঠিতেন না—"তাঁ-সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন। তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন॥ ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার। যাহা যৈছে যোগ্য, তাঁহা করেন ব্যবহার॥" স্বতন্ত্র ভগবান মহাপ্রভু প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা কখনও ভাগ্যহীন লোকগণকে বঞ্চনা, কখনও বা পরমেশ্বররূপে পূর্ণ কৃপা করেন। তিনি রামচন্দ্রপুরীকে কখনও লৌকিকী মর্য্যাদা দান আবার কখনও বা তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া কৃপা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর কি আর প্রভুর দয়া বুঝিবার সামর্থ্য আছে? তিনি অচিরেই ভগবদাশ্রয় ছাড়িয়া তীর্থ ভ্রমণার্থ নীলাচল পরিত্যাগ করিলেন। এতদিনে ভক্তগণ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—'শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত।' মহাপ্রভু আবার পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিতে লাগিলেন, ভক্তগণও হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তৃপ্তির সহিত প্রসাদসেবন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু যদিও গুরুবুদ্ধি করিয়া রামচন্দ্রপুরীর কোন দোষ লইলেন না, বরং তাঁহার ব্যবহার দ্বারা লোক-শিক্ষা দিলেন, তথাপি তাঁহার যে কি সর্ব্বনাশ হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অর্থাৎ গুর্ব্ববজ্ঞা-হেতু গুরুদেবের উপেক্ষা-ফলে জীব বিষ্ণু বিরোধী পাষণ্ডী হইয়া যায়—

"গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধ ঠেকয়॥"

সুতরাং পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবৃত্তি একেবারেই পরিত্যাগ করা বিধেয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিন্দা করা দূরে থাকুক বৈষ্ণবের কোন নিন্দাবাদ শ্রবণ পর্য্যন্তও নিষিদ্ধ। স্বয়ং ভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়াই তাহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। তবে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষীর কথা আলোচনা না করিলেও যে তাঁহারা কখনও কখনও আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহা কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে সাবধান করিবার জন্যই জানিতে হইবে। পরন্তু অসৎকে অসৎ বলিলেই যে পরনিন্দা হইয়া যায়, তাহা নহে। লোকশিক্ষক আচার্য্যগণ লোকশিক্ষার জন্য অসতের অসদ্গুণ এবং কর্ম্ম লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়া লোককে অসৎসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করেন। বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষরূপ পাষণ্ডতা বিদূরিত না হইলে জীবহৃদয়ে সাধুপ্রেমার স্থান হইতে পারে না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তি কথা প্রচারের সহায়তা-কল্পে ব্যতীত যাহারা নিজেরা শতছিদ্র যুক্ত হইয়াও সংশোধিত হইবার চেষ্টা না করিয়া বৈষ্ণবাপরাধীর বৈষ্ণবাপরাধ সমালোচনা করিয়া সুখ পাইতে ইচ্ছা করেন বা অপর বৈষ্ণবের ভজনমুদ্রা প্রাকৃত বুদ্ধিতে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার গুণের মধ্যেও কোন একটা ছল অনুসন্ধান করিয়া দোষারোপ করেন, তাঁহারাই পরনিন্দক বা পরছিদ্রান্বেষী বলিয়া কথিত হন। কোন কোন বৈষ্ণবের নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ বা কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন, পীড়া, জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুগত দোষ থাকিলেও তাঁহাকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে নাই। নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গোদক যেমন বুদ্বুদ্ ফেন পঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব ত্যাগ করে না, সেইরূপ আত্মস্বরূপ-প্রাপ্ত বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকার ধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। তাই বলিয়া যাঁহারা সাধু ও অসাধুতে সমন্বয়-প্রয়াসী হন, তাঁহারা সাধু-নিন্দা দোষেই দুষ্ট হইয়া পড়েন।

মোটকথা, কখন আমাকে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করে, তাহার ঠিক নাই, যাহা কিছু সময় আমি বর্ত্তমানে পাইতেছি, তাহার মুহূর্ত্তমাত্র বৃথা ব্যয় না করিয়াই আমাদের নিজের মঙ্গল অর্থাৎ কৃষ্ণভজন করিয়া লইতে হইবে। পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়াইলে আমার সুবিধা কিছু হইবে না বরং পরের দোষ খুঁজিতে গিয়া নিজেই তত্তদ্দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িব। দুষ্ট ব্যক্তির সংস্রব হইতে একেবারেই দূরে থাকিতে হইবে এবং অন্যান্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীকেও সেইরূপ কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। সত্যকে সত্য বলা বা অসত্যকে অসত্য বলা পরনিন্দা নহে, পরন্তু সত্যকে অসত্য বা অসত্যকে সত্য বলা বা বলিবার প্রশ্রয় দেওয়াই পরনিন্দা। এই পরনিন্দা হইতে সাবধান হইলেই আত্মরক্ষা অর্থাৎ আত্মার যে নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণসেবা, তাহা লাভ, নতুবা আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মানবের দুর্ব্বলতা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

মানব অকজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্ন। দেহ-মনের সহজবিচারে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব দোষে দুষ্ট থাকায় অচিৎ প্রতীতিতে মানব স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। জাগতিকবিচারে দৈহিক ও মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় পাইলেও সাধারণতঃ পারমার্থিক বিষয়ে দুর্ব্বলতাই লক্ষিত হয়। জীবন-সঙ্কটাপন্নাবস্থায়ও বহু দুরূহ কার্য্য সমাধা করিতে অনেক স্থলে দেখা যায়। এমন কি অনেকে প্রাণ পাতও করেন। এবম্প্রকার লোকের সংখ্যাও বিরল নহে। যদিও আমরা তাহাদিগের দৈহিক ও মানসিক বলের পরিচয় পাইয়া খুব বাহবা দিয়া আরও উৎসাহিত করি বটে, কিন্তু এসমস্ত বলের পরিচয়ে দিব্যসূরিগণের কোনই সুখ হয় না। কারণ অচিৎপ্রতীতিতে অনিত্য বস্তুর লাভালাভের জন্য দেহ মনের বলপ্রয়োগ ব্যাপার গুলিকে দিব্যসূরিগণ অদৈব জানিয়া তাহা চান না। তাঁহারা চান, দেহ মনের অতীত চিদ্বল-প্রয়োগে নিত্য বস্তু লাভের জন্য সমগ্র চেষ্টা।

আমরা হরি-বিমুখ, অপরাধী, সংসার-কারাবদ্ধ সংসারী নিত্যবদ্ধ জীব। আর তাঁহারা হরিসেবাপরায়ণ সংসার মুক্ত বৈকুণ্ঠ (যাহাতে কুণ্ঠা বা ভয় নাই)-বাসী নিত্যমুক্ত সর্ব্বজীববান্ধব। আমরা সূক্ষ্ম (লিঙ্গ) দেহে কর্ম্মানুপাতে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ স্থূলদেহ লাভ করি। তাঁহারা কারুণ্যবশতঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যে কোন একটা দেহ অবলম্বনে জগন্মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কর্ম্মবদ্ধ লিঙ্গদেহ অর্থাৎ মন বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক কোন বিরূপের অভিমান নাই। বৈষ্ণ দেহটী দেখিতে স্থূল দেহের আকার প্রতীয়মান হইলেও উহা নিত্য চিন্ময় সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দ-মন্দির। গোবিন্দ সে মন্দিরেই নিত্যকাল থাকেন। ঐটী শুধু হাড় মাংসের থলি নহে এবং তাহাতে প্রাকৃত দেহ মনের বল সম্বল নহে, বলদেবের বল চিদ্বল বিরাজিত। ধরাধর-সহ সসাগরা পৃথিবী উলট পালট হইয়া গেলে তাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যাশ্রয়ে একই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া সত্যের সনাতন প্রচার করিতে থাকেন। আর আমরা চিদ্বলে দুর্ব্বলতা অনুভব করি, কারণ চিদ্বলের আকর শ্রীবলদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করি নাই। তদাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পিছনে ধাই না, সুতরাং বলও পাই না। অতএব দুর্ব্বলের যে অবস্থা, আমাদের ভাগ্যে তাহাই উপস্থিত।

কখনও বা সাত্ত্বিক হই, দেহ মনের খুব জোর দেখাই; আবার প্রবল ঝড়বাতে টীমার খানা নিমজ্জনোন্মুখ হইলে, 'হা হরি, হে মধুসূদন রক্ষা কর' বলিয়া আর্ত্তনাদ করি। আর উপায়ই বা কি? কখনও বা ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে কালীভক্ত, হরিভক্ত হই, যদিও বা জন্মে লজ্জায় কোন দিন হরিসংকীর্ত্তনে যোগ দিই নাই, কিন্তু কলেরার চোটে 'সমন পালারে পালা, এই দেশে চাঁদ গৌর এলো' বলিয়া খুব গৌরভক্ত হইয়া সুর বেঁধে, তাল বেতালে বেজায় গাই আর লাফাই ও কর তালি দেই। তখন খোলের আমদানিই বা কত? মুচিরাও তখন দুইবেলা বেশ পেট পুরিয়া আহার করিবার সুযোগটা পায়। কলেরা থামিলে মুচির বাড়ীতে আবার দুর্ভিক্ষ। আবার বসন্তের ধুম লাগিলে শীতলা দেবীর চেলা হই। এই রকমে নানা প্রকারে উৎপাতে পড়িয়া ভক্তির বহরটা বাড়িয়া যায়, ইষ্টনিষ্ঠার অভাবে যার যখন যাহা খুসি তাহাই করিতেছি।

এই অবসরে একটা প্রবাদ গল্প মনে পড়িয়া গেল। কোন সময় একটী মুসলমান ভাই, পাকা আমের লোভে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন। সেই বৃক্ষটী একটী রাস্তার পার্শ্বে ছিল। ঐ রাস্তা দিয়া একজন পথিক যাইতেছেন, এমন সময় মাথার উপরে একটী মানুষ দেখিয়া পথিক বলিলেন "ভাই, তুমি অসাবধানতা বশতঃ গাছের এত উচ্চে আরোহণ করিয়াছ? কি শোন প্রবল ঝড় সমাগত প্রায়, তুমি জান না এটা কালবৈশাখী সময়? এখন মেঘের ডাকের পরে শত গজ অতিক্রান্ত হওয়া যায় না। এ অবস্থায় যদি তাড়া তাড়ি নামিতে চাও তাহা হইলে যে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইবে? তখন আরোহীটী বলিতে লাগিলেন, "ভাই ভাবনা কি? আমি সে দিন হিন্দুদের এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি হিন্দুর ঠাকুর হরি নাকি পাহাড় হইতে পড়িয়া গেলেও হাত পাতিয়া কোলে নেন, ঐ যে কি এক হিরণ্যকশিপু রাজার বেটাকে, তার বাবা পাহাড় হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আর ছেলেটা 'হরিবল' বলা মাত্র হরি আসিয়া কোলে লইলেন। আমিও যখন দেখিব পড়িয়া যাইতেছি তখন ঐ হিন্দুর ঠাকুরকে ডাকিব। তবে আর ভ মরিব না? গল্পের তহবিল হইতে গল্প শূন্য হইতে হইতেই স্বন্ স্বন্ শব্দে মড়্ মড়্ করিয়া বৃক্ষাদি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে প্রবল ঝড় ও শিলা উপস্থিত। মিঞা সাহেব দ্রুতগতিতে অবতরণের চেষ্টা করিতেই স্খলিত পদ হইয়া পতিত হইতে হইতে হরি বোল, আল্লা বোল, বলিয়া চীৎকার। কিন্তু প্রাণে মরে নাই, তবু মৃতপ্রায়। কিছু সুস্থ হওয়ার পরে পথিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই এ তোমার হরিবোল আল্লাবোল এরূপ দ্বৈত বুদ্ধি আসিল কেন? আরোহী বলিল, আমি বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়া কাহাকে বিশ্বাস করি ঠিক পাই নাই, তখন আমি 'দুদিল বান্দা কলিমা চোর' হইয়া ভেস্তও পাই নাই দোজকও পাই নাই। শুনিয়াছি দুই নায়ে দুই পা' দিলে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়।

আমাদের দুর্ব্বলতাটাও এই রকমের নয় কি? ইষ্টনিষ্ঠা নাই। ইষ্ট কে কি, তাহাই জানি না আর নিষ্ঠাই বা থাকিবে কোথায়? জগতে সুবিধা-বাদী হইয়া এক এক বার এক এক আধিকারিক দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজার ছল দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে যাইয়া অনিষ্টকেই ইষ্ট বোধ করিতেছি। কোন সময় বা মানত করিয়াই রাখি, আজ কাল করিয়া দেবতাকেও আশা দিতেছি বলিয়া ফাঁকি দেই। কোন সময় স্ত্রীলোক তাহার গর্ভবতী ছাগীর যোড়া পাঠা পাঠী হইলে যোড়া মহিষ মা কালীকে দিবে বলিয়া মানত করিল। নিকটের অপর একটী মেয়ে বলিল, তোর পাঠা পাঠীর চেয়ে যে মহিষের মূল্য অনেক বেশী? স্ত্রীলোকটী বলিল দূর হ' পাগলী, ফাঁকি দিয়া বাচ্চা কয়টা ত' আগে পাইয়াই লই? তার পর মা কালীকে দিব না দিব আমি জানি। এই ভাবে সময় সময় আমরা ঠাকুরদেবতাকেও ফাঁকি দিয়া থাকি। আর বিষ্ণু বৈষ্ণবকেও ফাঁকি দিয়াও থাকি। তাতে কে ঠকে? অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠার অভাবে সকলকে ইষ্ট মনে করিয়া কপটতা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহাদের চরণে অপরাধী হইয়া অনর্থই লাভ করি।

মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও কেহ কেহ কর্ম্মকাণ্ডের আনুগত্যে প্রেতকার্য্য পিণ্ডদান অর্থাৎ মৃতব্যক্তি (মাতা, পিতা, পত্নী ইত্যাদি) যদি মরিয়া ভূত-প্রেত হইয়া থাকেন, এই সন্দেহে স্মার্ত্ত-বিচারানুকূলে প্রেতকার্য্য শ্রাদ্ধাদি করিয়া হরি-বিমুখ সমাজের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। আবার উক্ত মৃত ব্যক্তিদিগের হরিভক্তিলাভ হউক, কি তাঁহারা হরিভক্ত ছিলেন, ভূত প্রেত যদি না হইয়া থাকেন এরূপ ভাবের সংশয় উপস্থিত হওয়ায় হরিভক্তিবিলাসের দোহাই দিয়া বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ করিবার ছল দেখাইয়া তথাকথিত সমন্বীন ইষ্টনিষ্ঠা-রহিত বৈষ্ণব-ব্রুব সমাজের কলরব থামাইবার প্রয়াস পাই।

কেহ বা নিজেকে শাক্ত শৈব কুলোদ্ভূত জ্ঞানে কুলগুরুত্যাগ পাপ বোধে আচার্য্য বা সৎসম্প্রদায়ে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণেই দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ দীক্ষালাভ জানিয়াও আগে শক্তি বা শিবমন্ত্র কুলগুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া হয় ঐ কুলগুরুর নিকট হইতেই, নতুবা ঐ প্রকারেরই বৈষ্ণব-ব্রুব গুরুব্রুবকে গুরু পদে বরণ করিয়া থাকেন। উভয়ই সমান। কেহ কেহ বা বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সমান মনে করিয়া সকলকেই সমান সম্মান দিতে চান। তাহাতে অবৈষ্ণবকুল অতিশয় সন্তুষ্ট হন বটে কিন্তু বৈষ্ণবগণ সেই অভক্তোচিত কপটতা ধরিয়া ফেলেন।

এই প্রকারে যাঁহারা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চান, তাঁহারা গাধা বেচারার দশা প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সংসারের নানাবিধ ঘূর্ণি বায়ুর প্রবাহে নিপতিত হইয়া, আমরা যে কত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, তাহা সামান্য প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার স্থান নাই।

ইষ্টনিষ্ঠা-পরায়ণ একনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুচরণ-সেবা ছাড়িয়া, সসাগরা পৃথিবী উল্টিয়া যাইবার উপক্রম হইলেও আর কাহারও আশ্রয়প্রার্থী হন না, লোকাপেক্ষা—সমাজ তো অনেক দূরের কথা, জগতে অনন্ত বাধা বিঘ্ন থাকিলেও অসৎকে অসৎ ও সৎকে সৎ পর্য্যায় স্থান দিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অণুপরিমাণে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইষ্ট-নিষ্ঠাপরায়ণ একান্ত একটী বৈষ্ণবের নিকট, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের দেহ মনের বল তুচ্ছ। বরং আমাদের অসার তর্জ্জন, ভেকবৎ লম্ফঝম্প কোলাহল শুনিয়া কালরূপীসর্প মুখব্যাদান করিয়াই অগ্রসর হইতেছে।

নানা কথা

আরামবাগ ডাকাতির মামলা
অদ্ভুত মণিঅর্ডার কাহিনী

আরামবাগ ডাকাতি সম্পর্কে স্বদেশরঞ্জন ও যতীন্দ্র হুগলীর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে দণ্ডিত হইলে দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। মঙ্গলবার বিচারপতি সি, সি, ঘোষ ও জ্যাকের এজলাসে উক্ত আপীলের আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

স্বদেশরঞ্জনের পক্ষে শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বলেন, 'অভিযোগ বিবরণ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ডাকাতির ষড়যন্ত্র গুজব মাত্র; সরকার পক্ষ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণে সক্ষম হন নাই। দুই এক ক্ষেত্রে দুইজনের একসঙ্গে অবস্থান ব্যতীত ষড়যন্ত্রের কোন প্রমাণই নাই। এরূপ সামান্য যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন লোককে দণ্ডিত করা যায় না।

যতীন্দ্রের পক্ষে শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, যতীনের ভাই একজন রাজবন্দী। মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনন্তের মাতার ভরণপোষণ জন্য ২০৲ মণিঅর্ডার করিয়াছিলেন। যতীন ঐ মণিঅর্ডার ৫ই মে তারিখে সহি করিয়া লইয়াছিলেন। ৫ই মে ডাকাতির দিন। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, যতীন ডাকাতির দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না দেখাইবার জন্য মণিঅর্ডারের রসিদে মিথ্যা করিয়া ৫ই মে তারিখ দিয়াছিল। শালবনীর পোষ্ট মাষ্টারও ভ্রমক্রমে ৫ই মে তারিখে ষ্ট্যাম্প মণিঅর্ডার ফরমে মারিয়াছিল।

বিচারপতি ঘোষ:—মণিঅর্ডার সকালে লওয়া পরে ডাকাতি করা কি সম্ভবপর নহে?

শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায়:—মণিঅর্ডার ১০টার আগে বিলি হয় না। অথচ অভিযোগ বিবরণে বলা হইয়াছে, যতীনকে বেলা ১১টার সময় শালবনী হইতে ৩৬ মাইল ঘাটালে দেখা গিয়াছিল। বিমানপোত না হইলে ১ ঘণ্টার ৩৬ মাইল ত আর যাওয়া যায় না। শালবনী হইতে 'বাস' চলে বটে, কিন্তু তাহা সকালে।

অতঃপর সরকার পক্ষে ডেপুটী লিগাল রিমেমব্রেন্সার মিঃ খোন্দকার সওয়াল জবাব আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সওয়াল জবাব শেষ হইবার পূর্ব্বেই আদালত বন্ধ হয়।

ভীষণ ডাকাতি

গত ১৫ই জুলাই রায়নগরে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১২ জন লোক মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মীরপুর থানার অন্তর্গত রায়নগর গ্রামে মামুদ সরদারের বাড়ী আক্রমণ করে এবং সরদার চাবি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাকে ভীষণ ভাবে মারপিট করে ও একটা গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখে। সরদারের তিন বছরের মেয়েটিকেও দুর্বৃত্তরা মারিয়াছে ডাকাতরা নগদ ও অলঙ্কারে দুই হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। সরদারকে এমন মারিয়াছে যে সে এখনও কথা বলিতে পারে না, মীরপুরে তদন্ত চলিতেছে।

গুজব ভিত্তিহীন

কর্ম্মচারী সমিতির সহকারী সম্পাদক মিঃ এস, সি, চৌধুরী জানাইয়াছেন, তিনি ২৩শে জুলাই তাঞ্জোর হইতে শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকারের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক তার পাইয়াছেন যে, তাঁহার গ্রেফতার সম্বন্ধে যে জনরব রটিয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই। তিনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

দক্ষিণ ভারত রেল ধর্ম্মঘটে পুলিশের গুলি চলিল

গত ২৫শে জুলাই অপরাহ্ণে একখানা লাইট ইঞ্জিন ত্রিচিনপল্লী জংশন হইতে আসিতেছিল, পালাক্কাঘাট ষ্টেসনের কাছে একখানা মোটরবাসের সহিত উহার সংঘর্ষ ঘটে। এই সম্পর্কে একজন স্ত্রীলোক ও দুইটি শিশু সহ ১০ জন লোক তৎক্ষণাৎ প্রাণ দান করে। ইহাদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এই দুর্ঘটনার পরে ষ্টেসনে বহু লোকের ভিড় হয়। পুলিশ আসিয়া জনতাকে সরিয়া যাইতে বলে তাহাতেও ভিড় না কমাতে পুলিশ গুলি চালায়, ফলে ৪জন লোক জখম হইয়াছে।

আর একটি স্থানে ট্রেণে ইষ্টক নিক্ষেপের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঘটিরা আর একবার রেল লাইনের ফিস প্লেট অপসারিত করিয়াছিল, কিন্তু ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বে ধরা পড়ায় কোন বিপৎপাত হয় নাই। এজেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন, যাহারা ট্রেণে ইষ্টকবৃষ্টি করে তাহাদিগকে ধরাইয়া দিলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ঐ তারিখে সাত্রে শ্রমিক-সংঘ এবং ধর্ম্মঘট কমিটির সভাপতি মিঃ ডি, কৃষ্ণস্বামী পিলে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

আর্ণাকুলাম—সোরাণ পুরের শ্রমিকেরা কাজে যোগ দিয়াছে।

পুলিশ সিঙ্গারাভেলুর বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া কতক কাগজপত্র লইয়া গিয়াছে।

মাদুরার নিকটবর্ত্তী একস্থানে পুলিশ ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলী চালাইয়াছে, ফলে ৩জন আহত হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সমগ্র বিলুপুরম গত রবিবার হরতাল পালন করিয়াছিল।

তুতিকোরিণে ট্রেণ উলটাইয়া দিবার সংবাদও ঠিক নহে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের উপনির্ব্বাচন

রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুরের মৃত্যুতে ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের একটী সদস্যপদ শূন্য হওয়ায় রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী প্রার্থী হইয়াছিলেন। ভোটাধিক্যে কংগ্রেস মনোনীত রমাপ্রসাদ বাবুই জয়লাভ করিয়াছেন। মুখার্জ্জী ৪২৩ ঘোষ ১২২টি ভোট পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ স্বর্গীয় জষ্টিস সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এবং যোগেন্দ্র চন্দ্র স্বর্গীয় জষ্টিস সার চন্দ্রমাধবের পুত্র। রমাপ্রসাদ বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ইঁহার জয়লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

জুরীর অদ্ভুত উক্তি

আবদুল বারেক ও আর এক জন লোক মুজ্জিমনাকে বিষপান করাইয়া খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বরিশালের সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আপীলকারীদিগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, এই মামলার শুনানী হইয়া যাওয়ার পর জজ যখন জুরীদিগের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁহারা নাকি বলিয়াছেন, হজুরের মতেই আমাদের মত। জুরীদিগের এই কথা বলার পরে আসামীদিগের প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। জুরীদিগের এবম্প্রকার অভিমত সমগ্র বিচারই দোষদুষ্ট করিয়াছে, সুতরাং আসামীদিগকে অব্যাহতি প্রদান করা হউক। ২৫শে জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত সি, সি, ঘোষ ও মিঃ জ্যাকের এজলাসে এই সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আপীল মঞ্জুর করিয়াছেন

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা

পুনা, ২৫শে জুলাই বুধবার পুনরায় বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় বহু পুলিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বেলা ২ টার সময় প্রায় ১০ হাজার কৃষকের এক শোভাযাত্রা স্মল হোল্ডিং বিলের প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির নিকট আবেদন করিবার জন্য উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাদের কোনও প্রতিনিধি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মিঃ চন্দ্রচূড়কে তাহাদের আবেদন সভাপতির নিকট পেশ করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর সেখানে শোভাযাত্রাকারীদের এক বিরাট সভা হয়। মিঃ এন্ সি, কেলকার উহাতে বক্তৃতা করেন। তৎপর কৃষকগণ পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া শিবাজী মন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

অপরাহ্ণ ২টার সময়ে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে মিঃ চন্দ্রচূড় কৃষকদের আবেদন পেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন।

অতঃপর মন্ত্রী রফিউদ্দিন আহাম্মদ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় রেজিষ্টারী আইন সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটির গোচর করিবার জন্য এক প্রস্তাব করেন। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর মন্ত্রী তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন, সুতরাং বিল যথাপূর্ব্ব রহিয়া যায়।

অতঃপর এ দিনের জন্য সভার কার্য্য শেষ হয়। বৃহস্পতিবার ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি সম্পর্কীয় বিলের আলোচনা হইবার কথা।

ভারতে মোটরগাড়ী প্রস্তুত

জেনেরাল মোটর কর্পোরেশন প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভারতে মোটর গাড়ী ও লরী প্রস্তুত করিবেন। মোটর গাড়ী প্রস্তুতের কল বোম্বাইয়ে স্থাপিত হইবে। ঐ কার্য্যে ১ কোটীর অধিক টাকা আবশ্যক হইবে।

অপূর্ব্ব দানশীলতা

গত ১৩ই মার্চ্চ লর্ড ইঞ্চকেপের কন্যা মিস্ এলসি ম্যাকে লণ্ডন হইতে একখানি বিমান যানে আরোহণ করিয়া আটলাণ্টিক পার হইয়া যাওয়ার জন্য যাত্রা করেন। তাহার পর আজ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না পাওয়ায় ইহা একপ্রকার নিশ্চিত ধারণা যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মিস্ এলসী ম্যাকের ৭৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাঁহার পিতামাতার হাতে আসিয়াছে। লর্ড ইঞ্চকেপ ও তাঁহার পত্নী এই ৭৫ লক্ষ টাকা বৃটিশগবর্ণমেণ্টের রাজকোষে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা এই টাকা সুদে খাটাইয়া ৫০ বৎসর পরে তদ্দ্বারা বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করা হউক। এই তহবিলের নাম "এলসি ম্যাকে ফাণ্ড" হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৫০ বৎসর পর এই টাকার সুদে আসলে যাহা হইবে, তাহার দ্বারা গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা যাইবে।

পরলোকে মহেন্দ্রনাথ

(নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত)

মেদিনীপুরের প্রথিত-যশা সাহিত্যিক, বঙ্গবাণীর অন্যতম অকৃত্রিম সেবক বঙ্গবিশ্রুত নবীন ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ কালের নিষ্ঠুর বিধানে গত ১লা শ্রাবণ তারিখে তাঁহার স্বগ্রাম ভাজনমারীর ক্ষেমানন্দ কুটিরে প্রায় ৪২ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গত ৫ বৎসর কাল ইনি নানাবিধ ব্যাধির কবলে পড়িয়া একরূপ শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন, তথাপি তাঁহার কবিপ্রতিভা তাঁহাকে নানাগ্রন্থ প্রণয়নে উৎসাহ দান করিয়াছিল। তাঁহার রচিত চন্দ্রভূতি, সমাজরেণু, খেজুরীবন্দর, হিজলীর মসনদ-ই-আলা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রতিভা ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-সমাচার নামক সাময়িক পত্রিকা দুইটির সম্পাদন-ভার তাঁহার উপর বহুদিন যাবৎ ন্যস্ত ছিল। তাঁহার রচিত সর্ব্বশেষ ঐতিহাসিক গ্রন্থ "হিজলীর মসনদ-ই-আলা" প্রকাশজন্য তাঁহার প্রায় পাঁচশতাধিক মুদ্রা ঋণ হইয়াছিল। তাঁহার এক বাল্যবন্ধু নাড়াজোল নিবাসী জমিদার—শ্রীযুত বালকানাথ রায় মহাশয় ঐ টাকা সাহায্যদান করিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বিগত ৮৭৭ চৈতন্যাব্দে তাঁহারই সম্পাদকতায় ভাজনমারী গ্রামে শ্রীশ্রীক্ষেমানন্দ হরিভক্তি প্রদায়িনীসভা নামে একটি হরি-সভা স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবক গুরুভ্রাতৃগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মৃত্যুকালে দুইটি কন্যা, দুই শিশু পুত্র, বিধবা পত্নী ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিত্যকল্যাণ বিধান করুন।

মাছের কবলে মানুষ

এতদিন মানুষে মাছ খাইত এইবার মাছে মানুষ খাইয়াছে। বিক্রমপুরের পশ্চিম পার্শ্বে আড়িয়ল বিল একটী প্রসিদ্ধ স্থান। স্থানটী এক্ষণ পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী বলিলেই হয়। পদ্মার স্রোত বর্ষায় এই বিলে প্রবাহিত হয়। মৎস্যের জন্য বিলটী এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন নদীর তীরবর্ত্তী হওয়ায় বিলের মাছ কমিয়া গিয়াছে। বর্ষার প্রারম্ভে যখন নূতন জল আসে, জলের সঙ্গে নদী হইতে অনেক বোয়াল মাছ এই বিলে উঠিয়া থাকে, তখন গৃহস্থ লোক জুতি, কোচ টেটা, পল দিয়া রাত্রিকালে মাছ ধরিতে বিলে যায়। স্থানটী শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, দোহার এই তিন থানার অধীন; অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোক এখানে মাছ ধরিবার জন্য আগমন করে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগে যখন বিলে জলের সঙ্গে বোয়াল মাছ উঠিতে থাকে তখন কোনও এক রাত্রে খুব বড় একটা বোয়াল মাছের পশ্চাদ্ভাগে একজন মুসলমান শিকারী জুতির কোপ মারে, কোপ মারিয়াই শিকারী আনন্দে অধীর হইয়া জলে পড়িয়া যায়, মাছটী আহত হইয়া পশ্চাৎ দিকে লাফাইয়া পড়িয়া শিকারীর মাথাটী গিলিয়া ফেলে। পরদিন অনুসন্ধানে বিলের মধ্যে মানুষ ও মাছ মৃতাবস্থায় পাইয়া উভয়কে শ্রীনগরের থানায় লইয়া আসিয়াছিল। মাছটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫২.৩ ছিল বলিয়া প্রকাশ। হোক একটা বোয়াল মাছে মানুষের মাথা গিলিয়া ফেলা অসম্ভব নয়। —পল্লীবার্ত্তা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাধকের কথা।

নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা, সাধনের অন্তরায়। উহার প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়বর্গের স্বামী—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। যে ইন্দ্রিয় তাহার স্বামী-সেবা ছাড়িয়া তদিতর সেবায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে ব্যভিচারী বা লম্পট ইন্দ্রিয় বলা হয়। এই লাম্পট্য-দমন-ব্যাপারে সাধকের হৃদয়কে বজ্র অপেক্ষাও কঠিন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের কাতর অনুনয়-বিনয়ে একবার ভুলিলেই সর্ব্বনাশ। কোন ইন্দ্রিয়কে তাহার স্বামী-সেবা ছাড়িয়া ক্ষণমাত্রকালও ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া, তাহার প্রতি আদৌ দয়া-প্রকাশ করা নহে—পরন্তু ভীষণ শত্রুতা করা জানিতে হইবে। চক্ষুর আজ বড় সাধ হইল—কৃষ্ণকার্ষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ছাড়িয়া যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, নটীনৃত্য প্রভৃতি অসদ্রূপ দেখিবার আসিবার, কর্ণের ইচ্ছা হইল—সাধু-মুখবিগলিত হরিকথা, হরিকীর্ত্তন ছাড়িয়া জড় কাম-পরিতৃপ্তির সহায়ক ভোগিকুলের সিদ্ধান্ত-দোষদুষ্ট গীত বা হরিকীর্ত্তনের ছলনায় নামাপরাধ কীর্ত্তন শুনিবার, নাসিকার ইচ্ছা হইল—কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পিত পুষ্প-তুলসী, কুঙ্কুম, অগুরু-চন্দনাদির (সেবা-বুদ্ধি-সহকারে) সুঘ্রাণ না লইয়া ভোগিগণ-ব্যবহৃত বা সমাদৃত জড়েন্দ্রিয়ের মত্ততা-বর্দ্ধক অনিবেদিত পুষ্প, এসেন্স, ল্যাভেণ্ডার, অটো প্রভৃতির আঘ্রাণ লওয়ার, জিহ্বার সাধ হইল—কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন বা মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া প্রপঞ্চ জয় করিবার পরিবর্ত্তে গ্রাম্যকথা-কীর্ত্তন বা শ্রীভগবানে অনিবেদিত চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত উত্তমোত্তম খাদ্যদ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি করিতে, ত্বকের ইচ্ছা হইল—ভক্তগাত্র স্পর্শ বা ভক্তের শ্রীঅঙ্গ সেবা ছাড়িয়া অসৎসঙ্গ করিয়া কামাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য, এইরূপে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও ইচ্ছা হইল—কৃষ্ণ ভজনের অনুকূল বিষয়গুলি স্বীকার না করিয়া ভজন-প্রতিকূল বিষয়-সমূহই ভোগ করা যাউক, ইন্দ্রিয়াধিপতি মনও ইচ্ছা করিলেন—দশেন্দ্রিয় দ্বারে কেবল আমার ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইতে হইবে, কৃষ্ণকার্ষ্ণের সেবার নামও করিব না, মঠে থাকিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবার কোন আবশ্যক নাই, যেস্থানে শুদ্ধাভক্তির পরিবর্ত্তে বিদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান আছে অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ, ভক্তিহীন কর্ম্ম, জ্ঞানাদি ভক্তিপ্রতিকূল লন দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের কোন বাধা নাই, সেখানেই বাস করিয়া দেখি, কারণ সেখানে আমার বিরোধ করিবার কেহ নাই, তখন আমিও যদি ইন্দ্রিয়বর্গের সেই সকল অসদভিলাষকে ক্ষণকালের জন্যও প্রশ্রয় দিয়া বলি, 'আচ্ছা, উহাদের যাহা ইচ্ছা হয় করুক', তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্ত মধ্যেই উহাদের বৃত্তিগুলি এত প্রবল হইয়া উঠিবে যে, শেষে আমি শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইব না। ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে দমন রাখিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—নিরন্তর সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক সাধুর নির্দ্দেশ-মত ভগবৎ-সেবাকার্য্যে রত থাকা। ইহা ছাড়া প্রাকৃত কোন উপায়ে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হইতে পারে না বা কখনও পারিবে না।

অনেকে মনে করেন, গেরুয়াবস্ত্র ও কৌপীন পরিধান করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন ও দু' একটী আসন অভ্যাস করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কিছু ওঙ্কার জপ এবং প্রাণায়াম করিতে পারিলেই বুঝি 'ব্রহ্মচর্য্য' পালন হইয়া যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। শাস্ত্রে বলেন, "আচার্য্যাসেবনং হি ব্রহ্মচর্য্যম্"। আচার্য্যকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা না করিয়া ভগবদভিন্নবিগ্রহ জানিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার আদেশ-পালন-রূপ সেবা দ্বারাই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষা হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা-কটাক্ষ মাত্রেই ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখ-বৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখ হইয়া নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হয়। কেবল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীর পক্ষে নহে—সকল আশ্রমীরই গুরু সেবাই এক-মাত্র কৃত্য—গুরু-সেবা ছাড়িয়া নিজ স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে যাহা কিছু করিতে যাওয়া যায়, তাহাই কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া যায়। রাজাকে বশীভূত করিতে পারিলে যেমন প্রজাগণ বশীভূত না হইয়াই পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের রাজা মনকে গুরু-কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-চিন্তায় নিমগ্ন করিতে পারিলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই সেবক মনের অধীনে সেবা-কার্য্যে ব্রতী হয়। সুতরাং কাহারও ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ-ভজন করিবার সাধ হইলে, তাঁহাকে অনতিবিলম্বে গুরুগৃহে গুরুপদাশ্রিতকে বাসের সুবিধা করিয়া লইতে হইবে।

গুরুদেবের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে অবস্থানের সুযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের মায়ারাক্ষসীর কবল হইতে নিস্তার পাইবার আর কোন উপায় নাই। গুরুমুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে থাকে। শ্রবণ ভিন্ন কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ কোন্ বস্তু কিরূপভাবে কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য, তাহা জানা যায় না বলিয়া কীর্ত্তনাদি সর্ব্ববিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজনের পূর্ব্বে শ্রবণের বিধি বা ব্যবস্থা অর্থাৎ শ্রবণেরই আদি ভক্ত্যঙ্গত্ব সিদ্ধ। শ্রবণ দ্বারা শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম রূপ গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা উদিত হইয়া থাকেন। গৃহস্থ ভক্তকেও গৃহকার্য্য হইতে অবসর লইয়া মধ্যে মধ্যে গুরুমুখপদ্মবাক্য—শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিতে হইবে—গৃহে অবস্থান কালে গুরুমুখে শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে গুরুদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ কীর্ত্তন দ্বারা গ্রন্থভাগবতের সঙ্গ করিতে হইবে। শিষ্য গুরুদেবের আদেশ লইয়া তাঁহার সেবা-ব্যপদেশে যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহার গুরুপদাশ্রিতকেই বাস হইবে। গুরুসেবা-উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য লইয়া গুরুগৃহে বাসকে গুরুগৃহে বাস বলে না, তাহা ভোগাগার গৃহবাসই হইয়া থাকে। অবশ্য যে সমস্ত গৃহস্থভক্ত তাঁহাদের গৃহকে গুরুগৃহই বলিয়া জানেন, অর্থাৎ যে গৃহে গুরুসেবাব্যতীত আর কোন কার্য্য হয় না, গৃহের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কৃষ্ণানুশীলন পর, সে গৃহ সাক্ষাৎ গোলোক বৈকুণ্ঠ, তাহাতে শ্রীগুরুর আদেশ হইলে অবস্থান করিয়া গুরুকৃষ্ণভজনে কোন বাধা নাই, কিন্তু যে গৃহের আত্মীয় স্বজন নামধারী সকলেই ভক্তিপ্রতিকূল আচরণপর, সে গৃহ সাক্ষাৎ নরক জানিয়া অবিলম্বেই পরিত্যাগ বিধেয়। তাহাকে নিজ বাস-স্থান বলিয়া প্রীতি করিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। আবার গৃহস্থভক্ত তাঁহার গৃহকে ভজনানুকূল জানিলেও কৃষ্ণবসতি স্থল শ্রীনাম ও অভিন্ন-শ্রীধাম গুরুগৃহ বাসই বরণীয় মনে করিবেন। গুরুদেব যেখানেই অবস্থান করেন, সেস্থান সাক্ষাৎ গোলোক বৃন্দাবন।

অনেক গৃহমেধী তাঁহাদের ভোগাগার গৃহের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া মহাভাগবতের ভাণে "গৃহে কিম্বা বনে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ"—সিদ্ধ মহাজন শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই বাক্যের দোহাই দিয়া গৃহবাসটীকে বজায় রাখিবার জন্য প্রচার করেন, "গ্রাম ও ধাম একই কথা, আমাদের এই গৃহ সাক্ষাৎ বৃন্দাবন, হরিভজন করিবার জন্য কাহারও ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হয় না, এই ঘরে বসিয়াই ডাকিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, শ্রীধাম বা গুরুগৃহে বাস না করিলেই নয় এমন কিছু কথা নহে, যে সে স্থানকেই বৃন্দাবন মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে।" তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 'হা' শব্দ 'প্রেম'-বাচক। বিপ্রলম্ভ-রসিক মহাপ্রেমিক ভক্তগণ। অহর্নিশ বৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হওয়া 'হা কৃষ্ণ', 'হা মথুরানাথ' বলিয়া প্রগাঢ় প্রেমভরে ক্রন্দন করেন। তাঁহারা প্রাকৃত কোন স্থানকে প্রাপঞ্চিক প্রতীতিতে 'বৃন্দাবন' বলিয়া কল্পনা করিয়া লন না, পরন্তু তাঁহাদের তাদৃশ প্রাপঞ্চিক প্রতীতির সম্পূর্ণ অভাব-নিবন্ধন সর্ব্বত্র কৃষ্ণ এবং তদীয় লীলা-প্রতীতিই প্রবল। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠাধিকারে প্রাকৃত অপ্রাকৃতারোপ দ্বারা 'আরোপসিদ্ধা' বলিয়া এক প্রকার ভক্তি লক্ষিত হয়। তাদৃশ-ভক্ত শুদ্ধভক্তের সঙ্গ-ক্রমে স্বরূপসিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, উক্ত আরোপ-সিদ্ধাবস্থায় প্রাপঞ্চিক গৃহ-বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকা অবস্থাতেই সেই গৃহে প্রপঞ্চাতীত বৃন্দাবনত্ব আরোপ করা হয়। উক্ত প্রাপঞ্চিক প্রতীতি-সাহচর্য্যে কাল্পনিক বৃন্দাবনে বাস করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়াও 'হা কৃষ্ণ হা গৌর' বলিয়া চীৎকার করিলেও কৃষ্ণকৃপা লাভ হইবে না। মহাজন গাহিতেছেন—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না কৃষ্ণপদে পায় প্রেমধন॥"

অর্থাৎ নিজের মনগড়া ভ্রমাত্মক খেয়াল বা অশৌত পন্থার জড়বুদ্ধিগণে বহু জন্ম ধরিয়া কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও সাধ্যের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা লাভ করিতে পারেন না, অবশ্য ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি অবান্তর ফল—যাহা কৃষ্ণবিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা লাভ হইতে পারে। সুতরাং বদ্ধজীব তাঁহার ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে গৃহকে বৃন্দাবন কল্পনা করিয়া নিজেকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অন্যকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়ে গুরুসেবা-উদ্দেশে গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক গুরুদেবের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ করিয়া লইবেন এবং গুরুদেবের আদেশ হইলে গৃহে গমন পূর্ব্বক 'কৃষ্ণের সংসার' বুদ্ধিতে, অনাসক্ত হইয়া গৃহকার্য্য করিতে থাকিবেন আর প্রভুপাদপদ্মে এই বলিয়া শরণাগতি প্রার্থনা করিবেন—

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসীদাস।
সেত ত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার ব্যয় করিব বহন॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন-বাসনা॥
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
বিনোদ-সেবক বলে তব সুখ সার॥"

ঐরূপ 'শরণাগতি-সহ গৃহে বাস পরমার্থপ্রদই হইয়া থাকে—কোন না কোন সময়ে 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকিবার সৌভাগ্য লাভ হয়।

শ্রীভগবানের প্রকট ক্ষেত্র কিম্বা লীলাস্থলী শ্রীধাম ও গ্রাম—একই বস্তু নহে। শ্রীধাম ভগবানের তদ্রূপবৈভব লীলা বা লীলা-শক্তি। শ্রীধামের স্থাবর জঙ্গম এমন কি ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয়-দর্শন নিবৃত্ত হইলেই ধামদর্শন সম্ভব। শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্র জপ করিতে করিতে যখন জীবের সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনো-ধর্ম্ম বা সংসার বাসনা বিদূরিত হইয়া চিন্ময় চক্ষু বা দিব্যদর্শন লাভ হয়, তখনই সেই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন জীব শ্রীধামকে গ্রামরূপে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে তদ্রূপ-বৈভবরূপে দর্শন করেন। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিতেছেন,—

"আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতিক্রমে গুরু-কৃপায় চিন্ময়-প্রতীতি লাভ ব্যতীত জীব সহস্র বর্ষ ধরিয়া ধামে বাস করিলেও 'ধামবাসী' হইতে পারেন না। প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে শ্রীধামের ভূমি ক্রয় করা যায় না বা কিছু অর্থব্যয় করিয়াই শ্রীধাম-বাস-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাবলেই ধামবাস সম্ভব। শ্রীধাম শ্রীনাম ভগবান্ হইতে অভিন্ন বস্তু। সুতরাং তাঁহাকে প্রাপঞ্চিক গ্রামের সহিত সমান বুদ্ধি করিলে ভয়ঙ্কর ধামাপরাধ হইয়া থাকে।

'মহাভাগবত গ্রামে ধাম দর্শন করেন' বলিলে ইহাই বুঝিয়া লইতে হইবে না যে, তিনি 'গ্রাম' বুদ্ধি বজায় রাখিয়াই গ্রামে 'ধাম' কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রাকৃতে অপ্রাকৃতত্ব কল্পনা করিয়া লওয়া মায়াবাদী স্মার্ত্তগণের মত। তাঁহারা ইট, কাঠ, পাথরের মধ্যে ভগবান বা গ্রামের মধ্যে ধাম আছেন—এইরূপ কল্পনা করিয়া ভগবান্ ও তদ্রূপ-বৈভবে ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন। মহাভাগবত এরূপ বুদ্ধিদ্বারা ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করেন না। তাঁহার দর্শনই অপ্রাকৃত, প্রাকৃত কোন বস্তুই তিনি দেখিতে পান না। তাহার কারণ যে সকল ধারণায় ভগবদ্দর্শনে বাধা বা অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহার নামই মায়া, সেই মায়া বা ভগবদ্দর্শনের অন্তরায়টী মহাভাগবতে নাই বলিয়াই সর্ব্বত্র তাঁহার কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ দর্শন হইয়া থাকে। কৃষ্ণ একস্থানে থাকেন, আর একস্থানে থাকেন না,—তাহা ত' নহে; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ তাঁহার নাম রূপ গুণ পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-সহ বিরাজ করিতেছেন। তাই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মহাভাগবত পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর এবং কুক্কুর-ভোজী চণ্ডালে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। এই সমদর্শনের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে না যে ব্রাহ্মণ, গবাদিপশু ও চণ্ডালকে তত্তদ্রূপে দর্শন বা ভেদদৃষ্টি বজায় রাখিয়াই তাহাদিগকে সমান জ্ঞান করেন। তাঁহার ভেদদর্শন আদৌ নাই। তিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত বস্তু শ্রীভগবানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত, ইহাই দর্শন করেন। মহাভাগবত চেতনাচেতনাত্মক সর্ব্বভূতে ভূতসমূহের ভগবৎসেবোপযোগি সিদ্ধস্বরূপাদি দর্শন করেন এবং নিজ সিদ্ধস্বরূপদ্বারা আত্মোপাস্য ভগবানে অপ্রাকৃত নিত্য সেবাপর সর্ব্বভূত দর্শন করেন,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁ'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব মূর্ত্তি॥"

অর্থাৎ তিনি কেবল কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শনপর বলিয়াই সর্ব্বত্র সমদর্শন করেন। সুতরাং তাঁহার গ্রামদর্শনের অবকাশ না থাকায় সর্ব্বত্রই ধামদর্শন। তাঁহার দর্শনকে যাঁহারা অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারাই মায়াবাদ-দুষ্ট হইয়া নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করেন। মহাভাগবতের অনুসরণ বা আনুগত্য-ফলে তাঁহার কৃপা-ক্রমেই তাঁহার ন্যায় দৃষ্টিশক্তি লাভ হইয়া থাকে।

আত্মবিনিগ্রহ

জীবের আধারাত্মক দেহে, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও সংঘাত অর্থাৎ পরিণাম স্বরূপ ব্যাপারগুলি ঐ দেহ-ক্ষেত্রেরই বিকার। আবার অমানিত্বাদি বিংশতি ব্যাপারগুলি ঐ ক্ষেত্র-বিকার-নাশক ঔষধ স্বরূপ—এই কথা শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে জানাইয়াছেন। আমরা আজ সেই ভক্ত, ভগবানের সেবা উদ্দেশে 'আত্ম-বিনিগ্রহ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

'আত্মা' শব্দে—ব্রহ্ম, জীব, দেহ, মন, হৃদয় প্রভৃতিকে উদ্দেশ করে। আর 'বিনিগ্রহ' শব্দের অর্থ,—বিশেষভাবে দণ্ড, প্রহার এবং সংযম। দণ্ড বা শাসন, শিষ্ট বা ভক্তের প্রতি প্রযুজ্য নহে; পরন্তু অশিষ্ট বা অভক্তের উপর প্রয়োগ কর্ত্তব্য। আবার সংযম বলিলে, সংযতের প্রতি কৃত্য ব্যাপার না বুঝাইয়া অসংযতের প্রতি কৃত্য ব্যাপার বুঝাইয়া থাকে। 'সংযম' শব্দে বস্তুর বিনাশ-সাধন নহে, কিন্তু দিক্ বা গতিপরিবর্ত্তন।

এই শরীর ক্ষেত্র, প্রত্যেক ক্ষেত্রে জীবাত্মাই এক একটী ক্ষেত্রজ্ঞ এবং সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞই ঈশ্বর। তাহা ছাড়া অন্তর্যামি-সূত্রে শ্রীভগবান্ প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিরাজিত।

ঋষি-বাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্র-বাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রধান, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি দশটি বাহেন্দ্রিয়, মনরূপ একটী অন্তরেন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয়, এবম্ভূত চব্বিশটি প্রাকৃত তত্ত্বই ক্ষেত্র।

'আত্মবিনিগ্রহ' বলিলে ঐ দেহ এবং মনের গতি-পরিবর্ত্তন বুঝায়। সেন্দ্রিয় দেহ ও মন বর্ত্তমানে যে পথে চলিতেছে, তাহা বিচার করিলে এ বিষয়ের ধারণা হইবে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গীতার টীকায় বলেন, 'আত্মনিগ্রহঃ', 'শরীর-সংযমঃ'। এখন দেখা যাউক, দেহের অসংযম অবস্থাটা কি? শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে করিতে অসংযমীর অবস্থা বর্ণনায় বলিয়াছেন—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

অর্থাৎ হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে, অর্থাৎ যে দিকে মধুরাদি রস সেইদিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে এইরূপ শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল বিভিন্ন কর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয় সেইরূপ বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।

দেহস্থিত ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিমুখিনী গতি বিচার করিলে অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। এখন উপায় কি? কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের দিকে ছুটিতে না দিয়া উহাকে রোধ করাই সংযম। যেমন, চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকা, কর্ণরন্ধ্রে তুলা প্রবেশ করান ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিই বিষয়-স্পর্শ। সুতরাং তাহাকে কি করিয়া টানিয়া রাখা যায়? যদিও কিছু কালের জন্য ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে সঙ্কোচ করা যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রাজা মন ত' বিষয়-চিন্তা ছাড়িবে না। গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে নবদ্বার রোধ করিয়া বসিলেও সে বশ্য হইবে না, নিদ্রাঘোরেও বিষয়-চিন্তা ছাড়িবেনা। এই জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বাহ্য রোধকেই যাহারা সংযতভাব বলেন, তাহাকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগীতা বলেন;—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে

এখন দেখুন, 'আত্ম-বিনিগ্রহ' বিচার করিতে যাইয়া সেন্দ্রিয় শরীরের বাহেন্দ্রিয়-সংযম আলোচনা হইয়া অন্তরেন্দ্রিয় মনের সংযমের কথা আসিয়া পড়িল।

'মন' সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া সামান্যাকারে বক্তব্য শেষ করিব। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।২২।৩৭)—

"মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মময় মনই ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে। কিন্তু আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও তাহার অনুবর্ত্তী হয়।

শাস্ত্রে পঞ্চভূতাত্মক জড় দেহকে স্থূল এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক দেহকে লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই 'মন' কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বা বাসনাময়। শ্রুতি বলেন—'মনঃ কামোদ্ভবঃ কামো মনোদ্ভবঃ'। জীবের দুর্নিবারিত অগ্নিপ্রায় নিত্য বৈরী কাম। 'মন'ই যে সেই কামের মহাদুর্গরাজধানীস্বরূপ উপনিষৎসার শ্রীগীতাও একথা বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।

মননং করোতি এই অর্থে 'মন' শব্দ সিদ্ধ হয়। পঞ্চবিষয়ের মনন লইয়া 'মন' বড়ই ব্যস্ত। তাহার বিহারস্থলী ছাড়িয়া সে ভ্রমক্রমেও অন্যত্র গমন করে না। 'মন' কেবলমাত্র বিষয়-চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তি সকল সৃষ্টি করে, সেই সকল গুণবৃত্তি হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিবিধ কর্ম্মসকল উৎপন্ন হয়, সেই সকল কর্ম্ম দ্বারাই স্বানুরূপ দেবতির্য্যক্ নরাদি গতি প্রাপ্তি হয়, যথা—ভাঃ ১১।২৩।৩৯—

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়স্ততশ্চ
কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ
সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি

অতএব কেহ যেন মনে না করেন 'মন' মূলে স্থির, বিষয়াগমে চাঞ্চল্যপ্রকাশ

করে। সুতরাং একটু চেষ্টা করিলে স্থির রাখা যায়। এ চিন্তাস্রোত ধ্বংস করিয়া শ্রীঅর্জ্জুন বলিয়াছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

অতএব স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা কিরূপ সুদুষ্কর ব্যাপার—চিন্তার বিষয়। এই মনকে দমন করিবার উপায় নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত সব বিচার বিশ্লেষণ করিয়া স্বমতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। মনকে বিষয়ে ছাড়িয়া দেওয়া যেমন অশান্তির কথা, ইহাকে বিষয়-চিন্তা শূন্য করিবার চেষ্টাও সেই প্রকার অশান্তিপ্রদ। যদিও মাঝে মাঝে ইহাকে 'অগ্নিশিখার ন্যায়' নিশ্চল দেখা যায়, সেটা কিছু কিছু নহে, পুনরায় অধিক চাঞ্চল্যের লক্ষণ। প্রবল ঝটিকা আসিবার পূর্ব্বে অথবা পরে যেমন নিস্তব্ধ ভাব দেখা যায়, মন'কে তেমন কোন কোন সময়ে বিষয় ভোগের পূর্ব্বে এবং ভোগান্তে বৈরাগী দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ৫।৬।২)

'সখ্যমুক্তং কিঞ্চিৎ বা একে ন মনসোঽদ্ধা
বিস্রম্ভমনবস্থানস্য শঠকিরাত ইব
সঙ্গচ্ছন্তে।'

এই বাক্যের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন যে, একে বুদ্ধিমন্তঃ অনবস্থানস্য চঞ্চলস্য মনো বিশ্বাসং ন সঙ্গচ্ছন্তে ন সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তি। শঠঃ কিরাতো যথা ধৃতেঽপি মৃগেষু, শঠে কিরাতে যথা মৃগা ইতি। শঠ কিরাত ইতি পাঠান্তরে শঠো বঞ্চকঃ কিরাটো বণিক্ ব্যবহর্ত্তরি যথা, তস্মিন্ বা ব্যবহর্ত্তা যথা বিশ্বাসং ন যাতীত্যর্থঃ।

হঠযোগাদি পন্থায় মনকে দমন করিয়াছি বলিয়া যাহারা চঞ্চল মনের উপর বিশ্বাস করেন, তাহাদিগের পরিণাম উল্লেখ করিয়া পুনরায় কয়েকটি কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহু কাল তপস্যায় স্থিত এবং সমর্থ ব্যক্তিগণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:—

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎসখ্যং মনসি
হ্যনবস্থিতে।
যদ্বিশ্রম্ভাচ্চিরাচ্চীর্ণং চস্কন্দ তপ
ঐশ্বরম্॥
নিত্যং দদাতি কামস্য চ্ছিদ্রং
তমনু যেঽরয়ঃ।
যোগিনঃ কৃতমৈত্রস্য পত্যুর্জায়েব
পুংশ্চলী॥
কামো মন্যুর্মদো লোভঃ শোক
মোহ ভয়াদয়ঃ।
কর্ম্মবন্ধশ্চ যন্মূলঃ স্বীকুর্য্যাৎ কো
নু তদ্বুধঃ॥

উপরিউক্ত শ্লোকসমূহের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলেন—ঐশ্বরং বিক্ষোমো হিমীরূপ সন্দর্শনেন। যথা-ঈশ্বরাণাং সমর্থানামপি সৌভরী প্রভৃতিনাং তপঃ। তত্র হেতুঃ—নিত্যমিতি। কৃতবিশ্বাসো যো যোগী, তদীয়ং মনঃ, কামস্য তমনু যে অরয়স্তেষাঞ্চ ছিদ্রমবকাশং দদাতি। যথা কৃতবিশ্বাসস্য পত্যুঃ পুংশ্চলী জায়া জারাণা মবকাশং দত্বা পতিং ঘাতয়তি তথা মনোঽপি কামাদিভিঃ যোগিনং ভ্রংশয়তীত্যর্থঃ অরীন্ কথয়ন্ উপসংহরতি কাম ইতি। যন্মূল যন্নিমিত্তো ভবতি তৎ মনঃ কো নু বুধঃ স্বীকুর্য্যাৎ স্বাধীনমিতি মন্যেত?

'মন' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা ইন্দ্রিয়বর্গ ছাড়া রিপুবর্গের সন্ধান পাইলাম। ইন্দ্রিয়গুলি রিপুর অধীন হইয়া কিরূপ বিষয় ভোগ করে, সকলেই জানেন। ভক্তবর জীবের দুর্দ্দশা গাহিলেন,

"কাম ক্রোধ ছয় জনে,
নিয়া ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে।"

এই ক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, রিপু-বশীভূত ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে উঠাইয়া আনাও বিষম ব্যাপার, আবার তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলে দেহের বিনাশ সুনিশ্চিত। এখন উপায়বিহীন হইয়া দেখিতেছি—

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই॥
বাক্য মনোবেগ, ক্রোধ জিহ্বাবেগ,
উদর উপস্থবেগ।
মিলিয়া এসব, সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি॥

ইন্দ্রিয় বিনষ্ট না করিয়া এবং জড় বিষয়ে বিচরণ না করিতে দিয়া তাহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়াই আত্ম-বিনিগ্রহ বা দেহ ও মনঃসংযম। ইন্দ্রিয়ের অপর নাম হৃষীক। সুতরাং তাহাদিগকে হৃষীকেশের সেবাই নিযুক্ত করিলেই বিপদ দূর হয়। ভক্তিপ্রতীপ মনের গতি পরিবর্ত্তনেই মনের, এবং মনের পরিবর্ত্তনে মনের অনুগত সেন্দ্রিয় দেহের সংযম অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন, 'আত্ম-বিনিগ্রহ' আত্মানুসন্ধি প্রতীপাদ্বিষয়াত্মনসো নিয়মনম্। ভক্তরাজ অম্বরীষ মহারাজা এবিষয়ের জলন্ত দৃষ্টান্ত :—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ-সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পাদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥

আবার শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদের জন্য গাহিলেন,—

দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহো কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ,
জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয়॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ,
মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে,
ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে,
কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধু জনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা,
ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥

অতএব সাধুর আনুগত্যে শ্রীভগবদ্ভজন ছাড়া আত্ম-বিনিগ্রহের অন্য উপায় নাই। ইন্দ্রিয়গুলি অসৎ, সুতরাং অনিত্য বিষয়েই তাহারা সতত প্রধাবিত। শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তিই একমাত্র সৎ সুতরাং ভক্তানুগত্যে শ্রীভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানেই দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-গ্রহণ কার্য্য হইতে ফিরান যায়। তাই ভক্তপ্রবর গাহিলেন,—

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি,
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা-বিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

কলিকাতা আলবার্ট হলে বক্তৃতা

আগামী ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট রবিবার এবং ৩রা ভাদ্র ১৯শে আগষ্ট রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে যথোচিত কীর্ত্তনাদি হইবে। ২০শে শ্রাবণ ৫ই আগষ্ট তারিখে দেশমান্য স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয়—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম-জগতের অবস্থা, মহাপ্রভুর আগমনে পৃথিবী কিরূপ উপকৃত হইয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রকটসময়ে সমাজ ও ধর্ম্মের অবস্থা,—এই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা-মুখে সর্ব্বসাধারণের নিকট কীর্ত্তিত হইবে। সকলের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

নানা কথা

শান্তিপুর সমাচার

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র)

ট্রাঙ্করোড—মিউনিসিপ্যালিটির নব-নির্ব্বাচিত সহৃদয় ভাইসচেয়ারম্যান্ মাননীয় শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাস এম্, এ, মহোদয়ের সহৃদয়তায় ট্রাঙ্করোডের জঙ্গলগুলি পরিষ্কৃত হইতেছে। এই রাস্তাটী পূর্ব্বে পাকা ছিল—অধুনা সংস্কার অভাবে দুর্গম হওয়ায় গাড়ী এবং সর্ব্ব-সাধারণের যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত ট্রাঙ্করোডে ময়লার গাড়ী থাকায় ভীষণ দুর্গন্ধে সাধারণের স্বাস্থ্যের বড়ই ক্ষতি হইতেছে। এই রাস্তাসম্বন্ধে এই দুইটী বিষয়েই আমরা ভগবতী বাবুর স্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি তিনি শীঘ্রই ময়লার গাড়ীর স্থানটী পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং রাস্তাটী অন্ততঃ শুধু সুরকিঢালা মেরামত করিয়া সর্ব্বসাধারণের মহদুপকার সাধন করিবেন।

মধ্যম-শ্রেণীর বিদ্যালয়—বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, স্থানীয় মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি গত দশ মাস যাবত মিউনিসিপ্যালিটীর সাহায্য পাইতেছে না।

মাসিক সাহায্য লইয়া যে সব প্রতিষ্ঠান চলে, একাদিক্রমে দশমাসকাল সাহায্য না পাইলে সেই বিদ্যালয়গুলির কি অসুবিধা-ভোগ করিতে হয় তাহা মাননীয় ভাইসচেয়ারম্যান মহোদয়ের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝিতেছেন না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদ লাভ করিয়া বিদ্যালয়গুলির উপর স্নেহদৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে শিক্ষকদের অসুবিধা আর কে অনুভব করিবে?

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা—শান্তিপুর হইতে হরিপুর যাতায়াতের রাস্তাটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের। সংস্কারাভাবে উহা খারাপ হইয়াছে, সামান্য জল হইলেই রাস্তাটীতে কাদা ও জল জমে, গাড়ী যাতায়াতেরও বড়ই অসুবিধা হয়। সূত্রগড়ের পরের অংশটী অতিশয় খারাপ হইয়াছে। আমরা এবিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শোক সভা—গত ৮ই শ্রাবণ পরলোকগত কালীবাবুর মাঠে স্বর্গগত ভুবন চন্দ্র দাসের শোকসভায় অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ভগবতী চরণ দাস এম্, এ মহোদয়ের বক্তৃতা অতিশয় মর্ম্মভেদী এবং যথার্থ শোকপ্রকাশোপযোগী হইয়াছিল।

কুষ্টিয়ার সংবাদদাতাকে ভয় প্রদর্শন

কুমারখালীর একটি নারীহরণের সংবাদ 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারের সহিত জড়িত কাজী গোলাব রসুল ওরফে রতি মিঞা নামক একব্যক্তি কুমারখালী গ্রামের বাবু নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার "আনন্দবাজার পত্রিকায়" ঐ সংবাদ দিয়াছেন, অনুমান করিয়া গত ২২শে তারিখ কুমারখালী ষ্টেশনে নারায়ণবাবুকে গালাগালি করে এবং ভয় দেখায়। নারায়ণ বাবু গত ২৫শে তারিখ রতি মিঞার নামে এক নালিশ দায়ের করিয়াছেন আগামী ১৩ই আগষ্ট তারিখ সেই নালিশের শুনানী হইবে।

মিঃ এণ্ড্রুজের নিকট তার

লণ্ডনের ২৭শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত গান্ধী ব্যাক্দীপের অবস্থা বিবৃত করিয়া মিঃ এণ্ড্রুজের নিকট একটী সুদীর্ঘ তার পাঠাইয়াছেন। মিঃ এণ্ড্রুজ উক্ত সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত করিবেন এবং পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে জানাইবেন।

মহাপ্রচারঃ—

গৌড়ীয়মঠের সুবিরাট চতুর্থ সংস্করণ

"শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"

অতিশীঘ্রই সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছেন। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১০৲ টাকা ভিক্ষার তৃতীয় সংস্করণ ৪৲ টাকায় না পাইয়া অপূর্ব্ব সংস্করণ সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্যই উহার ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই ১০৲ টাকার এই বিরাট গ্রন্থ গৌড়ীয় মঠের উৎসবের জন্য অদ্য হইতে ১০ই আশ্বিন মধ্যে অগ্রিম ৪৲ টাকা দিলে সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেওয়া হইবে। নাম মাত্র ভিক্ষা ৪৲ টাকায় গ্রন্থ না পাইয়া অনেকের যে দুঃখ হইয়াছিল সেই দুঃখের ইহাতে অবসান হইল।

সত্বর গ্রাহক হউন।

বিদ্যাসাগর বার্ষিক-স্মৃতি

গত রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বার্ষিক-স্মৃতি-উপলক্ষে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থ তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তিকে পুষ্পদামে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

স্কুলে ব্যায়াম-শিক্ষা সম্বন্ধে ডিরেক্টারের ইস্তাহার

১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রগণকে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে হইবে বলিয়া শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ষ্টেপলটন সমস্ত স্কুল ও মাদ্রাসার কর্ত্তা এবং বিভাগীয় ইন্সপেক্টারদিগের নিকট এক ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই বিষয়ে ১৯২৫ সনে এক ইস্তাহার প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়াছিল যে, প্রত্যেক স্কুলেই ব্যায়ামশিক্ষা' ও খেলা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় প্রত্যেক ছাত্রকেই ব্যায়াম শিক্ষার সার্টিফিকেট দিতে হইবে। ব্যায়ামশিক্ষার নূতন ডিরেক্টার আসিলেই এই বিষয়ে পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হইবে। ব্যায়ামশিক্ষার নব-নিযুক্ত ডিরেক্টার মিঃ জেমস বেকানন নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবেন। তিনি পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের ব্যায়াম শিক্ষার পরামর্শ দাতা ছিলেন।

ব্যাঘ্রের উৎপাত

ফেণীর ২৬শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ত্রিপুরা পর্ব্বতের নিকটস্থ জয়নগর গ্রামের কৃষকেরা মাঠে কাজ করিতেছিল এমন সময় হঠাৎ একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া গিরিশ চন্দ্র দে নামক জনৈক চাষীকে লইয়া চম্পট দেয়। অন্যান্য চাষীরা গিরিশকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাঘ্রটীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ব্যাঘ্রটি উহাকে জঙ্গলের ভিতর মারিয়া ফেলিয়াছে তদন্তের জন্য মৃত দেহটি বিলনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছে।

চীন ও আমেরিকা

ওয়াসিংটনের ২৬শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি নূতন বাণিজ্য সন্ধি স্থাপনের জন্য কথাবার্ত্তা বলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই বাণিজ্য সন্ধি দ্বারা চীন সরকারের বাণিজ্য-শুল্ক বিষয়ে পূর্ণস্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে। চীনের মার্কিন নাগরিকগণের জীবনরক্ষার সুব্যবস্থা এবং অপর সকল জাতির সহিত আমেরিকানদিগের প্রতিও সমব্যবহারের বন্দোবস্ত এই সন্ধি অনুসারে স্বীকৃত হইবে।"

হুগলি-জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

হুগলীর ২৭শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে শচীন্দ্রনাথ ঘোষ নামক জনৈক কয়েদী জেলস্থ সকল কর্ম্মচারীর চক্ষে ধূলি দিয়া চম্পট দিয়াছে। তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

আকস্মিক মৃত্যু

গত ৭ই শ্রাবণ অপরাহ্নকালে দুইটী মুসলমান যুবক চাঁদপুর পুরাণ বাজারে পোল হইতে জলে ঝম্প-প্রদান করিতেছিল। একটী যুবক ঝম্প-প্রদান করিলে অপরটী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লম্ফ দেয় এবং তাহাতে এত শক্ত আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, তাহাতে তাহার সম্মুখে দাঁত দুইটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহারা উভয়েই অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহার প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে প্রথম যুবকটীকে অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় পাওয়া যায় কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের ফলে প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় যুবকটীকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

প্রায়ই বালকেরা পোল, নৌকা অথবা অন্য কোন উচ্চস্থান হইতে জলে লম্ফ প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ন্যায় ইহাতে অনেক সময় বিষময় ফল ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বালকদিগকে এবিষয়ে বিশেষরূপে সতর্ক করা প্রত্যেক অভিভাবকের একান্ত কর্ত্তব্য "লম্ফ প্রদানের পূর্ব্বে বিবেচনা কর" নীতিটী প্রত্যেকেরই স্মৃতিপথে জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য।

চীন ও জাপান

জাপানের প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ ট্যানাকা পররাষ্ট্রসচিবের আফিসে প্রধান প্রধান বিদেশী রাজদূতদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে চীনে জাপানী সরকারের নীতি বিবৃত করেন।

তিনি বলেন যে, চীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৬ সনের সন্ধি বাতিল করিবার জন্য দাবী করিয়াছেন, কিন্তু জাপানি সরকার এই দাবী গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। যতদিন পর্য্যন্ত চীন গবর্ণমেণ্ট সন্ধি বাতিল করিবার নোটিশ প্রত্যাহার না করেন, ততদিন জাপান সন্ধি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতেও সমর্থ নহেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে লবণ এবং ডাক বিভাগের আয় সম্পর্কে ন্যাসনালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট ওয়াসিংটন সন্ধির রীতি ভঙ্গ করিয়াছেন।

হল্যাণ্ডের বিমান বিভাগে মহিলা বৈমানিকের চাকুরি

খ্যাতনাম্নী বৃটিশ বৈমানিকা লেডী হীথ অস্থায়ী ভাবে রাজকীয় ওলন্দাজ বিমান বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইনি বিমান-যোগে লণ্ডন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই শ্রাবণ, বুধবার—১৩৩৫।

ভরসা

মানুষ অসৎসংসর্গে পড়িয়া কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া আছে বলিয়াই আর যে তাহার কৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক হইবে না, এমন নহে। সঙ্গদোষে মানুষের চিত্তবৃত্তি খারাপ হইয়া যায়। ভগবদ্ভজন সাধুসঙ্গ পাইলেই আবার তাহার সুপ্ত কৃষ্ণভজন-প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিই হইতেছে কৃষ্ণভজন, তাহাতেই তাহার শান্তি—আনন্দ, তাহা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার দুঃখের নিশি প্রভাত হইতেছে না। বদ্ধাবস্থা বা কৃষ্ণবৈমুখ্যাবস্থায় জীব মায়িক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হইতে গিয়া তাহার উপর স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দুইটী আবরণ পাইয়াছেন। সাধু হইয়াও রাজধন উপভোগ করিবার জন্য ভ্রমবশতঃ সাধু যেমন চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নীত হন এবং কারাধ্যক্ষের আদেশে সাধুর বেশ ত্যাগ করিয়া সাধারণ অপরাধীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক অপরাধী-পরিচয়ে কারাধ্যক্ষের নির্দ্দেশ-মত কার্য্য করিতে বাধ্য হন, সেইরূপ কৃষ্ণ-কার্য্যে ভোগবুদ্ধি করিতে গিয়া জীব দুর্গতিক্রমে কৃষ্ণবৈমুখ্যাপরাধে সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর ইচ্ছামত স্থূললিঙ্গ দেহরূপ পোষাক ও সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক শৃঙ্খল পরিধান পূর্ব্বক মায়ার নির্দ্দেশমত মায়ার কার্য্য করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হন। পরে কারা-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কারামুক্ত হইবার জন্য জীব যখন ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকেন, তখন ভগবান্ জীবের নিষ্কপট আর্ত্তি দর্শনে সময় বুঝিয়া তাহার নিজজন সাধুকে ঐ কারারুদ্ধ জীবের কারাবন্ধন মুক্ত করিয়া তাহার নিকট লইয়া আসিবার জন্য ভার দেন। সাধু তখন সেই কারাবদ্ধ জীবকে কারামুক্ত করিয়া তাহার নিত্য প্রভু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত সংসার-যাতনা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সেবা-লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই।

— —

কৃষ্ণবহির্ম্মুখাবস্থায় জীব যখন স্থূল ও লিঙ্গ দেহরূপ দুইটী মায়িক আবরণ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাহার স্বরূপ-পরিচয় কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইয়া উক্ত আবরক উপাধিদ্বয়ের ধর্ম্ম যে কৃষ্ণভোগ্য-বস্তুকে কৃষ্ণসেবায় না লাগাইয়া নিজে ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ করিবার চেষ্টা, তাহাতেই ব্যতিব্যস্ত হন। অণুচেতন আত্মা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় যে ভাবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে বিভুচেতন ভগবানে প্রীতি করিতেন সেই ভাবটীর একটী আভাস মাত্র চিদাভাস মনের উপর গিয়া পড়ায় মন সেই ভাবাভাসটী লইয়া যাহার সহিত তাহার বর্ত্তমানে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, সেই মায়িক জগতের প্রতি প্রযুক্ত করে। মনের উপর স্বরূপগতভাবের ঈষৎ বিকাশই আজ মনকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে কাহাকেও ভালবাসিবার জন্য। মন ভালবাসিতেও যাইতেছে, কিন্তু কে সে তাহার ভালবাসার পাত্র, কাহাতে সেই প্রেমপঙ্কজ নিবেদিত হইতে পারে, মন তাহা না বুঝিতে পারিয়া অপাত্রকে পাত্র বলিতে গিয়া পদে পদে অপদস্থ হইতেছে আর অশান্তি সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে—ভালবাসিয়া আর সাধ মিটিতেছে না। মিটিবেই বা কেমন করিয়া? যাহাকে ভালবাসিবে, সেও অভাবে পরিপূর্ণ, যে ভালবাসিবে তাহারও অভাব। এক অভাবগ্রস্ত কি তাদৃশ আর একটীকে ভালবাসিয়া সুখ পায়? আত্মারও তাই শান্তি নাই। মন দাস্যভাবে কাহাকেও প্রভু, সখ্যভাবে কাহাকেও বন্ধু, বাৎসল্যভাবে কাহাকেও মাতা, কাহাকেও পিতা, কাহাকেও বা পুত্র, মধুর-ভাবে কাহাকেও পতি, কাহাকেও বা পত্নী বলিয়া ভালবাসিতে চাহিতেছে কিন্তু তাহারা ভালবাসিবার নাম করিয়া তাহাকেই ভোগ করিতে—তাহারই উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রবৃত্ত, সুতরাং শান্তি কোথায়? মন এইরূপে অনবরত ঘাত-প্রতিঘাতে অস্থির হইয়া যখন একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মার শরণাপন্ন হইতে পারিবে, তখনই তাহার সঙ্কল্প বিকল্প ঘুচিয়া গিয়া চির শান্তিলাভ হইবে—চেতন-সান্নিধ্য ক্রমে তাহার চিদাভাসত্ব কাটিয়া গিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ হইবে। আত্মা তখন সেই শরণাগত মনকে লইয়া আর বিপদে পড়িবেন না, মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবায় নিবিষ্ট করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। 'রসো বৈ সঃ' কৃষ্ণকেই একমাত্র রস-পাত্র জানিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার সাধ মিটাইতে পারিবেন। আত্মার স্বরূপতঃ না হওয়া পর্য্যন্ত আর মনের নিরানন্দ ঘুচিতে পারে না। আত্মার আনুগত্য রাখিতে কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণকে ভালবাসা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

— —

মানুষকে যখন, যাহাকেই হউক না কেন, ভালবাসিতেই হইবে—ভালবাসাই তাহার জীবন—ভালবাসাতেই তাহার সুখশান্তি নির্ভর করে, তখন তাহার এমন বস্তুকে ভালবাসিতে হইবে, যে বস্তু তাঁহাকেও ভালবাসিতে জানে—যে [illegible] তাঁহাকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না—যে বস্তু নিজে অভাবগ্রস্ত নহে—সঙ্কল্প-বিকল্পধর্ম্মী মনোধর্ম্ম যাহাকে বশীভূত করিতে পারে না—যে বস্তু চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট—বিভুচিৎ-ভগবানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ বিভুচিৎএর সেবায় নিযুক্ত অথবা যে বস্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ভালবাসা তাহাকেই বলে, যাহাতে নিজেন্দ্রিয়-সুখলালসার গন্ধ মাত্র নাই, যে ভালবাসায় নিজ সুখ-বাঞ্ছা বর্ত্তমান সে ভালবাসার নাম 'ভোগ'। শাস্ত্রে কথিত আছে—'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' অর্থাৎ প্রাকৃত কখনও অপ্রাকৃত বস্তুকে ভালবাসিতে পারে না—অপ্রাকৃতই অপ্রাকৃতকে ভালবাসিতে পারে। সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধের সহিত তৎসমশীলের মিলন সম্ভব। সাধক প্রাকৃত অভিমান লইয়া কখনও কৃষ্ণকার্য্যে প্রীতি করিতে পারেন না, করিতে গেলেও বাহ্যানুষ্ঠান মাত্রই সার হয়। প্রাকৃতাভিমানে অহংমম বুদ্ধিবশতঃ জড়ভোগলালসা ব্যতীত অন্য প্রতীতি নাই, সুতরাং সাধক ভগবানকে ভালবাসিতে গিয়াও তাঁহার অভ্যস্ত স্বভাব-বশতঃ ভগবান্‌কেই ভোগ করিতে অর্থাৎ তাঁহার সুখচেষ্টা না করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজ সুখচেষ্টা করিয়া ফেলিবেন। এইজন্য সাধকের সাধন-প্রারম্ভে 'ভূতশুদ্ধি' বলিয়া একটী ব্যাপার আছে। 'ভূতশুদ্ধি' জিনিষটী আর কিছুই নাই, "আমি জড় দেহ মন নাই, আমি নিত্য শুদ্ধ সনাতন অপ্রাকৃত অণুচেতন বস্তু জীবাত্মা। —বিভুচেতন কৃষ্ণের নিত্যদাস্যই আমার জীবন—আমার স্বভাব—স্বরূপ"—এইরূপ অপ্রাকৃতাত্মবুদ্ধি বা সম্বন্ধজ্ঞান। শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়ে থাকিয়া অকৈতবে অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গরূপ নিজেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ছাড়িয়া কেবল গুরু-সেবার উদ্দেশ্যে গুরুসেবোন্মুখ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখবাণী শ্রবণদ্বারা শুদ্ধচিত্তে ঐ সম্বন্ধজ্ঞান ও বিজ্ঞান রূপা অপ্রাকৃতানুভূতির উদয় হইয়া থাকে। সাধক সেই অনুভূতি লইয়া কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইলে অচিরেই কৃষ্ণপ্রীতি লাভে সমর্থ হন। কৃষ্ণই ভালবাসার একমাত্র পাত্র। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে সাধকের ভূতশুদ্ধির আবশ্যক। ভালবাসা একটা বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নহে, উহা চেতনের সহিত চেতনের মিলন—জড়ের সহিত চেতনের কোন সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণকে ভাল বাসাটী চাই, কিন্তু মায়ার ভালবাসাটী ছাড়িয়া উঠিতে পারিব না, তাহা হইলে চলিবে না। দুইটী বস্তুকে এক সময়ে ভালবাসা যাইতে পারে না।

"মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে ধাই।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাই॥"

শ্রীপুরুষোত্তম প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্ ইন্দ্রিয়াতীত। জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন বলিয়া তিনি অধোক্ষজ। তিনি অসমোর্দ্ধ, স্বাধীন এবং অজিত। জীব নিজের চেষ্টায়, বিদ্বত্তায়, কুলে, মানে, রূপে জাগতিক অভিজ্ঞতায় তাঁহাকে পায় না। কেবল প্রপত্তির দ্বারাই তিনি লভ্য। শ্রীভগবানকে কেহই জানিতে পারে না, তিনি কিন্তু আবার স্বীয় কারুণ্য-প্রবণতার নিকটে জানাইবার জন্যই ব্যস্ত। একথা শ্রীগীতায় প্রোজ্জ্বল ভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীভগবত্তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় হইলেও অনুগত ব্যক্তির নিকট সুখ-লভ্য। ভক্তপ্রাণ ভগবান্, অকৈতবশরণ ভক্তের নিকট নিজতত্ত্ব কি ভাবে প্রকাশ করেন, বিচার করিলে করুণাময়ের কারুণ্যের অবধি পাওয়া যায় না। অভক্ত সম্প্রদায় কিন্তু একথা স্বীকার করিবে না, অধিকন্তু সর্ব্বভোক্তা জগন্নাথের চরিত্রে 'কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ' ন্যায়াবলম্বনে দাম্ভিকতা-দোষ আরোপ করিবে। আমরা কিন্তু আজ সেই ভক্ত ভক্তিমান্ ভগবানের কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর নামক উভবিধ পুরুষ হইতে আমি অতীত ও উৎকৃষ্ট। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া গান করে।

পাঠক মহোদয়গণ। ভাবিয়া দেখুন, স্বীয় ভক্তের প্রতি ভগবানের কত দয়া। নিজের পরিচয় নিজেই দিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি করুণার পরিচয় ছাড়া পরবর্ত্তী অনুগগণের উদ্দেশে অহৈতুকী কৃপার পরিচয় বুঝাইতেছে না কি?

করুণাময় শ্রীভগবান্ অনন্যভক্তিতে ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন। আবার করুণার অপার বারিধি সেই ভক্ত নিজের আরাধ্যদেবকে শ্রদ্ধার বিনিময়ে পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান বিচার না করিয়া বিলাইয়া দেন, এই জন্যই শুদ্ধদাসগণ শ্রীগুরুবর্গের নিকট সরল প্রার্থনায় বলিয়া থাকেন,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্যেও ঐ কথার সমর্থন পর অসংখ্য প্রমাণ উদ্ধার করা যাইতে পারে। কেননা ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন জানেন না, ভগবান্‌ও ভক্ত ভিন্ন জানেন না, তাই ভগবান্ নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্ত-পক্ষপাতী।

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ অর্থে শ্রীভগবানের প্রসঙ্গ অথবা লীলা পুরুষোত্তম

বা শ্রীক্ষেত্রের প্রসঙ্গ বুঝায়। আমরা অদ্য শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের দিক সামান্যাকারে আলোচনা করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমাভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন-সৌভাগ্যাভিলাষ করিতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের অবধি নাই। অনন্ত ভগবানের ন্যায় তাঁহার লীলাস্থলীরও অন্ত নাই। শ্রীধাম কৃপা করিয়া সপরিকর ধাম জীবন-সহ সেবোন্মুখ হৃদয়ে উদিত হন—ইহাই সাধুশাস্ত্রমত। সুতরাং পদ্মপুরাণস্থিত 'ত্বাৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' বাক্যের দিগ্দরশন মাত্র করিব। এই স্থান হইতে জগতের ও জগদতীত রাজ্যের সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববস্তুতে অন্তর্যামি-সূত্রে বিরাজিত গুপ্ত জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশ ও ভক্তকর্ত্তৃক বারে বারে নামী-অভিন্ন শ্রীনামরূপ ভগবানের বিতরণ-লীলাটীর দিক্ দেখিবার আশা করিতেছি। অজিত ভগবানের পরাজয়কারী শ্রীগুরু-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমরা এই সেবায় অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে জীবের নিত্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়েছে এবং হইবে, একথায় কোন প্রকারে সন্দেহই নাই। সৎ সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্যই এই স্থানে প্রচার-কেন্দ্র করিয়া আচার ও প্রচার করিয়াছেন। এই স্থানেই শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়ের শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন, এই স্থানেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-প্রচারক শ্রীনিম্বার্ক মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রমাদ ঘটাইয়াছিলেন। আবার একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী লক্ষ্মণদেশিক রামানুজ এই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা-সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করেন এবং নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ দারু-ব্রহ্মের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করেন এবং শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী মঠ স্থাপন করেন। উহা এক্ষণে এমার মঠ নামে বিখ্যাত। শ্রীরামানুজাচার্য্যের জনৈক প্রিয় শিষ্যের নাম গোবিন্দ। গোবিন্দের সন্ন্যাসের নাম তামিল ভাষায় 'এম্বারুমানার'। 'এম্বার' অর্থাৎ 'মন্নাথ'। এই শব্দটীর পূর্ব্বাংশ ও শেষাংশ একত্র করিয়া এম্ব আন বা এমার পদ সিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রিঁউয়ার রাজার প্রতিষ্ঠিত মঠ বলিয়া উহা সাধারণতঃ রেঁওয়া শব্দ স্থানে এমার শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের পর দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

আবার সর্ব্বশেষে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে জগদ্গুরু জগন্নাথ শ্রীগৌরসুন্দর ষোড়শশতাব্দীর প্রারম্ভে এই দেশে শুভবিজয় করেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং পরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপদামোদর ও তদনুগত গোস্বামিগণ ও তাঁহার যাবতীয় গৌড়ীয়ভক্ত এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রোক্ত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' পরমসম্মানিত ও সেবিত ক্ষেত্ররূপে জগজ্জীবের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। এমন কি, এই ক্ষেত্রে রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীগৌরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় এই ক্ষেত্রে একটী যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিবার পর চব্বিশ বৎসরের মধ্যে—

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১।২২

পূর্ব্ব ছয় বৎসরের মধ্যেও তিনি শ্রীপুরুষোত্তমে গমনাগমন করিয়াছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে এককালে সুকৃতি-মান জীব যুগপৎ 'চলাচল', 'দুই ব্রহ্ম' ও গৌর-শ্যামরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সাগরে নদনদীমিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর বঙ্গদেশস্থ ভক্তগণ মহাপ্রভুর পদামৃতসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে ঔদার্য্যলীলা প্রকটকারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়া ও তদ্রূপ পৃথগ্ভাবে আবার বার্ষভানবীর ভাবস্বরূপা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর কৃষ্ণবিরহোন্মাদ-দশা প্রদর্শন করাইয়া জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নিরন্তর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলা দ্বারা কৃষ্ণ-আরাধকের চিত্ত কিরূপে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত-শুদ্ধ-নির্ম্মল বৃন্দাবন-স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে জগতে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নির্য্যাণান্তে তাঁহার চিদানন্দময়দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করেন, ভক্তগণকে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ করান ও স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তের বিরহোৎসবের জন্য স্বহস্তে ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব সম্পাদন প্রভৃতি লীলা-দ্বারা ভক্তভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা শ্রৌতমতের নামে অশ্রৌত মত-দুষ্ট শাঙ্কর বেদান্ত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধ বেদান্তসিদ্ধ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় শাঙ্কর-বেদান্ত-মতগ্রস্ত বৈদান্তিককে শুদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং সার্ব্বভৌমের ন্যায় নৈষ্ঠিক স্মার্ত্তের দ্বারা মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিয়াছেন। মহাবদান্য শ্রীগৌর-সুন্দর এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দোদয় দয়ার কতই না আদর্শ বিস্তার করিয়াছেন।

আবার কলিযুগে, গৌর-বিহিত আচার-প্রচারযুক্ত কীর্ত্তনের হার্জ্জকের দিনে, ছলভক্তি, বিদ্ধাভক্তি, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃতভক্তি-বহুল সময়ে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূলপুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানেই বহুবৎসর ভজন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

আবার অতীতের কথা ছাড়িয়া জীবের পুনঃসৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তি প্রচারের একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্যরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অতি সন্নিকটস্থ পবিত্র ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করিতেছেন।

সুতরাং চতুর্দ্দশ ভুবনবাসীজীবমাত্রেরই বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কৃষ্ণান্বেষণপর শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে আমরা শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। আবার সাধু গুরুর নিকট তাঁহাদিগের অমায়া-কৃপা, ধাম-কৃপা ও শ্রীনাম-কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।

"নিত্যসিদ্ধঃ স্বতঃ সর্ব্ববেদবিৎ সর্ব্ববেদকৃৎ।
স্বপর জ্ঞান-দাতা যস্তং বন্দে গুরুমীশ্বরম্॥"

পরধর্ম্ম—"অহৈতুকী"

স বৈ পুংসাং পরধর্ম্মো যতো ভক্তি-
রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

(ভাঃ ১।২।৬)

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বা সেবাই জীবের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম। সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা এবং তাহার দ্বারা আত্মা সম্যক্রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। এখন সেই পরধর্ম্ম অহৈতুকী কেন, তাহা আলোচনা করিব। ইহা ভালরূপে বুঝিতে হইলে "ধর্ম্ম কাহাকে বলে? পরধর্ম্ম ছাড়া জীবের অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম আছে কি না? যদি কিছু থাকে তাহার নাম কি? তাহা জীবের কোন্ অবস্থার ধর্ম্ম? সেই ধর্ম্ম কতদিন স্থায়ী হয়? এবং তাহা হেতুমূলা কি না? ইত্যাদি" বিষয়গুলি আলোচনা করা আবশ্যক। এখন দেখা যাক, ধর্ম্ম কাহাকে বলে? যাহা বস্তুকে সকল সময়েই উত্তমরূপে ধরিয়া থাকে বা যাহা বস্তুর নিত্য-স্বভাব, তাহাই ধর্ম্ম। যেমন জল একটী বস্তু, তরলতা তাহার স্বভাব। তরলতা সব সময়েই জলকে উত্তমরূপে ধরিয়া থাকে অর্থাৎ জল হইতে জলের তরলতাকে বাদ দেওয়া যায় না। সুতরাং তরলতাই জলের ধর্ম্ম। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, "জল ঠাণ্ডা পাইলে বরফ হইয়া কঠিন হয় এবং উত্তাপ পাইলে বাষ্প হয়। অতএব ঐ কাঠিন্য ও বাষ্পাবস্থা কি জলের ধর্ম্ম নহে?" তদুত্তরে এই বলা যায় যে, জলের ঐ কাঠিন্য ও বাষ্পাবস্থা পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, তাহা কোন নিমিত্ত-বশতঃ হইয়াছে, ঐ নিমিত্তটী ঘুচিয়া গেলেই পুনরায় তরল হইবে অর্থাৎ শৈত্যরূপ নিমিত্তবশতঃ কঠিন হইয়াছে এবং উত্তাপ রূপ নিমিত্ত বশতঃ বাষ্প হইয়াছে। শৈত্যরূপ নিমিত্তটী ঘুচিয়া গেলেই জল আর কঠিন থাকিবে না এবং উত্তাপরূপ নিমিত্তটী না থাকিলে জল আর বাষ্পাকারে থাকিবে না, তরল হইয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঐ কাঠিন্য ও বাষ্প হওয়া জলের ধর্ম্ম নহে। উহা কোন নিমিত্তবশতঃ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ বলে। এখন দেখা যাক জীবের ধর্ম্ম কি? ভগবান্ বৃহৎ চেতন বস্তু, জীব অণুচৈতন্য বস্তু। বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করেন বা ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ বস্তুর দিকে সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হন, ইহা বস্তুর স্বভাব বা ধর্ম্ম। সুতরাং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্বদা জীবকে আকর্ষণ করেন এবং জীব সব সময়েই কৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণের দিকে সম্যক্ আকৃষ্ট হওয়াই বা সেবা করাই জীবের নিত্যস্বভাব, নিত্য-ধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম। সেইজন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "জীবের ধর্ম্ম নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা করা, তবে সেই কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া জীব অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হয় কেন?" তদুত্তরে এই বলা যায় যে, জীব তটস্থা শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকেন বলিয়া উভয়দিকেই যাইতে পারেন। আর একটী কারণ এই যে, জীব অণুচিৎ বস্তু হইলেও চেতন বস্তুর গুণ অণুপরিমাণে অবশ্যই থাকিবে। চেতন বস্তু, মাত্রেরই স্বতন্ত্রতা আছে সুতরাং জীবেরও স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। যে সব জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা তটস্থ জগৎ হইতে চিজ্জগতে যাইয়া ভগবানের সেবা করেন এবং যাঁহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন,

কৃষ্ণবিমুখ হইয়া বা কৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া তাঁহারা জড়জগতে আসিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হন। জলের কাঠিন্য বা বাষ্পাবস্থা যেরূপ জলের নিত্য ধর্ম্ম নহে, তাহার নাম নিসর্গ বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, সেইরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশতঃ ঐ কৃষ্ণ-বিমুখতা জীবের নিত্যধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহার নাম নিসর্গ—নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম। এই মনোধর্ম্ম জীবের বদ্ধাবস্থার ধর্ম্ম, তাহা নিত্যকাল থাকে না, কারণ কৃষ্ণবিমুখতারূপ নিমিত্ত বশতঃ ঐরূপ অবস্থা হয়। পুনরায় সাধু-সঙ্গক্রমে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই তাঁহার নিত্যধর্ম্মের উদয় হয়। তখন কৃষ্ণবিমুখতা-রূপ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম থাকে না। এই মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া বদ্ধজীব নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন। এমন কি তাঁহারা সাধুসঙ্গের অভাবে মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইয়া হরি সেবার যে ঠাট্-বাট করিয়া থাকেন, তাহাও অহৈতুকী নহে। তাহা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য করেন মাত্র। কিন্তু পরধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম সেরূপ হেতুমূলা নহে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা করাই মুক্ত আত্মার স্বভাব, না করিয়া থাকিতে পারেন না। অন্য অভিলাষ; ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা প্রভৃতি সমস্ত উপাধি নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন বাঞ্ছাই থাকে না। সেইজন্য পরধর্ম্ম বা প্রেম-ধর্ম্ম—"অহৈতুকী"।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

প্রপঞ্চ জয়

(শ্রীযুত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ, পুরাণরত্ন)

একদিন রাত্রিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল-নাথের দর্শনে চলিলেন। সকলেই নিদ্রিত—প্রভুর নিদ্রা নাই। প্রভু মন্দির-দ্বারে উপনীত হইবা মাত্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। প্রভু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জগৎ-পতির শয্যোত্থান-লীলা দর্শন করিলেন। পূজারী প্রভুকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন। প্রভু অলোক-সামান্য মহাপুরুষ তাহা পূজারী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এত প্রত্যূষে প্রভুকে মন্দিরে আসিতে দেখিয়া পূজারী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। একান্ত সম্ভ্রম সহকারে পূজারী একপাত্র পান্তা-প্রসাদান্ন আনিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন, প্রভু প্রসাদান্ন-পাত্র পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া ত্বরিত-পদে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দ্বারে আগমন করিলেন। তখনও রাত্রি দুই এক দণ্ড অবশিষ্ট আছে। সার্ব্বভৌম উচ্চৈঃস্বরে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসি-লেন। এমতাবস্থায় দ্বারদেশে প্রভুকে দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম আনন্দে অধীর হইয়া ব্যস্ততা-সহকারে অগ্রসর হইয়া প্রভুর চরণ-বন্দন করিলেন এবং সম্ভ্রম সহকারে প্রভুকে গৃহাভ্যন্তরে আনিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং অন্য একটি আসন গ্রহণ করিয়া স্বয়ং উপবেশন করিলেন। প্রভু অঞ্চল-গ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া প্রসাদান্ন-পাত্র লইয়া ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিলেন। ভট্টাচার্য্য মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া পদ্মপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিতে করিতে প্রসাদান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন।

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা॥
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং
হরিরব্রবীৎ॥"

তখনও তাঁহার মুখ-প্রক্ষালন, দন্ত-ধাবন, শৌচ, স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছুই হয় নাই। বেদ-বিধিনিষ্ঠ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম আজ এ কি করিলেন? তাঁহার নিয়ম নিষ্ঠা শৌচ আচার আজ কোথায় গেল? সার্ব্বভৌম কি পাগল হইলেন? লোকে দেখিলে বলিবে কি? সার্ব্বভৌমের আর সে চিন্তা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার মহাপ্রসাদে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রসাদ ব্রহ্ম-বহ্নির্বিকার—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ বস্তু। মহা-প্রসাদ সাধারণ ডাল-ভাত নহেন বা স্মার্ত্ত-বিচারানুযায়ী স্পর্শ-দোষ দুষ্ট হইবার যোগ্য নহেন। তিনি বুঝিয়াছেন, কুক্কুরের মুখ-ভ্রষ্ট হইলেও মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণগণেরও সম্মানার্হ থাকেন। তাই সার্ব্বভৌমের চিত্তে আর দ্বিধা নাই—কালাকাল বিচার নাই, সাধারণ শিষ্টাচার দন্ত-ধাবনাদির পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের এবম্প্রকার আচরণ দেখিয়া আনন্দে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। দেখিতে দেখিতে উঠিয়া সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন দান করিলেন, শেষে উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রেমাবেশে উভয়েরই কম্প, অশ্রু, স্বেদ, পুলকাদি ভাবনিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রভু-ভৃত্য পরমানন্দে মাতিলেন। প্রভু বলিতে লাগিলেন, "ভট্টাচার্য্য, আজ তোমার নিষ্কপটে কৃষ্ণাশ্রয় হইল। কৃষ্ণ আজ তোমার প্রতি নিষ্কপট কৃপা—তাঁহার চরণে প্রেম-ভক্তি প্রদান করিয়া-ছেন। আজ তোমার জন্ম-কর্ম্ম-বন্ধন এমন কি মায়ার বন্ধনও ছিন্ন হইল। যখন তুমি বেদ-বিধিধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিতে পারিয়াছ, তখন তোমার চিত্ত, যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তোমার আজ মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হইয়াছে দেখিয়া আমার সঙ্কল্প-অভিলাষ পূর্ণ হইল। আজ আমার এতদূর আনন্দ হইতেছে যে, ত্রিভুবন জয় করিয়াও বোধ হয় এত আনন্দ হয় না। আমার মনে হইতেছে আমি যেন বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিয়াছি।

এইখানে আমার মত বিচার-বুদ্ধিহীন অজ্ঞ ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়া বসিবে, তবে এতদিন কি সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল না? এত বড় পণ্ডিত এতকাল ক্ষেত্রে বাস করিয়া নিত্য মহা-প্রসাদ গ্রহণ করিতেন কি অবিশ্বাসের সহিত? তাহার উত্তর স্বয়ং মহাপ্রভুই আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আমরা প্রসাদ ভক্ষণ করি সাধারণ ডাল ভাত মনে করিয়া। কেহ কেহ পাপ-ক্ষয়, পুণ্য-সঞ্চয় বা দেহ-শুদ্ধি আদি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে মনে করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ও লোকাচারের অধীনে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাপ্রসাদ যে ভগবত্তুল্য সেব্যবস্তু, তাহা যে আমাদের ভোগ্যবস্তু সমূহের অন্যতম নহেন, ভগবৎ-প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই যে খাদ্য, পানীয় বা অন্য কোনরূপেই গ্রহণীয় নহে এবং শ্রীনাম গ্রহণের ন্যায় ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ-জন্যও কালাকাল শুদ্ধাশুদ্ধি শৌচ নিয়ম কোন প্রকার বিচারেরই প্রয়োজ-নীয়তা নাই—তাহা ভগবৎকৃপা ব্যতীত আমাদের বোধ-গম্য হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে"

মহাপ্রসাদে যখন আমাদের প্রকৃতই বিশ্বাস জন্মিবে, তখন মায়াদেবী আর আমাদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না—তখনই আমরা দুষ্পার সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। সার্ব্বভৌম এতদিন বিধি-নিষেধ-বাধ্য ছিলেন। আজ ভগবৎকৃপায় তাঁহার মহা-প্রসাদে রতি জন্মিয়াছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এত উল্লাস। বহু ভাগ্যে মহা-প্রসাদে জীবের যথার্থ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

সাধু বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ সম্মান কালে উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাহাতে কেহ কেহ এমন আপত্তি করিয়া থাকেন যে, উচ্ছিষ্টমুখে ভগবন্নাম গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর-বাক্য উদ্ধার করিয়া হরিভক্তিবিলাস স্পষ্টভাষায় বলেন,

ন দেশনিয়মস্তাস্মিন্ ন কাল নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥

শাস্ত্র তারস্বরে মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

প্রসাদ-সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ-জয়।

কবে আমাদের এমন দিন আসিবে, যেদিন মহাপ্রসাদে প্রকৃত বিশ্বাস করিতে পারিয়া সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

আবার সত্যযুগ!

(শ্রীগৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

পরমহংসকুল-মুকুটমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন যে, কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার একটি মহান গুণ এই যে, এই যুগে জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তন দ্বারাই মুক্তসঙ্গ হইয়া অনায়াসে সর্ব্বসাধ্য-শিরোমণি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এই কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ জগতে বড়ই প্রবল। সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দ যে কালে জগতে সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার সেবনকারিরূপে তৎকালে অনেক ভক্ত মহানুভব পুরুষ উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন-ভাবে সঙ্কীর্ত্তন-পিতার কীর্ত্তন যজ্ঞের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। আবার দ্বিতীয়-বার যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয় কীর্ত্তন-যজ্ঞের বহ্নি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন, তখনও কোন কোন সুকৃতিশালী মহানুভব ব্যক্তি তাহাতে আত্মনিয়োগ ও বিভিন্ন-ভাবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান-যুগে আবার জগতে যে শুদ্ধ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের শিখা প্রজ্জলিত হইয়াছে, তাহার আহুতিস্বরূপ বহু সুকৃতিমান ব্যক্তি আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এবং বহু মহানুভব ব্যক্তি সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের বিভিন্ন-সম্ভার উপহাররূপে প্রদান করিয়া জগতে এবং জগতের অতীত অমরধামে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতেছেন। নিম্নে সেই সকল সুদুর্লভ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী মহানুভব-গণের নাম ও তাঁহাদের সেবা-সম্ভারের প্রকার প্রদত্ত হইল,—

১। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীনৈমিষারণ্যস্থিত শ্রীপরম হংসমঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিনোদবিহারিজী ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহের যথোপযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণকল্পে নবীনগরের মাননীয়া **রাণী মহোদয়া** এককালীন ৪০,০০০, **চল্লিশ হাজার টাকা** মঞ্জুর করিয়াছেন।

২। পরলোকগত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃৎ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় পরমভাগবত শ্রীযুক্ত **বিপিন বিহারী**

মিত্র বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত **পুলিন বিহারী মিত্র** মহাশয়গণ শ্রীধাম মায়াপুরের একটী **ধর্ম্মশালার** জন্য এককালীন ১০,০০০৲ **দশ হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৩। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত **মদন মোহন ভক্তিমধুকর** মহাশয় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর **শ্রীমন্দির**-নির্ম্মাণ বাবদে ১০০০০ **দশ হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৪। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জমিদার ও বাহাদুর পরমভাগবত শ্রীযুক্ত **ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়** শ্রীধাম মায়াপুরে ইন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি-নির্ম্মাণের জন্য এককালীন ৫০০০৲ **পাঁচ হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৫। কলিকাতা প্রবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত **সখীচরণ রায়** মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮ম সংস্করণ প্রকাশ ও শ্রীগৌরাঙ্গ আগামী উৎসবকালে বিতরণের জন্য ৩০০০৲ **তিন হাজার টাকা** দান করিলেন।

৬। রামেশ্বর-নিবাসী পরলোকগত **সুবোধ গোপাল দে** মহাশয়ের পরম-ভক্তিমতী মাতৃ-ঠাকুরাণী আন্দোলনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরনির্ম্মাণের জন্য ৩০০০ **তিন হাজার টাকা** দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৭। বর্দ্ধমান-নিবাসী স্বর্গীয় সাতকড়ি ঘোষের ভক্তিমতী দুহিতা শ্রীযুক্তা **বিজয়বসন্ত দাসী** শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দেবকে বহন করিবার জন্য একটী **হস্তীর** মূল্য বাবদ এককালীন ২০০০৲ **দুই হাজার টাকা** দান করিয়াছেন।

৮। কলিকাতা-নিবাসী **স্বর্গীয় নীলমণি কুমার** মহাশয়ের ভক্তিমতী দুহিতা শ্রীমতী হাসিরাণী দাসী মোদদ্রুম-দ্বীপে ঠাকুর **বৃন্দাবনদাসের জন্ম-ভিটায়** শ্রীগৌরনিত্যানন্দের **শ্রীমন্দির**-নির্ম্মাণকল্পে আনুকূল্য বাবদ ১৫০০৲ **দেড় হাজার টাকা** দান করিতেছেন।

৯। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রঙ্গেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা গঙ্গারাণী দাসী এবং তাঁহাদের ভক্তিমান্ জামাতা শ্রী ও শ্রীশরৎচরণ পাল মহাশয় পুরীধাম, নন্দিগ্রাম ও কাম্যবন লীলাস্থলী—এই তিন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও তদুপরি শ্রীমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণের সমগ্রীয় আনুকূল্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া নবদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী তার প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্য ঐ সকল স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও শ্রীমন্দির প্রকাশিত হইয়াছে। উপরি উক্ত সুকৃতিশালী মহাত্মগণের আদর্শ সেবা-চেষ্টা সকলেরই অনুসরণীয়।

নানা কথা

কুষ্টিয়া-সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র)

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

গত সপ্তাহে কুষ্টিয়া মিউনিসিপালিটীর, গবর্ণমেন্ট-মনোনীত ৫ জন সদস্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এইবারে, চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে বেশ গোলযোগ চলিতেছে। যদিও ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারাপদ মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়া সরকারী মনোনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি তিনিই চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন।

গোড়াইনদী ও বিবিধ

বর্ষার গোড়াই ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। গত মঙ্গলবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত নদী এত অশান্ত ছিল যে, খেয়া চলে নাই, লোক পার হইতে পারে নাই। গত কল্য হইতে আবার শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। রৌদ্র বাহির হইয়াছে, বৃষ্টি কমিয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা বাতাসে অনেকের দেহে বেদনা এবং জ্বর দেখা দিয়াছে।

জার্ম্মাণ-ষ্টীমার উদ্ধারার্থে 'ক্রাসিন'

মস্কোর ২৫শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, বরফ বিদারণকারী সোভিয়েট জাহাজ "ক্রাসিন" আবার বিপন্নের উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতেছে। পোতটী যখন ষ্ট্যাভেঞ্জার অভিমুখে গমন করিতেছিল, তখন একটি জার্ম্মাণ পোতের নিকট হইতে বিপদসূচক বেতারবার্ত্তা পাইয়া তদভিমুখে গমন করে। উক্ত জার্ম্মাণ জাহাজটিতে ২৫০০ যাত্রী আছে। সোভিয়েট পোত উক্ত বিপন্ন ষ্টীমারটির নিকট পৌঁছিয়াছে।

জঙ্গল-মধ্যে সৈনিকের আত্মহত্যা

লণ্ডনের ২৫শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মেজর, জে, এইচ, পার্শেল নামক একজন সৈনিক লেক্স ষ্টোনের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে নিজনভাবে গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহের পার্শ্বে একটি চিঠী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই কয়টি কথা লেখা ছিল, "প্রিয় টিম, আমি দুঃখিত যে, তুমি আমাকে দিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছ, যাহা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করিও।"

গত মহাযুদ্ধের সময় সৈনকটি অনেকবার আহত হইয়াছিলেন, ফলে তাঁহার একটি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়। এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিতেন।

ইংলণ্ডে গাড়ী ঘোড়ার চলাচল বৃদ্ধি

সাগরপার ২৫শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের রাস্তা সমূহে গাড়ীঘোড়ার চলাচল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত একবৎসর মধ্যে মোটরযানের পরিমাণ ১৫৩০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,৯০০০ দাঁড়াইয়াছে।

শ্যালক হত্যার মামলা

মাদারীপুর মহকুমার পালঙ্গ নামক স্থানে বিপিনবিহারী বর নামক একব্যক্তি তাহার শ্যালক নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিকে এবং পাঁচ ও তিন বৎসরের শিশু নিরঞ্জন ও শান্তিকে হত্যা করার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীদের বয়সের সহিত একমত হইয়া ফরিদপুরের জজ ও সেসন জজ মিঃ এলিস আসামীকে দোষী বলিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, আসামীকে রাঁচি পাগলা গারদে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

ভবিষ্য- যুদ্ধাশঙ্কা নিরোধ

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আর যুদ্ধ বিগ্রহ না হয়, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার কেলগ জাতি সমূহের সম্মিলনে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সামান্য পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জনে সকল জাতিই সে প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। শীঘ্রই সকল জাতির প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া, সেই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিবেন, স্থির হইয়াছে।

ডাকবিভাগে চুরি

বিগত এক বৎসরে ডাকবিভাগে ৪৫৯টী তহবিল তছরূপে ১,১২,৩৫৭৲ টাকা চুরি গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৫০৪টী তহবিল তছরূপ ধরা পড়ে। তাহাতে ১,৩৯,৬১০৲ টাকা খোয়া যায়। যুক্ত-প্রদেশই এ সম্বন্ধে শীর্ষস্থানীয়। ভারতগবর্ণমেণ্ট এবার স্পষ্টই বলিয়াছেন,—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যদি ভবিষ্যতে বিশেষ সতর্ক না হন, তাঁহারা আর ক্ষতিপূরণ করিবেন না। যে প্রদেশে যে পরিমাণ তহবিল তছরূপ হইবে, সেই প্রদেশের গবর্ণমেণ্টকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

ভারতে কাপড়ের কল

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টে ভারতের কাপড়ের কলের একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ—ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যা—মোট ৩৫টী। ঐ কলসমূহের মূলধন—৩৫ কোটী টাকা। উক্ত ৩৫টী কলে তাঁতের সংখ্যা ১,৬০,০০০টী, টেকোর সংখ্যা ৮৫,০০,০০০টী। মজুরের সংখ্যা—৩,৬০,০০০ জন। কলসমূহে ১,০৪,৭০,০০০ মণ দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হয় এবং ১ কোটী মণ সূতা উৎপন্ন হয়। সূতার ও কাপড়ের মূল্য মোট ৭৫ কোটী টাকা।

বাংলায় যৌথ কারবার

বিগত এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশে ১৬টী যৌথকারবার রেজেষ্টারী হইয়াছে। তাহাদের মূলধন সর্ব্বসমেত ১৫,৩০,০০০৲ টাকা। তন্মধ্যে তিনটী ব্যাঙ্কের মূলধন ১,৭০,০০০৲ টাকা, একটী লোন অফিস—মূলধন ৩,৮০,০০০৲ টাকা, দুইটী শিল্প প্রতিষ্ঠান—মূলধন ২,০০,০০০৲ টাকা, একটী চটকল—মূলধন ২,৫০,০০০৲ টাকা, দুইটা চা বাগান—মূলধন ৩,০০,০০০৲ টাকা, একটী খনি—মূলধন ২,০৭,০০০ টাকা, এবং একটী হোটেল ও প্রমোদালয়—মূলধন ৫০,০০০৲ টাকা।

দিল্লীতে গরুর ট্যাক্স

দিল্লীর মিউনিসিপালিটী গরুর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার মনস্থ করিয়াছেন। গরু-প্রতি ট্যাক্সের হার হইবে—মাসিক ২৲ টাকা। এ জন্য নানা বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে।

বিমান-ক্লাব

ভারতে—করাচী, দিল্লী, কলিকাতা এবং বম্বের এস্থলে চারিটী বিমান-বিহার-ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি ক্লাবের জন্য দুই খানি করিয়া আটখানি বিমান-পোত ক্রয় করা হইবে। ইতিমধ্যে বিলাতে তাহার অর্ডার পাঠান হইয়াছে।

হাওড়ার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্

হাওড়ার জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার গুরুসদয় দত্ত আই-সি এস ছয় মাসের বিদায় লইয়াছেন। আগামী ১০ই আগষ্ট তিনি হাওড়া পরিত্যাগ করিবেন। হাওড়ার টাউনহলে তাঁহার বিদায়-অভিনন্দন হইয়া গিয়াছে।

হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিতেছেন—মিষ্টার এইচ, এস, ই ষ্টিভেন্স, আই-সি-এস।

শ্রীহট্টে ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের অবসান

বেতনবৃদ্ধির জন্য শ্রীহট্ট মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড়গণ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিল। জিলার কালেক্টারের চেষ্টার ফলে গতকল্য, ঐ ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

হিতকথা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে 'সামান্য বৈষ্ণব' নামে অভিহিত করেন না। সামান্য-বৈষ্ণবগণ অনেক স্থলে বিষ্ণু ও ত্রিগুণ বিচারে আবদ্ধ। পঞ্চোপাসনার মধ্যে অন্যতমস্থানে বিষ্ণুর সেবা করায় তাঁহারা বিষ্ণুকে দেব-পর্য্যায়ে গণনা করেন মাত্র। আবার সামান্য বৈষ্ণবের মধ্যে বিষ্ণুকে সগুণ পরব্রহ্ম বলিয়া বিচার করিলেও বিষ্ণু ব্যতীত আর চারি প্রকার উপাস্যবস্তুকে বিষ্ণুসাম্য জ্ঞান করায় তাঁহারা 'সামান্য বৈষ্ণব' নামে পরিচিত।

—

সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর অনন্য উপাসক। তাঁহারা অপর দেবতাকে বিষ্ণু পর্য্যায়ে ধারণা করেন না। অন্যদেবগণ বিষ্ণুর মায়াবৃত পরিচ্ছদে দৃষ্ট হওয়ায় বিকার-রাজ্যে তাঁহাদের ও স্তাবকগণের জন্ম-স্থিতি ভঙ্গযোগ্যতা আছে। কাল বিষ্ণু হইতে সৃষ্ট শক্তি বিশেষ। কাল প্রবৃত্তির পূর্ব্ব হইতে কাল নিবৃত্তির পরবর্ত্তিকালে ভগবান্ বিষ্ণু সকলের মূল আকর বস্তু বলিয়া নিত্যাবস্থিত। প্রাপঞ্চিক দর্শনে গুণগত বিচার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় বিষ্ণুকে সগুণ বলিয়া জীবের ভ্রান্তি অনিবার্য্য। তাঁহার নিজ কৃপা হইলেই মায়িক দর্শনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

—

বঙ্গদেশীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত বিষ্ণুসেবাপর সমাজ সকলেই 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচিত। যাহারা মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিবার রুচিবিশিষ্ট নহে, কিন্তু প্রভুর বিরোধী বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে লোকাশ্রয় সংজ্ঞা হইতে বঞ্চিত হইবেন মনে করেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক কপটতা আশ্রয় করিয়া অসৎ সমাজের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশে গৌড়ীয়-বিদ্বেষী হইয়াও প্রচ্ছন্নভাবে উদারতা পোষণের ভান করেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাঁহাদের কপটতা নানা কার্য্যোপলক্ষে ধরাইয়া দেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষকারীকে কখনই বুদ্ধিমান্ বলা যাইতে পারে না। ভক্তিহীন কপট আত্মরক্ষার জন্য যে কৌশল বিস্তার করেন, তাহা দ্বারা তাঁহার অমঙ্গল হয় মাত্র।

—

প্রাকৃত সহজিয়াগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণবের সজ্জায় সজ্জিত করিয়া লোক-প্রতারণায় বেশ মজবুৎ বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণবের অসামান্য বুদ্ধির নিকট তাহার সঙ্কীর্ণতা ধরা পড়িয়া যায়। বৈষ্ণবগণ সাধারণ ভোগপ্রতারিত দুর্ব্বলচিত্ত মানবগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে চতুর। তাঁহাদিগকে সংসারাবিষ্ট ক্রূরচিত্ত চতুরম্মন্য সহজিয়াগণ বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয় না। সত্যনিষ্ঠ ভক্ত যখন দুর্ব্বল যুক্তিপ্রিয় প্রাকৃত সহজিয়ার বিচার শুনিয়া তাহাদের কপটতা ধরিয়া ফেলেন, তখন মৌনব্রত অবলম্বন করাই সঙ্গত মনে করেন।

—

প্রাকৃত সহজিয়া বৈষ্ণবের আবরণে আত্মবঞ্চনায় বিষয়-ভোগ-মত্ত। ভক্ত সুচতুর বলিয়া শিশুমতি ক্রীড়াসক্ত সহজিয়া-সঙ্গ-বাঞ্ছা করেন না। সহজিয়ারাও সাহস করিয়া ভক্তের নিকট প্রকাশ্য বিচারে ভক্তের দোষ দিতে পারে না। পাছে সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়া স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা ধরা পড়িয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষেধ কামনায় অবাস্তব কথা লইয়া স্ব স্ব দুর্ব্বলতা আবরণ করিবার যত্ন করে। আমরা এই প্রকার দুর্ব্বলতার প্রশংসা করিতে পারি না। কপটেরাও অভক্ত-পাঠ্য গ্রাম্য বার্ত্তাবহ কাগজ হাতে আছে অভিমান করে। বুদ্ধিমান ভক্তগণ তাহা পাঠ করেন না, স্পর্শ করেন না। সুতরাং আমি ভক্তদিগকে গালিগালাজ করিয়া আমার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া লই, এরূপ বিচার যাহাদের, তাহারা অনন্তাষ্য।

—

অনেক অসন্তাষ্য পরগুণ সহনে অসহিষ্ণুব্যক্তিগণ সমাজে কপটতা করিয়া বিচরণ করে। তাহাদের কপটতার আদর করিতে না পারিয়া ভক্তগণ তাহাদের দুঃসঙ্গ করেন না। তাহাদের সহ সম্ভাষণ, তাহাদের কাপট্যপূর্ণ বিচার-প্রণালীর অনুমোদন করেন না। তাহারা কালের করাল-কবলে বিনষ্ট হইলে তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য উত্তরাধিকারিগণেরও অভাব নাই। অনিত্য সংসারে যাহারা মান অপমানের পসরা লইয়া প্রতিষ্ঠাশাভিখারী, তাহারা নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারে না। গ্রাম্য বার্ত্তাবহের মৎসরতার আমরা আদর করিতে পারি না। তাহাদের লেখকগণের বুদ্ধির দোষ না কমিলে অসুখ ভাল হইবে না।

—

প্রাকৃত সহজিয়া মুখে বলে, আমরা গৌরভক্ত। কাযের বেলায় মায়াবাদী ও ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তের গোলাম। তাহারা মুখে হরিভক্তিবিলাস মানে বলে, কাযের বেলায় হরিভক্তি বিনাশ করিয়া আত্মবিনাশে তৎপর। তাহারা মুখে ভাগবত মানে বলে কিন্তু কাযের বেলা ইন্দ্রিয়পরায়ণ পৌত্তলিক। মুখে শাস্ত্রের আবরণে স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার জন্যই ব্যস্ত। এই সকল লোক যে শ্রেণীর তাহাদের কুস্বভাবের পরিচয় চাপিয়া রাখিতে পারে না। ইহাদের ক্রিয়া কলাপেই নিজ নিজ অন্তর্নিহিত কপটতা বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা মনে করে, আমরা বড় খেলোয়ার। এই শ্রেণীর লোক বৈষ্ণবের ভান করিয়া মূর্খ লোকের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া যায়।

—

সাংসারিক কার্য্য ধর্ম্মের আবরণে হাসিল করা কপটতার প্রকার ভেদ। যেহেতু আমি বোকামি করিয়া সংসারে মজিয়া ঠকিয়াছি, সুতরাং সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শুদ্ধভক্তগণকেও ঠকাইব। শুদ্ধভক্তেতো ঠকিবার পাত্র নহেন। অভক্তকে নিজে নিজে ভক্ত মনে করিলে কাযের বেলায় প্রতারিত হইবার যোগ্য অভক্তকেই ঠকান হয়। ভগবান্ এরূপ চতুর বিধাতা যে, যে ভক্তিবিদ্বেষী ভক্তির ছলনা দেখাইয়া ভক্তকে প্রতারণা করিব মনে করে, তাদৃশ নির্ব্বোধকে সংসারে উন্নতি-প্রয়াসী করাইয়া সুষ্ঠুভাবেই বঞ্চনা করেন। এসকল কথা প্রতিষ্ঠাশা কনক-কামিনী-ভিক্ষু জনগণের বুঝিবার বিষয় নহে। তাহারা মৎসরতায় আচ্ছন্ন হইয়া পশুহিংসাব্রতকে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করে। ভাগ্যহীনজনগণের ঐপ্রকার সঙ্কীর্ণতায় প্রবিষ্ট হওয়া উচিত নহে।

—

যিনি সদুপদেশ ও হিতকথা শুনিবেন না, তাহাদের বুদ্ধির দোষে যোগ্যতার অভাবে সৎসঙ্গ-লাভ সুদুরূহ ব্যাপার। তাই বলি, কপটতা পরিহার করিয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় বৃথা ভ্রমণ করিতে গিয়া ভবঘুরে না হওয়াই ভাল। নদীয়া-প্রকাশ সর্ব্বদা পাঠ করিলে ভক্তের চিত্তে প্রকৃত নদীয়া প্রকাশিত হইবেন। তখন শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সেবা করিলে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের দয়া পাওয়া যাইবে, শ্রীধামের দয়া পাওয়া যাইবে। নতুবা পণ্যদ্রব্য জ্ঞানে শ্রীধামের সেবা হয় না। সৎক্রিয়াসারদীপিকার বিচার গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠ কর। সকল কপটতা দূরে যাইবে, হা পয়সা হা পেট প্রভৃতির উপাসনার বদলে আমাদের মঙ্গল হইবে এবং বৈষ্ণবের সুশীতল পদসেবা লাভ ঘটিবে।

—

বৈষ্ণব ঠাকুর—বাঞ্ছাকল্পতরু

যে বৃক্ষের নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া গেলে তাহার নাম কল্পতরু। দুই প্রকারের কল্পবৃক্ষ আছে। তাহাদের ফলও পৃথক্ পৃথক্। প্রথম প্রকারের বৃক্ষটী এই জগতেরই। দুনিয়ার লোকের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নানারকম জিনিষের দরকার হয়। আজ একটি, কাল আর একটী, কিছুদিন পরে অন্য প্রকারের একটী এইরূপে যখন যাহা আবশ্যক হয়, তখন ঐ বৃক্ষের নিকট যাইয়া চাহিলেই সেই বস্তু পাওয়া যায়। তবে এ বৃক্ষটির দোষ এই যে, "যে বস্তু তাহার নিকট পাওয়া যায় সেইটী কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়, কিম্বা তাহার দ্বারা সমস্ত অভাব পূরণ হয় না। সেই বৃক্ষে যত প্রকারের ফল আছে, ক্রমে ক্রমে সমস্ত ফল আনিলেও মানুষের অভাব মিটে না এবং শান্তি পায় না, বরং দিন দিন অশান্তি বৃদ্ধিই হইতে থাকে"। তখন মানুষ হয়রাণ হইয়া দ্বিতীয় প্রকারের কল্পবৃক্ষের নিকট যাইতে বাধ্য হয়। সেই বৃক্ষটী এ জগতের নহে। তাহা বৈকুণ্ঠ বা গোলোক হইতে এ জগতে আসেন এবং সমস্ত জীবকে যাচিয়া যাচিয়া সেই ফল দান করেন। তবে ভাগ্যবান জীবই সেই ফল গ্রহণ করেন। যাঁহারা দুর্ভাগা, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, "বৃক্ষটী এ জগতের নহে, ফলও অন্যরকমের, তাহার উপর ফল না চাহিলেই হাতে ধরিয়া, যাচিয়া যাচিয়া, দিতে আসেন সুতরাং কোন খারাপ উদ্দেশ্য আছে, এফল গ্রহণ করিলে অনিষ্ট হইবে' এই ভাবিয়া তাঁহারা বঞ্চিত হন। ঐ বৃক্ষটীর ফলের শাঁস নাই, আঁঠি নাই, খুব সুপক্ক ও রসময় ফল। ঐ ফলটী আস্বাদন করিলে শোক, দুঃখ, ভয় চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়—সমস্ত অভাব মিটিয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছাই থাকে না, তখন নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে থাকিয়া নিত্যানন্দের আশ্রয়ে নিত্য বিমল আনন্দ পাইতে থাকেন। সেই কল্পতরুটীর নাম—বৈষ্ণব ঠাকুর এবং ফলটীর নাম কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা বা কৃষ্ণপ্রেম।

কোন ব্যক্তি বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট বিষয় সুখ চাহিলেও তিনি তাহাকে সেই বিষয়-বিষ না দিয়া কৃষ্ণপ্রেমামৃত দিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ২২শ পরিচ্ছেদে দেখা যায়—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে মাগে বিষয়-
সুখ।
অমৃত ছাড়ি, বিষ মাগে—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্ব চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥

বৈষ্ণবঠাকুর কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন—কৃষ্ণ শক্তি বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। যথা শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাগবতে॥

কৃষ্ণের সমস্ত গুণই বৈষ্ণব শরীরে আছে।—

সমস্ত সদ্গুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥

কৃষ্ণ অপেক্ষাও তাঁহাদের বেশী গুণ এই যে, তিনি কৃষ্ণকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন এবং কৃষ্ণ দিতে পারেন। সেই জন্য বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট জাগতিক বস্তু পাইবার জন্য গেলেও তিনি মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলেন যে, ওরে ভাই।

জাগতিক উন্নতির আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শাস্ত্র কহ, মোর বাক্য ধর॥
আশার নিবৃত্তি নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।
বাড়ে যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে॥
একরাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কাল চাও
সর্ব্ব রাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি চাবে ব্রহ্মার প্রভাব॥
ব্রহ্মত্ব চাহিবে ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হবে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্কর-সুগত॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাবধরে, চৈতন্য চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে॥

— —

জীবের সুপ্ত ও জাগ্রতাবস্থা

(পাঃ শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দানাধিকারী)

শক্তিমন্তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ বা শক্তিতত্ত্ব জীবের মধ্যে নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ—এই দুই প্রকার জীব আছেন, নিত্যমুক্ত জীবগণ কখনও মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই, তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে নিত্যকাল কৃষ্ণ-চরণোন্মুখ থাকিয়া 'কৃষ্ণ পার্ষদ' নামে পরিচিত এবং কৃষ্ণ-সেবানুগত তাঁহাদের সুখ। এইরূপে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকার নামই—জীবের জাগ্রতাবস্থা। আর নিত্যবদ্ধজীবসকল কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ থাকিয়া সংসারে স্বর্গ নরকাদি সুখ দুঃখ ভোগ করেন,—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষের জন্য মায়া-পিশাচী তাঁহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গ আবরণে বদ্ধ করিয়া দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের নিত্যসেবা-বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনর্থযুক্ত অবস্থায় এইরূপ ভাবে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় দ্বারা জর্জ্জরিত হওয়ার নামই—জীবের সুপ্তাবস্থা। এই অবস্থায় আমরা জগতের প্রত্যেক বস্তুকে ভোগ করিতে অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণরূপে ব্যবহার করিতে চাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই ভোগ করিতে পারি না, ফলে আমরা সেই বস্তুরই দাস হইয়া পড়ি। একটী গোলাপ ফুল ভোগ করিতে গিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহারই চাকর হইয়া পড়ি—পিতা মাতা ছেলে মেয়ের দ্বারা নিজেদের সুখ সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন আশা করিয়া তাহাদের মল-মূত্রাদি পরিষ্কার ও অন্যান্য যাবতীয় সেবা-শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আবার ছেলে মেয়েরাও পিতা মাতা দ্বারা নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার আশায় তাঁহাদের ভৃত্যত্বে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাবে যাহাকে আমরা ভোগ করিতে যাইব তাহারই ভৃত্য হইয়া পড়িব, কারণ দাস্য-বৃত্তি যে আমাদের স্বভাব। আমাদের চাকুরী করিতে হইবে সত্য, কিন্তু এমন প্রভুর চাকুরী করিতে হইবে—যিনি পূর্ণতম সচ্চিদানন্দময়বস্তু—যাঁহার দাসত্বে চিরতরে মায়াবন্ধন হইতে আমরা ছুটি লাভ করিতে পারি—যাঁহার সহিত আমাদের নিত্যসম্বন্ধ—যাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলে আমাদের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ এবং যাবতীয় অভাব অসুবিধা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়—এমন কি যে প্রভু প্রেমে বদ্ধ হইয়া নিত্যকাল আমাদের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন, সেই প্রভুর প্রতি যে দিন আমাদের অনুরাগ, প্রীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারিব, সেই দিনই বুঝিতে পারিব—আজ আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইলাম—আমাদের মোহ-নিদ্রা আজ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল। কোন সাধু মহাজন স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

হে ভগবন। আমি কামের প্রভু হইতে গিয়া তাহার প্ররোচনায় পশু হইতেও অধম হইয়া পড়িয়াছি, ক্রোধের দাস হইয়া পূজনীয় পিতা, মাতা ও ভ্রাতাকে বধ করিয়াছি, ভৃত্যের ন্যায় এইরূপভাবে কামাদি রিপুর কত দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, যাহার চাকুরী করা যায়, তিনি এক সময় পেনসন বা পুরস্কার দেন। কিন্তু আজীবন উহাদের দাসত্ব করা সত্ত্বেও পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের একটু করুণাও হইল না, আমারও একটু লজ্জা ও উপশান্তির উদয় হইল না, হে যদুপতে। সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর। আমরা যখন শ্রীভগবানের শরণাগত হই, তখন তিনিই কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করেন,—যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার সেবা বা দাসত্বে নিযুক্ত হইতে পারি। গীতায় ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন,—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" যদি দাস হইতে হয়, তবে এমন মনিবের দাস হইতে হইবে—যাঁহার দাসত্বে আর কোনরূপ অভাব, অসুবিধা থাকে না। কোনও ভিক্ষুক একবার সম্রাট্ আকবরের কাছে ভিক্ষার জন্য গিয়া দেখেন, দিল্লীশ্বর প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে আল্লা আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য প্রদান করুন।" সম্রাটের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুক মনে করিলেন,—"যদি ভিক্ষা করিতে হয়, তবে আকবর যাঁহার কাছে ভিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিব।"

আমাদের জাগ্রতাবস্থায় অর্থাৎ যখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হই, তখন আমাদের যে স্বাভাবিক প্রীতি বা অনুরাগের উদয় হয়, তাহারই নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভগবান্‌কে আমাদের উপকারী মনে করিয়া যে ভক্তি করা হয়, তাহাতে অনুরাগ নাই, সেটী কৃতজ্ঞতা মাত্র। এই প্রকার বৃত্তিকে ভালবাসা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বলা যায় না কিম্বা ভগবান্‌কে পূজা না করিলে নরক হইতে পারে, এইভাবে পূজা করাও বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। আবার যখন কোন আশায় তাঁহার পূজা করা যায়—যেমন পুত্রের নীরোগ, মোকদ্দমায় জয় লাভ,—এই প্রকার আমদানী রপ্তানী লইয়া পূজা করা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নয়—যাঁহার চাকুরী করিব, তাঁহাকে দিয়া প্রকারান্তরে নিজের চাকুরী করাইয়া লওয়াকে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলে না। বাঙ্গালাদেশে আজ ৪০০ চারিশত বৎসর যাবৎ আবির্ভূত হইয়া যিনি আমাদের প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই প্রীতির ধর্ম্মের কথা জানাইয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন,—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।" হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না,—আমি এই মাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক। বানিয়ার ধর্ম্ম—ব্যবসায়ীর ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নয়, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—স্বাভাবিকী সহজ প্রীতি। এই ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, এই প্রীতির ধর্ম্ম জীব সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বেও ছিল, তবে ধর্ম্মের গ্লানির সময় কোন কোন আচার্য্য এই ধর্ম্মকে পুনরুদ্দীপিত করিয়াছেন মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্মকে নূতন মনে করিতে হইবে না, এই ধর্ম্ম সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। বেদের সর্ব্বত্র এই বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা আছে, বেদ বলিতেছেন,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥ যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন মায়াধীশ অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তাজীব একই দেহবৃক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি জন্য শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুশীলন করেন। যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনি শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির যথার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্"—এই বলিয়া ঋষিগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আধুনিক নয়—হিন্দুধর্ম্মের শাখা নহে—ইহা অনাদিকালের ধর্ম্ম। 'হিন্দু' শব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই, পরবর্ত্তিকালে আর্য্যদের সময়ে 'সিন্ধু' নাম হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি হইয়াছে, 'মেরুতন্ত্র' নামক গ্রন্থে 'হিন্দু' শব্দের কথা দেখা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা সনাতন-ধর্ম্ম ইহা জীবের স্বরূপের বা জাগ্রতাবস্থার ধর্ম্ম। যেখানে যত জীব আছে, স্বরূপে

প্রত্যেকেই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। ভারতে, পৃথিবীতে, ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, দৃশ্য, অদৃশ্য প্রত্যেক জীবের সহজ, নিত্যকালের স্বভাব—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোন দেশগত বা জাতিগত—এইরূপ যাহারা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্বরূপ জানেন না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিখিল-চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম, আর যত ধর্ম্ম, তাহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই সোপান বা বিকৃতি। জল যেমন কোন কারণ বশতঃ বরফ হয়, সেই প্রকার জীবাত্মা স্থূল, লিঙ্গ দেহে আবৃত হইলেই অন্যান্য নৈমিত্তিক ও বিকৃত ধর্ম্মের অধীন হইয়া পড়ে। শাক্ত, শৈব, সৌর, বিষ্ণু বৈষ্ণব, গাণপত্য ইত্যাদি ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান, নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক, আর আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী—এই ত্রয়োদশ প্রকার ধর্ম্ম—বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই বিকৃত অবস্থা। কেহ বাউল সাজিয়া জড়দেহের সুখে ব্যস্ত আছে—বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিতেছে—গোপনে পরস্ত্রীতে আসক্ত আছে, কেহ কেহ বলিতেছে—আমি প্রেমে আতুর অর্থাৎ প্রেমে এত আকুল হইয়াছি যে, স্ত্রী ছাড়া ভজন হয় না,—এ গুলি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূরে থাকুক, যাহারা কোন ধর্ম্ম করে না, তাহারাও এদের চেয়ে কোটি-গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে সুধী পাঠকগণ, আমরা যদি বুদ্ধিমান হই, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে এইরূপ অনর্থযুক্ত বা সুপ্তাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বেদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" শ্লোকের কথা স্মরণ পূর্ব্বক প্রত্যেকেরই স্ব স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে বা শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাগ্রতাবস্থালাভে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক সযত্নে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দয়া না মায়া

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন

শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুসংস্কার জাত লৌকিকী বিচারে সাধারণতঃ আমরা মায়াকেই দয়া বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। তাহাতে বাস্তব দয়ার কোন সন্ধানই পাই না। পক্ষান্তরে দয়া নাম্নী মায়া আমাকে বাস্তব দয়া হইতে আরও বহু দূরে নিক্ষেপ করে। যেরূপ কার্য্যাবলী দয়া সংজ্ঞায় সুদৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় 'দিব্যের' শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রয়াস পাইতেছি, তাহার প্রত্যেকটীর নিরপেক্ষ সমালোচনা করিলে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, পরোপকারই দয়ার বাস্তব লক্ষণ।

জাগতিক বিচারে অন্ধ, আতুর, কাণা খোঁড়া, পঙ্গু-প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উদরান্ন সংস্থানে অক্ষম। ইহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দেওয়া এক প্রকার পরোপকার দয়া। ওলাউঠা, বসন্ত আদি সংক্রামক পীড়া সংক্রামিত হইয়া দেশময় মহামারী আরম্ভ হওয়ায় বহু বহু লোকক্ষয়-জনিত ব্যাপারে বিনা মূল্যে ঔষধাদি দান ও শুশ্রূষা, ইহাও এক প্রকার পরোপকার দয়া। জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, প্রয়োজন মত শস্যাদি উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তথায় অন্নবস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করাটাও এক প্রকার দয়া। অনাথাশ্রম, দরিদ্রকুটীর, বিধবাআশ্রম, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা-কার্য্যও পরোপকার দয়া। আমরা জাগতিক জীব কর্ম্মবাধ্য, সুতরাং সু ও কুকর্ম্মের লাভালাভের চেষ্টা থাকার হিসাবে উল্লিখিত কার্য্যাবলী পরোপকার দয়াই বটে।

পরোপকার দয়া নামক এই সকল কর্ম্ম দ্বারা দাতা গ্রহীতা সকলেই হাতে হাতে যখন তখন ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দাতার আত্মপ্রসাদ লাভ নামক ক্ষণিক ভোগ আনন্দ, আর গ্রহীতার সাময়িক অভাব মোচনের জন্য ক্ষণিক সুখভোগ লাভ ও আশীর্ব্বাদ-প্রদান ইত্যাদি।

এখন সূক্ষ্ম ভাবে নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায়, যে বস্তু বা বিষয় আমরা দেহ মনের সাহায্যে অনুভব করিতে পারি, অর্থাৎ মাপিয়া লইতে পারি, তাহাই মায়া নামে অভিহিতা। যদিও জাগতিক বিচারে উক্তবিধ কার্য্যাবলী অলৌকিক বলিয়া প্রতীতি হয়, তথাপি উহার পরিণাম অনিত্য ও দেহ মনের বোধগম্য-বিধায় মায়ার অন্তর্গত কর্ম্মমার্গীয় পন্থা কর্ম্ম নামে কথিত। এই জাতীয় দয়াতে অনেক স্থলে মন্দ উদয় হইতেছে বলিয়া শোনা যায়। অনর্থের আকর দেহ মনের পুষ্টি-বিধান সাধিত হইলেই সুযোগ মত পুনরায় অনর্থে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। তথাকথিত দয়ার পক্ষপাতিত্বে পরদুঃখ-দুঃখী পরিচয়াকাঙ্ক্ষায় আমরা অনেক সময় একথাটী পর্য্যন্ত বলিয়া থাকি—"নিমাই (শ্রীগৌরসুন্দর) ভাল কার্য্য করেন নাই ষাট্ বছরের বৃদ্ধা জননী শচী দেবী, ষোড়শী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ইহাঁদিগকে রক্ষণাবেক্ষণের কেহই নাই, এমতাবস্থায় ফেলিয়া সন্ন্যাসী হইয়া কার্য্যটা নিমাই ঠিক করেন নাই। যদি সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছাই ছিল, তবে দ্বিতীয় বার বিবাহ না করিলেই হইত।" অর্থাৎ শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে যেন আমরা খুব দুঃখ পাইতেছি। তাই শাশুড়ী বৌয়ের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া জগৎপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরেরও বুদ্ধির ভুল ধরিতে ত্রুটী করিতেছি না। আমরা একেবারে বুদ্ধির জাহাজ কিনা? বহু বহু আমদানী রপ্তানীতেও বুদ্ধির লাঘব হয় না।

এখন সুধী পাঠকমণ্ডলী বিচার করুন, উক্তবিধ অবাস্তব মন্দোদয় দয়াকে বাস্তব দয়া বলিয়া বরণ করায় এইরূপ কত কত ভীষণ অপরাধময়ী ধারণায় আক্রান্ত হইয়া কি প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়? অর্থাৎ কর্ম্মপন্থাবলম্বনে জাগতিক বিচার দ্বারা কর্ম্মান্ধ হইয়া জড়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে ফল দাঁড়ায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-সূচক অপরাধ। অবশ্য যাবৎ সাধুসঙ্গে শ্রীহরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ রূপ কর্ম্মার্পণ-চেষ্টা দ্বারা একমাত্র শ্রীহরিচরণে শরণ লইবার অনুকূল কর্ম্ম গুলি কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাহা হেতুশূন্য না হইয়া হেতুযুক্ত সকাম হইলে ভক্তিশূন্য কর্ম্মই হইয়া যায়। তাহাতে চিৎএর বদলে জড়েরই উদয় হয়।

সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলী এই প্রকারের মন্দোদয় দয়াতে আবদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হয়, নিজের স্বরূপ 'জীব কৃষ্ণনিত্যদাস' অবগত হইয়া চেতন বস্তুর (আত্মার) কার্য্য অচেতন বস্তুর (অনাত্মার) সেবা নহে,—এরূপ বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, দেহ মনের বিচারে ইন্দ্রিয়তোষণ ব্যাপারে ব্যস্ত থাকিলে, অনন্তকাল অনন্ত জন্মাবধি নানারূপ সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত চক্রের আবর্ত্তে পতিত হইয়া পেষিত হইবে, ইহা সুদৃঢ় নিশ্চয়ভাবে জানিতে পারেন। সত্বত সেই প্রকার পরোপকার শ্রেষ্ঠ দয়া অমন্দোদয় দয়া অর্থাৎ জীব যে দয়া লাভ করিয়া অনর্থ নির্ম্মুক্ত হয়, আর মন্দের উদয় হইয়া তথাকথিত ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, সেই পরোপকার দয়া বিতরণ করিবার নিমিত্তই শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অখিল চেষ্টা। ইঁহাদের কৃপা হইলেই জানিতে পারা যায় কোন্‌টী বাস্তব দয়া?

বিরাট সভা

বিষয়—"শ্রীচৈতন্যদেবের দান"

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ২০শে শ্রাবণ (৫ই আগষ্ট), ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) এবং ৩রা ভাদ্র (১৯শে আগষ্ট) রবিবারত্রয় অপরাহ্ণ ৫—৩০ ঘটিকার সময় কলেজ স্কোয়ার "এলবার্ট-হল" গৃহে সাধারণ সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের **শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ** বি, এ, "গৌড়ীয়ের" সম্পাদক মহোদয় "**শ্রীচৈতন্যদেবের দান**" সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে ৩টী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সভার প্রারম্ভে ও পরে শ্রীহরিকীর্ত্তন হইবে। প্রথম দিবস শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। মহাশয় সবান্ধবে উক্ত সভায় যোগদান করিলে ভগবৎ সেবকবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন। নিবেদনমিতি।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—সম্পাদক।
গৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড
কলিকাতা।
১২ই শ্রাবণ ১৩৩৫।

নানা কথা

পরলোকগত নদীয়ার মহারাজা টাউনহলে শোক-সভা

গত ৩০শে জুলাই সোমবার নদীয়ার পরলোকগত মহারাজা বাহাদুর ক্ষৌণীশ চন্দ্র বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ কলিকাতা ও মফঃস্বলীয় অধিবাসিগণ টাউন হলে এক সভা করেন। গভর্ণর সার ষ্টেনলী জ্যাকসন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলেন যে, মহারাজের মৃত্যুতে বঙ্গবাসিগণ বাস্তবিকই একজন প্রকৃত স্বদেশবৎসল পরোপকারী, আদর্শ কর্ম্মবীরকে হারাইয়াছেন।

সভায় মহারাজের স্মৃতি-রক্ষার্থ একটী সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে এবং এই মহদনুষ্ঠানে অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটীর জন্য গবর্ণর বাহাদুর, বঙ্গের প্রধান বিচারপতি মুর্শিদাবাদের নবাব, মহারাজ ঠাকুর, সার পি, সি, মিত্র, সার বি, এল, মিত্র, নবাব নবাবালী চৌধুরী, কাসিমবাজারের মহারাজা, নসীপুরের রাজা বাহাদুর মিঃ এফ্, হ, জেমস, মিঃ বি, সি, বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, লেফ্‌টেনেণ্ট বি, পি, সিংহ রায় এবং রায় বাহাদুর বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা এই মহদনুষ্ঠানের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

নদীয়ায় দুর্ভিক্ষ

নদীয়া জিলাবোর্ড জানুয়ারী মাসের শেষে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য কাজ সুরু করে। ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে ১০০ শত লোকের বেশী কাজ করিতে আসে নাই। মার্চ্চ মাসে ১৩০ হইতে ১৭০ জন লোক আসে। এপ্রিল মাসে ৮৫০ হইতে ৯৭০ জন লোক দৈনিক কাজ করিতেছে।

এ জেলায় দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য ৯০০০৲ টাকা ও কৃষকদের ঋণের জন্য ৬০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

নবদ্বীপের অদ্ভুত পাগল

"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।"

গত রবিবার নবদ্বীপের পোড়াঘাটের রাস্তায় ভীম সাহা বলিয়া একটি পাগল ।০ চারি আনা বকশীসের লোভে একটী জীবন্ত হেলে সাপ ধরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। লোকটা নাকি ঐরূপ আরও অনেক সর্প ও কাঁচা মৎস্য মাংস উদরস্থ করিয়াছে ও করিয়া থাকে। তাহার সমস্ত মুখে ও গায়ে ঘা, দেখিতে যেন, একটি পিশাচের ন্যায় হইয়াছে। লোকে তাহাকে পিশাচগ্রস্ত বলিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক সদাচারী বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অনেকেও ঐরূপ নানা অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই, তবে অপক্ব ও পক্ব—উভয়ে প্রভেদ। ভগবানকে না দিয়া যাঁহারা যাহা কিছু খাইয়া থাকেন, তাহা ঐরূপ পিশাচোপযুক্ত আহার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হাঙ্গরের ক্ষুন্নিবৃত্তি

খুলনা দারিয়াপুর হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ বাগুলী মহাশয় লিখিয়াছেন—গত ২৪শে আষাঢ় রবিবার গোপালচক গ্রামের জ্ঞান সেনাপতির বোটের দাঁড়ী রুদ্র মণ্ডলের পত্নী অন্য ৪।৫টা স্ত্রীলোকের সহিত পেটুয়াঘাটের একটু দক্ষিণ দিকে বালী জায়গার নিকট প্রায় ১॥০ হাত জলে নামিয়া মাছ ধরিতেছিল, এমন সময় একটা হাঙ্গর আসিয়া স্ত্রীলোকটার বাম পায়ের গোড়ালীর নিকট ধরে। স্ত্রীলোকটার গায়ে খুব জোর ছিল, সে প্রাণপণে পলাইয়া আসিতে চেষ্টা করে। পাশে অন্য যে সব স্ত্রীলোক ছিল তাহারা কেহ কেহ পলাইয়া যায়। প্রতিবেশী এক বুড়ী ডাঙ্গায় ছিল, সে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। এই সময় হাঙ্গরটা গোড়ালী ছাড়িয়া সেই পায়ের হাঁটুর নীচে ধরে। পরে ডান পায়ের হাঁটুর নীচে ধরে। বুড়ী টানিয়া স্ত্রীলোকটাকে উপরে আনে বটে, কিন্তু হাঙ্গর তাহার গোড়ালীর সমস্ত মাংস তুলিয়া লইয়াছিল। প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে সেইখানেই স্ত্রীলোকটা মরিয়া যায়। তাহার মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে দেখা যায় যে হাঙ্গরটা, তাহার মৃতদেহের উপর চাপিয়া রহিয়াছে। হাঙ্গরের উপদ্রব নিবারণের উপায় কি? এ রকম অবস্থা তাহাতে আবাদীয়া নৌকায় উঠিবার সময় হয়ত হাঙ্গর কর্ত্তৃক এই ভাবে আক্রান্ত হইতে পারে।

—'নীহার'

খাদি উৎপাদন ও বিক্রয়

মে মাসের হিসাব

গত মে মাসে ভারতের বিভিন্ন খাদি কেন্দ্রে যে পরিমাণ খাদি উৎপন্ন ও বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রদেশের নাম	উৎপন্ন	বিক্রয়
আজমীঢ়	৬৫০২৲	৭১১৯৲
অন্ধ্র	৯২৬৭৲	১৮৮৪৫৲
বিহার	১৫৪২৬৲	২৫৩৩৯৲
বঙ্গদেশ (অভয় আশ্রম ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ বাদে)	২১৩০৬৲	২০০৩২৲
দিল্লী	১০০৮৲	১৪৯৩৲
কর্ণাট	৩৬০১৲	৭১২০৲
মহারাষ্ট্র	৩২২৯৲	১৬৩৭৩৲
পাঞ্জাব	৭৬৮৪৲	১০৫১৫৲
তামিলনাড়ু	৫৭৭৫৬৲	৭৯৬৪৫৲
কেরল	১০৬৭৲	৩৭৫৯৲
যুক্তপ্রদেশ	২৪৩৪৫৲	১২৬১১৲
মোট	১২৫২৭৬৲	২৪২০৪০৲

সন্ন্যাসীর উপর অত্যাচারে মুসলমান যুবক গ্রেপ্তার

গত ২৫শে জুলাই তারিখ বাগেরহাট সহর তলীর থানায় ৪ জন সন্ন্যাসী রিপোর্ট দেন যে, তাঁহারা পিরোজপুর হইতে "গহনা নৌকা" যোগে আসিবার কালে জনৈক সহযাত্রীর অত্যাচার ফলে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধেক পথে নামিতে হয় এবং বাগেরহাট পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পদব্রজে আসিতে হয়। প্রকাশ যে, উক্ত সহযাত্রীটি সন্ন্যাসীদিগকে মারপিট করে এবং তাঁহাদের টাকা পয়সা কাড়িয়া লয়। "গহনা" নৌকাতে তদন্ত করিয়া পুলিশ ইয়াকুব খান্দেকর নামক জনৈক মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনিয়াছে। আসামী যুবক এবং বিশেষ বলশালী। প্রকাশ যে, সে ফকিরহাট থানায় সৈয়দমহল্লা গ্রামের কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবক এবং লেখা-পড়াও শিখিয়াছে। নৌকাতে সে তাহার পিতার সহিত আসিয়াছিল। তাহার পিতা যখন পুলিশের নিকট ব্যাপারটির বিবরণ দিতেছিলেন, তখন ইয়াকুব পিতার প্রতি খুব রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেছিল এবং ক্রোধ প্রকাশ করিতেছিল। আসামীকে হাজতে রাখা হইলে সে একখানি কোদালি জোগাড় করিতে সমর্থ হয় এবং উহা দ্বারা জেলের দরজা-জানালা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে। একটি জানালা প্রায় সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয় এবং হাতে পায়ে বাঁধিয়া রাখা হয়। শত শত লোকে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য জমা হইয়াছিল। তাহাকে খুলনায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বন্যপশু ও সর্প রপ্তানি

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রতিসন হাজারে হাজারে বন্যপশু ও সর্প বিদেশে চালান দেওয়া হইত। জার্ম্মানি ছিল ইহার প্রধান খরিদ্দার। যুদ্ধের সময় এই ব্যবসাটা স্থগিত থাকে। গত কয়েক সন হইতে আবার এ ব্যবসা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল বানরের চাহিদা খুব বাড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভার্ণভেণ বানরের গ্লাণ্ড থিয়োরি যত প্রসার লাভ করিতেছে, এদেশ হইতে ততবেশী বানর বিদেশে চালান হইতেছে। ৪০০।৫০০ বানর এক এক বারে ইয়োরোপ ও আমেরিকা যাত্রা করিতেছে।

এ সনে আমেরিকা ভারতের নিকট হইতে নগদ দামে বিস্তর বিষধর সর্প ক্রয় করিতেছে। দুই মাস আগে আমেরিকায় ১৮০টী সাপ চালান হইয়াছে।

আসাম উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা হইতে হাতী বিদেশে চালান হয়। ব্যাঘ্র প্রধানতঃ আসাম, সুন্দরবন ও উড়িষ্যা হইতে বিদেশে যায়। ময়ূরভঞ্জ, বেরিলী, আসাম চাইবাসা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও নেপাল সীমান্ত হইতে পক্ষী চালান দেওয়া হয়।

মিশর গবর্ণমেন্টের তুলা বিক্রয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে,—গবর্ণমেন্ট এ বৎসর তাহাদের তুলা বিক্রয় করিবেন না।

ব্রহ্মে মহিলা জজ

গত ২৮শে জুলাই তারিখে "বর্ম্মা গেজেটে" ব্রহ্মদেশের প্রথম মহিলা জজ নিযুক্তির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মহিলাটির নাম দ' মে' মি দিন, বি-এল। তিনি রেঙ্গুণ হাইকোর্টে এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্টারের কাজ করিতেছিলেন। ২৬শে জুলাই হইতে তাঁহার এসিষ্ট্যাণ্ট জজের কাজ আরম্ভ করিবার কথা কিন্তু প্রকাশ, কোন জেলার বেঞ্চ আদালতে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে তিনি আরও শিক্ষার জন্য রেঙ্গুণ হাইকোর্টেই থাকিবেন।

কেণ্টারবারীর আর্চ্চ বিশপ

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা—আগামী ১২ই নবেম্বর হইতে কেণ্টারবারীর আর্চ্চ বিশপ রাইট অনারেবল রণ্ডাল টমাস ডেভিসন অবসর গ্রহণ করিবেন। সম্রাট বাহাদুর অতঃপর ঐ পদে ইয়র্কের আর্চ্চ বিশপ রাইট অনারেবল কসমো গর্ডন লেঙ্গকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার বয়স এখন ৬৪ বৎসর। ইনি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। প্রথমতঃ তিনি ওকালতী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ১৮৯০ সালে তিনি ধর্ম্মযাজকের কাজে প্রবেশ করেন।

কাণপুরে নূতন সংবাদপত্র

রাজনীতিক গুপ্তহত্যাকারীদের মত অভিব্যক্ত করিয়া এবং তাহাদের পদ্ধা সম্ভ্রমের উপযুক্ত এই মত প্রকাশ করিয়া কাণপুরে "রোটি" নামে একখানা সংবাদপত্র বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে প্রকাশিত হইবার কথা হইয়াছে।

দামোদর বাঁধের শঙ্কাজনক অবস্থা

বর্দ্ধমান সহরের নিকট দামোদর নদের বাঁধের অবস্থা বড়ই শঙ্কাজনক হইয়া পড়িয়াছে, যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঁধের মেরামত ভালরূপ হয় নাই। বাঙ্গলা ১৩২০ সালের বানের অভিজ্ঞতা এতদিনেও যে কাহাকেও সতর্ক করিতে পারে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। যাহা হউক সহর যাহাতে ভাসিয়া না যায় সেজন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ যত্ন লইতেছেন। বিভাগীয় কমিশনার, চীফ এঞ্জিনিয়ার ও একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার সদিন বাঁধ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহাতাব এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছেন। প্রতি বৎসরই এই বাঁধ লইয়া আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে একটা কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। লোকে নিরুদ্বেগ হইতে পারে।

এলগিন মিলে ধর্ম্মঘট স্থগিত

এলগিন মিলের ৩৫ জন দর্জ্জি যাহারা গত ৬ই জুলাই ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, অদ্য তাহারা পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুরাতন হারে মজুরী গ্রহণ এবং কানপুর মজদুর সভায় ধর্ম্মঘটীদের যোগদান করিবার অনুমতি দিবার সর্ত্তে তাহাদের ঠিকাদার রাজি হইয়াছে।

আফগান নৃপতির ক্ষমা

কাবুলের সংবাদে প্রকাশ যে আফগান গভর্ণমেণ্টের জার্ম্মাণ সামরিক পরামর্শদাতা মেজর আমিন ক্রাইষ্টেম সম্প্রতি কাবুলে এক আফগান ছাত্রকে প্রহার করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হয়েন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি অনেক প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া আফগান নৃপতি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই শ্রাবণ, শুক্রবার—১৩৩৫।

সত্যের জয়

নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচার করিতে গেলে আমাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে, তাই আমরা আমাদের স্বার্থরক্ষণোপযোগী বিচার দ্বারা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত স্থাপনের প্রয়াস করি, সিদ্ধান্ত মীমাংসার জন্য শাস্ত্রে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ আছে, তাহা উদ্ধার করিয়া 'ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত' বলিয়া নিজেদের বিচার বজায় রাখিবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছাকৃত বিচার-বিবর্ত্তোত্থ অসৎসিদ্ধান্তরূপ মেঘখণ্ড কি আর সৎ-সিদ্ধান্তসূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে? শ্রীভগবৎকৃপারূপ অনুকূল বাত্যা আসিয়া সহসা সেই মেঘখণ্ডকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া সৎসিদ্ধান্তসূর্য্যকে লোক-সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেয়—সত্যের বিমল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত হয়—জগতের অন্তর্ব্বহিধ্বান্তরাশি বিগত হইয়া যায়।

নৈয়ায়িকরূপ কুতার্কিকের স্বভাবই এই যে, যখন তিনি তাঁহার কূটতর্ক-জাল বিস্তার করিয়াও আর সত্য-বরোধ করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তিনি তর্কে জিতিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই নানা ছল অবলম্বন পূর্ব্বক মীমাংসায় দোষারোপ করিতে থাকেন—বাক্যের সহজ অর্থ বা অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া কষ্ট কল্পনা বা লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা অন্যায়-পূর্ব্বক বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত করিয়া তাকেও অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হন না। কলির ব্রাহ্মণ আমরা যখন দেখিলাম গুণ এবং কর্ম্মানুসারে বর্ণবিচার আরম্ভ হইয়া গেলে ত' আমাদেরই সর্ব্বনাশ—ব্রাহ্মবর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ না দেখিতে পাইলে বর্ণনিরূপকগণ ত' এখনই আমাদিগকে ব্রাহ্মণেতর বর্ণে নির্দ্দিষ্ট করিবে, সুতরাং আমরা বিচার করিতে লাগিলাম যে, আমাদিগকে এমন একটী উপায় বাহির করিতে হইবে, যাহাতে করিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণ না থাকিলেও আমরা ব্রাহ্মণাধিকার হইতে চ্যুত না হই। বিচারে স্থির হইল, শৌক্রজাতি-প্রথা প্রচলন ভিন্ন এ আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই—বল ভরসা যা কিছু বলিতে ঐ একটী কথা যে, [illegible]ান সন্তানই ব্রাহ্মণ হইবে', তাহা ছাড়া আরও স্থির হইল—বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অন্য বর্ণোদ্ভূত ব্যক্তি পাঠ করিতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের শ্রবণোপযোগী যে সকল কথা কীর্ত্তন করিবেন, তাহাই তাঁহারা শ্রবণ করিতে বাধ্য।

সাপুড়েরা কোন বিষধর সর্পের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া আনিলেও লোক যেমন তাহার সম্মুখীন হইতে ভয় পায়, এক্ষেত্রেও লোকের অবস্থা তাহাই হইল। লোকে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব প্রভাব জানিত, সুতরাং 'কি জানি কি অমঙ্গল ঘটিয়া বসে' এই ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মতেজোহীন হইলেও ব্রহ্মস্বত্বাদি ঠাট্ বাট্ সহিত ব্রাহ্মণদের কোন কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। এইরূপ একপুরুষ দুই পুরুষ যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণদের শৌক্রবিচার খুব প্রাধান্য লাভ করিল, ফল ইহাই দাঁড়াইল যে, ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ পূর্ব্বে যদিও বা বর্ণচ্যুত হইবার ভয়ে আচার্য্য-সমীপে বেদাধ্যয়ন, আচার্য্য সেবনাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিতেন, শৌক্রবিচার-প্রাবল্যে তাহাতেও শৈথিল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহাদের সদাচারটী পর্য্যন্তও তিরোহিত হইল। ব্রাহ্মণগণের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য বর্ণেরও অবনতি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে তাঁহারা যে ব্রাহ্ম-স্বভাব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইতে পারিতেন অথবা স্ব স্ব স্বভাবে অবস্থিত থাকিয়া স্ব স্ব বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিতেন, ব্রাহ্মণগণের অবনতির সহিত তাঁহাদেরও উন্নতির স্পৃহা দূরীভূত হইল। তাঁহারাও শৌক্র-পন্থা স্বীকার করিয়া তাহার বিষময় ফল উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণ ব্রাহ্মণের ন্যায় দ্বিজাতি বলিয়া কথিত হইতেন, এবং তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কারও ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের একচ্ছত্রাধিপত্যে তাঁহাদের তীব্র দৃষ্টিতে পড়িয়া সে সংস্কারটী পর্য্যন্তও উঠিয়া গেল। পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাভারতোক্ত অষ্ট-চত্বারিংশৎ সংস্কারোপেত দ্বিজই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেন। তন্মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-কর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চৌড়কর্ম্ম, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি—এই ত্রয়োদশটী সংস্কার দ্বিজাতির অবশ্য অবশ্য থাকাই চাই, বিশেষতঃ গর্ভাধান সংস্কার না থাকিলে তিনি ব্রাহ্মণ্য হইতেই ভ্রষ্ট হইতেন অর্থাৎ তাঁহাকে জারজ সন্তান বলা হইত। পূর্ব্বে গর্ভাধান-সময়ে যে অগ্নিতে হোম করা হইত, সেই অগ্নি-দ্বারাই অন্ত্যান্ত সংস্কার সম্পন্ন হইত, দীপশলা-কার ব্যবস্থা করিতে হইত না। এখন পূর্ব্বের সে সকল কথা স্বপ্নবৎ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অবনতির কোন কথাই স্ব স্ব প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে জানিতে দিতেন না। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ ব্রাহ্মণকেই গুরুপুরোহিত বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, নিজেদের যে সাধন ভজনের কিছু মাত্র প্রয়োজন আছে, ভগবানকে তাঁহারাও যে সেবা করিতে পারেন, একথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণেরাই তাঁহাদের হইয়া ভগবানকে ডাকিয়া দিবেন, ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও ব্রাহ্মণযোগ্যতা লাভে যোগ্যতা নাই—ইহাই তাঁহাদের ধারণা হইয়া পড়িল, তাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে কিছু চাল কলা পাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, তাহাও অবশ্য ব্রাহ্মণ-গণেরই পরামর্শ অর্থাৎ বাটীতে একটী ঠাকুরের সেবা ও বারমাসে তের-পার্ব্বণের ব্যবস্থা হইয়া গেল—ব্রাহ্মণেরাও আহার-সংস্থানের সুবিধার আনন্দে আটখানা—নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ।

কিন্তু সত্য আর কতদিন চাপা থাকে, ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মোচিত গুণ এবং কর্ম্মাভাব-নিবন্ধন সমাজ-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজের উপর অযথা আধিপত্য লোকে আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না। "ব্রাহ্মণেরা বহুদিন হইতে তদিতর সমাজকে গীতা ভাগবতাদি-গ্রন্থ ও বেদপাঠাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, যোগ্যতা-সত্ত্বেও ভগবদর্চ্চনাধিকার দিতে চাহেন নাই, পরন্তু একেবারে নাস্তিক করিয়াই ছাড়িয়াছেন, নিজেদের ভাল হইবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা ভাল হইতে পারিব না" —এই সকল চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

এখন তাঁহারা পদ্মপুরাণ হইতে ভগবৎ-সেবাপর দৈব এবং ভগবৎসেবাবিমুখ আসুর বর্ণাশ্রমের কথা, গীতা ১৬।১৪ এবং ১৯-২০ শ্লোকে সেই আসুর-বর্ণাশ্রমীর অধম পরিণতি, গীতা ১৮।৪২-৪৪ এবং ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ১১।২১-২৪ শ্লোকে দৈব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের লক্ষণ, গীতা ৪।১৩ শ্লোক, মহাভারত শান্তিপর্ব্বের ১৮৮।১০'ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্' শ্লোক, ভাগবতের (৭।১১।৩৫) "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং"শ্লোক ও তাহার ভাবার্থ-দীপিকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যব-হারো মুখ্যো ন জাতিমাত্রাৎ। যদ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ।' প্রভৃতি বহু শাস্ত্রের বহু বচনে শৌক্রবিচারাবলম্বনে যে বর্ণপরিচয় হইতে পারে না, গুণ এবং কর্ম্মবিভাগানুসারেই বর্ণ-নির্ণয় হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ হরিভক্তিবিলাস ধৃত—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি'—এই তত্ত্বসাগর বচন, 'অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি'—এই বিষ্ণু-যামল-বাক্য, মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৩।৪৬, ৫০ ও ৫১ শ্লোক ও আরও বহু শ্লোকে শৌক্রবিচারে যে জীবের শুদ্ধতা হয় না পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাতেই শুদ্ধি সম্ভব প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে বহু নিরপেক্ষ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং বেশ দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছে যে—"কৃষ্ণ-ভজনে নাই জাতি কুলাদি-বিচার। যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার॥", তখন তাহাদের প্রাপ্য-অধিকার কি আর ছাড়িতে চাহে? বরং এতদিন সময় নষ্ট করার জন্য তাহারা বিশেষ অনুতপ্ত।

আমরা অবশ্য স্বার্থের খাতিরে স্বীকার করিতে না চাহিলেও সত্যের খাতিরে অন্ততঃ অন্তরে অন্তরেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, বর্ণ-অভিমানটাই আমাদের যত সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি অন্য বর্ণের মাথার উপর পা তুলিয়া দিতে পারি—আমি সকলের প্রণম্য—আমি বড়—সকলের গুরু—ভগবানকে পূজা করার অধিকার ব্রহ্মসূত্রগর্ব্বিত অথচ ব্রহ্ম-জ্ঞশূন্য আমারই আছে" ইত্যাদি তুচ্ছ জাত্যভিমানাত্থ-সঙ্কীর্ণতা আমাদের রক্তের প্রতি অণু পরমাণুতে মিশিয়া আছে! কোন গুণ না থাকিতেই আমাদের দাপটে লোক অস্থির হয়, তাহার উপর যদি বা এক-আধটা সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ থাকিল, দশ কর্ম্মটা একটু জানা থাকিল, তাহা হইলে আর আমাদের পায় কে? আমরা অহঙ্কারের চোটে মাটিতেই পা' ফেলিতে চাহি না। আবার দুই চারিটা তীর্থ কি তর্কালঙ্কার কিম্বা একটা মহামহোপাধ্যায় উপাধি থাকিলে ত' কথাই নাই—অন্যান্য জাতিকে একেবারে বিষ্ঠার কৃমিকীট অপেক্ষাও ঘৃণিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে সভা-সমিতি করিয়া একটা মহা লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসি- বুঝিতে চাহি না,—

"মরিলে পাতকী হয়ে, যমদূতে যাবে ল'য়ে
না করিবে জাতির সম্মান।
যদি ভাগ্য কর্ম্ম বর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র-চণ্ডাল সমান॥

নরকে ও দুই জনে দণ্ড পাবে একসনে
জন্মান্তরে সমান-বিধান।
তবে কেন অভিমান লয়ে তুচ্ছ বর্ণমান
মরণ অবধি যায় মান॥"

অবশ্য আজকাল শুদ্ধি-আন্দোলনের সম্পর্কে অনেকে বৈষ্ণব-দর্শনের দুই চারিটা শ্লোকের দোহাই দিয়া অনেক অবর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে শুদ্ধি-সংস্কার প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা শুদ্ধিকার্য্যে শ্রীমদ্ভাগবতের "কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা আভীরশুহ্মা যবনাঃখশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" এই শ্লোকটিকে একটী প্রধান প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা 'যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি' শব্দে যদুপাশ্রয়া ভাগবতা বৈষ্ণবা এব তদাশ্রয়া গুরুত্বেনাশ্রয়া যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তঃ ইতি সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়মাত্রেণৈব জাতি-কর্ম্মভ্যাং সকাশাৎ পাপিনঃ শুধ্যন্তি ইতি প্রারব্ধাপ্রারব্ধপাপনাশকত্বং তজ্জ্যোতিতম্। অর্থাৎ ভগবচ্চরণাশ্রিত ভগবৎশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়মাত্রেই যে জীবের জাতিগত ও কর্ম্মগত দোষ হইতে শুদ্ধিলাভ হয়—প্রারব্ধাপ্রারব্ধ যাবতীয় কল্মষ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)—এই কথাটির প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখেন না বা ইহার তাৎপর্য্যই বুঝিতে পারেন না এবং অন্য-কেও বুঝাইতে পারেন না। এইজন্য তাঁহাদেরই অবিবেচনার ফলে এখন একটা ভয়ঙ্কর বর্ণবিপ্লবের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষালাভ পূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম-সেবনক্রমে জীবের অন্তঃকরণ-শুদ্ধি বা অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধস্বরূপবৃত্তি উন্মেষিত হইতে হইতে শ্রীভগবন্নামে নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব ও প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। নতুবা 'শুদ্ধি' একটী বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র নহে, জীবাত্মা নিত্য শুদ্ধ সনাতন, তিনি কখনও অশুদ্ধ হন না, অণুত্ব-ধর্ম্ম বশতঃ মায়া-সংসর্গে আসিয়া পড়েন, মায়াটীই অশুদ্ধ—অপবিত্র বা অসৎ, সেটটী অপগত হইলেই জীবের শুদ্ধস্বরূপের কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত গুরুকৃষ্ণ-সেবা-লাভই সেই শুদ্ধির কার্য্য—তাহাই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান, সেই দিব্যজ্ঞান-লাভেই পাপের সম্যক্ ক্ষয় হইতে পারে অন্য কোন বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহা হয় না।

মোটকথা আমাদের সত্য প্রচারে আর বাধা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। জীবমাত্রেরই কৃষ্ণভজনে অধিকার আছে। কদাচার পরিহার পূর্ব্বক সদাচার-নিষ্ঠ হইয়া যাঁহারা কৃষ্ণভজন করিতে চাহেন, যাঁহারা শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহা-দিগকে 'অব্রাহ্মণ' বলিলে অপরাধ ত' হয়ই, বরং ব্রাহ্মণ বলিয়াও তাঁহাদিগকে বেশীকিছু সম্মান দেওয়া হয় না, কারণ ভক্ত ভগবানের বড় প্রিয়—অত্যন্ত প্রীতি-হেতু তিনি তাঁহার অপেক্ষাও অধিক উচ্চ আসনে ভক্তকে রাখিতে চাহেন। ভক্ত ভগবানের হৃদয়ের ধন—তাই তিনি ব্রাহ্মণেরও গুরুদেব—প্রণম্য বস্তু—বৈষ্ণব। ব্রহ্মজ্ঞতা বা ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতারই সোপান মাত্র, সুতরাং তদুভয়ের কখনও বিরোধ সম্ভব হয় না। স্বরূপোপলব্ধ জীবকে জাতিসামান্যবোধে হীনজ্ঞান করিলে 'মহারৌরব' নামক নরকপ্রাপ্তি ঘটে—"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" এতদিন জ্ঞানেই হউক কিম্বা অজ্ঞানেই হউক ভক্তচরণে যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য এখন অনুতপ্ত হইয়া ভক্তচরণাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। যাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্যে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য সকলেরই মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। তবে অনধিকার চর্চ্চা যাহাতে না হয়, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক নতুবা কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। সত্যেরই জয় হউক।

"সত্যমেব পরং বিজয়তে"

শ্রীপুরুষোত্তম প্রসঙ্গ

নিরস্ত সর্ব্বসন্দেহমেকীকৃত্য সুদর্শনম্।
প্রকাশিতরহস্যং তং ভজস্ব গুরুমীশ্বরম্॥

শ্রীভগবত্তত্ত্ব, শ্রীধামতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব ও শ্রীভাগবততত্ত্ব অপ্রাকৃত-রহস্য-পরিপূর্ণ। প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট বিমূঢ়াত্ম জীব, সেই রহস্যের ছায়ারও আভাস পায় না। কেবল মাত্র অন্তর্যামী ভগবানেরও অন্তর-জ্ঞাতা শ্রীগুরুদেবেরই কৃপায় সেই রহস্যের দ্বার, শ্রীগুরুচরণৈকশরণ জনের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। এ বিষয়ে প্রবেশের দ্বার দ্বিতীয় নাই। অতএব আমরা আজ সেই শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীশ্রীচরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপায় শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসঙ্গ আলো-চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা শাস্ত্রাদি ও সাধুমুখে চিরকালই শ্রবণ করিয়া আসিতেছি যে, শ্রীভগবান্ ভক্তের সম্মান ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এমন কি নিজের প্রতিজ্ঞাদি ভঙ্গ করিয়াও ভক্ত-বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা করেন। এমন কি স্বয়ং উদাসীন হইয়াও অনন্ত-ভক্তের যোগ ও ক্ষেম স্বয়ংই বহন করেন, নিষ্কামপূর্ণ হইয়াও ভক্তদত্ত নৈবেদ্যাদি অত্যাগ্রহের সহিত ভোজন করেন। আমরা আজ সেই ভক্তভক্তিমান্ শ্রীপুরুষোত্তমের সেই ভাবের পোষক, দেখিতে বিপরীত কিন্তু চমৎকারিতাপূর্ণ নিত্যনবায়মান ভাবের আভাস মাত্র ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় দেখিবার প্রয়াস পাইব।

পরম কারুণিক রসিকশেখর কৃষ্ণ, নিজপ্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ও লোকে রাগমার্গীয় ভক্তি প্রচার করিবার জন্য জগদ্‌গুরুর আদর্শে সন্ন্যাসলীলার অভিনয়ে এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অষ্টাদশবর্ষ অব-স্থান করিয়া নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তখন সেই লীলাময়ের লীলায় যোগদান করিবার যোগ্যতা ছিল, লীলাবিলাসীর নিজনিত্য-পার্ষদবৃন্দের আর সেই দাসানুদাসবর্গের—বদ্ধ, ভ্রান্ত জীববৃন্দের নহে। বেদ-প্রসিদ্ধ শ্রীরামাদি অবতারের ন্যায়, বেদাতিগুহ্য এই অবতারটীর কার্য্যা-বলীও গুহ্যাতিগুহ্য। দূর্ব্বাদল শ্যাম শ্রীরামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের সময় তিনি কি করিলেন?—না,—

'সমায়াত সমায়াত যে যে মোক্ষপদেচ্ছবঃ।
এবমঘোষয়দ্রামো দূতৈর্দিক্ষু সমন্ততঃ॥"

এই বাক্যে বুঝা যায় যে, শ্রীসীতাপতি রাম প্রজাবৃন্দের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। ভবিষ্যতের প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন না। কিন্তু 'ছন্ন' অবতারী কৃষ্ণ গৌর-কৃষ্ণ তৎকালে নিজে দর্শনাদির দ্বারা, আচার প্রচারের দ্বারা কলিহত জীবকুলকে কত-ভাবে না তাঁহার অমন্দোদয় দয়ার কথা বুঝাইয়াছিলেন আবার কেবল মাত্র নিজে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দয়া বিতরণ করেন নাই—

পঞ্চতত্ত্বরূপে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশে করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥

শুধু তাহাই নহে, ভক্তে আত্মদান-কারী 'দত্ত' নামধারী শ্রীভগবানের এ অবতারটীতে আরও দেখিবার বিষয় এই যে, প্রথম হইতেই :—

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
'পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।

কেবল নিজে আস্বাদন করেন নাই,—

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে।
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

প্রেমবন্যায় ডুবিল না, কাহারা?—

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥

তখন অহৈতুকী-কৃপাসিন্ধুর,—

তাহা দেখি, মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পালাঞা ছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত॥

শুধু তাহাই নহে—

"তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।"

সুতরাং—

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপ-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥

কালক্রমে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্ট-প্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণ-চৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবি-র্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রেম-বিতরণের পন্থা দেখিলে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। যখন সেই ছন্নবেশী কৃষ্ণ, নিমাই পণ্ডিত-রূপে নিজ ছাত্রবর্গের নিকট শ্রীকৃষ্ণের শক্তিই 'ধাতু' এই অর্থ করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত 'কৃষ্ণ' স্বভজন বিত-রণের জন্য বলিলেন,—

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥

তারপর আরও ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর প্রকট-কালীয় লীলায় কেবল মাত্র প্রচার করেন নাই, ভবিষ্যতেও যেন এই ভুবনমঙ্গল অবতার—

চৈতন্য-নিত্যানন্দ-নামে নাহি
এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

বদ্ধাবস্থায় আশ্রয়ণীয়া লীলাটীর আশ্রয়গ্রহণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারে সেইজন্য অমন্দোদয়-দয়াবারিধি উদ্বেলিত হইয়া বলিলেন,—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

পাঠক মহোদয়গণ, আপনারা বোধ হয় অধৈর্য্য হইয়াছেন। আর ভাবিতে ছেন লেখক কি বলিতে কি বলিতেছে? ধীর আপনারা, স্থির চিত্তে বিচার করুন্ শ্রীভগবান্ নিত্যা[illegible]ই ভক্তমত্যপালন-

কারী কিন্তু এবার এই শ্রীপুরুষোত্তমে ভগবানের সত্য পালনের জন্যই যে তাঁহার অভিন্ন-তনু অবতীর্ণ, তাহা কি দেখিবেন না? যিনি আজ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রদর্শিত মুকুন্দসেবনব্রতপর সন্ন্যাসের অভিনয়ে শ্রীগৌরবিহিত পন্থায় শ্রীগৌরকৃষ্ণ-কীর্তন সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন, তাঁহার কীর্ত্তন কি শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রবাসীর প্রসঙ্গ নহে? ভগবানের নিজজনের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ধামের প্রসঙ্গ-কথন নাস্তিকতা তাহা ত আপনারা জানেন।

যদি আমাদের অপ্রাকৃত তত্ত্বে শ্রদ্ধা থাকে এবং আমরা আস্তিক্য-বুদ্ধি বিশিষ্ট হই এবং যদি পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি থাকে, তবে সেই মহাপুরুষের নিত্যানুগত জনের আনুগত্যে ও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের দয়ায় আমরা দিব্যনেত্রে ভক্ত-ভগবানের লীলাটী দেখিবার সুযোগ পাইব। শুধু ইহাই নহে, আরও দেখিব যে, সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তদীয় বিচ্ছেদে অশান্ত ভক্তবৃন্দকে শান্তি দিবার জন্য প্রভু যখন শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতের গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং জননীর প্রবোধার্থে যে কথা বলিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বম্ভরেরও জননী শ্রীশচীদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িবে। সে কথা এই,—

মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিলা বচন॥

*　　*　　*

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লৈয়া॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥

তখন শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণ,—

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল॥

প্রভুর সুখেই তাঁহার সুখ;—

তিঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি, দুই কার্য্য হয়॥

প্রভুর দুইটি গৃহ,—

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥

ঐ গৃহে প্রভুর গতাগতি,—

তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন॥

যে শ্রীপুরুষোত্তম অজ হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল-প্রোদ্ভাসিত শুক্ত শ্রীশচীগর্ভ-সিন্ধুতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বিধিনিষেধাতীত যে ভগবান্ জীব-শিক্ষার্থে সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং যে স্বতন্ত্র ভগবান্ ভক্তপরতন্ত্র স্বভাবে শ্রীশচীর আদেশে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাস-গ্রহণকারীর পক্ষে নিজ দেশে কুটুম্ব লইয়া বিহার নিন্দ্যকর্ম্ম বলিয়াও, গঙ্গাস্নানচ্ছলে পুনরায় শ্রীনবদ্বীপে ভক্তসঙ্গে বিহারের জন্য আগমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ও শ্রীনবদ্বীপ ক্ষেত্রদ্বয় প্রপঞ্চে আগত প্রপঞ্চাতীত তাঁহার নিত্য-বিহারস্থলী জানাইয়াছিলেন, আজ তাঁহার যে নিজজন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপে অবস্থান করিয়া নিজ প্রভুর লীলাক্ষেত্রদ্বয়ের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিতেছেন, তাহা দেখিবার সুযোগ কি আমাদের হইবে না?

আসুন! আমরা সকলে মিলিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নিত্যবিহারী সপার্ষদ শ্রীপুরুষোত্তমের কৃপা পাইবার জন্য সেই শ্রীধাম ও শ্রীভগবানের মহিমাকীর্ত্তনকারী নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রবিহারী পুরুষকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র-সেবা প্রার্থনা করি। শ্রীচৈতন্য দেবের মনোহভীষ্ট-প্রচারকের কৃপা ব্যতীত তাঁহার এবং তাঁহার কৃপারও উপলব্ধি হয় না।—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

পরধর্ম্ম—"অপ্রতিহতা"

আত্মার নিত্যধর্ম্ম বা পর-ধর্ম্ম এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। নৈমিত্তিক ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বদ্ধজীব যে সকল হরি-ভজনের অনুষ্ঠান করেন, তাহা অহৈতুকী নহে কিন্তু নিমিত্তটী ঘুচিয়া গেলে পর জীবের যে নিত্যধর্ম্মের উদয় হয়, তাহা অহৈতুকী ইহা আমরা বুঝিয়াছি। জীব মনোধর্ম্মে থাকিয়া কৃত্রিম ভাবে হরিভক্তির ঠাট বাট করিলেও তাহা ভগবানের নিকট পৌঁছে না কেন বা প্রতিহত হয় কেন? এবং পর-ধর্ম্ম বা আত্মার নিত্য-ধর্ম্মই বা অপ্রতিহতা কেন? তাহা আমরা এখন আলোচনা করিব। শৈত্য-রূপ নিমিত্তবশতঃ জল যেরূপ বরফাকারে পরিণত হইলে বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মে অবস্থান করিলে বহুচেষ্টা করিলেও তাহা নিম্নগামী হইয়া বৃহৎ জলাশয়ের দিকে যাইতে পারে না, তবে পূর্ব্বোক্ত বরফ যে মুহূর্ত্তে উত্তাপের সঙ্গ পাইবে, তখন তাহার শৈত্য-রূপ নিমিত্তটী ঘুচিয়া জলের নিত্যধর্ম্মের উদয় হইবে এবং সহজ ভাবে নিম্নের দিকে ছুটিতে ছুটিতে বৃহৎ জলে বা সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হইবে কারণ ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎবস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়—ইহাই বস্তুর ধর্ম্ম, সেই প্রকার কৃষ্ণবিমুখতারূপ নিমিত্ত বশতঃ জীবের স্বভাব সুপ্ত হইয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মরূপ বরফে পরিণত হইলে তাহা কোন প্রকারেই সমুদ্ররূপ কৃষ্ণের দিকে যাইতে পারে না। মনোধর্ম্মী জীব অসৎসঙ্গ রূপ শৈত্যের সঙ্গে থাকিয়া যতই ভক্তির অনুষ্ঠান করুন না কেন ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া এক পাও কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন না, বরফের মত জমাট বাঁধিয়া থাকিতে হয়; কারণ অসৎসঙ্গ রূপ শৈত্য কৃষ্ণবিমুখতারূপ নিমিত্তটী বাড়াইয়া দেয়, নিত্যধর্ম্মের উদয় হইতে দেয় না। তবে শৈত্যরূপ অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া উত্তাপরূপ সাধুসঙ্গ করিলে জীবের নৈমিত্তিকধর্ম্মটী থাকিতে পারে না, যেহেতু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে কৃষ্ণবিমুখতারূপ নিমিত্তটী ঘুচিয়া যায়। সাধুরা ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া দেন। তখন জীব সর্ব্বক্ষণ সাধু-সঙ্গে থাকিয়া যতই শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন, ততই জীবের নিত্যধর্ম্মের উদয় হইতে থাকে। ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীবের নৈমিত্তিকধর্ম্মটী ঘুচিয়া পূর্ণমাত্রায় নিত্যধর্ম্মের উদয় হইলে তাহা স্রোতস্বতী নদীর মত সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করিয়া প্রবলবেগে ছুটিতে ছুটিতে কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ সমুদ্রে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করেন। নির্ম্মল আত্মার সেই সহজগতি প্রতিহত করিবার জন্য মায়াদেবী নানারূপ বিঘ্ন আনিলেও কিছুই করিতে পারেন না। দৈবীমায়া ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য ও পরধর্ম্ম অপ্রতিহতা ইহা বুঝাইবার জন্য নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি লইয়া উপস্থিত হন। মায়াদেবী কখনও গুরুব্রুব, পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, সমাজের লোক প্রভৃতি স্বজনাখ্যদস্যুর বেশে আসিয়া, কখনও দারিদ্র্য, কখনও অতুল ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, কখনও নিরক্ষর অবস্থা (জড়-বিদ্যা না থাকা), নীচকুল, কখনও কৌলীন্য, রূপ, কখনও বা যন্ত্রণাদায়ক রোগ, রাজভয়, চোর-দস্যুর ভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বিঘ্ন লইয়া উপস্থিত হন, কিন্তু শুদ্ধভক্তের অপ্রতিহতা ভক্তির তীব্রবেগে সেই সব তৃণের মত ভাসিয়া যায়। বৈষ্ণব-ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই গুরুব্রুব শুক্রাচার্য্য অনেক চেষ্টা করিয়াও বলি মহারাজের, হিরণ্যকশিপু তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদের, কৈকেয়ী তাঁহার পুত্র ভরতের, রাবণ বিভীষণের, মুসলমান সমাজ হরিদাস ঠাকুরের পর-ধর্ম্মের অপ্রতিহতা গতি রোধ করিতে যাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রীধরের ও শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর দরিদ্রতা, রামানন্দ রায়, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির অতুল ঐশ্বর্য্য, গৌর-ভক্তগণের মধ্যে অনেকেরই অগাধ পাণ্ডিত্য, রূপ ও কৌলীন্য, শ্রীবাস পণ্ডিতের দাসী দুঃখী (শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় পরে সুখী নাম), শিবানন্দ সেনের কুকুরের, এমন কি বনের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীর নিরক্ষর অবস্থা, নীচকুল বা মনুষ্যেতর পশুকুল, বাসুদেব বিপ্রের কুষ্ঠরোগ, মহাপ্রভুর ভক্তগণের নীলাচল ও বৃন্দাবনের পথে রাজভয়, চোর, দস্যু ও হিংস্রজন্তুর ভয় তাঁহাদের নিত্য ধর্ম্মের অপ্রতিহতা গতি রোধ করিতে পারে নাই। এরূপ হাজার হাজার অনন্ত দৃষ্টান্ত আমরা বৈষ্ণব-ইতিহাসে দেখিতে পাইব।

নানা কথা

অতিবৃষ্টিতে রেলপথ ভগ্ন

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের জব্বলপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন, অতিবৃষ্টির ফলে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গণ্ডিয়া জব্বলপুর ন্যারো গেজ রেলপথের বার্গী ও সৌরী-ঘাট রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী নর্ম্মদা নদীর উপরস্থিত সেতুতে গমনের পথ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৩ দিনের মধ্যে ঐ অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

মুক্তরাজবন্দিগণের সম্বর্দ্ধনা

গত ২৮শে জুলাই তারিখে দেশবন্ধু স্মৃতিসমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১১ই আগষ্ট মৌলানা সিরাজীর সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ কর্ম্মীসম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে মুক্ত রাজবন্দী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আশুতোষ কাহিলী প্রভৃতি এবং মিস প্রভাবতী দাশ গুপ্তা ও মুজাফর আহাম্মদকে অভিনন্দিত করা হইবে।

ইটালিয়ার হতাবশিষ্টব্যক্তি ও তাহাদের উদ্ধারকারিগণ

ইটালিয়া বিমানপোতের হতাবশিষ্টগণ গত ২৯শে জুলাই মধ্যরাত্রিতে ম্যাসো নামক স্থান হইতে ষ্টেমা নৌকাযোগে ডেন মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে উপস্থিত হইয়াছে। কোন গোলযোগ হয় নাই।

'ইটালীয়ার' হতাবশিষ্টগণ এবং তাহাদিগের সুইডেন দেশীয় উদ্ধারকারীদিগের দল সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলমে উপস্থিত হইলে দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী তাহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন।

ডাঃ বেশান্তের ভারত-প্রত্যাগমন

'নিউ ইণ্ডিয়া' অবগত হইয়াছে, আগামী ২৪শে আগষ্ট ডাঃ বেশান্ত বোম্বাই আসিয়া পৌছিবেন। লক্ষ্ণৌতে যে সকল দলের সম্মিলন হইবার কথা, তাহাতে তিনি যোগদান করিবেন।

বিমানপথে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ

বিমান-সচিব সার সামুয়েল হোর কমন্স সভায় বলিয়াছেন,—বৃটিশ সাম্রাজ্যের দূরতম প্রদেশে বসবাস করা যাহাতে আর কষ্ট না হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় করিতেছেন।

লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিমান-পথ বিস্তারের প্রস্তাব ঠিক হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পারস্য গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছে। ইতঃপূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৯২৯ সালের এপ্রেল মাস হইতে এই পথে বিমান-পোত চলাচল করিবে। সার সামুয়েল হোর বলেন যে, সেই উক্তি পরিবর্ত্তন করার কোনই কারণ নাই। লণ্ডন ভারত বিমানপথে বিমান পোত চলাচল আরম্ভ হইলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আফ্রিকার দিকে মনোনিবেশ করিবেন। কেপ টাউন পর্য্যন্ত বিমানপথ বিস্তারের জন্য তখন বিশেষ আয়োজন করা হইবে।

বিমানপোতে ভূ-প্রদক্ষিণ

গত ১৯২৬ সালে যে সকল বিমান-পোতপরিচালক দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে বিমানপোত পরিচালনা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর অন্যতর মিঃ রোমান ফ্রাঙ্কো নামক বিমান-পরিচালক স্পেনের অন্তর্গত কেডিজ সহর হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভূপ্রদক্ষিণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

যে বিমানপোতে তিনি ভূপ্রদক্ষিণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার সহিত একখানি নৌকা সংযুক্ত আছে, এই ভূ-প্রদক্ষিণ ব্যাপারে তাঁহার সহিত এক জন সহকারী বিমানপোত-পরিচালক এক জন নাবিক এবং এক জন মিস্ত্রী সঙ্গে থাকিবে।

বন্যায় মৃত্যু

১৫ই ১৬ই আষাঢ় অতিবৃষ্টির ফলে খড়ি নদীতে বন্যা হইয়াছিল। জয়রাম-পুরের ঘাটে ১টি লোক লাঙ্গল কাঁধে পার হইতে হইতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত দীঘনগর গ্রামে খড়ি নদীর ঘাটে ১টা লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বজ্রাঘাতে আহত

গত বুধবার রাজবাঁধ ষ্টেশনের নিকটস্থ গোপালপুর গ্রামে বজ্রাঘাতে জনৈক কৃষকের মৃত্যু হইয়াছে এবং রাজবাঁধ ষ্টেশনের কোনও দোকানদারের কৃষাণ যখন তাহার গোয়াল ঘরে গরুর জন্য খড় কাটিতেছিল, তখন সেখানে বজ্রপাত হয় ও উক্ত কৃষাণ সাংঘাতিক আহত হয়।

গলসী থানার অন্তর্গত আমবাগচলা গ্রামে গত বুধবার বেলা ২টা বা আড়াইটার সময় ৪ জন ৭।৮ বৎসরের বালক গোরক্ষক কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। হঠাৎ বজ্রপাত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে ২ জন নিহত এবং ১ জন আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে।

ঐ দিন শিরড়াই গ্রামে ১টা লোক ও আটপাড়া গ্রামে একটি লোক বজ্রাঘাতে মারা গিয়াছে।—শক্তি

সিন্ধুতে বন্যার আশঙ্কা

সিন্ধুনদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ৮০ খানি গ্রামে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা হইয়াছে। সিন্ধুনদের উপনদী শেককে একখানি বৃহৎ বরফ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত নদীর গতিরোধ হইছে। সিন্ধুনদের সহিত সংযোগস্থল হইতে উক্ত অবরুদ্ধ স্থান পর্য্যন্ত নদীটি শুষ্ক হইয়াছে, কিন্তু অপর পার্শ্বে ৯ মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। এন, ডবলিউ, রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষ আটক পুলের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে। কোনওরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে আটক পুল দীপশলাকার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে, শঙ্কর ব্যারেজেরও ক্ষতি হইবে।

কাশ্মীররাজও উহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন। আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বরফশিলা বিগলিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ নদীর গতি অবরুদ্ধ থাকিবে। হঠাৎ ঐ হিমশিলা ভগ্ন হইলে ৪ হাজার কোটি কিউবিক ফুট জল ধ্বংসকার্য্যে অগ্রসর হইবে।

আকন্দ আঠা

আকন্দ গাছের ডাল ছুরী দিয়া কাটিলে বা ইহার পাতা ভাঙ্গিলে যে দুধের মত সাদা রস বাহির হয়,তাহাকে আকন্দের ক্ষীর বলে। সাপে কামড়াইলে এই ক্ষীর সর্পদষ্ট স্থানে প্রবেশ করাইলে এবং রোগীকে খাইতে দিলে বিষ সমূলে নষ্ট হইবে। অনেকে এই ঔষধের সাহায্যে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। (জনমত)

পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের লাট-নিয়োগ

সার ম্যালকম হেলী যুক্ত প্রদেশের এবং সার জিওফ্রে ডি মণ্টমোরেন্সী পঞ্জাবের লাট নিযুক্ত হইয়াছেন।

অন্ধ্রদেশে দেবদাসীপ্রথার প্রতিবাদ

অন্ধ্র প্রান্তে স্থানীয় থিয়েটার গৃহে অন্ধ্রদেশ কলাবন্ত্র সম্মিলনের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুত ডি রামদাস তাঁহার অভিভাষণপ্রসঙ্গে বলেন, প্রচলিত দণ্ডবিধি ত্রুটি জন্য বালিকাদিগকে দেবদাসীরূপে উৎসর্গীকৃত করিয়া তাহাদিগকে দুর্নীতিপূর্ণ জীবনযাপনে বাধ্য করিবার যে প্রথা আছে, তাহার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজের দেবোত্তর সম্পত্তিঘটিত আইনে দেবদাসী রাখিবার প্রথা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। তিনি বলেন উক্ত আইন এরূপ ভাবে সংশোধিত করা হউক, যাহাতে কোন বালিকাকে দেবতার সম্মুখে নৃত্যগীত করিবার জন্য দেবদাসীরূপে উৎসর্গ করা উক্ত দেবতার সম্পত্তির ট্রাষ্টির পক্ষে বে-আইনী কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ঐরূপ বে-আইনী কার্য্য করা হইলে সেই দেবতার সম্পত্তি যেন বাজেয়াপ্ত করা হয়। [সত্য সত্য দেবতার দাসী হইয়া কেবলমাত্র দেবতার চক্ষিন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নৃত্যগীতাদি করিতে পারিলে বিশেষ কিছু দোষের কথা হয় না, কিন্তু প্রাকৃত পুরুষের ইন্দ্রিয়-দাসী হইয়া পড়াটাই দোষের, তাহা নিবারিত হওয়াই আবশ্যক বটে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিলেই আর ব্যভিচার-দোষ উপস্থিত হয় না। নতুবা ব্যভিচারী-লম্পট হইয়া পড়িতে হয়।]

ফিজিদ্বীপে ভারতীয়-কুলী

"সাটলেজ" জাহাজ ৯৭১ জন ভারতীয় কুলী লইয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪৪০ জন মাদ্রাজী এবং আর সকলে যুক্তপ্রদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নিবাসী। ইহাদের অনেকেই পাঁচ বৎসরের চুক্তি করিয়া ভারতবর্ষ হইতে ফিজিদ্বীপে কুলীর কার্য্য করিবার জন্য গমন করিয়াছিল; কিন্তু চুক্তির সময় অতীত হওয়ার পর নিজেরাই ভূমির পাট্টা লইয়া ইক্ষু চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা সুদীর্ঘ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে জন্মভূমির মুখ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। ইহাদের অনেকে ফিজিদ্বীপে কৃষি-কার্য্য করিয়া অর্থশালী হইয়াছে। স্বদেশে তাহারা প্রতি দিন দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিতে পারিত না। স্বদেশে তাহাদের অনেক দুঃখ ক্লেশ পাইতে হইবে, অনেকেরই ভিটা-মাটির চিহ্ন নাই, আত্মীয় কুটুম্ব ধ্বংস হইয়াছে, তবুও তাহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। জন্মভূমির মত প্রিয় দেশ জগতে আর নাই।

ফিজিদ্বীপে প্রায় ৫০০, ইংরেজ ৬৮০০০ হাজার ভারতবাসী ও এক লক্ষ আদিম নিবাসী অবস্থিতি করিতেছে। ভারতবাসীদের মধ্যে গারওয়ালের বদ্রি মহারাজ ফিজির ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্বদেশে অবস্থানকালে ইনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল ছিলেন। কুলীর কর্ম্ম লইয়া তিনি ফিজি গমন করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যবসায় বলে ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। জন্মভূমি গারওয়াল দর্শন করিয়া তিনি পুনরায় ফিজি গমন করিয়াছেন।

ফিজিদ্বীপে ভারতবাসীদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, আর্য্যসমাজ তথায় তিন চারিটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষক লইয়া গিয়াছেন। ফিজি গবর্ণমেণ্টও তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—আর্থিক উন্নতি।

বাঙ্গালার শাসন-পরিষদে সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র

মহামান্য সম্রাট অনার সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রকে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে বাঙ্গালার শাসন পরিষদের শূন্যপদে স্থায়ী সদস্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। অনার সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই পদে অস্থায়িভাবে কাজ করিতেছিলেন।

মিঃ এ, জেড খাঁয়ের মৃত্যু

কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, জেড খাঁ মঙ্গলবার প্রত্যুষে তাঁহার ৫নং ট্যাংরা রোডস্থ বাড়ীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কিছু দিন হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন এবং তজ্জন্য ছুটী লইয়াছিলেন।

ব্যোমপথে কেপটাউন

দক্ষিণ আফ্রিকা বিমান পল্টনের মাডক অব ক্রয়ডেন হইতে ত্রিশ অশ্বশক্তি-যুক্ত একবিমান আরোহণে ব্যোমপথে কেপটাউন যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ৮ দিনে এই ১৬ হাজার মাইল পথে যাতায়াত করিবেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

আগামী ৩রা জানুয়ারী হইতে দিল্লীতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। স্থান ও সময়ের সংবাদ পরে জানান হইবে, কতজনকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে। তাহা অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে শ্রাবণ, শনিবার—১৩৩৫।

বৈষ্ণব—সর্ব্বোপকারক

"আপনার ভাল হউ বে কে জন দেখে।
সে জন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে॥"

শমীকমুনির পুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপে মহারাজ পরীক্ষিতের আয়ুকাল মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহা অবগত হইয়া এক মহাসভার আহ্বান করিলেন। সেই সভায় কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, সকলেই আহূত হইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই সভায় সমবেত ঋষিমণ্ডলীর নিকট বিনীতভাবে মৃত্যু-মান হইয়া ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে বিভিন্ন পন্থাবলম্বী ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন। কেহ বলিলেন—বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, পথ-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রকে ধনদান প্রভৃতি আপাত দুঃখ-নিবারক কার্য্যগুলি জীবের ইহ পরকালে ইন্দ্রিয়তর্পণের উপায়-স্বরূপ হয়, অতএব ম্রিয়মাণ ব্যক্তির তাহাই কর্ত্তব্য। আবার কেহ বা কর্ম্মের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিপুটী-বিনাশ-সাধক জ্ঞান ও যোগমার্গের প্রতিষ্ঠা স্থাপন পূর্ব্বক উহাই একমাত্র মুক্তি-সাধক, সুতরাং উহাই জীবের একমাত্র কৃত্য বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহানুভবগণ, আপনারা নিজ নিজ অধিকারে যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তাহা সাধু হইলেও দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ, ঐ কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির অনুষ্ঠান মাদৃশ মরণোন্মুখ জীবের সাধ্য হইতে পারে না সুতরাং আপনারা আমাকে ঐপ্রকারে কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনোপদেশ না করিয়া যাহাতে আমি অনায়াসে পরমপদ লাভ করিতে পারি, তাদৃশ উপায় কীর্ত্তন করুন; ঋষিগণের সহিত মহারাজ পরীক্ষিতের এইরূপ আলাপ হইতেছে এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে মুনিগণগুরু পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ মুনিগণ সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুনিবর শ্রীশুকদেবকে যথোচিত পূজা করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তৎসন্নিধানে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং
স্বধর্ম্ম-পরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে
নারায়ণস্মৃতিঃ॥

—আধ্যাত্মিক জ্বরে ভীত হইয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় জীব যে কর্ম্মমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করে অথবা জ্ঞানযোগাদি অবলম্বনে সাযুজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, সে গুলি যদি অন্তে নারায়ণ-স্মৃতির সহায়ক না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জীবের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, সম্যগ্‌রূপ অপকারই করিয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে অন্তে নারায়ণ-স্মৃতি জন্মলাভের চরম ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। খট্বাঙ্গ অজামিল প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহারা অন্তিমকালে একবার মাত্র নারায়ণ স্মরণ করিয়াই সর্ব্ববিপদ হইতে মুক্ত ও কৃত-কৃত্য হইয়াছিলেন। অতএব হে রাজন্! শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ জীবমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য হওয়া উচিত, কেন না মৃত্যু যে কোন মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতে পারে।

পরমভাগবত শ্রীশুকদেবের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র সর্ব্বজীবের সর্ব্বতোভাবে উপকার করিতে সমর্থ, অন্যে নহে ইহাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন।

অদ্যাবধি বৈষ্ণবগণ সেই শুকদেবের মুখনিঃসৃত বাক্য প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব জীবের মঙ্গলোৎপাদন করিতেছেন।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান গৌরসুন্দর গৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া যে জীবে দয়া, নামে রুচি ও বৈষ্ণবসেবন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারই আনুগত্যে আজ তদীয় ভক্তগণ তাঁহার ঔদার্য্যলীলা পুনঃ প্রকট করিবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা জীবশিক্ষার নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কানুসরণে তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত "যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক হরিকথা বন্যায় দেশ ভাসাইতেছেন। হে পরম সুহৃদ্ পাঠকবৃন্দ, আজ আমাদের পরম শুভদিন, আসুন আমরা এই শুভদিনের শুভক্ষণে এই শুদ্ধভক্তগণের চরণাশ্রয় করত তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়া মানব জীবন সফল করি।

জানি না, কাহার কখন কোন্ মুহূর্ত্তে অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কেননা, এই দেহ পতনোন্মুখ, মৃত্যু সর্ব্বদা আমাদের নিকটেই অবস্থান করিতেছে, তাহার হস্ত হইতে এড়াইবার উপায় নাই; তাই মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

৮০ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই সুদুর্লভ দেববাঞ্ছিত মনুষ্য দেহ লাভ হইয়াছে, ইহা অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ, অতএব মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরমার্থের জন্য যত্ন করা উচিত। পশুপক্ষী কীট যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াও সংসারসুখ ভোগ হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই।

ঐ শুনুন্ পরদুঃখ-দুঃখী গৌরপার্ষদপ্রবর ভক্তবৃন্দ আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত গাহিতেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

সৎপ্রসঙ্গ

শুনুন্ পড়ুন বিচার করুন

যাঁহারা শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবকে একটী সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মত-প্রচারকারী বা বর্ত্তমানকালের শুদ্ধি-আন্দোলনকারিগণের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও তদিতর বর্ণোদ্ভূত ব্যক্তির একসঙ্গে আচার-বিহার-প্রচলনরূপ একটী নব-বিধান প্রচার দ্বারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উৎসাদনকারী—সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে বিপ্লব আনয়নকারী সামান্য মর্ত্ত্য-মানববিশেষ মনে করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয়ের দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগত ভক্তবৃন্দের প্রচার্য্যবিষয় পক্ষপাত-দোষ-নির্ম্মুক্ত নিরপেক্ষ সার্ব্বজনীন নিত্য সত্য সনাতন—জীবমাত্রেরই একমাত্র মঙ্গলের বিষয় বলিয়া ধারণা করিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে—তাঁহারই প্রেরণাক্রমে যদি কোন দিন জীবের শ্রীচৈতন্যচরণানুগগণের দুর্লভ সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হয়, তবে তাঁহাদেরই সঙ্গ-প্রভাবে জীব-হৃদয়ের মালিন্য অপগতিক্রমে তথায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মহা—মহাবদান্যলীলা-বৈশিষ্ট্যের অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিবার যোগ্যতার উদয় হইবে।

নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু মানব-ব্যতীত কেহই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না। সত্যানুসন্ধিৎসা ব্যতীত গুণিজনের গুণ-গ্রহণ-বিষয়ে জীবের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, বরং গুণ-মধ্যে ছলে দোষারোপণ-প্রবৃত্তিই প্রবলা হয় অর্থাৎ জীব পরছিদ্রান্বেষী হইয়া পড়েন। পরছিদ্রান্বেষণ স্বভাব আত্মোন্নতি-সাধন-পথের একটা ভয়ঙ্কর অন্তরায়। সুতরাং তাদৃশ স্বভাব বর্জ্জনে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া আত্মমঙ্গলেচ্ছু জীব সত্যের আদর করিতে শিক্ষা করুন। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের অনুসন্ধেয় স্বার্থ-সাধনে [illegible] হইতেছে বলিয়া নিত্য-শুদ্ধ-সনাতন সত্যে অনাদর-প্রকাশ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ের পরিচায়ক। তাদৃশ সঙ্কীর্ণচিত্ত অবয়জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি মহান্—অতি উদার কথা ধারণা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অসমর্থ—শ্রীভগবানের কৃপালাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের সহিত যে কোন কারণেই হউক ঘনিষ্ঠতাসূত্রে তাঁহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণে সহায়তা করিয়া তাঁহাদের প্রিয়পাত্র হইবার মানসে অথবা তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় থাকার দরুণ অসত্য-চক্ষু-লজ্জার খাতিরেও যাঁহারা কলিযুগপাবন—জীব-দুঃখবারণ—স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী স্বয়ং-ভগবান গৌরসুন্দর-প্রচারিত সত্য 'নিঃশ্রেয়ঃ' বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের দুর্ভাগ্যকে সাধুগণ আদৌ প্রশংসা করিতে পারেন না।

'বৈষ্ণব' বলিলেই সাধারণে যে একটু সঙ্কোচ-বোধ করেন, তাহা 'বৈষ্ণব' শব্দের তাৎপর্য্য অবগতির অভাব-নিবন্ধনই জানিতে হইবে। তাহা ছাড়া কতকগুলি মূর্খ লোক বৈষ্ণবের কাচ কাচিয়া দিয়াও তাহাদের কু-আদর্শ প্রচার দ্বারা লোকের মনে 'বৈষ্ণব' শব্দটীর উপরই কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবতা যে মূর্খ লোকের উপলব্ধির বিষয় নহে, বৈষ্ণবের ভাণ লইয়া অসদাচরণ বা লাম্পট্য-প্রচার যে বৈষ্ণবতার সম্পূর্ণ বিরোধী, অসদাচারী লম্পটগণ বৈষ্ণব সাজিয়া বেড়াইলেও তাহারা যে সমাজের ভয়ঙ্কর শত্রু, কেবল দেশবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের মাত্র নহে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় জীবের স্বরূপ-পরিচয়ই যে 'বৈষ্ণব'—কেহ স্বীকার করিবার সৌভাগ্য লাভ করুন আর নাই করুন, জীব মাত্রেই যে বিষ্ণুদাস,—বিষ্ণুসেবাই যে জীবের জীবত্ব বা বৈষ্ণবত্ব—বিষ্ণুসেবা বা বৈষ্ণবতা-শূন্য জীব যে অচেতন শবতুল্য, (যেহেতু চেতনের বৃত্তিই বৈষ্ণবতা), শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে এই বৈষ্ণবতা বা স্বরূপোপলব্ধি

—কৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য দান করিবার জন্যই সে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী, বৈষ্ণবতা যে কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নহে, মহাপ্রভু যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎসাদন-কল্পেই বৈষ্ণবসমাজ সৃষ্টি করেন নাই পরন্তু বৈষ্ণবতা দিয়া উৎসন্নপ্রায় দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনই করিয়াছেন—জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, জীবকে নিষ্কপটা বা বৈষ্ণবতা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যে ভগবানের ভক্তভাব বা বৈষ্ণবতা অঙ্গীকার-পূর্ব্বক লীলা—এ সকল কথা জানিতে পারিলে 'বৈষ্ণব' সম্বন্ধে সাধারণের আর কোন কুসংস্কার থাকিতে পারিবে না। জনসাধারণকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত এই বৈষ্ণবতা বা জীবের স্বরূপ-পরিচয় জানাইবার জন্যই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আদর্শ সভ্যগণের ভারতের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন-পূর্ব্বক পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতাদিমুখে সত্য-প্রচারের বিপুল আয়োজন। পরছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি ব্যতীত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত শ্রৌত-বাণী শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া পরম-আনন্দ লাভ করিতেছেন, কিন্তু মৎসরকুল তাঁহাদের ঐ শ্রৌতবাণী শ্রবণাধিকার না পাইয়া অশ্রৌতপন্থানুসরণে নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিবার সুযোগ পাইতেছে মাত্র।

মঠস্থ শুদ্ধভক্তগণের প্রচার্য্য বিষয় এই যে—(১) জীবমাত্রেই যখন স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, তখন সকলেরই বিষ্ণুসেবাধিকার আছে। জীব কৃষ্ণবৈমুখ্য-হেতু সংসার-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই যে আর তাঁহাকে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া সংসার মুক্ত হইতে নাই, তাহা নহে। গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীভগবদ্বাণী পাঠে জানা যায়—ভগবান্ কোন জড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত-শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করিবেন, এমন কোন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন নাই, বরং সর্ব্বজীবপ্রভু সর্ব্ব-জীবকেই তাঁহার সুশীতল চরণচ্ছায়ায় প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ভগবান্ যাহাকে অধিকার প্রদান করিতেছেন, সামান্য জীবের সাধ্য নাই তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার। জড়ৈশ্বর্য্যাদি কখনও ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির কারণ হইতে পারে না। (২) বৈষ্ণবতা সসীম কোন বৃত্তি-বিশেষ নহে যে, তাহা জড়ীয় দেশকালপাত্রের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহা বৈকুণ্ঠস্বভাব বা অপ্রাকৃত-বৃত্তিপর। (৩) স্বয়ং ভগবান্ বৃন্দাবন চন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দনই জীবের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, শ্রীধাম বৃন্দাবন তাঁহার নিত্য ধাম, (৪) শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন ব্রজবধূবর্গ যেরূপ উপাসনা দ্বারা কৃষ্ণোপাসনা করেন, সেই উপাসনাই রম্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী কপটোপাসনা ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী প্রেমোপাসনাই বরণীয়, (৫) স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র মূলপ্রমাণ, প্রত্যক্ষ, অনুমানাদি প্রমাণ ভাগবতানুগত হইলেই তাহা স্বীকার্য্য নতুবা ত্যাজ্য, (৬) শ্রীভগবান্ বিভুচিৎ বস্তু, জীব অণুচিৎ, ভগবানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, (৭) জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এই স্বরূপানুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান, সম্বন্ধজ্ঞান সহ কৃষ্ণসেবাই অভিধেয় এবং তৎফলস্বরূপ প্রয়োজন বা কৃষ্ণপ্রেম-লাভ, (৮) দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক নাম-ষোড়শ কলি-জীবের একমাত্র ভজন সাধন, সাধন ও সিদ্ধাবস্থায় এই নাম-ভজনের "নিত্যতা, সাধুনিন্দা, দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, গুরুবজ্ঞা, হরিনাম-মহিমাকে স্তুতিবাদ মাত্র বলিয়া মনন, হরিনামের 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন' ইহা ছাড়া প্রকারান্তরে অর্থকল্পন, নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নাম-ভজনকে সাম্যবুদ্ধি, অশ্রদ্ধদানে হরিনামোপদেশ, নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রীতি—এই পদ্ম পুরাণোক্ত দশনামাপরাধ অবশ্য বর্জ্জনীয়, নিরপরাধে নাম লইলেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ, নামাশ্রয়ভিন্ন কলিতে অন্য কোন সাধন নাই, আছে মনে করিলে তাহা কৃষ্ণপ্রেমের পরিবর্ত্তে ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি অবান্তর ফলপ্রদ, (৯) অন্যাভিলাষী, স্ত্রীসঙ্গী ও তাহার সঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত, জীবেশ্বরে ঐক্যবাদী ও ঈশ্বরের দেহদেহীতে ভেদবুদ্ধিকারী ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রয়াসী মায়াবাদী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরত জ্ঞানী, কর্ম্মফলভোগপ্রয়াসী কর্ম্মী, ঈশ্বর-সাযুজ্য বা কৈবল্যকামী যোগী প্রভৃতি অসজ্জনসঙ্গত্যাগই—বৈষ্ণব সদাচার, অসাধুসঙ্গ বর্ত্তমান থাকিতে কৃষ্ণনাম হইতে পারে না, (১০) দ্যূত (তাস পাশা দাবা প্রভৃতি জুয়াখেলা), পান (ইন্দ্রিয়-বর্গের মত্ততাবর্দ্ধক পান, তামাক, গাঁজা মদ প্রভৃতি), স্ত্রী (কৃষ্ণভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি), সূনা (জীবহিংসা) ও জাত-রূপ (কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উপায়ে যে অর্থার্জ্জন বা যে অর্জ্জিত অর্থ কৃষ্ণসেবার্থ ব্যয় না করিয়া নিজ ভোগার্থে ব্যয় করা হয়)—এই কালস্থানপঞ্চক সর্ব্বতোভাবে ভজনপ্রতিকূল জ্ঞানে পরি-ত্যাগ কর্ত্তব্য প্রভৃতি। শ্রীমঠের সেবক-বৃন্দ ঐ সকল বিষয় সর্ব্বক্ষণ নিজেরা আচরণ করিয়া জীবহিতার্থে প্রচার-রত।

তাঁহারা 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' (আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের পরবিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত) নামক একখানি দৈনিক, 'শ্রীগৌড়ীয় নামক একখানি সাপ্তাহিক, শ্রীসজ্জনতোষণী বা দি হারমোনিষ্ট বলিয়া একখানি ইংরাজী সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় লিখিত মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা,—তাহা ছাড়া গীতা ভাগবতাদি বহু সাত্বত শাস্ত্র ও তদনুমোদিত গ্রন্থাদি প্রচার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিতে-ছেন। তাঁহাদের অদম্য উৎসাহে সত্য প্রচারফলে জগৎ হইতে ধর্ম্মের নামে প্রচারিত ছলধর্ম্ম, অপধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, কপটতা আর প্রবল হইতে পারিতেছে না। সুতরাং সত্যপ্রিয় জনসাধারণের কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়া ইঁহাদের লোক-হিতকর কার্য্যে প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য—যাহার যাহা আছে তাহাই দিয়া সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি-প্রদর্শন। এতাদৃশ উদারতা সকলেরই আছে—সকলেই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শান্তি কোথায় ?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ বি, এ,)

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভগবানের অণুস্বরূপ তটস্থাশক্তি-পরিণত তদীয় নিত্য সেবক-স্বভাব জীব আমি কতকাল শান্তির সুখময় ক্রোড়ে লালিত হইতেছিলাম এবং নিত্য নবনবায়মান অপ্রাকৃত আনন্দরাশি ভোগ করিতেছিলাম, তাহা ত' একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কি কুক্ষণে কোন্ অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি-সেবাচ্যুত হইয়া তদীয় কারারক্ষিকা ছায়া-শক্তি মায়ার নিকট সমর্পিত হইলাম। একমাত্র ভোক্তা শ্রীহরির ভোগ্য-বস্তুতে আপন ভোগ্য কল্পনা করিয়া তাহাতেই দৃঢ়-চিত্ত হওয়াতেই সর্ব্বাভিলাষপূরক ভগবান্ সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণদ্বয় সংযোজিত করিয়া মহামায়ার নিকট জড়-ভোগোপকরণ মদীয় অভিলাষ শান্তিহেতু সমর্পণ করি-লেন, তখন আমিও আপনাকে শৃঙ্খল-মুক্ত মনে করিয়া, বেশ মনের খেয়ালে মায়া-রচিত পদার্থ সমূহ ভোগ করিতে লাগি-লাম। তখন হইতে আমি আপনাকে ষড়্‌বিধ বিকারের অধীন মনে করিয়া আসিতেছি। আমার স্থূলদেহের জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-বিপরিণাম-অপক্ষয়-বিনাশকেও আমার আপন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি। সেই দিন হইতে যে শান্তি হারাইয়া আসিয়াছি, তাহাই পুনরুদ্ধার প্রাপ্তি, চেষ্টা করিয়াও আর ত' কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না। ভোগবাসনার তারতম্যে কত কোটী জন্ম প্রস্তরত্বলাভ করিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার ভোগস্পৃহা চরিতার্থ হইয়া গেলেই শান্তিলাভ করিব। কই, তাহাত হইল না। আবার অধিক ভোগের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ বৃক্ষযোনিতে যাইবার অভিলাষ হইল। ভগবান্ও বাসনা পূর্ণ করিলেন, তথাপি চেতনধর্ম্ম আচ্ছাদিত থাকিয়া স্বাভাবিক চিদ্ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় থাকিল। আমার পতন-পরাকাষ্ঠা দেখিয়া ঈশ্বর কৃপা পূর্ব্বক তাদৃশ জীবন হইতে মুক্তি দিয়া আমার বাসনা-ফলে কৃমি, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে বহুকোটী বার কত কোটী কল্প সময় ভ্রমণ করিলেন প্রত্যেকবারেই ত' মনে হয়, যাহা হারাইয়া আসিয়াছি, তাহা কোথায়! এবারে নিশ্চয়ই পুনরুদ্ধার করিব এইরূপে কতদিন কাটাইয়া দিলাম, তাহার সীমা এখন আর বলিতে পারিতেছি না। কোন বারেই ত' সেই শান্তির ছায় টুকুও দর্শনলাভ ঘটে নাই? অনাদি ভোগ-বাসনার নিবৃত্তিও নাই। অনলে ঘৃতা-হুতির ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধমান হইতেছে ভগবানও তাহার পূরণার্থ উত্তরোত্তর নব নব যোনিতে ভ্রমণ করাইতেছেন। কখনও বা মানবরূপে আসিয়া ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর গৃহে জন্মলাভ করত নীতিশূন্য নিরীশ্বর নৈতিক জীবন যাপন পূর্ব্বক মুকুলিত চেতন-ধর্ম্মের স্বভাব প্রদর্শন করিলাম। তদবস্থা হইতে কোন সুকৃতি ক্রমে সেশ্বর মহতের সঙ্গগুণে কতবারই বা সেশ্বর-নৈতিক পরিচয়ে আমাকে পরিচয় দিলাম। এত করিয়া এত অনুসন্ধানেও সে বিনষ্ট শান্তি আর পাইলাম না। বহু কোটি বৎসর কেন, কতকোটিকল্প এই প্রকারে মায়ার-রাজ্যে ভ্রাম্যমাণ হইতেছি কোথায় শান্তি? আর কি তাহা পুনরায় পাইব না? ভোগ ত অনেক প্রকার করা গেল, তাহা হইতেও নিবৃত্তি আনিতেছে কই? মনুষ্য জীবনে কৃপাময় ভগবান্ সদসদ্বিবেচনাশক্তি প্রদান করিয়াও আমার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারি-লেন না। মুখে ঈশ্বর মানিলাম, যেখানে ভোগের সুবিধা দেখিতে পাইলাম, সেখানে কদাপি ঈশ্বরের কোন কোন বিষয় কিঞ্চিৎ করুণার বিকাশ নিজমনে অনুভব করিতে লাগিলাম। আবার যেখানে ভোগের অসুবিধা বোধ করিলাম, তখনও নিন্দা ভগবানের শাসন করিতে একটুও বাকি রাখি নাই। মোটের উপর ঈশ্বরকে ঈশ্বরত্ব না দিয়া আমার মনগড়া কোন প্রাকৃত বস্তুকেই ঈশ্বর করিয়া লইলাম আবার আমি দেখিতেছি, জগতে মানব মাত্রেই বুদ্ধিজীবী, তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মপ্রায়-অনুযায়ী ভোগের সুবিধাজনক ঈশ্বর খাড়া করাইয়াছেন আমি যখন তাঁহাদেরই সমশীল বদ্ধজীব তখন আমারও বা তাদৃশ ঈশ্বরের কল্পনায় দোষ কি হইল?

যখনই ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার শাস্ত্রাদির পরিচালন দ্বারা আমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেন, তখনই এক একবার মনে হয়—কৈ হারাণ ধন ত লাভ হয় নাই। বিষয়, বিত্ত, পুত্র, মিত্র স্ত্রী প্রভৃতি যাহাতেই শান্তির অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহারাই আমায় বঞ্চিত করিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, আমি তাহাদের দ্বারা আমার ভোগবাসনাটা চূড়ান্তরূপে পূরণ করিয়া লইব, সুতরাং তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম, কিন্তু এখন বিচার করিতে গিয়া দেখি, তাহারা সকলেই আমা দ্বারা তাহাদেরই ভোগ পূর্ণরূপে চালাইয়া লইয়া এখন আর আমা হইতে ভোগের কোন প্রকার সুবিধা নাই, এইরূপ বিবেচনায় পরিত্যাগ করিয়া গেল। আবার এই ভুলটাও ত আমি এত কোটি জীবনের মধ্যে কদাপি বিচার করিবার সুযোগ পাই নাই? অথবা কেহ ঐ বিচার কদাপি উত্থাপিত করিলেও আমার বধির কর্ণ তখন শুদ্ধ ছিল। কি জানি কেন, আমার কোন্ জন্মের কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতি বলে, অথবা নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অকৃত্রিম পরোপকারবৃত্তির গুণে, হঠাৎ কোন মহাজন আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক আমার অস্থানে শান্তিপ্রাপ্ত্যাশায় ভ্রম ধরিয়া দিলেন। অনেকবারের পর এইবার বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও মায়াবিমোহিতচিত্তের বুদ্ধিশক্তি আমাকে পরাস্ত করিল। স্বয়ং এত প্রকারে এই লক্ষকোটি জন্মের প্রত্যেক জীবনে ত্রিতাপ-যন্ত্রণামালা ভোগ করিয়াও মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বয় আমাকে সতত বঞ্চনা করিয়া আসিতেছে। আদৌ বুঝিতে দেয় নাই যে, আমি কি ছিলাম। এক্ষণে বা কি হইয়াছি? কেন আমি এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত? সহসা নিষ্কিঞ্চন সাধুর পাদরজঃ আমাকে কিয়ৎ পরিমাণে আস্তিক্য-বুদ্ধি প্রদান করিল। আমি যেন তাঁহার অযাচিত নিষ্কপট কৃপা উপলব্ধি করিয়া শাস্ত্রবাক্যের প্রতি এবং শাস্ত্রোক্ত তদীয় আচরণের প্রতি কিঞ্চিৎ সশ্রদ্ধ হইলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে শ্রদ্ধা লৌকিকী। আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা হইলেও তাঁহার শ্রীভাগবতবাণী নিশ্চিতই সর্ব্বদা কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকিত। তিনি ত' পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণের অন্যান্য বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি সুখদুঃখের নিমিত্ত ভয় হয়; অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন প্রভু ও পরমপ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে ভজনা করিবেন। আরও বলিয়াছিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখে শ্রীল অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, 'এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়, আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।'

তিনি বলিয়াছিলেন—ভাই শান্তিকামিন্? মায়ার রাজ্যে কি কদাপি শান্তি থাকিতে পারে? প্রত্যক্ষদর্শী মহাজনগণ বলিয়াছেন যে অনাদি ভোগবাসনা হইতে জীব মায়িক রাজ্যে পতিত হইয়াছে, তাহার কোন ক্ষুদ্রতমাংশও থাকিতে তাহার নিস্তার নাই। এমন কি মুক্তিকামিগণও শান্তিলাভ করিতে অধিকারী নহেন। যদি পূর্ণশান্তি পুনরায় লাভ করিতে কামনা কর, তবে প্রকৃত শান্ত সাধু-বৈষ্ণবসঙ্গ কর, তিনি তোমার প্রাণে শান্তিধারা আবার প্রবাহিত করিতে পারিবেন। নতুবা তোমার মরীচিকায় জলান্বেষণবৎ বৃথা ভ্রমে জন্মমরণ স্রোতঃ বন্ধ হইবার নহে ও শান্তি ক্রমে সুদূরে চলিয়া যাইবে। যেহেতু শাস্ত্রে বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলে অশান্ত॥

অধিকাংশ বদ্ধজীবই ভুক্তিকামনা করেন, কেহ কেহ আবার ভোগে বিরক্ত হইয়া সালোক্য-সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি বাঞ্ছা করেন। আবার কোন কোন জীব অণিমা লঘিমাদি অষ্ট সিদ্ধির লালসায় তপঃক্লেশ সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হন না। ইঁহারা যখন সকলেই বাসনা-প্রেরিত অতএব শান্তি ইঁহাদের হইতে অনেক দূরে। কেবল নিষ্কাম কৃষ্ণভক্ত জন কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যবান্। অতএব বাসনা তাঁহাকে ভুক্ত্যাদি দ্বারা ভুলাইতে না পারায় জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিতা শান্তি তাঁহাদের দাসীবৎ পরিচর্য্যাশালিনী।

এই সকল শাস্ত্রবাক্য সাধুজনের চরিত্র হইতে এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিলেও আমার ন্যায় বদ্ধজীবের গ্রাম্যশূকরের বিষ্ঠা-প্রীতির ন্যায় বিষয়-প্রীতি—যোষিৎসম্ভোগাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতেছে। কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছে না। বরং আপনাকে ভক্তসজ্জায় সজ্জিত করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ পূর্ব্বক ভোগের পন্থা সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করিবার উপায় স্বতঃ পরতঃ আবিষ্কার করিয়া লইতেছি।

কলির কেরামত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

"ভাই কলি! তোমার কেরামতটার প্রশংসা না করিলে আমার দিবা-নিদ্রা তো দূরের কথা, সারা নিশি জাগিয়া কাটাইতে হয়। তুমি এত কেরামতই জান, তাহা কে জানে? দেখিও, আমার কথাগুলি শুনিয়া বেশী রাগ করিও না। আমি যত কথা যত ভাবেই বলিনা কেন, তোমাকে প্রচার করার চেষ্টাটাই সকল প্রকার কথার মধ্যে গুপ্ত ব্যক্ত ভাবে নিহিত রহিয়াছে। আমি যে তোমার একটা মস্ত বড় সেবক, তাহা যম রাজার আসরে হিসাব নিকাশের দিনে সকলই জানিতে পারিবে। তুমিও যে কিছু না বুঝিতেছ তাহাই বা কি করিয়া বলি? হাজার হইলেও একদিন না একদিন তোমার নুন নুন খাইয়াছি, একেবারে নিমক্‌হারামী করিলে চলিবে কেন? তোমার সকল সেবক অপেক্ষা আমার কেরামত একটু অন্য ধরণের, তাহা বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই তুমি লক্ষ্য করিয়া আসিতে, কারণ তোমার বুদ্ধির বহরটাত আর কম নহে। "খোঁড়া বিড়াল ঘরে শিকার"—এই ন্যায়ে তোমার অপর সেবকেরা তোমার অধিকৃত রাজ্য মধ্যেই তোমার কেরামত প্রচার করিয়া অস্থির। আমি দেখ তোমার অধিকারের বাহিরে সেই সুদূর দেশে নদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠ বার্ত্তার ভিতরে তোমার মহিমা, এমন কি তোমার সেবকের পরিণামটা পর্য্যন্ত একদিন নয় দুইদিন নয় পাঁচ দিন ভরিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। ইহা একটা তোমার পক্ষে খুব বড় কার্য্য করিয়াছি, মনে করিও। কি করি? দেখিলাম এতদিন তোমার গোলামী করিয়া শেষে যদি একটা নামজাদা কার্য্য করিতে না পারি তবে তুমিই বা কি মনে করিবে? তাই খুব হুশিয়ার মত তোমার একটা বড় কার্য্য সমাধা করিয়া দিলাম। বিশেষতঃ ভবিষ্যতে তোমাকে কোন শত্রুর কবলে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য তোমাকে এবং তোমার সেবকগণকে সন্ধানটাও দিয়াছি। ইহাতে তোমার নিরাপদে বিচরণ করিবার বহু সুবিধা হইবে। আমার স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ইহাপেক্ষা বড় কোন কার্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এতবড় একটা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি বলিয়া, তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে তোমার সেবা ও তোমার সেবকের সেবা হইতে সম্পূর্ণ রূপে অবসর দাও, ইহাই আমার শেষ দরখাস্ত। তবে তুমি একথা মনে ভাবিও না যে, অবসর পাইলেও তোমার সেবা ও তোমার সেবকের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারিব? যাবৎ জীবন তাবৎ, নারিকেল গাছের বাল্‌তোটা খসিয়া গেলেও দাগটা থাকিয়া যাওয়ার মত দেহমনের মজ্জা-গত স্বভাব দশ তোমার সেবা করিতে বাধ্য করিবে। তবে কি না অবসর পাইলাম বলিয়া বুড়া বাবুদের মত একটু হাঁফ্ ছাড়িয়া কয়েকটা দিন অন্য প্রকারে কাটানো। তাহার প্রমাণ এদিকে তোমার সেবা ছাড়িবার জন্য দরখাস্ত দিয়া আবার তোমার ও তোমার সেবকের কেরামতির কথা জুড়িয়া দিলাম, শোন—

অদ্য শুক্রবার, বুঝি শ্রাবণ মাসের এগার দিন যায়। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ বেশ মনের আনন্দে বিচরণ করিতেছে। বালকের হাসির ন্যায় মাঝে মাঝে একটু একটু রৌদ্র দেখা দেয়। ফুর্ ফুরে হাওয়ায় দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বেশ একটু আরামই করিতেছিলাম। বিশেষতঃ তোমার সেবক ভিন্ন দেহ মনের আরামটা আর কেহ তত ভাল বুঝে না। নচেৎ কি আর জগতের লাখ লাখ কোটী কোটী মানুষ তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে? অদ্য বেলা ১২টা কি ১টার সময় ৩৭ বৎসর কয়েক সপ্তাহ বয়সের তোমার একটা সেবকের সহিত আমার দেখা। অবশ্য আমার একটা প্রকাণ্ড নেশা, প্রতি সপ্তাহে তোমার এই সেবকটীর সহিত দেখা না হইলে যেন আমার বদ হজম উপস্থিত হয়। তাই নিজের শত শত কাজ কর্ম্ম থাকিলেও উহা একদিকে ফেলিয়া রাখিয়া তোমার এই নামজাদা সেবকটীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপ প্রলাপ না করিয়া ছাড়িনা। তার পর তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহে এই দৈত্যগুরুবারে নূতন নূতন সাজে নূতন নূতন সংসারের যত আজগবি সংবাদ লইয়া উপস্থিত হন। তাহা দেখিয়া শুনিয়া তোমার সেবকমণ্ডলী খুব আনন্দ উপভোগ করেন। অন্ততঃ সেই হিসাবে তোমার ঐ সেবকটীর সহিত দেখা করিতে লাগিলাম। একথা ওকথা দশটা বিশটা কথা হইতে হঠাত শ্রীগৌরাঙ্গজন্মভূমি নির্ণয়ের কথাটা উঠিয়া গেল। উহাতে তিনি এতগুলি নব নির্ণীত সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিলেন যে, তাহা একেবারে অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব, অদ্রষ্টব্য অশ্রাব্য। অবশ্য বক্তা ও শ্রোতা হিসাবে আমরা উভয়ই পক্ষে নহে, যাঁহারা ভুল করিয়াও শাস্ত্র ভুলিয়া আমাদের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের পক্ষে।

তিনি বলিলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের জন্মভূমি সম্বন্ধে কতক গুলি নূতন প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। এতকাল শুনিয়া আসিতেছিলাম, পুরাণ প্রমাণ স্বরূপে দাঁড়ায়। গ্রামে সীমা সম্বন্ধ লইয়া গোল বাঁধিলে পুরাণ মানুষ অর্থাৎ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্যক্তিগণই তাহা মীমাংসা করেন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কথা লইয়া বিবাদ

উপস্থিত হইলে অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি যাহারাই তাহা প্রমানিত হয়। কই গ্রামের নূতন ছোকরাদল চায়ু কম্প্লিট ও আধুনিক সহিত্যিক কবির লিখিত কোন বই প্রমাণ স্বরূপে কেহ ত' গ্রহণ করেন না? অথবা কাহারও সুপারিশ পত্রে কোন বিষয় ত' মীমাংসা হয় না?

আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এবং গোস্বামী ষট্‌ক, বিষয়গুলী পুরাণকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নূতন প্রমাণ হইতে পারে এমন কথা তো কেহ কোন পুরুষে শুনিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। তার পর আধুনিক ভদ্র-লোকটীর মুখে শুনিলাম, এই নূতন নূতন প্রমাণগুলিই নাকি মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করিয়া যত্র তত্র প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থাটাও হইতেছে। তাহাতে যে তোমার কেরামতের বাহবা জগত-জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই, তুমি কি মোহিনীই জান! মায়াপুরকে ত্যাংচাইয়া মৎসরতা-মূলে কাঁকড়ার মাঠে কি লীলাটাই না আরম্ভ করিয়াছ! না হইলেই বা চলিবে কেন? মায়াপুরে মায়াধীশ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী, সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ (কুণ্ঠাধর্ম্ম মায়া-বিরহিত) অপ্রাকৃত চিন্ময়ধাম। এই অপ্রাকৃতধামে তুমি ও তোমার সেবক আমরা, মায়াবশ-যোগ্য জীব, দর্শন দূরের কথা তাঁহার ত্রিসীমানায় যাওয়ারও যোগ্যতা রাখি নাই। সুতরাং ঐ কাঁকড়ার মাঠকেই গৌরাঙ্গজন্মস্থলীর বদলে গৌড়াঙ্গ জন্মস্থলী অর্থাৎ ময়রাপল্লী করিয়া লইয়া মনসাধে ভুরি-ভোজনে লিপ্ত থাকিতে হইবে। তোমার চতুর্থ (স্থনা)-স্থানীয় সেবকগণ যাঁহারা তথায় থাকিবেন, তাঁহাদের আর কর্কট-সংগ্রহের জন্য আয়াস স্বীকার করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে না।

তুমি যে এত পুরাণ ভুলানো বিদ্যা শিখিয়াছ তাহা কে জানে? কেবলই নূতন। তোমার কার্য্য সবই নূতন। নূতন খেলা, নূতন নেশা, নর-নারী ভুলাইবার নূতন নূতন বেশে নর-নারী সাজানো, জীব-হিংসার নূতন রকমের কল-কায়দা প্রকাশ, ধনার্জ্জন-স্পৃহার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার, নূতন ভাষা, নূতন কবিতা, নূতন, নূতন, নূতন সবই নূতন। নূতনের হাট, নূতনের বাজার, নূতনে নূতন সবই নূতন, নূতনময়। পরিশেষে নবদ্বীপটার নূতন দ্বীপ নাম দিয়া (অবশ্য নূতন দ্বীপের নূতন প্রমাণ সুযুক্তিপূর্ণ কথাটাই বটে) নবধা-ভক্তির যাজনের নয়টী দ্বীপ নবদ্বীপ অর্থাৎ "১। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ আত্ম-নিবেদন ক্ষেত্র এই স্থানটী ভাগীরথী গঙ্গার পূর্ব্বপারে বল্লাল-দীঘীর নিকট অবস্থিত। ২। শ্রীসীমন্ত দ্বীপ শ্রবণাখ্য দ্বীপ। ৩। শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপ, এখানে বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারের মূল আচার্য্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী ও সমাধি-মন্দির বিরাজিত। ৪। মধ্যদ্বীপ স্মরণাখ্য দ্বীপ। ৫। কোলদ্বীপ পাদ-সেবনাখ্য দ্বীপ। ইহা গঙ্গার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ বা কুলিয়া। এখানে পরমহংস বাবাজী গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির। ৬। ঋতুদ্বীপ অর্চ্চনাখ্য দ্বীপ। ৭। জহ্নু দ্বীপ বন্দনাখ্য দ্বীপ। ৮। মোদদ্রুম দ্বীপ দাস্যাখ্য দ্বীপ। এখানে শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাবস্থলী। ৯। রুদ্র-দ্বীপ সখ্যাখ্য দ্বীপ। এই সমস্ত অপ্রাকৃত ধামগুলিও মায়ার আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। কি—ন্তু এইভাবে ঢাকা না পড়িয়া বরং শ্রীধাম মায়াপুর প্রকাশেরই সহায়তা করিবে। এই স্থানে বোধ হয় তোমার বল-বিক্রম বিধ্বস্ত হইবে। যাহা হউক পরে দেখা যাইবে। অদ্য আসি—আমার দরখাস্ত খানা যেন গ্রাণ্টেড্ হয়। প্রার্থনা করি, শ্রীধাম মায়াপুরের সাধুদিগের কৃপায় তোমার কেরামতগুলি এইভাবে জগৎময় অচিরাৎ জারি হউক।

নানা কথা

নবদ্বীপে কমিক প্লেয়ার প্রফেসর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল

গত সোমবার নবদ্বীপ বকুলতলা স্কুলে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের প্রসিদ্ধ কমিক প্লেয়ার প্রফেসর পাল কমিক প্লে করিয়াছেন। তাঁহার প্লে খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বিষয় ছিল—তোতলা ব্রাহ্মণের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, সিরাজগঞ্জের ষ্টেসন মাষ্টারের ডেইলী য়্যাকাউণ্ট, বিলাতে কোন এক দরিদ্র সাহেবের বিষয়, পাখী, বানর ও কুকুরের স্বর প্রভৃতি।

পুনঃ ভাইস চ্যান্সেলার

নিম্নোক্ত সরকারী ইস্তাহারখানি প্রচারিত হইয়াছে:—

সার সৈয়দ সুলতান আহম্মদের বর্ত্তমান কার্য্যকাল আগামী অক্টোবর মাসেই শেষ হইয়া যাইবে। বিহার ও উড়িষ্যার শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৯২৯ সনের ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাকে পুনরায় ঐ পদেই নিয়োগ করিয়াছেন।

নিউ ক্যাসেলের ডিউক ১,০০০,০০০ পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন

রয়টারের ২৯শে জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে মে তারিখ নিউ ক্যাসেলের যে ৭ম ডিউক মারা গিয়াছেন, তিনি প্রায় ১,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সার সৈয়দ সুলতান আহম্মদ

নূতন রেলপথ

১লা আগষ্ট হইতে আসাম বেঙ্গল রেলপথের শাখা ফারকেটিং বামুনিপুর-জোড়হাট রেলপথে যাত্রী ও মালপত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা হইবার কথা। বর্ত্তমানে ঐ রেলপথে ১ খানি গাড়ী যাইবে ও ১ খানি আসিবে।

চট্টগ্রাম নাজিরহাট রেলপথের নির্ম্মাণ-কার্য্য দ্রুত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। উক্ত রেলপথের প্রথম ৫ মাইল রাস্তা দিয়া ইণ্ডো-বর্ম্মা রেলপথের গাড়ী যাতায়াত করিবে। শেষোক্ত রেলপথ চট্টগ্রামকে ব্রহ্মদেশের সহিত সংযুক্ত করিবে।

পরের হইয়া পরীক্ষা দানে বিপত্তি

১৯২৭ সালে রাওলপিণ্ডি খালসা হাইস্কুলে পরের হইয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার অভিযোগে কেশবচাঁদ এবং দেওয়ান চাঁদ নামক দুই ব্যক্তির নামে মামলা চলিতেছে। আগামী ১৪ই আগষ্ট মামলার দিন পড়িয়াছে।

ডিব্রুগড় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ১ হাজার টাকা অপহৃত

ডিব্রুগড় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পশ্চিমের দেওয়ালের রেলিং ভগ্ন করিয়া তস্করগণ উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে শনিবার অথবা রবিবার রাত্রিতে ১ হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছে। পুলিস থানায় সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ তস্করগণের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সার্দ্দার বিল

কলিকাতা আর্য্যসমাজ হলে একটি বিরাট সাধারণ সভায় শ্রীযুত হরবিলাস সার্দ্দার বাল্যবিবাহ নীরোধ বিলের সমর্থন করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। সভায় সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু সমবেত হইয়াছিল এবং পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বহুসংখ্যক মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন। একটি সঙ্গীতের পর শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বাল্যবিবাহ নীরোধ বিলের স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং শ্রীযুত মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বসন্তলাল মুরারকা, পণ্ডিত অযোধ্যা[illegible] এবং শ্রীযুক্তা সুভদ্রা দেবী প্রস্তাব[illegible] করেন। বক্তাদের সনাতনী প[illegible] যুক্তির অসারতা এবং বিলের প্রয়োজনীয়তা কল্পে নানাবিধ যুক্তি সহকারে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভানেত্রী মহোদয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার প[র] প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। তুমু[ল] আনন্দধ্বনি ও করতালির মধ্যে প্রস্তাব[টি] পাশ হওয়ার পরে গভীর রাত্রে সভা ভ[ঙ্গ] হয়।

---

১১ হাজার লোকের তীর্থযাত্রা লণ্ডন হইতে ২০ খানি স্পেশাল ট্রেণ

রয়টারের ১লা জুলাই তারিখের সংবা[দে] প্রকাশ, উত্তর ফরাসী যুদ্ধভূমিতে তীর্[থ]যাত্রার জন্য আগামী শনিবার মধ্য রা[ত্রে] ইংলণ্ড হইতে এক বিরাট বাহিনী যা[ত্রা] করিবে। ইংরেজের মহাযুদ্ধে যোগদানে[র] চতুর্দ্দশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এ[ই] বিরাট তীর্থযাত্রা। তীর্থযাত্রীদের সংখ[্যা] প্রায় ১১ হাজার হইবে,—প্রিন্স অ[ব] ওয়েলস ও বিজয়ী বৃটিশ সেনাপতির বিধ[বা] পত্নী লেডী হেগও উহার সঙ্গে থাকিবেন। ইহাদিগকে লণ্ডন হইতে খালধা[র] বন্দরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ২[০] খানা স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা হইয়াছে। তথা হইতে ১২ খানা ষ্টীমার ইহাদিগকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবে। প্রাচীন যুদ্ধক্ষে[ত্রে] এক বিরাট উৎসবের আয়োজন ক[রা] হইয়াছে, ৮৭টি বৃটিশ সেনা বাহিনী প্রি[ন্স] অব ওয়েলস এবং লেডী হেগের প[রি]চালনায় বিবিধ রণকৌশল প্রদ[র্শন] করিবে।

পাঞ্জাব শাসনপরিষদে নূতন সদস্য

সার জিওফ্রে ডি মণ্টমোরেন্সি[র] স্থানে মিঃ আলেকজাণ্ডার মণ্টেথ [[illegible]] পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদে[র] সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার অস্থায়ী কাউন্সিলর

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধ[ন] সম্পর্কে গবর্ণর, গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডি[য়া] য়্যাক্টের ৭২ ক ধারার (২) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী ১ মাসের জন্য শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে মনোনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

২১শে শ্রাবণ, সোমবার—১৩৩৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

গীতায় তিনটী বিভিন্ন পথের কথা উল্লিখিত আছে—'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভক্তিপথের একমাত্র সর্ব্বোৎকর্ষ ও সাধনপর্য্যায়ের সর্ব্বোত্তমত্ব, প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরই ভক্তিপথের সুষ্ঠুনির্দ্দেশকারী শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান। তজ্জন্য ভক্তি সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীরই নিকট সেই গোকুল মহাবন অন্যান্য স্থানের বিচারে সর্ব্বোপরি।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়বর শ্রীরূপগোস্বামী বলেন,—বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুপুরী (মথুরা) ভগবদাবির্ভাবের জন্য তারতম্য-বিচারে উৎকৃষ্ট। শ্রীযোগপীঠ বা শ্রীযোগমায়াপুর-পীঠ সিতদ্বীপের অন্তঃস্থলে। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীযোগমায়াপুরপীঠ বা যোগপীঠ-মায়াপুর আশ্রয় করিয়াছেন।

যাঁহারা শ্রীযোগপীঠ মায়াপুর দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা আধ্যক্ষিকজ্ঞানী ও অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বিভীষাভিনিবিষ্ট। কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠাশাই তাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য। তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ধান না করিয়া শ্রেয়ঃপন্থী হইয়া প্রতিহত-ইন্দ্রিয়গণের অবলম্বনে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির প্রতি উদাসীন।

শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরে 'শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা' বলিয়া একটী সভা আছে। তাহার দুইটী বিভাগে 'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' ভেদ আছে—যাহাকে ইংরেজীতে 'Exoteric' or 'Esoteric' side বলা যায়। বহিরঙ্গ বিচারাবলম্বনে সাধারণ জনগণের সহিত সেই সভার সংস্রব আছে এবং সেই সেই কার্য্যে পরিচালনকল্পে কয়েক জন সভ্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

মহামায়া কৃপা করিয়া স্বীয় স্বরূপ-প্রদর্শনকালে আপনাকে যোগমায়া বলিয়া প্রদর্শন করিলেই মায়াবদ্ধ জীবগণের শৃঙ্খল উন্মুক্ত হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষগণ শ্রীহরিনাম-আশ্রয় করিয়া বাহ্যজ্ঞান প্রমত্ত জনগণের চেষ্টা হইতে পৃথক্ থাকেন। তাঁহারা পৃথক্ থাকিতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম্মকাণ্ডী কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত-সম্প্রদায় তাঁহাদের সেবায় ব্যাঘাত উপস্থিত করে।

সম্প্রতি যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুরের হত্যাযড়্যন্ত্রে যে দুর্ব্বলা চেষ্টা মৎসর-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনভিজ্ঞজনগণকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য দৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে পঞ্চরাত্র বিরোধবাদের অবতারসমূহ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের কুনাট্য বা 'কুটিনাটি'-রূপ আবর্জ্জনার নীরাজনকল্পেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ বিপথগামি-জনগণকে পঞ্চরাত্র-বিরোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনপথ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত নামভজন একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। শ্রীনামভজনের পথিকগণের ক্লেশবিমোচনের জন্য 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র যে মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষায় পাঠকগণের ঋণ পরিশোধ করিতে অনেকদিন লাগিবে। নদীয়া প্রকাশ অল্পকাল যাবৎ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্রবিরোধবাদিগণের অকল্যাণ-নাশকল্পে যোগমায়া-রচিত পুরপীঠ প্রদর্শন কার্য্য অর্চ্চন বিরোধী, শ্রীধামবিরোধিজনগণের দুর্ম্মতি শোধনকার্য্যে নদীয়া-প্রকাশ নিযুক্ত থাকায় তদ্রূপদৈন্যভবে অনভিজ্ঞজনগণের সহিত নদীয়া-প্রকাশের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। 'অনর্থযুক্ত' ও 'অনর্থ-মুক্ত' এই অবস্থাদ্বয় ভেদে ব্যবহার-ভেদ অপরিহার্য্য।

গৌড়ীয় পত্র গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রচারিত হন। যাহাদের চিত্তবৃত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের গৌররাজ্য হইতে পার্থক্য লাভ করিয়া চুনেন সাহ প্রভৃতি বিষয়িগণের রাজ্যে অবস্থানই বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা এইরূপ প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও প্রাপঞ্চিকবিচারমূঢ়তায় আবদ্ধ না হইয়া অন্তরঙ্গ ভগবৎসেবায় অগ্রসর হইতে পারেন। গৌড়ীয়পত্র তাঁহাদের গৌরসেবায় সাহায্য করিতেছেন।

গৌড়ীয়ের বর্ত্তমান সম্পাদক বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীচৈতন্যদেবের দানের কথা জগতে আলোচনা করিতেছেন। জানিতে পারিলাম যে, তিনি সম্প্রতি তিনটী বক্তৃতা-মুখে শ্রীচৈতন্য কথা সময়োপযোগিভাবে সাধারণের নিকট নিবেদন করিতেছেন। তিনি জীবজগতের মঙ্গলের জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রীমদ-জীবের স্বরূপাবস্থানের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া হরিকীর্ত্তনে বাধা দেয়, বৈষ্ণবঠাকুরগণ মুক্ত পুরুষ বলিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বক্তৃতাবক্তৃতি বাধা দিতে পারেনা।

বিষ্ণুকথা-গান ব্যতীত বৈষ্ণবঠাকুরদিগের অন্য কোন কৃত্য নাই। সেই বিষ্ণুকথায় আমরা অনেকে উদাসীন বলিয়া আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্যই হরিকথার কীর্ত্তনকেই ভবযন্ত্রের অশান্তি নিবারণের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হঠাৎ যাহারা শান্তি মীমাংসা করিতে গিয়া মুক্তিকে ও ভুক্তিকে ফলরূপে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা যে মায়ার দুই প্রকার মরীচিকা,—ইহা কীর্ত্তন করাই পরদুঃখকাতর বৈষ্ণবঠাকুরের কর্ত্তব্য।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারকসূত্রে শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে বক্তার কিছু পরিচয় জানা আবশ্যক। তিনি ভৃতক পাঠক নহেন, বংশমর্য্যাদা-স্ফীত প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ নহেন, বৈষ্ণব পরমহংসের পরমোচ্চ-পদবী স্বয়ং অবৈধ ভাবে গ্রহণ করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করেন না, পরন্তু ভাগবতকথিত তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মেই তিনি অবস্থিত।

তাঁহার অসামান্য গৌরনিহিত হরি-কীর্ত্তন শক্তি ভূতাকাশ ভেদ করিয়া জীবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া দেবগণ কুসুমবর্ষণাভিপ্রায়ে ব্যস্ত হইয়াছেন। আবার অদেবগণের চেষ্টাও একেবারে লজ্জিত হইতেছে না,—এরূপ নহে। তাঁহার অপরিসীম সহিষ্ণুতা-গুণ কএক বর্ষ হইতেই দীনসম্পন্নজনগণের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। তিনি সাধারণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানসংগ্রহ করিবার পর আজ কএক বর্ষ অবধি জীবজগতের দুঃখ অপনোদন কল্পে অহর্নিশ সচেষ্ট আছেন।

নিজ আচরণে যাহারা সুষ্ঠুভাবে অবস্থিত হইয়া মুখরজগৎকে তাহাদের আত্মহিংসা বা আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন করেন, তাঁহাদের মুখেই শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত নিজেদের বাস্তব মঙ্গলপ্রদ হরিকথাই আমাদের ভোগপ্রবণ কর্ণ ইতর-কথা গীতির শ্রবণ-পরিত্যাগ করিয়া যদি শুনিতে পায়, তাহা হইলে এইরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা আমাদের কখনই উচিত নয়, বরং জগতের অন্যান্য কার্য্য কিছুকালের জন্য স্তব্ধ রাখিয়া আমরণ-কাল বৈষ্ণবঠাকুরগণের নিরপেক্ষ কথা শ্রবণ করিলেই আমাদের ন্যায় জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হয়।

প্রশংসিত বক্তৃমহোদয় সম্প্রতি গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া বাহ্যাভ্যন্তরীয় উভয়-চেষ্টা দ্বারাই নিষ্কপটভাবে হরিসেবা করিতেছেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র জীবমাত্রেরই পরম-লোভনীয়। তাঁহাকে দর্শন করিলে জীবের অন্তরস্থিত মলিনতা বিদূরিত হয়। প্রপঞ্চাগত চক্ষুর অবৈধ প্রয়োগ বাধিত হয়। শ্রীচৈতন্যদর্শনে ও শ্রীচৈতন্য-মঠ দর্শনে জীবমাত্রেরই প্রবল ভগবৎসেবন-স্পৃহা স্বভাবতঃ জাগ্রত হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অলৌকিক ব্যবহার সন্দর্শনে বিষয়-ভোগের স্পৃহা ও বৃথা-তর্কৈষণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়।

নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, গৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিরাট তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হওয়ায় সম্প্রতি চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিক মিশনারীগণের প্রচুর ধনভাণ্ডার যেরূপ প্রচার-কার্য্যের সহায়, গৌড়ীয়ভাণ্ডার সেরূপ প্রাকৃত দ্রবিণে অধিকভাবে পরিপূর্ণ নহে, অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দরিদ্রতাই একমাত্র অর্জ্জনের সম্বল। সুতরাং মৎসর সম্প্রদায়ের হিংসা-পাত্ররূপে গৌড়ীয়-মঠকে আমরা দেখিতে চাহিনা।

গৌড়ীয় মঠের বিরোধীমৎসর সম্প্রদায় যখনই গৌড়ীয়মঠকে প্রেমচক্ষে দর্শন করিবেন তখনই তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক ভক্তগণের লোকাতীত চরিত্র দেখিয়া সংসার প্রমত্তজনগণ হইতে তাঁহাদের একটু বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিবেন। মঠসেবকগণ সর্ব্বদাই মানব জাতির হিতকার্য্যে সকল চেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন,—দেখিতে পাইবেন। তাঁহারা কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর বশবর্ত্তিতা ও তাহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্-ভক্তের স্বরূপগত সেবায় সকল ব্যবহার ও অনুষ্ঠানই করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীরামানুজাচার্য্যের 'বেদান্ত তত্ত্বসার' শ্রীমধ্বের গীতাভাষ্য, শ্রীপ্রবোধানন্দের চৈতন্যচন্দ্রামৃত ও নবদ্বীপশতক, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের গীতাটীকা, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গীতাভাষ্য ও প্রমেয় রত্নাবলী, মহাপ্রভুর শিক্ষা, চৈতন্যশিক্ষামৃত, হরিনামচিন্তামণি ও জৈবধর্ম্ম এবং Life and precepts of Mahaprabhu, Vaishnavism : Real & Apparent প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থনিচয় বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠককুলকে সাংসারিক অভিমান হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য প্রচার করিয়াছেন। সংপ্রতি তাঁহারা দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবাদিরাজস্বামি প্রণীত 'যুক্তিমল্লিকা মালা' অপূর্ব্ব পুস্তিকা বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশ

করিয়াছেন। ঐ পঞ্চাধ্যায়ী পুস্তিকার 'গুণসৌরভ' নামক অধ্যায় শীঘ্রই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে।

'গুণসৌরভ' সংগ্রহ করিতে হইলে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু পাঠকগণের দুই টাকা ২৲ আনুকূল্য করিতে হইবে। এই দুইটাকা ভিক্ষা দিলে তাঁহারা যে রত্ন লাভ করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া শান্তি লাভ করিবে।

গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের কেহই কৃষ্ণেতর সংসারপোষণকল্পে উদরভরণে উৎসাহান্বিত নহেন। তাঁহারা জগতের মঙ্গলকামী হইয়া জীবের অবৈধ চেষ্টার গতি পরিবর্ত্তন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র কুবিচার প্রবলবেগেও তাঁহাদের স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। জাগতিক প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহারা বিষয়িগণের বিষয়োচিত স্ত্রীপুত্রাদি কথা, বুধগণের শাস্ত্রপ্রবাদ, যোগিগণের বায়ুনিরোধন ক্লেশ, তপস্বিগণের তপস্যা, যতিগণের বেদান্তজ্ঞানা-ভ্যাস নিয়ম প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের সংগ্রহে দিনাতিপাত করেন না।

তবে তাঁহারা কি করেন?—ইহা জানিবার কৌতূহলবৃদ্ধির জন্যই মানব-জাতির সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে তাঁহারা উদ্‌গ্রীব আছেন। তাঁহারা মানবজাতির নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পক্ষপাতী নহেন। আমরা তজ্জন্যই বলি যে, সকল ছাড়িয়া হরিসেবাকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর-গণই যত্ন করিয়া থাকেন। সুতরাং অবশিষ্ট লোকের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত আছি।

জীবকুল আমাদের এই সকল কাতর উক্তিতে ক্ষণকালের জন্য কর্ণপাত করিবেন কি? আমরা সংসারের কোন বৃত্তিকে বহুমানন করিয়া বৃত্তিজীবিযাত্রাভিমানেই কেবল ব্যস্ত নহি। আমাদের স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম মানসদেহ যেন ভগবৎসেবার প্রতিকূল কোন কার্য্যের আবাহন না করে,—আপনাদের সকলের নিকটই আমাদের এই ভিক্ষা।

তথাকথিত শ্রীগৌরাবির্ভূতি-নির্ণয়-সমিতির সমস্ত সভাপতি কাশিমবাজারাধিপতি

মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুর কে, সি, আই, ই

মহোদয়গণ সমীপেষু।

প্রথম পত্র।

প্রার্থনা—

ভূমিনির্ণয়-সমিতির সম্পাদক খুলনা সৌভাগের বসুজ উকীলবাবুর পত্রের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার পত্র-লিখিত বিষয়-সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সমিতির সভ্যগণের অবগতির জন্য আপনাদের গোচরীভূত করিতেছি। আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই সকল কথা নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং আলোচনা করিয়া আপনার সভার কতিপয় উদ্যোগী সভ্যবৃন্দের ভ্রম এবং মৎসরতা-মূলে ভাক্তাবেষ অপনোদন করিবেন। ইহাতে আমার ভিক্ষা এই যে ত্রৈগুণ্যাত্মক প্রাকৃত সাপেক্ষতা যেন ত্রিগুণাতীত তুরীয় পূর্ণ-নিরপেক্ষতাকে উল্লঙ্ঘন না করে। তাহা হইলেই আমি সফলকাম হইব এবং তৎ-ফলে নির্ণয়সমিতির সাপেক্ষ সভ্যবৃন্দ শুদ্ধ ভক্তিবিদ্বেষ ও সৎসম্প্রদায়ের প্রতি অবৈধ আক্রমণ-চেষ্টা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীধামের ভূমি স্ব স্ব প্রেমচক্ষে এবং স্বানুভবানন্দে দর্শন করিয়া সেই ভূমিতে নিত্য বসতি স্থাপন করিবেন।

আমার কথা—

আমি শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ের আনুগত্যে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-পাঠকালে ক'একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিরোধ ও প্রেমের বিভিন্ন ভূমিকা হইতে দ্রষ্টার নিকট একই বস্তু পৃথগ্‌ভাবে দৃষ্ট হয়। অনর্থযুক্ত অবস্থায় অজ্ঞতাবশতঃ যে জড় বিষয়ের মমতা আমিত্বকে আবদ্ধ করে, তাহা হইতে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাদিভূমিতে এবং গঙ্গা-তীরে বাস স্থাপন করিলে শ্রীধামের ভূমি প্রকৃত প্রস্তাবে কোথায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

মতভেদ—

আধ্যক্ষিকবিচারবিশিষ্ট পরমার্থবিমুখ মায়াবদ্ধ জীবগণ তথাকথিত স্মৃতিশাসন-ক্রমে কাশীমবাজার, কলিকাতা, রামচন্দ্রপুর কাকড়ার মাঠ, কুলিয়া (বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর), লণ্ডন, প্যারিস, সুমেরু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগের স্থানগুলিকে গঙ্গা, টেম্‌স, সিন্‌ প্রভৃতি নদীর উপকূলে স্থিত-জ্ঞানে দ্বারকা-মথুরা শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপাদি ধামসকলকে তত্তৎ সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। কিন্তু চ্যুত ও অচ্যুতকুলের ঋষিগণ ও হংসগণ ব্রহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া তাঁহারা যে অতিবৃদ্ধ-বৈষ্ণবগুরু শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিচার প্রসূত ঐ প্রকার ধারণা হইতে ভোগী বা ত্যাগি-সম্প্রদায়ের অননু-কূলে একটু ভেদপ্রতীতি বা বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হয়। তাঁহারা শ্রীব্যাসগুরুর বাক্য সমুচ্চভাবে বলিয়া থাকেন যে,—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।"

তাঁহারা আরও ব্যাসোক্তি গান করেন যে,

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রী-বিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্য-বুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত গান করিতে করিতে বলেন,—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো-ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

আমার পরিচয়

আমি নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক-সূত্রে শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের ঋষিকুলোৎপন্ন শরীরধারী হইয়াও আমার স্থূলশরীরের পূর্ব্বপুরুষগণের বহ্বৃচ-শাখায় অবস্থিত থাকিয়া শাখোচিত গৃহ্যসূত্রাদি-বিধিপালনপর ব্রাহ্মণের বংশে বর্ত্তমানকালে এই স্থূলশরীর লাভ করিয়াছি। যথাবিহিত নিরবচ্ছিন্ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শ্রীভার্গবীয় মনুকথিত তৃতীয় সংস্কার দীক্ষা-গ্রহণের বিচারপাঠ করিবার পর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধানেই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারসম্পন্ন গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর স্বরূপানুগত্যে ব্রতী হইয়াছি। শ্রীমদ্ভাগ-বতানুসরণে অনেকে আমাকে সম্প্রতি ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজজাতি-বিভাগে গৌণভাবে পরিগণিত করিবার পরিবর্ত্তে সৃষ্টিপ্রারম্ভের হংসজাতির অধস্তন শরীরধৃক বলিয়া ধারণা করেন।

শাখাভেদে পরিচয়

হংসজাতি শৌক্রবংশাভিমানযুক্তবহ্বৃচ শাখার পরিবর্ত্তে একায়নশাখী বলিয়া অভিহিত হওয়ায় পঞ্চরাত্রবিধান-পুষ্ট বৈদিক সাত্বত অবিভক্তবর্ণাত্মক ঐকান্তিক-বিষ্ণুপর ছিলেন ও আছেন। 'অহং সঃ' এই কীর্ত্তনকারী অজপামন্ত্রজাপক হংসজাতি ভূতাকাশ-স্থিত বায়ুপরিহার-কার্য্যেই এক-মাত্র নিযুক্ত॥ 'অহং' সঃ' 'অহং সঃ' 'অহং সঃ' এই বহূক্তিসমন্বিত অনুচ্চ কীর্ত্তনীয়-পদে প্রত্যেক স-কারের পরস্থিত অহং শব্দযোগে জড়রাজ্যে মূলোৎপাটিত শৈবালের ন্যায় যে নির্ব্বিশিষ্ট অভাব লক্ষিত হয় সেই শূন্যবাদের আশ্রয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত অব-লম্বন করিয়া তাহাই বেদানুগ মত বলিয়া প্রচারিত হয়। উহা আধ্যক্ষিক দর্শনোত্থ-বিকার-জন্য জড়পরিণামবাদ ও আরম্ভ বাদের মাঝে ন্যূনাধিক পরিণত। যাঁহারা দ্বারকা, মথুরা ও শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপে অচলা নিত্যা বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা জড়নির্ব্বিশেষবাদের অহংগ্রহো-পাসনারূপ মায়াবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত জীবন্মুক্ত-পুরুষের অহং সঃ সোঽহম্ প্রভৃতি ভূতাকাশস্থিত বায়ুনিরসন-ক্রমে যে কীর্ত্তন বিধি স্বীকার করেন তাহা অনেকসময় অনিপুণহস্তে অপব্যবহারময় হইয়া পড়ে। তৎফলে আকরচ্যুত হইয়া মূল প্রারম্ভিক অকারের বিলোপ-সাধনে যে অজ্ঞানতা ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক বেদার্থে অভিনিবেশ, উহা নৈস্ত্রৈগুণ্য ও নৈষ্কর্ম্ম্যকে লক্ষ্য না করায় মায়াবদ্ধ জীবগণ চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যরূপ আত্মধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া হংসজাতিকেও প্রাকৃত পুণ্য-পাপময় শৌক্রজাতিমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

সূত্রে বিচারভেদ

তাদৃশ প্রাকৃতবিচারসম্পন্ন ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণ তারতীয় ষড়্‌দর্শনের বিকৃত-ধারণা পোষণ করায় শ্রীমদ্ব্যাসদেব বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের প্রচার করেন। কিন্তু ঐ ব্রহ্মসূত্রকে পুনরায় অজ্ঞজ্ঞানে ধারণা করিতে গিয়া মায়া-বদ্ধ জীবের শূন্য-বাদ বিচার বাস্তববস্তুকে গ্রাস করায় এবং চিদ্বিলাস বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি অক্ষজজ্ঞানের অপ্রাপ্য বিষয় হওয়ায় বাস্তবসত্যে জড়-নির্ব্বিশেষবাদীর নিত্যোপলব্ধিতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার বা বৈদান্তিক হইবার কখনই যোগ্যতা হয় না।

ভাগবতের বিচার

তাঁহাকে স্বীয় দুর্ব্বল ধারণা হইতে মুক্তিদান করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা অনেকবার উদিত হইয়াছেন।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

বিষ্ণুস্বামীর মত

সেই মদাত্মকধর্ম্মের অনুসরণে উদাসীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ মায়াবদ্ধ জীবগণ "আপো-শানং কর্ম্ম কুরু" বিস্মৃত ও অহঙ্কারবশে ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া অজপামন্ত্র নিজে নিজে জপ করিতে গিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধবশতঃ সোঽহম্ বিচারে তামস আয়াসশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া জড়-নির্ব্বিশেষপরতাই শ্রীব্যাসদেবের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া যে প্রজল্প করেন, তাহা নিরসনকল্পে শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়ের শ্রীবৈষ্ণবা-চার্য্য চতুষ্টয়ের মূলপুরুষ নাস্তিকমতনাশক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ ও তদধস্তন শ্রীধরাদি তীর্থপাদসমূহ কেবলাদ্বৈতবাদাশ্রিত অহং-গ্রহোপাসকের উদ্ধারমানসে তিমিরাচ্ছন্ন অজ্ঞাননিশার অবসানে উষার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের শুদ্ধা-দ্বৈতবিচারপ্রণালী পরবর্ত্তিকালে শ্রীধরের মুখে অভিব্যক্ত হওয়ায় অস্মৎকুল-বৈষ্ণবা-চার্য্য শ্রীজীবপাদ তাঁহাকে ভক্তোত্তম বলিয়াছেন।

রামানুজমত—

সেই অহংগ্রহোপাসনা পুনরায় শ্রীপুর শঙ্করাচার্য্যে প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীরামানুজ দেশিকাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রত্যাবর্ত্তন-বিচারপ্রবল করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্রামানুজের

... লেখক শ্রীরূপসনাতনানুগাসিত ... অবৈধ বক্তৃতাদি ... লেখনীমুখে ... লৌকিককে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ... দাস্যপোষিত আচার্য্যলক্ষ্যোর স্থাপন করিয়াছেন।

নিম্বার্কমত—

শ্রীমৎসনক সনাতন ও শুকাদি মহা ভাগবতগণের বিচারপ্রণালী গ্রহণ করিয়া শ্রীজীবগোস্বামির পরবর্ত্তী শ্রীনিম্বানন্দদেবের প্রধান কাশ্মীরদেশীয় কেশব, তাঁহার গুরু মোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যও শিষ্য হরিব্যাসাদি প্রচারিত বেদান্তানুশীলন শ্রীরূপ সনাতন শ্রীপাদকেই সমর্থন করিয়া স্লাঘ্য হইয়াছে। শ্রীজীবকথিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ শব্দ শ্রীনিম্বানন্দের অধস্তনগণের মধ্যে ওড়ুলামি ব্যাখ্যাত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সরপক্ষগিরিবজ্র নামক কৃষ্ণ-প্রণীত গ্রন্থাদিতে কেবলাদ্বৈতমায়াবাদ বিচূর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বমত—

প্রচ্ছন্নাবতার শ্রীমদানন্দ তীর্থপাদ তুর্য্য কুলে উদ্ভূত হইয়াও স্বীয় শিববেদীলাখর পরিচয়প্রদান করিয়াও তত্ত্ববাদক সংরক্ষণপূর্ব্বক অধোক্ষজবিচারমুখে শ্রীমদ্ভাগবততাৎপর্য্য প্রভৃতি সন্দর্ভসমূহের অবতারণা করিয়া মায়াবাদাদি আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভুপাদ নই শিববেদী কর্ণাট বিপ্রকুলে শরীরধারণের পরিচয় দিয়াও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমভক্তিপ্রচারের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন। শ্রীজয়তীর্থপাদের ন্যায়সুধা শ্রীব্যাসাচার্য্যের ন্যায়ামৃত এবং শ্রীবাদিরাজ তীর্থপাদের যুক্তিমল্লিকা শ্রীপ্রচ্ছন্নাবতার শ্রীআনন্দতীর্থের দ্বিতীয়াবতারস্বরূপ তৈমী ... দার অকৃত্রিম প্রকাশক হইয়া শ্রীব্যাসেরই আনুগত্য স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ শ্রীমধ্বমুনিকে বৃদ্ধ বৈষ্ণবসজ্জায় সংস্থিত করিয়া মাধ্বিকমর্য্যাদাখ্য মাধ্বাবাদনিরসনপক্ষে বৃদ্ধগুরুর শ্রীচরণ-সেবাই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর নিদর্শনানুযায়ী শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের উপাস্য শ্রীগৌরভক্তিনানুগত্যই প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য্যচতুষ্টয়, যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সম্মত ব্যাসসূত্রব্যাখ্যায় প্রবিষ্ট-দোষসমূহ উৎপাটনের চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তদর্শমতি শ্রীগৌরপার্ষদ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া গৌড়ীয়গণের মধ্যে বেদান্তাচার্য্য শ্রীসনাতনানুশাসিত শ্রীজীবপাদ ও শ্রীবলদেব প্রমুখ অনেক আচার্য্যকে অধোক্ষজশক্তিবলে দীক্ষিত করিয়াছেন।

আমার আশঙ্কা—

সুতরাং শ্রীগৌর জন্মভূমিনির্ণয়সমিতির সভ্যগণের সভায় ... আপনি ও সভ্যবৃন্দ শ্রীগৌরভক্তগণকে ভক্তিবিদ্বেষময় ... সেবাবিমুখ কর্ম্মবীর বা জ্ঞানভক্ত অহংগ্রহোপাসকের ন্যায় মায়াবাদী বলিয়া বাহাতে বাধিত না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আপনাদের সভায় মায়াবাদীব্যতীত আর কতিপয় শ্রীগৌরবিরোধী স্বদেশবৎসল পরিচয়াকাঙ্ক্ষ গৌরভক্তব্রবসজ্জায় শ্রীভাগবতমত-বিদ্বেষমুখে সাত্বতস্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্র এবং সৎক্রিয়া সারদীপিকার বিরোধী হইয়াছেন শুনা যায়। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নিত্য হরিভক্তিবিলাস"-বিরোধী হইলেও মুখে ভক্তিবিলাসানুগ বলিয়া পরিচয় দিয়া হরিভক্তিবিনাশকার্য্যেই অগ্রণী। সেইসকল প্রচ্ছন্নগৌরবিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে তাঁহাদের দুর্ব্বিচার-সঙ্গত নিরপেক্ষব্রুবতা আপনার সমিতির নিরপেক্ষ কোমলশ্রদ্ধ সভ্যগণকেও সাপেক্ষধর্ম্মে আবদ্ধ করিতে পারে।

প্রচ্ছন্ন গৌরবিরোধী

সম্ভবতঃ, আপনি ও কোন কোন সভ্য অবগত নহেন যে, গৌরবিহিতশিক্ষাবিরোধী, গৌরবিহিতপ্রচারবিরোধী, কপট গৌরভক্তপরিচয়াকাঙ্ক্ষী ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় গৌরভক্তপরিচয়ে দেশ ভক্তিছলনায় শুদ্ধভক্তি বিনাশের দুরভিসন্ধিপোষণ করিতেছেন।

আমার শুভেচ্ছা

তজ্জন্য আমি বলি যে, নদীয়াপ্রকাশ কার্য্যে আপনিও নিরপেক্ষবিচারেচ্ছুসভ্যগণ নিরপেক্ষসম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রচারিণী সভার সভ্যপদে বৃত হইয়া অনর্থযুক্ত ক্ষণভঙ্গুর কেবলজড়ের আমিপরিচয়ে স্ফীতসম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রীগৌরপ্রকটভূমিনির্ণয় প্রস্তাবটী ভাল আলোচনা করুন্।

স্বদেশবাৎসল্যে যোগ্যতা

শ্রীধামবিরোধিনী সভার সভ্যবৃন্দকে নিরপেক্ষ মনে করিয়া ত্রয়োদশপ্রকারবিদ্ধ বৈষ্ণবনামধারী সম্প্রদায়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে আমরা আপনাদের স্বদেশবাৎসল্য লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগকে অকজ্জলসজ্জলত্যঅকাট্যপ্রমাণ-দ্বারাই গৌরপ্রকটস্থান নিরূপণরূপ অধোক্ষজবস্তুর সেবা-বিষয়ে নিবেদন করিবার সুযোগ পাইব। নতুবা অবান্তর উদ্দেশ্যযুক্ত মৎসরদেহারামসম্প্রদায় আপনাদের নিরপেক্ষ স্বদেশবৎসলতার সুযোগসূত্রগ্রহণে আত্মরাম-সম্প্রদায়ের কোন মহিমাই জানিতে দিবে না। ভক্তিবিদ্বেষিজনগণ অনেকে একত্রিত হইয়া ভক্তব্রুব, গৌড়ীয়ব্রুব প্রভৃতি সংজ্ঞায় তাহাদের পরিচয় দিয়া স্বদেশবাৎসল্য-ছলনায় শ্রীগৌরকে লোপ্যরূপে যেন পরিণত না করে। গৌড়দেশবিশেষ অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুরকে শ্রীব্যাসকথিত কীর্ত্তপুণ্য পাপসঙ্গ সঙ্গ হইতে বিমুক্তকরা সর্ব্বতোভাবেই প্রার্থনীয়।

অযোগ্যতা

শ্রীধামবিরোধিনী সমিতির ও যুক্তরা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানময় ষড় রিপু-প্রভৃতিগণ নিরপেক্ষ বিচারে অসমর্থ। সুতরাং শ্রীগৌরজন্মভূমি-নির্ণয়কার্য্য একমাত্র নিরপেক্ষ-সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীধামপ্রচারিণী সভার শ্রীগৌর-ভক্তগণের চরণাশ্রয়েই সম্ভব। নিত্যভক্তি-বিদ্বেষপর দুঃসঙ্গ-গঠিত সভায় কুপরামর্শগ্রহণ করিলে সজ্জনসভায় আসক্ত হইবার উপদেশ হইতে অনবধানবশতঃ নিরপেক্ষ হইয়া কেহই আমাকে কৃপা করিতে সমর্থ হইবেন না। তাহারই ফলে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার সভ্যরূপে আমরাও আপনাদের বাসনা-রুদ্ধদ্বারোদ্ঘাটনে সমর্থ হইব না।

আমাদের বিচার

তথাপি আপনাদের রুদ্ধদ্বারের বহির্ভাগে চিরদিন দণ্ডায়মান হইয়া অপ্রাকৃতরাজ্যের সমুচ্চভাষণে জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর সাপেক্ষ সভ্যগণের প্রতিবাদমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর প্রেমের কথাই নিত্যকাল গান করিতে থাকিব। আমি জানি গৌরবিরোধীর আনত্য ক্ষণভঙ্গুর মৎসরতা চিরস্থায়ী নহে। যে কালাবধি আপনারা শ্রীগৌরভক্ত বিদ্বেষিগণের সঙ্গপরিহারে উৎকণ্ঠিত না হইবেন, তৎকালাবধি আমাদের ভাষা ও বিচারপ্রণালী আপনার ও সভ্যগণের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধিকারে ভুক্ত হইবে না।

আধ্যক্ষিকের অকর্ম্মণ্যতা

আমরা যে শ্রীমদ্ভাগবতের সত্যপ্রচারকথা শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় ভক্তগণের নিকট শুনিয়াছি তাহাতে জানি যে কর্ম্মকাণ্ডরত হরিভক্তি-বিরোধী কর্ম্মবীর সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড ভক্তিবিদ্বেষী অক্ষজ বিদ্যা-তাড়িত অপরাবিদ্যা প্রসূতবিচার হইতে ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। শ্রীগৌরের প্রাকট্যস্থিতি-বিরোধী অভক্তগণের মেরুদণ্ড ইন্দ্রিয়তোষণপর প্রেয়ধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট।

গৌরভক্তের দর্শন

প্রেয়োধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট অভক্তগণের মত-ভেদকারী অপ্রাকৃত সনাতন আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত গৌরভক্তগণের কায়মনোবাক্যরূপ প্রগ্রহত্রয় নিত্য সত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত। উহা আরোহবাদীর আংশিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত নিত্য পরিবর্ত্তনশীল খণ্ডনীয় উচ্ছৃঙ্খলতামাত্র নহে।

গৌরভক্তি ও গৌরবিরোধ

সেই প্রগ্রহত্রয়ের সংযমনকারী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীপ্রভু হরিদাস। সদাচারবিরোধমুখে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শ্রীমধুসূদনের পুত্র গোস্বামিভট্টাচার্য্য রাধামোহনের ধৃত মনঃকল্পিত বিচারে প্রতিষ্ঠিত করা শ্রীগৌরপাদপদ্মভৃত্যাশ্রয়ের উচিৎই বিষয় নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

অদ্বৈতবংশের চেষ্টা

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য গৌরসেবা করিতে করিতে অনেক কথা বলেন যাহার বিরোধকল্পে অদ্বৈত অধস্তনগণ হরিভক্তি-বিরোধি স্মার্ত্তকুলের আনুগত্যে অদ্যাবধি ভক্তির সকল অনুষ্ঠানেরই বাধা দিয়া আসিতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রচারিণী সভার আনুষ্ঠানিক প্রচারকার্য্যে বাধা দিবার জন্য এই বংশের কতিপয় অধস্তন ও তাঁহাদের আশ্রিতজনগণ নানাপ্রকার অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই বৈষ্ণব-নির্ণীত অবিসংবাদিত জন্মভূমিকে প্রাকৃত অর্থার্জ্জনের জন্য স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে। শ্রীঅদ্বৈতবংশে শ্রীগৌরভক্তির বিরোধকল্পে যে মহাসমরাভিযান অদ্বৈতপুত্রগণ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজও নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই বংশে অতিঅল্পসংখ্যক-ব্যক্তিই শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন।

স্মার্ত্তানুগমন চেষ্টা

তবে তাঁহাদের মধ্যে গৌরভক্তব্রুবের অভাব না থাকিতে পারে। নৈসর্গিক শ্রীগৌরবিরোধিগণ অনেকেই এই গৌরবিরোধী আচার্য্যাভিমানীবংশের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে একটী শৌক্রজড়পিণ্ডে পরিণত করিতে অভিলাষ করেন।

অগৌড়ীয় সহ মতভেদ

তাঁহাদের সহিত মতভেদ আছে প্রত্যেক শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত গৌড়ীয়েরই। প্রত্যেক গৌড়ীয়ই আধ্যক্ষিকজ্ঞানসম্পন্ন গৌড়দেশবাসী নহেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধোক্ষজসেবাপরও আছেন। আধ্যক্ষিকগৌড়ীয়ের বিচার যেকালে জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলে রক্তমাংসে আবৃত তৎকালে শুদ্ধগৌড়ীয় তাঁহার প্রতিবাদ-মুখে সমুচ্চভাষণে বলেন,—শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কেন গৌড়ীয় বাচ্য নহেন

অতএব নিত্য গৌড়ীয়ের দাসসূত্রে আমরা সীমা-বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন মাটিয়া গৌড়দেশের অধিবাসিবিচারমাত্রপর ব্যক্তিগণকেই তাঁহাদের মত আধ্যক্ষিক বিচারানুসরণে প্রকৃত গৌড়ীয় বলিয়া কোনক্রমেই অভিহিত করিতে পারি না। সুতরাং গৌরসুন্দরের আশ্রিত গৌড়ীয়ের সহিত গৌড়দেশবাসী প্রাকৃত জড়ভোগপর ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্তপথাবলম্বী সাহজিক

সম্প্রদায়ে 'গৌড়ীয়' শব্দার্থে ভেদন-ভেদ লক্ষিত হয়।

গৌর শব্দার্থ

শ্রীগৌরভক্ত গৌরশব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি-গ্রহণে গৌরশব্দের চতুর্দ্ধানন্দিত স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব জীব প্রধান রূপ বিচার করিয়া থাকেন।

আতিয়া বিচার গৌরধাম নহে

গৌরসুন্দরের বিরুদ্ধ নাস্তিক্যবুদ্ধি প্রচালিত হইয়া প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ নিঃশেষবাদী ও কর্ম্মবীরগণও শ্রীধামের সীমা-নির্দ্দেশে বৈকুণ্ঠশব্দের অর্থবিপর্য্যয় করিয়া রামচন্দ্রপুরের বর্ত্তমান জড়বিষয়পর ধূলিকারাশি বা মৃৎপিণ্ড যাহা গঙ্গাগর্ভে প্রবাহিত হইয়া, পরিবর্ত্তনশীল এবং যাহা মালদহ গৌড় হইতে শূরসেনকৃত্যাধ্যুষিত জড়পদরেণুরূপে সমাগত তাহাকেই শ্রীধাম বলিয়া যে ভ্রান্তি পোষণ করিবার জন্য ব্যস্ততা আমরা তাদৃশ আধ্যক্ষিক বিচারের নৈপুণ্য দেখিতে পাই না।

মিথ্যা অনুমান

উক্ত কাকড়ার মাঠে পরলোকগত গৌরাঙ্গসিংহের আত্মীয় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে ঈশ্বর রামচন্দ্রদেবের জন্য ভূমিসংগ্রহ করিয়া রামসীতার মন্দির করিয়াছিলেন।

প্রবাদ প্রমাণবাচ্য নহে

সেই মন্দির কাঁদিরাজবংশের আলোচনারহিত বৈদেশিক ইতিহাস-লেখকের অপ্রমাণিত ভ্রান্তিমূলক কিম্বদন্তীমূলে লিখিত গৌরাঙ্গের জন্মস্থানের নিকট। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, নিকট (near) শব্দ দূরত্বপরিমিতির অল্পতা-জ্ঞাপক খণ্ডবিশেষকেই লক্ষ্য করে। সেই খণ্ডাংশ নির্দ্দেশ করিতে গেলে নির্দ্ধারিত অখণ্ড যোজনের কি পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে কলি বা তর্ক প্রবেশ না করে ইহাই লক্ষিতব্য।

ভূতাকাশেরও অস্থায়িত্ব

চটমৃত্তিকার কথা ছাড়িয়া মৃত্তিকোপরি অবকাশের কথা লইয়া আধ্যক্ষিক জ্ঞানী বলিতে পারেন যে, ভূতাকাশের যে অংশে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে অবতরণ-কালে রেণুসংযুক্ত হইয়াছিল, সেই সকল রেণু যখন গঙ্গাপ্রবাহে স্বাভাবিকগতিতে সাগরোন্মুখী হইয়াছে, তখন তাহা আর রামচন্দ্রপুরের চড়ার কাঁকড়ার মাঠে নাই সত্য কিন্তু যে ভূতাকাশে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী উপরি প্রদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মানুষীতনু লইয়া বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার নির্দ্দেশ হইবে তাহা হইলে আর্য্যভট্ট বলিবেন যে, পৃথিবী স্বীয় কক্ষোপরি আবর্ত্তন করে, এবং জ্যোতির্ব্বিৎ বলিবেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে, সুতরাং রামচন্দ্রপুরের কাঁকড়ার মাঠের উপরে ভৌতিক গৌরাঙ্গের বিচরণ-ক্ষেত্ররূপ অবকাশপ্রদেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সৌরমণ্ডল কোন একটী অনির্দ্দিষ্ট ধ্রুব-তারার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাভাসাবলম্বনে ভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং সমভূতাকাশে অভ্রমণ-জন্য ঠিক সেই আকাশের স্থিরতা নাই। জড়-শরীর তত্ত্ববিৎ বলিবেন যে, ভৌতিক গৌরের মানুষীদেহের পঞ্চবর্ষের মধ্যেই পরমাণুপুঞ্জ সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় সুতরাং গৌরের পদরেণু যাহাকে গৌরপদ বলা হইতেছে, তাহাও পরিবর্ত্তনশীল।

ভোগ্যের অন্তর্দ্ধান

সুতরাং একবস্তুর স্থানে অপর-বস্তুর অভ্যুদয়ে সংস্পর্শকারী ও সংস্পৃষ্টের যোগজ-ধর্ম্ম কালক্ষোভ্য, উহা লইয়া যে অনভিজ্ঞগণ মাথা ঘামাইবেন তাহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিবেন,—

> "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
> জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

সুতরাং জড়ে চিদারোপপর এবং চিন্ময়ে জড়ারোপপর ভোগিকর্ম্মিজনগণের ভূমি-নির্দ্দেশ কালে কালে বিতর্কে পরিণত হইবে। কিন্তু সুচতুর অভিজ্ঞগণ বলেন ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশক ক্রিয়াও বিচারসমূহ প্রকৃত সত্যনিরূপণে অসমর্থ। অক্ষজবাদিগণ অহংগ্রহোপাসকের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া অনভিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থির মানমন্দিরজ্ঞানে ভ্রমণশীল পৃথিবীকর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণ-সূর্য্যকে স্থিরা পৃথিবীর লক্ষীভূত বিষয়জ্ঞানকরায় তদাহরণে মায়াবাদ-বিচারে দোষ স্পর্শ করিয়াছে, এই ন্যায়াবলম্বনে ভোগী মায়াবদ্ধ-জীবের পূর্ণমায়ানুভূতিকেই দ্রষ্টৃরূপে স্থাপন করিবে এবং উহাই মিথ্যা বলিয়া কিছুদিন পরে পরিত্যক্ত হইবে।

ফল্গু চেষ্টায় ব্যর্থতা

জড়াভিজ্ঞাননাদীর এইরূপ দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাই বলি এইরূপ অনিত্য-চেষ্টামুখে ভক্তি-বিদ্বেষ সফল করিতে গিয়া স্বদেশবৎসলতার আবরণে জঞ্জাল উপস্থিত করা নিজ নিজ জড়স্বার্থপরব্যক্তি ব্যতীত অপরে কেহই অনুমোদন করেন না। স্বার্থপোষণ করিতে গেলে যে অসাধুর চেষ্টা উদ্ভাবিত হয় তাহা খণ্ডন-যোগ্য। তজ্জন্য আমরা সত্য গোপন করিয়া অসত্য কথার প্রচার বাসনায় আদর করিতে পারি না। তৎ-প্রসঙ্গে ঐরূপ চেষ্টার অসরলভিত্তি উন্মুক্ত করিবার উদ্দেশে আরও কয়েকটী কথা পল্লবিত করিতেছি। ইহাতে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে আশা করা যায়।

চেষ্টায় অসরলতা—

শ্রীগৌরজন্মভূমি-নির্ণয়-কার্য্যে স্বদেশ-বাৎসল্য, যোগ্যজনে আদর, সদুদ্যোগ স্মৃতির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য বঙ্গবাসী ভারতবাসী ও মানবজাতির আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের পরম আবশ্যকীয় বিষয় হওয়ায় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান-কালে যাঁহারা শ্রীধামনির্ণয়ে কথিত উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কার্য্যেরই অনুকরণ করিতে ব্যস্ত হইতেছেন, তাঁহারা কেন পূর্ব্বস্থাপিত শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় যোগদান করিলেন না।

ধামপ্রচারিণী সভার সহিত বিরোধ

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা সকলশ্রেণীর লোক লইয়াই সাধারণ সভা। এই সভার কয়েকজন সভ্য কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবক। অন্নকষ্টের জন্য বাহিরে গৌর-ভক্তির আবরণে চতুর্গাপ্রিয় অপবাদে সংজ্ঞালব্ধ বাঙ্গালামাত্র নহেন। সুতরাং আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, কি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্যকে আক্রমণ করিবার জন্য এই নবোদ্ভাবিত পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে।

ধামবিরোধিনী সভা-সৃষ্টির কারণ

শ্রীধামপ্রচারিণী সভা ভক্ত ও অভক্ত সকলশ্রেণীর জনগণের দ্বারাই গঠিত। আর ধামবিরোধিনী সভার উদ্দেশ্য ঐ সভার বিরোধকল্পে কতিপয় মৎসরস্বভাবসম্পন্ন-জনগণের ব্যক্তিগত বিদ্বেষমূলে নির্দ্দিষ্ট সভাপতির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক একটা দলাদলির সৃষ্টি করা। কি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীঅদ্বৈতবংশের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের যাজকসম্প্রদায়ের দ্বারা পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া শ্রীধামনির্ণয় বিরোধ-কার্য্যে যত্নবিশিষ্ট হইয়াছেন। এই সকল ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত হইলেই কোন্ কোন্ অভিসন্ধিমূলে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বিরোধিনী সমিতির আবশ্যকতা হইয়াছে, তাহা জানা যাইবে।

বিরুদ্ধ দলের অন্তর্ব্বাহে ঐক্যাভাব—

ধর্ম্মের নামে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গুরুশিষ্য স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য যে পরমার্থ সত্য হইতে বিপথগমন, তাহা কখনই আদরের বস্তু হয় না। শ্রীগৌর-কথিত জড়ভোগমত্ত বিষয়ী ও তাহাদের যোষিদ্ বিষয়ের স্বার্থ ভগবদ্ভজনের অন্তরায়। শ্রীগৌরকথিত অসাধুনির্দ্দিষ্ট যোষিৎসঙ্গী এক ভক্তাভক্ত আর এই দুই শ্রেণীর অসাধুব্যক্তিসঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য ভজনশীল ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কপটতা করিয়া তাঁহার স্থানেই কি আধ্যক্ষিক জড়পিণ্ড গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়াস। প্রচ্ছন্ন গৌর বিরোধই কি কারণ? তাহা হইলে কি আমরা জানিব যে যাঁহারা এই সকল বিষয়ে নবীন উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত শিক্ষা স্থান পায় নাই। তজ্জন্যই কি তাঁহারা নূতন গৌরাঙ্গ সনাতনের নামে সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণে অভক্তি ও সংসারোন্নতিমুখে ভগবদ্বিদ্বেষ প্রকাশমানসে এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? নবীন বিরোধিনী সমিতির উদ্যোগের মধ্যে কি কিছুমাত্র ভাল কথা আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে রায়, দাস প্রভৃতির সাজসজ্জাবরণে লিখিতপত্রে অব্যক্ত ছয়টী বেগের উদ্দামনৃত্যপ্রদর্শনমুখে ভিতরের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে কি না?

ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আক্রোশ—

জনসাধারণকে ভ্রমপথে চালিত করিবার জন্য তাঁহারা যে ব্যক্তিগত স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে ব্যক্তিগত-ভাবে আক্রমণ করাই যে উঁহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি,—এ কথা বুঝিতে কি কাহারও বাকী আছে। যাহাতে গৌরসুন্দরের প্রচারিত কথা সাধারণে জানিতে না পারেন, সেই দুরভিসন্ধিমূলেই কি শ্রীধাম প্রচারিণী সভার প্রতি মাৎসর্য্যমূলে এই সমিতির আক্রমণ চেষ্টা নহে।

আমার সন্তোষ—

জগতে যত কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান আছে, তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য এই বিরুদ্ধ সমিতি কার্য্যে দেখাইতে পারিলে আমি সুখী হইব। মানবের মধ্যে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া পরমপ্রয়োজনীয় সত্যে বঞ্চিত হইয়া অল্পকালের জন্য ইন্দ্রিয়-তোষণকে শোভনীয় মনে করি না। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা-বর্জ্জনের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ। তাঁহাকে তাঁহার প্রচারিত কথার বিরোধী বলিয়া প্রতিপাদন এবং তাঁহার প্রকৃত ভক্তগণের বিরুদ্ধে যে সকল কলিহৃদয় সমিতি হইবে, তাহা কালেই বিনষ্ট হইবে জানিয়া নিত্য গৌরদাসগণ বিশ্বাস করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

জীবের অবস্থাত্রয়

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত

জীব বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এই তিনটী অবস্থায় অধিষ্ঠিত। ভগবানে এই অবস্থাত্রয় অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে অবস্থিত। বদ্ধাবস্থার সত্তা ভগবান্ হইতে উদ্ভূত না হইলে তাহার স্থায়িত্বের মিথ্যা হয়। মায়াবাদী বলেন প্রাকৃত অবস্থা মিথ্যা, কিন্তু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, নশ্বর (অর্থাৎ পরিবর্তনযুক্ত)। জীবসত্তার বদ্ধত্ব বিবর্ত্তবাদের আচরণ অর্থাৎ স্থূল-দেহকে দেহী জ্ঞান পরবর্ত্তবাদ-প্রসূত, প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানাভাবকেই বিবর্ত্ত বলে।

ভগবান্ কখনই বদ্ধ, তটস্থ বা মুক্ত হন না; আবার বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত অবস্থা তাঁহা হইতেই সম্ভূত। ভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি পরিণতা হইয়া এই বদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি পরিণতা হইয়া জড় ও মায়াতীত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক প্রকাশ করেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা শক্তি পরিণতা হইয়া অসংখ্য অণুচৈতন্য বা জীব প্রকটমান হন। বিভুচৈতন্য ভগবান্ তটস্থাশক্তি-জাত নহেন। অণুচৈতন্য জীব তটস্থাশক্তির পরিণাম বলিয়া গোলক বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান কালে অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রিত। যখন জীব জড়জগতে অবস্থান করেন তখন তিনি বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির অধীন। জড়জগৎ ও বৈকুণ্ঠ উভয় ধামে জীব অবস্থান করিতে পারেন বলিয়া তটস্থ শক্তির পরিণাম। যেরূপ জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী গণিতাগত রেখাকে তট বলে তদ্রূপ ভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির অনির্ব্বচনীয় অন্তঃস্থলে তটস্থা শক্তির অবিষ্ঠান। বিভুচৈতন্য যেকালে প্রপঞ্চে উদিত হন, তৎকালে তিনি তটস্থশক্তি পরিণত জীবের ন্যায় বদ্ধভাব প্রাপ্ত করেন না। কেন না শক্তি, শক্তিমানের অধীন এবং তদাশ্রিত শক্তি তাঁহার উপর বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সর্ব্বশেমুষীসম্পন্ন আচার্য্য-প্রবর শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত বেদান্তের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত মত ব্যক্ত করিতে গিয়া স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারিটী বিশেষ সংজ্ঞায় তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবৎস্বরূপ বিগ্রহ, গোলক বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও তদাকার বস্তু সমূহ তদ্রূপবৈভববিগ্রহ; জীব তটস্থবিগ্রহ এবং প্রধান, অবিদ্যা ও মায়াময় প্রধানের পরিণাম বদ্ধভাব, জীবের পরিণাম তটস্থভাব, তদ্রূপ বৈভবের পরিণাম মুক্ত ধাম, বৈকুণ্ঠ বা গোলক।

ভগবান্ অন্বয়ভাবে তদ্রূপ-বৈভবে লক্ষিত হন, ব্যতিরেক ভাবে দেবীধামের অস্তিত্ব সম্পাদন করেন, তটস্থের অন্বয় ব্যতিরেকের যুগপৎ অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া জীবের অস্মিতা বিধান করেন।

জীব তটস্থধর্ম্মবশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত পরিচয়ে অভিহিত হইবার যোগ্যতা বিশিষ্ট। যখন তিনি প্রকৃতির অধীন তখন তাঁহার স্থূল শরীর ও প্রাকৃতিক জ্ঞানে লিঙ্গ শরীর বা মন তাঁহার আশ্রয় দাতা। জীবের প্রাকৃত অভিমানের নাম বদ্ধাবস্থা। সজ্জনগণ বলেন, জীবের কৃষ্ণস্মৃতি বিস্মরণ হইলেই জীব ইহ জগতে নিজাস্তিত্ব অনুভব করেন বস্তুত তিনি কৃষ্ণদাস। অসৎ সাম্প্রদায়িকের মতে জড়োপাধি রহিতাবস্থা জীবের মুক্ত-স্বরূপ। তাদৃশ মায়াবাদিগণ বৈকুণ্ঠ বা গোলকের নিত্য অধিষ্ঠান নিজ বদ্ধ ধর্ম্মের প্রাবল্যে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং তটস্থধর্ম্ম বর্ণন করিয়া বিচারনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা অনুভব করেন। নির্ব্বিশেষবাদের বুদ্ধি চাতুরী তটস্থ ধর্ম্মের অস্ফুট বিকাশ মাত্র।

বেদান্তমতের সবিশেষ ব্যাখ্যায় তটস্থধর্ম্মের স্পষ্টাভিধান লক্ষিত হয়। মায়াবাদী নির্ব্বিশেষমত অবলম্বন করিয়া ভগবানের নিত্য স্বরূপ ও অনন্তৈশ্বর্য্য বিকাশিনী শক্তি লক্ষ করিতে না পারায় তদ্রূপ বৈভবের নিত্য অধিষ্ঠান ধারণা করিতে অসমর্থ হন। মায়াবাদীর ইহা আত্মবঞ্চনামাত্র যেহেতু মায়াবাদীর মতে শক্তিমাত্রেই প্রাকৃত, হেয় ও কালক্ষুব্ধ। নিত্যবদ্ধ মায়াবাদী কখনই নিত্যমুক্ত হইতে পারেন না তজ্জন্য তিনি বিবর্ত্তবাদের আশ্রয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মিথ্যা কল্পনা করেন। আবার তাদৃশ মিথ্যাকল্পনাকে সত্য আরোপ করিয়া নিজবাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন। তজ্জন্যই শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য নির্ব্বিশেষ মতের অকর্ম্মণ্যতা বুঝাইতে গিয়া দুইটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। রামানুজ বলেন, নির্ব্বিশেষবাদীর কল্পিত মত প্রচারে সত্যতা নাই। যদি মায়াবাদী মিথ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহারা বিশ্বাস সত্য হয়, তাহা হইলে উপদেষ্টা ও উপদেশ-গৃহীতার মধ্যে ভেদ নিরস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বিশেষবাদী যদি তাঁহার প্রচারিত সত্যে উপনীত হইতে না পারিয়া কতকগুলি কল্পিত মিথ্যা মায়াবাদ উপদেশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ অকৃতত্ব। বস্তুতঃ সত্য নিরূপণে অধিকার হয় নাই। জীবের বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয় কখনই মুক্তরাজ্যের স্বরূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হয় না। আপনাকে বদ্ধ বিশ্বাস করিয়া মুক্তি বর্ণন করিতে গিয়া নির্ব্বিশেষবাদ গ্রহণপূর্ব্বক তটাবস্থাকেই মুক্তাবস্থা জানিয়া ভ্রান্ত হয়। তটস্থাবস্থায়-নির্ব্বিশেষ মত অধিষ্ঠিত। মায়াবাদী তটস্থ রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত মুক্তরাজ্যে যাইতে পারেন না, সেখানে তাঁহার অস্মিতা পুনরায় মায়াশক্তির কবল-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। আজ কাল মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীমহাপ্রভুর অমল শিক্ষাকে তাঁহাদেরও পণ্যদ্রব্য বলিয়া প্রচার করিতেও ত্রুটী করেন না। বস্তুতঃ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তাস্রোত কখনই অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত এক নহে। অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদে জীবের-বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত ত্রিবিধ অবস্থান সত্য বলিয়া স্বীকৃত কিন্তু কেবলাদ্বৈত মায়াবাদে বদ্ধ ও তটস্থ অবস্থাদ্বয়ের নিত্য সত্যতা অস্বীকৃত। নির্ব্বিশেষবাদী মুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত সবিশেষের কথা জানেন না বা জানিয়াও সত্য অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন।

সাধুগণ বলেন ভগবৎ সংসারে অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হওয়ার নাম মুক্ত। মায়াবাদী বলেন তটস্থ লক্ষণ লাভই মুক্তি। মায়াবাদীর কাম্যত নির্ব্বিশেষ বিধি অচিন্ত্য অনন্তশক্তি-সম্পন্ন ভগবানকে স্বীকার না করিলেও তিনি তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তি বলে পূর্ণৈশ্বর্য্য নিত্য বিরাজমান অপ্রাকৃত রাজ্য অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং তাঁহার অনুকরণে জীবের বদ্ধসংসার বা দেবী-ধামরূপ মায়াশক্তির পরিণাম যুগপৎ প্রকট করিতে পারেন। জাগ্রত, নিদ্রিত ও সুষুপ্ত যেমন বদ্ধজীবের অবস্থাত্রয় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠাবস্থান তটস্থশক্তি বিশিষ্ট জীবের দেবীধামে বদ্ধ সংসার গ্রহণ অবস্থাত্রয় লাভ করা নিত্যধর্ম্ম।

শ্রীপুরুষোত্তম প্রসঙ্গ

যে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে লীলাময় শ্রীপুরুষোত্তম, তর্কনিষ্ঠজনদের বিচার ধ্বংস করিয়া 'সচল' ও 'অচল' রূপে বিহারদ্বারা প্রাণারাম রসিক ভক্তগণের হৃদয়মোদ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন সেই ক্ষেত্রকে বার বার ভূমিলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। অনন্ত মহিমাকর শ্রীক্ষেত্রের কয়েকটী মাত্র মহিমা বর্ণন শোভা না পাইলেও দিগ্দর্শনে চিত্তশোধন হইয়া থাকে।

পুরাণাদিতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। জীবের ভব-বন্ধনমোচনের জন্য এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতম ভূবৈকুণ্ঠ অর্থাৎ মায়িক জগতে মায়াতীত ভক্ত ভগবানের লীলোদ্ধার লীলা বিহারস্থলী। এই স্থানে শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীমন্দিরের ভিতর বিরাজ করিয়াও শ্রীরত্নোপরি শুভবিগ্রহ করিয়া "কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত"—গীতাটী অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের জন্যই করিয়া থাকেন। আবার এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর-লীলার চমৎকারিতা ও গুহ্যাতিগুহ্যভাবটী প্রকাশ করিয়াছেন, সেই 'অচল' শ্রীপুরুষোত্তমের 'সচল' শ্রীপুরুষোত্তম বিগ্রহ। আপনাকে লুকান ই শ্রীভগবানের স্বভাব কিন্তু ভক্তাধীন ভগবানের এই লুকান চেষ্টা ভক্তের নিকট নিষ্ফল;—

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ বহু যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

ভক্ত কেবলমাত্র লুকান ঠাকুরকে চিনিয়ে থাকেন তা নয় জগতের ভাগ্যবান তৎসন্ধানপর জনগণকে নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দেন। এই ভাবের পূর্ণ প্রচারের স্থান এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র।

এই ক্ষেত্র আয়তনে দশযোজন এবং চারি মণ্ডলে বিভক্ত। নীলাচলের সহিত সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান শঙ্খমণ্ডল, মহানদী তীরস্থ ভুবনেশ্বরে চক্রমণ্ডল, বৈতরণী তীরবর্ত্তী যাজপুর গদামণ্ডল এবং চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্ত্তী অর্কক্ষেত্র পদ্মমণ্ডল।

আজ আমরা শ্রীচক্রমণ্ডল-মাহাত্ম্য কিছু বর্ণন করিবার চেষ্টা করিব। স্কন্দ পুরাণে বিশেষ ভাবে এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে,—

পুরাকালে বারাণসী-ক্ষেত্রে কাশীরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীশিবের পূজক-সূত্রে তিনি রাজ্যাদি ভোগে ব্যস্ত ছিলেন। দৈব কাল ঘটনাক্রমে তাঁহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাঁহার ভোগ-পিপাসার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিল হঠাৎ তাঁহার চিত্তে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জিনিবার আকাঙ্ক্ষা উদিত হইল। উগ্র তপস্যায় আশুতোষ শ্রীশিবের প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া বর চাহিলেন;—

এক বর মাগোঁ প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে।

অপার-চরিত্র ভোলানাথের চরিত্র বিচার করিবে কে? অজ্ঞের বিচারাতীত ভাবে শিব স্বভক্ত কাশীরাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া রাজাকে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গমন করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং পাশুপত অস্ত্র ধরিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করিবেন স্বীকার করিলেন। সর্ব্বভূতান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধক্ষেত্রে আগত রাজাকে দেখিয়া সকল বুঝিয়া লইলেন। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের প্রভু জীবের সুদর্শন করিবার জন্য দিব্যদর্শন সুদর্শন চক্র ত্যাগ করিলেন। অজিত ভগবানের অজিতাস্ত্র শ্রীসুদর্শন, প্রথমে ভোগী কাশীরাজের মুণ্ড কর্ত্তন করিয়া রাজসম্পর্কীয় সকল বারাণসী ভস্ম করিলেন। মিজপ্রি

বাণাসীদাহ দর্শনে মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভয়েরও ভয়ানয়নকারী শ্রীসুদর্শনের অমিত তেজের নিকট অগ্রসর হইয়া ঐ পাশুপতাস্ত্র দাবাগ্নিশিখার প্রতি দাহিকা সর্পের পরিণাম প্রাপ্ত হইল। শুধু তাহাই নহে, শ্রীসুদর্শন, পাশুপত অস্ত্র প্রক্ষেপকারী শ্রীপশুপতির প্রতি ধাবিত হইলেন। শ্রীশঙ্কর চক্রভয়ে ভীত হইয়া পলায়নপর হইলে সর্ব্বতজোবীন শ্রীসুদর্শন, সকল ভুবনে স্বীয় তেজ ব্যাপ্ত করিলেন। দেব ত্রিলোচন তখন শ্রীসুদর্শনতেজব্যাপ্ত ত্রিলোকে পলায়নের স্থান না পাইয়া পূর্ব্বে শ্রীচক্রতাপ-প্রপীড়িত দুর্ব্বাসার ন্যায় অনন্যোপায় হেতু শেষগতি অবলম্বন করিলেন। বৈষ্ণবচূড়ামণি শম্ভু, বৈষ্ণবরাজ সুদর্শন ধারী শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। ভীতও শরণাগত ভক্তের স্তুতি শ্রবণে অদোষদর্শী, কৃপাসিন্ধু, শঙ্করসন্তাপহারী, সর্ব্বজীবনাথ শ্রীকৃষ্ণ চক্রতেজসম্বরণ করিয়া শ্রীশঙ্করকে দর্শন দান করিলেন। সর্ব্ববিরুদ্ধ গুণের সমাবেশাধার অবিচিন্ত্য শ্রীভগবান্ ক্রোধহাস্যমুখে স্বভক্তের নিকট শ্রীসুদর্শনচক্রের অচিন্ত্য পরাক্রমের কথা বলিয়া অধম কাশীরাজাত্মজগমনের নিন্দা করিলেন। সর্ব্বসংহারমূর্ত্তি শ্রীশঙ্কর কম্পিত-অন্তরে স্বীয় প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া আত্মনিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন,—

তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ।
এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে।
কেহ কেবা আছে যে তোমার মায়া হরে।
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনাকে বড় বই নাহি দেখি আর॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি
কি করিব প্রভু মুঞি অ-স্বতন্ত্র মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপি ও প্রভু মুঞ কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর না বলিব কার পায়॥

শ্রীশঙ্করের এই বাক্য প্রভু জগন্নাথ সক্রপ-বচনে 'একাম্রক' নামক কাননে স্বভক্তকে গোষ্ঠীসহ বাস করিবার আদেশ করিলেন। তৎপরে শ্রীপুরুষোত্তমদেব স্বীয় লীলাবিলাসস্থলী শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

সিন্ধু তীরে বট-মূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্যস্থান
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকালে সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তিথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট ক্রমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
ভুবন-মঙ্গল করি কহি সে যে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
নিজ নামে স্থান মোর কেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার॥

নিজ মুখে নিজ পুরীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীশিবকে শ্রীক্ষেত্রের উত্তর শ্রীভুবনেশ্বরে থাকিবার আদেশ প্রদান করিলেন। প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া প্রভুর সেবক শঙ্কর পুনর্বার আর্ত্তি সহকারে বলিতে লাগিলেন—'প্রাণনাথ, আমার আর একটী নিবেদন আছে। আমি সর্ব্বক্ষণ অহঙ্কার-দৃপ্ত। তোমার পাদপদ্ম ছাড়িয়া অন্যত্র অবস্থান করিলে আমার অকুশলের সম্ভাবনা। দুষ্টসঙ্গে অমঙ্গলের পথে না যাই এই হেতু ভৃত্য-জ্ঞানে তোমার নিকটে শ্রীক্ষেত্রে একটু স্থান দান করুন্। আপনার মুখে ক্ষেত্রমহিমা শ্রবণে আমার ক্ষেত্রবাসের বড়ই লোভ হইয়াছে। হে প্রভো, আমি তথায় নিরুষ্ট হইয়া আপনার সেবা করিব।'—এই কথা বলিয়া মহেশ্বর ক্ষেত্রপতির সম্মুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—

শুন শিব, তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান।
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবের আদেশ প্রাপ্ত তদীয় অভিন্ন ভক্ত, ক্ষেত্রপাল শ্রীশিবকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বাস এবং গণসহ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের নিরন্তর সেবা প্রার্থনা করিতেছি।

সনাতন ধর্ম্ম

অনুকরণে লভ্য নহে

(শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা.)

'অণু' শব্দের অর্থ খুব অল্প বা ক্ষুদ্রাংশ, 'করণ' কৃধাতু হইতে উৎপন্ন, কৃধাতুর অর্থ করা, সুতরাং কোন বস্তুর খুব অল্প বা ক্ষুদ্রাংশ করণের নামই অনুকরণ। অনুকরণ শব্দের সহজ অর্থ সদৃশ করণ বা নকল করণ, যেমন— দুগ্ধের নকল খড়িগোলা, দধির নকল চূণগোলা, ক্ষীরের নকল পাঁক, মাতার নকল পুতনা প্রভৃতি; দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, মাতা প্রভৃতিতে বহুগুণ বর্ত্তমান, কিন্তু উহাদের নকল খড়িগোলা চূণগোলা, পাঁক, পুতনা প্রভৃতিতে দুগ্ধাদির দর্শন-সাদৃশ্যরূপ আংশিক গুণ থাকিলেও অনিষ্টকারী বহুগুণ অবস্থিত। খড়িগোলা প্রভৃতি দুগ্ধাদির নকল বস্তু খাইলে কিংবা পুতনাকে মাতা বিশ্বাস করিলে যেরূপ মহানিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিয়া, তাহার অনুকরণ অবলম্বন করিলে সর্ব্বনাশই সাধিত হয়।

আজকাল জগতে যেরূপ অনুকরণের ধূয়া চলিয়াছে, তাহাতে অনুকরণ শব্দের অর্থ বুঝিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হয় না। ঘৃতের, তৈলের, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের, ঔষধের, অবশেষে ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুকরণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহেবের অনুকরণ অধুনা ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সাহেবের গুণগুলির প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, লক্ষ্য কেবল তাহার পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব, চালচলন, কথাবার্ত্তা কুকুর পোষা, এলবার্ট তেড়ী প্রভৃতির দিকে। ঐ গুলির একটী বা ততোধিকের অবলম্বন করিয়া আমরা মনে করি, 'আমরা সাহেব হইয়াছি'। কিন্তু ঐরূপ করিলে যেরূপ প্রকৃত সাহেব হওয়া যায় না, কেবল সাহেবের অনুকরণ মাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ না করিয়াই তাহার ক্ষুদ্র বাহ্যভাবসমূহ গ্রহণ করিলে সনাতনধর্ম্ম পালন হয় না, অনুকরণ মাত্র হইয়া থাকে।

ভক্তই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী, একথা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায় সনাতনধর্ম্মের অনুকরণকারী মাত্র। বেদোপদিষ্ট যথার্থ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিয়া, তাহারা নিজ নিজ অক্ষজ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, সনাতন ধর্ম্মের এক একটি মনঃকল্পিত নকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ সনাতনধর্ম্মের (ভক্তির) বাহ্য লক্ষণগুলি দেখিয়া, অনুকরণপ্রিয় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের মধ্যে কেহ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম রূপ ত্রিবর্গের কেহ বা মোক্ষের প্রয়াসী হইয়া মনে করেন, তাহারা সনাতনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের অনুকরণই সম্পাদিত হইতেছে। মূল ভক্তিকে বাদ দিয়া, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি ভক্তির বাহ্যলক্ষণসমূহ অবলম্বন করিলে, সনাতনধর্ম্মের অনুকরণমাত্রই সার হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ বুঝেন না যে, তাহারা যে ধর্ম্ম অর্থ কাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গকে প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, তৎসমুদয় সনাতন-ধর্ম্মের অনুকরণ মাত্র। মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন :—

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা
বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥"

অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি" —এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্ম্মী, কর্ম্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃততত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই জন্যই তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে, সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়। ঈশোপনিষৎ বলেন :—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং
রতাঃ॥"

অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং
ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্ম-
মোর্জ্জিতা॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিতেছেন—হে উদ্ধব, ভক্তিই আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) তপস্যা ও সন্ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা আমি প্রাপ্য হই না।

এই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির উপাস্য-বস্তু ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি অবিদ্যা হইতে সম্ভূত, সুতরাং কৈতবযুক্ত এবং প্রকৃত সনাতনধর্ম্মের অনুকরণমাত্র।

এতদ্ব্যতীত অধুনা ভক্তেরও অনুকরণের ছড়াছড়ি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীনবদ্বীপ, শ্রীপুরুষোত্তম প্রভৃতি ভক্তিতীর্থ-স্থানসমূহে অনুকরণ বা নকল ভক্তগণের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া প্রকৃত ভক্তি-লাভ হইলে, দেহে যে অষ্ট-সাত্ত্বিকাদি বিকার উপস্থিত হয়, আজ কাল সে সমূহ ভক্তিরাজ্যের বাহু হইতে সুদূরে—বহুদূরে অবস্থিত অনুকরণপ্রিয়,

মহামহানর্থযুক্ত, রকম ভক্তগণের দেহে কপটভাবে সুপ্রকাশিত। কলিকাল—তাই আজ ধর্ম্মরাজ্যে এতদূর বিপ্লব উপস্থিত।

অনুকরণ আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত করিয়া সনাতন-ধর্ম্মের বিপরীত দিকে বহুদূরে অবস্থিত অন্ধকারময় স্থানে লইয়া যায় এবং তথায় আমাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়া থাকে। একবার ভ্রমবশতঃ অনুকরণ-পন্থায় পদক্ষেপ করিলে, তথা হইতে উদ্ধার পাওয়া অতিশয় কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত অনুকরণকারী ব্যক্তিগণের সঙ্গ, দুঃসঙ্গবোধে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধু, শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর শাসনাধীনে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনা করিলে, জীব ক্রমশঃ সনাতনী শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঃ—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি
হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ॥
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতি-
র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেন, সাধুগণ তাঁহার চিত্তস্থিত ভজনের ব্যাসঙ্গগুলি উপদেশ দ্বারা নষ্ট করিয়া দিবেন। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক হৃদয় ও কর্ণরসায়ন কথা সমূহ আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উদিত হইয়া থাকে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"কর্ম্মজ্ঞান তপযোগ, সকলই ত কর্ম্মভোগ,
জীবে ফেলে বিষয় সাগরে।

অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ খুব সাবধান, অনুকরণ প্রিয় কলির চরগণের মোহে পড়িয়া সনাতন ধর্ম্ম লাভের পথে কণ্টক স্থাপন করিবেন না। এ জগৎ অতীব ভীষণ, অতি সন্তর্পণে এবং চতুরতার সহিত নিজ নিজ কার্য্য সাধনে তৎপর হউন। ইতি

'শ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।'

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গলস্তোত্রম্

(শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কবিভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

অদ্বৈতবাদশঠতাশ্রিতদেশিকস্য
পৃষ্ঠং ব্যতাড়য়দহো সহসা ভ্রবির্য্যঃ।
প্রেমাপি ভক্তিপথগস্য চকার তং তং
মায়াকরং সুবিমলং সততং স্মরামি॥

কপট অদ্বৈত- বাদেতে নিরত
অদ্বৈত আচার্য্যে, কভু।
সহসা আসিয়া চাপড় মারিয়া
প্রেমে শিখাইল প্রভু॥
শুদ্ধভক্তি পথে- পুন শ্রীঅদ্বৈতে
করিলা যে অনুগত॥
মায়াবাদহর সুবিমল গৌর
স্মরি আমি অবিরত॥

(২৭)

শ্রীরূপধৃগ্ ভজন সাগরমগ্নভৃত্যো
যশ্চন্দ্রশেখর-গৃহে প্রদদৌ স্বভক্তম্।
স্বাং দর্শয়ন্ বিজয়মুদ্ধবতিস্ম ভূতিম্
তং সর্ব্বশক্তিবিভবাশ্রয়ণং স্মরামি॥

মহালক্ষ্মীরূপ ধরি অপরূপ
শ্রীচন্দ্রশেখর-ঘরে।
ভজন সাগরে মগ্নভক্তবরে
ডুবাইল প্রেম ভরে॥
ঐশ্বর্য্য দেখায়ে স্ব-দাসবিজয়ে
উদ্ধারে করুণাকরি।
সর্ব্বশক্তিময় বৈভব আশ্রয়-
গৌরাঙ্গে স্মরণ করি॥

(২৮)

নিদ্রাত্যাগঃ স্নপনমশনং
গোক্রমাদৌ বিহারো
গ্রামে গ্রামে বিচরণমহো কীর্ত্তনঞ্চাল্প-
নিদ্রা।
নামে যামে ক্রমনিয়মতো যস্তভক্তৈর্বভূব
তংগৌরাঙ্গংভজনসুখদংহৃষ্টধামং স্মরামি॥

নিশান্তে শ্রীগৌরহরি
প্রাতে নিদ্রা ত্যাগ করি
গঙ্গাস্নান অর্চ্চনভোজন।
পূর্ব্বাহ্ণেতে স্বীয়গণে লইয়া গোক্রম বনে
বিহরেণ করি সংকীর্ত্তন॥
মধ্যদ্বীপ মধ্যাহ্নেতে কীর্ত্তনাদিলীলাতে
অপরাহ্ণে মায়াপুরে আসি।
সন্ধ্যাকালে নিজনিত্য সমাপিয়া গৃহকৃত্য
মাতৃসুখ দেন গৌরশশী॥
প্রদোষে শ্রীবাসাঙ্গনে হরিনাম সংকীর্ত্তনে
রাত্রে কীর্ত্তনাদি নানালীলা।
নিশা শেষে গৃহেফিরি কিঞ্চিৎ শয়ন করি
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি কৈলা॥
এইরূপ অষ্টযামে লীলা করে ক্রমে ক্রমে
ভক্তগণসহ কৃপাকরি।
ভজন সুখদ গৌর ভক্তমানস চৌর
অষ্টকাল তাঁরে আমি স্মরি॥

(২৯)

যো বৈ সঙ্কীর্ত্তনপরিকরৈঃ শ্রীনিবাসাদিসঙ্ঘৈ ভ্রষ্টভ্যানাং পতিতজগদানন্দমুখ্যাবিজ্ঞানাম্।
চক্রুস্তানাং হৃদয়বিবরং প্রেমপূর্ণং চকার তং গৌরাঙ্গং পতিতশরণং প্রেমসিন্ধুং
স্মরামি॥

জগাই-মাধাইমুখ্য পতিত দুর্ব্বৃত্ত।
নবদ্বীপদ্বিজাধম জগৎ অতিত॥
শ্রীবাসাদিপরিকর সহ সংকীর্ত্তনে।
উদ্ধারি হৃদয়ভরি দিল প্রেমধনে॥
পতিতশরণ প্রেমসিন্ধু গৌরহরি।
কীর্ত্তন করিয়া গুণলীলা আমি স্মরি॥

(৩০)

ভাবাবেশৈর্নিখিলসুজনান শিক্ষয়ামাসভক্তিম্
তেষাংদোষান্ সদয়হৃদয়োমার্জ্জয়ামাসসাক্ষাৎ
ভক্তিব্যাখ্যাংসুজনসমিতৌ যো মুকুন্দস্য চকার
তং গৌরাঙ্গং স্বজনকলুষক্ষান্তিমূর্ত্তিং স্মরামি॥

ভাবের আবেশে—
ভক্তি শিখাইলা,
সকল সুজনগণে।
স্বজনের দোষ—
সাক্ষাৎ শোধিলা,
সদয় হৃদয় মনে॥
সুজন-সভায়—
ভক্তির ব্যাখ্যান,
মুকুন্দ-উদ্ধারকারী।
স্বজনকলুষ—
ক্ষান্তি মূর্ত্তি গৌর,
সর্ব্বদা স্মরণ করি॥

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা

গত ২০শে শ্রাবণ, ৫ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে কলেজ-স্কোয়ারস্থ আলবার্ট-হলে সর্ব্বজনবিদিত শ্রীগৌড়ীয় সাপ্তাহিক বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক পণ্ডিতাগ্রগণ্য **শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরা-বিদ্যা-বিনোদ** বি, এ মহোদয় আড়াই ঘণ্টাকাল তাঁহার স্বভাবসুলভ আবেগ-ময়ী ভাষায় বিপুল জনমণ্ডিত মহতী সভায় "**শ্রীচৈতন্যদেবের দান**" সম্বন্ধে একটী বিচারপূর্ণ, সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভার প্রারম্ভে এবং বক্তৃতার পরে পণ্ডিতবরেণ্য শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরা-বিদ্যাভূষণ বি, এ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ অতি সুললিত কণ্ঠে শ্রীহরি সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু এম, এ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভায় এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে আলবার্ট হলের ন্যায় প্রকাণ্ড হলেও তাঁহাদের উপবেশনের স্থানাভাব ঘটিয়াছিল; সুধী শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা ও কীর্ত্তনে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে সভায় প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। জনসাধারণের '**হরিকথামৃত**' শ্রবণের এইরূপ উৎসাহ অতীব প্রশংসনীয়।

আগামী ২৭শে শ্রাবণ ১২ই ৩রা ভাদ্র রবিবার-অপরাহ্ণেও আলবার্ট হলে উপরি উক্ত মহোদয় কর্ত্তৃক উপরি উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

পুরী

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ গত ৯ই শ্রাবণ পুরী-জেলার অধীন জনীপাড়া গ্রামে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মদন-মোহন পট্টনায়ক মহাশয়ের গৃহে গমন করেন। শ্রীযুক্ত মদনবাবু কটকের একজন সুপ্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, জগতে বিদ্যা, ধন, কুলে ও মানে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মানুরাগী। বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-পুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের প্রকটকালে তিনি তাঁহার অনেক প্রকারে সেবাসুযোগ পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মদনবাবু উপযুক্ত পুত্রগণের উপর বিষয়ভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি' গীতাবলী, শরণাগতি ও কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থগুলি উড়িয়া ভাষায় ভাষান্তর করিয়াছেন। এবং এমন কি, নর জগতে বৈকুণ্ঠ-কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থের ছাপান খরচ দিয়া কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তির রাজ্যের আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সাধনপথ গ্রন্থের ও উড়িয়া সংস্করণ ভাষান্তরের সাহায্য করিয়াছেন। আরও পরম আনন্দের বিষয় এই যে, শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের অতিপ্রিয় শ্রীগৌর-পদাঙ্কপূত শ্রীব্রহ্মগিরি আলালনাথের মন্দির নির্ম্মাণের প্রস্তর-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

প্রচারকগণ তদীয় ভবনে তিন দিবস থাকিয়া শ্রীহরিকথা, শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন করিবার সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ পাইয়া ছিলেন। গ্রামস্থ ধনী শ্রীযুক্ত চৈতন্যরায়, মহাশয় একশত টাকা আনুকূল্য দানে শ্রীগৌর ভগবানের সেবা করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রচারকগণ জনীপাড়া হইতে ভুবণ্ড-গ্রামে প্রাচীন ভক্ত শ্রীযুক্ত চৈতন্য পট্টনায়ক মহাশয়ের গৃহে দুই দিন অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা ও নগর কীর্ত্তন করিয়া শ্রীহরিকথার ভুভিক্ষের দিনে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত গ্রামের উচ্চপদ হইতে অবসর প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত

কলমোহন ... ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র পট্টনায়ক ... প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য ... দিয়াছে।

গত ১১ই শ্রাবণ রবিবার সগদ্ধার-পাবানী বহু সদ্গুণে বিভূষিতা ... চার্জ্জির 'গোবিন্দ আশ্রমে' শ্রীমদ্ভক্তি ... ভারতী মহারাজ শ্রী ... কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং ... দিন সোমবার সন্ধ্যায় ... প্রসিদ্ধ পাণ্ডা ... শ্রীযুক্ত পদ্মপুটিয়ার ... শ্রীযুক্ত হনুমান খুটিয়া ... বিশেষ আগ্রহে তদীয় ভবনে শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ... শ্রীহরিকথাশ্রবণে তাঁহারা ... প্রীত হইয়াছেন এবং একযোগে কয়েকদিন ধরিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

নানা কথা

কর্ম্মচারীর বিশ্বাস-ঘাতকতা

বাবলা আড়িল ভোলানাথ নামক জনৈক ব্যক্তি নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের কাপড়ের দোকানে কাজ করিত।

গত ১৬ই শ্রাবণ বুধবার সে একটী লোকের নিকট ৯৵ আনার কাপড় বিক্রয় করিয়া খাতায় ৭।৶০ আনা লেখে। ঘটনাক্রমে বস্ত্রক্রেতা লোকটীর সহিত কুণ্ডু বাবুর সাক্ষাৎ হইলে সে চালান দেখাইয়া বলে—এই দেখুন বাবু, আপনার দোকান হইতে ৯।৶০ আনার কাপড় আনিলাম। কর্ম্মচারীটী 'ক্যাস' বুঝাইয়া দেওয়ার সময় সুরেন্দ্র বাবু তাহার নিকট ৯।৶০ আনার বিক্রয়টী দেখিতে চাহিলে সে বলে ৯।৶০ আনার নহে ৭।৶০ আনার কাপড় বিক্রয় করিয়াছে। তখন সুরেন বাবু উহার আত্মগোপন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—তুমি নিশ্চয়ই টাকা চুরি করিয়াছ। তোমার জামা কাপড় খুলিয়া দেখাও। কর্ম্মচারীটী অনিচ্ছাসত্ত্বেও জামা খুলিলে তাহা হইতে ১৭৲ টাকা বাহির হয়, তাহাতে উহাকে চোর সাব্যস্ত করিয়া পুলিশে দেওয়া হয়। সে পরদিন জামিনে খালাস পায়। মোকদ্দমা চলিতেছে।

চোরের দণ্ড

ইতিপূর্ব্বে ১৭ বার দণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক ব্যক্তি কোনও দোকান হইতে ১ ডজন পেন্সিল চুরী করিবার অভিযোগে জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এচ, কে, দের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বৃন্দাবনে গো-হত্যা আসামীদের শ্রীঘর

(নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র)

কিছুদিন পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যে গোহত্যা হইয়াছিল তাহার মকদ্দমা কোর্টে চলিতেছিল। কয়দিন হইল তাহার রায় বাহির হইয়াছে। প্রথম আসামী হামিদের ৪২৯ ধারা অনুসারে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে তিন মাস জেল। এবং ৩৭৯ ধারা অনুসারে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড। উভয় কারাদণ্ডই এক সঙ্গে চলিবে। দ্বিতীয় আসামী নিজাম ৪২৯ ধারা অনুসারে প্রথমোক্ত আসামীর মত কারা ভোগ করিবে ও জরিমানা দিবে। এবং ৩৭৯।৭৫ ধারা অনুসারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে, উভয় কারা ভোগ একসঙ্গে চলিবে।

জরিমানার টাকা আদায় হইলে উহা হইতে ৭৫ টাকা পাঁচটি গরুর মালিকদিগকে দেওয়া হইবে।

বৃন্দাবনে মাংস বিক্রয় বন্ধ মিউনিসিপালটির সিদ্ধান্ত

গত রবিবার মিউনিসিপালিটির এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, বৃন্দাবনের মিউনিসিপালিটির ভিতর কেহ মাছ মাংস বিক্রয় করিতে পারিবে না। মিউনিসিপালিটির এই ব্যাপারে জন্য সবাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু একদল লোক মনে মনে মিউনিসিপাল কমিশনারগণকে গাল দিবে অবশ্য মুখে কিছু বলিতে পারিবে না।

প্রদীপের সম্মুখে ক্রীড়ায় শিশুর বিপদ

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে বেলিয়াঘাটার কোনও বাড়ীর এক ছোট ছেলে যখন এক প্রদীপের সম্মুখে খেলা করিতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুন লাগে। ফলে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়াছে। অবিলম্বে তাহাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

নির্দ্ধারিত সর্ত্তে সতীশচন্দ্র পাকড়াশীর মুক্তি

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাকড়াশী ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনানুসারে ধৃত হইয়া ৪ বৎসর ৬ মাসের অধিক কাল বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের বিভিন্ন কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে নিজগৃহে আটক রাখা হয়। সম্প্রতি তিনি প্রচলিত সর্ত্তানুসারে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তিলক পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব

গত ২৯শে ও ৩০শে জুলাই রংপুর তিলক পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বিপুল শোভাযাত্রা সহকারে সভাপতি মহাশয় তিলক পাঠাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েন। তিনি প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও তিলক পাঠাগার পরিদর্শন করিয়া সভাস্থলে উপনীত হয়েন। সভায় প্রায় ৫ সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। বালকদের অদ্ভুত ক্ষমতাপূর্ণ ছোরা খেলা, লাঠি খেলা মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসু দেখিয়া ডাঃ দত্ত ও উপস্থিত জনমণ্ডলী পরিতোষলাভ করেন। পরদিন সোমবার ভোরে ভ্রমণ, সন্তরণ ও কুস্তি প্রতিযোগিতা হয়। রাত্রি ৯ ঘটিকায় ভোজবাজী প্রদর্শন হয়।

পর্দ্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন

খড়্গপুরে বি, এন্, রেলের ... ইনষ্টিটিউটে জনৈক খৃষ্টীয় মহিলার সভানেত্রীত্বে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেকগুলি ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ... মুখোপাধ্যায় এবং জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। পর্দ্দা-প্রথা উঠাইয়া দিতেই হইবে, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

ষ্টীমার হাঙ্গামায় আসামীদের কারাদণ্ড

গত ৩রা আগষ্ট শুক্রবার রেঙ্গুণের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, আলমেদী জাহাজের হাঙ্গামা সম্পর্কে ৩ জন আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ১২ সপ্তাহ এবং অপর ৪ জনের প্রত্যেকের প্রতি ৮ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

ই, আই, রেলে পুনরায় ভীষণ সংঘর্ষ

ই, আই, রেলপথের বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দানাপুর হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন, মোগলসরাইয়ের নিকট সকলদিহা ষ্টেশনে ১৭৮ নম্বর ডাউন ট্রেণের সহিত ৩০০ নম্বর ডাউন মালগাড়ীর সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ই, আই, রেলপথের সহকারী এঞ্জিনীয়র মিষ্টার টক নিহত ও ৭ জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও অপর কয়েক জন লোক আহত হইয়াছে। উক্ত দুর্ঘটনার ফলে আপ ও ডাউন রেলপথ বন্ধ হইয়াছে।

বার্দ্দৌলী সম্পর্কে মিঃ এণ্ড্রুজ

রয়টারের কোন প্রতিনিধির নিকট মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ প্রকাশ করিয়াছেন লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি তত্রত্য সর... কারী কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, একটা সালিসী বসাইয়া বার্দ্দৌলীর খাজনা না দিবার আন্দোলনের মীমাংসা করা হউক অথবা ১৯২... সালে শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার যত দিন সংস্কার না হইতেছে, তত দিন বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় বন্ধ রাখা হউক।

তিনি উক্ত প্রতিনিধির নিকট আরও প্রকাশ করিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বার্দ্দৌলীর কৃষকদিগের সাহায্যার্থ প্রচুর অর্থ প্রেরণের যে সংবাদ ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশ করা হইতেছে তাহা অনেকটা অতিরঞ্জিত।

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য প্রার্থনা

দিনাজপুর জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার রায় আর, এম, চক্রবর্ত্তী বাহাদুর উক্ত জিলার জমীদার ও অবস্থাপন্ন লোকদের নিকট চিঠী দিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে তাঁহাদের অতি সামান্য সাহায্যের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে ... ধান কাটা না হওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য দান করা প্রয়োজন, তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ সাহায্যে সকলেরই যথাশক্তি অর্থদান করা কর্ত্তব্য।

ষ্টীমারে ভীষণ কাণ্ড
৭ জন ধৃত

পোর্ট ব্লেয়ারের ষ্টীমার 'আলমেদী' বর্ত্তমানে রেঙ্গুণ নদীতে অবস্থান করিতেছে। অল্প প্রাক্কালে উক্ত ষ্টীমারে একটি ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। ষ্টীমারের প্রধান কর্ম্মচারী আহত হইয়াছেন।

ষ্টীমারের লস্কর বিভাগের নিম্ন শ্রমিক মাগুরীকে ষ্টীমারের প্রধান কর্ম্মচারী মিষ্টার গ্রীণ কার্য্য করিতে আদেশ করেন। সে উক্ত আদেশ পালনে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং তাঁহাকে আক্রমণ করে। ষ্টীমারের ক্রুগণও তাহার সহিত মিলিত হইয়া মিষ্টার গ্রীণকে জলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। ঐ সময়ে ষ্টীমারের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে হাঙ্গামার অবসান হয়। মিষ্টার ... মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। মা... ও অপর ৬ জন লোক ধৃত হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে আশ্বিন, বুধবার—১৩৩৫।

শ্রীশরণাগতি

[illegible] সংসারে অভিজ্ঞ পুরুষ, ভবিষ্যতীত সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। অতএব শ্রীভগবানের সৃষ্ট প্রাণিসমূহের মধ্যে মনুষ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা কোনদিকে দিয়া তাহা বিচার করা প্রয়োজন। যদি বল, মানব আকারে, বলে, বুদ্ধিতে ও বয়সে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে দেখিবে—আকারে ও বলে হস্তী, বিবিধ সদ্গুণে বিশ্বাসী কুকুর ও বয়সে বায়স বৃক্ষাদির শ্রেষ্ঠতার প্রাপ্য হইয়া পড়ে। তবে কি আহার-নিদ্রাদির পটুতায় মানবের উচ্চস্থান প্রাপ্তি হইয়াছে? কিন্তু প্রশ্নোত্তরে শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য বিচার করিলে সে ভ্রম দূরে যায়।—সেই বাক্য,—"ন, খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোহপরে?"—গ্রাম্য কুকুর ও শূকর মনুষ্য অপেক্ষা পরিমাণে অধিক খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করে এবং প্রজোৎপত্তি ব্যাপারে কবুতর মনুষ্য অপেক্ষা এতৎকারণ বহু সংখ্যক সন্তানের জনক-জননী হইয়া থাকে। আহার-নিদ্রাদি বিষয়গুলি সকল শরীরধারীর শরীর-স্বভাবের নিত্যকৃত্য। তবে পার্থক্য কোথায়?—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

ধর্মের জন্যই মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহা হইলে ধর্ম কাহাকে বলে? বস্তু যাহাকে ধারণ করিয়া থাকে অথবা যাহা বস্তুকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এরূপ বস্তুর স্বভাবকে ধর্ম বলে। যেমন একটী বস্তু, জলমাত্র, তেমনি তাহার ধর্ম [illegible] জ্বালা অর্থাৎ [illegible] দুইটি। অথবা দেখা যায়, [illegible] ও [illegible] এবং দুই অবস্থায় [illegible] নিত্যতার [illegible] ইহাও [illegible] তরলতায়, [illegible] গঠিত [illegible] সকলেই [illegible] নামে [illegible] একটী [illegible] [illegible]

জীব বলিতে বর্তমান পাঞ্চভৌতিক উদরকে অহংবুদ্ধিতে জীব বলিয়া বোধ হইবে এবং দেহ-সম্বন্ধীয় আহার-নিদ্রাদি বিষয়কে উপধর্ম বলিতে হইবে। কিন্তু সে বিচার পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। এখন দেহাতিরিক্ত অবস্থিত অপ্রাকৃত চিন্ময় যাহা আত্মচৈতন্য বস্তুকে জীব বুঝিতে হইবে। সেই জীব, "চেতনশ্চেতনানাং" শ্রুতিবাক্য-কথিত পূর্ণ চৈতন্যের অংশ;—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীব ভগবানের অংশ বলিয়া জীব-স্বরূপে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাহা পূর্ণস্বাধীন ভগবানের অধীনতার স্বাধীনতা। ঐ অধীনতা ছাড়িয়া স্বাধীনভাব দেখাইতে যাইয়া জীবের এই দুর্গতি। দুর্গতির শাস্তিস্বরূপ এই সংসারদুর্গে আগত জীবকুলের দেব-মনুষ্য-তির্যগাদি গতিমাত্র। এই বিভিন্ন শরীরে কর্মফলভ্রমণপর জীবের শ্রেষ্ঠগতি মনুষ্য-দেহ-প্রাপ্তি। কেন না চরাচর সমস্ত জীবের একমাত্র কৃত্যই জীবপতি শ্রীভগবানের সেবা। দেবদেব শ্রীজগন্নাথের সেবা ভুলিয়াই জীবসমূহের সংসার। পুনরায় দেবদেবের সেবায় সংসার-নাশ। সেই ভগবদ্ভজনের সুযোগ এই মনুষ্যজন্মের একমাত্র বিশেষত্ব বলিয়া মনুষ্য প্রাণি-শ্রেষ্ঠ। দেবলোকবাসী দেববৃন্দের ইন্দ্রিয়জ ভোগ, ভোগীমানবের ঈপ্সিত হইলেও তাহা অচিরস্থায়ী এবং জড়েন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত বিলাসমাত্র। সেই জন্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধীয় বিচারের টীকায় বলিয়াছেন—অত্যন্তবহ্বাসক্তিনিবেশাৎ, দেববৃন্দের ভগবদুপাসনা অসম্ভব। অপর দিকে মনুষ্যেতর প্রাণীর ও 'বিবেকাভাবাৎ' ভজন অসম্ভব। সুতরাং,—

'মনুষ্যই ভজনের মূল'

ভজনীয় বস্তু শ্রীভগবানকে সন্ধান করিতে যাইয়া বেদাদি শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, তিনি নিরস্ত-কুহক পরম সত্য ও স্বরাট্। তাহা হইলে কুহক বা মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মায়াধীশ্বরের বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? যে শাস্ত্রে শ্রীভগবানের কৃষ্ণের স্বরূপের উল্লেখ আছে। ঐ শাস্ত্রে সন্ধান করিলেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় পাওয়া যাইবে। কেন না, 'শাস্ত্র' শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী। শাস্ত্র আসিই জীবকুলকে নিজ স্বরূপ জ্ঞানে স্থির করিবার জন্যই ইহা নিজসম্বন্ধ-দাতা ভগবদবতার।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

অনাদি নিজদোষে-ভ্রান্ত নিজ স্বরূপ-হারা জীবকুলকে পুনরায় নিজসেবা দানে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণীর প্রকাশ। শ্রীভগবান্ ভক্তের হইলেও উভয়েরই কৃপায় তিনি সহজলভ্য। অজিত হইলেও তাঁহার স্বভাবতঃ অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা পরাজিত হইয়া ভক্তাধীন হন এবং কৃষ্ণমাধুর্যের ভোক্তা শ্রীজীবগণ হইতেই পাওয়া যায়,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়াধীশ শ্রীভগবানের চরণে প্রপত্তি বা শরণাগতি প্রভাবে তদীয় অঘটন ঘটন পটীয়সী ত্রিগুণময়ী দুস্পারা অলৌকিকী মায়াকে জয় করিয়া সেবকুলীর অনুকূলতিও তদীয় শ্রীচরণসেবা লাভ করা যায়। এই শরণাগতিই কৃষ্ণভ্রান্ত জীবাধমকে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্ত জীবোত্তম করিয়া দেয়।

"শরণাগতি" শব্দের অর্থ বিচার করিতে যাইয়া আমরা শরণাগত ভক্তপ্রবর ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্ব শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু-বিরচিত 'শিক্ষাষ্টক' গ্রন্থে দেখিতে পাই যে,—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

এই শ্লোকের মর্মানুবাদে রূপানুগবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বরচিত শ্রীশরণাগতি গীতিগ্রন্থে গাহিয়াছেন,—

ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জনাঙ্গীকার॥
দৈন্য আত্ম নিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস-পালন॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

শ্রীভগবান্ শরণাগত ভক্ত-রক্ষক। কৃপাবারি সর্বদাই বিরণ। সুতরাং নাস্তিক ব্যক্তি কোন দিনও শ্রীভগবান্ বা ভক্তের কৃপা লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্রাদিতে একথার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বহু আছে। একদিন গোকুল-লীলা, পরব্যোম-লীলা, পুরুষাবতার-লীলা, নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, গুণাবতার লীলা আবেশাবতার-লীলা. নির্বিশেষ পরমাত্মাদি লীলা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্ত ক্রীড়াময় ভগবানের খেলা সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নরলীলা-বিলাসী কৃষ্ণের পাদপদ্মে মর্ত্য-বুদ্ধি বশতঃ জীবোত্তম ব্রহ্মা গোবৎস হরণ দ্বারা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধের ক্ষালন করিয়াছিলেন, এই শ্রীশরণাগতি। শরণাগতিই সর্বচিন্তাকর্ষক কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। এই সুদুর্লভা শরণাগতির আদর্শস্থানী ভক্তকুল। সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ এই শরণাগতিতে ভক্তকে আত্মদান করিয়া থাকেন। শরণাগতি যে কত বড় জিনিষ, তাহা শিখাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শরণাগত ভক্তভাবাঙ্গীকারে জগতে আসিয়া জগদ্গুরুরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। অত্যন্ত নিগূঢ় ভগবানকে প্রকাশ করা যায় যে শরণাগতি অবলম্বনে সেকি সামান্য জিনিষ? এই জন্যই না শরণাগত ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়—একথা স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন। সুতরাং স্বরূপভ্রান্ত অধঃপতিত জীবকুলের নরোত্তম শ্রীভগবদ্বিগ্রহের শ্রীচরণে পতিত হইয়া এই শরণাগতির জন্য প্রার্থনা করা ভিন্ন উদ্ধার হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই। আজ সেই শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ ধারার অভয় পদে পতিত হইয়া—

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি আমি ত অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম॥

পুত্র না পিতা?

ভজিলাম শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অম্লান পাত্রীজনে করিল মোচন॥

বড় আশা হৃদয়ে ধরিয়া,—বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরিবার ন্যায়, পতিতপাবন শ্রীচৈতন্য দেবের অলৌকিকী মহিমার কণামাত্র আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছি। নদীয়া-প্রকাশ গৌরহরি নদীয়ায় স্বীয় অধোক্ষজ স্বরূপ প্রকাশ না করিলে আজ সমগ্র জগতে শুষ্ক জ্ঞান কর্ম ও অন্যাভিলাষস্রোত জীবকুলকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইত, তাহা কে জানিত? 'প্রেম' নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণ-গোচর হইত? কেই বা নামী-অভিন্ন শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দাবনের গহন মধুমাধুরী-কন্দরে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে উপাস্য বস্তুরূপে জানিত? এক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই নদীয়ায় পরম-ঔদার্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। একথাটী সেই নদীয়া-প্রকাশের ও প্রকাশক শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর জগতের অচৈতন্য জীববৃন্দের চৈতন্য উৎপাদন করিয়া বলিয়াছেন—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ।
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরস-চমৎকার মাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার॥

নদীয়া প্রকাশ শব্দে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত শ্রীগৌরচন্দ্রকে বুঝাইয়া থাকে অথবা নদীয়ায় প্রকাশিত গৌরহরির নিত্য-

বিহারকারী তদীয় শ্রীধাম নদীয়াকে প্রকাশ করেন যে ভক্ত, তাঁহাকে বুঝায়, ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন—অজাতীভাব। ভক্ত নিজের নিত্যারাধ্য শ্রীভগবানকে প্রকাশ করেন। আবার ভক্ত-প্রকাশিত ভগবান্ ভক্ত-পূজাকে নিজপূজা অপেক্ষা বড় বলিয়া ভক্ত-মহিমা প্রকাশ করেন।

গোলোক বৃন্দাবনে নদীয়া-প্রকোষ্ঠ-বিহারী নদীয়া-প্রকাশকে প্রকাশ করিয়াছেন,—জগৎ মঙ্গল, মঙ্গলগুণধাম মঙ্গল চরিত্র, অভিন্ন ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর একথায় সাক্ষ্য দিতেছেন—রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু,—

যাহার তুলসীদলে, যাহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিত চৈতন্যের অবতারে॥
শুধু তাহাই নহে—
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল জগৎ নিস্তার॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই যে শ্রীগৌরাবতারের কারণ, একথা শ্রীগৌরসুন্দরও নিজ মুখে প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। শ্রীমদীয়-প্রকাশ গৌরহরি যখন নদীয়ার 'স্বীয় গুহ্যাতিগুহ্য ভাব বাহ্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মহাপ্রভু, ঈশ্বর-আবেশে শ্রীবাসঅনুজ শ্রীরামাই-দ্বারা অদ্বৈত প্রভুর নিকট সংবাদ পাঠাইতেছেন,—

চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট্ কর বিবর্ত্তন॥

এই কথা শিখাইয়া শ্রীরামাইকে আরও বলিয়া দিলেন যে, শ্রীঅদ্বৈতকে নির্জ্জনে শ্রীনিত্যানন্দের আগমন ও যে কিছু গোপনীয় ভাবের প্রকাশ দেখিয়াছ, সব বলিয়া আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লইয়া সস্ত্রীক আসিতে বলিও। এই শুভ-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌর-আনয়নকারী ঠাকুরটী যখন প্রভু-সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন—

তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুইয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর তোমার হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে॥

কেবল মাত্র আমাকে আনিয়া ক্ষান্ত হও নাই,—

যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোর গণ।
সবার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হ'তে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে॥

একদিন এই নদীয়া-বিহারীর প্রকাশকের গৃহে এক উত্তম সন্ন্যাসীর আগমন হইল। সর্ব্বলোকাচার্য্য প্রভু অদ্বৈত, সন্ন্যাসীকে উপযুক্ত সম্মানের সহিত বসিবার আসন দিয়া ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। জগদাচার্য্যের নিকট সসঙ্কোচে উপস্থিত সন্ন্যাসী বলিলেন যে, আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। তদুত্তরে সর্ব্বসন্দেহ-ভঞ্জনকারী আচার্য্যদেব সন্ন্যাসীকে, প্রথমে ভোজন করিয়া পরে প্রশ্নোত্তর শুনিবার জন্য বলিলে তাঁহারা প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন,

* . * *—এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রতি॥

লোকশিক্ষক অদ্বৈত মহাশয় তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক দুইটী পক্ষ আছে। পরমার্থে ঈশ্বর অজ ও স্বয়ম্ভু হইলেও লোকে তিনি দেবকীনন্দন বলিয়া বিখ্যাত। পরমার্থে ঈশ্বর ত্রিলোক-গুরু কিন্তু লোকশিক্ষার্থে তিনি গুরুকরণাভিনয় করিয়াছেন। যাহা হউক প্রথমে পরমার্থভাবের কথা না বলিয়া ব্যবহারিক ভাবে বুঝাইলেন,—

'কেশব ভারতী চৈতন্যের গুরু হয়॥'
দেখিতেছ গুরু তাঁর কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥

এই উত্তর দানের সঙ্গে সঙ্গেই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। ধূলিধুসরিতাঙ্গে দিগম্বর বেশে তথায় এক পঞ্চমবর্ষীয় বালক উপস্থিত। বালকের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, যেন অভিনব কার্ত্তিক। দেখিলে বোধহয় এ বালক নহে, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বুদ্ধির দিক বিচার করিলে দেখা যায় সর্ব্বজ্ঞ। 'চৈতন্যের গুরু কেশব ভারতী' এই বাক্য শুনিবামাত্র বালক ক্রোধাবেশে বাহিরে কাসিতে হাসিতে বলিলেন ;—

চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার।
কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা ইহা না বুঝি কারণ॥

বালক শুধু এই কথা ব'লয়া বিরত হইলেন না। ভাবভরে বলিতে লাগিলেন 'তোমার জিহ্বায় যখন এমত কথা উপস্থিত হইয়াছে' তখন নিশ্চয়ই এখন কলির আগমন হইয়াছে। অথবা ব্রহ্মা-শঙ্করাদিমুগ্ধকারিণী দুস্তরা চৈতন্যমায়া তোমাকে মোহন করিয়াছে। কেননা চৈতন্যের মায়ার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। মায়াবশীভূত ব্যক্তি ভিন্ন চৈতন্যের গুরু আছে, একথা বলিতে পারে না। কেন না—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোমকূপেতে মিশায়॥
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য-গোসাঞী।
বিহরেন আত্ম-ক্রীড়া আর দুই নাই॥
যতদেখ মহামুনি মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কার কোথাকার যায়॥
পুনঃ সেই চৈতন্যের অনন্ত ইচ্ছায়।
নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়।
ইহাও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্তভাবে স্তুতি॥
তবে ভক্তিরসে তুষ্ট হৈয়া তাহারে।
ভক্ত-উপদেশ প্রভু করেন আপনে॥
তবে সেই ব্রহ্ম প্রভু-আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি, সেই জ্ঞান কহেন সবারে॥

শুধু তাহাই নহে। সনকাদি ব্রহ্ম-পুত্রগণ পুনরায় পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই জ্ঞানের কথা শিষ্য-প্রশাখায় জগতে প্রচার করিয়া থাকেন। তাহা হইলে তুমি কেমন করিয়া বলিলে যে, সর্ব্বজীবের চৈতন্যদানকারী চৈতন্যেরও গুরু আছে।

বাপ তুমি, তোমা দৈবতে শিখিবার যোগ্য।
শিক্ষা-গুরু হই কেন বোলহ অযোগ্য॥

এই কথা বলিয়া বালক মৌনী হইলেন। পরমানন্দে বিভোর হইয়া অদ্বৈতপ্রভু, 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া বালককে কোলে করিয়া প্রেমজলে বালকের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইলেন এবং বলিলেন,—

তুমি যে জনক, বাপ, আমি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়॥
অপরাধ করিনু ক্ষমহ বাপ মোরে।
আর না বলিব এই কহিনু তোমারে॥

পাঠক মহোদয়গণ! বলুন ত এ বালক কে? আপনারা সকলেই জানেন যে, এ বালক নহে—অচ্যুত, কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীঅদ্বৈতনন্দন শ্রীঅচ্যুতানন্দ। তাই বলিতেছিলাম—পুত্র না পিতা?

বৈষ্ণব ঠাকুর—"কৃপাসিন্ধু"

ব্যাপারটা কি মহাশয়!" ওখানে অত গোলমাল হচ্ছে কেন? তদুত্তরে একটী ভদ্রলোক বল্লেন "মহাশয়! বড় গুরুতর ব্যাপার। ভয়ানক লোমহর্ষণ কাণ্ড!! এক দিনেই এক বংশের বারটা মানুষ মারা গেছে। তারা চার ভাইয়ের মধ্যে তিন তিন ভাই, তিন জনের তিনটী গৃহিণী ও প্রত্যেকের দুটী ক'রে ছয়টী পুত্র। একটী ভাই মাত্র বেঁচে আছে। তাঁদের পিতা খুব ধনী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছেলেদের বিশ্বাস কর্‌তেন না বলে গুপ্তস্থানে সমস্ত টাকা মাটি পুঁতে রাখ্‌তেন। এমন অবস্থায় তিনি তীর্থ কর্‌তে গিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে আর ফিরে আস্‌তে হয় নাই, তিনি সেখানেই দেহ রেখেছিলেন। সেইজন্য তাঁর ছেলেদের দরিদ্রতা খুব বেশী হয়েছিল। এমন কি, বাবার শ্রাদ্ধ করা দূরে থাক্ নিজের ও পুত্র পরিবারদের শ্রাদ্ধ কি দিয়ে কর্‌বে—এক মুষ্টি অন্ন দিয়ে যে তাদের পোড়া পেটের জ্বালা দূর কর্‌বে, তার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। এইভাবে অনেক দিন কেটে গেছে, আজ একজন সর্ব্বজ্ঞ এসে তাদিকে বল্লেন যে, "ভাই! তোমরা এত দুঃখ পাচ্ছ কেন? তোমাদের অনেক পিতৃধন ঐ স্থানে পোঁতা আছে, কিন্তু তাহা খুব সাবধানে বাহির কর্‌তে হবে। যদি দক্ষিণ দিকে খুঁড়িতে যাও তবে লক্ষ লক্ষ ভীমরুল বরলী উঠে প্রাণ নষ্ট কর্‌বে। পশ্চিমে খুঁড়িলে "যক্ষের" হাতে প্রাণ হারাবে। উত্তর দিকে খুঁড়িতে গেলে "কৃষ্ণঅজগর" এসে খেয়ে ফেল্‌বে, তবে পূর্ব্বদিকে অল্প খুঁড়লেই ধনের ভাঁড়ি পাবে" এই ব'লে সর্ব্বজ্ঞ চলে গেলে তিন ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ছোট ভাইটী খুব ঠাণ্ডা ছেলে, তিনি চুপ করে ছিলেন। এইরূপে ঝগড়া কর্‌তে কর্‌তে তারা সর্ব্বজ্ঞের কথাটী ভুলে গিয়ে তিন জন তিন দিকে খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলেন এবং মাটী সরাবার জন্য ও ধনের ভাঁড়ি তুল্‌বার জন্য প্রত্যেকেই আপন আপন গৃহিণীকে ও ছেলে দুটীকে সঙ্গে রেখে দিলেন। অল্প খুঁড়িতেই দক্ষিণ দিক থেকে লক্ষ লক্ষ ভীমরুলবরলী উঠে বড় ভাই, তার পত্নী ও দুটী ছেলের সর্ব্বাঙ্গে দংশন কর্‌লে, তিল ফেল্‌বার স্থান রইল না; পশ্চিম দিক হ'তে এক 'যক্ষ' উঠে মেজ ভাই, তার স্ত্রী ও দুটী ছেলেকে খেয়ে ফেল্‌লে এবং উত্তর দিক হ'তে একটী কৃষ্ণ-অজগর উঠে সেজ ভাই, তার গৃহিণী ও পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে সঙ্গেই চির দিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিলে। তাই ওখানে অত গোলমাল হচ্ছে।"

উপরিউক্ত ঘটনায় দেখা যায় যে, পিতৃধন পাবার তিনটী পথে বিঘ্ন ছিল। কেবল পূর্ব্বদিকে কোন ভয় ছিল না। আমাদেরও সেই প্রকার "কৃষ্ণভক্তিরূপ" পিতৃধন পাবার তিনটী পথে বিঘ্ন আছে। তাহা সর্ব্বজ্ঞ বা বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপা ক'রে বলে দেন। তাঁরা বলেন—(১) দক্ষিণা মার্গ বা কর্ম্মপথে কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যায় না। সে দিকে লক্ষ লক্ষ বিষয়বাসনারূপ ভীমরুলবরলী দংশন করে নষ্ট করে। (২) পশ্চিম পথ বা যোগমার্গে কৈবল্য ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ যক্ষ আছে, তাহা জীব-সত্তার বিনাশ করে। (৩) উত্তরমার্গ বা জ্ঞানপথে [illegible] কৃষ্ণসর্প জীবকে সংহার করে। (৪) কেবল পূর্ব্বদিকে বা ভক্তিপথে কোন ভয় নাই, কোন বিঘ্ন নাই। সে দিকে [illegible] বৈষ্ণব ঠাকুর দিয়েই [illegible] পিতৃধনের ভাণ্ডারী হয়ে [illegible] আর, [illegible] ব'লে ডেকে [illegible] পায়ে [illegible]

বৈষ্ণবের এই দান নিয়ে, আমি তার কেনা [illegible] আমার তাঁর [illegible] এখনি [illegible] অনুভব করে আছি—কিছুই করে নাই, বরং [illegible] আমা—বৈষ্ণব ঠাকুরের মত এমন দয়াল আর কে আছে? তাঁর দয়ার শেষ নাই। সমুদ্রের জল বরং কমে যেতে পারে বা কোন দিন শুষ্ক হয়ে যায়, কিন্তু বৈষ্ণব ঠাকুরের দয়ার ভাণ্ডার ফুরাবার নয়, শুষ্ক হবার নয়, তাই [illegible] কুলাধিমু [illegible] তিনি বলেন— [illegible]

ওরে ভাই! ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা কর দূর।

ভোগের নাহিক শেষ,
তাহে নাহি সুখ-লেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর॥
ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই,
ভোগে আর সুখ কই,
সে ত সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়
তাকে সুখ বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞজন॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত,
সেই লোভে কত শত,
মূঢ় জন ভোগ প্রতি ধায়।
যে সব কৈতব জানি,
ছাড়িয়া বৈষ্ণব জ্ঞানী,
মুখ্য ফল কৃষ্ণরতি পায়॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি,
নষ্ট করে শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব-প্রধান।
তাহা যে ছাড়িতে নারে,
মায়া নাহি ছাড়ে তারে
তার বশ নহে ভগবান্॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়
ছাড়ি শোধ এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা
ভোগ মোক্ষ নাহি চায়,
শ্রীকৃষ্ণচরণ পায়,
সেবকের এই ত সাধনা॥

আলবার্টহলে বিরাট সভা

শ্রীচৈতন্যদেবের দান

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত এই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ [illegible] কার সময় দেশমান্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র [illegible] বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা [illegible] বার্টহলে এক বিরাট সভার অধি[illegible]শন হইয়াছিল। এ সভার বক্তা ছিলেন কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রী গৌড়ীয় পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় এবং বক্তব্য বিষয় ছিল—শ্রীচৈতন্যের দান। অবধারণার ব্যক্তিগত-সহেতু প্রায় দেড় হাজার লোক সমবেত হইয়া একেবারে নীরব নিস্পন্দ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ভগবৎ-কথা শুনিবার জন্য এত অধিক শিক্ষিত-ভদ্রসন্তানের একস্থানে সমাবেশ এবং দুই তিন ঘণ্টা স্থির-ধীরভাবে অবস্থান দেখিয়া আমাদের মনে বড়ই একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, আবার বুঝি সেই চারি শতাব্দীর পূর্ব্বকার দিন ফিরিয়া আসে—যেদিন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী শুনিবার জন্য এক এক স্থানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত।

বেলা প্রায় ৫ ঘটিকার মধ্যেই সভাগৃহ লোকাকীর্ণ হইয়া পড়ে। শ্রোতৃবৃন্দ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছেন; এমন সময়ে সদস্য বিদ্যাবিনোদ মহোদয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সভাপতি মহাশয় আসিয়া মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে আরও একটী পরম সৌভাগ্যের ও আনন্দের বিষয় হইয়াছিল—ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শুভাগমনে। ঠাকুর সভাগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুরকে সম্বর্দ্ধনা এবং ঠাকুর আসন গ্রহণ করিলে সকলেই আসন গ্রহণ করেন।

যথাসময়ে শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের ইচ্ছাক্রমে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের কিছু যোগ্যতা বর্ণন করিয়া তাঁহাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সমর্থনক্রমে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য পরিধান করাইয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হন। অনন্তর সভাপতি মহাশয় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয়কে একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। গান শেষ হইলে তিনি বক্তা শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুক্ষণ পরিচয় দিয়া বলেন—"আমরা বাঙ্গালী। যদি কোন প্রকৃত দান আমরা কাহারও নিকট পাইয়া থাকি, তবে তাহা আমাদেরই বাংলার ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যদেবের' অমূল্য দান। বাঙ্গালী সব ছাড়িতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর নাম ছাড়িতে পারে না—মহাপ্রভুর নামই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তবে নানা বিচার যুক্তি-তর্ক-আন্দোলন এসে আমাদিগকে সব ভুলিয়ে দেয়। এখানে যে সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে গৌড়ীয় মঠ প্রধান। গৌড়ীয় মঠ মহাপ্রভুর দানের কথা জগদ্বাসীকে বল্‌বার জন্য নানাদেশে শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। তাঁদের চেষ্টায়ই আজ এই সভা আহূত। এ সভার বক্তব্য-বিষয় সম্বন্ধে গৌড়ীয় মঠের বক্তাই বিশেষজ্ঞ। তিনি গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রের একজন সুযোগ্য সম্পাদক। তাঁকে সে বিষয় বল্‌বার জন্যে আমি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ থেকে অনুরোধ করি।" সভাপতি মহাশয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে বক্তা শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুর কণ্ঠে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

বক্তৃতার চুম্বক

(১) জড়াভিজ্ঞতা বা অশ্রৌত প্রণালী এবং চিদভিজ্ঞতা বা শ্রৌত প্রণালীর পার্থক্য, (২) অচেতন প্রত্যক্ষ প্রকৃতির দান ও শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য, (৩) বিলাস বা আনন্দই চেতনের সহজ ধর্ম্ম—বিরাগ নহে, বিলাসের অভাব হইতেই বিরাগোৎপত্তি, জড়ের সহিত যে বিলাস, তাহা আপাত আনন্দপ্রদ হইলেও পরিণামে দুঃখদ, জড় বা অচিদ্বিলাসের নাম কাম ও চিদ্বিলাসের নাম প্রেম, কামের অতৃপ্তিতে যে বিরাগ তাহা ক্রোধে পর্য্যবসিত, প্রেমের অতৃপ্তিতে যে বিরাগ তাহা বিপ্রলম্ভ, (৪) মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ও প্রাক্কালে বদ্ধ জীবের বিকৃত বিলাস-চেষ্টার চিত্র তাৎকালিক সমাজের বর্ণাশ্রমধর্ম্মে, বিদ্যায়, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, দর্শনে, শিল্পে, আচারে ও ধর্ম্মে প্রতিফলিত অর্থাৎ জড় বিলাসে মত্ত হইয়া মানুষ বর্ণাশ্রম, বিদ্যা প্রভৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জড়-তপ্ত ভূমিতে অপার্থিব শান্তিসঞ্জীবনী-ধারারূপে চৈতন্যের দান বর্ষিত হইয়াছিল। তাই বাংলার কবি গাহিয়াছেন, "উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলে ডুবায়॥" (৫) জগতের সকলেই অভাবগ্রস্ত, কুটীরবাসী দরিদ্র হইতে প্রাসাদবাসী মহারাজ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সকলেই কোন না কোন অভাবে প্রপীড়িত। এক ফকির একসময় দিল্লীশ্বরের নিকট কিছু দান চাহিতে গিয়া দেখে দিল্লীশ্বরও নতজানু হইয়া খোদার নিকট ধন-দৌলত-প্রার্থী। তাহা দেখিয়া ফকির ভাবিলেন, "দিল্লীশ্বরও যখন অভাবগ্রস্ত, তখন তিনি আর আমার অভাব কি মোচন করিবেন? সুতরাং যদি দান চাহিতে হয় তবে দিল্লীশ্বরও আজ যাঁহার নিকট প্রার্থী, সকল দানের একমাত্র মালিক যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্, যিনি সকলের সকল অভাব মোচন করিতে পারেন, তাঁহার নিকটই দান চাহিব।" শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব জীবের যাবতীয় অভাবের মূলকারণ যে অবিদ্যা, তাহার মোচনকর্ত্তা। (৬) অন্যান্য ভগবদবতার হইতে তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার দান কেবল নীতিশিক্ষার মধ্য দিয়া, তরবারি যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা বা জোর করিয়া নহে—অত্যন্ত সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবেই বর্ষিত। তাঁহার দান মানুষের অভাবাতিরিক্ত—অপ্রত্যাশিত দান—অপার্থিব প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা প্রদত্ত দান। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণেরও দান যোগ্য ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু শচীনন্দন গৌরকৃষ্ণের দান নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, শুধু নিদ্রিত অযোগ্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহাদিগকে ব্রজের মহাদুর্লভ দান গ্রহণে অধিকারী করিয়াছেন। আবার তাঁহার দানের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দান করিয়া দান-গ্রহীতার নিকট আপনাকে চির-বিক্রীত ও চির-ঋণী মানিয়াছেন। তাঁহার দান সাময়িক দান নহে—যাহা দু'দিন পরে ফুরাইয়া যায় ও পুনরায় অভাবের সৃষ্টি করে, কিন্তু তাঁহার দান সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপাত্রে পরিপূর্ণ মহাদান। পিতা, মাতা, ভার্য্যা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (বিশ্বরূপ), পূর্ব্ব-পুরুষ, দেশবাসী, প্রতিবেশী, অতিথি (বৈদিকবিপ্র), অধ্যাপক (গঙ্গাদাস পণ্ডিত), পড়ুয়া, গোপ-তন্তুবায়াদি নাগরিক, কোটীপতিক, পণ্ডিত (দিগ্বিজয়ী, দেবানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি), মূর্খ (গীতাপাঠী বিপ্র প্রভৃতি), গুরু (ঈশ্বরপুরী, কেশবভারতী), শিশু, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, এমন কি গর্ভস্থ শিশু (পরমানন্দ দাস), নৈয়ায়িক (সার্ব্বভৌম, মুকুন্দ প্রভৃতি), বিষয়ী (বুদ্ধিমন্ত খান), ধনী, দরিদ্র (শ্রীধর), চারি বর্ণাশ্রমী, পরমহংস (পরমানন্দপুরী প্রভৃতি), রাজা (প্রতাপরুদ্র, হুসেন সাহ), প্রজা, অমাত্য (রামানন্দ, রূপ-সনাতন), কাঙ্গাল, ভিখারী, পতিত (জগাই, মাধাই) নীচ, রুগ্ন (কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেব, গোপাল চাপাল প্রভৃতি), মৃত (শ্রীবাস-পুত্র, অমোঘ প্রভৃতি), বাধ্যদণ্ডে নিক্ষিপ্ত (গোপীনাথ পট্টনায়ক), আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প (সনাতন, সুবুদ্ধি রায় প্রভৃতি), চিজ্জড়সমন্বয়বাদী (বাউলিয়া বিশ্বাস, মুকুন্দ প্রভৃতি), বিবর্ত্তবাদী (বল্লভভট্টাচার্য্য প্রভৃতি), বিপথগামী (কালাকৃষ্ণদাস, ছোট হরিদাস প্রভৃতি), মায়াবাদী (প্রকাশানন্দ), তত্ত্ববাদী

(রঘুবর্য্যতীর্থ), শ্রীসম্প্রদায়ী (বেঙ্কটভট্ট, প্রবোধানন্দ প্রভৃতি) রামানন্দী (রামদাস,), পুরোহিত (কাশীমিশ্র), ব্রজবন্ধু (রামচন্দ্র খাঁ, অমোঘ, জগাই, মাধাই প্রভৃতি), রাজপুত (কৃষ্ণদাস) মহাপুযবন (সুবর্ণ-রেখায় উড়িষ্যার সীমানার, মুসলমান শাসনকর্ত্তার প্রভুর সহিত দশনৌকা সৈন্য লইয়া পিছলদা পর্য্যন্ত আগমন), নাবিক, পাঠান-সৈনিক (বিজলী খাঁ), মৌলানা (পরে রামদাস), গৌড়েশ্বর (হুসেন সাহ), বঙ্গের শাসন-কর্ত্তা (চাঁদকাজী), বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিক, দারিসন্ন্যাসী, শাক্ত, শৈব, গৌড়বাসী (নবদ্বীপকে সর্ব্বতীর্থশিরোমণি করিয়া), মথুরাবাসী (লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া), উৎকলবাসী (বিপ্রলম্ভক্ষেত্র জানাইয়া), দাক্ষিণাত্যবাসী (নাম প্রচার করিয়া), শুধু মানব নহে, এমন কি পশু পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতা—নদ-নদী—পর্ব্বত, সাগর—স্থাবর জঙ্গম (ঝারিখণ্ডে নীলাচলে) সঙ্কোচক কলিযুগ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বাতীত গোলোক-বৈকুণ্ঠ—সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে মহাপ্রভুর দান বর্ষিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভাবের পরিপূরণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের দানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপকরণ রহিয়াছে। সেই দান ধরিবার এক কণা বিশ্বে শান্তির বন্যা আনয়ন করিতে পারে। শ্রীচৈতন্যের দানে যে যে ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার সেই সকল দান অসংখ্য লোককে বিলাইয়াছেন—ইহাই চৈতন্যের দানের এক অপূর্ব্বস্বভাব।

বক্তৃমহোদয় উপরিউক্ত বিষয়সমূহ প্রামাণিকগ্রন্থসমূহ হইতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়া বলিলেন—'অদ্য শ্রীচৈতন্যের দানের কেবল মাত্র উপক্রমণিকা কথিত হইল, আগামী রবিবার আরও বিশেষ আলোচনা হইবে।' বক্তা উপবিষ্ট হইলে সভাপতি মহাশয় হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিতে লাগিলেন—"বক্তা আজ আমাদিগকে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে, বক্তা যেন আজ আমাদিগকে জড়জগতের রেখ ভূমিকা হইতে কোন এক উন্নত প্রদেশে লইয়া আসিলেন। সভাস্থ সকলের পক্ষ হইতেই আমি সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদেরই দেশে যে এত সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে বা ছিল, তাহা আমরা জানি না। শ্রীচৈতন্যের আনা প্রেম-বন্যায় হিন্দু মুসলমান অস্পৃশ্য—সব ভেসে গিয়েছে। বক্তা ব'লেছেন তখনকার রাষ্ট্রীয় শাসনের অধিপতি—গৌড়ের বাদসাহ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অধীনতা স্বীকার ক'রেছেন—বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মৌলানা সিরাজ উদ্দীন চাঁদকাজী পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর পদানত হ'য়েছেন। আজ আমাদের বক্তা যে ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যদি বর্ত্তমান যুগের লোক বুঝিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কতই না আনন্দের বিষয় হয়।"

অনন্তর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার স্বভাব সুলভ সুললিত কণ্ঠে "মানস দেহ গেহ যো কিছু হামার, অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর"—এই শরণাগতি-প্রার্থনা মূলক কীর্ত্তনটী গান করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। শ্রোতৃমণ্ডলী তখনও নিস্তব্ধ—যেন তাঁহাদের শ্রবণ-পিপাসা কিছুতেই মিটিতেছে না।

অ্যালবার্টহলে

আবার বিরাট সভা

আগামী ২৭শে শ্রাবণ ১২ই আগষ্ট রবিবার কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা **শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ** মহোদয় আলবার্ট হলে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। বক্তৃতার সময় অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকা হইতে নির্দ্ধারিত। সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

বক্তৃতার তৃতীয় দিবস আগামী ৩রা ভাদ্র ১৯শে আগষ্ট রবিবার ধার্য্য আছে।

নানা কথা

গ্রেটব্রিটেনে—বেকার সমস্যা

২৩শে জুলাই তারিখে বৃটেনে বেকার লোকের সংখ্যা ছিল ১,২৮২,৯০০ জন। গত সপ্তাহের তুলনায় বেকারের সংখ্যা ৩৫,৪৩৮ জন বাড়িয়াছে এবং গত বৎসর ঐ সময়ের তুলনায় ২৫৩,৯৯৮ জন বাড়িয়াছে

কানাডায় ১০ হাজার শ্রমিক প্রেরণ

ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সচিব এক মহাসভায় প্রকাশ করিয়াছেন, কানাডা গভর্ণমেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ১০ হাজার বৃটিশ শ্রমজীবীকে কানাডায় প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কানাডায় এখন ফসল কাটা চলিতেছে। সেখানে ফসল কাটা কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ঐ সকল শ্রমিককে তথায় প্রেরণ করা হইতেছে। কানাডার [illegible] রেল কোম্পানীর সহিত এইরূপ চুক্তি করা হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল শ্রমিকের নিকট নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিবেন।

যে সকল বৃটিশ শ্রমিক কানাডায় কাজ করিতে যাইবে, তাহারা সপ্তাহে ৪৫ হইতে ৭৫ টাকা উপার্জ্জন করিবে।

শ্রমিক প্রেরণ সম্বন্ধে কানাডা গভর্ণমেন্ট বিশেষ ভাবে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের খনি শ্রমজীবিদিগের ভিতর হইতে যেন ঐ সকল লোক সংগ্রহ করা হয়। যাহারা কানাডায় যাইবার ভাড়া দিতে অসমর্থ, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তাহাদিগের যাইবার ভাড়া সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। ফসল কাটা হইবার পর যে সকল শ্রমিক সেখানে থাকিতে চাহিবে কানাডা গভর্ণমেন্ট তাহাদিগের জন্য কাজের যোগাড় করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। আর যাহারা ফিরিয়া আসিবে, তাহাদের আসিবার ভাড়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

এম, আই, আর এর ধর্ম্মঘটের মামলা

মাদ্রাজের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আব্বাস আলীর এজলাসে এম, আই রেলপথের শ্রমিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুত মাণিকলাল, রঙ্গস্বামী নাইডু, ও অপর ৮জন লোকের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে। উক্ত মামলা আগামী ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে। আসামী পক্ষের উকীল সরকারের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এজেন্ট জানাইয়াছেন ধর্ম্মঘট মীমাংসার সম্ভাবনা হইয়াছে সুতরাং তিনি ঐ মামলা প্রত্যাহার করিবেন।

বিনা লাইসেন্সে আফিং আসামী গ্রেপ্তার

সেখ করিমবক্স নামক এক জন লোক বিনা লাইসেন্সে ৫ সের আফিং লইয়া এলাহাবাদ হইতে কলিকাতার দিকে আসিতেছিল। নৈহাটিতে সে ধরা পড়ে। তাহাকে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে। তাহার প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভাঙ্গনে নূতন সেতু

[illegible] সংক্রান্ত সচিব [illegible] টেমস নদীর উপর দিয়া এ সেতু ও [illegible] রাস্তার পথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। লণ্ডন [illegible] ব্রীজ তাহা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] এই ব্রীজের [illegible] নূতন রেলপথে [illegible] ফলে [illegible] খরচ [illegible] ব্যয় [illegible] বাড়িবে ৭,৫০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

ভদ্রসন্তানের হলচালনা

গত ১১ই শ্রাবণ শুক্রবার জয়দিয়া রামচন্দ্রপুর, কোটচাঁদপুর, জগন্নাথপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহের ভদ্রসন্তান হলচালনা করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামে ভদ্রসন্তানগণ হলচালনা করিতেছেন এবং অনেকেই হাল যোগাড় করিতেছেন।

জি, আই, পি, রেলপথ শ্রমিক-সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রমিক-সঙ্ঘ স্বীকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য জি, আই, পি, রেলপথের এজেন্ট রেলপথ শ্রমিক সঙ্ঘের একটী প্রতিনিধি সঙ্ঘের সহিত সাক্ষাৎ করেন, শ্রীযুক্ত জাবওয়ালা, মিঃ গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত যোগলেকরও ঐ সঙ্ঘে ছিলেন। সাধারণ সর্ত্তগুলি উভয় পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন।

দিল্লীর ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট

স্বামী রামানন্দের নেতৃত্বে দিল্লীর ২ হাজার ধাঙ্গড় স্থানীয় ডেপুটী কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। তাঁহার সহিত স্বামীজীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। সেই আলাপ প্রসঙ্গে ধাঙ্গড়রা সম্প্রতি যে আবেদনপত্র পেশ করিয়াছে, তাহাতে বর্ণিত বিষয়গুলি স্বামীজী ডেপুটি কমিশনারকে বুঝাইয়া দেন। ডেপুটি কমিশনার বিশেষ মনোযোগের সহিত ধাঙ্গড়দিগের অভাব অভিযোগের কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছেন।

বারাণসী বিশ্ব-বিদ্যালয়

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গত ৩১শে জুলাই, ছাত্রগণের নিকট হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতাদান করেন। তিনি বলেন, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড অথবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোনও অংশে হীন নহে। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] পারে। [illegible] বিদেশী [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৩।

ভক্তিপথে

স্বজনার্থ্যের দস্যুতা

একে ত' আমাদের মহাপ্রমাদে, অনাদিতে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে কিছুতেই বিশ্বাস হইতে চাহে না, যদি বা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে এক আধটুকু শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাও আবার প্রথম প্রথম এত কোমল অবস্থায় থাকে যে, সে অবস্থায় সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে না থাকিলে রক্ষা হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। আবার যেই সাধুসঙ্গ করিতে গেলেই যত বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। "সাধুপাদপদ্মের শরণে পাছে আমাদের হাতছাড়া হইয়া যায়, আর তাহাকে ভোগ করিবার সুবিধা না পাই"—এই ভাবনায় অস্থির হইয়া আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী—যেখানে যত পরিচিত লোক আছে, সকলেরই একটা প্রবল জেদ হইয়া পড়ে আমাদিগকে সাধুপাদপদ্ম হইতে ফিরাইয়া আনিবার। স্বজনাখ্য সেই সকল হিরণ্যকশিপুর দল আমাদিগকে সাধুসঙ্গবিহীন করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়া থাকে, কেহ বা আমাদের প্রতি তাহার কত ভালবাসা—আমাদের বহু বা ভোগ্যভাববশত তাহার কিরূপ মানসিক যাতনা উপস্থিত, তাহা দেখাইবার জন্য আমাদের সম্মুখে বসিয়া শিরে করাঘাত, হাহুতাশ, বিলাপাদি এমন কি আত্মহত্যার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়া আমাদের চিত্তকে চঞ্চল বা দুর্ব্বল করিয়া দিবার চেষ্টা করে, জন-বল থাকিলে কেহ বা পাশবিক বল প্রয়োগ করে, অর্থবল থাকিলে কেহ বা পুলিশের লোক আনিয়া, আবার কেহ বা সুন্দরী রমণী দিয়া মন ভুলাইয়া ইত্যাদি কত না কত প্রকারে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার চেষ্টা করে। পুত্র এমনই পিতা মাতার নিকট হইতে বহুদূরে থাকিয়া তাঁহাদেরই ভোগের জন্য লেখাপড়া শিখুক, কি চাকরী বাকরী করুক কিম্বা অসৎসঙ্গে পড়িয়া জাহান্নামে যাউক, তাহাতে তাঁহাদের পুত্র-বাৎসল্যে কোন আঘাত লাগে না—সন্তান দূরে থাকিবার জন্য পিতা মাতার এমন কিছু বিরহ উপস্থিত হয় না, যাহাতে করিয়া তাঁহাদিগের আত্মহত্যারই প্রয়োজন হইয়া পড়ে, সামান্য বিরহ যাহা হয়, তাহা পুত্রের নিকট হইতে কিছু টাকা কড়ি পাইলেই বা চিঠিপত্র পাইলেই দূর হয়, কিন্তু পিতামাতা যেমন শুনিলেন, সন্তান কোন সাধুর নিকট যাতায়াত করিতেছে, কি দু' একখানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতেছে, অমনিই যেন তাঁহাদের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে—সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—সন্তান সাধু হইবে, তাঁহারা আর তাহাকে 'আমার' বলিয়া ভোগ করিতে পারিবেন না—এই দুঃখে অন্নজল ত্যাগ করিয়া তাঁহারা একেবারে পাগলের মত হন, পুত্রশোকও বুঝি তাঁহাদিগের হৃদয়কে এত অধিক পীড়িত করে নাই। কি ভয়ঙ্কর কলি-প্রভাব!!

মানুষ যাহাদিগকে আপন বলিয়া অভিমান করে, তাহাদিগের আত্মোন্নতি দর্শনে কোথায় তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে—নিজেরও আত্ম-মঙ্গল লাভের স্পৃহা বলবতী হইবে, তাহা না হইয়া কি উপায়ে তাহাদের আত্মবিনাশ করিবার সুবিধা হইবে—আর নিজেও কিরূপে মাৎসর্য্য-চণ্ডালীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র নরকে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবে, তাহার জন্যই ব্যস্ত হয়। সাধু-সঙ্গলাভের পূর্ব্বেও যে আমি ছিলাম, এখনও ত' সেই আমিই আছি, কিন্তু আমার স্বজনগণ সর্ব্বদাই ভাবে আমি তাঁহাদের ভালবাসা অস্বীকার করি—এই ভয়েই আকুল। ইহাই কি ভালবাসার পরিচয়? 'অন্যের সুখ হউক বা না হউক, আমার তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই, আমার সুখ হইলেই যথেষ্ট'—ইহার নামই কি আত্মীয়তা? পুত্র সাধুসঙ্গ চায়, কৃষ্ণসেবা করিতে চায়, কিন্তু মাতাপিতার কি কর্ত্তব্য সেই পুত্রকে সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত করা? ইহাই না কি সন্তান-বাৎসল্য বা সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা? কাহাকেও সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত করা কি সাধুকে—সুতরাং ভগবান্‌কেই অবমাননা করা নহে? নাস্তিক-গুলি না হয় প্রকাশ্যেই 'ভগবান্ মানি না' বলিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করে, কিন্তু অন্যের হরিসেবায় বিঘ্নোৎপাদন কি তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ নহে? যাহারা ভালবাসার নাম করিয়া আমাদিগকে সাধুসঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে দিতে চাহে না, তাহারা আপাতত বিচারে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ পরমাত্মীয় হইলেও পরম শত্রু বলিয়াই জানিতে হইবে, কেন না তাহারা কৃষ্ণ-বিরোধী। ভক্ত ও ভগবদ্বিরোধী সেই হিরণ্যকশিপুদের হস্ত হইতে যতশীঘ্র ত্রাণ নিষ্কৃতি করা যায়, ততই মঙ্গল—বিলম্বে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

'আমি দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই সাধুসঙ্গ করিব'—এই দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিলে ভগবান্ অবশ্যই সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দিবেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিবার জন্যই যুগে যুগে ভগবানের অবতার। আমরা শিষ্ট হইবার ইচ্ছা করিলে ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদিগকে পালন করিবেন। 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' অর্থাৎ ভগবান্ আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাসে আকুলভাবে ভগবৎপাদপদ্মে আমাদের সৎসঙ্গাকাঙ্ক্ষা জানাইলে ভগবান্ অবশ্যই কৃপা করিয়া আমাদিগকে সাধুসঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। বহির্ম্মুখ দল ছাড়িয়া সাধুসমীপে আসিতে গেলে বহির্ম্মুখগণ অবশ্য নানা বিঘ্ন-উৎপাদন করিবে, তখন ভক্তিবিঘ্নবিনাশন—হিরণ্যকশিপুবক্ষবিদারণ—শরণাগত পালন—ভক্তৈকরক্ষক—প্রহ্লাদেশ শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্মস্মরণই আমাদের একমাত্র উপায়। সামান্য বিঘ্নদর্শনে কাতর না হইয়া একটু ধৈর্য্য-সহকারে শ্রীনৃসিংহ-দেবকে ডাকিতে পারিলে আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না।

সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছিল, 'নিজের গায়ের জোরে বা তপস্যাদির জোরে বিষ্ণুকে পরাস্ত করিব—বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে নানা ক্লেশ দিয়া মারিয়া ফেলিব,' কিন্তু তাহা কি আর হয়? অজিত ভগবান্‌কে জয় করা কি বিষ্ণুবিরোধী অসুরের কর্ম্ম? বিষ্ণুভক্তই ত' একমাত্র সেই অজিতকে জয় করিতে সমর্থ। সুতরাং বিষ্ণু-বিজয়ী ভক্ত বা বৈষ্ণব, হিরণ্যকশিপুর অবধ্য। বিষ্ণুচক্র সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের অনিষ্ট করিতে গিয়া যেমন নিজেই বিনষ্ট হইয়াছিল, ভক্তের প্রাণে আঘাত দিয়া তাহার বিষ্ণু-সেবায় বিঘ্ন জন্মাইতে গেলেও অভক্তকুল সেইরূপ বিনাশলাভ করিবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভগবচ্চরণে প্রপত্তিলাভের জন্য যাহার প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিয়াছে, তাহাকে কি আর সামান্য কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বল—জনবল—পুলিশ-বল—মাতৃপিতৃভ্রাতৃ-স্নেহ-বল—আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-বল—সমাজ বল—দেশ-বল—জড়াবস্থাবল ধরিয়া রাখিতে পারে? শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে ছুটিয়া যাইবার জন্য গৃহ হইতে পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পিতা লোকজন দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহার পিতাকে কহিয়াছিলেন—"পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।" তাহাতে পিতা গোবর্দ্ধনদাস বলিয়াছিলেন—

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে
রাখিতে পারে?"

সুতরাং ভগবদ্ভক্তের অপ্রতিহতা গতিকে রোধ করার সামর্থ্য সামান্য মর্ত্ত্য-মানবের কথা দূরে থাকুক, অমর্ত্ত্য দেবতাগণেরও নাই—এমন কি সাক্ষাৎ ভগবান্‌ও ভক্তের নিকট হার মানিয়া ভক্তেরই বশীভূত হইয়া পড়েন।

বৈষ্ণব ঠাকুর—

"পতিতপাবন"

অপবিত্র জায়গায় প'ড়ে যাঁর পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে, এরূপ ব্যক্তিকে সে স্থান থেকে তুলে যিনি পবিত্র ভূমিতে লয়ে যান ও তাঁকে পবিত্র করেন, তিনিই পতিতপাবন। পুরীষের কীট যেরূপ অপবিত্র বিষ্ঠাগর্ত্তে প'ড়ে থাকে এবং তাহাও নিত্যই, আমরা ত' সেরূপ অপবিত্র স্থানে নাই এবং আমরা পবিত্রই আছি—হঠাৎ একথাটা না ব'লে যদি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করি "আমরা যেখানে আছি, সে স্থানটা কিরূপ? এখানে এসে আমাদের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে কি না? এ স্থান ছাড়া আরও পবিত্র দেশ আছে কি না? সেই পবিত্র জগতে কেহ লয়ে গিয়ে পবিত্র ক'রে দিতে পারেন কি না?" তদুত্তরে তিনি বলেন, 'শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটী কথা সকলেই জানেন, এমন কি মেয়ে ছেলেতেও জানে। তাহা এই—"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" এই কথাটী আলোচনা করলেই সব প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে পড়বে। দেখা যায়, আমরা এখন গোলোকে নাই, অন্যত্র আছি। যিনি গোলোকে আছেন, তিনিই স্বরূপে অবস্থিত ও পবিত্র কিন্তু আমরা এখন গোলোকে নাই ব'লে অপবিত্র স্থানে, বিরূপে ও অপবিত্রতা-পূর্ণ হয়ে আছি। দেখা যায়, প্রত্যেক আসল জিনিষেরই একটী ছায়া আছে। 'গোলোক' একটী আসল জগৎ। আমরা এখন যেখানে আছি, সে স্থানটী আদর্শ জগৎ গোলোকের ছায়া-জগৎ—জড়জগৎ বা মায়িকজগৎ; এটী আসল স্থান নয় ব'লে ইহা অপবিত্র এবং আমরা হেয় জগতে এসে পড়েছি সেইজন্য আমাদের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। এখন দেখা যাক্ আমরা গোলোক থেকে কত-নীচে প'ড়ে আছি। এই ব্রহ্মাণ্ড বা মায়িকজগতের পর বিরজা নদী, তারপর ব্রহ্মলোক, তাহার উপর পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ এবং সকলের উপরে গোলোক। আমাদের নিত্য বাসস্থান গোলোক থেকে

আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে পতিত হয়েছি। এখানে এসে অপবিত্র বস্তুতে ডুবে গেছি। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় দৈন্য ক'রে আমাদের শিক্ষার জন্য বলেছেন "দেবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া প্রেম-ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া"। আমাদের যত প্রকারের বৃত্তি আছে, সবই হেয় মায়িক বস্তুতে পতিত হয়েছে অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর দর্শন-শক্তি আছে, তাহা জাগতিকরূপ দেখবার জন্য ব্যস্ত, কর্ণের শ্রবণ করবার বৃত্তি ভূতাকাশের নানা-প্রকার শব্দ শুনবার জন্য নিযুক্ত, নাসিকার ঘ্রাণ-শক্তি হেয় গন্ধে মুগ্ধ, জিহ্বা মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় এই ছয় প্রকার জড় রসে আকৃষ্ট, ত্বক সবচেয়ে ঘৃণিত বস্তু স্পর্শ করবার জন্য—আলিঙ্গন করবার জন্য ধাবিত, মন—নানারকমের অসদ্বস্তু পাবার জন্য, অনিত্য দ্রব্য চিন্তা করবার জন্য চঞ্চল ও উন্মত্ত, বাক্য অন্যাভিলাষের বশে দ্যূত ক্রীড়ার কথা, মদ্য, গঞ্জিকা প্রভৃতি পানীয় দ্রব্যের কথা, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গের কথা, জীব হিংসার কথা, জাল জুয়োচুরি করে অর্থসংগ্রহের কথা বল্‌বার জন্য ব্যস্ত, আবার কখনও পুণ্যবানের সঙ্গে পুণ্য কার্য্যের কথা, যোগীর সঙ্গে যোগের কথা, জ্ঞানীর সঙ্গে সর্ব্বনাশের (সেব্য, সেবক ও সেবা ত্রিপুটী বিনাশের) কথা বল্‌বার জন্য নিযুক্ত। আমাদের উৎসাহ আছে তাহা কখনও পাপকার্য্যে, কখনও পুণ্য কার্য্যে, কখনও যোগী হবার জন্য, কখনও সিদ্ধি লাভের জন্য, কখনও জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য নিযুক্ত করেছি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, যোগ প্রভৃতির চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় ক'রে জেনেছি, বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হ'তে কিছুতেই উঠব না এইপ্রকার ধৈর্য্য বা দৃঢ়তা অবলম্বন করেছি, কখনও পাপীর, কখনও পুণ্যবানের, কখনও যোগীর, কখনও জ্ঞানীর, কখনও মিছা-ভক্তের অনুসরণ করা, বা কখনও চক্রবিপ্র ন্যায় বৈষ্ণবের অনুকরণ করাকেই তত্তৎ-কর্ম্ম প্রবর্ত্তন বলে জানি, সাধুসঙ্গ ত্যাগ করাই সঙ্গ-ত্যাগের উদ্দেশ্য ব'লে বুঝি, এমন কি অবৈধ উপায়ে অর্থসংগ্রহ ক'রে জীবন-যাপন করাই সাধুবৃত্তি বলে মনে করি। এইরূপে আমরা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হ'য়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নপ্রকার বিষয়ের সেবা করছি,—বিষয়বিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরে অপবিত্র হয়েছি। তাই বলি এর চেয়ে পতন আর কি হ'তে পারে? এমন স্থানে পড়েছি যে সিঁড়ি বেঁধে উঠতে পারা যায় না, এত ময়লা লেগে গেছে, এত মলিন হয়ে পড়েছি যে জলে ধুলেও সে ময়লা যায় না, পবিত্র হইনা। এই বিষয়-কূপ থেকে তুলে পবিত্র করবার ক্ষমতা জগতে আর কাহারও নাই—আছে কেবল একমাত্র বৈষ্ণবঠাকুরের। তিনি আমাদের হাতে ধ'রে ব্রহ্মাণ্ড, বিরজানদী, ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে পরব্যোমে লয়ে যান, পরে তারও উপরে পরমপবিত্র গোলোকধামে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষের সুশীতলছায়ায় আশ্রয় দেন এবং আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত ক'রে পবিত্র করে দেন,—সেইজন্য বৈষ্ণব ঠাকুর—পতিত পাবন।

জীবে-দয়া

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আজকাল 'জীবে-দয়া'—এই শব্দটী ভোগ-প্রবণ কর্ম্মী-সমাজে প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হইতে দেখা যায়—এবং কর্ম্মী-সমাজ তাঁহাদের ঐ প্রকার মনঃকল্পিত আদর্শ প্রচার-কল্পে নানা প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়েন, যথা—বন্যা-পীড়িতের সাহায্য, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ, ব্যাধিগ্রস্তের চিকিৎসা ও সুপথ্য প্রদান প্রভৃতি। কর্ম্মী-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন—মহাপ্রভুও জীবে-দয়া করিতে বলিয়াছেন, এবং আমরাও যখন জীবে-দয়া করিতেছি, তখন আমরাও তাঁহার অনুগত।

শ্রীচৈতন্যদেবের দাসানুদাস-সূত্রে আমরা তাঁহার প্রচারিত জীবে-দয়ার আদর্শ যাহা দর্শন করি, তাহা কিন্তু কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত 'জীবে-দয়ার' আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দয়া দুই প্রকার—একটী মন্দোদয় দয়া, অপরটি অমন্দোদয় দয়া। মন্দোদয় দয়া-ধর্ম্ম যিনি যাজন করেন, তিনি দেহেতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তাধিকারে পতিত হওয়ায় যাহাকে দয়া করেন, তাঁহারও তাহার দেহ ও মনের প্রতি সাময়িক বা নৈমিত্তিক দয়া মাত্র। মন্দোদয় দয়ার দাতা স্বয়ং জড়াভিনিবিষ্ট, মায়াকবলিত এবং অভাবগ্রস্ত, সুতরাং অভাবগ্রস্তের দয়া, জড়াভিনিবিষ্টের দয়া ও মায়া-সেবকের দয়াও অভাবপূর্ণ, জড় ও মায়াযুক্ত, সেই জন্য ঐ শ্রেণীর দাতার নিকট হইতে দয়া-প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও পুনরায় বিভিন্ন প্রকারের অভাবগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। অপূর্ণ বস্তুর দয়াও অপূর্ণ, তাই শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥"

অর্থাৎ আগে নিজে অভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া—তবে অপরের অভাব-মোচন করিতে যত্ন কর। নিজে অভাবগ্রস্ত থাকিলে অপরের অভাব দূর করা যায় না।

একমাত্র পূর্ণ-বস্তুর সেবা করিলেই সকল অভাব দূর হয়, পূর্ণ বস্তুর সেবা দ্বারা পূর্ণ বস্তুকে আত্মসাৎ করিতে পারা যায়,—অজিতকে জয় করিতে পারা যায়। যাঁহারা পূর্ণ বস্তুকে আত্মসাৎ করিতে পারেন, কেবল মাত্র তাঁহারাই পূর্ণ বস্তুকে দান করিতে পারেন এবং সেই পূর্ণ বস্তু যাঁহারা দান-রূপে গ্রহণ (অর্থাৎ সেবা) করেন, তাঁহারাও চিরকালের জন্য অভাবমুক্ত হইয়া পূর্ণ বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রুতি গাহিয়াছেন :—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ওঁ॥"

শ্রীচৈতন্যদেবই পূর্ণ চেতন বস্তু, সেই পূর্ণ চিৎবস্তুর যিনি নিরন্তর সেবা করেন, তিনি অণুচিৎ বস্তু যে জীব, তাঁহাকে দয়া করিতে পারেন; তিনি মায়াকবলিত সুপ্ত-জীবকে "উত্তিষ্ঠত-জাগ্রত প্রাপ্য-বরান্নিবোধত" এই শ্রুতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, আর কীর্ত্তন করেন "তুমি অমৃতের পুত্র, তুমি নিত্যানন্দ-সেবক, তুমি বিভুচিৎ-বস্তুর অণুচিৎ অংশ, মৃত্যু তোমার স্বরূপে নাই, জড়ানন্দের ভোগাকাঙ্ক্ষা তোমার কখনও স্পৃহনীয় বস্তু হইতে পারে না" সুপ্ত-চেতন মায়াবদ্ধ জীবের কর্ণে যিনি স্বীয় স্বভাব-সুলভ মহাবদান্যতাগুণে এই অবঞ্চনাময়ী নিরস্ত-কুহক বাস্তব-সত্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা কীর্ত্তন করেন, তিনিই এক মাত্র সর্ব্বারাধ্য দাতা-শিরোমণি 'শ্রীগুরু-দেব'।

শ্রীগুরুদেব সেই পূর্ণ চেতন বস্তু শ্রীচৈতন্যদেবের নিরন্তর বিশ্রম্ভ সেবক-সূত্রে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াও অণুচিৎ জীবকে পূর্ণ চিৎ বা বিভুচিৎ বস্তুর অনুসন্ধানরূপ ভজন-শিক্ষা দিয়া জীবে-দয়ার চরম-আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, আর যাঁহারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কায়মনবাক্যে তাঁহার আদেশ পালন করিতেছেন 'অমানি মানদ' বাক্যের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব তাঁহাদিগকে তাঁহারই আসনে বসাইয়া আজ্ঞা করিতেছেন—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই দেশ॥"

ইহাই জীবে দয়ার বা অমন্দোদয় দয়ার বাস্তব-স্বরূপ। অতএব যাঁহারা সত্য সত্য জীবে দয়া করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট আমার সানুনয় বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রৌতপন্থানুবর্ত্তী আত্মবিৎ এবং শুদ্ধতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক জড়ানন্দ-ভোগাকাঙ্ক্ষারূপ অভাব হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া শ্রীগুরু-মুখ-পদ্ম-বিগলিত, একমাত্র মুক্ত-কুলের উপা[স্য] শ্রীবৈকুণ্ঠ নাম বা শব্দ-ব্রহ্ম সেবোন্মু[খ] জিহ্বার দ্বারা নিরন্তর বিপ্রলম্ভ-র[সে] রসিক হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সে[ই] নামাভিন্ন বিগ্রহ নামীকে হৃদয়ে আত্মসা[ৎ] করিয়া আপনারাও দাতা-শিরোমণি হউ[ন]; পূর্ণ চেতন বস্তুকে দান করুন, জীবে[র] শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা-শিক্ষা দিউন, তখন "জন্ম সার্থক করি" পর-উপকার ক[রা] হইবে, সত্য সত্য জীবে দয়া করা হইবে। অতএব—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

স্বরূপ-বিভ্রম

(শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী)

কোন একসময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শাপভ্রষ্ট হইয়া শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার কতকগুলি শাবক জন্মিল। তিনি তখন ঐ শূকর-দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাঁহার শাবকগুলির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিষ্ঠাদি ভোজনের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন, কর্দ্দমাক্ত স্থানে বাস করিয়া নিদ্রা যাইতেন ও তাঁহার শূকরীর সহবাসেই কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন এইরূপে জীবন যাপন তখন তাঁহা[র] কাছে পরম আদরের হইয়াছিল, তিনি আর তখন সেই স্বর্গের ইন্দ্রত্ব কামনা করিতেন না, বা নন্দনকাননজাত পারিজাত লাভের আশা করিতেন না, তখন আর স্বর্গের সুন্দরী রমণীগণ তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না। তাঁহার আকর্ষণের বস্তু তখন ঐ শূকরী ও তাহার গর্ভজাত সন্তানগুলি, এ[ই] ভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। শাপমোচনের সময় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার নিকট উপস্থি[ত] হইয়া দেখিলেন, যে ইন্দ্র একদি[ন] স্বর্গের দেবতাবৃন্দের অধিপতি অভিমান করিয়া ছিলেন, শচীরাণী যাঁহার এক মাত্র প্রিয়তমা ছিলেন, সর্ব্বদা যি[নি] রাজার ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে ব্যস্ত থাকিয়া তৃপ্ত হইতেন না, সেই দেবরাজ ইন্দ্র কিনা আজ শূকরীর সহবাসে বিষ্ঠাদি ভোজনে এবং বনে জঙ্গলে বাস করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত, তাঁহার আর পূর্ব্ব স্মৃতি নাই, এখন বর্ত্তমানে মজিয়া আছেন। শাবকের উপর তাঁহার এত আসক্তি যে, ব্রহ্মা তাঁহার কাছে যাইতে না যাইতেই তিনি অত্যন্ত ক্রু[দ্ধ]

হইয়া ব্রহ্মাকেই আক্রমণ করিতে আসিলেন, ব্রহ্মা তখন ভাবিলেন 'ইহার আসক্তির বস্তুগুলি সমস্তই নষ্ট করিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি এক একটী করিয়া শাবকগুলিকে আছড়াইয়া মারিতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্র সেই শূকরীকেও মারিয়া ফেলিলেন। মোহের বস্তু সকল একে একে চক্ষের অন্তরাল হইলে শূকর-দেহে অবস্থিত ইন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন যে, যাহাদের আমি পরম আত্মীয় মনে করিয়া এতদিন মজিয়া ছিলাম, এমন কি আমার নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়াও যাহাদের মঙ্গল কামনা করিতাম, তাহারা সকলেই আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, আমার জন্য কেহই ত' রহিল না? তবে তাহারাই বা আমার কে? আমিই বা কে? কেন আমি তাহাদের ক্ষণিকের মোহে আকৃষ্ট হইয়া নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিলাম? তাহারা তো আমার জন্য কিছুই করিল না, বরং আমাকেই তাহাদের জন্য শোক ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া গেল! তখন ব্রহ্মা তাহাকে উপদেশ করিতে লাগিলেন যে, "হে ইন্দ্র! তুমি শূকর নও, আর তুমি যাদের ভাল-বেসেছ, তারা তোমার কেউ নয়, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার জন্য স্বর্গের সিংহাসন, সেখানে দেবতার অধিপতি হ'য়ে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ ক'রবে, তুমি শাপভ্রষ্ট হয়ে এইরূপ অনিত্য শূকর দেহ লাভ ক'রে কিছু দিন কষ্ট ভোগ ক'রেছ মাত্র, আজ তোমার দুঃখের পরিসমাপ্তি", তখন ইন্দ্র স্বরূপের কথা জানতে পেরে ব্রহ্মার পাদপদ্মে লুটিয়া পড়িলেন ও বলিলেন; "ঠাকুর! আমি না বুঝতে পেরে আপনাকে আক্রমণ ক'রেছিলাম, শূকর-দেহে আত্মবুদ্ধি হওয়ায় আমি আমার নিজের স্বরূপও বুঝ্‌তে পারি নাই এবং আপনাকেও চিনতে পারি নাই, তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমি অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা করুন"। তখন ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন যে, "হে ইন্দ্র এ অবস্থা শুধু তোমার নয়, বহু জীব এরূপ ভগবান্‌কে ভুলিয়া এই মায়ার সংসারে আসিয়া মায়িক আবরণে আবৃত থাকিয়া বহু অভিমান করিতেছে। কেহ বলে আমি ব্রাহ্মণ, কেহ বলে আমি শূদ্র, কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান কি ইংরাজ, অপর কেহ বলে, আমি মানুষ, কেহ বলে পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গাদি, এইরূপে জড় অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা স্বর্গ নরক ভোগ করিতেছে এবং আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপ এবং দুঃখ, ভয়, ও শোকের দ্বারা অনবরত জর্জ্জরিত হইয়াও ঐরূপ মায়ার দাসত্বে নিজদিগকে বদ্ধ মনে করিতেছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বরূপ যে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণসেবাই যে তাহাদের একমাত্র নিত্য কর্ত্তব্য, তাহা জানে না। তাই তুমি যেরূপ আজ আমাকে আক্রমণ ক'রতে এসেছিলে, তাহারাও সেইরূপ সাধুগণ যখন আহাদের আত্মীয় মনে ক'রে স্বরূপের কথা জানিয়ে নিত্য মঙ্গল ক'রতে চান, এইরূপ ত্রিতাপের হাত হইতে রক্ষা ক'রে নিত্যানন্দ লাভ করাতে চান, তখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করলেও অবজ্ঞা বা নিন্দাবাদাদি করে থাকে, কারণ তাহারা অবোধ, জানে না যে সাধুই একমাত্র জীবের বন্ধু, আর যাদের এখন আমার বন্ধু বলে মনে করছি, তারা আমার বন্ধু নহে, এমন কি শত্রু হ'য়ে আমার স্বরূপ ভুলিয়ে মায়ায় আবদ্ধ করে দিতে চায়। তাই বলি সুধী পাঠক-গণ আপনারা স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য তৎপর হউন; আর সময় নাই।

ডঙ্ক

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

একদা কোন বড় লোকের গৃহে, এক সর্পদক্ষ ডঙ্ক বিবিধ প্রকারে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। দৈবগতিকে শ্রীহরিদাস ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ডঙ্কনৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। মন্ত্র বলে মনুষ্য-শরীরে নাগরাজ অধিষ্ঠিত হইয়া পরম কুতূহলে নৃত্য করেন। কালিদহে কৃষ্ণ যে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই গীত কারুণ্য-মিশ্রিত উচ্চৈঃস্বরে গান হইতে থাকিল। শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিজ প্রভুর মহিমা শ্রবণ করিয়া একে-বারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি দেহে শ্বাস আছে বলিয়াও মনে হয় না। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া হুঙ্কার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর হরিদাসের আবেশ দর্শনে ডঙ্ক ভীত হইয়া এক পাশে রহিলেন। অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার-সকল মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রীহরিদাসঠাকুরের দেহে প্রকাশিত। দর্শকবৃন্দ আনন্দ পাইয়া তাঁহার চরণ যে যে স্থলে পড়িতেছে, সেই সেই স্থল হইতে ধূলি তুলিয়া অঙ্গে মুক্ষণ করিতেছেন।

জটিলা, কুটিলা, সবখানেই ব্যতিরেক ভাবে বিরাজিত থাকিয়া কৃষ্ণ-কারুণ্য-মহিমা প্রচার করে। এখানেও এক বামুনের গাত্রদাহ উপস্থিত। শৌক্র ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া মনে করিতেছিল, "কী—? আমি বামুনের ছেলে বামুন, আমার চাপ্পান্ন পুরুষ বামুন, সকল মানুষের মাথায় আমরা পা রাখিয়া আসিতেছি, আর আমারই সম্মুখে আমার পায়ের ধূলা না লইয়া, বর্ব্বর মানুষগুলা, এই মুসলমান লোকটার পদধূলি চাটিতেছে? কি আশ্চর্য্য! যে কোন প্রকারেই হউক, আমার ন্যায্য প্রাপ্য বামনাই সম্মানটা আদায় করিতেই হইবে, নতুবা চৌদ্দপুরুষের নামটাই বুঝি আজ বিলুপ্ত হয়"। বামুন ঠাকুর মনে মনে ইত্যাকার কল্পনা জল্পনার পর প্রত্যুৎপন্নমতির সাহায্যে একটা যেমন তেমন বুদ্ধি পাকাইয়া ফেলিলেন। ভাবিলেন—"এই সমাজে অন্য কোন উপায় নাই, নাচিলেই সম্মান পাওয়া যাইবে।" অতঃপর ঢঙ্গ করিয়া ডঙ্কের নৃত্য-স্থলে এক আছাড় পড়িয়া আবেশের ভাণ করিতে লাগিলেন। অবশ্য আজকালের বাজারে এরূপ ঢঙ্গবিপ্রের আমদানী যথেষ্ট। ঢঙ্গবিপ্রের যেমনই আছাড় খাইয়া পড়া, ডঙ্কও অমনি স্তম্ভিত বেত্রদ্বারা খুব জোরে কষিয়া দক্ষিণ, বাম ঘাড় মুড় আদি অঙ্গে চাবুক লাগাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, আমরা যাহারা এই ভাবের ঢংবিপ্র সাজিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগকে ভ্যাং-চাইতেছি, তাহাদেরও চাবুক খাইতে হইবে। বেত্রাঘাতের চোটে বামুনঠাকুর বাপ বাপ বলিয়া দে দৌড় বাড়ী বরাবর। কৃত্রিম ভাব আর কতক্ষণ? চারি আনার ভাব একটু রৌদ্র লাগিলেই শুকাইয়া যায়।

ছোট বেলার এই রকমের একটা সত্য ঘটনার কথা মনে হইল। নাম ঠিকানা দেওয়াটা সজ্জন-সমাজ পছন্দ করেন না, তাই গল্পের আকারেই বলিতে হইল। পূর্ব্ববঙ্গের কোন গ্রামে একটী ঐ প্রকার সাজাসাধু ঢংবিপ্র ছিলেন। তিনি দশা পড়ায় খুব মজবুৎ। তাঁহার ত্রিনাথের প্রসাদ নামক গাঁজা তামাকে যথেষ্ট রুচি দেখা যাইত, আর দশার বহরটাও যেখানে মেয়ে মহলটা পুরাপুরী জমাট বাঁধিত সেই খানেই বাড়িয়া যাইত। ঢংবিপ্রটীর খুব নাম, খুব সম্মান। যেখানে যেখানে ভাড়াটিয়া-দের ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন সেখানেই ঢংবিপ্রের নিমন্ত্রণ, নতুবা উহুঁ, আহা, হরিবোল, হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বলিয়া গা ঝিকিমিকি দুইচারিটা লম্ফ ঝম্ফ না দিলে যে পাঠকীর্ত্তন জমাট বাঁধে না। একদিন কৌতুক করিয়া কয়েকটী স্কুলের ছাত্র অন্ধবিশ্বাসের আড়াল হইতে নিজেকে ও সকল দর্শককে নির্মুক্ত করণেচ্ছায় একখানি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার তথাকথিত ভাবগ্রস্ত দশাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অঙ্গে স্পর্শ করাইল। ওমনি "বাবারে, ম'লামরে, গেলামরে, কোন্ সর্ব্বনেশে ছেলে এমন কাজ করলো রে বাবা। তার সর্ব্বনাশ হউক, গির দাহ হইয়া যাউক, কুষ্ঠিকুষ্ঠ হউক" ইত্যাদি বলিয়া বেদম চীৎকার।

সেই দিন হইতে আর কাহারও বুঝিবার বাকী রহিল না যে, এটা একটা লোক ভুলানো কপট কাহিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের ফন্দী। অবশ্য ইহাদের পিপ্‌লাই ঠাকুরের উদাহরণটী সম্বল আছে।

ঠাকুর হরিদাসের নৃত্যে পদধূলি গ্রহণ, আর এ বামুন ঠাকুরকে নাচিতে ত' দিলেনই না, আরও বেত্রাঘাত, এবম্বিধ বৈষম্য ভাবদৃষ্টে কাহারও কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাই বিষ্ণুভক্ত নাগ নামক ডঙ্ককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন "তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে এ বড় রহস্য। যদ্যপি অকথ্য তবু কহিব অবশ্য॥ ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিয়া এ বামুন ঢং সাজিয়া আমার নৃত্য-সুখ-ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অতএব তাহারে বহু শাস্তি করিলাম। 'বড় লোক করি লোক জানুক আমারে। আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥ এসকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই। অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥' ঠাকুর হরিদাসের নৃত্যে কৃষ্ণ আপনি নাচেন, এই নৃত্য দর্শন করিলে সমস্ত বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হইয়া যায়, যে জীব তিলার্দ্ধ পরিমাণ কাল হরিদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন, তিনি অবশ্য অবশ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় প্রাপ্ত হন। এমন কি "ব্রহ্মা শিব হরিদাস-হেন ভক্ত-সঙ্গ। নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥" অতএব উত্তম উত্তম কুলে জন্ম পরিগ্রহ না করিলে নীচ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি কৃষ্ণভজনের যোগ্যতা নাই, তাহাদের আবার রক্তবিশুদ্ধির জন্য আরাধনার দ্বারা শ্রেষ্ঠ কুলে জন্ম লাভ করিয়া কৃষ্ণ ভজন-যোগ্যতা লাভ করিতে হয় ইত্যাদি প্রজল্প বাক্যাবলীর মূল্য যে অন্ধ কপর্দ্দকও নহে, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর দ্বারায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কি ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে অপরাধ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহা বলিয়াই অদ্য প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

জাতি-কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ-বাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি—হনুমান
এই মত হরিদাস নীচ-জাতি নাম॥
হরিদাস স্পর্শ-বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥

স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিঁড়ে সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মপাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন।
তাবে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
শত বর্ষে শত মুখে উঁহার মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি কহিবারে সীমা॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে তোমা সবা হৈতে।
উঁহার মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণধাম॥
এত বলি মৌন হইলেন নাগ-রাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন-সমাজ॥

নানা কথা

নবদ্বীপে জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

গত রবিবার (২৫ আগষ্ট) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় (বর্ত্তমান) সহর নবদ্বীপের বঙ্গ-বিবুধ-জননী সভার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভা হইতে তাঁহাকে "ন্যায়রত্ন" উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় নবদ্বীপের অতীত মহিমা সভার আরব্ধ মহৎ উদ্দেশ্য এবং ইহার ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক ইহার উচ্চ লক্ষ্য সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গঙ্গায় জল-বৃদ্ধি

গত প্রতিপদ দিবস হইতে গঙ্গার জল-বৃদ্ধি হইয়া আবার শ্রীচৈতন্যমঠের নীচে আসিয়াছে। গতবার অপেক্ষা এবার জল একটু বেশী বাড়িয়াছে যাত্রিগণ স্বরূপের ঘাট হইতে নৌকা-যোগে আসিয়া ধাম-দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

পিয়ারপুর খুনের মামলা

আসামীদের মুক্তিলাভ

কৃষ্ণনগর সবডিভিসন্যাল অফিসারের এজলাসে হযাব আলি, শিবুদাস ও যদু মুচি সীতানাথ বিশ্বাস নামে একজনকে খুন করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বিচারক আসামীদের সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি

পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক মৃত্যু তিথি উপলক্ষে গত সোমবার সন্ধ্যায় কলিকাতা এলবার্ট হলে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত লালত মোহন দাস, মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জি, ডাঃ মুরারী মোহন দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রেভারেণ্ড বি, এ, নাগ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসু, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় একটি সময়োচিত সঙ্গীত গীত হয়।

নৌকাডুবিতে বালকের মৃত্যু

গত শনিবার সাহাজাদপুর হইতে বহু স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা লইয়া একটি "গহনা" নৌকা উল্লাপুর রওনা হয়। সাহাজাদপুর হইতে ৮ মাইল দূরে গহনা নৌকাটী হঠাৎ ঘূর্ণস্রোতের মধ্যস্রোতে ডুবিয়া যায়। আর সকলকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু দুইটি বালক মারা যায়। একটি বালকের মৃতদেহ নৌকার ভিতর ৮ ঘণ্টা বাদে পাওয়া যায়। আর একটি বালকের এখনও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ খালি

বাঙ্গলা সরকার একটি ইস্তাহার বাহির করিয়া জানাইয়াছেন যে, সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বঙ্গীয় শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি পদ খালি হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রেসিডেন্সী জমিদার নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে তাঁহার স্থানে একজন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে বলা হইয়াছে। ২০শে আগষ্ট প্রার্থী মনোনয়ন হইবে। ২১শে আগষ্ট মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা হইবে।

ভারতে প্রস্তুত কাপড়

গত বর্ষে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ২৩৫৬৬০০,০০০ গজ কাপড় নির্ম্মিত হয়। আমদানি হয় ১৯৭৩ ৪০০ ০০০ গজ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ২২৫৮ ৭০০ ০০০ গজ কাপড় ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হয় ও আমদানি হয় ১৭৮৭ ৯০০০০০ গজ ভারতের ও ভারতের বাহিরের কলগুলিতে নির্ম্মিত কাপড়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ ১৩৬১১৫৬০০০ গজ।

সমুদ্র হইতে শক্তি সংগ্রহ

প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাইবার অনেক উপায় এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে। বাতাসের বেগকে কাজে লাগাইয়া উইণ্ডমিলের সাহায্যে ইউরোপ আমেরিকায় অনেক কাজ চালান হইয়া থাকে। এই বাতাসের শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া অনেক অসাধ্য সাধন তাঁহারা করিয়া থাকেন। বেগবান জলপ্রপাত, নদীস্রোত প্রভৃতি হইতেও শক্তি সংগ্রহ করিবার বিদ্যা মানুষ আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু এতদিন বাদে দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক মহাসমুদ্রকে বন্ধন করিয়া মানুষের ভৃত্য করিবার উপায় ঠিক করিয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার দ্বারা নামমাত্র ব্যয়ে মানুষ বৈদ্যুতিক শক্তি ও তাপ লাভ করিতে পারিবে। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের উপরের জলের তাপ সমুদ্রের তলদেশের তাপ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই তাপের পার্থক্যকে কাজে লাগাইয়া বৈজ্ঞানিকদ্বয় বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। —বাংলার কথা

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে মামলা

গত কল্য হাইকোর্টের বিচারপতি কেমিয়েড ও এস্ কে, ঘোষের আদালতে যখন বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের সভ্য প্রফুল্লশঙ্কর সেন এম, এ, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের হুকুমের বিরুদ্ধে স্বয়ং দরখাস্ত পেশ করেন, তখন বেশ হৈ চৈ পড়িয়া যায়। চীফ্-প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার হুকুম দিয়াছিলেন।

দরখাস্ত পেশ করিবার সময় সেন বলেন যে, তিনি হাওড়ার সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম উঠাইয়া লইবার জন্য বিচারপতিদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করেন।

বিচারপতি ক্যামিয়েড—আপনি উক্ত হুকুমের কোন সহি মোহরের নকল দাখিল করেন নাই।

সেন—আমি তাহা পাই নাই।

বিচারপতি ক্যামিয়েড—আপনি যে নথিপত্র আমাদের হাতে দিয়াছেন, তাহা আমরা পড়িতে পারিলাম না। আপনি টাইপে লিখিয়া আনিবেন।

সেন—দরখাস্ত আমার নিজ হাতে লিখা আমি টাইপে লিখা দরখাস্তই দাখিল করিব।

প্রফুল্ল সেন যে দরখাস্ত পেশ করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ একটা অনুসন্ধান কমিটীর সভাপতিরূপে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু উন্মাদ আইনের ধারানুযায়ী তিনি বলেন যে, তিনি উন্মাদ নহেন। অতএব ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম সম্পূর্ণ বে-আইনী।

বিচারপতিগণ সেনকে উক্ত হুকুমের সহি মোহরের নকল এবং ২ খানি টাইপ করা দরখাস্ত দাখিল করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিতে বলেন। —দৈঃ বসুমতী।

বার্দ্দোলী-প্রসঙ্গ

সত্যাগ্রহের অবসান

সরকার পক্ষের সর্ত্ত

সরকারপক্ষ হইতে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সত্যাগ্রহীর দল সম্মত হইয়াছেন। যথা:—(ক) নূতন বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে যে খাজনা নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই পরিমাণ খাজনা বার্দ্দোলীর জমদারগণ প্রদান করিবেন (খ) বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর হরিলাল দেশাইয়ের মারফতে মিঃ রামচন্দ্র ভাট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রস্তাব অনুসারে নূতন বন্দোবস্তের অতিরিক্ত খাজনার টাকা তিনি জমা দিবেন (গ) বার্দ্দোলী তালুকে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করা হইবে।

সর্দ্দার বল্লভ ভাইয়ের সর্ত্ত

পুণার গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সার চুণীলাল মেটার সঙ্গে সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া শ্রীযুক্ত বল্লভ ভাই প্যাটেলের আলোচনা হইয়াছিল। অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীও এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। সর্দ্দার বল্লভ ভাই তখন নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি উপস্থিত করেন। সরকার পক্ষ তাহা মানিয়া লইয়াছেন। যথা:—(১) সত্যাগ্রহী বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে (২) গবর্ণমেণ্টের দখলে এখন যে সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা জমি আছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রজাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৩) যে সমস্ত স্থলে প্রজার অত্যন্ত কষ্ট এবং গুরুতর অন্যায় বিচার দেখা গিয়াছে, সমস্ত স্থলে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে (৪) প্যাটেল ও তালাতীদিগকে পুনরায় কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে এবং যথারীতি আবেদন উপস্থিত করিলে তাহাদের ভৃত্যাদের জন্য লাইসেন্স দিতে হইবে (৫) বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা জমির বন্দোবস্ত সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে। রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী এই কার্য্যে সহায়তা করিবেন। তবে বিচার-বিভাগের কর্ম্মচারীর সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে শেষ মীমাংসা বলিয়া গৃহীত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে শ্রাবণ, শুক্রবার—১৩৩৮।

সাধুর কৃপা

কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ হইতে পৃথক্
নাম-বস্তু নহেন ; স্বয়ং কৃষ্ণই কথা বা
নাম-রূপে সাধুগণের জিহ্বাপ্রাঙ্গণে
অবতীর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। কৃষ্ণের
সিংহাসন সাধুর হৃদেশে, আর অভিন্ন-
কৃষ্ণ শ্রীকথার আসন সাধুর জিহ্বা-
প্রদেশ। সুতরাং কৃষ্ণসেবা পাইবার
একমাত্র উপায় সাধুমুখ-বিগলিত কৃষ্ণ-
কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ সেবা। কৃষ্ণ
যাহাকেও ধরা দিতে চাহেন না বলিয়া
শুনা যায়, কৃষ্ণকে তাঁহাদের হৃদেশে আবদ্ধ
করিয়া রাখিয়াছেন এবং জিহ্বা দ্বারা
কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে
তাঁহাদের হৃদয়স্থ সেই কৃষ্ণের সন্ধান
দিয়া বেড়াইতেছেন। ভাগ্যবান্ জীব
সাধুগণের সেই কথা শুনিয়া নিষ্কপটতঃ-
করণ হইয়াছেন, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান,
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি মালিন্য
যাহাদের হৃদয়াসন হইতে অপগত হইয়া
তাহা কৃষ্ণের বসিবার উপযোগী হইতেছে,
কৃষ্ণও সেখানে আসিয়া বসিতেছেন—তাঁহার
সৌভাগ্যের আর সীমা থাকিতেছে না—
ব্রহ্মাদি দুর্লভ এমন কি পরব্যোমাধি-
পতি শ্রীভগবান্ নারায়ণবক্ষবিলাসিনী
লক্ষ্মীদেবীরও বাঞ্ছিত শ্রীপাদপদ্ম
হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইতেছেন।
এর মত এত দয়া আর কে করিতে
পারে? কোথায় মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আর
কোথায় বিরজা ব্রহ্মলোক পরব্যোম ভেদ
করিয়া গোলোকবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্প-
তরু। দয়াময় সাধু শরণাগত জীবকে
একবারে সেই বৃক্ষমূলেই লইয়া গিয়া
আশ্রয় প্রদান করেন। সেই বৃক্ষমূলে
যাইবার পথে বিরজা পার হইবার সময়ই
জীবের মায়াবন্ধন শিথিল হইয়া যায়,
ব্রহ্মলোকের যে লোভনীয় ব্রহ্মসাযুজ্য
জীবের আত্মবিনাশ সাধন করে,
কৃপায় তাহাও জীবকে আর প্রলুব্ধ
করিতে পারে না, পরব্যোমের ঈশ্বর-
স্বরূপ কৈবল্য মুক্তির প্রাপ্তিও তাঁহার
আছে, এমন কি সার্ষ্টি-সারূপ্য-
সালোক্য-সামীপ্য এই চারিবিধ মুক্তি স্বয়ং
কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষা
করিলেও সাধুকৃপা-প্রভাবে তিনি সে
সকলের দিকে ফিরিয়াও চাহেন না—
পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী যেমন স্বীয় অঙ্গ
স্পর্শ করিয়া ত্রিভুবন পাবন করিতে করিতে
প্রবাহিতা থাকিতে সাগরের সহিত
মিলিতা হন, গোলোক-যাত্রী জীবও সেই-
রূপ মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরব্যোমবাসী
জীববৃন্দের পর্য্যন্ত মঙ্গল সাধন করিতে
করিতে নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতাব্ধি-
স্বরূপ—'রসো বৈ সঃ' গোপীজনবল্লভ
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্থিত-মধুপানরত ভক্তভৃঙ্গকুলের
সাধসানুসন্ধানাভিযানে তাঁহাদের সহিত
মিলিত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত
কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণানন্দ-
বিধান করেন। জীবের এত সৌভাগ্যের
একমাত্র হেতু ভগবজ্জন সাধুর অহৈতুকী
কৃপা।

সাধুমুখে শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণকথা-
শ্রবণই কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্তির মূল কারণ।
কৃষ্ণকথার সুষ্ঠু শ্রবণফলে জীবের হৃদয়
হইতে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার,
কুটিনাটি বা কপটতা (ধর্ম্ম অর্থ কাম
মোক্ষবাঞ্ছা) জীবহিংসা, লাভ, পূজা,
প্রতিষ্ঠাদি আবর্জ্জনা বিদূরিত হইয়া
তথায় কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে।
সেই প্রেমই জীবকে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনে
বাধ্য করেন, যেমন যে যাহাকে ভাল-
বাসে, সে তাহার গুণের কথা লোকের
কাছে না বলিয়া থাকিতে পারে না—ইহা
ভালবাসার একটা স্বভাবগত ধর্ম্ম, তেমন
কৃষ্ণকে যে একবার ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে,
সে আর কৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া
কিছুতেই থাকিতে পারিবে না, কৃষ্ণকীর্ত্তন-
বিরতি আদৌ কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক
নহে। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণগুণকীর্ত্তন একই
জিনিষ। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-
বৈশিষ্ট্য ও লীলা কথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন
বস্তু। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে প্রণিপাত-পরি-
প্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি সহকারে গুরুমুখনিঃসৃত
শুদ্ধনাম শ্রবণফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, সেই
শুদ্ধান্তঃকরণে রূপকথা শ্রবণফলে রূপের
উদয়যোগ্যতা লাভ হয় এবং ঐরূপ ক্রমে
গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার স্ফূর্ত্তি
সমগ্রভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহার
শ্রবণ সুষ্ঠুরূপে হয় না, অর্থাৎ যিনি সদ্
গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক গুরুমুখনিঃসৃত
শ্রৌতবাণী শ্রবণসৌভাগ্য লাভ করেন
নাই অথবা যিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য
কৃষ্ণকথা না শুনিয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির
জন্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার ভাণ করেন
অর্থাৎ কৃষ্ণকথার সেবা করিবার পরি-
বর্ত্তে কৃষ্ণকথাকে ভোগ করিবার জন্য
প্রবৃত্ত হন এবং কৃষ্ণকথার শ্রোতা বলিয়া
নিজকে প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহার
কীর্ত্তন-যোগ্যতা লাভ হয় না, তিনি কৃষ্ণ-
কথা বলিয়া কিছু কীর্ত্তন করিতে গেলেও
তাহা 'কৃষ্ণ'নামক কোন অসুরের কথাই
কীর্ত্তন হইয়া যায়, তাহা দ্বারা জীবের
কোন মঙ্গলই হয় না এবং সেই কীর্ত্তন
দ্বারা যে অসুরকে আহ্বান করা হয়,
সে আসিয়া শ্রোতার সহিত বক্তারই সর্ব্ব-
নাশ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ-সেবা
উদ্দেশ্য করিয়াই কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন
করিতে হইবে, অন্যথা 'কৃষ্ণ'নামক অসুরেরই
আরাধনা হইয়া যাইবে। অনেকে এই
বিষয়টী বুঝিতে না পারিয়া বলেন, "সাধুও
কৃষ্ণনাম করেন, অসাধুও তাহাই করেন,
সাধু ও অসাধুতে না হয় ভেদ থাকিতে
পারে, কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তিত নামের
মধ্যে ত' আর ভেদ থাকিতে পারে
না? শাস্ত্রব্যাখ্যোপজীবী, স্ত্রী-সঙ্গী,
মদ্যপ, লম্পট, জীবহিংসাপরায়ণ, মৎসর,
ভণ্ড প্রভৃতি—যে কোন ব্যক্তিই আসিয়া
কৃষ্ণকথা বলুক না কেন, তাহাই কৃষ্ণকথা।"
শাস্ত্র তাঁহাদিগকে তারস্বরে সাবধান
করিয়া বলিতেছেন—শিষ্যব্যবসায়ী, শ্রী
বিগ্রহব্যবসায়ী, ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা
দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, বিষ্ণুসেবাহীন
শূদ্রের পাচক, হরিনাম এবং বিদ্যাবিক্রয়ী,
সদ্গুরুপাদাশ্রয় না করিয়াই নিজে গুরু
সাজিয়া অশ্রৌতবাদ প্রচারকারী, শাস্ত্র-
সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-
বিৎ সাধুকে জ্ঞানী বলিয়া অনাদর পূর্ব্বক
কপট প্রেমচেষ্টা প্রদর্শনকারী, বৈষ্ণবে
জাতিবুদ্ধি, শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি,
বৈষ্ণব গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণব-
পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কলুষবিনাশী
শ্রীবিষ্ণুনামমন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি এবং
সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার
সহিত সমবুদ্ধিকারী—অর্থাৎ প্রাকৃতে
অপ্রাকৃতারোপকারী অবৈষ্ণবজন-মুখোদ্গীর্ণ
হরিকথা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায়—প্রাণ-
বিনাশী। হরিকথা—অমৃতই, তদ্বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই, কিন্তু অবৈষ্ণবের মুখ-নির্গত
হরিকথা বিষতুল্য, তাহা কখনও শ্রবণ
করিতে নাই। ভগবান্কে যে ভাল-
বাসিতে পারে না, সে হতভাগ্য ব্যক্তি
ভগবানের কথার কি জানিবে? সে
যেগুলি ভগবানের কথার আবরণে মায়ার
কথা, সেইগুলিকেই ভগবৎ-কথা নাম দিয়া
জীবকে বিপথে লইয়া যাইবে। অবৈষ্ণব
বা অভক্তের কীর্ত্তিত নাম—নাম-অপ-
রাধ। চুণ-গোলা খাইয়া যেমন দুধ
খাইয়াছি মনে করা বোকামি ও ভক্তি
ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই প্রকার
নামাপরাধকে 'নাম' বা 'অসাধু'কে সাধু
বলিতে গেলে লাভ ত' কিছুই হইবে না,
বরং নিজেরই সমূহ অমঙ্গল ডাকিয়া আনা
হইবে মাত্র। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতীর
কৃপাপ্রাপ্ত শুদ্ধভক্তগণই শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনে
অধিকারী হন, তাঁহারা মূলে কৃষ্ণসেবার
উদ্দেশ্য লইয়াই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, সুতরাং
তাঁহাদের, শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণগুণগাথাই
নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে।

অনেকে শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ
দূরীকরণাভিপ্রায়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্ত-
নের আয়োজন করেন, তাহাতে দেহ-

অদৃষ্ট মন্দ।

যাহা দেখা যায় না, তাহাই অদৃষ্ট ;
সেই অদৃষ্ট বা ভাগ্য জীবের স্বকৃত কর্ম্ম-
ফল মাত্র। প্রকৃতিবদ্ধজীব, কর্ম্ম না
করিয়া ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারে
না। আবার যে কোনও কর্ম্ম করা যায়,
সেই কর্ম্ম একটী ফল রাখিয়া যায়। যাহার
ফলে ঐ কর্ম্মফল ভোগ করিতে যাইয়া
পুনরায় কর্ম্মের আবাহন করিবার সুযোগ
হয়। সে সুযোগ আর কিছুই নয়—পূর্ব্ব-
কর্ম্ম-সম্পাদিত বর্ত্তমান শরীর-লাভ।
শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন
যে,—

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্
গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥

অর্থাৎ অজ্ঞানী লোকসকল ইন্দ্রিয়-
জনিত কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সম্পাদিত এই
শরীরে বর্ত্তমান হইয়া তাহাতে 'আমি কর্ত্তা'
বলিয়া অহঙ্কার করে।

জীব, পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবানের
বিভিন্নাংশ। স্বাংশ প্রকাশে অংশীর
অহং তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে থাকে, বিভিন্নাংশ
প্রকাশে সেই পারমেশ্বরী অহংতত্ত্ব থাকে না।
তাহাতে জীবের একটী খণ্ডিত অহংতা
উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশ-গত তত্ত্বস্বরূপ
জীবের দুইটী দশা মুক্তদশা ও বদ্ধদশা।
উভয় দশায় জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য।
মুক্তদশায় জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবদাশ্রিত
ও প্রকৃতি-সম্বন্ধ-শূন্য। বদ্ধদশায় জীব,
মনের ক্লান্তি অপনোদিত হইলেও কৃষ্ণ-
দাস জীবাত্মার কিছুমাত্র শান্তিলাভ হয়
না, যেহেতু কৃষ্ণদাস্যই কৃষ্ণদাসের স্বভাব,
সেই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই
শান্তি। যাবতীয় দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে
ত্যাগ করিয়া জীবের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ
সাধুর চরণাশ্রয় করিতে হইবে। তাহা
হইলে সাধু স্বয়ং শরণার্থীর সকল
অসুবিধা দূর করিয়া তাহার হৃদয়ে শুদ্ধ-
ভক্তিসিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি করিয়া দিবেন, তখনই
তাহার ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-
যোগ্যতা লাভ হইবে। সে কীর্ত্তন শ্রবণে
কৃষ্ণও প্রীতিলাভ করেন এবং জগজ্জীবেরও
তাহা শ্রবণে মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে।
মোটকথা—সাধুই জীবের সকল মঙ্গলের
মূল-বিধাতা—তিনিই কৃপা করিয়া জীবকে
কৃষ্ণসেবাধিকার দান করিতে পারেন।
আমারও সেই সাধুপাদপদ্মে এই মাত্র
প্রার্থনা—

কৃষ্ণ সে তোমার   কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল   কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

ণীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় ভাবনায় বহন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় অর্থাৎ অবিদ্যা-দ্বারা জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ জীব, প্রাকৃত অহঙ্কার বিমূঢ় স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ইন্দ্রিয়ের অধীনতা দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্য আমিই একা করি,— এই জ্ঞানে আমি কর্ত্তা এইরূপ মনে করে।

জড়ভোগায়তন শরীরে অহং বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব ভোগসুখাগমে সৌভাগ্যবান্ এবং ভোগ-বাধা ও ভোগাভাব রূপ দুঃখের উপস্থিতিতে আপনাকে ভাগ্যহীন বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু জীব ভাবিয়া দেখে না যে, সুখ ও দুঃখ তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় হইলেও উভয়কে ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এবং সেই ভোগকালে পুনরায় সুখ-দুঃখ-ফল-প্রসবকারী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপে কর্ম্মসিন্ধুতে মজ্জমান জীবের কর্ম্মসাগরের বেলাভূমিতে আগমনের সুযোগ হয় না।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া নিরুপায়ভাবে আমরা অনন্তকাল সংসারে উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। সংসারে সুখ-দুঃখ-ফল-ভোগে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও গত্যন্তর শূন্য বলিয়া পুনরায় তাহাই সেবন করিতে হইতেছে। নদীতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডগুলির মধ্যে প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন কোন একখণ্ড কাষ্ঠ কূলে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি সংসার প্রবাহে ভাসমান জীবকুলের মধ্যে কাহারও কোন সুকৃতি উদিত হইলে সেই ব্যক্তি মহৎপাদ-সেবা-প্রভাবে উত্তীর্ণ হন।

সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় মায়াপারপারে অবস্থিত মহাভাগবতের সঙ্গ। জীবের 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি থাকিলে এই মহা-সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হয়। সুকৃতি ভিন্ন পাপ-পুণ্যাত্মক কর্ম্মানুষ্ঠান নহে, কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণিত জীবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভক্ত ও ভগবানের সেবা উদ্দেশে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া। ঐরূপ সুকৃতি পুঞ্জীকৃত হইলে ফলস্বরূপ পরম-প্রয়োজন যে ভগবদ্ভক্তি, তাহার জন্মমূল সাধুসঙ্গ লাভ হয়।

জীব সু সৌভাগ্যক্রমে বৈকুণ্ঠ দূতের সঙ্গ লাভ করিয়াও মন্দ-ভাগ্য বশতঃ প্রাপ্ত মহানিধি হারাইয়া ফেলে। ইহার জ্বলন্ত উদাহরণের অভাব নাই,—

মহানর্থ সাগর নিমগ্ন জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য বিস্তীর্ণ প্রেমবন্যাকারে গৌরসুন্দর সমুদিত হইয়াছিলেন। সেই প্রেমামৃত বিহারী হংস সদৃশ সঙ্কুচডামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর জীবশিক্ষাভিনয় [illegible] শ্রবণ সাধারণ হইবে। সনাতন [illegible] বন্ধাবস্থা হইতে মুক্তি- [illegible] বৈশিষ্ট্যজন-

দেবের পাদপদ্মাশ্রয়—আনাইবার জন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন বিষয়ীর আকাঙ্ক্ষিত পরমোচ্চ পদবী মলবৎ ত্যাগ করিয়া সংসার-ত্যাগী দরবেশের সাজ লইয়াছেন। উদ্দেশ্য—কাশীতে শ্রীতপন মিশ্র-গৃহে বিরাজিত নিজপ্রভুর চরণান্তিকে গমন। অর্থলোভী কারারক্ষককে সাত-হাজার মুদ্রা দিয়া যখন সদর রাস্তা ছাড়িয়া বনপথে গমন করিতেছিলেন, তখন সঙ্গে ছিল তাঁহার ভৃত্য ঈশান। রাত্রিদিন পদব্রজে চলিয়া চলিয়া পাতড়া পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের ভৌমিকের নিকট উপস্থিত হইয়া পর্ব্বত পার করিয়া দিবার জন্য অনুনয় করিয়া বলিলেন। ভূঞার সঙ্গে এক হাতগণিতা থাকিত। সে ভূঞার কাণে কাণে বলিয়া দিল যে, ইহার সেবকের নিকট অষ্টমোহর আছে। অর্থলোভ পথিকের প্রাণনাশকারী ভূঞা এই সংবাদে পরমানন্দিত চিত্তে শ্রীসনাতন প্রভুকে বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে, আপনি এই অন্ন লইয়া ভোজন করুন, আমি রাত্রে আপনাকে পর্ব্বত পার করিয়া দিব। দুই উপবাসের পর প্রভু নদী-স্নান করিয়া প্রাপ্ত অন্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেন। রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। ভূঞার অযাচিত অভ্যর্থনার কারণ চিন্তা করিয়া ভৃত্য ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঈশান, তোমার নিকট কিছু আছে কি? প্রভুভৃত্য ঈশান উত্তরে সম্পূর্ণ সত্য না বলিয়া বলিলেন, আমার নিকট সাতটী মোহর আছে। অনর্থাখ্য অর্থকে ত্যাগ করিয়া পরমার্থ শ্রীভগবানই যে জীবের একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য আগত সনাতন প্রভু ঈশানকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—

'সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল-যম ?'

সকললোভ-শূন্য প্রভু সনাতন তখন সেই সাতটী মোহর লইয়া ভূঞার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই অর্থ লইয়া পর্ব্বত পার করিবার জন্য বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, এই অর্থগ্রহণে তাহার অর্থলাভ এবং দম্পিপাসু ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিলে পুণ্য লাভ হইবে। স্বাভাবিক অধার্ম্মিক অর্থলোলুপ ভূঞার আজ শুভদিন উপস্থিত। পদ্মপত্র-স্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল জীবনধারী জীবের সংসার-সমুদ্রের পরপার গমনের একমাত্র উপায় তরণীসদৃশ সাধু-দর্শনে ভূঞার চিত্তের গতি ফিরিয়া গেল। হাসি-মুখে বলিতে লাগিল, আমি প্রথমেই জানিতে পারিয়াছি যে,

অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক আঁচলে॥
তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।
ভাল হইল, কহিলা তুমি, ছুটিলাম পাপ হৈতে॥
সন্তুষ্ট হইলাও আমি, মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি' পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥

তখন গোসাঞি বলিলেন যে, তুমি না লইলেও আর একজন নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করিয়া এই অর্থ কাড়িয়া লইবে। অতএব তুমি মুক্তাসদৃশ এই অর্থ লইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। তার পর সেই ভূঞা প্রভু সনাতনের সঙ্গে চারি পাইক দিয়া রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার করিয়া দিল। লোকশিক্ষক প্রভু ভগবদ্-ভজনের পথে সাধকের সম্মুখে আগত অসুবিধা-পর্ব্বত লঙ্ঘন করত অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াই জড়ভোগের জনক সদৃশ অর্থসঙ্গী ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি জানিতেছি, তোমার নিকট শেষ দ্রব্য কিছু আছে। তখন ভৃত্য,—

ঈশান কহে,—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে,—মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥

পরদুঃখদুঃখী কৃপাবারিধি শ্রীল সনাতন ক্ষণিক দর্শনে অর্থলোভী পাপাচারী ভূঞারও চিত্তগতি ফিরিয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্য অর্থলোভ ও পাপাচারে বিরতি আসিল, কিন্তু ঈশানের অর্থাসক্তি গেল না। মধুকৈটভের পার্ষদবর্গ এজগতে ক্লীমাদি দৈত্যাক্রান্ত জীবনিচয়কে উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কোটিচন্দ্র সুশীতল চরণ-ছায়ায় লইবার জন্যই অবতীর্ণ হন। ঈশানকে সঙ্গে স্বদেশে লইবার পরিবর্ত্তে বিদেশে পাঠাইলেন কেন? জীবশিক্ষক শিক্ষাদিলেন যে, ভগবদ্ভক্তের নিকটে থাকি সেই ভক্তসঙ্গ হয় না, প্রাকৃত বুদ্ধিতে ভক্তকে চিনিতে পারা যায় না। মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে ভক্তরাজের কথা, চলন, হাব, ভাব, গতি কিছুই বুঝা যায় না। আমারও দশা তাহাই হইল। পতিতপাবন পরমদয়াল বৈকুণ্ঠদূত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তদীয় দেবদুর্ল্লভ-সঙ্গ দান করিয়া সতত বৈকুণ্ঠ-কথা শ্রবণের সুবিধা দিয়া কৃষ্ণবসতিস্থলে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পাছে লোভের বশীভূত হইয়া 'আমি অন্যদিকে ছুটিয়া যাই', সেজন্য প্রভু আমার তদীয় প্রিয়তম সেবকবৃন্দকে আমার চারি পার্শ্বে রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন এবং সুদুর্লভ সাধুসঙ্গে সুদুস্তর মায়াতরণের সুযোগ দিতেছেন। আমি কিন্তু দুরাচারই রহিলাম,—ভক্ত ভগবানের সেবা ভাগ্যে লাভ হইল না।

কেননা—

শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।
বিষয় ভাবিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥

আত্ম-সমর্পণ

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিভূষণ

আমরা কথায় কথায় মুখের অভ্যাসে বলিয়া থাকি—"হে ভগবন্! হে গুরু-দেব! তুমিই সব, তোমারই সব, আমার বলিতে কিছুই নাই, আমিই তোমার, যতকিছু সব তোমাকে দিয়া একেবারে তোমার হইলাম। আমার আর চিন্তা কি? (আবার চিন্তাও করি)", কিন্তু আমি যে কে? আমার কি ছিল? বর্ত্তমানে আমার কি আছে? আমি পূর্ব্বে কাহার ছিলাম? এখন তাহার নিকট হইতে কত টুকু কি সম্পূর্ণ উঠাইয়া আনিয়া শ্রীগুরুদেব বা ভগবান্কে দিলাম? কি পূর্ব্বে যাহাদের ছিলাম, এখনও তাহাদেরই রহিয়াছি, না কেবল একটা মৌখিক স্তবক ভাষা অভ্যাস করিয়া আওড়াইতেছি—"আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমি তোমার হইলাম।" ইহায় কি কোন বিচার চিত্তে উদিত হয়? হইবার কারণই বা কি? যেমন কোন গৃহে সাধু উপস্থিত হইলে, গৃহের মালিক কথায়-বার্ত্তায় সর্ব্বস্ব সাধুকে দিয়া বসেন; তার পর সাধু যাওয়ার বেলায় যদি বলেন যে, আপাততঃ কোন সেবা-কার্য্য যেমন—মন্দির নির্ম্মাণ, নাট মন্দিরাদি সংস্কার কার্য্য পড়িয়াছে, আপনি অন্ততঃ সাধ্য-গত কিছু আনুকূল্য বিধান করুন, তখন মামলা মোকর্দ্দমা, পুত্র কন্যার বিবাহ, মাতা পিতার সপিণ্ডকরণ, ডাক্তার কবিরাজের খরচ, পূজা বাজারে কাপড় চোপড় খরিদ, সেব্‌রা বিদায়—কত কি ব্যয়-বাহুল্য হিসাব চারিদিক হইতে সংগৃহীত হইতে থাকে, তাহার সীমা নাই। তখন সাধু সর্ব্বস্বের মালিক হইয়াও যৎকিঞ্চিৎ লইয়া অথবা দুই চারিটী মিষ্টি, কটু, কষায়-বচন শুনিয়াই প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। এইতো আমাদের আত্মসমর্পণ—সর্ব্বস্ব দান।

আত্ম-সমর্পণের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ে মহাজন-বাণী—"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"—ইহাই ত' প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যিনি যে পরিমাণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে মায়া-মুক্ত। যিনি বাস্তব পক্ষে আত্ম-সমর্পণ করিয়া-

---

সাধুকৃপা ব্যতীত মায়াজয়ের দ্বিতীয় পন্থা নাই এবং অদোষদরশী সাধুগণ যে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের সর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া শ্রীভগবদ্ভজনে অধিকার দিবার জন্য কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন,—সে সবই বুঝিতেছি, কিন্তু আমার কোন মঙ্গল হইতেছে না কেন? না—"অদৃষ্ট মন্দ"।

চন, নিজের নিজস্ব আসিঁৎ বলিয়া ত উপাধি আছে, সকল উপাধি হইতে নির্মুক্ত হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই আত্মসমর্পণ করা হইয়াছে। নতুবা মেরা কখনও দাস কহি,কখনও বা দস্তা-চরণযোরে হুই হই,অর্থাৎ ত্রিতাপ-জ্বালা হ্য করিবার মাত্রা অতিক্রান্ত হইলেই রণাগত হই, আত্মসমর্পণের ছল দেখাই াবার আলার উপশমে ফিরাইয়া লই।

দেহ-গেহ,স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত, ন্ধু-বান্ধব, আমার বলিয়া যত যত বস্তুর পর অভিমান রহিয়াছে, সমস্তগুলিই বিষ্ণু অথবা তদভীষ্ট শ্রীগুরুদেবকে য়া নির্মুক্ত হওয়ার নাম—আত্মসমর্পণ। হা শুধু মুখের কথা-বার্তায় অভিনয় হে। একেবারে হাতে কলমে মনে থে কাজে এক হইয়া নিষ্কপটে আত্ম-র্পণ করিতে হয়; তবেই এই চস্তরা দৈবী মায়ার কবল হইতে ন্তার লাভ ঘটে বলিয়া মুক্ত পুরুষগণ য়া থাকেন। অবশ্য লঘুতা বা আত্মেন্দ্রিয়-ীতিবাঞ্ছা-বিবর্জিত হইয়া ২৪ ঘণ্টা কেন্দ্রিয়-তোষণ-সেবাপর শ্রীগুরুদেবেই াবেন ভাবে আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়। কারণ তনি স্বয়ং এবং জগতে যাহা কিছু আছে, তাহার সমস্ত দিয়াই এক মাত্র বিশ্বপতি-ক্ষের ইন্দ্রিয়-তোষণ করেন। তিনি স্বয়ং ক্ষের স্বরূপ—অভিন্ন-বিগ্রহ হইলেও বস্তুর কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্যে রত থাকিয়া নিজেকে ষ্ণদাস বলিয়াই জানেন। জগতের ন্ত বস্তু বিষ্ণু-সেবোপকরণ বুদ্ধিতে,—বিষ্ণু বোপকরণ গুরু বস্তু, ইহা ভোগের বস্তু হে, এই বুদ্ধিতে স্বয়ং আচরণ দ্বারা মর্ত্ত্য ীবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাই ল,—কৃষ্ণ যে আচার্য্যকে তাঁহার পে বলিয়া জানিবার জন্য আদেশ রিয়াছেন, সেই আচার্য্যের আচার প্রচার।

পক্ষান্তরে তথা-কথিত গুরুক্রব ম্প্রদায় এই আত্মসমর্পণের ভাষা ও ষয়াগুলি নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণের চ ফেলিয়া, জিহ্বোপস্থের লাম্পট্যে জই কৃষ্ণ সাজিয়া বস্ত্রহরণ রাস-লাভিনয়ে জগতের কি সর্ব্বনাশই না তেছে। অবশ্য "তুমি রাধে, আমি , ঠেঙ্গা হাতে বলরাম"—এই লীলাটাও কাল বস্ত্রহরণ রাসলীলায় যোগ হইয়া একটু মজার হইয়া দুই চারি স্থলে ক শ্রোতার আনন্দ বর্দ্ধনে সমর্থ হয়।

অনেক স্থলেই গুরুঠাকুরদিগের থার দশাপ্রাপ্ত হওয়ার কথা শোনা , কিন্তু হইলে কি হইবে? উহারা লোকের মাল্য পুষ্প-চন্দন লইয়া ে গুরুলে মুকুলে তিলাঞ্জলী দিয়া অর মাথাটা পর্য্যন্ত খাইয়াছে। দায় বলে পেটের জ্বালায় পড় মরে, খোরাকের ডরে কুয়ে কি? এ যে বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়ের তাড়না!

তাই সব, সাধু সাবধান। আত্ম-সমর্পণই করিতে হইবে, কথাটা ঠিক। কিন্তু যাহারা আত্মবিৎ নহে, নিজেই ইন্দ্রিয়গণের পদে সমর্পিত কেনা গোলাম, তাহাদের পোষাকটা গুরুদেবের মত থাকিলেও তাহারা বাস্তবপক্ষে লঘুতম লঘু, তাঁহাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিতে না পারিলে আর মঙ্গল নাই।

যদি বলা হয় যে ঐ প্রকারের নিষ্কিঞ্চন সদ্গুরু আজ কালকার দিনে কোথায় পাওয়া যায়? কথাটা সত্য। আজ কাল কেন, কোন কালেই সদ্গুরু সুলভ নহে, ইহা দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ। বিশেষতঃ এইটা কলিযুগ, কলির পূর্ণ রাজত্ব, আমরা ছোট বড় সবই কলির প্রজা। সুতরাং সদ্গুরু লাভ বড়ই দুর্লভ। তবে বর্ত্তমানে একটা আশ্বাস-বাণী পাওয়া যায়, সজ্জন-তোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহগণ বহুবার এমন কি প্রত্যেকবার বলিয়া দিতেছেন—"শ্রীভগবান্ যেমন স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু, সেই প্রকার তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। কোন প্রকার কৃত্রিম খেয়াল, ধ্যানধারণা, কৌলিক প্রথা (কুলগুরুকরণ-ব্যাপার) ও গতানুগতিক ন্যায়ের পন্থাবলম্বনে শ্রীভগবান্ বা গুরু দেব স্বয়ংপ্রকাশিত হন না অথবা হইতে বাধ্য নহেন। প্রাণের পরিপূর্ণ আর্ত্তি অর্থাৎ কপটতা-শূন্য সরল প্রাণের ডাক যখন শ্রীভগবচ্চরণে পৌঁছায় শ্রীভগবান্ যখন জানিতে পারেন, তাঁহার জন্য আমার প্রাণের আবেগ উপস্থিত, তাঁহার সেবকের সেবা আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে সাড়া দিয়াছে তখনই তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার নিজজন শ্রীগুরুদেবরূপে উদিত হইয়া দিব্য জ্ঞান দীক্ষা (সম্বন্ধ জ্ঞান) দান করেন। ইহাই সদ্গুরুলাভের বাস্তব উপায়।

আমার বিভিন্ন বর্ণের চশ্‌মা দেওয়া চোখে, যে সকল মানুষকে গুরু বলিয়া ঠাওরাইয়া লই এবং প্রাণের আর্ত্তি জানাই, তিনি যদি কপালদোষে গুরু না হইয়া লঘু বস্তু হইয়া থাকেন, তবেই ত আমার সর্ব্বনাশ, জাত নাশ, কুল নাশ, মান নাশ, ধন নাশ, অবশেষে পৈতৃক প্রাণটাও নাশ, একেবারে যাহাকে বলে সর্ব্বনাশ—সেই জাতীয় সর্ব্বনাশ। কারণ তিনি যে গুরুসাজে তস্কর-ধর্ম্মাবলম্বী বঞ্চক। এখন তিনি কুলগুরুই হউন আর অজ্ঞাত-কুলশীল নব্য অবতারই হউন, সবই সমপর্য্যায়ে পর্য্যবসিত।

শ্রীভগবান্ বঞ্চক নহেন। সর্ব্বাগ্রে প্রাণের আবেদন নিবেদন সরল ভাবে তাঁহাকেই জানাইয়া আত্মনিবেদন করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুরূপে আমাকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবকগণের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। তখন জগতে আর অন্য অসুবিধা থাকে না। আমার নিজের বিরূপের বিভিন্ন রঙের যাবতীয় চশ্‌মা-গুলি নষ্ট করিয়া শ্রীগুরুদেব স্বরূপের দিব্য দর্শন-সমন্বিত একখানা চশ্‌মা পরাইয়া দেন, তদ্দ্বারা দিব্যদর্শন লাভ হওয়ায় সৎ, অসৎ, বঞ্চিত, বঞ্চক, সাধু, অসাধু আদি সমস্ত অসুবিধার কারণগুলি পরিদৃষ্ট হওয়ায়, আর কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। কিন্তু চাই নিষ্কপটে আত্মনিবেদন। জানিনা কত দিনে জগদ্গুরু আচার্য্য দেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপে শ্রীমায়াপুর ধামে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব।

জীবের মঙ্গল

(শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী)

জীবের দুইটী অবস্থা—নিরুপাধিক ও সোপাধিক। নিরুপাধি অবস্থাটীই জীবের নির্ম্মল। সেই অবস্থায় জীব স্বস্বরূপে স্থিত হইয়া নির্ম্মল পদানুরাগে প্রবৃত্ত থাকেন। পরমেশ্বরে অনুরাগই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। লোহা-কর্ষণ যেমন চুম্বকের প্রবৃত্তি, আত্মার পরমেশ্বরানুরাগও স্বাভাবিকী বৃত্তি। জীবের বদ্ধাবস্থায় উপাধি দ্বারা সেই অনুরাগের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণ-বিমুখ জীবসকল স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বারা আবৃত হইয়া স্বস্বরূপ ভুলিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে দেহ অথবা মনে আত্ম বুদ্ধি করিয়া বসেন। তখন ইতর-বিষয়ে অনুরাগ জন্মে। ক্রমে ক্রমে বিষয়ানুরাগ প্রবল হইয়া ঈশ্বরানুরাগ একেবারে ভুলিয়া যান। তখন স্বভাবের পরিবর্ত্তে নিসর্গ আসিয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে, কিন্তু উহা নিত্য নহে, সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। মূঢ় জীবসকল উহা বুঝিতে না পারায় নিসর্গকেই স্বভাব মনে করেন, তখন ঐ অনুরাগই বিকৃতরূপে পরিণত হয়। অনুরাগ একই বৃত্তি হইলেও, উপাধি-ভেদে নামান্তর হয়, বদ্ধ-জীবের অনুরাগ বহু বিষয়ে নিযুক্ত হয়। অর্থাদিতে অনুরাগ জন্মিলে লোভ বলা হয়। স্ত্রী-সৌন্দর্য্যে অনুরাগ জন্মিলে লাম্পট্য বলা যায়, ঐ অনুরাগই দুঃখীর প্রতি প্রকাশিত হইলে দয়া বলা যায়, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি প্রদত্ত হইলে স্নেহ বলা যায়, উপকারী পুরুষের প্রতি নিযুক্ত হইলে কৃতজ্ঞতা বলা হয়। অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতি-কূলে দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার একটী বৃত্তিই বহুধা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বহুত্বই ইহার উপাধি। এই উপাধিকে ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আজ জগতের শতকরা ৯৯ জন লোকই এই স্বরূপের বিকৃতাবস্থাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ইহার জন্য যে তাহাদের কত প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। জীব আজ সহজ-স্বাভাবিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নিজেদের অমঙ্গল-সাধন করিতে-ছেন। সাধুগণ কৃপা করিয়া ঐ সকল জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে স্বরূপ-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, কিন্তু বিষয়-মোহান্ধ ব্যক্তিসকল উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে কৃপা করিবার জন্য জগতে প্রকটিত হইয়া এই কথাই বলিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের কর্ণরন্ধ্রে সে কথা একবারও প্রবিষ্ট হইল না। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়। কৃষ্ণানুসন্ধানই জীবের একমাত্র সহজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাই তিনি সন্ন্যাসলীলাকালে কোথা কৃষ্ণ! কোথা গোপীনাথ! কোথা মুরলীবদন! বলিতে বলিতে কৃষ্ণানুসন্ধানের জন্য গমন করিলেন। তাঁহার সেই প্রেমোন্মাদভাব দেখিয়া বহু জীবের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমার ন্যায় দুর্ভাগা জীব তাহা হইতেও বঞ্চিত রহিল। আবার আজ যে গৌরভক্তগণ আমার কাছে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাহাও আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে, আমি যে বিষয়ে প্রমত্ত হইয়াছি, সে অবস্থায় সাধুর কথা শ্রবণের যোগ্যতা নাই, সাধু যদি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রবণের যোগ্যতা দান করেন, তবেই আমার মঙ্গল, শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন,—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং 'শরণং ব্রজ'—পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণৈকশরণই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত মাদৃশ বদ্ধ বিষয়-মোহান্ধ জীবের আর অন্য গতি নাই। সাধুগণ আজ ঐ সকল অনিত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণৈক শরণ হইয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণ-শরণ-গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। তাঁহারা আজ আমাদের উপকারের জন্য আচার ও প্রচার করিতে-ছেন। কিন্তু সাধুর সে কৃপা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বরণ করিতেছি। আজ যিনি আমার কাছে দুইটা স্বদেশানুরক্তির কথা বলিতেছেন, তাহাকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করি, কিন্তু ভাবিয়া দেখি না যে, ঐ স্বদেশানুরক্তি আমার বন্ধনেরই কারণ, উহাতে স্বরূপ উদ্বোধনের কোন কথা নাই। এইরূপে আজ জগতের লোকের দুর্গতি ঘটিয়াছে। বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গল লাভের অন্য বস্তু নাই।

বঙ্গীয় শিক্ষা-সমাচার

১৯২২-২৭ হইতে ১৯২৬-১৯২৭ খৃষ্টাব্দ এই ৫ বৎসর বঙ্গদেশের সরকারী শিক্ষার সমালোচনায় দুইটী লক্ষ্যিতব্য বিষয় আছে ; তন্মধ্যে একটী হিন্দু অনুন্নত জাতির ভিতর শিক্ষার বিস্তৃতি, অপরটী স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি।

বঙ্গদেশে শিক্ষা-বিভাগের যে অর্থ ব্যয় হয়, তন্মধ্যে শতকরা ৩১ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত, ৪৫.২ মাধ্যমিক শিক্ষার নিমিত্ত এবং অবশিষ্ট ২৩.৮ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত। পক্ষান্তরে ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমিত্ত শতকরা ১৫.২, মাধ্যমিক শিক্ষার নিমিত্ত ৩৯.৬ এবং প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত ৪৪.৮ টাকা। ইহা হইতে দেখা যায়, বাঙ্গলায় ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত কম এবং উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত বেশী ব্যয় হয়। যদিও বাঙ্গলার প্রাথমিক শিক্ষার ছাত্র-সংখ্যা শতকরা ১৭ হইতে ২০.৫তে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তথাপি এখনও শতকরা প্রায় ৮০ জন অশিক্ষিত। সুতরাং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্তই অধিক অর্থ ব্যয় হওয়া উচিত।

উচ্চশিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ও এম, এস, সির ছাত্রসংখ্যা ১৯১৬-১৭ খ্রীঃ অঃ ১৮২২, ১৯২১-২২ খ্রীঃ অঃ ১২৩৪ এবং ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯৮৯ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃহ্রাস পাইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

মফঃস্বলে আর্টস কলেজের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। আলোচ্য ৫ বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৩টী এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ডের অধীনে ৪টী স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে সর্ব্বসমেত ৪৫টী কলেজ আছে তন্মধ্যে ১১টী খাস সরকারী, ২১টী সরকার-সাহায্য-প্রাপ্ত এবং ১৩টী স্বাধীন। মোট ছাত্র-সংখ্যা ১৬৯৪২ হইতে ২২৪২০ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দের আই এ, আই, এস সি, বি, এ, বি, এস সি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রগণের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৬৪.১, ৭৪.৯, ৭২.১ এবং ৬৮.৮ ছিল, ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ৪৬.৬, ৪৬.৯৫, ৩৭.৩ এবং ৫৭.৫৫ নামিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানপূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীতে পরিণত করা হইয়াছে।

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে আর্টস কলেজগুলিতে শিক্ষা সম্পর্কে ব্যয় হইয়াছিল ২৬৫১৪৩৫৲ টাকা ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫৫৬৮৪৭৲ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ মোটের উপর শতকরা ১৭.৭ টাকা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। মোট ব্যয়ের শতকরা ৩৫.৬ টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব, ৫৫.৮ ছাত্রদিগের বেতন এবং পরীক্ষার ফী ও অবশিষ্ট ৮.৫ টাকা অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্যে প্রকাশ, ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের পর হাই স্কুলের সংখ্যা ৮৭৮ হইতে ৯৮৫ এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ১৪৬৮ হইতে ১৬১৬ সংখ্যায় বৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষান্তরে মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ২১৭ হইতে ১৪৩ দাঁড়াইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া হাই স্কুলে ১৯০,৬৩০ হইতে ২৩৩,৩৪৩, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১০,৮৫৮২ হইতে ১৪২,৬৮৪ হইয়াছে। কিন্তু মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ১০,৬৭২ হইতে ১৭০২৭, দাঁড়াইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ বাবদে ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে খরচ হইয়াছে—১ কোটি ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৫ টাকা। যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯ লক্ষ টাকা সাধারণের সাহায্য হইতে প্রাপ্ত।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে, পাঠ্য বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর ধার্য্য করা হইয়াছে। আলোচ্য ৫ বৎসরের মধ্যে স্কুল সংখ্যায় ২৫৭২টি হইয়াছে এবং ছাত্র সংখ্যা ২৩৪,৩৪৫। অনুপাত হিসাবে ছাত্র সংখ্যা শতকরা ১৭ জন হইতে এখন ২০.৫ জনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

স্ত্রী-শিক্ষা

যেমন বালকদিগের স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনই স্ত্রীলোক ও বালিকাদের জন্য নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ৩৬৪ জন বালিকা শিক্ষাধীন ছিল।

হিন্দু নারীগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাভিলাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে ৬ জন হিন্দুনারী এম, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যয় ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ১৭ লক্ষ ১১ হাজার ৬ শত ৬৬ টাকা হইয়াছিল। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ব্যয় হয় ২২ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত ৮৩ টাকা। এই ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৫৯ টাকা সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

নানা কথা

—:০:—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

প্রজাস্বত্ব বিল

গত ৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। জমিদার ও প্রজা উভয়ের স্বার্থ অব্যাহত রাখিয়া যাহাতে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান সংশোধনী বিলটি উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই। যাহারা প্রজাদের প্রতিনিধি তাহারা বলেন যে, বর্ত্তমান বিলটিতে কেবল জমীদারের স্বার্থরক্ষার উপায় হইয়াছে ; প্রজাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। পক্ষান্তরে জমীদারগণের প্রতিনিধিরা বলেন যে, এতদ্বারা প্রজারই সুবিধা হইবে এবং জমীদারগণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন।

শাসন পরিষদের নবনিযুক্ত সদস্য স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বিলটি উপস্থিত করিলে দীর্ঘকাল উহার আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সভার কার্য্য মুলতুবী থাকে।

এই বিলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইবে।

(১) প্রজাস্বত্ব বিশিষ্ট জোৎ হস্তান্তর ; (২) কোর্ফা প্রজাদের প্রতি ব্যবহার ; (৩) গাছ কাটা সম্বন্ধে জমীদার ও প্রজার অধিকারের সামঞ্জস্য বিধান ; (৪) বর্গাদার ও ধানকরারদারদের বিষয়, (৫) জমীদার কর্ত্তৃক প্রজাস্বত্ব অধিকার ক্রয় করিলে প্রজাস্বত্বের লোপ সম্বন্ধে ২২ ধারায় যে বিধান আছে, তাহার পরিবর্ত্তন ; (৬) খাজনা দেওয়া সম্পর্কে প্রজাদিগকে কতকগুলি সুবিধা প্রদান এবং (৭) যাহাতে জমীদার ও প্রজা অকারণ মোকদ্দমায় লিপ্ত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত না হয়, সেই হেতু বাকী খাজনা আদায়ের সহজ ব্যবস্থা।

চিত্রগুপ্তের হিসাবে বাংলার শোচনীয় অবস্থা

বাংলায় জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দের যে হিসাব লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে জন্মসংখ্যা ছিল ১৬,২৭,১৭৩ এবং মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৭,২৭,৩৩১। সুতরাং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক ছিল। এই মৃত্যুর হিসাবে আরও দেখা গিয়াছিল, এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুই মরিয়াছিল ৩৬০৮৮। মোট গড়পড়তায় বঙ্গদেশে প্রতিদিন এক হাজার শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুর হার নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

জন্মহার

ইংলণ্ডে ২৯.২, আমেরিকায় ২২.৪ জাপানে ২৪.১, ভারতবর্ষে ২৭.২ এবং বাঙ্গলায় ৯.৭।

মৃত্যুর হার

১৯১০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ১৫.৭, লণ্ডনে ১৪.৮, ভারতে ৩৫.২, বাংলায় ৩৫.২। ১৯২৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ১৪.৫, লণ্ডনে ১৪, ভারতে ৩৮.২ এবং বাংলায় ৩৫.১। ১৯২০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ৯.৮, লণ্ডনে ১২.৬, ভারতে ৪২.৪ এবং বাংলায় ৩৭.৩।

কেলগ সন্ধিপত্র সম্বন্ধে মিঃ চিচেরিণের উক্তি

মিঃ চিচেরিণ কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট জানাইয়াছেন যে, মিঃ কেলগের সমর নির্ব্বাচন সংক্রান্ত সন্ধিপত্রের ভিতর লীগ চুক্তিপত্র, লোকার্ণো চুক্তিপত্র, ফরাসী সন্ধিপত্র অন্তর্ভুক্ত করাতে বুঝা যাইতেছে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যোগাড়যন্ত্র করাই কেলগ সন্ধিপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যদি শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য না হয় তাহা হইলে রুশিয়াকে কেলগ সন্ধিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহা প্রমাণ করিতে, হইবে সে পক্ষে এখনও সময় আছে। রুশিয়াও সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীদিগের অন্যতম হইবার জন্য প্রস্তুত আছে। তবে রুশিয়াকে সন্ধিপত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উক্ত সন্ধিপত্র সম্বন্ধে শক্তিবর্গের ভিতর যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম রুশিয়াকে জানাইতে হইবে।

ইরাকে

বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তির প্রস্তাব

ইরাকের দেশরক্ষা-বিভাগীয় মন্ত্রী প্রতিনিধি সভায় বাধ্যতামূলক ভাবে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন তাহাতে বাগদাদ সহরবাসীদিগের ভিতর বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, স্বেচ্ছামূলক ভাবে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণের ব্যবস্থাতে ব্যয়-বাহুল্য হয় অথচ তাহাতে কোন কাজ হয় না। তিনি আরও বলেন, ইরাক সৈন্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবস্থা যত দিন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন ইরাক সৈন্য দলের জন্য ব্যয় অপব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে।

[illegible]

২৯শে শ্রাবণ, শনিবার—১৩৩৫।

সাময়িক সংবাদ

মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেই "মনের" বশীভূত। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ যাহা সংকল্প করে, অনবরতই তাহা পরিত্যাগ করে, অতএব মন এবং আত্মার এক দিন, পাছে ও মনকে দুর্জ্জয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যোগিগণ এই দুর্জ্জয় মনকে বশীভূত করিবার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন-প্রসূত হন, জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করিবার প্রয়াস করেন, কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে ও প্রাচীন ঋষিবৃন্দের কথা আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ঐ সকল কৃত্রিম পন্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে ভক্তিযোগই একমাত্র অবলম্বনীয়। শ্রীব্যাসদেবের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন যোগী হইয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিতে পারেন নাই, পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশে ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

ভক্তিযোগ দুইপ্রকার—ভগবদ্বিষয়ের অন্তঃকরণ ব্যাপার এবং বহিকরণ ব্যাপার। অন্তঃকরণ ব্যাপার তিন প্রকার—স্মরণাত্মক, মননাত্মক এবং অভ্যাসাত্মক, অর্থাৎ অখণ্ড-স্মরণে অসমর্থ ব্যক্তির যত্নের সহিত অভ্যাস। এই অন্তর্নিষ্ঠ ব্যাপার সাধারণের পক্ষে সুলভ নহে, নিরপরাধ ভগবদ্ভক্তের পক্ষেই সম্ভব। ভগবদ্ভক্ত-মুখে শ্রবণ ও শ্রুত-বিষয়ের কীর্ত্তনই বহিকরণ ব্যাপার, উহাই সকলের পক্ষে সহজ-সাধ্য। অতএব মনোধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মানুসন্ধানে ব্যক্তিমাত্রেরই এই পন্থাই একান্তভাবে আশ্রয়ণীয়।

গত রবিবারে আলবার্টহলে মহাসভার কথা পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন। আগামী রবিবারেও আলবার্ট হলে সেইরূপ মহাসভার অধিবেশন হইবে। অদোষদর্শী বৈষ্ণবঠাকুর পরম কৃপালু, যে যত পাপী, তাহার প্রতি বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপা তত অধিক। মফঃস্বলবাসী অনেকে রবিবার দিন ইন্দ্রিয়-তর্পণ উদ্দেশে কলিকাতা যাত্রা করেন এবং নানাপ্রকার অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মানব-জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়া ইহ-পরকালে ক্লেশভাক্ হন। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহাদের মঙ্গল-কামনা করিয়া, তাঁহাদের অজ্ঞাত সুকৃতি উদয় করাইবার জন্য রবিবারে মহাসভার আহ্বান করত উদার-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলাকে মূর্ত্তিমান প্রকট করিয়াছেন।

দানীর সৌভাগ্য

অজ্ঞেয়-নিকট আত্মপ্রকাশকারী শ্রীভগবান্ শ্রীরাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে যোগ্যাযোগ্য-বিচার না করিয়া প্রেমভক্তি-সম্পত্তি অবিচারে দান করিতেছেন। দেবদুর্লভ-তত্ত্ব আজ সাধারণের নিকট উপস্থিত। আজ আচণ্ডালে পরমার্থধন বণ্টিত, কলিহত জীবের সৌভাগ্যক্রমে অমানিতে মিলিয়াছে। এবার বিশেষ বিচার নাই। অবিচারে নামের অভিনয় চলিতেছে। যেহেতু ভাগবত-শিরোমণির প্রতিজ্ঞাই হইয়াছে—

'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥'

স্বতন্ত্রশক্তিমান্ ভগবান্ নিজে উদাসীন থাকিয়াও সমস্ত জীবকে ভুবনে নাচাইতে পারিতেন। কিন্তু এই অবতারের ক্রিয়া-কলাপ অদ্ভুত। অনর্পিতচর প্রেমদানকারী কিরূপে প্রেমভক্তি দান করিবেন চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন—

'আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সবারে॥'

স্বপ্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রভু স্বপ্রেমদান আরম্ভ করিয়াছেন। ভাগ্যহীন, পতিত, অধমও সুদুর্ল্লভ প্রেম-প্রাপ্তিতে সুসৌভাগ্যবান্ পতিতপাবন হইলেন; কিন্তু পাষণ্ডী নিন্দকাদি পলাইতেছে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে প্রভু তখন সন্ন্যাসী হইলেন। এবার আর কেহ বাকী রহিল না। নিন্দকাদি সকলে ছুটিয়া আসিয়া প্রভু-পদে নত হইলেন। তখন আনন্দময়ের আনন্দ ধরিল না। নদীগর্ভে অতিরিক্ত বারি আগমনে যেমন নদীতে বন্যা হয় এবং সেই নদীর জল নির্দ্দিষ্ট স্রোতগর্ভ ছাড়িয়া দেশগ্রাম প্লাবিত করে, সেইরূপ প্রভুর হৃদয়ে আনন্দাধিক্য হওয়ায় প্রভু শ্রীনবদ্বীপ ছাড়িয়া বাহির হইলেন। সর্ব্বজগতের নাথ শ্রীজগন্নাথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গুপ্ত জগন্নাথ ব্যক্ত হইয়া সচলরূপে নীলাচলে অচল জগন্নাথকে দর্শন করিতে ছুটিয়াছেন। সুদর্শনাভিলাষী জগন্নাথের এক কার্য্যে বহু উদ্দেশ্য। নীলাচলে নিজপুরাভিমুখে গমনোন্মত্ত প্রভু চলিতে চলিতে উৎকলদেশে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গের ভক্তগণকে এক দেবালয়ে রাখিয়া বিশ্বম্ভর নিজেই ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ভুবনমোহন-মোহিনীর রূপধারী গৌরহরির শ্রীবিগ্রহ দর্শনে কাহার না মোহ হয়? সর্ব্বলোকপতি সর্ব্বেশ্বর প্রভু যখন যে গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য উচ্চৈঃ ডাকিতেছেন, অমনি সকলে নিজ নিজ ঘরের উৎকৃষ্ট বস্তু প্রবাসাদি আনিয়া দৌড়ে দিতে প্রভুকে দিতে লাগিলেন। জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মী শ্রীগৌরনারায়ণের পদসেবায় নিযুক্ত, জীবের ভাগ্যে সেই প্রভু ভিক্ষার ছলে তাঁসী রূপে উপস্থিত। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া যোগ-ক্ষেমবহনকারী হরি যখন নিজ দলে মিলিত হইলেন, তখন ভিক্ষার পরিমাণ দেখিয়া ভক্তগণ প্রভু যে সকলকেই পোষণ করিতে পারিবেন বলিতে লাগিলেন। প্রভু-প্রিয় রন্ধন-নিপুণ জগদানন্দ প্রভুর জন্য রন্ধন করিলে ভক্তগণের সহিত ভক্তপ্রাণ গৌরহরি ভোজন-লীলা শেষ করিলেন। সংকীর্ত্তন-নাথ সেই গ্রামে সর্ব্বরাত্রি সংকীর্ত্তন করিয়া পর দিন প্রভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কতকদূর যাইতে না যাইতে দুরাচার দানী দান না পাইয়া তাঁহাদের গতি রোধ করিল। কিন্তু মহাতেজোময় প্রভুর তেজ দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সহিত কত লোক আছে? সর্ব্বজীবাশ্রয় অদ্বিতীয় বাসুদেব তখন বলিলেন—

আমার কেহ নয়।
আমিও কাহার নহি কহিল নিশ্চয়।
এক আমি দুই নহি সকল আমার

বলিতে বলিতে আত্মভাবানন্দময় প্রভুর নয়নে নদীধারার ন্যায় অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। অবাক্ দানী তখন প্রভুকে বলিতে লাগিল,

—গোসাঞি রূপে শুভ তুমি।
এ সবার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি।

দারদক্ষ গোবিন্দ তখন গোবিন্দ উত্তোলন করিয়া সকলকে ছাড়িয়া কিছু দূরে বসিয়া পড়িলেন। এদিকে প্রভু-গতপ্রাণ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত, কিন্তু প্রভুর লীলা-ভ্রান্ত। প্রভুগণ প্রভুর নিরপেক্ষ খেলাটী দেখিয়া পরস্পর হাসিতে লাগিলেন। আবার শেষে প্রভু সকলকে একেবারে ছাড়িয়া চলিয়া যান এই চিন্তায় বিমর্ষ হইলেন। প্রভুর দ্বিতীয় অঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকলকেই আশ্বাস দিলেন এবং, গোসাঞি আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না।

অর্থলোভী দানী বলিতে লাগিল যে, আপনারা যখন সন্ন্যাসী নহেন, তখন আমার প্রাপ্যদান আমাকে অর্পণ করুন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। পার্ষদ ছাড়া প্রভু কিছুদূরে যাইয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাহার প্রভাবে আকর্ষণ নিরবে সর্ব্বকার্যাদির সমানার্দ্র বিগলিত হয়, সেই প্রভু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ক্রন্দন-ধ্বনিতে কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রব হইল। অপরূপ দর্শক দানীর তখন চিন্তা আসিল,—

—এ পুরুষ নর কভু নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে?

দানীর সন্দেহ হইয়াছে। সকলকে প্রণাম করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—

'কে তোমরা কার লোক কহত ভাঙ্গিয়া।

তখন সকলে কথাটী আর গোপন না রাখিয়া সদয় হইয়া বলিলেন,—

'—এই ঠাকুর সবার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম শুনিয়াছ যাঁর॥
সবেই উঁহার ভৃত্য আমরা সকল।

এই পরিচয় দিতে সকলেই ভাবভরে কাঁদিতে লাগিলেন। দানীর তখন বিষম অবস্থা। একদিকে প্রভু কাঁদিতেছেন অপর দিকে প্রভুর জন কাঁদিতেছেন। সে তখন অনন্যোপায় হইয়া সর্ব্বত্রপ্রেমদৃষ্টিতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এবং আস্তে ব্যস্তে ধাবিত হইয়া প্রভুপদে পতিত হইয়া, সুবিনয় বচনে বলিয়া উঠিল,—

কোটি কোটি জন্ম যত আছিল দুষ্কৃত।
তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সুকৃত॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা সাগর।
চল নীলাচলে গিয়া দেখহ ঈশ্বর॥

অভাগা দানীর আজ ভাগ্য ফিরিয়া গেল। পথিকদিগের নিকট হইতে সামান্য দান আদায় করিয়া সে এত দিন উদরান্নের সংস্থান করিত। কিন্তু আজ তার সব অভাব মিটিয়া গেল। সামান্য উদর-চিন্তা ত দূরে গেলই—উদরযুক্ত এ পাঞ্চভৌতিক দেহ-ধারণের মূল কারণ, অনাদিকাল হইতে প্রাপ্ত অবিদ্যাও চিরতরে বিদূরিত হইল। আদি অবিদ্যাবদ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য পরদুঃখদুঃখী ভক্তগণ, যে বিদ্যাবধূজীবনকে আরাধনা-কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন,—

'জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টি-পাত॥'

—তখন সেই ভক্ত-আহ্বানে অবতীর্ণ ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী ভগবান্—

দানী প্রতি করি তবে শুভদৃষ্টিপাত।
হরি বলি চলিলেন নবদ্বীপনাথ॥

গীতাবলী

গীতি বা গান সকলেরই প্রিয়। গান ভালবাসেন না এমন লোক ধরিত্রী-পৃষ্ঠে আছেন বলিয়া অনুমান হয় না। প্রাণি-মধ্যে অধম পশু 'হরিণ' এবং সর্পাদিও যখন গীত শ্রবণে উন্মত্ত হয়, তখন প্রাণি-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পূর্ণত্ব-প্রাপ্ত মানবের কি সে বিষয়ে রুচির প্রাবল্য না হইয়া থাকিতে পারে? যাহা কর্ণের শ্রবণ এবং কীর্ত্তনই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান-

স্বরূপ। যে কথা আমরা কোন দিন শুনি নাই, সেকথা আমরা বলিতে পারি না। অতএব এই জগতে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাক্যের সার্থকতা আছে।

জগতে বিষয় বলিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটী বর্ত্তমান। এই পাঁচটী বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত ষষ্ঠ বিষয়ের আলোচনার কথা আমরা এজগতের কুত্রাপি শুনিতে পাই না। কিন্তু ঐ বিষয়গুলির একটী অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। যে ব্যক্তি উহার একটীকে বা সকলকে ভোগ করিতে যায়, সে তাহা বা সেগুলিকে ভোগ করিতে পারে না। তাহারাই (বিষয়সমূহ) ভোক্তৃ-অভিমানে উন্মত্ত ব্যক্তিকে পাইয়া বসে। উদাহরণ-স্থলে বলা যাইতে পারে, যেমন একটী মক্ষিকার 'মধু' খাইবার ইচ্ছা হইল, অমনি সম্মুখে প্রাপ্ত মধুর উপর বসিয়া প্রাণ ভরিয়া উহা পান করিতে লাগিল। মধুর মিষ্টতা, ক্ষুধার নাশ, বল বৃদ্ধি ও জিহ্বা উদরের তৃপ্তি-প্রাপ্ত মক্ষিকা মধুপানে বিভোর হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে যখন তাহার উদর পরিপূর্ণ হইল, তখন সে উড়িতে যাইয়া দেখে সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মন-প্রাণ-হারিণী মিষ্টতা প্রদানকারী মধু তখন স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অর্থাৎ মধুলিপ্ত আঠায় তাহার পক্ষ আবদ্ধ হইয়াছে। তখন পলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহার ক্ষণ-সুখদানকারী বস্তু 'মধু' তাহাকে আর ছাড়িয়া দিল না— আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল।

গীত বা গান গীতবিষয়টীকে বহুবেশ-ভূষায় সজ্জিত করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করে। গান শ্রবণের পর সেই বিষয়ের ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয়। এইরূপে বিষয়-কাম-সক্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগে প্রতিবন্ধী পাইলে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম এবং স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধি-নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে অবশেষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

গীতি-শ্রবণ সর্ব্বেন্দ্রিয়-সুখভোগে পটু মানবের সুখের কথা আর কি বলিব। সামান্য বিবেকহীন পশু হরিণও উন্মত্ত হইয়া যায়। মৃগশত্রু ব্যাধ, শিকারের সুবিধার জন্য বৃক্ষের তলদেশে জাল পাতিয়া বৃক্ষোপরি বসিয়া তালমানের সহিত সুমধুর স্বরে গান আরম্ভ করিয়া দেয়। শব্দবহ অনিল কালবিলম্ব না করিয়া মনো-বাঞ্ছা পূরণার্থে মৃগকর্ণে গীতি-ধ্বনি লইয়া উপস্থিত হয়। মধুর-শব্দ-শ্রবণ-পিপাসু মৃগ, শব্দবহের আকস্মিক কৃপার কথা উপলব্ধি করিয়া, যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছে নিজের বিহারস্থলী ছাড়িয়া, তখনই সেই দিকে ধাবিত হয়। ক্রমে মধুরতা যতই না নিকটবর্ত্তী হয়, ততই না তাহার আনন্দ-বর্দ্ধন। তখন স্থিরচিত্তে শ্রবণকারী মৃগের স্থিরতা ছাড়িয়া নৃত্য আরম্ভ হয়। এবং অবশেষে নৃত্য করিতে করিতে মৃত্যু-প্রাপ্তির চিরবিশ্রাম-ক্ষেত্র জালে পতিত হয়।

'সর্ব্বনাশ' কথাটী বড়ই ভীতিপ্রদ। কেননা সর্ব্ব-শুভবিনাশের নাম সর্ব্বনাশ। কিন্তু বিশেষ বিচার করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্ব অশুভ নাশের নামও সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ, শুধু জাগতিক অশুভ নাশ নহে। জগতের ধারণায় যে গুলি শুভ এবং এমন কি পার্থিব সর্ব্ব শুভাশুভের আধার দেহেরও নাশ বুঝায়। এ অর্থ, জগচ্চক্রে ভ্রান্ত, ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত জড়বিষয়ী শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন না। অধিকন্তু ব্যাখ্যানকারীকে দূরে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত শান্তিলাভ করিবেন না।

অদ্যকার আলোচনায় গীত শ্রবণে জালবদ্ধ হরিণের সর্ব্বনাশ কি কেহ প্রার্থনা করেন? আমরা বোধ করি কোন বুদ্ধিমানও তাহা চান না। কিন্তু তবে কি তাহারা কোন প্রকার গীত শ্রবণ না করিয়া কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া রাখিবেন? কর্ণেন্দ্রিয়ের পটুতা থাকিলেও ইচ্ছা করিয়া বধির হইবেন?—সে যে, পাগলের বিচার হইয়া যাইবে। তবে কি উপায় করা যাইবে? না, শ্রবণ ইন্দ্রিয় বন্ধ করিলেও হইবে না এবং গীতি শ্রবণে বিরতিও দেখাইতে হইবে না,—কেবল মাত্র 'গীতির' 'বিষয়টী' পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে। ঐ শুনুন,—ভবাটবী ভ্রমণপর মিথুনচারী স্ত্রীপুরুষ-সংঘটিত গ্রাম্য গীত শ্রবণে মায়া-পিশাচীর অঙ্গন, অমর পাশে চির-বদ্ধ এবং বদ্ধতার চরমসীমায় উপনীত স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য মায়া-ধিক্কারকারী নিত্যনবনবচমৎকারিতা-পূর্ণ হৃৎকর্ণরসায়ন গীতির, মরজগতে আগন্ত অমর্ত্ত্যগায়ক, মধ্যমকর্মী শ্রীশুকদেব গোস্বামী কি বলিতেছেন,—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা
তৎপরো ভবেৎ॥

ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য ভগবান্ নরদেহ প্রকট পূর্ব্বক যে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করত তদধিকারী ভক্তগণ সেই লীলাপর হইয়া কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ হইবেন।

জাগতিক 'বিষয়' বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহারা প্রত্যেকেই পৃথক্, হেয়তা-পরিপূর্ণ এবং পরিণামী। কিন্তু রূপাদি পঞ্চবিষয়ের একমাত্র সমাবেশস্থল, নিত্য-নবনবায়মান পরমতত্ত্ব, সর্ব্বজীবকর্ষক অখিল-রসামৃতসিন্ধু শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ। জীব-কুল যদি সেবোন্মুখ বৃত্তিতে শ্রীগুর্ব্বানু-গত্যে হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের গীত শ্রবণ, রূপ দর্শন, গুণাবলী কীর্ত্তন, পাদ-পদ্মার্পিত সচন্দন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ এবং শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বামঙ্গলনাশে সর্ব্বনাশ হয় এবং ঐকান্তিক মঙ্গলোদয় হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী অত্যাবশ্যকীয় কথার বিচার আছে যে, রসিকমুকুটচূড়ামণি শ্রীশুকদেব-গীত, রসিকেন্দ্রশেখর শ্রীকৃষ্ণের উরতোজ্জ্বলরসক্রীড়াগান শ্রবণ করিবার সকলেরই কি অধিকার আছে? পাঠক মহোদয়গণ! আপনারা বহুবার এ সম্বন্ধে বহু কথা শুনিয়াছেন। তাহা হইলেও সামান্য সহজভাবে একটু বলিব। জীব-প্রভুর সর্ব্বোত্তম লীলাগান শ্রবণে সেইরূপ অধিকার প্রাপ্ত জীবের অধিকার। কিন্তু বর্ত্তমানে অনর্থযুক্ত বদ্ধ ধারণাপর ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ মুক্ত কুলের আলোচ্য বিষয় লইয়া টানাটানি করা কর্ত্তব্য নহে। ফলে অধিকার লঙ্ঘনে চির অপরাধের সঞ্চয় ও সমূহ ক্ষতি। তবে নাম-রূপ-গুণ-লীলাভিন্ন ভগবানের শ্রীনামেরই কীর্ত্তন ও শ্রবণ সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। আমরা নিষ্কপটে সদ্‌গুরুর নিকট গমন করিয়া নিজেকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার প্রবল আশায় তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীনাম শ্রবণ করিব। ক্রমে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এবং অহরহঃ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে আমার বিষয়-বাসনা-যুক্ত চিত্তটি বাসনা মুক্তিতে শুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রীভগবানের রূপ-বিষয়ক গীতি শ্রবণ করিব। এই ভাবে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আমরা শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় পরম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভে অধি-কারী হইতে পারিব। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌর-কৃষ্ণ স্ব-মুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের আদিতে শ্রীনাম-কীর্ত্তনেরই পরম শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা যদি একমাত্র হরিকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরু-দেবের আনুগত্যে কীর্ত্তনবিগ্রহের শ্রীনাম-গান শ্রবণে ঐকান্তিকতা অবলম্বন করি, তখন দেখিব যে,—

কৃষ্ণ নাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম॥
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া
বরিষয় সুধা অনুপম॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর
স্থির হইতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্বদেহ জর জর॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে॥
লইনু আশ্রয় যাঁর, হেন ব্যবহার তাঁর,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণ-পাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণ-পাশে রাখে গিয়া
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধ শ্রীগৌরবিহিত-গীতি গানকারী, শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিবিনোদ দয়ার পূর্ণ প্রকট-মূর্ত্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, অদৃষ্ট শ্রেয়ঃ-পন্থা সন্ধানকারী ক্রমপন্থাবলম্বী ভাগ্যবান্ জীবকুলের নিকটে উক্ত গানটী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় স্বরচিত 'গীতাবলী' গ্রন্থে শ্রীগৌরাবতার ও শ্রীনামের শ্রীনামদানরূপ শ্রেষ্ঠকামলীলার কথা মায়াপিশাচীর কোলে নিদ্রিত স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবকে জাগ্রত করিয়া মায়া-রোগ-বিনাশী হরিনাম মহৌষধি মাগিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে যে গান গাহিয়াছেন, তাহা আমরা তদীয় আনুগত্যে প্রত্যহ প্রাতে না গাহিয়া পারি না;—

জীব জাগ জীব জাগ গোরা চাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥
(ভক্তি) বিনোদ-সেবক প্রভু-চরণে পড়িয়া
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া॥

যাঁহারা ক্রমপন্থানুযায়ী শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা-গান শ্রবণ না করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে প্রেমফল লাভের পরিবর্ত্তে দুঃখ-ফল-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। এ কথা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে প্রকৃত ভজন-পিপাসুগণ উপলব্ধি হইবে। কেবল ভজন-মান আনুকরণিক বঞ্চক ও বঞ্চিত 'কান ফুঁকা' দেওয়া প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিবে না। "অনুগ্রহায় ভূতানাং" শ্লোকে শ্রীস্বামিপাদ বলেন- শ্রীভগবান্ আত্মারাম। তাঁহার নানা কোন প্রকার অপবাদ আসিতে পারে না। তবে কি না, বুঝায় রসাস্বাদ-চেষ্টা লোকহিতবহির্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিত্যাহ।

মুক্তকুলই শ্রীগৌরলীলামৃত শ্রবণে অধিকারী। অর্থাৎ যাহাতে বদ্ধানুভূতি হইতে মুক্তি পাইয়া স্বীয় স্ব-স্বরূপে লীলা গানে অধিকার পায়, এই জন্যই মাধুর্য্য-প্রধান শ্রীকৃষ্ণেরই ঔদার্য্য-প্রধান গৌরাবতার। বর্তমানে অপ্রাকৃতভাবে অনধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অধিকার দান করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর অমন্দোদয়-দয়া-বারিধি। সর্ব্বভোক্তা সর্ব্বপ্রভুর কপট সন্ন্যাস-লীলায় প্রভু যখন গোদাবরী তীরে স্বীয় প্রিয় ভক্তের নিকট গমন করিয়াছেন, তখন পরস্পরের দর্শন হইবা মাত্রই বাহ্য-জ্ঞান দূরে ফেলিয়া স্বাভাবিক প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু অবতারী কৃষ্ণ ভক্তপ্রবর শ্রীরায় রামানন্দকে প্রশ্ন করিলেন। শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট প্রচারকবর্য শ্রীরায়, প্রথমমুখে জীবের বাহ্যানুভূতিতে গৃহীত সাধ্য-সাধনের উত্তর দিতে দিতে মুক্তির পর প্রেমের চরমসীমায় উপনীত হইলেন। তারপরও যখন মদর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরিবীর প্রেমভক্তিরসাপ্রয় স্ব-জনদাতা রামানন্দকে আরও বলিতে বলিলেন, তখন শ্রীরায় কি কহিলেন,—

—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

পাঠক মহাশয়গণ সুস্থির-চিত্তে বিচার করিবেন। তারপর যেদিন সন্ন্যাসী কৃষ্ণ বাহ্যদৃষ্টিতে বিষয়ে অবস্থিত পরম নির্ব্বিষয়ী কৃষ্ণবিরহ-প্রমত্ত অস্থিরতনু শ্রীরায় রামানন্দকে গোদাবরী তীর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে থাকিয়া উভয়ে একসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাইবার পরামর্শ করিলেন, সেইদিন সন্ধ্যায় পুনরায় উভয়ে মিলিত হইলে নিভৃতে প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠীতে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

গান মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজধর্ম।

রায় কহিলেন—

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই
গীতের মর্ম।

অধ্যয়ন

(শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী)

অধ্যয়ন শব্দে সাধারণতঃ পঠন কার্য্যকেই বুঝাইয়া থাকে। কে কাহার কাছে কি বস্তু অধ্যয়ন করিবে বিচার না করিয়া অধ্যয়ন করিয়ে সাগর-বক্ষে উদ্দেশ্যবিহীন নৌকার ন্যায় বিপথগামী হইয়া আমাদের জীবনের বিনাশ সাধন করি। প্রাকৃত জগতে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, জড়বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ ২০।২৫ বৎসর ব্যাপী অধ্যয়নের ফলে নিজের উদরপূর্ত্তির সংস্থান মাত্র করিতে সমর্থ হন, যাহা সামান্য পশু-প্রকৃতি সমূহাতেই অনায়াসে করিতে পারে। কিংবা বহু গবেষণা-পূর্ণ মস্তিষ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জীবন আদর্শ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি হইতে পারি, কিন্তু তাহাতেই বা আমাদের কি লাভ হইল? নিজেদের আত্যন্তিক মঙ্গল কতটুকু সাধিত হইল?

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব?

অথবা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠাকামী না হইয়া বিদ্যার্জ্জন করাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলেও আমাদের প্রথম বিচার্য্য বিষয় এই যে, বিদ্যার্জ্জনের লাভ কি? তাহার শেষ ফল কি? কোন বস্তু শিক্ষা লাভ করিয়া তাহা কার্য্যকরী না করিতে পারিলে শিক্ষা করা, না করা উভয়ই সমান হয় না কি?

বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য কি? এতৎ সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই যে—

"পড়ে কেনে লোক,
কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে,
বিদ্যায় কি করে॥"

বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি না হইয়া যদি অবান্তর ফললাভের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বঞ্চিত হইলাম, মহা রৌরব নামক নরকে ডুবিয়া মরিলাম, উদ্ধারের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল,—

"পড়িয়া শুনিয়া সব গেল ছার খার॥"

স্বয়ং প্রভু শ্রীগৌরহরি যখন বিদ্যার বিলাসে মত্ত হইয়া পাণ্ডিত্য যুদ্ধে পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন, সেই সময় বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরচাঁদের মঙ্গল উদ্দেশ্যে খেদ করিয়া বলিতেন,

"কেহ বলে হেন রূপ, হেন বিদ্যা যায়।
না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার।"

চৈঃ ভাঃ আঃ ১২ অঃ ৩৫ শ্লোঃ

যেমন রূপবান বালকের গাত্র শ্বেত-কুষ্ঠ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, তাহার অতুল রূপলাবণ্য কুরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জাগতিক যত কিছু রূপ, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য থাকুক না কেন, এক কৃষ্ণভক্তি বিনা সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহা, নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণববৃন্দ, যোগমায়াপ্রভাবে শ্রীগৌরহরির লীলাভিনয় বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগৌরহরির মঙ্গলের জন্য পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে ভগবানের নিকট তাঁহার কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া জানাইতেন। লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি এই লীলা প্রদর্শন করিয়া আমাদের শিক্ষা দিতেছেন যে, জাগতিক যত কিছু অভিমান, আভিজাত্য, জ্ঞান-গরিমা, থাকুক না কেন, এক কৃষ্ণভক্তি বিনা সমস্তই তুচ্ছ, হেয়, অবর প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং ঐসকল নির্জীবন তুল্য পরিত্যাজ্য। যখন শ্রীগৌরহরি জড়-পাণ্ডিত্য মত্ততার অভিনয় করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীবাস প্রভু আমাদিগকে শিক্ষাদান-চ্ছলে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উপদেশ করিতেছেন—

"হাসিয়া শ্রীবাস বলে কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি কার্য্যে গোঙাও
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥
পড়ে কেনে লোক কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১২অঃ ২৭৮।৪৯.৫০)

স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি ভক্তের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভক্তের পাণ্ডিত্য ঐ প্রকার জড়-পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কত বেশী, কতমূল্যবান্ তাহা জগজ্জীবকে স্বীয় লীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদের প্রাক্তন প্রকৃতি এত প্রবল যে, এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও, সেই সকল মূল্যবান উপদেশের প্রতি বধির হইয়া, যশোগর্ব্ববশে শুষ্ক জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য অথবা জড়পাণ্ডিত্য লাভের উদ্দেশে সুদুর্লভ মানব জীবনের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিয়া থাকি, বুঝিয়াও বুঝি না বৈষ্ণবের কথায় কাণ দিই না।

দিগ্বিজয়ীকে জয় করিবার ছলে ভগবান্ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১ অঃ ১৭৯ শ্লোক)

"দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩ অঃ)

লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরির শিক্ষা-প্রণালী উপেক্ষাকারীগণের দ্বারা আমরা যখন অনাহূতভাবে বৃথা বিদ্যা-বিলাসে মত্ত হইবার জন্য উপদিষ্ট হই, তখনই আমাদের কার্য্য হইতেছে যে, সেই উপদেশকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী জানিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে পলায়ন করা।

আলবার্ট হলে
আসামায় বিশ্বাক্ত সভা
শ্রীচৈতন্যের দান

আগামী কল্য ২৭শে শ্রাবণ রবিবার দিবস কলিকাতা আলবার্ট হলে গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীগৌড়ীয় পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও অন্তে কীর্ত্তনাদি হইবে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের তৃতীয় বক্তৃতার দিবস আগামী রবিবার ধার্য্য আছে। সময়—অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত। সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

নানা কথা

বড় লাটের ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন

আগামী নভেম্বর মাসে বড়লাট ব্রহ্মদেশ পরিদর্শনে যাইবেন। তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার উপায় নির্দ্ধারণ-কল্পে আগামী ১৬ই আগষ্ট তারিখে রেঙ্গুন কর্পোরেশনের সভাপতির অধিনায়কত্বে এক সভা হইবে।

রেঙ্গুণ কর্পোরেশন ঠিক করিয়াছেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মদেশীয় পরিকল্পনানুযায়ী একটি আধারে পরিবৃত একখানি অভিনন্দনপত্র দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিবেন। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহারা ১০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। কর্পোরেশন, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট ও পোর্ট কমিশনারদের সহিত পরামর্শ করিয়া বড় লাটের অবস্থানকালীন কর্ম্ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন।

ব্রহ্ম
ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন

গত ৬ই আগষ্ট ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন হইয়াছে। মাননীয় মিষ্টার ও, ডেগলানজিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি, মাননীয় শ্রীযুক্ত ভি, জে, পেটেল দর্শকরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য চলিতেছে।

ইটালীয় সাবমেরিণের পুনরুদ্ধার

সমুদ্রগর্ভে গমন-বিষয়ক অনুশীলন কার্য্যে ব্যাপৃত ইটালীয় সাবমেরিণ এফ, ১৪ উপরে ভাসিয়া উঠিবার সময় চিয়ন দ্বীপের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এক খানি ডেষ্ট্রয়ারের তলদেশের সহিত তাহার সংঘর্ষ হয়। ফলে সাবমেরিণখানি ডুবিয়া যায়। সমুদ্রের অবস্থা তখন তরঙ্গসঙ্কুল ছিল বলিয়া উহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। পরে ৮ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সে সাবমেরিনটী প্রাণপণ চেষ্টার উপরে তোলা হইয়াছে। ৩৪ ঘণ্টাকাল সাবমেরিণটী জলমগ্ন ছিল। সাবমেরিনটীতে ৩১ জন আরোহী ছিল। তাহাদের সকলেই কিন্তু বায়ু অভাবে নিশ্বাস লইতে না পারিয়া মারা গিয়াছে।

মার্কিনের প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট কুলিজ হোয়াইট হলে তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট ভবিষ্য বাণী করিয়াছেন, আগামী মতেবর মাসে মিঃ হুভার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন বলিয়া তাঁহার একরূপ নিশ্চিত ধারণা। তিনি নিজে মিঃ হুভারের নির্বাচন আন্দোলনে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন মনে করিতেছেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

চৌদ্দ লক্ষপঞ্চাশ টাকাকীর মূল্যবিক্রিত প্যাকিং করিবার দ্রব্যের বিরাট ভাণ্ডারটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই ভাণ্ডার হইতে জুতা প্রস্তুতের রবার প্যাক করিবার সামগ্রী নানাস্থানে সরবরাহ করা হইত। ক্ষতির পরিমাণ বহু লক্ষ ডলার। তবে সুখের বিষয়, কোন প্রাণহানি হয় নাই।

'হকতাবে ইসলাম' সম্পাদকের দণ্ড

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'হকতাবে ইসলামের' সম্পাদক মিষ্টার ছুলেমান এব্রাহিম উক্ত সংবাদপত্রে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার ও হিন্দু দেবদেবীগণকে নিন্দা করায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯২ ও ২৯৫ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমেদাবাদের দায়রা জজ অদ্য ঐ মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৩ মাস কারাগারে অবস্থান করিতে হইবে।

"পাইওনিয়ারের" নামে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবীর মামলা

পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী কলিকাতা হাইকোর্টে "পাইওনিয়ারের" নামে এক ক্ষতিপূরণের মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। বেলুড় রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে "ফরওয়ার্ড" যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা "পাইওনিয়ার" উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে মানহানি হইয়াছে বলিয়া বিগত ১লা আগষ্ট তারিখে রেল কোম্পানীর পক্ষ হইতে মামলা রুজু করা হইয়াছে।

পত্রান্তরে প্রকাশ,—ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করার অভিযোগে এলাহাবাদের "পাইওনিয়ার" পত্রের উপর আর একটি মামলা করা হইয়াছে। সম্পাদকের নামে সমন বাহির হইয়াছে। আগামী শনিবার ঐ আদালতে এবিষয়ে শুনানী হইবে।

প্রকাশ যে, সরকার পক্ষে স্বয়ং এডভোকেট জেনারেল মামলা চালাইবেন। বেলুড় রেলওয়ে দুর্ঘটনা সম্পর্কে "ফরওয়ার্ডে" যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা "পাইওনিয়ার" উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহাতেই ১৫৩ (ক) ধারায় অপরাধ হইয়াছে বলিয়া এই মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে।

সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু বেলুড় ট্রেণ দুর্ঘটনা মামলায় পাইওনিয়ারের পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

—বাংলার কথা

বোমা ও বাজীর বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা

নদীয়া জেলার মেহেরপুরের নিকট গোভীপুর গ্রামে জিন্দার শেখনামক এক ব্যক্তির বোমা ও বাজী ইত্যাদির লাইসেন্স আছে। গত ১লা আগষ্ট তারিখে উক্ত জিন্দার শেখ কতকগুলি বোমার বারুদ ও অন্যান্য বাজী রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া বিশেষ কার্য্য বশতঃ বাটী হইতে মাঠে যায়। ঐ সময় বৃষ্টি আসায় জিন্দার স্ত্রী ঐ সমস্ত বাজী ও বারুদগুলি তাড়াতাড়ি ঝুড়িতে করিয়া তুলিয়া গৃহে প্রবেশ কালে সিঁড়িতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া যায়। তাহাতে বারুদের ঝুড়িটি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় ভীষণ শব্দে বারুদগুলি ফাটিয়া যাইয়া স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া যায়। স্ত্রীলোকটিকে তৎক্ষণাৎ মেহেরপুর সরকারী হাঁসপাতালে আনা হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকটী তিনদিন হাসপাতালে থাকিয়া গত ৩রা আগষ্ট তারিখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কাবুলে শাস্তি

যে সকল মোহমন্দ সর্দার সম্প্রতি আফগান সরকারের বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তাঁহারা আফগানরাজ আমানউল্লার প্রস্তাবানুসারে শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শানহামের স্বাধীনতা দিবস উৎসবে তাঁহারা যোগদান করিবেন। কিন্তু সকল লোককেই য়ুরোপীয় পোষাকে উৎসবে যোগদান করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় এবং মোহমন্দগণ অদ্যাপি য়ুরোপীয় পরিধানে অভ্যস্ত না হওয়ায় আফগানরাজ আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার ব্যয়ে তাঁহাদিগের পোষাক প্রস্তুত করা হইবে।

চীন ও বৃটিশে সন্ধি

পিকিংএর এক সংবাদে প্রকাশ, চীন ও বৃটিশের মধ্যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা।

বরিশাল টাউনহল

বরিশাল টাউনহলের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে। বাংলায় এই সর্ব্ববৃহৎ টাউনহল গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে নির্ম্মিত হইল। স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্তের নামে টাউন হলের নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

আসামে নিকৃত রাস্তাঘাট

আসামের রাস্তাঘাটবিষয়ক বোর্ড, ৩৩৬৩৫ মাইল ব্যাপী রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আসাম উপত্যকায় ২২৯৩৫ মাইল এবং সুরমা উপত্যকায় ১১৭ মাইল রাস্তা হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পাথরের ব্যবস্থা এবং পোয়া প্রভৃতির কাজ হইবে। আসামে ৭৮৫৫ মাইল পাথরের রাস্তা এবং ২৭৫ মাইল খোয়ার রাস্তা এবং ৩৫৭.৩ মাইল আধুনিক উন্নত প্রণালীতে পথ নির্ম্মিত হইবে। সুরমা উপত্যকায় ৩৯৫ মাইল এবং ৭৭২ মাইল লম্বা পথ হইবে।

ইহার ব্যয় ৭৯০৫ ২৫০ টাকা পড়িবে; তন্মধ্যে ৭০, ০০, ০০০ টাকা সরকার খরচ করা হইয়াছে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের এই প্রস্তাব বোর্ড গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাত্র একটি পরিবর্ত্তন করিয়া সত্বরই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। মোটামুটি ২৮, ৭৮, ৯২০ টাকা ব্যয় পড়িবে।

গ্রীসে সংক্রামক জ্বর

গ্রীসের এথেন্স সহরে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এ পর্য্যন্ত ৮ হাজার লোক শয্যাশায়ী হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ অব দমনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

পদুকোটায় সম্পাদকের নির্ব্বাসন

প্রকাশ, পদুকোটা রাজ্যের প্রজা ও ইংরাজ রাজ্যের প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত করিবার উপযোগী একটি আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অভিযোগে তামিল পত্র 'দেশ ভক্তিয়ানের' সম্পাদক শ্রীযুত এ, এন, নেগায়ন্ন্ আয়ার রিজেণ্ট সাহেবের আদেশানুসারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন।

থানের মধ্যে মোহোরের বাক্স

বালুঘাট ট্রেজারী বাক্স হইতে ১০টি তোড়া অপহৃত হইয়াছে। তোড়া ও গুলীর উপর কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে। ঐ সম্পর্কে তদন্তের জন্য ডেপুটী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বালুঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও আসিবেন। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

[illegible]

বাকাইয়ের [illegible] শ্রীযুত [illegible] বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ভাকাইয়ের, এলাহাবাদ হাইকোর্ট ব্যবহারজীবিদের তালিকা হইতে কাটিয়া দিয়াছেন। ২ জন ব্যবহারজীবী বরখাস্ত, তার দেওয়ানী মামলায় জাল দলিল দাখিল করিবার অভিযোগে এফিডে ও কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে।

[illegible]

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ কোর্টনী টেরেল একটি মামলার রায় দিয়াছেন, তাহার উপর বিশেষ মন্তব্য "দ্যা লাইট" পত্র সমালোচনা করিয়া এখন প্রধান বিচারপতি আদালত অবমাননার অভিযোগে সার্চলাইটের সম্পাদক ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছেন। ১৩ই আগষ্ট সোমবার বেলা ১০টায় উহার বিচার হইবে।

'জলজলা' সম্পাদকের দণ্ড

'জলজলা' নামক পত্রের সম্পাদক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন প্রস্তাব

আগামী কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব করিয়াছে।

অদ্ভুত সংবাদ

হুগলী মায়াপুরের অন্তর্গত গ্রামের শ্রীপঞ্চানন দের পত্নী একত্রে ৩টি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। ছেলেরা বেশ ভাল আছে।

শিবপুরে [illegible] কাজ আরম্ভ

গত ৭ই আগষ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে শিবপুরে কারখানা খুলিয়াছে। শ্রমিকেরা কাজে যোগদান করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার

ভাইস চান্সেলার [illegible] আর্, এ, এ [illegible] গবর্ণর কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮শে শ্রাবণ, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ভারতে গুণকর্ম্মবিভাগে বর্ণ নির্ণীত হয়। কিন্তু নির্ণয়কারীর অযোগ্যতা-ক্রমে নির্ণীত বর্ণধর্ম্মবিশিষ্টব্যক্তির প্রবংশ-পৌত্র-বংশে বর্ণনির্ণয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কতকগুলি সংসারিক সুবিধা তত্তৎকর্ম্মিসম্প্রদায়ের উন্নতি-সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে যে উহার অপব্যবহারক্রমে দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনার অভাব সমাজকে কেন বিপন্ন করিবে?

পূর্ব্বকালে একমাত্র মানবজাতি ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া নিজপরিচয় প্রদান করিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সেই জাতির আখ্যা 'হংস' ছিল। হংসগণ জাতিগত-বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া সকলেই সুহৃদ্ভাবে ভগবানের উপাসনা করিতেন। ক্রমশঃ সেই হংসজাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের বৈষম্য উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের উপাস্যবস্তু একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা পরিহার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের গুণগানে নিজ নিজ বন্দনা, মন্ত্রাকারে স্তোত্ররূপে পরিণত করিলেন।

পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ঋক্-সংহিতার মধ্যে আমরা নানা-দেবদেবীর স্তবস্তোত্রাদি তাঁহাদের স্তাবক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কামনা হইতে উদ্গীত হইয়াছে, জানিতে পারি। এই গুণাবর্ণিত দেব-পরিচয়সমূহ মূলবাস্তবজ্ঞানে দৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরবাদ সংরক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় মীমাংসক শ্রীব্যাসদেব প্রসিদ্ধ উপনিষদংশাবলম্বনে পরস্পরের বিবাদ মিটাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কতিপয় আধ্যক্ষিক তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ মায়াবাদের অবতারণা করেন।

শ্রীব্যাসের অকৃত্রিম স্তাবকগণ নির্ব্বিশেষ বিচারপরতার আদর না করিয়া ঐকান্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুবস্তুর সেবা-পদ্ধতির বিস্তার করেন। এই সকল সাত্বত পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। সঙ্গে-সঙ্গে লৌকিক-ব্যবহারার্থ অবৈধ সুখাদ্যলাভের আকাঙ্ক্ষিত করিয়া সামাজিকগণ যে-সকল বেদানুগ বিচারকে শাস্ত্র বলিয়া সামাজিক বিধি প্রণয়ন করেন, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র নামে কর্ম্ম-বিভাগের আনুগত্য লাভ করিয়াছিল।

যেকালে হংসজাতির মধ্যে শ্রীনারদ ও 'উপরিচর বসু' প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিকগণ এবং ব্রহ্ম-সনকাদি ভাগবতগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-মতকেই একমাত্র বৈদিক অনুশাসন বলিয়া বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখনই অক্ষেন্দ্রিয়তর্পণপর সমাজ ঋষিকুলের অধস্তনদের আবরণে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচারকরূপে আপনাদিগকে পরিগণিত করিবার আশায় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইকালেই হংসজাতি চতুর্ব্বিধ আকারে বিভক্ত হইয়া বর্ণরূপে পরিণত হইল।

এই বর্ণবিচারপর-জনগণ অক্ষরব্রহ্মকে বর্ণাত্মক করিয়া ত্রিগুণরাজ্যে নিজ নিজ মতের সমর্থন করিয়া অনেকের সহানুভূতি লাভ করেন। পরবর্ত্তি-কালে ব্রাহ্মণগণ দেশ-শাসন-পালনাদি রাজনীতির সাহায্যকল্পে রাজনীতির উপযোগিতা এবং কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্যপ্রভৃতি বৈশ্যনীতির উপদেশকসূত্রে রাজনীতি ও বৈশ্যনীতি-মূলক সমাজের ভৃত্যসূত্রে শূদ্র বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন।

ভাগবতগণ ও পাঞ্চরাত্রিক চিরদিনই হংসজাতির সনাতন নীতি অবলম্বনে শ্রীভগবানের পূজা-নিরত থাকিয়া সাধারণ সামাজিকগণের প্রতিপক্ষ হইয়া কর্ম্ম-ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ—একায়ন বৃদ্ধী ব্রাহ্মণ-পাদিগণ বিভিন্ন ঋষিকুলোৎপন্ন পরিচয়ে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ হইতে আপনাদিগের পার্থক্য স্থাপন করিলেন।

—:০:—

ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ বিভিন্ন ঋষিকুল হইতে, রাজন্যকুল হইতে, বৈশ্যকুল হইতে, শূদ্রকুল হইতে এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বহিষ্কৃত অন্ত্যজকুল হইতে নিজ নিজ-শাখায় একায়ন-বদ্ধ বৈদিকপরিচয়ে ব্রাহ্মণতা সংরক্ষণ করিবার অসঙ্গতি দেখিলেন না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ এবং তথা-কথিত ঋষিকুল বিষ্ণুসেবাকে গৌণ জানিয়া মুখ্য-বিচারে নির্ব্বিশিষ্টভাবকেই ব্রহ্ম বিচার করিয়া প্রকৃত বৈদিক-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সহিত পার্থক্য কল্পনা করিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতম বৈষ্ণবগণ "অহিংসা-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যঃ-তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ" বিচার অবলম্বন করায় কেবলমাত্র উঁহাদেরই পদানুসৃত হইবার বিচার গ্রহণ করেন নাই।

—:০:—

ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ সামাজিক ঋষিকুল ও বিভিন্নবর্ণের সহিত বিবাদ প্রবর্ত্তন না করিয়া সকলকেই হংসজাতির সমতা প্রদর্শনমুখে মহাভারত-কথিত গীতা-বাক্যের আলোচনা দেখাইলেন—

"বিদ্যা-বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

এই হংসজাতির মূলমন্ত্রের বিচার দর্শন করিলে সাধারণ সৎকর্ম্মসম্প্রদায় ক্ষত্রিয়াদি-জাতিকে বিদ্বেষ-চক্ষে দেখিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগেরও স্বাস্থ্যগত উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন।

—:০:—

সৎকর্ম্মিকুলের বিচার প্রণালীতে স্ব-স্ব স্বার্থপরতার কিঞ্চিৎ লাঘব হলে অনুন্নত শ্রেণী বলিয়া প্রসিদ্ধজনগণকে অপেক্ষাকৃত কিছু আদর করিতে শিখিলেন। হংসজাতির বিচার যাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল, তাঁহারা সমত্ব-প্রবর্ত্তন-মুখে স্মার্ত্তের বৈষম্য কেবল জড়পর ও প্রাপঞ্চিক জগতে তাৎকালিকবিচারে প্রতিষ্ঠিত,—ইহা প্রচার করিলেন। স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের বিচারের খর্ব্বদৃষ্টি-অবলম্বনে সাধারণকে বুঝাইলেন যে, আধ্যক্ষিক জ্ঞানী যখন কুঞ্জরের সহিত কুকুরের আকারগত বৈষম্য ও পরিস্থিতিগত উচ্চাবচত্ব আছে দর্শন করেন তখন উঁহাদের মধ্যে সমতা-স্থাপন-প্রয়াস আদর করা যাইতে পারে না।

—:০:—

হংসজাতির সমতা-প্রচলনের বিধি আধ্যক্ষিক-বিচার-নিপুণ স্মার্ত্তের দ্বারা অবৈধভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহারা কর্ম্ম-কাণ্ডপর মানবজাতির সহিত পার্থক্য বুঝিতে নিজের ভেদ দর্শন করিলেন। এই ভেদ দর্শন করিয়াও পুনরায় সেই স্মার্ত্তানুগত্য নির্ব্বিশেষ-বাদীকে আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রভাবে বশীভূত করিল। হংসজাতির বুদ্ধিমান্ জনগণ হংসবিচারের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া অহিংসা-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রাকৃত বর্ণের পরিচয়ে পরিচিতগণের যোগ্যতার উন্নতি প্রয়াসী হইলেন।

ভাগবতগণ ও পাঞ্চরাত্রিকগণ নিজ-নিজ নিগমশাখার বিধিতে অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরু-অর্চ্চন ও শ্রৌতপন্থার আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতিপক্ষ কর্ম্মি-সম্প্রদায় আধ্যক্ষিকজ্ঞানমত্ত হইয়া শ্রুতির বহুদেবস্তুতিসমূহের প্রয়োগ-মুখে শ্রৌত-বিধি প্রবর্ত্তন করায় পরবর্ত্তিসময়ে বৌদ্ধ-জৈনাদি বাদ প্রবলভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। উদ্ধৃত চার্ব্বাক ও প্রত্যক্ষজ্ঞান-বাদিগণ আধ্যক্ষিকজ্ঞান-মত্ত হইয়া বৈদিক ঋষিগণকে অজ্ঞ মূর্খ নিন্দুকের সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিল।

—:০:—

কিন্তু ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ অবিচলিত থাকিয়া সনাতনধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া যজ্ঞেশ্বরবিষ্ণুর উপাসক কর্ম্ম-কাণ্ডিগণের মঙ্গলপ্রার্থী হইলেন। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারোচিত সঙ্গতি প্রদর্শন করে বর্ণাশ্রমের আদর করিলেন বটে, কিন্তু বর্ণাশ্রমের আদর করিতে গিয়া বিষ্ণু-ভক্তিকে গৌণকার্য্যজ্ঞানে স্বীয় অধঃ-পতনের সুযোগ দেওয়াকে নির্ব্বুদ্ধিতা জানিলেন।

তাঁহাদের বর্ণিত চিন্তা-স্রোত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের শ্লোক—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

প্রভৃতি বিচারমুখে কর্ম্মকাণ্ড নিরত আধ্যক্ষিক জ্ঞানপ্রতারিত নির্ব্বোধদিগকে বুঝিমত করাইবার জন্য কতই না নির্ভীক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে বৃত্তিজীবি-সম্প্রদায় সত্যের সহিত প্রাকৃত কুহকাবৃত সত্যের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

বৃত্তিজীবি-বর্ণচতুষ্টয়ের অন্যতমই বৈশ্য-বর্ণ। তাঁহারা বিনিময়নীতিকেই প্রধান জানেন। এই বৈশ্যনীতি কর্ম্মফলবাদরূপে যখন ঋষিনীতিকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময়েই জৈমিনী প্রভৃতি পূর্ব্বমীমাংসকগণ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মপথ বিধানের অবাহন করেন। তদবধি ব্রহ্ম-নীতিতে যে বণিগ্বৃত্তি প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হন নাই। পাঞ্চরাত্রিকগণ শ্রীবিষ্ণু-কথিত বিচারপ্রণালীকে স্ব স্ব কামনা-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া রাজস তামস পঞ্চ-রাত্রের স্তাবক হইয়াছেন। কেবল সাত্বতগণ অবিকৃতাবস্থায় আছেন। পুরাণগুলিও ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত হইয়া হংসজাতির মধ্যে সত্যবিশ্বাসে সমতার লাঘবসম্পাদন করিয়াছে।

বৈশ্যনীতির আদরক্রমে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতী প্রভৃতির বিচার প্রণালী ব্রহ্মনীতিকে আক্রমণ করায় ব্রহ্ম-সূত্রের বিদ্বেষী শাক্তের মতবাদ বিষ্ণুভক্তির প্রতিপক্ষে প্রবল চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছে। স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রহ্মবিনীতি বিস্মৃত হইয়া বৈশ্যবৃত্তি নীতির আবাহন করায় বণিগ্বৃত্তির প্রাধান্যকালে ঋষিকুলের অধস্তনগণকে বিপথগামী করাইয়া স্মার্ত্ত

মধ্যে পরিচিত করাইয়াছে। সুতরাং ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ এই স্মার্ত্তবিপ্লব-স্রোতে পতিত হইয়া যে গড্ডলিকা ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ন্যায়গ্রাহিগণের মত নহে। এজন্য বৈশ্যের বৃত্তি বিনিময় বা ব্যবসায় বা কর্ম্মফলবাদ প্রকৃত বৈশ্যনীতির সহিত সংঘর্ষক্রমে যে যাজ্ঞ বিধি ও গৃহ্য সংস্কার প্রবর্ত্তন করাইয়াছিল, তাঁহার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিকগণ ব্যবসায়ী নহেন কিন্তু ভাগবত ও সাত্বত পাঞ্চরাত্রের বিদ্বেষী স্মার্ত্তগণ নির্ব্বোধজন-সঙ্ঘের সাহায্য লাভ করিয়া যে বৈশ্যের বৃত্তি ব্যবসায়কে ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাপন করেন তাহা ভাগবতের বিচারক অনিত্য ব্যবহারিক ব্যবকসম্প্রদায়ের ভুক্ত বিষয় সমূহকে বর্ণাশ্রিত বৈশ্যবৃত্তি বা ব্যবসায় বলেন। তাহাতে পাঞ্চরাত্রিক বা ভাগবতগণ দুঃখিত নহেন।

একান্তবিষ্ণু ভক্তগণের ব্যবসায় বিভিন্ন বৃত্তিজীবী স্মার্ত্তসমাজের ব্যবসায় সমূহের শ্রেষ্ঠপ্রতিপাদন করিয়া পরমহংস বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিবে। গীতোক্ত—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্‌॥"

এই বিচারে বেদের একায়ন শাখাবলম্বি জনগণ বহুশাখাবলম্বি অব্যবসায়িগণেরও আদর করিতে পারেন না, গৌরনাগরী প্রেমোচ্ছ্বলিত বিশৃঙ্খলতাবলম্বিগণ ব্যবসায় শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইব।

তথাকথিত শ্রীগৌরজন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতির সদস্য সভাপতি কাশীমবাজারাধিপতি

মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুর কে, সি, আই, ই

মহোদয়গণ সমীপেষু।

দ্বিতীয় পত্র।

মুখবন্ধ

আপনাদের সভা আমার নিকট হইতে শ্রীজন্মভূমিনির্ণয়ের অকাট্য প্রমাণ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং বিপরীত সকল কথা শ্রবণ করিয়া একটী নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম পত্রে কয়েকটী কথা জানাইয়াছি সম্প্রতি এই পত্রে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বিচার-বিষয়ে যে সকল ভ্রান্তি আশ্রয় করিয়া সাপেক্ষধর্ম্মকে নিরপেক্ষ বলিয়া বিবর্ত্ত হইতেছে, তাহা দূরীকরণমানসে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর আপনারা স্বয়ং মনে মনে বিবেচনা করিলেই আমার নিকট হইতে অকাট্য প্রমাণ বিষয়ক আদর্শ লাভ করিয়া ধারণা করিতে পারিবেন।

স্বরূপ-জ্ঞানের প্রয়োজন

প্রথমতঃ আপনার সভায় সদস্য সভাপতি মহাশয় নিজ নিজ স্বরূপজ্ঞান বিষয়ে ভ্রান্ত না হন। তাঁহাদের বিচারের উপকরণসমূহের কোথায় কিপ্রকার দুর্ব্বলতা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার নিরাকরণ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সভ্যগণ কে, এবং তাঁহাদের অস্তিত্বের রাসায়নিক বিশ্লেষণ কিপ্রকার তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য। তাঁহারা বোধ হয়, সংসারের বদ্ধদশায় করণের অপটুতা-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া সকলেই দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন।

অনভিজ্ঞগণের অযোগ্যতা

যদি তাহা না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা কতদূর, অগ্রেই সে বিষয়ে বিচার আবশ্যক। তাঁহারা পদার্থবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিকশাস্ত্রে পারদর্শী, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব ও ভেষজতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, প্রাচ্য তত্ত্ব ও জড়বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে শ্রোতৃবৃন্দের নিকট স্ব-স্ব অধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিবাদিস্থলে সর্ব্বাগ্রে প্রতিপাদন করিবেন।

কলিদোষ সত্যনির্দ্দেশক নহে

সেই বিচারকগণ সকলেই দ্যূত, পান, স্ত্রী ও সূনা,—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মের উপাদানে সম্পূর্ণভাবে দরিদ্র কিনা? বিশেষতঃ, আত্মরূপের বশবর্ত্তী হইয়া মানব যে অনৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর,—এই পাঁচপ্রকার মনঃপ্রসূত বৈকারিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন তাহা হইতে সম্প্রতি মুক্ত হইয়াছেন কিনা? শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখক শ্রীলঠাকুর বৃন্দাবন বলেন,—যাঁহারা জন্মমদ, বিদ্যা-মদ, ধনমদ, রূপমদ ও তপোমদ প্রভৃতি মদসমূহকে সম্বল করিয়া জগতে বিচরণ করেন, তাঁহারা আকর বিষ্ণুবস্তু শ্রীচৈতন্যদেব, তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম, অখণ্ড কাল, জীবের স্বরূপ ও নিজেন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়সমূহের আশ্রয় বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তি বিষ্ণুমায়ার চরণে অপরাধ করিয়া মত্ততা পরিহার করিতে অসমর্থ হন।

বিচারকের প্রয়োজনীয় গুণ

তৎকালে ঐ চারিপ্রকার বস্তুর নিকট অপরাধমুখে তাঁহাদের যে বিশৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্য, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। বোধ হয়, আমার নিকট অকাট্যপ্রমাণজিজ্ঞাসুব্যক্তিগণ ঐপ্রকার কোন মদে মত্ততা-বশতঃ অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া গৌণবিচারগুলিকে মুখ্য নিত্য অপ্রতিহত স্থির মীমাংসা রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। ধনবল, জনবল, বিদ্যার অপ-ব্যবহার প্রভৃতি অসংখ্য মাদকদ্রব্য অসংখ্য অপরাধ উৎপাদন করায়। উহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলে আমার প্রদত্ত অকাট্য প্রমাণগুলিকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

প্রমার প্রতিকূল ভ্রম

জড়াভিনিবেশ প্রবল করিয়া যাঁহারা স্ব স্ব তপো-মদে, বিদ্যা-মদে, কুলমদে, ধনমদে অকাট্য প্রমাণসমূহে অনবধান ক্রমে শব্দমাত্রের শ্রোতা হন, তাঁহাদের অসমর্থতা কখনই প্রকৃত প্রমা মাত্রই ধরিতে সমর্থ হইবে না। তাঁহারা ভ্রমকেই প্রমা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আত্মবঞ্চিত হওয়াকেই নিজ জীবনের সাফল্যরূপে গ্রহণ করিবেন। যে সকল জ্ঞান জীবমাত্রের নিজ নিজ ইন্দ্রিয়প্রীতির সহায়তা করে সেইগুলি যে তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর হইবে, এবিষয়েও প্রমাণাভাব। প্রত্যেক শ্রেয়ঃপন্থীর আধ্যক্ষিক-বিষয়মত্ততা নিশ্চয়ই শ্রীগৌরপাদপদ্ম-নিরূপণে অসমর্থ।

ক্যাকড়ার মাঠে গৌর পদরেণু নাই

পূর্ব্ব পত্রেই জানাইয়াছি যে শ্রীগৌর পদাঙ্ক যে ভূমিতে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, সেই ভূমি কালের প্রবাহে সেখানে আর নাই। অভ্যুদয়বাদি-সূত্রে চলন্ত বাষ্প-শকটে আরূঢ়জনগণের স্থিরসিদ্ধান্ত বিকারযুক্ত। তাদৃশ বিকারের বশবর্ত্তী বিষ্ণুমায়াক্লুষ্ট আধ্যক্ষিকসম্প্রদায়। তাঁহারা আরোহ-বাদাশ্রয়ে তাঁহাদের সত্যবস্তুর সান্নিধ্যলাভে অসমর্থ হইয়া নিশ্চয়ই অধঃপাতিত হইবেন।

যুক্তিহীন বিচার অগ্রাহ্য

যাঁহারা যুক্তিহীনবিচার অবলম্বন করিয়া স্বীয় অনভিজ্ঞতা-মূলক যুক্তিজালে আবদ্ধ হইবার কৌশল সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত, তাঁহাদের শেষপরিণতি লুব্ধ মৎস্যের বড়িশ-গ্রহণের ন্যায়, ব্যাধবংশীগীত মুগ্ধ-মৃগের ন্যায় এবং সুচতুর বিড়ালস্থ ভোজন প্রয়াসী মূষিকের বিনাশযন্ত্রে আবদ্ধ ভোজ্য দ্রব্যে আকৃষ্ট হইবার ন্যায় আত্ম বিনাশ বা Blasphemy (অপরাধ) রূপ ফলমাত্র লাভ ঘটিবে।

তত্ত্ব নির্ণয়

এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত তৎ-প্রচারিত শিক্ষায় দীক্ষিত অভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিষয়জালে আবদ্ধ হইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণব চরণে অপরাধসঞ্চয় করেন না।

সর্ব্বাগ্রে বিচারকগণের স্বরূপনির্ণয় ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং তাঁহাদিগের অনুশীলনীয় বস্তু ও বস্তুসম্বন্ধে কোন পারিপার্শ্বিক অনুসন্ধান এবং তাহার ফল কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অর্থপঞ্চকের প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধিমান্ দাবা-বড়ের খেলোয়াড় তাহার বলগুলি পরিচালনা করিবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ তিনটী চালের চিন্তা করে তদ্রূপ স্ব-স্বরূপ-চিন্তাদি অর্থপঞ্চকে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। মহাভাগবত আদর্শগুরুর সংজ্ঞা-নিরূপণে অমোঘ স্মৃতি শাস্ত্র বলেন,—

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্‌বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

তাপসংস্কার

অধোক্ষজ-সেবা-কামি-জনগণ ত্রিতাপ-দগ্ধ অভিমান করিবার পরিবর্ত্তে পঞ্চ-সংস্কারের অন্তর্গত তাপ সংস্কারের অভাবে কালের প্রচণ্ড রৌদ্র-মূর্ত্তির করালকবলে পতিত হন। যাঁহারা শ্রীগৌরজন্মভূমিনিরূপণ করিবার নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ লাভ করিয়া সফলকাম হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ জীবের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহা হইলে শঙ্খচক্রাদির তাপ-গ্রহণাভাবে তাঁহাদের বিচারকালে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক,—এই ত্রিবিধ তাপ নিত্য সত্যকে আবরণ করিবে এবং নিত্য সত্যবস্তু হইতে বিক্ষিপ্ত করাইবে। সুতরাং তদ্রূপ আপনার সভ্য বিচারকগণ, সকলেই তাপ-গ্রহণের পূর্ব্বে আমার প্রদত্ত শ্রীগুরুমুখ-বাক্য-প্রমাণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবেন,—ইহাই আশঙ্কা করি।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র

যাঁহারা গৃহব্রত ও গৃহমেধীকে ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের বক্ষঃ স্কন্ধ উচ্চাঙ্গসমূহে ভগবানের মন্দির অঙ্কন করিবার পরিবর্ত্তে স্ব স্ব কামমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্দ্বারা জড়প্রীতিকাম-কলাপে দোহন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জন্য তাঁহাদের উদ্র ও সাত্ত্বিকভাবময় মস্তিষ্ক উচ্চ প্রদেশ সমূহের বৈধ অর্চ্চনপদ্ধতিমূলে ললাটাদি-প্রদেশে হরিমন্দির অঙ্কনের ব্যবস্থা লোকাতীত জগদ্‌গুরুগণ স্থাপন করিয়াছেন। সেই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে বিষ্ণুলায়ার প্রতিষ্ঠান না করিয়া 'মামাং বুদ্ধত চিন্তয়া' শ্লোকের ভাবগ্রহণমুখে ভগবানকে স্থাপন না করিলে আপনার সভায় সভ্যগণ কি প্রকারে এই প্রাকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালে অকাট্য প্রমাণ-সমূহ দেখিতে বা বুঝিতে পারিবেন? যে কাল পর্য্যন্ত আপনার সভায় সভ্য-বিচারকগণ পুণ্ড্র সংস্কারসম্পন্ন না হইয়া প্রজল্পাদিতে মত্ত থাকাকালে বৃথা বিতণ্ডার উদ্দেশে ভ্রমকে 'প্রমা' বলিয়া স্থাপন করিবেন, তাহা ন্যায় সঙ্গত হইবে না। যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীমন্তীর্থপাদের 'ন্যায়সুধা' ও জগৎপূজ্যগুরু শ্রীব্যাসাচার্য্যের 'ন্যায়ামৃত'-পাঠে সভ্যগণের বিবর্ত্ত নিদ্রা ভঙ্গ না হইবে, সেই কালপর্য্যন্ত বনমালি মিশ্ররচিত গ্রন্থভাবে অধিকার লাভ করিবেন না। তাপ ও পুণ্ড্র সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে সত্যাত্ম বিদ্যা প্রভৃতির স্বরূপনির্ণয়াভাবে আধ্যক্ষিকগণের তাণ্ডব-নৃত্যই আপনাদের নিদর্শনস্বরূপে লোকের বন্ধ হইবে।

দুঃসাহসে অনৌচিত্য

অন্যায়কে ন্যায়বোধ করায় শুষ্ক-তার্কিকের কৈতবসমূহ আপনাদের নিকট নিরস্তকুহকধামসত্যের স্থান অধিকার করিবে। তাই বলিতেছি যে বিচারকগণ স্বস্বরূপ নিরূপণে অর্থপঞ্চকজ্ঞানবিষয়ে স্বরজ্ঞানের দারিদ্র্য লইয়া অপরাবিদ্যার সাহায্যে অজীর্ণ অহংগ্রহোপাসনা-দূষিত মায়াবাদকে সুখাদ্য জ্ঞান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অভ্যুদয়প্রদেশ কোথায় কি প্রকারে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিবার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইবেন না।

বিষ্ণুবিদ্বেষে দুর্দ্দৈব

ত্রিবিক্রমদেবের ঈশবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অপরাধ-মুখে নিজাবৎ ও শিবস্বামি সম্প্রদায়ের পরিশুদ্ধিতে ভ্রান্ত শিবভক্তগণের শ্রীহরিভক্তিতে শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামি ও শ্রীধরাদির মত-লোপক বিচার-প্রণালী জানতের দর্শন [illegible] করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল।

[illegible]

[illegible]

পক্ষে পূর্ব্বাপরবিরোধদোষশূন্য আমাদের [illegible] বিচারপ্রণালী উল্লেখ করিয়া [illegible] ও [illegible] [illegible] নিরস্ত করিয়াছেন। [illegible] কর্ত্তৃক বিচার-রীতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যুক্তিযুক্ত ও অযৌক্তিক বিচার করিয়া থাকেন। স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, মন, এই সমস্তের উর্দ্ধে অপসৃত-ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বিচারে নিপুণ মানবজাতিকে আবদ্ধ করিয়া ভক্তিহীন পারলৌকিক প্রাধান্য দিয়াছে। এ কথা পূর্ব্বপত্রে উল্লিখিত আছে। সুতরাং তাঁহাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণন কর্ত্তব্য নহে।

স্মার্ত্তবাদ

কুমারিলপ্রমুখ পূর্ব্বমীমাংসক-মনীষি-গণের বিচার সমূহ যে যে স্থলে পরম-ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়াছে, তাহা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক আচারবান্ ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ ভক্তির অনুকূল স্মৃতিগ্রন্থ ও পঞ্চরাত্র'মত প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর কেরল প্রদেশের উত্তরাংশ কর্ণাট-দেশীয় পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের এবং তদনুগ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের নির্দ্দিষ্ট আচার ও ব্যবহারাদির প্রবর্ত্তনমানসে ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠতাসূচক তাঁহাদিগের কথা অনুমোদন করিয়াছেন, দক্ষিণদেশে বিষ্ণুভক্তির উৎসাদনকল্পে যে সকল অহংগ্রহোপাসক ও তদনুগত ব্যবহারবিৎ স্মার্ত্তগণ উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ঈশবিমুখ-চেষ্টার সহিত মতভেদ করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ ভক্তবাদ ও বৈকুণ্ঠবিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌরের বিদ্বেষ দুইপ্রকার

সম্প্রতি গৌরসুন্দরের প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণের পরমার্থপ্রচার দুইপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। মায়াবাদ-বিচার প্রবল হওয়ায় পঞ্চগৌড়ে ভগবৎসেবানুখ-তার বিচার ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত জীবমাত্রেই ভক্তিতে অবস্থানের কথা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

বিরোধের প্রতিকারে বাধা

একত্র চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের মঙ্গলময় বিচারসমূহ যাহা শ্রীচৈতন্য-দেব অনুমোদন করিয়াছেন সেই সকল শুদ্ধস্মার্ত্তের বিচারপ্রবর্ত্তনের উদ্দেশে পরবিদ্যাপীঠ ও পাঞ্চরাত্রিক বিধান-প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাতের জন্য বিবাদপ্রিয় দোষা-রোপকারিগণ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কখনই শুদ্ধনামভজনধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নহে। ভগবৎসেবা বিমুখবিচার প্রবল হইলেই মায়াবাদ ও অবৈষ্ণব-ব্যবহারময় লোকপ্রিয় অনর্থযুক্ত শ্রেয়ঃ-পন্থার আদর দেখা যায়। যখন এই ভব-রোগের চিকিৎসা জগতে আবির্ভূত হয়, তখনই বৈষ্ণববিনাশ প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়া তাহারা যে শাখায় উপবিষ্ট, সেই শাখা-কর্ত্তনেরই অনন্য চেষ্টা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। উহার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত চেষ্টা [illegible] ও [illegible] [illegible]-দর্শনকল্পে [illegible] গৌর-জন্মনির্ণয় সমিতিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

[illegible]

নামভজন-রাজ্য [illegible] [illegible] অজ্ঞান জীবের ভগবৎসেবাত্মক আত্মবৃত্তির উদয়ে চিদ্বিলাসলক্ষণবৃত্তি আমাদিগকে প্রাকৃতবিয়োগ মহত্ত্বে সংশ্লিষ্ট করে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—জড়-পদার্থ এবং বিষয়সমূহের সত্তা-নির্দ্ধারক নাম কর্ণকাদের জন্য কল্পিত চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্—এই ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের ভোগ্য অনিত্যতা প্রতিপাদক প্রাকৃতবুদ্ধির উপা-দান। উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, জীবেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বের অতীতের সেবা-কল্পে বৈকুণ্ঠনাম ভূতা-কাশের যাবতীয় ধ্বনি নিরস্ত করিতে সমর্থ হয়। শব্দের রূঢ়িবৃত্তিতে যেকালে ভগবদ্বৈমুখ্য আনয়ন করিয়া জীবকে মায়া-বদ্ধ করাইয়া ভোক্তৃ-ভোগ্যসম্বন্ধে নিযুক্ত করে। শুদ্ধদেশক শব্দের রূঢ়িবৃত্তি অজ্ঞান আনয়ন করে এবং সেই অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি পূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ জীবকে অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা করিয়া মায়াবাদী করিয়া তুলে তখনই বদ্ধজীব মুমুক্ষার আবরণে নিজের তাৎকালিক অভিনয়মুখে স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আপনাকে স্থাপন করে। এক্ষণে ভূমিনির্ণয়সভার বিচারকগণ নাম-করণ সংস্কারের অনাবশ্যকতায় সংবদ্ধ হইয়া কি প্রকারে মায়ার অকাট্য গ্রাম্য-নিবন্ধিনী ধারণার নির্দ্দেশ বুঝিতে পারিবেন,—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

কুবিচারে বিবর্ত্ত

তাপ, পুণ্ড্র ও নাম,—এই সংস্কার-ত্রয়ে সংস্কৃত না হইলে দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট বস্তু বিপন্ন ভৃত্য মানব কি প্রকারে শ্রীগৌর-সভায় প্রবিষ্ট হইবেন, লোকে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যাঁহারা এক সৌরবর্ষপরিমিতকাল আধ্যক্ষিকবিচার-পরিহারার্থ গুরুগৃহে বাস করিয়া শ্রীগৌর-কথিত দশপ্রকার সাধনভক্তির সোপান অবলম্বন না করিবেন, তাঁহারাই শ্রীগৌর-পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত হইয়া গৌরাঙ্গসিংহের জাত কাঁদিয়াজবংশের অনেক ভক্তের সহিত বিদ্বজ্জনের সাম্যপ্রয়াস করিয়া ফেলিবেন। দিব্যজ্ঞানের অভাবে জড়ের সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানে প্রভাবিত হইয়া গৌরাঙ্গ সিংহ প্রভৃতি বৈষ্ণবকে বিষ্ণুবস্তুর আকর শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত এক জ্ঞান করিতে গিয়া মায়াবাদ ও ফল-ভোগবাদে আত্ম-নিয়োগ করিবেন।

মন্ত্রার্থজ্ঞানহীনের কুবিচার

এই প্রকার মন্ত্রবিহীন অদাস্ত্র দাম্ভিকের নিকট তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি খর্ব্বকরার সুবিধা নাই। বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি-পাত করিতে গেলে একই বস্তুর বিভিন্ন ধারণা উপস্থিত হয়। আধ্যক্ষিকের বাস্তব-বস্তু জ্ঞানের অভাবে যে ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে মায়াবাদ ও বৈষ্ণববিদ্বেষি প্রবৃত্তিনিধান মিথ্যাবাদের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। আধ্যক্ষিক ভোক্তৃত্ব ও অধোক্ষজসেবাবৃত্তকে সমপর্য্যায়ে সর্ব্বদাই [illegible] বলিয়া থাকে কথিত হয়। জীবের এই অজ্ঞানতাকে গৌরহর্যালোকে বিদূরিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি শ্রীরূপ-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তন্মধ্যে একটী এই যে,—

'কুতর্কত্যাগে সত্যলাভ'

"সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে। কুর্য্যাৎ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥" সুতরাং ভগবদ্বিদ্বেষী, ভক্ত-বিদ্বেষী, গুরুদ্রোহীর সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিবার বিচার আমি ছাড়িতে পারিব না। ভূমিনির্ণয়সমিতি করিবার উদ্দেশে যে সকল শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিরো-ধিনী সভা হইয়াছে ও হইবে তাদৃশ অনভিজ্ঞজনগণের সহিত মহাভাগ-বতোত্তম ও গুরুগণপ্রবর কখনই সম্ভাষণ করিতে পারেন না। ইহা আমি জানি তবে তাঁহাদিগের অজ্ঞাননিরসনার্থ 'বালিশে' উপদেশই মধ্যমাধিকারের নৈসর্গিক বিচার।

গৌরবিরোধের প্রকৃতত্ত্ব

বিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি বিচার করিয়া গৌরবিদ্বেষিপ্রবাহক অনেক বসুজ টাকী অঞ্চলের ব্যক্তিকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে বিচারের কথা বলিয়াছিলেন, তিনি তাহা বুঝিতে না পারিয়া পরবর্ত্তি-সময়ে যে যে অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ও সেই দূষিত বিষয় বীজটী পল্লবিত করিবার জন্য সচেষ্ট আছেন, তাহা জন্মভূমিনির্ণয়সমিতির যোগ্যতম সম্পাদক কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে প্রাম্যবার্ত্তাবহে প্রকাশিত হইতেছে।

গোড়ায় গলদ

ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান শিরোদেহে কিছুদিন-পূর্ব্বে খুলনায় সেনহাটীনিবাসী গ্রামবাসিব্য শিশিরচন্দ্র নন্দীর পুত্রের শিষ্যকল্প কয়েক ব্যক্তি তাহাদের মূলমন্ত্রীয় পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট-গ্রহণে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধপ্রচারবিনাশকল্পে যে নির্ণয়সমিতির প্রধান উদ্যোগী হইয়া-ছেন, সেই দূষিতমূর্খতাসমূহ আলোচনা না করিলে এই অনুষ্ঠানের আমূল ব্যাপার বুঝিতে পারা যাইবে না। তাহাদের মূল-ভ্রান্তি এই যে, ভগবান্ জড়ের অন্তর্গত অক্ষজজ্ঞানগম্য বস্তুবিশেষ। এইরূপ ধারণা বৌদ্ধবিচার হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের বিচার প্রণালীর প্রমামিতি (Epistemology) আলোচনা না হওয়া কাল পর্য্যন্ত সত্যপথের স্বরূপনির্ণয়ে বিচারভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ অপরিহার্য্য

শ্রীগৌরপদাশ্রিতজনগণ কেনই বা অয়োদশ প্রকার গৌরভক্তব্রুবসম্প্রদায়ে আপনাদিগের নির্ব্বাণ কামনা করেন না, তাহা বুঝা যাইবে। ইহাদিগের ভগবদ্-বিমুখতা কি প্রকারে উদ্ভূত হইল, এবং উদ্ভূত হইয়া কিপ্রকারে ভক্তিবিবেককার্য্যে উদ্দাম-প্রবৃত্তি উদিত হওয়ায় ভক্তিপথের পথিকগণ সকলেই যাহা জানিতে পারিয়াছেন আমি তাহা সন্ধান করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। যাঁহারা জানিতে পারেন নাই, তাঁহারাই গৌরজন্মভূমি নির্ণয় সমিতিতে যোগদান করিয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার প্রতিকূলে স্ব-স্ব-দুর্ব্বলা মিথ্যা চেষ্টা করিতে প্রমত্ত হইয়াছেন।

প্রকৃত ঘটনা গোপন

সভাপতি মহারাজের নিকট এই সকল অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধভাবসমূহ সযত্নে রূপে আচ্ছাদিত করিয়া যে সকল অযৌক্তিক ইতিহাসবিরুদ্ধ এবং লজ্জাযুক্ত বাক্যসমূহ Albert Hallএর সভায় উদ্গীর্ণ হইয়াছে, তাহার অকর্মণ্যতা, ভ্রান্তি এবং মাৎসর্য্যপক্ষে প্রতারণা করিবার প্রবৃত্তি যাহা আমার হস্তগত হইয়াছে আমি প্রচুর পরিমাণে উহা সর্ব্বদা প্রকাশে আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু তাদৃশ আলোচনা-পাঠে কাহারও কোন মঙ্গল হইবে না জানিয়া পূর্ব্বে মহাজনের আচরিত মৌনবৃত্তি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা Albert Hallএর সভায় উপস্থিত হইয়া বাক্চাতুরীর ও ঐতিহ্য-জ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

নূতন লোকের অগম্য

এই প্রকার কথায় সাধারণ লোকের নানা কারণে প্রবেশাধিকার না থাকায় তাহাদিগকে ধনমদ, জ্ঞানমদ, রূপমদ, তপোমদ প্রভৃতির অভিনয় প্রদর্শনপূর্ব্বক নিত্যবাস্তবসত্য শ্রীগৌরসুন্দর হইতে বিপরীতদিকে প্রধাবিত করাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য তাঁহাদিগের পক্ষেই শোভা পায়, তজ্জন্য কতকগুলি আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই।

পাল বাবুর সহিত মতভেদ

ঐ দিবসের সভার যে সকল কাল্পনিক অযৌক্তিক অনৈতিহাসিক কথা আলো-চিত হইয়াছে তদ্দ্বারা চালিত হইয়া বক্তা বিপিন বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আমার মতভেদ হইয়াছে।

অবৈধ প্ররোচনা

দাস, রায় প্রভৃতি সাময়িকপত্রের লেখকগণের উক্তিতে যে হিংসা ও মাৎসর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদিগের নিকট হইতে জানা যায় যে, ঐ গুলি তথা-কথিত সম্পাদকের প্ররোচনা-ক্রমেই পত্রস্থ হইয়াছে। সেই সকল পত্রে তাঁহা-দিগের নিরপেক্ষ স্থাপনের আমি কোন প্রমাণ পাই নাই এবং তাঁহারাও কোন প্রমাকে ভ্রমেতর বলিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। জালালপুরের অদ্বৈতবংশাবতংস বন্ধুজ মহাশয় যে উপাদান-কারণরূপে আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন, উহার ভিত্তি সুদৃঢ় নহে এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তি যাঁহার হস্তে অর্পিত ও সুধারত হইতেছে, সেই ব্যক্তিই শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের প্রতিপক্ষ বলিয়া জানিতে পারায় তাহাকেই এই কার্য্যে নিয়োগ। কিন্তু তাহার এই অবৈধ-বিদ্বেষে ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন নাই।

কে সত্যোপদেশের অধিকারী?

সুতরাং বিদ্বেষীকে পরিহারনীতি অবলম্বন করিয়া অকাট্য প্রমাণসমূহ তাহা-দিগের ন্যায় বিচারকের হস্তে প্রদান করা যুক্তিবিরুদ্ধ। শাস্ত্র বলেন,—

"দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরিহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশকম্॥"

যাঁহারা কপটতা পরিত্যাগ না করিয়া জানিবার অভিলাষী হন, তাহাদিগের সম্বন্ধে মহাজনের আদেশ এই যে,—

"অশ্রদ্ধালোর্বিধানো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালোরেব সকলং বৈদিকত্বাধিকারতঃ॥"

বিদ্বেষীর প্রতিব্যবহার

বিদ্বেষিজনে উপেক্ষাই উত্তরের মঙ্গলের কারণ,—এ কথা অবিসম্বাদিত সত্য।

বিচারকশ্রেণী যখন সকলেই ত্রাণ, পুণ্ড্র ও নামসংস্কারে সংস্কৃত নহেন, এবং কেহ কেহ অদীক্ষিত, তখন তাঁহাদের অখণ্ডজ্ঞানের-অবিসম্বাদিত-সত্যগ্রহণে অধিকার নাই।

অধিকারী কে ?

অনধিকারী অপরা বিদ্যার আশ্রয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞানদ-মন্দিরের পরমোচ্চশিখরে আরোহণ করিলেও যে তিনি নিত্যসত্যের কোন সংবাদ পাইতে সমর্থ, এরূপ নহে; কেন না, তাঁহার ত্রৈগুণ্য-বিষয়েই পারদর্শিতা লক্ষ্য এবং বাস্তবসত্যকে আবরণ করিয়া তাঁহার নিজ চেতনের অপব্যবহার ক্রমে পরমাণুবাদ পর্য্যন্ত বা বিদ্যুৎকণের মায়াবিকৃত ধারণায় আবদ্ধ থাকে। এখানেই শ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের দ্বাররোধ করিয়াছেন। গৌরবিদ্বেষি সম্প্রদায় গৌর নাম, গৌর রূপ, গৌর গুণ, গৌর পরিকর ও গৌরলীলায় কেহই প্রবেশাধিকার পান নাই বলিয়া তাঁহারা সামান্য বাবে বড় কাম হাঁসিল করিয়াছি মনে করেন কিন্তু স্বপ্নে তাঁহাদের প্রাপ্ত-রত্নের অধিকার জাগরাবস্থায় অপ্রাপ্তিহেতু অনুতাপেই পর্য্যবসিত। ধীরচিত্তে এই সকল কথা আলোচনা না করিলেই তাঁহারা অবিদ্যার তিমিরে অবস্থিত থাকিয়া আপনাদিগের শ্লাঘা করিতেছেন এবং আপনাকে শ্লাঘ্য-জ্ঞানে গৌরভোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় গৌরসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশ্বের যে মঙ্গল-বিধান করিবেন বলিয়া মনে করেন, তাহাতে দোষ স্পর্শ করিয়াছে।

মন্ত্রদীক্ষা

এজন্যই চতুর্থ সংস্কার বৈধ মধ্যমা ভাগবতাধিকারে নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহারা পাটিগণিতের সংখ্যা-গণনা ও সঙ্কলনাদি মাত্র শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া চলগণিত ও কোয়াটারনেন্স প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রের উন্নতাংশ নহে বলিয়া বাহাদুরী করিতে গিয়া আপনাকে অবিদ্যা-শিক্ষা-প্রদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কলনমাত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা সূত্রে ডাক্তার প্রভৃতি গৌরবশৃঙ্গসমূহে পরিশোভিত হইয়া আধ্যক্ষিক জ্ঞানে আপনাকে পারদর্শী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন যে, সার আইজাক্ নিউটন মহোদয়ও নিজের উপলব্ধি-বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার আরোপ করেন নাই।

ডাঃ আইনষ্টাইন্ প্রভৃতি মনীষিগণকে সাধারণ ধারণাতে অভিজ্ঞব্যক্তি বড় না মনে করিতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তকে মায়াবাদী ও বিদ্ধভক্তের সহিত সমজ্ঞানপ্রয়াস আধ্যক্ষিক জ্ঞানের আদরের বিষয় নহে।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যতা

সুতরাং আমরা বলি,—অভিজ্ঞ যোগ্য গৌরভক্তের নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানলব্ধ-সেবাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই এই বিসম্বাদ বিষয় হইতে সভ্যগণের বিমুক্তি ঘটিবে।

যাগবিধি

যাঁহারা গুরুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বীয় দম্ভবশে স্বয়ং গুরু হইবার ইচ্ছা করেন, তত্ত্বপন্থীর 'বাহিরে' বুদ্ধি মিশ্রিত বিচার উঠাইয়া দেন, তাঁহাদের যাগবিধিতে কোনপ্রকারেই অধিকার হয় না। অন্তর্মুখিনী দশপ্রকার সাধকের চেষ্টা ও ব্যতিরেকমুখে দশ প্রকার অর্গল অতিক্রম করা যাহাদের আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় নাই তাঁহারা প্রকৃতি হইতে গুণত্রয়জাত কর্ম্মেই স্বীয় আত্মগরিমা প্রকাশ করিতে গিয়া বস্তুজ্ঞানে বঞ্চিত হন, স্বরূপজ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের নিত্যানুষ্ঠান স্তূপীকৃত পাংশুরাশির অভ্যন্তরে চাপা পড়িয়া যায়। সেজন্য যাগবিধিপ্রবণের অধিকার হইতে তাঁহারা নিজকর্ম্মফলে বঞ্চিত হন। পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত না হইলে আগন্তুক অনুভূতি তাঁহাদিগকে জড়মোহের ক্রীড়নক করিয়া তুলে। কোমর বাঁধিয়া হুজুগ করিবার চেষ্টায় সাধারণ লোকের নিকট সত্য গোপন করিয়া অসত্য কথার অবতারণা করিলে কোন সুফল পাওয়া যায় না। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কপট অর্চ্চন ভজনাদিতে প্রবৃত্ত হইবার সোপানে যাগবিধি।

কল্পনায় সত্য অলভ্য

যাঁহারা নিজ নিজ কল্পনামূলে দিব্যজ্ঞানরূপ সনবধর্ম্মের ত্রাণকারী মন্ত্র লাভ করেন নাই, তাঁহাদের মিথ্যাভিনয় কখনই সত্যকে উদ্দেশ করিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন যে, গৌরাঙ্গ একটি দৃশ্যজগতের নায়কমাত্র—অসংখ্য নায়কের দেশকালপাত্র পরিচয়ের অনুসন্ধান সকলেই করিতে পারেন সুতরাং আমরাও আদাজল খাইয়া অবান্তর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তর্ক শিবিকার অগ্রপশ্চাৎ-দণ্ড স্কন্ধে স্থাপন করি, তাহা হইলে আমরাও গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিব কিন্তু নিরপেক্ষজনগণের জানা আবশ্যক যে সেইরূপ শিবিকার কপটবাহকসম্প্রদায় কোথায় তাঁহাকে সহযোগী করিয়া কোন বিপথেই লইয়া যাইতেছে।

বারান্তরে আরও বলিবার ইচ্ছা

আমরা বারান্তরে নবেজ্যা-কার্য্যের অর্থপক্ষের কথা আলোচনা-মুখে আরও কতিপয় কথা জানাইব,—যদ্দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ পথিকগণ সরলপথে চলিতে শিখিবে।

অবিমৃষ্যকারিতা অবাঞ্ছনীয়

অদ্যকার পত্র সমাপ্তির পূর্ব্বে আমি বলিতে চাই যে, (১) কাক কাণ লইয়া গেলে কাকের অনুসন্ধান করা অপেক্ষা কাকের কর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার শক্তিই যে নাই তাহাই বিচার করা উচিত। ঐ বিচারটী হইয়া থাকিলে সত্য-গোপনকারীর একটা বাজে কথায় কোন যুক্তিযুক্ত বিচারক অগ্রসর হন না। যদি কেহ অবিমৃষ্যকারিতা অবলম্বনে অত্যন্ত দ্রুতবেগে কাকের পশ্চাতে দৌড়িতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি অচিরেই হাঁপাইয়া পড়িবেন।

শ্রদ্ধার পাত্র কে ?

(২) কাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা নির্ণয় সমিতিতে যোগদান করিব? তাঁহারা এ বিষয়ে কি প্রকারে লোকের বিশ্বাস ভাজন হইয়াছেন, তাহা জানান আবশ্যক।

গুরুবৈষ্ণবানুগত্যেই ধাম নির্ণয়

যাহাকে জ্ঞান আদর্শস্থানে করিয়া তাহার কাতরোক্তি অভিনয়শ্রবণে পথভ্রষ্ট হইবার জন্য নির্ণয়সমিতির সভ্যগণ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন সে লোকটী সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধার পাত্র হউক। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবেই শ্রদ্ধা কর্ত্তব্য। কপটতা আশ্রয়ে বৈষ্ণব বিদ্বেষীর প্রতি শ্রদ্ধা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যেন কোন দিন উদিত না হউক,—ইহাই আমাদের বিচার।

আমাদের আপত্তি

লোহালক্কড়ের কারিগরকে প্রত্নতত্ত্ববিৎ, জ্ঞান করিতে হইবে। ব্যবহারিক গোমাস্তা মহাশয়েরা আমাদিগের গুরুর কার্য্য করিবেন, প্রতিপক্ষের উকিল বাবুর কথাকে বেদবাক্যজ্ঞানে সত্যপথ পরিত্যাগ করিতে হইবে, সাহিত্যে বি আর এস্ মহাশয়ের, নিকট indeterminate Equation বা কুট্টকগণিত শিক্ষা করিতে হইবে, কর্ম্মকারের দোকানমাত্রেই দধি পাওয়া যায় বলিয়া বুঝিতে হইবে, 'মায়া' মহাশয়ের নিকট অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে, অসংযত লোভিজনের নিকট যোগ শিক্ষা করিতে হইবে, এরূপ শাস্ত্রশাস্ত্রে আমি আজও দীক্ষিত হইতে পারি নাই বলিয়া নির্ণয় সমিতির বিচারকগণের প্রতি আমার কোন আস্থা নাই এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির আস্থা থাকিতে পারে না ইহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইয়া দিব।

উল্টা বুদ্ধি জাত কুযুক্তির সঙ্গ ত্যাজ্য

যাহাদিগের গুরু 'অন্তর' শব্দের অর্থ 'বাহির' বলে, পরবর্ত্তি সময়ের ক্যাঁকড়ার মাঠকে স্বেচ্ছাক্রমে নাম বদল করিয়া দিয়া 'পুরাণ মিঞাপুর' বলিতে পারে, আদৌ কোন প্রমাণ না থাকা-সত্ত্বেও প্রমাণের ছলনায় লোককে বিপথগামী করিতে পারে, জাজ্জল্যমান অবিসম্বাদিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ গুলিকে চাপা দিতে চেষ্টা করে, অষ্টাদশ ঊনবিংশশতাব্দির নবদ্বীপকে ষোড়শ সপ্তদশশতাব্দির নবদ্বীপের সহিত সহজে লোকের ভ্রমউৎপাদনার্থ এক বলিতে পারে, সাধারণ ভ্রম ও প্রমার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমকেই প্রমা এবং প্রমাকেই 'ভ্রম বলিয়া চীৎকার করে, সাতকুলিয়ার পূর্ব্বাংশে গঙ্গাধারা, তাহার পূর্ব্বাংশে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ বলিতে পারে, ক্যাঁকড়ার মাঠ পশ্চিমে গঙ্গা ও তাহার অপর পারে সাতকুলিয়া বসাইতে পারে, তাহার মাথায় প্যাঁচ ঠিক নাই, একথা বলিবার কাল। আপত্ত হইতে পারে, বুঝিতে পারি না।

ধামপ্রচারিণী সভার নিরপেক্ষতা

এই প্রকার লেখকের অনুসরণ করিতে গিয়া যদি কোন সাত্বিকাবহুরী, মোক্তারের কারপর্দ্দাজ, মস্তিষ্কহীন আত্মীয়স্বজন সদাগ্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ মক্কেলের গুণগান করিয়া সকলকেই প্রাকৃতজনের স্বার্থ-পোষণ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার সহিত নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রীধাম প্রচারিণী সভার নিরপেক্ষ সোনলভাই তদ্রূপ বিভ্রম প্রাপ্তিতে পতিত হইবেন না।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার প্রতিজ্ঞা

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম্মকে বৌদ্ধ নাস্তিকবাদের অন্তর্গত বলিয়া প্রাকৃত [illegible] পূর্ব্বক [illegible] বিদূষণকারী [illegible] যাহারা প্রস্তুত হইয়া বাহিরের দিকে পুষ্ট মাত্র করাইতেছেন, তাঁহাদের অভিসন্ধি গুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া নিরপেক্ষ মানবজাতির নিকট উহা প্রদর্শন করিব।

পূর্ব্বে নিবেদনের প্রচার

নিবেদন নামক একটা সাময়িক পত্রে প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের ঘৃণিত চরিত্রের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া স্বার্থপর মত্তব্যবসায়ী কতিপয় কপটশ্রেণীর ব্যক্তি নিজ নিজ দুর্ব্বলতা ও অপকার্য্যের প্রচার গোপন করিবার জন্যই যে যে দৌরাত্ম্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেই বিষাক্ত ভোজ্যদ্রব্যের সেবা-ফলেই জন্মভূমি নির্ণয় সমিতির প্রধান মূল অবস্থিত। দ্বিতীয় মূল একটী আশাজা অবাস্তব উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে করিতে ঐ বিষাক্ত দুষ্টবৃক্ষের শিকড়ের সহিত কলম হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত কতকগুলি হাবিজাবি মাটি আবর্জ্জনা দল পাকাইয়া একটি বিরোধী জনসঙ্ঘ প্রস্তুত করিয়াছে। উহার রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারাই ভূমিনির্ণয় কার্য্যটী সফলতা লাভ করিবে।

ডিটেক্টিভ কার্য্যের দৃষ্টান্ত

ডিটেক্টিভ আখ্যায়িকার পাঠকগণ অনেকেই অবগত আছেন যে অপরাধীর দোষনির্ণয়কল্পে সামান্য অবান্তর চিহ্নাদি লইয়া অনেক সময় ঘটনার অনুসন্ধান হইয়াছে। সুতরাং ঐ প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া ষড়যন্ত্রকারিগণ নিজ নিজ দুষ্প্রবৃত্তির আবরণকল্পে বৃথাকথাচ্ছলে কলহ উপস্থিত করে। শ্রীধামপ্রচারিণী সভাদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মনে করেন কেবলমাত্র কুলিয়া নবদ্বীপের কয়েকজন ব্যবসায়ী ও তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। কেন না সাম্পটীকে ধর্ম্মের আবরণে রাখিতে পারিলে অনেক ইন্দ্রিয়পরায়ণজনগণ একটু মনের উৎসাহে সেই সকল কার্য্যে উৎসাহান্বিত হন।

শ্রীধামপ্রচারিণী সভার চেষ্টা

নানাজনের নানাপ্রকার অভিসন্ধি শ্রীধাম প্রচারিণী সভার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। আমরা বারান্তরে সেই ক্ষতিগ্রস্ত অসৎসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সত্যতার আবরণে কিরূপ আসক্তির পরিচয় দেন, দুর্নীতি-গ্রস্ত সম্প্রদায় নানাপ্রকার কুকার্য্য পোষণ করিয়া কিরূপ আবরণে উহাকেই সুনীতির সহিত সমশ্রেণীস্থ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন অচলমুদ্রাকে কিরূপে সচল মুদ্রা বলিয়া চালাইবার উৎসাহ প্রদর্শন করেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী সম্প্রদায় কপটঅসাধুকে কিরূপে সাধু এবং প্রকৃত নিষ্কপট নিঃস্বার্থ সাধুগণকে কিরূপ অসাধু বলিয়া প্রচার করিবার বিশেষভাবে যত্ন ও কৌশল সৃষ্টি করে—তাহা সমস্তই উত্তমরূপে চিত্রিত ও অঙ্কিত করিবার প্রয়াস করিব। মানবের দুর্ব্বলতা আবরণ করিবার জন্য যদি ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলেই নবীন ধর্ম্মবিরোধিনী সভার বা ভূমিনির্ণয়সমিতির শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সহিত বিরোধ করিবার জন্য সঙ্গত কারণ থাকে; [illegible] তাহা [illegible] কারণ সত্য-সত্যকে আবৃত হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

গৃহব্রত ও কৃষ্ণব্রত

কর্ম্মবৈরাগী ব্যতীত ইহ জগতে দুই প্রকারের লোক সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়, গৃহব্রত এবং কৃষ্ণব্রত। সাধারণতঃ সংসারাসক্ত ব্যক্তিকেই গৃহব্রত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। গৃহব্রতগণ ভগবদ্ভক্ত-মুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া অথবা সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া কিংবা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি-বশতঃ ভগবান্‌কেই একমাত্র গতি বলিয়া জানিতে পারে না। ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণব্রত, তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় গৃহে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত একত্র অবস্থান করিয়াও পদ্মপত্রে বারি-বিন্দু সদৃশ তাহাতে লিপ্ত না হইয়া কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করত কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা করেন। তাঁহার যাবতীয় বিষয় কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-যুক্ত, তাঁহার অর্থ, স্ত্রী পুত্র পরিবার-বর্গের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপকরণ নহে, কৃষ্ণ সেবার উপকরণ। তাঁহারা বলেন, তোমার অর্থ বা স্ত্রীপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে না—তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত কর।

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক্ কেবল যাদব॥

সম্বন্ধজ্ঞানেই নামভজন

ভগবান্ স্বরূপতঃ এক হইয়াও অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে স্বরূপ, তদ্রূপ-বৈভব জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থিত। জীব ভগবান্ হইতে অভিন্ন হইয়াও আপনাকে আশ্রয়-জাতীয় ভিন্ন জ্ঞানে যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-সেবোপকরণ জানিয়া তত্তদ্বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে ভোগাসক্তি বা ত্যাগাসক্তি-জনিত দোষ হইতে মুক্ত হন। মুক্ত পুরুষের দৃক্‌কে দার্শনিক ভাষায় অপরোক্ষানুভূতি বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অপরোক্ষানুভূতিকেই সম্বন্ধ জ্ঞান বলিয়াছেন। সম্বন্ধ জ্ঞান না হইলে অভিধেয় বা নাম-ভজন সম্ভব হয় না। সম্বন্ধ জ্ঞান-হীন আশ্রয়-শূন্য ব্যক্তির ভজন ভজনাভাস মাত্র অভিহিত হইবার যোগ্য। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় আমাদের সম্বন্ধ জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। সম্বন্ধ জ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশে সমিধ হস্তে গুরু-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিশ্বাস-সহকারে গুরু-সেবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়,—

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

বর্ণাশ্রমীর কৃত্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি প্রকার বর্ণ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চারি প্রকার আশ্রম। ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব চারি বর্ণী ও আশ্রমী যদি স্বীয় জনক ভগবানের সেবা না করিয়া যথেচ্ছাচার বা ইহপরকালে ভুক্তি মুক্তি সুখের জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
—চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

ব্রাহ্মণের তিলকধারণের নিত্যতা

শ্রীভগবান্ গৌরহরি যখন অধ্যাপনা লীলাভিনয় করেন, তখন যে সকল ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহারা তৎকালোচিত আচার-বিশিষ্ট হওয়ায় ললাটদেশে তিলক ধারণ না করিয়াই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন, তখন লোকশিক্ষক জগদ্গুরু তাঁহাদিগকে বলিতেন—

প্রভু বলে কেন ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তবে তারে শ্মশান সদৃশ লোকে বলে॥

চারি বর্ণের বিভিন্ন তিলক

ব্রাহ্মণোর্দ্ধপুণ্ড্রঞ্চ ক্ষত্রিয়স্তার্দ্ধচন্দ্রকং।
বৈশ্যস্ত বর্ত্তুলাকারং শূদ্রস্তৈব ত্রিপুণ্ড্রকম্॥
ব্রাহ্মণেন ন কর্ত্তব্যং তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং ধারণং।
স শূদ্র এব মন্তব্যস্তির্য্যক্‌পুণ্ড্রস্য ধারণাৎ॥

আমার দশা

“সুখে থাকতে ভূতে কিলায়”

যখন সংসার-জ্বালায় বড়ই জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিলাম, আর কেবল ‘হা হতোঽস্মি’—‘কে কোথায় আছ, রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রাণ যায়’ বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছিলাম, তখন শ্রীভগবানের কোন এক নিজজন আমার দুর্দ্দশা দর্শনে বড়ই ব্যথিত হইয়া সে যাতনা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল-চরণচ্ছায়ে আশ্রয় দিলেন আমার ন্যায় একটি দরিদ্র শূদ্রান্নপ্রতিপালিত মূর্খ হতভাগ্য ব্রহ্মসূত্রবর্জ্জিত ব্রাহ্মণাপসদ—ব্রহ্মকুলকলঙ্ক, যে ব্যক্তি আহার, বিহার, শয়ন, ইন্দ্রিয়তর্পণ ভিন্ন আর কিছুই বুঝিত না—মানুষের মনুষ্যত্বটা কোথায়, কি গুণে মানুষ নিজকে গবাদি পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করে, তাহা যাহার ধারণায়ই আসিত না, পূযরক্ত-মাংসপিণ্ডময় দেহটাতে আত্মা এবং দেহ-সম্পর্কিত বস্তুতে আত্মীয় বুদ্ধি করিয়া কামক্রোধাদি রিপুর গোলাম হইয়া তাহাদের হুকুমাদেশ পালন করিতে করিতেই যাহার দিনটা কাটিয়া যাইত, আবার তাহা পালনে একটু অসমর্থ হইলেই তাহাদিগের দ্বারা ভীষণ ভাবে প্রহৃত হইত, যে ব্যক্তি ধনাভাব নিবন্ধন ধনী-কর্ত্তৃক, বিদ্যাভাব-নিবন্ধন বিদ্বান কর্ত্তৃক এবং শারীরবলাভাব-নিবন্ধন বলী-কর্ত্তৃক সংসারে কেবল লাঞ্ছিত—অপমানিত—তিরস্কৃত—পদদলিত হইয়াই আসিতেছিল, জগতের কেহই যাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, অনাদৃত—ঘৃণিত—নিতান্ত পতিত সেই ব্রহ্মবন্ধুকে ‘অমানিমানদ’ ‘অদোষদরশী’ ‘পতিতপাবন’ করুণাবারিধি সেই ভগবজ্জন আজ কত সৌভাগ্যেরই না অধিকারী করিলেন—যাহা স্বপ্নেও সে কোনদিন ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই, এতবড় একটা উচ্চ পদবী কৃষ্ণভক্ত-পদে তাহাকে আরোহণ করাইলেন। কিন্তু দুর্দৈব আমার, অকস্মাৎ এতটা দয়া কেমন করিয়া—কোন্ সৌভাগ্যবলে উপলব্ধি করিয়া উঠিব? মুনির কৃপায় মূষিক যেমন ব্যাঘ্র-পদবীতে আরূঢ় হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পরিবর্ত্তে অবশেষে মুনিকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমারও দশা সেই কৃতঘ্ন মূষিকের মত হইয়া দাঁড়াইল। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে আমাকে উত্তপ্ত—দগ্ধাঙ্গ কলেবর দেখিয়া যে বৃক্ষ আমাকে সুশীতল ছায়া প্রদান করিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি-পরবশ হইয়া কৃতঘ্ন নরপিশাচ আমি আজ সেই বৃক্ষেরই অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত! তথাপি পতিত-পাবন, অভিমানশূন্য, তরোরপি সহিষ্ণু, আশ্রয় দাতা প্রভু-আমার আমাকে কৃপা করিতে আদৌ কুণ্ঠিত নহেন। বৃক্ষ যেমন তাহাকে কাটিলেও কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও জল চাহে না, আমার প্রভু তেমন আমাকৃত কত অপরাধই না সহ্য করিয়া আমাকে ক্ষমা করিতেছেন। আমার প্রভুর এই দয়ার একবিন্দুও যদি উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাইতাম, তাহা হইলে আজ আর আমার কোন অসুবিধাই থাকিত না, সকল দুর্ব্বুদ্ধিই ভাল হইয়া যাইত। এমন হতভাগ্য আমি, আজ কিনা কল্পবৃক্ষ-মূলে বসিয়াও আমার অভাব মিটিতে চাহে না। সুরধুনীকূলে বসিয়াও পিপাসার প্রাণ ওষ্ঠাগত!

‘সংসারে থাকিয়া ভগবান্‌কে ডাকিবার সময় পাই না’—ইত্যাকার যে সকল কারণোল্লেখে আমি ওজর আপত্তি উত্থাপন করিতাম, আমার দুষ্টামি বুঝিয়া প্রভু আমাকে সেখান হইতে টানিয়া তাঁহার পদান্তিকে আনিলেন, বলিলেন—“খাওয়া পরার কোন ভাবনা তোমার নাই, পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ চিন্তাও তোমার করিতে হইবে না, কৃষ্ণই তোমার সকল ভার লইলেন, তুমি নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবা কর।” আমিও সব শুনিয়া মনে করিলাম, “তা মন্দ কি? পরিশ্রমটা কমিয়া গেল, সংসারের ভাবনাও ভাবিতে হইল না, বিনায়াসেই বেশ মহাপ্রসাদ পাওয়া যাইবে, বসিয়া বসিয়া হরিনাম করিব আর মনের সুখে নিদ্রা যাইব।” অন্তর্যামী প্রভু আমার অন্তরের কথা সব জানিলেন, ব্যবস্থা করিলেন—“হরিনাম করার নাম করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দিতে পারিবে না, সংসারে থাকিয়া যেমন বারভূতের বেগার খাটিয়া মরিতে, এখানে তেমনই তাহার পরিবর্ত্তে তোমাকে সর্ব্বদা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, বৈষ্ণবগণ যাহাতে নিরুদ্বেগে হরিনাম করিতে পারেন, তোমাকে তাহার সকল ব্যবস্থাই করিতে হইবে, তোমার যে যে কার্য্যে যোগ্যতা আছে, সমস্ত হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় লাগাইয়া দাও, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তি বিধানের পর বিশ্রাম-কালে তুমি হরিনাম করিবে, তাহা হইলেই তোমার উপর শ্রীনামপ্রভুর কৃপা হইবে। শ্রীনাম অপ্রাকৃত বস্তু, নামী শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, তিনি কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হন না, সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।” পতিতোদ্ধারণ প্রভুর নিকট হইতে এই কথা শুনিবামাত্র প্রমাদ গণিলাম, ভাবিলাম—“যে জন্য গৃহ ছাড়িয়া গুরুপাদাশ্রয়ে আসিলাম, আবার তাহাই? না, সেটা আর পারিয়া উঠিব না। বাড়ীতেই যাওয়া যাক্, দু’দিকই বজায় রাখা যাবে।” এই বিচার করিয়া মনে মনে বাড়ী প্রস্থানের নানা যুক্তি আঁটিতে লাগিলাম। কৃপাময় প্রভু আমার দুর্গতি দেখিয়া আবার সাবধান করিয়া কহিলেন, —“শুন বৎস, বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে আর ডুবিতে যাইও না, কৃষ্ণের অযাচিত কৃপা আমার ঠেলিয়া ফেলিও না, উৎসাহ, নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য হারাইও না, সংসারের সুখ-শান্তি বিধান করিয়া শেষে তুমি গুরুপাদপদ্মে থাকিবে, এমন দুরাশা করিতে যাইও না, বড় দুর্লভ মনুষ্যজন্মটী বৃথা কাটাইবার নহে, মৃত্যু কোন্ সময়ে আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই—এই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণবায়ু

প্রকৃত ভোজ্য কি ?

শরীরধারী শরীরীর পক্ষে শরীর রক্ষা করা একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কেননা শরীরটা সর্ব্বদাই ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ। এই ক্ষয় হইতে রক্ষা করার একমাত্র উপায় শরীরধারণোপযোগী আহার্য্য প্রদান। এখন এই আহার্য্য বা ভোজ্য সম্বন্ধে জগতে চিরকালই বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এক পক্ষীয় লোক অপরকে পরাজয় করিবার জন্য মস্তক নাড়িয়া প্রাজ্ঞের (প্র + অজ্ঞ) ন্যায় দুর্ব্বল শাস্ত্রবচন আওড়াইতেছেন। আবার বিপরীত পক্ষের লোক 'আমি কিসে কম' বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের কি মীমাংসা নাই ? এই বিবাদ কি প্রীতিতে পরিণত হইতে পারে না ? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যদি প্রকৃত পণ্ডিত এবং অবঞ্চক শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার নিকট অভিগমন করি, তাহা হইলে এ বিবাদের স্থান থাকেনা।

আবির্ভূত হইতে পারে। এ সংসারে যাহাদের তুমি আপন বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছ, ছুটিয়াছ, যাহাদের মোহে পড়িয়া তুমি তোমার নিত্যকালের আপনার জনের সেবা ত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ করিতেছ না, জানিও, তাহারা তোমারই ন্যায় দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মায়ামোহান্ধ বদ্ধজীব, তাহারা তোমার কোন মঙ্গল করিতে পারিবে না, বরং তোমার সর্ব্বনাশই সাধন করিবে, এখনও দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও, আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-স্পৃহা ছাড়িয়া বিষ্ণু কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণে প্রবৃত্ত হও। অচিরেই তুমি তোমার পূর্ব্বইতিহাস ভুলিয়া যাইবে, চিত্তে পরাশান্তির উৎস প্রবাহিত হইতে থাকিবে। 'জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। এমন দুর্লভ মানব দেহ, পাইয়া কি কর ভাই। কেহ, এবে না ভজিলে যশোদাসুত,চরমে পড়িবে লাজে ॥' তাই বলি, এখনও ফিরিয়া এস।"

আহা, এত দয়া আর কাহার আছে ? আমার ন্যায় একটী নগণ্য জঘন্য জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রভুর কতই না আগ্রহ—কতই না ব্যাকুলতা—আমার দুঃখে প্রভু কতই না দুঃখিত। নিতান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আমি, তাই আমার প্রাণ বুঝি একটুও কাঁদিয়া উঠে না। বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও প্রভু আমাকে কৃপা করিবার জন্যই এত ব্যস্ত ?—আহা, এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ? এমন প্রভুর পাদ-পদ্ম ছাড়িলে আর যে আমার নিস্তার নাই।

"অদোষ-দরশী প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার এ অধমে করহ নিস্তার॥"

শারীর তত্ত্ব প্রথমমুখে বিচার করা আবশ্যক। কেননা যে বস্তু লইয়া বিবাদ উপস্থিত, তাহার পরিচয় ও বিবদমান পক্ষদ্বয়ের সংবাদ যদি আমরা না জানি, তবে আমরা 'বুদ্ধিমান' নামে খ্যাতি লাভে অসমর্থ হই।

যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্
বিণ্মূত্রপূর্ণং মদুপৈতি কান্যঃ॥

(ভাঃ ১১।৮।৩৩)

অর্থাৎ এই শরীর বংশশঙ্কু সদৃশ অস্থি নির্ম্মিত, ত্বক্ রোম, নখাদি দ্বারা আবৃত এবং ক্লেদ-ক্ষরিত নবদ্বার বিশিষ্ট বিষ্ঠামূত্র-পরিপূর্ণ পাত্র-বিশেষ। প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ, জড়পিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। ত্রিগুণময় জড়পিণ্ডের ক্ষয়-নিবারক ভোজ্য ত্রিগুণময় জড়দ্রব্য। শরীর মধ্যে বর্ত্তমান চেতন বস্তু কিন্তু জড়াতীত এবং অক্ষয়। সুতরাং অক্ষয় শরীরীর পক্ষে ক্ষয়িষ্ণু অনিত্য শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারা যায় না। তবে একথাও সত্য যে, শরীরকে ভোজ্য না দিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে না।

জড় শরীরকেই যাঁহারা নিত্য চেতন বস্তু বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারাই ক্লেদাগার দেহকে রক্ষা করিবার জন্য অমেধ্যাদি গ্রহণে পশ্চাৎপদ হন না। আবার তদপেক্ষা একটু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শরীরের ভোজ্য বস্তুগুলির প্রতি একটু বিচার করিয়া বাছা বাছি দ্বারা প্রাকৃত বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মায়াকবলিত জীব, ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধিতে জড়াধার দেহের ভোজ্য বিচারে ত্রিগুণময় বস্তুর মধ্যে নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী দ্রব্য বাছিয়া লয়। কিন্তু গুণাতীত বুদ্ধিমান্ সুচতুর ব্যক্তি নিগুণ ব্রহ্মধারণাত্মিকার মহাপ্রসাদকেই দেহ থাকা পর্য্যন্ত ভজনানুকূল দেহের ভোজ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন—

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর-স্বামী বলেন—পথ্যং হিতম্। পূতং শুদ্ধম্। অনায়স্তম্ অনায়াসতঃ প্রাপ্তম্। আহার্য্যং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রেষ্ঠং, ভোগকালে সুখদং কটুলবণাদি। আর্ত্তিদা শুচিদৈন্যকরমশুদ্ধঞ্চ। চ শব্দাৎ মন্নি বেদিতত্ত্ব নিগুণমিত্যভিপ্রেতম্।

অর্থাৎ পবিত্র, হিতকর, অনায়াসলভ্য ভক্ষ্য সাত্ত্বিক, ভোগকালে ইন্দ্রিয়সুখকর রাজসিক, অশুচি, দুঃখকর বস্তু তামস এবং মন্নিবেদিত ভক্ষ্যই নিগুণ।

ভোজ্য ভোজনে এককালে তিনটী কার্য্য হয়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যখনই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে, তখনই দেহের তুষ্টিবৃদ্ধি, তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু অগ্রবিধায় ঠিক বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করিতে করিতে উদরে স্থানাভাব হয়। উত্তম উত্তম ভোজ্য সম্মুখে বিরাজিত থাকিলেও জিহ্বার আস্বাদন-গ্রহণ-পিপাসা বাধ্য হইয়া থামিয়া যায়। আবার উদরস্থ ভোজ্য শরীরে আময়ও আনয়ন করে। এবং পুনরায় উদরে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এইরূপে শরীরের ভোজ্য সংগ্রহ করিতে করিতে উদরের আশ্রয়রূপ শরীরটা ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আমরা যে ভোজ্য বিষয়ের উদ্দেশ করিতেছি, তাহা জড় দেহের নহে,—জড়-দেহে অবস্থিত দেহী বা আত্মার। আত্মা নিত্যবস্তু। তাহার ভোজ্যও নিত্যবস্তু হইবে। সে ভোজ্য ভোজনে কি হয় দেখুন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

অর্থাৎ প্রাকৃত ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রাকৃত ভোজ্য ভোজনকালে প্রতিগ্রাসে সুখ, উদরভরণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ জীবাত্মার প্রকৃত ক্ষুধায় ভোজ্য শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে পদে পদে প্রেম, ভগবদনুভূতি অর্থাৎ ভগবদ্রূপের স্ফূর্ত্তি এবং তাদ্ব্যতীত গৃহাদিতে বিরক্তি এই তিনটীই এককালে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রাকৃত উদরে বহু ভোজ্য গ্রহণে যেমন আমাময় উপস্থিত হয়, বহু ভজনশীল ব্যক্তির সেইরূপ অতিশয় ভজন-সামর্থ্য উপস্থিত হয় না, ইহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আত্মা নিত্য, অব্যয় ও সনাতন পরমাত্মার অংশ। বর্ত্তমানে সেই ভগবানের সেবা ভুলিয়া প্রাকৃত শরীরে আবদ্ধ। প্রাকৃত শরীরে অহংবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া প্রাকৃত শরীরস্থ গর্ত্ত-পূরণে অবিচারে ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু যখন সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে কোন ভাগ্যবান্ জীব নিজের পরিচয় পান, তখন তিনি স্বীয় প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আচার প্রচার লীলাটী দেখিয়া বুঝিতে পারেন—প্রকৃত ভোজ্য কি ?

দৃষ্টিপাতে তাঁর সর্ব্ববন্ধন ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥
ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥
নানা যত্নে দৃঢ় ভক্তিযোগচিত্ত হঞা।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ॥
ভিক্ষা করে প্রভু প্রেম-বর্গ লক্ষ্যোযাথ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন পরমার্থ॥

দুঃসঙ্গের প্রভাব

এক ধীবরপত্নী এক সময়ে গ্রামান্তরে মৎস্য বিক্রয়ান্তে গৃহে প্রত্যাগমন-কালে পথিমধ্যে সন্ধ্যাসমাগম দেখিয়া পথি-পার্শ্বে অবস্থিত তাহার পূর্ব্ব পরিচিতা এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। সেই মালিনী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইত। তাহার গৃহে সকল সময়েই অনেক সুগন্ধি পুষ্প থাকিত এবং তাহার গন্ধে সমস্ত ঘরবাড়ী আমোদ করিত। মালিনী বহুদিন পরে তাহার পরিচিতা বন্ধুকে পাইয়া নানা আদর-যত্নে উত্তমোত্তম খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করাইল এবং আহারান্তে তাহার যে ঘরটিতে রাজবাড়ীর জন্য পুষ্প-চয়ন করা থাকিত, সেই ঘরে ধীবর-পত্নীর শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। এখন ধীবর-পত্নীর অভ্যাস, মাছের পচা-গন্ধের মধ্যে থাকা, সে কি আর ফুলের সুগন্ধ সহ্য করিতে পারে ? 'কিছুক্ষণ পরেই তাহার গা' বমি বমি করিতে লাগিল। এদিকে রাত্রিও অধিক হইয়া গেল, ১২টা, ১টা, ২টা বাজিয়া যায়, তথাপি তাহার নিদ্রা আসে না দেখিয়া ধীবরপত্নী অনেক চিন্তার পর গৃহ-প্রাঙ্গণে অযত্নে রক্ষিত মাছের ডালিটা আনিয়া অতি যত্নে তাহার শয্যা-পার্শ্বে রাখিল এবং শয্যা-গ্রহণ করিবামাত্র নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িল। প্রত্যূষে মালিনী তাহার মিত্রাণীর নিদ্রাকুশল জানিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেই ভয়ানক পচাগন্ধ পাইয়া যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে চীৎকার করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল। মিত্রাণীর বোধ হয় বিশেষ কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে—এই আশঙ্কা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে বাড়ীর দু' একজনকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে তাহার সঙ্গিনী ভ' আর কাঁদিয়াই বাঁচে না। তাহাদের হাসির রোলে ধীবর-পত্নীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং সকলকে হাসিতে দেখিয়া নিজেরও মনে একটু লজ্জা হইল। মালিনী হাসিতে হাসিতে মাছের ডালিটা বাহির করিয়া দিয়া ঘরটী জল দিয়া ধুইয়া ফেলিল, ধীবরপত্নীও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া স্ব-গৃহে চলিয়া গেল।

আমাদেরও অবস্থা ঠিক ঐ ধীবর-পত্নীর মত। ধীবরপত্নীর [illegible] মৎস্য-গন্ধের [illegible] মনোহর পুষ্পের সুগন্ধ [illegible] হইয়াছিল, আমাদেরও [illegible] শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে [illegible] পুষ্প-[illegible] বিষ্ঠা-গন্ধের [illegible] পড়ে। [illegible]

আলস্য [illegible] দেখিয়াছি যে, এখন সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, পাঠাদি যেন একটী বিড়ম্বনা-স্বরূপ বলিয়াই মনে হয়। জড়েন্দ্রিয়-তর্পণময় গ্রাম্য কোলাহলে প্রমত্ত থাকিয়া সংসার-পথে ছুটিয়া বাওয়াটাই ভাল লাগে, কৃষ্ণ-কোলাহল কর্ণে যেন শেল-সম বাজে।

এমত অবস্থায় আমরা যদি একেবারে কু-অভ্যাসের দাস না হইয়া একটু ধৈর্য্য-সহকারে সাধুগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল হয়। পিত্তোপতপ্ত-রসনার মিশ্রিখণ্ড প্রথমে তিক্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা চুষিতে চুষিতে জিহ্বার পিত্তভাব কাটিয়া গেলে, তাহার মিষ্টত্ব অনুভূত হয় এবং তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাহা আস্বাদন না করিয়াই থাকিতে পারি না। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কথামৃতও সেইরূপ অবিদ্যা-পিত্তোপতপ্ত রসনার প্রথম প্রথম আদৌ ভাল লাগিতে চাহে না, কিন্তু প্রতিদিন আদর করিয়া উহার সেবা করিতে করিতে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইবে যে, উহা আস্বাদন না করিয়াই থাকিতে পারা যাইবে না। কারণ সমস্ত রোগের মূল যে অবিদ্যা তাহাই নষ্ট হওয়া যায়। কুঅভ্যাসগুলি আমাদিগকে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিবেই, কিন্তু আমরা যদি, তাহা দমনের চেষ্টা না করিয়া আরও প্রশ্রয় দিতে থাকি, 'আর পারিলাম না' বলিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া তাহারই দাস হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্যের আর সীমা থাকিবে না। অনেকেরই অসৎসঙ্গ-ক্রমে চা, পান, তামাক, চুরুট প্রভৃতি মাদকদ্রব্য এবং মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য ভক্ষণ এমন অভ্যাস হইয়া পড়িতে পারে যে সে সকল ত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কিয়ৎকাল সাধুসঙ্গে অবস্থানের পর তাঁহাদিগকেই আবার সেই সকল বস্তু প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, যাইবেই বা না কেন? দেহ-মনের নৈমিত্তিক অভ্যাস-[illegible] ভাবের নিত্যস্বভাবে পর্য্যবসিত [illegible] যাইতে পারে না? জীবাত্মার নিত্য [illegible] হইতেছে—রাধাকৃষ্ণবৈষ্ণবের সেবা, [illegible] প্রসাদের সেবা, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, [illegible] কৃষ্ণকীর্ত্তন, অধিকারগত [illegible] প্রতিপালন, অন্যাভিলাষ ত্যাগ, [illegible] আমাদের মঙ্গলেরই জন্য রাজিয়া [illegible] অন্যদীয় [illegible] মঙ্গলে [illegible] বলিয়া [illegible] অর্থাৎ সুন্দরতম [illegible] কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত আর [illegible] নহে। [illegible] [illegible] যেকেহ সম-কেতু—[illegible] আমাদের [illegible] নিত্য [illegible] ভুলিয়া যাই, কৃষ্ণ-

সেবা-বিরোধী কার্য্যগুলিই আমাদের প্রীতিজনক হইয়া দাঁড়ায়; সৎসঙ্গ পাইলেও তাহা ছাড়িয়া অসৎ সঙ্গে বিলাস করিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, ধীরকর্ত্তীর ন্যায় অবস্থা হয়।

সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—দুঃসঙ্গ-প্রকৃতিরূপ কাপুরুষতাকে জোর করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া সৎসঙ্গে আলস্য হওয়া সর্ব্বনাশী মায়া আমাদের মঙ্গলপথে সাধন করিতে আসিলে, সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গই মায়ারাক্ষসীর কবল হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায়। সাধুই জীবের সুপ্ত শক্তি পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দেন—চিদ্বল দিয়া দেন। সেই চিদ্বলে বলীয়ান হইয়া জীব সামান্য মায়ার কথা দূরে থাক্, মায়াধীশ ভগবান্ যিনি অজিত, তাঁহাকে পর্য্যন্ত জয় করিতে সমর্থ হন।

অনেক সময় কোন একটী কার্য্য অন্যায় বলিয়া মনে হইলেও হৃদয়দৌর্ব্বল্য-বশতঃ আমরা তাহা করিয়া ফেলি। এই হৃদয়দৌর্ব্বল্য আমাদের সাধন পথের একটী প্রধান অন্তরায়। ইহার প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় প্রতিজ্ঞা করিয়া বর্জ্জন পূর্ব্বক ভক্তিঅনুকূল বিষয়ই স্বীকার করিতে হইবে—ইহাতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিবার সময় হৃদয়কে বজ্রের মত কঠিন করিতে হইবে, একটু দুর্ব্বলতার দেখিলেই মায়া আমাদিগকে পাইয়া বসে;—

'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া দুর্ব্বল-হৃদয় জীবের প্রতি শ্রীভগবানের এই উপদেশ সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে স্মৃতিপথে রাখিতে হইবে। জীবাত্মস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত মায়ার কোন সম্বন্ধই যখন নাই, তখন দুঃসঙ্গের প্রভাব দমন একটী বিশেষ কিছু কঠিন কার্য্য নহে। সাধুসঙ্গ প্রভাবে অনায়াসেই তাহা দমিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-

মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩৪ সংখ্যার পর)

(৩১)

যো বৈ সঙ্কীর্ত্তনসুখরিপুং চাঁদকাজীং বিমূঢ়া
ন্নত্যোল্লাসৈর্নগরপ্রচারে কৃষ্ণগীতঃ চকার।
বারম্বারং কলিমলহরং শ্রীনবদ্বীপধামি
তং গৌরাঙ্গং নটনবিবশং দীর্ঘবাহুং স্মরামি॥

সঙ্কীর্ত্তনে প্রেমে মত্ত পাষণ্ড চাঁদকাজী নাম
তারে যেই করিলা উদ্ধার।
নৃত্য-উল্লাসময় কলি-রোগ করি ক্ষয়
নগর-কীর্ত্তন বহুবার॥

নবদ্বীপধাম ভরি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করি
সর্ব্বস্থলে ফিরে গৌরহরি।
নটন বিবশ অঙ্গ দীর্ঘবাহু শ্রীগৌরাঙ্গ
কীর্ত্তন করিয়া আমি স্মরি॥

(৩২)

গঙ্গাদাসো মুরারিপুত্তিবক্ শ্রীধরঃ শুক্লধ্বজঃ
সর্ব্বে যস্য প্রণতিনিরতাঃ প্রেমপূর্ণা বভূবুঃ।
যস্যোচ্ছিষ্টাশনপ্রভৃতিকা শ্রীল নারায়ণী চ
তং গৌরাঙ্গং পরমপুরুষং দিব্যমূর্ত্তিং স্মরামি॥

গঙ্গাদাস মুরারী শ্রীধর শুক্লাম্বর।
প্রীতিপূর্ণ হইলেন প্রণমে যাঁহার॥
নারায়ণী নারায়ণী ধন্য হইলেন তিনি
চর্ব্বিত উচ্ছিষ্ট-সেবা করিয়া গৌরার।
দিব্যমূর্ত্তি সুপুরুষে স্মরি বার বার॥

(৩৩)

শ্রীবাসস্য প্রণয়বিবশস্তস্য সূনোর্গতাসো-
র্বক্ত্রাত্তত্ত্বং পরমশুভদং শ্রাবয়ামাস তস্মৈ।
তদ্দাসেভ্যোঽপি চ শুভমতিং দত্তবান্ যঃ পরাত্মা
বন্দে গৌরং কুহককরাহিতং জীবনিস্তারকং তম্॥

শ্রীবাস-আবাসে প্রণয়-বিবশে
মৃতপুত্রমুখ হৈতে।
পরম শুভদ তত্ত্বকথা কত
শুনাইলা সকলেতে॥
তাঁর দাসগণে শুভমতি দানে
তারিলা যে পরমেশ্বর।
কপট রহিত জীব-ত্রাণে রত
বান্ধ গৌরে নিরন্তর॥

(৩৪)

গোপীভাবাৎ পরমবিবশো দণ্ডহস্তঃ পরেশো-
বাদাসক্তানতিজড়মতীন্ তাড়য়ামাস মূঢ়ান্।
তস্মাত্তে যং প্রতিভটতয়া বৈরভাবানভজন্
তং গৌরাঙ্গং বিমুখ-কদনে দিব্যসিংহং স্মরামি॥

গোপীভাবভরে গোপী গোপী করে
একদিন গৌরহরি।
অধম পড়ুয়া হাসিল দেখিয়া
তাড়িলেন দণ্ড ধরি॥
কর্ম্মজড়মতি বাদাসক্ত অতি
বৈরভাব কৈলা যাঁরে।
বিমুখ দমনে দিব্য-সিংহ যেন
স্মরি সেই শ্রীগৌরাঙ্গেরে॥

(৩৫)

তেষাং পাপপ্রশমনমতিঃ কণ্টকে মাঘমাসে
লোকেশাকিপ্রবরযতি যঃ কেশবাৎ সন্ন্যাসলিঙ্গং
লেভে লোকে পরমবিদুষাং পূজনীয়োঽবদ্যম্-
তং চৈতন্যং কচবিরহিতং দণ্ডহস্তং স্মরামি॥

অধম-পড়ুয়া-পাপ, প্রশমন লাগিয়ে—
কণ্টকে গেলেন মাঘ মাস।
পরমবিদ্বান্ পূজ্য, কেশবভারতী যে—
তাঁর কাছে লইলা সন্ন্যাস॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু, গৃহেতে রহিয়া যে—
মাথা মুড়ি হৈল দণ্ডধারী।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চাঁদ, করুণা সাগর যে—
সেইরূপ দিবানিশি স্মরি॥

(৩৬)

ত্যক্ত্বা গেহং স্বজন-সহিতং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ
নিত্যানন্দপ্রণয়বশগঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।
গ্রামাৎ গ্রামং নগরনগরাচ্ছান্তিপুরং পুরং [illegible]
তং গৌরাঙ্গং ব্রজবিগমিষাবিষ্টমূর্ত্তিং স্মরামি॥

নবদ্বীপ-ধাম-গৃহ ছাড়িয়া স্বজন।
বৃন্দাবনধামপথে করিলা গমন॥
রাঢ়দেশে ভ্রমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গ্রাম নগরাদি সব করিলেন ধন্য॥
নিত্যানন্দ প্রেমাধীন হ'য়ে গৌরহরি।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিলেন শান্তিপুরি॥
ব্রজধাম গমনেচ্ছু গৌরাঙ্গসুন্দর।
ব্রজভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি স্মরি নিরন্তর॥

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

দিল্লী বোম্বাইয়ের মধ্যে বিমান-ব্যবস্থা

বোম্বাই ও দিল্লীর মধ্যে আকাশ পথে গমনাগমনের জন্য বিমান-কলের ব্যবস্থা হইতেছে। উক্ত দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন হইবে বুন্দেল খণ্ড। ঐ উদ্দেশ্যে প্রায় ৮০ একর ভূমি গ্রহণ করা হইয়াছে। দিল্লী হইতে বুন্দেল খণ্ড যাইতে একখানি দ্রুতগামী ট্রেণের ২১ ঘণ্টা সময় লাগে এবং তথা হইতে বোম্বাই যাইতে ২১ ঘণ্টা সময় লাগে। এই বিমান-পথের ব্যবস্থা হইলে দিল্লি ও বোম্বাইয়ের দূরত্ব মাত্র ৯ঘণ্টা হইবে।

ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে ভীষণ কাণ্ড

গত ৭ই আগষ্ট ধুবড়ীর এক ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে জনৈক মজুর একটা টিনের বাক্সের মধ্যে কতকটা বারুদ রাখিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আঙ্গুল গুলি কোথায় যেন উড়িয়া গিয়াছে।

সত্যাগ্রহী কয়েদীদের মুক্তি

ফ্রী প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, গত শুক্রবার বোম্বাই সরকার বান্দোলী সত্যাগ্রহী কয়েদীদিগকে খালাস দিবার আদেশ জারি করিয়াছেন।

স্যারফিলিপের ভারত যাত্রা

আগামী ২৩শে আগষ্ট স্যার ফিলিপ ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তিনি প্রথমে তাঁহার ভারতীয় সহযোগগণের সহিত মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিবেন, তৎপরে বোম্বাইএতে স্যার সেলবি বিগি ও স্যার জর্জ এণ্ডারসনের সহিত মিলিত হইবেন।

ভাবী ভীষণ-সমরাশঙ্কা

শীঘ্রই পুনরায় একটা ভীষণ যুদ্ধ বাধিবে, তাহার আভাস কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এইবার যুদ্ধ হইলে যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পশ্চাতে সহায়হীন জনসাধারণই অধিক নিহত হইবে। এই দমন কার্য্য প্রধানতঃ এরোপ্লেন দ্বারা সংঘটিত হইবে। সহরের উপরে এরোপ্লেন দ্বারা বিষ ছড়াইয়া দেওয়া হইতে পারে, নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং যে সকল জীবাণুর দ্বারা মৃত্যু নিশ্চিত জানা আছে, তাহা সহরের উপরে ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। আর্মাইট বোমা যাহা দ্বারা সহজেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সেই বোমা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বিস্ফোরক বোমা বড় বড় কারখানা সমূহের উপর ও যাওয়া আসার পথে রেল লাইনের রাস্তা ও জনসাধারণের উপর ফেলা হইতে পারে। তিন জন বিচক্ষণ সৈনিক কর্ম্মচারী স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐরূপ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার বর্ত্তমান সময়ে কোনও উপায় নাই। আধুনিক যুদ্ধে এরোপ্লেন দ্বারা আক্রমণ করার সুবিধা এত বেশী অগ্রসর হইয়াছে যে, ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ততটা উদ্ভাবিত হয় নাই। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেন যে, পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ হইলে সভ্য মানুষ এত বেশী সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে যে, মধ্য যুগের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব নহে। একজন ইংরাজ লেখক এবং জার্ম্মাণ ও ফরাসী কর্ম্মচারী স্বীকার করেন যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধে অতি সহজেই পৃথিবী হইতে সভ্য মানবের বা সভ্যতার সকল চিহ্ন দূর করিবা দেওয়া যাইতে পারে।

বিগত যুদ্ধের সময়ে বিষাক্ত বাষ্প যেরূপ শক্তিসম্পন্ন ছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন বিষাক্ত বাষ্প বর্ত্তমান সময়ে তৈয়ারী হইয়াছে এবং যদিন বাতাস না থাকে, সে দিন ঐ বাষ্প কিছু বাহির করিয়া দিলে বোমার দ্বারা যত লোক হত্যা করা যাইত, তদপেক্ষা অধিক লোক হত হইতে পারে। এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প আছে, যাহা নাসারন্ধ্রে প্রবেশমাত্র মৃত্যু হয়। একটা বিড়ালের উপর এই বিষাক্ত বাষ্প পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং বিড়াল তাহার ঘ্রাণ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। কয়েক পূর্ব্বে যত বাষ্প তৈয়ারী হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যুর পূর্ব্বে অত্যন্ত কষ্ট হইত। এরূপ গ্যাস বাতাসে ছাড়িলে মুখে আবরণ দিয়া প্রাণরক্ষারও সময় থাকিবে না।

আজকাল এরোপ্লেন মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই তাহার আগমন শব্দ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের ইঞ্জিন প্রায় নিঃশব্দ হইবে। যখন তাহা সম্ভব হইবে, তখন শত্রু সকলের অগোচরে শূন্য হইতে এরোপ্লেন আসিয়া গন্ধ ও বর্ণবিহীন বাষ্প ছাড়িয়া যুদ্ধ করিবে।

বহুকাল পূর্ব্বে আক্রমণকারী সৈন্যের উপর গরম তৈল ও গরম গালা ছড়াইয়া দেওয়া হইত। ভবিষ্যতের যুদ্ধে পুনরায় পুরাকালের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের জীবাণু সহরের পানীয় জলে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। —সঞ্জীবনী

গণ্ডক নদে বন্যা

মজঃফরপুর ৭ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ৩৬ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে মজঃফরপুর সহরের সর্ব্বত্র এক হাটু জল জমিয়া গিয়াছে। কোন স্থানে তাহারও বেশী হইয়াছে। অনেক বাড়ী ভূপতিত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণও অনেক।

অতিবৃষ্টির ফলে মজঃফরপুর সহরের পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডকনদে প্রবল বন্যা হইয়াছে।

আগ্নেয়গিরি হইতে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত

ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের তাইমুর দ্বীপে অবস্থিত রেসিডেণ্ট সংবাদ দিয়াছেন, ওলন্দাজদিগের অধিকৃত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফালোয়া দ্বীপটি গত ৪ঠা এবং ৫ই আগষ্ট তারিখে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ফলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে, এই দুর্ঘটনার ফলে এক সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ৬ শত লোক আহত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগ বসিয়া গিয়া সাগরজলে নিমগ্ন হইবার ফলে কত লোক মারা পড়িয়াছে, তাহার সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

বিখ্যাত বৈমানিকের মৃত্যু

বিখ্যাত ফরাসী বিমানপোত পরিচালক মিঃ ড্রুহিন বিমানপোতে আটলাণ্টিক পার হইবার জন্য যোগাড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তিনি বিমানপোতখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কালে উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার দুইখানি পা-ই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঐ সঙ্গে আর ২ জন আহত এবং এক জন নিহত হইয়াছে।

পরে জানিতে পারা গিয়াছে, মিঃ ড্রুহিন মারা গিয়াছেন।

সার অষ্টেনের অসুখে নূতন অস্থায়ী পররাষ্ট্র সচিব

লণ্ডন, ৭ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, সরকার হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, সার অষ্টেন চেম্বারলেন সম্প্রতি পীড়িত হওয়ায়, চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কিছুদিন বিশ্রাম লইতে পরামর্শ দিয়াছেন। যত দিন তাঁহার কার্য্যভার পুনর্গ্রহণ না করিবেন, লর্ড কুশেণ্ডেন তাঁহার বদলীরূপে পররাষ্ট্র সচিবের কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সেইরূপ শান্তি-সঙ্ঘ পরিষদেও উহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-মণ্ডলীতেও তিনি সার অষ্টেন চেম্বারলেনের স্থায় প্রধান বৃটিশ প্রতিনিধির স্থান গ্রহণ করিবেন।

বরিশালে হিন্দু-সম্মিলন

আগামী ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর বরিশালে হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তজ্জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া এক অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে, ভাই পরমানন্দ, মিসেস্ সরলা দেবী প্রভৃতিরও উহাতে যোগদানের সম্ভাবনা।

মার্কিণে ভীষণ ঝড়

জ্যাকসন ভিল (ফ্লোরিডা) ৮ই আগষ্ট তারিখের সংবাদ প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ফ্লোরিডা প্রদেশে ভীষণ ঝড় হওয়া বহু সম্পত্তি ধ্বংস হইয়াছে।

সমুদ্রগর্ভে বিমান

রিয়ো ডে জেনারো, ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ কেব্যারল ও ডেলপ্রিট একখানা নূতন এরোপ্লেনের পরীক্ষার সময় উহা ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। প্রথম বৈমানিকের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির চুয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও স্কন্ধদেশ জখম হইয়াছে।

পাটের দর

গত ৬ই আগষ্ট আমদানী ২৫০০০ মণ রপ্তানী ১৯০০০ মণ মজুত ১৫৩০০০ মণ। বেলারগণ ১৬,১০০০ মণ ১১৲ টাকা হইতে ১৩৬০ মণ দরে কিনিয়াছে। মিলওয়ালারা ২,৯০০ মণ ১১৷৷০ হইতে ১৩৷৷০ টাকা মণ দরে কিনিয়াছে। গত বৎসর এই তারিখের তুলনায় ১০০০০ মণ কম আমদানী, ১০০০ মণ কম রপ্তানী, ৩২০০ মণ বেশী মজুত দেখা যায়। গত বৎসর দর ছিল প্রতিমণ ১০৲ হইতে ১৪৮/৫০

আসামীর আস্পর্দ্ধা

দিল্লী, ৯ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, স্বামী ভবানন্দ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪ ধারা অনুযায়ী চৌধুরী সুবাট সিংহের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। সে স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ না করিবার জন্য বার বার সতর্ক করেন। কিন্তু উহা নিষ্ফল হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে বলেন, পুনরায় ঐরূপ করিলে তাহাকে আদালতের অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে। ইহাতে উক্ত স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেটকে গালি এবং পক্ষপাতী ও বেইমান বলিয়া অভিহিত করে। তজ্জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ করেন। প্রকাশ, পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিলে সে সম্মুখে অগ্রসর ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে এবং কো[illegible] ইনস্পেক্টারকে চপেটাঘাত করে। সুবা[illegible] সিংহের অভিযোগ অনুযায়ী আসামীকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থি[illegible] করা হয়। তিনি মামলা অতিরিক্ত জিল[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নথীভুক্ত করিতে আদে[illegible] করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সুবাট সিং[illegible] জেলে আসামীর মূল মোকদ্দমার বিচা[illegible] করিবেন। প্রকাশ, ভবানন্দের পূর্ব্ব না[illegible] ভবানীপ্রসাদ। সে চন্দ্রাবলী নাম্নী এ[illegible] বিবাহিতা স্ত্রীলোককে হরণ করিয়াছিল কিন্তু পরে ঐ স্ত্রীলোক তাহাকে পরিত্যা[illegible] করিয়া আর্য্যসমাজ আশ্রমে আশ্রয় গ্র[illegible] করে। সেখানে সে বিবাহ করে[illegible] প্রকাশ, ভবানন্দ একদিন তাহাকে তাহার নূতন স্বামীকে প্রহার করিয়াছি[illegible] তজ্জন্য ভবানন্দকে ২২৪ ধারানুয[illegible] গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করা হয়।

—বৈঃ বসুমতি[illegible]

গভর্ণর অভ্যর্থনার বিপদ

পুরুলিয়া, ৮ই আগষ্টের সংব[illegible] প্রকাশ, গভর্ণর সার হিউ ষ্টিফেনসন [illegible] তারিখ পুরুলিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে[illegible] মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ব্যতীত [illegible] কেহই তাঁহার অভ্যর্থনা সম্পর্কীয় [illegible] উৎসবে যোগদান করে নাই। এই সম্[illegible] স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমতি লইয়া রাস্তার উপর বিলাস বায় তৈ[illegible] করা হইয়াছিল। যাহারা এই ব্যাপা[illegible] সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, মিউনিসিপ্যালি[illegible] চেয়ারম্যান তাহাদিগকে অভিযুক্ত ক[illegible] অনুমতি দিয়াছেন। এই সম্পর্কে [illegible] মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে শ্রাবণ, বুধবার—১৩৩৪।

ভক্তিকথা

যে জগতে বর্ত্তমানে আমরা আমাদের বাসস্থান স্থির করিয়া লইয়াছি, সে জগৎটী কিন্তু আমাদের চিরদিনের বাসভূমি নহে, আমাদের সকলেরই নিত্যকালের বাসভূমি চিজ্জগৎ গোলোক-বৈকুণ্ঠে, সকলকেই এই মুহূর্ত্তে হউক কি কিছুকাল পরেই হউক, এ জন্মে হউক কি পর জন্মেই হউক কিম্বা যে কোন জন্মেই হউক, এ জগৎ হইতে গোলোক-ধামে যাত্রা করিতেই হইবে। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাপরাধে আমরা বর্ত্তমানে চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক জগদ্রূপ মায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। কারাধিষ্ঠাত্রী মায়া আমাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই গুণত্রয়ের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া আমাদের গতিরোধ করিয়া দিয়াছেন, আমরা অগতি—চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছি। এমতাবস্থায় অগতির গতি—শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণকৃপাতিরিক্ত এই গুণমায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া আর কেহই আমাদিগকে চিদ্ধাম-গোলোক-বৈকুণ্ঠে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন না। বন্ধন-যাতনায় আতুর হইয়া যখন আমরা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে থাকি, তখনই কৃষ্ণ ভক্তরূপে আমাদিগের নিকট আসিয়া পড়েন এবং আশ্বাস দিয়া বলেন—

"তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি-মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥

যতদিন না জীব 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা', 'ধন, জন, গৃহ, দার সকলই আমার ভোগের বস্তু—আমি তাহাদের কর্ত্তা' ইত্যাদি অহংমমাভিমান ছাড়িতে পারিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি যতই কেন না কৃষ্ণভজন করিতেছি বলিয়া অভিমান করুন, তাহাদ্বারা কৃষ্ণের কিছুমাত্র সন্তোষ বিধান করা হইবে না, নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণ—ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতিই লাভ হইবে মাত্র। অহংমমাভিমান তাড়াইবার একমাত্র উপায় কৃষ্ণপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। সমর্পিতাত্মা ব্যক্তিই নিরুদ্বেগ হইতে পারেন। কৃষ্ণকেই একমাত্র সর্ব্বকর্ত্তা এবং নিজকে তাঁহারই আশ্রিত শরণাগত ভৃত্যাভিমান আনিতে পারিলে ধনজনাদি নষ্ট হইবার ভয় কিম্বা নষ্ট হইলেও অযথা শোকাদিতে আর অভিভূত হইতে হয় না। অবশ্য 'আমি কৃষ্ণদাস' এবং 'জগতের সমস্তই কৃষ্ণ-সেবোপকরণ' কাজেই, সুতরাং সকলই আমার সেব্যতত্ত্ব'—এইরূপ 'আমি ও আমার' বুদ্ধি কোন দোষ-দুষ্ট নহে, বরং এই বুদ্ধিই জীবের আকাঙ্ক্ষণীয়।

আমরা ব্যক্তিগত ভাবভাবে—কথা বার্ত্তায় কৃষ্ণের প্রতি যতই না কেন ভালোবাসা দেখাইতে চাই, সে ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় তখন, যখন সত্য সত্যই আমাদের কোন বিশেষ প্রীতির বস্তুকে আর ফিরিয়া পাইবার বাসনা না করিয়া—নিজেদের ভোগবাসনা একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণসেবায় লাগাইতে হয়। 'আমার বলিতে যাহা কিছু—আমার যথাসর্ব্বস্ব সকলই কৃষ্ণের' ইহা মুখে বলিয়া আমরা লোকের নিকট এক একজন বড় দরের ভক্ত সাজিতে পারি বটে, কিন্তু সাধু আসিয়া যখন সেই যাহা কিছুর কথা দূরে থাকুক অতি সামান্য কিছুমাত্রও কৃষ্ণসেবার জন্য চাহিয়া বসেন, তখনই আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত—সকল বিদ্যা বুদ্ধি ধরা পড়িয়া যায়। তখন কি উপায়ে সাধুকে বিদায় করিব, কেবল এই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠে এবং নানা ছল খুঁজিয়া বেড়াই। কৃষ্ণভক্ত সুচতুর কি না, তাঁহাদের কাছে কি আমাদের চতুরালী খাটে? তাই তাঁহার সেই সামান্য কিছু চাওয়ার বদলে এমন একটী বস্তু চাহিয়া বসিয়াছেন, যাহার মায়া ছাড়া আমাদের পক্ষে একটী অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। অন্য বস্তু দিয়া সাধুকে ভুলাইতে যাই কিন্তু সাধুর এমনই স্বভাব যে, যে বস্তুটীতে আমাদের বেশী আসক্তি, অন্যবস্তু ছাড়িয়া তিনি সেই বস্তুটীই আগে ধরিয়া বসেন। এইরূপে আমাদের মধ্যে কাহার কতটুকু কৃষ্ণভক্তি, কাহার কোথায় কপটতা, সাধু তাহা সমস্তই ধরিয়া ফেলেন।

উপহাসের ফল

উপহাস, বাক্যছলে চিত্তামোদ ব্যাপার বিশেষ। ইহাতে যিনি উপহসিত হন এবং যিনি উপহাস করেন এতদুভয়ের আনন্দই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে উপহসিত ব্যক্তির মনঃকষ্ট এবং উপহাসকের আনন্দ। কিন্তু আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা একটী বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। লঘু-ব্যক্তিকে উপহাস করিলে বিদ্রূপকারীর কোনই অসুবিধা হয় না সত্য, কিন্তু মহৎকে উপহাস করিলে আনন্দের স্থলে নিরানন্দ, 'হিতে বিপরীত' অর্থাৎ সর্ব্বনাশ হয়।

জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ দুইটী বিচার চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং লোক-সমাজেও এই বিচার অবলম্বন করিয়া সতর্ক হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ সাধারণের সহিত বিশেষের সমতা দর্শনে অপরাধগ্রস্ত পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি যে অধিকারে অবস্থিত সে, তদপেক্ষা উচ্চাধিকারে অবস্থিত ব্যক্তি অথবা লোকোত্তর পুরুষকে নিজের দলভুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরিত্র বিচার করিয়া থাকে। এমন কি এই স্বভাবে এরূপ ব্যক্তিকে লোকাগত লোকপতি ঈশ্বরের চরণেও অপরাধের সুযোগ দান করে। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে,—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ
সর্ব্বভুজো যথা॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ বলেন যে, পরমেশ্বরং কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তমাহ ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি।

অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ব্যক্তি, অপর তেজহীনের দৃষ্টিতে অন্যায় কার্য্য করিয়াও স্বীয়প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতি নাই কিন্তু দোষদ্রষ্টার দুর্গতি-লাভই হইয়া থাকে।

পণ্ডিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলে সে মরি॥

দেবদেব জগদ্গুরু ভগবান্ লোক-সংগ্রহের জন্য এক সময় শ্রীগুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন। চন্দ্রময়নপুষ্কারী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগুরুদেবের নিকট বেদবিদ্যার্জ্জনের অভিনয় করিতে ছাড়েন নাই। বিদ্যা-পূর্ণান্তে সস্ত্রীক শ্রীগুরুদেবের প্রার্থনামতে যমালয় হইতে মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণাদানেরও লীলা করিয়াছেন। এক সময়ে শ্রীভগবানের জননী দেবকী মাতা শ্রীরাম-কৃষ্ণের এই গুরুদাক্ষিণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন—

শুন শুন রাম কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর॥
সর্ব্বজগতের পিতা তুমি দুই জন।
আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ॥
জগতের উৎপত্তি বা স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয়॥
তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার॥
যম-ঘর হইতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুইজন॥
মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত হয় তাহা সবারে দেখিতে॥
কতকাল গুরুপুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া॥
এই মত আমারও পূর্ণ কর কাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান॥

ভক্তের আজ্ঞাবহ ভগবান্ রাম-কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মাতার মৃত ছয় পুত্রের উদ্দেশে শুভ বিজয় করিলেন। ভগবদ্বিগ্রহে ক্লিষ্ট স্বভক্তগণকে নিগ্রহ-বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ ভগবান্ ষড়্গর্ভানয়ন প্রসঙ্গে পাতালস্থিত বলি-বিনন্দপ্রমুখ প্রিয়ভক্তগণকে দর্শন দানার্থে পৃথিবীর অধোদেশে গমন করিলেন। ভক্তরাজ আত্মনিবেদনকারী ভক্তশ্রেষ্ঠ বলি স্বগৃহে স্বাভীষ্ট দেবদ্বয়কে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দসিন্ধু-মাঝে মগ্ন হইয়া—

গৃহ পুত্র দেহ বিত্ত সকল বান্ধব।
সেই ক্ষণে পাদ-পদ্মে আনি দিল সব॥

সঙ্গে সঙ্গে বলির দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। শ্রীভগবানের অভয় পাদ-পদ্ম ধারণ করিয়া ভক্তরাজ কান্দিতে কান্দিতে স্তুতি করিতে লাগিলেন,—

জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল ভূষণ॥
জয় জয় গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ-চন্দ্র ভক্ত মনস্কাম॥
যদ্যপিও শুদ্ধ সত্ত্ব দেব ঋষিগণ।
তা সবার দুর্লভ তোমার দরশন॥
তথাপি সে হেন প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার॥
অতএব শত্রুমিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা দেখিয়ে সাক্ষাতে॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেও না পারে॥
যোগেশ্বর সবে যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্বলোকনাথ।
গৃহ-অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে প'ড়ে থাকি গিয়া॥
তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ॥

বলি মহাশয় স্বমস্তকোপরি রাম-কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া এবম্বিধ বহুপ্রকার স্তব করিলেন। ত্রিলোক-পবিত্রকারী শ্রীচরণোদক সগোষ্ঠী পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি সম্মুখে স্থাপন করিয়া নমস্কার করিলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন,—

আজ্ঞাকর প্রভু মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥
যে করয়ে প্রভু আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার॥

স্তবস্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট ভগবান্ তখন নিজ আগমনের কারণ বলিতে লাগিলেন যে, আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংস বধ করিয়াছে। সেই পাপে তাহারও কাল হইয়াছে। মাতা দেবকী সেই মৃতপুত্র-শোকে খুব দুঃখিতা। সেই ছয় জন তোমার নিকটেই আছে। জননীর সন্তোষের জন্য তাহাদিগকে লইয়া মাতার নিকট অর্পণ করিব। তাহারা ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধদেবগণ। তাহাদের কেন এত দুঃখ পাইতে হইতেছে, তাহা বলি শ্রবণ কর—

প্রজাপতি মরীচি যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল সেই ছয় জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কামবশে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি-কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস।
অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥

সঙ্গে সঙ্গে দেবদেহনাশী ঐ ছয় ব্যক্তি জগদ্দ্রোহী অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর গৃহে জন্মলাভ করিল। তথায় দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে নানা দুঃখ-যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ হইল। তারপর ভগবানের কৃপায় যোগ-মায়া তাহাদিগকে দেবকীর গর্ভে আনয়ন করিলেন। সেই দেহেও নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকিল। *এমন কি সম্পর্কে* ভাগিনেয় হইলেও মাতুল কংসের হাতে নিধন প্রাপ্ত হইল। মাতা দেবকী উন্মুখ-মোহিনী যোগমায়া-প্রভাবে এ গুপ্তরহস্য কিছুই জানিতে না পারিয়া তাহাদিগকে আপনার পুত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন। যাহা হউক আমি উহাদিগকে লইয়া মাতাকে দান করিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। আমি ইহাদিগকে দেবকীর নিকট দান করিলে তাঁহার স্তন-পানে তখনই পাপমুক্ত হবে।

প্রভু বলে শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে কেন হয়।

শিখ্‌লেই শিখা যায়

মানুষ যদি শিখ্‌তে চায়, তবে অনেক শিখ্‌তে পারে। তা'নহলে শিখ্‌বার বস্তু সামান থাকলেও শিখ্‌তে পারে না। সারা বিশ্ব জুড়ে শিখ্‌বার বিষয় পড়ে আছে। বিশ্বপতির বিশ্ববাসীর ওপর এইটাই দয়ার নিদর্শন। যারা শিখ্‌তে আসে তারা শিখে—পাশ ক'রে চ'লে যায়, আর যারা ভোগ কর্‌তে এসেছে, তারা বড়শীতে গাঁথা টোপ্ খেতে যেয়ে মাছের মত বেঁধে যায়। বিশ্বপতির মায়াদাসী এ বিশ্বটা মনের মত ক'রে সাজিয়েছে, উদ্দেশ্য মায়ামরীচিকায় ভ্রান্ত জীবকুলকে ধর্‌বে। এতে তাঁর কোনও দোষ নেই। কেন না সে পতি-সেবাই কর্‌ছে। সবার পতিই ভগবান্। সেই গোবিন্দের সেবা যে জীব কর্‌তে চায় না, তাকে এ জগতে আস্‌তে হয়, যেমন দোষ কর্‌লে দোষীকে কারাগারে যেতে হয়। কারাগারে দোষীর দোষের সাজা হয়। সেই সাজা পেয়ে তার কৃত কর্ম্মের ফলভোগ হয় আর ভবিষ্যতের জন্য সাবধান্ হয়। ভগবান্‌কে ভুলেছে যারা, তা'দিগকে ধরে কারারক্ষী মায়া এই সংসার জেলে পুরেছে। আর ত্রিতাপ দিয়ে শোধরাচ্ছে। যারা বুদ্ধিমান্, তারা এটা চট্ ক'রে বুঝে সাবধান হয়। আর বোকা লোকেরা বুঝ্‌তে না পেয়ে জেল-খানায় ঘানগাছ টান্‌তে আরম্ভ করে। বোঝ্‌দার যাঁরা তাঁ'দের বুদ্ধির বড়াই আছে। যাঁর চরণে অপরাধ ক'রে এখানে এসেছে তাঁর চরণ ভজ্‌তে শুরু ক'রে দেয়। যেমন মাটিতে চল্‌তে চল্‌তে পা পিছলে লোক মাটির উপর পড়ে, ফের মাটি ধ'রেই ওঠে, সেইরূপ। আর অবুঝদার মাটিতে পড়ে কাদায় গড়াগড়ি দেওয়া লোকের মত সেইখানে গড়াইতেই থাকে।

বোঝদারের ভাগ্যটা ভাল। তাই তিনি গিঁটগিঁরে ক'রে ব্যাপারখানা বোঝেন। তিনি বিচার করে দেখ্‌লেন যে, যখন বস্তু ভোগ করতে যেয়েই বিপদ, তখন সে রাস্তায় আর পা দেবই না। আবার 'পেটে সয় না বলে খাই না' দলের মত বিষয়ে বিরাগ করলেও চল্‌বে না। কেন না বস্তু ভোগ করতে গেলে বস্তুর ভাবনায় অস্থির আর ত্যাগ করতে যেতেও চিন্তার বিরাম নাই। জগতের যে নাথ, সে ত জগতের সমস্ত দ্রব্যের মালিক। অতএব সব জিনিষ তাঁর ভোগের, এই ভাব্‌তে পারলেই মুস্কিল আসান হয়। এই না ভেবে তিনি সমস্ত জিনিষকে, প্রাণীকে গুরু বুঝে ক'রে, মধুকরের ন্যায় প্রত্যেক ফুল থেকে কিছু কিছু মধু নেবার মত সকলের কাছ থেকে শিক্ষালাভ ক'রতে থাকেন। ক্রমে তাঁর অনেক গুরু হ'য়ে পড়ে। অবশ্য আমরা দীক্ষা-গুরু অনেক বল্‌ছি না। কেন না দীক্ষাগুরু এক। শিক্ষা-গুরু, বিভিন্ন ভাবে সেই দীক্ষাগুরুর উপদিষ্ট বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হ'তে সাহায্য করেন বলে অনেক।

জগতে যাঁরা ভাগ্যবান্, তাঁদের কথা ভাগ্যহীনের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাঁরা এমন চতুর যে, বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে আসা ভগবানের পার্ষদ যে গুরু, তাঁর দয়ায় ক্ষুদ্র, নগণ্য কীট থেকেও শিখেন। তাঁদের শিখবার ঢঙ আর একটা জিনিষ দিয়ে দেখাব।

এই সংসার, দেহ হচ্ছে সব বিপদের মূল। ভগবান্‌কে ভুলিয়ে দিয়েছে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা আবার ভ্রান্ত জীবকে কর্ম্ম-চক্রে ফেলে নানা যোনি ভ্রমণ করাচ্ছে। সেই বেড়াকে বেয়ে নানা দেহ নিতে হচ্ছে। দেহ নইলে মনের খেয়াল কাজে মিটে না। এখন বুদ্ধিমান বিচার করলেন—যেমন দেহটা ভোগের জিনিষ এ হ'তে শিখ্‌বারও অনেক আছে।

দেখা যাচ্ছে, দেহটা আগে ছিল না, পরেও থাকবে না, আর যতদিন থাকবে, থাকাকালটায় কেবল দুঃখই দেবে।

যে দেহের সুখ-শান্তির জন্য এত খাটছি, যা'র প্রীতির জন্য অচেনা লোককে আত্মীয় ক'রে তাদের সুখের জন্য শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, দিন-রাত খেটে খেটে টাকা রোজগার করছি ও শেষকালে কি না সেই টাকা রেখে, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে যাত্রা ক'রতে হবে। আর সাধের দেহ-টাকে নিয়ে কুকুর, শিয়ালগুলি মচ্ছব লাগাবে। আরও বিশেষ লাভ করলাম কি? না এ দেহে থেকে ত দেহ থাকতে যে সব কাজ করলাম তার কতক ফল এবারেই দিল, বাকীটা ভোগ করবার জন্য পরজন্মে দেহলাভের নিমিত্ত হয়ে থাকলো।

বিরাগ শিখ্‌বার জন্য বিদেশে যেতে হয় না, নিজের ঘরেই শিখ্‌বার সুযোগ আছে। দেহের ভেতর উদরটার দিকে দেখ্‌লাম। দেখি সে যখন দুই তিন দিনের খাবার একসঙ্গে বোঝাই লয় না, তখন সঞ্চয় ক'রবো ক'ার জন্যে?

তার পর দেখি, দেহে চোক্, কাণ, নাক, হাত, পা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে। বুঝে দেখলাম চোকে জগৎটা দেখি, কাণে আওয়াজ শুনি, এ না করে যদি চোকে জগৎ-পতিকে দেখি, কাণে তাঁর গুণের কথা শুনি, তাঁর নাম করি, তাঁর ভক্তের কাছে, তাঁর লীলাভূমিতে যাতায়াত করি, তাঁর প্রসাদ পাই, তাঁর ও ভক্তের সেবা করি, তবে না আমার সব গোল মিটে যায়।

আর একটু বিশেষ ভাবে দেখলাম। পান চিবাতে চিবতে জিব্‌টা লাল হ'য়ে গেল। অনেক সময় ধরে সে রংটা আর ছাড়েই না। তখন বুঝলাম দি প্রভৃতি অনেক জিনিষ না খাই, কিন্তু কোন রস-পদার্থের রংটাও জিব নেয় না। কেবল তাম্বুল-রসে নিজে রঞ্জিত হয়। সেইরূপ দেখ্‌ছি রসিকভক্ত সর্ব্বরসের মাঝে থাকলেও হরিরসে আসক্ত ও অনুরাগী হয়।

এই ভাবে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুঝ্‌ছি—শিখ্‌লেই শিখা যায়।

নাবিকে নাবিকে

নাবিক নৌকায় অনেক লোককে নদী পার ক'রে দেয়। লোকেরাও নদী পার হ'য়ে নিজের নিজের গন্তব্য পথে চলে যায়। বেচারা নাবিক কিন্তু নৌকায় ব'সে নদীর পথে দিনটা কাটায়, নদীতে বাঁধা নৌকাখানা ছেড়ে কোথায়ও যেতে পারে না। ঝড়, বৃষ্টি, বান, রৌদ্র সবটা ষোল আনা ভোগ ক'রে, এ পরমায়ুটা খরচ ক'রে ফেলে। হয় ত সময় মত পারে যাওয়া নৌকা প্রান তুফানে পড়ে ডুবে গেলে সেও সেই সাথে ডুবে মরে।

নাবিক সকলকেই পার ক'রে দেয় কিন্তু তাকে কেউ পার করে না দেখে একদিন এক নাবিকের মনে দয় হ'ল। নাবিক এবেই ত' দয়াময় তা'র পর ঐ নাবিককেই দয়া করবো বলে যখন আসছে, তখন 'ত' আর কথাই নেই।

নৌকার নাবিক আজ সকালে উঠে ইষ্টদেবতাকে মনে মনে খুব ভক্তি করে প্রণাম করে সেদিনকার রোজগার যাতে বেশী হয়, সেই ভাবে অনেক কথা জানিয়ে দিনের কাজে লেগেছে। এমন সময় কতকগুলি যাত্রী এসে হাজির মনের সুখে মাথায় কাপড় বেঁধে খু জোরে দাঁড় টেনে সে নৌকাখান তীরে লাগালো। পা'রে যাবার জ পারের কাণ্ডারী তখন নৌকায় উঠ্‌লে নাবিক নৌকা ছাড়্‌লে। মাঝ নদীতে যেই নৌকা এসে পড়েছে, অম্‌নি যাত্রী প্রধান যিনি, তিনি আর একজনকে কীর্ত্তন সুরু করতে বল্‌লেন। অবো নাবিক তখন বিপদে পড়্‌ল। পারানী পয়সা বেশী পাবার আশাটা তখন ভয়ে বদলে গেল। সে তখন ভাব্‌তে লাগ্‌ যে, আজ প্রাণটা বুঝি নদীর মাঝপথে চলে যায়। নদীতে জল-ডাকাতের দ সব সময়ে নৌকায় যাত্রী মেরে টাকা পয়সা নেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলে কুমীরের আড্ডা আর ডেঙ্গায় বাঘ এখন তিন দিকেই জীবন সঙ্কট। এ সব কথা ভাল ক'রে সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে নদীর পর পারে যাওয়া কালটু চুপ করতে বল্‌লো। নাবিকের অনু রোধে সবেই চুপ কর্‌লেন। কিন্তু প্রভুর ভিন্ন স্বভাব। তিনি সব সময়ে কাঁদ্‌ছেন। কীর্ত্তন বন্ধ না দেখে তিনি হুঙ্কার করে বলতে লাগলেন;—

তোমরা কার ভয় করছো? এ যে ভক্তরক্ষার জন্য সুদর্শন চক্র সময়ে সব দিকে ফিরে বেড়াচ্ছে তোমরা কি তা দেখ্‌ছ না? তোম

ডিঙ্গা পাই আনন্দে কৃষ্ণের নাম গান কয়। প্রভুর আজ্ঞায় সকলে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তখন আর কে কাকে দেখে। একে সকলে জলবাতাস মাঝে নিজোর, তার পর প্রভুর আদেশ।

এখন নদীর এপার থেকে নদীতে কীর্ত্তন শুনে অনেক লোক ছুটে গেছে। সকলেই সেই ভাব-বিভোর মহাপুরুষ ও সঙ্গীয় ভক্তগণকে দেখতে দেখতে বলাবলি করছে—এরা কারা?

এরা কারা? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই সোজা। এরা এখানকার লোক নয়; লোকাতীত রাজ্যের। এই লোকের লোকদিগকে সেই লোক নিবার জন্ত এই লোকে নেমে এসেছেন। এরা জগন্নাথে যাবার যাত্রী। তার মধ্যে বড় প্রভু জগন্নাথ আর ছোট প্রভু বলভদ্র। আর সঙ্গের সাথীরা তাদের অভিন্ন সেবকবৃন্দ। সংসার-সাগরে লোকদিগকে নিমগ্ন দেখে তা'দিগকে সংসারের পর পারে নেবার জন্ত সংসার-নাথ আজ সদলে উপস্থিত। এবার আর কাউকেও রাখ্‌বেন না। প্রতিজ্ঞা হয়েছে, যে ভাবেই হ'ক সকলকে উদ্ধার কর্‌বই কর্‌বো। এই ভাবে সন্ন্যাস নিয়ে স্বয়ং জগন্নাথ, জগন্নাথ দেখবার অছিলায় জীব উদ্ধার ক'রছেন। এবার কীর্ত্তন-নাথ নিজেই কীর্ত্তন করে কীর্ত্তন-বিমুখ জীবকে কীর্ত্তন শেখাচ্ছেন। নিজে আচরণ না করলে পরকে শেখান যায় না, এই হয়েছে প্রচারের মূল মন্ত্র।

কাউকে যখন ফেলে রাখবে না ঠিক হয়েছে তখন বেচারা নৌকার নাবিক বাদ পড়ে কেন? তাই সব জায়গায় বর্ত্তমান থেকে ও সঙ্গগত হয়ে প্রভু গৌরাঙ্গ এবার নদী পারের জন্ত নৌকায় উঠেছেন। যে পাদপদ্ম রমা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ ক'রে পূজা ক'রছেন এবং যে রমার কৃপা-কটাক্ষে সকলের সকল অভাব মিটে যায়, সেই রমানাথ গৌর-নারায়ণের শ্রীচরণ আজ কাঠের নৌকায় প'ড়ল। যে নাবিক সারা জীবনটা গ্রাম্যসুখ-মত্ত জীবকুলকে পার করে তাদের অস্থায় পথে আনা অর্থ নিয়ে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ ক'রতো আজ সেই নাবিক সংসার-সাগরের পারে নেওয়া কাণ্ডারীকে পার করবার সুযোগ পেল। এবার নাবিকের ভাগ্য ঘুরেছে। নাবিকের কাছে নাবিক ঠেকে গেছে। তার নৌকা পার করা ব্যবসাটা ঘুচে গেল। পর পারে নিয়ে যাবার যোগ্যতা এসে গিয়েছে। সে আর নদীর নাবিক নেই। নাবিকের দশা পেয়ে ভবপারের নেবার নাবিক হয়েছে। এই ভাবটা হ'ল নাবিকে নাবিকে।

শ্রীশ্রীঅবদ্বীপব্রজলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪০ সংখ্যার পর)

(৩৭)

ভক্তানীতাবর্জিতজননী হর্ষশোকাকুলা সা
ভিক্ষাং দত্ত্বা কতিপয়দিনা পালয়ামাস সূনুং।
তস্যাঃ নম্রাদিশিমনুনরন্ ক্ষেত্রযাত্রাং চকার
তং গৌরাঙ্গং ভ্রমণকুশলং নাসিরাজং
স্মরামি॥

প্রভু আসি রহিলেন অদ্বৈতের ঘরে।
শুনি শচীদেবী আসিলেন শান্তিপুরে॥
হর্ষ-শোকাকুলা মাতা কতদিন ধরি।
পালন করেন পুত্রে ভিক্ষা দান করি॥
মাতৃ আজ্ঞায় ক্ষেত্র-যাত্রা কৈলা গৌরহরি।
ভ্রমণ-কুশল সেই ক্যাসিরাজে স্মরি॥

(৩৮)

নিত্যানন্দো বিবুধজগদানন্দ দামোদরৌ চ
লীলা-গানে পরমনিপুণো দত্তযুক্তো মুকুন্দঃ
এতেভক্তাঃ চরণমধুপা যেন সার্দ্ধং প্রচেলু-
স্তং গৌরাঙ্গং প্রণত পটলপ্রেষ্ঠমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

পণ্ডিত জগদানন্দ আর দামোদর।
দত্ত শ্রীমুকুন্দ, নিত্যানন্দ প্রভুবর॥
এই সবজন প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
চলিলেন সঙ্গে পাদপদ্মমত্ত ভৃঙ্গ॥
প্রণত জনের প্রিয় মূর্ত্তি গৌরহরি।
করুণা-সাগর তাঁরে সর্ব্বক্ষণ স্মরি॥

(৩৯)

ত্যক্ত্বা গঙ্গাতটজনপদাংশ্চাম্বুলিঙ্গং মহেশং
ভদ্রদেশে রমণবিপিনে ক্ষীরচৌরং দদর্শ।
গোপালং বৈ কটকনগরে যোদদর্শাম্বরূপং
তং গৌরাঙ্গং স্বজনপরং ভক্তমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

গঙ্গাতটজনপদ ছাড়িয়া—মহেশ।
অম্বুলিঙ্গ দেখি প্রবেশিলা ওড্রদেশ॥
রেমুণায় ক্ষীরচোরা করিয়া দর্শন।
কটকে গোপাল দেখি করিলা নর্ত্তন॥
স্বজন-পরায়ণ ভক্তমূর্ত্তিধর।
মন মোর শ্রীগৌরাঙ্গে সর্ব্বকাল স্মর॥

(৪০)

একাম্রাখ্যে পশুপতিবনে রুদ্রলিঙ্গং প্রণম্য
যাতঃ কাপোতকশিবপুরং স্বস্বদণ্ডং
বিহায়।
নিত্যানন্দস্ত তদবসরে যস্য দণ্ডং বভঞ্জ
তং গৌরাঙ্গং কপটমনুজং ভক্তভক্তং
স্মরামি॥

একাম্রকাননে পশুপতি বনে
রুদ্রলিঙ্গে প্রণমিয়া।
কপোতেশ্বর শিব দরশনে
গেলেন দণ্ড রাখিয়া॥
সেই অবসরে প্রভু নিত্যানন্দ
রাখে দণ্ড ভগ্ন করি।
ভক্তজন-প্রিয় কপট মানুষ
গৌরাঙ্গে স্মরণ করি॥

(৪১)

ভগ্নে দণ্ডে কপটকুপিতস্তান্ বিহায় স্বর্বর্ণ-
দেহো নীলাচলপতিপুরং প্রাপ্য তূর্ণং
প্রভুর্যঃ।
ভাবাবেশাৎ পরমমগমৎ কৃষ্ণরূপং বিলোক্য
তং গৌরাঙ্গং পুরটবপুষং ভক্তদণ্ডং
স্মরামি॥

কপোতেশ্বর হইতে ফিরিয়া গৌরহরি।
কপট কুপিয়া অগ্রে চলিলেন পুরী॥
স্বজনে ছাড়িয়া একা মন্দিরে আসিয়া।
ভাবাবেশে পড়ে জগন্নাথ নেহারিয়া॥
সুবর্ণ-উজ্জ্বল বপু শ্রীগৌরাঙ্গহরি।
ভগ্নদণ্ড সন্ন্যাসীরে সদা আমি স্মরি॥

(৪২)

ভাবাস্বাদপ্রকটসময়ে সার্ব্বভৌমস্ত সেবা
তস্তানর্থান্ প্রকৃতিবিপুলান্ নাশয়ামাস
সর্ব্বান্।
তস্মাদ্ যস্ত প্রবলকৃপয়া বৈষ্ণবোঽভূৎ
স চাপি
তং বেদার্থপ্রচরণবিধৌ তত্ত্বমূর্ত্তিং স্মরামি॥

ভাবাবেশ স্থিতিকালে গৌরভগবান্।
সেবিলেন সার্ব্বভৌম অতি ভাগ্যবান্॥
মায়াবাদ-গত তাঁর বিপুল অনর্থ।
কৃপায় নাশিয়া দান কৈলা পরমার্থ॥
সার্ব্বভৌমে সুবৈষ্ণব কৈলা গৌরহরি।
বেদার্থ-প্রচার তত্ত্বমূর্ত্তি আমি স্মরি॥

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা—

অনাদি করমফলে বদ্ধ হৈনু মায়াজালে
এ ভব সংসার-কারাগারে।
সাধুগুরু সদা কয় তুমি কৃষ্ণকৃপাময়
কৃপা কর এ দীন পামরে॥১॥
শুন কৃষ্ণ মোর নিবেদন।
তুমি মোর নিত্যস্বামী নিত্যকাল দাস আমি
দুর্দ্দৈবে হইনু বিস্মরণ॥ধ্রু ২॥
তব পাদপদ্মতল সুধাময় সুশীতল
তাহে যাঁরা লইল আশ্রয়।
তব দাস-অনুদাস তার দাস্তে মোর আশ
পুনঃ যেন পাই দয়াময়॥৩॥
তুমি কৃষ্ণ প্রাণপতি সর্ব্বকালে তুমি গতি
তব নাম-রূপ-গুণগণ।
তোমা বিনা আর যত গ্রাম্যকথা শত শত
ছাড়ি—মন করুক শ্রবণ॥৪॥
চিত্তদর্পণ সম্মার্জ্জন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন
বাক্য মোর সদা হো'ক রত।
তব সেবা-অনুকূল বৈরাগিরা প্রাতকূল
কায়া করুক তব কর্ম্ম যত॥৫॥
চুরাশীতি লক্ষযোনী ভ্রমণ করিনু আমি
সেবনয় পঙ্ক ভুঞ্জ।
এ অধম দাস কয় প্রান্ত এবে দয়াময়
সদা হো'ক তব ভক্তসঙ্গ॥৬॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়"
টেলিফোন—২৪৫২ বড়বাজার।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।
তারিখ—২রা ভাদ্র, ১৩৩৫।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট সোমবার হইতে ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার মাসাধিকব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্তবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন; পরপৃষ্ঠায় উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক
(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সম্পাদকগণ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

উৎসব-তালিকা।

সোমবার ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট—
—শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।
মঙ্গলবার ১২ই " ২৮শে "
—শ্রীরূপগোস্বামীর অভিযান।
শুক্রবার ১৫ই " ৩১শে "
—শ্রীবলদেব জন্মোৎসব।
শুক্রবার ২২শে " ৭ই সেপ্টেম্বর—
—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব।
শনিবার ২৩শে " ৮ই "
—শ্রীনন্দোৎসব।
বুধবার ৩রা আশ্বিন ১৯শে "
—শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।
শুক্রবার ৫ই " ২১শে "
—শ্রীললিতা-সপ্তমী।
শনিবার ৬ই " ২২শে "
শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর জন্মোৎসব
বুধবার ১০ই " ২৬শে "
—শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।
বৃহস্পতি ১১ই " ২৭শে "
—শ্রীভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব,
সাধারণ মহোৎসব
শুক্রবার ১২ই " ২৮শে "
—শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব
শনিবার ১৩ই " ২৯শে "
—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান।

উষায়--অরুণোদয়-কীর্ত্তন।

প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, চরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী।

পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।

অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।

সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা।

প্রদোষে—নামকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

দৈব-দুর্য্যোগে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

নানা কথা

নূতন এডভোকেট

গত ৮ই আগষ্ট কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীযুক্ত বনবিহারী সরকার এম, এ, বি, এল এডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তিনি আদিম বিভাগের মামলা করিতে পারিবেন।

কংগ্রেসের সভাপতি

ফ্রী প্রেস জানিতে পারিয়াছেন, বোম্বাই, হিন্দুস্থানী মধ্যপ্রদেশ, ব্রহ্ম, উৎকল ও আসাম নাড় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আগামী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব পদের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীও তাঁহার নাম নির্দ্দেশ করিলেন। আগামী ১৮ই আগষ্ট তারিখে অন্যান্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পৌছিবে। আগামী ২৫শে আগষ্ট তারিখে অভ্যর্থনা সমিতির অধিবেশন শেষ নির্ব্বাচন হইবে।

তিব্বতে কৃষক বিদ্রোহ

তিব্বতে কৃষকদিগের সহিত তিব্বত গবর্ণমেণ্টের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। পে, জিলার কৃষকগণ পরাজিত হইয়াছে কিন্তু পো মে নামক স্থানের কৃষকগণ কর্ত্তৃক সরকারী সৈন্য বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি চীনবাসী গবর্ণমেণ্ট এই কৃষকদিগের আহ্বানে বিবাদ মীমাংসায় মধ্যস্থ হন, তবে যুদ্ধ থামিতে পারে, এই কথা তিব্বতের গবর্ণমেণ্ট মনে করে। চীনবাসীগণ মধ্যস্থ না হইলে বিদ্রোহিগণ চীন গবর্ণমেণ্টকে এইজন্য অনুরোধ করিতে পারে। কৃষকগণ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তিব্বতীয় সৈন্যগণের সহিত গরিলা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিতে রাজী নহে। এই যুদ্ধে দুইজন ভুটানবাসী হত হওয়াতে ভুটানে তিব্বতীদের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগ্রত হইয়াছে।

ধর্ম্মঘটের অবসান

এইবার ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হইতে চলিল। সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘট প্রতিরোধ সম্বন্ধে এক আইন পেশ করিবেন, স্থির হইয়াছে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, রেলে ও কলকারখানায় ভবিষ্যতে আর ধর্ম্মঘট না ঘটে, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রস্তাবিত আইনে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আরও, মাসিক বেতনপ্রাপ্ত কেহ বিনা নোটিশে ধর্ম্মঘট সংঘটন অথবা কার্য্য পরিত্যাগ করিলে এক মাস কারাদণ্ড অথবা ৫০৲ টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হইতে পারিবে। বিরোধের উত্তেজকগণ ও সহায়ক দিগের তিন মাস কারাদণ্ড অথবা ৫০০৲ টাকা জরিমানা অথবা উভয় ব্যবস্থাই বিহিত হইবে।

বিরোধ মীমাংসায় এবং কারণের অনুসন্ধানের জন্য দুইটী কমিটী থাকিবে। অনুসন্ধান-কমিটীর পর মীমাংসক-কমিটী। অনুসন্ধানের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইবার পর মীমাংসার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মীমাংসা না হইলে অনুসন্ধান ও মীমাংসা-পদ্ধতি-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে। মীমাংসক কমিটীতে পক্ষগণের প্রতিনিধি এবং তৃতীয় ব্যক্তির স্থান আছে। কিন্তু ব্যবহারজীবী কোনও অবস্থাতেই অনুসন্ধান ও মীমাংসা বিষয়ে কোনও অধিকার পাইবেন না।

"মজুর" সম্পাদকের দণ্ড

পুণা, ১০ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, "মজুর" পত্রের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ধর্ম্মমতে আঘাত ও অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। জুরীগণ আসামীকে নির্দ্দোষ বলেন, বিচারক প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে জুরীদের সহিত একমত হন। কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে একমত হইতে না পারিয়া আসামীকে ৩০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এস, আই, রেলের ইস্তাহার

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে জানাইয়াছেন, অতঃপর সমস্ত বাধা উঠাইয়া দিয়া অন্যান্য রেলওয়েতে মাল ও লোক চলাচলের জন্য একটানা টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইল।

বোম্বাইয়ে ধাঙ্গড়-চাঞ্চল্য

বোম্বাই, ১১ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ধাঙ্গড়দের চৌলের নিকট হইতে মারুতি প্রতিমা স্থানান্তরিত করিবার প্রতিবাদে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর প্রায় ২ শত ধাঙ্গড় শনিবার ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে। তাহারা বলে যে, স্থানান্তরিত করিবার সময় মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে কর্ম্মচারীর আদেশে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহার উক্তিতে প্রকাশ, যে জমীতে ঐ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, উহা বি, বি, সি, আই রেল কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। মূর্ত্তি স্থানান্তরিত করিবার জন্য ধাঙ্গড়গণকে এক বৎসরের পূর্ব্বে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; তাহারা উহা পালন না করায়, মিউনিসিপ্যালিটী উক্ত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতে মৃগয়া আইন

রাইট অনারেবল আমীর আলি মৃত্যুর পূর্ব্বে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক পত্র দিয়াছেন যে, আজকাল অস্ত্র আইনের কঠোরতা লাঘব করায় ভারতের বন্য পশুসকল ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। এই সকল পশু পৃথিবীর আর কোথায়ও নাই। সেই জন্য মৃগয়া আইন কঠোরভাবে প্রচলিত করিয়া পশু-হত্যা বন্ধ করিতে হইবে। বৎসরের যে সময়ে মৃগয়া আইনে শিকার বন্ধ করার কথা আছে, তাহা অনেকেই মানে না। ইহা ব্যতীত কতকগুলি জঙ্গলে শিকার একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলে বিভিন্ন জাতির বন্য পশু বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে, সেইজন্য তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

রাজকীয় সামরিক বিমান

রাজকীয় সামরিক বিমান বিভাগের যে ৪ খানি বিমান অষ্ট্রেলিয়ান ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা সিডনী হইতে ব্রিসবেনে উপস্থিত হইয়াছে।

বিমানে পার্থযাত্রা

"সাদার্ণ ক্রস" নামক বিমান কিংসফোর্ড স্মিথ ও আলম কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মেলবোর্ণ হইতে না থামিয়া পার্থনগরে গমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে।

জার্ম্মাণীতে ক্রুজার নির্ম্মাণ

মন্ত্রীসভা স্থির করিয়াছেন—একটি নূতন ক্রুজার নির্ম্মাণ করা হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্ট সভায় এই বিষয় উত্থাপিত হইয়াছিল। অর্থাভাবের জন্য তখন উক্ত প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়। মন্ত্রীসভা বলিতেছেন যে, অন্য এক বিষয়ে এক কোটী মার্ক ব্যয়সঙ্কোচ করা হইয়াছে, সেই অর্থ ক্রুজার নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতে পারে।

অক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমণ নিমন্ত্রিত

আগামী নবেম্বর মাসে অক্স বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার লর্ড গোসেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি, ভি, রমণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

নিরুদ্দিষ্ট কাপ্তেনের সম্পত্তি

বেলজিয়ামের বিখ্যাত অর্থনৈতিক কাপ্তেন লোয়েনষ্টিনের উইল প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার পত্নীর জন্য প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার সম্পত্তি প্রায় ৫০লক্ষ পাউণ্ড ছিল। তন্মধ্যে তাঁহার ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যে সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া দেখা যায়।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কাপ্তেন লোয়েনষ্টিন বিমানপোত হইতে ডানকার্ক ও অষ্টেণ্ডের মধ্যে সাগরের জলে নিপতিত হন। সেই সময় বিমানপোত প্রায় ৫০০০ হাজার ফুট উচ্চে ছিল।

কাপ্তেন লোয়েনষ্টিনের প্রচুর সম্পত্তি আছে বলিয়া গুজব রটিয়াছিল। অনেকে মনে করিতেন যে, তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন।

পার্লামেণ্টের প্রাচীনতম সভ্যের হঠাৎ মৃত্যু

কমন্স সভার প্রাচীনতম সদস্য সার জেমস্ হোপ গার্ডনারকে গত ৯ই অগাষ্ট লণ্ডনের কার্লটন হোটেলে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সার জেমস্ কিচেন কমিটীর সভাপতি ছিলেন, এ জন্য পার্লামেণ্টের আদব কায়দা বিধি নিষেধ সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় ওয়াকিবহাল ব্যক্তি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়, এ জন্য তাঁহাকে সকলে বিদ্রূপ করিয়া "স্বরাষ্ট্র সচিব" নাম দিয়াছিল। তিনি হ্যারো ও কেম্ব্রিজে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক অনুরাগ হেতু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পার্লামেণ্টে প্রবেশের চেষ্টা করেন। ১৮৭৪ সালে তিনি তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন এবং সেই হইতে ক্রমাগত তিনি তাঁহার জন্মস্থান চেল্টেনহাম হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি তাঁহার পার্লামেণ্ট জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে চেল্টেনহামের মেম্বার আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "নাইট" সম্মানে সম্মানিত হয়েন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

কলিযুগধর্ম্ম

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বিদ্যাবিলাসচ্ছলে বঙ্গবাসীকে ধন্য করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন সেই সময় তপন মিশ্র নামক এক ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ সাধ্যসাধন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে কাল কাটাইতেছিলেন। সে দেশে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যিনি তাঁহার এই দুঃখ দূর করেন। তিনি অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া কেবল দিবা-রাত্র নিজ ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিতেন ও সর্ব্বদাই ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিতেন, "হে ভগবন্! আমি আপনার নিত্যদাস'—এই কথা ভুলিয়া অপরাধফলে মায়া-বদ্ধ হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়াছি। কতকাল—কতযুগযুগান্তর য কাটিয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অনাদিকাল সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে কত গর্ভ-যন্ত্রণা—কত শোক দুঃখ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছি, কিন্তু প্রভো! আর ত' এই রাশি রাশি যাতনা সহ্য করিতে পারি না। প্রভো! আমি আমার নিত্য-প্রভুর সেবা ছাড়িয়া কাহার চাকুরী করিতেছি? যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মনিব সকলের ক্রীতদাস হইয়া বহুকাল কাটাইলাম—তাঁহাদের কত অন্যায় আদেশ পালন করিলাম, কত কষ্ট, তাঁহারা ত' আমার প্রতি করুণা করিলেন না—আমাকে শান্তি দিলেন না, তাঁহাদের চতুরতা আমি এখন বুঝিয়াছি। আর না, আর না, আর তাঁহাদের চাকুরী করিব না। এখন হে দীনবন্ধো! এই দীনজনের প্রতি কৃপা করুন—এই কলিযুগের ধর্ম্ম কি তাহা আমাকে বলিয়া দিন। এই যুগে জীবের পরমায়ু অল্প—বুদ্ধি অল্প, তাহাদের পরমার্থ-বিষয়ে উৎসাহ নাই এবং সর্ব্বদাই রোগে শোকে জর্জ্জরিত, তাহার পদে পদে বিঘ্ন আছে সুতরাং এ অবস্থায় অন্য যুগের মত ধ্যান, যজ্ঞ ও পরিচর্য্যা দ্বারা সাধ্য-বস্তু লাভ হইতে পারে না অতএব এখন উপায় কি এবং উপেয় বা কি? তাহা জানাইয়া আমার চিত্ত হৃদয় শীতল করুন"। সেই ভাগ্যবান্ বিপ্র সন্ধ্যা, সন্ধ্যাই প্রাণ হইয়া আবেগের সহিত নিষ্কপটে ডাকিতেছিলেন, তাই সে ডাক শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছিয়াছিল। আর কি তিনি থাকিতে পারেন? একদিন শেষ রাত্রিতে এক দিব্যমূর্ত্তি দেবতা আসিয়া স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন,—

"হে বিপ্র! স্থির হও, স্থির হও, আর চিন্তা করিও না। যাও, যাও, তুমি শীঘ্র নিমাই পণ্ডিতের নিকট যাও। তিনি তোমাকে সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব বলিয়া দিবেন। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি বা একজন পণ্ডিতমাত্র এরূপ বিচার করিও না। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীনিমাই পণ্ডিত বা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জীব-উদ্ধার করিবার জন্য এ জগতে আসিয়াছেন।" ইত্যাদি অনেক বেদ-গুহ্য কথা বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন সেই ভাগ্যবান বিপ্র সু-স্বপ্ন দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া বলিলেন—"হে প্রভো! আমি অতিশয় দীনহীন ব্যক্তি, বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে ডুবিয়া আছি—বিষয়-সুখ আর ভাল লাগে না, এই অধমকে কৃপা-রজ্জু-দ্বারা বিষয়-কূপ হইতে উত্তোলন করুন। আমি সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব কিছুই জানি না, কৃপাপূর্ব্বক তাহা আমাকে বলিয়া দিন"। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"হে বিপ্র! তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, কারণ তুমি কৃষ্ণভজন করিতে চাহিতেছ। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। অতএব তুমি একান্ত হইয়া নিষ্কপটে দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন কর, তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে"। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি ১৪শ অধ্যায়ে—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥
অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞসার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেইজন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি-নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

আলবার্টহলে বিরাটসভা

শ্রীচৈতন্যের দান

দ্বিতীয় বক্তৃতা

গত ১২ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় গৌড়ীয় মঠস্থ সেবক-বৃন্দের উদ্যোগে এলবার্টহলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। রায় চুণিলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রলাল দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বক্তা—গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সুপ্রাঞ্জল-ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দান সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় সহস্রাধিক লোক মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক মিঃ জোন্স প্রভৃতি বহু বিদ্বজ্জন এই মহানভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে বহু দর্শন-শাস্ত্র প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ ছয়টী দর্শনের কথাই প্রবলভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এই ছয়টী দর্শন ব্যতীত সায়ন মাধব বা বিদ্যারণ্য ভারতীর গ্রন্থে আরও দশটী দর্শনের উল্লেখ দেখা যায়। জগতে যতপ্রকার দর্শন প্রচলিত আছে, সে সকলই এত ছয়টী দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আবার বিচার করিলে দেখা যায় ঐ ছয়টী দর্শন তিনটী বিচারের অন্তর্গত। আধ্যক্ষিক দর্শন বা ভোগবিলাস, আধ্যাত্মিক দর্শন বা বিরাগ বা প্রচ্ছন্ন ভোগবিলাস, অপ্রাকৃত দর্শন বা চিদ্বিলাস। সাংখ্য, পূর্ব্ব-মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক এই চারিটী আধ্যক্ষিক দর্শন বা ভোগবিলাসের অন্তর্গত। পাতঞ্জল দর্শন ও কেবলাদ্বৈত-বাদ আধ্যাত্মিক দর্শন বা নির্ব্বিশেষ বাদের অন্তর্গত। উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র অপ্রাকৃত দর্শন বা চিদ্বিলাসের অন্তর্গত। এই ছয়টী দর্শনের কোন একটি মত অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্ডিত-গণ বিভিন্নাকারে বিভিন্ন দেশে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল দার্শনিকগণের মতের ঐক্য আজ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় নাই। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক এই চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চতুষ্টয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদিত হইয়া যে সকল সিদ্ধান্ত প্রচারপূর্ব্বক শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই সকল সিদ্ধান্ত সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত চিদ্বিলাসপূর্ণ হইলেও তাহাতে কোন কোন অংশ অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। পঞ্চদশশতাব্দীর প্রারম্ভে ভগবান্ গৌরহরি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার মতের পূর্ণতা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে সর্ব্বশাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সাংখ্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া প্রকৃতিকেই জগৎকর্ত্রী এবং পুরুষকে পলাশ-পুষ্করবন্নির্লেপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু কারণার্ণবশায়ী পুরুষকেই মূল কর্ত্তা জানাইয়া সাংখ্য মতের, অনিরুদ্ধ বিষ্ণুকে সর্ব্ব-অণু-পরমাণুর মূল কারণ ও অন্তর্য্যামী জানাইয়া পরমাণুবাদী বৈশেষিক মতের এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ প্রচার পূর্ব্বক নৈয়ায়িকের জড়দ্বৈত ও কেবলাদ্বৈতবাদের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন।

"শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ"—এই গীতোক্ত বচনানুসারে ভগবদ্ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, ইহা জানাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পাতঞ্জল দর্শনের অসম্পূর্ণাংশও পূর্ণ করিয়াছেন। কর্ম্মই বন্ধন ও মুক্তির হেতু, হরিতোষণ কর্ম্মই মুক্তিসাধক। এই সকল কথাদ্বারা কর্ম্ম-কাণ্ডী জৈমিনীর মতের পূর্ণতা সাধন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মে দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদেরও পূর্ণতা অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে একমাত্র লক্ষিত হয়। বক্তৃতার পরে সভাপতি মহাশয় বলেন—অদ্যকার সভায় বক্তা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া সুললিত ভাবে বাগ্মীতা সহকারে আমাদিগকে অনেক সাধুকথা শুনিয়েছেন, দুই চারিটি কঠিন সত্য কথাও বলেছেন যা এমনি দুরূহ যে, আমরা বল্‌তে পারতাম না। তিনি যেরূপ সরলভাবে বলেছেন, তা আন্তরিক ভাবেই বলেছেন। যে সকল কথা তিনি অনেক দিন ধরে অনুশীলন করে আসছেন, তারই ফল স্বরূপ তিনি আজ আমাদিগকে প্রদান করলেন। এই সকল বিষয় তিনি খুব গভীর ভাবে অনুশীলন করেছেন। তাঁর বক্তব্য বিষয় আরও অনেক ছিল আরও দুই ঘণ্টা বল্‌লেও তাহা শেষ হ'ত না। এ যেন গলীর মধ্যে হাতী প্রবেশ করান হয়েছে। তিনি শ্রীচৈতন্য দেবের প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মত-বাদ প্রসঙ্গে যে প্রাকৃত দর্শন আধ্যাত্মিক দর্শন ও অধোক্ষজ দর্শনের কথা বললেন তা' যদি সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে হয় তা'হলে আরও চারটী বক্তৃতায় আবশ্যক। চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য ভেদা-ভেদবাদ যদি ভাল করে' বোঝাতে হয়,

তবে তাই নিয়ে আরও একটী বক্তৃতা দিতে হয়।

বেদান্ত মানে' বেদের শিরোভাগ উপনিষদ। উপনিষদে জ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অপেক্ষা প্রজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে যাহা দিয়েছেন তাকেই প্রজ্ঞান বলি। চৈতন্যের দান—প্রজ্ঞানের দান। প্রজ্ঞানের দানকে চৈতন্যদেব অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর ও জীব ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। অন্যান্য আচার্যগণ কেহ ভিন্ন বলেছেন, কেহ অভিন্নও বলেছেন। বেদে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদবাদও যেমন আছে, আবার "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া" প্রভৃতি ভেদ সূচক বাক্যও তেমনি দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন বুদ্ধিদ্বারা তোমরা জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারবে না। বক্তা মহাশয় আমাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে যা' বললেন, তা'র এক একটী কথায় এক একটী ভাষ্য হ'তে পারে। তিনি আর একটী কথা বলেছেন, চিদ্বিলাস ইহা বড় কঠিন কথা। এই জগৎ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি কতকগুলি উপাদান সংযোগে গঠিত হয়েছে। ঋষিরা বলেছেন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে গঠিত এই প্রপঞ্চ। ইহার উদ্ধতন অবস্থা পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ। গীতায় বলেছেন—"যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'—যা' সত্য লোকের অতীত যা' শুদ্ধ সত্ত্ব, যা' অতীন্দ্রিয় তাই চিদ্বিলাস। সেই চিদ্বিলাসের কথা চৈতন্যদেব বলেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন অন্তরঙ্গ সঙ্গে রস আস্বাদন করবে আর বহিরঙ্গ সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করবে। উপনিষদে দুইটী পথের কথা আছে। একটী শ্রেয়পথ অপরটী প্রেয় পথ। প্রেয় পথের দিকে চাইলে চৈতন্যকে পাবে না। অধিকারী ব্যক্তি ভগবানের লীলা স্মরণ করবেন, অন্যে নাম সংকীর্ত্তন করবে। যা'রা শ্রেয় পথের দিকে চলেছে তারাই চৈতন্যদেবের দান গ্রহণ করতে পারবে। চৈতন্যদেব যাকে তাকে সেই দান বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা' নিতে পারবে কে? দাতা সহজ কিন্তু দান গ্রহণ [illegible] কঠিন। গুরু মিলে লাখ্ লাখ্, [illegible] মিলে এক।

[illegible] সংকীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

গৃহস্থ কে?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণদাসাধিকারী)

'গৃহস্থ' বলিতে আমরা কি বুঝি, প্রথমে আমরা তাহাই বিচার করিব। প্রথমে শব্দটীর ব্যাতিরেক আলোচনা করা যাউক। যাহারা গৃহস্থ নহেন, তাঁহারা অগৃহস্থ। গৃহস্থ ও অগৃহস্থ কাহারা দেখিতে গিয়া আমাদের প্রথম ধারণা হয়, যাঁহারা ঘরে বাস করেন, তাঁহারাই গৃহস্থ, আর তাহার বিপরীত অগৃহস্থ। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, অগৃহস্থ প্রায় নাই। তবে মর্কটকুলকে এই হিসাবে অগৃহস্থ বলা যাইতে পারে, কেননা তাহাদের কোন বাসা নাই। ইহাদের ন্যায় আরও কয়েকটী ইতর প্রাণী অগৃহস্থ হইতে পারে, কিন্তু পশু, পক্ষী, সাপ, কীট, পতঙ্গাদির মধ্যে অনেকেই বাসা, বিল, বিবর প্রভৃতিতে বাস করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগকে গৃহস্থ বলিতে হয়। মানুষের মধ্যে কোন আশ্রয় স্বীকার না করিয়া বাস করেন,—এমন অগৃহস্থ কে আছেন?

চারিটী আশ্রমের অর্থাৎ মানব সমাজে অবস্থান করিবার চারিটী বিশেষ অবস্থার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, এই গৃহস্থ কথাটী পূর্ব্ব বিচারিত যৌগিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কারণ ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বলিয়া আরও তিনটী আশ্রম আছে। ব্রহ্মচারী আচার্য্য-কর্ত্তৃক বেদসমীপে উপনীত হইয়া বেদরূপ শব্দ ব্রহ্মে বিচরণ করিতে থাকেন, সেই বেদ অধ্যয়ন কালে তিনি গুরুগৃহে বাস করেন, গুরুগৃহে বাস করিলেই যদি তাঁহারা গৃহস্থ হইতেন, তাহা হইলে গৃহস্থ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র আশ্রম কল্পিত হইত না। বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীও কুটীর বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকেন, অথচ তিনি গৃহস্থ নহেন, আবার সন্ন্যাসীও গুহা ও মঠাদিতেই বাস করেন, সুতরাং গৃহস্থ বলিতে গৃহবাসীকেই বুঝায় না, তবে গৃহস্থ কে?

ব্রহ্মচর্য্যের পরে গার্হস্থ্যাশ্রম দেখা যায়। গুরুকুলে সংযম-শিক্ষাসহকারে বেদপাঠ ও ভগবত্তত্ত্বালোচনা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবদালোচনাতে বিভোর হইয়া যান, তাঁহারা 'বৃহদ্ব্রতী বা 'নৈষ্ঠিক' নাম ধারণ পূর্ব্বক চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় যাপন করেন, নতুবা ব্রহ্মচারী উপযুক্তকালে বেদাধ্যয়নাদি সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন করেন ও উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহার তখন গার্হস্থ্যাশ্রম। সুতরাং 'গৃহস্থ কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই,—ব্রহ্মচারী যখন যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া সংশাস্ত্রানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক যে গৃহে তিনি স্বয়ং গৃহের অধিকারী হইয়া সস্ত্রীক বাস করেন, তখন তিনি গৃহস্থ; তাই শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণীন্ গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতাঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥" গৃহিণী না থাকিলে গৃহই নয়, সুতরাং গৃহস্থও নয়। আবার এই শ্লোকোক্ত বিধান হইতে দেখা যাইতেছে যে, গৃহিণী লইয়া গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হওয়া যাইবে না; তাঁহার সহিত পুরুষার্থ সাধন করিতে হইবে। গৃহিণী—সহধর্ম্মিণী। ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সাধনের যে সমস্ত শাস্ত্রবিধি আছে, তাহার মূলে ভগবদ্ভজনই অবস্থিত; ভগবদ্ভজন ব্যতীত কোন আশ্রমেরই অস্তিত্ব নাই। ভগবদ্ভজন-ত্যাগী—অন্ত্যজ। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন,—গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্—"ব্যবায়ঃ প্রজায়ৈ ন তু রত্যৈ" "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" এই উপদেশবশে মাত্র ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিয়াও ভগবদুপাসনা করেন, তাহাতে ভক্তগোষ্ঠীই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

বর্ণ ও আশ্রম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন,—"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥" যে কোন আশ্রমী ভগবদ্ভজন না করিলে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্ভজন যাঁহার যে পরিমাণ হয়, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ সেই পরিমাণে সংযত। যেখানে ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব, সেখানে ভগবদ্ভজনেরও অভাব জানিতে হইবে। এরূপ স্থলে পূজাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান সমূহ কেবল কপটতাময়। এই জন্যই কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

অদৃষ্ট মন্দ

কথাটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। ভোগের স্রোতে যে গা ছাড়িয়া দিয়াছে, দুঃখ-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যে দুঃখেই পড়িয়া আছে, তাহার এ বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে ভোগে শান্তি পাইতেছে না, অথচ ভোগে বিরতি লাভ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে।

কোন্ অজানা অনাদিকাল হইতে অদৃষ্টের ফেরে বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি জানি না। যদিও এখানে দুঃখ শত সহস্র দিয়া উত্তোলন করিয়া আমায় পুনঃ ভোগের পথে দণ্ডায়মান, আমি কিন্তু তা ভাবি না। নেশায় মত্ত হইয়া মাদক দ্রব্য সেবনে উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখ প্রহারকেও সুখ বলিয়া বরণ করিতেছি। এ নেশাকি আমার কাটিবে না? অমৃতের সন্তান আমি, তাহা কি আমি বুঝিব না? অভদ্র, অসভ্য ব্যক্তির ন্যায় লজ্জন-ঘৃণ্য পথে পড়িয়া থাকিব? যখনই এই সব কথা কোন কারণে হৃদয়ে উঠিয়া পড়ে, তখনই আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতিতে কল্পিত আনন্দে মাতিবার ইচ্ছা হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম—'অদৃষ্ট মন্দ'।

আমার 'অদৃষ্ট মন্দ' ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি অনেক ভাবিয়াছি, আমার নিজের কথা। চেষ্টা করিয়াছি, ফিরিবার জন্য, ভাল হইয়া চলিবার জন্য, কিন্তু চিন্তা করিলে কি হয়, 'অদৃষ্ট মন্দ'।

শাস্ত্রে দেখিয়াছি ভগবান্ বড়ই দয়াময়। তাঁহার দয়ার সীমা নাই। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই কেবল তাঁহার দয়াই তাহার তুলনা। মানুষ নিজের কিছু রাখিয়া অভাব গ্রস্তকে দয়া করে। অল্প সময় পরে উপকৃতের পুনরায় অভাব হয় এবং সময়ে উপকারকও অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী জগন্নাথের দয়ার কণামাত্র যদি কেহ ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারে, তবে তাঁহা দুঃখের চির অবসান হয়, পরা শান্তি-সাগরে তিনি নিত্যকাল বিহার করিয়া কৃতকৃত্য হন।

এহেন দয়ার সাগর 'ভগবান্ বড়ই দুর্লভ। অতীন্দ্রিয় বলিয়া ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে তাঁহাকে জানা যায় না। বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে বুঝিয়া উঠা দায়। কিন্তু তাঁহার একটী স্বভাবেই সকল অভাব, সব অসুবিধা দূরে গিয়াছে সে আর কিছুই নয়—'আপনা বিলান স্বভাব।'

কৃপাময়ের কৃপা চক্ষে পড়িলেই হইল। যে ভাবে হউক না কেন, তাঁহাকে তিনি আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়াই ছাড়িবেন। তাহা না দেওয়া পর্য্যন্ত শান্তিময়ের শান্তি নাই। নিজেকে দান করিবার জন্য প্রভু নিজের আত্মসম পার্ষদবৃন্দকে এই জগতে পাঠাইয়া দেন। বৈকুণ্ঠ ভক্তগণ কৃপা পূর্ব্বক জগতে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠের সংবাদ প্রদান করেন। এই জগতে প্রেম-পথের বিশ্লেষণ করিয়া পরম প্রেমের কথা আমার শ্রুতিমূলে কীর্ত্তন করেন। আবার আদর্শের ভাবে, এই জগতে আসিয়াও অমর্ত্ত্য তাঁহারা, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা আচার ও প্রচারের দ্বারা হাতে কলমে বুঝিয়া দিয়া যান, করেন। আমার

প্রভু শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা-বারিবর্ষণের ত্রুটী নাই। এক জন ভাবে ভক্ত আমার, অন্য প্রকারে আমার একজনের প্রভু, আমার পরম আশ্রয় অবলম্বন গুরুবর্গ, কত না করিতেছেন, কিন্তু আমি ঠিক, সেই দুর্দ্দৈবের বশে আকালিকালমধ্যে উঠিয়াও পাদুকা অবলোকনে বিরত হইলাম না, বিষয়-বিষ্ঠা সেবনই করিতে লাগিলাম। কেন না আমার 'অদৃষ্ট মন্দ'।

প্রভু আমার এমন প্রভু যে, আমাকে নিকটে বাঁধিয়া রাখিলেন। দেব-দুর্লভ শিব-বিরিঞ্চ বাঞ্ছিত মহাপ্রসাদ-সেবনে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। আমি কিন্তু কপটতা করিয়া 'বাঁধা আছি' ভাব দেখাইতে লাগিলাম। প্রসাদ-সেবায় কত না সমাদর দেখাইলাম। কিন্তু হইলে কি হয়? কপটতা আর কতদিন সরলতার আকারে থাকিতে পারে? দেখিলাম, প্রভু যখন আমাকে 'পোষ মানিয়াছে' ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলেন অমনিই প্রভুর সবার উপকরণে ভোগ করিয়া বসিয়াছি। মহাপ্রসাদ সেবন না করিয়া ... মনগড়া অমেধ্য ভোজন করিয়াছি। তখন সকলেই দেখিল প্রভুর পায়ে বিক্রীত ... শরণাগতির অভিনয় করিয়া ভিতরে ভিতরে ভাব গোপন রাখিয়াছিল। ... কাজেও আসিয়া হওয়া গেল আর এক জন না—'অদৃষ্ট মন্দ'।

প্রভু আমার, আমাকে কাছে রাখিয়া ... কাৰ্য্য দিলেন। একটী ভক্তিরোধীকে তাড়াইতে আর বাসনা গুরুদেবের চরণ চিন্তা করিতে। কিন্তু ... অভিনয়কারী আমি, খুব চীৎকার ... হৈ চৈ পাড়িয়া খুব তেজী, বলবান, ... বলিয়া নিজের নামটা বাহির ... লইলাম। আর প্রভুর চরণ বা ...-ভক্ত-চরণ চিন্তা না করিয়া যে চিন্তা ... লাম এবং তাহার পরিণামে যাহা হইল ... বলিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে, ... হত্যাই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। ... বলিতেছিলাম 'অদৃষ্ট মন্দ'।

প্রভু আমাকে সময়ে সময়ে নিকটে ...তেন। আমি একান্ত অনুগত সেবকের ন্যায় ডাক শুনিয়াই ছুটিয়া যাইতাম। ... নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইয়া ... সেবা-আদেশের অপেক্ষায় পদ-... দূরে বসিয়া থাকিব তাহা নহে ... অপ্রাকৃত, দেহ-দেহী অভিন্ন ... মত্ত বুঝিতে 'আত্মবৎ ভাবে' পায়ে ... কুকুর হইয়া গেলাম। ফলে, যা ... তাহার পরিচয়—'অদৃষ্ট মন্দ'।

... পাবন প্রভু আমার, আমাকে ... কাল হইতে দুঃখ সাগরে মগ্ন দেখিয়া ... দূর করিয়া নিত্যানন্দ দান করিবার ... পাড়োর গলায় ... আমাকে সাথে ...

"নামেরুচি"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখের উপদেশাবলীর "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন"। আমরা জীবেদয়া আলোচনা-প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছি যে, জীবেদয়া করিতে হইলে যে বস্তুটী দান করিতে হইবে তাহা বৈকুণ্ঠ বস্তু, পূর্ণ চেতন বস্তু বা শব্দব্রহ্ম এবং সেই অপ্রাকৃত শব্দ বা নাম সাক্ষাৎ শব্দী বা নামী।

প্রাকৃত জগতে নাম এবং নামের উদ্দিষ্ট বস্তু পরস্পর পৃথক্। 'ইন্দ্র'—এই নামটীর দ্বারা যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি 'ইন্দ্র' এই শব্দটী হইতে পৃথক্ বস্তু অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিটীর প্রতি 'ইন্দ্র' এই নামটী আরোপ করা হইয়াছে, এখানে নাম এবং নামীর, শব্দ ও শব্দীর মধ্যে বেশ একটী মায়িক ব্যবধান রহিয়াছে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দে বা বৈকুণ্ঠ নামে সেই প্রকার কোন মায়ার ব্যবধান নাই, 'কৃষ্ণ' এই শব্দটীতে এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণের মধ্যে কোন দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান নাই, অর্থাৎ এখানে কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি কৃষ্ণ এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইতেছে না, কিন্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তুকেই কৃষ্ণ বলা হইতেছে,—সুতরাং 'কৃষ্ণ' এই শব্দ কৃষ্ণ বস্তু হইতে কিছু মাত্র পৃথক্ বা ব্যবধান-যুক্ত নহেন।

জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি অণুচিদ্ বস্তু। কৃষ্ণের শক্তি বিধায় তাহার স্বতন্ত্রতা আছে, তবে তাহা অণু স্বতন্ত্রতা, জীব যখন স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে কৃষ্ণ-সেবা বিস্মৃত হইয়া মায়া-ভোগে ব্যস্ত থাকে, তখনই তাহার বদ্ধাবস্থা। এই বদ্ধ দশাতেই তাহাকে ত্রিতাপভোগ করিতে হয়।

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়-ক্লিষ্ট জীবের মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় বৈকুণ্ঠ-নাম-কীর্ত্তন, কিন্তু কুণ্ঠা ধর্ম্মে অবস্থিতি কালে তাহার বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণের যোগ্যতা থাকেনা অর্থাৎ তখন জীবের অপ্রাকৃত চিদ্‌ব্যোমস্থিত শব্দকে প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা উচ্চার্য্য ইতরব্যোমোত্থ শব্দ বিশেষ বলিয়া জ্ঞান থাকে, সেইজন্য তাহার জিহ্বায় বৈকুণ্ঠ নাম কীর্ত্তিত হয়েন না। শাস্ত্র বলেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ

সুতরাং মায়াবদ্ধ সুপ্ত চেতন জীবের অবরোহ পন্থাবলম্বনে বৈকুণ্ঠ নাম কীর্ত্তনে অধিকার নাই, শ্রুতি তারস্বরে কীর্ত্তন করেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
(মুণ্ডক উঃ)

বৈকুণ্ঠ নামকে শব্দ সামান্য জ্ঞানে বহুধার উচ্চারণ করিলেও নামাভিন্ন বিগ্রহ নামীকে পাওয়া যাইবে না কিন্তু অসীম কারুণ্যবারিধি নামী যখন স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হন, এবং স্বীয় নাম, দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট তপ্ত-জীবের দ্বাদশ অঙ্গে হরিমন্দির রূপ শীতল তাপ দান করিয়া তাহার ভূতশুদ্ধি করেন এবং তাহার কায়মন বাক্যকে হরিদাস্যে নিযুক্ত করাইয়া মুকুন্দের উপাস্য বৈকুণ্ঠ নাম কীর্ত্তন করেন, তখন সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ আশ্রয়-বিগ্রহ-শ্রীগুরু-মুখপদ্ম বিগলিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম সুপ্তজীবের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার সহজ দগ্ধ চিদ্‌বৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করেন তখন জীব উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য-বরান্নিবোধত এই শ্রুতি মন্ত্রে সত্য সত্য দীক্ষিত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

শ্রীগুরুদেব ব্যতীত কেহ বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তন করিতে পারেন না, গুরুব্রুব বা লঘুব্যক্তি বৈকুণ্ঠ নাম কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও তাহা কুণ্ঠিত জগতের বা দেবী ধামের ইতর-ব্যোমস্থিত শব্দ সামান্য বা নামাপরাধ মাত্র এবং ঐরূপ নামাপরাধকে নাম ভ্রমে নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর হরিদাসের অনুকরণে প্রত্যহ ৩ লক্ষ কি ৬ লক্ষ নাম উচ্চারণ করিলেও কখনও নামীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না—তাই মহাজন বলিয়াছেন

"কোটিজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি কৃষ্ণ-পদে না পায় প্রেমধন।"

শাস্ত্র বলেন,—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

শ্রীগুরুদেব স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও জীবকে অহৈতুকী-কৃপা-বিতরণের জন্য বৈষ্ণবরাজ মুকুন্দ-প্রেষ্ঠরূপে অবতীর্ণ, সেই গুরুমুখ-কীর্ত্তিত শব্দব্রহ্ম যিনি কর্ণের দ্বারা সেবা করেন, তাঁহার বিষয়চিন্তার জর্জ্জরিত মলিনচিত্ত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হয়, ভবমহাদাবাগ্নি চিরতরে নির্ব্বাপিত হয়, তখন সেই বিশুদ্ধচিত্তে বাসুদেব শব্দব্রহ্মরূপে আপনাকে প্রকটিত করেন এবং তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বা-প্রাঙ্গণে স্বয়ং-স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন।

সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া জীব তখন নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন, ইহাই নামে-রুচির পরিচয়। এইরূপ নামে-রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিই সেই পূর্ণ বস্তুকে বা নামীকে আত্মসাৎ করিতে পারেন, এবং পূর্ণ বস্তুকে ধারণ করেন বলিয়া—পূর্ণ বস্তু দান করিয়া জীবে-দয়া প্রদর্শন করিতে পারেন। সুতরাং 'জীবে-দয়া' ও 'নামে-রুচি' এই দুইটি পৃথক্ ভাবে লক্ষিত হয়েন না, নামে-রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিই জীবে দয়া করিতে পারেন অর্থাৎ নামে-রুচি আছে অথচ জীবে-দয়া নাই বা জীবে দয়া আছে অথচ নামে রুচি নাই এরূপ হইতে পারে না, আবার এই নামে রুচি বৈষ্ণব বা গুরু-সেবা হইতে লাভ হয় অতএব জীবে দয়া "নামে রুচি" ও "বৈষ্ণব সেবন" এই সাধন ত্রয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ একই সাধনের ত্রিবিধ ক্রম। সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব সেবন, বৈষ্ণব সেবা হইতে নামে রুচি হয় এবং সেই নাম ধনে ধনী ব্যক্তিই জীবে দয়া করিতে পারেন, তাই শাস্ত্র বলেন "আদৌ গুরু-পদাশ্রয়" তবে এই গুরুপদাশ্রয় বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে কারণ শ্রুতি বলেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়
উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
ভাঃ ১১।৩।২১

লঘুর প্রতিযোগী শব্দই গুরু, গুরু শব্দের অর্থ ভারী—, ভারী বস্তুই লঘু বস্তুকে

শিখ্লেই শিখা যায়

সারা জগৎটা জুড়ে যখন জগন্নাথ শিখ্বার জিনিষ ফেলে রেখেছেন, তখন শিখ্লেই শিখা যায়।

দেখা যাচ্ছে সব জীবই সঙ্গ চায়। একজন তার জাতির আর একজনের সঙ্গ না হ'লে থাক্তে কষ্ট বোধ করে। এমন কি থাক্তেই পারে না। প্রীতি বা সঙ্গপ্রয়োজন [illegible] চেতনের স্বভাব। কিন্তু যে বিষয়ে প্রীতি [illegible] যায় সে জিনিষটা যদি অনিত্য হয় তা হ'লে আসক্তির ফলটা ভয়ঙ্কর হয়। আর যদি আসক্তির বিষয়টা নিত্য হয়, তবে ত আর কথাই নেই। অনন্তকাল ধরে সেই আসক্তি চল্তে থাক্লো। তাতে নাই ভয়, নাই কুটিলতা, নাই হেয়তা আর নাই বিচ্ছেদ।

আসক্তিটাই জীবকে এ'দুনিয়ার শেষে বেশ করে ঘুরপাক খাওয়ায় আবার আসক্তিই তাকে বাঁধন খুলে নিজের ঘরে নিয়ে কত না সুযোগ সুবিধা করে দেয়। দুনিয়ার সদ্ বস্তুতে আসক্তি কর্লে জীবের আর ভয় কোথায়? ভয়ের পারে অভয় রাজ্যে বাস করে চির সুখে সুখী হয়। আর অসদ্ বস্তুতে স্নেহ কর্লে পরিণামে যা হয় একবার দেখ্লেই শিখা যায়:—

এক বনে এক গাছের পর বাসা করে মনের সুখে বাস কর্ছিলো এক কপোত। দুনিয়ার কীট পতঙ্গও যখন একা থাক্তে চায় না, সে সেই নেশায় 'গৃহ' শব্দের আসল মানে যে 'গৃহিণী' অর্থাৎ একটা কপোতীকে সঙ্গে নিল। সুখের সীমা নাই। 'আকাশ কুসুমের' ন্যায় কত না সুখের জল্পনা কল্পনা ক'রে তারা দিন কাটাতে লাগ্লো। এরূপ স্থানে দুইটী প্রাণী জুটেছে দেখে কপোতটা একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিল। সে তার কপোতীকে চোখে চোখে রাখ্তো, একসঙ্গে থাক্তো, একসঙ্গে বেড়াতো। খাওয়া দাওয়া, গল্প, আমোদ, খেলা, ধুলা, সব না একসঙ্গে ক'র্তে ক'র্তে দুনিয়ার সব ভুলে বেশ-'ভোলা'র মত দিন কাটাতে লাগ্লো।

[illegible] পারেন, আমরা যদি মনোধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা ছাড়িয়া জগদ্গুরুকে গুরু বস্তু বলিয়া জানিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করি তাহাতে আমাদের প্রেয় লাভের পরিবর্ত্তে প্রেম লাভ হইবে, এতএব শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট সাধনপথে প্রবিষ্ট হইতে হইলে সর্ব্ব প্রথম আমাদিগকে শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকপটে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবে তাহা হইলেই অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্ম—কৃষ্ণ নামে রুচি হইবে।

কপোতীটা একটু বেশী বুদ্ধি রাখ্তো। যখন দেখ্লো বোকা কপোতটা সঙ্গ নেশায় একটু বেশী মেতে গিয়েছে, সেই সুযোগ বুঝে সে মাঝে মাঝে তার কাছে নূতন নূতন ফর্মাস্ করে বস্তো। নেশায় মাতা মাতালটা তখন প্রিয়ার আব্দার রাখ্তে খুব খুসী-বোধ কর্তো। তার পক্ষে খুব কষ্টকর কাজও সে নেশার ঘোরে শেষ কর্তো। এই ভাবে সেই ভার্য্যাটিক টয়ে কপোতীর ফরমাস খাটা চাকর হয়ে রইলো।

দিনের পর দিন চল্ছে,রাত্ আস্ছে। আবার রাতের পর দিন এসে এসে একটা মাস করে দিচ্ছে। মাসের পর মাস এসে এসে বছর আবার বছর চলে চলে যুগ পর্য্যন্ত গড়াচ্ছে। এই ভাবের কালের মধ্যে সুখে থাকা কপোত-কপোতী গৃহে ধর্ম্মের পরিণাম লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে। তার স্ত্রী কিছুদিন পরে তার সামনে কতকগুলি অণ্ড প্রসব ক'রে দিল। দেখ্তে দেখ্তে সেই ডিম্ থেকে গোটা শাঁস নিয়ে কতকগুলি শাবক বেরিয়ে পড়্লো। একেই ত' নিজের শরীরকে জীব কত না যত্ন করে তার পর আবার সেই দেহজ শাবক। খুব করে আদর যত্ন করে এখন নূতন বাপ মা হওয়া কপোত কপোতীবাচ্ছা গুলকে নিয়ে থাক্লো। কিছুদিন পরে শাবকগুলির পাখা উঠ্লো। আর শব্দ বেরোলো। তাদের সেই কুজন শুনে তাদের বাপ,মা আত্মহারা হয়ে গেল, আগে দুইজন দুইজনেরই চিন্তায় ছিল, এখন আবার চিন্তার বিষয় কিছু বৃদ্ধি পেল। এই ভাবে তাদের কুজনের শব্দ শুনে, মুখের হাব ভাব দেখে অঙ্গ নাড়া দেখা দেখি করে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সময় কাটাতে লাগ্লো।

জীব আর একটা জীবের প্রাণ নষ্ট করে সেই দেহে নিজের জীবন ধারণ করে। এদিকে কপোত-কপোতী যেমন নিজেদের ও শাবকদের জন্য অন্য কীটাদি মেরে খেয়ে বেঁচে এসেছে, তা'দেরও খাবার জন্য আর একটা জীব এতদিন নজর রেখে আসছে। একদিন মনের সুখে কপোত কপোতী আহার খুঁজ্তে গিয়ে কত না আনন্দে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুখের চিন্তায় বিভোর হয়ে খাবার নিয়ে যখন বাসায় ফিরেছে, তখন সে আনন্দ উল্টে গিয়েছে। এসে দেখে, তা'দের নয়ন-পুতুলীরা ব্যাধের পাতা জালে পড়ে কাঁদ্তে লেগেছে। মায়ের প্রাণে সন্তানের দুঃখ আর কত সয়। শাবকগুলি দুঃখে আত্মহারা হ'য়ে যেই তাদের দুঃখ দূর ক'রতে গিয়েছে, অমনিই সেও জালে আটকে গিয়েছে। তখন ঘটনাটা বেশ ক'রে পেকে উঠ্লো। একে শাবকগুলি তা'তে আবার ভার্য্যা যখন প'ড়ে মায়ে, পোরে কাঁদ্তে সুরু ক'রে দিল, তখন বেচারা কপোতের দুর্দ্দশাটার আর অবধি রইলো না। সে তখন দিশাহারা হ'য়ে ভাব্তে লাগ্লো—হায়! হায়! হলো কি? আশার স্বপন ভাঙ্লো নাকি? সাজানো সংসারটা যেতে বসেছে কোথায়? অভাগা আমি, তাই না আমার ভাগ্যে এই ঘটলো। গৃহ-সদৃশা ভার্য্যা যখন গেল তখন ত' আমার গৃহ শূন্য। আত্ম-সদৃশ শাবকগুলি যখন যেতে বসেছে, তখন ত আমার আত্ম-শূন্যের অবস্থা। ভার্য্যা আমার ভাগ্যবতী। সে নিজের শাবকগুলির, মরণের পথে সাথী হ'য়ে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখলো। স্বর্গ তা'র হাতের কাছে এসে পড়েছে। আমি অভাগা কি এম্নিই থাক্বো? এদিকে তার স্ত্রী ও শাবকগুলি আসন্ন মৃত্যুর পথে চেষ্টাহীন হ'য়েছে দেখে সে আর ঠিক থাক্তে পার্লো না। স্নেহের পাত্রগুলির সঙ্গে একত্রে বাস করবার সাধ করে, উড়ে গিয়ে জালে পড়্লো। এতক্ষণ পরে লুকান ব্যাধের মনের সাধ মিট্লো। তার খাবার জিনিষের পরিমাণটা বেড়ে গেল। সে তখন জাল্টা গুটিয়ে বাপ, মা ও শাবকগুলিকে নিয়ে সুখের চিন্তা কর্তে কর্তে ঘরে ফিরলো।

দেখ্লাম বড়ই মুস্কিল। ঘর করাও দোষ আবার না কর্লেও থাক্তে পারি না। কিন্তু শিখ্লাম যে, ঘর করা ভাল, আত্মীয়-স্বজনকে পরিবারবর্গকে ভালবাসা ও তাদের খোরাক যোগান ভাল, কিন্তু মন পাগ্লা', স্ত্রী-বাতুল, স্বজন-বাউল হলে হিতে বিপরীত হ'য়ে পড়ে। এই জন্মটা পেয়েছি অনেক যুগে। এবার আবার এমন কাজ করা চাই, যাতে করে আরও উপরের দিকে যেতে পারি। কিন্তু কপোতের মত অনিত্যে আসক্তি করে আমার উন্নতি ত হ'লই না বরং উন্নত-পদ থেকে নেমে গেলাম।

তাই দেখ্লাম,—

"শিখ্লেই শিখা যায়।"

প্রচার প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আনন্দ-পুর-গ্রামে কয়েক দিন যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়া সম্প্রতি খাগ-বনি-গ্রামে গমন করিয়াছেন।

নৈমিষারণ্যে—বাগ্মিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী-মহাশয়ের সহিত পাঞ্জাব-প্রদেশের অন্তর্গত অম্বালা-ক্যান্টনমেন্ট নগরে হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীগৌরপ্রচারিত শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি নৈমিষারণ্যে শুভ বিজয় করিয়াছেন।

আলালনাথে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ জয়পাড়া, আলালনাথ, পুরী প্রভৃতি স্থানে বহু প্রতিপত্তিশালী ভদ্রমহোদয়ের ভবনে ও নানাসভায় শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদি করিয়া সম্প্রতি কটক নগরে ভগবৎকথা প্রচার করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপালচক ও রঘুনাথবাটী প্রভৃতি গ্রামে বহু সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রপাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তনমুখে প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে সদাচার-সম্মত শুদ্ধভক্তিপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি হাওড়া ও হুগলি-জেলায় সর্ব্বসাধারণের নিকট ভগবৎ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আলবার্টহলে বিরাটসভা

শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে

তৃতীয় বক্তৃতা

আগামী ১৯শে আগষ্ট ৩রা ভাদ্র রবিবার আলবার্ট হলে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিপ্রবর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই দিবস সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। বক্তৃতা সময় অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়

নানা কথা

সর্পাঘাতে মৃত্যু

নবদ্বীপ মণিপুর রোডে প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে গত ২৬শে শ্রাবণ শনিবার রাত্রে সাপে কামড়াইয়াছিল। অনেক ওঝা ও ডাক্তার কবিরাজের চেষ্টায়ও মেয়েটী বাঁচান যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা ভাদ্র, শুক্রবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বর্দ্ধমান-কালনা গুরু-ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় 'নদীয়া-প্রকাশে' লিখিত 'সৎপ্রসঙ্গ' ও শান্তি কোথায় ?' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়াছেন। ইহাকেই নিরপেক্ষতা বলে। তাঁহার পবিত্র-বিচারে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সমাজের ও দেশের দ্বারা মহদুপকার সাধিত হইবে। শুদ্ধ ভক্তি-সেবা-প্রবৃত্তি বিষয়ীর সংসর্গে জাগিতে পারে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

'প্রচার-কার্য্যের জন্য সাধারণকে আহ্বান করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া এই অধম বৈষ্ণবদাসানুদাসের প্রাণে একটু আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।' নদীয়া-প্রকাশ যাহাতে কালনার বহুলরূপে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা এই সহৃদয় শিক্ষকের চিত্তবৃত্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা সমাজের ও দেশের মহদুপকার সাধনোপলক্ষ্যে জীবে দয়া করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই দয়া করিয়া থাকেন।

যাহারা-জীবে দয়া বিমুখ হইয়া নিজ নিজ আত্মপ্রতীতিকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া ভেক প্রকার অপসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা নিজ নিজ অপকৃষ্ট-চিত্তের গুপ্ত বৃত্তি অজ্ঞাতসারে বাহির করিয়া ফেলে। 'নদীয়া-নাগরী'র দল গৌরভোগী হইয়া ... নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-বাসনায় ধর্ম্মের গ্লানি আনয়ন করে, তাহাতে তাহাদের সাধন-ভক্তির আচরণে কপটতাপূর্ণ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা সৎপ্রসঙ্গ ও শান্তি কোথায় প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিতে বর্ণিধর্ম্মাবলম্বী বিদ্ধবৈষ্ণব-সদাচারাকাঙ্ক্ষিজনগণকে অনুরোধ করি।

বৃন্দাবনের শিক্ষিত 'অবৈষ্ণব' সম্প্রদায় ... প্রদান করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি বৃদ্ধি করায় মানসে যে দুর্ম্মতির উদয় হয়, ... শিষ্টাচার-বর্জ্জিত শাস্ত্র-বিরোধী মহা-নিন্দিত নীতিভ্রংশক নাগরী-সম্প্রদায়ের ... ফল। আমরা এইরূপ গ্লানিকারক ... ব্যবসায়ীদিগকে নির্ব্বংশক বলিবার পরিবর্তে তাহার বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ... জানিয়াছি। এইরূপ গ্লানিকারক ব্যবসায়ী বৈষ্ণবধর্ম্ম দুষ্ট, বাউল, নাগ্রাদল আদ্যাতিরাজী ... নিম্নস্তরে অবস্থিত।

গ্লানিকারক কলিযুগের আচরণ লইয়া বৃন্দাবন-বাসের নামে যে সকল কদাচার পোষণ করিতেছেন, তাহা ভূতকপটিক-রূপে বণিক্‌গণেই শোভা পায়। ঐরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি সবৈষ্ণব-শব্দে কখনই অভিহিত হইতে পারে না। ক্ষেত্রকর্ষণকার্য্যে সাধারণ মাটিয়াবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেরূপ নির্ব্বোধ নামে অভিহিত হন, তদপেক্ষা অশিষ্টাচারবিশিষ্ট হইয়া সজ্জন বিদ্বেষ করিলে তাহার গতি ইহ-জগতে সজ্জনের চক্ষে অতীব নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত।

টচাই যদি শিক্ষা হয় ও বৃন্দাবন বাস করিয়া ভক্তি-সমাধিলব্ধ ব্যাপার হয়, তাহা হইলে আর কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর দাস্ত কি জিনিষ, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। লেখকটি সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানিকারক নাগরী-সম্প্রদায়ের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কবি বলিয়াছেন,—'তোমার বন্ধুর নাম কর, তাহা হইলেই আমি চিনিয়া লইতে পারিব—তুমি কে ?' নাগরী-সম্প্রদায় নিজ নিজ ঐকান্তিকতা রক্ষা করিতে না পারিয়া অজ্ঞানবশী হইয়া শাক্তের মত-বাদের প্রচারক, সুতরাং বৈষ্ণবগণ তেন-প্রকার দুঃসঙ্গ কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ঐ প্রকার বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণকে বিষ্ণু-সেবক বলিবার পরিবর্তে 'বৈষ্ণব-নিন্দক' বলিয়া থাকেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবতার নিন্দা করা যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের জন্য শাস্ত্র যেরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, সেই সকল কথা পঠনসত্ত্বেও ধর্ম্মের সেই গ্লানিকারক লেখক-সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মের গ্লানিকারক ব্যবসায়ীদিগের সহিত যে সকল মাটিয়া-ব্যবসাদার যোগদান করেন, তাহারা অচিরেই সংসারে কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া কোথায় গমন করেন, তাহা কোন ধর্ম্মসংস্থাপকের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে জানা যাইবে যে, তাহাদের প্রাপ্যস্থান কোন মনুষ্যেরও প্রার্থনীয় পদবী নহে।

যেহেতু সাধু-নিন্দকের গতি-বর্ণনে শাস্ত্র বলেন যে,—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা-রৌরব-সংজ্ঞিতম্॥"

সুতরাং আত্মমঙ্গলেচ্ছু কোন ব্যক্তি অয়োদশ প্রকার বৈষ্ণবনিন্দক বিদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণকে ভুলিয়াও বিষ্ণু-সেবক বলিবেন না। তাঁহারা আপনা-দিগের মহিমা সেইরূপ সৎসম্প্রদায়ের বিপুলাসনগণের নিকট জাহির করিয়া নিজ নিজ জীবিকা-উপার্জ্জনের ছলে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র গোপনে টেঁকে না বলিয়া কৃষ্ণ মথুরা যাইবার কালে ব্যক্তিবিশেষকে সংহার করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুমায়া-মূঢ় অনভিজ্ঞ জনগণ গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া নিজ জাতীয় আশায় বিদ্ধ বহু লোককে করতলগত করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের বাহাদুরী নাই। তাঁহারা ত' বদ্ধজীব চিরাভ্যাসধর্ম্ম লইয়া উহার অপব্যবহারক্রমে যথেচ্ছাচারী লোকপতি হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহা-দের অপেক্ষা নিম্নস্তরে স্থাপিত সঙ্কুচিত চেতন-অচেতন পদার্থগুলি দাসের সজ্জায় ঐ মূঢ়গুলিকে পরাভূত করে।

অসতী নারীর হাবভাব এই জগতে দেখা যায়, সাধ্বী-পত্নীর পতিকেও বশী-ভূত করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ হাবভাবগুলি অজ্ঞাশ্রিত মাটিয়া মাত্র। শাক্তের মতবাদী ও গৌরনাগরী-সম্প্রদায় আধ্যক্ষিক ও পৌত্তলিক হওয়ায় তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে গোখর-বুদ্ধিসম্পন্ন মূঢ়। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ মহাজনগণ রাখিয়া গিয়া-ছেন। কিন্তু 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম' এই নীতি অবলম্বন করিয়া নাগরী-সম্প্রদায় ভোগ-প্রমত্ত কর্ম্মবীরের ন্যায় পার্থিব দ্রব্যবিশেষ-জ্ঞানে সেব্য শ্রীগৌরসুন্দরকে কলঙ্ক-কালিমা মাখাইয়া নিজের অপকর্ম্মের সাক্ষ্য সৃষ্টি করেন।

প্রাকৃত-সৃষ্টিতে যে জড়জগৎ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার লোভে লুব্ধ হইয়া জীব-জগতের কোন প্রাণী যদি ভোগবাসনা করে, তাহা হইলেই তাহার কৃষ্ণবিস্মৃতি। কৃষ্ণবিস্মৃতিফলেই কৃষ্ণাভিন্ন গৌরসুন্দরকে 'মাটিয়া' নাগররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সবংশে অধোগমন করিবার সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া লয়। হায়, প্রাপ্ত রত্ন পাইয়াও গৌর-শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া তাহাদের মনোগত দুষ্প্রবৃত্তিক্রমে আবার শাক্তের মতবাদীর ন্যায় কৃষ্ণকে জড়বিষয়-জ্ঞানে নিজে ভোক্তা হইয়া পড়িল।

এড়ান যায় না

আমার একটী মস্তক আছে, তাহাতে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ত্বক্ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি আছে, যাহা দ্বারা জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। জন্মগ্রহণের পর হইতে বানপ্রস্থের কাল পর্য্যন্ত ঐ সকল যন্ত্রের দ্বারা অনেক প্রকার রাশি রাশি অভিজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছি —তাই এখন আমি একজন পাকা বুঝদার হইয়াছি; এখন আমাকে ঠকাইতে পারে এমন কেহ নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, সমাজের লোক ও দেশবাসীর নিকট হইতে আনন্দের অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু সেখানে আনন্দ পাওয়া দূরে থাকুক নানাপ্রকার শোক, দুঃখ, অভাব কলহ প্রভৃতি অশান্তির হাত হইতে 'এড়ান যায় না'। আজ স্ত্রীর মাথাধরে, কাল পুত্রের কলেরা হয়, দুই মাস পরে আবার বয়স্কা কন্যা বিধবা হইয়া যায়, এ বৎসর অতি বৃষ্টি ও পরবৎসরে অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা হওয়ায় বা অগ্নিকাণ্ড কি ভূমিকম্প দ্বারা ঘর বাড়ী নষ্ট হওয়ায় সংসারে বহুবিধ অভাব উপস্থিত হয় সেইজন্য অনেক দুঃখ পাই, তাহার উপর স্ত্রী পুত্রের সহিত কলহ, পাড়া-প্রতিবেশীর সহিত ঝগড়া, ভ্রাতার সঙ্গে বা গ্রাম খানীর সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা, সমাজের সঙ্গে দলাদলি, চোর দস্যুর ভয় প্রভৃতি হাজার হাজার রকমের ত্রিতাপে দগ্ধ হই, সে সকলের হাত হইতে কিছুতেই 'এড়ান যায় না'—তাই আমি মঠে আসিয়াছি—স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে আমার বৈরাগ্য হইয়াছে এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের শোক দুঃখ নাই, স্ত্রী পুত্রের লাথি খাইতে হয় না ও সমাজের কোন অত্যাচার নাই বটে তবে দেখিতেছি ইঁহাদের সংসার ও ত কম নয়—প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশটী মঠ আছে—কোন মঠে বিশ জন—কোথাও পঞ্চাশ বা শত জন, আবার বড় বড় উৎসব ত মধ্যে মধ্যে লেগেই আছে, সেজন্য দেশে দেশে হাজার হাজার টাকা ভিক্ষা করিতে হয়, আবার তাঁহারাও আহার স্নানাদি করেন পায়খানা যান, তাঁহাদেরও রোগ হয় ট্রেনে, ঘোড়ার গাড়ীতে, মটরে চাপিতে হয়—এসবের হাত হইতে 'এড়ান যায় না' তাই তাঁহারাও এসব করেন, আমার পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা এইরূপ বিচার করিয়াছি। এমন সময়ে অন্তর্য্যামী বৈষ্ণব ঠাকুর আমার মনের কথা বুঝিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন "এড়ান যায় না" এই প্রকার ধারণা যতক্ষণ আমাদের থাকে ততক্ষণ আমরা বৈষ্ণব চিনিতে পারি না ও বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে

পারি না এবং তাঁহারা কোন্ ভূমিকায় আছেন তাহাও দেখিতে পাই না। যেরূপ চক্ষের উপর নীল চশমা থাকিলে সব দ্রব্যই (বস্তুতঃ নীলবর্ণ না হইলেও) নীলবর্ণের দেখায় সেইরূপ আমাদের যে দিব্যচক্ষু আছে তাহার উপর অবিদ্যা বা মায়ারূপ একটী চশমা পড়িয়াছে সেইজন্য আমরা দৃশ্যবস্তুর আসল চেহারা দেখিতে পাই না বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে সমর্থ হই না, এমন কি নিজের স্বরূপ, নিজের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত জানিতে পারি না, সেইজন্য আনন্দ খুঁজিতে গিয়া তাহার ব্যাঘাত হইলেই এড়াইবার বা ত্যাগের আবরণে ভোগের চেষ্টা হয়। অবশ্য আনন্দ বা বিলাসই জীবের সহজধর্ম্ম, কিন্তু আমরা সেই আনন্দের জন্য বিপরীত বা ক্ষুদ্রতর অনিত্য বস্তুর দিকে ছুটাছুটী করিতেছি তাই আমাদের এরূপ দুর্গতি। যেখানে যাই সেখানেই আনন্দের পরিবর্ত্তে অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় এড়াইবার চেষ্টা করি বটে কিন্তু 'এড়ান যায় না' আমরা নির্জ্জন বনে বা, পর্ব্বতের গুহাতে গেলেও মায়া বা অবিদ্যারূপ চস্মাটী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইবে সেখানেও সংসার দেখিব রাশি রাশি, অশান্তি আসিয়া আমার সম্মুখে নৃত্য করিবে, তখন নির্জ্জন স্থানে যাইয়াও বলিব. 'এড়ান যায় না' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"মায়ারে করিয়া জয়, এড়ান না যায়, সাধু গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়"। যখন আমরা "আমি খুব বুঝিতে পারি 'আমি বিজ্ঞ আমাকে কেহ ঠকাইতে পারে না'" এই-বিচার ছাড়িয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া সাধু ও গুরুর শ্রীচরণকমলে ক্রন্দন করিতে করিতে যাইয়া আত্মনিবেদন করিব তখন তাঁহারা আমার কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া চেতনের বাণীরূপ দিব্য আলোক প্রবেশ করাইয়া দিবেন, তখন অবিদ্যারূপ চসমা বা অন্ধকারটী (সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার থাকে না) বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেইসময় দেখিব আমি অণুচৈতন্য বস্তু, বৃহচ্চৈতন্য শ্রীভগবানের ও তাঁহার ভক্তের সেবা করাই আমাদের ধর্ম্ম, তখন আত্মার বৃত্তিগুলি কৃষ্ণ সেবা ও কার্ষ্ণ (ভক্ত ও সমস্ত জীবাত্মা) সেবা করিবার জন্য আপনা আপনিই সহজভাবে ছুটিতে থাকিবে, সেবা না করিয়া স্থির থাকিতেই পারিবে না (কারণ ক্ষুদ্র বস্তু বৃহদ্ বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়—ইহাই বস্তুর ধর্ম্ম) আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা বা প্রেমধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবা (কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা) করিতে করিতে নিত্যকাল বিমল-আনন্দ-সমুদ্রে থাকিয়া নিত্য নূতন আনন্দ বা পূর্ণামৃত আস্বাদন করিব, তখন আর কিছু এড়াইবার আবশ্যক হইবে না বা 'এড়ান যায় না' একথা বলিব না। পরদিন "সেবা" এই বিষয়ের আলোচনা করিব তাহা হইলেই একথাটী আমরা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারিব।

হরি বিনা গতিনাই

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

আমরা অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আরোহ-পন্থাবলম্বনে শ্রেয়ঃপন্থী হইয়া কামনা-মূলে বহু বহু আধিকারিক বিভিন্ন দেবতাগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা-পরায়ণ হইলেও ভারতে তেত্রিশ কোটী মানুষ তেত্রিশ কোটী ভগবান পরিকল্পনা করিয়া সাময়িক অর্চ্চনে রত হইলেও সর্ব্বদেবময় ভগবান্, শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্ব জীবপ্রভু ও সর্ব্ব জীবগতি। শ্রীহরিপূজার দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হন, সমস্ত দেবতা প্রসন্ন হন, তিনিই সমস্ত ধর্ম্মের একমাত্র মূল, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।

ধর্ম্ম মূলংহি ভগবান্ সর্ব্বদেবময়োহরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি
ভাঃ ৭।১১।৭

ইহাই সর্ব্ব বেদ সার অমলপুরাণ পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। এখন যদি কেহ দেহ মনের খেয়ালে, গায়ের জোরে, বিদ্যার জোরে, অর্থের জোরে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ানুকূলে নব নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, অথবা কৌলিকপ্রথা গতানুগতিক ন্যায় অবলম্বনে, পঞ্চোপাসক, হিন্দু-গঠনশুদ্ধি-করণ প্রভৃতি এদিক ওদিক নানা পন্থায় চলিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের নিরস্ত কুহক সত্য কথাগুলি উড়াইয়া, দেওয়ার জন্য ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন, সেই জন্য ক্ষতি কাহার? আমার বাতুলতা বশে যদি শ্রীহরি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৈষ্ণব না মানি, তবেত আর শ্রীহরি, ভাগবত, বৈষ্ণবের অস্তিত্ব লোপ পাইবে না? আজকাল উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মুখে ইহাও শোনা যায়—"আমরা যদি না মানি তবে হরির মাহাত্ম্য কোথায়?" হা হরি! তোমার দৈবী-মায়া চক্রে পড়িয়া এই প্রকারে কত কত আবলতাবল প্রলাপ পূর্ণ বাজে কথা বলিতে বলিতে কত লক্ষ লক্ষবার মরিব আর জন্মিব। জন্মমরণ মালা কতকাল গলায় ঝুলিবে তাহার ঠিক কি? আমাদের সময় অতি সংকীর্ণ। সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কথা ছাড়া বাদবাকি আর সব বাজে কথা ইতর কথায় রুচি বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত হরি বিনা গতি নাই ইহাই পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিতেছেন।

আমরা শুদ্ধভক্ত ভাগবতের কৃপায় তাঁহাদের মুখবিগলিত শ্রুতভাগবত কথা শ্রবণে জানিতে পারি, বৈষ্ণবধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম সমস্ত জীবের ধর্ম্ম, অর্থাৎ শুদ্ধজীবের (আত্মার) ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম। বিষ্ণুশব্দ অপত্যার্থে-ষ্ণ-প্রত্যয় যোগে বৈষ্ণব। প্রবেশার্থ বিশ ধাতুর প্রয়োগে অর্থাৎ পঞ্চভূতময় এই বিশ্ব যাঁহাতে প্রবেশ করে, যিনি বিশ্বব্যাপিয়া আছেন এবং যাঁহাতে বিশ্ব প্রবিষ্ট উভয় ক্রিয়া যুগপৎ বিদ্যমান, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণু ব্যতীত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পরমাণু প্রমাণ স্থানও নাই। সর্ব্বত্রই বিষ্ণু চিৎকণ জীবস্বরূপে বিরাজিত। বিষ্ণু বিভুচিৎ জীব অণুচিৎ; বিষ্ণু মূলাশ্রয়, জীব আশ্রিত; বিষ্ণু আধার, জীব আধেয়, বিষ্ণু জ্ঞাতা জীব জ্ঞেয়, বিষ্ণু সেব্য, জীব সেবক। এখন বিচার দ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হয় যে, এক বিষ্ণু পরিপূর্ণ বিভু চৈতন্য পরমেশ্বর, পরাৎপর, স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ব্রহ্মারও সেব্য। সুতরাং ব্রহ্মগণও এক একটী জীব বিশেষ। ব্রহ্মাই সর্ব্ব লোক পিতামহ, অতএব ব্রহ্মার অন্তর্গণ দেবতা হইতে কীটাণুকীট পর্য্যন্ত সকলেই জীব। এই জীবগণের স্বরূপধর্ম্মে শুদ্ধ স্বভাব বিষ্ণু সেবা। তবে আপাততঃ যে সমস্ত জীব জীব আমরা নিজেকে হরি হইতে পৃথক্ মনে করিয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দোষে বিরূপ ধর্ম্মে বিমুখমোহিনী মায়ায় সংসার কারাগারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তাহাদের কারাগারে আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত কারাকর্ত্রী দুর্গাদেবীর সেবা করিতেই হইবে। যেমন জেলখানার কয়েদীর জেলারের আদিষ্ট কার্য্য ভিন্ন একপলও বাহিরের কার্য্য করিবার উপায় নাই, কারণ জেলের ভিতরে যে অন্য কার্য্যের স্থান নাই, থাকিতেও পারে না, সেই প্রকার এই সংসার কারাগারের ভিতরে থাকিয়া, মায়ার সেবা ভিন্ন হরি সেবা করিবার উপায় নাই, যাবৎকাল কারা (সংসার) মুক্ত হওয়া না যায়। বিশেষতঃ এই কারাগারে নানারূপ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তাপ-যাতনা থাকা সত্ত্বেও ইহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকা বদ্ধ জীবের স্বভাবধর্ম্ম। অর্থাৎ জীব নিত্য ধর্ম্ম ভুলিয়া সংসারে আসিয়া স্বকর্ম্মে কিছু-দিনের নিমিত্ত দেহ মনের অনিত্য ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কিছু জীবের সনাতন ধর্ম্ম নহে। অসনাতন বিচারে জীব নিজেকে ভোক্তা অভিমানে, সম্বৎসরে ৩৬৫ রকম কি ততোধিক আধিকারিক দেবতা, বৃক্ষ, প্রস্তর, জল, অগ্নি প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র ভগবদ্বুদ্ধিতে অর্চ্চন করিয়া তাহাতে কর্ম্ম সূত্রের গ্রন্থিগুলি আরও দৃঢ় বদ্ধ করিয়া, বহু বহু জন্ম পর্য্যন্ত সংসার কারাগারে অবস্থানের বন্দোবস্ত করিতে পারে। তাহাতে কোন প্রকার বাদ প্রতিবাদ তর্ক মীমাংসা উপস্থিত হইবার অবকাশ নাই। কারণ "আপন আপন স্থানে, পীরিতি সবাই টানে" অর্থাৎ জাগতিক সুবিধা যথেষ্ট হইতে পারে। কেন না আমরা জাগতিক সুবিধাবাদী হইয়া অভ্যভিলাষে যতই দেহমনের খেয়ালের অনুকূলে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম্ম মার্গ অবলম্বন করিব, তত কারাগারের কারাকর্ত্রী দুর্গাদেবী, ততই আমাদিগকে আপাত মধুর ফল ভোগ করাইয়া প্রলোভনের দ্বারা প্রলোভিত করিবেন। এইটীই হইল তাঁহার শক্তিমত্তার বৈশিষ্ট। আমরা নিতান্ত দুর্ভাগা তাড়িত তাই, জন্ম জন্মান্তর ভরিয়া এইরূপ অশেষ যন্ত্রণার আয়োজনেই ব্যস্ত আছি। যাঁহারা সৌভাগ্যবান্—তাঁহারা নিজতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন—"আমরা হরিদাস, হরি সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম, আমাদের হরি বিনা গতি নাই।"

এক কথায় বলিতে গেলে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জীব শুদ্ধ সত্ত্বায় বৈষ্ণব, তাঁহাদের বিষ্ণু সেবা ব্যতীত সবই অন্য কার্য্য।

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু
তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈ র্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা
নৈব-মৃতিং তরন্তি॥
(ভাবার্থ দীপিকা ১০৮৭।২৭)

অর্থাৎ তাপক্লিষ্ট হইয়া বহুবিধ তপস্যাই করুন, ভৃগুপাতেরই অনুষ্ঠান করুন (পর্ব্বত হইতে পতনের নাম ভৃগুপাত) বহু বহুতীর্থ বিচরণই করুন, বেদ সমূহ অধ্যয়নই করুন্ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, বহুতর্কই করুন্ (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবুদ্ধি পরিহার করিয়া সাধুর হরি কথায় বাধা প্রদানই তর্ক) হরি বিনা (অন্তঃকালে) কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না। অতএব আদি, মধ্য, অন্ত, ইহ-পরকাল কোন কালেই হরি বিনা গতি নাই।

জীবের স্বভাব

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী)

আমরা প্রত্যেকেই জীব। এই জীব দ্বিবিধ—নিত্য মুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম হইতে অবতীর্ণ দৈব ভাবাপন্ন আত্ম জ্ঞান-পরায়ণ শ্রীবিষ্ণুসেবক বৈষ্ণবগণ নিত্যমুক্ত। তদ্বিপরীত আসুর-ভাবাপন্ন আত্মজ্ঞান বিস্মৃত জীবই নিত্যবদ্ধ। নিত্য-মুক্ত জীবের স্বভাব নিত্য, আর নিত্য বদ্ধ জীবের স্বভাব অনিত্য।" বিষ্ণুচৈতন্য

শ্রীভগবানের অংশ অণুচৈতন্য জীব যখন নীঁর প্রভু হইতে স্বতন্ত্র বোধে, তাহার স্বরূপ বিভ্রান্তি উপস্থিত হওয়ায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিতে থাকে, তখন মায়া-বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় মন, বুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গশরীর দ্বারা আবদ্ধ হয়। সেই সময় হইতেই কর্ম্মানু-পাতে স্থূল দেহ অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, আদি নানা-প্রকার দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়। দেহ ধারণ করা মাত্র দেহ মনের ক্রিয়া অহংমম জ্ঞানে, হরিবিস্মৃতি জনিত অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া, জীব নিজস্বরূপের জ্ঞান হারাইয়া একেবারে মায়া বদ্ধ হইয়া পড়ে। মায়া বদ্ধ জীবের স্বভাব নিজেকে ভোক্তাভিমান ও জগৎকে ভোগের উপকরণ বোধ। তাহাতে দেহ মনের সাময়িক অভাবই স্বভাবে পরিণত হয়। সেই স্বভাবগুলি বিভিন্ন রুচির অনুকূলে থাকায় পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অনিত্য। যে দেহমনের খেয়াল বা ধর্ম্মকে আমরা স্বভাব আখ্যা দিয়াছি, তাহা অনিত্যও বহুধা। যেমন মনুষ্যের স্বভাবের সহিত গো-জাতির, গো-জাতির স্বভাবের সহিত ব্যাঘ্রজাতির, ব্যাঘ্র জাতির স্বভাবের সহিত হস্তিজাতির, হস্তিজাতির স্বভাবের সহিত পক্ষিজাতির, পক্ষি জাতির স্বভাবের সহিত কীট জাতির কীট জাতির স্বভাবের সহিত পতঙ্গ জাতির, ইহাদের কাহারও স্বভাবের সহিত কাহারও মিল নাই। এমন কি মনুষ্য জাতির সহিত মনুষ্য জাতির আকৃতি প্রকৃতির কোনটীরই মিল নাই।

ইহার প্রধান কারণ প্রত্যেকেই দ্বিতীয়া-ভিনিবেশে বাহিরের আবরণ স্থূল দেহটীকে আমি আমার বোধ করায়, মানুষ ভাবে আমি অপরাপর প্রাণী হইতে ভিন্ন আমি মানুষ, গরুভাবে আমি গরু, ব্যাঘ্রভাবে আমি বাঘ আমার স্বভাব অন্যান্য প্রাণীকে বধ করা, হস্তী ভাবে আমি হাতী, আমার স্বভাব সকলকে বহন করা ইত্যাদি প্রত্যেক দেহধারী জীবই স্বরূপ বিভ্রান্ত উপস্থিত হওয়ায়, বিরূপ দর্শনে স্বরূপের স্বভাব ভুলিয়া বিরূপের স্বভাবে নানা-ভাব ধারণ করিতেছে। এমন কি সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠাভিমানী মনুষ্য জাতিই ... দেহাভিমানে জড়াভিনিবেশে, শৌক্র-সম্পরায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ... জ জাতি বলিয়া অভিমান করায় ... দের মধ্যেই নানাপ্রকার বিরোধ উপস্থিত হয়। আত্মদর্শন না থাকাই এই ... দের মূল। আত্মদর্শী ব্যক্তিরা ... রের আবরণ হাড় মাংসের থলি জড়-... লইয়া বিচার করেন না। তাঁহারা ... মাত্র চেতন-বস্তু আত্মাকেই লক্ষ্য করেন, এই আত্মা সম্বন্ধে মনোধর্ম্মিগণ নানাবিধ তর্ক উপস্থিত করেন, কেহ বলেন দেহই আত্মা, কেহ বলেন মনই আত্মা, কেহ বলেন আত্মা নিরাকার, কেহ বলেন সাকার, ইত্যাদি বহু বহু রকমের প্রলাপ শুনিতে পাওয়া যায়।

যদিও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, চারিটী প্রাকৃত ধর্ম্ম, দেহধারী জীবের ধর্ম্মে অনেকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচারে ইহাতে যে কত বৈষম্য বর্ত্তমান তাহা বুদ্ধিমান্ জনগণ সবিশেষ অবগত আছেন। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম মানেন বা মানেন না, সেই আর্থিকজন-মণ্ডলীরমধ্যে জৈবধর্ম্ম সৎসিদ্ধান্ত আলোচনার বিষয় লাভ হইতে পারে। একমাত্র পারমার্থিক জীবন লাভ করা যাঁহাদের—প্রয়োজন, তাঁহারাই জীবতত্ত্ব (নিজতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি) সন্ধান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাঁহারা পরমার্থ জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত অপর ব্যক্তিরা ইহার তত্ত্ব সিদ্ধান্তে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব দোষ চতুষ্টয়ের হাত হইতে এড়াইতে পারিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও তত্ত্ব সিদ্ধান্ত বিচারে উক্ত দোষ চতু-ষ্টয়ের স্পষ্ট দোষ থাকিয়া যাইবেই যাইবে।

একমাত্র নিত্যমুক্ত নিত্যতত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব ঠাকুরগণই তত্ত্ব সিদ্ধান্তের আকর। শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহাদের জিহ্বায় ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রকাশ করিয়া অনন্ত কোটী জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমাদের বিষয়-কথায় পরিপূর্ণ শ্রবণ বিবরে যেকাল পর্য্যন্ত এই ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রবিষ্ট হইবে না, সেকাল পর্য্যন্ত ঘটাচ্ছাদিত কিরণ-কণা যেরূপ বাহিরের বিস্তীর্ণ কিরণ সমুদ্র ও কিরণের আকর মূল বস্তু সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করায় তাহাকে দেখিতে পারে না কিন্তু ঘটটী ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ব্বের ন্যায় কিরণ মণ্ডলীতে মিশিয়া যাইয়া, নিজ পিতা সূর্য্যদেবকে দেখিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়, সেই প্রকার জীব লিঙ্গ দেহে ঐ আচ্ছাদিত ঘটের ন্যায় আবদ্ধ থাকায় স্বজাতীয় চেতন বস্তুকে দেখিতে পারে না ও চেতনের চেতন সমগ্র চেতনের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দেখিতে পারে না, কিন্তু ঐ ঘটের ভগ্ন ক্রিয়ার ন্যায় কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সাধু যখন লিঙ্গদেহটি নষ্ট করিয়া দিবেন, তখনই না সমস্ত চেতন বস্তু এক জানিব, এবং বিভু চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে জানিয়া তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইব। ইহাই জীবের নিত্য স্বভাব।

নিত্য স্বভাবাভিজ্ঞ নিত্য মুক্ত দিব্য সূরিগণ সকলে একধর্ম্ম বিশিষ্ট। তাঁহাদের সকলের একতারে একসুরে সুর বাঁধা। তাঁহাদের কোনটিতেই অমিল নাই। যাঁহারা স্বরূপে অবস্থিত তাঁহারা জীব, বিভিন্ন দেহধারী হইলেও সকলের স্বরূপ স্বভাব একটাই জানেন। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাস, জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস্য সুতরাং সমগ্র ভারতের তেত্রিশ কোটী লোক আমরা যদি মুক্ত সঙ্গে নিজতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণ-সেবাপর হই, তবেই না একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইব। সকলের সুর তাল একলয় হইয়া, একই প্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইব। আমরা একই চিদ্‌বস্তুকণ হিসাবে তেত্রিশ কোটী কি বহু কোটী কোটী স্থানে অবস্থান করিতেছি। কৃষ্ণতো আর বাস্তব পক্ষে বহু কোটী কোটী নহেন। তিনি সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়া লীলায় বহু আকার ধারণ করিতে পারেন বটে কিন্তু তিনি অদ্বিতীয় এক, জীবের কেন্দ্র স্থানীয় বস্তু। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইলেও তিনি স্বীয় শক্তি-প্রভাবে তাঁহাতে প্রবিষ্ট করাইয়া কেবল নিজের দিকে আকর্ষণই করিতেছেন। তাঁহার আকর্ষণ ভিন্ন জীবের কোন সত্ত্বা নাই, থাকিতে পারে না। শুধু আমার স্বতন্ত্র বুদ্ধি তাঁহার শ্রীচরণপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মায়াবশ্যতা দ্বারা তাঁহাতে বিমুখ ও দেহ মনের স্ব স্ব বিচারে বিভিন্ন স্বভাব রচনা করিয়া বিবাদ তর্ক উপস্থিত করিতে থাকি।

একতা লাভের এমন সুন্দর সুগম পন্থা থাকিতে আমরা ভবঘুরে হইয়া চৌদ্দভুবন খুঁজিয়া বেড়াইতেছি আর কত লক্ষ লক্ষ জন্ম মরণ স্বীকার করিতেছি। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুক্ত পুরুষের আশ্রয়ে শুধু ভারত কেন সমগ্র পৃথিবীর জীববৃন্দ নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া হিংসা দ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক জীবের স্বভাব নিত্য প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। অনিত্য বস্তু সমস্তে আত্ম পরঘাতী হইয়া ভীষণ ক্লেশ নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু কাহার কথা কে শোনে? মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কার্য্যই ভাল কথা শুনিতে দিবে না সকলেই সকলের উপদেষ্টা গুরু সাজিয়া স্বভাব হইতে বিচ্যুত।

নানা কথা

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

গত ২১শে শ্রাবণ সোমবার নবদ্বীপ রাণীর চড়ার ছাড় গঙ্গায় নন্দের চাঁদ মিস্ত্রীর ৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, বালকটি ঐ দিন দুপুরবেলা স্নান করিতে গিয়া একটু বেশী জলে পড়িয়া যায়। পরে জনৈকা স্ত্রীলোক স্নান করিতে গিয়া তাহার পায়ে একটী মনুষ্যদেহের স্থান কিছু স্পৃষ্ট হওয়ায়, সে চীৎকার করিয়া উঠে এবং লোকজন ডাকিয়া তাহা উদ্ধার করিয়া দেখে উক্ত বালকের মৃতদেহ।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি চ্যায়ার ম্যানের পদচ্যুতি

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টের ২৮ ধারা অনুসারে মিউনিসিপ্যাল কমি-শনারগণের প্রস্তাবে লোকাল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীযুত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল চ্যায়ারম্যানের পদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। আগামী সপ্তাহে নূতন চ্যায়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইবে।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি

নদীয়া জেলার মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, জি, ডুর্ণো আই, সি, এস মহোদয় গত ৪ঠা আগষ্ট নবদ্বীপ মিউনি-সিপ্যালিটির চ্যায়ারম্যানের নিকট নিম্ন লিখিত চিঠিখানি প্রেরণ করিয়াছেন—

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চ্যায়ারম্যান

সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার ১৯২৮ সনের ৩০শে জুনের ১৮৪নং চিঠী অনুসারে আপনাকে জানাই তেছি যে (নবদ্বীপ) মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ বাবু সদানন্দ ভট্টাচার্য্যকে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর পদ হইতে চ্যুত করিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব করিয়াছেন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টের ৫৯ (খ) ধারানু-সারে হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। কমিশনারগণ শীঘ্রই নূতন চ্যায়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়া সংবাদ প্রদান করিবেন।

(বিতাড়িত করিবার কারণ)

বিগত ২৬শে জুন নবদ্বীপ মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনারগণের একটি বিশেষ সভা হয়। তাহাতে সদানন্দ বাবুকে চ্যায়ারম্যানের পদ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সম্মতি প্রদান না করায় বাবু রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্টের নিয়মানুসারে নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির চ্যায়ারম্যান অধিক সংখ্যক কমিশনারগণ দ্বারা সভায় নির্ব্বাচিত হন, যেহেতু চ্যায়ার-ম্যান তাহাদের কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না, যেহেতু সদানন্দ বাবু অসংখ্য বার তাহাদের (নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণের) আদেশ অমান্য করিয়াছেন, যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটীর ৫৭ ধারানুসারে কোন কমিশনার স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য কমিশনারগণের মতের বিরুদ্ধে কোনও

চুক্তিপত্র সংযুক্ত থাকিতে পারিবে না এবং সদানন্দ বাবু এই নিয়ম অমান্য করিয়া নিজ কারখানা হইতে (নিষেধ সত্ত্বেও) মিউনিসিপ্যালিটীর এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণের নিকট ইষ্টক বিক্রয় করিয়াছেন এবং কমিশনারগণ, চ্যায়ারম্যান স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই ইহা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করেন যেহেতু চ্যায়ারম্যান সদানন্দ বাবু অট্টালিকা এবং পায়খানা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধ দালান ও পায়খানা প্রস্তুত করিতে অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনেক স্থলেই, যে সকল লোক চ্যায়ারম্যানের কারখানা হইতে ইষ্টক ক্রয় করিয়াছে তাহাদিগকে চ্যায়ারম্যান ঐ আইনবিরুদ্ধ আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং যেহেতু চ্যায়ারম্যান তাহার ইষ্টক বিক্রয়ের নিমিত্ত আইন বিরুদ্ধ অনেক কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া কমিশনারগণ জানিতে পারিয়াছেন এবং যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটীর এবং করদাতাদিগের স্বার্থের প্রতি উদাসীন ও স্বীয় স্বার্থের নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া স্বীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন কমিশনারগণ মনে করেন যে তাহার হস্তে সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের ভার নিরাপদে অর্পণ করা যাইতে পারে না এবং যেহেতু তিনি মিউনিসিপ্যালিটীর আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আহূত এই বিশেষ সভায় স্থিরীকৃত হইল যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল য্যাক্টের ২৪ সেক্সনের ৩ প্যারানুসারে চ্যায়ারম্যানকে তাহার পদ হইতে চ্যুত করা হইল।

ক্ষিপ্ত শৃগালের উৎপাত

বাবলা আড়িতে একটী ক্ষিপ্ত শৃগাল ৩।৪জন লোককে দংশন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিজয় গুঁই নামক জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীকেও দংশন করিয়াছে। সে অতি দরিদ্র, স্ত্রীকে কলিকাতা চিকিৎসার নিমিত্ত পাঠাইতে পারে তাহার এরূপ সংস্থান নাই। স্ত্রীলোকটীর মাতা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা পাঠাইয়াছে। নবদ্বীপ ষ্টেসন মাষ্টার বাবু এই দুঃস্থা স্ত্রীলোকটীর সাহায্যার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই সৎ কার্য্যের প্রশংসা করিতেছি।

"পাইওনিয়ারের" বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা

"পাইওনিয়ারের" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক মিঃ জে, পাল খুসরো সংপ্রতি এলাহাবাদ সাব অর্ডিনেট জজের এজলাসে এই কাগজের ডিরেক্টারদিগের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকার দাবিতে এক ক্ষতিপূরণের মামলা রুজু করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহাকে অন্যায় ভাবে বরখাস্ত করায় এই মামলার উদ্ভব হইয়াছে।

বিলাতে প্রবল অগ্নিকাণ্ড

লণ্ডনের ১২ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য সকালে কিংসটনে টেমস্ নদীর পাড়ে প্রবল অগ্নিকাণ্ড হওয়ার ফলে একটী সাধারণ প্রতিষ্ঠান, একটী কুটির এবং হাজার টন কাঠ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহ প্রাণ হারায় নাই। তবে দগ্ধ গৃহগুলি হইতে লোকেরা অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। দমকলের ৪জন লোক আহত হইয়াছে।

মোপলা বিদ্রোহের নেতা গ্রেপ্তার

গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মোপলা বিদ্রোহের নেতা বলিয়া কথিত কেয়ামুদ্দি হাজী এত দিন পলায়িত ছিল, সম্প্রতি সে কালিকটের সহরতলীতে ধৃত হইয়াছে। প্রকাশ, সে স্বীকার করিয়াছে যে, মালাবার হইতে পলায়ন করিয়া সে অনেক দিন কলম্বোতে ছিল।

কানাডায় শ্রমিক প্রেরণ

সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, কানাডায় শস্য কাটিতে গমন করিবার জন্য বিলাতের ২৫ হাজার শ্রমজীবী আবেদন করিয়াছে, ডাক্তারী পরীক্ষায় অনেক ব্যক্তি বাদ পড়িলেও অবশিষ্ট লোক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে। সুতরাং এক্ষণে আবেদন গ্রহণ বন্ধ রাখিতে বলা হইয়াছে নির্ব্বাচিত আবেদনকারীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বেই কানাডা যাত্রা করিয়াছে খনি অঞ্চল হইতেই অধিকাংশ আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

মেঘনার মোহনায় নৌকাডুবি

১২ই আগষ্ট বৈকাল বেলা মেঘনার ভৈরবের নিকট যখন এ, বি, আর কেরী ষ্টিমারখানা যাইতেছিল, তখন ৩০০০ টাকার মাল বোঝাই একখানা নৌকা ঐ ষ্টিমারের সহিত আসিয়া ধাক্কা লাগে এবং তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায়। দুইজন লোককে উদ্ধার করা হইয়াছে, অপর দুইজনের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ

বন বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী কনসারভেটার মিঃ আবদুল করিমের সহিত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, এস, রাজগোপাল আয়েঙ্গারের কন্যা জানকীর বিবাহ শনিবার রেজিষ্ট্রারের আফিসে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। বিবাহের সাক্ষীদের মধ্যে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ রমনাথ মুদালিয়ার অন্যতম।

কলিকাতায় গঙ্গাবক্ষে ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

"কলিকাতা আহীরিটোলা ক্লাবের উদ্যোগে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর সপ্তম বার্ষিক তের মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইবে। সন্তরণস্থান বারাকপুর ঘাট হইতে আহীরিটোলা ঘাট। প্রতিযোগিগণের প্রবেশ মূল্য ৮৲, সৈনিকদিগের ৪৲। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ৩টার সময় প্রতিযোগিগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও আলোকচিত্র লওয়া হইবে। ডাক্তার, জীবনরক্ষক, মোটরবোট ষ্টিমার বয়স্কাউট ডিঙ্গী প্রভৃতির সুচারু বন্দোবস্ত থাকিবে। এই প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার জবাকুসুম সন্তরণ কাপ, স্যার রাজেন্দ্র চেলেঞ্জ-সিল্ড এবং বীণাপাণি স্বর্ণপদক। ২য় পুরস্কার গোপাললাল মল্লিক স্মৃতি স্বর্ণপদক। ৩য় পুরস্কার সিদ্ধেশ্বরী স্মৃতি চেলেঞ্জ কাপ ও স্বর্ণরৌপ্য পদক। ৪র্থ পুরস্কার সনৎকুমার সিংহ স্মৃতি চেলেঞ্জ-কাপ ও স্বর্ণরৌপ্য পদক। ৫ম পুরস্কার স্বর্ণরৌপ্য পদক। যে কোন অবৈতনিক সন্তরণবীর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। এই প্রতিযোগিতার অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় আহীরিটোলা ক্লাবের সন্তরণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষের নিকট জানিতে পারা যাইবে। কার্য্যালয় ১৬৩নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাল সার্টিফিকেটে— ছাত্র ও কেরাণীর শাস্তি

ব্রহ্ম দেশীয় দুইটি ছাত্র বাইবিয়া হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় জাল সার্টিফিকেট ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উহাদিগকে দুই বৎসরের জন্য সচ্চরিত্রতার মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। পুলিশ কমিশনার আফিসের যে কেরাণী সার্টিফিকেট জাল করিয়া দিয়াছিল তাহার প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরে প্রকৃতির বিচিত্রলীলা

ত্রিবাঙ্কুরে ১৩ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, আলেপ্পির নিকটে সমুদ্র প্রায় এক মাইল সরিয়া গিয়াছে। সমুদ্রে যে, সমস্ত নৌকা ইত্যাদি ছিল তাহারা এখন শুষ্ক ডাঙ্গায় পড়িয়া আছে। সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় যে কর্দমাক্ত স্থান উন্মুক্ত হইয়াছে তাহাতে বহু মৃত সর্প ও মৎস্য পড়িয়া আছে। কারণ কিছুই বোঝা যাইতেছে না। আলেপ্পির ম্যাজিষ্ট্রেট দেওয়ানের নিকট তার করিয়াছেন। সামুদ্রিক ভূমিকম্প ইহার কারণ বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। ইহার বহু বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুরে একবার ক্রাকাটোয়া দ্বীপে আগ্নেয় উদগার হওয়ায় ঠিক এইরূপে সমুদ্র সরিয়া গিয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কল্পে দশ হাজার টাকা দান

বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে ১০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বিদ্যালয়টী দাতার পরলোক গত পত্নীর নামানুসারে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ঐ দান গ্রহণ করিয়াছে।

সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স জর্জ্জের চাকুরী গ্রহণ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স জর্জ্জ গত ১২ই আগষ্ট সাউথাম্পটন হইতে "এম্পেস" জাহাজ ছাড়িয়া কুইবেক অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তথায় তিনি নৌ-বাহিনীর চাকুরি গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের কথাবর্ত্তা তিনি ফরাসী-ভাষায় অনুবাদ করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইবেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘুষ দানের প্রস্তাব

মোক্তারের নামে মামলা

স্থানীয় মোক্তার মিঃ রহিম বক্স ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত। তাহার কোন মক্কেলের তরফ হইতে সিরাজগঞ্জের দ্বিতীয় মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে ৩০০ টাকা ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট একখানা চিঠি দিয়াছিলেন। এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

—আনন্দ-বাজার

মাদ্রাজে মহিলা ব্যারিষ্টার

মাদ্রাজের বিচারপতি মিঃ দেবদাসের কন্যা কুমারী সীতা দাস গত ১২ই আগ[illegible] প্রধান বিচারপতি এবং তাঁহার পি[illegible] বিচারপতি দেবদাসের এজলাসে ব্যারিষ্টা[illegible] স্বরূপে নাম লিখাইয়াছেন। মাদ্রা[illegible] প্রেসিডেন্সীতে মহিলা ব্যারিষ্টার এ[illegible] প্রথম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা ভাদ্র, শনিবার—১৩৩৪।

আচার্য্য

যিনি আচার-বিশিষ্ট তাঁহাকেই "আচার্য্য" বলা যায়। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"—এই শ্রুতি-মন্ত্রে আচার-রহিতের অনভিজ্ঞতার কথা কথিত হইয়াছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'আচার' কাহাকে বলে এবং তাহা কি? তদুত্তরে বলা যায় যে, দেশকালপাত্রগত পার্থক্য-মূলে আচার ভিন্ন হয়। শ্রীসনাতন সম্বন্ধ-জ্ঞানের আচার্য্য বলিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে, তিনি মহাপ্রভুর নিকট আচারের কথা জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার আচার নির্দ্দেশ-মুখে বলিলেন যে,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" আচার-রাহিত্য-বর্ণনে আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের সেবা-রহিত জনগণ দুরাচার বিশিষ্ট যেহেতু তাহারা কৃষ্ণকে ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা অভিমান করিয়া গৌরসুন্দরকে প্রাকৃত-জ্ঞানে ভোগ করিতে চান। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-প্রীতির বিষয় জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে একটি মানুষ আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত জানিয়া নাগরী-গণের লম্পটের বিষয়মাত্র জানেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন, কৃষ্ণের ভক্তগণ যাহাকে আদর করেন, সেই আচার সদাচার। ভোগিগণ শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত বিরোধ করিবার জন্য নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-স্বার্থ-বশে জড়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া গৌরসুন্দরের আচার নাশ করিতে ব্যস্ত হন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ঐকান্তিকী অব্যভিচারিণী ভক্তি যাঁহারা স্বীকার করিবেন, তাঁহারা বাস্তবিক বৈষ্ণব। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ প্রবৃত্তি শ্রীগৌরসুন্দর আদর করেন না। [illegible] বণিকগণ বলিয়া থাকেন যে, গৌর-সুন্দরকে আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করা [illegible]-বিরোধী-সম্প্রদায়ের [illegible] নহে। গৌরসুন্দরের উপদেশ ও আচারকে [illegible] স্বীকার করিতে বাধ্য নন, [illegible]দিগকে 'আচার্য্য' পদে বরণ করা [illegible] ব্যবসা। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] অপর আউল-বাউল-নেড়া-[illegible]-সাঁই-দরবেশ-জাতিগোসাই-অতি-[illegible]-গৌরনাগরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের [illegible]চারগুলিকে আচার বলিয়া গ্রহণ না [illegible] তাহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়। সুতরাং গৌরসুন্দর স্বয়ং আচার্য্য ও তাঁহার দ্বিতীয় আচার্য্য নাই। তবে তাঁহার অনুগত শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে "আচার্য্যানুগ পদ হইতে বরখাস্ত করাই" শুদ্ধ আচার। এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদাচার্য্য গৌর-সুন্দরের সেবক-সম্প্রদায় বলেন,—"গৌর-সুন্দর স্বয়ং আচার্য্য, তাঁহার আশ্রিত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী ভোগী-সম্প্রদায় চৈতন্য-বিমুখ, ঐকান্তিকতা অভাবে তাঁহারা অসতীর ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যময় ইন্দ্রিয় তর্পণের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং প্রচ্ছন্ন গৌর-বিরোধী আমরা বণিকদল শুদ্ধ গৌরভক্তগণকে ঐকান্তিক ও অব্যভিচারী বলিবার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ের উদ্দেশে নিজের গুণের প্রশংসা-কারক বলিব। এইরূপ কপট ব্যবসাদারের উক্তি শুনিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ গৌরসুন্দরের কথিত আচার পরিত্যাগ করেন না। কপট-ব্যবসায়ীর শুদ্ধভক্তিকে 'ব্যবসায়' বলিয়া যে আখ্যা মৎসরতাক্রমে প্রদত্ত হয়, তাহা শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা-প্রবৃত্তি-রহিত-জনেই শোভা পায়। 'আমার গুরু', 'তাঁহার গুরু', 'নারকীর গুরু', 'গৌরবিরোধীর গুরু' সকল গুরুই গুরুভক্ত ও তাহাদিগের দুরাচার শিষ্যগণ গুরুভজনীয় বস্তু, এই ব্যবসায়টী প্রচলিত করিতে হইলে বিশেষ চতুরতার আবশ্যক। শঠতা ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন-পূর্ব্বক অনভিজ্ঞগণের সমাজে তাহাদিগকে অতি কঠোর নির্ব্বোধ করিবার প্রয়াসে যে বণিক্-বৃত্তিজীবী প্রকৃত আচার্য্যের অসম্মান করেন, তাহার কাপট্য ধরিয়া ফেলিতে অধিক সময় লাগে না। তবে দুরাচার কপটগণ তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইবার জন্য আচার্য্যের আখ্যা বিপন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করেন, ইহা কি সেই চেষ্টামূলে উদিত হয় নাই? যোষিৎসঙ্গী কখনই "আচার্য্য" হইতে পারে না, যোষিৎসঙ্গী কখনই শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা করিতে পারেন না। যোষিৎগণই যোষিৎসঙ্গীর চিত্ত, বিত্ত, বাহ্য, অভ্যন্তর সকলই দখল করিয়া থাকে, সুতরাং ব্যবসায় করিয়া সেই পাষণ্ডতা অপ্রতিহতভাবে চালাইবার জন্য যে আচার্য্যাভিমানরূপ কপটতা আচার্য্য-বেশী বণিকে দেখা যায়, তাহা কখনই আচার বলা যাইতে পারে না। স্বয়ং আচারবান্ না হইয়া যে ব্যক্তি লোক ঠকাইবার জন্য ব্যবসায়ের আবরণে "আচার্য্য" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের শিষ্য-ব্রুবগণকেও আচার্য্যের শিক্ষা করিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ের প্রসার করিয়া লইতে পারে না। দুর্ব্বল যোষিৎ আচার ও সবল-বাহ্য-বিশিষ্ট জনের আচার এক নহে। খিটখিটে-লোক ও প্রসন্নবদন ব্যক্তির আচার এক নহে। কপট-প্রতারকের আচার ও সরল হরিভজনপর ব্যক্তির আচার এক নহে। [illegible]তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের আচার ও কাহারও আচার বা গৌর-ভক্তের আচার এক নহে। যদি কেহ লোক-প্রতারণা-কল্পে কাপট্যকে আচার বলিয়া মূর্খ-লোকদিগকে ধোকা দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ের আদর বুদ্ধি আচার্য্য বা [illegible] কথা প্রতারণা-সূত্রে আগত [illegible] তাহাকে সঙ্গে সঙ্গেই কপট বলিয়া প্রতিপন্ন করে। যদি এই প্রকার কাপট্যের ব্যবসা কার্য্যে লাগিত, তাহা হইলে বহু কপট স্বয়ং আচার্য্য সাজিয়া ও তদনুগ যোষিৎসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্তকে "গুরুভক্ত" জানাইয়া ত্রয়োদশপ্রকার অপসম্প্রদায়ের গঠন করিয়া চতুর্দ্দশপ্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিত। তজ্জন্য গৌরনাগরী প্রভৃতি আচার-রহিত জনগণের মধ্যে আচার্য্যের কার্য্য করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহ নাই, সেখানে আছে কেবল যোষিৎসঙ্গী সঙ্গী কৃষ্ণের অভক্ত সন্তানাদের ব্যবসায়কারী, আচার্য্যপদের অনুপযোগী কপট। শ্রীগৌরভক্তগণ কপট-সম্প্রদায়ের কাপট্যপূর্ণযুক্তি কোনপ্রকারেই অনুমোদন করেন না। তাহাতে ব্যবসা-দারগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হওয়ায় তাহাদিগকেও ঐ শ্রেণীর সহিত মিশাইয়া লইতে চান। কিন্তু দুঃসঙ্গ-স্থানে অনন্তের হিতের জন্যই তাহাদিগের বর্জ্জনপ্রথা ছোট-হরিদাসের জীবনে বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ মায়াবাদিগণের জীবনে প্রতিফলিত আছে। এই ত্রয়োদশপ্রকার দুঃসঙ্গ বর্দ্ধনকারী জীবের দর্শন করিলে সচেলে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা আছে, এইরূপ শাস্ত্র বাক্যে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই গুরুভক্ত। আর পাঁচ মিশেলে গৌর-নাগরী প্রভৃতি যোষিৎসঙ্গিগণ কৃষ্ণভক্তের প্রতি স্বভাব-সিদ্ধ বৈরতা-পোষণ করিয়া আপন মঙ্গল বুদ্ধি করেন। এইরূপ প্রতারণাময়ী যুক্তি ছাড়িয়া কবে অপসম্প্রদায়স্থিত আচার্য্যাভিমানিগণ সৎসম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে শিখিবেন, আমরা সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। যে সকল দুর্ম্মতি গৌরসুন্দরের স্থাপিত শ্রীরূপগোস্বামীর আসন, মর্কটের ন্যায় টানিয়া লইয়া স্বয়ং তাহাতে উপবেশন করিবার কৌশল করে, তাহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ নির্ব্বোধ ব্যবসাদার জানিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। প্রতারণার অনেক কৌশল আছে, অনেক যুক্তি আছে, তবে সেইগুলি লইয়া কোন ব্যক্তি অপব্যবহার করিলে তাহার নিজেরই অমঙ্গল হয়। শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া তাহার নীচ ব্যবহারে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাকে "আচার্য্য" আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত জানিতে দিয়া বিতাড়িত করেন। তাই বলি বুড়ো-শিবতলার সম্পাদক এক্ষণ গৌরবিরোধিগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং তাহাদের ন্যায় বণিক্-বৃত্তির আচার না করিয়া শ্রীগৌরনারায়ণের প্রকৃত-প্রস্তাবে সেবা করুন। ব্যবসাদারের যুক্তিতে প্রভাবিত হইবেন না।

সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক নিজ [illegible] স্থাপনের নাম সিদ্ধান্ত। প্রতিকূল অর্থ কেহ পূর্ব্বপক্ষ বলে। প্রতিকূল অর্থকারী শাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য বিপর্য্যস্ত হয়। এই জন্যই বিপক্ষগণের প্রতিকূল অর্থ, নিরস্ত করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞজন কোন দিনই [illegible] অগ্রসর হইতে পারেন না। সিদ্ধান্ত [illegible] সজ্জনগণের [illegible] প্রয়োজন [illegible]। বিপক্ষগণ স্বার্থ সিদ্ধি-মূলে শাস্ত্রের কদর্থ স্থাপন করিয়া যখন লোক বঞ্চনা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তৎকালে তাঁহাদের পরম হিতৈষী সিদ্ধান্ত স্থাপনকারীর প্রতি যে বিদ্বেষভাব পোষণ অথবা মৎসরতাবশে, সিদ্ধান্ত-স্থাপনকারীকে পর-চর্চ্চক বা নিন্দক বলিয়া গর্হণ করিবার প্রয়াস কখনও নিঃস্বার্থপর আত্মকল্যাণ-কামী বুদ্ধিমান জনগণের নিকট আদরণীয় হয় না। শাস্ত্রের কদর্থকারী মায়াবাদী যাদবপ্রকাশের নিকট যখন আচার্য্য-পাদ শ্রীরামানুজ বেদান্ত অধ্যয়ন-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যাদব প্রকাশের মুখে "কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষ"—এই ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্রের অত্যন্ত হাস্যো-দ্দীপক কদর্থ অর্থ শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হন, এবং উহার যথার্থ অর্থ যাদবের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার ফলে আচার্য্য-পাদ শ্রীরামানুজের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া বাস্তব সত্য হইতে বিন্দু-মাত্র বিচলিত হন নাই। বিপক্ষগণ বারংবার তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই, বরং শেষে তাহারাই আচার্য্যের চরণে নিজ নিজ মস্তক অবনত করিয়াছিল। বাস্তব কথা বলিতে গেলেই জীবন বিপন্ন হয়, ইহা কলির একটী প্রভাব। কলি যতই নিজ প্রভাব বিস্তার করুন ভগবানের সিদ্ধান্ত বাণীর নিকট সকলকেই একদিন মস্তক অবনত করিতেই হইবে। সিদ্ধান্তবাণীর অবমাননা [illegible]।

করিয়া যিনি যে কোন মার্গে ভ্রমণ করুন না কেন, তাহার সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

শাস্ত্রে নিঃশ্রেয়োলাভের উপায়স্বরূপ কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি—এই তিনটীর উল্লেখ দেখা যায়। শাস্ত্রে কোনস্থানে কর্ম্মের, কোনস্থানে জ্ঞানের ও কোন স্থানে ভক্তি-মাহাত্ম্যের আধিক্য দেখা যায়। শাস্ত্রানুশীলনকারিগণ কেহ বা কর্ম্মকে, কেহ জ্ঞানকে, কেহ বা বিদ্ধ-ভক্তিকে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ নিজ সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার উদ্দেশে পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রানুশীলনকারিগণের এইরূপ বিবাদ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সারগ্রাহী সিদ্ধান্তবিদ্ মহোদয়গণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন—জীবের ভোগপর বুদ্ধি হইতে কর্ম্মকাণ্ড ও ত্যাগপর বুদ্ধি হইতে জ্ঞানকাণ্ডের উদ্গম হইয়াছে। ভোগ বা ত্যাগ এই দুইটীই জীবের বদ্ধধারণার পরিচয় মাত্র। কেন না জীব বিশুদ্ধ চেতনময় বস্তু। চেতনময় বস্তুর জড়ভোগ বা ত্যাগ দুইটি বিরূপ ধর্ম্ম, স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। জীবনীর ভেদ করিতে সমর্থ সারগ্রাহী হংসগণ যাঁহাকে বহন করেন, সেই পরমহংস ব্রহ্মা বেদশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া ভক্তিকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বেদশাস্ত্রে সংহিতাংশে কর্ম্মকাণ্ড এবং উপনিষদাংশে জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড বিচার করিলে দেখা যায় যে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজমানের একমাত্র উপাস্য বস্তু। তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডের শেষফল ভগবদুপাসনা বা ভক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তসার গীতায় প্রথম ছয় অধ্যায়ে যে কর্ম্মকাণ্ড বিচারিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেও উহাই সিদ্ধান্তিত হইবে। গীতায় বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

—অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা কর্ম্মই মুক্তি-সাধক, এতদ্ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্ম জীবের বন্ধনের কারণ। কৃষ্ণসেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান, ইহাও ব্রহ্ম-বিচারে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে
হিতম্॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥

—জ্ঞান তিন প্রকার, গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম। ব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্যজ্ঞান—পরমাত্মজ্ঞান গুহ্যতর জ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি গুহ্যতম জ্ঞান। ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। তাই ব্রহ্মা

কৃপা

"রূপা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদের দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমরা যদি কোনও বস্তু বিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে যে বস্তু যাহা নয় এবং যাহা নয় তাহা হইতে ভিন্ন এমন বস্তু দ্বয়ের বিচার করা প্রয়োজন। নচেৎ আংশিক জ্ঞানে কোনও বস্তু বিচারের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। সুতরাং "রূপা" সম্বন্ধে জানিতে হইলে যাহা রূপা নয় অর্থাৎ অরূপা এবং যাহা অরূপা হইতে ভিন্ন এমন বস্তুদ্বয়ের বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

চেতনের যাহাতে উদ্ভব নাই, চেতন যাহাতে নিজ স্বাতন্ত্র্যের বিশুদ্ধ সাফল্য লাভ করিতে পারে না তাহাতে তাহাকে স্ব-স্বরূপ হইতে অতিদূরে অবস্থানের কথা ভাবিতে হয়। সেই অবস্থানই চেতনের অচিৎ সম্ভাষণ। অচিৎ সম্ভাষণ হইতেই চেতন অচেতনাবৃত বলিয়া নিজকে অভিমান করেন। এইরূপ অবস্থা-প্রাপ্ত চেতনকে সাধারণতঃ বদ্ধ চেতন অথবা বদ্ধজীব বলা হয়। বদ্ধ যখন নিজকে বদ্ধ বলিয়া সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারে তখন সে তাহার অরূপার কথা উপলব্ধি করিতে পারে। বিশুদ্ধ চেতন বস্তু অচিদ্বস্তুকে সম্ভাষণ করিতে গিয়া তাহার সহিত সালোক্য সারূপ্য সাষ্টি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বৎপরোনাস্তি বিপদাপন্ন হইয়াছে। এইরূপ বিপদাপন্ন ও দুর্দ্দশাপন্ন হওয়াতে চেতনকে অরূপার ভাগী হইতে হইয়াছে। সুতরাং অরূপা বলিতে চেতনের অর্থাৎ জীবের স্ব-স্বরূপ হইতে ভিন্নাবস্থায় অচিৎ সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাহার আত্যন্তিক সান্নিকট্য লাভই বুঝিতে হইবে। এরূপ অবস্থা পূর্ণচেতনের বিভিন্নাংশেই লক্ষিত হয়। যাহারা চেতনের অংশাংশী বিচার করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে রূপা, অরূপা এবং অরূপা হইতে ভিন্ন বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। যাহারা চেতনের পঞ্চপ্রকার বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেবল তাঁহারাই রূপার স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহারাই

পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র-বিচার করিয়া ভক্তিকেই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ভক্তি যদি একমাত্র শাস্ত্রসম্মত সার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে সেই সকল শাস্ত্রে কর্ম্মজ্ঞানাদির উল্লেখ দেখা যায় কেন? শাস্ত্রে ভক্তির উৎকর্ষ স্থাপনের জন্যই কর্ম্মজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ ভক্তি একমাত্র শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

পূর্ণচেতনের বিভিন্নাংশে রূপা ও অরূপার উপলব্ধি করিতে পারেন।

এখন অরূপা হইতে ভিন্ন বস্তুর অনুধাবন করিতে হইলে আমাদের এই জ্ঞান হয় যে তাহা রূপা বা রূপা হইতে পৃথক অর্থাৎ রূপা সদৃশ বস্তু অথচ অরূপা নহে। এস্থলে একটী উদাহরণ দিলে বিষয়টী সহজে বোধগম্য হইবে। গো গবয়, মৃগ। গবয় গো হইতে পৃথক অর্থাৎ গো সদৃশ অথচ মৃগ নহে। বস্তু এবং বস্তুবৎ কখনও এক নহে বা বস্তুবৎ কখনও অবস্তু নহে। সুতরাং উহাদের পরস্পর প্রত্যেকেরই পার্থক্য আছে।

আমরা চেতনের অরূপার অবস্থার কথা শুনিয়াছি। সেই অবস্থা হইতে ভিন্নাবস্থার কথা আলোচনা করিলে চেতনের বিশুদ্ধাবস্থা এবং তদ্বৎ প্রতীত হয় এমন চেতনাভাস যাহা অচেতন নহে, এমন অবস্থার উপলব্ধি করিতে পারিব। চেতন তাহার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি-কালে নিজ তত্ত্বের বিশুদ্ধতার উপলব্ধি করিতে পারেন। নিজতত্ত্বের বিশুদ্ধতা বলিতে নিজ স্বাতন্ত্র্য নিজ-বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বিয় প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। অচেতনের রূপগুণলীলাদি হইতে পৃথকরূপে বর্ত্তমান বিরূপ গুণলীলাদির কথা বিশুদ্ধ চেতনেরই উপলব্ধির বিষয়। চেতনের স্বস্বরূপ ও বিশুদ্ধাবস্থান পূর্ব্বে অর্থাৎ অচিদ্বস্তুর সহিত সালোক্য সারূপ্য সাষ্টি-বদ্ধ যুক্তাবস্থার সময় অচিদ্রূপাদিতে আকৃষ্ট থাকার দরুণ নিজ স্বরূপই যে চিদ্রূপাদিবিশিষ্ট তাহা অনুধাবন করিতে পারে না। সুতরাং চেতন অচিৎ সান্নিধ্যে যে বিপদাহ্বান করিয়াছেন তাহা হইতে স্বতন্ত্রাবস্থা লাভ করাই চেতনের বিশুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ রূপাবস্থা।

ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং অরূপাবস্থাই দেহপ্রতিষ্ঠা। এই দেহ অর্থাৎ স্থূল এবং আত্মা অর্থাৎ চেতন হইতে পৃথক মন অর্থাৎ চেতনাভাস। উহা দেহ বা আত্মা নহে অথচ উহার বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পৃথক উপলব্ধি করিতে পারি। চেতন্য চেতন-সদৃশ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চেতনবৎবস্তুর সহিত সাম্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার দ্বারা পরিচালিত হইবার যোগ্যতা লাভ চেতনসদৃশ বস্তুর এই স্বভাব তাহার স্বরূপ গত এবং বৃত্তিগত। চেতনসদৃশ বস্তুর এইরূপ স্বভাবাপন্ন হইবার কারণ অচেতনের সহিত আদান প্রদান করা এবং তাহা হইতেই জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করা। অচেতন অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে চেতনসদৃশ মন যাহা আকর্ষণ করে তাহাতে চেতনবস্তু চেতন অর্থাৎ পূর্ণচেতনের সহিত মিলিত হইয়া সাবিকার একটী অবস্থা কল্পনা করে। ঐ অবস্থা অপ্রকৃত বিচারে উহা

বিষয়ীর মহাভাগ্য

জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটী বিষয়কে যিনি ভোক্তা অভিমানে ভোগ করেন তিনিই বিষয়ী। বিষয়গুলি দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের অর্থ। ইন্দ্রিয়ার্থ জনিত সুখ সকল দুঃখকে প্রসব করে। তাহারা কেবল সংস্পর্শ হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া নিত্য নয়। বিষয়ে প্রমত্ত ব্যক্তির দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। প্রথমতঃ বিষয় সংগ্রহ করিতে যাইয়া ভাবী দুঃখের আশ্রয় পূর্ব্বাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তৎপরে কষ্টেকষ্টে বিষয়ভোগে বাসনার তৃপ্তি, যা হইতেই বিষয় ছাড়িয়া যায় অথবা বিষয় ছাড়িয়া ভোক্তা অভিমানীকে চলিয়া যাইতে হয়। বিষয়ে এমন এক প্রকার মত্ততা আনিয়া দেয় যে, বিষয়ী বিষয়ভোগে বহু ক্লেশ পাইলেও তাহা ছাড়িতে পারে না। পরিশেষে বিষয়মত্তব্যক্তি সংসারে চিরবদ্ধ হইয়া উচ্চাবচ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে,—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ॥

এহেন দুর্দ্দশায় লইয়া যাওয়া বিষয়ের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। যদি কোন অজ্ঞাত সৌভাগ্যবলে বিষয়-সার-চয় মহাপুরুষগণের কৃপা দৃষ্টিতে পড়া যায় তাহা হইলে বিষয়ীর বিষয়-নিষ্ঠা হইতে উদ্ধার লাভে পরম সম্পত্তি প্রাপ্তি হয়। আবার কোন কোন বিষয়ীর ভাগ্যে আকস্মিক ভগবদ্ কৃপা লাভের ভব-বন্ধ-বিমোচন হইয়া থাকে।

সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীগৌরাবতার লীলাটি অমন্দোদয়দয়া বিতরণের জন্য অবতার-সার। এ অবতারে গৌরকৃপাকণ্ঠ নিতান্ত বহির্ম্মুখেরও উন্মুখতা আসিয়াছিল, পতিত অধম ও পাষণ্ডী দোষ ও অধমতা ছাড়িয়া পতিত পাবন ও উত্তম হইয়াছিলেন। কেবল বৈষ্ণব নিন্দকের কোন ও সদগতির ব্যবস্থা হয় নাই, বরং চিরতরে কুম্ভীপাক নরকে বাসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কেবল বৈষ্ণব, বিষ্ণুর তনু। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন যে, আমি আমার নাভিপদ্ম জাত ব্রহ্মা, অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী এবং এমন

আনুষঙ্গিক অধিক মাত্র। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। সুতরাং চেতনসদৃশ বস্তুর এরূপ চেতন সান্নিধ্যাভাসেচ্ছারূপ স্বার্থ পোষণই বিভিন্নাংশ চেতনের রূপা হইতে ভিন্ন এবং অরূপা হইতেও পৃথক অবস্থা। ইহাতেও জড় গন্ধ না থাকিলেও চেতনের বিশুদ্ধাবস্থা বা স্ব-স্বরূপাবস্থারূপ রূপাবস্থা নাই।

[illegible] অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার ভক্তকে। আমার ভক্তকে [illegible] সেবা যাহাতে [illegible] পুত্র, কলত্র, গৃহ, বন্ধু, ধন, ঐশ্বর্য্য, ইহলোক ও পরলোক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীবিষ্ণুরই শরণাপন্ন। শয়নে, স্বপনে, গমনে, বিশ্রামে আহারে, বিহারে, বিষ্ণু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর জ্ঞান, তাহারা তাঁর নাই। সুতরাং এরূপ ভক্তকে নিন্দা করিলে ভুক্তি-মুক্তিক্রুদ্ধ ভগবানের কি সহ্য হয়? তাই এই সর্ব্বজীব-মোচন অবতারের উদ্দেশ্য, জগতে ভগবান বিতরণকারী ভক্তের সেবা, ভক্তের পূজা স্থাপন। তাই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাবশেষ-পাত্র, মায়াবদ্ধ জীব ঠাকুর, বৃন্দাবন গাহিয়াছেন:—

সবার করিবে গৌরচন্দ্র উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥
অস্তুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সেই নাহি মানে॥

সর্ব্বপ্রেমোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আজ নীলাচলে নিজ পুরীর দিকে যাত্রা করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দগণের শুভমুখী গঙ্গা দর্শন করিয়া অপারে হর্ষে স্নান করিলেন। নিজ চরণোদক দর্শন স্পর্শনে প্রভু গঙ্গার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। যমুনা-বিহারী হরির বিবিধ যমুনা বিহার দর্শনে নিজজ্ঞাতাকে [illegible]। গঙ্গার সব দুঃখ দূরে গেল। প্রভুর প্রণয়কার অবস্থা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। জগতে [illegible] এরূপ অবস্থা কেহ দেখে নাই,—

পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥

গঙ্গাকে ধন্য করিয়া প্রভু কূলে উঠিলেন। তীর্থে গ্রাম অধিকারী ছিলেন [illegible]চন্দ্র খান। যদিও তিনি মহাবিষয়ী [illegible] আজ তাঁর সব দোষ দূরে গিয়াছে। [illegible] আজ তাঁর দেবদেবের সহিত দেখা হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেই সময় [illegible]চন্দ্র কার্য্যান্তরে দোলায় চড়িয়া যাইতে [illegible] নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। [illegible] না থাকিলে কি এরূপ [illegible] প্রভুর অপরূপ তেজ দর্শনে তাহার [illegible] হইল। অবিলম্বে দোলা হইতে নামিয়া [illegible] পদতলে পতিত হইলেন। প্রভু [illegible] নিজভাবে বিভোর। [illegible] হা হা জগন্নাথ' বলিতেছেন [illegible] ভূমির উপর পড়িয়া কাঁদিতেছেন। [illegible]চন্দ্র খান প্রভুর আর্ত্তি দেখিয়া অবাক [illegible]লেন। [illegible]-পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া যায় [illegible] যে [illegible] আর্ত্তি শুনিয়া রামচন্দ্রও [illegible] থাকিতে পারিলেন না। [illegible] বৈকুণ্ঠ-নাথ কিছু স্থির হইয়া খানকে [illegible] করিলেন তুমি কে? প্রভুর [illegible] রামচন্দ্র [illegible]

কম্পিত হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আমি আপনার দাসানুদাস। তখন অন্যান্য লোক খানের পরিচয় দিয়া বলিল যে তিনি দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী। প্রভু সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—বড় ভালই হইল। তা হইলে বল আমি কি করিয়া শীঘ্র নীলাচলে যাইতে পারি। নীলাচল নাম বলিতে প্রভু নীলাচল-চন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—আপনার যে আজ্ঞা হইবে আমি তদনুসারে কার্য্য করিব। কিন্তু প্রভু! এ সময়টা বড় খারাপ পড়িয়াছে। এখন এদেশে কেহই এ পথে যাতায়াত করে না। কেননা এ দেশের রাজা স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুতিয়া রাখিয়াছে। পথিক পাইলে তৎক্ষণাৎ ত্রিশূলে প্রাণ লইতেছে। সুতরাং আমার ভয় হইতেছে যে আপনাদিগকে লুকাইয়া কোন্ দিক দিয়া পাঠাইব। বিশেষতঃ এখানকার ভার আমার উপর; আমি রাজার অধীন ব্যক্তি। রাজা একথা জানিলে আমার মুস্কিল হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি রাজার নিকট আমার জাতি প্রাণ এবং ধন নষ্ট হয় তাহা হইলেও আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় পাঠাইয়া দিব। আপনি যদি আমাকে দাসানুদাস জ্ঞান করেন তবে আমার গৃহে সকলে ভিক্ষা করুন। রাত্রে সকলকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

শুনিয়া হইল সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তারে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত॥
দৃষ্টিপাতে তাঁর সর্ব্ববন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি॥

ব্রাহ্মণের আজ পরম মঙ্গলময় দিন। জগতে কর্ম্মচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিষয় ছাড়িয়া ভগবদ্ সেবা করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। মনুষ্য জন্ম দেবদুর্লভ জন্ম, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-দেহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি ভগবদ্ভজন না করে তাহার অশুভ গতিই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু আজ তার সব অমঙ্গল দূরে গিয়াছে। মঙ্গলময় ভগবান্ সপার্ষদে তাঁহার গৃহে উপস্থিত। কেবল উপস্থিত নহেন, সর্ব্বজীবনাথ জগন্নাথ বিপ্রদত্ত অন্ন ভক্তমণ্ডলীর সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাই বিপ্রের মহাভাগ্য।

শিক্ষাবিভাগের

কর্ম্মপটুতা।

বিগত ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গদেশীয় প্রায় অধিকাংশ বিভাগে প্রাথমিক শেষপরীক্ষা কেন্দ্রপরীক্ষারূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী, রাজ-[illegible] প্রভৃতি বিভাগের যুক্ত [illegible] প্রকাশেই কলিকাতা গেজেটে ফল বাহির করা হইল, কিন্তু বর্দ্ধমান বিভাগীয় ইনস্পেক্টার তাহা গেজেটে মুদ্রিত না করিয়া প্রায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে সার্কেল সব ইনস্পেক্টারদিগের দ্বারা প্রত্যেক পাঠশালায় জানাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং প্রায় ৩ মাস সন্দিগ্ধ থাকিয়া কয়েকটী বালক উত্তরণ সংবাদ পাইয়া অতিকষ্টে উচ্চস্কুলে স্থান সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতেছিল। গত জুলাই মাসে তাহাদিগের পাস সার্টিফিকেট পাইলে দেখা গেল স্থানীয় প্রায় অধিকাংশ পাঠশালার আরও অতিরিক্ত একটি বা দুইটী বালক প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদিগেরও সার্টিফিকেট একসংগেই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বালকগুলি এতাবৎকাল তাহাদের পূর্ব্ব পাঠশালাতেই পুনরায় পূর্ব্বের অধীত পাঠগুলিই অধ্যয়ন করিতেছিল। তাহারা এই সাতমাস আর্থিক ক্ষতি করিল এবং একবৎসরের অধ্যয়ন ও পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, অথচ কর্তৃপক্ষগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর বয়স নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে বিংশতির অধিক বয়স্ক বালক স্কুলে রাখা হইবে না। এক্ষণে ঐ প্রকারে নিগৃহীত বালকগণের অভিভাবকগণ কি এতজ্জন্য বিভাগীয় ইনস্পেক্টার মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না যে তাঁহাদের এই প্রকার কর্ম্মকুশলতায় বালকগণের অসুবিধা করিবার দায়ী কে? যদিই বা প্রথম বারের ভ্রান্তিতে কোন কোন নাম বাদ পড়িয়া থাকে, তাহার আবিষ্কার মাত্রই পাঠশালাগুলিতে জানান হইল না কেন? তখনও তাহারা উচ্চস্কুলে স্থান সংগ্রহ করিতে পারিত। বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিলাম যে এই বিভাগের সমস্ত জেলাতেই প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ পাঠশালা ঐ প্রকার বিড়ম্বনার ফলভোগ করিয়াছে, এই বিভাগ কলিকাতা গেজেটে ফল বাহির না করিয়া অন্তরালে রাখিবার ব্যবস্থা কেন করিলেন? ত্রুটি বিচ্যুতি ও ত' ঐ গেজেটের সাহায্যে সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতে পারিতেন? শিক্ষাবিভাগের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া এত অধিক কর্ম্মচারী রাখিয়া নিতান্ত কোমল মতি শিশুগণের উপর ঐরূপ বিপদের সৃষ্টি কি অনারেবল শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদিত?

অসাম্প্রদায়িক

আলবার্টহলে বিরাটসভা

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আলবার্টহলে গত দুই রবিবারে দুইটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং সেই সভায় গৌড়ীয় সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শ্রীচৈতন্যের দান সম্বন্ধে দুইটী সারগর্ভ, সাধারণের হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। পুনরায় আগামী কল্য রবিবারে আলবার্ট হলে পূর্ব্বের ন্যায় একটী সভার অধিবেশন হইবে। এবারও সভায় শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় চৈতন্যদেবের দান সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

নানা কথা

মোক্তারের অব্যাহতি

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, নদীয়া জেলার মেহেরপুরের মোক্তার মোজাম্মেল হক সাহেব লক্ষ্মীবিবি নাম্নী জনৈকা বিধবা [illegible]কের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যাকে অবৈধ প্রণয় হেতু নিজ বাসায় রাখিয়াছিলেন—এই অভিযোগে মোক্তার সাহেব এবং লক্ষ্মীবিবি উভয়েই পুলিসকর্তৃক হাজাত আবদ্ধ এবং দণ্ডবিধি ৩৭২, ৩৭৩ ও ৩৬৬ ধারা অনুসারে কৃষ্ণনগরে মিঃ এস, সি, মিত্রের এজলাসে অভিযুক্ত হন। গত ৯ই আগষ্ট এই মোকদ্দমার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণ অভাবে উভয় আসামীকেই খালাস দিয়াছেন।

নারী-নির্য্যাতনে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র

কুমারখালী ও মীরপুর থানার ২টী হিন্দুনারীর লাঞ্ছনা সম্পর্কে সংবাদ পত্রে যে আলোচনা হয় তাহাতে সুফল ফলিয়াছে। কুমারখালীর ১৭জন কনষ্টেবল ও রেলের ২জন মুসলমান কুলিকে উক্ত ঘটনায় চালান দেওয়া হইয়াছিল। স্বয়ং ডি, এস, পি তদন্ত করেন। একদিন কুষ্টিয়া কোর্টে আসামীর শুনানীও হইয়াছে। বালিকাটির নাম সরস্বতী, সে হিন্দুস্থানী। মীরপুর থানার ঘটনার শেষ তদন্ত হইয়া গিয়াছে। ফল এখনও জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে কুষ্টিয়ার "জনমত" যেরূপ নির্ভীক ও স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহারই ফলে নাকি পুলিশের ডি, আই, জি সাহেব এ সম্বন্ধে অবহিত হন। পরে, যথা রীতি তদন্ত হইয়াছে। কুমারখালীর ব্যাপারে,

কুষ্টিয়ার পুলিশ ইনস্পেক্টর ও কুমারখালীর সাব-ইনস্পেক্টার অস্থায়ী ভাবে সাসপেণ্ড হইয়াছেন।

জাহাজ জলমগ্ন

পাঁচ শত ব্যক্তির জল সমাধি

[illegible]এর বৃটিশ নৌবিভাগের কর্তৃপক্ষ '[illegible]টাং' নামক জাহাজডুবি এবং [illegible] ৫ শত আরোহীর জলমগ্ন হইবার সংবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

সিটি কলেজ-অধ্যাপক-সমিতির সভা

গত ১২ই আগষ্ট অপরাহ্ণে সিটি কলেজের অধ্যাপক সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যে সমস্ত সর্ত্তে মীমাংসা করিতে সম্মত হইয়াছেন এই সভায় সেই সমস্ত সর্ত্ত সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, রামমোহন রায় হোষ্টেলের হিন্দুছাত্রদিগের পূজার স্থানের একটা ব্যবস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।

মারী গুলীমারা মামলা

মারী নামক স্থানে ঘোড় দৌড়ের মাঠে জনৈক মুসলমান জমীদারকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে মারীর ষ্টেসনের সৈন্যদলের প্রাইভেট ইয়ং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। বুধবার রাওয়ালপিণ্ডির জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

জিনার্তা মেস মামলার জের

লাটের নিকট দয়া প্রার্থনা

প্রকাশ যে আগামী সপ্তাহে গভর্ণর বাহাদুর ঢাকায় আগমন করিলে ঢাকার কয়েক জন মুসলমান নেতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঢাকায় দাঙ্গার সময়ে জিনাতা মেস নরহত্যা মামলার দণ্ডিত ৪ জন মুসলমানকে ক্ষমা প্রদান করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবেন।

রুশ ও আফগানে বাণিজ্য-সন্ধি

রুশ সোভিয়েট ও আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য সন্ধি স্থাপনের জন্য নিয়মাদিত সন্ধি হইয়াছে।

আফগানিস্থানের মালপত্র অবাধে রুশিয়া দিয়া বাহিরে যাইতে ও বাহিরের জিনিসপত্র রুশিয়া হইয়া আফগানিস্থানে আনিতে পারিবে। রুশিয়ায় যে সকল জিনিস প্রস্তুত হয়, আফগানিস্থানে আমদানীর জন্য সে সব প্রতিযোগী জিনিষ যাহাতে বাহির হইতে আর আনা না হয়, রুশিয়া সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। বাণিজ্য-সন্ধিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় রুশ-সোভিয়েট আফগানিস্থানকে অধিক সুবিধা করিয়া দিতেছেন।

আফগানিস্থানের সহিত সোভিয়েট রুশিয়া যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, জারের আমলের রুশিয়ার পক্ষে তাহা অসম্ভব ছিল। উভয়ের নীতির তুলনাই হইতে পারে না। জার আফগানিস্থানের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়ার নীতি আফগানিস্থানের জাতীয় স্বার্থের উন্নতির অনুকূল।

বাঙ্গালার গভর্ণরের ভ্রমণ

বঙ্গদেশের লাট আগামী ২১শে আগষ্ট প্রাতে কালকাতায় উপনীত হইয়া ২৩শে আগষ্ট রাত্রিতে ঢাকা যাত্রা করিবেন। ২৫শে আগষ্ট তিনি ঢাকায় ঘোড়দৌড় দর্শন করিবেন, ২৭শে একটি দরবারে উপস্থিত হইবেন এবং ২৮শে প্রাতে পুলিসের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিবেন। ঐ দিন তিনি নমঃশূদ্রগণের একটি প্রতিনিধিসঙ্ঘের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি ৩০শে যুনিয়নবোর্ডের সভাপতিগণের কন্‌ফারেন্স এবং ৩১শে ঢাকা সমবায় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করিবেন।

অতঃপর তিনি ময়মনসিংহ ও শিলং পরিদর্শন করিয়া দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন।

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন

কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান বাবু তারাপদ মজুমদার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বাবু সুরেশ চন্দ্র চাটার্জ্জিকে ৩ ভোটে পরাজিত করিয়া উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মৌলবী খোদাদাদ খান মোক্তার সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফেনী ডাকাতির মামলার রায়

গত ১৪ আগষ্ট সন্ধ্যার সময় ফেনী ডাকাতির মামলার রায় বাহির হয়। ৫ ঘণ্টা বিতর্কের পর জুরীগণ ৯ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ১ জনকে সন্দেহের সুযোগ দেন। জজ জুরীদের সহিত এক মত হইয়া আসামী আহাম্মদ ওরফে পাগলাকে খালাস দেন। ডাকাতদলের সর্দ্দার আবদুস আজিজ সরবেশ এবং অন্যান্য সকলে ১৫ হইতে ৭ বৎসরের বিভিন্ন সশ্রম দণ্ডাদেশে দণ্ডিত হইয়াছে।

লাহোরে যক্ষ্মা হাঁসপাতাল

লালা নরপৎ রায় লাহোর সহরের সান্নিধ্যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুগণের চিকিৎসা ও থাকিবার জন্য একটা হাঁসপাতাল অথবা আরাম প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি এতদর্থে ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীকে ঐ কার্য্যের জন্য একখণ্ড জমী দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যদি লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীর এলেকায় ঐ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত জমী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে লাহোর সহর এবং ছাঙ্গা-মাঙ্গা নামক স্থানের ভিতর যে বনভূমি আছে, সেখানে উপযুক্ত জমী দিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় শস্যোৎপাদন

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ১৩ সপ্তাহে শস্যোৎপাদন করা হইয়াছে। একটি পাত্রে জল ও শস্যের খাদ্য রাখিয়া উদ্ভিদের উপর দিন ১৬ ঘণ্টা করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক প্রয়োগ করা হয়। উদ্ভিদ যেমন বাড়িতে থাকে, আলোক দানের পরিমাণও সেইরূপ বাড়ান হয়। ফলে আশ্চর্য্য গতিতে উদ্ভিদ বাড়িতে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গম সাধারণ ৫ পক্ক হইতে ৫ মাস সময় লাগে। অথচ, মাত্র ১৩ সপ্তাহে ইহা পাকিয়াছে এবং ফসলও অনেক ভাল হইয়াছে।

দিনাজপুরে ছুরিকাঘাত

গত ১৫ই আগষ্ট বুধবার দুপুর বেলায় বঙ্গবাসী কলেজের এক দারবান ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৯ হাজার টাকার চেক ভাঙ্গাইয়া এক ব্যাগে করিয়া আনিতেছিল, এমন সময় ডাফরিণ হাসপাতালের সম্মুখে এক দুর্বৃত্ত তাহাকে ছোরা মারিয়া ব্যাগটি লয় এবং ট্যাক্সিতে উঠিয়া সরিয়া পড়ে। দুর্বৃত্ত এখনও ধৃত হয় নাই। দারবান আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে।

দস্যু কর্ত্তৃক সরকারী কার্য্যালয় আক্রমণ

সুদান পল্লীতে ডাকাতে পুলিসে প্রচণ্ড সংঘর্ষ

বিখ্যাত দস্যু সর্দ্দার গেইক, ডাকার কার ও ১৫০০ শত নায়ারের অধিনায়ক উপজাতীয় নেতা—মেয়ালদিন এই তিন জন মিলিত হইয়া [illegible] নামক পল্লীগ্রাম আক্রমণ করে। [illegible] প্রচণ্ডভাবে সরকারী কার্য্যালয় আক্রমণ করিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া ডাকাতদিগকে বাধা দেয়। বহুক্ষণ গুলি [illegible] উভয় দলের মধ্যে লড়াই হয়। ফলে ডাকাত দলের ৪৮ জন মারা গিয়াছে।

পুলিশের লোক কেহই হতাহত হয় নাই। সরকারী আফিস আদালতও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তবে ৫০ জন সৈন্য সহ একজন বৃটিশ সৈনিক কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন।

দামাস্কাসে অপহৃত ইরাক মেল

বাগদাদের ১৪ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ মরুভূমি হইতে ডাকাত দল কর্ত্তৃক যে ডাক অপহৃত হইয়াছিল তাহা দামস্কাসে পৌঁছিয়াছে। ডাকের চিঠিপত্র কিছুই খোয়া যায় নাই। ডাকাত দল পরে সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়া এবং বৃটিশের ডাক লুণ্ঠন করায় ফল ভাল হইবে না ভাবিয়া মেলবাহী মোটরের চালককে ছাড়িয়া দেয়। সে তখন মোটর চালাইয়া দামাস্কাসে উপস্থিত হয়।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী মনোনয়ন কমিটী

রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার—সভাপতি, গভর্ণমেন্টের রাজনৈতিক বিভাগের এডিসনাল ডেপুটি সেক্রেটারী, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর-সেক্রেটারী, রায় সাহেব রেবতী-মোহন সরকার এম, এল, সি, খাঁ বাহাদুর মৌলবী এক্রামুল হক, এম, এল, সি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, এম, এল, সি প্রভৃতি সদস্যবৃন্দ সহ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী মনোনয়নের জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে।

দিল্লীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৪ই আগষ্ট দিল্লীতে অপরাহ্নে যমুনা তীরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৩০টি কুটির ভস্মীভূত হইয়াছে। বারিপাতের জন্য যে বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছে, বহুল অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত তাহার মণ্ডপটীকে অগ্নি আক্রমণ করিয়াছিল, এমন সময় দমকল আসিয়া পড়ায় তাহা রক্ষা পাইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দশ হাজার টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ঠা ভাদ্র, সোমবার—১৩৩৫।

গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

অনেক সময় অনেকের মুখে গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কথা ও নানা প্রকার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের কাহার কথায় আস্থা স্থাপন করা যাইবে, তদ্বিষয়ে স্থানে স্থানে মতভেদ উপস্থিত হয়। আমরা গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে যতটুকু জানি, লিখিতেছি; তাহার দোষগুণ পাঠক মহোদয়গণ নিজ-নিজ-বিচারে স্থির করিতে পারেন।

যেস্থান হইতে নদীয়া-প্রকাশ প্রত্যহ প্রকাশিত হন, সেই স্থানটী শ্রীনবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী অন্তর্দ্বীপের শ্রীমায়াপুরস্থিত 'শ্রীচৈতন্যমঠ'-নামে প্রসিদ্ধ। উহার পূর্ব্বে তাহা ব্রহ্মপত্তন-নামে অভিহিত হইত। এস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবিগ্রহ আবির্ভূত হইবার পর উহা শ্রীচৈতন্য মঠ'-নামে আখ্যাত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তগণ ইহাকে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহ বলিয়া অবগত আছেন। এই শ্রীচৈতন্য মঠের কলিকাতা-শাখাই শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-নামে প্রসিদ্ধ।

মঠে সম্প্রতি শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর নিত্যসেবিত হন। এস্থানে আজ কএক বৎসর হইল, শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত-তনু অপ্রাকৃত শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই শ্রীবিগ্রহসমূহের সেবকগণ পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-পথাবলম্বী। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। সেই ভাষ্যপাঠক ভাগবতগণ সাত্বত পঞ্চরাত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের সেবা করেন।

ভাগবত-কথিত একমাত্র হংসজাতীয় পাঞ্চরাত্রিকগণ শ্রীবিগ্রহগণের সেবা করেন। ত্রেতাযুগে সেই হংসজাতিই চারিপ্রকার বর্ণে বিভক্ত হন এবং কেহ কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছসংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট হন। পরে গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে একায়নবর্জ্জী শুদ্ধবৈদিকগণ শ্রীভগবান্‌বিষ্ণুর অব্যভিচারিণী সেবা করিতেন। ত্রেতা-প্রারম্ভে সত্যবস্তুর একপাদ ক্ষীণ হইলে ত্রিপাদ অবস্থিতি-কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই দ্বিজাতিত্রয় ত্রিপাদধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অগ্নিমিশ্র-ধ্যানের অভাবে যথবিধির দ্বারা পরম সত্য বাস্তব-বস্তুর সেবা করিতেন। পরে দ্বাপরে অর্দ্ধপাদসত্যের অবস্থিতি-কালে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের পূজা আরম্ভ হয়। তাই বলিয়া প্রাক্কালে শ্রীনারদ ও উপরিচর বসু-সেবিত অর্চ্চা-বিগ্রহের অধিষ্ঠান ছিলনা,—এরূপ নহে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিশুদ্ধ একায়নবর্জ্জী হইয়া একায়ন পাঞ্চরাত্রিকবিধানের সাহায্যে শ্রৌতপথ বহ্বয়নশাখাবলম্বী স্মৃতিকুলদ্বারা সত্যকে বিপন্ন হইতে দেন না। যাহারা একায়নস্কন্ধিগণের নিগমবিধি, নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কলিযুগে যে এক-পদ সত্যের অবস্থিতি বর্ত্তমান, তাহা সাত্বত একায়ন স্কন্ধাশ্রিত হংসজাতির মধ্যেই সম্ভবপর হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ গৌড়ীয়েশ্বরের অভিবিশ্বস্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যাভিলাষে শ্রীমহাভারতের হংসগীতানুসারে সঙ্কলিত শ্রীউপদেশামৃত সর্ব্বথা পালন-পরায়ণ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারপ্রণালীদ্বারা পরস্পরবিবদমান পরবর্ত্তিকালের বর্ণাখ্য বৃত্তিজীবিগণের বৈষম্য নিরাকৃত হইয়াছে। তাঁহারা ঐকান্তিক এবং ভগবৎপ্রপন্ন। সুতরাং আধ্যক্ষিকবিচার যেস্থলে ব্যভিচারক্রমে একায়ন বেদস্কন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বহ্বয়নশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক গুণ-কর্ম্মভেদে পরস্পর কলহ সৃষ্টি করিয়া বৈষম্য আনয়ন করে, গৌড়ীয় মঠ তৎকালে সেই স্মার্ত্ত ও পারমার্থিকগণের দ্বন্দ্বপূর্ণ বিচারের চিৎসমন্বয় করিয়া দেন। এই সমন্বয়-কার্য্যে তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট হইবার অভিলাষ রাখেন না।

তাঁহারা প্রাচীন হংসজাতির নিত্য গৌরব বিস্মৃত না হইয়া কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসক। সুতরাং যাহারা যাবতীয় অভাবের অর্থাৎ অনর্থের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনা করেন এবং মঙ্গলময়ের সংসারে শান্তিতে বাস করিয়া ঈশ্বর-সেবা-সুখে নিযুক্ত থাকিয়া কলিহতবিচারে আর প্রবিষ্ট হননা; তাঁহাদের সৌভাগ্য অতুলনীয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বেদান্তানুশীলন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। বেদান্তবেদ্য মুক্তপুরুষোপাস্য কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের একমাত্র আকর্ষণের ব্যাপার। মঠসেবকগণ, সকলেই কৃষ্ণাকৃষ্ট সুতরাং সাধারণ মায়াকৃষ্ট জীবের ন্যায় গুণজাত-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন না। সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠকে অন্যাভিলাষীর মঠ, কর্ম্মীর মঠ বা জ্ঞানীর মঠ বা যোগী তপস্বীর মঠ সদৃশ বলিয়া অভিহিত করিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ ভক্তিমঠ বলা যাইতে পারে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই পথত্রয় নশ্বর ও কালক্ষোভ্য বিকারবিশিষ্ট। ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার বিকার বা কালক্ষোভের সম্ভাবনা নাই, স্থানের বা পাত্রেরও হেয়তা নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তিমঠ হওয়ায় আরোহ-বাদী সাংখ্যতীর্থ জড়বিচারপ্রমত্ত প্রতীপ প্রিয়নাথ প্রভৃতি মায়াবদ্ধজীবের দয়ার নামে মনোদয়া দয়ারূপ সর্ব্বজ্ঞতার পক্ষ-পাতী নহে। তাঁহারা অমন্দোদয়দয়াময় শ্রীচৈতন্যদয়ায় উদ্ভাসিত।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছা এই চতুর্ব্বর্গকে গৌড়ীয়মঠবাসিগণ কপটতা জানিয়া অনর্থরাভিমানি কলশীল অক্ষয়ব্রত প্রতীপ প্রিয়নাথস্থ অথবা সাংখ্যতীর্থের ফল্গুত্বে অধিক আস্থা স্থাপন করেন না। জাতিমদমত্ততারূপ বৃথাভিমানে জাতির গৌরবকে যৌবন জানিয়া সাংখ্য-বাদিগণের কথিত স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোথ অসরল পোষণ করেন না। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ও শফরি ফরফরায়তে প্রভৃতি ন্যায়ে আবদ্ধ মূর্খতা ও অশিষ্টতা যে কালে নাস্তিকঅর্হত্তের উপাসনায় ব্যস্ত থাকে, তৎকালে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা জানাইয়া দিতে সহিষ্ণু গৌড়ীয়মঠ সর্ব্বদা প্রস্তুত।

অজাতিস্মর অল্পবিদ্যা-মদ-মত্ত হঠাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অব্যভিচারিণী হরি-সেবাকে প্রত্যেক জীবাত্মার পরম ধর্ম্ম না জানিয়া অপ্রাকৃত গৌড়ীয়মঠকে স্বীয় দুর্বৃত্ততা ক্রমে তথাকথিত মাটিয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ মনে করায় সেই জগজ্জঞ্জালকারিগণের কর্ম্মফলে যে দুর্ভিক্ষ, রোগ ও মূর্খতা প্রভৃতি আক্রমণ করে এবং জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগ এবং ধনমদ, কুলমদ ও বিদ্যামদ দ্বারা ভক্তির নিন্দার প্রবৃত্তি জন্মে, গৌড়ীয় মঠ সেগুলির আদর করেন না। বেদের আধুনী সঙ্কলের ন্যায় অপরাবিদ্যার একটী অতি ক্ষুদ্র অংশের বহুমাননকারী সাংখ্য বাদী কর্ম্মীর গরু মারিয়া জুতাদান নীতিকে মূর্খতা জানিয়া তাহার অশিষ্টতা হইতে সর্ব্বদা মঠবাসিগণ দূরেই অবস্থান করেন।

গৌড়ীয় মঠ বৈকারিক জগতের প্রাকৃত উন্নতিকল্পে নিত্য পরিচয় বুঝাইবার মানসে যাবতীয় চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সায়নমাধব লিখিত তার্কিক সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যের অর্ব্বাচীনবিচারকে কপটতা মাত্র জানিয়া স্যাদ্বাদীগণের সঙ্গ ত্যাগ করেন। তাঁহারা সমন্বয়বাদী শ্রৌতব্রুব কেবলাদ্বৈত-বিচারপর হরিবিমুখগণের মঙ্গলবাসনায় সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-প্রচারিত বেদান্ত ব্যাখ্যানদ্বারা প্রতীপপ্রিয়নাথের স্বল্পবিদ্যার ফল্গুতা ও স্যাদ্বাদের অকর্ম্মণ্যতা জানাইয়া দেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যবিদ্যায় ভগবজ্জ্ঞানের দুর্ভিক্ষ এবং অর্ব্বাচীন অভক্তগণের বিষয়-লোলুপতার সহিত ভক্তগণের হরিসম্বন্ধে বস্তুগ্রহণের সমতাপ্রচারকারীর মুখ তা-পনোদন করিতে মঠসেবকগণ সচেষ্ট।

তাঁহারা সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভগবদুপাসক। তাঁহাদের কোন কপটতা নাই। অন্যাভিলাষী যেরূপ মৎস্য মাংস স্ত্রী ও হিংসা এবং অর্থ-সংগ্রহ বাঞ্ছা অন্যান্য কার্য্যে দিনপাত করেন, মঠসেবকগণ কৃষ্ণ প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত সেই সকল কার্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের প্রেমই পরম পুরুষার্থ জানিয়া ছলনাময় চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর সহিত একমত স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেন না। চতুর্ব্বর্গাভিলাষিগণকে তাঁহাদের অমঙ্গল ধারণা হইতে অনুগ্রহে উদ্ধার প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্ মানবকে গৌড়ীয়মঠের সেবক-শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া গৌড়ীয় বৃদ্ধি করেন।

জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী যেখানে যত ছিলেন, আছেন ও হইবেন সকলেই প্রাকৃতিক বিচারে নিজ নিজ মঙ্গলনিরূপণে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের নিত্য সত্তা ও নিত্য ব্যবহার হইতে নিজ নিজ অনাত্মার বৈষম্যস্থাপন করিয়া বৈকারিক রাজ্যে ভ্রমণ করেন। সুতরাং তাঁহাদের অন্যান্য সুকৃতির উৎপত্তির জন্যই মঠ-সেবকগণের ঐকান্তিক আগ্রহ। মানবজাতি তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত কাল বৃথা জড়ভোগ চেষ্টা করিয়াও অঋণী হইতে পারিবেন না।

মঠ সেবকগণ প্রত্যেক অর্হৎ হইতে তারতম্য-বিচারে বহুগুণে পবিত্র। প্রত্যেক বেদবিরোধী বৌদ্ধের বিভিন্ন বিচারের অসম্পূর্ণতা ও নিরিবদ্ধতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ। চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদের অপ্রয়োজনীয়তা ও মূর্খতা তাঁহারা সহজেই দেখাইতে পারেন। কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, যোগ-বাদ ও ধনমদ, কুলমদ, বিদ্যামদ ও তপোমদ এবং সাধুত্বের প্রতিষ্ঠাশাপ্রভৃতিকে তাহারা মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সমগ্র জগতের সহিত অলৌকিক সহানুভূতি সম্পন্ন। ষড়্‌রিপুর দাস মাত্রেই যতই কেননা তাঁহাদের অমঙ্গল আনয়ন করুক, মঠের প্রচারকগণের অমিয়বাণী তাহাদিগকে অমঙ্গলের হস্ত হইতে সদ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ।

এই সকল কারণে বিশ্বের সকল প্রাণী-বৃন্দ গৌড়ীয়মঠে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ নিজ মনোধর্ম্মের কল্পিত অস্তিত্বের প্রতি উদাসীন হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের প্রথম চারিটী শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ আবশ্যক। তাহা হইলেই তাঁহারা বাতপিত্ত-কফাত্মক কুণপের অস্মিতা বিস্মৃত হইবেন ও মঠে প্রবেশাধিকার লাভ করিবেন। তখন নাস্তিকগণের অশিষ্ট তা তাঁহাদের সহিষ্ণুতার ব্যাঘাত করিতে পারিবে না।

শ্রীগৌরজন্মভূমি নির্ণয়সমিতির সদস্য

সভাপতি মহারাজ সার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বাহাদুর কে. সি, আই ই,

মহোদয়গণ সমীপেষু।

তৃতীয় পত্র।

পূর্ব্বপত্রদ্বয়ে অভিসন্ধির ইঙ্গিত

অধ্যাত্ম্যদিত জন্মভূমিনির্ণয়কারক বিচারকগণ ও তাঁহাদের সংবাদদাতৃগণ যে প্রকার অনধিকারী ও অবাস্তব উদ্দেশ্য-মূলে শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় যোগদান না করিয়া সময় সময় নানাপ্রকার বিরোধিনী সমিতির আবাহন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন অমূলক গল্প সৃষ্টি এবং সাধারণ অনভিজ্ঞজন হইতে সত্য আবরণ করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিতমাত্র পূর্ব্বপত্রদ্বয়ে লিখিত হইয়াছে।

জন্মভূমি-নির্ণয়ে অসরলতা

কিন্তু ঐ প্রকার অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমিনির্ণয়ের কিঞ্চিন্মাত্র সদ্ভাব ইচ্ছা না থাকায় এবং তাঁহারা সরলপথে সরল অন্তঃকরণে সরল উদ্দেশ্যে সরলতা আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিষিদ্ধ পথে অগ্রসর হওয়ায় তাঁহাদের উদ্যম পবিত্র বলিয়া মনে করিতে পারি না।

দেশকালপাত্র-ভেদে বস্তু-নির্দ্দেশ সদিচ্ছাভাব

আধ্যক্ষিকজ্ঞান অবলম্বন করিয়াও যদি তাঁহাদের পবিত্রভাবে শ্রীগৌরজন্মভূমি নিরূপণ করিতে ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রেই পাত্রস্বরূপ শ্রীগৌরের স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌর কোনকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাও নিরূপণ করিতেন। তৃতীয়তঃ, শ্রীগৌর কোন্ স্থানে প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন, তাহাও নির্ণয় করিতেন। বস্তুনির্দ্দেশের অভাবে প্রতিপাদ্য সম্বন্ধিনী কোন কথায় অগ্রসর হওয়া যায় না, একথা বালকেও বুঝিতে পারে।

অযোগ্যতাশ্রয়ে বস্তুনির্দ্দেশ অসম্ভব

যাহারা আধ্যক্ষিক জ্ঞানাবলম্বনে নির্দ্দিষ্টবস্তুর অনুশীলন করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও স্বরূপ-নির্দ্দেশে উদাসীন থাকা উচিত নহে। নিজ অযোগ্যতা-ভাণ্ডার অবলম্বন পূর্ব্বক সাধ্যাতীত ব্যাপারকে করায়ত্ত করিবার দম্ভ করা হাস্যাস্পদ মাত্র। বর্ত্তমান প্রারম্ভেও পাত্র, দেশ ও কালের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যোগ্যতা ও স্থায়িত্ব প্রভৃতি অগ্রেই নির্ণয় করা কি কর্ত্তব্য নহে।

প্রমাণের যোগ্যতা ও যাথার্থ্য-নিরূপণ আবশ্যক—

যে সকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সেই প্রমাণগুলির কি পরিমাণ যোগ্যতা আছে, তাহা নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। প্রতিপাদ্য-বিষয়ের ও প্রতিপাদক আশ্রয়ের অবাধার্থ সন্ধিনীশক্তিপ্রকটিত প্রমাণগুলির বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া যথেচ্ছাচার করিলে কখনই সত্যের উপলব্ধি হইবে না।

আরম্ভের গুপ্ত কারণ ও আরম্ভবাদের বিচার

আরম্ভমাত্রেরই একটী কারণ থাকে, যেহেতু প্রারব্ধ কার্য্যরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই কারণবাদ হইতে জন্মগ্রহণ করে। আরম্ভবাদীর বিচারপ্রণালীতে শ্রীবিদ্যারণ্য ভারতী স্ব লিখিত পঞ্চদশী নামকগ্রন্থে এই কথারই কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহার ইঙ্গিত হইতে জানা যায় যে, আরম্ভবাদিগণ সূত্র ও বস্ত্র ন্যায়াবলম্বনে অগ্রসর হইয়া জগৎ সমক্ষে নিজ নিজ বিচারপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া অপর বিচারপ্রণালীকে নিরাস করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। শক্তি পরিণামবাদী এই আরম্ভবাদের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার জন্য আধ্যক্ষিক বিচারপ্রণালী যে খর্ব্বদৃষ্টিমূলক, তাহা জগতে প্রচার করিয়া স্বমতের পরম উৎকর্ষ সংস্থাপন করেন। বিবর্ত্ত-বাদী সর্পরজ্জুর উদাহরণ আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিয়া যে সত্যনির্দ্ধারণে যত্ন দেখান শক্তি-পরিণামবাদিগণ নিরস্তকুহক পরমসত্যের সহিত তার-তম্য বিচারে উহারও অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করেন।

বিপক্ষীয়গণের অনুরূপ ভাষা ও যুক্তিপ্রয়োগ

সে যাহা হউক, আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত বিচার-স্রোত লইয়া যে বিতণ্ডা ছল, নিগ্রহ প্রভৃতির অবতারণা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সেইরূপ ভাষায় ও তদনুরূপ ভাবের সহিত কএকটী কথা বলিতেছি। এইরূপ কথা বলায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি আধ্যক্ষিকের প্রতিপূর্ণশ্রদ্ধাবিশিষ্ট নহি। আধ্যক্ষিকেরই অনুবোধক্রমে আমাকে তাঁহার ভাষায় তাঁহার পারদর্শিতার তাঁহার করণের অপটুতায় ও তাঁহার হাব-ভাব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার জন্যই কএকটী কথা উপদেশসূত্রে বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। ঐ গুলি তাঁহাদের কি পরিমাণে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে ও হইবে, তাহা আমি জানিনা। যেহেতু আধ্যক্ষিকগণ অবাস্তব অপস্বার্থের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বিচারোত্থ কুপথ প্রণালীর দূষিত মলমিশ্রিতজলে শৈত্য-লাভ করিবার প্রযত্ন করিয়া থাকেন। তাদৃশ দুর্গন্ধযুক্ত প্রণালীতে ভাসিয়া যাওয়া আমার উদ্দেশ্য না হইলেও পূতিগন্ধময় প্রণালীর তটদেশ হইতে কএকটী উপদেশ-দ্বারা তাঁহাদের গতিবিধি সংযত করিবার অভিলাষ করিয়াছি মাত্র।

গুপ্ত উদ্দেশ্যমূলক কাপট্য শিষ্টাচারবিরুদ্ধ

অভিনব গৌরজন্মভূমিনির্ণয়সমিতির সভ্যগণ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের মনে কোন অবান্তর উদ্দেশ্য বা কপটতা স্থান পাওয়া উচিত নহে। যদি সাধারণের হিতের জন্য ও তাঁহাদের নিজমর্য্যাদাস্থাপনের উপলক্ষণে প্ররোচনা-কার্য্যে কয়েকটী গুপ্ত অপস্বার্থসিদ্ধির উন্নতি-বিধানই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বাহ্যে প্রকাশিত বিবৃতি কপটতা রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গৌণ-উদ্দেশ্যযানে আরূঢ় হইয়া যাহাদের অমঙ্গল প্রার্থনা তাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের উপর অবৈধ আক্রমণ-মাত্রেই উহা পর্য্যবসিত হয়। সেরূপ কার্য্য শিষ্টসম্প্রদায় কখনই আদর করেন না।
কিন্তু তাহা না করিয়া শ্রীগৌরবস্তু-নির্দ্দেশ-কল্পে যাঁহার যাহা আধ্যক্ষিকজ্ঞানে সম্বল, তদ্দ্বারাই তাঁহারা বস্তুর নির্দ্দেশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞানবুদ্ধিই ধামনির্ণয়ে সমর্থ

যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে নিত্যবস্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় বস্তু জানিয়া চিন্ময় বস্তুর নাম-নামীর অভেদ, নামি-রূপের অভেদ, নামি-গুণের অভেদ, নামি পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অভেদ, নামিলীলার অভেদ, নামের সহিত রূপ, গুণ ও লীলার অভেদ প্রভৃতি যাবতীয় সম্ভবপর permutation ও combinationকে অদ্বয়জ্ঞানরূপে নিরূপণ করেন তাঁহাদের নির্দ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত।

খণ্ডবুদ্ধি ধামনির্ণয়ে অসমর্থ

আর যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে কেবল-মাত্র প্রাকৃত বস্তুসমূহের অন্যতম জানিয়া প্রাকৃতরাজ্যের দেশকালপাত্রাভ্যন্তরে সম্পুটিত করেন তাদৃশ আধ্যক্ষিকবিচার-সম্পন্নজনগণ তাঁহার জন্মভূমি নির্ণয়করিতে গিয়া ঐতিহ্য সঙ্গতিপূর্ণ কিম্বদন্তী, লৌকিক ভ্রমবর্ত্তিত পঞ্চাঙ্গন্যায়সঙ্গততর্ক প্রভৃতি অবলম্বন করিলেন।

পরিচ্ছিন্নবুদ্ধি মূর্খতা-মাত্র

তাহাতে মানবজাতির ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-মুগ্ধ জনের অধস্তনসূত্রে তাঁহার উদ্ভব খণ্ড-কালের বৈশিষ্ট্য-নির্দ্দেশে তাঁহার জন্ম এবং ভূতাকাশের অচঞ্চল খর্ব্ববিশেষের চঞ্চল অংশবিশেষস্থানে তাঁহার উদ্ভব এবং গতি-বিধি লক্ষ্য করিবেন।

প্রভুর পূর্ব্ব-পুরুষ বিষয়ে তথ্য

আধ্যক্ষিক জ্ঞানাবলম্বনে অগ্রগামি-জন বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণিক ঐতিহ্য গ্রহণ করিলে জানিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে শ্রীহট্ট নামে যে প্রদেশ খণ্ডের কথা শুনা যায়, সেই স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ব পুরুষগণের বাসস্থান ছিল এবং তথা হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের জনক মিশ্রমহাশয় বিদ্যানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য অন্যান্য বহু আত্মীয় স্বজনকুটুম্বাদি সমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমায়াপুর শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে বাসকালে তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি হয়।

কল্পিত রচিত গ্রন্থের অকর্ম্মণ্যতা

'শ্রীচৈতন্যোদয়াবলী' বা যাজপুরীয় কিম্বদন্তী প্রচারক জয়ানন্দের নামে লিখিত আধুনিক 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থপ্রভৃতির বিবদমান প্রমাণের কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থসমূহ অবলম্বনপূর্ব্বক বাক্যাদি বলিলে ঐ সকল প্রাদেশিক অবৈধ বিবাদজনক শুষ্কতর্কানলরূপ অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

আমাদের নিরপেক্ষতা

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষকে উৎকলদেশবাসী সাজাইতে ব্যস্ত নহি, উৎকল দেশাধস্তন বলিবার বিরোধীও নহি অথবা আসামের শ্রীহট্ট দেশীয় পূর্ব্বপুরুষ বলিবার বিচারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বতোভাবে উৎকলদেশীয়াধস্তন বিরোধী হইতেও প্রস্তুত নহি। শ্রীগৌরের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান জার্ম্মণি-দেশের উত্তরাংশ, কি ককেসাস্ পর্ব্বতের কাস্তপহ্রদের তটবর্ত্তি প্রদেশে, অথবা সুমেরু সাইবেরিয়া প্রভৃতি স্থানে ছিল কিনা, তদ্বিষয়ে পরস্পর কুতর্ক উদ্ভাবন করিতে প্রস্তুত নহি। শ্রীযুত রিজলি সাহেবের বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণকে মধ্য-এশিয়ার মঙ্গোলিয়ান্-জাতি ও দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতিবিশেষ মনে করিয়া শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব-পুরুষগণও তাঁহাদের স্বদেশবাসী আত্মীয়-স্বজনগণের মঙ্গোলিয়-দ্রাবিড় জন্মের পক্ষপাতসূত্রে অথবা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব প্রভৃতি মনীষিগণের বঙ্গদেশবাসীর জাতি-নির্ণয়ে পঞ্চদ্রবিড়-দেশ-সমাগত প্রভৃতি বিচারধারার অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।

আমাদের নিরপেক্ষতার কারণ

স্থূলশরীর হইতে স্থূল উপাদান হইতে মানবশরীর জাত হয় এবং সেই স্থূল উপা-দানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া চৈতন্যোদয় করাইতে গিয়া প্রাণিগণের প্রাণ জড়-শরীরের অন্তর্গত পদার্থ অথবা তাহার প্রতিকূলবিচারে, কয়েকটী বিভিন্ন অচেতন বস্তুর সংমিশ্রণে চেতন জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি আধ্যক্ষিক জ্ঞানের পরস্পর বিবদ-মান চিন্তা-স্রোতাবলম্বনে অধোক্ষজ চেতন-বস্তুর স্বতন্ত্রতা এবং চিন্মাত্রবাদের প্রতিষ্ঠান আধ্যক্ষিকজ্ঞানে বিচার করিতে গিয়া সাহিত্যিক পালোয়ানদিগের সহিত মারা-মারি কুস্তি প্রভৃতি করিবার প্রয়াসকে শ্লাঘ্য ও গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি না।

জড়জ্ঞানের বিষময় ফল

আধ্যক্ষিকজ্ঞানমত্ত-জনগণ যে প্রকার নিজ-নিজ-বিচার-সংরক্ষণকল্পে কিছুদিন পূর্ব্বে যুরোপ-খণ্ডে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও মহাসমর প্রজ্জ্বালিত করাইয়া স্ব স্ব আধ্যক্ষিকজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় বহু চেষ্টা করিয়াছেন তাদৃশ বৈশ্যক্ষাত্রবলের অকর্ম্মণ্যতা, হেয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা বহুদিন পূর্ব্বেই বিশ্বামিত্র ঋষির উক্তিতে ব্রহ্মবলের প্রাধান্য উপলক্ষে স্থাপিত হইয়াছে।

ঋষিনীতির অধঃপতন ও অনাদর

ক্ষাত্রনীতি ও বৈশ্যনীতি প্রভৃতির সংমিশ্রণে ঋষিনীতির যে আধ্যক্ষিকতা, তাহা অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণগণের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ। তাঁহারা বলেন,—এই প্রকার কল্পনীতির আশ্রয়ে যে আধ্যক্ষিক ফল্গু চেষ্টা, তাহা দুদিনের জন্য সুতরাং নশ্বর মাত্র; উহা বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বিনাশি 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত।

শ্রৌতপন্থীর সিদ্ধান্ত

অধোক্ষজ-সেবাপরায়ণগণের বাস্তব বস্তুসম্বন্ধে নিত্য মহা-সিদ্ধান্ত এই যে, তাৎকালিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাগনাদি হইলেও উহা কালক্ষোভ্য বা বিনাশি। তজ্জন্য নশ্বর জড়াশ্রিতকর্ত্তার কর্ত্তৃত্বযুগে বাহ্যিক

কর্ম্ম বিনাশি কিন্তু চিদাকাশে কর্ত্তার নিত্য কর্ত্তৃত্ব অবিনাশি। কর্ত্তা যখন অবিমিশ্র আত্মায় প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁহাতেই নিত্য ধারণার উদয়ক্রমে প্রাপঞ্চিক নৈষ্কর্ম্ম পরিলক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক নৈষ্কর্ম্মের সহিত মতভেদ স্থাপনপূর্ব্বক যে হরির নিত্যসেবন-কর্ম্ম প্রপঞ্চাশ্রিতবিপন্নজনগণের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে লক্ষিত হয় উহা কর্ম্মবীরের কর্ম্ম হইতে পৃথক্ নিত্যভূমিকায় অবস্থিত হওয়ায় কেবল-চেতনের বৃত্তির অনুশীলন বা ভক্তি-শব্দে কথিত হয়।

শ্রৌতপন্থীর সদাচার

নিত্য আত্মা যখন নিত্য বাস্তববস্তুর অনুশীলন করেন। তখন তিনি ভূতাকাশে জড়পিণ্ডে জড়কালের বিচারে আত্মপ্রতীতি আবদ্ধ না করিয়া উহাদিগের অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন না হইয়া প্রপঞ্চের খণ্ডিতভাবের অপব্যবহারে অন্তর্নিবিষ্ট হন না।

বিপক্ষীয়গণের ভ্রমনিরসন

আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণজনগণের ভূতাকাশস্থিত-মানসিক তাণ্ডবনৃত্যের (mental speculation এর) আমি পক্ষপাতী না হইলেও তাদৃশ ভূতাকাশে অবস্থিত জনগণের সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণেরও সত্য প্রসারণ করিবার মানসে তাঁহাদেরই মত কতকগুলি কথার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

গুরুকৃপাপ্রভাবে স্বস্বরূপে অবস্থিতি

কিন্তু উহাতে ডুবিয়া গেলে আমি চেতনবিহীন জড়পিণ্ডের ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া যাইব। কিন্তু আমি—জীব, আমি—চেতন, আর এই সকল মানসিক চঞ্চলতা—ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা মাত্র। সুতরাং ঐ গোলমালে আমি চৈতন্যদাস হইয়া কখনই প্রবিষ্ট হইব না।

আমার নিত্য ধর্ম্ম।

প্রাপঞ্চিককর্ত্তৃত্বে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-প্রমত্ত জনগণের সঙ্গত্যাগই আমার আত্মার ধর্ম্ম। তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে অসহযোগই আমার একান্ত প্রয়োজন।

বিপক্ষীয়গণের শুভেচ্ছা

তাঁহাদিগের বালোচিত তর্কশাস্ত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় আরোহবাদী-পরিচয়ে আমাকে যে রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করাইয়াছি, তাহা তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই। ইহাতে আমার ক্ষতি আছে,—বৃথা সময়-ক্ষেপ আছে বটে কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের নিষ্কপট দাসগণের অভিপ্রেত।

চৈতন্যমঙ্গল অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতের অনুকরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আধ্যক্ষিক বিচার শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীবৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের অনুসারে শ্রীহট্টবাসীর অধস্তন বলিয়া জানাইয়া দিয়াছে। তজ্জন্য অভিসন্ধিমূলে জয়ানন্দ-নামে 'চৈতন্যমঙ্গল' লেখককে দাঁড় করাইয়া যেগ্রন্থের প্রাচীনতার নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার গ্রহণ-বিষয়ে আধ্যক্ষিকগণের কতটুকু যোগ্যতা আছে, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। ঐ ভার আমার নহে।

'দুলজ্জবিচার—বিবদমান

তবে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কথিত শ্রীচৈতন্যের হোঁচট খাইয়া প্রাণত্যাগ বাজপুরের উৎকলবাসিগণের বংশে তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতি বিচার বিবাদমূলে অধিষ্ঠিত।

শ্রীবৃন্দাবনদাসের মাহাত্ম্য

পূর্ব্বমহাজন শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণের জীবন স্বরূপ। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তথা-কথিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ও উদয়াবলী প্রভৃতি গ্রন্থের বিচারপ্রণালী আমি অবলম্বন করিতে রাজী নহি বা পারি না।

মেকি নকল পুঁথিগুলির গবেষণা আমার আলোচনা বহির্ভূত

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কেন কি জন্য, কাঁহা কর্ত্তৃক এবং কিরূপভাবে সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে এবং চৈতন্যোদয়াবলী শ্রীহট্টবাসীর জাতীয়তা ও প্রাধান্য সংরক্ষণে কাঁহা কর্ত্তৃক কিরূপভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা আধ্যক্ষিক বিচার-পরায়ণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুত মৃণালকান্তি বাবু, জেমোকান্দির শ্রীযুত উপেন্দ্র বাবু, শ্রীযুতনলিনী কান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুত ভট্টরায় অমূল্যধন শ্রীযুত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়গণ আলোচনা করিতে থাকুন। এই সকল পক্ষ প্রতিপক্ষগণের আধ্যক্ষিক বিচার আমিও অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎসূত্রে সময়ান্তরে আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে এই পত্রাভ্যন্তরে সেই সকল কথা আলোচনা করিতে বিরত হইলাম।

চৈতন্যভাগবতের বিরুদ্ধে কল্পিত বাক্যের অপ্রামাণ্য

শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে যে সকল অভিনব বাক্য মনঃকল্পিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রাচীনের নামে লিখিত হইয়াছে বিচক্ষণ আধ্যক্ষিকগণও কখনই ঐ গুলির সমর্থন করেন না, জানি। সুতরাং আমাদের অবলম্বনীয় প্রমাণস্বরূপ পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত আধুনিক অবাস্তর উদ্দেশ্যে পূর্ব্বকাল-কল্পনামুখে সাম্প্রত রচিতগ্রন্থের প্রমাণ-গ্রহণে আমি প্রস্তুত নহি।

উদ্ধবদাসের কল্পিত গুপ্ততথ্য

বিশেষত উদ্ধবদাস রচিত গীতগুলি অধিকাংশই কুমারটুলির ঠাকুরবাড়ীর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গোস্বামী মহাশয়ের পিতৃদেবের সহিত কতটা সম্বন্ধ বিশিষ্ট,—একথা হুগলী কলেজের অধ্যাপক মহাশয় ও তাহার প্রতিপক্ষগণ বলিতে পারেন। ঐ পদগুলি বা সলিম সেখের নামীয় বেলপুকুরিয়ার কল্পিত চিঠা প্রভৃতিকে আমি প্রমাণ বলিয়া কখনই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। তজ্জন্য আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

ক্যাকড়ার মাঠ পুরাণ মিঞাপুর নহে

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে আবির্ভূত হন সুতরাং উহা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যাকড়ার মাঠস্থ হালি নবদ্বীপ নহে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রাচীন শ্রীমায়াপুরই যোগপীঠ—যাহা অশিক্ষিত মুসলমান জিহ্বায় উচ্চারিত হইয়া হিংসাপর শিষ্যসূত্রে দুষ্টের অভিসন্ধি পর হিন্দুগণের কলহের বিষয় হইয়াছে।

উকীল সম্পাদকের ওকালতি-বুদ্ধির তারিফ

খুলনা মৌভোগের উকিলবাবু আইন কানুন ও ব্যবহারশাস্ত্র অদ্বিতীয় হইতে পারেন, ব্যক্তিবিশেষের শাস্ত্রজ্ঞান খুব বেশী হইতে পারে, নিকোলা টেস্‌লা প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বড় হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল পারদর্শিব্যক্তির সহিত গৌরজন্মভূমি নির্ণয়সমিতির মূল-পুরুষ ভেকধারীর স্তাবকসম্প্রদায়ের সাম্যজ্ঞান আমরা আধ্যক্ষিকজ্ঞানে রুচি বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

অপ্রিয়সত্যের রহস্যোদ্‌ঘাটনাশঙ্কা

বর্ত্তমান বঙ্গদেশের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের একজন মালিকসূত্রে অখিল-জনপ্রিয় উদারতার আদর্শ নিখিল বিদ্বোৎ-সাহিসমাজের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ, বঙ্গদেশের সকল শুভানুষ্ঠানে অগ্রণী ও সহযোগী মহারাজ এইরূপ গৌরজন্মভূমিনির্ণয় সমিতির কতিপয় অবান্তর উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সভ্যের উত্তেজনায় কেন যে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং কেন যে তিনি তাঁহার কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অবিসংবাদিত প্রকটভূমির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে বহু অপ্রিয়সত্যের উদ্‌ঘাটন হইয়া পড়িবে।

সভাপতির উপর অবৈধ আধিপত্য

অবশ্য তাঁহার নিশ্চলা শ্রদ্ধা অদ্বৈতবংশস্তাবক কএকটী ব্যক্তির প্রতি আছে, জানি। বিগত তিন চারিশত বর্ষকাল শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত পরিচয়ে যে সকল বিদ্ধসম্প্রদায় তাহাদিগের মধ্যে গুরুর কার্য্য করিতেছে, তাহাদের অধস্তনগণের উত্তেজনায় ও অবৈধ প্ররোচনায় সভাপতি মহারাজের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় উদারচরিত ব্যক্তি কখনই নিত্যসাধুগণের প্রতিপক্ষে স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া অবৈধ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

সত্যের বিরুদ্ধে মহারাজকে নিয়োগ

আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, অশিক্ষিত, অবাস্তর ইতর অভিসন্ধিবিশিষ্ট সর্ব্বতোভাবে সাধুতারহিত হইয়া বহুলোকের নিকট কপটাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি একটী অবৈধ দল পাকাইবার জন্য যত্ন করিতেছে, তাহাতে দৃঢ় অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বর্ত্তমানকালের যেসকল বক্তা ব্যবহারজীবী ও ব্যবহারকুশল পণ্ডিত-নামে প্রচারিত সাহিত্যিকগণ যোগদান করিয়া সেই দল কেন পুষ্ট করিতেছেন এবং তাহা পরমার্থ বিদ্বেষমূলেই প্রতিষ্ঠিত কিনা তদ্বিষয়ে দিক্‌প্রদর্শনসূত্রে সভাপতিমহারাজ ও নিরপেক্ষ সভ্যবৃন্দের নিকট অতি সংক্ষেপে অনেকগুলি ইঙ্গিতও প্রদর্শন করিয়াছি।

সত্যের ও অসত্যের বিবাদ দৃষ্টান্ত

ঐ সকল সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীচৈতন্য আশ্রিত সম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। একদিন শৈব-বৈষ্ণবের যে বিবাদ ভারতের সর্ব্বত্র আলোড়িত হইয়াছিল, একদিন পরমার্থী ও স্বার্থের যে বিবাদ প্রবল হইয়া সৎ-সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে, একদিন বঙ্গদেশে ও দক্ষিণভারতে কএকটী স্থানে বৈষ্ণব ও শাক্তের যে বিবাদ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, একদিন আধিক্ষিক বিদ্বৎ-সম্প্রদায় তর্কপথ-দ্বারা শ্রৌতপন্থিগণের সমকক্ষ হইবার জন্য যে যত্ন করিয়াছিল, একদিন নিষ্কপটসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কপটতা প্রচলে প্রচ্ছন্ন যৌক্তবাদ ভগবদ্ভক্তির বিরুদ্ধে যে দল পাকাইয়াছিল, এবং উক্ত পরম্পরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবদমান সম্প্রদায়সমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে বিগ্রহ করিয়া যে বিষময় ফল আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক বিজ্ঞব্যক্তি জানেন যে, একপক্ষে যেমন জনসংখ্যার প্রচুরতা অপরপক্ষেও তদ্রূপ প্রচুর সত্য, ভগবদ্বিশ্বাস, ভগবৎসেবা, সাধুতা, সর্ব্বমঙ্গলেচ্ছা সত্বগুণের পরিপূর্ণতা অবস্থিত।

Vox populi is no Vox Dei
জনমত-নামে প্রচলন-চেষ্টা অবৈধ

কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণ ভগবদ্‌বিমুখ অজ্ঞসম্প্রদায়ের মতটাই প্রবল জনমত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিণামে সত্যেরই বিকাশ

তাহাতে সত্যের কোন হানি হয় না, পরন্তু বিপথগামি জনসঙ্ঘ প্রতারিত হইয়া ক্রমশঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

জড়জ্ঞানের খণ্ডত্ব ও অস্থায়িত্ব

প্রাপঞ্চিকবিষয়ে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান মানবের জীবদ্দশাকালপর্য্যন্তই স্বপ্রতিষ্ঠাস্থাপনে সমর্থ। কিন্তু ভ্রান্তিপ্রদর্শনের পরমুহূর্ত্তেই পূর্ব্বভ্রম অপসারিত হইলে মানব উন্নত হন। চেতনের বৃত্তি উন্নত হওয়ায় অচেতন সেবী নাস্তিকসম্প্রদায়ের উপাস্য হইয়াছে—কেবলমাত্র জড়ের উন্নতি ও তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণ।

ধীর-চৈতন্যদাসগণের বিচার

ধীরব্যক্তিগণ তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত না হইয়া গম্ভীরভাবে সকল কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-আশ্রিতজনগণ বাক্যের বেগ, মনের প্রীতি-বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থাদি প্রাকৃত বেগত্রয়ের প্রতিপক্ষে দৃঢ়তা-বিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহারা তদাশ্রিত জনগণদ্বারা গোস্বামি-নামে অভিহিত হন।

শ্রীরূপপ্রভুর উপদেশামৃত

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যবংশে স্বীয় পরিচয়জ্ঞাপনার্থ ও তাঁহাদের আচারের নিদর্শন রাখিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে গোস্বামি-শব্দের ব্যাখ্যা আছে।

উপদেশামৃতের আকর

ঐ ব্যাখ্যাটী শ্রীরূপগোস্বামীর নিজকৃত ব্যাখ্যা নহে, উহা শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নের লিখিত শ্রীমহাভারতের হংসগীতের শ্লোক। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদনক্রমে সেই হংসগীতেরই কএকটী শ্লোক শ্রীউপদেশামৃত' নামে শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় অনুগত জনগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন।

হংসজাতি ও হংসগীতের কথা

হংস-জাতি ঐ হংসগীতেই চিরদিনই লালিত ও পালিত। কিন্তু গুণকর্ম্ম-বিভাগ জনিত জাতিবোধ বিপন্ন হওয়ায় সম্প্রতি হংসজাতির বিচারপ্রণালী ন্যূনাধিক অজ্ঞাত হইতে চলিয়াছে, হংস-

গ্রন্থের আদর না থাকায় শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীরূপগোস্বামীর উপদেশাভিমতে হংস-গীতের উদ্গীথ সমূহ গান করিবার জন্য গোড়ায়ের আদর্শরূপে স্থাপন করিতে হইয়াছে।

গৃহিবাউলের দৌরাত্ম্য

কিন্তু আজ গোড়ায় বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সভাপতি মহাশয়ের সহযোগে গৃহব্রত বা বরপাখুলা-বিচারে শিবাদের ডাক্তার-খানায় যে প্রকার সম্মান লাভ করিতে চলিল, তাহার ভাগ্যে আলোচনা করিয়া আমাদের হাস্য ও দুঃখ উপস্থিত হয়। কোথায় হংসবাণি হংসগীতের গান করিয়া গৌড়ীয়েশ্বরের উপাস্যদেব পরমেশ্বর শ্রীগৌরের জন্মভূমির নির্দ্দিষ্ট স্থানে মস্তক অবনত করিবে, তাহা না হইয়া কলিহত বুদ্ধিক্রমে মায়াবাদ ও স্মার্ত্তবাদ যাহা হংস-গীতের বিপরীত-তাৎপর্য্যময়, সেই শোক-নাশক মত স্থাপনোদ্দেশে গৃহিবাউল প্রচা-রিণী সভায় অধ্যক্ষের অধস্তন আজ কিনা সাধুনির্ণীত জন্মভূমির সহিত বন্ধ্যা কলহোদ্দেশে কল্পিত জন্মভূমিনির্ণয়সমিতির সম্পাদক-পদে বৃত !!

গৃহিবাউলের অব্যক্ত সহযোগিগণ

আবার তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভট্টপল্লীনিবাসী বৈষ্ণবে অনাদরপর স্মার্ত্ত-প্রবর শ্রীযুত ভববিভূতি ভট্টাচার্য্য, বাগ্‌নাপাড়া-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামি-শাস্ত্রী, বিস্তাকুটের শ্রীযুত চন্দ্রোদয় বিদ্যা-বিনোদ, জালালপুরের শ্রীযুত বামাচরণ বসু, কুলিয়ার শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামী কুমিল্লার শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ নাথ, বুড়-শিবতলার শ্রীযুত হরিদাস গোস্বামী, খিড়দহিই সম্প্রদায়ের শ্রীযুত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, সি, আই, ডি কর্ম্মচারী পাঁচথুপির শ্রীযুত মুরারিলাল অধিকারী, সিমলার শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শান্তিপুরের শ্রীযুত রাধাবিনোদ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই পর্দ্দার অন্তরালে উকি ঝুঁকি মারিতেছেন।

গৃহি-বাউলের ব্যক্ত সহযোগিগণ

আর প্রকাশ্যভাবে ঢাকার অন্তর্গত ইছাপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং বালুরঘাট স্কুলের ভূতপূর্ব কীর্ত্তিমান্ মাষ্টার শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, চাল্‌তা-বাগানের সম্পাদক শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ, বড়বাজারের মল্লিক চতুষ্পাঠীর শ্রীযুত সত্যানন্দ গোস্বামী, কাগ্‌মারীর গম্ভীরা-লেখক শ্রীযুত রসিকমোহন বিদ্যা-ভূষণ, কতিপয় শ্রীহট্টদেশীয় বক্তা ডাক্তার, কুলিয়া-নিবাসী কতিপয় ব্যবসাদার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এই সিংহের উকীল সম্পাদকের পৃষ্ঠপোষণ করিতেছেন।

এলবার্ট হলে সভায় ওকালতি ছলে ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিদ্বেষ

বালকগণের চিত্তাকর্ষণের জন্য যে অভিনয় এলবার্টহলে ম্যাজিক লণ্ঠনাবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতেও সম্পাদক মহাশয়ের সিংহের তরফের ওকালতির কাঁজ ধরিয়া ফেলিয়াছে।

নিরপেক্ষগণের মতামত

কতিপয় নিরপেক্ষ দর্শক এই সকল কার্য্য লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে বলিয়া-ছেন যে, ঐদিনের সভা তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে আদৌ সমর্থ হয় নাই। তাহারা যে গোপনে অবান্তরোদ্দেশ্য বিশিষ্ট ছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের নিরপেক্ষতায় বাহ্যপোষাকে পূর্ব্বসঞ্চিত আক্রোশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল।

ঐ সভায় সভাপতির শাসন

কিন্তু সভাপতি মহারাজের শাসনোচিত ইঙ্গিতে তাঁহারা নিজনিজ বিক্রম ও স্বরূপ প্রদর্শন করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন।

ধামপ্রচারিণী সভার বিদ্বেষিগণের গুপ্ত-পরামর্শ

পরবর্ত্তী দুই একটী ঘরাও ইষ্টগোষ্ঠীতে ও সাময়িক পত্রে নিরীহ পত্র লেখকগণের নামে উক্ত সম্পাদকের অবৈধ অনুরোধ ক্রমেই ঘৃণিত মিথ্যা দৌরাত্ম্যই প্রকাশিত হইয়াছিল। সভার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানা যায় নাই যে, শিয়ালদহের কৃষ্ণ-চৈতন্য তত্ত্ব নাম ক্রব গৃহব্রত শিক্ষার সভাই গৃহি-বাউলমতের প্রচারকল্পে কলিকাতায় বসিয়া কুলিয়ায় অবৈধপক্ষ সমর্থনোদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়াছেন।

বিপক্ষীয়গণের প্রমাণাবশ্যকতা

এখন কথা এই যে, জন্মস্থান নিরূপণের চেষ্টা-প্রারম্ভে বিচারকগণের কোন্ কোন্ শতাব্দীতে গঙ্গার কোন্ কোন্ পারে নবদ্বীপের অধিবাসিগণ বাস করিতেন এবং কোথায় কোন্ সময়ে সহর ভাঙ্গিতে ছিল ও কোথায় নূতন বসতির পত্তন হইয়াছিল, তাহার আলোচনা কর্ত্তব্য। মেজর রেণেল সাহেব অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টমদশকে শ্রীনবদ্বীপ ধামের বিস্তৃত মানচিত্র ছিল না। জোয়াডি ব্যারো প্রভৃতির মানচিত্রে এই সকল স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈচিত্র নিরূপিত নাই। সুতরাং প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থের স্থানগত বর্ণন ব্যতীত সপ্তদশ, ষোড়শ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ-নগরের স্থান নির্দ্দেশ সম্ভাবনা নাই।

নির্ণয় সমিতির সত্য-গোপন-চেষ্টা—

কিন্তু সেই প্রধান কথাগুলি গোপন করিয়া ধাম নিরূপণ চেষ্টা-মুখে রেণেলের ম্যাপ ও বৃটিশ অধিকারের প্রারম্ভে লিখিত গ্রন্থাদি তাহার পূর্ব্বেকালীয় ধাম নিরূপণের নিদর্শনরূপ স্থাপন করিতে যাহারা কোন বিষয় বিড়ম্বনা-মাত্র ও লোকের নিকট সত্য গোপন চেষ্টা মাত্র।

প্রাচীন প্রামাণিকগ্রন্থের সহিত বিরোধ

শ্রীযুক্ত নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের উচ্ছেদ ও শ্রীল মহানুভব পরমানন্দ দাসের নবদ্বীপবর্ণন প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের অবজ্ঞা করিয়া যে সকল চেষ্টা অব্যান্তর উদ্দেশ্যের সাধনকল্পে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কখনই কোন বিচারক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ভক্তি-রত্নাকরে বর্ণিত নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপেই শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

শব্দার্থজ্ঞানের অভাব

অন্তর-শব্দের 'বাহির' অর্থ করিয়া বাহির দ্বীপে অন্তর্দ্বীপ স্থাপনের প্রয়াস—শব্দশাস্ত্রে বিপ্লব উপস্থাপন মাত্র।

কাঁকড়ারমাঠকে পুরাণ মিঞাপুর বলিয়া নামপরিবর্ত্তন চেষ্টা

কাঁকড়ার মাঠকে মৎলবমুখে 'রামচন্দ্র-পুর' বলিয়া অসাধু প্রবৃত্তি-মূলে তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিতে কাহাকে কে অধিকার দিয়াছে? ফাইললজি, প্রাচীন রেকর্ড, বর্ত্তমান স্থানগত নিদর্শন অথবা কোন কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যাহার পোষণ করে না, এইরূপ স্থানকে নাম বদল করাইয়া প্রাচীন-নামে অভিহিত করিবার যে সূত্রটী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই। ঐতিহাসিক মূল্য দূরে থাকুক, তাহার বিরুদ্ধে অসংখ্য কথা বর্ত্তমান থাকায় ঐ হাস্যোদ্দীপক বাক্য মৎলববাজ লোক ব্যতীত অপর কেহ স্বীকার করেন না।

গুপ্ত অবান্তর ব্যবসাদারী বুদ্ধি

কুলিয়াবাসিগণ নিজনিজজমির দর বাড়াইবার জন্য এবং প্রাচীন নবদ্বীপের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহা বা প্রাচীন সহরের উপকণ্ঠবাসী হইবার দায় এড়াইবার জন্য যে সকল পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার প্রতিপক্ষেই সকল প্রমাণ অবস্থিত থাকায়, তাঁহাদের ঐ উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা-লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে কোন দিনই ঘটিবার সম্ভবনা নাই।

চৈতন্যভাগবত ও চন্দ্রোদয় নাটকসহ বিরোধ

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কথিত "সবেমাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়" এই সত্য কিপ্রকারে এলবার্ট হলের সভায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে উড়াইয়া দিবেন? "পারে গঙ্গং পশ্চিমে কাশিদেশে" প্রভৃতি চৈতন্য-চন্দ্রোদয় লিখিত কুলিয়া-বর্ণন কোন্ মিথ্যা ছায়াযন্ত্রের কিরূপ ছায়ায় আচ্ছাদিত হইবে? প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলি কিপ্রকারে বেমালুম বাতিল হইয়া যাইবে,—আমরা তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

মূর্খের কথাগুলি বিরুদ্ধ

তবে দেবব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ সাধারণ জনগণ স্ব স্ব মূর্খতার আবরণে ঐ গালগল্প-গুলিকে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেও অশিক্ষিত হস্তের অঙ্কিত মানচিত্র ও প্রবন্ধাদি তাহাদিগকে বিপথে গমন করিবারই সহায়তা করিবে।

পূর্ব্বতট কি পশ্চিম ও পশ্চিম তট কি পূর্ব্বতট?

যেকাল পর্য্যন্ত না রামচন্দ্রপুরের পশ্চিমে গঙ্গা এবং গঙ্গার পশ্চিমতীরে কোলদ্বীপের প্রাচীন অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারা যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই রামচন্দ্র-পুরকে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। 'শ্রীনবদ্বীপের অব-স্থিতি মীমাংসা' ও 'নদীয়ার কাহিনী' গ্রন্থ-দ্বয়ের বিচার পাঠ করিলে নিতান্ত অনভিজ্ঞ জন ও অবিসম্বাদিত সত্য অবগত হইয়া বর্ত্তমান যোগপীঠকেই জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামে মিথ্যা অপবাদ

প্রমাণ দেখাইতে আসিয়া প্রতি পদে-পদে ভেকধারীর গল্পানুসারে কোন অদ্বৈত-বংশীয়ের লেখাকে বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরমহাশয়ের লেখা বলিয়া ভ্রান্তিগ্রস্ত হইয়া পুনরায় উহাকেই আবার প্রমাণ বলিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া প্রামাণিকের দৃঢ়তা আদৌ স্থাপন করে না।

সিদ্ধ মহাপুরুষগণসহ বিরোধ-চেষ্টা

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর নির্দ্দেশ শ্রীমৎপরমহংস বাবাজীর বিচারপ্রভৃতিতে সন্দেহবীজের আরোপ কপটতাশ্রয়ে লোক-প্রতারণামূলক মাত্র। ঐ সকল উক্তি ও কল্পনা-প্রিয়ের যুক্তি কখনই যুক্তিপথ-রহিত সত্যস্থাপনে শক্তি লাভ করিবে না।

সভাপতি মহাশয়কে সবিনয়ে আহ্বান

সুতরাং বৃথা কালক্ষেপ করিয়া অমূল্য জীবন নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে। সভাপতি মহারাজকে ঐ সকল বৃথা-কথায় সময়াতিপাত না করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরেই দীর্ঘকালের জন্য 'অবস্থানপূর্ব্বক স্থানজ্ঞগণের সত্যতা উপলব্ধি' করিবার জন্য, প্রাসাদবাসী গৌর-জন্মস্থানাভিজ্ঞ উদারহৃদয় মহারাজকে নিরপেক্ষ বিচারপ্রার্থী হইলেও আমরা আহ্বান করিতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—১৩৩৪

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্নের প্রস্তাব পূর্ব্বেই পাঠকের বিদিত আছে। সম্প্রতি এই কার্য্যের জন্য পূর্ত্তকার্য্যদক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র ইঞ্জিনীয়ার মহোদয় গত ১১ই জুলাই তারিখে থানসায় গিয়াছেন। বিগত ৩১ জুলাই তারিখে গৌড়ীয়কণ্ঠহার সংগ্রাহক ভক্ত-প্রবর শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় অধিকারী ভক্তি সুধাকর মহোদয় নির্ম্মাতৃবর্গ শ্রীযুত ইন্দ্র নারায়ণ চন্দ্র মহোদয়ের সহিত ইঞ্জিনীয়ার বাবুকে লইয়া মন্দার পর্ব্বতে যাত্রা করিয়াছেন।

মন্দার পর্ব্বত ভাগলপুর জিলায় অবস্থিত। মন্দারের মধুসূদনের কথা সকলেই অবগত আছেন। এখানে শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় চিন্ময় পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আজ কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে। আর আজ তাঁহার নিজ ভক্তগণ শ্রীগৌর-পদ-চিহ্নস্থাপনকল্পে তথায় অভিগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যের অগ্রসরের কথা শুনিবার জন্য আমরা ব্যগ্র আছি। মালদহের শ্রীযুত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয়ও রাম কেলিতে শ্রীচৈতন্যচরণ চিহ্ন প্রকট করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আশাকরি ভক্তিসুধাকর মহোদয় শ্রীরামকেলিতেও তাঁহার সাধু সঙ্কল্পের সিদ্ধি জন্য উদ্যোগী হইবেন।

বর্দ্ধগ্রাম হইতে নদীয়া-প্রকাশের একজন ভক্ত আর লিখিতেছেন,—দৈনিক নদীয়া প্রকাশ প্রত্যহ পাঠ করিতেছি। কাগজ দর্শন করিলেই হৃদয়ে আনন্দ হয়। শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের ইচ্ছায় নদীয়া-প্রকাশ চিরদিন প্রকাশিত হউন্। আমরা নিতান্ত অধম দীনহীন জন, শ্রীগৌর সুন্দরের প্রচার-বাহিরে কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না।

পাঞ্জাবে ব্রহ্মপুর নামক শৈলে [illegible] মাসের প্রথমে ভক্তবর ব্রাহ্মসেবক ব্রহ্মচারী স্বীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গিয়াছিলেন। বিগত ২৫শে শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বে তিনি ইহ লোক ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি এক বৎসর পুরুষোত্তম মঠের রক্ষক-রূপে সেবাকারী ও স্বাস্থ্যান্বেষী প্রচারকগণের [illegible] করিয়াছেন। সর্ব্বদাই [illegible] স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঔষধ বিজ্ঞানের কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরোগ ছিল। গুরু ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহার পরিচিত সকলেই তাঁহার বিরহে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এই পৃথিবী বহু কারিবিষুধজনে পূর্ণ। ভগবান্ যাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন, তাহাদিগকে স্বীয় ক্রোড়ে শীঘ্রই আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বয়স ৪০ বৎসরেরও কিছু কম ছিল। ভগবান্ তাঁহাকে সম্প্রতি শান্তির ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে কিছুদিন শ্রীবারাণসীতে ছিলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি বিগত ৪মাস কাল মেদিনীপুর কটক পুরী প্রভৃতি নানা স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন।

থানেশ্বরে লালা সাধুরাম এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ খুব অমায়িক প্রকৃতির ব্যক্তি। তাঁহারা যে কেবল বদান্য বলিয়া পরিচিত, এরূপ নহে, পরন্তু সকল সাধুর সমাদরে তাঁহাদে আন্তরিক চেষ্টা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের অনুসরণে পাঞ্জাব প্রদেশে অনেকেরই সৌভাগ্যের উদয় হইবে আশা করা যায়। ইহাদের প্রদত্ত ভূমিতে যে মঠ নির্ম্মিত হইবে তাহা কর্ণালের ডেপুটী কমিসনর বাহাদুরের অনুমতি সাপেক্ষ। তথায় কার্ত্তিকী অমাবস্যায় গ্রহণ-উপলক্ষে বহু লোকের সমাবেশ হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চতুর্থ সংস্করণ বিশেষ দ্রুত গতিতে মুদ্রিত হইতেছে। উৎসবের মধ্যেই গ্রন্থের অধিকাংশ পাঠকগণ পাইতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের জন্য অনেকেরই আগ্রহ আছে। দেখিতেছি গ্রন্থের গ্রাহক সংখ্যা দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া এই গ্রন্থ বৈষ্ণব-জন-গণের কত আদরের জিনিষ বুঝা যায়। সব সময় গ্রন্থসংগ্রহের সুযোগ উপস্থিত হয় না, সেজন্য বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ সত্বরে শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখুন।

নির্জ্জন ভজন-প্রয়াসীর প্রতি

ভাই! নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসি, তুমি বল সভা সমিতিতে বক্তৃতা-প্রদান, প্রবন্ধলেখা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি শুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গ নহে। নির্জ্জনে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাই, আমি বলি, তোমার এই প্রকার সিদ্ধান্তটী মহাজন-সম্মত বলিয়া বোধ হয় না। কৃষ্ণ-প্রেম অতীব দুর্লভ। কৃত্রিমভাবে লীলা স্মরণ করিলেই যে কৃষ্ণপ্রেম সুলভ হইবে এইরূপ কথা কোন মহাজনই বলেন না। ঐ শুন, ভজন-বিজ্ঞ গৌর-পার্ষদ মহাজন শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি বলিতেছেন—"ভ্রাতঃ কীর্ত্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং, যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্য মধুরং রূপং জগন্মঙ্গলং হন্ত-প্রেম মহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্যদি কৃপা-দৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি॥"

—হে ভ্রাতঃ তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিমতী নামাবলী উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কর অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্য মধুর রূপই ধ্যান কর—যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার পরমোৎকৃষ্ট উন্নত-উজ্জ্বল প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না। আমরা সরস্বতী-পাদের আনুগত্যে বলি, বৃন্দাবন-স্মৃতি ও তদ্ধামাবস্থিত লীলায় প্রবেশাধিকার এবং অপ্রাকৃত স্মৃতি থাকা কালে কৃত্রিম স্মরণ এক নহে। অনর্থদশায় কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃত্রিম অষ্ট-কালীয় সেবা সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার অযোগ্য। আবার—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

—এই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া কৃত্রিম ভাবে ভগবদ্ভক্তির ভাণ গৌরসুন্দরের অভিপ্রেত নহে।

সকল কার্য্যের প্রারম্ভে অধিকার বিচার একান্ত প্রয়োজনীয়। ভক্তিশাস্ত্রেও উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ অধিকারের উল্লেখ আছে।

কনিষ্ঠাধিকার বা মধ্যমাধিকার থাকা কালে মহাভাগবত অভিমান করা কর্ত্তব্য নহে। কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারে অনর্থ থাকে, তৎকালে অনর্থ-নিবৃত্তির চেষ্টাই অধিকারোচিত ক্রম বিধি-বদ্ধ হইয়াছে। মহাভাগবতের চেষ্টা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ ব্যস্ত। মহাভাগবত-গণের তিন প্রকার দশা শ্রীগৌরসুন্দর লোকশিক্ষার জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতের প্রারম্ভে বাহ্য দশা। অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে সেব্য দর্শন ও সেবা চেষ্টা, তৎকালে বাহ্য দশায় ভগবানের বহিরঙ্গ সৃষ্টির অনুভূতি নাই। দিব্যজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে উদিত হওয়ায় আর জড়ম্ দৃষ্টি নাই। কিন্তু যদি আমরা অকালে কনিষ্ঠ বা মধ্যমাধিকার থাকাকালে তৃণাদপি সুনীচ ভাবে নাম-গ্রহণ করিতে করিতে নামী ভগবানের নিকট তৎকৃপা প্রার্থনা করিবার পরিবর্ত্তে মহাভাগবতের লীলার অনুকরণ করি, তাহা হইলে তাদৃশ চেষ্টা কখনই সাধুদিগের আদরণীয় হইবে না। এবং তদ্দ্বারা আমাদের নিজের কোন মঙ্গল নাই।

আমরা শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুদেবের মুখে বারবার শুনিয়াছি, যখন স্বয়ং কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দর্শন দিবেন, তখনই আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব, বেদে, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" প্রভৃতি বাক্য ও সেই বাক্যের পোষকতা করিতেছেন। ভগবদ্দর্শন ভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ, অতএব তৃণাদপি সুনীচতার সহিত নাম গ্রহণ করিতে করিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করাই সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই একমাত্র কৃত্য হওয়া উচিত, "নকুল অ:মি ত' [illegible] এবু'দ্ধ হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়-গামী॥"

এই সকল কথা শুনিয়া তুমি হয় ত' বলিবে, নবধা-ভক্তির মধ্যে 'স্মরণ' প্রধান, রাগমার্গে সাধকের তাহাই কর্ত্তব্য, 'সাধন স্মরণ লীলা—ইহাতে না কর হেলা'—প্রভৃতি মহাজনীয় পদাবলীতেও তাহাই দেখা যায়। তাহার উত্তর এই যে, লীলা-স্মরণ প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গগুলি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির অধীন, ইহাই গোস্বামীদিগের অভিমত। কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—এই উপদেশে একমাত্র হরি-কীর্ত্তনেরই ব্যবস্থা দেখা যায়।

"সেবা"

"সেবা" এই কথাটী বলিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে আরও দুইটি বস্তু আছে, একটীর নাম "সেব্য" এবং আর একটীর নাম "সেবক"। কারণ সেব্য ও সেবক না থাকিলে কে কাহার সেবা করিবে। বস্তুধর্ম্ম বিচার করিলে দেখা যায় যে বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে এবং ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ বৃহৎ বস্তু আকর্ষক বা সেব্য ও ক্ষুদ্র বস্তু আকৃষ্ট বা সেবক। ক্ষুদ্র বা সেবক তাঁহার নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্ত— ষোল আনা লইয়া বৃহৎ বা সেব্য বস্তুর প্রীতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহার নাম সেবা, অর্থাৎ সেব্যের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে যাহা করা যায় তাহাকেই সেবা বলে। সেবক, সেব্যের প্রীতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের প্রীতির জন্য যদি সেবার আচরণ করেন তাহাকে কাম বলে, সেবা বলে না। সেবকের নিজের ইন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা থাকে না বলিয়া সেবাটি অহৈতুকী অর্থাৎ আমি সেবা করিতেছি তাহার পরিবর্ত্তে ধন, পুত্র, প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে, কি রোগ ভাল হইবে বা শত্রুক্ষয় হইবে

ইত্যাদি অন্যাভিলাষ থাকে না, ইহকালে আমার দেহ ও মানস সুখ হইবে বা পরকালে স্বর্গ লাভ হইবে এইরূপ ভোগবাঞ্ছা থাকে না কিম্বা আমি ব্রহ্মের সহিত বা ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যাইব এরূপ মোক্ষবাসনাও থাকে না। অন্যাভিলাষ, ভোগ ও মোক্ষ প্রভৃতি উপাধি বা মলিনতা থাকিতে সেবা হয় না। সেবক তাঁহার হৃদয়-মন্দিরের পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার উপাধি বা আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া নির্ম্মল হৃদয়ে সাত্ত্বিকের দ্বারা অনুকূলভাবে সেব্য বস্তু বা কৃষ্ণের প্রীতির জন্য যাহা করেন, তাহাই সেবা। সেবকের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মস্তক হস্ত, পদ, দেহ, মন, বুদ্ধি, বাক্য, ধন, জন যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন। চক্ষুদ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, কর্ণদ্বারা—হরিকথা শ্রবণ করেন, নাসিকাদ্বারা—বিষ্ণুপাদপদ্মে অর্পিত পুষ্প তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করেন, জিহ্বাদ্বারা—বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট আস্বাদন করেন, ত্বকে—ভক্তের পদধূলি মাখিয়া ধন্য হন, মস্তকে—শ্রীবিগ্রহ ও ভগবদ্ভক্তের নিকট অবনত করেন, হস্তকে—বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করেন, পদদ্বারা ভগবান্ ও ভক্তের সেবার জন্য যাতায়াত করেন, দেহ—বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তের নিকট সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া তাঁহাদের সম্মান করেন, মন—কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবার চিন্তা করেন, বুদ্ধি—শুদ্ধভাবে হরিগুরু-বৈষ্ণব সেবা সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত হয়, বাক্য—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবার কথা বলেন ও তাঁহাদের নাম গুণকীর্ত্তন করেন এবং ধন, জন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব সেবায় লাগাইয়া দেন অর্থাৎ সেবকের সমস্ত বৃত্তিগুলিই সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকে বা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কৃষ্ণেতর বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয় না বা প্রতিহত হয় না কারণ সেবাবৃত্তটী সেবকের আত্মার সহজ ধর্ম্ম, উহা চঞ্চল মনের ধর্ম্ম নহে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই নিত্য সেব্য এবং জীবমাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক সুতরাং সেবাকার্য্যটীও নিত্যকাল চলিতে থাকে। শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোন কর্ত্তব্যই নাই, তবে শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনাম, শ্রীগ্রন্থভাগবত তাঁহার স্বরূপের সহিত অভিন্ন এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম, তাঁহার প্রকাশ বিগ্রহ শুদ্ধদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব, শ্রীভক্তভাগবত শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীমাধবতিথি প্রভৃতিও তাঁহার প্রিয় বলিয়া অভিন্ন, সেইজন্য তাঁহাদের সেবা বাদ দিয়া শ্রীভগবানের সেবা হয় না সুতরাং সেবা বলিলে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বস্তুর সেবাই বুঝায়। ইহাও আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব। সমস্ত জীবই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস, অতএব কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার চেষ্টা বা জীবসেবাও সেবার অন্তর্গত একথা পরে আলোচনা করিলেই আমরা ভালরূপে বুঝিতে পারিব। নির্ম্মল আত্মার সহজধর্ম্মই সেবা, তাহা চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে হয় না কেবলমাত্র শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাতেই সেই বৃত্তিটী জাগ্রত হয়। সেবা পাইবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে আবেদন করিলেই তাঁহাদের কৃপা হয়। তাই শ্রীলনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হইনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু, গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

এমন কি সেবকের নিজের দেহ, পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সমাজ, দেশ, ধন, সম্পত্তি একটী তৃণ পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা হরিসেবার সহায়তা হয় তাহার পরিচর্য্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণও সেবার বাহিরে নহে আবার যাহা হরি সেবায় লাগে না তাহার সঙ্গত্যাগ বা উপেক্ষাই সেবা।

বৈষ্ণব ভোগী বা ত্যাগী নহেন

(শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

যাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবীদীক্ষা লাভ করিয়া কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধভাবে ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনায় নিযুক্ত হন, তাঁহারা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ কর্ম্মীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় বস্তুকে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপকরণরূপে ব্যবহার করেন না বা জ্ঞানীর ন্যায় প্রত্যেক বস্তুকে মায়িক, অনিত্য ও ঘৃণ্য বোধে দূরে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন না, তবে তাঁহারা কি করেন ?—বৈষ্ণবগণ নিজকে একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির সেবার উপকরণ জানিয়া তদীয় শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি যাবতীয় চেতন ও অচেতন বস্তুকেও তাঁহাদের প্রভু শ্রীগৌরহরির ভোগের সামগ্রীরূপে দর্শন করেন এবং প্রত্যেক বস্তুকেই সেই বাস্তব মূল মালিকের সেবায় নিযুক্ত করিতে যত্নবান্ হন। তাঁহারা জানেন,—ভগবান্ শ্রীহরিই সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং একমাত্র তিনিই দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা; সুতরাং যিনি বস্তুর মালিক এবং বস্তু যাঁহার ভোগ্য, তাঁহার সেবায় বস্তুকে নিযুক্ত করাই সুবুদ্ধি লোকের কর্ত্তব্য এবং ইহাই শ্রীভগবানের একমাত্র অভিপ্রেত কার্য্য। আর যদি বস্তুর মালিক বা ভোক্তার সেবাতে বস্তুকে না লাগাইয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে ব্যবহার করা হয় কিম্বা ভগবানের সেবোপকরণকে কাক-বিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে বস্তুর সদ্ব্যবহার করা হইল না; বস্তুকে এইরূপভাবে ভোগ বা ত্যাগের সামগ্রী মনে করা—কুবুদ্ধির কার্য্য, ইহা বৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে। যে বস্তুকে ভোগিগণ নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপকরণ স্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক তাহাকে ভোগ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যে বস্তুকে ত্যাগিকুল অসৎ, অনিত্য, অস্পৃশ্য বা হেয়জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হন, সেই বস্তুকে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কিরূপ দর্শন করেন এবং কিরূপভাবেই বা তাহার সদ্ব্যবহার করেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটী আলোচনা করিলে বোধ হয় সুধী পাঠক মাত্রেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হরিদাস ঠাকুর যখন বেনাপোলে একটী নির্জ্জনবনে কুটীরের মধ্যে তুলসী সেবন এবং প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তখন তাঁহার মহানুভবতা, উদারতা ও মাহাত্ম্যের কথা চতুর্দ্দিকে এরূপভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সকলেই তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে পূজা করিতে লাগিলেন। সেই দেশাধ্যক্ষ, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, ব্রহ্মবন্ধু, পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁন তাহা সহ্য করিতে পারিল না; সে হরিদাসের অপমানের নিমিত্ত এক সুন্দরী, যুবতী বেশ্যাকে ডাকিয়া বলিল,— তুমি এই বৈরাগী হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ কর। বেশ্যা বলিল,—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তিন দিনেই তাঁহার মতি হরণ করিব। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সেই বেশ্যা সুবেশ ধারণ পূর্ব্বক রাত্রিকালে অতি আনন্দের সহিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইয়া তুলসীকে নমস্কার পূর্ব্বক দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। অতঃপর বেশ্যা হরিদাস ঠাকুরকে অঙ্গ-প্রদর্শনের চেষ্টা করিতে করিতে সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিল—ঠাকুর তুমি—পরম সুন্দর প্রথম যৌবন। তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন ? তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন। তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥ হরিদাস-ঠাকুর বলিলেন,—তোমা করিমু অঙ্গীকার। সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন, যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥ তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন॥ ঠাকুরের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বেশ্যা সেই স্থানে বসিয়া রহিল; এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হইতে চলিল, তবুও হরিদাসের নাম-কীর্ত্তন শেষ হইল না। তখন বেশ্যা রামচন্দ্রখানের নিকট ফিরিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিল। এইরূপভাবে উপর্য্যুপরি তিন দিবস সেই সুন্দরী বেশ্যা হরিদাস-ঠাকুরের নিকট আসিয়া তাঁহার সঙ্গের জন্য কতভাবে ছল চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া তাহাকে হরিনামশ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বেশ্যা ঠাকুর হরিদাসের উপদেশানুযায়ী দিবসত্রয় ব্যাপিয়া শুদ্ধ হরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিল। আহা! সাধুসঙ্গের কি প্রভাব! ঠাকুরের কৃপায় আজ পাপীয়সী বেশ্যারও নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, সে দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া ঠাকুরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ কৈরাছোঁ অপার। কৃপা করি' কর মো অধমে নিস্তার॥" তখন হরিদাস ঠাকুর তাহাকে বলিলেন—"ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান। এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম। নিরন্তর নাম কর তুলসীসেবন। অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥" বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গৃহবৃত্তি সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া গুরুগৃহে বৈরাগ্যের সহিত নিরন্তর নামকীর্ত্তন-সেবা করিতে লাগিল। তার পর সেই বেশ্যার কি অবস্থা হইল শ্রবণ করুন্—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥"

আত্মকল্যাণলাভেচ্ছু পাঠকগণ, বৈষ্ণব যে ভোগী ও ত্যাগী নহেন—একথা বোধ হয় এখন আর আপনাদের বুঝিবার বাকী থাকিবে না। ভোগিগণ যে সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোককে নিজের ভোগের উপকরণ মনে করিয়া জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তিতে ধাবিত হন এবং ত্যাগিগণ যাহাকে অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্য জ্ঞানে দূরে পরিহার করেন, আজ হরিদাস ঠাকুর সেই যুবতী বেশ্যাকে কি তাঁহার ভোগ বা ত্যাগের বস্তুরূপে দর্শন করিলেন না, তিনি দেখিলেন,—তাঁহার সম্মুখে একটী কৃষ্ণদাস উপস্থিত, সে আজ স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া নানারূপ প্রলাপ বকিতেছে; তখন তিনি দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে তাঁহার নিজ-স্বামীর সেবানুসন্ধানের সুযোগ প্রদান করিতে লাগিলেন—যে বস্তু যাঁহার ভোগ্য সেই বস্তুকে তাঁহার সেবা বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে নিযুক্ত করিয়া বস্তুর প্রকৃত সদ্ব্যবহার শিক্ষা-দানে জগতে শুদ্ধভক্তের অতুলনীয় আদর্শ-চরিত্র প্রকাশিত করিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থযাত্রা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম দিনের পর)

আজ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট একটী ক্ষমা ভিক্ষা করছি, কারণ পুরী হ'তে ফিরে এসেই আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রমণ বৃত্তান্তটী গরম গরম পর পর লিখে নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে ছিলাম এবং তা নদীয়া-প্রকাশে পর পর বেরও হয়েছিল। আমি নদীয়া-প্রকাশের একজন নগণ্য গ্রাহক, প্রত্যহ কাগজখানা' যখন ডাক-পিয়ন দিয়ে যায়, তখনই আমার এই প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ আছে এবং সেটা পূরণ করা উচিত, তা মনে হয়; কিন্তু আফিসের কাযের চাপে ও ছেলেপুলের অসুখ বিসুখ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে আর লেখা হয়ে ওঠে নাই। বহুদিন পরে সেই ক্রমশঃটী শেষ করবার জন্যে আজ এই বাকীটুকু লিখে পাঠিয়েছি। সংসারী লোক, সংসারের বোঝাটা ঘাড়ে চেপে বস্‌লে তার চাপে আর অন্য কোন কথা চিন্তা করবার সময় থাকে কৈ?

৮ই আষাঢ় শুক্রবার প্রাতের ট্রেণে মঠের অনেকেই কটকে যাবেন শুন্‌লাম এবং শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় ভুবনেশ্বরে যাচ্ছেন শুনে মনে ক'র্‌লাম তাঁর সঙ্গে গিয়ে এই সুযোগে ভুবনেশ্বরটা দেখে যাই।

ভুবনেশ্বর

৮।৫৪ মিঃ ট্রেণে ভুবনেশ্বরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লাম। মঠের সকলকে প্রণাম ক'রে আমরা মোটর যোগে ষ্টেসনে এলাম। মঠ হ'তে আস্‌বার সময় এমন অমল সাধুসঙ্গ ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে,—আর যে কতদিনে এ সৌভাগ্য হ'বে,—এসব ভেবে মনে যে দুঃখ হ'ল তা আর সামান্য ভাষায় কি প্রকাশ ক'রব?

ভুবনেশ্বর পুরী ষ্টেশন হ'তে কলিকাতার দিকে ৩৯ মাইল, ভাড়া ৷৵১০ আনা। এই ৩৯ মাইল রাস্তা আস্‌তে পুরো ৩'ঘণ্টার উপর সময় লাগ্‌ল। শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সঙ্গে ষ্টেসন হ'তে গরুর গাড়ী ক'রে একঘণ্টার মধ্যে আমরা পোষ্টআফিসের নিকটস্থ "ক্ষেত্রবাস" নামক বাড়ীটীতে এসে উপস্থিত হ'লাম। ক্ষেত্রবাস বাড়ীটী শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বাবুর নিজস্ব; তিনি ৮।৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ ক'রে এটী প্রস্তুত করিয়ে ছিলেন। বাড়ীটী অতীব সুন্দর, ৮টার উপর দোতলা। কিন্তু দেখ্‌ছে যেন একখানি নিখুঁৎ ছবি। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানটা ।/০ পাঁচ আনা ভাড়া ঠিক ক'রে এনেছিল, কিন্তু এখন তা নিতে চায় না। এখানকার গাড়োয়ানদের, নতুন নতুন যাত্রীদের নিকট থেকে যা উঠছে তাই তাড়া আদায় ক'রে ক'রে এমন অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে যে, ন্যায্য ভাড়ায় আর তাদের মন ওঠে না। অনেক হাঙ্গাম ক'রে শেষে তাকে আর /০ এক আনা বেশী দিয়ে বিদেয় করা গেল। ক্ষেত্রবাসের পাশেই সর্ব্বজনমান্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পিতাঠাকুর কটকের উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুর বাড়ী এবং তার পাশেই আজকালকার উড়িষ্যার লিডার মিঃ বি দাস এম, এল, এ. মহাশয়ের বাড়ী। সমস্ত ভুবনেশ্বরের মধ্যে এদিকটাই সবচেয়ে খোলা, উঁচু এবং সুন্দর।

শ্রীযুক্ত পরমানন্দ বাবুর পাণ্ডা (শ্রীচৈতন্য মঠের অন্তর্গত সকল শাখা-মঠের অনুগত লোকদেরই উনি পাণ্ডা।) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মহাপাত্র প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদিগকে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ এনে দিলেন। একে প্রসাদ অতীব উপাদেয়, তারপরে বেলা ১টা পর্য্যন্ত কিছুই পেটে না পড়াতে আমার কাছে প্রসাদের মাহাত্ম্য যেন মূর্ত্তিমান হ'য়ে উদয় হ'লেন।

বিকেল বেলায় মাঠে বেড়াতে গিয়ে এখানে দেখ্‌বার জিনিষ কি কি আছে, তা পরমানন্দ বাবুর নিকট হতে জেনে নিলাম। এখানে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব (ক্ষেত্রাধিপতি), শ্রীভুবনেশ্বর দেব এবং সেই মন্দির-প্রাকার-মধ্যস্থ ভুবনেশ্বরী, পার্ব্বতী, গণেশ, একাম্রেশ্বর প্রভৃতি, কপিলেশ্বর, প্রসিদ্ধ কেদারকুণ্ড ও গৌরীকুণ্ডের ঝরণা, তন্নিকটস্থ কেদারেশ্বর গৌরীদেবী, মুক্তেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর কোটিতীর্থেশ্বর, উত্তরেশ্বর, মেঘেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, রামেশ্বর, অলাবুকেশ্বর, রাজারাণী দেউল, সোমেশ্বর, খরাখেয়া বৈদ্যনাথ, কপালীদেবী, যুবামিনী দেবী, দুই মাইল দূরস্থিত কেশরী রাজগণের প্রাচীন কেল্লা শিশুপালগড়, ৫ মাইল দূরস্থিত ধবলগিরি ও তদুপরিস্থিত অশোক রাজের শিলাফলক এবং কৌশল্যা গঙ্গা দীর্ঘিকা, প্রায় ৬ মাইল দূরস্থিত উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গিরিগুহা সমূহ প্রভৃতি আরও বহু দেখ্‌বার জিনিষ আছে। একমাসকাল দেখ্‌লে তবে এখানকার সকল জিনিষ দেখা হয়, নচেৎ ২।৪ দিনে সব দেখা হ'য়ে ওঠা অসম্ভব।

পরদিন ভোর বেলায় গৌরীকুণ্ডে স্নান ক'র্‌তে গিয়ে কেদারকুণ্ড ঝরণাটি দেখ্‌লাম। এই ঝরণায় জলের উৎস কোথা কোথা হ'তে যে আস্‌ছে, তা কেউ ব'ল্‌তে পারেন না। জলের রংটা সাদাটে, দেখ্‌তে কতকটা দুধ-মেশান জলের মত তাই এই কেদারকুণ্ডকে অনেকে দুগ্ধকুণ্ডও বলে। দেশ দেশান্তর হ'তে কত যে ব্যাধি পীড়িত লোক এই কেদারকুণ্ডের জল খেয়ে রোগমুক্তির জন্য প্রতি-বছর এখানে আসে, তার ইয়ত্তা নাই। আজকাল পুরীর স্বাস্থ্য অনেকটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে কিন্তু এই ঝরণাটীর মাহাত্ম্যে ভুবনেশ্বর দিন দিন সব চেয়ে ভাল স্বাস্থ্যকর স্থান বলে প্রসিদ্ধি লাভ ক'র্‌ছে। ভুবনেশ্বর একে পাহাড়ীয় জায়গা,—কোথাও জল আটকায় না, তারপরে চারিদিকে কুচিলা (মাষ্কৰ্মিকা) গাছ থাকায় স্থানটী অতীব স্বাস্থ্যকর। যাঁরা এখানে স্বাস্থ্যলাভের জন্যে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই সফল মনোরথ হ'য়ে ফিরেন একথা আমি স্থানীয় লোকদের মুখে শুন্‌লাম। গৌরীকুণ্ডে স্নান ক'রে নিকটেই মুক্তেশ্বরের মন্দিরটি দেখ্‌তে গেলাম। মন্দিরের কারুকার্য্য দেখ্‌লে মনে হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং এ সব তৈরী ক'রেছেন। এমন সুন্দর কারুকার্য্য আমি আর কখনও দেখি নাই।

ভুবনেশ্বরের প্রায় সব মন্দিরেরই কারুকার্য্য দেখ্‌তে অতি সুন্দর, বিশেষতঃ মুক্তেশ্বর, রাজারাণী, কপালীদেবী, ভুবনেশ্বর এবং পার্ব্বতী মন্দিরের কারুকার্য্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কপালীদেবী ও পার্ব্বতীমন্দিরের গায়ে পাথরের উপরে সরু সরু খোদিত কারুকার্য্য দেখ্‌লে তদানীন্তন এ দেশবাসী শিল্পীদের অধ্যবসায় এবং শিল্প-নৈপুণ্য যে কিরূপ ছিল, তা সহজেই বুঝা যায়। মুক্তেশ্বর-মন্দিরের গায়ে নানাবিধ ছোট ছোট মূর্ত্তিগুলি এবং রাজারাণী মন্দিরের গায়ে বড় আকারের নৃত্যভঙ্গী-বিশিষ্ট অপ্সরী বিদ্যাধরীগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবের মূর্ত্তিগুলি দেখে আমার মনে হ'ল আমাদের দেশের এই শিল্পকলা যদি আজ জীবিত থাকৃত, তাহ'লে ভোগী বণিক-সম্প্রদায় তাঁদের নয়ন-তৃপ্তিকর মর্ম্মর স্ত্রী-মূর্ত্তিগুলি বহু অর্থব্যয়ে বিদেশ হ'তে আনবার আবশ্যকতা বোধ করি বুঝ্‌তেন না। শুন্‌লাম এই সব শিল্পীদের বংশাবলী এখনও ভুবনেশ্বরে এবং তার নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস ক'চ্ছে। তাদের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য-শিক্ষা এমন কি পাশ্চাত্য-শিক্ষিত লোকদের কোনরূপ সংস্রবে না এসেও এখন পর্য্যন্ত যেরূপ পাথরের মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রতে পারে তা' দেখ্‌লে অনেকেরই তাক্ লেগে যাবে। আমাদের দেশের এ সব দীন-দরিদ্র শিল্পীদের খোঁজ কোন বণিক-সম্প্রদায় রাখেন না বা রাখ্‌বার আবশ্যকতাও বোধ করেন না। তাঁরা এখানকার একটী দরিদ্র মিস্ত্রীর নিকট হ'তে যেরূপ একটী মূর্ত্তি ৫৲ পাঁচ টাকায় প্রস্তুত করাতে পারেন, সেইরূপ একটি মূর্ত্তি ইটালী বা অন্যদেশ হ'তে অনায়াসে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়ে এনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

মুক্তেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বেই স্ব-প্রসিদ্ধ মরিচকুণ্ড, এই কুণ্ডে চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর দিন স্নান ক'রলে বন্ধ্যানারীরও ছেলে হয় ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। অশোকাষ্টমীর দিন এখানে প্রায় ৭৮ হাজারেরও উপর লোক-সমাগম হয় শুন্‌লাম। এখান হ'তে ২৩ মিনিটের রাস্তা দূরে মাঠের মধ্যে রাজারাণী মন্দিরটী দেখে আমরা বাসায় ফিরলাম। এই মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নাই। প্রাচীন কেশরীরাজগণের গৃহদেবতা নারায়ণ শিলাচক্র এই মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এটী যে বিষ্ণুমন্দির, তা এই মন্দিরের উপরের বিষ্ণুচক্র দেখ্‌লেই সহজে বুঝা যায়।

ভুবনেশ্বরের প্রায় সকল প্রাচীন মন্দিরগুলিই গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের দ্বারা সুরক্ষিত এবং প্রায় সব মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বহু বড় বড় মন্দির ভগ্ন অবস্থায় স্তূপাকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু কেহ তার একখানি পাথর স্পর্শ ক'রলেই অমনি বিপদ।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নাদেশে দানেচ্ছা

পুরী জেলার সাক্ষীগোপাল ষ্টেসন হইতে পূর্ব্বদিকে ৩ মাইলের মধ্যে ভার্গবী নদীর তীরে গড়কুণ্ডাহাট গ্রাম। ঐ গ্রামের পার্শ্বে ভার্গবী তীরে কালাপাহাড় নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় শ্রীযুক্ত গদাধর দাসের পূর্ব্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহের সেবা আছে। ঐ সেবা ৭।৮ পুরুষ ধরিয়া (প্রায় ২৫০ বৎসর কাল) ব্রাহ্মণ পূজারীর দ্বারা সেবিত হইতেছেন। সম্প্রতি পূজাধিকারী মহাশয়কে শ্রীশ্রীরাধাদামোদর স্বপ্ন দিয়াছেন যে "আলাল—নাথের ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আমার অতি প্রিয় সেবক; তাঁহাদের দ্বারা আমাদের সেবা করাও" শ্রীযুক্ত গদাধর দাস ইতিপূর্ব্বে আলাল-নাথের ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের নামও শুনেন নাই, এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর তিনি আলালনাথে গিয়া ঐ বৈষ্ণবগণকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রীবিগ্রহের সেবার সহিত সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ৩০ ত্রিশ বিঘার উপর ভাল ধান্যের জমি, দেবমন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতি এবং ৯ বিঘা জমিতে নারিকেলের বাগান আছে। সমস্ত জমির

খাজনা বার্ষিক ১৬৵ লাগে। জানাগেল যে ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে এই সদাধর দাসের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। বলাবাহুল্য ঐ ব্রজগৌড়ীয় মঠ প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠেরই শাখা মঠ।

শ্রীব্রজগৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির

সম্প্রতি আগামনাদের শ্রীব্রজ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের জন্য ১২১ খানা বড় আকারের পাথর জরী পাড়া হইতে নৌকাযোগে আনান হইয়াছে এবং স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারবাবুর নিকট হইতে কতকগুলি ইষ্টক খরিদ করিয়া অনতিবিলম্বেই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইবে আশা করা যায়।

শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠে ভূমিদান

যে স্থানে কৃষ্ণদর্শন-লালসব্রজবাসিগণ গ্রহণ-উপলক্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে আগত বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ব্রজগোপী-গণের ঘটনা লইয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে রথাগ্রে নৃত্যগীতাদি সম্পাদন করিতেন সেই স্থানের স্বত্বাধিকারী থানেশ্বর নিবাসী লালা সাধুরাম, লালা মধুরাম, লালা ইন্দ্রামল এবং লালা রঘুবর দয়াল বিগত ১১ই আগষ্ট শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিদধিক ৪ চারি বিঘা জমি সমর্পণ করিয়াছেন। সেই ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী আর ও কিছু জমি স্থানীয় গুজরান ওয়ালার মোহন্ত মহারাজ উক্তমঠে সমর্পণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠ, প্রাচীন নবদ্বীপস্থিত শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের কুরুক্ষেত্রস্থ শাখা মঠ। সেখানে গৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদবিলাসজী নিত্য সেবিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে কুরুক্ষেত্র সংশ্রাবিক মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীপাদ রামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য বি, এ, মহোদয় এবং শ্রীপাদ বৈষ্ণব চরণ অধি-কারী মহোদয় তথায় প্রায় ৮ মাসকাল অবস্থান করিয়া শ্রীহরিসেবা ও শ্রীহরিভজন-সেবা করিতেছেন।

নানা কথা

ক্রোধের বশে স্ত্রী-হত্যা

আসাম শিলচরের সেসন জজ মিঃ এন ছ-এ জুরির এজলাসে জুরীর সাহায্যে ইমাম আলি নামে এক ব্যক্তির ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে বিচার হইতেছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ইমাম আলির দুইটী বিবাহ; দুই স্ত্রীতে প্রায়ই কলহ হইত। একদিন রাত্রে কয়েকজন প্রতিবেশী ইমাম আলির বাড়ী গিয়া তাহাকে সদুপদেশ দিয়া বলে যে, যে স্ত্রী তাহার পছন্দ-হয় তাহাকে গৃহে রাখিয়া অন্য স্ত্রীকে তালাক দিক। যে স্ত্রী ইমাম আলির অপছন্দ সেই স্ত্রী ইহাকে বলে যে, যাহার দুই স্ত্রী লইয়া ঘর করিবার ক্ষমতা নাই, সে দুই বিবাহ করে কেন? ইহা শুনিয়া ইমাম আলি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং সেই স্ত্রীর পেটে দুইবার উপর্য্যুপরি লাথি মারে। সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

মেদিনীপুর বাজারে নারীহত্যা

সঙ্গত বাজারে একটি বাঙনারীকে কে বা কাহারা তাহার ঘরে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। গত ১৫ই তাং হইতে তাহার ঘর বাহির হইতে তালাবদ্ধ দেখিয়া তাহার প্রতিবেশীরা মনে করে যে, সে কোন কাজে বাহিরে গিয়াছে। কিন্তু গত ১৬ই ঐ ঘর হইতে বিশ্রী দুর্গন্ধ বাহির হওয়ায় লোকের মনে সন্দেহ হয় এবং তাহারা পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ আসিয়া তালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে শরীর পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে গলা-কাটা অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এদিকে তাহার শরীর পুড়িয়া গিয়াছে। তাহার অলঙ্কারগুলিও অপহৃত হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

অক্সফোর্ডে প্রাচ্যতত্ত্বের গবেষণা

ভারতীয়ের নিমন্ত্রণ

আগামী ২৭শে আগষ্ট তারিখে অক্সফোর্ডে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদিগের সপ্ত-দশ আন্তর্জ্জাতিক মহাধিবেশন হইবে, প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন। পৃথিবীর সকল দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয় ও প্রাচ্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি-নিধিগণ এবং কানাডা উপনিবেশ পর্য্যন্ত সকল দেশের শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন।

যে কার্য্যপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে এসিয়া ও মিশর দেশের সমগ্র বিদ্যার আলোচনা হইবার ব্যবস্থা আছে। ইংরাজ, ফরাসী, ইটালীয়, ভারতবর্ষীয় এবং মার্কিণ পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ পাঠ করি-বেন এবং বিগত যুদ্ধের পর "ভূগর্ভ-খনন" ও "দেশ-ভ্রমণ" দ্বারা যে সকল নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সায়ংকালে আলোকচিত্রের সাহায্যে সেই সেই বিষয়ে বক্তৃতা হইবে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরে প্রাচ্য-বিদ্যমণ্ডলীর শেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

—বসুমতী

সিরাজগঞ্জে বন্যা

যমুনা নদীতে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। জল ক্রমেই বাড়িতেছে। সহরের বহু রাস্তা ও কতকগুলি বাড়ী ইতোমধ্যেই জলমগ্ন হইয়াছে। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছে যে, আর এক সপ্তাহ কাল যদি এইরূপ ভাবে জল বাড়িয়া যায় তবে সমস্ত শস্যই নষ্ট হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে।

এই মহকুমার অন্তর্গত উল্লাপাড়া, সলাপ ও অন্যান্য স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেই সমস্ত স্থানেও ভীষণ বন্যা হইয়াছে। বহু বাড়ী জলে ডুবিয়া গিয়াছে। উহার ফলে, স্থানে স্থানে 'আমন' ধান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বন্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। সারা সিরাজগঞ্জ রেল লাইনই এতদঞ্চলে এইরূপ বন্যাপ্রবাহের মূলীভূত কারণ। উহার জন্যই সোজাসুজিভাবে জল বাহির হইয়া যাইতে পারে না। উক্ত রেল লাইনের উত্তর দিকের জল দক্ষিণ দিক হইতে অন্ততঃ এক হাত উঁচু। প্রকাশ যে, উক্ত রেল লাইন নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এইরূপ প্রবল বন্যা হইয়া কখনও এত দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় নাই।

বিমানপোত দুর্ঘটনা

রয়াল এয়ার কোর্সের অন্তর্গত "ডি-এইচ ৯" নামক এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহাতে তিন জন লোক মারা গিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ১৯২৮ সালে ৫৩ জন লোক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে। ১৯২৭ সালে ৫৫ জন এবং ১৯২৬ সালে ৮৫ জন মারা গিয়াছিল।

ইংলণ্ডে রেল দুর্ঘটনা

একখানি এক্সপ্রেস ট্রেণ কেমব্রিজ হইতে কিংসক্রশের দিকে যাত্রা করিয়া-ছিল। সারপ্রেটের নিকটে একখানি মোটর লরীর সহিত ইহার সংঘর্ষ হয়। ফলে ট্রেণখান লাইন হইতে পড়িয়া যায়। ফায়ারম্যান তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ট্রেণের ড্রাইভার এবং লরীর ড্রাইভার উভয়েই গুরুতর আহত হইয়াছে। যাত্রী-দের মধ্যেও অনেকে আঘাত পাইয়াছেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, মোটর লরীর ড্রাইভারটিও মারা গিয়াছে।

নিমজ্জিত মহাসমরে স্মৃতি

"এল-৫৫" নামক বৃটিশ সাবমেরিণ বিগত ১৯১৯ সালে জলমগ্ন হয়। কতি-পয় রাশিয়ানের চেষ্টায় সম্প্রতি তাহা উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাতে মাছিগুলি পুড়িয়া গিয়াছে।

উক্ত সাবমেরিণের উপর কামানের গুলী বর্ষিত হইয়াছিল। সেই সময়ে উহা জলমগ্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ৪০ জন খালা-সীর সলিল-সমাধি ঘটে। জলমগ্ন সাব-মেরিণ হইতে ইহাদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুশিয়ার সৈনিকগণ বলে, ১৯১৯ সালের ৪ঠা জুন তারিখে তাহারা কারখি উপসাগর হইতে ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পায়। তারপর ধূমজাল আকাশ ছাইয়া ফেলে, ইহার কিছু পরেই বৃটিশ সাবমেরিণ "এল ৫৫" অদৃশ্য হয়।

সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহারা স্থির করিবেন—বৃটিশ সাবমেরিণ কামানের গুলীতে বিধ্বস্ত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছিল—না মাইনের সঙ্গে সংঘর্ষ হইয়াছিল।

বৃটিশ নৌ বিভাগের অভিমত

সোভিয়েটগণ যে জলমগ্ন সাবমেরিণ "এল ৫৫" উদ্ধার করিয়াছেন, একথা সরকারীভাবে বৃটিশ নৌ বিভাগ অবগত নহেন।

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট জানেন যে ১৯১৯ সালের ১২ই জুন তারিখে এই সাবমেরি-ণের বিপদ ঘটে। তাহাদের ধারণা এই যে "মাইনের" সঙ্গে সংঘর্ষ হইয়াছিল। যখন উহা জলমগ্ন হয় তখন ইহাতে ৪১ জন খালাসী ছিল।

ইংলণ্ডে সমাধির ব্যবস্থা

যে সমস্ত নাবিকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সমাধি যাহাতে ইংলণ্ডে দেওয়া হয় তাহার আয়োজন চলিতেছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এইজন্য সোভিয়েট সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

—বাংলার কথা

কলিকাতা বাড়ী ভাড়া আইন

শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের নিম্ন বিভাগের কর্ম্মচারী-দের বেতনের হার সামান্য পরিবর্ত্তন এবং গভর্ণমেন্ট প্রেসের কর্ম্মচারীদের বেতন ও উন্নতি সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী সদস্যগণ সমবায়ে গঠিত একটি মিশ্র তদন্ত কমিটি গঠন জন্য দুইটি বে সরকারী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। গভর্ণ-মেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও তাহা সভা গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুত জে, এল, বন্দ্যোপাধ্যায় কলি-কাতা বাড়ী ভাড়া আইন পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করিয়া ছিলেন। তাহা লইয়া খুব আলোচনা চলিয়াছিল; কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে অনেকার অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই ভাদ্র, বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা ভাদ্র তারিখে কোন একটী দৈনিক পত্রে জনৈক পণ্ডিতম্মন্য স্মার্ত্ত মহোদয়ের বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তিনি বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে নারাজ। তাঁহার বিচারে ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় সিদ্ধ ভক্তগণই ব্রাহ্মণোচিত স্থান পাইতে পারেন অথবা তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিতে উক্ত পণ্ডিতম্মন্য ব্রাহ্মণব্রুবগণের কোন বাধা নাই, কিন্তু অসিদ্ধ সাধকভক্তের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিতে তাঁহারা নারাজ। এ সকল বিষয়ের সুষ্ঠু মীমাংসা করিবার জন্য বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, মহাপুরাণ, উপপুরাণ সমূহ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে; নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই তাহা সহজে বুঝিয়া লইতে পারেন, কিন্তু "যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে। শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাহা হইতে"—এই বিচারানুসারে পণ্ডিতাভিমানী ঘটপটীয়া মূর্খ সমাজ শাস্ত্র দেখিয়াও দেখিতে পায় না। আবার বয়সাধিক্য বশতঃও মানবের বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়; সুতরাং বয়সের আধিক্যবশতঃ যেস্থলে বুদ্ধির চঞ্চলতা এবং তজ্জন্য নানা প্রকার আবলতাবোল প্রলাপ শ্রবণ করা যায়, সেস্থলে সাধুগণ তাহার তাদৃশ বাক্য নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও উপেক্ষণীয় জানিয়া গর্হণই করিয়া থাকেন ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার—এই নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার সঙ্গকে অসৎ বোধে পরিত্যাগই করিয়া থাকেন, আবার সত্যানুসন্ধিৎসু নিরীহ জনগণের মঙ্গলকামনা করিয়া সেই সকল কথার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেও বিরত হন না, তাহার ফলে বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমাত্রেই সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

তত্ত্ববিদ্গণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। প্রতীতিভেদে সেই অদ্বয়বস্তুরই ত্রিবিধ প্রকাশ। ব্রহ্মপ্রতীতি বা অসম্পূর্ণ প্রতীতি, পরমাত্মপ্রতীতি বা আংশিক প্রতীতি এবং ভগবৎপ্রতীতি বা পূর্ণ প্রতীতি। ভগবৎপ্রতীতির নির্ব্বিকারে পরমাত্মপ্রতীতি এবং অনির্দ্দিষ্টাকারে ব্রহ্ম প্রতীতি। ব্রহ্মপ্রতীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং ভগবৎপ্রতীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ভক্ত বলিয়া কথিত হন। যাঁহার ব্রহ্ম-প্রতীতি নাই অথচ ব্রহ্মসূত্র গলায় লইয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করেন কিংবা ভগবৎপ্রতীতি শূন্য হইয়া নিজদিগকে গৌড়ীয়সম্প্রদায় বৈষ্ণব বা গোস্বামী অভিমান করিয়া আসিতেছেন, শাস্ত্র তাঁহাদের আচরণ অতীব গর্হণীয় জানাইয়াছেন।

ব্রহ্মপ্রতীতি বা অসম্যক্ প্রতীতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ উন্নতাধিকারে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারেন, আবার ভগবদ্ভক্ত ভক্তি হইতে চ্যুত হইলে আপনাদিগকে যোগী বা জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি লাভের ইচ্ছায় গুরু-ভক্তের চরণাশ্রয় করেন, তাঁহাদের অধিকার সুনিম্নে অবস্থিত হইলেও তাঁহাদের দ্বিজত্বপ্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত নাই। এ সকল কথা পঞ্চমবেদ শ্রীমহাভারত, পঞ্চরাত্র শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে সুবিস্তৃত হইয়াছে। কোন কথা বলিতে হইলে বক্তাকে সাবধান হইয়া বলিতে হয় নতুবা সম্মান বজায় রাখা যায় না বরং লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত মহাভারত ও পঞ্চরাত্রীয়—

'এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসঃ রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"

—প্রভৃতি বাক্যগুলি আলোচনা করিলে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই সংশয় বিদূরিত হইতে পারে।

যখনই কোন ব্যক্তি প্রাক্তনসুকৃতিক্রমে বৈষ্ণবগুরুর নিকট আসিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখনই তিনি অপ্রাকৃত হন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ তাঁহার এবং অন্যের অলক্ষিতভাবে পতিত হয়, এ সকল কথা শ্রীমদ্ভাগবতে সারার্থদর্শিনী টীকায় সুবিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত হইয়াছে—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
তৎকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

যিনি বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক নিজে অপ্রাকৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে প্রাকৃত, অপ্রাকৃতের বিচার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র।

ছোট হরিদাস ও বড় হরিদাসের কথা কে বুঝিতে সমর্থ? যিনি গৌর-নিত্যানন্দের চরণ একমাত্র সার বলিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, কেবল তিনি ভিন্ন ভক্তের কথা কোন পরদাররত যথেচ্ছাচারীর অথবা পুণ্যবান্ মুমুক্ষুর বোধগম্য নহে।

মালদহে অনুভূতি

(শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী)

বহুমান পুরঃসর নিবেদন—বহুদিন যাবৎ আপনার কুশলাদি অবগত নহি। আপনি বর্ত্তমানে কোথায় আছেন, তাহাও জানিনা। শ্রীরামকেলিধাম-সংস্কারের বিষয় অবগত আছেন। প্রতিবৎসর উৎসবের সময় আপনাদিগকে আহ্বানও করিয়া থাকি, কিন্তু আপনাদের দর্শন পাই না। আপনারা সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদের উদ্যম ও চেষ্টার প্রশংসা যে কোন ব্যক্তিই নিশ্চয় করিতে বাধ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতভেদ থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া এতগুলি জ্ঞানী ও কর্ম্মী যুবক এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে কার্য্যে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। আপনাদের 'গৌড়ীয়' পত্রিকার ২৮শে জুলাই তারিখের সংখ্যায় জানিতে পারিলাম—পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্র ও তাঁহার ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা গঙ্গামণি দাসী এবং তাঁহাদের ভক্তিমান্ জামাতা শ্রীযুক্ত শ্রীপতি চরণ পাল মহাশয় পুন্ পুন্, মন্দার ও কানাঞির নাটশালা—এই তিন স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ ও তদুপরি শ্রীমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণের যাবতীয় আনুকূল্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া তদর্থে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। সংবাদটি বড়ই আনন্দপ্রদ সন্দেহ নাই, তবে এই সময় আমার জানান কর্ত্তব্য এই যে, শ্রীরামকেলিধামে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপীঠটী যাহাতে সংস্কৃত হয়, সে বিষয়ে আপনাদের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামকেলিধাম হইতে শ্রীনাটশালায় গমন করেন; আর শ্রীরাম-কেলিধামে বাংলার বহুলোক উৎসবের সময় সম্মিলিত হইয়া থাকেন এবং বর্ত্তমান সমিতির চেষ্টায় বহুশিক্ষিত সুসন্তান এবং অনেক পুণ্যব্রত মহাজন প্রভৃতির আগমন হইয়া থাকে। আপনি সমস্ত বিষয় স্বয়ং পরিক্রমাকালে জানিয়া গিয়াছেন কিন্তু বর্ষে বর্ষে যে বৃহৎ সভায় অনুষ্ঠান হয়, তখন আমাকে ঐ পাদপীঠটীর কথা সমবেত মণ্ডলীর নিকট নিবেদন করিয়া লজ্জিত হইতে হয়। উহার দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে কিরূপ আঘাত পাই, তাহা লেখা দ্বারা জানান অপেক্ষা অনুভব করাই শ্রেয়স্কর। অধিক কি লিখিব, আপনারা বহুস্থানে বহুসংস্কার করিয়াছেন। আপনারা অষ্টোত্তরশত স্থানে পাদপীঠ প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাম কেলিধামের পাদপীঠ সম্বন্ধে কি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী পাদের প্রতি আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহাতে আমার ন্যায় মূর্খ ব্যক্তির কোন বিষয় লেখা ধৃষ্টতা মাত্র; কেবল দৃষ্টি-আকর্ষণ জন্য জানাইলাম। আশা করি, আপনার ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। পত্রোত্তরে আপনাদের মতামত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অপর একটী কথাও বোধ হয় জানিয়াছেন, তথাপি বোধ হয় জানিলে আনন্দিত হইবেন যে, সাধিত্ব সরকার বাহাদুরের প্রায় ২২,০০০ বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে রূপসাগর অনেকটা সংস্কৃত হইয়াছে এবং পাঁচটী টিউব-ওয়েল হইয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতি—

শ্রীপুরুষোত্তম প্রসঙ্গ

পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদ-দায়িনী।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্বনাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার॥

অতএব শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র, শ্রীপুরু-ষোত্তমদেবের সন্ধিনী-শক্তির প্রকটিত ভগবল্লীলাক্ষেত্র। আমরা আজ সেই পুরু-ষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজিত নীলাচলনাথকে নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা স্মরণ করি-তেছি,—

নীলাদ্রৌ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহা-
সনস্থং
সর্ব্বালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংস্থিতং-
চাগ্রজেন।
ভদ্রায়া বামভাগে রথচরণযুতং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্র-
বন্দ্যং
বেদানাং সারমেকং স্বজন-পরিবৃতং ব্রহ্মদারু
স্মরামি॥

পঞ্চক্রোশী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের আকার শঙ্খসদৃশ। এই ক্ষেত্র সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তীর্থরাজ সমুদ্রের তটভূমি সুবর্ণ বালুকারাশি পরিবৃত। ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নীলাচল পর্ব্বত অবস্থিত। ধর্ম্মরাজ যমেরও ভয়নাশক শ্রীযমেশ্বর মহাদেব সমুদ্রতটে ও নীলকণ্ঠ মহাদেব শঙ্খের অগ্রভাগে বিরাজিত। এই এক ক্রোশ পরিমিত শ্রীনারায়ণ-ক্ষেত্র পরম পবিত্র।

কোন সময় মহাদেব কোপাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চমশির ছেদন করিলে ব্রহ্মকপাল তাঁহার হস্ত-সংলগ্ন হয়। হস্ত-লগ্ন ব্রহ্মকপাল

লইয়া মহাদেব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে এই ক্ষেত্রে আসিবামাত্র কপাল ভস্মীভূত হইল। মহাদেব কপালমোচন আখ্যা লাভ করিয়া শঙ্খের দ্বিতীয়াবর্ত্তে অবস্থান করিলেন। শ্রীবিষ্ণুর পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবী, শঙ্খের তৃতীয়াবর্ত্তে বিরাজমানা। শঙ্খের নাভিদেশে রোহিণীকুণ্ড, অক্ষয়বট ও শ্রীপুরুষোত্তম-দেব বিরাজ করিতেছেন। কপালমোচন হইতে অর্দ্ধাশনী পর্য্যন্ত ভূমি শঙ্খের মধ্যভাগ। অর্দ্ধাশনী শ্রীবলগণ্ডীর নিকট অবস্থিত। তাঁহাকে 'মাউসী মা' বলে। রোহিণী কুণ্ড কারণাব্ধিবারি, পরিপূর্ণ। প্রলয়কালে কুণ্ডের জল বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়ান্তে পুনরায় উহাতে লীন হয় বলিয়া কুণ্ডের নাম রোহিণী।

এক সময়ে রুদ্রতপস্যায় সন্তুষ্ট ভগবান্ নিজ দেহ হইতে জাত শ্রীগৌরীদেবীকে তাঁহাকে প্রদান করিলেন। শ্রীভগবানের আদেশে রুদ্রপত্নী গৌরী অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবের অষ্টবেদীর অষ্টদিকে অবস্থান করিতেছেন;—

১। অগ্নিকোণে বটমূলে মঙ্গলা,

২। পশ্চিমে বিমলা,

৩। শঙ্খের পূর্ব্বভাগে সর্ব্বমঙ্গলা (শ্রীজগন্নাথ দেবের সিংহদ্বারের সম্মুখে মঠের নিম্নস্থানে গোল পুর মা নাম্নী দেবীই সর্ব্বমঙ্গলা),

৪। অর্দ্ধাশনী (অপর নাম মাউসী মা, বলগণ্ডির নিকটে)

৫। ঈশানকোণে বিমলা (আঠার নালার নিকটে আলমচণ্ডী),

৬। দক্ষিণে কালরাত্রী (দক্ষিণকালী)

৭। পূর্ব্বে বায়ুকোণে মরীচিকা (বড়দাণ্ডের নিকট মরীচিকোট গলিতে)

৮। নৈঋত কোণে—চণ্ডরূপা (মাটীমণ্ডপ সাহীতে)

শ্রীগৌরীর অষ্টমূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের সেবা দর্শন করিয়া ভগবদ্ভক্তচূড়ামণি শ্রীরুদ্র অষ্টমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভক্তের সেবা-প্রবৃত্তি দর্শনে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রপাল স্বরূপ অষ্টরুদ্রমূর্ত্তি অষ্টদিকে স্থাপন করিয়া স্বয়ং মধ্যস্থানে অবস্থান করিলেন,-

১। কপাল-মোচন (মন্দির-প্রাচীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে),

২। সর্ব্বকামপ্রদ ক্ষেত্রপাল (মন্দির-মধ্যস্থিত মুক্তিমণ্ডপের পূর্ব্বদিকে),

৩। যমেশ্বর (টোটাগোপীনাথের সন্নিকটে),

৪। মার্কণ্ডেয় (মার্কণ্ড পুষ্করিণীর পূর্ব্বকূলে,

৫। ঈশান (উত্তরদিক্ দ্বারের পূর্ব্বভাগে),

৬। বিল্বেশ (সহর হইতে প্রায় দুইক্রোশ দূরে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে),

৭। নীলকণ্ঠ (ইন্দ্রদ্যুম্ন পুষ্করিণী-কূলে),

৮। বটেশ (মন্দির-মধ্যে বটবৃক্ষ নিকটে)

শ্রীনীলকণ্ঠের বিজয়মূর্ত্তি বর্ত্তমানে সহর মধ্যে কুণ্ডাইবেণ্ট সাহির শেষভাগে এক মন্দিরে বিরাজিত। রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমদনমোহন যখন বিজয় করেন, সেই সঙ্গে শ্রীলোকনাথ, মার্কণ্ডেয়, যমেশ্বর, কপাল-মোচন এবং নীলকণ্ঠ—এই পঞ্চ বিজয়মূর্ত্তিও গমন করেন।

প্রলয়কালে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন হইলে সপ্তকল্পায়ু মার্কণ্ডেয় প্রলয়ার্ণবে ইতস্ততঃ ভাসিতে ভাসিতে যখন অক্ষয়-বট নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন একটী বালকের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিলেন—'ওহে মুনি, তুমি আমার নিকট আসিয়া দুঃখ দূর কর, শোক করিও না। এবাক্য শ্রবণে মুনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বটপত্রশায়ী বালগোপালমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ঐ গোপালদেব স্বীয় কুক্ষিমধ্যে মুনিকে স্থান দান করিলেন। প্রলয়াবসানে মুনি বিষ্ণু কুক্ষি হইতে বহির্গত হইয়া বটবৃক্ষের বায়ুকোণে এক গর্ত্ত খনন করিয়া বিষ্ণুভক্ত শ্রীমহাদেবের পূজা করিলেন। পরে ঐ গর্ত্ত মার্কণ্ডেয় সরোবর এবং মুনিপূজিত মহাদেব, মার্কণ্ডেশ্বর নামে পরিচিত হইলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার আখ্যায়িকা সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে;—

সত্যযুগে ব্রহ্মার পঞ্চমপুরুষ অবন্তী নগরাধিপ ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। কোন সময় তীর্থভ্রমণকারী কয়েক জন মুনি সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণান্তে তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বৈদিক মুনিবৃন্দের নিকট রাজা প্রশ্ন করিলেন যে,—পৃথিবী-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র কোন্‌টী? রাজার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে বহুতীর্থ-দ্রষ্টা এক ঋষি উত্তর করিলেন যে,—ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত ওড্রদেশে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র নামে এক উত্তম ক্ষেত্র আছে। তাহার মধ্যে নীলগিরি নামক এক পর্ব্বত বিরাজিত। পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক অরণ্যে বেষ্টিত। মধ্যস্থানে এক-ক্রোশ পরিমিত স্থান ব্যাপী এক বটবৃক্ষ আছে। তাহার পশ্চিমে রোহিণী নামক এক কুণ্ড বিদ্যমান। ঐ কুণ্ড কারণ-বারি পূর্ণ। কোন সময়ে এক তৃষ্ণার্ত্ত কাক জল পান করিবার জন্য কুণ্ডজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। বারি পান করিয়া উঠিতেই কুণ্ডের পূর্ব্বতটে বিরাজমান নীলকান্তমণি, দ্যুতি বিশিষ্ট শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়া গেল। কুণ্ডের পশ্চিমে শবরদীপ নামে এক আশ্রম আছে। তথায় শবরকুল বাস করিয়া আসিতেছে। শবরপল্লী হইতে শ্রীবিষ্ণুর মন্দির পর্য্যন্ত একটী মার্গ বর্ত্তমান। তথায় গমন করিয়া সর্ব্বলোক কৃপানিধি শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।'

নরপতি মুনির নিকট ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুলপুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন এবং তন্নিকটে বাসোপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ করিলেন। রাজাদেশ পাইয়া বিদ্যাপতি শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া রথারোহণে যাত্রা করিলেন। কতক দিবস পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে ওড্রদেশে মহানদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস প্রাতে পুণ্যতোয়া মহানদীতে স্নানাদি সমাপন করিয়া রথারোহণে একাম্রক কাননে উপস্থিত হইলেন। স্নানাদি-বৃন্দকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। সৌভাগ্যবান্ বিদ্যাপতি শ্রীভগবান্‌কে কখন ধ্যানপথে, আবার কখনও বা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন কিন্তু চতুর্দ্দিক ঘনবনাকীর্ণ থাকায় নীলাচলপতির মন্দির-দর্শন-সৌভাগ্য না পাইয়া বহুবার চেষ্টা করিলেন। পরে হতাশ হইয়া কুশাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীভগবানের দয়া হইল। বিদ্যাপতি পর্ব্বত-পশ্চাদ্ভাগে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক শ্লোক উচ্চারণের ধ্বনি শুনিলেন। সেই কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া কিছু দূরে গমন করিয়া শবরপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় বৈষ্ণববর্গকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিলেন। বিশ্বাবসু নামক জনৈক বৃদ্ধ শবর, শ্রীভগবানের পূজা সমাপনান্তে নির্ম্মাল্য চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া বিদ্যাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য আসনাদি দান করিয়া ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিলেন। শবরপতির আতিথ্য-সৎকারে পরমপ্রীত হইয়া বিদ্যাপতি বলিলেন যে, ফল বা পক্কান্ন কিছু প্রয়োজন নাই। সুদূর অবন্তীনগর হইতে যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি তাহা পূর্ণ করুন। এখানে শ্রীনীলমাধবের দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস করিব।' তৎপরে বিদ্যাপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজার বিবরণ সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেন। শবরপতি বিশ্বাবসু বলিলেন যে, হাঁ, আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক নরপতি এখানে বাস করিবেন। যাহা হউক আপনি তদপেক্ষা ভাগ্যবান্। কেননা অগ্রেই আপনার নীলমাধব দর্শন হইবে।' এই বলিয়া বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কেবল মাত্র একজন লোক গমন করিতে পারে এরূপ অতি সঙ্কীর্ণ প্রস্তর ও কণ্টকাকীর্ণ, দুরবগাহ্য, ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দুই মুহূর্ত্ত মধ্যে রোহিণী কুণ্ডতটে উপস্থিত হইয়া নীলমাধবকে দর্শন করিলেন। তদনন্তর কুণ্ড ও তটস্থিত বিটপ-মধ্যে দেবপ্রতিম শ্রীনীলমাধবকে দর্শন করিয়া বিদ্যাপতির সব ক্লেশ দূরীকৃত হইল। কিন্তু জঙ্গলপূর্ণ স্থানে রাত্রিবাস নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া উভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শবরপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। শবরপতি বিশ্বাবসু বিবিধ অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিলেন। বিদ্যাপতি মহাপ্রসাদ ভোজ্য দ্রব্যাদি আস্বাদন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই অরণ্য মধ্যে এই প্রকার খাদ্যদ্রব্য কি প্রকারে উপস্থিত হইল? তখন সন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাবসুকে প্রশ্ন করিলে শবররাজ উত্তর করিলেন—'ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ প্রত্যহ বিবিধ দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া শ্রীভগবানকে অর্পণ করেন। সেই প্রসাদ আপনাকে দিয়াছি। আমরাও প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথের এই প্রসাদ সেবন করিয়া নীরোগ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি।

বিদ্যাপতি-মুখে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাবসু বলিলেন যে, নরপতি শ্রীমাধবের দর্শন পাইবেন না। কেন না অল্পদিন পরে ভগবান্ স্বর্ণবালুকায় আবৃত হইয়া অদৃশ্য হইবেন। এ ঘটনা মহারাজ এখানে আসিবার পূর্ব্বেই হইবে। আপনি এ কথা তাঁহার নিকটে বলিবেন না। রাজা এখানে আসিয়া শ্রীভগবানের অদর্শনে দুঃখচিত্তে প্রায়োপবেশন করিলে গদাধর স্বপ্নচ্ছলে তাঁহাকে দেখা দিবেন এবং ভগবানের আদেশানুসারে ব্রহ্মা দ্বারা ভগবানের রূপচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিবেন। শ্রীহরি যত দিন এক্ষেত্রে বিরাজ করিবেন, তত দিন রাজার ও আমাদের বংশধরগণ তাঁহার সেবা পূজায় নিযুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিবে। এ বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

পরদিবস বিদ্যাপতি সমুদ্র স্নান ও মাধবকে প্রণাম করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বাসোপযোগী স্থান নির্ণয় করিলেন এবং রথারোহণে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন

(ক্রমশঃ)

শ্রদ্ধা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সজ্জলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ)

[illegible]

[illegible] আমরা প্রত্যেকেই জড় পুস্তককে এই প্রকারে [illegible] করি ও উত্তর পাইতে প্রত্যেক করিতেছি। এইরূপে ক্রয় বিক্রয়ে, জ্ঞানের আদান-প্রদানে, ব্যবহারে, চিকিৎসা বিষয়ে এমন কি সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারেই আমরা অন্যের [illegible] পরিচালিত হইতেছি। সুতরাং জগতে যে বিষয়ে যাঁহার অজ্ঞানতা, তিনি তদ্বিষয়ে জ্ঞানবানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, কেবল ঐহলৌকিক নহে, স্বর্গাভিকামী কর্ম্মী কৈবল্যসেবী যোগী, নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী প্রভৃতিরও প্রত্যেক ব্যবহারে আমরা [illegible] বিশ্বাসের নানা পর্য্যায় অবলোকন করিতেছি। আবার ঐ বিশ্বাস যেখানে যোগ্যপাত্রে স্থাপিত, তথায়ই অভীষ্ট লাভ হইতেছে। অন্যথায় অর্থাৎ অযোগ্যপাত্রে বিশ্বাস স্থাপিত হইলেই [illegible] দেখা যাইতেছে। [illegible] জীবমাত্রেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব নামক দোষ চতুষ্টয় সম্পন্ন। সুতরাং যাঁহার যে পরিমাণ ঐ সকল দোষের হাত হইতে নিষ্কৃতি হইয়াছে, তিনিও সেই পরিমাণে বিশ্বস্ত। তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'। অর্থাৎ সংশয় পরায়ণের ইহলোক বা পরলোক বা সুখলাভ হয় না। অতএব সর্ব্বাবস্থায় বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, দেহিমাত্রেরই স্বভাবে শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাস অনুস্যূত।

জীবমাত্রই ভগবদংশ হওয়ায় এবং অণু ধর্ম্মে অবস্থিতি-হেতু চিৎ পরমেশ্বরের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট, তাহাই জীবের নির্গুণ বিশুদ্ধ স্বভাব। তাহা হইতেই নির্গুণ শ্রদ্ধার উৎপত্তি। কিন্তু বদ্ধদশার প্রবেশাবধি প্রাচীন সংস্কার বশতঃ সগুণ স্বভাব হইতে অন্তঃকরণ গঠিত হওয়ায় ত্রিগুণময়ী ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি আসক্তি-হেতু সগুণ শ্রদ্ধায় বশীভূত হইয়া জীব কামাত্মক রাজ্যে সতত পরিভ্রমণশীল। সগুণ শ্রদ্ধায় নামান্তর লৌকিকী বা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা; ইহা দ্বারা কেবল উচ্চাবচ কর্ম্মমার্গে প্রবণই হইয়া থাকে, সংসারমুক্তি উহা দ্বারা কদাপি সম্ভব নহে।

শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয়কেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলা হয়। অগ্নিপুরাণে বলিয়াছেন-'ধর্ম্ম-সমূহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়। ঋষি, যথা ও অবসানে শ্রদ্ধা থাকিলেই শাস্ত্রীয় বিধানে ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকে।' অতএব শাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়রূপ শ্রদ্ধাকেই ধর্ম্ম-পদে অভিহিত করা হইয়াছে।

সেবাবর্জ্জিত শ্রদ্ধাহীন হইলে বহুপ্রকার কায়ক্লেশ, বা অর্থব্যয়াদি দ্বারা কদাপি কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। [illegible] দেহ-ধর্ম্ম, প্রভৃতি জ্ঞান, তপস্যা, হোম, ধর্ম্ম ও মোক্ষ, শ্রদ্ধাই [illegible]। অশ্রদ্ধার সহিত এমন কি জীবন পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলেও কিছুই ফল হয় না।

অতএব যোগ্যপাত্রে শ্রদ্ধার সহিত সম্পর্ক করিলেই, প্রকৃত [illegible] লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগীতোপনিষদেও বলিয়াছেন—অশ্রদ্ধায় যে হোম, দান, তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদয় অসৎ। তাহা ইহকালে ও পরকালে কোন উপকার করে না। হরিবংশে শ্রীভগবান্ও বলিরাজকে বলিতেছেন— "অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধমধীতমব্রতং হ্যদক্ষিণং যজ্ঞমনৃত্বিজা হুতম্। অশ্রদ্ধয়া দত্তমসংস্কৃতং হবির্ভাগাঃ ষড়েতে তব দৈত্যপুঙ্গব॥" শাস্ত্রীয় বিধিশূন্য অশ্রদ্ধায় কৃত-কার্য্যের ফলসমূহ অসুরেরাই হরণ করে।" ইহা সর্বশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত। অতএব মুক্তিকামী ধর্ম্মপর জীবগণের জন্যও শ্রদ্ধাই একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন কেবল লৌকিক কার্য্যও শ্রদ্ধাবিরহিত হইলে সুসম্পন্ন হয় না, তখন ধর্ম্ম বা মোক্ষ বিষয়ক কোন কার্য্য যে অশ্রদ্ধায় কৃত হইলে নিষ্ফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মজ্ঞান অর্জ্জনের উপায় নির্দ্দেশ স্বরূপ বলিলেন, 'দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গুরুশুশ্রূষানিষ্ঠ ও সংযতেন্দ্রিয় হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। তখন অচিরে কাল মধ্যেই পরা শান্তি লাভ করিবে।' এই সমুদয় শ্রদ্ধা ভগবদ্বাক্যে ও ভগবদভিন্নস্বরূপ বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রবাক্যে বুঝিতে হইবে। মানবের সগুণ স্বভাবজ শ্রদ্ধানুসারে সাত্ত্বিক রাজস ও তামস ত্রিবিধ শাস্ত্র বিধানে চলিয়া অবশেষে জ্ঞান পরিপাক ক্রমে নৈর্গুণ্য লাভ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধা বা ভক্তির যাজন শ্রীগীতাশাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, তুমি আত্মনিষ্ঠ চিত্তদ্বারা আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণপূর্ব্বক প্রাকৃত অহঙ্কার ও ফল-কামনাশূন্য হইয়া চিন্তা ও শোকাদি পরিহারপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম যুদ্ধ কর। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস-যুক্ত অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই অভিপ্রায়ানুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু যাহারা আমার এই বাক্যে অশ্রদ্ধা করিয়া পালন করে না বরং ইহাকে দোষাবিষ্কার করে, তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট, ও নিরর্থক বলিয়া জানিবে। এই শ্রদ্ধাই নির্গুণ শ্রদ্ধার অঙ্কুর। [illegible]-গুণ-লীলা-কথাতে দৃঢ় প্রত্যয় না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের [illegible] হেতু কোমল শ্রদ্ধায় রুচির [illegible] হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া ভগবদ্ভক্তসঙ্গের লালসা উৎপন্ন করায়। তখন সৎসঙ্গে হরিকথা শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের কর্ম আর তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রবণে নিরত হইয়া অপরিহার্য্য বিষয় সকল নিরাস করিতে করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন, ক্রমে স্বল্পদিনেই হৃদয়ের কাম সকল বিনষ্ট হয়। সত্ত্বসংশুদ্ধিক্রমে মানবের ভগবজ্জ্ঞানের অঙ্কুর উদ্ভূত হইলে, হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় ও কর্ম্মবাসনার ক্ষয় হয়। অতএব সৎকর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও দানধর্ম্মাদি দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, সেই সমস্তই ঈশ ভক্তিদ্বারা অনায়াসে ও অধিকতর সত্বর ভক্তগণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর সনাতনপুরী বারাণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের
শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সাধুসঙ্গে ভগবন্নাম-রূপ-গুণলীলাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয়। তখন ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি নামক সাধন ভক্তিতে অধিকার জন্মে। এই প্রকার সাধনেই জীবের পরমশ্রেয়ঃ প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

এই প্রকার তারতম্যেই ভক্তগণেরও তারতম্য বিভাগ করা হইয়াছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয় সংসার।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

যে শ্রদ্ধা জীবের নিত্য স্বভাবজাত এবং যাহা অযোগ্যস্থলে ন্যস্ত হইয়াও সর্ব্বদা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ফলসমূহ উৎপন্ন করিতেছে, অল্পমাত্র অভাবে কোন কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যাইতেছে না, শুধু ঐহিক নহে, ধর্ম্মাদি লব্ধ স্বর্গাদি হইতে দেবীধামান্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবনের সর্ব্বপ্রকার ভোগ, মোক্ষ, কৈবল্যাদি শ্রদ্ধামূল্যেই বিক্রীত হইয়া যাইতেছে, কেবল সেই শ্রদ্ধাই যখন সাধুসঙ্গের ফলে সুদুর্লভ মানব-জীবনের চরম ফল মহেতিকাশ্রেয় [illegible] হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ লাভ করিতে সমর্থ, তখন কোন্ সুবুদ্ধি জন তাহার আশ্রয় গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় ? হায়! দেবীধামান্তর্গত জীবগণ চিরদিন শ্রীমায়াদেবীর উপর ক্রোধবুদ্ধি করিয়া অভিজ্ঞতা হেতু তাঁহার প্রবঞ্চনায় ভুলিয়া প্রকৃত ভক্তসাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গে বা শাস্ত্রে স্থাপন করিতে বিমুখ হইতে পারে, কিন্তু সাধুমুখে শ্রুত প্রকৃত শ্রেয়োলাভ-মার্গ অনন্তবোধে যখনই তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিবার সুমতি উপস্থিত হয়, তখনই মায়া সুদূরে পলায়ন করেন এবং সৎসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে প্রেমভক্তি লাভে স্বীয় জীবন ধন্য করিতে পারে। সাধুগণ ধন, মান প্রভৃতি জাগতিক লোভনীয় পদার্থ কিছুই চান না। স্বয়ং শ্রীদেবী তাঁহাদের কৈঙ্কর্য্য লাভ করিতে পাইলে কৃতার্থা মনে করেন। তাঁহারা চান এবং সর্ব্বদা দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া প্রত্যেক জীবকে সকাতরে প্রার্থনা করেন, "হে প্রাকৃত জীবগণ! আপনারা কেবল শ্রদ্ধামূল্যে আমাদিগকে কিনিয়া লউন এবং শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গৌরহরির দয়া বিচার করিয়া তাঁহার আশ্রয় করুন। তৎপরেই বিনা যত্নে পরমশ্রেয়ো লাভ সুনিশ্চিত হইবেই।"

নানা কথা

বিমানপোতে বসিয়া আহার

হাল্কা ধরণের বিমানপোতে এ পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে ১৩ ঘণ্টার বেশী কেহ শূন্যে থাকিতে পারেন নাই। ক্যাপ্টেন হিঙ্কলারও অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সময় প্রথমবার ১৩ ঘণ্টা শূন্যে কাটান। কিন্তু শনিবার ক্যাপ্টেন হিউবার্ট ব্রড একটি 'মথ' বিমানপোতে ২০ ঘণ্টারও বেশী সময় শূন্যে কাটাইয়াছেন। তিনি বিশেষ কোন স্থানে না গিয়া শুধু ইংলণ্ডের উপর ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি এই হাল্কা বিমানপোতে চড়িয়াই পূর্ব্বে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে গতিবেগে সমস্ত হাল্কা জাতীয় বিমানপোতকে হারাইয়া দেন। তিনি এই বিমানপোতে যত উচ্চে আরোহণ করিয়াছেন আর কোন হাল্কা বিমানপোতে কেহ তত দূর আরোহণ করিতে পারেন নাই। আকাশে সোজাভাবে মথ জাতীয় বিমানপোত চালাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ক্যাপ্টেন ব্রড এরোপ্লেনের গতি ঠিক করিয়া দিয়া এরোপ্লেনে বসিয়া বই পড়িয়াছেন, খাবারও খাইয়াছেন।

অর্থনীতি-বিদ্যায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

ইন্‌ষ্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কার্স নামক ব্যাঙ্কসমূহের যে কাউন্সিল আছে, তাহার চিহ্নিত সহযোগী নিয়োগের জন্য প্রতি বৎসর একটি পরীক্ষা লওয়া থাকে। ভারতবর্ষের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার কাণপুর শাখার কর্ম্মচারী, শ্রীমান্ শরদিন্দু গুপ্ত ঐ পরীক্ষায় বৈশিষ্ট্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং অর্থনীতি শাস্ত্রে ওইদার প্রাইজ পাইয়াছেন।

ছাত্রহত্যায় দ্বীপান্তর

পাবনার একটি মাদ্রাসার ছাত্র মনসুর আলী উক্ত মাদ্রাসার অনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক অভ্যাসের কথার অভিযোগ করায় ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ১৩ই এপ্রিল মাদ্রাসা-ভবনে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। ছাত্রটি ঐ সভায় ... বিবৃত করিলে আসামী এরশাদ ... ছুরিকাঘাতে তাহাকে ... করে। পাবনার দায়রা জজ আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার সি, সি, ঘোষ ও মিষ্টার জ্যাক মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

স্বেচ্ছা না প্ররোচনা

নবদ্বীপের জিতেন্দ্রনাথ সিংহ নামক একটি নাবালক হিন্দু-বালক ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া বগুড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে একখানা আবেদন করে। কয়েকজন হিন্দু মোক্তার এবং যুবকসঙ্ঘের সদস্যগণ তাহার মতের পরিবর্তনসাধনের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বালক দরখাস্তে নিজের বয়স ২০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে নাবালক বলিয়া সন্দেহ করেন এবং সে অন্য লোকের প্রভাবে পড়িয়া ঐ কার্য্য করিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া পুলিশ-তদন্তের আদেশ দেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই হুকুম দেওয়ার পর হইতে বালকের আর কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

নূতন ভাইসচ্যান্সেলারের সম্বর্দ্ধনা

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে নিখিল বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ আর্কহার্টকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে একটি প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু সমিতির পক্ষ হইতে ডাঃ আর্কহার্টকে অভিনন্দন করেন এবং বলেন, ডাঃ আর্কহার্ট ২৫ বৎসর বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাব্যাপারে লিপ্ত আছেন এবং কলিকাতার একটী বড় কলেজের অধ্যক্ষ। অতএব তাঁহার আগমনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে আশা করা যায়। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন ব্যানার্জ্জি এবং রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রবিদত্তও বক্তৃতা করেন। ডাঃ আর্কহার্ট উত্তরে সকলকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, তিনি কোন দলভুক্ত নহেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে যাহাতে কোন দলাদলির প্রশ্রয় না পায়, এই জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন। সঙ্গীত, বাদ্য বাদ্য, ম্যাজিক প্রভৃতিরও আয়োজন ছিল। সমিতি অতিথিদের জন্য প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ডাকাতি

১৮ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যার কিছু আগের দিকে খোষাইএ একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার সাড়ে সাতটার সময় আবদুল রহমান উসমান কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুগলদাস একটি কুলির মাথায় থলেতে করিয়া ২২০০০৲ টাকা তাহার মনিবের কাছে লইয়া যাইতেছিল। তাহারা কলিঙ্গাড়া দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ একটি মোটর তাহাদের পাশে আসিয়া থামে ও মোটরের ভিতর হইতে পরে কয়েকজন লোক বাহির হইয়া কোষাধ্যক্ষের মাথায় একটি লাঠি মারিয়া কুলির হাত হইতে টাকার থলি ছিনাইয়া লয়। কুলি চীৎকার করিয়া উঠিলে তাহার দিকে চারবার পিস্তল ছুড়িয়া দুর্বৃত্তেরা টাকার থলে লইয়া মোটরে করিয়া পলায়ন করে। কুলি আহত হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। মোটর গাড়িটি ট্যাক্সি গাড়ি ছিল বলিয়া লোকের ধারণা। পুলিশ সন্দেহক্রমে দু'একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ওই স্থানেই ওইভাবে ১৪০০০৲ টাকা চুরি গিয়াছিল।

নব পরিণয়

ইউরোপ ভ্রমণকালে আমীর আমানুল্লা একবার আঙ্গোরায় গিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই দেশী এবং বিলাতী অনেক সংবাদপত্রেই একটা সংবাদ রটিয়াছিল যে মুস্তাফা কামাল কাবুল-রাজ আমানুল্লার ভগিনী রাজকুমারী কুতজানের পাণিপ্রার্থী হইয়াছেন।

কাবুল হইতে এ শুভ সংবাদের এ পর্য্যন্ত বাদ প্রতিবাদ কিছুই হয় নাই।

হইতে পারে আমানুল্লা দেশে না ফিরিয়া এ ব্যাপারে কোন পাকা কথা দিবেন না মনে করিয়াছিলেন। তাই তিনি নীরব ছিলেন। তিনি কামালকে সম্প্রতি কাবুলে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন—সেখানে এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিবে।

কামাল কখন কাবুলে যাইতেছেন, তাহা জানা যায় নাই।

এই বিবাহ ব্যাপারে মনে হয় ইসলাম ধর্ম্মের দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তি একরূপ অভিন্ন। ধর্ম্মিক কর্ম্মপন্থা তাঁহাদের স্বতন্ত্র তথাপি উদ্দেশ্য তাঁহাদের উভয়েরই মহৎ। হইতে পারে পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধুলা, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছুই তাঁহারা উভয়েই বেমালুম গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি ও মনোভাব দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা উভয়েই সমগ্র বিশ্বে এক অখণ্ড ইসলাম সভ্যতার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী।

উক্ত উদ্দেশ্যের মূলে হয়তো এই বিবাহ ব্যাপারও বিশেষভাবে জড়িত।

পোষ্টকার্ডের উপর ট্যাক্স

পোষ্টাল গবর্ণমেণ্ট সার্কুলার দিয়াছেন যে, যে সকল পোষ্টকার্ড বাজারে বিক্রয় হয়, তাহার আকার তাঁহাদিগের পোষ্টকার্ডের আকার অর্থাৎ সাড়ে পাঁচইঞ্চি লম্বা এবং ৩ ইঞ্চি ও ১ ইঞ্চির ১৬ ভাগের ৭ ভাগ চওড়া অপেক্ষা কিছু বড় বলিয়া বিবেচিত হইলেই উহার উপর ট্যাক্স করিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, সাধারণের প্রস্তুতীকৃত পোষ্টকার্ড একটু বড় আকারের হইলেই কমী (ইন্‌সাফিসিয়েণ্ট) টিকিট দেওয়া বলিয়া উহার উপর এক আনা আদায় হইবে। সাধারণে সতর্ক হউন, যেন কেহ এইরূপ পোষ্টকার্ড ব্যবহার না করেন।

বিনা টিকিটে রেলারোহণে দণ্ড

সাহাদৎ নামে এক ব্যক্তি টিকিট না লইয়া কৃষ্ণনগর রোড ষ্টেশন হইতে আমঘাটা ষ্টেশনে আইসে। গাড়ী হইতে নামিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার নিকট টিকিট চাহিলে বলে গার্ড সাহেবকে পয়সা দিয়াছি। পুনঃ পুনঃ ডাকা সত্ত্বেও ষ্টেশন মাষ্টার বাবুর নিকট না আসিয়া চলিয়া যায়। মাষ্টার বাবুর নিকট অনেক লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে উহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, উহার নাম ফরোজ সেখ। ষ্টেশন মাষ্টার বাবু ফরোজ সেখ বিনা টিকিটে আসিয়াছে বলিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই উক্ত ফরোজ সেখের নামে সমনজারী হইল। ফরোজ কোর্টে যাইয়া উপস্থিত হইলে হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি বিনা টিকিটে গাড়ীতে চড়িয়াছ কেন? ফরোজ বলিল, 'আমি গাড়ীতে চড়ি নাই।' হাকিম বলিল, তুমি চড় নাই তবে কে চড়িয়াছে? তখন ফরোজ বলিল, সাহাদৎ গাড়ীতে চড়িয়া আসিয়াছিল। হাকিম ফরোজের মুখে সাহাদৎ নাম শুনিয়া তাহার নামে সমন দিলেন। যথাসময়ে সাহাদৎ কোর্টে আসিয়া বলিল, আমি টিকিট করিতে পারি নাই, তাই গার্ড সাহেবকে বলিয়া চারিটী পয়সা দিয়াছি। হাকিম সে সকল কথা শুনিলেন না, দয়া করিয়া উহার দশ আনা মাত্র অর্থদণ্ড করিলেন।

আফিঙের দোকান লুট

গত ২৮শে জুলাই তারিখ চেকাবাড়ী নামক স্থানের আফিঙের দোকান লুট করিবার অভিযোগে উমেদ ও অপর ১৩জন অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, আসাম সরকার এক ঢেণ্ডারা প্রচার করিয়া ৬০ বৎসরের কম বয়স্ক প্রত্যেক ব্যক্তির আফিঙের পাশ হইতে পরিমাণের শতকরা ১০ ভাগ আফিঙ কাটিয়া রাখিতে নির্দেশ দেন। ঘটনার দিন প্রায় ২৫০ লোক আফিঙের দোকানের নিকট সমবেত হইয়া তাহাদের পাশ হইতে যে অফিঙটা কাটিয়া রাখা হইয়াছে উহা দাবী করে। দোকানী তাহা দিতে অস্বীকার করায় তাহারা জোর করিয়া দোকানের দরজা ভাঙ্গিয়া দেড় সের আফিঙ ও নগদ ১২০০৲ টাকা বাহির করিয়া লয়, দোকানের লোকজন ভয়ে পলায়ন করে। ডিব্রুগড়ের ১ম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মামলার শুনানী উঠিয়াছিল। ২৩শে তারিখ আবার মামলার শুনানী উঠিবে।

—আনন্দবাজার।

সম্পত্তির জন্য শ্বশুর হত্যা

কটকের বাঁকি মহকুমার কুঞ্জ সুবুদ্ধি ও অপর একব্যক্তি তাহার শ্বশুরকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। পাটনায় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের এজলাসে এই মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, প্যারীচরণ মহাপাত্র একদিন বৈকালে খুন হয়, পরদিন সকালে পুলিশ তাহার লাসের সন্ধান পায়। তদন্তে জানা যায় যে, তাহার জামাতা ঘরজামাই হিসাবে কিছু সম্পত্তি দাবী করে, এই ব্যাপার লইয়া শ্বশুর জামাতায় এক কলহ বাধে, এই ব্যাপার লইয়া কুঞ্জ অপর দুই ব্যক্তির সাহায্যে তাহার শ্বশুরকে খুন করে। সেসন জজ আসামীদ্বয়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে মামলার রেফারেন্স আসিলে প্রধান বিচারপতি মহোদয় পূর্ব্ব দণ্ড অগ্রাহ্য করিয়া আসামীদ্বয়কে মুক্তি দিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণই—

[illegible]

[illegible] সেবাবুদ্ধি আছে এবং কর্তৃত্ব মন, বাক্য ও সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্বলিত আছে—তাহার দ্বারা সেবাবস্তুর সেবা করিবেন; কিন্তু একটির অভাবে আমার মত অনেকেই আত্মবিচার পড়িয়া থাকেন, সেটী আর কিছুই নহে—সেব্যবস্তুর বিচার। যাঁহার সেবা করিব—যাঁহার পাদপদ্মে মস্তক ঢালিয়া দিব, তিনি সত্য সত্যই সেব্যবস্তু কি না, তাহা স্থিরভাবে বিচার না করার জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সেব্যবস্তু পরিবর্তন করিতে হয়। দেবীমায়া ছদ্মবেশে নানামূর্তিতে সেব্যবস্তু সাজিয়া আমাদের নিকট আসিয়া থাকেন এবং আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়া আমাদিগকে বারংবার বঞ্চিত করেন। আমার নিকট কখন স্ত্রী সেবা [illegible], কখনও বা আমি পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজনই নিত্য পূজ্য—এইরূপ বিচার করিয়া থাকি; আবার কোন সময়ে সমাজের লোক ও দেশবাসীর সেবা রূপে গ্রহণ করিব, আবার কোন কোন সময়ে কার্যকর্তা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় সেবার বস্তু হয়; নীতিযুক্ত ব্যক্তির সহপ্রভাবে ক্রীড়া, পান (মদ্য, গঞ্জিকা প্রভৃতি), দ্যূত, স্বর্ণ ও কনক এই কলিপঞ্চকের সেবায় উন্মত্ত হইয়া পড়ি; পুরাণাদের আদর্শ অবলম্বন করিয়া ইহকালে সুখ ও [illegible] [illegible] দেবদেবীর উপাসনায় মন ঢালিয়া দিই। আবার আমরা যখন অক্ষ-প্রত্যক্ষজ্ঞান (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন) আশ্রয়ে আত্মার বস্তু স্বরূপ দর্শন করিবার চেষ্টা করি [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] অবশেষে [illegible]

[illegible]

আত্মতত্ত্ব দ্বারা অর্জিত পরম তত্ত্ব, যাহা [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] দেবতা শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আত্মাকে [illegible] বলিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর [illegible] শ্লোকে তাহা আমাদিগকে—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥

—অর্থাৎ ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বা সেব্যবস্তু। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্যটিতে আদর নাই। সাধারণ বিচারেও বুঝিতে পারা যায়, যিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনি তাঁর অপেক্ষা ক্ষুদ্র সকলকেই আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনিই সেব্য এবং যাঁহারা আকৃষ্ট হন তাঁহারা তাঁহার অনুগত বা সেবক। শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যাঁহার আছে অথাৎ যাঁহার পূর্ণতায় বিন্দুমাত্রও অভাব নাই তিনিই ভগবান্। এ হিসাবেও শ্রীভগবানই সেব্য ইহা প্রমাণিত হয়। গুণের সংখ্যা ও পরিমাণ বিচার করিলে দেখা যায়—পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে জীবের আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ঐ পঞ্চাশটি এবং আরও পাঁচটি মোট পঞ্চান্নটি গুণ আংশিকভাবে দেবতাসমূহে আছে এবং চৌষট্টি প্রকারের গুণ পূর্ণমাত্রায় শ্রীকৃষ্ণের আছে, তাহা অপেক্ষা বেশীগুণ আর কাহারও নাই; সুতরাং গুণগত বিচারেও আমরা তাঁহাকেই সেব্যরূপে জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য বিংশ অধ্যায়ে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব-আদি সর্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥

শিখ্‌লেই শেখা যায়

[illegible] জগজ্জীবকে [illegible] জড় জগতে অনেক জিনিষ দেখেছেন। যারা [illegible] আসল খুঁজে চলেছে, তারা সে সব বুঝতে পারে না। আজ যারা সেই উদাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মায়াটা ঠিক [illegible] মত। অন্ধকার যেমন জীবের বুদ্ধিটা ঢেকে রেখে আর তাকে এদিক্ ওদিক্ বিক্ষেপ করে দেয়, তেমনি মায়াও জীবের আসল বুদ্ধিটা ঢেকে রেখে দিয়েছে, যাতে জীব বুঝ্তে পারে না যে, সে কে। আর আপনাকে না জানতে পেরে সে চলেছে ঠিক উল্টো পথে। আবার পথের যাত্রী হ'য়ে দিক্ হারা পথিক আর কোথায় চলেছে সে তা নিজেও জান্‌তে পারছে না। প্রতি পদে কোন্ অজানা ফাঁদে পা দিতে হচ্ছে। সব সময় বিপদের আশঙ্কা নিয়ে তাকে চল্‌তে হচ্ছে। এ ভাবে সে চল্‌ছে অনেক যুগ ধরে। কলুর চোক্ ঢাকা বলদের মত, মায়া ঠুসি পরা জীবেরও পথ হাঁটা শেষ হচ্ছে না। এমন করে সে আর কতদিন চলবে? যত দিন না চল্‌বার পথে আলোক হাতে সাধুর দর্শন পায়। যদি ভাগ্যে এমন লোককে পেয়ে বসে আর সব ছেড়ে তাঁরই সাথ ধরে তবে তার দুখের দিন শেষ হয়। চির সুখ, চির-শান্তি তার করতলগত হয়ে পড়ে।

আমরা বদ্ধ। বদ্ধ জীবের বুদ্ধিটাই বড় গোল বাধাচ্ছে। সে যা দেখ্‌ছে সবই ভোগ করতে ছুট্‌ছে আর তাইতে তাকে বিপাকে ফেল্‌ছে। এটা যদি একটু থেমে আর একটা জীবকে দেখে যেন ভবে তার ভাল হয়ে যায় সে দেখেই শিখে নেয়।

সঞ্চয় কর্‌বার নেশাটা সকলেরই আছে। রোজ আনে রোজ ত খায়ই, তা ছাড়া ভাবী কালে যাতে ব'সে, সুখে আরামে খেতে পারে, সে চেষ্টাও জীব কর্‌তে ছাড়ে না। মানুষের কথা ত দূরে থাকুক, এমন ক্ষুদ্র কীট যে মধুকর, যাকে মৌমাছি বলে, তারও এ চেষ্টাটা ষোল আনা। বেচারী সারা দিনটা এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে আর একখানে এমনি না করে এ ফুল থেকে ও ফুল থেকে একটু একটু করে ছোট মুখে মধু আনতে আরম্ভ করে। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে নিজে কতকটা খায়, চাকে বসে থাকা ক্ষুদে মাছি গুলাকে খাওয়ায়, আরও ভাবী কালের জন্য জমা কর্‌তে থাকে। এতটুকু পোকার এত খাটবার কেরামত দেখেও না প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব তাকে পরিশ্রমের আদর্শ ক'রে, নিরাশ প্রাণে আশাবুক নিয়ে মরেও খাট্‌তে শান্তি পায়। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ঠাণ্ডা, গরম সব না উপেক্ষা করে সে যে মধু সঞ্চয় করতে থাকে। এই কাজে তার এত উন্নতি হয়েছে যে সে একটা উপাধি পেয়ে গেছে। প্রকৃতি রাণী ভগবানের শক্তিতে শক্তিমতী হয়ে ফুলে ফুলে মধু রেখে দিয়েছে। মৌমাছি কিন্তু যাব থেকে এথা সেথা করে সেই কেরেমী মধু নিয়ে এক [illegible] সঞ্চয় করেছে, তাইতে তারা নাম হয়েছে

'মধুকর'। এ ভাবে যদি [illegible] না সাম্‌লে পারে কি আর [illegible] [illegible] চলা যায়? এইটা ত জীবের বুদ্ধির দুর্ভিক্ষী।

বেচারী মধুকর ত খেটে খেটে [illegible] এক চাকা-খানা পুরে ফেলেছে। আর ওদিকে থেকে সেয়ানা মানুষ করেছে কি, রোজ, রোজ সকাল সন্ধ্যায় চাক্ খানার পাশ দুটি যেতে চৌকী দিচ্ছে। আবার মত বোকা লোক ভাব্‌ছে যে, ঐ মানুষটা না কত পরোপকারী। কোনও আহার বস্ত্র বা ডাক না পেয়েও আর ঘরের ছেলেটি অসহায় মধুকরের কষ্ট ক'রে তৈয়ারী করা চাকা খানা পাহারা দিচ্ছে। আর এই ভাবে ত দিন চল্‌লো। যখন বেশ বোঝা গেল চাকা মধুপূর্ণ হ'য়েছে তখন আদর করে চৌকী দেওয়া মহাশয় একদিন যা কর্‌লেন তা আর ভুলতে পারছি না। তিনি একটু আঁধার থাক্‌তে একগাছা নারিকেল পাতায় আগুন দিয়ে চাকার কাছে ধরলেন। তখন তেজীয়ান্ বহ্নি নিজের তেজ দেখাতে আরম্ভ ক'রলেন। কিন্তু একের তেজ খাট্‌লো যে অপরের তেজ কমে আসে। আগুনের তেজের বিরুদ্ধে, মধুকরগুলি প্রথম মুখে একটু লড়াই কর্‌লো বটে, কিন্তু সে বল আর স্থায়ী হলো না। একটু পরেই সব আগুনে পুড়ে মর্‌তে শুরু কর্‌লো। সময় বেশী লাগ্‌লো না। যিনি মুহূর্তে সারা বিশ্বটা গ্রাস কর্‌তে পারেন, সেই বিশ্বগ্রাসী অগ্নির মুখে কএকটা মধুকর আর বেশী কি? তার পর পরোপকারী মানুষটী আস্তে আস্তে, হাতে নিয়ে চাকটা কেটে আনন্দে আট খানা হয়ে তার দলের লোকদের নিকট হাজির। শুধু দেওয়ায় মজুরী খাটা লোকটার সেবা দেখে সকলেই, তার কত না বাহবা দিতে থাক্‌লো। নইলে যে সে কেন কাজ কর্‌তে বল পাবে না। যাক্ তখন সকলে মিলে মিশে মধুকরা মধুকরের কষ্টলব্ধ মধু নিয়ে মচ্ছব কর্‌তে থাক্‌লো।

হায় জগৎ! এই না তোমার খেলা। মানুষ যাকে গুরু ক'রে মানে, যাকে স্তুতি করবার জন্য আখ্যা দেয়, শেষকালে কি-না তাকে হত্যা ক'রে, তাকে ধনে প্রাণে নষ্ট করে। ওহে মধুকর? তুমি কেন অপরের চুরি করা জিনিষ নিয়ে সৃষ্টিকর্তা সাজ্‌তে যাও? একটু মুখের বচনেই তুমি আপন ভুলে আর এক হ'য়ে যাও। এখন দেখত তোমার গতি কি হলো। যাক্ তুমি চিন্তা করো না। তোমার উপর এ অত্যাচার দেখে কেউ না বল হেসে দেয়। বুদ্ধিমান কিন্তু এ থেকে অনেক শিখ্‌ছেন। তিনি দেখ্‌লেন, যে লোকটা ঐরূপে করে তোমার আরাম, শ্রম নিয়ে উদরসাৎ কর্‌লো তাকেও কি মজা হবে?

না কখনই নয়। পরের অনিষ্ট করলে কি নিজের লাভ হয়? সে যেমন নিজের উদর ও আত্মীয় কুটুম্বের উদর পূর্ণ করবার জন্য কত না মাথা খাটিয়ে শরীরের রক্ত জল করে অর্থ সঞ্চয় করছে তেমনি আর একদিকে 'চোর' মহাশয় তার টাকা রাখা জায়গায় নজর রেখে রেখে আসছে। একরাত্রি সুযোগ পেয়ে অনেকদিন ধরে জমান টাকাগুলো আধ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে চলে যাবে। আবার হয় ত এ ব্যাপার জানতে পেরে গৃহপতি যখন চোরকে বাধা দিতে যাবেন, অমনি শুধু ধনে নয়, প্রাণেও মারা পড়বেন। তাই দেখছি—

'শিখলে শিখা যায়!'

পরমার্থে আমার রুচি নাই কেন?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমি হরিবিমুখ দেহাত্মবাদী বদ্ধ জীব। দেহ-সম্বন্ধীয় অখিল বিষয়াদি গ্রহণেই তৎপর। আমি প্রাকৃত অস্মিতায় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়েই রুচি-বিশিষ্ট হই। হরি-বিস্মৃতির জন্য প্রেয়ঃপন্থী, শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার নাই। ইহাকেই পণ্ডিতগণ অজ্ঞ বিচার আখ্যা দিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়বর্গের আপাত মধুর ভোগৈষণায় প্রায় সর্ব্বকাল ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়ের রুচি বিষয়-ভোগে, সুতরাং এই ইন্দ্রিয় কয়টি যখন আমার সম্বল, তখন অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বস্তুর সন্ধান কি করিয়া পাইব? একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন নামক ইন্দ্রিয়টী অপর সকল ইন্দ্রিয়ের দাস। এই দাসটী যখন সকল প্রভুর দাসত্ব যুগপৎ (এক সময়ে) করিতে চায়, তখনই জাগতিক বিচারে কার্য্যে অক্ষমতা লাভ করিয়া উন্মাদগ্রস্তাবস্থায় বিকৃত হইয়া যায়। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়-বর্গের দুর্দ্দমনীয় লালসা ভোগ দ্বারা অপচিত লাভ করিলেও লালসার কোন প্রকার হ্রাস হয় না। যেমন কর্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি-দায়ক সুমিষ্ট শব্দ (হারমনিয়ম বেহালা ও উচ্চাঙ্গীয় স্বর) শ্রবণের জন্য উদ্বিগ্ন, চর্ম্মেন্দ্রিয় কোমল বস্ত্র স্পর্শের জন্য লালায়িত, চক্ষু সুন্দররূপ দর্শনের জন্য ধাবিত, জিহ্বা নানাবিধ মধুর রস-যুক্ত দ্রব্যাস্বাদনে লোলুপ, নাসিকা বহুবিধ গন্ধ গ্রহণে ব্যস্ত এবং বাদবাকি বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ কর্ম্মেন্দ্রিয় কয়টী উল্লিখিত জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াদি গ্রহণ-কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত সতত প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনন্ত সকলের তুষ্টি বিধান করিতে যাইয়া সময় সময় 'গাধা বিক্রেতার' মত নাকাল হয়। দেহ মন সমস্তটাই এবম্বিধ জাগতিক কার্য্য লইয়াই ছুটাছুটি করিতেছে। একেতো কলির জীব, তাহাতে অধিক জাগতিক ব্যাপারেই সময়াতিপাতিত হইল, সুতরাং দুষ্প্রবৃত্তি-নিবন্ধন পরমার্থে অলস। তার পর যদিও বা একটু আধটু পরমার্থ খোঁজ লওয়ার ছল দেখাই, তাহাও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে যোগাযোগ রাখিয়ে হইলে হয় মানি না, নতুবা উল্টো আরও বিশেষ পুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রীতিপাত্রার তত্ত্বপাবাণী কায়েম হুকুম সমূহ সংগ্রহক নীতি স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হই এবং তজ্জন্য গ্রাম লক্ষ্মণকে ফাঁকি দিয়া যদি সীতাহরণও করিতে হয়, তবু কুণ্ঠিত হই না।

পরমার্থ-তত্ত্বটী জগতের অন্তর্গত অজ্ঞ জ্ঞানগম্য নহে, একমাত্র অধোক্ষজ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। প্রাকৃত কোন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচার পরমার্থ-রাজ্যে পৌঁছিতে পারে না, বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে যে কুণ্ঠাধর্ম্ম অর্থাৎ মায়া নাই এবং বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা বৈকুণ্ঠ-সেবক। বৈষ্ণবগণ যে কুণ্ঠাধর্ম্ম মায়া হইতে নির্ম্মুক্ত, জাগতিক কুণ্ঠাধর্ম্মকে নিরস্ত করণার্থে বৈকুণ্ঠ দূত বৈষ্ণব ঠাকুরগণ বিষ্ণু-সংবাদ নিরস্তু কুহক সত্য, প্রচার করিয়া জগন্মঙ্গল বিধানার্থে অবতীর্ণ অর্থাৎ নামিয়া আসেন, পরমার্থতত্ত্ব যে একমাত্র তাঁহারাই জীবকে দান করিতে সমর্থ, জগতের কোটী কোটী লোক আমরা ইহা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারিতেছি না।

আমার দুর্ব্বুদ্ধি আমাকে অনেক সময় বলাইতে বাধ্য করে—"নিজের খাই, নিজের পরি, নিজের ঘরে ঘুমাই, তবু কেন সাধুদের এত কড়া কড়া কথা শুনিব? আমার কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে, সেজন্য উহাদের এত মাথা ব্যথাই বা কেন? আমি ত' আর না খাইতে পাইয়া তাঁহাদের নিকট যাই না? তাঁহারাই বরং না খাইতে পাইয়া সময় সময় আমার দ্বারস্থ হন। বলিতে গেলে আমরাই তাঁহাদের বিধাতা পুরুষ। আমরা যদি তাঁহাদিগকে খাইতে না দেই বা গৃহে স্থান না দেই, তবে তাঁহারা কি করিতে পারেন? তাঁহারা ত' রাজা সম্রাটের প্রতিনিধি নন, যে আমার ভিটা বাড়ী উৎসন্ন করিয়া দিতে পারিবেন? তবু কেন আমাদিগকে 'আমরা গৃহ ছাড়ি না বাড়ী ছাড়ি না, আমাদের হরিভজন হয় না' ইত্যাদি গালাগালি করেন? 'ইহারা দেখিতেছি পরিণামটা মোটেই দেখেন না। মনে কর, আমরা এই সবগুলি মানুষ যদি বাড়ী ছাড়িয়া দেই, তবে উহাদের যে এক দিনেই হাঁড়ি আদান' বন্ধ। আর ভগবানের পূজাটাই বা কি করিয়া হওয়া হইবে? আমাদের এই সংসারটাইত ভগবানের লীলা ও ভগবানের সেবা। ইহারা যে এ সংসার ছাড়া ভগবানের সেবক, যেমন ইহাদের কথাগুলিও রাজ্য ছাড়া, জগতের কোটী লক্ষ কোন লোকের সহিত ইহাদের মিল নাই। জগতের সবগুলো মানুষ ভুল বুঝে আর কেবল ইহাদের যুক্তিগুলিই যেন ঠিক। এ কি ব্যাপার?"

"জগতের মানুষের বুদ্ধি—কি প্রকারে সংসারোন্নতি হইবে? শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গোরক্ষা, সমাজ-সংস্কার, জাতি-সংস্কার প্রজাবৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদিতে উৎকর্ষলাভ করিয়া নানা বিষয়ে জগৎ উন্নতির পথে চলিবে? আর ইহারা এই-সব ছাড়িয়া কেবল পরমার্থ পরমার্থ করিয়াই সতত ব্যস্ত। কোথায় যে পরমার্থ, কোনটাই যে পরমার্থ, তাহাত বুঝি না? দেখি কেবল হৈচৈ, মঠে মঠে বারমাস ভরিয়া উৎসব কেবল লোক খাওয়ানো ব্যাপার। আর আমাদের কুৎসা লোকের কাণে দেওয়া। এইটাই যেন মন্ত্র। ইহারা অপরের পাকাধানে মই দিতে খুব পটু, যাহাতে জাগতিক সুখটার বাধা পড়ে, সেইসব কথা লইয়াই চব্বিশ ঘণ্টা আলোচনা। শুধু তাঁহাদের কথাই তাঁহারা বলিবেন ও শুনিবেন, জগতের আর কাহাকেও কিছু বলিতেও দিবেন না এবং কাহারও কথা তাঁহারা শুনিবেনও না। এই রকম গোঁড়ামী বর্ত্তমানে আর কেহই করেন না—যাহা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারক শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবক গণ করেন। সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মুড়ি মিছরি সমান ভাবিয়া না থাকিতে পারিলে আমার কাছে ভাল বোধ হয় না।"

আমি যে কত বড় বিচার-বিভ্রান্ত, তাহা বুদ্ধিমান সজ্জনমণ্ডলী সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইলেন। তাহার জন্য পৃথক্ পরিচয় দিতে হইবে না। যাঁহারা সমস্ত জগৎটার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে, ধাক্কা দিয়া অবাধ গতিতে স্বকার্য্য-তৎপরতা দেখাইয়া যাইতেছেন, জগতের কাহারও অনুরোধ বিরোধে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একমাত্র নিরপেক্ষ পথে চলিয়াছেন, আমাদের মত সংসারের কোন প্রকার মায়া-মমতা-যুক্ত মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং ইঁহারা জগতের অতীত কেহ হইবেন, তাহাতে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। অতএব ইঁহাদের বাসস্থান আহার্য্য যোগাইবার মালিক জগতে কেহই নাই। এমন কি, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও ইঁহাদের জিনিস করিতে অক্ষম। বরং ইঁহারা মহাপুরুষকারী হেতু যে তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত করেন, তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া মুক্তিলাভ হয়, যে জন্য পরমার্থে রুচির উদয় হয়।

মুখে বলি, ইঁহারা রাজ্য ছাড়া, জগৎ ছাড়া, কিন্তু বিচার করি না—রাজ্য ছাড়া জগৎ ছাড়া কি প্রকার মানুষ? গল্পচ্ছলে ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করি, কিন্তু তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়জ পরিমাপক যন্ত্রদ্বারা অর্থাৎ মায়িক যন্ত্র দ্বারা মাপিতে যাইয়াই আর সীমা পাই না, তখন হতভম্ব হই। অতএব দিশাহারা হইয়া কল্পনা জল্পনার সাহায্যে বিবিধ প্রকার আর্থিক গল্প পন্থা দেখিয়া পরমার্থ ছাড়া আর ব্যক্তি সৃষ্ট করিতেছি। তাহাতে বিষয়াদির এমনি আকর্ষণ যে, যে কোন প্রকারেই হউক সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য মানিতে ছাড়ি না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া পরমাধন কোটী চন্দ্র সুশীতল অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের পদকমল, ছায়ায় আশ্রয় লইলাম না। সুতরাং পরমার্থে রুচি হইবে কি প্রকারে?

জীবমাত্রেই—"শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক"

প্রায় ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে যখন সমস্ত জীব ভগবানের সেবা ভুলিয়া বিষয় সেবায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন—কেহ ধনমদে মত্ত হইয়া পুতুলের বিবাহ—কন্যাপুত্রের বিবাহ—বিষহরি পূজা প্রভৃতিতে সমস্ত ধন নষ্ট করিয়া আমোদ প্রমোদ করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিয়াছিলেন, কোন কোন ব্যক্তি বিদ্যা-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকে। সবার মত দেখিতেন—ঘটকে পট করিয়া—বড়ের গত লোক আওড়াইয়া—পথে, ঘাটে, জলে, স্থলে, কি দিবা, কি রাত্রিতে—যেখানে সেখানে যখন তখন এক পণ্ডিত অন্য পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে জয় পত্র লইতে পারিলেই জীবন ধন্য হইল মনে করিতেন, আবার কতকগুলি লোক "আমি কুলীন"—এইরূপ অভিমানিরূপ মদ্যপান করিয়া কু(অন্যায়-কার্য্যে)-লীন (লিপ্ত) হইয়াছিলেন, আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি রূপমদে অন্ধিত হইয়া রূপের জন্য ছুটাছুটি করিতেন, যাঁহারা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী ন্যায়াদি আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও এদেরে সর্ব্ব বুঝিতেন না—[illegible] সহিত [illegible] ডুবিয়া মরিতেন, এমন কি যাঁহারা [illegible], তপস্বী বলিয়া পরিচয় দিতেন তাঁহাদের

কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন ব্যতীত হইতে না; যিনি পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান যিনি কেবল নামের সহিত গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ করিতেছেন, এই প্রকারে তখন সমস্ত সংসারের লোক মায়ামুগ্ধ হইয়া বিষয়সুখে মত্ত ছিলেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণকথা বলেন—কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু দুর্ভাগা জীব তাহা কেহই শুনেন না, তাই তাঁহারা জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীভগবানকে হুঙ্কার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া জীবের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য—"জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস" ইহা জানাইবার জন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই সময় সনাতন গোস্বামী নামক তাঁহার এক নিত্য-পার্ষদ জীব শিক্ষার জন্য একটী অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও গৌড়ের বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী বা দবির খাস ছিলেন, কিন্তু তিনি ত মন্ত্রিত্ব করিতে বিষয়মদে মত্ত থাকিয়া বিষয়োন্নতির আদর্শ দেখাইতে আসেন নাই—তিনি অন্য কার্য্যে আসিয়াছেন—"জীব সনাতন বা পুরাণ অর্থাৎ অণুচৈতন্য বস্তু—বৃহচ্চৈতন্য কৃষ্ণের নিত্যদাস—এই জগৎটী কৃষ্ণবিমুখ জীবের কারাগার—ইহা নিত্যবাসস্থান নয়—কিরূপে এই কারাগার হইতে মুক্ত হইতে হয়—ইত্যাদি জানাইবার জন্য তিনি আসিয়াছেন", তাই তিনি রাজকার্য্য বাদ দিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছেন, কিন্তু বাদসাহ ছাড়িলেন না, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। এমন সময়ে শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে পত্র দিলেন—"যৈছে তৈছে ছুটী তুমি আইস বৃন্দাবন।" তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কারারক্ষককে সাত হাজার টাকা দিয়া মুক্ত হইয়া বৃন্দাবনের পথে ছুটিলেন এবং কাশীতে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে প্রভো! কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

অর্থাৎ নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা করাই জীবের স্বরূপাবস্থার (মুক্তাবস্থার) কার্য্য। কিন্তু সেই জীব কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িয়া বদ্ধ বা মায়াপাশ আবদ্ধ হইল কেন? আমাদের এখন এই প্রশ্ন হইবে। তদুত্তরে আমরা বলি জানিব যে—জীব তটস্থাশক্তি অর্থাৎ ভগবান যেখানে থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠ—গোলোক বা আসল জগৎ এবং বদ্ধজীবের কারাগার স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড বা ছায়া জগৎ—এই উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তীস্থানে জীবের প্রথম অবস্থান, তথা হইতে সেই জীব উভয়দিকেই যাইতে পারেন, সুতরাং গোলোকে যাইয়া ভগবানের সেবা করিতে পারেন কিম্বা তাঁহাকে ভুলিয়া অপরাধ-বশতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড বা কারাগারে রুদ্ধ হইয়া দণ্ডভোগ করিতেও পারেন। যেরূপ সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ-কণ বা বৃহৎ অগ্নি ও তাহার বিস্ফুলিঙ্গ, সেইরূপ কৃষ্ণরূপ চিন্ময়সূর্য্যের বা বৃহৎ অগ্নির কিরণকণ বা বিস্ফুলিঙ্গরূপ চিৎকণ জীব। আবার যেরূপ বৃহৎ অগ্নিরও দাহিকাশক্তি আছে এবং ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গেরও দাহিকাশক্তি আছে অর্থাৎ সমজাতীয় বৃহৎ বস্তুর গুণ ক্ষুদ্র বস্তুতেও অণু পরিমাণে আছে, সেই প্রকার বৃহৎচৈতন্য-বস্তু ভগবানের গুণ অণুপরিমাণে অণুচৈতন্য জীবেও আছে সুতরাং স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (চিৎকণ) বলিয়া জীবেরও স্বতন্ত্রতা আছে। চেতন বস্তুর স্বাধীন ইচ্ছা বাদ দেওয়া যায় না। যাঁহারা সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত হইয়া নিত্যকাল নিত্যধামে নিত্যানন্দের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিয়া প্রতি পদে পদে নিত্যনূতন বিমল আনন্দ আস্বাদন করেন। আবার যে সব জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করেন, তাঁহারা অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণকে ভুলিয়া বহির্ম্মুখ হইয়াছেন। নিত্যপ্রভুর সেবা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাদের অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ জীব এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ জেলখানায় আসিয়া দণ্ডভোগ করিতেছেন—কারাকর্ত্রী মায়াদেবী তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপরূপ সংসার-দুঃখ দিতেছেন। সুতরাং ইহা (এই ব্রহ্মাণ্ড) জীবের নিত্য বাসস্থান নয়—বদ্ধজীবের কারাগার। এই কারাগারে চৌরাশীলক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ পাইতে পাইতে জীব হতাশ হইয়া যখন নিত্য শান্তির—নিত্য আনন্দের অনুসন্ধান করেন, তখন যাঁহাদের বহুজন্মার্জ্জিত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি থাকে, সেই সকল ভাগ্যবান জীব সাধুসঙ্গ পাইয়া জানিতে পারেন যে—"জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীপদাঙ্কপূত শ্রীসনাতন শিক্ষাস্থলী সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম শ্রীকাশীপুরীতে শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কীর্ত্তন করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সদ্ধর্ম্মপিপাসু জনগণের সুকৃতি সম্পাদন করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী নাম্নী কাশীধামনিবাসিনী অশীতিবর্ষ বয়স্কা জনৈকা ভক্তিমতী বিদুষী মহিলা শ্রীমঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে প্রায় ৭ ভরি ওজনের এক গাছি সোনার হার প্রদান করিয়াছেন এবং পরে মহাপ্রভুর চরণের নূপুর দিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত মহিলা তাঁহার এত অধিক বয়সেও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় উত্তরোত্তর তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ
৯০নং নবাবপুর, ঢাকা।
১লা ভাদ্র, ১৩৩৫ সন।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ১১ই ভাদ্র সোমবার হইতে ১৫ই ভাদ্র শুক্রবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস শ্রীমঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-অভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দরের ও কমলাপুর শ্রীগোপাল দেবের মঠে শ্রীগোপালদেবের হিন্দোলযাত্রা-মহোৎসব এবং পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইবে। আপনি সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিলে ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ-লাভ করিবেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস,
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ।

নানা কথা

ইংরাজ বালিকার কৃতিত্ব

আইভি হ্যাকেস্ নাম্নী একটি ইংরাজ বালিকা ইংলিস চ্যানেল সন্তরণ করিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি গ্রিসনেজ অন্তরীপ হইতে যাত্রা করিয়া ১৯ ঘণ্টায় সেণ্টমারগারেট উপসাগর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কুমিল্লায় ত্রিপুরার মহারাজের অভিনন্দন

ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা শ্রীযুক্ত বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কুমিল্লায় আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রচুর টাকা ব্যয় করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ঐ মণ্ডপে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, মহাজন সমিতি এবং মুসলিম ইসলামের পক্ষ হইতে মহারাজাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে। অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ মহারাজার সহিত পরিচিত হন এবং মহারাজ বাহাদুর অভিনন্দন সমূহের উত্তরে বাঙ্গালা ভাষায় অতি উত্তম একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সফল হইয়াছিল।

দারভাঙ্গা মহারাজ-প্রাসাদে দুর্ঘটনা

সে দিন দারভাঙ্গা মহারাজের প্রাসাদে এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। জলন্ত ষ্টোভ হঠাৎ মহারাজ-কন্যার কাপড় ধরিয়া যায়। মহারাজ-কুমারী আগুন নিভাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু স্পিরিট পড়িয়া যাওয়ায় আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঘরে ধূম দেখিয়া মহারাণী ছুটিয়া যান। অগ্নি নিবাইতে গিয়া তাঁহার অঙ্গুলী পুড়িয়া যায়। ইতোমধ্যে কয়েক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া পড়ে, কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে দেখা গেল যে, মহারাজ কুমারীর দেহের নানা স্থান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ আশঙ্কার কারণই হইয়াছিল, সৌভাগ্যের বিষয় তিনি ক্রমশঃই সারিয়া উঠিতেছেন।

ঢাকায় পুলিশে-ছাত্রে

গত ২০শে আগষ্ট ওয়ারী ও মোহনবাগানের মধ্যে খেলা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে ওয়ারী মাঠের প্রবেশপথে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে ভীষণ মারপিঠ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউটের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বেণীমাধব গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। প্রকাশ যে মাঠের প্রবেশপথে গোলমাল হইতে থাকায় পুলিশ ব্যাটন চালায় এবং ছাত্রেরাও মারপিঠ করিতে থাকে। ঢাকা ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্র যোগেশচন্দ্র, কালাচাঁদ ও বেণীমাধব এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

কাশীধামে বাড়ী বিক্রয়

২৮।৭২ মিমন চৌহাট্টা দুই কাঠা জমির উপর ত্রিতল বাড়ী, মোট আটটা কোঠা। জমিদারি নিষ্কর ভদ্রপল্লীতে অবস্থিত, নিকটে গঙ্গা ও বাজার। মূল্য ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা। মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ভাড়া পাইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীক্ষুদিরাম সাহা
অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
কাশীধাম

মানিকগঞ্জে বন্যা

অতিরিক্ত জল বৃদ্ধি হওয়ায় মানিকগঞ্জ মহকুমার অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বাজারের খানিকটা অংশ এবং সহর ও মফঃস্বলের অধিকাংশ বাড়ীতে জল উঠিয়াছে। দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশার সীমা নাই, তাহাদের চালাঘরগুলি ভাসিয়া গিয়াছে এবং গরু বাছুরের খাদ্যেরও অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। এখনও রোজই জল বাড়িতেছে।

ঢাকায় ডালহৌসী টীম

গত ১৮ই আগষ্ট শনিবার কলিকাতার বিখ্যাত ডালহৌসী টিম ঢাকা খেলিতে গিয়াছিল। তাহারা ২—১ গোলে পরাজিত হইয়াছে।

এই খেলা দেখিবার জন্য মাঠে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। ঢাকার খেলোয়াড়গণ খুব সুন্দর খেলা দেখাইয়াছে। খেলা আরম্ভ হইলে পর ঢাকা দলের এস, চক্রবর্ত্তী হেড করিয়া একটি সুন্দর গোল করে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্দ্ধে ডালহৌসী দলের হেগী ও হ্যাচ একে একে দুইটি গোল দিয়া জয়লাভ করে।

ঢাকা দলের এস, চক্রবর্ত্তী, জি, বসাক, নাশিম, আর, ঘোষ ও এস, দাশগুপ্ত খুব সুন্দর খেলা দেখাইয়াছে। ডালহৌসী-দলের ব্রটন, ডেভিডসন ও ডানকেনের খেলা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

বুড়া বুড়ীর বিবাহ

"ট্রু বিটনের" এক বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে সম্প্রতি স্যামুয়েল ম্যাকডু নামক একজন ৯১বর্ষীয় বৃদ্ধের সহিত বোস্তারিও কর্টস নাম্নী একজন ৮৯ বর্ষীয়া বৃদ্ধার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় তাহাদের বহু বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। —বাংলার কথা

চীন-জাপান

চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি জাপান গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন, ১৮৯৬ সালে চীনের সহিত জাপানের যে সন্ধি হইয়াছিল, চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট সে সন্ধি বাতিল করিয়া দিবেন। তাহার ফলে মাঞ্চুরিয়াস্থিত জাপানী প্রজাগণকে অন্যান্য সকল বৈদেশিকগণের সহিত সকল বিষয়ে সমান অবস্থাপন্ন হইবেন। উত্তরে জাপান গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন, চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অত্যাচারমূলক, সুতরাং জাপান গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে কখনই সম্মতিদান করিতে পারেন না, ১৮৯৬ সালে চীন ও জাপানের ভিতর যে সন্ধি হইয়াছিল তাহা ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত সমভাবে বলবৎ থাকবে। জাপান গভর্ণমেণ্ট আরও বলেন মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার জন্য জাপান যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

লণ্ডনে ব্যোম-যুদ্ধ
ভবিষ্যৎ ফলাফল

সম্প্রতি লণ্ডনে যে সখের ব্যোমযুদ্ধ হইয়া গেল, তৎসম্বন্ধে কোন সাংবাদিক মিঃ লয়েড জর্জ্জের অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যদি সত্য সত্যই ব্যোমপথে এইরূপ যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে লণ্ডন নগর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে।"

তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতি যখন ধ্বংসের যন্ত্র সকল দোষ-ত্রুটি-বর্জ্জিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিতেছে, তখন যুদ্ধে বিরত থাকিবার চুক্তিবন্ধনে কোনও ফল ফলিবে না।

ব্যোমপথে আক্রমণ হইতে নগর সকল রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ব্যোমপথের অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু তিনি বলেন, আমরা সামান্য বিমান সৈন্য রক্ষার জন্য বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছি, কিন্তু সে ব্যয় যে নিরর্থক, তাহা গত এক সপ্তাহের ব্যোমযুদ্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বিমানযুদ্ধ-সংক্রান্ত দপ্তরের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টার বৃগেডিয়ান জেনারল গ্রোভসও ভবিষ্যৎকালে বিমানযুদ্ধের ফল কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে একটি চিত্র দিয়াছেন। তাহাতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইহাতে কেবল অবিচারিত ভাবে নরহত্যা ও লোকদিগকে বিকলাঙ্গ করা হইবে। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এক সপ্তাহে বোমানিক্ষেপকারীরা ব্যোমপথ হইতে লণ্ডনের উপর ৩০০ টন বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে, অথচ ঐগুলি যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী বোমা [illegible] উপর বর্ষণ করা হয় নাই।

তিনি বলেন, ব্যোমপথ হইতে সম্পূর্ণ রক্ষার চেষ্টা প্রধান প্রয়োজনীয় নহে, তৎপরিবর্ত্তে যদি শত্রুদিগের কেন্দ্র বোমা দ্বারা আক্রমণ করিবার চেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধন করা হয়, তাহাকে অধিক ফলপ্রাপ্ত হইবে। —দৈঃ বসুমতী

জামসেদপুরে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার চেষ্টা

জামসেদপুরের ১৮ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে তথায় পূর্ব্বোক্তমে পিকেটিং চলিতেছে। সহরের উত্তরাঞ্চলেও পিকেটিং সুরু হইয়াছে। মেয়ে শ্রমিকদিগকে পিকেটারের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবেই পিকেটিং চলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের চরমপত্র শ্রমিকদিগকে টলাইতে সমর্থ হয় নাই, শ্রমিকেরা শেষ পর্য্যন্ত লড়িবে। মিঃ হোমী ১৭ই আগষ্ট রাত্রিতে এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু, মিঃ কে, সি রায়, মিঃ এরফান আলী, মিঃ পি, কে, গুপ্ত ও শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দাসগুপ্ত কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছেন। মিঃ কে, সি রায় নিম্নলিখিত সর্ত্তে ধর্ম্মঘটী নেতাদিগকে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন:—(১) মাসে ৫০০ জন হারে কমাইয়া ৩৫০০ জন শ্রমিক কমান, (২) ও মাসের মধ্যে ধর্ম্মঘট কালের বেতন দান। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আলেকজেণ্ডারের সহিত মিঃ রায়ের বহুক্ষণ আলাপ হইয়াছিল। মিঃ পি, কে, গুপ্ত ও মিঃ এরফান আলী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মাবক্ষে ভীষণ দুর্ঘটনা

গত ১৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় পদ্মাবক্ষে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। পাবনার [illegible] জমীদার মৌলবী [illegible] চৌধুরী সপরিবারে নৌকাযোগে কোথায় যাত্রা করিয়াছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ একটি ব্রুকের সহিত তাঁহার নৌকার সংঘর্ষ হয়। তৎক্ষণাৎ নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। যাত্রীরা তখন জলমধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। নিকটেই [illegible] ধরিয়াছিল। তাহারা [illegible] পরিবারকে উদ্ধার করে। [illegible] শিশুপুত্র এবং মাঝীর তিন মাস [illegible]

[illegible]

[illegible] সমাধি

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, যে [illegible] ১১ টার সময় [illegible] নৌকাটির [illegible] মিঃ [illegible] তাহার বয়স ২৮, [illegible] কুলির সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে [illegible] নদী অতিক্রম করিতেছিলেন। [illegible] এখন জলপূর্ণ। এই নদী নৌকাটির [illegible] আসিয়া [illegible] বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

[illegible] নৌকায় [illegible] ছিল। এই অবস্থায় খরস্রোতা নদীর মধ্যে নৌকাখানি জলমগ্ন হয়। [illegible] দিতে পারে। সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই পাড়ে উঠিতে পারিত। কিন্তু [illegible] একটি কুলি তাহাকে জড়াইয়া ধরে। এই অবস্থায় সে প্রাণপণ চেষ্টাতেও তীরে উঠিতে না পারিয়া জলমগ্ন হয়। পরে উভয়েই মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ট্রেণ লাইনচ্যুত

গত ১৬ই আগষ্ট বিকাল বেলা যে ট্রেণ বৃন্দাবনে আসে, তাহা বৃন্দাবন ও মাথুরী ষ্টেশনের মধ্যে লাইনচ্যুত হইয়া যায়। প্রকাশ যে, [illegible] ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া [illegible] একটি [illegible] আসিয়া পড়ে, কিন্তু সে চালক [illegible] পূর্ব্বেই ট্রেণের সহিত [illegible] ফলে [illegible] এবং [illegible] লাইনচ্যুত হইয়া পড়ে। কোন লোকের প্রাণহানি হয় নাই।

কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র

[illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আয়োজন হইতেছে। এই সম্বন্ধে একটি [illegible] ছিল। তাহাকে [illegible] এই [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] অধিবাসী [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় [illegible]

[illegible] ——১৩৩৪

পয়সা রোজগারের সহজ উপায়

বর্তমান যুগে টাকা পয়সার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। যেহেতু অর্থই সুখের জনক, সুতরাং পয়সা রোজগার করিবার উপায় অদ্য পর্য্যন্ত যে কত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অসংখ্য উপায়ের মধ্যে চাকুরি ও বাণিজ্য এই দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই দুইটী উপায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও উহার দ্বারা পয়সা রোজগার করা বড় সহজ নহে। আজকাল বৎসামান্য ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াও কিছু কিছু অর্থ রোজগার করা যায় বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। তাহা দ্বারা অতি কষ্টে কোনরকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। স্কুল মাষ্টার বা কেরাণীগিরি কার্য্যের দ্বারা ইচ্ছামত ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারা যায় না। সুতরাং মনের দুঃখেই কাল যাপন করিতে হয়। তাই আজ কাল পয়সা রোজগারের আরও একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পন্থাটী হইতেছে —কথকতা। অল্প পরিশ্রমে বহুসম্মানের সহিত পয়সা রোজগার করিতে হইলে এই পন্থাই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া মনে হয়। এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না। কেবল কতকগুলি শ্রীমদ্ভাগবত বা ভগবদ্গীতার কয়েকটী শ্লোক কণ্ঠস্থ রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের দুই চারিটী পদাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

এই প্রকার কথক বা পাঠক-ঠাকুরগণ অল্প শিক্ষিত হইয়াও যে পরিমাণ অর্থ রোজগার করিতে সমর্থ হন, বহুবৎসর সংস্কৃত শাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া খ্যাতনামা সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, ন্যায়শাস্ত্রী, বেদান্তশাস্ত্রী, তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরাও সেরূপ অর্থ রোজগার করিতে ত' পারেনই না বরং তাঁহারা সেই সকল কথকঠাকুরদিগের কথকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বহুমানন করেন। এমন কি সেই সকল কথকঠাকুরদিগকে গুরু বলিয়া বরণ করেন। তাঁহারা যে সেই সকল সাংখ্যতীর্থ, বেদান্ততীর্থের বহুকে কণ্ঠাগ্র না করিয়া অনায়াসে নিজের উদর পুষ্টি করিতেছেন, তাহা পণ্ডিতগণও সেই সকল ব্যক্তিদিগের [illegible] এবং [illegible] আবার যদি কেহ তাঁহাদিগের [illegible] হইয়া তাঁহাদিগকে [illegible] প্রদান করেন, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের পরামর্শ দেন এবং তাঁহাদের পরিশ্রমের ফল স্বরূপে উপার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার করিতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। তাঁহারা তখন তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বলেন—কেন মহাশয়! ভাগবত পাঠ করিয়া কথকতা করিয়া পয়সা রোজগার করিলে কি দোষ হয়? তাঁহারা ত' কিছু মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অসদুপায়ে অর্থ রোজগার করেন নাই অথবা চুরি ডাকাইতি করিয়া কিম্বা পরের প্রাণে আঘাত দিয়া পয়সা রোজগার করেন নাই। তাঁহারা জীবের কল্যাণের নিমিত্তই নিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে হরিকীর্ত্তন করিতেছেন, তাহার বিনিময়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে কি দোষ হইতে পারে?

উপরি উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা পাঠক পাঠিকাগণ যদি নিজে নিজেই করেন তাহা হইলেই ভাল হয়। প্রশ্নগুলি মীমাংসার পূর্ব্বে বিচার করা উচিত যে, শ্রীমদ্ভাগবত বা হরিকথা কীর্ত্তনের শ্রোতা বা বক্তা কে হইতে পারে? এবং ইহাও জানা উচিত যে, ভাগবত বা হরিকথা জীবের জীবিকা অর্জ্জনের যন্ত্র বিশেষ নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ন শিষ্যা-ননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ কচিৎ॥

—নিজ সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত কোন প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া অথবা অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া শিষ্য করিবে না। এই সকল কথা যদিও সন্ন্যাস ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, তথাপি নিবৃত্ত-মার্গাবলম্বী নিষ্কাম ভগবৎ-সেবাপর ভক্ত-মাত্রেরই ইহা পালনীয়। পাঠকঠাকুর ও কথক ঠাকুরদিগের এই সকল কথা জানা থাকিলেও তাঁহারা পাঠকালে বা কথকতার সময় সে সকল কথা আদৌ আলোচনা করেন না, পাছে তাঁহাদের ব্যবসায় ক্ষতি হয় বলিয়া। আমরা জানি যাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—ভগবান্‌কে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন—যাঁহারা দেহসুখ ও মনঃসুখে উদাসীন, তাঁহারাই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত লীলার শ্রীমদ্ভাগবতের কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন। আবার তাদৃশ মহাত্মাদিগের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা-মৃত যে জীবের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় ভোগপ্রবৃত্তি বিদূরিত করিয়া শ্রোতাকে কৃষ্ণ-সেবানন্দে নিমগ্ন করে। তৎকালে শ্রোতা ভাগবতবক্তা শ্রীকৃষ্ণসেবাভক্তির পরমহংস গুরুদেবের চরণে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে থাকেন—"তোমার সেবার দুঃখ হয় যত সেহ ত' পরম সুখ। সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ্ নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ।" যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রাকৃত বস্তুর আদান প্রদান, সেখানে দেহ ও মনোগত জড় সুখ ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থের কোন কথা নাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হরিকথা কীর্ত্তন ও বিষয়-কথা কীর্ত্তনের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহা স্থির-চিত্তে বিচার করা নিজ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা কখনই বাঞ্ছিতানুরূপ সুফল লাভ করিতে পারা যাইবে না। হরিকথা-কীর্ত্তন ও বিষয়কথা-কীর্ত্তনের মধ্যে বাহ্য-পার্থক্য না থাকিতে পারে, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটী বিচার করিতে হইলে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় একান্ত আবশ্যক। তবে এক কথায় তাহার আভাস এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে যে—যদ্দ্বারা আমাদের ভোগ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা কৃষ্ণকথার-আবরণে বিষয়-কথা। আবার যদ্দ্বারা আমাদের ভোগ পিপাসা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আমাদের স্বরূপের নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়, তাহা বিষয়-কথা সদৃশ হইলেও কৃষ্ণ-কথা। এতদ্বিষয়ে একটী সত্য ঘটনা বলিতেছি, যাহাদ্বারা পাঠক-পাঠিকাগণ অনায়াসে এই বিষয়টী উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক খ্যাতনামা গোস্বামিসন্তান সহর নবদ্বীপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাৎকালিক বেণানন্দ পণ্ডিতের ন্যায় প্রসিদ্ধ ভাগবত-পাঠক বলিয়া খ্যাতিলাভও করিয়াছিলেন। যে সময় তিনি নবদ্বীপে পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময় মদীয় পরম-গুরুদেব ভাগবত-প্রবর গোস্বামী শ্রীপাদ গৌরকিশোর প্রকট থাকিয়া নিষ্কিঞ্চনে ভজন করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া জনৈক-ব্যক্তি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবের চরণে উক্ত গোস্বামি প্রভুর কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"গোস্বামী মহাশয় হরিকথা-কীর্ত্তন বা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন নাই, পরন্তু হরিকথা-কীর্ত্তনের আবরণে বিষয়কথা-কীর্ত্তন বা টাকা টাকা পাঠ করিতেছেন এবং শ্রোতৃবর্গও শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়া অন্যকিছু শ্রবণ করিতেছেন, যাহা তাঁহাদের ভোগপর প্রবৃত্তির ইন্ধন স্বরূপ হইয়াছে।

শিখলেই শেখা যায়

বিশ্বপতি ভগবান্ তাঁর [illegible] শক্তিতে সৃষ্টি ক'রে এই চরাচর [illegible] সৃষ্টি করেছেন। মায়া তাঁর অনন্ত শক্তির মধ্যে একটা শক্তি। ভগবান্‌কে ছেড়ে আর কিছুই করবার শক্তি [illegible]। তবে লোহা যেমন আগুনে শক্তি পেয়ে অপর জিনিষ পুড়িয়ে ফেলে, সেইরূপ মায়াও ভগবানের সৃষ্টি পেয়ে এত সব করছে। যারা বলে প্রকৃতিই স্বাধীনা, তাদের ভগবানের কোন রকম কর্ত্তৃত্ব নাই, আমরা মায়াবিমুগ্ধ জীব, তাই তারা সেটাই পেয়ে এখানে বাস করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে।

দয়ানিধি ভগবান্ সব সময়েই সব জীবকেই দয়া করছেন। যিনি সেই দয়ার প্রার্থী হয়ে আছেন, তিনিই তা বুঝতে পারেন—অপরে পারে না। ভগবানের দয়া বুঝতে না পেরে এ দেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে আমরা কত না বিপদেই পড়েছি। যাদিগকে কত না কষ্ট ক'রে অধর্ম্ম পথে যেয়ে আহার্য্য সংগ্রহ ক'রে পোষণ করছি তারাই মা পেয়ে আমারই সর্ব্বনাশ করছে। যারা আমার অধীন, আজ আমিই না তাদের অধীন হয়ে পড়েছি। এতে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে, চাকর স্বাধীন হয়ে যেমন প্রভুকে তুচ্ছ ক'রে প্রভুর প্রভু হ'য়ে সকল নিয়ে রাজত্ব করে, আমার পক্ষেও সেই ভাব হয়েছে। আজ কোথায় সব ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রেখে, হৃদয়টা আনন্দক্ষেত্র ক'রে হৃদয়-পতি ভগবানের সেবা করবো, তা' না হয়ে ইন্দ্রিয়-বশ হয়ে, অশান্ত হৃদয়ে ভোগের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।

জিহ্বা সব সময়েই মনের দিকে ছুটছে। সে বোঝেনা যে, সে জিনিষটা খেয়ে সে সইতে পারবে কি না? অবুঝ ছেলে যেমন খেয়ালভরে একটা জিনিষ দেখে আবদার করতেই থাকে, সে আর কিছুই বোঝে না, আমার জিহ্বাটাও ঠিক সেইভাবে আদুরে হয়ে গেছে। তার একটা উপমা দিলে সব কথাই বের হ'য়ে পড়বে।

এক পুকুরে অনেকগুলি মাছ বাস করতো। অগাধ জল পেয়ে মাছদের আর আনন্দের সীমা নেই। জলই না মাছের জীবন। খুব সুখে আত্মীয় স্বজনে মিলে মিশে তারা দিন কাটাতে লাগলো। দুরন্ত কালের কিন্তু সে তর সইলো না। তার যা কাজ, সে তা সুরু করলো। একদিন একটা ভদ্রলোক, যিনি অনেক টাকা খরচ করে পুকুরটা কাটিয়েছেন, টাকা ব্যয়ে দূর থেকে মাছের ডিম এনে সেখানে ছেড়ে দিয়ে তাড়ার ভাবে

মাছগুলোকে পালিয়ে আসছেন, আজ তিনিই কিছু 'চার' ছড়িয়ে বড়শীতে টোপ গেঁথে টপ্ ফেলে পুকুরের ঘাটের পর বসেছেন। দূর থেকে দেখা গেল, যেন যোগী! তাঁর নজরটা একদিকে সহ পাত্তার পর। শুনিয়াল কোন ও কথা যেন তিনি জানেনই না।

এদিকে মনের সাধ মেপে বেড়ান' মাছগুলো, আজ হঠাৎ নূতন একটা গন্ধ পেয়ে অবাক্ হয়ে গিয়েছে। সকলেই বলাবলি কর্‌ছে যে, এমনটা কোন দিনই পাই না। আবার কেউ কেউ বল্‌লো যাক্ ভাই ও'দিকে না যাওয়াই ভাল। যে জিনিষের গন্ধ কোন দিন জানিনা, তা'র কাছে হঠাৎ যা'ব না। একটা মাছ, সব কথা ফেলে, গন্ধ পেয়ে উন্মত্ত হয়ে গেল। খুব জোরে শু'ক্‌তে শু'ক্‌তে এসে দেখে যে একটা সাদা টোপ জলের ভিতর ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মনে কর্‌লো বা, গন্ধের পরে বেশ একটা ভাল খাবার জিনিষ। এদিক ও'দিক করে, খাবে কি না এই চিন্তা ক'রে ক'রে, শেষে সে ঠিক ক'রেই বস্‌লো যে, একবার আস্বাদটা নেওয়াই ভাল। যেই ঠিক হলো অমনি কাজ। টপ্ ক'রে 'টোপ'টা গিলেছে আর যোগী বাবুটা অমনিই টেনে মাছকে উপরে উঠিয়ে ভাল খাবার হবে বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন।

'মাছটা গিয়েছিলো টোপ্ খেতে। সে কি জান্‌তো যে টোপের ভিতর লোহার বড়শী আছে? বেচারী তা না বুঝে খাবার পেয়ে খেয়ে গিয়ে এই দুর্দশায় পড়্‌লো। আমরাও কিন্তু সেইরূপ রসনার খেয়ালে পড়ে রস-বিষয়ে আসক্ত হয়ে রসনার বশে গিয়েছি। দুর্জ্জয় রসনাকে জয় করাটা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অন্য ইন্দ্রিয় জয় একটু সহজ। তাই ভাগবতে বলেছেন যে, রসনা জয় না করে আর সব গুলিকে জয় কর্‌লেও তিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন। কিন্তু—

'জিতং সর্ব্বং জিতে রসে' ॥

এখন একটা বিচার আস্‌তে পারে যে, রসনা জয় না কর্‌লে যখন উদর আর উপস্থ বেগ এ সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়, তখন খাওয়াটা একদম বন্ধ ক'রে দেওয়া যাক্। এ যুক্তিটা ভাল, কিন্তু খাওয়া বন্ধ করে দিলে ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে, আহার্য্যের অভাবে শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি শীতকালের সাপের ন্যায় দুর্ব্বলতা-হেতু বশে এসে পড়েছে। কিন্তু এদিকে খাবার প্রবৃত্তিটা কিছুই কমে নাই। এই ভাবে জোর জবরদস্তি করে কি ইন্দ্রিয়ের বেগ থামানো যায়? শেষ কালে এমনি হয় যে, সামলানো দায় হয়ে পড়ে।

আর যদি রসনাকে রসে ছেড়ে দিয়ে অবাধ গতি দেওয়া যায়, তা হ'লেও মুস্কিল। সে খেয়ে খেয়ে শান্ত না হ'য়ে কেবলই খেতে থাক্‌বে। শেষে পেটুক হ'য়ে পেটরোগা হবে। তবুও ছাড়্‌বে না, চল্‌তেই থাক্‌বে, রসনার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ইন্দ্রিয়গুলি যুক্ত হয়ে পড়্‌বে। একটা ছেড়ে শেষে দল সমেত খেপে যাবে। শেষে আমাকে ঘিরে টানাটানি, প্রাণ শেষ।

তা' হ'লে এখন বিষম দায়। খেলেও দোষ, না খেলেও দোষ। যার যে গতি? তাকে কি কোন দিন আটকানো যায়? তাতে হিতে বিপরীত হয়ে পড়্‌বে। তবে একটা মাঝামাঝি বন্দোবস্ত কর্‌লে মন্দ হয় না। সেটা হচ্ছে, যে, যে বিষয়টার দিকে যা'চ্ছে, সেই বিষয়টা বদ্‌লে দেওয়া—গতি বাধা দেওয়া নয়। রসের আধার শ্রীভগবান্। আর সেই ভগবানের অভিন্ন শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন তাঁর নাম। সুতরাং রসময়ের রসময় নাম-রসে যদি রসনাটাকে লাগিয়ে রাখা যায় তবে না সব্ দিক্ বজায় হয়। সেটা কিন্তু আবার নামরসে মাতা ভক্তের কৃপা ছাড়া হওয়া কঠিন। কেন না জগতের কোনও লোক সে-কথা জানে না। সে-ভাবে মাতে না।

তাই দেখ্‌ছি 'গিল্‌লেই গিলা যায়'

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বর প্রার্থনা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

অভিন্ন ব্রজমণ্ডল শ্রীনবদ্বীপ মহাধামে অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাসঠাকুরের গৃহে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে, অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং প্রকাশিত। অমায়ায় ভক্তগণকে দর্শন ও বর দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরামাই দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ডাকাইলেন। স্বয়ং প্রভুর ডাকে কে থাকিতে পারে? কৃষ্ণ অনন্ত কোটী বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করেন, আর ইনি ত' সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু আচার্য্য রূপে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সহচর, দুই প্রভুর এক প্রভু। মহাপ্রভু যেমন সর্ব্বান্তর্য্যামী, ইনিও তদ্রূপ মহাপ্রভুকে জানেন। তাই অদ্বৈতাচার্য্য যখন জানিতে পারিলেন—যাঁহার জন্য কত কত উপবাস করিয়া গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা গোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়াছি, "তুমি আইস, কলি হত জীবের দুঃখ দূর কর—" বলিয়া প্রিয় হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার কূলে কূলে কতই না কাঁদিয়াছি, সেই প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপ মহাধামের অন্তর্গত সুরধুনীর পূর্ব্ব কূলে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে যোগপীঠ শ্রীশচী জগন্নাথের গৃহে অবতীর্ণ।

এই নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন। বৈষ্ণবাচার্য্য গাহিয়াছেন—

"কবে গৌর-বনে   সুরধুনীতটে
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব   দেহ সুখ ছাড়ি
নানা লতা তরুতলে ॥ ১
শ্বপচ গৃহেতে   মাগিয়া খাইব
পিব সরস্বতী জল।
পুলিনে পুলিনে   গড়াগড়ি দিব
করি কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২
ধামবাসী জনে   প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ   রেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ ॥ ৩
গৌড় ব্রজ জনে   ভেদ না হেরিব
হইব বরজ বাসী।
ধামের স্বরূপ   স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী ॥ ৪
গৌড়মণ্ডল ভূমি   যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ ॥

নিত্য লীলাবিহারী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর হুঙ্কারে এই জগতের কোন মহিমাময় স্থলে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া সেই স্থানটীকে আরও মহা মহা মহিমাময় করিয়া ভূতলে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব বিশ্বাসী সকলেরই অনুসন্ধান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই গৌরধাম সম্বন্ধে নানা জনের নানা প্রজল্পে পতিত হইয়া একে আর বুদ্ধি হওয়ায় আমরা ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে যাইয়া মায়ার রাজ্যেই প্রবিষ্ট হইতেছি। চিন্ময় ধাম-দর্শনকারী অর্থাৎ যাঁহাদিগের মনে বিষয় চিন্তা নাই, কারণ বিষয়-চিন্তা-বিরহিত ব্যক্তিই ধাম দর্শন করিয়া থাকেন। 'বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন" আদি মহাজন-বাক্যই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ প্রমাণ যাঁহারা মানিবেন না, তাঁহারা সজ্জনের অসম্ভাব্য। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শ্রীচরণানুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী যাহাতে দর্শন করিতে পারি, যাহা পার হইয়া মায়াপুর দর্শন লাভ ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করাই সুবুদ্ধিমানের কার্য্য।

গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে, সরস্বতী অর্থাৎ খড়ে গঙ্গার উত্তরকূলে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-ঘাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া উক্ত উভয় নদীর সঙ্গম স্থলে হুলোর ঘাট পার হইয়া উত্তর পূর্ব্ব দিকে ১ মাইল দূরে গঙ্গার প্রাচীন খাতের পূর্ব্বকূলে বল্লাল দীঘীর পশ্চিম পাড়ে, প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠ মন্দিরে ভূ ও লীলা শক্তি শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য প্রপূজিত হইতেছেন। বহু বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি দর্শন করিয়া এই কলুষপূর্ণ [illegible] কলিযুগে মনুষ্য দেহ ধারণের সার্থকতা লাভ করিতেছেন।

এই যোগপীঠ মন্দিরের অনতিদূরেই, পোলডাঙ্গার ডাঙ্গায়, শ্রীবাস-ঠাকুরের আঙ্গিনা যথায় মহাপ্রভু নিত্যকাল নৃত্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এখনও পঞ্চতত্ত্ব-সহ তথায় নিত্য বিরাজিত ও সম্পূজিত হইতেছেন, তাহা কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় অর্থাৎ সদ্‌গুরু-কৃপায় যাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া অজ্ঞান-তিমিরান্ধতায় বিমুক্তি হওয়ায় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচন লাভ হইয়াছে, তিনিই সেই শ্রীবাস আঙ্গিনায় প্রবেশ লাভের যোগ্য।

শ্রীবাস আঙ্গিনার অতিসন্নিকট শ্রীঅদ্বৈত ভবন। কারণ অদ্বৈত প্রভু শ্রীবাস আঙ্গিনা হইতে দূরে থাকেন না। তৎপর সিকি মাইল দূরে বল্লালদীঘীর উত্তর পারে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন, যাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর মেসোমহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই চন্দ্রশেখর-ভবনেই শ্রীগৌরসুন্দর রুক্মিণী বেশে নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। এই স্থানটীতেই আকর মঠরাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার মূল মঠ প্রধান কেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গোস্বামিবিষ্টদের অনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক চারি আচার্য্য ও তাঁহাদের অনুবর্গ চতুর্দ্দিকে, মধ্যে মহাপ্রভু ও গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী থাকিয়া নিত্য সম্পূজিত হইতেছেন। জগতে আর কুত্রাপি এই প্রকার সেবা-সৌষ্ঠব আছে বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সকলেই কাল-বিলম্ব না করিয়া এই শ্রীধাম মায়াপুরে অর্চ্চাবিগ্রহ ও অর্চ্চক শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য-গণকে দর্শন করুন। এখানে গঙ্গার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়ার মত আঠার, সতের, ষোল পয়সা ভেট নামক শুল্ক দিয়া টিকিট কিনিতে হয় না। মহাপ্রসাদ ও চরণামৃতও বিক্রয় হয় না। বরং মহাবদান্য শ্রীগৌর-সুন্দরের মহা মহা বদান্য সেবকগণ অকাতরে মহাপ্রসাদ চরণামৃত নির্ম্মাল্যাদি বিতরণ করেন। এমন কি তাঁহাদের নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবা-বুদ্ধি লইয়া অকপট সরল প্রাণে উপস্থিত হইলে তাঁহারা নিজের প্রাণের আরাধ্য ঠাকুর শ্রীগৌর-সুন্দরকে পর্যন্ত মিলাইয়া দেন। বৈষ্ণব ঠাকুর বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপা-সিন্ধু, পতিত পাবনাদি মহাজন-বাক্যের সার্থকতা।

[illegible] এই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত জনগণের আহ্বান।

[illegible] পাঠকগণ ! আপনারা [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠে গমন করেন [illegible] (এখানে অর্থ যাওয়া খাওয়ার ভার গ্রহণ করে), তাঁহাদের পায় পড়িয়া বলি শ্রীনবদ্বীপ যাইতে হইলে উল্লিখিত [illegible] অঙ্গীকার করুন। আমিও আপনাদের একজন। শ্রীচৈতন্যমঠ আমার পিতৃপিতামহের অর্জিত সম্পত্তি বা আমার ভোগের বস্তু নহে, অথবা মঠাশ্রিত মঠপ্রাণগণ, আমার জাগতিক জাতি বন্ধুর ন্যায় স্বার্থ-সমন্বিত কোন সম্বন্ধের ব্যক্তিও নহেন। উঁহারা সমস্ত জগতের বন্ধু; সেই হিসাবে আমারও পরম বন্ধু, যদি আমার পারমার্থিক জন্মলাভ ঘটে। অতএব চলুন, আমরা সকলে শ্রীচৈতন্য মঠে যাইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী দর্শন করি।

শ্রীশান্তিপুর-নাথ সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে চলিলেন। সঙ্গে পূজার সাজ সরঞ্জাম কিছুই বাদ যায় নাই। শ্রীগৌর-সুন্দরকে দর্শন মাত্র বহু বহু স্তব স্তুতি করিলেন। গৌরসুন্দর এই বার বর দিতেছেন, অদ্বৈত প্রভুও সময় বুঝিয়া অর্থাৎ যে জীবের দুর্দ্দশা তাঁহার প্রাণে শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া যাতনা দিতেছিল, সেই জীবগণের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরোদ সাগর হইতে হুঙ্কার রবে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া নদীয়াতে অবতীর্ণ করাইলেন। তাঁহাদের জন্য কিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণীতে স্পষ্টই উক্তি হইয়াছে, "অদ্বৈত বলয়ে যদি ভক্তি বিলাইবা। স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥ বিদ্যাধন কুল আদি তপস্যার মদে। তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জন বাধে॥ সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া। আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া। অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার। প্রভু বলে সত্য যে তোমার অঙ্গীকার॥ এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার। মূর্খ নীচ পতিত কৃপা হইলা তাঁহার॥ চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে। ভট্টমিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥ গ্রন্থ পড়ি মুণ্ড মুড়ি কার বুদ্ধি নাশ। নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥"

যে খোলভাঙ্গায় ডাঙ্গার শ্রীবাস-অঙ্গিনায় শ্রীগৌরসুন্দর এই বর দিলা-ছিলেন এবং তাঁহার অভিবিকটে বর-প্রার্থী সীতাপতির গৃহ বিরাজিত সেই অপ্রাকৃত শ্রীমায়াপুর ধামকে কোটী কোটী বার দণ্ডবৎ, [illegible] দণ্ডবৎ

প্রেরিত পত্র

প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

মহোদয়—

কলি-তারক ব্রহ্মনাম "হরেকৃষ্ণ হরে-কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরে-রাম রাম রাম হরে হরে"॥ ঐ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত শ্রীনাম দ্বারা খোল করতাল সংযোগে উচ্চ সংকীর্ত্তনাদি অর্থাৎ অহোরাত্র শ্রীনামসংকীর্ত্তনানুষ্ঠান নিমিত্ত কোন শাস্ত্রীয় বিধি বা নিষেধ কিছু আছে কিনা? যদি থাকে তাহা হইলে তৎ-সমুদয়ের বিবরণ এবং প্রোক্ত নামের মাহাত্ম্য ও শাস্ত্রীয় তত্ত্ব মীমাংসা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রদ্বারা জানাইয়া এবং নিজগুণে ক্ষমা প্রদান পূর্ব্বক অধমকে চির বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

ভবদীয় কৃপাপ্রার্থী

শ্রীসত্যানন্দ মহান্তি

পোঃ আঃ অনুগোল

জেলা কটক উড়িষ্যা।

প্রশ্নোত্তর

ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর

হরিনাম কীর্ত্তনীয়

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকাল হইতে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর-যুক্ত তারকব্রহ্মনাম শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং এই নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

—হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-

কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

উচ্চৈঃস্বরে দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতেছে এবং উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত সুন্দর কটীসূত্রে যাঁহার উজ্জ্বল বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশাল-নয়নযুক্ত ও আজানুলম্বিতবাহু, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় নয়ন পথের পথিক হইবেন?

প্রণতি ও তথাকার রজঃ শিরে ধারণ করিয়াই যেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বর নামক আশীর্ব্বাদ-কণা লাভ করিতে পারি ইহাই আমাদের প্রার্থনা। জয় সগোষ্ঠী শান্তিপুর-নাথ সীতাপতি অচ্যুততাত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জয়।

কথা সাম্প্রদায়িকদিগের অভিমত—

"প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ"—এই শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতীয় পদ্যানুসারে হরে-কৃষ্ণ মহামন্ত্র কেবল জপ্য, কীর্ত্তনীয় নহে। এই মত নিতান্ত আধুনিক ও অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। কারণ শ্রীচৈতন্যভাগবতের 'জপ' শব্দের এই প্রকার সঙ্কীর্ণ অর্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারক শ্রীল রূপপাদের "হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ" শ্লোকের বিরোধী।

এই প্রকার কল্পিত মত যে বর্ত্তমানে প্রচলিত হইয়াছে, এইরূপ কথাও বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ঠাকুর হরি-দাসের প্রতি হরিনদী গ্রামবাসী জনৈক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের উক্তি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই প্রকার কল্পিত-মতের বীজ তৎকালে ছিল—

ওহে হরিদাস একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম কয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥

ব্রাহ্মণের এই বাক্যের উত্তরে ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছেন—

উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে, শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়!
* * *
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে পরউপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রমুখ প্রাচীন গ্রন্থে ঠাকুর হরিদাসের উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা স্পষ্টরূপে থাকিলেও নিজ কল্পিত মত স্থাপনকারি ব্যক্তিগণ তাহার কদর্থ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা বলে, ঠাকুর হরিদাস যে 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহার উত্তর—ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে হরেকৃষ্ণ নামই কীর্ত্তন করিতেন, তাহা নিষ্কপট ও সরল হইলেই বুঝা যাইবে। তজ্জন্য গৌর-পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন—"সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে।"

হরেকৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র, উহা কেবল মন্ত্র নহেন। মহামন্ত্রের স্বভাব এই যে, উহা কীর্ত্তনীয় ও জপ্য। "ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ" এই বাক্যের দ্বারা হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহেন, কেবল জপ্য, এইরূপ কথা নহে, আবার "হরে-কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ" শ্লোকের দ্বারা এবং "নাম-গণনা কৃতগ্রন্থিশ্রেণী" বাক্যে উহা কীর্ত্তনীয় জপ্য ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

উচ্চৈঃস্বরে যাহা কীর্ত্তনীয়, খোল-করতাল সহিত সুরতানলয় সংযোগে তাহার সংকীর্ত্তনের কোন বাধা নাই।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর, ঢাকা

১লা ভাদ্র, ১৩৩৩ সন

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ১১ই ভাদ্র সোমবার হইতে ১৫ই ভাদ্র শুক্রবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস শ্রীমঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-অভিন্নস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের ও কমলাপুর শ্রীগোপাল-দেবের মঠে শ্রীগোপালদেবের হিন্দোলযাত্রা মহোৎসব এবং পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইবে। আপনি সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দ পরমানন্দ-লাভ করিবেন। ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস,

ত্রিদণ্ডীভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ

নানা কথা

চণ্ডীতলায় ভীষণ ডাকাতি

চণ্ডীতলা হইতে একটি ভীষণ ডাকাতির খবর আসিয়াছে। প্রকাশ, দশ বারো জন ডাকাত লাঠি প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মশাল জ্বালি হুগলী জেলার গরলগাছা গ্রামের রামচ প্রামাণিকের বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতেরা বাড়ীর লোকজনকে নির্ম্মমভাবে মারপিট করিয়া নগদ এবং গহনাপত্রে প্রায় ৪ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া পলায় করে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সিটি কলেজের ব্যাপারের জের

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, অতি রিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটে এজলাসে সিটি কলেজের ব্যাপার সম্প রাস্তা অবরোধ, পুলিশের আদেশ অম ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত হীর সেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অমল সেন, বিমল মিত্র অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৯ ৪ঠা আগষ্ট ঐ মামলার শুনানী আ হওয়ামাত্রই কোর্টইন্সপেক্টার আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা উঠাই লওয়ায় সকলকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে

বন্যার আতঙ্কে বঙ্গ

সিরাজগঞ্জ সহর জলমগ্ন

বন্যার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কয়েক দিন যাবত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে সহরের সর্ব্বত্র জলে ভাসিয়া গিয়াছে। লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। কোথাও কোথাও বন্যার জল রান্নাঘরে এবং শয়নগৃহেও প্রবেশ করিয়াছে, খাটের উপর রান্নাবান্নার কাজ চালাইতে হইতেছে। সকলেই বলিতেছে ২০ বৎসরের মধ্যে এখানে এমন বন্যা দেখা যায় নাই। সুখের বিষয়, যমুনার ভাঙ্গনের তেমন প্রবলতা দেখা যাইতেছে না।

—

বন্যায় রেল-লাইন ভগ্ন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ডিভিসনাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ২১শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ,—২০শে আগষ্ট, ৩-২১ মিনিটের সময় পাচুরিয়া জংসন এবং চরঘাট জংসনের মধ্যে একটা স্থানে রেল লাইন প্রায় ২০ ফুট প্রস্থ এবং ৪ ফুট গভীর লাইন ভাঙ্গিয়া যায়। গোয়ালন্দ (ফকীরাবাদ) প্যাসেঞ্জার লাইনের কোন অসুবিধা ঘটে নাই। রাজবাড়ী এবং গোয়ালন্দে ও রাজবাড়ী এবং গোয়ালন্দ মাছের ঘাটের মধ্যে সাটল ট্রেণ চলাচল বন্ধ করা হইয়াছে। লাইন আজ মেরামত করা হইবার সম্ভাবনা আছে।

পরবর্ত্তী একটা সংবাদে প্রকাশ, খাত আরও গভীর হইয়াছে, ৪ দিনের মধ্যে লাইন মেরামত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

—

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রি-সমস্যা

গত ২১শে আগষ্ট মধ্যপ্রদেশের কাউন্সিলে শ্রীযুত দেশপাণ্ডে তাঁহার পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিবার পর, প্রেসিডেন্ট জানান যে, মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থার ১৩টি প্রস্তাব, নিন্দামূলক দুইটি প্রস্তাব এবং সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী শ্রীযুত রাঘবেন্দ্র রাও পদত্যাগ করাতে ঐসব প্রস্তাব বাতিল হইয়া পড়িয়াছে। শাসনপরিষদের সদস্য অনারেবল মিঃ তাম্বে বলেন, বর্ত্তমানে কোন মন্ত্রী না থাকাতে হস্তান্তরিত বিভাগ-সম্পর্কে কোন বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হইবে না। অতঃপর অধিবেশন স্থগিত থাকে, কারণ কোন সদস্যই সভার কাজে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছিল না।

—

পোষ্টাফিসের টাকা আত্মসাৎ

পোষ্টমাষ্টারের জেল

ঢাকা জেলার বাইৎর ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার ত্রৈলোক্যনাথ কর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগে প্রকাশ, আসামী ১৯২৫ সালে একদিন পোষ্টাফিসের চাবি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে রাখিয়া সরিয়া পড়ে। ইহার কিছুকাল পরেই ঢাকা পোষ্টাফিসে বাইৎর পোষ্টাফিসের একটি ভুল ধরা পড়ে। ইনস্পেক্টার তথায় গিয়া দেখেন যে, আসামী ১৪ শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। আসামী দোষ স্বীকার করে। তাহার প্রতি ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় অতিরিক্ত ১ বৎসরের জেলের আদেশ হইয়াছে।

—

একলক্ষ টাকার জাল নোট

রেঙ্গুণে ২ জন ভারতীয় একখানা গাড়ী করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একজন পুলিশ কোন কাজে হুইসেল বাজায়। উহাতে গাড়ীর লোক ২ জন ভয় পাইয়া নামিয়া যায়। গাড়োয়ানের সন্দেহ হওয়াতে সে গাড়ী মধ্যস্থিত বাক্স দুইটা থানায় লইয়া যায়। পুলিশ ঐগুলি খুলিয়া উহার মধ্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার দশ টাকার জাল নোট আবিষ্কার করে। সংবাদ যে, এই ধরণের বহু জালনোট ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে পাওয়া যাইতেছিল। পুলিশ পরে অনুসন্ধান করিয়া ৫ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের নিকট নোট জালের কতক যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আরও রহস্য শীঘ্রই আবিষ্কার হইবে বলিয়া প্রকাশ।

—

টাকা জালের অভিযোগ

রামগোপাল দাস নামক জনৈক যশোহর জেলার লোক বাগের হাটের বাজারে দোকান করিত। তাহাকে এবং সহরের সন্নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী যতীন্দ্রনাথ সিংহ এবং বিপিনবিহারী বিশ্বাসকে পুলিশ টাকা জাল করা এবং মেকী টাকা চালাইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, রামগোপাল মুন্সীগঞ্জের বিপিন বিশ্বাসের বাড়ীতে বাসা লইয়া গোপনে টাকা জাল করিত। কয়েকদিন আগে রামগোপাল এবং যতীন সিংহ মেকী টাকা চালাইবার জন্য মনসা গ্রামে গমন করে। তথায় ফকিরহাট থানার পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে চালান দিয়াছে। বাগেরহাটের পুলিশ বিপিনের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া একটি পুকুরের ভিতর তিনখানা ছাঁচ এবং টাকা জালের অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাইয়াছে।

জাল-নোট

গত ২১শে আগষ্ট চট্টগ্রাম সহরের আসাদগঞ্জ অঞ্চলে পুলিশ একজন মুসলমান এবং একজন পশ্চিমা হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, পুলিশ ইহাদের উভয়ের গৃহে যুগপৎভাবে খানাতল্লাসী করিয়া একখানা একশত টাকার জাল নোট এবং নোট তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি পাইয়াছে। আসামীরা হাজতে আছে।

—

কেলগের প্রস্তাব নিপাত যাউক

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘের আমেরিকান শাখা মিঃ কেলগের ফ্রান্স যাত্রার সময় ষ্টেশনের সম্মুখে খুব হৈ চৈ করিয়াছিলেন। "কেলগের মিথ্যা সন্ধির, প্রস্তাব নিপাত যাউক।"—এইরূপ লেখা সম্বলিত প্লাকার্ড ও পতাকা লইয়া তাঁহারা ষ্টেশনকে সরগরম করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে মোহনবাগান

পণ্ডিতপাড়া ক্লাবের আমন্ত্রণে মোহনবাগান টীমের খেলোয়াড়গণ গত ২১শে আগষ্ট সকালে ঢাকা হইতে এখানে আগমন করে। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি ম্যাচ হয়। প্রত্যেক পক্ষ এক একটা গোল দেওয়াতে খেলা ড্র হইয়াছে।

খেলা আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই মোহনবাগান টিমের রাইট হাফ এস, দাস গুপ্ত লম্বা সুট করিয়া একটা গোল দেয় এবং প্রথমার্দ্ধ সময়ের খেলা শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে পণ্ডিতপাড়া ক্লাবের জে, ঘোষ একটি পেনালটি সুটে মোহনবাগানকে একটি গোল দিয়াছিল। শেষার্দ্ধ খেলায় কোন পক্ষই কাহাকেও গোল দিতে পারে নাই। স্থানীয় ক্লাবের বি, বসু খুব ভাল খেলা দেখাইয়াছে।

মালিকপুর দাঙ্গার রায়

সেসন জজ মালিকপুর দাঙ্গার রায় দিয়াছেন; এই মামলাটি গত বকরঈদের হাঙ্গামার ফলেই উদ্ভূত হইয়াছিল। দশজন আসামীর মধ্যে যশওয়ান্ত সিং প্রাণদণ্ডে অপর আটজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে, এবং শের সিং নামক একজন খোঁড়া আকালী দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

পাল্টা মামলার হবিব ও অপর ২৪ জন মুসলমান আসামীর মধ্যে ৫ জন খালাস পাইয়াছে, পাঁচজনের ছয় মাস করিয়া এবং তিন জনের দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে এবং বাকী সকলের একবৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

জামসেদপুরের ধর্ম্মঘট

কর্ত্তৃপক্ষের ক্রমাগত অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপে এবং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধক্রমে গত ২১শে আগষ্ট মেকানিক্যাল বিভাগের কারখানা বন্ধ করিয়া ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ধর্ম্মঘটের বিস্তৃতি ঘটিতেছে বিভাগীয় এবং জেনারেল আফিসের কর্ম্মচারীরাও ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। জোর পিকেটিং চলিতেছে।

মিনার্ভা যেস মামলার রায়

মিনার্ভা মেস হত্যাকাণ্ডের অতিরিক্ত মামলায় দুই জন মুসলমান মিনার্ভা মাথ মেসে লুঠ করিবার অভিযোগে অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এইচ, জি, ওয়েষ্টের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে গত বৎসর জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকায় যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তখন বহুসংখ্যক মুসলমান দুর্বৃত্ত মিনার্ভা নাথ মেস আক্রমণ করিয়া হিন্দু-বালকদিগকে মারপিট করে, তাহার ফলে দুইটি বালক মারা গিয়াছিল। এই মামলা সম্পর্কে ইতিমধ্যে ৪ জন মুসলমান বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, ঐ সময় বর্ত্তমান মামলার আসামীরা ফেরার ছিল।

জজ অধিকাংশ জুরীদের সহিত একমত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দান করিয়াছেন।

স্কুল মাষ্টারের কীর্ত্তি

জোড়াবাগান থানার অন্তঃপাতী বাবুরাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বংশীধারী নামে একটি ছাত্রের অলঙ্কারহরণের অভিযোগে পঞ্চানন দত্ত নামে এক স্কুলশিক্ষক অভিযুক্ত হইয়াছে। ছেলেটী আহিরী টোলার ভট্টাচার্য্য পাঠশালার ছাত্র, আসামী একসময়ে ঐ পাঠশালার শিক্ষক ছিল। প্রকাশ যে, আসামী বাবুরাম ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় বালকটিকে ডাক দেয়, তাহাকে একটি পয়সা দিয়া মিঠাই কিনিয়া আনিতে বলে ও তাহার হাত হইতে সোণার বালা খুলিয়া লয়। ছেলেটি বাড়ী আসিয়া সমস্ত বলিয়া দিলে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে, আসামী ধৃত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী [illegible] ও প্রথম অপরাধ, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাকে [illegible] মুচলেকায় ১০০ টাকার মুচলেকা ও তদনুরূপ অর্থের একটি জামীন দাখিল করিয়া মুক্তি দিয়াছেন।

—আনন্দবাজার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই ভাদ্র, শনিবার—১৩৩৫।

কর্ত্তব্যনিরূপণ

আমরা এক এককালে আমাদের জীবনের এক একটী কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছি। কাহারও কঠোর পাণ্ডিত্য প্রতিষ্ঠা-লাভ বা জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থা-গমের সুবিধার জন্য জড় বিদ্যা অধ্যয়ন, কাহারও বা ঠিক তাদৃশ উদ্দেশ্য লইয়া অধ্যাপনা, কাহারও পরিবারবর্গ প্রতিপালন-উদ্দেশে পরদাসত্ব বা ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি, কাহারও বা দেশের ও দশের হিতের নাম করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই হউক কিম্বা অর্থোপায়ের জন্যই হউক, পূর্ত্তকর্ম্ম, অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগগ্রস্তকে ঔষধ-পথ্যাদি দান প্রভৃতি, কাহারও ধার্ম্মিক গুরুত্বের সজ্জায় ধনাদি কামনাবশতঃ শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চনাদি, ভাগবত-পাঠ হরিনাম-সংকীর্ত্তন, মঠমন্দির-প্রতিষ্ঠা, বহু শিষ্যকরণ, কাহারও বা পরস্বাপহরণ, লাম্পট্যাচরণ প্রভৃতি কুৎসিৎ কর্ম্মই কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এইসকলই কি জীবের প্রধান কর্ত্তব্য, না ইহা ছাড়া অন্য আর কিছু আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠাতা কে এবং কে-ই বা তাহার নির্দ্দেষ্টা—এতদুভয়েরই বিশেষরূপ জ্ঞান আবশ্যক। শ্রীগীতোক্ত অপরা প্রকৃতি মনে জীবাত্মজ্ঞানপূর্ব্বক মনকেই কর্ত্তব্যের নির্দ্দেষ্টা এবং দেহকে তৎকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিলে অবশ্য দেহ মনের যেরূপ অবস্থা, তাহার কর্ত্তব্যেরও অবস্থা তদ্রূপই হইবে অর্থাৎ জড়া প্রকৃতি যেখানে কর্ত্তী, কর্ত্তব্যও সেখানে প্রাকৃত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু ব্যাপার যে আদৌ তাহা নহে, জীবের কর্ত্তব্য বলিতে জীবই যখন কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠাতা হইয়া পড়িতে-ছেন, তখন 'জীব' শব্দ যে জড়ীয় স্থূল বা সূক্ষ্মদেহাত্মক কোন বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে না, যাহার জীবন বা চেতনতা আছে, এমন কোন স্বতন্ত্র বস্তুকেই যে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বিশেষ গবেষণার বিষয়। জড় ত' কখনও কর্ত্তৃত্ব পাইতে পারে না, জড় চেতনের দ্বারা চালিত হইতে পারে মাত্র। তবে যে জড়ে চেতনতা লক্ষিত হয়, যাহা হইতে সাধারণ দার্শনিক পণ্ডিতেরা মনকেই চেতন বা আত্মা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা চেতনাভাসের ক্রিয়া মাত্র, বস্তুতঃ চেতনের নহে। জীব চিৎকণ, ভগবানের অণুচিদ্ অংশ। অণুত্ব ধর্ম্ম-প্রযুক্ত এবং ভগবদ্ধ-স্বতন্ত্রতায় তদপব্যবহার-ফলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন জীব মায়াবশযোগ্য হইয়া পড়ায় তাঁহার স্বরূপ-ক্রিয়া সুপ্তাবস্থায় আছে, (চিৎস্বরূপটী অবশ্য মূলে কিছু বিকৃত হইয়া যায় নাই)—চিদাভাসের ক্রিয়াটীই ব্যক্ত হইয়া চেতনের ক্রিয়া বলিয়া অজ্ঞজনকে মুগ্ধ করিতেছে মাত্র। অতএব চিদাভাসের ধর্ম্ম কিছু চেতনের ধর্ম্ম নহে। চেতনের ধর্ম্ম চেতনেরই অভি-ব্যক্তি, যেহেতু চেতন কখনও অচেতনাত্মক কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। বিভুচেতন ভগবানের নিত্যত্বহেতু অণুচেতনেরও নিত্যত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং নিত্যবস্তুর কর্ম্ম কখনও অনিত্য কিছু হইতে পারে না, নিত্য হওয়াই আবশ্যক। যে অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠাতা ও অনুষ্ঠেয়ের নিত্যত্ব নাই, যাহা দেশ কাল ও পাত্র-ভোক্তা, যাহাতে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তোষণমূলা হীন স্বার্থের পুষ্টি-গন্ধ বর্ত্তমান, তাহা কখনও চেতনের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। তবে চেতনের কর্ত্তব্য কি এবং কেমনই বা সেই কর্ত্তব্যের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহা বিচার্য্য বিষয়।

মূলচেতন ভগবানের সহিত অণুচেতন জীবের কি সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য স্থির হইতে পারে না। জীব যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র একটী তত্ত্ববিশেষ জ্ঞান করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। যে দিন হইতে তিনি শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীভগবানের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

বিভুচেতন শ্রীভগবানে যে ধর্ম্ম পূর্ণ-রূপে অভিব্যক্ত, অণুচেতন জীবেও সেই ধর্ম্ম তাদৃশ-অনুপাতে অণুভাবে প্রকাশিত। বিভুচিৎ কৃষ্ণে যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পূর্ণভাবে অব-স্থিতি, অণুচিৎ জীবেও সেইরূপ উক্ত শান্তাদি রসপঞ্চক তদনুপাতে অবস্থিত। ব্রজের শান্ত ভক্ত গো-বেত্র-বিষাণ বেণুর শান্ত রস, দাস্যভক্ত রক্তক-পত্রক-চিত্র-কাদির দাস্য রস, সখ্যভক্ত শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মধুমঙ্গলাদির সখ্যরস বৎসল রস-রসিক নন্দ-যশোদাদির বাৎসল্য রস এবং মধুর রস-রসিকা ব্রজবধূগণের মধুর রসের ন্যায় প্রপঞ্চাগত জীবসমূহেও তত্তদ্ রসের বিদ্যমানতা আছে। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতি-অবস্থায় জীবের স্বরূপগত সেই রসের বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত, স্বরসিক রস-পঞ্চক দ্বারা যাঁহার সন্তোষ বিধান করা জীবের স্বরূপ-গত ধর্ম্ম, তাহা না করিয়া তদিতর বস্তু বা মায়ার আনন্দ-বিধানই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডগত স্বরূপ-বিস্মৃত জীবের বর্ত্তমান্ কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। স্বরূপ-বিস্মৃত জীব কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবায় তাঁহার স্বরূপগত রসপঞ্চককে নিবেদন করিতে গিয়া সেই রসপঞ্চকের সদোপাত্ত বস্তুর তৃপ্তি বিধান করিতে না পারায় কামক্রোধাদি রিপুষট্কের গ্রাস হইয়া নিরানন্দই লাভ করিতেছেন, কিন্তু স্বরূপগত রস হইতে সেই নিরানন্দলাভের কোন যোগ্যতাই নাই, বরং নিত্য নবনবায়-মান আনন্দের অম্বুধি-মধ্যেই নিমজ্জিত হইবার কথা আছে।

অতএব যতক্ষণ না মায়ামুগ্ধ-জীব মায়ামুক্ত শুদ্ধ জীব সাধুসঙ্গ ক্রমে তাঁহার রসপঞ্চকের সেব্যবস্তু জানিয়া লইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বদ্ধদশার অপগান্ত-ক্রমে মুক্তদশার শুদ্ধ আনন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যও স্থির হইতে পারিবে না। ভগবদ্ভক্ত সাধুসঙ্গক্রমে জীব যখন তাঁহার শুদ্ধ স্বরূপের পরিচয় অবগত হইয়া 'রসো, বৈ সঃ' অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই তাঁহার সমগ্র রসের একমাত্র ভোগ্য পাত্র বলিয়া জানেন, তখনই তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির হয় যে—রসময় রসিকশেখর শ্রীভগবান্ ব্রজরাজনন্দনের সেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য। আত্মে-ন্দ্রিয়-তোষণমূলা কোন চেষ্টাই জীবের কর্ত্তব্য নহে। জড়োপাধির চেষ্টাকে কর্ত্তব্যজ্ঞানে জীবকুল কেবল অনর্থ-সাগরেই নিমজ্জিত হইতেছেন। জীবন অনিত্য ও নানা বিপৎসঙ্কুল জানিয়া যতশীঘ্র হয় সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে জীবের নিত্যকর্ত্তব্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া আর অনর্থের আবাহন করিয়া লাভ নাই।

শ্রীপুরুষোত্তম প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
জন্তুনাং দর্শনান্মুক্তিংযো দদাতি
কৃপানিধিঃ॥

তীর্থরাজ নীলাম্বুধি-তটে বিরাজিত কৃপানিধি শ্রীপুরুষোত্তম দেব নিজ নামে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে সগণে বাস করিয়া দর্শনের দ্বারা জীবের ভব-বন্ধ-মোচন ও স্বপদাম্বুজে স্থান দান করেন।

একদিন সায়ংকালে দেবগণ পূজার্থে আগমন করিয়া শ্রীনীলমাধবের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র প্রবল বাত্যাদ্বারা সমুদ্রকূলবর্ত্তী বালুকারাশি গগনে উত্থিত হইল। চারি-দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। বালু দ্বারা দেবকুলের দৃষ্টি রোধ হইল। নিজ প্রাণ নাথকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহারা দুঃখিত হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। পরমুহূর্ত্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া কেবল বালুকা-রাশিই দেখিলেন। শ্রীমাধব ও রোহিণী-কুণ্ড দর্শনাভাবে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অবশেষে আকাশবাণী হইল, "হে, হে দেবগণ! ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া ইহার কারণ বুঝ।" তখনই দেবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া প্রশ্নের দ্বারা লোকপতির নিকট হইতে অবগত হই-লেন যে, ভগবান্ দারুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাহাতে এবম্বিধ লীলা করিয়াছেন। ব্রহ্মবাক্যে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া স্বর্গধামে গমন করিলেন।

এদিকে বিদ্যাপতি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীনীলমাধবের নির্ম্মাল্য রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নের গলদেশে অর্পণ করিলেন এবং শ্রীপুরু-ষোত্তমক্ষেত্রের যাবতীয় কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া নরপতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যেমন ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি যদিচ্ছাক্রমে তথায় দেবর্ষি নারদের আগমন হইল।

দেবর্ষি শ্রীনারদের মুখে ভগবান্ ও ভক্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নরপতি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। ভক্তকৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না, ভাগ্যবান্ নরপতি পূর্ব্ব হইতেই জানি-তেন। সুতরাং এখন শ্রীক্ষেত্র ও ক্ষেত্র-পতিকে দেখিবার কৃপা-সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দয়াবারিধি দেবর্ষি রাজার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ক্ষেত্র, তন্মধ্যস্থিত সমস্ত তীর্থ, অষ্টশম্ভু, অষ্টশক্তি প্রভৃতি দেখাইতে স্বীকৃত হইলেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেব ও দুর্গাদেবীকে বার বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, উভয় মূর্ত্তিকে পৃথক্ পৃথক্ শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অগ্রগামী করাইলেন। পরে ভক্তরাজ নারদের সহিত স্বয়ং রথারোহণে গমন করিলেন। যানোপবিষ্টা মহিষী ও নরনারীবৃন্দ, শকটারোহী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিত, বৈষ্ণব, অনুগত রাজন্যবর্গ, অমাত্য, ভৃত্য ও প্রজাসমূহ রাজার অনুগমন করিল। নানা দেশ ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া কতিপয় দিবস পরে উৎকল দেশ-সীমা-প্রকাশিকা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা চণ্ডিকা দেবীর দর্শন পাইলেন। তৎপরে কিছুদূর যাইয়া চিত্রোৎপলা মহানদী তীরে গণসহ অবস্থান করিলেন।

নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন সান্ধ্যকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সভায় উপবিষ্ট হইয়া দেবর্ষি নারদের মুখে সুধাময় হরিচরিত শ্রবণ করিলেন। ইতোমধ্যে দ্বারপাল আসিয়া উৎকল দেশাধিপতির আগমন-বার্ত্তা জানা-ইল। তৎক্ষণাৎ উৎকল-রাজকে আনা-ইয়া নিজাসনের একদেশে বসাইয়া তদীয়

কুশল-সমাচার ও নীলাচল-শিখরবাসী শ্রীজগন্নাথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উৎকলাধীশ হর্ষবিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন যে,—নীলপর্ব্বত দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অবস্থিত ও ঘনবনাকীর্ণ। লোকে সেখানে গমনাগমন করিতে পারে না। কেবল দেবগণ তথায় যাইতে পারেন। বর্ত্তমানে প্রচণ্ড বায়ু-বেগে সমুত্থিত বালুকারাশি দ্বারা নীলাচল আচ্ছাদিত হইয়াছে। সেই কারণে উৎকল দেশ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে প্রজাবৃন্দ নষ্ট ক্লেশভোগ করিতেছে।'

উৎকলাধিপের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষির নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনারদ বলিলেন,—তুমি ব্রহ্মার পঞ্চম পুরুষ ও ভক্তচূড়ামণি। শ্রীভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে দর্শন দান করিবেন। ক্ষেত্রে বৈকুণ্ঠনাথকে তুমি নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। পিতামহ ব্রহ্মা তোমার ভক্তি-কার্য্যে সহায়তার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, সকলকে বিদায় দিয়া শয়ন কর।'

পরদিবস নরপতি প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া শ্রীজগন্নাথের পূজা করিলেন। পূজান্তে চিত্রোৎপলা মহানদী পার হইয়া উৎকলরাজ প্রদর্শিত মার্গে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শীততোয়া বেগবতী গন্ধবহা নদী পার হইয়া একাম্র-কাননে উপস্থিত হইলেন।

দেবর্ষির মুখে কোটি লিঙ্গেশ্বর শ্রীভুবনেশ্বরের তথায় অবস্থিতি ও তন্মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিন্দুতীর্থে স্নান ও তটস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম দেবের পূজা করিলেন। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একাগ্র-চিত্তে বৃষভধ্বজকে স্তব ও প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার কৃপা-প্রার্থী হইলেন। রাজার প্রার্থনায় ভুবনেশ্বর সম্মুখে আসিয়া স্পষ্টাজ্ঞা করিলেন—'হে ভক্তাগ্রণী মহারাজ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তৎপরে মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন এবং শ্রীনারদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র বিষ্ণুর কলেবর। তন্মধ্যস্থিত অন্তর্বেদী তাঁহার হৃদয়। আমি অষ্টমূর্ত্তি হইয়া অন্তর্বেদী রক্ষা করিতেছি। বেদীর আকৃতি শঙ্খ সদৃশ। শঙ্খের অগ্রভাগে নীলকণ্ঠ আখ্যা লাভ করিয়া তথায় দুর্গার সহিত বাস করিতেছি। আপনি রাজাকে সেইস্থানে লইয়া যান। বর্ত্তমানে নীলকণ্ঠদেব হরি, অন্তর্হিত হইয়াছেন। নীলকণ্ঠের সম্মুখে রাজা সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন। তৎপরে রাজাকে ব্রহ্মরূপ বৃক্ষ দেখাইব। বিশ্বকর্ম্মা সেই বৃক্ষদ্বারা চারিটি মূর্ত্তি সংঘটন করিবে ও ব্রহ্মা আগমন করিয়া মূর্ত্তি চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতি সহস্র বৎসর ক্ষেত্রবাস করিয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞবাঞ্ছা পূতকলেবর হইয়া দারুময় মূর্ত্তির দর্শন করিবে।' মহাদেব এই কথা বলিয়া নারদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরদিবস নরপতি চলিতে আরম্ভ করিয়া কপোতেশ্বর মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর কপোতেশ্বরকে পূজা ও প্রণাম করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতির সহিত ক্ষেত্রের পূর্ব্ব সীমায় বিরাজিত শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে নানা অমঙ্গল-সূচক দৃশ্য দর্শন করিয়া রাজা শ্রীনারদের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি বলিলেন,—'শুভকার্য্যে বহু বিঘ্ন। বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শন করিবার পর দিবসই নীলমাধব স্বর্ণবালুকা দ্বারা আবৃত হইয়া পাতালগামী হইয়াছেন।' দেবর্ষির মুখ হইতে এই মর্ম্মাহত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ভূতলশায়ী হইলেন। শ্রীনারদ যোগবলে রাজাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া বহু সান্ত্বনা-বাক্যে স্থির করিলেন। রাজা দেবর্ষির পদতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিলে নারদ বলিলেন,—'নীলাদ্রিনাথের স্থিরা ও সুশীলা নরসিংহ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা নীলকণ্ঠ মহাদেবের নিকটবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা কর। সহস্রবর্ষ সংযতচিত্ত হইয়া নরসিংহ দেবের সম্মুখে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞ সমাপন কর। প্রত্যহ নরসিংহ দেবের পূজা ও বন্দনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সকল তাপ মুক্ত হও। ক্রমে তাঁহার কৃপায় সকল বিঘ্ন নাশ হইলে অভীষ্ট ফল লাভ হইবে।"

(ক্রমশঃ)

ভাগবত পাঠশালায় দান

নৈমিষারণ্যের ভাক্তের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার শ্রীপরমহংসমঠস্থ ভাগবত পাঠশালার নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত ঠাকুর সাহেব লালজিৎসিং রামকোটের তালুকদারগণ এককালীন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই অর্থের সদ্ব্যবহারের বিশেষ প্রশংসা করিতেছি।

মন্দারে শ্রীচৈতন্যচরণ চিহ্ন

অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মিত্র মহোদয় মন্দার পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পাদপীঠ-সংস্থাপনের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

সনাতন ধর্ম্ম

অনুসরণে লক্ষ্য

(শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক বেদশর্ম্মা)

অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, সরণ অর্থাৎ গমন, সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠদিগের পশ্চাদগমনের নামই অনুসরণ। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব অতিশয় গুহ্য, মায়াবদ্ধ আমাদের সেই তত্ত্ব বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সেই জন্য মহাজনের পদানুসরণ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে আমরা ক্রমশঃ সনাতন ভক্তিধর্ম্ম লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। মহাজনের পদানুসরণ ব্যতীত সনাতন ধর্ম্ম লাভের আর অন্য উপায় নাই।

এক্ষণে মহাজন কাহাকে বলে বুঝা আবশ্যক। আমরা সাধারণ ধারণায় বুঝিয়া থাকি, যাহার অনেক টাকাকড়ি আছে, সচরাচর যিনি লোককে টাকা ধার দিয়া উপকার করিয়া থাকেন, অথবা বড় বড় ব্যবসায়াদি করিয়া থাকেন, তিনি মহাজন। এরূপ মহাজন অর্থের মহাজন বটে, কিন্তু যিনি আমাদিগকে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান দানপূর্ব্বক তৎসাধন পিপাসা হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিয়া আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, তিনিই প্রকৃত মহাজন—নিত্যকালের মহাজন—ধর্ম্মরাজ্যের মহাজন—চরমোপকারী মহাজন। এরূপ মহাজনের কৃপা-কণা লাভ ঘটিলে আর কোন প্রকার অভাব থাকে না।

সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী—শুদ্ধভক্তগণই প্রকৃত মহাজন। অসনাতন বা অনিত্য ধর্ম্মাবলম্বী কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিগণ প্রকৃত মহাজন-পদবাচ্য হইতে পারেন না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ব্যাসদেব, শুকদেব, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সকলেই মহাজন। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ষড় গোস্বামিচয় প্রকৃষ্ট মহাজন। এই সকল মহাজন যেরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সনাতন ধর্ম্ম প্রাপ্তির উপায় এবং তৎসাধন-পদ্ধতি যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই সমস্ত অবলম্বন করিয়া চলিলেই আমাদের যথার্থ মহাজনানুসরণ হইবে।

অনেকে মহাজন-লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ না করিয়াই নিজ নিজ সূক্ষ্ম ধারণায় 'মহাজন সম্মতই, এইরূপই সনাতন ধর্ম্মের সাধনোপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকিবেন, কারণ ইহা অপেক্ষা অধিক উক্ত কথা কিছু থাকিতে পারে কিনা, বিচার হয় না ইত্যাদি বিচার করিয়া মনে মনে মহাজনানুসরণ করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস করেন—এরূপ পন্থাকে অনুমত আদর করা যাইতে পারে না। মহাজন-গ্রন্থ-লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথভাবে শ্রবণ অথবা পাঠ করত এবং আশ্রয়ণী প্রকৃত সাধুগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই যুক্তি-যুক্ত।

সকলেই কিছু এমন ভাগ্যবান নয় যে, তাহারা মহাজনানুসরণ করিবে। কেবল মাত্র বহু সুকৃতিমান জীবগণেরই মহাজনানুসরণের প্রবৃত্তি উদিত হইয়া থাকে। অজ্ঞ সুখী, বহু সুকৃতি না থাকিলে জীবের সনাতন ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত মহাজন-নির্দ্ধারিত পদানুসরণের লোভ জন্মে না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

শ্রীভাগবত বলেন—

"যদা ভ্রাম্যং ভ্রাম্যং হরিরসগলন্
বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে
স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি
শনৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং
স কুরুতে॥"

অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করিতে করিতে কোন দিন যদি অজ্ঞাত ভাগ্যসুখী সুকৃতিবলে জীবগণের মধ্যে কেহ হরিরসগলিত কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনের দর্শন-লাভ করেন ও তাঁহার অনুগমনে রুচিবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে সেই সুকৃতিমান্ জীব কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন এবং শনৈঃ শনৈঃ মায়িকদশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি লাভ করত বিমল রস-ভোগ করিতে থাকেন।

মহাজনগণের মধ্যে মতের পার্থক্য নাই। তাঁহারা সকলেই সনাতন ধর্ম্ম উপদেশক। তাঁহাদের কৃত প্রত্যেক শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়—

"'তাদৌ সদ্গুরু পদাশ্রয়ঃ,'

অর্থাৎ যদি তোমার সনাতন ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত প্রকৃত পিপাসা জাগরূক হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় কর। সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত কাহারও নিস্তার নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অর্থাৎ সমস্ত জড়ীয় অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণিপাত ও সেবা দ্বারা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া

ভব-কারাগার

কারাগার মধ্যে শান্তিস্থান। এ স্থানে আসিয়া কেহ কোন দিন সুখ-শান্তিতে জীবন-যাপন করিতে পারেন নাই। এ স্থান কারাগার মরুভূমির তপ্তবালুকার মীচিৎ—ভব—উজ্জ্বল—জীবনে। অসম্ভ নীত-নিষ্ঠুর ভাব, সর্বক্ষণই তীব্র-দুঃখ যোগ-জ্বালায় নির্দ্দয়ভাবে বদ্ধ হইয়াছে। তাই কারাগার নাম শুনিলেই অনেকে ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। উক্তরূপ কোন বিজ্ঞব্যক্তি কখনও এ হেন ভীষণ স্থানে আগমন করেন না। তাহার নিকট কোন কারণবশতঃ অপরাধী হইলে, রাজাদেশে মানুষ যেমন নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রহরিগণ কর্ত্তৃক লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে নীত হয়, সেইরূপ আমরা ভগবানের তটস্থ-শক্তি-পর জীব, শ্রীভগবান্ হরিকে ভুলিয়া—মায়ার মোহিনীরূপে মুগ্ধ হইয়া, স্ব কর্ম্মদোষে এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে, ভব-কারাগারে সত্ত্ব, রজঃ, তমোময় ত্রিগুণরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক —এই ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিতেছি। তাহার উপলব্ধি নাই বলিয়া এ হেন কারাগারকেও আমরা আনন্দের স্থান, সুখের স্থান বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিতেছি। হায়! আমরা পশুর ন্যায় অধম, কেন না উৎসর্গীকৃত ছাগ-পশু যেমন অন্ধ তাহার মস্তকোপরি উত্তোলিত শাণিত-কৃপাণ কেবল দেখিতে না পাইয়া,—আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সে যেমন ভূমিস্থিত তণ্ডুল-কণিকা ভক্ষণে ব্যস্ত থাকে, তদ্রূপ আমরাও মায়া-মোহাচ্ছন্নবশতঃ এই ভব-কারাগারে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, যমদূতগণের কালদণ্ড মস্তকোপরি বিরাজিত আছে, তাহা না জানিয়া ক্ষণিক আনন্দের জন্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি জাগতিক সুখ-ভোগের জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া, মায়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হই। ঐ কালদণ্ড কখন কাহার শিরোদেশে পতিত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই,—অথচ আমরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে, সাংসারিক আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিয়া উক্ত পশুরই পশুর ন্যায় দুর্লভ মনুষ্য-জীবন পাইয়াও আহার, নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়-তর্পণাদিতে মত্ত হইয়া এই ভব-কারাগার যে শান্তির স্থান—এখানে যে বিশুদ্ধ আনন্দ নাই, সর্ব্বদাই শোক, তাপ, হাহাকার, অশান্তি বর্ত্তমান, এ কথা ভুলিয়া যাই। এ অনিত্য স্থানকেই বিবর্ত্তবুদ্ধিবশতঃ নিত্যস্থান বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। এই ভীষণ ভব-কারাগারকেই আনন্দাগার বলিয়া দারুণ মায়াচক্রে পড়িয়া বিষম প্রতারিত হইতেছি। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর গাহিয়াছেন—"সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥" এই বাণী শিরোধার্য্য করিয়া যাহাতে সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রভাবে,—এই দারুণ ভব-কারাগার হতে উদ্ধার পাওয়া যায়, তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ জীবমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; নতুবা যে তিমিরে—সেই তিমিরেই থাকিয়া অজ্ঞানান্ধকারময় কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণাময়ে দিবা-রাত্র দগ্ধ হইতে হইবে। এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দদেবের শ্রীশ্রীচরণ কমলরূপ অভয় পাদপদ্ম, তাহা ছাড়া জীবের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

ও অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

তাঁহার নিকট হইতে পরিপ্রশ্ন সহকারে সনাতন ধর্ম্ম ও তৎসাধন-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হয়। তিনিঃ কৃপাপূর্ব্বক সৎশিষ্যকে সমস্ত হৃদয় প্রাণ খুলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"

অর্থাৎ স্নিগ্ধ সৎশিষ্যকেই আচার্য্যগণ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিয়া থাকেন।

এইরূপ করিলে প্রকৃত মহাজনানুসরণ হইয়া থাকে। মহাজনের আদেশ অমান্য দ্বারা কখনও সনাতন ধর্ম্ম লভ্য হইতে পারে না। সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ই মহাজনগণের সর্ব্বপ্রথম আদেশ—সেই আদেশ সর্ব্বাগ্রে পালনীয়। তৎপরে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ, পরে সাধনার সহিত সমস্ত প্রতিকূল বিষয় পরিহার ও অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিতে করিতে ভজনোন্নতি লাভে যত্নবান্ হইলে প্রকৃত মহাজনানুসরণ হইয়া থাকে।

অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি আপনারা নিত্য মঙ্গল চান, তবে অনুকরণ-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করুন, সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সনাতন ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হউন—জীবনের স্থিরতা নাই।

শ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

টেলিগ্রাম—"গৌড়ীয়"
টেলিফোন—২৪৫৫, বড়বাজার।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড,
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা।
তারিখ—২রা ভাদ্র, ১৩৩৫।

বিপুলসম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট সোমবার হইতে ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মাসাধিকব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত-প্রাকট্যোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপা করিয়া উৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন; নিম্নে উৎসবের তালিকা সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্যত্রিক)
(শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ)।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন

উৎসব-তালিকা।

সোমবার ১১ই ভাদ্র ২৭শে আগষ্ট
শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।

মঙ্গলবার ১২ই „ ২৮শে „
শ্রীরূপগোস্বামীর অন্তর্দ্ধান।

শুক্রবার ১৫ই „ ৩১শে „
শ্রীবলদেব-জন্মোৎসব।

শুক্রবার ২২শে „ ৭ই সেপ্টেম্বর
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব।

শনিবার ২৩শে „ ৮ই „
শ্রীনন্দোৎসব।

বুধবার ৩রা আশ্বিন ১৯শে „
শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

শুক্রবার ৫ই „ ২১শে „
শ্রীললিতা-সপ্তমী।

শনিবার ৬ই „ ২২শে „
শ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীরঘুনাথ-দাসগোস্বামীর জন্মোৎসব।

বুধবার ১০ই „ ২৬শে „
শ্রীজীবগোস্বামীর জন্মোৎসব।

বৃহস্পতিবার ১১ই „ ২৭শে „
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রাকট্যোৎসব।
[illegible]

শুক্রবার ১২ই „ ২৮শে „
শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

শনিবার ১৩ই „ ২৯শে „
[illegible]

দৈনন্দিন অনুষ্ঠান

উষায়—মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তন।
প্রাতে—শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও [illegible]
পূর্ব্বাহ্নে—নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে—হরিকথা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়—শ্রীচরিতামৃত-ব্যাখ্যা।
প্রদোষে—শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

(দৈবদুর্য্যোগে ও উৎসব-বিশেষে এই তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।)

নানা কথা

অকৃতজ্ঞ ভৃত্যের প্রতি দণ্ডাদেশ

শ্রীমন্মকুমার ভৌমিক নামক এক ব্যক্তি রমানাথ নাথ নামক এক ভৃত্যকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার ১৪১৫ টাকার একখানা 'ইনসিওর' ডাকঘরে পাঠান হইয়াছিল, পথেই সে উহা আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়া যায়। অতঃপর তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ পাঠান হয়। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কে, এল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আমীর আলির স্মৃতি

মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলীম লীগ এক সভায় পরলোকগত সৈয়দ আমীর আলির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি স্বর্ণ-পদকের ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় যিনি মুসলমান আইনে প্রথম স্থান অধিকার করিবেন তিনিই এই পদক পাইবেন।

গুপ্তাশ্রয়ে পুলিস

পোল্যাণ্ডের প্রধান নগর ওয়ার্শ সহরে পোল্যাণ্ডের তরুণ সাম্যবাদীদিগের কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে পুলিসের হঠাৎ আবির্ভাব হয়। সমিতির সভ্যগণ সমিতির দলিলপত্রগুলি গিলিয়া ফেলিয়া বা অন্য প্রকারে নষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তাহা হইলেও পুলিস বহুসংখ্যক বিপ্লববাদ-সম্বন্ধীয় পুস্তক, তৃতীয় আন্তর্জাতিক হইতে প্রাপ্ত উপদেশ এবং সমিতির সদস্য-তালিকা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বহু পরিমাণ বিদেশী নোটও পুলিসের হস্তে পতিত হইয়াছে। পুলিস সমিতির অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মঙ্গলবারের অধিবেশনে প্রজাস্বত্ব সংশোধন বিলের আলোচনায় কোরফা রায়তের উচ্ছেদ সম্পর্কে বাদানুবাদ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ৪টি সর্তে কোরফা প্রজার উচ্ছেদ হইতে পারিবে।

কোর্ফা প্রজা উচ্ছেদ-সর্ত

১। যদি সে বাকী খাজনা পরিশোধ না করে, কিন্তু যে উৎপন্ন শস্যের পরিবর্ত্তে টাকা দ্বারা খাজনা দেয়, সে যদি সুদ ও ক্ষতিপূরণ সমস্ত বাকী খাজানা আদালতে দাখিল করে, তবে তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না।

২। যদি কোর্ফা প্রজা দ্বারা জমি প্রজাপত্তনের অনুপযুক্ত হয় কিংবা কেহ যদি বর্ত্তমান আইনের কোনও সর্ত্তভঙ্গ করে তবে জমির মালিকের সহিত তাহার চুক্তি অনুযায়ী তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে।

৩। কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত জমী পত্তন লইলে পত্তনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে কোর্ফা রায়তকে উচ্ছেদ করা হইবে।

৪। কোর্ফা প্রজা যদি কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত লিখিত চুক্তি ব্যতীত জমী পত্তন লয়, তবে কৃষি বৎসর শেষ হইবার ৬ মাস পূর্ব্বে নোটীশ দিয়া ভূম্যধিকারী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি—

(ক) ভূস্বামী কোনও দলিল দ্বারা জমিতে কোরফা রায়তের চিরস্থায়ী ও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ দখলের স্বত্ব স্বীকার করেন;

(খ) ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ও পরে কিম্বা উভয় সময়ে কোরফা রায়তের জমী ও তৎসংলগ্ন বসতবাটী একাদিক্রমে ২০ বৎসর তাহার দখলে থাকে, এবং ভূম্যধিকারী যদি আদালতের নিকট প্রমাণ করিতে না পারেন যে, ঐ জমী তিনি নিজ বসতবাটী নির্ম্মাণের জন্ত কিম্বা পরিজনবর্গ চাকর অংশীদারের সাহায্যে চাষ আবাদের জন্ত ব্যবহার করিবেন,—তবে কোরফা রায়তকে ঐ জমী হইতে ৩ ও ৪ উপধারা অনুযায়ী উচ্ছেদ করা যাইবে না।

উচ্ছেদ নিষেধ সর্ত্ত

প্রজা পক্ষের প্রতিনিধিগণ এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কোনও জমী বা বাড়ী ১২ বৎসর কোনও কোরফা প্রজার দখলে থাকিলে তাহাকে উহা হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না। উহার সহিত ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, বর্গা-প্রথায় চাষ চাকরদ্বারা চাষ বলিয়া ধরা হইবে না। উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তের জোত হস্তান্তর

গত বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দখলী স্বত্ববিশিষ্ট রায়তের জোত হস্তান্তর ও তাহার সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ঐরূপে জমী হস্তান্তরিত হইলে জমীদার খরিদ মূল্যের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে সেলামী পাইবেন। সেলামী কমাইবার জন্ত সংশোধন প্রস্তাব পেশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই।

আইন ভঙ্গে মুসলমান সদস্যের সভাত্যাগ

বিলে রেজেষ্টারী দলিল দ্বারা দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরিত করিবার বিধান আছে। দুইজন মুসলমান সদস্য এই মর্ম্মে দুইটি সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন যে, মুসলমানগণ ধর্ম্মার্থে বা দাতব্যের উদ্দেশ্যে ঐরূপ জোত দান করিলে তাহাদের দানপত্র রেজেষ্টারী করা যেন বাধ্যতামূলক করা না হয়। তাহারা বলেন, মুসলমান আইনানুসারে ঐরূপ মৌখিক হইতে পারে, রেজেষ্টারী করা বাধ্যতামূলক করা হইলে মুসলমান-আইন-ভঙ্গ হইবে। কিন্তু সংশোধন প্রস্তাব দুইটি ভোটের আধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সরকারী সদস্যগণ সংশোধন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। বে-সরকারী ইউরোপীয় সদস্যগণ নিরপেক্ষ ছিলেন। মুসলমান আইন ভঙ্গের প্রতিবাদস্বরূপ দুই জন মুসলমান সদস্য ব্যতীত সকলেই সভা হইতে বাহির হইয়া যান।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে লাটের বক্তৃতা

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চ্যান্সেলার সার উইলসন্ এক বক্তৃতায় গ্রাজুয়েটগণকে উপদেশ প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রাজুয়েটগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "সাহসী বীরের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর। সকল বিষয়ে আপনাদের স্বাধীন বিচারশক্তি প্রয়োগ করিতে চেষ্টা কর। শুধু শুনা কথায় চালিত হইও না। কোনও বিষয়ে পটকা লাগালে নিজমত গঠন করিতে চেষ্টা কর, সংবাদপত্রের মোটা মোটা অক্ষরের হেডিং সব সময়ে অভ্রান্ত নহে।

লর্ড কর্জ্জনের উক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা দ্বারা জাতি উন্নতিলাভ করে। জাতীয়তা ভাবের উন্মেষের জন্ত বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত অল্পতর স্বার্থ বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।"

জমিদার হত্যার শাস্তি

মাদ্রাজ রেল কোর্টে জনৈক মুসলমান জমিদারকে গুলি করিয়া মারার জন্ত ইষ্ট সুরী সৈন্যদলের প্রাইভেট ইবং ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আপীলে জজেরা জজ কারাদণ্ড কমাইয়া ৪ মাস করিয়াছেন এবং ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। এই টাকাটা জমিদারের উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইবে।

জমীদার নির্ব্বাচকমণ্ডলী

সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় জমীদার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সদস্যপদ শূন্য হইয়াছে, সেই পদের জন্ত যাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দীঘপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের নির্ব্বাচনপত্র মঞ্জুর হইয়াছে।

ভারত আইনের পরিবর্ত্তন

অনারেবল শ্রীযুক্ত কুমার শঙ্কর রায় চৌধুরী রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভাপতির নিকট চারিটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন। গত ২১শে আগষ্ট তাহা সদস্যদিগের নিকট বিতরণ করা হইয়াছে। তিনি ভারত শাসন আইনের এই পরিবর্ত্তন করিতে সুপারিশ করিয়াছেন যে, সপারিষদ সম্রাট ভারতের হাইকোর্ট সমূহের ক্ষমতা ও কার্য্যবিধি-রদ-বদল করিতে পারিবেন না। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী কমন্স সভায় হাইকোর্ট বিলের আলোচনা স্থগিত রাখার প্রস্তাব আনিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই যখন উহা স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তখন আর এ প্রস্তাব আনার আবশ্যকতা বোধ হয় থাকিবে না। ইনকাম ট্যাক্স এবং সুপার ট্যাক্স একান্নবর্ত্তী পরিবারের উপর না বসাইবার জন্ত এবং ব্যক্তি বিশেষ অথবা কোম্পানীর উপরও ইহা বসাইবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা করিবার জন্তও একটি প্রস্তাব আনিয়াছেন। চতুর্থ প্রস্তাবে ব্রহ্মপুত্র ও নদীতে ষ্টীমার চলাচলের জন্ত ই, বি, রেলওয়েকে নির্দ্দেশ দিতে বলা হইয়াছে।

অনারেবল ডাঃ রাম রাও চিকিৎসা-বিষয়ক পাঠ্যের উন্নতি বিধানের জন্ত চিকিৎসা-বিশারদদের লইয়া একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

—বাংলার কথা

আলিয়াস গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম, ২১শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, আসাদগঞ্জ রোডে একজন পাঞ্জিয়া ও একজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের নিকট কতকগুলি ১০০৲ টাকার জাল নোট ও নোট জাল করার সরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে। আসামীরা হাজতে আছে।

চিকিৎসার অবহেলা
ডাঃ যতীন মজুমদার অভিযুক্ত

মাহতটুলি নিবাসী মনোরঞ্জন সরকার নামীয় একটী ২০ বৎসর বয়স্ক সুস্বাস্থ্য যুবক অতর্কিতে একটী ঘড়ীচেনের হুক গিলিয়া ফেলে। অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া সে স্থানীয় মিটফোর্ড হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসার জন্ত যায়। তথায় ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মজুমদার তাহার গলায় একটী যন্ত্র বসাইয়া দেন কিন্তু হুককে সহজে বাহির করিতে পারেন নাই। তারপর কতিপয় ব্যক্তি মনোরঞ্জনকে ধরে ও ডাক্তার বাবু বহু টানাটানিতে যন্ত্র বাহির করেন। কিন্তু যন্ত্র বাহির করা মাত্র রক্ত বমন হইতে থাকে ও গলা ফুলিয়া যায়। সিভিলসার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ তাহার চিকিৎসা করেন কিন্তু সবই বৃথা, গত ২৮শে জুলাই রাত্রি দশটায় মনোরঞ্জনের মৃত্যু হয়।

ডাক্তারের ত্রুটীতে মনোরঞ্জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার পিতা শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র সরকার নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ উজির আলির এজলাসে মোকদ্দমা চলিতেছে। গত ১০ই আগষ্ট এক শুনানী গিয়াছে।

—পকারেৎ

আফ্রিকায় বে-আইনী প্রবেশ

যে সমস্ত ভারতবাসী বে-আইনী ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনার জন্ত এক ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে তাহাদিগকে ১৯২৮ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মার্জ্জনা পাইতে হইবে। এই ব্যবস্থা ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। যাহারা বে-আইনী ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা যদি এই তারিখের পরও অ-মার্জ্জিত থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। যদি তাহারা ৩০শে-সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে এই মার্জ্জনা ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করে তবে তাহারা নির্ব্বাসিত হইবে। যে সমস্ত বে-আইনী প্রবেশকারী এখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রিটোরীয়ার কমিশনার অব এসিয়াটিক্সের নিকট মার্জ্জনার দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। তাহার ৬ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩০শে মার্চ্চের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ইউনিয়নে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে।

১৯শে ভাদ্র, সোমবার—১৩৩৮

আমাদের সেবা বুদ্ধি

আমরা অনেকেই শ্রীভগবান্ ও ভক্ত-গণের সেবা করিতেছি; তাঁহাদের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতেছি, তাঁহাদের শ্রীরূপমাধুরী বর্ণন করিতেছি বলিয়া নিজেরা অভিমান করিয়া থাকি, অন্য কর্ত্তৃক সাধু বলিয়া প্রশংসিত হইবার জন্য নানা ভাবে নিজ নিজ সাধুত্ব প্রখ্যাপন করি, এবং স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল আত্মেন্দ্রিয় তোষণমূলক কতকগুলি বিবরণাদের জন্য মানসিক সুখ-শান্তিকে আমাদের প্রতি ভগবদনুগ্রহ মনে করিয়া তাহা প্রচার দ্বারা নিজ নিজ মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা আমরা যে কতটুকু ভক্ত ও ভগবানের প্রীতি বিধান করিতে পারিলাম, তাঁহারা সত্য সত্য আমাদের চেষ্টাসমূহ হইতে কোন আনন্দ পাইলেন কি না, না কেবল তাঁহাদিগকে ভজনের নামে আমা-দেরই ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়া যাইতেছে, তাহার সন্ধান আমরা খুব কমই রাখিয়া থাকি অথবা একেবারেই রাখিনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের সেবা করি-তেছি বলিয়া বড়াই করি, তাঁহারাই যদি তুষ্ট না হইলেন, তাহা হইলে আমাদের সে সেবা-চেষ্টার সার্থকতা কোথায়, তাহাকে কপটতা বই আর কি বলা যাইতে পারে? যদিও আমরা স্থূলভাবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তর অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় তাহাতে তাহাদের কোন না কোনটীর আসবার গন্ধ বিশেষ-ভাবেই বিজড়িত দেখা যায়। তবে ভক্ত-ভগবানের সেবার নামে এ বঞ্চনা আমরা কাহাকে করিতেছি? নিজেরাই কি বঞ্চিত হইতেছি না?

শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ স্বরূপ। কেমন করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। গুরুদেব নিজে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে ভগবৎসেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবৎ সেবা লাভ করিতে হইলে আগেই তৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ আমাদের সেবার তুষ্ট হইলেন কিনা জানিবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরু-দেবের প্রসন্নতা। যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে—সর্ব্বতোভাবে—নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] শ্রীগুরুকৃপা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যে নিশ্চয়ই ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গুরুদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভগবৎ-কৃপা লাভের চেষ্টা বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তদ্রূপ শাস্ত্রীয় দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ স্বরূপ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক নিজের বোঝাতাই লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব যেমন শ্রীভগবানের মনোহভীষ্ট প্রচারক, শ্রীগুরুভক্ত শিষ্যও সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট সংস্থাপক। যে শিষ্য শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট জ্ঞাত হইয়া তাহা পালন করেন, তাঁহার উপর শ্রীগুরুদেবের কতই না অনুগ্রহ—সুতরাং শ্রীভগবানের তিনি কতই না কৃপাপাত্র। অন্যথা গুরুসেবায় উদাসীন থাকিব, অথচ যথার্থ গুরুসেবকের সমস্ত প্রাপ্যের দাবী করিব, তাহা হইলে চলিবে কিরূপে? 'গুরুদেব আমাকে কেন বেশী ভালবাসেন না, আর অন্য একজনের প্রতিই বা তাঁহার ভালবাসা কেন এত বেশী দৃষ্ট হয়,' সে প্রশ্নের মীমাংসা নিজে না করিলে অন্যে করিয়া দিতে পারিবে না। নিখিল কল্যাণগুণবারিধি শ্রীগুরুদেব কারুণ্য-ঘনবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সংসারানল সন্তপ্ত জীবকুলের উপর তাঁহার কৃপাবারি সমান ভাবেই বর্ষণ করিতেছেন। যিনি যতদূর নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবায় যতটুকু আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছেন, তিনি ততটুকুই শ্রীগুরুকৃপা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন। নিজ-সুখচেষ্টার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি সর্ব্বক্ষণ গুরুদেবের সুখচেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন, কেবল তিনিই গুরুদেবের মনোভীষ্ট পালনে কৃতকার্য্য হইতেছেন এবং তৎকালে আত্মবঞ্চনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছেন। নতুবা সারাদিন ভূতের মত পরিশ্রম করিয়া লোকের নিকট এক-জন মস্ত বড় সেবক সাজিয়াও যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়।

গুরুদেব আমাদের শারীরিক বল, সৎকুলে জন্ম, ধনসম্পত্তি, পাণ্ডিত্য বা রূপ দেখিয়া আমাদের সেবাচেষ্টার বিচার করেন না। তিনি অন্তর্যামী—আমাদের অন্তবৃত্তি তাঁহার কতটুকু উন্মেষিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সেবাবুদ্ধিই বা কতটুকু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহারই বিচার করিয়া থাকেন। সেই অন্তর্যামী গুরুকে ফাঁকি দিয়া যাঁহারা সেবক বলিয়া বাহাদুরী লইতে চাহেন, তাঁহারা সাধারণ লোকের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু শেষে নিজেরাই আপনে কাঁদিতে পড়িয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠাশা বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কপট শরণাগতিসহ শ্রীগুরুদেবের সেবাকার্য্যে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকিলে আর আত্মবঞ্চনা থাকিবে না।

আমাদের উদ্দেশ্য কি?

"গম্ ধাতু" কর্ত্তৃবাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া জগৎ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জগৎ। 'গম্' ধাতুর অর্থ গমন। তাই জগৎ চলিতেছে, আমরাও জগতের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছি, কত দিন হইতে এই চলা আরম্ভ করিয়াছি, আর কতদিন এই ভাবে চলিতে হইবে, চলিয়া চলিয়া কোথায় গিয়া থামিতে হইবে, কোথায় আমাদের চিরবিশ্রামস্থলী, কিছুই স্থির নাই। পথহারা পথিক ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া দিবাবসানে একটী বৃক্ষতলকে তাহার বিশ্রামস্থল স্থির করিল, অতিকষ্টে তথায় একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল, শেষে ভিক্ষাদি দ্বারা অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক বিবাহাদি করিয়া বেশ একটী সংসারও পাতাইয়া বসিল, সন্তানসন্ততি জন্মিল, তাহাদিগকে লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, এমন সময় অকস্মাৎ এক কাল বৈশাখীর ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত আসিয়া পথিকের আশ্রয়দাতা সেই বৃক্ষটিকে উৎপাটিত করিয়া তাহার সাধের সংসারটী একেবারেই ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল। পথিক আবার ক্লান্ত শ্রান্ত অশান্ত চিত্তে বিশ্রামের আশায় ইতস্ততঃ ধাবমান—কোথায়ও তাহার শান্তি নাই। আমাদের দশাও ঐ পথিকের মত। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া কোন্ অশুভ মুহূর্ত্ত হইতে যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে দিশাহারা পথিকের ন্যায় ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছি, কত লক্ষ লক্ষ জন্মে কত লক্ষ লক্ষ সংসার যে, সাজাইয়া বসিয়াছি আর দুরন্ত কাল আসিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বহু বহু ইতর জন্মের পর যদিও বা এবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি, কিন্তু এবারও বুঝি সেই পূর্ব্বের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে দিন কাটিয়া যায়। আমাদের গন্তব্য স্থান কোথায়, সেই স্থানে যাইবার পথ কোনটি, কে সেই পথ নির্দ্দেশক, কোথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় ইত্যাদি জানিবার জন্য এখনও কি আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইবে না? আর যে কালমাত্র বিলম্বের সময় নাই। বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থা ষটকভেদে মানবদেহের ক্রমিক পরিবর্ত্তন এবং রোগ, শোক জরা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা মৃত্যু যে সর্ব্বক্ষণই আমাদিগকে তাহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে, আমাদের কি তাহা আজও ভাবিবার অবসর হইবে না? আমরা কি এখনও মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি—কর্ত্তব্যই বা কি, তাহার অনুসন্ধান করিব না? যে কাল গত হইতেছে, উহা আর ফিরিয়া পাওয়ার জন্য কি এখনও আমরা আশা রাখিতেছি? গত কাল ত আর আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে আসিবে না। তবে এখন উপায় কি? উপায় আছে, একমাত্র উপায়—আর মুহূর্ত্ত মাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করা, উদ্দেশ্য স্থির হইলেই কি কর্ত্তব্য স্থির হইবে।

করুণাময় ভগবান্ সাধু ও শাস্ত্ররূপে প্রপঞ্চে প্রকট থাকিয়া অজ্ঞপরিভ্রান্ত মায়ামুগ্ধ পথভ্রষ্ট দুর্ব্বল-হৃদয় জীব আমাদের জীবনের সেই উদ্দেশ্যও জানিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। গীতা, ভাগবত, উপনিষদাদি শাস্ত্ররূপে তিনি তার স্বরে বলিতেছেন—'আমিই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব সর্ব্বসেব্য সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ভগবান্, আমা হইতে পরতর তত্ত্ব আর কিছুই নাই। জীবের স্বরূপ আমার অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, আমার ভজন বা সেবাই জীবের একমাত্র অভিধেয় বা কর্ত্তব্য এবং আমার প্রীতি বা প্রেমলাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। আমিই সাধু গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে আমারই ভজন শিক্ষা দিয়া থাকি। সুতরাং আমার সেবা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তি সহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া মদ্ভক্তি বলেই মৎপ্রীতিলাভ সম্ভব। অন্যাভি-লাষ, জ্ঞান কর্ম্মাদি অনাবৃত, সর্ব্ববিধ প্রতিকূল চেষ্টা বিবর্জ্জিত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনপরা শুদ্ধভক্তি পন্থাই মৎ কৃপা লাভের একমাত্র অদ্বিতীয় পন্থা, ভক্তিযুক্ত দ্বারাই আমাতে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতিবিশিষ্ট ভক্ত সর্ব্বদাই আমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ, অভক্ত কপটের শত শত কপট ভক্তি চেষ্টা আমার চিত্তকে মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত করিতে পারে না। আত্মেন্দ্রিয় তোষণ পর নিতান্ত সম্প্রদায়কে আমি ভুক্তি মুক্তি দিয়াই বঞ্চনা করিয়া থাকি। কেবল আমার ইন্দ্রিয় তোষণ তৎপর শুদ্ধভক্তগণ আমার যথার্থ কৃপা লাভ করেন। ভুক্তি মুক্তি পিশাচীগ্রস্ত লোক সকল আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার নানা পন্থা কল্পনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শুদ্ধভক্তিপন্থা ভিন্ন আমাকে পাই-বার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অতএব আমার সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। আবার সাধুগুরুরূপেও স্বয়ং আচরণ দ্বারা ঠিক ঐ কথাই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। অর্থাৎ নিজের মনের

খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের উদ্দেশ্যে, যে সে পথ অবলম্বন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাকেই কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না। কে ভগবান্, কে সদ্‌গুরু কাহার নাম সেবা আর কোনটী বা ভোগ কিছুই না জানা অবস্থায় জীব যাহা কিছু তাহাদের কাছে পাইয়াছেন, তাহা বরং ক্ষমার্হ হইতে পারে যদি তিনি কপটতাশূন্য হন এবং পরে আর অসৎসঙ্গে লিপ্ত না থাকিয়া সাধুগুরু পদাশ্রয় করেন, কিন্তু যাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও ন্যাকা বোকা সাজিয়া কপটতা করিয়া অসৎসঙ্গ দোষের প্রশ্রয় দিতে চাহেন এবং অকর্ত্তব্যকেই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারা ভগবচ্চরণে বিশেষ অপরাধী। যেহেতু তাঁহারা "ভাগবতাদি শাস্ত্ররূপী ভগবদাজ্ঞাই উল্লঙ্ঘন করিয়া উৎপথে ধাবমান। শ্রীভগবান্ অনন্ত প্রকারে যখন জীবকে কেবল তাঁহার ভজনই উপদেশ করিয়াছেন, এবং সেই ভজনোপযোগী সর্ব্ববিধ যোগ্যতাই যখন জীবকে দিয়াছেন, তখন ভগবদ্ভজনই জীবনের একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য। অন্যান্য কর্ত্তব্য ভজনের অনুকূল হইলেই স্বীকার্য্য, প্রতিকূল দেখিলেই বর্জ্জনীয়। ভগবৎ সেবাতেই ভগবদ্দত্ত স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার সুব্যবহার সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীনতা স্বীকারই জীবের পক্ষে পূর্ণস্বাধীনতা, তাহাতেই জীবের পূর্ণানন্দ লাভ—নতুবা আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু লাভ হইতে পারে না। সেই পূর্ণানন্দই জীবের কৃষ্ণপ্রেমারূপ পরম প্রয়োজন বা মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

চরম উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সাধনভক্তি যাজনরূপ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে করিতে কৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিকী রতিরূপা রাগাত্মিকা ভক্ত্যুদয় ক্রমে সেই কৃষ্ণপ্রেমারূপ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

অদৃষ্ট মন্দ

আমার অদৃষ্ট যে মন্দ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গত্যন্তর শূন্য বলিয়া সাধু সমাজে বার বার আমার নিজের কথা লইয়া উপস্থিত হইতে হইতেছে। যদি বলেন তুমি বড়ই স্বার্থপর। তদুত্তরে আমার কৈফিয়ৎ এই যে, আমি স্বার্থহীন হইয়াছি ত এই প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছি। মায়াজালে বদ্ধ হইয়া কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি তাহার শেষ হইল না। স্ব শব্দে আত্মা, তাহার স্বার্থ বা প্রয়োজন পরমাত্মা। সেই শ্রীভগবানের সেবাই একমাত্র স্বার্থ। আবার সেই সেবা দিবার একমাত্র অধিকারী শ্রীভগবানের নিজজন বৈষ্ণব-ঠাকুর। তাঁহারা আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পতিত-পাবন প্রভুরা পতিতের আবেদন শুনিবেন বলিয়াই ত আগত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমার দুর্দ্দশার কথা ছাড়া আর কি বলিব? সর্ব্বদা কুশলে অবস্থিত, সতত অকুশলে পতিত অপর ব্যক্তিকে যাঁহারা নিত্য কুশলে স্থাপন করিতে পারেন তাঁহাদের নিকট, তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমার যাহাতে কুশল হয় সেই প্রশ্ন করাই উচিত। আমার আবেদন যদি সরলতার সহিত হয় তবে আমার গতি হইবে। তখন—

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এহেন পামর প্রতি করেন সদয়॥

আমার দুর্দ্দশার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দুঃখে পতিত আমি, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার প্রভুরা যে সমস্ত আদর্শ আমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না। যদি তাঁহাদের আদর্শ তাঁহাদের গতি অনুগত বুদ্ধিতে দর্শন করিতাম তাহা হইলে কি আমার কোন ভাবনা থাকে? কিন্তু দরিদ্রের ভাগ্যে তাহা হইবে কেন? কেন না আমার অদৃষ্ট মন্দ।

কায়, মন এবং বাক্যই আমাদের সম্বল। এই তিনটার দ্বারাই ইহ জগতে আমরা সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কিন্তু মোহ-মায়া ভ্রান্ত জীব আমি, আমি কায়-মনো-বাক্যে ভোগবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়তর্পণপর কার্য্যে প্রবৃত্ত। সেই সেই কার্য্য আমাকে বিষয়ে মত্ত করিয়া মহাবিষয়ী করিয়া মায়ার কারাগৃহে কয়েদী করিয়া রাখিয়াছে। এহেন কারাবাসীকে কারামুক্ত করিয়া উন্মুক্ত রাজ্যে ভ্রমণ করিবার সুযোগ দিতে আমার প্রভুরা আসিয়াছেন। তাঁহারা কায়ের দ্বারা বিষয়ীর অপেক্ষাও নিরলস হইয়া তাঁহাদের প্রভু-কর্ম্মে ব্যস্ত আছেন। মনের দ্বারা চিন্তামণির চিন্তায় রত এবং সর্ব্বক্ষণ গোবর্দ্ধনধারীর ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশ্যে বাগ্‌-দেবী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর দাস্যে বাক্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাকে বিমুখ হরিদাস দেখিয়া সেই নিত্য হরিজনগণ সেবোন্মুখ করিবার জন্যই আমার সম্মুখে কায়-মনোবাক্যের দণ্ড অর্থাৎ ত্রিদণ্ডের শিক্ষা দিতেছেন। আমি তাহা দেখিয়া এবং তাঁহাদের নিকট আসিয়াছি অভিনয় করিয়াও সেই পূর্ব্ব কার্য্যে ব্যস্ত হইতেছি। তাই দেখিতেছি, আমার অদৃষ্ট মন্দ।

আমার প্রভুরা সর্ব্বক্ষণ আমাকে সরল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। নিজেরা সরলতার মূর্ত্তবিগ্রহরূপে কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। আর আমি দেখিতেছি বড়ই মুস্কিল। আমার একমাত্র সম্বল কপটতা, যাহার দ্বারা পরকে ঠকান দূরের কথা নিজেই ঠকিতেছি,—এরূপ সম্পত্তি ছাড়িলে আমার আর কি থাকিবে? আবার যদি সরলতা না দেখাই তাহা হইলে এতগুলি সরলবিগ্রহের মধ্যে টিকিয়া থাকাও দায় এই ভাবিয়া ময়ূর-পুচ্ছের আবরণে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তবাসী কাকের ন্যায় কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রমত্ত সাধুজনের দলে মিশিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমার ভাড়া করা, সাজান পালক আর কতক্ষণ থাকে? কোন কারণে যখন ময়ূরগণ কাকের পালক টানিতে আরম্ভ করিয়াছিল অমনিই যেমন কাকের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল আমারও সেইরূপ সরলতার আবরণটা উঠিয়া গিয়াছে। আমার নিজ স্বরূপ কুটিলতা ধরা পড়িয়াছে। তাহাতে লাভ কি হইল? না এতদিন সাধু সমাজে যে সাধু বলিয়া আদর পাইয়াছিলাম তাহা ত গেলই অধিকন্তু সাধুসঙ্গে কুটিলতা লইয়া বাস করা বৎসরগুলিও অনর্থক গেল। সরলতার সহিত সাধুসঙ্গে, তাঁহাদিগের সেবায় কোথায় আমার অনর্থ দূরে যাইয়া ভজনে নিষ্ঠা হইবে তৎস্থলে এখন অনর্থ সাগরেই ডুবিয়া থাকিলাম, সেবা প্রাপ্তি দূরে গেল সেবাপরাধ হইল। আমার যে অদৃষ্ট মন্দ।

আমার প্রভুরা অদোষদর্শী। বহির্ম্মুখ জীবের শত শত দোষ থাকিলেও স্বীয়কারুণ্য বিমণ্ডিত প্রভুরা তাহা দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহারা যদি দোষ দেখিয়া কৃপা বিতরণ করিতেন তাহা হইলে এ জগতে, দোষাকর এ বিশ্বে কেহই কৃপাময়ের সেবালাভে সমর্থ হইত না। তাই প্রভুরা আমার, আমার সহস্র সহস্র দোষ থাকা সত্ত্বেও আমাকে টানিয়া আনিয়া নিজেদের নির্দ্দোষ স্বভাবের আদর্শ লইবার সুযোগ দিলেন। আমি কি করিয়া নিজের দোষ দেখিতে শিখি এবং দোষমুক্ত তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বগুণে গুণী হইতে পারি এরূপ শিক্ষা দিতে দয়ালু প্রভুরা অনেক পরিশ্রম করিলেন। আমার কিন্তু রোগ কিছুতেই সারিল না। আমার নিজের দোষ দেখা ত দূরের কথা প্রভুদিগকে আমার ন্যায় কপট ভাবিয়া, আমার ন্যায় জ্ঞান করিয়া আলোকে অন্ধকার দর্শনের ন্যায় সুনির্ম্মল সর্ব্বদা পবিত্র-চরিত্র প্রভুদের পাদপদ্মে দোষ দেখিয়া বসিলাম। তাহাতে আমার কি ক্ষতি হইল ভাবিয়া হতাশ মহাসাগরে পড়িয়াছি। যদিও কোনকালে যৎকিঞ্চিৎ সুবিধার আশা ছিল তাহা চিরতরে দূর হইল। ভক্তপ্রাণ ভগবান্ নিজ ভক্তের চরণে [illegible] আশ্রয় দিয়াছেন। [illegible] আমার এহেন চরিত্র দেখিয়া কৃপালু থাকিলেও নিজ অঙ্গ অপেক্ষা প্রিয়ের নিকট দোষীকে কি [illegible] প্রভু [illegible] তাহাদের [illegible] প্রভুদের নিকট থাকিয়া নিজে তাঁহাদের কৃপায় নির্দ্দোষ হইয়া প্রভুদের প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া ঐকান্তিক প্রভুদের পদতলে পড়িয়া থাকিতে পারিতাম। এখন এ কূল ও কূল দু'কূল গেল। একমাত্র আমার অদৃষ্ট মন্দ।

আমার প্রভুরা আমাকে অনুকরণ ছাড়িয়া অনুসরণ করিতে বলিলেন। কি করিয়া মহাজনের অনুসরণ করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা নিজেরা নিজ চরিত্রে দেখাইয়া আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে রাখিলেন কিন্তু আমি এইটে পাকা হইয়া পড়িলাম। সাধুসঙ্গে ক্রমপন্থায় আমার সব অসুবিধা দূরে যাইয়া পরম মঙ্গল হইবে। এ পথ ছাড়িয়া আমি একদিনেই 'সাধু' আখ্যালাভের জন্য খুবই ভাবুক, প্রেমিক সাজিয়া বসিলাম। খুব বড় বড় কথা— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের ভজন কথা আলোচনা আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমার অবস্থা কি হইল? শ্রীচৈতন্যদেবের নামপ্রেমদানকারী অভিন্ন তনু ঠাকুর হরিদাসকে ভেকচাইতে চাহিয়া "চক্র" বিপ্রের যে গতি হইয়াছিল আমারও তাহাই হইল। সাধু ত হইতে পারিলামই না বরং ফাঁকের ঘরে পাওয়া 'সাধু' আখ্যাটা হারাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে 'ভণ্ড' 'কপট' 'বিড়াল তপস্বী' প্রভৃতি অনেকগুলি উপাধি লাভ হইল। আমার অদৃষ্ট মন্দ।

আমার অদৃষ্ট ভাবিলে আকুল হইয়া পড়ি। আমার জন্য শ্রীগৌর ভগবান্ তাঁহার মনোহভীষ্ট প্রচারকগণকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাকে কত ভাবে শিক্ষাদিবার জন্য, আদর্শ-চরিত্র প্রভুগণ চেষ্টা করিতেছেন আর আমি ঠিক বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া উন্নতির বিপরীত অবনতির দিকে সরিয়া পড়িতেছি কেন?—না, আমার অদৃষ্ট মন্দ।

হে সরলতার মূর্ত্তবিগ্রহ অদোষদর্শী বৈষ্ণব ঠাকুরগণ! আপনারা বিদ্ধ জীবকে কৃপা করিয়া পুনরায় উচিত স্থান দিন ইহাই প্রার্থনা।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ নিমাইয়ের বিয়ে। ক'দিন থেকে বাড়ীতে ধুমধাম তো লেগেই আছে, তার ওপোরে আজ আবার আরও বেশী। নিমাইয়ের যত বন্ধু-বান্ধব আছে, তারা সব দলে দলে এসে বাড়ী ভরিয়ে ফেলেছে; তাদের আপনা-আপনি যে সব লোক আছে, তারাও সব এসে পড়েছে। আবার যে সব লোক নিমাইকে ভালবাসেন, তাঁরাও সব বৌ, ঝি, ছেলে, মেয়ে নিয়ে নিমাইয়ের বাড়ী এসে প'লেন। যারা বরযাত্রী যাবেন, সে সব লোকও এসে পড়েছেন। বাড়ীতে যে কি, আনন্দের ঘটা লেগে গিয়েছে, তা আর আমি এক মুখে বলে উঠতে পারি নে। এদিকে নাচ গান বাজনা খুব আমোদ-আহ্লাদ হ'চ্ছে। নিমাই খুব ভোরে উঠে, নেয়ে এসে বড় বাপের পুজো সেরে, বামুন, বৈষ্ণব, অতিত, ফকির, কাণা, খোঁড়া, কুঁজো, অন্ধ, আতুর যাকে সুমুখে পাচ্ছে, তাকেই টাকা পয়সা দিয়ে দিয়ে খুসী ক'রছে। এদিকে নিমাইয়ের মাও সব মেয়েদের খই, কলা, পান, গুপুরী, তেল, সিঁদুর, বাতাসা বিলুতে লেগেছেন। তা কাকো কম দিচ্ছেন না, অনেক বেশী। মেয়েরা পেয়ে খুব খুসী হ'য়ে হ'য়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। লোকজনের যে কত আনন্দ তা আর ব'লে শেষ নেই।

ইতিই অনেক খানি বেলা হ'য়ে প'লো; তার পর এদিকে আবার খাওয়া-দাওয়ার ধুম প'ড়ে গেল। সব লোকজনকে ডেকে হেঁকে, যাকে যেখানে ব'সতে দেবার তাকে সেইখানে বসিয়ে দিয়ে, পেসাদ দিতে আরম্ভ ক'ল্লেন। শুক্ত, ডাইল, ভাজা, ঘণ্ট, ডলা এ সব বেন্নুনই (ব্যঞ্জন, তরকারি) যে কত রকম হয়েছে, খেতে ব'সে তা কেও গুণে ঠিক ক'রতে পারলে না। একটা বেন্নুন এক রকম তো নয়—রকম রকম। তার ওপোরে আবার মোণ্ডা, মেঠাই, দই, পায়স, সন্দেশ, রসগোল্লা, বোঁদে, খুদে, মিহিদানা, অমৃতি, খাজা, গজা, গোকুল পিঠে, চন্দ্রপুলি, রসমুণ্ডী, পান্তোয়া, সরভাজা, সরপুরিয়া, ক্ষীর, ওলা এ সব যে কত রকম তা আর ব'লে শেষ হয় না। খ'তে ব'সে,—যারা খেতে ব'সেছে, তাদের মুখে তো কোন কথাই নেই যারা দিচ্ছে, তারাই কেবল খাও খাও নাও নাও ক'রে ফেরে ফেরে দিয়ে বেড়াচ্ছে। খাওয়াও কম হ'লোনা—খেয়ে খেয়ে সব পেট বোঝাই ক'রে ফেলে—পেট ভর্ত্তি হ'য়ে গলা সমান হ'য়ে গেল। কারো কারো আবার এমন খাওয়া হ'লো যে, পেটে উঠে সব আকাশ পানে মুখ উঁচু ক'রে রইল—যারা হেঁট ক'রে কেও কথা ক'তে পারবে না—মুখ নীচু ক'রলেই যেন উগ্‌রে ওঠে এমন ভাব হ'লো। খাওয়ার বেশ যুত আছে দেখে, একটা ছোট্টো ছেলে, তিন চা'র বছর বয়স, তার মাকে বোল্লে, নিমাইয়ের বিয়ে রোজ রোজ হয় তো বেশ হয়, মামা ?

সমস্ত লোকের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'য়ে গেল, বরযাত্রীরাও সব খেয়ে ঠিক হ'য়ে থাকলো, এদিকে যেমন সন্ধ্যে হব' হব' হয়ে এলো—পশ্চিম দিকের আকাশ খানা লাল পানা হ'য়ে সূর্য্য ডুব্‌বে ডুব্‌বে হ'ল,—গরুর পায়ের ধুলোয় আকাশ আর পথ সব ঝাপসা ঝাপসা বোধ হ'তে লাগ্‌লো,—আকাশে দু একটা তারা দেখা দিল, ঠিক সেই সময়, নিমাই দোলায় চ'ড়ে বিয়ে ক'রতে বেরিয়ে গেল। ঢোল কাঁসী, বাঁশী, সানাই, কাড়া, ডগর চড়-ব'ড়ে আরও কত রকম বাজনা বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলো। নাচন দারেরা তালে তালে রগড় ক'রে ক'রে নাচতে নাচতে যেতে থাকলো। রাত্রিকাল কত রকম যে আলো করেছে, তা দেখে চক্ষু স্থির হ'য়ে যায়—দেবক (দীপক), রংমশাল, মইমশাল, ফুলছড়ি, বাগান, লাল, নীল, সবুজ, হলদে এই সব আলোতে রাস্তা, ঘর বাড়ী সব যেন হাঁসছে—একেবারে দিনময় হ'য়ে গিয়েছে। আতস বাজীও কম হয়নি—তুবড়ী, তুঁই-চাঁপা, চরকী, ছুঁচোবাজী, কুমীরবাজী, হাউই, বোম আরও কত রকম যে হ'য়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। এইভাবে আমোদ ক'রতে ক'রতে বিয়ে যাচ্ছে দেখে দুধার থেকে সব লোক এসে কাতার দিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, কেও কেও বা সঙ্গে সঙ্গেও যেতে আরম্ভ করলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ

স্তোত্রম্

(৪৩)

তত্রোবিত্তা কতিপয় দিবা দাক্ষিণাত্যং জগাম
কূর্ম্মক্ষেত্রে গদবিরহিতং বাসুদেবং চকার।
রামানন্দে বিজয়নগরে প্রেমসিন্ধুংদদৌ য
স্তং গৌরাঙ্গং জনসুখকরং তীর্থমূর্ত্তিং-
স্মরামি॥

কতদিন থাকি কৈলা দক্ষিণে গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেবে করিলা মোচন॥
শ্রীবিদ্যানগরে আসি রায় রামানন্দে।
দান করিলেন প্রেমসিন্ধু পরানন্দে॥
সর্ব্বজনসুখকর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
তীর্থপাদ, তীর্থমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ স্মরি॥

(৪৪)

দেশে দেশে স্বজন নিচয়ে প্রেম-
বিস্তারয়ন্ যো
রঙ্গক্ষেত্রে কতিপয়দিবা ভট্টগৃহে ন্যবাৎসীৎ।
ভট্টাচার্য্যান্ পরমকৃপয়া কৃষ্ণভক্তাংশ্চকার
তং গোপালালয়সুখনিধিং গৌরমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

দেশে দেশে প্রেম বিস্তারিয়া সুজনেরে।
রঙ্গক্ষেত্রে চাতুর্ম্মাস্য ভট্টের আগারে॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কট প্রবোধানন্দ আদি করি।
শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত কৈলা করুণা বিস্তারি॥
গোপালভট্ট গোস্বামীর গৃহগত করি।
সর্ব্বজন সুখনিধি গৌরমূর্ত্তি স্মরি॥

(৪৫)

বৌদ্ধান্ জৈনান্ ভজনরহিতান্ তত্ত্ব-
বাদাহৃতাংশ্চ
মায়াবাদহ্রদনিপতিতাং শুদ্ধভক্তি-
প্রচারৈঃ।
সর্ব্বাংশ্চৈতান্ ভজনকুশলান্যশ্চকার-
প্রশক্ত্যা-
বন্দেঽহং তং বহুমতধিয়াং পাবনং
গৌরচন্দ্রম্॥

বৌদ্ধ জন আদি যত, ভজনরহিত যে—
আর তত্ত্ববাদাহৃতগণ।
মায়াবাদ বিবর্ত্তে, নিপতিত জনেরে—
শুদ্ধভক্তে করিলা মোচন॥
এই সব দুর্ভাগার, ভজন কুশল যে—
করিলেন স্ব-শক্তি সঞ্চারী।
নানামত বুদ্ধি হত, পতিত পামরে যে—
সু-পাবন গৌরচন্দ্রে স্মরি॥

(৪৬)

দয়ানন্দং কলিমলহরং দাক্ষিণাত্যেতাহঁশো
নীত্বাগ্রন্থৌভক্তনিবহৌ কৃষ্ণদাসেন সার্দ্ধং।
আলালেশালয়পথগতং নীলশৈলংযযৌ য
স্তং গৌরাঙ্গং প্রমুদিতভক্তিং ভক্তপালং
স্মরামি॥

কলিমল হর প্রেমভক্তিদান করি।
দাক্ষিণাত্যজনে কৃপা কৈলা গৌরহরি॥
আনিলেন শুদ্ধ-ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
শ্রীব্রহ্মসংহিতা কৃষ্ণকর্ণামৃত আর॥
আলালনাথের পথে ফিরিলেন পুরী।
সঙ্গেকৃষ্ণদাস ভক্তপাল গৌরেশ্বরি॥

(৪৭)

কাশীমিশ্রদ্বিজবরগৃহে শুদ্ধচারী করাভো
বাসকক্ষে স্বজন নিকরৈঃ শ্রীস্বরূপ-
প্রধানৈঃ।
নামানন্দং সকল সময়ে সর্ব্বজীবায়
যোঽদাৎ-
তং গৌরাঙ্গং স্বজনসহিতং যুগমূর্ত্তিং-
স্মরামি॥

কাশীমিশ্র দ্বিজগৃহে শুদ্ধ স্বর্ণরূপ।
স্বজন সহিত বৈসে—প্রধান স্বরূপ॥
সকল জীবেরে নামানন্দদানকারী।
ভক্তের সহিত যুগমূর্ত্তি গৌরে স্মরি॥

(৪৮)

নীলাদ্রীশে রথমধিগতে বৈষ্ণবৈর্ব্বেষ্টদগ্রে
নৃত্যন্ গায়ন্ হরিগুণগণং প্লাবয়ামাসনামান্।
প্রেমোদ্বৃত্তান্ গজপতিমুখান্ সেবকান্
শুদ্ধভক্তান্
তং গৌরাঙ্গং স্বসুখজলধিং ভাবমূর্ত্তিং
স্মরামি

জগন্নাথ রথ অগ্রে,—বৈষ্ণব সংবৃত্ত।
হরিগুণ নৃত্যে সবে করিলা প্লাবিত॥
গজপতি মুখ্য ভক্তে প্রেমদানকারী।
স্ব-সুখ জলধি গৌরমূর্ত্তি আমি স্মরি॥

কলিকাতায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

অমাবস্যার ঘোর ঘনঘটার পর দেখিতে, দেখিতে প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ও দশমী তিথির অবসান হইল। সকলেই একত্রিত হইয়া একসঙ্গে নাম-প্রেমরসে বিশ্ববাসীকে নিমজ্জিত করিবার এবং চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় এই চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের অনর্থ রাশি সমূলে ধ্বংস করিয়া প্রকৃত অর্থ প্রদানের নিমিত্ত শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আজ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আজ তাঁহাদের অতি আদ-রের 'ঝুলন' একাদশী সমাগত। তাই শ্রীগোড়ীয়মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই পাঠ-কীর্ত্তনাদির সুমধুর স্বরে চতুর্দ্দিকে অমৃতের প্রবাহ ছুটিয়াছে এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপরায়ণ শুদ্ধভক্তগণ সেবাকার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত। আসুন বিশ্ববাসি ভ্রাতৃ-বৃন্দ, আমরাও আজ এই পরোপকারী, উদারচেতাঃ বৈষ্ণববৃন্দের চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে হৃষিকেশ শ্রীকৃষ্ণের হৃষিকতর্পণে যত্নবান্ হই।

নানা কথা

সারস্বত সঙ্ঘে বক্তৃতা

গত ২৫ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগর সারস্বত সঙ্ঘের উদ্যোগে "সুইজারল্যা-ণ্ডের স্বাধীনতা" "বিধবা বিবাহ", "হিন্দুসংগঠন" প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন বি, এ, মহাশয় "সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। জলবৃষ্টি সত্ত্বেও যথেষ্ট শ্রোতা আসিয়াছিলেন। অবশেষে সঙ্ঘের স্থায়ী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় "সুইজারল্যাণ্ডের" শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিলে সভার কার্য্যশেষ হয়।

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ

কৃষ্ণনগর কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ মিঃ স্মিথ প্রায় দেড় বছরের ছুটিতে বিলাত গিয়াছেন। তাঁর স্থানে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাল উদ্দিন আহমদ সাহেব অধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। ছেলেদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ দেখা যাইতেছে জানিয়া আমরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

বঙ্গ-ভাষার অধ্যাপক নিয়োগ

শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত [illegible] সান্যাল এম, এ, মহোদয় কৃষ্ণনগর কলেজের বঙ্গ-ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিবনিবাসে বজ্রপাত

গত ২১শে আগষ্ট তারিখ বেলা আন্দাজ ৩৫০ টার সময় শিবনিবাসে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের লালমোহন বসাকের বাড়ীর উঠানে ঐ সময় একটি পেপে গাছের উপর বজ্রপাত হওয়ার তৎক্ষণাৎ ঝলসাইয়া গিয়াছে এবং তাহার নিম্নে ৪ হাত পরিমাণ মাটী ৩।৫ ইঞ্চি গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। লালমোহন বসাক ও তাহার স্ত্রী সামান্য রকম আহত হইয়াছে, কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

৩টী কন্যা প্রসব

আত্রাই নদীর পারে কাশিয়াবাড়ী গ্রাম নিবাসী একজন মুসলমান মণ্ডলের স্ত্রী এক ঘণ্টা পর পর ৩টী কন্যা প্রসব করিয়াছে। দুই দিন পরে প্রসূতি এবং একটী কন্যা মারা যায়। অপর দুটী কন্যা এখনো জীবিত আছে।

বঙ্গের গভর্ণরের ঢাকা যাত্রা

গত ২৩শে আগষ্ট বাঙ্গলার লাট সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হইতে ঢাকা রওনা হইয়াছেন। ডাক্তার আবদুল্লা, সুরাবর্দি, মিঃ এ, এইচ গজনবী, মিঃ আবুল কাসেম এবং নশীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।

পাটের গুদামে অগ্নি

গত ২১শে আগষ্ট রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মেসার্স কানাইলাল দুনিচাঁদের পাটের গুদামে আগুন লাগিয়াছিল। গুদামের কর্ম্মচারিবৃন্দের ও স্থানীয় বহু লোকের চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। প্রকাশ, প্রায় দশ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

শতকরা ২০ টাকা সেলামী ধার্য্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বৃহস্পতিবারের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজার জমী হস্তান্তর কালে জমীর মূল্যের শতকরা ২০ টাকা জমীদারকে সেলামী দিতে হইবে। উহার পক্ষে ৯০ ভোট এবং বিপক্ষে ২২ ভোট হইয়াছিল। বিলে সেলামীর হার শতকরা ২৫ টাকা ধার্য্য ছিল। উহার ৫টি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। জমীদারগণ সেলামীর হার বর্দ্ধিত করিয়া ৩০ টাকা এবং মুসলমানগণ উহা হ্রাস করিয়া ৫ টাকা করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বরাজীগণ ২০ টাকা ধার্য্য করিবার কথা বলেন। বে-সরকারী য়ুরোপীয় সদস্য মিঃ জেমস্ বলেন সেলামী সম্বন্ধে সকল দল যাহাতে সম্মত হইতে পারেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা হউক। সরকার পক্ষ হইতে স্যার পি, সি, মিত্র বলেন, বিভিন্ন দল সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোনও সিদ্ধান্ত করিলে সরকারও উহাতে সম্মত হইবেন। ভোট গ্রহণের সময় মুসলমান সদস্যগণ অভিযোগ করেন যে তাঁহাদিগকে বিল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

শিখদের মধ্যে দলাদলি

নেহরু কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে শিখদের মধ্যে ২ দলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দলে সর্দ্দার সিংহ, শার্দ্দুল সিংহ প্রভৃতি এবং অপর দলে অমৃতসর শিরোমণি প্রবন্ধক কমিটীর সহকারী সভাপতি তারা সিংহ, বড়ক সিংহ গিয়ানী, সেব সিংহ প্রভৃতি আছেন। শেষোক্ত দল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নিকট এক প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। গত রাত্রিতে অমৃতসরে বিভিন্ন শিখ দলের এক সভায় প্রথমোক্ত দল পরাজিত হওয়ায় মঙ্গল সিংহ শিখ লীগ ও 'আকালী' পত্রের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। শার্দ্দুল সিংহ, 'কোমাগাটামারু'র বাবা গুরুদিৎ সিংহ, অমর সিংহ জাবাল প্রভৃতি ২৩ ব্যক্তি অদ্য নেহরু কমিটির রিপোর্ট সমর্থন করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদল-মিলনের মীমাংসার অপেক্ষা করিতেছেন।

মিঃ হুভারের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ

মিঃ হুভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার বাণিজ্য-সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট কুলিজ তাঁহার পদত্যাগ পত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। মিঃ উইলিয়াম এফ, হুইটিং তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন। ইনি মেসাচুসেটস্ প্রদেশের বৈদেশিক নায়ক স্থানে অবস্থিত হুইটিং পেপার কোম্পানীর কর্ত্তা এবং বহু বৎসর ধরিয়া ইনি রাজনীতি বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট কুলিজের সমর্থনকারী।

মিশর মার্কিণে সন্ধি

ওয়াশিংটনের ২২শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট রয়টারের প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিশরের সহিত মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সন্ধি সম্বন্ধে একটা কথাবার্ত্তা মাত্র হইয়াছিল। পাকাপাকি ভাবে সন্ধি কখনই হয় নাই, মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জগতে বহু দেশের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। যে সকল দেশের সহিত ইতঃপূর্ব্বে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সন্ধি আছে তাহা ছাড়া যে সকল দেশের সহিত এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধি নাই সে সকল দেশের নিকটও সন্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেই তালিকায় মিশরের স্থান ২৯টি দেশের পরে।

ফ্রান্সে ১৯২৯ সালের বজেট

প্যারিসের ২২শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ পঁয়কারে ফ্রান্সের আগামী ১৯২৯ সালের বজেটের খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। উহা শীঘ্রই ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার নিকট পেশ করা হইবে। নূতন বজেটে আয়করের সামান্য হ্রাস ভিন্ন অন্যান্য করের সম্বন্ধে কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি করা হয় নাই। নূতন বজেটে স্কুল ও জলবিমান বিভাগীয় সৈন্য সম্পর্কে ব্যয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি সকল বিভাগের ব্যয়সম্পর্কীয় মূল দাবিগুলি মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বজেটে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ঘাটতি হইবে।

ভারতের দীর্ঘতম খাল

গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেলী আগামী ১১ই ডিসেম্বর ভারতে দীর্ঘতম সর্দ্দা খালের উদ্বোধন করিবেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই খালখনন কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার শাখাগুলি ৪ হাজার মাইলের অধিক লম্বা। এই খালের দ্বারা ৭০ লক্ষ একর জমীতে জল সেচ করিতে পারা যাইবে, খালের সরকারের মোটামুটি ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। কয়েক বৎসর পরে ইহা হইতে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইবে।

জি, আই, পি,
রেল কর্ম্মচারীদের দাবী

জি, আই, পি রেল-কর্ম্মচারী সমিতি গত ২০শে আগষ্ট রাত্রিতে একটি অধিবেশন সভা আহ্বান করেন। সভায় তাঁহাদের পরীক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় "মালিক-শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তি বিল" সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন।

লুক্কায়িত রিভলভার ও গোলা বারুদ

লণ্ডনের ২১শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে "থিব্স" নামক, পি, এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজ এণ্টোয়ার্প হইতে টিলবারীতে আসিয়া পৌঁছিলে পরমিটের কর্ম্মচারীরা উহার খোলে ১৫টি রিভলভার ও দুই হাজার বার আওয়াজ করিবার উপযোগী গুলী বারুদ লুক্কায়িত দেখিতে পায়েন। যে বাক্সমধ্যে উহা বন্ধ ছিল, তাহার মালিক ছিল দুই জন লস্কর, সুতরাং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জাহাজ লণ্ডনে পৌঁছিবার পর পুলিশ আবার উহার খানাতল্লাসী করিতেছেন।

ভারত সরকারের আমন্ত্রণ

আগামী ডিসেম্বর মাসের নাগপুরে ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশন সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহাতে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন সেই জন্য ভারত সরকার, ঢাকার ইণ্টার বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ইম্পিরিয়াল
বিমানপোত কোম্পানীর লাভ

১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসরের শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ইম্পিরিয়াল বিমানপোত কোম্পানীর মোটের উপর ৭২৫৭৮ পাউণ্ড লাভ করিয়াছেন। কোম্পানী অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ পাউণ্ড হারে লভ্যাংশ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জে মোটর চাপা

নারায়ণগঞ্জ পোষ্টাফিসের একাউণ্টেণ্ট [illegible] সে দিন "[illegible]" নামক মোটর-যানে চাপা পড়িয়াছে। লোকটি সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে ও সে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

মহোৎসব

চতুর্বিধ শ্রীভগবৎ প্রসাদ
স্বাদ্বন্ন তৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ॥
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

—যিনি চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত ভগবৎ প্রসাদদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করেন সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গতকল্য ১১ই ভাদ্র হইতে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অনেকেই মনে করিতে পারেন, এইরূপ হৈ চৈ করা কখন শুদ্ধভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। উহা কর্ম্মবীরগণের দরিদ্রনারায়ণ সেবার ন্যায় একটা ব্যাপার বিশেষ সুতরাং ঐ প্রকার ব্যাপারে যোগদান করিয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই, অবিশুদ্ধবুদ্ধ জ্ঞানাভিমানী স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব ও গুরুগত নামধারী ভক্ত মাত্রেরই এইরূপ ধারণা অবশ্যম্ভাবী, ঐ সকল ব্যক্তির মঙ্গল কামনা করিয়া শুদ্ধ ভক্তগণ দীর্ঘকাল ব্যাপী মহামহোৎসব পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া বিশ্ববাসী অজ্ঞাভিলাষী কর্ম্মীজ্ঞানীকে সাদরে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতেছেন, ভাই সকল, তোমরা নিজ বিদ্যাবলে, জ্ঞানবলে, ধনবলে, যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভক্তগণের মহামহোৎসবাদি অনুষ্ঠান পুণ্যকামীর দরিদ্র নারায়ণ (?) সেবাদির ন্যায় বোধ হইলেও উহা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত নহে। কর্ম্মকাণ্ডে দ্রব্যময় যজ্ঞের দ্বারা জীবের ভৌতিক উপকার ব্যতীত অন্য কোন উপকার সাধিত হয় না। কর্ম্মিগণের দরিদ্রসেবা প্রভৃতির দ্বারা কেবল জীবের তাৎকালিক উদরপূর্ত্তি জনিত ক্ষণিক সুখের উদয় হয় বটে কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তি হয়না, বরং উহা তাহাদের পুনঃপুনঃ দুঃখভোগ করিবার যোগ্যতা আনয়ন করে, কিন্তু ভক্তগণের মহামহোৎসবে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ জীবমাত্রের প্রাপঞ্চিক ক্লেশ নিবৃত্তি করিয়া শিব, ব্রহ্মাদির ও সাধনীয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্ব্বিধ নিত্য রস-সেবার অধিকার প্রদান করে। যোগিগণ জ্ঞানিগণ ও কর্ম্মিগণ কোটি কোটি বৎসর ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাহা লাভ করিতে পারেন না, ভক্তগণ ভোগে তাহা অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। অনেকেই হয়ত এই কথাটী শুনিয়া অতীব বিস্মায়িত হইবেন। কেহ হয় ত আমাদের এই সকল কথা অতি স্তুতি বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কেন না শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

ভক্তগণের এই প্রকার অনুষ্ঠান বিশ্বের মঙ্গল উৎপাদন করে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে সাধুসঙ্গ, হরিকথা শ্রবণও মহাপ্রসাদ সেবন ফলে আত্যন্তিক ক্লেশ নিবৃত্তির সুযোগ প্রদান-উদ্দেশ্যে ভক্তগণের এই অপ্রাকৃত অনুষ্ঠানে সত্যানুসন্ধিৎসু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মাত্রের যোগদান একান্ত আবশ্যক। হে স্বদেশহিতৈষী ভ্রাতৃগণ, হে জ্ঞানিগণ, হে যোগিগণ, হে আভিজাত্যসম্পন্ন সদাচারাভিমানিস্মার্ত্তগণ, আপনাদের নিকটে আমাদের সানুনয় নিবেদন এই মাত্র যে, ক্ষণকালের জন্য নিজ নিজ কৃত্য স্তব্ধ রাখিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

রসতত্ত্ব

জড়-জগতে 'রস' শব্দ সাধারণতঃ কোন জড় বস্তুর ত্বগ্ বীজাদিরূপ অনুপাদেয় অংশবিবর্জ্জিত সারাংশ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়, জীব তাহা জড়েন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। 'রস' শব্দের কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ ও মধুর—এই বৃত্তিষটকের মধ্যে মধুর রস জীবের জড় রসনেন্দ্রিয়ের অধিকতর তৃপ্তি-দায়ক বলিয়া মনে হইলেও তাহারও আধিক্য অতৃপ্তির কারণ হইয়া পড়ে এবং তাহার আস্বাদন জন্য আনন্দও আবার অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের রস পরিচয় এরূপ নহে। অপ্রাকৃত বা চিদ্রস কোন জড়েন্দ্রিয় ভোগ সম্বন্ধীয় নশ্বর ভাবমাত্র নহে। চিজ্জগতের বস্তু স্বয়ংই রসময় বলিয়া তাহাতে জাড্যীয় হেয়াংশের আদৌ অবকাশ নাই। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" অর্থাৎ সেই অদ্বয় জ্ঞান-স্বরূপ পরমতত্ত্ব বস্তুই 'রস', সেই রসকে লাভ করিয়া জীবাত্মা আনন্দলাভ করেন।"—এই শ্রুতিবাক্যে অপ্রাকৃত পরমানন্দই রস। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই রসের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার-
ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো
মতঃ ॥"

—"প্রত্যক্ষ জড়জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগানুভূতিতে যে ভাবনা তাৎকালিক ভাবে উদিত হয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যে চমৎকারিতাপূর্ণ ভূমিকা, তাহাই রস। উহা শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে আত্মবৃত্তি নির্ম্মল সেবাদ্বারা আস্বাদিত হইয়া উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতা লাভ করে।"

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে জীবের উক্ত চমৎকারপূর্ণ ভূমিকায় উপনীত হইবার ক্রমপন্থা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা'
যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন' ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে
'প্রীত্যঙ্কুর' ॥

অর্থাৎ কোন ভক্তমুখী-সুকৃতিফলে কোন ব্যক্তির অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলে সেই জীব শুদ্ধভক্তসঙ্গ করেন। সেই সাধুসঙ্গ হৈতে ভজন-ক্রিয়া, তাহা হইতে স্থূল সূক্ষ্ম অনর্থ নিবৃত্ত হইলে জীবের শ্রদ্ধা ও অনন্য ভক্তির প্রতিক্রমে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপে উদিতা হয়। সেই আসক্তিই নির্ম্মলা হইয়া কৃষ্ণ প্রীতির অঙ্কুরস্বরূপ ভাব বা রতিরূপা হয়। এই অবস্থাকে স্থায়িভাব বলে। এই স্থায়িভাবরূপ রতিই রসের মূলাধার। ইহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী নামক সামগ্রী চতুষ্টয় সংযুক্ত হইয়া যখন ইহাকে স্বাদ্যস্বরূপ কোন চমৎকারময় অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা পরম চিদ্রস বা ভক্তিরস হয়। ঐ বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—বিষয় ও আশ্রয়। যাঁহাতে স্থায়িভাব রতি থাকে, তিনি রসের আশ্রয় এবং যাঁহাতে স্থায়িভাব রতি প্রযুক্ত হয়, তিনি রসের বিষয়। কৃষ্ণই রসের বিষয় এবং কৃষ্ণভক্তই—রসের আশ্রয়। যাহারা ভাব উদ্দীপনা প্রকাশ করে, তাহারাই উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, (চিরুনাদিদ্বারা কেশবিন্যাসাদি দেহ সজ্জোপকরণ), মৃদুহাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত, হরিবাসরাদি একাদশী ব্রত—ইহারা উদ্দীপন। নৃত্য, গান, হুঙ্কার, দীর্ঘ নিঃশ্বাস, ক্রন্দন, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, উচ্চরব, অট্টহাস্যাদি—অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব। ইহারা প্রাণাঙ্গরূপে স্থায়িভাবরতিতে বিচরণ করে। সামগ্রী চতুষ্টয়ের এই সকল অবস্থা স্থায়িভাব রতিকে পুষ্ট করিয়া কৃষ্ণভক্তিরসকে সমৃদ্ধ করে।

রস মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ মুখ্য রস এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সপ্ত গৌণ রস। রসিক জনই এই রসের মালিক। রসময় কৃষ্ণচন্দ্র রসিক চূড়ামণি। তাঁহার পরিকরগণও রসিক। সেই রসিকগণ কৃষ্ণবিষয়ক রসকে শান্তাদি পঞ্চপ্রকারে আস্বাদনে সমর্থ। আশ্রয়ালম্বন ব্রজগোপিকাগণ মধুর রসে, নন্দযশোদাদি মাতাপিতৃকুল বাৎসল্যরসে, শ্রীদাম, সুদামাদিসখাগণ সখ্য রসে, চিত্রক বকুলাদি দাস্যরসে, গো-বেত্র-বিষাণ প্রভৃতি নিরপেক্ষ শান্তভক্তগণ শান্তরসে কৃষ্ণসেবা রত থাকিয়া নিত্যচিদানন্দে অবস্থিত। ভক্তিমান্ জীববৃন্দ বদ্ধাভিমান মুক্ত হইয়া ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক সাধনসিদ্ধাবস্থায় উক্ত নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের একান্ত আনুগত্যে তাঁহাদের আস্বাদনাবশেষ আস্বাদন করিয়া চিদানন্দলাভে ধন্য হন কিন্তু হতভাগা জীবগণ জড়ীয় ভোগময় বৈরস্যকে রস ভ্রমে সেই চিদানন্দ হইতে বঞ্চিত হন।

জড়ীয় রস ও চিদ্রসের বাহ্য প্রক্রিয়া প্রায় একই প্রকার। চিদ্রসে যেমন শান্তাদি ভাবপঞ্চক বর্ত্তমান, জড়রসেও তাদৃশ ভাব অবস্থিত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, যেখানে ভগবৎসম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়িভাব হয়, সেখানে চিদ্রস বা ভক্তিরস, আর যেখানে ইতর বিষয় সম্ভোগ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি স্থায়িভাব হয়, সেখানে জড়ীয় তুচ্ছ রস। চিদ্রসের বিষয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর আর জড়রসের বিষয় মায়ামোহগ্রস্ত নশ্বর কালক্ষোভ্য বস্তু এবং আশ্রয় কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ পর। জড়রসের বিন্দুমাত্র গন্ধ বর্ত্তমান থাকিতে চিদ্রসের উদয় অসম্ভব। যাঁহারা জড় রসাস্বাদন বর্ত্তমান রাখিয়াই চিদ্রসাস্বাদন করিবার আত্মমান করেন, তাঁহারা চিদানন্দলাভের পরিবর্ত্তে জড়ানন্দ পাইয়াই বঞ্চিত হন। শ্রদ্ধা স্থায়িভাবরূপা রতি-অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বেই যাঁহারা কৃত্রিমভাবে বিভাবাদি সামগ্রী-চতুষ্টয় সংযোগে রসলাভের চেষ্টা করিয়া রসিক সাজিতে চাহেন, তাঁহারা অনধিকার চর্চ্চা দ্বারা খণ্ডরসকেই অখণ্ডরসবৎ ভ্রম মহাঅনর্থের আবাহন করেন।

সুতরাং যাঁহারা আত্মবঞ্চনা না চাহিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় রসাস্বাদনে লোলুপ হইতে চাহেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত রস-বিশেষ ভাবনাচতুর ভগবৎ-প্রীতিরসজ্ঞ

সুরসিক শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে ক্রম-পন্থানুসরণ করুন। শুকশুক্রমুখনিঃসৃত শ্রোতপারম্পর্য্যক্রমে স্ব-ইচ্ছার পৃথিবীতে অংশরূপে অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, অপ্রাকৃত কৃত্রিম হেয়াংশ বিবর্জ্জিত পরম-মুক্তপুরুষগণেরও নিত্যসেব্য বেদকল্পতরুর সুপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবতকথামৃত পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন। বসন্ত ঋতু কোকিল-গণ প্রেমরসাস্রমুকুল আস্বাদন করিতে পারেন, অরসজ্ঞ, বায়সপ্রাণীগণ অদ্ভুতকুল আম্ররূপ নিষ্ফল আস্বাদন করিয়া বঞ্চিত হন। সুতরাং রসতত্ত্বানভিজ্ঞের সহিত রসতত্ত্বালোচনা আদৌ কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে হিতে বিপরীত ফলই লাভ হইবে, সুরসিক ভক্তগণের সহিতই রসতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা রস অনুভব করিতে না পারেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত স্বরূপ পরমতত্ত্বের বিষয় কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তি-পক্ষে রস আস্বাদনের জন্য লোলুপ হওয়া জীব মাত্রেরই প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু তাহা সাধুসঙ্গে ক্রমপন্থায়।

আমাদের পরিচয়

(শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ)

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানা-
বলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি পরিণত, বদ্ধ জীব সমূহের পান্থনিবাস স্বরূপ এই জগতের কেহ কেহ কর্ম্মকে উপায় বলিয়া অবলম্বন করেন, কেহ কেহ বা জ্ঞানকে উপায় যোগে স্ব-স্ব উপেয় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেন। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে হরিদাসগণের পাদত্রাণ বা পাদুকা অবলম্বন করিলে শ্রেষ্ঠমঙ্গল লাভ হইবে বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতএব আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণাবলম্বনকারী, ইহাই আমাদের পরিচয়।

উপায় গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও সংস্কার ভেদে উপায় ভিন্ন ভিন্ন। উপায়-ভেদে উপেয়ও ভিন্ন ভিন্ন। কর্ত্তৃযুক্ত জন-গণের করণাদি কারণসমূহ দ্বারা ক্রিয়মাণ কার্য্যই 'কর্ম্ম' শব্দবাচ্য। কর্ত্তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কর্ম্ম সম্পাদন নির্ভর করে। কর্ম্ম দ্বিবিধ—লৌকিক ও অলৌকিক। অলৌকিক কর্ম্ম নিত্য। অলৌকিক কর্ম্ম ঈশ্বরনিষ্ঠ ও শুদ্ধ জীবাত্মনিষ্ঠ ভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বরনিষ্ঠ কর্ম্মসমূহ লীলাশব্দবাচ্য। শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ কর্ম্মসমূহ ভক্তি শব্দ বাচ্য। অলৌকিককর্ম্ম নিত্যকাল আত্মবস্তুর নিত্য-চিদিন্দ্রিয়ের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঈশ্বর, জীব উভয়ের সত্তা ও চেষ্টা নিত্য-হেতু তদ্বৎ ক্রিয়াও নিত্য। লৌকিক কর্ম্ম অনিত্য। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও বিভু-স্বভাবহেতু, লৌকিক কর্ম্ম, কখনও তন্নিমিত্ত লাভ করিবার সুযোগ পায় না। মুক্তজীবগণেরও লৌকিক কর্ম্ম নাই। লৌকিক কর্ম্ম বদ্ধজীবনিষ্ঠ। চিৎকণ জীব তটস্থধর্ম্মবশতঃ অনাদিকালে এই কর্ম্মবাসনা লাভ করিয়াছে। শ্রীভগবানের সেবা কর্ম্ম-ছাড়িয়া, মায়াভিনিবেশ বশতঃ স্ব-ভোগেচ্ছাই এই লোক সম্বন্ধীয় কর্ম্মের আদি। তাহা নিত্যকালের অন্তর্গত হও যায় 'কর্ম্ম' অনাদি বলা যায়।

এই অনাদি কর্ম্মফলেই জীবের এই মায়ারাজ্যে আগমন। প্রপঞ্চ মায়ারাজ্যের অপর নাম ব্রহ্মাণ্ড, তাহা চতুর্দ্দশ লোকাত্মক। 'ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, মহ,র্জন, তপ, ও সত্য. উর্দ্ধস্থিত এই সপ্তলোক। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, ও পাতাল, নিম্নস্থিত সপ্তলোক। এই চতুর্দ্দশ লোকে গত্যাগতিই লৌকিক কর্ম্মের ফল। শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ প্রবৃত্তির ফল ভগবৎ-সেবা। বদ্ধজীবের মায়িক ইচ্ছাই এই কর্ম্ম প্রবৃত্ত। নিত্য শুদ্ধ প্রবৃত্তিই কামকলুষিত হওয়ায় এই মায়িক চেষ্টাকে কর্ম্মবাদ বলা যায়। এই লৌকিক কর্ম্মই বিচার্য্য।

ঐহিক কর্ম্ম সদসৎ ও মিশ্রভেদে ত্রিবিধ। সদসৎ সমস্ত কর্ম্মই, দেহ, কর্ত্তৃত্ব, করণ, পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা, ও কর্ম্ম নিষ্পাদিনী পরমেশ্বরের শক্তি এই পাঁচটী কারণ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। এই কারণ পঞ্চকের মধ্যে পরমাত্মার অন্তর্যামীত্ব হেতুই কর্ম্মের অন্যান্য হেতু সকলের প্রবর্ত্তন নিমিত্ত। অতএব তাঁহার কর্ত্তৃত্বই মুখ্য। এই প্রকার বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম সকল বন্ধের নিমিত্ত না হইয়া চিত্তশুদ্ধ করে, এবং ভবিষ্যতে সংসিদ্ধ হইয়া হরি-তোষণরূপ মঙ্গল প্রসব করে। কর্ম্মের দ্বারা হরিতোষণ উদ্দেশ্য যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা সনিষ্ঠ ভক্ত। সনিষ্ঠকে কনিষ্ঠ শ্রদ্ধালুগণের শ্রেণীতে গণনা করা যাইতে পারে। সৎসঙ্গক্রমে ইঁহাদের নিত্য মঙ্গল লাভের কথা শাস্ত্র স্থানে স্থানে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু,—

(ভঃ গীঃ ৩।২৭)

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি
সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

অর্থাৎ চিৎকণ জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় অসমর্থ ও কর্ত্তা কিন্তু অনাদিকাল হইতে বিষয়ভোগ বাসনা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, সন্নিহিত ভগবৎ মায়াকে ভোগবুদ্ধি বশতঃ আলিঙ্গন করাতে, প্রাকৃত অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মান কর্ম্ম সকলকে 'আমি একাই করিতেছি'—এই জ্ঞানে বদ্ধজীব 'আমি কর্ত্তা' এইরূপে মনে করেন পরমাত্মার শক্তির মুখ্যকারণত্ব ও অন্য চতুর্ব্বিধের গৌণ কারণত্ব না জানিয়া কর্ম্মীগণ কর্ম্মব্যাপী হইয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগজন্য উচ্চাবচ লোকে গমন ও উচ্চাবচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বলেন—(১৮।১৬)

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং
কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥

অর্থাৎ—এস্থলে যিনি কেবল আপনাকেই কর্ত্তা মনে করেন, তিনি অকৃতবুদ্ধি, অতএব দুর্ম্মতি। তিনি যথার্থদর্শী নহেন।

কর্ম্মিগণের কর্ম্মও কর্ম্মফল অনিত্য, এবং দুঃখদ। যাহা সুখ বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা দুঃখের বিরতি কালমাত্র। গুণমায়ার গুণ সকল কর্ম্ম সৃষ্টি করে গুণ গুণ সকলকে অনুসরণ করে। জীব গুণসংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত চতুর্দ্দশ লোকই প্রপঞ্চ কর্ম্ম-গদ্ধে জীর বিচরণ ভূমিকা। তাহা অতিক্রম করিবার শক্তি কর্ম্মীগণের নাই। গুণ-প্রসূত কর্ম্ম-ফল গুণাতীত স্থানে লইয়া যাইতে পারে না। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জীব উচ্চলোক প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কোন স্থলই জীবকে ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করে না। যজ্ঞাদি সৎ কর্ম্মের ফলে এবং দেবতাগণকে যজন করিয়া জীব স্বর্গ-লোক প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে দেবতা সকলের তুল্য স্বোপার্জ্জিত ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করে। কিন্তু—(ভাঃ ১১।১০)

তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎপুণ্য সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্
কালচালিতঃ॥

অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত পুণ্য ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত পুণ্যবান্ স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। পুণ্যশেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কাল প্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন।

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৬শে শ্রীধর ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৩ অ ৬,২০ গৌর দ্বাদশী দি ৮।৩২ উত্তরাষাঢ়া দি ৫।২১। একাদশীর পারণ ৮।৩২ মধ্যে।

শ্রীল রূপগোস্বামীর, পণ্ডিত গৌরদাস ও গোবিন্দ দাসের তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রা-রোপণ উৎসব।

২৭শে শ্রীধর ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৩ অ ৬।১৯, গৌর ত্রয়োদশী দি ৯।৫ শ্রবণা রা ৩।২৮

২৮শে শ্রীধর ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ গৌর চতুর্দ্দশী দি ৯।৬ ধনিষ্ঠা রা ৩।২৯

মনের মাঝে সেবা

ভক্ত ভক্তিডোরে ভগবানকে চিরদিনই বাঁধিয়া রাখেন। ভগবান্ ও স্বাধীন হইয়া ভক্তাধীন হইতে ভালবাসেন। স্বতন্ত্র ভগবানের ভক্তাধীনতাই মাধুর্য্য। স্ব স্ব ভাব ত্যাগ অসম্ভব—এই ভাবে ভগবানেরও ভক্তাধীনতা লীলা।

ভক্ত যে বাঞ্ছা করেন, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ না করিতে পারিলে দোষ-শূন্য ভগবানে দোষারোপ পড়ে। তাই ভক্তপক্ষপাতী ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্ত পক্ষে আছেন। নিরপেক্ষ ভগবানের পক্ষে ভক্ত-পক্ষপাতীত্ব দোষ আরোপিত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে ভক্ত-বৎসল নামে বিখ্যাত। সমদর্শী সাধু ভগবানে স্বীয় হৃদয় বন্ধন করিয়া, সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে যেমন বশীভূত করে, তেমনি ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন।

সেবক সর্ব্বক্ষণই শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত। আর সেব্য ভগবান্ ও সর্ব্বদা ভক্তসেবা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এমন কি ভগবান্, ভক্তের নিকট হইতে সেবা পাইবার কাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। একথা একদিন গিরিধারী গোপাল-স্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীকে স্বপ্নচ্ছলে জানাইয়াছিলেন—

বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন॥

শুধু তাহাই নহে। পূর্ণকাম ভগবানের, ভক্ত দত্ত অন্ন দেখিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণার উদ্রেক হয় এবং ভক্ত্যাবেশেই সবই ভোজন করিয়া থাকেন। একথা গীতাপাঠী সকলেই বিশেষভাবে জানেন।

ভক্তারাধ্য ভগবান্ স্বলোক, গোলোক বৈকুণ্ঠে ত সর্ব্বদাই ভক্ত সঙ্গে বিহার করেন, তাহা ছাড়া জীবোদ্ধার ব্রতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াও ভক্ত সঙ্গে বাস করেন। এমন কি নিজে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভক্তগণকে অবতীর্ণ করান। ভক্তনাথ ভক্তবশ, ভক্তের জীবন ভগবান্, ভক্ত সঙ্গ ছাড়া একক্ষণও থাকিতে পারেন না।

নীলাচলে অবস্থান কালে শ্রীগৌরহরি নীলাচল-বাসী ভক্ত সঙ্গে দিবারাত্র ব্যয় করিতেন। আবার নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে রথযাত্রায় আসিতে বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে কত না লীলা করিতেন। নীলাচলে আগত শ্রীঅদ্বৈত প্রভু একদিন মহাপ্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন—

মুচ্যেক শুন প্রভু ত্যজিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভজনে॥
অনুমতে ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী,

প্রভু বলে, যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ তাই পায় সর্ব্বথায় ॥
আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥
তুমি যে নৈবেদ্য করিয়া রন্ধন।
আমিষ্য খাইতে আমার হয় মন ॥

প্রভুর ভক্তবৎসলতা বাণী শ্রবণে অদ্বৈতের আনন্দের সীমা নাই। পরম সুখে নিজ বাসায় আসিয়া পতিব্রতা স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলেন। গৌড়দেশ হইতে আনীত প্রভু-প্রিয় দ্রব্যাদি দ্বারা অদ্বৈত মনোমত রন্ধন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা সীতাঠাকুরাণীও পঞ্চাশ কত প্রকার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন তাহার সংখ্যা নাই। প্রভুপ্রিয় নানা প্রকার শাকও রন্ধন হইল। রন্ধন করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সীতাঠাকুরাণীকে বলিলেন, —ওহে কৃষ্ণদাসের মাতা! শ্রবণ কর। আমি তোমার একটী মনের কথা বলিতেছি। আমার ইচ্ছা যে, আজ যত কিছু সেবা সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছি এ গুলি সমস্তই যদি প্রভু অঙ্গীকার করেন তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রভু একাকী কোথাও ভিক্ষা করিতে যান না। সঙ্গে অনেক সন্ন্যাসী থাকেন। তাহাতে সঙ্কোচে প্রভু নাম মাত্র আহার করিবেন। এখন কি হইবে এই বলিয়া—

অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে কেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয় ॥
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধি হয় কোন মতে ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আচার্য্য গোঁসাই রন্ধন করিতেছেন। ওদিকে মহাপ্রভু সংগ্যানাম শেষ করিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া করিবার অভিলাষ করিলেন। সঙ্গের সন্ন্যাসীরাও সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইল। হঠাৎ মহা ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপতন ও শিলাবর্ষণ হইতে থাকিল। বাতাসে ধূলা উড়িয়া সব দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। কেহ পথ ঠিক করিতে পারিলেন না, বা ঠিক পথে চলিতে পারিলেন না কিন্তু কি জানি শ্রীঅদ্বৈত গৃহে অল্পমাত্রায় ঝড় হইল। শ্রীআচার্য্য রন্ধন শেষে স্থান পরিষ্কার করিয়া অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী পিষ্টকাদি সাজাইয়া করিয়া সর্ব্বোপরি তুলসী মঞ্জরী অর্পণ করিয়া গৌরহরিকে একেশ্বর আনিবার জন্য ধ্যান করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, বলিয়া একাকীই অদ্বৈত সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে নিজ গৃহে পাইয়া অদ্বৈত রায় সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। সঙ্গে কেহই নাই দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা অদ্বৈত, প্রভুর পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া চন্দনাদি লেপন করিয়া আজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের ইচ্ছায় প্রভু ভোজন করিতে বসিলেন এবং আচার্য্য পরিবেশন করিতেছেন। প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া প্রত্যেক ব্যঞ্জনের অবশেষ রাখিয়া অন্যটী গ্রহণ করিবার কালে অদ্বৈত প্রভু পুনরায় সে পাত্রটী পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু অন্ন ব্যঞ্জনাদির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ভোজন করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে আর কত খাইব? কিন্তু বলিলে কি হয়? অদ্বৈত প্রভু কত অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভুকে খাওয়াইতেছেন যাহাতে প্রভু আর না বলিতে পারিতেছেন না, তাই—

যত দেন অদ্বৈত সকল প্রভু খায়।
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন সব প্রভু করেন স্বীকার ॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম ॥

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই ভাবে নিমাইয়ের দোলা বল্লভ আচার্য্যের 'বাড়ীর' দুয়োরে এসে উপস্থিত হ'লো দেখে,'বর এয়েছে''বর এয়েছে'ব'লে একটা হুলস্থূল কাণ্ড করে তুল্লে। মেয়েরা উলু দি'তে দিতে বাড়ী খানা যেন ভেঙ্গে ফেলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ী ক'রে লোকজন এসে আদর সৎকার করে নিমাইকে কোলে নিয়ে একেবারে ছাদ্‌নাতলার পিড়ির উপরে বসিয়ে দিলে। বিয়ের লগ্ন সান্নিকট সময়ই ছিল ব'লে, বল্লভ আচার্য্যের মেয়ে লক্ষ্মীকে গহনা গাঁটী পরিয়ে ছাদ্‌না তলায়, নিমাইয়ের কাছে নিয়ে এলে পর সবাই দেখে চারিদিক থেকে হরিধ্বনি দিতে লাগ্‌লো। অমনরূপ কেও তো আর কখন দেখে নি। তারপর লক্ষ্মী নিমাইকে সাতপাক ঘুরে এসে দাঁড়িয়ে ফুল ফেলাফেলী আরম্ভ করলে, সে যে মজা—চা'র চোখ হ'লেও দেখে মনের খেদ মেটে না।

ফুল ফেলা ফেলীর পর লক্ষ্মী এক ছড়া মালা নিয়ে নিমাইয়ের পায়ের গোড়ায় রেখে বলে, ঠাকুর! আজ হতে আমার দেহ,মন,জীবন,যৌবন সবই তোমার পায়ে সঁপে দিলাম; তোমার যা খুসী করতে পার। এই দে'খ আমার মাথাটাকে তোমার পায়ের গোড়ায় রাখবার জন্য সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখিছি; লোকে বলে লক্ষ্মী সিঁথি প'রেছে। কাণের ফুটো সরু হ'য়ে গেলে, তোমার গুণের কথা কানে ঢুকবে না, এই জন্য কানে ফুটো বড় ক'রবার তরেই কানে এই সব ভরি ঢুকিয়ে দিছি, লোকে বলে মাকড়ী পরেছে, দুল পরেছে। দুষ্ট পশুকে ইচ্ছামত কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে না বলে তাকে নাক ফুঁড়িয়ে নাক দড়ি দিয়ে যেখানে সেখানে নিয়ে যায়। আমাকেও সে রকম যেখানে খুসী সহজেই নিয়ে যেতে পারবে ব'লে এই দেখ আমি নাক ফুঁড়িয়ে নাকে নাত পড়িয়ে রেখিছি। গরুর গলায় দড়ি দিয়ে যেখানে ইচ্ছা বেধে রাখে, আমাকেও সেই রকম যেখানে তোমার মন হয়, রাখতে পারবে ব'লে এই দেখ আমি গলায় একগাছা সোণার চেকল পরিছি। লোকে এ সব কথা বোঝে না, বলে, গলায় হার পরেছে। প্রভো! আমার দুটো হাত বটে, কিন্তু এতে অগুন্তি হাতের ধন আছে—একখানা হাত অনন্ত হাতের সমান, সেই অনন্ত হাতে তোমার চরণ সেবা করতে পাব বলে মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। দুহাতে স্বামীর চরণ সেবায় ত্রুটী হ'তে পারে বলে অনন্ত হাতেই স্বামী সেবা করা উচিত, তাই সকলকে দেখাবার জন্যই এই অনন্ত বালা পরিছি, শুদ্ধ হাতে তোমার (স্বামীর) চরণ সেবা করা উচিত তাই এই শুদ্ধ (পবিত্র) শাঁখা হাতে পরিচি। কেও দুষ্টুমী করলে তার হাতে হাতে কড়ি দিয়ে রাখে, আমি যখন দুষ্টুমী করি, তবে তখনই আমার হাতে হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবে বলে এই দেখ আমি বালা পরিচি। আমার দুষ্ট মন যদি সোণার বালা ভেঙে ফেলে, তাই বলে এই দেখ লোহার বালাও দুগাছা পরিচি। দুষ্ট লোকের কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে দেখিছি, কোমরে দড়ি বাঁধা থাকলে আর পালাতে পারে না, আমিও যদি তোমার কাছে দুষ্টুমী করি তবে ধাঁ করে আমার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেতে পারবে বলে এই দেখ আগে থেকেই আমি কোমরে শিকল পরিয়ে রেখিছি লোকে বলে বিছে পরেছে। পালাতে পারবে না বলে পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখে, এই দেখ প্রভো! আমি আপনা থেকেই পায়ে বেড়ী (মল) পরিছি। আবার দেখ তবুও যদি পালাই তবে তুমি জানতে পারবে বলে, দুপায়ে দুগাছা করে চার গাছা পরেছি হাটুতে লেগেই শব্দ হ'বে পালাচ্ছে বলে, তুমিও জানতে পারবে। প্রভো! তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার উপর তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, তোমার কাছে আমার কোন জোর নেই। এই বলে লক্ষ্মী দণ্ডবৎ করে দাঁড়িয়ে রইল। [বঙ্গবালার বিবাহ কালে এই সকল কথা বলা সম্ভব কি না তাহা বিবেচ্য, তবে ইহা ঐবহিক ভব লোক-শিক্ষা মাত্র। স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তি, তচ্চরণে প্রগাঢ় ভক্তি ও তাঁহার বশ্যতা প্রদর্শনই উদ্দেশ্য]

লক্ষ্মীর এই সব কথা শুনে, চারিদিক থেকে সব লোক জয় জয়'ধ্বনি দিতে লাগলো। সকলেরই মনে যে কি আনন্দ হ'তে লাগলো তা আর বলে শেষ করা যায় না। নিমাই লক্ষ্মীকে বাঁদিকে ক'রে নিয়ে ব'সল, সবাই দেখে বড় খুসী। বল্লভ আচার্য্যের বাড়ীর সব লোকেরাও দেখে ভারি খুসী হ'ল। এমন বর কি মেয়ের অল্প ভাগ্যে মেলে? সবাই বল্লে, হাঁ যেমন রূপসী মেয়ে, তেমনি বরই ভগবান্ মিলিয়ে দিয়েছে। দেবতাদের মধ্যে মদন নাম ক'রে এক দেবতা আছে তার খুব ভাল চেহারা; মানুষের ভেতর যেমন চেহারা ত কারো নেই-ই দেবতাদের মধ্যেও তেমন সুশ্রী কেও নেই। নিমাইকে দেখে সবাই বলতে লাগলো, এ কখ্‌খনো মানুষ নয়,সেই মদনই হ'বে। কেও কেও বল্লে, না না এ যে চেহারা দেখছি, এ তার চেয়েও সুশ্রী, এ চেহারার কাছে মদনকে এনে রাখলে, ঠিক বলছি মদন লজ্জায় পালিয়ে যাবে! এ চেহারা মদনকেও হারিয়ে দিয়েছে। নিমাইয়ের যে খুব ভাল চেহারা, সকলেই যেন শতমুখে সেই কথা বলতে লাগলো বল্লভ আচার্য্যও এ হেন সুন্দর বরের হাতে মেয়ে দান করে ভারি খুসী হ'লেন। কন্যা দান করা শেষ হ'লে পর, সব এইওরা এসে ওদের কুলের যেমন আচার ব্যবহার আছে, সব সেরে নিমাইকে বাসর ঘরে নিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

ট্যাক্সিওয়ালার উপর ডাকাতি

গত বুধবার রাত্রিতে দুইজন পাঞ্জাবী ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের নিকট ১৫৭১ নং ট্যাক্সি খানি ভাড়া করিয়া প্রথমে তাহারা বালিগঞ্জে যায়। নানাস্থানে ঘুরিয়া আলিপুরের গড়াইগাছা রোড হইতে একটি নির্জ্জন স্থানে পৌঁছিলে তাহারা ট্যাক্সি থামায় এবং ড্রাইভারের নিকট টাকা চাহে। ড্রাইভার অস্বীকার করিলে তাহারা ড্রাইভারকে আক্রমণ করে। সেও দস্যুদ্বয়ের সহিত যুঝিতে থাকে, কিন্তু শেষকালে ছোরার আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

পুলিশ তদন্ত করিতেছে, কিন্তু দস্যুদ্বয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রাপ্ত পত্র

নবদ্বীপ

২৬শে আগষ্ট, ১৯২৮

নদীয়া প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার প্রশংসিত পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

বশংবদ

শ্রীঅমৃত মধু সেন

নবদ্বীপ

১৬।৮।২৮

মিউনিসিপ্যালিটীর য্যাক্টের ২৪ সেক্সন্ অনুসারে বাবু গদানন্দ ভট্টাচার্য্যের চ্যায়ারম্যানপদচ্যুত হওয়ার পর গত ৭ই পুনর্নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বাগচী সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার স্থানে (নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর) চ্যায়ার-ম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর ইতিহাসে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে চ্যায়ার ম্যান নির্ব্বাচন এই প্রথম। সুতরাং আশা করা যায় যে, (এবার) জন সাধারণের মতদ্বৈধতা এবং পক্ষপাতি-ত্বের অবসান হইল।

এবিষয়ে যে সর্ব্বসাধারণের ঐক্য ও সম্মিলন তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র সহরের উন্নতি বিধান করা। তাহা হইলেই কর প্রদাতৃগণের বিশেষ শান্তির কারণ হইবে। কমিশনার গণের মধ্যে পূর্ণবাবু সর্ব্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ। আশা করি তিনি তাঁহার সমুদয় কার্য্য তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীন বন্ধুগণের সংযোগে সম্পাদন করিবেন।

জন-সাধারণ

শ্রীযুক্তা নাইডুর ভ্রমণ

প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইউরোপ যাত্রা করিবেন এবং তথা হইতে ২০শে অক্টোবর তারিখে আমেরিকা রওনা হইবেন। তিনি ইউরোপে যাইয়া ইটা-লীতে অবতরণ করিবেন এবং নেপলস্ রোম, ভেনিস ও বার্লিন পরিদর্শন করিবেন এবং তৎপর লণ্ডন যাইবেন। লণ্ডনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি আমেরিকার রওনা হইবেন, তথায় নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে বক্তৃতাদি প্রদান করিবেন। আমেরিকায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করিবার এজেন্সী মেসার্স ফীকজ তাঁহার বক্তৃতার একটা দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণী

ঢাকার জ্যোতিষ শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বসাক ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন;—

পৃথিবীতে একটা ভীষণ বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। আটলাণ্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরে এই আশঙ্কা অত্যধিক। এই বিপর্য্যয়ের ফলে মহাঝড়, প্রবল বর্ষণ বন্যা এবং ভূমিকম্প হইবে। প্রথমবার বিপর্য্যয় আরম্ভ হইবে আগষ্ট মাসের শেষভাগে এবং দ্বিতীয়বার ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ধাণি-জ্যের বিষম ক্ষতি হইবে, বহু জীবন হানি হইবে। এতবড় বিপর্য্যয় পৃথিবীতে আর হয় নাই। আমেরিকা, চীন, জাপান, সমগ্র ইউরোপ, ইংলণ্ডের উপকূল, আফ্রিক এসিয়া-তুরস্ক, রুশিয়া, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার, ভারতীয় উপকূল, আসাম, রেঙ্গুন, চট্টগ্রাম, রাজসাহী এবং বঙ্গোপসাগরের তটবর্ত্তী পশ্চিমাংশের অংশগুলি বিশেষ বিপন্ন হইবে। বিপর্য্যয়ের সময় আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইবে।

—আনন্দবাজার।

বার্লিনে ইন্টার পার্লামেণ্টারি কংগ্রেস

ইণ্টার পার্লিমেণ্টারি কংগ্রেসের ২৫ তম অধিবেশন জার্ম্মানির রাজধানী বার্লিনে অনুষ্ঠিত হইতেছে। নানাদেশের পার্লামেণ্ট হইতে বহু প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু ইটালী ও মিশরের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটু গোল বাধিয়াছে। মিশরের পার্লামেণ্ট এক্ষণে বন্ধ আছে। সেই অবস্থায় মিশর হইতে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা নিজদিগকে মিশর-পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতেছেন। কিন্তু বিরুদ্ধ দল বলিতেছেন যে, পার্লা-মেণ্ট যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন উহার প্রতিনিধি আসিল কোথা হইতে?

ফ্যাসিষ্ট প্রতিনিধিগণের কংগ্রেসে উপস্থিতিতেও আপত্তি উঠিয়াছে। মিঃ শাকলাতওয়ালা এই সম্মিলনে যোগ দিয়াছেন।

নাটোর মেথরগণের ভূতের ভয়

নাটোর মিউনিসিপ্যালিটীর মেথর সম্প্রতি তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা ছুতা দেখাইয়াছে যে, তাহাদের পূর্ব্ববাসস্থানে প্রায়ই ভূতের উপদ্রব হয়। মেথরদিগকে গবর্ণমেণ্টের জমি যত শীঘ্র হয় ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আলিপুর চিড়িয়াখানা

শ্বেত হস্তীর দেহাবসান

গত ২৪শে আগষ্ট শুক্রবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় বিখ্যাত শ্বেতহস্তী 'পাকরা'র মৃত্যু হইয়াছে। রোগ লক্ষণ প্রকাশ হইবার ৩ ঘণ্টা পরেই উহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসা কলেজের জনৈক ডাক্তার উহার রক্ত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে যে রক্ত দূষিত হওয়ারই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। শুক্রবার প্রাতঃকালে কয়েকজন যাত্রী পচা কলা হস্তীটাকে খাইতে দিয়াছিল, অনেক অনুমান করেন, ইহাই উহার অসুখের কারণ।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে ডাঃ পোমিন ব্রহ্মদেশের জঙ্গল হইতে এই শ্বেত হাতিটী ধৃত করিয়াছিলেন। হস্তীটী তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে উহাকে লইয়া তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়াছেন। তৎপর কালকাতা আসেন, তদবধি উহা আলিপুর চিড়িয়াখানায় ছিল।

'বাংলার কথা'র মামলা

গত ২৪শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র তালুকদার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইয়া, বাংলার কথার বিরুদ্ধে আনীত রাজদ্রোহের মামলায় আসামীপক্ষের আর কোন সাক্ষীক তাঁহারা উপস্থিত করিবেন না, এই কথা প্রকাশ পূর্ব্বক সওয়াল জবাবের দিন প্রার্থনা করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ১লা সেপ্টেম্বর উহার দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

ভবানীপুর হত্যাকাণ্ডের মামলা

মিত্র ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের জামাতা ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের ছাত্র নৃত্যগোপাল লাহা গত চন্দ্রগ্রহণের দিন তাহার মামাশ্বশুর বিজয়কুমার হাল-দারকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আলিপুরের সেসন জজ ও বিশেষ জুরীর এজলাসে এই মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলার বিবরণ এই যে, মৃত ব্যক্তি ও আসামী উভয়েই যতীন বাবুর বাড়ী থাকিত। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত আসামীর মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধিত। ঘটনার দিনও ঐরূপ ঝগড়া বাধিলে মৃত ব্যক্তি তাহাতে হস্তক্ষেপ করায় আসামী তাহাকে শাসায়, পরে রাত্রে সে যখন স্ত্রীর সহিত শুইয়াছিল, তখন নাকি আসামী তাহাকে ছোরা মারিয়া হত্যা করে।

বিচারে আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ব্যাঘ্রীর চাতুরী

মাদ্রাজের কমুর জেলাতে জনৈক বনবিভাগের রেঞ্জার তাঁহার ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ পিছন অপর কোঠায় দরজার কাছেই একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রী দেখিতে পান। ব্যাঘ্রীটি ঘরের দরজা অতিক্রম করিবামাত্র রেঞ্জার দরজা বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, তাহাতে ঘটনা স্থলে অনেক লোক আসিয়া জমা হয়।

গোলমাল শুনিয়া জরেষ্ট কনজারভে-টার মিঃ উইমবুস একটী পিস্তল লইয়া ঘটনা স্থলে আসেন এবং যে ঘরে ব্যাঘ্রীটি পড়িয়াছিল তাহার ছাদ হইতে দুই খানা টালী সরাইয়া উহাকে গুলী করেন। ব্যাঘ্রীর ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যখন শুনা গেল না তখন দরজা খুলিয়া একটি টর্চ লাইটের সাহায্যে দেখা যায় যে ব্যাঘ্রীটি মৃতের মত পড়িয়া আছে। উহাতে মিঃ উইমবুসের সন্দেহ হয় যে ব্যাঘ্রী মরণের ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে। এই সন্দেহ সত্য বলিয়াই পরে প্রমাণিত হয়। কারণ সাবধানতা হিসাবে তিনি উহাকে আর একটি গুলী করিলে ব্যাঘ্রীটি লাফাইয়া উঠে এবং মৃত অবস্থায় ভূপতিত হয়।

সাউথ ইণ্ডিয়া রেল ধর্ম্মঘট

গত ২২শে আগষ্ট গবর্ণরের নিকট পণ্ডিত রাজন,মন্ত্র সভাপতি মুদালিয়র এম, এল, সি, ও মিঃ রঙ্গস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হইয়া সাউথ ইণ্ডিয়া রেলপথ ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সংবাদ যে, উহারা এজেন্টের সঙ্গে শ্রমিকদের সঙ্ঘের স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং উহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য সালিশী সামাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগিতার কথা গবর্ণরকে বলেন। প্রতিনিধিদল গবর্ণরকে ধর্ম্মঘটিগণকে গ্রেপ্তারের বিষয় এবং ১৪৪ধারা জারীর বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে বলেন। গবর্ণর প্রতিনিধিদের কথা বেশ ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন।

জজের মোটরের ধাক্কায়—দারোগার পদ-ভঙ্গ

গত ২৪শে আগষ্ট প্রাতে রংপুরে কোতোয়ালী পুলিশের দারোগা মিঃ আবদুল জব্বর একখানি সাইকেলে যাইবার সময় রংপুরের জিলা জজ মিঃ আই, সি, লাহিড়ীর মোটরের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যান। তাঁহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় দেখা যায় যে তাঁহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মোটর চালককে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই ভাদ্র, বুধবার—১৩৩৫।

পণ্ডিতাভিমানীর গতি

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

—যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল বিপথগামী মূঢ়ব্যক্তি, অন্ধব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া থাকে।

কাব্য-ব্যাকরণের দুইটা পাতা উল্টাইয়া কুৎসং অথবা ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রের কচ্ কচি করিতে পারিলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না, পণ্ডিত শব্দের অভিধা বৃত্তির সাহায্যে অর্থ করিলে প্রতীত হইবে যে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণই যথার্থ পণ্ডিত। 'বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি কাহার আছে কাহার নাই, কি প্রকারে জানা যাইবে?' এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি হইতে জানিতে পারি অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু যখন মহারাজ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বৎস প্রহ্লাদ তুমি গুরুগৃহে কি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার পরিচয় প্রদান কর, তদুত্তরে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

যিনি ভগবদ্ বিষয়ক শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নব লক্ষণা ভক্তি অনুষ্ঠান করেন তিনি উত্তম রূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া মনে করি, তাঁহারই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। নৈতিক শাস্ত্রও বলিয়াছেন যিনি পরোপদেশে পণ্ডিত তিনি প্রকৃত পণ্ডিত নহেন কিন্তু 'যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ।' স্মৃতি শাস্ত্রও বলিয়াছেন ব্রহ্ম চর্য্যাদি ব্রতরহিত শাস্ত্র-বাক্যোপজীবীগণ পণ্ডিত নহেন, সভা পাণ্ডিত্যে তাদৃশ সহস্র ব্যক্তির বাক্যের কোন মূল্য নাই।

—গত ৯ই ভাদ্র শনিবার তারিখের একটী সাময়িক পত্রে একটী প্রবন্ধ দেখিতে পাইলাম। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য, শ্রীচৈতন্য মত সম্বন্ধে বিচার করা। সম্প্রতি লেখক শ্রীচৈতন্যকথিত ভক্তের প্রাকৃতত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-মত সম্বন্ধে বিচার কে করিবেন, অগ্রে তাহারই আলোচনা হওয়া আবশ্যক। চৈতন্য ভক্তের আত্ম গদ্যে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি জড়েন্দ্রিয় তর্পণে বিরত হইয়া বিশুদ্ধ চেতনের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, যিনি নিষ্কপট, চিত্তে সর্ব্বস্বার্থ বিবর্জ্জিত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি নিতাই চৈতন্য ও তদীয় ভক্তগণের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই শ্রীচৈতন্য-মত সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকারী। 'অধিকার বিচার করাই পাণ্ডিত্য, অনধিকার চর্চ্চাকারী কখনই পণ্ডিত পদ বাচ্য হইতে পারেন না। অনধিকারীর শ্রীচৈতন্য-মত সম্বন্ধে বিচার করা দূরে থাকুক শ্রীচৈতন্য ও তদীয় ভক্তগণ তাঁহাদের অনুগত ভক্ত দিগের জন্য যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন সেই সকল বাক্যের যথার্থ অর্থ কোন পণ্ডিতাভিমানীর বোধগম্য নহে। এই স্থলে আমাদের অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; লেখক মহাশয় প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শব্দ দুইটার অর্থ কি বুঝিয়াছেন তাহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।

লেখকের বিচার্য্য বিষয় ছিল, ভক্তের ব্রাহ্মণতা লইয়া, সম্প্রতি সে অংশ ছাড়িয়া দিয়া তিনি ভক্তের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহ লইয়া বিচার করিতে বসিয়াছেন, ইহা অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার ফল বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীচৈতন্যের বিচার—

অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

কিন্তু যাঁহারা অসৎ সঙ্গ ত্যাগের পরিবর্তে অসৎ সঙ্গ বা স্ত্রী সঙ্গ হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহের প্রাকৃতত্ব অপ্রাকৃতত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব শূদ্রত্ব বিচারে ব্যস্ত, শ্রীচৈতন্যের মত সম্বন্ধে কোন কথা তাহাদের অধিকার নাই জানিতে হইবে। শিবানন্দের পুত্রও তাঁহাদের তাদৃশ বিচার অতীব ঘৃণা জানাইয়াছেন সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দের দেবদাসীদিগের সহিত ব্যবহার—এই সকল কথায় প্রবিষ্ট হইতে হইলে অসদ্ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার—এই আদেশ অনুসারে অগ্রে সদাচারী হইয়া বৈষ্ণব গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে, নতুবা মহাপ্রভুর চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া পণ্ডিতাভিমানী বঙ্কিমবাবুর যে গতি হইয়াছিল সেই গতি অবশ্যম্ভাবী আবার তাহার ন্যায় বুদ্ধি ত্যাগ হইলে বৈষ্ণব গুরুর চরণাশ্রয় লাভ হইতে পারে। প্রবন্ধ লেখক বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয় কতটুকু বৈষ্ণব দর্শন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন তাহার একটি বিচারের দ্বারা আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন—"হরিদাস ঠাকুরও সনাতনের দেহকেও অপ্রাকৃত বুঝিয়াছিলেন কিন্তু ছোট হরিদাস দীক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত হয় নাই সেই জন্য তাঁহার শুদ্ধভাবে স্ত্রীলোক সম্ভাষণেও অপরাধ হইয়াছিল।"

ছোট হরিদাসের কথা বিচার করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "মধুর চৈতন্য লীলা সমুদ্র গম্ভীর, লোকে নাহি বুঝে, বুঝে সেই ভক্তধীর" এই কথাটি পড়িয়া যদি ভাল করিয়া স্থিরচিত্তে বিচার করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার লেখনীর এতদূর অপব্যবহার হইত না। ঠাকুর ছোট হরিদাসের দেহে কোন প্রকার প্রাকৃতের ব্যবধান ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবিকালে বৃদ্ধ প্রাকৃত সহজিয়া অবৈধ স্ত্রীসঙ্গি নারকি গণের ব্যবহার যে নিতান্ত অনর্থ ভিত্তিতে গঠিত, শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র তাহা বুঝাইবার জন্য নিজ ভক্ত হরিদাসকে দণ্ড করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

আপনকারুণ্য, বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
একলীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥

দীক্ষা শব্দে দিব্য জ্ঞান বা অপ্রাকৃত জ্ঞানকে বুঝায়। অপ্রাকৃত জ্ঞান সম্পন্ন ভক্ত মাত্রেই অপ্রাকৃত। যাঁহাদের অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় হয় নাই অথচ অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়াছেন তাদৃশ কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তের দেহ পণ্ডিত মহাশয়ের দৃষ্টিতে প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত হইলেও উহাতে ব্রাহ্মণত্বের কোন অভাব নাই জানিতে হইবে। ব্রহ্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ কর্ম্মফল ভোগী মানব ব্রহ্মসূত্রে গর্ব্বিত হইয়া যখন ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন তখন অব্রাহ্মণতাবহেতু যাবতীয় প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশক শ্রীনামের আশ্রয়ে অপ্রাকৃত জ্ঞানহীন হইলেও নিরপরাধি ব্যক্তি মাত্রেই যে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ ব্রুব গণের কথা দূরে থাকুক ব্রাহ্মণগণের পূজনীয় হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ কি।

পণ্ডিত মহাশয়ের আরও একটী পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতেছি। নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই তাহা পড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন। পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন—'ভগবানের দেহ ব্যতীত সকল দেহই প্রাকৃত, জীবের দেহ মাত্রেই পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত, অতএব প্রাকৃত হইলেও

মন্দারের সংবাদ

(গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন সংস্থাপন সেবার নিযুক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর প্রভু মন্দার-পর্ব্বত হইতে আমাদিগকে গত ইং ১৮।৮।২৮ তারিখে পত্রযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন,—

"অদ্য আমরা মন্দার পর্ব্বত দর্শনে গিয়াছিলাম, ঐ পর্ব্বত বঁওসি-গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত, উহা সবলপুরের জমিদারের অন্তর্গত। উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে যাইতে হইলে আন্দাজ দুই মাইল পথ পাদদেশ হইতে অতিক্রম করিতে হয়। ঐ শৃঙ্গোপরি দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে বড়টীতে বহুপূর্ব্বে শ্রীশ্রীমধুসূদন জীউ থাকিতেন এবং ছোটটী কিছুদিন পূর্ব্বে জৈনগণ প্রস্তুত করিয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায়, জৈনগণ বড় মন্দিরটীও হস্তগত করিয়াছে ও মেরামত করিবার জন্য তালাবদ্ধ করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যদেশে একটা গুহার ভিতর শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিমূর্তি বিরাজমান এবং তৎসন্নিকটে মধুনামক দৈত্যের একটী সুবৃহৎ প্রস্তরময় মস্তক পর্ব্বতাঙ্গে খোদিত আছে। তাহার পার্শ্বে একটী ঝরণা আছে,—যাহা 'আকাশ-গঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধা। পর্ব্বতের নিম্নভাগে অর্থাৎ পাদদেশে একটী ভগ্নমন্দির আছে। প্রবাদ,—কোন কালে শ্রীল মধুসূদন জীউকে পূর্ব্বোক্ত উচ্চশৃঙ্গ হইতে নামাইয়া এই মন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছিল, কারণ স্পষ্ট জানিতে পারিলাম না। অতঃপর কালাপাহাড়ের উৎপাতকালে শ্রীশ্রীমধুসূদনজীউকে বঁওসি গ্রামে আনা হইয়াছিল। এই বঁওসি-গ্রাম রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে ২।৩ ফার্লং দূরে অবস্থিত। শ্রীশ্রীগুরুগোস্বামীর ইচ্ছায় শীঘ্রই মন্দারে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন সংস্থাপিত এবং শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবে। কার্য্য কিছু অগ্রসর হইয়াছে। নিবেদন ইতি"

মানবের এই রক্ত মাংসের দেহও সাধন বলে অপ্রাকৃত ভাব ধারণ করে। * *

কৃষ্ণ তাঁহার সেই রক্ত মাংসের দেহকেই চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহে পরিণত করেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের বিচারে জড় চিৎ হইয়া যায় কিন্তু এইরূপ বিচার নিতান্ত হাস্যাস্পদ। কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি জড় চিৎ হইয়া যায় এরূপ বিচার প্রদর্শন করিতে পারেন না। পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা ভাল করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে আলোচনা করুন, বুঝিতে পারিবেন যে জীব মাত্রেরই অপ্রাকৃত দেহ আছে, বর্তমানে তাহা স্থূল ও লিঙ্গ দেহের দ্বারা আবৃত হইলেও বৈষ্ণব গুরুর কৃপায় তাঁহার স্বকীয় শরীর উদ্বোধিত হইলে স্থূল ও লিঙ্গ শরীর অন্তের অপেক্ষা স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়

আমাদের পরিচয়

(শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উচ্চ উচ্চ কর্ম্মফল বশতঃ জীব উচ্চ উচ্চ স্থান সমূহ লাভ করেন, যথা—

(ভাঃ ১০।২৪)

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য

মদ্গতিঃ॥

অর্থাৎ যোগ তপ, সন্ন্যাস ইহাদের গতি কর্ম্মগতি অপেক্ষা অমল। ঐ যোগিগণ মহর্লোক, তপলোক ও সত্যলোক লাভ করেন। (ভক্তিযোগের গতি ভগবান্। উপস্থিত ইহা আমাদের আলোচ্য নহে।) উক্ত লোকসমূহ লাভ করিয়া তাঁহারা, তত্তৎ লোকবাসী দেবগণের তুল্য জড়ানন্দ সমূহ ভোগ করিতে থাকেন। ভোগ কালও পরিমিত। শাস্ত্র, কর্ম্মঠগণের কর্ম্মভোগ কাল নিরূপণ করিতে গিয়া বলেন—(মধ্বভাষ্যধৃত ভাঃ ২।২।২৫)

মন্বন্তরায়ুষঃ স্বর্গা মহর্লোকেতু কল্পিকা।
আব্রহ্মণোজনাদ্যাস্তু মহর্লোকেঽপিযে

বরাঃ॥

(ইতি ব্রাহ্মে)

গীতা ৮।১৬

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন॥

(পাদ্মে ভূমি খণ্ডে ৪৩ অধ্যায়)

কল্পেকল্পেচ দেবানাং মহতামপি

সংক্ষয়ঃ।

পরার্দ্ধদ্বয়কালান্তে ব্রহ্মণ্চাপ্যনিত্যতা॥
ত্রয়োলোকা সমেতাশ্চ নশ্যন্তে

ব্রহ্মণোদিনে।

ব্রহ্মাঽপি ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধমুপসং

হ্রিয়তে পুনঃ॥

পরার্দ্ধদ্বয় কালান্তে শিবেন পরমাত্মনা॥
এবং নৈবাস্তি সংসারে যস্ত

সর্ব্বোত্তমংপদম্।

বিনৈবৈকং জগন্নাথং পরমাত্মানমব্যয়ম্॥

উক্ত লোকসমূহ আলোচনা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, কর্ম্মঠগণের কর্ম্মফল, ফল প্রাপ্যলোক ও তত্তৎ লোকাধিবাসী দেবতাগণ সকলেই অনিত্য। অতএব আমরা কর্ম্মঠগণের জড়বুদ্ধি প্রলোভিত, বেদের মধুপুষ্পিত, অনিত্য কর্ম্মফল প্রদর্শক বাক্যসমূহে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষণ ভঙ্গুর ফলদ কর্ম্মকে সর্ব্বোত্তম ও নির্ভর অবলম্বন বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না।

আত্মতত্ত্ব সূত্রে কেহ কেহ শুষ্ক জ্ঞানাবলম্বনকেই, শ্রেয় মনে করেন; এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, এই ত্রিপুটীর ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক, নির্ব্বিশেষ অবস্থাবিশেষ লাভ বলিয়া আত্মার সর্ব্বনাশকেই উক্ত উপায়ের উপেয় বলেন। কিন্তু শুদ্ধচিদ্বিলাসবৈচিত্র্যরসের অভাব হেতু অদ্বৈত-তর্ক পন্থায় জ্ঞানীর যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা জ্ঞানীকে নির্ভয় করিয়া রাখিতে পারে না। জ্ঞানীর হৈতুকজ্ঞান অভক্তি মূলক হেতু ভগবানের চরণে অপরাধ ঘটাইয়া জ্ঞানীকে তাহার ক্লেশ লব্ধ ভূমিকা হইতে পতন করায়। (যথা শ্রীভাগবত ১০।২।৩২) "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ"।

দেবগণ কহিলেন "হে অরবিন্দাক্ষ কেবল হৈতুকজ্ঞান চেষ্টা দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের ভক্তির প্রতি নিত্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা অশুদ্ধ বুদ্ধি বহুকষ্ট সাধন জ্ঞান চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অসৎ বস্তু ত্যাগ করিতে করিতে তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে পরমপদ, প্রায় সেই পর্য্যন্ত যায়, আবার আশ্রয়রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত হয়।"

পুনশ্চ শ্রীভাগবত ১০।১৪।৪

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ যথা স্থূলতুষাব ঘাতিনাম॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা কহিলেন—হে বিভো শ্রেয় লাভের একমাত্র পন্থা যে ভক্তি, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভের জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করে তাহাদের ক্লেশই মাত্র চরম ফল লাভ হয়। স্থূল তুষাবঘাতীর যেমন তণ্ডুল লাভ না হইয়া সর্ব্বাঙ্গ বেদনারূপ ফল লাভ হয় তদ্রূপ।

জ্ঞানীর জ্ঞান ফল ভক্ত্যাভাসযোগে সিদ্ধ হইলে, তৎফললব্ধ ভূমিকাও সাধু শাস্ত্রে প্রশংসিত স্থান নহে।

যথা ব্রহ্মাণ্ডে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তিহি।
সিদ্ধাব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চহরিণা হতাঃ॥

অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়াবাদীগণ, ও ভগবৎ কর্ত্তৃক বিনষ্ট অসুরগণ বাস করেন। উক্ত সিদ্ধলোক, বহুবিধ চিচ্ছক্তি বিলাসাবাস পরব্যোম ধামের বাহিরে, নির্ব্বিশেষ কৃষ্ণাঙ্গজ্যোতি বিম্বদ্বারা প্রকাশিত চিদ্বিলাস শূন্য স্থান বিশেষ। অসুরগণের প্রাপ্য স্থান জ্ঞানীর ক্লেশলব্ধ স্থানের সমান হওয়ায়, জ্ঞানীর বুদ্ধিকে সুতরাং বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। অতএব আমরা ত্রিপুটীর ও চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যের ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক আত্মবিনাশের নিমিত্ত, জ্ঞানকেই সর্ব্বোত্তম অবলম্বন বলিতে পারিলাম না।

আমরা শ্রীহরিদাসগণের পাদপদ্মাবলম্বী। শ্রীহরিদাসগণ নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীগিরিধর গান্ধর্ব্বিকা সেবাসুখে নিমগ্ন রহিয়াছেন। ভগবৎ প্রেরিত হইয়া তাঁহারা আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের পাদপদ্মের সৌন্দর্য্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া মুমুক্ষু-বুভুক্ষু হইতে দেয় নাই। হরিদাসগণের পাদপদ্ম-পরাগ সমূহ আমাদের মস্তকের ভূষণ স্বরূপে ধৃত হইলেই আমাদের উত্তমাঙ্গের সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধ হইয়া শ্রীরূপের কৃপা লাভ হইবার সম্ভাবনা। অনাদিকাল হইতে ভগবৎ বহির্ম্মুখী মতি শ্রীহরিদাস পাদপদ্ম পরাগ সৌরভে লব্ধশ্রদ্ধ হইয়া ভগবদুন্মুখী হইবার কথা আমরা শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। তাহা তপস্যা যজ্ঞ সন্ন্যাস বেদাধ্যয়ন এবং জল-অগ্নি-সূর্য্যাদি দেবোপাসনা দ্বারা লভ্য হয় না। অন্যত্রেও

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

অর্থাৎ—যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মরজে অভিষেক স্বীকার না করে; সে পর্য্যন্ত মানবের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু। অতএব—

(ভাঃ ১।১৮।১৩)

তুলয়ামলবেনাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং
ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

কর্ম্মী এবং জ্ঞানিগণের ক্লেশ, লভ্য, স্বর্গও মোক্ষকে আমরা হরিদাসগণের সঙ্গের সহিত একটু ক্ষণমাত্র ও তুলনা করি না। বৈষ্ণব সঙ্গের তুল্য মর্ত্ত্যদিগের পক্ষে আর অধিক মঙ্গল লাভ নাই। সুতরাং আমরা কাতর কণ্ঠে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি,—

(ভাঃ ৪।৩০।৩৩

যাবত্তে মায়য়াস্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গস্যান্নোভবেভবে॥

(মুকুন্দমালাস্তোত্রম্ ২৫)

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য ভৃত্য পরিচারক ভৃত্য ভৃত্যভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

ইতি শ্রীগুরবেঽর্পণমস্তু॥

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সকাল বেলা বর দেখবার জন্য কত লোক আসতে লাগলো। মেয়েদের তাড়াতাড়িই খুব বেশী। লক্ষ্মীর বর খুব ভাল হয়েছে, 'ভাল জিনিষ একা একা দেখলে তেমন সুখ হবে না ভেবে, 'দিদি চল, বর দেখে আসি গে,' ব'লে লক্ষ্মীর বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে, ব'লে, সব ডাকাডাকি করে আসছে। হাঁগো, এমন চেহারা তো আর হবে-না, রূপ যেন উছলে পড়ছে। লক্ষ্মীও যেন ধন্য ধন্য করতে লাগলো। বল্লে, অল্প তপস্যার ফলে কি এমন বর মেলে দিদি। কতকাল পরে যে কমলা হরগৌরীর পায়ে ফুল বেলের পাতা দিয়েছে তার আর বলে শেষ নেই। কি মিলনটাই মিলেছে দিদি চেয়ে দেখ।

অপরা। তাই বটে ব'ন যেন হরগৌরী এক জায়গায় হ'য়েছে।

অন্যজনা। আহা! কি, মিলনই মিলেছে, যেন ইন্দ্র শচী এক হয়েছে।

৩য়া। তাই দিদি তাই, যেন রতি মদন। রতি মদন স্বর্গ থেকে নেমে এয়েছেন।

৪র্থ। আঃ বড় মানান মানিয়েছে ব'ন। রূপে সব ঝলমল করছে, বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মী নারায়ণ এসে এক জায়গায় হয়েছে। তার আর কিছু ভুল নেই ব'ন!

৫ম। অল্প তপস্যায় কি এমন বর মেলে দিদি। দেখ দেখ চোক দুটো পানে চেয়ে দেখ? যেন খঞ্জন পাখী দুটো বসে রয়েছে। আর আমাদের দেখ, মিটির মিটির চোক কোটর মাঝে ঢুকে রয়েছে। যেমন তপস্যা তেমনি পেয়েছে।

৬ষ্ঠ। স্বামী নিন্দে করতে নেই দিদি যা হয়েছে সেই ভাল। আমাদের দেখতে পাসনে? নাকটা যেন থাঁদা, আর দেখ দেখি দিদ কেমন নাক, যেন গরুড় পক্ষীর ঠোঁট, দেখেই চক্ষু জুড়োয়।

৭ম। স্বামী নিন্দে অধোগতি, ও সব কথা বলতে নেই ব'ন! আমাদের যেমন তপস্যা তেমনি পেইছি। আমাদের মিনসেকে দেখতে পাসনে মুখখানা যেন কালি মাখান—মেচতে পড়া, আর এই দেখ দেখি ব'ন! মুখ খানার কত শ্রী—ঠোঁট দুখানা যেন কহ্লারী ফুল ফুটে রয়েছে।

৮ম। স্বামী নিন্দে মহাপাপ ও সব কথা বলিসনে দিদি, নরকে যাবি। আমাদের উঁকে দেখতে পাসনে? হাত দুখানা যেন এত টুকু টুকু। আর দেখ দেখি দিদি! হাত দুখানা যেন হাঁটোয় গিয়ে ঠেকেছে, আর কি সুন্দর দেখতে দেখ।

৯ম। তোরা নরকে যাবি স্বামী নিন্দে কি করতে আছে? ভগবান যা দিয়েছেন সেই ভাল। আমাদের মিনসেকে দেখিস নি? পিঠেতে যেন কুঁজো করে বেড়ায়, তা কি হবে? আর দিদি এদের কি উঁচকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, বুকের পাটাখানা যেন এতখানা। দেখে দেখে সুখ হচ্চে দিদি! প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যাচ্চে

মেয়েরা এই রকম কত কথা বলে নিমাইকে দেখে চলে যেতে লাগলো।

কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছেন আগে, কোথায় যেন তার সোনার বউটি। নিমাইকে দেখে যেন কারো মন ভরে না। এদিকে বেলাও পড়ে এল। নিমাই বিয়ে করে বৌ নিয়ে বেরিয়ে গঙ্গাতে আত্মীয়দের সঙ্গে নৌকায় বেলায় বাড়ী এসে পৌঁছলো। বৌ দেখে শচীদেবীর মনে খুব আহ্লাদ হলো, সব এয়োদের সঙ্গে স্ত্রী আচার সেরে খুশী মনে বৌবেটা ঘরে তুলে নিলেন। নিমাই বৌ দেখে আনিলে নিমাই বিয়ে করে এসেছে বলে পাড়ার মেয়েরা সব বৌ দেখতে ছুটলো। বৌ দেখে সকলেরই মনে বড় খুশী। সবাই বলে বেশ বৌ হয়েছে—যেমন নিমাইয়ের রূপ, তেমনি বৌএর রূপ। বড় গিন্নী কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বৌ দেখে বল্লেন, খাসা বৌ! খাসা বৌ। শচী তোর খাসা বৌ হয়েছে। ইনি মনে ভেবেছিলি, ভগবান্ তোকে তাই দিয়েছেন—খাসা টুকটুকে বৌ হয়েছে। বৌ ত নয় যেন লক্ষ্মী, রূপে ঘরখানা আলো করে রয়েছে। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেছে। নিমাই আমার বেঁচে থাক, বৌ বেঁচে থাকুক, আমার বড় মাথার চুল এত পরমায়ু হউক, খাসা বৌ। নিমাই বৌ নিয়ে সুখে ঘর সংসার করুক, কত ছেলের বাপ হোক, আমি দেখে চোখের সার্থক করি। আরও যে সব গিন্নীরা এসেছিল, তারাও অনেক রকম বলে আপন আপন বাড়ী চলে গেল। পাড়ার যে সব বামুন এসেছিলেন তাঁ'দিকে টাকা, কাপড় দিয়ে বিদেয় করলেন। বাজনাদার আর যে সব লোক ছিল তারাও টাকা কাপড় পেয়ে খুশী হয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৭শে শ্রীধর ১৩ই ভাদ্র ২৯শে আগষ্ট ...বার অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৩ অ ৬।১৯ গৌর ...যাদশী দি ৯।৫ শ্রবণা রা ৬।২৮

২৮শে শ্রীধর ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট ...পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ...৮ গৌর চতুর্দশী দি ৯।৬ ধনিষ্ঠা রা ...১

২৯শে শ্রীধর ১৫ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট ...বার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ ...মা চতুর্দশী ৮।৩৮ শতভিষা পদ্মনাভ ...।১ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা সমাপন ...পন। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব

এলবার্ট হলে বিরাট-সভা

শ্রীচৈতন্যের দান

(দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

গত ১৯শে আগষ্ট রবিবার এলবার্ট হলে গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে যে বিরাট জনসভা হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, হিন্দু, মুসলমান, পার্শী প্রভৃতি বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্র সমবেত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব দানের কথা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ (সম্পাদক "গৌড়ীয়") মহাশয়ের নিকট অতি নিস্তব্ধভাবে ও আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ জননেতা পণ্ডিত শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত শ্যামসুন্দর বলেন, শ্রীচৈতন্যের দান—এক কথায় বলিতে গেলে, স্বাধীনতা সম্পত্তি-দান শ্রীচৈতন্যদেবই আপামর সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার সম্পত্তির অনুসন্ধান প্রদান করিয়াছেন। স্বাধীনতা বলিতে স্ব অধীনতা। 'স্ব' শব্দে আত্মা বুঝায়। আত্মা এক অখণ্ড বস্তু। কিন্তু অখণ্ড বস্তুতে পরমাত্মা ও সেই আত্মারূপ দুইটী অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত বিশেষ আছে। এই পরমের অধীনই অণু। অণুর পরমের অধীনে অবস্থানই তাহার পূর্ণ-স্বাধীনতা। জড়ে স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। চৈতন্যদেব সেই স্বাধীনতার পূর্ণতা অতি সহজ করিয়া আপামর সাধারণকে দিলেন। তাঁহার প্রদত্ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায় ও উপেয়ে ভেদ নাই। ইহাই চৈতন্যের দানের বৈশিষ্ট। তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন অস্ত্রের দ্বারা সকলকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রেমই স্বাধীনতার সম্পূর্ণতা। শ্রীচৈতন্য সেই অনর্পিতচর প্রেম প্রদান করিয়া সকলকে পূর্ণতম স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। কালক্রমে সেই স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার হওয়ায় শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা রাম মোহন রায়ের সময়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কোন তথ্য প্রদান করিবার লোকের পর্য্যন্ত একান্ত অসদ্ভাব ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষিত গণ সকলেই তদানীন্তন ধর্ম্মের স্বরূপ দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের বিমল ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন—এমন কি নাসিকা কুঞ্চন করিতে থাকিলেন। এই সময় ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আবির্ভাব হইল। তিনি শিক্ষিত সমাজে বহু গ্রন্থ প্রচার, বক্তৃতা ও স্বীয় আদর্শ জীবনের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের দানের কথা প্রচার করেন। তাঁহারই পরবর্ত্তিকালে তাঁহারই অনুপ্রেরণায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ সকল জীবের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের দানের কথা বলিবার প্রয়াস করিতেছেন।

সভাপতির অভিভাষণ

আপনারা যদি একটা কৈফিয়ৎ চান যে, আমি কেন সভাপতির ভার গ্রহণ ক'রেছি, তবে আমি বলি যে গৌড়ীয় মঠের কাছে আমার একটা আব্দার জানাবার আছে। মঠের যে সমস্ত ধার্ম্মিক লোক জগতের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁ'দিগের নিকট আমার কিছু বলবার আছে। ইঁহাদের পূর্ব্বমহাজন ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর জগতের কল্যাণের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। আমি আজ ইঁ'দের চরণ-প্রান্তে উপনীত হ'য়ে আত্মকল্যাণ লাভের চেষ্টায় আছি। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে বাঙ্গালার যে দুরবস্থার কথা বক্তা বর্ণন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে আবার সেইরূপ সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। তার মীমাংসায় পৌঁছিবার জন্য আমি বাল্যকাল থেকে অনেক চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু তাতে সফলতা লাভ কর্ত্তে পারি নাই। সেদিন আমি একটা সমাজ সংস্কারের দলে সভাপতি হয়ে দেখেছি, লোকে যা মুখে বলে, তা' কার্য্যে পরিণত করে না। তাদের আমি বলি—"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্"। এতকাল এদেশের যা অনুষ্ঠান লোকে মেনে আসছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যে অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে গেছেন, তোমরা সেগুলাকে এমন করে নাড়াচাড়া ক'রো না। যাক্ সে সব কথা বলব না। যদি এদের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা থাকে, তবে দেখা যাবে, কি কি ভাবে বাঙ্গালার উপকার করা যায়। দেশে আজকাল স্বরাজ ও স্বাধীনতার হাওয়া বইছে। লোকে তার জন্য ক্ষেপেছে, এখন স্বরাজ বল্‌তে লোকে যা বুঝেন, আজ তার আলোচনা হ'লে এর দশগুণ লোক জমতো। এই স্বরাজ এবং স্বাধীনতা দেশের সকল শিক্ষিত লোকই সমর্থন করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু সত্যিকার স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন। আমি পঞ্চাশ বৎসর কর্ম্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার চ্যালেঞ্জ কচ্ছি—সব লোকে তাহার প্রতিবাদ করুক্। স্বাধীনতা কাকে বলে? স্ব-অধীনতা। 'স্ব' মানে কি ইন্দ্রিয়, না প্রকৃতি, না বাসনা, না স্বার্থ, না সৃষ্টির প্রাক্কাল থেকে বড় বড় মুণি ঋষিগণ যা খুজে পান নাই, তাইত্ যারা বহিঃক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবার জন্য যুদ্ধ ক'রে চোক, যেমন ক'রে হোক, উঠে পড়ে লেগেছে, মহাপ্রভু তাঁ'দিগের বাস্তব স্বাধীনতার উপায় স্বরূপ বলেছেন—'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। তারা কিন্তু এই 'স্ব' টাকে ভুলে গিয়ে তার জায়গায় একটা মিথ্যা 'স্বাধীনতার' জন্য মেতে আছে। আপনারা বাঙ্গালার প্রকৃত স্বাধীনতা চেয়েন, বাঙ্গালার যিনি জগদ্বিধাতা—বাঙ্গালার যিনি চৈতন্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আজ আপনারা হাটে বাজারে, ক্লাবে, মিটিংএ, বৈঠকে শিক্ষিত সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে আবার বাঙ্গালাকে স্ব + অধীন করুন,—বাঙ্গালাকে কৃতার্থ করুন। আজ আমি এদের কাছে একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম,—স্বাধীনতার অর্থ—ভগবানের দাসত্ব। যারা বড় স্বাধীন, পৃথিবীতে যারা মানুষ, তারা বড় বড় দাস। তাই বলি, ওহে সাম্যবাদী! আজ যে তুমি সবকে এক করতে চাও, তুমি যে চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, শূদ্র ভেদজ্ঞান কর না, তুমি কি এই স্বাধীনতার অর্থ জান? 'স্বাধীনতা' অর্থে—দাস্য, কার দাস্য—ভগবদ্দাস্য।

যং লব্ধা চাপরং লাভং
মন্যতে নাধিকং ততঃ॥
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন
গুরুণাপি বিচাল্যতে -

খণ্ড খণ্ড ভাবে খুঁজিয়া পূর্ণজ্ঞানলাভ হয় না। আমি যেমন বিচার নিয়ে স্বাধীনতা খুঁজেছি—যেমন ব্রাহ্মপথে গিয়ে স্বাধীনতা খুজেছি, তাতে সত্যিকার পথ পাই নাই। যাঁরা বিদ্বান্—মহা মহা পণ্ডিত, তাঁরাও বলেছেন—আমরা কি পরাধীনতার কার্য্যই না ক'রে গেলাম। ডারউইন বলেছেন—ব্রেজিলের কাঠ কেটে—পাখী পোকার ডানা কেটে আমি জগৎকে কি শিখালাম? বানরের কোথা থেকে দয়া জ্ঞান এলো বুঝতে পারলাম না। এ সব কিছু বোঝাতেও না পেরে বাইবেল বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন—রয়েল বুক অফ দি জেনস্ 'শ্রেয় আর প্রেয় দুইটি পথ' প্রেয়কে ত্যাগ ক'রে শ্রেয়কে অবলম্বন করতে হবে, সেইটাই স্বাধীনতা।

মহাপ্রভু যে লীলা দেখিয়ে গিয়েছেন, ওরকম জীবন জগতে কেউ কখনও দেখায় নাই, ঐ রকম জীবন আপনার ভাষায় বলতে গেলে যে, মানুষ পাগল হয়। একটা জিনিষের জন্য—যা স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, অর্থ নয়, মহাপ্রভু নীলাচলের পথে "হা নাথ!" "হা গোপীজনবল্লভ।" ব'লে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন, মুখঘর্ষণ করে যেন কম্প-পুলকাবিষ্ট হয়েছিলেন? কি জন্য মহাপ্রভু জলে ঝাপ দিয়ে পড়েছিলেন? গদাধরের পাদপদ্ম দেখে সেই বালক কি কাঁদছিলেন? ওগো রিসার্চ-স্কলার আজ রিসার্চ কর, তোমাদের 'ব্রেণ' হইতে কি একবার বলিয়া দেয় না যে, ঐ বালক গদাধরের কাছ থেকে কি নিয়ে এল? মহাপ্রভুর কি প্রচণ্ড শক্তিটাই দেখা যায়! মুসলমান শাসন-

হ'য়ে উন্মত্ত হ'য়ে গেল যার জন্য। আমরা কি মহাপ্রভুর সেই চিত্র একবার চিন্তা করি? সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবনের দিকে ছুটলেন, এমন ভুলে গেলেন যে, নিত্যানন্দ পথ ভুলিয়ে তাঁকে শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে নিয়ে গেলেন। বাঙ্গালি! তুমি কিরূপ স্বাধীনতা চেয়েছ। তুমি মহাপ্রভুর কথা জান না, তুমি কি মুমুক্ষু? তোমার কি দণ্ড আছে, যাক সে কথা। এখন দোষ দেখালে কিছু হবে না, সমালোচনা করলে কিছু হবে না, আজ দেশের এরূপ অবস্থা না হ'লে আমরা গৌড়ীয় মঠকে জগতে দেখতে পেতুম না, এরূপ প্রকৃত স্বাধীনতামন্ত্রে আজ জগৎ দীক্ষিত হ'তে পারত না। মহাপ্রভু নাম এনেছেন, পণ্ডিত সাধুভাবে বল্লেন—আমি মূর্খ হ'য়ে আমার কথায় বলছি যে, নাম এনেছেন। ঐ যে, যে যে সামনে পড়ছে, তাঁকেই বলছেন,—"কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল।" তিনি আমার মত অভাজনকে নাম-প্রেম দিয়েছেন। কন্‌ষ্টিটিউশন্যাল ইতিহাস সব উড়িয়ে দিয়ে বললেন—কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ বল—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥" অজ্ঞানে সজ্ঞানে, অনির্মল, সুনির্মল ভাবে বল। যে কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা—যে কৃষ্ণ জগতে অপ্রকাশ হ'য়ে থাকলে, ঐ নাম ছাড়া আর কিছুই নাই। নাম করতে করতে হরিদাস প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, প্রলোভন তাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারে নি। নামই সব, যাঁকে দেখতে পাই না, তাঁকে কেবল ডাকা ছাড়া আর কিছুতেই পাবার উপায় নেই। আজ গৌড়ীয় মঠ এ কথা জগৎকে জানাতে উদ্যত হয়েছেন, আজ সকলে গৌড়ীয় মঠের পদপ্রান্তে আর্ত্ত সহকারে উপস্থিত হও। আজ আমি কাতরভাবে—দীনভাবে বলছি—আপনারা আমায় শাস্তি দেন—যাতে চৈতন্য প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে পারি।

নানা কথা

নাজিরখানার চুরি

চুয়াডাঙ্গা দেওয়ানী আদালতের নাজিরখানায় গত ২০শে আগষ্ট রাত্রিতে চুরি হইয়া গিয়াছে। নাজিরখানা ট্রেজারী হইতে প্রায় ৮০ গজ এবং পুলিস ইনস্পেক্টারের অফিস ও বাসা হইতে প্রায় ১০০ গজ দূরে চোর বা চোরের দল ঘর ভাঙ্গিয়া একটা বাক্স লইয়া যায়। বাক্সটা ভাঙ্গা অবস্থায় পুলিস ইনস্পেক্টারের বাসার নিকট পাওয়া গিয়াছে। এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই।

কৃষ্ণনগরের স্বাস্থ্য

এতদিন এখানকার স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এক্ষণে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয় এখানকার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

হায়দ্রাবাদ ধর্ম্মঘটের অবসান

হায়দ্রাবাদের জায়গীরদার মিঃ রামচন্দ্র বামন নায়ক, সিটি-পুলিশের কমিশনার মিঃ বেঙ্কটরাম রেড্ডী এবং সেকেন্দ্রাবাদের সহকারী কমিশনার মিঃ আজিম সুলতানের মধ্যস্থতায় নিজামের রেলের সকল বিভাগের ধর্ম্মঘটিগণ, 'তাহাদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত এবং এইগুলির প্রতিকার করা হইবে', মিঃ নায়কের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া গত ২৩শে আগষ্ট কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ ভেজিটেবল ঘি

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ভেজিটেবল প্রোডাক্ট সম্বন্ধে এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, উহা অধিকাংশই হল্যাণ্ড হইতে আমদানী হইয়া থাকে। উহা অতি সস্তা তৈল এবং তিমি প্রভৃতি মাছের তৈলের সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয়। নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া বিউটারিক-এক্সট্রাক্ট নামক পদার্থের সাহায্যে অনেকটা ঘৃতের গন্ধের মত করিয়া দেওয়া হয়। নিকেল প্রভৃতি ধাতুর সংযোগে অতিশয় জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট-কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহার মধ্যে যে চর্ব্বি মিশ্রিত থাকে তাহা সূক্ষ্মতম রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও ধরা কঠিন। পরন্তু এই ভেজিটেবল প্রডাক্টে যে কোন প্রকার তৈল এবং যে কোন প্রকার চর্ব্বি মিশ্রিত থাকিতে পারে। ইহাতে শরীর পোষণ উপযোগী 'এ' কিংবা 'ডি' ভাইটামিন নাই সুতরাং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ সুবিধাজনক নহে।

সাইকেলে দার্জ্জিলিং যাত্রার পথে কৃষ্ণনগর

গত ২৫শে আগষ্ট বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রমুখ পাঁচজন যুবক ডায়মণ্ড-হারবার হইতে দার্জ্জিলিংএর পথে এই স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। বর্ষাকালে সাইকেলে যাওয়ার কথায় তাঁহারা বলেন যে বর্ষায় সাইকেলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা যায় কিনা ও বিশেষ করিয়া পল্লীগ্রামের অবস্থা দেখিবার জন্য তাঁহারা বাহির হইয়াছেন। মেহেরপুরের পথে তাঁহারা গিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

সদস্যের অধিকার সম্বন্ধে বাক্ বিতণ্ডা

গত শনিবারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক জন সদস্যের নামে বিজ্ঞাপিত সংশোধন প্রস্তাব অপর সদস্যের উপস্থাপিত করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা লইয়া সভাপতির সহিত মুসলমান সদস্যদের বেশ বাদানুবাদ হয়। গত শনিবারে শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের যে সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার কথা ছিল, তাঁহার অনুপস্থিতিতে খাঁ বাহাদুর আজিজলহককে সভাপতি উক্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার অনুমতি দিয়া পরে তাহা এই অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেন যে, উক্ত সদস্য তাঁহার বিশেষ অধিকারের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন। খাঁ বাহাদুর সভাপতির এই ব্যবহারের প্রতিবাদ স্বরূপ তেজোগর্ব্ব স্বরে বলেন যে প্রজাপক্ষ সমর্থন করা যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তাহা হইলে তিনি অপরাধী। একটা সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার নোটীশ দিয়া অবশেষে পশ্চাদ্‌পদ হওয়াটা স্বরাজ্য দলের পক্ষে সরলতার পরিচায়ক কি না, মৌলবী ফজলুল হক্ সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইহার মধ্যে রহস্য আছে।

শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎস্বরূপ বলেন যে দলের মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহারা কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন নাই। ব্যক্তিগত ভাবে হয় ত তাঁহারা সে মীমাংসার পক্ষপাতী নহেন। শ্রীযুক্ত প্রজা প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেন, [illegible] এই [illegible] এই কথায় আলোচনা ভিন্ন দিকে [illegible] যায়, এবং খাঁ বাহাদুর যাহাতে [illegible] আক্রমণ না করেন, সে জন্য [illegible] হুসিয়ার করিয়া [illegible] জমী হস্তান্তরের সময় [illegible] ১০ টাকা অথবা জমীর খাজনার [illegible] গুণ সেলামী দিতে হইবে ঠিক হওয়ায় এইরূপ আগ্রমরী তর্কাতর্ক হয়।

পারস্যে প্রবল ভূমিকম্প

তেহরাণের ২৩শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য রাত্রি ১০টার সময় পারস্যের ৩টী বিভিন্ন জেলায় বিষম ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। শাপুরে ১০টী লোক মারা গিয়াছে, এবং কতকগুলি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কংগ্রেস কমিটী

প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার জন্য গত ২৫শে আগষ্ট অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কাজ আরম্ভ হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী ডাঃ বি, সি, রায় গত সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী ডাঃ বি, সি রায় বলেন, ২০টা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মধ্যে ১৬টা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছে। বেরার, দিল্লী, গুজরাট ও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটী শ্রীযুত বল্লভভাই পেটেলকে এই পদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছে। মহারাষ্ট্রে মিঃ কেলকারকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে। আজমীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কাহাকেও নির্ব্বাচিত করে নাই, অতঃপর শ্রীযুত ললিতমোহন দাস প্রচলিত প্রথানুসারে কংগ্রেসের ত্রিচত্বারিংশৎ অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েন।

কমিটী গঠন

অতঃপর রাজনৈতিক কমিটী ও প্রদর্শনী কমিটী নামক ২টি কমিটী গঠিত হয়। প্রত্যেক কমিটীতে ১৮ জন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ২০ জন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

কমিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট

তারপর শ্রীযুত সেন গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভ্যর্থনা কমিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট করা হয়।

অপমৃত্যু

গত সপ্তাহে কৃষ্ণনগরের সহরের ভিতর বাগদীপাড়ায় একটী বালক রাত্রে শিয়া [illegible] হইতেছিল। [illegible] ঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

ভক্তিপথ

ভক্তিপথটী যেমন সহজ সরল, [ত]খনি আবার বড়ই বিঘ্ন-সঙ্কুল। পণ্ডিতেরা [ব]লেন, ভক্তিপথটী যেন তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের [ধা]র, অত্যন্ত দুর্গম, একটু এদিক ওদিক [হই]লেই সর্ব্বনাশ, অত্যন্ত সন্তর্পণে চলিতে [হয়]। যে সে লোকের কথা শুনিয়া এই [প]থে চলিতে গেলে পদে পদেই বিপদ। [এ]ই পথে চলিতে চলিতে পথিকের সম্মুখে [না]না রকম বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত [হ]ইতে পারে এবং সেই সকল বাধাবিঘ্ন [উত্ত]ীর্ণ হইয়া কেমন করিয়া গন্তব্যস্থানাভি[মু]খে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা যিনি ভাল[রূ]প জানেন, তাঁহার আনুগত্যেই এই [প]থে চলা আবশ্যক। অর্থাৎ সদ্‌গুরুর [ঐকা]ন্ত আনুগত্য ব্যতীত ভক্তিপথে আদৌ [অ]গ্রসর হওয়া যায় না।

অনেকে সদ্‌গুরুর অপেক্ষা না রাখিয়া [নি]জের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও [বি]প্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয়-যুক্ত বুদ্ধিকে [মা]ত্র সম্বল করিয়াই ভক্তিমার্গে অগ্রসর [হ]বার স্পর্দ্ধা করেন। কিন্তু তাঁহারা সমস্ত [জী]বন অনুষ্ঠান করিয়াও অনর্থের আক্রমণ [হ]ইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন না। [প]রে অনর্থের দাস হইয়া ভগবৎ-কৃপা [হ]ইতে চিরতরেই বঞ্চিত হন। কেহ [কে]হ আবার ভক্তিপথ বিঘ্নসঙ্কুল জানিয়া [সে]ই পথ একেবারেই ছাড়িয়া তাঁহার [অ]ধিকারানুযায়ী কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি [অ]পথ অবলম্বন করেন। তাহাতেও [অ]নেক ক্লেশ সহ্য করিয়া হয়ত ভুক্তি, [মু]ক্তি, সিদ্ধি কিছু লাভ করেন বটে, কিন্তু [আ]ত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু লভ্য পান [না]। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে [এ]কমাত্র ভক্তিপথই অবলম্বন করিতে [হ]ইবে, ভক্তিপথে বিঘ্ন আছে বলিয়া ভীত [হ]ইলে চলিবে না। গুরুপাদাশ্রয় করিয়া [গু]রুদেবের নির্দ্দেশ মত চলিলে পথিক [সম]স্ত বিঘ্নরাশির মস্তক পদদলিত করিয়া [অ]চিরেই গন্তব্যস্থানে উপনীত হইতে [পা]রেন। সুতরাং একমাত্র কার্য্য হই[তে]ছে—আদৌ গুরুপাদাশ্রয়।

ঘরে বসিয়া রসিয়া নিজের খেয়াল মত [য]খন খুসী ক্রন্দন করিয়া ভগবানকে লক্ষ [ল]ক্ষ জন্ম ধরিয়া ডাকিলেও, অভিনয় [ক]রিলেও সে ডাক ভগবানের নিকট পৌছিবে না। নিষ্কপট, সরল প্রাণে একমাত্র ভগবদ্ভক্তগণের, অভিপ্রায়,

পবিত্র ও সেবাবুদ্ধি সহকারে গুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গুরুদেবের নিকট অকপট আর্ত্তি সহকারে ভগবৎ-কৃপা-প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে গুরুদেব শিষ্যের সরলতায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই আর্ত্তি ভগবৎ পাদপদ্মে নিবেদন করেন এবং শিষ্য-প্রতি ভগবৎ কৃপা যাচ্ঞা করেন। গুরুদেবের আবেদনে দয়ানিধি ভগবান্ শ্রীহরি তখন সেই ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুসেবায় নিত্য-কাল রত থাকিবার চিদ্বল প্রদান করেন।

শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা-বল ব্যতীত শ্রীভগবানের দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিতে পারে, এমন শক্তি চিৎকণ জীবের আদৌ নাই। জীব নিজ চেষ্টা বলে তাঁহার স্থূল দেহগত ইন্দ্রিয়বর্গের বৃত্তিকে দুই দশ বৎসর শুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদেহগত ইন্দ্রিয়কে সংযত করার সামর্থ্য তাঁহার নাই। যদিও বা অতিকষ্টে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি দ্বারা কিছু সংযত করেন, সে সংযম নিমেষ মধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায়। বিশ্বামিত্র, সৌভরি প্রভৃতি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং নিজেদের যত প্রকার বাহাদুরী আছে, তাহা সমস্তই ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ভরসা করিয়া তাঁহার আনুগত্যে শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ শরণাগতি প্রার্থনা জ্ঞাপন করা ভিন্ন দুর্ব্বল জীবের আর অন্য গতি নাই :—

হরিহে—

প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি চরণে শরণ
তোমায় করিনু সার॥
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময় আমিত' কাঙ্গাল
অহৈতুকী কৃপা চাই॥
বাক্য মনোবেগ ক্রোধজিহ্বা বেগ
উদর উপস্থ বেগ।
মিলিয়া এসব সংসারে ভাসায়ে
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
অনেক যতনে সে সব দমনে
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ ডাকি তব নাম
এখন ভরসা তুমি॥
আমারে তারিতে কাহারো শকতি
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর ঘোষণা তোমার
অধম পামরে ত্রাহি॥

মহামহোৎসব

'উৎসব' অর্থে—আনন্দ, আনন্দ-জনক অনুষ্ঠান। জগতের লোক সকলেই চাহে উৎসব, উৎসব চাহে না, এমন লোক জগতে একটীও নাই। তথাপি যে তাহাদের নিরুৎসব, তাহা কেবল তাহাদের চাওয়ারই দোষে। জীবের স্বরূপ যে উৎসব চায়, বিরূপ সে উৎসব তাহাকে পাইতে না দিয়া উৎসবের ছায় দেখিতে নিরুৎসব দিয়াই বঞ্চনা করে—অশান্তির সাগরে ডুবাইয়া দেয়। স্বরূপ-ভোলা জীব যে উৎসবে মাতিয়া থাকিব বলিয়া বড় আশা বুকে বাঁধে, বিরূপ তাহার সে আশার মুখে ছাই দিয়া তাহার হৃদয়খানি একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়। আজ যে পুত্র কন্যার জন্মযাত্রাদি উৎসবে পিতামাতা আত্মহারা, কাল আবার সেই পুত্রকন্যারই মৃত্যুতে তাঁহারা একেবারেই জীবন্তে মরা, আজ যে স্ত্রী বা যে স্বামী পরস্পরের মিলন-জনিত আনন্দে বিহ্বল, কাল আবার তাঁহারাই একে অন্যের বিরহে ব্যাকুল অথবা চিরবিয়োগে শোকাকুল। আজ ধনসম্পৎ লাভে যে ধনীর আনন্দ আর ধরে না, কাল সেই ধনসম্পদের নাশে তাহার বিষম যাতনা। এইরূপে দুর্ভাগা জীব যে জগৎকে তাহার উৎসবের ভূমিকা স্থির করিতে যায়, যে সকল জাগতিক বস্তুকে তাহার উৎসবের উপকরণ করিয়া লয়, সে সকলই তাহাকে এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায় যে, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতেই তাঁহার জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। হইবেই বা না কেন, জগৎটাই যে দুঃখের আগার—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগার—কারাগারে কি আর সুখ বলিয়া কিছু আছে? সুখ বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা যে কেবল ভাবি দুঃখেরই পূর্ব্বাভাস—জীব যে তাহা বুঝিতে পারে না, তাই না তাহার এত দুর্গতি? মৃগ যেমন ব্যাধের বংশীরবে মুগ্ধ হইয়া শেষে বাগুরাবদ্ধ হইয়াই প্রাণত্যাগ করে, মায়ামৃগ মায়ামুগ্ধ জীবের দশাও সেইরূপ হয়। জীব কখনও জড় ব্রহ্মাণ্ডগত নশ্বর প্রাকৃত ফলকামনা-পর হইয়া যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, তীর্থস্নান, তপ, জপ, ব্রত, হোমাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম, কখনও অণিমা, লঘিমাদি প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া ধ্যান, ধারণা, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগধর্ম্ম, কখনও নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর হইয়া জ্ঞানকাণ্ড, কখনও বা নিরীশ্বর নাস্তিক্য মতবাদ সমূহের কোলাহলে প্রমত্ত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই আবাহন করিয়া থাকে।

আবার কখনও বা একেবারে পাপকর্ম্ম-প্রবৃত্ত হইয়া নরকগতিই লাভ করে। জীব যে ভ্রমে পড়িয়া আজ কৃষ্ণের উৎসব বা আনন্দ লাভের আশায় আত্ম-বঞ্চিত—নিত্য উৎসব বা নিত্যানন্দ লাভের পরিবর্ত্তে নিত্য নিরানন্দ সাগরে নিমজ্জিত, আজ করুণার বারিধি শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৯।২৩) জীবকুলকে সেই ভ্রম হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গাহিতেছেন—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐ শ্লোকের পদ্যানুবাদে লিখিতেছেন—

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥

পরদুঃখদুঃখী দয়াল ঠাকুর বৃন্দাবনের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তগণও দুর্দ্দশা-গ্রস্ত কালজীব আমাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া আজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—হে জীব, তোমরা জড়রসে প্রমত্ত থাকিয়া আর নিজ নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিও না, যে উৎসবের পরিণাম কেবল নিরানন্দ, তাহাতে আর মাতিও না, কৃষ্ণভক্ত-সজ্জারামে আসিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মহোৎসবানন্দে মাতিয়া যাও, প্রাকৃত নশ্বর কালক্ষোভ্য বস্তু তোমাদিগকে কি আনন্দ বলিয়া কিছু দিতে পারে? যে বস্তু যাহাতে আদৌ নাই, সে বস্তু তাহা হইতে কেমন করিয়া মিলিবে? কৃষ্ণ নিখিল রসামৃত-সিন্ধু—আনন্দ কেবল তাঁহাতেই বর্ত্তমান। তাঁহার নাম রূপ গুণ পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা সকলই তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং আনন্দময়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন। সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই তৎ সমস্ত লভ্য, বরং তৎকালে যাহা অলভ্য ছিল, সেই অত্যন্ত দুর্লভ ব্রজরস পর্য্যন্তও এখন নাম-সংকীর্ত্তন হইতে সুলভ। সুতরাং তোমরা কর্ম্মজ্ঞান যোগাদির কোলাহলে আর প্রমত্ত না হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে মাতিয়া যাও—সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবে মত্ত হইয়া হও, নিত্যানন্দ লাভ করিবে। ঐ শুন, ঠাকুর বৃন্দাবন আবার গাহিতেছেন—

'পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খারে।
কৃষ্ণমহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তি-দান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান॥

অপাত্মর হেন পাপী যে হৈল মোচন।
কোন্ ছার ছাড় লোক তাহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণনাম মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা চাহি, নৃত্যগীতে করয়ে মঙ্গল॥

এস কৃষ্ণ, আর বিলম্বে কাজ নাই, বহুদিন তোমাদের বৃথা চলিয়া গিয়াছে, এস বঙ্গবাসী, এস ভারতবাসী, এস বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে যেখানে আছ, ছুটে এস, গৌড়ীয় মঠ আজ তোমাদিগকে তোমাদেরই নিত্যোৎসব—নিত্য সেবা সর্ব্ব-মঙ্গলাবতার অপার সংসার-সমুদ্র-সেতু-স্বরূপ শ্রীশ্রীমদ্ ভাগবত-প্রকট-মহামহোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সবল দুর্ব্বল তোমরা সকলেই এ মহোৎসবে যোগ দিতে পার, এখানে আর কাহারও দ্বার মানা নাই। তবে উচ্চ, ধনী, পণ্ডিত, সবল,—তোমরা একবার তোমাদের কুল ধনাদির অভিমান ছাড়িয়া দাও, নীচ, দরিদ্র, মূর্খ, দুর্ব্বল,—তোমরাও তোমাদের আত্মকৃত বিপাক-স্বরূপ দুঃখকে, ভগবানেরই কৃপা মনে করিয়া শোকাদিতে আর অভিভূত হইও না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর তোমাদিগকেই আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥

অনুক্ষণ কীর্ত্তন-মহোৎসবই কলিহত জীবের নিত্য ও পরমধর্ম্ম। কীর্ত্তন ব্যতীত চেতনের ধর্ম্ম আর কিছু হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যাঁহারা এই কীর্ত্তন-মহোৎসব প্রচার করেন, তাঁহারাই ভূরিদা (ভাঃ ১০।৩১।৯)। সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাবদান্য। কীর্ত্তন-প্রচারকগণই বাস্তবিক হৃদয়বান। কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসব স্থগিত রাখিয়া যাঁহারা জীবগণকে ইতর উৎসবে প্রমত্ত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা জীবের পরম শত্রু। কীর্ত্তন-প্রচার বন্ধ রাখিয়া যাঁহারা ইতর উপায়াবলম্বনে জীবের কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন, তাঁহারা জীবকে হিংসাই করিয়া থাকেন, সুতরাং পরোপকারী হইবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা পরের ঘোর অনিষ্টকারী। কিন্তু গৌড়ীয়মঠের চেষ্টা অনুক্ষণ কীর্ত্তন-প্রচার দ্বারা জগতের অন্যান্য যাবতীয় হরিবিমুখিনী চেষ্টা স্থগিত করাইয়া প্রত্যেককে অনুক্ষণ হরিকার্য্যে—হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত করা। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাহার যাহা কিছু আছে, তাহার সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে অর্পণ করাইবার জন্যই গৌড়ীয়মঠের আজ এই বিরাট কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান ও সার্ব্বকালিক হরিকথা প্রচারের বিপুল আয়োজন। কৃষ্ণ ও তাঁহাকে তোমা করিবার দুর্ব্বুদ্ধি কৃষ্ণ বিমুখ জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। ইহাদের ভোগবাসনার মূল অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়া, ইহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য গুরুভক্তগণ অহর্নিশ ব্যস্ত। গৌড়ীয়মঠ চাহেন—দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে কীর্ত্তন-মহামহোৎসব প্রচারিত হউক—সমস্ত জগৎ প্রেম-মহাসংকীর্ত্তন-বন্যায় ভাসিয়া যাউক, শঙ্খ ঘণ্টা খোল করতালের সুমধুর ধ্বনিসহ কৃষ্ণকীর্ত্তনের উচ্চরোল দিগ্ দিগন্ত ভেদ করিয়া ধ্বনিত হউক, সেই ধ্বনি গ্রাম্য কোলাহলে বধির জীব-কর্ণকুহরে গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া জীবের সমুদয় কপটতা বিনষ্ট করুক, কীর্ত্তনবিমুখ জীবও কীর্ত্তনোন্মত্ত হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করুক, কীর্ত্তনোন্মত্ত জীবের পদভরে বসুন্ধরা ধন্যা হউক, তাঁহার বাহুযুগল অন্তরীক্ষের অশুভ বিনাশ করুক। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই এই মহা-সঙ্কীর্ত্তনের পিতা, তিনিই প্রেম-বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া জীবের পাপ-বাসনারও মূল যে অবিদ্যাবীজ, তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু গাহিয়াছেন—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবন॥

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৮শে শ্রীধর ১৪ই ভাদ্র ৩০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৪৩ অ ৬।১৮ গৌর চতুর্দ্দশী দি ৯।৬ ধনিষ্ঠা রা ৬।২৯

২৯শে শ্রীধর ১৫ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ পূর্ণিমা চক্রী দি ৮।৩৮ শতভিষা পদ্মনাভ রা ৭।১ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা মহোৎসব সমাপন। **শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

১লা হৃষীকেশ ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ কৃষ্ণপ্রতিপদ দি ৭।৫২ পূর্ব্বভাদ্র রা ৬।৩৬।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১১ই ভাদ্র সোমবার শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা দিবস হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় মাসাধিককালব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত-প্রকটোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। গত রবিবার অধিবাস-মহোৎসবোপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ-পাঠান্তে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটোৎসবের তাৎপর্য্য ও গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বলেন—"গত ৩টী রবিবারে বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় অ্যালবার্ট হলে 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে যে তিনটী ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেই বক্তৃতার বিষয় এই মাসাধিককাল-ব্যাপী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ-পাঠ ও বিশেষ বিশেষ সভার অধিবেশনে বক্তৃতা-মুখে আরও বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করা হইবে। শ্রোতৃবৃন্দ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এই একটী মাসকালও প্রত্যহ সন্ধ্যার কিছু সময় আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া ভিক্ষা দিবেন বলিয়া আশা করি।"

গত সোমবার উৎসবারম্ভ দিবস শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ৯ম পরিচ্ছেদের শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেবের মহা-বদান্যলীলার একটী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া বলেন—জীবের সাময়িক অভাব-মোচন 'পরোপকার' শব্দ বাচ্য নহে, কিন্তু তাহার অনাদিকালের অভাব কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া তাহাকে শুদ্ধভক্ত্যুন্মুখী করাই যথার্থ পরোপকার। নিজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ভগবৎসেবার জন্য যে ভক্তি, তাহার নামই শুদ্ধভক্তি—তাহাই শ্রীচৈতন্যের দান।

মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান—শুদ্ধভক্তি-কথা জগজ্জীবের নিকট জানাইবার জন্যই আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরাট আয়োজন। গৌড়ীয়মঠ কাহাকেও বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু হইবার প্রশ্রয় দিয়া শ্রীচৈতন্যের দানগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন না, কিন্তু যুক্তবৈরাগ্যাবলম্বনে অনাসক্তচিত্তে যথাযোগ্য বিষয় শ্রীভগবৎ-প্রসাদরূপে স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা হইতেই বলিতেছেন। গৌড়ীয়মঠ "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বিচারানুসারে সকলকে আত্মীয়-জ্ঞানে কৃষ্ণেতরসেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের দান গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধে বর্ণিত আছে, শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীল ব্যাসদেব ভাদ্র পূর্ণিমাতিথিতেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ-কার্য্য সমাপন করেন অর্থাৎ ঐ তিথিতেই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রাপঞ্চিক পূর্ণ প্রাকট্য। আবার ঠিক ঐ সময়েই ভগবদভিন্ন মহাভাগবতাভিন্ন ভক্ত ভাগবত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথি। ভাদ্র মাস কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারে অশুভ বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভাগবত-গণের বিচারে পরম-পুণ্যমাস। যেহেতু এই ভাদ্রমাসেই ভাগবতের প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, এই ভাদ্রমাসেই নিখিল জীবের রক্ষক কৃষ্ণের মিলনকারী, কৃষ্ণের সন্ধান প্রদানকারী, সন্ধিনী শক্তির ঈশ্বর কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব অবতীর্ণ, এই ভাদ্র মাসেই পূর্ণশক্তিমদ্বিগ্রহের পূর্ণ শক্তিস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর আবির্ভাব, এই ভাদ্র মাসেই শ্রীমতী রাধারাণীর কায়ব্যূহস্বরূপা অষ্টসখী প্রধানা শ্রীললিতা দেবীর আবির্ভাব, এই ভাদ্র মাসেই নিখিল জীবের প্রভু শ্রীল জীবপ্রভু অবতীর্ণ, আবার এই ভাদ্র মাসেই বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদপ্রভুর আবির্ভাব, সুতরাং এই পুণ্য অবসরে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ ভাগবতগণের ভাগবত-প্রকটোৎসবের বিপুল আয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ, শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার—অপার সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র সেতু-স্বরূপ। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ ভগবানের অঙ্গ স্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার পাদ-যুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ইঁহার উরুদ্বয়, পঞ্চম—নাভিপ্রদেশ, ষষ্ঠ—বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম—ভুজদ্বয়, নবম ইঁহার কণ্ঠ-প্রদেশ, দশম—শ্রীমুখারবিন্দ, একাদশ—ললাট-প্রদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ ইঁহার শিরোদেশ। শ্রীভগবান্ গৌরনিত্যানন্দ গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে সূর্য্য-চন্দ্রস্বরূপে উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে অবিদ্যা-তমোধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া সেই শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে শ্রীভগবদ্ভক্তি দুই ভাগবত-বিগ্রহ প্রকট করাইয়াছেন।

দুই ভাই হৃদয়ের কালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান্ সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥

শ্রীভগবান্ গৌরনিত্যানন্দ [illegible] জীবগণকে ভক্তিতে দা- করিয়া, জীবের প্রেমবন্যা বহাইয়াছেন [illegible]

[illegible] মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের [illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রাতঃকালীন মঙ্গল আরতি, কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথা ও ইষ্টগোষ্ঠী, পূর্ব্বাহ্নে নামকীর্ত্তন, অপরাহ্নে ভক্তিকথা ও সদাচার-শিক্ষা, সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত পাঠ ও হরিকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতা নগরবাসী ও দূরদেশাগত বহুভক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিতেছেন। যাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ স্ব-স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতে হয় তাঁহাদিগকেও একমাসকাল নিয়মিত ভাবে পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণাদির সুযোগ দেওয়া হইতেছে। বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞবৃন্দ এমন সুযোগ হারাইবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অর্থলোভী কুহক পাঠক কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে কখনও হরিকথা কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের ভক্তগণ-সঙ্গে আদৌ সেবা-বৃত্তি নাই, যাহা কিছু হাব ভাব তাহারা দেখায়, তাহা সমস্তই ব্যবসায়ের খাতিরে। যেখানে বেশী পয়সা, সেখানে তাহাদের পাঠ-কীর্ত্তনে বড়ই আনন্দ দেখা যায়, মুহুর্মুহুঃ স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারাদিরও লক্ষিত হয়, যেখানে পয়সা কম, সেখানে তাহাদের কেবল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি অর্থাৎ কখন নির্দ্দিষ্ট সময়টি উত্তীর্ণ হয়, ইহার প্রতিই লক্ষ্য, তখন চোখে লঙ্কা বাটিয়া দিলেও বোধ হয় এক ফোঁটা অশ্রু দেখা যায় না। এ সকল ভক্তের মুখে কখনও হরিকথা শুনিতে নাই। শাস্ত্র বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

অর্থাৎ 'হরিকথা অমৃত হইলেও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত কথা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় প্রাণবিনাশী। অন্যাভিলাষিতা, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি বাঞ্ছাশূন্য ভক্তি-অনুকূল কার্য্য স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলনকারী শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথাই সাদরে শ্রোতব্য।

গত মঙ্গলবার (২৮শে আগষ্ট) সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ভবানীপুর গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর অর্চ্চনোপলক্ষ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ একটী বিশেষ প্রভাত অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ এবং অন্যান্য কতিপয় বক্তা বক্তৃতা করিয়াছেন। ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আগে ও অন্তে অনুচিত কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

দিক্‌ ভ্রম

ছেলে বেলায় "বাল্যশিক্ষা" গ্রন্থে বাল্যকালের শিক্ষার প্রথম অংশটা দিকের কথা জানিতে হইত। পণ্ডিত মহাশয় হাতে খড়ি লইয়া ক্লাসে ভিত্তির সহায় করিয়া পড়াইতেন এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যখন দিক্‌গুলির পরিচয় দিয়া দিতেন, সে দৃশ্য আজও চেষ্টা করিলে মনে পড়ে। শনিবারের পুরাতন পাঠের দিনে যখন দিক্ নির্ণয় ভুল করিয়া বসিতাম এবং তৎকালে পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তস্থিত 'শ্যামচাঁদের' পৃষ্ঠদেশে পতন হইত, সে কথা কোনও ক্রমে ভুলিতে পারি নাই।

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। তখন বালক ছিলাম আর এখন বালকের পিতার বয়স হইয়াছে। ছেলে বেলার ভুল এখন আর আছে কি? কোন ক্রমেই না। এখন বেশ করে গম্ভীর ভাব করে শত বালককে সহস্র সহস্র বার দশটা দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া মানুষ করিয়া দিতে পারি। এখন আর বাল্য শিক্ষা পড়িতে হয় না। এখন আমার আর সে দিন নাই।

জীবন-স্রোতের মধ্যাহ্নে এখন দুনিয়াটা বেশ ভাল বলিয়া মনে হইতেছে। সুখের আগার স্বপ্নের সন্ধানে নিত্য নব উদ্যমে কত না আশা ভরসা লইয়া ঘুরিতেছি। মাঝে মাঝে দুঃখ আসিয়া সুখপথে বাধা দিলেও গ্রাহ্য করিতেছি না। দিনগুলি বেশ কাটিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু আজ একটা ধাক্কা লাগিয়া আমি দমিয়া গিয়াছি।

স্থান পুরী। কাল সন্ধ্যা। আজ কয়েকদিন হইল দুই বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিনের আশা ফলবতী করিবার জন্য সকালের ট্রেণে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছি। ষ্টেসনের দিকে কোনও এক পরিচিত বন্ধুর বাসায় উঠিয়াছি। বেলা ১০ টায় শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া মহাপ্রসাদাদি পাইয়া স্নানমণ্ডপের নিকট বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলাম। একে গত রাত্রিতে ঘুম হয় নাই, তার পর পুরীতে বেশ হাওয়া—এই দুই কারণে নিদ্রাটা খুব স্থায়ী ভাবে আসিয়াছিল। হঠাৎ উঠিয়া দেখি সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাদেবী যাঁর কৃষ্ণবর্ণ বসনের দ্বারা জগৎটা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্যস্ত হইয়া বন্ধুদ্বয়কে উঠাইলাম। এমন সময় শ্রীআরাত্রিকের আয়োজন হইতেছে বুঝিলাম। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীজগন্নাথদেবের আরতি হইবে জানিয়া মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া মুখ, হাত ধুইয়া মন্দিরে ঢুকিলাম। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া জগতের নাথ আরাত্রিকের সুখে দর্শন লাভ করিলেন। মনে মনে অনেক কথা অন্তর্যামীকে জানাইলাম, জানি না আমার মত লোকের কথাও তাঁর নিকট পৌঁছিল কিনা।

আরতির পর, মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। অপরিচিত স্থান, কোন্ দিকে যাইতে হইবে বুঝিতে পারিলাম না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি এবং কি ভাবে জিজ্ঞাসা করিব, বিচার করিয়া ঠিক করিলাম যে, ষ্টেসনটা কোন দিকে ও আর ভাবে জানা আছে। ষ্টেসন কোন্ দিক জানিয়া লইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। তখন খুবই আশা ভরসা হইল। কিন্তু আবার নিরাশ হইলাম। ভাবিলাম, আমাদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলে ত স্থানীয় লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না। দেশীয় লোক হইলেই ভাল হয়, এমন সময় বাঙ্গালীর বেশে একটী ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার বাড়ী কোথায়? তিনি বলিলেন, বীরভূম জেলায়। তখন খুব ভরসা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ষ্টেসনটা কোন দিকে? তিনি উত্তর করিলেন—উত্তর দিকে।

আমরা তখন খুব চালাক হইয়াছি। দিক্‌টা জানিতে পারিয়াছি বলিয়া সব অসুবিধার চিন্তা চলিয়া গিয়াছে। আনন্দ ভরে তিন বন্ধু চলিয়াছি। ক্রমে ক্রমে হাওয়াটা বেশ লাগিতেছে। সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা হাওয়া লাগায় গরমের দিনে কতই না সুখ লাভ করিতেছি। এইরূপ কিছুদূর চলিয়া আসিয়া দেখি, সম্মুখে উত্তালতরঙ্গযুক্ত সমুদ্র। তরঙ্গের পর তরঙ্গ কত না নাচিয়া নাচিয়া কূলে আসিয়া লাগিতেছে, আবার সমুদ্রে চলিয়া যাইতেছে। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, কেবলই জলাশয়। শেষ নাই, অন্ত নাই, কেবলই জলরাশি। তখন মনে হইল—একি? আমরা দিক্ ঠিক করিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তবে কেন অন্য স্থানে আসিলাম? সমুদ্র তীরে একটী লোক বসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। একথায় আমরা বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সেই ভদ্রলোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম—দিকের জ্ঞান আর আপনাকে কষ্ট করিয়া দিতে হইবে না, সেবিষয়ে আমাদের বেশ জানা আছে।

এজগতে সকল মানুষ সমান নয়। বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ সংসারে সংসারবাসীরও বিচিত্রতা আছে। ভদ্রলোকটী আমাদের অভদ্রতায় রুষ্ট না হইয়া নিকটে আসিয়া মৃদু ভাষায় বলিলেন—আপনারা বোধ হয় এখানে নূতন আসিয়াছেন। বালুকার উপর বসুন সব বুঝাইয়া দিতেছি। দেখুন দিক্‌গুলি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যেটা যেদিক, অনেক সময় সেটাকে সেদিক না বলিয়া অন্যদিক বলিয়া বুঝিয়া থাকি—এইটাই ভ্রম। আমরা যেস্থানে অধিকাংশকালের বসবাস করি, সেখানকার দিক্‌গুলি আমাদের সুপরিচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যখনই আমরা কোনও অপরিচিত স্থানে গমন করি সেখানে সেই পূর্ব্ব স্থিরীকৃত দিক্‌গুলির মত সেইস্থানের দিকগুলিকেও ঠিক্ করিয়া লই। আবার সূর্য্যোদয় দর্শনে বা স্থানীয় কোন ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধানে দিক্‌গুলির প্রকৃত অবস্থান বুঝিতে পারি।"

ভদ্রলোকটী আরও বলিতে লাগিলেন—এই দিগ্‌ভ্রমটা জীবকে শুধু এজগতে দিক্‌হারা করিয়া অন্যদিকে লইয়া অসুবিধায় ফেলায় না, তাহার অমূল্য জীবনটাকে পর্য্যন্ত বিপরীত দিকে লইয়া যায়। দেখুন 'আমি' ও 'আমার' কথা দুইটা প্রকৃত সত্য, যেমন পূর্ব্বদিকটা পূর্ব্বদিক্‌ই। কিন্তু পশ্চিমকে পূর্ব্ব বলার ন্যায় যদি অনিত্য বিপরীত আমি'কে 'আমি' ও 'আমার'কে 'আমার' বলিয়া বসি, তাহা হইলে কি দিগ্‌ভ্রম হয় না? আত্মা নিত্য এবং তাঁহাকেই নিত্য 'আমি' বলে, আর সেই নিত্য আত্মার সম্পর্কিত পরমাত্মা ও অন্য আত্মাগুলি নিত্য আত্মীয় ও মমতার বস্তু। কিন্তু দেহ অনিত্য ও দেহ-সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুই অনিত্য। আমরা সেই নিত্য, চিরসত্য, অপরিবর্ত্তনীয় আত্মাকে 'আমি' ও আত্ম সম্পর্কিত বস্তুকে 'আমার' না বলিয়া অনিত্য দেহকে 'আমি' ও দৈহিক বস্তুগুলিকে 'আমার' বলিয়া অনাদি কাল হইতে এই দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়াছি। ইহাতে আমাদের যে কতদূর অসুবিধা হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে,—চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, হতাশ-সাগরে নিমজ্জিত হইতে হয়। এই ভ্রমে শুধু 'আমি' 'আমাতে' গণ্ডগোল হয় নাই, আমাদের গতি, কৃত্য সবই বিপরীত হইয়া পড়িয়াছে। দেহে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া দেহ-সেবায় ব্যস্ত হইয়াছি। ব্যাধিমন্দির দেহকে সর্ব্বদা সুস্থ রাখিয়া ভোগে প্রমত্ত হইতেছি। সর্ব্বদা ক্ষয়িষ্ণু শরীরকে অক্ষয় করিবার জন্য ঋণ করিয়াও বলবর্দ্ধক ঘৃত খাইতেছি। নিজসুখের (শরীরের) জন্য পাপাদি অনুশীলনে এবং অপর প্রাণীর উপর অযথা ক্লেশ দিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছি না। আত্মস্ব বিশিষ্ট দেহকে কেন্দ্র করিয়া এই ভোগাগারে কারাগৃহ সংসারে বাস করিবার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছি। আর পূর্ব্ব হইতে পরিচয় না থাকিলেও দেহের সম্বন্ধে অপর লোককে 'আমার' বলিয়া বড়ই উন্মত্ত হইয়াছি। তাহাদের সুখভোগ ইন্ধন যোগাড় করিয়া দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। স্বজন-পরিচয়ে অর্থলোলুপ আমার প্রাণহত্যাকারী গুপ্ত শত্রুগণের সেবায় আমার চঞ্চল ইন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছি।

একে নিজের দেহ-সুখের চিন্তায় অস্থির, তাহার উপর সেই সকলের আরও কতগুলি দেহের সেবা স্কন্ধে লইয়া এই অফুরন্ত পথের পথিক আমি বড়ই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। মোটকথা অনাত্মাকে আত্ম এবং অনাত্মীয়কে আত্মীয় স্থির করায় আমি সর্ব্ব অমঙ্গলকে আবাহন করিয়াছি। 'আমি' আমাকে চিনিতে না পারিয়া আমাকে এবং আমার বস্তুকে ভালবাসিতে পারিতেছি না, নিজের কার্য্য করিতে পারিতেছি না এবং নিজ গন্তব্যস্থানও ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। দিগ্‌ভ্রমে পতিত হইয়া আমার সবই ভুল হইয়াছে। এই দিগ্‌ভ্রম হইতে পার পাওয়ার উপায় এখানে নাই। যে স্থানের সকলেই দিগ্‌ভ্রান্ত, সেখানে একে অপরকে ঠিক্ দিক্‌টা দেখাইয়া সেই পথে লইয়া যাইতে পারে না। অভ্রান্ত লোকাতীত রাজ্যের লোক যদি কৃপা করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দিগ্‌ নির্ণয় করিয়া দেন এবং আমরা যদি তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া তাঁহার বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হই, তবে সব ভ্রম দূরে যায়।

আমরা নিস্তব্ধ। মনে ভাবিতেছিলাম এ কি হইল? ভুলটা এই ভাবে ধরা পড়িল! আবার ইনিই বা আমাদিগকে ভ্রম দূরে দিবার জন্য আসিয়াছেন কে? অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? তিনি বলিলেন, হঁা পারেন। আমার পরিচয় আর বেশী কিছু নহে। আমি দিগ্‌ভ্রমে পতিত জীব মাত্র। তবে সম্প্রতি শ্রীভগবানের অপার করুণায় তদীয় অনুগত জনের আশ্রয় পাইয়া আমার নিজের পরিচয়ে আমাকে বৈষ্ণবদাস বলিয়া জানিয়াছি। এই স্বগন্থানে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবক-সূত্রে শ্রীগুরুদেবের আদেশে এখানে বাস করিতেছি। রাত্রি বেশী হইতেছে, আপনারা কোথায় যাইবেন? 'আমরা ষ্টেসনে যাইব'—বলিলে তিনি নিকটবর্ত্তী দণ্ডায়মান দুই ব্যক্তিকে এক খানা টানা গাড়ী করিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দিতে বলিলেন। আমরা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম এবং যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম।

আজ প্রায় দুই মাস হইল পুরী হইতে ফিরিয়াছি, কিন্তু আজও সেই প্রকৃত ভদ্র মহোদয়ের উপদেশগুলি আমার হৃদয়ে জাগিয়া আছে। সর্ব্বক্ষণ মনে জাগিতেছে একের বলে—দিগ্‌ভ্রম!

হে পতিতপাবন বৈকুণ্ঠ দূত বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আপনারা দয়া করিয়া দিক্ ভুলিয়া অন্যদিকে গমনশীলকে ফিরাইয়া প্রকৃত দিকে লইয়া এ ভ্রান্ত ব্যক্তির ভ্রমটা ফিরাইবার জন্য দূরে দিউন, এই প্রার্থনা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

আগামী ১৫ই ভাদ্র ৩১ শে আগষ্ট শুক্রবার শ্রীশ্রীবলদেব-জন্মোৎসব। তদুপলক্ষে শনিবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকার সময় শ্রীমঠে একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হইবে। সভার আলোচ্য বিষয়—শ্রীবলদেবাবির্ভাব। বক্তৃতার প্রারম্ভে ও পরে নিয়মিতরূপে সংকীর্ত্তন হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নানা কথা

ভৃত্য কর্ত্তৃক মনিব খুন

আলম খাঁ ও আর দুইজন লোক খুন ও ডাকাতী করিবার অভিযোগে বগুড়া সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহাদিগের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের হুকুম হওয়ায় হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছে। গত ২৪শে আগষ্ট বিচারপতি শ্রীযুত সি, সি, ঘোষ ও মিঃ জ্যাকের এজলাসে এই আপীল সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় রায় মুলতুবী রাখিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীরা জামীর ফকিরের নৌকায় মাঝির কার্য্য করিত। একবার জামীর ফকির ২০৫০ হাজার টাকার ধান নৌকায় বোঝাই করিয়া চাঁদপুরের দিকে যাইতেছিল। আসামীরা সেই নৌকায় ছিল। তাহারা তাহাকে খুন করিয়া সেই ধান আত্মসাৎ করে। অতঃপর তাহারা গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করে ডাকাতরা জামীরকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকজন তাহা বিশ্বাস না করিয়া তাহাদিগকে পুলিসের হাতে দিয়াছে।

রেল লাইনে বন্য হস্তী

লেংটিং ও মূফা ষ্টেশনের মাঝখানে লাইনের ৩৩৫/৫৮ মাইলে যখন ৯০নং ডাউন মালগাড়ী মূফা ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন একটা বন্য হস্তী লাইনে আসিয়া পড়াতে ইহার আঘাতে গুরুতর আহত হয় এবং গাড়ী চলিয়া যাইবার পর আহত হাতিটি বুকে হাটিয়া লাইনে আসিয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার একখানা পা লাইনে পড়িয়া থাকায় গাড়ী চলাচলের পথ বন্ধ হয়। অবশেষে কাটারী দ্বারা পাখানা তাহার দেহচ্যুত করা হয়। (জ্যোতিঃ—চট্টগ্রাম)

নিউইয়র্ক ষ্টেশনে শোচনীয় ট্রেণ-দুর্ঘটনা

নিউইয়র্কের ২৫শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্রে নিউইয়র্কের এক ভূগর্ভ রেল ষ্টেশনে একখানা ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়া এক শোচনীয় ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে ২০ জন লোক মারা গিয়াছে এবং প্রায় ১৫০ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। দুর্ঘটনায় ৪ খানি কোচ ধ্বংস হইয়াছে। যাত্রী নরনারীদল ষ্টেশন হইতে বাহিরে আসিবার জন্য বিষম হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দেয়, ফলে একটি ভয়ানক গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। পুলিশ এই গণ্ডগোল থামাইতে অসমর্থ হয়।

নায়েব প্রহৃত
মাঝির প্রাণ লইয়া পলায়ন

জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে গত ২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট তারিখে পুঁটিমপাশা ষ্টেটের বড় সিধা কাছারীর নায়েব সমছুদ্দীন চৌধুরী সাহেব নৌকাযোগে বাড়ী যাইতেছিলেন। রাস্তায় ধামাই নদীতে নৌকা উপস্থিত হইলে উক্ত নায়েবের অধীনস্থ গোপালপুর গ্রাম হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে ও ভয়ঙ্কর রূপে মারপিট করিতে থাকে। ভয়ে নৌকার মাঝিরা প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। প্রকাশ যে, আক্রমণকারীরা নৌকা হইতে তাঁহার টাকা পয়সা এবং কাপড় চোপড়ও নাকি লইয়া গিয়াছে।

পলায়ন পর মাঝিদের চীৎকার শুনিয়া নিকটবর্ত্তী দেলোবাদি গ্রামের লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হয় ও নায়েব সাহেবকে মুক্ত করে। তখন আক্রমণকারিগণ পলাইয়া যায়। রাত্রিতেই জলটুপ থানাতে এজাহার দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

—যুগবাণী, শ্রীহট্ট

কাশীতে লোমহর্ষণ কাণ্ড

একটি বিবাহিতা বালিকার উপর তাহার স্বামী ভীষণ অত্যাচার করিত। সেজন্য সে স্বামিগৃহে যাইতে চাহিত না। গত ২৫শে আগষ্ট শনিবার তাহার স্বামী তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতে চাহে। যুবতী বলে যে, জবরদস্তি করিলে সে ত্রেতালা হইতে লাফাইয়া পড়িবে। তাহার স্বামী তথাপি নিরস্ত না হওয়ায় সে সত্যসত্যই লাফাইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীর পিতা এবং মাতা ও একটি নয়মাসের শিশুসহ লাফাইয়া পড়ে। শিশুটি তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। অপর সকলে সাংঘাতিক জখম হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে। স্বামীটি পলাতক আছে।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

আসাম ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে বাবু পরেশলাল সোম নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন:—

(১) এই সভা আসাম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের ব্যবস্থা করা হউক এবং নেহেরু কমিটির নির্দ্দেশ মত শাসনতন্ত্র গঠনের ব্যবস্থা করা হউক।

(২) এই সভা আসাম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য এই সভা হইতে যে কমিটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই কমিটি এই সভার অভিমত না লইয়া যেন ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার সম্মতিদান না করেন।

বে-সরকারী বিলের তালিকা

আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর যে সমস্ত বে-সরকারী বিল ব্যবস্থাপরিষদে আলোচনা করা হইবে—শুক্রবার ব্যালটের দ্বারা সেগুলির মধ্যে প্রথমে শ্রীঅমরনাথ দত্তের ১৮১৮ সালের ৩ আইন তুলিয়া দেওয়া, দ্বিতীয় স্থান মিঃ বি, দাসের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সংশোধন বিল, তৃতীয় মিঃ হরিবিলাস সর্দ্দার হিন্দু বিধবাদের উত্তরাধিকার বিল, চতুর্থ শ্রীঅমরনাথ দত্তের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন সংশোধন বিল, ষষ্ঠ স্থান বি, দাসের ইলেকট্রিসিটি আমেণ্ডমেণ্ট বিল, সপ্তম স্থান শ্রীঅমরনাথ দত্তের শুল্ক মাংস রপ্তানী বিল পাইয়াছে।

মধ্য-প্রদেশের মন্ত্রী রাঘবেন্দ্র রাও

মিঃ রাঘবেন্দ্র রাও গত ২৭শে আগষ্ট অপরাহ্নে শপথ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অপর মন্ত্রী নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ২ও হস্তান্ত সমস্ত বিভাগের কাজ চালাইবেন। রাজনৈতিক মহলে প্রকাশ, অপর মন্ত্রী-নির্ব্বাচন বিশেষ জটিল সমস্যা হইয়াছে।

অভিনব বৃক্ষ

"কমসিকা" দ্বীপে "ওয়াটার প্লাণ্ট" নামে এক প্রকার অভিনব বৃক্ষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বৃক্ষের পত্রগুলি তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্য হয় এবং ইহার অগ্রভাগের পাতা ও শাখাগুলি অত্যন্ত নম্র থাকে। এই পাতা ও শাখার গতিভঙ্গী দেখিয়া অতি সহজেই বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ ও চাপের পরিমাণ জানা যায় এবং ঋতুবৃদ্ধির অবস্থাও নিরূপণ করা যায়। —বাংলার কথা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই ভাদ্র, শুক্রবার—১৩৩৫।

✽ বলদেবাবির্ভাব ✽

ভাগবত শুনি যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত॥
—চৈঃ ভাঃ

আজ শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব-তিথি; জগতের পরম আনন্দের দিন। কৃষ্ণ-বির্ভাব-তিথি যেরূপ ব্রহ্মাদির বন্দ্য, এই তিথিও তদ্রূপ। আমরা আজ বলদেব-বির্ভাব বাসরে প্রভু বলরামের কথা যাহা শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি তাহা কীর্ত্তন করিয়া নিজ চিত্ত শোধন করিতে প্রয়াস করিব।

বেদ বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্যঃ"—অর্থাৎ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ প্রধান অনর্থ জীবকে ভগবদ্ ভজন করিতে দেয় না, সুতরাং হৃদয় দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তির ভজন হইবার সম্ভাবনা নাই; তৎকালে বলদেবের কৃপাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। তিনিই গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীব-হৃদয়ে বল সঞ্চার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন।

অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥
মহা প্রীত হয় তারে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী॥

বেদে বলদেব-তত্ত্ব

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥

—ভগবানের পরা নাম্নী একটী শক্তি আছে। সেই শক্তির বিবিধ প্রভাব শ্রবণ করা যায়। জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়া—এই তিনটী ঐ শক্তির স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভক্তিশাস্ত্রে ঐ বৃত্তি তিনটী সৎ, চিৎ এবং আনন্দ নামে অভিহিত হয়। ভগবানে ঐ তিনটী শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। প্রকৃতিতে যেরূপ গুণত্রয়ের সাম্যভাব থাকে, কিন্তু চৈতন্য ভগবানে সেইরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দের পূর্ণাপূর্ত্তি। যখন ভগবানের কাল-শক্তি-প্রভাবে প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যভাব বিচ্যুত হয়, সেইরূপ ভগবৎ ইচ্ছায় যখন [illegible] বৃত্তির দ্বারা সদংশ ক্ষোভিত হয়, তখন তাহা হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন-রূপে বলদেব-তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, এবং সদাংশ ক্ষোভিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-[illegible] আবির্ভাব হয়।

বলদেব তত্ত্ব স্ফূর্ত্তিতে সংসার-মুক্তি

ভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় বৈভব বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলদেব হইতে মহা বৈকুণ্ঠের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহলীলা প্রকটিত হইয়াছে। আবার সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ হইতে কারণাব্ধি, গর্ভাব্ধি ও ক্ষীরোদকে কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—এই পুরুষাবতারত্রয়ের লীলা প্রকটিত হইয়াছে। এই পুরুষাবতার-ত্রয়ে ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তিকে পরিচালিত করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল কারণরূপে অবস্থান করেন। সাত্বত শাস্ত্র বলেন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো-
বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড
সংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা
বিমুচ্যতে॥

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটী রূপ। প্রথম—মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা—কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু দ্বিতীয়—গর্ভোদকশায়ী, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ, তৃতীয়—ক্ষীরোদকশায়ী, ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষ—তিনি প্রতি জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটীর তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড় বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় অর্থাৎ এই পুরুষাবতারত্রয় প্রকৃতির ভর্ত্তা জানিতে পারিলে জীবের পুরুষাভিমানে মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি তাঁর সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। তৎকালেই তিনি ভোগপর জড় বুদ্ধি হইতে মুক্ত হন এবং সাধুসঙ্গে হরিসেবা করিবার সুযোগ লাভ করেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভগবদাদেশে অসুর-বিমোহন কল্পে লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রের যে কৃত্রিম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বাসুদেবকে সঙ্কর্ষণের জনক, সঙ্কর্ষণকে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্নকে অনিরুদ্ধের জনক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বলদেবাভিন্ন সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হন। এই মত সাত্বত পঞ্চরাত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া নিতান্ত অবৈদিক ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্মত। বস্তুতঃ চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব এক দীপ হইতে অপর দীপের প্রকাশের ন্যায় সমান ধর্ম্ম বিশিষ্ট। বিষ্ণুতত্ত্বে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান না থাকায় তাঁহারা অভিন্ন। সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব জীব, অহঙ্কার ও মনস্তত্ত্বের মূল কারণ।

ত্রিবিধ পুরুষাবতার সম্বন্ধে মায়াবাদিগণ বলেন যে, অজ্ঞান সমষ্টির আধারে ঈশ্বর বিরাট অর্থাৎ স্থূল দেহসমষ্টি, হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহসমষ্টি এবং তৈজস অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মের কারণমহত্তত্ত্ব শরীর এই ত্রিবিধ ঈশ্বরের প্রকাশ। বস্তুতঃ এরূপ বিচারও বেদ-বিরুদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী সকলের কারণ ঈশ্বর অজ্ঞানসমষ্টির আধার বা স্থূল সূক্ষ্মের সমষ্টি নহেন। পরন্তু মায়াধীশ এবং স্থূল সূক্ষ্মের কারণ। যাঁহারা পুরুষাবতার-ত্রয় চতুর্ব্যূহতত্ত্ব ও তাঁহাদের মূল শ্রীবলদেব-স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারাই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। নতুবা

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ জ্ঞান শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

বলদেবের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা যেরূপ অভিন্ন, প্রভু বলরামেরও তদ্রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২।১৩ শ্লোকে যোগ-মায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি বিচার করিলে জানা যায় যে, যিনি ভগবানের প্রতি লোকের রতি প্রকট করাইয়া থাকেন, সেই রামই বলের উৎকর্ষ হেতু বলদেব নামে অভিহিত হন। প্রভু বলদেবই প্রপঞ্চে গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের হৃদয়ে বল সঞ্চার করত কৃষ্ণ-শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলদেবই মূল সঙ্কর্ষণ। গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইলে প্রভু বলরাম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সম্যগ্রূপে স্বীয় চিত্তে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ দর্শন করাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভু বলরামের এই আকর্ষণ-লীলাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলদেবের রাস বলিয়া কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের রাস-ক্রীড়া ও বলদেব প্রভুর রাস ক্রীড়ায় পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণই রসের বিষয়, ভক্তগণ সেই রসের আশ্রয়-স্বরূপ। পুষ্টিমার্গে যেরূপ আশ্রয়তত্ত্বের চরমে একমাত্র বৃষভানুনন্দিনী লক্ষিতা হন, মর্য্যাদা মার্গে সেইরূপ বলদেব বিগ্রহই আশ্রয়তত্ত্বের অবধি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। প্রভু বলরাম স্বয়ং বিভিন্ন রূপ প্রকট করিয়া বিভিন্নরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন॥
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥

আবার পুষ্টিমার্গে শ্রীবলদেবই রাধা কৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসিনী শ্রীমতী অনঙ্গ মঞ্জরী বলিয়া অভিহিতা হন।

শ্রীবলদেবের মহিমা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবলদেব-মহিমা-বিচারে বর্ণিত হইয়াছে—

"সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
একই 'স্বরূপ' দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্যকায়ব্যূহ, কৃষ্ণ-লীলার সহায়॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।
সৃষ্টি-লীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ' রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥

বলদেবতত্ত্ব বিচারের ফল

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।২৫।১৪ ও ২৫।৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীগুরু-মুখে শ্রীঅনন্তের উক্ত প্রকার গুণ চরিত্র শ্রবণ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাদের সত্ত্ব রজ তমো গুণময় হৃদয়ে [illegible] প্রবিষ্ট হইয়া অনাদিকাল সঞ্চিত কর্ম্ম-বাসনা জনিত অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থিরূপ সংসার শীঘ্রই বিনাশ করিয়া ফেলেন। প্রভু বলরামই গৌর-লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ।

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ মাঝারে॥

—

বিচারে বিপ্রলিপ্সা

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible]নন্দ দাসাধিকারী
বি, এজি, বি, টি)

'বাণী' নামক একখানি আসামীয়া মাসিক পত্রিকার ১৭শ বৎসরের ৪র্থ শ্রাবণ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর নেওগ ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া মহাশয়-দ্বয় কৃত মৎপ্রণীত 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক" নামক গ্রন্থের সমালোচনা পাঠ করিলাম। উক্ত সমালোচনায় লেখক দ্বয় ক্রোধ-বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া, অসংযত জিহ্বার তাণ্ডব নৃত্যের প্রভূত পরিচয়-প্রদান করিয়া থাকিলেও, গ্রন্থের বিচার প্রণালীতে আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং সমালোচনায় বক্তা, শ্রোতা এবং গ্রন্থকারের অহঙ্কার প্রবর্দ্ধনের যথেষ্ট বিষয় থাকিলেও উহার প্রশমন করে সত্যানুরাগ বৃদ্ধি করিতে কিছু আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রোধের কারণ পরমত-অসহিষ্ণুতা ও [illegible] বঙ্গভাষায় লিখিত বলিয়া তাঁহারা আমার বিচার-প্রণালীকে তর্ক-প্রসূত ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার অভিব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। লেখক মহাশয় আমাকে [illegible] আরোপ করিয়াছেন। [illegible] আমি সরলান্তঃকরণে জানাইতেছি যে, কোনরূপ জাড্যের [illegible] আমাকে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রণোদিত করে নাই। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের সত্যানুরাগ বৰ্দ্ধন করিবার প্রবল ইচ্ছাই গ্রন্থরচনের একমাত্র প্রণোদক। গ্রন্থে যে সত্যের

অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা আমার নহে, বৈষ্ণবগণের সাধনালব্ধ ধন। উহা হিঁহাদের বিচার প্রণালী অবলম্বনে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং বিচারে সেই সকল বিজয়-মণ্ডিত হইলে, তাহাতে আমার কৃতিত্বের পরিচয়-গন্ধ কিছু থাকিতে পারে না।

সত্য অধোক্ষজ বস্তু। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ উহা নির্দ্ধারণে সমর্থ নহে। বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে উহা কার্য্যে নিয়োগ সত্য অবধারণের জন্য হইবে না, সত্য আবরণের জন্য। সত্য স্বপ্রকাশ বস্তু। উহা আত্মার বিষয়। সিদ্ধগণের মনে উহা প্রতিফলিত হইয়া মানবের ভাষায় প্রকাশিত হন।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণই তর্কপ্রসূ। এই জন্য মহাভারতে যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে 'তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ' বাক্যে সত্যের অবধারণে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা জ্ঞাপন করিয়া 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' বাক্যে মহাজন-প্রদর্শিত পথানুসরণকেই ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবত—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' শ্লোকে 'শ্রবণকেই সাধন ভক্তির প্রথম স্তরে স্থান দান করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমর্থন করিতেছেন। এই শ্রবণ বদ্ধ ভূমিকায় অবস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট করিতে নাই, কেননা তিনি ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ চতুষ্টয় হইতে মুক্ত নহেন। ফলে বক্তা ও শ্রোতা মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপিকা শক্তিদ্বয় দ্বারা অভিভূত হইয়া নিরয় গমন করেন। তাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্র জীবকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন,—

'যো বক্তি ন্যায়-রহিতম্ অন্যায়েন

শৃণোতি যঃ।

তৌ উভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ

কালমক্ষয়ম্॥

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং

ব্রজেৎ।

পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্

গুরোঃ॥'

বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের লক্ষণ ভাগবত নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥'

অর্থাৎ, দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জনগণই কলত্রাদিতে আসক্ত, এবং ভোগোপকরণস্বরূপ পার্থিব বস্তুসমূহে শ্রদ্ধাশীল। ও জাতীয় জ্ঞান প্রবল সত্ত্বেও তীর্থ, দর্শনে আকৃষ্ট। কিন্তু ভগবানের বা ভক্তের উপরে তাঁহারা সেরূপ শ্রদ্ধাশীল নহেন। ইঁহারা জ্ঞান লাভে অসমর্থ দেহাভিমানী, কেবল ভোগপরায়ণ, গবাদি পশু হইতেও অধম। অধুনা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ও এই শ্লোকের মর্য্যাদা জগতে প্রচার করিতেছেন।

ভাষা, দেশ, কাল পাত্রাদি পার্থিব বিষয়সমূহ প্রাকৃতরাজ্যে শোভাশালী হইলেও, অপার্থিব বাস্তব সত্যে উহাদের অবস্থিতি নাই। সত্য যখন উহাদের ভিতর দিয়া লক্ষিতব্য হন, তখন উহা সত্যকে হারাইয়া কালক্ষোভ্য পার্থিব বিষয় সমূহের অন্যতম হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু সত্য যদি কোন বিশেষ দেশ, কাল, পাত্র বা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হন, তখন ঐ গুলি সত্যের সেবোপকরণ স্বরূপ তাঁহার সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ-ভাবে অবস্থিত থাকিয়া, সত্যব্রতগণের পরম আদরের বস্তু হয়। স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম সত্যকে লক্ষ্য করাই তর্ক পন্থা এবং স্থূলে সূক্ষ্মের অবতরণ জানিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মে যুগপৎ পূজা অন্বয় বা শ্রৌতপন্থা। তর্কহত জনগণ 'আমি আসামী,' 'আমি বাঙ্গালী' প্রভৃতি জড়াহঙ্কারে প্রমত্ত হন এবং শ্রীব্যাসোক্ত—

'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ গুরুষু নরমতিঃ।
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।'

—প্রভৃতি শ্লোকের অর্থ অবধারণে অসমর্থ হইয়া পরস্পর বিবদমান থাকেন। ইঁহাদের বিচারে কৃষ্ণতত্ত্বও খোট্টা, গোয়ালা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তদাশ্রিত কোন বিশেষ ব্যক্তি, সম্প্রদায়, ভাষা বা কালের পূজা ইঁহারা করিতে জানেন না। উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে উহাদের অর্থেই পূজা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা বলিয়া অভিহিত হইলেও, ঐ গুলিকে তদাশ্রিত জানিয়া উহাদের পূজা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নহে। বৃন্দাবন কৃষ্ণের প্রকটভূমি ও ব্রজবুলি কৃষ্ণের 'বুলি' বলিয়া কৃষ্ণভক্তগণের আদরের বস্তু নহে কি? পদ্মপুরাণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়ে সত্যের প্রকাশ জানিয়া কেবল মাত্র উহাদিগের নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া কিছু কি সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিলেন? যদি দিয়া থাকেন, তবে আমাদের ব্যবহারিক উদারতার মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক, পারমার্থিক সঙ্কীর্ণতাকে আলিঙ্গন করিয়া, নিজের ভাগ্যরচনা করা উচিত নহে কি?

শব্দের দুই প্রকার বৃত্তি—বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ও অবিদ্বদ্ রূঢ়িবৃত্তি। বৈষ্ণবগণ বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া 'শাব্দে' ও 'পরে' নিষ্ণাত থাকেন। এইজন্য ভাগবত 'শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতঃ' গুরুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য অভিগমন করিতে পরামর্শ দিতেছেন। গুরুকে কেবল মাত্র শাস্ত্রে পারঙ্গত হইলেই চলিবে না, পরন্তু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ও হইতে হইবে। নতুবা শাস্ত্রের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে কেবল—

'শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥'

—বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে হইবে। এই সমস্ত সিদ্ধ গুরুর পারম্পর্য্যে সাম্প্রদায়িক সত্যের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। সম্প্রদায় বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদিগের প্রচারিত সত্য কিন্তু বিভিন্ন নহে। তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য বস্তু এক। "রসো বৈ সঃ"—এই শ্রুতি-বাক্যের লক্ষ্য রসময় কৃষ্ণের রস-বৈচিত্র্যই সম্প্রদায়-বৈচিত্র্যের একমাত্র কারণ। একই তত্ত্ব গরুড় ও হনুমানের নিকট একই সময়ে 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' রূপে প্রতীয়মান হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই সৎসম্প্রদায় গুলি অনাদিকাল হইতে জগতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লবে বিড়ম্বিত সম্প্রদায় গুলির প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ কল্পে ইহাদের রুদ্রাদি অপ্রাকৃত আচার্য্যগণ উঁহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাই রামানুজ দি প্রতিনিধিগণ মর্ত্ত্যে শুভাগমন করিয়া শাঙ্কর বৈদান্তিকগণের প্রভাব খর্ব্ব করত, বৈষ্ণব দর্শনের বিজয় নিশান ভারতে পুনরুত্তোলন করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বের ঘটনা। শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তমত প্রচারক বিষ্ণুস্বামী ও দ্বৈতাদ্বৈত বেদান্ত মত প্রচারক নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়-দ্বয়ে 'শ্রীরাধা-কৃষ্ণের' সেবা প্রকটিত রহিয়াছে। এই সেবার প্রকটকাল অদ্যাবধি ঐতিহাসিক কালের কর্তৃত্বাধীন হইতে পারে না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের বহু পূর্ব্বে রাধা-কৃষ্ণের লীলাভিনয় গান করিয়া, ভাষার লালিত্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। সে ভাব যদি লেখকের মতে বাঙ্গালার ভাব-প্রবণতার পরিচায়ক হয়, তবে তাহা লেখকের হয় নাই বলিয়া নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

বেদের পূরক-স্বরূপে অষ্টাদশ পুরাণ ও শঙ্করদেব-প্রশংসিত নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বতগ্রন্থসমূহ অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীরাধার মহিমা বিঘোষিত রহিয়াছে। শঙ্করদেবও রাধানাম পাইয়াছেন, সেগুণ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের মত রাধা-ভজন করেন না। আমরাও বলি না। কিন্তু তাহা আমাদের জন্য প্রবল। শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি স্বামী পাইলেন, কেন? শঙ্করদেবও সেই দোষে দুষ্ট?

[illegible] পাইলেন, কিন্তু—ভাগবতের [illegible] বুঝিলেন না। তাঁহারা—বস্তুতঃ [illegible] ভাগবত-প্রেম তাঁহার কিছু ছিল, [illegible] মহাজনগণ মানেন না। তিনি রাধাকে খুঁজেছেন বা কেন, এবং তাঁর 'রাধা' পাওয়াতে বা না পাওয়াতে, পুরাণসমূহ ও ভক্তগণের আসিয়া যায়ই বা কি? সেগুণ মহাশয় বঙ্কিম বাবু হরিবংশে 'রাধা'কে দেখিতে পান না বলিয়া 'আকাশে' উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহার গুরু শঙ্করদেব কোন্ 'গ্রন্থে' রাধাকে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা একবার খোঁজ করিলেন না; ইহা তাঁহার গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন নহে কি?

আমি শ্রৌতপন্থাবলম্বী। আমার গ্রন্থে আমি সাধু ও শাস্ত্রের অনুগমনে শ্রৌতপন্থারই প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছি। শঙ্করদেবের মতের আলোচনাকালেও আমি এই পথেরই অনুসরণ করিয়াছি। গ্রন্থের ভূমিকায় ৮০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ও শ্রীযুক্ত অমৃত ভূষণ অধিকারী মহাশয়দ্বয়ের বাক্য প্রকাশিত সত্যকেই শঙ্কর-মত আলোচনায় ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের বাক্যও যদি লেখকের কথামতে "অনির্দ্দিষ্ট লোকের অনির্দ্দিষ্ট কথা" হইয়া থাকে, তবে শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর সেগুণ মহাশয়কে কিম্বা তাঁহা কর্ত্তৃক 'নির্দ্দিষ্ট' যে কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করিতে আমি প্রস্তুত আছি। অবশ্য তাঁহার গুরুগণ আমাকে শাস্ত্র সিদ্ধান্তের পারিপাট্য দ্বারা—সাধুর পারিপাট্য দ্বারা নহে—তাঁহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইতে হইবে। তাঁহাদের কথিত সিদ্ধান্ত যদি পূর্ব্বাচার্য্য সাধু এবং শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত এক হয়, তাহা হইলে:—

"সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য এ তিনে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ অভিলাষ।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পূরে সব আশ॥"

এই মহাজনের উপদেশানুসারে আমি তাঁহাদের চরণ সেবায় নিশ্চয় আত্মনিয়োগ করিব। আমার উপাস্য 'বৈকুণ্ঠের চৈতন্য।' সে চৈতন্য যাহার ভিতরে থাকিবে, তিনিই আমার আরাধ্য বস্তু, সে চৈতন্য যদি ইংলণ্ডে অবতীর্ণ হন, সে ইংলণ্ড 'আমার চৈতন্য-অনধ্যুষিত' আমার মাতৃভূমি হইতে আমার অধিক প্রিয়। সে চৈতন্য যদি চণ্ডালে প্রকাশিত হন, সে চণ্ডাল কোটি কোটি চৈতন্য-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতেও আমার প্রিয়। সে চৈতন্য যদি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হন, সে ভাষা আমার চৈতন্য-বিহীন মাতৃভাষা হইতে সহস্রগুণে আমার প্রিয়। আমি চৈতন্যের পূজক, অন্যের পূজক নহি।

নেড়া নেড়ীর কাণ্ড

(ভোটরঙ্গ, ৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৩৫ হইতে উদ্ধৃত)

কলিকালে নেড়ানেড়ীর কাণ্ড চমৎকার।
ধর্ম্মের ঢাক বাজে দেখ বিষম ব্যভিচার॥
গোঁসাঞি প্রভুর গুণের কথা বলবো কিবা আর।
নেড়া নেড়ীর ঝুমুরে কাণ্ডের কিম্বিই বুঝা-ভার॥

"জয় রাধে কেষ্টো,—মা দুটী ভিক্ষে পাই গো"—এই বলিয়া ঐ যে একদল অমুনাদী বঙ্গের সর্ব্বত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, পাঠক উহাদিগকে চিন কি, উহাদিগকে জান কি? উহারাই নেড়া-নেড়ীর দল, আপনাদিগকে বৈষ্ণব ও বৈরাগী বলিয়া পরিচিত করিয়া উহারা ব্যভিচারের স্রোতে দেশকে প্লাবিত করিতেছে। ধর্ম্মের নামে বিশেষতঃ মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমভক্তি ও ত্যাগ-মূলক পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এমন ব্যভিচার, এমন জঘন্য ব্যবহার যে নিতান্তই অসহনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল নেড়ানেড়ী কাহারা? বাঙ্গলার যত দুশ্চরিত্র পুরুষ ও কুলত্যাগিনী সধবা গোঁসাঞি প্রভুর অনুগ্রহে নেড়ানেড়ীর দলে যোগ দিয়া তুলসীর কণ্ঠি ও রসকলির ছাপে আপনাদের, ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা ও সর্ব্বপ্রকার কুকার্য্য ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই নেড়া-নেড়ীর দল গড়িয়া ব্যভিচারের স্রোত বহাইবার জন্য গোঁসাঞিরাই যে মূলতঃ দায়ী, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। গোঁসাঞিদের প্রশ্রয় পাইয়াই এবং তাঁহাদের অপার দয়ায় নেড়ানেড়ীর দলে স্থান লাভ করিতে পারিবে এই ভরসা আছেই যে সকল স্ত্রী পুরুষ সংসারে থাকিয়া স্বভাবে জীবন-যাপন করিতে পারিত, তাহারা কুলত্যাগ করিয়া নেড়ানেড়ীর দল ভিড়িয়া দেশে পাপের স্রোত বহাইয়া দিতেছে। অবাধে কৃষ্ণ বলিয়া পুরুষের দ্বারে দাঁড়াইলে উহারা বৈষ্ণব,—উহারা বিষয়ত্যাগী এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোক তাহাদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। কিন্তু পরের মাথায় হাত বুলাইয়া উহারা পেট চালাই... এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া কেমনভাবে পাপের স্রোত বহাইয়া চলিয়াছে এবং কেমনভাবে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের ও বৈষ্ণবের অবমাননা করিতেছে তাহা যে সব লোক তলাইয়া দেখিতেছে না, ... বড়ই দুঃখের বিষয় নহে কি? ... নেড়ী না জুটিলে চলিবে ... আর নেড়ীরও নেড়া না হইলে ... না, গোঁসাঞিদের ভিক্ষাও ভুক্তি,

এ কেমন বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এ কেমন বৈষ্ণবের লক্ষণ?

নাচিও মহোৎসবে খোল,
ভাইও প্রসাদের ঝোল,
মুখে বলো হরি হরি বোল।

গোঁসাঞিদের প্রবর্ত্তিত এ ধর্ম্মের এ কণ্ঠী-বদলের সার্থকতা কি? একটা পুরুষ কি স্ত্রীকে নেড়ানেড়ীর দলে ভিড়াইতে পারিলে, একটা নেড়াকে একটা নেড়ী জুটাইয়া দিতে পারিলে যে বিলক্ষণ লাভ আছে, তাহা বিশেষরূপেই জানা আছে। কিন্তু ধর্ম্মের আবরণে এমন জুয়াচুরী, এমন প্রতারণা, কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় কি?

এই নেড়ানেড়ীর ব্যবসায়ে কর্ত্তাদের বিলক্ষণ অর্থাগম ত হয়ই, পরন্তু তাঁহারা যে ঐ ব্যভিচারের অংশভাগী নহেন—এমন কথা বলা যায় না। দলের অধিকারীদের সেবাদাসীর ব্যাপার সম্বন্ধে আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় কিছু নাই। তাপর কিশোরীভজন, তৈবকেরা ও গুপ্ত প্রণালী প্রভৃতি যে সকল ঘৃণ্য জঘন্য ও পৈশাচিক ব্যাপারগুলি তাঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দেশে অবিদিত নহে।

এইতো গেল সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নেড়া নেড়ী ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণ কথা। কিন্তু এই নেড়া নেড়ী কারবারের মূল মহাজনদের প্রধান আড্ডা সহর নবদ্বীপের ব্যাপার কত ভীষণ কত ঘৃণ্য কত মর্ম্মন্তুদ, ত্রাহিভজনের কাণ্ড যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বিশেষরূপেই অবগত আছেন। তথায় নেড়ানেড়ীর মধ্যে অসম্ভব কদাচার অনাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ লাভ করিয়া মহাপ্রভুর পবিত্র ভূমিকে যেরূপ অপবিত্র ও কলুষিত করিয়া দিতেছে, তথায় বৈষ্ণবী নামধারিণীগণের মধ্যে যেরূপ অবাধে বেশ্যাবৃত্তির লীলাখেলা চলিতেছে, তথায় কুঞ্জে কুঞ্জে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তথায় পুরুষ বিশাখা সাজিয়া যে সকল অমানুষিক কাণ্ডের অভিনয় করিতেছে, এবং তথায় মাগী বিকিকিনীর যেরূপ অবাধ ব্যবসায় চলিতেছে, তাহা দেখিলে ঘৃণায়, লজ্জায় ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হয়, পরন্তু আত্মসম্বরণ করা অসাধ্য হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের কাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা ভবিষ্যতে বলিবার বাসনা রহিল।

এই সিদ্ধান্ত যে বৈষ্ণব ধর্ম্মে কামিনী কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যাগ করিবার জন্য কঠোর নির্দ্দেশ আছে। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মের এমন দুরবস্থা যাহারা ঘটাইতেছে, সেই পবিত্র ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা মাগী লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলিতেছে, নেড়াকে একটী নেড়ী ও নেড়ীর একটী নেড়া জুটাইয়া দিয়া যাহারা পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্দেশ্য একেবারে পণ্ড করিয়া দিয়াছে, নেড়া নেড়ী ... কলুষিত হইয়া যাহারা পুণ্যের লোক দেখাইয়া ও ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিয়া অবাধে ব্যভিচার চালাইয়া সমাজে সগর্ব্বে শির উন্নত করিয়া চলিতেছে, সেই সকল ভণ্ডের সে সকল পাষণ্ডের কিরূপ গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া উচিত, হে হিন্দুসমাজ, হে দেশবাসী শীঘ্র তাহার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ কর। আর অচিরে এই নেড়ানেড়ীর পাপস্রোত হইতে সমাজকে, নরকে ও নারীকে রক্ষা কর, বৈষ্ণবধর্ম্মের কলঙ্ক মুক্ত কর।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৯শে শ্রীধর ১৬ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার গর্ত্তোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ পূর্ণিমা চক্রী দি ৮।৩৮ শতভিষা পঞ্চদাস্ত রা ৭।১ শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা মহোৎসব সমাপন। **শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

১লা হৃষীকেশ ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ কৃষ্ণপ্রতিপদ দি ৭।৪২ পূর্ব্বভাদ্র রা ৬।৩৬।

২রা ভাদ্র হৃষিকেশ ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৪৪ অ ৬।১৫ কৃষ্ণদ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬.২০ পরে কৃষ্ণতৃতীয়া রা ৪।৩৫ উত্তর ভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৫।৪৮

নানা কথা

বাসন্তী দেবীর নবদ্বীপে আগমন।

গত বুধবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী নবদ্বীপ সহরে আসিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর নবনির্ব্বাচিত চ্যায়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগচী মহোদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

অশ্বত্থবৃক্ষে মৃতদেহ

গত ২৫শে আগষ্ট মেদিনীপুর কাণ্টাই রোড ষ্টেশনের নিকট একটি অশ্বত্থগাছে মৃতদেহ ঝুলিতে দেখা যায়। মাত্রে বোধ হয় তাহাকে কেহ খুন করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা বুঝাইবে যে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহ গ্রামবাসীরা কেহ সনাক্ত করিতে পারে নাই। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চুরি

সম্প্রতি কলিকাতায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক চুরি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ অঙ্গুলী ও পায়ের দাগ দেখিয়া চোরের অনুসন্ধান করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ১নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট ডিরেক্টর অফ ষ্ট্যাটিসটিক্সের গৃহের একটি সিন্দুক এসিড সাহায্যে জ্বালাইয়া ফেলিয়া চোরেরা ৮১০০ টাকা লইয়া গিয়াছে। তারপর পার্ক ষ্ট্রীটে এক রেষ্টুরেন্ট দোকানে এই ভাবে ...৫ টাকা চুরি যায়। গত বুধবার রাত্রিতে ২১নং চৌরঙ্গী রোডে কয়েকজন চোর প্রবেশ করিয়া ১৫০০ টাকা অপহরণ করে। এই বাড়ীতে একটি ক্যাসবাক্সও ভাঙ্গা হইয়াছিল, কিন্তু লোকজনের সাড়া পাইয়া কয়েকটি যন্ত্রপাতি ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

বাক্সের উপর তাহাদের আঙ্গুলের ছাপ এবং ঘরে পায়ের ছাপের ফটো লওয়া হইয়াছে। বিশেষ দক্ষ গোয়েন্দাগণ তদন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

—আনন্দবাজার।

আফ্রিকায় ভারতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা

ডারবানের ২৫শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য বহু ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা ভারতীয় ট্রেণিং কলেজ ও হাই স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দাতার ইচ্ছানুসারে কালেজের নাম শাস্ত্রী কলেজ রাখা হইয়াছে। শাসনকর্ত্তা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে সরকার এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

মশক নিবারণের উপায়

উর্দ্দু সাপ্তাহিক সেয়াসা আখবারে হাকিম সমছল হক অমৃতসরী লিখিতেছেন যে, পাত্রে জল ঢালিয়া তাহাতে ক্যাম্ফিন তৈল এক তোলা ও কনজল তৈল এক তোলা নিক্ষেপ করতঃ শয্যার পার্শ্বে রাখিয়া অনাবৃত দেহে শয়ন করিলে কখনই মশক সে স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা সত্য হইলে মশারীর ও আবশ্যক হইবে না পরন্তু কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে, যেহেতু ডাক্তারদের সিদ্ধান্তমতে উক্ত ব্যাধিদ্বয়ের বাহকই একমাত্র মশক।

টাকা জাল

বুদ্ধ পাড়ি নামক স্থানের সেখ সফাতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া একটি টাকা জালের যন্ত্র, একটি নূতন তৈরী ... ও অপরাপর কতকগুলি যন্ত্রপাতিসহ মিরাজপুরে লইয়া আসিয়াছে। সেখ সফাত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৩৫ ও ২৪৩ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ট্যাক্সি দুর্ঘটনা

[illegible] একটি হিন্দু রমণী [illegible] বোর্ড দিয়া যাইবার সময় [illegible] ট্যাক্সির ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া [illegible] পাইয়াছে। [illegible] হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্যাক্সিচালক পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ভারতীয় মহিলার শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন

[illegible] মিঃ আহমেদ আলি খাঁর কন্যা মিস [illegible] ঢাকা ইউনিভার্সিটি হইতে অঙ্কশাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ইন্সপেক্টেস অব স্কুল রূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে আরও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য গমন করিতেছেন। গত ২৮শে আগষ্ট তিনি বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

কলিকাতা ও বাঙ্গালার পুলিশের মাহিনা বৃদ্ধি

কলিকাতা ও বাঙ্গলা পুলিশের কনেষ্টবল, সার্জ্জেণ্ট ও সাবইনস্পেক্টারগণের মাহিনা বৃদ্ধির জন্য অনারেবল মিঃ ডব্লিউ, ডি, আর প্রেণ্টিস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ৫৭০০০ টাকা মঞ্জুরীর যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। একণে বাঙ্গলার গবর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উক্ত সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিয়া পুলিশের জন্যে ৫৩০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

প্লীহা ফাটার মামলা

[illegible] চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] কর্ত্তৃক ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

প্রকাশ, গত ১৮ই জুলাই তারিখে [illegible] নামক এক ব্যক্তির সহিত মিসেস [illegible] বচসা হইতেছিল, সেই সময়ে মিসেস [illegible] পুত্র জন আসিয়া ও [illegible] বাধা দেওয়ায় [illegible] তাহার কপালে [illegible] আঘাত করে। আঘাতের ফলে বালকটির প্লীহা ফাটিয়া যায়। তারপর তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে তাহার প্লীহা বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

আদালতে আনা হয়। সে পরিষ্কারভাবে আদালতে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিল।

সিম্পসন আদালতে বলে যে, তাহার মেজাজ গরম হইয়া যাওয়াতে বালককে নিবৃত্ত করিবার জন্য আঘাত করিয়াছিল। [illegible] প্লীহা ফাটায় নাই।

কলহের পরিণাম

[illegible] লইয়া কলহ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ শীল নামক এক ব্যক্তিকে মারাত্মক ভাবে জখম করায় নিশ্চিন্তপুরের কামিনী শীল দশ বৎসর এবং অর্জ্জুন শীল তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

চীনে রক্তগঙ্গা—বহুলোক হতাহত

চেকু ১৬শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, চীনের সান্টং প্রদেশে অবস্থিত চেকু বন্দরটী এখনও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ঐ বন্দরে অবস্থিত ২ শত সৈন্যকে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করা হয়। যুদ্ধ চেষ্টার ফলে ১ শত লোক হতাহত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী সৈন্য দলের ভিতরই হতাহতের সংখ্যা বেশী। যাহারা পলাইতে পারিয়াছে, তাহারা যুদ্ধের পর যে সকল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে। তাহারা দস্যুতা করিয়া লোকের ভীতি উৎপাদন করিতেছে।

মাদ্রাজে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়
মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রী সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছেন, মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত তামিল ভাষাভাষী জেলাসমূহে উচ্চ শিক্ষা এবং গবেষণা কার্য্য উৎসাহদানের জন্য স্যার অন্নামালাই চেটির প্রদত্ত অর্থে অন্নামালাই নগরে (চিদাম্বরমে) একটি ছাত্রাবাস সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। উক্ত মন্ত্রী সে জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একটি বিল উপস্থাপিত করিবেন।

মুন্সেফের বিরুদ্ধে অভিযোগ
তদন্ত জন্য কমিশনার নিযুক্ত

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মুন্সেফ শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যবহার ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে তদীয় কার্য্যের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পাটনা হাইকোর্ট সাহাবাদের জিলা জজ মিষ্টার এ, সি, ডেভিস, আই, সি, এস পাটনা হাইকোর্টের ডেপুটী রেজিষ্ট্রার মৌলবী নাজারত হোসেনকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিরামগাঁওয়ে ধর্ম্মঘট

বিরামগাঁওয়ে একটি ধর্ম্মঘটের ফলে ছোটখাট দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। গত ২রা তারিখে চন্দ্রোদয় মিলের ৩ শত মজুর এই বলিয়া ধর্ম্মঘট করে যে, তাহাদিগকে আহমদাবাদের মজুরদের সমান বেতন দেওয়া হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ জানান যে, তাহাদিগকে আহমদাবাদের সমান বেতন দেওয়া হইবে। উহাতে ঐ মজুরেরা কাজে যোগদান করে কিন্তু পরদিনই তাহারা অন্যান্য কয়েকটী অভিযোগ করিয়া ধর্ম্মঘট করে। তখন মিল কর্ত্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটীদের মধ্য হইতে কতক লোক ও অন্য স্থান হইতে নিযুক্ত কতক লোক লইয়া মিল চালাইতে থাকেন। উহার পরে একদিন পুরাতন শ্রমিকদের একজন জমাদার—যে পুনরায় কাজে যোগদান করিয়াছিল—একজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় প্রায় একশত ধর্ম্মঘটী আসিয়া তাহাকে প্রহার করে ও কনেষ্টবলকে ঠেলিয়া দেয়। উহাতে জমাদারের বাম হাত ভাঙ্গিয়া যায়। দাঙ্গা হাঙ্গামা ও প্রহারের অভিযোগে ১০ জন ধর্ম্মঘটীকে গ্রেপ্তার করিয়া জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। গতকল্য জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই সম্পর্কে বিরামগাঁও গিয়াছিলেন।

হিমালয়ে অভিযান

স্পোলেটো নামক স্থানের ডিউক, মিলানের মেয়রকে জানাইয়াছেন যে হিমালয় অভিযানের প্রাথমিক বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। ২৪০টি অশ্ব সংগ্রহ হইয়াছে। সিমলা হইতে ১৬টন মালপত্র বহনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী বর্ষে আরম্ভ হইতে কার্য্যারম্ভ হইবে।

নাগপুর দাঙ্গার জের

গত সেপ্টেম্বর মাসে নাগপুরে যে দাঙ্গা হইয়াছিল সেই সময় একজন হিন্দু অভিযুক্ত হইয়াছিল। দায়রা জজ মিঃ ষ্টেপলস গত ২৭শে আগষ্ট তাহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যে বাণিজ্য

ওয়েষ্টার্ণ চেম্বার অব কমার্সে রুশিয়ার অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি-এক সভায় উক্ত চেম্বারের একটি সুদূর-প্রাচ্য বিভাগ স্থাপন করা স্থির হইয়াছে। এই বিভাগের প্রধান কাজ হইবে জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। —সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ টোকিও বণিক সভা, রুশো-জাপান বান্ধব সমিতি এবং হারবিন ট্রেড মিউজিয়ামের নিকট আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া তার প্রেরণ করেন।

ঢাকায় বঙ্গের গবর্ণর
পুলিশের পুরস্কার

বঙ্গের গবর্ণর স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন ঢাকায় পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতায় পুলিশদের কার্য্যদক্ষতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্তই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুলিশদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত না হইলেও স্বীয় ক্ষমতাবলে উহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দরবারে সনদ প্রদান

গবর্ণর বাহাদুর গত ২৭শে আগষ্ট অপরাহ্ণে ঢাকা গবর্ণমেণ্ট হাউসে দরবারে নিম্নলিখিত ২০ জন ব্যক্তিকে সনদ প্রদান করিয়াছেন।

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র সেন—কৈসার-ই হিন্দ মেডেল (২য় শ্রেণী)। সুবাদার মেজর গণেশ বাহাদুর ছত্রী—সর্দ্দার বাহাদুর। মৌলবী আবদুল গফুর—খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর—উমেশ চন্দ্র চাকলাদার, নলিনী কান্ত সেন, ক্ষিতীশ চন্দ্র গুহ, মহেশ নারায়ণ রায় চৌধুরী, নগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। খাঁ বাহাদুর—মৌলবী আবদুল জলিল খাঁ। অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—রায় বাহাদুর। তারক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রায় বাহাদুর। মৌলবী রফিজ উদ্দিন আহাম্মদ খাঁ সাহেব। মৌলবী নফায়স্রল ইসলাম—খাঁ সাহেব, শ্যামাচরণ ভৌমিক—রায় সাহেব। মৌলবী হামিদ-র রহমান—খাঁ সাহেব। কাজী মহম্মদ মনিরুদ্দিন—খাঁ সাহেব। মৌলবী আবদুল গফুর—খাঁ সাহেব। মনোরঞ্জন মিত্র—রায় সাহেব। সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রায় সাহেব। শান্তাশু কুমার বসু—রায় সাহেব। দীনেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—রায় সাহেব।

আবহ বিদ্যায় বাঙ্গালী

রাজকীয় আবহ বিদ্যা সমিতির সদস্য ডাক্তার বি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় এম এস-সি, পি, এইচ, ডি করাচীর আবহমান মন্দিরের ডিরেক্টার যে সরকারী বিমানপোত সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার্থ য়ুরোপে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, নরওয়ে, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী, মিশর প্রভৃতি দেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। গত সপ্তাহে তিনি ভারতে আবহ বিদ্যা সম্পর্কের প্রধান স্থান পুণা সহরে তাঁহার য়ুরোপ পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের নিকটে বিবৃত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই ভাদ্র, শনিবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে মাসাধিক-ব্যাপী শ্রীভাগবত-প্রকটোৎসবের সপ্তম-দিবস। গতকল্য শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তনাদি দৈনন্দিন অনুষ্ঠান খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অদ্য সন্ধ্যায় একটী বিশেষ সভার অধিবেশনে মঠের বিশিষ্ট বক্তৃবৃন্দ শ্রীবলদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। যথারীতি সংকীর্ত্তনাদিও অনুষ্ঠিত হইবে।

—

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেবাবির্ভাব। শ্রীবলদেব কৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তিমদ্বিগ্রহ—কৃষ্ণের সন্ধান-প্রদানই সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। সাধুসঙ্গক্রমে জীবের হৃদয়ে যখন 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়'—এই বিশ্বাস স্থান পায়, তখন শ্রীবলদেব জীব-হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবকে তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ মহান্ত গুরুর পাদপদ্ম-সমীপে লইয়া যান। জীব সেই গুরুপাদপদ্মে শরণাগতিক্রমে তৎ-প্রদত্ত ভজনক্রিয়া আচরণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়সিংহাসন হইতে কৃষ্ণেতর-বিষয়াভিলাষ, ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম, জ্ঞান, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদি আবর্জ্জনা বা অনর্থরাশি দূর করিয়া তাহা তাঁহারই নিত্যপ্রভু কৃষ্ণের বসিবার উপযোগী করেন। শ্রীবলদেব শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর কৃষ্ণচন্দ্র জীবের সেই অনর্থমুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়াসনে অধিরোহণ করেন। শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই কৃষ্ণান্বেষী ভক্তবৃন্দের আজ বলদেব-পূজায় এত আগ্রহ—এত আনন্দ।

—

দুর্ভাগ্যক্রমে সংসারাসক্ত হইয়া জীব-গণ সাংসারিক সুখদুঃখে এতই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহাদের নিত্যসেব্য নিত্য প্রভু কৃষ্ণসেবার কথা আর কিছুই মনে থাকে না। সুখের সময় ত' হতভাগ্য মানুষ কৃষ্ণ-ভজনের প্রয়োজন মনে করে না, বিপদ আপদের সময় একটু আধটু প্রয়োজন মনে করিলেও তাহা কেবল আপদমুক্তির জন্য, কৃষ্ণসেবার জন্য নহে। অনেকে আবার সাংসারিক অভাব-অসুবিধার দোহাই দিয়া কৃষ্ণ-ভজন না করিবারও কারণ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন, "সংসারের জ্বালার জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবার সময় কি আর ভগবানের কথা মনে থাকে? সুখী অবস্থা মানুষ যা'রা, যা'দের খাওয়া পরার কোন চিন্তা করিতে হয় না, তা'রাই বসিয়া বসিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করুক। যখন সংসারের ভাবনা থাকিবে না, তখন যাহা হয় করা যাইবে।" এই সকল অজ্ঞানান্ধ জীবের জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইবার জন্যই শ্রীভগবান্ কংসকারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ, দুরাত্মা কংসকর্ত্তৃক নিহত ছয়টী পুত্র বিরহে কাতর দেবকী-বসুদেবের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে প্রথমে বল-দেবরূপে এবং পরে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া দেখাইলেন, জগতের চক্ষে যে পুত্র শোক একেবারেই অসহনীয়, সেই পুত্র-শোক একবার নহে, দুইবার নহে, ছয় ছয় বার পাইয়াও, কারাগারে শৃঙ্খলিত থাকিয়া অত্যন্ত নির্য্যাতিত হইয়াও জীব ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের কারাগারে বন্দীলীলাভিনয়-কারী শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত উপায়ে কারামুক্তি ও মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ লীলা পাঠ করিলেও অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও যে জীব কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারেন, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যিনি যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সেই অবস্থা হইতেই তিনি শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ গুরুদেবের কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়াসনে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধারণ করিতে পারেন। যাঁহারা কৃষ্ণকৃপা-প্রাপ্ত আদি গুরু ব্রহ্ম-কথিত 'তত্তেঽনু-কম্পাং' শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফল-স্বরূপ বিপদ-আপদকে করুণার বারিধি ভগবানেরই অপারকরুণা বিচার পূর্ব্বক শ্রীবলদেব গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদের হৃদয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকটস্থলী হয়। হে জগদ্বাসি, ঐ শুনুন অভিন্ন শ্রীবলদেব শ্রীগুরুদেব অবতীর্ণ হইয়া জগতে আজ কৃষ্ণাবির্ভাব-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন, যদি অচিরেই আপনাদের হৃদয়সিংহাসনে সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম ধারণ করিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে আসুন, আমরা আর ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে আমাদের হৃদয় গুণ্ডিচা মার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই। জাগতিক সুখ বা দুঃখ কিছুই আমাদের কৃষ্ণভজনের অন্তরায় হইবে না।

—

শ্রীপুরুষোত্তম প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুরে বা দেহে বাস করেন বলিয়া জীবকে পুরুষ বলা হয়। সেই পুরুষারাধ্য তত্ত্বই শ্রীপুরুষোত্তম দেব। শ্রীপুরুষোত্তম দেবের লীলাক্ষেত্রই আবার শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র। সুতরাং শ্রীপুরুষোত্তমভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ আলোচনা আমাদের নিত্য কৃত্য।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষি শ্রীনারদের আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তরাজ নীলকণ্ঠেশ্বর ও দুর্গাদেবীর পূজান্তে নমস্কার করিয়া নীলপর্ব্বতারোহণ করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ-দ্বার দেখিতে পাইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া দেবর্ষির শরণাগত হইলে শ্রীনারদ দিব্যগতি অনু-চরগণ দ্বারা রাজাকে লইয়া পর্ব্বত-শিখর দেশে উপস্থিত করাইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কৃষ্ণাগুরু বৃক্ষ নিম্নে বিরাজমান বিপদভঞ্জন ভগবানের উগ্র নরসিংহ মূর্ত্তির দিকে সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইল। শ্রীনৃসিংহ দেবের শ্রীচরণে নরপতি মনোবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে রাজার প্রার্থনানুসারে শ্রীনারদ তাঁহাকে নীলকান্ত মণিময় করুণাসাগর ভগবানের বিরাজস্থলী দর্শন করাইয়া বলিলেন, এই স্থানে শ্রীভগবান্ নীলমাধব চতুর্মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। পুনশ্চ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই স্থানে আবির্ভূত হইবেন। এই সান্ত্বনা-বাক্যে নরপতি দেবদেব শ্রীনীলমাধবের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। ভক্তের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবদেব সুমধুর আকাশ বাণীতে রাজাকে বলিলেন—'হে রাজন্! চিন্তা দূর কর, আমি তোমার নয়ন পথগামী হইব।' শ্রীনারদের বাক্যের সহিত আকাশ-বাণীর ঐক্য হওয়ায় রাজা শ্রীভগবানের প্রীতিকর অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবর্ষি শ্রীনারদের আদেশানুসারে নরপতি নীলকণ্ঠ দেবের দক্ষিণে চারিশত হস্ত মধ্যে অবস্থিত চন্দন বৃক্ষের পশ্চিমভাগে শ্রীনরসিংহ দেবের আস্থান প্রস্তুত করিবার মানসে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র দেবমান্দব প্রস্তুতভাবে উপস্থিত আছেন। তাঁহাকে বিধিমত পূজা করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। চারিদিন মধ্যে মন্দির গঠন হইয়া গেল। পঞ্চম দিবসে প্রাতঃকালে রাজা প্রতিষ্ঠা-উপকরণাদি আয়োজন করিয়া দেবর্ষির আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। হঠাৎ আকাশ-মণ্ডল শঙ্খ, মৃদঙ্গ, গীতধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। দেবর্ষি শ্রীনৃসিংহ দেবের শ্রীবিগ্রহ সহ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাতীনক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদশী তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেব প্রাসাদ-মধ্যস্থিত রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। উপস্থিত বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণগণ সহিত রাজা ভক্তি-সহকারে শ্রীনৃসিংহদেবকে পূজা ও প্রণাম করিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠার পর নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সগণে দেবরাজ ইন্দ্র, ঋষিবৃন্দ, বৈষ্ণবমণ্ডলী, বেদ-বেদাঙ্গ-নিপুণ ব্রাহ্মণগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বিনয়াবনত রাজা, সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের অনুমতি লইয়া সমাগত গুরুবর্গকে বিধি-অনুযায়ী অর্চ্চন করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে বিধি-পূর্ব্বক একোনসহস্র যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। পরে সাহস্রক যজ্ঞ আরব্ধ হইল। পূর্ণাহুতি দিবার অবশিষ্ট সাতদিন মাত্র বিলম্ব আছে। তাহার পূর্ব্বরাত্রি শেষ প্রহরে রাজার স্বপ্নাবস্থায় ক্ষীরসমুদ্র-মধ্যস্থিত শ্বেতদ্বীপ-বাসী শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী বৈকুণ্ঠনাথ, শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শেষদেব ও মূর্ত্তিমান সুদর্শন ভক্তপরিসেবিত হইয়া রাজার নয়নগোচর হইলেন। স্বপ্নভঙ্গে রাজা শ্রীদেবর্ষির নিকট বর্ণনা করিলেন। তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিলেন যে, 'মহারাজ! যজ্ঞ সফল হইল, এইস্থানে ভগবান্ আপনাকে দর্শন দান করিবেন।'

যজ্ঞ-শেষ-স্নান দক্ষিণ সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বিশ্বেশ্বর মহাদেবের নিকটবর্ত্তী স্থানে হইবে ঠিক হইল। নরপতির আগমন অপেক্ষা করিয়া সেবকবৃন্দ তথায় উপস্থিত আছে। নরপতিও এদিকে স্নানে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এমন সময় কতিপয় সেবক খুব ব্যস্তভাবে মহারাজের নিকট আসিয়া জানাইল যে, সমুদ্রতটে এক মহাবৃক্ষ দেখা গিয়াছে। তাহার অগ্রভাগ সমুদ্রের মধ্যে এবং মূলভাগ তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া স্নান-গৃহ সমীপে উপস্থিত হইতেছে। বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ বজ্রবর্ণ এবং শঙ্খচক্রাক্রান্ত। চতুর্দ্দিক তেজোবৃত এবং সুগন্ধে আমোদিত। সেবকগণের মুখে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ শ্রীদেবর্ষির নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন 'মহারাজ! পূর্ণাহুতি সমাধান করুন। আপনার স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গের একটী লোম স্খলিত হইয়া বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। অবভৃতস্নান শেষ করিয়া একটী বেদী নির্ম্মাণ করান এবং তদুপরি যজ্ঞেশ্বরের মঙ্গলাচরণ করিয়া তাঁহাকে স্থাপন করুন।' এই কথা শ্রবণে ভক্তরাজ নরপতি আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

ক্রমে গড়িতে সমুদ্রকূলে উপনীত হইয়া চতুর্ভুজ চতুঃশাখাযুক্ত বৃক্ষরাজকে দর্শন করিয়া শ্রীনীলমাধবের অদর্শন জনিত দুঃখ দূর করিলেন। তৎপরে ভক্তব্রাহ্মণগণের দ্বারা মহাবৃক্ষের অঙ্গে সুগন্ধি লিপ্ত করাইয়া নূতন মহাবেদীর উপরে স্থাপন করিলেন। কাহার দ্বারা কিরূপভাবে শ্রীবিগ্রহ সংগঠন হইবে এই আলোচনা উপস্থিত হইলে আকাশবাণী হইল—শ্রীভগবান স্বয়ংই স্বীয় মূর্ত্তি প্রকট করিয়া মহাবেদীতে অবস্থান করিবেন। তোমরা পঞ্চদশদিবস পর্য্যন্ত মহাবেদীকে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত কর। নবাগত শস্ত্রহস্ত বৃদ্ধ পুরুষকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ কর। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত মহাবেদীর বহির্দ্দেশে নানাবাদ্যধ্বনি হইতে থাকুক। শ্রীমূর্ত্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই কিছু দেখিও না।" অল্পক্ষণ পরে স্বয়ং নারায়ণই বৃদ্ধ বর্দ্ধকিবেশধারণ করিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি সম্পন্ন করিবার জন্য বেদী মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইল। শ্রীজগন্নাথদেব নিজেই নিজের বিগ্রহ গঠন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও তন্মধ্যস্থিতা শ্রীসুভদ্রাদেবী ও শ্রীসুদর্শন চক্ররূপী চতুর্দ্ধামূর্ত্তি সিংহাসনে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীজগন্নাথের হস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্নিত, শ্রীবলদেবের হস্ত গদা, মুষল, চক্র ও বজ্র-চিহ্নবিভূষিত, তাঁহার মস্তক ছত্রাকৃতি সপ্তফণাদ্বারা মণ্ডিত ও মুকুট এবং কুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত। চারুবদনা সুভদ্রাদেবীর এক হাতে উৎকৃষ্ট পদ্মধারণ করিয়া আছেন এবং অপর হস্ত অভয়দানার্থে প্রসারিত হইয়া আছে। ইনিই সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী, কৃষ্ণাবতারে বলভদ্রাকৃতিতে রোহিণীগর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লীলাপুরুষোত্তমকে ক্ষণমাত্র ছাড়িয়া সুভদ্রাদেবী অবস্থান করিতে পারেন না। এক গর্ভে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীসুভদ্রাদেবী, ভগ্নী বলিয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছেন।

সুভদ্রা চারুবদনা বরাজ্ঞাভয়ধারিণী।
লক্ষ্মীঃ প্রাদুর্ভূতবয়ঃ সর্ব্ব চৈতন্যরূপিণী॥
ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণী গর্ভসম্ভবা।
বলভদ্রাকৃতিজাতা বলরূপস্য চিহ্নবৎ॥
ক্ষণং ন সহতে নাথ মোক্তুং লীলাবতারণং
ন ভেদস্তত্র কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ॥
একগর্ভ-প্রসূতত্বাদ্ ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ।
ভগিনী বলদেবস্য জ্ঞেয়া পৌরাণিকী কথা॥

অল্পক্ষণ পরে পুনরায় আকাশবাণী রাজার কর্ণগোচর হইল যে,—শ্রীজগন্নাথদেবকে নীলমেঘ সদৃশ শ্যামলবর্ণ, শ্রীবলদেবকে শঙ্খ অথবা চন্দ্রকিরণবৎ ধবলবর্ণ, শ্রীসুদর্শন চক্রকে রক্তবর্ণ এবং শ্রীসুভদ্রাদেবীকে কুঙ্কুমসম অরুণবর্ণে রঞ্জিত কর এবং বসনালঙ্কার দ্বারা বিভূষিত কর। নীলপর্ব্বত শিখরদেশস্থিত কল্পবৃক্ষের বায়ুকোণে একশত হস্ত দূরে শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজিত আছেন। তাঁহার উত্তরভাগে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড আছে। তদুপরি সহস্র হস্ত উন্নত ও তৎপরিমাণে প্রস্থ বিশিষ্ট এক সুদৃঢ় মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সেইস্থানে দেব চতুষ্টয় স্থাপন কর। পুরাকালে বৈষ্ণবাগ্রণী বিশ্বাবসু নামক এক শবর শ্রীভগবানের পূজায় নিযুক্ত ছিল। তাহার সহিত তোমার পুরোহিত বিদ্যাপতি সাক্ষাৎ করায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছিল। বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতির বংশধরগণকে শ্রীভগবানের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত কর।

(ক্রমশঃ)

বিচারে বিপ্রলিপ্সা

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এজি, বি, টি)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমি মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের বহু আচার্য্যের নিকট বহু শিক্ষালাভ করিয়াছি কিছু দিন হইল, চক্চকাতে একটি ধর্ম্মসভায় আহুত হইয়া শ্রীযুক্ত হরিরাম মহান্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়। তাঁহাকে বেজবরুয়া মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অমৃত ভূষণ অধিকারী মহাশয়ের বাক্যানুসারে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বলাতে, তিনি বলিলেন, "এ সমস্ত অনির্দ্দিষ্ট লোকের অনির্দ্দিষ্ট কথা।" আবার সেই মহান্ত ঠাকুর সম্প্রতি মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মালোচনী সভার সম্পাদক রূপে 'বৈষ্ণব ও বিষ্ণুপূজক' গ্রন্থের প্রকাশকের উপর নোটিশ জারী করিয়া বলিলেন—"একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাতে ধর্ম্মের হানি কি?" তিনি বোধ হয় জানেন না যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ও কৃষ্ণ সবিশেষ তত্ত্ব। জ্ঞানীর ব্রহ্মে ও ভক্তের ভগবানে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জ্ঞানীর তর্কমাত্র লব্ধ, ব্রহ্ম প্রতীতি-প্রাকৃত, অতএব অনিত্য, ভক্তের ভগবান্ অপ্রাকৃত দর্শন-লব্ধ, অতএব নিত্য। 'রামানুজাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ তত্ত্বকে পরতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, আর শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষতত্ত্বকেই পরমাবস্থা বলিয়া বলেন। শ্রীযুক্ত ঘনকান্ত গোস্বামী মহাশয় গোয়ালপাড়ার একটি মহাপুরুষীয়া সভার সভাপতিরূপে নেওগ মহাশয়ের ন্যায়, সাকার উপাসনা ছোট লোকের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করত শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষবাদকে উচ্চশ্রেণীর লোকের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করেন। বোধ হয় সেই জন্য মহান্ত ঠাকুর মহাশয় ছোট লোকের ধর্ম্ম কৃষ্ণোপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বড় লোকের ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য বেজবরুয়া মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা কেন?—তাঁহাকে শাস্ত্রে নিপুণ জানিয়া, না গালিতে নিপুণ জানিয়া? এখানকার মহাপুরুষীয়াগণ কিন্তু নিরাকার উপাসনার পক্ষপাতী না হইয়া বেজবরুয়া মহাশয়ের বাক্যকে "অনির্দ্দিষ্ট লোকের অনির্দ্দিষ্ট কথা" বলিয়া বলেন। কিছুদিন গত হইল আসামের গোলাঘাটের অন্তর্গত দেরগাঁও হইতে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গোস্বামী নামে এক সরল পণ্ডিত বৃদ্ধব্রাহ্মণ এখানে আসেন। তিনি আমার গ্রন্থালিখিত কৃষ্ণকেই পরমতত্ত্বরূপে স্থাপন করেন, এবং বেজবরুয়া ও অধিকারী মহাশয় দ্বয়ের বাক্যকে 'অনির্দ্দিষ্ট লোকের অনির্দ্দিষ্ট কথা' বলিয়া বলেন। এখানকার কতিপয় মহাপুরুষীয়া ভদ্রলোক তাঁহাকে বড়ই সমাদর করেন। তাঁহাকে 'কীর্ত্তন ঘোষা'র—

'মায়াতে সে দেখয় বিবিধ পরিচ্ছেদ।
স্বরূপে তোমার নাহিক কিছু ভেদ॥'

—এই পদটীকে ব্যাখ্যা করিতে বলায়, তিনি উহা কখনও পান নাই বলেন। এতাবৎকাল তাঁহার কথাকে 'নির্দ্দিষ্ট লোকের নির্দ্দিষ্ট কথা' বলিয়া ধরিয়াছিলাম। এবার নেওগ মহাশয় আসরে নামিয়া গ্রন্থের সমালোচনায় বলিলেন, "সাকার উপাসনা আর মুক্তিলাভের কথা তেওঁ প্রথম খাপত থকা ভক্তর কারণে কব পারে, কিন্তু তাকে ভক্তর শেষ লক্ষ্য বুলি কোনো কোনো বচন তেওঁ তুলি দিব পরা নাই আরু প্রকৃততে তেনে কথা অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যত থাকিব নোৱারে। নহলে—

'অব্যক্ত ঈশ্বর হরি কিমতে পূজিবা তাক
ব্যাপ্যকত কিবা বিসর্জ্জন।
এতাবন্ত মূর্ত্তি শূন্য কেন মতে চিন্তিবাহা
রাম বুলি শুদ্ধ কর মন॥'

—"আদি সুমধুর বচনার মর্ম্ম কি?"

ভক্তিই এই পন্থার চরম উদ্দেশ্য, এইরূপ বাক্য আমি এই পন্থার কোন গ্রন্থে পাই নাই এবং তুলিও নাই। আমার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইল, শঙ্করদেব আদিতে ভক্তির পক্ষপাতী হইলেও অন্তে ভক্তির বিরোধী। বিদ্ধবৈষ্ণবগণের ভক্তি একটি উপায় মাত্র। উপেয়-স্বরূপ নির্ব্বাণ মুক্তিকে প্রদান করিয়া ইহা জীবহৃদয় হইতে চিরতরের জন্য অন্তর্হিত হয়। যদি পরাবস্থা তাঁহাদের মতে ঐ রূপই হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ভক্তির অনস্তিত্বকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ একটা কপটতা বলিয়া থাকেন।

নেওগ মহাশয় তাহা হইলে আমার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়েরই সমর্থন করিলেন। সাধারণ নিয়মানুসারে সমর্থনকারী বক্তার মত সমর্থন-কালে বক্তার ভূয়সী প্রশংসা করেন, আর ইনি সাধারণ নিয়মের একটু বাহিরে গিয়া বক্তাকে নানারূপ গালি দিয়া, বক্তার মতের সমর্থন করিলেন প্রভেদ সামান্য।

এখানে আমাকে বলিতে হইতেছে যে নেওগ মহাশয় বেজবরুয়া মহাশয়, মহান্ত ঠাকুর ও অধিকারী মহাশয় প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট লোকের সহিত একমত হইলেন তাহা হইলে এখন হইতে তিনি এবং উপরিউক্ত মহোদয়গণ নির্দ্দিষ্ট লোক হইলেন। আগে আমি ভাবিয়াছিলাম 'সর্ব্বদোষে চুলি পকা। কোনেও কাকো সুবুদ্ধে কাকা॥' কিন্তু এখন দেখিতেছি তা নয়। অন্ততঃ চারিজন লোক পাওয়া গেল, যাঁহারা পরস্পরকে কাক বলেন।

একণে তাঁহা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত 'ঘোষা'র মাধুর্য্য আস্বাদন করা যাউক। তিনি স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রয়োজনরূপে ভক্তি চাহেন না। সমালোচনার এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভাই মুখে বোলা রাম হৃদে ধরা-রূপ". 'আদি শঙ্করদেবর বাক্য উদ্ধৃত করি শঙ্কর দেবর ধর্ম্ম কেবল মুক্তি প্রয়াসী বুলি প্রমাণ করিবর চেষ্টা করিছে অথচ 'নাম ঘোষা'র প্রথম ঘোষ "মুক্তি ত নিস্পৃহ যিটো"—যিটো মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মর আদর্শর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি বুলি ধরা হয়—আরু তেনে ধরণর অসংখ্য ঘোষা উপেক্ষা করিছে।"

এখানে তিনি মুক্তি চাহেন না স্পষ্ট বুঝা গেল। অতএব তিনি যে ভক্তি ও মুক্তি চাহেন না ইহা প্রমাণিত হইল। এক্ষণে মুক্তির স্বরূপাবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। মুক্তি পাঁচ প্রকার যথা,—সার্ষ্টি, সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সালোক্যাদি চারি মুক্তির স্থান বৈকুণ্ঠে ও সাযুজ্য-মুক্তির স্থান বৈকুণ্ঠ বাহিরে ব্রহ্মলোকে। যথা,—

'সাযুজ্য মুক্তির তাহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ বাহিরে হয় তার অবস্থিতি॥'

ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ উভয়ই প্রকৃতির অতীত রাজ্য, বিরজার পরপারে অবস্থিত সুতরাং ভক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত জীব সমলোচকের মতে নীচের থাপের হইলে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অবস্থান করেন একণে মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় লাভ করিয়া এক ভাগ বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, আর একভাগ সাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন। জ্যোতি রাজ্যমধ্যে যেমন সূর্য্যমূর্ত্তি, সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের ভিতরে বৈকুণ্ঠ। অত ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠের নিম্নে অবস্থিত। এ

ব্রহ্মলোক কৃষ্ণগণের স্বরূপে এবং কৈবল্য-প্রাপ্ত যোগিগণ ও নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মোপাসকগণ পুরুষার্থ স্বরূপে প্রাপ্ত হন। যথা,—

'কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা যোদ্ধাদি করে তার সনে॥
সেই দুইর দণ্ড হয় ব্রহ্ম-সাযুজ্য-মুক্তি।
তার মুক্তিফল নহে যেই করে ভক্তি॥'

"ব্রহ্মলোকস্থ তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ
হরিণাহতাঃ॥"

সুতরাং কৃষ্ণশত্রুগণের সহিত সমপর্য্যায়ে অবস্থিত ব্রহ্মবাদিগণকে কৃষ্ণমিত্রগণের সহিত সমপর্য্যায়ে গণ্য করা যায় না। যেমন বৈকুণ্ঠের নিম্নে ব্রহ্মলোকের স্থান, তেমনি ভক্তের নিম্নে ব্রহ্মবাদীর স্থান। শাস্ত্রে ইহাই পাওয়া যায় এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণও ইহাই বলেন। তাহা হইলে নেওগ মহাশয় উচ্চাধিকারে কোথায় যাইবেন? বৈকুণ্ঠের উপরে কি থাকিতে পারে? তিনি তর্কের খাতিরে নির্ব্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্য্যের মত বলিবেন, বৈকুণ্ঠের উপরের অবস্থা 'অব্যক্ত'। সেখানে ভক্তও নাই, ভগবানও নাই, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা, ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীর লয়াবস্থাই 'অব্যক্ত'। ইহাকেই শাস্ত্রকারগণ নির্ব্বাণ বা সাযুজ্য মুক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মুক্তি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার মুক্তিরই একটি এবং ইহার স্থান বৈকুণ্ঠের উপরে নহে, বহু নিম্নে,—ব্রহ্মলোকে। সুতরাং নেওগ মহাশয় কনিষ্ঠাধিকারের ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকার-প্রযুক্ত 'অব্যক্ত' অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গিয়া, ভগবদিচ্ছায় নিম্নগামী হইলেন। ভাগবত উল্লঙ্ঘন করাতেই তাঁহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে সন্দেহ নাই; কেন না ভাগবত তাঁহাকে আগেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যথা,—

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥'

অর্থাৎ বিমুক্তগণ তোমার চরণ অনাদর করিয়া, অতি কষ্টে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াও নীচে পতিত হন।

শঙ্কর দেবও 'মায়াতে সে দেখয় বিবিধ বিচ্ছেদ' বাক্যে বৈকুণ্ঠনাথকে মায়িক বলেন। সুতরাং সমালোচক শঙ্করদেবের মত ঠিক ঠিক প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও ঠিক ইহাই বলিয়াছি।

এই নির্ব্বাণমুক্তি কিন্তু বৈষ্ণবগণ কামনা করেন না। যথা শঙ্করাত্রেয়ঃ—

'নীলতা হরিণাঙ্কজে মুক্তির্নিত্যান্তর্ভাবিনী।
মনেষ হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানাং অসম্মতং॥'

এক্ষণে সমালোচক মহাশয়কে তাঁহা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত "মুক্তিও নিস্পৃহ বিঠৌ,' 'মুক্তি সুখক বস্তু করি হরিনাম আনন্দত নাচে॥" প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে বলি। 'নামানন্দ' যদি মুক্তিসুখেরও উপরে, তাহা হইলে নেওগ মহাশয় সে আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া কেন মুক্তি বা 'অব্যক্ত' অবস্থার পক্ষপাতী হইলেন?

আবার নেওগ মহাশয় এই—'অব্যক্ত' অবস্থার পরিচয় কি প্রকারে লাভ করিতে পারেন? এই 'অব্যক্ত' অবস্থা কে ব্যক্ত করেন? যেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নাই, সেখানের খবর আমাকে কে দেয়? যিনি ওখানে যান তিনি সিদ্ধ, কিন্তু তিনি আর ফিরেন না। অতএব আমাকে আজ কে বলে যে বৈকুণ্ঠের উপরে "অব্যক্ত' বলিয়া এক অবস্থা আছে? যদি বলিবার কেহ না থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থার অবস্থিতি কেবল অনুমান-সিদ্ধ। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, শঙ্করাচার্য্যের চিদ্-রাহিত্য অবস্থা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ বা তর্কলব্ধ, আর বৈষ্ণব ও শাস্ত্রোল্লিখিত চিৎ-সাহিত্য অবস্থা অপ্রাকৃত দর্শন-লব্ধ। এই অনুমান প্রমাণলব্ধ সত্য ভাগবতের নিরস্ত কুহক সত্য নহে।

'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥'

বদ্ধভূমিকায় অবস্থিত জীব মনের দ্বারা সেই অবাঙ্মনসোগোচর তত্ত্বের নির্দ্ধারণে ব্রতী হন বলিয়া তাঁহাকে 'মায়াবাদী' বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

গৃহস্থের জ্ঞাতব্য কয়েকটী কথা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

গৃহস্থ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যে সমস্ত ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক উপযুক্তকালে ভগবদ্ভজন সহকারে বেদাধ্যয়নাদি সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন করেন ও যথাশাস্ত্র উপযুক্ত কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক মাত্র ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিয়া সংযতভাবে সহধর্ম্মিণীসহ ভগবদুপাসনাতে নিযুক্ত হন, তাঁহারাই 'গৃহস্থ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আধুনিক কালের গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণের অবস্থা একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইদানীং গৃহস্থাশ্রম নাই। তথাকথিত গৃহস্থের গৃহগুলি ভোগের আগারমাত্র, বৈদিকশাস্ত্র লিখিত গৃহস্থের ধর্ম্মগুলি এখন আদৌ পালিত হয় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, জীবনের প্রথমে গুরুগৃহে বাস করিয়া ভগবদ্ভজন ও বেদাধ্যয়ন-মুখে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অভ্যাস সংশোধিত হয় নাই; ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক গার্হস্থ্য অবস্থাটী—গৃহমেধী বা গৃহব্রতের অবস্থা। যাহারা গৃহ বা গৃহিণীকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছে, তাহারাই গৃহব্রত বা গৃহমেধী অর্থাৎ যাহারা গৃহকে মেধ বা ধান্যমর্দ্দনস্থলে প্রোথিত পশুবন্ধন-কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পশুর ন্যায় ঘুরিতে থাকে। ভগবদনুশীলন-ফলে ভগবদিতর বিষয়ে বিরক্তি না হইলে আশ্রমধর্ম্ম থাকিতে পারে না। যেখানে আশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে অভাব।

সুতরাং যাঁহারা সত্যসত্যই গৃহস্থ হইতে চাহেন, তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য —যিনি নিষ্কিঞ্চনভাবে ভগবদ্ভজন করেন, এরূপ সাধু মহাপুরুষ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ে দ্বৈণত্ব পরিত্যাগ করিয়া সংযতভাবে অশাস্ত্রীয় বিধি বর্জ্জন পূর্ব্বক সযত্নে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া। গৃহস্থধর্ম্ম পালনতৎপর ব্যক্তির সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ব্রহ্মচর্য্যই গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তি; সুতরাং যাঁহাদের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যস্ত হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্তকাল গৃহ হইতে দূরে থাকিয়া গুরুকুলে বাস পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং বালক সকলকেও সে সুযোগ দেওয়া তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। এইরূপভাবে ক্রমে ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন হইলে সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ গৃহস্থাশ্রমেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্তর্গত ভারতের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত মঠসমূহের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন, সেখানে ব্রহ্মচারীরা কিরূপ স্বাভাবিকভাবে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সুশিক্ষিত হন এবং অনেক গৃহস্থ-ভক্তও গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করেন। তাঁহাদের অনেকে গৃহসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুকুলে বাস করিতেছেন ও সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজকের ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের বিভিন্ন-প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শ্রীনাম ও বিমল প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, জীবনের প্রারম্ভে গুরুকুলে বাস করিয়া যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না করিলে কি গার্হস্থ্য, কি বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস—কোন আশ্রমেরই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—আশ্রমধর্ম্ম একবারে লুপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং যে গুরুর শিক্ষার উপর প্রত্যেক আশ্রমের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সেই গুরু কে? তাঁহার লক্ষণ কি?—এই সমস্ত বিষয় কি সর্ব্বাগ্রে আমাদের অনুসন্ধান করা একান্ত কর্ত্তব্য নহে? যে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথারীতি পালিত না হইলে আমরা শাস্ত্রানুসারে 'মানুষ' নামে পরিচিত না হইয়া 'অসুরের' মধ্যে পরিগণিত হই, সেই দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু আচার্য্যের অনুসন্ধানে একেবারে উদাসীন থাকা কি মানুষের ধর্ম্ম? হে ভ্রাতৃগণ! আর কতকাল আমরা এইরূপভাবে ঘোর মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিব। আসুন! বেদ-বেদান্ত-পুরাণ এবং ভগবদ্ভক্ত মহাজনগণ এবিষয়ে আমাদিগকে এক বাক্যে, উচ্চৈঃস্বরে কি উপদেশ দিয়েছেন, তাহা একবার আমরা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি—

গুরুকরণ সম্বন্ধে আমরা কুলগুরু ও গৃহস্থ গুরুর কথা শুনি। প্রথমে গৃহস্থ গুরুর কথা একটু আলোচনা করা যাউক। গুরু কে?—যিনি শিষ্যকে পরমার্থপথে চালিত করিয়া ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন, তিনিই গুরু। তাঁহার নিজের ভগবদ্দর্শন সিদ্ধ হইয়াছে, নচেৎ তিনি শিষ্যকে কি সাহায্য করিবেন? সুতরাং বদ্ধজীব, স্ত্রীর ভৃত্য, যোষিৎসঙ্গী কখনও গুরু হইতে পারে না। গুরু—ভক্তচূড়ামণি, তিনি সংসারমুক্ত, বিষয়-স্পৃহাশূন্য। তিনি যে কোন আশ্রমে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন অর্থাৎ তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, বা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী হইতে পারেন। কিন্তু সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ, সরল অন্তঃকরণে বিচার করিয়া বলুন দেখি যে, আজকাল আমরা যাহাদিগকে গৃহস্থ বলি, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ গুণান্বিত গুরু হইবার যোগ্য সাধু মহাপুরুষ আপনারা কোথায়ও দেখিয়াছেন কি? এখন আশ্রমীরই অভাব, গৃহস্থাশ্রমী ত নাই-ই। গৃহস্থ আশ্রমেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতা, এরূপ পরীক্ষার স্থল আর নাই। বাল্যকালে ইন্দ্রিয়সমূহ পুষ্ট হয় না, সে অবস্থায় ব্রহ্মচারী সকলেই থাকিতে পারে। যদি বলা যায়, এই তিন বৎসর বয়স্ক বালকটী খুব বড় ব্রহ্মচারী, ইহার স্ত্রীলোকে আদৌ আসক্তি নাই, তাহা হইলে সে কথা সকলেই হাসিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ তাহাতে মনোযোগ দেন না, কেন না তাহার পরীক্ষার কাল এখনও আসে নাই। তৎপরে ৮।১০ বৎসর বয়সে গুরুকুলে থাকিয়া ভোগের উপকরণসমূহ হইতে দূরে থাকায় হৃদয়ের স্পৃহা সমূহ জাগরূক হইবার সেরূপ সুযোগ পায় না। অতঃপর পূর্ণযৌবনে যখন রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়া ভোগের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সংযত রাখিয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করা যে কত কঠিন, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। সেই জন্যই আজ গৃহস্থের এত অভাব—আজ সব

পণ্ডিত গৃহস্থ—কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন না ; কচিৎ একজন কি দুই জন থাকিলেও তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া অতি দুষ্কর। সুতরাং জানি না অধুনাতন-কালে গৃহস্থগুরু কিরূপে গুরু হইতে পারে ? এমনকি গৃহস্থগণ গোস্বামী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশ, তাঁহাদের মধ্যে 'গোস্বামী' বা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির একেবারে অভাব। কৃষ্ণসেবাপর জিতেন্দ্রিয় পুরুষ না হইলে কেহই গুরু হইতে পারেন না সুতরাং এখন গৃহস্থের অর্থাৎ গৃহমেধী গোদাসের গুরুগিরি সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় গুরুবংশ, গুরুর ঔরস পুত্র গুরু, কিরূপে চলিতে পারে, তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে ? শিষ্য-প্রশিষ্য লইয়াই যথার্থ গুরুকুল স্থাপিত,পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কখনও গুরুবংশ চলিতে পারে না, সুতরাং কুলগুরু বলিয়া কোনও বস্তু বংশের পারমার্থিক শাস্ত্রও মহাজন স্বীকার করেন না, যুক্তিতেও তাহা সিদ্ধ হয় না। অতএব যাঁহারা 'কুলগুরু' 'কুলগুরু' বলিয়া ভয়ে পারমার্থিক রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার লইতেছেন না, তাঁহারা জানুন যে, কুলগুরু বলিয়া যে একটা বোঝা তাঁহাদের বংশের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে, তাহাকে তাঁহাদের বুদ্ধি লোপ পাওয়ায় তাঁহারা একটা বৃথা আতঙ্কের ভয়ে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন এবং পারমার্থিক উন্নতির জন্য যত্ন করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। তাঁহারা শুনুন, বেদ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। আবার উৎসাহ দিতেছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। বল সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ ভূতের ভয় দূর করিয়া তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন, সংসারমুক্ত, মুকুন্দপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হউন। আর কুলগুরুর বৃথা অভিশাপের ভয়ে আত্ম-কল্যাণ-লাভে বঞ্চিত হইবেন না, দুর্লভ মানবজন্ম এবার বৃথায় কাটিয়া গেলে আবার উহা না-ও পাইতে পারেন। তখন "ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া হা-হুতাশ করিবেন ; তাই বলি সাধু সাবধান।

—

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১লা হৃষীকেশ ১৬ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার পার্শ্বৈকাদশী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ কৃষ্ণপ্রতিপদ দি ৭।৮২ পূর্ব্বভাদ্র রা ৬,৩৬।

২রা ভাদ্র হৃষীকেশ ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার বামনদেব উ ৫।৪৪ অ ৬।১৫ কৃষ্ণদ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬ ২০ পরে কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৪ ৩৫ উত্তর ভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৫,৪৮

৩রা হৃষীকেশ ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধর্ষণ উ ৫।৪৫ অ ৬।১৪ কৃষ্ণচতুর্থী রা ২।৩৪ রেবতী দি ৪।৪০

—

নানা কথা

সিরাজগঞ্জের অবস্থা

কয়েক দিনের মধ্যে যমুনা নদীর জল প্রায় এক ফুট কমিয়া গিয়াছে। জল ক্রমশঃই আরও কমিয়া যাইতেছে। রাস্তা ঘাট এখন অনেক শুখাইয়াছে। বাড়ী ঘরে আর জল নাই। অধিবাসিবৃন্দ অনেকটা স্বস্তিবোধ করিতেছে। এ পর্য্যন্ত কোনও-রূপ সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয় নাই।

ভাঙ্গনের গতি এখন ফৌজদারী আদালতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর যদি এক সপ্তাহ এইরূপ চলে তবে উক্ত দালানের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে।

—

রোকা তিস্তায় ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত

আমষ্টার্ডম, ২৭শে আগষ্ট,আজ্জন এক সংবাদে প্রকাশ, পালেংগে বা দ্বীপে অবস্থিত রোকাতিস্তা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে একহাজার লোক মারা গিয়াছে এবং ৬০০ লোক আহত হইয়াছে এবং ৬টি গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভূমিকম্পের চোটে ও প্রবল সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতে ৯খানি বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোত ডুবিয়া গিয়াছে।

—

দেওঘর মামলায় ভারত সরকারের সাহায্য

বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনের ব্যয় সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে বিহার উড়িষ্যা গভর্ণমেন্টকে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় ২ লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়াছে।

বিহার উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট এই যুক্তি বলে সাহায্য চাহিয়াছিলেন যে দেওঘর মামলার সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্পর্কই নাই। আসামীগণ বিহার উড়িষ্যার অধিবাসী নহে, তাহাদের মধ্যে ৩ জন বিহারের অন্তর্গত দেওঘরে অস্থায়ী ভাবে অবস্থানকালে গ্রেপ্তার হওয়ায় দেওঘরেই মামলার বিচার হইয়াছে।

ভারত গভর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, কোন প্রদেশের মধ্যে অপরাধজনক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রতিকারের জন্য সেই প্রদেশের গভর্ণমেন্টই দায়ী তাহার সহিত প্রদেশের স্বার্থের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। পক্ষান্তরে ষড়যন্ত্র বিহারে অনুষ্ঠিত হয় নাই ; আসামীরা বাঙ্গলা, আসাম, যুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের লোক, ইহাও ভারত গভর্ণমেন্ট বুঝিয়াছেন। সেইহেতু এক্ষেত্রে প্রাদেশিক দায়ীত্বনীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, এইজন্য ৫০ হাজার টাকা সাহায্য স্বরূপ দেওয়া হউক।

প্রকাশ, এই বিষয়টি প্রথমে ষ্টাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটিতে উপস্থাপিত হইবে। তাহার পর সম্ভবতঃ পরিষদের আগামী অধিবেশনে ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুরের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ পেশ করা হইবে।

—

সিটি কলেজ মামলার জের

সিটি কলেজের গেটে সত্যাগ্রহ করার অভিযোগে সৈরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আর ৩ জন ছাত্র অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এস, এ, লতিফের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মঙ্গলবার এই মামলা শুনানীর জন্য উঠিলে কোর্ট ইন্সপেক্টর আসামীদের সকলের বিরুদ্ধেই মামলা প্রত্যাহার করিয়া লন। ফলে, আসামীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

—

ফর্মান ডাকাত দলের মামলা

৩টি ডাকাত সম্পর্কে ফর্মান দস্যুদল দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। মাদারিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, সি, সেন একটি ও মাদারিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অপর ২টী ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করেন। একটি ডাকাতি কালে দস্যুগণ অট্টালিকা ভস্মীভূত ও একটি স্ত্রীলোক ও একটি শিশুকে এসিড দ্বারা নিহত করে। প্রকাশ, ঐ দস্যুদলের এক জন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। সে বলিয়াছে, ঐ দস্যুদল বহু সংখ্যক ডাকাতি করিয়াছে। ঐ দস্যুদলের নেতা ফর্মান বরিশালের একটি মামলা সম্পর্কে পলাতক অবস্থায় মাদারিপুরে গমন করিয়া তথায় ঐ দস্যুদল গঠন করে। বরিশাল পুলিসের জনৈক কনষ্টেবল তাহাকে ধৃত করে।

—দৈঃ বসুমতী

—

জামসেদপুর ধর্ম্মঘট

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া টাটা আয়রণ ও ষ্টিল কোম্পানী প্রকাশ করিয়াছেন, ডিরেক্টরগণ যে সকল সর্ত্ত প্রকাশ করিয়াছেন, জেনারল ম্যানেজার সেগুলি সমর্থন করিয়াছেন।

কাক-মহলে মড়ক

পাবনা, মোহনপুর অঞ্চলে প্রায় ১৫/১৬ দিন হইতে কাকের একরূপ সংক্রামক ব্যাধি হওয়া বহু কাক মরিয়া যাইতেছে। এই রোগে কাক ৫/৬ ঘণ্টা বসিয়া থাকে ও গাছ হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়।

—

অর্থেই অনিষ্ট হয়

গৌহাটীর "অসমীয়া" পত্রে প্রকাশ অভয়াপুরী (গোয়ালপাড়া) হইতে জানি এক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কয়েকদিন চর অঞ্চলের ভিতরে জলের মধ্যে একটি মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃত লোকটির নাম রমজান। প্রকাশ যে রমজান এবং তাহার ভগিনীপতি সিকন্দর আলী নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে বাঁশ আনিতে গিয়াছিল। পথে আট আনা পয়সা লইয়া উভয়ে 'কাজিয়া' হয় এবং সিকন্দর তাহার হস্তস্থিত 'দা' দ্বারা রমজানকে কাটিয়া হত্যা করে। পুলিশ সিকন্দরকে চালান দিয়াছে, মোকদ্দমা বিচারাধীন।

—

অদ্ভুত রোগ

শুনাযাইতেছে সরজ থানায় এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়াছে, সেই রোগে আক্রমণের প্রথম হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে। রোগে আক্রমণে প্রথমে পেট বেদনা করে কানের গোড়া হইতে গলা পর্য্যন্ত ফুলে মুখ হইতে ফেণ নির্গত হয়, তৎপরে রোগীর গলা বন্ধ হইয়া রোগী মারা যায়। বুরাল, রামভদ্রপুর সরজ এই তিন গ্রামে তিনটী রোগী মারা গিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

—

আমেরিকার পথে শ্রীমতী নাইডু লণ্ডনে অভ্যর্থনার আয়োজন

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু লণ্ডনে যাইতেছেন শুনিয়া তথাকার ভারতীয় মহলে খুব আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। আগামী ১০ই অক্টোবর শ্রীমতী নাইডু লণ্ডনে পৌঁছিবেন এবং ঐ দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ইতোমধ্যেই উৎসাহী ভারতীয়গণ অভিনন্দনের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

—

পৃথক উৎকল প্রদেশ গঠনের আবেদন

পৃথক উৎকল প্রদেশ গঠনের প্রার্থনা করিয়া উৎকলের অধিবাসিগণ সর্ব্বদল সম্মিলনের সদস্যগণের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদন পত্রে উৎকলের [illegible] ও [illegible] বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই ভাদ্র, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

তীর্থযাত্রিগণের প্রতি নিবেদন

শ্রীবিগ্রহ-দর্শনকারী যাত্রিগণের কেমনই একটা বিদ্‌ঘুটে ধারণা যে, তাঁহারা যেখানে দেখিবেন প্রণামী বেশী এবং তাহা আদায়েরও খুব কড়া নিয়ম, সেখানেই বলিবেন—হাঁ এখানকার ঠাকুরের মাহাত্ম্য আছে বটে, নহিলে কি আর পয়সা বেশী লাগে? দুর্দ্দৈব তাঁহাদের বুঝিতে দেয় না যে, নিজেরা আত্মারাম বিবেকবান্ মহাত্মা না হইলে ঠাকুরের মাহাত্ম্য কিছুই উপলব্ধির বিষয় হয় না। টাকা দিয়া ঠাকুরের মাহাত্ম্য বুঝিয়া আসা যায় না। ভাড়াটিয়া ব্যবসাদার গুরুব্রুবদিগকে দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ে গুরূপদিষ্ট ক্রম পন্থানুসরণকারী লব্ধদীক্ষ ভাগ্যবান নর পুঙ্গবই শ্রীবিগ্রহের মহিমা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। এ বাড়ীর ঠাকুরের মাহাত্ম্য বেশী, ওবাড়ীর ঠাকুরের তত মাহাত্ম্য নাই, তাই ভেটও কম ইত্যাদি বিচার মূর্খজনোচিত। পয়সার আনুগত্যে ঠাকুর দেখা যায় না, সাধু গুরুর অনুগ্রহেই ঠাকুর দেখা যায়। যাহারা শ্রীবিগ্রহকে কেবল অর্থার্জ্জনের যন্ত্রবিশেষ করিয়া খাড়া রাখেন নাই, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহসেবোদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ইন্দ্রিয় তোষণ বা পরিবারবর্গ প্রতিপালন করেন না, পরন্তু যাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব শ্রীবিগ্রহ পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া নিষ্কপটে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্যই সর্ব্বক্ষণ সেবা রত, অপার্থিব প্রেম সম্পৎ লাভ ভিন্ন যাঁহাদের পার্থিব ধন সম্পত্তি লাভের আদৌ স্পৃহা নাই বরং তাহা যাঁহারা মলমূত্রবৎ ঘৃণ্য বস্তু জ্ঞান করেন, যাঁহারা সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বাভিজ্ঞ, সেই সকল ভগবদ্ভক্তগণের আনুগত্যেই শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য উপলব্ধির বিষয় হয়। নতুবা সহস্র সহস্র ঠাকুর বাড়ীতে সহস্র সহস্র টাকা খরচ করিয়া ঠাকুর দেখিবার অভিনয় করিয়াও কিছু লাভ নাই। ঠাকুর ত' আর এই জড় চক্ষু দিয়া দেখিবার বস্তু নহে? কোন চক্ষু দিয়া কি ভাবে তাঁহাকে দেখিলে যথার্থ দেখা হয়, তাহা ভক্তের নিকট শ্রবণ করিতে হইবে। ঠাকুর সকল ব্যক্তিরই ভক্তের নিকটই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ॥ শ্রীভগবানের যেখানে যত অর্চ্চাবিগ্রহ প্রকটিত আছেন, তাঁহাদের সকলেরই সমান মহিমা, কাহারও বেশী বা কম কিছু নাই, তবে নিষ্কপট সেবাপরায়ণ ভক্তই ভগবানের মহিমা বেত্তা, তাঁহারই আনুগত্যে তৎ কীর্ত্তিত সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস দোষ শূন্য শ্রীভগবন্মহিমা শ্রবণ ও শ্রীভগবদ্রূপ দর্শন করিতে হইবে। বিগ্রহ ব্যবসায়ী ভাগবত ব্যবসায়ী, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থে কপট ভক্তি চেষ্টা প্রদর্শনকারী গৃহমেধী অথচ গোস্বামী বা জিতেন্দ্রিয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ভক্তিহীনের দ্বারা দর্শনও কর্ত্তব্য নহে। কেননা সে ব্যক্তি আধ্যাক্ষিক দৃষ্টি লইয়া ঠাকুর দেখিবার পরিবর্ত্তে কাট, পাথর দেখিয়া থাকে, তাহার অনুগত ব্যক্তিকেও তাহা ছাড়া আর কিছু দেখাইতে পারে না। সুতরাং অভক্তের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভক্তের ঠাকুর বাড়ীতে ভক্তের আনুগত্যেই শ্রীবিগ্রহ দর্শনাদি করা কর্ত্তব্য। মহাভাগবতাবস্থায় অবশ্য ভক্তাভক্ত দর্শন নাই, তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণকাষ্ঠ দর্শন। তিনি যথা ইচ্ছা তথা বিচরণ করিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে কখনও তাহার চেষ্টা অনুকরণীয় নহে।

তীর্থযাত্রিগণের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণ করিতে আসিয়া জড়ীয় আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিবার পরিবর্ত্তে যদি সত্য সত্যই কিছু লাভবান্ হইতে চাহেন, তবে অভক্তের সকল প্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তের শ্রীমুখ নিঃসৃত ভগবন্নাম ধামাদির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন। ভগবৎসেবোপকরণ স্বরূপে তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থাদির সদ্ব্যবহার ভক্তই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত, অভক্ত তাহার ব্যবহার জানেনা, ভগবানের সেবার নাম করিয়া লইয়া শেষে নিজের ভোগে লাগাইয়া দেয়। তাঁহারা কত পরিশ্রম করিয়া কত দূরদেশ হইতে আসিয়া তাঁহাদের কত কষ্টের উপার্জ্জিত বিত্ত শেষে অভক্তের ভোগে লাগাইয়া যাইবেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় তাই যাত্রিগণ সকলে সাবধান হউন।

শ্রীবিগ্রহ সেবক পৌত্তলিক নহেন

আমরা অনেকেই শ্রীবিগ্রহসেবার অভিনয় করি বটে, কিন্তু "শ্রীবিগ্রহটী" যে কি বস্তু তাহা না জানার দরুণ সেবা করিতে গিয়া সেবাপরাধ করিয়া বসি। আমরা যখন কর্ম্মপথের পথিক হই, তখন যে চক্ষু দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পত্তি, হাতি, ঘোড়া, বর্দ্ধমান, কলিকাতা প্রভৃতি দেখিয়া থাকি এবং যে মনের দ্বারা ঐ সকল বস্তুর চিন্তা করি, সেই জড় চক্ষুর দ্বারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রাকৃত মনের দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে বিচার করি যে—এই বিগ্রহটী একজন ভাস্কর, কি কুম্ভকার বা সূত্রধর অমুক সনে প্রস্তর, কি কোন ধাতু, কিম্বা মাটী বা কাঠ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার পর পুরোহিত যজ্ঞ প্রভৃতি করিয়াও মন্ত্র দ্বারা এই মূর্ত্তিটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা কাঠের, মাটীর, পাথরের, লোহার, পিতলের, রূপার বা সোনার কি হীরার ঠাকুর এবং বদ্ধজীবের যেরূপ দেহ ও দেহী ভেদ আছে, সেইরূপ বিগ্রহেরও দেহ-দেহী ভেদ আছে। আবার সেবার প্রণালী ও সেবা করিবার উদ্দেশ্য অপরাধ-জনক এবং কপটতা-পূর্ণ। ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ—এই বিচারে নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া শ্রীবিগ্রহের পূজা করি, কখনও বা নিজে অক্ষম হইলে কি শূদ্র হইলে অপর একজন শৌক্র ব্রাহ্মণকে বেতন দিয়া তাহার দ্বারা পূজা করাই। বিগ্রহ-পূজক মৎস্য-মাংসভোজী, মাদকদ্রব্য-সেবী, অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী অর্থাৎ নানা প্রকার ব্যভিচারী হইলেও ক্ষতি নাই, কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলেই হয়। তাহার পর বিগ্রহকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা তিনি কিছুই খান না, সবই পড়িয়া থাকে সুতরাং পক্ক অন্ন না দিয়া চাল কলা দিয়াও পূজা করা যাইতে পারে—পরে সেই চাউল (নিজে খাটিতে অক্ষম হওয়ায়) পাক করিয়া খাই কিম্বা বিক্রয় করিয়া দিই। আবার শ্রীবিগ্রহকে যখন সেবা করি, তখন তিনি ও তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের সেবা করিবেন অর্থাৎ আমার রোগ হইলে কি স্ত্রী পুত্রের রোগ হইলে তাহা তিনি ভাল করিয়া দিবেন, ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়া দিবেন, এবং পুত্র পরীক্ষায় পাশ করিবে ও মোকদ্দমায় জয় লাভ হইবে ইত্যাদি ফলের আশা করিয়া সেবা করিয়া থাকি। এমন কি শ্রীবিগ্রহকে অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র রূপে দাঁড় করাইতেও ছাড়ি না, শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া জনপ্রতি দুই আনা, চারি আনা, ছয় আনা ভেট আদায় করিয়া হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ হয় তাহার দ্বারা স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকি। আবার যখন আমরা জ্ঞানপথে বিচরণ করি, তখন আমাদের বিচার হয় যে "ভগবান্ নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ, জীবে ও ভগবানে কোন ভেদ নাই, জীব ও ব্রহ্ম এক, এখন ভ্রম-বশতঃ ভেদবুদ্ধি বা নিজকে জীব অভিমান হইয়াছে, সেই ভ্রম দূর করিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান উদয় করাইবার জন্য কিছুদিন একটি কল্পিত মূর্ত্তির সেবা করা আবশ্যক বস্তুতঃ ঐ বিগ্রহটি সেব্য বস্তু নহেন, উহা জড় বস্তু অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্য নহে, চিত্ত স্থির করিবার জন্য কিছুদিনের কল্পিত ব্যাপার মাত্র। কিন্তু ভক্তিমার্গের শ্রীবিগ্রহ-সেবকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের পৌত্তলিক নহেন। তাঁহারা জড় চক্ষুদ্বারা শ্রীবিগ্রহকে জড় বস্তু দেখেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রীবিগ্রহ অধোক্ষজ বস্তু, সুতরাং তাহা অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। জীব নিষ্কপটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার দিব্য চক্ষুটী খুলিয়া দেন—অবিদ্যারূপ আবরণটী সরাইয়া দেন, তখন সেই চিন্ময় চক্ষে বা ভক্তি চক্ষুতে তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের অধিকার-সৌভাগ্য লাভ করেন। তৎকালে তিনি বুঝিতে পারেন—"ভক্তগণ পরমানন্দ-সমাধি সময়ে শ্রীভগবানের যে সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপ দর্শন করেন, এই বিগ্রহ সেই নিত্যরূপেরই অভিন্ন স্বরূপ বা নিত্যচিন্ময় মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার, ইহা কখনই কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত প্রাকৃত বস্তু নহে। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎ স্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপ প্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ-ভক্তিযুক্তরূপ যন্ত্র দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। সুতরাং যাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাঁহারাই শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিক বলেন।" আবার শ্রীবিগ্রহের দেহ ও দেহী ভেদ নাই। যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহকে কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, শাস্ত্রে তাঁহাকে নারকী বলেন। যথা—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ যস্য বা নারকী সঃ।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বঙ্গদেশীয় বিপ্রকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, "শ্রীবিগ্রহ পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ ও তাঁহার দেহ দেহী ভেদ নাই। সুতরাং শ্রীবিগ্রহকে জড়-নশ্বর প্রাকৃতকায় বলিলে এবং দেহ-দেহী ভেদ-বুদ্ধি করিলে শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে অপরাধ বশতঃ মহা দুর্গতি হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য ৫ম পঃ—

বিচারে বিপ্রলিপ্সা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি, এ জি, বি, টি)

সমালোচনার একস্থানে নেওগ মহাশয় বলিতেছেন,—'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।'

—এই ভাগবত শ্লোকের 'অনয়া' অর্থে 'রাধিকা' ব্যাখ্যা করিয়া আমি ভুল করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার আমার শক্তি নাই। 'রাধিকা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যদি ভুল হয়, তাহা বৈষ্ণবগণের, আর যদি শুদ্ধ হয় তাহাও বৈষ্ণবগণের।—

'শ্রীধর প্রসাদে ভাগবত জানি।
স্বামী যে না মানে তারে বেশ্যা মধ্যে গণি।'

শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি ভাগবতবক্তাগণকে আমি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা করত, বেশ্যা মধ্যে পরিগণিত হইতে চাহি না।

তিনি দয়া করে বলুন 'অনয়া' অর্থে তিনি সঠিক কি বুঝিয়াছেন? রাধাও হইতে পারে আর অন্য কেহও হইতে পারে! ইহা গীতোক্ত ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির কথা হইল না। আমি শিষ্য, আমি সঠিক জানিতে চাই।

গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় "মহাপুরুষীয়া গ্রন্থে রাধার নাম" বলিয়া আমি অনেক লিখিয়াছি, তার তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়া লেখক বলিতেছেন,—"মহাপুরুষীয়া দর্শন লোকে যে দেউওঁদোক্কাকখিণায়, তেওঁদেওঁকর ধর্ম্মতো কোনো রাধার নাম আছে। আমিও কওঁ আছে, কিন্তু যিদরে এই ধর্ম্মর পুথিত রাধার নাম আছে, সেইদরে ইয়াত বৃন্দা, চন্দ্রা, কুব্জী, ধাম্নী আদি আনেকের নাম আছে, রাধার প্রাধান্য ভাত নাই। গতিকে 'রাধা' নাম থাকিলেই মহাপুরুষীয়া ধর্ম্মতো রাধার পূজা আছে বোলাটো মূর্খর কথা হব।"

মহাপুরুষীয়া দর্শ্মে রাধার পূজা আছে বলিয়া আমি কোন মূর্খতা প্রকাশ করি নাই। নেওগ মহাশয় যদি গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠা একটু ভাল করিয়া পড়িতেন, তবে দেখিতে পাইতেন,—আমি লিখিয়াছি;—

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়।

* * *

[illegible] করিয়াছ পরম প্রমাদ।
[illegible] ভেদ ঈশ্বরে কৈলা অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
স্বরূপ, দেহ চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

"ভাগবতে শ্রীরাধার নাম দেখিতে পান নাই বলিয়াই তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন, এবং শঙ্করদেবের ভজনে রাধানাম নাই বলিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে করিতে সাহসী হন। রাধা ভজন করি না বলিয়াই আমার শ্রেষ্ঠত্ব, ইহা ন্যায়-সঙ্গত নহে। আমি রাধা-ভজনের প্রয়োজনীয়তা দেখি না এইরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রে ও ভজনে রাধানাম দেখিলেই হতাদর জন্মে, ইহা নিতান্ত রাধা-বিদ্বেষ হইতে হয়।"

সুধী পাঠকগণ দেখুন, আমি উপরিউক্ত বাক্যে কোনখানে বলিলাম যে, মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ে রাধাভজন আছে। বরং উল্টাই বলিয়াছি। তিনি 'কামরূপ মহাপুরুষীয়া ধর্ম্ম-সভা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস মহান্ত ঠাকুর মহাশয়কে বরং এই উপাধিতে ভূষিত করিতে পারেন; যেহেতু তিনি তাঁহার নোটিশে আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"৫২।৫৩ এই দুই পিঠিত লিখা আছে ভাগবতত আরু ভজনত রাধানাম নাই দেখিয়েই মহাপুরুষীয়ার যুগলমূর্ত্তির উপাসনা নাই। এই কথা কোন মহাপুরুষীয়ায় কয়?" এবার ঠাকুর মহাশয়ও দেখিতে পাইলেন যে অন্ততঃ একজন মহাপুরুষীয়া বলেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ে 'রাধাভজন' নাই।

"শঙ্করদেব যদি শঙ্করাচার্য্যের প্রতি কটাক্ষ না করিতেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার মতের ছায়ায় অবস্থান করাইতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না।" সমালোচকের মতে আমার এই উক্তি অত্যন্ত দুঃসাহস ও অনধিকার চর্চ্চার পরিচায়ক হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণু বৈষ্ণব মত বা, শঙ্করদেবের মতও তা, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। শঙ্কর দর্শনের অনভিজ্ঞতাই—তাঁহার এই সন্দেহের কারণ নিশ্চয়। তিনি শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ পাঠ করুন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তিনি শঙ্করদেবের মত ব্যাখ্যা কালে শাঙ্করী যুক্তিই অবলম্বন করিয়াছেন।

সমালোচনার উপসংহারে নেওগ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"নিজকে নিজে গোবা এটা দর্শনর প্রাধান্য দেখুবাবলৈ গৈ কিছুমান মিছা কথারে অযথা আন এটা দর্শনক আক্রমণ করাটো কোনো মতে জ্ঞানীর কাম বুলিব নোবারি। ই-অকর্ম্ম অন্যায়েই ন হয়, অধর্ম্ম ও আরু তেওঁর মন্দভাগ্যর পরিচয়।" ধর্ম্ম ধরিবার বস্তু নহে, উহা স্বপ্রকাশ বস্তু। যিনি ধর্ম্মকে ধরিতে যান, তিনি নিশ্চয় তাঁহার রুচি অনুযায়ী একটা পছন্দ করেন। বদ্ধ জীবের রুচি জড়-প্রণোদিত, অতএব পরিবর্ত্তনশীল। তাহা হইলে তৎ-নির্ব্বাচিত ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীল না হইয়া পারে না। ধর্ম্ম কিন্তু বাস্তব পক্ষে এইরূপ কোন পরিবর্ত্তিত হইবার বস্তু নহে। উহার কর্তৃগত সত্তার পরিবর্ত্তন পার্থিব কোন বস্তুর দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। এই সত্তার পরিচয় গন্ধবিহীন ধর্ম্মের অনুশীলনকারিগণ ধার্ম্মিক নহেন, ধর্ম্মধ্বজী। ধর্ম্মধ্বজিগণ সুবিধাবাদী। বিষয় তাঁহাদের প্রথম ও ধর্ম্ম পরে। বিষয় প্রাপ্তির আশা অথবা বিষয় নাশের আশঙ্কা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মগ্রহণে বা উহার ত্যাগে প্রণোদিত করে। কিন্তু ধর্ম্ম যখন কাহাকেও ধরে, তখন তাঁহার ধর্ম্ম আগে হয় এবং বিষয় পরে যায়। বিষয় যদি তাঁহার ধর্ম্মলাভের সহায়ক হয়, তিনি তাহা ত্যাগ করেন। কিন্তু ধর্ম্ম কখনও ত্যাজ্য হয় না। এই ধর্ম্মের অ.প্রয়ে চৈতন্যের উদ্বোধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সত্য প্রতিফলিত হয়, তাহাই ভাগবতোক্ত নিরস্তকুহক সত্য। সে সত্যের কথা মানবের চিন্তা প্রসূত সমস্ত প্রকার ছল-ধর্ম্মকে গর্হণ করিয়া, জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে হইবে। আজ তিনি আমার ভিতরে যে মন্দ ভাগ্যের পরিচয় পাইতেছেন, বিষয় প্রণোদিত তথাকথিত সৌভাগ্যকে আলিঙ্গন করিতে, কেবল তাঁহাকে নহে, সমস্ত আসামবাসীকে, সমস্ত ভারতবাসীকে, সমস্ত জগৎ বাসীকে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বাসীকে আজ আমি আহ্বান করিতেছি। আজ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সে সত্যের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠুক। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অপ্রাকৃত-বৈকুণ্ঠরাজ্যের শোভা বিস্তৃত হউক।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী নাথ বেজবরুয়া মহাশয়ের তত্ত্বালোচনার উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার গালা গালির উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি নাই; তাঁহার সুমনীষ ব্যক্তির জন্যই উহা রাখা হইল। আমি তাঁহাকে শিক্ষিত লোক বলিয়া জানি, কিন্তু তিনি সমালোচনায় যে রুচির পরিচয় দিলেন, এইরূপ রুচিবিশিষ্ট কোন লোক এ যাবৎ আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। কাহারও সহিত মতানৈক্য হইলেই তাঁহার সহিত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে হইবে, এ জ্ঞান তিনিই ভাল বুঝেন। বাস্তবিক আজ আমি যদি বৈষ্ণব-সেবায় ব্রতী না হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার কোন কথারই আমি জবাব দিতাম না।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বিরচিত 'হরিভক্তি বিলাস' নামক স্মৃতি-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য দেব নিজ সম্প্রদায়ে প্রবর্ত্তিত করেন। পরবর্ত্তী কালে উহা অপসৃত হইয়া রঘুনন্দনের স্মৃতি তৎস্থলাভিষিক্ত হয়। ইহার ফলে আচার বিভ্রাট উক্ত সম্প্রদায়ে পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রদায় সংরক্ষণের মূল উপায় একটী বেদান্তভাষ্য বর্ত্তমান থাকা সত্বেও যে বিচার বিভ্রাট হয় নাই তাহা বলা যায় না। কিন্তু কোন ব্যক্তির লোক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যদি উক্ত সম্প্রদায়ে যান তিনি এই স্মৃতি ও বেদান্তভাষ্য দেখিয়া সম্প্রদায়ের আচার বিচার ঠিক করিবেন। এই দুইটীর অভাবে আজ আমাকে শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ের আচার ও বিচার নির্ণয় করিতে এত বেগ পাইতে হইতেছে। আচার সম্বন্ধে যাহা এখানে চলে তাহা ওখানে নাই। আবার যাহা ওখানে চলে তাহা এখানে নাই। কাহার আচারকে শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত আচার বলিব ইহা নির্ণয় করা দুরুহ। প্রত্যেক জায়গার লোকই নিজ নিজ আচারকেই শঙ্করানুমোদিত আচার বলিয়া বলিবেন। ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়াও সেইরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এক জায়গার লোক যে সকল গ্রন্থকে প্রামাণিক বলেন, আর এক জায়গার লোক সেগুলিকে বাতিল বলেন। একব্যক্তি যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, অন্য ব্যক্তি তাহা 'অনির্দিষ্ট লোকের অনির্দিষ্ট কথা' বলিয়া উড়াইয়া দেন। সম্প্রদায়ে কোন বেদান্তভাষ্য না থাকাতে তত্ত্বালোচনা এইরূপ বিড়ম্বিত হইতেছে।

আমি কিন্তু "অগাধ সমুদ্র মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মর পানী" একটি কাঠি লইয়া মাপিতে যাই নাই। আচার ও বিচারের কথা জানি শুনিয়াই লিখিয়াছি। শঙ্করদেবের প্রধান সত্র বরপেটাতে যে আচার প্রবর্ত্তিত, আমি গ্রন্থে তাহাই সন্নিবেশিত করিয়াছি। এবং বেজবরুয়া মহাশয় ও অধিকারী মহাশয়ের জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই শঙ্করদেবের মতের আলোচনা করিতে গিয়াছি। যদি শঙ্করমতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাকি তাহার জন্য তাঁহারাই দায়ী, আর যদি শুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি তাহার জন্যও তাঁহারাই দায়ী। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তাঁহারা যদি আমার সমস্ত সংশয় ছেদ করিয়া 'ঘোষা'র বাক্য সমূহের আর অন্য কোন রূপে সমন্বয় সাধন করেন, আমি তাহা নূতন করিয়া শুনিতে প্রস্তুত আছি। এবং আমার গ্রন্থ সংশোধন করিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের প্রীতি সাধন করিব। সত্যের অপলাপ করিবার আমার ইচ্ছা নাই, এবং পারিবও না।

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়কে গালি দেওয়া উদ্দেশ্য আমার নহে। এবং তিনি আমার গ্রন্থের কোন স্থানে উহা দেখাইতে পারিবেন না। অসত্য প্রশংসা করিতে পারি নাই, সত্য। ইহার কারণ বেজবরুয়া ও অধিকারী মহাশয় দ্বয়ের উক্তি। তাঁহারা যদি—"আজর বা [illegible] কাম,

যেথি আগে তাকে ভয়," তাহা হইতে মাথিও—"পাইয়াও এরি রি কথা কহয় কেবল পয়ুণ্ড মর্ম। আজোক কৃষ্ণ পাইবে কদাচিৎ, অগুচে প্রসার ভয় ভয়॥ এই জাতের অনুগমন করিব! শাস্ত্র যদি শাসন করেন, আমি কি করিব?

"গুরুভক্ত নিন্দা করে অধম।
জানিয়া নামের দ্রোহী পরম॥"

বেজবরুয়া মহাশয় আমাকে ভক্ত নিন্দক বলিবার উদ্দেশ্যেই উপরিলিখিত নামাপরাধটির উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই নামাপরাধটি দুই প্রকারের হয় বলিতেছেন। ভক্তকে নিন্দা করা যে পাপ, আবার অভক্তকে প্রশংসা করাও শ্রেষ্ঠ-পাপ। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন যেন এ ভীষণ পাপ আমি না করি। শঙ্করদেবকে মায়াবাদী অবৈষ্ণব বলাতে যদি আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, এ অপরাধ আমার গুরু বেজ বরুয়া অধিকারী, মহন্ত ঠাকুর ও সেওল মহাশয়গণের, আমার নহে। তাঁহারা শাস্ত্র খুলিয়া দেখুন, বৈষ্ণব ভাষ্যগুলি পাঠ করুন, যদি তাঁহাদের প্রকাশিত মত বৈষ্ণব মত হয়, আমি শতমুখে উচ্চকণ্ঠে শঙ্করদেবের প্রশংসা করিব। আর যদি তাঁহারা বলেন, উহাই আমাদের বৈষ্ণবমত, আমরা 'কীর্ত্তন ঘোষা' ও 'নাম ঘোষা' ব্যতীত অন্য শাস্ত্র মানি না, তবে তাঁহারা অবশ্য শাস্ত্রের অনুশাসনে আসিবেন।

তাঁহাকে আবার ইহাও বলিতে চাইতেছে যে, চৈতন্য সম্প্রদায় বা অন্য কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শঙ্করদেবের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং সে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক শঙ্করদেবকে উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু—"পূবে শঙ্কর, পশ্চিমে চৈতন্য, উত্তরে হরিদাস আরু দক্ষিণে রামানন্দ" বলিয়া যাঁহাদের সম্প্রদায় উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয়কে সম্মান প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সে সম্মানের ব্যতিক্রম ঘটাইবার পূর্ব্বে যেন এই নামাপরাধটি স্মরণ রাখেন।

আমি 'রামকৃষ্ণ' পরমহংস'কে কটাক্ষ করিয়াছি বলিয়া বেজবরুয়া মহাশয় প্রাণে ব্যথা বেদনা অনুভব করিয়া বলিতেছেন,—"এই টোপা বহু নিমচান্দে ভারতপূজ্য সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবর তো তেওঁর ভিতাপাক প্রতারক পর্য্যন্ত কৈছে!"

আমি ঠিক্ ইহা বলি নাই। আমি লিখিয়াছি,—"শ্রীম, কথিত কথামৃত' গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় ভাবরাকে জনাধিকার প্রবৃত্ত দেবদেবী সেবা করিতে মন নাই, আর নিত্যাধিকার প্রবৃত্ত রামকৃষ্ণকে দেবীর অর্চনা করিতে হইয়াছিল। শেষ যখন তাঁহার অধিকার আসিল, তখন তাঁহাকে 'জ্ঞান অসির' দ্বারা 'ছিন্ন' করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে যাইতে হইয়াছিল। একণে জিজ্ঞাস্য, এ সমাধি 'চিৎ' না 'জড়?' যদি জড় সমাধি হয়,—সম্ভবতঃ ইহা তাহাই, তবে এরূপ সমাধি অভ্যাসের কি প্রয়োজন? অনেক 'মৌনী বাবাকে' এইরূপ সমাধি অভ্যাস করিয়া লোক প্রতারণা করিতে দেখা যায়।"

সমাধি অভ্যাস দ্বারা অনেক 'মৌনী বাবা' লোক প্রতারণা করিলেও রামকৃষ্ণ যে উহা করিয়াছেন,—ইহা আমার বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। পরমার্থ হিসাবে এইরূপ অনুষ্ঠান প্রতারণা ছাড়া অন্য কিছুই নহে।

পরমার্থে শঙ্করদেব পরমহংসদেবের সমশীল, অতএব তাঁহার জন্য বেজ বরুয়া মহাশয়ের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। উভয়ই ব্রহ্ম-স্বরূপকে লক্ষ্য করেন, একজন কালীর উপাসনা দ্বারা, আর একজন কৃষ্ণের উপাসনা দ্বারা। শঙ্করদেবের উপাসনায় সমাধি অভ্যাসের প্রথা নাই, রামকৃষ্ণদেব নিজে সমাধি অভ্যাস করিয়াছিলেন।—"যোগ অভ্যাসকো দেখি বিশেষ। কেবল ভকতি ভরে সংসারর ক্লেশ॥" বলিয়া শঙ্করদেব এইরূপ যোগাভ্যাসকে নিন্দা করিয়াছেন। দেহের ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার বস্তুকে পাওয়া যায় না বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণও এ অভ্যাসকে নিন্দা করিয়াছেন। শাঙ্কর বৈদান্তিক স্বামী রামতীর্থ আমেরিকায় বক্তৃতা কালে এইরূপ অভ্যাসকে যথেষ্ট নিন্দা করেন। বেদান্তে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে কোথাও এইরূপ জড় সমাধি অভ্যাসের কথার উল্লেখ নাই।

আবার রামকৃষ্ণদেব সোহংবাদী বিবেকানন্দ স্বামী দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। আর শঙ্করদেব শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রকে মনঃকল্পিত শাস্ত্র বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কালীপূজক মাধবদেবকে শঙ্করদেব কালীপূজা নিন্দা করিয়া কৃষ্ণপূজায় নিযুক্ত করেন, আর বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকবাণী গ্রন্থে কৃষ্ণ অবতারের 'এককণ' বলেন। শঙ্করদেব দেবীর প্রসাদ গ্রহণকে ভক্তির ব্যভিচার বলেন; আর বেজবরুয়া মহাশয় দেবীপূজককে 'ভারত পূজ্য' বলিয়া তাঁহার ভক্তির সুখ্যাতি করেন।

রামকৃষ্ণদেব ভারত পূজ্য হউন, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। কিন্তু আমার গুরুবর্গ ও শাস্ত্র বলিতেছেন, তিনি মায়াবাদী, কাজেই আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারি না। কিন্তু বেজবরুয়া মহাশয় রামকৃষ্ণকে প্রশংসা করিয়া গুরুবজ্ঞা ও ভক্ত নিন্দারূপ দুইটি নামাপরাধে লিপ্ত হইতে যান কেন? শঙ্কর, চৈতন্য, রামানন্দ ও হরিদাসকে এক পর্য্যায়ে গণ্য করিয়া তিনি যেরূপ বিচার প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন, এখানেও তিনি তাহাই করিতে যাইতেছেন। যুক্তি মিশ্র বেজবরুয়া মহাশয়ের নিকট সম্মানআদরের বস্তু হইলেও বৈষ্ণবগণের নিকট নহে।

তিনি আরও একস্থানে আমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"তেওঁ মাতৃ-ভাষা অসমীয়া এরি বাঙলা ধরিলে। যার অমৃতময় ফল এইখন বাঙ্-বঙলুৱা চিঠি আরু বঙলা কিতাপখন। যাওক বপুরাই মাতৃভাষা আরু মাতৃভূমির মুখাপেক্ষ এরি বঙ-ভাষা আরু গৌরসুন্দরের ধর্ম্মধরি তেওঁ সাংঘাতিক বিচার বিষ লগাইছে। ইয়াতে আমার সন্তোষ। এই খিনিতে যদিও বড়কৈ খাপ নাখায় তথাপি কওঁ যে, নিমচাঁদর মেনটালিটি আরু গৌরীপুরীয়া মেন্টালিটি টর সাদৃশ পাঠকে অসপ চাই লব।"

আমিও তাঁহাকে ও তাঁহার মত মেন্টালিটীর পাঠককে, যদি কেহ থাকে, আমার গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করি। কেন না, গ্রন্থে যে বিচার-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না। এবং আমিও তাঁহাদের সমালোচনা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারিব না। উপসংহারে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে সমালোচকদ্বয়কে জানাইতেছি যে, গ্রন্থখানি দার্শনিক মীমাংসায় পূর্ণ থাকায় সাধারণের বুঝিতে একটু শক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক বিষয়টী একবার শ্রবণ না করিলে, গ্রন্থ পড়িয়া বুঝা যায় না। অবরোহ-পন্থায় যে বিচার-প্রণালী জীব-হৃদয়ে প্রকটিত হয়, উহার গ্রহণ জড়ীয় ন্যায় হিসাবে ফ্যাসিয়াস্ হইলেও, উহাই সত্যলাভের একমাত্র উপায়। শ্রৌতপন্থালব্ধ বিচার প্রণালীতে তর্কের যোজনা সত্যলাভের অন্তরায়। সত্য সত্যই আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই, ভক্তি ত নাই-ই। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ধারণা ও তাহার প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। সমালোচকদ্বয় কোনস্থানে যদি ভুল বুঝিয়া থাকেন, তাহা আমারই দোষে। তাঁহারা আমার মত মহাপাপীর লেখা না পড়িয়া ভক্তি লাভের জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের গ্রন্থাদি পাঠ করিবেন। উহাতে তাঁহাদের ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান উভয়ই লাভ হইবে। তাঁহারা আমার সর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিয়া শুভাশীষ করুন।—ইতি।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

৩রা হৃষীকেশ ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার সর্ব্বণ উ ৫।৪৫ অ ৬।১৪ কৃষ্ণচতুর্থী রা ২।৩৪ রেবতী দি ৪।৪০

৪ঠা হৃষীকেশ ১৯শে ভাদ্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রত্যুষ। উ ৫।৪৫ অ ৬।১৩ কৃষ্ণপঞ্চমী রা ১২।২০ অশ্বিনী দি ৩।১৭

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী ভাগবত প্রকট মহামহোৎসবের অদ্য ৩য় দিবস। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সাধুসজ্জন আসিয়া উক্ত মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক ধন্য হইতেছেন। শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ সর্ব্বক্ষণ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নানা কথা

কুলিয়ার ঠাকুর বাড়ীতে টাকার সন্ধান

সে দিন কুলিয়া সহর নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোক যাত্রী ঠাকুর দর্শনে আসিয়া তাঁহাদের ইচ্ছামত দুই এক টাকা করিয়া প্রায় কুড়ি পঁচিশ টাকা প্রণামী শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে রাখিয়া বাহিরে আসিতেছেন; এমন সময় দ্বাররক্ষকরূপে দণ্ডায়মান জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ।/০ আনা ভেটের জন্য ভয়ানক পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করে। তাঁহারা কৌতুক করিবার জন্য বিগ্রহ দেখিবার ভেটস্বরূপে কিছুই দিতে রাজি নহেন' বলিয়া জিদ করিতে থাকায় বেশ একটু গোলমালের সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় জনৈক গোস্বামী মহাশয় ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাদের হাতে ধরিয়া দ্বারবান্ কর্ত্তৃক উত্যক্ত হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এত আপ্যায়িত হইতে দেখিয়া যাত্রী মহাশয়গণের অবশ্য বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কর্ত্তা মহাশয় প্রণামীর থালায় তাঁহার প্রত্যাশিত ।/০ আনা দাবীর অনেক গুণে বেশী অর্থ পাইয়া তাঁহাদের সহিত কর্ত্তার ঘনিষ্ঠতার মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে গোস্বামী মহাশয়ের প্রদর্শিত সৌজন্যের প্রশংসা স্থগিত রাখিয়া মনে মনে একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের রূপচাঁদের প্রশংসাটাই করিয়া লইলেন। এবং প্রকাশ্যে তাঁহার সৌজন্যের প্রশংসা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের চরণামৃত ও প্রসাদের বিনিময়ে আর কিছু পাইবার আশায় যাত্রী সজ্জনকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হইয়া আরও খানিক মৌখিক ভদ্রতা করিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

সহর নবদ্বীপে চোরের উপদ্রব

সহর নবদ্বীপে চোরের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এক দিকে যেমন নারী-মর্য্যাদা অপরদিকে তেমনই ধন-সম্পত্তি বিপন্ন। থানার পুলিশ, কর্ম্মচারিবৃন্দ অবশ্য চোর ধরিবার অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। ষ্টেশন অফিসার মহাশয় যদি সরাইখানাগুলির আগন্তুকের প্রতি একটু বিশেষ নজর রাখেন, তাহা হইলে হয় ত বিদেশী চোরগুলি ধরা পড়িতে পারে। চৌর্য্য ক্রমে দস্যুতায় পরিণত হইতে কতক্ষণ? সুতরাং স্থানীয় সকলেরই সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

পরলোকে মার্শাল কেরোল

এমিয়েন্সের রক্ষাকর্ত্তা নামে পরিচিত ফ্রান্সের মার্শাল কেরোলের মৃত্যু হইয়াছে।

মার্শাল কেরোল ১৮৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সালে কর্ম্মচারীরূপে গোলন্দাজ সৈন্য দলে প্রবেশ করেন। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে তাঁহারই বীরত্বে এমিয়েন্স নগর রক্ষা পাইয়াছিল। তিনি ফ্রান্সের গোলন্দাজ সৈন্যবিভাগের অনেক উন্নতিসাধন করেন। জার্ম্মাণ গুরুভার কামান সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে এ কথা জানাইয়া তিনিই প্রথমে ফরাসী গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরে পাটের অবস্থা

গত এপ্রিল মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় বিক্রমপুরে গত বৎসরে যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, বর্ত্তমান বৎসরে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে পাট জন্মিয়াছে। জলবৃদ্ধি হওয়ায় পাটগাছ পরিপুষ্ট না হইতেই কর্ত্তন করিতে হইয়াছে। জলে কোনও কোনও স্থানে পাটের ক্ষতিও হইয়াছে।

শ্বেত হস্তীর মৃত্যু।

ডাঃ পোমিন্ ১৯১৯ সালে ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে একটা শ্বেত হস্তী ধরিয়াছিলেন পৃথিবী নাকি জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরা অদ্যাপি শ্বেত হস্তীকে বুদ্ধের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেব শ্বেত হস্তীরূপে ধরাধামে জন্ম গ্রহণ করেন ইহাতে বুদ্ধদেবের মহিমা যে খর্ব্ব হয় বৌদ্ধরা তাহা বুঝিতে পারেন না। সে যাহা হউক ডাঃ পোমিন ১৯২৬ সালে এই শ্বেত হস্তী প্রদর্শন করিয়া অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ইহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যান, তথা হইতে আমেরিকা গমন করেন। আমেরিকা হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে উপনীত হন, গত মে মাসে ডাঃ পোমিন শ্বেতহস্তীসহ কলিকাতায় পশুশালায় উপস্থিত হন। দ্বাদশ জন প্রহরী ডাঃ পোমিনের তত্ত্বাবধানে শ্বেতহস্তীকে দিনরাত্র রক্ষা করিত। গত ১৭ই আগষ্ট শুক্রবার দিন কয়েকজন দর্শক শ্বেত হস্তীকে অনেকগুলি পচা কলা খাইতে দিয়াছিল, সন্ধ্যা সময় হস্তীটি অসুস্থ হয় তিন ঘণ্টা পরেই সে প্রাণত্যাগ করে। পরদিন মৃত হস্তীর রক্ত বিষাক্ত হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, পশুচিকিৎসক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের মধ্যে মহাত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। হস্তীর চর্ম্ম ছাড়াইয়া তাহার মধ্যে খড় পুরিয়া ইহাকে ব্রহ্মদেশে লইয়া যাওয়া হইবে। শুনা যায় সেখানে মহাসমারোহে তাহার পূজা করা হইবে। ইহাই ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধদের ধর্ম্ম!—সঞ্জীবনী।

দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটীতে উপনির্ব্বাচনে রঘুবীর সিং

২৮শে আগষ্ট দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটীতে কারখানার মালিকদের প্রতিনিধির পদ খালি হয়, তজ্জন্য উপনির্ব্বাচন হইলে লালা রঘুবীর সিং অধিক সংখ্যক ভোটে জয়লাভ করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ৩৩ ভোট ও বিপক্ষে ১২ ভোট হইয়াছিল। লালা রঘুবীর দিল্লীর ব্যাঙ্কার লালা রায় বাহাদুর সুলতান সিংএর একমাত্র পুত্র। তিনি এতদিন দিল্লীতে শিক্ষা বিস্তার কল্পেই আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন—এখন মিউনিসিপ্যালিটিতে আসিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

মসজিদের সংস্কার

জেরুজালেমের প্রসিদ্ধ আকশা মসজিদ্ সংস্কারের জন্য ৪ বৎসর কাল বন্ধ ছিল। উহাতে ৮৬৬৭ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইয়াছে। অদ্য প্রাচ্যের প্রায় ২০ হাজার মুসলমানের সম্মুখে প্রধান মুফ্তী উহার দ্বার খুলিয়াছেন। অস্থায়ী হাই কমিশনার এবং ট্রান্স জর্ডনিয়ার আমীর উহাতে উপস্থিত ছিলেন।

মোটরবাসে চিঠির বাক্স

বোম্বাই ট্রাম কোম্পানীর চালিত মোটর বাসে পরীক্ষার্থ চিঠির বাক্স সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাসে আরোহী ও জনসাধারণ প্রাতে ৮টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত এই বাক্স ব্যবহার করিতে পারিবে।

সুখের নিশায় দুঃখের কাহিনী

গত ২৫শে আগষ্ট সিরাজগঞ্জের উকিল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু যখন তাঁহার পত্নী ও সন্তান সন্ততি সহ তাঁহার গৃহে সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী গভীর রাত্রিতে ভূমিকম্পের ধাক্কার ন্যায় একটী ধাক্কা খাইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়েন। তিনি তখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের গৃহখানি ধীরে ধীরে তলাভিমুখী হইতেছে। তিনি ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠেন। এই চিৎকার শব্দ শুনিয়া বাড়ীর সকলেই ঘুম হইতে জাগিয়া যায়। তাহারা তাড়াতাড়ি মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া কোনপ্রকারে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিবামাত্র গৃহখানি ধসিয়া পড়ে। যমুনা হইতে যে জলস্রোত মাঠের মধ্য দিয়া সোজাসুজি গৃহে আসিয়া ধাক্কা খাইত, তাহারই ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

স্বদেশ ষ্টীমার কোম্পানী

পাঠকগণ অবগত আছেন যে "দি বেঙ্গল বর্ম্মা ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী নামে এই স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানী রেজেষ্ট্রি হইয়াছে। সম্প্রতি কোম্পানীর পক্ষ হইতে "এংলিস্থান" নামে একখানি বিরাট ষ্টীমার চার্টার করা হইয়াছে। উহাতে দুই সহস্র প্যাসেঞ্জারের স্থান আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর জন্য সুন্দর কেবিনের ব্যবস্থা আছে, তদুপরি বিস্তর মাল আমদানি রপ্তানি হইতে পারিবে। কোম্পানী আরও একখানি ষ্টীমার খরিদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দৈঃ জ্যোতিঃ

বিপন্ন জাহাজ রক্ষা সম্বন্ধে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট

গত নবেম্বর মাসে তুকারাম ও জয়ন্তী নামক দুইখানা জাহাজ মারা যাওয়ায় ঐ সম্বন্ধে তদন্ত হয়। তদন্ত কমিটির সুপারিসের উপর সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট এই আদেশ দিয়াছেন—সিমলা হইতে হাওড়া আফিস পুণায় স্থানান্তরিত হওয়ায় পোর্ট ট্রাষ্ট অফিস এবং জাহাজ কোম্পানী গুলির সহিত উহার সম্পর্ক ঘনিষ্ট হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, পুণার হাওড়া আফিস হইতে বোম্বাইর পোর্ট আফিসে কোন টেলিফোন করিলে তাহা যেন সর্ব্বাগ্রে প্রেরণ করা হয়। ইহাতেও জাহাজ কোম্পানীর সতর্ক হইবার অনেক সুবিধা হইবে। কোন জাহাজ বিপদে পড়িলে পোর্ট অফিসার তাহাতে নিজের দায়িত্বে জাহাজের সাহায্যার্থে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন তাহার জন্য পোর্টট্রাষ্টকে অনুরোধ করা হইবে। প্রত্যেক জাহাজে বেতার-বার্ত্তার যন্ত্রাদি রাখিবার জন্য তদন্ত কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন সেই সম্বন্ধে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। সুযোগ দেখিলে পোর্ট অফিসার কোন জাহাজকে বন্দর হইতে বাহির হইতে যেন না দেন, তদন্ত কমিটির এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট সমীচীন মনে করেন না।

তক্ষশিলায় যাদুঘর

২৯শে তারিখে ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটিতে কতকগুলি অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয় আলোচিত হইবে। কার্পাস শিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের জন্য প্রথমে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর হয়, কিন্তু প্রতিনিধিমণ্ডলী তথায় বেশী দিন থাকায় ৪ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হয়। মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় অথবা ৪র্থ শতাব্দীর কতকগুলি সীল খরিদ করিতে ৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। তক্ষশিলায় প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত যাদুঘর নির্ম্মাণের জন্য ১২০,৭৯৩ টাকা মঞ্জুর হয়। ব্যয় ১৬,৩১১ টাকা অধিক পড়িয়াছে। বাণিজ্য সংক্রান্ত বিমানের জন্য অতিরিক্ত বে-তারের ব্যবস্থা করিতে ৪৬ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

ফ্রান্স-প্রদত্ত এরোপ্লেন কাবুলে উপস্থিত

পেশোয়ার, ২৮শে আগষ্ট। ফরাসী সরকার আফগানরাজ আমানুল্লাকে যে এরোপ্লেনখানি উপহার দিয়াছেন, ফরাসী বৈমানিক কাপ্তেন উইলার সেখানি চালাইয়া লইয়া ১০ দিন পরে কাবুলে পৌঁছিয়াছেন। তিনি আলেপ্পো, বাগদাদ, তিহারাণ, কান্দাহার ও হীরাট হইয়া আসিয়াছেন।

যুবরাজের আফ্রিকা ভ্রমণ

আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অবগ্লষ্টার পূর্ব্ব আফ্রিকা ভ্রমণে যাত্রা করিবেন। প্রকাশ যে, ইহারা মিশর হইয়া যাইবেন। অতঃপর পূর্ব্ব আফ্রিকার মধ্য দিয়া ইহারা রোডেসিয়া যাইবেন। তথা হইতে কেপ টাউন হইয়া তবে যুবরাজ লণ্ডনে ফিরিবেন। পূর্ব্ব সম্ভব আগামী জানুয়ারী মাস মধ্যে ইহারা ইংলণ্ডে পৌঁছিবেন।

শ্রীশ্রী[illegible] জয়তঃ।

[illegible], মঙ্গলবার—[illegible]।

সেবকের সদাচার ও শ্রীবিগ্রহ সেবা

ভক্তিমার্গের শ্রীবিগ্রহ-সেবকগণ ভক্তিভিখারী ও ভাড়াটিয়া (যাঁহারা সেবা দিয়া বেতন গ্রহণ করেন) এবং বণিক (যাঁহারা সেবা করিয়া তাহার বিনিময়ে কিছু আশা করেন) নহেন। তাঁহারা জাতিভেদী, ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিকামী এবং বিত্তাশক্ত প্রভৃতি অনর্থসমূহ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থান করেন বলিয়া দ্যূতক্রীড়া, পানাসক্তি, স্ত্রীসঙ্গ, জীবহিংসা, কনকে আসক্তি প্রভৃতি ব্যভিচার তাঁহাদের নাই। কেবল মাত্র শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা নির্বাহের জন্য ভক্তের প্রদত্ত অনুগ্রহ বা প্রসাদ সেবা করিয়া দেহ-রক্ষা করেন যাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ উদ্দেশ্যে নহে অর্থাৎ প্রসাদ সেবায় তাঁহাদের মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় প্রভৃতি বহুবিধ রস আস্বাদনের লোলুপতা থাকে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণব্রুব (নামে ব্রাহ্মণ) নহেন শ্রীগুরুদেব তাঁহাদের সরলতা ও সেবাবৃত্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথাশাস্ত্র সংস্কার দিয়া সেবাধিকার দিয়াছেন তাই তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে যে প্রেমযত্নে সেবা করেন তাহা সেবার বিনিময়ে অর্থাদি আশা করেন না বা দেহসুখ, স্ত্রী পুত্রের সুখ, সাংসারিক উন্নতি, ধন, জন, স্বর্গসুখ প্রভৃতি ভুক্তিবাঞ্ছা, কি সিদ্ধিবাঞ্ছা, অথবা মুক্তিবাঞ্ছা করেন না। তাঁহাদের সেবা কার্য্যটী নিত্যকালের জন্য অর্থাৎ সেবা, সেবক ও সেব্য এই তিনটীকে নিত্য বলিয়া জানেন; ভুক্তি ও মুক্তিকামীদিগের মত অবান্তর উদ্দেশ্যে কিছুদিনের জন্য সেবা করেন না। মোট কথা তাঁহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পত্তি প্রভৃতিতে মমতা বা ভোগবুদ্ধি প্রভৃতি অবিদ্যা নাই, কারণ তাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন বলিয়া শ্রীগুরুদেব দীক্ষা ও দিব্যজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিয়া দেন তখন আর সেবকের বহির্ব্বৃত্তি প্রভৃতি সেবাপরাধ থাকে না—"আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস—ভগবান আমার নিত্যপ্রভু তাঁহার সেবা ব্যতীত আর কোন কর্ত্তব্যই নাই" এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞানযুক্ত হওয়ায় সেবকের সেবা তাঁহারা শ্রীতির সহিত সহজভাবে হইতে থাকে, তখন আর তিনি সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না কারণ স্বাভাবিক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিরন্তর সেবা করিতে থাকেন। তাঁহারা ভোগীদিগের ন্যায় চাল কলা দিয়া সেবা করেন না। জগতে যত ভাল ভাল দ্রব্য আছে সে সকলেরই ভোক্তা একমাত্র ভগবান—ইহাই জানিয়া তাঁহারা শ্রীবিগ্রহসেবার জন্য উত্তম উত্তম উপকরণ সংগ্রহ করেন, অযথা বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা করেন না কিংবা আলস্য করিয়া যা তা দিয়া সেবা করেন না বরং বহু দূরদেশ হইতে যথেষ্ট ক্লেশ-স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের প্রীতির জন্য অতিশয় আনন্দের সহিত সেবার উপকরণ সংগ্রহ করেন। তখন তাঁহারা বলেন—

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা সুখ দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥

আমার কথা।

(শ্রী[illegible] দাসাধিকারী)

আমি প্রবন্ধ লিখিতে কোন দিন অভ্যাস করি নাই বা করিবারও সুযোগ হয় নাই। তবে যে এবার এই ধৃষ্টতা প্রকাশ তাহা নিতান্ত বৈষ্ণবানুরোধে। প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতা আমার বিন্দুমাত্রও নাই। নিজের এই অক্ষমতার কথা চিন্তা করিয়া এবং যাহা লিখিব তাহা পাঠকের প্রীতিপ্রদ হবে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যে এতদিন হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই। বিশেষতঃ ইহা পারমার্থিক প্রবন্ধ গ্রাম্যবার্ত্তাশূন্য ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরভাব বিবর্জ্জিত হওয়া চাই। এই সমস্ত দুরূহ ও দুরুক্তির ভাব লইয়া কতদূর অগ্রসর হইতে পারিব ইহা ভাবিয়া আমার প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা হয় নাই। আমার নিজের এই অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া অন্তর্য্যামী বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বলিলেন যে মানুষ নিজের শক্তির দ্বারা কখনও কোন কাজ করিতে পারে না। যতদিন আমাদের এই অস্মিতা বোধ প্রবল থাকে ততদিন আমরা পারমার্থিক পথের পথিক হইতে পারি না। যাহারা এই জড় জগতের খুব বড় বড় কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইতেছেন, তাহা তাহাদের নিজের শক্তির পরিচয় নহে। তাঁহারা যদি নিজের অহঙ্কারকে বাদ দিয়া একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারেন তাঁহার শক্তি সেখানে কার্য্য করিতেছে। এই শক্তিকে ছেড়ে দিবার ভাগ্য আসিলে জীবের ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার সুযোগ আসিয়া যায়। তখন তিনি আর নিজে আবদ্ধ না থাকিয়া নিজের মহিমা জগতে প্রচার না করিয়া তিনি সর্ব্বকারণের কারণ এবং সর্ব্বশক্তির একমাত্র অধীশ্বর তাঁহার গুণ ও শক্তির মহিমা নিজেকে যন্ত্রস্বরূপ জানে এবং তাঁহাকে যন্ত্রীজ্ঞানে প্রচার করিতে থাকেন এবং সেই শ্রেয়ঃ পথাবলম্বনে নিজের পরম মঙ্গল সাধিত করিয়া যায়। তখন তাঁহার বুঝিবার সৌভাগ্য হয় যে তিনি নিজ মহিমা প্রচার করিয়া বড় লাভ নাই, আর যার শক্তিতে শক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়া কত আনন্দ কত শান্তি, এবং কত অনির্ব্বচনীয় সুখ।

তাই বলছিলাম পরম করুণ বৈষ্ণবের এই অহৈতুক কৃপাবারি মস্তকে সিঞ্চিত হইবামাত্র হৃদয়ের একটা অদ্ভুত প্রেরণায় তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের কৃপামহিমা কিছু কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস করিব।

বৈষ্ণবের কৃপামহিমা অবর্ণনীয়। বেদ ভাগবত যাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, সে বিষয় একজন আমার মত অভাজন মূঢ়ের পক্ষে কতদূর প্রগল্‌ভতা তাহা সুধী পাঠকগণের সহজেই অনুমেয়। তবে যে এই বাচালতা করা কেন? তাহা বৈষ্ণব কৃপারই কার্য্য। বৈষ্ণবগণ বলেন যে ভগবানের মহিমা কেহ কোন দিন কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না বটে তবে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কেন? তার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল এই যে ভগবানের কথা কীর্ত্তন করিয়া ভগবানকে আমরা কিছু লাভবান করি না। পরন্তু পক্ষান্তরে আমরা কীর্ত্তন করিয়াই লাভবান্ হইয়া যাই। জগতে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির কথা সর্ব্বোত্তমোত্তম। বৈষ্ণবগণের কৃপা আর জড়জগতের সর্ব্বাপেক্ষা পরোপকারী বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির কৃপা—এই দুইটির তারতম্য কোথায় তাহা এতৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৈষ্ণবের প্রতি কার্য্যই হচ্ছে হরি-সেবাময়ী চেষ্টা। বৈষ্ণব হরিসেবা ব্যতীত অপর কার্য্যে উদ্যোগী নন। আমরা 'বৈষ্ণব' এই শব্দটি যখনই উচ্চারণ করি তৎসঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এইরূপ প্রতীতি হওয়া উচিত যে, তিনিই বৈষ্ণব যিনি বিষ্ণু প্রীতি-কর কার্য্য ব্যতীত অন্য কর্ম্মের প্রশ্রয় দেন না। এমন যে বৈষ্ণব তাঁহার নিকট যদি সত্য সত্যই আমরা হরি কথা শ্রবণ করি, সত্য সত্যই যদি তাঁহার নিকটে সেবা করি, সত্য সত্যই যদি আত্মবিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিজের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য প্রয়াসী হই, তাহা হইলে তিনি আমাদের সুদুর্লভ দর্শনে, যাহাতে আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। তিনি কিছু বলেন না যে আমার অপ্রিয়-প্রীতিকর কিছু কার্য্য তুমি করিয়া দাও। তিনি বলেন না যে অমুক আতুরের কিছু সাময়িক উপকারে লাগ, তবে তোমার নিজের উপকার হইবে। তিনি যাহা বলেন তাহা এক অদ্ভুত পরম চমৎকারিতা পূর্ণ। তিনি যাহা বলেন তাহা এই ক্ষুদ্র চিন্তাযুক্ত মনের দ্বারা বিচার করা যায় না। যদি সে প্রয়াস করি তবে নানা অসুবিধা হইয়া যাইবে। তাঁহার হরিসেবাময়ী চেষ্টা আমার মত ভোগবাদীর ভোগপর ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলিকে বিষ্ণুসেবানুকূল কার্য্যে ব্রতী করিয়া দেওয়া। তাহা দ্বারা আমার কি হয়? আমি জড় ভোগে মত্ত থাকিয়া কখনও নিজকে কিসে বড় ভোগী করিতে পারি তচ্চেষ্টায় জগতের বিচারে নানা ভাবময় কার্য্য করিয়া বেড়াই, কখনও ভোগে তৃপ্তি না পাইয়া একটু ত্যাগের ছলনা করিয়া দেখি, তাহাতে মজা কি পাওয়া যায়, তাই একটু ত্যাগ স্বীকার করিয়া, নিজের ভোগকে একটু বাহ্য ভাবে বাদ দিয়া, একজনের দুইজনের, দশ জনের দেশের উপকার করিয়া বিশ্বপ্রেমের কথা বলিয়া নিজকে একটু শান্তি দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাহাতেও যাহা খুঁজি তাহা পাই না। এখন বুঝি যে আমি—বৈষ্ণব ঠাকুর সেই আমিকে ডাকিয়া বলেন যে, তোমার মনঃকল্পিত বাধকের চেষ্টা পরিত্যাগ কর, আমার পরহিতবাণী শ্রবণ কর, সত্য সত্যই তোমার মঙ্গল হইবে, সত্য সত্যই তোমার চঞ্চলতা দূরীভূত হইবে। সত্য সত্যই শান্তির সন্ধান পাবে। এই আশার বিদ্যমান ভাব আমার মধ্যে আনিয়া দিয়া প্রথমতঃ আমাকে বড়ই যন্ত্রণা দেয় বটে, কিন্তু যদি সৌভাগ্যবলে আমার সহিষ্ণুতা থাকে; যদি অবিচলিত চিত্তে বৈষ্ণবের পরম হিত কর বাণীতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি তবে আমি তখন বুঝিব সেই রাজ্যে অবস্থান আর এই রাজ্যে অবস্থান কত তফাৎ। সে কথা বলিবার নয়, সে কথা বলিয়া বুঝাইবার নয়। যে কেবল উপলব্ধির কথা, অনুভবের কথা, অন্তরে অন্তরে ভাবিবার কথা। তাই বৈষ্ণবকৃপা কত চরম মঙ্গল আমাদিগকে দিতে পারে তাহা ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীবিগ্রহ-সেবার আদর্শ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবিগ্রহসেবার বহু আদর্শ দেখা যায়, উহাদের মধ্যে ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপালের সেবার বিষয় আলোচনা করিব। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবর্দ্ধনের নিকট একদিন রাত্রিকালে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রীনামভজন করিতেছেন, শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার যুক্ত হইয়াছে এমন সময় স্বপ্নে দেখিতেছেন যে "বালকরূপী কৃষ্ণ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হাতে ধরিয়া তাঁহাকে একটী কুঞ্জে লইয়া গিয়া বলিতেছেন—"মাধব! আমি বজ্রের স্থাপিত "গোবর্দ্ধনধারী গোপাল" আমার সেবক ম্লেচ্ছভয়ে পর্ব্বতের উপর হইতে আনিয়া আমাকে এই কুঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, সেই সময় হইতে আমি এখানে আছি এবং রৌদ্র-বৃষ্টি শীত-বাতাসে মহাদুঃখ পাইতেছি তবে তুমি আসিয়া আমার সেবা করিবে এই আশায় আমি পথ চাহিয়া আছি, এখন তুমি আসিয়াছ, প্রাতেই এই স্থানে গ্রামের লোকজন আনিয়া তাহাদের সাহায্যে আমাকে এখান হইতে লইয়া, পর্ব্বতের উপর স্থাপন কর এবং বহু শীতল-জলে শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন ও স্নান করাইয়া গাত্রের জ্বালা নিবারণ কর পরে সেখানে একটী মন্দির করিয়া দিলে, আমি তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়াছি, তোমার সেবা অঙ্গীকার করিব ও জগতের লোককে দর্শন দিয়া উদ্ধার করিব"। এই স্বপ্ন দেখিবামাত্রই তিনি জাগ্রত হইয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিছুক্ষণ পরে [illegible] করিয়া গ্রামের মধ্যে গেলেন এবং গ্রামবাসিগণকে বলিলেন—"তোমাদের গ্রামের ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল ঐ কুঞ্জে আছেন, তথা হইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তোমরা সকলে চল। এই কথা শুনিয়া গ্রামবাসী সকলেই আনন্দিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাহার পর সকলে কুঞ্জ কাটিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতি আবরণ সরাইয়া শ্রীবিগ্রহ বাহির করিলেন। পরে অনেক বলিষ্ঠ লোকের সাহায্যে শ্রীবিগ্রহ পর্ব্বতোপরি উত্তোলন করিয়া পাষাণের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। অভিষেকের জন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা নব শত ঘট জল গোবিন্দকুণ্ড হইতে ছানিয়া আনাইলেন— পুষ্প, তুলসী, চন্দন, বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন—নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড বাজিতে লাগিল, স্ত্রীগণ আনন্দসহকারে হুলুধ্বনি করিতে লাগিলেন, অন্য সেবাসঙ্গে সকলে মত্ত হইয়া কেহ নৃত্য কেহ গান করিতেছিলেন—এমন সময়ে পুরীগোসাঞী নিজে অভিষেক কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অমঙ্গল দূর করিয়া স্নান, [illegible]—শত ঘটের দ্বারা শ্রীঅঙ্গ [illegible] গন্ধ, পঞ্চামৃত [illegible] পুনঃ স্নান করাইতে লাগিলেন, অবশেষে চন্দন, তুলসী ও পুষ্প-মালা প্রভৃতি দিলেন। এইরূপে অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর গ্রামের দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সন্দেশ প্রভৃতি সব আনাইয়া ভোগ দিলেন ও আরতি করিলেন। তাহার পর যেরূপ বিচিত্র প্রকার ভোগ লাগাইলেন তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যাহা বর্ণন করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে আমাদের ও অভিজ্ঞতা হইয়া সেবাবুদ্ধির উদয় হইবে।

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধুমচূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রাঁধি করে এক স্তূপ।
জনা পাঁচ রাঁধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥
বন্য শাক, ফল মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ি করি' করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ পাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নব বস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত।
রাঁধি' রাঁধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি রাশির পর্ব্বত হইল,
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি॥
হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী গোসাঞী গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘটভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই॥
একদিনে উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল প্রভাবে হয় অন্যে না জানিল॥

পরে গোপালকে আচমন করাইয়া তাম্বুল দিলেন ও আরতি করিলেন। তখন সেইস্থানে টাটি দিয়া ঘর তৈয়ার করিয়া নূতন বিছানা, নূতন খাট আনাইয়া শয়ন করাইলেন। তাহার পর পুরী গোসাঞীর আজ্ঞামতে ব্রাহ্মণগণ গ্রামবাসী ও ভিন্নগ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, নির্ধনী প্রভৃতি সকলকেই ক্রমে ক্রমে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। সকল লোকেই পুরী গোসাঞীর এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার কৃপায় তাহারা ভক্তগণ হইয়া গোপালের সেবা করিতে লাগিলেন। [illegible] সময়ে, ঠাকুর জাগাইয়া কিছু ভোগ দিলেন, কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা আরতি হইল। অবশেষে কিছু রাত্রিতে ভোগ দিয়া গোপালকে শয়ন করাইলেন। পুরী গোসাঞী সারা দিন কিছুই গ্রহণ করেন নাই, সেবা কার্য্য সমস্ত সমাধা করিয়া শেষে কিছু দুগ্ধ পান করিলেন মাত্র। গোপালের প্রকটের কথা শুনিয়া নানা গ্রাম হইতে প্রচুর দ্রব্যাদি লইয়া প্রজাগণ দেখিতে আসিতে লাগিল তাহাতে প্রতিদিনই পূর্ব্বের মত বিরাট উৎসব চলিতে লাগিল। ধর্ম্মবানগণের প্রদত্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভৃতি নানাবিধ উপহারে গোপালের ভাণ্ডার দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এক ক্ষত্রিয় বড় ধনী তাঁর মন্দির করিয়া দিলেন এবং কেহ পাক মন্দির, কেহ প্রাচীর প্রভৃতি তৈয়ার করাইলেন। ব্রজবাসী একটী করিয়া গাভী দিলেন তাহাতে দশ হাজার গাভী হইল। এইরূপে গোপালের সাজসেবা হইতে লাগিল দেখিয়া পুরী গোসাঞী আনন্দিত হইলেন। গৌড়দেশ হইতে সমাগত দুইজন উদাসীন ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদের হস্তে সেবার ভার অর্পণ করিলেন। এইরূপে দুই বৎসর কাল সেবা করিবার পর একদিন গোপাল তাঁহাকে স্বপ্নে বলিতেছেন—"পুরী! আমার গাত্রের জ্বালা নিবারণ হইতেছে না যদি তুমি নিজে নীলাচল হইতে মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার গাত্রে লেপন করিতে পার তবে তাপ দূর হইবে। কিন্তু অন্য কেহ আনিলে হইবে না, তোমাকেই যাইয়া আনিতে হইবে।" তখন তিনি সেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গোপালের আদেশ লইয়া নীলাচল রওনা হইলেন। এবং শান্তিপুর হইয়া রেমুনায় পৌঁছিলে পর গোপীনাথ তাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন। তথা হইতে নীলাচলে যাইয়া ভক্তগণের সাহায্যে কর্পূর ও মলয়জ চন্দন সংগ্রহ করিলেন এবং চন্দন বহিবার জন্য একজন বিপ্র ও একজন সেবক লইয়া রেমুনায় আসিলে সেইদিন রাত্রিশেষে স্বপ্নে গোপাল তাঁহাকে বলিতেছেন—"মাধব! কর্পূর ও চন্দন সমস্ত পাইলাম, আমি ও গোপীনাথ অভিন্ন জানিয়া গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গেই এই সমস্ত লেপন কর তাহা হইলেই আমার তাপদূর হইবে।" এই আদেশ পাইয়া তিনি সমগ্র গ্রীষ্মকাল তথায় থাকিয়া গোপীনাথের অঙ্গে, যথায় কর্পূর ও চন্দন লেপন করিলেন।

এই আদর্শ সেবার বিষয়টী আলোচনা করিলে আমরা অনেক বিষয়ের শিক্ষা পাইতে পারি। [illegible]

বৈষ্ণব সেবন

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

—কুলীন গ্রামের শ্রীরামানন্দ বসু [illegible] মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার কর্ত্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে বৈষ্ণব সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে শ্রীরামানন্দ পুনরায় শ্রীনীলাচলে আসিয়া [illegible] প্রভুকে বলিলেন যে আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন বৈষ্ণব সেবাই আমার কর্ত্তব্য কিন্তু আমি কে বৈষ্ণব এবং কে অবৈষ্ণব কি প্রকারে বুঝিতে পারিব তাহার লক্ষণ কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। তখন প্রভু কহে, যার মুখে শুনি একবার, কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥ [illegible] অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম সেই বৈষ্ণব করিহ তাহার সম্মান॥ (চৈঃ চঃ) শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ করিলেন তাহাতে [illegible] বৈষ্ণব সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য বিষয় [illegible] আছে। [illegible] অনুসারে ভক্তকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—উত্তম, মধ্যম কনিষ্ঠ। শ্রীসনাতন শিক্ষায় আমরা ইহা দেখিতে পাই "শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥" (চৈঃ চঃ) [illegible] বিচার [illegible] কনিষ্ঠাধিকারী [illegible] বৈষ্ণবের কথা বলিতে [illegible] পূজা ও সৎকার [illegible] এবং [illegible] প্রতি সম্মান করিতে [illegible] কনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে পূজা [illegible] বিচারে যে মধ্যম [illegible] বৈষ্ণবকে স্থাপন করিতে [illegible] বুঝিতে পারা যায় তবে [illegible] বৈষ্ণবকে পূজা ও সৎকার [illegible] হইয়াছে তাহার কারণ [illegible] যে, দেবীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible] বিষ্ণুর আরাধনা [illegible] কনিষ্ঠ [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হউন [illegible] বিষ্ণুপ্রোক্ষিত বৈষ্ণব বাস্তবসত্য [illegible] বিষ্ণুর নিত্য সেবার [illegible] তাঁহারা বৈষ্ণব [illegible] নিকট প্রকার বৌদ্ধ বা [illegible] কনিষ্ঠ বৈষ্ণব [illegible] যতটুকু অবৈষ্ণবতাদোষ থাকুক, তিনি [illegible]

[illegible]

[illegible] মনে করিলেন, বৈষ্ণবের প্রতি [illegible] অপরাধ [illegible] তিনি [illegible] প্রতিমার [illegible] প্রাকৃত বুদ্ধি [illegible], শ্রদ্ধার সহিত কেবল অর্চ্চায় শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু তদ্ভক্তগণের বা অন্য প্রাণীর প্রতি তাঁহার ভক্তি নাই, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। [illegible] অর্চ্চন করেন মাত্র, কিন্তু [illegible] হেতু তিনি ভক্তির উপাদান ও শুদ্ধ ভক্তগণকে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে পারেন না, সেই জন্য কৌশলে তাঁহাকে কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বলা হইয়াছে; যথা—নাহং [illegible] কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে সেই ভক্ত হইবে উত্তম॥ (চৈঃ মঃ) আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও কনিষ্ঠাধিকারীর লক্ষণ নির্দ্দেশে দেখিতে পাই যথা—অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৭)

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীবিগ্রহ সেবা দর্শনে অসীম কারুণ্যবারিধি মহাবদান্য শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে অহৈতুক কৃপা বিতরণ করেন, শ্রীগুরুর কৃপাবলে তখন তিনি আমার পূজা হইতে মোর ভক্ত পূজা বড়। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা [illegible] সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ প্রভৃতি বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া শুদ্ধ ভক্তসেবার জন্য প্রস্তুত হয়েন শুদ্ধ ভক্তের সেবা এবং [illegible] ভক্তি সিদ্ধান্ত [illegible] ক্রমশঃ সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ, নিজস্বরূপ উপলব্ধি ও দিব্য সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ হয়। এই জন্য যাঁহারা ভক্তির, কনিষ্ঠস্তরে অবস্থিত তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর কেবল নাম দান রূপ সেবা করিতে বলিলেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গ বা সাক্ষাৎ ভাবে সেবা করিতে বলিলেন না।

আবার শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতেও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের প্রতি এই ব্যবহার বিধিই দেখিতে পাই, যথা:—'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ' অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকটস্থ, যে ভক্ত [illegible] অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা [illegible] হইয়া [illegible] কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব তাঁহাকে মানসিক শ্রদ্ধা [illegible] করিবেন ইহাই বিধি।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শুদ্ধভক্তে অপ্রাকৃত [illegible] না থাকায় তিনি বৈষ্ণব সেবা করেন না, আর উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবতের [illegible] ভেদ নাই, তিনি সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করেন। সুতরাং [illegible] এই প্রকার [illegible]

বৈষ্ণবের [illegible] তাঁহার [illegible] তারতম্য অনুসারে সেবা [illegible] উত্তম [illegible] মধ্যম [illegible] কনিষ্ঠ [illegible] সেবা [illegible] অর্থ, [illegible] সর্ব্ব [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বক্ষণ [illegible] মহাভাগবত। মহাভাগবতের অধিকারে, সর্ব্বস্থানে এ সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' ও 'কার্ষ্ণ' দর্শন হওয়ায় তাঁহার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব [illegible] থাকে না, তবে কোন মহাভাগবত যখন শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় আচার্য্যের অভিনয় করেন তখন তিনি জীবের শিক্ষা কল্যাণের জন্য যে মধ্যমাধিকারীর [illegible] করেন তাহা, [illegible] তাঁহাকে "মধ্যমাধিকারী" [illegible] পাদপদ্মে স্থাপন না করি [illegible] হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে বৈষ্ণবসেবার একমাত্র মধ্যম ভাগবতেরই অধিকার আছে এবং তিনি ত্রিবিধ বৈষ্ণবকে ত্রিবিধ ব্যবহারের দ্বারা সেবা করিবেন। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে মধ্যম ভাগবত কি প্রকারে সেবা করিবেন। তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় আমরা জানিতে পারিলাম, এক্ষণে তাঁহার সমাধিকার গত মধ্যম ভাগবতের ও উত্তমাধিকার গত মহাভাগবতের প্রতি ব্যবহার বা সেবা তারতম্যের বিচার আমরা ক্রমশঃ শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশে জানিতে পারিব। শ্রীরামানন্দ বসু তৃতীয়বার শ্রীনীলাচলে আসিলেন এবং প্রভুর পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন—"প্রভু আজ্ঞা কর কর্ত্তব্য আমার 'সাধন'" প্রভু এবার মধ্যম ভাগবতের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "কৃষ্ণনাম" নিরন্তর যাহার বদনে। সেই বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে॥" [চৈঃ চঃ] অর্থাৎ প্রভু বলিলেন যে বৈষ্ণবের সেবোন্মুখ জিহ্বায় বৈকুণ্ঠস্থিত চিন্ময় হইতে প্রকটিত অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণনাম 'নিরন্তর' উচ্চারিত হয় তাঁহাকে 'কোমল' শ্রদ্ধ-সমুৎ-কৃষ্ণ নামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা মধ্যমভাগবত বলিয়া জানিবে এবং তাঁহার শ্রীচরণ-ভজনা করিবে। এখানে "নিরন্তর এই শব্দটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার ও বিচারের প্রয়োজন, যাহাতে "অন্তর" বা ব্যবধান নাই তাহাই "নিরন্তর" শব্দবাচ্য। [illegible] বা কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রীনামগ্রহণে কিছু [illegible] বা ব্যবধান থাকে; অন্তর শব্দে [illegible], [illegible] জ্ঞান ও দৈহিক [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] মধ্যমাধিকারীর [illegible] অর্থাৎ "নিরন্তর" [illegible]

[illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] যোগ্যতা প্রদান করে উত্তমা বা কেবলা ভক্তির উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন, "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" [ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ] এইরূপে মহাভাগবতের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ ভজন করিতে আজ্ঞা দিলেন, অর্থাৎ মহাভাগবত অপেক্ষা মধ্যমভাগবতের প্রতি কায় ও মনের দ্বারা সেবা ও তাঁহার সঙ্গ করিবেন।

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

৪ঠা হৃষীকেশ, ১৯শে ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রত্যুষ, উ ৫।৫৫ অ ৬।১৩ কৃষ্ণ-পঞ্চমী রা ১২।২০ অশ্বিনী দি ৫।২৭

৫ই হৃষীকেশ ২০শে ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫২ অ ৬।১২ কৃষ্ণষষ্ঠী রা ৯।৫৭ ভরণী দি ১।১৪॥

নানা কথা

সাক্ষীর বিষম বিপদ

অলঙ্কার ব্যবসায়ী মার্কস এণ্ড কোম্পানীর দোকান ভাঙ্গিয়া ১ লক্ষ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি চুরি যাওয়া সম্পর্কে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা চলিতেছে। অদ্য অপরাহ্ণে ঐ মামলা সম্পর্কে গোপাল ব্যানার্জ্জী নামে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়া কাঠগড়া হইতে নামিয়া আসিবামাত্র দ্বিতীয় আসামী সুন্দরলাল তাহার উপর লাফাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং টুঁটি টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করে। পুলিশ অতি কষ্টে ছাড়াইয়া দেয়। এই সাক্ষীই নাকি পুলিশকে আসামীদের সন্ধান দিয়াছিল। সুন্দরলালকে ধরিয়া পুলিশ হাতকড়ি দেয়। মামলা চলিতেছে।

পণ্ডিত দৌলতরাম গ্রেপ্তার

সিন্ধু প্রাদেশিক হিন্দু-সভার প্রচারক পণ্ডিত দৌলতরামকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১০৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক বৎসর কাল শান্ত ভাবে থাকিবার জন্য কেন তাঁহার নিকট হইতে মুচলেকা লওয়া হইবে না তাঁহাকে তাহার কারণ দেখাইতে বলা হয়। পণ্ডিত দৌলতরাম উপস্থিত জামিনে খালাস আছেন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর মামলার দিন পড়িয়াছে।

মাদ্রাজে বেশ্যাবৃত্তি নিবারণ বিল

মাদ্রাজ হইতে বেশ্যালয় ও বেশ্যাবৃত্তি তুলিয়া দিবার জন্য মাদ্রাজ শাসনপরিষদে সর্ব্বসম্মতি একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করিয়াছে। উহা শীঘ্রই মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইবে। ঐ সমিতির উদ্যোগে ৩১শে আগষ্ট ত্রিচিতে এক জনসভা হইয়াছিল। সভাপতি সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকডাউগাল বলেন যে, ভারতবর্ষে এই পাপ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিতেছে এবং সমাজে নানা প্রকার কুৎসিত ব্যাধির সৃষ্টিতে দেশের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং সকলেই এই বিলের সমর্থন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ভারতীয় মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী মালতী পাটবর্দ্ধন এই বিলের সমর্থন করেন। এই বিলের সমর্থন করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

জমীদারের অধিকার

প্রজাস্বত্ব আইনে জমীদারকে এক বিশেষ অধিকার দেওয়া হইল। নিয়ম হইল,—দখলি-স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা জমি হস্তান্তর করিলে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে সুদ এবং শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ সহ আদালতে জমা দিলে, জমী জমীদারের হইবে। ইহারই পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় জমীদারের সেলামীর পরিমাণ—জমীর মূল্যের শতকরা ২০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নূতন রোডসেস

বাংলার মফঃস্বলে মোটর-বাস চলাচলে রাস্তা নষ্ট হইতেছে, জেলাবোর্ড রাস্তার সংস্কারে আবশ্যকানুরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেছেন না; তাই মফঃস্বলের মোটর-বাসের উপর নূতন পথকর স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। সম্প্রতি স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ হইতে যে 'রিজলিউসন' ঘোষণা বাহির হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—ঐ করের পরিমাণ হইবে—আরোহীর নিকট আদায়ী ভাড়ার উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে।

যমুনা নদীতে নৌকা-ডুবি

৫০০০ হাজার মণ পাট বোঝাই একখানি নৌকা যমুনা নদী দিয়া যাইবার সময় অকস্মাৎ মাল সমেত ডুবিয়া যায় লোকজন যাহারা ছিল তাহাদের সকলকে উদ্ধার করা হয় কিন্তু নৌকা আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এ দুর্ঘটনায় মোট ৭০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

এথেন্সে ডেঙ্গুজ্বর
শব-সৎকারে বিলম্ব

লণ্ডন, ২৯শে আগষ্ট গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরীতে ডেঙ্গু জ্বরের অত্যন্ত প্রকোপ দেখা দিয়াছে। প্রায় দুই লক্ষ লোক আক্রান্ত হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা ও নিতান্ত কম নহে। শব সৎকারে বিলম্ব হইতেছে। শব-সৎকারের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরাও পর্য্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। নূতন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রতিকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল দেখা যাইতেছে না।

সহরের সমস্ত কাজ কর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। তাহাতে লোকের কষ্টের একশেষ হইয়াছে। জ্বরে আক্রান্ত জনতা রাস্তায় দাঁড়াইয়া বরফ ও লিমন সিরাপের জন্য গোল করিতেছে।

ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশন।

সরকার পক্ষের প্রস্তাবাদির আলোচনার জন্য ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নিম্নোক্ত কয়দিন ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। —সেপ্টেম্বর মাসের ৪ঠা, ৬ই, ১০ই, ১২ই ১৭ই ও ১৯শে। বে সরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত কয় দিন ধার্য্য করা হইয়াছে, যথা, ৫ই, ৮ই, ১১ই, ১৩ই, ১৮ই ও ২০শে সেপ্টেম্বর।

ভারতে ব্যোমপোতের গতিবিধি

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ নামক ব্যোম পথে গমনাগমন সমিতির সভাপতি কয়েক জন ডাইরেক্টার ও বন্ধুর সহিত সাদাম্পটন হইতে শূন্যপথে চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ব্যবহারের জন্য যে ব্যোমতরী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে আরোহণ করিয়াই তাঁহারা গিয়াছিলেন। ১৮ মাস বা দেড় বৎসরের মধ্যে এই বিমানতরীগুলি সাদাম্পটন হইতে ভারতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিবে।

আর যুদ্ধ হইবে না?

ভবিষ্যতে আর জগতে যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিল না। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার কেলগের প্রস্তাবিত সন্ধি, বিগত সোমবার (২৭এ আগষ্ট, ১৯২৮ খৃঃ), পারিস নগরে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পনেরটী শক্তিশালী জাতির প্রতিনিধি সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন— বৃটিশের লর্ড কুশেণ্ডন, দক্ষিণ-আফ্রিকার জেনারেল হার্টজ, কানাডার মিষ্টার মেকেঞ্জি কিং, অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাকলাক্লান, নিউজিলণ্ডের স্যর জেমস্ পার, আয়র্লণ্ডের মিষ্টার কসগ্রেভ, আমেরিকা যুক্ত-রাজ্যের মিষ্টার কেলগ, ফ্রান্সের এম ব্রায়াণ্ড, ইতালীর মুসোলিনী, জর্ম্মণীর ডক্টর ষ্ট্রেসম্যান, বেলজিয়মের এম হাইম্যান্স, জাপানের কাউণ্ট উচিদা, পোলণ্ডের জালেস্কি এবং জেকো-শ্লোভাকিয়ার এম বেনেস।

ভারতের পক্ষেও লর্ড কুশেণ্ডন স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ বলেন,—ভারতের পক্ষ হইতে কোনও ভারতবাসীর স্বাক্ষর গ্রহণ কর্ত্তব্য ছিল।

জামাতৃভয়ে আত্মহত্যা

জামাতার ভয়ে কাশীতে একটী পরিবার সম্প্রতি প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছে। স্বামীর অত্যাচারের ভয়ে কন্যা স্বামি-গৃহে যাইতে সম্মত হয় না। তাহাকে লওয়ার জন্য জামাতা যখন শ্বশুর-গৃহে প্রবেশ করিল, হতভাগিনী ত্রিতলের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতা-মাতাও ত্রিতল হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। মাতার ক্রোড়ে নয় মাসের শিশু-সন্তান ছিল। পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হয়। পিতা, মাতা ও কন্যা বর্ত্তমানে হাসপাতালে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছেন। জামাতা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

প্রজার নূতন অধিকার

নূতন প্রজাস্বত্ব আইনে বঙ্গের প্রজাকে একটী নূতন অধিকার দেওয়া হইল। বৃক্ষাদি রোপণে ফলভোগ ভিন্ন, তাহারা বৃক্ষাদি ছেদনেরও অধিকার প্রাপ্ত হইল। এখন হইতে প্রজাগণ বৃক্ষ রোপণ, ফলভোগ ও ছেদন—সকলই করিতে পারিবে। বৃহস্পতিবার প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রজাকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা:—আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর বারাকপুর হইতে আহিরীটোলা পর্য্যন্ত এক সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইবে। বাঙ্গালার লাট সাহেব কলিকাতার আহিরীটোলা ক্লাবকে বারাকপুরের গবর্ণমেণ্ট হাউস, বাংলো এবং পতাকাদণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। নাম রেজেষ্টারী করার শেষ তারিখ ৭ই সেপ্টেম্বর।

পুলিসের চর না বিকৃতমস্তিষ্ক?

বোম্বাইয়ের জি, টি, হাসপাতালের কোন শুশ্রূষাকারিণী অমরনাথ নামক লোকের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ আনিয়াছিল যে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অমরনাথ তাহার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে, তাহাকে ভয় প্রদর্শন ও প্রহার করা হয়। অমরনাথ তখন কয়েকজন লোকের গুরুতর প্রহারের ফলে উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। পরে দেখা যায় লোকটা বিকৃত মস্তিষ্ক। বর্ত্তমানে অবাঞ্ছিত বিদেশী বলিয়া তাহাকে বোম্বাই হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। অমরনাথকে কেহ কেহ পুলিসের সংবাদদাতা বলিয়া থাকে।

বাই সাইকেলে হিমালয় যাত্রা

শ্রীযুত যোগেন দাস, নিরঞ্জন মজুমদার, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর চৌধুরী এবং আরও এক জন যাদবপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র গত ২৮শে আগষ্ট অপরাহ্ন ৬॥০ ঘটিকার সময় বালুরঘাটে উপনীত হন। তাঁহারা সাইকেলে চড়িয়া দার্জ্জিলিং যাইবার জন্য গত ১৯শে আগষ্ট যাদবপুর ত্যাগ করে। বালুরঘাটের শ্রীযুত নগেন্দ্রমোহন ও মধুসূদন কর তাঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল দিয়া কিরূপ ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার বর্ণনা করে। গত কল্য তাহারা বালুরঘাট হইতে গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হইয়াছে। তাহাদের বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছিল।

পোষ্ট মাষ্টার অভিযুক্ত

নারায়ণগঞ্জ টান বাজারের পোষ্ট মাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ কর পোষ্টাফিসের টাকা তসরুপ করার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জ ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিগত ২০শে আগষ্ট তারিখে আসামীর দুই মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং তহবিল তাহার ৪০০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। উক্ত টাকা দিতে না পারিলে আরও চারিমাস জেল ভোগ করিতে হইবে।

তীর্থযাত্রীদের দশা

প্রচণ্ড ঝড় হেতু কাশ্মীরে পবিত্র তীর্থ স্থান অমরনাথ দর্শনে যাইয়া কয়েকজন হিন্দু তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং বহু যাত্রী কষ্টভোগ করিতেছেন।

শুনা যাইতেছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেক মারা গিয়াছে; ৫ শতের বেশী যাত্রী অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছেন। কাশ্মীর দরবার হইতে যাত্রীদের কষ্টনিবারণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বিলাত যাত্রা

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র গাঙ্গুলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী এ গত রবিবার এখান হইতে বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছেন। ধীরেন্দ্র বাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর একজন বিশিষ্ট সভ্য। ধীরেন্দ্র বাবু আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর কলম্বো হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিবেন। ধীরেন্দ্র বাবু ইংলণ্ডে ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার জন্য যাইতেছেন।

শিবপুরে রাস্তার দাঙ্গা

গতকল্য সকালে শিবপুর রামকৃষ্ণপুর লেনে একটা ভয়ানক মারামারি হইয়া গিয়াছে। ৪ জন পশ্চিমা কুলী ও একজন চায়ের দোকানদার ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল। দুইজন লোক রাস্তার কল হইতে জল আনিতে যায়। কে আগে জল নিবে ইহা লইয়া প্রথম ঝগড়া লাগে। পরে তাহা মারামারিতে পরিণত হয়। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। তখন মারামারি থামিয়া যায়। ৫ জন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে পুলিশ 'মোকদ্দমা' দায়ের হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কাশ্মীরের লোক সংখ্যা।
ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে

কাশ্মীর লোক সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ১৮৯১ সালে উহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২,২৩,০০১। ১৯২১সনে উহা কমিয়া১,৯৪,১৩৩ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৯২৬ সালে উহার সংখ্যা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ১,৮৮,৭০২তে পরিণত হইয়াছিল।

গত ৪ বৎসরের ১ বৎসরের অনধিক বয়স্ক প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ৩১৬ হইতে ২৫০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯২৮ সালের ২১শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহার মধ্যে ৬৮ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। ১ মাসের বয়স্ক শিশু প্রতি বৎসর ৫০০০ জন করিয়া মরে।

কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা প্রতি বৎসরই কমিয়া যাইতেছে।

[illegible]

[illegible] যে জল হইয়াছিল তাহা জমিয়া গিয়াছে। শাট এখন ১১৫০ [illegible] তাহার মধ্যস্থ হাতে দিলি [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে ভাদ্র, বুধবার—১৩৩৫।

স্বাধীনতা

আমরা আমাদের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে জগৎটাকে চালাইতে চাহি বটে, কিন্তু জগৎ যে আমাদের সে খেয়াল মানিয়া লইতে বাধ্য নয়, তাহা আমরা বুঝি না। আমার খেয়াল হইল, এই জগৎকে স্বাধীন করিতে হইবে, অথচ আমি নিজে কিন্তু সর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণভাবে পরাধীন। আমি "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া জগৎটাকে খুব মাতাইয়া তুলিলাম। সকলেই বলিলেন—স্বাধীনতাই দরকার। কিন্তু ও হরি, পরে দেখি আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। কেন না এজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে মায়া, তিনি ভগবদ্‌বৈমুখতার দণ্ড-স্বরূপে আমাদেরই নিজের হাতে পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছেন! আমি চাই আবার পরের শৃঙ্খল খুলিতে। ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন—আমার মায়া দুস্পারা, আর আমি বদ্ধদশাগ্রস্ত হইয়া যাইতেছি সেই দুস্পারা মায়াকেও পার হইতে! স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা বুঝি না, মনে করি, স্বেচ্ছাচারিতাই বুঝি স্বাধীনতা। কিন্তু স্ব বলিতে যে আত্মা ও পরমাত্মা, আর সেই আত্মার পরমাত্মাধীনতাই যে স্বাধীনতা, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিবার সামর্থ্য নাই। যেদিন হইতে আমরা তেমন কোন স্বাধীন ব্যক্তির আনুগত্যে স্বাধীনতা অন্বেষণ করিতে থাকিব, সেই দিন হইতেই আমাদের মঙ্গললাভের আশা। সে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের জগতের কোন জাতির, কোন ধর্ম্মের সাহতই বিরোধ করিতে হইবে না, সে স্বাধীনতায় সাম্য, মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত। সে স্বাধীনতার নামান্তর পরাধীনতা বা কৃষ্ণাধীনতা বা কৃষ্ণসেবা। তাহা সার্ব্বজনীন সনাতন সত্য বলিয়া সমস্ত জগৎ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। নানাজনের নানা রুচি অনুসারে চলিতে চলিতে জগৎ এখন নিতান্ত ক্লান্ত, সে আর পারিয়া উঠিতেছে না। যে ভাগ্যবান মহাত্মা জগৎকে এই কৃষ্ণসেবারূপ স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিবেন, তিনিই বাস্তবিক জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী। নচেৎ মৎসর স্বভাব লইয়া এক দেশবাসী অন্যদেশবাসীকে বা এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে নিন্দা করিয়া কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, যোগী বা ভোগী সাজিতে চাহিলে জগদুদ্ধার কার্য্য হইবে না, জগৎ হইতে অশান্তি যাইবে না। মায়া বড় একটা ছোট খাট শক্তি নহে, তাহাকে পরাভূত করা সামান্য বদ্ধ জীবের সাধ্যাতীত। একমাত্র কৃষ্ণৈকশরণতাই মায়াজয় বা স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়। যে দিন জীব তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে অর্পণ করিয়া বলিতে পারিবেন, "হে কৃষ্ণ, আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার কি কাজ অপর ধনে," সেই দিনই জীব স্বাধীনতা-মন্ত্রে পূর্ণ দীক্ষা লাভ করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে
বলদেবাবির্ভাব মহামহোৎসব

গত ১৬ই ভাদ্র শনিবার শ্রীবলদেবাবির্ভাবোপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটী মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীবলদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা সহরতলী ও অন্যান্য বহু দেশ দেশান্তর হইতে এত অধিক জন সমাগম হইয়াছিল যে শ্রীমঠের কুত্রাপি তিল ধারণের স্থান মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। মঠের ভিতরে স্থান না পাওয়ায় অনেককে বাধ্য হইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণেও স্থান লইতে হইয়াছিল। সভা-ভঙ্গের পর সকলকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উক্ত দিবস ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট শ্রোতার নিকট অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই দিনকার দৃশ্য যাঁহারা একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না। লেখনীও তাহা বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ করিবার জন্য দেশের লোকের এতটা আগ্রহ দেশের পক্ষে যে কতটা গৌরবের বিষয়, তাহা মৎসর প্রতীপ দল ধারণা করিয়া উঠিতে পারিবেন না। সহস্র সহস্র লোকের সমবেত কণ্ঠোত্থ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া লোকের হৃদয়ে যে কি এক অমর্ত্ত্যভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা ভাগ্যবান জনগণেরই একমাত্র উপলব্ধির বিষয়। হতভাগ্য দলের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন

গত ১৭ই ভাদ্র রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক-ব্যাপী মহামহোৎসব উপলক্ষে এক বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভক্তগণ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বিজয় নিশান হস্তে, তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ ত্রিদণ্ড হস্তে, তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তগণের কাহারও হস্তে নিশান, কাহারও হস্তে মৃদঙ্গ, কাহারও হস্তে করতাল, কাহারও হস্তে ঘণ্টা কাঁসর ইত্যাদি। ভক্তগণ যখন সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে উদ্দণ্ড নৃত্য সহ মহানাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মকোলাহল-মত্ত নগরীকে কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখনকার সে দৃশ্য দেখিয়া কাহার না হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া উঠে? অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বুঝি দ্রবীভূত না হইয়া পারে না। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের সহস্র সহস্র লোকে অন্ততঃ তৎকালের জন্য শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও একবার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাজপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। কোন ভাগ্যবান্ আবার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পমাল্য উপহার দিতেছিলেন, কেহ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন। এইরূপে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ হ্যারিসন রোড, সার্কুলার রোড, মানিকতলা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার, কলেজ ষ্ট্রীট হইয়া নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীভগবদিচ্ছায় ঐ দিবস আকাশের অবস্থাও অতি সুন্দর ছিল। কীর্ত্তনকারিগণের মধ্যে শ্রীপাদ ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজের কীর্ত্তন বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ভারতী মহারাজ কলেজষ্ট্রীটে "পাষণ্ডদলন-বানা নিত্যানন্দ রায়। আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥" এবং নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে, বিদ্যাকুলে কি হইবে তা'র। সে সম্বন্ধ নাহি যা'র বৃথা জন্ম গেল তা'র, সেই পশু বড় দুরাচার।"—এই পদগুলি যখন আখর দিয়া গান করিতেছিলেন, তখন শ্রোতৃ-মণ্ডলী আর আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আগামী ৯ই এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার দ্বয়েও যথারীতি নগর সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই মহাসংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য জগদ্বাসী সকলকেই আহ্বান করিতেছেন।

মুখ ফিরাও

(শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ,)

এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহার নামেই বালকেও বুঝিবে যে ইহা অস্থায়ী। গমনশীল পদার্থই জগতে আসে। সুতরাং ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকাদি ঊর্দ্ধতন সপ্তলোকই হউক, বা তলাদি সপ্ত অধোলোকই হউক সর্ব্বদাই ত চঞ্চল। বৈজ্ঞানিকেরাও আজকাল বলিতেছেন, 'পার্থিব কোন বস্তুর ক্ষয় নাই, কেবল পরিবর্ত্তন সাধনই হইতেছে।' শুধু আমাদের এমন গোঁড়াকপাল যে, আমাদের পুনর্জ্জন্ম বা স্বর্গ নরকাদি লোকে জীবের ভ্রমণ আমরা মানি না। অবস্থান্তর প্রাপ্তি কি জন্মাখ্যা পাইতে পারে না? সমস্ত জড়দ্রব্য যদি এই জগতে পরিবর্ত্তনশীল হইল, তবে মানবাদির শরীরও ত জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া, পাঞ্চভৌতিক হইয়া পরিবর্ত্তনশীলতা ধর্ম্মের অন্তর্গত হইবে। অতএব আমরা মানি বা না মানি তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববস্তু চিরদিনই রূপান্তরিত হইবেই। তৎসঙ্গে জীবও এক জড় হইতে অন্য জড়ে প্রবেশ করিবেই। সামান্য বুদ্ধিতেও এই কথাগুলি অবশ্যই বুঝা যায়।

এই যে জীবের যাওয়া আসা, ইহার মূলও কি আমাদের সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ-গোচর নহে? সমস্ত দিন অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে আমরা যে সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করি, রাত্রিকালেও কি সেই কর্ম্ম হইতে বিরত থাকি? সেই কর্ম্মগুলি আমাদের লিঙ্গদেহটী লইয়া কত প্রকারে খাটাইয়া লয় নাই কি? যখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তখনও কি প্রকৃত নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি? মনোরথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বসংস্কারজাত কতস্থানে না ভ্রমণ করি? কত সুখের না কামনা করি? কত না অট্টালিকাদি প্রস্তুত করি? ইহা ত' প্রাত্যহিক ঘটনাতে শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই প্রত্যক্ষ-গোচর? ছোট ছেলেরা ত' সারাদিন পাঠশালায় বানান পড়ে বা ধারাপাত ডাকে। রাত্রিতে ঘুমাইতে গিয়াও তাহাদের বানান পড়া বা ধারাপাত ডাকা কতবারই লক্ষ্য করিতেছি। অতএব পূর্ব্বসংস্কারই যে আমাদের লিঙ্গদেহকে নানা স্থলভূতে ভ্রমণ করায় তাহা বুঝিতে বাকি থাকিল কৈ?

দৈনিক ঘটনাতে যে বিধান দেখিতে পাই, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মাবধি ব্যাপারগুলিতেও সেই বিধানের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হয় না। একই পিতার ঔরসজাত সন্তানগুলির প্রকৃতি বিভিন্ন কেন? একই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া প্রত্যেক ব্যক্তির মনোবৃত্তি চরিত্রাদির পার্থক্য কেন

হয় ? একই গুরুর নিকট বিদ্যালাভ করিতে গিয়া কেহ বঞ্চিত, কেহ লাঞ্ছিত কেহ বা মেধাবী সুপণ্ডিত হইয়া পড়ে কি প্রকারে ? এইপ্রকার অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে আমরা কেবল অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল দেখিতে পাই নাই কি ?

এক্ষণে পূর্ব্বসুকৃতি বা দুষ্কৃতি যদি আমাদের উচ্চাবচ যোনি-ভ্রমণ, উর্দ্ধাধো-লোকে গমনাগমনের কারণ হয়, তবেত জীবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতই হইয়া গেল। জীবের প্রতি জগদীশ্বরের এইটীই প্রধান দান। জড় জীবের পার্থক্যও এইস্থানে। আমরা দৈনিক জীবনেও এই স্বাতন্ত্র্যের উভয় প্রকার ব্যবহারের পরিণাম লক্ষ্য করিয়াও আমাদের জ্ঞান হইতেছে না। যখন উদরের গদমনার্থ ও দেহপোষণের উদ্দেশ্যে পরিমিত ও পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করি, তখনই ক্ষুধানিবৃত্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি পাইয়া থাকি, কিন্তু ঐ বৃত্তিরই অপব্যবহার-ফলে নিমন্ত্রণ ভোজনে গিয়া রোগ, দেহ-ক্ষয় ও অতৃপ্তি প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকি। ঔষধার্থে সুরা শারীরিক যন্ত্রগুলির সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করাইয়া পথ্যাদি গ্রহণের আনুকূল্য করিলে রোগমুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যখন আমরা ভোগের দ্রব্য বিবেচনায় উহা পান করিতে অভ্যস্ত হই, তখন সুরাই আমাদিগকে ভোগ করিয়া আমাদিগকে নর্দ্দমার আবর্জ্জনা, কুকুরের মূত্রাদি অমেধ্যতম পদার্থ ভোজনের উপ-যোগী করিয়া তুলে। আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তির সদ্ ব্যবহারে সুফল ও অসদ্ব্যবহারে কুফল নিত্যই অর্জ্জন করিতেছি, ইহাত আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না!

ভগবানের তটস্থা শক্তি জীব আমরা সনাতন, অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, স্থিরতর হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় হইতেই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের আবরণে প্রতিজন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি, ঘোর তামসী নিশায় পথভ্রান্ত পথিক আলেয়ার আলোকে যেরূপ পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ তমোময় কর্ম্মক্ষেত্রে পতিত হইয়া অবস্তুকে বস্তুবোধে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বনা লাভ করিতেছি। সতত নানাবিধ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে প্রপীড়িত হইয়াও বাস্তববস্তুর সন্ধান পাওয়ার জন্য প্রকৃত মার্গ অবলম্বন করিতে কেবলই বিলম্ব করিতেছি। অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়ার জালে আবদ্ধ হইয়া কত কোটি কোটি কল্পকাল চুরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি, কামক্রোধাদি রিপুবর্গের দাস হইয়া তাহাদের সন্তোষ সাধনে যত্ন করিতেছি, এক্ষণে অর্থদ সুদুর্লভ মনুষ্য-জন্মে বিচার-শক্তি পাইয়াও তাহা আহার বিহারাদিতে বা গুরুতর্কাদি বৃথা অকার্য্য জ্ঞান-সঞ্চয়ার্থে নিয়োগ করিতেছি। অনেক প্রভুর মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া কাহারও সন্তোষ সাধন করিতে পারিলাম না, অথচ টানা টানিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা যত প্রকারে দাসত্ব করি না কেন, সকলই ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বই আর কিছুই নহে। পরোপকারী, দাতা, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী বা যোগী যাহাই সাজি না কেন, ইন্দ্রিয়ের দাসত্বই ত' তাহার মূল। কোথায় ইন্দ্রিয়গুলি আমরা সৎকার্য্যে লাগাইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিব, তাহা না করিয়া তাহারাই আমাদিগকে বশীভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইতেছে। কোথায় আমরা স্বরূপবিভ্রান্তির অপরাধে ঈশ্বরের ছায়াশক্তি মায়ানির্ম্মিত কারাগার হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব, না কেবল, সেই অপরাধই বহুগুণিত করিয়া অনন্ত কাল কারাগারে মৌরসী পাট্টা লইবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আমাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারাও জানিতে পারি যে দাস্যই আমাদের ধর্ম্ম। জীবাত্মার নিত্য-ধর্ম্ম দাস্যই স্থূললিঙ্গ দেহাত্মাভিমানীর পক্ষে ইন্দ্রিয়বর্গের বা রিপুষট্‌কের দাসত্বে প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু নিত্যানিত্য বস্তুবিচারে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ফলে যখন জীবকে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহ হইতে মুক্ত বুঝিতে পারেন, তখন জীব দেখেন যে, ভগবদ্দাস্যই তাঁহার স্বরূপ ধর্ম্ম। তৎ-সাধনই ভগবৎপ্রীতিলাভের একমাত্র উপায়। তখন আহারাদি সর্ব্ব-কার্য্যই একমাত্র বিষ্ণুপ্রীত্যুদ্দেশক না করিয়া তিনি আর বিকৃতাভিমানগ্রস্তের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-তোষণে নিয়োজিত করেন না। যিনি বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন যে স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া যেগুলিকে কর্ম্ম বা জ্ঞানের দ্বার বলিয়া আপনার ইন্দ্রিয়রূপে কল্পনা করিয়াছি, তাহা আমার নহে। আমি স্বয়ং চিদংশ। অতএব আমার ইন্দ্রিয়গুলিও চিজ্জাতীয়। চিদি-ন্দ্রিয়ের কার্য্য বিভুচিত্তের সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। (ক্রমশঃ)

অহঙ্কারে অপরাধ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

এই সংসারে আমরা যে যত বড় অহঙ্কারী, সে তত বড় অপরাধী। অহ-ঙ্কারই অপরাধের জনক। বুদ্ধিমান ব্যক্তি-গণ এই অহঙ্কার নামক পরম শত্রুটীকে স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা নির্য্যাতিত করিয়া, অপরাধ উপস্থিত হইবার অবকাশ দেন না। ইহাই পাণ্ডিতের পাণ্ডিত্য। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত গাহিয়াছেন—

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই পদ পাসরিয়া অসত্যেরে সত্য করি মানি"।

যাঁহারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য উপদেশাবলী উপেক্ষা করিয়া সোজা রাস্তায় স্বস্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহা-দের বর্ত্তমানে এমন কি সৌভাগ্য হইতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের তত্ত্বোপলব্ধি দ্বারা বিচারে সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারিবেন, যাবৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী তাঁহাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট না হইবে ?

গত ২৬শে শ্রাবণের একটী সাময়িক কাগজে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং-ভগবান্ নহেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ভক্ত মাত্র, ইহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গৌর-বিদ্বেষী পণ্ডিতম্মন্যগণের গাল গল্প "চৈতন্যো ভগ-বদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ "কথাটীর অবতারণা করিয়া বয়োবৃদ্ধের হিসাবে মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া ইহাও বলা হইয়াছে, "এই নব দর্পণের বা হস্তলিপির বচনের বিচার বন্ধ হইয়াছে, তাহাই মানিয়া চলা সকলেরই উচিত"। তার পর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত প্রমাণাবলী দ্বারা বহু কারসাজি করিয়া দেখান হইয়াছে যে, স্বয়ং মহাপ্রভুই অনেকস্থলে স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া পরিচিত হওয়ায় বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরণ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া ছিলেন। ইত্যাদি একই রকমের প্রমাণ গুলি তন্ন তন্ন করিয়া উদ্ধার করা হই য়াছে।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, ব্যক্তিগত কোন প্রকার আক্রমণ আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে তিনি নিজে ভ্রান্ত হইয়া ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব দোষে বিপ্র-লিপ্সায় আক্রান্ত হওয়া, সাময়িক পত্রে সর্ব্ব সাধারণ্যে প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, সেই হিসাবে আমিও সাধারণের পক্ষ হইতে প্রতাপ প্রচার কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে জা নয়া শুধু শাস্ত্রযুক্তি-মূলে তাঁহার সমস্ত প্রমাণ নিরাস করিতে প্রয়াস পাইব। তাঁহার এই সকল যুক্তির মূল্য অদ্ধ কপর্দ্দকও নহে, ইহাই সজ্জন-সমাজে প্রতিপন্ন হইবে।

বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের অসুর-মোহন একটী লীলা আছে। বাস্তবলীলা ও অসুর-মোহন লীলায় পার্থক্য এক মাত্র শুদ্ধ ভাগবতগণই অবগত আছেন। আমরা প্রাকৃত অস্মিতায় মাতিয়া বুদ্ধি দ্বারা লীলা বৈশিষ্ট্য অবগত না হওয়ায় দরুণ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য মনে করিয়া অসুর-মোহন লীলাটীই গ্রহণ করি। "অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে"। সুতরাং স্বয়ং মহাপ্রভু লুকাইবার নিমিত্তই শুধু অসুরমোহনার্থে অনেক সময় স্বয়ং-ভগবান্ বলিয়া স্বরূপ তথাপি অসুরের প্রকটিত হন নাই। কারণ ভগবান্ ত আর এত সস্তা নহেন, যে, ঘাটে, পথে মাঠে, যত তত্র সাক্ষাৎ ভাবে সকলেই দর্শন পাইবে ? অচৈতন্য জীব কোন কালেই চৈতন্য দর্শন লাভ করিতে পারে নাই!

তার পর, কৃষ্ণ-ভজন কৃষ্ণই জানেন এবং সর্ব্বারাধক হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকাই জানেন। তাই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত তনু ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করত জগদ্‌গুরু আচার্য্য রূপে আপনি আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। অর্থাৎ গৌরসুন্দর যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া সর্ব্ব সাধারণ্যে নিকট ব্যক্ত করিতেন, তবে এতদিনে কোটী কোটী কৃষ্ণ তৈয়ার হইয়া জগৎ-ময় শুধুই ব্যভিচারের আড্ডা হইত। একেইত "তুমি রাধে আমি শ্যাম" লীলার অভাব নাই, তাহাতে "একে মাচুনী বুড়ী, তাহে আরও ঢোলের বাড়ি" পাইয়া কত শত শত লোক অন্যায় পথে ধাবিত হইত। যাঁহাদের শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠের অভ্যাস আছে এবং যাঁহারা শুদ্ধ ভক্তের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, স্বয়ং গৌরসুন্দর অমায়ায় সাত প্রহরিয়া ভাবে জীব-শিক্ষার্থে ও ভক্তগণকে বর দিতে কি ভাবে নিজকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব স্বয়ং মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত প্রমাণ কয়টী উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। অবশ্য দুর্ভাগ্য-বড়াভিমানী আমার মত ঘট পটিয়া মূর্খের কর্ণপুটে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রবিষ্ট না হইলেও মহাভূতাকাশে প্রাকৃত শব্দের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবার বস্তু নহেন। কোন না কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদি কালের ঘন ঘটাচ্ছন্ন তিমির-রাশি বিদূরিত করিতে সমর্থ নিশ্চয়ই হইবেন। সুতরাং সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ আর তথা-কথিত পণ্ডিতব্রুবগণের বাগ্‌জালে আবদ্ধ হইয়া ব্যাধিরূপ মরণ-দূতগণের হস্তে পড়িয়া প্রাণ দিবেন না। বিশেষতঃ যে সকল বাক্য দ্বারা মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ নহে-বলিয়া লুকাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই সকল বাক্য আমারই মঙ্গলের নিমিত্ত অর্থাৎ তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যখন নিরন্তর ভক্তভাবে ভক্তসঙ্গ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন, সুতরাং শুদ্ধ ভক্তি যাজনে ইহাই একমাত্র পন্থা; স্বয়ং ভগবান যেমন নিজে ভক্তাভিমানী সেই প্রকার ভক্তও নিজে ভক্ত বলিয়া অভিমান না করিয়া ভক্ত-দাসানুদাস বলিয়া অভিমান করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা ভক্তাভক্তি মার্গ। আর একটী, যুক্তি আর আমার

আর কত করিবে হুঙ্কার অদ্বৈত প্রভুর অভিলাষ কি কোন দিনই ফলে পরিণত হইবে না, সেরূপ সৌভাগ্য কি আমরা পাইব না ? নিশ্চয়ই হইবে, নিশ্চয়ই পাইব, যদি অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত মহাবাণী শ্রবণ করি—,

"সংহারিমু বলি সব করয়ে হুঙ্কার।
মুঞি সেই, মুঞি সেই বলে বার বার॥
নৃসিংহে পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃপুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
কাহারে পূজিস্ করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজহ তারে দেখ বিদ্যমান॥
দেখে বীরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর॥
ডাকিয়া বলয়ে প্রভু আরে শ্রীনিবাস।
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে আইনু সর্ব্ব পরিকরে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া মোহারে জানাইয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পড় মোর স্তব॥
ওহে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও।
শুনি তোমা ধরিতে আইসে রাজ নাও॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত জীব বৈসে।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য ২য় অধ্যায়)

শালগ্রাম শিলা সব নিজ কোলে করি।
উঠিল চৈতন্য চন্দ্র খট্টার উপরি॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর ভরে।
বেশে ব্যস্তে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
কলি যুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান্ দেবকী-নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী মাঝে মুঞি নাথ।
যত গাও সেই মুঞি তোরা মোর দাস॥
তোসবার লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ সেই আমার আহার॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৮ম অধ্যায়)

শুইয়া আছিনু মুঞি ক্ষীর-সাগর ভিতরে।
নিদ্রা ভঙ্গ হলো মোর তোমার হুঙ্কারে॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া—

প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিল চরণ-উপরি॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে পূজা করি পটল বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ডপরণামে॥
"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
(শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

এই সকল প্রমাণ-মূলে সাময়িক কাগজে লিখিত প্রবন্ধের সমস্ত প্রমাণের অপসিদ্ধান্ত ভক্তি-বিগর্হিত বলিয়া হৃদয়ে নিশ্চয় করা হউক। আজকাল কর্ম্ম-মার্গাবলম্বিগণের শুষ্ক তর্কপন্থায় রত্ন, ভূষণ, উপাধ্যায় আদি উপাধির অসদ্ভাব না থাকিলেও যাঁহারা মহা-মহোপাধ্যায় অর্থাৎ তৎকালে যাঁহারা বাঙ্গলার অক্সফোর্ডের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষায় ভূষিত ছিলেন, সেই সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর একমাত্র আচার্য্য শিক্ষক শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যাঁহার পাদপদ্মে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়' বলিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা দেবী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় জন যাঁহাকে ভোগ করিতে বা পদে স্থান দিতে সক্ষম নহেন, এমন যে শ্রীবৃন্দা দেবী তুলসী, তাহা দিয়া অর্চ্চন করিয়াছিলেন ; সেই গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ নহেন একথা অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে ত শোভা পায় না, এমন কি স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন বালকেও বলিতে সাহস পাইবে না। যিনি যত বড়ই হউন না কেন মহাপ্রভু ও তাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ ভক্ত-গণকে অসমোর্দ্ধ জ্ঞানে না দেখিয়া, সম ও হেয় জ্ঞানে দেখিবার প্রয়াস করিলে, তাহার বুদ্ধির অভাব, সৌভাগ্যের অভাব জনসমাজে ব্যক্ত হইয়া, সজ্জনগণের উপেক্ষিত ও সাধারণের চক্ষে লঘু বলিয়া প্রমাণিত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। জগতে এমন পাষণ্ড নাই যিনি মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের প্রতি কটাক্ষ সহ্য করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া নাকে তৈল দিয়া সুখে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিবেন ?

আমাদের নিত্য মঙ্গলের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত আরও বলা যাইতে পারে—

'অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ শাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩৭)

"যাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া উপলব্ধি না করেন, তাঁহারা সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এই চৈতন্য-শূন্য সংসারে অর্থাৎ হরিবিমুখতার রাজ্যেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন "।

"তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী
তাবন্ন তিক্তী ভবে-
ত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো
লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা
বহির্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্য-পদাম্বুজ-প্রিয়জনো
যাবন্ন দৃগ্গোচরঃ॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৯)

"যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মের প্রিয়ভক্তজনের দর্শন লাভ না ঘটে, সেই পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষবাদীর ব্রহ্ম-বিচার ও মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেই পর্য্যন্তই লোক-মর্য্যাদা বা বেদ-মর্য্যাদায় বিশৃঙ্খলত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না. আর সেই পর্য্যন্তই বিচিত্র বহির্ম্মুখ-মার্গে পতিত শাস্ত্রজ্ঞানাভিমানীদিগের পরস্পর কলহ অবশ্যম্ভাবী।"

এইতো গেল প্রথম দিনের কথা, তার পর ২য় দিন মহাপ্রভু শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, ইহার অনুকূলে কষ্ট-কল্পনা প্রসূত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া, বড় হরিদাস ছোট হরিদাস সম্বন্ধে প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিচার করিতে যাইয়া, তাঁহাদের চরণে এত অপরাধ করিতে হইয়াছে যে, তাহা ভাষায় অবক্তব্য। "ছোট হরিদাসের" দণ্ডরূপ শিক্ষা প্রবন্ধে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণানুগত্যে সময়ান্তরে আলোচনা করিয়া গ্রাম্য কথা-পূর্ণ প্রবন্ধালোচনার কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বাগিন্দ্রিয় প্রক্ষালন করিবার ইচ্ছা রহিল।

চাই খিচুড়ি ?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

প্রতি মাসে, এমন কি প্রতি সপ্তাহে সমস্ত বৈষ্ণব-পর্ব্বোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব হইয়া থাকে। তাহাতে বহু বহু আবাল, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় যুবা, শুদ্ধ বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের শ্রীমুখ-বিগলিত পূত শ্রীহরি-কথামৃত পান ও চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহা-প্রসাদ সেবন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ঠাকুরদের অহৈতুকী কৃপাগুণেই জীবের এমন সৌভাগ্য উদিত হয়। নতুবা নিজের কোন কৃতিত্ব খাটে না।

"চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্
হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ
শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

"যিনি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দকে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবা-জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।"

এই যে অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ দ্বারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-বিনাশ ও শ্রীকৃষ্ণ সেবোন্মুখী সুযোগ দান করিয়া, নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন সঙ্কুল কলিকালেও অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র বিজয়-ভেরী নিনাদিত করিতে পারিতেছেন, ইহাই জগদ্গুরু আচার্য্যের আচার্য্যত্ব বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এইতো বারমাস ভরিয়া মঠে মঠে সমস্ত বৈষ্ণবতিথি প্রতিপালিত হইয়া উৎসবাদি হয়ই, তার উপর—কোন মঠে একমাস কোন মঠে পনর দিন এইভাবে বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিয়া ভারতের বিভিন্ন দেশবাসিগণের সুকৃতি অর্জ্জনের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। গত ১১ই ভাদ্র হইতে বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসবারম্ভ। মাসাধিকব্যাপী বিরাট ব্যাপার চলিবে। এই সব উৎসব কত সতর্কতার সহিত কত সুশৃঙ্খলতার সহিত সুসম্পন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই অবগত আছেন। তারপর যাঁহারা গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ নিয়মিত পাঠ করেন, তাঁহারাও অবগত আছেন। কিন্তু স্বচক্ষে না দেখিলে উপলব্ধি করা অসম্ভব। আমরা বাড়ীতে জামাই আসিলে কি জামাইর মামাশ্বশুর আসিলে, তাঁহাদের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া অস্থির হইয়া যাই, অনেক যত্ন করিয়াও তবু ত্রুটীর হাত এড়াইতে পারি না। আর ইঁহারা তদপেক্ষা বহু বহুগুণে অধিক আয়োজন করিয়াও কোন আয়াস বোধ করেন না। যেন আপনিই সকল সম্পাদিত হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের বিশেষ ব্যগ্রতা নাই।

আমরা জগতে যেমন দুই দশ-স্থানে নিমন্ত্রণ খাই, কি তথাকথিত কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত সঙ্কল্প নামে মহোৎসবে তৃপ্তি ভোজন করি ও অনাথ কাঙ্গালগণের পেট ভরিবার সুযোগ হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হই ও প্রশংসা করি, ইহা তেমন ভাবের একটা খাওয়ানো দাওয়ানো ব্যাপার নয়। ইহাতে বহু প্রকারের বিশিষ্টতা রহিয়াছে। তাহা সত্যান্বেষী নিরপেক্ষ না হইলে বিন্দু মাত্রও অনুভূত হইবে না। প্রথমে বিচার করিতে হইবে, ইঁহারা আমাদিগকে কি দিতেছেন, মানুষকে খাওয়াইবার নিমিত্ত ইঁহারা এত ব্যস্ত কেন ? তাহার কারণ, ইঁহারা সদ্বৈদ্য কিনা। আমাদের নাড়ী নক্ষত্র ইঁহাদের সবিশেষ জানা আছে। তাই আমাদিগের দেহ-ব্যাধি, মনো ব্যাধি, ভবব্যাধি উৎপত্তির মূল রসগ্রাহী রসনাটীকেই সর্ব্বাগ্রে সংযত করিবার উপায় বিধান করিয়াছেন মহা-প্রসাদ সেবন দ্বারা। ইতর বস্তু গ্রহণে জিহ্বা লাম্পট্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায় কিনা তাই এই ব্যবস্থা। আর গ্রাম্য বা বিষয়-কথায় নিরত শ্রবণেন্দ্রিয়টীকে যোগ্যতা দান করিবার নিমিত্ত শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। কারণ কর্ণ দ্বারা শ্রবণ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন-কার্য্যদ্বয়ই আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে ; কোন সময়েও সুস্থ থাকিতে পারি না।' এই সকল কথায় আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস

উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের অনুবাদ গাহিয়া থাকেন—

"শরীর অবিদ্যা জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয় সাগরে
তার মধ্যে জিহ্বা অতি লোভময় সুদুর্ম্মতি
তাকে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা-জয়
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত খাও রাধা কৃষ্ণ-গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥"

আমাদের দুর্দ্দৈব এমন বৈকুণ্ঠ বস্তু চিন্ময় মহাপ্রসাদ পাইয়াও লম্পট রসনা পরিতৃপ্ত হইতেছে না—পুনরায় চিংড়ীটা, রুইটা, ইলিশটা, ডিমটা, কাকড়াটা আস্বাদনের প্রত্যাশা জাগিতেছে। কারণ রসনাকে শাসন করা যে কঠিন ব্যাপার! কি জানি রসনা বেজার হইয়া বিরস ভাবাপন্ন হয়। এই ভয়েই ভীত হইয়া বলিতে সাহস হয় না যে, "রে রসনা! তোকে ধিক! একমাত্র তোর দোষেই আমার নরকে পতনের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে; তুই সতত ইতর রস গ্রহণ, ইতর কথা উচ্চারণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তুই সংযত না হওয়ায়—আমার সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে।"

আর রসনারই বা দোষ কি? কারণ মঠে ব্রহ্মচারী ঠাকুররা যখন বলেন, "চাই খিচুড়ি"? তখন আরও কিছু পাওয়ার আশায় তাঁহাদের মন রাখিবার জন্য শুধু বলা হয় "ওঃ বড় সুন্দর, অমৃত-নিন্দিত সুস্বাদ-পূর্ণ মহাপ্রসাদ, এমনটী আর কোথায়ও পাইব না, একটু দেন।" মুখে বলা হয় মহাপ্রসাদ। কিন্তু মহাপ্রসাদ যে ভোগের বস্তু নহেন, একমাত্র সেব্য বস্তু; যিনি যত টুকু সেবা বুদ্ধি লইয়া মহাপ্রসাদ সেবা করেন, তাঁহার জিহ্বা-বেগ তত দমন হইয়া থাকে? নতুবা ভোগ-বুদ্ধিতে শুধু খিচুড়ি ভক্ষণই হয় মাত্র।

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্ন-
পানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে
দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠ-ব্যাধি সমাযুক্তাঃ পুত্রদার-বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্না-
বর্ত্ততে পুনঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৪)
বুকুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্ব-
পাপাপনোদনম্॥
অপবিত্র্যোপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং মাত্র কার্য্যা
বিচারণা॥
(বৃন্দ পুরাণ, উৎকল খণ্ড ৩৮।১৯-২০)

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী

মহামহোৎসব

উপলক্ষে—

বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন

তারিখ:—৯ই সেপ্টেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়

পথ—

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, অপার সার্কুলার রোড, হাল্‌সীবাগান দিয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সর্ব্ব সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

৫ হৃষীকেশ, ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার আনকদ্ধ উ ৫।৪৫ অ ৬।১২ কৃষ্ণ ৪র্থী বা ৯।৫৭ ভরণী দি ১।১৪

৬ হৃষীকেশ ২১ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আদি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৬ অ ৬।১১ কৃষ্ণসপ্তমী দামোদর রা ৭।৩০ কৃত্তিকা বিশ্ব দি ১২।৫।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

ভক্তিগ্রন্থাবলী

অপূর্ব্ব সুযোগ!

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবোপলক্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অর্দ্ধ ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে।

১। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲ স্থলে ১৲
২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৮৹ স্থলে ।৶৹
৩। প্রেমবিবর্ত্ত ৷৷৶৹ স্থলে ।৶৹
৪। ভজনরহস্য ৷৷৹ স্থলে ।৹
৫। মণিমঞ্জরী ।৹ স্থলে ৵৹
৬। নবদ্বীপ ধামমাহাত্ম্য (প্রমাণ খণ্ড) ৶৹ স্থলে ৴১৹
৭। ভক্তিরত্নাকর ৶৹ স্থলে /৹

পুরাতন 'গৌড়ীয়' পত্রিকাও অর্দ্ধ ভিক্ষায় দেওয়া হইতেছে।

গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

নানা কথা

কাশ্মীরে ভীষণ ঝড়

সম্প্রতি এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কাশ্মীরে অমরনাথের গুহা দর্শনের জন্য যে সকল হিন্দু-যাত্রী গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়িয়া মারা গিয়াছেন ও অনেকে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। শুনা যায়, ঠাণ্ডা ও কষ্টের জন্য ৯জন যাত্রীর প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে ও প্রায় ৫০০ শত যাত্রী অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য কাশ্মীর দরবার তৎপরতার সহিত বিশেষ ব্যবস্থাদি করিতেছেন। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা দুর্দ্দশাগ্রস্থ যাত্রীদের সাহায্যকল্পে বিছানা, কাপড়, খাদ্যসহ পাহাড়ে লরী প্রেরণ করিতেছেন। এই সম্পর্কে এই অঞ্চলে খুবই চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

এস, আই, রেলে দুর্ঘটনা

এস, আই, রেলপথের শ্রমিক য়ুনিয়নের সভাপতি ও সদস্যরা মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের বে-সরকারী সদস্যদের উদ্দেশে এইরূপ আবেদন জানাইয়াছেন যে, উক্ত রেলের শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ প্রকৃত ও সুদূর-প্রসারী, তাঁহারা যেন তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সরকারকে অনুরোধ করেন এবং ধর্ম্মঘটিদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েন।

পল্লীবিরোধে নরহত্যা

তালডাঙ্গা থানার ছোট পচাই খাঁ পল্লীবিরোধের ফলে গুরুতরভাবে আহত ও পরে মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়ার হাড়মাখরা গ্রামের মকবুল সেখ, হজ, কজু, কাবুল ও অপর ১১জন লোকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ও ১৪৯ ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। আসামীগণ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। তাহারা প্রত্যেকে ৬ শত টাকা জামীনে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

খুনের মামলা

কোর্ট অব ওয়ার্ডের হেড ক্লার্ক এস, মিত্রকে হত্যা করিবার অভিযোগে এলাহাবাদের কর্ম্মচ্যুত জেলাদার মহেশ প্রসাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মহেশ দিনের বেলায় বন্দুক লইয়া হেড ক্লার্কের অনুসরণ করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটী গুলি করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

ভীষণ মারামারি

দিল্লী হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে উজিরপুরে একটি তুমুল মারামারি হইয়া গিয়াছে। সীতারাম ও মানসিংহ নামক ২ জন রাজপুতের একটা বাগান ছিল। একদিন বিকালে তাহারা বাগানে যাইয়া দেখে, একদল মহিষ বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। মহিষগুলি স্থানীয় গুজারদের। সেগুলি বাগানের ফসল নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে রাজপুতরা গুজারদের সহিত বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং গুজাররা পাল্টা জবাবে গালি দিলে উভয় দলে মারামারি বাধিয়া যায়, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া লাঠি চলে। মারামারি বাগানের মধ্যেই হয়, ফলে অধিকাংশ ফসলই নষ্ট হইয়া যায় ওদিকে মহিষগুলি অবাধে অবশিষ্ট ফসল খাইয়া ফেলে। গুজাররা দলে অধিক থাকায় রাজপুতরা অধিক প্রহৃত হয়। প্রহারের ফলে সীতারাম ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছে। মানসিংহ সাংঘাতিক আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছে।

রাজদ্রোহ অপরাধে কংগ্রেস কর্ম্মী

পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী গোপাল সিংহ রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাঁহার মামলা শুনানী আরম্ভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবতিথি

শ্বেতবরাহ কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরান্তর্গত ৭১ চতুর্যুগের মধ্যে ২৮ চতুর্যুগ গত হইলে সিংহ রাশিস্থ সূর্য্যে বৃষরাশিস্থ চন্দ্রে রোহিণী নক্ষত্রে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে একই সময় বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণ লৌকিকরীতি অনুসারে যথাক্রমে বসুদেব ও নন্দ যশোদার গৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হন। এই তিথি জন্মাষ্টমী বলিয়া বিখ্যাত। জন্মাষ্টমী তিথি ভগবান্ ও ভক্তদিগের অতীব প্রিয়, সুতরাং এই তিথি পালন করিলে জীবের আত্যন্তিক ক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, অতএব এই তিথি শাক্ত, শৈব, গাণপত্য বিষ্ণুবৈষ্ণব, শুদ্ধবৈষ্ণব সকলেরই একান্ত পালনীয়।

জ্ঞানী বা যোগিগণের মতে বস্তু তত্ত্ব নিরাকার নির্বিশেষ ও নির্গুণ। তিনি মায়ায় বিদ্যাবৃত্তির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম ধারণ পূর্ব্বক দেবকী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণের বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় দেহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র। সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরংভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

—যাহারা নির্বিশেষ বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্বিশেষ স্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষ সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন।

—জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

—ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন, আমার জন্মাদিলীলা নিত্য ও অপ্রাকৃত। আমার ইচ্ছায় যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া উহা প্রাপঞ্চিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও অনিত্য এরূপ মনে করিবে না। যাঁহারা শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-গুরুর কৃপায় আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রপঞ্চাতীত হইয়াও বিশুদ্ধ নিত্য জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন; অন্যে মুক্ত অভিমান করিলেও তত্ত্বজ্ঞানাভাবপ্রযুক্ত—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং যান্তি সংসার-বাসনাম্"

কৃষ্ণাবতারের কারণ

শাস্ত্রে বলেন, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হয়, তৎকালে ভগবান্ পৃথিবীর ভার হরণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন-কল্পে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, অসুর বিনাশাদি দ্বারা ভারহরণাদিকার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে। ঐ সকল কার্য্য অংশাবতার ও যুগাবতারের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তবে যে ঐ সকল কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার প্রতি আরোপিত হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ং ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হন, তখন অংশাবতারগণও তাঁহাতে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারাই অসুর বিনাশাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্বরূপস্থ থাকিয়া স্বকীয় পরিজনবর্গের আনন্দ বিশেষাত্মক চমৎকারিতা সাধনের নিমিত্ত এবং সাধন ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, ইহাই তাঁহার অবতরণের হেতু।

কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

কেহ কেহ বলেন, পৃথিবী অধর্ম্মভারে পীড়িতা হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকট নিবেদন করিলে দেবতাগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া ক্ষীরোদক তীরে গমন পূর্ব্বক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর স্তব করিলে বিষ্ণু প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ দুইটী কেশ উদ্ধার করিলেন। সেই কেশ দুইটী দেবকী ও রোহিণীতে প্রবেশ করিয়া রাম কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন, অতএব রাম কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অংশাবতার, কিন্তু এরূপ বিচার নিতান্ত অযৌক্তিক, রামকৃষ্ণ কখনই অংশাবতার হইতে পারেন না। কেশাবতারের তাৎপর্য্য কেশ মাত্রের আবির্ভাব নহে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভূভার হরণাদি কার্য্য এমন কি বেশী, তাহা আমার (ভগবানের) কেশের দ্বারাই হইতে পারে, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদের স্বর্ণ সূচনার জন্য অনিরুদ্ধবিষ্ণুর কেশোদ্ধার-লীলা। বস্তুতঃ অনিরুদ্ধবিষ্ণু পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য রামকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

কৃষ্ণ দেবকীনন্দন না যশোদানন্দন?

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো" —শ্রীমদ্ভাগবত। "জয়াম্ব-স্মা.মল বিধি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে"

—এই বাক্যানুসারে রূঢ়িবৃত্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণ শব্দ যশোদানন্দনে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু শাস্ত্রে দেবকীগর্ভে ভগবদাবির্ভাবের কথা শ্রবণ করা যায়। যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হওয়ার কথা স্বীকৃত না হইলেও শ্রীযশোদাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন—বুঝিতে হইবে, এবং দেবকীতে বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা শ্রীহরিবংশ প্রভৃতি শাস্ত্রের ইঙ্গিতে বুঝা যায়। বাসুদেব এবং কৃষ্ণ যুগপৎ দেবকী ও যশোদাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পরে দেবকীনন্দন যশোদানন্দনে প্রবিষ্ট হন, এই কথা অতীব নিগূঢ় বলিয়া শাস্ত্রে অস্ফুটভাবে কথিত হইয়াছে। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষ্যাদিকথনে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

শুদ্ধচিৎবিভাগে বিষ্ণু-চৈতন্যাত্মক ভগবত্তত্ত্বের আবির্ভাবকে ভগবানের জন্ম বলা হয়, বস্তুতঃ ভগবান্ প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণাদি করেন না, প্রেমই ভগবদাবির্ভাবের হেতু। ভগবল্লীলা-সহচর জীবের হৃদয়ে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের নিত্য অবস্থিতি। জীবের হৃদয়ে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তদনুরূপ স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। শান্তভাব জীবের নিত্য সিদ্ধ দাস্য ভাবের পরিচয়, সুতরাং শান্তভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি সঙ্কুচিত চেতন রূপে আবির্ভূত হন, দাস্য সখ্যভাবের উদয়ে রাম নারায়ণ নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবদ্ভাবের আবির্ভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু পঞ্চবিধ রসকে ক্রোড়ীভূত করিয়া মধুর রস যখন সর্ব্বতোভাবে জীবের হৃদ্দেশ অধিকার করেন, তখনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। বহিঃপ্রকটের পূর্ব্বে ভগবান্ ভক্তের চিত্তে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, এইরূপ আবেশ যে কেবল বসুদেব দেবকীতে দৃষ্ট হয়, এরূপ নহে, সর্ব্বত্রে এই নিয়ম দেখা যায়। প্রেমের আবির্ভাব অনুসারে ভগবদবতারের তারতম্য আছে, বসুদেব দেবকীর ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে ভগবানে নিত্য পুত্র-বুদ্ধির অভাবহেতু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-শূন্য মাধুর্য্যময় বিগ্রহ ব্রজরাজদম্পতীতে ভগবত্তত্ত্বের পূর্ণ আবির্ভাব লক্ষিত হয়।

মুখ ফিরাও

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

এই যে স্বরূপজ্ঞান, ইহাই ত সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব। স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীবের ভ্রমটী প্রত্যক্ষ ভাবে ধরাইয়া দিবার জন্যই একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে তদনুগতগণ দ্বারা সার্দ্ধ চারিশত বৎসর প্রতিজীবের দ্বারে দ্বারে উপদেশ বিতরিত হইতেছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাও, বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের রক্ষক অভিন্ন-গৌরতনু বর্ত্তমান আচার্য্যদেব অধুনা শ্রীগৌরাঙ্গ-আবির্ভাব ভূমি শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধীন অসংখ্য প্রচার-কেন্দ্র ভারতের প্রধাননগর গুলিতে স্থাপন করিয়া একান্ত গৌরগতপ্রাণ নিষ্কিঞ্চন নিরপেক্ষ মূর্ত্তভাগবতগণ দ্বারা প্রতিদ্বারে শ্রীনামের ভিক্ষা করাইয়া শ্রীল মহাপ্রভুর মুখ-নিঃসৃত 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' এই বাক্য যাথার্থ্যে পরিণত করিতেছেন।

তাঁহারা ত' কাহাকেও ভোগত্যাগ, বিদ্যাচর্চ্চা পরিহার বা যোগাভ্যাস ইত্যাদি কোনপ্রকার কঠিন ব্যাপারে কাহাকেও নিযুক্ত হইতে বলিতেছেন না। তাঁহাদের উপদেশ, শ্রুতি ও তদনুগত শাস্ত্রের সার শিক্ষা। তাহা দ্বারা অনাদি কাল হইতে জীবের স্বরূপ লাভ হইয়া নিত্যানন্দ লাভ ঘটিতেছে, তাহা বিতরণার্থ অসীম কৃপার পারাবার ভগবান্ স্বয়ং, শাস্ত্ররূপে বা মনুষ্যাদি লীলাবিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর জীবের চরমকল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহারা প্রতিক্ষণে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া প্রতি জীবকে বলিতেছেন, 'হে জীব, একবার মুখ ফিরাও। যে যেখানে যে অবস্থায়ই থাক, কাহারও কিছুই ছাড়িতে হইবে না। কর্ম্মীর কর্ম্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর যৌগ ইত্যাদি কিছুই বাদ দিতে হইবে না। যদি নিত্য কল্যাণ চাও তবে কেবল মুখ ফিরাও। স্বরূপ ভ্রমে তোমাদের গতির পথ উল্টাইয়া গিয়াছে। তোমার পূর্ব্বদিকে প্রাপ্তব্য বস্তু পাইবার জন্য পশ্চিমদিকে গমন হইতেছে। ইহাই তোমাদের ভ্রম। ঐ স্থান হইতেই ফিরিয়া পূর্ব্ব মার্গ অবলম্বন কর, অচিরেই অভীষ্ট বস্তু-লাভ ঘটিবে।'

'তোমরা কৃষ্ণদাস, ইহাই তোমাদের স্বরূপ পরিচয়। অতএব প্রত্যেকের কার্য্যাবলী কৃষ্ণে সমর্পণ কর। ক্রোড়ের ভোগের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে অন্যত্র যাইতে হইবে না, কৃষ্ণই তোমার যোগক্ষেম বহন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এবং কার্য্যেও দেখাইয়াছেন। হে জ্ঞানিন্, তোমার জ্ঞানের চরম ফল ত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা? কিন্তু শুষ্ক আধ্যক্ষিক জ্ঞানের তর্কে কদাপি অধোক্ষজ বস্তুর তত্ত্বলাভ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, অতএব তোমারও জ্ঞানের পথ নিয়মিত কর। হে যোগিন! তুমি কৈবল্যাদি যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইন্দ্রিয়-রোধাদির ক্লেশ কর না কেন, উহার ফল অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু একবার মুখ ফিরাও, তোমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি সেবার্থে এত অধিক

ইষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। কৃষ্ণচন্দ্রই সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার অজ্ঞাতসারে বনাশ্রমে শোধ করিয়া দিবেন। প্রাপঞ্চিক কোন বিষয়ই আর তোমাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। অথচ তাঁহাকে পাইয়া তোমার ঈপ্সিত কৈবল্যাদি নিতান্ত তুচ্ছ বোধ হইবে।

হে ভোগপরায়ণগণ! তোমরা মনে করিতেছ, আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দৈহিক ধর্ম্মগুলি আমাদিগকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে, সুতরাং আমাদিগের দ্বারা বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আনুগত্য সম্ভব নহে। কিন্তু উহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। যে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া কোটি জীবন নিরর্থক হাবু ডুবু খাইতেছ, একবার সেই ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের সেবা কর, দেখিবে ইন্দ্রিয়গুলি তোমার নিতান্ত অকিঞ্চন দাস হইয়া পড়িবে। তুমি কামাদি রিপুবর্গ বশীভূত করিতে ফল্গু চেষ্টায় বিব্রত হইতেছ, একবার তাহাদিগকে যোগ্যস্থলে কৃষ্ণার্থে লাগাও, তাহারা আর তোমায় কোন প্রকার পীড়া দিবে না বরং তোমার সহিত চিরসৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিবে। হে জীব, একবার মহাজনদিগের আচার শ্রবণ কর এবং তোমার স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার হেতু তত্ত্ববিষয়ের অনুসরণ কর, যে জগৎ তোমার দুঃখের আগার মনে হইতেছে, যে সকল প্রাণী তোমার শত্রুভাবে উপস্থিত, যাহারা তোমায় বিঘ্নদান করিতেছে, তাহারা সকলেই বর্ত্তমানের বিপরীত ভাব লইয়া তোমারই সেবার্থ সোৎসুকনয়নে দৃষ্টিপাত করিবে। শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র নিরীক্ষণ কর।

হে জীব! সমস্ত ইন্দ্রিয়পতি মন কৃষ্ণসখ অর্জ্জুনও যাহাকে বায়ুর ন্যায় দুর্দ্দমনীয় মনে করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহাতেই চিত্তনিবেশাভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজর্ষি শ্রীল অম্বরীষ মহারাজও শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মনোনিবেশ করিয়াছেন। আমাদের জিহ্বা অত্যন্ত বিশ্বাস-ঘাতক, উহাকে বশীভূতকরণার্থ বিষ্ণু বস্তু শ্রীমহাপ্রসাদ ও বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণন অনুশীলন করিয়া বশীভূত কর। এক্ষণে করদ্বয় দিয়া গৃহব্রতীর উপযোগী কার্য্য করিতেছ, সমুদয় চৌর্য্যবৃত্তিই তোমার অভ্যস্ত হইয়াছে, এখন হইতে ঐ করদ্বয় শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি সেবা-কার্য্যে লাগাও। কর্ণ মধুর গীতাদি শ্রবণে অতীব লালস, প্রাকৃত বাদ্যাদি বা গ্রাম্যসঙ্গীত পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্ব অদ্ভুতাধার অচ্যুতের গুণাবলীর কীর্ত্তন শ্রবণে নিয়োজিত কর। তোমার চক্ষু মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে লোলুপ, হেয় সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক করিয়া সর্ব্ব সৌন্দর্য্য যাঁহার প্রতিপদনখ হইতে স্ফুরিত হইতেছে, একবার তাঁহার দিকে ও তদ্ভাবে দৃষ্টিপাত কর, নবনবায়মান সৌন্দর্য্যে তোমার অক্ষি তৃপ্তিলাভ করিবে। আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গলিপ্সা জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক মনে কর? তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব হরিকিঙ্করগণের অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া আত্মগাত্রের চিরানন্দ সম্পাদন কর, দেখিবে জড়ীয় কামাদিকে থুৎকার দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। সত্য বটে, তুমি সুগন্ধ ভালবাস। পার্থিব পুষ্পাদি বা কৃত্রিম সুগন্ধ দ্রব্যে তোমার অতীব স্পৃহা; আজ্ঞা শ্রীহরির পাদ-সরোজ-সৌরভের দিকে একবার নাসিকা প্রসারিত করিয়া দেখ, জগতের সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধির ঘ্রাণ তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মোহ উৎপন্ন করে কিনা। পাদদ্বয় গমনার্থ পাইয়াছ সত্য। অনিত্য যোষিতের সহিত সপ্তপদী গমন দ্বারা অনিত্য সংসার পত্তন করিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতেছ, কিন্তু ঐ পাদদ্বয় যে শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনার্থ আদৌ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পার নাই কেন? একবার সদ্ব্যবহার করিয়া দেখ, তোমার সমস্ত তাপের হাত হইতে অব্যাহতি হইয়াছে। তুমি মস্তকরূপ উত্তমাঙ্গশ্রেষ্ঠ দিয়া তোমার প্রভুম্মন্যদিগের সম্মান প্রদর্শন করিয়া বড়ই অন্যায় করিতেছ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতির বন্দনকার্য্যে নিয়োগ কর, তোমার সমস্ত তথাকথিত প্রভু তোমার বশীভূত হইবেন।

কোথায় ভাই! তোমাকে কিছুইত ছাড়িতে হইতেছে না, তোমার কর্ম্মিভাবে পৃথিবীতে যে অবস্থায় অবস্থিতি হউক না, ভ্রান্তপথ ছাড়িয়া সর্ব্বাপেক্ষা সরল সুগম একমাত্র হরিকৈঙ্কর্য্যের পথ গ্রহণ করিলেইত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, হৃদয়, বুদ্ধি, চিত্ত, বিবেকাদি যাবতীয় অনুশীলন হইয়া যাইবে। হে বৈজ্ঞানিক-প্রবর! তোমার আবিষ্কৃত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক, বাষ্পীয় প্রভৃতি যন্ত্রাবলী হরিসেবায় না লাগাইয়া তুমি বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে ব্যয় করিতেছ? হে ধনিন্! ভগবান্ তোমাকে তাঁহার কর্ম্মচারী দ্বারা কর্ম্মফলরূপে অসীম ধনের অধিকারী করিলেন, তুমি কোথায় বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীহরিক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া শ্রীভগবৎপ্রসাদ ভক্তিলীলাদির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবে এবং তাঁহার নিত্য ভৃত্যগণের সেবানন্দ-বর্দ্ধনে সহায়তা করিবে, তাহা না করিয়া বিকৃতদেহাত্মাভিমানে জড়ের তর্পণেই পর্য্যবসিত করিলে? ভাই তোমরা বলিবে, মমতা ছাড়িতে পারিতেছি না, কিন্তু চিন্তা কর, ধর্ম্মরাজ যেদিন নির্দ্দয় হস্ত নিক্ষেপ করিবে, তখন ত তোমার মমতা তোমায় কত ক্লেশ দিবে! এই রাজ্যেও ত হরিকিঙ্করগণ তোমার প্রধান মমতার পাত্র রহিয়াছেন? অচিদ্রাজ্যেই অযথা বিয়োগের দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছ। একবার চিদ্রাজ্যের দিকে অভিনিবেশ দাও; দেখিবে তথায় অভাবের অভাব হইয়া গিয়াছে, ও বিয়োগের লীলা ফুরাইয়াছে।

সমগ্র ভারত কেন, নিখিল পৃথিবীময় আজ ভোগী, ত্যাগী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ, জ্ঞানী, পণ্ডিত মূর্খ সকলের প্রতি কৃপাপরবশ শ্রীবৈষ্ণবঠাকুর শ্রীহরির লীলোৎসব প্রচার করিতেছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিষ্কিঞ্চন হরিকিঙ্করবৃন্দ শ্রৌতমার্গে প্রবর্ত্তিত থাকিয়া অনাবিল সত্যপথ, 'গৌড়ীয়' 'সজ্জনতোষণী'—'নদীয়া-প্রকাশ' দ্বারে অকাতরে বিতরণ করিতেছেন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের কর্ণে প্রকৃত শ্রৌতবাণী পৌঁছিয়া তাঁহাদের গন্তব্যপথ আজ সুখময় করিবার জন্য যে প্রকার আয়োজন চলিতেছে, তাহাতে বহুভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সাড়া দিতেছেন। এখনও প্রত্যেকের নিকট বিনীত অনুরোধ জানাইতেছেন—'একবার মুখ ফিরাইয়া আমাদের ব্যবহারগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাও। ভোগীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোগ্য দ্রব্যের আয়োজন আমরা করিয়াছি, জ্ঞানীর চরমজ্ঞান-ফলের আমাদের নিকটে অভাব নাই, যোগীর যোগবিভূতি সম্পদ আমাদের দাস্য-কার্য্যে নিযুক্ত, তথাপি আমরা অকিঞ্চন, শ্রীহরির দাসদাসানুদাস। সর্ব্বজগৎ, নিখিলপ্রাণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের গুরুবর্গ।'

'ভাই! বহুদিন তোমরা পরাঙ্মুখ থাকিয়া মুখ ফিরাইতে কষ্ট বোধ করিতেছ। এস ভাই—, একবার আমাদের নিকটে আসিয়া নিষ্কপটে তোমার সমুদয় ভারটা আমাদিগকে সমর্পণ কর। তোমার কিছুই ক্লেশ বোধ হইবে না। আমরাই তোমার জন্য সমস্ত করিয়া দিব। তোমার শরীরে বিস্ফোটক হইলে, প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইলে, তুমি জীবনাশা ত্যাগ করিয়া ডাক্তারের নিকট আত্মসমর্পণ কর আর সে নানা যন্ত্রণা দিয়া তোমার শরীরে বহু অত্যাচার করিয়া ছুরি বসাইয়া দেয়। এরূপ কোন যন্ত্রণা তোমাকে কেহ দিতেছেন না। অথচ, সহজেই তোমার সর্ব্বতাপ নির্ম্মুক্তি হইতেছে, অতএব একটীবার উৎসবে আসিয়া শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত বৈকুণ্ঠলীলা শ্রবণ করিয়া যাও এবং বিচারে আত্মনিবেদন স্থির করিলেই দেখিবে যে, তোমার সমস্ত জঞ্জাল ঘুচিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব-সেবন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

চতুর্থ বর্ষে শ্রীনীলাচলে আসিয়া শ্রীরামানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য পুনরায় নিবেদন করিলে, তদুত্তরে শ্রীগৌরসুন্দর এবার তাঁহাকে উত্তম বৈষ্ণব বা মহা-ভাগবতের লক্ষণ কহিলেন যথা:—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥" [চৈঃ চঃ মঃ পঃ] অর্থাৎ যে বৈষ্ণবকে দর্শনমাত্র দ্রষ্টার চিত্ত-মল বিদূরিত ও চিদ্বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার জিহ্বায় স্বতঃই কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হয়েন, তাঁহাকেই স্বরূপসিদ্ধ বা মহাভাগবত বলিয়া জানিবে। মহাভাগবত 'ভগবদ্-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত' হওয়ায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ দর্শনকারী; তাঁহার শ্রীমুখেই 'কৃষ্ণ-নাম' বা অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্ম অনুক্ষণ স্বচ্ছভাবে কীর্ত্তিত হইতে থাকেন; তিনি অনাবৃত চেতন ও দিব্য নেত্রবিশিষ্ট বলিয়া সুপ্ত-চেতন জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা দিব্যজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাধিকার অর্থাৎ ঈষৎ মুকুলিত-চেতন-বৃত্তিতে বা কনিষ্ঠাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ এবং আশ্রিত কনিষ্ঠাধিকারীকে মুকুলিত চেতন বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বা পূর্ণ চিদ্বৃত্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম ও কার্ষ্ণ সেবাধিকার অর্থাৎ মধ্যম-ভাগবতাধিকার প্রদান করিতে সামর্থ্যযুক্ত। মহাভাগবতের দ্বিতীয় লক্ষণ প্রসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁ'র। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" [চৈঃ চঃ] অর্থাৎ যিনি শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, ভক্তিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনিই উত্তম অধিকারী মহাভাগবত বা শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিগ্রহ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, আশ্রয়-জাতীয় বিষয়বিগ্রহ বা কৃষ্ণের ভেদাভেদ-প্রকাশ মূর্ত্তি। তিনি নিষ্কপটে আশ্রিত সেবককে বিদ্ধা বা গৌণী ভক্তির সহিত জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি কৈতবরূপ জঞ্জাল নির্মুক্ত শুদ্ধাভক্তি বা অহৈতুকী কেবলা ভক্তির পার্থক্য জানাইয়া অনুকূলভাবে অর্থাৎ অপ্রাকৃত সহজ সম্বন্ধজ্ঞানোদয় করাইয়া অধোক্ষজ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। সুতরাং মধ্যম-ভাগবত সর্ব্বদা প্রণত হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিলেই

তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিবেন, তাই শাস্ত্রকীর্ত্তন করিলেন :—"ভক্তিঃ শ্রীপাদাব্জের পরিগ্রহের সেবয়া। উপদেশ কালিতে আগমং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥"

অতঃপর 'জীবেদয়া', 'নামে রুচি', 'বৈষ্ণব-সেবন' এই সাধনত্রয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারিলাম যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশুর ন্যায় নিষ্কপট আত্মসমর্পণ এই সাধনত্রয়ের প্রথমের দ্বার-স্বরূপ এবং সেই গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা 'জীবে দয়া' ও 'নামে রুচি' প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি—তাহার সারমর্ম এই যে—আমরা মনোধর্ম বশে বা অপর মনোধর্মীর পরামর্শে যদি লঘুব্যক্তিকে গুরু বলিয়া আশ্রয় করি, তাহা হইলে বঞ্চিত হইব। শ্রীগুরুদেব কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লোলুপ মন্ত্রবিক্রয়ী বা ধর্মব্যবসায়ী বণিক নহেন। শ্রীগুরুদেব নিষ্কিঞ্চন ও তৃণাদপি শ্লোকের সম্পূর্ণ আচরণকারী, পরদুঃখে দুঃখী, জগত্রাতা, মহাভাগবত, "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে" প্রভৃতি বাক্যের আদর্শ। এই প্রকার শ্রীগুরুদেবের সেবা-ফলেই আমরা বৈষ্ণব কে, বৈষ্ণবের লক্ষণ কি এবং উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার বা সেবা-তারতম্য কি প্রভৃতি জানিয়া যথাযোগ্য বৈষ্ণব-সেবা করিতে পারি। বৈষ্ণব-সেবা-কালে বৈষ্ণবের কৃপায় অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্ম বা নামে রুচি-বিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ চেতন বস্তুকে আত্মসাৎ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যায় এবং সেই পূর্ণ চেতন বস্তুকে লাভ করিতে পারিলেই পূর্ণ চেতন বস্তুকে দান করিয়া জীবে দয়া করিতে পারা যায় অথচ সেই পূর্ণ বস্তুকে পরিপূর্ণরূপে দান করিলেও দাতার পূর্ণতা তার কখনও শূন্য হয় না। শ্রুতি বলেন, "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ ॥ (মাণ্ডুক্য)

অতএব সদ্গুরু-পাদপদ্ম-আশ্রয় বিনা আর গত্যন্তর নাই, নাই, নাই। যাহারা লঘু বা কুলগুরুকে অর্থাৎ 'গোলাম'কে গোস্বামী ভ্রমে মনোধর্মবশে বরণ করিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার গললগ্নীকৃতবাসে পুনর প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা হৃদয়দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া শাস্ত্র ও পূর্ব্ব মহাজনগণের আচরণ ও উপদেশের বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে গুরুব্রুবের সঙ্গ এবং সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরু শ্রীমহাভাগবতের পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া ধন্য হউন। শাস্ত্রে পরদুঃখে দুঃখী মহাজন বঞ্চিতগণকে কৃপা করিবার জন্য যে উপদেশ নিয়াছেন, তাহার অবতরণিকা বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম। শাস্ত্র বলেন, "জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত কাম্যকামনা সমন্বিতঃ। উৎকর্ষ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ (মহাভারত)। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)। পরমার্থিগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ (ভক্তিসন্দর্ভঃ)। কথমেব গুরুস্ত্যাজ্য ইতি নোগুর্ব্বাদি বিমুখশক্তাঃ ঈশ্বরে প্রাপ্ত কৃষ্ণযত্না বিমুখো বিলাসবিনোদং নাস্তীকয়োতি স্বয়ং বা হরিভিমানী লোকস্তবৈঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্নোতি তর্হি ত্যাজ্য এব। তত্র কৃষ্ণবর্ণাদস্বরূপ গুরোর্জ্জলং মর্দ্দনীয়মিতি বৈষ্ণব-ভজন-বিচারঃ। এবস্তু দৃষ্টা বহবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে ॥—

(শ্রীনরহরি সরকার ঠকুর প্রণীত শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত)

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বন্ধুগণ! আমি আমার নিবেদনের যোগ্য কয়েকটী কথা লইয়া আপনাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলাম। আপনারা ব্রহ্মচারী হউন, গৃহস্থ হউন, বানপ্রস্থী হউন, সন্ন্যাসী হউন, যিনি যে কোন আশ্রমীই হউন, না কেন, আমার নিবেদন শ্রবণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিতে পারিবেন। আমি বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট কর যোড়ে নিবেদন করিতেছি, আপনাদের মূল্যবান সময়ের ক্ষণকাল আমাকে ভিক্ষা দিয়া অন্য চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরপেক্ষ বিচার ও সত্যানুসন্ধিৎসা প্রবল রাখিয়া আমার নিবেদনের প্রস্তাব কয়টী শ্রবণ করুন। তাহা হইলে সকলেই আমাকে কৃতার্থ করিতে সমর্থ হইবেন। নতুবা যাঁহারা আমাকে পাগল মনে করিয়া, আমার নিবেদনের কেবল একদেশ শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা কৃপণ হইবেন এবং ভিখারী কৃপণের দ্বারস্থ হইলে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, আমাকেও তাহাই হইতে হইবে।

আপনারাত দেশের ও দশের উপকারার্থে জাগতিক স্বার্থ ও জীবন উৎসর্গীকৃত অবস্থায় অদম্য উৎসাহশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছেন। সুতরাং আপনাদের নিকটই সাধু সকল। কিন্তু তদ্ব্যতীত একটী অতি বৃহৎ পরোপকার-সাধন-জন্য কাল উপস্থিত জানিয়া, শুধু জানানকে বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া, ভাবী কালের জন্য কেহ আমার কথা যাহাতে না করেন, সেই নিমিত্ত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, আমার নিবেদনের বিষয়গুলি শুধু বিষয় কথায় শামিলে স্থান দিয়া উড়াইয়া ফেলিয়া দিবেন না। দেশের ও দশের উপকারের মধ্যে যে এইগুলি অন্যতম ও মুখ্য, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা চলনসই বিচার-বুদ্ধি পরিহার করিয়া, সত্যানুসন্ধিৎসা ও নিরপেক্ষ বিচার-পর হইয়া অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমার নিবেদনের কথা গুলি এই—

১। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা, শ্রৌত পন্থাবলম্বনে সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করিয়া শ্রুত না হইয়াই কীর্ত্তন, বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি রচনা-মুখে প্রচার করিতে প্রয়াস পান, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও তাঁহারা দেশের সর্ব্বপ্রধান অহিতকারী; কারণ তাঁহারা নিজেও বৈষ্ণবসদাচার ভ্রষ্ট তাঁহাদের অনুগামী আনুকরণিকেরাও তাহাই।

২। মন্ত্র বিক্রয় ব্যবসায়ে সহযোগিতা পরমার্থ-বিষয়ে অবহেলন-জনিত পাপ ও অপরাধের-বীজ আরোপণ। এই বৃক্ষগুলি ক্রমে শাখা উপশাখা দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া লোকের যশঃ, আয়ু, শ্রী বিনষ্ট করিয়া থাকে, এমন কি ইহার তলদেশে বহু ব্যক্তির আশ্রয়স্থল হওয়ায় দেশ ও সমাজ ক্ষীণ-বীর্য্য হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

৩। শ্রীমদ্ভাগবতকে পণ্য বোধকারিগণের সঙ্গ করা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব চরণে অপরাধ-লাভ। এই অপরাধে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষরূপ পাষণ্ডতা উপস্থিত হয়। ইহাতে ক্রমে নাস্তিকতা আসিয়া স্বজন, ভিন্ন জন, সকলের সহিতই হিংসা দ্বেষ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়, কারণ কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা লোভে স্ব স্ব বাহাদুরী লইবার জন্য কলিজনোচিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে একতানর্থ সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া দেশ ও সমাজ ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

৪। হরিকীর্ত্তন নামে যত্রতত্র রাসকীর্ত্তন পিপাসাই দেশ ও সমাজ অধঃপতনের মূলীভূত কারণ। কেননা তথাকথিত কাজে লোকে প্রশ্রয় পায়, তাহার উপর অনধিকার চর্চ্চায় নৈতিক চরিত্র বিলুপ্ত প্রায়।

৫। যাহারা সাধু সাজিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ খুঁজিয়া তল্লব্ধ অর্থাদি দ্বারা স্ত্রী, পুত্র, পরিজন ভরণ পোষণ, নেশা পানাদি করেন, তাঁহারা পরিশ্রম-বিমুখ হইয়া দেশের অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হইবার সহায়তা করিতেছেন। অবশ্য উপার্জ্জনাক্ষম কাণা খোঁড়া অন্ধ আতুর দিগের কথা পৃথক্, কিন্তু যাহারা সর্ব্বাবয়ব-পূর্ণ, তাহারা যদি অন্যের গলগ্রহ হয়, আর বেশ সুখে ইন্দ্রিয়-তোষণ করিতে থাকে, তাহারা দেশের ও সমাজের কত বড় অনিষ্টকারী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ইহাদের আচরণে সমাজ অতিক্রান্তগতিতে অধঃপতনোন্মুখী হইতেছে।

এখন, বক্তব্য এই দেশময় এবম্বিধ অমঙ্গল-জনক ব্যাপারগুলি বর্ত্তমান থাকায় ক্রমে ক্রমে লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস হ্রাস পাইতেছে। এমন কি, আমরা এত বড় বুদ্ধিহীন, উন্নিদিত লোকগুলি চালাকি করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর চড়িয়া নিজের ইন্দ্রিয়তোষণ ত' করিতেছেই, অধিকন্তু আমাদেরই অকল্যাণ করিয়া তাহাদের সহিত নরক-বাসের সঙ্গী বৃদ্ধি করিতেছে।

করুণাময় ভগবান্ আমাদিগের চৈতন্যোৎপাদনের নিমিত্ত, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত করিয়া দেন, তবুত আমরা বুঝি না, আসল কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া অর্থাৎ ভগবদ্ বিস্মৃতির কারণ অসৎ সঙ্গ, অসৎ চিন্তা পরিহারের চেষ্টা বাদ দিয়া, গায়ের জোরেই সকল দূর করিতে চাই। কিন্তু তাহা হয় কোথায়? হওয়াও অসম্ভব। আজ এক স্থানে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব, কাল অন্যত্র আরও প্রবল ভাবে আরম্ভ হইবে।

এখন আমার নিবেদন, এই সমস্ত দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের নিমিত্ত অর্থাৎ ইহাদের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন, অসহযোগ নীতি স্থাপনের জন্য সজ্ঞা সার্ব্বজনিক করিয়া প্রবল ভাবে আন্দোলন করা হউক। বলা বাহুল্য, এই সকল সহযোগিতা বর্জ্জন রূপ অসহযোগনীতি স্থাপন কল্পে বর্ত্তমান কালে এক মাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণই সর্ব্বাগ্রণী। আমরা বিশ্ববাসী যে যেখানে যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় তাঁহাদের এই বিশ্ববাসীর কল্যাণ-সাধন-ব্রতে যোগদান করিয়া প্রবল আন্দোলনের যোগ্যতা আমাদের আছে। কিন্তু অভাব সত্য—বাস্তব বস্তুর আদরেরই। তথা-কথিত দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রত্যেকেই স্ব স্ব মঙ্গল লাভের পরিপন্থী জানিয়া পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করা হউক। পারমার্থিক বিষয়ে কপট-ব্যক্তি মনুষ্য-ঘাতক অপেক্ষা অধিক দণ্ড পাওয়ার যোগ্য, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া পরিবর্জ্জিত হউক। আর এই সকল জগন্মঙ্গল বিধায়ক আন্দোলনে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিগণ নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু নহে, ইহা সাধারণের বিচারের বিষয় হউক।

অদ্য আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করিলাম, কারণ এসকল কথা শুষ্কভাবে,

সজ্জন-তোষিণী প্রতি মাসে, গৌড়ীয় প্রতি সপ্তাহে, নদীয়া প্রকাশ প্রত্যহ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি, তাঁহাদের উচ্ছিষ্টের এককণা মাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিলাম। বিশেষতঃ আমি অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তি, ভাষাজ্ঞান নাই, সাধন ভজনেরও গন্ধই পাই নাই। সুতরাং আমার কথাগুলি সাদাসিদা রকমের হইয়াছে বলিয়া ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

৬ হৃষীকেশ ২১ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আদি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৬ অ ৬।১১ কৃষ্ণসপ্তমী দামোদর দ্বা ৭।৩০ কৃত্তিকা বিশ্ব দি ১২।৫।

৭ হৃষীকেশ ২২ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর শুক্র নিধি গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৬ অ ৬।১০ কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ দি ৫।৪ রোহিণী বিষ্ণু দি ১০।২৫ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত (জয়ন্তীযোগ)।

৮ হৃষীকেশ ২৩ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর শনি অবায় ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৬ অ ৬।৯ কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি ২।৪৪ মৃগশিরা বষট্‌কার দি ৮।৪৯ শ্রীনন্দোৎসব। প্রাতঃ ৯।৫৪ মধ্যে জন্মাষ্টমীর পারণ।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

নানা কথা

তিলক-তনয়ের কারামুক্তি

পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের পুত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বলবন্ত তিলক পুণায় গণপতি উৎসব সম্পর্কে জামীন না দিয়া ১০ দিনের জন্য কারাগারে গিয়াছিলেন। আজ তিনি মুক্তি পাইলে বিরাট জনতা তাঁহাকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যায়। পথে লোকে নানাস্থানে তাঁহাকে প্রচুর পুষ্পমাল্যে শোভিত করে। শোভাযাত্রা তিলক মহারাজের প্রতিমূর্ত্তির নিকট পঁহুছিলে, মিঃ বলবন্ত তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের উক্ত প্রতিমূর্ত্তির গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। শোভাযাত্রা পুণার প্রধান প্রধান রাজপথ ঘুরিয়া গায়কবাড় ওয়াদীতে পঁহুছে।

তথায় ওয়াদী ও উক্ত গায়কবাড় ওয়াদীতে সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে মিঃ বলবন্ত তাঁহার প্রতি কর্তৃপক্ষের ভাব গতিক উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি এই যে ১০ দিন কারাগারে অবস্থান করিয়া আসিলেন, ইহা তাঁহার কারাবরণের প্রারম্ভ মাত্র। আগামী মাসে তিনি পুরাতন মতানুসারে গণপতি উৎসব করিয়া আবার কারাবরণ করিবেন।

জন্মাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ এবং তদনুগত যাবতীয় শুদ্ধ-ভক্তি-মঠে আগামী কল্য শুক্রবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবোপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

তন্মধ্যে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের উৎসবেই বিশেষ সমারোহ। ঐ দিবস গৌড়ীয় মঠে সমগ্র-শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা বিশ্ববাসী সকলকেই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মলীলা-মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

ভারতীয় নাবিকের কৃতিত্ব
ঢাকায় আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পুরস্কার বিতরণ

ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সভ্যদের এক সভায় সার সাহেব কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী অতি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার গভর্ণর সার ষ্টান্‌লী জ্যাক্‌সন সেই সভায় সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৪ জন ভারতীয় নাবিককে স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন, ঘটনাটি এইরূপ:—১৯২৪ সনের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে 'নিউবি হল' নামক একখানা জাহাজ "নিউইয়র্ক" হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছিল। পথে একদিন সেই জাহাজের কাপ্তেন আন্দাজ ৪ মাইল দূরে একটী কালো রেখার মত কি দেখিতে পাইলেন। তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া নিশান তুলিয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্রের অবস্থা তখন এত খারাপ ছিল যে, উহার সম্মুখীন হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। সেই জাহাজে অন্যান্য কর্ম্মচারীর মধ্যে ৫।৭ জন ভারতীয় 'লস্কর' ছিল। অতি কষ্টে জাহাজখানি 'লস্কের' নিকটে লইয়া যাওয়া হইল এবং উহা হইতে ছইজন আরোহীকে উদ্ধার করা হইল। ১৩ দিন যাবৎ তাঁহাদের মুখে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পড়ে নাই। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ৫ জন ভারতীয় লস্করকে ৫টী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৪জনই ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী।

স্তর জগদীশের ভারত-যাত্রা

বিজ্ঞানাচার্য্য স্তর জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদ

আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। প্রথমে সার ফিরোজ শেঠনা কৃষি কমিশনের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিবেন। তৎপর মিঃ কে, এস, খাপার্দে ডাকঘরের ডাকের সময়ের তালিকা করিবেন। মিঃ পি, সি, ডি, চারী স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সাব্যস্তের প্রস্তাব করিবেন। ডাঃ রামরাও কণাট প্রদেশে ডাক্তারী শিক্ষার্থীদের পাঠ্য করিবেন। মিঃ রামদাস তালিকা নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব, পাণ্টালু জমি বন্ধকী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিবেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত কুমারশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক সভা কর্ত্তৃক ভারত শাসন সংশোধন বিলের আলোচনা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিবেন।

আশ্চর্য্য আবিষ্কার

বহুকাল ধরিয়া পরীক্ষার পর অলিভার ও ধেকার নামে দুই ইংরাজ যুবা ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত সামগ্রীর যথাযথ ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র তুলিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, এই প্রথায় যে প্রথম চিত্র তোলা হয়, তাহা হইতে বহু সংখ্যক বর্ণ-যুক্ত চিত্র মুদ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আগামী সপ্তাহে লণ্ডনে যে আলোকচিত্র প্রদর্শনী হইবে তাহাতে এই নূতন প্রথায় বর্ণচিত্র তুলিবার কৌশল প্রদর্শিত হইবে।

খড়্গপুরে ভীষণ দাঙ্গা

গত ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার খড়্গপুরে শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে যে দাঙ্গা ঘটে, তৎফলে পুলিশকে গুলি চালাইতে হয়। সোমবার রাত্রি পর্য্যন্ত খড়্গপুর রেল-ডিস্পেন্সারীতে ১১টী মৃতদেহ এবং ৩০ জন আহতকে লওয়া হয়। সোমবার সমস্ত দিনের মধ্যে বিশেষ কোন গোলমাল দেখা যায় নাই, তবে উভয় পক্ষের মধ্যেই উত্তেজনার ভাব এখনও প্রশমিত হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট সোমবারে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া এক মাসের জন্য রাস্তায় কাহাকেও লাঠি, ছোরা কিংবা অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাচল নিষেধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত রাস্তায় কেহ বাহির হইতে পারিবে না বলিয়া আদেশ জারী হইয়াছে।

'বাঙ্গলার কথা' মামলার রায়

গত ৩রা সেপ্টেম্বর 'বাঙ্গলার কথা' রাজদ্রোহের মামলার রায় বাহির হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ বক্সী ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখার্জী দণ্ডিত হইয়াছেন। সম্পাদকের ১ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ও ১০০০৲ টাকা জরিমানা, না দিলে আরও একমাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং মুদ্রাকরের ১০০০৲ টাকা জরিমানা, তাহা না দিলে ২ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের বিধান হয়। রায় বাহির হইবার পর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে বিচার প্রার্থনা করেন। বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ রায়ের নকল চাহেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় তাহা উপস্থিত করা হইলে এই মর্ম্মে আদেশ হয় যে, জরিমানার টাকা পরিশোধ করিলে দণ্ডপ্রাপ্তেরা বিনা জামিনে খালাস পাইবেন। তদনুসারে প্রায় ৬-১৫ মিনিটের সময় সম্পাদক ও মুদ্রাকর মুক্তি পান। আগামী শুক্রবারের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল পেশ করা হইবে।

কাগজ বন্ধ

আগামী শুক্রবার দিবস শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে 'নদীয়া-প্রকাশ' পত্র প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে ভাদ্র, শনিবার—১৩৩৫।

শ্রীনন্দোৎসব

জলদ বাদর বারি, ঝরত ঝর ঝর,
ঘন ঘন গরজত ঘোর।
গোকুল নগর আজি, সুখময় চহুঁ দিশি,
প্রকটল নন্দকিশোর॥
হরি হরি বোল কহুঁ আনন্দ ওর।
উদার চরিত অতি, নন্দ মহারাজ,
আত্মজ হেরই বিভোর॥ ধ্রু॥
বেদজ্ঞ দ্বিজগণ, মন্ত্র উচারত,
সমাপত জাতক-কর্ম্ম।
দেবতা পিতৃগণ, করতহি অরচন,
বইছন কুল কি ধর্ম্ম॥
রতন বিভূষিত, বিংশতি লাখ ধেনু,
ব্রাহ্মণে দেওল দান।
সুমঙ্গল বাচত, বন্দি মাগধ-সূত,
গায়ক গাওত গান॥
বাজন্ত-বাওত, দুন্দুভি নিনাদত,
ঘন গরজন জয় তুর।
পতাকা পল্লব কত, তোরণ বিভূষিত,
ধ্বজমালে শোহত পুর॥
বহুমূল্য বাস, আভরণ কঞ্চুক,
উষ্ণীষে সাজত গোয়াল।
উপহার-পাণি, সুখমনে ধাওয়ত,
দরশনে নন্দ-ছাওয়াল॥
যশোমতি-সুত, জনম শ্রবণ করি,
গোপীগণ কৈ গেলি ভোর।
উপহার-পাণি, ত্বরিতহি আওয়ত,
লোচনে ঝর ঝর লোর॥
শ্রবণে সমুজ্জ্বল, মণিময় কুণ্ডল,
দোলত গণ্ড হিলোল।
কুঙ্কুম কেশর, শ্রীমুখ-পঙ্কজ,
পহিরণ চিত্র নিচোল॥
মণিময় হার, কণ্ঠে বিভূষণ,
করযুগে রতন-বলয়।
সুরঞ্জিত ওড়নি, মাল্য মনোহর,
আওয়ত নন্দ-আলয়॥
নবীন নীরদবর, বরণ সুমধুর,
সুখময় নয়ন রসাল।
মন্দ মধুর মধু, হাসল মুখচন্দ্রী,
যশোমতি লালত বাল॥
সব গোপনারী আশীষ উচারত,
হেরই নন্দ-দুলাল।
"রে রে কুমহার, আজ কি রাজা হোই,
রাজ্য পালবি চিরকাল॥"
হরিদ্রাকো চূর্ণ, তৈল সমেত করি,
নবজন সিঞ্চত তুলা।
বিবিধ বিচিত্র, বাজ মনোহর,
ভকত মহোৎসব তুল॥

নন্দোৎসব

বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বিশুদ্ধান্তঃকরণের নামই—বসুদেব। সেই বসুদেবেই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীবলদেব নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীগুরু-মুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকথামৃত শ্রবণপুটে পান করিতে করিতে যাঁহার হৃদয় কৃষ্ণেতর-বিষয়াভিলাষ, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিবাঞ্ছা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদি মলনির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ই কৃষ্ণের বসতিস্থল, সুতরাং কৃষ্ণজন্মোৎসবে আজ তাঁহারই আনন্দ। যে হৃদয়ে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি ভক্তিপ্রতিকূল আবর্জ্জনা বিদ্যমান, সে হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব নাই, সুতরাং তাহাতে কেবল নিরানন্দ—জড়ানন্দ, যাহার পরিণতি কেবল দুঃখ। সে হৃদয় কিছু-তেই গাহিতে চাহিবে না—

"মাধব তিথি ভক্তি-জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি'
পরম আদরে বরি॥"

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার হৃদয়-সিংহাসন আলো করিয়া বসেন, তাঁহার হৃদয়ই নন্দোৎসবে মাতোয়ারা। জগৎ আজ নশ্বর জড় বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জড়ানন্দের মোহমদিরায় উন্মত্ত, কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস হইয়া কৃষ্ণসেবানন্দোৎসবে উন্মত্ত হইতে চাহে না, মৎসরতা-বশতঃ নন্দমহারাজের আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে তাহার আর উৎসাহ হয় না। কৃষ্ণভক্তের শ্রীমুখ-নিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণাভাবই এই নিরুৎসাহের একমাত্র কারণ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জীবের চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জনকারী, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জীবের ভবমহাদাবানল নির্ব্বাপন-কারী, কৃষ্ণকীর্ত্তন জীবের পরম মঙ্গলবিধাতা,

কোহ লগুড় লেই, শিরোপর ফিরাওত,
অলাত চক্র পরমাণ।
মাল সাট মারত, ধরণী কাঁপাওত,
দরপত মল্ল সমান॥
কোই দধি সিঞ্চত, কোই দুধ ঘৃত জল,
নবনী করত বিলেপন।
গোকুল নগরবাসী, আনন্দ মহোদধি,
সবজন ভেল নিমগন॥
মহামতি নন্দ, নন্দন-মঙ্গলে,
দেওয়ত বহুবিধ দান।
বাস অলঙ্কার, গোধন বহুতর,
সবহিঁ করত যশগান॥
যবহিঁ গোবিন্দ, প্রকটল ব্রজপুরে,
তব্ ধরি লছমি বিলাস।
শ্রীগুরু কৃপাবলে, নন্দ-মহোৎসব,
গাওয়ত ই' অধম দাস॥

কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণভক্তি-জননী বিশুদ্ধ বিদ্যা-বধূর জীবন-স্বরূপ, কৃষ্ণকীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দপয়োনিধি বর্দ্ধনকারী, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদপ্রদাতা, কৃষ্ণকীর্ত্তনই জীবের সর্ব্বাত্মস্নপন-বিধাতা অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই জীবাত্মার সর্ব্বতো-ভাবে বিশুদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-পরাঙ্মুখ—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া জীব আজ কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনে বিরত, তাই নিত্যানন্দোৎসবে বঞ্চিত—জড়ানন্দ সম্ভোগে উন্মত্ত আবার করণাপাটব-হেতু ভোগাভাবে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্ত। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র জীবের এইরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে ব্যাকুলিতাত্ম হইয়া জীবকে তাহার পরম প্রয়োজন-স্বরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পৎ-দানে চরিতার্থ করিবার জন্যই ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে মহা-বদান্যলীলা প্রকট করিতে জগতে অবতীর্ণ। সর্ব্বাবতারী দাতা-শিরোমণি দয়ানিধি গৌরহরি এবার জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া জীবগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—"হে জগদ্বাসি তোমরা তোমাদের নিত্যসেব্য জগন্নাথের সেবানন্দ ছাড়িয়া আর জড়ানন্দে মত্ত হইও না। ধনমদ, কুলমদ, রূপমদ ও বিদ্যামদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণধন, কৃষ্ণকুল, কৃষ্ণরূপ, ও কৃষ্ণ-বিদ্যাকে ভুলিয়া যাইও না। স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত প্রভৃতি অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণাভিন্ন সৎসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ হইতে তোমাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হউক, সেই নির্ম্মলান্তঃকরণে কৃষ্ণচন্দ্র বিরাজ করুন আর তোমরা কৃষ্ণদাসানুদাস-স্বরূপে সেই কৃষ্ণ সেবা-নন্দোৎসবে মাতিয়া যাও, জড়ের আনন্দ-প্রতীপ নিরানন্দ যেন তোমাদের হৃদয়কে বিচলিত না করে। তোমাদের প্রত্যে-কের হৃদয়ে নিত্যকাল কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হউন, তোমরা নিত্যকাল নন্দমহারাজের আনুগত্যে শ্রীনন্দনন্দনের আনন্দোৎসবে মাতিয়া থাক। কৃষ্ণকীর্ত্তনই তোমাদের এই আনন্দের জীবন—সুতরাং তোমরা অনুক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন কর।"

নিতান্ত ভাগ্যহীন আমরা, সেই মহা-বদান্য প্রভুর কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পৎদানরূপ মহাবদান্যলীলার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, এমন কোন ভাগ্যই যে আমাদের নাই। আমরা নন্দোৎসব বলিতে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণাবির্ভাব-হেতু প্রেমানন্দবিহ্বল বৎসলরসরসিক নন্দমহা-রাজের কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আচরিত অপ্রাকৃত আনন্দানুষ্ঠানগুলির অনুসরণ দ্বারা কৃষ্ণানন্দ বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে তাহার অনুকরণকেই আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধায়ক বলিয়া বুঝিয়া লই। নন্দমহারাজের আনন্দের অনুকরণে নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার নহে, পরন্তু তাঁহার অনুসরণেই প্রকৃত নন্দোৎসব। শ্রীনন্দনন্দন যাঁহার হৃদয়ের ধন, সেই নন্দের আনুগত্য ব্যতীত নন্দোৎসবে আনন্দ নাই।

স্বয়ং ভগবান্ মূলবিষয়বিগ্রহ শ্রীনন্দ-নন্দন আশ্রয়-জাতীয় ভাবাবলম্বনে শ্রীশচী-নন্দনরূপে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে ভক্তবৃন্দসহ এই নন্দোৎসবদিবসে গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিয়াছেন। শ্রীকবি-রাজ গোস্বামী ঠাকুর মহাপ্রভুর এই নন্দোৎসবলীলা বর্ণন করিতেছেন—

'কৃষ্ণ জন্মযাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥
দধি দুগ্ধ ভার প্রভু নিজ-স্কন্ধে করি'
মহোৎসব স্থানে আইলা বলি 'হরি' 'হরি'॥
কানাঞি খুটিয়া আছেন নন্দ' বেশ ধরি'।
জগন্নাথ মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী'॥
আপনে প্রতাপরুদ্র, আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম, আর পড়িছা-পাত্র তুলসী॥
ইঁহা-সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে, সত্য কহি,না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, দুই পাশে
পাদ-মধ্যে ফিরায় লগুড়,দেখি' লোক হাসে॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি' সর্ব্বলোক-চিত্তে চমৎকার পায়॥
এই মত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ়॥
কানাঞি খুটিয়া' জগন্নাথ,—দুইজন।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা।
মাতা পিতা জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা॥
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর।
এই মত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥"

সাক্ষাৎ গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এই নন্দোৎসব-লীলা মর্ত্ত্য মানবের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণার্থে সেই ব্রজ-লীলার অনুকরণে অনুষ্ঠিত একটি লীলা বিশেষ নহে। ইহা সাক্ষাৎ ব্রজরস। ব্রজরসরসিক স্বজন পরিকরগণের নিষ্কপট আনুগত্যেই এই রসের আস্বাদন-লাভ সম্ভবপর হইয়া থাকে। জগজ্জীবকে এই রসের আস্বাদন লাভ করাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে নিজগণ-সহ এই গোপলীলার প্রাকট্য। তাই যাহারা আজ নন্দোৎসবে প্রকৃতই 'আত্ম-হারা' হইতে চাহেন, তাঁহারা গৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ জনের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করুন। আত্মনিবেদনেই আনন্দ বা নন্দোৎসব।

"আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥"

আনন্দ

আনন্দ লাভের জন্য যিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, শেষে সকলকেই ভক্তিপন্থা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কারণ ভক্তি বা সেবা ভিন্ন অন্য কিছুতেই আনন্দ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। আনন্দ-প্রয়াসী জীব মাত্রেরই মধ্যে এই সেবা-পরতা বিদ্যমান। কিন্তু তথাপি আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ দৃষ্ট হয় কেন তাহার কারণ—জীব যাহার সেবায় আনন্দ পাইব বলিয়া আশা করে, তাহার সেবা না করিয়া তাহাকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পড়ে। সেবা আর ভোগ বাহিরে দেখিতে এক প্রকার কিনা, তাই জীব ভ্রান্তিতে পড়িয়া যায়। এই ভোগ-বুদ্ধিই জীবের যাবতীয় নিরানন্দের মূল। ইহা দূর করিতে হইলে একমাত্র অপ্রাকৃত বস্তু-সান্নিধ্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই—প্রাকৃত বস্তু জীবের ইন্দ্রিয়-লালসা বা ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা ব্যতীত তাহাকে সেবা-বুদ্ধি আদৌ দিতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তুই-জীবের ভোগপ্রবৃত্তি অপসারিত করিয়া জীবকে সেবাবুদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ। তিনি জীবকে জানাইয়া দেন যে, নিজেন্দ্রিয় তোষণের বাসনার নামই ভোগ আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণের প্রবৃত্তিই সেবা। অনিত্য বা প্রাকৃত বস্তুর 'সেবা' হইতে পারে না, সেবা করিবার অভিনয় করিলেও তাহা ভোগই হইয়া পড়ে, নিত্য বা অপ্রাকৃত বস্তুরই 'সেবা' হইতে পারে, সেখানে 'ভোগ' বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। ভাগ্যহীন জনগণ এই সেব্য বস্তুকে ভোগ করিতে গিয়া নানা অনর্থের আবাহন করিয়া থাকেন, অনেকে এই অনর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ত্যাগ বলিয়া একটী আনন্দাপ্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তাহাতে হরি-সম্বন্ধি বস্তুকে ত্যাগ করিবার বাহাদুরী দেখাইতে গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অনর্থেরই আবাহন করা হইয়া থাকে। সুতরাং ভোগ বা ত্যাগ উভয় পন্থাই পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত সেবা-তত্ত্ববিৎ শুদ্ধভক্তের আনুগত্য অবলম্বন-ভিন্ন জীবের গত্যন্তর নাই। ভক্তগণ জীবের হৃদয় হইতে প্রাকৃত ভোগ বা ত্যাগ-বাসনা-মল বিদূরিত করিয়া তথায় সেব্য অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করাইয়া দেন; জীব তখন সেই সেব্যের সেবানন্দে মত্ত হইয়া অজ্ঞানের মোহ বা নিরানন্দ হইতে মুক্ত হন।

কদর্থ

ত্বয়া 'হৃষীকেশ' হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
—পাণ্ডবগীতা

আজকাল সহজিয়া সম্প্রদায় উক্ত শ্লোকের অত্যন্ত কদর্থ করিয়া ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার-স্রোত যাহাতে অবাধে প্রবল ভাবে চলিতে পারে, তাহার উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। "শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যখন যে প্রকার কার্য্য করাইতেছেন, আমিও তখন সেই সেই প্রকার কার্য্যই করিতেছি, ইহাতে আমার কোন দোষ বা অপরাধ নাই। আমি চুরি করি, ডাকাতি করি, পরস্ত্রী হরণ করি, মদ্য তাম্রকূট গঞ্জিকা অহিফেণ ইত্যাদি মাদক দ্রব্যসমূহ যাহাই কেন সেবন করি না, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই, কেন না, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' ভগবানই আমার হৃদয়ে থাকিয়া যখন সব কার্য্য করাইতেছেন, তখন কোন মন্দ কার্য্যেরই জন্য আমি দায়ী নই। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য শ্রীভগবান্ই দায়ী।" এই প্রকারে মতলব-বাজ, দুষ্ট প্রকৃতির অনেক ব্যক্তিই উক্ত শ্লোকের কদর্থ করিয়া কাল-জনোচিত অনেক কুকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তগণ বলিয়া থাকেন, যখন যে কোনব্যক্তি নিষ্কপটে শ্রীভগবান্ এবং তদভিন্নতনু শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্ম নিবেদন করেন, তাহারই পক্ষে উক্ত বাক্য শোভা পায়। যিনি বহির্ম্মুখবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবান্ কিম্বা শ্রীগুরুদেবে আত্ম সমর্পণ করেন নাই, তিনি নিজের মনের খেয়াল মত নানাবিধ অসৎ কার্য্য করিয়া অনন্ত কালের জন্য নরক-পথে গমন করিবেন, কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস-পালন॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

যিনি সরল মনে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য শ্রীভগবান্ নিজের বলিয়া স্বীকার করেন। যেহেতু—"দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তা'রে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তা'র চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

জীবের যে স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা শ্রীভগবানেরই অপার করুণায় জীব পাইয়াছেন। ঐ স্বাধীনতা রূপ রত্নের অপব্যবহার দ্বারা জীব শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রীভগবৎ সেবা করিবার পরিবর্ত্তে যদি কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজেকে 'আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু' বুদ্ধিতে নানাবিধ কুকার্য্য করে, তাহার জন্য শ্রীভগবান্ দায়ী হন না। জীব দ্বৈতবুদ্ধি-বশে যে পাপ এবং পুণ্যের কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার ফল ভোগ সে নিজেই করিতে বাধ্য হয়। এ বিষয়ে একটা গল্প আছে। একটী বিধর্ম্মী ধনশালী ব্যক্তি, নিজের অতুল ঐশ্বর্য, অট্টালিকা, নানা পুষ্পলতা-সমন্বিত বাগান বাড়ীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজকে নিজেই বহুমানন করিতেন। ধন এবং ঐশ্বর্য্য-মদে সর্ব্বদাই মত্ত থাকিতেন। একদা তিনি সুরম্য মর্ম্মর-নির্ম্মিত বেদীতে নিজ পুষ্পোদ্যানে বসিয়া সুশীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একটী গোবৎস তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহে রোপিত আম, জাম, লিচু, রম্ভা প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বাগানে প্রবেশ করিয়া মনের সুখে ফল ভক্ষণ করিতেছে। এমন সাধের বাগান নষ্ট হইতেছে দেখিয়া উক্ত ধনশালী ব্যক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হস্তস্থিত বংশদণ্ডদ্বারা যেমন ঐ বৎসের পৃষ্ঠদেশে নির্ম্মম ভাবে আঘাত করিলেন, অমনি ক্ষুদ্র গো-শিশু ঐ ভীষণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া উক্ত ধনশালী ব্যক্তির সমক্ষেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন এই দুর্ঘটনা দর্শন করিয়া ধনশালী ব্যক্তির অনুতাপ হইল, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্মই না করিলাম, এখন সত্য সত্যই আমি ভীষণ গো-হত্যা পাপে লিপ্ত হইলাম" এইরূপে অনুতাপ করিবার কিছুক্ষণ পরেই তিনি—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন' শ্লোকটীর কদর্থ করিয়া স্বীয় মনকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন।—"এতে আর আমার দোষ কি? শ্রীভগবান আমাকে যেমন করাইলেন, আমি তেমনই করিলাম, এ পাপের জন্য আমি দায়ী নই। এইরূপে স্বীয় মনকে প্রবোধ দিয়া ঐ ধনী ব্যক্তি যেমন মর্ম্মর বেদীতে উপবেশন করিলেন, অমনি শ্রীনারায়ণ একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ ধনীর নিকটে আগমন করিয়া আর্ত্তি-সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! আমি বহু দূর হইতে পিপাসার্ত্ত হইয়া তোমার নিকট আগমন করিতেছি। সম্মুখস্থ এই সুবৃহৎ সরোবরটী কার? আহা কি সুন্দর নির্ম্মল জল, যেন কাক-চক্ষু টল টল করিতেছে, আমি কি এই সুশীতল বারি পান করিতে পারি?" তখন ঐ ধনী ব্যক্তি সহাস্য মুখে বৃদ্ধটীকে বলিতে লাগিলেন, "হাঁ প্রভো! আপনি আমার এই উদ্যানস্থ বেদীতে বিশ্রাম করুন, এই সুশীতল বারি পান করুন, এ সমস্তই আমার ঐশ্বর্য্য।" বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বৎস, এই পুষ্করিণীর সম্মুখস্থ সুবৃহৎ অট্টালিকাটী কাহার? আর এ সুরম্য ফল ফুলের বাগানই বা কাহার?" তখন ধনীব্যক্তি আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভো যা দেখিতেছেন, এ সমস্তই আমার; আমিই স্বহস্তে ঐ সকল নানাবিধ ফলের গাছ রোপণ করিয়াছি, এই অট্টালিকা, সরোবর—যাহা কিছু দেখিতেছেন, সমস্তই আমার। আপনি সুস্থ হইয়া এ সমস্ত উপভোগ করুন।" তখন ছদ্ম বেশধারী বৃদ্ধ ধনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস এ সমস্তই যখন তোমার, ভগবানের কিছুই নহে, তখন তোমার স্বকর্ম্ম-কৃত গো-হত্যা পাপটি ভগবানের হইবে কেন? উহাও তোমার, ইহার ভীষণ শাস্তি তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতেই বৃদ্ধ সহসা পদে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

মানুষ এই প্রকারেই নিজ জড়ীয় স্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া বা নিজকৃত অসৎ কর্ম্মকে সমর্থন করিতে গিয়া গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বসে। এই সকল কদর্থকারী, শাস্ত্রের অসদর্থ প্রচার দ্বারা জগতে মহা অনর্থ আনয়ন করিয়াছে ও করিতেছে। ইহারা শাস্ত্রের অভিধা বৃত্তি ছাড়িয়া লক্ষণা অবলম্বনে 'হয়কে নয় এবং নয়কে হয়' করিয়া তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিষম ভ্রমে পাতিত করিতেছে। ইহাদিগকে শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভাষায় বলা যায়—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥"

সুতরাং 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে,—এই উপদেশাবলম্বনে শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মে নিষ্ণাত ভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকটই শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ আবশ্যক। তাহা হইলেই শাস্ত্রের কদর্থের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি।

বিবর্ত্ত-নিরসন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

জীবমাত্রেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ দ্বারা রূপ, রস, শব্দ গন্ধ ও স্পর্শ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে এবং এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্বহেতু মন, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংগৃহীত বিষয়সমূহ ভোগ করে।

জীবের ইন্দ্রিয়-নিচয় ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ-দুষ্ট, সেই কারণে তাহাদের প্রদত্ত বস্তুর

স্বরূপের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, প্রাকৃত বস্তুর বিবর্তন বাজনা বা বিকৃত স্বরূপের প্রতিচ্ছবি লাভ এবং তাহাকেই বাস্তব বস্তুর স্বরূপ বলিয়া ভ্রম করে, শাস্ত্রকারগণ ইহাকে বিবর্তজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটী বিবর্তের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে. যথা :—রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, বিদ্ধাভক্তিকে শুদ্ধাভক্তি জ্ঞান, কামকে প্রেম বলিয়া ধারণা, মানসিক চিন্তাকে ধ্যান বোধ, নামাপরাধকে নাম মনে করা, লঘুকে গুরু জ্ঞান, পুতুলকে শ্রীবিগ্রহ কল্পনা প্রভৃতি আরও অসংখ্য প্রকারের বিবর্ত-ধারণা মানুষের চিত্তকে অধিকার করিয়া আছে।

অবশ্য এই বিবর্তগুলিতে কিছু অবিকৃত বা স্বরূপের বাহ্য সৌসাদৃশ্য আছে এবং জীবের ইন্দ্রিয়াপটুতাবশতঃ বস্তুর স্বরূপ দর্শনের যোগ্যতা না থাকায়, জীব বিকৃত স্বরূপের বাহ্য সৌসাদৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বিরূপকেই স্বরূপ বলিয়া প্রতারিত হয়।

শাস্ত্রে মনকে চিদাভাস বলা হইয়াছে, চিৎ শব্দে চেতন বস্তু বা জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করে, সেই জীবাত্মার আভাস বা বিকৃত প্রতিফলনের (*reflection of the soul*) এর নামই মন। ছায়া বা প্রতিফলিত বস্তু স্বরূপ-বস্তুর ঠিক বিপরীত, তবে স্বরূপের প্রতিফলন বলিয়া প্রতিফলিত বস্তুতেও বিপরীত ভাবে কিঞ্চিৎ স্বরূপের সৌসাদৃশ্য থাকে। যেমন কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব, বস্তুটী স্বয়ং যখন গতিশীল হয়, তখনই তাহার গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু প্রতিবিম্ব স্বয়ং ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট নহে, তদ্রূপ আমরা চেতন বস্তুর প্রতিফলন বলিয়া মনকেও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট দেখিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মনের নিজের কোন চেতনতা নাই, উহা অচেতন বা জড়বস্তু। অতএব বিচারনিপুণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানবিশিষ্ট অধিরোহবাদী—কর্মী ও জ্ঞানী সম্প্রদায় মনোধর্মের চাঞ্চল্যবশতঃ মনে করেন, তাঁহারা জড়েন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা সংগৃহীত অভিজ্ঞতার (*accumulated experience* এর) ফল মনকে অর্পণ করিয়া মনের চিন্তাস্রোত দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন, কিন্তু অধোক্ষজ সেবা-নিপুণ আত্মবিদ্ অবরোহবাদী ভক্তসম্প্রদায় ঐ প্রকার কোন জড় বিচারের আদর করেন না। তাঁহারা বাস্তব-বস্তু স্বয়ং ভগবানের নিকট হইতে শ্রুত আম্নায় পারম্পর্যে প্রকটিত একমাত্র শ্রৌত-বাণীরই সন্মান করেন। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য জগৎ হইতে প্রকটিত শব্দব্রহ্ম গুরু আম্নায় পারম্পর্যে প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া যে আশ্রিত ভক্তগণের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া—তাঁহার বিকারহীন সতোয় মধ্যে দেহ-চতুষ্টয়ের জড়েন্দ্রিয়বর্গের কোন ক্রিয়াস্রোত প্রবেশ করিয়া অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মে প্রাকৃত ভ্রম-প্রমাদ রূপ বিবর্ত বা ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না। সেই অপ্রাকৃত বস্তু শব্দ-ব্রহ্মরূপে জীবের ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া শ্রুতিপথে বা আত্মায় অবতরণ করেন বলিয়া জীব আত্মবৃত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া চিদ্-চৈতন্য বস্তুর সন্ধান জানিতে পারেন।

বিবর্তমুক্ত আত্মবিদ্গণ বলেন, বিবর্তগ্রস্ত মনোধর্মী যে অপর বিবর্তগর্তে পতিত মনোধর্মীর নিকট হইতে তাঁহার মানসিক বিচারের অভিজ্ঞতার পরামর্শ-শ্রবণরূপ দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় করেন, (অর্থাৎ মনন ধর্মে আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ঐরূপ তর্কপন্থা দ্বারা কখনও দিব্যজ্ঞান লাভ বা অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। বেদান্ত কীর্তন করেন—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥" অর্থাৎ তর্কের অনবস্থান হেতু একমাত্র শ্রৌত-সিদ্ধান্তই আদরণীয়।

মনন ধর্ম হইতে ত্রাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কখনও বিবর্ত-গর্ত হইতে উদ্ধারলাভের সম্ভাবনা নাই, আর বিবর্ত-বুদ্ধি হইতে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে কোন যোগ্যতা হইতে পারে না। আমরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-কীর্তিত শ্রীচরিতামৃতের শ্লোকে এই সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই, যথা—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম। এই ভাল এই মন্দ, এই সব ভ্রম।"

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র বাস্তব সত্য অধোক্ষজ বস্তু। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত ও ত্রিগুণাতীতরাজ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড ও বিরজার পারে বৈকুণ্ঠের শীর্ষভাগরূপ গোলোকের অধিপতি; আর জীব সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের তটস্থাশক্তি বা অণুচিৎ অংশ হইয়াও স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে নিত্য প্রভু অচ্যুতের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হওয়ায় বর্তমান যোগ্যতায় সে মহামায়া-প্রকটিত জড়-প্রপঞ্চের অধিবাসী। মহামায়ার জড়-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ জীব মায়ার জড় সৌন্দর্য্য-ভোগ-কল্পনায় দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া বিবর্ত-কবলিত হইয়াছে।

জড়বস্তু কখনও একরূপে অবস্থিত থাকিতে পারে না। পরিবর্তনশীলতা বা নশ্বরতাই তাহার ধর্ম। দেহে আত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট জীবের মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি জড়সৌন্দর্য্যের নশ্বরতা অর্থাৎ তাহাকে অধিক দিন প্রস্ফুটিত ভাবে জোর করিতে পারা যায় না লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতি ক্রোধ বশতঃ বিরক্ত হইয়া বাহ্য জড়ভোগতৃষ্ণার শেষে মনের অভিজ্ঞতার দ্বারা অধিরোহ পন্থাবলম্বনে বাস্তববস্তুর সন্ধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অনন্ত কালব্যাপী ঐ প্রকার কষ্ট চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও কখনও অধোক্ষজ বস্তুর সন্ধান পাইবেন না। ভাগবত বলেন,

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"

শ্রুতি কীর্তন করেন—নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ (কঠোপনিষৎ ষষ্ঠবল্লী ১২ শ্লো) অর্থাৎ বাক্য, মনঃ এবং চক্ষুর্দ্বারা কেহই সেই অধোক্ষজ পুরুষ অদ্বয় জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে জানিতে সমর্থ হয়েন না, সেই পুরুষ নামা ভগবান্ স্বাধীন ও সর্বোত্তম রূপে বিদ্যমান। এইপ্রকার অবরোহ-পন্থায় বা শ্রৌত-পারম্পর্য্যে প্রকটিত শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিগলিত অপ্রাকৃতবাণী শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ ও কীর্তন করিলে, তৎপ্রভাবেই সেই অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং বিবর্তজ্ঞান বা মনোধর্ম হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বাস্তব বস্তুর স্বরূপের অভিজ্ঞান পাইতে হইলে বাস্তব-জগৎ হইতে অবতীর্ণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ পূর্ব্বক, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সৎকারে তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম-বিগলিত শ্রৌত-বাণী শ্রবণ বা দিব্যজ্ঞান-দীক্ষা লাভ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীবের বিবর্ত নিরসন হইতে পারে না।—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি র্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩৩)

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

৭ হৃষীকেশ ২২ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর শুক্র তিথি সপ্তমী দণ্ড উ ৫।৪৬ অ ৬।১০ কৃষ্ণাষ্টমী হৃষীকেশ দি ৫।৪ রোহিণী বিষ্ণু দি ১০।২৫ **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত** (**জয়ন্তীযোগ**)।

৮ হৃষীকেশ ২৩ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর শনি অদ্য ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৬ অ ৬।৯ কৃষ্ণনবমী গোবিন্দ দি ২।৪৪ মৃগশিরা বৎসকায় দি ৮।৪৯ **শ্রীনন্দোৎসব**। প্রাতঃ ৯।৪৪ মধ্যে জন্মাষ্টমীর পারণ।

৯ই হৃষীকেশ ২৪শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৪৭ অ ৬।৮ কৃষ্ণদশমী দি ১২।৭৫ আর্দ্রা দি ৭।২২।

১০ হৃষীকেশ ২৫ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণৈকাদশী দি ১০।৪১ পুনর্বসু প্রাতঃ ৬।৯ পরে পুষ্যা, রা শে ৫।১৫ একাদশীর উপবাস।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

নানা কথা

বিমানপোত দুর্ঘটনা

বাণিজ্য-সচিব মঃ বোকানৌস্কি একখানা যাত্রীবাহী বিমানপোত যাইতেছিলেন। ১৬ শত ফিট উর্দ্ধ আকাশে বিমানপোত খানিতে আগুন লাগে। মঃ বোকানৌস্কি, বিমানপোত কোম্পানীর জেনারল সেক্রেটারী, বিমানপোত পরিচালক, উহার মিস্ত্রী এবং এক জন বেতার যন্ত্রচালক আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

বিনষ্ট ইস্রায়েল গোষ্ঠী সম্বন্ধে নূতন সিদ্ধান্ত

মস্কাটের সুলতানের রাজস্ব সংক্রান্ত পরামর্শদাতা মিঃ বারট্রাম টমাস্ বলেন, এত দিনে বিনষ্ট ইস্রায়েল গোষ্ঠীর সন্ধান মিলিয়াছে।

আফগানিস্থান যে ভাগ্যহীন ইস্রায়েল গোষ্ঠীর বাসভূমি নহে, তিনি এক ইঙ্গিতেই ঐ তর্কের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, উহারা অত দূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। মিঃ টমাস আরব দেশের মধ্যস্থলেই এই যুগ-যুগান্তকালের রহস্যোদ্ভেদের সন্ধান পাইয়াছেন।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্গণের এখানে যে মহাসভা হইয়াছে, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, আরবের অনাবিষ্কৃত মরুদেশে বেদুইনের ছদ্মবেশে তিনি প্রায় ৬০০ মাইল ভ্রমণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি পাঁচটি মুসলমান উপজাতির এক মণ্ডলীতে উপস্থিত হয়েন এবং তাহারা যে বাইবেলের জগৎসৃষ্টি পর্কোল্লিখিত ও প্রিনীর গ্রন্থোক্ত বিনষ্ট কাদোরাম উপজাতি, সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সংশয় থাকে না।

ইহারা চারিটি বিভিন্ন ভাষায় কথা বার্তা কহিয়া থাকে, কিন্তু আরবগণ তাহাদিগের কথা বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা আছে যে, মাথার মধ্যভাগে আধ ইঞ্চি পরিমাণ চুল কামাইয়া উহা ঠিক সিঁথির মত দুই ভাগে বিভক্ত করে। পুরুষেরা তাহাদের গোঁফ কামায় কিন্তু চিবুকে এক গুচ্ছ শ্মশ্রু রাখিয়া দেয়।

অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। একটি লৌহশলাকা আগুনে পুড়াইয়া লালবর্ণ করা হয় এবং তাহাই অপরাধী ব্যক্তির জিহ্বার উপর বুলান হয়, সে যদি মুখস্থ নিষ্ঠীবন দ্বারা সেই উত্তপ্ত শলাকার তাপ নির্বাপিত করিতে পারে, তাহা হইলেই সে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।—দৈনিক বসুমতী

পুলিসের বিরুদ্ধে মামলা
১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী

৮।০নং স্যর আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডের জমিদার বরেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা পুলিসের সাব ইনস্পেক্টার এস, এন, ব্যানার্জ্জি, হেড কনষ্টেবল রামবরাই সিং ও রামভিওয়ান সিংয়ের বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকা ক্ষতি-পূরণ দাবী করিয়া এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। সোমবার আলিপুরের সাব জজ কে, এন, দত্তের এজলাসে উহার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মোটর আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে বাদীর পুত্র এস, এন, মিত্রের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস বাদীর প্রতিবাদ সত্বে তাঁহাকে এস, এন, মিত্র মনে করিয়া বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া ২ ঘন্টাকাল ভবানীপুর থানায় আটক রাখে। প্রতিবাদি পক্ষ বলে যে, তাহারা ওয়ারেণ্ট জারি করিতে গেলে বাদী আপনাকে এস, এন, মিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের দোষেই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। মামলা শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

—দৈঃ বসুমতী

আধীন ত্রিপুরেশ্বরের দান

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজা বীরবিক্রম-কিশোর মাণিক্য বাহাদুর সদর হাঁসপাতালে ১৫ হাজার টাকা, অভয় আশ্রমে ১০ হাজার টাকা, টাউনহলের উন্নতি-সম্পর্কে ১১ হাজার ৫ শত ও স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ২৬ হাজার ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন।

সন্তরণে বিপত্তি
শ্বেতাঙ্গের শোচনীয় মৃত্যু

গত ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার দিবস সাঁতার দিয়া ঢাকুরিয়া লেক অতিক্রম করিতে গিয়া ডব্লিউ বুচার নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক একজন শ্বেতাঙ্গ জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। প্রকাশ যে, বুচার তাঁহার একজন বন্ধু ও ছোট ভগ্নীসহ ঢাকুরিয়া লেকে স্নান করিতে যাইয়া সঙ্কল্প করেন যে, উহারা সাঁতরাইয়া যাইয়া লেকটী অতিক্রম করিবেন। প্রায় মাঝামাঝি গেলে পর বুচার ডুবিয়া যান। বুচারের সঙ্গিগণ বুচারকে উদ্ধারের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান না। মঙ্গলবারদিন সকাল বেলা মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে।

চট্টগ্রামের কৃতী ছাত্র

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সোম লণ্ডন হইতে লিখিয়াছেন,—"পটীয়া থানার অন্তর্গত গৈড়লা গ্রামের শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রবিমল সেন ইংলণ্ডের সেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-ই ডিগ্রী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি ২ দুই বৎসর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ শিক্ষা করিতেছেন।

(সাপ্তাহিক জ্যোতিঃ—চট্টগ্রাম)

ফ্রান্সে বিমান দুর্ঘটনা
ফরাসী মন্ত্রী জীবন্ত দগ্ধ

প্যারিসের ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ক্লারমণ্ট ফারেণ্ডে একটী বিমান সভায় যোগদানের জন্য বাণিজ্য সচিব মিঃ বোকানস্কি একটি যাত্রীবাহী বিমান পোতে যাইতেছিলেন। ১৬০৫ ফিট্ ঊর্দ্ধে বিমানপোতে আগুন লাগে, ফলে, মিঃ বোকানস্কি, এরিয়েল ন্যাভিগেশন কোম্পানীর সেক্রেটারী জেনারেল পোতচালক, যন্ত্রশিল্পী এবং বেতারবার্ত্তা প্রেরণকারী—এই ৫ জন জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

য়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে টেলিফোন ব্যবস্থা

লণ্ডন এবং স্পেনাধিকৃত মরক্কোর সেউটা সহরের ভিতর সরকারী ভাবে টেলিফোন সাহায্যে কথাবার্ত্তা চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টেলিফোন সংযোগে য়ুরোপ এবং আফ্রিকার সংযোগ-সাধন এই প্রথম। ৯ মিনিট কাল কথা কহিবার জন্য ব্যয় পড়িবে ৮ শিলিং ৮ পেন্স।

আফ্রিকার সর্ব্বত্র টেলিফোন চালাইবার কল্পনাও করা হইতেছে।

জার্ম্মাণীর সমর ঋণ
১৭৪ কোটি ফ্রাঙ্ক শোধ

যে কয় কিস্তীতে জার্ম্মাণীর সমর ঋণ শোধ করিবার কথা আছে, গত ২১শে আগষ্ট তারিখে তাহার ৪র্থ কিস্তির মেয়াদ শেষ হইয়াছে। যুদ্ধ ক্ষতিপূরণ কমিটির এজেণ্ট জেনারল মিঃ পার্কার গিলবার্ট প্রকাশ করিয়াছেন, জার্ম্মাণী গত ৪ কিস্তীতে তাহার দেনা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করিয়াছে। এই ৪ কিস্তীতে জার্ম্মাণী সর্ব্বসাকুল্যে ১৭৭ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা দিয়াছে।

উত্তর-মেরু আবিষ্কারকের সন্ধান

এক মেছো নৌকার মাঝি সমুদ্রে এক সামুদ্রিক বিমানের সংলগ্ন ভেলা পাইয়াছে। ইহা কাপ্তেন এমাণ্ডসেনের বিমানের অঙ্গীভূত বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে।

উত্তর মেরু প্রান্তের বিখ্যাত আবিষ্কারক জেনারেল নোবাইলের অভিযান সংস্পৃষ্ট দল কোন স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহা স্থিররূপে নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টাতেই যে কাপ্তেন এমাণ্ডসেন প্রাণ হারাইয়াছেন, সে বিষয়ে আর সংশয় নাই।

সন্তরণে ইংলিশ চ্যানেল পার

লণ্ডনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, হেলমি নামক একজন মিশর দেশবাসী সন্তরণে ইংলিস চ্যানেল পার হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি গত ৩১শে আগষ্ট তারিখ অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় গ্রিজনেজ অন্তরীপ হইতে সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করেন এবং পরদিন বেলা ১ টা ৩৪ মিনিটের সময়ে ককষ্টোন নামক স্থানে পৌছেন। সুতরাং তাঁহার চ্যানেল পার হইতে ২৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী

মহামহোৎসব

জন্মোৎসব উপলক্ষে—

✱ বিরাট্ সভা ✱

সময় :—২৩শে ভাদ্র শনিবার, অপরাহ্ণ ৪—৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত

আচার্য্যপ্রবর শ্রীল পরমহংস ঠাকুর এই সভায় 'শ্রীহরি-কথা' উপদেশ প্রদান করিবেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বক্তৃগণও বক্তৃতা দিবেন।

১। শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ২। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ৩। অধ্যাপক শ্রীমদ্বিঠ্ঠল আচার্য্য

সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

✱ বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন ✱

তারিখ :—২৪শে ভাদ্র, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়

পথ—

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, দর্জ্জিহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, অপার সার্কুলার রোড, হাল্সীবাগান দিয়া পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

সকলে যোগদান করুন।

জার্ম্মাণ বৈমানিকের জাপান যাত্রা

বার্লিনের ২রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বিট্জ ও জিমারম্যান নামক জার্ম্মাণ বৈমানিকদ্বয় বিমানপোত যোগে জাপান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই ৫ হাজার মাইল পথ তাঁহারা ভিলাডিভোষ্টক্ ও পিকিং হইয়া গমন করিবেন।

গত জুলাই মাসে এই বৈমানিকদ্বয় ক্রমাগত সাড়ে ৫৬ ঘন্টা শূন্যপথে অবস্থান করিয়া যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্তা

এরূপ প্রকাশ যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ কে, সি, রায়চৌধুরী ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিবেন এবং বাণিজ্য বিল সম্পর্কে সাময়িকভাবে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদে মনোনীত হইবেন। মিঃ রায়চৌধুরী এই শূন্য পদে ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা পি, এইচ, ডিকে (ধাঙড় ধর্ম্মঘটের প্রেসিডেণ্ট) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে ভাদ্র, সোমবার—১৩৩৫।

বুদ্ধিমত্তা

এজগতে মানুষ বড় আশা করিয়া, বড় আপনার বলিয়া যাহাকে হৃদয়ে ধরিতে চায়, যাহাকে তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা বলিয়া মনে করে, যাহার অদর্শনে ক্ষণমাত্রকালও তাহার পক্ষে যুগসমান বলিয়া বোধ হয়, যাহার জন্য মানুষ তাহার জীবনের সকল সুখ শান্তি হারাইয়া ফেলে—জীবনটাকে একটী ঘোর বিড়ম্বনাস্বরূপ করিয়া তুলে, সে তাহা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবার—তাহাকে ভালবাসিবার ভাণ দেখাইয়া তাহাকে কত বড় বঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহা হতভাগ্য মানুষ বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিবে না, এমনই মোহ-মদিরা মত্ত সে। মানুষ দুদিন পূর্ব্বে কোথায় ছিল, আর আজ কোথায় আসিয়া, কোথাকার বস্তু ভোগ করিবার জন্য তাহার এমন প্রবল পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহার বিন্দুমাত্র আশা-ত্যাগ তাহার পক্ষে মৃত্যুদণ্ডস্বরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা কি একবারও তাহার ভাবিবার অবসর হইবে? ভোগ করিতে চায় বটে কিন্তু ভোগ করিয়া তাহার পিপাসা ত মিটে না, আরও ভোগ করিবার জন্য যে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি একেবারেই উন্মত্ত হইয়া উঠে। এমতাবস্থা হইতে তাহার কি আর রক্ষা নাই? জড়-সুখের আশায় মাতিয়া মানুষ কি এমন করিয়াই আপনাকে বঞ্চনা করিবে? মানুষ কে? সে কি ভোক্তা? তাহার ভোগ্যবস্তু বলিয়া জগতে এমন কি বস্তু আছে যে যাহা পাইবার আশায় সে এত উন্মত্ত? ভোগে অপটুতা বা ভোগাভাবই কি মানুষকে তাহার অপূর্ণতার কথা জানাইয়া দেয় না? ভগবান্ যে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র প্রভু—একমাত্র ভোক্তা, দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তু যে তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই সেবোপকরণরূপে রক্ষিত, জীব যে শ্রীভগবানের সেবক সূত্রে সেই সকল বস্তু ভগবৎ সেবায় অর্পণাধিকার পাইয়াছেন মাত্র, কিন্তু ভোগাধিকার প্রাপ্ত হন নাই, ভগবদ্ বস্তুকে যে তিনি কোনমতেই ভোগ করিতে পারেন না, ভোগ করিতে গিয়াই যে তিনি আজ অনর্থ সাগরে নিমগ্ন, তাহা যদি তাঁহার এখনও একবার ভাবিবার অবসর ঘটিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাকে আর এমন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশে নিজেই প্রবৃত্ত হইতে হইত না।

—

মানব! তুমি না বড় তোমার বুদ্ধির বড়াই করিয়া থাক? তবে তুমি এমন করিয়া নিজেই বঞ্চিত হও কেন? নিজ সর্ব্বনাশ নিজে বরণ করিয়া লওয়াই কি তোমার বড় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? মানব, ক্ষুদ্র পতঙ্গকে তাহার সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ অগ্নিশিখাকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া তুমি না বড়ই হাসিয়া থাক? কিন্তু অহঙ্কারিন্, তুমি যে বিষম বিষয়ানলে আসক্ত হইতে গিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছ, তথাপি তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া ক্ষুদ্র কীটও যে আজ হাসিয়া আকুল। মূর্খ মানব, যে বিষয়ে আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই, কেবল নিরানন্দ বা অনিত্যানন্দ বর্ত্তমান, তাহা হইতে আনন্দ লাভের আশায় নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আর হাস্তাস্পদ হইও না। যে বিষয়ে নিত্যানন্দ বর্ত্তমান, যাহাতে নিরানন্দের লেশ মাত্র নাই, সেই একমাত্র পরম বিষয় প্রেমরসময় পরম আনন্দলীলাময় বিগ্রহের পরমানন্দ মাধ্বীকপূর্ণ পাদপদ্মাশ্রিত ভক্তভৃঙ্গ কুলের শ্রীচরণাশ্রয় গ্রহণ কর। ভোগাভাবহেতু যে আনন্দ পাইবে না বলিয়া তোমার চিত্ত আজ বড় ব্যাকুল, ভয় নাই, আনন্দ হইতে তোমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে না, যে আনন্দের কথা তুমি কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পার নাই, যে আনন্দ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কথা কি, বিরজা ব্রহ্মলোক ছাড়াইয়া পরব্যোমেও নাই, এমন কোন এক পরমানন্দরসসমুদ্রে নিমগ্ন থাকিবে, দুঃখের লেশমাত্রও তথায় নাই। ভাগ্যবান্ মানব, সেই আনন্দ লাভের জন্য আনন্দময়ের আনন্দ সন্তান-গণের শরণাপন্ন হও। তাহা হইলেই তোমার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে।

—

ক্লেশহরণ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাসাগর)
কাব্যতীর্থ, বি, এ)

শ্রীল অর্জ্জুন জগজ্জীবের মঙ্গলার্থ কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গনে মোহাভিনয় করিয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীব জ্ঞানযোগে উদ্যত হইয়াও অনিচ্ছাসত্বে কাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যেন বাধ্য হইয়াই পাপাচরণ করিতে থাকে? ঈশ্বরই স্বয়ং প্রেরণ করেন, অথবা পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা বাধ্য হয়? জগদীশ্বর সাক্ষী ও করুণাময়। তিনি কদাপি জীবের পাপে প্রেরক নহেন; অথবা সংস্কারও ত জড়পদার্থ, তাহার প্রেরণা-শক্তি কোথায়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন জীবের প্রাক্তন বাসনা হেতুক কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। ঐ কামই অন্তকর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া অবস্থান্তরে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই পৃথিবীতে যাবতীয় শস্যাদি, হিরণ্য, পশু ও যোষিৎ রহিয়াছে, একমাত্র জীবের কাম সন্তর্পণে তাহারা পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং দান দ্বারা কামের সহিত সন্ধিবন্ধন একান্ত অসম্ভব। আবার অত্যন্ত উগ্রধর্ম্ম হেতু সাম বা ভেদ দ্বারাও উহাকে বশীভূত করা যায় না। অতএব উহাকেই প্রধান বৈরী বলিয়া জানিবে। এই কামের অগূঢ়ত্ব, গাঢ়ত্ব ও অতিগাঢ়ত্ব অনুসারে জীবের স্বরূপোপলব্ধির তারতম্য হইতেছে। যেমন ধূমাবৃত অনল কথঞ্চিৎ অনুজ্জ্বল হইলেও দাহাদি-কার্য্যে অশক্ত নহে, তদ্রূপ জীব চৈতন্য কামকর্ত্তৃক শিথিল-রূপে আবৃত থাকাকালে মুকুলিত চেতনরূপে নিষ্কাম কর্ম্মযোগাশ্রিত জীব ভগবৎস্মরণাদিকার্য্যে সমর্থ। আবার মলাচ্ছন্ন আদর্শের যেরূপ প্রতিবিম্ব গ্রহণে শক্তি প্রতিহত হয়, তদ্রূপ জীবচৈতন্য কাম কর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত থাকায় সঙ্কোচিত চেতন স্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি মানবরূপে অবস্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ ভগবদ্বিস্মৃতঃ এবং জরায়ু দ্বারা আবৃত গর্ভস্থ জন্তু যেরূপ আপন হস্তপদাদি প্রসারণেও অক্ষম, তথাবিধ অতিগাঢ়রূপে কাম কর্ত্তৃক আবৃত জীবচৈতন্য আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষাদিরূপে অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদের জ্ঞানের প্রতীতিও নাই।

—

এই কামই জীবের অবিদ্যা, দুর্দ্ধার নিত্যবৈরী। ভগবদপাশ্রিতা ছায়াশক্তি মায়ার দুইবৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। অবিদ্যার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধজ্ঞানকে আবরণ করিয়া এবং বিপরীত জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। আমারই ন্যায় জীবও চিৎপদার্থ। চেতনপদার্থ মাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। অণুচিৎ জীব আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারফলে আমার দাস্য অস্বীকার করায় ঐ কামকে বরণ করিলে অবিদ্যা তাহার চিৎস্বরূপের উপর সূক্ষ্ম ও তদুপরি স্থূল আবরণ প্রদান করেন।

—

মায়িক অহঙ্কার, মায়িক চিত্ত, মায়িক বুদ্ধি ও মায়িক মন এই চারিটি কামের অধিষ্ঠান স্বরূপ সূক্ষ্মজড়দ্বারা জীবের লিঙ্গদেহ নির্ম্মিত হয়। লিঙ্গশরীরে আমিত্বরূপ অহঙ্কার দ্বারা জীবের শুদ্ধচিদহঙ্কার আচ্ছাদিত হইয়া যায়। লিঙ্গদেহে কর্ম্মেরও ভোগ হয় না, অতএব তদুপরি জীবের মায়াগতি চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু নির্ম্মিত স্থূলদেহ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, পরিণাম ও বিনাশ, এই ষড়্‌বিকারের সহিত আরোপিত হয়। স্থূলদেহ লাভ করিয়া জীবের জড়াহঙ্কার ঘনীভূত হইলে তাহাতেই আত্মাভিমান বশতঃ যে বিষম কর্ম্মবন্ধ বা সংসার-যাতনা লাভ করে।

—

তখন ভ্রমতি বশতঃ জীব কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র, বিত্তকে নিত্য মনে করে। অনাদি কর্ম্ম বাসনার ফল হেতু মায়া তাহাকে যে যে যোনিতে পরিভ্রমণ করাইতে থাকেন সে তাহাতেই সন্তোষলাভ করে, এমনকি নরকযোনি লাভ করিয়াও তদ্‌যোগ্য বিষ্ঠামূত্রাদি-খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকিয়া নারকীয় দেহ ত্যাগেও অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ঐ জীব দেহ-স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে এবং কুটুম্বদিগের পোষণচিন্তায় তাহার আপাদমস্তক দগ্ধ হইতে থাকিলে সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।"

—

স্বরূপভ্রান্ত বদ্ধজীব আমরা সর্ব্বদা কত প্রকারে যে পাপাচরণ করিয়েছি, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সামান্য দেহের ভরণ পোষণের প্রত্যহ পঞ্চসূনা পাপে লিপ্ত হইতেছি। গৃহসম্মার্জ্জন কালে, পোষণযন্ত্রের পরিচালনে, তণ্ডুলাদির বহিষ্কার্য্যে, আহারাদির পাকে এবং জলকলস মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণিবধ দ্বারা কত পাপেই না মজ্জিত আছি। আবার স্বতঃ ও পরতঃ কায়িক, মানসিক ও বাচিক দশধা পাপ প্রায়ই অধিকাংশ লোকের পক্ষে অপরিহার্য্য। উপরন্তু [illegible]প্রকার অতিপাতক, পঞ্চপ্রকার মহাপাতক, ঊনপঞ্চাশবিধ উপপাতক, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, জাতিভ্রংশকর, মলাবহ ও প্রকীর্ণক, নববিধ পাতকের মধ্যে পড়িয়া ও আমরা ধার্ম্মিকতার প্রচ্ছন্নবেশে জগৎকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছি। কোন জীবও এই সমুদয় পাপের অধিকাংশ হইতে নির্ম্মুক্ত নহেন। আবার যদি তর্কস্থলে পাপনির্ম্মুক্ত কোন জীব দৃষ্টিতে পড়ে তথাপি তাহার নিস্তার কোথায়? শাস্ত্র বলেন—প্রজার পাপ রাজায়, শিষ্যের পাপ গুরুতে, ভৃত্যের পাপ প্রভুতে, যজমানের পাপ পুরোহিতে এবং স্ত্রীতেও সংক্রমিত হয়। পুনশ্চ আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ, সহাসন, পংক্তিভোজন, মনোধ্যান, দর্শন, শ্রবণ, পরনিন্দা প্রভৃতি গৃহব্রতীদিগের যাবতীয় ব্যবহারে পাপ হইতে নিষ্কৃতি কোথায়?

—

এই সমুদয় পাপে কত প্রায়শ্চিত্ত সমূহ কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে প্রচুররূপে উল্লিখিত হইলেও এই কলিযুগে জীবের ব্রতাশক্ততা ও তৎসাধন দ্রব্য, দাতাই ব্রাহ্মণ ও পাপাসক্তের মতিদোষহেতু ঐ

প্রকার প্রায়শ্চিত্তে পাপ প্রশমিত হয় না। বিশেষতঃ বর্ণধর্ম্মবাদী কর্ম্মনিষ্ঠার প্রত্যয়ভুক্ত শাস্ত্রাদিও অনুমোদিত নহে। যথারূপে অনুষ্ঠিত গঙ্গাস্নানাদি দ্বারা কৃতপাপধ্বংস হইলেও পাপবীজ পাপবাসনার ধ্বংস না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ঐ সকল পাপকৃত হইয়া জীবের নিঃসর্গ পরিণত হয়। অবিদ্যা হেতু সংসার বন্ধন বা পাপবীজ উৎপন্ন হওয়ায় তাহার মূল কর্ত্তন না করিতে পারিলে বা জীবের স্বরূপোপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, বদ্ধজীব আমরা সর্ব্বদা কি প্রকারে নরকস্থানে ভ্রমণার্থ প্রস্তুত হইয়া যাবতীয় চেষ্টা করিতেছি এবং অন্যান্য নিরীহ সরলপ্রাণ জীবদিগকেও সঙ্গে আকর্ষণ করিতেছি।

এই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা আমাদের সকল ক্লেশেরই নিদান। ইহা হইতেই আমরা অনাদিকাল হইতে কোটি কোটিবার চতুরশীতিলক্ষযোনি ভ্রমণ ও ত্রিতাপজ্বালায় নিরন্তর নানাবিধ যাতনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু কিপ্রকারে উহা হইতে আমাদের নিষ্কৃতি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? হায়! কেন আমাদের এতদূর দুর্ভাগ্য হইল? সুদুর্লভ মানবজীবন পাইলাম, আবার পুণ্য ভারতভূমিতে, শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভৌমলীলাক্ষেত্রে জন্মলাভ করিলাম, তথাপি পশ্বাদি-সাধারণ আহার-নিদ্রাদিকার্য্যেই ব্যস্ত থাকিয়া আত্মঘাতী হইতেছি, ইহা নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ আজ দ্বারে দ্বারে প্রতিজীবের হৃদয়ে নিরন্তর তারস্বরে উদ্বোধিত করিলেও আমরা কোন প্রকারে কর্ণপাত করিতে চাহিতেছি না।

বৈদ্যশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে; রোগের উৎপত্তির কারণ আবিষ্কার না করিয়া বিজ্ঞ ভিষক্ কদাপি ঔষধের ব্যবস্থা করেন না। অনভিজ্ঞ সংসারী চিকিৎসকগণ স্বার্থসংরক্ষণার্থ লোকপ্রতারক উপায়ে বহ্বাড়ম্বর করিয়া ভেষজাদি দ্বারা রোগীর জীবনী শক্তির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলেও তাহা সুধীগণের নিকট চিরদিনই নিন্দনীয়। অতএব নিদান স্থির করিয়া রোগীর প্রকৃতির পরামর্শে ভেষজাদি দ্বারাই যথার্থ নিরাময়ত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইপ্রকারে যে যে শাস্ত্র অনাদি অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভার্থ জ্ঞান যোগাদি মার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রের গূঢ়াভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম হইয়া পণ্ডিতমানী ব্যক্তিগণ শাস্ত্র পদাশ্রয় করিয়া অনন্তদুঃখে নিপতিত হন। কিন্তু সাধুগণ শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশই সার জানিয়া তদবলম্বনে আপনাদিগকে যে কেবল মায়াবন্ধনরূপ ভবরোগের দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু আপনারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেমফল স্বয়ং আস্বাদন করিয়া জগতের সর্ব্বজীবকে—তাহাদের গ্রহণাভিলাষ না থাকিলেও—বিলাইতেছেন। শ্রীগীতায় প্রপন্ন-বাৎসল্যনীরধি পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' অর্থাৎ 'আমি বিভু সর্ব্বেশ্বর অতিবিচিত্র অনন্তবিশ্বস্রষ্টা। আমার শক্তি মায়া অতীব প্রবলা। অণুচিৎ জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল। সেই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ তাহাদের শক্তির অসাধ্য। যেহেতু তাহা দুরত্যয়া। কিন্তু যাঁহারা কেবল ভগবৎস্বরূপ আমারই শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই এই মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মদ্ব্যতীত বিধিরুদ্রাদির প্রপত্তিতে কদাপি জীবের মায়া হইতে উত্তরণ হয় না।' সাধুগণ অন্যান্য সাজা-সাধুর ন্যায় নানাপ্রকার মধু-পুষ্পিত-বাক্যে মোহিত করিয়া বা যোগবিভূতি প্রদর্শন দ্বারা সকলকে ভ্রমে ফেলিয়া কোন উপদেশ দেন নাই। ভগবানের প্রত্যেক উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনপূর্ব্বক তাহাদের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে, ভগবানে শরণাপত্তি শিক্ষা দিতেছেন।

যদিও জীব সম্প্রতি বদ্ধদশায় অতীব ক্লেশে পড়িয়া অস্থির হইয়াছে, তথাপি অপার-করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়া তাঁহার সনাতন-শ্রুতি বাক্যদ্বারা জীবের বন্ধন দশা মুক্ত করিতে সতত সচেষ্ট। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।' 'তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।' 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।' আচার্য্য হইতে লব্ধ-দীক্ষ জনই পরব্রহ্মকে জানেন। সেই ভগবত্তত্ত্ব প্রেমভক্তি-সমন্বিত জ্ঞান লাভার্থ সমিৎহস্তে বেদজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। যাঁহার শ্রীভগবানে কেবলাভক্তি বর্ত্তমান, আবার তদ্বৎ শ্রীগুরুদেবেও গুরুভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে শ্রুতির মর্ম্মার্থ প্রকাশ পাইয়া থাকে।'

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় কৃষ্ণ নিকটে যায়॥

'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥

হে জীব, অনাদিকাল হইতে বহু ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়াছ, কোথাও কেহ তোমার শান্তিদানে সমর্থ হয় নাই, বহু লোকের পরামর্শে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, মরুভূমির মধ্যে তৃষ্ণাতুর মৃগবৎ অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছ, আজ তোমাদের দ্বারদেশে সাধু-মহাজন তোমায় গ্রহণার্থ হস্তপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এস, একবার তাঁহাদের সুশীতল চরণ স্পর্শ কর, সরলপ্রাণে একবার তোমার সর্ব্বপ্রকার ভার তাঁহার উপর অর্পণ কর। দেখিবে, তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্লেশ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, স্বরূপজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধাপানে চরিতার্থ হইয়া অমৃত হইয়া গিয়াছে। আর বিচারের সময় নাই; ভ্রমণশ্রান্ত, শান্তি পিপাসাতুরের সম্মুখেই এতাদৃশ সুশীতল শ্রীনিতাই-পদছায়া এবং তদীয় হস্তে অভয়, অমৃত, অশোকরূপ অনশ্বর শান্তি-সুধা থাকিতে আর ভাবনা কি?

জীব তোমরা ভোগকামী; দেখ, তোমাদিগকে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য প্রসাদ দান করিয়া তোমাদের ইতরভোগস্পৃহা জয় করিতে শক্তি দিতেছেন। তোমরা জ্ঞানাভিমানী, তোমাদিগকে জ্ঞানের চরম ভগবজ্জ্ঞান কেবল শ্রদ্ধামূলে। বিক্রয়ার্থ নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আয়োজন করিয়াছেন। যোগী, তপস্বী তোমরা যাহা অন্বেষণ করিতেছ, যাহার জন্য ধ্যান ধারণা বা পঞ্চাগ্নি প্রভৃতির কঠোরতা অবলম্বন করিতেছ, একবার এই শ্রীকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করিয়া দেখ, তোমাদের আশার অতীত বস্তু লাভ হইল কি না? সাধুসঙ্গে নামকীর্ত্তনই একমাত্র পন্থা। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' নিষ্কৃতির আর কোন পথ নাই।

সনাতন ধর্ম্ম

(শ্রীপাদ নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

লোক প্রিয়তা অনুসন্ধান সনাতন ধর্ম্ম লাভের অন্তরায়

লোক শব্দে এস্থলে সাধারণ মনুষ্যগণকে উদ্দেশ করিতেছে। সাধারণ মনুষ্যগণ, পারমার্থিক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহে। ঠাকুর দাদা ঠাকুর মার গল্প, গ্রামের মোড়ল দাদাঠাকুরদের কথা অথবা প্রচলিত বাক্যসমূহ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদের এক এক জন এক একটী অস্ফুট ও বিকৃত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। তাহাদের নিকট 'সনাতন ধর্ম্ম কি' এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে, কেহ কেহ হয়ত কোন উত্তরই দিতে সক্ষম হইবে না এবং অপর সকলে বিভিন্ন প্রকার উত্তর প্রদান করিবেন। কেহ বলিবেন-সংসার করা, কেহ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন সেবা, কেহ পরোপকার, কেহ দরিদ্র সেবা দরিদ্র নারায়ণ সেবা, কেহ আতুর শুশ্রূষা, কেহ দেশ সেবা, কেহ কেহ বা নানা দেবদেবীর আরাধনা, কেহ কর্ম্ম, কেহ ভোগ, কেহ মোক্ষ ইত্যাদি বহু প্রকার উত্তর দিবে। এবম্বিধ বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণকারী সাধারণ মনুষ্যগণের মনোরঞ্জন করিতে গেলে প্রত্যেকের নিকট তাহারই বিশেষ অনুগত সেবকরূপে ভাব প্রকাশ অথবা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়রূপ একটি কৈতবপূর্ণ কল্পিত মত অবলম্বনের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সরল ভাষায় কপটতাকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করিতে না পারিলে কখনই লোকপ্রিয় হওয়া যায় না।

জগতে বারবনিতা বলিয়া একশ্রেণীর লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা বিভিন্ন লোকের রুচিকর বিভিন্ন প্রকার কপটতাপূর্ণ ভাব দেখাইয়া প্রত্যেকের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তাহাদের ঐ মনোরঞ্জনের মূলে স্বার্থসিদ্ধিরূপ একটি উদ্দেশ্য বর্ত্তমান। সেইরূপ বারবণিতার ন্যায় কপটভাবে লোকপ্রিয় হইবার চেষ্টার মূল অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যাইবে যে উহার মূলেও স্বার্থ সাধনরূপ একটী উদ্দেশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, হয় কনক, না হয় কামিনী অথবা প্রতিষ্ঠা উহার মূলে অবস্থান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত লোকপ্রিয়তা অনুসন্ধানের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি এবম্বিধ কপটতাকে আশ্রয় করতঃ স্বার্থসাধনকে ভজনীয় বস্তু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে তাহা দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের কথা ত' অনেক দূরে, কোন প্রকার ধর্ম্মই পালিত হইতে পারে না। এইরূপ লোক ধর্ম্মের ধার দিয়াও হাটে না, কেবল মাত্র ধার্ম্মিকের সাজে অপরের চিত্তরঞ্জন দ্বারা স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। মায়ামুগ্ধ বিশৃঙ্খল মার্গী বিষয়ী লোকগণের চিত্ত সেবাদ্বারা তাহাদের নিকট হইতে কনক, কামিনী অথবা প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় সত্য কিন্তু যমদণ্ড হইতে কখনও রক্ষা পাওয়া যায় না এবং সর্ব্বসাক্ষী শ্রীভগবান্‌কেও ফাঁকি দেওয়া যায় না। বর্ত্তমানে মন্ত্রব্যবসায়ী, ভাগবত ও গীতা পাঠক সম্প্রদায় কীর্ত্তন ব্যবসায়ী, বিগ্রহ ব্যবসায়ী, তীর্থপাণ্ডা, আউল, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ধার্ম্মিক ভক্তসজ্জার সর্ব্বদা ইহারা লোকের

মনোরঞ্জন আশায় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লাভ-স্বার্থসাধন বিষয়ে পটু। ইহারা অপরাপরের ভাব দেখান বটে কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিলে ঐ কনকাদি 'ত্রিবিধ' ক্লেশের একটী বা ততোধিক ব্যতীত কৃষ্ণ ভগবদ্ভাব বিন্দুমাত্রও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। 'নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়' আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়, ইত্যাদি মহামূল্য উপদেশ সমূহের মূল্য ইহাদের নিকট কাণা কড়ি সদৃশ। এই শ্রেণীর লোকের মঙ্গল চিন্তা করিয়া প্রেমবিবর্ত্ত বলেন :—

"আনের মন রাখিতে গিয়া
আপনাকে দিবে ফাঁকি।
মনের কথা গোরা জানে
কেমনে হৃদয় ঢাকি॥
লোক দেখান গোরাভজা
তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যচারি
গোরা ধরে চুরি॥
মনের কথা গোরা জানে
ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হ'লে গোরার কথা
বুঝিয়া লইবে॥
গোরার আমি, গোরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে
যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥
অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটিনাটি।

একটি প্রচলিত কথায় শুনিতে পাওয়া যায় 'দশ যেখানে, ধর্ম্ম সেখানে।' কিন্তু এ কি প্রকার ধর্ম্ম, তাহা কি আমরা কখনও বিচার করিয়া দেখিয়াছি। দশে গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় চলিতেছে, তাহারা জীবনের একটা উদ্দেশ্যই স্থির করে নাই এবং এই দেবদুর্ল্লভ মানবজন্মের সার্থকতা কি ও কিরূপভাবে ইহাকে চালান উচিত, কিছুই জ্ঞাত নহে। এইরূপ দশে মিলিয়া যে ধর্ম্ম কর্ম্ম কৃত হয় তাহা ভোগমোক্ষপ্রদ হইলেও হইতে পারে কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের সহিত ঐ ধর্ম্ম কর্ম্মের কোন সংস্রব নাই।

জগতে বৈজ্ঞানিক, বিচারক, মহামহোপাধ্যায়, এম্ এ, পি-এইচ্-ডি, এল্-এম্-সি, রায় বাহাদুর প্রভৃতি অনেক সদাচারপরায়ণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনিষী আছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের সকলেই নশ্বর জাগতিক বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। সাধারণ লোকে ইহাদিগকে বহু মানন করিয়া থাকে। ইহারা যেরূপ চরিত্র দেখান, জগতের সাধারণ জনমণ্ডলীও সেইরূপ শিখিয়া থাকে, কারণ শ্রেষ্ঠলোকগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইতরজনগণ তদ্রূপই শিখিয়া থাকে। ইহারা যদি সনাতন-ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুযায়ী জীবন চালিত করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ মনুষ্যগণও আত্মবিত্তর সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া মঙ্গলপথের আভাসও পাইতে পারিত, এবং স্বার্থপর কপট-লোকপ্রিয়তা-অন্বেষণকারিগণও তাহাদিগের বৃত্তির প্রশ্রয় না পাইয়া নিজ নিজ মঙ্গল চিন্তা করিবার সুযোগ পাইতে পারিত।

আদর্শ-জীবন শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তগণ জগৎ-পূজ্য এবং জগতের মহামঙ্গলকারী। তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে জীবের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল দূরে পলায়ন করে। তাঁহাদের মনোরঞ্জন পার্থিব কোন বস্তু বা চেষ্টা দ্বারা হইতে পারে না। ভক্ত্যুন্মুখী হইয়া নিষ্কপটভাবে শ্রীভগবৎ সেবাপর চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা যায়। লোক-প্রিয়তা অনুসন্ধানকারী যখন সরল হইয়া ভক্তপ্রিয়তা অনুসন্ধান করিবেন, তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন, যে তাহার পূর্ব্বচরিত্র তাহাকে কিরূপ ভীষণ রৌরবাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল। কঠোপনিষৎ বলেন:—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ॥
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে।
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥"

অর্থাৎ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটী মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ দুইটির তত্ত্ব সম্যগ্ রূপে জ্ঞাত হইয়া একটি বিমুক্তির কারণ ও অপরটি বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন এবং বিবেকহীন মন্দভাগ্য ব্যক্তিগণ যোগ অর্থাৎ অলব্ধ-বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন। স্বার্থপর কপট-লোকপ্রিয়তা অনুসন্ধানকারিগণ তাহাদের অলব্ধ কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি অনিত্য প্রেয়ঃ-বস্তুর লাভ ও সংরক্ষণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া অনন্তকালের নিমিত্ত অমঙ্গলকেই বরণ করিয়া থাকেন। সনাতন ধর্ম্মের (বিমুক্তি বা ভক্তির) প্রকৃত সাধকগণ কখনও লোকপ্রিয়তা ও কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার সেবাতৎপর নহেন—তাঁহারা নিরন্তর ভক্তভাবে শ্রীভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত।

স্বার্থপর কপটগণের কথা দূরে থাক কলির প্রিয় সেবক লোকপ্রিয়তা-অনুসন্ধানরূপ রাক্ষস অনেক সরলপ্রাণ শুদ্ধভক্তকেও গ্রাস করিয়া সর্ব্বনাশ সাধনে সর্ব্বদা চেষ্টাবিশিষ্ট। অতএব হে ভ্রাতা সকল,—ঐ রাক্ষস হইতে খুব সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে সাধু, শাস্ত্র ও সৎগুরুর উপদেশানুযায়ী নিজ নিজ জীবন চালিত করিয়া সনাতন-ধর্ম্ম (ভক্তি) লাভে যত্নবান হউন।

শ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের অনেকেরই নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হয়। কখনও মনে হয় যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, দেশ, ধন, সম্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া হরিভজন করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের আবার উৎসবাদি করিয়া হৈচৈ করিবার দরকার কি? তাঁহারা নির্জ্জনে মালা লইয়া কেবল সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। এই সকল কার্য্য করিতে গেলেই নিরন্তর হরিনামের ব্যাঘাত ঘটে—বিষয়িলোকের সঙ্গে গ্রাম্য কথা বলিতে হয়—বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন হইয়া হরিভজন হয় না—তাঁহারা কনক ছাড়িয়া আসিয়াছেন আবার সেই কনক বা টাকা পয়সা নাড়া চাড়া করিতে হয়, তাহাতে বিষয় সঙ্গ হইয়া পড়ে—কামিনী ছাড়িয়া আসিয়াছেন কিন্তু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য বা হরিকীর্ত্তন শুনিবার জন্য কি মহোৎসব-প্রসাদ পাইবার জন্য স্ত্রীলোক সমবেত হয় তাহাতে স্ত্রীলোক নজরে পড়িয়া বৈষ্ণবাচার রক্ষা হয় না—সংসারের প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া আসিয়াছে, এই সমস্ত বিরাট মহোৎসবাদি করার জন্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা আসিয়া পড়ে। পুষ্পান্ন, পেচরান্ন লুচি, দধি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীর, পায়েস, নানাপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য, বিবিধ প্রকার ফল-মূল, ছাপান্ন ভোগ, ছত্রিশ-ব্যঞ্জন প্রভৃতি করিয়া বহু অর্থ খরচ করিবার দরকার কি? কেবল ভূত ভোজন করিয়া এত অপব্যয় করিবার আবশ্যক কি? উৎসবে এত টাকা খরচ না করিয়া কিম্বা একেবারেই এসব ব্যাপার না করিয়া এই অর্থের দ্বারা দুর্ভিক্ষের সাহায্য—এপিডেমিকের ঔষধ বিতরণ—দরিদ্রকে বস্ত্রদান—দরিদ্র ছাত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার সহায়তা—সহায়হীনা বিধবার আশ্রম—লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ার প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্য করিলে সত্য সত্যই জীবের যথেষ্ট উপকার করা হইত—উৎসব করিয়া যাহাদের অভাব নাই তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বা দরিদ্রকে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাওয়াইয়া আর কি পরোপকার হইবে? ইত্যাদি অসংখ্য অসংখ্য সন্দেহ আসিয়া পড়ে, সেইগুলি ভাল করিয়া মিটাইয়া না লইলে আমরা বৈষ্ণবের অমন্দোদয়-দয়ার (যাহা দ্বারা জীবের কোন মন্দ হয় না বরং চরম মঙ্গল হয়—সমস্ত অঙ্কুরের মূলটি বিনষ্ট হইয়া যায় এরূপ দয়ার) কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন—শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীপ্রভু শ্রীউপদেশামৃতে ভক্তির উন্নতি করিবার জন্য ছয়টী উপায়ের কথা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন একটী। পূর্ব্বপূর্ব্ব মহাজনগণ বা গুরুবর্গ যেরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন তাহার অনুসরণ করার নামই তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন। সাধুগণ যাহা করেন বাহিরে লোক দেখান সেরূপ করিলে তাহাকে অনুকরণ বলে—অনুসরণ বলে না। কৃষ্ণের প্রীতির জন্য অন্তরে বাহিরে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে গুরু বর্গের আদর্শ দেখিয়া যথাযথ সেইরূপ আচরণ করার নাম অনুসরণ বা তত্তৎ-কর্ম্মপ্রবর্ত্তন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব ইতিহাসে এইরূপ উৎসবাদির বহু আদর্শ দেখিতে পাইব। পূর্ব্বদিন আমরা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপালের আদেশে বিরাট অন্নকূট উৎসবও গোপালের রাজসেবা প্রকাশ করার কথা আলোচনা করিয়াছি। তিনিও ত' বৃক্ষতলবাসী নিরন্তর নামভজনানন্দী ছিলেন—অযাচকভাবে যাহা পাইতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন, নিজে চেষ্টা করিয়া কিছু পাইতেন না—শুধু তাই নয় অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ঈশ্বর-পুরীর নিকট দীক্ষা লওয়ার অভিনয় করিয়াছিলেন সেই ঈশ্বরপুরীর শ্রীগুরুদেব তিনি, এরূপ মহাজনও ঐ প্রকার বিরাট উৎসব—শ্রীবিগ্রহের রাজসেবা প্রভৃতি করিলেন কেন? যদি ঐরূপ সেবা কার্য্যে তাঁহার নিরন্তর নাম ভজনের ব্যাঘাত হইত—যদি গ্রাম্য কথা হইত যদি, সঙ্গ দোষ হইয়া চিত্ত মলিন হইতে—জীবের সত্য সত্যই যদি বিশেষ মঙ্গল না হইত কেবল মাত্র হৈ চৈ—ভূতভোজন প্রভৃতি হইত তবে তিনি ঐরূপ কার্য্য কখনই করিতেন না এবং শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপালও তাঁহাকে ঐ প্রকার আদেশ করিতেন না। সুতরাং তাঁহারও তাঁহার অনুসরণকারী ভক্তগণের বাহ্যদর্শনে বিষয়ীর মত আচরণের গূঢ় তাৎপর্য্য কি? তাহা স্থিরচিত্তে বিচার করা আবশ্যক। জগতে বিভিন্ন প্রকারের লোক দেখা যায়, তন্মধ্যে তাঁহাদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। নীতিশূন্য কুকর্ম্মীর নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি বাসনা এত প্রবল যে তাহারা অসংযত হইয়া পাপকার্য্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা করিয়া থাকে। নৈতিক ব্যক্তি পুণ্যবান্, তাঁহারা একটু সংযত হইয়া পুণ্যময় কার্য্য

করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অখিল-চেষ্টা করেন, তাঁহাদের হরিসেবার অনুষ্ঠানও নিজের প্রীতির জন্য। কর্ম্মীদের পুণ্য-কার্য্যের ফলে যে স্বর্গাদি সুখ তাহা অনিত্য দেখিয়া জ্ঞানিগণ ত্যাগের অভিনয় করিয়া গুপ্তভাবে নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির বা ভোগের চেষ্টা করেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী সকলেই 'জীবের স্বরূপ কি ?' 'আত্মার নিত্য-ধর্ম্ম কি ?' তাহা জানেন না বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ভ্রমযুক্ত। কিন্তু ভক্তগণ জানেন সমস্ত জীবই কৃষ্ণের নিত্যদাস, নিত্যকাল কৃষ্ণের প্রীতির জন্য অখিলচেষ্টা করাই জীবাত্মার স্বভাব বা নিত্যধর্ম্ম। তাঁহারা সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া কোন দ্রব্য ভোগ করেন না এবং ত্যাগও করেন না। তাঁহারা বিষয়ীর নিকট হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য টাকা কড়ি ও ভাল ভাল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দেন অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ভিক্ষুকের বেশে যাইয়া তাঁহাদের হাতে পায়ে ধরিয়া কৃষ্ণের নাম, গুণ বা চেতনের বাণীকীর্ত্তন করেন—ভবরোগের ঔষধস্বরূপ সেই হরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিষয়িগণের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত অর্থও দ্রব্যাদির মালিক একমাত্র কৃষ্ণ, ইহাই জানিয়া তাঁহারা তাহা সাধুর হস্তে অর্পণ করেন; সাধুগণ সে সকল লইয়া কৃষ্ণের অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহের নিকট অর্পণ করেন, পরে কৃষ্ণের অধরামৃত বা ভবরোগীর পথ্য মহাপ্রসাদ সমস্ত জীবকেই বিতরণ করেন। এই ঔষধ ও পথ্য যুগপৎ পাইয়া জীবের ভবরোগ বা অবিদ্যা দূর হয়—সমস্ত দুঃখের মূলটী বিনষ্ট হয় বলিয়া আর চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হয় না—গোলোক বৃন্দাবনে যাইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণসেবানন্দে মত্ত থাকিবার সৌভাগ্য হয় সুতরাং ইহা অপেক্ষা জীবের কল্যাণ আর কি হইতে পারে ? কর্ম্মিগণ অন্নদান, বস্ত্রদান, ঔষধ-দান, বিদ্যাদান প্রভৃতি দ্বারা জীবের দেহ ও মনের যে ক্ষণিক উপকার করেন তাহা হাতুড়ে চিকিৎসকের উপসর্গের চিকিৎসার ন্যায় ক্ষণিক উপকার হয় মাত্র, তাঁহারা সাধুগণের মত সমস্ত অভাবের বা দুঃখের মূলকারণ কৃষ্ণবিমুখতা দূর করিতে পারেন না বলিয়া অনন্ত কাল অনন্ত দুঃখ আসিয়া জীবের সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে. সেই জন্য পুণ্যবান্ কর্ম্মীর দয়ার নাম মন্দোদয়-দয়া এবং ভক্তের দয়া অমন্দোদয়-দয়া।

পতিব্রতা নারী পতির প্রীতির জন্যই দিবারাত্র সমস্ত কার্য্য বিশেষ চেষ্টার সহিত করেন অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ দিয়া পতির সংসারে ভাল ভাল দ্রব্য দিয়া পতি-সেবা করেন এবং তাঁহারই (পতির) প্রীতির জন্য পুত্র, কন্যা, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, পতির বন্ধু, অতিথি, দাস, দাসী প্রভৃতির সেবা করেন ও গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য যত্ন করেন, এস্থলে বহু ব্যক্তির ও অনেক দ্রব্যের পরিচর্য্যা করার জন্য তাঁহার যেরূপ পতিনিষ্ঠার অভাব হয় না সেইরূপ কৃষ্ণৈকশরণ ভক্ত ও কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা করেন অর্থাৎ কৃষ্ণের সংসারে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই) তাঁহার সংসার। উত্তম উত্তম দ্রব্যাদিয়া ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন দিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং বিশ্ববাসী সকলকেই কৃষ্ণের দাস বা তাঁহার সন্তান জানিয়া ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের মঙ্গলের জন্যই মহোৎসবাদি করিয়া সকলকে ভবরোগের ঔষধস্বরূপ হরিনাম ও পথ্যরূপ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া জীবসেবা বা কার্ষ্ণসেবা করেন (কারণ কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও হরিনামই তাঁহাদের নিত্য-কৃত্য) তাহাতে তাঁহাদের কৃষ্ণৈকশরণভাব অভাব হয় না, সুতরাং সাধুগণের অনুষ্ঠিত মহোৎসব দ্বারা অর্থের অপব্যয় হয় না—অসৎ সঙ্গ হয় না—গ্রাম্য-কথা হয় না—চিত্তমলিন হয় না—বিষয় সঙ্গ হয় না—কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার আক্রমন করে না—নিরন্তর হরিনামের ব্যাঘাত হয় না এবং তাহা হৈ চৈ নহে—ভুক্ত-ভোজন নহে—ভোগের চেষ্টা নহে বা ত্যাগের চেষ্টাও নহে, তবে তাহা কেবল **কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা**।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১০ হৃষীকেশ ২৫ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণৈকা-দশী দি ১০।৪১ পুনর্ব্বসু প্রাতঃ ৬।৯ পরে পুষ্যা রা শে ৫।১৫ **একাদশীর উপবাস।**

১১ হৃষীকেশ ২৬ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৭ অ ৬।৬ কৃষ্ণাদ্বা-দশী দশী দি ৯।৫ অশ্লেষা ভাব রা ৪।৪২ প্রাতঃ ৬।৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১২ হৃষীকেশ ২৭ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর বুধ-বার অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৮ অ ৬।৫ কৃষ্ণত্রয়ো-দশী শশী দি ৭।৫৪ মঘা ভূতাদ্যা রা ৪।৩৫

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

শ্রীমায়াপুরে—
জন্মাষ্টমী উৎসব ও নন্দোৎসব

শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মভিটা **'যোগপীঠে'** এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচা-র্য্যের ভবনে স্থাপিত **'শ্রীচৈতন্যমঠে'** গত ২২শে ও ২৩শে ভাদ্র মহাসমারোহের সহিত যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও নন্দোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জন্মাষ্টমীর দিবস ২২শে ভাদ্র অরুণো-দয় হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পাঠ, কীর্ত্তন হইয়াছে। অনেক সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি শুদ্ধভক্তগণের সহিত 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠস্থ **'পরবিদ্যাপীঠে'র** ছাত্র-বৃন্দ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় উপ-বাস করিয়া হরিসংকীর্ত্তনে যোগদানপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য প্রদর্শন করি-য়াছেন। অর্চ্চন ও আরতি সম্পন্ন হইলে তাঁহারা মঠস্থ অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত মহাপ্রসাদ সম্মান পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় বিশ্রাম করেন। পুনঃ ৪ ঘটিকার সময় মঙ্গল-আরতি কীর্ত্তন করেন। নন্দোৎসব দিবস প্রাতঃকালে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। বেলা ৯ টার সময় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হরিসঙ্কীর্ত্তন শ্রীযোগ-পীঠে গমন করেন। তথায় মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের নিকট দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহ আবেগের সহিত কীর্ত্তন হয়। তৎপর কীর্ত্তনান্তে, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আকণ্ঠ পুরিয়া চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। মহাপ্রসাদ সম্মানের সময় মুহুর্মুহু 'হরিধ্বনি' 'দীয়তাম্' 'ভোজ্যতম্' প্রভৃতি নিষ্কপটতাপূর্ণ সুমধুর রবে প্রত্যে-কের অন্তঃকরণেই এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল।

নানা কথা

নদীয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

নদীয়া জেলার অধিকাংশ গ্রাম জঙ্গলে পরিপূর্ণ। যে সকল ডোবায় বর্ষার বারিপাতে জল জমিয়াছে তথায় বৃক্ষের পত্রাদি পতিত হইয়া পচিতে আরম্ভ হইয়াছে, ফলে মশকের সংখ্যা অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে ম্যালে-রিয়ার প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। নদীয়া জেলার সর্ব্ব প্রধান সহর কৃষ্ণনগরের পথি পার্শ্বে পর্য্যন্ত আগাছার অভাব নাই। যদি ম্যালেরিয়াল বোর্ড... এই আগাছাগুলি সমূলে উৎপাটিত করিবার এবং ডোবা গুলিতে কেরোসীন তৈল নিক্ষেপের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক স্থানের জমিদারগণ যদি স্বীয় প্রজাদের সহিত ঐ কার্য্যের সহায়তা করেন তাহা হইলে এই জেলায় লোকের স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইতে পারে, কারণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় এই জেলায় শতকরা প্রায় ৮০ ব্যক্তিই ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকে।

'রোমার'

'রোমার' বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে বৃহ-ত্তম বিমান পোত। ইউরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় গমনাগমনের নিমিত্ত ইহা জার্ম্মানিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই বিমান পোতের দৈর্ঘ্য ৮১ ফুট, এবং ইহার পাখার দিক ১২১ ফুট। বোঝাই হইলে ইহার ওজন প্রায় ১৯ টন হয়। ইহার গতি ঘণ্টায় ১২০ মাইল। ইহাতে ১২ জন যাত্রীর এবং ৫ জন বৈমানিকের উপবেশনের স্থান আছে। 'রোমার' ভার্ড অন্তরীপ দ্বীপপুঞ্জ হইতে ফার্ণাণ্ডো লোরোনহা পর্য্যন্ত দেড় হাজার মাইল এক দমে যাইবে।

---

২০ টাকা সুদে ১৩ লক্ষ টাকা

টাঙ্গাইলের ৫ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মগরা গ্রামের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র পাল জনৈক মুসলমান স্ত্রীলোককে টাকায় দুই আনা হার সুদে বিশটাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। ১৩২২—১৩৩৫ এই চৌদ্দ বৎসরে চক্রবৃদ্ধি হিসাবে উহা ১৩লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। মহিম বাবু ৫ শত টাকা দাবীতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইয়াছেন।

প্রকাশ, মহিম বাবু আসল টাকা মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট টাকা লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবেন।

ট্রেণ সংঘর্ষ নিবারণের চেষ্টা

মিঃ ডেনকস্ ও মিঃ ভ্যানকুইনি নামক রোমের ২ জন রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার বলেন যে, তাঁহারা ট্রেণ সংঘর্ষ সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রায় নিবারণ করিবার এক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। পাশাপাশি ২ লাইন দিয়া ট্রেণ যাতায়াতের সময় এক-খানি ট্রেণ লাইনের জোড়ার মুখে আসিলেই অপর ট্রেণের এঞ্জিনের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে দীপ জ্বলিয়া উঠা মাত্র ব্রেক আপনা হইতে কসিয়া যাইবে। প্রকাশ পরীক্ষা করিয়া ইহার সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত

আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে ও শুদ্ধ ভক্তের মুখে অপ্রাকৃত শব্দ শুনিতে পাই। ভক্তিগ্রন্থাদিতে প্রাকৃত শব্দেরও অনেকস্থলে উল্লেখ দেখা যায়। এই দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও গুরুগণ কি লক্ষ্য করেন তাহাই আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয়।

প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া সর্ব্বকারণকারণরূপে স্থায়িতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতুহল হয়। মানব-জ্ঞান যে কালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা অব্যক্ত প্রকৃতি সংজ্ঞা দেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সকলই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাহার ইন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি বা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে রজঃ সত্ত্ব ও তম আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করে। সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্তা রক্ষা করে। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ-সাধন করে। সত্ত্ব প্রান্তে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমো গুণ সুতরাং ঐ সকল গুণের সত্তা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটিকে ভগবানের গুণ অবতার বলা হয়। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু। সত্ত্বগুণের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহাকে প্রকৃতি বা জড় কলুষ স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা এবং তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিনাথ হইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমধর্ম্মে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না, কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সমতা লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য ব্রহ্মা ও রুদ্রকে আবরণযুক্তশক্তিধারী বিষ্ণু মায়াশক্তির গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। বিচারহীন অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাবতারের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ।

প্রাকৃত রাজ্যে ফলভোক্তা বদ্ধজীব। তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা রবিকিরণ তপ্ত গতচেতন পাংশু। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা অনিত্য বস্তু ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে ভ্রমণকারী পথিকরূপে অভ্যাভিলাষের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অনুপাদেয় জড়দ্রব্য-ভোগবুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করেন। ইহাই তাঁহার স্বরূপ বিভ্রান্ত বা মতিভ্রংশতা। আপেক্ষিক দুঃখভার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে সুখী মনে করেন আবার ভোগপিপাসার প্রাবল্যে ভোগদ্রব্যের অপ্রাপ্তিতে সুখরহিত দরিদ্রতায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে দুঃখী জ্ঞান করেন। প্রাকৃত বস্তু সত্তার মূল শক্তি প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নির্ম্মল জড় ভোগরহিত নিজ স্বরূপানুভূতি তটস্থ দর্শে আবদ্ধ। গুণ-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তি ও অপরটী তটস্থা-শক্তি। তটস্থা-শক্তি পরিণত জীব, বহিরঙ্গা-শক্তির গুণসমূহকে আবাহন করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তির পরিণামই অপ্রাকৃত চিজ্জগত। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণুই তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপ বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগ্য রূপে সেবা বিধান করেন। জীব অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে ব্যস্ত নন, পরন্তু হরিভজনই তথায় তাঁহার নিত্য-কৃত্য। প্রাকৃত জগতে যেরূপ সুখদুঃখ ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে তদ্বন্দ্বে তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবাকার্য্যে আনন্দবিধান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষ মতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে তটস্থ ভাবময় নিঃশক্তি অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে অপ্রাকৃত শব্দের অর্থ নিত্য বিচিত্রতাহীন অবস্থার শব্দ মাত্র। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে ত্রিবিধ তাপে প্রতপ্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই রাখে না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য-প্রকাশনসমর্থা অন্তরঙ্গাশক্তি, জড়ের হেয়তা, সসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎ সেবাজনিত আনন্দ ও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধরাজ্যে অনুভববিশিষ্ট হইয়াও তাহা পরিহারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন। কেবল জড় নিষ্ক্রিয়তার ও নিজের বদ্ধ ভোক্তাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবা-বিমুখ তর্কপ্রমাদির বাধ্য হইলে জীবকে কখনই প্রাকৃত অভিমান ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠ বস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগ বাসনা বিদূরিত হয়। পার্থিব বা মাটিয়া অনুভূতি বদ্ধজীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতসেবাপর হইলে প্রাকৃত জড় বলের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি হয় এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের ফল্গু পরিমাণ লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীর অধ্যাত্ম শব্দে অপ্রাকৃতত্বের গন্ধচিত্র থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃতশব্দোদ্দিষ্ট নির্ম্মল রাজ্য নহে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন বলিলে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধ-ভোগপর প্রদেশ বিশেষ বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়াশক্তিরহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের উভয়ের মাটিয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে। মায়াশক্তির ক্রিয়া রহিত চিদ্বৈচিত্র্য কৃষ্ণসেবাময় ত্রিপাদবিভূতি বিশিষ্ট ভূমি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের সদৃশতা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্ব ও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানীসম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত লীলা ও তদ্রূপ বৈভব তাঁহাদের জড় ভোগচিন্তার অন্যতম অথবা মনোধর্ম্ম ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের আগন্তুকা বিশেষ। কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ ভাব প্রাকৃত, অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধভাব বিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় তাঁহাদের অপরাধ ফলে এরূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকারভেদ, অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

মনঃশিক্ষা।

(শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপ কবিভূষণ)

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের মনোভীষ্ট স্থাপনকারিগণের মধ্যে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী অগ্রণী। শ্রীপাদ সনাতন প্রভু সম্বন্ধাচার্য্য, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী অভিধেয়াচার্য্য, ও শ্রীপাদ দাস গোস্বামী প্রয়োজনাচার্য্য। ইঁহারা আচরণ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট স্বরূপে প্রচার করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ দাস গোস্বামী নীলাচলে ষোড়শবর্ষকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদারবিন্দপার্শ্বে তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীপাদস্বরূপদামোদর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ লালিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা অপ্রকটের পর শ্রীপাদ দাস গোস্বামী নীলাচল হইতে আসিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধি লীলাকণ্ঠ-স্বরূপে শ্রীপাদ রূপসনাতন নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর লিখিত গ্রন্থ ত্রয় 'স্তবাবলী' 'শ্রীদানচরিত' এবং 'মুক্তাচরিত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর স্তবাবলীর মধ্যে 'মনঃশিক্ষা' একটী উত্তম শিক্ষাগ্রন্থরত্ন। মনঃশিক্ষা ভক্তগণের ভজন কথার শোধন করিয়া প্রেমভক্তিকে পুষ্টি করে। প্রত্যেক ভক্তি সাধকের এই মনঃশিক্ষা কণ্ঠমণি স্বরূপে ধৃত হইলে সত্বর মঙ্গলপ্রদ হইবে। মনঃশিক্ষার প্রথম শ্লোকে তিনি আমাদিগকে দম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ ও তদীয়গণের প্রতি পরম প্রীতি স্থাপনের উপদেশ করিতেছেন।

গুরৌ গোষ্ঠে, গোষ্ঠালয়িষু, সুজনে
ভূসুরগণে,
স্বমন্ত্রে, শ্রীনাম্নি, ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদাদম্ভং হিত্বাকুরুরতিমপূর্ব্বামতিতরামরে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥

অগৎ স্বামীকে লক্ষ করিয়া মনকে কোমল সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে ভাই মন, তোমার চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছি যে কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগ, এই সকল ঔপাধিক সাধন যখন কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগ ছাড়াইতে পারে না, তখন দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া শ্রীগোবিন্দ পাদারবিন্দ ভজন করা শ্রেষ্ঠ, তাহা তুমি জানিয়াছ কিন্তু এক শ্রীগোবিন্দ ভজন করা দাম্ভিকতা মাত্র, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি অসম্মত। যথা শ্রুতি,—

"তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"
মুণ্ডক ৩।১।১০ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় সংপ্রাপ্তিকামী ব্যক্তি, ভগবদ্ভক্ত ভাগবতগণের ও অর্চ্চনা করিবেন শ্রুতি যথা,—

উহা নিত্য চারণবাপর, অবিনাশী, সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অবস্থিত।

অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্
নার্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং
দাম্ভিকা জনাঃ॥

অর্থাৎ গোবিন্দের অর্চনা করিয়া তদীয় ভাগবতগণের যাঁহারা অর্চনা করেন না, তাঁহারা বিষ্ণুপ্রসাদ লাভের যোগ্য নহেন, পরন্তু তাঁহারা দাম্ভিক ব্যক্তি। পাদ্মোত্তর খণ্ডেও ঐরূপ উপদেশ পাওয়া যায়। অতএব হে মন, শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয়গণের প্রতি নিষ্কপট রতি অর্থাৎ সুদৃঢ় শ্রদ্ধা কর। শ্রীগুরুদেব, ব্রজধাম, ব্রজবাসী, শুদ্ধ ভক্ত, ভূসুরগণ, ইষ্ট-মন্ত্র, শ্রীভগবন্নাম, এবং শ্রীবার্ষভানবী, এই অষ্টতত্ত্বই শ্রীগোবিন্দের তদীয়। শ্রীগুরুদেব তদীয় প্রথম। জীবগণ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে ত্রিতাপ জ্বালায় সংদহ্যমান যে অবস্থায় হইতে থাকে সেই কালে শ্রীগুরুদেব হরিপ্রিয়গণের বৈষ্ণবজনরূপে, আনন্দময়ের আনন্দ সংবাদ দানে জীবগণকে অভয় প্রদান করেন। শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর একান্ত অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—আদি ১ম পরিচ্ছেদ,

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষা গুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥ ৩৫॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥৪৫॥

শ্রীভাগবত বলেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুকে মর্ত্ত্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥৪৭॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত স্বরূপে॥ ৫৮॥

তদভিন্নত্বদর্শ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-প্রণীত ভক্তিসন্দর্ভ ২০২-২০৩ ২০৮ ও ২০৯ সংখ্যা, আলোচনা করিলে এই সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুট হইবে। তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"অকিঞ্চনা ভক্তিই অভিধেয়, তাহা কৃষ্ণভক্ত সঙ্গেই লভিতব্য হয়। আদৌ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গক্রমে শ্রদ্ধা লাভ করিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়। তৎসঙ্গফলে সেব্য ভগবানের আবির্ভাব বিশেষে রুচি জন্মে। কৃষ্ণ বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে শুক্রূষিসম্পন্ন জীব এক অথবা একাধিক গুরু আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করেন। শ্রীভজনগণ ভক্তিপ্রাপ্তিগণের রুচি প্রবৃদ্ধ হইলে তপন্থ, অন্যান্য রুচিগণের ন্যায় বিচার প্রধান পথ নহে। এতদুভয়েরই প্রাক্তনপ্রবণগুরুই সেই সেই ভজনবিধি শিক্ষা গুরু হয়। মন্ত্রগুরু এক; অনেক গ্রহণের নিষেধ আছে। শ্রবণ-গুরু ও ভজনশিক্ষা-গুরুর প্রায়ই এক; শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। এবিষয়ে শ্রবণ-গুরু হইতেই শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ ঘটে। গুরুদেবের মন্ত্রদীক্ষা রূপই অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সন্নিধ প্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত বৎসর আসিয়া গুরুভক্তি বর্জ্জিত জীবকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধার বিহীন নৌকার ন্যায় তাহারা সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না। গুরুসেবাদ্বারা কৃষ্ণলাভ হয়। 'আমি অধিক বুঝি, গুরুতে অন্য কি উপদেশ দিবেন এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধ বশতঃ কৃষ্ণভক্তিলাভ হয় না।" উপর্য্যুক্ত সন্দর্ভসার হইতে জানা যাইতেছে যে যাঁহারা গুরুকরণ স্বীকার করেন না তাঁহারা দাম্ভিক। পুনরায় ২১০ সংখ্যায় বলিয়াছেন, যে "ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুত্রয়ের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে"।—ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে যাঁহারা সদগুরু আশ্রয় না করিয়া অযোগ্য ব্যবহারিকাদি গুরুত্রয় আশ্রয় করিবার ভাণ করেন তাঁহারাও দাম্ভিক। অতএব তদীয় গুরুদেব সম্বন্ধে দাম্ভিক দুইপ্রকার দেখা গেল। সদ্গুরুচরণ আশ্রয় না করা এবং অসদগুরুকে সদগুরু বলিয়া আশ্রয় করা।

২। **ব্রজধাম তদীয় বস্তু।** ধাম-অনাদরও দাম্ভিকতা। ধাম সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—আদি ৪র্থঃ

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥ ৬৪॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাশন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥ ৬৫॥

শ্রীধাম সম্বন্ধে বিস্তার জানিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত সন্দর্ভ ১১৭ সংখ্যা ও অন্যান্য স্থল দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ গৌরব ভয়ে লেখা হইল না। তাহারই সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতায় এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

সাশক্তি সন্ধিনী ভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তা স্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী॥

অর্থাৎ ব্রহ্মের পরাশক্তির তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপলব্ধি হয়, সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। তন্মধ্যে সন্ধিনী শক্তি হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদয় হইয়াছে। সেই সন্ধিনী শক্তিই, পীঠ-সত্তা-স্বরূপে বৈকুণ্ঠ-রূপিণী হইয়াছেন। ধাম দ্বিবিধ, ঐশ্বর্য্য প্রকোষ্ঠ ও মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠ। অনন্ত স্বরূপে অনন্ত ঐ সুর্ক্ষ্যায় চতুর্বিংশ পরব্যোম্ নাহিক লোকই ঐশ্বর্য্য প্রকোষ্ঠ যথাঃ (চৈঃ চঃ মধ্য ২১ পঃ)

মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাহা করেন বিহার॥ ৪৭
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাহা ভাণ্ডার কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি॥

গোলোক বৃন্দাবন, মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠ। যথা ঐ

অন্তঃপুরে গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।
যাহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ॥
মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাহা রাসাদি লীলা সার॥

মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠ স্বরূপ ব্রজধাম দ্বিবিধ, শুদ্ধ মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠ, ও ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠ। শুদ্ধ মাধুর্য্য প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা সম্ভোগ নিত্যকাল হইতেছে, এবং ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠে, শ্রীগোবিন্দের মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলা নিত্যকাল হইতেছে। ঔদার্য্য প্রকোষ্ঠই নবদ্বীপ সমন্বিত নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত।

যথা অনন্ত সংহিতা—

তৎ প্রভাবা ত্রিধা সম্বিৎ হ্লাদিনী
সিদ্ধিনী প্রিয়ে।
সন্ধিনীধামনামাদেহ রে সাক্ষাৎ
প্রকাশিনী॥
ভগবান্ সচ্চিদানন্দ শোভমানাস
সন্ধিনীম্॥
সাসন্ধিনী নবদ্বীপমকোরদশি গোচরম্॥

অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ শক্তির সম্বিৎ, হ্লাদিনী ও সন্ধিনী এই ত্রিবিধ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সন্ধিনী শক্তির সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীহরির ধাম নামাদির প্রকাশ করিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রেরণায় সন্ধিনী শক্তি শ্রীনবদ্বীপ ধামকে লোকের নয়নগোচর করিয়াছেন। অতএব ব্রজধামের ঔদার্য্য প্রকাশ প্রকোষ্ঠ শ্রীমন্নবদ্বীপ ধামকে যাহারা ব্রজধাম বলিয়া অজ্ঞান বশতঃ আদর করেন না, বা নবদ্বীপ ধামে বাস করিয়াও যাহারা জানেন না যে ব্রজ ভূমিতেই বাস করিতেছি তাঁহারা ধাম অনাদরে দাম্ভিক। শাস্ত্রে বলেন যে,—(ঊর্দ্ধ আম্নায়-তন্ত্রে)

ভাগীরথী তটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্তু গোকুলম্।
তস্যা তটে পশ্চিমেহি বৃন্দাবনং বিদুর্বুধাঃ॥

অর্থাৎ ভাগীরথী পূর্ব্ব তটে মায়াপুরই গোকুল, ও তাঁহার পশ্চিম তটে বৃন্দাবন অবস্থিত বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

যথা মম প্রিয়া রাধা তথা বৃন্দাবনং মহৎ।
তথৈবং মদ্ভূমি ইতি সত্যবাদাম্যহম্॥
বৃন্দাবনে যথানিত্য বসামি রাধয়াসহ।
রাধয়া মিলিতাঙ্গোহং তথৈবাস্মিন্ সদাবসে
(অনন্তসংহিতা)

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪৯)

ওড্রদেশাদ্দেবো গৌড়ং সীমায়াং বৃন্দাবনং গো
হিতৈষু শাখিনাং সেবন্তং স্মরামি শচীসুতং॥

পুরী হৈতে গৌড়দেশে করিলা গমন।
মনে ইচ্ছা গৌড় দিয়া যাব বৃন্দাবন॥
উৎকল-সীমার যত, ফিরাইলা নিজ ভক্ত
সেই শচীসুত-সেবে স্মর মোর মন॥

(৫০)

শ্রীবাসং বাসুদেবঞ্চ রাঘবং স্ব স্ব মন্দিরে।
দৃষ্ট্বা শান্তিপুরং যাতো বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দরম্॥

শ্রীবাস রাঘব বাসুদেব আদি করি।
স্ব-স্ব মন্দিরে দেখি আইলা শান্তিপুরী॥
ভক্তজন-প্রাতা অধম পতিত ত্রাতা
গৌরাঙ্গ সুন্দরে আমি সর্ব্বক্ষণ স্মরি॥

(৫১)

শ্রীবিদ্যানগরং গচ্ছন্ বিদ্যাবাচস্পতের্গৃহম্।
কুলিয়ায়াং নবদ্বীপে যযৌ ত স্মরহং ভজে॥

বিদ্যাবাচস্পতি গৃহ শ্রীবিদ্যানগরী।
(পাঁচদিন রহিলেন তথা,—কৃপা করি॥)
গঙ্গার পশ্চিমে ধাম
কুলিয়ানগর নাম,
মাধব দাসের বাটী আসিলেন ফিরি।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গে আমি সর্ব্বক্ষণ স্মরি॥

(৫২)

বিদ্যারূপোন্নতধনজনৈর্যা নলভ্যা নরেণ
তাং চৈতন্যপ্রভুবরকৃপাং দৈন্যভাবাদবাপ
দেবানন্দঃ কুলিয়ানগরে যত্র ভক্তান্ প্রপূ
বন্দে গৌরং বিমলবিভবাং শুদ্ধভক্তৈক
লভ্যাম্।

বিদ্যা রূপ ধনজনে মনুষ্যের গণ।
চৈতন্যপ্রভুর কৃপা না লভে কখন॥
দেবানন্দ দৈন্যভরে, কুলিয়ানগর পরে,

অর্থাৎ,—"হে অনন্ত, শ্রীরাধিকা যেরূপ আমার প্রিয়া শ্রীবৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ ধামও আমার তাদৃশ প্রিয়, ইহা সত্য বলিতেছি।" "হে অনন্ত আমি যেরূপ শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করি, সেইরূপ শ্রীরাধিকার সহিত সম্মিলিত স্বরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা এই নবদ্বীপে বাস করিতেছি।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলেন যে যাঁহারা গৌরমণ্ডল ভূমিকে সন্ধিনীশক্তি প্রকটিত চিন্তামণিস্বরূপে জানেন, তাঁহাদের ব্রজভূমিতেই বাস হয়।

গৌরমণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজ ভূমে বাস।

নিত্যানন্দের, তৎসমস্ত [illegible] প্রকার ধামের অভিলাষ দিলেন।

(ক্রমশঃ)

সেই কৃপা-ভরে স্মরি' যার অনুক্ষণ।
... যোগে যদি অনুক্ষণ॥

(৫৩)

বৃন্দারণ্যেঽর্ণবতটতো গৌড়দেশে প্রবৃত্তিং
বুদ্ধ্বা যেনাদ্য মরুক্ষবলাৎ সাগ্রজং রূপমেব
ত্যক্ত্বোৎকং পুনরপি যযৌ যঃ স্বতন্ত্রঃপরাত্মা
তং গৌরাঙ্গং স্বজনতরণে স্বঃচিন্তং স্মরামি॥

বৃন্দাবন-গমন-ছলে করি আগমন,
গৌড়ে মাতা করিলা দর্শন।
যবন-কবল হৈতে উদ্ধারিলা যেহবীতে
স্ব পার্ষদ রূপ সনাতন।
রামকেলিগ্রাম হৈতে ফিরি গেলা উৎকলেতে
পরাত্মা স্ব-তন্ত্র স্বেচ্ছাময়।
সেই শ্রীগৌরাঙ্গ হরি হৃষ্টচিত্তে নিত্যস্মরি
স্বজনতারণ দয়াময়॥

(৫৪)

সঙ্গং হিত্বা বহুবিধনৃণাং ভদ্রমেকং গৃহীত্বা-
যাত্রাং বৃন্দাবনপুরমতির্বন্যকান্তারমত্রঃ।
ব্যাঘ্রব্যাপ্রভৃতিক পশূন্ মাদয়িত্বাঽপশক্যা
তংস্কানৈঃ পশুমতিহরং গৌরচন্দ্রং
স্মরামি॥

বহুবিধ জন সঙ্গ ছাড়ি প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ
বলদেব ভট্ট করি সঙ্গে।
বনপথে বৃন্দাবন যাইতে একান্ত মন
আত্মস্বরূপ চলিলেন রঙ্গে।
ব্যাঘ্র ভল্লুক কত বন্য পশু শত শত
ভক্তি দিয়া করিল উন্মত্ত।
স্বীয়শক্তি দান করি পশুগণ-মুগ্ধকারী
গৌরচন্দ্রে স্মরি আমি নিত্য॥

(৫৫)

বৃন্দারণ্যে গিরিবর-নদীন্ গ্রামরাজীং
বিলোক্য
পূর্বক্রীড়া-স্মরণ-বিবশো ভাবপুঞ্জস্য মোহ।
তস্মাদ্ভদ্রো ব্রজবিপিনতশ্চালয়ামাস যস্ত
তংগৌরাঙ্গং নিজজনবশং দীনমূর্ত্তিংস্মরামি॥

গোবর্দ্ধন গিরি বৃন্দারণ্য হেরি,
শ্রীযমুনা নন্দগ্রাম।
ভাবের আবেশে বিবশ হইলা
স্মরি পূর্ব্ব ক্রীড়াস্থান॥
তাহা দেখি ভট্ট বৃন্দাবন হৈতে
আনিলা বাহির করি।
নিজজন বশ সুদীন মূরতি
সেই শ্রীগৌরাঙ্গে স্মরি॥

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-সমাচার

শাক-সব্জী

আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ শাক-সব্জীর অত্যধিক আদর করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা বলেন, উহাতে ভাইটামিন নামক এক প্রকার জিনিষ আছে, তাহা অতীব পুষ্টিকর।

আমাদের প্রাচীনকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও উহার গুণাবলি কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে দু একটা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিভিন্ন প্রকারের শাকের গুণাবলি বর্ণিত হইতেছে। কাহারও বায়ু প্রধান ধাতু, কাহারো পিত্ত-প্রধান, কাহারও বা কফ-প্রধান। সুতরাং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা থাকিলে যাহার যে শাকের প্রয়োজন গ্রহণ করিতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

ব্রাহ্মীশাক—ইহা শাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা আয়ুর্ব্বিক ক্রিয়ার বিশেষ উপকারী, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক সুতরাং ছাত্র ও মানসিক পরিশ্রমীগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কলমী শাক—শুক্রবর্দ্ধক ও স্নিগ্ধকারক। কলমীশাকের ঝোল খাইলে শুক্র বর্দ্ধিত হয়। এই শাক মস্তিষ্কবিকারগ্রস্ত ও হিষ্টিরিয়া রোগীর বিশেষ উপকারী। ইহার কাথ ফোড়া পাকাইয়া থাকে এবং বসন্তের গুটি উঠিবার সময় ব্যবহৃত হয়।

শরীরের ফোড়া হইতে পুঁজ নির্গত হইতেছে এইরূপ লোকের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

হেলঞ্চা শাক—পিত্তনাশক, যাহাদের যকৃৎ দোষ আছে কিংবা বৈকালে হাত পা জ্বালা করে এরূপ লোকের পক্ষে প্রাতঃকালে হেলেঞ্চা (হিঞ্চা) শাক ছেঁচিয়া তাহার রস সেবনে বিশেষ উপকার সাধিত হয়।

হেলেঞ্চা শাকের রসের সহিত একটু শ্বেত-চন্দন ঘসিয়া মিশ্রিত করিয়া পানে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা।

শোথের রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ কুপথ্য।

নালিতা শাক—স্নিগ্ধকারক, রক্তপিত্ত নাশক কিন্তু বাতবর্দ্ধক, সুতরাং বাত-রোগীর পরিত্যজ্য।

পালং শাক—রক্ত-পিত্ত নাশক। কিন্তু ইহা গুরুপাক রেচক এবং বাত-বর্দ্ধক সুতরাং বাতের রোগীর অপথ্য।

নটে শাক—কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক, লঘুপাক, রুচিকর, মলমূত্র-প্রবর্ত্তক কিন্তু বায়ু-বর্দ্ধক। ইহাতে পেট ফাঁপে, সুতরাং অগ্নিমান্দ্যরোগীর সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

গীমা শাক—লঘুপাক ও রুচিবর্দ্ধক। যকৃৎ, জ্বর, প্লীহা রোগীর সুপথ্য।

বেতো শাক—কৃমি, অর্শ ও প্লীহা রোগীর বিশেষ উপকারী।

শুশুনী শাক—লঘুপাক, অগ্নি উদ্দীপক এবং অনিদ্রায় বিশেষ উপকারী। বায়ুপীড়িত ও উন্মাদরোগীর সুপথ্য।

পুঁই শাক—স্নিগ্ধ, বায়ু ও পিত্ত-নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত নিবারক, নিদ্রাপ্রদায়ক, কিন্তু গুরুপাক ও কফ বর্দ্ধক, সুতরাং অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়, বাত, শ্লেষ্ম এবং কফো রোগীর বিশেষ কুপথ্য। (পুঁই শাকের সহিত তিল খাওয়া উচিত নহে)।

নালিতে শাক—অগ্নিবর্দ্ধক, প্লীহা ও অর্শ নাশক।

চাঁপানটে শাক—রক্তপিত্তে বিশেষ হিতকর।

আমরুলশাক—অগ্নিবর্দ্ধক, ইহার রস আমাশয় রোগীর বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

ছোট সুসে শাক—অর্শদোষ নাশক।

বড় সুসে শাক—কাশি, প্রমেহ ও চর্ম্মরোগে শান্তি কারক।

পুনর্নবা শাক—শোথ রোগীর পরম হিতকর।

মটর শাক—রেচক, অজীর্ণ রোগীর বিশেষ অনিষ্ট কারী।

ছোলা শাক—পিত্ত প্রধান ধাতুর উপকারী। কিন্তু গুরুপাক, অজীর্ণ ও উদরাময় গ্রস্ত রোগীর বিশেষ অনিষ্ট কারী

মূলা শাক—কচিপাতা গুলি পাচক, ও রুচিকর। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা উত্তমরূপে সিদ্ধ না হইলে কফ ও পিত্ত বর্দ্ধন করে এবং পেটে আম জন্মায়। পাকাপাতা-অখাদ্য।

পলতা—স্নিগ্ধ, লঘুপাক, শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্ত ও কৃমি নাশক।

সরিষা শাক—ত্রিদোষজনক। সর্ব্বপ্রকার শাকের মধ্যে ইহা নিকৃষ্ট।

পুদিনা—ইহা অল্প মাত্রায় বলকর অগ্নিবর্দ্ধক, মুখের জড়তা ও অরুচি নাশক।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১১ হৃষীকেশ ২৬ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রত্যূষ উ ৫।৪৭ অ ৬।৬ কৃষ্ণাষ্টমী গদী দি ৯।৫ অশ্লেষা ভাব রা ৪।৪২ প্রাতঃ ৭।৯ মধ্যে একাদশীর পারণ।

১২ হৃষীকেশ ২৭ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৮ অ ৬।৫ কৃষ্ণত্রয়োদশী শখী দি ৭।৫৪ মঘা কুতাঙ্কা রা ৪।৩৫

১৩ হৃষীকেশ ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কামগোদশায়ী ৫।৪৮ অ ৬।৪ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দি ৭।৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৫।৫৬

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

নানা কথা

অহিফেনে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী নামক খুলনা জিলার জনৈক যুবক বয়স আন্দাজ ১৮।১৯ বৎসর অদ্য ১০।১২ দিবস হইতে নবদ্বীপ বড়ালঘাটে শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভাড়াটীয়া বাটীর একটি প্রকোষ্ঠে ভাড়া করিয়া পরোটা সিগারেট চা প্রভৃতির একখানি দোকান করে। যুবকটী উৎশৃঙ্খল প্রকৃতির তাহার আপন কেহই ছিল না। সে গত শুক্রবার রাত্রে অহিফেন সেবনে আত্মনাশ বাসনায় কিছু অহিফেন খাইয়া ঘরে দরজা দিয়া শয়ন করে। পরদিন প্রত্যূষে জনৈক সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইয়া কৌশলে দরজা খুলিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে যে, সে অচেতন, তাহার মুখ দিয়া লাল পড়িতেছে। পরে ডাক্তার অনুকূল বাবুকে খবর দেওয়ায় তিনি আসিয়া দেখিয়া তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। হাঁসপাতালে লওয়ার পর তাঁহাদের চেষ্টায় কিছু উপশমিত হইলেও বেচারি কয়েক ঘণ্টা বাদে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। শুনাযায় যে সে বাটীতে তাহার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছিল।

সিঙ্গাপুরে কামান প্রেরণ

মহাসমরের সময় পরীক্ষার্থে যে তিনটি ১৮ ইঞ্চি মুখ বিশিষ্ট কামান প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই তিনটি কামান সিঙ্গাপুর নৌ অড্ডা রক্ষার জন্য মালবাহী ষ্টীমার যোগে সিঙ্গাপুরে পাঠান হইয়াছে। এই কামান গুলি দীর্ঘে ৬০ ফিট এবং এই সকল কামান হইতে ৩৩৩১ পাউণ্ড ওজনের গোলা ছোড়া হইতে পারিবে

ইং-রোপীয় পরামর্শ সভা

বৃটিশ ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি নিখিল জগৎ আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে ইহাও অনুরোধ করা হইয়াছিল যে পূর্ব্বে যে সম্মিলিত ইঙ্গ-রুষীয় পরামর্শ সভা ছিল তাহা পুনর্গঠিত করা হউক।

মিঃ জে, এচ, টমাস প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠিয়া বলেন যে রুষিয়াবাসীরা তাহাদের নিজেদের দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় আছে।

গোপনে স্বর্ণ বিশুদ্ধীকরণে, স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা বিভাগের নিকট সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ নারায়ণ রাও ঝোড়গোরা নামক স্থানের আম্মামারী নামক এক স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। এই স্ত্রীলোক মাটির হাঁড়িতে মাটি ও ছাই পুরিয়া সেই হাঁড়ি আগুনের উপর বসাইয়া গোপনে গোপনে সোনা বিশুদ্ধ করিত বলিয়া প্রকাশ। মহীশূরের খনির কারখানা হইতে কেহ অপরিষ্কৃত সোনা চুরী করিয়া আনিয়া এই স্ত্রীলোকটিকে দিত ও সে এই উপায়ে উহা পরিষ্কার করিত। পুলিস ঐ স্ত্রীলোকের ঘরে ঐ প্রকার ঘুটে ও ছাইপূর্ণ হাঁড়িতে সোনা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সোনা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মূল্য ৭৫ টাকা হইবে। মহীশূর খনি আইনের ৬ ও ১৩ ধারা অনুসারে স্ত্রীলোকটিকে চালান দেওয়া হইয়াছে।

প্রতীচ্যে বাঙ্গালীর সম্মান

যশোহর কালেক্টরীর কোষাধ্যক্ষ জ্যোতিষ তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুত রাধাগোবিন্দচন্দ্র ফ্রান্সের লিয় মানমন্দিরে জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণের যে সকল বিবরণ প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রীত হইয়া ফরাসী গণতন্ত্রের চারুশিল্প, জনশিক্ষা বিভাগের সচিববর্গ তাহাকে বিজ্ঞান, চারুশিল্পের উন্নতি বিধানার্থ গঠিত বিদ্বজ্জন সভার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক উপাধিপত্র এবং পদ পরিচায়ক রজত চিহ্ন ফরাসী গণতন্ত্রের কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি ১৯ ভাদ্র তারিখে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুত চন্দ্র মহাশয় ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার হারভার্ড মানমন্দির হইতে যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ একটী বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র পাইয়াছেন।

—দৈঃ বসুমতী

পটুয়াখালিতে জন্মাষ্টমী

সত্যাগ্রহ কমিটীর তত্ত্বাবধানে সার্ব্বজনীন জন্মাষ্টমী বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বাহির হইতে প্রায় ৪ হাজার লোক এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পটুয়াখালীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এখানে এক লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছিল। সেখানে প্রত্যহ প্রায় ১৬ শত লোক আহার করিত। তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা অবাধে এই উৎসব যোগদান করিয়াছে। তাহারাও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সহিত এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিয়াছে। শ্রীযুত পুলিন দাস তাঁহার শিষ্যমণ্ডলিসহ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লাঠী খেলা, তলোয়ার খেলা, ছোরা খেলা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।" রবিবার এই উপলক্ষে এক মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অণ্টেরিও হ্রদে সন্তরণ

কানাডার জাতীয় প্রদর্শনীর ৭০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পাইবার জন্য ২০টি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ১১৮ জন অণ্টেরিও হ্রদে সাঁতার দিবার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিদিগের মধ্যে কানাডাবাসীও ছিল।

হ্রদের জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলিয়া প্রতিযোগীদিগের কেহই শেষ পর্য্যন্ত সাঁতার দিতে পারে নাই। যাহারা জলে নামিয়া ছিল, তাহাদিগের মধ্যে অলিভ গাটারডাম নামে এক ষোড়শী বালিকা ছিল। প্রতিযোগীরা রণে ভঙ্গ দিবা মাত্রই তাহাদিগকে সদ্য প্রস্তুত হাঁসপাতালে শুশ্রূষার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। ডিরেক্টার নামে এক যুবা ১২ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া হাল ছাড়িয়া দেয়, আর এক জন ১২৷৷০ মাইল সাঁতার দিয়াছিল এবং সাড়ে ৩ ঘণ্টা অধিক কাল জলে ছিল।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ধর্ম্মঘট

প্রকাশ, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের শ্রমিকগণ অধিক হারে বেতন চাহিয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করায় উক্ত মিলের বয়ন বিভাগের প্রায় দেড়শত শ্রমিক গত ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ বয়ন বিভাগের কার্য্য বন্ধ করিয়া মিলের বাড়ী হইতে ধর্ম্মঘটীদিগকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। তাহারা নিরুপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের কোন এক মসজেদে আশ্রয় লইয়াছিল, সেখানে ২ দিন তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। বৈদ্য বাজারের পুলিস সাব-ইনস্পেক্টার ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মঘটীরা কোন প্রকার হাঙ্গামা করে নাই। দ্বিপ্রহরে প্রায় ১২৫ জন শ্রমিক নারায়ণগঞ্জে পৌছিয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই দিকে তাঁহারা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেও চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কলই পূর্ব্ব বঙ্গের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এই ধর্ম্মঘটের জন্য সর্ব্বত্রই একটা উৎকণ্ঠার ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা ধর্ম্মঘটীদিগকে তাহাদিগের স্বগ্রামে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্দ্দেশ এবং সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য গত বৎসর দিল্লীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহাদের রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) পুরাতন দিল্লীতে বড় লাটের প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন ভূমি ও অন্যান্য গৃহ বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ করিতে হইবে; যে সকল দেশীয় রাজ্যের অধিপতি নিজ রাজ্যের ছাত্রগণের জন্য ছাত্রাবাস প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে তথায় ভূমি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে, প্রত্যেক কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশানুসারে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) বি, এ, পাশ কোর্সের শিক্ষাভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজকর্ত্তৃপক্ষের হস্তে থাকিবে।

(৪) কলেজের শিক্ষাদান কার্য্য পরিদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিবেন।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় কমিটীর পুনর্গঠন করিতে হইবে।

(৬) নিম্নলিখিত হারে বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্যদান করিতে হইবে;—১৯২৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে বড় লাটের প্রাসাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদত্ত হইবে এরূপ মনে করিয়া ব্যয় স্থির হইল। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮ হাজার টাকা ব্যয়াধিক্য ঘটিবে। কমিটী মনে করেন, বর্ত্তমান বৎসরে সরকারীদানের পরিমাণ ৮৫ হাজার টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত হওয়া আবশ্যক। ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয়াধিক্য সংঘটিত হইবে। কমিটী মনে করেন, ঐ বৎসর ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে। অধিকন্তু গৃহগুলির পুনর্গঠন ও বিজ্ঞানাগার স্থাপনকল্পে ৯ লক্ষ টাকা দান করিতে হইবে। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার এবং ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিগঠন করিতে হইবে:—ভাইসচ্যান্সেলর, ভারত সরকারের শিক্ষা-কমিশনার, কলেজ সভার নির্ব্বাচিত জন সদস্য ও চ্যান্সেলারের মনোনীত জনৈক সদস্য।

খড়্গপুরের সংবাদ

খড়্গপুরের ৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে তথাকার স্থানীয় অবস্থা শান্ত হইলেও পুলিসের প্রধান প্রধান রাজপথগুলিতে নিয়মিত ভাবে পাহারা চলিতেছে। হাট বাজারে স্বাভাবিক কেনা বেচা আরম্ভ হয় নাই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও কোন পাকাপাকি আপোষের ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। সে জন্য গোলযোগের অবসান হইয়াছে, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারা যাইতেছে না।

খড়্গপুরে বি, এন, রেলের কারখানার শ্রমিক খাবিদা নিবাসী সেখ আহম্মদ তাহার নিকট কয়েকটা তাজা বোমা রাখিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গত গোলযোগের সম্পর্কে সুন্দর সিং নামে একজন শিখ গ্রেপ্তার হইয়াছে।

১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার অভিযোগে দশ দলে বহু শিখ ও মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। খড়্গপুরের ছাউনীর মধ্যে তাহাদের বিচার চলিতেছে।

নরহত্যা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে এক্রাম ও আর ২ জন মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহারা এখন হাজতে অবস্থান করিতেছে।

গত গোলমালের সম্পর্কে কোন হিন্দু এখনও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় নাই।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঐ তারিখে তথানে গিয়াছেন।

'সহবাস সম্মতি' কমিটী

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য স্বরাজী মিঃ এস, সি, মিত্র ও জাতীয় দলের মিঃ ঠাকুরদাস ভার্গব "সহবাস সম্মতি কমিটির" সদস্য নিযুক্ত হইবেন। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে মিঃ ইয়াসিন খাঁর নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

ফেণীতে নূতন ব্যাঙ্ক

'ফেণী নিউ ব্যাঙ্ক' নামে ফেণীতে একটি নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ ব্যাঙ্ক ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে যথাবিধি রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। ২০ হাজার টাকার মূলধনে ব্যাঙ্ক কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন।

মুক্তাগাছা জমীদারের দান

মুক্তাগাছার অন্যতম জমীদার শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী তাঁহার পুরী-ধামস্থিত ৬০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মালব্যজী ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে ভাদ্র, বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

"ভক্তি" নাম্নী পত্রিকায় ১৩৩৫ ভাদ্র সংখ্যায় একটী বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে কতিপয় ভ্রম প্রবেশ করায় যে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শোধিত হওয়া আবশ্যক। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ৪৪২—৪৪৩ শ্রীচৈতন্যাব্দের পরিবর্ত্তে আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া যে টবাণী পথ গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামীর কাল-বিষয়ে ধারণা ভ্রান্তি কতদিনে অপনোদিত হইবে, তাহা বুঝা যায় না। উনি যদি শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তীর ভ্রমপূর্ণ বিচার অনুগমন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সনাতনপথে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে আমরা সুখী হইব।

তালিকার শেষভাগে "বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণার (বিধবা দ্বিজপত্নীগণেরও) এই নিয়মে উপবাস হইবে"—ব্যবস্থাদাতা সিদ্ধান্তরত্নজী তালিকার মধ্যে কোন্ কোন্ দিন উপবাস করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ না করায় পাঠকগণ কি বুঝিবেন,—চন্দন-যাত্রা, পুষ্পদোল-যাত্রা, স্নান-যাত্রা, রথযাত্রা, চাতুর্ম্মাস্যকালের ঝুলন-যাত্রা, পবিত্রারোপণ, ঝুলন-যাত্রা-সমাপ্তি, রাসযাত্রা, গোবর্দ্ধনযাত্রা, গোপাষ্টমী, পুষ্যাভিষেকযাত্রা, চৈতন্যাব্দারম্ভ প্রভৃতি পর্ব্বেও কি দ্বিজপত্নীগণের উপবাস করিতে হইবে? "এই নিয়মে" বলিতে কোন্ নিয়মে উপবাস করিতে হইবে? অর্থাৎ তাঁহার ভাষা পাঠ করিয়া সকলকেই সিদ্ধান্তরত্নজীর নিকট পত্র লিখিতেই হইবে, নতুবা পত্রে প্রকাশিত বিষয় হইতে সন্দেহ নিরসন হবে না।

এই ব্রত-তালিকার বিধানটী সিদ্ধান্তরত্নজী কোন্ স্মৃতি-শাস্ত্রের অবলম্বনে বিহিত দিয়াছেন, তাহাও লেখেন নাই। সিদ্ধান্ত-রত্নজীর বোধ করি, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপপত্তি বিষয়ে বিশেষ অধিকার থাকায়, কোন্ প্রথা অবলম্বন করিয়া তিনি রবিচন্দ্রের স্পষ্ট আনয়ন করিয়াছেন এবং কোন্ পক্ষের উপরে এবং কোন্ অবধিমায় তাঁহার স্পষ্ট-তিথি-সকল সাধিত হইয়াছে, ইহা আমরা শুনিতে চাই। রবি-চন্দ্র-সাধনে কোন্ প্রাচীন-গণনা-পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সেই সকল পদ্ধতি কি পরিমাণ বীজ-সংস্কার প্রদান করিয়াছে তাহা আমরা জানিতে চাই।

সিদ্ধান্ত-রত্নজী কাল-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে কিরূপ পারদর্শী, তাহা আমাদের জানা না থাকায় তাঁহার ব্যবস্থাপিত তালিকায় আমরা কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। পৃথ্বীর পরিধি তিনি কত গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেশান্তর সংস্কার, ভুজান্তর-সংস্কার, পাক্ষিক-সংস্কার, চর সংস্কার প্রভৃতি তাঁহার ধারণানুসারে কি পরিমাণে গণনা-প্রণালীতে গৃহীত হইয়াছে, তাহারও কোন উল্লেখ দেখা গেল না। কালমাধব, রামার্চ্চন চন্দ্রিকা, কমলাকর নিবন্ধ, অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব, সুবদেব ধর্ম্মমঞ্জরী, হরিভক্তিবিলাস, নৃসিংহপরিচর্য্যা, স্মৃত্যর্থসার, তত্ত্বসাগর প্রভৃতি স্মৃতি-নিবন্ধসমূহের কোন্‌টীর আশ্রয়ে তাঁহার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জানা না গেলে ঐ রকম গায়ের জোরের ব্যবস্থা অর্ব্বাচীন-সমাজে আদৃত হইতে পারে।

তবে এই তালিকার বার, ইংরাজী তারিখ ও বাংলা তারিখ বোধ করি ঠিক থাকিতে পারে। নতুবা মোড়ল সাজিয়া ব্যবস্থা দিবার পূর্ব্বে নিজের আসনের চারিটী পায়া ঠিক রাখা আবশ্যক। আমাদের গ্রামের খুঁট আখুরে গুলিকে ব্যবস্থা-দাতা 'আচার্য্য মহাশয়' সাজাইয়া চতুষ্পাঠীর নামে নয় জনে মিলিয়া ভৌগোলিক সংস্থান নিরূপণ করিতে গিয়াছ তত্ত্বের কোন-খবর-না রাখা বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া প্রচারিত হইলে "মেদিনী-বান্ধব" নামক করণমহাশয়ের কাগজে শ্রীগৌর-জন্ম-ভূমি-নির্ণয় প্রবন্ধ প্রতিবাদ করিতে গিয়া আমাদের অজানা "জানা মহাশয়" যে ফাজলামী ও ফক্কুড়ী করিয়াছেন, তাহাতে 'করণ' উপাধি বিশিষ্ট মেদিনীবান্ধবের মেদিনী-তত্ত্ব নিরূপণে যে বিষম ভ্রান্তি উৎপত্তিত হইয়াছে, সেই নিষ্ঠীবনটী মাধ্যাকর্ষণ-বলে কুভাষীর বদনমণ্ডলেই পতিত হইয়া থাকিবে।

"মেদিনীবান্ধব" 'মেদিনী' কাহাকে বলে, এবং মেদিনী-তত্ত্ব-সম্বন্ধে ওয়াকিফাল হইবার জন্য পুরুষানুক্রমে গণক সম্প্রদায়ের করণ উপাধিতে বিভূষিত হইলেই যে ভূ-তত্ত্ব নির্ণয়ে পারদর্শী হইবেন, এবং জনৈক 'জানা' নামধারী অজানাকে দিয়া কিছু লিখাইয়া লইলেই যে তিনি "জানা" হইয়া পড়িবেন, একথা জ্ঞানী সমাজ বিশ্বাস করেন না। জানা মহাশয় মেদিনীর আকর্ষণ-তত্ত্বে স্বীয় শেমুষী-বুদ্ধি-পরিচালন-

চেতনতাই চৈতন্যের দান

আমরা জড়বস্তু নহি—আমরা চেতন। আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে—লোষ্ট্র খণ্ডের তাহা নাই। আমরা চেতন হইলেও ক্ষুদ্র চেতন, কাজেই বৃহৎ চেতনের সঙ্গ আমাদের আবশ্যক, নতুবা আমাদের জীবন বা উপযোগিতা রক্ষিত হইতে পারে না, অধিক কি জড়ও চেতনের সাহায্য ব্যতীত আপনার অস্তিত্ব ও উপযোগিতা সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে না। মানুষ চেতন বলিয়া জড়কে কত কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষুদ্র চেতন—অপূর্ণ চেতন—স্বল্পশক্তিক চেতন, বৃহৎ চেতন—পূর্ণ চেতন—সর্ব্বশক্তিশালী চেতনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াই মহিমা লাভ করিতে পারে—"মহিমানমেতি বীতশোকঃ", "পরমং সাম্যমুপৈতি।"

বৃহৎ অগ্নি হইতে বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন স্ফুলিঙ্গকণ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলন্ত অঙ্গার গুলি অন্যত্র আসিয়া পড়ে, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিবিয়া যায়—তাহাদের জ্যোতিঃ হারাইয়া ফেলে। কারণ অতটুকু ক্ষুদ্র জিনিষ বাহিরের জল বায়ু সহ্য করিতে পারে না, উহাদের কাছে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলে, আমরা সেই বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের স্ফুলিঙ্গ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গার অগ্নিকুণ্ড হইতে বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি—এখানকার জলবায়ুর কাছে আমাদের জ্বলিবার শক্তি হারাইয়াছি—অঙ্গারের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। যদি সেই বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সংস্পর্শ লাভ হয়, তাহা হইলেই আবার

প্রভাবে জড়ভূমিতে আকৃষ্ট হইলে বলদেব প্রভুর হলচালনে তাদৃশ মেদিনীর অংশ-বিশেষ উৎখাত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাই জানা নাম-ধারীর অষ্টাদশ সিদ্ধের নিড়াও পাংশুবাপি-মুক্তগে ত্রৈপুত্রিক সমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারিবে।

সিদ্ধান্তরত্নজী ইরাণ-জ্যোতিষে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হওয়ায় কেতকার পন্থা, আটামল্লিক পন্থী, নন্দী গ্রামীয়, কুলচন্দ্রীয়, মাধবচট্টলীয়, সাহিত্যাচার্য্যীয়, দীনবন্ধুপন্থী ব্যবস্থা-সমূহ লঙ্ঘনে লম্ফনকার্য্যে পটু হইতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্য তালিকা ছাপাইতে হইলে স্ব স্ব বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া পরে তাঁহাদের মোড়লী করিলেই ভাল হয়। নতুবা জৈনদিগকে, হরিবংশীদিগকে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়া কাগ্মারীর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ন্যায় 'স্বায়ন্' শব্দার্থ ভাবে ভ্রান্তি হইবে।

জ্বলিতে পারি অথবা যদি কোন অগ্নি-শলাকা বা মণি—যাহাতে স্বাভাবিক অগ্নি আছে, তাহা আমার কাছে আসিয়া আমার উপর উহাদের অগ্নি বর্ষণ করে, তাহা হইলেই আবার আমার জ্বলিয়া উঠা সম্ভব আর এই নিব্বাপিত অঙ্গারের মলিনতা দূরা সম্ভব, নতুবা জ্বলিবার বা মলিনতা নষ্ট করিবার অন্য উপায় নাই।

বিজ্ঞান বলিয়াছে যে, যদি জগতে সূর্য্যের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে যেখানে যত আগুন আছে সব নিবিয়া যাইত—পৃথিবী ধ্বংস হইত। পূর্ণ চেতন না থাকিলে আমাদের জীব অনন্ত ক্ষুদ্র চেতনের অস্তিত্ব লোপ পাইত। সূর্য্যের কল্যাণেই আমাদের খাওয়া দাওয়া বাঁচা। এদিক যদি সূর্য্য না থাকে, আর আমরা অন্ধকারে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপকরণ সংগ্রহ লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি ও ব্যস্ততায় প্রমত্ত হইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমরা কতক্ষণ বাঁচিতে পারিব? কাজেই খাওয়া দাওয়া বাঁচা সবকাজের আগে মূল কথা—সূর্য্যের অস্তিত্বের কথা—সূর্য্যের অভিজ্ঞান—রবিকরের কর-সংস্পর্শ লাভ করিতে হইবে। বৃহৎ চেতন সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না—আমরা তখন মৃত। চৈতন্যের দান বরণ না করিয়া অচৈতন্য প্রকৃতিকে লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে মড়া মানুষ লইয়া ঘরকন্না করার মত কাজ হইয়া পড়িবে, তাই কবি গাহিয়াছেন—

"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥"

যখন এই জগৎ অত্যন্ত অচেতন হইয়া পড়ে—অচৈতন্য প্রকৃতির সহিত আপনার চৈতন্য সত্তাকে মিশাইয়া দিতে চায়—অচৈতন্য প্রকৃতির আবরণতায় চৈতন্য সত্তার জন্ম স্থিতি ভঙ্গ কল্পনা করে—জড়বাদের বিভিন্ন বিচিত্রতাকেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও আশা ভরসা রূপে আলিঙ্গন করে—যখন এই অচৈতন্য বিশ্বে চেতন রাজ্যের সংবাদ প্রবৃত্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়—যখন জড়ের জল বায়ু সর্ব্বত্র আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে—জড় দাবাগ্নি-দহনে যখন বিশ্ব তপ্ত হইয়া ওঠে—চেতনতার চতুর্দ্দিকে যখন জীব জীবন্মৃত, না হয় পাষাণতুল্য শুষ্ক কঠিন হইয়া পড়ে, তখন কোন পূর্ণ চেতন স্বয়ং অথবা তাঁহার কোন প্রতিনিধি শক্তি সেই জড়তপ্ত পিপাসিত পৃথিবীকে চেতনের সঞ্জীবনী সুধার বন্যায় প্লাবিত করিবার জন্য চেতনরাজ্য হইতে নামিয়া আসেন। নিদাঘের পর পিপাসিত পৃথিবীতে যদি আষাঢ় শ্রাবণের

অযাচিত স্নিগ্ধ দান বর্ষিত না হয়, তাহা হইলে ভাদ্রে যখন সূর্য্য পৃথিবীর খুব নিকট আসিয়া পড়ে, তখন যেমন সমস্ত পৃথিবীকে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতে হয়, সেইরূপ জগৎ যখন জড়-তপ্ত হইয়া উঠে, তখন যদি চৈতন্যের মলয় দান সুশীতল বারিধারারূপে বর্ষিত না হয়, তাহা হইলে চেতন জগতে মহা-প্রলয় উপস্থিত হয়।

যে যুগে গৌড়ভূমি জড়ধরিত্রীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিকে উদীয়মান পূর্ণপ্রভাকরস্বরূপ পুরুষোত্তমের পূজার পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার প্রাক্কালে শুধু এই বঙ্গদেশ নহে, সমস্ত পৃথিবী জড়তার বহ্নিতে পরিতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ণচেতনের আবির্ভাবে যে গৌড়ভূমি ভূলোক দ্যুলোক গোলোকের শিরোমণি হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থান সর্ব্ববিধ জড়বৈচিত্র্যের অগ্রণী ছিল। এই স্থানেই হিন্দুর শেষ রাজার শেষ নিদর্শন, মুসলমান শাসন-কর্ত্তার শেষ স্মৃতি-চিহ্ন জড় অভ্যুদয়ের নশ্বরতা ও হেয়তা এবং চৈতন্যের সংস্পর্শজনিত অবিনশ্বরতা, উপাদেয়তা ও মহামহিমা আজও নীরব ভাষায় প্রত্যক্ষকারীর হৃদয়ে বলিয়া দিতেছে। বাংলার মুকুটমণি নবদ্বীপ জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য যেন দুইখানি আলেখ্যের মত পাশাপাশি রাখিয়া চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিতেছে। যে সময়ে সেনবংশীয় নৃপতিগণের অভ্যুদয়ে জড়বাগ্‌বৈখরী ও কোলাহলে আকাশ পাতাল ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময়েই তাহারই পার্শ্বে জয়দেব সরস্বতী মধুর কোমল-কান্ত পদাবলীতে ঊষার প্রাক্কালের পিক পক্ষীর ন্যায় অস্পষ্ট কাকলিতে চম্পক-বরণী গান্ধর্ব্বার গীতি গান করিয়া কৃষ্ণ-বর্ণ গৌরহরির আগমনী গান করিয়াছিলেন। যে নবদ্বীপ পলায়ন-পর হিন্দু নৃপতির কলঙ্ক চিত্র অঙ্কন করিয়া বাংলার চিরকলঙ্ক অধম, জড় অভ্যুদয়বাদের হেয়তার প্রমাণ স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল, সেই নবদ্বীপই আবার কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-বিরোধীর দণ্ডদাতা চৈতন্যসিংহের অভ্যুদয়ে বাংলার গৌরব ভূলোক, দ্যুলোক, গোলোকে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই কবি কর্ণপুর গাহিয়াছেন —

"দত্ত্বা শ্রীমন্নখমণি-সুধারশ্মি নব্যপ্রকাশ-
ত্রৈলোক্যান্তর্জটিলজড়িমধ্বংসন যোনিসর্গি ॥
স্বীয় প্রেমামৃধিলহরিকাপূরপূরেণ ভূয়ো
জাড্যং চক্রে ত্বমিহ জগতো সেবতাং
জীবলোকঃ।"

মনঃশিক্ষা

(শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপ কবিভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩। **তদীয় ব্রজবাসিগণ**। ধামবাসি-গণে আদর কর্ত্তব্য, অনাদরই দম্ভ। পূর্ব্বোক্ত ধাম সমূহে যাঁহারা, শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল সেবা-অভিলাষের সহিত নিরন্তর বাস করেন, তাঁহারাই ধামবাসী।

"কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা" অর্থাৎ "সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে", এই শাস্ত্রানুসারে ভগবদ্ভক্তগণ নিরন্তর ধামে বাস করিয়া স-শরীরে শ্রীভগবদ্ভজন করেন, স-শরীরে ব্রজ বাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মানসে ব্রজ-বাস করিবেন।

'অসমর্থ হ'লে পার, মনেতে ভাবনা ক'রে,
নন্দব্রজে বসিবে সদাই।

নন্দব্রজ —গোকুলের নামান্তর। নব-দ্বীপের অন্তর্গত তাহাই মায়াপুর। যথা—

"ভাগীরথীতটে পুণ্যে মায়াপুরঞ্চ
গোকুলম্।"

শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত না হইলে সংসার-সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনদ্বারা ব্রজবাস হয় না। ভক্ত দ্বিবিধ প্রেমারুরুক্ষু ও প্রেমারূঢ়। প্রেমারুরুক্ষু ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন ভক্ত্যঙ্গসহ সাধুগুরু সন্নিধানে বাসই শ্রেয়ঃ। প্রেমারূঢ় ভক্তই ধামবাসের যোগ্যাধিকারী। তাঁহারাই সাধুগুরু। প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ তাঁহাদের সেবোপ-দেশে শ্রীচরণ সন্নিধানে বাস করেন। তাঁহাদের ভজন ভূমির ধাম। অর্ব্বাচীন অবস্থায় পৃথক্ বাসে, পদে পদে অনর্থাভিভূত হইয়া তাঁহাদের পতন সম্ভাবনা। প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ বাহিরে সাধকদেহে শুরুমুখশ্রুত হরিকথা কীর্ত্তন দ্বারা সেবা এবং মনে কৃষ্ণসেবোপযোগী স্বরূপোচিত সিদ্ধদেহে সর্ব্বকাল পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ ব্রজে যুগপৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন।

সাধকগণের কর্ত্তব্য উক্ত ব্রজবাসি-গণের আদর করা। কিন্তু যাঁহারা গৌর-গোবিন্দ ভজন না করিয়া, ভৌমনবদ্বীপ-ব্রজে সাধারণ বাসিন্দা সূত্রে বা ব্যবসায়াদি-সূত্রে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে শুদ্ধভক্তের উদাসীন হওয়াই কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকার ধামবাসের ছলে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করেন, তাঁহারা ধামে বাস না করিয়া, মায়াবিরচিত স্থানের উপর বাস করিতেছেন, অতএব তাঁহারা উপেক্ষ্য। এই সকল ব্যক্তিকে আদর করাও দাম্ভিকতা। আদর করিতে গেলে শুদ্ধধামবাসী ভক্তের আদর হয় না।

৪। **তদীয় 'সুজন'**। সুজন শব্দের বিরূঢ় রূঢ়িবৃত্তি সর্ব্ববর্ণাশ্রমের অতীত শ্রীবৈষ্ণব পরমহংস। যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ হইয়া আপনাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বর্ণের বা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসাদি আশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া স্বপ্নেও পরিচয় না দিয়া বলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-
পূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়ো
র্দাসদাসানুদাসঃ॥

বৈষ্ণব পরমহংসগণ কোন জাতি-কুলাদির পরিচয় না দিয়া, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়াছেন। তাঁহারা কোন সময় দৈন্য বশতঃ, বর্ণা-শ্রমান্তর্গত বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেও তাঁহারা বর্ণাশ্রমী নহেন, পরন্তু পরম-হংস স্বরূপ। তাঁহারা স্বরূপে সর্ব্বক্ষণ গোলোকে বাস করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে অত্যা-দর কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবকে অনাদর, বা ভক্তিপরীক্ষা ভাবাপন্ন বৈষ্ণবব্রুবকে অত্যচিত অত্যাদরই দাম্ভিকতা।

সেই ভাল সেই বড় অভক্ত হীনছার।
শ্রীকৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদিবিচার॥

(শ্রীবৈষ্ণবাদর তারতম্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামি-সংগৃহীত উপদেশামৃতের ৫ম শ্লোক "কৃষ্ণেতি যস্য গিরি" এই শ্লোক এবং শ্রীমন্নরহরি ঠাকুরের ভজনামৃত ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রণীত জৈব ধর্ম্মের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

৫। **তদীয় 'ভূ-সুর'**। যাঁহারা ভূতলবাসীরূপে পরিচিত হইয়া 'সুর' অর্থাৎ দৈব বর্ণাশ্রমান্তর্গত আছেন, তাঁহারাই ভূ-সুর। ভূ-সুর শব্দের মুখ্যার্থ বৈষ্ণব-বিপ্র। ভূ-সুরগণ স্বনিষ্ঠাক্রমে উত্তমবর্ণাশ্রমে স্থিত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুর তোষণকল্পে ভক্তিপ্রাধান্যরূপে কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সমূহ করেন।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরি-তোষণম্॥

অর্থাৎ 'হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বর্ণা-শ্রম-বিভাগ-ক্রমে মানবগণের উত্তমরূপে পালিত ত্রিবর্গের অন্তর্গত স্বধর্ম্মের চরম-ফল শ্রীহরির সন্তোষ। নিরীশ্বর কর্ম্মী-সম্প্রদায় অথবা কৈতবযুক্ত সেশ্বর কর্ম্মিগণ স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, হরিতোষণ ব্যতীত শুদ্ধভাবে আচরণ করিতে পারেন না। যাহারা শ্রীহরিতোষণকল্পে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহ না করিয়া স্বেন্দ্রিয়-তোষণকল্পে সর্ব্ববিধ চেষ্টা করে, শাস্ত্র তাহাদিগকে আসুরবর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা শ্রুতি বলেন,—

"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চেতি"
(বৃহদারণ্যক ১।৩।১)

স্মৃতিও শ্রুতির অনুগমন করিয়াছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর
এবচ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে
শৃণু॥
(গীতা ১৬।৬)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর
এবচ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥
(পাদ্মে)

সৃষ্টিরত্র দ্বিবিধা জ্ঞেয়া দেবাসুর-বিভাগতঃ।
হরিভক্তিযুতা দৈবী তদ্বিহীনাসুরী মতাঃ॥
(বৃহন্নারদীয়ে)

বৈষ্ণববিপ্রগণ বৈদিকধর্ম্মের আচরণ দ্বারা প্রচার করেন, তাহাতে অবৈদিক ধর্ম্মের প্রাবল্য হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের সমাদর আচরণের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। যথা—

হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৪৮

বঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ
এক এক দিন সব কৈল নিমন্ত্রণ॥

* * *

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
—চৈ চঃ মধ্য ৯।৯১-৯৩

অতএব বৈষ্ণববিপ্রের আদর করা কর্ত্তব্য, অনাদরই দাম্ভিকতা। অবৈষ্ণব বিপ্রের প্রশংসা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। যথা—

পাদ্মোত্তর খণ্ডে ৮৭ অধ্যায় ও ৯০ অধ্যায়।
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবোবর্ণবাহ্যোঽপি পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥

অর্থাৎ অবৈষ্ণব বিপ্রকে শ্বপচের সদৃশ অপবিত্র দর্শন করিবে। বৈষ্ণব, বর্ণাশ্রম-বাহ্যকুলকে পবিত্র করিয়া, ত্রি-ভুবনকে পবিত্র করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৬৪।৪১ শ্লোকে—"বিপ্রং কৃতাগ-সমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ" শ্রীকৃষ্ণ যে—সাধারণ বিপ্রসম্মানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মশিক্ষকের অভিনয় মাত্র, তাহা উপক্রম শ্লোক দেখিলেই আর সংশয় থাকিবে না। যথা—১০।৬৪।৩১

কৃষ্ণঃ পরিজনং প্রাহ ভগবান দেবকীসুতঃ।
ব্রহ্মণ্য দেব ধর্ম্মাত্মা রাজন্যা-নুশিক্ষয়ন্॥

অর্থাৎ—"ক্ষত্রিয় ধর্ম্মশিক্ষা উদ্দেশ্যে ব্রহ্মণ্যদেব ধর্ম্মাত্মা দেবকীসুত ভগবান্ কৃষ্ণ পরিজনসকলকে বলিয়াছিলেন"।

ভগবদ্ভক্তের ভাগবতধর্ম্মে অবৈষ্ণব বিপ্রের উপেক্ষা ব্যতীত আদর দেখা যায় না, পরন্তু আদরকারীর সাধু শাস্ত্র অমার্জ্জনীয় দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে—
নন্দোৎসবোপলক্ষে বিরাট সভা

গত শনিবার ৮ই সেপ্টেম্বর নন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পরমহংস ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নন্দোৎসব উপলক্ষে দুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপিয়া এক অতি নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সহস্র সহস্র লোকের জনতা সত্ত্বেও সকলেই ক্লেশ সহ্য করিয়াও অতীব আগ্রহের সহিত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঠাকুরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন সরস্বতী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু জমীদার, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, ডাক্তার ইন্দ্রভূষণ বসু এম. ডি, প্রফেসার রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সশিচরণ রায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র এম. এল. সি, হীরালাল গদাধরলাল, শ্রীনিবাস ডালমিয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর কীর্ত্তনান্তে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী ও অপরাপর লোকসকলকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বক্তৃতার মর্ম্ম,—

ব্রহ্মা, শিব, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের আরাধ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা"—প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোক-বিচারে জানা যায় তিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত। আবার জন্মরহিত হইয়াও তিনি তাঁহার নিত্য জন্মাদি-লীলা নিত্য প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার কথা, তাঁহার লীলাচেষ্টা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাপিয়া লইতে পারি না। তজ্জন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' শব্দে অধঃকৃতং অক্ষজং প্রত্যক্ষজং জ্ঞানং যেন কৃষ্ণেন—ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান যৎকর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হইয়াছে, সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুকে বুঝিতে হয়।

শ্রীবাসুদেব বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'বসু' শব্দের অর্থ ধন; সে কথাটী নির্ধন বা অভাব জ্ঞাপক নহে। জড়-জগতের বস্তু বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা কখনও 'ধন' শব্দে

অতএব বৈষ্ণববিদ্বেষ, আদর ও অবৈষ্ণবের প্রতি উপেক্ষাই কর্ত্তব্য। তদ্বিপরীতই অভক্ততা।

(ক্রমশঃ)

অভিহিত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বই একমাত্র ধন, তাহাতেই বাসুদেবের আবির্ভাব। বাসুদেবই নন্দনন্দন, আবার রসতত্ত্ব বিচারে বাসুদেবের মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্যের প্রাবল্য থাকায় তদীয় রসের আশ্রয়-বিগ্রহের স্বীয় ভাবের শৈথিল্যের উদয় হয় বলিয়া বাসুদেব হইতে নন্দনন্দনেরই উৎকর্ষাধিক্য লক্ষিত হয়।

খৃষ্টীয় মতে ভগবানে যে পিতৃত্বভাব অর্পিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ পার্থিবভাব লইয়া সংঘটিত হয় বলিয়া উহাতেও ঐশ্বর্য্যাধিক্য বশতঃ উপাসকতত্ত্ব উপাস্য হইতে দূরে অবস্থিত। সমগ্র জগতের একমাত্র পালক ও সংরক্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাল্যজ্ঞানে লালন-পালন ও সংরক্ষণ-চেষ্টায় যে অপূর্ব্ব চমৎকারিতা, তাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর কথা দূরে থাকুক নারায়ণ-ভক্তেও লক্ষিত হয় না।

শাস্ত্রে স্বকীয় ও পারকীয় ভেদে দুই প্রকার রসের উল্লেখ দেখা যায়। স্বকীয় অপেক্ষা পারকীয় ভাবে রসের অধিক উল্লাস। জড়জগতে নৈতিক ধর্ম্ম-বিচারে স্বকীয়ভাব পুণ্যময় বলিয়া যাঁহারা জড়জগতের ভাবাবলম্বনে ভগবানে মাধুর্য্য-ভাব অর্পণ করিতে চান, তাঁহারা প্রাকৃত ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারেন না। এই স্বকীয় ভাবাবলম্বী সেবকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে আবির্ভূত না হইয়া স্বীয় স্বরূপ ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আবৃত করিয়া বাসুদেবরূপে প্রকাশিত হন। পারকীয় রসের উপাস্য-বিগ্রহ একমাত্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ২৩শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হয়। গত রবিবারের ন্যায় এবারও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর শ্রীহস্তে বিজয়পতাকা ধারণ পূর্ব্বক অগ্রণী হইয়া গমন করিতে থাকিলে, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মুহুর্মুহুঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরভ্রমণ করিতে থাকেন। অগণিত কীর্ত্তনকারিগণের কাহারও হস্তে খোল, কাহারও হস্তে করতাল, কাহারও হস্তে পতাকা, কাহারও হস্তে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসর প্রভৃতি কীর্ত্তন-সহায়ক উপকরণ থাকিয়া যে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ-দর্শীরই একমাত্র উপলব্ধির বিষয়। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীটে শ্রীগৌড়ীয় মঠের জমীর নিকট উপস্থিত হইলে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী মহোদয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া সগণে প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে উক্ত জমীর এক স্থানে পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থিত একটী আসনে উপবেশন করাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে ভক্তবর শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী মহাশয়ের কিছু গুণ কীর্ত্তনে আদিষ্ট হইয়া তাঁহার অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে নিঃস্বত্বে ও নিঃস্বার্থে গৌড়ীয় মঠের জন্য বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদানের বিষয়ই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাপী এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত দাসাধিকারী মহোদয়ের ভগবৎসেবার জন্য অকৃত্রিম আন্তরিক চেষ্টা-বিষয়ে অনেক প্রশংসা করিয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে ভক্তগণ সমবেতকণ্ঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুর জয়ধ্বনিতে সেই স্থানটী মুখরিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তরাজ জগদ্বন্ধুকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তথা হইতে পুনরায় উদ্দণ্ডনৃত্যসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, দর্জ্জীপাড়া ষ্ট্রীট, নিমতলা ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, বিডন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, অপার সার্কুলার রোড, কাশীবাগান দিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিনকার একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, আকাশ যেরূপ ঘোর-ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাতে ভক্তগণের প্রতি মুহূর্ত্তেই কীর্ত্তনানন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা হইতেছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের এমনই কৃপা যে দেবরাজও আজ শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তনে বিঘ্ন উৎপাদিত হইবে মনে করিয়া ভক্তগণ সহরের যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিলেন, সেখানে সেখানে বারিবর্ষণ না করিয়া অন্যত্র বারিবর্ষণ করিলেন। এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় সকলের হৃদয়ই হর্ষে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবারও পুনরায় মহানগর সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইবেন।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১২ হৃষীকেশ ২৭ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৮ অ ৬।৫ কৃষ্ণত্রয়োদশী দণ্ডী দি ৭।৫৪ মঘা ভুক্তাংশ রা ৪ ৩৫

১৩ হৃষীকেশ ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী ৫।৪৮ অ ৬।৪ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দি ৭।৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৫।৫৬

১৪ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৮ অ ৬।৩ অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৫২ উত্তরফল্গুনী উষা ৫।৪৮

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় ভবানীপুর ক্লাব

গত ৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার ভবানীপুর ফুটবল ক্লাব করোনেশন সীল্ড টুর্নামেণ্টে কুষ্টিয়া টাউন ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ খেলিয়াছে। উভয় পক্ষই একটি করিয়া গোল দেওয়াতে খেলা ড্র যায়।

অজগর সর্প হত্যা
সাপের কবলে শৃগাল

গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টার সময় রাহুতা গ্রামের সতীশচন্দ্র পরামাণিক ১৬ ফুট লম্বা একটি প্রকাণ্ড অজগর সর্পকে সড়কী দিয়া বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে পদ্মা নদীর ধারে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে শৃগালের চীৎকার শুনিয়া সতীশ তথায় গমন করে। সর্প শৃগালটীর প্রায় অর্দ্ধেকটা গিলিয়া ফেলিয়াছিল। গত ৮ই সেপ্টেম্বর সর্পটিকে চিটাগাং-মেলে কুষ্টিয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আনয়ন করা হইয়াছিল।

পেস্কারের অদ্ভুত কীর্ত্তি

ধানবাদের সবজজ কোর্টের পেস্কারকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সসপেণ্ড করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, উক্ত পেস্কার প্রায় লক্ষ টাকার দাবী সম্পর্কিত একটী মামলার সমস্ত দলিলপত্র কোর্ট হইতে সরাইয়া ঐ মামলায় নিযুক্ত এক উকীলের বাড়ী লইয়া যান। খবর পাইয়া সবজজ, আদালতে আসিয়া রেকর্ড সমূহ খোঁজ করিয়া দেখেন যে, উক্ত দলিলপত্র তথায় নাই। কিছুকাল পর উকীল আসিলে জোর করিয়া ধরায় তিনি সমস্ত স্বীকার করেন।

কোলিয়ারীতে দুর্ঘটনা

জিলাগোরা কোলিয়ারীতে গত ৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখদ্বয়ে দুইটী অতীব শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দুর্ঘটনাটিতে মালখানার ডিনামাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থগুলি বিস্ফোরিত হওয়ায় গৃহের ইষ্টকাদি বহুদূর পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে একজন স্ত্রীলোক নিহত এবং অপর দুইজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটিতে ৪জন স্ত্রীলোক অগ্নিদগ্ধ হইয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোলিয়ারী হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। প্রকাশ, তাহারা যখন একটা বয়লার পরিষ্কার করিতেছিল, সেই সময় নিকটবর্ত্তী একটা বয়লার হইতে উক্ত বয়লারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক ৪ জনকে দগ্ধ করে।

ট্রেণ দুর্ঘটনার ষাণ্মাসিক হিসাব

১৯২৮ সনের মার্চ্চ মাসে ছয় মাসের মধ্যে ট্রেণ দুর্ঘটনার যে সরকারী হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ১০টি ট্রেণ-দুর্ঘটনা হইয়াছিল, বম্বা রেলওয়েতে ৫টি দুর্ঘটনা ঘটে। এতদ্ব্যতীত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, হাওড়া আমতা রেলওয়ে, বেঙ্গল নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে ও বি, বি, সি, আই রেলওয়েতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেণ ও মোটর বাসের সহিত সঙ্ঘর্ষের দরুণ দশটি দুর্ঘটনা হয়। হজাপুর ও বর্দ্ধার নিকট যে দুইটি রেল দুর্ঘটনা হয় উহা ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টায় রেল উঠাইয়া ফেলা হয়। পাদানীর উপর দিয়া চলা ফেরার জন্ত একটি দুর্ঘটনা হয়, এতদ্ব্যতীত সনতাংরের ভুল ও এক্সেল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কয়েকটি দুর্ঘটনা হয়।

নিখিল উড়িষ্যা ছাত্র-সম্মেলন

আগামী ১৩ই ও ১৪ই অক্টোবর তারিখে নিখিল উড়িষ্যা ছাত্র-সম্মেলনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতি অধ্যাপক পারিজাকে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত করা হইয়াছে। উড়িষ্যা ব্যায়াম-চর্চ্চা সমিতি সাগ্রহে তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

গুণ্ডা কর্ত্তৃক গৃহদাহ

চিথালয়ার নিকটবর্ত্তী কাজিপুর গ্রামের মৌঃ হাফেজ উদ্দীন ও অপর কয়েক ব্যক্তি কয়েকমাস পূর্ব্বে একদিন রাত্রিকালে কমলাকান্ত রায় মহাশয়ের বাড়ী অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি নদীয়ার সেসন জজ আদালতে উক্ত মৌলবী ও অপর এক ব্যক্তির যথাক্রমে ৫ বৎসর ও ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ময়মনসিংহে নৃশংস নরহত্যা

প্রকাশ যে, ময়মনসিংহ সহরের নূতন বাজারে গত ৭ই সেপ্টেম্বর হরিচরণ নামে একজন শকটচালক একটী দোকানে কিছু টাকা সহ নিদ্রা যাইতেছিল। পরদিন তাহাকে শরীরের নানা স্থানে জখম সহ মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শয্যার নিকট রক্তমাখা একখানা ছোরা পাওয়া গিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

জার্ম্মানীতে মোটর দৌড়
ব্রিটিশ সাইক্লিষ্টদের সাফল্য

সম্প্রতি জার্ম্মানীর নুরেনবার্গ সহরে আন্তর্জ্জাতিক মোটর সাইকেল দৌড়-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ মোটর সাইক্লিষ্টগণ এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। তাহারা ছয়টি দৌড়ের প্রথম চারিটিতে দ্বিতীয় এবং একটিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্ত লক্ষ লক্ষ লোক সমাবেশ হইয়াছিল। তাহারা ব্রিটিশ সাইক্লিষ্টদের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। ২৮০ মাইল দৌড়ে ব্রিটিশ চালকগণ প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিয়াছে। একখানি 'সানবীম' গাড়ীতে মিঃ জে, এস, উডসন প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে 'রাজ হুইটওয়ার্থ' গাড়ী।

জার্ম্মানী যাত্রা

আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিখ্যাত তেজস্বী বক্তা ও শক্তিশালী লেখক শ্রীমান্ মৌলবী সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা সিরাজী জার্ম্মাণীতে গমন করিবেন, তথায় সংবাদপত্র পরিচালন শিক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রকাশ, কোন বিশিষ্ট হিন্দু জমীদার তাঁহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিবেন।

শৈল-ভ্রমণে দুর্ঘটনা

ভিয়েনার ৭ জন ভ্রমণকারী পথভ্রান্ত হইয়া এমন এক শিলাখণ্ডের উপর উপনীত হয় যে, সে স্থান হইতে আরোহণ ও অবরোহণ দুইই তাহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ঝড় আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করায় ৩৬ ঘণ্টা তাহাদের সহায়ের প্রতীক্ষায় সেখানে থাকিতে হয়। তাহাদের নিকট কোন সাহায্য পৌঁছাইবার পূর্ব্বে ক্ষুধা, হিম এবং ঝটিকার অত্যাচারে এক ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হয়।

ক্ষিপ্ত অবস্থায় সে তাহার সঙ্গীদের সেই শিলাখণ্ডের উপর হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টার পর তাহারা ঐ ব্যক্তিকে পর্ব্বতারোহণের রজ্জুদ্বারা পাহাড়ের গায়ে বাঁধিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাহার ২ ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

অবশিষ্ট ৬ জন ভ্রমণকারীকে উদ্ধার করিবার জন্ত ২ দল লোককে পর্ব্বতারোহণ করিতে হইয়াছিল। শেষ অভিযান যখন সেই শিলাখণ্ডের কাছাকাছি উপনীত হয়, সেই সময় রজ্জু ছিন্ন হইয়া একজন উদ্ধারকারী পর্ব্বতের নিম্নদেশে নিক্ষিপ্ত হয়।

শ্রমিকদের অসম সাহসিকতা

লণ্ডনের ৫ই ভাদ্র সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসকে শ্রমিকদলের ভ্রাতৃ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার সময় মিষ্টার আর্থার হেণ্ডারসন বলেন যে, শ্রমিকদল জাতীয়দল অর্থাৎ বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী। লোকে আমাদের গুণ্ডা, দায়িত্বজ্ঞানহীন আর ক্ষেপাচ বলুক অথবা আমাদের দল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলুক আমরা কিছুতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব না। শ্রমিকগণ এখন ক্ষমতা চায়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শ্রমিকরা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিবে।

পুরস্কার প্রাপ্তি

কলিকাতার ভারতীয় বণিক সভা বৃটিশ ভারতে পল্লীর স্বায়ত্তশাসনাধিকার সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্ত ৫ শত টাকা পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের পুণ্যমল্লির শ্রীযুত এম, কে, মুনিস্বামী এম, এ, বি, এল, ঐ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধের জন্ত ব্রহ্মদেশের মৌলমেন মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত জি, ভৌমিক এম, এ ১ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবার জন্ত ভারতীয় বণিক সভা ব্যবস্থা করিতেছেন।

ফ্রান্সে বৈজ্ঞানিক মন্ত্রী বিভাগ স্থাপন

বোকানোস্কির ভীষণ মৃত্যুর পর সরকার একজন রাজনীতিকের সাহায্যে একটি বৈমানিক মন্ত্রীবিভাগ স্থাপন করিবার মঞ্জুর করিয়াছেন। বিমান পরিচালনার ব্যাপার সংস্কারই ইহার উদ্দেশ্য।

বিলাত যাত্রা

ঢাকা জেলার চুড়াইন গ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুত প্রাণনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কালীপদ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

কোকেন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

রেলওয়ে পুলিসের সার্জ্জেণ্ট জোয়াকিম ও ঢাকা পুলিসের সার্জ্জেণ্ট সিকামস গত কল্য ঢাকা ষ্টেশনে কলিকাতার জনৈক মুসলমান ব্যবসায়ী সেখ আবদুলকে ধৃত করিয়াছেন। তাহার নিকট ১ হাজার টাকার অধিক মূল্যের ১২ তোলা কোকেন পাওয়া গিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী হত্যার চেষ্টায় কারাদণ্ড

রোমের ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯২৬ সালের ৩১শে অক্টোবর আন্তিও জ্যাম্বোনি নামক এক বালক ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সেনর মুসোলিনিকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ম্যামো জ্যাম্বোনি এবং তাঁহার স্ত্রীর ভগিনী ভার্জ্জিনিয়া ট্যাবোরোণী উক্ত বালককে হত্যা-চেষ্টায় প্ররোচিত করিয়াছিল, এই অপরাধে দেশরক্ষা সম্বন্ধীয় বিশেষ সামরিক আদালতের বিচারে উহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৩০ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। লুডোভিস জ্যাম্বোনি নামক অন্য এক ব্যক্তি ঐ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু তাহার অপরাধ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাহাকে অব্যাহতি দান করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী যুবকের সৎসাহস

গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে কলিকাতা বাবুঘাটে ভাগীরথী বক্ষে ... সম্পাদক শ্রীযুত নটবর দত্ত নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও জনৈক নিমজ্জমান হিন্দুস্থানীয়ের-জীবন রক্ষা করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই অতিশয় প্রশংসনীয়। তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত সেই লোকটির সাহায্যে অগ্রসর না হইলে যে কি ভীষণ শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা বলা যায় না।

ঢাকায় পাটের অবস্থা

বর্ত্তমানে ঢাকায় পাটের অবস্থা ভাল। নদীরজল দ্রুতভাবে হ্রাস হইতেছে তজ্জন্য ভাল পাট প্রস্তুত হইতেছে না। অল্প অল্প মাল রপ্তানী হইতেছে। পাটের বর্ত্তমান দর,—কোর্স ১২ টাকা ৪ আনা, রিজেকসন ১১ টাকা ৪ আনা, ও টি, আর, ১০ টাকা ৪ আনা প্রতি মণ।

ফেণীতে হিন্দু-মুসলমানে মিলন

ফতে দোয়াজ দাঁ উপলক্ষে স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ জুম্মা মসজিদের সম্মুখে এক সভায় ফেণীর প্রবীণ হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ করেন। খাঁটী হিন্দু ধরণে সামান্য জলযোগে হিন্দুগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের আদর্শ যাঁহারা, যে, [illegible] শিক্ষার আবশ্যকীয়, [illegible] পণ্ডিতদিগের এখনকার শিক্ষার [illegible] প্রয়োজনীয়, আর [illegible] এমন আবশ্যকতা [illegible]। [illegible] মধ্যে, ভগবানের [illegible] দিয়া [illegible] বড় বাড়, ভগবান যেন নাই—একথা কেবল একালেই [illegible] দিতেছে আবার কাহারও 'হার মানাই' [illegible] পরিচয় দিয়া তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমরা আস্তিক্যবাদী, পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াই বা কাহারো [illegible] এমন কি পরিচয় দিতেছি যে, তাহা দ্বারা আমাদের ভগবানকে স্বীকার করা হইতেছে? মুখে 'ভগবান আছেন' বলিলেই ত' আর ভগবানকে স্বীকার করা হইল না। [illegible] আমাদের মত যাহা [illegible] ভগবানকে মুখে স্বীকার করা না করায় [illegible]? ভগবানকে স্বীকার যেমন মুখে, তেমন কার্য্যেও করিতে হইবে, তবেই আমরা আস্তিক [illegible] নাস্তিক।

আমরা যখন আস্তিক্যবাদী, তখন অবশ্য শ্রুতি-বচন স্বীকার করিতে আমরা [illegible]। সেই শ্রুতি (তৈত্তিরীয় ৩য়। [illegible]) বলিতেছেন— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্ম।" অর্থাৎ 'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে, মহাপ্রলয়কালে যাঁহাকে গমন ও প্রবেশ করে, তিনিই [illegible] জিজ্ঞাস্য, [illegible]।' [illegible] যে ভগবান [illegible] যাঁহার কৃপায় আমরা জীবন পাইয়া [illegible] আশ্রয় পাইয়া, [illegible] আমাদের [illegible] [illegible]

[illegible] কর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন কি? [illegible] আত্মশ্লাঘার উপযুক্ত [illegible] গৃহস্থ [illegible] কর্ত্তব্য বুঝিয়া [illegible] জ্ঞাতসারে [illegible] তথাপি এই কর্ত্তব্য বুঝিয়াই যে কয়জন লোক ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইতেছেন?

পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন অত্যন্ত অবাধ্য সন্তানের নিকট যেমন তাহার পিতা মাতা, বড় আদরের হইয়াও উহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘনের দাবী করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান আজ আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আর না থাকিতে পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদিগ্রন্থে স্বমুখে এবং সাধুগণের দ্বারা আমাদের নিকট তাঁহার সেবা দাবী করিয়াছেন ও করিতেছেন। যে বিষ্ণুভক্তের সেবা প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাঁহাকে বিনা অন্য দিকে আগ্রহ করিয়া সেবা চলিয়া যাইতে হয়, তাহাও আমরা [illegible] অপেক্ষা আমাদের 'পোড়াকপালের' আর কি হইতে পারে?

ভগবানের সেবা করা দূরে থাকুক, 'ভগবানের সেবা কর'—এরূপ কথাটা পর্য্যন্ত শুনিতেও আমরা নারাজ। যদিও বা কেহ একটু শুনিবার চেষ্টা প্রদর্শন করে, তাহা প্রায়ই দেখা যায়, কোন না কোন হেতুমূলে। হুজুক বিষয়-কথাতেই জগৎ ভরপুর, বিষয়-কথাই জগতের শুনিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। লোকে পারমার্থিক কথা শুনিবার জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করিতে চাহিবে না, কিন্তু বিষয়-কথা শুনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বৃথা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। জানি না, জগতের এ দুরবস্থা ক্রমে ক্রমে আরও কত ভীষণাকার ধারণ করে। পিতাকে যাহারা [illegible] 'পিতা' বলিয়া স্বীকার করে না, সে সকল মূর্খ নাস্তিকের ন্যায় যৌবন কালে মূর্খতায় [illegible] সম্পত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা আস্তিক হইয়াও পিতৃদ্রোহী, সে সকল কপটের যে কোনও কালেই উদ্ধার নাই। এজন্য মহাজন বলিয়াছেন—

"[illegible] পিতা [illegible] যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকী জনমে জনমে পাপ॥"

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্বে বাঙ্গালার [illegible] অবস্থা ছিল, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণের বর্ণনায় প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

এদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মে সামাজিকগণ বাস করিতেন। যোগিপাল, ভোগিপাল, মহীপাল প্রভৃতির গীত প্রচলিত ছিল। দেবতাগণের মধ্যে বিষহরি, মঙ্গলচণ্ডী, বাসলি, ষষ্ঠী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। জৈন-দেবতা জয়াদেবীর পীঠও বিভিন্ন স্থানে দেখা যাইত। বিশালাক্ষী যে, জয়চণ্ডী এই জয়াদেবীর নামান্তর [illegible] হইয়াছে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, পরেশনাথ প্রভৃতি স্থানে জৈনসাধুগণ বাস করিতেন। [illegible] বজ্রপূজা, পঞ্চ [illegible] সিদ্ধি, বাসুলিসিদ্ধি প্রভৃতির মত প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মপূজা ও মনসার [illegible] বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শিবের গাজনও ছিল। বৈষ্ণবদিগের [illegible] ধর্ম্মের অনুকরণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শাক্তগণের অতি-বেদভক্তি বিষ্ণুভক্তকে কিরূপ বিদ্বেষ করিতে শিখাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'কুলার্ণবতন্ত্র' নামক একটী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"বেদবিনিন্দিতা যস্মাৎ বিষ্ণুনা বৃন্দরূপিণা।
ন স্পৃশেৎ তুলসী-পত্রং শালগ্রামঞ্চ
নার্চ্চয়েৎ॥"

অর্থাৎ যেহেতু বৃন্দরূপী বিষ্ণু বেদের (কর্ম্মকাণ্ডের) নিন্দা করিয়াছেন, সেই হেতু শালগ্রামরূপী বিষ্ণুকে এবং বিষ্ণুপত্নী তুলসীকে কখনও অর্চ্চনা বা স্পর্শ করিবে না। এইরূপ বিদ্বেষের ফলে অনেক সময় শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শক্তিপূজার মদ্যভাণ্ড নিক্ষিপ্ত দেখা যাইত। কিন্তু শাক্তগণ নিরীহ বৈষ্ণবগণকে পীড়ন করিবার জন্য মুসলমান 'কাজীর' সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপন ও বিরুদ্ধ অভিযোগ করিতে ত্রুটী করিতেন না। ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাতনে, শ্রীবাস পণ্ডিতের কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভগ্নকরণে এবং পরবর্ত্তিকালে নিমাইকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্করণের জন্য অনুরোধ করিবার দৃষ্টান্তে উপরিউক্ত বাক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য স্থানে বিশেষ তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত না। তীর্থমধ্যে একমাত্র গঙ্গাই ছিলেন। নবদ্বীপ তৎকালে শীতলাপূজার তীর্থরূপে গণিত না হইলেও বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠরূপে বিখ্যাত ছিল। সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয়েরই ঐ স্থান [illegible] ছিল। ধন, জন, কুল, মান, [illegible] প্রভৃতি প্রাকৃত অভাবের কোন বৈলক্ষণ্য অভাব ছিল না। বাঁদরের বিবাহ, [illegible] পক্ষীর বিবাহ, পুতুলের বিবাহ, পুত্রকন্যার বিবাহে প্রচুর অর্থব্যয় উৎসব ছিল। আর নব্যন্যায়ের কূটতর্ক, ষট্‌শাস্ত্রী পাণ্ডিত্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্ব, দিগ্বিজয়ী-যুদ্ধে আহ্বান প্রভৃতি ব্যাপারে নবদ্বীপ সরস্বতীর পীঠ-স্থান মুখরিত ছিল, কিন্তু এই বহুবৈচিত্র্যের আবেষ্টনে পাশাপাশি সংগোপনে চৈতন্য-সরস্বতী ও চৈতন্যহীন সরস্বতীর বিনোদ-বৈচিত্র্যের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্যের অভাব ছিল না, কিন্তু শাস্ত্রপাঠ একটা প্রতিষ্ঠা-সঞ্চার ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনীর মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই গীতা ভাগবত পড়িয়া, পড়াইয়াও কাহারও মুখে হরিনাম শুনা যাইত না, কাজে তত্ত্বে দুই এক জন শাস্ত্রজ্ঞের মধ্যে পাপক্ষালনের জন্য "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" শ্লোক আবৃত্তি করিতেন মাত্র। আমরা বাংলার আদি-কবি বৃন্দাবন ঠাকুরের সহজ-সরল-ভাষায় সেই সময়ের অবস্থা একটু আবৃত্তি করিতেছি—

"যদ্যপিহ পাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মতে জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না কহে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা' সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেমনে এই জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥"

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
বিষ্ণুভক্তি-শূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবাকার।
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি কোন জন।
আপনা আপনি সবে করেন কীর্ত্তন॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ২য় অঃ)

বৈষ্ণব সকলের উপহাসের পাত্র ছিলেন, বৈষ্ণব দেখিলেই লোকে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য নানাবিধ হেঁয়ালী পড়িতেন। অন্যের ধন, বিদ্যা, অভ্যুদয়, প্রতিষ্ঠাকেই সুকৃতি, সৌভাগ্য মনে করিতেন। ভগবানের ভজন-কীর্ত্তনে যদি সেইরূপ সৌভাগ্যই লাভ না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ ভগবানের ভজন করিয়া বৃথা সময় নষ্টকারী বৈষ্ণবকে তাঁহারা সমাজের কলঙ্ক, দুর্ভাগা ও হাসির পাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বৈষ্ণবকে যতি, সতী, তপস্বীর ন্যায় মর্ত্ত্যজীব মনে করিতেন, অন্যান্য 'পুণ্য কার্য্যের সহিত 'ভগবদ্ ভজনকে সমান জানিতেন। কবি তাঁহার তূলিকায় এই চিত্রটী কিরূপ ফুটাইয়া উঠাইয়াছেন,শ্রোতৃমণ্ডলী প্রত্যক্ষ করুন,—

জগৎ প্রমত্ত ধন-পুত্র-বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি সতী তপস্বীও যাইবে মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে রড়ে॥
এত যে যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন
তবুত দারিদ্র্যদুঃখ না হয় খণ্ডন॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৭-২০)

উচ্চকীর্ত্তন তৎকালে একটি মহা পাপ কার্য্য বা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার মধ্যে গণিত হইত, কীর্ত্তন শ্রবণে জড়রস-রসিকগণের শান্তিভঙ্গ, নিদ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি হইত বলিয়া তাঁহারা কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিতেন, কখনও বা বিধর্ম্মী কাজীর কাছে নালিস করিতেন, কখনও কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে নানাবিধ জড়যুক্তি দেখাইয়া বলিতেন যে, জীবের অন্তরেই ভগবান্ আছেন, সুতরাং বাহিরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া লাভ কি? কখনও বলিতেন,—জীবই ব্রহ্ম, দাসপ্রভু ভেদ করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া বৃথা চীৎকার করিবার কাজ কি? কখনও বা বলিতেন,—উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে মহামন্ত্রের বীর্য্যহানি হয়, কখনও বলিতেন,—পতির নাম কি কখনও সতী স্ত্রী ডাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকে? কখনও বলিতেন,—এই উচ্চকীর্ত্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইল, ভগবান্ বর্ষায় চারি মাস শয়ন করিয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহাকে উচ্চ করিয়া ডাকিলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কাজেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিবেন। কেহ বলিতেন,—যদি ধানের কিছু মূল্য বাড়ে, তাহা হইলে এই উচ্চকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগুলিকে ধরিয়া ঘাড়ে কিল ঘুসি মারিব। কেহ বা পণ্ডিত-সভা আহ্বান করিয়া হরিদাস ঠাকুরাদির ন্যায় উচ্চকীর্ত্তনকারিগণকে পরাজিত ও নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিতেন; কেহ বা বলিতেন,—একমাত্র একাদশীর দিন রাত্র জাগরণ করিয়া উচ্চকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে, প্রত্যহ উচ্চকীর্ত্তন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নহে, সেই সময় জগতের অন্য কোন কাজ করিলে অনেক মঙ্গল হয়—

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন্ ব্যবহার॥
কেহ বলে কতরূপ পড়িল ভাগবত॥
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিল পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা না যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।৫৩-৫৭)

সব দিক বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেমন সঙ্কীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
এ বামুন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামুনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক কীর্ত্তন করি নানা ছল পাতে॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২৫২-২৫৩, ২৫৬-২৫৭, ২৬০)

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১৩ হৃষীকেশ ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কামদেকাদশী ৫.৪৮ অ ৬।৪ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দি ৭।৮ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৫।৫৬

১৪ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫ ৮৮ অ ৬।৩ অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৫২ উত্তরফল্গুনী উষা ৫।৫৮

১৫ হৃষীকেশ ৩০শে ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।২ গৌর প্রতিপদ দি ৭।৬ হস্তা অহোরাত্র

শ্রীগৌড়ীয় মঠে আশ্বিনকল্যাণী মহামহোৎসব।

আত্মীয় কে?

(শ্রীপাদ অবধূতজ্ঞানানন্দ বাসাধিকারী বি, এ)

'আত্মীয়' এই শব্দটী বিশ্লেষণ করিয়া যদি ইহার ধাতুগত অর্থ আমরা ধারণা করি, তাহা হইলে দেখি যে, আত্ম-সম্বন্ধীয় যাঁহারা তাঁহারাই আত্মীয়। এই 'আত্মীয়' শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ না থাকায় আমরা এই 'আত্মীয়' শব্দের বিকৃত অর্থ লইয়া অনাত্মীয়কে 'আত্মীয়' জ্ঞানে জগতে এক মহা অশান্তির ও জঞ্জালের ভিতর পড়িয়া গিয়াছি। দেহে আত্মবুদ্ধিই এই জগজ্জঞ্জালের মূলীভূত কারণ। এই কারণের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না বলিয়াই আমাদের যত অসুবিধা আসিয়া আমাদিগকে প্রতি-মুহূর্ত্তে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

'আত্মা' শব্দে দেহ—এই বিবর্ত্তজ্ঞান যদি আমাদের না হইত, তবে 'আত্মীয়' শব্দটী দ্বারা প্রকৃত লক্ষ্যীভূত বস্তুর অনুসন্ধানে আমরা তৎপর হইতাম। এই 'আত্মীয়' শব্দের ভ্রান্তজ্ঞান আমাদিগকে এই প্রপঞ্চে এক ভয়ানক কর্ম্মবিপাকে নিক্ষেপ করিয়া কতই না লাঞ্ছনা দিতেছে। হায় মূঢ় জীব আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে এই ভ্রান্তজ্ঞানের সত্যতা অনুভব করিয়াও প্রকৃত আত্মীয়ের অনুসন্ধানে তৎপর হইলাম না। অহো দৈবীমায়ার কি বিচিত্র লীলা!

স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীব ভোগ বাঞ্ছা করিয়া যখন এই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ প্রপঞ্চে আগমন করিল, তখন তাহার সেই রক্ত মাংসের পিণ্ডকে আর একদল বহির্ম্মুখ মায়ার নিগড়ে আবদ্ধ দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক আত্মীয় জ্ঞানে নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণলালসায় তাহার সেবায় দিন রাত্র অতিবাহিত করিয়া তাহাকে মানুষ করিতে লাগিল। তাহার সুখে তাহারা সুখ বোধ করিতে লাগিল এবং তাহার দুঃখে তাহারা দুঃখ বোধ করিতে লাগিল। এ কেন অনাত্মপ্রতীতিযুক্ত জনগণ নিজেদের ভ্রান্ত আত্মীয়জ্ঞান তাহার কুলতিলকের মজ্জায় মজ্জায় প্রতি কার্য্যে প্রতি ব্যবহারে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাকেও আত্মীয়-জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিল। এমন বান্ধবগণকে আত্মীয়জ্ঞানে সেও তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়তায় ভয়ানক উদ্যোগী হইয়া উঠিল। তখন সে এই দেহের সহিত সম্পর্ক করিয়া একটা প্রকাণ্ড অনাত্মীয়ময় সংসার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে দিবারাত্র নিমগ্ন রহিল। দেহ সম্বন্ধীয় কয়েকটী লোককে আত্মীয়জ্ঞানে তাহাদের সুখ-বিধান, তাহাদের মনস্তুষ্টিসাধনই তাহার একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়িল।

[illegible] যে, আমাদের যে আত্মীয় জ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ব্যাপার,—ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এরূপ আত্মীয় জ্ঞানে মুহ্যমান স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবকুলকে ভগবান্ প্রকৃত আত্মীয়ের অনুসন্ধান দিবার জন্য কখনও স্বয়ং অবতার গ্রহণ করেন, আর কখনও বা তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীমূর্ত্তি প্রকৃত আত্মীয়জ্ঞান-লব্ধ ভক্তজনকে প্রপঞ্চে আবির্ভূত করাইয়া থাকেন।

প্রকৃত আত্মীয় যে এই ভক্ত ও ভগবান্, তাঁহারা মায়াপ্রপীড়িত, সংসার-ক্লিষ্ট, অনাত্মীয়কে আত্মীয়-জ্ঞানে ভ্রাম্যমাণ—এই জীবকুলকে প্রকৃত আত্মীয় তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য এই প্রপঞ্চে আসিয়া কত না প্রয়াস করেন! মূঢ় আমরা, ভ্রান্ত আমরা তাঁহাদের সেই পরমহিতৈষী বাণী ও পরমাত্মীয়ের পরমদয়ার কথা শুনি না, তাহাতে মনোনিবেশ করি না। কিন্তু তিনি ত ছাড়িবার পাত্র নন। আমি না বুঝিলেও তিনি ত আমাকে বুঝাইবেনই। তাঁহাদের নিষ্কপট অভিপ্রায় আমার অবিদ্যা দূর করিয়া আমাকে প্রকৃত আত্মীয়জ্ঞান দেওয়া। আমি যতই না কেন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হই, পরমোদার, কৃষ্ণৈকপ্রাণ প্রকৃত আত্মীয়জ্ঞানলব্ধ ভক্তগণ অতটুকু ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন না। তাঁহারা ভ্রমান্ধ জীবকুলের দেহাত্ম-বুদ্ধি অপসারিত করিয়া আত্মা সম্বন্ধীয় যাঁহারা তাঁহারাই প্রকৃত এবং নিত্যকালের আত্মীয় এই জ্ঞান দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বতঃ মঙ্গল সাধন করেন, অমূল্যের অনুসন্ধান বলিয়া দেন।

আমাদের এই দেহাভিনিবেশ প্রবল থাকায় বলপূর্ব্বক আমাদের দেহ সম্বন্ধীয় কয়েকটী ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহাকেও আমরা আত্মীয় জ্ঞান করিতে পারিতেছি না। কি করিয়া আমাদের এই দেহাভিনিবেশ দূরীভূত হয়, কি করিয়া আমরা সত্য সত্য আত্মীয়ের অনুসন্ধান পাই, তাহার জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, সতত সম্যক্ রক্ষা করিতে হইবে এবং শ্রুতির "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই মহাবাণীর যাথার্থ্য অনুভব করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই প্রকৃত আত্মীয় অনুসন্ধান ব্যতীত আমাদের যাবতীয় শ্রম, যাবতীয় চেষ্টা সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর আমাদের [illegible] [illegible] মত বহির্ম্মুখ জনগণের [illegible] অনুসরণ করিলে [illegible] [illegible]

[illegible] হইয়া, চিন্তের [illegible] জন্য নিত্যপ্রতি [illegible] উপদেশ করিয়া দশজনের নিকট একটু লক্ষ প্রতিষ্ঠা পাই-বার জন্য, বিভীষিকাদিগকে আত্মজনের জীবন্ত মূর্ত্তি প্রকট করিয়া কখনও আমার নিজের মধ্যান্নচিন্তার মধ্যে "অন্যের সংসারের জড় মঙ্গল চিন্তা করি, অন্যের দুঃখে চোখ প্রকাশ করিয়া তাহা দূরীকরণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হই, চতুর্দ্দিকে অহা দেশের ছুটা ছুটি করিয়া নিজেকে বিশ্বপ্রেমিকের আসনে বসাইতে উন্মোন্মী হইয়া উঠি; কিন্তু বিস্ময়ের আমি বুঝিলাম না যে, আমি কত-টুকু আমার নিজের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছি, নিজের চিত্তচৈতন্যবোধ কাজে হইতে কতটুকু অব্যাহতি পাইয়াছি যে, আমি ঐ প্রাক্ত পথে পরের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হইয়াছি!

ভগবান্ অনিরুদ্ধ বিষ্ণু যিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সেই কর্ম্মক্লান্ত, অবসাদ প্রাপ্ত, বিষকাতুর আমাকে অবশেষে এক ঘোরতর অবস্থায় আনিয়া আমাকে আমার অজ্ঞানের কথা বুঝাইয়া দেন এবং প্রকৃত আত্মীয়ানুসন্ধানে পরা শান্তির সন্ধান বলিয়া দেন। কর্ম্ম-কোলাহলমত্ত সংসারে কর্ম্মোন্মত্ত কর্ম্মবীরের আর সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নাই। এখন তিনি শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া "কোথায় আত্মীয়, কোথায় আত্মীয়—যিনি আমাকে প্রকৃত শান্তি দিতে পারিবেন, তিনি কোথায়? যাহাকে আমি আত্মীয়জ্ঞানে এত দিন যাহার সুখ বিধানে এত ছুটা ছুটি করিলাম, তাহার ফল কি এই অসহ্য অনুতাপ ও দুঃখিত হৃদয়ের যন্ত্রণা?"—এই বলিয়া আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়া দেন। কর্ম্মবীরের এই দৃষ্টান্ত অতি বিরল নহে। একটু অনুসন্ধান করিলেই অনেক স্থানে এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব। কিন্তু হায়! দেখিয়াও জানিয়াও আমাদের এই কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ হইয়া প্রকৃত আত্মীয় শুদ্ধ ভগবানে প্রপত্তি-লাভ হইতেছে না, ইহাই আমাদের পরম দুর্দ্দৈব!

অতএব ওহে অনাত্মীয়কে-আত্মীয়জ্ঞানে-পরম গর্ব্বিত জীব! তুমি যদি সত্য সত্য আত্মীয়ের প্রীতিসাধন করিতে প্রয়াসী হইয়া থাক এবং নিজকে সুবুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিতে চাও, তাহা হইলে সাধুসঙ্গে আত্মানুশীলন পূর্ব্বক প্রকৃত আত্মীয়ের অনুসন্ধান কর। বিভু-চৈতন্য ভগবানের অংশ এই অণুচৈতন্য জীব যদি স্বস্বরূপে অবস্থিত হইবার চেষ্টা করিয়া অন্যান্য জীবনিচয়ের সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ কি [illegible] সংসারে [illegible] বিষম [illegible] করে, [illegible] তাহার শ্রম সার্থক হইবে, [illegible] তাহার [illegible] করিতে পারিবে। ইহাই প্রতি ভাবকরে বোধয় শাস্ত্রীয়া বলিতেছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"।

ইহা অপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য আর কিছু নাই, থাকিতে পারে না। ইহাই একমাত্র আচরণীয় হইলে মানুষ তখন বুঝিতে পারে যে, আমি দেহাত্মবুদ্ধি করিয়া আত্মীয়জ্ঞানে যাহাদের সেবায় জড় অহোরাত্র কালাতিপাত করিতে-ছিলাম, অথচ তুষানলের অশান্তির অনল হৃদয়ে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, আর এখন প্রকৃত পরম আত্মীয়ের সন্ধান লাভ করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, কি এক নিরা-বিলতা হৃদেশ অধিকার করিতেছে। তখন তিনি ভাগবতের "স্বর্গে ন স স্যাৎ" শ্লোকের যাথার্থ্য অনুভব করিয়া প্রকৃত বন্ধুর অনুসন্ধান করিতে করিতে এক পরা শান্তি লাভ করেন।

মনঃ শিক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ)

৬-৭। ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রকার ভজনীয় মন্ত্র এবং শ্রীভগবন্নাম। পরাখ্যশক্তির শব্দাকারে স্ফূর্ত্তি শ্রীভগবন্নাম ও মন্ত্রের স্বরূপ। নাম-মন্ত্র, সামান্যভূতাকাশের শব্দমাত্র নহেন, পরন্তু বেদসার বর্ণাত্মক চিৎ শব্দ-বিশেষ, অতএব নিত্য। শ্রুতি বলেন,—

"ওঁ আ'স্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ"

অর্থাৎ—হে বিষ্ণো! আপনার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যক্ না জানিলেও শুদ্ধনাম অভ্যাসকারীর প্রভাবাদি দিয়া শনৈঃ প্রেমভক্তি প্রদান করেন। আপনাকে আমরা নামস্বরূপ ভজন করি। প্রণব-ব্যঞ্জিত শ্রীনাম আপনার স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ মন্ত্র তাহা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন।

'ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং। অষ্টাক্ষর স্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে॥"

সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্ই স্বয়ং অষ্টাক্ষর মন্ত্র-স্বরূপে ব্যক্তভাবে লোকের মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীনাম সম্বন্ধেও পদ্মপুরাণ বলেন যে,—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

অর্থাৎ নাম সর্ব্বার্থ দান করে বলিয়া চিন্তামণি, তাহা কৃষ্ণচৈতন্যরসের বিগ্রহ-স্বরূপ, তাহা পূর্ণ,—অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়, তাহা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নয়, তাহা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না, যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই। অতএব শ্রীভগবন্নাম মন্ত্র, মৎস্য এবং রঘুনন্দনাদিরূপে ভগবানের অবতরণের ন্যায়, শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরায়ণ জনগণের সেবোন্মুখী ইন্দ্রিয়ে শব্দব্রহ্মরূপে স্বয়ং অবতরণ করেন, কিন্তু পুরুষেন্দ্রিয় জন্ত, শ্রীনাম মন্ত্র নহেন। যথা—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অতএব সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ নাম ও মন্ত্র জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব, বা আমার ইচ্ছানুসারে আমি বলিতে পারি কিংবা সকলেই পারেন—ইত্যাদি জ্ঞানই দাম্ভিকতা।

৮। অষ্টম প্রকার ভজনীয়—পূর্ণানন্দময়ী মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা। সসঙ্গিনী গোবিন্দানন্দিনীর সহিত শ্রীগোবিন্দের সেবা কর্ত্তব্য। যাহারা রাধিকানন্দীর সেবা ত্যাগ করিয়া একমাত্র গোবিন্দের ভজন করেন, তাঁহারা কপটী ও দাম্ভিক, তাহা শ্রীদাস-গোস্বামী স্বনিয়ম দশকের মধ্যে বলিয়াছেন, যথা—"যএকং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া"॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা, মধুর রসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে, সসঙ্গিনী গোবিন্দানন্দিনীর অনুগত না হইলে রসাস্বাদ হয় না। যথা শ্রীগোস্বামি বাক্য,—

অনারাধ্য রাধা-পদাম্ভোজরেণু-
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কং।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাব-গম্ভীর-চিত্তান্
কুতঃশ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥

এই অষ্ট ভজনীয়, পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ-ভজন করিবার প্রয়াস দাম্ভি-কতা মাত্র। তাহা প্রেমাকাঙ্ক্ষু ভক্ত-গণের সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ কর্ত্তব্য। অতএব হে মন, এই ভজনীয়ের সহ দৃঢ় শ্রদ্ধায় শ্রীগোবিন্দ ভজন কর।

শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫৬)

ভাবাবেশং পথিপরমহোবীক্ষ্য তং ভাগ্যবন্তো
ম্লেচ্ছাঃ কেচিদ্ভুতমতিবশাল্লেভিরে যৎপ্রসাদং।
ভক্তাস্তে চ প্রণয়বশগা যৎ[illegible]
বন্ধুরং তং গৌরাঙ্গং অনিমলকং শুদ্ধমূর্ত্তিং স্মরামি॥

বৃন্দাবন ছাড়ি পথে [illegible]
পীরবংশি শুনি পড়িলেন [illegible]
ভাগ্যবন্ত ম্লেচ্ছগণ সেই বৃক্ষতলে।
প্রভুর প্রসাদ পূর্ব্ব সুকৃতির বলে॥
প্রেমীভক্ত হৈল তারা কৃপায় গৌরার।
প্রেমমন্দাকিনী শুদ্ধমূর্ত্তি স্মরি তাঁর॥

(৫৭)

পুণ্যে গঙ্গা-তপন-তনয়া-সঙ্গমে তীর্থবর্য্যে-
রূপং বিদ্যাং পরমসমরীং শিক্ষয়ামাস
যোঽহং।
প্রেমাণং গোকুলপতিরতং বাহ্যভাবং যুক্ত
তং গৌরাঙ্গং রসগুরুমণিং শান্তমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

পুণ্য গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম তীর্থবর।
প্রয়াগে ত্রিবেণী-স্নান করিলা মহেশ্বর॥
পরমসমরী বিদ্যা—শুদ্ধপ্রেমভক্তি।
শ্রীরূপেরে শিখাইল সঞ্চারিয়া শক্তি॥
বাহ্যভ পণ্ডিতে কৃষ্ণ-প্রেমদানকারী।
শান্তমূর্ত্তি রসগুরুমণি গৌরে স্মরি॥

(৫৮)

কাশীক্ষেত্রে রসবিরহিতান্ কেবলাদ্বৈত-
পক্ষান্
প্রেমাপ্রাব্য স্বজন-কৃপয়া যস্ত রূপাগ্রজায়।
নিক্ষোভক্তিস্মৃতি-বিরচনে সাধুশক্তিং
দদাতীং
বন্দে গৌরং ভজনবিষয়ে সাধকানাং
গুরুং তম্॥

কাশীক্ষেত্রে রসহীন মায়াবাদিগণে।
স্বজনানুরোধে ভাসাইলা প্রেমবানে॥
শ্রীরূপ-অগ্রজ সনাতনে দিয়া শক্তি।
আজ্ঞা দিল রচিবারে হরিভক্তি-স্মৃতি॥
প্রকাশানন্দ-উদ্ধারণ গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভক্তভজন গুরু বন্দি নিরন্তর॥

(৫৯)

দিক্ গৌরাঙ্গ-প্রপত্তি-রহিতাং শুষ্কতর্কাদি
দগ্ধা-
নিত্যারত্যা প্রভুবচনং শঙ্করাণ্যং বভুব।
ত্যাসীনানাং সদসি মুক্তানাং যস্ত পূজা তদাভূৎ
গৌরাঙ্গং তং স্বরূপমথনানন্দমূর্ত্তিং স্মরামি॥

প্রকাশানন্দ মুখ্য মত সন্ন্যাসীগণ।
'মায়াবাদ' অতি তুচ্ছ বুঝিয়া তখন॥
"গৌরাঙ্গ-প্রপত্তিহীন্
শুষ্ক তর্ক-দগ্ধ দীন
ধিক" বলি সভা-মধ্যে করিল পূজন।
প্রেমানন্দ মূর্ত্তি গৌরে স্মর মোর মন॥

(৬০)

প্রাপ্যক্ষেত্রং পুনরপি হরিভক্তবর্গৈঃ ভুতোয়
রামানন্দ-প্রমুখ সুজনান সার্ব্বভৌমা-
দিকান্ যঃ।
প্রেমোল্লাসৈর্হরিরসপরৈরাপয়ামাস বর্ষান্
তং গৌরাঙ্গং হরিরসকথাস্বাদপূর্ণং
স্মরামি॥

কাশী হৈতে ফিরি পুনঃ পুরীতে আসিয়া প্রভু
তুষিলেন মত্ত ভক্তগণে।
রায় রামানন্দ মুখ্য সার্ব্বভৌম আদি করে—
আনন্দিত সকল সুজনে॥

হরিবসপত্র কম   প্রেমের আলাপে যে—
নব বর্ষ যাপিলেন হরি।
হরিকথা রসাম্বাদে-   পূর্ব শ্রীগৌরাজনে—
পাদপদ্ম লিখিলিলি হরি॥

(৬১)

যৎ[illegible] বিধিশিবমুতং বীক্ষিতুং তে
মহান্তো
বর্ষে বর্ষে রথপবিগান্তী গৌড়দেশাৎ সমেত্য
[illegible] লক্ষ। মনাস নত্বা মোদু দেশাৎ সমীযু
গৌড়ীয়ানাং পরম সুহৃদং তং যতীন্দ্রং
স্মরামি॥

ব্রহ্মা-শিব-প্রণমিত পাদপদ্ম যাঁর।
দেখিতে মহান্তগণ আসে বার বার॥
গৌড় হৈতে প্রতি বর্ষে
রথযাত্রা দেখি হর্ষে,
পরানন্দ লভি ফিরি যান পুনর্ব্বার।
গৌড়ীয়-সুহৃৎ গৌরে স্মরি অনিবার॥

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

মিলানে মোটর দৌড়
ভীষণ দুর্ঘটনা

মিলানে মোটর-দৌড়-প্রতিযোগিতায় কোরেণ নামক জনৈক ফরাসী ব্যক্তি ঘণ্টায় ১৭০ মাইল মোটর চালাইয়া শীর্ষ-স্থান-অধিকার করিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় মোটারসি নামক এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে একখানা মোটর চালাইয়া আসিতেছিল; পথে উহা উল্টাইয়া দর্শকবৃন্দের উপরে পড়ে, ফলে চালকসহ ১৯ জন ব্যক্তি নিহত এবং ২৬ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

ট্রেণ চাপায় মৃত্যু

গত ৬ই সেপ্টেম্বর শেওড়াফুলী ষ্টেশনের নিকট একখানি চলন্ত ট্রেণের নীচে পড়িয়া একটী লোক মারা গিয়াছে। সেই দিনই কোন্নগরের নিকটও ঐরূপ একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর ই, আই, আর লাইনের ষ্টেশনের নিকট একটী লোক চলন্ত ট্রেণের নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বৈমানিকের নিরুদ্দেশ

বিমানবিভাগের মন্ত্রীর কার্য্যালয় হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর সাল্লাইল হর্টন এবং লোজন হুথ নামক বৈমানিকদ্বয় এবং জনৈক টেলিগ্রাফিষ্ট উত্তর সাগরের উপর ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

ফরিদপুর বাদিয়াকান্দী নৈশবিদ্যালয়

রায়পুর-আবরকোল ছাত্র-সমিতি কর্ত্তৃক বহুদিন হইল, অবৈতনিক একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া তাহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি গত ২২শে ভাদ্র শুক্রবার হইতে উক্ত ছাত্র-সমিতি-কর্ত্তৃক 'ত্রিপুর' গ্রামে অবৈতনিক একটি নৈশবিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। হাড়ি, মুচি, বাগ্দী, ডোম-জাতীয় নিম্নশ্রেণীর বালক বালিকাগণের শিক্ষালোকপ্রবিধানার্থ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন যে সকল কৃষকের ছেলে মেয়েদের দিনের বেলায় পড়ার সুযোগ ঘটে না, তাঁহাদের শিক্ষার জন্যও এই বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে।

লণ্ডনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড
একাদশবর্ষীয়া বালিকার কৃতিত্ব

লণ্ডনের ৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ৬, ৮ ও ১২ বৎসর বয়স্ক ৩টি শিশু লণ্ডনের চেল্ভাষ্ট পল্লীতে এক কুটীরে অগ্নিদাহে মারা গিয়াছে।

ঐ শিশুদিগের মাতা কোন এক বন্ধুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে সম্ভবতঃ কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির আগুনে কুটীর জ্বলিয়া উঠে। শিশুরা পলাইতে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহাদিগের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া ডেজী ব্রাগ নাম্নী এক একাদশবর্ষীয়া বালিকা নিকটবর্ত্তী কুটীর হইতে তাহার রাত্রিকার কাপড়েই ছুটিয়া যায় এবং সেই জ্বলন্ত কুটীরের দ্বার খুলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু দ্বারটি এমন আটকাইয়া গিয়াছিল যে, কিছুতেই তাহা খুলিল না, তখন ডেজী সেই জ্বলন্তদরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে ও ২টি শিশুকে উদ্ধার করে। অতঃপর আরও ৫টি কুটীরের লোককে ডাকিয়া জাগায়, তাহারা দমকলে খবর দেয়।

দমকল বড় কিছু করিতে পারে নাই, মাত্র আগুন আর বিস্তারিত হইতে না পারে এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছিল।

জুরী দৈবদুর্ঘটনায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং যাহাতে কোন কুটীরে কেহ বিনা আধারে আলো না রাখে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করেন।

—আনন্দবাজার

ইংরেজ মজুরের প্রত্যাবর্ত্তন

প্রকাশ, যে সমুদয় ইংরেজ মজুর শস্য কাটিবার নিমিত্ত [illegible] গিয়াছিল, তন্মধ্যে [illegible] মজুর এখানে আসার কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া [illegible] প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অন্যায়
অভিযোগ-পেশের নিমিত্ত
বিলাত-যাত্রা

আলিপুর আদালতের ভূতপূর্ব্ব দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত কারমেল ও রায়েন মামলা সম্পর্কে ত্রুটী নিবন্ধন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে চ্যুত হওয়ায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বীয় অভিযোগ পেশ করেন, তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায় তিনি তাঁহার অভিযোগ পার্লামেণ্টে পেশ করিবার নিমিত্ত বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন।

হাডু-ডু প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি সিরাজপুর সহরে দুইটী হাডুডু প্রতিযোগিতা খেলা চলিতেছে। একটি পদক প্রতিযোগিতা, আর একটী কাপ প্রতিযোগিতা। খেলায় জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। প্রতি দিন খেলার মাঠে লোকে ভরিয়া যায় এবং খেলোয়াড়দের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। মফঃস্বলে প্রতিযোগিতার জের চলিয়াছে। কাঁখারকাঠি গ্রামে একটি স্বর্ণ পদক ও 'দাদুদপুরে' একটি রৌপ্য পদক প্রতিযোগিতা খেলা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

বালকের অদ্ভুত শক্তি

পিরোজপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গদাচরণ কুশারীর ৭.৮ বৎসরের একটি বালক অদ্ভুত স্মরণশক্তির প্রতিভার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। বালকটী অনেক কথাই শুনিবামাত্র মনে রাখিতে ও পুনরাবৃত্তি করিতে পারে। অজানা শক্ত ইংরাজী অনর্গল পড়িতে পারে। পৃথিবীর যে কোন ভৌগোলিক স্থানের পরিচয় বলিতে ও ম্যাপ দেখাইতে পারে, শক্ত অঙ্কগুলি সামান্য সময়ে করিয়া দেয় ও বড় বড় গুণ প্রভৃতির চটপট উত্তর বলিয়া দেয়।

ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভা

প্রকাশ, আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ব্যবস্থা বিভাগ হইতে পরিষদের দপ্তর পৃথক করা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

সি, আর, ডি নাইডু।

প্রসিদ্ধ ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ প্রফেসার সি, আর ডি নাইডু সম্প্রতি খুলনায় উপস্থিত হইয়া ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

ভারতের বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলে বস্ত্রবয়ন সূতা প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এক কোটী সময় যে পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সূতা প্রস্তুত হইতেছে। সরকারী ষ্টেটিষ্টিক্স হইতে নিম্ন আলোর সবিশেষ হিসাব দেওয়া গেল:—

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে	৬৪৬,	৭৫,	৭০,০০০ পাউণ্ড
" " সময়	৬৬৬,	২০,	৭২,০০০ "
" " পর	৬৬২,	৫১,	০০০০ "
১৯২৫-২৬সনে	৬৮৬,	৫২,	০০০০ "
১৯২৬-২৭সনে	৮০৭,	১১,	০০০০ "

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গত ৫ বৎসরের প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষে ৭২৫০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক সূতা তৈয়ার হইয়াছে। ভারতবর্ষে অধিকাংশ কাপড়ের কলই বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অবস্থিত। কাজেই বোম্বাইতেই কাপড়ের বেশী পরিমাণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে পরিমাণ সূতা ও কাপড় তৈয়ারী হয় নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল—

	সূতা		কাপড়	
বোম্বাই	৩২৫০ লক্ষ পাঃ		৯৫ ক্রোর পাঃ	
আমেদাবাদ	৯ ক্রোর	"	৪৫ "	"
পশ্চিম ভারতের				
[illegible]স্থানে	১২ ক্রোর	"	৩০ "	"
[illegible] ভারত	৬ "		[illegible]	"
দক্ষিণ	[illegible]	"	[illegible]	"

মহিলা-সভায়
সর্দ্দা ও গৌরের বিল সমর্থন

লেডী মুখার্জ্জি বাঙ্গলা পরিষদের সভাপতি ও মিঃ সর্দ্দার বিলের নির্ব্বাচন কমিটির সভাপতির নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন—

বাঙ্গলায় "এগারটি নারীসঙ্ঘের সম্মিলিত একটি বৃহৎ সভায় লেডী মুখার্জ্জির সভানেত্রীত্বে সমবেত সকলে ডাঃ গৌর ও সর্দ্দার বিল সমর্থন করেন। সভার মতে ছেলে ও মেয়েদের বয়স বাড়াইয়া যথাক্রমে ২১ ও ১৬ করা উচিত। আশা করা যায়, নির্ব্বাচন-সমিতি তাঁহাদের কথা বিচার করিয়া দেখিবেন।"

অগ্নিতে টেলিফোনের ক্ষতি

লণ্ডনের ৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বিগ্রহম রাত্রিতে [illegible] অগ্নি লাগে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ অগ্নি বিস্তৃত হইয়া টেলিফোন [illegible] নষ্ট করিয়াছে। [illegible] টেলিফোনের [illegible] ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে ভাদ্র, বুধবার—১৩৩৫

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগতে অসংখ্য অনর্থরাশির মধ্যে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশার ন্যায় ভয়ানক অনর্থ আর কিছুই নাই। এই তিনটীর মধ্যেই জীবের সাধনপথের যাবতীয় বিঘ্নরাশি বা অনর্থ অন্তর্নিহিত। যে ভাগ্যবান্ সাধক এই তিনটী অনর্থের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে ভজন-পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। যিনি যতই সাধন ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করুন না কেন, এই তিনটী অনর্থের যে কোন একটী মাত্র বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার সকল চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। এই তিনটী অনর্থকে যিনি যত তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন, তিনি ততই বিপদে পতিত হইবেন। অতএব শ্রীভগবানের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী যেভাবে এই বিঘ্নত্রয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন প্রত্যেক সাধক জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীভগবদ্বাণী বলিতেছেন—

"তোমার কনক   ভোগের জনক
    কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম,   নহে তব ধাম,
    তাহার মালিক কেবল যাদব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু   জড় মায়া মরু
    না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা   তা'তে কর নিষ্ঠা
    তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥"

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশা—এই বিঘ্নত্রয়ের মধ্যে আবার 'কনক', কামিনীর কবল হইতে কোন ক্রমে নিষ্কৃতি পাইলেও প্রতিষ্ঠাশা নামক অনর্থের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ বড়ই কঠিন ব্যাপার। জীব কনক-কামিনী-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়াসক্তি ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদনের অভিনয় করিয়াও তাঁহার অন্তঃকরণের অতি নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত এই প্রতিষ্ঠাশারূপ কপটতাকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া আবার 'পুনর্ম্মূষিকোভব' ন্যায়ে যে সেই [illegible] পড়েন। বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠাশাই জীবের সকল অনর্থের মূল হইয়া পড়ে। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী
    মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি
    শুচিরেতন্নন্নু মনঃ।"

অর্থাৎ যে হৃদয়ে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাপার প্রতিষ্ঠাশা-রূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী নৃত্য করিতেছে, সে হৃদয়ে কি আর কখনও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর কৃষ্ণপ্রেমার স্থান থাকিতে পারে?

প্রতিষ্ঠাশা যে কত প্রকারে জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া জীবের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত, তাহা দুর্ভাগা জীবের আদৌ বুঝিবার সামর্থ্য নাই। 'আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে, তুমিই অগতির একমাত্র গতি'—এই বলিয়া একান্ত ভাবে শ্রীভগবৎপ্রেষ্ঠ ভক্তগণের পাদাশ্রয় ব্যতীত এই কপটতার হস্ত হইতে উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী জগতের সকলকেই ফাঁকি দিয়া তাহার প্রভাব অবাধে বিস্তার করিতে পারে বটে, কিন্তু একমাত্র ভক্তের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট তাহার যাবতীয় কুচেষ্টা ধরা পড়িয়া যায়। প্রতিষ্ঠা চণ্ডালী কখনও ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রম এবং কখনও বা বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা পরমহংসের বেষ ধারণ করিয়া কতরূপেই না লোক-বঞ্চনা করিতেছে। কিঙ্কনতা বোধ জ্ঞান বজায় রাখিয়াও নিষ্কিঞ্চন পরমহংস-সজ্জায় সাজ। উপায়ে ভগবান্‌কে ভোক্তৃপদ হইতে অবসর প্রদান পূর্ব্বক নিজেই ভগবদ্ভোগ্য বস্তুর ভোক্তা হইয়া পড়িতেছে, অথচ বাহিরে ভক্তাঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া লোকের নিকট একজন প্রকাণ্ড সাধু বলিয়া প্রশংসা পাইতেছে!

প্রতিষ্ঠারাক্ষসী ভাগ্যহীন জীবকুলকে কেবল পরামর্শ দিতেছে—"তোমরা চেতনের ধর্ম্ম শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া নির্জ্জন ভজনের নামে বেশ করিয়া আমার সঙ্গলাভে উন্মত্ত হও। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তন আদৌ কীর্ত্তনপিতা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে, সুতরাং তোমরা শ্রীনাম প্রচারের বিরোধী হও। বাবাজীর বেশ লইয়া অপ্রাকৃত শ্রীধামে প্রাকৃতবুদ্ধি আরোপ পূর্ব্বক রামচন্দ্রপুরের কাক্ড়ার মাঠকে শ্রীধাম বলিয়া প্রচার কর। শ্রীবিগ্রহ, ভাগবতাদি শাস্ত্র, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কনক, কামিনী ও আমার উত্তমরূপ সঙ্গ প্রার্থনা কর। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি আরোপ করিয়া ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা নাই—প্রচারের দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াও আমার সঙ্গ কর। মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অনুকূল অনুশীলন তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিয়া আমার প্রবর্ত্তক 'ভারতবর্ষের মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দাও; আচার্য্যকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া, শ্রীগুরু করিয়াও তাঁহার লীলা-রূপ-বৈশিষ্ট্যেই করিয়া তাঁহাকে 'নাগর' সাজাইয়া বুড়োশিবতলার বুড়ো নাগরী হও। তন্ত্রসারোক্ত 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি', ভাগবতোক্ত 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং,' বিষ্ণুযামলোক্ত 'অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি', মহাভারতোক্ত 'এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি,' 'ন যোনির্নাপি সংস্কারঃ', গীতোক্ত 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং' প্রভৃতি শাস্ত্র-বচনসমূহ একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া পৌরুষপন্থা অবাধে চালাইয়া দাও, আমি বেশ করিয়া তোমাদের বুকের রক্ত আস্বাদন করিতে পারিব।" শুদ্ধভক্তিকথা আলোচনার ভাণে অস্মাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-বিদ্ধা মিছাভক্তি লইয়াই থাক, শুদ্ধভক্তির কোন কথা শুনিও না। ক্রমপন্থায় চলিয়া কোন লাভ নাই, যেমন করিয়া পার একেবারে মধুর রস-রসিক প্রেমিক ভক্ত হইয়া যাও, অকালপক্কতা লাভ কর, শ্রবণ কীর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক নাই, একেবারে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-মননাদিতে লাগিয়া যাও আর রাইকানুর রসগান গাইতে থাক।" মহাজনের পদানুসরণে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রসংকীর্ত্তন করিয়া ছোট হইতে যাইবে কেন? তুমি নিজেই একটা নূতন ছড়া গান সৃষ্টি করিয়া গাও, সিদ্ধান্ত বিরোধ কিম্বা রসাভাস-দোষ দুষ্ট হয়, হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, আমি তোমাকে একজন মস্ত বড় বাবাজী করিয়া দিব, জগতের বোকা লোকগুলি তোমাকে খুব সম্মান দিবে। সাধারণ লোকের মত চলিলে আর বাহাদুরী কি হইবে? কোন কালে কোন সাধক যাহা করেন নাই, তাই তুমি কর। তুমি পুরুষ হইলেই বা কি? গোঁফ দাড়ী গোঁফ কামাইয়া স্ত্রীলোকের মত বেষভূষা করিয়া সখী সাজ, আমি লোককে জানাইয়া দিব যে, তুমি সেই ব্রজের অষ্টসখীর মধ্যেই একজন, দেখিবে অনেক স্ত্রীপুরুষ তোমার পদানত হইবে!" প্রতিষ্ঠা-রাক্ষসী এইরূপে আরও কত কুপরামর্শ দিয়া যে জীবকে তাহার ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীবলদেবের বলে বলীয়ান শুদ্ধভক্তগণের পাদাশ্রয় ভিন্ন এই রাক্ষসীর কবল হইতে উদ্ধার লাভের আর কোন উপায় নাই। একান্তভাবে শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনই যাবতীয় অনর্থের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশারূপ অনর্থত্রয় হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

"কনককামিনী   প্রতিষ্ঠাবাঘিনী
    ছাড়িয়াছে যাঁরে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত   সেই শুদ্ধভক্ত
    সংসার তথায় পায় পরাভব॥"

শুদ্ধভক্ত-সন্ন্যাসীর আবির্ভাবকালে

ভারতাকাশ

শ্রীচৈতন্যের দান বর্ষিত হইবার পূর্ব্বে অনেক তান্ত্রিক, সাধু, হঠযোগী, কর্ম্ম-যোগী, পঞ্চোপাসক, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দাম্ভিকতায় বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ ছিল। ব্রহ্মচারী নারি সন্ন্যাসী বেশোপজীবী সাধু সর্ব্বত্রই দেখা যাইত। কবিকর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তাহার এইরূপ চিত্র দিয়াছেন,—

'ত্রিষবণ-প্রণতিঃ ললাটচন্দ্রঅর্ঘ্যদান-সান্দ্রাঞ্জন-
    রোধে যত্নং
দাম্ভ্যং কাম্যতো বিশীর্ণ নয়নে বদ্ধাসনং
    ধ্যায়তঃ।
অন্তোপান্ত নদীতটস্থ কিয়ৎ তত্ত্বঃ
    সমাধেরভূৎ
ইতি সবিস্ময় বিচিন্ত্য অতো ক্রামতঃ।
পামীয়াহরণ-প্রবৃত্ত স্তবকীপরম্পরাকর্ণনৈঃ
তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতদ্‌।'

যিনি যত অধিকবার অধিক তীর্থ পর্য্যটন করিতেন, তিনি তত সাধু বলিয়া দাম্ভিকতা পোষণ করিতে পারিতেন,—

গঙ্গাদ্বার গয়া প্রয়াগ মথুরা বারাণসী
    পুষ্কর
শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা বদরিকা সেতু-
    প্রভাসাদিকাঃ।
অক্লেনৈব পরিক্রমৈ স্ত্রিচতুরৈ তীর্থাবলীং
    পর্য্যট-
ন্নস্মাকং কতি বা শতানি সমভিজ্ঞাস্যদূর্দশে
    সেতু কঃ॥

একদিকে যেমন দাম্ভিক বেশোপজীবী মায়াবাদী, রাজযোগী, হঠযোগী, জৈন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের বাহ্য ঔদাসীন্য সর্ব্বক্ষেত্র ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, অন্যত্র অন্যদিকে মুষ্টিমেয় বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণকেও দলেই বিচরণ করিতে দেখা যাইত। তাঁহারা অধিকাংশই মাধ্ব-সন্ন্যাসী বা রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী আর্য্যস্বামী; তাঁহারা কেহ কেহ গঙ্গাস্নানাদির জন্য শ্রীনবদ্বীপে আগমন করিতেন। শ্রীলক্ষ্মীপতি তীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী প্রভৃতি মাধ্ব-পরিব্রাজক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর নাম আমরা এতৎপ্রসঙ্গে জানিতে পারি, শ্রীপাদ বিষ্ণুপুরী প্রভৃতিও মাধ্ব বৈষ্ণবসন্ন্যাসী। রামানুজীয় আর্য্যস্বামী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর মধ্যে আমরা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির নাম জানিতে পারি। শাঙ্কর সন্ন্যাসীদের মধ্যে আমরা শ্রীপাদ কেশব ভারতী, কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার অসংখ্য শিষ্যকে দেখিতে

পাই। তখন বারাণসী শাঙ্কর বেদান্তের মহাপীঠ ছিল, কিন্তু কলিকালে কর্ম্মসন্ন্যাস নিষিদ্ধ হওয়ায় আধুনিক শাস্ত্রীয় মতবিরুদ্ধ কর্ম্মসন্ন্যাসিগণের অস্তিত্ব মোটেই ছিল না।

শঙ্কর-বেদান্তের আলোচনা যথেষ্ট ছিল, তবে ভক্ত সাধারণভাবে মধ্ব-বেদান্ত কেহ কেহ আলোচনা করিতেন। যেমন ত্রিহুত বা মিথিলাদেশ হইতে আগত রঘুপতি উপাধ্যায় মধ্ব বেদান্তের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন; তৎকালে শ্রীভাষ্যের আলোচনাও বৈষ্ণবগণের মধ্যে ছিল। শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদের ষট্‌সন্দর্ভে বিষ্ণুস্বামী, মধ্ব ও রামানুজীয় বেদান্ত ও দার্শনিক গ্রন্থাবলীর যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল জীবপাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞ-সূক্ত, শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, মহাভারততাৎপর্য্য, ভাগবততাৎপর্য্য প্রভৃতির বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন ও বাক্য-প্রমাণ-বচন উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্ক সম্প্রদায় ও পারিজাত সৌরভের নাম কোথায়ও দৃষ্ট হয় না; এমন কি জীবগোস্বামীর প্রকট-কালের বহু পূর্ব্বলেখক সর্ব্বদর্শনকারের দার্শনিক-মত-সংগ্রহ-গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বের নাম ও তাঁহাদের দার্শনিক মত সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের নাম-গন্ধও করেন নাই। তৎকালে রামানন্দি সাধুগণ যথেষ্ট ছিলেন। আনন্দ কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক রামানন্দি সম্প্রদায়ের পণ্ডিত রামদাসের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই। রামায়ৎগণ অন্তরে মুমুক্ষু বলিয়া মহাপ্রভু রামদাসকে বিশেষ আদর করিতে পারেন নাই। শুদ্ধাদ্বৈত-স্বামি সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ত্রিদণ্ডীস্বামী রামকৌমুদীকার লক্ষ্মীধর স্বামী বিশেষতঃ তাঁহার গুরুভ্রাতা শ্রীধরস্বামীর নাম-ভজন-প্রণালী ও শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রীবল্লভাচার্য্য যে ভাগবতের টীকা রচনা করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহা আদর করিতে পারেন নাই। যখন বল্লভাচার্য্য পরবর্ত্তিকালে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট কিশোর গোপালমন্ত্র লাভ করিয়া শুদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই মহাপ্রভু তাঁহাকে আদর করিয়াছিলেন। তখন ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বিশেষ প্রচলিত ছিল, আমরা সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য এবং পরবর্ত্তিকালে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে ক্ষেত্রসন্ন্যাসীরূপে দেখিতে পাই। স্মার্ত্তমতানুসারে পুরুষোত্তমের চাকার নিম্নে পুরুষোত্তমে দেহত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণিত হইত। কিন্তু মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর দ্বারা ঐরূপ তমোদর্শন নিরর্থকতা প্রমাণিত করিয়াছেন। তখন গৃহস্থগণের

শ্রীজন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণে

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিয়া থাকি। শুধু যে জন্মাষ্টমী ব্রতই করি তাহা নহে, একাদশী, ষষ্ঠী, কাত্তিক, বিষহরি প্রভৃতি অনেক ব্রতই পালন করি। সেই হিসাবে এই জন্মাষ্টমী ব্রতটিও পালন করা প্রয়োজন বোধে অনেকেই ব্রতটি বাদ দেওয়া পছন্দ করি না তাই সকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত উপবাস করি। মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র সকলেই যাহার যাহার শক্তির অনুপাতে জন্মাষ্টমী ব্রত পালনে ব্রতী হই। পল্লীতে, নগরে সর্ব্বত্রই ব্রতটির বেশ প্রসার দেখা যায়। বিশেষতঃ এই জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যাঁহারা ঢাকা নগরীতে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এর দিনের চলনসই মামুলী ক্রিয়া-কাণ্ড সম্বলিত ব্যাপার পৃথগ্‌ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের তত্তৎকালোচিত ঘটনা উপলক্ষে উক্ত নগরীতে যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই, তাঁহাদের জন্য কিছু প্রয়োজন বোধে আলোচনা করিতে হয়।

ঢাকার জন্মাষ্টমী ভারত-বিখ্যাত ব্যাপার। ভারতে কেন অপরাপর দেশেও ইহার কথা কিছু না কিছু প্রচারিত হইয়াছে। বেশ নানা প্রকারের আমোদ-প্রমোদ-পরিপূর্ণ মিছিল বাহির হইয়া দর্শকগণের শ্রুতি-সুখ ও নয়নামোদ উৎপাদন করিতে এমনটী আর নাই। বহু বহু ব্যক্তি রথযাত্রা প্রভৃতি দর্শনের ন্যায় এই মিছিল দর্শনও পুণ্যজনক মনে করিয়া খুব বেশী বেশী ভাড়া দিয়া বড় বড় রাস্তার নিকট দালানের ছাদ ভাড়া করেন। আনন্দের সীমা দেখে কে? অবশ্য এই উৎসব উপলক্ষে বহু স্থানে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয় বটে, কিন্তু ঢাকার ন্যায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কোথায়ও হয় বলিয়া শুনা যাইতেছে না। যে কোন ঘটনাচক্রে পড়িয়াই হউক অথবা পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়ই হউক একবার ঢাকায় মিছিল প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত উদরশূন্য রাখা যাহাকে আমরা সাধারণ কথায় উপবাস বলিয়া বুঝি, আর রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকা অন্তে দৈনন্দিন ভোজ্যবস্তুর বদলে বদলে বেশ বাছা বাছা দ্রব্যাদি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করা এবং নাচা, গাওয়া, দধি-কাদা-মিশ্রিত কুগিত নারিকেল লইয়া দেহ-বল পরীক্ষা করা, কুকুরের বাবা নন্দ সাজিয়া লগুড় ভাঁজা প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রাণহীন বস্তু লইয়া ক্রীড়া করার দিকটা গ্রহণ করিয়া উপার্জ্জিত অর্থের ব্যবহার আমোদ-প্রমোদই জন্মাষ্টমী-ব্রত ও নন্দোৎসব লীলা।

মানুষ যত দেখে তত শিখে। শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সংস্কারগুলিও পরিমার্জ্জিত হইয়া দূরীভূত হয়। তাই হঠাৎ মনে পড়িল যে, বহু স্থলে জন্মাষ্টমী দেখা শোনা হইল, এখন একবার গৌড়ীয়মঠের নিমন্ত্রণটী পালন করা যাউক। আমার চিরকালের স্বভাব নিমন্ত্রণ পাইলে তাহার গন্ধটীর পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হই না, নিমন্ত্রণ পালনে দুই দিক রক্ষা হয়। নিমন্ত্রণকারীও কৃতার্থ হন, নিজেরও উদর-দেবতার অর্চ্চনটা শুদ্ধভাবে সুসম্পন্ন হয়। অবশ্য উদরটাকে দেবতা বলা পাপ হইলেও আজকালকার বাজারে বহু লোকের ভোট নির্ব্বাচনে জোটাজোটি উদর মহাশয় খুব বড় দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; এমন ক্ষেত্রে যাহার যে সম্মান, তাহা না রাখিলে আবার মর্য্যাদা-লঙ্ঘন জনিত অপরাধও হয়। তাই উদরকে দেবতা বলিতে বাধ্য হইলাম। সুতরাং এমন দেবতার অর্চ্চনটা যেখানে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভব সেই সুযোগ কে ছাড়ে? বিশেষতঃ জীবনে যত যত জন্মাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত হইয়া কৃতার্থ করিতে ও হইতে গিয়াছিলাম, তদপেক্ষা গৌড়ীয় মঠের জন্মাষ্টমী উৎসবের, নিমন্ত্রণে অনেক বিশিষ্টতা আছে, তাহা দর্শনের পূর্ব্বে শ্রবণের দ্বারাই উপভোগ করিতে-ছিলাম। তাই আর চুপ করিয়া থাকা চলিল না। একেবারে হাজির!

এখানে দেখি সব বিপরীত। আমার পূর্ব্বের জন্মাষ্টমী ব্রতের ধারণাটা একেবারে উলট পালট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার নিজের কথা শুধু রূপায়ন হইতে [illegible] জমাইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি কখন হইতে গৌড়ীয়মঠের এই উৎসবটী স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই, তাঁহারা আমার কথা কয়টীতে মনোনিবেশ করিবেন।

জন্মাষ্টমী বলিতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের আবির্ভাব-তিথি ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী বুঝাইয়া থাকে। তাহার উপ অর্থাৎ নিকটে বাস বলিতে জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাবকেই বুঝায়। সুতরাং জন্মাষ্টমীর উপবাস একটী সহজ ব্যাপার নহে। এই সকল ব্রতের মর্ম্ম একমাত্র শুদ্ধ কৃষ্ণসেবকগণই অবগত আছেন। যদিও আমরা আরোহপন্থী হইয়া এই সকল ব্রত বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত পালনের ছল দেখাই, তবুও আমরা অজ্ঞতা নিবন্ধন কৃষ্ণজন্ম, গৌরজন্ম দেশ-কাল-পাত্রে আবদ্ধ বুদ্ধিতে কৃষ্ণজন্মকে একটী শুক্র-শোণিত-ঘটিত ব্যাপার অর্থাৎ আমাদের পুত্রের জন্মের ন্যায়, কৃষ্ণজন্মও একটা শৌক্র-জন্মবিশেষ মনে করিয়া লই। এমন কি অনেকে গৃহমেধী থাকার দরুণ গৃহমেধীয় ধর্ম্মরক্ষার্থে বলিয়া থাকি—"যে সকল স্ত্রীপুরুষের পুত্রসন্তান লাভ হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই দেবকী-বসুদেব, নন্দ-যশোদার ন্যায় ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। যদি ছেলেটিকে নন্দ যশোদার ন্যায় সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই নন্দ যশোদা হইয়া যাইবেন। এই সেদিন খুলনা সহরে এক গৃহস্থ বাড়ীতে কোন পণ্ডিতম্মন্য স্মার্ত্ত গৃহব্রতধারী ব্যবসায়ী ভাগবত পাঠ করিতে বসিয়া পয়সার লোভে ঐরূপ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া, তথা-কথিত সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর ইন্দ্রিয়-তর্পণ পটুতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তৎপরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে কোন শুদ্ধভক্তের শ্রীমুখে শুদ্ধকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সেই গৃহ-কর্ত্তার ইন্দ্রিয়তোষণ না হওয়ায় তিনি কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া দুষ্ট বাউলের বিচারে, ঐ প্রকারের তথা-কথিত আরও একটী কথকের মুখে নাম-ভজন শ্রবণ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে যাহাতে বালক-রূপী গোপাল লাভ হয়, তাহারই আয়োজন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইউনিভারসিটির সম্মান-প্রাপ্ত ব্যক্তির অভাব ছিল না বটে, কিন্তু জন্মাষ্টমী-ব্যাপারে নাম-ভজন-কীর্ত্তন অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক, ইহা যে একটা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিরও বোধগম্য হয়, তাহা অনুধাবন করিবার লোকেরও অভাব ছিল বলিয়া পরিলক্ষিত হইল। অবশ্য সজ্জনগণের মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধকীর্ত্তন শ্রবণ ব্যতীত সহজিয়া প্রাকৃতিয়াদিগের নিকট হরিকীর্ত্তন নামে লীলা-কীর্ত্তন-শ্রবণ অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই

যিনি গৃহস্থ হইয়া অতিথিসেবা না করে। পশু পক্ষী হইতে অধম বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে। সেই তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২২-২৩)

(উক্ত পংক্তির পূর্বে:) পক্ষে অতিথি ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অভ্যাগতের সেবা বিশেষ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া বিবেচিত ও আচরিত হইত। শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শচীদেবীর আদর্শ অতিথি সেবার কথা আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বৈদিক-বিপ্রের উপাখ্যানে দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার গার্হস্থ্যলীলায় অতিথিসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

তথ্যকথিত আচার্য্যগণ ব্যাখ্যা কাটিতে প্রবৃত্ত হন অথবা যাহারা তাঁহাদের অভক্ততা বা শিক্ষার উদ্ধৃত আদর্শ, তাহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধধর্ম-প্রচারক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবশিক্ষার নিমিত্ত কি প্রকারে জন্মাষ্টমীর উপবাস করিলেন, তাহার দিগ্‌দর্শন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ধন্য হই।

জন্মাষ্টমী-বাসর শুক্রবার দিনমান ও রাত্রি বার দণ্ড ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস থাকিয়া অবিরাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণকথানুশীলন, তৎপর যৎকিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ সম্মানাদি অনুষ্ঠান হইল। শনিবার শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে স্বয়ং শ্রীল পরমহংস ঠাকুর বক্তৃতামুখে দেবকী, বসুদেব, বাসুদেব, নন্দ, যশোদা, নন্দনন্দন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও বাৎসল্য রস এবং অন্যান্য ঈশ্বর অপেক্ষা, সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বহু ব্যক্তির সৌভাগ্য উদয় করাইলেন। যদিও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাত কুসংস্কারগুলির আংশিক অপনোদিত হইয়াছে, ইহা আমি ও অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। বক্তৃতার চুম্বক আমরা গৌড়ীয়ের কৃপায় পুনরালোচনা করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া আশা-পথে চাহিয়া রহিলাম। যাহাতে উল্লিখিত কার্ত্তিক, বিষ্ণুরি ব্রতের সমপর্য্যায়ে জন্মাষ্টমী-ব্রতটী স্মার্ত্ত কর্ম্মী সমাজের পাল্লায় পড়িয়া বিপন্ন না হয়, তন্নিমিত্ত এই সমস্ত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ তত্ত্বকথা গুলি পরিপূর্ণভাবে পুনঃ পুনঃ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১৪ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৮ অ ৬।৩ অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৫২ উত্তরফল্গুনী উষা ৫।৪৮

১৫ হৃষীকেশ ৩০শে ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।২ গৌরপ্রতিপদ দি ৭।৬ হস্তা অহোরাত্র

১৬ হৃষীকেশ ৩১শে ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৪৯ অ ৬।১ গৌরদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৭।৫২ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ দি ৭।১০

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬২)

নিষ্কিঞ্চনানাং বিপুলপতনং স্ত্রীষু সম্ভাষণং যৎ
তদ্দোষাৎ স্বমতচরকারূকপার্থং য ঈশঃ।
দোষাৎ ক্ষুদ্রাদপি লঘুহরিং বর্জ্জয়িত্বা
মুমোদ
তং গৌরাঙ্গং বিমলচরিতং সাধুমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-সম্ভাষণ।
উচিৎ না হয়—তাহা বিপুল পতন॥
সেই দোষ হৈতে স্বীয় অনুগত জনে।
সাধুমূর্ত্তি যাঁর, সদা রক্ষার কারণে॥
ক্ষুদ্র দোষে হরিদাসে করেন বর্জ্জন॥
বিমল চরিত্র গৌরে স্মর মোর মন॥

(৬৩)

দৈবাল্লীনাবরজনিকতাং তত্ত্ববুদ্ধিপ্রভাবা-
দাচার্য্যত্বং ভবতি যদিদং তত্ত্বমেকং-
সুগূঢ়ং।
প্রদ্যুম্নায় প্রচুরকৃপয়া জ্ঞাপয়ামাস যস্তৎ
তং গৌরাঙ্গং গুণমধুকরং জাড্যশূন্যং
স্মরামি॥

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যদি কোন মহাজন।
দৈবযোগে নীচ কুলে আবির্ভূত হন॥
তত্ত্ববুদ্ধি-হেতু—আচার্য্যত্বে অধিকার।
হইবে তাঁহার, এই গূঢ়তত্ত্ব সার॥
এই তত্ত্ব জানাইতে প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে।
রায়-পাশে পাঠাইলা বহু কৃপা ক'রে॥
কর্ম্মজাড্যশূন্য গৌর গুণমধুকর।
স্মর আমি সর্ব্বক্ষণ বেদমূর্ত্তিধর॥

(৬৪)

বাৎসল্যেন স্বজনবশাৎ দাসগোস্বামিনং য
স্তত্ত্বজ্ঞানং ভজনবিষয়ে শিক্ষয়ামাস
সাক্ষাৎ।
সিন্ধোস্তীরে চরমসময়ে স্থাপয়ামাস দাসং
তং গৌরাঙ্গং স্বচরণরতং বদ্ধমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

বাৎসল্যের সহ যিনি স্বজন-বশে।
কৃপা করি গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাসে॥
শিখাইলেন স্বয়ং ভজনতত্ত্বজ্ঞান।
পুন যবে হরিদাসের হইল নির্য্যাণ॥
সিন্ধুতীরে স্থাপিলেন মহোৎসব করি।
স্বপদ-সেবক বদ্ধমূর্ত্তি গৌরে স্মরি॥

(৬৫)

পুরীং রামাখ্যাং যো গুরুজন-কথা-
নিন্দনপরং
সদোপেক্ষ্য ভ্রান্তং কলিকলুষকূপেগতমিহ।
অমোঘং স্বীচক্রে হরিজনকৃপালেশবলতঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ভ্রান্ত রামচন্দ্রপুরী।
উপেক্ষিলা যেই গুরুজন-নিন্দাকারী॥
হরিজন-কৃপাপাত্র অমোঘে স্বীকার।
করিলা যে শচী-সুতে স্মরি অনিবার॥

(৬৬)

সনাতনং কণ্ডুরস-প্রপীড়িতং
স্পর্শেন শুদ্ধং কৃপয়া চকার যঃ।
স্বনাশবুদ্ধিং পরিশোধয়ন্নহো
স্মরামি গৌরং নবখণ্ড-নায়কং॥
কণ্ডুরস-প্রপীড়িত প্রভু সনাতন।
কৃপায় স্পর্শিয়া ব্যাধি করিলা মোচন॥
রথচক্রে দেহত্যাগ বুদ্ধি-শুদ্ধ করি।
কৃপা যে করিলা—সেই গৌরচন্দ্রে স্মরি॥

(৬৭)

গোপীনাথং নরপতিবলাদ্ যো ররক্ষাম্ব-
তত্রে।
রামানন্দানুজনিজজনং শিক্ষয়ন্ ধর্ম্মতত্ত্বং।
পাপৈর্লব্ধং ধন মহ সদা ত্যাজ্যমেব
স্বধর্ম্মাৎ
তং গৌরাঙ্গং স্বজন-শিবদং ভদ্রমূর্ত্তিং
স্মরামি॥

গোপীনাথে রাজধন অপচয়-দোষে।
চাঙ্গে চড়াইয়া রাজা দণ্ডে অবশেষে॥
স্বজন প্রভুরে কহে রক্ষার কারণ।
রামানন্দ-ভ্রাতৃগণে জানি নিজজন॥
শিখাইলা ধর্ম্মতত্ত্ব—"ধার্ম্মিক যে জন।
সর্ব্বদা ত্যজিবে সেই পাপলব্ধ ধন"॥
এই সব কথা পরে শুনি নরপতি।
দণ্ড হৈতে গোপীনাথে দেন অব্যাহতি॥
এরূপে রক্ষিলা যে স্বতন্ত্র গৌরহরি।
ভক্তশুভ-দাতা ভদ্র-মূর্ত্তি আমি স্মরি॥

(৬৮)

উপায়নং রাঘবতঃ সমাদৃতং
পুনঃ পুনঃ প্রাগ্রমণি স্বদেশতঃ।
স্বভক্ততো যেন পরাৎপরাত্মনা
তমেব গৌরং সঙ্কস্তং স্মরামি॥
পরাৎপর যে ঈশ্বর, স্বভক্ত রাঘব।
বঙ্গ হৈতে ঝালি পূর্ণ উপায়ন সব॥
পুনঃ পুনঃ লইলেন করিয়া আদর।
স্মর মন ভক্তপ্রিয় গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

পারস্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা

প্রকাশ, পারস্যের সংবাদপত্রসমূহে মজলিসের আগামী অধিবেশনে পারস্যের স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া প্রস্তাবাবলীগৃহীত হইবে।

স্ত্রীজাতির মুক্তি সম্পর্কিত আন্দোলন পারস্য ও আফগানিস্থানে ইতঃপূর্ব্বেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। পারস্যের শিক্ষিত লোকগণ স্ত্রীলোকদিগকে পর্দ্দার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার বিরোধী। তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে পর্দ্দামুক্ত করিতে চাহেন এবং বলিতেছেন যে, পর্দ্দা মেয়েদিগের নৈতিক চরিত্ররক্ষারও পরিপন্থী।

বাঁকুড়া নরহত্যা মামলার রায়

নিবারণ বাগদী নামক একব্যক্তিকে লাঠির আঘাতে হত্যা করার অপরাধে এখানে বরদা বাগদী নামক একব্যক্তি এবং সারদা বিশ্বাস ও নাড়ের হোসেন নামক অন্য দুইব্যক্তি বরদাকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া দায়রা জজ উক্ত তিন ব্যক্তির ও এই মামলায় সংশ্লিষ্ট হরিপদ ও সুরেন্দ্র নামক অন্য দুই ব্যক্তিকে বে-কসুর খালাস দিয়াছেন।

হিলি-কালীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় সেক্রেটারীর পদত্যাগ

হিলি-কালীগঞ্জ বাখোয়ারী-সমিতি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ফণ্ডে ১২৫৲ টাকা দিবার সঙ্কল্প করেন এবং এজন্য পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব চাহিয়া পাঠান। স্কুলের সেক্রেটারী কোন হিসাব না পাইয়া স্কুল কমিটির সভা আহ্বানের চেষ্টা করেন; কিন্তু সদস্যদের নামের তালিকা অভাবে সভা আহ্বানে অসমর্থ হইয়া পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন।

নৃশংস নরহত্যা

প্রকাশ পাঁচু তেলি নামে নূতন বাজারের একসব্জী বিক্রেতা তাহার ভৃত্য গৌরীয়াকে সঙ্গে লইয়া ৫ শত টাকা সহ গঙ্গা পার হইয়া একটি ধান ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন দুই ব্যক্তি আসিয়া পাঁচু তেলিকে আক্রমণ করে এবং গুরুতরভাবে ছোরার আঘাত করে। ভৃত্য গৌরীয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে দুর্বৃত্তগণ তাহাকেও আক্রমণ করে, তৎপর পাঁচু তেলীকেহত্যা করে এবং পাঁচুর নিকট যে ৫শত টাকা ছিল তাহা লইয়া পলাইয়া যায়। ভৃত্য টালীগঞ্জ থানায় গিয়া সমস্ত বিষয় জানায় এবং বলে যে, আততায়ীর নাম সেখ মাইন। তদনুসারে সেখ মাইন জোড়াবাগান থানার হেড্‌কন্‌ষ্টেবল কর্ত্তৃক কলিকাতা আপার চিৎপুরের একটী বাটীতে গ্রেপ্তার হইয়াছে। সে কালীগঞ্জ থানায় প্রেরিত হইয়াছে।

রাজদ্রোহের অভিযোগে কংগ্রেস-কর্ম্মী

এম, এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার এবং দেবনারায়ণ আয়ার নামক মাদ্রাজের দুইজন কংগ্রেস-কর্ম্মী গত ১০ই সেপ্টেম্বর ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা গত জুলাই মাসে তেনেভেলী জেলায় রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহারা জামীনে খালাস পাইয়াছেন।

মুণ্ডা ও উরাও জাতির হিন্দু ধর্ম্মে শ্রদ্ধা

রাঁচী ১৮ সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, তথাকার জন্মাষ্টমীর দিনে প্রায় একশত মুণ্ডা ও উরাও ছাত্র কীর্ত্তন করিয়া প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া গমন করিয়াছিল।

অত্যধিক পরীক্ষা

বিলাতের বিখ্যাত পাবলিক স্কুল "হ্যারো"র হেড মাষ্টার মহাশয় সম্প্রতি এক সভায় অত্যধিক পরীক্ষা-গ্রহণ-রীতির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এ প্রথা সমগ্র বিশ্বে একপভাবে পরিব্যাপ্ত যে কোনও হতভাগ্য ইহার হাতে একবার পড়িলে অন্ততঃ তেইশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।

কানাডায় ইংরাজ মজুর
কমন্স সভার অভিমত

কমন্স সভার শ্রমিক সদস্য মিঃ টম জনষ্টন বলেন,—তিনি বিশেষভাবে সংবাদ লইয়া জানিয়াছেন, কানাডায় যে সমস্ত ইংরাজ শ্রমিক গিয়াছে, তাঁহারা সুখেই আছে। ইহারা অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহাদের পক্ষ হইতে অভিযোগ করার কোনই কারণ নাই।

ময়মনসিংহ, পণ্ডিতপাড়া ক্লাব

গত কল্য পণ্ডিতপাড়া ক্লাবের অষ্টাদশ বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে আগামী বর্ষের জন্য গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী সভাপতি এবং কালীপুরের জমিদার ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কান্ত লাহিড়ী জেনারেল সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নভেম্বরের শেষভাগে ক্লাবের বাড়ী নির্ম্মাণ শেষ হইবার সম্ভাবনা।

"জমিদার" ও "মুস্লিম আউটলুকের" মামলা

লাহোর ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সাব ইনস্পেক্টর মুক্তিলাল একজন মুসলমান মহিলার উপর দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া "জমিদার" ও "মুস্লিম আউটলুক" পত্রে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত দুই পত্রের বিরুদ্ধে উক্ত সাব ইনস্পেক্টর মানহানির এক অভিযোগ আনিয়াছিলেন। সেসন কোর্ট প্রত্যেক কাগজের বিরুদ্ধে ১,৫০০্‌ টাকা ক্ষতিপূরণ ডিক্রী দিয়াছেন।

ঢাকায় ১৪৪ ধারা

মিছিলের সময় কোন গণ্ডগোল যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্য গত রবিবার ঢাকার এডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট সহরে ১৪৪ ধারানুসারে এই মর্ম্মে নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে, কেহ ৩ ফিট দীর্ঘ ও আধ ইঞ্চি পুরু অপেক্ষা বড় লাঠী, কোন প্রকারের চাকু, ছোরা অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্র লইয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সাধু-সঙ্কল্প

আসল গব্য বা মহিষ ঘৃত হইতে কৃত্রিম উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রভৃতির পার্থক্য যাহাতে ঠিক বুঝা যায়, তজ্জন্য পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃত্রিম উদ্ভিজ্জ ঘৃতকে বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এসেম্বলীতে শ্রীযুত হরবিলাস শারদার প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষের সদস্য জানাইয়াছেন যে, ঐ প্রস্তাব অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিমতের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এই সমীচীন প্রস্তাবের প্রশংসা করি।

ঢাকায় জন্মাষ্টমীর প্রসেসন

১০ই এবং ১১ই সেপ্টেম্বর [illegible] জন্মাষ্টমীর দুইদিনের মিছিল নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গত বৎসরের অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসর দর্শকদের সংখ্যা অধিক ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ মদ, গাঁজা এবং তাড়ির দোকানগুলি এই দুইদিন বন্ধ রাখিতে এবং মোটা লাঠি লইয়া চলাফেরা নিষেধ করিবার আদেশ জারী করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ প্রতিনিধিগণের অপ্রীতি

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভায় ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ব্রিয়াঁর বক্তৃতায় জার্ম্মাণ প্রতিনিধিগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এবং বার্লিনের রাজনীতিক মহলেও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই ইহাতে স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ইহাতে ফ্রাঙ্কো জার্ম্মাণ শান্তিক্ষুণ্ণ হইবে। জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি বলেন যে, শান্তির জন্য জার্ম্মাণীর যে আগ্রহ ও সরলতা তাহার উপর অবিশ্বাস করা হইয়াছে।

আবার

মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন

তারিখ:—৩১শে ভাদ্র, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইবেন।

সর্ব্ব সাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা মাদ্রাসায় রক্তারক্তি

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ওয়েলেসলী স্কোয়ারের কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে এক বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত হইয়া গিয়াছে এবং তৎকালে অনেককে হাসপাতালের আশ্রয় লইতেও হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরবী বিভাগের ও ইঙ্গ-পার্শী বিভাগের ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে এক আলোচনা-প্রসঙ্গে তুচ্ছ গোঁড়ামী লইয়া কথা কাটাকাটি হয়। এই কথা কাটাকাটি ক্রমে হাতাহাতী এবং হাতাহাতী হইতে রক্তারক্তির সূত্রপাত হয়। একজন ছাত্র নাকি গলায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, অপর কয়েকজনকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। খবর পাইয়া অবিলম্বে পুলিশবাহিনী ও ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন তথায় ছুটিয়া যান ও বহু চেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব
জার্ম্মাণী সম্বন্ধে উক্তি

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আইন-সভায় ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ব্রিয়াঁ বলেন,—জার্ম্মাণী এখনও নিরস্ত্র হয় নাই। এখনও প্রায় এক লক্ষ জার্ম্মাণ-সৈন্য আছে। ইহারা রীতিমত কার্য্য করিতেছে। ইহা ছাড়া আরও বহু জার্ম্মাণ আছে, যাহারা বিগত মহাযুদ্ধের সময় বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। প্রয়োজন হইলে ইহারা যে কোন সময়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। তারপর জার্ম্মাণীর খনিজ সম্পদ নিতান্ত কম নয়। তাহার উৎপাদনী শক্তিও প্রচুর। এই অবস্থায় যে কোন সময়ে জার্ম্মাণী আবার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে পারে। আর এক স্থলে রুশিয়ার ইঙ্গিত আছে। অবশ্য তিনি রুশিয়ার নাম করেন নাই। তবে তাহার মর্ম্মানুসারে রুশিয়ার কথা না আসিয়াই পারে না।

কু সংস্কারের ফল
বৃদ্ধাকে ডাইনী-ভ্রম

মাহেন্দ্রসিংহ এবং ভূষণ সিং নামক দুইব্যক্তি তাহাদের গ্রামের এক বৃদ্ধাকে 'ডাইনী' ভাবিয়া মনে করে যে, তাহার কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াই তাহাদের পরিবারের একটী স্ত্রীলোক রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা বৃদ্ধার গৃহে শিকল লাগাইয়া উহাতে অগ্নি প্রদান করে। এই দুষ্কার্য্যের অভিযোগে তাহারা পুরুলিয়ার সহকারী সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। বিচারপতি তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যথাক্রমে ৯ মাস ও এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর শক্তির বিজিত প্রয়াস

নবপ্রতিষ্ঠিত চীন গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেনাপতি জেনারেল চিয়াংকাই-সেক কিয়াংনম ডকে একটী ক্ষুদ্র গানবোট ভাসান উপলক্ষে চীন গবর্ণমেণ্টের নৌ-বহরকে শক্তিশালী করিবার বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। গবর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে যে স্কীম করিয়াছেন, সেই স্কীম ১০ বৎসরের মধ্যে সমাধা করা হইবে। চিয়াংকাই-সেক নৌ-কর্ম্মচারীদিগকে বলেন যে, যাবৎ চীন প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া জগতে পরিগণিত না হয়, তাবৎ দেশের মুক্তি সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না। চীনকে প্রথম শ্রেণীতে শক্তিতে পরিণত করিতে হইলে, উহার নৌ বহরকে শক্তিসম্পন্ন করিতে হইবে। এই বিষয়ে জনমত গঠন করিবার জন্য বিমানপোতযোগে ঊর্দ্ধ হইতে জনসাধারণের মধ্যে পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছে। শীঘ্রই উপকূলভাগে ও ইয়াংসী নদীতে চলাচলের জন্য আরও দশটী জাহাজ ভাসান হইবে।

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ-সভায় বক্তৃতা করার সময় মিঃ ব্রিয়াঁ ইঙ্গ ফরাসী চুক্তির সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, অস্ত্র পরিত্যাগের সোপান স্বরূপেই এই চুক্তি গৃহীত হইয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথমাবধি রুশিয়ার অস্ত্রত্যাগ যুক্তি হইয়াছে—একথার প্রতিবাদ করিয়া মিঃ ব্রিয়াঁ বলেন যে, যদি কোনও দেশের যথার্থ যুক্তি হইয়া থাকে, তবে সোভিয়েট রুশিয়াই সেই দেশ। সেই রুশিয়াই আবার অস্ত্র পরিত্যাগের অভিনয় করিতেছে। উপসংহারে মিঃ ব্রিয়াঁ বলেন,—[illegible] রুশিয়াই [illegible] জানিয়া যায়, তবে পৃথিবীতে শান্তির [illegible] উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে ভাদ্র, শনিবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শাস্ত্র বলিতেছেন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি ও পঞ্চরাত্রোক্ত বিধি পালন ব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি যাজনের চেষ্টা কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। যদি সত্য সত্যই কাহারও হরি-সেবা করিবার শুভেচ্ছা হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর নিজের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক চঞ্চল মনের খেয়াল অনুসারে না চলিয়া শাস্ত্রোক্ত মহাজন-পন্থানুসরণ করাই তাঁহার পক্ষে একমাত্র শ্রেয়ঃ। জড় দেহমনে আত্মবুদ্ধিকারী মায়ামুগ্ধ মানব যতই নিজ মনোধর্ম্ম দ্বারা চালিত হইতে চাহিবেন, ততই তাঁহাকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষ জড় জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজেকে যত বড় বুদ্ধিমান বলিয়াই মনে করুন না কেন, পরমার্থ রাজ্যে সে বুদ্ধি-মত্তার আদর এক অর্দ্ধ কপর্দ্দক তুল্যও নহে। সুতরাং পরমার্থরাজ্যে আসিতে হইলে জড়াভিজ্ঞতাবাদীর কর্ত্তব্য তাঁহার আজন্ম-সঞ্চিত সমুদয় অভিজ্ঞান রাশি অতি তুচ্ছজ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে নিষ্কপটে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। যেহেতু পরমার্থীর প্রতি শাস্ত্রের প্রথম শিক্ষা—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"। যাঁহারা শাস্ত্রের এই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আদেশ যথাযথ পালন না করেন, তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধন ভজনের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক অভিনয় মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

কেন না যাহার প্রসাদে জীব ভক্তি বীজ লাভ করিবেন, তাঁহাকেই যদি তাঁহারা আশ্রয় না করা হইল, তাহা হইলে আর ভক্তি আসিবে কোথা হইতে?

জীব নিজ নিজ কর্ম্মসূত্রে নানা যোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে হয় ত' জ্ঞাতসারেই হউক কি অজ্ঞাতসারেই হউক কোন সময় ভগবৎপ্রীতিকর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি কিছু ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন। সেই সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট করে। এই প্রবৃত্তি হইতেই জীবের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। অল্পভাগ্য ব্যক্তির কখনও এই চারিটী বস্তুতে বিশ্বাস হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে জগতে নাস্তিক্যবাদ, বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ, শাঙ্করবাদ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ প্রভৃতি ভক্তিবিমুখ মতবাদ আর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিত না। যাহা হউক উক্ত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয়ে জীব গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ যে শ্রদ্ধা, তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবা মাত্র মালি-স্বরূপ হইয়া জীব নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপণ করিয়াই জীবকে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না, সেই বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ফলবতী হয় তজ্জন্য তাহাতে শ্রীভগবান্ ও ভক্ত-কথার শ্রবণ কীর্ত্তন-রূপ জলসেচন আবশ্যক হয়। এইরূপ নিষ্কপট শ্রবণ-কীর্ত্তন ফলে সেই শ্রদ্ধারূপ বীজ হইতে ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা, ব্রহ্মলোক এমন কি পরব্যোমও ভেদ করিয়া তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। সেই কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই 'প্রেম' ফল ফলে। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন সময়ে জীবকে বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধরূপ 'ভীষণ মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। আবার ভক্তিলতার শাখা হইতে যাহাতে ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটী নাটী, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি উপশাখার উদ্গম না হইয়া পড়ে, সেদিকে সাধক জীবকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার মূলচ্ছেদন করিতে হইবে। অর্থাৎ অনর্থের হস্ত হইতে সাধককে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে, তবেই প্রেমফল লাভ সম্ভব।

গুরুপাদাশ্রয় ব্যাপারটীর প্রতি যাঁহারা আদৌ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন না, উপরন্তু যাঁহারা বলেন, "গুরুর যোগ্যতাযোগ্যতা বিচারে প্রয়োজন নাই, তিনি মহামহোপাধ্যায় তর্করত্ন, স্মৃতি, ব্যাকরণ তীর্থ পণ্ডিতই হউন কি মূর্খই হউন, হরিভক্তি তাঁহার কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, শৌক্র-ব্রাহ্মণ হইলেই হইল, অযোগ্য কুলগুরুকেও গুরু করিতে আপত্তি নাই, মোট কথা আমাদের যাহাকে খুসী তাহাকেই গুরু করিব, একটা কাঠের পুতুলকেও গুরু করিয়া একলব্য যখন তাহার অভীষ্ট সাধন করিল, তখন আমরাও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুরু করিব, শাস্ত্রের অত খুঁটি নাটির মধ্যে যাইয়া মাথা খারাপ করিতে চাহি না,"—তাঁহাদের 'ভক্ত' নামধারণ আর ভক্তিচেষ্টা প্রদর্শন সমস্তই ঘোর কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলিতে প্রাকৃত দেহের জোর বুঝিতে হইবে না, কিন্তু কৃষ্ণানুসন্ধানপ্রদাতা সাক্ষাৎ শক্তি-সঞ্চারকারী শ্রীবলদেবাভিন্ন গুরুদেবের চিদ্‌বল বা ভক্তিকেই জানিতে হইবে। সেই চিদ্‌বল অতিপ্রাকৃত-সম্পন্ন বাসস্ত্যাদের নিকট পাওয়া যায় না, আর তাহা না পাইলেও ভক্তিপথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং গায়ের জোরে বাহা হউক তাহা না বলিয়া একটু স্থির মস্তিষ্কে শ্রীভগবদুপদিষ্ট শাস্ত্রবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করাই ভাল। যে জিনিষটা মানবের জন্যই নহে, যে জিনিষটাই মনুষ্য মাত্রের জীবন স্বরূপ, সেই জিনিষটাকে একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক নহে। প্রত্যেক মানবেরই সদ্‌গুরু লাভ করিবার ও দীক্ষিত হইবার জন্য যত্ন করা আবশ্যক।

দেশের পুরুষপুরুষ কোন সাধুসজ্জনের দোহাই দিয়া যাহারা পুরুষানুক্রমে গুরু ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে, তাহাদের কাহারও সদ্‌গুরু হইবার যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক অজ্ঞজনসাধারণ ভ্রান্ত বুদ্ধির বশে তাহাদিগের ধমনীতে সেই পূর্ব্ব সাধুর রক্ত অদ্যাপি প্রবাহিত মনে করিয়া তাহাদিগকেই গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। গুরুকে প্রাকৃত শুক্র-শোণিত ঘটিত ব্যাপারের মধ্যে আনিয়া ফেলিলে যে গুরুপাদপদ্মে মহদপরাধ করা হয়, তাহা সেই অজ্ঞ শিষ্যবর্গদিগের বুঝিবার সামর্থ্য আদৌ নাই। গুরুদেব কোন শুক্র-শোণিত-ঘটিত ব্যাপারের অধীন না হইয়া যে, যে-কোন কুলেই প্রকটিত হইতে পারেন, প্রাকৃত রক্তমাংসের লোকেরা জানে যে তাঁহার দেহ নাই, তাঁহার দেহ যে অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ, শ্রীভগবানই যে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, তাহা ভাগ্যহীন মানবেরা বুঝিতে পারেন না। যেদিন মানব তাঁহার গুরুকরণ-কালে এই সর্ব্বনাশকর শৌক্রপন্থার বিচার ছাড়িয়া দিয়া, গুরুদেবকে প্রাকৃত বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্গত সামান্য জীববিশেষ মাত্র মনে না করিয়া, "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"—এই মহাজনবাক্যানুসরণে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ পুরুষ বলিয়া জানিবেন, সেই দিনই মানবের বুদ্ধির প্রশংসা করা যাইবে, সেই দিনই মানব গুরুবজ্ঞারূপ ভীষণ অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রীভগবৎ কৃপা-লাভে সমর্থ হইবেন। আমরা বারান্তরে গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মহাপ্রভুর বর্ণাশ্রম বিচার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে এককালে বর্ণাশ্রমের অবস্থা কলিযুগের তুলনায় এইরূপ চিত্রিত হইয়াছে,—

সর্ব্বে বর্ণাশ্চ বেদবাহ্যা ব্রতহীনাঃ গুরুত্বেকচিহ্নাঃ
দ্বিজাঃ
সংজ্ঞামাত্রবিশিষ্টাস্তে ভবিষ্যন্তি বৈ শাস্ত্র
বৌদ্ধা হব।
শূদ্রাঃ পাষণ্ডমানিনো গুরুতয়া
ধর্ম্মোপদেশোৎসুকা
বর্ণানাং গৃহিণীগণের কামনা বা হস্ত
সম্পাদিতা॥
বিবাহযোগ্যতানিজ কাৰ্য্যে দ্যুতাশনতুল্যো
গৃহস্থাঃ স্ত্রী পুত্রোদরভরণকৃতো দাসিনঃ।
অহো বানপ্রস্থাঃ প্রাণত্যাগপ্রপঞ্চনঃ
পরিব্রাজা বেশৈঃ পরম্ অবশ্য পরিচয়ম॥

বহিন্মুখ। অন্যান্য দেশের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রমের অবস্থা এইরূপ হইলেও পারমার্থিকগণ দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন। যাহাদিগের স্বভাব অনুরাগময় ভগবৎসেবার প্রতি ধাবিত হয় নাই, সেই সকল বহির্ম্মুখ অনর্থ-সাধনগণের স্বীয় পালনে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণের বৃত্ত-বিচারে স্বীকৃত হইয়াছে, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব, শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে ও নবম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিচারে "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং" শ্লোক, গীতার ১৮শ অধ্যায়ে দৈববর্ণাশ্রম শ্লোক উক্ত গীতা স্বীকার করিয়া নিত্য ধর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ বা পারমহংস্য ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনে দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিষ্ণু তোষণের অধিকারী বিশেষের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা "এহো বাহ্য আগে কহ আর" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছেন। সাধ্যের নির্ণয়ে সর্ব্বপ্রথমেই দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের নিরূপণ করিয়া দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মকেই পারমার্থিক রাজ্যে প্রবেশের প্রথম সোপান রূপে বিচার দেখাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি ভক্তের পূজ্য ভক্তের আচার্য্য গৃহস্থ আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের লীলাভিনয়-কারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। নদীয়ার ন্যায় অগণিত কুলীন স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থানে তিনি বাস করিতেন, কিন্তু লোকাপেক্ষায় তিনি দৈববর্ণাশ্রম বিচার বা বৃত্ত বিচার প্রদর্শনে নিন্দুকের ভয়ে বা সংসাহসের অভাব প্রকাশের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীহরিদাস ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি প্রত্যহ গৃহের ভগবন্নৈবেদ্য প্রদান করিতেন। একদিন হরিদাস তাঁহার

এই কার্য নদীয়ার কুলীন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-সমাজে অশাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট বলিলে সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গত অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছিলেন,—'আমি ঠিক শাস্ত্রীয় আচরণই করিতেছি ও করিব'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতৃ-শ্রাদ্ধপাত্র নিখিল ব্রাহ্মণগুরু ঠাকুর হরিদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন,—

"তোমাকে খাওয়াইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন'। বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর পক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধের মত বড়কার্য্য আর নাই; কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সেইরূপ শ্রেষ্ঠকার্য্য দৈববর্ণাশ্রমীয় শাস্ত্রীয় আচরণ-সম্মত অনুষ্ঠান করিয়া জগতে প্রকৃত বর্ণাশ্রমের সম্মানকারী ব্রাহ্মণ গৃহস্থের আদর্শ দেখাইলেন। সত্যযুগে উপরিচরবসু একদিন এইরূপ আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর প্রকটকালেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু দৈব বর্ণাশ্রমিগণের আচরণ আর একটী দৃষ্টান্তে স্থাপন করিয়াছিলেন। দৈববর্ণাশ্রমিগণ অর্থাৎ পারমার্থিকগণ প্রসাদে সাধারণ 'ডাল ভাত' বুদ্ধি করেন না, কিন্তু অদৈব বর্ণাশ্রমিগণ প্রসাদ ও ইতর বস্তুকে সমান জ্ঞান করেন। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতে জগতের নাথ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ কয়েক ক্রোশ সিদ্ধি স্থানের মধ্যে স্বীকৃত হয়, কিন্তু দৈববর্ণাশ্রমী পারমার্থিকগণ জগন্নাথের নামের অস্তিত্ব গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ না করিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার অবতার, অর্চ্চা স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার উচ্ছিষ্টও লাভ করিতে পারেন। মহাপ্রভু ভোজ্যান্ন বিপ্র-ব্যতীত অপর কাহারও হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু ভোজ্যান্ন-বিপ্র বলিতে সেখানে পারমার্থিক ব্রাহ্মণকেই লক্ষ্য করিয়াছে, গোবিন্দ শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও ঈশ্বরপুরী ও মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেবার সঙ্গী ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী সানোড়িয়ার গৃহে বৈষ্ণব বুদ্ধিতে তাঁহার পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুও সেই আদর্শ অনুসরণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন করিলে অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু অম্বষ্ঠকুলোদ্ভূত মুকুন্দ ও যবন-কুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে এক পংক্তিতে প্রসাদ সেবন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রসাদে স্পর্শবিচারদোষ হইতে পারে না, মহাপ্রভু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্থাপন করিয়াছিলেন, কেবল আহ্বানমাত্র নহে, মহাপ্রভুর আদেশে গৃহস্থব্রাহ্মণের লীলাভিনয়কারী অদ্বৈতাচার্য্য মুকুন্দ ও হরিদাসকে এক সঙ্গে লইয়া প্রত্যক্ষভাবে মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—

মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন।
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥
(চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬ ১০৭)

মহাপ্রভু স্বয়ং ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর লীলাভিনয় করিয়াও নীলাচলে যবন-কুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর তাঁহার চিদানন্দদেহ ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহার সমাধি, স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া নির্য্যাণ মহামহোৎসব এবং ভক্তগণকে হরিদাসের পাদোদক পান করাইয়াছিলেন,—

"হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ"।
(চৈঃ চঃ অ ১১।৬৫)

নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সুবর্ণবণিক কুলোদ্ভূত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজও সপ্তগ্রামে ঠাকুর উদ্ধারণের শ্রীপাট তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন রহিয়াছে। মহাপ্রভুর লীলায় কুটীমালী কুলোদ্ভূত ঝড়ু ঠাকুরের দ্বারা নৈবেদ্যাদির বিধিমুদ্রাব্যতীত মানস নিবেদিত ঝড়ু ঠাকুরের ভুক্তাবশেষ আম্রকাষ্ঠের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে দাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বতন সেই উচ্ছিষ্টকে মহা মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। অধিক কি, সাত্বত শাস্ত্রে ভগবৎপ্রসাদ শূদ্র অন্ত্যজ জাতি মানব-জাতির স্পৃষ্ট দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য কুকুরের মুখভ্রষ্ট প্রসাদান্ন মহাপাবন ও ব্রাহ্মণের ভোক্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে—

"কুকুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্।
(স্কন্দপুরাণ উঃ খঃ ৩৮।১৯)

দৈব বর্ণাশ্রমি পারমার্থিকগণের শাস্ত্রীয় বিচার মহাপ্রভু এইরূপ দেখাইয়াছেন—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথা হ্যহম্॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শধৃত ইতিহাস-
সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্য)

মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় পারমার্থিক-গণের বিচার এইরূপ ছিল, তাঁহারা পারমার্থিকের দ্রব্য গ্রহণ করিতেন, অপারমার্থিকের জল ও স্পর্শ করিতেন না। মহাপ্রভু শ্রীবাসের শতছিদ্র তালি দেওয়া পাত্রে রক্ষিত বহির্দ্দেশের জল পান করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, আবার দাস গোস্বামীর পিতার বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড় জানিয়া 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন" প্রভৃতি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু পারমার্থিকের দ্রব্য ভোজন করা ও পারমার্থিককে ভোজন করান আর্থিককে বহুবিধ লক্ষের অন্যতম দ্বিবিধ লক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অপারমার্থিকের সহিত ছুঁৎমার্গ পরিহার প্রভৃতি মত সৃষ্টি করিয়া জগতে উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়নের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—আর্থিক ও পারমার্থিক স্ব স্ব অধিকার লঙ্ঘন করিলে বা আর্থিক পারমার্থিকের আচরণে দোষ দর্শন করিলে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইবে। এইজন্য তিনি পারমার্থিক সদ্গুরুর দর্শনলাভের পূর্ব্বে অজ্ঞানকর্ম্মসঙ্গির ও আর্থিক-কর্ম্মে নিষ্ঠার উদাহরণ-প্রদর্শন-কল্পে গয়া-শ্রাদ্ধ এবং অব্রাহ্মণের গৃহে অন্নাদি গ্রহণ না করিবার অভিনয় দেখাইয়াছেন। আবার সানোড়িয়া বিপ্রের গৃহে ও শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিকগণের ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবনে সকল আদর্শ পাওয়া যায়। সারগ্রাহিগণ অধিকারোচিত আদর্শ বিদ্বৎপ্রতীতি-সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারেন। বিদ্বৎ-প্রতীতির অভাব হইলেও জ্ঞানরাহিত্য প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হইয়া জীবকে মহাপ্রভুর শিক্ষাগ্রহণে বঞ্চিত করে।

মহাপ্রভুর পরমার্থ-বিচার

মহাপ্রভু পারমার্থিকতারই আদর করিতেন, অপারমার্থিক স্মার্ত্তগণের ন্যায় বাহ্য জাতিকুল বা পাপপুণ্যের বিচারকেই পূর্ণবিচার বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তাই তিনি—

"সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥
'ভক্তি,' 'প্রেম'-তত্ত্ব কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা?
(চৈঃ চঃ অ ৫।৮৪ ৮৭)

শ্রীমহাপ্রভুর বিচার এই—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী
শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"
(চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের দ্বারা ষট্‌সন্দর্ভে এইরূপ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ
সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ
সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা
বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য
একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গারুড় বাক্য)

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং
পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত
তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর দ্বারা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে জানাইয়াছেন,—কলি যুগে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষাই পারমার্থিক-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার এবং পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পারমার্থিক বিপ্রতা লাভ করিয়া থাকেন,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং
জায়তে নৃণাম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২য়ঃ বিঃ ৭ সংখ্যাধৃত
তত্ত্বসাগরবচন)

টীকা—নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।
(শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত দিগ্‌দর্শিনী)

পারমার্থিকগণ পারমার্থিকতারই আদর করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই স্ব-চরিত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখিতে পাই—

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৪০ শ্লোক)

মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রবল হইলে বঙ্গদেশে যেরূপ বিচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, শ্রীমহাপ্রভু বা তৎপূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বা তাঁহারও পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরিত্রে সেই সকলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত পারমার্থিক ব্যক্তি গুরুর কার্য্য করিতে পারিবেন না, গুরুত্ব শৌক্রপন্থা বা কৌলিকতায় আবদ্ধ, সন্ন্যাসী গৃহস্থের গুরু হইবেন না, গোস্বামিত্ব জাতির অন্তর্গত, বৈষ্ণবত্ব জাতির অন্তর্গত, গুরুত্ব পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বস্তু বিশেষ, বিষ্ণু-ভক্তি-রহিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি বিচার মহাপ্রভুর চরিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীপাদ—পরিব্রাজক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, কিন্তু শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, মাথুর ও সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ও মাথুর ব্রাহ্মণ উভয়েই গৃহস্থের লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু লক্ষ্মীপতি তীর্থ সন্ন্যাসীর নিকট, স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, তৎপরবর্ত্তিকালে শ্রীরসিকানন্দ শৌক্র ব্রাহ্মণকুলোত্তম শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

[illegible] গৌরাঙ্গ[illegible] শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিকট, কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীদাস গদাধরের নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। পরম আভিজাত্যসম্পন্ন সপ্তগ্রাম [illegible] কুলীনগ্রামিগণ যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর হরিদাসের অনুগত ছিলেন। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত যদুনন্দন আচার্য্য যিনি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক গুরু ছিলেন, তিনি বাসুদেব ঠাকুরের অনুগত ছিলেন। সদ্‌গোপকুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর এবং শ্রীরসিকানন্দ মুরারীর বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, তাহার তালিকা রসিকমঙ্গল গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর সময়ে বৈদ্যজাতি শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইত, চরিতামৃতে একটী পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৪৫)

কিন্তু এই বৈদ্যকুলোদ্ভূত শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীমুকুন্দ দাসের অসংখ্য ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন, এখনও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৬৯)

তৈলং নাঙ্গীকৃতং যেন সন্ন্যাসধর্ম্মরক্ষিণা।
জগদানন্দদত্তঞ্চ স্মরামি তং মহাপ্রভুম্ ॥
রাধাভাবযুক্ত পণ্ডিত জগদানন্দ।
চন্দনাদি তৈল দিল হইয়া আনন্দ ॥
ত্যাগধর্ম্মরক্ষা লাগি না করে স্বীকার।
সেই মহাপ্রভুপদ স্মরি অনিবার ॥

(৭০)

জগন্নাথাগারে গরুড়সদনে স্তম্ভনিকটে
দদর্শ শ্রীমূর্ত্তিং প্রণয়বিবশা কাপি জরতী।
সমারুহ্য স্কন্ধং যদমলহরেস্তেষ্টবদনঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণ-পদবীং গচ্ছতু স মে ॥
জগন্নাথ-মন্দিরেতে গরুড় সদনে।
স্তম্ভপাশে রহি মূর্ত্তি করেন দর্শনে ॥
প্রণয়বিবশা কোন বৃদ্ধা একজন।
প্রভু-স্কন্ধে উঠি করে শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ॥
গোবিন্দ-নিষেধে যাঁর অতি তুষ্ট মন।
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন ॥

(৭১)

স্বগোদেবে ভক্তিং [illegible]
[illegible]
দধৌ গোবিন্দাখ্যে [illegible] পরিচর্য্যাপ্রকরণে।
[illegible] যো প্রীতিং মধুররসরূপাং [illegible]
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥

আবার

মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন

তারিখ:—৩১শে ভাদ্র, রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইবেন।

সর্ব্ব সাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

পরমানন্দ পুরী প্রতি গুরু আচরণ।
সুমধুর ভক্তি সদা করে সেই জন ॥
গোবিন্দাদি ভক্তগণে,
দয়া,—সেবারত জনে,
স্বরূপে বিমল-প্রেম যাঁর সর্ব্বক্ষণ।
স্মৃতিপথে থাক সেই শচীর নন্দন ॥

(৭২)

দধানঃ কৌপীনং বসনমরুণং শোভনমদঃ
সুবর্ণাদ্রেঃ শোভাং সকলসুশরীরে
দধদপি।
জপন্ রাধাকৃষ্ণং গলদুদকধারাক্ষিযুগলঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥
কৌপীন উপরে শোভে অরুণ বসন।
স্বর্ণগিরি সম সর্ব্ব শরীর-শোভন ॥
জপে রাধাকৃষ্ণ নাম,
আঁখিযুগে অবিরাম,
গলদশ্রুধারা ঝরে, ভাসে শ্রীবদন।
স্মৃতি-পথে থাক সদা শচীর-নন্দন ॥

(৭৩)

মুদাগায়ন্নুচ্চৈর্ম্মধুর হরিনামাবলিমসৌ
নটন মন্দং মন্দং নগরপথগামী সজনৈঃ।
বদন্ কাকা রে রে বদ হরিহরীত্যক্ষরযুগং
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণসহ করি মধুর নর্ত্তন ॥
বলে অতি কাকুস্বরে,
"বল হরি হু'আগরে,"
বলিয়া নগরপথে করেন গমন।
স্মৃতি-পথে থাক সদা শচীর নন্দন ॥

(৭৪)

মহত্তং শাস্ত্রাণাং যদপরিচিতং পূর্ব্ব বিদুষাং
প্রভেদ্‌গূঢ়ং তত্ত্বং দশপরিমিতং প্রেম-
ফলিতম্।
দয়ালুস্তদ্‌যোহসৌ প্রভুরতিকৃপাভিঃ
সমবদৎ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥
সকল শাস্ত্রের যাহা রহস্য বচন।
পরিচিত নহে পূর্ব্ব পণ্ডিতের গণ ॥
গূঢ়, প্রেমফলযুক্ত,
শিক্ষা দশমূলতত্ত্ব,
প্রভুর সিদ্ধান্ত জীবে শিখায় যে জন।
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন ॥

(ক্রমশঃ)

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১৪ হৃষীকেশ ২৯ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৮ অ ৬।৩ অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৫২ উত্তরফল্গুনী উষা ৫।৪৮

১৫ হৃষীকেশ ৩০শে ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।২ গৌরপ্রতিপদ দি ৭।৬ হস্তা অহোরাত্র

১৬ হৃষীকেশ ৩১শে ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৪৯ অ ৬।১ গৌরদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৭।৫২ হস্তা পুণ্ডরীকাক্ষ দি ৭।১০

শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব

নানা কথা

খুনের চেষ্টায় কারাদণ্ড

প্রকাশ, নবদাস ভুবন নামক এক ব্যক্তিকে চোর ধরিবে বলিয়া ছল করিয়া মুকুন্দ সাগর পুষ্করিণীর ধারে ডাকিয়া লইয়া যায়। সেখানে নব এবং রাজ কৃষ্ণ উভয়ে মিলিয়া ভুবনকে ছোরা মারিয়া হত্যা করার চেষ্টা করে।

এই অপরাধে তাহারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৩৩৪ ধারা অনুযায়ী মেদিনীপুর দায়রা জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অতিরিক্ত দায়রা জজ ইহাদের বিচার করেন।

জুরীরা আসামীদ্বয়কে দোষী বলিয়া রায় দিয়াছেন। বিচারক জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীদের প্রত্যেককে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জামাই কর্ত্তৃক শ্বশুর খুন

গত ১১ই সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জে জামাই কর্ত্তৃক শ্বশুর হত্যার এক নিদারুণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত চুরাইন গ্রামের আসাদুদ্দিন মিরকাদিমের ধনী ব্যবসায়ী খাদিম আলি বেপারীর কন্যা বিবাহ করে। কিন্তু কন্যা স্বামীর বাড়ীতে অসদ্ ব্যবহারের অভিযোগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে এবং আর শ্বশুর বাড়ী ফিরিয়া যায় না। আসাদুদ্দিন তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে জন পাঁচিশেক লোক লইয়া খাদিম আলির বাড়ীতে জোর করিয়া প্রবেশ করে এবং তাহার স্ত্রীকে না পাইয়া এক খানি রামদাও দিয়া খাদিম আলিকে এমন সাংঘাতিক এগারটা আঘাত করে যে, তাহাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। পুলিশ কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, কিন্তু প্রধান আসামী আসাদুদ্দিন এখন পলাতক।

সুখচরে পুরস্কার বিবরণ

গত রবিবার ২৪ পরগণা জিলার পানিহাটির নিকটবর্ত্তী সুখচর গ্রামে কালীতলায় প্রতিযোগিতা পরীক্ষা সমিতির পুরস্কার-বিতরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের পরলোকগত কেদারনাথ ঘোষের পুত্রগণ বারাকপুর দেবীপ্রসাদ স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র তামেজ খাঁকে পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন। শ্রীযুত তারকচন্দ্র দাস মহাশয় কলিকাতা মিত্র ইনষ্টিটিউশনের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র সনৎকুমারকে দ্বিতীয় স্থান এবং বারাকপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র বিষ্ণুপদ কোলেকে তৃতীয় স্থান অধিকারে একখানি করিয়া রৌপ্যপদক দিয়াছেন। পানিহাটী নিবাসী শ্রীযুত আশুতোষ শ্রীমানি জানাইয়াছেন যে আগামী বৎসর "বাহিরের সংবাদ" বিষয়ে একটি প্রতিযোগী পরীক্ষা হইবে একখানি রৌপ্য পদক দিবেন। সভাপতি মহাশয় ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখককে একটি পুরস্কার দিতে সম্মত জানাইয়াছেন।

পুরস্কার-বিতরণী সভা

গত ৬ই সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার যদুবয়রা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভা কুষ্টিয়ার মোক্তার শ্রীঅঘোর নাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র মৈত্র পল্লীর যুবক সম্প্রদায়ের নাবালকত্ব ঘুচাইয়া দিয়া পল্লীর উন্নতিমূলক কার্য্যে তাহাদের অধিকতর দায়িত্বজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যুবক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই এইরূপ অনুষ্ঠানাদিতে সভাপতি নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রবীণ সম্প্রদায়ের নিকট অনুরোধ জানান, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এই অনুরোধটি

মন্দ ভাগে ভুল বুঝিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় অত্যন্ত উত্তেজনার সহিত প্রাকৃত আক্রমণের আভাস ফুটাইয়া তুলেন। সুখের বিষয় প্রবীণ সম্প্রদায়ের জনৈক ভদ্রলোক ভবিষ্যতে যুবক সম্প্রদায় হইতেই এরূপ অনুষ্ঠানাদিতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে এরূপ ভরসা দিয়া অনুরোধটির সারবত্ত স্বীকার করিয়াছেন।

নিয়োগ

১৩ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ নিম্নলিখিত স্থানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু নরেন্দ্রমোহন মজুমদার, চট্টগ্রাম; বাবু বিনয়ভূষণ দাশ গুপ্ত, মেদিনীপুর, বাবু গৌর চন্দ্র মণ্ডল, বাখরগঞ্জ, মৌলবী সিরাজুল হক, মেদিনীপুর, মৌলবী সানাউল্লা আমেদ, বাখরগঞ্জ এবং বাবু প্রেমানন্দ নাগ, ময়মনসিংহ।

২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলা এবং দায়রা জজ মিষ্টার নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে অস্থায়ীভাবে উক্ত জেলার জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত করা হইল।

হাইকোর্টের অফিসিয়েটিং জজ মিঃ শরৎকুমার ঘোষ আই,সি, এস কে অস্থায়ী ভাবে ২৬ পরগণা জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত করা হইল।

কলিকাতার এসিষ্টাণ্ট কমিশনার অব পুলিশ রায় সাহেব ভূপেন্দ্রনাথ বানার্জ্জিকে ভারত সচিব আগামী ১১ই ডিসেম্বর হইতে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের একজন সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

ঢাকার সদর মুন্সেফ বাবু প্রাণকুমার বসুকে বাবু সুবোধ কুমার ভট্টাচার্য্যের স্থানে ময়মনসিংহের দ্বিতীয় এডিসনাল সাব জজের পদে এবং কুমিল্লার মুন্সেফ বাবু সুরেশ চন্দ্র সেনকে (২নং) ময়মনসিংহ জেলার মুন্সেফ নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকে সাধারণতঃ ঈশ্বরগঞ্জে থাকিতে হইবে।

বিদায় প্রদান

হাইকোর্টের বিচারক মিঃ আর, ই, জ্যাক, আই, সি, এসকে আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে ২ মাস ১১ দিনের, ২৪ পরগণার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সাহাবুদ্দিন মহম্মদকে আগামী ৩০শে অক্টোবর হইতে ১২ দিনের, এবং ময়মনসিংহের এসিষ্টাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হিরালাল সাহাকে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে তিন মাসের ছুটী দেওয়া হইয়াছে।

পদত্যাগ

সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর আনন্দের সহিত চৌরঙ্গী আরামবাগের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নৃপেন্দ্র নাথ ঘটকের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যয়াধিক্য

জেনেভার ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৪র্থ কমিটীতে বাজেট আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ লকার ল্যাম্পসন বলেন,—১৯২৮ সালের বাজেটে দেখা যায় যে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে বৃটিশ চিন্তিত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যের কোনও ক্ষতি না করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই উপলক্ষে তিনি প্রস্তাব করেন যে, এমন কতিপয় বাজে কমিটী আছে, যেগুলির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতের চাঁদা সম্বন্ধে পালানপুরের নবাবের অভিযোগ

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি পালানপুরের নবাব বলেন,—ভারতবর্ষ এই রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে খুব কমই উপকার পাইয়া থাকে। তথাপি এই সঙ্ঘের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভারতবর্ষ প্রচুর অর্থ দিয়া থাকে। যে সমস্ত দেশের স্থায়ী আসন এই সঙ্ঘে নাই, তাহার বোধ হয় কেহই ভারতবর্ষের সমান অর্থ এই সঙ্ঘে দান করেন না।

গ্রেট বৃটেনে বেকার সমস্যা

রাগবি ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গ্রেট বৃটেনের বেকার সমস্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৩২৪৭০০ জন। ইহতে দেখা যায় যে পূর্ব্ববর্তী সপ্তাহ হইতে এই সপ্তাহে বেকারের সমস্যা ৪৬৭৩ জন বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৩রা সেপ্টেম্বরের প্রদত্ত সংখ্যা ২৫০০০০ জন বেশী হইয়াছে।

গজদারের মামলা
দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

জে, ই, গজদার ৫০০,০০০ টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গত ১১ই সেপ্টেম্বর ঐ মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে ও গজদার ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, গজদার ৬২নং চৌরঙ্গী রোডের বাড়ী একবার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখিয়া পরে আবার ঐ বাড়ীখানাই লয়েড ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখেন। ইহাকে বাঙ্গালোরে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। গজদার অপরাধ স্বীকার করেন।

ভরতপুরে রাজার বিচার
দরখাস্ত না-মঞ্জুর

গত সোমবার দিন ভরতপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার গোপাল সিংহের এজলাসে রাজা কিষণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আসামী পক্ষের উকীল মিঃ বি, বি, তওয়াকলি তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া একখানা দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। তাহা মঞ্জুর হয় নাই।

মিসেস হায়ানি লালের বিবৃতি পাঠ

পাঠকগণ অবগত আছেন, মিসেস হায়ানিলালের দরখাস্ত অনুসারেই আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তিনি ইতোমধ্যে খুব দীর্ঘ একখানি বিবৃতিপত্র কোর্টে দাখিল করেন। এই মামলা লইয়া এখানে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা কিষণকে যখন কোর্টে আনা হয়, তখন বহু দর্শক আসিয়া উহার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আসামীপক্ষের তার

ইতোমধ্যে আসামী পক্ষের উকীল সিমলার রাজনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী ও গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্টকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাকে আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইবার অনুমতি না দেওয়াতে তাঁহার পক্ষ অসমর্থিত রহিয়াছে। ইহাতে আসামীর প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট যেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হন। মামলা চলিতেছে।

ত্রিচিনপল্লীতে বজ্রপাত

প্রকাশ ত্রিচিনপল্লীতে ৭ ও ১৪ বৎসর বয়স্কা দুইটী বালিকা এবং ৪০ বৎসরের একটি স্ত্রীলোক গত রবিবার রাত্রিতে মাথায় বাজ পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একজন পুরুষও গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। প্রায় ১০ খানা বাড়ী পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লী হইতে চারি মাইল দূরে করকন্দর কোটাই গ্রামের কয়েক খানা দালানেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পারস্যে আফিমের প্রচলন বন্ধ

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে আলোচনার সময় পারস্যের প্রতিনিধি প্রকাশ করেন,—পারস্যে আফিমের প্রচলন যাহাতে বন্ধ হয়, তজ্জন্য পারস্য গবর্ণমেণ্ট সবিশেষ চেষ্টা করিবেন।

টাটা ধর্ম্মঘটের অবসান

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর চেষ্টায় তাঁহার এবং টাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আলেক জাণ্ডারের মধ্যে বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে টাটা কোম্পানীর শ্রমিকদের কার্য্যে যোগদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১। ধর্ম্মঘটকারীদের কাহারো শাস্তি হইবে না।

২। বয়লার এবং সিট মিল বিভাগের মজুরদিগকে পুনরায় পাকাপাকি ভাবে কার্য্যে বহাল করা হইবে।

৩। ১৩ই এপ্রিল হইতে যাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে এবং ট্রাফিক বিভাগে ঐ তারিখের পূর্ব্বে যাহাদের কর্ম্ম যাইতে পারিত, তাহাদের সকলকেই পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।

৪। অবাধ্যতা অথবা ঔদ্ধত্য প্রভৃতি অপরাধে যাহাদের চাকুরী গিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে জেনারেল ম্যানেজার বিবেচনা করিবে।

এই প্রস্তাবগুলি শ্রমিকদের মধ্যে পঠিত হইলে তাহারা অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে কার্য্যে যোগদান করিতে রাজী হইয়াছে।

ডালহৌসী স্কোয়ারে মৃত মানুষ

গত মঙ্গলবার ডালহৌসী স্কোয়ারের পুকুরে বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে মৃত মানুষ ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়। লোকটিকে পশ্চিমা বলিয়া মনে হয়। তাহার হাত পা সব বাঁধা ছিল। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া পুকুর হইতে মৃত দেহটি উঠাইয়া পরীক্ষার্থ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে লইয়া গিয়াছে। লোকটিকে কেহই সনাক্ত করিতে পারে নাই।

সাইমন কমিটী গঠনে রাষ্ট্রীয় পরিষদ

সিমলার ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্যার মহাম্মদ হবিবুল্লা, বিগত ২২শে সেপ্টেম্বরে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইতে সাইমন কমিটি গঠনের নিমিত্ত তিন জন সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করিলে পরিষদের সভাপতি মহাশয় ইহার আলোচনার অনুমতি দিয়াছেন।

স্পেনে ষড়যন্ত্র

মাদ্রিদের সংবাদে প্রকাশ, স্পেনে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় নাই। মাদ্রিদে এবং স্পেনের অন্যান্য প্রাদেশিক সহরে বহু লোক ধৃত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা আশ্বিন, সোমবার—১৩৩৫।

সদ্গুরু ও সচ্ছিষ্য-প্রসঙ্গ

তৃষাতুর মৃগ যেমন বারিপানার্থ উন্মত্তের ন্যায় জলাশয়ান্বেষণে ছুটিতে থাকে, সে ছুটিবার কথা যেমন তাহাকে কাহারও বলিয়া দিতে হয় না, তৃষ্ণাই তাহা বলিয়া দেয়, আবার ক্ষুধাতুরকে যেমন খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হয় না, ক্ষুধাই ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন বলিয়া দেয়, সেইরূপ যে ভাগ্যবান্ জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি-ফলে কৃষ্ণভজন-পিপাসার উদ্রেক হইয়াছে, তাঁহাকে আর কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হয় না। তবে যেমন তৃষ্ণার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত জীবগণ জল বা খাদ্য প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেও নিজ চেষ্টায় তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া বস্তুর বিবর্ত্তকেই বস্তু ভ্রমে নানা বিপদ্গ্রস্ত হয় বলিয়া প্রার্থনীয় বস্তু-সান্নিধ্যলাভের জন্য তাহাদের কোন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গ আবশ্যক হয়, সেইরূপ কৃষ্ণভজন পিপাসাতুরেরও কৃষ্ণ-বস্তুর সন্ধান লাভ ও নিরাপদে কৃষ্ণ-বস্তুর সান্নিধ্য-প্রাপ্ত্যুপায়-নির্দ্ধারণ-নিমিত্ত সত্য সত্য কোন আপন জন—কৃষ্ণজনের শরণাগতির একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরু-দেবই সেই বস্তুতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীবের কৃষ্ণকৃপা লাভ করিয়া ভজন-পিপাসা মিটাইবার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। কিন্তু এস্থলে একটী লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, জড়ীয় ক্ষুধাতৃষ্ণা জড়ীয় খাদ্য জল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত ক্ষুধাতৃষ্ণার আর নিবৃত্তি নাই, অপ্রাকৃত খাদ্য জল যত পাওয়া যায়, ততই সে ক্ষুধা তৃষ্ণার বৃদ্ধি হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতপানে যাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছি বলেন, তাঁহারা বড়ই দুর্ভাগা, যেহেতু ভজনামৃত বলিয়া কোন বস্তু তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে নাই, তৎপরিবর্ত্তে অন্য কিছু লাভ করিয়া তাঁহারা বঞ্চিতই হইয়াছেন মাত্র। ভজনামৃত পানে ভক্তের তৃষ্ণা কখনও মিটিবার নহে, তবে জড়ীয় বিষয়-তৃষ্ণার ন্যায় ইহা পীড়াদায়ক নহে, পরন্তু নিত্য নবনবায়মানরূপে আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক, প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদপ্রদায়ক। যিনি সত্য সত্যই সেই অমৃতের পিপাসায় কাতর হন, শ্রীভগবান্ তাঁহারই হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সদ্গুরুসমীপে উপনীত হইবার ও তাঁহার চরণাশ্রয় করিবার সদ্বুদ্ধি প্রদান করেন। জীব সেই বুদ্ধিক্রমে সদ্গুরু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তাঁহার সদ্গুরু ও সচ্ছিষ্যের লক্ষণ-সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান আবশ্যক হইয়া পড়ে।

জীব যদি সত্য সত্যই কৃষ্ণভজনাভিলাষী হইয়া নিষ্কপটে সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হন, তাহা হইলে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ তাঁহার ব্যাকুলতা দর্শনে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করেন। কিন্তু যদি জীবহৃদয়ে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষ, ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিবাঞ্ছা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদিরূপ কপটতা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে হয় জীব অসদ্গুরুর কবলে পড়িয়া আত্মবিনাশ লাভ করিবেন, না হয় সদ্গুরু পাইয়াও তাঁহাকে না চিনিতে পারিয়া আত্মবঞ্চিত হইবেন। শাস্ত্রে এজন্য গুরু শিষ্যের মধ্যে পরীক্ষার কথা উল্লিখিত আছে। শিষ্য গুরুগৃহে সম্বৎসরকাল অবস্থান করিবেন। এই সময়ের মধ্যে একে অন্যের ব্যবহার ও স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পান। অবশ্য বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বথাই দুর্বিজ্ঞেয়, তথাপি নিষ্কপট কৃষ্ণভজনাভিলাষী শিষ্যকে ভগবানই চৈত্ত্যগুরুরূপে গুরুদেবকে চিনিবার সামর্থ্য প্রদান করেন। তাহাতে শিষ্যের চিত্তে অন্যাভিলাষাদি মলিনতা থাকিলেও গুরু-মুখে শাস্ত্র-শ্রবণাদি-ফলে গুরুকৃপায় তাহা দূর হইতে পারে। সদ্গুরু যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই আবার স্বয়ং আচরণ দ্বারা আদর্শ স্থাপন করেন, তাঁহার মুখে এক, কার্য্যে আর এক নাই। অসদ্গুরু যতই কেন না বড় বড় শাস্ত্রীয় কথা বলিয়া শিষ্যের নিকট তাঁহার গুরুত্ব বা বাহাদুরী প্রদর্শনের চেষ্টা করুন, সুচতুর শিষ্য তাঁহার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সমস্ত কপটতাই ধরিয়া ফেলিতে পারেন। গুরুদেবও ঐরূপে শিষ্যের আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা দ্বারা শিষ্যকে চিনিয়া ফেলেন।

সদ্গুরুলক্ষণ

শাস্ত্রে গুরু ও শিষ্যের কতকগুলি লক্ষণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীমদ্-ভাগবত (১১।৩।২২) বলেন—গুরুদেব শিষ্যের যাবতীয় সংশয় নিরাস করিবার জন্য বেদাখ্য শব্দব্রহ্মে পারদর্শী, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অপরোক্ষানুভূতি দ্বারা নিষ্ণাত অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনপর হইবেন। শ্রুতিও বলিতেছেন—গুরুদেব বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। মন্ত্রমুক্তাবলী বলেন—গুরুদেব পাতিত্যাদি দোষ-রহিত সদ্বংশজাত, নিষ্কোচিত আচার অর্থাৎ কৃষ্ণভজন-বিষয়ে উৎপর, মহাভাগবত হইয়াও শিষ্যের মঙ্গল নিমিত্ত মধ্যম ভাগবতের লীলাভিনয়কারী, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তসেবী ভিন্ন অন্যের প্রতি ক্রোধশূন্য, সর্ব্বশাস্ত্র-পারঙ্গত, তত্ত্ব বিচারক, মিতভাষী, প্রিয়দর্শন, নির্ম্মৎসর, অহিংসক, সর্ব্বভূতহিতে রত, সুবেশ, বুদ্ধিমান, অনুদ্ধতমতি, নিজানন্দপূর্ণ, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, শ্রীবিগ্রহারাধনে কৃতনিশ্চয়, কৃপালু, এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। বিষ্ণুস্মৃতি বলেন—যিনি শিষ্য-সকাশে পরিচর্য্যা, যশঃ ও ধনাদিলাভের ইচ্ছা করেন, তিনি 'গুরু' পদবাচ্য নহেন। গুরুদেব অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, কেবল পরমদয়ালুতা-প্রযুক্তই পরহিত-সাধনতৎপর, সর্ব্বসদ্গুণ-পরিপূর্ণ, সর্ব্ব প্রাণীর উপকারক, নিস্পৃহ, সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয়-সংচ্ছেত্তা, এবং আলস্য শূন্য হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনপর। গুরুদেব কোন বর্ণ এবং আশ্রমের অধীন নহেন, সুতরাং তাঁহাকে শৌক্র বিচারের অন্তর্গত করিতে হইবে না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর 'নাহং বিপ্রো' শ্লোকে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীপদ্মপুরাণও বলিয়াছেন—'বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।' গুরুদেবের স্বরূপ লক্ষণই হইতেছে—অহৈতুকীর সহিত কৃষ্ণানুশীলনতৎপরত্ব, অন্যান্য লক্ষণ ইহারই অনুগত। উক্ত স্বরূপলক্ষণহীন অবৈষ্ণব কখনও গুরু হইতে পারেন না—'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ'। সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য বা রূপাদি গুরুদেবকে চিনিবার উপায়-স্বরূপ নহে। এই চারিটীর বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া যাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ মনের খেয়ালে যাহাকে তাহাকে গুরু করিয়া বসেন, তাঁহাদের ন্যায় মন্দভাগ্য জগতে আর কেহই নাই। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ভিন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব কে শিক্ষা দিবে? বিদ্যা-ধন-কুল-তপোমদমত্ত গুরুব্রুবগণ তাহাদের শিষ্যকে স্বত্বৎ মদে মত্ত থাকিয়া কেমন করিয়া এই চতুর্দ্দশ ভুবন রূপ নাগরদোলায় ঘূর্ণপাক খাইতে হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কি শিক্ষা দিতে পারে? সুতরাং গুরুকরণ বিষয়ে সকলকেই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। সদ্গুরু অভাবে যাহাকে তাহাকে গুরু করিয়া হাতের জল শুদ্ধ করিতে গিয়া আত্মবিনাশ লাভ করিতে হইবে না। সদ্গুরুর অভাব নাই, আমাদের আর্ত্তিরই অভাব। একান্ত সরলভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সদ্গুরু লাভের জন্য স্ব স্ব আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলে শ্রীভগবান্ অবশ্যই সদ্গুরু মিলাইয়া দিবেন; নচেৎ অসদ্গুরুর কবলে পড়িয়া যথা-সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে।

শিষ্য লক্ষণ

শাস্ত্রে সদ্গুরুলক্ষণও যেমন বর্ণিত হইয়াছে, সচ্ছিষ্যলক্ষণও সেইরূপ বর্ণিত আছে। নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মে শরণাগতিই শিষ্যের স্বরূপলক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ উহাতেই অনুস্যূত। মন্ত্রমুক্তাবলী বলেন—শিষ্য শুদ্ধবংশোৎপন্ন, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাক্, পুণ্যচরিত্র, শুদ্ধবুদ্ধি, দম্ভবর্জ্জিত, কামক্রোধপরিত্যাগী, গুরুপাদপদ্মযুগলে ভক্তিমান্, কায়মনোবাক্যে দিবানিশি ভগবদ্বিগ্রহের প্রতি নত, নীরোগ, অশেষপাতকজয়কারী, সমস্ত ইন্দ্রিয়জয়ী, করুণালয় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হইলেই দীক্ষাধিকারবান হন। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৬) বলেন—শিষ্য অমানী-মানদ স্বভাববিশিষ্ট, মাৎসর্য্যহীন, অনলস, জায়াদিতে মমতাশূন্য, গুরুতে দৃঢ় সৌহৃদ, অব্যগ্র, পরমার্থজিজ্ঞাসু, অসূয়াশূন্য ও ব্যর্থালাপরহিত হইবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলেন—শিষ্য যাবতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে প্রণত হইয়া সেবাবুদ্ধি সহকারে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা করিবেন। শিষ্য নিজ যোগ্যতার দিকে দৃক্পাত না করিয়া কেবল গুরুদেবের যোগ্যতার দোহাই দিলে চলিবে না। শিষ্যকেও যোগ্য হইতে হইবে। 'আমার গুরুদেব যিনি, তিনি খুব ভাল, আমিই কেবল মন্দ'—একথা বলিলে চলিবে না। উপযুক্ত শিষ্য না হওয়ার অর্থ গুরুদেবকে লঘুকরণেচ্ছা বা গুরুনিন্দা। তাদৃশ গুরুনিন্দাকারীর নরকপাত ব্যতীত আর কি লাভ হইতে পারে?

অগস্ত্যসংহিতা বলেন—যে সকল ব্যক্তি অলস, মলিন, গুরুকৃষ্ণপ্রীত্যর্থ ভিন্ন বৃথা ক্লেশকারী, দাম্ভিক, কৃপণ অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণসেবার জন্য যাহারা এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে চাহে না, দরিদ্র অর্থাৎ অসন্তুষ্ট, রোগী, রুষ্টস্বভাব, কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত, ভগবদ্ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট, অসূয়া ও মৎসরগ্রস্ত, শঠ, রুক্ষভাষী, অন্যায় উপায়ে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ, ভাগবত বা গুরুশিষ্য-ব্যবসায়াদি দ্বারা বা অন্য কোন দুর্নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জক, পরদাররত, বহুমোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণের বিরোধী, অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য, পরপীড়ক, পরনিন্দক, অত্যাহারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত, তাহারা পাপিষ্ঠ নরাধম বলিয়া দীক্ষাগ্রহণে নিতান্ত অনধিকারী। তাহা-

গোস্বামিত্ব

শৌক্রবিচার গত নহে

মহাপ্রভুর সময় বা তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে গোস্বামিত্ব বা বৈষ্ণব জাতিগত ছিল না বা কৌলিক গুরু-প্রথার আদর ছিল না, ইহা মহাপ্রভুর আচরণে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর অনুগত সর্ব্বত্যাগী, নিরন্তর কৃষ্ণভজনপরায়ণ, ভক্তির আচার্য্যগণই 'গোস্বামী' নামে খ্যাত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভুকে গোস্বামিত্ব ও আচার্য্যত্বে স্থাপন করিলেও ষড়্‌গোস্বামী বা বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের পূর্ব্ব পুরুষগণের উপাধি দেখিয়া তাঁহাদিগকে 'গোস্বামী' আখ্যা দেওয়া হয় নাই এবং সর্ব্বত্যাগী গোস্বামিগণের শৌক্র পুত্রাদির অসম্ভাবনা থাকায় গোস্বামিত্ব শৌক্রপন্থাগত হইতে পারে না— ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কৌলিক গুরুর প্রথা মহাপ্রভু বা তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেহই আদর করেন না বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণস্বাবস্থা সদ্‌গুরুগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন. এমন কি পরবর্ত্তিকালে রসিকানন্দ, মুরারি, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য্যগণও কোন জাতিগোস্বামীকে গুরুত্বে স্বীকার করেন নাই।

মহাপ্রভুর সময় পাঞ্চরাত্রিক পঞ্চসংস্কারের অন্যতম তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ বিভিন্ন নাম প্রদান করা হইত, এইরূপ প্রণালী বর্ত্তমান 'রমণীরঞ্জন' 'কামিনীবান্ধব', 'আপেল' 'মনক' 'কিসমিস্' 'বাদাম' প্রভৃতি ভোগ-বিলাসপর স্মৃতিসূচক নাম রাখিবার যুগে অভিনব বলিয়া মনে হইলেও সনাতন দিগকে সেই সকল অসৎকার্য্য হইতে যদি নিবৃত্ত করা না যায় বা তাহারা যদি গুরুশিক্ষা সহ্য করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কখনই মন্ত্র প্রদান করা উচিত নহে। যদি কেহ উক্ত পাপিষ্ঠদিগকে পাপিষ্ঠ রাখিয়াই শিষ্যত্বে স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাতিত্য-দোষ-দুষ্ট হইতে হইবে।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রও বলেন—জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, নিরীশ্বর কপিল, ও গৌতম—এই ছয়জন হেতুবাদীর অনুগত নরাধমগণকে সদ্‌গুরু কখনই মন্ত্রপ্রদান করিবেন না।

সুতরাং কেবল সদ্‌গুরু লাভ হইলেই চলিবে না, সচ্ছিষ্য না হইলে সকলই বৃথা। গুরু-শিষ্যের উপবিকথিত লক্ষণসমূহ বিচার-জ্ঞানে যাঁহারা পরমার্থ-রাজ্যে অগ্রসর হন, তাঁহারা অচিরেই ভগবৎকৃপা লাভে সমর্থ হইবেন, এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশাস্ত্রে এ রীতি সনাতনী। বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক এবং শঙ্কর সকল সম্প্রদায়েই এই রীতি আবহমান কাল প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালার বেদান্তাচার্য্য বলদেব তাঁহার বেদান্তের পরিশিষ্ট গ্রন্থস্বরূপ প্রমেয়রত্নাবলীগ্রন্থে পদ্মপুরাণের বাক্য উল্লেখ করিয়া নামকরণকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির তৃতীয়সংস্কাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাই আমরা মহাপ্রভুর আচরণে দেখিতে পাই, তিনি দবিরখাস, শাকর মল্লিককে 'রূপ' 'সনাতন', নাম পাঠান মৌলানাকে 'রামদাস' নাম, মুরারিগুপ্তকে 'রামদাস' নাম, বল্লভকে 'অনুপম' নাম, 'রঘুনাথ', 'প্রেমনিধি 'ভাগবতাচার্য্য' 'কবিকর্ণপুর' প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও অদ্বৈতপ্রভুর 'কমলাক্ষ' নাম, জগন্নাথ মিশ্রের 'পুরন্দর' উপাধি, নামাচার্য্য ঠাকুরের 'হরিদাস' নাম প্রভৃতি প্রচলিত থাকিবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্মার্ত্ত-সমাজের বহির্ম্মুখভাব অস্মিতা-সূচক নাম ও উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞান-সূচক নিত্য নাম-সংস্কারে সংস্কৃত ও মণ্ডিত হওয়াই পারমার্থিকগণের আচার। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা সংগোপনের পরেও তদানীন্তন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্য, শ্রীল জীবগোস্বামী, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'আচার্য্য' 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নামে অভিহিত করেন এবং শ্রীনিবাসশিষ্য রামচন্দ্রসেন ও তদনুজ গোবিন্দসেনকে 'কবিরাজ' উপাধিতে মণ্ডিত করেন। চৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কৃষ্ণদাস 'ঠাকুর'ও 'কবিরাজ' উপাধিতে মণ্ডিত, ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

মহাপ্রভুর গুণ-গ্রাহিতা

মহাপ্রভু গুণের আদর করিতেন। তাঁহার বিচারে পারমার্থিকই সকলগুণে বিভূষিত, অচ্যুতাত্মতারূপ স্বরূপ-লক্ষণ যাঁহার আছে, কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে সমস্ত তটস্থ লক্ষণও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া মহাপ্রভু ভগবান্ আচার্য্যের পিতা বিষয়ী শতানন্দ খাঁকে বা আচার্য্যের অনুজ মায়াবাদী গোপাল ভট্টাচার্য্যকে আদর করেন নাই। গোপাল ভট্টাচার্য্য বেদান্তে মহা পণ্ডিত, দেবানন্দ ভাগবতে মহা-অধ্যাপক ও পণ্ডিত, রামানন্দ রামদাস অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত, বল্লভাচার্য্য শাস্ত্রাদিতে বিশেষ পণ্ডিত হইলেও তাঁহাদের বহির্ম্মুখতাটুকুকে তিনি আদর করেন নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া নিরপেক্ষতা অপলাপের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। রঘুনাথে ঐকান্তিকী পারমার্থিকতা-দর্শনে তাঁহাকে অত্যন্ত আপনার জন বলিয়া জানিতেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পিতা ব্যবহারিক ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাযুক্ত থাকিলেও তাঁহাকে 'বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া' ও সেইরূপ 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন' প্রভৃতি বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কৌলিক গুরুর প্রথা যে, মহাপ্রভু ও তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যগণ কেহই স্বীকার করেন নাই, তাহার আরও বিশেষ প্রমাণ এই যে, শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত প্রভুর আত্মজ হইয়াও গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বৃন্দাবন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীদেবীর আত্মজ ছিলেন এবং স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া ভাগবতে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদের শৌক্র-বংশ্য জানাইবার জন্য আপনাকে 'গোস্বামী' বোলাইয়া তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের সাহায্যে ভাগবতপাঠ বা কথকতার বিপণি খুলিবার আদর্শ দেখান নাই, বরং শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ভাগবতপাঠী মহা-অধ্যাপক বলিয়া প্রচারিত দেবানন্দ পণ্ডিতের উপাখ্যান গ্রথিত করিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যাদি যে ব্যবসায়ীর বিপণির পণ্যদ্রব্য নহে, তাহাই জানাইয়াছেন। ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীরূপপাদ "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ" (? print: "ন ব্যাখ্যামু-পাঞ্জীত দর্শিষ্যাদিভিঃ বৈষ্যঃ") প্রভৃতি বাক্যে ইহা নিবারণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শিক্ষাদশক মূলম্)

(৭৫)

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ
পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি
হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি
জনান্ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্॥

প্রমাণ আম্নায় কহে নবধা প্রমেয়।
শ্রীহরি পরম তত্ত্ব অদ্বয় অমেয়॥
সর্ব্বশক্তিমান হরি রসের সমুদ্র।
বিভিন্নাংশ জীবশক্তি চিৎকণ ক্ষুদ্র॥
তটস্থাখ্য জীবশক্তি দুইত' প্রকার।
মায়াতে আবদ্ধজীব মায়ামুক্ত আর॥
চিদচিৎ সর্ব্ববিশ্ব শক্তি পরিণতি।
হরির অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব খ্যাতি॥
শুদ্ধাভক্তি শ্রীহরির প্রধান সাধন।
পুরুষার্থ-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন॥
গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত আম্নায় বচন।
যে কহিল সেই গৌরচন্দ্রে ভজ মন॥

(৭৬)

স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃ
প্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতিবিষয়ান্
তাননবিধান্।
তথাপ্রত্যক্ষাদি প্রমিতিসহিতং
সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তি-
রহিতা॥

বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা হৈতে গুরু-পরম্পরা।
সম্প্রদায় ক্রমে আসে যেই সিদ্ধধারা॥
তাহে সুরক্ষিত বাক্য ব্রহ্মবিদ্যা শ্রুতি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার আম্নায় আখ্যাতি॥
স্বতঃসিদ্ধ বেদবাক্য প্রমাণ প্রধান।
প্রত্যক্ষাদি বেদ সাহচর্য্যেতে প্রমাণ॥
বেদার্থ-নির্ণয় করে পুরাণ, ভাগবত।
ভাষ্যঅনুভাষ্য সৎ সম্প্রদায় সম্মত॥
নির্দ্দোষ প্রমাণ এই আম্নায় বচন।
নবধা প্রমেয় সদা করয়ে সাধন॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
স্বাধীন প্রত্যক্ষাদিতে আছে
দোষ এই সব॥
মানব যুক্তিতে সে সর্ব্বদা তর্ক রয়।
অচিন্ত্যবিচারে যুক্তি সক্ষম না হয়॥
অতএব সব ছাড়ি আম্নায় প্রমাণ।
যে কহিল ভজি সেই গৌরভগবান্॥

(৭৭)

হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধি-শিব-সুরেশ-
প্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্মোপনিষদুদিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো
বিশ্বজনকঃ
সবৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তি-
শ্চিদুদয়ঃ॥

বেদ কহে ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত।
শাস্ত্রসমন্বয় এক হরি পরতত্ত্ব॥
শ্রুতিতে কথিত ব্রহ্ম হরি-অঙ্গ-জ্যোতিঃ।
নির্বিশেষ নিরাকার যাহার আখ্যাতি॥
বিশ্বের জনক যে জগৎ মধ্য গত।
শ্রীহরির স্বাংশ এই পরমাত্ম-তত্ত্ব॥
সেইত শ্রীহরি চিজ্জগতে উদিত।
নবজলধরকান্তি শ্রীরাধিকা-কান্ত॥
বেদের তাৎপর্য্য এই পরতত্ত্ব-জ্ঞান.
যে কহিল ভজ সেই গৌর-ভগবান্॥

(৭৮)

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে
মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যাং স্বামচিদভিহিতাং
তাং ত্রিপদিকাং

স্বতন্ত্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে
প্রেরয়ন্তি যো
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽসৌ
বিজয়তে ॥

শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের এক পরা শক্তি।
স্বাভাবিক অচিন্ত্য বলিয়া কহে শ্রুতি ॥
শক্তি হৈতে শক্তিমান্ অপৃথক্ তত্ত্ব।
হইয়াও শ্রীহরি স্বমহিমাবস্থিত ॥
চিৎশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি।
ত্রিবিধ স্বভাব যুক্ত সেই পরা শক্তি।
সকল বিষয়ে শক্তি করিয়া প্রেরণ।
স্বতন্ত্রেচ্ছ হরি সদা নির্বিকার র'ন ॥
পরাত্মপুরুষ হরি সদা জয় যুক্ত।
যে কহিল সেই গৌরচন্দ্রে ভক্তি নিত্য ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকেলী সংস্কার

(মালদহ সমাচার হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীপাদপীঠ সংস্কার

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পত্র

সমাচারের পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে গৌড় মণ্ডল পরিক্রমা উপলক্ষে গৌড়ীয় মঠের প্রাণস্বরূপ ভারতে সুপরিচিত পণ্ডিত, বক্তা ও ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মহাশয় শিষ্যগণ সহ শ্রীরামকেলী ধাম পরিক্রমা উপলক্ষে মালদহে পদার্পণ করেন। শ্রীরামকেলী সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করেন এবং স্থানীয় গান্ধী ধর্ম্মশালায় উক্ত গোস্বামী মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সহরে তাঁহার শিষ্যগণ সহ স্থানীয় ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া সহরটী ভ্রমণ করেন এবং স্থানীয় ভদ্রলোকগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জুড়িয়া বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপিত হইয়াছে এবং নানা প্রকারে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন নবদ্বীপ, কলিকাতা, পুরী, ঢাকা, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থান, আলবরনাথ, কটক, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি নানাস্থানে নানা প্রকারে সেবাকার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের পরিচালিত "গৌড়ীয়" পত্রে ইহা প্রকাশিত হয় যে একশত আটটী স্থানে তাঁহারা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রকট করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই সংবাদ পাঠে শ্রীরামকেলী-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল গোস্বামী এম, এ, বি, এল মহাশয় উক্ত গোস্বামী মহারাজের দৃষ্টি শ্রীরামকেলী ধামে অবস্থিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ সংস্কারে আকৃষ্ট করেন; তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয়কে উক্ত গোস্বামি মহারাজ ১৬।৮।২৮ তারিখে যে পত্র দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

বহু সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আজ কয়েক দিন হইল আপনার একখানা বিস্তৃত পত্র পাইয়াছি। শ্রীরামকেলী সংস্কার বিষয়ে আপনারা যাহা করিতেছেন, তাহা আমাদেরই কার্য্য সন্দেহ নাই। আমরা ক্ষুদ্র জীব সুতরাং একই সময়ে সর্ব্বত্র জড় জগতে কার্য্য করিবার সুযোগ পাই না। যে সকল কার্য্য তথায় হইয়াছে, তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

সুযোগ হইলে শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত ভূমি আবার দর্শন পাইব এবং আপনাদের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গ সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনারা দয়া করিয়া আমাদের ন্যায় হরি-বিমুখ জীবকে স্মরণ করেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সৌভাগ্য না থাকিলে যেরূপ স্থলীতে যাওয়া সম্ভবপর নহে।

যত শীঘ্র সম্ভব শ্রীরামকেলীতে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপীঠ যাহাতে সংস্থাপিত হয়, তজ্জন্য শুদ্ধ ভক্তগণ যত্ন করিবেন। তাঁহাদের সেবা-ফলে সেইরূপ পাদপীঠ দর্শন আমার ভাগ্যে কত দিনে সম্ভব হইবে, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরই জানেন। শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্ম-সেবা মহত্তের যেরূপ ঐকান্তিক কৃত্য, তাহার পরার্দ্ধ এক অংশও আমরা পাইলাম না বলিয়া ব্যাকুলিত আছি। জন্ম-জন্মান্তরে শ্রীরূপের পাদপদ্ম বিস্মৃতি যেন না ঘটে, আপনারা ঐরূপ শুভানুধ্যান আমার প্রতি করিবেন। আশা করি আপনাদের সকল কুশল।

দীন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

উক্ত পত্রখানির ভাব ভাষা লক্ষ্য করিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি যখন শ্রীরামকেলী ধামের পাদপীঠ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন তখন অতি সত্বরেই ইহার সংস্কার সাধিত হইবে আশা করা যায়। আমরা বহুদিন যাবৎ এই অভাবটী অনুভব করিয়া আসিতেছি। সংস্কার-সমিতির সম্পাদক মহাশয় এই দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জেলাবাসী তথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার-সাধনের সহায়তা করিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। উক্ত গোস্বামী মহারাজ মহাশয়কে এই উপলক্ষে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, গৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব অন্তে উক্ত মঠের কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। সাধু সংকল্প।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১৭ই হৃষীকেশ ১লা আশ্বিন ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৯ অ ৬।০ গৌরতৃতীয়া দি ৯।৭ চিত্রা দি ৮।৫৮

১৮ হৃষীকেশ ২রা আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫০ অ ৫।৫৯ গৌরচতুর্থী দি ১০।৪৩ স্বাতী দি ১১।১০

১৯ হৃষীকেশ ৩রা আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫০ অ ৫।৫৮ গৌরপঞ্চমী দি ১২।৩৮ বিশাখা দি ১।৩৮। **শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব**

নানা কথা

দামোদর শেঠের গ্রেপ্তার

গত ১২ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে দিল্লীতে শ্রীযুত দামোদর শেঠকে গ্রেপ্তার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভরতপুরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ভরতপুরের শাসনভার মিঃ ম্যাকেঞ্জির হস্তে ন্যস্ত হইবার পর যাঁহাদিগকে ভরতপুর রাজ্য ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, শ্রীযুত দামোদর শেঠ তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহাকে এক্কাতে করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৪৫৪ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনা হইয়াছে।

শ্রমিক আন্দোলনে ভারতের বাহিরের সাহায্য

হল্যাণ্ড, আমষ্টার্ডামের আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড য়ুনিয়ন ফেডারেশন নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের নিকট শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যার্থ এক শত পাউণ্ড পাঠাইয়াছেন। টাকাটা সাধারণ সম্পাদক মিঃ যোশী পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

পদত্যাগের সংবাদ ভিত্তিহীন

স্যার উইলিয়ম জয়েন্সন হিক্স রয়টারকে তারযোগে জানাইয়াছেন যে, সংবাদপত্রসমূহে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিবের পদত্যাগ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে, তাহার মূলে কোন সত্য নাই।

শূন্যমার্গে পৃথিবী পরিভ্রমণ

ভিকোমটা জ্যাকুইস্ ও তাঁহার পত্নী বৃহস্পতিবার বিমানপোতযোগে পৃথিবী পরিভ্রমণে বাহির হইবেন এবং বিমানপথে ভারতবর্ষ ও চীন দেশে গমন করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

মিশরে যুবরাজ ও জনস্রোত

আলেকজান্দ্রার ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ও ডিউক অফ্ গ্লষ্টারের আগমনে মিশরের চারিদিক আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজ পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। যুবরাজ ও তাঁহার সহোদর যখন মোটরগাড়ী আরোহণে রেসিডেন্সিতে গমন করেন, তখন জনমণ্ডলী ঘনঘন আনন্দধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল।

অমরনাথ তীর্থযাত্রীর সন্ধান

রাজস্ব-সচিব, পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল এবং চিকিৎসা বিভাগের ডাইরেক্টারকে লইয়া যে রিলিফ পার্টি গঠিত হইয়াছে, সেই পার্টি অমরনাথ তীর্থযাত্রীদিগের সন্ধানার্থ গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা ৮জন লোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, ইহারা উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল এবং চলিবার শক্তি ছিল না। তাঁহারা ৫৫ জন সাধুর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছেন, ফিরিবার পথেই এই সাধুগণ মারা গিয়াছেন।

রিলিফ পার্টির সদস্যগণ বলিয়েছেন যে, ভয়ঙ্কর আকস্মিক বৃষ্টি হওয়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বরফ, ঝড় ও নিদারুণ ঠাণ্ডা পড়ায়ই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৩৬ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩ জন লোক মারা গিয়াছে।

বৈঠকখানায় রক্তগঙ্গা

কিশোরগঞ্জের ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এই মহকুমার পাকুণ্ডিয়া থানার লাখিয়া গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী মহাজন সুরেন্দ্রচন্দ্র কর গত সোমবার আততায়ীর রামদা'র আঘাতে নিহত হইয়াছেন। তখন রাত্রি মোটে ৮টা, সুরেন্দ্র বাবু বৈঠকখানায় ভগ্নীপতির সহিত বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় ৩ জন লোক ভিতরে প্রবেশ করে, একজন রামদা'র সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলে, অপর ২ জন তাঁহার ভগ্নীপতিকে আটকাইয়া রাখে। সুরেন্দ্র বাবুর বয়স মোটে ৩০ বৎসর হইয়াছিল। গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

নৌকায় বজ্রপাত

গত ৯ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রিতে পারডুবতলার নিকটে একখানি নৌকায় বজ্রপাত হয়। ঐ রাত্রিতে একখানি বাসনের নৌকার সম্মুখ ভাগে বজ্রপাত হওয়ায় নৌকাখানি প্রজ্বলিত হয় এবং উহা রূপসী নদীতে নিমজ্জিত হয়। সুখের বিষয় ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

মাতার কালনিদ্রা
শিশুর শোচনীয় মৃত্যু

সংবাদ আসিয়াছে যে, পঞ্চখণ্ডের (করিমগঞ্জ) এলাকায় অল্পদিন হইল একটি শোচনীয় শিশু-হত্যা হইয়া গিয়াছে প্রকাশ যে, একজন স্ত্রীলোকসহ কয়েক জন লোক নৌকায় গমন করিতেছিল। স্ত্রীলোকটীর একটি দেড় বৎসর বয়স্ক পুত্র সন্তান নৌকার ভিতর মায়ের সঙ্গে ঘুমাইতেছিল। পশ্চাতের গলুই হইতে মাঝি যাহাতে দেখিতে না পায়, তজ্জন্য ছইয়ের পশ্চাৎ দিকে একটি পরদা দেওয়া হইয়াছিল। মাতা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন শিশুটী জাগিয়া উঠিয়া খেলিতে খেলিতে নৌকা হইতে পড়িয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ নৌকার কেহই তাহা দেখিতে পায় নাই। নৌকা তখন ধানের ক্ষেত দিয়া গমন করিতেছিল। শিশুটী নৌকা হইতে পড়িয়া গিয়া ধান গাছের গোছার সঙ্গে আটকাইয়া গিয়া নড়চড় করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানি বহুদূরে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে একজন মৎস্য-শিকারী ঐ পথ দিয়া গমন করে। সে ধানগাছের গোছার ভিতরে শিশুটীর নড়চড় দেখিয়া মনে করে যে, নিশ্চয়ই একটি খুব বড় রকমের মৎস্য হইবে। তৎক্ষণাৎ সে মৎস্য ভ্রমে শিশুটীর উপর কোঁচ (মৎস্য-শিকারের যন্ত্র বিশেষ) ছুড়িয়া মারে। কিন্তু কোঁচ শিশুর পায়ের গোড়ালিতে লাগিয়া ফিরিয়া আসে ও শিশু আরও বেশী ভাবে নড়চড় করিতে থাকে। ইহাতে শিকারী ভাবিল যে, নিশ্চয়ই মৎস্যটী অত্যন্ত বৃহদাকার হইবে, সুতরাং সে আর একটু জোরে কোঁচটি ছুঁড়িয়া মারে ও উহাতে শিশুটা বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৎস্য বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া শিকারী যখন তাহার কোঁচ উঠায় তখন কোঁচের অগ্রভাগে মৎস্যের পরিবর্ত্তে একটা মানব শিশু দেখিতে পাইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যায়। তিন ঘণ্টা পর তাহার চৈতন্য লাভ হয়।

চৈতন্য লাভের পর লোকটা শিশু-মৃতদেহ লইয়া করিমগঞ্জে উপস্থিত হয়। সম্প্রতি নাকি সে জামানতে আছে।

—যুগবাণী

পুকুরের মধ্যে সদ্যজাত শিশু

গত ১২ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা একটা ঝাড়ুদার যশোহরের লালদিঘী নামক মিউনিসিপ্যাল পুকুরে একটা সদ্যজাত শিশু অর্দ্ধমগ্ন অবস্থায় পাইয়াছে। পুলিশ আসিয়া শিশুটিকে লইয়া গিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

জল নিমজ্জনে বালকের মৃত্যু

৫।৬ বৎসরের একটি নেপালি বালক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সন্নিহিত পুকুরে স্নান করিতে গিয়াছিল, বালকটী সাঁতার জানিত না। অধিক জলে নামায় বালকটি ডুবিয়া যায় এবং নিকটে ৭বৎসরের একটি বালক ব্যতীত আর কেহই তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ছিল না। সমস্ত পুকুর খুঁজিয়াও বালকটিকে পাওয়া যায় নাই, পরদিন সকালে দেহটী ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

নোড়ার আঘাতে মনিবের দাঁত ভঙ্গ ও মৃত্যু

হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার চাঁপদানী গ্রামের শেখ মুনির হুগলীর অতিরিক্ত সেসন জজের বিচারে ৩০৪ ও ৩২৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়া ১৮০ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, আসামী একজন সহিস। সে কোচম্যান মহম্মদ জানের অধীনে কাজ করিত, ৩ মাস মাহিয়ানা বাকী পড়ার পর সে কিছু টাকা চাওয়ায় ফরিয়াদী তাহাকে ভৎর্সনা করে। ইহাতে আসামী ক্রুদ্ধ হইয়া নোড়ার দ্বারা তাহার মুখে এমন আঘাত করে যে, তাহার কতকগুলি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়, ঐ আঘাতেই পরে তাহার মৃত্যু হয়।

স্পেনে ধর্ম্মঘটের ষড়যন্ত্র

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহরের সংবাদে প্রকাশ, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে সমগ্র দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট করিবার জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। পুলিসের কার্য্যতৎপরতায় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। মাদ্রিদ বার্সিলোনা ভ্যালেন্সিয়া এবং সারাগোসা সহরে ২শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাদের ভিতর গণতন্ত্রীদলের নেতা মিঃ লেরু কতিপয় গণতন্ত্রী, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী, কয়েকজন সংবাদপত্রসেবী এবং কয়েকজন স্ত্রী লোক দলভুক্ত লোক আছে।

নিজাম রেল ধর্ম্মঘট

নিজাম রাজ্যের রেল ধর্ম্মঘটের অবস্থা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ পুলিসের সাহায্যে নূতন শ্রমিক সংগ্রহ করিতেছেন, পক্ষান্তরে ধর্ম্মঘট ক্রমেই প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর কারখানা বন্ধের সময় পর্য্যন্ত এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিক-সংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে, একজন শ্রমিককে ধর্ম্মঘটের আন্দোলনকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তার করায় সেকেন্দ্রাবাদের সকল সাধারণ নীচ শ্রমিক ও ট্রেন ফিটারের দল ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে এই ব্যাপারে শ্রমিকদিগের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় এবং দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য তাহারা পুনরায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে এবং অনেকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। পুলিস চারিদিকে পাহারা দিতেছে।

রেল দুর্ঘটনা
কলিকাতা মেল লাইন চ্যুত

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে যে কলিকাতা মেল মাদ্রাজ পৌঁছিবার কথা ছিল, গত ১২ই তারিখে রাত্রিতে কাবেরী রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট গুণ্ডানাইকামা সেতুর উপর তাহা ধ্বংসের মুখ হইতে ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে। কতকগুলি দুর্বৃত্ত সেতুর উপরের লাইন হইতে সাতখানা শ্লীপার অপসারিত করিয়াছিল, ট্রেনখানা রাত্রি ১১—৫০ মিনিটের সময় ঐ সেতু অতিক্রম করিবার সময় ভীষণ আওয়াজ শোনা যায়। ইঞ্জিনচালক তখনই ভ্যাকুয়াম ব্রেক কষে এবং ট্রেণের গতি রুদ্ধ হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ইঞ্জিন এবং ইঞ্জিনসংলগ্ন একখানা বগিগাড়ীর সামনের চাকা লাইনচ্যুত হইয়াছিল কলিকাতা মেল রাত্রি ১টার সময় মাদ্রাজ পৌঁছিয়াছে।

ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ

মুসক সেখ আইনুদ্দীনের ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগে খুলনার অতিরিক্ত সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি শ্রীযুক্ত সি, সি, ঘোষ ও মিঃ জ্যাকের এজলাসে এই সম্পর্কে এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আপীল মঞ্জুর করিয়া আসামীকে জামীনে মুক্ত দিবার হুকুম করিয়াছেন।

ভীষণ ডাকাতী

শ্রীরামপুর মহকুমার জঙ্গীপাড়া থানার গরলগাছা গ্রামে সত্যচরণ তাম্বুলীর বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গৃহস্বামী প্রতিবাসীদিগকে সাহায্যের জন্য অনেক ডাকাডাকি করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ভয়ে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ডাকাতরা বাড়ীর লোকদিগকে বিষম প্রহার করিয়া প্রায় ২ হাজার টাকার জিনিষপত্র লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

মহেশ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

বেণারস সিটীর ২১৪নং দশাশ্বমেধ ঘাটস্থ মহেশ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সুযোগ্য কবিরাজ **শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য**, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মহোদয় সমাগত রোগীদিগকে বিনাভিজিটে অতি যত্নের সহিত দেখিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করিয়া থাকেন। সাধু সন্ন্যাসীতে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, কাশীর ৪নং জগজ্জীবনপুরস্থ **শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে** সেবকবৃন্দের তিনি আপ্রাণ সেবা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার এই সেবাবৃত্তির এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

ভদ্রেশ্বর সর্দ্দার নামক এক ব্যক্তি ডাকাতী ও অত্যাচার করিবার অভিযোগে নদীয়ার সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করায় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সি, সি, ঘোষ ও মিঃ জ্যাক আপিল মঞ্জুর করিয়াছেন ও আসামীকে জামিনে ছাড়িবার হুকুম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, এই অভিযোগেই ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রেশ্বর প্রমুখ ৪ জনের দণ্ড হইয়াছিল। তার পর হাইকোর্টে আপীল করায় এই মামলার পুনর্ব্বিচারের হুকুম হয়। পুনর্ব্বিচারেও পূর্ব্ব দণ্ড বহাল রহিয়াছে।

ডাকাতদল গ্রেপ্তার

চুঁচুড়া ১০ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ ২২ জন সশস্ত্র ডাকাত এই জিলার নানাস্থানে ডাকাতি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহারা হুগলীর জিলা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজন স্বীকার করিয়াছে যে আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমায় সম্প্রতি যে সব ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহারা ছিল।

জাপানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

জাপানের কোচে সহরে তুলার আড়তে আগুন লাগিয়া ১৫ হাজার গাঁইট তুলা ভস্মসাৎ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা আশ্বিন, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

সাধু সাবধান, বর্ত্তমানযুগ কলিযুগ, এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। কলি শব্দের অর্থ বিবাদ। দলাদলি তর্ক-বিতর্ক বাদবিসম্বাদ পরনিন্দা পরচর্চ্চা কলি-যুগের ধর্ম্ম, এই সকল কার্য্যে যিনি যত পটু তিনি তত বড় ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে বিখ্যাত। কলিযুগের বিশেষত্ব আর একটি এই যে, মনোধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বয়ং পরনিন্দক ও পরচর্চ্চাকারী হইয়াও আত্মগোপনপূর্ব্বক নিজের দোষ অপারর স্কন্ধে চাপাইয়া নিজদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া জাহির করে, কলিহত জীব তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। মহাত্মা তুলসীদাস কলিযুগের এই বিশেষত্বটি নিজকৃত হিন্দি কবিতায় কিরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন শ্রবণ করুন—

সাচ্চা কহে ত মারে লাঠ্যা ঝুঠা

জগত ভুলাই।

গোরস গলি গলি ফিরে,

সুরা বৈঠল বিকাই॥

চোরকো ছাড়ে সাধকো বান্ধে

পথিককে লাগাওয়ে ফাঁসি॥

ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুঃখ

লাগে আওর হাঁসি॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ আচার্য্যের আনুগত্যে সমগ্র জগতের কল্যাণের নিমিত্ত পর-দুঃখে কাতর হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া গৌরবিহিত শুদ্ধনাম প্রচার করিতেছেন তাহা দেখিয়া কলি ভাবিল, তাহার ধর্ম্ম বুঝি এবার সমূলে বিনষ্ট হইল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অনুকরণে আর একটি সম্প্রদায়গঠন করিয়া লোকের নিকট নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিল, বৈষ্ণবগণ "পৃথিবীতে যত আছে নগরাদিগ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট উক্ত বাক্যটী মূল মন্ত্র জানিয়া উহা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিয়া বক্তৃতা মুখে যে সকল হরি-কথা প্রচার করিয়া থাকেন অথবা জগজ্জীবকে হরি কথা শ্রবণ ও সাধুসঙ্গ করিয়া সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ দিবার নিমিত্ত যে মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান করেন, সম্প্রতি তাঁহার অনুকরণে দুই একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, শুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও আনুকরণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহ্য পার্থক্য না থাকিতে পারে কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, এই সকল বিচার করিয়া খাঁটি জিনিষ বাছিয়া লওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, যেহেতু সাধু সঙ্গে বিশুদ্ধ ভজন মার্গে অগ্রসর হওয়া বহু ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্র বলেন—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

আজকাল বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। জগতের লোকের নিকটে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত দুই একজন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সহর বৃন্দাবনবাসীর যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করিয়া "তাৎকৃষ্ণনামরূপ চরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রচিকানু" প্রভৃতি শ্রীরূপপাদের উপদেশ মৃত অনাদর পূর্ব্বক শ্রীরূপানুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট প্রচারের পরিবর্ত্তে স্বীয় মনোভীষ্ট প্রচার করিতেছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসীর কৃষ্ণের প্রতি সহজ অনুরাগ থাকায় তাঁহাদের রাসলীলায় কৃষ্ণান্বেষণপরা চেষ্টা এবং যাদৃশ হরি-বিমুখ তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম হইতে বহুদূরে অবস্থিত অথচ শ্রীধাম বাসী বলিয়া অভিমানী ব্যক্তির রাস লীলা শ্রবণে কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন সম্পূর্ণ বিপরীত, শ্রীপাদ্ রূপ গোস্বামী প্রভু নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী হইয়াও প্রতিদিন এক এক বৃক্ষ মূলে বাস এবং চানা চিবাইয়া জীবন ধারণ করিয়া রাসলীলা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির অধিকার স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরূপের অনুগত্যেই রাসলীলা শ্রবণের অধিকার হয়। পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শ্রীরাসলীলা ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, রাসলীলা কালিদাসের কুমার সম্ভবের ন্যায় জড়ীয় কাব্য মাত্র নহে, যে উহা-কাব্য রসামোদী ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য হইবে; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অত্রি মুনির নিম্নলিখিত বচনটী স্মরণ পথে উদয় হয়—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রাঃ,
শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুরাণ-পাঠাঃ।
পুরাণেন হীনাঃ কৃষিণোভবন্তি,
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতাঃ ভবন্তি॥

"ভগবান্ নেই!"

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

ভাই নাস্তিক, বলিহারী তোমার বুদ্ধিকে। তোমার কি ভাই, একটু সাধারণ বুদ্ধিও নেই। এ জগতে ইঞ্জিন, এরোপ্লেন, গ্রামোফোন প্রভৃতি যাবতীয় কল. কারখানা, এমন কি তোমার নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড়, কোট, সার্ট, বোতাম, ঘড়ি, চশমা, আয়না, এসেন্স ঘর বাড়ী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যেরই এক এক জন কর্ত্তা রহিয়াছে, আর এত প্রকাণ্ড একটা ব্যাপার—জগৎ রচনা এবং তাহার সমস্ত কাণ্ড সুচারুরূপে সম্পাদনের কোন কর্ত্তা নাই—এরূপ উক্তি তোমায় কিরূপ বুদ্ধির পরিচয় ভাই? আমি ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়িয়াছি, তোমাকে বলি শুন:—

ওয়াসিংটন্ নামক এক ব্যক্তি তোমারই মত ভাই, নাস্তিক ছিল। একদা তাহার আস্তিক পিতা তাঁহার বাগানে একপ্রকার ঘাস এরূপভাবে লাগাইয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা 'ওয়াসিংটন' এই শব্দটি রচিত হইয়াছিল। পিতা-পুত্রে একদিন ঐ বাগানে বেড়াইতেছেন, হঠাৎ পুত্রের চক্ষে উহা পতিত হয়। ওয়াসিংটন্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পিতঃ! ঐরূপ ভাবে আমার নাম কে লিখিয়াছে?" পিতা উত্তর করিলেন,—"উহা আপনিই ঐরূপ হইয়াছে।" ওয়াসিংটনের বিশ্বাস হইল না, সে পুনরায় পিতাকে বলিল, "ঐরূপ কখন কি আপনিই হইতে পারে, নিশ্চয় উহা কেহ করিয়াছে।" তখন পিতা বলিলেন, "কেন বাপু, এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটি যদি আপনা আপনি হইতে পারে এবং উহার কার্য্য যদি এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে, তবে ঐ সামান্য ব্যাপারটী কেন আপনা আপনি হইতে পারিবে না?" পিতার শিক্ষায় ওয়াসিংটন্ সেই দিন হইতে ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল। তোমার কি ভাই, এই গল্প শুনিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস হইবে?

ভাই নাস্তিক, তুমি বলিতে পার—অচেতন প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী। এ কথাতেও তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। অচেতন বস্তু কি প্রকারে কর্ত্তা হইতে পারে ভাই? যাহার চেতনতা আছে, সেই কিছু করিতে পারে, কিন্তু যাহার চৈতন্যেরই অভাব, সে কি কখনও কিছু করিতে পারে?

ভাই নাস্তিক, তোমার কল্পিত শূন্যবাদটিও তোমার সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে না। শূন্যকেই তুমি মূল ধরিতেছ। শূন্য অর্থাৎ যাহা কিছুই নয়, তাহা হইতে ভাই, কিরূপে বস্তু সৃষ্টি হইতে পারে? বস্তু হইতেই অন্য বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব, কিন্তু ভাই! যাহা কিছুই নয় (শূন্য), তাহা কি প্রকারে জগৎ সৃষ্টি করিল?

ভাই, তুমি ঈশ্বর-বিশ্বাস করিবে না এইটা মতলব করিয়াই কি নানা বাগ্-বিতণ্ডার সৃষ্টি করিতেছ? ভাই, তোমার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়—ঈশ্বর-বিশ্বাস কর। যদি বল, "ঈশ্বর কৈ—আমাকে দেখাইয়া দাও, আমি বিশ্বাস করিতেছি।" তদুত্তরে আমি বলি,—যদি তুমি আমার কথা শুন, তবে তুমি ঈশ্বরকে দেখিতে সমর্থ হইবে। কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদি পন্থাতেও ঈশ্বরকে দেখিতে সমর্থ হইবে না—কারণ সে সকল মার্গেও ঈশ্বর-বিশ্বাসের আবরণে নাস্তিকতাই বর্ত্তমান্। শাস্ত্র বলেন,—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।"

অর্থাৎ প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষু দ্বারা সাধুগণ সর্ব্বদা শ্রীভগবানকে হৃদয়ে অবলোকন করিয়া থাকেন। তোমারও ভাই, একটা ভক্তি চক্ষু আছে। সাধনার দ্বারা যদি সেই চক্ষুটিকে খুলিতে পার, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। শ্রীভগবান্ চিন্ময়-বস্তু—তিনি তোমার ঐ জড়চক্ষুর গোচরীভূত নন, চিন্ময় ভক্তি-চক্ষুদ্বারাই তিনি দৃষ্ট হন। তুমি যে জল পান কর, সেই জলে অসংখ্য কীটাণু আছে—অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তুমি যখন সেই কীটাণুগুলিই দেখিতে সমর্থ নও, তখন তোমার ঐ অপটু জড়চক্ষু দ্বারা শ্রীভগবানকে কিরূপে দেখিবে? শাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী তোমার ভক্তিচক্ষু উন্মীলন করিবার যত্ন কর। সাধনার দ্বারা সেই চক্ষু খুলিলে তুমি শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে। শাস্ত্র বলেন,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

শ্রীভগবানকে দর্শন করিলে, তোমার সর্ব্বপ্রকার সংশয় বিদূরিত হইবে ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তখন তোমার আর দুর্ব্বুদ্ধি থাকিবে না এবং আর বলিবে না যে,—

"ভগবান্ নেই।"

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী)

আমরা এই জড়-জগতে সাধারণতঃ দেখিতে পাই কাহারও কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার সেই বস্তু ধারণের যোগ্যতা বা শক্তি থাকা চাই, অযোগ্য শক্তিহীন ব্যক্তির নিকট বস্তু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি সেই বস্তুকে স্বরূপতঃ ধারণ করিতে পারেন না, পরন্তু বিপরীত ভাবে গ্রহণ করেন অর্থাৎ কখনও বস্তুকে অবস্তু-জ্ঞানে ত্যাগ আবার কখনও অবস্তুকে বস্তু ভ্রমে গ্রহণ করেন।

যোগ্যতা অর্জন না করিয়া বলহীন অবস্থায় বস্তু গ্রহণের ছলনা অর্থাৎ অক্ষজ জ্ঞানপুষ্ট হইয়া অধোক্ষজ বস্তু-সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাই বলিয়া ফল-স্বরূপে আমরা অনাত্ম-বস্তুকে আত্মাজ্ঞ ভ্রম করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকি।

জীব স্বরূপতঃ বলহীন নহেন, তিনি জ্বলিত-অনলের স্ফুলিঙ্গের কণ-সদৃশ "ঈশ্বরের স্বরূপ যৈছে জ্বলিত অনল। জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥" কিন্তু জীব যখন স্বীয় অণুচেতনতা বা স্বাধীনতার যথেচ্ছাচারিতাক্রমে 'জ্বলিত-অনল' হইতে স্ফুলিঙ্গের কণরূপে নির্গত হইয়া পৃথগ্‌ভাবে তাহার স্বতন্ত্রতা রক্ষায় যত্ন করেন অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্ব হইয়া নিজেকে বিষয়-তত্ত্ব বলিয়া অভিমান করেন, তখনই বহিরঙ্গা ভগবন্মায়া তাহাকে তাঁহার মোহিনী-মূর্ত্তিতে মুগ্ধ করিয়া ভব-কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

জীবের অপরাধের গুরুত্ব বিচার করিয়া মায়াদেবী কিছু অধিক দিন কারাগার ভোগ করাইবার জন্য কারা-গৃহটি যাহাতে তাহার বেশ ভাল লাগে সেই প্রকারে তাহার ভোগের অনুকূলে নানাবিধ বিলাস-বৈচিত্র্যতায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীবলদেবের পাদপদ্মাশ্রয়চ্যুত হইয়া পৃথক্‌রূপে স্বতন্ত্রতা রক্ষা-কল্পে স্বাধীনতার অপব্যবহারকারী বলহীন জীব চিদ্‌বল হারাইয়া জড় বলকে আশ্রয়পূর্ব্বক জড়-বলে বলীয়ান্ হইয়া, শ্রীবলদেবের রাসানুকরণে জড়মায়া ভোগে ব্যস্ততা দেখায়।

জড় বস্তু কখন একস্বরূপে নিত্যকাল থাকিতে পারে না—নশ্বরতা বা পরিবর্ত্তনশীলতাই তাহার ধর্ম্ম, তাহা বাস্তব-সত্যের বিপরীত প্রতিফলন বা প্রাতীতিক সত্যমাত্র, সুতরাং স্বাভাবিক ধর্ম্ম-বশে জীবের জড়বল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগ-সামর্থ্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে এবং জড়ভোগ্য বস্তুগুলিও যে প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের মাধুরী দেখাইয়া তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে ভোগোন্মত্ততায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যরাজী যখন নশ্বরতা ধর্ম্মবশে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিরূপ ধারণ করে, তখন জীব তাহার সুখের স্বপন দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জড় ভোগ ত্যাগীর বেশে ফল্গু-বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উদাস-প্রাণে গাহিতে থাকেন "আমি সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল" কিন্তু মনোধর্ম্মী জীব তখন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের জড়-অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা করিতে যাইয়া কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি কুহকাবৃত কৈতবগুলিকে সত্য-আবিষ্কারের পন্থা বলিয়া বরণ করেন।

জীবের ঐ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি দর্শনে পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ শ্রুতিতে তাঁর স্বরে কীর্ত্তন করিলেন, **"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"** ওহে চিদ্বলের আশ্রয়চ্যুত বলহীন জীব, তুমি জড়-বলাশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার সাহায্যে কখন নিরস্ত-কুহক-সত্যবস্তুর ধারণা করিতে পারিবে না। শ্রীমদ্ভাগবত সেই সত্যবস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

(১।১।১ ভাঃ)

যাঁহারা ভোগোন্মত্ততা বা ভোগে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধবশতঃ ত্যাগোন্মত্ততার বশে শ্রীবলদেবের আশ্রয় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর বস্তুকে ধ্যান করিতে পারেন না, সুতরাং পরম সত্যবস্তু লাভ করিতে হইলে চিদ্‌বলপ্রদাতা শ্রীবলদেবের শ্রীপাদপদ্ম দৃঢ়রূপে আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

মহাবদান্য শ্রীবলদেবই জীবের অনাবৃত স্বরূপের একমাত্র প্রয়োজনীয় 'নিত্যানন্দ' বা 'ভগবৎ প্রেমা' প্রদানকারী শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ। পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই করুণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগুরুদেবরূপে নিত্যধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, শ্রীগুরুদেব সাধনসিদ্ধ জীববিশেষ নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রকাশবিগ্রহ। মোহান্তগণ শ্রীগুরুতত্ত্ব যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে আমরা উহা পরিস্ফুট ভাবে জানিতে পারি, তাঁহারা বলিয়াছেন—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ, কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।" ঐশ্বর্য্য বিচারে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নপ্রকাশ, আর মাধুর্য্য-বিচারে তিনিই শ্রীবার্ষভানবীর অত্যন্ত বিশ্রব্ধ সেবিকা-অনঙ্গমঞ্জরী।

শ্রীগুরুদেব এতই বদান্য যে সকল জীব স্বতন্ত্রতাবশে জ্বলিত অনলের স্ফুলিঙ্গের কণরূপে বহির্গত হইয়া নিজেকে স্বতন্ত্র অনলরূপে পরিচয় দানের ধৃষ্টতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়চ্যুত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা একায়নশাখীয় বা অচ্যুত গোত্রীয়ের একমাত্র উপাস্য হংসবাহন শ্রীবিষ্ণুর দাসাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক গোত্রীয়ঋষিকুলের আনুগত্যে নিজেকে বিষ্ণু সেবক 'হংস' অভিমানের পরিবর্ত্তে 'সোঽহং'-জ্ঞানে ভোক্তার বেশে মায়াভোগ করিতে ধাবিত হইয়া মায়ার করালকবলে পতিত হইয়াছে, সেই সকল দুর্ব্বল জীবকে স্বীয় পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া চিদ্বল প্রদান পূর্ব্বক বলবানের ন্যায় পরম পুরুষের অনুসন্ধানের সুযোগ প্রদান করেন।

অতএব যাঁহারা শ্রীবলদেবের আনুগত্য ত্যাগ জন্য দুর্ব্বল হইয়া মায়ার-সৌন্দর্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা আর মনোধর্ম্মের চালনা দ্বারা মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে উপনীত হইয়া চিদ্বল-আশ্রয় পূর্ব্বক সেই পরম সত্য-বস্তুকে ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়া ধন্য হউন, কারণ স্বয়ং ভগবান্ গীতায় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং
ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

'শ্রীগুরু চরণার্পণমস্তু'

প্রশ্নোত্তর মালা

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পত্রিকার মারফতে আমার নিম্নোক্ত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া গৌরভক্তগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বাধিত হইব এবং নিজেও কৃতার্থ হইব।

জপ ও কীর্ত্তন একার্থ বোধক কি না?

আজকাল সকল সম্প্রদায় মধ্যেই দলাদলি, হিন্দুর মধ্যে দলাদলি, মুসলমান মধ্যে দলাদলি আবার হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে, বৈষ্ণবে শাক্তে, শাক্তে শাক্তে, এবম্প্রকার নানা রকমে দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে এক পক্ষে ভালই হইতেছে, কিন্তু অপর পক্ষে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া মনোমালিন্য ভাব প্রকাশ পাওয়ায় সকলের মধ্যেই ব্যক্তিগত হিংসা দ্বেষ প্রবেশ-লাভ করিয়া প্রকৃত-ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনার ব্যাঘাত হইতেছে এই সব কুলক্ষণ দেখিয়া মহাশয়ের কাছে আমি এই নিম্নোক্ত বিষয়টী আলোচনা করত সুমীমাংসার জন্য উপস্থিত হইলাম, অশাকরি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ আমাকে কৃতার্থ করিবেন প্রথমতঃ জপ ও কীর্ত্তনে প্রভেদ কি? কোন কোন সম্প্রদায় জপ ও কীর্ত্তনে কোন প্রভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন জপও যাহা কীর্ত্তনও তাহা, তাহার সমর্থনে মনুসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকটী দেখাইয়াছেন যথা—

বিধি যজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ
স্মৃতঃ।

মনু ২।৮৫

অর্থাৎ নিয়মিত যজ্ঞ হইতে যথা দশ-পৌর্ণমাসাদি-যাগাদি হইতে জপ দশ গুণ শ্রেষ্ঠ, উপাংশুজপ শতগুণ শ্রেষ্ঠ, মানস জপ, সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ। এই স্থলে দেখা যায় জপ তিন প্রকার, প্রথমতঃ উচ্চরবে, দ্বিতীয় উপাংশু অর্থাৎ নীচ স্বরে তৃতীয় মানস অর্থাৎ মনে মনে জপ করা সুতরাং উপরি-উক্ত বচনানুসারে জপ ও কীর্ত্তনে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। অতএব শ্রীনাম জপ ও কীর্ত্তন একই ফল প্রদ তবে মাত্র রকম ফের। কিন্তু আমার বক্তব্য যে এক প্রকার জপ করিতে হইলে গুরু প্রদত্ত নামের প্রকার ভেদ আছে কি না অর্থাৎ কোনও বিশেষ নাম জপ কর্ত্তব্য কি না? এবং ঐ নাম জপ করিতে হইলে সংখ্যা রাখিবার আবশ্যক আছে কি না? উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনে সংখ্যা রাখিবার উপায় কি? অথবা অষ্ট প্রহরাদিতে কীর্ত্তনীয় (উচ্চৈঃস্বরে) কোন বিশেষ নামের আবশ্যক কি না? এবং সংখ্যা রাখিতে হইলে অষ্ট প্রহরাদিতে কি প্রকারে সংখ্যা রাখিতে হইবে? উপযুক্ত সম্প্রদায় আবার বলেন মানস জপে সংখ্যা রাখিতে হইবে কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে জপাদিতে সংখ্যা রাখিবার আবশ্যকতা নাই বিধিও নাই পক্ষান্তরে তাহারা বলেন ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় নহে উহা কেবল মানস জপ। যেহেতু উক্ত নাম মন্ত্র স্বরূপ ইহা গুরু মুখ গম্য ইহা অসংখ্যাতঃ কীর্ত্তনীয় নহে, মন্ত্র স্বরূপতঃ নাম হইলেও গুরুপদেশ রাহিত্যে, নামবৎ কীর্ত্তনীয় নহেন এবং নামবৎ অসংখ্যাত নহেন।

অর্থাৎ নৈষ্কাম্যির অপেক্ষা, যুক্ত নাম সমূহ গানবিধি যোগে এবং কীর্ত্তনাদির অপেক্ষা অধিক, নামসমূহ শুদ্ধবিধি

পরিত্যাগে কীর্ত্তনীয়, ইহাই বৈষ্ণব মহাজনগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া উপরিউক্ত মতাবলম্বিগণ বলেন।

আবার অপর, সম্প্রদায় উপরিউক্ত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় বলিয়া উপদেশ দেন এবং সংখ্যা রাখিবারও কোন আবশ্যকতা আছে তাহাও বলেন না পক্ষান্তরে উক্ত সম্প্রদায় মাত্র স্বরূপ ঐ নাম দীক্ষাদিতে ও উপদেশ দিয়া সংখ্যা রাখিয়া মানস জপে সাধন ভজন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আমার সন্দেহ এই সকল যে, উক্ত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর অসংখ্যাতঃ জপ্য বা কীর্ত্তনীয় না হইলে আমার পক্ষে অষ্ট প্রহরাদিতে ঐ নাম কীর্ত্তন (অসংখ্যাতঃ) অপরাধযুক্ত হয় কি না? না হইবার কারণ কি? কোন শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিলেই ভাল হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই জপ এই মহামন্ত্র নিবদ্ধ করিয়া অথচ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতকারও স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে ঐ নাম প্রস্তুতকারে জপ্য! এমতাবস্থায় অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়টা আমাকে সরল সহজ ভাষায় মীমাংসা করিয়া দিলে আমি কৃতার্থ হইব, অথচ গৌড়ীয়-ভক্তপাঠকগণেরও কথঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া আশা করি।

আবার শ্রীপাদ রঘুনাথ গোস্বামী কৃত স্তবাবলীতে দেখিতে পাই উক্ত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর গুরূপদেশ সাপেক্ষ বলিয়া সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন, যথা,—"হরে কৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভো" এস্থলে আমার মনে হয় 'কীর্ত্তন' শব্দ জপ-বোধক—কোন পার্থক্য কি না বুঝিলাম না, আবার শ্রীশ্রীচরিতামৃতে আছে, "নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন রাত্রিদিন তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন"॥ এস্থলে 'সংকীর্ত্তন' শব্দে বোধ হয়, 'জপা'র্থ বোধক—সে যাহা হউক, মহাশয়, উপরিউক্ত বিষয়গুলির শাস্ত্রীয়যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করতঃ গৌড়ীয় ভক্তগণের কৌতুহল নিবারণ করিবেন।

উত্তর

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রপঞ্চান্তর্গত অনাদি বহির্ম্মুখ জীবগণের মধ্যে দলাদলি সম্পন্ন বিবাদ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ—

এবং প্রকৃতি-বৈচিত্র্যাদ্বিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাং।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ড-মতয়োঽপরে॥

তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ-বৈচিত্র্যে আবদ্ধ হইয়া মানবগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছেন। এইজন্য নানামুনির নানা মত, কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা ঐ প্রকার নানামুনির নানা মতে আচ্ছন্ন না হইয়া—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলোনরঃ।
সর্ব্বত্র সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যঃ ইব ষট্পদঃ॥

—মধুকর যেরূপ নানা পুষ্প হইতে অসার অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার সারাংশ মধুই গ্রহণ করে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৃহদ্ ও ক্ষুদ্র শাস্ত্র সমূহ হইতে উহার সারই সঙ্কলন করিয়া থাকেন, প্রতিষ্ঠা বা নিজমত স্থাপন কল্পে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া পাণ্ডিত্যাভিমানে নিজে মোহিত হইয়া অপরকে মোহজালে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টায় বিপ্রলিপ্সা প্রশ্রয় দেন না।

প্রশ্নের মীমাংসা

বাচিক মানসিক ও উপাংশুভেদে ত্রিবিধ জপের মধ্যে বাচিক জপ কীর্ত্তনান্তর্গত হওয়ায় জপ ও কীর্ত্তন একার্থবোধক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সাধারণতঃ কীর্ত্তন অর্থে জপের প্রয়োগ দেখা যায় না, তজ্জন্য শ্রীপাদরূপ গোস্বামীপ্রভু তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত জপের বিশেষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন—

মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে॥

—মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণই জপ বলিয়া অভিহিত হয়, আবার কীর্ত্তন বলিতে উচ্চৈর্ভাষণং তু কীর্ত্তনম্। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণের নাম কীর্ত্তন।

ঠাকুর হরিদাসের উচ্চৈঃস্বরে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণের বিষয় আলোচনা করিলে জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহা অনায়াসে সরল হৃদয় জীব মাত্রেরই উপলব্ধির বিষয় হইবে, এবং জপ ও কীর্ত্তনের ফল-তারতম্য বিষয়েও কোন প্রকার সন্দেহের কারণ থাকিবে না।

হরিনদী গ্রামের জনৈক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ ঈর্ষামূলে পাণ্ডিত্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া নির্ম্মৎসর সাধু ঠাকুর হরিদাসের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য—

হরিনদী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস, একি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।

এই বাক্যের উত্তরে ঠাকুর হরিদাস বলিয়াছিলেন—

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
জপতো হরিনামানি স্থানে শত গুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥

জপ কর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেই ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং জপ করিয়া থাকেন এবং গুরুপ্রদত্ত কৃষ্ণমন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া কেবল উপাংশু বা মানসিক জপ করিয়া থাকেন।

হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটী কলিযুগের তারক ব্রহ্মনাম ও মহামন্ত্র। মহামন্ত্র সংখ্যাত বা অসংখ্যাত ভাবে জপ্য ও কীর্ত্তনীয় কিন্তু মন্ত্র সংখ্যা রাখিয়া উপাংশু বা মানস্ জপ করাই শাস্ত্রীয় বিধি—

জপ ও কীর্ত্তন লইয়া স্মার্ত্তবৈষ্ণবগণের মধ্যে অযথা বাগ্‌বিতণ্ডা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা লইয়া সময় নষ্ট করা কোন শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাসের কর্ত্তব্য নহে কেননা মহামন্ত্র ও কৃষ্ণনাম মন্ত্রের জপ ও কীর্ত্তন সম্বন্ধে সামান্য বৈষ্ণব বা স্মার্ত্ত বৈষ্ণবগণ যাহা বুঝিয়াছেন তাহা শুদ্ধবৈষ্ণব মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম মন্ত্রের বা মহামন্ত্রের কৃত্রিমভাবে জপ বা কীর্ত্তন স্বীকার করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনাম ও স্মার্ত্ত বৈষ্ণবগণের জপ কীর্ত্তনে বাহ্য পার্থক্য না থাকিলেও আকাশ পাতাল ভেদ আছে। এইজন্য ভক্তরাজ বিশ্বনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধীয় সারার্থ দর্শিনীতে বলিয়াছেন, অজামিলঃ দুষ্টাচারোঽপি নামাভাসবলেন বৈকুণ্ঠমেব প্রাপ্যতে ত্বথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারসম্পন্নঃ শাস্ত্রজ্ঞো বহুশো নাম গ্রাহিনোঽপি সংসারমেব প্রাপ্যন্তে—অজামিল দুষ্টাচার বিশিষ্ট হইয়াও পুত্র সঙ্কেতে একবার মাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াই যোগিজনদুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু স্মার্ত্তগণ সদাচার-সম্পন্ন ও বহু শাস্ত্রীয় জ্ঞান সংগ্রহ ও লক্ষ লক্ষ হরিনাম জপ ও সংকীর্ত্তন করিয়াও অজামিলের ন্যায় গতি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে নরকের দ্বার স্বরূপ সংসার দশা প্রাপ্ত হন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বলেন দীক্ষা শব্দে অপ্রাকৃত সেবাপর জ্ঞান। বহু জন্মের পুঞ্জপুঞ্জ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ফলে জীব শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া চৈতন্য-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-নাম জপ সংকীর্ত্তন করিতে পারেন নতুবা তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে তিনি যদি সদাচারাভিমানী-স্মার্ত্তগণের সঙ্গ অসৎ জানিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশবিধ নামাপরাধে সাবধান হইয়া অজামিলের ন্যায় একবার নামাভাস করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার বৈষ্ণব সঙ্গে শ্রীহরিনাম জপ বা কীর্ত্তন করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে, খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেরূপ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না সেইরূপ বৈষ্ণবগুরুর আনুগত্যে শ্রীনাম প্রভুর সেবা করিবার প্রবৃত্তি রহিত হইয়া স্মার্ত্তবৈষ্ণবানুগমনে বৈষ্ণবের শ্রীমুখে স্বয়ং উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণ নামকে প্রাকৃত বিচারে জপ-কীর্ত্তনের মধ্যে ফেলিলে চরমে সুফল লাভ সুদূর পরাহত হইবে। এই সকল কথা বৈষ্ণব সঙ্গে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত বিচার্য্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই বাক্যে সদাশব্দে কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান নব্য সম্প্রদায়ে যে অষ্টকালীন ভজন দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতের বিরুদ্ধ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বলেন, কি শয়নে কি ভোজনে, কি জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

কোন বিশেষ নাম জপ্য বা কীর্ত্তনীয় কিনা এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই যে, প্রথমতঃ মুখ্য ও গৌণ ভেদে ভগবন্নাম দুই প্রকার, তন্মধ্যে মুখ্য নাম গ্রহণই শচীনন্দন গৌরহরির অভিপ্রেত। মুখ্য নামগ্রহণ বিচারে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসপূর্ণ নামগ্রহণ শাস্ত্র ও মহাজন সম্মত নহে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভাবার্থদীপিকায় শ্রীধরস্বামি পাদ মহাজন প্রসিদ্ধ শ্রীনামই এক মাত্র কীর্ত্তনীয় এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে নব কল্পিত ছড়া নাম কীর্ত্তনাদিতে যেরূপ সিদ্ধান্ত বিরোধ লক্ষিত হয় তাহাতে নাম কীর্ত্তনকারী নামী হইতে অনেক দূরে অবস্থান করেন, কিন্তু মহাজন প্রসিদ্ধ নামে সিদ্ধান্ত বিরোধ না থাকায় তদ্দ্বারা অনায়াসে নাম ফল প্রেমলাভ করা যায়।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১৮ হৃষীকেশ ২রা আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫০ অ ৫।৫৯ গৌরচতুর্থী দি ১০।৪৩ স্বাতী দি ১১।১০

১৯ হৃষীকেশ ৩রা আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫০ অ ৫।৫৮ গৌরপঞ্চমী দি ১২।৩৮ বিশাখা দি ১।৩৮। **শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব**

২০শে হৃষীকেশ ৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ গৌরষষ্ঠী দি ২।৪১ অনুরাধা দি ৪।৪১

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস

গত ২৮শে ভাদ্র, ১৩৩৫, ইং ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখামঠ কলিকাতা নগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে জড়বিষয়ে উদাসীন ভজন-প্রবীণ পরমভাগবত শ্রীপাদ হৃদয় চৈতন্য ভক্তি-রত্নাকর প্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সম্মত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস সংস্কার যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদের সন্ন্যাস নাম হইয়াছে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ। যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ স্বরূপ স্বামিজী মহারাজের সরলতামাখা শান্ত স্নিগ্ধসৌম্য মূর্ত্তি, অমানী মানদ স্বভাব, শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবসেবায় অত্যদ্ভুত অনুরাগ, অহর্নিশ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর গুণ-গাথা কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব উৎসাহ, অতি-শয় দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বগুলিরও অতি সহজ সরল সুমধুর সুখবোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সকল সংশয় নিরাকরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের আত্মকল্যাণ সাধনকার্য্য, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সাক্ষাৎ বপুস্বরূপে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কথা কীর্ত্তনানুরাগ, ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট অসৎসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্য ও কার্য্যের অতি নিরপেক্ষ নির্ভীক ও সুতীব্র সমালোচনা, প্রগাঢ় সত্যানুরাগ তথা দুঃসঙ্গ বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পতা প্রভৃতি অনন্ত সদ্গুণ রাশির লেশমাত্রও যাঁহারা একবার নিষ্কপটে পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নাই—তাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্যের কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করিয়াও আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন, সেই সকল ধন্যমন্য মহাত্মার কৃপায় যদি কোন দিন স্বামিজী মহারাজের কৃপা-কটাক্ষলাভ করিতে পারি, তবেই নিজেকে ধন্য মনে করিব।

—

সিঁদেল চোর গ্রেপ্তার

লাহোরের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার পুলিশ ৫ জন সিঁদেল চোরের একটা দলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে উহারা শীঘ্রই ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবে। লাহোরের বিখ্যাত বদমায়েস ফিরোজ সূত্রধরের যন্ত্রের সাহায্যে বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া চুরি করিত, উহা ১৮৯২ খৃঃ অঃ পুলিসের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ফিরোজ নিহত হইলে তাহার অনুচর বর্গ ঐ প্রকার যন্ত্রাদির সাহায্যে চুরী করিতে থাকে এবং এই প্রকার পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া কলিকাতা, বোম্বে ও ভারতের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানের অনেক লোকের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে।

—

নানা কথা

অন্তঃপুরে নারীর উপর ভীষণ অত্যাচার

প্রকাশ কুষ্টিয়া চিথলিয়া নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের চতুর্থপক্ষের স্ত্রী মনোরমা দেবী তাঁহার স্বামী, শাশুড়ী ও স্বামী পরিত্যক্তা ননদিনী কর্ত্তৃক বহুদিবস যাবৎ নানারূপ অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া গত ১লা সেপ্টেম্বর তাঁহার শিশু কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সুযোগ মত বাটী হইতে পলাইয়া, প্রতী কার প্রার্থনায় চিথলিয়ার হিন্দু সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ রায় মহা-শয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি আরও কয়েকবার ঐরূপ অত্যাচারের প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।

উক্ত গুণধর ব্রাহ্মণ চারিটী বিবাহ করিয়াছেন। প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমানেই গোপনে দ্বিতীয় বার পাণিপীড়ন করেন বটে, কিন্তু ঐ স্ত্রীকে অদ্যাপি স্বগৃহে স্থান-দান করেন নাই। কিছুকাল পরে প্রথমা স্ত্রী একটি শিশু পুত্র রাখিয়া শাশুড়ী ননদীর হাত হইতে চির-অব্যাহতি লাভ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বামীগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহার পিতৃকুলে কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গৃহে আছেন। তৎপরে তৃতীয়ার পাণি গ্রহণ করেন। অচিরকাল মধ্যে তিনিও শাশুড়ী, ননদিনীর যন্ত্রনা ভোগের চেয়ে যমযাতনা শ্রেয়ঃ জ্ঞানে মুক্তিলাভ করেন। অগত্যা ঠাকুর মহাশয় নব উদ্যমে চতুর্থা স্ত্রীর পাণিপীড়ন করিয়া নীতি বজায় রাখেন। বর্ত্তমানে চতুর্থা স্ত্রী মনোরমা, স্বামী, শাশুড়ী ও ননদিনীর অনবরত নানা স্থানে প্রহার ও অনশন প্রভৃতি অমানুষিক নির্য্যাতনে শীর্ণকায়া, মৃতপ্রায়া হইয়া হিন্দু সমাজ ও রাজদ্বারে বিচার ও প্রতীকার-প্রার্থিনী।

উক্ত ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ সহোদরটীও অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমানেই গোপনে দ্বিতীয়া স্ত্রীর পাণি পীড়ন করেন। অগত্যা প্রথমা স্ত্রী, শাশুড়ী, ননদিনী, স্বামী ও সতীর্থার চিরনির্য্যাতন সহ্য করার চেয়ে মুহূর্ত্তের যমযাতনা শ্রেয়ঃজ্ঞানে গঙ্গাজলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়াও জটিলা-কুটিলার ভয়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা কল্পে দেশান্তরে বাস করিতেছেন

—

মাতালের পরিণাম

সুরাভ্রমে সালফিউরিক এসিড্ পান

প্রকাশ, গাথুধোপী নামক জনৈক ২৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সুরাভ্রমে সালফি-উরিক এসিড্ পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

গাথু স্পেন্সার হোটেলের সাহেবদের কাপড় ধুইত। পোষাক পরিস্কারের নিমিত্ত সে এক বোতল সালফিউরিক এসিড্ গৃহের এক কোণে রাখিয়াছিল, তৎসন্নিকটেই এক বোতল হুয়াস্কি ছিল। একদিন গাথু মদ্যপানে বিভোর হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং হঠাৎ ভ্রমে সালফিউরিক এসিড্ গলাধঃ করণ করে এবং 'জানগিয়া' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। অতঃপর তাহাকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় তথায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

প্রতিদিন সুরাদেবীর প্রভাবে এক প্রকার কত যুবকের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়াও সুরাদেবীর উপাসকগণের একটুও চৈতন্যো-দয় হইতেছে না! ধন্য সুরাদেবি, তোমার প্রভাব! ধন্য তোমার মোহকরী শক্তি!!

—

মিঃ ব্রিয়াঁরের অভিযোগের উত্তরে জার্ম্মাণ প্রতিনিধি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ব্রিয়াঁর জার্ম্মাণীর অস্ত্র পরিত্যাগের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তদুত্তরে জার্ম্মাণ প্রতিনিধি ডাঃ মুলার কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন,—অস্ত্র পরিত্যাগ সম্পর্কে কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সাহায্য করার জন্যই জার্ম্মাণ প্রতিনিধি-গণ জেনেভায় আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সৈন্যবল ও অস্ত্রবল হ্রাস করার যে কথা উঠিয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর সম্মত আছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের কোন কথাই উঠিতে পারে না। জার্ম্মাণী এখন অস্ত্র-হীন, তবে সম্পূর্ণ অস্ত্রত্যাগের পক্ষে আরও কিছুটা বাকী আছে। একথা সত্য যে, জার্ম্মাণীর শিল্পবল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে অস্ত্র শস্ত্র না থাকিলে একটা জাতি কিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, তাহা আমার জানা নাই।

—

আগরতলায় শিল্প প্রদর্শনী

আগামী শারদীয়া পূজার সময় আগর-তলায় ভারতীয় শিল্প কলা ও স্থানীয় দ্রব্যসম্ভারের এক প্রদর্শনী হইবে।

—

ত্রিপুরার মহারাজের ভ্রমণ

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ মানিক্য বাহাদুর ভ্রমণার্থ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে মুসুরীতে গমন করিবেন, তথায় এক পক্ষকাল অবস্থান করিয়া উত্তর এবং রাজপুতনার নানা স্থান পরি দর্শনার্থ বহির্গত হইবেন।

—

ট্রেণ লাইনচ্যুত

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জব্বলপুর হইতে জি, আই, পি, রেল বিভাগীয় সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা ২০ মিনিটের সময় জব্বলপুর হতারসী লাইনে মীরগঞ্জ ও মদন মহলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৪০১ নং ডাউন যাত্রীগাড়ীর ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও ক্ষতি হয় নাই।

—

কাশিমবাজারাধিপতির পৌত্র লাভে প্রীতি সম্মিলন

কাশিমবাজারের মহারাজা সার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, র প্রথম পৌত্রের জন্ম উপলক্ষে গত বুধবারে মহারাজা কাশিম বাজার পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রীতি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

—

জীবন লইয়া খেলা
ডাক্তারের অসাবধানতার ফল

মাদ্রাজের ডাক্তার টি, কে রমন সে অসাবধানতা বশতঃ আব্দুল গফুর নামক জনৈক ব্যক্তিকে অতিরিক্ত মাত্রায় কো বিষাক্ত ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎ সেবা ফলেই উহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ডাক্তার এই অভিযোগে পুলিশ আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন হাইকোর্ট হইতে মামলা স্থগিত রাখিবা আদেশ পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঐ মামলার শুনানী স্থগিত রাখিয়াছেন

—

লণ্ডন-ভারত বিমান

লণ্ডন হইতে ভূমধ্যসাগরের উপ দিয়া ভারতবর্ষে ব্যোমপথে যাইবার জ যে ৩ খানি বিমান নির্ম্মাণ করিবা ফরমাইস দেওয়া হইয়াছিল, তাহার এব খানি ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্প নীকে দেওয়া হইয়াছে ইতঃপূর্ব্বে ব্যোমতরী আফ্রিকার চারিদিকে ২০০০ মাইল পথ শূন্যমার্গে ঘুরিয়া আসিয়াছি তাহারই আদর্শে এই নূতন বিমান প্রস্তু হইয়াছে। ইহাতে ১৪ জন যাত্রীর স্থা হইবে। এই বিমানে পান ভোজনে সব রকমের বন্দোবস্ত এবং মাল্লার সব সরঞ্জাম আছে।

—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা আশ্বিন, বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

"সাধু বলিলে আমরা কি বুঝি?"

সাধারণতঃ সাধু বলিতে আমরা বুঝি—যাঁহার অলৌকিক শক্তি আছে অর্থাৎ যিনি আমাদের মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিবার যাঁহার শক্তি আছে, তিনিই প্রকৃত সাধু। সাধু হইবার চেষ্টা আমাদের ঐ প্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। আজকাল বাজারে সাধু বা মহাজনগণের জীবনচরিত নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই সকল গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাশয় সাধুর চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয়ে সাধুর সাধুত্ব পরিস্ফুট করিবার যত্ন পাইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঐ প্রকার ধারণার প্রাবল্য দেখা যায়। কোন কিন্তু বৈষ্ণব মহোদয় তাঁহার গুরুর চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া, এবং তাঁহাকে খুব বড় সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখের অযোগ্য। যৌগিক বিভূতি দ্বারা মূর্খলোক ঠকান সহজ, কিন্তু তাহাতে নিজের বা অপরের মঙ্গলের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। আমরা শুনিয়াছি, কিছু দিন পূর্ব্বে উড়িষ্যা অঞ্চলে বিষ্ণুকিষণ নামধারী জনৈক যোগী অলৌকিক যোগ-বিভূতি দেখাইয়া, তদ্দেশবাসী সমগ্র লোককেই মুগ্ধ করিয়া নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ঐশ্বর্য্যে তদ্দেশবাসী কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলেই, তাঁহাকে ভগবদবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিষ্ণুকিষণ যাহাকে যাহা বলিত, তাহা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইত। বহুলোক তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে, গৌরসুন্দরের নিজজন, বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ পরমভাগবত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্যে নষ্ট এবং তৎকর্ত্তৃক নানাবিধ প্রলোভনে প্রলোভিত না হইয়া, উহাকে সাধু জানিবার পরিবর্ত্তে নিতান্ত তুচ্ছ প্রবৃত্তি-বশিষ্ট বুদ্ধিহীন ক্ষুদ্র মানব জানিয়া, উহার আত্মম্ভরিতাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দুই একটী লোকের নাম আমরা শুনিতে পাইয়াছি। তাহারা শিষ্যের মনের কথা বলিয়া দিয়া, অথবা শিষ্যের কোন গুরুতর রোগ আরোগ্য করিয়া শিষ্যের নিকট, পরমসাধু এমন কি কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্যগণও গৌর-কৃষ্ণ-নাম ভজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ সকল গুরুব্রুবের নামসকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্যকে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। সাধু বলিতে আমরা একমাত্র বৈষ্ণবকেই জানি। অলৌকিক শক্তি বা যোগবিভূতি বৈষ্ণবতার পরিচয় নহে। জড় পণ্ডিত বা মূর্খ, নিরামিষভোজী বা আমিষভোজী, ভোগী বা ত্যাগী, সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল, ধনী বা নির্ধন, সকলই জাগতিক পরিচয়। এই গুলির দ্বারা বৈষ্ণবের মহিমা জানা যায় না। ব্রহ্ম শিবাদি আধিকারিক দেবতাগণ স্ব স্ব, অধিকার গত কাল অতীত হইলে যে 'পদবী' পাইবার বাসনা করেন, সেই বৈষ্ণব-পদবীর মহিমা পার্থিব ভাষায় বর্ণন করা যায় না। বৈষ্ণবই সাধু, তাঁহার পরিচয় কোন বৈষ্ণব মহাজন অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব

এই প্রকার বৈষ্ণবগণের আচার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

আমরাও সাধারণকে উপরিউক্ত সাধু নামধারী বুজরুগগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে বলিতেছি,

প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা চিত্ত দেহ সব।
সেহ দুটী কথা, ভুল'না সর্ব্বথা
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব॥

আজকাল কপট বৈষ্ণব বুজরুগদার নামধারী সাধুর প্রাদুর্ভাব এত বেশী হইয়াছে যে, তাহারা স্থানে স্থানে মঠ, আখড়া প্রভৃতি করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধন করিতেছে। বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য লোকও তাহাদের হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। আসাম অঞ্চলে, জনৈক সাধু এরূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়াছেন যে, তথাকার বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া ইহ পরকালের মাথা খাইতেছেন। রাঢ়-দেশে "জনৈক গৃহস্থ" ব্যক্তি নিজকে পরমহংস পরিচয়ে পরিচিত করিয়া বহুশিষ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন। এই সকল কথা বলিতে গেলেও লেখককে নিন্দক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়। কিন্তু আমরা পরনিন্দা বা পরচর্চ্চায় উদ্দেশ্যে কাহারও কোন কথা আলোচনা

শ্রীভগবানের পুত্রত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর)

খৃষ্টানগণ বলেন যে পরম তত্ত্বকে পরম পিতা রূপে জানা ও পিতৃ-ভাবে তাঁহার উপাসনা করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তি ভাবের পরিচায়ক। হিন্দুশাক্ত-গণের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন যে, পর-তত্ত্বকে পিতা অপেক্ষা জগন্মাতৃরূপে জানিয়া মাতৃভাবে উপাসনা করিলে তাঁহার প্রতি অধিকতর ভক্তি দেখান হয়, যেহেতু জগতে পিতা অপেক্ষা সন্তানের লালন পালন কার্য্যে মাতৃদেবীকে অধিক যত্ন করিতে দেখা যায়।

উপরিউক্ত খৃষ্টান ও শাক্তগণ উভয়েই পরতত্ত্ব-বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ প্রকার ভক্তিভাবের পরিচয় লাভে বঞ্চিত। যে ভাবের দ্বারা উপাস্য বস্তুর নিত্যকাল সেবা সম্ভবপর ও সেবানন্দও বিমল আনন্দ চিরকাল আস্বাদন করিতে পারা যায়, তাহাই পরতত্ত্ব-বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ। মাতৃ বা পিতৃ-রূপী পরতত্ত্ব যখন সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ নিজ সকাম ভক্তদিগকে অভিলষিত বরদানে নিযুক্ত হন, তৎকালে সেই সেই ভক্তগণ আরাধ্য বস্তুর সেবার পরিবর্ত্তে তৎকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন। সুতরাং স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, সকাম খৃষ্টান ও শাক্তগণ যতদিন পর্য্যন্ত পিতৃ বা মাতৃভাবে পরতত্ত্বকে সেবা করিবার ছলনা দেখাইবেন, তাবৎকাল তাঁহারা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিজ নিজ আরাধ্য বস্তুর সেবা করিতে সমর্থ হইবেন না।

বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল পরতত্ত্বের সেবা করিতে ও তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে সেবানন্দরস আস্বাদন করিতে সমর্থ। তাঁহারা পুত্র, সখা বা পতি বুদ্ধিতে অহৈতুকীভাবে পরতত্ত্বের সেবা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। মা যশোদা পর-তত্ত্বরূপী বাল-কৃষ্ণকে নিজ স্তন্য-পায়ী শিশু বলিয়া বুঝেন এবং যেহেতু শিশু পুত্র কর্ত্তৃক কোন মাতা কস্মিন্ কালেও সেবিত হন না, তন্নিমিত্ত যশোমতী মাতারও বালকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কখনও সেবিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রতি-সেবা-রূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা না থাকায়, যশোদা মাতা অবাধে নিত্যকাল বালকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিমল সেবানন্দরস আস্বাদন করিতে সমর্থ। সখা বা পতি বুদ্ধিতে যে সমুদয় বৈষ্ণব পরতত্ত্বরূপী কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কৃষ্ণকে নিজাপেক্ষা বয়সে ন্যূন ও কেহ সমবয়স্ক মনে করেন এবং যেহেতু তাঁহারা কৃষ্ণকে নিজাপেক্ষা বড় ও প্রভূত ক্ষমতাশালী মনে করেন না, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেবিত হইবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিতে হয় না।

উক্তপ্রকার সখা, পুত্র বা পতিরূপী কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মহাপ্রতাপান্বিত অপর এক রূপ শ্রীনারায়ণ নামে খ্যাত। অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় এই শ্রীনারায়ণ-রূপই জীবের উপাস্য। শাস্ত্র শাসন হইতে বিধি-পূর্ব্বক যে সেবাপ্রবৃত্তি, তাহা শ্রীনারায়ণ দেবের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। শ্রীনারায়ণ দেবের—সমগ্র ঐশ্বর্য্য দর্শনে জীব অত্যন্ত-ভীত হয় এবং নিজেকে অতি ক্ষুদ্র বিবেচনা করায় তাঁহার সহিত পিতা, মাতা, সখা, পুত্র বা পতিরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে সাহসী হয় না। এমত অবস্থায় শ্রীনারায়ণ দেব স্বরাট্ পুরুষ ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত হন। অতঃপর যখন ইঁহার কৃপায় জীব অনর্থ মুক্ত হয়, তৎকালে ইনি স্বীয় ঐশ্বর্য্যপর শ্রীনারায়ণরূপকে ঢাকিয়া মাধুর্য্যপর সখা, পুত্র বা পতিরূপী নিত্য কৃষ্ণরূপকে সাধকের নিকট প্রকট করেন। এই কৃষ্ণরূপই পর-তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবির্ভাব। যে সকল ভাগ্যবান্ জীব সর্ব্বাগ্রে ইঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা ও স্বরাট্ শ্রীনারায়ণ বলিয়া না বুঝিবেন, তাঁহারা ইঁহার মাধুর্য্যপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে সখা, পুত্র বা পতি ভাবে নিত্যকাল সেবা করিবার ভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকিবেন।

করিতে চাহি না, তবে যদি আমরা "দক্ষিণ বা পশ্চিম মার্গে গমন করিলে, বাট্‌পাড়ের হস্তে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইবে" এই কথা বলিলে, বক্তাকে পরম বন্ধু জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে পরনিন্দক মনে করি, তাহা হইলে, আমরাই বঞ্চিত হইব—অকালে প্রাণ হারাইব, বক্তার তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না।

কাম ও প্রেম

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কাম ও প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥

অগ্নি-দগ্ধ লৌহ ও স্বর্ণ দেখিতে এক-প্রকার দেখায় বটে, কিন্তু শীতল বায়ু সংস্পর্শে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, লৌহ অধিকতর মলিন হয় ও স্বর্ণ অতি উজ্জ্বল হয়, দুইটী যে বিভিন্ন বস্তু তাহা স্বরূপতঃ প্রকাশ পায়।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য প্রেম ত' প্রবল॥

আমাদের নিজ নিজ চশ্‌মা দ্বারা ব্যবহারিক চাল চলন, আশা-পাশ বদ্ধ

কামনা, দাসের চেষ্টা ও কৃষ্ণদাসের চেষ্টা দেখিতে একই প্রকারের হইলেও অর্থাৎ আমরাও অর্থাদি আহরণ জন্ত ছুটাছুটি করি, হাট করি, বাজার করি, জমি সংগ্রহ করি, ঘর দরজা তৈয়ার করি, সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত মামলা মোকদ্দমা করি, মন্ত্র লই, দীক্ষা লই, শিক্ষা লই, মাঝে মাঝে ঠাকুর ঘরে ঘণ্টা নাড়া চাড়া করি, মালা জপ, তিলক, সন্ধ্যা, কীর্ত্তন, আরতি, নগরকীর্ত্তন, উষঃকীর্ত্তন, ও মহোৎসব সবই করি—কোনটিই বাদ দেই না, বিবাহের ঢোল হইতে কীর্ত্তনের খোল পর্য্যন্ত বার মাসের তের পার্ব্বণ সবই চালাই, উঁহারাও এই সবই করেন বরং পরিশ্রম আমাদিগের চেয়ে অনেক গুণ বেশী করেন। তবে তফাৎ কোথায়? আমাদের তথা-কথিত কার্য্যে আপাত-সুখ, ক্ষণিক আনন্দ, পরিশ্রমে অবসাদ ও নিরানন্দের ছায়া পড়ে কেন? কামের তাৎপর্য্যই এই, আপাত সুখদানের পর ততোধিক দুঃখ বা অবসাদ দান করিয়া পুনরায় কামে নিয়োজিত করাই কামের স্বভাব; কিন্তু কৃষ্ণসেবা এবম্বিধ হেয় ফল-প্রদাতা নহেন। যদিও কাম ও প্রেমের চেষ্টাগুলি বাহিরে একই প্রকার দেখায়, তথাপি উদ্দেশ্য বিভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত-মুখী। কারণ আমার সকল চেষ্টাই স্বসুখ বা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমূলা। আর কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণার্থে অখিল চেষ্টাবান্। আমি আমার ইন্দ্রিয়-তোষণযোগ্য ব্যাপার লইয়া বিব্রত হই এবং কামনার তৃপ্তি বা অতৃপ্তিতে আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ পাই অর্থাৎ ক্রোধের দাস হই, অথবা ক্ষণে উদ্যমী, ক্ষণে নিরুদ্যম হই। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণরূপ সেবা-কার্য্যে নিত্য তৃপ্ত ও নিত্যানন্দ লাভ করিয়া পরিপূর্ণ উদ্যমে সেবা-বৃত্তির পরিচালনা করেন।

কামের তাৎপর্য্য কেবল নিজ সম্ভোগ হওয়ায় তাহাতে হরি-তোষণজনিত কোন ব্যাপারই থাকিতে পারে না, আর কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য প্রেমলাভ হওয়ায় হরি-তোষণ-চেষ্টা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যিনি কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য অনুভব করিয়াছেন, তিনি—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ সুখ আত্ম-সুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্য-পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্র যৈছে নাহি কোন দাগ॥"

এই ত কৃষ্ণ-প্রেমার লক্ষণ ও পরিচয়, আর আমরা ত বেশ আচ্ছা মজার কৃষ্ণসেবক। লোকের কাছে বেশ করিয়া বাহাদুরী লইলাম যে, আমিত একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব। স্বয়ং মহাপ্রভু যাঁহাকে উচ্চাসনে স্থান দিয়া মহাভাগবত করিয়াছেন, আমিও ত তাঁর মধ্যে একজন আর কি। বৈষ্ণবগণ যখন আমাকে পরম ভাগবত বলেন ও লিখেন তখন আমি নিশ্চয়ই গৃহব্রত, গৃহমেধী, এমন কি গৃহীবাউল থাকিলেও ভাগবত হইয়াছি, কারণ বৈষ্ণবগণ তো আর মিথ্যা কথা বলিবার পাত্র নহেন যে, আমি ভাগবত না হইলেও তাঁহারা আমাকে পরম ভাগবত বলিবেন, সুতরাং আমি যে পরমভাগবত তাহাতে আর সন্দেহ কি? ওঃ বৈষ্ণব-বাক্যে কি সুদৃঢ়-নিশ্চয় বিশ্বাস! অর্থাৎ আমি কাম-দাস কিনা, তাই আমি আমার ইন্দ্রিয়তোষণ-যোগ্য বৈষ্ণবের অসুর-মোহন-লীলা বা ভাষায় মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিতই হই, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। নিজের হৃদয়ের অন্তঃস্থল খোঁজ করিলেই বহু বহু প্রমাণ বাহির হইয়া পড়িবে। যদিও বা রুচি পরিবর্ত্তন হিসাবে অর্থাৎ সংসারে সর্ব্বদা একই রকম কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া একঘেয়ে বিষয়গুলি মাঝে মাঝে রুচির প্রতিকূলাচরণ করে বলিয়া একটু আরাম প্রাপ্তির লোভে মঠে যাই, ২।৪ দিন মঠে বাস করিয়া মঠবাসিগণকে কৃতার্থ করি বলিয়াই মনে করি, মহাপ্রসাদ পাই, লম্ফ ঝম্ফ দেই এবং ইহা পরিপূর্ণ শান্তি কৃষ্ণপ্রেম-সেবা মনে করিয়া ধরিয়া লই, কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহাও বঞ্চনা-প্রাপ্তিরই অপর একটা দিক্ মাত্র। যে কাল পর্য্যন্ত মঠবাসি সেবকবৃন্দের শ্রীপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিষ্কপটে তাঁহাদের শরণাগত না হইব, সে কাল পর্য্যন্ত আমিও একজন মঠের কেহ বলিয়া অভিমান করা আমার পক্ষে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-মূলা কামনা মাত্র। তবে আমরা যোগ্যতার অভাব হেতু গৃহে বাস করিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্মপালনে ব্যস্ত আছি, 'অসৎ সঙ্গ ত্যাগ'— বৈষ্ণবাচার পালন দ্বারা যদি কোন দিন সুবিধা ঘটে বলিয়া তাহা করিতে থাকি, কিন্তু মঠবাসী নিষ্কিঞ্চন গুরুসেবকদিগের তুল্য প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির আশাই আমাকে অধঃপাতিত করিয়া রামদাসের বদলে কামদাস করিবে। কারণ, "যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম, যাঁহা কাম, তাঁহা নাহি রাম।"

অমানি মানদ বৈষ্ণবঠাকুরদিগের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আহ্লাদে আটখানা স্থলে চব্বিশ খানা হইয়া কৃষ্ণ সেবা করি আর না করি, নিজের সেবায় ব্যস্ত থাকিয়াই যখন প্রকাণ্ড একটা নাম কিনিয়া ফেলিয়াছি, তখন আর চিন্তা কি? নামের বেলায় খুব মস্ত সাধু, অমুক প্রভু, কাজের বেলায় কিছু না। যিনি যত বড় কৃষ্ণ-সেবক তিনি তত বড় প্রভু। কৃষ্ণসেবা ত দূরের কথা, যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়, সেই অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবেরই সেবা জীবনে এক অনুপলও নিষ্কপটে করিলাম না। শ্রীগুরুদেবের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহাই জানিলাম না বরং শ্রীগুরুদেবের পরিচয়ে নিজেন্দ্রিয়-তোষণপর হইয়া দুরাচার ধর্ম্ম গ্রহণ করত শ্রীগুরুদেবে কলঙ্ক আরোপ করিতে ব্রতী হইলাম। তাহাতে নিজে ভজন করিলাম না, অপরের ভজনোৎসাহ নষ্ট করিলাম। মাঝে মাঝে মঠে যাই, রুচি পরিবর্ত্তন হিসাবে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়—বিচিত্রতা পূর্ণ মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করি আবার পুনর্মূষিক। বৈষ্ণব ঠাকুরগণও আমার তামাসা দেখিয়া হাসেন।

আমি নিজেই জানি, আমি কত বড় অর্ব্বাচীন খোকা মূর্খ, আমার যোগ্যতা কতটুকু? বৈষ্ণবের সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা আমার নাই। তবে যে যাওয়ার ধৃষ্টতা, তাহা তাঁহাদের কৃপা স্বরূপ সুকৃতি লাভের আশায়। এই শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ গুরু-গৃহে থাকিয়া যে প্রকার সেবাদর্শ দেখাইয়া গুরুদেবের সেবা-সৌষ্ঠবের দ্বারা যেভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টা দেখাইতেছেন, তাহা বৈকুণ্ঠেও অতুল্য। তাঁহাদের রাত নাই, দিন নাই, বৃষ্টি নাই, ঝড় নাই, শীত নাই, রৌদ্র নাই, জাগতিক কোন বাধা বিঘ্নই তাঁহাদের নাই, কেবল আছে সেবায় অপ্রতিহত উদ্যম—চেষ্টা।

আমি বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, দেহ একটা আছে, তাহা রক্ষা করা প্রয়োজন, এই খেয়ালটাই অনেকের নাই। চাই শুধু সেবা। ইহাকেই বলে নিত্য সম্বন্ধ-যুক্ত অভিধেয় সেবা। ইহা হইতেই প্রয়োজন স্বরূপ প্রেম প্রাপ্তি। ইঁহারা এই নিত্য সেবা-সম্পৎ লাভ করিয়াছেন বলিয়াই ত' আজ অনিত্য দেহ, গেহ, ধন, পরিজন, সকলই ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হইলে কনিষ্ঠ বস্তুতে আকর্ষণ কমিয়া যায়, ক্রমে একেবারেই থাকে না। সেকম্পতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাহা তার। আর দুর্ভাগা আমার নাই বলিতে নাই, কিছুই নাই, বাড়ী নাই, ঘর নাই, ছেলে, মেয়ে, স্বজন পরিজন কিছুই নাই, আছে শুধু অভিমান আমার অমুক আছে, ইহা আছে, উহা আছে অর্থাৎ একটা আকাশ কুসুম বা অশ্ব ডিম্ব আছে!

আর কিছুই না থাকুক, শুধু কামুকের কামনাটা ত' আছে, ধনময় জগৎ কামিনীময় জগৎ, নিজের ভোগোপকরণ জগৎ এটা দেখিবার জন্ত কামাঞ্জনচ্ছুরিত কামনেত্রের ভোগময়ী দৃষ্টিশক্তিটা ত' আছে সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা কাম থাকিতে সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণসেবায় রুচি হইবে কেন? আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টায় রুচি যার যত কম, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ সেবায় তাঁর তত অধিক রুচি। কামদাস কখনও রামদাস হয় না, আর রামদাসের কাম-দাসত্ব করিবার অবকাশ নাই। যাহাদের এই দুইটী বিপরীত ভাব যুগপৎ একাধারে লক্ষিত হয়, তাঁহারা রাম-দাসত্বের ভাণ করিলেও অণুপরিমাণে কামের দাসত্ব-গন্ধ থাকায় সবই কামে পর্য্যবসিত, কৃষ্ণপ্রেম নামক সুনির্ম্মল হইতে তাঁহারা বহু বহু যোজন দূরে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ প্রেম ত' আর গাছের ফল, ঘাটের জল নহে যে একটু আয়াস স্বীকার করিলেই করতলগত হইবে। ইহা একমাত্র কাঙ্গ অর্থাৎ শুদ্ধ কৃষ্ণসেবকগণের করতল-গত এক-চেটিয়া সম্পত্তি। তাঁহারা সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া যাঁহাকে দান করেন তিনিই কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তির অধিকারী। আমরা অনধিকারী হইয়া যতই অধিকারী দাসাধিকারী অভিমান করি না কেন প্রেমসম্পত্তি যে সিন্দুকে আবদ্ধ তাহার চাবি যাঁদের হাতে তাঁহাদের মনের মত না হইতে পারিলে আর সে সম্পদ পাওয়া যাইবে না, যেই দীন সেই দীনই থাকিলাম।

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

কাম ও প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ তাঁহারা জানেন, যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম-সম্পৎ লাভ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আমার তাহাতে দন্তস্ফুটের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আশা করি সকলে নিজগুণে আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

ভবব্যাধি

আমার ন্যায় মায়ামোহে নিমগ্ন দুর্ভাগ 'ভববাধি-গ্রস্ত জীব এই রোগটীর নাম শ্রবণ করিয়াই হয় ত বলিবেন,—"ভবব্যাধি আবার কি মহাশয়? আমরা ম্যালেরিয়া কালাজ্বর, টায়ফয়েড, নিউমোনিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি কত প্রকার রোগের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু 'ভবব্যাধি'র নাম ত' শুনি নাই'। যদি ভবব্যাধির অর্থ ভবের অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাধি [illegible] তাহা হইলে পৃথিবীতে [illegible] যে সকল ব্যাধি দৃষ্ট হয়, ভবব্যাধি [illegible]

বলিতে ত তাহাদিগকেই লক্ষিত হয়। ইহা কি তাহাই, না নবাবিষ্কৃত কোন ব্যাধি? পৃথিবীতে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত নানাবিধ ব্যাধির সৃষ্টি হইতেছে।

'ভবব্যাধি' নবাবিষ্কৃত কোন ব্যাধি নহে ইহা অনাদি কাল হইতে রহিয়াছে এবং আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তবে অনাদি কাল হইতেই ইহার চিকিৎসকও রহিয়াছেন। (আকালস টমিয়াসিস্) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যেমন ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারে না, প্রায়শ দুই একজন হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজের নিকট গেলে তাহারাও ইহার কারণ সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকে, সেই প্রকার এই ভবব্যাধিও দুর্ভাগা লোকের উপর ক্রমশঃ তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে এবং তাহাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতে দিতে নরকের সূচিভেদ্য তমসীর অন্তরতম প্রদেশে নিক্ষেপ করে। তাহার দুঃখে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করিতে পারে এরূপ লোকের অনুসন্ধান পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। কারণ শতকরা ৯৯.৯ অথবা ততোধিক লোকই যে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজদের ন্যায় রোগ কি তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া অথবা রোগের কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও 'ভবব্যাধি-গ্রস্ত' রোগের উপশমের নিমিত্ত অনেকে সচেষ্ট হইলেও তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না বরং অনেক স্থলে হিতে বিপরীত হইয়া পড়ে। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমপরান্ সাধয়েৎ'।

অবিদ্যাই—এই ভবব্যাধি। এখন হয় ত অনেকেই প্রশ্ন করিবেন —অবিদ্যাই যদি ভবব্যাধি হয় তাহা হইলে শতকরা ৯৯.৯ জন লোক কি প্রকারে ইহাতে আক্রান্ত? বর্ত্তমান সময়ে 'ম্যাট্রিক' কেন বি, এ, এম্, এ'রও অভাব নাই। সংস্কৃতের দিকে দেখিতে গেলেও ব্যাকরণতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, কাব্যতীর্থ, স্মৃতিরত্ন, ন্যায়চঞ্চু, বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরও ত অভাব নাই? কৃপাময় পাঠক, এস্থলে আপনার শ্রীচরণে এ দীন লেখকের কৃতাঞ্জলিপুটে একটী নিবেদন আছে। সেটী এই যে, আপনি বোধ হয় অবগত আছেন বিদ্যা—দুই প্রকার—পরা ও অপরা। অবিদ্যা অর্থে এখানে পরবিদ্যা ব্যতীত যে কোন জ্ঞানকেই লক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্কুল, কলেজ, টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে যে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা জড়ার্থকরী, পরমার্থের নামটি পর্য্যন্ত তাহাতে নাই। তাই উহা অপরাবিদ্যা অথবা অবিদ্যারই অন্তর্গত। আমরা একটু মনঃ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি না, জড়বুদ্ধিতে নিমগ্ন ব্যক্তিও ভবব্যাধি হইতে মুক্ত [illegible] চিকিৎসক হইতে পারেন এবং পি, আর এস্, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাকৃত পণ্ডিতও ভবব্যাধির চরমসীমায় অবস্থিত থাকিতে পারেন।

কোনও ব্যাধির নাম শুনিয়া তদ্বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই ব্যাধির বিশেষাভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য। তন্নিমিত্ত চিকিৎসক-প্রবরের নাম, ধাম ইত্যাদি এবং কি প্রকারে তাঁহার নিকট যাইতে পারা যায়, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। রোগীর পক্ষে দর্শনীও লইয়া যাইতে হয়। চিকিৎসকের নিকট হইতে রোগের কারণ, লক্ষণ, ঔষধ এবং ঐ ঔষধের গুণাবলী প্রভৃতি অবগত হওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার আদেশানুযায়ী চলিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়।

এই 'ভবব্যাধির' চিকিৎসকের নাম 'শ্রীগুরুদেব'। নিষ্কপটে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি চৈত্ত্য-গুরুরূপে এই শ্রীগুরুদেবের সন্ধান বলিয়া দেন; তিনি (শ্রীগুরুদেবের) গোলোকে তাঁহার নিজারাধ্য সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) ইচ্ছায় বা আদেশে তিনি 'ভবব্যাধি'-গ্রস্ত লোকদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের ব্যাধি দূরীকরণার্থ মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন। 'প্রণিপাত' 'পরিপ্রশ্ন' এবং 'সেবা' নামক মুদ্রাত্রয়সহ 'শ্রৌত-পথ' নামক পন্থানুগমন করিয়া তাঁহার 'শ্রীপাদপদ্ম'রূপ ঔষধালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইতে হয়। তাঁহার কৃপায় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, 'পরবিদ্যা'লাভই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ। আমরা ক্রমশঃ ইহার এক একটী বিষয়ের আলোচনার প্রয়াস পাইব।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১৯ হৃষীকেশ ৩রা আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫০ অ ৫।৫৮ গৌরপঞ্চমী দি ১২।৩৮ বিশাখা দি ১।৩৮। **শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব**

২০শে হৃষীকেশ ৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ গৌরষষ্ঠী দি ২।৪১ অনুরাধা দি ৪।৪১

২১শে হৃষীকেশ ৫ই আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ গৌরসপ্তমী দি ৫।৩৩ জ্যেষ্ঠা দি ৬।৩৮ **শ্রীললিতা সপ্তমী। শ্রীগৌড়ীয়-মঠে মহোৎসব।**

কলির পূজারী

(ব্যঙ্গ)

(শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন অধিকারী সাহিত্যভূষণ—পুরাণরত্ন)

(কোনও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত একটি কবিতাপাঠে)

(১)

সুপ্রভাত আজি মোর সফল-জনম,
কেটে গেছে যুগান্তের মোহ-নিদ্রা ভ্রম।
বেঁধে রেখেছিল অন্ধ-বলদের মত
জরাজীর্ণ পুঁথি ওই শাস্ত্র শত শত
ব্রাহ্মণের সনাতনী ধাপ্পাবাজী দিয়া
পরলোকে লোকাচারে মোহ জনমিয়া
ইট কাঠ পাথরের যাদুগৃহ পাশে।
বিল্ব-পত্র তুলসী ও চন্দনের বাসে
শঙ্খ ঘণ্টা ধূপ দীপ নৈবেদ্যের ঘটা
মৃদঙ্গ কাঁসর-রোল আরতির ছটা
রচেছিল চারু-স্বপ্ন মহা-মোহকর
মিথ্যা আশা ছলনায় করিয়া নির্ভর
দীর্ঘব্রত উপবাস নিয়ম সংযম
রক্ত শুষ্ক করা, কত আচার বিষম
পালিয়াছি হাসিমুখে। ভাবিনিক' হায়
এত পূজা এত মন্ত্র শূন্যে উপে' যায়,
নিষ্ফল প্রার্থনা মম আর্ত্তি অশ্রুজল
প্রাণহীন দেবতারে করেনি বিকল,
এত আশা এত শ্রম এত নিবেদন
ভস্মরাশি মাঝে শুধু ঘৃত সমর্পণ।
শুভক্ষণে মাসিকের একখান পাতা
সম্মুখে ধরিলা যেন বন্ধুরূপে ধাতা
নিমেষে ভাঙিল স্বপ্ন টুটিল বন্ধন
নবীন আলোক-পাতে মেলেছু নয়ন।

(২)

এ কী দৃশ্য চমৎকার কল্পনা-অতীত
ভাসিল নয়ন অগ্রে, তীব্র আলোকিত
'এভার-রেডি' বৈদ্যুতিক মশালে যেমন
মুহূর্ত্তে দেখায় বস্তু যা ছিল গোপন
নিকটেতে আত, শুধু টিপলে সুইচ্
অন্ধকার রাতে, তথা ষড়যন্ত্র নীচ
বহুশত শতাব্দীর হ'ল অনাবৃত
অতি ক্ষুদ্র স্বার্থপর মানবের কৃত।
হে দেবতা নিরাকার, বুঝেছি এবারে
জনশূন্য মন্দিরের গাঢ় অন্ধকারে
প্রাণহীন প্রতিমায় থাক নাক' তুমি
অন্তরীক্ষে ব্যোমে তব বিচরণ ভূমি
মূষিক-বিবরে কিম্বা সিংহের গুহায়
তোমার নীরূপ তবু কভু দেখা যায়
কিন্তু ওহে দয়াময় এ কি তব দয়া
আছ তুমি মোর কাছে সদা-সম-ছায়া
আমার সেবায় লাগি নানামূর্ত্তি ধার
শীত গ্রীষ্ম নিদ্রা ক্ষুধা ক্লান্তি পরিহরি।
বায়ু আর চন্দ্র সূর্য্য শুধু তুমি নহ'
কাননের পুষ্প হ'তে গন্ধটুকু নহ'
আমার প্রীতির লাগি, পুষ্করেতে মাছ,
সুরসাল নানাবিধ ফলবান্ গাছ,
দিব্যগন্ধ ছাগ-শিশু নধর-গঠন
অথবা কুক্কুটরূপে মানস-মোহন
বিরাজিত সদা, কিম্বা ময়রা-দোকানে
রসে-ডোবা রসগোল্লা, থাক না ওখানে?
মিথ্যাকথা। আছ তুমি হিন্দু-রেষ্টোরাঁয়,
থিয়েটারে, বায়স্কোপে, যেথা প্রাণ চায়
ধাইবারে অবিরত;

(৩)

সর্ব্বোপরি প্রভু

আছ তুমি মোর ঘরে মিথ্যা নহে কভু,
পিতা মাতা ভাই ভগ্নী কন্যা পুত্ররূপে
সেবা নিতে সেবা দিতে আছ চুপে চুপে।
বন্ধু তুমি সখা তুমি তুমি প্রণয়িনী
অহর্নিশ চিত্তে মোর আলোকরূপিণী
আছ তুমি এত কাছে, নিবিড় শ্রদ্ধায়
যেচে তুমি পূজা লও, বুঝি নাক' হায়
মূর্খ আমি, নিত্য তাই বৃথা ছুটে মরি
দিতে পূজা বহু-ক্লেশে, ভক্তি-ভাণ করি
চামচিকা অধ্যুষিত অন্ধ-কারাগৃহে
থাক ব'লে, যাহা তব বাসযোগ্য নহে
কিছুতেই, একেবারে অসম্ভব। এবে
দাও দেব হেন বল যেন সেবা ভেবে
করিবারে পারি পূজা পত্নীরূপে তব
দিয়া মটো অলঙ্কার শাড়ী নব নব
যখন চাহিবে যাহা, বাক্য-কায়-মন
অর্থ শক্তি নিয়োজিয়া, অটুট যৌবন
মেগে লব তব পাশে বিনয়ে তার
চিন্তা কিবা তুমি যার এত আপনার?

মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির্গত হয়। ভক্তগণ জড় কথা-কোলাহল-মত্ত নগরীকে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল কৃষ্ণ-কোলাহলমুখরিত করিয়া হালসীবাগান, অপার সার্কুলার রোড, বিডন ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, অপার সার্কুলার রোড এবং হালসীবাগান হইয়া রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিনও আকাশের অবস্থা খুব ভাল ছিল। শুদ্ধ হরি-কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষের দিনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের গুরুদেবতাত্মা শুদ্ধভক্তবৃন্দ যেরূপ অযাচিতে জগতের প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া যাচিয়া যাচিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে মহাবদান্য শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের মহাদান কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহারত্ন বিতরণ-লীলা

আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কলি-জীবের আর শুদ্ধ-কীর্ত্তন-ভিক্ষার অভাব-জন্য দুঃখে প্রপীড়িত হইতে হইবে না—দুরন্ত কলি আর তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না মনে করিয়া সজ্জনগণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু কালচর মৎসরকুল ঐরূপ শুদ্ধ-কীর্ত্তন-প্রচারে তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রমাদ গণিতেছেন।

"গলায় দুরন্ত-কাল পড়িয়া বিভ্রাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পার্ব্বতীর বুক ফাটে॥"

নানা কথা

নবদ্বীপ পারঘাট

ডিঙ্গিওয়ালার উপর অত্যাচার

নবদ্বীপের পারঘাটওয়ালার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। অনেক সময় অনেক যাত্রী আসিয়া বলেন যে, অনর্থক মাঝি তাহাদিগকে অধিক সময় পারঘাটে আটক করিয়া রাখে, ইহাতে যাত্রীদের অতিশয় অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য। শুধু তাহাই নহে, নবদ্বীপ ঘাটে যে সমস্ত দরিদ্র ডিঙ্গিওয়ালা আছে, তাহাদের উপরও ঘাটওয়ালার নানা প্রকার অত্যাচারের কথা শুনা যায়। উহারা খেয়াঘাট ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে আরোহী বা মালপত্র লইয়া আসিলে নাকি ঘাটওয়ালা উহাদের উপর পয়সা চার্জ্জ করে এবং দিতে স্বীকৃত না হইলে গরীব বেচারীদের উপর অযথা গালি বর্ষণ এবং তদুপরেও কিছু হইয়া থাকে। নিরক্ষর নিরন্ন দরিদ্র বেচারীরা অনেক সময় অতি ভয়ে ভয়ে আমাদের নিকট এই সকল সংবাদ দেয় এবং বলে যে ঘাটমাঝি ঘুণাক্ষরেও তাহাদের নাম শুনিতে পাইলে তাহাদের উপর অত্যাচারের সীমা থাকিবে না। ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত আমরা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভূমিকম্প

গত বৃহস্পতিবার দিবা ৯টা ১১ মিনিটের সময় আলীপুর মানমন্দিরে অবস্থিত ভূমিকম্প জ্ঞাপক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, ঐ সময় ২২০০ মাইল দূরে অবস্থিত কোনও স্থানে সামান্য ভূমিকম্প হইয়াছে।

মোটর যোগে
সিঙ্গাপুর হইতে লণ্ডন

মেসার্স মেজর ডোভার ও জে, মণ্টে নামক দুইজন ইংরেজ যুবক মোটরযোগে লণ্ডনে গমনের নিমিত্ত সিঙ্গাপুর হইতে যাত্রা করিয়া গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মেজর ফরবেশ নীথের স্থলপথে লণ্ডন হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত মোটরযোগে গমনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রলুব্ধ হইয়াই নাকি ইঁহারা এই ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। যাত্রার প্রারম্ভে সিঙ্গাপুরের ধনকুবের মিঃ বুন হ তাহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং ষ্টেট সেটেলমেণ্টের শিরঃপীড়াগ্রস্ত অবকাশ-প্রাপ্ত গভর্ণর সার হিউ ক্লিফর্ডকে দেওয়ার নিমিত্ত তাহাদের সহিত একটী স্বর্ণাধারে শিরঃশূলের প্রলেপ পাঠাইয়াছেন।

সিঙ্গাপুর হইতে পিনাং

সিঙ্গাপুর হইতে পিনাং পাঁচ শত মাইলের কিছু বেশী হইবে। ইহাদের বিবরণে প্রকাশ, প্রাচ্যে এমন সুন্দর পথ আর কোথাও দেখিতে পান নাই—এই পথটী চৌরঙ্গী রোডের ন্যায়।

কলিকাতা হইতে স্থলপথে লণ্ডন

এই ব্রাজকদ্বয় বোম্বাই, করাচী ও কোয়েটা হইয়া বেলুচীস্থান ও পারস্য ভেদ করত বাগদাদে পৌঁছবেন। তথা হইতে মরুভূমি অতিক্রম করিয়া দামস্কস্ যাইবেন। দামস্কস্ হইতে কনষ্টাণ্টিনোপল, কনষ্টান্টিনোপল হইতে বলকান ভেদ করিয়া ইটালী, ইটালী হইতে ফ্রান্স এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে যাইবেন।

সঙ্কল্প কেন?

উপরি উক্ত ব্রাজকদ্বয় বলিয়াছেন, স্বীয় অবস্থলতা সত্ত্বেও অনেকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া কেন তাঁহারা এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, এই প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তাহারা বলেন যে, আপাততঃ ভ্রমণই ভ্রমণের উদ্দেশ্য, তবে যাহাতে স্থলপথে ভারত হইতে ইংলণ্ড যাতায়াতের সুবিধা হয়, তন্নিমিত্ত তিনি সচেষ্ট আছেন, কারণ তাহাতে যাতায়াতের সময় অনেক কম লাগিবে।

বৈমানিক ডাক জাহাজের নিরুদ্দেশ

লণ্ডনের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় আইরিশ উপকূলের সন্নিকটে লানদিক্রাজ নামক জাহাজ হইতে লেফটনাণ্ট ডিমোজিও য়ুরোপাভিমুখী একখানা ডাকবাহী বিমানপোতের সহিত বিমানযানে যাত্রা করেন। তিনি এখন পর্য্যন্তও না যুর্গেটে পৌঁছেন নাই অথবা তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া যায় নাই। কারগুর্গ হইতে একখানা বিমানপোত তাঁহার সন্ধানে যাইয়া বিফলকাম হইয়াছে। সামুদ্রিক পোতগুলিকে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ সামুদ্রিক পোত 'মেসটিন' গত সন্ধ্যায় বৈমানিক মন্ত্রী বিভাগে সংবাদ দেয় যে, তাহার নাবিকগণ ল্যাণ্ডস এণ্ডের অদূরে একটা লাইফ বেল্ট ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছিল।

দাতব্যের অদ্ভুত উপায়

শুনা যায়, রুশিয়ার খ্যাতনামা অভিনেত্রী আনাকোরালেন দাতব্য ভাণ্ডারে সাহায্যের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেশ বিদেশে চুম্বনের ফিরি করিয়া বেড়াইতেছেন। এক একটী চুম্বনের মূল্য নাকি ৫ পাউণ্ড (প্রায় ৭০ টাকা)। বর্ত্তমানে তিনি আজরার ভিয়েনা সহরে আছেন। অনেক বিলাসী তাহাদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বেশ সুযোগ পাইয়াছে। বঙ্গদেশেও আমরা দেখিতে পাই, অনেক তথাকথিত পরোপকারক-সম্প্রদায় দেশের দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্যের জন্য ঐ প্রকার নানা অসদুপায় অবলম্বন করেন। লোককে থিয়েটার, বায়স্কোপ, ফুটবল ক্রীকেট-খেলা প্রভৃতি দেখাইয়া বা পথে পথে নটীনৃত্য করাইয়া অথবা নিজেরা হারমোনিয়ম ফ্লুট, মৃদঙ্গ, এসোরাজ প্রভৃতি যন্ত্র-সাহায্যে ইন্দ্রিয়-সংগ্রহোপযোগী গান গাহিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাহা দরিদ্র-ভাণ্ডারে দান করেন। নিজেদের এবং সর্ব্বসাধারণের জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের বেশ সুবিধা করিয়া দিয়া কিরূপ ভাবে দয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা সেই প্রকারের দয়ার্দ্রগণই বিচার করুন। জীবে দয়ার অর্থ যদি কেবল জীবের কাম-প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা তাদৃশ দয়াল হইবার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরই হইতে চাই। মহাজনগণ বলিয়া থাকেন, ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবকে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ করাই প্রকৃত জীবে দয়া। সেইরূপ দয়া একমাত্র শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে নিষ্কপটে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার-দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। জীবের দেহগত বা মনোগত তাৎকালিক অভাব-দূরীকরণ আদৌ 'পরোপকার' শব্দবাচ্য নহে। রুশিয়ার অভিনেত্রী মহোদয়ার অনুকরণে 'জীবে দয়া'র নাম করিয়া যে সকল সমিতি বা দল আজকাল 'পরোপকারক' বলিয়া নাম কিনিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যের পরিণাম ভাবিবার মত সবিবেচক বিবেকবান্ ব্যক্তি কেহ থাকেন, তাঁহারাই আমাদের বক্তব্য-বিষয় হৃদয়ঙ্গম করুন। জীবে দয়ার নামে যেন জীবে নিষ্ঠুরতা না হইয়া যায়—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

আফগানি স্বাধীনতামূলক কাণ্ড

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে আফগান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করায় 'শের বাজার মোল্লা পরিবারের দুইজন মোল্লা এবং অপর ২০।৩০ জন মোল্লা গ্রেপ্তার হইয়া কাবুলে বিচারাধীন আছে; এই সংবাদে পার্ব্বত্য অঞ্চলে একটা উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে।

কাবুলের সংবাদে প্রকাশ যে, পরলোকগত আমীর হবিবুল্লা খাঁনের গুরু চাহারবাগের হজরৎ সাহেবও এই অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া কাবুলে নীত হইয়াছে তিনি পর্দ্দা প্রথা অপসারণ ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা দানের ঘোর বিরোধী। আফগানিস্থানে হজরৎ সাহেবের বহু শিষ্য আছে এবং তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি।

আবহাওয়া

শরতের প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইয়া দ্বিতীয় মাসের শুভাগমন হইল, তথাপি কিন্তু 'জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত' হওয়ার পরিবর্ত্তে 'জলভরা মেঘ আঁচলে খচিত'ই রহিল। যদিও মধ্যে মধ্যে সুনির্ম্মল-আকাশে আশুতরা হাসি-হ সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রকৃতি দেবীকে হাসান এবং মৃদুমন্দ সুশীতল বায়ু 'কুঞ্জনীস' জানে জগদ্বাসী সকলকেহ দেয়। কবির পার্কের্ণ, তথাপি সময় সময় প্রকৃতিদেবী নিতান্ত গম্ভীর ও ক্রোধান্বিতরূপ ধারণ করেন। আকাশ ঘোর ঘনঘটায় আবৃত হয়, চপলা চমকিয়া উঠে এবং ইন্দ্র ও বরুণদেবের আবির্ভাব হয়, দরিদ্র কৃষকদের কর্ত্তিত ধান্য মৃত্তিকাতে লীন হওয়ার উপক্রম হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মঘট

মেলবোর্ণের ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্র তীরবর্ত্তী শ্রমিকগণ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ফলে হাজার হাজার টন্ মাল ডকে পড়িয়া রহিয়াছে, তুলিবার বা সরাইবার কোন লোক নাই। শ্রমিকগণ আপোষে আদালতের সর্ত্ত মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদিগের বিরুদ্ধে ক্রাইমস্‌য়্যাক্ট অনুযায়ী অভিযোগ আনয়ন করিবার কথা ভাবিতেছেন। মিঃ ব্রুস পার্লামেণ্টে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আপোষ আদালতের সর্ত্ত জোর করিয়া চালাইতে তিনি ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ভাদ্রসংখ্যা বিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গে 'সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনা'-শীর্ষক স্তম্ভে 'সম্পাদক মহাশয় 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সমালোচক মহাশয়ের যে ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নিরসন-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গৌড়ীয় একমাত্র সাপ্তাহিক শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। শাস্ত্রবিচার-নৈপুণ্যে 'গৌড়ীয়' অদ্বিতীয়। ইঁহার নিরপেক্ষ ও নির্ভীক সমালোচনাফলে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের মঙ্গলই হইবে—এই আশা আমরা করি।" তৎপরে সম্পাদক মহাশয় আর একটুকু দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই উত্তম শ্রীবৈষ্ণবপত্রিকাখানি বিপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন বলিয়া (জাগ্রগণ-সংখ্যাধিক্য-হেতু) অনেকে (?) ত প্রীতির চক্ষে দেখেন না।"

সমালোচক মহাশয়ের মুখে সরস্বতী ...ড়ীয়ের বৈশিষ্ট্যের কথাই কীর্ত্তন করাইয়া ...ন, যেহেতু ভক্তিবিরোধী সর্ব্বসাধারণের ...ীতির চক্ষে পতিত হইবার স্পৃহারূপ ...ড়া-প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব...াধারণকে নিরাময় করিয়া পরম প্রীতির ...ক্ষে গৌড়ীয়কে দর্শন করান। গৌড়ীয় ...রঞ্জনপ্রিয় পরম সত্যৈকনিষ্ঠ ঐকান্তিক ...ভিচারী, অদ্বয়জ্ঞানাবলম্বী বা একায়নপন্থ... ...চার্য্যের লীলাভিনয়কারী গৌড়েশ্বর ...স্বরূপ দামোদরেরই অনুবর্ত্তনকারী। ...গৌড়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদর বঙ্গদেশীয় ...একবিকে রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ...দোষ দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক ...তনা দিয়াছিলেন বা কোন গৌড়ীয়কে ...গুচা মন্দির হইতে অর্দ্ধচন্দ্রদ্বারা বহিষ্কৃত ...রিয়াছিলেন, উহাকে কখনও কোন ...রাগ-গৌড়ীয় অবৈষ্ণবোচিত গালি...গালাজ বা অবৈষ্ণবীয় ব্যবহার বলিতে ...রেন না।

রোগীসমাজের নিকট তিক্ত ঔষধ-...নকারী শুভানুধ্যায়ী বৈদ্য, 'লালা-পালান' পুত্র-সম্প্রদায়ের নিকট ...শুভার্থী পিতৃসম্প্রদায় কোন ...ঠ প্রীতির চক্ষে পতিত হইতে পারেন ...। যদি কোনও দিন তাঁহাদের সুবুদ্ধি ...য় এবং তাঁহারা বৈদ্য ও পিতৃকুলের ...দেশ মত চলিয়া স্বাস্থ্যলাভ ও বিদ্যালাভ করিতে পারেন, সেই দিনই রোগি ও বালকসম্প্রদায় বৈদ্য ও পিতৃগণের মহানুভবতা বুঝিতে পারিবেন।

গৌরসুন্দর মুকুন্দকে 'খড় ও জাঠিয়া বেটা' বলিবার আদর্শ প্রদর্শন করায় চিজ্জড় সমন্বয়বাদী সর্ব্বসাধারণের প্রীতির চক্ষে পতিত হন নাই। ভাগবতকার—"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" —সাধুগণ উক্তি-সমূহের দ্বারা জীবের মনের নিদিষ্ট আসক্তিগুলিকে ছিন্ন করিয়া থাকেন—এই ন্যায়ের সম্মান রক্ষার্থ বিপক্ষগণকে 'গোখর' (গরুও বটে, গাধাও বটে), বিড়্বরাহ (গ্রাম্যশূকর) প্রভৃতি কত কি অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ...কন্তু দোষি-সম্প্রদায়ের হৃদয়েই শেল বিদ্ধ হয়, আর নির্দ্দোষ সজ্জন-সম্প্রদায় ভাগবতের অমায়াস্ত কৃপার আদর্শ দেখিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। মর্ম্মান্তিক আঘাত না পাইলে আমাদের মত জড়াগ্রস্ত ব্যক্তির যে চেতনতার স্পন্দনই হয় না।

গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য একটী কথায় এই—গৌড়ীয় বলেন, *Vox populi is not Vox Dei but Vox Dei should be popular* :—মানব-সজ্জের বাণীই নিশ্চিতরূপে ঈশ্বরের বাণী নহে, কিন্তু ঈশ্বরের বাণীই সর্ব্বসাধারণের গ্রহণীয় হওয়া উচিত। জগতের সর্ব্বসাধারণ মায়ার দুর্গে নিক্ষিপ্ত অনাদি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব, তাঁহারা রোগ-সম্প্রদায়—স্বাস্থ্যবান বৈদ্য সম্প্রদায় নহেন। স্বাস্থ্যবান বৈদ্য যুগে যুগে রোগিগণকে স্বাস্থ্যলাভ করাইবার জন্য ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া এই জগতে দুই একটী মাত্র আসেন। কাজেই সর্ব্বসাধারণ রোগিসম্প্রদায়ের নিকট ঔষধরূপ শ্রেয়ের ব্যবস্থাকারী অপেক্ষা কুপথ্যের ব্যবস্থাকারী বা ঔষধ দাতার আবরণে কুপথ্য রূপ প্রেয়ের ব্যবস্থাকারী নিশ্চয়ই অতীব প্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হইবেন। শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃ নিশ্চয়ই বহু লোকের প্রিয়। গৌড়ীয় ঐরূপ হিংসা-প্রবৃত্তি এবং সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভাজন হওয়ারূপ জড়-প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের অর্থাৎ রোগি-সম্প্রদায়ের প্রলাপ, দুর্ব্বাক্য, অপ্রীতি স্কন্ধে বহন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অন্যাভিলাষ-রহিত শুদ্ধভক্তিধারারূপ মহৌষধি বিতরণে চিরকাল ব্যস্ত থাকিবেন —ইহাই গৌড়ীয়ের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটী অপগত হইলে আর গৌড়ীয়কে বিপ্রকবি-পালক, ভক্তিসিদ্ধান্ত-পরীক্ষক গৌড়ীয়ের অনুগত 'গৌড়ীয়' বলা যাইবে না।

আধুনিক 'শ্রীগৌরাঙ্গজন্মভূমি-নির্ণয়-সমিতির আধ্যক্ষিক বিচার মূলে আরোহ পন্থায় দাম্ভিকতা-চেষ্টাকে গর্হ। করিবার জন্য অনেক সত্যপ্রিয় নিরপেক্ষ সমালোচক 'লেখনী' ধারণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সৎসাহসের প্রশংসা করিয়া নিম্নে তাঁহাদের লিখিত বিষয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। সজ্জনগণই সত্যের সমাদর করিয়া থাকেন—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

'ভক্তিসুধা' (আষাঢ় ১ম খঃ, ১ম সং) নামক মাসিক পত্রিকা 'ব্যবহারে পরমার্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি 'শ্রীমায়াপুরের' সত্যতা নির্ণয়ে মতবাদ অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি নাকি কলিকাতায় "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার, আমেরিকা আবিষ্কারের ন্যায় একটী ভৌগোলিক আবিষ্কারের বিষয় হইলে উক্ত ব্যবহার-জ্ঞান-সাপেক্ষ হইত। কিন্তু মাথুর মণ্ডলের লুপ্ত নানা স্থলগুলি যেরূপ উপায়ে যাঁহাদের দ্বারা পুনঃ প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই উপায় ও তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থানুগমন ভিন্ন প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

'শ্রীভক্তিপ্রভা' (ফাল্গুন, চৈত্র, ২০শ বর্ষ ৮।৯ম সংখ্যা)-নাম্নী মাসিক পত্রিকাও লিখিতেছেন—* * রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে লুপ্ত তীর্থোদ্ধার বা শ্রীভগবানের জন্মস্থান অর্থাৎ চিন্ময় ভগবদ্ধাম-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা ভারতে ধর্ম্মমূলক ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার। শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থের উদ্ধার শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পারিকরবৃন্দ কি ভাবে করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমাত্রেরই সুবিদিত। হিংসা-দ্বেষ দলাদলির মধ্যে সে সাধুসংকল্পসিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীমহাপ্রভুর ভগবত্তায় যাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তিনি কি কখনও তাঁহাতে প্রাকৃতত্বের আরোপ করিয়া ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার জন্মস্থান নির্ণয়ে প্রয়াস পান? 'জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যং' এই ভগবদুক্তিই তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাস ও ধারণা এবং ভক্তবর প্রহ্লাদের দৃষ্টান্তে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের স্থান যে সদা সর্ব্বত্র, তাহা ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত দিব্য নয়নে স্বতঃই স্ফুরিত হয়।

"হেঁসে নাও দু'দিন বইত নয়"

(শ্রীপাদ নরোত্তম দাসাধিকারী)

ভোগনেশামত্ত কীর্ত্তনকারীর ঐ গান তাহার ও তাহার সমশ্রেণীস্থ লোকের কর্ণে সুধা ঢালিয়া মনঃপ্রাণ হরণ করিলেও সুধীগণের নিকট উহা 'মূর্খের' প্রলাপের ন্যায় অনুভূত হয়। জীবন যে অনন্ত, মরিলেও যে সব ফুরাইয়া যায় না, সুতরাং যে খাটিতে হয় এবং যতদিন না প্রকৃত হাসি—নিত্যানন্দরূপ নিত্য হাসির সন্ধান পাওয়া যায়, ততদিন যে নাগরদোলায় ঘুরপাকের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুরূপ ত্রিতাপ-সমন্বিত দোলায় অনন্তকালের নিমিত্ত ঘুরপাক খাইতে হয়, তাহা ঐ কীর্ত্তনকারীর উপলব্ধির অবসর নাই। দু'দিন যে শুধু দু'দিন নয়, দু'দিন যে অনন্তকালের, অনন্তজন্মের ত্রিতাপ উপশম করিতে সমর্থ, দু'দিন যে নিত্যকালের জন্য নিত্যমঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ, সে কথা ঐ গানকারী বুঝিবার সুযোগ পান না। ওহে হাস্যকার, তুমি এত দু'দিনের হাসির জন্য এত ব্যাকুল কেন? দু'দিনের হাসি হাসিয়া নিত্যকালের জন্য ক্রন্দনের সুব্যবস্থা করিতে তোমার এত প্রয়াস কেন? যুক্তিসহ ইহার একটা প্রকৃত উত্তর দিবে কি?

ওহে হাস্যকারি ভোগি, তুমি কি ভোগ কর? তুমি যাহাই ভোগ করিতে যাও, সেই বস্তুর দাস হইয়া, তুমি যে তাহারই ভোগ্য হইয়া পড়। তখন যে 'হামতো ছোড়নেকা তৈয়ার হ্যায়, লেকেন কম্বলতো ছোড়তা নেহি' অবস্থা তোমার আসিয়া পড়ে। তোমার ভোগ দেখিয়া হাসিও পায় দুঃখও হয়। তুমি স্ত্রীভোগ করিবে বলিয়া বিবাহ কর, শেষে স্ত্রীর ভোগ্য অনুগতভৃত্যরূপে আজীবন কাল তাহারই দাসত্বে কাটাইতে বাধ্য হও। তুমি চা, পান, তামাক, চুরুট, মদ, আফিং, গাঁজা, চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ভোগ করিতে যাইয়া, অবশেষে তাহাদের সমল চরণে তোমার নিজেকেই বিকাইয়া দাও, মনুষ্যত্বের 'ম' পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেল। ওহে হাস্যকারি, তোমার প্রিয় ভোগের ইয়ত্তা নাই। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ত্বকাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তুমি রূপ রস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-সমন্বিত কত বস্তুই না ভোগ করিতে উদ্যত। কিন্তু ভাই, বড়ই দুঃখের বিষয়—যাহাই ভোগ করিতে ধাবমান্ হও, সেই বস্তুই যে তোমাকে ভোগ করিতে বসে, তুমি নিজে বঞ্চিতই হও। তোমার এরূপ ভোগের মূল্য কত, একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে কি?

ওহে হাহাকারি ভোগি, তুমি ভোগ করিতে করিতে শান্তি পাইলে কৈ? তোমার ভোগের পিপাসা যে দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। পিপাসা না মিটিল, তুমি শান্তি কিরূপে পাইবে? পিপাসা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শান্তি ত হইতে পারে না। ওহে ক্রন্দনের হাহাকারি, তুমি যে পথে চলিয়াছ, ঐ পথে শান্তি নাই। ফের ফের, একটা কথা বলি শুন—শ্রীভগবান শান্তির খনি, নিত্যহাসিরূপ নিত্যানন্দের ফোয়ারা, একবার তাঁর দিকে ফিরে চাও। ঐ দেখ, গৌড়ীয়মঠ আজ তোমার মত বিশ্ববাসীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া, পরাশান্তি, নিত্যহাসিরূপ নিত্যানন্দ অকাতরে, যেচে যেচে, বিভিন্ন উপায় অবলম্বনে প্রাণপণে বিলাইতেছেন। একবার সেই মঠের শরণাপন্ন হও দেখি—দেখিবে নিত্যহাসির আধার শ্রীভগবান্ তোমার নিত্যসেব্য-ধন, নিত্যহাসি—শান্তি ও আনন্দ তোমার চিরকালের সম্পত্তি। সেই সেব্যবস্তু, সেই সম্পত্তি হারাইয়া আজ তোমার যে ছদিনের হাসির লোভ, তাহা তোমার অনন্তকালের অনন্তজন্মের দুঃখের কারণ, সে কথা তুমি বুঝিতেছ না। ভোগ-বুদ্ধি লইয়া তুমি যাহাই ভোগ করিতে যাও না কেন, তুমি যখন তাহার সেবকই হইয়া পড়, তখন তোমার স্বরূপে যে ভোগ বিন্দুমাত্রও নাই, তুমি যে শ্রীভগবানের ভোগ্য—নিত্যদাস, শ্রীভগবান্ই যে একমাত্র ভোক্তা এবং প্রত্যেক বস্তুই যে তাঁহার ভোগ্য, তাহা একটু বুঝিবার চেষ্টা কর। একটু সম্মুখে চল, বোকার মত, ভেবলার মত ছদিনের হাসি আর না হাসিয়া, নিত্যকালের নিত্যহাসি—সেই নিত্যানন্দ লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হও।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২০শে হৃষীকেশ ৪ঠা আশ্বিন ২০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ গৌরষষ্ঠী দি ২।৪১ অনুরাধা দি ৬।৬২

২১শে হৃষীকেশ ৫ই আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ গৌরসপ্তমী দি ৫।৪৩ জ্যেষ্ঠা রা ৬,৮৮ **শ্রীললিতা সপ্তমী। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

২২ হৃষীকেশ ৬ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫,৫৫ গৌরাষ্টমী রা ৬-২ মূলা রা ৯।১০ **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব।**

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিয়ে হয়ে গেল, শচীদেবী নিমাইয়ের বৌকে নিয়ে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ক'রতে লাগ্‌লেন। এখন আর সে ভাব নেই, দেখ্‌লেই মনে হয়, বাড়ীখানায় যেন লক্ষ্মীর ভর আছে। বাড়ীখানা কিসের আলোতে যেন আলোময় হয়ে রয়েছে—যেন হাস্‌ছে, কখন কখন নিমাইয়ের পায়েও যেন উজ্জ্বল ভাবের একটা আলো দেখা যায়, শচীদেবী চোক ফিরিয়ে পাল্‌টিয়ে চাইতে গেলে আর কিছু দেখ্‌তে পান না। কখন কখন বাড়ী থেকে পদ্ম ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে ব'লে বোধ করেন। এর কোন কারণ বুঝ্‌তে পারেন না, কেবল ভাবেন ব্যাপার খানা কি? কখন মনে করেন, এই বৌয়েরও পায়ে কমলা দেবীর ভর আছে, নইলে এই বৌ বাড়ী এসে অবধি এভাব দেখ্‌ছি কেন। তা ছাড়া এখন সংসারের সে রকম অভাব টানা-টানিও আর নেই। আগে অভাব হলে নিমাইকে ব'লতে হত, নিমাই যোগাড় করে দিত, এখন আর কিছুই ক'রতে হয় না, সব জিনিষ কি ভাবে কোথা হ'তে জুটে যায়, তা' কিছুই জান্‌তে পারিনে। এ বৌই যে লক্ষ্মী, তার কোন ভুল নেই। শচীদেবী এসব কথা কাকো বলতেন না, মনে মনেই চেপে রেখে ছিলেন। একদিন আর চেপে রাখ্‌তে না পেরে বড় গিন্নীকে মনের কথা সব ব'ল্লেন। বড় গিন্নী শুনে ব'ল্লেন, শচী তুই ঠিক বলেছিস্ যা' মনে ভেবেছিস্ তাই ঠিক, তোর বৌ যে লক্ষ্মী, তার আর কথা নেই। তোর বৌএর গুণেই এসব হচ্চে, যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছে। লক্ষ্মী বৌ আহা বেঁচে থাক। আমার নিমাইও মেটের কোলে কম ছেলে নয়—বাছার আমার গুণের সীমে নেই। তা'র যেমন গুণ তেম্‌নি রূপ, পথ দিয়ে হেঁটে গেলে সব লোকে ধন্যি ধন্যি করে। আমার নিমাইয়ের যত মান, এহেন ন'দের ভেতর কোন পণ্ডিতের তত মান নেই। বাছা আমার কি ছলনা করে যে এসেছে, তা কে বলবে? বাছাকে কেও চিন্তে পারলে না। এই নবদ্বীপের ভেতর কেবল গঙ্গাদাস পণ্ডিতই আমার নিমাইকে চিনতে পেরেছে, আর কেও নয়। ভাব গতিক দেখে বোধ হয়, যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতালের রাজা নবদ্বীপে বেড়াতে এসেছে। সব লোক দেখে বলে এ যার ছেলে সে ধন্য, তার সংসারে কোন অভাব থাক্‌তে পারে না। পুঁথি ছাড়া বাছা আমার একদণ্ডও থাকে না, সরস্বতী ঠাকুর যেন আমার নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। আমার নিমাই কত ভাবে যে বেড়ায়, তা কেও ঠিক ক'রতে পারে না। মেয়ে গুলো দেখে—নিমাই যেন কামদেব, পাষণ্ডী গুলো নিমাইকে দেখে বড্ড ভয় পায়, তারা নিমাইকে যেন যমের সমান ব'লে মনে করে, আর নবদ্বীপের সব পণ্ডিতরা খুব বিদ্বান ব'লে মনে করে, তাঁরা বলেন, দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির যত বিদ্যে, নিমাইয়েরও তত বিদ্যে। কেও কেও আবার বলেন, তার চেয়েও বেশী। বৈষ্ণবরা সব নিমাইকে দেখে মনে বড় খুসীও হয়, দুঃখও করে, চারখানা বেদ আঠারখানা পুরাণ সব নিমাইয়ের মুখে মুখে রয়েছে আর এই সব বেদ পুরাণের ঠিক ঠিক মানে ক'রে সব্বাইকে বুঝিয়ে দেয়, আড়ম্বরী ক'রে কোন কথা বলে না, আর সব পণ্ডিতরা সে সব মানে জানেই না। নিমাইয়ের এই সব গুণ দেখে বৈষ্ণবরা খুব খুসী হয়, সকলেই বলে এই ছেলেই হয় ত একদিন ঠিক ধর্ম্মটা সব্বাইকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, আবার নিমাইয়ের চেল্‌কো বুদ্ধি দেখে আর কৃষ্ণ নামের কাছ দিয়ে যায় না দেখে তারা বড্ডো দুঃখ করে, সব্বাই বলে—আহা ছেলেটার এমন দেবতার মত গড়ন, এখনও কৃষ্ণরাগ নেই, বিদ্যে শিখবার জন্যই ব্যস্ত, কালে প'ড়লে তখন আর বিদ্যের কি ক'রবে? আমার নিমাইয়ের মুখের ওপোরেই এক একদিন কোন কোন বৈষ্ণব বলে, বাপু, কি জন্যে তুমি বিদ্যের ভোলে সময়টা নষ্ট কর? আমার নিমাই তার জবাবটাও দেয় ভাল, নিমাই বলে, কি ক'রতে হবে। তোমরা আমাকে তা শিখিয়ে দেও, সে তো আমার ভাগ্য। এই কথা ব'লে নিমাই হাসতো, ভাবতো এরা তো আমাকে চিন্‌তে পারে না, না বুঝে যা বলে তার আর কথা কি? তা যে রকম কাল প'ড়ে গিয়েছে, তাতে শিষ্য গুরুকে চেনে না। চাকর মুনিবকে চিন্‌তে পারে না, আমার নিমাইকে কে চিন্‌বে বল? এই রকম অনেক কথা বলে বড় গিন্নি চলে গেল, নিমাইয়ের মাও আপন কাজে গেলেন।

নবদ্বীপ বিদ্যের জায়গা, নবদ্বীপে না প'ড়লে কারো পুরো বিদ্যে হোতো না, তাই জন্যে অনেক দূর দূর দেশ থেকেও ছেলে এসে নবদ্বীপে পড়তো, বাংলা দেশের শেষ সীমানা চাটগাঁ, এই চাটগাঁ থেকেও এসে নবদ্বীপে পড়তো। নিমাইয়ের টোল তখন বেশ জেঁকে গিয়েছে। যারা একটু বৈষ্ণব দরণের লোক. তারা সব্বাই নিমায়ের টোলেই পড়তো, নিমাইয়ের কাছে প'ড়ে তারা বেশ আনন্দও বোধ ক'রতো। নিমাইয়ের টোলের সব ছেলেই কৃষ্ণভক্ত, এরা সব পড়া শুনোর পর নির্জ্জনে ব'সে কৃষ্ণ-কথা বলা বলি ক'রে সময় কাটিয়ে দেয়, কেও বাজে কথা নিয়ে থাকে না।

নবদ্বীপের মধ্যে যারা কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, অদ্বৈত গোসাঞীই তাদের সকলের সেরা ছিলেন। নবদ্বীপে এঁর একটা আখড়াও বেশ ছিল; এ কথা আগেও একদিন বলিছি। সব বৈষ্ণবই এই আখড়ায় এসে কৃষ্ণ-কথা বলাবলি করতেন। মুকুন্দ দত্ত নাম ক'রে একজন বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি ভারি কৃষ্ণ-ভক্ত আর খুব ভাল গান গাইতে পারতেন, তিনিও এই আখড়ায় আসতেন। মুকুন্দকে সকল বৈষ্ণবই খুব ভালবাসতেন। তাঁর গান শুনে খুসী না হ'তেন এমন বৈষ্ণব কেও ছিলেন না। মুকুন্দ রোজ বৈকালে আখড়ায় এসে যেমন কৃষ্ণের গান ধ'রতেন, শুনে সব বৈষ্ণবরা কে কোথায় যে পড়ে তার আর ঠিক নেই, কেও হাসে, কেও কাঁদে, কেও গড়াগড়ি দেয়, কেও নাচে, কেও হুঙ্কার ছাড়ে, কেও মালসাট মারে, কেও মুকুন্দের পা জড়িয়ে ধরে, সে যে মজা, তোমরা দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে, সব বৈষ্ণবরা তাতে ভারি খুসী। জগতে যে কোন দুঃখ আছে, এ ব'লে তাদের মনে হয় না—ভারি সুখ ব'লে মনের আনন্দে মত্ত হ'য়ে সব্বাই এই সব মজা করে। নিমাইও মুকুন্দকে ভালবাসে, মুকুন্দের সাথে দেখা হ'লেই খুব খুসী মনে তাকে ধরে, কৃষ্ণকথা টতা নয়; ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে। মুকুন্দ বৈষ্ণব, শাস্ত্র জ্ঞানও আছে—কতদূর জানা আছে, তাই বুঝবার জন্যে নিমাই সব্বাইকেই যেমন ফাঁকি সুধোন, মুকুন্দকেও সেই রকম জিজ্ঞাসা করেন। মুকুন্দকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা ক'রলেই মুকুন্দ তার ঠিক ঠিক জবাব দেন, কিন্তু তা হ'লে কি হবে? নিমাইয়ের তো কেবল ফাঁকি জিজ্ঞাসা নয়, তাকে নিয়ে খানিক রগড় করাও আছে। বলে, না তোমার ও-কথা ঠিক হ'লো না, আমার বড় ধাঁধাঁ লাগছে। নিমাই একটা কথার অনেক রকম মানে করতে পারে, কাজেই মুকুন্দ নিমাইকে ঠকাতে পারে না। নিমাই মুকুন্দর সঙ্গে এই রকম মিছেমিছি তর্ক-বিতর্ক ক'রে, তার সময় নষ্ট করে ব'লে, সে বিরক্ত হ'য়ে শেষে পালিয়ে যায়। নিমাই কেবল মুকুন্দকেই যে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে, তা নয়, শ্রীবাস আর অন্য অন্য বৈষ্ণব—যাঁরা বেশ পণ্ডিত, তাদেরও ভেতর যার সঙ্গে যখন দেখা হয়, অমনি তাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে। এঁরা সব্বাই কৃষ্ণ-কথা ছাড়া অন্য কথা। [illegible]

কিন্তু নিমাইয়ের তা নয়, হয় ব্যাকরণের কথা, না হয় অন্য শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে। এই সব ভুয়ো কথায় সময় নষ্ট হবে ব'লে এঁরা নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান না, নিমাইকে দূর হ'তে দেখলেই অন্যদিক দিয়ে স'রে পড়েন। দৈবাৎ যদি কাছে এসে পড়েন, তা হ'লে কোন একটা ছুঁতো ক'রে পালিয়ে যান। একদিন বড় এক মজা হ'লো, নিমাই সদর রাস্তা দিয়ে আসছে, সঙ্গে অনেকগুলো পোড়োও আছে, এদের সঙ্গে চেল্‌কোমীও খুব ক'রছে। মুকুন্দ এ রাস্তা দিয়ে গঙ্গা নাইতে যেতে যেতে, দূর হ'তে নিমাইকে দেখে, ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে আড়ে ভেঙে পালিয়ে গেল। নিমাই তা' বুঝতে পেরেছে যে এ তো আমার ভয়েই সরে পড়লো। সঙ্গে যে সব পোড়োরা ছিল, তাদিকে জিজ্ঞাসা করলে এ বেটা আমাকে দেখে পালাল কেন জান?

পড়ুয়া। না পণ্ডিত মশায়, বোধ হয় কোন কাজ আছে, তাই অন্য দিকে চলে গেল।

নি। না, তা নয়, কি জন্যে পালিয়ে গেল, তা আমি বুঝেছি।

পড়ুয়া। কি পণ্ডিত মশায়, কি জন্যে বলুন না?

নি। শুনবে? কি জন্য পালিয়ে গেল। এ জানে, যে কৃষ্ণকথা বলে না, যার মুখে কৃষ্ণ বার হয় না, তার সঙ্গে কথা কওয়া উচিত নয়। এ বেটা বৈষ্ণবের শাস্ত্র খুব পড়ে, আর আমি পঞ্জি পাঁজি টীকার ব্যাখ্যা করি, আমার মুখে তো কৃষ্ণকথা কিছু শুনতে পায় না, কাজেই আমার সঙ্গে কথা কওয়াটাও উচিত বলে মনে করে না। এই জন্য ঢ বাক্য বায়ের ভয়ে আমাকে দেখে পালিয়ে গেল। আর কিছুই নয়। শুনলে?

এই কথা ব'লে নিমাই মুকুন্দকে গালাগালি দিতে লাগলো। বলে থাক্ বেটা, দেখা যাবে!—আরে বেটা, আমার হাত থেকে কি পালাবার যো আছে? কতক থাক্, তার পর আমার কেমন বৈষ্ণবত্ব তা জানতে পারবি। এই ব'লে, হাসতে হাসতে পোড়োদের সব্বাইকে বললেন, দেখ তাই সব! তোমরা আগে কতক পড়, তার পর আমার বৈষ্ণবের পদ দেখতে পাবে। আমি এমন বৈষ্ণব হব যে, ব্রহ্মা শিব আমার দুয়োরে আসবে। আমাকে দেখে এখন যা'রা পালায়, তারা সব আমার গুণ আর কীর্তি গান ক'রে বেড়াবে। এই সব ব'লে নিমাই ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শিক্ষাদশকামৃতম্)

(৭৯)

স্বৈবহ্লাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতেহ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তিপ্রকটিতরহোভাব
রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী
বিজয়তে॥

পরাখ্য স্বরূপ-শক্তির তিনটী প্রভাব।
হ্লাদিনী সম্বিৎ আর সন্ধিনী স্বভাব॥
আনন্দ স্বরূপা কৃষ্ণের আহ্লাদিনী তত্ত্ব।
প্রণয়বিকার বাধায়—কৃষ্ণ সদা রত॥
ভগবল্লীলাভাব সম্বিৎ প্রকটিত।
অন্তরঙ্গ ভাবে কৃষ্ণ সর্বদা রসিত॥
লীলা আয়তন ধাম সন্ধিনীর কৃত।
রসসিন্ধুমগ্নকৃত সদা জয়যুক্ত॥
শ্রীব্রজবিলাসী নিত্য সুবিরাজমান।
যে কহিল ভক্তি সেই গৌর ভগবান্॥

(৮০)

স্ফুলিঙ্গা ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীব-
নিচয়া
হরেঃ সূর্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদ-
বিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ
স্বগুণতঃ॥

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হৈতে স্ফুলিঙ্গ যেমন।
সেই রূপ জীব আত্মস্বরূপের কণ॥
চিৎ সূর্য শ্রীহরির কিরণ পরমাণু।
চিদ্রূপ অনন্ত জীব স্বরূপতঃ অণু॥
বস্তুতঃ অভিন্ন, স্বরূপতঃ ভিন্ন, দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

নিমাই যে ভাবে কথাগুলো বল্লে, একটু ভেবে দেখলে, তাতে বোঝা যায়, নিমাই যে ভগবান্, এঁরা পরে তা বুঝতে পারবে, আর বৈষ্ণব যে কেমন তাও সব্বাইকে দেখাবে। কিন্তু পোড়োরা এ সব কথা মোটেই বুঝতে পারলে না—কি না কি ব'লছে বলে, কথাগুলোতে কাণ দিলে না, হেসে সব উড়িয়ে দিলে। নিমাইয়ের ভাব-গতিক আর বিদ্যা-বুদ্ধির কথা ভেবে দেখলে, আর তাঁকে মানুষ বলতে যেন কেমন কেমন বোধ হয়, কিন্তু তা তো কেও ভাবে না, সব্বাই দেখে নিমাই অল্প বয়সে অনেক বিদ্যে শিখেছে—এই পর্যন্ত। নিমাই সাহস করে যে সব কথা বলে, আর যা করে, তা নিয়েও লোকে কোন ভাবা-চিন্তা করে না।

(ক্রমশঃ)

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, পরাশক্তি ছায়া।
নিত্যবশীভূতা দাসী জড়া শক্তি মায়া॥
বস্তুতঃ বিশুদ্ধমুক্ত সদাপি জীবচয়।
স্বভাবতঃ মায়াশক্তি বশ যোগ্য হয়॥
'কৃষ্ণ প্রভু', 'দাসজীব', এ সম্বন্ধ জ্ঞান।
যে কহিল ভক্তি সেই গৌর ভগবান্॥

(৮১)

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্
কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া-দণ্ড্যান্ গুণনিগড়-জালৈ
কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ
ক্লেশনিকরৈ
র্মহাকর্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গ-
নিরয়ৌ॥

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণ অনুগত দাস।
স্বরূপের ধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবা সুখে বাস॥
কৃষ্ণ সেবা ভুলি নিজ সুখ পরায়ণ।
হইলে মায়ার দণ্ড্য হয় জীবগণ॥
সত্ত্বরজস্তমো গুণ-নিগড় সকল।
তাতে বদ্ধ করে মায়া আনিয়া ভূতল॥
স্থূললিঙ্গ দেহ দিয়া করে আবরণ।
নানাবিধ ক্লেশপূর্ণ কর্ম্মের বন্ধন॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
কভু দেবনর কভু কীটযোনি পায়॥
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে।
কোথাও না সুখ পায় এভব সংসারে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া জীব দণ্ড্য নিরন্তর।
যে কহিল ভক্তি সেই গৌরাঙ্গসুন্দর॥

(৮২)

যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্ বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিযুতঃ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মা-
য়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স
কুরুতে॥

চৌরাশীতিলক্ষ যোনী সংসার ভিতরে।
স্বকর্মের বশে জীব ঘুরি ঘুরি মরে॥
হরিরসবিগলিত বৈষ্ণবদর্শন।
কোনভাগ্যে হয় যদি করিতে ভ্রমণ॥
বৈষ্ণবানুগমনেতে রুচি তবে হয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করয়॥
কীর্তনাদি ভক্তি-অঙ্গ করিতে যজন।
অল্পে অল্পে দূর হয় মায়িক বন্ধন॥
ক্রমে জীব স্ব স্বরূপ লভিয়া।
কৃষ্ণসেবা রসভোগ করে নির্মল।
বদ্ধজীব সাধুসঙ্গে ভক্তিলভিত্তরে।
যে কহিল ভক্তি সেই গৌরাঙ্গসুন্দরে।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কুষ্টিয়া 'করোনেশন সিল্ড' খেলা

কুষ্টিয়ার উক্ত সিল্ডের সেমি-ফাইন্যাল খেলায় ভবানীপুরের আশুতোষ ক্লাব কুষ্টিয়া টাউন দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়াছে। প্রথমভাগে এস, নাথ ও জে, রায় বিজয়ী পক্ষের হইয়া গোল দিলে বেলুন পরাজিত পক্ষের হইয়া ১টি গোল পরিশোধ করে। সিল্ডের ফাইন্যাল খেলায় পাবনা টাউন দলের বি, রায় ও মটু প্রত্যেকে ১টি করিয়া গোল দিয়া আশুতোষ দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। আশুতোষ দলের গোলরক্ষক বিশেষ ভাল খেলিয়াছিল। খেলার শেষে কুষ্টিয়ার সবডিভিশনাল অফিসার মহাশয়ের সভাপতিত্বে মিসেস ডিকোন্ডস বিজয়ী এবং শেষ পরাজিত দলকে সিল্ড ও সৌপ্যপদক প্রদান করেন। মিঃ জে, চক্রবর্ত্তী খেলার ভার লইয়াছিলেন।

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি

নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

(১) এই সভা নববর্ষের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যের জন্য এই জেলা হইতে নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে নির্ব্বাচিত করিতেছেন :—(১) বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জী, (২) বাবু তারকনাথ ব্যানার্জ্জী, (৩) বাবু আশুতোষ মুখার্জ্জী।

(২) এই সভা প্রস্তাব করিতেছেন যে, পূজার পূর্ব্বে এই জেলার সর্ব্বত্র ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ লেকচারের বন্দোবস্ত করা হউক এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তোলা হউক।

(৩) জেলা কংগ্রেস কমিটির এই সভা বিবেচনা করেন যে, সর্ব্বদল-সম্মেলন শাসনতন্ত্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করায় বিদেশী পার্লামেন্টের নিকট জাতির আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন।

(৪) শাসনতন্ত্রে বিদেশী ব্যবসায়ী ও ধনিকদিগের অধিকার স্বীকার করায় ভারতের লোকদিগের প্রাথমিক অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে।

(৫) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব বিল সম্পর্কে স্বরাজীদের কার্য্য এবং জমীদারদের পক্ষাবলম্বন দ্বারা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে।

(৬) এই সভা স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা একটি সাধারণতন্ত্রমূলক শাসনতন্ত্র তৈয়ার করুন এবং তাহা ভারতীয় জাতীয় মহাসভার আগামী কলিকাতা অধিবেশনে উপস্থিত করুন।

—

মান্ধারপুরে ডাকাতি

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি সাবডিভিসনের একদল ডাকাত গত সোমবার তারিখে নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মান্ধারপুর গ্রামে ডাকাতি করিয়াছে। তাহারা যখন লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে একজন গুলী দ্বারা আহত হয়। লোকটি আহত হইবার তিন ঘণ্টাকাল পরেই মারা যায়। সে তাহার নাম বলিয়া গিয়াছে—শিবু ভাদুড়ী, কিন্তু কোন্ গ্রামে তাহার বাড়ী, সে তাহা বলে নাই। তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করিয়া বলা হইয়াছে যে, সে ভরতপুর থানার অধান গণ্ডারিয়া গ্রামের শিবু ভাদুড়ী। প্রকাশ,—গণ্ডারিয়া গ্রামের সাতজন লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের আরও কয়েকজন লোককে সঙ্গে করিয়া গত রবিবার বাড়ী হইতে যাত্রা করে এবং দুই তিন দিন পরে ফিরিয়া আসে পুলিশ তাহাদের কয়েকজনকে সন্দেহে ধৃত করিয়াছে।

—

কেলগ সন্ধিপত্র

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বিভাগ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জগতের ৬৪টি দেশের ভিতর ৫১টি দেশ উক্ত সন্ধি পত্রে সম্মতি দান করিয়াছে, অবশিষ্ট ১৩টি দেশ হইতে সম্মতিপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করা হইতেছে। আগামী সপ্তাহে ৬৪টি দেশেই সন্ধিপত্রের সাহ মোহরযুক্ত ২ খানি করিয়া অনুলিপি প্রেরণ করা হইবে।

—

কাশীতে ফটক ভাঙ্গায় চাঞ্চল্য

গণেশজীর একটা ফটক ভাঙ্গা সম্পর্কে এই স্থানে বিষম চাঞ্চল্যভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সম্পর্কে স্থানীয় সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মিউনিসিপ্যালিটির একজিকিউটিভ অফিসার, এঞ্জিনীয়ার ও আর একজন লোককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ, ফটকটী পতনোন্মুখ হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে আসামীদিগের হুকুম ও তত্ত্বাবধানে এই ফটক ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বাদীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, এই ফটক তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। মামলা চলিতেছে

—

বীর খড়গবাহাদুরের কারামুক্তির নিমিত্ত দেশবাসী

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে, রাজকুমারী মামলার নামজাদা হীরালাল নামক একজন মাড়োয়ারীকে হত্যা করিবার অভিযোগে গুর্খা বীর খড়গবাহাদুর সিং কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৮ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অনুকম্পাপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার কারামুক্তির নিমিত্ত বড় লাট বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানা আবেদনপত্র বড়লাটের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। এই আবেদন পত্রে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও স্বাক্ষর করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, খড়্গ বাহাদুর একবৎসর হইল কারাগারে আছেন, আইনের মর্য্যাদা তাহাতেই রক্ষিত হইয়াছে তাহার অপরাধের নৈতিক দিকটার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া তাহাকে এখন মুক্তিদান করা হউক।

—

অপদেবতার কাণ্ড না হত্যা?

হায়দ্রাবাদের জনৈক মুসলমান রমণীর পর পর তিনটী সন্তান অদ্ভুত উপায়ে অপহৃত হয়। সন্তানের জননী বা গৃহের কেহই সে অপহরণ-রহস্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহা অপদেবতার কার্য্য বলিয়া স্থির করে। চতুর্থবারে স্ত্রীলোকটিকে হায়দ্রাবাদের জেনানা হসপিটালে রাখা হয়। সেখানে তাহার একটি পুত্র সন্তান প্রসূত হয়। দুই মাস অতি সাবধানে হাসপাতালে রাখিবার পর কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বিদায় দেন। স্ত্রীলোকটি হায়দ্রাবাদেই ছিল। গত ২রা সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে সে সন্তানটি পূর্ব্ব মত অপহৃত হয়। স্ত্রীলোকটি বলে, সে স্বপ্নে দেখিয়াছে—রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একটি বৃদ্ধ ফকির আসিয়া তাহার সন্তানটিকে লইয়া গেল। তাহার নিকট শায়িতা কয়েকটি স্ত্রীলোকও নাকি তাহার সোঁ সোঁ শব্দ শুনিতে পায়। যাহা হউক অনেক অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ সেই সন্তানটির মৃত দেহ পার্শ্ববর্ত্তী গলির একটি কূপমধ্যে পায়। পুলিশ হত্যাকাণ্ড বলিয়াই স্থির করিতেছে কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস অন্যরূপ। তদন্ত চলিতেছে।

—

কলেজের কেরাণী গ্রেপ্তার

প্রকাশ পুলিশ দারোগার পুত্রদিগের ট্রেণিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব জনৈক কেরাণীকে তহবিল গোল করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। হিসাবের খাতায় প্রায় ৮ হাজার টাকার নাকি মিল পাওয়া যায় নাই।

চিত্রগুপ্তের হিসাব

গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থানে সংক্রামক ব্যাধিতে নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক মারা গিয়াছে:—

কলেরায়

নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানে মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথা—কলিকাতা হইতে ১০, ২৪পরগণা ১৪—৩২, যশোহর ৫—৩০, ময়মনসিংহ ৩৩—১২৮, চট্টগ্রাম ২০—২৭। নিম্নলিতি কয়েকটি স্থানে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, যথা—বর্দ্ধমান ৮—২, মেদিনীপুর ৮—৩, হাওড়া ২৪—৮, ফরিদপুর ১৪—১২, নোয়াখালী ৭৪—৬০।

বসন্তে

ময়মনসিংহে ২৬, ত্রিপুরায় ২৩, মালদহে ৮, বর্দ্ধমানে ৬, ২৪ পরগণায় ৫, কলিকাতায় ৪, কুচবিহারে ৩, ঢাকায় ৩, হুগলীতে ২, হাওড়ায় ২, নদীয়ায় ২, দিনাজপুরে ২, নোয়াখালীতে ২, মুর্শিদাবাদে ১, যশোহরে ১, জলপাইগুড়ীতে ১, এবং বাখরগঞ্জে ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়

কলিকাতায় ৮, ঢাকায় ২, হুগলীতে ১, ২৪ পরগণায় ২, এবং দার্জ্জিলিংএ ১।

প্লেগে

কলিকাতায় একজন লোক মারা গিয়াছে।

—

সরকারী শিল্প-বিভাগ

উন্নত প্রণালীতে কিরূপে সাবান প্রস্তুত করা যায়, গত ৪ সপ্তাহ ধরিয়া বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগ তাহা দেখাইয়াছেন। স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পুস্তিকা বিতরণ এবং বক্তৃতার দ্বারা ইহা চতুর্দ্দিকে প্রচার করা হইতেছে। সাবান প্রস্তুতের প্রণালী দেখিয়া সকলেই উৎসাহিত হইয়াছে এবং তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতেছে। কাপড় ধুইবার সাবান কি কি উপকরণে প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় ১২ জন লোককে দেখান হইয়াছে। তাহারা নিজেও ইহা শিখিতে খুব আগ্রহান্বিত হয়।

—

স্বাস্থ্য সমাচার

কতিপয় খাদ্যের গুণ

চাউল—নূতন চাউলের অন্ন পুষ্টিকর কিন্তু সহজে পরিপাক হয় না। পেটের অসুখের রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। পুরাতন চাউলের অন্ন শরীরের পক্ষে হিতকর। অতি উষ্ণ অন্ন খাইলে অম্বলের পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা। পর্য্যুষিত অন্নে অগ্নিমান্দ্য হয়।

পেটের অসুখের রোগীর পক্ষে গরম অন্ন জলে ধৌত করিয়া লেবুর রসসহ সেব্য।

অন্নের ফেণ (মাড়)—বহুমূত্র-রোগীর পথ্য কিন্তু দুষ্পাচ্য।

মুড়ি ও চিড়া—ইহাদের ভিজান জল বমন নিবারক। বিসূচিকাক্রান্ত রোগীকে এই পানীয় দেওয়া যাইতে পারে। চিড়ার কুড়ায় অধিক মাত্রায় ভাইটামিন আছে। চিড়াভাজা বা মুড়ি নারিকেল সংযোগে খাইলে সহজে হজম হয়।

যব—গুরুপাক, অধিক জল সংযোগে যবের ছাতু খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয়। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে যবের ময়দা হিতকর।

গোধুম (গম)—পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক। সাদা ময়দায় কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কিন্তু কলের ময়দায় এতদ্বিপরীত কার্য্য করে। নূতন গম কফ কারক এবং অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কুপথ্য। গম খুন জনিত অজীর্ণ ২।১ টা ধুতুরার বীজ খাইলে সারিয়া যায়।

মুগ—সারক, লঘুপাক, কফ ও পিত্তনাশক, রক্ত পরিষ্কারক এবং চক্ষুরোগীর পক্ষে হিতকর।

ছোলা—গুরুপাক, যাহাদের পিত্ত প্রধান ধাতু, তাহাদের পক্ষে ভাল কিন্তু বায়ু বৃদ্ধি করে। ছোলা বেশী মাত্রায় পুরুষত্ব হানিকারক রাত্রে গোটা ছোলা ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিনপ্রাতে ঐ জলটা পান করিলে পিত্তরোগী বিশেষ ফল পাইবেন। যাহাদের মাথায় পীড়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে—অপথ্য।

মটর—বায়ুবর্দ্ধক ও কোষ্ঠকাঠিন্যকারক। ইহাও উন্মাদ-রোগীর অভক্ষ্য। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগীর—অপথ্য। মুগ, ছোলা, মটর জনিত অজীর্ণ আমানী-ভক্ষণে সারিয়া যাইবে।

খেসারী—বায়ুবর্দ্ধক ও রেচক।

বরবটী—শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ—তিন প্রকারের হয়। গুরুপাক, সারক, মাংসবর্দ্ধক শুক্রজনক ও অতীব বলকর।

(ক্রমশঃ)

—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ই আশ্বিন, শুক্রবার—১৩৩৫।

'বৈরাগ্য' কাহাকে বলে

সাধারণ ভোগিসম্প্রদায় 'বৈরাগ্য' বলিতে যোগাদি কৃত্রিম পন্থাবলম্বনে বহির্বিষয় গ্রহণ হইতে জড়েন্দ্রিয়বর্গকে সংযতকরণই বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃত ভোক্তৃতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া আপনাদিগকে ভোক্তা অভিমানে যে বিষয়-ভোগকে তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করেন, যাহা ত্যাগের কল্পনাও তাঁহাদিগের পক্ষে মর্মান্তিক যাতনাপ্রদ হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি স্বীয় ইন্দ্রিয়াপটুতা-জন্যই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক, বিষয় ভোগে ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধুর সজ্জা গ্রহণ করিয়া বসেন, তাহা হইলে ভোগিকুলের ধারণায় তিনি যে একজন মস্ত বড় বৈরাগী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ভোগিকুলের ধারণায় তাদৃশ বৈরাগ্য সাধুকৃপাবলে কৃষ্ণ সম্বন্ধ-যুক্ত 'যুক্ত-বৈরাগ্য' হইয়া কৃষ্ণভজন চেষ্টায় পর্য্যবসিত না হইলে তাহা মর্কট বা ফল্গু বৈরাগ্য হইয়া জগতের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়া বসে। সম্বন্ধজ্ঞান-রহিত হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ ভিন্ন যে ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম স্ত্রী বা ভাল খাওয়া-পরা ত্যাগ প্রভৃতি যতই না কেন ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হউক, তাহা ফল্গু ত্যাগ বা ফল্গু বৈরাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম মহাজন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঠাকুরের আচরিত বৈরাগ্য সেরূপ ফল্গুতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট নহে। গোস্বামিপাদ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম স্ত্রী ও বিষয়ী পিতা মাতা আত্মীয়স্বজন ত্যাগ বা ভাল খাওয়া পরা ত্যাগ করিয়াই মাত্র জগতে বৈরাগ্যের আদর্শ স্থাপন করিয়া যান নাই। মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের আচরিত এবং প্রচারিত 'বৈরাগ্য' শব্দ যদি অতটুকু ক্ষুদ্রতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে রায় রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে ঘোর বিষয়ী ছাড়া আর কিছু বলা যাইত না। কিন্তু ব্যাপার আদৌ তাহা নহে। মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈরাগ্যের একটী বিশেষ গূঢ় অর্থ আছে। দেহ-মনের বিষয়-গ্রহণ-বিরক্তিরূপ বৈরাগ্য মাত্র দেখিয়াই মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণের উপর প্রীত হন নাই। কিন্তু বিপ্রলম্ভ-রসের [illegible] আগ্রহে ভাবে বিভাবিত হইয়া গভীর বিপ্রলম্ভে 'হা কৃষ্ণ, কোথা, কোথা' বলিয়া নিজেও কাঁদিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণকেও কাঁদাইয়া বৈরাগ্যের চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করিলেন।

কৃষ্ণবিরহ-বিধুরতাই মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈরাগ্য। যাঁহার হৃদয় কৃষ্ণের বিরহে যত ব্যাকুল, তাঁহার বৈরাগ্য তত বেশী। বৃন্দারণ্যের গোপিকাগণই এইপ্রকারের বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, আর তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধক, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা গোপিকা-শিরোমণি শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীই মহাপ্রভু কথিত বৈরাগ্যের সর্ব্বাপেক্ষা চরম আদর্শ। ব্রজ গোপিকাগণের সকলেরই ঘর-সংসার ছিল, লোকচক্ষে তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ ছিলেন, ফল্গুত্যাগিগণের মত ফল্গু আদর্শ কেহই প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি শ্রীনন্দনন্দনই তাঁহাদের জীবনধন—যথাসর্ব্বস্ব ছিল। বিরহিণী গোপিকাগণের ব্যাকুল কর্ণকুহরে যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবংশীধ্বনি প্রবেশ করিত, অমনই কোথায় থাকিত তাঁহাদের পতিপুত্র, কোথায় থাকিত তাঁহাদের ঘর কন্না, কোথায় থাকিত তাঁহাদের বসন ভূষণ, সকলেই উন্মত্তের ন্যায় কৃষ্ণসন্দর্শনে গমন করিতেন। আবার পরমুহূর্ত্তে কৃষ্ণকে পাইয়াও পাইলাম না বলিয়া বিরহে ব্যাকুল হইতেন। এই বিরহের নামই বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হয় না। এই বিপ্রলম্ভই আবার প্রেমবিলাসের বিবর্ত্ত অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগা-ভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তি।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বিপ্রলম্ভরসসমুদ্র, শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নাত হইয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণবিরহে কাতর বিলাপ করিতেন। তাই রঘুনাথের বৈরাগ্য দর্শনে বিপ্রলম্ভরসরসিক গৌরসুন্দরের বড়ই প্রীতি।

কৃষ্ণবিরহে যাহার প্রাণ ব্যাকুল হয় নাই, অথচ বৈরাগ্যের ভাণ লইয়া যে ব্যক্তি জড়েন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত, মহাপ্রভু তাদৃশ বৈরাগীর মুখদর্শনও করেন না। আজ কালকার ভণ্ড বৈরাগিদল কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হওয়া দূরের কথা, নিজেরাই কৃষ্ণ সাজিয়া কৃষ্ণভোগ্য কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাদি ভোগ-রত। জড়বিষয়-লোলুপ এই সকল বৈরাগিব্রুবের ছায়া লঙ্ঘনও অপরাধের বিষয়। উহাদিগের সংস্রব সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ করিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুল শুদ্ধ-ভক্তগণের আদর্শা-নুসরণই যথার্থ মঙ্গলের পন্থা।

ছিন্ন কন্থা কৌপীন বহির্ব্বাসাদি ধারণ বা আহার বিহারাদির সঙ্কোচীকরণকেই যদি বৈরাগ্য বলা হইত, তাহা হইলে বৃন্দাবন মথুরার নগ্ন, অনিকেত, কন্দমূলাহারী মর্কট-কুলকে খুব বড় বড় বৈরাগী বলিতে হইত। বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের ভোগ বা ত্যাগের কোনটাই কৃষ্ণ-ভক্তির অনুকূল নহে, বরং সম্পূর্ণ প্রতিকূল, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বাহিরে বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু-সজ্জায় থাকিয়াও অন্তরে কৃষ্ণবস্তুকে ভোগ বা ত্যাগের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবস্তুকে কৃষ্ণসেবায় অর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বিষয় গ্রহণ বা বিষয়-ত্যাগ দ্বারা অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রীতি উৎপাদনেই কৃতসঙ্কল্প। আধ্যক্ষিক বিচার-প্রমত্ত ভোগী বা ত্যাগিকুল কৃষ্ণ-ভক্তের বাহিরের আচার ব্যবহারে বৈরাগ্যের অভাব দর্শন করিয়া ভক্তচরণে নানা অপরাধ করিয়া বসেন। শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামিপাদের "দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈ বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ ফেন-পঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥"—এই উপদেশামৃতের বিন্দু মাত্র পান-সৌভাগ লাভ করিলেও তাঁহারা জানিতে পারিতেন যে—প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থান করিয়া প্রাকৃত জ্ঞান মাত্র অবলম্বনে প্রাকৃতাতীত রাজ্যে অবস্থিত কৃষ্ণভক্তের বৈরাগ্য দর্শন তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ একটী অসম্ভাবনীয় ব্যাপার।

তথা-কথিত বৈরাগি-ব্রুবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত 'তৃণাদপি' শ্লোকের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া কপট 'আঁকু পাঁকু' ভাবকে তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, লোকের নিকট কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির লোভে কপটভাবে 'আমি অধম, দুরাচারাদি' বলিয়া আপনাকে হীন প্রতিপন্ন করাকেই মানশূন্যতা, স্বার্থসাধনোদ্দেশে লোকের প্রতি বহিঃসৌজন্য-প্রদর্শনকেই মানদত্ব এবং গুরুগৌরাঙ্গের নিন্দা বেশ অম্লানবদনে শুনিয়া হজম করাকেই তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা জ্ঞানে তাহাই বৈরাগ্যের চরম আদর্শ রূপে প্রচারবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হন। তাহা যে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে কত বড় মূর্খতা ও কত বড় কপটতা—জগতের পক্ষে কি মহা অনিষ্টকর ধারণা, তাহা সজ্জনগণই বিচার করিয়া নিজেরা সাবধান হউন এবং অপরকেও সাবধান করুন। বৈরাগ্য বস্তুটী হাটে বাজারে বিক্রীত হইবার পণ্যদ্রব্য বিশেষ নহে। স্ত্রীসঙ্গী, কৃষ্ণাভক্ত অসাধুগণ কখনও তাহাদের অসৎসঙ্গ বজায় রাখিয়াই বৈরাগী হইতে পারে না। বৈরাগী হইতে হইলে গুরুপাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট ক্রমপন্থানুসারে গুরুকৃষ্ণসেবা করিতে হয়। গুরুকৃপা-বলে বিষয়বাসনা-বীজস্বরূপ আবরণ-নির্ম্মুক্ত হইয়া জীব কৃষ্ণবিরহ-মূলক বিশুদ্ধ বৈরাগ্য বা বিপ্রলম্ভরসের অধিকারী হন। তখন তিনি বিপ্রলম্ভ-ক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডতটবাসী হইয়া—শ্রীরূপরঘুনাথের আনুগত্যে বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর 'কে হবে, হে কৃষ্ণ' বলিয়া কৃষ্ণ সম্বোধনে রত হন। তখন স্নান, খাওয়া পরা বা নিদ্রাকল্প ত্যাগাদি যে সকল ইন্দ্রিয়-সংযমের ব্যাপার তাঁহার আচার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা কোন কৃত্রিম চেষ্টা-প্রসূত যোগসিদ্ধি বিশেষ নহে, কিন্তু তাহা কেবল কৃষ্ণবিরহজোথ। কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়াই তিনি দেহ-স্মৃতি শূন্য। এইরূপ বৈরাগ্যেই মহাপ্রভুর প্রীতি, আর ইহাকেই বলে প্রকৃত বৈরাগ্য।

বৈষ্ণব-সেবার ফল

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

সেবাই জীবের ধর্ম্ম বা স্বভাব। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি জীব সকলেই সেবক। সেবা ভিন্ন আর কোন কার্য্যই কেহ করি না। প্রত্যেক জীবই প্রীতি এবং প্রীতিঅনুসরণকারী সেবা লইয়া রয়। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহারই সেবা করিয়া থাকে। জগতে মাতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে ভালবাসে, তাই পরস্পর পরস্পরের সেবার জন্য দেহ, মন, প্রাণ ঢালিয়া দেয়। কেহ দেশ, সমাজ, দরিদ্র, অনাথদিগকে ভালবাসেন, তাই তত্তৎসময়োপযোগী সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে প্রত্যেক প্রাণীই বিভিন্ন-ফললাভের আকাঙ্ক্ষাতে বিভিন্ন-ধরণের সেবায় নিরত থাকিয়া ক্ষণ-ভঙ্গুর ফল প্রাপ্তিতে পূর্ণ মনোরথ হইতে পারে না! অর্থাৎ যিনি যে প্রকার বস্তুর সেবক, ফলটীও তদ্রূপ লাভ করেন। অনিত্য বস্তুর সেবায় কখনও নিত্যফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সেবার চরম-প্রাপ্তি আনন্দ সুতরাং অনিত্য বস্তুর সেবায় অনিত্যানন্দ লাভ আর নিত্যবস্তুর সেবায় নিত্যানন্দ লাভ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

অতএব তথাকথিত সত্ত্বহীন অচিৎ বস্তুর সেবায় পরিতুষ্ট হওয়া যায় না। সুতরাং বাস্তব সেবার ফল হেয় ফল নহে। বাস্তব-সেবায় অবরতা হেয়তার স্থান নাই। আমরা উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া সেবার বাস্তব পাত্র না জানিয়া, না পাইয়া যত্রতত্র সেবা-বুদ্ধিতে সেবা-ধর্ম্ম নিয়োজিত করিয়াছি। কারণ সেবা-ক্রিয়াটি অনবলম্বন অবস্থায় থাকিবার বস্তু নহে। এই সেবা-নিত্যতালাভের উপায়-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে শ্রীব্যাসদেবের নিকট গুরু শ্রীনারদের উপদেশোক্তি শ্রবণ করি—

অহং পুরাতীতভবেঽভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালক এব যোগিনাম্
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ষতাম্॥
তে ময্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে
দান্তেঽধৃতক্রীড়নকেঽনুবর্তিনি।
চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ
শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।২৩ ২৪)

"হে মহর্ষি আমি পূর্ব্ব-কল্পে পূর্ব্ব-জন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কোনও এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে কোথাও একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক যোগিগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত বালক হইলেও আমি নিযুক্ত ছিলাম। আমি সর্ব্ববিধ বালসুলভ চাপল্য এবং বাল-ক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় দমন করিয়া সংযতবান্ হইয়া অর্থাৎ প্রগলভতা ত্যাগ করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুচররূপে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে থাকিলে, আমার ন্যায় বালকের প্রতি সেই ঋষিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইলেও কৃপা করিয়াছিলেন।"

শ্রোতপন্থায় শ্রবণকারীর সকল যোগ্যতাই শ্রীনারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি তার্কিক ও অন্যান্য চঞ্চলতার বশীভূত ছিলেন না এবং প্রাকৃত কোন বিষয়-মত্ততা তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই। উহাই পরে তাঁহার হরিভক্তির যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াছিল।

সাধুগণ সমদর্শী হইলেও মধ্যমাধিকারে ভগবানে প্রীতি, ভগবদ্ভক্তে মিত্রতা, অনভিজ্ঞ বা বালিশজনে দয়া, বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তাহাতে তাঁহাদের সমদর্শিতার ব্যাঘাত হয় না। ঐ প্রকার বিভিন্ন ব্যবহার করিতে করিতে সাধু ও অসাধু উভয়েরই মঙ্গললাভ ঘটে। অধিকার বিপর্য্যয়ে কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। শ্রীনারদ তৎকালে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি অবলম্বন করায় তুল্যদর্শী সাধুগণ তাঁহাকে বিদ্বেষের পাত্র জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার সাধুগণের কৃপালাভ করার যোগ্যতা ছিল। (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবুদ্ধি বিহীন জন তার্কিক)।

অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা গদার হাব পারে জড়াইয়া অর্থাৎ সেবার বাস্তব ব্যবহার ভুলিয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-মূলা ভোগেরই একটা নূতন সংস্করণ তৈয়ার করিয়া কেবল অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি। ইহাতে যে বাস্তব সেবাধিকার কোন কালেও লাভ হইবে না। সুতরাং শ্রীনারদের আনুগত্যে সেবার জন্য শুদ্ধভক্ত-যোগ্যতালাভের উপায় পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

উচ্ছিষ্ট লেপা-নুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসস্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মা
রুচিঃ প্রজায়তে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।২৫)

"আমি সেই ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগের ভিক্ষা পাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট-অন্ন একবার মাত্র ভোজন করিয়াছিলাম, তৎফলে আমার পাপ দূর হইয়াছিল। আমার চিত্ত মার্জ্জিত হইলে পরমেশ্বর-ভজনে মনের রুচি হইল।"

বৈষ্ণব-সেবা করিলেই তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি লাভ হয় ও তৎফলে অনর্থাদি নিবৃত্তি হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমার উদয় হয়। তাহার প্রমাণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি পাদের কৃপায় জানিয়াছি :—

"বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ,
তা' সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম॥
রঘুনাথ দাসের তেঁহ হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হৈল বুড়া॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহ করিলা ভোজন॥
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়॥
তাঁর ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাঁহা না পায় তবে রহে লুকাইয়া॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥
শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এই মত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা॥
এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লৈঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষ পাত্র দানে।
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণালাজ
যাহা হইতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদনাম।
ভক্ত শেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

এখন যাঁহারা শৌক্রজন্মমদে প্রমত্ত হইয়া জাতিকুল বজায় রাখিয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট, তাঁহারা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন? বাস্তব কৃষ্ণ-প্রেমা-লাভেচ্ছা বলবতী হইলে বড় ঠাকুরের ও গুরুগত ভক্তের উচ্ছিষ্ট,

নিমাই

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিমাই যখন নবদ্বীপের মধ্যে এই ভাবে বেড়িয়ে বেড়ায়, তখন এখানকার লোকে আসল ধর্ম্মটা যে কি, তা আদপেই কেও বুঝতে পারতেন না, না বোঝার মানে আর কিছুই নয়, বামুন পণ্ডিতের হাতে ধর্ম্মের সমস্ত পুঁথি থাকে, তাঁরা তাদের পয়সা রোজগারের পথ বন্ধ হবে ব'লে আসল ধর্ম্মের কথা সব গোপন ক'রে, অন্য রকম ব'লে বুঝিয়ে দিতেন—যাতে তাদের পয়সা রোজগার হয়, সেই রকম ভাবের কথা সকলকে বলে দিতেন। কলিকালে নামসঙ্কীর্ত্তনই যে ধর্ম, একথা একেবারেই কাকেও ব'লতেন না, লোকে শিখ্বে বলে নিজেরাও নামসঙ্কীর্ত্তন ক'রতেন না, কেও নামসঙ্কীর্ত্তন ক'রলে ভারি চোটে যেতেন, যাতে নামসংকীর্ত্তন না হয়, সেই চেষ্টা ক'রতেন। নিজেরা শাসন ক'রতে না পার্লে কাজীর কাছে ব'লেও গায়ের জ্বালাটা দূর ক'রে ফেল্তেন। আসল কথা, সে সময় ধর্ম্ম কর্ম্মটা একেবারেই ছিল না ব'ল্লেই হয়। কেউ ওসব নিয়ে কিছুই করতেন না। নবদ্বীপের সমস্ত লোকই কেবল টাকা পয়সা স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভারি মত্ত হ'য়ে থাক্তেন। যে সব বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁরা নামসংকীর্ত্তন ক'রে প্রেমে মত্ত হ'য়ে নাচতেন বটে, কিন্তু পাষণ্ডী গুলো ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'রে তাঁদের মনে ভারি কষ্ট দিত। কেও বলে, এই যে সব বৈষ্ণব দেখ্‌ছেন, এরা কিছুই নয়, কেবল আপন আপন পেট ভরাবা'র আশা।

পদধূলি, পাদোদক সেবা ব্যতীত, ভট্টাচার্য্য, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, দুবে, চোবে কুলে আবির্ভূত বৈষ্ণব খুঁজিয়া উক্ত তিন বস্তুর সেবার ব্যবস্থা হইলে কৃষ্ণ প্রেমলাভ না-ও হইতে পারে, এমন কি সাধারণ অবস্থা হইতে পতিত হইয়া প্রেমের বিপরীত বস্তুগুলির যথেষ্ট অযাচিত দয়া উপস্থিত হইতে পারে। অতএব বুদ্ধিমান জনের, মরিয়া যাওয়ার পর যে বর্ণ, জাতি, কুলের অস্তিত্ব থাকে না, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃথাভিমান করিয়া নিত্যকালের সম্পদ কৃষ্ণপ্রেম লাভের উপায় বৈষ্ণব-সেবায় অলসতা, উদাসীনতা, সংকীর্ণতা আনয়ন করেন না। বৈষ্ণব সেবার ফলই কৃষ্ণ প্রেমলাভ। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা!"

অপর। ঠিক বলেছেন মহাশয়। জ্ঞান যোগ বাদ দিয়ে এদের যে কি রকম বিচার তা ওরাই জানে। একেবারে যেন উন্মত্তের মত ক'রে লাফান, ঝাঁপান, এসব কি মহাশয়! এ কি ব্যবহার!

অন্যজন। তাই বটে মশায়! বেদশাস্ত্রে যা নেই, এদের সেই সব কাজ। আমরাও তো কত রকম ভাগবত পড়েছি। নাচবো, কাঁদবো, এ রকম ধর্ম্মের পথ তো কোন জায়গায় দেখিনি? এদের সবই উল্‌টো দেখতে পাই।

অপর কেহ। সে সব কথা আর বল্‌বো কি মশায়। এই যে শ্রীবাস পণ্ডিতদের দেখ্‌ছেন, এদের চার ভাইয়ের জন্যে ঘুমবার যো নেই। দিন রাত্র এরা কেবল চেঁচাবে, খেয়ে যে একটু ঘুমোব, এদের জন্যে তা হ'বার উপায় নেই। আচ্ছা মশায় আস্তে আস্তে কৃষ্ণনাম করলে কি পুণ্যি হয় না? নাচলে, গান ক'রলে, আর চীৎকার ক'রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করলেই কি পুণ্যি হয় নাকি?

দু' পাঁচজন পাষণ্ডী একজায়গায় জটলা হ'লেই, এই ভাবের সব কথা বলাবলি ক'রতে থাকে। তা ছাড়া কোন বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হ'লেই তার মুখের উপর এই সব কথা বলে, তাতে, একটু লজ্জা বোধও করে না। বৈষ্ণবেরা এই সব পাষণ্ডীর কথা শুনে মনে ভারি দুঃখ ক'রতে থাকেন। মুখখানা এত টুকু হয়ে যায়, মনের দুঃখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে চেঁচিয়ে কেবল কাঁদেন, আর বলেন, কত দিনে কৃষ্ণচন্দ্র জগতে এসে, এই সব পাষণ্ডীকে উদ্ধার ক'রবেন, কতদিনে তাঁদের এই সব দুঃখ দূর হ'য়ে যা'বে কতদিনে তাঁরা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখে সুখী হবেন। পাষণ্ডীদের কথা শুনে মনে যখন বড় কষ্ট হয়, তখন অদ্বৈত গোসাঞীর কাছে গিয়ে এই সব কথা ব'লে মনের দুঃখ দূর করেন। অদ্বৈত গোসাঞী এই সব কথা শুনে একেবারে যেন আগুন হয়ে ওঠেন, রাগে গর গর ক'রতে থাকেন। 'সব সংহার ক'রবো, সব সংহার ক'রবো, ব'লে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বলেন, ভাই সব, তোমরা ভেবো না, আমার ঠাকুর চক্রধর আসছেন; আর কোন চিন্তা ক'রো না, এই ন'দের ভেতরই দেখ্‌তে পাবে—কি কাণ্ডখানা হয়। আমি তোমাদের সকলকে কৃষ্ণ দেখাবো, দেখাবো, দেখাবো—কিছু ভেবো না। আমি যদি দেখাতে পারি, তবেই আমার নাম অদ্বৈত—কৃষ্ণের দাস, নইলে আমার নামই নয়। আর কিছুদিন যাক, এই দ্যাখোই কৃষ্ণ দে... তা বল্‌তে পারবে।

অদ্বৈত গোসাঞীর এই রকম সব কথা শুনে বৈষ্ণবরা ভারি খুসী হন, মনের ভেতর খুব বল সাহস হয়, মনের সুখে খুব কৃষ্ণনাম ক'রতে থাকেন। পাষণ্ডীদের কথার যন্ত্রণা সব ভুলে যান। অদ্বৈত গোসাঞীও এই সব সুবাক্য শুনে যাতে শীগ্‌গীরই সকলে কৃষ্ণকে দেখতে পায়, তার জন্যে প্রাণের সঙ্গে কৃষ্ণকে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দেন, আর সব সময়েই এই ভাবনা ভাবেন, কবে কৃষ্ণ এসে দেখা দেবেন।

বৈষ্ণবরা এই রকম মনের দুঃখে কাল কাটাতে লাগ্‌লেন, নিমাইয়ের মনে কোন দুঃখই নেই। নিমাই সকালে মন দিয়ে খুব পড়া শুনো করে, ছেলেদের সকলকেও বেশ মন দিয়ে পড়ায়। এই সব দেখে নিমাইয়ের মায়ের মনে বড় আনন্দ হয়।

কেমন ক'রে ভগবান্‌কে আন্‌বেন, অদ্বৈত গোসাঞীর মনে সব সময়ই এই ভাবনা, বৈষ্ণবদের সঙ্গে কেবল এই কথাই হয়। একদিন অদ্বৈত গোসাঞী যেখানে বসে ভগবানের কাজ কর্ম্ম করেন, সেইখানে বসে আছেন, মুকুন্দও কাছে বসে রয়েছে, আরও অনেক বৈষ্ণব আছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটা লোক কেও তাকে চেনে না, কোথা থেকে বেড়াতে বেড়াতে এসে খুব জড় সড় হয়ে অদ্বৈত গোসাঞীর সম্মুখে গিয়ে ব'সলেন। কখন কি ভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকেছেন, তাও কেও দেখতেই পান নি। লোকটীর ভাব গতিক দেখলেই মনে হয়, ইনি একজন খুব কৃষ্ণভক্ত, আর ভারি সরস শরীর, কৃষ্ণকথায় যেন বেভোলা, কিন্তু যে ভাবে এসেছেন তা' দেখে তাঁকে সন্ন্যাসী কি আর কিছু ব'লে মনেই ক'রতে পারা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবের কাছে ঢাকা থাকে না, অদ্বৈত গোসাঞী তা ধ'রে ফেল্লেন— বার বার তার মুখের দিকে তাঁকিয়ে দেখে, বল্লেন, বাপু! তুমি কে? আমার বোধ হচ্ছে, তুমি কোন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হবে। এই কথা শুনে সে লোকটী বল্লে, আমি ঈশ্বর পুরী, শূদ্রের অধম, আপনার চরণ দর্শন ক'রবো বলে, এসেছি। এই কথা যেমন শোনা, অমনি মুকুন্দ খুব প্রেমের সঙ্গে একখানা কৃষ্ণচরিত্র গান ধরে দিলে। গান না যেমন লোকটীর কাণের ভেতর গেছে, অমনি সে যেন কেমন একটা কি রকম অচেতন ভাব হ'য়ে, মাটীতে প'ড়ে গেলো। চোক দিয়ে এত জল পড়তে আরম্ভ হ'লো যে, সেখানকার মাটী ভিজে একেবারে কাদা হ'য়ে গেল। কি রকম এক ভাব যেন আস্তে আস্তে তা বাড়তে লাগলো। অদ্বৈত গোসাঞী তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলেন, তাতেও সে ভাব শান্ত হ'ল না, আরও বাড়্‌তে লাগলো, চোখের জলে অদ্বৈত গোসাঞীর কাপড়চোপড় সব ভিজে গেল। এই ভাব দেখে মুকুন্দ চীৎকার ক'রে শ্লোক পড়্‌তে আরম্ভ ক'রলে, তাতে আরও যেন সে ভাব বাড়্‌তে লাগ্‌লো। যে সব বৈষ্ণব বসে ছিলেন, তাঁরা তা'র এই রকম প্রেমের ভাব দেখে মনে মনে বড় সুখী হ'লেন শেষে তাঁরা সকলেই তাঁকে সেই ঈশ্বর পুরীই ব'লে চিন্‌তে পারলেন। ঈশ্বর পুরী আর কেউ নয়, মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরীর যত প্রেম সব একেই দিইছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আমার কপটতাই সম্বল

পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন।

এই পর্য্যন্ত নিজের চরিত্র আলোচনা করিয়া যাহা পাইলাম, তাহাতে এক কপটতা ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না। এই যে নিজে নিজের কপটতার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, ইহাও একটা কপটতা। আহারে, বিহারে, কথায়, লেখায়, পড়ায়, সর্ব্বাবস্থায় শুধুই কপটতা। শারীরিক কতকগুলি দুর্গত ব্যাধি আছে, তাহা শরীরে প্রবেশ করিলেই মজ্জাগত হইয়া আমরণ কষ্ট দেয়। আমি দেখিতেছি আমার মনোব্যাধি এই কপটতাও আমরণ কেন, বহুবার জন্ম মরণেও বিদূরিত হইবে না। অবশ্য ব্যবহারিক জগতে জড়াভিনিবিষ্ট, সংসার-সর্ব্বস্ব, বিষয়-ধূলিতে আচ্ছাদিত-চক্ষু, পরতত্ত্ব দর্শন-বিহীন জনমণ্ডলীর নিকট যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারাই যখন কপটতার শিক্ষাগুরু, তখন শিষ্যকে শিখানো বিদ্যা কপটতা যতই বিস্তারিত হয়, ততই তাঁহাদের আনন্দ ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন আমাকে ইহ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তখন ত' আর উঁহাদের বল ভরসা থাকিবে না। একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। সেই সময়ের উপায় কি? পণ্ডিত মণ্ডলী কপটতা শব্দের শঠতা, ছল, বঞ্চনা, প্রতারণা, ধূর্ত্ততা, মায়া, অন্যথা ব্যবহার, অসদাচরণ, পাপ, অপরাধ, অবৈষ্ণবতা, প্রভৃতি অভিধান করিয়াছেন। আমি এখন জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া নিজকে অতি দক্ষ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষায়—এই প্রকার কাপট্যে কপট প্রবীণ হইয়া পড়িতেছি।

ভিতরের ছলনাময় অনর্থে-পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় চরিত্রটি মালা, তিলক, দৈহিক বেশভূষা ও চাতুর্য্য-পূর্ণ বাক্য-সর্ব্বস্ব দ্বারা আবৃত করিবার চেষ্টা দেখাইবার জন্য এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, এ জগৎ ছাড়া অর্থাৎ সমস্ত জগতের অতীত চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামবাসী বৈষ্ণব ঠাকুরদের সহিতও কপটতা করিতে কুণ্ঠা বোধ করি না। যেটুকু সরলতা দেখাই, সেটুকু আরও সরলতার বিপরীতে নিছক কপটতা। অর্থাৎ উহাতে কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নাই, থাকিতে পারে না। সেবার ভাণে বৈষ্ণব ঠাকুরদিগকে ভোগ ইচ্ছাই প্রবলতর। যদি তাহা না হইত,—নিষ্কপটে বৈষ্ণব-সেবা এক মুহূর্ত্তও করিতে পারিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সেবা-বৃত্তি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া উত্তরোত্তর সেবাভিলাষ বর্দ্ধিত হইত। আমি যে কপট, আমার যে সেবাবৃত্তি নাই, ভোগ-প্রবৃত্তিই সম্যক্‌রূপে হৃদয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র জগৎটাই ভোগোপকরণ দেখিয়া, পরিপূর্ণ কপটতা লাভ করিতেছি. ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমি যতদিন না নিষ্কপটে হরিগুরু বৈষ্ণব চরণে শরণাগতি লাভ করিয়া, তাঁহাদের নিকট পরাবিদ্যারম্ভের হাতে খড়ি লইব, যতদিন না তাঁহাদের পাদত্রাণ বহন করিবার জন্য ব্রতী হইব, যতদিন না তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণে বীতস্পৃহ হইব, ততদিন কপটতা বর্দ্ধিত ভিন্ন ক্ষয় হইবে না। ব্যবহারিক জগতে যাঁহারা পিতা-পুত্রে, মাতা কন্যায়, পুরোহিত-যজমানে, গুরু-শিষ্যে, ছাত্র শিক্ষকে কৌটিল্যনীতি অবলম্বন করিয়া জগতে বাহবা লইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা যে আদর্শ জগতে প্রচার করেন, এহেন ভক্তিপরিপন্থী কপটতা এবং কপটিগণের সঙ্গ দুঃসঙ্গ জ্ঞানে পরিবর্জ্জিত না হইলে আর আমার মঙ্গল নাই।

কৃপাময় বৈষ্ণব ঠাকুর, আপনারা এই পতিতাধমের প্রতি প্রচুর পরিমাণে কৃপা বর্ষণ করুন! অবশ্য আপনারা ত' কৃপা বর্ষণ করিতেই আছেন, কিন্তু আমার গ্রহণ করিবার যোগ্যতার অভাব, আপনারা কৃপা করিয়া এ যোগ্যতাটুকুও দান করুন, যাহাতে প্রতি পলে পলে আমার কপটতা আমি নিজে ধরিয়া শোধিত হইতে পারি। যেন অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথাও এক-বিন্দু পরিমাণ কপটতা আমার দৃষ্টির আড়ালে গা ঢাকা দিতে সমর্থ না হয়। আর কতকাল কপটতা করিব? কপটতা যে আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। অতএব—

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।

দিয়া পদছায়া শোধহ আমায়
তোমার চরণ ধরি॥

ছয় বেগ দমি ছয় দোষ শোধি
ছয় গুণ দেহ দাসে।

ছয় সৎ সঙ্গ দেহ হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে॥

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।

তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনামধনে॥

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।

আমিত কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতম্—গ্রন্থখানি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন তর্কবাচস্পতি মহাশয় অতি প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়া সমালোচনার জন্য আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহার মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় পোঃ আদাটী, জেলা হুগলী। গ্রন্থখানি গোকুলকাণ্ড, বৃন্দাবন কাণ্ড, অক্রূর কাণ্ড ও মথুরা কাণ্ড এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধীয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলানুযায়ী সার্দ্ধ দুই শত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গোবিন্দসূরির পুত্র, মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠ এই গ্রন্থের সঙ্কলন-কর্ত্তা। গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সর্ব্বাংশেই একান্ত আলোচ্য। সদাচারাভিমানী স্মার্ত্তগণ এবং জৈনপন্থি-বৈদান্তিকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা বুঝিতে না পারায় তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের লীলা যখন বেদে নাই, তখন উহা নিশ্চয়ই কল্পিত। আমরা সেই সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণকে এই গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। সমগ্র বেদশাস্ত্র অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই উদ্দেশ করে, এই গ্রন্থখানি অনুশীলন করিলে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, ইহাতে বহুদেবতার নামোল্লেখ দেখা যায়, ভারতবর্ষে যে নানাদেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত আছে, সেই সকল দেবদেবীর উপাসনার বীজ ঋক্‌বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ব আচার্য্যগণ অন্বয়রূঢ়ি, অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি ও বিদ্বদ্‌রূঢ়ি এই ত্রিবিধ শব্দশক্তি-দ্বারা বিচার করিয়া অজ্ঞপ্রতীতি বা অবিদ্বৎ প্রতীতিতে নানাদেবদেবী উপাস্যরূপে প্রতিভাত হইলেও বিদ্বৎপ্রতীতির

একমাত্র উপাস্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মহাভাগবতে শৈব নীলকণ্ঠ পূর্ববৈষ্ণব আচার্য্যগণের অনুগমনে "শ্রুত্যন্তের সঙ্কলন করিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

নীলকণ্ঠ স্বয়ং শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত কোন কোন স্থানে বৈষ্ণব-মতেরই প্রায় হইয়াছে। অবশ্য তাহা এস্থলে বর্ণনীয় বা আলোচ্য নহে।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২০শে হৃষীকেশ ৫ই আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গৌণোদশমী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ গৌ সপ্তমী দি ৫।৫৩ জ্যেষ্ঠা রা ৩।৪৮ **শ্রীললিতা সপ্তমী। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

২২ হৃষীকেশ ৬ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীবোদশমী উ ৫।৫১ অ অ ৫।৫৫ গৌরাষ্টমী রা ৬।৩২ মূলা রা ১।১০ **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব।**

২৩ হৃষীকেশ ৭ই আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার বামুদেব উ ৫।৫১ অ ৫।৫৪ গৌরনবমী রা ৮।৩ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১১।১২

নানা কথা

এক সঙ্গে চারি কন্যা প্রসব

নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত ঘূর্ণি গ্রামে গোকুল মুচির স্ত্রী এক সঙ্গে ৪টি কন্যা প্রসব করিয়াছে। কন্যা ৪টিই জীবিত আছে। তাহারা বেশ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট। গোকুল অত্যন্ত দরিদ্র তাই গ্রামের লোক দুগ্ধ ও আহার যোগাইতেছে।

—জাগরণ (কুষ্টিয়া)

ব্যাণ্ডেলে ক্রূর মৃত্যু

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার প্রত্যূষে ই, আই, রেলওয়ের ব্যাণ্ডেল জংসন ষ্টেশনে রু কোয়াটার্সে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সন্তোষকুমার সেনগুপ্ত নামক বাইশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক ক্রূরকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। প্রকাশ, স্থানীয় চিকিৎসকগণকে ডাকা হয়; কিন্তু কোন প্রকার ডাক্তারী চিকিৎসা করিতে পারা যাইবার পূর্ব্বেই যুবক ক্রূটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে উপনীত হয় এবং মৃতদেহটি শবদেহব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য চুঁচড়াতে হুগলী ইমামবাড়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। গত সোমবার তারিখে মৃতদেহটি হুগলীতে প্রেরিত হয় এবং ঘুটিয়াবাজার শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়।

আচার্য্য বসু

কায়রোতে

মিশরের রাজধানী কায়রো সহরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু 'স্তেত্রতা রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটীতে উদ্ভিদের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁহার আবিষ্কারের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করেন। মিশরের কৃষিবিভাগের মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সভায় বহু শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

ফরওয়ার্ডের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন

"বেলুড়ে ট্রেণ ধ্বংস" শিরোনামাযুক্ত একখানি পত্র 'ফরওয়ার্ডে' প্রকাশ করায় গত মঙ্গলবারে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বক্সার্ড 'ফরওয়ার্ড' পত্রের সম্পাদক সত্যরঞ্জন বক্সী ও মুদ্রাকর পুলিনবিহারী ধরের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ক ধারানুসারে চার্জ্জ গঠন করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় জবাব দেন যে, তাঁহারা নির্দ্দোষ। প্রতিবাদীর পক্ষের কৌঁসলীর আপত্তি সত্ত্বেও চার্জ্জ গঠনের সময় ২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। তাঁহার তর্ক এই ছিল যে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে চলিবার মত মামলা প্রস্তুত করা হয় নাই। আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

কালিফোর্ণিয়ায় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড

প্রকাশ, কালিফোর্ণিয়ার নদীতীরে ৪টি বালককে নিতান্ত বীভৎসরূপে খুন করা হইয়াছে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সন্ধান পাইয়া মৃতদেহগুলির খোঁজ করিতেছে এবং ঐ জন্য তাহারা মাটি খুঁড়িতেছে। মুরগী পুষিবার ঘরে কলিচুণের ভিতরে একটি বালকের ছিন্ন হস্ত ও বস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যে ব্যক্তি এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করিয়াছে, সে বালকদিগকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। পুলিশ হত্যাকারী যুবকের পিতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রশান্ত সমুদ্র তীরে ও কানাডাতে তাহার ও তাহার মাতার সন্ধান করিতেছে।

নিখোঁজ বৈমানিকের সন্ধান

'সোভিয়েট নর্থ' নামক বিমানপোতের যে ছয়জন লোক নিখোঁজ হইয়াছিল, তাহাদিগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহারা নিরাপদে আছে। তাহারা ২ শত মাইল হাটিয়া বরফমণ্ডিত উপকূলে পৌছিয়া জাহাজে উঠিয়াছে।

সার্কাস পার্টিতে হাঙ্গামা

গত শনিবার দিন—একটী সার্কাস পার্টির লোকের সহিত রংপুরের ছাত্রদের দাঙ্গা হয়। অবনীনাথ পণ্ডিত নামক জনৈক বৃদ্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী এই দাঙ্গায় হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহার অবস্থা সাঙ্ঘাতিক দেখিয়া মৃত্যুকালীন এজাহার লওয়া হয়। তিনি দুইজন ছাত্রের নাম করিয়াছেন, একণে তিনি ভাল হইতেছেন। এই সম্পর্কে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর দুইজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাজবন্দী সূর্য্যকুমার সেন স্বগৃহে আটক

রাজবন্দী শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সেনকে চট্টগ্রাম হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁহার নিজ ভবনে আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহাকে বহুদিন যাবৎ বোম্বাই প্রদেশে সরুগিরির কারাগারে আটক রাখা হইয়াছিল তিনি তাঁহার স্ত্রীকে দর্শন করিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীতে আগমন করেন কিন্তু তিনি বাটীতে উপনীত হইবার তৃতীয় দিবসে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মে কুলীদের দাঙ্গা

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মদেশে কুলীদের এক দাঙ্গা হয়। গত ১৭ই সোমবার রাত্রিতে ডিপুটী কমিশনার ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মটরযোগে ঘটনাস্থলে যাইবার সময় সশস্ত্র কুলীগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। এই জনতাকে ভয়প্রদর্শনার্থ তাঁহারা আকাশের দিকে বন্দুক ছুড়েন। ভীড়ের চাপে একব্যক্তি আহত এবং ৮ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ঘটনাস্থলে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিতেছে। গত মঙ্গলবার ডিপুটী কমিশনার সাম্প্রদায় সকলের রাজপথে লাঠী ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ বহির্গত হইতে নিষেধ করিয়া একটী নোটিশ প্রদান করিয়াছেন।

গুণ্ডার হস্তে শ্রমিক-নেতার বিপদ

লক্ষ্ণৌ, ১৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে গোরক্ষপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ডাক্তার বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী নামক জনৈক শ্রমিক-নেতা মধুপুর বাজার নামক স্থানে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবার সময় কতিপয় গুণ্ডা কর্ত্তৃক তীব্রভাবে প্রহৃত হইয়াছেন।

মেক্সিকোতে হত্যাকারীদলের গ্রেপ্তারের চেষ্টা

নিউইয়র্কের ২৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৭ই জুলাই মেক্সিকোর নবনির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ওব্রিগণকে হত্যা করিবার সম্পর্কে মেক্সিকো সরকার ৬ জন ফেরার আসামীর সন্ধান করিতেছেন। এই হত্যাকারিগণ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পলায়ন করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজনের নাম জোসে ডিমিনেজ, এই ব্যক্তি একজন যাজক। যে যুবকটি জেনারেল ওব্রিগণকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল, ওব্রিগণের মৃত্যুর পর এই যাজক সেই যুবক আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। এই ক্যাথলিক যাজকদিগের একটি হত্যাকারীদল আছে, তাহারা প্রেসিডেণ্ট ক্যালেস ও জেনারেল ওব্রিগণকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। পলায়িত আসামীগণ এই হত্যাকারীদলভুক্ত। প্রকাশ যে, আসামীগণ এই নিউইয়র্ক সহরেই আছে এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কমিশনার এক ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াছেন। খুনের অভিযোগ ব্যতীত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধি পরিষদে ও জেনারেলের গৃহে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগও আনা হইয়াছে।

ঢাকায় 'শারদার বিল'

দীপালি সঙ্ঘ কর্ত্তৃক আহুত একটী মহতী নারী-সভায় ঢাকার মহিলাগণ শারদার বিলকে দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন। বহু মহিলা বাল্যবিবাহের কুফল ও এই বিলের আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির নিকট প্রেরিত হয়। "পূর্ব্ববঙ্গের সুবিখ্যাত দীপালি সঙ্ঘ—ঢাকার মহিলাদের এক মহতী সভায় শারদার বিলকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিতেছেন এবং ছেলে ও মেয়ের পক্ষে যথাক্রমে ২১ ও ১৬ বৎসর বিবাহযোগ্য বয়স করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।"

ফরাসী বাণিজ্য দূতের ভারতযাত্রা

মিঃ মার্সেল বোনা, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল এই স্থানত্রয়ের ফরাসী বাণিজ্য কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়া গত ১৩ই সেপ্টেম্বর মার্সেলের পথে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি ইণ্ডোচীন, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী একজন ইংরেজ মহিলা। মিঃ বোনার ভারতে যাত্রার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লণ্ডনস্থ বাণিজ্য-কমিশনার মিঃ লিণ্ডসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একবিষয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই আশ্বিন, শনিবার—১৩৩৫।

জ্ঞানীর অজ্ঞানতা

শ্রীভগবানের দৈবী-ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-সমুদ্র দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুস্পারা হইলেও তাঁহাতে শরণাগত ভক্তগণ তাঁহা গোষ্পদবৎ কাঙ্গালিক ক্লেশ বিনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু এই শরণাগতি ব্যাপারটী বড় সহজ কথা নহে। বহু বহু জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে জীবের ভগবৎপাদপদ্মে একটু বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, সেই বিশ্বাস সাধুসঙ্গফলে সুদৃঢ় হইলে তবে শরণাপত্তি লাভ সম্ভব হয়। দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ কিছুতেই ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করিতে চাহে না। গীতায় শ্রীভগবান্ এই মায়ামুগ্ধ দুষ্কৃত জীবসমূহকে মূঢ়, নরাধম, মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুরভাবাশ্রিত ভেদে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) নিতান্ত বিষয়াসক্ত, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণ—মূঢ়, ইহারা চৈতন্যবস্তুকে বুঝিতে না পারিয়া জড় বিজ্ঞানাদির উন্নতি চেষ্টা লইয়া বড় ব্যস্ত, ইন্দ্রাদিদেবতার ন্যায় ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন জীববৎ বলিয়া মনে করে। (২) বিপ্রাদি কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক জগতে 'নরোত্তম' বলিয়া পরিচিত হইয়াও কৃষ্ণেতর বিষয়-কথায় আসক্ত, বিষ্ঠাভোজী শূকরের ন্যায় মহাপ্রসাদ-ব্যতীত ইতর বস্তু আস্বাদন-রত, পণ্ডিতাভিমানী, জড়কার্য্যবিৎ ব্যক্তিগণই নরাধম। (৩) যাহারা ভগবান্‌কে চিদ্‌বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ বা প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি দুষ্টমতাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তের নিত্যত্ব অস্বীকারকারী, তাহারাই মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান, (৪) জরাসন্ধাদি অসুর যেমন নিখিলানন্দকন্দ ভগবদ্বিগ্রহকে শরবিদ্ধ করিবার দুশ্চেষ্টা করে, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহের দেহদেহীতে ভেদবুদ্ধি করিয়া তাহা খণ্ডবিখণ্ড করিবার চেষ্টা করে, তাহারাই আসুর ভাবাশ্রিত।

মায়া-মুগ্ধ কর্ম্মজড়মতি দুষ্কৃত জীবগণ যখন জড়বস্তুর ভোগে হেয়তা অবসাদ, নশ্বরতা প্রভৃতি দোষ-দর্শন বিচার করিতে করিতে জড়ের প্রতি একেবারেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা স্থূল-ভোগের চেষ্টা ছাড়িয়া সূক্ষ্ম ভোগার্থ মায়ার একটী অপ্রাকৃত বস্তুর চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলা হয়। জ্ঞানিগণের অপরিজ্ঞান-হেতুকা প্রাকৃত হওয়ায় অপ্রাকৃত বস্তু-বিষয়ক চিন্তা তাঁহাদের আধ্যক্ষিক বিচারকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাই তাঁহাদের বস্তু বিষয়ক চিন্তা জড়সবিশেষ হইতে একটী জড়নির্বিশেষাবস্থাই লাভ করে মাত্র। জড়ের প্রতি বিতৃষ্ণ, অথচ জড় ভূমিকায় অবস্থান-হেতু জড় প্রতীতি-প্রাবল্যে ভগবান্‌কে হস্তপদাদি অবয়ব-বিশিষ্ট চিন্তা করিতে গিয়া পাছে ভগবানে প্রাকৃতারোপ করিয়া বসিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহারা ভগবান্‌কে কেবল চিন্মাত্রজ্ঞানে নিরাকার নির্ব্বিশেষ একটী তত্ত্ববিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহাদের ভ্রমাদি দোষ চতুষ্টয় যুক্ত ধারণায় জড়প্রবেশ করে বলিয়া ভগবানেও জড় প্রবেশ করিলে, ইহা কোন্ বিচার-সম্মত? বদ্ধ ধারণায় সবিশেষত্ব বা নির্ব্বিশেষত্ব উভয়ই যে ভ্রান্তিপরিপূর্ণ তাহার উত্তর কে দেয়? সর্ব্বশক্তিমান, অচিন্ত্য অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ যিনি, যাঁহাতে যুগপৎ দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় বর্ত্তমান, তিনি যে কেবল নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ হইবেন, সাকার বা সবিশেষ তাঁহাকে হইতে নাই, অথবা পূর্ব্বে নিরাকার অব্যক্ত ছিলেন, পরে সাকার, ব্যক্ত হইয়া মায়াধীশ ভগবান্ মায়াধীন হইয়া গেলেন, একথা নিরাকারবাদীর কর্ণমূলে কে পৌঁছাইয়া দিল? প্রাকৃত ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাকৃত জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া অপ্রাকৃত ভূমিকার সর্ব্বোচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত শ্রীভগবানের নিরাকারত্ব বা সাকারত্ব-বিচার-প্রবৃত্তি কি নিতান্ত বিকৃত মস্তিষ্কেরই পরিচায়ক নহে? ভূতাপপাচগ্রস্ত মতিচ্ছন্ন ব্যক্তি যেমন সূর্য্যকে তাহার মুষ্টির ভিতর রাখিতে চায়, গুলীখোর যেমন নদীর এপার হইতে হাত বাড়াইয়া অপরপারে অবস্থিত প্রদীপালোকে তাহার টিকা ধরাইবার বৃথা প্রয়াস করে, আরোহপন্থী জ্ঞানীর ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার প্রয়াসও কি তাদৃশ হাস্যাস্পদ ব্যাপার নহে? এই আধ্যক্ষিক জ্ঞানের প্রয়াসকে ধিক্কার করিয়াই ব্রহ্মা একদিন শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন

(ভাঃ ১০।১৪।৩)—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

'হে ভগবন্, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্জ্জয় হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া থাকেন।'

ভক্তিহীন শুষ্ক আধ্যক্ষিক বিচার-প্রমত্ত জ্ঞানীগণ দুই চারিটী পাকামির কথা শুনিয়া নাচিয়া উঠেন, আর তাহার দ্বিতীয় লইয়াই শাখা শীর্ষটা কাটাইয়া দেন, শুষ্কতর্কপ্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়কে একেবারে মরুভূমিতে সৃষ্ট করিয়া ফেলে, তাই ভগবৎ কৃপাবারি অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াও সে হৃদয়কে আর সরস করিতে পারে না। 'আমি আমার নিজচেষ্টায় উপার্জ্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি বলে ভগবান্‌কে বুঝিয়া লইব'—এই দুষ্প্রবৃত্তিই মানুষের যত সর্ব্বনাশের মূল কারণ। ইহাই তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহে মায়া আরোপ করাইয়া কৃষ্ণ-অপরাধী মায়াবাদী করিয়া ফেলে। মায়াবাদ-হ্রদে নিমজ্জমান দুষ্টলোক জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যই শ্রীভগবদিচ্ছায় মধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক—এই চারিজন সম্প্রদায়াচার্য্যের আবির্ভাব। মাধ্বের শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ কেবলাদ্বৈতবাদরূপ মায়াবাদকে সম্পূর্ণরূপে নিরসন করিয়াছে।

জীব তর্কপন্থায় জড় নিরসনের ভাণ করিয়া যতই নিজের বাহাদুরী দেখাইতে চাহিবেন, ততই মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া জড় নিরসনের পরিবর্ত্তে জড়েরই সেবক-স্বরূপে জড়াতীত ভগবান্‌কে জড়াধীন প্রাকৃততত্ত্ববিশেষ করিয়া অপরাধজনিত উচ্চপদারূঢ় হইয়াও তৃণা-বর্ত্তের ন্যায় অধঃপতিত হইবেন, অচিন্ত্য-শক্তি ভগবান্‌কে তাঁহারই চিন্তার মধ্যে আনিয়া 'শ্রীভগবান্ অর্চ্চা মূর্ত্তি প্রকট করিলেই মায়াধীন হইয়া পড়িবেন'—এই দুষ্ক্রিয়াবশে শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারকে জড়াধীন বলিয়া "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ... বা নারকী সঃ"—এই পদ্মপুরাণোক্ত ব্যাস-বচনের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

প্রবন্ধ বিস্তারভয়ে আমরা অদ্য আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া, মাত্র এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, মানবচিন্তার অগম্য অধোক্ষজ বস্তু-বিষয়ে যাহার যাহা ইচ্ছা সেরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া মহাজনানুগত্য বা শ্রৌতপন্থাবলম্বনই শ্রেয়ঃ। বুদ্ধিমান্ জীবগণ শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ বস্তু, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই অপৌরুষেয় মূল শব্দপ্রমাণরূপে স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহারই অনুসরণ করুন, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-রচয়িতা বেদব্যাস অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত সাজিয়া লাভ নাই, শ্রীমদ্ভাগবতই ভগবদ্‌ বস্তুর সন্ধান দিবেন, জগতের সকল জীবের সকল প্রকার সংশয়ই নিরাকরণ করিবেন। অসম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়াসী জ্ঞানিগণও শ্রীমদ্ভাগবতকৃপায় সম্যক্ বা পরিপূর্ণ ভগবদ্বস্তু-জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবৎসেবাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রাথমিক অনুভূতি বা আবরণ করেন—যা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে যে তাঁহারা অনাদর করেন, তাহা নহে, যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরূঢ়। ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তির অব্যক্ত অবস্থা মাত্র। তাঁহারা জানেন, শান্তভক্তিসম্পন্ন বৈষ্ণবদের মধ্যেই 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্'—ব্রহ্মভূত বা ব্রাহ্মণতা বিদ্যমান, তাঁহারা শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তিস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বকেই পরিপূর্ণ ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া ভগবান্‌কে নিরাকার জ্যোতিঃস্বরূপ বলিতে চাহেন না, কিন্তু ব্রহ্মের পরিপূর্ণাবস্থাই সচ্চিদানন্দময় ভগবদবস্থা—ইহাই বলিয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মধ্যানে কোন সেব্য রূপ না পাইয়া অর্থাৎ সৎ এবং আনন্দপ্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া ব্রহ্মে লয় বা সাযুজ্য-মুক্তি প্রার্থনা করেন, কিন্তু ভক্তগণ তাদৃশ মুক্তিকে ঘৃণা করিয়া পূর্ণ ভগবদ্দর্শনে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপের সেবাভিলাষী হন। ভক্তগণ ভগবান্‌কে অচিন্ত্য লীলাবিলাসী রূপে দর্শন করিয়া অজ অব্যয় ভগবানের দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত জন্মকর্ম্মে বিশ্বাস করেন, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া ভগবানের জন্মকর্ম্মকে মায়ার কার্য্য বলিয়া মনে করেন। ভক্তের সহিত জ্ঞানীর এইরূপ বিচার-পার্থক্য কেবল তাঁহার পূর্ণজ্ঞানের অভাব-নিবন্ধনই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত অচিরেই জ্ঞানীর এই সকল ভ্রান্তি অপনোদিত করিয়া জ্ঞানীকে নির্ব্বিশেষ বিচার-বিভ্রাট হইতে মুক্তদানপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি প্রদান করিতে পারেন। অতএব জ্ঞানিগণ আর বৃথা যুক্তিতর্কে কালক্ষেপ না করিয়া শীঘ্র শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয়-লাভে যত্নবান্ হউন, যথার্থ ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হউন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

দ্রষ্টব্য—

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসর সংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ বায়ু নিয়মনপন্থায় কিম্বা জ্ঞান-মার্গে শতকোটিবৎসর হাঁটিয়াও সচ্চিদানন্দময় বস্তুর নিকটস্থ হওয়া যাইবে না। কেবলমাত্র অদ্বৈতচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত মাঝখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে। মধ্যাবস্থায় সুখ এবং দুঃখ উভয়েরই অস্তিত্ব নাই। তাদৃশ অবস্থা বৌদ্ধগণের প্রস্তরত্বপ্রাপ্তি অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নে রায় রামানন্দের বাক্যে আমরা জানিতে পারি,—

ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার গতি
স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥

—

উচ্চকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

হরিনদীগ্রামে এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ঠাকুর হরিদাসের মহিমা দেখিয়া তাহার মাৎসর্য্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোন্ ছলে ঠাকুর হরিদাসের সহিত একটা বিবাদ উপস্থিত করিবে, তাহার কোন ছিদ্রই খুঁজিয়া পায় না। যাহা হউক অন্য কোনপ্রকার ঝগড়ার পন্থা না পাইয়া, একদিন সেই দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করে, "ওহে হরিদাস। তুমি এত জোরে ডাকিয়া ডাকিয়া, চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া নাম লও কেন? নাম জপিতে হয় মনে মনে।" এই হরিনদীগ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ মহাশয়ের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই বোধ হয় তারক ব্রহ্ম—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—নাম জপ্য ও নূতন ছড়া তৈয়ার করিয়া কীর্ত্তনীয় বলিয়া আধুনিক ত্রয়োদশ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ জপজঞ্জাল আনয়ন করিতেছেন!

ব্রাহ্মণের এবম্বিধ অব্রাহ্মণোচিত সভ্যতাবিরুদ্ধ ভাষা শ্রবণে ঠাকুর হরিদাস বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন—

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষত' না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥"
"উচ্চৈঃ শতগুণম্ভবেৎ॥"
"শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশুপক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥"
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৃনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৪।১৭)

"পশুপক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥ জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে। উচ্চসংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥ অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে। শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥"

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্
শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥"
(নারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যম্)

"জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী। শতগুণাধিকফল পুরাণেতে ধরি॥ শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ। জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥ উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন। জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥ জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী। না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥ ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে। বল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥ কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ। কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥ দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে। এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসংকীর্ত্তনে॥"

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥
(শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং)

ব্রাহ্মণ ত' শাস্ত্রযুক্তিতে ঠাকুর হরিদাসের নিকট হারিয়া তেলে বেগুনে জলিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কামের স্বভাবই, প্রতিহত হইয়া অপূর্ণ থাকায় ক্রোধের আবাহন করিয়া থাকে। তাই ব্রাহ্মণ বলিল "কি! শুনিয়াছিলাম, যুগের শেষে শূদ্রে বেদ ব্যাখ্যা করিবে, কিন্তু যুগ শেষ ত' দূরের কথা, কলির প্রারম্ভেই মোছলমান বেদকর্ত্তা হইয়া গেল, কি আশ্চর্য্য! বেটা! এইভাবে নিজেকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিয়া মানুষের বাড়ী বাড়ী খুব ছানা, মাখন, সন্দেশ, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পানিতোয়া, খাইয়া বেড়াও। আমরা সাচ্চা বামুনের ছেলে বামুন হইয়াও পেসারির ডাটিল কাঁচা কলাটা সসম্মানে পাইনা! দ্যাখ্, তোর এই ব্যাখ্যা যদি ভুল হয়, তবে কিন্তু তোর নাক কাণ কাটিয়া দিব।" ঠাকুর হরিদাস বিপ্রাধমের কথা শুনিয়া নিন্দকের স্থান ত্যাগ-যোগ্য বোধে উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তাহা হইলে কি হইবে, "চোরায় না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।" সভার উক্ত বিপ্রাধমের সমর্থক যাহারা ছিল, তাহারাও কিছু উচিত উত্তর করিল না। তাই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন—

"এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্ম। নামে মাত্র।
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥"

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপো
বেশোপজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৩৮)

"কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥"
রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণ কুলে বাধন্তে
শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥
(শ্রীবরাহ পুরাণ)

"এসব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥"
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং—
প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥
(সুদর্শনপ্রতি মহাদেব-বাক্যং)

"ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥"
(শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬ অঃ)

ঠাকুর হরিদাসের নাক কাটার বদলে কিছুদিন পরে সেই বামুন মহাশয়েরই নাকটা বসন্তে খসিয়া পড়িল। যদিও হরিদাস মনেও কোন 'অভিসম্পাৎ' করেন নাই, তবু কৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত-অপমান সহ্য করেন না। যে ভক্তের মান বাড়াইবার নিমিত্ত স্বয়ং সুদামা-বিপ্রের চরণ ধৌত করিয়াছিলেন, ভৃগু-পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীবৎস-লাঞ্ছন নাম স্বীকার করিয়াছেন, এমন কি এই ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাতন-লীলাভিনয়ে বাইশ বাজারের বেত্রাঘাত স্বয়ং পৃষ্ঠে পাতিয়া লইয়াছিলেন, সেই ভক্ত হরিদাসকে একটা বাজে লোকে অপমান করিয়া সুখে নাকে সরিষার তৈল দিয়া নিদ্রা যাইতে পারিবে, ইহা কি কখনও সম্ভবপর হয়? তাই ভক্তদ্বেষী বিপ্রাধমের নাসিকাটা স্বয়ং ভগবানই ছেদন করিয়াছিলেন। ভগবানও ভক্তের অপমান সহ্য করেন না, ভক্তও ভগবান্ এবং ভক্তের অপমান সহ্য করেন না। ইহাই ভক্ত-জীবনের চরম সাধ্য ও সাধন। যাহারা সমন্বয়বাদী হইয়া মুড়ি মিছ্রি একদরে গ্রহণ করিয়া একটু নির্ব্বিবাদে ঝঞ্ঝাট-বিহীন হইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মোটা ভাত মোটা কাপড় পাইয়া জীবনের বাকী দিন-কয়টা কাটাইবার ইচ্ছায় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দাকেই পুষ্প-চন্দন বলিয়া ধারণ করিতে প্রয়াসী, তাহারা ভক্ত তো নহেই, পক্ষান্তরে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ সূচক ঘোর পাষণ্ড। তারক ব্রহ্মনাম উচ্চ কীর্ত্তনে বিরোধী-সম্প্রদায় সকলেই যে তথাকথিত হরিনদী নিবাসী ঠাকুর হরিদাস-লাঞ্ছনকারী বিপ্রাধমের উচ্ছিষ্ট-চর্ব্বণকারী তাহাতে অণুপরিমাণেও সন্দেহ উপস্থিত হইবার অবকাশ নাই। একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" উচ্চৈঃস্বরে যত্রতত্র অবিরত কীর্ত্তন করাই নিজের সহিত জগতের মঙ্গল বিধান করা। ইহার প্রতীপ অপধর্ম্মী নামাপরাধি কুলের কথার মূল্য অন্ধ-কপর্দ্দকও নহে। যাঁহারা তেমন কথায় কাণ দিবেন, তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা সজ্জনমণ্ডলী কিছুতেই করিতে পারেন না। অতএব আত্মমঙ্গলকামী সাধুগণ ঐ সকল বাজে কোন কথায় কাণ না দিয়া সাধুসঙ্গে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চৈঃ-স্বরে কীর্ত্তন করিবেন। কিন্তু সাবধান অসাধু-সঙ্গে নামাপরাধ না হয়। কলি-পঙ্কক প্রশ্রয় না পায়। সাধু সাবধান!

শনির দৃষ্টি

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

যাঁহার উপর শনির দৃষ্টি হওয়ায় মুণ্ডটা পর্য্যন্ত খসিয়া যায়, পুনরায় গজমুণ্ড সংযোগ করিতে হয়, তাঁহার উপাসকগণের উপর সেই শনির দৃষ্টি পতিত হইতে কতক্ষণ? নমো গণেশায়; তৎপরে ভাদ্র শনিবার। একেত গণেশ ঠাকুরের উপর শনিঠাকুরের যথেষ্ট কৃপা, তার উপর শনির শেষ বারবেলা, যে বেলায় শনি-ঠাকুরের অর্চ্চন প্রশস্ত, সেই বেলায় যদি শনিপূজা ছাড়িয়া কেহ অন্য কার্য্য করেন তবে শনি ঠাকুর কত টুকু সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এই প্রকার অর্চ্চনই করি কি না? যেদিক হইতে বৃষ্টি আসে, সেই দিকেই ছাতা ধরি, ওলাউঠার সময় কালীভক্ত, গৌরভক্ত, কীর্ত্তন-ভক্ত হই, বসন্তে শীতলা-ভক্ত হই, বায়ুর স্পন্দনহীন অবস্থায় গ্রীষ্মাতিশয্যে পবন-পুত্র হনুমদ্ ভক্ত হই, মোকদ্দমা জয়ের জন্য সত্যনারায়ণ সত্যপীর-ভক্ত হই, দারিদ্র্য প্রভৃতি দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে ত্রাণ লাভের জন্য শনিঠাকুরের পূজা করি, কিন্তু যেই আপনাপন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়া যায়, তখন আর ঠাকুর-দেবতার সাহত বড় একটা আলাপ পরিচয় থাকে না। তবে ঠাকুর দেবতারা পূজা পাওয়ার জন্য যদি মাঝে মাঝে ঘাড়ের উপর চড়িয়া বসেন, তাহা হইলে কি করা যায়। ঠোকরা হনুমদাস বাবাজীর ন্যায় একটা পূজায় আড়ম্বর দেখাই।

তৎপরে ভাদ্র শনিবারে অগ্রে শনি ঠাকুরের পূজাটা সারিয়া তৎপর গণেশ ঠাকুরের পূজা সমাপ্তির পর, শনির শেষ বারবেলা অন্তে "চৈতন্য দেবের আচরণ" আলোচনা করিলে আর এত বড় শনি-ঠাকুরের কোপে পড়িতে হইত না। লেখনীর উপরও শনির দৃষ্টি। শনিঠাকুর স্বকীয় প্রভুত্ব বজায় রাখিতে গিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ ত নহেনই, এমন কি, দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনে যে ভ্রম মহাপ্রভু স্বয়ং অপনোদিত করিয়াছিলেন, তাহা অলঙ্কার ও রস শাস্ত্রের হিসাবে এবং ব্যাকরণ-মতে স্বয় মহাপ্রভুরই ভ্রম হইয়া গিয়াছে', তাহা এতদিন পরে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। গোস্বামিপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর উক্ত কথাগুলি কিংবদন্তী-মূলক কল্পনায় সংযোগে তাঁহার স্বরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন, প্রভৃতি বহুপ্রকার আজগবি কথারও অবতারণা করা হইয়াছে। কেন যে সহসা এরূপ অপসিদ্ধান্ত, তাহা কে বলিতে পারে যে তবে একটা [illegible] হয়,

গৌরবাই রূপে দিনদিন বিরাট সভায় শ্রীচৈতন্যের নামের কথা আলোচিত হওয়ায় যাহাদের কর্ণ-পটাহ বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তাঁহাদের মাৎসর্য্যানল প্রদীপ্ত বুদ্ধি ইহাই জানাইল যে, শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ ত' নহেনই, পরন্তু তাঁহার এই আগন্তুক অনুগত বিসর্গ-যুক্ত পাণ্ডিত্যেরও যথেষ্ট অভাব ছিল, সুতরাং তাঁহার আবার একটা দাম কি হইতে পারে? এই বিচারটাই জগতে প্রচার করিয়া বৈকুণ্ঠের বিপরীত মার্গে যাইবার প্রচুর সঙ্গী সংগ্রহ করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তিগণের এবম্বিধ বিচার প্রবল হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিগণের ঘাড়ে চাপিয়া শনিঠাকুর তাঁহার অধিকারটা ভালরূপে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এইবার ছাড়াছাড়ি নাই, অবশ্য ১৩৩৮ সালের আর কাঁঠালের মরসুমের সময় ভালরূপে সেবা পূজা আদায় করিবেন এটা ঠিক।

তার পর পুনঃ পুনঃ 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' বলিয়া সম্বোধন। যেন ছোট লোক যজমান! আবার যজমান হইলে কি হয়? যদি বড় লোক যজমান হয়, নামের আগে তবে 'শ্রীযুক্ত' পাছে বাবু শব্দ প্রয়োগ না করিলে পুরুত ঠাকুরের যজমানি একদিনেই খতম। সুতরাং আমিও একজন ছোট লোক যজমান তাই ভয়ে ভয়ে বহু বহু যোজন দূরে থাকিয়া গললগ্নীকৃত-বাসে অনুনয় বিনয় পুরঃসর যথা-বিহিত কাতর স্বরে নিবেদন করি, শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহার পরিচয়টা এরকম অবজ্ঞার সুরে না বলিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতে শিখুন। নতুবা পূর্ব্বপুরুষকে অবজ্ঞা করিলে, তাঁহার অধস্তনগণ আপনাকে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজার বদলে অন্ত একটা কিছুর সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহা সুনিশ্চিত কথা। শুধু আপনি নহেন, যিনিই গুরুদ্রোহী হইবেন, তিনিই তাঁহার উপযুক্ত বিধানের আমলে আসিতে বাধ্য হইবেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বাস্তবিকই গোস্বামী, শুধু গোস্বামী নহেন, গোস্বামীর জনক। 'শ্রীরূপ, সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ' এই ছয় গোস্বামী, ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দ গোস্বামী প্রভু,—ইঁহারা যাঁহাদিগকে গোস্বামী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই তো গোস্বামী? সুতরাং গোস্বামিগণের পিতৃ পিতামহ স্থানীয় গোস্বামিপাদগণকে, গোস্বামী বলিতে এত নারাজ কেন? না, ইঁহাদের বাক্যের বেগ প্রজল্পপূর্ণ নানা অশ্রাব্য কথায়, মনের বেগ কুরুক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার চিন্তায়, ক্রোধের বেগ নিজকামের অতৃপ্তি-হেতু অপরের মাথায় লাঠি মারায়, জিহ্বার বেগ মৎস্য মাংস ভক্ষণ ও প্রাকৃত নর-নারীর চরিত্রাস্বাদন মানসে লীলারস কথন কীর্ত্তনে, উদরের বেগ আকণ্ঠ ভোজন-চেষ্টাতে; উপস্থের বেগ বহুসংখ্যক নারী সংগ্রহে অর্থাৎ পত্নী, উপপত্নী, সধবা, বিধবা, অন্যা, দাসী সংগ্রহের প্রয়াস নাই বলিয়া, আধুনিক তথাকথিত গোস্বামিক্রবগণের পংক্তিচ্যুত হওয়ার ভয়ে ভীত হইয়া বাস্তব গোস্বামিগণকে 'গোস্বামী' বলিতে নারাজ? ভগবান্ ও ভক্ত যে সে কুলে ও যে সে স্থানে অবতীর্ণ হইতে পারেন, মানুষ ভিন্ন অন্যান্য ইতর প্রাণী মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, এমনকি জড় বস্তু স্ফটিক-স্তম্ভের ভিতরেও তিনি আসিয়াছিলেন। ভগবান্ ও ভক্ত সেব্য সেবকতত্ত্ব, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, উভয়ের শক্তিও অচিন্ত্য। যদি নিজের বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া অচিন্ত্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে যাইবেন, তিনিই কুসিদ্ধান্ত রূপ মহা বিবর্ত্তে পতিত হইয়া অপরাধ করিতে করিতে ঈশ্বর-বিশ্বাসটী পর্য্যন্ত হারাইবেন। বর্ত্তমান বিচরণ প্রণালীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ঘট পট দেখিয়া যাহারা মুগ্ধ, তাহারাই "গ্রামে-মানে না আপনি মোড়ল" ন্যায়ে নিজকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করেন। পণ্ডিত কখনও মুগ্ধ হন না। যিনি মুগ্ধ হন, তিনি পণ্ডিত নহেন, পাণ্ডিত্যব্রুব মাত্র। সুতরাং ভগবানের লীলা পণ্ডিত মোহন নহে, অসুর-মোহন। দিগ্বিজয়ী যতক্ষণ জড়ের প্রাতিভাসিক পুষ্করের বিষ্ঠা কুড়াইবার লালায়িতমনা হইয়াছিলেন, ততক্ষণ মহাপ্রভুর অসুর-মোহন-লীলায় মুগ্ধ ছিলেন। তৎপর প্রভুর কৃপায় যখন স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু প্রভুকেই জানিবার সুযোগ পাইলেন, তখন বাস্তব পণ্ডিত হইলেন। তখন আর মূর্খ (মুগ্ধ) পণ্ডিত নহেন। যাহারা পড়িয়া শুনিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ না করিয়া ঘটে পটে মুগ্ধ থাকেন, তাঁহারাই এই প্রকারে শনির দৃষ্টিতে পড়িয়া প্রচ্ছন্ন গাণপত্য সম্প্রদায়ী হইলেও কত আবল তাবল প্রলাপ বকিতে বকিতে ভবরোগে বিকার প্রাপ্ত হইয়া আত্মঘাতী হন। দোহাই শনিঠাকুর, এইবেলা তোমার বাজি বাজাইয়া লও।

স্বাস্থ্য সমাচার

কতিপয় খাদ্যের গুণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাষকলাই—গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও বায়ু নাশক।

ডাল ভিজাইয়া সেবন করিলে—শরীর স্নিগ্ধ করে, এবং মেহ রোগের উপকার হয়। রন্ধন করা যুষ—বায়ু-প্রধান রোগীর অবশ্য পথ্য। চক্ষের দীপ্তি ও শরীরের স্নিগ্ধতা-রক্ষক বলিয়া রাঢ়, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের ইহা নিত্য পথ্য।

পুঁটলী বাঁধিয়া সেক করিলে বাতের উপকার হয়।

মেহগ্রস্ত অথবা অন্যবিধ শুক্ররোগীর—ইহা অবশ্য ব্যবহার্য্য। স্তন্য-দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক বলিয়া—প্রসূতির হিতকর। মাস-কলাইয়ের সহিত গুড় ভক্ষণ করিতে নাই। মাষকলাইয়ের যুষ জ্বরের ও বাতের রোগীর অপথ্য, কিন্তু বাতিকের রোগীর অবশ্য পথ্য।

কুড়ুৎ কলাই—কুলোথ কলাই—পুষ্টি-কর, ধারক, প্রস্রাব-সংশোধক।

কুড়ুৎ কলাই ভিজাজল—মেহ রোগের ও যাহাদের মূত্রে পাথুরী জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে পরম হিতকর। যাঁহারা অত্যন্ত স্থূল দেহ, তাঁহারা মেদনাশ-জন্য কুড়ুৎ কলাই ব্যবহার করিবেন।

অড়হর—গুরু পাক, বায়ুবর্দ্ধক কিন্তু কফ ও পিত্তনাশকারী ও বলবর্দ্ধক। অড়হর ডাল পশ্চিম দেশীয়লোকের নিত্য পথ্য; কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার প্রচুর ব্যবহার সঙ্গত নহে। ইহাতে অম্ল পীড়ার উদ্ভব, বিশেষতঃ যাহারা ডিস্‌পেপসিয়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে অড়হর কুপথ্য।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২২ হৃষীকেশ ৬ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫১ অ অ ৫।৫৫ গৌরাষ্টমী রা ৬৩২ মূলা রা ৯।১০ **শ্রীরাধাষ্টমী ব্রত। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোৎসব।**

২৩ হৃষীকেশ ৭ই আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৫১ অ ৫।৫৪ গৌরনবমী রা ৮।৩ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১১।১২

২৪শে হৃষীকেশ ৮ই আশ্বিন ২৪শে সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫২ অ ৫।৫৩ গৌরদশমী রা ৯।৮ উত্তরাষাঢ়া রা ১২।৫৮

নানা কথা

পাট-চাষের আনুমানিক হিসাব

বঙ্গদেশে গত বৎসর ২৯৮২১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হয়, তাহাতে মোট ৯০৪৪১০০ গাইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষেও ২৭০২৩০০ একর জমিতে পাট বপন করা হয়, তাহাতে মোট ৫৮৮৯০০০ গাইট পাট প্রস্তুত হইয়াছে।

নদীয়া জেলায় বর্ত্তমান বর্ষে ৫৮ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে তাহাতে ৭লক্ষ ১০ হাজার মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর মোট ৭৯ একর জমিতে ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার মণ পাট হইয়াছিল।

হর্ষে-বিষাদ

দক্ষিণআফ্রিকার কোন সহরের মেয়র শ্রীযুত শ্রীনিবাসশাস্ত্রীর বিদায়-সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারত-বিদ্বেষী একজন ডেপুটী মেয়রের নেতৃত্বে এই সভায় গুণ্ডামী আরম্ভ হয়, তাহার ফলে অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়। শ্রীযুত শাস্ত্রীর উপর ডিম নিক্ষেপ প্রভৃতি গুণ্ডামী চলিয়াছিল; কিন্তু শ্রীযুত শাস্ত্রীর অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট এজন্য শ্রীযুত শাস্ত্রীর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বড়লাটের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সত্বরই একটি সরকারী ইস্তাহার জারী হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাঞ্জাবে বন্যায় ক্ষতি

লাহোর, ১৮ই সেপ্টেম্বরে, সংবাদে প্রকাশ, চেনাব নদের বন্যার ফলে ১১৭ খানি গ্রামের ক্ষতি হইয়াছে, ফলে ১৯০০ বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, ৫৮৪টি গরু বাছুর এবং ১ জন মারা গিয়াছে। ঝিলাম নদের বন্যার ফলে ৮ জন লোক এবং ৯২৮ টি গরু বাছুর মারা গিয়াছে। লাট-সাহেব বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকেশ্বরী মিলের ধর্ম্মঘটের অবসান

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের তাঁতিদিগের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। তাঁতিদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কংগ্রেস কমিটীর উপরে ভার দিয়াছেন। প্রকাশ, পূজার পূর্ব্বেই তাঁতিদের মাহিনা বৃদ্ধি হইবে এবং কংগ্রেস তদন্ত কমিটী কর্তৃক তদন্ত শেষ হইয়া যাইবার পর তাহাদের অভাব অভিযোগ পূরণ করা হইবে।

নিরক্ষরের জাহাজ নির্ম্মাণ

কানাই গঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, পঞ্চখণ্ডের অনেক নিরক্ষর মুসলমান একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই জাহাজখানা কেরোসিন তৈলের দ্বারা চালান হইবে।

এসেসর নিয়োগ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভার অধিবেশনে মিঃ এন, এন হালদারই বিপুল সংখ্যাধিক্যে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বিচারালয়ে এসেসর নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্যালট দ্বারা ভোট লওয়া হয়। ঐ পদের জন্য প্রায় ১২ জন হিন্দু, ৩ জন শ্বেতাঙ্গ ও ৪ জন মুসলমান প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। মিঃ হালদার ৪০, মিঃ এ সি, ব্যানার্জ্জি ২৭, জে, সি, গুপ্ত ও এ,এন, দাস ১ ভোট পাইয়াছিলেন।

গোধরার দাঙ্গা

বোম্বাইয়ের ১৯শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গোধরার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্বন্ধে যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, আকস্মিকভাবে এই দাঙ্গা বাধিয়া উঠে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নকালে জৈনদের একটি মিছিল একটি মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। মুসলমানেরা হঠাৎ ঐ মিছিল আক্রমণ করে. আক্রমণের ফলে মিছিলের একটি স্ত্রীলোক আহত হয়। মিছিল ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর আশে পাশে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে ১২ জনের অধিক লোক জখম হয়। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ ডব্লিউ, জি, মুকাদম বাহুতে এবং মস্তকে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মোট ১৩ জন আহত ব্যক্তির মধ্যে ১২জন হিন্দু এবং একজন মুসলমান পুলিশ প্যাটেল।

বিমান দুর্ঘটনা

আভো আভিয়াম্ নামক বিমানপোতে একজন মহিলা আরোহীসহ এক হাজার ফুট উপর দিয়া চলিবার সময় উহার এঞ্জিন স্থানচ্যুত হওয়ায় বিমানখানি ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু উহা অপেক্ষাকৃত ধীরে অবতরণ করায় আরোহিগণ সামান্য মাত্র আহত হইয়াছে।

প্রতারণায় দণ্ড

বর্ত্তমানে লিকুইডেশনপ্রাপ্ত শিলোত্রি ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ শিলোত্রি ২ লক্ষ টাকার উপর কোম্পানীর কাগজের সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ছাত্রের প্রতি দণ্ড

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, যে রাজসাহী কলেজের ছাত্র শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায় ও হেমন্তকুমার দাস দণ্ডবিধি আইনের ১৮৬ ধারায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতার সভায় পুলিশ রিপোর্টারকে বাধা দিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজসাহীর এস, ডি, ও'র আদালতে তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। তিনি প্রত্যেককে ৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন, জরিমানা দিতে অপারগ বিধায় কয়েক সপ্তাহের সশ্রম কারাদণ্ডভোগ। জরিমানা টাকা দিবার জন্য এক বিশেষ সময় প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু এস, ডি, ও, সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় টাকা তৎক্ষণাৎ দাখিল করা হয়।

আসাম কাউন্সিলে
শ্রীহট্ট ও কাছাড়-সমস্যা

শিলং ১৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবর্গের অধিবেশনে খান বাহাদুর কুত্তবুদ্দিন আহম্মদের প্রস্তাবে আসামের বাজেট বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। গত ১৯২৬।২৭ খৃষ্টাব্দের অতিরিক্ত ব্যয়ের একটা দাবী মঞ্জুর হওয়ার পর পাবলিক একাউণ্টস্ কমিটির গত ১৯২৬।২৭ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট গৃহীত হয়। অতঃপর সিলেট ও কাছাড়ের বঙ্গভুক্তি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস এই মর্ম্মে মূল প্রস্তাবের এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, সিলেট ও কাছাড় জিলার যে সকল লোক চৌকীদারী ও মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেয়, তাহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা হউক। মুসলমান সদস্যগণ উক্ত জিলা ২টি আসামের অন্তর্ভুক্ত রাখার সমর্থন করিয়া স্বরাজী সভ্যগণকে উপহাস করেন, পক্ষান্তরে স্বরাজ্য দল ও অপর কয়েক জন হিন্দু সদস্য সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থন করেন। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সংশোধন প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য হয় এবং সিলেট ও কাছাড়কে আসামের অন্তর্গত রাখা সম্পর্কে মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিয়ামিতে ভীষণ ঘূর্ণীবায়ু

মিয়ামিতে যে ভীষণ ঝড় হইয়াছে, তাহাতে অন্যূন ১ শত ৫০ জন লোক মারা গিয়াছে। ঝড়টা এখন ক্রমশঃ উত্তর দিকে হ্যাটেরাস অন্তরীপের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের বাণিজ্য

জাতিসঙ্ঘের দ্বিতীয় কমিটিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা-কালে মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেন যে, জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কার্য্যে সহযোগিতা করিতে ভারতবর্ষের বিশেষ আগ্রহ আছে এবং সেই উপলক্ষে তিনি প্রদর্শন করেন, যে সকল দেশ এতাবৎ প্রধানতঃ কাঁচা মাল উৎপন্ন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা যদি সেই সকল কাঁচামাল শিল্পসামগ্রীতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাদিগের সেই ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছার প্রতি বক্রতা করা হইবে না। এইরূপে ভারতবর্ষ তাহার কৃষিজাত সামগ্রী ও শিল্পসামগ্রীর একটা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তাহার শুল্ক ব্যবস্থা নিয়মিত করিবার অধিকার দাবী করে। এ কারণ, বাণিজ্য আমদানী-উৎপাদক, তাহাদিগের ব্যবসায় উন্নতি-সংক্রান্ত অন্তরায় দূর করিবার চেষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

ক্রীতদাস প্রথার বিলোপে
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জেনিভা সংঘে জাতিসঙ্ঘ সমিতির ষষ্ঠ কমিটিতে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ লকার ল্যাম্পসন ক্রীতদাস প্রথা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করেন, সেই রিপোর্টের সমালোচনা-প্রসঙ্গে জাতিসঙ্ঘ সমিতির সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় প্রতিনিধি মিঃ অ্যাপার্ট বলেন যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় বৃটিশ রক্ষণাধীন সায়েরালিয়ন রাজ্যে ক্রীতদাসত্ব প্রথার সম্পূর্ণরূপ বিলোপ সাধিত হইয়াছে।

জাতিসঙ্ঘ সমিতি কর্ত্তৃক মিঃ লকার ল্যাম্পসন ক্রীতদাস প্রথা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাক-জাহাজে
ঐন্দ্রজালিকের মৃত্যু

লণ্ডন, ১৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, খ্যাতনামা ঐন্দ্রজালিক ও যাদুকর ক্লাইড ম্যাকলীন পি এণ্ড ও কোম্পানীর "রাওলপিণ্ডি" নামক জাহাজে নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু জাহাজ মার্সেল বন্দরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য চিত্র তুলিবার জন্য তিব্বত পর্য্যন্ত তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না। মানুষের আশার ভরসা কতটুকু?

বঙ্গীয় ছাত্র-কনফারেন্স

নিখিল বঙ্গীয় ছাত্র কনফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন, আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার উক্ত কনফারেন্সের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ঐ দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বক্তৃতা হইবে। ২৩শে সেপ্টেম্বর বিষয়-নির্ব্বাচক সমিতির অধিবেশন, ব্যায়াম প্রদর্শন প্রভৃতি হইবে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর পারিতোষিক বিতরণ, কনফারেন্সের অধিবেশন, আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে।

খড়্গপুরে হিন্দু-মুসলমানের বৈঠক

খড়্গপুরের ১৯শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, খড়্গপুরের অশান্তির ভাব কাটিয়া গিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গতকল্য একটী বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠকে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি বি, এন, রেলের এজেণ্ট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানেরা এই দাবী করেন যে, তাঁহাদিগকে রেলওয়ের কারখানায় শতকরা ৭০টি চাকুরী ও থাকিবার বাসা দিতে হইবে। এজেণ্ট তাহাতে অস্বীকৃত হন। এজেণ্ট ২০শে তারিখে কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কোন আপোষ-নিষ্পত্তি হয় না, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট খড়্গপুরে দাঙ্গা-সম্পর্কিত মামলা মোকদ্দমার বিচারে ব্যস্ত আছেন।

আমেরিকার
প্রেসিডেণ্ট সমস্যা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচন উপলক্ষে উভয় রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট দলে দ্বন্দ্ব চলিতেছে। উভয় দলই স্ব স্ব দলের মনোনীত ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্টরূপে নির্ব্বাচিত করাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, এই ব্যাপারে উভয় দলের ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

জার্ম্মাণ হইতে বিমানপোতে
টোকিও

জার্ম্মাণ বৈমানিক ভন হুয়েনফেল্ড সুইডিশ ইঞ্জিনিয়ার লিণ্ডিনারকে সঙ্গে করিয়া 'য়ুরোপা' নামক জার্ম্মাণ বিমানপোতে টোকিও যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সোফিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপল, বোগদাদ, করাচী, কলিকাতা, ব্যাঙ্কক এবং ক্যাণ্টন হইয়া তিনি ৮ দিনে টোকিওতে পৌঁছিবার আশা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই আশ্বিন, সোমবার—১৩৩৫।

জ্ঞানাভিমানীর অজ্ঞতা

'পরমেশ্বর তত্ত্ব পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত জানা যায় না'—একথা জীবের দুর্দ্দৈব জীবকে কিছুতেই বুঝিতে দেয় না। দুর্দ্দৈব বুঝাইয়া দেয়—"ভগবানকে জানিতে চাও, ব্যাকরণ পড়িয়া সংস্কৃত ভাষায় কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া লও, শেষে বেদান্ত দেখিলেই ভগবত্তত্ত্ব-বিচার বুঝিয়া লইতে পারিবে।" দুর্দ্দৈব প্রদর্শিত এই আরোহপন্থানুসরণে হতভাগ্য জীবগণ দুই চারি খানি সংস্কৃত পুঁথি-পড়া বিদ্যা লইয়াই বেদান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন। সেই পুঁথিগত বিদ্যার অহঙ্কার তাঁহাদিগকে এতই উন্মত্ত করিয়া ফেলে যে, বেদান্তের মুখ্য সহজ অর্থে আর তাঁহাদের মন উঠে না, তাঁহারা নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলাইবার জন্য নানা কষ্টকল্পনা দ্বারা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বেদের গৌণার্থ প্রকাশ পূর্ব্বক নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে কোমলশ্রদ্ধ জনগণের সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

—

বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—শব্দের দুইটী বৃত্তি আছে—অভিধা ও লক্ষণা, অভিধাবৃত্তি দ্বারাই বেদের মুখ্যার্থ উপলব্ধি করা যায়, লক্ষণা একেবারেই বিপরীত অর্থ করিয়া বসে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শ্রুতি—এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই প্রমাণ শিরোমণি, অন্যান্য প্রমাণ শ্রুতির অনুগত হইলেই প্রমাণ মধ্যে গণ্য, নতুবা নহে। শ্রুতি বাক্যের যে মুখ্যার্থ, তাহাই প্রমাণ, তাহার লক্ষণা করিতে গেলেই তাহাকে 'অনুমানের' অধীন করিয়া তাহার স্বতঃ-প্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। শ্রুতিবাক্য সমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং ব্যাসসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ।

—

যে 'ভগবৎ' শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের একমাত্র অধীশ্বর—সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ একটী নিত্য সবিশেষ তত্ত্বকেই মুখ্যভাবে নির্দ্দেশ করে, সেই ভগবানের গৌণার্থ কল্পনা দ্বারা তাঁহাকে কেবল একটী নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব মাত্র বলিলে কি তাঁহার পূর্ণতার হানি করা হয় না? একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলেই দেখা যায়, যে সকল শ্রুতি পরতত্ত্বকে 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল প্রাকৃত আকার বা প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত আকার বা অপ্রাকৃত বিশেষই স্থাপন করিয়াছেন মাত্র। এতৎ সম্বন্ধে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচার-যোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতিই অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—তাহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেননা জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম"—এই তৈত্তিরীয় বচন (তৈঃ ভৃঃ ১ অনু) হইতে পাওয়া যায়—'যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর—তিনিই ব্রহ্ম। এই সকল বেদবাক্য হইতে পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্বরূপ ত্রিবিধ লক্ষণ দ্বারা ভগবান যে নিত্য সবিশেষ, তাহা লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অভিধা বৃত্তির সাহায্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আবার 'বহু স্যাম্' (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃউঃ ১৷১) এই শ্রুতিবাক্যানুসারে তিনি প্রাকৃত শক্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সে সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই, ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন ও যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত নিত্য অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল অর্থাৎ পরব্রহ্ম যে নিত্য সবিশেষ তত্ত্ব, ইহা—সর্ব্ববেদ সম্মত।

—

উপনিষদে যে 'ব্রহ্ম' শব্দ পাওয়া যায় তাহাই 'পূর্ণাবস্থায় স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। বেদের এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য স্বল্পবুদ্ধি মানবজাতির বোধগম্য নহে বলিয়া মহর্ষিগণ পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম-সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

—

সেই পর ব্রহ্ম শ্রীভগবানের শক্তি এমনই অচিন্ত্য যে, তাঁহাতে যুগপৎ সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। জড় জগতে দুইটী বিরুদ্ধধর্ম্মের একত্রাবস্থান কখনও সম্ভবপর হয় না, কেন না জড়জগতের বিরুদ্ধধর্ম্মসকল পরস্পরের অনিষ্টকারী, কিন্তু চিজ্জগতে সেই বিরুদ্ধধর্ম্মগুলির অপূর্ব্ব সমন্বয় বর্ত্তমান। শ্রীভগবান্ একই সময়ে সরূপ ও অরূপ, বিভু ও মূর্ত্তিমান, নির্লেপ ও ক্রিয়াময়, অজ ও নন্দাত্মজ, সর্ব্বারাধ্য ও গোপ, সর্ব্বজ্ঞ ও নরভাব প্রাপ্ত; সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, চিন্তাতীত ও রসময়, অসীম ও সীমাবান্, অত্যন্ত দূরস্থ ও নিকটস্থ, নির্ব্বিকার আবার গোপীগণের মানে ভীত—এইরূপ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মসকল শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে, শ্রীকৃষ্ণনামে ও শ্রীকৃষ্ণলীলোপকরণে নিত্য সমঞ্জসভাবে চিল্লীল-পোষক। এরূপ অচিন্ত্যশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেবল নিরাকার বা নির্ব্বিশেষ বলা যায়, তাহা হইলে 'অর্দ্ধকুক্কুটী' ন্যায়ানুসারে তাঁহাতে অপূর্ণত্বই আরোপ করা হয়।

—

(১) "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" (শ্বেঃ ৩৷১৯), (২) "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" (ঈশাবাস্য ৫ম মঃ) প্রভৃতি শ্রুতিবচন আলোচনা করিলে জানা যায়—(১) সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত পদ, হস্ত, চক্ষু ও কর্ণ রহিত হইয়াও শীঘ্র চলেন, সমস্ত বস্তুই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপে সকল জ্ঞেয় বস্তুকেই জানেন, অথচ তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, কেন না—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্ব্ব-কারণকারণ, মহান্ পুরুষ বলিয়া জানেন, (২) সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান—ইহাই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিত্ব। শ্রুতিবাক্যের এই সকল মুখ্যার্থ ছাড়িয়া যাঁহারা লক্ষণা-বৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দবিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎ-স্বরূপে নিত্যবিরাজমান ব্রহ্মকে নিত্য-নিরাকার বলিতেছেন, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬৷৮)—এই বেদ-বাক্যমূলক বহুশাস্ত্রবাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটী স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইলেও তাঁহাকে 'নিঃশক্তিক' বলিতেছেন, তাঁহাদের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ, এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম তাঁহারা কেবল বঞ্চিত হওয়ার জন্যই পাইয়াছেন, জানিতে হইবে।

—

মায়াবাদী জ্ঞানী ভগবানকে নিঃশক্তিক বলিতে গিয়া ভগবানের শক্তিপরিণাম-বাদ স্বীকার না করায় অতি ভয়ঙ্কর বিবর্ত্তবাদের আবাহন করিয়া বসেন। বিষ্ণুপুরাণ "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥" "হ্লাদিনী সন্ধিনী, সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ-বর্জ্জিতে॥" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর বলিতেছেন—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুঃ"—অর্থাৎ 'সনাতন পুরুষ—বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট, অপরের তাদৃশ শক্তিসমূহ নাই।' শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্র শক্তিঃ—আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য সহস্র শক্তিবিশিষ্ট। ব্রহ্মসূত্র বলেন—'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ'—আত্মার এই প্রকার বিচিত্রতা আছে। আবার "শক্তি শক্তি-মতোরভেদঃ"—এই বেদান্ত বাক্যেও সশক্তিক ভগবানের কথা বলা হইয়াছে। গীতায়ও ত্রিবিধশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। পরমেশ্বরের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার চিচ্ছক্তি-বিলাস। এত স্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ থাকিতেও শ্রীভগবান্‌কে 'নিঃশক্তিক' বলিবার সাহস মহানাস্তিকতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবান্‌কে শক্তিমত্তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার শক্তিকে অজ্ঞানপ্রসূত অনিত্য অবস্থা-বিশেষ জ্ঞানে নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মের লক্ষ্মী-ভূত বিষয় বলিয়া মনে করা কেবলাদ্বৈত বাদী জ্ঞানীর কিরূপ জ্ঞানের পরিচয়, তাহা বিজ্ঞগণই বিচার করুন।

—

মানব তাহার সসীম খণ্ড অসম্যক্ অপূর্ণ অক্ষজ জ্ঞানাহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া যতই অসীম অখণ্ড সম্যক্ পূর্ণ অধোক্ষজ ভগবজ্‌জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, ততই তাহার জ্ঞানের সমস্ত অপূর্ণতা ভগবানে আরোপ করিয়া ভগবান্‌কেও তাহারই দলের একজন করিয়া ফেলে।

প্রভৃতি অলসজ্ঞানপ্রমত্ত আরোহবাদীর পক্ষে ভগবানকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক বা সাকার সবিশেষ সশক্তিক বলিয়া স্বীকার করা না করা অন্ধের পক্ষে রাত্রি বা দিবা স্বীকারের ন্যায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং সত্য সত্যই যদি জ্ঞানীর পরব্রহ্ম ভগবজ্জ্ঞানলাভের স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বিচারে অচিরেই শ্রৌতপন্থানুসরণে শৌতবিচার অবলম্বন করুন, নচেৎ উন্মত্তের ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহা বলিবার পরিবর্ত্তে নিজের জ্ঞানের বাহাদুরী নিজের নিকট করিয়াই মৌন থাকুন—ভগবানকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক প্রভৃতি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সেইরূপ হতভম্ব হইয়া থাকুন, তবেই তাঁহার বাহাদুরী বুঝিতে পারিব।

নিমাই

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিমাইয়ের সঙ্গে এই ঈশ্বর পুরীর আবার কি ভাব কেমন ক'রে চেনা-পরিচয় হ'লো তা বলি শোন। একদিন নিমাই ছেলেদের পড়িয়ে টোল হ'তে বাড়ী আসছে, সঙ্গে অনেক ছেলেও আছে, পথে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে দেখা হ'ল। নিমাই সর্ব্বগুণের গুণী, তার ভাব কেও বুঝতে পারে না, যেমনি হোক সব লোকেই তাকে কেমন একটা ভক্তি করে—ভালবাসে। ঈশ্বর পুরীকে একটা সামান্য লোক—চাকরের মত দেখেও নমস্কার ক'রলে। ঈশ্বর পুরী নিমাইকে খুব গম্ভীর সিদ্ধ পুরুষের মত দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'ঠাকুর তোমার নাম কি? কি পুঁথি পড়াও? তুমিই বা কি পড়?" নিমাই কোন কথা ব'ল্লে না—চুপ ক'রে রইল, শেষে ছেলেরা বল্লে—নিমাই পণ্ডিত। ঈশ্বর পুরী নিমাই পণ্ডিত নাম শুনে খুব খুসী হ'লো, বল্লে, 'তুমিই সেই।' নিমাই শুনে আর কিছু না ব'লে, কি মনে ক'রলো বলা যায় না। "আজ আমার বাড়ীতে আপনার ভিক্ষার নিমন্ত্রণ" ব'লে খুব আদর ক'রে, তাকে বাড়ী নিয়ে গেল। শচীদেবী বাড়ীতে অতিথি এয়েছে দেখে আদর সৎকার ক'রে, রান্নার নৈবেদ্য এনে দিলেন; তিনি প্রসাদ পেয়ে ঠাকুর-ঘরে—বিষ্ণু যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে গিয়ে ব'সলেন। একটু পরে নিমাই সেখানে এলে পর, ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণকথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন। কথা বলতে বলতে বে-হোঁস ভাব হ'য়ে এলো, চোখ দিয়ে জলের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে দেখা গেল। নিমাই কোন কথা ব'লছে না, চুপ ক'রে ব'সে আছে, আর তার প্রেমের ধারা দেখে মনে মনে ভারি খুসী হ'চ্ছে। ঈশ্বরপুরী এই ভাবে খানিক কৃষ্ণকথা ব'লে উঠে গেলেন, নিমাইও টোল পড়াতে বেরিয়ে গেল। ঈশ্বর-পুরীর এসব কথা তখন আর কাকেও কিছু ব'ল্লে না।

ঈশ্বরপুরী সেই দিনই নবদ্বীপে এসে-ছিলেন। অদ্বৈতগোসাঞী আর নিমাই-য়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে, গোপীনাথ আচার্য্যির বাড়ী গিয়ে থাক্‌লেন। ইনি নবদ্বীপে যে ক'মাস ছিলেন, গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতেই থাক্‌তেন।

ঈশ্বরপুরীকে পেয়ে বৈষ্ণবরা ভারি খুসী হইছিলেন, সব বৈষ্ণবই তাঁকে একবার ক'রে দেখ্‌তে যেতেন। ঈশ্বর-পুরীকে দেখে নিমাইয়ের মনের ভাব কেমন হইছিল বলা যায় না, নিমাইও তাঁকে একবার ক'রে দেখ্‌তে যেতো, খানিকক্ষণ ব'সে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তবে বাড়ী আসতো।

গদাধর পণ্ডিতও একজন খুব প্রেমিক লোক ছিলেন। তাঁর প্রেম দেখে সকল বৈষ্ণবই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ইনি ছেলেবেলা হ'তেই সংসারে বিরক্ত ছিলেন—ঘর-সংসার বড় ক'রতেন না। ইনি কৃষ্ণ-লীলামৃত নাম দিয়ে একখানা বই—পুঁথি লিখিছিলেন এ পুঁথিখানা নিমাই নিজেও পড়ে, ছেলেদেরও পড়ায়। বৈষ্ণবরা গদাধর পণ্ডিতকে যেমন ভাল-বাসতেন, ঈশ্বরপুরীও তেমনি তাকে খুব ভালবাসতেন। নিমাই রোজ পড়ান'র পর ছেলেদের ছুটী দিয়ে সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরপুরীকে নমস্কার ক'রতে যেতো, ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দেখে খুব খুসী হ'তেন। নিমাইকে ভগবান্ ব'লে না বুঝ্‌লেও খুব একজন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ পণ্ডিত আর ভারি বুদ্ধিমান্, মানুষের এ রকম হ'তে পারে না ব'লে মনে ক'রতেন। একদিন নিমাই ঈশ্বরপুরীর কাছে গেলে পর, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'নিমাই! তুমি পরম পণ্ডিত, আমি কৃষ্ণ-চরিত নাম দিয়ে একখানা বই লিখিছি, বইখানা প'ড়ে দেখে, এতে কোন দোষ আছে কি না, আমাকে ব'ল্লে, আমি ভারি খুসী হই। নিমাই বল্লে, দেখুন, ভক্তের লেখা—কৃষ্ণকথা, এতে যে দোষ দেখে সে পাপী। ভক্তের কবিত্ব যেমন তেমন কেন হোক্ না, ভগবান্ তাতেই নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হন, কেন না, বিষ্ণুকে নমস্কার করবার সময়, যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা বলেন, বিষ্ণবে নমঃ। আর যারা মূর্খ তারা বলে বিষ্ণায় নম। ভগবান্ এ দুয়েরই কথায় খুসী হন। ভগবান্ বোঝেন যে, মূর্খও আমাকে নমস্কার করছে, পণ্ডিতও আমাকে নমস্কার করছে। মূর্খ শুদ্ধ কথাটী জানে না, পণ্ডিতে জানে; দুইয়েরই মনের ভাব, যে এক, তা' ভগবান্ বুঝতে পারেন। এই জন্য বলছি, আপনার যে রকম প্রেমের বর্ণনা, তাতে দোষ ধ'রবে এমন সাহসিক লোক ত দেখা যায় না। নিমাইয়ের কথা শুনে ঈশ্বরপুরী বড় খুসী হ'লেন—গায়ে যেন অমৃত ঢেলে দিল, এমনি মনে করতে লাগলেন। তার পর আবার হেসে বল্লেন, না না, এতে তোমার দোষ কি? তোমার পাণ্ডিত্য আর আমার পাণ্ডিত্য এতে অনেক তফাৎ, যেখানে দোষ দেখ্‌তে পাবে, অবশ্যই আমাকে ব'ল্‌বে, তুমি দেখ্‌লে আমার আর কোন সন্দেহ থাকে না। এই কথা শুনে নিমাই আর কিছু বল্লে না, রোজ রোজ দু' চার দণ্ডবৎ ক'রে ক'রে পুঁথি দেখা-শুনো হ'তে লাগ্‌লো। একদিন পুঁথি খানার একটা কবিতা শুনে নিমাই ব'ল্লে, আপনার কবিতার এই পদটা আত্মনেপদী নয়, পরস্মৈপদী হ'লেই ধাতুটা ঠিক লাগে। এই রকম দোষ ধ'রে নিমাই বাড়ী গেল। ঈশ্বরপুরীও একরকম কম লোক নন, সব শাস্ত্রেই এঁর বেশ পাণ্ডিত্য আছে, নিমাইয়ের কথা শুনে মনে বেশ খট্‌কা লেগে গেল; কবিতাটা নিয়ে খুব ভাবতে লাগ্‌লেন। অনেক ভাবা-চিন্তার পর দেখ্‌লেন, নিমাই পদটাকে যে পরস্মৈপদী বলেছে তা নয়, আত্মনে-পদীই ঠিক। পরদিন নিমাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেই তিনি বল্লেন, দেখ, কা'ল তুমি যে ওপদটাকে পরস্মৈপদী বল্লে, তা তো হয় না। ওটা আত্মনেপদী হবে। কথাটা শুনে নিমাই একটু মুচ্‌কে হাস্‌লো, ঈশ্বরপুরী তা দেখ্‌তে পাইনি। কথাটার মানে আর কিছুই নয়, আত্মনেপদী আর পরস্মৈপদী-পদ বসানটাই একটু শক্ত; ব্যাকরণে বেশ জ্ঞান থাকা চাই, কলে যাদের কোন দোষ হয় নি দেখে, বিশেষ তাঁকে ঠকান, নিমাইয়ের ইচ্ছা নয় ব'লে, বেশ আনন্দের সঙ্গে বল্লে, বা! আপনার ব্যাখ্যা শুনে আমি বড় খুসী হ'লাম। এই ব'লে, ঈশ্বরপুরীর মনটাও বেশ খুসী করলে। পদটার দোষ ধ'রে আর কিছু ব'ল্লে না। ঈশ্বরপুরী এই রকম ভাবে কতক দিন নিমাইয়ের সঙ্গে বিদ্যে-চর্চ্চা করার পর, সাধু সন্ন্যাসীদের বেশী দিন এক জায়গায় থাকা ভাল নয় ব'লে, নবদ্বীপ থেকে চ'লে গেলেন।

নিমাই সব সময়ই পুঁথি নিয়ে থাকে, কোন্ পুঁথিতে কি আছে, আর সব পণ্ডিতরা লোককে যা বুঝিয়ে দেয়, সে সব কথা পুঁথিতে আছে কি না, কেবল এই খোঁজ ক'রতে থাকে। বড় বড় অধ্যাপক যাঁরা, তাঁদেরও দোষ দেখিয়ে দেয়—শাস্ত্রের ঠিক মানে ক'রতে যে ভুল করেন, তা ব'লে ফেলে। এমন কেউ নেই যে, নিমাই কোন দোষ ধরলে, তা বুঝিয়ে দিতে পারে। ব্যাকরণে নিমাই-য়ের মত আর কেও ছিল না, এর জন্যে অহঙ্কার ক'রে বেড়াত। ভট্টাচার্য্যদের তো গ্রাহ্যই করতো না, মনে মনে উপহাস ক'রতো। এই ভাবে নিমাই আপন আনন্দে মনের সুখে, বেশ ফূর্ত্তির সঙ্গে সমস্ত নবদ্বীপ সহরের ভেতর বেড়িয়ে বেড়াত।

সব জায়গাতেই দেখা যায়, শিক্ষক আর ছাত্রদের মধ্যে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব—ছাত্রেরাও শিক্ষকের কাছে, স্কুলের সময় ছাড়া যেতেও চায় না, শিক্ষকের কাছে থাকতেও ভালবাসে না। নিমাই সে রকম শিক্ষক ছিল না—নিমাই যখন টোলে ব'সে পড়ায়, কেবল সেই সময়ই ছাত্রেরা নিমাইকে ভয় করে, নিমাইও তাদের কাছে এমন গম্ভীর ভাব দেখায় যে, কোন ছাত্রই একটা বাজে কথা ব'ল্‌তে সাহস করে না। টোলের ছুটী হ'লে নিমাইয়ের আর এ ভাব থাকে না। এক বয়সী ছেলেরা যেমন হাসি-তামাসা ক'রে আনন্দে বেড়ায়, নিমাইও সেই ভাবে ছেলেদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করে, বন্ধু-বান্ধবেরা যেমন বেড়ায়, খেলা করে, গল্প করে, নিমাইয়েরও ছেলেদের সঙ্গে সেই ভাব। নিমাই বেড়াতে গেলে অনেক ছাত্র তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ায়। অধ্যাপকের মত একবারেই মনে করে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(শিক্ষাদশকমূলম্)

(৮৩)

হরেঃ শক্তেঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ
পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং
কলিমলং।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং
সুবিমলং
ততঃ প্রেম্ণঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং
নিত্যবিষয়ে ॥

শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শকতি।
চিদচিৎ বিশ্বরূপে পায় পরিণতি ॥
বিবর্ত্তাদিবাদ মিথ্যা কলিকাল-মল।
শ্রুতির বিরুদ্ধবাদ জগৎ জঞ্জাল ॥
শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব
অমলসিদ্ধান্ত আর শ্রুতির সম্মত ॥
সর্ব্বদা অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব বৈষ্ণে।
নিত্যসিদ্ধ প্রেমসিদ্ধু হয়, নিত্যানন্দে ॥

সখ্যা অতিষ্ঠাদ্যোতেবভক্তজান।
যে কহিল, ভজি সেই গৌর ভগবান্ ॥

(৮৪)

শ্রুতিঃ কীর্ত্তাখ্যানিং স্মরণ-নতি-পূজা
বিধিগণা
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গানি শ্রদ্ধা-পবিত্রহৃদয়ঃ
সাধয়তি বা
ব্রজে সেবালুব্ধো বিমলরসভাবং
স লভতে ॥
নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম যদ্যপি সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে প্রকটিত হয় ॥
শ্রবণকীর্ত্তনস্মৃতি অর্চ্চন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন ॥
নববিধ ভক্তি অঙ্গ যে করে সাধন।
শ্রদ্ধাপূত চিত্তে প্রেম লভে সেইজন ॥
নবধা সাধন ভক্তি দ্বিবিধ প্রকার।
বৈধিভক্তি এক, রাগানুগাভক্তি আর ॥
শাস্ত্রের শাসনে ভজে নাম বৈধিভক্তি।
রাগানুগা ব্রজবাসী ভাবে অনুগতি ॥
ব্রজে সেবালুব্ধ রাগে যে করে ভজন।
সুবিমল রসভাব লভে সেই জন ॥
শুদ্ধভক্তি অভিধেয় জ্ঞান কর্ম্ম শূন্য।
যে কহিল, ভজি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

(৮৫)

স্বরূপাবস্থানে মধুররসভাবোদয় ইহ
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-স্বজনজনভাবং
হৃদি বহন্।
পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎ
সুখমহো
বিলাসাখ্যে তত্ত্বে পরমপরিচর্য্যাং
স লভতে ॥
নবধা সাধন ভক্তি সদানুশীলনে।
স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয় জীবগণে ॥
বদ্ধভাব ছাড়ি স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি।
ভাগবতে কহে এই জীবের সুকৃতি ॥
মুক্তজীবস্বরূপে হইয়া অবস্থিত।
নিত্য কৃষ্ণদাস্য রসে হয় অনুরত ॥
মধুর রসাধিকারী কোন মহাশয়।
সঙ্গেতে মধুর রসের হয় ভাবোদয় ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণের কোন স্বজনানুগত।
সেবকের সেবাকার্য্যে হয় অনুরক্ত ॥
সেই ভাব হৃদয়েতে করিয়া ধারণ।
বাহিরেতে সদা করে শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
জগতের অতুল সম্পৎ সুখরূপ।
শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি লভে অনুরূপ ॥
ক্রমে ক্রমে রাধাকৃষ্ণ বিলাসাখ্যতত্ত্বে।
পরিচর্য্যা সুখ লাভ করে অচিরেতে ॥
রসের ভজনে সেবা লভে ভাগ্যবান্।
যে কহিল, ভজি সেই গৌর ভগবান্ ॥

(৮৬)

প্রভুঃ কঃ কোজীবঃ কথমিদমচিদ্-
বিশ্বমিতি বা
বিচার্য্যৈতানর্থান্ হরিভজনকৃচ্ছাস্ত্রচতুরঃ।
অভেদাশাং ধর্ম্মান্ সকলমপরাধং
পরিহরন্
হরেন্নামানন্দং পিবতি হরিদাসো হরি-
জনৈঃ ॥
কে আমার প্রভু? কেবা আমি জীবরূপ।
কিবা হয় চিদচিৎ বিশ্বের স্বরূপ?
সম্বন্ধাভিধেয়-তত্ত্ব প্রয়োজন আর।
ত্রিতত্ত্ব-মূলক ইহা করিয়া বিচার ॥
শাস্ত্রার্থ-চতুর হরি করিবে ভজন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম, অভেদাশা করিবে বর্জ্জন ॥
সেবা-অপরাধ যত দূরে পরিহরি।
দশনাম অপরাধ যত্নে ত্যাগ করি ॥
হরিদাস অভিমানে হরিদাস-সঙ্গে।
কৃষ্ণনামানন্দ রস পান করে রঙ্গে ॥
স-সম্বন্ধে নাম ভজ অপরাধশূন্য।
যে কহিল, ভজি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

(৮৭)

সংসেব্য দশমূলং বৈ হিত্বাঽবিদ্যাময়ং
জনঃ।
ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে সাধুসঙ্গতঃ ॥
শিক্ষাদশমূল সদা করিলে সেবন।
অবিদ্যা আময়মুক্ত হয় সর্ব্বজন ॥
জীবের স্বভাব সাধুসঙ্গে করে পুষ্টি।
পঞ্চ পুরুষার্থ প্রেমা লভি হয় তুষ্টি ॥
গুরুপাশে দশমূল শিখে ভাগ্যবান্।
যে কহিল, ভজি সেই গৌর ভগবান্ ॥
॥ ইতি শিক্ষাদশকমূলম্ ॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

গত ৬ই আশ্বিন শনিবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে মহা সমারোহের সহিত 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব' সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীপাদ মুকুন্দ দাসাধিকারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ত্তন এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ কলিবৈরী বেদান্তভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক যথারীতি সুসম্পন্ন হইলে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৪শে হৃষীকেশ ৮ই আশ্বিন ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫২ অ ৫।৫৩ গৌরদশমী রা ৯।৮ উত্তরাষাঢ়া রা ১২।৩৮

২৫ হৃষীকেশ ৯ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫ ৫২ অ ৫।৫২ গৌরৈকাদশী পর রা ৯।৩৩ শ্রবণা রা। পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।

নানা কথা

সর্পাঘাতে মৃত্যু

গত শনিবার রাত্র দ্বিপ্রহরের সময়ে আমঘাটায় একটী স্ত্রীলোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও নাকি একটি ওঝা জলপড়া দ্বারা ঐ স্ত্রীলোকটীর পুনর্জ্জীবনের প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার সকল কেরামত নিষ্ফলতায় পরিণত হইয়াছে।

রেলওয়ে ইঞ্জিন বিকল

যে 'লাইট' রেলওয়ে ট্রেনটী কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশন হইতে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশনে ১২টার সময় আসে গত শুক্রবার পথিমধ্যে সেই ট্রেণটীর ইঞ্জিন হঠাৎ খারাপ হইয়া যাওয়ায় উহা যথা সময় নবদ্বীপ ঘাটে পৌছিতে পারে নাই। ফলে উহা ১টার সময় কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে ফিরিয়া যাইতে না পারায় যে ট্রেণটি শান্তিপুর হইতে প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় নবদ্বীপ ঘাটে আসে তাহা কৃষ্ণনগর হইতেই শান্তিপুর, ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। নবদ্বীপ ঘাটের ট্রেণটী ৪টার সময় কৃষ্ণনগর যায় এবং তৎপরক্ষণেই ফিরিয়া আসে এবং তৎপর পুনরায় কৃষ্ণনগর ফিরিয়া যায়। এই আকস্মিক বিপদের নিমিত্ত নবদ্বীপের লোকেরা একটার সময় কলিকাতা যাইতে পারে নাই এবং যোগবাণী ট্রেণে যে সকল লোক নবদ্বীপের দিকে আসে তাহাদের স্বীয় গন্তব্যস্থানে পৌছিতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

কারণ কি?

আমরা প্রায় স্থান হইতেই ভীষণ বন্যার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু আবার কোন কোন স্থান হইতে বন্যার পরিবর্ত্তে তদ্বিপরীত জলাভাবের সংবাদও প্রাপ্ত হইতেছি। সম্প্রতি কুষ্টিয়ায় এক সংবাদে প্রকাশ, গত আগষ্ট মাস হইতে তথায় জল প্রায় হয় নাই, গড়াই নদীর জল স্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই হ্রাস হইয়াছে, পক্ষান্তরে রৌদ্রের তাপ অতিশয় তীক্ষ্ণ। এই সকল কারণে তথাকার আমন ধান্যের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, শাক্-সব্জী অনেক স্থানেই জলাভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, জগতি ও বারদি নামক গ্রামদ্বয়ে ম্যালেরিয়ার বড়ই প্রকোপ দেখা দিয়াছে, কুষ্টিয়া সহরেও স্থানে স্থানে এই সর্ব্বগ্রাসী রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে তথায় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি?

নদীয়া জেলা-শিক্ষক-সম্মিলন

হাইকোর্টের উকীল ডাঃ রাধাবিনোদ পাল নদীয়া জিলা শিক্ষক-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন। আগামী ৭ই অক্টোবর কুষ্টিয়ায় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মজুমদার অভ্যর্থনা-সমিতির নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইটালীতে গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা

ইটালীতে বৈধশাসন প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে তথায় একটী গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নূতন ব্যবস্থা অনুসারে গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলই গভর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হইয়াছে। এই কাউন্সিলই আপীলের চরম আদালত হইবে, ইহা আইনের ব্যাখ্যা করিবে এবং গভর্ণমেণ্টের উপস্থাপিত সকল সমস্যার সমাধান করিবার ভার ইহার উপর অর্পিত থাকিবে। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান নায়ক হইবেন। উভয় পার্লিয়ামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রিগণ, প্রধান মন্ত্রীর আণ্ডার সেক্রেটারীগণ, স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র বিভাগীয় মন্ত্রী এবং কর্পোরেশনের মন্ত্রী এই কাউন্সিলের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন। ইহা ব্যতীত ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদলের প্রধান কর্ম্মচারী, ফ্যাসিষ্ট দলের সেক্রেটারী এবং আণ্ডার সেক্রেটারী, শ্রমিক, কৃষি এবং শ্রমশিল্প বিভাগের প্রেসিডেণ্টগণ সমবায় সমিতি সমূহের প্রেসিডেণ্ট ও ইহার সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের অনুমতি ভিন্ন উক্ত কাউন্সিলের কোন সদস্যকে দণ্ডবিধি বা পুলিশ কার্য্যবিধি অনুসারে গ্রেপ্তার করিতে পারা যাইবে না। রাজ্য শাসন সংক্রান্ত সকল কার্য্যই কাউন্সিলের পরামর্শ অনুসারে হইবে কাউন্সিল রাজার উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবেন।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

গত শুক্রবারে হাওড়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিষ্টার সিমসন ১১ বর্ষীয় একটি হিন্দু বালিকাকে গুরুতর প্রহার করার অপরাধের জন্য অমূল্য দাস নামক এক যুবককে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০টা বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়াছেন। প্রকাশ উক্ত বালিকা হাওড়া জিলার কোন এক গ্রামের প্রান্তরস্থিত এক খেজুর গাছের ফল আহরণ করিতেছিল আসামী তাহাকে একটা ঝোপের মধ্যে লইয়া গিয়া ভীষণ প্রহার করিয়াছে।

জামসেদপুরের শ্রমিক সমস্যা

জামসেদপুরের ২১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার শ্রমিক-সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু বাবা গুরুদিৎ সিংহের সহিত তথায় পৌঁছিয়াছেন এবং শ্রমিকদিগের অভিযোগের প্রতিকারের নিমিত্ত জেনেরল ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মিঃ হোমী পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বী এক শ্রমিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা প্রদানপূর্বক পুরাতন শ্রমিক-সমিতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। শ্রীযুত বসু এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন প্রকার বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া পুরাতন শ্রমিক-সমিতিতে যোগদানপূর্বক উহাকে শক্তিশালী করা সকলেরই কর্তব্য কিন্তু মিঃ হোমীর দল ইহাতে আদৌ কর্ণপাত করিতেছেন না। প্রকাশ, প্রায় নয় শত শ্রমিক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে সম্মত হইয়াছে। বাধ্যো প্রত্যাবর্তনের সময় আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনগরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

শ্রীনগরের ২১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার শেষরাত্রে তথাকার বাজারের একটী অংশে আগুন লাগে এবং বৃহস্পতিবার সমস্তদিন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে। এই প্রচণ্ড অগ্নিতে প্রায় ৭ শত দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা, লোকজন মারা যাওয়ার সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

মাদ্রাসার ছাত্রদের আপোষ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছু দিন পূর্বে কলিকাতা মাদ্রাসার আরবী ও ইংরাজী বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে কোন একটি বিষয় লইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং উহা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হয়। দুই দিন যাবৎ হাঙ্গামা পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে, ফলে উভয় পক্ষ বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে থাকে, অতঃপর আরবি বিভাগের ছাত্র সৈয়দ আবুহলিম ও কাজি আমীর হোসেন এবং ইংরেজী বিভাগের ছাত্র আহছানুল করিম ও মেনহাজউদ্দিন এই ছাত্র চতুষ্টয়ের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে গত বুধবার দিবস উক্ত গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে ও উভয় পক্ষের মনোমালিন্য বিরোধভাব দূরীভূত হইয়াছে। উভয় পক্ষ ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবার মানসে অত্র একটী মিলন পার্টির বন্দোবস্ত করিয়াছে।

গোধরা হাঙ্গামা

বোম্বাইয়ের ২১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গোধরায় হাঙ্গামার পুনরভিব্যক্তি হইয়াছে, যে হাসপাতালে আহত হিন্দু নেতৃবর্গের চিকিৎসা হইতেছে, মুসলমানগণ সেই হাসপাতাল আক্রমণ করিয়াছিল, যে কক্ষে ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য মিঃ মুকন্দমকে রাখা হইয়াছে, তথায় বাহির হইতে ইষ্টকাদি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্টের স্বার্থপরতা

মুন্সীগঞ্জের ২০শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সার্কেল অফিসার বাবু নীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি শ্রীনগর থানার অধীন বাড়ৈখাল ইউনিয়ন বোর্ডের কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু সতীশ চন্দ্র বসু তাঁহার কন্যার বিবাহে বোর্ডের তহবিল হইতে একহাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাঁহাকে এই টাকাটা পূরণ করিয়া দিতে বলা হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি টাকা দিতে অসমর্থ হন। তখন উক্ত সার্কেল অফিসার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৪০৩ ধারা অনুসারে বোর্ডের কাগজপত্র আনিবার জন্য আদেশ দেন এবং ঐ গুলি আনা হয়। প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি দুইশত টাকার জামীনে মুক্ত আছেন। আগামী ৩রা অক্টোবর মামলার শুনানীর তারিখ পড়িয়াছে।

নাইট্রিক এসিড পান

স্কটিশ-চার্চ-কলেজ-হিন্দু-হোষ্টেলের বি, এ শ্রেণীর ছাত্র বানিয়াবঙ্গ নিবাসী ললিতকৃষ্ণ দে নাইট্রিক এসিড পান করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কলেজ হাসপাতালে তাহার অবস্থা এখন আশঙ্কাজনক। ললিত দুইখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিল, একখানি কলেজের অধ্যক্ষের নামে, অপরখানি বাড়ীতে মাতার নামে। অধ্যক্ষ ২খানি চিঠিই পাইয়াছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

চীন দ্বন্দ্বের অবসান

মুকডেনের সংবাদে প্রকাশ, চিহেলীর সান্টাং সৈন্য দল ঘোরতর যুদ্ধের পর মাঞ্চুরিয়ার সেনাপতি ইয়াংউটিংয়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। ঐ যুদ্ধে ৩ হাজার মাঞ্চুরিয়া সৈন্য আহত হইয়াছেন। উক্ত যুদ্ধের ফলে জাতীয় দলের জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইয়াংউটিং, সান্টাং সৈন্য দল দমনের জন্য জাতীয় দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে মহিলা বৈমানিকের মৃত্যু

মিস মার্গারেট ফনোর ওয়েলবি নাম্নী বিমানপোতপরিচালিকা ইংলণ্ডের ব্রোকল্যাণ্ড নামক স্থানে বিমানপোত ধ্বংস হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইংলণ্ডে যে সকল রমণী বিমানপোত পরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথমে বিমানপোত ধ্বংসে প্রাণত্যাগ করিলেন। লেডী কারবেরী নাম্নী এক মহিলাও গত মার্চ্চ মাসে নাইরোবি সহরে একটা লোককে বিমানপোত পরিচালনা শিখাইতে গিয়া মারা পড়িয়াছিলেন।

মিঃ ব্যারণের দান

ব্যারণ বারহার্য্য গত ২০ বৎসরের ভিতর বিভিন্ন হাসপাতাল এবং অনাথাশ্রমের সাহায্য-কল্পে ৭৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার প্রদত্ত অর্থের শতকরা ৭৫ অংশ খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং অবশিষ্ট অংশ ইহুদি প্রতিষ্ঠানসমূহের উপকারার্থ ব্যয় করা হইবে। দানের পাত্র নির্ব্বাচনের ভার সম্পূর্ণরূপে ট্রষ্টিদিগের উপর অর্পিত আছে। লর্ড রেডিং এই ট্রাষ্ট বোর্ডের সভাপতি।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

২১শে সেপ্টেম্বর আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী মিঃ নিকোলস রায় আসাম মিউনিসিপ্যাল সংশোধক বিল উপস্থিত করেন। এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপিত মিউনিসিপ্যালিটী ব্যতীত অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীতে যে জমীর উপর মূল্যবান গৃহাদি আছে, তাহার কর হ্রাস করা। শিক্ষামন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লা প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনের নিয়মাবলী সভায় পেশ করেন।

পুনরায় পুস্তক বাজেয়াপ্ত

সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেন্টের বলে গত ২১ সেপ্টেম্বর পুনরায় পুলিস পুস্তকবিক্রেতা দণ্ডপাণি কোম্পানীর দোকানে খানাতল্লাসী করিয়া সুব্রহ্মণ্য ভারতীর প্রায় ১২টি জাতীয় সঙ্গীত-গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হরিদ্বারে সত্যাগ্রহের অবসান

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, হরিদ্বারে ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা প্রত্যাহৃত হওয়ায় সত্যাগ্রহের প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়াছে।

পুরাতন আসামীর নূতন দণ্ড

জলদয়াল ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে একটি ৬ ঘরা রিভলভার রাখিবার অভিযোগে অস্ত্র আইনের ১৯ চ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। শুক্রবার আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আসামী করপোরেশন রাজনৈতিক ডাকাতী মামলায় ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। উক্ত দণ্ডভোগকালে রাজসাহী জেলের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রায় ৫ শত কয়েদী মুক্ত করিবার অভিযোগে তাহার আরও ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল।

রিসিভার নিয়োগ

ভগবতী বাবুর কন্যা শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী ও তাঁহার পরলোকগতা দুই ভগ্নী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে যে একখানি অর্পণনামা সম্পাদন করেন, তাহা বাতিল করিবার জন্য শ্রীমতী হেমন্তকালী দেবীর পক্ষ হইতে প্রার্থনা করা হয়। পক্ষান্তরে যাঁহার অনুকূলে উক্ত অর্পণনামা সম্পাদিত হয়, তাঁহার পুত্রগণ রিসিভার নিয়োগের প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী হেমন্তকালীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, উক্ত অর্পণনামা কাল্পনিক, সে অনুসারে কখনও কাজ করা হয় নাই। দলিল সম্পাদন করিয়া দিলেও তিনি ও তাঁহার ভগ্নীরাই সম্পত্তি দখলীকার ছিলেন। জজ মামলার বিষয় আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া রিসিভার নিয়োগের আদেশ দিয়াছেন।

ভীষণ বজ্রপাত

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর জামসেদপুরে অপরাহ্ণে এক ভীষণ বজ্রপাত হওয়ায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। ১ জন সিপাহী স্থানীয় স্কুলের নিকট পাহারা দিতেছিল, বজ্রাঘাতে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। ধাতকিদি বাজারে ৫ জন লোক আহত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে বিলাসী নাম্নী একটী বালিকার হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্ট ৪ জনের মধ্যে ২ জনের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে। আর ২ জন সামান্য ভাবে আহত হওয়ায় তাহাদিগকে আর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় নাই। স্কুল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ চ্যাটার্জ্জী ও কয়েকটি বালকেরও সামান্য ধাক্কা লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সকলেই অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হইয়াছে। ২ জন শ্রমিক কাজে যাইতেছিল, বজ্রাঘাতে তাহারা ২ জনই মারা গিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে মোট ৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ই আশ্বিন, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র গুহ মহাশয় "দীক্ষিত ব্যক্তি কোন্ শাস্ত্রানুসারে উপবীত ধারণ করেন,"—এই বিষয়টী জানিতে চাহিয়াছেন। এই সকল বিষয় গৌড়ীয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই বিষয়টী বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছি।

'দীক্ষা' কথাটির অর্থ আলোচনা করিলে উক্ত প্রশ্নের যাবতীয় সংশয় আপনা হইতেই মিটিয়া যায়। দীক্ষা অর্থে দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত জ্ঞান। অপ্রাকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির কখনই শূদ্রতা সম্ভব হইতে পারে না, এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং
জায়তে নৃণাম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিলাস)

—যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংস্য নিকৃষ্ট ধাতু হইয়াও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষা বিধানের দ্বারা মনুষ্যমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।

পঞ্চম বেদ শ্রীমহাভারতও বলিয়াছেন,
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-
কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি
সংস্কৃতঃ॥

—উমাদেবীর প্রশ্নে বৈষ্ণবপ্রবর মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি! জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও কর্ম্মানুসারে নানা নীচ যোনীতে জন্মগ্রহণ করে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণেতর নীচকুলোদ্ভূত শূদ্রগণও আগম-সম্পন্ন অর্থাৎ পঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার দীক্ষা বিধানের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত বহু আচার্য্যগণের চরিত্রেও আমরা দেখিতে পাই। আচার্য্যপ্রবর শিষ্টাগ্রগণ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল প্রচারক শ্রীপাদ রামানুজের দীক্ষা-গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ ও তাঁহার গুরু শঠকোপ দাস শূদ্রকুলোদ্ভূত হইয়াও দীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে ও শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীল রঘুনন্দনের বংশে এবং শ্রীহরিহোড় বংশে দ্বিজসংস্কার আজও পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রে শৌক্র, সাবিত্র, ও দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া সাবিত্র ও দৈক্ষ্য জন্মের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন, এই সম্বন্ধে বেদ, উপনিষদ, ভাগবত ও পুরাণে অসংখ্য আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়; আবার ব্রাহ্মণকুলে শৌক্র জন্ম লাভ করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভের পরিবর্ত্তে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন,—শাস্ত্রে এরূপ আখ্যায়িকারও অভাব নাই। স্থানাভাব বশতঃ আমরা সে সকল কথা এস্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে বিরত হইলাম। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নিরূপণ-প্রণালী শাস্ত্র-সম্মত নহে, উহা কলিকালোচিত ধর্ম্মের প্রভাব বলিয়াই মনে হয়। লক্ষণানুসারে বর্ণ-নিরূপণ করাই সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সুতরাং উহাই একমাত্র মুখ্য বিধি। দীক্ষিত ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রে ভরদ্বাজ সংহিতায় ২য় অধ্যায় ২৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব
হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য
প্রতিবোধয়েৎ॥

—পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-প্রভাবে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। গুরুদেব স্বীয় বিনীত দৈক্ষ্য পুত্রকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ব্রহ্মে নিক্ষেপ অর্থাৎ ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রার্থ শিক্ষা দিবেন।

স্মার্ত্ত-মতে যে শূদ্র-দীক্ষার কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা নিতান্ত আধুনিক ও স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দনের স্বকপোলকল্পিত। শূদ্রে দীক্ষা-প্রদানের দ্বারা দীক্ষাদাতার পাতিত্য-দোষ ঘটে, শাস্ত্রে ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণুপূজার অধিকার-লাভের নিমিত্তই দীক্ষার আবশ্যকতা। শূদ্রের বিষ্ণুপূজায় অধিকার নাই, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত, দীক্ষিত ব্যক্তি যদি শূদ্রই থাকিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুপূজায় অধিকার-লাভ কি প্রকারে হইবে? দীক্ষিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার অর্থাৎ উপবীত গ্রহণ সম্বন্ধে কোন বাধা থাকিতে পারে না। স্মার্ত্ত সমাজ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জন্ম দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ প্রথা প্রচলন পূর্ব্বক যে মহদনর্থ সংঘটন করিয়াছেন, তাহার ফলে কেহই শাস্ত্রের যথার্থ উক্তি বিষয় লাভ করিয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এরূপ কুপ্রথা যত শীঘ্র অপসারিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল।

দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য

সাধুসঙ্গ ব্যতীত কোন প্রকারেই ভক্তিলাভ সম্ভবপর হয় না। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তি অতি যত্নের সহিত সাধুসঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইবেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণই প্রকৃত সাধু। স্মার্ত্ত বৈষ্ণবগণ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ন্যায় বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ, আতপান্নভোজী, সদাচার-সম্পন্ন ও লক্ষ নাম-গ্রহণকারী হইয়াও শুদ্ধ বৈষ্ণব বা সাধু হইতে পারেন নাই। ময়ূর পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের ন্যায় তাহাদিগকে অসৎ জানিয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বৈষ্ণবাচার। স্মার্ত্ত বৈষ্ণবগণ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অনুকরণে যে সকল হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা হরিকীর্ত্তনের ন্যায় হইলেও বিষয়কথা-কীর্ত্তন। গৌরপার্ষদ পণ্ডিত জগদানন্দ বলিয়াছেন—

অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
যদি করিবে কৃষ্ণ নাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি দূরে পরিহর॥

পদ্মপুরাণ বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু উহা সেবনে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না হইয়া বিষেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধুমুখ-নিঃসৃত হরিকথামৃত পানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণবের মুখ-নিঃসৃত হরিকথার আবরণে বিষয়-কথা শ্রবণ করিয়া মঙ্গল হওয়ার কথা দূরে থাক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ সেবনের ন্যায় অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ভগবান্ই ছিলেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব কেহই ছিলেন না, তিনিই একমাত্র জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, সুতরাং যাবতীয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্ট ও তাঁহারই ভোগ্য, আমরা কেহ কোন বস্তু সঙ্গে লইয়া আসি নাই, সঙ্গে লইয়া যাইবও না, কেবল ভগবানের মোহিনীশক্তিতে মোহিত হইয়া ঐ সকল ভগবদ্-বস্তুতে মমতা করিয়া দু' দিনের জন্য নাড়া-চাড়া করি মাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মায়ার কি অচিন্ত্য প্রভাব! যাহার জিনিষ তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও প্রাণ থাকিতে দিতে পারি না। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র-ভাণ্ডার স্থাপন, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ প্রভৃতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া মহা-বদান্যতার পরিচয় প্রদান করি। কিন্তু অহো, যাঁহা হইতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাঁহার কৃপায় আমরা বাঁচিয়া আছি, যিনি সুখ-দুঃখ-প্রদাতা—সেই ভগবানের নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে পারি না, ইহা কি মায়ার আশ্চর্য্য অঘটন-ঘটিয়সী শক্তির পরিচয় নয়? ঐ শুনুন, সর্ব্বশাস্ত্রসার সর্ব্ব-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কি বলিতেছেন,—

তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন
এব সঃ।

—ভগবৎপ্রদত্ত দ্রব্য যিনি ভগবান্কে না দিয়া স্বয়ং ভোগ করেন, তিনিই প্রকৃত চৌর্য্যাপরাধী অপরাধী। আমরা যে দরিদ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের দারিদ্র্য-মোচনার্থ স্থানে স্থানে দরিদ্র-ভাণ্ডার খুলিতেছি, দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য কতই না প্রয়াস করিতেছি, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বা নিজেদের কতটুকু উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা ভাবিবার কি আমাদের একবারও অবসর হইবে না? কেনই বা এই সব দুর্দ্দৈব জীব-কুলকে পুনঃ পুনঃ গ্রাস করিতেছে? তাহার মূল কি? এ সকল কথা কি একবারও আমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি? যদি আমরা এ সকল বিষয় স্থিরচিত্তে ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, ভগবৎসেবা-বিমুখতাই আমাদের দুঃখের মূল কারণ—ঐ শুনুন, বিচার করুন, সর্ব্বশাস্ত্রসার ভারতবাসীর একমাত্র আদরের ধন ভগবানের মুখ-নিঃসৃতা বাণী গীতা কি বলিতেছেন—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

আমাদের এই সকল কথাকে কেহ হয় ত সাম্প্রদায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, "কেন আমরা কি ভগবানের সেবা করিতেছি না? দরিদ্র-নারায়ণের সেবা কি ভগবানের সেবা নয়? তাহার উত্তরে আমরা বলিব, ভাই! যাহা হইতে সমগ্র সম্পদের উদ্ভব হইয়াছে, স্বয়ং সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় নিরত, তাঁহাকেও তুমি দরিদ্র স্থির করিয়া নিজকে ধনের মালিক বোধ করিতেছ? ইহাই কি তোমার সুবুদ্ধিমত্তার পরিচয়? কখনই না, তবে তুমি বলিতে পার, ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা জড়জগতের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতেছে, কিন্তু তাহাও ভৌতিক। ভৌতিক উপকারের ফলও ভৌতিক। উহা দ্বারা দাতা বা ভোক্তার

নিত্য মঙ্গল নাই, নিত্য আনন্দ নাই, আছে কেবল চরমে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ।

ভগবানের সেবার নিমিত্ত বাগবাজারের বিখ্যাত মসি-ব্যবসায়ী জগদ্বন্ধু দত্ত মহোদয় ভক্ত ও ভগবানের সেবার নিমিত্ত যে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন, উহা প্রাকৃত দান নহে, উহার ফল ভৌতিক অর্থাৎ জড়জগতের বা সূক্ষ্ম-জগৎ স্বর্গাদির ক্ষণভঙ্গুর সুখ দুঃখময় নহে, পরন্তু নিত্যানন্দ, বৈকুণ্ঠ সেবানন্দ। জগবন্ধুর দান জগতে মায়াবদ্ধ জীবের কোন ভৌতিক ক্ষণিক উপকার সাধন না করিলেও উহা দ্বারা জীবাত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল প্রভূত পরিমাণে সাধন করিবে সাংসারিক অভাব চিরকালের জন্য প্রশান্ত করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? জগবন্ধুর দানই আদর্শ-দান, উহাই প্রকৃত দান, পাঠকবর্গ। এ সকল কথা আমাদের অতিস্তুতি মনে করিবেন না, যদি আপনারা ভগবানের মুখনিঃসৃতবাণী গীতার সহিত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা ও মনে মনে বিচার করেন, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেক বর্ণটীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কেবলাদ্বৈতবাদ নিরসন

শ্রীভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াগুণ-মোহিত জীবগণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। তামস প্রকৃতির লোকেরা বলেন—জীব জড়-গুণোদ্ভূত একটী পদার্থ মাত্র, জড়দেহের সহিতই তাঁহার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি। রজস্তমোমিশ্র ব্যক্তিগণ মনুষ্য ব্যতীত আর কাহাকেও জীব বলেন না, পশুগণকে মনুষ্য-ভোগ্য 'জীবপ্রায়' ও ভগবৎপার্ষদগণকে জীব হইতে কিছু উচ্চতত্ত্ব বলেন, তাঁহারা মানবের পূর্ব্ব বা পরজন্ম স্বীকার করেন না। রাজস ব্যক্তিগণ মানুষ, পশু, পক্ষী সকলকেই জীব বলেন, জন্মজন্মান্তরও বিশ্বাস করেন, কিন্তু জীবের লোকগতি ব্যতীত ঊর্দ্ধচিদ্গতির কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। রজঃসত্ত্বমিশ্র লোকগণেরও ঐরূপ শুদ্ধ চিদ্গতির প্রতি তত শ্রদ্ধা নাই। সাত্ত্বিক মনুষ্যেরা জীবের নির্ভেদগতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন।

সাত্ত্বিক জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, ব্রহ্ম ও জীবে কোন ভেদ নাই, আপাততঃ যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে। তাঁহাদের জীবেশ্বরে অভেদবাদ স্থাপনের মূল কারণই হইতেছে—ব্যাসসূত্রোক্ত 'পরিণামবাদে'র তাৎপর্য্যোপলব্ধির অভাব। তাঁহাদের আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ 'শঙ্কর' হইয়াও তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য কহিলেন—"পরিণাম অর্থে বিকার।" এক্ষণে এই জীব ও জড়াত্মক জগৎকে যদি ঈশ্বরের পরিণাম বা বিকৃতি বলিতে হয়, তাহা হইলে নির্ব্বিকার ঈশ্বরেরও একটী বিকৃত অবস্থা মানিয়া লইতে হয়, দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, জগৎও সেইরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি—ইহা স্বীকৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং পরিণামবাদ স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে যেমন সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতা-বশতঃ একটী রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভয় হয় ও সেই ভয় হইতে নানা ফলোৎপত্তি হয়, জগতের পক্ষেও সেইরূপ। জগৎ নাই অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতেছে, তাহাই বিবর্ত্ত, এই বিবর্ত্তবাদ মানিলে আর ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না।" আচার্য্যের এই ব্যাখ্যা পাইয়াই তাঁহারা অদম্য উৎসাহে অভেদবাদ প্রচার আরম্ভ করিলেন। (১) কেহ বলিলেন বস্তুতঃ জীব বলিয়া কোন তত্ত্ব নাই, ব্রহ্মেই জীবভ্রম হইতেছে মাত্র। অবিদ্যা-অধ্যাস-ক্রমে মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদভ্রম। অবিদ্যারূপ ঘটাবরণটী তিরোহিত হইলেই মহাকাশরূপ ব্রহ্মের-বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ জীবস্বরূপ অবিদ্যাহঙ্কার দূরীভূত হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। (২) কেহ বলিলেন—ব্রহ্ম—বিম্ব, জীব অবিদ্যায় প্রতিবিম্ব-প্রতীতি মাত্র, বস্তুতঃ জীব নাই, অবিদ্যাভ্রম বিগত হইলেই জীবের জীবত্ব নির্ব্বাণ হয়। (৩) অপর কেহ বলিলেন, জীবেশ্বরে যে ভেদ-প্রতীতি, তাহার কোন বাস্তবসত্তা নাই, একটী মায়াভ্রমরূপ উৎপাত মাত্র আছে।" এইরূপ অভেদবাদে দেশ ছাইয়া পড়িল।

অভেদবাদিগণের সিদ্ধান্ত কেবল কুতর্কাধ, উহার মূলে কোন প্রকার সত্য নাই, নিতান্ত হাস্যাস্পদ জানিয়াও ভক্তগণ ক্ষুদ্রজীবের মুখে 'আমিই স্বয়ং ব্রহ্ম' এরূপ স্পর্দ্ধার কথা আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা একে একে তাহাদের অভেদবাদের সমস্ত যুক্তিগুলি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন।

ভক্তগণ কহিলেন,—(১) 'ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া জীব হইয়াছে'—এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ব্রহ্মবস্তুকে মায়া কি করিয়া স্পর্শ করিবে? ব্রহ্ম যদি লুপ্তশক্তিও হন, তাহা হইলেও ত' মায়া-শক্তি লুপ্ত, সেখানে মায়ার ক্রিয়া কোথায়? অথবা যদি কেবল পরাশক্তিকেই জাগরিত রাখ, তাহা হইলেও ত' মায়া তুচ্ছ শক্তি, সে কেমন করিয়া চিচ্ছক্তিকে পরাজয় করিয়া জীব সৃষ্টি করিবে? মহাকাশ খণ্ড খণ্ড করিয়া ঘটাকাশ করা যায় বলিয়া অপরিমেয় অখণ্ড বস্তু ব্রহ্মকে কি করিয়া মায়িক আবরণ দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করা যাইবে? মোট কথা ব্রহ্মে মায়ার ক্রিয়া আদৌ সম্ভব হইতে পারে না।

(২) সূর্য্য যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, বিম্ব স্বরূপ ব্রহ্মও সেইরূপ মায়ায় প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব হইয়াছে—এ সিদ্ধান্তও বড় অদ্ভুত। সসীম বস্তুই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, কিন্তু অসীম বস্তু ব্রহ্ম কেমন করিয়া প্রতিবিম্বিত হইবে? সুতরাং প্রতিবিম্ব-বাদও আদৌ স্বীকার্য্য নহে।

(৩) জীব বস্তুতঃ কিছুই নয়, ভ্রম-বশতঃ জীববুদ্ধি, ভ্রম দূর হইলেই একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম থাকেন, ইহাও নিতান্ত হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত। 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—এই সূত্রানুসারে ব্রহ্মই যদি একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব হইলেন, ব্রহ্ম ব্যতীত আর যদি কিছু নাই, তবে ভ্রম কোথা হইতে আসিবে? আর কাহারই বা ভ্রম? রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, এস্থলে রজ্জুরই যদি অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে কেমন করিয়া ভ্রমোদয় সম্ভব? যদি বল, ব্রহ্মেরই ভ্রম, তাহা কি কখনও সম্ভব? সুতরাং এ সকল খণ্ডনযোগ্য সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া লাভ কি?

"ভগবানের সহিত অভেদ হইয়া লইতে পারিলে ভগবানের ভোক্তৃত্বপদটী পাওয়া যায়, সুতরাং ভোগের আর কোন অসুবিধা থাকে না। সেবা-সেবক সম্বন্ধ মানিতে হইলে অনেক হাঙ্গামা, এক অন্ধ কপর্দ্দকও নিজের ভোগে লাগাইবার উপায় নাই, যথাসর্ব্বস্ব ভগবানকে নিবেদন করিতে হইবে, কিন্তু অভেদবাদে আর সে সব অসুবিধার কথা কিছু নাই, কেবল দিন কতক মাত্র গুরু স্বীকার করিয়া ব্রহ্মোপাসনার একটু ভাণ দেখাইতে হইবে, শেষে যখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি,' ইহা বুঝিব, তখন আর কেই বা কাহার উপাসনা করে? —সোঽহং সোঽহং সোঽহং।" অদ্বৈতবাদী যখন এই বলিয়া বড়ই উল্লাসভরে লাফাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন ভক্ত বলিলেন—"বাপু হে, লম্ফঝম্পগুলি একটু থামাও, স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বেদ কি বলিতেছেন, একবার শুনিয়া লও।"

বেদ বলেন—(১) 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।' (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০)—মায়াধীশ ঈশ্বর মায়া দ্বারা এই জড় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন অন্য আর একটী তত্ত্ব অর্থাৎ জীব মায়া-দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া পরমেশ্বরের একটী শক্তি, মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর।'

(২) 'তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।' (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯ মন্ত্র)—সেই জীব-পুরুষের দুইটি স্থান—জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয়মধ্যে স্বীয় সন্ধ্যা তৃতীয় স্বপ্নস্থান-স্থিত। তিনি সেই সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।

(৩) 'তদ্যথা মহামৎস্য উভে কূলেহনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।' (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৮)—(জীবের তাটস্থ্য-ধর্ম্ম বলিতেছেন।) যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখনও পূর্ব্ব, কখনও বা পর তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যবর্ত্তী কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয় কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূল সঞ্চরণ করেন।

(৪) 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ব্যুচ্চরন্তি।' (বৃহদারণ্যক ২।১।২০) (শ্রীভগবানের তটস্থ শক্তিপ্রসূত জীবসমূহ তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট, তাই অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের উদাহরণ দিতেছেন—অগ্নি যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে।

(৫) "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬-৭)—সর্ব্বদা সংযুক্ত দুইটী সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য জন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে দর্শন করেন। কর্ম্মফল-ভোক্তা জীব একই বৃক্ষের মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া শোক করেন। যখন আপনা হইতে ভিন্ন পরমেশ্বরকে পরিসেবিত হইতে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম রূপ-গুণ-লীলা-মহিমার অনুশীলন করেন।

(৬) "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং

সাম্যমুপৈতি।" (মুণ্ডক ৩।১।৩)—(জীব ও ঈশ্বরে ভেদ যে কেবল ব্যবহারিক নহে, পরন্তু পারমার্থিক, তাহা ব্যক্ত হইতেছে,) যখন ধ্যাতা বা দ্রষ্টা জীবসকলের একমাত্র কর্ত্তা, হেমকান্তি পরমেশ্বর, ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থল, পরমপুরুষ ভগবানকে দর্শন করেন, তখন সেই জীব তত্ত্বজ্ঞ হন এবং প্রাকৃত জগতের পাপ ও পুণ্যের মল হইতে বিধৌত হইয়া নির্ম্মল শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন ও পরমসমতা লাভ করেন অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে সমজাতীয়ত্ব—উভয়েই সচ্চিদানন্দ বস্তু, তবে ভগবান বিভু সচ্চিদানন্দ, জীব অণু-সচ্চিদানন্দ—এইরূপ অনুভূতি হয়।

বেদশাস্ত্রে এইরূপ ভূরিভূরি ভেদ-দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। গীতোপনিষদেও "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ও "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং" শ্লোকদ্বয়ে ভগবানের অপরা বা মায়াপ্রকৃতি ও মায়া হইতে পৃথক ভগবানের একটি জীবস্বরূপা পরাপ্রকৃতি স্বীকৃত হইয়াছে। এতাদৃশ সহজ ভেদ-প্রতিপাদক বহু বহু শাস্ত্রবচন থাকিতেও মায়াবাদী কেন যে কুতর্ক উঠাইয়া অভেদ কল্পনা করেন, তাহা বুঝা যায় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভক্তগণ ঈশ্বর হইতে জীবের নিত্যভেদ স্বীকার পূর্ব্বক মায়াবাদীর অভেদবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিলেও তাঁহারা 'অভেদ' কথাটী অস্বীকার করিতেছেন না, তবে মায়াবাদী 'অভেদ' শব্দের যেরূপ কদর্থ করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হন, সেরূপ অর্থ সম্পূর্ণরূপে গর্হণই করেন। ভক্তগণ বলেন, মায়াবাদিগণ যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো,' প্রভৃতি প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া অভেদ প্রতিপাদন করেন, তাহার অর্থ 'জীবই ব্রহ্ম—তাহা নহে,' পরন্তু জীব ব্রহ্মজাতীয় বস্তু অর্থাৎ জাতীয়ত্বে এক বলিয়া জীবেশ্বরে নিত্য অভেদ, কিন্তু বিভুত্ব ও অণুত্ববিচারে নিত্য ভেদ—এইরূপ অর্থ হইবে। গীতায় যখন জীবকে ঈশ্বরের শক্তি বলা হইয়াছে, তখন "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"—এই বেদান্তবাক্যমতে শক্তিমান্ ও শক্তিতে অভেদ স্বীকৃত, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও অভেদ স্বীকৃত, আবার দ্বা সুপর্ণাদি বাক্যে নিত্যভেদ উপলব্ধি। সমস্ত বেদবাক্যে সামঞ্জস্যে বিরোধ না থাকায়, নিত্য ভেদ নিত্য অভেদ উভয়ই সত্য। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাই ভেদ এবং অভেদবাদের একটী অপূর্ব্ব সমন্বয় দ্বারা যুগপৎ ভেদাভেদবাদ প্রচার করিলেন এবং তাহা মানববুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া তাহার 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নাম দিলেন। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব যাবতীয় সিদ্ধান্তের সার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের আনুগত্য করলেই জীব মায়ামুক্ত হইয়া পূর্ণরূপে আত্মকল্যাণলাভে সমর্থ হইবেন, মায়াবাদ-হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহার আত্মবিনাশ লাভ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীভগবানের নিত্য সেবা বা ভক্তিলাভ ব্যতীত ভগবৎকৃপালাভের আর অন্য উপায় নাই। গীতায় "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা . মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" শ্লোকে ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা হইয়া কৃষ্ণের পরাভক্তিলাভের কথাই আছে, উহার পরবর্ত্তী "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" শ্লোকেও পরাভক্তি দ্বারাই জীব ভগবানের স্বরূপ ও স্বভাবতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম লাভ করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে 'বিশতে মাং' শব্দের দ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিয়া লইতে হইবে না, কিন্তু জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত হইয়া ভগবৎস্বরূপের সেবানন্দ লাভ করাই বুঝিতে হইবে। 'জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়,—জ্ঞানী এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি সর্ব্বথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তের পাদপদ্ম নিত্যসেবাজ্ঞানে আশ্রয় করুন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৮৮)

ইতি প্রায়াং শিক্ষাং চরণমধুপেভ্যঃ
পরিদিশন্
গণন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত নিজ-
দীর্ঘোজ্জ্বলবপুঃ।
পরানন্দাকারো জগদতুলবন্ধুর্যতিবরঃ
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে॥
শিক্ষাদশমূল উপদেশি ভক্তগণে।
গলদশ্রুধারা বহে কমল নয়নে॥
স্নাত তাহে নিজ দীর্ঘ উজ্জ্বল শরীর
জগৎ অতুল বন্ধু যতীশ্বর ধীর।
পরম আনন্দ মূর্ত্তি অতি সুমোহন।
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন॥

(৮৯)

গতির্গৌড়ীয়ানামপি সকল-
বর্ণাশ্রমজুষাং
তথা চৌড়ীয়ানামতিসরলদৈন্যাশ্রিতহৃদাং।
পুনঃ পাশ্চাত্যানাং সদয়মনসাং তত্ত্ব-
সুধিয়াং
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে॥
গৌড়ীয় ভক্তের যিনি একমাত্র গতি।
সর্ব্ববর্ণ সর্ব্বাশ্রমীর—একমাত্র পতি॥
অতিদীন-স্বভাব শুদ্ধ সরল-হৃদয়।
উৎকল-দেশবাসী জনের সমাশ্রয়॥
পশ্চিমের ভক্তগণ-একান্ত-শরণ।
স্মৃতি পথে থাক সেই শচীর নন্দন॥

(৯০)

অহো মিশ্রাগারে স্বপতি বিরহোৎ-
কণ্ঠহৃদয়ঃ
শ্লথাৎ সন্ধের্দৈর্ঘ্যং দধদতিবিশালং
করপদোঃ।
ক্ষিতৌ ধৃত্বা দেহং বিকলিতমতি-
র্গদ্গদবচঃ
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু
স মে॥
শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে কৃষ্ণের বিরহ।
উৎকণ্ঠ-হৃদয়, সন্ধি-শ্লথ সর্ব্বদেহ॥
আশ্চর্য্য বিশাল দীর্ঘ কর পদগণ।
বিকলিত-মতি [illegible] ॥
'হা' 'কৃ' 'রে'-'রে' আদি গদগদ বচন।
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন॥

(৯১)

গতো বদ্ধাদ্দ্বারাৎ পলগৃহমধ্যাদ্বহিরতো
গবাং কালিঙ্গানামপি সমতিগচ্ছন্
বৃতিগণং।
প্রকোষ্ঠে সঙ্কোচাদ্ বত নিপতিতঃ
কচ্ছপ ইব
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং
গচ্ছতু স মে॥
বদ্ধদ্বার প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহ হৈতে।
তিনটী প্রাচীর লঙ্ঘি আসি বাহিরেতে॥
কালিঙ্গ গাভীর গৃহ-প্রকোষ্ঠ-ভিতর।
অতিশয় প্রেমে সঙ্কোচিত পদকর॥
পড়িয়াছিলেন যিনি কচ্ছপ যেমন॥
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন॥

(৯২)

ব্রজারণ্যং স্মৃত্বা বিরহবিকলান্তর্বিলপিতো
মুখং সং ঘৃষ্যাঙ্কং রুধিরমধিকং
উদ্ধিধরহো।
ক মে কান্তঃ কৃষ্ণো বদবদবদেতিপ্রলপিতঃ
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং
গচ্ছতু স মে॥
বিরহে বিকলমন স্মরি বৃন্দাবন।
কাঁদিয়া ভিত্তিতে মুখ করেন ঘর্ষণ॥
শশিমুখে মুখে বলে 'কোথা বৃন্দাবন।
বল কোথা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
বিপ্রলম্ভ রসে সদা প্রলাপ বর্দ্ধন।
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন॥

(৯৩)

পয়োরাশেস্তীরে চটকগিরিরাজে
সিকতিলে
ব্রজন্ গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং
লৌকিতুমহো।
গণৈঃ সার্দ্ধং গৌরো দ্রুতগতিবিশিষ্টঃ
প্রমুদিতঃ
শচীসূনুঃ সাক্ষাৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে॥
সিন্ধুতীরে বালুময় চটক পর্ব্বতে।
দেখি গোবর্দ্ধন জ্ঞান হয় আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখিবারে গৌর অতি হৃষ্টচিত্ত।
বায়ুবেগে ধাইয়া চলিল অতি দ্রুত॥
পাছে পাছে চলে স্বরূপাদি
ভক্তগণ।
স্মৃতি-পথে থাক সেই শচীর নন্দন॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

গত ৬ই আশ্বিন শনিবার কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে সন্ধ্যায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বেলা প্রায় ২ ঘটিকা হইতেই কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী এবং দূরবর্ত্তী বহুস্থান হইতে ভক্তগণ ভগবৎকথা শুনিবার জন্য শ্রীমঠে আসিতে থাকেন। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার মধ্যেই ভক্তবৃন্দের এরূপ বিপুল সমাগম হইয়াছিল যে, শ্রীমঠের কোন স্থানে তিল ধারণের স্থানের পর্য্যন্ত অভাব হইল। অনেক ভদ্রলোককে বাধ্য হইয়া শ্রীমঠের বহিঃপ্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কীর্ত্তনের পর বক্তৃতার কার্য্য আরম্ভ হয়। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর স্বয়ং শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তনের পর সভাভঙ্গ হয়। এদিকে বেলা প্রায় ৫ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টা ১টা পর্য্যন্ত সমাগত ভক্তবৃন্দকে অকাতরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীমঠের স্থান সে বিরাট জনসঙ্ঘের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও অভ্যর্থনা ও প্রসাদ-বিতরণের বন্দোবস্ত এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, সমাগত ভক্তবৃন্দের কাহারও কোন অসুবিধা বোধ করিতে হয় নাই। শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণের জন্য লোকের ক্রমশঃ উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণের আর আনন্দের সীমা নাই। ঐ দিবস সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।—

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রোপ্রাইটার, বসুমতী, বিহারীলাল মল্লিক, নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, দেওয়ান বাহাদুর অসিতরঞ্জন চৌধুরী, জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র, গোপাল হরি ঘোষ চৌধুরী জমীদার, সতীশ চন্দ্র বসু জমীদার, রেভারেণ্ড ফাদার প্রফেসর ডাঃ জোহান্‌স, কালিদাস আঢ্য, রামাচরণ আঢ্য, ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন এম, বি,

বর্দ্ধমানী মণ্ডল য়্যাডভোকেট, পঞ্চানন ঘোষাল- ঐ, নগেন্দ্রকুমার দত্ত—ঐ, যোগেশচন্দ্র বসু—ঐ, মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী জমীদার, রাজা নারায়ণ দাস বর্ম্মণ, ডাঃ টি, কে ঘোষ এল,এম, এস; পি, আর ঘোষ এম, এ, ডাঃ সারদা প্রসাদ পাল এল, এম, এস, যুগল কিশোর মণ্ডল জমীদার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর রবিন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ভাইস প্রিন্সিপাল, বিপন কলেজ; রায় সাহেব তারাকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব বিনোদ বিহারী সাধুখান, রায় বাহাদুর এ, সি, বসু, কিষণ চাঁদ বড়াল, বিলাস রায়জী ভাগমিয়া।

সাধারণ মহোৎসব

আগামী বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুরের প্রকটোৎসব উপলক্ষে সাধারণ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। ঐ দিবসের সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-ব্যাপার সত্য সত্যই একটী দেখিবার বিষয়। এতদ্ভিন্ন প্রাতঃ ৯টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৫ হৃষীকেশ ৯ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫২ অ ৫।৫২ গৌরৈকাদশী পর রা ৯।৪৪ শ্রবণা রা। পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।

২৬ হৃষীকেশ ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ গৌরদ্বাদশী রা ৯।৪৯ ধনিষ্ঠা রা ২।৪৪ প্রাতঃ ৯।৫২ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ। শ্রীবামন দ্বাদশীর ব্রত। শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।

হৃষীকেশ ১১ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৫২ অ ৫।৫০ গৌরত্রয়োদশী রা ৯।২৩ শতভিষা রা ২।৪২ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাধারণ মহোৎসব।

নানা কথা

বড়লাট-পত্নীর ভারতাগমন

সিমলার ২২শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বড়লাট-পত্নী লেডী আরউইন 'মালোজা' নামক জাহাজে আগামী ১২ই অক্টোবর বোম্বাই আসিবেন এবং তথা হইতে ১৬ই তারিখে সিমলা পৌঁছিবেন।

আগামী ১০ আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর, বুধবার

শ্রীবামন-দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-বাসরে

প্রাতঃকাল ৭-৮ ঘটিকা-মধ্যে

মহাত্মা শ্রীজগবন্ধুর প্রদত্ত বাগবাজার ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীটস্থ ভূমিতে

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-ঠাকুর-কর্ত্তৃক

সংকীর্ত্তনমুখে

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন

এবং তদুপলক্ষে—

বক্তৃতা, পাঠ, সংকীর্ত্তন, ভক্ত-সম্মেলন ও আনন্দোৎসব হইবে

সর্ব্ব সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

খড়গপুরে নারীর-বেশে আততায়ী

খড়্গাপুর, ২০শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার গোলবাজারে স্ত্রীলোকের বেশে ২ জন মুসলমানকে ছোরা হস্তে, এবং খড়্গাপুর হইতে বাউড়িয়ার মধ্যে ১৮ জন গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত শনিবার হইতে খড়্গাপুর কারখানায় শ্রমিকদের মাহিনা দেওয়া হইতেছে। পুলিস সমগ্র সহরের ন্যায় কারখানাতেও পাহারা দিতেছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এখনও খড়্গাপুরে আছেন।

অদ্ভুত উপায়ে মণিমুক্তার অন্তর্দ্ধান

প্রকাশ, পি, আর এণ্ড সন্স কোম্পানীর মাদ্রাজ শাখা হইতে মণি-মুক্তার একটী ইন্‌সিওড পার্শেল রেঙ্গুনে পাঠান হইয়াছিল। উহার বাহিরে ছাপ এবং পুলিয়া দেখা গেল যে ভিতরের ছাপও ঠিকই আছে, কিন্তু ভিতরের সমস্ত জিনিষ আশ্চর্য্যরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে এবং মণিমুক্তার বদলে সেখানে কতকগুলি কাগজ, তুলা ও পাথরের টুকরা রহিয়াছে। গোয়েন্দা পুলিশ এই ব্যাপারে জোর তদন্ত করিতেছে।

সুলতানের বিমান-পর্য্যটন

মস্কটের সুলতান ক্রয়ডনের বিমানাগার দেখিতে গিয়া, তথায় ২৫ খানি আসনযুক্ত এক বিমান আরোহণ করেন, ও লণ্ডনের উপরিভাগ পর্য্যটন করিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করেন।

জার্ম্মাণ বৈমানিকের উদ্যমে বাধা

আট দিনে বার্লিন হইতে টোকিয়ো পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সঙ্কল্প করিয়া জার্ম্মাণ বৈমানিক বেরণ ফন ইউরেন ফিল্ড যাত্রা করেন। গত ২১শে সেপ্টেম্বর রাত্রে তিনি বুশার বন্দরে উপস্থিত হন। সমগ্র রাত্রি বিমানচালনা করিয়া প্রাতে করাচী পর্য্যন্ত পৌঁছানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যপথে পারস্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বাধা দিয়াছেন। পারস্য গবর্ণমেণ্টের মনে ইহার কার্য্য সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ঐ জার্ম্মাণ বৈমানিককে আটক রাখিয়াছেন। এবিষয়ে তদন্ত হইতেছে। তদন্ত শেষ হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা

নৈনীতালের ২২শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী রাজা জগন্নাথ বক্স সিংহের বিরুদ্ধে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব শ্রীযুত চিন্তামণি কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের পক্ষে ৫৭ এবং বিপক্ষেও ৫৭ ভোট হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট এই প্রস্তাবের পক্ষে তাঁহার অতিরিক্ত ভোট দেওয়ায় প্রস্তাবটী সভায় গৃহীত হইয়াছে।

কাশ্মীর সরকারের দান

বন্যা প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থ কাশ্মীর সরকার ৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

পদব্রজে কাশীধাম

আগামী ১৪ই আশ্বিন রবিবারে প্রাতঃ ৫ ঘটিকার সময় ১৪নং বলরাম ঘোষের লেন হইতে শ্যামবাজার স্পোর্টিং ক্লাবের কয়েকজন সভ্য পদব্রজে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিবেন, যদি কেহ দর্শক হিসাবে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ৭৫, শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে ধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

গত ২২শে সেপ্টেম্বর সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ ৪৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ৫ জন ইংরাজ যুবক প্রথম ৫টি স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম জি, সি,এস, কার্টিস, জে, বি, শিয়ারার, সি, বি, ড্রেক, সি, এন, শার্পল ও এচ, এ, সি, গিল। এই ৪৫ জনের মধ্যে ১২ জন ভারতীয় আছেন। তাঁহাদিগের নাম, বি, এম, চক্রবর্ত্তী, (৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন), এম, অনন্ত নারায়ণম্ এম, পি, পাল, বি, সাহাই বি, ডি, মিরাচান্দানি, এন, সিং, আর কে, মিত্র, কে, বি ভাটিয়া বি, কে, পটেল, ভি, এন, সরদেশাই, ডি, রামস্বামী ও এম, শেষাদ্রি।

রাজদূতের মৃত্যু

দৌত্যকার্য্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সার জেমস্ বীটহোম হোয়াইট হেড্ ৭১ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে জার্ম্মানী দেশে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি একে একে পেট্রোগ্রাড, রাইও ডি-জেনারো এবং বার্লিনের বৃটিশ দূত দপ্তরে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে টোকিও, ব্রাসেলস্ ও কনষ্টান্টিনোপলে বৃটিশ দূতের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বেলগ্রেডে বৃটিশ দূতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নাইট উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

নিজাম রেল ধর্ম্মঘট

নিজাম রাজ্যের রেল ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করিবার জন্য মিঃ ভি, ভি, গিরি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার স্থানে মিঃ ডব্লিউ ভি, আর নাইডু হায়দ্রাবাদে প্রেরিত হইয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি সেকেন্দ্রাবাদে পৌঁছিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই আশ্বিন, বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

"স্বে-স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সা গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

—অধিকার-নিষ্ঠাই গুণ এবং অধিকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনধিকার চর্চ্চাই সাধারণতঃ দোষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। একটী সাময়িক পত্রে উপাসনা-তত্ত্ব নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। জগতে উপাসনা-তত্ত্বের আলোচনা যত বেশী হয়, ততই ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল 'উপাসনা' কথাটীর অর্থ পর্য্যন্ত সাধারণের অজ্ঞাত। সাধারণতঃ উপাসনা বলিতে লোকে অহংগ্রহোপাসনা বা নানাদেবদেবীর পূজা কিম্বা নিজ উপাস্যদেবদেবীর কৃত্রিম ধ্যান বা 'স্মরণ মনকেই' উপাসনা বলিয়া মনে করে। নিজ অভীষ্টদেবতার স্মরণাদি স্থল-বিশেষে উপাসনার অঙ্গ হইতে পারে; পরন্তু ঐ গুলিকে কখনই সাক্ষাৎ উপাসনা বলা যাইবে না, উপাসনা কথাটীর যৌগিক অর্থ বিচার করিলে—'উপ—সমীপে, আসন—অবস্থিতি অর্থাৎ উপাস্যবস্তুর সমীপে অবস্থিতি'—এইরূপ অর্থ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ তদ্দ্বারা উপাসনা কথাটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। জ্ঞানিগণ বা যোগিগণ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বা কৈবল্যলাভের উদ্দেশ্যে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" এই ন্যায় অনুসারে নির্ব্বিকার ব্রহ্মের পঞ্চপ্রকার রূপ কল্পনা করিয়া উপাস্য বস্তুকে শক্তি, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু নাম প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে যে কল্পিত উপাসনার প্রবর্ত্তনা করেন, তাহা নিতান্ত অবৈধ; তাঁহাদের ঐ প্রকার কল্পিত উপাসনাকে 'উপাসনা' না বলিয়া উপাসনা-বিকৃতি বলা যাইতে পারে। কর্ম্মমার্গে যে নানাদেবদেবীর উপাসনার কথা প্রচলিত আছে, তাহাও শুদ্ধ উপাসনা নহে। তাহা হইলে উপাসনা কথাটীর প্রকৃত অর্থ কি?

'উপাসনা' কথাটীর অর্থ এক কথায় বলিতে হইলে যৌগিকীবৃত্তিতে উহার অর্থ যাহাই হউক না কেন রূঢ়িবৃত্তিতে 'উপাসনা' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় একমাত্র রস। জড় ও চিদ্ভেদে রস দুই প্রকার। চিদ্রসই প্রকৃত পক্ষে রস, জড়রস উহার বিকৃত প্রতিফলন মাত্র।

কথাটী আরও একটু খুলিয়া বলি। [illegible] প্রকার—চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু। জীব ও ভগবান্ একমাত্র চিদ্বস্তু, এতদ্ব্যতীত যাবতীয় বস্তু জড় বা চেতনহীন। চিদ্বস্তুই প্রকৃত বস্তু, জড়বস্তু চিদ্বস্তুর বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। বিশেষ বিচার করিলে জানা যায়, চিদ্বস্তুতে প্রীতি বলিয়া একটী ধর্ম্ম আছে। প্রীতি যাহাতে থাকে, তাহাই প্রীতির আশ্রয় এবং যাহার প্রতি ধাবিত হয়, তাহাই প্রীতির বিষয়, জীব ও ভগবান্ আশ্রয় ও বিষয়-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করেন। এই আকর্ষণই 'উপাসনা' শব্দের লক্ষ্য বস্তু। যে সকল ক্রিয়া মুখ্যভাবে ঐ আকর্ষণকে লক্ষ্য করে, তাহাও 'উপাসনা' শব্দ বাচ্য, যেখানে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার অনিত্যতা অথবা চরমে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার ধ্বংসই লক্ষ্য, সেখানে উপাসনা কথাটী অযথা ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

স্মার্ত্তের বিচার

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, গোবিন্দ নাম, ও বৈষ্ণব,—এই চারিটী তত্ত্বই অভিন্ন চিদ্বস্তু। উক্ত বস্তু চতুষ্টয়ে বিশ্বাস জীবের বহু জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-ফলেই হইয়া থাকে। যাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি নাই, তাঁহারাই স্বল্প-পুণ্যবান্, স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুমায়ায় এতদূর বিমোহিত যে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ পাঠ ও বিচার করিয়াও গুরুদেবে সামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধি, ভগবানের নাম মন্ত্রে সামান্য শব্দ বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি এবং মহাপ্রসাদে ডাল ভাত তরকারী বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া স্মার্ত্তানুগমনে নরকের দ্বার স্বরূপ সংসার-মার্গের পথিক হইয়া পড়েন। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।" যাঁহারা নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, অথচ মহাপ্রসাদে উচ্ছিষ্টাদি স্পর্শ-দোষ বিচার করেন, তাঁহাদের বিচারে ধিক্, তাঁহাদের শাস্ত্র-পাঠ ভেক-কোলাহল মাত্র। আমরা কোন কোন বৈষ্ণবাভিমানী পণ্ডিতম্মন্যের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু গুরু ও বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টে শ্রদ্ধা করিতে রাজি নহেন, কারণ তাঁহারা বৈষ্ণবে বা গুরুদেবে সামান্য মর্ত্ত্য জীব-বুদ্ধি-বিশিষ্ট।

শাস্ত্রে ইঁহাদিগকে 'প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা গোড়ায় বুঝিতে ভুল করিয়াছেন—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব অভিন্ন বস্তু। বিষ্ণু বিষয়-জাতীয় ভগবান্ এবং বৈষ্ণব আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্—এই মাত্র পার্থক্য। 'সূর্য্য' বলিলে যেমন তৎকিরণ সহ কিংবা অগ্নি বলিলে যেমন উহার দাহিকা শক্তির সহিত বুঝিতে হয়, সেইরূপ ভগবান্ বলিলে তচ্ছক্তি বৈষ্ণব বা ভক্তের সহিত বুঝিতে হইবে। ভগবান্ স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের অধীন, ভক্তের সেবা ভগবৎসেবা অপেক্ষা বড়। তাই বলি, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও—নিজকে বৈষ্ণব অভিমান করিয়াও গোপনে গোপনে বৈষ্ণবের সেবা না করিয়া স্মার্ত্তের পদলেহন করিয়া ফেলিলে কেন?

প্রচ্ছন্ন শত্রু

স্পষ্টশত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্নশত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর। প্রচ্ছন্নশত্রুরূপিণী মায়ারাক্ষসী অতিসুন্দর মোহিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক পুরুষাভিমানী জীবকে ভালবাসিবার ভাণ করিয়া নিকটস্থ হয়, হতভাগ্য জীবও সেই রাক্ষসীর ছলনায় মুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হয়, শেষে একদিন রাক্ষসীর করালগ্রাসে পতিত হইয়া একেবারেই আত্মবিনাশ লাভ করে। অতি ভাগ্যবান্ জীব ভিন্ন এই মায়ারাক্ষসীর ছলনা হইতে কেহ উদ্ধার পাইতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদই সেই সর্ব্বনাশী ছলনা। বৌদ্ধগণ প্রকাশ্যভাবে বেদ-বিধি না মানায় বৈদিক আর্য্যগণ তাহাদিগকে 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দা করেন, তাহাতে যাহারা অন্ততঃ এক আধটু ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে চায়, তাহারা হয়ত অনেকটা সাবধান হইতে পারে, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিবার ভাণ করিয়া যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য-বাদ প্রচার করেন, তাহাতে বাহিরে ঈশ্বর বিশ্বাসের ছলনা থাকায় তাহা হইতে আর কাহারও নিস্তার পাইবার উপায় থাকে না। তবে নিতান্ত সুকৃতি-সম্পন্ন দুই একজন উহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া শুদ্ধভক্তিবাদ আশ্রয় করিতে পারেন।

জীবের সর্ব্বনাশকর মায়াবাদ প্রচারের জন্য অনেকে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন মতেই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরাদেশেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিতে হইয়াছে। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—

আচার্য্যের দোষ নাই, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডেও কথিত হইয়াছে—

(১) স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

(২) মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

(১) শ্রীভগবান্ মহাদেবকে কহিলেন—কল্পিত আগম দ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর। আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবের জীববৃদ্ধি কার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

(২) শ্রীমহাদেব কহিলেন—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎ শাস্ত্র দ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য মহাবিজ্ঞ হইয়াও কেবল লোকবঞ্চনার উদ্দেশ্যে যে লক্ষণা দ্বারা স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যের অর্থ করিতে গিয়া বেদের প্রকৃত অর্থ গোপন করিয়াছেন, তাহা ভক্তগণ ছাড়া আর কেহই ধরিতে পারিলেন না। শুদ্ধ ভক্তগণ ও তদানুগত্য লাভার্থী ভিন্ন জগতের সকলেই আচার্য্যের অদ্ভুত মোহনলীলায় মুগ্ধ হইয়া তল্লীলা-পোষক আচার-বিচারগুলিরই ধারক হইয়া পড়িলেন। তাই আজ শুদ্ধভক্তিকথার শ্রোতার বড়ই অভাব।

শঙ্করানুগত সম্প্রদায় ঈশ্বরকে মুখেমাত্র মানিয়া তাঁহার নিত্য চিদ্বিলাস অস্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দাকার শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। ঈশ্বর যে প্রকৃতির অতীত চিন্ময়-তত্ত্ব, প্রাকৃত কোন গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্য চিন্ময় বিগ্রহ আছে, তাহা অচিদ্বিলাস-ব্যসন প্রমত্ত মায়াবাদীকে কেহই বুঝাইয়া উঠিতে পারেন না। পারিবেনই বা কেমন করিয়া? অদ্ভুতমোহন লীলাভিনয়কারী আচার্য্য শঙ্কর বেদাদি প্রামাণিক শাস্ত্রের বিকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে মায়াবাদ এমন করিয়া বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সর্ব্বত্র মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই দর্শন করিতে পায় না।

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকং। মূল রামায়ণঞ্চৈব বেদ ইত্যেব শব্দিতাঃ॥ পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ। স্বতঃপ্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে॥" অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ, মহাভারত, (পুরাণসহ) সাত্বততন্ত্র পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ এবং ইঁহাদের অনুগত যাবতীয় পুরাণাদি শাস্ত্র সমস্তই 'বেদ' শব্দে সংজ্ঞিত। ইঁহাদের স্বতঃপ্রামাণ্য নির্ব্বিচারে স্বীকার্য্য, কিন্তু মায়াবাদি-

গণ তাহা স্বীকার না করিয়া বেদ-বাক্যের সহজ অর্থগুলিকেও লক্ষণা দ্বারা মায়াবাদপর করিয়া ফেলিলেন। যে গীতা পঞ্চমবেদ শ্রীমন্মহাভারত ভীষ্ম-পর্ব্বের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ বলিয়া সাক্ষাৎ বেদরূপে স্বীকৃত, সুতরাং গীতার বাক্য অপৌরুষেয় শব্দ প্রমাণ হওয়ায় তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না, যে গীতাশাস্ত্রে সেব্য, সেবক ও সেবা—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের নিত্যতা অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত, যে গীতার বক্তা স্বয়ং পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা তাঁহার প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুন, যে অর্জ্জুন আপনি নিজেকে আমিই ভগবান্ বলিয়া ধৃষ্টতা করিবার পরিবর্ত্তে 'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম' বলিয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ভক্ত, যে ভগবান্ কহিলেন—অনন্যচিত্ত নিত্যাভিযুক্ত ভক্ত-গণের 'যোগক্ষেমং' (অপ্রাপ্তাহরণং তৎ-সংরক্ষণঞ্চ) অন্য কাহারও দ্বারা নহে, অহং স্বয়মেব বহামি (তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যঃ), যাঁহার উক্তি—'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ,' যিনি কহিলেন—প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিভরে পত্র পুষ্প ফল জল যাহাই দিক্ আমি তাহা অত্যন্ত স্নেহপূর্ব্বক 'অশ্নামি'—স্বীকার করিয়া থাকি, যে ভগবানের অর্জ্জুন-প্রতি সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥", জীবশিক্ষার্থ সাধক জীবলীলাভিনয়কারী যে অর্জ্জুনেরও সর্ব্ব শেষ উক্তি—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"—অর্থাৎ "হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি, আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে, তোমার শরণাপত্তিই যে সর্ব্বপ্রধান জৈবধর্ম্ম তাহাতে অবস্থিত হইয়া আমি তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব।"—সেই গীতাতেও কিনা মায়া-বাদী মায়াবাদ প্রবেশ করাইবার জন্য বড় ব্যস্ত! ধন্য কলির সাহস!

শ্রীভগবানের নিত্যানুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীভগবৎস্বরূপাপেক্ষা ভিন্ন গীতার সকল স্তরের উপদেশ ধারণা করা কখনও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। জীব যখন নিষ্কপট শ্রীভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরু-পাদপদ্মে প্রণতি স্বীকার করিয়া সেবা-বুদ্ধি সহকারে শ্রীগুরুদেবের নিকট তাঁহার নিত্য নিঃশ্রেয়স কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখনই তত্ত্বদর্শী শ্রীগুরুদেব তাঁহার সেবাবুদ্ধিতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করেন। গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাল্পনিক কোন বস্তু নহেন, ভক্ত অর্জ্জুনও কাল্পনিক কোন ব্যক্তি নহেন, আর তাঁহাদের মধ্যে সেবা-চেষ্টাদি ব্যাপারও কিছু কাল্পনিক নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তাঁহার সচ্চিদা-নন্দাকার নিত্য, তাঁহার ভক্ত অর্জ্জুনও নিত্য আর অর্জ্জুনের ভগবদ্ভক্তিও নিত্য। মায়াবাদিগণ যতদিন না মায়ামুক্ত হইয়াছেন মনে করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা গুরুদেব ও ভগবানের উপাসনা স্বীকার করেন, মুক্তির পর আর কাহাকেও স্বীকার করেন না, কেননা তখন নিজেই ব্রহ্ম হইয়া পড়েন। ভক্তের ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তি তাদৃশ অনিত্য নহেন। মায়াবাদীর ভগবান্ 'মায়া মিশাইয়া' আসেন, কিন্তু ভক্তের ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন, মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাঁহার অংশাংশাংশ কারণা-ব্ধিশায়ীরও অক্ষিদূরে সসঙ্কোচে বিলজ্জ-মানা হইয়া দণ্ডায়মান থাকেন। ভক্তের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত জ্ঞানীর জ্ঞানাহঙ্কার-রূপী প্রচ্ছন্ন শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার লাভের আর কোন উপায় নাই।

বৈষ্ণবের বিষয়

এই পৃথিবীতে প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্ত-পাঠক বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটী বেদান্ত পাঠক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চ-তমতা। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা গরুড় পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভ নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর নিম্নস্তরে প্রাণীসমূহ জগতে বিচ-রণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী 'বিষয়ী' শব্দ বাচ্য হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্ত্তৃসত্তা এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকারভেদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মানবগণ বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও কুক্কুট কুক্কুরাদির ঐ বিষয় গ্রহণের আগ্রহ হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহার ত্যাগ করেন। অনেকে তাহা ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মানবের সহিত সমান মনে করেন। তাহাতে তাদৃশদৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয় কর্ত্তৃসত্তার ঐক্য হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়াঃ॥

অবৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত বিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। তজ্জন্য বিষয় ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল সহজিয়াদলে প্রাকৃত বিষয়-ভোগের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল সহজিয়াগণ সাধন ভক্তির নানা প্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ অঙ্গাদের সহিত তুলনা মনে করিতে পারেন না, যেহেতু প্রাকৃত সহজিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজ ইন্দ্রিয় ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবার উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত। নিজ ভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গ বিশেষ, কখনও ভক্ত্যঙ্গ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগ-রূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণবগণ যতই কেন না সাধারণ লোকদিগকে বঞ্চনা করুন, ভক্তির সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না। বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্য-শ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ের আকার বা সত্তাসাম্যে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকেও নিজ ভোগের বিষয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত-জনস্য পশ্যেৎ" বুঝিতে পারেন না। আপ-নাকে উন্নত গুরু জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তিও হারাইয়া ফেলেন; আর এক শ্রেণীর মিছা কপটী ভক্ত মহতের আচরণ গুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণবের বিষয়ে কেবলমাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় আদৌ ভোগ করেন না। অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় ভোগ হইতে শত ক্রোশ দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আকার ও কর্ত্তৃসত্তা আমাদের ন্যায় বাহ্য বিষয়ীর বিষয় সমতুল্য হইলেও উভয়ের বিষয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে, বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগফল রহিত কৃষ্ণসেবাপর আর আমাদের সেই বিষয় গুলি ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাষ্টকম্

(পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ)

স্বকীয়মাধুর্য্যরসোদয়ার্থং
তিরোহিতশ্রীকমলেশরূপম্।
ধৃতদ্বিজশ্রেষ্ঠমনোহরাঙ্গং
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ১॥

হেমাতদিব্যদ্যুতি সুন্দরাঙ্গং
বিস্তীর্ণবক্ষঃকটিদোরুবাহুম্।
রক্তাম্বরং কোটিসুধাংশুবক্ত্রম্
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ২॥

শ্রীখণ্ডলিপ্তাক্তি মনোজ্ঞদেহং
বেদোমহেন্দ্রাদিনিষেবিতাঙ্ঘ্রিম্।
স্বপ্রেমপীযূষরসং পিবন্তং
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ৩॥

শাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু সুরম্যশাস্ত্রং
ভাবান্বিতং ভাগবতং পবিত্রম্।
পরং রসং তস্য বিকাশয়ন্তং
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ৪॥

সচ্ছাস্ত্রমার্ত্তণ্ডময়ূখভিন্ন-
কুতার্কিকাণঃ কুমতান্ধকারম্।
প্রকাশয়ন্তোজ্জ্বলভক্তিমার্গং
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ৫॥

সরস্বতীলব্ধবরপ্রসাদঃ
প্রসিদ্ধ আসীদ্ভুবি দিগ্বিজেতা।
দর্পং হৃতং যেন বলেন তস্য
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ৬॥

রত্নাকরাস্তিকপবিত্রপার্শ্বে
ভক্তৈঃ সদা প্রেমরসং পিবন্তম্।
জগৎপতের্ব্যাপ্য রসং লসন্তং
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ৭॥

গোষ্ঠীষু কৃষ্ণানুগপার্ষদানাং
রোমাঞ্চকম্পাশ্রুবিকম্পকায়ম্।
গোবিন্দ গোবিন্দ সদা ব্রুবাণং
নমামি গৌরং করুণৈকসিন্ধুম্॥ ৮॥

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৯৪)

যস্তানুকম্পা সুখদা জনানাং
সংসার-কূপাদ্রঘুনাথ দাসম্।
উদ্ধৃত্য গুঞ্জাঃ শিলয়া দদৌ সা
তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥
সর্ব্বজনসুখদায়ী করুণা যাহার।
সংসার হৈতে রঘুনাথে করিল উদ্ধার ॥
দিলা গোবর্দ্ধন শিলা
সেবিতে গুঞ্জার মালা
ভক্তিসহ সেই গৌরে করি নমস্কার ॥

(৯৫)

সদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধবাদান্
বৈরস্য ভাবাংশ্চ বহির্ম্মুখানাং।
সঙ্গং বিহায়াথ সুভক্ত গোষ্ঠ্যাং
ররাজ যস্তং প্রণমামি গৌরম্ ॥
শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাদ যত।
বৈরস্যাদি রসাভাস ত্যজি অবিরত ॥
ছাড়ি বহির্ম্মুখ-সঙ্গ
শ্রবণ কীর্ত্তনে রঙ্গ
শুদ্ধভক্তগোষ্ঠী মধ্যে করিল বিহার।
সেই গৌরচন্দ্রে আমি করি নমস্কার ॥

(৯৬)

নামানি বিষ্ণোবহিরঙ্গপাত্রে
বিস্তীর্য্য লোকে কলিপাবনোঽভূৎ।
প্রেমান্তরঙ্গায় রসং দদৌ য
স্তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥
বহিরঙ্গ জনগণে দিয়া হরিনাম।
কলিপাবন হইলেন গৌর গুণধাম ॥
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে
প্রেমভক্তি কৈল দানে,
রসরূপ সার তত্ত্ব দান কৈল আর।
ভক্তিভরে সেই গৌরে করি নমস্কার ॥

(৯৭)

নামাপরাধং সকলং বিনাশ্য
চৈতন্যনামাশ্রিত মানবানাম্।
ভক্তিং পরাং যঃ প্রদদৌ জনেভ্য-
স্তং গৌরচন্দ্রং প্রণমামি ভক্ত্যা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামাশ্রয়কারিগণ।
নাম-অপরাধ সব নাশি যেই জন ॥
অতি শীঘ্র ভাগ্যবান-
জনগণে কৈল দান,
পরা প্রেমভক্তি অতি দুর্লভ ব্রহ্মার।
ভক্তিভরে সেই গৌরে করি নমস্কার ॥

(৯৮)

ইত্থং লীলাময় বরবপুঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
বর্ষান্ দ্বিবাদশপরিমিতান্ ক্ষেপয়ামাস
গার্হ্যে।
সন্ন্যাসে বৈ সমপরিমিতং যাপয়ামাস
কালং
বন্দে গৌরং সকলজগতামাশ্রমাণাং
গুরুং তং
লীলাময় বরবপু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এইরূপে গৃহধর্ম্ম চব্বিশ বৎসর ॥
চব্বিশ বৎসর পুন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
কাল যাপি শিখাইলেন আশ্রমের কর্ম্ম ॥
সকল জগতাশ্রমগুরু যেই জন।
সেই গৌরচন্দ্রে আমি করি যে বন্দন ॥

(৯৯)

দরিদ্রেভ্যো বস্ত্রং ধনমপি দদৌ যঃ করুণয়া
বুভুক্ষূন্ বোমান্যোহতিথিনিচয়ান্
তোষমনয়ৎ।
গুণাবিস্তাদানৈঃ সুখমতিশয়ং যঃ সমস্তজৎ
স গৌরাঙ্গঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু মম ॥
গৃহস্থেরে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার কারণ।
দরিদ্রেরে কৃপা করি দিল বস্ত্র ধন ॥
অন্ন দিল অতিথিরে
বিদ্যা-দান বিদ্যার্থীরে
অতি সুখলাভ যেই করে নিরন্তর।
স্মৃতিপথে থাক সেই গৌরাঙ্গসুন্দর ॥

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

(শ্রীযুত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, হেড্ মাষ্টার বামনপুকুর, এম্,ই,স্কুল)

(১)

এ জীবনে প্রভু চাহিনাক কিছু
শুধু যে তোমারে চাই।
সব ছেড়ে দিয়ে, আপনা সঁপিয়ে
এ জীবন যেন যায়।
চাহিনা অর্থ, চাহিনা স্বার্থ
চাহিনা হে নাথ মান।
যদি তার তরে তোমারে হারাই
নাহি তাতে প্রয়োজন।
অর্থ না হলে ক্ষতি কি আমার।
তুমিত রয়েছ ত্রিলোকের সার
তোমারে হে যেন পাই।
পাপ আসি যেন হৃদয় দুয়ারে।
ফেলেনা আমায় গভীর আঁধারে,
পুণ্য পরশে পূত যেন হয়
দুঃখ যেন ভয় ছাই।
পার্থিব ধন ক' দিনের তরে।
লালসা বাড়াতে ত্রুটী নাহি করে
দূরে সদা ফেলে দেয়।
পার্থিব ধনে সুখ হ'ত যদি।
কাঁদিত কি ধরা তবে নিরবধি,
হাহাকার দুঃখে হোত কি মানব
হায় পাগলের প্রায়।
যে টুকুতে মোর আছে প্রয়োজন,
তার বেশী মোরে দিওনা রাজন্,
তার বেশী পেলে অহঙ্কারই গরবে
তোমা হারাবার ভয়।
কেউ ত হবে না সঙ্গের সাথী,
তবে কেন বৃথা করি মাতামাতী,
অনিত্যে কেন সঁপে নিজ প্রাণ,
নিত্যে হারাতে চাই।

(২)

তুমি মুক্ত করহে শান্ত করহে
বিতরি করুণা-ধারা।
স্নিগ্ধ করহে জেলে দাও আলো
আমি সে পাগল-পারা।
শত পাপ আমি করেছি হয়ত'
ক্ষমা কি তাহার হবে নাক নাথ,
হব কিহে শুধু সারা।
অতিক্ষুদ্র আমি হতে পারে পাপ,
তাই বলে কিগো ঘুচাবেনা তাপ
জলিব অমল পারা।
ভেঙ্গে দাও মোর রুদ্ধ দুয়ার।
আলোক বিতরি ঘুচাও আঁধার
মুক্ত করহে কারা।
মাগি দিবানিশি ওদুটী চরণে।
আর যেন ভুল না হয় জীবনে
কেটে যায় দিন তব আহ্বানে
সাধনা পাগল-পারা।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৬ হৃষীকেশ ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ গৌরদ্বাদশী রা ৯।৪৯ ধনিষ্ঠা রা ২।৪৪ প্রাতেঃ ৯।৫২ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ। শ্রীবামন দ্বাদশীর ব্রত। **শ্রীজীব গোস্বামীর আবির্ভাব। শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।**

২৭ হৃষীকেশ ১১ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কাবণোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৫০ গৌরত্রয়োদশী রা ৯।২৩ শতভিষা রা ২।৪২ **শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাধারণ মহোৎসব।**

২৮শে হৃষীকেশ ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ২।৪৯ গৌরচতুর্দ্দশী রা ৮।২৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ প্রভু রা ২।২৩। শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী। **শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

নানা কথা

মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য

যে সব মুসলমান সম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত জৌনপুরের সিয়া মুসলমান সম্প্রদায় এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। সিয়া সম্প্রদায়ের মতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন কেবল গোলযোগই সৃষ্টি করিবে।

চিত্রগুপ্তের বাংলার হিসাব

সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৫ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতার ও বঙ্গদেশের অপর কয়েকটি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে,—ময়মনসিংহ ১২৮ হইতে ১৪০, নোয়াখালী ৬০ হইতে ৬৬, মেদিনীপুর ১৩ হইতে ১৬, কলিকাতা ১০ হইতে ১৩, হুগলী ৪ হইতে ৮, মুর্শিদাবাদ ৩ হইতে ৭, বর্দ্ধমান ৩ হইতে ৪। নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, ২৪ পরগণা ৩২ হইতে ১২, যশোহর ৩০ হইতে ১২, চট্টগ্রাম ২৭ হইতে ১৬, ফরিদপুর ১২ হইতে ৫, হাওড়া ১২ হইতে ৪, বগুড়া ১২ হইতে ৪, আলোচ্য সপ্তাহে আসানসোল খনি উপনিবেশে কলেরা রোগে পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় ৭জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বসন্তরোগে

আলোচ্য সপ্তাহে ময়মনসিংহে ৩৩, ত্রিপুরায় ১২, বর্দ্ধমানে ১০, মালদহে ৭, ঢাকায় ৫, এবং ফরিদপুর ও নোয়াখালী প্রত্যেক জিলায় ৪জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ১৭ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আরবে স্বাতন্ত্র্য

মস্কটের সুলতান রয়টারের কোন প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তুরস্ক, আফগানিস্থান এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশ যে ভাবে আচার-ব্যবহারে য়ুরোপীয় প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আরবদেশে সেইরূপ করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। তিনি বলেন যে, কোন সুশিক্ষিত শাসনকর্ত্তা য়ুরোপীয় প্রথা প্রবর্ত্তন না করিয়াও নিজ দেশের প্রজাগণের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। আরবের আর্থিক উন্নতিসাধনের ভার সুলতান ইবন সাউদের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নোটিশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ব্বাচন কমিটীর সেক্রেটারী শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ জানাইতেছেন যে,—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি একটি প্রস্তাবে ফরিদপুর জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যদিগের নির্ব্বাচন সমর্থন করিয়াছেন।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র-সম্মিলন

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে নব-নির্ম্মিত বিশাল মণ্ডপে বাংলার ছাত্রসভার অধিবেশন হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রস্তাবের আলোচনা হয়। সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হইয়াছিল। দর্শক, প্রতিনিধি ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও কিশোরীলাল ঘোষ প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দমন আইনের তীব্র প্রতিবাদ, সাইমন কমিশন বর্জ্জন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় ছাত্র প্রতিনিধি গ্রহণ প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সম্মিলনীর কার্য্যপ্রণালী, সভ্য হইবার নিয়ম ও বয়স ইত্যাদি সম্পর্কেও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এবং ১৮ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক প্রত্যেক ছাত্রকে কংগ্রেসের সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নিজাম ধর্ম্মঘটের মিটমাট চেষ্টা

শ্রমিক-সঙ্ঘ নিজাম রেল-ধর্ম্মঘটের মিটমাটের চেষ্টা করিতেছে। শ্রমিক-দিগের তরফ হইতে নিম্নলিখিত দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে।

(১) ধর্ম্মঘটকালীন বেতন দিতে হইবে (২) ইংরাজী মুদ্রায় বেতন দিতে হইবে (৩) সহরতলী হইতে শ্রমিকদের আসার জন্য বিনা ভাড়ায় ট্রেণের ব্যবস্থা করিতে হইবে (৪) কাহাকেও সাজা দেওয়া চলিবে না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটা স্থির প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে—

(ক) সাধারণ মজুরদিগকে মাসিক অন্ততঃ ২৫৲ টাকা বেতন দিতে হইবে (খ) অবিলম্বে বেতনের হার শতকরা ৮০৲ টাকা বৃদ্ধি করিতে হইবে (গ) এক মাসের সাধারণ ছুটী এবং ১৫ দিনের অকস্মাৎ প্রয়োজনের ছুটী দিতে হইবে (ঘ) গ্রেড সিষ্টেম তুলিয়া দিতে হইবে (ঙ) শ্রমিকসঙ্ঘকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় খালাসী-ধর্ম্মঘট পুলিশে খালাসীতে সংঘর্ষ

"কারুলা" নামক জাহাজের খালাসী দিগকে ধর্ম্মঘট করিতে উত্তেজিত করার জন্য খালাসী সমিতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল [illegible] পাউণ্ড জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্ম্মঘট হওয়ার ফলে কাজ কর্ম্ম চালাই-বার জন্য কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য খালাসী সমিতির ছইজন সদস্যের একজনের ৭ দিন কারাদণ্ড এবং অপরের ১৫ দিন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ধর্ম্মঘটকারী ও পুলিশের মধ্যে এক সংঘর্ষ হইয়াছিল। পুলিশ বেটন ব্যবহার করিয়াছিল। এই সময় আরও দুইজন খালাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বন্দরের চারিখানি জাহাজ চালাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা বিশেষ দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছে।

খড়্গপুর সমস্যা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর খড়্গপুরের কারখানাগুলি খুলিয়াছিল, কিন্তু মুসল-মানেরা যোগ দেয় নাই। গত ২০শে মুসলমানেরা এক জনসভায় সমবেত হইয়া দাবী করে যে, যে সমস্ত হিন্দু ও শিখ নেতাগণকে কর্ত্তৃপক্ষ হাঙ্গামার সহিত জড়িত বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে শান্তিরক্ষার জন্য জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করিতে হইবে এবং যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুপল্লীতে বাস করে, তাহাদিগকে ১,২ এবং ৩ নং টাইপের বাড়ীতে রাখিতে হইবে। অদ্ভুত দাবী বটে।

২৩শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, খড়্গপুরের অবস্থা অনেকটা ভাল হইলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব এখনও বর্ত্তমান। উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক সপরিবারে খড়্গপুর ছাড়িয়া আপন আপন দেশে চলিয়া যাইতেছে। অনেকে আবার আশ্রয়ের জন্য মেদিনীপুরেও গিয়াছে। কারখানা খোলা হইলে বহু হিন্দু কাজে যোগদান করিয়াছে। কয়েকজন মুসলমানও কাজে লাগিয়াছে। মুসলমান-দের দাবী রক্ষিত হয় নাই বলিয়া নাকি কয়েকজন মুসলমান কাজ ছাড়িয়াদিয়াছে। ২।৩ দিন হইল একটি গুণ্ডা পুলিশকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, এ বিষয়ে পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা

আগামী ২৯শে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে, সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে বারাণসী হইতে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে কলিকাতায় পৌছিবেন।

ইঙ্গ-ফরাসী নৌ-চুক্তি

শোনা যায় ইঙ্গ ফরাসী নৌ-সন্ধির দ্বারা কোন শক্তির নির্ম্মাণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই, পরে যাহাতে নিরস্ত্রীকরণ সহজ হইয়া আসিতে পারে সেইরূপ আয়োজনই এই সন্ধিতে হইয়াছে। ইংলণ্ড অন্যান্য দেশের নিকট এ বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। জাপান এ প্রস্তাবের নীতিগুলির সমর্থন করে। ইটালীরও সহানুভূতি আছে। তাহারা আমেরিকার নিকট হইতে কথাবার্ত্তা আশা করিতেছেন।

বাঙ্গলায় লবণ উৎপাদন

১৯২৬-২৭ সনের লবণ বিভাগে রিপোর্টে দেখা যায়, উক্ত বর্ষে লবণোৎপাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন লাইসেন্স দেন নাই। ১৯২৫ সনের এপ্রিল মাসে বাঙ্গলা দেশের লবণ গোলাগুলির শাসন সংরক্ষণের ভার বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে কেন্দ্রীয় রেভেনিউ বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে এদেশে লবণ উৎপাদন নিবারণ, লবণ 'গোলা' ও লবণ পরিষ্কারের কার-খানার শাসন সংরক্ষণ এবং লবণ কর মাপ দেওয়া ইত্যাদি কাজের ভার প্রাদেশিক আবগারী বিভাগের হাতে ন্যস্ত আছে। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে লবণকরের পরিমাণ ৬৪,১৯,০০৮৲ টাকা ১৯২৫-২৬ সনের শেষভাগে ছিল ৭৩,৯৮,৩২৯৲ টাকা। বাঙ্গলা দেশের ৫টি জায়গায় লবণের কারখানা আছে, যথা—ঝালকাঠি, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, আজমীরগঞ্জ এবং কমলাঘাট। আলোচ্যবর্ষে জাহাজ এবং সাল্‌কিয়া হইতে এই সব কারখানায় ৩৮৩,৪৪৬ মণ লবণ প্রেরিত হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর হইয়াছিল ৩৬১,৭৩৮ মণ। আলোচ্যবর্ষে কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে যে সমস্ত লবণ বাহিরে খরচ হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১,৩৩,১৬,২৪৫ মণ। পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১,৪৩,৯৮,৩২১ মণ।

নিরস্ত্রীকরণে জার্ম্মাণ-ফরাসী

জেনেভার ২২শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী-জার্ম্মাণীর প্রস্তাবিত সন্ধির শেষ খসড়া তৃতীয় কমিটীতে পাশ হইয়া গিয়াছে। এই খসড়ায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রাথমিক নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের চেয়ারম্যান যাহাতে এই বৎসরের শেষে কিংবা আগামী বৎসরের প্রথমেই কমিশন আহ্বান করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিবেন।

আসামে ব্যবস্থাপক সভা

— শিলং হইতে [illegible] সংবাদে প্রকাশ, আসাম ব্যবস্থাপক সভায় অনেক বাদ বিতর্কের পর কামরূপ, শিবসাগর নওগাঁ ও ডারাং প্রভৃতি স্থানে সেটেলমেণ্ট বাবদ নবনির্দ্ধারিত কর আদায় স্থগিত রাখার প্রস্তাব ২০—২১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, নূতন কর নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে রাজস্ব আইন প্রণীত হইয়া কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা স্থগিত রাখা হউক। তিনি বলেন, গুরুতর করভারের পীড়নেই কৃষকগণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। যদি সরকার এই প্রস্তাবানুযায়ী কাজ না করেন, তাহা হইলে কৃষকগণকে বারদৌলীর কৃষকদের পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। কিছুকাল আলোচনার পর প্রস্তাবটী গৃহীত হয় ও সভার অধিবেশন স্থগিত থাকে।

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর অভিযোগ

হবিবুল্লা খাঁ নামে ট্রাম কোম্পানীর এক বাস ড্রাইভারের নামে তাহার স্ত্রী বিজা বিবি সন্তান হরণের অভিযোগ আনিয়াছে। বাদিনীর অভিযোগ—তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহ হয় এবং তাহাদের ৮ মাসের একটি শিশু আছে। বর্ত্তমানে বিজা বিবি নানারোগে ভুগিতেছে, এই হেতুই তাহার স্বামী তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, অথচ শিশুটিকে নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছে। আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রোস্তমজীর এজলাসে আসামীর বিচার হইয়াছে। বিচারক আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

চাষার আশা

তিন দিবস পূর্ব্বে অপরাহ্নে বরুণ দেবের কৃষকদের প্রতি একটু কৃপা হইয়াছিল। তৎপর হইতে আকাশ আর পরিষ্কৃত নয়, জলদমালা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তদ্দর্শনে কৃষকের মনে বড়ই উল্লাসের সঞ্চার হইতেছে, যদি পুনরায় আর এক পসলা বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সোনায় সোহাগার সংমিশ্রণ হইবে, ক্ষেত্রে সোণা ফলিবে বলিয়া তাহারা আশা করে, কারণ একে ত ক্ষেত্র এবার বারিপাতে সরস, তাহার উপর যদি বরুণদেবের একটু করুণা হয়, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। রবিশস্যের প্রাচুর্য্যে বসুন্ধরা হাস্য করিতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রকট-মহামহোৎসব

দেখিতে দেখিতে গৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসব শেষ হইয়া আসিল। আজ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী পাদ ও বর্ত্তমান ভক্তি প্রচারের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তি বিনোদের আবির্ভাব তিথি। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকে প্রাকৃতজ্ঞানে কেহ সাহিত্যিক কেহ বা কবি, কেহ গৃহী, কেহ বা তাঁহাকে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী মনে করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়াছেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমরা বিষ্ণুতে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, বৈষ্ণবে ততদূর শ্রদ্ধাযুক্ত নহি, তাই শাস্ত্র আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া।

* * * *

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নিহেন পড়ে॥

আমরা শ্রৌত মার্গে ঠাকুরকে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভুর অবতার বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। যাঁহারা ঠাকুরের অমানুষিক ক্রিয়া-কলাপ দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব অভিন্ন হইলেও বিষ্ণু লীলা-পরিকর বৈষ্ণবের পূজা, বিষ্ণুপূজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব কৃপাতেই জীবের বিষ্ণু সেবা লাভ হয়, সুতরাং বিষ্ণুতিথির ন্যায় বৈষ্ণব তিথি ভক্তগণের অতীব আদরণীয়। যাঁহারা বিষ্ণুতিথির আদর করেন, বৈষ্ণব-তিথির আদর করেন না। তাঁহারা তার-বাহী হইয়া বিষ্ণুচরণে অপরাধ করেন মাত্র।

ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরও সেইমত তিথির চরিত্র॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥

ওঁ বিষ্ণুপাদাচার্য্যবর্য্য-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠক্কুরা-বির্ভাব-তিথি মহোৎসবে সজ্জন-বিজ্ঞপ্তিঃ

(শ্রীমদ্গৌরদাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ)

শ্রীমায়াপুরচন্দ্রভক্তবনভাবালঙ্কৃতঠক্কুরঃ
সাঙ্গোপাঙ্গনিজপ্রিয়ানুগবরৈ-
নামপ্রচারে যথা।
জীবোদ্ধারনিয়া স্ব কৃষ্ণ গুণরাগৈ-
বিশ্বমাদীপ্যতে
তদ্রূপো নিজপার্ষদৈঃ প্রভুবরঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তরাট্॥

প্রত্যব্দে শরদাগমে সুরভিচারুচিত্র-
পুষ্পান্বিতা
নানাধান্যসুশস্যগন্ধভরগর্ভং সংদধানা
ধরা।
ভাদ্রে ভক্তিবিনোদঠক্কুরশুভাগত্যাং
তথা তত্তিথিঃ
ভক্তার্ঘ্যোমৃতগন্ধপুষ্পরচিতা নানা-
মঞ্জুশ্রিতা॥

সুগন্ধিমাল্যাগুরুচন্দনার্ঘ্যৈ-
র্লোকা যথা পূজয়িতুং সুজন্মীম্।
ভবন্তি সর্ব্বে মিলিতাঃ সভায়
স্বাচার্য্যসিংহং কবয়স্তথৈব॥

নবাভিষেকে নৃপবালকানাং
তদ্রূপগম্ভীরগুণানুবাদৈঃ।
প্রেমাম্বুধৌ সন্তরতীব লোকঃ
নবোদিতে দেবভিথৌ পরন্তঃ॥

প্রাতঃ সমেতাঃ প্রথিতপ্রবোধা
ভক্তপ্রমুখ্যা হরিমন্দিরাঙ্গে।
গায়ন্তু আনন্দযুতাঃ সুগীতং
কুর্ব্বন্তি নীরাজনকর্ম্ম বিষ্ণোঃ॥

সম্পাদিতশ্রীগুরুগৌরপূজৈ-
র্বিহৃজনালঙ্কৃতমায়ন্তং চ।
বিধৌতপাপৈস্তিলকাঙ্কিতাঙ্গৈঃ
সভাস্থলং ভক্তজনৈঃ প্রদীপ্তম্॥

শাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু পরমাশাস্ত্রং
ভাবান্বিতং ভাগবতং পবিত্রম্।
তত্ত্বামৃতপ্রাবিকথাং প্রপীয়
তৃপ্যন্তি নিত্যং গুরুগৌরভক্তাঃ॥

মধ্যন্দিনে কৃষ্ণপ্রসাদসেবাং
ততঃ সদাচার-সুশিক্ষণং চ।
নানাস্বরৈঃ কৃষ্ণগুণাদিগানং
মুদা বিধত্তে হরিদাসবর্গঃ॥

প্রদোষসেবাবিধিকর্ম্ম বিষ্ণোঃ
সমাপ্য-পূর্ব্বাস্তু শচীসুতস্য।
ঔদার্য্যলীলাগুণকীর্ত্তিরাশিং
দীয়া নিষণ্ণা উরুবক্তৃপীঠে॥
আগচ্ছ ভোঃ সজ্জনবর্গ শীঘ্রং
কুঞ্জীকৃতোচ্চারভবোপভোগ।
মহামহোভক্তিবিনোদকীর্ত্তিং
গায়াম উচ্চৈর্বয়মত্র ভক্ত্যা॥

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা বেদই একমাত্র প্রমাণ, পুরাণাদি পরবর্ত্তী কালে রচিত এবং কল্পিত, সুতরাং উহার প্রামাণ্য সর্ব্ববাদি সম্মত নহে। এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে পুরাণই একমাত্র অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে পুরাণ বেদার্থ-নির্ণায়ক গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের দুই একটী পাতা উল্টাইয়া নিজদিগকে বেদার্থ-তত্ত্ববিদ্ অভিমানে যাঁহারা পুরাণের অবমাননা করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের নিন্দাই শ্রবণ করা যায়।

যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপ-
নিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স
স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥

যে ব্যক্তি অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ পুরাণার্থ অবগত নহেন, তাঁহাকে কখনই বিচক্ষণ বলা যাইবে না। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির উপদেশানুসারে উপাসনা-মার্গে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির করা উচিত নহে। পুরাণ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মূঢ়তা আমরা প্রতি পদে পদেই লক্ষ্য করিতেছি, সম্প্রতি একটী সাময়িক পত্রে পুরাণ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বেদার্থতত্ত্ববিদ্ অভিমানী জনৈক ব্যক্তি উপাসনাতত্ত্ব-শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রজ-সত্ত্ব-তমো-গুণাত্মিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারক তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত হন। ইঁহাদেরই প্রকারান্তর ভেদে অধুনা পঞ্চদেবতা নিত্য-পূজিত হন। * * * কাজেই পঞ্চদেবতা পাঁচ পাঁচ নহে একই বটে"।

বেদ-তত্ত্ববিৎ লেখক মহোদয়ের বিচার দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। লেখক মহাশয় পঞ্চদেবতার সাম্য-বিচার করিয়া মুড়ি-মিছরি এক করিয়া ফেলিয়াছেন, বেদ পড়িয়াও তাঁহার বুদ্ধি-নাশ হইয়াছে। বেদ পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। বেদ পড়িতে গিয়া লেখক মহাশয়ের বোধ হয় উক্ত মন্ত্রটী দৃষ্টি-পথে পতিত হন নাই। ঐ মন্ত্রটীর অর্থ বিষ্ণুর পদই পরম পদ, অন্যান্য দেবতাগণ বিষ্ণুর সেই পরম পদ নিত্যকাল দর্শন করিয়া থাকেন। 'সদা' শব্দের দ্বারা কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই স্থানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন নিত্য। এই মন্ত্রে বিষ্ণুর সহিত অন্যান্য দেবতাগণের নিত্য পার্থক্য কথিত হইয়াছে। এই বেদ-বাক্যের অনুকূলে বেদার্থ-তত্ত্বনির্ণায়ক গ্রন্থ পুরাণনিমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-
সমধী যস্য বা নারকী সঃ"

—বিষ্ণুই শিব, ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। তাঁহার সহিত অন্যান্য দেবতার সাম্য-জ্ঞান নরক লাভের হেতু। অন্য পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্
ধ্রুবম্॥

—যিনি ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণকে সমান মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ড।

সর্ব্ববেদ ও পুরাণের সার মহা-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ-পদার্থঃ॥

—যাঁহার পদ-নখ-নিঃসৃত সলিল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত হইয়া মহাদেবের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, ইহলোকে সেই মুকুন্দ ব্যতীত কেই-বা 'ভগবৎ-শব্দ-বাচ্য হইতে পারে? তবে যে শাস্ত্রে কোথাও কোথাও অন্যান্য দেবতার সহিত বিষ্ণুর সাম্য দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য—যেমন ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন বলিয়া উহারাও 'প্রাণ' শব্দে কথিত হইয়া থাকে, অন্যান্য দেবতাও তদায়ত্তবৃত্তিকহেতু অর্থাৎ দেবতাগণের বিষ্ণুর অধীনত্ব-হেতু তাঁহারাও বিষ্ণুর সহিত সাম্য-ভাবে উক্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গণ যেমন প্রাণ হইতে ভিন্ন, অন্যান্য দেবতাগণও তদ্রূপ বিষ্ণু হইতে পৃথক্।"

উপনিষদে যে "শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে"—অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু শিবই ত্রিগুণাতীত চতুর্থ তত্ত্ব প্রভৃতি বিচার লক্ষিত হয়, তাহা তমোগুণাবতার সংহার-কর্ত্তা শিব-সম্বন্ধীয় নহে, পরন্তু সংহার-কর্ত্তা শিবের অংশী কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অংশ, প্রধান অন্তর্যামী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন সদাশিব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

বেদ শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। অজ্ঞরূঢ়, অবিদ্বৎ-রূঢ় ও বিদ্বৎ-রূঢ় ভেদে বেদের অর্থও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। বিদ্বৎ-প্রতীতিতে বেদোল্লিখিত যাবতীয় নাম বিষ্ণু তাৎপর্য্যপর। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র বিষ্ণুই ছিলেন—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ কিছুই

শ্রীল জীব গোস্বামী

শ্রীল জীব গোস্বামী ভরদ্বাজ গোত্রীয় কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু নামক বিপ্রকুলতিলকের বংশপ্রদীপ স্বরূপ বাক্‌লাচন্দ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে কুমারদেব নামে বহুসদ্‌গুণ-সম্পন্ন ভগবদ্ভক্ত এক ব্রাহ্মণ উদিত হন। তাঁহার বহু সন্তানের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ এই তিনটি রত্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের মুকুটভূষণ। শ্রীজীব গোস্বামী বল্লভের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে আগমন করিলে শিশু শ্রীজীব তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপানুগমনে শ্রীবল্লভ প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ-দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পথে গঙ্গাতীরে অপ্রকট হন। তদবধি শ্রীজীব চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীজীবের হৃদয়গত নিত্যসিদ্ধ বৈরাগ্য প্রকাশমান হয়। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই। অল্প বয়সেই কাব্য ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া নবদ্বীপে তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেন। তথায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়া তদীয় আনুগত্যে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। তৎপরে তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিক্রমে শ্রীবারাণসীধামে উপনীত হইয়া তথায় শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ন্যায় ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। অল্পদিন মধ্যে ন্যায় ও বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের চরণপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরূপসমীপে যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একমাত্র আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইলেন। তদবধি শ্রীজীব তাঁহার প্রকটকাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীব দীর্ঘকাল শ্রীধামে প্রকট থাকিয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু প্রভৃতি তাঁহার নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী জগতের কোটি কোহিনূরাধিকারী মহামূল্য সম্পদ। শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত জ্ঞান লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীজীবানুগত্য ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

ছিল না, বিষ্ণুই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজ নাম তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

উপাসনা তত্ত্ববিচারেও বিষ্ণুর উপাসনা ও অন্যান্য দেব-উপাসনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উপাস্যতত্ত্ব একই হইলে উপাসকের উপাসনাগতে পার্থক্য সম্ভব হয় না।

গীতায় বলিয়াছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্
যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্
যাজিনোঽপি মাম্ ॥

বিষ্ণুবিদ্বেষ করিয়া তদীয় অঙ্গকান্তি নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা উপাসনা তত্ত্বের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তাই সব তর্কবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, বিষ্ণুবিদ্বেষ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিও না। ঐ দেখ নদীয়া-প্রকাশ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া প্রপঞ্চে অবতরণ পূর্ব্বক প্রতিজীবের দ্বারে গিয়া কি বলিতেছেন—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যেনা ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ ॥

শ্রীজীব-কৃত গ্রন্থাবলী

১। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ২। সূত্র মালা ৩। ধাতু সংগ্রহ ৪। কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা ৫। গোপাল বিরুদাবলী ৬। রসামৃতশেষ ৭। শ্রীমাধব মহোৎসব ৮। সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ ৯। ভাবার্থসূচক চম্পূ ১০। গোপালতাপনীর টীকা ১১। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ১২। রসামৃত টীকা ১৩। উজ্জ্বল নীলমণির টীকা ১৪। যোগসারস্তব টীকা ১৫। গায়ত্রীভাষ্য ১৬। কৃষ্ণপদ চিহ্ন ১৭। রাধিকা করপদ চিহ্ন ১৮। শ্রীগোপাল চম্পূ ১৯। ক্রমসন্দর্ভ নামক ভাগবত টীকা ২০। তত্ত্বসন্দর্ভ ২১। ভগবৎসন্দর্ভ ২২। ভক্তি সন্দর্ভ ২৩। পরমাত্ম সন্দর্ভ ২৪। কৃষ্ণসন্দর্ভ ২৫। প্রীতি সন্দর্ভ

শ্রীসনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণী নামক এক গ্রন্থ ১৪৭৬ শকাব্দায় রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীব ঐ গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ ১৫০৪ শকাব্দায় লিখিয়াছিলেন।

গীতার কথা—

কেবলা ভগবৎ প্রপত্তি

যে গীতাকে মায়াবাদী তাঁহার অভেদবাদ প্রচারের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া উল্লাসভরে নৃত্যপরায়ণ, সেই গীতার মূলপুরুষ শ্রীভগবান্ বাসুদেব যে স্বয়ং সুদর্শন চক্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মায়াবাদীর সকল কুসিদ্ধান্ত খণ্ডবিখণ্ড করিবার জন্য তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগীতা গ্রন্থরূপে অবতীর্ণ, তাহা মোহা-মোহান্ধ মায়াবাদীর ধারণায়ই আসিতে পারে না। জীবেশ্বরে অভেদবাদ নিরসনের জন্যই গীতায় গুরুশিষ্য-সংবাদ বর্ণিত। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে 'তুমি স্বয়ং ভগবান্' এরূপ বলিবার পরিবর্ত্তে "ভক্তোঽসি মে সখা চেতি, সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে, ইষ্টোঽসি মে দৃঢমিতি" প্রভৃতি বলিয়া যে 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু' 'মামেকং শরণং ব্রজ', 'তমেব শরণং গচ্ছ,' মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥,' 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি,' 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' প্রভৃতি শরণাগতিমূলক ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করিলেন, তাহা ক্ষুদ্র জীবের অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা' 'আমি ভগবান্' প্রভৃতি বলিবার দুর্ব্বুদ্ধির মূলপ্রদেশে কেবল কুঠারাঘাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। গীতার 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে' "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে" প্রভৃতি শ্লোক পাঠ করিয়াও যে মানুষ কেমন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদরূপ কুম্ভীরকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হয়, তাহা ভাবিয়াই স্থির করা যায় না।

ভাবিবার কথা

আমরা অনেকেই অনেক সময় অনেক কথা শুনিতে পাই, কিন্তু যে কথা শ্রবণে এবং শ্রবণমাত্র যে কথানুসারে কার্য্য করিলে আমাদের নিজের ও অপরের প্রকৃত মঙ্গল বিধান হইতে পারে, এরূপ সৎকথা শ্রবণ অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন পরদুঃখদুঃখী পরদুঃখদ্রবীভূত মহাপ্রাণ মহাপুরুষের নির্হৈতুকী দয়ায় আমরা সেই মহাপুরুষের এবং তদীয় অনুসরণকারী নির্ম্মৎসর ভক্তবৃন্দের শ্রীমুখে আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের কথা শুনিতে পাই, আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই সেই কথানুসারে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়। অধিকাংশ লোকই এরূপ কথা শ্রবণে তাহাদের জড়েন্দ্রিয়তর্পণের কোনও সম্ভাবনা নাই, শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য দেহের উন্নতির কোন উপায় এই কথায় নাই, পশুপক্ষীতে দৃষ্ট কামভোগের বাসনার এবং কামভোগের ক্ষমতা বৃদ্ধিকর কোন কথা ইহাতে নাই বলিয়া সাধুমুখনিঃসৃত এই অমৃতকে উপেক্ষার সহিত পশ্চাতে রাখিয়া বাসনামূলা মনোবৃত্তিতে পরিচালিত হইয়া মহানরকে নিমজ্জিত হয়, কেহ বা ধৈর্য্যসহকারে কিছুক্ষণ এই কথা শ্রবণে—'ইহারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু ইহা পালন করা বড়ই কঠিন'—এই কথা বলিয়াই সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গের কথা শ্রবণপূর্ব্বক ভীরু নাবিকের নদী হইতেই প্রত্যাবর্ত্তনের ন্যায় নিরস্ত হন। দুই একটী অতি সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি সাধুগণের এই বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ মাত্রই তাঁহাদের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক স্বীয় প্রকৃত মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হন। এখানে আমার সহৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন "আচ্ছা মহাশয় যাহারা নিজ মঙ্গলের দিকে ধাবিত হন, তাহারা ত স্বার্থপর, তাহাদিগকে আপনারা কি প্রকারে প্রশংসা করেন?" তদুত্তরে কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠকমহোদয়গণকে বলিতে হইবে—'হঁ', তাদৃশ স্বার্থপরতাই প্রশংসনীয় বটে, কেন না 'স্ব' বলিতে যেখানে 'কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ' কৃষ্ণনিত্যদাস জীবাত্মা এবং 'অর্থ' বা 'প্রয়োজন' বলিতে যেখানে সেই কৃষ্ণদাস জীবাত্মারই কৃষ্ণদাস্য উদ্দিষ্ট হয়, সেখানে সেরূপ স্বার্থপরতা সকল জীবের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতে পরস্পরের মধ্যে পরহিংসন, পরপীড়ন বা পরস্বাপহরণাদি-জঘন্যাপারের আদৌ অবকাশ নাই—বরং আছে কেবল নিত্যনবনবায়মান আনন্দাম্বুধির উচ্ছ্বাস আর অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয়। কিন্তু 'স্ব' বলিতে যেখানে জড়দেহ' এবং 'মন' আর 'অর্থ' বলিতে তাহাদেরই তোষণ-চেষ্টা, সেখানে জীবহৃদয়ে শান্তির পরিবর্ত্তে মাৎসর্য্য-বহ্নি ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত, সেরূপ স্বার্থপর জীবগণের মধ্যে কেহ কাহারও স্বার্থচেষ্টায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং তাদৃশ স্বার্থপরতা বা জড়েন্দ্রিয়তোষণপরতা সর্ব্বতোভাবে গর্হণযোগ্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণতৎপরতারূপ স্বার্থপরতাই জীবমাত্রের কাঙ্ক্ষণীয় বিষয়, এই স্বার্থসাধনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই তৃপ্তি।

তাই জীবহৃদয়ের চৈতন্যপ্রদানকারী শ্রীভগবান্ চৈতন্যদেব কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-পরতারূপ স্বার্থপরতা লাভের জন্যই জীবগণকে কহিলেন—

"জন্ম সার্থক করি' কর পরউপকার"

অর্থাৎ নিজস্বার্থসিদ্ধিস্বরূপ কৃষ্ণসেবা লাভের চেষ্টা করিয়া জন্ম সার্থক করিবার জন্য যত্নবান্ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের স্বার্থ-সাধন বিষয়ে যত্ন সম্ভব হইয়া থাকে। নিজে কৃষ্ণসেবক হইয়া অন্যকে কৃষ্ণসেবক করান'ই সত্য সত্য শ্রেষ্ঠ উপকার। কৃষ্ণসেবালাভই জীবের চরম স্বার্থসিদ্ধি। শ্রীমন্মহাপ্রভু—জগজ্জীবকে সেই চরম স্বার্থ দেওয়ার জন্যই স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন, জীবগণকে কৃষ্ণানুশীলনপর স্বার্থপর করাইবার জন্যই মহাপ্রভু—

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবের শিক্ষায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়॥

আমার কোন কোন যুবকবন্ধুকে বলিতে শুনিয়াছি, 'যদি দেশের উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি যাহা কিছু আছে, তাহা ভস্মসাৎ করিয়া নিজেদের মনগড়া কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক নূতন ভাবে দেশকে জাগরিত করিতে হইবে, বর্ত্তমান প্রতীচ্যের অনুকরণে দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, পুরাতন যাহা কিছু আছে, তাহা বিস্মৃতির অতল জলধি তলে নিক্ষেপ করিতে হইবে!'

আমি, আমার এই নব্য বন্ধুবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, হে বন্ধুবর্গ, আপনারা যে মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া ত্রিকালদর্শী ঋষিকুল-প্রণীত সাত্বত শাস্ত্র-সমূহ ভস্মীভূত করিবার কথা বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন, আপনারা সেই মনকে চিনেন কি, সেই মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনারা কিছু অবগত আছেন কি? আজ যে প্রতীচ্য জড় বিজ্ঞান চর্চ্চায় এত উন্নত, তাহার ফল কি, তাহা কি আপনারা বিগত পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় অবলোকন করেন নাই? আজ যে দেশনেতা যুবক তাঁহার হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দ্বারা দেশকে মাতাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কি তাঁহার *view* (মত) অভ্রান্ত বলিয়া জানেন? যদি জানেন, তাহা হইলে ক্ষণে ক্ষণে উহা পরিবর্ত্তিত করিতেছেন কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনোধর্ম্মের ফল আপাত মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহা কখনও প্রকৃত মঙ্গল-প্রদায়ক নহে। দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, দেশবাসীকে জাগরিত করিতে হইলে, ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে, প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ণে স্বাধীনতার মন্ত্র দিতে হইবে, কোন্ স্বাধীনতার মন্ত্র? যে স্বাধীনতার মন্ত্রে আত্মাকে জাগ্রত করিবার কথা আছে, যে স্বাধীনতার অর্থ স্ব+অধীনতা অর্থাৎ পরমাত্মার অধীনতা, সেই স্বাধীনতা-মন্ত্রে দেশকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এই স্বাধীনতা মন্ত্রের নিমিত্ত আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে সেই সুপুরাতন নিত্যনূতন সাত্বত শাস্ত্রের নিকট, সুতরাং তাহা পোড়াইয়া ফেলিবার বস্তু নহে, তাহা নিত্যমঙ্গল-প্রদায়ক, তাহা নিত্যনমস্য। এই কথা সে দিন আলবার্টহলে ভক্তপ্রবর দয়ার নিধি শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু এবং তদানুগত্যে শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহা আবেগময়ী ভাষায় আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৭ হৃষীকেশ ১১ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৫০ গৌণত্রয়োদশী রা ৯।২৩ শতভিষা রা ২।৪২ **শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটোৎসব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাধারণ মহোৎসব।**

২৮শে হৃষীকেশ ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৪।৫৩ অ ৫।৪৯ গৌণচতুর্দ্দশী রা ৮।২৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ প্রভৃ রা ২।২৩। শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী। **শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

২৯শে হৃষীকেশ ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৮ পূর্ণিমা রা ৭।৯ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১।৪০। **শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব সমাপ্ত।**

নানা কথা

ভূতের উপদ্রব

কুমিল্লা, ২৩শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন আগে রাণানগরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনের তিনমাসের শিশুপুত্র কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—এই ঘটনায় সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়ে।

ঘটনার দিন রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় অমৃত বাবু আহারাদি সারিয়া ঘরের বারান্দায় এক প্রতিবেশীর সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতেছিলেন। ঘরের ভিতরে তাঁহার শিশুপুত্রটি গভীর নিদ্রা যাইতেছিল। অমৃত বাবুর স্ত্রী এদিকে রান্নাঘরে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া যখন শুইবার ঘরে আসেন, তখন দেখিতে পান, তাঁহার শিশুর শয্যা শূন্য, তখন তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়ে এবং সকলে মিলিয়াই শিশুটির খোঁজ করিতে আরম্ভ করে। শেষে দেখা যায়, শিশুটী একটি জলপূর্ণ গর্ত্তের ভিতর মরিয়া পড়িয়া আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় শিশুটির গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দেবের শিশুপৌত্রও তেমনি করিয়া কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল শিশুটিকে শিয়ালে কোথায় লইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব ব্যাপার যে এই ব্যাপারেরই সামিল, লোক এখন ইহাই ধরিয়া লইতেছে এবং ইহা যে ভৌতিক ব্যাপার ইহাই সকলে বিশ্বাস করিতেছে। গ্রামবাসীরা সকালই তাহাদের শিশুদের উপর নজর রাখিতেছে। অনেকেই ভূতের উপদ্রব হইতে বাঁচিবার জন্য মাদুলী, কবচ ইত্যাদি ধারণ করিতেছে।

সাইমন কমিশনের ভারতে পুনরাগমন

সার জন সাইমন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ভারতে তাঁহাদের দ্বিতীয়বার সফর উপলক্ষে অদ্য ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন। এবার তাঁহারা ভারতে ৭ মাসকাল অবস্থিতি করিবেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে তাঁহারা ইংলণ্ডে ফিরিবেন। এই সময়ের ভিতর তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা করেন।

ইউক্রেণে দুর্ভিক্ষ

ইউক্রেণে এবার অজন্মার জন্য দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ৮০০,০০০ লোককে অন্ন বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত স্থানে খাদ্যসামগ্রী গো-মহিষাদি গবাদি পশুর খাদ্য এবং বপনোপযোগী বীজ দ্বারা লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ৩ কোটী ১০ লক্ষ রুবল ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকা হইতে শীত ঋতুর ফসলের জন্য যে ২০০,০০০ টন বীজ ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ ইতোমধ্যে বিতরিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন জিলায় অন্নকষ্ট এত তীব্র হইয়াছে যে, তথাকার লোক ঐ বীজ খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে। তাহারা আরও বীজ চাহিতেছে।

চট্টগ্রামে বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষা

বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ১৫ ধারা অনুসারে স্কুল কমিটী গঠন করিবার জন্য যে নিয়ম তৈয়ারী করা হইয়াছে, বাঙ্গালা সরকার সম্প্রতি সেই সমস্ত নিয়মে সম্মতি দিয়াছেন। ফলে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর এক স্কুল কমিটী গঠিত হইয়াছে। মৌলভী নূর মহম্মদ এই কমিটীর চেয়ারম্যান ও ১৮ জন সদস্য হইয়াছেন। এই আইনানুসারে বাঙ্গালায় এই প্রথম স্কুল কমিটী গঠিত হইয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতেই কমিটী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবেন।

পাটনায় বড়লাট

আগামী ১৪ই নবেম্বরে বড় লাট লর্ড আরউইন্ মহোদয় পাটনা পরিদর্শন করিবেন। সরকারী ভাবে তাঁহার পাটনা পরিদর্শন এই প্রথম। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, তিনি সেখানে ২ দিন থাকিয়া অনেক কাজ করিবেন। তিনি পাটনায় বিজ্ঞান কলেজ, জেনারল হাঁসপাতাল এবং খোদাবক্স প্রাচ্য লাইব্রেরীর উদ্বোধন এবং বিহার জমীদার সমিতির অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করিবেন। পাটনার লাট-প্রাসাদে তাঁহার সম্মানার্থ জনসাধারণের পক্ষ হইতে এবং জমীদারগণের পক্ষ হইতে উদ্যান-সম্মিলন হইবে। ১৫ই নভেম্বর রাত্রিকালে তিনি পাটনা পরিত্যাগ করিবেন।

সানজুয়ান দ্বীপের অবস্থা
২০ হাজার লোক পীড়িত

সানজুয়ান দ্বীপের ১৫ হাজার লোক ইন্ফ্লুয়েঞ্জায় এবং ৫ হাজার লোক অন্যান্য রোগে পীড়িত বলিয়া চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক রমণ

বার্লিনের বিজ্ঞান শিক্ষায়তনের অধ্যাপক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এম ইয়ারস দৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত বই লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থে তিনি অধ্যাপক রমণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের—বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আলোক রশ্মি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমণ যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, এম ইয়ারস তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছেন। অধ্যাপক রমণের আলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার প্রশংসা করিয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার উপনির্ব্বাচন

রায় বাহাদুর মন্মথনাথ মিত্র নির্ব্বাচিত

স্যর পি, সি, মিত্র শাসন পরিষদের সদস্য হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার আসন শূন্য ছিল। উহা পূর্ণ করিবার জন্য যে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে রায় বাহাদুর মন্মথনাথ মিত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ৫৪ ভোট পাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় ৫১ ও রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ৯ ভোট পাইয়াছেন। মাত্র ১টী ভোট অগ্রাহ্য হইয়াছে।

লোমহর্ষণ-ব্যাপার

থিয়েটার-গৃহ ভস্মীভূত

অনেকে নিহত, বহু লোক আহত

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহরের জনবহুল অংশে 'নোভাদাদেস' নামক রঙ্গালয় অবস্থিত। রঙ্গালয়টি অনেক দিনের। সম্প্রতি উক্ত রঙ্গালয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথমে রঙ্গমঞ্চে আগুন লাগে। পরে শ্রোতৃগণের আসনের দিকে উহা বিসর্পিত হয়।

বহির্গমন-পথের অল্পতা হেতু শ্রোতৃগণের অনেকেরই শ্বাসরোধ হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহসহ রঙ্গালয়টি ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, এই অগ্নিকাণ্ডে বহু শত ব্যক্তির প্রাণহানি হইয়াছে। এম্বুলেন্সের আস্তানায় প্রায় ২ শত ব্যক্তির শুশ্রূষা হইয়াছে।

নিখিলভারত ৩০ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

কালকাতা আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের তত্ত্বাবধানে পঞ্চম বার্ষিক ত্রিশ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘ সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় ১৫ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৯ জন কৃতকার্য্য হইয়াছিল, অবশিষ্ট ৬ জন অক্ষম হওয়ায় পথিমধ্যে নৌকারোহণ করিয়াছিল। প্রতিযোগিগণ হুগলী ঘোলঘাট হইতে প্রাতঃ ৮ টা ৩৫ মিনিটের সময় যাত্রা করেন। হাটখোলা ক্লাবের বিদ্যাসাগর কলেজের শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র চাটার্জ্জি ৩-২৩ মিনিটের সময় ৭ ঘণ্টা ১২ মিনিটে গন্তব্যস্থান কুমারটুলী ঘাটে পৌঁছিয়াছেন। প্রতিযোগিগণের মধ্যে বলাইদাস নামে কাশীর একটী সপ্তমবর্ষীয় বালক ছিল, সে বালিতে আসিয়া নৌকারোহণ করিয়াছে। একটী সাত বৎসরের ছেলের পক্ষে এতটা দীর্ঘ পথ সন্তরণে অতিক্রম করা অসম সাহসিকতার পরিচয়ই বটে।

বাস চালকের কারাদণ্ড

বজবজ হইতে মাঝের হাটের দিকে বিজয় লাল তেওয়ারী অসাবধানতার সহিত জোরে বাস চালাইয়া যাইতেছিল। এইরূপ অসতর্কতায় চালাইবার দরুণ শান্তিরাম নামে একব্যক্তি মারা যায় এবং এক গাড়োয়ান ও দুইজন আরোহী গুরুতরভাবে আহত হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, বাস চালাইার সময় চালক এক গরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগায়, তাহার ফলে ঐ গরুর গাড়ীর বাঁশ শান্তিরামের পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায় ও তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গাড়োয়ান এবং ২ জন আরোহী আহত হয়, রাস্তার ২টি কুকুরও ঐ সময় মারা যায়।

আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে আসামীর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

রাস্তায় নারীবেশে নৃত্য-শিক্ষক

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে বসন্তকুমার দাস নামক একজন নৃত্য-শিক্ষক কালীঘাটের কয়েকটী স্ত্রীলোককে নৃত্য-শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকের বেশে চৌরঙ্গী রোড হইয়া বাসায় ফিরিতেছিল। এমন সময় তাহার উপর পুলিশের কৃপাদৃষ্টি পড়ে। পুলিশ অনুসন্ধানে জানিতে পায় যে, সে লোকটী দাগী, ১৯২২ সালে সে দুইবার অভিযুক্ত হয়। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রাস্তায় অপেক্ষা করার অজুহাতে পুলিশ তাহাকে মিষ্টার বক্সবার্গের আদালতে সোপর্দ্দ করে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সে বলে যে, নৃত্য-শিক্ষা দেওয়াই তাহার ব্যবসা, তাহা করিয়াই সে বাসায় ফিরিতেছিল। পরে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সতর্ক করিয়া খালাস দেন এবং আর যেন স্ত্রীবেশে রাস্তায় বাহির না হয়, পুরুষের বেশেই থাকে—এই মন্তব্য প্রকাশ করেন।

পুলিশ মহাশয়েরা আমাদের সহর নবদ্বীপের (কুলিয়া দ্বীপ) 'সখী' মহাশয়ের সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করেন, জানিতে পারিলে সুখী হওয়া যাইত। স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া দিবারাত্র ভদ্রমহিলাগণের সহিত অবাধে আলাপ ব্যবহারাদিকে কোন ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া ত' আমরা কখন কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না, তবে পুলিশের শাস্ত্রে কি বলে জানিতে ইচ্ছা হয়। পুরুষের ধর্ম্মাচরণের ভাণে কাপড়ে-চোপড়ে সখী সাজিয়া ভদ্রমহিলাগণের সহিত মুহুঃ-মুহুঃ সম্ভাষণকে আমরা শাস্ত্র, রীতি, নীতি ও সভ্যতা-বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করি। তথাকথিত সখীর উপরিউক্ত বসন্ত দাসের ন্যায় শিক্ষা পাওয়াই সমীচীন ব্যবস্থা। নীতি বিগর্হিত ব্যাপার ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচলিত করা সমাজের পক্ষে যে কি ভীষণ অনিষ্টকর, তাহা এখনও শিক্ষিত সমাজের আলোচ্য বিষয় হইতেছে না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

পিতার পুত্রহত্যা

প্রকাশ, গত ৫ই জুন দৌলতপুর থানার বাড়া গ্রামের শরিতুল্লা সেখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণার বশে গভীর রাত্রিতে ৬ মাস বয়স্ক আপন পুত্রকে ছোরা দ্বারা হত্যা করে। পুলিস তদন্ত ও প্রাথমিক তদন্তের পরে মামলাটি দায়রা সোপর্দ্দ হয়। জুরিগণ একবাক্যে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু প্রকাশ করেন যে, আসামী বাতুল।

খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ জুরিগণের প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় অভিমতের সহিত একমত হইতে না পারিয়া তিনি ঐ সম্বন্ধে হাইকোর্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ, ২৩শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ঐ দিবস প্রত্যূষে মাদ্রাজ সহরে একটি ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে ২ জন নিহত এবং ৮ জন গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, কয়েকজন বাজাওয়ালা একটা নাচের মজলিস হইতে ৩ খানি রিক্সা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। রিক্সা ৩ খানি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যাইতেছিল। উহারা যখন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পার্শ্বে আইসে, তখন জনৈক য়ুরোপীয়-পরিচালিত মোটর গাড়ী উহাদিগকে এমন ভাবে ধাক্কা দেয় যে, ৩ খানা রিক্সাই একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। উহার একটু দূরের কয়েকজন মুসলমান গোরস্থান হইতে ফিরিতেছিল। যে ৪জন শবাধার বহন করিয়া আসিতেছিল, মোটরখানা তাহাদের উপর গিয়া পড়ে। ফলে সকলেই গুরুতর ভাবে আহত হয়। উহাদের ভিতর ২জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

ডাক্তার আর্কুহার্টের সহৃদয়তা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আর্কুহার্ট বঙ্গীয় ছাত্র-সম্মিলনীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ছাত্রদের নূতন উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে দেশ-হিতকরকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গীয় ছাত্র-সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতায় মোটরযান-দুর্ঘটনা

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ২টা ৪৫মিনিটের যোগবাণী ট্রেণ ধরিবার জন্য কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী নামক দুইজন ভক্ত একখানি রিক্সা করিয়া সার্কুলার রোড দিয়া শিয়ালদহ অভিমুখে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের রিক্সাখানি জর্জ্জ টেলিগ্রাফ ট্রেণিং কলেজের সম্মুখে আসিয়াছে, এমন সময় একখানি বাস আর একখানি বাসকে পিছনে ফেলিয়া আগে যাইবার মানসে তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া পিছন হইতে আসিয়া তাঁহাদের রিক্সাখানিতে ধাক্কা মারে। রিক্সা-চালক কয়েক হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ে। ভক্ত দুইজনও মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া যান। বাস ড্রাইভার অবশ্য অতি ক্ষিপ্রতার সহিত ব্রেক না কষিলে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিত, তাহা বলা যায় না। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু বাস ও রিক্সা-নম্বর এবং বিশেষরূপ আহত রিক্সা-চালককে সঙ্গে লইয়া পুলিশে রিপোর্ট করিয়াছেন। বাস নম্বর ৬২৪ ও রিক্সা নম্বর ১১৩১।

যাহা হউক উপরিউক্ত ভক্তদ্বয় ভগবদিচ্ছায় বেশীকিছু আঘাত না পাইলেও বাস-ড্রাইভারগণের অবিমৃষ্যকারিতা বা চলিতকথায় বলিতে গেলে গোঁয়ারতামির ফলে যে কত দুর্ঘটনা প্রত্যেক দিন সংঘটিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। বাসচালকগণ অবলীলাক্রমে এক একটি জীবন শেষ করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়; যদি রাস্তার লোকজন দয়া করিয়া বাস-নম্বরটি লইয়া ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে পুলিশে রিপোর্ট করেন, তাহা হইলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে হয়ত তাহারা বড় জোর ২০।২৫৲ টাকা জরিমানা দিয়া নিষ্কৃতি পায়, নতুবা কোন সাড়া-শব্দই হয় না। বাসচালকগণ যাহাতে গোঁয়ারতামী ছাড়িয়া খুব সাবধানে বাস চালায়, তৎপ্রতি বাস ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বিশ-পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দ্বারা ত' আর এক একটি জীবনের ক্ষতিপূরণ হইবে না?

ত্রিপুরাধিপের মসজেদের জন্য সাহায্য দান

ত্রিপুরার মহারাজা বাহাদুর কুমিল্লার সা সুজা মসজেদে ১ হাজার ৭ শত টাকা দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১ হাজার ৫ শত টাকা মেরামত খরচা হইবে। পুরাতন মসজেদের মধ্যে এই একটি। বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ গোবিন্দকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই মসজেদটী স্থাপনা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই আশ্বিন, শুক্রবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আজ অনন্ত চতুর্দ্দশী। এই তিথি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বড় আদরের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত ঠাকুর হরিদাস এই তিথিতেই নীলাম্বুধি-তটে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রকাশ করেন। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে টোটাগোপীনাথ হইতে সমুদ্রতীরে গেলে সমুদ্রের উপরেই ঠাকুর হরিদাসের সমাধি এখনও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবৎসর অনন্ত চতুর্দ্দশী দিবসে ঠাকুর হরিদাসের বিরহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অনুগত যাবতীয় মঠে এই দিবস ঠাকুরের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, তন্মধ্যে গৌড়ীয় মঠের উৎসবেই বিশেষ সমারোহ।

পুরীতে সমুদ্রতীরে ঠাকুর হরিদাসের সমাধিক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মূর্ত্তিত্রয়ের সেবা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়ার 'ভ্রমর বর' নামক জনৈক উৎকলবাসী ভক্তের আনুকূল্যে পুরীর স্বর্গদ্বারে স্থায়ী শ্রীমন্দির গঠিত হয়। এই সেবা টোটা গোপীনাথের সেবায়েত গোস্বামিগণের পর্য্যবেক্ষণাধীনে ছিল। এক্ষণে ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারাই সেবা চালাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাতে ঠাকুরের কতটুকু প্রীতি-সম্পাদন হয়, তাহা ভগবানই জানেন। ঠাকুর যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই মহানাম-কীর্ত্তন না করিয়া মনোধর্ম্মী লোকের স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট ছড়ানাম কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধ-নামাচার্য্য ঠাকুরের কীদৃশ মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ ভক্তগণই বিচার করুন। ঠাকুর হরিদাসের সমাধি বাটীর সন্নিহিত প্রদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীয় ভজনস্থান ভক্তিকুটী নির্ম্মাণ করেন। গত ১৩২৯ সালে ঐ ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া একমাসকাল ঐ মঠে মহোৎসব হইয়া থাকে।

বৈধী হিংসা

দুর্গা পূজা নিকটস্থ, চারিদিকেই আনন্দের রোল। যেদিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই আনন্দ, সকলের মুখখানি হাসি হাসি। তৃণ গুল্মলতা পর্য্যন্ত যেন আনন্দে হাস্য করিতেছে। জগন্মাতা আনন্দময়ীর আগমনে সমগ্রদেশ আনন্দে নিমগ্ন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু এইরূপ আনন্দের দিনে একজনের মুখে আনন্দ দেখি না কেন? ঐ যে যূপ কাষ্ঠে আবদ্ধ পশুটীর মুখ ম্লান কেন? কে তাহাকে তাহার মায়ের ক্রোড় হইতে আনিয়া যূপ কাষ্ঠে আবদ্ধ করিল? মা যদি জগন্মাতা হন, তিনি যদি করুণাময়ী হন, তবে তাঁহার পূজায় এরূপ নৃশংস ব্যবহার কেন? জগন্মাতার পুত্রহত্যায় আনন্দ, এক পুত্রকে বিনাশ করিয়া অপর পুত্রের আনন্দ বিধান—এ কিরূপ ব্যবহার? জড় জগতে হিংসা বিনা ধর্ম্ম নাই, হিংসা ব্যতীত কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং ইহ জগতে একের হিংসা না করিয়া অন্যের আনন্দ লাভ অসম্ভব। তাই বলিয়াই বোধ হয় এই নৃশংস লীলার অনুষ্ঠান।

অহো! যেদিন লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পশু অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, রক্তের নদী বহিতে থাকিবে, তাহা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। এইরূপ নৃশংস কার্য্যও আবার ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। জগন্মাতার উপাসকগণ বলেন—ইহা অবৈধ নয়, শাস্ত্রে ইহার বিধান আছে, শাস্ত্র বলিয়াছেন 'বৈধী হিংসা কর্ত্তব্যা।" তাই সকল। ব্যস্ত হইবেন না, স্থির চিত্তে বিচার করুন। শাস্ত্র সত্য সত্যই কি এইরূপ নৃশংস কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন? না—কখনই না। শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাক্য, তাহাতে ব্যভিচার দোষ নাই, সুতরাং শাস্ত্র কখনই নৃশংস কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। হিন্দুদিগের শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি ম্লেচ্ছ শাস্ত্রেও হিংসার বিধি নাই।

শাস্ত্রসকল বিভিন্ন মত প্রকাশ করিলেও 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'—এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। বেদও বলিয়াছেন—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি।" শাস্ত্রসকল যাহাই বলুন না কেন, ভোগপর জীবগণ উহার কদর্থ করিয়া নিজ মনোমত করিয়া লইবেই লইবে। তাঁহারা ঐ সকল বেদপুরাণ-বাক্যের অর্থ করেন যে—'শাস্ত্রে অকারণ জীব-হিংসাই নিষেধ করিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে জীবহিংসার বিধান আছে। বস্তুতঃ উহার অর্থ তাহা নহে, তবে যে বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতে পূজাদিতে জীবহিংসা বা পশুবলির ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক? উহার মধ্যে কি বিন্দুমাত্র সত্য নাই? না তাহাও নহে—তবে সিদ্ধান্ত কি? সিদ্ধান্ত হইতেছে—শাস্ত্রসমূহ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ হইলেও নিবৃত্তি মার্গে চালিত করাই সকল শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়। মনুসংহিতায় বলিয়াছেন—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা—অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদিগের স্বভাবতঃই এইরূপ হিংসাধর্ম্মে রুচি, বস্তুতঃ নিবৃত্তিই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বা মহাফল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐ কথাই আরও সুস্পষ্ট ভাবে কথিত হইয়াছে—

> লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
> নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
> ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ যজ্ঞ-
> সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥

—বেদের অর্থবাদে রত হইয়া পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন—স্ত্রী সঙ্গ, আমিষ-ভোজন ও মদ্যপান বেদের প্রেরণারূপে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে—অর্থাৎ জীবের স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ বা মদ্য সেবা করিতে মোটেই ছিল না, বেদের আদেশ পালন করিবার জন্য ঐসকল কার্য্য বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে করিতে হইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাহা নহে—শাস্ত্র বলেন, জীব-লোকে ঐ সকল প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই লক্ষিত হয়, সুতরাং তাহারা বেদের প্রেরণা বা আদেশ অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করিবার জন্যই বিবাহ দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ-বিশেষে আমিষ-ভোজন এবং সুরা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভোগপর বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার উদ্দেশে যে বিধি, তাহা তাহাকে বিধি না বলিয়া নিষেধই বলিতে হইবে, যেমন অনুক্ষণ মদ্যপানরত ব্যক্তিকে তাহার প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত দিবসে দুইবার মদ্য-পানের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, সেইরূপ।

বৈধ হিংসা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহাকে বিধি না জানিয়া নিষেধপরই বুঝিতে হইবে। আবার বৈধ হিংসা কি প্রকার বিচার করুন।

> যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
> স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
> এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
> ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥
> —ভাঃ ১১।৫।১৩

—ক্রিয়া বিশেষে মদের আঘ্রাণকেই ভক্ষণ বলা হইয়াছে। পশুদিগের আলম্ভনই বিধি, হিংসায় বিধি নাই। এই বিশুদ্ধ বেদমতই স্বধর্ম্ম; কিন্তু বেদবাদিগণ তাহা জানেন না। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—(ভাঃ১১।১১।১৮)—

কেমনে পাব

আজকাল ভক্তিমার্গ কাঁটা কণ্টকাকীর্ণ হওয়ায় উহাতে বিচরণ করা বড়ই বিপজ্জনক। কে শুদ্ধ বৈষ্ণব, কোন্‌টী বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ, ইহা বিচার করিয়া স্থির করা বড় কঠিন। বাহ্য আচরণ দৃষ্টে, কে বৈষ্ণব, কে অবৈষ্ণব, বুঝা যায় না। স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা, বিষ্ণুনামসংকীর্ত্তন একাদশ্যুপবাস, নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি আচার যেরূপ লক্ষিত হয়, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যেও সেই সব আচরণ যথাযথ লক্ষিত হয়; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কে বৈষ্ণব, কে স্মার্ত্ত—বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। স্মার্ত্তগণ নিজদিগকে গৌরচন্দ্রদেবের অনুগত শুদ্ধভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত হন না, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—অজামিলঃ সুদুরাচারোঽপি নামাভাসবলেন বৈকুণ্ঠমেব প্রাপ্যতে তথাপি স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারসম্পন্না বহুশো নামগ্রাহিণোঽপি সংসারমেব প্রাপ্যন্তে—অর্থাৎ স্মার্ত্ত বৈষ্ণবগণ ত্রিসবন স্নান, নিরম্বু উপবাস, নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি সদাচার-সম্পন্ন এবং বহুনামগ্রহণকারী হইয়াও তাদৃশ সদাচার-রহিত, পুত্রসঙ্কেতে একবার মাত্র নামাভাস উচ্চারণকারী অজামিলের ন্যায় বৈকুণ্ঠগতি লাভের পরিবর্ত্তে নরকের দ্বার স্বরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হন। আউল বাউল নেড়া দরবেশ সাঁই সহজিয়া সখীভেকী প্রভৃতি সম্প্রদায় আপনাদিগকে সদাচারাভিমানী স্মার্ত্ত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত না করিলেও ইঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের

যে সকল ব্যক্তি বেদ-তাৎপর্য্য জানে না, তাহারা অসৎ, স্তব্ধ ও সদভিমানী। সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশুবধ করে এবং ঐ সকল পশুঘাতিগণের মৃত্যুর পর ঐ হিংসিত পশুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে।

বৈধহিংসা কাহাকে বলি? যদি হিংসার ফলে আমাদের ভোগ-প্রবৃত্তি একেবারে নষ্ট হইয়া নিবৃত্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবেই তাহাকে "ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে"—এই ন্যায়ানুসারে বৈধহিংসা বলা যাইতে পারে নতুবা "আমরা প্রবৃত্তিমার্গের লোক, প্রবৃত্তিমার্গে পশুবধ এবং মাংস খাওয়ার বিধি আছে—এই ছলে পশু-হিংসা অবশ্যই নরকলাভের হেতু। তাদৃশী হিংসার প্রশ্রয় শাস্ত্র কোন দিনই দেন নাই বা দিতে পারেন না। অলমতিবিস্তারেণ।

বিশৃঙ্খলকারী অসদাচারী। স্ত্রী তৈল মৎস প্রভৃতি ভোগোপকরণ পরিত্যাগ সদাচার পালন-তপস্যার অন্তর্গত। তপস্যা ও ভক্তি—দুইটী বিভিন্ন, একের দ্বারা অন্যের ফল পাওয়া অসম্ভব, আবার সদাচার পালনে যেরূপ ভক্তিলভ্য প্রেম পাওয়া যায় না, অসদাচার দ্বারা ও তদ্রূপ ভগবৎপ্রীতি লাভ অসম্ভব, যেহেতু ঐ দুইটীই প্রাকৃত স্থূল দেহের ধর্ম। ভক্তি স্থূল দেহ বা সূক্ষ্ম মানস ধর্ম নহে, উহা আত্মার ধর্ম।

'ভক্ত' বলিলে সদাচারী বা অসদাচারী, আমিষ-ভোজী বা নিরামিষ হবিষ্যান্ন-ভোজী গৃহী বা ত্যাগী বুঝিতে হয় না। এই গুণ বা দোষগুলি বৈষ্ণবের পরিচয় নহে, বৈষ্ণবের স্বরূপ লক্ষণে আমরা জানিতে পারি, যিনি জাগতিক দ্বন্দ্ব ভাব-মুক্ত হইয়া, কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য প্রভু জানিয়া নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাগত, তিনিই শুদ্ধ ভক্ত, কৃষ্ণৈকশরণতাই ভক্তের স্বরূপলক্ষণ। এইরূপ ভক্তের অনুগ্রহেই জীবের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করতলগত হয়। বিত্তা-পহারী কৌলিক গুরু বা গোস্বামী নামধারী অবৈষ্ণব গৃহমেধী বা গৃহত্যাগী গুরুর সেবা করিয়া মঙ্গল-লাভ ত' দূরের কথা, ভীষণ অমঙ্গল ঘটিবারই সম্ভাবনা।

শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তির শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম। এই প্রবন্ধ পড়িয়া অনেকেই হয় ত' জিজ্ঞাসা করিবেন, এইরূপ শুদ্ধ বৈষ্ণব গুরু কি প্রকারে মিলিবে, আমরা কি প্রকারেই বা তাঁহাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া চিনিয়া লইব? অনেক শিক্ষিত ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আমাদের নিকট এই প্রশ্নটী করিয়াছেন। প্রশ্নটীর মীমাংসাও অতীব সহজ। আমরা যদি নিষ্কপটে ভজন-মার্গে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি, ভগবানের সেবাই যদি আমাদের মুখ্য ব্রত হয়, তাহা হইলে কখনই সদ্‌গুরুর অভাব হইবে না। সদ্‌গুরু কিছু মর্ত্ত্য জীব নহেন, তিনি অন্তর্যামী কৃষ্ণাভিন্ন বিগ্রহ। আপনারা একবার সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুবের কথা স্মরণ করুন। নিতান্ত শিশু ধ্রুবের বিদ্যা বুদ্ধি কি ছিল? ভগবান্ কেবল তাঁহার সরলতা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য নিজ প্রিয় পার্ষদ নারদকে গুরুরূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সরলতা। আমাদেরও যদি ধ্রুবের ন্যায় সরলতা থাকে, তাহা হইলে সদ্‌গুরু-লাভে বিলম্ব হইবে না। সদ্‌গুরু লাভ ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ। ভগবৎকৃপায় সদ্‌গুরু-লাভ, আবার সদ্‌গুরুর কৃপায় 'ভগবৎ-কৃপা লাভ।

ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব

আজ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের তিরোভাব-তিথি। ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেবল যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বেনা-পোলের বনপ্রদেশে নির্জ্জন-কুটীরাভ্যন্তরে নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তনরত ঠাকুরের বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠাসৌরভ-সহনে অক্ষম মৎসর-হৃদয় ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খানের ঠাকুরের প্রতি প্রকাশ্যভাবে বিরোধাচরণকাল হইতেই ঠাকুরের কিছু কিছু জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যাহা হউক ভক্ত ও ভগবানের লীলা নিত্য, কেবল আবির্ভাব ও তিরো-ভাব মাত্র ভেদ।—

এসব লীলার কিছু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এইমাত্র ভেদ॥
(চৈতন্য ভাগবত)

শ্রীভগবান্ যখন লীলাবিলাসের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তদ্রূপবৈভব ভক্তগণও তাঁহার লীলা-পুষ্টির জন্য তদিচ্ছাক্রমে তৎসঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হন, আবার তদিচ্ছাক্রমেই অন্তর্দ্ধান করেন।

অতএব বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন সদাই॥
(চৈঃ ভাঃ অ৮।১৭১)

শ্রীপদ্মপুরাণও বলেন,—

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

মহাপ্রভু রায়রামানন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?" রায় উত্তর দিয়াছিলেন,—"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ ভিন্ন দুঃখ নাহি দেখি পর।" জগতের লোকে দেহ-মনে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া সেই দেহ-মনঃ সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে শোকাতুর হইয়া পড়ে। যে দেহকে সে এতদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, সেই দেহ ভোগের অভাবই জগতের লোকের শোক দুঃখ সৃষ্টি করে। 'সে আমাকে একেবারেই ছাড়িয়া গেল, আর তাহাকে পাইব না'—এত ভাবিয়াই জগতের লোক স্বজন বিরহে কাঁদিয়া ব্যাকুল। কিন্তু ভক্তের 'ভক্ত-বিরহ তাদৃশ নহে। ভক্ত বলেন,—'ভক্তদেহ প্রাকৃত বস্তু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥' ভক্তের আবির্ভাব কৃষ্ণসেবার জন্য, আবার অন্ত-র্দ্ধানও কৃষ্ণ-সেবার জন্য, যেহেতু ভক্ত নিত্য, ভগবান্ নিত্য ও ভক্তিও নিত্যা। ভক্তের নিত্যলীলা-প্রবেশে ভক্তের কোন দুঃখের কারণ নাই, কেন না ভক্ত ত' আর আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ চাহেন না, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণেই ভক্তের আনন্দ। তবে কেন ভক্ত ভক্ত-বিরহে কাঁদিয়া আকুল? এ প্রশ্নের সমাধান বিপ্রলম্ভরসাবতারী আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত ব্রজেন্দ্রনন্দনের একান্ত ভক্ত ব্যতীত আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। আশ্রয় বিষয়ের সহিত নিত্যকাল যুক্ত থাকিয়াও—একাত্মা হইয়াও কেন দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ের বিরহে ব্যাকুল হন, আবার বিষয়ই বা কেন আশ্রয়ের বিরহে কাতর, এ গম্ভীর বিপ্রলম্ভলীলা-রহস্য যিনি অবগত আছেন, তিনিই একমাত্র জানেন, ভক্ত কেন ভক্ত-বিরহে কাতর হন। প্রাকৃত বিরহের সহিত এই অপ্রাকৃত বিরহকে সমান জ্ঞান করিতে গিয়াই অজ্ঞলোক ভক্তের চিদানন্দময় দেহকে রক্তমাংস-পিণ্ড প্রাকৃত দেহের সহিত সমানজ্ঞানে ভক্ত-চরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছে। প্রাকৃত বিরহোত্থ ক্রন্দন, হা হুতাশ প্রভৃতি বিলাপে—আনন্দাভাব, কিন্তু অপ্রাকৃত বিরহোত্থ বিলাপে কেবল অবিমিশ্র আনন্দ, তাহাতে যাহার বিরহে কাঁদিয়া ব্যাকুল, তাহাকে আর পাইব না—এরূপ আশা-শূন্যতা নাই, কিন্তু পাইব বলিয়া একটা প্রবল আশা—প্রবল উৎকণ্ঠা বর্ত্তমান। জগতের লোক যাহাকে আর পাইবে না, তাহারই বিরহে কাঁদিয়া আকুল, কিন্তু ভক্ত যাহাকে পাইবেন বলিয়া আশাবদ্ধ, তাঁহারই অদর্শনে মর্ম্মাহত হন। অভক্তের বিরহ কালক্ষোভ্য, কিন্তু ভক্তের বিরহ নিত্য। যাঁহারা এই বিরহমর্ম্ম সত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থ বৈরাগ্যবান্—যথার্থ বিবেকী - যথার্থ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। সেই অপ্রাকৃত বিরহিগণই আজ ঠাকুর হরিদাসের বিরহ-বিহ্বল হইয়া 'হে হরে' 'হে কৃষ্ণ'—এই বিপ্রলম্ভ-জনিত উচ্চ নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমানন্দে মাতোয়ারা—সেই বিরহ-বিধুর ভক্তগণই ঠাকুরের যথার্থ মহিমা-প্রচারক।

স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী ভক্তবৎসল ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভক্ত-মহিমা-প্রচার-লীলাই মহাবদান্য গৌর-লীলা। ভক্ত যেমন ভগবন্মনোহভীষ্ট-প্রচারকবর, ভগবানও সেইরূপ ভক্ত-মনোহভীষ্টপূরণকারী। ভক্ত যেমন ভগ-বানের আনন্দ বিধান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াও অতৃপ্ত, ভগবান্‌ও তেমন ভক্তের আনন্দ বিধান করিবার জন্য সর্ব্বদা সমব্যস্ত, ভক্তের আনন্দেই ভগবানের আনন্দ। আহা! ভক্ত-ভগবানের এমন মধুর মিলনানন্দ, ভক্ত ভিন্ন আর কে আস্বাদন করিবে? ভক্ত-ভগবানের মিলন দেখিয়া ভক্তেরই আনন্দ,—অভিবিলাস-ব্যসন-প্রমত্ত অভক্ত কেবলাদ্বৈতবাদীর সে আনন্দ আস্বাদনের সৌভাগ্য নাই, তাই তিনি ভগবান্ হইবার জন্যই বড় ব্যস্ত! আশ্রয়েই আনন্দ বা আশ্রয়ই স্বরূপ-আনন্দ, তাই স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্‌ও আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত। ভক্তভাবাঙ্গীকারকারী ভক্তবৎসল গৌরহরি আজ তাঁহার প্রিয়-ভক্ত হরিদাসের মনোহভীষ্ট পূরণে বড়ই ব্যস্ত। ঠাকুর ভগবানকে জানাইয়াছেন—

"প্রভো!—
একবাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি, লয় মোর চিত্তে॥
সেইলীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার
'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥
মোর ঐ ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময়॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে॥"

ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী গৌরহরি যদিও কহিলেন—"হরিদাস যে তুমি মাগিবে। কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥"—তথাপি নিজলীলাপরিকরের বিচ্ছেদ-স্মরণে আকুলিত হইয়া আবার বলিলেন—"কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা। তোমার যোগ্য নহে, যাবে আমারে ছাড়িয়া॥" তখন হরিদাস দৈন্য করিয়া কহিতে লাগিলেন—'প্রভো, তুমি ভক্তবৎসল, আর আমি ভক্তাভাস, আমার মাথার মণি, কত কোটি কোটি মহাত্মা তোমার লীলার সহায় আছেন—আমা হেন যদি এক কীট মরি' গেল। পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল॥ মহাপ্রভু পরদিন প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন বলিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন।

আজ যথাসময়ে মহাপ্রভু ভক্তগণসহ জগন্নাথ দর্শনান্তে হরিদাসকে দর্শনার্থ আগমন করিলেন। হরিদাস মহাপ্রভু ও ভক্তগণের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। শেষে মহাপ্রভু হরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হরি-দাস কহিলেন—"প্রভু, যে আজ্ঞা তোমার।" মহাপ্রভুর ইঙ্গিত পাইয়াই ভক্তগণ অঙ্গনে মহা সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভক্তগণ হরিদাসের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, স্বয়ং ভগবানও হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে মহানন্দে মাতোয়ারা হইলেন। ভক্তগণ সকলেই হরিদাসের পাদপদ্ম বন্দনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর—

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজনেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা॥

বক্ষহৃদয়ে আনি ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বারবার।
প্রভুমুখমাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ॥"

শ্রীহরিদাসের এই প্রকার-নির্য্যাণ দর্শনে সকলেই দ্বাপর যুগের ভীষ্মের নির্য্যাণ-কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।"

শ্রীভগবান্ ভক্তের সেই অপ্রাকৃত দেহ কোলে করিয়া মহাপ্রেমাবেশে অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন,ভক্তগণও প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেননা এই প্রেমানন্দতন্ময়তাই যে ভক্ত-বিরহবিধুরতা। তৎপর কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে সমুদ্রতটে লইয়া স্নান করান হইল। মহাপ্রভু কহিলেন, আজ ভক্তপাদস্পর্শে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল। ভক্তগণ সকলেই হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত মহাশয়েরা বৈষ্ণবের এ সকল ক্রিয়ামুদ্রা ধারণায়ই আনিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহাদের গাত্রদাহই উপস্থিত হইবে। স্বয়ং ভগবান্ নিজহস্তে ঠাকুরকে সমাধিস্থ করিলেন। বালুদ্বারা সমাধি-পীঠও নির্ম্মিত হইল। তৎপর কীর্ত্তনানন্দে সগণ মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানান্তে সমাধি-প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সিংহদ্বারে আসিয়া হরিদাস ঠাকুরের বিরহ মহোৎসবের জন্য নিজে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন, ভক্তগণও ভিক্ষা করিলেন। বাণীনাথ কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলেন। মহাপ্রভু সমস্ত বৈষ্ণবকে সারি সারি বসাইয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর নিরন্তর পরিবেশন করিলেন। প্রভু না বসিলে কেহই ভোজন করেন না দেখিয়া কাশীমিশ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন তখন সকলেই আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। ভোজনান্তে মহাপ্রভু নিজে সকল ভক্তগণকে মাল্যচন্দন পরাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভক্তগণকে বরদান করিতে লাগিলেন—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিলা গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
হরিদাস-আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
'জয় জয় হরিদাস' বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥"

ইহারই নাম—বিরহ মহামহোৎসব। এই উৎসবানন্দে যিনি উন্মত্ত হইতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত বিরহী—কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ কৃপালাভে একমাত্র তিনিই অধিকারী।

অশান্তিই আমার শান্তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন।)

জগতে ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই শান্তির জন্য লালায়িত! গোটা জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তোমরা কি চাও?' সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিবে "শান্তি চাই।" কিন্তু পরক্ষণেই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তবে কি শান্তি পাইতেছ? তখন বিভিন্ন প্রকার রুচির দিক্ হইতে নানাপ্রকার জবাব পাওয়া যাইবে। অবশ্য যাঁহারা সত্যান্বেষী সত্যপ্রিয়, তাঁহারা সকলেই সমস্বরে বলিবেন—"না, এ জগতে শান্তি কোথাও নাই, শুধুই অশান্তি।" আর বাদ বাকি অন্যান্য সকলের মধ্য হইতে কেহ বলিবেন সংসারে কখনও শান্তি কখনও অশান্তি, কি প্রায়ই অশান্তি, ইঁহাদের মধ্যে সত্যাভাসের উদয় জানিতে হইবে, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সংসারটাই এই প্রকারের, অশান্তি-শান্তি সবই শান্তি, অশান্তি না থাকিলে শান্তির মর্য্যাদা কি? যেমন বিরহ না থাকিলে মিলনের সুখ কোথায়? অন্ধকার না থাকিলে আলোকের মর্য্যাদা বুঝিত কে? রোগ না থাকিলে স্বাস্থ্যের গুণ কে জানিত? প্রভৃতি কত কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সমশীলব্যক্তিদিগের কাছে খুব বাহবা লওয়ার সুবিধা পান। এই শেষোক্ত জীবগণকে পণ্ডিতমণ্ডলী নিত্যবদ্ধ জীব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, নিত্যবদ্ধজীব আমরা, আমাদের ব্যবহারিক চরিত্রকথা-আলোচনা করিয়া আমাদেরই দুর্দ্দশার কারণগুলি খুঁজিয়া বাহির করা যাউক। কেন যে আমরা এত বুদ্ধিহীন হইলাম, অনুভবশক্তি আদৌ নাই, ভাল-মন্দ বোধটাপর্য্যন্তও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কি শীতোষ্ণ ব্যাপারগুলিও বিপরীত ভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারি না। তবে কি আমরা কাঠ পাথরের ন্যায় অচেতন? না মানুষ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী? যাহারা প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঝাঁপ দিয়া জীবন দেয়, অথবা যাহারা কাঁটা ঘাস খাওয়ার ফলে গাল বাহিয়া দরদর রক্তস্রাব হইলেও আহার বিরত হয় না, আমরা কি সেই দলের কোন কিছু, না তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট, তাহার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

সংসার ভরিয়া হাহাকার, হায় হায়, হৈ হৈ, রৈরৈ, কেবল ছুটাছুটি। দেশের সর্ব্বত্র অন্নাভাব, অন্নকষ্ট, তৎসঙ্গে সঙ্গেই সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইয়া দেশকে দেশ ছারখার করিতে বসিয়াছে. নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায় মৎসরতা মূলে "বিরাট তর্ক উপস্থিত হইয়া মারা মারি কাটা কাটি ইত্যাকার যে কত শত শত বিপ্লব উপস্থিত, তাহা হাতে কলমে লিখিয়া প্রকাশ করিবার ভাষা কোন অভিধানে আছে কিনা সন্দেহ। তবুও আমরা বলিয়া থাকি, সংসারের কর্ত্তব্য—এই সব অশান্তি হইলেও শান্তি মনে করিতে হইবে। কি চমৎকার বিচার! আমাদিগের মনে করিবার ভিতর যেন কতবড় শক্তিই নিহিত রহিয়াছে যে, মনে করিলেই উত্তপ্ত লৌহখণ্ডগুলি বরফের চাকা হইয়া যাইবে, মনের ক্ষমতার পরিমাণ যেন নিজে নিজেই করিতে সমর্থ। এই তো গেল যাঁহারা দেশ বা সমাজের শৃঙ্খলতা বিধানের নিমিত্ত মাথা ঘামাইতেছেন তাঁহাদের কথা।

তারপর বংশের প্রদীপ একটি মাত্র পুত্র, সেও অসাধারণ রূপ ও গুণবান, সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় তাহার যশোরাশি দিগ্-দিগন্তে সৌরভ বিস্তার করিয়াছে। সেই পুত্ররত্নটী সাজিয়া-গুজিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ পরমাহ্লাদে বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন, গুরুজন সকলের চরণধূলা লইয়া যখন বিশেষ প্রকারের কোন একটী জীবকে বহন করিবার অভিলাষে রওনা হইল এবং কিছু সময়ান্তে কোন একটী ভদ্রব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইল, তখন সেই ভদ্র লোকটীরইবা কত আনন্দ, আর গৃহে সমাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—তাহাদিগের আনন্দই বা রাখিবার স্থান কোথায়?

এদিকে পরদিন জ্ঞাতি, কুটুম্ব ভোজন, বহির্দ্বারেও গণ্ডায় গণ্ডায় অজশিশুগণ তৃণ-গুচ্ছ গ্রহণ করিতে করিতেই ইহকালের ভাবনা চিরতরে বিস্মৃত হইতেছে, পুরাঙ্গনাগণ মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আশাপথপানে তাকাইয়া আছেন, কতক্ষণ পরে নূতন বরবধূ দর্শন করিয়া মনের সাধ মিটাইবেন। এমন সময় মাথার পাগড়ী-বাঁধা এক ব্যক্তি সেলাম দিয়া বাবুর হাতে একখানা রঙ্গিন খাম দিল। বাবু আস্তে-ব্যস্তে সশিদ সই করিয়া আস্ত গন্তপণে খামটি ছিঁড়িয়া যাহা দেখিলেন, তাহার মস্তক পড়িতে পারিলেন না। দুই একটী শব্দ পাঠ করিয়াই বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। তাহাতে যাহা লিখা ছিল তাহার ভাবার্থ, এই—"খোকা বিবাহের আসর হইতেই নবপরিণীতার মুখচন্দ্রিকা করিতে করিতে গুরু-পুরোহিত সকলের চক্ষের সামনে পলকমধ্যে যমরাজার আসরে চলিয়া গিয়াছে"। চারিদিক অন্ধকার! বাহির বাড়ী ভিতর বাড়ী সর্ব্বত্রই শুধু ক্রন্দনের রোল! বাস্তবিক জাগতিক জীবের ইহা অপেক্ষা বড় দুঃখ বা অশান্তি আর কি হইতে পারে? ছেলের বাবা, কন্যার বাবা শোক-সাগরে নিমজ্জিত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? চোখের সামনে এতবড় বজ্রাঘাতের ন্যায় একটা অতি গুরুতর-যাতনা পাইয়াও, কিছুদিন পরে আবার পূর্ব্ববৎ খাওয়া পরা, আমোদ-আহ্লাদে মত্ততা—এ কত শান্তি! অবশ্য মাঝে মাঝে অপরের ঐরূপ সংবাদ শুনিয়া, কি নিমাই-সন্ন্যাস গান শুনিয়া দুই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে, তাহা সাময়িক উত্তেজনা বা শ্মশান-বৈরাগ্য! শুধু তাহাই নহে, আমরা নিজের কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের বোঝাটা ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলি—"ভগবান্ আমার ছেলে জামাই লইয়া গেলেন আর কি করি?" নাই, তবু বলি আমার! মোহের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! আবার ইহাও বলিয়া মনটাকে প্রবোধ দেই যে, সংসারে যখন আসিয়াছি, তখন সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। কথাটা খুবই ঠিক। কিন্তু সংসারে যে সুখ মোটেই নাই। 'সুখ' শব্দটী মাত্র শুনিতেই সুখ, নতুবা উহাতে আর কিছুই নাই। নিত্য অশান্তির ব্যাপার হইতে ছুটী পাওয়ার নিমিত্ত, আমরা একবারও চেষ্টা করি না। কিসে অশান্তি দূর হয়, তাহার কোন্ কারণ অনুসন্ধান করি না। তবুও আমরা খুব বুদ্ধিমান! সকলেই বৎসর বয়স, স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব্ব-সংবাদ তিনটাই পাইয়াছি—দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, কেশের শুভ্রতা উপস্থিত, দন্ত কয়টিও একটী একটী করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, তবুও গোঁপে তা' দিয়া বলিয়া থাকি, বাড়ী খানা তেতালা করিয়াছি, চূনার হইতে পাথর আনিয়া দীঘীর চারি ঘাট বাঁধাইয়াছি, জমি জমা যথেষ্ট করিয়াছি, বীমা, লাইফইন্সিওর, কোম্পানীর সেয়ারও যথেষ্ট খরিদ করিয়াছি, ছেলেপিলে, নাতি, পুতিরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পরিতে পারিবে, আর চিন্তা কি? এমন সময়ে কোন সাধু বলিলেন,—"মহাশয়! গল্পটা বেশ জমাট বাঁধিয়াছে, যাহা করিয়াছেন বেশ করিয়াছেন, আপনার সম্মুখের দিকটা খুব ভালই হইয়াছে, কিন্তু পিছনের দিক্ একবার তাকাইয়াছেন কি? ঐ দেখুন প্রকাণ্ড মোটাব মুষল হাতে ভীষণাকার দুই মূর্ত্তি কে দাঁড়াইয়া! তাঁহাদের হাত হইতে খালাস পাইবার নিমিত্ত কি কিছু সঞ্চয় অর্থ ব্যয় করিয়াছেন? উঁহাদের নিকট ত' নাতি, পুতির বল ভরসা কিছুই খাটিবে না। আপনার তেতালা বাড়ীতেও উঁহাদের অবাধ গতি। ইহা ভাবিয়াছেন কি?

আপনারা যেন বুদ্ধিমান্, তথনও বলি, বাস্তব জীবন মহাশয়, আপনার ওসব বাজে কথা। এত বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে আর সংসার চলে না। তাহা হইলে ভগবানের সংসারটা ঠিক থাকিবে কি করিয়া? ওসব শাস্ত্রটাস্ত্র, পুরাণ, কোরাণের কথা আমাদের মত সংসারী জীবের জন্য নহে। যাঁহারা দম দম করিয়া পাগল সাজিয়া সংসার ছাড়িয়া বনে-জঙ্গলে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই ঐ সকল মানিয়া চলিতে পারেন। বৃদ্ধ আমি এই বলিতে বলিতে ডিকী ডিস্‌মিস্ করিয়া কল্কীতে তামাক সাজিয়া হুকা টানায় মনোনিবেশ করি। ভগবান্ যেন আমাদিগকে তাঁহার প্রধান সচিব করিয়া, সংসার রক্ষণাবেক্ষণের ভারটা অর্পণ করিয়াছেন, তাই না খাইয়া, না শুইয়া সংসারোন্নতির চিন্তায়ই অস্থির।

এবম্বিধ বাজে ভাবনার দুঃখকে সুখ, অশান্তিকে শান্তি মনে করিয়া বাস্তব পক্ষে আমরা কেবল অশান্তিই ভোগ করিতেছি। এই প্রকারে আমাদের লক্ষ লক্ষ জন্ম চলিয়া যাইতেছে। আমরা সংসারী জীব, যাহাতে কোন প্রকার অন্যায় করিয়া করিয়া অশান্তিতে না পড়ি, তন্নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিগণ, বেদ, পুরাণ, শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা সংসার-মুক্ত, তাঁহারাত নিজেই শাস্ত্র, তাঁহাদের জন্য আবার পৃথক শাসন-বাক্যের প্রয়োজন কি? আমরা অশান্ত—বদ্ধজীব, আমাদিগকে শান্ত ও মুক্ত করণার্থেই শাস্ত্র-বিধিপালনরূপ দণ্ডবিধানের প্রয়োজন। যে সংসারী যে পরিমাণে সৎ-শাস্ত্রানুগত, তিনি সেই পরিমাণে গৃহস্থ। তদ্ব্যতীত সবই গৃহব্রত, গৃহমেধী নামে পণ্ডিতগণ দ্বারা জগতে পরিচিত হন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতানুগত সৎ-শাস্ত্রাদেশ মানিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারাই সতত অশান্তিময় সংসারে পতিত। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতানুগত সৎশাস্ত্রানুগত্যে জীবন যাপন করেন, তাঁহারা সংসারে থাকিলেও তথাকথিত অশান্তি নামক অবাস্তব ব্যাপারে শ্রীভগবৎকৃপাই নিহিত জানিয়া আরও ভগবৎসেবায় উৎসাহশীল হন। এই উপায়ে শাস্ত্র-শাসন মানিয়া শুদ্ধভাগবতের আনুগত্যে জীবন যাপন করিতে থাকিলে, তবেত সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়? সংসার ক্ষয় না হইলে শান্তি নাই। আর শুধু ভক্তের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ পঠন ও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে না পারিলেও [illegible] হয় না। যে পর্য্যন্ত সংসার [illegible], সে পর্য্যন্ত মুখে মুখেই আওড়া-[illegible] থাকিব—অশান্তিই আমার শান্তি [illegible] আর উপায় কি? "[illegible]" অথবা আঙ্গুর ফল বড়ই টক, পাই না তাই খাই না'। বাস্তব শান্তি যখন চাই না, তখন 'অশান্তিই আমার শান্তি'।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৮শে হৃষীকেশ ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৪।৫৩ অ ৫।৪৯ গৌরচতুর্দ্দশী রা ৮।২৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ প্রভু রা ২।২৩। শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশী। **শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।**

২৯শে হৃষীকেশ ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৮ পূর্ণিমা রা ৭।৯ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১৪০। **শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব সমাপ্ত।**

নানা কথা

পঞ্জাব লাটের বদান্যতা

পঞ্চনদের বন্যাপীড়িতদের জন্য মন্ত্রী মিষ্টার ফেরোজ খাঁনুন যে ফণ্ড খুলিয়াছেন, পঞ্জাবের গভর্ণর তাহাতে ১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মন্ত্রী নিজে ৫ শত টাকা দিয়াছেন।

খান্দেশে তুমুল বন্যা

অবিরাম বৃষ্টির ফলে বোম্বাইয়ে পশ্চিম খান্দেশে ধুলিয়া নামক স্থানে আনোয়ার নালায় হঠাৎ বন্যা দেখা দেয়। হঠাৎ বন্যার জল ৫ ফিট বাড়িয়া যায়। এক খানি মোটর বাস বন্যাস্রোতে ভাসিয়া যায় এবং পরিশেষে বালুস্তূপের মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। যাত্রীদিগকে কোন ক্রমে রক্ষা করা যায়। কলিকাতার শ্রীযুত হেমদাকান্ত চৌধুরী সদলবলে পুণা হইতে আসিবার সময় তাঁহাদের মোটরও জলমগ্ন হইয়া যায়। বোম্বাই বেরার রোডের জালগাঁওয়ের নিকট গিরনা নদীর জল খুব বাড়িয়াছে। নদীর পারাপার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বহু ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বাস যাতায়াত স্থগিত আছে।

নদীয়া-সম্মিলনী

গত পরশ্ব এলবার্ট হলের কমিটীরুমে নদীয়া-সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল

জাল নোটের মামলা

২ খানি জাল নোট আসলরূপে ব্যবহার করায় মেদিনীপুরের চাউল ও কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীযুত পান্নালাল পুরোহিত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪৮৯ (খ) ধারা অনুসারে মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, সরকারের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে জনৈক অভিজ্ঞ নোটপরীক্ষক এখানে আসিয়া আসামীকে প্রশ্ন করেন। কু-অভিপ্রায় প্রমাণিত না হওয়ায় আসামী অব্যাহতি-লাভ করিয়াছেন।—দৈঃ বসুমতী

নরহত্যার মামলা

ছোট পচাই খাঁকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে তালডাঙ্গা থানার হাড়মসরা গ্রামের ১৭ জন মুসলমান অভিযুক্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়ার দায়রা জজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে আসামীগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আসামী ওছমানকে ৮ বৎসর, ভোলাকে ৬ বৎসর ইয়ারজান ও হলু প্রত্যেককে ৫ বৎসর, আমজাদ ও কুচা প্রত্যেককে ৪ বৎসর, জমিদারকে ১ বৎসর ও অবশিষ্ট আসামী-গণের প্রত্যেককে ২ বৎসর সশ্রম কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গ্রাম্যবিরোধ উপলক্ষে এক দিন প্রাতে আসামীগণ লাঠী ও তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত গ্রামের বাউরিদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা পলায়ন করায় আসামীগণ নিহত পচাই খাঁকে আক্রমণ করে, কারণ আসামী দলের সহিত পচাই খাঁ ও তাহার পিতার শত্রুতা ছিল। আসামী গণ পচাই খাঁকে ভীতি প্রদর্শন করিলে সে বাটীতে পলায়ন করে, কিন্তু আসামী গণ তথায় উপনীত হইয়া তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে পচাই খাঁ ১ খানি ছোট লাঠী হস্তে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে আসামী গণ অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করে। ওছমান তরবারী দ্বারা তাহাকে আহত করে এবং ভোলা লাঠী দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করে। পচাই খাঁ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। তাহাকে সদর হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ২ দিন পরে তথায় তাহার মৃত্যু হয়। দৈঃ বঃ

রাজবন্দী প্রফুল্ল গাঙ্গুলী

অব্যাহতির আদেশ

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর। বৈকালে এখানে অর্ডিনান্সের রাজবন্দী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল গাঙ্গুলীর মুক্তির আদেশ আসিয়াছে। প্রফুল্ল বাবু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হন তিনি কিছু দিন হইতে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন।

উকীল বাড়ীতে চুরী

গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে হাওড়ার উকীল শ্রীযুক্ত নীরোদবরণ রায়ের বাড়ীতে এক চুরী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দরজা তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া বাড়ীর লোক জন এক স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিল, সেই অবসরে কয়েক-জন দুর্বৃত্ত দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে ও বাক্স ভাঙ্গিয়া ২॥০ হাজার টাকার অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত হইতেছে। ইতোমধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহা-দিগের নিকট হইতে অপহৃত জিনিষের কতক নাকি উদ্ধার করাও হইয়াছে।

সরকারের দুর্ভিক্ষ-দমন চিন্তা

বাঙ্গালার রাজস্ব সচিবের ও রাজ-সাহী বিভাগের কমিশনারের নিকট বার এসোসিয়েসনের সভাপতি যে তার পাঠা-ইয়াছিলেন, তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্ত্তন

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল-ডুইন পত্নীসহ ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। লর্ড কুশেনডন ও কোনভার জাতিসঙ্ঘ সমিতিতে ইংলণ্ডের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিতেছেন।

দারোগার কীর্ত্তি

প্রকাশ, বাজিতপুরের শ্রীযুত রাধারমণ সাহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ৭০ টাকা গ্রহণ করিবার অভিযোগে পুলিসের সিনিয়র দারোগা মৌলবী আবদুল আজিজ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২১শে সেপ্টেম্বর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পি, কে, মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে ঐ মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। কলিকাতার এ্যাডভোকেট মিষ্টার ফজলল হক ফরিয়াদী ও ২ জন সাক্ষীকে জেরা করিবার পরে ঐ দিনের মত আদালতের কার্য্য বন্ধ হয়।

প্রকাশ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, মিত্রের প্রাথমিক তদন্তের ফলে আসামীকে অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই আশ্বিন, শনিবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার স্থানে স্থানে বৃষ্টি হয় নাই সংবাদ পাইয়াছি, গত বৎসর কোথাও অনাবৃষ্টি কোথাও অতিবৃষ্টি হওয়ায় শস্যের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, এবৎসরও যদি এই সময় বৃষ্টির অভাব হয়, তাহা হইলে আমন ধানের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

গত যুগত্রয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—সেকালে অভাব অভিযোগের মাত্রা বর্ত্তমান যুগের তুলনায় অনেকাংশে কম। প্রাচীনতম ঐতিহ্য আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, দশরথ রাজার সময় তাঁহার রাজ্যে কোন সময় দ্বাদশবর্ষ বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রজাবর্গের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। বর্ত্তমান যুগে অভাবের মাত্রা যেরূপ বেশী, অভাব নিবারণের কৃত্রিম উপায়ও সেইরূপ, কিন্তু অভাব নিবারণ ত কিছুতেই হইতেছে না। কত নূতন নূতন জিনিষ যাহা অন্যান্য যুগে ছিল না তাহাও আবিষ্কৃত হইল, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কত শত প্রাণ স্বদেশ হিতৈষী যুবক প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, কিন্তু কই অভাব-জনিত ক্লেশ ত নিবারণ হইতেছে না।

ইহার কারণ কি? ইহার মূলে কি আছে, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি? ভাই কর্ম্মবীর! তুমি কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান, আমরা তোমাকে নিন্দা করি না, কিন্তু এই মাত্র বলি—তুমি তোমার মনগড়া কৃত্রিম পন্থায় জীবের ক্লেশ দূর করিবে, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিয়াছি বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব করিবে বলিয়া যে আন্দোলন করিতেছ তাহা সম্পূর্ণভাবে দূর কর; তুমি মুখে স্বদেশী এবং বিদেশীর অনুকরণে দেশের মঙ্গল করিব বলিয়া যে প্রতিষ্ঠাশা করিতেছ, তাহা হৃদয় হইতে একেবারে মুছিয়া ফেল। আমাদের হৃদয়ের ধন ভগবানের মুখ-নিঃসৃতবাণী শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় আমরা—ঐ শুন গীতা কি বলিতেছেন—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবম্
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।

—গীঃ ৩।১৪-১৫

—অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ দ্বারা বৃষ্টির উৎপত্তি, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, কর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত, বেদ অক্ষর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব জগচ্চক্রের হেতু যে যজ্ঞ তাহার অনুষ্ঠান করা সকলেরই কর্ত্তব্য, তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ভাই কর্ম্মবীর! আর একটী কথা বলি—তুমি যদি ঐ সকল ভগবৎ মুখ-নিঃসৃতবাক্যকে কল্পিত বা সেকেলে কথা বলিয়া উড়াইয়া দাও, তাহা হইলে তুমিই ঠকিবে। ঐ শ্লোক দুইটীতে যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা যদি একবার একচিত্তে ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি ঐ সকল কথাকে আর সেকেলে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে না।

ধর্ম্ম কি?

(শ্রীযুত অমলজ্ঞানানন্দ অধিকারী বি, এ)

বর্ত্তমান যুগে জগতে এক মহাধর্ম্ম-বিপ্লবের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সংবাদ পত্রে প্রতি সপ্তাহে কোন না কোন একটী ধর্ম্মসভার আহ্বান সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে কত বড় বড় বক্তা কত বড় বড় বক্তৃতা দিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, দরিদ্র নারায়ণের সেবাই পরমধর্ম্ম, কেহ বলিতেছেন, দুর্ভিক্ষবন্যা প্রপীড়িত দেশোদ্ধার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, কেহ বলিতেছেন, ভগবদ্ভজনই একমাত্র পরমকল্যাণকর ধর্ম্ম। আবার সেই ভগবানের ভজনা সম্বন্ধেও কত-প্রকার মতবাদবিপ্লব জগতে এক বিষম সমস্যার বাত্যা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। এই যে নানামুনির নানা মত এর কোন্‌টা আমার গ্রহণীয়, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সত্য সত্যই পরিণামে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে না, এই চিন্তা লইয়া অনেক সময় অনেকের মনে একটা সংশয়-দোলন উপস্থিত হয়। তাই এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিনে 'ধর্ম্ম কি' তদ্বিষয়ে যদি আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করি এবং শ্রৌতবাণীর অনুসরণ করিয়া নিষ্কপটে সত্যানুসন্ধিৎসু হই, তবে প্রকৃত 'ধর্ম্ম কি' তাহা আমরা জানিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

'ধর্ম্ম কি' এই বিচার যদি আমরা আমাদের অক্ষজ জড়ীয় জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করিতে যাই, তবে প্রতি পদে পদে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট হইয়া এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া প্রকৃত বস্তু লাভে বঞ্চিত হইব। অতএব প্রথমতঃ আমাদের নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে, আশ্রয় না করিয়া শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ বেদ-বিহিতমার্গানুসরণ ব্যতীত যে কোন সিদ্ধান্ত করিতে যাইব, সেইটা ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী একটা মনোধর্ম্মোত্থ অভিমত অথবা একটা সাম্প্রদায়িক মত হইয়া যাইবে এবং তাহা নিরপেক্ষ বিচার না হওয়ার দরুণ সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিবে না। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত মুক্ত পুরুষগণের বিচার আর অমুক্ত মনোধর্ম্মীর বিচার—এই দুইয়ের বিচার নিরপেক্ষ-ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনোধর্ম্মীর বিচার আপাতমনোরম হইলেও পরিণামে যে ভয়াবহ, তাহা আমরা জানিয়াও মুক্তপুরুষগণের বিচার যে পরম-কল্যাণ কর, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিয়াও তাঁহাদের পথানুসরণে আমাদের রুচি নাই ইহাই আমাদের পরম দুরদৃষ্টের পরিচয়।

তাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা পরি-চালিত ধারণাগুলিকে বাদ দিয়া সত্য সত্য ধর্ম্মপিপাসু হইয়া যদি আমরা শ্রৌত-বাণীর আলোচনা করি, মহাজনের অকৈতব পন্থা অবলম্বন করি, তবেই আমরা সত্য ধর্ম্ম কি জানিতে পারিব। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা ঐ নির্ম্মৎসর নির-পেক্ষ মহাজনের পরমমঙ্গলদায়ক কথায় কর্ণপাত ত' করিই না বরং তাঁহাদের সেই বাণীকে কখনও তুচ্ছ করিয়া, কখনও দৈবীমায়া-তাড়িত হইয়া সেই নির্দ্দোষ বাণীর সমালোচনা করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র হেয় মতের প্রতিষ্ঠা জগতে প্রচার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। তাই আমরা এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়া সত্যধর্ম্মানু-সন্ধানে বঞ্চিত হই। ওহে জড়াভিজ্ঞান-বাদিন! তুমি তোমার অভিজ্ঞতার বড়াইটা যদি একটু কম করিয়া কর, তুমি যদি তোমার অভিজ্ঞতার নিরর্থকতা একটু প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার কর' তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে তোমার ঐ শ্রৌতপন্থা অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই ধর্ম্মসম্বন্ধে যদি আমাদের ব্যক্তিগত মতবাদ ছাড়িয়া দিয়া সকলে নিষ্কপটে ধর্ম্ম-পিপাসু হই, তবে জানিতে পারিব পরম-ধর্ম্ম এক বই দুই নহে—তবে বুঝিতে পারিব এবং ভাগবতের পরোধর্ম্ম-নির্দ্দেশক হিতৈষিণী বাণী শুনিবার ও বলিবার সৌভাগ্য হইবে যে—"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"—ইহা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তমোত্তম হইতে পারে নাই বা পারিবে না। জগতে অন্যান্য যত ধর্ম্ম আমরা প্রচলিত ও আচরিত দেখিতে পাইতেছি, তাহার সকলই ঐ অধোক্ষজ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রে পরাভক্তি লাভের কথাই অন্বয় ও ব্যতি-রেকভাবে ঘোষণা করিতেছেন। আমরা প্রেয়ঃপন্থী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া শ্রেয়ঃ-কথা আমাদের শুনিবার সৌভাগ্য নাই। প্রেয়ের আদরে আমরা এতদূর ভরপুর যে, কৈতবধর্ম্মই আমাদের গ্রহণীয় বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে।

তাই এই মহাসঙ্কটে বিবদমান অবস্থায় পরমনির্ম্মৎসর, সত্যপ্রতিষ্ঠা-সম্পাদক শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীই একমাত্র সর্ব্বজীবের একবাক্যে অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাতে যিনি প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাকে বুঝিতে হইবে যে, তিনি প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু হন নাই, তাঁহার ধর্ম্মেতর অন্য কোন কিছুরই অভিলাষ আছে। ভাগবত ধর্ম্মকে যিনি গ্রহণ করিতে নারাজ, তাঁহার ধর্ম্মালোচনা কখনই অকৈতব হইতে পারে না, তাঁহার সে আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ ভাগবত যেরূপ নিরপেক্ষভাবে ধর্ম্মের কথা—জীবের পরমমঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্রই সেরূপ ভাবে প্রোজ্ঝিত-কৈতব সত্যের কথা প্রত্যক্ষভাবে বলেন নাই। এই ভাগবতের বাণী আবার যে যে শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাও ভাগবতাভিন্ন শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করিলে বুঝিব যে, ইহা ভাগবত ভিন্ন আর কিছুই নয়। যেমন গীতা শাস্ত্র পরমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতে গিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' ইহাতে কি ভাগবতের 'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম' কথার সহিত সামঞ্জস্য নাই? এইরূপে আমরা যে কোনও দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে জীবের ভগবানে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই।

ভাগবতের এই অধোক্ষজ বস্তু কি তাহার আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারিব যে, ইহা কৃষ্ণ ব্যতীত আর অন্য কাহাকেও নির্দ্দেশ করে না। যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত অন্যান্য ত অনেক বস্তু ও অন্যান্য অনেক দেবতাও আছে, তাঁহাদের কাহাকেই বা কেন না নির্দ্দেশ করিবে? তদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, কৃষ্ণ কি দেব-গণেরও ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন না এবং তাঁহাদের স্ব স্ব শক্তি কৃষ্ণশক্তির নিকট পরাভূত হয় নাই? দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যখন নিজ-শক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিবার অভি-লাষে কৃষ্ণের গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, তখন কি কৃষ্ণ এরূপশক্তি যে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শক্তির অসীমা শক্তি, ইহা ব্রহ্মাকে বুঝান নাই? মহেশ্বর শম্ভু কি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্রের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উন্মত্ত হন নাই? অন্যান্য যাবতীয় দেবগণ কি নিজদিগকে ভগবান্ কৃষ্ণ-

চন্দ্রের অনীনতত্ত্ব জানিয়া ধন্য হন নাই? অতএব সেই পরমস্বাধীন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর দেবগণের আরাধ্য স্বয়ংভগবান কৃষ্ণচন্দ্রই যে আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু, ইহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়তর্পণ-রহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরন্তরা ভক্তিই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হওয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। আর জগতে যত কিছু ছল ধর্ম্ম আছে, তাহা জীবের পরম মঙ্গল আনয়ন করিতে পারে না।

কিন্তু হায়! আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাগর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়ায় আমরা তাহা স্বীকার করিতে চাহি না। শাস্ত্রকে আমরা প্রাচীনের ভ্রান্ত কাপুরুষের আলোচ্য জ্ঞানে শাস্ত্রের পরম মঙ্গল বাণীকে উড়াইয়া দিয়া নিজের পুরুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি! নীতিবাদকে আহ্বান করিয়া নৈতিক চরিত্রের বাহাদুরী করি, পিতামাতার সেবাকেই নিত্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জ্ঞান করি নিজের খেয়ালে ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু ওহে নীতিবাদি নিষ্কাম কর্ম্মি, তোমার ঐ নিরীশ্বর নীতিবাদ ও ধর্ম্ম যে পরম নীতি ভগবৎ-সেবা বিচ্যুত হইলে তাহার মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে, তাহা তুমি জান না। ঐ শুন ভাগবত উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়া কি বলিতেছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

কবে আমাদের সেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে, কবে ভগবদ্ভক্তের আনন্দে ধর্ম্ম দয়ার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম কি বুঝিতে পারিব।

সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা জানি বুদ্ধিমান মানবমাত্রেই ভূতের কিল খাইতে ইচ্ছুক নহেন। এই ভূতের কিলের যে কি প্রকার আস্বাদন, তাহা নন্দীর বাবা ও শিবের শ্বশুর দক্ষ-প্রজাপতি মহাশয় বেশ ভাল জানেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করিতে যাইয়া, যে অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন এবং সেই অনাচারের ফলে শিবানুচর ভূতগণের কিলের চোটে তাঁহাকে কি প্রকারে বাপ বাপ বলিয়া চেঁচাইতে হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা দক্ষযজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। অভিন্ন শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবকে বাদ দিয়া শিব-নিন্দক হইয়া কোন যজ্ঞই সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাই দক্ষযজ্ঞের বিশিষ্ট প্রমাণ, শিবহীন যজ্ঞ করিতে প্রয়াস পাওয়াই ভূতের কিল খাওয়ার আয়োজন জানিতে হইবে। বরং কোন যজ্ঞের আয়োজন না করাই ভাল, যেমন আছি, তেমনি যার যা অধিকার তাই লইয়া থাকি, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, কিন্তু ছামবড়া হইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া কেবল ভূতের কিল খাইয়া পিঠ ফুলাইয়া কোন্ লাভটা হয় বুঝিনা। তবে চর্ব্বি বাড়িলে কিলটাই বড় আরাম-দায়ক হয়। বলা বাহুল্য এই ভূতগণ আমাদের প্রণম্য, যেহেতু শিবদাস।

যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যুগধর্ম্ম ধ্যান, যজ্ঞ, পূজাদির ব্যবস্থা ছিল, সেইরূপ "কলিযুগের ধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন"। ইহাই কলিযুগের যুগধর্ম্ম নাম যজ্ঞ। এই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সংকীর্ত্তন-পিতা স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। যিনি অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাকৃত জড় সহজিয়া বুদ্ধি পরিহার করিয়া, যোগী জ্ঞানী, কর্ম্মী পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তানুগামীর প্রতিষ্ঠা না দিয়া, স্থূল, সূক্ষ্মদেহের অভিমানে শৌক্রগত জন্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপাবস্থিতিতে নিত্য শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সন্ধান দ্বারা, অপ্রাকৃত চিন্ময়ানুশীলনে তৎপর, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম এবং কলিযুগ-ধর্ম্ম নামযজ্ঞ করিবার অধিকারী। নতুবা যাঁহারা স্থূল সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া গোবর নীতি অবলম্বনে দেহটাকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিয়া জানেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর কোন সন্ধানই রাখেন না, মহা-প্রভু সম্বন্ধে যত কথাই তাঁহারা বলিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাহা কেবল অনধিকার-চর্চ্চায় অপরাধ-সঞ্চয়, বিশেষতঃ সত্য-প্রিয় জনমণ্ডলীর নিকট হাস্যাস্পদ হওয়া ও পূর্ব্বের সকল গুমর ফাঁক হইয়া জন সমাজে গলদঘর্ম্ম কলেবরে অর্জ্জিত প্রতিষ্ঠাকে লাঘব করা বই আর কিছুই নহে। ইহাকেই বলে "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়"।

আজ কাল দেখিতেছি বাজারে নূতন চিজ্ আমদানির ন্যায় কতকগুলি লোক চৈতন্যহীন কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া শিবহীন দক্ষযজ্ঞের আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য আনুকরণিক সম্প্রদায় ছলধর্ম্মের বাণিজ্য বিস্তার করার শিকারের অভাব হইতেছেনা। নানা প্রকার বাদ্‌বিতণ্ডার আসর বেশ গরম হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। আর মহাপ্রভুর বাস্তব অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের যে কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হইবে না, ইহাও ধ্রুব সত্য, বরং তাঁহাদের মহিমার ঔজ্জ্বল্যই বিধান করিবে। কিন্তু শুদ্ধভক্ত-গণের আনুগত্যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ-বিহীন সরল বিশ্বাসী সাধারণ জনমণ্ডলীতে এই কথাগুলি প্রবেশ লাভ করিলে, তাঁহাদের মানবোচিত কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইবার সময় তাহা অন্তরায় উপস্থিত করিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সমস্ত কথা বা কার্য্যাবলী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম বিপন্ন হইয়া জীবের কল্যাণের পরিপন্থী হয়, সেই সেই কথা ও কার্য্যাবলী জাগতিক বিচারে যত বড়ই হউক না কেন, যতবড় নীতি-পূর্ণই হউক না কেন, অতি বড় পুণ্য জনক কার্য্যই হউক না কেন, এমন কি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠাভিমানি ব্যক্তিগণের দ্বারাও অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা যে জীব-সমুদায়ের কল্যাণপ্রদ নহে, একমাত্র অকল্যাণ প্রসূ, এই কথাটি যাহাতে অতি সহজে জনসাধারণ বুঝিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুগত প্রত্যেক সেবক প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে মুখে মানেন কি কার্য্যতঃ মানেন, তাহা এই চৈতন্যহীন কীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠানের চরমেই জানা যাইবে।

কি দুঃখ! যাঁহারা মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত মহাপ্রভুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া স্বভোগতৎপরতা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছেন, নিরন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের আনুগত্যে সেবা করিতেছেন, দেশ, সমাজ, জাতি, বন্ধু, আত্মীয়, ধন, দৌলত, মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী প্রভৃতির কোন মোহই যাঁহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না, অপরাধিগণের বিচারে তাঁহারাই হইলেন কিনা মুখে মুখে মহাপ্রভু মানা সম্প্রদায়? আর আমরা নরের ঘরে পদার্পণ করিয়াও নাতি, নাতিনী, পুত্র, পত্নী লইয়া সংসার-ঘানীতে ঘুরিতে ঘুরিতে হুকা কল্কির মমতাটী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে না পারিয়াও মহা-প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত সম্প্রদায়? তাও আবার যেমন তেমন ভক্ত নহি। ঈসা ও উস্‌লামিয়াগণের অনুকরণে মহাপ্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিতেও নারাজ। শুধু তাহাই নহে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদের মহাপ্রভু শ্রীসনা-তন গোস্বামীকে বৈষ্ণব স্মৃতি করিবার নিমিত্ত যে উপদেশ দিয়াছেন:—

"সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার"॥

সেই লাইন দুইটী পাঠকালে নিদ্রা দেবীর আবির্ভাব হওয়ায় নজরে পড়ে নাই, তাই মহাপ্রভুকে স্মার্ত্তাচার-সংরক্ষক বলিতেও ছাড়িনা।

হায়! যমরাজ! তোমার কুম্ভী পাকে ঠাঁই আছে ত? এবার কিন্তু আমরা দলে দলে আসিতেছি। যদি স্থান না থাকে, তবে আমরা কোথায় যাইব? সংবাদটা পূর্ব্বেই দিলাম। কারণ এজগতে বাড়ী ঘর খুব মজবুত করিয়া তৈয়ার করিলাম, সুতরাং যখন এজগত ছাড়িয়া তোমার কুম্ভীপাকেই পাক হইতে হইবে তখন তাহার বন্দো-বস্তটাও পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখা ভাল; এইটাও বুদ্ধিমানের কার্য্য। কুম্ভী পাকই আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান, তাহা আমার সবিশেষ জানা আছে। বহু বহু বার ঐ স্থান হইতেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছি কিনা? আবার এখানে আসিয়াও ঐ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থলে যাইবার বন্দোবস্তই করিয়া থাকি। তবে বরাবর এখান হইতে, যাওয়ার বেলায় একাই যাই, এবার যথেষ্ট সঙ্গী, সাথী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ সংবাদপত্রাদির সাহায্যে আমার সমশীল অনেককেই আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি। "আয় আয় তোরা কে কে যাবি মোর সাথে আয়"।

আমরা চেতন পদার্থ হইয়াও, জড় পদার্থ কাঠ পাথরের ন্যায় থাকিলেও, ঐ শোন শুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক মহাপ্রভুর কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উহাদিগকে কুম্ভীপাক হইতে ফিরাইবার নিমিত্ত গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা নিন্দক ও কুকথা প্রচারকারীদিগের জিহ্বা ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ নিয়মিত অধ্যয়ন করিয়া আমাদেরও প্রস্তুত হওয়া উচিত, যাহাতে গৌরবিরোধি সম্প্রদায়—ভক্তবিদ্বেষিগণ প্রশ্রয় না পায়।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিজতত্ত্ব প্রকাশ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

জগতে মহাপ্রভু-বিরোধী কর্ম্মী স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় যতই মহাপ্রভুকে আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা দেখাইবেন, মহাপ্রভু ততই নদীয়াকে প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং ভগবত্তার পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যরশ্মি বিকিরণ দ্বারা তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া, পাষণ্ড-সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিবেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস লীলাভিনয়ের পূর্ব্বে অসাধারণ জীবশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীবাস গৃহে মহাপ্রকাশ হইয়া, যে সকল তত্ত্ব শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা কতক আলোচিত হইয়াছে। এখন সন্ন্যাস লীলাভিনয়ের সময় শ্রীশচীমাতাকে যে ভাবে প্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহা

আলোচ্য বিষয়। "প্রভু বলে, মাতা তুমি স্থির কর মন। শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥ চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম। কোন কালে আছিল তোমার পৃশ্নি নাম॥ তথায় আছিলা তুমি আমার জননী। তবে তুমি স্বর্গে হৈলা অদিতি আপনি॥ তবে আমি হইলাম বামন অবতার। তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥ তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আরবার। তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥ তবেত কৌশল্যা আর-বার হৈলে তুমি। তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥ তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা। কংসাসুর অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥ তথাও আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥ আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥*
[* মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী। জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥
—পাঠান্তর]

এইমত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥ অমায়ায় এইসব কহিলাম কথা। আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা।" ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮ অঃ)

অতঃপর শ্রীঅদ্বৈত ভবনে শ্রীবিষ্ণুখট্টায় বসিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুর নিজতত্ত্বপ্রকাশ-কথা ঐ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আর্ষ গত্যেই শ্রবণ করি—"মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ। মুঞি মৎস্য, মুঞি কূর্ম্ম, বরাহ বামন॥ মুঞি বৌদ্ধ, কল্কি, হংস, মুঞি হলধর মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব, মহেশ্বর॥ মুঞি নীলাচল চন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ। দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ॥ মোর যশ গুণগ্রাম বোলে সর্ব্ববেদ। মোহারে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি সেবে॥ মুঞি সর্ব্বকালরূপী, ভক্তগণ বিনে। সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে॥ দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিনু। জতুগৃহে মুঞি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিনু॥ বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিনু শঙ্কর। মুঞি উদ্ধারিনু ঘোর গজেন্দ্র কিঙ্কর॥ মুঞি সে করিনু প্রহ্লাদের বিমোচন। মুঞি সে করিনু গোপবৃন্দের রক্ষণ॥ মুঞি সে করিনু পূর্ব্ব অমৃত-মন্থন। ছিঁড়িয়া অসুর রক্ষা কৈনু দেবগণ॥ মুঞি বধিনু মোর ভক্ত-দ্রোহী কংস। মুঞি সে করিনু দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ॥ মুঞি সে ধরিনু বাম হাতে গোবর্দ্ধন। মুঞি সে করিনু কালিয়নাগের দমন॥ মুঞি করোঁ সত্য যুগে তপস্যা-প্রচার। ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি করোঁ অবতার॥ এই মুঞি অবতীর্ণ হইয়া বালকে। পূজা-অর্ঘ্য বুঝাইনু সকল লোকেরে॥ কেহ মোর অবতার মর্ম্মেও না জানে। সম্প্রতি আইনু মুঞি কীর্ত্তন-কারণে॥ কীর্ত্তন আরম্ভে প্রেম-ভক্তির বিলাস।" অতএব "কলিযুগে আমার" প্রকাশ॥ সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায়। ভক্তের আশ্রয়ে মুঞি থাকোঁ সর্ব্বদায়॥ ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই। ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥ যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার। তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমার॥ তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার। তোমা সভা লাগি মোর সর্ব্ব অবতার॥ তিলার্দ্ধেকো আমি তোমা' সভারে ছাড়িয়া। কোথাও না থাকি কভু সত্য জান ইহা॥ এইমত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়। শুনি সব ভক্তগণ কান্দে উভরায়" ॥

অতএব যাহাদের বিচারে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান নহেন, একজন ভক্ত মাত্র, তাহাদেরই নিকট করযোড়ে বলিতেছি, ক্ষণকালের জন্য জাগতিক বিচার হইতে অবসর লইয়া তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া দেখুন, যিনি মায়ের কাছে এবং তাঁহার অনুগত সকল ভক্তের কাছে স্বয়ং ভগবান বলিয়া নিজ মুখেই ব্যক্ত করিলেন, সেই মহা-প্রভু কি মিথ্যাচারী, দাম্ভিক ?—যে মায়ের কাছেও মিথ্যা কথা বলিলেন, আবার দম্ভ প্রকাশ করিয়া ভক্তদিগের নিকট হইতেও সম্মান আদায় করিলেন ? যাহা একজন নৈতিক সাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব ? তাবত তিনি ভক্তও নহেন, কারণ এরূপ ঘৃণিত কার্য্য ভক্ত দ্বারা কখনই সম্ভব না, মানুষ হইয়া, বিষ্ণুখট্টায় বসিতে যাওয়া কিংবা স্বয়ং ভগবান বোলা-ইয়া বর দেওয়া, আশীর্ব্বাদ করা, এসব ধৃষ্টতা-প্রকাশ অসম্ভব। তবে আজকাল দুই একজন নব্য অবতারের বোকামির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা নাকি উক্ত-প্রকার অনুকরণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। অবশ্য ইঁহারা যে মনুষ্য নামের কলঙ্ক বা অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র অবসর নাই। তাই বলিয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণকে ঐ সমপর্য্যায়ে স্থান দেওয়া সমীচীন নহে। তবে একথা ঠিক —"কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়"। বিশেষতঃ এই সকল লীলানু-ভূতির ভাগ্য প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ না হইলে এসকল ভাগ্য উদিত হন না, চির-কাল ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া অনর্থই ঘটায়।—"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখি-বারে পায়"॥

অতএব ভাইসব, মৎসরতা ছাড়িয়া, আত্মঘাতী পরশুটা জলে নিক্ষেপ করিয়া, নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের শ্রীচরণ আনু-গত্যে অনুসন্ধান করুন! দেখিবেন কত সুখ! কত শান্তি! কত বল! কত আনন্দ!

প্রচার-প্রসঙ্গ

(প্রাপ্ত-পত্র)

মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সংবাদটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর (২১ ভাদ্র) বৃহস্পতিবার ও তৎপর দিবস শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে খুলনা ধর্ম্ম-সভায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি মহারাজ 'জন্মাষ্টমী' ও "জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে পর পর দুইদিন অতি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্র মহাশয় সুললিত কীর্ত্তন গান করিয়া অমৃত বর্ষণ করেন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, হেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশধর সেন, ননীগোপাল রায়, কালীপদ দত্ত, যশোহরের মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্থানীয় সবজজ, মুনসেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ-কর্ম্মচারীবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া স্বামিজীর শাস্ত্রযুক্তি-পূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতা শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়াছেন এবং বহু নূতন তথ্যের সংবাদ ও বহু সমস্যার সমাধানে সমর্থ হইয়াছেন। স্থানীয় সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের মত এরূপ নিরপেক্ষ সত্য প্রচারের সুযোগ্য কেন্দ্র এবং বাস্তবিক শাস্ত্রাচরণকারী ধার্ম্মিকগণের একত্র সমাবেশ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই বৃদ্ধ বয়সেও আমরা যেন নূতন আলোক এবং নবীন উৎসাহে নব-জীবন লাভ করিতেছি বলিয়া মনে হই-তেছে। যে সকল মহাত্মগণ এই ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যের সহায়তা ও অনুষ্ঠান করিয়া খুলনাবাসিগণকে এই সব অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-কথা শুনিয়া চরম কল্যাণ-লাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমি খুলনাবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহা-দিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিঃস্বার্থ প্রচারকদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছি, কারণ তাঁহাদের অপূর্ব্ব দানে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করিবার সাধ্য আমা-দের নাই। নিবেদন ইতি।

বিনয়াবনত—

শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২৯শে হৃষীকেশ ১৩ই আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৮ পূর্ণিমা রা ৭।৯ উত্তর ভাদ্রপদ রা ১।৫০। **শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব সমাপ্ত।**

১লা পদ্মনাভ ১৪ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণপ্রতিপদ্ ব্রহ্মা দি ৫।২৭ রেবতী শাশ্বত রা ১১।১৬

২রা পদ্মনাভ ১৫ই আশ্বিন ১লা অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৩।২৮ অশ্বিনী ধাতা রা ১১।০৬

নানা কথা

নদীয়া সাধন-পাড়া কেন্দ্র
দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার-সমিতি
সুভাষচন্দ্রের নিবেদন

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

সাধনপাড়া, মুড়াগাছা ২১।৯।২৮

সাধনপাড়া দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে গিয়া কেন্দ্রের কাজ দেখিয়া ও কর্ম্মীদের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম। আশা করি, ঐ কেন্দ্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে। হয় ত' কালে নদীয়া জেলার মধ্যে আদর্শ কর্ম্ম-কেন্দ্র বলিয়া ইহা সুপরিচিত হইবে। এই কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যের জন্য নদীয়া জেলা-বাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানি

লাহোর, ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোর আমেদিয়া আঞ্জুমানিয়া সাত ইস্লামের প্রেসিডেণ্ট মিঃ মহম্মদআলী পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত কোয়াদিয়ান নামক স্থান হইতে প্রকাশিত 'আলফজল' নামক দেশীয় ভাষায় সম্পাদিত সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নামে এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, গত ৭ই সেপ্টম্বর তারিখে উক্ত পত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার করা হইয়াছে, সে জন্য যদি তিন ১৫ দিনের ভিতর সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নামে ৫০ হাজার টাকার দাবী দিয়া মান-হানির মামলা রুজু করা হইবে।

মেদিনীপুরে ডাকাতী

গত ২০শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে মেদিনীপুর জেলার গদ পিয়াসাগরের নিকট বর্দ্ধা ডোহদী গ্রামে কাকর কৌহলা নামক মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বাড়ীর সকলকে মারপিট করিয়া নগদে এবং অলঙ্কারে ৬ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই।

কলিকাতায় টাইফয়েড

গত সপ্তাহে কলিকাতায় টাইফয়েড জ্বরে ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এই সপ্তাহে ৮ জন লোক বেশী মারা গিয়াছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সে সপ্তাহে ২৬ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শ্যামবাজার, বাগবাজার, বৌবাজার এবং ভবানীপুর অঞ্চলেই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়াছে। সিটি হেলথ অফিসারের রিপোর্টে দেখা যায়, বৌবাজারের ৯৬টি বাড়ীতে ১৮টী রোগী ছিল। ডাঃ টি, এন, মজুমদার বলেন যে, কলের জল দূষিত হওয়াতেই এই ব্যারাম দেখা দিয়াছে। কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিষেধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই আশা করা যায়, শীঘ্রই এই ব্যারামের নিবৃত্তি হইবে।

সিন্ধুনদে নৌকা ডুবি

গত জন্মাষ্টমীর দিন মিয়ানওয়ালীর নিকট সিন্ধুনদে এক নৌকা ডুবির ফলে ৮ জনের প্রাণনাশ হইয়াছে। নৌকায় ২৫ জন আরোহী ছিল, নৌকাখানি প্রবল ঝড়ের বেগে উল্টাইয়া যায়। ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে ৮ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। অপর আরোহিগণ প্রাণে বাঁচিয়াছে।

ফ্লোরিডার ঘূর্ণিবাত্যায় ২৩০০ লোকের মৃত্যু

রেডক্রশ সোসাইটি অনুমান করেন যে, ফ্লোরিডায় ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ২৩০০ লোক মারা গিয়াছে।

ভারতীয় শ্রমিকের হর্ষে বিষাদ

'সাটলেজ' নামক একখানি জাহাজে ৭৭ জন ভারতবাসী জর্জ টাউন হইতে স্বদেশে ফিরিতেছিল। জাহাজে ২৪ জন মারা গিয়াছে। তাহারা জর্জ টাউনে চিনির কারখানায় কাজ করিত।

ট্রেজারী হইতে টোটা চুরী

বালুরঘাটের সরকারী ট্রেজারী হইতে ৩০টি টোটা অপহরণ করিবার অভিযোগে কনষ্টেবল মহাতো ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৮০ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বালুরঘাটে প্রথম শ্রেণীর সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এ, এফ, এম, মামুদ আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ বৈমানিকের তার

করাচি হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে জার্ম্মাণ বৈমানিক ব্যারন ভন-গ্রনফিল্ড তার করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ২৬শে তারিখে এলাহাবাদে বিমানপোতে পৌঁছিবার কথা। তথা হইতে বরাবর নানকিনের যাইবেন। কলিকাতায় আসিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহারা দুঃখিত।

কোকেন ব্যবসায়ীর দণ্ড

বারাণসী, ২৫শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ২ হাজার টাকা মূল্যের ২০ তোলা কোকেন রাখিবার অভিযোগে জেন আলম অভিযুক্ত হইয়াছিল। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট গত কল্য তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মেক্সিকোর নূতন প্রেসিডেন্ট

মেক্সিকো রাজ্যের সেনেট এবং চেম্বারের মিলিত অধিবেশনে উক্ত রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এমিলিও জিল আগামী ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মেক্সিকো রাজ্যের প্রেসিডেন্ট-পদে অস্থায়িভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট কালের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নীতির সমর্থন করিবেন।

হংকোতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সকালে হংকোস্থিত গেম্বলিং ডেনে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বাসগৃহ ও দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছিল। চীনা সহরের একটি প্রধান রাস্তার দালানগুলি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। রাস্তার দুধারে কেবল ভস্মস্তূপ দেখা যায়। সাতজনকে উদ্ধার করা গিয়াছে। বহু লোক এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য জলে ঝম্প দিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

রাজা কিষণের প্রতি দণ্ডাদেশ

দিল্লী, ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জিন্দাবৎ খাঁকে অবৈধ ভাবে আটক করিয়া রাখিবার জন্য ভরতপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী রাজা কিষণের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করিয়াছিল, সেই মামলার বিচারক রাজা কিষণের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাবাসের হুকুম ও ২০০ শত টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করেন। জরিমানা না দিলে আরও ২ মাস সশ্রম কারাভোগ করিতে হইবে। জেন্দা বিবিকে প্রজ্বলিত করিবার জন্য রাজা কিষণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে খালাস দেওয়া হয়। দামোদর শেঠের বিরুদ্ধে আনীত মামলা ১৫ দিনের জন্য মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

যমুনায় নৌকাডুবী

সিরাজগঞ্জ ২৫শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার নগরবাড়ী ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকট যমুনা নদীতে এক নৌকা ডুবী হইয়া এক জন স্ত্রীলোক ও এক শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক ব্যক্তি তাহার পত্নী, ৩ বৎসর বয়স্ক পুত্র ও তাহার খুড়ীর সহিত আরিচা হইতে এক নৌকায় নগরবাড়ী যাইতেছিল। নৌকা তীরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় হঠাৎ প্রবল বাতাসে মাস্তুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহা জলমগ্ন হয়। ঐ সময়ে ডাউন ষ্টীমার নগরবাড়ী ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়াছিল। সারেঙ্গ জাহাজ ঘটনাস্থলে লইয়া গিয়া উক্ত পুরুষ ও তাহার পত্নীকে উদ্ধার করিয়াছে। অপর স্ত্রীলোক ও শিশুর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পাণ্ডায় পাণ্ডায় মারামারি

সম্প্রতি কাশীতে দুই দল পাণ্ডার ভিতর মারামারি হইবার ফলে সহরে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডার ছেলে ও তাহার ভৃত্যবর্গ লাঠী দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রহৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডা ও তাঁহার লোকজন কাশী ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে যাইতেছিলেন। মলদহিয়ার নিকটে বিরুদ্ধদল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক টাঙ্গা করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি একজনকে অজ্ঞানাবস্থায় লইয়া যাইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। অন্য ব্যক্তিকে বাসে করিয়া বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। এই ব্যাপার পুরাতন শত্রুতার ফল বলিয়া প্রকাশ।

দেশ ভ্রমণের সুবিধা
ই, আই, আরের বন্দোবস্ত

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ যাত্রীদের জন্য একটী বিশেষ ভ্রমণের গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক। যথেষ্ট যাত্রী আবেদন করিলেই তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। এই বিশিষ্ট ট্রেণটি ১লা নভেম্বর তারিখে রাত্রে হাওড়া গয়া, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, দেরাদুন, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, দিল্লী, মথুরা, ফতেপুর, সিক্রি ও আগরা হইয়া ১১ই তারিখে সকালে হাওড়া পৌঁছাইবে। প্রত্যেক যাত্রীকে সকলশুদ্ধ ১০৮৲ টাকা দিতে হইবে। ইহাতেই তাঁহাদের ভাড়া, নিরামিষ বা আমিষ আহারের বন্দোবস্ত, বড় বড় স্থানে যান ভাড়া সব হইয়া যাইবে। প্রত্যেক যাত্রীর জন্য সমস্ত পথে একটি করিয়া ট্রেণের বার্থ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে সুতরাং যাত্রীদের আর গাড়ী হইতে মাল নামান উঠান, ডাক বাংলা বা হোটেল খোঁজা ইত্যাদির অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। নিয়মমত প্রত্যেককে মাল লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে। আগে হইতে বন্দোবস্ত করিলে সাইকেলও লওয়া যাইতে পারে। এই গাড়ীতে যাইবার জন্য আট আনা রেজিষ্ট্রেশন ফি দিয়া চীফ কমার্সিয়েল ম্যানেজারের অফিসে দরখাস্ত করিতে হইবে। অক্টোবর পর্য্যন্ত আবেদন লওয়া হইবে।

—বাংলার কথা

মোটরের পরিবর্ত্তে অটোমেটিক গিয়ার

৫ বৎসর গোপন পরীক্ষার পর বৃটীশ ফার্ম্ম মোটর গাড়ীর পরিবর্ত্তে এক অটোমেটিক গিয়ারের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

আফগানিস্থানের সহিত সন্ধি

তেহরাণে মিশরের একজন রাজপুত আছেন। তাঁহার নাম নাসহাত পাশা। মিশরের পররাষ্ট্র সচিব ইঁহাকে আদেশ দিয়াছেন,—কাবুলে গিয়া বন্ধুত্বসূচক সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

লর্ড বার্কেনহেডের মাতার মৃত্যু

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লর্ড বার্কেনহেডের মাতা মিসেস্ এলিজাবেথ টেলর স্মিথের মৃত্যু হইয়াছে। এই মহিলার বয়স ৮০ বৎসরের কম হইবে না। লর্ড বার্কেনহেড মাতার অসুখের জন্যই গত ২৪শে সেপ্টেম্বরের মন্ত্রীসভার অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ই আশ্বিন, সোমবার—১৩৩৫।

দুর্গাপূজা

অনেকের ধারণা বৈষ্ণবগণ শক্তি মানেন না, কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বৈষ্ণবগণই প্রকৃত শাক্ত, তাঁহারা জ্ঞানাভিমানী নহেন। জ্ঞানীদিগের মতে শক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহারা অনাদি কাল হইতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদিগণ উপাসনাবৃত্তি সুলভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের পঞ্চবিধ রূপ কল্পনা করিয়া কৃত্রিম ভাবে যে শক্তির উপাসনা করেন, তাহা নিতান্ত অবৈধ, উহা পূজার আবরণে শক্তির অবমাননা মাত্র। বৈষ্ণবগণ সেরূপ অবৈধ উপাসনার প্রশ্রয় দেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে শক্তিবিরোধী সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহারা দুর্গাদেবীকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকেন, ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় দেবীর নামোল্লেখ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থানুশীলনে জানা যায়—যোগমায়া শক্তি ভগবদাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ। পৃথক জগতে দুর্গা, কালী, চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবানের আদেশ পালন, ভক্তের কামনাপূরণ প্রভৃতি কার্য্যে আমরা দুর্গাদেবীর ভগবদানুগত্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতেও তিনি বৈষ্ণবগণের পরম পূজ্যা।

তত্ত্ববিচারে দুর্গাদেবী ভগবানের শক্তি, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই, লোকদান, দাহিকাশক্তি যেরূপ অগ্নিকে, জ্যোৎস্নালোক যেরূপ চন্দ্রকে প্রকাশ করে, শক্তিও সেইরূপ শক্তিমানকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শক্তির কৃপা ব্যতীত কেহ শক্তিমানকে জানিতে পারে না, আবার শক্তিমানকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে শক্তির উপাসনা দ্বারাও শক্তির কৃপা পাওয়া যায় না। 'শক্তি' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচারে বস্তুর গুণ, স্বভাব বা প্রকৃতিকেই 'শক্তি' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে—বলিয়া জানা যায়। সুতরাং এই বিচারে শক্তি বস্তু নহেন, শক্তিমানই একমাত্র বস্তু, শক্তি বস্তুর গুণ মাত্র। আমরা বস্তু স্বীকার করিব না, কেবল গুণমাত্র স্বীকার করিব, বস্তুর পূজা না করিয়া বস্তুর গুণের পূজা করিব—এইরূপ যাহাদের বিচার, তাহাদের বিচার কখনই পূর্ণ বলিয়া প্রশংসনীয় হইতে পারে না। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও তদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। শক্তিমান্ এক, শক্তি বহু; শক্তি শক্তিমানের অধীন, কর্তৃত্ব একমাত্র শক্তিমানেরই, শক্তিমানের ইচ্ছায় শক্তি ক্রীয়াবতী হন মাত্র, বস্তুর গুণ বা স্বভাবের কখনও স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি থাকিতে পারে না।

'কুন্তধ্বজা শরবাণাঃ প্রবিশন্তি' বলিলে যেরূপ কুন্তধ্বজা ধনুর্বাণধারী ব্যক্তির প্রবেশই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি গমন করিতেছে বলিলে শক্তিমানের কর্তৃত্বই বুঝাইয়া থাকে।

ব্রজদেবীগণ শক্তিপূজার আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবার জন্য যে যোগমায়া চণ্ডিকার উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই বিশুদ্ধ আদর্শ শক্তি-পূজা।

জড়জগতে প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও রজস্তমো গুণে আবদ্ধ জীবগণ স্ব-স্বভাবানুসারে যে পঞ্চদেবতার উপাসনা করেন, শক্তিপূজা তাহার অন্যতমা। তমো গুণান্বিত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে শাক্ত অভিমান করিয়া—মদ্য, মাংস প্রভৃতি তামসিক দ্রব্যে যে দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন, তাদৃশ উপাস্য উপাসনার সহিত আমাদের পূজ্য কাথত উপাস্য উপাসনার পার্থক্য আছে। উপাস্যতত্ত্ব-বিচারে গৌতমীয়-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।

—অর্থাৎ ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ—বিচারে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। তাহার উপাসনা-বিচারে—

অর্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিং।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্থ পরিতোষচ্ছয়েৎ॥

—জগদ্বন্দ্য দেবদেব নারায়ণ শ্রীহরিকে পূজা করিয়া তদীয় নির্ম্মাল্য দ্বারা পীঠাবরণ দেবতাসমূহের পূজা করিতে হইবে।

সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্রবন্ধলক্ষণ-সেবার্থং চিচ্ছক্ত্যাত্মক দুর্গাখ্য দাসীয়তে নতু সেবানিষ্ঠাত্রী।

—জড়মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি দুর্গার দাসীরূপা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের একটী মাত্র শক্তি। সেই এক শক্তিই পরাশক্তি, চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গাশক্তি বলিয়া অভিহিতা হন। জড়াশক্তি সেই স্বরূপশক্তির ছায়াস্বরূপিণী, জড়াশক্তিকে শাস্ত্র অপরা শক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তু ও বস্তুছায়াতে যেরূপ সম্বন্ধ, চিচ্ছক্তি ও জড়া বা অপরা শক্তিতেও সেইরূপ সম্বন্ধ। বস্তুর খোসা লইয়া টানাটানি করিলে ফল পাওয়া সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। আজকালকার নব্য যুবকসম্প্রদায়ের অভিমত—'এখন দেশ রক্ষা করিতে হইবে, এখন চাই শক্তি, এখন চাই বল, বৈষ্ণব হইলে চলিবে না।' তাঁহাদের ধারণা—শক্তি, পূজা অর্থে পশু বলি দিয়া উহার মাংস দ্বারা নিজ শরীর-পুষ্টি। বৈষ্ণবগণ যখন মদ্য মাংস সেবায় উদাসীন ও তৃণাদপি সুনীচ তখন তাঁহারা উক্ত নবীন যুবকগণের বিচারে তেজোহীন দুর্ব্বল। কিন্তু এরূপ বিচার অত্যন্ত হাস্যাস্পদ। স্থূলশরীরের বলে কখনও বলীয়ান হওয়া যায় না। আমরা বাল্যকালে হিতোপদেশে পড়িয়াছি—এক বৃহদাকার সিংহ ক্ষুদ্র শশকের বুদ্ধি-বলে নিহত হইয়াছিল। কোটী স্থূল শরীরের বল এক অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির নিকট পরাজিত, আবার তাদৃশ কোটী বুদ্ধি এক আত্মার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। একদিন বাহুবলে বলীয়ান্ ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রও আত্মবল বা ব্রহ্মবলের প্রাধান্য দর্শন করিবার সুযোগ পাইয়া—"ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্" বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদি সত্য সত্য বলবান্ হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি সমগ্র জগৎ জয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে অজিত শক্তিমানকেও জয় করিতে সমর্থ হইবে। যিনি আত্মবলে বলীয়ান, তিনিই প্রকৃত বলবান্, তাঁহার অজেয় কিছুই নাই।

জড় জগতে স্বরূপশক্তির পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত। জড়া বা অপরা শক্তিই বহু সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে এই দেবীর মাহাত্ম্য সুবিস্তৃত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে দেবীকে জগৎকর্ত্রী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥

এতদ্ব্যতীত পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় ত্রিভুবন জয় করিয়া দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ করিতেছিলেন, তৎকালে দেবতারা উহাদের ভয়ে ভীত হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলে দেবী অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়া দেবতাদিগকে বিপন্মুক্ত করেন। সাংখ্যগণ এই বিচারে জড়রূপিণী মায়া শক্তিকেই একমাত্র কর্ত্রী এবং চেতন পুরুষকে অকর্ত্তা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃ চেতনহীন বস্তুর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। জড়ের প্রত্যেক কার্য্যে চেতনের অপেক্ষা আছে। বেদ বলিয়াছেন, জড়রূপা প্রকৃতি জগৎকর্ত্রী নহেন, পরন্তু 'স ঐক্ষত',—তিনি প্রকৃতিতে দৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিলে লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি দাহিকাশক্তি ধারণ করে তদ্রূপ প্রকৃতিও ভগবানের ঈক্ষণ-প্রভাবে যাবতীয় কার্য্য করিতে সমর্থা হন। ভগবান্ যে শক্তি দ্বারা জগৎসৃষ্টি ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন দ্বারা বস্তুতঃ শক্তিমানের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। চণ্ডীতেও দুর্গাদেবীকে বিষ্ণুমায়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমায়ার উপাসনা অবৈধ। গীতায় বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকম্॥

শারদীয় পূজা, ভগবান রামচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত, অর্থাৎ রাবণ বধ করিতে অসমর্থ হইয়া রামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া একটী প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এ কথাটী কিন্তু আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাই নাই, আমাদের দেশে বহু রামায়ণের প্রচলন আছে, তাহার মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণ, আধ্যাত্মিক রামায়ণ, জগদ্রামী রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—এই গুলি প্রধান। কিন্তু বাল্মীকি-রচিত মূল রামায়ণ ব্যতীত অন্যগুলি প্রামাণ্য মধ্যেই পরিগণিত নহে—মৎস্য-পুরাণ বলেন—

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকং।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রাণীত্যভিধীয়তে।
তচ্চানুকূলং যচ্চ শাস্ত্রমেব প্রকীর্ত্তিতঃ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের

শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন

গত ১০ই আশ্বিন ২৬শে সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীবামন দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব-তিথিবাসরে প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকার মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন-মুখে মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী মহাশয়ের প্রদত্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর স্ট্রীটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমি-খণ্ডোপরি, শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন মহানুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে ভগবৎকথা কীর্ত্তন ও আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর মঙ্গল-

বার্ষিক উৎসবাদির পর অরুণোদয় কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অরুণোদয়ে শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আনুগত্যে শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মৃদঙ্গ বাদ্যসহকারে মধুর প্রভাতী কীর্ত্তন-রোলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট, আর, জি, কর রোড, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের পত্র-পুষ্প মাল্য-বিভূষিত বিস্তৃত ভূমিতে উপস্থিত হন। ঐ ভূমিতে নানা বিচিত্রবর্ণের পতাকা ও পত্রপুষ্প-সুশোভিত মহামণ্ডপ রচিত হইয়াছিল। সেই মণ্ডপের একদিকে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য মখমল-মণ্ডিত উচ্চ উপবেশন-পীঠ স্থাপনা করা হইয়াছিল, অপরদিকে যজ্ঞস্থলী নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত জগবন্ধু অধিকারী মহাশয় ভূলুণ্ঠিত হইয়া সপার্ষদ প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রভুপাদকে আসনে উপবেশন করাইলেন। ভক্তগণ নৃত্য, কীর্ত্তন করিতে করিতে যজ্ঞস্থলী ও মণ্ডপ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। শ্রীলপ্রভুপাদ যজ্ঞস্থলীতে প্রজ্জ্বলিত হোমানলের সম্মুখে উপবিষ্ট থাকিয়া সকলের হৃদয়ে সঙ্কীর্ত্তন-সরস্বতীর স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতেছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনযাজ্ঞিক অধ্বর্য্যুগণের মুখ-নিঃসৃত 'স্বাহা' 'স্বধা'রব ও হৈয়ঙ্গবী দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া হোমানল মাঙ্গলিক মহানুষ্ঠানের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া এক মহা আনন্দ-কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এদিকে শুভ-মুহূর্ত্ত সমাগত দেখিয়া আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অনুজ্ঞায় মহাপ্রাণ শ্রীজগবন্ধু দাস অধিকারী মহাশয় রৌপ্যনির্ম্মিত কুন্তনী আনয়ন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কুন্তনী ধারণ করিবামাত্র ভক্তগণ মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন! সেই বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে কুন্তনী দ্বারা শ্রীমন্দিরের নির্দ্দিষ্ট স্থানটী বারত্রয় খনন করিলে একে একে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভক্তবৃন্দ সকলেই সেই স্থান ভক্তি-সহযোগে খনন করিতে পারিলেন। অতঃপর সঙ্কীর্ত্তন যাগ ভূমি-খননকার্য্য সমাধা হইলে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস অধিকারী মহাশয় রৌপ্যপাত্রে শিলান্যাস, রত্নপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীমন্দিরগর্ভাধানের উপকরণসমূহ লইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শিলান্যাস করিলেন। নবরত্ন, মহামাণিক্য, স্বর্ণাদিধাতু কমলসংযুক্ত সপ্ত তীর্থবারিপূর্ণ পূর্ণকুম্ভের সহিত বৈষ্ণব স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীমৎ ক্রিয়াসারদীপিকার ব্যবস্থিত যাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমন্দিরের গর্ভাধান করিলেন। চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণ-কোলাহল উত্থিত হইল, 'জয়' 'জয়' রবে ত্রিলোক মুখরিত হইল, বজ্র নির্ঘোষচ্ছলে দ্যুলোকবাসী দেবতাগণ সেই জয়ধ্বনির সহিত বজ্রশঙ্খধ্বনি সম্মিলিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-ভিত্তি-সংস্থাপন-বার্ত্তা বিঘোষিত করিলেন—শ্রীগৌড়ীয় মঠই যে,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, তাহা বজ্র নির্ঘোষে ত্রিলোকে জানাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় মাত্র মুহূর্ত্তকাল মধুর মুক্তাবিন্দুবারিধারা বর্ষিত হইল। এই পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা দেবতাগণ আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। এদিকে একটী আলোক চিত্রও গৃহীত হইল।

মণ্ডপাভ্যন্তরে বিদ্বদ্গুলী-মণ্ডিত সেই মহাসভায় সেই দিনকার মহাপ্রতিষ্ঠানের কথা আলোচিত হইল। শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথী আনয়নের মূল পুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বড় সাধ ছিল, গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগর কলিকাতায় বিশ্বগুরুর সাম্রাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া কলিকল্মষ বিদূরিত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিশ্বগুরুর বাণী প্রচারিত হয়। আজ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অতুলনীয় সেবা-বৃত্তিবলে বিশ্বপ্রচারপ্রমোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সে মনোঽভীষ্ট পরিপূর্ণতার পথে পদার্পণ করিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদিম ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, আচার্য্যত্রিক প্রভুই সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণশক্তি-অনুপ্রাণিত হইয়া অকৃত্রিম সেবাবৃত্তির সাহায্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন—যে প্রথম শিলান্যাস করিয়াছিলেন, তাহাই আজ মহামহীরুহে ও মহাবিপুল-সৌধে পরিণত হইতে চলিল। এই মহাকীর্ত্তনযজ্ঞের যজ্ঞপীঠের জন্য—পরাবিদ্যা বা ভক্তির বিনোদ সাধনের জন্য মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু যে সেবানুকূল্য প্রদর্শন করিলেন, তাহা নিখিল বিশ্বের ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

অনন্তর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরমহংস ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-মুখে "জগতের কর্ম্মমন্দিরসমূহ হইতে ভক্তিমন্দিরের পার্থক্য, নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ-রক্ষী হইয়া ও শুদ্ধহরিকীর্ত্তন প্রচারোদ্দেশ্যে ত্রিদণ্ডিসম্প্রদায়ের ও তদনুগত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ সম্প্রদায়ের কীর্ত্তনরূপ ভগবদনুশীলন-চেষ্টা মূলে মঠমন্দির-সংস্থাপনাদি কর্ম্মের আবাহন যে কৃষ্ণকর্ম্ম বা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে, মুক্ত পুরুষগণও স্বেচ্ছায় নিত্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের নৈষ্কর্ম্ম্য-বিরোধাচরণ হয় না," ইত্যাদি উপদেশ করিবার পর 'জয় জয়' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। কীর্ত্তন-সেনাগণ আবার পতাকা হস্তে মধুর সঙ্কীর্ত্তনের সহিত উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূমি পরিক্রমা করিলেন এবং সঙ্কীর্ত্তন-কলরবে মহানগরী পূর্ণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রয়াস

প্রয়াস পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রয়াস' শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানের শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই পরমার্থ বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজধর্ম্ম। সহজ-ধর্ম্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি জীবের বদ্ধ দশায় ভক্তিবৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়াসের কার্য্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যত প্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম্ম প্রয়াস। জ্ঞান-প্রয়াসে কেবলাদ্বৈতবোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহাই আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রয়াস পরমার্থের বিরোধী, ইহা বেদশাস্ত্রে মুণ্ডকোপনিষদে এইরূপ বিচারিত হইয়াছে:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

আত্মা, আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। সুতরাং ভক্তিই ভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র হেতু। দশম স্কন্ধে ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিলেন:—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈ-
স্ত্রিলোক্যাম্॥

হে অজিত! যাঁহারা জ্ঞানমার্গে প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে স্থিত হইয়া সাধুমুখ হইতে আপনার কথা শ্রুতিগত করত কায়মনোবাক্যে ভক্তি-মার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্ট করণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন:—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

হে বিভো, ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ পথ। তাহা ত্যাগ করত যে সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈতবোধ লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ অদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছু মাত্র পরমার্থ ফল হয় না। কেবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয়, তাহা কেবল আসুরী বিধান মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায় সে জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ, তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। চতুঃশ্লোকীতে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ জ্ঞান। সে জ্ঞান স্বভাবতঃ জীবহৃদয়ে নিহিত আছে। ভগবান চিন্ময় সূর্য্যকল্প, জীব তাঁহার কিরণ পরমাণুকল্প। জীব ভগবদানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্দাস্যই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্ব-ধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই প্রয়াস-শূন্য জীবের সহজ ধর্ম্ম। যদিও বদ্ধ-দশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধন দ্বারা প্রতিবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায় ভক্তি সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্পকালের মধ্যে অবিদ্যা-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান প্রয়াসকে স্থান দিলে অধিক ক্লেশ ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তি-চেষ্টা হয়। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন:—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা
উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

কেবল শরণাপত্তি লক্ষণাপরা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন,

তাঁহারা যুক্ততম। যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন তাঁহারা জ্ঞানপ্রয়াসী, সুতরাং যদি তাঁহাদের সর্ব্বভূতে দয়া থাকে, সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধুভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পান। সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞানপ্রয়াসের ত এইরূপ গতি। কর্ম্মপ্রয়াসেই কদাচ মঙ্গল হয়, যথা প্রথম স্কন্ধে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম
এব হি কেবলম্॥

ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমগত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতিলাভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম্মপালন কেবল প্রয়াস বা শ্রম মাত্র হইল। সুতরাং যেরূপ জ্ঞান-প্রয়াস, ভক্তির বিরোধকর্ম্মপ্রয়াসও তদ্রূপ। সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম লক্ষণ কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়; সে সকল কর্ম্ম আর কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কেবল লোকসংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধ কর্ম্মাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

জ্ঞানপ্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য নির্ব্বাণ মুক্তিপ্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ যোগপ্রয়াস যদি বিভূতি ও কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক বিধি এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া প্রয়াসশূন্য আখ্যা লাভ করিয়াছেন। এইরূপ কর্ম্মজ্ঞান উপায় স্বরূপে আদৃত মাত্র। উপেয় গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয়, ইহা নিয়মাগ্রহ বিচারে দেখাইব। তীর্থযাত্রাদি পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গ-লালসায় এবং কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলন-লালসায় কৃষ্ণলীলা-স্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তি বটে, কিন্তু বৃথা প্রয়াস নয়। ভক্ত্যঙ্গ ব্রতসমূহ বৃথা প্রয়াস নয়, ভক্তিসাধক প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণব-সেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয়, কেন না স্বযূথ সঙ্গ-লালসাই জনসঙ্গলিপ্সারূপ দোষের বিনাশক। অর্চ্চনাঙ্গের প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাস রূপ সহজ ধর্ম্ম। সংকীর্ত্তনাদির প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রচুর নামোচ্চারণ। সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ বস্তু।

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই। কেন না ভক্তির উদয়ে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। ভাগবতে বলিয়াছেন :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥

ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে সেই ভক্তি আশু বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রয়াসশূন্য বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্দাস্য বুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করেন। সুতরাং জ্ঞান-প্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে “ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈব ত্রিক এক কালঃ” এই বাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধভক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার হৃদয়ে এক কালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ জ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তি উদয় হয়। দীন ভাবে যখন ভক্ত সরলতার সহিত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু এবং কৃষ্ণ চরণে শরণাগতিই আমার নিত্য স্বভাব, এ জগৎ আমার পান্থনিবাস মাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য সুখকর নয়, এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে। জ্ঞানপ্রয়াস, কর্ম্মপ্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তিপ্রয়াস, ভোগপ্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ জনসঙ্গ-প্রয়াস, এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াস দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াস আবার সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল ভক্তিদ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বত্যাগেপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চতে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠায়াঃ যত্নমস্পর্শনেবরং॥

এই উপদেশটী অত্যন্ত গম্ভীর। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে এই একান্তী ধর্ম্ম পালন করিবেন।

ভক্তির অনুকূল সহজ ব্যাপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ভক্তিসাধক সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ কীর্ত্তন করিবেন। এই প্রয়াস-শূন্য ভজন-পদ্ধতির আধার গৃহী ও গৃহত্যাগী ভেদে দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রার অঙ্গীকার করত প্রয়াসশূন্য হইয়া ভক্তিসাধন করিবেন। যাহাতে কুটুম্বভরণাদি অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, সেরূপ সঞ্চয় ও উপার্জ্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহাই তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জাগরণে-নিদ্রায় সর্ব্বত্র তাঁহার হরিভজন অচিরে সিদ্ধ হইবে। গৃহত্যাগী আর সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলভাব সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি তত কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন, যথা ভাগবতে ব্রহ্মবাক্য—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান
এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্ বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তি-
পদে স দায়ভাক্॥

হে কৃষ্ণ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ কেহ দায়ভাক্ হইতে পারেন না, কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে তোমার অনুকম্পা অবশ্য হইবে, এই আশা করত কায়মনোবাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন। জ্ঞানাদি প্রয়াস দ্বারা কিছুই হয় না তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব:—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানু-
গৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য
একোপি চিরং বিচিন্বন্॥

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে ভগবৎ কৃপায় সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবৎতত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে বিনা প্রয়াসে উদিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র জ্ঞান প্রয়াসে তাহা পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর স্বরূপ কবিভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০০)

সন্ন্যাসস্য প্রথমসময়ে তীর্থযাত্রাচ্ছলেন
বর্ষান্ যো বৈ রসমপরিমিতান্
ব্যাপ্য ভক্তিং ততান।
শেষানব্দান্ বসুবিধুমিতান্
ক্ষেত্রদেশে স্থিতো যঃ
বন্দে তস্য প্রকটচরিতং যোগমায়াবলাঢ্যং॥
সন্ন্যাস গ্রহণ করি ছয়টী বৎসর।
তীর্থযাত্রাছলে ভক্তি করেন প্রচার॥
দ্বাদশবৎসর শেষে,
রহিলেন ক্ষেত্র দেশে,
লীলাসব যাঁর যোগমায়াবলযুক্ত।
বন্দি সেই গৌরাঙ্গের প্রকট চরিত্র॥

(১০১)

হাহা কষ্টং সকলজগতাং
ভক্তভাজাং বিশেষ
গোপীনাথালয়-পরিসরে কীর্ত্তনে যঃ
প্রদোষে
অপ্রাকট্যং বহুসমভজন্ মোহয়ন্
ভক্তনেত্রে
বন্দে তস্যাপ্রকটচরিতং
নিত্যমপ্রাকৃতং তৎ
সকল জগতবাসী করে হায় হায়।
বিশেষে ভকতগণের প্রাণ বাহিরায়॥
যে গৌরাঙ্গ সন্ধ্যাকালে করি সংকীর্ত্তন।
ভকতগণের নেত্র করিল মোহন॥
তিরোধান শক্তিবে করিয়া সন্নিকট।
গোপীনাথ প্রাঙ্গণে হইলা অপ্রকট॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা সব অপ্রাকৃত।
বন্দি তাঁর অপ্রকট অমিত চরিত॥

(১০২)

ভক্ত্যা যে বৈ সকলসময়ে
গৌরগাথামিমাং যে
গায়ন্ত্যুচ্চৈ বিগলিতহৃদো গৌরতীর্থে
বিশেষাৎ
তেষাং ভূয়াৎ দ্বিজকুলমণিঃ
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র
প্রেমাবেশং যুগলভজনে যচ্ছতি
প্রাণবন্ধুঃ॥
যে সকল ভক্তগণ সকল সময়ে।
বিশেষতঃ গৌরতীর্থে গলিত হৃদয়ে॥
এই গৌরগাথা যদি গায় উচ্চৈঃস্বরে।
দ্বিজকুলমণি কৃষ্ণচৈতন্য তাহারে॥
প্রাণবন্ধু গৌর কৃপা করিয়া অশেষ।
যুগল ভজনে দেন প্রেমের আবেশ॥

(১০৩)

ষট্‌ত্রিংশ বেদমিতেশাব্দে কার্ত্তিকে
গোদ্রুমে প্রভোঃ
গীতা ভক্তিবিনোদেন লীলেয়ং
শ্লোকপাবনী
চারিশত ছয় গৌরচন্দ্রের বরষে।
পরম পবিত্র অতি দামোদরমাসে॥
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমে বসিয়া
গাহিলেন প্রভুলীলা সংক্ষেপ করিয়া॥
‘শ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল’।
পবিত্র করিবে ‘স্তোত্র’ সর্ব্বভূমণ্ডল॥

(১০৪)

যৎ প্রেমমাধুর্য্যবিলাসরাগা-
ন্নন্দাত্মজো গৌড়বিহারমাপ।
তস্মৈ বিচিত্রা বৃষভানুপুত্র্যৈ
লীলাময়া তস্য সমর্পিতেয়ম্॥
ইতি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠক্কুরবিরচিতং
শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্রম্
সমাপ্তম্
যাঁর প্রেম সুমাধুর্য্য বিলাসলালসে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রকটিল গৌড়দেশে॥
গৌড়, ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল আর।
বিপ্রলম্ভরসে সদা করিল বিহার॥

সেই কৃষ্ণচৈতন্যের বিচিত্র চরিত্র।
বৃষভানু নন্দিনীতে হৈল সমর্পিত॥
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।
সেইরূপ লিখে গুরুদেব যা লেখায়॥
পদ্য অনুবাদে লীলা করিয়া রচন।
শ্রীবার্ষভানবীদাসে কৈল সমর্পণ॥
চারিশত বিয়াল্লিশ গৌরাব্দ দশীকেশ।
জন্মাষ্টমী দিনে হৈল অনুবাদশেষ॥
ইতি শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ
মঙ্গলস্তোত্রের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

১লা পদ্মনাভ ১৪ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার বাসুদেব উ ৫।৫৪ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণপ্রতিপদ্ ব্রহ্মা দি ৫।২৭ রেবতী শাশ্বত বা ১২।৩৬

২রা পদ্মনাভ ১৫ই আশ্বিন ১লা অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৪ অ ৫।৫৬ কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপতে দি ৩।২৮ অশ্বিনী ধাতা বা ১১।১৬

৩ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ২ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৪ অ ৫।৫৪ কৃষ্ণতৃতীয়া বিষ্ণু দি ১।১৫ ভরণী কৃষ্ণ বা ৯।৪৫

নানা কথা

নদীয়া শিক্ষক সম্মিলনী

আগামী ৭ই অক্টোবর কুষ্টিয়ায় নদীয়া জিলার শিক্ষক-সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। কলিকাতা হাই-কোর্টের উকীল শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

স্কুল গৃহে বাঘ

চাইবাসার ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অকস্মাৎ এক বাঘ দৌড়াইয়া আসিয়া স্থানীয় সরকারী স্কুলের হলঘরে প্রবেশ করে। ইহাতে সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সংবাদ পাইয়া রেলওয়ে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মুর বন্দুকহস্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বাঘটিকে গুলীর আঘাতে নিহত করেন। মিঃ মুর ঐ ব্যাঘ্রের চর্ম্মটি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে উপহার দেন। কর্তৃপক্ষ ঐ চর্ম্মটি স্কুলের বক্তৃতা হলে টাঙ্গাইয়া রাখিবেন স্থির করিয়াছেন।

অস্ত্র-পরিত্যাগ কমিশন

অস্ত্র পরিত্যাগ কমিশনের সভা সত্বর আহ্বান করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের তৃতীয় কমিটি রিপোর্ট দিয়াছিলেন। লীগের এসেম্বলীতে এই রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী

কলিকাতা সুবৃহৎ "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কিছুকাল হইতে চেষ্টা চলিতেছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট ঐ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। লাইব্রেরী যথাস্থানেই থাকিবে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পঞ্জাবের বন্যার ভীষণতা

লাহোর, ২৭শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সরকার যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল স্থানের অধিবাসী-দিগের দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম মূর্ত্তি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক স্থান এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, গত ৩০ বৎসরের মধ্যে ঐরূপ ক্ষতি লক্ষিত হয় নাই। এক সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, শিয়ালকোট, গুজরাট, ঝেলাম, সাহপুর, এবং গুজরানওয়ালা জিলায় সাড়ে ৮ শত গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং ১৬ হাজার গৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, শুধু এই কয় জিলাতেই ২৫ হাজার একর শস্য বিনষ্ট হইয়াছে। ৭ হাজার গৃহপালিত পশু বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। মৃত্যুমুখে পতিত লোকের সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৫এর ভিতর অনুমান করা হইতেছে। সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা এখনও না হওয়ায় কোন কোন জিলার বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে না। সরকার ও জন-সাধারণের পক্ষ হইতে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। কৃষকগণের বাসনির্ম্মাণের জন্য সরকার ৮ লক্ষ টাকা 'টকার' ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা অনশনক্লিষ্ট দলের আহারের ব্যবস্থার জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। পাবলিক হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট বন্যাপ্লাবিত স্থানে কুইনাইন বিতরণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাহায্যের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে একটি সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পঞ্জাব গভর্ণর স্বয়ং তাহাতে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বিকানীরে বিবাহ-আইন

বিকানিরে আইন হইয়াছে, ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক ১১ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকার বিবাহ করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত ৪৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ কোনও বয়স্ক পুরুষ ১৪ বৎসরের বিধবাকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে না।

পোয়ানার হাঙ্গামা-সম্বন্ধে

পুনার ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্টশন জানাইয়াছেন, হাঙ্গামার পরেও লোকের মধ্যে কিছু উত্তেজনা ও আতঙ্ক দেখা গেলেও বর্ত্তমানে অবস্থা শান্ত। মধ্যে মধ্যে গোলমালের ভিত্তিশূন্য জনরব সকল প্রচারিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পুলিস পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতএব ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মিথ্যা বিবরণের জন্য ভীত ও ত্রাস্ত হওয়া উচিত নহে। গুলীবর্ষণের বিবরণ সম্বন্ধে স্বরাষ্ট্র সদস্য বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের যে গুলী-বর্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহা পুলিস চালায় নাই এবং হিন্দু মুসলমানের কোন পক্ষেরও কাজ নহে। দুষ্ট লোকে আকাশের দিকে গুলী চালাইয়াছিল।

মেক্সিকোয় বন্যা

মেক্সিকো দেশের পশ্চিম দিকের সাগরোপকূলে বিষম বন্যা হইয়া গিয়াছে। বন্যার ফলে জোলকো নামক স্থানে গৃহ-পতনে ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ কারণে সিনালা ও মেরিদা দ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

আদর্শ সন্ধি-পত্র

জাতি সঙ্ঘ সমিতি যে আদর্শ সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার অনুলিপি যে সকল দেশে সমিতির সদস্য, সেই সকল দেশে এবং যে সকল দেশ সমিতি-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত নহে, সেই সকল দেশ অর্থাৎ আফগানিস্থান, ব্রেজিল, কোষ্টারিক, মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, হেজাজ, মোনাকো, সোভিয়েট রুসিয়া, তুরস্ককে পাঠাইবার জন্য সমিতির জেনারল সেক্রেটারীকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

হাবড়ায় 'লাউডস্পিকার'

হাবড়া ষ্টেশনে সাতখানি 'লাউড স্পিকার' বা মানুষের কথা অতি উচ্চৈঃ-স্বরে ধ্বনিত হইবার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চারটী তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ঘরের নিকট এবং অবশিষ্ট চারিটী পাঁচ ও ছয় নম্বর প্লাটফর্ম্মের মধ্যে। ইহাতে যাত্রী-বর্গের সুবিধা হইবে। এই 'লাউডস্পিকার' সাহায্যে বহুদূরের নিম্নস্বর বলা বা শব্দও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ

মেলিলা, ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কাব্রিরিজাস দুর্গের অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ হওয়ায় ৪০ জন লোক হত এবং প্রায় ২ শত ব্যক্তি জখম হইয়াছে।

বিলাতে
ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

এ বৎসর লণ্ডনে যে ভারতীয় সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, ইংরেজ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ঐ পরীক্ষায় ১৯২৩ সালে ৭০ জন ১৯২৬ সালে ১১২ এবং বর্ত্তমান বৎসরে ১২২ জন ইংরেজ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। এবৎসর ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ১৫৩ এবং সিংহলী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫ জন হইয়াছিল। এবৎসর ৩১ জন ইংরেজ এবং ১৯ জন ভারতীয় ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার

কটক জেলার অন্তর্গত উদয়গিরির জমিদার বুদ্ধদেবের আটখানি মূর্ত্তি পাইয়াছেন। তিনখানি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে। তাহা প্রায় লম্বায় ২ ফুট। অবশিষ্ট পাঁচখানি অপেক্ষাকৃত ছোট। তাহার কয়েকখানিতে বুদ্ধদেব পদ্মের উপর বসিয়া আছেন এবং কয়েকখানিতে তিনি বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছেন, মূর্ত্তিগুলি সম্প্রতি কলিকাতার যাদুঘরের মিঃ রমাপ্রসাদ চন্দ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন।

টেলিফোন বিস্তার

কলিকাতা হইতে এখন আসানসোল, আসানসোল, ঝরিয়া, পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, দিল্লী, বোম্বাই পর্য্যন্ত টেলিফোন করা যায়; কিন্তু বাঙ্গলার প্রধান সহরসমূহ দার্জ্জিলিং, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতির সহিত টেলিফোন সংযোগ নাই। দার্জ্জিলিং বাঙ্গলার প্রধান শৈলাবাস এবং গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্ম ও শরদাবাস। উহার সহিত টেলিফোন সংযুক্ত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য ভাষা অধ্যয়নের জন্য একটী পৃথক্ কলেজ আছে। তথায় তিন হাজারের অধিক ছাত্র আছে। ইহার ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ ভারত গবর্ণমেণ্ট ৩৩।৫০ টাকা প্রদান করেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম জানাইয়াছেন যে তথায় আরবী অথবা পারসী পড়িবার জন্য তিনি তিনটি ছাত্রকে প্রতি বৎসর ৭৫০০ টাকা প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] আশ্বিন, মঙ্গলবার [illegible]

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অবতার

এই মর্ত্ত আগে আছে দুই অবতার।
কর্ত্তা নাম মাগ দুই হইবে অপার॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২৭।১৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন এই বাক্যটী অবলম্বন করিয়া কতিপয় মূর্খ ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশে দুই এক জন কলির চর নিজ নিজ অনুচরবর্গের সহিত আত্মগোপন পূর্ব্বক আপনাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আজকাল কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অবতার বলিয়া পরিচিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে, চাই একটু চতুরতা। যাঁহারা যোগমার্গে দুই এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া দু'একটা বিভূতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ত অনায়াসে অবতার সাজিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদের যোগবিভূতি নাই, তাঁহারাও একটু কৌশল পাতিতে পারিলেই অবতার হইতে পারেন।

যিনি আমাদের মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, যিনি বাহিরে তিনি করিতে পারেন কিম্বা জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারেন বা দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিয়া দিতে পারেন, তিনিই আমাদের নিকট বড় সাধু, সিদ্ধ পুরুষ বা ভগবান্। যাঁহার সেরূপ বিভূতি নাই তাঁহাকে আমরা সিদ্ধপুরুষ বা সাধু বলিয়া স্বীকার করিতে চাহি না। অধিক কি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন লোকে তাঁহাদের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য-প্রধান বিগ্রহে ঐশ্বর্য্যের প্রাবল্য দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদিগকে ভগবান্ বলিতেই কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন বা এখনও করিতেছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—আমরা যখন জাগতিক বুদ্ধি লইয়া ত্রিভুবনাতীত বস্তু নিরূপণ করিবার প্রয়াস করি, তখনই আমরা ভ্রান্ত হইয়া জড়জগতে লৌকিক-চরিত্রে যাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না, এতাদৃশ চরিত্র যদি কোন বস্তুতে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুকেই ভগবান্ বলিয়া নিরূপণ করিতে বাধ্য হই। জড়জগতের কোন লোকই জলের মধ্যে হাঁটিয়া যাইতে পারে না; সুতরাং যিনি সেই কার্য্য করিতে সমর্থ, তিনিই আমাদের মতে সিদ্ধপুরুষ, তিনিই ভগবান্।

আমরা অনেকেই বিষকিষণের কথা শুনিয়াছি। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন পুরীর বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে তথায় তেলীর বিষকিষণ নামক এক যোগী একাম্রকাননের নিকট আসন স্থাপন করিয়া নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া ঘোষণা করে। সে সময় এই মর্ম্মে এক মানিকা প্রচার করে—"আমি কলিতে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি, আমি মহাবিষ্ণু, ক্ষীরোদ সমুদ্রে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলাম, ম্লেচ্ছগণের উৎপীড়নে চিন্ময় আক্রান্ত হওয়ায় সাধুগণের প্রার্থনায় স্বয়ম্ভু মনু আমাকে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অবতারণ করাইয়াছেন, আমি ১৩ই চৈত্র সমগ্র ম্লেচ্ছ নিধন করিয়া ভারত উদ্ধার করিব।

বিষকিষণের অনেক অলৌকিক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন যে, তিনি বিষকিষণের অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কোনদিনই তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বিষকিষণের দুই একটী বিভূতি যাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি:—

১। বিষকিষণ সকলের মনের কথা বলিয়া দিতে পারিত।

২। বিষকিষণ যখন যাহাকে যাহা বলিত, তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া যাইত।

৩। বিষকিষণ দুরারোগ্য রোগ কেবল বাক্যের দ্বারা আরোগ্য করিতে পারিত। সে বহু দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিলেও তন্মধ্যে একটী ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও অতীব বিস্ময়কর। একদিন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিষকিষণকে গোপনে পরীক্ষা করিবার জন্য নানা প্রকার আলাপ করিতেছেন, এমন সময় একটী জলদোষপীড়িত লোককে কয়েকজন লোক ধরাধরি করিয়া বিষকিষণের সম্মুখে আনয়ন করিল। লোকটি বহুকাল হইতে এই রোগে ভুগিতেছেন, জলদোষের আকার এত বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি আর মোটেই চলাফেরা করিতে পারিতেন না। রোগী ক্রন্দন করিতে করিতে বিষকিষণের পদতলে পতিত হইবামাত্র বিষকিষণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, সে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া পীড়িত স্থানে দিয়া বলিল—"যা ভাল হয়ে যা", বলিবামাত্র রোগী সুস্থ, তাহার বৃহদাকার জলদোষ কোথায় উড়িয়া গেল, দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিলেন।

সত্য কখনও গোপন থাকে না। এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাযোগী বিষকিষণ নিজকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলেও ভগবান্ তাঁহার শক্ত্যাবেশাবতার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা উক্ত অপরাধীকে বিপ্লবীর চেষ্টা ও দুষ্কর্ম্ম জগজ্জীবের নিকট প্রচার করিয়াছেন। এই অবতার মহাশয় রাজদ্রোহাপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন এবং জেলখানার মধ্যে অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

যাহা হউক বিষকিষণের যোগবিভূতি ছিল, সে যোগমার্গে কিছু পরিশ্রম করিয়াছিল; কিন্তু আজকাল অবতার হইতে হইলে তাদৃশ যোগবিভূতিরও প্রয়োজন নাই, কেবল অশ্রুপাত ও কপট ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ার অভ্যাস করিতে পারিলেই হয়। এইরূপ অবতার যে আজকালই দেখা যাইতেছে, তাহাও বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও রাঢ়দেশের কোন ব্যক্তি আপনাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিল—ইহা আমরা চৈতন্যভাগবতের উক্তি হইতে জানিতে পারি।—

রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্রকাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলয়ে গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥

দুঃখের বিষয় এত দেখিয়া শুনিয়াও লোকের চৈতন্য হইতেছে না। তাহারা প্রাক্তন কর্ম্মফলেই হউক বা নিজেদের দুষ্টবুদ্ধির জন্যই হউক, এই সকল বুজরুগদিগকে সাধু সিদ্ধ মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া সঙ্গ করিতে ছাড়িবে না। বর্ত্তমান কালেও রাঢ়দেশে একব্যক্তি নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া যথেষ্ট লোক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার দুপয়সা বেশ রোজগারও হইতেছে। ইনি নাকি সূর্য্য-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া মৃত প্রাণী জীবিত করিবেন। দেখা যাক্ কি হয়।

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে।
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়াই বলিয়া নারায়ণ॥

আসাম অঞ্চলের দুই একজন বুজরুগদারের নাম আমরা শুনিয়াছি। তাহারা তথায় এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, সেই অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ও মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বিচারে উক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট নিজ নিজ অর্থ, কেহ কেহ নিজ ষোড়শী স্ত্রী পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছে। অনেকে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধু সাবধান। "অজ্ঞজনের বিহার দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

গীতার কথা

শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম প্রাকৃত নহে

মায়াবাদী শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম-কর্ম্ম-লীলা-রহস্য ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়া 'শ্রীভগবানের জন্ম' বলিলেই তাঁহাকে মায়িক সত্ত্বগুণের বিকার-যুক্ত দেহবিশিষ্ট একটী রক্তমাংসপিণ্ডবিশেষ বলিয়া মনে করেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই—

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—'হে অর্জ্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত ও সখা বলিয়া তোমার নিকট যে আজ এই সনাতন যোগ রহস্য বলিলাম, ইহা আমি পূর্ব্বে একবার বিবস্বানকেও (সূর্য্য) বলিয়াছিলাম'। শ্রীভগবানের এই কথা শুনিয়া অনভিজ্ঞ জীবকুল যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সনাতনত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্বে সন্দিগ্ধ-চিত্ত না হয়, সে জন্য অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে কহিলেন—'হে ভগবন্, বিবস্বান্ পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন, আর তুমি ইদানীন্তন জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি যে এই যোগ পূর্ব্বে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলে, একথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়?' তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 'হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। আমি সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বলিয়া সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি, তোমরা অণুচৈতন্য জীব বলিয়া তাহা পার না। আমি যখন যখন অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মগ্রহণ কর। আবার আমি এবং তোমরা যদিও পুনঃ পুনঃ জগতে অবতীর্ণ হই, তথাপি আমার আগমন এবং তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। কেননা আমি জন্মরহিত, অনশ্বর-শরীর এবং সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, আমি, স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক স্বস্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই আবির্ভূত হই। মদ্দর্শনোৎকণ্ঠায় অতীব কাতর-চিত্ত আমার একান্ত ভক্তগণকে দর্শন-দান, দুষ্কৃত রাবণ কংসাদির বিনাশ সাধন দ্বারা তাহাদিগের নরকগতি হইতে উদ্ধার-সাধন এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্যধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্য সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে বা প্রতিকল্পে অবতীর্ণ হই। অবশ্য রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি আমার যে সকল ভক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ করিয়াও আমি বর্ণাশ্রম সংস্থাপনা ও অসুর-বিনাশাদি করিতে পারি, সাধুগণের উদ্বেগ-বাধা অপসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে ত্রাণ

করাইতে পারি বটে, কিন্তু আমার দর্শনদানযোগ্য দুঃখ হইতে আমি বিনা আর কে সাধুগণকে পরি অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে ত্রাণ করিতে সমর্থ? দুষ্কৃত অসুরগণের নিগ্রহ করিয়া আমি বিনা কেই বা অত্যাধিকের দুষ্কৃতি ঘুচাইয়া সুকৃতি দিয়া অনুগ্রহ করিতে পারে? তাই আমার প্রতি যুগে স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। হে অর্জ্জুন, মূঢ় লোকেরা আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবদেহ জ্ঞান করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমার এই স্বরূপেই যে আমি চরাচর নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহেশ্বর, মধ্যমাকার স্বরূপ হইয়াও আমি যে আমার শক্তিদ্বারা যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী আবার পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, মূর্খ লোকেরা আমার এই পরম অলৌকিক ভাব বুঝিতে পারে না। তাহারা অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারা আমাকে প্রাকৃতের মধ্যে একটু শ্রেষ্ঠ স্থান দেয় মাত্র। বিদ্বৎ-প্রতীতি সম্পন্ন হইয়া প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেই জীব আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়। শ্রৌতপন্থা-বলম্বনই আমাকে বুঝিবার একমাত্র উপায়

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো
বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি
মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

অর্থাৎ আমি আমার অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা যে দিব্য জন্ম কর্ম্ম স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত (অজোঽপিসন্নব্যয়াত্মা, যদা যদা হি, পরিত্রাণায় সাধূনাং প্রভৃতি শ্লোকোক্ত) তত্ত্ববিচার-ক্রমে যিনি 'নিত্য' বলিয়া অবগত হন, তিনি জড়দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক আর মায়িকগুণতাজন্য অপরাধময় প্রাপঞ্চিক জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন।'

এইরূপে শ্রীভগবান তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে জড়বুদ্ধি করিলে নরক প্রাপ্তি হইতে জীবকে যে কতপ্রকারে সাবধান করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহাতেও মানুষের যদি তাঁহার শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃতত্ব আরোপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে আর উপায় কি?

দৈববর্ণ ও আসুর বর্ণ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মনুষ্য জাতিতে আমরা দুই প্রকার স্বভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি, একটী দৈব স্বভাব এবং অপরটী আসুর স্বভাব। স্বভাব হইতেই বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; শ্রীপদ্মপুরাণে এই দ্বিবিধ স্বভাবের কথা উল্লেখ আছে, যথাঃ—দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকে-ঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

জগতে আসুর স্বভাব-বিশিষ্ট জীবের সংখ্যাই অধিক এবং তাহাদিগকে যথাক্রমে কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আসুর বর্ণাশ্রমীর চরিত্র এবং তাহাদিগের পরিণাম শ্রীগীতা শাস্ত্রে তার স্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথাঃ—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎকামহৈতুকম্॥
[গীঃ ১৬।৮]
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে
চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্
সুখী [গীঃ ১৬।১৪]
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু
নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি
জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্য-
ধমাং গতিম্॥ [গীঃ ১৬।১৯।২০]

ইঁহারা সকলেই প্রাকৃত জগৎ হইতে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার দ্বারা অজ্ঞাত সুখের সন্ধান করিতে ব্যস্ত। আধ্যক্ষিক জ্ঞানোদ্দীপ্ত হইয়া মনোধর্ম্মের চালনা দ্বারা তাঁহারা বাস্তব সত্য (*absolute truth*) সম্বন্ধে যে ধারণা অর্থাৎ অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বস্তুর যে রূপ কল্পনা বা রূপ-রাহিত্যের কল্পনা করেন, তাহা পৌত্তলিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অভিজ্ঞতাবাদ (*empericism*) বা তর্ক-পন্থাবলম্বন পূর্ব্বক সঞ্চিত অভিজ্ঞানের সাহায্যে বাস্তব সত্যের সম্বন্ধে ধারণা করিবার অনন্তপরমায়ু পাইয়া অনন্তকাল ব্যাপী চেষ্টা করিলেও তাঁহারা মনঃকল্পিত আপাত প্রতীয়মান সত্যকেই (*apparent truth* কেই) বাস্তব সত্য রূপে গ্রহণ করিয়া বিবর্ত্তকবলে কবলিত হইতে বাধ্য হইবেন।

তর্কপন্থিগণ মনোধর্ম্মবশে খণ্ডিত জ্ঞান-চালিত হইয়া স্থূলেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে কামকামী হইয়া কখনও বহ্বীশ্বরবাদী স্মার্ত্ত হয়েন, আবার কখনও বা সূক্ষ্মেন্দ্রিয়প্রীত্যর্থে মোক্ষকামী হইয়া নির্ব্বিশেষ বাদাবলম্বন পূর্ব্বক শব্দের অজরূঢ়ি বৃত্তি আশ্রয় করিয়া বেদ-কথিত 'সোঽহং' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের বিদ্বদ্রূঢ়ি গত অর্থ ধারণা করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নাস্তিক বা মায়াবাদী হইয়া পড়েন!

ইঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥'

আসুর স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবের তারতম্য বিচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রাকৃত চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত এবং ইঁহারা সকলেই কামভোগার্থে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান ও কর্ম্মাদিরূপ কোন না কোন কৈতবাবৃত। এই কুহকাচ্ছন্নাবস্থায় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী রূপে তাঁহাদের যত কিছু স্থূল ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টা সমূহ কখনও অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ রাজ্যের চিদ্বিলাস-বিচিত্রতা অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের অপ্রাকৃত বিলাস মাধুর্য্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন না।

দৈব স্বভাব-বিশিষ্ট বিষ্ণুসেবক সম্প্রদায় বা হংসজাতির অধোক্ষজ সেবা ব্যতীত দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা কিঙ্করতা না থাকায় অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির আলোচনা রূপ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের কোন অবকাশ না থাকায় তাঁহারা 'নিষ্কাম' ও 'শান্ত' যথাঃ—

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলে 'অশান্ত'।
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'॥
[চৈঃ চঃ]

আসুর স্বভাব-বিশিষ্ট প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহারা কামভোগার্থে প্রকৃতি-বিচিত্রতা মুগ্ধ মনের গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রূপ কোন প্রাকৃত বর্ণের অন্তর্গত নহেন কিম্বা ঐ সমস্ত প্রাকৃত বর্ণ হইতে **বর্ত্তমানে শৌক্র ধারায় অবৈধ ভাবে যে বর্ণ রক্ষিত হইতেছে,** তাহাও স্বীকার করেন না, পরন্তু অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসক-সূত্রে তাঁহারা পারমার্থিক ব্রাহ্মণতারূপ একমাত্র অপ্রাকৃত বর্ণ বা একায়নশাখী অচ্যুত-গোত্রীয় হংস জাতি বলিয়া পারমার্থিক সমাজে পরিচিত।

স্বরূপ বিচারে জীবমাত্রেই বিষ্ণু-চৈতন্যের সেবকসূত্রে এক অপ্রাকৃত বর্ণের অন্তর্গত অর্থাৎ সকল জীবেরই স্বরূপতঃ পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী অণু-চেতন জীব যখন স্বরূপের রূপকে বিস্মৃত হইয়া বিরূপের রূপকে স্বরূপ জ্ঞানে বিবর্ত্ত-গ্রস্ত হয়েন, তখনই তিনি অচ্যুত গোত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চ্যুত গোত্রীয় ঋষি কুলের আনুগত্যে বহ্বীশ্বর বাদাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রূপ প্রাকৃত জড়বর্ণের অধীন হইয়া পড়েন।

স্বরূপ-রূপানুগ পরমহংসগণের অহৈতুক কৃপাপ্রভাবে প্রাকৃত চতুর্ব্বর্ণাধীন জীবসকল যখন স্বরূপ-উদ্বুদ্ধ হইয়া রূপানুগ হইয়া, অধোক্ষজের সেবোন্মুখতা করেন, তখন সেই চিদ্বিগ্রহ জীবদিগের সেবোন্মুখতা দর্শনে আচার্য্য তাঁহাকে পাঞ্চরাত্রিক সংস্কার প্রদান পূর্ব্বক চ্যুত-গোত্রীয় বহ্বীশ্বরবাদাবলম্বিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র রূপ প্রাকৃত অবিদ্যা-জাত বর্ণ হইতে উন্নীত করিয়া একায়ন শাখা-ভুক্ত হংস জাতি বা অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

প্রাকৃত বর্ণাধীন থাকা-কালে কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর সেবাধিকার লাভ হয় না। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'। সেইজন্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-স্মৃতির সংস্কার-বিধানে তত্ত্বসাগর-স্মৃতি-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস-
বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে
নৃণাম্॥'

এখানে 'দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে' এই কথাটী বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে অর্থাৎ 'দ্বিজত্ব' শব্দে মনের গুণ কর্ম্মানুসারে যে প্রাকৃত ব্রাহ্মণতা বা ঐ প্রকার প্রাকৃত ব্রাহ্মণতা হইতে শৌক্র ধারায় যে 'জাতি ব্রাহ্মণতা' রূপ বর্ণ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, ঐরূপ 'দ্বিজত্ব' লাভ নহে, পরন্তু আত্মার সেবোন্মুখতারূপ যে একমাত্র নির্গুণ অপ্রাকৃত বৃত্তি জীবের দীক্ষাবিধানের দ্বারা সেই চিদ্বিগ্রহ উদ্বোধন যে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, সেই স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া এখানে 'দ্বিজত্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে এখানে আরও বিচারের বিষয় এই যে, যদি কোন গুরুব্রুব কোন শিষ্যব্রুবকে 'দীক্ষা' দানের অভিনয় করেন, সেইরূপ 'দীক্ষা' গ্রহণের দ্বারা সেই শিষ্যের 'দ্বিজত্ব' বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ ত' হইতেই পারে না, এমনকি তাঁহার প্রাকৃত ব্রাহ্মণতাও লাভ হয় না, কারণ শাস্ত্র বলেন—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ" [হঃ ভঃ বিঃ] অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তব্রুব জীবন্ত গোদাসের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক-গমন হয়। অতএব পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। নিষ্কপট সচ্ছিষ্য যদি সৌভাগ্যে—শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত, বাক্য, মন, ক্রোধ, উদর ও উপস্থ বেগজয়ী পরমহংস গোস্বামীর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে উপস্থিত হইয়া 'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা না জানিয়ে কৈছে হিত হয়॥'

—এই প্রকার 'আত্মজিজ্ঞাসা' তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করেন, তখন অপার করুণা-বারিধি মহাবদান্য শ্রীগুরুদেব

তাঁহার অধিকার হইতে সেবায় নিযুক্ত হইয়া তাহাকেই দীক্ষাদাতার ব্রাহ্ম মর্য্যাদা হইতে ত্যাগ করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা শ্রীচরিতামৃতের বিচারে এই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই যে, 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর' অর্থাৎ 'বাস্তব সত্তা' আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানময় বস্তু বিশেষ নহেন; 'দীক্ষা' বিধানের দ্বারা নিজের অপ্রাকৃত অনুচিৎস্বরূপের উপলব্ধি হইলে তখনই অতীন্দ্রিয় বিভূচিৎ সত্তার সেবা-যোগ্যতা লাভ হয়; যথা—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥

[চৈঃ চঃ অঃ]

এই হংসজাতি বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবক। প্রাকৃত বর্ণাধীন দ্বিতীয়াভিনিবেশযুক্ত ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী অসুর-স্বভাব বিশিষ্ট কর্ম্মফল বাধ্য জীব কখনও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের উপাসক হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের সেবাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা স্বরূপরূপানুগ ভক্তবেগজয়ী আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক দৈক্ষ্য ও সাবিত্র সংস্কারে ব্যাপ্ত করিয়া প্রাকৃত শৌক্রবর্ণাভিমানরূপ আসুর স্বভাব হইতে নির্মুক্ত হইয়া দৈব স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হউন অর্থাৎ একায়ন শাখান্তর্গত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণতা রূপ একমাত্র বর্ণ বা হংসজাতিতে প্রবেশাধিকার লাভ পূর্ব্বক চিদানন্দময় দেহ দ্বারা অপ্রাকৃত-অধোক্ষজ-অতীন্দ্রিয় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুকূলভাবে সেবা সৌন্দর্য্যরূপে অনুশীলন করিতে থাকুন।

আকৃষ্ট

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইহ সংসারে আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হই। মাতাপিতা পুত্রকন্যার প্রতি, পুত্র কন্যা, মাতা, পিতার প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি, স্বামী, স্ত্রীর প্রতি, কেহ স্বদেশবাসীর প্রতি, কেহ জন্মভূমির প্রতি, ইত্যাদি নানাবিধ প্রকারে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট।

আ পূর্ব্বক কৃষ্ ধাতু ক্ত প্রত্যয় যোগে "আকৃষ্ট" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। আ উপসর্গের অর্থ এখানে সম্যক্, কৃষ্ ধাতুর অর্থ এখানে টানা, বিশেষণে ক্ত প্রত্যয়ে আকৃষ্ট অর্থাৎ সম্যক্ রূপ টানে আবদ্ধ। সাধারণতঃ আমরা আকর্ষণের বিবিধ কারণ দেখিতে পাই। রূপাকৃষ্ট আর গুণাকৃষ্ট। সংসারে অধিক সংখ্যক জীবই বালবুদ্ধি-প্রযুক্ত রূপাকৃষ্ট। এই রূপাকৃষ্ট জীবের পরিণতি সম্বন্ধে আমরা লক্ষ্য করি—পিপীলিকা, মক্ষীক প্রভৃতি কতকগুলি কীট জাতীয় প্রাণীর পক্ষ উৎপন্ন হইলেই অপরাপর পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীদিগের সহিত মিশিয়া রূপের আকর তেজস্কর বহ্নি প্রজ্বলিত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করে, তাহার পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের অবস্থার কথা বলাই অনাবশ্যক।

এবম্বিধ প্রকারে আমরাও চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বাসনে রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া, জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাভিমানী মনুষ্যকুল-দলে ঐ রূপের আগুনে জীবনাহুতি দিতেছি। জাগতিক দ্রব্যগুলি অচিরস্থায়ী, সুতরাং তাহাদের রূপও পরিবর্ত্তনশীল, সঙ্গে সঙ্গে তজ্জাত মোহও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দ্রব্যান্তরে আকৃষ্ট হয়। এসম্বন্ধে বিচার করিবার অবকাশ আমরা অনেকেই পাই না। কেবল আমরা আছি "উড়াও মজা লুট বাহার চালাও ফুর্ত্তি"।

কোন সময় একজন ফকির চিরকৌমার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই কিংবা দারপরিগ্রহ করিয়া দারা পরিত্যাগ করেন, তিনি ভগবদ্ভজন করুন আর নাই করুন, ত্যাগী ও ভোগী মহলে তাঁহার অতিশয় সম্মান। তাই তথাকথিত ফকির সাহেবের শিষ্য সাকরিদ যথেষ্ট। ত্যাগ করিতে যাইয়া ভোগের ব্যবস্থাটাই পূরাদস্তুর হইতে থাকিল। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির, একটী পরমাসুন্দরী বয়স্থা অনূঢ়াকন্যা দেখিয়া সাধ হইল যে, এই বৃদ্ধ বয়সেই কন্যাটীর পাণি গ্রহণ করেন। অবশ্য কন্যার পিতা মুর্শিদের মত জামাতা লাভের লোভ বিশেষতঃ পদধূলি লওয়ার বদলে দেওয়ার সৌভাগ্য উপস্থিত জানিয়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না। যথাবিধি বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল। ময়ারচাঁদে বিবাহ অপ্রশস্ত হইলেও আর সবুর সহে না, এতদ্বারা ব্যবস্থাদাতা স্বয়ং পীরসাহেবেরই যখন বিবাহ, তখন অবিলম্বেই একটা ফতোয়া বাহির হইল। ময়রচাঁদেই উদ্বাহ দিন ধার্য্য হইল।

কন্যাটী যেমন রূপবতী, তেমন বুদ্ধিমতী। সহরে বন্দরে যাতায়াতের অভাব হেতু আধুনিক মেয়েদের ন্যায় রূপের মর্য্যাদা বড় একটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তিনি সত্বর একজন চিকিৎসক ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আপনি আমাকে এমন একটা দাওয়াই দিবেন, যেন ভেদ বমি উপস্থিত হইয়া একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাই অথচ প্রাণে যেন মরি না। বিবাহের দিবস প্রাতে ডাক্তার বাবু তাহাই করিলেন। এদিকে বৃদ্ধ ফকির নূতন জামাই সাজিয়া অতি আনন্দে শিষ্যকে শ্বশুরস্বামীর করিবার মর্য্যাদে উপস্থিত। পাত্রীর পিতা তো অবাক্! মেয়ের সদ্য ওলাউঠা, এখন উপায় কি? বুদ্ধিমতী মেয়ে পূর্ব্ব হইতেই মরলা ও বমিগুলি কয়েকটা মাটির হাঁড়িতে আবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এর মধ্যেই নূতন জামাই বাবু ফকির সাহেবের কাণে সংবাদটী পৌঁছিল। তারী মুস্কিল, এখন জামাতা বাবাজি সোজা রাস্তার সদস্মানে রাস্তা ধরিবেন কি যেখান প্রবেশের রাস্তার প্রস্থান করিবেন ভাবিয়া কূল পাইতেছেন না। বিপদের উপর বিপদ, হঠাৎ সংবাদ আসিল পাত্রী নূতন জামাতা দরবেশ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ডাকাইয়াছেন। আর উপায় কি, না গেলেই নয়, তাই প্রাণের ভয়ে কম্পিত কলেবরে অতি সন্তর্পণে, সেই পূর্ব্ব পরিচিতা পরমাসুন্দরী রমণী মূর্ত্তিটীর সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিতা মনে হইয়া, ফকিরের ঘৃণার উদ্রেক হইতে থাকিল। কন্যাটি উপস্থিত সকলের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন—"কেন, পীর সাহেব! আমিত সেই আছি, তবে ঘৃণা কেন? আপনি যে জিনিষগুলির উপরে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এই সম্মুখের হাঁড়িগুলির ঢাকনি খুলিয়া দেখুন, তাহা সবই আছে।"

এই প্রকারে রূপের মোহে পড়িয়া আকৃষ্ট হওয়ায়, কত কত রাজা, বাদসা ফকির, দরবেশ, সাধু, সন্ন্যাসী, মুনি, ঋষি হোঁদোল কুৎকুতের বাচ্চা হইয়া যান, তাহার গণনা কে করে? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরা প্রায় সকলেই রূপজ মোহে পড়িয়া হোঁদোল কুৎকুতে হইয়াছি।

তারপর, গুণাকৃষ্ট ব্যক্তিগণ, পূর্ব্ব কথিত ব্যক্তিদিগের চেয়ে অনেকটা উন্নত। কারণ ইহাঁদের একটু বিচারক্ষমতা লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাও অবাস্তব। দেহ ও মনোজাত গুণাবলী বড় জোর মরণকাল পর্য্যন্ত প্রভাবিত করিতে সমর্থ হয়। দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে অথবা—জগতের ইতিবৃত্ত নব নব আকার ধারণের সহিত, কিছু দিন পরে এই গুণাবলীও বিলুপ্ত হয়। কচিৎ ২।১ জন ঐতিহাসিক গুণাকৃষ্ট ব্যক্তির মুখে বংশমাত্র শ্রুত হওয়া যায়, নতুবা প্রায়ই থাকে না।

যে যাহাতে আকৃষ্ট হই, আমরা তাহাকেই অবলম্বন বা আশ্রয় করি এবং তাহারই সেবার প্রযত্নশীল হই। কিন্তু কালের গতিতে আমি অথবা আমার অবলম্বনটী ধ্বংসনীতির অনুগত হয়। এইরূপে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন বস্তুকে আশ্রয় করি। যখন যখন ধ্বংসধর্ম্মে পরস্পর অবলম্বনবিহীন হই, তখন তখনই অন্য বস্তুতে আকৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জগৎ অন্ধকারময় দেখি। যদিও আমার আকর্ষণের বস্তুটী বাস্তব নহে, তথাপি দেহ মনের ধর্ম্মে বাস্তব মনে করিয়া শান্তি বোধ করি।

জাগতিক বিষয়ে প্রত্যেক গুরুবস্তু তদপেক্ষা লঘু বস্তুকে আকর্ষণ করে। উহাই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। প্রাকৃতিক বস্তু মাত্রেই এই নিয়মের বাধ্য। সুতরাং আমরা অনিত্য দেহ মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় বিভিন্ন বস্তুতে আকৃষ্ট হই বলিয়া প্রাকৃত ধর্ম্ম বিশিষ্ট গুরুণ বস্তু নাই। এই কথাগুলি বিশেষ প্রকারে অবগত হইয়া—যখন আমরা বাস্তব বস্তু কৃষ্ণ কাষ্ণতে আকৃষ্ট হইব, তখন জাগতিক সমস্ত বস্তুই লঘু হইয়া পিছনে পড়িত হইবে। ইহাই জীবের সনাতনত্ব।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

২রা পদ্মনাভ ১৫ই আশ্বিন ১লা অক্টোবর সোমবার সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৪ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণদ্বিতীয়া শ্রীপতি দি ৩।২৮ অশ্বিনী ধাতা রা ১১।১৬

৩ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন ২ অক্টোবর মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫ ৫৫ অ ৫।৫৫ কৃষ্ণতৃতীয়া বিষ্ণু দি ১১২৫ ভরণী কৃষ্ণ রা ৯.৪৫

৪ পদ্মনাভ ১৭ই আশ্বিন ৩রা অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৫ অ ৫ ৪৪ কৃষ্ণচতুর্থী কপিল দি ১০।২৩ কৃত্তিকা বিষ্ণু রা ৮।১৭

নানা কথা

মনোহরপুরে ডাকাতী

কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার মনোহরপুরে যে ডাকাতী হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানে জানা যায়, গত ১০ই সেপ্টেম্বর পুরনডাঙ্গায় এককড়ি ঘোষের বাড়ীতে ঐ ডাকাতী হয়। ডাকাতেরা সংখ্যায় প্রায় ৩০ জন ছিল। গুলুলিয়ার শিবু ভাদুড়ী বন্দুকের গুলীতে হত হয়। যতি মণ্ডল, মহাদেব মণ্ডল, রংমনল ও শিমুল ডেঙ্গার মহাদেব মণ্ডলকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। যতি মণ্ডল ও মহাদেব মণ্ডলের শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে বলিয়া প্রকাশ। মহাদেব মণ্ডল নাকি এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। কতক ব্যক্তি এখনও পলাতক। ঘটনাস্থল হইতে এই সব অপরাধী ৩০ মাইল দূরে বাস করে।

যুদ্ধ স্মৃতি ভাণ্ডার

যুদ্ধ স্মৃতিভাণ্ডারের ১১ হাজার টাকা প্রতারণা দ্বারা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে জব্বলপুরের ক্যাপ্টেন এ, কেরোয়াগি গত ১৪ই সেপ্টেম্বর লালদেরা নামক জাহাজে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। জব্বলপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আগামী ১১ই অক্টোবর ঐ মামলার বিচার হইবে বলিয়া গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তৃতীয় শ্রেণী-শ্রেণী ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

জামাতার অভিযোগে শ্বশুরের কারাদণ্ড

মিথ্যা অভিযোগ করিবার জন্য দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুসারে ঢাকার অতিরিক্ত সেসন জজ নারায়ণ মংকুমার হিম্মৎ সেখকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে হিম্মৎ গাজি মামুদের নামে এই মর্ম্মে নালিশ করিয়াছিল যে, গাজি মামুদ পুলিশের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ওয়ারেণ্টের বলে তাহার নাবালিকা কন্যাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে হিম্মতের কন্যা গাজি মামুদের স্ত্রী নহে। বিচারে হিম্মতের অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার গাজিমামুদ হিম্মতের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনয়ন করে। সেসনের বিচারে জুরিগণ হিম্মৎকে দোষী সাব্যস্ত করায় জজ তাহাকে ৩ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সরস্বতী হরণ মামলার জের

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কুষ্টিয়ার পুলিসের সার্কেল ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দত্ত সরস্বতী-হরণ মামলা সম্পর্কে সাসপেণ্ড অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল কর্তৃক পুনরায় সসম্মানে চাকরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শিখ-মুসলমানে দাঙ্গা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর নিজাম রাজধানী হায়দ্রাবাদের এক শিখ গুরুদ্বারে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে গুরুতর দাঙ্গা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহার ফলে উভয় পক্ষে কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে। ঘটনাস্থলে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, মালটেকরী নামক শিখদের কোনও পবিত্র স্থানে এক মুসলমান ফকিরের সমাধি দেওয়া সম্পর্কে গত ২ বৎসর যাবৎ হায়দ্রাবাদে উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল।

ভাইস চ্যান্সেলারের সম্বর্দ্ধনা

গত শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময়, আশুতোষ বিল্ডিংসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকল্‌টি আর্টস ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার আর্কুহার্টকে সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করেন। সপত্নীক ডাক্তার আর্কুহার্ট সভাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। ফ্যাকল্‌টি আর্টস ক্লাবের সভাপতি একটি অভ্যর্থনাসূচক বক্তৃতা করিবার পর ডাক্তার আর্কুহার্ট তাহার উত্তর দান করেন। এই উপলক্ষে যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত এবং চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর ব্যঙ্গকৌতুক হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

তারকেশ্বরের মহান্তের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

স্বামী বিশ্বানন্দ তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশ গিরির বিরুদ্ধে দেওঘর আদালতে এক মানহানির মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। শনিবার উহার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মোহান্ত স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া এক লিখিত বর্ণনা দাখিল করেন। উহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের উক্তি সমর্থন করিয়া স্বামী বিশ্বানন্দকে ভ্রষ্টচরিত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। উহার সহিত তাঁহার পক্ষের সাক্ষীদের নামের তালিকাও দাখিল করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষ মোহান্তকে আদালতে স্বয়ং হাজির থাকিতে বাধ্য করিবার অনুরোধ করিলে আসামীপক্ষ ব্যয়াধিক্যের উল্লেখ করিয়া আপত্তি করেন। তদনুসারে উকীলের মারফতে তাঁহার আদালতে হাজিরার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই অক্টোবর মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

বাঙ্গালায় চিত্রগুপ্ত

সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত ২২ শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে আসানসোল খনি উপনিবেশ ও বঙ্গদেশের ৬টী জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে;— আসানসোল খনি উপনিবেশ ৭ হইতে ১২, ২৪ পরগণা ১২, নদীয়া ৫, দিনাজপুর ৯, রংপুর ৯, বগুড়া ৪ হইতে ২৯ ও চট্টগ্রাম ১৩। নিম্নলিখিত জিলা-গুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে; কলিকাতায় ১৩ হইতে ১০, ময়মনসিংহে ১০৮ হইতে ৪৯, নোয়াখালী ৭১ হইতে ৩৯।

বসন্তরোগে

ময়মনসিংহে ৮, ঢাকায় ৭, চট্টগ্রামে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

কলিকাতায় ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে স্যার জগদীশ

পাঁচ মাস যুরোপে অবস্থানের পর স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী গত শুক্রবার প্রাতে 'ম্যাসিডোনিয়া' জাহাজে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ডি, এন, চন্দাবরকর এবং বিভিন্ন যুবকসঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় যুবকগণ কন্‌ভোকেশন হলে এক সভায় তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোচিনে প্লেগ

কোচিনে প্লেগ সংক্রামক আকার ধারণ করায় কোচিন হইতে আমদানী খাদ্য দ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের পরীক্ষা সম্বন্ধে ত্রিবাঙ্কোর সরকার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই মর্ম্মে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কোরের সীমান্ত প্লেগ পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা ও প্রয়োজনানুসারে সংশোধন ব্যতীত কোচীন হইতে আমদানী কোনও দ্রব্যই ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

পরীক্ষাধীন সিভিলিয়ান

ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের জন্য যাঁহারা পরীক্ষাধীন আছেন, তাঁহাদিগের প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষা গত মাসে হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, এই পরীক্ষার্থীদিগের কেহই নির্দ্দিষ্ট নম্বরের ৫ অংশের ৪ অংশ পায়েন নাই। প্রথম বার্ষিক ও দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার ৫১ জন পরীক্ষার্থীর ফল সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়া সিবিল সার্ভিস কমিশনারগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার এক জন পরীক্ষার্থী সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

উভয় পরীক্ষায় ভারতীয়ের সংখ্যা ২৮ জন, তন্মধ্যে ৩ জন মুসলমান, ১৪ জন হিন্দু ও ১ জন যুক্তপ্রদেশের ভারতীয় খৃষ্টান। ২ জন ব্রহ্মদেশবাসীও পরীক্ষা দিয়াছিল।

বিমান-পরীক্ষায় ভ্রমণ

স্যার ফিলিপ সেস্থন বিমানে ১৭ হাজার মাইল ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর প্লাইমাউথ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ভূমধ্যসাগর উপকূল ও ভারতের ২০টি বৃটিশ বিমান ষ্টেশন পরিদর্শন করিয়া আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থায় নূতন বিমানের কিরূপ অবস্থা হয়, উহার পরীক্ষা করিবেন।

সাইমন কমিশনের ভারত যাত্রা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সাইমন কমিশনের সভাপতি স্যার জন সাইমন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ লণ্ডন হইতে ফোকষ্টোনে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ফ্রান্সের মার্সেল বন্দরে মালোজা নামক জাহাজে উঠিয়া বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিয়া আগামী ১২ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিবেন।

গত এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কমিশন ভারত হইতে ৫ শত খানি মুদ্রিত স্মারকলিপি পাইয়াছেন। ভারতের ৯টি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক সাইমন কমিশনের সহযোগ কমিটী গঠিত হইয়াছে।

সাইমন কমিশনের ভারতে প্রথম অধিবেশন পুণা সহরে হইবে। তথায় বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সংস্রবে যে সহযোগী কমিটী গঠিত হইয়াছে, সেই সহযোগী কমিটী কমিশনের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

জল-বিহারে সলিল-সমাধি

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় জি, আই, রেলের গিয়ার্স এবং ওথলি নামক ২ জন এঞ্জিনচালক, ব্যারার্ড নামক ১ জন গার্ড এবং এঞ্জিনের মিস্ত্রী টক্স স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী কোন নদীতে নৌকযোগে জলবিহার করিতে গিয়াছিল। নদীর মধ্যভাগে তাহাদের নৌকা উল্টাইয়া যাওয়াতে সকলে ডুবিয়া যায়। উহাদের ভিতর কেবল ব্যারার্ড সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছে। অপর ৩ জন ডুবিয়া মারা গিয়াছে। অনেক চেষ্টাতেও তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চাউল কলের ম্যানেজার অভিযুক্ত

কারখানায় উন্নতি সম্পর্কে কারখানা বিভাগের ইনস্পেক্টরের আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে জলপাইগুড়ীর কারখানা বিভাগের ইনস্পেক্টর কর্তৃক "সত্যনারায়ণ চাউল কলের" ম্যানেজার ভারতীয় কারখানা আইনের ১৪, ১৮ ও ৩৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

জাপানী-যুবরাজের বিবাহ

জাপান সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ চিচিবু গত ২৮শে প্রাতে জাপানের লণ্ডনস্থ নূতন দূতের কন্যা কুমারী সেটসুকো মাৎসুদেবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিবাহ অনুষ্ঠান রাজপ্রাসাদে সম্পন্ন হইয়াছিল। সিণ্টো প্রণালীর এই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান অতীব সুদৃশ্য হইয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন, বুধবার,—১৩৩৪

বাসুদেব-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-কর্মাদীর অন্তেরে

"জ্ঞানবতিজ্ঞানিনাং শীতার ইত্যুলোক জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" —এই শ্লোকোক্ত 'বাসুদেব' শব্দের 'দেবকী-বসুদেব-তনয় শ্রীকৃষ্ণ' এই ব্যাখ্যা স্বীকার না করিয়া কল্পনা দ্বারা অন্যরূপ ব্যাখ্যায় অন্যরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উঁহারা পদ্মপুরাণোক্ত দশ নামাপরাধের অন্যতম হরিনামে অর্থ-কল্পনারূপ অপরাধের আবাহন পূর্ব্বক অবিদ্বৎ প্রতীতিমূলে নাম নামীতে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া 'বাসুদেব' শব্দের মুখ্যার্থ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মথুরা-লীলায় দেবকীগর্ভসম্ভূত এবং ব্রজ-লীলায় শ্রীনন্দাত্মজ শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন, তাহা কিছুতেই স্বীকার করিবেন না বলিয়া জিদ করেন। তাঁহারা উক্ত শ্লোকে 'বাসুদেব' শব্দের মায়াবাদপর ব্যাখ্যার সমর্থন-কল্পে "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবম-জানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥"—এই গীতোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কদর্থ করেন যে, "অজ ভগবান্ বাসুদেব কখনও 'দেবকীনন্দন' হইতে পারেন না। অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভগবানের অবায়, সর্ব্বোত্তম স্বরূপতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া মায়াতীত তাঁহাকে 'ব্যক্তিভাবে' (মনুষ্যাদি রূপে) কল্পনা করিয়া থাকে, তাই তাঁহার বিগ্রহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়, প্রতীকোপাসনার কথা বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানস্বরূপ 'অহং' এর উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়াই আবশ্যক।"

বৈষ্ণবগণ জীবের বুদ্ধিকে এমন করিয়াই গোলমাল করিয়া ফেলে যে তিনি কিছুতেই শাস্ত্রের সরল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিবলে তাঁহাতে যুগপৎ ব্যক্তি এবং অব্যক্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা মায়ামুগ্ধ জীবের বিকৃত মস্তিষ্ক কেমন করিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হইবে? তাঁহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন যে, 'ভগবান্ পূর্ব্বে অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ছিলেন, একণে কার্য্যবশতঃ পরিচ্ছিন্নস্বরূপ ... স্বরূপে ব্যক্তিভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই ... —অজ্ঞাত নিরূপণ ... শ্লোকের ... শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং' শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"দেবতান্তরভক্তানাং অল্পমেধসাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং বেদাদি সমস্ত-শাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্ত্বং ন জানন্তি। তথাপি 'তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।' জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্' ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তং। অতো মদ্ভক্তান্ বিনা মত্তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্বত্র অল্পবুদ্ধয় ইত্যাহ। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারবত্ত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেব গৃহে জন্ম প্রাপ্তং নির্ব্বুদ্ধয়ো মন্যন্তে মায়িকাকার-স্যৈব দৃশ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যতো মম পরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপ-জন্মকর্ম্ম-লীলাদিকং অজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশং? অব্যয়ং নিত্যং অনুত্তমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং। ভাবঃ (সত্তা স্বভাবাভিপ্রায় চেষ্টাত্মজন্মসু। ক্রিয়ালীলা পদার্থেষ্বিতি —মেদিনী) ভগবৎস্বরূপ গুণজন্মকর্ম্মলীলানামনাদ্য নন্তত্বেন নিত্যত্বং শ্রীরূপ গোস্বামিচরণৈ-র্ভাগবতামৃতগ্রন্থে প্রতিপাদিতং মম পরং ভাবং স্বরূপং অব্যয়ং নিত্যাবিভক্তোর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্তিমিতি স্বামিচরণৈশ্চোক্তম্।"—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর ভক্তদিগের কথা দূরে থাকুক, বেদাদি সমস্তশাস্ত্রদর্শিগণও আমার তত্ত্ব জানিতে পারে না। একারণ ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছেন (ভাগবত ১০।১৪।২৯)—'হে দেব, যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমার বিষয় জানিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।' অতএব মদ্ভক্ত-ব্যতীত মত্তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব্বত্রই অল্পবুদ্ধি। 'মায়িকাকারেরই দৃশ্যত্ব থাকায় প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই মায়িকাকার প্রাপ্ত হইয়া বসুদেব গৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন'—এরূপ নির্ব্বোধ ব্যক্তিরাই মনে করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা আমার পরম ভাব অর্থাৎ স্বরূপজন্মকর্ম্মলীলাদি জানে না। ভাব কিরূপ? না—অব্যয় অর্থাৎ নিত্য ও অনুত্তম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মেদিনী বলেন—সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, চেষ্টা, আত্মজন্ম, ক্রিয়া, লীলা, পদার্থে 'ভাব' শব্দ প্রযুক্ত হয়। ভগবৎস্বরূপ-গুণ-জন্ম-কর্ম্মলীলাদির অনাদি অনন্ত বলিয়া নিত্যত্ব—ইহা শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ ভাগবতামৃতে প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীধর-স্বামিচরণও 'ভাব' শব্দে 'স্বরূপ' এবং 'অব্যয়' শব্দে 'নিত্যাবিভক্তোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি'—এরূপ করিয়াছেন।"

সাত্ত্বিকবিকার ও কপট ভাবুকতা

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

মায়াবদ্ধ জীব যখন সদ্গুরু পাদ-পদ্মাশ্রয় করিয়া ভক্ত-বৈষ্ণবের সেবাকালে শুদ্ধ নাম গ্রহণে সমর্থ হয়েন অর্থাৎ তাঁহার সেবোন্মুখী চিদ্বৃত্তি দর্শন করিয়া নামপ্রভু স্বয়ং কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্বে প্রকটিত হইয়া জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে করিতে চিদাকাশ হইতে ভূতাকাশে অবতরণ করেন; সেই নাম প্রভুর নিরন্তর সেবাফলে তিনি প্রেমা-ঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-লোচনে নামাভিন্ন বিগ্রহ নামীর রূপ গুণ লীলা ও পরি-কর বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন সেই সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট অনাবৃত-চেতন শুদ্ধস্বরূপ জীবের অপ্রাকৃত সহজ বৃত্তিতে যে সেবালোল্য প্রকাশিত হয়, তাহাকেই শাস্ত্রকার ও মহাজনগণ অনুরাগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং এই অনুরাগ যখন অত্যন্ত গাঢ় ভাব ধারণ করে, তাহাই 'প্রেম' শব্দ-বাচ্য যথা—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ
প্রেমা নিগদ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৪র্থ লঃ)

প্রীতি বস্তুটির স্বাদ মাধুর্য্য বিপ্রলম্ভ রসেই পর্য্যবসিত। অনুরাগী প্রেমিক

সূর্য্যের রাত্রিকে আলিঙ্গন বা আলোকের অন্ধকারকে আলিঙ্গন যেরূপ একটী অদ্ভূতপূর্ব্ব হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত, সেইরূপ মায়াগন্ধলেশশূন্য মায়াধীশ ভগ-বানের মায়িকাকৃতি স্বীকারও একটী অত্যাশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত। মায়াধীশ ভগবানের মায়াধীনত্ব নিতান্ত মূর্খ ব্যতীত আর কে স্বীকার করিবে? মায়াবাদী অজ্ঞ, শ্রীভগবানের বসুদেবাত্মজত্ব স্বীকারে যে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা, তাঁহাদের শ্রীভগবানের স্বরূপ ও শক্তিত্রয়-জ্ঞানের নিতান্ত অভাব-নিবন্ধনই জানিতে হইবে। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র তাঁহারা যথেষ্ট আলোচনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যাভাবে তাঁহা-দের যাবতীয় শাস্ত্রপাঠ ভেক-কোলাহল মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহার পরিণাম কালসর্পকে আহ্বান বা আত্মবিনাশ লাভ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কেহ কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। প্রবন্ধ-বিস্তৃতিভয়ে আমরা আর, অধিক অগ্রসর হইতে পারিলাম না। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আরও বিচার প্রদর্শিত হইবে।

ভক্ত সেবা-বস্তুকে অত্যন্ত নিকটে পাইয়াও গাঢ় প্রেমের স্বভাবে বিপ্রলম্ভ রসে রসিক হইয়া যখন সেব্যকে হারাইয়াছেন, অভিমান করেন, কিম্বা সেবায় অযোগ্যতা দর্শনে তাঁহার প্রিয়তম অন্য কোন যোগ্য সেবকের সেবায় তুষ্ট হইয়াছেন এইরূপ অনুভব করেন; তখন সেই ভক্তের চিদ্বৃত্তিতে যে স্বাভাবিক সহজ দৈন্য ও আর্ত্তির উদয় হয় এবং সেই ভাবগুলি যখন চিৎশরীরে প্রকটিত হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহার নাম সাত্ত্বিক বিকার। সেই বিকার অষ্ট-বিধ প্রকারে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, যথা—অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ, প্রলয় ও মূর্চ্ছা। সুতরাং শাস্ত্র-প্রমাণে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, শ্রদ্ধা হইতে সাধু-সঙ্গ-প্রভাবে ভজনাভ্যাস দ্বারা সর্ব্বানর্থ দূর হইলে সাধকের ক্রম-পন্থায় নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের উদয় হইয়া থাকে, যথা "আদৌ শ্রদ্ধা * * * ভবেৎ ক্রমঃ" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৪র্থ লঃ)। সেই প্রেম যখন প্রকাশিত হয় এবং তাহা অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যখন বিপ্রলম্ভ রসের উদয় করে, তখন সেই রসিক ভক্তের অবস্থা কি প্রকার হয়, তাহা শ্রীচরিতামৃতের শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই যথা—

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রিদিনে
এই কাল না যায় কাটন।
হা কৃষ্ণ দয়াময়, জানহ মোর হৃদয়
দেখা দিয়া রাখ মোর প্রাণ।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা কাঁহা কাঁহা পাঁও ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনে ফাটে মোর বুক॥

চিৎ শরীরে যে মন আছে, (প্রমাণ যথা —আনের সে অঙ্গ মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি) সেই মন যখন এই প্রকার বিপ্রলম্ভ ভাব বৈচিত্র্য-পরিপূর্ণ হইয়া উদ্বেলিত হইয়া পড়ে তাহাই বাহ্য শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া অশ্রু কম্প পুলক প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। আসক্তি বস্তুটি প্রেমের মুকুলিতা-বস্থা। তাহা পুষ্ট হইয়া ভাবরূপে পরিণত হয়, তাহাকে প্রেমের অর্দ্ধ প্রস্ফুটিতা-বস্থা বলা যায় এবং সেই ভাব পুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ প্রেমরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এখন যদি আমরা প্রেমাবির্ভাবের পূর্ব্বস্তরের কথা অর্থাৎ ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, যাঁহার চিত্তে ভাবের অঙ্কুর মাত্র উদ্গম হইয়াছে, তাঁহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি অবশ্যই প্রকটিত হইবে, যথা—ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং * * * ভাবাঙ্কুরে জনে

শরীরে যেমন কোন ব্যাধি হইলে লক্ষণের দ্বারা সেই ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায়, কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই অথচ ব্যাধি হইয়াছে, ইহা যেমন ইঁচড়ে পাকা কাজিল ছাত্রেরা শিক্ষককে প্রবঞ্চনা করণোদ্দেশ্যে বলিয়া থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তিতে ভাব ব্যাধির খুব ছড়াছড়ি অথচ তাহাতেই শান্ত অব্যর্থকালত্ব প্রভৃতি পূর্বকালীন দেখা যায় না, সেই সমস্ত কপট ব্যক্তিই আবার ভাবের পরিপক্কাবস্থা যে 'প্রেম', সেই প্রেমের বিকার প্রেমচ প্রকটনের ছলনা করিয়া লম্ফ ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ে 'প্রেমিক', 'রসিক' প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া জগজ্জাল আনয়ন-কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। কপট, পাষণ্ডীগণের এই সমস্ত পাপাচরণ লক্ষ্য করিয়া আমাদের পূর্ব্ব গুরু পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ গাহিয়াছেন,

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাস্তি কৃপাং করোষি"।

ওহে প্রাকৃত সহজিয়াগণ! রাবণের শিষ্যানুশিষ্যবর্গ, তোমরা তোমাদের গুরুর অনুসরণে কাম-চাঞ্চল্যে উন্মত্ত হইয়া যে যত্ন করিতেছ, স্বরূপতঃ রাবণের দাস হইয়া রামদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া—রাম-ভোগ্যা জগজ্জননী সীতার মনোহরণ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক যে কপট ভাব-কেলি দেখাইতেছ, জান নাকি তোমাদের পরম গুরু রাবণ ইহার জন্য কি ফল লাভ করিয়াছিল? ওহে! জড় রসে-রসিক প্রাকৃত কামুক নির্লজ্জ রামদাস-ব্রুব মর্কট-বৈরাগিগণ, তোমাদের গুরু রাবণ জটাজুট ধারণ করিয়া, সাধু সাজিয়া সত্য রাম-ভৃত্যগণের নিকট ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া—এবার তোমরা গুরুর অপেক্ষা কিছু বেশী চালাক হইয়া জটাজুট মুড়াইয়া শিখা ও কণ্ঠি ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তের সজ্জায়—কামের উত্তেজনা-বশে ঘন ঘন 'নিতাই'-নামে গৌর শ্যাম প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক, চোক দিয়া জল, নাকে শ্লেষ্মা, মুখে লালা বাহির করিয়া, গা ঝিকি মারিয়া—কৃষ্ণ-ভোগ্যা-যোষিদগণের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তোমাতে আকৃষ্ট করিবার যে ধৃষ্টতা করিতেছ—প্রায় ন্যাকা, বোকা, মূর্খ, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, [illegible] প্রাকৃত-সহজিয়া সমাজে উৎকট 'প্রেমিক' বলিয়া পরিচিত হইয়া জড়-[illegible] কার্য্যে ব্যস্ত আছ, তাহা [illegible] রাম-ভৃত্যগণের ধরিয়া ফেলিতে [illegible] বিলম্ব লাগে না।

[illegible], প্রাকৃত-সহজিয়া, তুমি কি [illegible] ভাবিয়াছ যে, তোমার দিন এই [illegible] যাইবে, "পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে" এ কথা কি তোমার একবারও স্মরণ করিবার বিষয় হইবে না।

তুমি যে আমার অত্যন্ত আপনার বৈমাত্রেয় ভাই, সেই জন্য তোমার ব্যবহারে বড় দুঃখ হয়, ছি! ভাই, সহজিয়া—তোমার হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, তুমি ঐ সব দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ করি—রাবণের ন্যায় গো-দাস গুরু-ব্রুবের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে দূরে পরিহার পূর্ব্বক সত্য সত্য গোস্বামীর আনুগত্যে হরি-ভজন আরম্ভ কর; "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু-কূল" কথাটী মনে রাখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে সর্ব্বানর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণপ্রেম সম্পত্তি লাভের অধিকারী হইবে, তখন আর 'সাত্ত্বিক বিকার' প্রকটনের জন্য কোন প্রাকৃত কপট-উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না, তাহা প্রেমের স্বভাববশে অপ্রাকৃত সহজভাবে স্বতঃই প্রকাশিত হইবে। একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর ভাই, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।

শ্রীহরিসেবা

('শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিময়')

জগদ্বাসিগণের মধ্যে আমরা যাহারা মনোধর্ম্মী, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিচার-প্রণালী অবলম্বনে, যার যার সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের সেবাকে হরিসেবা ধরিয়া লই। কেহ বলি, বার মাস তের পার্ব্বণ পালন, পুত্রোৎসব, কন্যা-দান, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ এইগুলিই হরি-সেবা। কেহ বলি জীব যখন হরির অংশ সুতরাং জীবকে খাইতে পরিতে দেওয়া শুশ্রূষা করাই হরি সেবা। কেহ বলি বালক নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ, হাতী নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, ইহাদের সেবাই হরি-সেবা। কেহ বলি "মাতা গুরু, পিতা গুরু, গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই। তাঁ'হতে অধিক গুরু ভজিলে সে পাই" অতএব গৃহব্রত শিক্ষক, গুরুকুলকে খাইতে পরিতে দেওয়াই হরি-সেবা। কেহ বলি বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত জনগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই হরি সেবা। কেহ বলি তিন বেলা গঙ্গাস্নান, গঙ্গা তীরে বাস, কাচকলা সিদ্ধ আতপান্ন ভোজন, ঠাকুর ঘরে তিনবেলা তিন চারি ঘণ্টা কাল বসিয়া ঘণ্টা নাড়া, কীর্ত্তন করা, মালা জপ করা, তিলক মুদ্রাদি ধারণ করাই হরি সেবা।

অনেক দিন পূর্ব্বের একটা হাসি বা দুঃখের কথা মনে পড়িল। ঐ সকল দীর্ঘ সময় ঘণ্টা নাড়া কোন সাধুর গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে পূর্ব্ব রাত্রি নিদ্রা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই! সুতরাং [illegible] নিদ্রাওয়ালী হইয়া চক্ষু দখল করিয়া বসিলেন। যাহা হউক ৮॥ টার পর অবগাহন স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে ঐ ঠাকুর ঘরে ঘণ্টা নাড়িবার জন্য ঢুকিতে হইল। কারণ গৃহের কর্ত্তা ঐ রকম ঘণ্টা নাড়া, দীর্ঘ সময় ঠাকুর ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকা নির্জ্জন ভজন করার অত্যন্ত পক্ষপাতী। কি করি নিজের মান সম্মানটাও, বজায় রাখা চাই। সেই নিমিত্ত বাধ্য হইয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমি যে কত বড় পূজক তাহাতো আর ঠাকুরের জানিবার বাকি নাই। তাই ঠাকুরকে যাহা বলা প্রয়োজন নিজের ২।৪ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন ঘণ্টাটী বাজাইলাম। আমার ত আর তন্ত্র মন্ত্র পূজাপদ্ধতি মুখস্থ নাই? এমনি মৌখিক যে কয়েকটা কথা জানা ছিল, তাহা অল্প কাল মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহা হইলে কি হয়? এত তাড়া তাড়ি ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইলে অন্য যেমন তেমন, বাড়ীর কর্ত্তাইত আসলে জানিবেন না। অতএব ঠাকুর ঘরে বসিয়াই ঠাকুরের আরাধনা বাদ দিয়া নিদ্রাদেবীর অনুগামী হইলাম! কিছু সময় আরামের পর কমণ্ডলু হইতে চোখে জল ছিটাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অবশ্য আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ধারণা করিলেন, ঠাকুর পূজা করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া প্রেমাশ্রুপাতে আমার চোখ মুখ ফুলিবার মত হইয়াছে ও এখনও চক্ষু আর্দ্র আছে, ভাবে প্রকাশ। এইতো আমার নিজের অর্চ্চন-বিদ্যার দৌড়। সাধে কি আর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর সুন্দর ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন, বাদ দিয়া কলি যুগে হরিনাম কীর্ত্তন ব্যবস্থা করিয়াছেন? কারণ আমাকেও তো তাঁহার উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঘুমাইলেতো আর উদ্ধার হওয়া যায় না?

এই প্রকারে মনোধর্ম্মীদিগের কল্পিত যত যত হরিসেবার ছল, সবই সংসার-সেবা অর্থাৎ মায়ার সেবার এক একটি নূতন বিশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তিত সংস্করণ মাত্র। ইহাই সজ্জন সমাজে ছলভক্তি, মিছাভক্তি বিদ্ধাভক্তি, কপট ভক্তি বলিয়া কথিত।

একমাত্র শুদ্ধাভক্তি-যাজনই হরি-সেবা। এই শুদ্ধা ভক্তি শুদ্ধভক্তগণের শ্রীচরণানুগত্যে লাভ হয়। কোটী কোটী মনুষ্য মধ্যে একজন জ্ঞানী। কোটী কোটী জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত। কোটী কোটী মুক্ত মধ্যে একজন কৃষ্ণ। কোটী ভক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। এই কৃষ্ণভক্ত [illegible] অতএব [illegible] কৃষ্ণভক্তই গুরু হন। আর বাহ্যতঃ [illegible] সবাই [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] যে কি, তাহা অবগত নহেন। একমাত্র দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত "ভক্তরাজই" স্বয়ং হরি-সেবায় নিরত এবং হিতকারী অনন্ত জীবকুলকে হরিসেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। তাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ মহা-ভাগবত উত্তমাধিকারী হইয়াও মাঝে মাঝে মধ্যমাধিকারীর লীলা আচার্য্যের কার্য্য করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হন। শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের শরণাগত হইলেই হরিসেবার যোগ্যতা লাভ হয়। তাঁহাদের অন্তর্যামীর সেবা-কার্য্যই বাস্তব হরি-সেবা। তাহাতে শুধু তিলক মালা ধারণ, মালিকা জপ, ঠাকুরঘরে ঘণ্টা বাজান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে হরিসেবা আবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। বৈষ্ণবসেবাই যে হরিসেবার মূল, তাহা পঞ্চরাত্র ভাগবতাদি পুরাণে অবগত হওয়া যায়। বৈষ্ণব দেহ সাক্ষাৎ গোবিন্দ-মন্দির। আমার তৈয়ারী বাড়ীর ইট পাথরের সকল মন্দিরে গোবিন্দ নাও থাকিতে পারেন। তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, ভাবের অভাব ঘটিলে শুধু মৃদঙ্গ কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা বাদ্য শুনিবার জন্য গোবিন্দ নাও আসিতে পারেন। অতএব নিষ্কিঞ্চন সাধু কৃষ্ণ-ভক্তগণের আনুগত্যে, হাট করা, বাজার করা, তরকারী আনাজ কুটা, রন্ধন করা, পরিবেশন করা, মসলা বাটা জলতোলা, উঠানবাড়ী ঝাড়ু দেওয়া, ছাপাখানার হিসাবপত্র রাখা, প্রবন্ধ লিখা, প্রুফ দেখা, প্রত্যেকটাই শুদ্ধ ভাবের হরিসেবা, প্রত্যেকটাই আমার ঠাকুর ঘরে ঘণ্টা নাড়া, মালা জপ, কি কীর্ত্তনে লম্ফ ঝম্প দেওয়া, মুখে ঠাকুরের নাম করিয়া চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, বিচিত্রতা-পূর্ণ প্রসাদ পাওয়া অপেক্ষা কোটী কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ হরিসেবা। এমনকি আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখাইবার নিমিত্ত বৈষ্ণবঠাকুরগণ কৃপা করিয়া আমাকে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, তাহাতে দেখিয়াছি —গৌড়ীয় মঠের উৎসব-কালে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত আগন্তুক ভদ্র মহোদয়গণ যাহাতে নিশ্চিন্তে হরিকথা শ্রবণ করিতে পারেন, তজ্জন্য মঠবাসী সেবকগণ তাঁহাদের পাদুকার রক্ষাবাণ পাদুকা বহন করিয়া লয় যায়—আবার স্বস্থানে আগমন-কালে ঠিকঠাক দান ও প্রস্থান কালে ঠিকঠাক প্রত্যর্পণ করেন। উক্ত পাদুকা-রক্ষক মহোদয়গণের মধ্যে আগন্তুক কুলতিলক চাটার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী ও [illegible] আছেন, ঐ [illegible] [illegible] [illegible] দিতেছেন—[illegible] [illegible]

[illegible]

(শ্রীপাদ মনোহর দাসাধিকারী)

[illegible] না হইলে আমার চলে না, সেই বস্তুতে আমার আসক্তি বর্তমান বুঝিতে হইবে। ভোগের বস্তুতেই আমরা আসক্ত হই। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ত্বকাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পার্থিব বস্তুর রূপ-রস-গন্ধ শব্দ স্পর্শাদি আমরা ভোগ করি এবং যে বস্তুর ভোগে আমরা যত তৃপ্তি অনুভব করি, সেই বস্তুতে আমরা তত আসক্ত হইয়া পড়ি। জগতে সর্বপ্রধান আসক্তির বস্তু—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিতে প্রত্যেক মানবই আসক্ত। কোন বস্তুতে আমার আসক্তি আছে কিনা, তাহা ভোগলেশায় প্রমত্ত থাকাকালে, আমাদের বুঝিবার অবসর হয় না, ত্যাগকালেই আমরা তাহা সম্যক্ বুঝিতে সমর্থ হই।

জাগতিক পদার্থসমূহে আসক্তি আমাদের চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখপ্রাপ্তির মূল। জীবিতকালে পার্থিব যে সকল বস্তুতে আমাদের আসক্তি প্রবল থাকে, মৃত্যুর পরে সেই সকল বস্তু ভোগের নিমিত্ত আমরা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হই। জড় বস্তুসমূহ ভোগ করিতে হইলে জড় ইন্দ্রিয়াদির আবশ্যক। মৃত্যুতে আমাদের জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নষ্ট হওয়ায়, ভোগের বস্তুসমূহ সম্মুখে পাইয়াও, ভোগ করিতে সমর্থ হই না। তখন এক ভীষণ নরক-যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং পুনশ্চ জন্মগ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকি। কর্মফল দাতা বিধাতার ইচ্ছায় আমাদের যথাসময়ে ও যথাস্থানে জন্ম হয় এবং পুনরায় ত্রিতাপ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ি। এইরূপে আসক্তি আমাদিগকে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ ক্লেশ ও ত্রিতাপ দিয়া থাকে।

আসক্তি আত্মার একটি নিত্যবৃত্তি। সেই বৃত্তি কাহারও গহনা পায়ে পরার ন্যায় আমরা অস্থানে অর্থাৎ নশ্বর প্রাকৃত বস্তুতে নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল দুঃখ ভোগের সুযোগ করিয়া লই—নিজের পায়ে নিজেই [illegible]

কাস্ তো ঠকিস্ না—সাধাপরাধ নামাভাস অপেক্ষা কোটী গুণে শ্রেষ্ঠ হরিসেবা। আগে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা, তারপর [illegible] [illegible] সেবা, বাদ দিয়া [illegible] [illegible] হরিনাম-স্ফূর্ত্তি পাবে না।

হে বিশ্ববাসি! তোমরা [illegible] [illegible] বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হরিনাম ও তাহার [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] [illegible] [illegible] হরিসেবা [illegible]

[illegible] মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া বসি। আসক্তি যথাস্থানে অর্থাৎ শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইলে, আমাদের সর্ববিধ দুঃখের অবসান হয় এবং পরানন্দ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।

জন্ম জন্মার্জিত প্রাকৃত বস্তুসমূহের প্রতি আসক্তি সহসা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না—তজ্জন্য সাধনার আবশ্যক। আসক্তি ত্যাগের নিমিত্ত শুষ্ক-বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে আমাদের সুবিধা হইবে না, কারণ সে পন্থায় তাৎকালিক একটি বাহ্য-ত্যাগের ভাব দেখা গেলেও, অন্তরের ভোগাসক্তি-বীজ নষ্ট হয় না এবং তজ্জন্য অল্পকালপরে পুনরায় ভোগ্যবস্তুসমূহে আসক্তি হইতে হয়।

সাধনা একটি বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত ব্যাপার নহে—ইহা অন্তরের ব্যাপার। আসক্তির বস্তুসমূহ ভোগে আনন্দ পায় বলিয়া, জীব তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐ আনন্দ অপেক্ষা অধিক আনন্দযুক্ত বস্তু যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব পান, তাহা হইলে তিনি ঐ নশ্বর জড়ানন্দ অনায়াসে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন এবং কেবলমাত্র তখনই তাঁহার পার্থিব আসক্তির বস্তুগুলি যথার্থ ত্যাগ হইতে পারে।

শ্রীভগবান্ নিত্য এবং পরানন্দময় বস্তু। তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদিতেও শুদ্ধানন্দের খনি বর্ত্তমান্। সেই উৎকৃষ্ট আনন্দের আস্বাদন যখন আমরা কোন ভাগ্যবলে লাভ করিব, তখন ক্রমশঃ আমরা শ্রীভগবানে আসক্ত হইতে থাকিব। নশ্বর জড়ানন্দ তখন আমাদিগকে আর প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না—তখনই আমরা জড়ানন্দ ভোগের পিপাসাবীজ নষ্ট করিতে সমর্থ হইব। অতএব শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই জড়াসক্তি হইতে উদ্ধারের একমাত্র সাধনোপায়।

শ্রীভগবানের বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনার অঙ্গসমূহ পালন করিয়াও যদি দেখি যে, প্রাকৃত বস্তুসমূহ হইতে আমার আসক্তি লোপ পাইতেছে না এবং শ্রীভগবানে আসক্তিরূপ প্রীতির উদয় হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে, আমার সাধনা যথার্থভাবে হইতেছে না—হয় দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গবোধে আমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাইতেছে অথবা যথার্থ সদ্গুরুর শ্রীচরণ-যুগল যথাযথ আশ্রয় করি নাই। তখন ঐ বাধা গুলি অপসারিত করিবার যত্ন করা উচিত অর্থাৎ যথার্থ সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করত সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিয়া সাধনা করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র ভাগ্যবান্ জনগণই সদ্গুরু ও সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া সাধনোচিত লাভ করিতে সমর্থ হন এবং অবশেষে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীভগবানে আসক্তি লাভ করিয়া

নকলে আসল ফাঁকি

(শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

ভাই যোগি, তুমি যে একেবারে পরমহংস হইয়া বসিলে। 'জগতের কোন বস্তুতে তোমার আসক্তি নাই'—এত বড় কথাটা তুমি বলিয়া ফেলিলে, তোমার বুকের পাটাটা ত কম নয় ভাই, এত বড় কথা, একমাত্র পরমহংস ব্যতীত অন্যে বলিতে সাহসী হয়, এধারণা আমার ছিল না। আমি ভাই, আজ এক যুগের (১২-বৎসরের) উপর হইল, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কত না চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ভাই, অনন্ত আসক্তি-বন্ধু আমাকে এরূপ আষ্টেপিষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, যে উহার দ্বার পর্য্যন্তও আমাকে পৌঁছিতে দিতেছে না। একটা কথা ভাই, তোমাকে বলি, রাগ ক'র না—

ভোগের বস্তুতেই জীবগণ আসক্ত হয়। আমার সংসার, যে সংসারে আমরা বর্ত্তমানে বাস করিতেছি, তাহা ভোগাগার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। জীব যতক্ষণ সেই সংসারে ভোগের মধ্যে থাকে, ধর্ম্মরাজ্যের কোন খবর রাখে না, ততক্ষণ তার আসক্তির কথা আলোচনার বা উপলব্ধির অবসর থাকে না। সেই জন্য হঠাৎ সে তোমার মত ঐরূপ কথাই বলিয়া ফেলে। কিন্তু সৌভাগ্যোদয়ে যখন সে ধর্ম্মরাজ্যের খবর লইতে থাকে, বহির্ম্মুখী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখী হইতে যত্ন করে, শ্রীভগবানের ভজনা করিবার জন্য প্রয়াসবিশিষ্ট হয়, তখন সে বুঝিতে সমর্থ হয় যে, জাগতিক কত অনন্ত বস্তুতে তাহার আসক্তি বর্ত্তমান্। তৎপূর্ব্বে সে আসক্তির যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে না।

আচ্ছা ভাই, তুমি যখন অত বড় কথাটি বলিয়া ফেলিলে, তখন আমি একটি কথা বলি—তুমি ভাই, দুটি দিন তোমার ঐ বিড়ি খাওয়া বন্ধ করিয়া থাক দেখি। নেশা করা কিছু ভাল কথা নয় এবং উহা বন্ধ করিলে তোমার পয়সাও

বন্ধ হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন:—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।

সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে [illegible]

[illegible]

সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।

সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"

কিছু বাঁচিবে। আমি তোমাকে ঘর-বাড়ী, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, জমি-জায়গা, [illegible] [illegible], কনক, প্রতিষ্ঠাদি ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। আমি একবার [illegible] তোমার আসক্তি আছে কিনা। [illegible] বিড়িতেই যদি তোমার অত আসক্তি, তাহা হইলে তদপেক্ষা অনেক গুণে বড় বড় ভোগের দ্রব্যে তোমার কিরূপ প্রবল আসক্তি—একবার ভাই, বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি।

আমি ভাই, একবার গৌড়ীয়মঠে কিছু দিন ছিলাম। সেখানে আমার আসক্তির বস্তু সমূহের মধ্যে একটিও পাইতাম না। প্রসাদ সেবা, হরিকথা শ্রবণ ও হরিসেবার কার্য্য প্রভৃতি ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই। আমার দুষ্ট মন কোন কিছু ভোগের সুযোগ না পাইয়া ঐ সেবা প্রসাদেই ভোগবুদ্ধি করিত এবং তদ্দ্বারাই জিহ্বালাম্পট্য সাধন করিত। যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যে আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল—এই মঠবাসিগণ কি মানুষ? মানুষ হইলে কি করিয়া এরূপ ভাবে মঠে অবস্থান করিতে পারেন? ইঁহারা নিশ্চয়ই মানুষ নহেন, বলদেবের নিত্যপার্ষদ। হৃদয়ে অনন্ত বল থাকায়, পার্থিব কোন বস্তু ইঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। তাহা না হইলে কিরূপে ইঁহারা এই জগতে থাকিয়া, জগতের সমস্ত বস্তুতে অনাসক্ত হইয়া, এরূপ ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার, ভাই, মঠে বাস খুব কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল, অবশেষে এমন হইল—যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, *heart fail* করিবে এরূপ ভয় হইতে লাগিল, অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া মঠ ছাড়িলাম, বাড়ী গেলাম, তথায় আসক্তির বস্তুসমূহ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তুমি যদি ভাই, একবার ঐ মঠে যাও, তাহা হইলে তুমি আসক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে এবং এক দিনেই সকল বাহাদুরী বুজরুগী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। তখন পরমহংস হওয়ার সাধটা ভাল করিয়া মিটিবে।

দৈনন্দিন পঞ্জিকা

৪ পদ্মনাভ ১৭ই আশ্বিন ৩রা অক্টোবর বুধবার অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ-চতুর্থী কপিল দি ১০।৫৪ কৃত্তিকা নিশা ৮।৭

৫ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার কারণোদশায়ী উ ৫.৫৫ অ ৫.৪৩ কৃষ্ণপঞ্চমী দি ৮।২৯ রোহিণী রা ৬।২৬

নানা কথা

নদীয়ায় নব উদ্যম

নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমার হাকিম, উকীল, মোক্তার, কেরাণী ও অন্যান্য বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা ফুটবল ক্লাব করিয়াছেন। সংপ্রতি ঐ উভয় দলের মধ্যে খেলাও হইয়া গিয়াছে। সংসার প্রতিপালনের ভার ঘাড়ে পড়িলে বাঙ্গালী যুবকেরা প্রায়ই দৌড়-ঝাঁপের খেলা-ধূলায় অগ্রসর হইতে চাহে না। এক জন প্রৌঢ় ইংরাজ যে সব খেলা তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেন, বাঙ্গালী যুবকের নিকট তাহা বাল-চাপল্য। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-হানির তাহা অন্যতম কারণ বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুরের মত আরও কয় স্থানে বয়োবৃদ্ধেরা এইরূপ খেলায় নামিয়াছেন। তাঁহাদের আদর্শে বাঙ্গালী শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে শিখুক।

বালিকার সৎসাহস

কুষ্টিয়ার প্রধান রেলষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে একটী সাত বৎসরের বালিকা তিন বৎসরের শিশু লইয়া রেললাইন পার হইতেছিল, শিশুটী ২টী রেললাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় বালিকাটী দূর হইতে একখানি ট্রেন আসিতে দেখিতে পায় এবং দ্রুতবেগে সেই স্থানে আসিয়া শিশুটিকে ২টী রেলের মধ্যে শায়িত করে। তাহাতে উভয়েই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। বালিকাটীর মৃত্যু হইয়াছে, বালকটী চিকিৎসাধীন আছে। এই অল্পবয়স্কা বালিকার সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়।

বোমার উৎপাত

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ মেলবোর্ণে ও মিডলপার্কের জাহাজ বোঝাইকারক-দিগের গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মিডল পার্কের এক বাড়ীর সম্মুখের ঘরটি একবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং আর একটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই ঘরে দুইটা শিশু ঘুমাইতেছিল, সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা কোনরূপে আহত হয় নাই। একটা বোমায় দক্ষিণ মেলবোর্ণের এক বাড়ীর ছাদে একটা গর্ত্ত হইয়াছে, কিন্তু কেহ আহত হয় নাই। ঐ অঞ্চলের লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। ইহার অনুসন্ধান লইবার জন্য বহু পুলিস কর্ম্ম-চারী প্রেরিত হইয়াছে।

নরহত্যার মামলা

প্রকাশ, সাহাজাদপুর [illegible] জুলা তাহার খুড়তুত ভাই বসির মোল্লা ও তাহার পুত্র পাচু মোল্লাকে সাংঘাতিক-ভাবে আহত করিবার অভিযোগে ধৃত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, বসিরমোল্লা তাহার পুত্রের সহিত মশারির মধ্যে ঘুমাইতেছিল। ঐ সময়ে আসামী তথায় উপনীত হইয়া দা দ্বারা উভয়কে আহত করে। বসিরের পুত্র চীৎকার করিলে পাচু মোল্লা তথায় উপনীত হয়, কিন্তু সেও সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। আসামীগণকে কুষ্টিয়ার হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, বসির মোল্লার মৃত্যু হইয়াছে, অপর ২ জন লোক ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতেছে।

জাল মুদ্রার মামলা

যদু কারিকর ও কেদার কারিকর নামক ২ ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৪০ ও ২৪৩ ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে ৬ মাস ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে আসামী পক্ষ হইতে উকীল প্রকাশচন্দ্র ঘোষ আলিপুরের দায়রা জজ এস, কে, ঘোষের এজলাসে এক আপীল করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামিদ্বয় এবং আরও এক ব্যক্তি গত ১লা এপ্রেল তারিখে এক দোকানে লেমনেড ক্রয় করে; যদু উহার মূল্যস্বরূপ একটি সিকি দোকানদারকে দেয়। শেষোক্ত ব্যক্তি উহা কৃত্রিম বলিয়া ফিরাইয়া দিলে, যদু ক্রমান্বয়ে ঐরূপ ৬টি সিকি দেয়। উহাতে সন্দেহ হওয়ায় নিকটস্থ এক ব্যক্তি তাহার পকেটে হাত দিয়া বিভিন্ন প্রকারের বহু জাল মুদ্রা পায়। তদনুসারে থানায় সংবাদ দেওয়ায় পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। জজ আপীল মঞ্জুর করিয়া, আসামীদিগকে জামীনে খালাস দিয়াছেন।

আগুনে দগ্ধ

বেলেঘাটায় জনৈক হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক রান্না করিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তাহার সাড়ীতে আগুন লাগায় সে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

তহবিল তছরূপের মামলা

রাজা হৃষীকেশ লাহার লাভজীয়ার আইন-কেরাণী ৮ শত টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে ধৃত হইয়া জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

হাজত হইতে পলায়ন

জীবিকা নির্ব্বাহের কোন প্রত্যক্ষ উপায় না থাকায় অজুহাতে দেবেন-কিশোর দে ধৃত হয়। জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর এস, এ, লতিফের আদালতে তাহাকে সোপর্দ্দ করা হয়। যখন সে আদালতের পিঞ্জরবৎ হাজতে দাঁড়াইয়া মামলার বিচার দেখিতেছিল হঠাৎ সে লাফাইয়া দেওয়াল টপকাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করে। সার্জ্জেন বারলো তখন তাহাকে ধৃত করিয়া আদালতের ভিতর লইয়া আসে। আদালতের বন্দীশাল হইতে পলাইবার চেষ্টার অভিযোগে সে আদালতে সোপর্দ্দ হয় এবং ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ পায়। মূল মামলা হইতে সে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

মোক্তারের বিপদ

স্থানীয় ফৌজদারী আদালতের মোক্তার মৌলবী রহিম বক্সের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে একটি নোটীশ জারি হইয়াছে যে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, সি, দত্তকে তথাকথিত উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করিবার অভিযোগে, ব্যবহারাজীবীর আইনানুসারে তিনি কেন অভিযুক্ত হইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। উক্ত মোক্তার লিখিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়াছেন। আগামী ১৫ই অক্টোবর ঐ সম্পর্কে আদেশ প্রদত্ত হইবে।

উক্ত মোক্তার ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৪ ও ১৬২ ধারা অনুসারেও অভিযুক্ত হইয়াছেন।

উচ্চশিক্ষায় মুসলমান

ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার ঘোরাকিয়া গ্রামের মিঃ এস, জমান বি, এ, চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টশিপ পাশ করিয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে ইনিই প্রথম চার্টার্ড-একাউণ্ট্যাণ্ট।

কুরুক্ষেত্র উদ্ধার সমিতি

আগামী কুরুক্ষেত্র মেলার ব্যবস্থা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে পুজাব লাট সম্প্রতি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র উদ্ধার সমিতির কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তিনি উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিবানচাঁদের নিকট ২ শত ৫০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

সাতক্ষীরার নরহত্যা

সাতক্ষীরা [illegible] গ্রামের অক্ষয় চরণ হালদার নামক জনৈক ব্যক্তি দিবাভাগে তাহার বাটীর নিকটস্থ জঙ্গলে নিহত হইয়াছে, পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়াও আসামীর খোঁজ পায় নাই। প্রকাশ, বিষয় সম্পর্কে বিরোধ হওয়ায় এই নরহত্যা সাধিত হইয়াছে।

আই, সি, এস পরীক্ষায় ফল

আই, সি, এস, পরীক্ষায় এবার মোট ৪৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। পাঁচজন ইংরেজ প্রথম পাঁচটী স্থান অধিকার করিয়াছেন। বি, এন, চক্রবর্ত্তী নামক এক বাঙ্গালী ষষ্ঠ হইয়াছেন। এই ৪৫ জনের মধ্যে ভারতবাসী মাত্র ২ জন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী দুইজন। অপর জনের নাম মিঃ আর, কে, মিত্র।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় যুবরাজ

যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ এবং তাঁহার সহোদর ডিউক অফ য়র্কের 'মালোয়া' জাহাজ আরোহণে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর পূর্ব্ব আফ্রিকায় উপনীত হইয়াছেন। কিলিণ্ডিনী সেতুতে বহু লোক সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। গভর্ণর স্যার এডওয়ার্ড গৃগ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব আফ্রিকাকূলে এই প্রথম আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তদন্তের প্রার্থনা

উত্তরপাড়া থানার অধীন দুর্গানগর যুনিয়ন - হিন্দুদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য হওয়ার অভিযোগের জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সার্কেল অফিসারের উপর তদন্তের ভার দিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিজে তদন্ত করিতে অনুরোধ করিয়া তার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

সমবায় ঋণদান সমিতি

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর স্যার যদুনাথ হবিবুল্লা সমবায় ঋণদান সমিতির [illegible] বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। গত বৎসর এই অধিবেশন হইবার কথা ছিল। [illegible] আলোচনা করিবার জন্য গত বৎসর ঐ অধিবেশন বন্ধ ছিল। [illegible] অধিবেশনের পূর্ব্বে এই [illegible] অধিবেশন হওয়ার [illegible] প্রকাশ করিয়া বলেন, [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

প্রতিমা পূজা

ভারতের সর্বত্র প্রতিমা-পূজার প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই শকাব্দায় শঙ্করাচার্য্য অভ্যুদিত হইয়া ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। ইঁহার মতে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরাকার, নির্বিশেষ ও নির্গুণ, কিন্তু নির্বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধি করা সুকঠিন অতএব সাধকের উপাসনা-বৃদ্ধি পুষ্টের জন্য শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য ও বিষ্ণু—এই পঞ্চদেবতার রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিতে হয় এবং এইরূপভাবে পূজা করিতে করিতে যখন নির্বিশেষতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন আর ঐরূপ কল্পিত পূজার প্রয়োজন হইবে না, বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্যের এই প্রকার কল্পিত পূজার আবিষ্কারের বহুপূর্বে ভারতে ঐ পঞ্চদেবতার পূজার প্রচলন ছিল। অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম মার্কণ্ডেয় পুরাণ ছয়টী তামসিক পুরাণের অন্তর্গত হইলেও বহু প্রাচীন। উক্ত পুরাণখানি আলোচনা করিলেও পঞ্চদেবতার অন্যতম শক্তিপূজার কথা জ্ঞাত হওয়া যায়।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ভারতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্মটী মুসলমান ও খৃষ্টান-ধর্মের সংমিশ্রণে স্থাপিত হয়। রাজা রামমোহন রায় শঙ্কর-প্রবর্তিত কল্পিত পূজার সমর্থন করিতে না পারিয়া উহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষা করেন। রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিক পূজায় কোন দিন কোন জীবের কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না'—এই মতটি প্রচার করিয়া নিজের যথেষ্ট পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও বিচারবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পৌত্তলিকতার হেয়ত্ব ও তুচ্ছত্ব উপলব্ধির দ্বারা জীবের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইতে পারে না, ইহা আমরা সর্বতোভাবে স্বীকার করি, শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্তিত প্রতিমা-পূজা যে পৌত্তলিকতা, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই। আজ কাল আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত যুবক যে এইরূপ পৌত্তলিকতার বিরোধী, ইহা খোলাখুলি না বলিলেও চলে, কেন না গত শারদীয়া পূজায় সিটী কলেজের ব্যাপারে অনেকেই সুপরিজ্ঞাত আছেন।

কল্পিত প্রতিমা-পূজা বা পৌত্তলিকতা মত উঠিয়া যাক কিন্তু কোন নিরপেক্ষ চিন্তাশীল

আধুনিক ধর্মপ্রাণ পৌত্তলিক-বিরোধী সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত পূজা আবিষ্কারের বহুপূর্বে অনাদিকাল হইতে প্রাচীন ঋষিগণ-প্রবর্তিত শ্রীবিগ্রহপূজার মধ্যে যে সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া বা তদ্বিষয়ক কোন কথা অনুসন্ধান না করিয়া প্রতিমা দেখিয়া মাত্রই পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষা করত নিজেদের তত্ত্বানভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান পূর্বক ধর্মজগতের প্রভূত অমঙ্গল আনয়ন করিতেছেন। আমরা যদিও পৌত্তলিকতার বিরোধী, তথাপি তাঁহাদের উক্ত চেষ্টার প্রশংসা করিতে পারি না। আমরা আমাদের পিতার প্রতিমূর্ত্তি ফটো বা আলোকচিত্রটিকে যদি কৃত্রিম ছবি বলিয়া উড়াইয়া দি, অসম্মান ও অনাদর করি, তাহা হইলেই কি আমাদের বাস্তব সত্যের আদর করা হইবে? ভগবান্ কিছু নিরাকার জড়-বিপরীত বস্তু মাত্র নহেন, ভগবান্ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। শ্রীব্যাসদেব প্রমুখ ঋষিগণও চিৎসমাধি যোগে ভগবানের সেই আনন্দ চিন্ময়মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জগজ্জীবকে জানাইবার জন্য শ্রীবিগ্রহের প্রচার করিয়াছেন। সত্যবস্তুর প্রতিমাকে কখনই পৌত্তলিকতা বলা যাইতে পারে না। পৌত্তলিকতা কাহাকে বলি? যেখানে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি স্বীকৃত হয় নাই, অথচ একটি মূর্ত্তির কল্পনা করা হয়, অথবা ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিকে কল্পিত জ্ঞান করিয়া একটী নিরাকার বস্তুর কল্পনা করত মনে মনে আকাশের ন্যায় কোন একটী বস্তুর চিন্তা করা হয়, সেই স্থানেই পৌত্তলিকতা। এক কথায় বলিতে গেলে, কল্পিত জড়মনপ্রসূত তত্ত্বই পৌত্তলিকতা। এই পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ
কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু
স এব গোখরঃ।

—বাত-পিত্ত-কফাত্মক দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদিকে আত্মীয় জ্ঞান করে এবং নিরাকারবাদিগণ আকাশ প্রভৃতিতে এবং সাকারবাদিগণ জড় প্রতিমাতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর কল্পনা করে—ইহারা সকলেই পৌত্তলিক, পৌত্তলিকগণ অতীব বুদ্ধিহীন। কিন্তু যাঁহারা চিন্ময়ভাবের সহিত ভগবানের নিত্য শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারা কখনই পৌত্তলিক নহেন।

এখন দেখা যাউক, জগতে যে প্রতিমা-পূজার ব্যবস্থা আছে, সেগুলি কি পৌত্তলিকতা কি বাস্তব বস্তুর পূজা? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করি। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে দেখিতে পাই—বিদুর, মৈত্রেয়, সমস্ত দেব বিগ্রহ

এবং পুরাণাদি শাস্ত্র প্রচার পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও আত্মতৃপ্তির অভাবে 'অজ্ঞানের ন্যায় শোকাভিভূত হইয়া পড়িলে দেবর্ষি নারদের কৃপায় ভক্তিযোগাবলম্বনে ভগবদ্দর্শন-জন্য সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম্॥

—শ্রীব্যাসদেব ভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন বলায় সূর্য্য দর্শন বলিলে যেমন তৎকিরণ-সহ বুঝিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ স্বরূপ শক্তির সহিত সেই পুরুষকে দেখিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। ভগবানের পীঠাবরণ পূজায় দুর্গা, বিঘ্নবিনাশন গণেশ, বক্ষঃ বিলাসিনী লক্ষ্মী ও বাগ্‌দেবী সরস্বতী প্রভৃতি ভগবানের স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত। শ্রীব্যাসদেব ইহাদিগকেও দেখিয়াছিলেন এবং বিলজ্জমানা হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতে না পারিয়া পশ্চাদ্ভাগে অপকৃষ্ট ভাবে অবস্থিত মায়াকেও দর্শন করিয়াছিলেন। তত্ত্ব বিচারে মায়াকে স্বরূপশক্তির ছায়া বলা হইয়াছে। বাস্তব বস্তুর পূজাই যথার্থ পূজা, উহাতে ভাঙ্গা-গড়া বা আবাহন বিসর্জ্জন নাই। ছায়া বাস্তব বস্তু না হইলেও, কল্পিত নহে, উহা বাস্তব বস্তুর নির্দেশক। পৌত্তলিকতা বিচার করিতে হইলে তত্ত্ব জ্ঞানের বিশেষ আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান ও চিন্ময়ভাবের অভাবে অনেক সময় বাস্তববস্তুর পূজাও পৌত্তলিক হইয়া পড়ে।

পৌত্তলিকতা বা অপৌত্তলিকতা পূজকের উপর নির্ভর করে। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি—বাস্তববস্তুর পূজা ব্যতীত তদিতর বস্তুর পূজা প্রকৃত পূজার ছায়ামাত্র, উহাই কোন স্থানে পৌত্তলিকতা, কোন স্থানে পূজার বিকৃতি। যে স্থানে পৌত্তলিকতা, সে স্থানে উহাই সম্পূর্ণ মিথ্যা, উহার মূলে আদৌ সত্য নাই। যে স্থানে বিকৃতি, সে স্থানে উহার মূলে সত্য লক্ষিত হয় এইমাত্র পার্থক্য।

বাসুদেব-তত্ত্ব

প্রাকৃত-জন্ম কর্ম্মাধীন নহেন

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যা'র হয় তাঁ'র নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব সচ্চিদানন্দময় পুরুষই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। শক্তিই বিষ্ণুচৈতন্যের বৈভব। সেই বৈভব ত্রিবিধ—চিদ্বৈভব, অচিৎ বা মায়াবৈভব এবং জীববৈভব। পরাশক্তির চিৎ, অচিৎ ও জীব এই তিনটী

যেমন বিভাগ, সেইরূপ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী এই তিনটি প্রভাব। যথা, বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবোক্তি (১।১২।৬৮)—

'হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥'

অর্থাৎ হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রিয়ায় তোমাতেই কেবল একমাত্র 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' শক্তিত্রয় অবস্থিত। হে ভগবন্, গুণবর্জ্জিত তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা এই তিন প্রকার ভাব নাই। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক যে অবস্থা প্রাপ্ত করিয়াছেন, তাহাতেই ঐ তিন প্রকার ভাব বর্ত্তমান।

শ্বেতাশ্বতরও বলিতেছেন (৬।৮)—

'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ॥'

অর্থাৎ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃতেন্দ্রিয় সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই। সুতরাং শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্মে কিছুতেই প্রাকৃতত্ব আরোপিত হইতে পারে না। তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব, অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না, যেহেতু তাহা নিত্য অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। পরিমিত জীববুদ্ধিতে তাঁহার সে অবিচিন্ত্যতার সামঞ্জস্য হয় না। শ্রীভগবানের সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নামই পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ) বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে বিবিধ প্রভাব সমন্বিতা। প্রত্যেক বিভাবে এই তিনটী প্রভাব লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিতে যে সন্ধিনী প্রভাব, তাহা হইতে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম, দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ষড়ভুজ প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্ষদসহ লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ বিকাশিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তিগত সম্বিৎ প্রভাব হইতে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভাবাদি চিন্তামণি ভাবোদয় হইয়াছে। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী প্রভাব হইতে সমস্ত প্রেমানন্দানুশীলন হইতেছে। জীবশক্তিগত সন্ধিনী প্রভাব হইতে জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাদির উদয়, হ্লাদিনী প্রভাব হইতে ব্রহ্মানন্দ, অষ্টাঙ্গ যোগগত সমাধিসুখ বা কৈবল্যসুখ উদ্ভূত হয়। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী প্রভাব হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জড়বিশ্ব, বদ্ধজীবের জড় ও লিঙ্গ শরীর, বদ্ধজীবের স্বর্গাদি লোকগতি ও সমস্ত জড়েন্দ্রিয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের জড়ীয় নাম, রূপ

গুণ, লীলা সমস্তই সেই সন্ধিনী প্রভাবোত্থ। মায়াগত সম্বিৎ প্রভাব হইতে জড়বদ্ধ জীবের চিন্তা, আশা, কল্পনা ও বিচার সমুদয় উদিত হয়। মায়াগত হ্লাদিনী বৃত্তি হইতে স্থূল জড়ানন্দ ও স্বর্গাদিগত সূক্ষ্ম-জড়ানন্দ উদিত হইয়াছে।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে শ্রীভগবানের সৎ, চিৎ ও আনন্দাংশ বা সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বৃত্তিত্রয় চিচ্ছক্তিতে নির্ম্মল ও নিরুপাধিকরূপে পূর্ণতার সহিত নিত্য-ক্রিয়াবতী। ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা নিজ সত্তা, অস্তিত্ব বা নিত্য বর্ত্তমানতা বা সদংশ অর্থাৎ কালাদি দ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্যতাকে ধারণ করেন ও করান, তাহাই সমুদয় দেশকাল দ্রব্যাদি প্রকাশিকা সন্ধিনী, যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং জানিতে ও জানাইতে সমর্থ হন বা কর্ত্তৃত্ব পরিচালন ও ভোক্তৃত্ব সম্পাদন করেন, তাহাই সম্বিৎ আর চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাই হ্লাদিনী।

অণুচিৎ জীবশক্তিতে ঐ বৃত্তিত্রয় অতি ক্ষুদ্রভাবে ক্রিয়াবতী। মায়াশক্তিতে বিকৃত ভাবে তত্তদ্বৃত্তির আভাস মাত্র পরিলক্ষিত হয়। মায়াশক্তির বৃত্তিসমুদয় জীবের পক্ষে নিতান্ত হেয়, কিন্তু জীব-শক্তির বৃত্তিতে অপূর্ণতা বা অপ্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহা হেয় নয়। তবে চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী সংযোগ ব্যতীত জীব ব্রহ্মানন্দাদি খণ্ডানন্দ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পূর্ণানন্দ লাভে অধিকারী হন না। তাহা কেবল কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-কৃপা সাপেক্ষ।

শুদ্ধ চিত্তত্ত্বে শ্রীভগবানের সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনী শক্তির যে ক্রিয়া, তাহার নামই শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্বেই ভগবান্ অধিষ্ঠিত বা প্রকটিত হন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সন্ধিনী শক্তিরই ভগবৎ প্রাকট্য-বিধান রূপ সেবা।

শ্রীভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ধাম, নামী, সঙ্গিনী, মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি যাবতীয় চিদ্বৈভব—সমস্তই কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার বা বিশেষরূপ কার্য্য। জড় জগতের ভৌতিক সত্তা-বিস্তারিণী মায়াশক্তিগত সন্ধিনী এবং চিৎকণরূপ জীবসত্তাবিস্তারিণী জীব শক্তিগত সন্ধিনীর কার্য্যের সহিত চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনীর কার্য্যের পার্থক্য না বুঝিতে পারিয়াই জ্ঞানাভিমানিগণ গীতোক্ত বাসুদেব-তত্ত্বকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবাত্মজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের ভ্রান্তি অপনোদন মানসেই শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।২৩) কীর্ত্তন করিতেছেন—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

—শ্রীমহাদেব কহিলেন, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছেন, তাঁহারই নাম বসুদেব। সেই বসুদেবেই চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্য প্রকাশ লাভ করিয়াছেন। তিনি জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি।' তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীরই নিত্য কার্য্য।

তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির যে স্বতঃপ্রকাশ লক্ষণময় বৃত্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীভগবান্ স্বয়ং, তাঁহার স্বরূপশক্তি অথবা চিদ্বৈশিষ্ট্যাদির আবির্ভাব হয়, তাহারই নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। উহা অন্যনিরপেক্ষ ও ভগবৎপ্রকাশরূপ। মায়াস্পর্শ না থাকায় উহার বিশুদ্ধতা। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে'

—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—সত্ত্বাদি গুণত্রয় বহির্ম্মুখ জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, আমার সহিত নহে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণও কহিতেছেন—

"সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র ন
প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ
প্রসীদতু॥"

—অর্থাৎ যাঁহাতে অপ্রাকৃত গুণসমূহ বিরাজমান, সেই ঈশ্বরে সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণ থাকিতে পারে না। সেই নিখিল শুদ্ধ-বস্তুসমূহের মধ্যে অবিমিশ্র শুদ্ধবস্তু আদ্যপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন্।

প্রাকৃত সত্ত্বাদি-গুণত্রয়যুক্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতে 'বৈকুণ্ঠ' নামক চিদ্ধামের উদয় হয়। সেই বৈকুণ্ঠস্থ বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবেই সচ্চিদানন্দময় ভগবদাবির্ভাব। সুতরাং গীতোক্ত বাসুদেবতত্ত্ব কখনও প্রাকৃত ধাতু-সম্বন্ধযুক্ত জন্মকর্ম্মাধীন নহেন। আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বাসুদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

মহোৎসব সমাপ্ত

আমাকে একজন শুদ্ধভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়। "মহোৎসব সমাপ্ত" এ কথাটার তাৎপর্য্য আপনি বুঝিয়াছেন কি? আমি তদুত্তর বলিলাম—আমার বুদ্ধি আছে—বিচারশক্তি আছে, ইহা অপেক্ষা কত কঠিন কঠিন কথার অর্থ বুঝিতে পারি, আমি কি এতই মূর্খ যে এই সামান্য কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না? আমার এই উত্তর শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা দয়া করিয়া বলুন ত! আমি তখন বলিলাম—মানুষ—মাত্রেই চায় কেবল নিজের ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তি করিতে—সেই ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাইবার জন্য মঠের ভক্তগণ এই মহোৎসব করিয়া বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। নানাদেশ হইতে নানাপ্রকারের লোক আসিয়াছিলেন, সকলেরই উদ্দেশ্য মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে সাধুগণের কণ্ঠনিঃসৃত যে সুমধুর ধ্বনি বা কীর্ত্তন, তাহা শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করিবেন—তাঁহাদের নৃত্য দর্শন করিয়া চক্ষুর তৃপ্তি করিবেন, (যাত্রা বা থিয়েটারের গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া যেরূপ করেন, সেইরূপ) এবং বিচিত্র সুস্বাদু প্রসাদ খাইয়া জিহ্বার তৃপ্তি-সাধন করিবেন, এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া তাঁহারা যে যে ভাব লইয়া আসিয়াছিলেন, মহোৎসব শেষ হইলে পরও সেই সেই ভাব বা সেই প্রকারের চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা লইয়াই বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবেন ও পূর্ব্বের মতই বহির্ম্মুখ জীবন যাপন করিবেন, তবে মৃত্যুর পর ইহার ফলে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে। মোট কথা যাহা বুঝিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইলে এই কথা বলা যাইতে পারে—মহোৎসব নামক অনুষ্ঠানটী কিছু দিনের জন্য—তাহার সমাপ্তি আছে—তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় ও মহোৎসব অন্তেও সকলেই আবার পূর্ব্বের মতই বিষয়াবিষ্ট হইবে এবং মৃত্যুর পর সকলেরই শ্রীধাম প্রাপ্তি হইবে।

আমার এই কথাগুলি শুনিয়া বৈষ্ণবঠাকুর বলিলেন—আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, অনেকেই ঐ প্রকার বুঝিয়া থাকেন বটে, তবে আরও কিছু বুঝিবার আছে, যাহা আমরা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারি না। যখন আমরা—"আমি খুব বুঝদার" এই অভিমানটী ছাড়িয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে প্রণিপাত করিয়া নিজের সন্দেহ নিবারণের জন্য পরিপ্রশ্ন করিব, তখন তাঁহারা আমার বহুজন্মজন্মান্তরের অবিদ্যা-গ্রন্থি ছেদন করিবার জন্য কৃপা করিয়া যে উক্তি বা চেতনের বাণী শ্রবণ করাইবেন, তাহা আমাদের কর্ণরন্ধ্র দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইয়া হৃদয়ে একটী দিব্য আলোক জ্বালিয়া দিবেন তখন যাহা দেখিব, তাহার নাম দিব্য দর্শন—যাহা বুঝিব, তাহার নাম বিদ্বৎপ্রতীতি। সেই বিদ্বৎপ্রতীতি দ্বারা আমরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিব যে, সাধুগণের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের সমাপ্তি নাই, তাহা নিত্য। তবে "সমাপ্ত" এই কথাটি বলা হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—বিশ্বমানব—বিশ্ববাসিজীব সকলেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ শ্রীভগবানের সেবা ভুলিয়া ভবরোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়—পিশাচীগ্রস্ত ব্যক্তির মত বিপরীত কার্য্য করিতেছে, যাহাতে নিজের অমঙ্গল হইবে—ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে—পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তৃণ-গুল্মলতা, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি চৌরাশী লক্ষ জন্মভ্রমণ করিয়া বহু যন্ত্রণা পাইবে, সেই সব কার্য্যই করিতেছে। পতঙ্গ যেরূপ দূর হইতে অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া মনে করে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কতই না আনন্দ পাইব, কিন্তু সেই কুণ্ডে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার সব আশা মিটিয়া যায় এবং মৃগ যেরূপ পিপাসা নিবারণের জন্য মরুভূমিতে ছুটাছুটি করিয়া প্রাণত্যাগ করে, এই বিশ্ববাসী জীব সকলেই সেইরূপ শান্তি বা আনন্দ পাইবার জন্য ভবমহাদাবাগ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে। বা সংসার মরুতে আনন্দ আনন্দ আনন্দ করিয়া ছুটাছুটী করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অবস্থা ঘটিতেছে ঠিক ঐ পতঙ্গের মত—ঐ মৃগের মত। তাহারা রোগাক্রান্ত—বিকার-গ্রস্ত তাই তাহাদের পরিণাম কি, তাহা না বুঝিয়াই বিপথে ছুটিতেছে। বিশ্ববাসী জীবকুলের এই দুঃখ দেখিয়া সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নিজ-জন শ্রীগুরুদেব আজ সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া মহামহোৎসবরূপ জীব উদ্ধার-লীলা করিতেছেন—সেই ভবরোগের একমাত্র ঔষধ হরিনাম ও সুপথ্যরূপ মহাপ্রসাদ সর্ব্বক্ষণ বিতরণ করিতেছেন—তাহার আর বিরাম নাই, তবে আমরা দুর্ভাগ্য-জীব সংসারে এত প্রমত্ত যে, সেই ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে কিছুতেই চাই না, তাই তিনি আমাদিগকে কৌশলে আকর্ষণ করিবার জন্য মহোৎসবের নির্দ্দিষ্ট কাল স্থির করিয়া বারমাসের মধ্যে বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন মহোৎসব করিয়া বলিতেছেন—"হে বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যে যেখানে আছ মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমার অনুরোধে এখানে এস, আমি তোমাদিগকে কিছু দিব, তাহার বিনিময়ে তোমাদিগকে কিছু দিতে হইবে না—কেবল মাত্র শ্রদ্ধামূল্যে দিব, এস! এস! গ্রহণ কর! গ্রহণ কর! বার মাসের মধ্যে একটী মাসের জন্য এস—এক মাস না পার এক সপ্তাহের জন্য এস—তাহা না পার এক দিনের জন্যও এস, তাহাও যদি না পার অন্ততঃ এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা বা কয়েক মিনিটের জন্যও এস; যদি এ মঠে আসিতে না পার প্রতিদিন [illegible] মঠের [illegible] যে [illegible] মঠে আসিবার [illegible]

হয় তাহাই এস, অবুও আসিতে হইবে। আমি বাহা দিতে বসিয়াছি, তাহা লইতেই হইবে—এই অমৃত পান করিতেই হইবে—ইহাতে তোমাদের সমস্ত রোগের—সর্ব্ব দুঃখের—সকল অভাবের মূলটি বিনষ্ট হইয়া যাইবে”—এইরূপ মিষ্টবাক্যে তিনি সকলকেই আহ্বান করিতেছেন—সে আহ্বানে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, বলবান্, রুগ্ন, স্ত্রী, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল পর্য্যন্ত, ডাক্তার, প্রফেসার, উকিল, মোক্তার ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি যত প্রকারের ভবরোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসিতেছেন, তিনি সকলকেই সমানভাবে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতেছেন।

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।

তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মধুরলীলার কথা শুনিয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় নির্ম্মল হইয়া যাইতেছে—ভাগ্যহীন জনেরও ভাগ্য-বা ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় হইতেছে। এমন কি পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ বৃক্ষলতা অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকার জীবেরই নিত্যকল্যাণ লাভহইতেছে। অর্থাৎ—“উছলিল প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী,বালক,বৃদ্ধ,যুবা, সবারে ডুবায়॥ —ইহাই মহোৎসবের উদ্দেশ্য ও ফল। এই কার্য্যটী শ্রীগুরুদেবের নিত্য অনুষ্ঠান সুতরাং তাহা কিছু দিনের জন্য নহে—তাহার সমাপ্তি নাই এবং তাহা নিজেন্দ্রিয় বা দেহমনের তৃপ্তির জন্য নহে। উহা কৃষ্ণে-ন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তিতেই আত্মার তৃপ্তির জন্য। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পুনরায় বিষয়াবিষ্ট হন না—তাঁহারা মহোৎসবের অন্ত না পাইয়া অনন্ত কাল শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে নিত্য মহোৎসবে যোগদান করেন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমের উপরে যে গোলোক বৃন্দাবন, তথায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের অশোক অভয়ামৃত পাদপদ্মে বিশ্রাম লাভ করিয়া সেবানন্দে নিত্যকাল মত্ত থাকেন।

নানা কথা

কৃষ্ণনগরে সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত রবিবার কৃষ্ণনগর হইতে মহেশ ..র পর্য্যন্ত নদীবক্ষে ১০ মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। বেলা... সোয়া এগারটার সময় নদীয়ার জজ মিঃ ..এ. এন, ঘোষের সঙ্কেতে সন্তরণ আরম্ভ হয়। সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী নামক অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক—৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের সময় গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করে, তৎপর গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, সুধাংশু মিত্র, ও রামকৃষ্ণ লাহিড়ী যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ৪র্থ স্থান অধিকার করে। গত বৎসর এই প্রতিযোগিতায় মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু এ বৎসর তিনি পঞ্চমস্থান লাভ করিয়াছেন।

চিকিৎসকের নৈপুণ্য

কৃষ্ণ-নগরের বিলাত-প্রত্যাগত ডাঃ এন, এন দে অস্ত্রোপচারে একটী গোখুরা সর্প-দষ্ট রোগী আরাম করিয়াছেন।

নিরামিষাশী সিভিলিয়ান

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত হেমচন্দ্র মিত্রের পুত্র এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্র কুমার মিত্র এবৎসর বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই যুবক নিরামিষাশী। যাঁহারা বলেন পাশ্চাত্য দেশে গেলে আমিষ ভোজন ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না তাঁহারা বোধ হয় এই যুবকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সহজেই নিজেদের বাক্যের অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বকর-ঈদ্ দাঙ্গার মামলা

মজঃফরপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিষ্টার এস, এফ, ম্যাডান সিমার বকর-ঈদ দাঙ্গা নরহত্যার মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে ৩ জন আসামী মৃত্যুদণ্ডে, ৫জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে ও ৩ জন ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ১ জন আসামী অব্যাহতিলাভ করিয়াছে।

গণপতি হাঙ্গামা

সুরাট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে তথায় অনেক পরিমাণে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কাজকর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত বন্ধ আছে। বাজারে দোকান প্রায়ই বন্ধ আছে। ২২৫ জন অতিরিক্ত পুলিস আমদানী করা হইয়াছে। শীঘ্র আরও পুলিস আনা হইবে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারী করিয়া লাঠী এবং অন্যান্য অস্ত্রসহ পথে বাহির হওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মত না হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে শোভাযাত্রা করা বা বক্তৃতা সমিতি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সংবাদপত্রে আতঙ্ক উৎপাদনকারী সংবাদ প্রকাশ এবং হ্যাণ্ডবিল প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় রাস্তা বা গলিতে ৩ জনের বেশী লোক এক সঙ্গে থাকা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল আদেশ এক মাস পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বার্লিনে ভীষণ অশান্তি

বহু লোক আহত, অনেক গ্রেপ্তার

বার্লিনের ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার “স্পোর্টপ্রাসাদ” নামক ভবনে চরমপন্থী জাতীয় দলের সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সাম্যবাদীদিগের চেষ্টার ফলে উভয় পক্ষের ভিতর গুরুতর সংঘর্ষ হইয়াছিল। হাঙ্গামা থামাইবার জন্য পুলিসকে ডাণ্ডা এবং গুলী চালাইতে হইয়াছিল। ২২ জন আহত হইয়াছে। উহাদের ভিতর ৩ জনের আঘাত গুরুতর। পুলিস ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

স্পেনে দুর্দ্দৈবের উপর দুর্দ্দৈব

মোভাডেডস্ রঙ্গালয়ের অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত শোচনীয় ঘটনার শেষ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে বারুদ বিস্ফোরণে মেলিল্লা দুর্গের ধ্বংসের সংবাদে সমস্ত স্পেনবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। আবার তাহার ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আবার এক রেলওয়ে দুর্ঘটনার সংবাদে সমগ্র স্পেন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। জেইন প্রদেশে ম্যাড্রিগুয়েরাস নামক স্থানের সন্নিকট একখানি স্পেশাল ট্রেণের সহিত একখানি ধীরগামী যাত্রী গাড়ীর টক্কর লাগে, তাহার ফলে ৮ জনের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে এবং ১১ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। ২ খানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ী ভাঙ্গিয়া দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হইয়াছে।

উকীলের গৃহে চুরী

হাওড়ার উকীল শ্রীযুত নীরদবরণ নায়ের গৃহে নগদে ও অলঙ্কারে ২৫০০ টাকা চুরী হইয়াছিল। এই সম্পর্কে হাওড়ার গোয়েন্দা পুলিস ৬ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া অপহৃত জিনিষের কিছু কিছু উদ্ধার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ব্যাঘ্রের কবলে মানুষ

তারণ মিস্ত্রি নামক এক জন পাহাড়ে লোক তাহার আত্মীয়দের সহিত মাঠে কাজ করিতেছিল, এমন সময় একটী প্রকাণ্ড বাঘ নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া উহাকে লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়।

‘ফরওয়ার্ড’ মামলার রায়

“বেলুড়ে ট্রেণ চুরমার” শীর্ষক একখানা পত্র প্রকাশ করা সম্পর্কে দণ্ডবিধি ১৫৩ এ ধারায় জাতি বিদ্বেষের উত্তেজনার অভিযোগে ফরওয়ার্ড সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী ও মুদ্রাকর শ্রীযুত পুলিন বিহারী ধর কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, জে, ওয়াই রক্সবার্গ কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে একমাস অধিক বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সম্পাদকের পক্ষ হইতে মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জি হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ড উইলিয়াম ও কষ্টেলার এজলাসে এই মর্ম্মে এক আবেদন করেন যে, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করিবেন, ইতিমধ্যে আসামীকে জামীনে খালাস দেওয়া হউক। কিছুকাল বাদানুবাদের পর বিচার-পতিদ্বয় সম্পাদককে এক সপ্তাহের জন্য জামীনে খালাস দিয়াছেন এবং জরিমানার টাকা আদায় স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডনে গ্রীকমন্ত্রী

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভেনিজেলাস গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে প্যারিস হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন। ইটালী এবং গ্রীসের ভিতর সম্প্রতি যে সন্ধি হইয়াছে, ইংলণ্ডের অস্থায়ী পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কুশেনডনকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার লণ্ডনে আগমনের উদ্দেশ্য। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি প্যারিস ও রোম পরিদর্শন ব্যতীত বলকান রাজ্যসমূহের রাজধানীগুলিও পরিদর্শন করিবেন।

ফ্রান্স-মার্কিণ মত বিরোধ

ইঙ্গ-ফরাসী নৌ সন্ধি সম্বন্ধে অসম্মতি জানাইয়া যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্র সম্বন্ধে ফ্রান্সের সরকারী মহলের অভিমত এই যে, উভয় দেশের ভিতর এই সম্পর্কে আপোষের সম্ভাবনা এখনও তিরোহিত হয় নাই। তবে সদ্য সদ্য মার্কিণের পত্রের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। যেহেতু সকল অবস্থা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া তাহার পর উত্তর দেওয়াই উচিত। খুব সম্ভব সকল অবস্থা বিবেচনার পর ফ্রান্স ও বৃটন মার্কিণের পত্রের উত্তর স্বতন্ত্র ভাবে দিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের উপনির্ব্বাচনের ফল

কলিকাতা কর্পোরেশনের উপনির্ব্বাচন সম্পর্কে গত শনিবারে যে ভোট গওয়া হইয়াছিল, সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস গৃহে ১লা অক্টোবর সোমবারে সেই ভোটের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ সত্যব্রত সেন (কংগ্রেস পক্ষ) ৫৮৪ ভোট, শ্রীযুত কান্তিকচন্দ্র মল্লিক ৩৬৭ ভোট, পাইয়াছেন। কবিরাজ সত্যব্রত সেন যথারীতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মালয়বাসীর নিষ্ঠুরতা

কোলার স্বর্ণখনির বৈদ্যুতিক বিভাগের শ্রমিক অ.প্পাদোরাইয়ের সহিত জনৈক মালয়বাসী এসোয়ার বিরোধ ছিল। প্রকাশ, এসোয়ার ছোরা দ্বারা আপ্পাদোরাইয়ের মস্তকের পশ্চাৎভাগে আঘাত করে। প্রতিবেশিগণ আহত ব্যক্তিকে সিবিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। তথায় তাহার মৃত্যুকালীন এজাহার গ্রহণ করা হইয়াছে উক্ত মালয়বাসী ধৃত হইয়াছে।

মহাপ্রাণ মুসলমান

বোম্বাইয়ের ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ভেণ্ডীবাজারে এক তিন তলা বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল। ঐ বাড়ীর প্রধানতঃ হিন্দুদিগের বাস। মুসলমানপ্রতিবাসিগণ অসমসাহসিকতার সহিত ঐ বাড়ী হইতে হিন্দু-রমণী ও শিশুদিগকে উদ্ধার করেন। তৃতীয়তল ভস্মীভূত হইবার পর অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। কেহই মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এই মহৎ কর্ম্মের জন্য আমরা এই মুসলমানদের প্রশংসা করি।

অসাবধানতায় নরহত্যা

মাদ্রাজের ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত ২৩শে জুন মাদ্রাজ বন্দরের এসিষ্টাণ্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এস, ডবলিউ হোয়াইট বন্দরের একজন কুলীকে গুলী করিয়া মারিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য তাহার রায় প্রকাশ করেন। হোয়াইটকে ম্যাজিষ্ট্রেট ৩ শত টাকা জরিমানা করিয়া তাহার ২৫০ টাকা মৃত কুলির বিধবাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে বলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, আসামী অতি অসতর্কতার সহিত এরূপ একটি জোয়াল বন্দুক ছুড়িয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া-ধর্ম্মঘট

এডেলেডের ১লা অক্টোবরের তারে সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে এই মর্ম্মে আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, যাহাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র আছে, সে গুলি অবিলম্বে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে। এডেলেড বন্দরের এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের হোটেলগুলিকে সোমবারে বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। স্থানীয় ধর্ম্মঘটীরা মস্ত। করিয়া ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সেখানে শ্রমিকরা লাইসেন্স পাইবার জন্য অবাধে আবেদন করিতেছে।

ব্রিস বেনের শতকরা সাতাশ গাড়োয়ানেরা ও অন্যান্য শকট চালকেরা স্থির করিয়াছে যে, তাহারা ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবে না। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশে ব্যাপক ভাবে ধর্ম্মঘট হইবার সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে।

মেলবোর্ণ সহরের কয়েক স্থানে এক পক্ষে পুলিস ও স্বেচ্ছা শ্রমিক এবং অন্য পক্ষে ধর্ম্মঘটীদের ভিতর সংঘর্ষ হইয়াছে। সংঘর্ষের ফলে ২ জন বিদেশীয় গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

মেলবোর্ণ, ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সহরে নানা স্থানে পুলিশ স্বেচ্ছাবাহিনীর সহিত ধর্ম্মঘটিদিগের হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। ২ জন বিদেশী বিশেষ ভাবে জখম হইয়াছে। তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে যে অফিস হইতে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্মুখে অদ্য ভোর বেলা হইতে অনেক ধর্ম্মঘটি সমবেত হইয়াছিল, ধর্ম্মঘটীরা তাহারই পিছনে পিছনে তাড়া করিতেছিল। পুলিশ ইহাদিগের রক্ষা করিতেছিল স্বেচ্ছাবাহিনীদিগের রক্ষার জন্য পুলিশ ব্যাটন ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একজন কনষ্টেবলকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। অপরপক্ষে এডিলেডের এক সংবাদে প্রকাশ, জাহাজকর্ম্মীদিগের এক বিরাট সভায় ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অনেকেই নাকি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতেছে।

প্রতারণার প্রতিফল

মিসেস ই, মিলার ও কিশোরীলাল পাটনার বস্ত্র-ব্যবসায়ী অযোধ্যাপ্রসাদকে প্রতারিত করিয়া ৫ শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল বলিয়া শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি, বাগ্‌চির এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের কাজে সাহায্য করিবার জন্য সৈয়দ পেরী নামক একজন লোককেও অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। গত ১লা অক্টোবর এই মামলায় বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিসেস্ মিলারের প্রতি ৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও কিশোরীলালের সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রমাণাভাবে সৈয়দ পেরী অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

মোম্বাসায় যুবরাজ

যুবরাজ এবং ডিউক অব গ্লষ্টারের অবস্থানকালে মোম্বাসা সহরটি উৎসবময় হইয়াছিল। রাজপথগুলি সুন্দর ভাবে সজ্জিত এবং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হইয়াছিল। রাজকুমারদ্বয় দেশবাসীদিগের দ্বারা অধ্যুষিত সহরের পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় রাজকুমারদ্বয় দেশবাসীদের নৃত্য দেখিয়াছিলেন। নৃত্যের পর তাহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সামরিক গীত গাহিয়া তাঁহাদিগকে প্রীত করিয়াছিল।

কৃষি সম্মিলনে বড়লাট

সিমলা ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বড়লাট লর্ড রেডিং কৃষি সম্মিলনের উদ্বোধন সম্পর্কে দেশীয় সামন্ত রাজ্যের যে সকল প্রতিনিধি এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন, লিনলিথগো কমিশনারের রিপোর্টে কৃষিজীবিদিগের উন্নতিদায়ক অনেক কাজের কথা বলা হইয়াছে। সকলেই একযোগে কাজ করিয়াছিলেন বলিয়াই অত্যাশ্চর্য্য ভাবে তাহাদিগের সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাদেশিক সরকারকেই অনেক কাজ করিতে হইবে, কিন্তু তবুও ভারত সরকারের পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব, ভারতসরকার তাহা স্বেচ্ছায় করিবেন। আর্থিক উন্নতির মূল কারণ বৈজ্ঞানিক ভাবে তথ্যানুসন্ধান করা। যাভা ও অন্যান্য উন্নত দেশে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিক ইয়াসী, রঙ্গিলা নামী ৭বৎসর বয়স্কা এক বালিকার উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণকার আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ দ্বিতীয় জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

কৃষির উন্নতিকল্পে

কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে যে সমস্ত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে, ভারত সরকার তাহাদিগের মারফতে বিভিন্ন প্রদেশগুলির ঐক্য হইলে, কমিশন নির্দ্ধারিত পথে প্রদেশগুলিকে সাহায্য করিতে পারেন। ভারত সরকারের মতে কমিশনের অনুমোদিত কৃষিকার্য সম্পর্কীয় তত্ত্বাবধান জন্য একটি সেন্ট্রাল কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন। প্রদেশে কৃষিকার্য্য পরিচালনের জন্য যে স্বাধীনতা আছে, এই সেন্ট্রাল কাউন্সিল সেই স্বাধীনতার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন না।

রমণীর হত্যার তদন্ত

বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে কিছুদিন পূর্ব্বে এক ট্রাঙ্কের ভিতর যে এক রমণীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত করিয়া স্থানীয় কয়েকটী গৃহে খানাতল্লাস করিয়া জানিতে পারিয়াছে যে, মৃতব্যক্তির সহিত হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি ছিল। শবব্যবচ্ছেদের ফলে জানা গিয়াছে যে লোকটাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

খড়গপুরে আচার্য্য রায়

উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগমনকালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খড়্গপুর ষ্টেশনে উপনীত হইলে বহু ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়া খদ্দরবস্ত্রে মুদ্রিত একখানি অভিনন্দনপত্র তাঁহাকে প্রদান করেন। খাদি প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে খড়্গপুরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি তথায় অবস্থান করিতে পারেন নাই।

অসৎ অভিপ্রায়ে বালিকা বিক্রয়

একটা লোকের অসদভিপ্রায়ে [illegible] দিবার জন্য প্রেমচাঁদ বড়ালের স্ত্রী [illegible] নাম্নী ১৬ বৎসরের কম বয়স্কা [illegible] বালিকাকে তাহার নিকট বিক্রয় [illegible] চাহিবার অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হয়। গত শুক্রবারে মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে এই মামলার শুনানী হয়। পুলিশ উক্ত বালিকাকে উদ্ধার করিয়া দিয়া অপরাধী বিচারালয়ে সোপর্দ্দ করায় তাহাকে উদ্ধারাশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সুরবালার মামলার বিচার হইতেছে [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১৯শে আশ্বিন, শুক্রবার—১৩৫৫।

দেব-দেবী উপাসনা

বহু দেবদেবীর উপাসনা একমাত্র ভারতেই প্রসিদ্ধ। এই সকল দেবদেবীর নাম ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহাদের উপাসনার কথাও শাস্ত্রে লক্ষিত হয়। কোন শাস্ত্রে শক্তির প্রাধান্য, কোন শাস্ত্রে শিবের প্রাধান্য, কোথায়ও বা গণেশ সূর্য্যাদির উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শাস্ত্রোল্লিখিত কোন একটী মত অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রযুক্তি সহকারে নিজ মতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। সকলেই স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র থাকায় এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিবাদও অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র লইয়া এইরূপ তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদ বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত থাকায় অবিসংবাদিত সত্য, নিরপেক্ষ সত্য বা বাস্তব সত্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইহা দেখিয়া এক সম্প্রদায় এইরূপ বাদ বিসম্বাদ হইতে শান্তিলাভের উদ্দেশে বৌদ্ধমত বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমতকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে যথেচ্ছাচার-মার্গ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শাস্ত্রের একদেশ-দর্শনই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়াই মনে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে * * * জনৈক ব্যক্তি এই বিবাদ প্রশমিত করিবার ছলে শাস্ত্রানভিজ্ঞ কতকগুলি নিরীহ শিক্ষিত-কল্প ব্যক্তির নিকট যে সকল কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কার সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে এখন তাঁহাদের বহুজন্ম অতিবাহিত হইবে। তাঁহার মতে কালী, শিব, দুর্গা, সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, আল্লা, গড্ সব এক—উঁহাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য ব্যতীত বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। আবার ঐ সকল দেবতা-পূজকের গতিও এক প্রকার। যেমন জল একই বস্তু, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন ভাষায় উহার পরিচয় দেয় মাত্র। "পরম শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি বহু প্রবীণ ও আধুনিক উপায় সকল বর্ত্তমান আছে, [illegible]

[illegible]

একটী মনগড়া যুক্তি বলা যাইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

"বিষ্ণৌ ভক্তিতরসমর্থিত শ্রী নারকী সঃ।"

—বিষ্ণুর মূর্ত্তি, অন্য দেবের ন্যায় জানী নারকী-সংজ্ঞায় অভিহিত হন। পাঠকবর্গের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন—তাঁহারা যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের মতে মত না দিয়া নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, আমরা ঈর্ষামূলে কোন কথা বলিতেছি, আমরা পরচর্চ্চা করি না; কিন্তু নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান করি, আমরা বাহ্যাড়ম্বরে ভুলি না, পরন্তু ভিতর অনুসন্ধান করি। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে সব অশ্লীল ভাবসূচক ছবি আছে, তাহা দেখিয়াই যদি আমরা উহা অসৎ বলিয়া ধারণা করি, তাহা হইলে উহার অভ্যন্তরে যে উত্তম-শ্লোক পুণ্য-শ্রবণ কীর্ত্তন পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ দেব বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানব-জন্ম সফল করিতে পারিব না। পরম পাবন ভগবান্ গৌরসুন্দরের শাব্দিক প্রতিমূর্ত্তির আবাস স্বরূপ শ্রীশ্রীনদীয়া-প্রকাশের বাহ্যাবরণে জুতার বিজ্ঞাপন আছে, নানাপ্রকার জাগতিক সংবাদ আছে, প্রবন্ধে নানা মতের আলোচনা আছে, এই সকল দেখিয়া বহিঃপ্রজ্ঞাবলম্বনে যদি কেহ নদীয়া-প্রকাশ পাঠে বিরত হন, অসৎ বলিয়া ছাড়িয়া দেন বা নিন্দা করেন, তাহা হইলে উহার অভ্যন্তরে যে পরম সত্য, বাস্তব সত্য, একমাত্র পরম উপাদেয় সার্ব্বজনীন সত্য নিহিত আছে, তাহা আর লাভ করিতে পারিবেন না।

এখন মূল বিষয়ের অনুসন্ধান করা যাউক, শাস্ত্রের উক্তি হইতেই জানা যায়—মায়াবদ্ধ জীবগণ স্বভাবতঃ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ তমঃ, সত্ত্বরজঃ ও রজস্তমোগুণে আবদ্ধ। সমশীলা ভজন্তি বৈ—যে ব্যক্তি যে গুণে আবদ্ধ,সে সেই গুণাবতারের ভজন করিয়া থাকে। শাস্ত্রও জীবের স্বভাবানুসারে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ও মিশ্র এই—চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া উপাসকের নিষ্ঠা উৎপন্ন করিবার জন্য সেই সেই দেবতারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মৎস্য পুরাণ বলেন—

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

সাত্ত্বিক কল্পে যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত, তাহাতে ভগবান্ শ্রীহরির মাহাত্ম্যই প্রবলরূপে কথিত হইয়াছে। রাজস কল্পে রজোগুণাবতার ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক ছিল, তামস কল্পে অগ্নি ও শিব-মাহাত্ম্যেরই আধিক্য। সত্ত্ব রজস্তমোময় সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে সরস্বতী দ্বারা উপলক্ষিত নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রবলরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে আমরা জানিতে পারিব যে—প্রকৃতিতে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ আছে, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সত্ত্বতনু বিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। বিষ্ণুর উপাসনাই সাক্ষাৎ ও বৈধ উপাসনা, তদ্দ্বারাই জীবের আত্যন্তিক ক্লেশ-নিবৃত্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না। ইহা আমাদের সাম্প্রদায়িক বিচার মাত্র নহে, ইহা বিশ্বজনীন সত্য। সর্ব্বশাস্ত্রসার গীতা বলেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥

—ভগবান্ বলিতেছেন—তিনিই একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তিনি সত্ত্বতনু অর্থাৎ তাঁহা হইতেই যাবতীয় বস্তুর সত্ত্বার উদ্ভব হইয়াছে, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, দেবতাগণ তাঁহারই বাহু অঙ্গসমূহ, অতএব তাঁহাদের উপাসনা ভগবানেরই উপাসনা, কিন্তু অসাক্ষাৎ উপাসনা, সুতরাং উহা অবৈধ। অবৈধ উপাসনা দ্বারা ভোগ-সিদ্ধি হইতে পারে, আত্যন্তিক ক্লেশ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি লাভ হয় না। মুক্তিদাতা একমাত্র জনার্দ্দন।

ঐতিহ্য পাঠে আমরা জানিতে পারি কোন সময় রাজা মুচুকুন্দ কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

বরং বৃণুষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
অহং ভোগপ্রদঃ বৎস মুক্তিদস্তু জনার্দ্দনঃ॥

ওহে মুচুকুন্দ! তুমি আমার নিকট মুক্তি ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর, আমি ভুক্তি দিতে পারিব, মুক্তি-দাতা একমাত্র জনার্দ্দন শ্রীহরি। তবে লোক নানা দেব দেবীর উপাসনা করে কেন? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ

—কামে হতজ্ঞান হইয়া লোকে নানা দেব দেবীর উপাসনা করে।

বেদে পুরাণাদি শাস্ত্রে যে নানা দেব দেবীর উল্লেখ ও উপাসনার কথা আছে, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে, বস্তুতঃ হরিই একমাত্র উপাস্য বস্তু। কারণ শ্রীহরির, শ্রীহরি উপাসনার ও শ্রীহরি উপাসকের সর্ব্বোৎকর্ষ স্থাপনকল্পেই বহু দেব দেবী, তদুপাসনা ও উপাসকের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বহু বস্তুর উল্লেখ দ্বারা একের উৎকর্ষ স্থাপন

অদৃষ্ট মন্দ

অদৃষ্টের ফেরে আমাকে অনেক কষ্ট করিতে হইতেছে। যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা সজ্জন সমাজে বলিবার কথা না হইলেও আমার না বলিলে চলিবে না। কেননা রোগী যদি তাহার স্বকৃত কুকর্ম্মের ফলে কুৎসিৎ রোগের কথা বৈদ্যের নিকট গোপন করে, তাহা হইলে রোগীর সেই গুপ্তরোগ অচিরেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীবননাশ করিয়া ফেলে। সুতরাং বুদ্ধিমান্ নিজের মঙ্গল লাভের জন্য বৈদ্যের নিকট অকপটে সব কথাই বলিবেন। আজ আমিও সেইরূপ ভবরোগাক্রান্ত হইয়া সাধু গুরুরূপ সদ্বৈদ্যের নিকট আমার গুপ্ত কুৎসিৎ রোগের কথাগুলি করপুটে নিবেদন করিতেছি। দয়াময়, পতিতপাবন সাধুগুরুবর্গ আমাকে সর্ব্বাধম জানিয়া কৃপাদানে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহাই একমাত্র আশা।

একদিকে বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, আমার অদৃষ্ট খুবই ভাল। আবার অন্যদিক্ দেখিলে যাহা দেখি, তাহা ভাষায় বলা সু-কঠিন। তখন দেখি—আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। সংসার-অটবী ভ্রমণ করিতে করিতে আমি লক্ষ জন্ম জলজন্তু রূপে কাটাইয়াছি। তারপর বিশ লক্ষ জন্ম বৃক্ষ ও প্রস্তররূপে অতিবাহিত করিয়াছি। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একাদশ-লক্ষবার কৃমিকীট হইয়া বিষ্ঠা ভোজনে কাটাইয়াছি। তারপর পেচক রূপে দশ-লক্ষ জন্ম পাইয়াছি। পক্ষীরূপে, পতঙ্গ সনে কত না খেলা করিয়া পশুজন্ম পাইবার কাল আসিয়া গেল। সেই ভাবে ত্রিশলক্ষ জন্ম পশু-আচারে ব্যয় করিয়াছি। তারপর না জানি কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতি-ফলে বিশ্বপতির অপার করুণার বিশ্বে বিশ্বমানব-সমাজের এক কোণে স্থান পাইয়াছি। এখন আমি প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠ প্রাণিসমাজের একজন। সুতরাং ভাগ্যের সীমায় আমাকে আজ এতদূর ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছে। কিন্তু অপর দিকে দেখিলে দেখিতেছি, শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইয়াও আমি আমার পূর্ব্ব স্বভাবকে ছাড়িতে পারি নাই। বাহিরে পরিচয়ে, কথায় বার্ত্তায়, কাগজে কলমে আমি শ্রেষ্ঠ হইলেও ঠিক যেমনটি সেইটিই আছি। আমি সেই আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয় তর্পণ লইয়া ব্যস্ত আছি। কথায় বলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এটা কিন্তু আমার সম্বন্ধে নহে। কেননা জ্ঞান বৃদ্ধি ত' দূরের কথা, হয়। বেদের 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'—প্রভৃতি মন্ত্র আলোচনা করিলেও তাহাই প্রতীত হয়।

আমার পুস্তকলিখিত জ্ঞানেরও অভাব দেখা যাইতেছে। পশু প্রভৃতি জন্মে যে সকল কার্য্যকে আমার একমাত্র কৃত্য বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, আজ এই সুদুর্লভ মানবজন্মেও যদি সেই কৃত্যগুলিতে জীবন অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? তাই বলিতে ছিলাম অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াও মন্দ।

মানব-কুলে আসিয়া শুনিতেছি যে, এই জন্ম দুর্লভ। আবার আমার পক্ষে বর্ত্তমানে সেটা সুলভ হইলেও অনিত্য অর্থাৎ কখন এই দেহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। কিন্তু এত কষ্টে প্রাপ্ত জন্ম অচিরে ত্যাগ করিলেও মানব যদি সুবুদ্ধির পরিচয় দেয়, তবে সে সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব জানিয়া এই ক্ষণস্থায়ী জন্মেও কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। আমি ইহা বেশ বুঝি, এমন কি পরকে উপদেশ দিতেও ছাড়ি না, কিন্তু আমার একটী প্রধান রোগ এই যে, আমি দুঃসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গে বাস করিতে রাজি নই। অসৎসঙ্গে আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে—আমি যে আমার সর্ব্বস্ব সাধুর চরণে সমর্পণ করিয়া সর্ব্ব-জন যে কৃষ্ণভক্ত, তাঁহাদের কৃপা লাভ করিতে পারিতেছি না, ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। অতএব আমার প্রধান রোগ হইয়াছে অসাধু-সঙ্গ-প্রীতি। ইহার কারণ দেখিতে পাই যে, আমার 'অদৃষ্টই মন্দ'।

আমরা সঙ্গপ্রিয়-প্রাণী। সঙ্গ ছাড়া আমরা একক্ষণও থাকিতে পারি না। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ সঙ্গিসঙ্গে বসবাস করি। সঙ্গ ছয় প্রকারে হয়। দান প্রতিগ্রহ, গুহ্য কথা বলা ও শোনা এবং খাওয়া ও খাওয়ান। এই ছয় প্রকার ব্যবহার যদি সাধুর সহিত করা যায়, তাহা হইলে আমরা সাধু-পদানুসরণের যোগ্য হই আর অসাধুর সহিত করিলে আমাদের সাধু হওয়া ত' দূরের কথা, হৃদয়ের সৎপ্রবৃত্তি-গুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে। এটা আমি বেশ জানি ও বলি। কিন্তু আমি পণ্ডিত মূর্খ, তাই সৎসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎসঙ্গে বিলাস করিতেছি—কেন না আমার 'অদৃষ্ট বড়ই মন্দ।

যে বস্তু চিরকাল থাকেনা, তাই অসৎ। অসৎ বস্তুতে আসক্ত জীবের পরিণাম ভয়াবহ। অসৎ সঙ্গ বিচারে 'অচৈতন্য বস্তুতে নিত্য বুদ্ধি করিয়া ধাবিত জীব-কুলকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব চৈতন্যাধার—সর্ব্বকারণকারণ শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—

"স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

শ্রীভগবানই একমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ। তাঁহার অনন্ত বিচিত্র শক্তি বর্ত্তমান। শক্তিসমূহ তাঁহাতেই আশ্রিত ভাবে অবস্থিত। সেই বিচিত্রতা-পরিপূর্ণ অনন্ত শক্তিমৎ পুরুষের তিনটী শক্তি প্রধান—চিৎ, জীব ও মায়া। এই জীব শক্তি হইতে অনন্ত জীবকুল। সেই জীব-আবার মুক্ত ও বদ্ধভেদে দুই প্রকার। মুক্ত জীবকুল কৃষ্ণপার্ষদ ও নিত্যকাল গোলোক-বাসী হইয়া গোলোক-বিহারীর সেবায় নিযুক্ত। আর বদ্ধজীব আমি নিজ তত্ত্ব ভুলিয়া প্রভুসেবা ছাড়িয়া মায়ারাজ্যে উচ্চ, নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। আমি প্রভুর দাস অভিমান ছাড়িয়া নিজেকে ভোক্তা ও প্রভু জ্ঞান করিয়াছি। এই জ্ঞানে আমি আজ বড়ই বিপন্ন। আমি নিজে প্রভু সেবা করি না, অন্য প্রভু-বস্তু-গুলিকেও প্রভু-সেবায় লাগাই না, কিন্তু প্রভুর অন্য বস্তুগুলি নিজেই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি এখন পুরুষাভিমানে স্ত্রীভোগে প্রমত্ত। আমি ভুলিয়াছি যে, আমি নিজে ভগবানের আশ্রিতা শক্তি ও আমার বর্ত্তমান ভোগের বস্তুও কৃষ্ণাশ্রিতা শক্তি। আমার গতি এখন কি হইবে? অপরাধের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছি। কোথায় প্রভুর বস্তুতে গুরু বুদ্ধি করিয়া প্রভু সেবায় লাগাইব, তাহা না করিয়া নিজে ভোগ করিতেছি—আমি যে চোর। আমার এই চৌর্য্যাপরাধের সাজা কোথায় হইবে? হায়! হায়! যাহারা এইরূপ প্রভু-সেবোপকরণে ভোগ-বুদ্ধি করিয়া মহা-ছিদ্রে পতিত, ভ্রান্ত, মূঢ়, সত্যভ্রষ্ট, শৌচা-চারবিহীন, নিষ্ঠুর, অযোগী, নির্ব্বোধ, নির্লজ্জ, যশোহীন, অসহিষ্ণু প্রভৃতি দোষ মণ্ডিত, আমি তাহাদের সঙ্গেই বাস করিতেছি। তাহাদের সঙ্গই আমার ভাল লাগে। আমি এত জানি, কিন্তু কাজের সময় তাহাদিগকে ছাড়িয়া সর্ব্ব-দোষহর সাধুসঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত নই। ইহার কারণ অনুসন্ধানে আর কিছুই পাই না,—কেবল দোষ—আমার 'অদৃষ্ট মন্দ'।

বৈদ্যকুলচূড়ামণি সাধুগণের নিকট আমার গুপ্ত কুৎসিৎ রোগের এই প্রথম লক্ষণ নিবেদন করিলাম। আপনারা পরদুঃখদুঃখী এবং অনাথ-তারণ। আমার স্বভাব এত মন্দ যে বলিতেও লজ্জা আসে। কিন্তু না বলিলে যখন আর গতি নাই—অমঙ্গলের দিকেই বেশী সরিয়া যাইতে হইবে, কোন কালেও মঙ্গল হইবে না, তাই আপনাদের চরণে নিবেদন করিতেছি। আমাকে সর্ব্বাধম জানিয়া আপনারা অমায়ায় কৃপা করুন—ইহাই প্রার্থনা।

সনাতন ধর্ম্ম

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদ সনাতন ধর্ম্ম-লাভের বাধক

(শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক দেবশর্ম্মা)

জগতে বহুপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি-কারণ ও বিজ্ঞান-সমন্বিত-সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজন বিষয়ক জ্ঞান-লাভ আবশ্যক। নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ সকল বিষয় প্রত্যেক ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', 'সাধনায় ভাবিবে যাহা সিদ্ধদশায় পাবে তাহা' ইত্যাদি বচন হইতে বুঝা যায় যে, অভিধেয় ভেদে প্রয়োজন বস্তুও বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং নানা দেবদেবীর উপাসক কামী, তপস্বী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অভিধেয় ভেদ হওয়ায়, প্রাপ্তব্য প্রয়োজনেরও বিভিন্নতা হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কামীর কাম্যোপ-যোগী দ্রব্যপ্রাপ্তিই প্রয়োজন, তপস্বীর সিদ্ধি, কর্ম্মীর স্বর্গ, জ্ঞানীর ব্রহ্মসাযুজ্য, যোগীর পরমাত্মাতে সমাধি, এবং ভক্তের শ্রীভগবান্ ও তৎ সেবা (ভক্তি) লাভই প্রয়োজন। এবংবিধ বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের সমন্বয় কিরূপে সম্ভব, তাহা প্রকৃত সুধীমণ্ডলী ব্যতীত অন্যে বিচার করিবে না বা করিবার শক্তিবিশিষ্ট নহে। যে ধর্ম্মেরই উপাসক হউক না কেন, সকলেই যে বিভিন্ন নদীর সমুদ্রাভিমুখে গমনের ন্যায়, সেই শ্রীভগবানের দিকেই ধাবিত—এরূপ কথা কিরূপ যুক্তিযুক্ত, তাহা একটু প্রণিধান করিবার বিষয়।

অর্থ ও লোকসংগ্রহ করা, জনসাধা-রণের প্রিয় হওয়া, তাহাদের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া প্রশংসা লাভ করা, অথবা নিজ নিজ মনোধর্ম্ম, যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃ-ঙ্খলতা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অবাধে চালাইবার পক্ষে ইহা একটি সুন্দর পন্থা বলিয়া, আজকাল অধিকাংশ লোকেই এই সমন্বয় বাদের বিশেষ পক্ষপাতী। প্রকৃত সত্যপিপাসু এবং সুবুদ্ধিমান্ জনগণ এই সমন্বয় বাদকে কখনও আদর করেন না।

একরূপ খিচুড়ীমিশ্র এক করাকে প্রকৃত সমন্বয় বলে না। সকল ধর্ম্মের প্রকৃত স্থান যথাশাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করত, উচ্চাবচ প্রবৃত্তি সিদ্ধান্তই যথার্থ সমন্বয় শব্দবাচ্য। আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যখন পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, তখন শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পদ্যকে অন্বয় (গদ্য) করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তা, পরে কর্ম্ম, তৎপরে ক্রিয়ার বিশেষণ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়াকে স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু তথাকথিত সমন্বয়-বাদীর মতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়ার বিশেষণ ও ক্রিয়া সবই যখন সমান, তখন উহার কিছুরই আবশ্যক হয় না। শিক্ষক মহাশয় যদি ঐরূপ সমন্বয়বাদ পূর্ব্বে শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে অন্বয় শিক্ষা দিতে তাঁহার অত বেগ পাইতে হইত না এবং আমাদের পক্ষেও বড় সহজ হইত অথবা শিক্ষা ও অশিক্ষা উভয়ই সমতা প্রাপ্ত হইত।

আচার্য্য শঙ্কর শ্রীভগবদাদেশে জগন্মোহন কল্পে ও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত বেদ-বিরুদ্ধ নাস্তিক বৌদ্ধ মতকে নিরসনপূর্ব্বক বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ পূর্ব্ব সূচনাস্বরূপ যে চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন, তাহারই ফলে তথাকথিত সমন্বয়বাদের উৎপত্তি। তৎপূর্ব্বে ঐ সমন্বয়বাদের প্রচলন ছিল না। পাদ্মোত্তর খণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তদীয় ভক্ত শ্রীশঙ্করকে কহিলেন—কল্পিত আগম দ্বারা লোক-সমূহকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে এরূপভাবে গোপন কর, যেন তাহারা বহির্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া জীব-বৃদ্ধি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

অর্থাৎ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতে-ছেন—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করত অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

'একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি', 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ', 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা' ইত্যাদি শঙ্কর বাক্য হইতে ঐ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের জন্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু যখন নাই, তখন জগৎ, জীব, বিভিন্ন দেবদেবী এবং অন্যান্য উপাস্যবস্তুসমূহের যে রূপ তাহা কল্পিত মাত্র, বস্তুতঃ সত্তায় সে সকল ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না; সুতরাং 'যেই কালী—সেই কৃষ্ণ, যেই রাম সেই শ্যাম, রাস্তা বহু নানা পথ, কিন্তু সকলের গন্তব্য স্থান—এক', এবংবিধ সমন্বয়বাদ আসিয়া পড়ে। আচার্য্যের এইরূপ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ প্রচারফলে [illegible] [illegible] হইলে [illegible]

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শঙ্করের প্রচারিতবাদের নানাপ্রকার ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক, তদুপরি বৈদিক চিদ্বিশেষ সনাতন-ধর্ম্মের সৌধ নির্ম্মাণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্র হইতে কেবলমাত্র অদ্বৈতপর বাক্যগুলি গ্রহণপূর্ব্বক যে বিচার দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্রের একদেশদর্শিতা সপ্রমাণ হইতেছে। শাস্ত্রে দ্বৈতপর ও অদ্বৈতপর উভয়বিধ বাক্যই দৃষ্ট হয়, সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদই সত্য। দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়বাদের সমাবেশ স্থলে, দ্বৈতবাদই প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং চিদ্বিশেষবাদেরই প্রাবল্য স্বতঃসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—জীব ব্রহ্ম। জীব ব্রহ্ম হইলে, সে অবিদ্যাগ্রস্ত হইল কিরূপে? যে ব্রহ্ম অবিদ্যাগ্রস্ত হয়, তাহা শ্রেষ্ঠতম কি প্রকারে হইতে পারে? সে স্থলে অবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এবংপ্রকার বহু বিচার দ্বারা শঙ্করের প্রচারিত নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ ভ্রমপূর্ণ দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে সে সকল এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

সহসা নাস্তিক বৌদ্ধমত নিরসনপূর্ব্বক সনাতনধর্ম্ম স্থাপন বড় দুরূহ হইত, তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্যের চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদের অবতারণা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শঙ্করের প্রচারিত বিষয় অসৎ হইলেও, লুক্কায়িতভাবে তন্মধ্যে মহৎ উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল। কিন্তু বহির্ম্মুখী আহুরবুদ্ধি জনগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, নিরীশ্বর বৌদ্ধমতকে নিরসনের তাৎকালিক উপায়স্বরূপ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদোত্থ সমন্বয়বাদকে তাঁহাদের যথেচ্ছাচারাদি চালাইবার পক্ষে একটি সুগম পন্থা বিবেচনা করত উহার পক্ষপাতী হইয়া জগতে মহাজঞ্জাল আনয়ন করিয়াছে। ইহাতে তাহাদিগকে অজ্ঞ, দুর্ভাগা অথবা ভগবদ্বহির্ম্মুখী পাষণ্ড ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এবম্বিধ সমন্বয়বাদী প্রকৃত সমন্বয়বাদকে অন্য ধর্ম্মের নিন্দাকারক বলিয়া প্রচার করে, তাহাতে তাহাদের ও তাহাদের অনুগমনকারীর ব্যতীত অন্যের কোন ক্ষতি নাই। একবার এই সমন্বয়বাদের কবলে পড়িলে, তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া বড় সুকঠিন ব্যাপার।

ভক্তের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, পরমেশ্বরের অবতার কত প্রকার, তাঁহারাই বা কি তত্ত্ব, যোগিগণারাধ্য পরমাত্মা কি তত্ত্ব, জ্ঞানমার্গীর আরাধ্য ব্রহ্ম কি, কর্ম্মীর স্বর্গতত্ত্ব কি, অষ্টাঙ্গযোগীর সিদ্ধি কি তত্ত্ব, কামীর উপাস্য বিভিন্ন দেবদেবী কি তত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্ব শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত না হইলে, প্রকৃত সমন্বয়ের জ্ঞান অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসংহিতা, গোপালতাপনী প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ এবং তদনুগ শাস্ত্রসমূহ যথার্থ সমন্বয়বাদের শিক্ষক। এই সমস্ত শাস্ত্রই সনাতন-ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন এবং সেই ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুঝাইবার জন্য যে দেবপূজা-তপস্যা-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব-পক্ষ মাত্র। ঐ সমস্ত শাস্ত্র প্রকৃত সমন্বয় সম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে:—

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তির আকর, রসসমুদ্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব (তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং), তাঁহার সমান বা অধিক অন্য কোন তত্ত্ব নাই (ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ)। এতদ্দ্বারা ভেদ বহ্বীশ্বরবাদও নিরস্ত হইতেছে। সমনিধি শ্রীকৃষ্ণের অবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার এই ষড়বিধ প্রধান (অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধেঃ)। ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত। জগদনুগত বিশ্বজনক পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ (পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ)। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিস্বরূপ (যদদ্বৈতং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্ত্বনুমহঃ)। অষ্টাদশ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের মায়িক বিভূতি। স্বর্গ দেবভোগ্য স্থান, দেবদেবিগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবক-সেবিকা (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ)। জীবগণও স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবক, সেই জীব দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও বদ্ধ। শুদ্ধ জীবগণ নিত্যকাল স্ব স্ব স্বরূপে বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বিমল রসভোগ করেন। বদ্ধ জীবগণের মধ্যে পুণ্যবান্ জীবসমূহ স্বর্গে দেবদেহ লাভ করিয়া অনিত্য দেহ সুখ ভোগ করেন সুতরাং দেববৃন্দ ও জীব তত্ত্বান্তর্গত পাপিগণ পাতালে কষ্টভোগ করে এবং ক্ষীণপুণ্য জীবগণের সাধনক্ষেত্র মর্ত্ত্যে (ইহজগতে) জন্ম হয়। বদ্ধ জীবগণ ভগবদুন্মুখী হইয়া সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিলে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ মায়িকদশা পরিত্যাগ করেন এবং স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন-ধর্ম্ম (ভক্তি) লাভ করত বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবৎ-সমীপে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তথাকথিত সমন্বয়বাদ সেই ভক্তিলাভের বাধক।

সত্য-চিৎ-সমন্বয়াচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐ সকল শাস্ত্র-গ্রন্থের যথার্থ সিদ্ধান্ত জীবের দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে প্রচারপূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণকে অজ্ঞতার হাত হইতে নিস্তার করত প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়া, জীবগণের প্রতি সর্ব্বোচ্চ অমন্দোদয় দয়ার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। আমরা যখন সরল ও নিষ্কপট হইয়া সেই মহাপ্রভুর অনুগত সাধুর চরণে প্রণত হইব, তখন তিনি আমাদিগকে প্রকৃত সমন্বয় শিক্ষাদান করত কৃতার্থ করিবেন, নচেৎ অন্য কোন উপায়ে আমাদের ঐ অজ্ঞতার হাত হইতে নিস্তারের এবং সনাতন-ধর্ম্ম (ভক্তি) লাভের উপায় নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন:—

"তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা বহির্ব্বর্ত্মসু।
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজ-প্রিয়জনো যাবন্নদৃগ্-গোচরঃ॥"

অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের প্রিয়ভক্তজনের দর্শন লাভ না ঘটে, সেই পর্য্যন্ত বিচিত্র বহির্ম্মুখমার্গে পতিত শাস্ত্রজ্ঞাভিমানিগণ প্রকৃত সমন্বয় জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিয়া পরস্পর কলহ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের আনুগত্যে—

"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥"

—নানা মতবাদরূপ কুম্ভীরাদিসঙ্কুল সিদ্ধান্ত সমুদ্র যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

শ্রীগুরবে অর্পণমস্তু।

লতাপাতার গুণ

দূর্ব্বা

আমরা প্রত্যহ কত লতা-পাতা দেখিতেছি, কত লতাপাতা পদদলিত করিতেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদের অতি অল্প সংখ্যকের প্রতি আমরা বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, অতি অল্প সংখ্যকের গুণাগুণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হই। পল্লীবাসিগণের বাটীর নিকটে এমন অনেক লতাপাতা রহিয়াছে, যাহাদের প্রকৃত গুণাবলি জানিতে পারিলে বোধ হয় তাঁহাদের আর ডাক্তার, কবিরাজ ডাকিতে হয় না। আমাদের প্রাচীনাগণ এই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ডাক্তারের নাম পর্য্যন্ত শুনিবারও অবকাশ হয় নাই। আমরা আশা করি নবীনাগণও এই বিষয়ে প্রাচীনাগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পল্লীমঙ্গলের সহায়তা করিবেন। আমরা তাঁহাদের সুবিধার নিমিত্ত ক্রমশঃ অনুরূপ দৃষ্ট লতাপাতার গুণাবলি বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। অদ্য দূর্ব্বার বিষয়ে কিছু বলিতেছি।

দূর্ব্বাকে চলিত কথায় 'দূর্ব্বাঘাস' বলে। এই পদদলিত উপেক্ষিত ঘাসটী রক্ত-রোধক, কর্ম্ম-নিবারক এবং মূত্র-বর্দ্ধক।

দূর্ব্বা প্রধানতঃ দুই প্রকার—এক প্রকার গৃহস্থের বাটীর নিকটে ও বাগানাদিতেও দৃষ্ট হয়, অপর প্রকার লম্বায় তার বহু গাঁট সমন্বিত, সাধারণতঃ মাঠে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত দূর্ব্বাই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য।

দূর্ব্বার সমগ্র ঘাস অথবা কেবল মূল ঔষধের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে।

রক্তরোধে দূর্ব্বা—যে কোন স্থান কাটিয়া গেলে জল না দিয়া দূর্ব্বাঘাস বাটিয়া বা চিবাইয়া আহত স্থানে লাগাইয়া ভাল করিয়া বাঁধিলে অতি সত্বর রক্তপাত বন্ধ হয়, যোড়া লাগে, পুঁজ বা বেদনা হয় না।

রক্তপিত্তে—রক্ত-বমন হইতে থাকিলে দূর্ব্বার রস এক তোলা অল্প একটু চিনি বা মধুর সহিত খাওয়াইলে রক্তউঠা নিবারিত হইবে। দুইমাস নিয়মিত প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

নাসিকা-রক্তস্রাবে—দূর্ব্বা ছেঁচিয়া বস্ত্রখণ্ড মধ্যে পুটলী বাঁধিয়া উহার নস্য লইলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

রক্ত-আমাশয়ে—দূর্ব্বার রস ১ তোলা অথবা দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধু বা চিনির সহিত দিনে তিনবার সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। মেয়েদের 'শুক্রভাঙ্গা' দোষেও ইহা অতি সত্বর রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া থাকে।

যে সকল মেয়ের অধিক বয়স পর্য্যন্ত ঋতু-দর্শন হইতেছে না অথবা যে সকল মহিলার ঋতু পরিষ্কার হয় না, তাহাদের জন্য **এক আনা দূর্ব্বার গুঁড়া, ২ তোলা চা'লের গুঁড়ার** সহিত মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে; প্রত্যহ একটি মাত্রায় ৭ দিন খাওয়াইলে ঋতু-পরিষ্কার বা রজোদর্শন হইয়া ঋতু সম্বন্ধীয় সমস্ত দোষ নিবারিত হইবে।

মূত্ররোধে—৮ তোলা দূর্ব্বামূল ২ সের জলে সিদ্ধ করিতে থাকিবে—আধসের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বেশ শীতল হইলে ছাঁকিয়া সামান্য একটু মধু বা চিনি সহ সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

চর্ম্মরোগে—একপোয়া খাঁটি তিল তৈলের সহিত ৫ তোলা দূর্ব্বার রস পাক করিয়া অথবা ১০।১২ দিন উপর্য্যুপরি রৌদ্রপক্ব করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে খোস, চুলকণা প্রভৃতি শরীরের যে কোন চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

বমন নিবারণে—সর্ব্বদা গা বমিবমি করিলে ১ তোলা দূর্ব্বার রসের সহিত এক তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া, খানিক খানিক অন্তর একটু একটু সেবন করিলে বিবমিষায় (গা বমি বমির) উপকার হয়।

দ্রষ্টব্য—দূর্ব্বার রস করিতে কখনও জল ব্যবহার করিবে না। বিনা জলে টাট্কা দুর্ব্বাঘাস ছেঁচিয়া মোটা কাপড়ের ভিতর রাখিয়া নিংড়াইলে যে রস বাহির হইবে তাহাই ঔষধে ব্যবহার করিতে হইবে।

মাত্রা—দূর্ব্বার রস—১—২ তোলা
,, চূর্ণ—২—৪ আনা
,, কাথ—৫—১০ তোলা

নানা কথা

চোরের উপদ্রব

প্রকাশ, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কুমারখালি থানায় ৮।১০ টা চুরি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু একটীতেও চোর ধরা পড়ে নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

রেলওয়ে ষ্টেশন

পূজার ছুটীতে কুমারখালী ষ্টেশনে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। তন্নিমিত্ত রেলকর্ত্তৃপক্ষ যে অতিরিক্ত গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক গাড়ীর প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়। আশা করি, রেলকর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ-যত্ন লইবেন।

কুমারখালিতে 'পূজার-বাজার স্পেশাল'

গত শনিবার 'পূজার-বাজার স্পেশাল' নানাবিধ পণ্যসহ কুমারখালিতে আসিয়াছিল। প্রাতঃ ৭টা হইতে সন্ধ্যা ৭॥০ পর্য্যন্ত দর্শক ও ক্রেতার সংখ্যা প্রায় দশ হাজার হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ হাজার টাকার পণ্য বিক্রীত হইয়াছে। পাটের বাজার মন্দা বলিয়া বিক্রয় গত বৎসর অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছে। মূর্ত্তিমতী বিলাসিতার একটী প্রধান অঙ্গ বায়স্কোপে প্রায় ৮।১০ হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার শিল্প, বয়ন, রঞ্জন-বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই দেখান হয় নাই।

দারোগার অব্যাহতি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সরস্বতী-নির্য্যাতন মামলায় দারোগা গফুর মিঞা অস্থায়ীভাবে পদচ্যুত হইয়াছেন। তিনি এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি পাইয়া পূর্ব্বস্থান কুমারখালিতেই পুনঃ বহাল হইতেছেন। এই সংবাদে সাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রকাশ, কুমারখালি মিউনিসিপ্যালিটীর জনৈক হিন্দু মিউনিসিপ্যাল কমিশনার রতিমিশ্রের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে যে, তিনি সরকারী কাজে বাধা দেন, সাধারণ বিক্রেতাদিগকে তোলা কম দিবার জন্য প্ররোচিত করেন এবং সাম্প্রদায়িকতাবুদ্ধিতে কার্য্য করিতে পরামর্শ দেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত আহূত সভায় গত সোমবারে কমিশনারগণ এই বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

দিল্লীতে ১৪৪ ধারা

দিল্লীর ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, রামলীলা উৎসবের সময় যাহাতে কোন রূপে শান্তিভঙ্গ না ঘটে, তন্নিমিত্ত সাবধানতা অবলম্বনের জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক মাসের জন্য ১১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশে দিল্লীর রাজপথে বা সাধারণ স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র, লাঠি বা অন্য কোন প্রকার অস্ত্র লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। সহরের কোন বাড়ীতে ইট পাটকেল বা ঐ জাতীয় দ্রব্যাদি ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্জাব মন্ত্রীর সফর
বন্যাপীড়িত স্থানপরিদর্শন

সিমলা, ১লা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ পঞ্জাব সরকারের মন্ত্রী মিষ্টার মালিক ফিরোজ খাঁ বন্যাপীড়িত স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে অদ্য ৫ই অক্টোবর যাত্রা করিবেন। তিনি আগামী ৮ই অক্টোবর সারগোদায় উপনীত হইয়া তথায় ২ দিন অবস্থান করিবেন, তৎপর ১১ই অক্টোবর ঝেলামে, ১৩ই মগায় ও ১৪ই লাহোরে উপনীত হইবেন। পঞ্জাবের লাটও ১৪ই অক্টোবর মগায় উপনীত হইবেন।

দেশভক্ত সম্পাদক গ্রেপ্তার

"নীডার" পত্রের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, ৩রা সেপ্টেম্বর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা সম্পর্কে "দেশভক্তের" সম্পাদক ১২৪ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পুলিশ "দেশভক্ত" আফিস খানাতল্লাস করিয়া ঐ দিনের সংবাদপত্র লইয়া গিয়াছেন। প্রকাশ, আপত্তিজনক প্রবন্ধটি "শ্রদ্ধানন্দ" হইতে উদ্ধৃত দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণী এবং মামলায় উত্থাপিত একখানি পত্র।

ষ্টীমারে পকেট মারা
আসামী দণ্ডিত

গোয়ালন্দের আই, জি, এস, এন, কোংর জয়েন্ট এজেন্ট মিঃ ম্যাকঘোষ প্রায় ৯ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত নীলরতন দে নামক তাঁহাদের ১ জন কর্ম্মচারীকে ষ্টীমারে চুরী ধরিবার জন্য নিযুক্ত করেন।

গত ৬ই জুন ডাউন চাঁদপুর 'বেলুচি' ষ্টীমার তারপাশায় ভিড়িলে মুস্তাফা নামক একটী পকেটমার জগৎচন্দ্র পালের পকেট কাটিয়া ৪॥৵০ লয়। নীলরতন বাবু তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকার দায়রা জজ মিঃ সি, বাটলি উক্ত মুস্তাফাকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

এস, আই-আর, ধর্ম্মঘটের জের

এস, আই, আর, ধর্ম্মঘটের সময়ে অবৈধ জনতা করিবার ও পুলিসের আদেশে ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতে অসম্মত হইবার অভিযোগে মুকুন্দরামালু নাইডু ও অপর ৬ জন লোক মাদ্রাজের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রত্যেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ঐ দণ্ড সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ও আসামীগণকে জামিনে মুক্তিপ্রদান করিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি ঐ দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে বিচার করিতে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু আসামীগণকে জামীনে মুক্তিদান করেন নাই।

ঘৃতের ভেজাল নিবারণে
ভারতীয় বণিক সমিতি

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগে একখানি পত্র লিখিয়া ভারতীয় বণিক-সমিতি জানাইয়াছেন, সমুদায় আমদানী ভেজিটেবল প্রোডাক্টের বর্ণ একরূপ হইলেই চলিবে না, কোনও বিশেষ নামে উহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ভেজিটেবল ঘী বিক্রয় অথবা ঘৃতের সহিত উহার মিশ্রণ আইনের বলে নিবারণ করিতে হইবে। দণ্ড সম্পর্কে উক্ত বণিক সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থদণ্ড দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, অপরাধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলে উহার প্রতীকার হইবে। ভেজিটেবল প্রোডাক্ট স্বাস্থ্যহানিকর কি না, সমিতি তাহা বলিতে ইচ্ছা করেন না, সরকারের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটী ঐ বিষয় অবধারণ করিবেন। সমিতি ব্যবসায়ে সাধুতা কামনা করেন মাত্র, কিন্তু যতদিন ভেজিটেবল প্রোডাক্ট ঘি নামে পরিচিত হইবে, ততদিন উহা রক্ষিত হইবে না। বর্ত্তমানে বিস্তৃতভাবে ভেজাল প্রদানের কার্য্য চলিতেছে, তাহা বন্ধ না হইলে সাধুতা রক্ষিত হইবে না। সমিতি আশা করেন, সরকার এই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত পন্থা অনুসরণ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

নেহরু রিপোর্ট সমর্থন

মাদ্রাজ, ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে লক্ষ্ণৌয়ের সর্ব্বদল সম্মিলনে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা সমর্থন করিয়া গনটুর মিউনিসিপ্যালিটী এক প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় ওলন্দাজ বিমান

ওলন্দাজ রাজকীয় ডাকবাহী তৃতীয় বিমানপোত আমষ্টার্ডাম হইতে বাটেভিয়া-গমনকালে করাচীতে অবতরণ করিয়াছিল গত ২রা অক্টোবর প্রাতে ৭টা ৩০ মিনিটের সময় উহা করাচী হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছে।

বার্লিনে পুলিশের গুলি

বার্লিনের "স্পোর্ট প্রাসাদ" নামক ভবনে চরমপন্থী জাতীয় দলের সভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সাম্যবাদীদিগের চেষ্টার ফলে উভয় পক্ষের ভিতর গুরুতর সংঘর্ষ হইয়াছিল। হাঙ্গামা থামাইবার জন্য পুলিশকে ডাণ্ডা এবং গুলী চালাইতে হইয়াছিল। ২২ জন আহত হইয়াছে। তাঁহাদের ভিতর অনেকের আঘাত গুরুতর। পুলিশ ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

স্বেচ্ছাসৈনিক সংগঠন

সিঙ্গাপুর, ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি চীন সাগরে ভয়ানক জলদস্যুর উপদ্রব হওয়াতে সিঙ্গাপুরস্থ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে কতকগুলি য়ুরোপীয়ানকে লইয়া একটি স্বেচ্ছাসৈনিক-দল গঠন করিতে হইবে। যে সকল জাহাজ সিঙ্গাপুর হইতে চীনে গমন করে বা চীন হইতে সিঙ্গাপুরে আগমন করে, সেই জাহাজগুলিকে জলদস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করাই ঐ সকল স্বেচ্ছাসৈনিকের কর্ত্তব্য কার্য হইবে।

উড়িষ্যায় খাদী আন্দোলন

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের [illegible] চেষ্টায় [illegible] প্রতিষ্ঠিত স্থানে ৭০ হাজার [illegible] হইয়াছে। [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে আশ্বিন, শনিবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠের মাসাধিকব্যাপী উৎসব সমাপ্ত হইয়াছে। এই উৎসবে অনেকেই অনেক প্রকারে আনুকূল্য ও সহায়তা করিয়াছেন। কেহ বা নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সরলতা, কৃতিত্ব, অর্থানুকূল্য দ্বারা বা স্বশরীরে যোগদান করিয়া পরহিত কাঙ্ক্ষার সফলতা সম্পাদন করিয়াছেন, আবার অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি নিজ দুর্দ্দৈববশে কিছু কিছু প্রতিকূল আচরণ করিবার চেষ্টাও দেখাইয়াছেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা দু' একটীর বেশী নহে। অনুকূলভাবে উৎসবের সাহায্য যাঁহারা করিয়াছেন, নদীয়া-প্রকাশ তাঁহাদিগের মঙ্গল-চিন্তা করেন।

যাঁহারা নিজ নিজ বিচার-ভ্রান্তিতে গৌড়ীয়মঠের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য আদৌ বুঝিতে না পারিয়া গৌড়ীয় মঠকে তাঁহাদিগের গৃহের ন্যায় একটী ভোগায়তন মনে করেন এবং মঠের উৎসবটী তাঁহাদের পুত্র-কন্যার বিবাহোৎসবের ন্যায় অস্থায়ী সুখপ্রদ ক্রিয়াবিশেষরূপে জানেন, তাঁহারা স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মঠের উৎসবে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যোগদান করেন নাই। ইঁহাদের সকল কথা আমাদিগের নিকট পৌঁছে নাই, সুতরাং আমরাও তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ পর্য্যায়ে গ্রহণ করিলাম। কোন দিন তাঁহাদিগের রুচি পরিবর্ত্তিত হইলে ভগবৎসেবায় উদ্‌যোগী দেখিতে পাইব।

বীরভূম জেলার লাভপুরের নিকট সুলতানপুর নামে একটী গ্রাম আছে। রায় শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় সেই গ্রামের অধিবাসী। কিছু-কাল যাবৎ ব্যবসায়ি মহলে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অঙ্গারের ব্যবসা করিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করিলে কাশিমবাজারাধিপতি তাঁহার নিকট নানাপ্রকার সাহায্য-লাভ করেন। তিনি সরকার বাহাদুরের প্রিয় বলিয়া কতিপয় স্বদেশী-সম্প্রদায় তাঁহার বিচার-প্রণালীর ন্যূনাধিক আদর করেন না। তিনি স্বকীয় ব্যবসায়-পক্ষে [illegible] অলৌকিক সৌভাগ্য-সম্পন্ন ব্যক্তি। সংসারে সুখ-সৌভাগ্যের কপাল থাকিলে অনেকেরই এই প্রকার সুযোগ উপস্থিত হয়।

সুলতানপুরের অঙ্গার-ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর সংসারে প্রভূত উন্নতি করায় তাঁহার গ্রামবাসী বা নিকটবর্ত্তী পল্লী-বাসিগণ তথা জেলার সমুদয় ব্যক্তি এই জাগতিক কল্যাণ-লব্ধ ব্যক্তির স্তাবক, উমেদার ও মুখাপেক্ষী হইয়া বিচরণ করেন। তাহাতে তাঁহার জন-হিতকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভোলানাথ বসু নামক একটী প্রশস্ত শ্মশ্রুধারী ভদ্র-লোক সেদিন গৌড়ীয়মঠে আসিয়া যে প্রস্তাবটি করেন, তাহা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্যের অনুকূল না হওয়ায় তাঁহাকে সে বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ভোলানাথ বাবু বীরভূম জেলার অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে বলিতে আসেন যে, বীরভূম জিলাস্থিত পাঁচটি দুঃস্থ লোকের গৌড়ীয়মঠে স্থানের জন্য সুলতানপুরের বাহাদুর মহাশয় অনুরোধ করিয়াছেন। এই পাঁচটী দুঃস্থ লোককে কলিকাতায় ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া গৌড়ীয়মঠ পোষণ করিলে গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে বীরভূম জেলায় মঠের অনুকূল প্রচার করিতে দেওয়া হইবে, নতুবা বীরভূম জেলার মধ্যে তাঁহারা শুদ্ধভক্তি প্রচারে বাধা দিবেন। বলা বাহুল্য, ভোলানাথ বসু সেদিন শুনিয়া গিয়াছিলেন যে, গৌড়ীয়মঠের বীরভূম-সম্মিলনীর ন্যায় কোন উদ্দেশ্য নাই বা হইতে পারে না।

রায় বাহাদুর অবিনাশ বাবু বা ভোলানাথ বাবু-প্রমুখ জনগণ তাঁহাদের বীরভূম জিলাস্থিত যে সকল জনহিতকর কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে গৌড়ীয় মঠের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে, এই জনহিতকর কার্য্য কতটুকু বা কতদিন তাঁহারা করিতে পারিবেন,—এই সকল কথা আলোচনা করিয়া গৌড়ীয়মঠ ঐ সকল ক্ষণিক উত্তেজনায় অনুমোদন করেন না। ইহা শুনিয়াও ভোলানাথ বাবু বিষয়টী বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও ভোলানাথ বাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণ বাস্তব সত্যের কিছু আলোচনা করেন, তদ্বিষয়ে আমাদের অনুরোধ।

কলিকাতাস্থিত অনেক *club house* এর ন্যায় গৌড়ীয়মঠ বীরভূমবাসী দুঃস্থ ব্যক্তিগণের একটী আরাম-স্থলী নহে। যদি বীরভূমবাসীর মধ্যে কোন ব্যক্তি ভগবদ্-বহির্মুখতাক্রমে ভগবৎসেবায় তৎপর হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ—এই পাঁচ প্রকার জাতির ক্ষণিক মঙ্গলের আবাহন প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া পরমার্থের চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে সমগ্র বীরভূমবাসীকে গৌড়ীয়মঠের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই কথা রায় বাহাদুর সম্যক্ হৃদয়-ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভোলানাথ বসুবর্ট পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু ঐ সম্মিলনীর পক্ষ-সমর্থন পরিত্যাগ করিয়া যদি বীরভূমের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যে কোন ব্যক্তি পরমার্থালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অসম্পূর্ণ প্রস্তাব-গুলির অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিবেন, তখন বীরভূমবাসীর স্বস্থ, দুঃস্থ—সকল শ্রেণীর লোকই পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইলে গৌড়ীয়মঠ তাঁহাদিগের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিবেন।

যে কাল পর্য্যন্ত দৃশ্য জগতের নশ্বরতা ও প্রস্তাবসমূহের নিরর্থকতা উপলব্ধ না হইবে, তদবধি কেহই গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর সর্ব্বোৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অভাব-গ্রস্তজনগণের পরামর্শ-মত সামান্য নীতিকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু পরমধর্ম্মের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই অবিবেচনা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই নিযুক্ত থাকিবে। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা তৃপ্তির অভাব —এই উভয় বৃত্তি পরিবর্জ্জন না করিতে পারিলে ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুগণের আত্মসংযম কত উচ্চ স্তরে অবস্থিত,—তাহা বুঝা যায় না।

কুলিয়ার অবিচারকগণ নানাপ্রকার হিংসা করিয়া সত্যের যে প্রকার অপলাপ প্রয়াস করেন—বণিগ্‌বৃত্তিজীবিগণ নিজ নিজ পণ্যদ্রব্য ছাড়িয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম-পণ্য-জ্ঞানে অধর্ম্ম-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়াই ধর্ম্মের প্রকারভেদ মনে করেন, আমরা সেই ধর্ম্ম-দৃষ্টির দুর্দ্দর্শন কখনই অনু-মোদন করি না। নিজ নিজ ব্যবসায় ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত সত্য কিরূপ, তাহা বুঝা যায়।

বর্ত্তমান সমস্যা

সত্তা, ভোক্তা, স্বাপরে নারায়ণই একমাত্র সেব্য-বস্তু রূপে শান্ত, দাস্য, গৌরব সখ্যরসের আশ্রয় বিগ্রহ সেবকগণ কর্ত্তৃক ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চন দ্বারা সেবিত হইয়া আসিতেছেন। কলিকালের উপাস্য বস্তুও একমাত্র তিনি। অন্যান্য যুগ হইতে কলিযুগের বিশেষত্ব এই মাত্র— অন্য যুগে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি সাধন করিয়াও সাধক নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের ত্রিপাদ হ্রাস হওয়ায় অন্যান্য ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; তাই কলিযুগে একমাত্র—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

বর্ত্তমান যুবকদিগের নিকট সম্প্রতি শাস্ত্রের যুক্তিপূর্ণ ঐ সকল কথা—মনীষি-বৃন্দের চিৎসমাধিলব্ধ অভ্রান্ত সত্য কথা হার মানিয়াছে। তাঁহারা বলেন—"ষড়ৈ-শ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ-সেবা না করিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতে হইবে। ইহাই কলিকালোচিত নারায়ণ-সেবা। এখন আর আমাদের সে দিন নাই, অন্য যুগে নারায়ণ ধনী ছিলেন, ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, বলবান্ ছিলেন, এখন আর তিনি ধনী নাই, বলবান্ নাই—এখন তিনি দরিদ্র, বলহীন"। এ সকল কথা অযৌ-ক্তিক, অশাস্ত্রীয় ও হাস্যাস্পদ বলিলে চলিবে না; বর্ত্তমানে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, সেই সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি এই মতের পক্ষপাতী ও প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং বর্ত্তমানে যদি কেহ উক্ত মতের বিরুদ্ধে সুযুক্তিপূর্ণ সত্যকথা বলেন, নিরপেক্ষ সত্যকথা বলেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা কেহ শ্রবণ করিবেন কি? শ্রবণ করিবেন না, তাহা আমরা জানি, তথাপি স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কতক-গুলি কথা লিখিতেছি, উদ্দেশ্য—যদি কোন প্রাক্তন বা আধুনিক সুকৃতিবান্ ব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার সাধিত হয় বা তাঁহাদের আত্মতৃপ্তি-বিধান করে। কাল কলি, সত্যের আদর মোটেই নাই, 'ঝুটা জগৎ ভুলাই'—ইহাই কলির ধর্ম্ম। কলিযুগে যে এইরূপ একটা দম্ভ-প্রচার হইবে, তাহার আভাস আমরা চারিশত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসে লক্ষ্য করিয়াছি, সম্প্রতি কলি যত বৃদ্ধি হইতেছে, ততই তাহার প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। ইতি-হাসটা বলি শুনুন,—

সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে ঈশ, (শ্রীমন্মহাপ্রভু), ঈশ-প্রকাশ (নিত্যা-নন্দ), ঈশাবতার (অদ্বৈত), ঈশ-ভক্ত (শ্রীবাস), ঈশ-শক্তি (গদাধর)—এই

পঞ্চতত্ত্বাত্মক ভগবান্ গৌরহরি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে ঈশাবতার সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর, কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে জনৈক ব্রাহ্মণ শিষ্য পরমানন্দপুরী সহ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া, উৎকলদেশাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট এক পত্র লিখিয়া পাঠান। শ্রীমহাপ্রভু সেই সময় সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। পত্রটীতে কমলাকান্ত স্বীয় গুরু শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর ঈশ্বরত্ব স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার ঋণের কথা জ্ঞাপন করিয়া ঋণ পরিশোধার্থ প্রতাপরুদ্রের নিকট তিন শত মুদ্রা ভিক্ষা করিয়াছেন। পত্রখানি দৈবক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর হস্তে আসিয়া পড়ে। শ্রীমন্মহাপ্রভু পত্রখানি পড়িয়া অতীব দুঃখিত হন এবং প্রকাশ্যে বলেন—কমলাকান্ত আচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়াছে, ইহাতে কোন দোষ নাই, যেহেতু আচার্য্য-প্রভু প্রকৃতই প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অবতার সাক্ষাৎ নারায়ণ। কিন্তু একদিকে আচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়া, আবার ঈশ্বরের অভাব আছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করায়, আচার্য্যকে লঘু করিবার চেষ্টা-জন্য আচার্য্যচরণে কমলাকান্তের মহদপরাধ হইয়াছে। নারায়ণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্, ষড়ৈশ্বর্য্য তাঁহার একপাদ বিভূতি মাত্র, সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁহার পাদপদ্ম সেবার জন্য লালায়িত, তাঁহাকে দরিদ্রজ্ঞান জ্ঞানাভিমানী নির্ব্বোধ ব্যক্তির অজ্ঞান-প্রসূত মায়াবাদ মাত্র। নারায়ণ হইতেই যাবতীয় বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ ও সর্ব্বাদি। তাঁহার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার দাসানুদাসগণ সার্ব্বভৌম পদবী এমন কি ব্রহ্ম-রুদ্র পদবীকেও অতীব হেয় ও তুচ্ছ মনে করেন। বাউল ব্যতীত কেহই এইরূপ হাস্যাস্পদ-কথা বলিতে পারে না, তাই মহাপ্রভু কমলাকান্তকে 'বাউলিয়া বিশ্বাস' সংজ্ঞা প্রদান করিলেন এবং তাহার ঐ প্রকার অসৎ-মত শোধন-কল্পে বলিলেন—

ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল হেথা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে
আসিতে॥

পাঠকগণ! কমলাকান্তের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি বিচার করুন। প্রথমতঃ— দরিদ্র নারায়ণ মতটী নিতান্ত অসৎ বাউলিয়া মত। নারায়ণত্ব ও দরিদ্রত্ব—এই দুইটী শব্দ প্রতিকূল। যেখানে দরিদ্রত্ব, সেখানে নারায়ণত্বের অভাব, যেখানে নারায়ণত্ব, সেখানে দরিদ্রতার অভাব। দরিদ্রতা কিছু নারায়ণত্ব নহে। যদি বলা যায়—নারায়ণ স্বরূপে ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য কিছুকালের জন্য মায়িক জগতের অন্তর্গত দারিদ্র্য ধর্ম্ম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছেন, একথাও বলা যাইতে পারে না, কেন না নারায়ণ মায়াধীশ তত্ত্ব, মায়া তাঁহাকে কখনও আবৃত করিতে পারে না। অখণ্ড পরিপূর্ণ বস্তু কখনই মায়া কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইতে পারেন না। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, পরব্যোমে নারায়ণ অখণ্ড থাকেন, কিন্তু যখন তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন মায়ার গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না—এরূপ যুক্তি নিতান্ত তুচ্ছ, কারণ নারায়ণ অচিন্ত্য প্রভাব-সম্পন্ন. কোন অবস্থাতেই মায়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—সমগ্র জগৎ, গুণময় জগৎ ও চেতনময় জগতের মালিক একমাত্র নারায়ণ, তিনিই সকলের মূল। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন শাখা-প্রশাখাদি আপনা হইতেই সিক্তিত হয়, সেইরূপ নারায়ণের সেবা করিলেই সর্ব্বজীবের সেবা করা হয়, নারায়ণের সেবা দ্বারাই অভাব বা দারিদ্র্য দূর হয়, অন্য কোন উপায়েই হয় না। সমগ্র জীবকে নারায়ণ-সেবোন্মুখ করাই প্রকৃত জীবের প্রতি কারুণ্য ও নারায়ণ-সেবা।

বাসুদেব-তত্ত্ব নির্ণয়ে

শ্রীমদ্ভাগবতের স্বতঃ-প্রমাণতা

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব অধোক্ষজ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান-লাভ অধোক্ষজ শব্দ-প্রমাণের আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত কখনও সম্ভব হয় না। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—যথার্থ জ্ঞানের নাম—'প্রমা,' যাহা দ্বারা 'প্রমা' অর্থাৎ বস্তু-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান জন্মায়, তাহার নামই 'প্রমাণ'। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা—এই দশবিধ প্রমাণ বিদিত থাকিলেও ভ্রম (যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া জানা), প্রমাদ (অনবধানতা), বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়াপটুতা)—এই দোষচতুষ্টয়-রহিত অপৌরুষেয় বেদবাক্যই প্রমা-জনক বলিয়া একমাত্র মূল প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য প্রমাণ বেদানুগত হইলেই স্বীকার্য্য, নতুবা পরিহার্য্য। স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি এই বেদবাক্যের মুখ্যার্থ বা সহজার্থ ছাড়িয়া যাঁহারা কষ্টকল্পনা দ্বারা বেদার্থ বুঝিতে যান, তাঁহারা তর্কপন্থার আবাহন পূর্ব্বক বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করিয়া বেদ-প্রতিপাদ্য বস্তুবিজ্ঞানে বঞ্চিত হন।

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১), 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া (কঠ ১।২।৯), "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" (মহাভাঃ, ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২) প্রভৃতি শ্রুতি স্মৃতিবাক্য তর্কপন্থানুসরণ হইতে জীবকে সর্ব্বদাই সাবধান করিয়া বলিতেছেন—(১,"স্বকপোলকল্পিত অনুমানের নাম শুষ্ক 'তর্ক'। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ" অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিষয়ের অবিরোধে অর্থ জানিবার জন্য যে বিচার করা হয়, তাহাই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায় স্বরূপ অনুকূল তর্ক। গৌতমাদির আনুগত্যে শুষ্কতর্ক দ্বারা কখনও বেদবেদ্য পরমার্থতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। কেননা পুরুষের বুদ্ধির নানাত্ব প্রযুক্ত এক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাপিত অর্থ অন্য তদপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন অনুমাতার দ্বারা খণ্ডনযোগ্য. এইজন্য বেদবাহ্য শুষ্কতর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব. বেদ-বিহিত তর্কই গ্রহণীয়—যেহেতু তাহা ভ্রমাদি দোষ-পরিমুক্ত। (২) হে জীব, তুমি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী মতি লাভ করিয়াছ, শুষ্ক তর্কদ্বারা তাহার ভ্রংশ করা উচিত নহে। (৩) যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অধোক্ষজ, তাহাই অচিন্ত্যতত্ত্ব, সেই অচিন্ত্যতত্ত্বসমূহকে নিশ্চয়ই তর্কের অন্তর্গত করা উচিত নহে।" তবে, 'মন্তব্যঃ' এই শ্রুতির বলে শ্রীভগবান্ অনুমান-বেদ্য বলিয়া যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, তন্নিরসন-কল্পে 'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্' এই শ্রুতিবচন দ্বারা বলা হইতেছে—শ্রীভগবান্ মুমুক্ষু জীবগণের অনুমেয় নহেন, কারণ 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' (ব্রঃসূঃ ১।১।৩) শ্রুতি বলেন,—উপনিষদাদি শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র হেতু, নতুবা শ্রুতির অন্যত্র "ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—এই শ্রুতিতে যে তাঁহাকে 'উপনিষদ পুরুষ' বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতি থাকে না। অতএব 'মন্তব্যঃ' শ্রুতির 'শাস্ত্রীয় অনুকূল তর্ক-নিষ্পন্ন অনুমানই ব্রহ্মানুভূতির সহায়'—এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে পরতত্ত্বের শাস্ত্রবেদ্যতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইলেও সেই শাস্ত্র যে পরমেশ্বর-প্রণীত, তাহার প্রমাণ কি?—এই পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ শ্রুতি বলিতেছেন—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭)—শ্রুতির (বেদের) শব্দমূলত্ব অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রের মূলই শব্দ, সেই শব্দ শ্রীভগবদ্বক্ত্র বিনির্গত, মনুষ্য কল্পিত নহে, সুতরাং অচিন্ত্য বিষয়-বিজ্ঞানে সেই অপ্রাকৃত শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন (১১।২০।৪)—

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্য-সাধনয়োরপি॥

—সাধ্য (প্রেম), সাধন (ভক্তি), অর্থ (ভগবানের স্বরূপবিগ্রহ ও বৈভবাদি) এই সকল দেব, মনুষ্য ও পিতৃগণের বোধ-গম্য না হইলে আপনার বাক্যরূপ বেদই তাঁহাদের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ চক্ষু হয় অর্থাৎ আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বেদবাণীরূপ উপদেশ লাভ করিয়াই তাঁহারা আপনার তত্ত্ব অবগত হন।

এক্ষণে বেদই বস্তুতত্ত্ববিচার-বিষয়ে মূলপ্রমাণরূপে স্বীকৃত হইলেও সম্প্রতি কলিযুগে বেদের প্রচার অল্প হওয়ায়, তাহা ছাড়া বেদের অনেক অংশ লুপ্ত হওয়ায় বা কতক অংশ প্রচ্ছন্ন বা গুপ্তভাবে থাকায়, আর মনুষ্যের ধারণাশক্তিও নষ্টপ্রায় হওয়ায় আবার বেদার্থ-নির্ণায়ক মুনিঋষিদের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ থাকায় বেদশাস্ত্র একপ্রকার দুর্ব্বোধ্যই হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বেদার্থ-নির্ণায়ক বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দই বস্তু-বিচারবিষয়ে প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য। মহাভারত ও মনুস্মৃতিতে কথিত আছে—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ (বেদার্থং স্পষ্টীকুর্য্যাৎ)," (মহাভাঃ আঃ ১।২৬৭)

—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে পূরণ করিবে অর্থাৎ বেদার্থ স্পষ্ট করিবে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—পূরণাৎ পুরাণম্ অর্থাৎ বেদের পূরণ হয় বলিয়া 'পুরাণ'। ইহা দ্বারা সহজেই স্বীকৃত হয় যে, যাহা বেদ নহে, তাহা দ্বারা পূরণ কি প্রকারে সম্ভব? সুবর্ণবলয়ের কোন অংশ পূরণ করিতে হইলে কি আর সীসকের আবশ্যক হয়? সুতরাং বেদ ও পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। তবে যদি কেহ আশঙ্কা করেন, ইতিহাস পুরাণ বলিতে যদি বেদকেই বুঝায়, তাহা হইলে পুরাণাদি নামে কি কোন পৃথক্ গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে হইবে? তাহার সমাধান-কল্পে বলা হইতেছে—বেদ ও পুরাণাদি—এই উভয়ের বাক্যসমূহ দ্বারাই নিখিল শক্তিবিশিষ্ট ভগবদ্রূপৈক অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং উভয়েরই অপৌরুষেয়ত্ব, এ অংশে বেদ ও পুরাণাদির কোন ভেদ নাই, তবে বেদের স্বরাদিভাগে, উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদ এবং ক্রমভেদ আছে, কিন্তু ইতিহাস-পুরাণভাগে তাহা নাই, এই অংশেই উভয়ের ভেদ। [illegible] বেদের সহিত পুরাণ-ইতিহাসের অপৌরুষেয় পক্ষে অভেদ সম্বন্ধে মাধ্যন্দিন শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-ব্যাখ্যানানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি" (বৃহ- [illegible] ।১০)

—যাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—হে মৈত্রেয়ি, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা সমস্তই মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে বাহির হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সকল শাস্ত্র নিঃশ্বাসের ন্যায় পরমেশ্বর হইতে বহির্গত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে রামায়ণ, মহাভারতাদি, পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রধান অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং অষ্টাদশ উপপুরাণ; উপনিষৎ-শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্নাদি একাদশ উপনিষদ; 'শ্লোক' শব্দে ঋষিগণ-কৃত অনুষ্টুপাদি ছন্দোগ্রন্থ। সূত্র শব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থসূত্রসকল, অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্র সম্বন্ধে আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যাদি ব্যাখ্যা। এই সমস্তই অপৌরুষেয় 'বেদ' বলিয়া কথিত। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় ৩৭-৩৯ শ্লোকেও ইতিহাস পুরাণাদিকে ব্রহ্মবক্ত্র বিনির্গত 'পঞ্চমবেদ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও দেখা যায়—'পুরাণং পঞ্চমো বেদঃ। ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্।' ইত্যাদি বাক্যে ইতিহাস-পুরাণকেই পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণে—"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্" এই বাক্য দ্বারা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারতকে পঞ্চমবেদ স্বীকার করা হইয়াছে। সামবেদের কৌথুমীয় শাখায়ও উক্ত হইয়াছে—"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থং ইতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্"—হে ভগবন্! আমি ঋগাদি বেদচতুষ্টয় এবং প্রসিদ্ধ বেদ সকলের মধ্যে যাহা 'বেদ' বলিয়া গণ্য এমন ইতিহাস-পুরাণাখ্য পঞ্চম বেদ অধ্যয়ন করিতেছি।

পূর্ব্বে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াও উহাকে পঞ্চমবেদরূপে নির্দ্দেশ করিবার কারণ বায়ু পুরাণোক্ত সূতবচন হইতে এইরূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে,—

পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন। ঐ একমাত্র বেদ হইতেই ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু—এই ঋত্বিক্ (যজ্ঞসম্পাদক) চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (চাতুর্হোত্র) সম্পাদিত হইত। অতঃপর ঐ চাতুর্হোত্র কর্ম্মের (যথা—যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর বেদীনির্ম্মাণাদি যজ্ঞশরীর-সম্পাদনাত্মক কর্ম্ম—'আধ্বর্য্যব', ঋগ্বেদাধ্যায়ী হোতার হোমাদি যজ্ঞালঙ্কাররূপ কর্ম্ম—'হোত্র,' সামবেদাধ্যায়ী উদ্গাতার শ্রীবিষ্ণুস্মরণ-কীর্ত্তনাদি রূপ কর্ম্ম—'ঔদ্গাত্র' এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার ত্রুটী-সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদি কর্ম্ম—'ব্রহ্মত্ব' বা 'ব্রাহ্ম') সৌকার্য্যার্থ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার বেদব্যাস ঐ একমাত্র বেদকে ঋগাদি চারিভাগে বিভক্ত করেন। ঐরূপ বিভাগের যজুর্ব্বেদের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা শত-কোটী শ্লোকাত্মক গ্রন্থরূপে দেবলোকে প্রসিদ্ধ থাকে। পরে, বেদব্যাস ঐ শতকোটি শ্লোকের সারাংশ গ্রহণপূর্ব্বক ৫ লক্ষ শ্লোকাকারে সংক্ষেপ করিয়া তাহা ইতিহাস-পুরাণাকারে মর্ত্ত্যে আবির্ভাবিত করেন। তন্মধ্যে ইতিহাস—মহাভারতের এক লক্ষ এবং পুরাণ সকলের চারি লক্ষ শ্লোক। ঋগাদি বেদচতুষ্টয় দ্বারা চাতুর্হোত্র কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, কিন্তু ইতিহাস, পুরাণাদি দ্বারা তাহা হয় না,—এই মাত্র প্রভেদে ইতিহাস, পুরাণ 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া স্বীকৃত। ইহা যে পৃথক্ রচিত কোন গ্রন্থ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুতরাং ইতিহাস-পুরাণকে বেদার্থ-বিচার-বিষয়ে একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি কলিযুগ, কলিদোষে জীবগণ প্রায়ই মন্দবুদ্ধি, বেদের দুষ্পারত্ব এবং দুরধিগমত্ব হেতু বেদের প্রকৃত অর্থ নিরূপণে তাঁহারা একেবারেই অসমর্থ, তাহা ছাড়া 'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ম্' এই বচনানুসারে বেদের পরোক্ষভাবে ভগবৎপরতা থাকায় জীবগণ সাধারণ বুদ্ধিতে বেদাবলম্বনে ভগবৎতত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া প্রায়ই কর্ম্মবাদী হইয়া পড়েন, কেহ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীও হইয়া পড়েন; কিন্তু ইতিহাস, পুরাণাদি সাক্ষাৎভাবেই ভগবৎপর হওয়ায় এবং বেদের সুগোপ্য তত্ত্বেরও সুন্দররূপে বিচারপর হওয়ায় ইতিহাস-পুরাণ লইয়াই বিচার করা শ্রেয়ঃ। তাহার মধ্যেও আবার পুরাণের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। নারদীয় পুরাণ বলেন,—

"বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণেনাত্র সংশয়ঃ॥
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ॥"

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে,—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণেনাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা।
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥"

তাৎপর্য্য এই যে—বেদের যাবতীয় বিষয় পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। অল্প শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিসকল বেদার্থ বিচার করিতে গিয়া পাছে কদর্থ বিচার করিয়া বসে, এজন্য সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃকই ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। যে বিষয় বেদে দেখা যায় না, তাহা মন্বাদি স্মৃতিতে দেখা যায়, আবার উভয়ে যাহা দেখা যায় না, তাহা পুরাণেই লক্ষিত হয়, সুতরাং অঙ্গ ও উপনিষৎ সহিত বেদ চতুষ্টয় জ্ঞাত হইয়াও যাঁহারা পুরাণার্থ অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে কখনও বিচক্ষণ বলা যায় না। অতএব পুরাণের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রমাণত্ব ও বস্তু-বিচার-বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল।

এই পুরাণ, সাধারণ পুরাণ ও অসাধারণ বা মহাপুরাণ ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ পুরাণে—সর্গ (পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, দশেন্দ্রিয়, মন, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার—এই সকলের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি), প্রতিসর্গ (ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি), বংশ (ব্রহ্মার সৃষ্ট রাজন্যবর্গের বংশাবলী), মন্বন্তর (মনু এবং মনুপুত্রগণের সচ্চরিত্র-কীর্ত্তন দ্বারা সদ্‌পাদেশ) ও বংশানুচরিত (পূর্ব্বোক্ত রাজগণের ও বংশধরগণের চরিত্র কীর্ত্তন)—এই পঞ্চ লক্ষণ। মহাপুরাণের দশ লক্ষণ—সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবতেই এই দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। (দ্বিতীয়স্কন্ধে ১০ম অধ্যায়ের ১-২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) সম্বন্ধপ্রণব 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' শ্লোকেই ঐ দশটী লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং অষ্টাদশ পুরাণের (ভাঃ ১২।৭।২৩-২৪ শ্লোকে তালিকা দ্রষ্টব্য।) মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই 'মহাপুরাণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ এই মহাপুরাণ আবার সমগ্র বেদের সারভাগ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ হওয়ায় অধোক্ষজতত্ত্ব বিচারে এই ভাগবতই একমাত্র মূল প্রমাণ রূপে স্বীকৃত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বিভাগ প্রদত্ত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, মঙ্গলময় ভাগবত-পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহপুরাণ—এই ছয়টী **সাত্ত্বিক**; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্মপুরাণ—এই ছয়টী **রাজসিক** এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণ—এই ছয়টী **তামসিক**। এই সকল পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিক বিভাগান্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে গরুড়পুরাণ বলিতেছেন,—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥"

—অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ ও সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বর্দ্ধিত। শ্রীমদ্ভগবৎ-প্রণীত এই ভাগবত বেদের মধ্যে যেমন সামবেদ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পুরাণের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ মহাপুরাণ। দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত শতবিচ্ছেদ-সমন্বিত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থই 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামে অভিহিত।

পদ্মপুরাণও শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহরূপে স্তব করিতেছেন—'আমি সেই আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার, অপার সংসার-সাগর পার হইবার সেতুরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ শ্রীভগবানের দ্বাদশটী অঙ্গস্বরূপ।"

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস চারিবেদ, পুরাণ ও ভারতাদি ইতিহাসের আবিষ্কারানন্তর ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন উহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য গূঢ় ও সঙ্ক্ষিপ্তভাবে উক্ত হওয়ায় চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিতেছিলেন না, তখন শ্রীল নারদগোস্বামীর উপদেশে তিনি ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতটবর্ত্তী 'শম্যাপ্রাস' নামক আশ্রমে ভক্তিসমাহিতচিত্তে সশক্তিক পূর্ণ পরমপুরুষ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিলেন এবং মায়াবশ্যতাক্রমে জীবের যে অনর্থ এবং ভগবদ্ভক্তিযোগ দ্বারাই যে সেই অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তাহা দর্শন করিলেন। তখন তিনি জীবের নির্হেতুক মঙ্গলের নিমিত্ত নিজকৃত সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সেই ভগবানের শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতই, তদাভিন্ন শ্রীবাসুদেবতত্ত্ব-বিচারে আমাদের মূলপ্রমাণ।

"যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার॥"
(চৈঃ চঃ)

আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে সেই ভাগবত হইতে বাসুদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

নানা কথা

পশ্চিম নদীয়া সত্য-ব্রতী দল

অদ্য "মুড়াগাছা তরুণ সঙ্ঘে"র উদ্যোগে "পশ্চিম নদীয়া সত্য-ব্রতীদের" সাধারণ সভা হইবে। পশ্চিম নদীয়ার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উক্ত সভায় যোগদান প্রার্থনীয়।

কার্য্যতালিকা—৫টা হইতে ৬-৩০ (অপরাহ্ন) কুস্তি, লাঠি ও ছোরা খেলা ইত্যাদি, সন্ধ্যা ৭ টা হইতে সভাধিবেশন।

নদীয়া-সম্মিলনী

আগামী ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আলবার্ট হলের কমিটি-রুমে নদীয়া-সম্মিলনীর বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীনগরে বৃটিশ রেসিডেন্সিতে অগ্নিকাণ্ড

লাহোর, ৩রা অক্টোবর "সিভিল মিলিটারী গেজেটে" প্রকাশ, গত শনিবার রাত্রে শ্রীনগরের বৃটিশ রেসিডেন্সী অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বাড়ীখানি সমস্তটা কাঠের, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এখনও জানা যায় নাই।

ঘুষের দায়ে রেল-কর্ম্মচারী

নৈহাটী ষ্টেসনের হেড পার্শেল ক্লার্ক সামসুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে নৈহাটীর এক মাছের ব্যবসায়ীর ম্যানেজার মাণিকলাল ঘোষের নিকট ঘুষ চাহিয়াছিল।

প্রকাশ মাল বুক করিবার সময় আসামী বাদীকে বলে যে, প্রত্যেক ক্যানেস্তারার জন্য ১ পয়সা করিয়া না দিলে সে মাল বুক করিবে না।

শিয়ালদহের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এম, বসুর এজলাসে আসামীর বিচার হইয়াছিল। বিচারক উপরিতন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বিচার-ভার দিয়াছেন।

নোট ডবল করায় আসামীর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

ভোলানাথ পাঠক কালিদাস বসুকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, সে নোট ডবল করিয়া দিতে পারে। কালিদাস এই কথায় বিশ্বাস করিয়া ভোলানাথকে ৫ খানি ১ শত টাকার নোট দিয়াছিল। ভোলানাথ নানারূপ প্রক্রিয়ায় ডবল করিয়া ঐ ৫ শত টাকা আত্মসাত করিয়াছিল। শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি, দাসের এজলাসে আসামীর বিচার শেষ হইয়াছে।

বিচারক আসামীকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং ৫ শত টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। জরিমানা না দিলে আসামীকে আরও ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানা আদায় হইলে ঐ টাকা কালিদাস বাবুকে দেওয়া হইবে।

জামাতা কর্ত্তৃক শ্বশুর নিহত

ঢাকার ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বংশালের ৬০ বৎসর বয়স্ক কাজি মুন্সরের সহিত তাহার জামাতা আবদুল সত্তরের ৫ বৎসর যাবৎ ভীষণ ঝগড়া চলিতেছিল। কলহের কারণ সত্তরের স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার তাহার পিতার নিকট ছিল, সে তাহা দিতে অস্বীকার করে। ঘটনার দিন মুন্সর তাহার পুত্রের বিবাহের ঠিক করিয়া ঐ অলঙ্কারগুলি পুত্রবধূকে দিতে চাহিয়াছিল। বিবাহের শোভাযাত্রার সঙ্গে যখন মুন্সের গমন করিতেছিল, সত্তর তখন তাহাকে আক্রমণ করে এবং ছোরাদ্বারা প্রহার করে। তখনই তাহাকে মিটফোর্ড হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়, তথায় তাহার মৃত্যু হয়। আসামী পলাতক আছে।

মাদ্রাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ২রা অক্টোবর রাত্রি ১০॥০ টার সময় চীনাবাজার তোলারাম মেহতা রাম নামক একজন শিখ ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন লাগে। প্রকাশ, বৈদ্যুতিক আলোর গোলমাল হইতেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অনুমান প্রায় ৬০০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বিমানপোতের গতি

বিমানপোত প্রতি ঘণ্টায় কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মিঃ ডার্সিক্রেগ বিমান-যাত্রা করিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে তিনি প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ মাইলের বেশীও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কূপের মধ্যে মৃতদেহ

গত ১লা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে ইসলামপুরে একটি কূপের মধ্যে ১৫ বৎসর বয়স্ক একটি হিন্দু বালকের মৃতদেহ দৃষ্ট হয়। প্রকাশ, বালকটি খদ্দর বিক্রয় করিত। গত ৭ দিন যাবৎ তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বালকটির পিতা পুলিশে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষকের সৎসাহস

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা জেলার সোনারং নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী পদ্মা নদীতে একখানা নৌকা ডুবিয়া যায়। উহাতে একটী মুসলমান মহিলা যাইতেছিলেন। বিক্রমপুর শিক্ষক-সম্মিলনের তৃতীয় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত উহা দেখিতে পাইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং পাঁচ মিনিটকাল কঠোর সংগ্রামের পর মহিলাটিকে জল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

—'পঞ্চায়েৎ'

কুকুরের কাতর

বসিরহাটের অন্তর্গত হাসনাবাদ থানার অধীন সন্দরপুরের বলাই সর্দ্দারকে কাহারা যেন খুন করিয়া গিয়াছে।

বলাই ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক। সে গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে তাহার প্রিয় কুকুরকে সঙ্গে করিয়া হাটে যাইতেছিল। সন্ধ্যাবেলা কুকুরটি করুণস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরে। সে একবার চীৎকার করিয়া দূরে যায়, আবার ফিরিয়া আসে। কুকুরটি এরূপ করায় বলাইয়ের বড় ভাইয়ের মনে সন্দেহ হয়। সে তখন কুকুরটির সঙ্গে গিয়া দেখে, তাহার ভ্রাতা মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহার গলায় ও তলপেটে আঘাতের চিহ্ন।

—'স্বদেশী'

পরলোকে সার লরেন্স জেঙ্কিন্স

লণ্ডন, ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় সার লরেন্স জেঙ্কিন্সের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। অতঃপর তিনি ১৯০৯ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের আকাশে জেপেলিন

জার্ম্মানীতে "গ্রাফ জেপেলিন" নামক একখানি প্রকাণ্ড বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য এই জেপেলিন আকাশে উঠিয়াছিল। সঙ্গে ৭০ জন লোক ছিল। তাহা ইংলণ্ডের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছে।

বারাণসীতে সনাতন-ধর্ম্ম-মহাসভা

আগামী ১২ই নবেম্বর সূর্য্যগ্রহণের সময় কাশীতে নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম্ম-মহাসভার একটি অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই ব্যাপারে নেতৃত্ব করিতেছেন।

খুলনা-সম্মিলনী

খুলনা জেলাবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতায় খুলনা-সম্মিলনী নামে একটী স্থায়ী সমিতি গঠন করা হইবে। এতৎ সম্পর্কে কলিকাতায় অবস্থিত খুলনা জেলার সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের এক বৈঠক আচার্য্য রায়ের সভাপতিত্বে আগামী ৭ই অক্টোবর বেলা ৫ টায় এলবার্ট হলে হইবে। শচীন্দ্রলাল মিত্র সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী, লালমোহন ঘোষ, সতীশ চক্রবর্ত্তী।

"স্বরাজ" সম্পাদককে ভয়-প্রদর্শন

দিল্লীর ৩রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, দিল্লী "স্বরাজ" পত্রিকার সম্পাদককে ভয় প্রদর্শন করিয়া কে বা কাহারা এক চিঠি লিখিয়াছে যে, তিনি যেন আর্য্য দিগকে দোষারোপ করিয়া কিছু না লেখেন তিনি উক্ত চিঠি পুলিশের হাতে দিয়াছেন।

আটলাণ্টিকের রুদ্রমূর্ত্তি

আটলাণ্টিক মহাসাগরের অবস্থা ভাল নহে। ঝড় বহিতেছে। ফলে এই মহাসাগর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জাহাজগুলি ঠিক সময়ে ইংলণ্ডের বন্দরে পৌছিতে পারিতেছে না। গত ২রা প্রাতে "মরিয়ানিয়া" নামক জাহাজ প্লাইমাউথে পৌছিয়াছে। ইহার একঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছে। ঠিক সময়ে পৌছিবার জন্য ইহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

গ্রেট বৃটেনে বেকার সমস্যা

রয়টার ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, আবার গ্রেট্ বৃটেনের বেকার লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২৯৫২০০ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের সংখ্যা হইতে এই সংখ্যা ২৪৫০৮৩ জন বেশী। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়—এই সংখ্যা ৩৪৫০৮৩ জন বেশী হইয়াছে।

বজ্রপাতে নৌকার মাস্তুল নষ্ট

কেরোসিন তৈল ও নারিকেল পূর্ণ একখানি বড় নৌকা মহিষার নিকট আত্রেয়ী নদীতে নঙ্গর করিয়াছিল— ঐ নৌকার উপর বজ্রপাত হওয়ায় পালের মাস্তুলটি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। মাঝিরা সর্ব্ব ভয়ে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল। নৌকার বা মালের আর কোনও ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে আশ্বিন, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে 'নানা মুনির' নানা মত হইলেও "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু বিচার-ভেদ আছে। "পৃথিবীতে সাধারণতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তভেদে তিন শ্রেণীর লোক সচরাচর দৃষ্ট হয়। অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম-পরায়ণ যথেচ্ছাচার পাপকর্ম্মরত ব্যক্তিগণ কোন মতেই মানব-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। মানব ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এই স্থলেই—অর্থাৎ মানবের বিবেক-শক্তি আছে, সে পরলোকের কথা, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা বিচার করিতে পারে, পশুগণের তাহা নাই। অতএব মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয়াদি দৈহিক ধর্ম্মকেই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বোধে পাপকার্য্য করিতেও কুণ্ঠা-বোধ করে না, তাহাদিগের মনুষ্যত্ব কোথায়?

কর্ম্মীসম্প্রদায় প্রত্যক্ষবাদী, তাঁহারা স্থূল বিচারপর হইয়া যে কাহাকে হিংসা বা পাপ বলেন, জ্ঞানীর সূক্ষ্ম-বিচারে তাহা পাপ বা হিংসা না-ও হইতে পারে; আবার ভক্তের অপ্রাকৃত-বিচার ঐ দুই প্রকার স্থূল-সূক্ষ্ম প্রাকৃত বিচার হইতে ভিন্ন। কর্ম্মী দরিদ্রনারায়ণ স্থাপন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ দমন, জলদান জন্য পুষ্করিণী-খনন কূপ-খনন প্রভৃতি দ্বারা জীবের স্থূলদেহের যে আংশিক ক্ষণিক উপকার সাধন করেন, তাহাতে তাঁহার ইহজগতে প্রতিষ্ঠালাভ ও পরলোকে কিয়ৎকালের জন্য স্বর্গ-সুখ লাভ হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা অহিংসা ধর্ম্মের সম্যক্ যাজন হয় না। জ্ঞানীর [illegible]-ধর্ম্মে বাহ্য হিংসা প্রবৃত্তি কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত হইলেও উহা যুগপৎ আত্ম-[illegible]-হিংসা। ভক্তগণ বলেন—

অহস্তানি সহস্তানাম-পদানি চতুষ্পদাম্।
ফল্গুনি তত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনম্॥

জড়জগতে হিংসা ব্যতীত কেহ জীবন-ধারণ করিতে পারে না। যাহাদের হস্ত নাই, তাহারা হস্তবিশিষ্ট জীবের হিংসার যোগ্য এবং [illegible] পদ নাই, তাহারা চতুষ্পদ [illegible] হিংসার পাত্র, [illegible] বহু সকলকে হিংসা করিয়াই বৃহজ্জীব [illegible] জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে। [illegible] জীবের জীবিকা। বৌদ্ধগণ 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' বলিয়া যতই চীৎকার করুক, [illegible] [illegible] পিপীলিকা, ছারপোকার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহারা কেহই হিংসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই বা পাইতে পারেন না। যেখানে ভগবানে বিশ্বাস নাই, সেইখানে ভোক্তৃত্বাভিমান প্রবল, যেখানে ভোক্তৃত্বাভিমান সেইখানে হিংসা। যেখানে ইহকালে বা পরকালে নিজ স্বার্থসুখের জন্য চেষ্টা, যেখানে আত্মপর বিচার প্রবল সেইখানেই হিংসা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ মানা। কিন্তু যে স্থলে ভগবানই একমাত্র ভোক্তা, আর যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য সে স্থলে হিংসা পিশাচীর প্রবেশাধিকার নাই। তাই সর্ব্বশাস্ত্রসার সর্ব্ববেদ-বেদান্ত সার শ্রীশ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত-বাণী শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে
সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম
কারণাৎ

যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রীভগবানের উচ্ছিষ্ট-ভোজী সাধুগণ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন কিন্তু যাহারা নিজ স্বার্থের নিমিত্ত পাক করে তাহারা যাবতীয় পাপ ভোগ করে।

গত ৮ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার সংবাদ পত্রে প্রকাশ—সত্যাগ্রহ আশ্রমে একটী বাছুর দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া কষ্ট পাইতেছিল, মহাত্মা গান্ধি যখন দেখিলেন—উহার আর আশা নাই তখন কয়েক জন বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্‌জেক্‌সন দ্বারা উহাকে মারিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত হইলে আমেদাবাদে বিশেষ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মহাজন সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ ভগীলাল সুতারিয়া ও কয়েকটী বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধির নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—"বিশেষ ক্ষেত্রে অহিংসা বুঝিতে হইলে তিনটী বিষয়ের সম্বন্ধে বিচার করা আবশ্যক। হত্যা মাত্রেই হিংসা—এরূপ জ্ঞান অজ্ঞান প্রসূত। কোন প্রাণী দীর্ঘকাল যাতনায় কষ্ট পাইতেছে এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত কমকষ্টদায়ক উপায়ে যদি তাহাকে হত্যা করা হয় তাহাতে অহিংসাই হয়। হিংসা ও অহিংসা মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। একজন নিদ্রিত লোককে সাপে কামড়াইতে যাইতেছে এরূপ অবস্থায় তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া জাগরিত করা কখনই হিংসা নহে, আমি ঐ নীতি অবলম্বন করিয়াই এরূপ কার্য্য করিয়াছি, এরূপ প্রাণিহত্যা আমার মতে ধর্ম্ম কার্য্য। এইরূপ ক্ষেত্রে মনুষ্যের প্রতিও এই নীতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।"

গান্ধী মহাশয়ের এই নীতি কর্ম্মিগণের বিধি নিষেধের উল্লঙ্ঘন এবং বিচারের পরিতৃপ্তির উদ্দেশে বৈধহিংসার ছলে দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজায় অসংখ্য পশুহত্যা নীতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় কি? তবে জ্ঞানীদের বিচারে গান্ধী মহাশয়ের বিচার আর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হওয়া উচিত। তিনি আর একটু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিতেন, ঐ গোবৎসটী জন্মাদি ষড়বিকার রহিত একটি জীবাত্মা, কর্ম্মফলে গোবৎসরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে, গোবৎস ইহজন্মেই যে ঐ কষ্ট ভোগ করিতেছে এরূপও নয়। জীব মাত্রেই অনাদিকাল হইতে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছেন ও করিবেন। জীব যতদিন এই কর্ম্মচক্রে পরিভ্রমণ করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহই ক্লেশ-মুক্ত করিতে পারিবেন না। ইন্‌জেক্‌সন দিয়া কাহাকেও ক্ষণিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত করা কিংবা বৌদ্ধজৈনের আদর্শে গর্ত্তে চিনি দিয়া জীবের ক্ষণিক ইন্দ্রিয় তর্পণ চেষ্টা বিচারের পূর্ণতার অভাব জ্ঞাপক। শাস্ত্র বলেন—জগতের পিতা কৃপা যেনা ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। অতএব জীবের স্থূলদেহের প্রতি কৃপা অপেক্ষা জীব মাত্রকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার চেষ্টা যে কত বড় কৃপা তাহা প্রাকৃত ভাষার সাহায্যে বর্ণন করা যায় না। মুমূর্ষু জীবের প্রাণ-হরণ অপেক্ষা তাহার আত্মার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা দয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ভগবানই ফলদাতা, জীব ফল ভোক্তা, কিন্তু জীব যখন নিজকে ভুলিয়া গিয়া অযথা কর্তৃত্বাভিমান করেন তখনই তাহার দুর্ভিক্ষ দমন, প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডে অভিরুচি ও তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ দৈহিক ও মানসিক তাপ-ভোগ।

অদৃষ্টমন্দ

আমার নিজের হাতে গড়া অদৃষ্ট আমাকে বেশ ভোগ দিতেছে। 'ভোগ' কথাটা শুনতে বড় ভাল। এই ভোগ দেওয়া 'ভোগ' শব্দ শুনিয়া তাহাকে পাইবার জন্য প্রথম মুখে কতই না কষ্ট ভোগ করিলাম। অনেক কষ্টের পর ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবার সুযোগ পাইলাম। কিন্তু হইল কি? না, দেখি ভোগে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই, আছে কেবল অতৃপ্তি, অশান্তি ও দুঃখ। তার পর আর একটু বিচার করিয়া দেখিলাম যে এত কষ্ট করিয়া যে ভোগের বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিলাম সেই আরাধ্য বস্তুগুলি আমার মত অযোগ্য সেবকের সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে ভোগ হইতে বিরতি শিক্ষা না দিয়া পুনরায় [illegible] লোভের আশা মরীচিকার ছায়া ফেলিয়া গেলেন। আবার যদি কখনও [illegible] আরাধ্যবস্তু গুলি দয়া করিয়া আমার ন্যায় দীনকে সঙ্গদান করিলেন তখন দেখিলাম তাহাদিগকে ভোগরূপ সেবা করিবার সামর্থ্য লোপ হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-বর্গ পটুতা হারাইয়া অবসন্ন হইয়াছে। অহো! সেকালের দুঃখের তুলনা হয় না। ভোগ্যবস্তু সম্মুখ কিন্তু ভোগ করিবার সামর্থ্যের অভাব। তখন যায় যায় প্রাণ। হইল কি? সামনে থাকতে ভোগ করিতে পারিলাম না। এবার যে আমি অনেক ভুগলাম। শেষে দিশা হারা হইয়া অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ভবিষ্যতে জন্ম লাভের সুযোগ সৃষ্টি করিলাম। হা অদৃষ্ট। তুমি কেন এত মন্দ হইয়াছিলে? যে ভোগ্যবস্তু আমার প্রতি বিমুখ হইলেন। আমার ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে পদাঘাত করিলেন। তাহাদিগের পদাঘাতে আমাকে চলিয়া যাইতে হইল। আমার জীবনপাত পরিশ্রম আহুত তাহারা তখন আমাকে হারাইয়া মনের সাধে বিমোহিনী মূর্ত্তিতে আমার ন্যায় অপরকে ভোগায় ফেলিলেন। হায়! হইল কি? ভোগ্যবস্তু সংগ্রহে কষ্ট, ভোগে অতৃপ্ত অসামর্থ্য পাইলে চিরকাল থাকে না অথবা আমাকে চিরসঙ্গী করে না।

এ কেন ভোগ, দেওয়া ভোগে আমার অনেক জন্ম কাটিয়াছে এবং আর কত জন্ম যে কাটিবে তাহাও এখন বুঝিতে পারিতেছি না। এই সব চিন্তা করিয়া দেখিলে কে এজন্য দোষী বিচার করিলে দেখিতে পাই আমার নিজেরই অদৃষ্ট মন্দ।

আসক্তিই ইহার মূল। কোন প্রকার এইটা ছাড়িতে পারিলেই আমার সব দুঃখের সব কষ্টের সব জ্বালার অবসান হয়। আমাকে আর এত যন্ত্রণা পাইতে হয় না। কিন্তু বিশেষ চিন্তা করিলাম, দেখিলাম আসক্তি কি করিয়া ছাড়া যায়? যদি আসক্তি না থাকে তবে যে আমার অস্তিত্ব, আমার চেতনতার বিলোপ সাধন হয়। তবে কি জড় হইলেই আমার সব বিপদ দূর হয়? না, তাহা চাহি না। কেননা আমার আমিত্ব-লোপ করিব না। সে যে শান্তি প্রাপ্তি নহে অশান্তির সমুদ্র আত্মহত্যা, আত্মহত্যা যে মহাপাপ মহা নরক। সে পথে সে চিন্তায় আমার যাওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে জিজ্ঞাস্য এখন উপায় কি? আসক্তির অন্ত নাই এত গণ্ডগোল, এত বিপদ। আমার আমাকে

ছাড়িলেও নিজের আমিত্ব লোপ। এখন এই উভয় সঙ্কটে মহাবিপদে ওহে সঙ্কটহারী বিপদভঞ্জন মধুসূদনের সেনানী বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ! আপনারা এই পথহারা পথিককে উদ্ধার করুন। আপনারাই ও পথভ্রষ্টের সুপথ প্রদর্শক! আপনারাই এই সংসার-জলধিমগ্ন ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয় পরপারে যাইবার অর্ণবপোত। আপনারাই শীতক্লিষ্ট জড় ভাবাপন্ন ব্যক্তির আশয় সর্ব্ব অজ্ঞানজাবী জাড়্যতা বিদূরকারী সকললোকোপকারক অগ্নি সদৃশ। আপনারা এই বিপদে উদ্ধার না করিলে আমার প্রাণ যায়। আমার গুরুতর ভব বিপদে ব্যথিত হয়। আপনারা সুপ্রসন্ন হউন।

ঐ শুন মন। পতিতপাবন, দীনৈকশরণ, পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবঠাকুরগণ কি বলিতেছেন। তাঁহারা বজ্র-নির্ঘোষস্বরে অভয়-দান করিয়া বলিতেছেন—ওহে জীব। আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে না—চেষ্টা করিয়াও ছাড়িতে পারিবে না। কেন না, তাহা তোমার অস্তিত্বে নিত্য বর্ত্তমান। তুমি যদি জলের তরলতা ছাড়াইতে চেষ্টা কর, অগ্নির উত্তাপ শীতলতায় পরিণত করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার যেমন পরিশ্রমই সার হইবে, 'বাতুল' আখ্যা পাইবার সুযোগ লাভ করিবে—তেমনই কদাসক্তি ছাড়িতে গোলও পাইবে। অতএব আসক্তি ত্যাগের উৎকট পিপাসা ছাড়। বস্তু বিচার কর। যে বস্তু অনিত্য, তাহাতে আসক্ত হইও না। তাহাতে তোমার সর্ব্ববিধ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। গতাগতিরূপ কর্ম্মচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে। অজস্র অমর পাশ-বদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া নিত্য-বস্তুতে আসক্ত হও। দেখিবে, তুমিও নিত্যবস্তু এবং আসক্তিও তোমার নিত্য-বৃত্তি। তখন আসক্তি তোমাকে পরম-মঙ্গল প্রদান করিবে, তোমাকে নিত্য-লোকে নিত্যস্মৃতি করিয়া, নিত্য-বস্তুর নিত্য সেবায় নিযুক্ত করিবে। এই নিত্য-বস্তু কি বুঝিয়াছ?—শ্রীভগবান্ ও তদীয় অন্তরঙ্গ সেবকবর্গ এবং ভক্ত ভগবানের সেবা। তুমি নিত্যবস্তু, তোমার আরাধ্য-বস্তু নিত্য—সুতরাং নিত্যবস্তুতে আসক্ত হওয়াই তোমার স্বভাব। কিন্তু বর্ত্তমানে তুমি তোমার প্রভুকে ভুলিয়া নিজেকে ভুলিয়াছ, তাঁহার সেবাও ভুলিয়াছ; নিজেকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান করিয়া অনিত্য-বস্তুতে আসক্ত হইয়েছ। আজ তোমার স্বভাব ছাড়িয়াছ। অভাব রাজত্বের অভাবময় বস্তু সংগ্রহ এখন তোমার স্বভাব বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। উহা ছাড়িয়া দেও ছাড়িয়া তোমার নিজ নিত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। সব জ্বালা, অশান্তি, দুঃখ দূর হইবে।"

ভুবনমঙ্গল সাধুবর্গের এই উপদেশ শুনিলাম, লোককেও বলিতে লাগিলাম। কিন্তু নিজে উপদেশ পালনে তৎপর না হওয়ায় আমার অবস্থা ঠিক পূর্ব্ববৎ। বরং পূর্ব্বে সাধারণের স্থায় ভোগী ছিলাম। আর এখন সাধুর বেশে, ভক্তের-সজ্জায় অনিত্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া কাপট্যের অভিনয় করিতেছি। আমি মর্কট বৈরাগ্যের অভিনয় করিয়া পরমমঙ্গলময় দূরের কথা আত্মমঙ্গলও লাভ করিতে পারিলাম না। আমি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কথিত 'মর্কট বৈরাগী' আখ্যা লাভ করিয়া সাধুনামে কলঙ্ক আনয়নকারী সম্বন্ধবর্জ্জিত হইলাম। আবার এদিকে অসাধু-কুলকে ঘৃণা করিয়া সাধু সাজিয়া যাওয়ায় তাহারাও আমাকে বেশ টিট্‌কারী দিতে লাগিল। আমার এখন মরণই শ্রেয়ঃ। এহেন ব্যক্তির কোন কালেও মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। আমার মত অধমব্যক্তির ভাগ্যে দেবদুর্লভ সাধুসঙ্গ ও তৎফলে ভগবানের সেবা প্রাপ্তি হইবে কেন?

কেন না, আমার অদৃষ্ট মন্দ।

শ্রীপুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ। আপনারা বোধ হয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীভগবানের বিহারাক্ষেত্রের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া গেলাম কেন? এই প্রশ্ন অনেকেরই চিত্তে উদিত হইয়াছে। আপনাদের ন্যায় সজ্জন-বর্গের নিকট ইহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও চলিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন কেহই করিতে পারে না। যাহা হউক আজ পুনরায় শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কৃপায় তদীয় ধাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীজগন্নাথ-দেবকে শ্যামল বর্ণ, বলদেবকে ধবল বর্ণ সুদর্শনচক্রকে রক্তবর্ণ ও সুভদ্রাদেবীকে কুঙ্কুমসম অরুণবর্ণ বসনে অলঙ্কৃত কর এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাদেবীর নির্দ্দেশ যাইয়া আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীজগন্নাথ ও বলদেবের মধ্যভাগে, সুভদ্রাদেবীকে এবং জগন্নাথের বামভাগে বালার্ক সদৃশ তেজোময় তীক্ষ্ণধার-যুক্ত সুদর্শন চক্র দর্শন করিয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান হইলেন।

দেবর্ষির দ্বারা প্রবোধিত হইয়া রাজা দেবচতুষ্টয়কে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি ও মন্ত্র পাঠ দ্বারা পূজা করিলেন। পূজা শেষে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে কোটী কোটী গোদান ও প্রচুর দক্ষিণা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। দানার্থ সংগৃহীত গোখুর দ্বারা খোদিত ও দানাম্বু দ্বারা পরিপূরিত হইয়া মহাফলপ্রদ তীর্থরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর প্রকটিত হইলেন।

যজ্ঞ সমাপন করিয়া নরপতি মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে আগত অনুগত রাজন্যবর্গের সাহায্যে প্রস্তর রাশি সংগৃহীত হইল। বহুদর্শী দক্ষ শিল্পিগণকে প্রচুর অর্থ দিয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। প্রাসাদ ক্রমে সুগঠিত ও শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল। প্রাসাদোপরি বজ্র না পড়িতে পারে এজন্য মন্দির উপর এক মাণময় পুরুষ স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ আহূত হইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইলে দেবচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে লোকপতি ব্রহ্মা নরপতির হৃদয়ে জাগরুক হইলেন। রাজা ইষ্টদেবকে প্রণাম করিয়া দেবর্ষি সহ পুষ্পক-রথে আরোহন পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রবিমণ্ডল, ধ্রুবমণ্ডল, জনলোক ও মহর্লোকাদি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিলেন। সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ইন্দ্রাদি দিকপালগণ, পিতৃগণ দ্বারপালের বহুকাল আরাধনা দ্বারাও ভিতরে প্রবেশাজ্ঞা পাইতেছেন না।

ইহা দেখিয়া দেবর্ষি নারদ রাজাকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। তখন ব্রহ্মা শ্রীপতির গুণানুবাদ শ্রবণে নিমগ্ন থাকায় কটাক্ষভঙ্গি-দ্বারা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নে প্রবেশাজ্ঞা দিলেন। রাজা সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবর্ষির উপদেশে কিয়দ্দূরে উপবেশন করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা হরিগুণশ্রবণান্তে রাজার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা নিবেদন করিলেন—'প্রভো' আপনার প্রসাদে শ্রীভগবানের প্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে। মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া প্রাসাদমধ্যে শ্রীজগন্নাথের প্রতিষ্ঠা করুন ইহাই প্রার্থনা। রাজার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইতে আজ বহুকাল গত হইয়াছে। তোমার রাজ্য ও সভ্যাদি কিছুই নাই। দেবতাদিগের এক সপ্তর্ষি যুগে এক মন্বন্তর হয়। ইহার মধ্যে তোমার বংশ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কেবলমাত্র নাকময় দেবশ্রেষ্ঠ ও মন্দির বিদ্যমান আছে। তুমি ধরাধামে গমন করিয়া প্রতিষ্ঠার দ্রব্যাদি আয়োজন কর আমি যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইব।'

এদিকে দুর্ব্বাসা ঋষি ব্রহ্মসমীপে গমন করিয়া তদাজ্ঞায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেববৃন্দকে লোকপতির সমক্ষে উপস্থিত করাইলেন। দেববৃন্দ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেন এবং পরিশেষে নীলমাধবের নীলপর্ব্বত হইতে অন্তর্দ্ধান এবং দারুব্রহ্মরূপ-ধারণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—হে দেবগণ! আমার পরমায়ুর পূর্ব্বপরার্দ্ধে শ্রীভগবান নীলমাধব নীলকান্ত মণিময় বপুধারণ করিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছিলেন। বর্ত্তমান দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্বেতবরাহ কল্প আরম্ভ হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ পৃথিবীতে দারুব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমার পরমায়ুর শেষ পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত এইরূপে অবস্থান করিবেন। দুষ্কর যোগ ধারণা ও ধ্যান ছাড়িয়া কেবল মাত্র দর্শন দ্বারা লোকসমূহকে মোক্ষদানার্থে শ্রীভগবানের দারুব্রহ্মরূপে আবির্ভাব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত নবপ্রাসাদে প্রভুর প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিয়াছি। প্রতিষ্ঠা সম্ভার আয়োজনের জন্য রাজা অগ্রে গিয়াছেন। তোমারা সকলেই সেই কার্য্যে রাজাকে সাহায্য কর।

ব্রহ্মার নির্দেশমত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, দেবগণ ও পদ্মনিধি সহ ভূলোক নীলা পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক মন্বন্তর কাল অতীত হইয়াছে তবুও ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বর—প্রাসাদ পূর্ব্বাবয়ব ধারণ করিয়া অক্ষুন্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি দ্রব্য আয়োজন করিতে হইবে আন্দোলন উপস্থিত হইলে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার শরণাগত হইলেন।

নরপতির প্রার্থনানুসারে দেবর্ষি শাস্ত্র-দৃষ্টে দ্রব্যসম্ভারের একটা তালিকা করিয়া রাজাকে অর্পণ করিলেন। রাজা পদ্মনিধির নিকট সেই তালিকা অর্পণ করিলে তিনি বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা অবিলম্বে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। ... শ্রীনারদের আদেশে ... প্রস্তুত হইল। ... শ্রীজগন্নাথদেবের ...

চক্রযুক্ত ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত। এবং নানা-লঙ্কারে বিভূষিত। রথোপরি গরুড়-ধ্বজ স্থাপিত হইল। শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ দ্বাদশ-চক্রযুক্ত ও দ্বাদশ হস্ত বিস্তৃত। উহা পদ্মধ্বজ চিহ্নিত হইল। শ্রীবলদেবের রথ চতুর্দ্দশ চক্রযুক্ত চতুর্দ্দশ হস্ত বিস্তৃত হইল। শ্রীবলদেবের হস্তস্তলে সর্ব্বদা নির্ম্মল দর্পণ রাখিবার জন্ত রথোপরি দর্পণ (তাল) ধ্বজযুক্ত করা হইল। বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা শ্রীবলদেবের এবং লক্ষ্মীসূক্ত দ্বারা সুভদ্রাদেবীর রথ প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপরে বেদধ্বনি, জয়ধ্বনি, মঙ্গলনিনাদ ও নানাবিধ বাদ্যধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ছত্র, চামর, ব্যজন, ধূপ, দীপ ও পুষ্পবৃষ্টি সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা দেবত্রয় আনিত হইয়া রথোপরি স্থাপিত হইলেন। বিষ্ণুভক্তবৃন্দ দ্বারা রথ চালিত হইল।

শুভক্ষণে দেবচতুষ্টয় রথোপরি স্থাপন করিয়া মন্দির নিকটে আনা হইল। মণি-মাণিক্য বিভূষিত বিশাল দেবশালা বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘৃত, সমিধ্ ও কুশাদি প্রতিষ্ঠোপকরণ এবং ভক্ষ্য পেয়াদি সংগৃহীত হইয়াছিল। বহুবিধ গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্ম লোকে গমন করিলে তাঁহার অনুপস্থিতে গাল নামক রাজা উৎকল-দেশপালন করিয়াছিলেন। তিনি মাধব নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা এখন শ্রীজগন্নাথকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অন্ত একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় শ্রীমাধবদেবকে স্থাপন করিলেন। (বর্ত্তমান শ্রীল মাধবদেব ইন্দ্রদ্যুম্ন পুষ্করিণী কূলে বিরাজিত আছেন)। গাল রাজা এই সংবাদে কোপযুক্ত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অনতি বিলম্বে নীলশিখরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মর্ত্ত্যদুর্লভ প্রতিষ্ঠা সম্ভার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। বৈষ্ণবাগ্রণী ইন্দ্রদ্যুম্ন আনন্দিত হইয়া গালরাজকে বলিলেন—লোকপতি ব্রহ্মা এখানে আগমন করিয়া স্বহস্তে শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাসাদ মধ্যে স্থাপন করিবেন। তৎপরে আমি আপনারই হস্তে শ্রীভগবানের সেবা অর্পণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব, পিতামহের উপদেশানুসারে স্থিরীকৃত শ্রীহরির নির্দ্দিষ্ট উপচার, যাত্রা, উৎসব, সমস্ত আপনি বিধি-মত সম্পাদন করিবেন। গালরাজা অপ্রত্যাশিতভাবে ইন্দ্রদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে প্রণাম করিয়া তদাজ্ঞায় নিঃসংশয় সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন প্রতিষ্ঠার সমস্ত সম্ভার সংগ্রহ করিয়া সকলে ব্রহ্মার আগমন অপেক্ষায় রহিলেন।

বাসুদেব-তত্ত্ব

আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, অমল-পুরাণ, পারমহংসী-সংহিতা, সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-ইতিহাসের সার, বাস্তব বস্তুতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রদ, কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল, মহাচিন্ত্য শ্রীমদ্ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীভগবান্ বাসুদেবাবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রৌতপন্থাবলম্বনে কিঞ্চিদ্ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া প্রাকৃত ধারণায় ভরপুর হইয়া আমরা অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অচিন্ত্য বিষয়কে চিন্ত্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানগম্য করিতে চাহি বলিয়াই হিতে বিপরীতই ঘটাইয়া ফেলি। ভয় শোক মোহাদিগ্রস্ত মনুষ্যগণের জড়দেহ-মনের চিন্তাস্রোতের মধ্যে থাকিয়া অতি মনুষ্য শ্রীভগবত্তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে ভগবানকে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যগণেরই অন্ততম ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারে? তবে একেবারে রামাশ্যামার দলে না ফেলিয়া যোগিগণের ন্যায় কতক-গুলি অলৌকিক প্রভাব বিশিষ্ট জ্ঞানে মনুষ্যের মধ্যেই একটু উচ্চাসন দেওয়া হয় মাত্র। আমাদেরই মধ্যে যাঁহারা আবার একটু জ্ঞানী বলিয়া বাহাদুরী লইতে চান, তাঁহারা আমাদিগকে জড়-চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার নামে একেবারে ভগবান্‌কেই নিষ্কৃতি দিয়া বসেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দাত্মক শ্রীভগবান্‌কে নিরাকার নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিক কিম্ভূত কিমাকার একটী বস্তু বিশেষ বলিয়া আমাদের সকল সাধনভজন চেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত পূর্ব্বক শেষে আমাদিগকেই এক একটী ভগবান্ সাজাইয়া দেন। এইরূপে জীবগণ মায়াবশ্যতাক্রমে নানা-প্রকার অনর্থ কবলিত হইয়া কি করিয়া ভগবদ্দর্শন হইতে বঞ্চিত হয় ও ভগবদ্ভক্তি-যোগে কি করিয়াই বা সেই অনর্থমুক্ত হইয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ভক্তি সমাহিত চিত্তে ভগবদ্দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে জীবের এই অসুবিধা ও দুর্ভাবনা দেখিয়া অনভিজ্ঞ জীববৃন্দের নিহেতুক মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিলেন। সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে শ্রৌতপন্থানুসরণে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ এই ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচারপর হইলেই অন্যাভি-লাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানীগণের ভক্তিশূন্য বিচার-বিভ্রাট হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তির উদয় ক্রমে শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। নতুবা অশ্রৌতপন্থায় ভাগবত-বুদ্ধি-জ্ঞানে শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রাকৃত বুদ্ধিবলে বিচার করিতে গিয়া ব্যাসচরণে অপরাধ-নিবন্ধন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভে চির বঞ্চিত হইতে হইবে। তাই মহা-জনেরা বলেন—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥

শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্য, অস্বীকারকারী দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণই গীতোক্ত বাসুদেবতত্ত্বকে দেবকী বসুদেবাত্মজরূপে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত-জন্মকর্ম্মাধীন জ্ঞানে মায়াবাদের আবাহন পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে ঘোরতর অপরাধী হইয়া পড়েন। আমরা নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক ও তাহার সংক্ষেপ বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভ্রান্তি অপনোদনের প্রয়াস পাইলাম।—

শ্রীভগবান্ নরাকারে-প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও স্থূলসূক্ষ্মভূতাত্মক জড়দেহের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই। তাঁহার মাতাপিতা, স্থান-গৃহাদি সমস্তই সাচ্চিদানন্দের সার অংশ শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। পরিণত শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বের নামই—বসুদেব। বসুদেব প্রকটীত ভগবান্‌ই—বাসুদেব। সেই বাসুদেবাবি-র্ভাবসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥
(ভাঃ ১০।২।১৬)

—'সেবকগণের ভীতিবিনাশন বিশ্বের প্রেমাস্পদ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌ও তাঁহার পূর্ণস্বরূপে অর্থাৎ পুরুষাবতারাদি অংশ ও ভগ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইলেন।'

অতঃপর শ্রীভগবান্ বসুদেব হইতে দেবকীদেহে প্রবিষ্ট হইলেন—

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥"
(ভাঃ ১০।২।১৮)

—'অনন্তর পূর্ব্বদিক যেরূপ আনন্দ-প্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ বসুদেব দ্বারা বৈধদীক্ষা-বিধানে সমর্পিত, জগন্মঙ্গল, অক্ষয় ঐশ্বর্য্যশালী, সকলমূল-স্বরূপ সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ করিলেন।

সারার্থদর্শিনী 'আত্মভূতং' শব্দের 'আত্ম-নৈবভূতং স্বয়মাবির্ভূতং ন তু যোগিবদ্ধ্যান-যত্নেন ধারণয়া মনস্যানীতং' অর্থাৎ 'দেবকী দেবী যোগিগণের ন্যায় আরোহপন্থাবলম্বনে যত্নসহকারে ধারণা দ্বারা ভগবানকে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভাব করান নাই পরন্তু ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন—এরূপ অর্থ করিয়াছেন এবং 'মনস্তো দধার বাক্যে বলিতেছেন—'মনসা দধার তেন জীববজ্জননীজঠর সম্বন্ধ ব্যাবৃত্তঃ' অর্থাৎ 'মন দ্বারা ধারণ করিলেন' বলিয়া শ্রীভগবান্ বাসুদেবের যে চিৎকণ মায়া-বশযোগ্য জীববৎ কোন জননীজঠর সম্বন্ধ নাই, তাহাই বলা হইতেছে।

অনন্তর সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন রমণীয় কাল উপস্থিত হইলে কংসাদি অসুরবিমোহনের জন্য গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে অষ্টম মাসে শ্রীভগবান্ দেবকীর গর্ভসিন্ধু মাঝে উদিত হইলেন—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ
সর্ব্বগুহাশয়ঃ।

প্রাপ্ত-পত্র

নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

বাঙ্গালা রচনা প্রতিযোগিতা

কৃষ্ণনগর যুজেনাইল এসোসিয়েসনের উদ্যোগে একটী বাঙ্গালা রচনা-প্রতি-যোগিতা হইবে। একটী স্বর্ণপাত-মণ্ডিত (*gold-plated*, এবং একটী রৌপ্যপদক যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে দেওয়া হইবে। এন্ট্রি ফি নাই। ১০ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে প্রতিযোগিগণের নাম সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। শুধু নদীয়াজেলার স্কুলের ছাত্রেরা প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে পারিবে। ১৪ই অক্টোবর কৃষ্ণনগর কলেজ কমন-রুমে (*Common-room*) প্রতিযোগিতা হইবে।

রচনা বিষয়—
শিবাজী, রাণাপ্রতাপ ও চিত্তরঞ্জন—এই তিনটী ভারতীয় বীরের যে কোন একটীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে এবং তাহা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

নানা কথা

নবদ্বীপে চুরি

বঙ্গপাড়ার ফুলতলা পাড়ায় বিন্ধ্যসুন্দরী দাসী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে ১৮।৯।২৮ তারিখে শেষরাত্রে এক চুরী হয়। আসামী সাধু বাবাজী ও পুড়ানপাড়ার যদুয়া কুড়মি গ্রেপ্তার হয়, ফলে যদুয়া কুড়মি চোরাইমাল কতক অংশ বাহির করিয়া দেয় এবং কৃষ্ণনগর ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট ঐ সাধুবাবাজী মাল চুরী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। আসামীদ্বয় হাজতে আছে। মোকদ্দমা চলিতেছে।

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী করদাতৃগণের ভোট

গত ১৭ই আশ্বিন বুধবার নবদ্বীপ ২নং ও ৩নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থলে রামসীতা পাড়ায় জনসাধারণের একটী সভা হয়। উহাতে বক্তা শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা দেন।

এই নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটী ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আয় মাত্র ১১০০০৲ টাকা ছিল। বর্ত্তমানে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৬৯০০০৲ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে, এই অনুপাতে নবদ্বীপের রাস্তাঘাট কতদূর উন্নত হওয়া কর্ত্তব্য? কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটী দল সৃষ্টি হওয়ায় মিউনিসিপ্যালেটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার চেষ্টা হইতেছে। অতএব আমাদের সানুনয় নিবেদন যে পুরাতন দুই দলকে বর্জ্জন করিয়া, যাহারা নূতন নির্ব্বাচিত হইতে ইচ্ছা করেন এইরূপ কোন কমিশনারগণকে ভোট দিয়া উৎসাহিত করিলে আমরা বিশেষ কৃতার্থ হইব। ইতি

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালেটীর করদাতৃগণ।

নদীয়া সেবক-সঙ্ঘ

পঞ্চম বার্ষিক ১ ও ২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর তারিখে নদীয়া সেবক-সঙ্ঘের ১১ ও ২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এগার মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় একজন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক এবং দুই মাইল প্রতিযোগিতায় একজন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১লা অক্টোবর সন্ধ্যাকালে সকল প্রতিযোগিগণকে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা

গত বুধবার হাওড়া সেতু মুখ হইতে ২ খানি ট্যাক্সী পরস্পরকে অতিক্রম করিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, ফলে একখানি ট্যাক্সী সেতুর উপরিস্থিত আলোকস্তম্ভে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং চালক জখম হয়। চালককে হাওড়া হাসপাতালে পাঠান হয়, তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গয়ায় বিধবা-বিবাহ

গয়ার ৩রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গয়া আর্য্য সমাজ ফুলমতি কোমার নাম্নী এক হিন্দু-বিধবার সহিত সাসারামের বাবুরাম সিংহের বিবাহ দিয়াছে। ফুলমতি ভূমিহার ব্রাহ্মণ-সমাজের কন্যা। তাহাকে তাহার আত্মীয়স্বজন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

আড়াই মণ চরসসহ নকল ক্যাপ্টেন ধৃত

লাহোর, ৩রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনে হানা দিয়া পুলিশ ১ খানা প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে ৩ জন লোককে ২॥০ আড়াই মণ চরসসহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন আসামীকে দেখিতে ঠিক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মত ছিল ও তাহার পোষাকে আই, এম, এস, ব্যাজ লাগান ছিল, জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, সে একজন ক্যাপটেন। পরে জানা যায় তাহার নাম আবদুল্লা।

দুর্ভিক্ষে সরকারী সাহায্য

সরকার বাংলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে নিম্নলিখিত তিন প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন।

১। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদিগকে মজুরী দিয়া সাহায্য করিবার নিমিত্ত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, মালদহ, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলার রাস্তা মেরামত, কূপ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি পল্লীসংস্কার কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য নদীয়ায় ২৩শে মে ৫০৩ জন এবং ৩০শে মে ৬৬ জন মজুর নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পর নদীয়ায় কার্য্য বন্ধ হয়, কিন্তু উপরিউক্ত অন্যান্য কয়েকটী জিলায় ১১ই জুলাই পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছিল।

২। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে জমির উন্নতির নিমিত্ত মোট ১,৬৩,২০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে নদীয়া-জেলায় মোট ৭০০০৲ টাকা ঋণ পাইয়াছে।

৩। কৃষি-ঋণ। সর্ব্বসমেত ১০,৬১,০০১৲ টাকা সরকারী ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে নদীয়া জেলাতে মোট ৬০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

৪। সাহায্য কার্য্যের জন্য দান। নদীয়াতে সাহায্য মূলক মৈত্রামতী কার্য্যের জন্য ৬,০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে, জেলা-বোর্ড ১৫,০০০৲ টাকা দিয়াছেন।

সরকার দাতব্যবাবদ মোট ৪০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু এই বাবদে নদীয়া ও বর্দ্ধমানে কোন ব্যয় হয় নাই।

গয়ায় তুলসীদাস প্রচার

গয়ার ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নূতন হরিকীর্ত্তন সমাজের উদ্যোগে তুলসীদাসের গ্রন্থ পড়াইবার জন্য খুব আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সনাতন-ধর্ম্ম সভার হলে প্রতি শনিবারে সভা হইতেছে। গয়ার মুন্সেফ বাবু পরমেশ্বরী দয়ালের চেষ্টাতেই তাহা হইতেছে। তিনি তুলসীদাসের বিশেষ ভক্ত। শ্রীযুত ইন্দ্রদেব নারায়ণ গয়ায় যাইয়া তুলসীদাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি দারভাঙ্গার তুলসী সাহিত্য অফিসের সম্পাদক।

বানরের উপদ্রব

আমেদাবাদ, সবরমতি আশ্রমে বানরের উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই উপদ্রব বন্ধ করিবার কোন কার্য্যকরী উপায় আছে কি না তাহা জানিতে চাহিয়া মহাত্মা গান্ধী অগুকার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন:— "বানরের উপদ্রব অতি কদর্য্য ভাব ধারণ করিয়াছে, অবিলম্বে প্রতীকার আবশ্যক। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন অহিংস- প্রতীকারোপায় বাহির করিতে পারি নাই।"

ব্যবসায়ীর ক্ষতি

আংটি ও অলঙ্কার অপহৃত

বালিগঞ্জের এক জন পশ্চিমা ব্যবসায়ী পুলিসকে এই সংবাদ দেয় যে, তাহার একটি মূল্যবান রত্নখচিত অঙ্গুরীয় চুরী গিয়াছে। প্রতিবাদী কোন কার্য্যবশতঃ ঘরের বাহিরে যায়। বাড়ীতে আসিয়া দেখে যে, তাহার হাতব্যাগ নাই। সেই ব্যাগে অঙ্গুরীয় ও অন্যান্য গহনা ছিল। স্থানীয় পুলিস এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

সমবায় বিভাগের ঋণ-দান

সমবায় বিভাগের অধীনে সেণ্ট্রাল-ব্যাঙ্ক সমূহ হইতে নদীয়ার মোট ৩,৫৫,০১৪২৲ টাকা ঋণ দান করা হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া ধর্ম্মঘট সমস্যা

মেলবোর্ণে ২রা অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিভিন্ন শ্রমিক সমিতির সদস্য লইয়া একটি কনফারেন্স বসিয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ডকের কুলীরা যাহাতে লাইসেন্স লইয়া কাজে যোগদান করে এবং পরে হাইকোর্টের সাহায্যে নূতন আইনের বিষয় মীমাংসার চেষ্টা করে তাহার পরামর্শ দিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। আলোচনার পর উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

ধর্ম্মঘট যাহাতে সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করে তজ্জন্য আর একটী প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল। তাহা বিবেচনার জন্য সাব কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কাজে যোগদান করা উচিত নহে' লাইসেন্স লওয়া উচিত নহে এবং অগোণে জোর পিকেটিংএর বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

যুবকের অদ্ভুত কীর্ত্তি

গ্রামোফোন চুরীর অভিযোগ

সুরেন্দ্র সিং নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে কলিকাতার পথে রেলওয়ে পুলিস ঈশ্বরদিতে গ্রেপ্তার করিয়া পাবনায় চালান করিয়াছে। সুরেন্দ্র যখন কলিকাতায় যাইতেছিল, তখন তাহার বিছানার ভিতর এক গ্রামোফোন লুক্কায়িত দেখিয়া উহা চোরাই মাল বলিয়া মোটর ড্রাইভারের সন্দেহ হয় ও সে পুলিশে খবর দেয়, পুলিশ সুরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিল। মোটর ড্রাইভার ঐ গ্রামোফোনটী কোন বিশেষ দোকান হইতে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চুরি হইয়াছে বলিয়া চিনিতে পারে। সুরেন্দ্রের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, যথা ছুরি, খাড়া, গামলা, টোটা বাইসাইকেল, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছবি নানা প্রকার ঘরে সিঁদ দিবার ও ঘর ভাঙ্গিবার যন্ত্র ইত্যাদি। ইহার কতকগুলি জিনিষ চোরাই-মাল বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে।

দিল্লিতে ধাঙড় চাঞ্চল্য

দিল্লী ধাঙড়দের বড় পঞ্চায়েৎ গত ২রা অক্টোবর রাত্রিতে স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্ত ধাঙড়দের একটী সভা আহ্বান করিয়া মিউনিসিপ্যালেটী তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যে উদাসীনতা দেখাইতেছেন, তাহার প্রতিকারার্থ হরতাল করা হইবে কিনা, তাহা আলোচনা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে এবং পার্ব্বতকে যে সকল মাস পুণ্যমাস বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই সকল মাসে গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ একত্র হইয়া সাধারণের নিকট চাঁদা করিয়া অহোরাত্র চব্বিশ প্রহর নবরাত্র নগরকীর্ত্তন প্রভৃতি উপলক্ষে নামযজ্ঞের আবাহন করেন। ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়া সংকোচী অসদাচারী জাতি-বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক এই যজ্ঞ সম্পাদন হয়। এই প্রথা আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ভাড়াটিয়া প্রসিদ্ধ রসকীর্ত্তনীয়ার রসগান শ্রবণ করিয়া অনেকে দশায় পড়েন, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল আচরণই শুদ্ধ বৈষ্ণবের আচরণ বলিয়া জনসমাজে প্রচলিত ছিল, স্মার্ত্ত সমাজ চিরকালই বৈষ্ণবাপেক্ষা নিজদিগের শ্রেষ্ঠ সম্মান বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন, কুলগুরুগণ শিষ্যদিগকে পীড়ন করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক অনায়াসে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতেন। শৌক্র ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মমদে গর্ব্বিত হইয়া ব্রাহ্মণাভিমানে বৈষ্ণবদিগকে ঘৃণা করিতেন। জগতে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের আদর ছিল না, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস রচিত হইবার বহুদিন পরে রচিত স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অবৈষ্ণবগণ স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রাধান্য বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রঘুনন্দনের স্মৃতি জনসমাজে এতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তদনুগত সমাজ বৈষ্ণবের গুরুত্ব উপলব্ধির কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণব-নাম শ্রবণ করিয়াও নাক সিটকাইতেন। বিদ্ধভক্তি, শুদ্ধাভক্তি, নাম, ও নামাভাস নামাপরাধ এসকল কথা মোটেই লোকের জানা ছিল না, এমন কি সমাজে যাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও এসকল কথার সংবাদ রাখিতেন না, কেবল সুর তান মুখে নগরকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে বা দশায় পড়িতে পারিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায়, এইমাত্র তাঁহারা জানিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেকেই নিজদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দিলেও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] একবারেই অবগত ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মহামন্ত্র ও কৃত্রিম [illegible] আড়ম্বর [illegible] করিল, ইহা [illegible] হইল। [illegible]

এইরূপ আরো আছে দুই সম্প্রদায়।

"অবতার রূপ দুই হইবে আমার"—এই বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্য গৌড়ভূমি সজ্জন-তোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ নামে শব্দব্রহ্মরূপে পুনঃ প্রকটিত হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শব্দব্রহ্মের কৃপায় জীবের অজ্ঞানান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, লোকে এখন শুদ্ধভক্তির কথা বুঝিতে পারিতেছেন, বিদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহাও তাঁহাদের বেশ উপলব্ধি হইতেছে, আসলে নকলের ভেদ এখন সকলেই জানিয়াছেন। নিরপেক্ষ নিষ্কপট ব্যক্তি মাত্রেই ধর্ম্মতত্ত্ব, নামতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ ভজন মার্গে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কতকগুলি লোক নিজদিগের বিশেষ স্বার্থের হানি হইতেছে বলিয়া শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন। তাঁহারা ঈর্ষামূলে শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে ছদ্ম বিপ্রের ন্যায় অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুদ্ধ ভক্তদিগের অনুকরণে তাঁহারা মঠাদি নির্ম্মাণ, হরিকথা প্রচার করিতেছেন। মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রও দুইচারিটী প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে; কিন্তু হইলে কি হয় আজকাল লোক আর কথায় ভুলে না, লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের কৃপায় তাঁহারা আসল নকল বুঝিতে পারিয়াছেন, আজকাল লোক বাস্তব সত্যের আদর করিতে শিখিয়াছে। আমরা ঐ সকল প্রতীপজনের বুদ্ধি ভাল হইবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

অনেকেই হরিনাম ত্যাগী ও সদাচার-সম্পন্ন হইয়া হরিনাম গ্রহণ করিয়া জনসমাজে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ হওয়ায় নাম-প্রেম লাভ করিতে পারিতেছেন না। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসপূর্ণ রঙ্গ নাম কীর্ত্তন বা নামাপরাধ কীর্ত্তন কখনই গৌরসুন্দরের অভিপ্রেত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন।" অধিকাংশ নাম-সংকীর্ত্তন-কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতে গিয়া 'নিরপরাধ' কথাটি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাহার ফলে তাঁহারা অনেক নাম সংকীর্ত্তন করিতে গিয়া পারিয়া [illegible] কীর্ত্তন [illegible] [illegible]

লোকে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া গোপনে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দেন। কৃত্রিম সাধকের মুখে শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সদ্গুরুর চরণে কায়-মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিলে গুরু-কৃপায় জীবের শুদ্ধজিহ্বায় শুদ্ধকৃষ্ণনাম উদিত হন।

নাম সংকীর্ত্তন করিতে হইলে আমাদিগকে রূপানুগ হইতে হইবে। শ্রীরূপ-কথিত—সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ—এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সেবোন্মুখ চিত্তেই কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনাম উদিত হইয়া ভক্তের জিহ্বায় শব্দব্রহ্মরূপে নৃত্য করিতে থাকেন। ভোগপর জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হন না। বিল্বমঙ্গল মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণের ঐতিহ্য পাঠে আমরা জানিতে পারি, তিনি চিন্তামণি নামে এক বেশ্যাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন সময় তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় দিবসে চিন্তামণি সন্নিধানে যাইতে পারেন নাই। রাত্রিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণবেণা নদী সাঁতার দিয়া পার হইয়া চিন্তামণির আলয়ে উপস্থিত হন। ভগবৎকৃপায় তৎকালে তাঁহার বিবেকের উদয় হয়, তিনি চিন্তামণিকে ভোগ্যরূপে দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে—সেবা গুরুরূপে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ভোগময় নেত্র নিমীলিত হইল। তিনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ইদং অর্থাৎ ইহা আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য বস্তু বলিবার পরিবর্ত্তে 'ঈশাবাস্য'রূপে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইল। তাঁহার জিহ্বায় স্বয়ংভগবান্ নামরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইনিই পরবর্ত্তী কালে লীলাশুক বিল্বমঙ্গল নামে পরিচিত হইয়া ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আমাদের যেদিন বিল্বমঙ্গলের ন্যায় স্ত্রীপুত্রাদিতে ভোগ-বুদ্ধি দূরীভূত হইবে, সমগ্র জগৎ যেদিন আমাদের নিকট ভোগ্যরূপে প্রতিভাত না হইয়া সেব্যরূপে প্রতিভাত হইবে, সেই দিন আমাদের অনর্থ দূর হইবে, সেই দিন আমরা শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন করিবার অধিকারী হইব। শ্রীনাম বেদবৃক্ষের প্রপক্ব ফল, যাহা না উঠিলে ফল পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ে অনর্থ নিবৃত্তির যত্ন করিতে হইবে।

অনেকেই নিরপরাধ-বিরুদ্ধ রসাভাসপূর্ণ নাম-কীর্ত্তন করেন এবং সেই প্রকার কীর্ত্তন করে তাঁহাদের অশ্রু, কম্প, পুলকাদিও দৃষ্ট হয়। [illegible] এই [illegible] তাঁহাদের

নামাক্ষর বা ছড়া শুদ্ধনাম বা গৌরবিহিত কীর্ত্তন না হইবে, তাহা হইলে উক্ত নাম কীর্ত্তনে তাহাদের প্রেম দেখা যায় কেন? ইহার উত্তর—বাহ্য বিকারগুলি প্রেমের চিহ্ন নহে। কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক আকৃষ্টি বা টানই শুদ্ধ প্রেম, সেই প্রেমের প্রথমাবস্থার নাম রতি। রতির উদয়ে কৃষ্ণ-ভজন চেষ্টা ব্যতীত আর কোন কৃত্য থাকে না। যাহার কৃষ্ণের প্রতি রতি উদয় হইয়াছে, তাহার বাহ্যে এই আটটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়—(১) ক্ষান্তি ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও চিত্তক্ষুব্ধ না হওয়া—যেমন শ্রীরাম পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগ হইয়াছে তথাপি তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইতে পারে নাই, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই ভগবান্ গৌরহরির কীর্ত্তন-সুখ বিধানের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। মহারাজ পরীক্ষিতের সাত দিন মধ্যে তক্ষক-দংশনে প্রাণান্ত হইবে জানিয়াও তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া হরিকথা শ্রবণে চিত্ত সন্নিবেশ করিলেন। (২) অব্যর্থকালত্ব—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য প্রসঙ্গে ব্যয়িত না করা। আমরা অনেককে মনে করি হরিভজন যেরূপ একটি কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, বিষয় চেষ্টা বা সাংসারিক কার্য্যও তদ্রূপ, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন হরিসেবা ব্যতীত জীবের অন্য কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না, কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয়, তাহা হরিসেবার উদ্দেশে হইলেই শুদ্ধ হরিভজন হয়। শুদ্ধ ভক্তগণ সংসারে থাকিয়াও কিরূপে তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন, তাহা অন্যের অগম্য। (৩) বিরক্তি—বিষয়সুখে অপ্রবৃত্তি, বৈষ্ণবগণের বৈরাগ্য অহৈতুক, উহা জ্ঞানীর ফল্গু বৈরাগ্যের অন্তর্গত নহে। বিরক্ত বৈষ্ণব যে কোন স্থানেই থাকুন না কেন, তাহার বাহ্য ব্যবহার—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

(৪) মানশূন্যতা—দুর্ল্লভদেহে অভিমানশূন্য হইয়া কৃষ্ণদাসাভিমানে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা।

(৫) আশাবন্ধ—দুদিন কৃষ্ণভজন করিয়াই যখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম ত' পাওয়া গেল না, তখন ব্যস্ত হইয়া পড়ায় ভজনাঙ্গের শৈথিল্য হইয়া পড়ে, কিন্তু কৃষ্ণকৃপায় "কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন"—এই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিত্যকাল উৎসাহ-বিশিষ্ট হইয়া হরিভজন করিতে থাকেন। কোন কালেই আহার ভজন-শৈথিল্যের উদয় হয় না। (৬) সমুৎকণ্ঠা—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা। (৭) নামগানে সদারুচি—কৃষ্ণ [illegible]

সর্ব্বদা রুচিবিশিষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদা ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকেন।—(৮) ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি—ভগবান যে স্থানে অবস্থান করেন, সেইস্থানে বাস করিতে আনন্দ বোধ করেন। ভগবান্ কোথায় অবস্থান করেন? ভগবান্ সর্ব্বত্র অবস্থান করিলেও ভক্তের হৃদয়ই ভগবানের অবস্থান-যোগ্য স্থান, স্বয়ং ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

—আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগীর হৃদয়ে অবস্থান করি না, যে স্থলে আমার ভক্তগণ নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, তথায় আমি অবস্থান করি। ভক্তসঙ্গে বাসই প্রকৃত ভগবদ্ বসতিস্থলে প্রীতি বা বৃন্দাবনবাস।

এই আটটি লক্ষণ যাহাতে দৃষ্ট হয়, তিনি প্রেমলাভের যোগ্য হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। আবার কপটতা পূর্ব্বক ঐ গুলির কৃত্রিমভাবে অনুষ্ঠানও শুদ্ধরতি মধ্যে পরিগণিত হয় না। অনেকেই শিষ্য সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশে ঐ গুলির কৃত্রিমভাবে অভ্যাস করেন। শুদ্ধরতির পরিপক্কাবস্থারই প্রেম। যাঁহার উক্ত লক্ষণগুলি অকৃত্রিমভাবে লক্ষিত হইবে। তাঁহার যদি অশ্রু পুলকাদি দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলেও তিনি শুদ্ধভক্ত। সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বাহ্য অশ্রুপুলক কপটতা ও হৃদয়-কাঠিন্যের চিহ্ন। বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি, ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ—এই সকল মহাজন-বাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বাহ্য দৃষ্টিতে বৈষ্ণব চিনা যায় না।

শিষ্য-সংগ্রহ

গুরুগিরিতে ব্যবসায় বুদ্ধি

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বর্ত্তমান কাল কলি, বিবাদের যুগে অর্থাগম ও সম্পত্তি সংগ্রহের নিমিত্ত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া জগতে কৃষি, বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। জাগতিক-বিচারে খুবই প্রশংসনীয় বটে! কিন্তু পরমার্থের দোহাই দিয়া গুরুগিরিয়া পুত্র পরিজন ভরণ পোষণার্থে অর্থ ও সম্পত্তি সংগ্রহের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন তো জগতের পক্ষে কল্যাণপ্রদ নহে।

আজকাল জগতে "গুরুত্যাগ" একটা কথা চলিতেছে। গুরু কখনও ত্যাগের বস্তু নহেন। বেদবেদান্তে যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, সেই প্রকার শিষ্য গুরুতেও নিত্যকালের অবিচ্ছিন্ন নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। যিনি নিত্য কালই সর্ব্ব-জীব-বান্ধব, কৃষ্ণৈক-সম্বন্ধ-প্রদাতা, যাঁহা অন্যে সম্ভবে না, এমন যে অদ্বিতীয় লঘুগর্ব্ব-বিবর্জ্জিত বস্তু, তিনিই গুরু বস্তু। যিনি গুরু তিনি গুরুই, আমি মানি বা না মানি তাহাতে তাঁহার গুরুত্বের হানি বা বৃদ্ধি নাই। আমি মানুষ স্বতন্ত্রজীব, দুর্ভাগ্য-বিতাড়িত হইয়া নাও মানিতে পারি। আমার মানা বা অমানার উপরে গুরুদেবের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে। গুরুদেবাভিন্ন বস্তু মন্ত্ররূপে কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইয়া যে হৃদয়-ক্ষেত্রে সিংহাসন পাতিয়া নিত্যকালের সম্রাট হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে তাড়ায় কে? আমি তাঁহাকে কৃপা করিয়া নূতন করিয়া আরাধনা দ্বারা গুরুত্বে বরণ করিব, এরূপ কোন কথা আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে নাই। তাহা দেহদ্রবিণাসক্ত জড়ধর্ম্মীদের কথা হইতে পারে, যে ওমুক পরিবারের গোসাইরা খুব নামজাদা ক্ষমতাপন্ন। আমার পূর্ব্ব পুরুষ যে পরিবারের শিষ্যই হউন আমি ঐ নামজাদা গোসাই প্রভুর নিকটে মন্ত্র লই, শেষ যাহা হয় দেখা যাইবে। গুরুশিষ্য নির্ব্বাচন প্রণালী এই প্রকারের হইয়া যে একটা মহা বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

যিনি বাস্তব গুরু তাঁহারই সম্রাট হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে। তদন্যথায় গুরুব্রুব বা লঘু ব্যক্তিগণ গুরুর বেশ ধারণ করিয়া মন্ত্র দেওয়ার অভিনয় করিলেও শিষ্যের চিত্তরাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং তথাকথিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধ গ্রহণই হয় নাই আবার ত্যাগ কি? একটা চোখ রাঙ্গানি কথা মাত্র। যাঁহারা নিজেই মন্ত্রলাভ করেন নাই অর্থাৎ মনোধর্ম্ম হইতে ছুটি পান নাই, তাঁহারা আবার অপরকে কি দিবেন? যে জিনিষটাকে উঁহারা মন্ত্র বলিয়া মানুষের কান ফুকাইতে সমর্থ হন, সেই বস্তুটীর উপর শব্দব্রহ্ম বুদ্ধির বদলে শব্দসামান্য অর্থাৎ মা, কুড়ুল, কলিকাতা, লণ্ডন, রাম, হরি, বগ, সরলা প্রভৃতি প্রাকৃত জড় বস্তুর নামের ন্যায় একটা বিশেষ শব্দ, ভূতাকাশ হইতে উৎপত্তি ভূতাকাশেই লয়, এরূপ বুদ্ধির উদয় হওয়ায় মন্ত্রদাতা গ্রহীতা—উভয়ই প্রাকৃত ভক্ত।

গুরুত্যাগ মহাপাপ বলিয়া যাঁহারা ফতোয়া জারি করেন, তাঁহারাই আবার "মারড় মারিলে গোকড় হয়" ন্যায়ে অপরের শিষ্য সম্পত্তি লইয়া টানা টানি করিতে পাপ বোধ করেন না। নিজের শিষ্য অন্যত্র গেলে শিষ্যের মহা পাপ উপস্থিত হয়; কিন্তু যাঁহারা সেই পাপের কারণ মন্ত্রদাতা গুরু, তাঁহাদের পাপ নাই, থাকিলেও আমি যদি অন্যের শিষ্যকে মন্ত্র দেই তবে গুরু-পাপ অন্যকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হন। বাঃ কি মজার যুক্তির বিচার! যাত্রার দলের "দুই বন্ধুর" প্রহসনের কথা মনে পড়িয়া গেল। ভোলা ও ময়রুদ্দর দুইজনে বন্ধু। গল্পচ্ছলে একদিন নাপিত ভায়া ভাইয়া বন্ধু ভোলা মহাশয়কে বলিতেছেন, দেখুন বন্ধু, আমার বাড়ী আপনি যাইবেন, আপনার বাড়ী আমি আসিব, এই জন্যই না বন্ধুত্ব? আপনার মা, আমার মা, আপনার ভগ্নী, আমার ভগ্নী আপনার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতা আপনার ভ্রাতা, আপনার পত্নী, পুত্র, কন্যা, আমার পত্নী, পুত্র, কন্যা; আর আমার পত্নী, পুত্র, কন্যা—উ—হুঁ। গুরুত্যাগের ফতোয়াটাও ঠিক এই রকম ধরণের নয় কি? আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকলের শিষ্যকে কুলগুরু ত্যাগের সহায্য করিয়া কুলগুরু সাজিব কিন্তু আমার শিষ্য অপরের নিকট গেলেই পাপ। যাঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্র ধাম প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন, তীর্থ গুরু পাণ্ডামহাশয়দিগের কি প্রকার দৌরাত্ম্য ও জবরদস্তের হুমকি? তবে কি আমরা গোটা জগতের লোক সকলেই ঐ ভোলানীতি অবলম্বন করিয়া ধূর্ত্ত বুদ্ধি সম্পন্ন পণের নীতি অনুসরণ করিতে থাকিব? না একটু বিচারপরায়ণ হইয়া বাস্তব গুরু অনুসন্ধান করিব? এই যে গ্রামে গ্রামে কৌলিক প্রথার দোহাই দিয়া কুলগুরু মহাশয়গণ অবাধ গতিতে বিচরণ করিতেছেন ও নূতন নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিতেছেন, এটা কি আমাদের ধারণা করিবার অক্ষমতা হইবে না? ইহারা যে শুধু আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইয়া বেশ ইন্দ্রিয় তর্পণ করিতেছেন, তাহা কি এখনও আমরা বুঝিব না? নিশ্চয়ই বুঝিব আমরাও মানুষ।

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, সামাজিক একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রহিয়াছে—বংশানুক্রমে যিনি গুরু তিনি এবং তাঁহার অধস্তনগণ গুরুগিরি করিবেন। বেশ! সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানানুসারে যদি পূর্ব্বাপর সদাচার ঠিক রাখিয়া এক ভাবে চলিতে থাকে জগতের একটা শৃঙ্খলা আংশিক রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু পারমার্থিক ইহাতে নাই একথাটা সত্য। আর উহাই বা ঠিক কোথায়? এখন দেখিতেছি, যাঁহাদের চৌদ্দ পুরুষ তোলা কাটিয়া চাল কলার তোল্য বহন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদের অধস্তনগণ একটি দুইটি অনুস্বার বিসর্গ শিখিয়া আর আর শিখুন না শিখুন ...দের শিষ্য ... কথক পাঠকের ন্যায় পরিয়ার অর্থাৎ দশরথের বাবার নাম এগার রথ, তার বাবার নাম বার রথ তৎপর তের, চৌদ্দ পনর রথ প্রভৃতি, রথং, রথং, রথং ... করিয়াই ভাগবত-পাঠক গোস্বামী, আর অন্যের শিষ্য কাড়িয়া আনিলে শুধুই গোস্বামী। তাই এখন প্রায় শিষ্য লইয়া কাড়া কাড়ি মারা মারি এমন কি এক নম্বর মামলা মোকদ্দমাও হয়।

ছোটবেলায় প্রাইমারী শ্রেণীতে একটা ঐতিহাসিক গল্প পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাও দেখি কাজে লাগিল। পূর্ব্ব বঙ্গে আসাম অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সাংসারিক অবস্থা, তাৎকালিক অর্থাৎ ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রায়ই ভাল ছিল। প্রতিবেশীর কোন একটী বিধবা রমণী, একমাত্র শিশু পুত্র সহ ঐ ব্রাহ্মণের আশ্রিতা হন। বিধবাটী সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন আর শিশু পুত্রটী ব্রাহ্মণেরই গরু রাখালি করে। পাড়া প্রতিবেশীরা গরু বাছুরে ফসল নষ্ট করে বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট প্রত্যহই অভিযোগ উপস্থিত করেন। ব্রাহ্মণটী ভাবিলেন আমার রাখাল থাকা সত্ত্বেও গরুতে ফসল নষ্ট করে ইহা কি প্রকার কথা? এই ভাবিয়া একদা চুপে চুপে সেই গোচারণ মাঠে যাইয়া ব্রাহ্মণ স্বচক্ষে দেখিলেন যে ঐ বিধবার পুত্র রাখাল বালকটী বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছে, আর পত্রের ফাঁক দিয়া বালকের মুখে সূর্য্যালোক পতিত হওয়ায়, একটী বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া সেই রাখাল বালকটীকে ছায়া দিতেছে। ব্রাহ্মণ ইহা দেখিয়া সামুদ্রিক বিধানাবলম্বনে বালকের হস্তপদতল পরীক্ষা করিলেন। তাহাতে জানিতে পারিলেন এই বালক ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রাজা হইবে। অতঃপর কিছু দিনাতে ব্রাহ্মণ কোন সময় কৌশলে সেই রাখাল বালককে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করাইলেন, তুমি যদি কোন দিন রাজা হও তবে আমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে কি না? বালক তাহাই স্বীকার করিলেন এবং পরিণামে বালক রাজা হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। সেই রাজবংশ ও সেই গুরুবংশ অদ্যাপি উত্তর বঙ্গে বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল, রাজগুরু হইলেন। এরূপ শিষ্যের মত একটা জুটাইতে পারিলেই দুঃখ থাকে না ভাবের ভোগিকুলের ধারণা। আজকাল দেখিতেছি ঐপ্রকার চেষ্টা, শিষ্য লইয়া কাড়াকাড়ি একটা নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ হুমকি দিয়া ফতোয়া জারি করিতেছে যে গুরুত্যাগ মহাপাপ। ... শিষ্য ...

শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আসাম অভিযান

পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ৭ই অক্টোবর শিলং মেলে আসাম প্রদেশে প্রচারকল্পে গমন করিয়াছেন। তথাকার প্রচার-প্রসঙ্গ পরে প্রকাশিত হইবে।

প্রাপ্ত পত্র

নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

মহাশয়,

আপনাদের পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

বাঙ্গালা রচনা প্রতিযোগিতা

কৃষ্ণনগর য়ুনাইটেড এসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটী বাঙ্গলা রচনা-প্রতিযোগিতা হইবে। একটী স্বর্ণপাত-মণ্ডিত (*gold-plated*, এবং একটী রৌপ্যপদক যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিযোগীকে দেওয়া হইবে। এন্ট্রি ফি নাই। ১০ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে প্রতিযোগিগণের নাম সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। শুধু নদীয়াজেলার স্কুলের ছাত্রেরা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবে। ১৪ই অক্টোবর কৃষ্ণনগর কলেজ কমন-রুমে (*Common-room*) প্রতিযোগিতা হইবে।

রচনা বিষয়—

শিবাজী, রাণাপ্রতাপ ও চিত্তরঞ্জন—এই তিনটী ভারতীয় বীরের যে কোন একটীর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে এবং তাহা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইবে।

* বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
সেক্রেটারী
কৃষ্ণনগর য়ুনাইটেড এসোসিয়েশন।

নানা কথা

নবদ্বীপসহরে আবার চুরি

গত ২৮।৯।২৮ তারিখ রাত্রে নবদ্বীপ-টাউন নিবাসী রাধারমণ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এক চুরি হয়। ঐ চুরিতে উক্ত বাটীর [illegible] পাড়ার [illegible] ভট্টাচার্য্য [illegible] পুলিশের নিকট [illegible] বাহির করিয়াছেন। উক্ত আসামী [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] মোকদ্দমা চলিতেছে। আসামী [illegible]

পুত্রের প্রতিহিংসা।

অমৃতবাজারের ১৮ বৎসর বয়স্ক সাহা আলম মিয়া নামে এক যুবক একদিন সকালে দেখিতে পায় যে, তাহার মাতা বাড়ীতে নাই। খুঁজিয়া কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছিল না।

তারপর একদিন সাহা আলম তাহার খুড়াকে সঙ্গে লইয়া তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, তাহার মাতা কুলদীতে আছে। এই খুড়ার বয়সও ১৮-বৎসর। উহারা দুইজনে জানিতে পারে, আলমের মাতা কুলদীতে অবর আলীকে বিবাহ করিয়া তাহার বাড়ীতে বাস করিতেছে। এই অবর আলী সাহা আলমের বাড়ীতেই একদিন চাকর ছিল।

দুইজনে তাহারা অবর আলীর বাড়ীর পার্শ্বে একটা ঝোপে লুকাইয়া থাকে। অবর আলী যেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসে অমনি উহারা দুইজনে অবরকে দা দ্বারা আঘাত করিয়া খুন করিয়া ফেলে। গত মঙ্গলবারে এই খুন হইয়া গিয়াছে।

ঘাতক দুইজনই পলাতক হইয়াছে। পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

অদ্ভুত গণিত-বিদ্যা

শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র বসু আশ্চর্য্যরূপ অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রতি পংক্তিতে ৬০টি সংখ্যা করিয়া ৬০ পংক্তির যোগ, ৬০টি সংখ্যার বিয়োগ, গুণ ও ভাগ, বর্গমূল, ঘনমূল মনে মনে, সত্বর ও নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন, তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া তথাকার লোক চমকিত হইয়াছে। তাঁহার এই শক্তি অনেক অধ্যাপক পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি অঙ্ক কষিবার যন্ত্র অপেক্ষাও দ্রুত নির্ভুল হিসাব করিতে পারেন। অত্যন্ত গোলমালেও তাঁহার অঙ্ক কষিতে ভুল হয় না। তিনি ইংলণ্ড হইতে অন্যান্য দেশে যাইবেন, ইতোমধ্যেই তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া অন্যান্য দেশের সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে অহিফেন আবিষ্কার

"প্রেসিডেন্ট হেরিসন" নামক জাহাজ কলিকাতায় আসিয়াছে। এই জাহাজ হইতে প্রচুর অহিফেন আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের এজেন্ট বলেন যে ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও স্থান হইতে এত অধিক অহিফেন আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রায় ৩০ পুটুলী অহিফেন পাওয়া গিয়াছে। মূল্য কম পক্ষে ৩০০০০০ টাকা হইবে।

তীর্থযাত্রীর সুবিধা

ই, আই, রেল কোম্পানী দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর তীর্থ-ভ্রমণের জন্য এক বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী ১লা নভেম্বর রাত্রে হাবড়া হইতে একখানি গাড়ী রওনা হইবে, এই গাড়ীখানি গয়া, কাশী, লক্ষ্ণৌ, ডেরাডুন, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, ফতেপুর, সিক্রী এবং আগ্রা হইয়া পুনরায় ১১ই নভেম্বর সকালে হাবড়া পৌঁছিবে। এই ভ্রমণের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে এক শত টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতেই গাড়ী-ভাড়া, খাওয়া প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। যাত্রিগণ পূর্ব্বে জানাইলে, রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের জন্য আবশ্যক মতে পথে অন্য যানেরও ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যেক যাত্রী সঙ্গে রেলের নিয়মমত মাল ও সাইকেল সঙ্গে লইতে পারিবেন। তাহার জন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হইবে না।

দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ

বালুরঘাট পারশা থানায় ৬নং ইউনিয়নের জনৈক অধিবাসী তিন দিন অনাহারে কাটাইবার পর মারা গিয়াছে। অন্য একটী লোক দুইদিন অনাহারের পরও নিজের এবং পরিবারের অন্ন-সংস্থান করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দুই একদিন উপবাসীর সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। দুর্ভিক্ষের চিহ্ন তথায় পুনরায় ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। এখন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, বহুকাল বৃষ্টির অভাবে যে সামান্য ধান গাছ হইয়াছিল, তাহাও জলিয়া গিয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষের ছায়া আরও ভীষণ হইয়া উঠিবে।

নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণনাশ

এলাহাবাদ হাইকোর্ট কাণপুর জেলার মঙ্গলী সিং নামক এক ব্যক্তির আপিল খারিজ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার ফাঁসির সাজা বাহাল রাখিলেন। প্রকাশ যে, প্রসাদী সিংয়ের পিতার একটি রক্ষিতা স্ত্রী ছিল। সেই স্ত্রীলোকটি মঙ্গলী সিং ও প্রসাদী সিং উভয়েরই সহিত সম্বন্ধ রাখিত। মঙ্গলী সিংএর ইহা ভাল লাগিল না, সুতরাং সে একদিন তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় একটা অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিল। এই মৃত্যুর সম্বন্ধ তদন্ত হইবার পর, মঙ্গলী সিংএর গায়ে রক্তের দাগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেসন জজ উহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

—বাঙ্গলার কথা

বোম্বাই সহরে ম্যালেরিয়া

বোম্বাই সহরে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট মেজর ক্যাণ্ডেলকে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। তিনি ১৯১১ সালে ডাঃ বেণ্টলি প্রকাশিত অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বোম্বাইতে ম্যালেরিয়া বাড়িয়াছে ব্যতীত কমে নাই। বোম্বাই সহরের কলসমূহ, রেল লাইন ও মিউনিসিপালিটি এই ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কারণ। তিনি সহরের সমস্ত কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি ভরাট করিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার জন্যই তথায় ম্যালেরিয়া বাড়িতেছে। বোম্বাই সহরে ম্যালেরিয়া বন্ধ করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহা বৃথা হইতেছে। বোম্বাইর বর্ত্তমান যে অবস্থা তাহাতে তথাকার ম্যালেরিয়া বন্ধ হইতে পারে না। কারণ ইহার উৎপত্তির মূল নষ্ট করা যায় না। তবে সংক্রামক ম্যালেরিয়া দমন করিবার উপায় আছে।

তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ে অধিক ব্যয় হইবে না। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বোম্বাই সহরে ঔষধাদিতে যত ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা কম ব্যয়ে তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ে বোম্বাইর ম্যালেরিয়া দূর হইতে পারে। ভারতের যে সকল সহরে জলের কল আছে, তথায় প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে বৃহৎ জলাধার থাকে এবং এই সকল জলাধার ও জলের কলের নলই ঐ সকল সহরে ম্যালেরিয়ার কারণ।

চুরির অপরাধে আসামীর দণ্ড

মির মেহের আলি লেনে একটা বাড়ী হইতে মূল্যবান জিনিষ পত্র চুরি করিয়া লইয়া যাওয়ায় আব্দুল আজিজ নামে এক দাগী আসামী অভিযুক্ত হইয়াছে। শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি দাস আসামীকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

এক লক্ষ টাকা দান

বেঙ্গলীর ৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, শেঠ দেবীদাস প্রভুদাস কোঠারি মাতৃমঙ্গল হাঁসপাতালে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ

কুরুক্ষেত্র উদ্ধার সমিতি ঘোষণা করিয়াছে:—আগামী ১২ নভেম্বর অপরাহ্ণ ২টা ২৬ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডের সময় কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইবে ও ৫টা ২৪ সেকেণ্ডে উহা ছাড়িয়া যাইবে।

মোটরবাস্ ও রেল কোম্পানী

কলিকাতা সহরে মোটরবাসের আবির্ভাবে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী যেমন নায়েস্তা হইয়াছে, তেমনি অল্প দূরে যাইতে মোটরবাস সকল রেলের সহিত প্রতিযোগিতা করায় রেল কোম্পানীর লোকসান হইতেছে। রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ যেরূপ অবিচার ও অত্যাচার করিয়া থাকে তাহার বিরুদ্ধে প্রতকাল ধরিয়া আন্দোলনে কোন বিশেষ ফল হইল না। এখন নানা স্থানে রেলের সহিত মোটরবাস প্রতিযোগী হওয়াতে রেলের লোকসান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে সম্ভবতঃ রেলকর্তৃপক্ষের চৈতন্য হইবে। রেলের টিকিট করিতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কি পরিমাণ হায়রাণ হইতে হয়, অনেক সময়ে তজ্জন্য ঘুষ কিম্বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়, পাহারাওয়ালাকে খুসী করিতে হয়, তাহার পর হইতে তাহার যন্ত্রণা সুরু হইল, সে ভীড়ে অনেক সময়ে দ্বার পার হইতে প্যারিল না তজ্জন্য কখন কখনও দুই তিন দিন এক ষ্টেশনে তাহাকে পড়িয়া থাকতে দেখা গিয়াছে। গাড়ীতে উঠিতে পারিলেও অনেক ধাক্কা খাইয়া পরে সে দাড়াইবার স্থান পায়। আবার মাল অধিক হইলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়, তাউ স্বরূপ রক্ত চক্ষু টিকট পরীক্ষকের গর্জন শুনিতে হয়।

অপরদিকে মোটরবাসে চড়িতে তাহাকে আগ্রহের সহিত গাড়ীতে টেঠান হয়, একটী বাস চলিয়া গেলে কিয়ৎক্ষণ পরেই অপর বাস পাওয়া যায়, মাল একমণ হলেও বাস চালক আপত্তি করে না। ভারতবাসী তৃতীয় শ্রেণীর রেল যাত্রীর পক্ষে ১৫ সের মাল যে প্রচুর ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। হাওড়া হইতে শ্রীরামপুর, কালকা হইতে সিমলা, শিলিগুড়ী হইতে দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে মোটরবাস প্রতিযোগিতায় রেলের লোকসান হইতেছে। ইহার দ্বারাই বুঝা যায় যে লোকে মোটরবাস পাইলে রেলে চড়িতে চাহে না। শুনা যায় দার্জ্জিলিং রেল কোম্পানীর দুই লক্ষ টাকা বৎসরে লোকসান হইতেছে। লোকসানে যদি রেল কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয়, তবে উত্তম কথা।—সঞ্জীবনী

বালুরঘাট ও বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ

আমরা বালুরঘাট ও বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ কার্য্যের বিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। বালুরঘাট হইতে সেবকগণ জানাইয়াছেন যে, আমরা দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে অনেকগুলি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি। ধান্য চাষই এখানকার একমাত্র অবলম্বন। উহা বৎসরে একবার মাত্র হয়। উপর্য্যুপরি ৩ বৎসর বর্ষাভাবে ধান্য ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ গত বৎসর চাষের অবস্থা বর্ষাভাবে অত্যন্ত খারাপ হওয়াতে লোকের জমি জায়গা, গরু বাছুর, ঘটী বাটী আর যা কিছু সম্বল ছিল বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া অথবা অত্যধিক সুদে কর্জ্জ লইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। ধান্য না হওয়াতে বিচালীর অভাবে ঘর ছাওয়া ও গরু বাছুরের খাবার যোগান দায় হইয়া উঠিল। এইজন্য কেহ কেহ গরু মহিষ বিক্রয় করিয়া দিল, কাহারও কাহারও গরু মহিষ খাদ্যাভাবে মরিতে লাগিল। অনেক স্থানে ছাউনী অভাবে ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়াছে বা হইতে বসিয়াছে ইহার পর এবারে চাষের সময় কৃষকেরা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, হাতে অর্থ নাই, বীজের ধান্য নাই, চাষ করিবে কিরূপে? এ সময় সরকার বাহাদুর কৃষি ঋণ দেওয়াতে অতিকষ্টে চাষাদের কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু লোকে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে জীবন ধারণ করিতেছে। স্ত্রী পুত্রাদি এ সকল দুঃখ দেখিতে না পারিয়া অনেকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্তমানে অধিক সুদেও কর্জ্জ পাওয়া যাইতেছে না। ক্রেতাভাবে গরু বাছুর বা জমি জায়গা বিক্রয়ও হইতেছে না। নূতন ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত লোকের কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না বিপদের উপর বিপদ আসিতেছে। ধান্য চাষ হইলেও কিছুদিন যাবৎ বর্ষা হইতেছে না। শীঘ্রই বর্ষা না হইলে ফসল নষ্ট হইতে আরম্ভ হইবে।

নৌকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন

চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সিয়াংসানে একটি নৌকেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহা চীনের মধ্যে বৃহত্তম নৌকেন্দ্র হইবে এবং আধুনিক নৌ শিক্ষার সমস্ত বন্দোবস্ত ও সাজসরঞ্জাম থাকিবে।

চীনের দ্বিতীয় নৌ-বহর এডমিরাল চেন সাওকোয়ানের অধীনে আছে, ইনি বৃটিশ নৌ সামরিক কারখানার শিক্ষালাভ করিয়াছেন। গত ১লা অক্টোবর নানচিংয়ের অনতিদূরে সমুদ্রবক্ষে এডমিরাল চেন সাও কোয়ানের নৌ বহর এক কৃত্রিম নৌ-যুদ্ধের অভিনয় করিয়াছেন। সাবমেরিণের আঘাত, বিমানপোতের আক্রমণ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার বিপদ হইতে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করা যায়, তৎসম্পর্কে বিবিধ পরীক্ষা হইয়াছে এবং রণতরীগুলিকে অত্যন্ত দক্ষতাভাবে পরিদর্শন করা হইয়াছে।—বাঙ্গলার কথা

কাছারী বাড়ীতে ডাকাতি

আলিপুরের পুলিশ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রায় ৩০ জন ডাকাত জয়নগর থানার অধীন দুর্গাপুরের শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ দত্তের কাছারী বাড়ীতে ঢুকিয়া লুটপাট করে। ডাকাতদল নৌকা করিয়া আসিয়াছিল। কাছারী বাড়ীতে ঢুকিতেই দারোয়ানরা বাধা দেয়। কিন্তু ডাকাতরা সংখ্যায় বেশী থাকায় তাহাদের সঙ্গে কেহ আঁটিয়া উঠে না। কাছারীর আমলা, ভৃত্য এবং দারোয়ানদিগকে নির্দ্দয় ভাবে মারপিট করিয়া ডাকাতরা ৪।৫টা গোলা হইতে ধান লুট করিয়াছে এবং নগদ টাকাও কিছু লইয়া গিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

হিন্দু-মুসলমানে লড়াই

নাসিকে হিন্দু মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। হিন্দুরা ২৮শে সেপ্টেম্বর গণপতির মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছিল, পথে এক মসজিদের নিকটে তৎপার্শ্ববর্তী কতিপয় দুর্বৃত্ত মসজিদের উপর লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে নমাজে রত মুসলমানগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্দেহ-বশে উপস্থিত মিছিলকে আক্রমণ করে। ব্যাপার বেশী দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে গোলমাল মিটিয়া যায়।

খড়্গপুর দাঙ্গার জের

৬ই অক্টোবর সংবাদে প্রকাশ, খড়্গপুর দাঙ্গা সম্পর্কে নরহত্যার অভিযোগে সেখ হোসেনী ও সেখ বছির অভিযুক্ত হইয়াছিল। মেদিনীপুরের দায়রা জজ জুরিগণের সহিত একমত হইয়া আসামীদ্বয়কে অব্যাহতিদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৯শে জুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নিহত প্রসাদীলাল ও নন্দকিশোর অপর ২ ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া গুড় আনিবার জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের পেপ্যার যাঠের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল। ঐ সময়ে ২ জন মুসলমান ছোরার আঘাতে নন্দকিশোরকে হত্যা করে। অবশিষ্ট তিনজন উত্তর দিকে কয়েক গজ মাত্র অগ্রসর হইলে সেখ হোসেনীর আদেশে আসামী বছির খাঁ, ছোরা প্রসাদীলালকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করে। প্রকাশ, সেখ হোসেনী গৃহের ছাদ হইতে ঐ হিন্দুগণকে হত্যা করিতে আদেশ করে।

স্বরাজ্যবাদী [illegible] বিলাত যাত্রা

দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সম্মিলনের সভাপতি [illegible] 'বাহাদুর' [illegible] গত ৩ই অক্টোবর ডাক-জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রচারকার্য্য দ্বারা বিলাতে কি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা দেখাই তাহার এই যাত্রার উদ্দেশ্য। দেশীয় রাজন্যবর্গ দেশীয় রাজ্যের প্রজা এবং বৃটিশ ভারতের নেতৃবর্গের এক সম্মিলিত সভার অধিবেশন শীঘ্রই হওয়া উচিত, বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার

বিদেশ ভ্রমণের পর বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিয়া স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তথায় উদ্ভিদ জগতের এক অদ্ভুত রহস্য প্রদর্শন করেন। তিনি একটী বৃক্ষকে চেয়ারে বসাইয়া বিদ্যুতের সাহায্যে তাহাকে মারিয়া ফেলেন। মৃত্যুকালে বৃক্ষটীর দেহের স্পন্দন একটী দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। ইহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বিজ্ঞানে এবং ধর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই। অন্যান্য জগতের সূক্ষ্ম অনুভূতি বিজ্ঞান জগতের অপর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করে।

পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন বৈজ্ঞানিক আচার্য্য বসুর প্রশংসা। এতদিন ভারতবর্ষে তাঁহার নব আবিষ্কারের প্রতিবাদ কেহ করে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজী কোন এক বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের গবেষণার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এবারে বোম্বাইয়ের একজন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ্যতঃ তাহার প্রতিবাদ করিলেন।

বোম্বাই

ধাঙড় ধর্ম্মঘটের অবসান

কোর্ট হইতে সকল মামলা প্রত্যাহৃত

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর নর্দ্দমা বিভাগের ধাঙড়দিগের ধর্ম্মঘটের অদ্য অবসান হইল। কাজ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার অপরাধে ৪৩ জন ধাঙড়ের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মামলা [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা মুলতুবী রাখিবার পর শ্রমিকনেতা ও [illegible] এক আলোচনা সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ধর্ম্মঘট পরিত্যাগ করা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে আশ্বিন, বুধবার—১৩৩৫।

কৃষ্ণভজন করে না কে?

আমাদের কথা মাত্র একটী—'সকলেব বিচার দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্' হে জীব! তোমার সকল পরিত্যাগ করিয়া 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' গীতার এই মহাবাক্যটি সর্বান্তঃকরণে পালন কর—এই সকল কথা শুনিয়া অনেকেই আমাদের কথা সাম্প্রদায়িক কথা জ্ঞানে উড়াইয়া দেন, আমাদের পত্রিকার নাম শুনিলে নাক সিটকান, বাড়ীর ছেলেরা পাছে নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে বাটীতে কোন ধর্মগ্রন্থাদি পর্য্যন্ত রাখিতে চান না, কিন্তু আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণভজন করে না কে?

আপনারা হয়ত বলিবেন—ঐ প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক, যিনি বলেন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ; তিনি কি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন? প্রকৃতিবাদী কপিল, কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন-কর্ত্তা জৈমিনী, তার্কিক গঙ্গেশ উপাধ্যায়, চার্ব্বাকেরই অনুগত পাশ্চাত্য দেশীয় নাস্তিক এপিকিউরাস, ইরাতুং, লুসিপাস্ সক্রেটিস ইহারাও কি সকলে কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন? বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য—সকলেই কি এক কৃষ্ণেরই উপাসনা করেন, ইহার উত্তর আমরা বলিব, 'কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস'—সকলেই কৃষ্ণের উপাসক। কৃষ্ণোপাসনা সাম্প্রদায়িক মত হইতে পারে না, ইহা সার্ব্বজনীন। ইহা কি প্রকারে সার্ব্বজনীন হইল বলিতেছি, পাঠকবর্গ একটু ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করুন।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা দুইটী বস্তু লক্ষ্য করিতেছি, তন্মধ্যে একটি চেতন, অপরটি জড়। আমরা জীব—চেতনময় বস্তু। আমরা নাস্তিকই হই আর আস্তিকই হই, আমরা চাই কি? একটু স্থির হইয়া বিচার করুন দেখি, আমরা যে প্রতিদিন অপ্রতিহত উদ্যমে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছি, তাহার কারণ কি? আমাদের লক্ষ্য বস্তু কি? ঐ যে সঙ্কুচিত চেতন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, ইহারাই বা কি উদ্দেশে দিবারাত্র ঘুরিতেছে? বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন, তাঁরা আস্তিকই হউক, আর নাস্তিকই হউক, [illegible] সকলেরই লক্ষ্য বস্তু একটি মাত্র। সে জিনিষটী কি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, সেটীর নাম আনন্দ। আনন্দের আশায় জীব জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, আনন্দের আশায় সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে, মরিতেছে; আনন্দই প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। আনন্দই আমাদের স্বরূপগত ধর্ম্ম। আনন্দ আমাদের স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও উহার পূর্ণতার অভাব আমরা সর্ব্বদা লক্ষ্য করি। আনন্দ যদি পূর্ণমাত্রায় আমাদের স্বরূপে থাকিত, তাহা হইলে আমরা আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করিতাম না। এই আনন্দ পরিপূর্ণরূপে যে বস্তুতে বর্ত্তমান, সেই বস্তুই ভগবান্, ভগবান্ বলিলে আমাদের ন্যায় রক্ত-মাংস-নির্ম্মিত কোন একটি স্থূল বস্তুবিশেষ অথবা নিরাকার নির্ব্বিশেষ কিছূত কিমাকার একটি বস্তুর কল্পনা করিতে হইবে না। আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় যাহাতে বর্ত্তমান, যাহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আনন্দময় তিনিই ভগবান্। 'রসো বৈ সঃ' 'রসোহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি কঃ প্রাণ্যাৎ কো বা অন্যাৎ যদেষ আনন্দো ন স্যাৎ'—সেই বস্তু রস-স্বরূপ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়, যদি সেই আনন্দময় মূর্ত্তির অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে কেহই বা জীবন ধারণ করিতে চেষ্টা করিত?—এই সকল বাক্যে বেদ যাহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই বস্তুই ভগবান্। নাস্তিকগণ যতই নাস্তিক্য বাদ প্রচারের চেষ্টা করুন না কেন, কার্য্য কালে কিন্তু তাঁহারাও আস্তিক। তবে পার্থক্য এই যে, আস্তিকগণের বুদ্ধি অপেক্ষা নাস্তিকগণের বুদ্ধি স্থূল। এই জন্য স্থূল বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ঈশ্বর মানিতে চান না।

এখন দেখা গেল, জীবমাত্রেই আনন্দের ভিখারী; আনন্দের উপাসক, ভগবান্ই সেই মূর্ত্তিমান আনন্দ। সুতরাং জীবমাত্রেই ভগবানের দাস, তথাপি গোঁড়ামি করিয়া বা অজ্ঞতাবশতঃ কেহ কেহ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে চান না। এখন বিচার্য্য এই যে—যদি সকলেই ভগবানের উপাসক হন, তাহা হইলে, শাস্ত্রে নাস্তিকদিগের, অন্যদেবোপাসকদিগের নিন্দা শ্রবণ করা যায়, কেন? সকলেই যদি এক, তাহা হইলে উচ্চাবচ বিচার কেন? ভক্ত অভক্ত বিচার কেন? বিচার আছে—সূর্য্য, তৎপ্রতিচ্ছবি ও আভাস—যেমন এক সূর্য্যের বিভিন্ন প্রকাশ, সেইরূপ এক পূর্ণানন্দ স্বরাট্ স্বাধীন হইয়া চিজ্জগতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও জড়জগতে তাঁহার প্রতিচ্ছবি মায়া এবং শুদ্ধ জীবে তাঁহার আভাস অর্থাৎ ঈষৎ প্রকাশ লক্ষিত হয়। যাঁহারা পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ উপাসনা করেন, তাঁহারা ভক্ত নামে অভিহিত, ইহাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা সাক্ষাৎ পূর্ণানন্দের আশ্রিত। প্রতিচ্ছবিগত প্রাপঞ্চিক আনন্দের উপাসকগণের মধ্যে কেহ বা নাস্তিক, কেহ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক নামে অভিহিত হন এবং যাঁহারা পূর্ণানন্দকেও আশ্রয় করেন নাই অথবা প্রতিচ্ছবিগত জড়ানন্দের উপাসক নন, তাঁহারা তটস্থ বা উভয়স্থ। ইহাঁরাই আপনাদিগকে যোগী বা জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

এখন দেখুন, সেই ভগবান্ কে? ভগবানের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া কেহবা *God*, কেহবা আল্লা, কেহবা শিবাদি দেবতা, কেহবা নারায়ণ ও তদীয় অংশ-অবতারগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্, অন্যান্য দেবতা তাঁহার গুণাবতার, নারায়ণ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি, আল্লা, *God* তাঁহারই আংশিক ও অসম্যক্ প্রকাশ। একথাটীও বোধ হয় আপনাদের সাম্প্রদায়িক বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন একথার বিন্দুমাত্রও সাম্প্রদায়িকতা নাই বা থাকিতে পারে না। তজ্জন্য আবার বলিতেছি—কৃষ্ণই একমাত্র স্বয়ং ভগবান্। স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকেই বলি, যাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার ভাব সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যে সর্ব্বপ্রকার ভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায় না। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। আপনারা হয়ত মনে করিবেন—কৃষ্ণই যদি স্বয়ং ভগবান্ হন, তবে তাঁহার নাম বেদে নাই কেন? বেদ একমাত্র কৃষ্ণ-কথাই বলিয়াছেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে সে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—"সর্ব্বৈর্বেদৈরহমেব বেদ্যঃ"। শ্রীকৃষ্ণনামের যৌগিক অর্থ বিচার করিলেও আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং সর্ব্ব চেতনাচেতনের আকর্ষক।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়া বাদ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

'প্রাকৃত' বলিতে প্রকৃতি হইতে জাত অথবা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বস্তুকেই লক্ষ্য করে। প্রকৃতির অপর নাম মায়া, উহা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি। মায়া শক্তির পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ [ভাঃ ২।৯।৩৩]

অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্বই একমাত্র বস্তু, সেই তত্ত্ব ব্যতীত যাহা প্রতীত হয় অথচ স্বরূপ তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়া-বৈভব বলিয়া জানিবে। সেই স্বরূপ তত্ত্বের মায়া দ্বিবিধা—একটী আভাস স্থানীয়া—জীব-মায়া ও অপরটী তমঃ স্থানীয়া গুণমায়া। জীব সেই স্বরূপ তত্ত্বেরই তটস্থা শক্তি বলিয়া চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট আর প্রকৃতি সেই স্বরূপতত্ত্বের বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া জড়া। জীব চেতন বলিয়া স্বাধীনতা রূপ একটী নিত্য বৃত্তি তাঁহাতে আছে এবং ঐ স্বতন্ত্রতার ক্রিয়া-দ্বারাই আমরা জড় হইতে বিভিন্ন রূপে তাঁহার পরিচয় পাই। এই "স্বাধীনতা"রূপ রত্নটী শ্রীভগবান্ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া জীবকে দান করিয়াছেন, কিন্তু জীব স্বরূপে চিৎকণ বা অণুচেতন বলিয়া তাঁহার স্বাধীনতাটীও অণুপরিমাণ।

অণুচেতন জীব যখন অণুস্বাধীনতা বৃত্তিটী তাঁহার স্বাধীনতা-প্রদাতা বিভুচিৎবস্তুর অপ্রতিহত পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত এক মনে করেন অর্থাৎ "আমি খোদাই" ভাব পোষণ করিয়া তাঁহার বৃত্তিটীর পরিচালন করেন, তখনই তমঃস্থানীয়া গুণমায়া তাঁহাকে বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি দ্বারা তটপ্রদেশ হইতে প্রপঞ্চে নিক্ষেপ করেন এবং আবরণাত্মিকা শক্তিদ্বারা বঞ্চনা করিবার জন্য তাঁহাকে ভোক্তা সাজাইয়া—এবং নিজেকে ভোগ্য সাজাইয়া বিভিন্ন প্রকারে তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবোপকরণ রূপে পরিণত হইয়া বাস্তব সত্যের সন্ধান হইতে বঞ্চিত করেন।

স্বাধীনতার অপব্যবহারে জীব যখন এই প্রকারে মায়ার নিগড়ে শৃঙ্খলিত হয়েন, তখন তাঁহার স্বরূপ-বৃত্তির বা চেতন ধর্ম্মের ক্রিয়াটি নৈমিত্তিক ভাবে রুদ্ধ থাকে।

যে কখনও সূর্য্য দেখে নাই, সে যেমন সূর্য্য মেঘাবৃত থাকিলে মেঘের ভিতর দিয়া যে রশ্মির আভাস দেখা যায়, তাহাকেই সূর্য্যের অপ্রতিহত কিরণ বলিয়া ধারণা করে, সেই প্রকার স্বাধীনতার ব্যবহার বৈষম্যে জীব মনরূপ মেঘাবৃত হওয়ায় তাহার আত্মার স্বরূপ-বৃত্তিটী আবরিত হয়। তারল্য জলের স্বরূপ-গত ধর্ম্ম, কিন্তু কোন বিজাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে সে যেমন বরফরূপে পরিণত হইয়া কাঠিন্য রূপ একটি আগন্তুক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং ঐ বরফের একটি খণ্ড দ্বারা কাহাকে আঘাত করা যাইতে পারে, কিন্তু জলের স্বরূপগত ধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ তারল্যের দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া কাহাকেও আহত করা

হয় না, শুদ্ধা জীবাত্মার বিশুদ্ধ প্রতি-ফলন মন মায়ার সান্নিধ্যে মায়া ভোগ-কামনায় যে বিকৃত চেতনতা-রূপ একটি আগন্তুক ধর্ম গ্রহণ করে, তাহারই নাম প্রাকৃত সহজ-ধর্ম এবং এই প্রাকৃত সহজ ধর্ম গ্রহণকারীদিগকেই 'প্রাকৃত' সহজিয়া বলা যায়। উহা ঈশানুগত্যরূপ আত্মার [illegible] প্রাকৃত সহজ ধর্ম, তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা।

জীবের প্রাকৃত সহজ রূপ আগন্তুক বা নৈমিত্তিক ধর্মে আবদ্ধ থাকাকালে প্রকৃতির সংসর্গে আসিয়া জীব যে সমস্ত প্রাকৃত জ্ঞান সংগ্রহ করেন এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে যখন অপ্রাকৃত রাজ্যের ভাব কথা আলোচনা করিতে থাকেন ও সেই আলোচনা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, তাহার নাম 'প্রাকৃত সহজিয়া' বাদ।

১। প্রাকৃত সহজিয়াগণ অধোক্ষজ অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুকে তাঁহাদের প্রকৃতি-সঞ্জাত অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আয়ত্তাধীন অর্থাৎ প্রাকৃত সত্তাবস্তুকে তাঁহাদের ভোগোদ্দিষ্ট ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণকে দার্শনিক ভাষায় মনোধর্মী বা অধিরোহবাদী বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি-ভোগ-প্রবণতাবৃত্তি হইতে তাঁহারা কখনও ভোগী বা ত্যাগী, কখনও কর্মী যোগী ও জ্ঞানী, কখন নিরাকারবাদী, কখন নাস্তিক, কখন নানা দেবদেবীর উপাসনা-রত আবার যখন তাঁহাদের প্রকৃতি-ভোগ-স্পৃহা বা কামুকতা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদ্বেলিত হইয়া পড়ে, তখন তাঁহারা আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই চূড়াধারী সখিভেকী গৌরনাগরী জাত গোঁসাই প্রভৃতি বৈষ্ণবক্রব সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করেন। শ্রৌতপন্থী আত্ম-ধর্মী অবরোহবাদী অপ্রাকৃত সাহজিক-গণের বিচার অভিজ্ঞতাবাদী মনোধর্মী তর্কপন্থী প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

জগতে অসংখ্য প্রকারের প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে অদ্য আমরা কয়েকটি বৈষ্ণবক্রব সম্প্রদায়ের বিবর্ত-প্রতারিত সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করিব।

১। [illegible] অপ্রাকৃত সাহজিকগণ প্রেম অঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তি-লোচনে যে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দ দর্শন করেন এবং অপ্রাকৃত সাহিত্য সেইরূপের বর্ণনা করেন, মনোধর্মী প্রাকৃত সহজিয়া বা গ্রাম্য সাহিত্যিকগণ সেই অপ্রাকৃত সাহিত্য যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রাকৃত, সাহিত্যের অন্তর্গত আভিধানিক শব্দ মাত্র জানিয়ে শব্দের অভিরূঢ় বৃত্তি-গ্রহণে ন্যায়শাস্ত্রমতে যে 'চণ্ডীদাস' 'বিদ্যাপতি' 'গোবিন্দ-লীলামৃত' 'উজ্জ্বলনীলমণি' রায়ের নাটক গীতি প্রভৃতি আলোচনা করিবার চেষ্টা করেন কিম্বা কল্পনার দ্বারা মানস-পটে রাধাগোবিন্দ অঙ্কিত করেন, তাহা কখনও অপ্রাকৃত সাহজিকগণের অপ্রা-কৃত সাহিত্যানুশীলন বা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনের সহিত সমান নহে।

২। প্রাকৃত সহজিয়াগণ সর্বানুগত্য বা শ্রৌত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ভোগ-প্রবণ [illegible]ধর্মানুগত্যে কামপিপাসা চরি-তার্থ করিবার জন্য মনের ছাঁচে ঢলা শ্রীগৌরের মনের মানুষের হাতে বাঁশী দিয়া 'নাগর' সাজাইয়া এবং নিজেকে নাগরী জ্ঞানে মনের গড়া মায়া গৌররূপ ভোগার্থে যে জড়েন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করেন অথবা বাগ-বাজারের 'চূড়াধারী' সম্প্রদায়ের পাণ্ডা যদি 'মায়ামিশাইয়া তুমি এস ভগবান, ছুটা কথা কহি জুড়াই পরাণ” এইরূপ আব্দার ধরেন, তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত সাহজিক-গণের সেবোন্মুখ ভক্তিলোচনের দৃশ্য রাধাভাব দ্যুতি-সুবলিত মূর্ত্ত বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মের নখ-কণার সৌন্দর্য্য দর্শনের যোগ্যতা লাভ হইবে না, পরন্তু রাবণ যেমন ভোগ-দৃষ্টিতে সীতার রূপ দর্শন করিতে যাইয়া তাহার প্রাকৃত নয়নে রামভোগ্য অপ্রাকৃত সীতার সৌন্দর্য্য দর্শনের সামর্থ্যাভাবে মায়া-সীতা দর্শন করিয়া মুগ্ধ বঞ্চিত হইয়াছিল, তদ্রূপ প্রাকৃত সহজিয়াগণের ভোগাঞ্জন-স্ফুরিত কামলোচনে শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শনের যোগ্যতা না থাকায় শ্রীদাদার 'মনের মানুষ' বা বাগবাজারের চূড়াধারীর মায়ামিশান “গৌর—অঙ্গ” ভোগ চেষ্টা কখনও অপ্রাকৃত সাহজিক-গণের স্বরূপ-রূপানুগত্যে অধোক্ষজ গৌরাঙ্গ-সেবার সহিত সমান নহে।

৩। অপ্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন, কামবেগ, ক্রোধবেগ, বাক্যবেগ, মনবেগ, উদর ও উপস্থবেগ—এইষড়্‌-বেগকে প্রাকৃত ভোগ-ভূমিকা হইতে অবসর প্রদান করিয়া যাঁহারা নিরন্তর তৈলধারাবৎ, অধোক্ষজ সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন তাঁহারাই ষড়্‌বেগজয়ী গোস্বামী, কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিবর্তোত্থিত ধারণা এই যে, তাঁহাদের শুক্র, শোণিতজাত দেহটাই গোস্বামী (?) সেই কারণে গোস্বামীর পিতা গোস্বামী (!) ও মাতা গোস্বামীনীর (!) শুক্র, শোণিত-সহযোগে যে অপর একটা জড়-মাংস-পিণ্ডের উদ্ভব হয়, তাহাতেই আবদ্ধ।

অপ্রাকৃত সহজিয়াগণ ইন্দ্রিয়াধিপতি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে নিযুক্ত করেন, সেই জন্য তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলা হয়—আর পৃথক্ প্রাকৃত সহজিয়াগণ গো-দাসবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজ নিজ জড়েন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে বিমুখ ধর্মে রত হইয়া যে সৌক্র সন্তানোৎপাদন কার্য্যে ব্যস্ত আছেন এবং তাহাদিগকে তথাকথিত বৈষ্ণব-সমাজে গোস্বামী বলিয়া চালাইতেছেন, তাহা অত্যন্ত অবৈধ ও প্রতিবাদ-যোগ্য। স্বরূপরূপানুগ শ্রৌতপন্থি অপ্রাকৃত সহজিয়া-গণ ঐরূপ প্রাকৃত বিচারের কোন আদর করেন না।

৪। অপ্রাকৃত সহজিয়াগণ স্বস্বরূপে আপনাদিগকে কৃষ্ণসেবিকা—অপ্রাকৃত যোষিৎজ্ঞানে শ্রীমতী বার্ষভানবীর শ্রেষ্ঠা কিঙ্করীগণের আনুগত্যে—ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়াগণ দেহাত্মবাদী হইয়া শুক্র, শোণিতজাত স্থূল-দেহকে (যাহা শৃগাল, কুকুর ও শকুনীর মহোৎসবের উপকরণ-রূপে প্রপঞ্চে পড়িয়া থাকিবে) সখী সাজাইয়া চিদ্‌রাজ্যের অপ্রাকৃত যোষিৎ-গণের একমাত্র ভোক্তা ব্রজেন্দ্রনন্দনকে তাহার পিতা-মাতার শুক্র, শোণিতের পরিণত একটা জড় মাংস-পিণ্ড ভোক্তা করাইবার জন্য ব্যস্ত।

৫। লব্ধ-স্বরূপ অধোক্ষজ-সেবা-নিপুণ অপ্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র ভোক্তা এবং শুদ্ধ স্বরূপে প্রপঞ্চের ও প্রপঞ্চাতীত রাজ্যের সকলেই তাঁহার সেবোপকরণ, কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়া-ধর্মান্তর্গত বাউলের স্থূলবুদ্ধি এতই শুক্র, শোণিতে আবদ্ধ যে, তাহারা মনে করে শুক্র, শোণিতজাত স্থূল পুরুষ দেহধারী মাত্রেই এক একটী কৃষ্ণ এবং ঐ প্রকারে শুক্র, শোণিতোৎ-পন্ন স্ত্রী-দেহধারিণী সকলেই এক একটি পারকীয়া নারী এবং তাহাদের পরস্পরের ব্যভিচারের নামই 'রাধা-কৃষ্ণলীলা' (?)। এই শ্রেণীর ছাগ-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট নর-পশু-গণের শুক্র-শোণিত-ভোগ-পিপাসা এতই প্রবল যে তাহারা শ্রীচরিতামৃতের কোন পয়ারবিশেষ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ-ভাবে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বহু যত্ন করি মুঞি নারি আস্বাদিতে' এই পাঠ পরিবর্তন করিয়া, 'বহু যত্ন কার মুঞি নারী আস্বাদিতে' এইরূপ পাঠ বলিয়া অনভিজ্ঞ মূর্খ লোকদিগকে তাহা-দের ন্যায় ছাগ প্রবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আমরা অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রাকৃত সহজিয়া মতের সহিত অপ্রাকৃত সাহজিকগণের শ্রৌতসিদ্ধান্তের পার্থক্য কি আলোচনা করিলাম; ভবি-ষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

[illegible]

বিষয়-বিষ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

'বিষয়' শব্দের অর্থ—বি—ষি+অচ্, বিষিণ্বন্তি নিবধ্নন্তি নিরূপয়ন্তি, সংবধ্নন্তি বা, অর্থাৎ যে সকল পদার্থ জীবকে সংসার-কারাগারে আবদ্ধ করে, অথবা যাহারা ইন্দ্রিয় কর্তৃক গৃহীত হইয়া স্বীয় প্রকৃতির অভিব্যক্তি দ্বারা বিষয়ীর নির্ণয় সম্পাদন করে। যেমন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ,—এই পঞ্চভূতের গুণ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দে মুগ্ধ হইয়া জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, এবং উহাদের প্রাপ্তি-ভোগ-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, এক একটি প্রাণী কেবল উক্ত বিষয়গুলির এক একটীর সেবা মাত্র করিয়া নিজ সর্ব্ব-নাশ উপস্থিত করে। যথা,—হরিণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সেবা করিতে গিয়া ব্যাধের বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং ব্যাধহস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। পতঙ্গ অগ্নির রূপে আকৃষ্ট হইয়া কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সেবায় প্রাণ হারায়। হস্তী হস্তিনীর স্পর্শসুখের আশায় শিকারি-গণের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া গর্ত্তে পড়িয়া ধৃত হয়। জিহ্বার সেবায় ভ্রমর মধুপানের নিমিত্ত পদ্মে উপবিষ্ট হইয়া পদ্ম মুদিত হইলে বহির্গমন করিতে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুলাভ করে। মৎস্য নাসিকা-ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে গিয়া টোপ গিলিয়া ধৃত হয়। কিন্তু মনুষ্য আমরা—সর্ব্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠ আমরা—বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন আমরা—নিজদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব অভিমান করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ের সেবায়ই রত থাকি। তাহারা মূর্খ, সুতরাং কেবল একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ের সেবা করে। সুতরাং একটার সেবায় তাহাদের যে পরিমাণ সর্বনাশ হয়, আমাদের তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সর্ব্ব-নাশ হইয়া থাকে; কিন্তু এমনি বিষ্ণু-মায়ায় মুগ্ধ যে, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। তাই কোন পরদুঃখ-দুঃখী মহাত্মা গাহিয়াছেন :—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মা বিতৃপ্তা,
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।

অর্থাৎ আমার জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া একদিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস সেইদিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। এইরূপ শিশ্ন অন্যদিকে, ত্বক আর এক দিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চপল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি, কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকল [illegible]

কর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, এই সকল ইন্দ্রিয়ও সেইরূপ বিভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আত্মাকে বিব্রত করিতেছে। আবার :—

ন বিষং বিষমিত্যাহু বিষয়ং বিষমুচ্যতে
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেহহরং বিষম্ ॥

এই শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিষকে 'বিষ' বলা যায় না, কিন্তু বিষয়কেই 'বিষ' বলা যায় অর্থাৎ বিষয়ে যেরূপ বিষের ক্রিয়া হয়, বিষে সেরূপ পারে না। বিষে মাত্র একটা জন্মই নষ্ট করে, কিন্তু বিষয়ে বহু জন্ম নাশ প্রাপ্তি হয়। কারণ, জীবের অনাদি বাসনা হইতে কর্ম্মবীজের অঙ্কুর হইয়া ক্রমশঃ তাহা শাখা পল্লবিত হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে অর্থাৎ কর্ম্মের ফলে জীবকে ৮৪ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়, তন্মধ্যে মাত্র একবার সাধনভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ হয়। যদি সে জন্মটাও অন্যান্য জন্মের ন্যায় আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণে অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে আবার ৮৪ লক্ষবার ইতর যোনি লাভ ঘটে। কিন্তু যে দুরন্ত বস্তু আমাদিগকে ঐ দুর্গতি-মার্গে পরিভ্রমণ করাইতেছে, তাহাকে যদি বশীভূত করিতে পারা যায়, আমাদের সংকল্পবিকল্পাত্মক মনকে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক মনকে যদি স্ববশে আনিতে পারা যায়, তাহা হইলেই আমরা পুনরায় স্ব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারি। যে কাল হইতে আমরা সংসারে আগমন করিয়াছি, সেই কাল হইতেই মন আমাদের পরম মিত্রভাব দেখাইয়া—ইহা ভাল, উহা মন্দ, এইটা আমার, সেটা অন্যের—এইরূপ ভাবে কত প্রকারে যে লাঞ্ছনা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দুষ্ট মন যে বস্তুতে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের আভাস প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে। যে বিষয়ে আমরা সুখ পাইব বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সুখ নাই, কারণ আমরা যে বিষয়ে সুখের কল্পনা করি, তাহার রক্ষা-নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রহরীর ন্যায় তাহার চিন্তাতেই দিনাতিবাহিত করিতে থাকি এবং প্রকৃত পক্ষে সেই বিষয়ের ভোক্তা না হইয়া তাহার দাস হইয়া পড়ি। আবার বিষয়ের এমনি একটা শক্তি আছে যে, তাহাতে আসক্তি ত্যাগ না করিলে অন্যত্র মন যাইতে দিবে না। তাহার জলন্ত উদাহরণ—মহারাজ যযাতি সহস্র বৎসর যাবৎ বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই, অবশেষে বলিয়াছিলেন যে, ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে। বিষয়সকলের ভোগের দ্বারা কখনও কাহার শান্তি হয় না, কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার ন্যায় যতই বিষয় সেবা করা যায়, ততই সেবা-পিপাসা বৃদ্ধি পায়। যেমন পূর্ব্বাভিমুখে গমনশীল বস্তু কোন দিনই পশ্চিম দিকে যাইতে পারিবে না, তদ্রূপ বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তি কোন দিনই শ্রীহরিতে উন্মুখ হইতে পারিবে না। অতএব আমরা যদি বুদ্ধিমান হই, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদের থাকে, তবে ঐ যযাতি মহারাজের ন্যায় সকল বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র স্বার্থগতি শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিতে—জীবের স্ব স্বভাবে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিব।

নানা কথা

নবদ্বীপ ভোটের সভা

গত শুক্রবার বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের নন্দীপাড়ায় মিউনিসিপ্যালিটীর ভোট সম্বন্ধে এক সভা আহূত হইয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সভাপতির আসন প্রদানের নিমিত্ত এক প্রস্তাব হয়, কিন্তু পরে ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান বাবু সদানন্দ ভট্টাচার্য্য মহেন্দ্র বাবুর অনুমোদন ক্রমে সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি বলিয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটীর পুরাতন কমিশনারগণ কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সন্তোষ-জনক হিসাব দিতে পারিলে তাহাদিগকে ভোট দেওয়া হইবে, নতুবা তাহাদিগকে আদৌ ভোট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, তিন 'ওয়ার্ড' হইতেই শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ রায় কবিরাজ মহাশয়কে ভোট দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ তিনি উপযুক্ত লোক, তাঁহাকে ভোট দিলে দেশের এবং দশের উপকার হইবে।

সহর নবদ্বীপে সাইকেল চূর্ণ

৬।১০।২৮ তারিখে নবদ্বীপ সহরের ভজাই গাড়োয়ান তেঘরি পাড়ায় নৃসিংহ প্রসাদ নামক এক ব্যক্তিকে, সাইকেল চালাইয়া যাইবার সময় বেগে পাড়ায় সদর রাস্তার উপর গাড়ী চাপা দেয়, ফলে তাহার সাইকেলটি চুরমার হইয়া যায়। মোকদ্দমা চলিতেছে।

বিপুল দান

লর্ড উল্যাভিংটন মিডলসেক্স হাসপাতালে ১২৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুগ্নব্যক্তিদিগের জন্য ব্যবস্থা করাই এই দানের উদ্দেশ্য।

লর্ড উল্যাভিংটন সেণ্টজর্জ গীর্জ্জা-সংস্কারের জন্যও ৫০ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

আবার যমুনায় জলবৃদ্ধি

যমুনায় আবার বন্যা আরম্ভ হইয়াছে। কাত্রাখালির চর ভীষণ স্রোতোবেগের ফলে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সহরের প্রধান প্রধান স্থান, হইতে যমুনা বেশী দূর নয়। নদী হইতে সার্কিট হাউস প্রায় ১০০ ফিট, ফৌজদারী আদালত ৫৪৫ ফুট, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বাঙ্গলা ৩০০ ফিট এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ৬৯৫ ফিট। ফৌজদারী কোর্টের নিকটবর্ত্তী ২৫ ফিট ও ষ্টীমার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ৪০ ফিট একদিনে ডুবিয়া গিয়াছে! দ্রুতবেগে বন্যা বাড়িতেছে। ফলে দেশবাসীর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

কারখানায় গৃহ পতন

অমৃতসহর একটা তুলার বীচি ছাড়াইবার কারখানায় ঘর ধ্বসিয়া পড়ায় ৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৯ জন আহত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ জনই স্ত্রীলোক। আহতদের মধ্যেও স্ত্রীলোক কয়েকজন আছে, ইহাদের অবস্থা তত মারাত্মক নয়। মৃত এবং আহতদের সকলকেই হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এ বিষয় তদন্ত করিতেছেন।

বীরভূম দুর্ভিক্ষে অর্থ সংগ্রহ

বীরভূম দুর্ভিক্ষের সাহায্য-কল্পে মঙ্গলভিহি কেন্দ্রের জন্য শ্রীরামপুর উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাঁহাদের প্রধান শিক্ষক ও দ্বিতীয় শিক্ষকের নেতৃত্বে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ, বস্ত্র ও চাউল সংগ্রহ করিতেছে। গত ৩টি রবিবারে তাহারা পুরন্দরপুর, আমদপুর, লাভপুর ও কীর্ণাহারে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল। আমদপুর ও লাভপুরেই তাহারা অধিক সাহায্য পাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মোট ৫০।/০ আনা, ৫।০ মণ চাউল ও চারিখানি বস্ত্র পাইয়াছে। কেন্দ্র বীরভূম সম্মেলন হইতে ২০০৲ পাইয়াছে এবং আরও ২০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে।

পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের গৃহে চুরী

গত ৬ঠা অক্টোবর রাত্রে রংপুর পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এস, কে, সেনগুপ্তের 'বাংলো'য় চুরী হইয়া গিয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পত্নীর প্রায় ১০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্তগণের সন্ধান এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

মাণিকলালের দান

শ্রীরামপুরের বাবু মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া তিনি ৫,৩৮,০০০৲ টাকা মূল্যের সমস্ত সম্পত্তি নিম্নলিখিত সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন—

তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া প্রেমবতী দাসীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে দান করিয়াছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ইহার সুদ হইতে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, হুগলী ও চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক পরিবারগুলিকে সাহায্য করা হইবে, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের সংলগ্ন বিশুদ্ধ রক্ত শিশুদের ওয়ার্ড বিনামূল্যে খুলিবার জন্য ৪৫ হাজার টাকা, শ্রীরামপুর হাসপাতালে চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগ স্থাপনের জন্য ৫০ হাজার টাকা। ইহা তাঁহার নিজের নামে স্থাপিত হইবে; তাঁহার জননী গোলাপমণি দাসীর নামে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে সুবর্ণবণিক ছাত্রদের বৃত্তি বাবদ ২০ হাজার টাকা; সুবর্ণবণিক ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়িবার জন্য আশুতোষ দে স্মৃতি-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার ৫০ হাজার টাকা, হুগলী জেলায় নলকূপ খননের জন্য ১০ হাজার টাক, কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটী ফ্রি বেডের জন্য ১০ হাজার টাকা, যাদবপুর (২৪ পরগণা) চন্দ্রমোহন ঘোষ স্মৃতি স্বাস্থ্য-নিবাসে যক্ষা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১০ হাজার টাকা, শ্রীরামপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০৲ টাকা। শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ে ২০০০৲ টাকা, ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। বাঙ্গালার এডমিনিষ্ট্রেটর জেনেরাল এই দানভাণ্ডারের ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

অষ্ট্রেলিয়া ধর্ম্মঘট

অষ্ট্রেলিয়ার ডকের কুলীদের ধর্ম্মঘট মীমাংসার আশা খুব কম। এপর্য্যন্ত অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম্মচারীবৃন্দ একরূপ নিরাশ হইয়াছেন। প্রত্যেক রাজ্যে এক একটি করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

স্পেন পরিদর্শনে ভারতীয় নৃপতি

আগামী ১৫ই অক্টোবর কপুরতলার মহারাজা মাদ্রিদে যাইবেন, তাহার কয়েক দিন পরে পাতিয়ালার মহারাজাও স্পেনে যাইতে পারেন। তাঁহারা উভয়েই রাজা আলফানসোর অতিথি হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

প্রকৃতির নাট্যাভিনয়

গত কল্য বেলা দুই ঘটিকার সময় আকাশ ঘোরঘন-তিমিরাবৃত হওয়ায় কিছুকালের জন্য মানবের হৃদয়ে প্রলয় কালের ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাদের ভীতি বৃদ্ধি করিবার জন্যই বোধ হয় পবনদেব রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। সুখের বিষয় তিনি অল্পক্ষণ পরেই অন্তর্হিত হন এবং বরুণদেব তাহার স্থান অধিকার করেন। তাঁহার ক্রীড়া কালে মেঘগণ মধ্যে মধ্যে পরস্পর, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন। সেই আলিঙ্গনের শব্দে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও বোধ হয় কম্পিত হইতেছিল।

শিশুর প্রাণরক্ষায় অগ্নিঝম্প ও প্রাণবিসর্জ্জন

চট্টগ্রামের অন্তর্গত সংখাত্তলী গ্রামের বীর যুবক ফণীন্দ্রলাল সেন প্রতিবেশীকে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজের প্রাণ দান করিয়াছেন। রাত্রিতে উক্ত প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগে, এই সংবাদ শুনিয়াই ফণীন্দ্র দৌড়াইয়া সেখানে যায় এবং একখানি অগ্নিবেষ্টিত ঘরের মধ্যে একটি শিশু রহিয়াছে শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। এইরূপভাবে সে সেই শিশুটীকে রক্ষা করে। বাহিরে আসিয়া সে আবার শুনিতে পাইল যে, মেয়েরা আর একটি শিশু ঘরে রহিয়া গিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ইহা শুনিয়া ফণীন্দ্র আবার সেই ঘরে প্রবেশ করে, কিন্তু বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার কাপড় চোপড়ে আগুন লাগিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু হয়। পরে জানা গেল যে, ফণীন্দ্র যখন দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার মধ্যে কেহই ছিল না।

কৌশলে পরিহারের ব্যবস্থা

বার্মিংহামের শ্রমিক সম্মিলনে আলোচনার জন্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির তরফ হইতে একটি প্রস্তাবের নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র রচনার ব্যাপারে ভারতবাসীকে কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রমিক দল তাহাদের নির্ব্বাচন সম্পর্কিত কর্ম্ম প্রণালীর আলোচনা শেষ করিয়া দেন। শ্রমিকদলের নব-নির্ব্বাচিত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নিকট উহা বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

সৎকর্ম্মে বাধা

প্রকাশ নৃসিংহদেব ঠাকুরের ঘাটে শ্রীবিহারী লাল সাহা একটী পান্থনিবাস প্রস্তুত করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং দত্ত দিগের ঘোরতর আপত্তিতে সৎকার্য্যটি স্থগিত রহিয়া গেল। ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাদের জিজ্ঞাস্য, ইহাই কি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বৈশিষ্ট্য?

মাদ্রাজে সর্ব্বদল-সম্মেলন

মাদ্রাজে সর্ব্বদল-সম্মেলন শেষ হইয়া গিয়াছে। ডাঃ বেশান্ত সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার স্বামী ভেঙ্কটাচেলম চেটি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য নেতা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া নেহরু রিপোর্ট সমর্থন করিয়াছেন। সম্মেলনে প্রস্তাব হইয়াছে, ভারতের শাসনতন্ত্র দায়িত্বশীল হইবে এবং স্বায়ত্তশাসনশীল কোন দেশের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা ন্যূন হইবে না। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মোহান্ত দায়রা সোপর্দ্দ

চন্দ্রকোণা বড় আস্থলের মোহান্তের বিরুদ্ধে রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। এই অভিযোগ সম্বন্ধে প্রাথমিক তদন্ত শেষ হইয়াছে। আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

কমিশন অভ্যর্থনে মিঃ হর্ণিম্যান

বোম্বাই যুবকসঙ্ঘের সভাপতি মিঃ হর্ণিম্যান পুণা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, কমিশন সম্পর্কে দেশবাসীর কি মনোভাব, তাহা স্পষ্টভাবে সদস্যদের নিকট প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যেদিন কমিশন পুণাতে পৌঁছিবে, সেই দিনই নেহেরু কমিটীর সভ্যবৃন্দ ও কংগ্রেসের সভাপতিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে সেই দিন একটা বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করিতে পারিলে ভাল হয়।

সভাভঙ্গকালে সভানেত্রী বলেন—ভারত শীঘ্রই স্বাধীন হইবে, ব্রিটেনের সহিত সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়াও হয়তো স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, স্বাধীন ভারতকে হইতেই হইবে।

প্রাণদানে কুষ্ঠব্যাধি

কারট্টিন নামক জনৈক অপরাধীর উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। সম্প্রতি কুষ্ঠরোগের চিকিৎসক ডাঃ আর্কার এই রোগের প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিকে ইনজেক্‌সন দিবার অনুমতি পাইয়াছেন। চিকিৎসক মহাশয় বলিতেছেন, কুষ্ঠরোগ সংক্রামক ব্যাধি নহে, চিকিৎসা করিলে এই রোগের আরাম হইতে পারে। তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কোনও ব্যক্তির দেহের বীজ লইয়া উহা কারট্টিনের অঙ্গে পুরিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। অপরাধী ব্যক্তি এই পরীক্ষায় রাজী হইয়াছে, এই জন্য মৃত্যু দণ্ড হইতে সে অব্যাহতি পাইবে কিন্তু কারাগার হইতে সে মুক্তি পাইবে না।

বালিকা শিক্ষা

মাদ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটী ডাইরেক্টর মিস্ আই, এম, লোর গত ৮ই অক্টোবর হার্টগ কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন,—১৯২২ সাল হইতে মাদ্রাজে বালিকাদের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অর্থাভাবই ইহার প্রধান কারণ। বালিকাদের বিদ্যালয় যাহাতে বালকদের বিদ্যালয় হইতে পৃথক রাখা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। বড় হইলে বালক বালিকার মেলামেশাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। মোপলা শিক্ষা বোর্ডের সদস্য মিঃ মহম্মদ এম, এল, সি, বলেন যে, মোপলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

মহিলা সমিতির উদ্যোগে খদ্দর-প্রদর্শনী

জামসেদপুর মহিলা সমিতি নারীদের জন্য "মিলানী"তে এক খদ্দর-প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন অনিবার্য্য কারণে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু অনুপস্থিত থাকায় শ্রীমতী অহল্যা গত ৫ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। দোকানগুলি মালে ভর্ত্তি হইয়াছে। ক্রেতাদের দ্বারাও তাহা সকল সময় পরিপূর্ণ। ভারতের নানা প্রদেশ হইতেই প্রদর্শনীর দ্রব্য আসিয়াছে; বিক্রয়ও যথেষ্ট হইতেছে। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী শোভা মজুমদার ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

যশোহর সংবাদ

পশু চিকিৎসা হাসপাতাল

পশু চিকিৎসার জন্য যশোহর টাউনে কোন হাসপাতাল আজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পশু চিকিৎসক মৌলভী গোলাম রহমান এজন্য চেষ্টা করিয়াও জেলা বোর্ডের উপযুক্ত সাহায্য পাইতেছেন না। পল্লী হইতে যাহারা চিকিৎসার জন্য গো-মহিষাদি সহরে আনয়ন করেন হাসপাতাল অভাবে তাহাদের গুরুতর কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদ দাতব্য চিকিৎসালয়

জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত একটী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় টাউনে আছে। তাহার প্রয়োজন অনুরূপ টাকা জেলা বোর্ড হইতে প্রদান করা কর্ত্তব্য। মাসিক ঔষধের জন্য মাত্র ২০৲ টাকা প্রদান করা হয় ইহাতে সকল ঔষধ প্রস্তুত করা অসম্ভব।

কয়েদীর অদ্ভুত কাণ্ড

লাহোরের ৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের আজীবন কয়েদী শেরা জেলার ঘনশ্যামদাসকে হত্যা করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামী আন্দামানে ছিল, সম্প্রতি লাহোর জেলে আনীত হইয়াছে। গত ১৫ই জুন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও কয়েকজন কয়েদী ওয়ার্ডার সমভিব্যাহারে জেলার জেল পরিদর্শন করিতে যান। আসামী অগ্রসর হইয়া বলে যে, সে জেলারকে গোপনে কিছু জানাইতে চাহে। জেলার তাহার নিকট যাইবামাত্র সে একখানি ক্ষুর দিয়া জেলারের নাসিকা ও গণ্ডদেশ কাটিয়া দেয়। দায়রা জজ অধিকাংশ এসেসারের অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন।

পরলোকে প্রিন্স চারুণ

প্রিন্স চারুণের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি শ্যাম দেশের পক্ষ হইতে জাতিসঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ট্রেনের ভুলে ডাকের বিলম্ব

৫ই তারিখে জলপাইগুড়ির ডাক দার্জ্জিলিং মেল ভুল করিয়া ষ্টেশনে না দিয়া লইয়া যায়। আবার বিকাল চারটার ডাউন নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে সে ডাক ফিরাইয়া আনা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কথা কপচাইলে চলিবে না, শ্রীহরি-কীর্ত্তন হওয়া চাই। হরিকীর্ত্তনের আবরণে মায়ার কীর্ত্তন করিলে চলিবে না। বর্ত্তমানকালে শ্রীশ্রীহরি-কীর্ত্তনের অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, হরি-কীর্ত্তনের অভাবে মায়ার কীর্ত্তনই বাজারে চলিতেছে। হরি কীর্ত্তনের কথা দূরে থাক, যে নামাভাসের ফলে অজামিল বিষয়াভিনিবেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুদূত বৈষ্ণবগণের সঙ্গক্রমে বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-সেবা লাভ করিবার সুযোগ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই নামাভাস কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতাও আমাদের হইতেছে না। হরিকীর্ত্তন কাহাকে বলে, হরিকীর্ত্তন ও বিষয়-কথা কীর্ত্তন মধ্যে কি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে,—এই সকল কথার মধ্যে অনেকের প্রবেশ নাই। আজকাল কোথাও কোথাও নামাপরাধ সম্বন্ধে বক্তৃতাদি মুখে আলোচনা হইতেছে শুনিতে পাইতেছি, তাহাও বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ বিষ্ণুদূত 'গৌড়ীয়ে'র কৃপায়। গৌড়ীয়ের কথা কপচান' আর গৌড়ীয়ের আনুগত্যে গৌড়ীয় কথার কীর্ত্তন-মধ্যে পার্থক্য আছে। নিজ নিজ লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে গ্রামোফোনের মত অচেতন-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া আত্মপর বঞ্চনামূলে যে সকল কথা কীর্ত্তিত হয়, উহা বাস্তব-বস্তুর কীর্ত্তন হইতে ভিন্ন। বাস্তব বস্তুর কীর্ত্তনে কোন প্রকার কপটতা নাই। পার্থিব যাবতীয় বস্তুর সংস্রব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ সেবার জন্য ব্যাকুলতা হইলেই, ভক্তের জিহ্বায় কৃষ্ণনাম স্বতঃস্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। যাঁহারা তাদৃশ ভক্তের অনুসরণ না করিয়া কেবল অনুকরণে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বঞ্চিত হন মাত্র। কে হরি কীর্ত্তন করিতেছেন, কে হরি-কীর্ত্তনের আবরণে বিষয়-কথার কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা ফলের দ্বারাই অনুমান করা যায়। হরিকথার কীর্ত্তনে জীবের কৃষ্ণ-সেবা-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে, জড়জগতের ভোগময় কথায় বিরক্তি আসিবে, এমন কি মুক্তির কথাও তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। কীর্ত্তনকারীর প্রকারের ভিক্ষিমাত্র পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষ-বৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥

—জ্ঞানী ও যোগিগণ যে মুক্তি বহু জন্ম ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াও লাভ করিতে পারেন নাই, সেই মুক্তিকে কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ভক্ত নরক-তুল্য মনে করেন, ভোগিগণের প্রাপ্য স্বর্গ-সুখ তাঁহার নিকট আকাশ-কুসুম-সদৃশ অলীক বস্তুরূপে প্রতীত হয়, সেবানন্দের উদয়ে তাঁহার বিধি মহেন্দ্রাদির পদবী কীট-পদবী তুল্য মনে হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসা

স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুই প্রকার সৃষ্ট জীবের মধ্যে স্থাবর দেহে না হয় হরিভজনোপযোগী যোগ্যতা আমাদের বহির্দৃষ্টিতে না-ও লক্ষ্য হইতে পারে, আবার জঙ্গম দেহে পশুপক্ষিগণ সদসদ্-বিবেকশূন্য বলিয়া তাহাদেরও না হয় হরি ভজন-প্রবৃত্তি আমাদের বাহ্য দৃষ্টিতে লক্ষিত না হউক, কিন্তু সদসদ্বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন সর্ব্বসদ্গুণের আধার-স্বরূপ হরিভজনোপযোগী দেবতাদুর্লভ এমন মনুষ্যদেহ পাইয়াও কেন যে আমরা হরিসেবা-বিমুখ হইতেছি, একথা ভাবিবার অবসর কি আমরা কোন দিনই করিয়া লইতে পারিব না? শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া থাকাই কি আমাদের বড় গৌরবের পরিচয়? স্থাবর—বৃক্ষলতাদি ও জঙ্গম—পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদির জন্ম অপেক্ষা মনুষ্য জন্ম যে কেন শ্রেষ্ঠ, সে কেন'র সমাধান করিবার জন্য বিবেকী বলিয়া গর্ব্বিত আমাদের মস্তিষ্ক কি একটুও আলোড়িত হইবে না? আহার, বিহার, শয়ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করাকেই কি আমরা বিজ্ঞানোন্নতি বলিব? এজগতের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ধন, জন ইত্যাদির অনিত্যতা তাহাদিগকে ভোগ করিবার প্রবৃত্তি হইতে কি আমাদিগকে একটুও নিরুৎসাহিত করিবে না? যাহা আমার ভোগ্য নহে, যাহাতে আমার কর্ত্তৃত্ব একেবারেই নাই, তাহাতেই ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া যিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা ও কর্ত্তা, তাঁহার চরণে অপরাধ করিবার জন্যই কি আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিযুক্ত হইবে? অথবা 'ভগবান্ আবার একটা কে, আমিই ভগবান্, ভোক্তা ও কর্ত্তা আমিই'—এইরূপ অহঙ্কার-প্রমত্ত হইয়া ভগবৎকিঙ্কর [illegible] যমদণ্ড্য হওয়াই কি আমাদের পক্ষে বড় বাহাদুরীর পরিচয়? আমি-তুমি 'ভগবান্ নাই' বলিয়া নাস্তিকতা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া নরক গমনে প্রবৃত্ত হইলেই কি ভগবানের অস্তিত্ব লোপ পাইবে? বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য অস্বীকারপূর্ব্বক বেদবিহিত ভগবদ্ভজনোপদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেই কি আমরা '*up-to date*' হইয়াছি বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইব? ভগবান, ভক্ত ও ভক্তিকে না মানিয়া, ভক্তের ভক্তিচেষ্টাকে উপহাস করিয়া, ভক্তভগবান্‌কে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেই কি আমরা আধুনিক শিক্ষিতাভিমানী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব? অর্থাৎ নিজেরা ভগবৎসেবা না করিয়া ভগবান্‌কে বা তাঁহার সেবককে উপহাস করাই কি আমাদের মনুষ্য জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য? অথবা ভগবান্‌কে মুখে মাত্র স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দিয়া আমাদিগের সেবা করাইয়া লওয়া বা তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইবার প্রয়াস দ্বারা তাঁহার সেবা সৌভাগ্য হারাইবার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী, বা যোগী হওয়াই কি আমাদের জীবনের এক একটী প্রধান উদ্দেশ্য?—এসকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার জন্য জানিনা আর কত দিনে আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিবে!

সঙ্গই—ভাগ্যবিধাতা

সঙ্গই মনুষ্যের ভাগ্যবিধাতা—যাবতীয় সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। জলের যেমন কোন বিশেষ আকার বা বর্ণ নাই, যখন যে পাত্রে রাখা হয়, তখন সেই পাত্রের আকার ও বর্ণ বিশেষ ধারণ করে, সেইরূপ মনুষ্যও যখন যেরূপ সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেইরূপ সঙ্গ-প্রভাব তাহার আচার-ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। দুঃসঙ্গপ্রভাবে যে ব্যক্তি অদ্য সজ্জন-সমাজে অতীব নিন্দার্হ ঘৃণার্হ অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলিয়া লাঞ্ছিত অপমানিত বিতাড়িত, সেইব্যক্তিই আবার কল্য সৎসঙ্গ-প্রভাবে সর্ব্বজনসমাদৃত—সম্মানিত—সম্পূজিত—সজ্জনাগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত। মানুষ দুঃসঙ্গদোষে একবার দুষ্ট হইলে সৎসঙ্গপ্রভাবে আর যে তাহাকে শিষ্ট হইতে নাই, এমন কোন কথা নহে। সাধুসঙ্গ মুহূর্ত্তকমধ্যে মানুষের জীবনে এমন একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতে পারে যে, তখন মানুষের কল্পনারও অতীত। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে দুষ্কার্য্যের জন্য মানুষের চিত্ত অত্যন্ত উল্লসিত, পর মুহূর্ত্তে সেই দুষ্কার্য্যের বিষয় স্মৃতিপথে আনিতেও সে ঘৃণায় ও লজ্জায় নিতান্ত মর্ম্মাহত। সাধুকৃপা-প্রাপ্ত মানব বলেন,—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব-নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারী সঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

—যেদিন হইতে আমার মন নব নব রসের আলয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে যোষিৎ সঙ্গ স্মরণ হওয়াতে আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং নিষ্ঠীবন হইতেছে।

ভগবান্‌কে বা তাঁহার ভক্ত ও ভক্তিকে না মানিয়া নাস্তিক হইবার বা ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচী কবলিত হইয়া ভগবৎসেবা-বহির্ম্মুখ হইবার দুর্ব্বুদ্ধি মানুষ কোথা হইতে পায়? মানুষের স্বরূপে ত' ও সকল দুর্ব্বুদ্ধির গন্ধমাত্র নাই! যে মুহূর্ত্তে দুর্দ্দৈব জীবকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ করিয়া মায়াকৃষ্ট করিয়াছে, মায়ার মোহিনী-রূপজ-মোহে মুগ্ধ হইয়া জীব যে মুহূর্ত্ত হইতে ভগবদ্রূপদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছে সেই মুহূর্ত্ত হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার দণ্ড-স্বরূপে মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাহাকে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহরূপ দুইটী কারাবরণ দিয়া কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং দুঃসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি দিয়া দুঃসঙ্গদোষে নানা দুঃখে কষ্টে নিপাতিত হইবার বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেই দুঃসঙ্গই মানুষকে যত প্রকারে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতে পারে, তাহার সন্ধান বলিয়া দিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

সময়ের সদ্ব্যবহার

তাই বলি, মানব এখনও সাবধান হও, কুহকিনী মায়ার কুহকে আর মুগ্ধ হইও না, নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্তের সঙ্গ কর, শ্রীমদ্ভগবন্মুখনিঃসৃত শ্রীগীতোপনিষদুক্ত বাক্য 'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত ভব', 'মামেকং শরণং ব্রজ' প্রভৃতি বাক্যকে অবহেলা করিয়া ভগবান্, ভক্তি ও ভক্তের নিত্যত্ব না মানিয়া নাস্তিক হওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি বিসর্জ্জন দাও, মনুষ্য-জন্ম বড় দুর্লভ জন্ম, এমন জন্মটাকে আর বাল্যচাপল্য করিয়া অতিবাহিত করিও না, শ্রীভগবান্ এবং ভগবদ্ভক্তকথা শ্রবণ কীর্ত্তন এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যা-কার্য্য ব্যতীত এ জগতে তোমার আর কোন কৃত্যই নাই, ভগবানের সেবাই তোমার মুখ্য কৃত্য, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই জগতের যত নশ্বর গৌণ-কৃত্যকেই তোমার মুখ্য বলিয়া মনে হইতেছে। মানব, এখনও অবশিষ্ট সময়ের সদ্ব্যবহার কর। এ জগতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলে আহার বিহারাদির ব্যবস্থাটি একটু ভাল করিয়া লওয়ার নাম—'সময়ের সদ্ব্যবহার' নহে। নিষ্কপট-মনে আত্মবুদ্ধি

করিয়া তাহার বা তৎসম্পর্কিত দেহ-মনের তৃপ্তিসাধনে যে কাল ব্যয়িত হয়, সে কাল তোমাকে মহাকালের করাল-কবলে কবলিত করিবে। মানব, নিশ্চিন্ততা-বশে আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ঘটাইও না। আমাদের পূর্ব্ব মহাজন শ্রীলরূপ-গোস্বামিপাদ নিখিল কাল-যাপনের যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর—

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্॥

—অজাতরুচি সাধক কৃষ্ণ-ভিন্ন অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার সম্যক্ কীর্ত্তন ও অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন-পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন, ইহাই, নিখিল উপদেশের একমাত্র সার উপদেশ।

আমরা বহু জন্মের আকাঙ্ক্ষিত এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের যে সামান্য কয়েকটা দিন পাইয়াছি, তাহা কাটাইবার যেন আর উপায় খুঁজিয়া পাই না, তাই কেহ দ্যূতপানাদিতে আসক্ত হইয়া, কেহ নাটক নভেল পড়িয়া, কেহ যাত্রা, থিয়েটার, নটীনৃত্যে যোগদান করিয়া, কেহ বৃথা তর্ক বিতর্ক করিয়া, কেহ অপরাবিদ্যা বা অবিদ্যার কুহকে মুগ্ধ হইয়া, কেহ স্ত্রীপুত্র পরিজনবর্গের ভরণপোষণে প্রমত্ত হইয়া, কেহ তীর্থ-দর্শনের ছলে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া, কেহ বা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা লোকক্ষয় করিয়া অর্থাৎ যে কোন প্রকারে হউক না কেন আমরা ভগবৎ-সেবাবহির্ম্মুখ হইয়া দিনগুলি কাটাইলেই যেন যথেষ্ট মনে করিয়াছি। হতভাগ্য নির্ব্বোধ আমরা আর কবে যে শ্রীলরূপপাদের কাল-যাপন-প্রণালী অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, শ্রীল রূপপ্রভুর কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা-স্থল—যথাসর্ব্বস্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, তাহা কে জানে? তিনি কৃপা করিয়া যদি কোন দিন ব্রজবাসে অধিকার দান করেন, তবে ব্রজবাসিজনের আনুগত্যে শ্রীভগবদ্-ভজনে নিখিল কাল যাপন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, আর কালের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইব না। তাঁহার কৃপাই সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রদান করিবে, তাঁহার কৃপাই আমাদের সকল সৌভাগ্যের বিধান করিবে, তাঁহার কৃপাই আমাদের নিখিল-কালের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিবে।

—

সম্বন্ধ-জ্ঞান

(প্রাপ্ত)

সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবে, আমাদের দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সম্বন্ধ জ্ঞান কাহাকে বলে? আমরা যে এই অনিত্য জগতে, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, দারা, সুত নানাবিধ আত্মীয়স্বজন কলত্রাদির সহিত একত্র বাস করিয়া থাকি ইহাদের সহিত আমাদের কি কোন সম্বন্ধ নাই? প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ত আমি দেখিতেছি, ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার বেশ নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবে আমার "এই সম্বন্ধে" দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় না কেন?

প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। আমরা সাধু, গুরু, শাস্ত্রদৃষ্টে জানিতে পারি, শ্রীশ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদাতা "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" (মুণ্ডক ১।২।১২)। তিনি নিত্য জগতের নিত্য ধামের নিত্য সম্বন্ধ-প্রদান করিয়া থাকেন। এই নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদানের নামই হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুদেব দিব্য জ্ঞান প্রদাতা, "অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" আমরা বদ্ধ জীব, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে থাকিয়া, অনিত্য জগতের অনিত্য সম্বন্ধে অবস্থান করিতেছি, যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন ও শলাকা দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেন অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন, সেই অখিল জীবে করুণা-প্রদানকারী শ্রীগুরুদেবকে আমি নিত্য নমস্কার করি। জগৎ হচ্ছে দুইটী—একটী নিত্যনাম অর্থাৎ নিত্য জগৎ, অপরটী ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, নিতল, রসাতল, এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক অনিত্য জগৎ, আর বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবন হচ্ছে নিত্য ধাম নিত্য জগৎ। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক মায়ার জগতে অনিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, রোগ, শোক, জন্ম, জরা, মৃত্যু, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, আধি-দৈবিক প্রভৃতি ত্রিতাপ জ্বালায় সর্ব্বদা দগ্ধীভূত হইতেছি। এ মর জগতে অনিত্য সম্বন্ধে কেহ কোন দিনই সুখী হইতে পারেন নাই—ইতিহাস প্রতিপৃষ্ঠায় ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিবে। তুচ্ছ অনিত্য, ধন, জন, ঐশ্বর্য্য আত্মীয় জনের মায়ায় মোহিত হইয়া আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়াছি। পর-ক্ষণেই নিষ্ঠুর কাল আমার অত্যন্ত আদরের বস্তুকে আমার হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া—এই অনিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞানকে ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব জানাইয়া এই বদ্ধ জ্ঞানকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই ঘুমের নেশার অবসান করিয়া দিবার জন্যই যেন কোন ভক্ত অজানা দেশ হইতে অপ্রাকৃত ভাষায় আমার কর্ণকুহরে অমৃত ধারা সিঞ্চন করিলেন। "শ্রীনিতাই পদকমল, কোটি-চন্দ্রসুশীতল, যে ছায়ায় জগত জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইএর পায়॥ সে "সম্বন্ধ" (জ্ঞান) নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে, বিদ্যাকুলে কি করিবে তার"॥—শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বই গুরুতত্ত্ব, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে অর্থাৎ সদ্‌গুরুতে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কখন নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় হয় না। অনিত্য সম্বন্ধজ্ঞান পশুর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বদাই অশান্তি অনলে দগ্ধ হইতে হয়।

সম্বন্ধ জ্ঞান কাহাকে বলে? শ্রীগুরুদেব অনিত্য সম্বন্ধ হ'তে নিবৃত্ত করিয়া চ্যুত গোত্র হইতে যে অচ্যুত গোত্রে অর্থাৎ চিজ্জগতে বিষ্ণুবস্তুতে অথবা শ্রীভগবানে নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রদান করেন, ইহাকেই অপর ভাষায় দিব্য-জ্ঞান বা দীক্ষা বলে। বিবাহের পূর্ব্বে যেমন বালিকা পিতার গোত্রে পরিচিতা থাকেন, বিবাহের পরেই বালিকা যেমন গোত্রান্তরিতা হইয়া পতির গোত্রে পরিচিত হন, সেই প্রকার- বদ্ধ-জীব শ্রীগুরুকৃপায় অনিত্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে, চ্যুত গোত্র ত্যাগ ক'রে নিজ পতি অচ্যুত শ্রীভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধে, স্বরূপে অবস্থিত হইবার নামই দীব্য-জ্ঞান। শ্রীভগবানের নিত্য সেবার অধিকারী হইবার নামই দীক্ষা, বা "সম্বন্ধ জ্ঞান"।

এই নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবেই আমরা বর্ত্তমানে এই দারুণ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিরই আমাদের এই দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা নাই।

—

মাথার মূল্য

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের জীবিতাবস্থায়ই নাকি মস্তকটী বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। কথাটা সত্য হইলে সুসংবাদই বটে।

যে সকল শারীর স্নায়ুগঠন করিয়া এই পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক এত উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে এবং গভীর গবেষণা-যুক্ত মস্তিষ্কের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, সেই সেই সুত্রকর্ত্তা সুধী [illegible] সেবকের পুত্র-নপ্ত-পৌত্র সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত লক্ষ বৎসর পরিমিত পরমায়ু লাভ করিয়াও লক্ষ লক্ষ যার জীবন-পাত্র করিতেছেন, সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্য সৎ, জ্ঞান, আনন্দের আকর শ্রীগৌরসুন্দরেরও বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা ও বিচার করিয়া যাঁহারা, ভ্রম বাহির করিতে পারিয়াছেন, বিংশোত্তরশত পরমায়ুর ত্রিপাদ অনবসান কালেই, তাঁহাদের মাথার মূল্য অনেক ঢের ঢের বেশীগুণ হওয়া প্রয়োজন। তবুও যে কেন ঐ সব মাথার গ্রাহক এখনও জুটিতেছে না, তাহা বুঝি না।

আমার মনে হয়, না জুটিবার দুইটি কারণ। প্রথম কারণ—এত মূল্যবান্ মাথা ক্রয় করিবার উপযুক্ত ধনাঢ্য গ্রাহকের অভাব। দ্বিতীয় কারণ—এরূপ মাথাটা ক্রয় করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া কাহারও মনে হয় না। যাহা হউক আমার বিবেচনায় ঐ সকল মাথা এখন হইতে কিনিয়া রাখা উচিত। কারণ মাথাগুলির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ার নিমিত্তই এবম্বিধ পিতৃদেব জ্যেষ্ঠতাতগণের বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া নিজের বিদ্যা বুদ্ধির বিজ্ঞাপন বাজারে প্রচার হইতেছে। একদিন না একদিন এসব মাথার মূল্য অমূল্য হইবে। আপনারা অমূল্য শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ জানেন ত? ন-নাই, মূল্য যাহার অর্থাৎ যাহা মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না অথবা কাণা কড়ির ন্যায় হয়ের। (ধৃষ্টতা ক্ষমা চাই)।

প্রায় সোওয়া দুই কুড়ি বৎসর যাবৎ এ জগতে বাস করি। এর মধ্যে শিশু-শিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, বোধোদয়, রামায়ণ, মহাভারত, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সংবাদপত্র কতকি পড়িতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুনি নাই, মহাপ্রভুর উপরেও পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী চালায়?

হায় মৎসরতা! তোমার কি এতই প্রতাপ যে, তুমি যাহার ঘাড়ে কি মাথায় আসন পাতিয়া ব'স, সে সংসারটাকে জয় করিতে যাইয়া, স্বয়ংভগবানের উপরেও গুরুগিরি করিতে কুণ্ঠিত হও না! সেই নিমিত্ত ভগবদ্ভক্তগণের নিকট তোমার স্থান মোটেই নাই। তোমার অন্য পাঁচ ভাই, ভক্তদের কাছে থাকিয়া কত প্রকারে সেবা-সুযোগ লাভ করেন, আর তুমি এই দোষেই তাঁহাদের নিকট হইতে বঞ্চিত। ভক্তেরা বলেন,—"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরি-কথা। মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণ-গানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা", কিন্তু তোমার নামও উচ্চারণ করেন না। অবশ্য যাহারা রিপুদাস, তাহারা রিপুদিগের দাসত্বই করেন, সেখানে তুমিও আদর পাও, কিন্তু যাঁহারা অনর্থনির্ম্মুক্ত তাঁহারা তোমাকে (মাৎসর্য্যকে) বর্জ্জন করিয়া

অবস্থা-বিপর্য্যয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্যাকরণতীর্থ)

অখণ্ডজ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অণু-চিৎস্বরূপ জীব। ভগবদ্বিগ্রহে ষষ্টিসংখ্যক গুণের মধ্যে পঞ্চাশৎ গুণ প্রত্যেক জীবেতে বিন্দু বিন্দুরূপে বিদ্যমান। ভগবান্ বিভু, জীব অণু, ভগবান্ মায়াধীশ, জীব নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া মায়াবশযোগ্য। যখনই জীব কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া বিষয়-লুব্ধ হইয়াছেন, অমনি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ ও পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ জীবকে আবৃত করিয়াছে। জীবের স্বরূপে মায়ার কোন কার্য্য নাই। মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি, কৃষ্ণবিমুখ জীবদিগকে দণ্ড দিবার জন্য এই জড় জগতে তিনি আবির্ভূতা। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণকেই যে 'আত্ম' বলিয়া অভিমান করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যখন জীব স্থূলাবরণ কালবশে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি মন বুদ্ধিরূপ সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করেন। পরে পূর্ব্ব বাসনানুযায়ী দেহান্তরে প্রবিষ্ট হন। এই সূক্ষ্মদেহ ভোগবাসনাহেতু অনাদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত। যখন নিরন্তর কৃষ্ণসেবা দ্বারা বিষয়-সেবা হইতে মুক্ত হন, তখনই জীব নিজ শুদ্ধ সত্বে অবস্থিত হন। এখন আমরা একটা উদাহরণ দ্বারা বিশেষরূপে জানিতে পারিব যে, স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহকে সমন্বয় ও আত্মবুদ্ধি করা ভ্রমাত্মক। নারিকেল একটী পদার্থ, তাহার অভ্যন্তরে শাঁস ও জল পরস্পর ভিন্নরূপে অবস্থিত। উভয়ই কখন একবস্তু নহে; সুতরাং তাহার আকৃতি ও ব্যবহার পরস্পর প্রভেদ। খোসাটীকে উন্মুক্ত করিলে তাহার পরবর্ত্তী খোসা আসিয়া পড়ে, আবার সেটীকে উন্মোচন করিলে আসল জিনিষটা বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ জীবের স্থূল দেহটী বিনষ্ট হইলে সূক্ষ্মদেহ আসিয়া পড়ে, কৃষ্ণকৃপা হইলেই জীব নিজ স্বরূপে উপস্থিত হন। আমরা যে [illegible]কেই একমাত্র 'আমি' বুদ্ধি করিতেছি, [illegible] আমাদের সুষুপ্তি অবস্থাটীর বিষয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই নিজ ভ্রান্তি [illegible] উপলব্ধি করিতে পারিব। যখন

[illegible]াম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই রিপু-[illegible] 'চটীকে-কৃষ্ণ-কার্য্য' সেবায় নিয়োজিত [illegible] দিয়েছেন। উহাদের দ্বারা সেবাই [illegible]বান। তুমি মাৎসর্য্য; তোমার পরশ্রী [illegible] কেবল অপরাধময়, তুমি [illegible]বাদী, তাই তুমি বঞ্চিত। তোমায় [illegible] কণ্ড বর্জ্জিত এবং বক্তব্য। তুমি যাহার [illegible] প্রবেশ কর, তাঁহার মাথায় মূল্যও [illegible] কছি।

আমরা যখন নিদ্রাভিভূত হই, তখন আমরা নানাপ্রকার চিত্তজনিত কর্ম্মবাসনা মনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। স্বপ্নে দেখি, আমি এ রাজ্যে নাই, আত্মীয়ের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি, কেহ যেন আমাকে বল পূর্ব্বক বধ করিতে আসিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমার ঐ দুঃস্বপ্ন দর্শন অলীক, আমার মনই ঐ সমস্ত দর্শনের মূল।

জীবাত্মা নিত্য, চেতন, অবিনাশী, তাহার ধর্ম্মও নিত্য কৃষ্ণভক্তি সেবা। মন অনিত্য তাহার ধর্ম্ম—সঙ্কল্প ও বিকল্প। আবার জীবের অনাদি অবিদ্যা-বিষয়বাসনা-জনিত কামরূপ রজোগুণো-দ্ভূত দুর্জ্জয় অরি জীবের দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহাদিগকে কুপথে পরিচালিত করে। এই কামই ষড়রিপুর অন্যতম। যখনই বিষয় ভোগে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই এই কাম ক্রোধরূপে পরিণত হয়।

বিষয়ভোগ মনে উদিত হইলেই লোভ আসিয়া পড়ে, বিষয় নষ্ট হইলে মোহ উপস্থিত হয় এবং বিষয়মত্ত থাকিলে মদ আসিয়া জীবকে তমো ধর্ম্মে নিবিষ্ট করে। এইরূপ এক কাম হইতেই ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য ষড়রিপুর উৎপত্তি। কামই জীবের সর্ব্ব অনর্থের মূল। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ
বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেনচ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্য-
বৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো-বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
(গীতা ৩।৩৭-৪০)

অর্থাৎ রজোগুণোদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। কাম প্রাক্তন-বাসনাহেতুক বিষয়াভিলাষ। কামই অবস্থাভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হয়। যখন অভিলাষ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণ আশ্রয় করিয়া তাহাই ক্রোধ হইয়া পড়ে। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীব চৈতন্য কাম কর্ত্তৃক আবৃত এবং উল্বন-দ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্ত্তৃক অতিগাঢ়রূপে আচ্ছাদিত চেতনরূপী বৃক্ষাদিভাবে অবস্থিতি করে। এই কামই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠান দ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে—জীবের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটায়।

অনেকে বিষয় ভোগদ্বারা কামকে নিবৃত্ত করিতে চাহেন, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। কাম কখনও বিষয় ভোগ দ্বারা নিবৃত্ত হয় না বরং আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্মৃতি বলেন,

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন
শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

সুতরাং এই কামরূপ শত্রুকে দমন করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাপত্তি। শরণাগত ভক্তই কৃষ্ণসেবায় কামকে অর্পণ করিয়া তাঁহার বিপর্য্যস্ত অবস্থার উন্নতি সাধন করেন।

গৌহাটীতে

শ্রীল পরমহংস ঠাকুর

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

গৌহাটী, ৯ই অক্টোবর

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত কল্য অপরাহ্ণে সপার্ষদে এখানে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বিশেষরূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। গোস্বামী ঠাকুর মিঃ এন্, বরদুলাইর বাংলোতে অবস্থান করিতেছেন। প্রচারকবৃন্দ সহরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। বরদুলাই এবং অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণ অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন। পরমহংস ঠাকুর আগামী কল্য প্রাতে শিলং যাত্রা করিবেন।

নানা কথা

নবদ্বীপে ভোট-তরঙ্গ

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর ভোট-প্রার্থিগণের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা-দ্বন্দ্ব চলিতেছে। শুনা যাইতেছে যে, কোন পাড়ায় বারোয়ারীতে সাহায্যার্থ, কোন পাড়ায় থিয়েটারের নিমিত্ত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক ভোট সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। আশা করি ভোটারগণ এই টাকা পাওয়ার লোভে প্রলুব্ধ না হইয়া, যাঁহাকে ভোট দিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে, অপর কথায় যিনি পরদুঃখদুঃখী, সর্ব্বদা অপরের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাদের হিতার্থে রত হন, তাঁহাকেই ভোট দিয়া সহরের উন্নতিকল্পে যথাশক্তি সহায়তা করিবেন।

ট্রেণে দুর্ঘটনা

বোম্বাই ৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার অপরাহ্নে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা এক্সপ্রেস যখন এলাহাবাদ হইতে বোম্বাই যাইতেছিল, সেই সময় মানমাদ ষ্টেশনে পৌছিবার অল্প পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা বোগী গাড়ীতে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর ৩ জন যাত্রী মারা গিয়াছে এবং ৮ জন জখম হইয়াছে।

বিস্ফোরণের কারণ জানা যায় নাই, ট্রেণে গ্যাস ছিল না, উহা বিদ্যুতালোকে আলোকিত করা হইত। ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়াও পড়ে নাই।

বিস্ফোরণের ফলে তৃতীয় শ্রেণীর ২ খানা বোগী গাড়ী জখম হইয়াছে। মানমাদের রেলের ডাক্তারেরা আহতদের চিকিৎসা করেন। মৃতদেহগুলি হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বিস্ফোরণ কারণ সম্বন্ধে পুলিস জোর তদন্ত করিতেছে।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ৬ই অক্টোবর রসা রোডে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি ঘরের মোটরে চাপা পড়িয়া অনৈক বালক তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। চাপা দিয়াই ড্রাইভার সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশের তদন্ত হইতেছে।

অধ্যাপক আইনিষ্টিনের গবেষণা

লণ্ডনের ৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, বার্লিন হইতে এরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে যে, অনেকদিন যাবৎ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আইনিষ্টিন হৃদযন্ত্রের রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার স্বাস্থ্য এত ভাল হইয়াছে যে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া বলা যায়। জার্ম্মাণীতে এই মর্ম্মে ঘোর গুজব রটিয়াছে যে, তিনি তাঁহার দীর্ঘ রোগভোগের সময় শয়নকক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। এই আবিষ্কার সমগ্র বিজ্ঞানজগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিবে। এই বিষয়ে এখনও কোন নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে গুজবের নিশ্চিত প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই।

সন্ন্যাসী না আততায়ী

বেনারসের ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দকে ছুরিকাঘাত করিবার অভিযোগে স্বামী স্বরূপানন্দ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

নারীর ফাঁদে আততায়ী

সিজেরাস রসী নামে জনৈক সাংবাদিক ও ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়ের সংবাদপ্রচার-বিভাগের পূর্ব্বতন কর্ত্তা, ইটালীর পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের নেতা সাইনর ম্যাটিওটিকে হত্যা করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করে এবং সুইজারল্যাণ্ডের লুগানো নামক এক নিভৃত নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে। রসী ইটালী হইতে ফ্রান্সে পলায়ন করিবার পর হইতেই কয়েক জন গোয়েন্দা তাহার পশ্চাদনুসরণ করে এবং তাহারা এরূপে জাল বিস্তার করে যে, রসী সে ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়। প্যারিসে এক নারী-গোয়েন্দার সহিত রসীর পরিচয় হয়, কিন্তু তাহার প্রতি তাহার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবার কারণ ঘটে নাই। এই নারীর সহিত সে এক ট্রেণে লুগানো যাত্রা করে। এ দিকে ক্রিশ্চিয়ানী নামে অন্য এক ইটালীর গোয়েন্দা লুগানোর বাহিরে এক বাগান-বাড়ী ভাড়া লয়। রসী লুগানোয় উপস্থিত হইলে ক্রিশ্চিয়ানী তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করে। ক্রমে ঐ নারী-গোয়েন্দা ও ক্রিশ্চিয়ানীর সহিত রসীর বেশ বন্ধুত্ব জমিয়া যায়। ক্রিশ্চিয়ানীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ নারী-গোয়েন্দা একদিন সায়ংকালে রসীর সহিত মোটর-গাড়ী আরোহণে সীমান্ত অভিমুখে ভ্রমণে যায়। রসীর মনে কোন সন্দেহই হয় নাই, কিন্তু মোটরগাড়ী সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হইলে, চালক উহা অত্যন্ত দ্রুতবেগে চালাইয়া সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত পার হইয়া ইটালীর এলাকায় উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য, তথায় পৌছিবামাত্র ইটালীয় পুলিস রসীকে গ্রেপ্তার করে। সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা হইতে এইরূপে ভুলাইয়া আনিয়া গ্রেপ্তার করায় সুইজারল্যাণ্ডবাসীরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং সুইস গভর্ণমেণ্টও ইটালীর নিকট প্রতিবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়কেরাও গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নিজাম রেল ধর্ম্মঘটের অবসান

সেকেন্দ্রাবাদের ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নিজাম রেলের ধর্ম্মঘটের মিটমাট হইয়া গিয়াছে, ফলে ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। মিটমাটে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া এবং যাঁহাদের চেষ্টায় মিটমাট হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মিঃ গিরি একখানি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

ধর্ম্মঘটের অবসান-প্রায়

সেকেন্দ্রাবাদের ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, প্রাতে ধর্ম্মঘটীরা প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মে পুনরায় হস্তক্ষেপ করে। তাহারা শান্তভাবে "যুনিয়নকি জয়" ধ্বনি করিয়া কর্ম্মারম্ভ করে। তাহাদের অভাব অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তাহাদের মনঃপূত হইবে বলিয়া খুব আশা করিতেছে। এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই বিজ্ঞাপিত হইবে। গত সন্ধ্যায় যে বিবেচনাসঙ্গত সিদ্ধান্ত হয়, তাহা সার আকবর হাইদারীর মধ্যবর্ত্তিতার ফল। য়ুনিয়নের প্রথম জন্মোৎসব উপলক্ষে ৫ হাজার লোকের উপর মিলিয়া একটি জনসভা হয়। অস্থায়ী লোকো সুপাঃ মিষ্টার প্যান্ডং এবং অন্যান্য পদস্থ রেল কর্ম্মচারীরা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুত গিরি সার আকবর হাইদারীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। কারণ, তাঁহারই বিচক্ষণতা হেতু অভীপ্সিত মীমাংসা সংঘটিত হয়। তিনি সকলকে অতীতের ঘটনা ভুলিয়া এজেণ্টের সহানুভূতির উপর বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মে যোগদান করিতে বলেন। এজেণ্টও সভায় বক্তৃতা করেন এবং সকলেই তাঁহার সহানুভূতি লাভ করিবে, এই কথা বলায় খুব আনন্দধ্বনি উত্থিত হয়।

চীন-সৈন্যের বৈদেশিকের প্রতি অত্যাচার

প্রকাশ, পররাষ্ট্র বিভাগের কমিশনার মিঃ সি, এফ, জনষ্টন নামক জনৈক স্কটলণ্ডবাসী এক দিন হ্যাংকিন সহরের প্রাচীরের উপর দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হঠাৎ ৪ জন চীনা সৈন্য কর্ত্তৃক পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রান্ত হয়েন। উহাদের পরিধানে চীনের জাতীয় সৈন্যদলের উর্দ্দি ছিল। উহারা তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার দেহে এবং মুখে পদাঘাত করিতে থাকে। অবশেষে তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। মিঃ জনষ্টন কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অতি কষ্টে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হ্যাংকিনে বিদেশীয়দিগের প্রতি ভীষণ অত্যাচারের পর কোন বিদেশীয় ডাক্তার না থাকায় মিঃ জনষ্টন চিকিৎসার জন্য সাংহাই সহরে যাইতেছেন। শুনা যায়, উক্ত দুর্বৃত্ত সৈন্যচতুষ্টয় নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া এক জন বিদেশীকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া আস্ফালন করিয়াছে। উহারা কোন্ সৈন্য দলের অন্তর্ভুক্ত, পুলিস উহা বিশেষরূপেই জানে। কিন্তু তাহাদের কোন কৈফিয়ৎ চাহে নাই।

পুলিসের সহিত দাঙ্গা

মাণিকগঞ্জ মহকুমার এক গ্রামে পুলিসের সহিত কতিপয় গ্রামবাসীর এক গুরুতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসকে গুলী চালাইতে হইয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক সব-ইনস্পেক্টার কতিপয় কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে ঐ গ্রামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে যান। পুলিস ঐ ব্যক্তির বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে অপরাধীর কাকার নেতৃত্বে এক দল গ্রামবাসী পুলিসকে আক্রমণ করে ও পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শার আঘাতে একজন সরকারী সাবইনস্পেক্টর বিশেষ ভাবে আহত হয়, তখন পুলিস গুলী চালায়। গুলীর আঘাতে অপরাধীর কাকা আহত হয়। উভয় আহত ব্যক্তিকেই স্থানীয় মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সহকারী সাবইনস্পেক্টরের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ।

অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ

হাওড়া, সালকিয়ার কোনও সম্ভ্রান্ত বংশের এক যুবক পুলিসের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছিল যে, সে অসৎ সঙ্গে মিশিয়া কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের প্ররোচনায় কলিকাতায় বেশ্যালয়ে গমন করিয়াছিল। সেখানে সে নেশায় অভিভূত হইলে তাহার নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট এবং বন্ধকী দলিল লিখিয়া লওয়া হয়। ঐ সম্পর্কে হাওড়া গোয়েন্দা পুলিসের ইনস্পেক্টার রায় সাহেব আর, ডব্লিউ, বসু সদলবলে কলিকাতা ও হাওড়ার নানাস্থানে খানাতল্লাস করিয়া ৬ জন বাঙ্গালীকে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে পুলিস ২ জন উকীলকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত সকল ব্যক্তিকেই পুলিস জামীনে খালাস দিয়াছে।

হিমাদ্রি অভিযান

রোমের সংবাদে প্রকাশ যে, ডিউক অব স্পলেটো তাঁহার দলবলসহ হিমালয় পর্ব্বতমালার কারাকোরাম অঞ্চলে ভৌগোলিক অভিযানের জন্য ভারতে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া অভিযানে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সিনর বিয়াগীকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইনি বেতারবার্ত্তার 'অপারেটার' হিসাবে কার্য্য করিবেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই অভিযান কার্য্য গডউইন জেলা, ব্রেডপুল, শিগার এবং আস্কোলি প্রদেশে চলিতে থাকিবে।

'ফরওয়ার্ডে'র মামলার আপীল

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ ক ধারা অনুসারে তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে এবং মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ধরকে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আবেদন করায় সম্পাদককে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছিল এবং জরিমানার টাকা দান করা স্থগিত রাখিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। গতকল্য হাইকোর্টের জষ্টিস্ কয়েলো এবং লর্ড উইলিয়ামসের এজলাসে আপীল দায়ের করা হয় এবং মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি প্রার্থনা করেন যে, আপীলের আবেদনের শুনানী না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পাদককে পূর্ব্বের জামিনেই খালাস রাখা হউক এবং জরিমানার টাকা দান স্থগিত রাখা হউক।

বিচারপতিদ্বয় আসামী পক্ষের ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

সিঁদেল চোর গ্রেপ্তার

সেদিন একটি ভয়ঙ্কর গুণ্ডা সন্দেহজনকভাবে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ঘুরিতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশ তাহার অঙ্গ তল্লাস করিয়া কয়েকটি সিঁদকাটিবার যন্ত্র পাইয়াছে। তাহাকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইবে।

সেটেলমেণ্টের রেকর্ড চুরি

গত ৬ই অক্টোবর রাত্রিতে লাকারপেলে সেটেলমেণ্ট অফিস হইতে সেটেলমেণ্টের বিরোধসম্পর্কিত মামলার বহুসংখ্যক রেকর্ড চুরি গিয়াছে। এই সেটেলমেণ্ট আফিসটী বোয়ালখালি থানা হইতে অনতিদূরে। থানায় খবর দেওয়া হয়। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

কামাল পাশার ক্রোধ

প্যারিসের ৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, তুর্ক রাজ্যের প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা কামাল পাশা কোন ফরাসী প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, জগতের সকল লোকেও যদি আমের আমাকে আলবেনিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করে, তথাপি, তিনি কিছুতেই তাঁহাকে আলবেনিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬শে আশ্বিন, শুক্রবার—১৩৩৫।

আনন্দময়ী

আনন্দময়ীর আগমনে আজ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই হৃদয় 'আনন্দ' 'আনন্দ' করিয়া উন্মত্ত। বিদেশবাসী আজ স্বদেশে, প্রত্যাগমন করিয়া স্বজনালিঙ্গনের জন্য কতই না ব্যাকুলচিত্ত, স্বদেশবাসীও বিদেশবাসী স্বজনকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য কতই না উৎকণ্ঠাযুক্ত। মাতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে সারাটী বৎসর দেখিয়া আসিলেও আজিকার দর্শনে যেন কি এক নূতন ভাব— নূতন আনন্দ - নূতন উন্মাদনা। কবির কবিত্বে, গায়কের সঙ্গীতে, বাদকের বাদ্যে, নর্তকের নৃত্যে আজ যেন কেমনই একটা নূতনত্ব—সে নূতনত্বের ধারণা করিতে আজ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কল্পনাও হার মানিয়া যাইতেছে। কবির হৃদয়তন্ত্রী আজ মুহুর্মুহুঃ যে নূতন সুরে বাজিয়া উঠিতেছে, কবি আজ সে সুরের মূর্চ্ছনা কল্পনার তুলিকায় অঙ্কন করিয়া ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। শারদীয়া প্রকৃতি-রাণী আজ যে মোহনসাজে সজ্জিতা হইয়া যে মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে প্রকৃতির স্তাবকবৃন্দ—প্রকৃতিবাদিগণ আজ একেবারেই আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে— সকল ইন্দ্রিয়ের সকল বৃত্তি দিয়াই প্রকৃতির সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে—চাহিতেছে 'আনন্দ'—গাহিতেছে—

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে
গিয়েছে দেশ ছেয়ে।"

কিন্তু ঐ যে প্রকৃতির স্তাবকদল 'আনন্দ' 'আনন্দ' করিয়া গগন পবন মুখরিত করিতে করিতে প্রকৃতির সন্দর্শন—সম্ভাষণ—সংস্পর্শন—সংসেবনের জন্য কত না আশা, কত না উৎকণ্ঠা, কত না ব্যাকুলতা, কত না সুখ-স্বপ্নসহ আত্মহারা হইয়া ছুটিতেছে, হা বিধাতঃ, কেন তুমি তাহাদের মস্তকোপরি অকস্মাৎ ঐ নিরানন্দের নিদারুণ অশনিসম্পাতে তাহাদের সকল আশা—সকল উৎকণ্ঠা—সকল ব্যাকুলতা—সকল সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলে? ওঃ তুমি কি এতই নিষ্ঠুর—তোমার হৃদয়খানি কি একেবারেই পাষাণ—বজ্র হইতেও কঠোর? অহো, চতুর্দিক হইতে ঐ যে হাহাকার ধ্বনি, ঐ যে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়া আনন্দময়ীর রাজ্য নিরানন্দময় করিয়া তুলিতেছে—মূর্তিমান নিরানন্দ আসিয়া যে আজ আনন্দময়ীর পূজায় ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছে, হা নিষ্ঠুর বিধাতঃ, এত দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার মর্ম্মস্থল একটুও স্পন্দিত হইয়া উঠে না? হায়, হায়, যে পিতামাতা তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের মুখচুম্বন করিবার জন্য কত না আশা ভরসা বুকে বাঁধিয়া, কত না উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতেছিলেন, হা বিধাতঃ, তুমি আজ সেই পিতামাতাকে কি মর্ম্মান্তিক সংবাদই না শুনাইলে! ওই দেখ, মুহূর্ত্ত মধ্যে হতভাগাদের সকল আশা—সকল ভরসা—সকল উৎকণ্ঠা স্বপ্নের মত ঘুচিয়া গেল, কেবল শূন্যহৃদয়ে মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া এজগতে তাহাদের আর কিছুই আলিঙ্গন করিবার রহিল না। আবার ঐ দেখ যে সন্তান, এই মুহূর্ত্তে তাহার মাতাপিতৃ ক্রোড়ে উঠিয়া তাঁহাদের বুক জুড়াইবার জন্য কত না স্নেহ-মাখা গদগদ স্বরে মাতৃপিতৃ সম্বোধনরত, অহো, পরমুহূর্তেই দুরন্ত কালের কঠিন হস্ত সে সন্তানের কোমল বক্ষ হইতে তাহার মাতা-পিতাকে কেমন করিয়াই না ছিনাইয়া লইল। এইরূপ প্রতিমুহূর্তেই মানব আজ এজগতে যাহাকে 'আনন্দ' বলিয়া ধরিতে যাইতেছে, অমনিই নিরানন্দ কোথা হইতে হী— হী রবে অট্টহাস্য হাসিতে হাসিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার সকল আশা নিরাশ করিয়া দিতেছে—বলিতেছে—'এই দেখ, আমি কত বড় বঞ্চক, তোমাকে কেমন করিয়াই না বঞ্চনা করিতে পারি।'

তবে আনন্দ কাহাকে বলি? যে আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নহে, যাহার পরিণাম— নিরানন্দ, যে আনন্দের আবাহন বা বিসর্জ্জন আছে, তাহাই কি আনন্দস্বরূপ? সেই খণ্ড আনন্দ লইয়াই কি আনন্দময়ীর আগমন? তাই কি তাঁহার আবাহন ও বিসর্জ্জন? না—না, তাহা ত' নয়? এজগতে জীব যাহাকে 'আনন্দ' বা 'আনন্দময়ী' বলিয়া ধারণা করিতেছে, তাহা ত' প্রকৃত আনন্দ বা প্রকৃত আনন্দময়ীর পরিচয় নহে? মায়াই যে জীবকে ঐরূপে বঞ্চনা করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী বৃত্তি হইতে নিরন্তর যে প্রেমানন্দ প্রকটিত, তাহাই যে প্রকৃত আনন্দের স্বরূপ, আর সেই প্রেমানন্দময়ী কৃষ্ণাহ্লাদদায়িনী হ্লাদিনীর সারভূতা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অংশস্বরূপা চিচ্ছক্তি যোগমায়াই যে প্রকৃত আনন্দময়ী! সে আনন্দময়ী যোগমায়ার কৃপা, যে সৌভাগ্যবান্ জীব লাভ করেন, তাঁহাকে আর জড়ানন্দের বঞ্চনায় পতিত হইতে হয় না। কিন্তু হতভাগ্য জীব সেই যোগমায়ার ছায়াশক্তি মায়াকেই 'আনন্দময়ী' জ্ঞানে মায়ার বঞ্চনাকেই 'আনন্দ' বলিয়া মনে করিতে গিয়া এত বঞ্চিত হইতেছে! তথাপি কি তাহার চৈতন্য হইবে? যে তিমিরে—সেই তিমিরে। যে আনন্দের বঞ্চনা এই মুহূর্ত্তে জীবের সমস্ত হৃদয় খণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া গেল, পরমুহূর্ত্তে আবার নির্লজ্জের ন্যায় সেই আনন্দের ছলনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য জীবের বড় ব্যাকুলতা।

কেন এমন ভ্রান্তি? কারণ আছে, সেটী বড়ই গূঢ় রহস্য। জীবের স্বরূপে মায়াগন্ধ না থাকিলেও জীবশক্তিগত হ্লাদিনী-সম্ভূত যে আনন্দ, তাহা খণ্ড অর্থাৎ অসম্যক ব্রহ্মানন্দ বিশেষ। চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সংযোগব্যতীত জীব কিছুতেই পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারেন না। এই পূর্ণানন্দই জীব স্বরূপের একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় বিষয়, সেই পূর্ণানন্দ না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের শান্তি নাই। জীব তাহার প্রকৃত অভাব এবং তাহা পূরণের উপায় জানিতে না পারিয়াই নানাভাবে বিপদ্গ্রস্ত হয়। আনন্দ তাঁহাকেই পাইতেই হইবে, আনন্দময়ীই তাঁহাকে আনন্দ দিবেন, ইহা তাঁহার জানা আছে, কিন্তু কি সে আনন্দ, কোথায় সেই আনন্দময়ী, কেহ বা তাঁহাকে সে আনন্দ ও আনন্দময়ীর সন্ধান দিবেন, তাহার কিছুই জানিতে না পারিয়া তিনি নানা প্রকারে জড়ানন্দ ও জড়ানন্দময়ী মায়া দ্বারা প্রতারিত হইতে থাকেন। মায়া হতভাগ্য জীবকে ক্ষণিক সুখের মোহে মুগ্ধ করিয়া সংসার-সমুদ্রের ভীষণ আবর্ত্তে ফেলিয়া দেয়, জীব সেই আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে হইতে কোন ভাগ্য-ফলে যদি কোন দিন পরানন্দময়ী যোগমায়া চিচ্ছক্তির সঙ্গিনী সন্ধিনী-শক্তি-প্রকটিত নিত্যানন্দ বলদেব গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে অবিদ্যার কুহকে পড়িয়া বঞ্চিত হইতে হয় না। গুরুকৃপায় অবিলম্বে তিনি শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনী-সম্ভূত প্রেমানন্দানুশীলনে সামর্থ্য লাভ করিয়া আত্মোপ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিখিলকাল যাপন করিতে পারিবেন। তখন আর 'নবমী নিশি গো আর তুমি পোহায়ো না' বলিয়া নবমীর দিনে আনন্দের বিসর্জ্জন সূচক বিলাপ-গীতি গাহিতে হইবে না অথবা দশমীর দিনে 'গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া' বলিয়া আনন্দময়ীকে বিদায় দেওয়ার জন্যও ব্যস্ত হইতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতসিন্ধু, জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দ লাভ করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ এই আনন্দের স্বরূপ-পরিচয় (২।৭ অনু) বলিতেছেন—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।"

—অর্থাৎ সেই অদ্বয় জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন পরম তত্ত্বই একমাত্র রস। সেই রসকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দলাভ করেন। কেই বা শরীর ও প্রাণ চেষ্টা করিত, যদি সেই অখণ্ডতত্ত্বরসরূপী আনন্দস্বরূপ না হইতেন। তিনি একমাত্র আনন্দ দান করেন।

সুতরাং যে আনন্দের পরিণাম— জড়ানন্দ বা নিরানন্দ, সে আনন্দের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া প্রাণ হারাইবার চেষ্টায় লাভ কি? যে আনন্দে নিরানন্দ নাই, যাহা নিত্য বিশুদ্ধ অখণ্ড পূর্ণ প্রেমানন্দ, তাহা লাভের জন্য প্রাণপণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

গৌরবের কথা

এজগতে যাহার যাহা আছে তাহাই তাহার গৌরবের বিষয়। খুঁজিয়া দেখিলে সকলেরই কিছু না কিছু গৌরবের বিষয় আছে। কিন্তু আবার বিচার করিয়া দেখিলে সে গৌরবের বিষয়গুলি অকিঞ্চিৎকর এবং ব্যক্তিগত। কিন্তু আমরা আজ যে বিষয় লইয়া গৌরবান্বিত, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত ও তাহা মানব-সঙ্ঘের সম্পৎ।

কর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা বড়ই গৌরবান্বিত। কিন্তু আমরা যে ভাবে ভারতবর্ষকে দর্শন করি তাহাতে গৌরবের ধারণাটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। আমরা মানব জীবনকে যে দৃষ্টিতে দেখি, উহার সার্থকতা যে ভাবে বুঝি, সেই দৃষ্টিতেই না দেহ-বিচরণ স্থান ভারতবর্ষকে দেখিয়া থাকি। আমাদের বিচারে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য আহারাদি বিষয়ে নিযুক্ত থাকা। এবিষয়ে কেহ কেহ ক্ষুদ্র ধারণায় নিজের নিজের আত্মীয়-স্বজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সংগ্রহে ব্যস্ত, কেহ বা একটু বাহির হইয়া জনসঙ্ঘের ভাণ্ডার-ভাণ্ডার বিষয়-সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদিগের বান্ধব-সজ্জায় সজ্জিত। যিনি যে দিক দিয়া বা যে ভাবে হউক, এই জড়পিণ্ড দেহের সুখ উপার্জ্জনকে সুদুর্লভ মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন এবং অপরকেও সেই যত্নে সজাগ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মবীরগণ কি একটু চিন্তা করিবেন না—তাঁহাদিগের পরম বান্ধবগণের পরম মঙ্গলময় বাক্যগুলি জানিবেন না—এ দেহ অনিত্য, মৃত্যু অতর্কিত ভাবে গ্রাস করিয়াই আছে, মরিলেই হইল। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ-সুখে উন্মত্ত না হইয়া মুকুন্দ পাদপদ্মে

যাইবার জন্য প্রত্যেককে যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্তব্য ?

ওহে গর্ব্বিত ভারতবাসি ! তুমি কোন দৃষ্টিতে ভারতবর্ষকে দর্শন করিতেছ ? এটা কি নিজের ভোগপর কর্ম্ম-ক্ষেত্র, না তৎপর-কর্ম্মক্ষেত্র ? একটু দৈন্য অবলম্বন করিয়া শ্রবণ কর। এই দেশের নাম ভারতবর্ষ কেন হইল, সন্ধান রাখ কি ? শুন, অতি পুরাকালে কালাতীত শ্রীভগবান নিজ নিত্য সেবক-বৃন্দের দুর্দ্দশা মোচন-কল্পে শ্রীঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্মরণ রাখিও, কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্মাদি ও নিখিল ভুবনপতির জন্ম-লীলাদি এক নহে। বদ্ধজীবের ন্যায় শ্রীভগবানের দেহদেহী ভেদ নাই। মায়াধীশ জগৎপতি ভগবানের এজগতে আবির্ভাব ভুবনমঙ্গলোদয়-হেতু। সেই শ্রীঋষভদেবের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা ও অতিমর্ত্ত্য লীলায় শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে একাশীতি জন কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণ। নয়জন যোগীন্দ্র, নয়জন ক্ষত্রিয় এবং জ্যেষ্ঠ ভরত নারায়ণ-পরায়ণ ছিলেন। যৌবনে রাজত্ব করিতে হরিপরায়ণ মহারাজ উত্তমশ্লোক ভগবানের সেবা-লালসায় মনোজ্ঞ দারা, সুত, সুহৃৎ এবং রাজ্যাদি মলবৎ ত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। ভোগিগণের বিচারে মহারাজের এই ত্যাগ অচিন্ত্য, কিন্তু মধুরিষ্ট ভগবানের সেবানুরক্তের নিকট যোগিগণারাধ্য—কৃচ্ছ্র সাধ্য মোক্ষবাসনাও যখন তুচ্ছ,তখন সামান্য ভোগাদি ত্যাগের কথা আর কি বলিব ? এহেন ভগবদ্ভক্ত স্বধর্ম্মনিপুণ মহারাজ ভরতের নামানুসারে এই বর্ষের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে।

আবার অপর দিক দিয়া দর্শন কর। দেখ, সমদর্শী ভগবানের এই ভারতবর্ষের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কি ভাবে পতিত। যে দেশে ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহন করিবার জন্য অজিত ভগবান্ ভক্তের সেবায় বাধ্য হইয়া প্রিয় সেবকের সারথিরূপে ভক্তের প্রেমবশ্যতা লীলার অভিনয়টী দেখাইয়াছিলেন, এই সেই দেশ। যেখানে যোগিগণ-দোষ পরমাত্মা নিজলাভপূর্ণ হইয়াও ভক্ত-সংগৃহীত সামান্য তণ্ডুলকণাকে পরম উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বলাৎকারে গ্রহণ করিয়া 'পত্রং, পুষ্পং, ফলং, তোয়ং,' যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥—শ্রীমুখবাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা করিয়াছিলেন—এই সেই দেশ। আবার যে দেশে জড়চিন্তাবিরত জড়বিপরীত ব্রহ্মচিন্তারত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য পরমব্রহ্মতত্ত্ব ভক্তের গৃহবারিন্দায় কানাগুড়ি দিয়া পরম চমৎকারিতা আনয়ন করিয়াছেন—এই সেই দেশ।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ, ওহে জড়াভিনিবিষ্ট অনুচানমানিজীব, তুমি কত সৌভাগ্যফলে এই ভক্ত-ভগবানের সর্ব্বোত্তম লীলা ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ। কিন্তু তুমি তোমার স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফেরে মহারাজ ভরতের পদানুসরণ না করিয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হইলে। তোমার কি সুদুর্লভ জন্মের সার্থকতা বিষয়ে প্রশ্নের উদয় হয় না ? তুমি ত জড়পিণ্ড নহ, তবে তোমার এ দুর্দ্দশা কেন ? বুঝিয়াছি, জড়দেহপিণ্ডে আত্ম-বুদ্ধি করিয়া তোমার এত ভাগ্যহীনতার পরিচয় দিবার সুযোগ হইয়াছে। এত ভাগ্যহীনতার পরিচয় এক তোমার মত ভাগ্যবানের দেওয়া উচিত।

আবার আর একটী মহানন্দের সংবাদ দিতেছি। এই দেশে আসিয়া স্বরূপ-ভ্রান্ত তুমি, তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ভুবনমঙ্গল, পতিত-পাবন-লীলা-বতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই দেশে সপার্ষদে আগমন করিয়া নির্ব্বিচারে ব্রহ্মাদি-দুর্লভ প্রেমভক্তি মহানিধি অকাতরে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। এবার এই জীবোদ্ধার-লীলায় পতিত অধম কেহ বাকী থাকিল না। এবার লীলাটী অতি মনোরম। রামাদি অবতারের ন্যায় এবার প্রাণে কাহাকেও বধ না করিয়া, নিজ ঐশ্বর্য্য ভক্তিযোগ বিচার দান না করিয়া অন্তযুগে অদন্ত প্রেমানন্দদান করিয়াছেন। এহেন অবতারটী যে কথা বলিলেন—জগদাচার্য্যের অভিনয়ে যে আচার জগতে প্রদর্শন করিলেন, তাহা কি দেখিবার সুযোগ তোমার হইবে না ?

ওহে ভারতবাসি ! তোমার গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে ? তোমার নিজ নিত্য প্রভু তোমাকে লইবার জন্য যে দেশে কত ভাবে না লীলা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষ লীলাটী শ্রীচৈতন্যাবতারে দেখাইয়াছেন, সেই দেশে তোমার জন্ম। কিন্তু জন্মিয়াছ বলিয়া গৌরব করিলেই কি চলিবে ? না কখনই না। কিন্তু তুমি যদি সকল ছাড়িয়া সেই আত্ম-প্রদাতা শ্রীচৈতন্যচরণে আত্ম-সমর্পণ না করিতে পার, তবে তোমার গৌরববৃদ্ধি না হইয়া অচৈতন্য-বস্তুতে প্রধাবিত হওয়ার দরুণ পূর্ব্ব গৌরবও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাই বলিতেছি, শুন, তোমার পরম গৌরব কিসে রক্ষিত হইবে—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর-উপকার ॥

ভগবৎ-কৃপা

বহুদিন হইতে অনাবৃষ্টিতে সকলের মন নানাপ্রকার দুঃখ-চিন্তায় ব্যাকুল। দরিদ্র অনাথ বালকগণ অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও ভক্ষ্য বস্তু না পাইয়া মুমূর্ষু-প্রায়। নগরে অনেক ধনাঢ্য গৃহস্থ বাস করেন, কিন্তু তাঁহাদেরও ঘরে একমুষ্টি চাউল নাই। বহু অর্থব্যয়েও চাউল মিলিতেছে না। এ বড় ভীষণ দুর্ভিক্ষ, এরূপ দুর্ভিক্ষ আর কখনও হয় নাই। এদিকে সূর্য্যদেবও মনের সুখে পৃথিবীর সমস্ত রসদ্রব্য শোষণ করিতেছেন। যখন ভাগ্য দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সকলেই তাহার প্রতিকূল হন। ব্রাহ্মণেরা বৃষ্টির আশায় বহু যাগ-যজ্ঞ করিয়াও সে বিষয়ে সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ক্রন্দন ধ্বনিতে পৃথিবী মুখরিত হইল। হঠাৎ আকাশে মেঘের গুড়্ গুড়্ শব্দে লোকের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু সে আশা তাহাদের আরও দুঃখকর হইয়া উঠিল, কেননা মুহূর্ত্ত মধ্যে পবনের অতি উগ্রপ্রতাপে ধূলিরাশিতে পৃথিবী অন্ধকারময় হইল। কেহ কেহ "হা নিষ্ঠুর বিধাতঃ,এই বুঝি তুমি দয়াময়, জগৎপালক হইয়া মনের সুখে বিশ্বধ্বংস করিতে বসিয়াছ তোমার নাম গুণের মহিমা এখন কোথায় লুকাইল ?"—এই বলিয়া বিধাতার দোষারোপ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শ্রীভগবদাদেশে জলাধিদেবতা জগৎ ভাসাইয়া দিলেন। শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাময় পুরুষ, কাহারও আজ্ঞাধীন নহেন, যখনই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই তিনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ভগবৎকৃপালাভের জন্য খুব উৎসাহ দেখা যায়, তজ্জন্য আমরা নিরন্তর ভাগবতপাঠ, হরিকথাশ্রবণ, শ্রীবিগ্রহপূজা, নামসঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকি, কিন্তু হায়,সে কৃপা ভিক্ষার উদ্দেশ্য একেবারেই আর এক প্রকার। আমরা ভগবৎকৃপালাভার্থী হইয়া যখন নিজ অভীষ্টবস্তুর দর্শন না পাই এবং বিবিধ রোগ, শোক, জরা হস্তে পতিত হই, তখন আমাদের প্রতি ভগবানের কৃপা নাই বলিয়াই স্থির করি এবং বলি—"কোথায় আমরা মনে করিয়াছিলাম দেবতার সেবা করিয়া স্ত্রী, পুত্র ধনরসে নানা প্রকার সুখৈশ্বর্য্যে চিরদিন সুখে থাকিব,এখন দেখিতেছি তাহার বিপরীত ! আমি যাহাকে প্রাণের মত দেখিতাম, সেই শ্রীমৃত্যুশয্যায় শায়িত, একটী মাত্র পুত্র ছিল, সেও মৃত হইল, হায়, হায় ! আমার সোনার সংসার আজ শ্মশানে পরিণত। হে ভগবন্ এতদিন তোমার কত সেবা করিলাম, কত প্রাণভরিয়া ডাকিলাম, কত যত্ন করিয়া তোমার উপাসনা করিলাম, তাহাতে তোমার একটু মাত্রও করুণা হইল না। এত খেটেখুটে যদি একটু মাত্রও ফল না পাওয়া যায়, তবে লোক আবার কিসের জন্য তাহা করিবে। হায় ! আমার সমস্ত আশা ভরসা শূন্য হ'ল, এতদিন আমি বৃথা ঘোড়ার ঘাস কাটিয়াছি।"

সাবধান ! সাবধান ! ভাইগণ ! ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশায় ভগবান্‌কে এইরূপ নির্দ্দয় বলিয়া দোষারোপ করিও না। তিনি তোমাদের সংসারে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবার জন্য ভোগের ইন্ধন যোগাইতে অভিলাষী নন। উপাসকের সমস্ত-সুখৈশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা হরণ করাই তাঁহার পরম দয়া। যাহারা একটু মাত্রও তাঁহার সেবা করেন, তিনি তাহাকেও পরমার্থ দিবার জন্য ব্যগ্র থাকেন। যখন আমরা নানাবিধ দুঃখসমুদ্রে পড়িয়াও তাঁহার নামগুণ কীর্ত্তনে বিরত না হই, স্ত্রী, পুত্র বিয়োগে দুঃখিত না হই, মান অপমানে সমবুদ্ধি হই, অভীষ্ট বস্তু দর্শনে বিলম্ব হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বন করি, তখনই ভগবৎকৃপা ক্রমশঃ সম্মুখীন হইয়া পড়েন। সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শারীরিক, মানসিক দুঃখে বিব্রত না হইয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত। শাস্ত্রে বলিয়াছে—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্ম-
প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ
প্রসিধ্যতি ॥

ভজনে উৎসাহ, ভগবৎকৃপালাভে দৃঢ় বিশ্বাস, অভীষ্টলাভে বিলম্ব দর্শনে ধৈর্য্যাবলম্বন, নামসঙ্কীর্ত্তন, তুলসীসেবা, একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পালন দ্বারা বিষ্ণু-প্রীতিলাভের জন্য প্রবৃত্ত থাকা, শুদ্ধভক্তের সহিত সঙ্গ করা ও সাধুর চরিত্রাবলম্বন—এইগুলির দ্বারা ভক্তিদেবী সত্বর হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া পড়েন। ভোগ, মোক্ষ-কামী হইয়া জন্মজন্মান্তর বিষ্ণুর উপাসনা করিলে কখনও ভগবৎকৃপা লাভ হয় না।

নানা কথা

গঙ্গায় জলবৃদ্ধি

কয়েক দিন যাবত গঙ্গার জল ভীষণ রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, মনে হইতেছে বুঝি সুরধনী শরতের প্রয়াণের সময়ও একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া আবেগভরে দু'কূল ভাসাইয়া চলিবে।

ধর্ম্মঘট-প্রসঙ্গ

হায়দ্রাবাদ

হায়দ্রাবাদের ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সমস্ত স্থানেই ধর্ম্মঘটীরা নিরুপদ্রবে কাজ করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিকগণ সকলেই আশা করে যে অনেক অভিযোগের প্রতীকার করা হইবে। শ্রমিক য়ুনিয়নের এক সভায় য়ুনিয়নের নিয়মাদি তৈয়েরী করা হইয়াছে। মিঃ কথুলাকে এই য়ুনিয়নের প্রেসিডেণ্ট করা হইয়াছে। মিঃ গিরি সেই সঙ্গে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শ্রমিকদিগকে একত্র হইয়া নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

এস, আই, রেলওয়ে

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এস, আই, আর, রেলপথের ধর্ম্মঘটকালে গত ২১শে জুলাই পেরাম্বেয়ারে রেলপথের ফটক খুলিবার ও আলোক নির্ব্বাপিত করিবার অভিযোগে শ্রমিক-নেতা শ্রীযুক্ত সিঙ্গারা ভেলু চেটী ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার অভিযুক্ত হইয়াছেন। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৮ই অক্টোবর আসামীগণের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

বোম্বাই কাপড়ের মিল

মঙ্গলবার বোম্বাইয়ের সেসুন মিলসমূহ ব্যতীত অপরাপর সমস্ত কাপড়ের কলে কাজ আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রাতে সেসুন মিলের শ্রমিকদের এক সভায় ধর্ম্মঘট-নেতৃবৃন্দ মীমাংসার সর্ত্ত বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কাজে যোগদান করিতে বলেন। তাহারা তাহাদের শেষ সিদ্ধান্ত জানাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

সাপুরজী মিল

সাপুরজী ভারুচা মিলের নারী শ্রমিকগণ মিল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল শ্রমিকদিগকে ডবল ফ্রেমে কাজ করিতে বলা হইয়াছিল। গুজব, চরমপন্থী শ্রমিক নেতা সেসুন মিলসমূহের শ্রমিকদিগকে ধর্ম্মঘট চালাইতে উপদেশ দিয়া মহারাষ্ট্র-ভাষায় আবেদন প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্মঘট-কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ এন, এম, যোশী উক্ত আবেদনের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, কমিটি ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করায় প্রত্যেক সদস্য উহা মানিতে বাধ্য।

সার ভিক্টর

সার ভিক্টর সেসুন জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, মীমাংসার পক্ষপাতী চরমপন্থী শ্রমিক-নেতাদের আবেদনে তিনি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই। বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্পের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, কলের মালিকদের সর্ত্ত গৃহীত হইলেও বোম্বাইয়ের কলসমূহের কাপড় উৎপাদনের খরচ চীন, জাপান এমন কি উত্তর ভারত অপেক্ষা বেশী হইবে।

বাউড়িয়া

গত ১লা অক্টোবর বাউড়িয়া কাপড় কলের শতকরা প্রায় ৬০।৭০ জন শ্রমিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। যে সকল পুরুষ ও নারী শ্রমিক অদ্যাপি ধর্ম্মঘট পালন করিতেছে, তাহারা কলের বাহিরে পিকেটিং করিতেছে। ফলে পুলিস ২ জন লোককে ধৃত করিয়াছে। পিকেটিংয়ের ফলে কলের শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস হইয়া বর্ত্তমানে প্রায় ৩ শত জন হইয়াছে।

রেজারেস কোম্পানী

রেজারেস কোম্পানীর পালিস বিভাগের শ্রমিকগণ মাহিনা বৃদ্ধি করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল। প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ সেই আবেদন নামঞ্জুর করায়, প্রায় দেড়-শত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

আবহাওয়া

আমরা কবির লেখনীতে দেখিতে পাই, শরৎকালে প্রকৃতিদেবী সর্ব্বদাই নির্ম্মল নভোমণ্ডলের নীলচন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়া মৃদু মধুর হাস্য করিতে থাকেন। বোধ হয় প্রাকৃত কবির বাক্যের অসত্যতা প্রদর্শনের নিমিত্তই এবার শরতের শেষ ভাগেও আকাশ প্রায়ই ঘনঘটায় আবৃত হইতেছে। প্রকৃতিদেবী মুহুর্মুহুঃ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন এবং বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানের পিতৃদেবও প্রকৃতিরাণীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

বড়লাটের সম্বর্দ্ধনায় ভোজ

সিমলার ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মঙ্গলবার অপরাহ্ণে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি মিঃ পেটেল বড়লাটের সম্বর্দ্ধনার জন্য দিল্লীর সেসিল হোটেলে এক ভোজ দিয়াছিলেন। উহাতে বড়লাটের সহিত জিওফ্রে ডি, মণ্টগোমারী, জঙ্গীলাট সার উইলিয়াম বার্ডউড, সার বি, এন, মিত্র, সার হাবিবুল্লা, মিঃ ক্রেরার, সার জর্জ্জ রেণী, সার ক্লেমেণ্ট হিওলে, সার ডেনিস ব্রে, সার জিওফ্রে করবেট এবং আরও বহু লোক উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাইয়ে ভূমিকম্পের স্পন্দন

গত ৯ই অক্টোবর প্রাতঃ ৬টা ৫১ মিনিটের সময় বোম্বাইয়ের কোলাবা মানমন্দিরে ভূমিকম্প নির্দ্দেশক যন্ত্রে একটি জোর ভূমিকম্পের স্পন্দন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান ৮ হাজার ৭ শত মাইল দূরে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

হজ-যাত্রীর সহিত প্রতারণা

হজ-যাত্রীগণকে প্রতারিত করিবার অভিযোগে গত ৯ই অক্টোবর নাসির আহম্মদ নামক এক বাঙ্গালী মুসলমানের প্রতি ৬ মাস কারাবাস ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। প্রকাশ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সে বাঙ্গালী হজ-যাত্রীগণের নিকট হইতে ১৪ হাজার টাকা প্রবঞ্চনা করিয়া লইয়াছে।

জেনিভায় আফিংয়ের বৈঠক

জেনিভার ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জাতি সঙ্ঘ সমিতির জেনারল সেক্রেটারী ১৯২৫ সালের আফিংঘটিত চুক্তি-পত্রের স্বাক্ষরকারী গভর্ণমেণ্টসমূহকে এবং মার্কিণ-গভর্ণমেণ্টকে এক ইস্তাহার জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, আফিং সমস্যা সমাধানের জন্য জেনিভা সহরে যে সেণ্ট্রাল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা করা হইবে সেই বোর্ড সদস্যের কার্য্য করিবার জন্য প্রত্যেক দেশ হইতে ২ জন সদস্য প্রেরণ করিতে হইবে। ৮ জন সদস্য লইয়া উক্ত বোর্ডের গঠন হইবে। তাঁহারা ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

নৌ-বল হ্রাস সমস্যায় ইটালীর উত্তর

ইটালীর গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা কোন শ্রেণী বিশেষের জাহাজের সংখ্যা হ্রাস করিবার পরিবর্ত্তে মোট জাহাজের সংখ্যা হ্রাস করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা তাঁহাদের নৌ-বল যথেচ্ছভাবে হ্রাস করিতে প্রস্তুত আছেন। তবে তাঁহাদিগের কথা এই যে, য়ুরোপ মহাদেশের অন্যান্য শক্তিকেও সেই অনুপাতে নৌ-বল হ্রাস করিতে হইবে।

তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবল নৌ-বল হ্রাস করিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে স্থল-সৈন্য এবং বিমান পোতের সংখ্যাও কমাইতে হইবে। যাহাতে য়ুরোপের পুনর্গঠনের সাহায্য হয় সে জন্য ইটালীর গভর্ণমেণ্ট সকল শক্তির সহিত সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিত।

পরলোকে সার আর্থার চ্যানেল

প্রিভি কাউন্সিল জুডিসিয়াল কমিটীর অন্তর্গত যুদ্ধকালে ধৃত জাহাজ সংক্রান্ত বিচারালয়ের বিচারপতি সার আর্থার চ্যানেল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৯১৬ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উল্লিখিতরূপ ধৃত জাহাজ-সংক্রান্ত মোকর্দ্দমায় আপীলের বিচার করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রচেষ্টারের রেকর্ডার, এবং ১৮৯৭ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কিংস বেঞ্চ বিভাগের বিচারপতি ছিলেন। তিনি নৌকা চালনে বিশেষ পটু ছিলেন। কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থায় তিনি বাচখেলায় প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোতে রক্তগঙ্গা
উভয় আসামীকেই বিচারার্থ প্রেরণ

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন, শনিবার দিন কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে নেড়া ও রহমাতুল্লা নামক দুই জন মুসলমানের মধ্যে এক রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গত ৮ই অক্টোবর উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনারের এজলাসে তাহাদিগের উভয়কেই হাজির করা হইয়াছিল। তিনি উভয়কেই বিচারার্থ প্রেরণ করিবার হুকুম করিয়াছেন। প্রকাশ, নেড়া ও রহমাতুল্লা এক সঙ্গে ব্যবসায় করিত। এই সম্পর্কে তাহাদিগের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় ঘটনার দিন রহমাতুল্লা মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে নেড়ার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাকে ছোরা মারে। নেড়াও তখন তাহাকে আহত করে।

প্যারিসে
সংবাদপত্র-সেবী গ্রেপ্তার

প্যারিসের ৯ই অক্টোবরের তারের সংবাদে প্রকাশ, প্যারিসে য়ুনিভার্শাল নিউজ এজেন্সীর কর্ত্তা মিঃ হারল্ড হোরানকে ইঙ্গ ফরাসী নৌ সন্ধির দলিলখানি চুরী করিয়া তাহা নিউইয়র্কের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, মিঃ হোরাণ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মিঃ হাচের নিকট ঐ দলিলখানি পাইয়াছেন। বিচারকালে মিঃ হোরেণকে বলা হইয়াছে যে, হয় তাঁহাকে প্যারিসে বিচারপতি হইতে হইবে, না হয় আগামী বৃহস্পতিবারের ভিতর তাঁহাকে ফ্রান্স ত্যাগ করিতে হইবে। মিঃ হোরাণ শেষোক্ত প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মার্কিণের পারিসস্থ দূত এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

দাঙ্গা-প্রসঙ্গ

গোধরায় সরকারের প্রতিবাদ

এই মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ট্রেন বন্দীর আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া যে জনরব রটিয়াছিল, তাহা সত্য নাহে। বন্দরে পাহারা দিবার জন্য পুলিশ প্রহরী নিয়োগ করা হইয়াছে। হিন্দুদের বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের অবর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করা হয় নাই। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের কোন দোষ নাই, একপ গোলযোগ ঘটিবার কল্পনা তাহারা করিতে পারে নাই। ২০শে তারিখের ঘটনাবলী দুর্লোকের কাজ। আক্রমণের জন্য বিস্ফোরক সংগ্রহ করার সংবাদও মিথ্যা। যাহা হউক, এখন শান্তিরক্ষার জন্য সাধ্যমত সকল ব্যবস্থা করা হইতেছে। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াইবার ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

সুরাট

সম্প্রতি সুরাটের দাঙ্গা সম্পর্কে আরও ৩ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে —জনৈক হিন্দু স্কুল-শিক্ষককে হত্যা করার অভিযোগ। অপর ২ জন একজন সাধুকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত। ২৬ প্রকার অপরাধের অভিযোগ তালিকাভুক্ত হইয়াছে। জন কয়েক আসামী পলাতক বলিয়া প্রকাশ।

আবিসিনিয়ার নূতন রাজা

প্রকাশ, গত মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮টায় রাস তাফারীকে আবিসিনিয়ার নেগাস পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। পুরোহিতগণ, রাজন্যবর্গ এবং বিভিন্ন উপদেশের শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে রাস তাফারীর পিতৃব্য পত্নী তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন।

চীনের জাতীয় গভর্ণমেন্ট

নানকিনের ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, চিয়াং কাইসেক সরকারী পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার তান-য়েন ব্যবস্থাপক বিভাগের, তানয়েনকাই শাসন বিভাগের, সাইয়ুয়ানপেই নিরঞ্জন বিভাগের, ওয়াংচাংহুইকে বিচার বিভাগের এবং টাইচিটাও পরীক্ষা বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। চাং সো লীনের পুত্র চাং স্যুলিয়াং প্রমুখ ১৬ জনকে সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতের আমদানী রপ্তানী

সরকারী বাণিজ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে লবণের শুল্ক বাদে মোট ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা পরমিট শুল্ক আদায় হইয়াছে। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল। গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে মোট ২৩ কোটি ৮ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর ঐ সময়ে ২৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল।—উহার মধ্যে আমদানী শুল্ক ১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক ২ কোটি ৩২ লক্ষ, মোটর তৈলের স্বদেশী শুল্ক ৭৫ লক্ষ, কেরোসিনের স্বদেশী শুল্ক ৪৭ লক্ষ, এবং চাবানট ও অন্যান্য শুল্ক ১৭ লক্ষ টাকা। চিনি, খনিজ তৈল, তামাক, সূত্র, ছুরী, কাঁচ, রেশমী বস্ত্র, তুলার বস্ত্র, অন্যান্য বস্ত্র, পশমীন বস্ত্র, মোটরকার ও সাইকেল, লৌহ ভিন্ন ধাতু দ্রব্যের জন্য অধিকতর শুল্ক আদায় হইয়াছে। অপাকক্ত গো-চর্ম্মের রপ্তানী শুল্ক ও মোটর, তৈলের আমদানী শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষান্তরে লৌহদ্রব্য, তুলার সূতা, ধূসর ও শ্বেতবর্ণের বস্ত্র, দিয়াশলাই, ও মদ্যের আমদানী শুল্ক এবং কেরোসিনের স্বদেশী শুল্ক হ্রাস হইয়াছে। উল্লিখিত ৬ মাসে ব্যক্তিগত আমদানী বাবদ প্রায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ স্পেশাল রপ্তানী শুল্ক আদায় হইয়াছে। সরকারের ব্যবহারের জন্য আমদানী দ্রব্যের বাবদ ৩২ লক্ষ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছে।

সম্রাটের স্বর্ণ-পদক পুরস্কার

পুলিশদিগের কার্য্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া সম্রাট একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের পুলিশদিগের মধ্যে যিনি পুলিশ বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে একটি স্বর্ণ-পদক ও প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বৎসরই এই রচনা প্রতিযোগিতা ও পদক-পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই বৎসরের প্রতিযোগিতার বিষয় হইতেছে, 'অপরাধীর সন্ধান এবং শান্তি-বিধান বিষয়ে পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা।'

হেষ্টিংসে ভীষণ-কাণ্ড

গত সোমবারে হেষ্টিংস থানার অন্তর্গত ৫নং মেয়ো রোডের ৫০ বৎসর বয়স্ক রবার্ট চার্লস রজার্স বন্দুকের গুলিদ্বারা আত্মহত্যা করায় ঐ অঞ্চলে মহাচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। রজার্স ই, আই, রেলওয়ের এসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তি স্নায়ুদৌর্ব্বল্যতায় ভুগিতেছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ছুটিতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এলাহাবাদে যাইবার মনস্থ করেন এবং সেখানে বাসকালীন শিকার করিবার জন্য ২৫টি কার্ত্তুজ ক্রয় করেন। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন মৃতব্যক্তি স্নানাগারে যাইয়া অনেকক্ষণ বাহিরে আসেন নাই। ইতোমধ্যে তাঁহার ভৃত্যেরা বন্দুকের একটা আওয়াজ শুনিতে পায়। বন্দুকের শব্দে তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা তাড়াতাড়ি স্নানাগারে যাইয়া দেখে যে, তাহারের মনিব রক্তের স্রোতে ভাসিতেছেন এবং একটি বন্দুক তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া এই প্রতীতি হয় যে, তিনি বন্দুকের নল মুখে দিয়া ঘোড়া টিপিয়া দেন। পরলোকগতের স্ত্রী পুত্রকন্যা আছে।

ইন্টার ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানীর ডিরেক্টারের কারাদণ্ড

হিসাবের খাতায় গোলযোগ করার অপরাধে এজরা ম্যানসনের ইন্টার ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানীর ডিরেক্টর এফ, এল, হারবোর্ট নামক জনৈক ইউরোপীয়ান গতকল্য প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

কানাডায় বৃটিশ শ্রমিক

বৃটিশ এবং ক্যানাডার সংবাদপত্র সমূহ-কানাডায় বৃটীশ শ্রমজীবিদের অবস্থা অসন্তোষজনক, এই ভ্রান্তিপূর্ণ সংবাদ প্রচার করিতেছেন দেখিয়া ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন এ পর্য্যন্ত ৮ হাজার বৃটিশ শ্রমজীবি কানাডায় ফসল কাটার কাজে যোগ দিবার জন্য কানাডায় গমন করিয়াছে। উহাদের ভিতর মাত্র ১৯ জন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। সংবাদ পত্র সমূহ কিন্তু ঐ ১৯জনের কথাই বিশেষ করিয়া লিখিতেছেন। আর ৮ হাজার শ্রমিকদিগের প্রায় সকলেই যে যেখানে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করিতেছে, তাহাদিগের কথা কিছুই লিখিতেছেন না।

প্রকাশ, শ্রমজীবিদের অনেকেই ফসল কাটার কাজ শেষ হইলে অন্য কাজের জোগাড় করিয়া কানাডাতেই থাকিয়া যাইবে। কানাডা প্যাসিফিক রেলওয়ে কানাডায় আগামী ৫ বৎসরের ভিতর ১ হাজার বৃটিশ পরিবারের স্থায়িভাবে বাস করাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আপাততঃ তাঁহারা বৃটিশ শ্রমজীবিদের জন্য ১০০খানি কুটীর নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধর্ম্মঘট

ধর্ম্মঘটকারীদিগের সন্নির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেন্ট্রাল ধর্ম্মঘট কমিটী ধর্ম্মঘট বিস্তৃত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্বেচ্ছাশ্রমিকগণ যে সকল মাল আনিবে, শকটচালকদিগকে সেই সকল মাল বহন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আদেলেডে বন্দরে যে সকল জাহাজ উপস্থিত হইবে, ধর্ম্মঘটকারীরা সেই সকল জাহাজের কোন কাজ করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে জাহাজের মালিকরা স্থির করিয়াছেন যে, ধর্ম্মঘট নষ্ট করিবার জন্য স্বেচ্ছা শ্রমিকদিগকে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে একটি স্বেচ্ছা শ্রমিকসঙ্ঘের গঠন করা হইবে।

সার ক্লেমেন্টের উক্তি

রেলওয়ে বিভাগের চীফ কমিশনার সার ক্লেমেন্ট হিণ্ডলী গত শনিবার রেলওয়ে কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রেলপথের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও শ্রমিকগণের মধ্যে মেলামেশা থাকা আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় রেলপথের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত শ্রমিকগণের বিবাদ নাই। বাহিরের কোন ব্যক্তি যাহাতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত শ্রমিকগণের বিরোধ উপস্থিত করিতে না পারে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই শ্রমিক সমস্যার সমাধান হইবে।

পল্লীসংগঠন পরিদর্শন

ডাঃ ই, আর, ফকারসন নামে এক জন মার্কিণ আন্তর্জাতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রতি প্রাচী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ভারতে আসিয়া তিনি বর্দ্ধমান জেলার উপগ্রামে পল্লী-সংগঠন কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। তিনি তথায় ৩ সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিবেন। ডাঃ ফকারসন জাপান, চীন, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতিতে গমন করিবেন।

পুণায়

নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

পুণায় ডাক্তার আন্সারী পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে কয়েকখানি অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইবে। ঐ কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য বোম্বাই যুবকসঙ্ঘ বহু সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। বৃহস্পতিবার প্রাতে পণ্ডিত মতিলাল বোম্বাইয়ে উপনীত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে আশ্বিন, শনিবার—১৩৩৫।

ষড় বেগ জয়

বাক্য-মন-ক্রোধ-জিহ্বা-উদর-উপস্থ-বেগই জীবের সাধনাবস্থায় যত অনর্থের মূল। এই বেগষট্‌ক জয়ী না হইতে পারিলে সাধক জীব কখনই কৃষ্ণাকর্ষণ যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ষড়্‌বেগের হস্ত হইতে যিনি যে পরিমাণে পরিত্রাণ লাভ করিতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন। এই ষড়্‌বেগ দমনের নানা জনে নানা পন্থা উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। কেহ বলেন,—কামকামী হইয়া যাগ, যজ্ঞ, তপ, জপ, ব্রত, হোম, পূজা, স্নান, দানাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান কিম্বা বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারী-প্রপীড়িত অন্নবস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্নবস্ত্রাদি দান, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, রোগীর শুশ্রূষা, কূপজলাশয়াদি খনন, পথ ঘাট নির্ম্মাণ, বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা, পান্থনিবাস নির্ম্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, বিজ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারা কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি-চেষ্টা, দেশকে স্বাধীনতা-শৃঙ্খল-মুক্ত করিবার জন্য দেশবাসীর মধ্যে একতা আনয়নের চেষ্টা, সভাসমিতি করিয়া দেশহিতার্থে বক্তৃতা-প্রদান প্রভৃতি দেশের ও দশের নশ্বর অনিত্য সুখশান্তির চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেই ষড়্‌বেগ দমিত হইবে; কেহ শঙ্করানুগত্যে বলিতেছেন—ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, ব্রহ্মে ও জীবে কোন ভেদ নাই, জীব বলিয়াই কিছু নাই, মায়াই এই ভেদ-ভ্রম আনিয়া দিয়াছে। জীবের জীবত্বাভিমান বা জগৎ স্বীকার কেবল মায়িক প্রতীতি মাত্র। সুতরাং আপাততঃ কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইতে পারিলেই বা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেই অবিদ্যা তিরোহিত হইবে, তাহা হইলে ষড়্‌বেগের আর কোন প্রভাব লক্ষিত হবে না, কেন না ব্রহ্মের ষড়্‌বেগ—ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার। অপর কেহ পতঞ্জলির আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগাবলম্বনে ঈশ্বর-সাযুজ্য বা কৈবল্য-সমাধি লাভ করিতে পারিলেই ষড়্‌বেগজয়ী হওয়া যায়। কিন্তু ভক্ত ঐ সকল পন্থা কেবল বিঘ্নসঙ্কুল এবং উহা অবলম্বনে স্থায়ীভাবে ষড়্‌বেগজয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই জানিয়া উহাদিগকে সযত্নে পরিহার পূর্ব্বক অবরোহ-পন্থাবলম্বনে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপন্ন হইয়া শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপাকটাক্ষাপেক্ষাকেই ষড়্‌বেগ দমনের একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন।

ভক্ত জানেন, গীতোপনিষদ্ (৯।২১) বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

—অর্থাৎ কর্ম্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মফলে স্বর্গলাভ করে, তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যে আগমন করে। এইরূপে কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে।

মুণ্ডকোপনিষদও (১।২।৭) বলেন—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যান্তি॥"

অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উদ্দেশে যাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্লব (তরণী) ভবসমুদ্রোত্তরণ পক্ষে সুপটু নহে। কেন না, ঐ সকল যজ্ঞ মধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম্ম ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে সকল মূঢ় ঐ সকল কর্ম্মকে চরম-কল্যাণলাভের উপায়-জ্ঞানে উহাতেই আগ্রহ-প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ফলভোগ-বাদী কর্ম্মীর কর্ম্মের ফল্গুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম-ফলভোগপ্রমত্ত থাকিয়া কর্ম্মমার্গে কর্ম্মী আর কেমন করিয়া ষড়্‌বেগ জয় করিবে?

জ্ঞানীর পক্ষেও গীতোপনিষদ্ (১২।৫) বলেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে, কেন না দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ততত্ত্বে যে নিষ্ঠা, তাহাতে দুঃখমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।

ঈশোপনিষদ্ বলেন—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং
রতাঃ।"

—অর্থাৎ যিনি অবিদ্যার উপাসনা করেন, তিনি অন্ধতমে প্রবেশ করেন, আর যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে' (১০।১৪।৩-৪) ইত্যাদি শ্লোকে কেবল-জ্ঞানের গর্হণ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন, (ভাঃ ১০।২।৩২)—

"হে পদ্মপলাশলোচন, আপনার ভক্ত-ব্যতীত অন্য যাহারা আপনাদিগকে 'বিমুক্ত' বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি তাহাদের ভক্তি না থাকায়—তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত মনে করিয়াও আশ্রয়-স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিবার জন্য অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং শঙ্করোপদিষ্ট জ্ঞানমার্গাবলম্বনে ষড়্‌বেগ জয়ের চেষ্টারও আবার উল্টা উৎপত্তি।

পতঞ্জলি-কথিত অষ্টাঙ্গ যোগপন্থাও সঙ্কট। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৬।৩৬) বলেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভ-হতো
মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

—অর্থাৎ 'নিরন্তর কাম-লোভাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দ-সেবা দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।' এবং উহা কালক্ষেপণ-হেতু মাত্র, যথা শ্রীভগবদুক্ত (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)—

অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগ-
মুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥

—অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল যোগ-চেষ্টাকে ভক্তিপথের অন্তরায়-স্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন, সুতরাং আমার সেবা ছাড়িয়া ঐ সকল চেষ্টাকে তাঁহারা বৃথা কালক্ষেপণের হেতু বলিয়া মনে করেন।

গীতোপনিষদেও শ্রীভগবান্ কহিলেন (৬।৪৬-৪৭)—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী
ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো
মতঃ॥

—হে অর্জ্জুন, তুমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকাম কর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য জ্ঞান অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম কিছুই ভাল নয়, অতএব তুমি 'যোগী' হও। কিরূপ যোগী হইবে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। সব প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগাশ্রিত যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমার ভজনা করেন, তিনিই যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে পার্থ, যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, কেবল আমাতে ভক্তি করা, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি সেই প্রকার যোগী অর্থাৎ আমার ভক্ত হও।

সুতরাং যোগমার্গাবলম্বনেও ষড়্‌বেগ জয়ের চেষ্টা বৃথা, উহাতেও পতনাশঙ্কা।

এইরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপন্থা সর্ব্বদা বিপৎসঙ্কুল বলিয়া ঐ সকল পন্থাবলম্বনে বাক্যাদির বেগ দমন-চেষ্টা বৃথা কালক্ষয় মাত্র। ঐ সকল পন্থায় ভগবৎকৃপাপেক্ষা নাই বলিয়া উহাদিগকে 'আরোহ পন্থা' বা 'অশ্রৌতপন্থা' বলে, তাই শাস্ত্র ঐরূপ পন্থাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ অবরোহ বা শ্রৌত প্রণালীর উপদেশ করেন। শাস্ত্র বলেন, শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কেহ কোন দিন নিজ চেষ্টা-বলে সাধন-পথের বিঘ্নরাশি অপসারিত করিয়া ভগবানকে লাভ করিতে পারেন নাই।

"অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপো বিদ্যা
সমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং
পরমেশ্বরম্॥"
(ভাঃ ৪।২৯।৪৪)

—অদ্যাপি বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধি দ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন নাই।

শ্রীভগবান গীতায়ও স্বমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার অলৌকিকী ত্রিগুণ-ময়ী দুস্পারা মায়াকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কেবল—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে

—অর্থাৎ যাঁহারা একমাত্র আমাতে শরণাপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

সুতরাং ভক্তিমার্গাবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণনামাশ্রয় ভিন্ন যোগাদি কৃত্রিমপন্থা দ্বারা ষড়্‌বেগ দমিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য ষড়্‌বেগ নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তি-সাধন, তাহা নহে, কিন্তু ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতা সাধন মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রূপ-চরিতাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি। এক নামাভাসেই সংসারের ক্ষয় ও চিত্তশুদ্ধি হইয়া কৃষ্ণপ্রেমোদয়-যোগ্যতা লাভ হয় এবং শুদ্ধ নামোদয়ে সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়। শ্রীনাম ভজ-

নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ষড়্‌বেগ দমনের অপেক্ষা না রাখিয়াই সাধকজীবকে কৃপা করেন, সাধক নাম-কৃপায় অনায়াসে সর্ব্বপাপমুক্ত—সর্ব্বসংশয়মুক্ত হইয়া যান।—অর্থাৎ নাম লইয়া যোগাদি কৃত্রিম পন্থাবলম্বন-দ্বারা ষড়্‌বেগ দমনের চেষ্টা করিতে হয় না, নামে শ্রীভগবানের সর্ব্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে, সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নামপ্রভুকে একবার নিষ্কপটে আশ্রয় করিলে নামাভাসেতেই জীবের যাবতীয় বেগ অনায়াসে দমিত হইয়া যায় এবং অচিরেই নামের নামোদয় ক্রমে কৃষ্ণ-প্রেমার উদয় হয়।

ইন্দ্রিয়বেগ দমন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন দুইটী পৃথগ্ বস্তু নহে। হৃষীক শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা তৎপতি হৃষীকেশ সেবাই আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন এবং তাহাই উত্তমা ভক্তি—

"হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তম।"

যেখানে ইন্দ্রিয়বেগ-দমন ভগবদ্ভক্তি-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট নহে অথবা ভক্তি যেখানে ইন্দ্রিয়বেগ দমনের অপেক্ষাযুক্ত, সেখানে ইন্দ্রিয়-দমনের শত সহস্র প্রয়াস থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়বর্গের ব্যভিচার-প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই অগত্যেকগতি দীনার্থাধিকসাধক শ্রীভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি ভিন্ন আর গত্যন্তর না দেখিয়া গাহিতেছি, কবি হে—

প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি হইয়া
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি চরণে শরণ
তোমায় করিনু সার॥
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময় আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই॥

বাক্য-মনোবেগ ক্রোধ-জিহ্বাবেগ
উদর-উপস্থ বেগ।
মিলিয়া এসব সংসারে ভাসায়ে
দিতেছে পরমোদ্বেগ॥
অনেক যতনে সে সব দমনে
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ ডাকি তব নাম
এখন ভরসা তুমি॥

মুরুব্বিয়ানা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিবন্ধু)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার তৃণাদপি শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বয়ং আচরণকারী আচার্য্যের নিকট যাঁহারা শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত বাদ বাকি জগতের প্রায় ছোট বড় সকল ব্যক্তিই অল্পাধিক গুরুম্মন্য, পণ্ডিতম্মন্য হইয়া মুরুব্বিয়ানা করিবার জন্য ব্যস্ত। এই প্রকারে মুরুব্বিয়ানা করিতে যাইয়া অনেক সময় অনধিকার চর্চ্চায় মহদ্ভক্তি-ক্রমরূপ মহাপরাধ সকল উপস্থিত হয়।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোক জগতে বিচরণ করে—পণ্ডিত ও অপণ্ডিত। যাঁহারা বর্ণ পঠন, লিখন, অভ্যাস করেন, তাঁহারা পাঠশালার গুরুমহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া মহামহোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি খেতাবধারী সকলেই পণ্ডিত বলিয়া জগতে পরিচিত। অবশ্য মান-সম্মানের তারতম্য থাকিলেও ব্যক্তিগত হিসাবে প্রত্যেকেই বড়। ইহার বিপরীত যাঁহারা বর্ণ পঠন-লিখন বিষয়ে অপটু, তাঁহাদের অনুস্বার বিসর্গ বোধ নাই, তাঁহারাও অপণ্ডিত থাকায়, তথাকথিত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে শ্রেষ্ঠ জন মনে করিয়া নিজেকে তদপেক্ষা জন বোধে তাঁহাদের আচরণ অনুসরণ ও উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া যথাবিহিত গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে হয়। তথায়ও যে এবম্বিধ পণ্ডিতের দুর্ভিক্ষ, তাহা নহে। কারণ, দেহ দৈবিণে আসক্ত হইয়া কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা লাভের সহজ উপায় জানিয়া ভাগবত-পাঠক পণ্ডিত যত দ্রুত-গতিতে বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে 'শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে।'—এ আদর্শের অভাব কেন হইবে?

আমাদের একটা মস্ত বড় মজ্জাগত দোষ হইয়াছে, অনধিকার চর্চ্চা। বড় বড় উপাধি থাকায় হোমরা চোমরা দেখিয়া জাগতিক লোকগুলি স্তব্ধ থাকে বটে, কিন্তু জগতের অতীত রাজ্যের বিজ্ঞগণ তাহা গ্রাহ্য করিবেন কেন? আমরা যাঁহারা বিভিন্ন পন্থায় পণ্ডিতম্মন্য, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির ব্যবস্থা দেওয়া এবং আধিক সমাজে তথাকথিত দম্ভ মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির কথা বলা—এইটিই হইল যথাযোগ্য ব্যবস্থা। তাহা না করিয়া সকলের মন রাখিতে যাইয়া, অন্যান্য দুইদশটা গল্প গুজবের ন্যায় একমাত্র পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার লীলাসহচর ঐকান্তিক ভক্তবৃন্দের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর করি কেন? জাগতিক বিচারে খুব বড় পণ্ডিত হইলেই কি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের তত্ত্ব জানা যাইবে? যে পর্য্যন্ত না মুকুকুল-চূড়ামণি সদ্গুরুচরণে অভিগমন করা হইবে? অজরূঢ়ি বৃত্তির আবরণে অক্ষজ জ্ঞান-চিন্তায় প্রবল রাখিয়া ধারণাটাই ত' সর্ব্বনাশের মূল। বিদ্যার জাহাজ হইয়া না হয় গোটা জগৎটা তাহাতে বোঝাই করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের একটি পদরেণুতে যে কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও বৃহৎ ও পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দুইটী ভাব—অণুত্ব ও মহত্ব, যুগপৎ বিদ্যমান, যাহা দর্শন করিতে যাইয়া, বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত যন্ত্র মন্ত্র স্তম্ভিত ও নিজের অচেতনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যরূপে শ্রীনিত্যানন্দ-অভিন্ন গুরুদেবকে জানান এবং শ্রীগুরুদেব আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে জানান। অবশ্য এই গুরুদেব রামা, শ্যামাদের দলের মধ্যে কেহই নহেন। গুরু যিনি, তিনি গুরুই। তিনি কোথায়ও লঘু নহেন। গোটা ব্রহ্মাণ্ড একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেও গুরুর গুরুত্বই বেশী। তিনি বিন্দুমাত্রও স্থান-চ্যুত হন না সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিকর-বৈশিষ্ট্য হিসাবে যাঁহারা তাঁহার লীলা-সহচর, তাঁহারা কেহই প্রাকৃত ভক্ত নহেন। প্রাকৃত ব্যক্তি কখনও 'ভক্ত' আখ্যা পাইতে পারেন না। যেমন—রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে কাংস্য সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও কাঁসাকে কেহ সোনা বলে না, সোনাকেও কাঁসা বলে না। যিনি বলিবেন তিনিই পাগল বলিয়া হাস্যাস্পদ হইবেন।

প্রাকৃত ব্যক্তি কখনও শ্রীচৈতন্যের দর্শন লাভ করিতে পারেন না। প্রাকৃত জীব অচৈতন্য, সুপ্ত; তাঁহারা চৈতন্য দেখেন না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাল্যলীলায় যে চোরে অসদভিপ্রায়ে—মহাপ্রভুকে কাঁধে করিয়াছিলেন, তাঁহারা চোর হইয়াও প্রাকৃত নহেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া কি বলিয়াছেন, শুনুন:—

"পরমার্থে—দুই চোর মহাভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান॥"

সুতরাং মহাপ্রভুর প্রকট লীলা যাঁহারা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত। শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব ও লীলাস্থলীর পিপীলিকাটী পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত হয় না, হইতে পারে না। তবে অপ্রাকৃতের উদয় সর্ব্বত্র সম্ভবে। যথায় অপ্রাকৃত উদিত, তথায়ই চিদ্বিলাস-ক্ষেত্র—প্রাকৃতাভাব। অতএব ভক্ত কখনও প্রাকৃত নহেন। ভক্ত আমার ন্যায় জন্মেনও না, মরিবেনও না। তাঁহাদের আবির্ভাব, তিরোভাব মাত্র। প্রাকৃত থাকাকালে মহাপ্রভুর ভক্ত হওয়া কথাটা অসম্ভব—যেমন মূর্খতা থাকাকালে পাণ্ডিত্য সম্ভবে না আর পাণ্ডিত্য উপস্থিত হইলে মূর্খতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে প্রাকৃত প্রাকৃতের ভক্ত হইতে পারেন, একথা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অধন্য কলিযুগ ধন্য করিবার নিমিত্ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের পার্ষদ ও ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ। সর্ব্বজীব-শিক্ষা, সর্ব্বজীব-প্রভু জীবের মঙ্গলার্থে জীব-শিক্ষাচ্ছলে যোগ্য ভক্তগণ দ্বারা এক একটা লীলাভিনয় জগতে প্রকটিত করিয়াছেন। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস দ্বারা যেমন নাম প্রচার, সেইরূপ ছোট হরিদাস দ্বারা প্রকৃতি-সম্ভাষণকারী মর্কট বৈরাগিদলের কি দশা ঘটিতে পারে, তাহার অভিনয় করিলেন। মহাপ্রভু অপরিণামদর্শী হইয়া হঠকারিতা করেন নাই, পরন্তু ভবিষ্যতে মর্কট বৈরাগীর দল পুষ্ট হইয়া যাহাতে সজ্জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা না পায় তাহার জন্যই এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ছোট হরিদাসের মত সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া, যাঁহার গান শুনিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুও প্রীত হন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুই দর্শন দিবেননা বলিয়া নিরপেক্ষ লীলাভিনয় করিলেন। তিনি ত মহাপ্রভুর কথিত সাড়ে তিন জন বৈষ্ণবের অর্দ্ধজন বৃদ্ধা মাধবীর সহিত একবার মাত্র সম্ভাষণেই মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। এখন দেখিতেছি, কলির প্রভাব বাড়িয়া যাওয়ায় তথাকথিত মর্কট বৈরাগিকুল মালতীর রূপে ভুলিয়া স্ত্রীসঙ্গী অসদাচারী হইয়াও মহাপ্রভুকে বল পূর্ব্বক নিজের ভোগের আড্ডা ঐ গৃহাভ্যন্তরে টানিয়া আনিবার ধৃষ্টতা দেখাইতেছে! শুধু তাহাই নহে, মহাপ্রভু ঐ গৃহটাকে সূতিকা-গৃহ করিয়াছিলেন বলিয়া জনসমাজে জাহির হইতেছে। অবশ্য তাহাতে মহাপ্রভুর বদলে পুতুলের আবাহনই হইতেছে, তাহাতে মালতীর যমের ভুল হইলেও বাস্তব যমের ভুল হয় না, হইবে না, হইতে পারে না। বর্ত্তমানে মর্কট মর্কটীর রাজ্য। তাহাদের সেবকে দেশ ভরা। স্বয়ংকর্ত্তৃক ত্রেতাযুগের অভিশপ্ত জীবগুলি স্বকর্ম্মফল ভোগার্থে এই কলি-কালে বিস্তার লাভ করিবে জানিয়াই সৌভাগ্যশালী জীবগণকে অসৎসঙ্গ ত্যাগে ব্যবস্থা করিয়া সতর্ক করেন। মহাপ্রভুর বিচার মহাপ্রভুই জানেন। আমরা জানি, শুধু আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার সকল লীলা। "এক এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।" সুতরাং আমরা কেন মুরুব্বিয়ানা করিয়া গুরুর উপর গুরুগিরি দেখাইতে যাইয়া মরিবার রাস্তা, মরণের পরে কদর্থনা পাওয়ার ব্যবস্থা করি?

নানা কথা

আবহাওয়া

কয়েকদিন যাবত আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নহে। কখনও প্রখরতেজে রবি-রশ্মি বিতরিত হইলেও তৎপরক্ষণেই নিবিড় মেঘজাল তাহা আচ্ছাদিত করে। গত পরশু বেলা ৪ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেশ ঠাণ্ডা বাতাসও প্রবাহিত হইয়াছে। গত কল্যও বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের দর্শন খুব কম লোকেই করিতে পারিয়াছে। গঙ্গার বন্যা আরম্ভ হইয়াছে।

কুষ্টিয়ায় নদীয়া-জিলার শিক্ষক-সম্মিলন

গত ২১শে আশ্বিন রবিবার কুষ্টিয়া থিয়েটার গৃহে সমগ্র নদীয়া জিলার উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এক বৃহৎ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের উকিল ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সাধারণ সভার এবং রাণাঘাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিপিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়-নির্ব্বাচক সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বহুসংখ্যক ডেলিগেট ও সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার রাধাবিনোদ পালের সুচিন্তিত অভিভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল— সভায় শিক্ষক ও শিক্ষার উন্নতি-মূলক ত্রিশটী প্রস্তাব সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির আদর আপ্যায়ন স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য-তৎপরতা, এবং জিলা সমিতির সম্পাদকের কর্ম্মকুশলতার গুণে সর্ব্ব কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল।

দিগম্বরপুরে পুষ্করিণীতে কুমীর

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন দিগম্বরপুর গ্রামের ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের পুষ্করিণীতে কিছুদিন হইতে একটি বড় কুমীর আসিয়া উৎপাত করিতেছিল এবং ২।১টি গরু বাছুর ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। লোকে ঐ পুষ্করিণীতে স্নানাদি করিতে পারিত না। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র গোপাল রায় মহাশয় বন্দুকের গুলিতে ঐ কুমীরটি মারিয়া গ্রামবাসীর উপকার করিয়াছেন। কুমীরটী লম্বায় ৮ হাত ছিল।

মুড়াগাছায়

পশ্চিম-নদীয়া-সত্য-ব্রতী দল

গত শনিবার "মুড়াগাছা তরুণ সঙ্ঘের" আহ্বানে "পশ্চিম নদীয়া সত্যব্রতী দলের" তৃতীয় অধিবেশন শ্রীযুত অমরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে ১৩টী গ্রামের যুবকবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী যোগদান করিয়াছিলেন। বামনপুকুর সাধারণ পাঠাগারের কার্য্যাবলী অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

লাঠি, ছোরা প্রভৃতির খেলা দেখান হইয়াছিল। বহু নরনারী উদ্‌গ্রীব হইয়া এই খেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। সাধারণের পক্ষ হইতে কয়েকজন মুসলমানও লাঠি খেলা দেখাইয়াছিলেন। দুইটি রৌপ্য পদক ও একটি সুটকেশ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

"সত্যব্রতী দলের" সভায় স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক অবকাশ-সময়ে কলেজের ছাত্রগণকে পশ্চিম নদীয়ার গ্রামে গ্রামে পাঠান হইবে। তাঁহারা পুস্তক, সংবাদপত্র ও ছায়াচিত্র যোগে দেশের প্রত্যেক তথ্য সাধারণকে অবগত করাইবেন।

ধর্ম্মদহ ফুটবল-শিল্ড-খেলা

গত রবিবার ধর্ম্মদহ মাঠে কৃষ্ণনগর টাউন ও মুড়াগাছা বি টিমের খেলা ছিল। মুড়াগাছা বেশ ভালই খেলিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এক গুণ্ডা, হঠাৎ রুখিয়া উঠিয়া এক মারামারি বাধাইয়া দেয়। ফলে হৈ চৈ-এ খেলা ভাঙ্গিয়া যায়। প্রকাশ, এই গুণ্ডাটী বহু ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইতঃপূর্ব্বে আসামী হইয়াছে, এক পক্ষের সংবাদে প্রকাশ, রেফারির বিচারের ভুলেই এই গণ্ডগোল বাধিয়াছিল।

ব্যায়াম শিক্ষকের পুরস্কার

কলিকাতা কেন্দ্রের ব্যায়াম-শিক্ষক শ্রীযুত ভবানী চরণ ঘোষ তাঁহার খেলার কৃতিত্ব দেখাইয়া মুড়াগাছা তরুণ সঙ্ঘের ব্যায়াম-প্রতিযোগিতায় ১ খানি রৌপ্য-পদক পুরস্কার পাইয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশে সর্ব্বদল-সম্মেলন

নাগপুরের ১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মধ্য-প্রদেশের রেস্‌পনসিভিষ্ট দলের সভাপতি বি, এস মুঞ্জ মধ্যপ্রদেশের সমুদয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগকে নেহেরু-রিপোর্টের সমর্থন জন্য একটী প্রাদেশিক সর্ব্বদল-সম্মেলন করিবার প্রস্তাব জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছেন। সম্মেলনের সভাপতির জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুক্ত জয়াকর ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণির নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

পাঞ্জাবে—
অপরাধের সংখ্যাধিক্য
কারণ কি?

পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার কর্ণেল ওয়ারেন 'সিভিল মিলিটারী গেজেটে' এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,— "পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অপরাধী বহুল দেশ আমেরিকার যুক্তরাজ্য, তারপর ও ইটালী। পাঞ্জাবে ১ বৎসরে ১২৬ জনের ফাঁসী হইয়াছে। অর্থাৎ গত বৎসরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গলা, বিহার, মধ্য-প্রদেশ ও আসাম এই ছয়টী প্রদেশের যত লোকের ফাঁসী হইয়াছে, এক পাঞ্জাবে তাহা অপেক্ষা অধিক লোকের ফাঁসী হইয়াছে। কর্ণেল ওয়ারেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ফৌজদারী বিচার-বিভাগের ত্রুটীই এই জন্য দায়ী। বিচারে দেরী অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। যে সমস্ত কাজ অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল লোকের দ্বারা করা উচিত তাহা অশিক্ষিত অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা করান হয়।

চীফ কোর্টের উপর অনাস্থা

অযোধ্যা উকিল সভার এক বিশেষ অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অযোধ্যা চীফ কোর্টের উপর অনাস্থার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অযোধ্যার প্রত্যেক বড় বড় উকিলই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের উকিল সভায় এরূপ প্রস্তাব এই প্রথম উঠিল। প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ,—"চীফ কোর্ট প্রতিষ্ঠার সময় যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহাই সত্য হইল। অযোধ্যার জনসাধারণ এবং উকিল এই কোর্টের উপর আস্থা হারাইয়াছেন। উকিল সভার এই বিশেষ অধিবেশনের সুচিন্তিত মত এই যে বিচারপ্রার্থী জনসাধারণের সুবিধার জন্য এই কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের সহিত সংযুক্ত করা হউক, এবং লক্ষ্ণৌতে কয়েকজন জজ লইয়া একটি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করিয়া হাইকোর্টের নির্দ্দিষ্ট কাজ ছাড়াও এই চীফ কোর্টের কাজ নির্ব্বাহ হউক।"

—বাঙ্গালার কথা

মার্কিনে ভারতীয় সম্মিলন

আগামী ১৪ই অক্টোবর হইতে ৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত ৩ সপ্তাহকাল মার্কিণের নিউইয়র্ক নগরে ভারতীয় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন চলিবে। ভারত জগৎকে কলা, সভ্যতা এবং দর্শন সম্বন্ধে কি দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এবং ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে বহু হিন্দু এবং বিশিষ্ট আমেরিকাবাসী বক্তৃগণ সম্মিলনে বক্তৃতা করিবেন।

শ্বেতাঙ্গের আত্মহত্যা

গত সোমবার ৫নং মেরা রোডের অধিবাসী প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়স্ক রবার্ট চার্লস রোজার্স নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ সম্ভবতঃ বন্দুকের ভিতর গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত ব্যক্তি ই, আই, রেলওয়ের এসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগে ভুগিতেছেন বলিয়া জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এলাহাবাদ যাইবার উদ্দেশ্যে ছুটী লইয়াছিলেন। ঘটনার দিন তিনি স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হয়েন নাই। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভৃত্যগণ স্নানের ঘরে যাইয়া দেখে যে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে বন্দুক পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবারবর্গ আছে।

ভীষণ দৈব-দুর্ব্বিপাক

প্রকাশ, নিউ সাউথওয়েলসের উপর দিয়া ঘণ্টায় ৬৩ মাইল বেগে উত্তর ও পশ্চিমা বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষাদির মূলোৎপাটিত ও গৃহের ছাদসকল দূরে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহাই শেষ নহে, তদুপরি দাবানল উৎপন্ন হইয়া বনভূমি ভস্মীভূত করিয়াছে। অদূরে একটী কাগজের কারখানা ছিল, এই দাবানলে তাহার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

'ব্লু মাউণ্টেন' পাহাড়ে এই অগ্নি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, ধূম ও উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে লোকের চক্ষু বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক স্থানে ২ খানি মোটরগাড়ী পলায়নের চেষ্টা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত করে ও তাহার ফলে ৭০ খানি মোটরগাড়ী রাস্তায় স্থগিত হয়, সেই সময়ে অগ্নিশিখা দ্রুত-গতিতে বিস্তারিত হয় ও সমস্ত রাস্তা ও তাহার পার্শ্ব পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে। তবে এ পর্য্যন্ত এই অগ্নিকাণ্ডে কেহ মারা গিয়াছে বা আহত হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অষ্ট্রেলিয়ার বিমান-বল বৃদ্ধি

রয়টারের ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বিমান-বিভাগের ভাইস মার্শাল সার জন সামন মন্তব্য করিয়াছিলেন,— এক কোটী পাউণ্ড ব্যয় করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিমান-বিভাগের সংস্কার সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্রুস ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট এইরূপ কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ভীষণ দুর্ঘটনা

ষষ্টি সংখ্যক লোকের জীবন্ত সমাধি

প্রেগের ১০ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় একটী নব নির্ম্মিত পাঁচতালা বাড়ীতে ৮৭জন শ্রমিক কাজ করিতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ বাড়ীটি ধ্বসিয়া পড়ে। তাহাতে ৬০ জন শ্রমিক চাপা পড়িয়া ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রোথিত হয়। এ পর্য্যন্ত ১৬ জনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোধ হয় সুরকী ও বিলাতী মাটী ভাল ছিল না বলিয়াই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির দলিল প্রকাশকারীর নামে অভিযোগ

ফরাসী রাজনীতিক মহলে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, আমেরিকার অধিবাসী সাংবাদিক মিঃ হোরান মহা অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নিজে ফরাসীদের পররাষ্ট্র বিভাগের কার্য্যালয় হইতে কোনও দলিল চুরি না করিলেও সেই দলিল ফরাসীর অনুমতি না লইয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে সরকারী আদেশ লওয়া তাহার একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। আরও প্রকাশ যে, রাজনৈতিক ভাবে আমেরিকার পক্ষ হইতে এ বিষয়ের কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। তবে আমেরিকার রাজদূত সেদিন প্যারিসের পররাষ্ট্র বিভাগের নিকট এ বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, মিঃ হোরানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া যে রিপোর্ট প্রচারিত হইয়াছে তাহার মূলে কোনই সত্য নাই। তবে মিঃ হোরান একটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, কারণ ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এরূপ রাজনৈতিক দলিল প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই।

ঘুষের পরিণাম

রিগার ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত ডন অঞ্চলের রাজস্ব বিভাগের ১৩০ জন কর্ম্মচারী ঘুষ লওয়া হিসাবে গোলযোগ করা এবং অন্যান্যভাবে রাজস্বের ক্ষতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারের ফলে ১২১ জনের ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে। ৯জন মুক্তি লাভ করিয়াছে। ইহাদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

মজুরের হীরক প্রাপ্তি

একটি পক্ষীর ডিমের ন্যায় বৃহৎ, ২৮২ কেরেট ওজনের (১ কেরেট ৪ গ্রেণ) এক খণ্ড হীরা বার্কলী ওয়েষ্ট খনির এক দেশীয় 'মজুর নদীকূলে' হঠাৎ নিক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের মধ্যে পাইয়াছে। পৃথ্বী-ভূমি খননে এ পর্য্যন্ত এরূপ উজ্জ্বল ও বৃহৎ হীরা বাহির হয় নাই। এই হীরার মূল্য যাচাই করিবার জন্য ৩০ মাইল দূরে কিম্বার্লীর এক জহুরীর নিকট পাঠান হইয়াছিল, সে ৪৫০০ পাউণ্ড মূল্যে উহা ক্রয় করিয়াছে। ইহাতে প্রায় প্রতি কেরেট ১৬ পাউণ্ড দর হইল। এ অঞ্চলের হীরা সাধারণতঃ প্রতিকেরেট ৩৫ সিলিং হইতে ৭০ সিলিং দরে বিক্রয় হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে "দক্ষিণ আফ্রিকায় তারকা" নামে যে হীরা অরেঞ্জ নদকূলে বাহির হইয়াছিল, তাহার ওজন ছিল ৮৩॥০ কেরেট এবং তাহা লর্ড ডাড্লি ২৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন।

ইউরোপে আমীরের সম্বর্দ্ধনা

"আমানেই আফগান" নামক আফগান সংবাদ পত্রে প্রকাশ, সরকারী কর্ম্মচারী ও রাজনীতিক ব্যক্তিদের এক সভায় আমীর আমানুল্লা তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করার জন্য ইউরোপের শক্তিপুঞ্জকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও কোম্পানীর সহিত আমীর যে সন্ধি ও চুক্তি করেন, তাহার একটি পুস্তিকা সকলের নিকট বিতরিত হয়। আমীর বলেন, তুরস্ক ও ইটালী তাহাদের নিজেদের ব্যয়ে আফগান ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁহারা সমস্ত আফগানের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সমস্ত আফগান ছাত্র তুরস্ক যাত্রা করিয়াছে, আমীর তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন, এবং রাণী তাহাদের প্রত্যেককে চুম্বন করেন। মিশরের সম্বন্ধে আমীর বলিয়াছেন, তাহারা কতক পরিমাণে স্বাধীনতা পাইয়াছে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ তাহাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে।

ফুটবল খেলা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবৃন্দ গত মঙ্গলবার কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিভাগের ছাত্রদের সহিত একটী ফুটবল 'ম্যাচ' খেলিয়াছিল। উভয় পক্ষই এক 'গোল' করিয়া দেওয়ায় খেলা সমানে সমানে গিয়াছে।

গত রবিবার বাঁকুড়া জিলা-স্কুল গ্রাউণ্ডে শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষ খেলা হইয়া গিয়াছে। খড়্গপুর টিম ও পুরুলিয়া টিমের মধ্যে খেলা হইয়াছিল। পুরুলিয়া ২—১ গোলে জয়লাভ করিয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতা

সুরাটের ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, হিন্দুদের নবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতে না পারে তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি মিউনিসিপ্যালিটীর এক অধিবেশনে উহার সভাপতি গত সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় অতি সত্বর শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিবেশন স্থগিত

ময়মনসিংহ জেলার ৩য় বার্ষিক শিক্ষক-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত কামদারঞ্জন বিশ্বাস জানাইতেছেন যে, আগামী ১৪ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক-সম্মিলনী হইবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা অভ্যর্থনা সমিতির এক বিশেষ সভায় স্থগিত রাখা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

স্বামী না ঘাতক

ধনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী প্রভাত কুমারী দেবীকে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাহার শ্বশুরকে সংবাদ পাঠায়, কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহাকে পাঠাইতে অস্বীকার করে, তখন সে পত্নীর সতীত্বের উপর সন্দিগ্ধ হইয়া তাহাকে বংশদণ্ড দ্বারা নির্দ্দয় প্রহার করে। তাহার ফলেই তাহার মৃত্যু হয়। জুরীগণ একবাক্যে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে। জজ সাহেব জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীর ৫ বৎসরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ প্রদান করেন।

জাঁতিকলে সিঁদেল চোর

লোকনাথ তেলি নামক একটী দাগী চোর এক বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ায় আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, দত্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামী টালিগঞ্জের এক দোকানীর ঘরে সিঁদ কাটিয়া যখন ঘরের ভিতর হাত চালাইয়া দেয় তখন হাত-খানি ইন্দুর ধরা জাতিকলে পড়িয়া যায়। আসামী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে, সেই সময় পাড়ার লোকেরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে।

যশোহর মেডিক্যাল স্কুল

গত ৭ই তারিখে যশোহর মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটের সংলগ্ন শবব্যবচ্ছেদাগার উদ্বোধন হয়। সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ এইচ, এন, দাস উৎসব সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী মিসেস লারকিন হলের উদ্বোধন করেন। কুমার গোকুল চন্দ্র লাহার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মজুমদার ২০০৲ টাকা দান করেন।

বেওয়ারিশ বাক্সে জাল নোট

রেঙ্গুনের ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৭ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার জালনোট ও নোট জালের যাবতীয় সরঞ্জাম পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার তৎসম্পর্কে মিলকা সিং, জনন বটারা সিং, কর্ত্তা সিং, জগদলবর সিং, জোয়াচম ও মানটুন ধৃত হইয়াছে। ১৭ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ভারতীয় ঘোড়ার গাড়ীওয়ালা তাহার গাড়ীতে পরিত্যক্ত ২টি বেওয়ারিশ বাক্স পুলিশে জমা দেয়। উহা খোলা হইলে পূর্ব্বোক্ত জাল নোট ও জাল করার সরঞ্জামসমূহ বাহির হইয়া পড়ে। তদন্তের ফলে আসামিগণ ধৃত হয়। মামলা চলিতেছে।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার
১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

আবদুল মজিদ নামে এক ষ্টীমারের সারেঙ বিনা লাইসেন্সে এক রিভলভার রাখিয়াছিল। সে উহা এক খরিদ্দারের নিকট বিক্রয় করিবার নিমিত্ত পকেটে করিয়া লইয়া যাইতেছিল এমন সময় পুলিশের লোক সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, আলি চৌধুরী বিচারে আসামীকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

চীনে দুই লক্ষ অধিবাসী নিহত

চীনের দুর্ভিক্ষ সাহায্য সমিতির নিকট এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে চীন দেশের কানসু প্রদেশে এক দল গোঁড়া মুসলমান ক্রুদ্ধ হইয়া প্রায় দুই লক্ষ অধিবাসীকে হত্যা করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] আশ্বিন, সোমবার—১৩৩৫

'ধর্ম্ম'

'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ—যাহা ধরিয়া থাকে অর্থাৎ স্বভাব। 'ধৃ'ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ম' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম'শব্দ নিষ্পন্ন। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ। এই ধর্ম্ম দুইপ্রকার—সৎ বা নিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-কাল-পরিচ্ছেদ শূন্য, ত্রিকাল সত্য, অনাদি অনন্ত অক্ষয় অব্যয় অবিক্রিয়, চিরন্তন সদাতন সনাতন শাশ্বত এবং অসৎ বা অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর, কাল-ক্ষোভ্য, বিনাশী, অসত্য ইত্যাদি। অনিত্য ধর্ম্মকে নৈমিত্তিক, হেতুক, নৈসর্গিক বা আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল বলা হয়। 'স্বভাব' ও 'নিসর্গ'—উভয়ই একার্থ-বোধক হইলেও 'নিসর্গ'—অনিত্য, যেমন জলের স্বভাব বা নিত্যাবস্থা তারল্য, কিন্তু শৈত্যরূপ নিমিত্ত হইতে উদ্ভূত কাঠিন্যাবস্থা বা বরফাকার—নিসর্গ। নিত্যবস্তুর ধর্ম্ম বা স্বভাব—নিত্য, অনিত্যের স্বভাব—অনিত্য; নিত্য, অনিত্যকে 'ধারণ করিতে' পারে না, অনিত্যও নিত্যকে ধারণ করিতে পারে না। জীব যেখানে নিজেকে শ্রীভগবানের নিত্য চিচ্ছক্তি-সম্ভূত চিৎকণ আত্মবস্তুজ্ঞানে নিত্যাভিমানী, সেখানে তাঁহার ধর্ম্ম নিত্য, যেখানে তিনি নিজ তত্ত্বজ্ঞানাভাবে শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি-সম্ভূত স্থূল ও সূক্ষ্মাবরণদ্বয়ে আত্মবুদ্ধি করিয়া অনিত্যাভিমানী, সেখানে তাঁহার ধর্ম্ম—অনিত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

যেহেতু শ্রীভগবান্ নিত্য চেতনময় বস্তু, সে কারণ তাঁহার অংশ জীবাত্মাও নিত্য চেতনময়, তবে ভগবান্ বিভু, জীব অণু। অণু চেতনের, তজ্জনক বিভু চেতন-দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া বা কৃষ্ণোন্মুখতাই স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য কৃষ্ণদাস্যই নিত্যচিৎকণ জীবের স্বরূপগত নিত্য ধর্ম্ম। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্মভূতাত্মক দেহ এবং মন শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির ছায়া শক্তি অপরা বা জড়া প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া তাহা অচেতন বিধায় তাহার ধর্ম্মও অচেতন। জীব যখন সেই অচিৎ বা জড় দেহ মনকে নিজজনক বলিয়া অভিমান করেন, তখন সেই জড়-দেহ মনে আকৃষ্ট হওয়া অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখ হওয়াই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ তাহা অনিত্য ধর্ম্ম—মায়া-বশ যোগ্য চিৎকণ জীবের উপর মায়ার একটী আক্রমণ মাত্র।

এক্ষণে, জগতে যাঁহারা 'ধার্ম্মিক' বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে হয় আত্মধর্ম্মী, না হয় অনাত্মধর্ম্মী-পর্য্যায়ে পড়িতে হইবে। কেননা একই সময়ে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মপথ অবলম্বন সম্পূর্ণ অসম্ভব, যেমন আলোক এবং অন্ধকার কখনও এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। ধার্ম্মিক হয় কৃষ্ণসেবারূপ নিত্য ধর্ম্মানুশীলনপর হইবেন, না হয় অকৃষ্ণ বা মায়াকৃষ্টতারূপ অনিত্য ধর্ম্মযাজী হইবেন। কিন্তু অনিত্যের উপাসক হইয়া নিত্যানুরক্তির ছলনা দ্বারা ধার্ম্মিক সাজিতে গিয়া ধর্ম্মধ্বজী কেন হইবেন, আর সেই ধর্ম্মধ্বজিতাই বা কেন 'ধার্ম্মিক' নামে চলিয়া যাইবে, একথা জগতের কয়টী বুদ্ধিমান লোকের চিন্তার বিষয় হইতেছে, তাহা জানি না। আত্মধর্ম্মী যে কৃষ্ণসেবা-ব্যাপারটীকে নিত্যকাল ধারণ-যোগ্য জ্ঞানে নিষ্কপটে ধারণ করিতেছেন, অনাত্মধর্ম্মী তাহা ত' পারিতেছেন না? তিনি যে কৃষ্ণ-সেবা-চেষ্টা দেখাইতেছেন, তাহা ত' নিত্যধারণ-যোগ্য জ্ঞানে নহে, পরন্তু কোন অবান্তর উদ্দেশ্য-মূলে, যেহেতু অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার কৃষ্ণসেবা-চেষ্টা-শূন্যতা ও কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখতারূপ ফল দ্বারাই কারণের অনুমান সম্ভব হয়। ধর্ম্মধ্বজী, জগতের অজ্ঞলোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া জগতে বেশ ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মান পাইতেছেন বটে, কিন্তু বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান ত' তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার লোভে যে সকল ধর্ম্মধ্বজী, পরমহংস বৈরাগী বা বড় বেগজয়ী গোস্বামী গুরুর বেষ ধারণ করিয়া ধর্ম্মাচরণের নামে ধর্ম্ম-ব্যবসায় করিতেছে অর্থাৎ ভাগবত পাঠ করিয়া তদ্বিনিময়ে স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য অর্থ-গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া ভেট আদায়, অর্থলোভে শূদ্রের নিকট মন্ত্রবিক্রয়, শূদ্রের নিকট হইতে দান-প্রতিগ্রহ, বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়া বেশ্যার অশুদ্ধবিত্ত আত্মসাৎ, শক্তি সঞ্চারের নাম করিয়া পরদারাসক্তি, অনধিকারচর্চ্চামূলে রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠের স্পর্দ্ধা করিতে গিয়া তৎফলে অতীব ঘৃণিত রিরংসার উদয়, গরুড় পক্ষীর দোহাই দিয়া অমেধ্য ভোজন, ধূম্রপানাদি কলি-স্থানে আসক্তি ইত্যাদি অনিত্য দেহ মনের নিতান্ত জুগুপ্সিত অবস্থা কৃষ্ণবহির্ম্মুখিনী বৃত্তিগুলিকে 'আত্মধর্ম্ম' বলিয়া চালাইতেছে, তাহাদের জন্য [illegible] [illegible] ব্যবস্থা হইবে, তাহা [illegible] চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মধ্বজিতা বা কপটতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

আবার ধর্ম্মধ্বজিতা ত্যাগ করিতে গিয়া কেবল অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া একেবারে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হওয়াও আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। দেহ-মনোধর্ম্মে লিপ্ত থাকাও আর একপ্রকার কপটতা অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার ভোগ্য দেহ-মনে নিজ ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আরোপ দ্বারা অনধিকারচর্চ্চা করিবার চেষ্টা প্রকারান্তরে ঈশ্বর-বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মায়াই ঐ সকল দুর্ব্বুদ্ধির উদয় করায়। অতএব অধার্ম্মিক হইয়াও লাভ নাই। আত্মা হইতে দেহমনের ধর্ম্ম যে একটী পৃথক্ ব্যাপার, ইহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে হইবে। দেহ ও মন গুরুপাদপদ্মে সমর্পিত আত্মার অনুগত চিদিন্দ্রিয়-বিশেষ ইহাই বুঝিতে হইবে। আত্মার আনুগত্যে ঐ সকল চিদিন্দ্রিয় দ্বারা গুরুসেবাই করিতে হইবে। শ্রীগুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপত্তির অভাবেই আচিৎপ্রতীতি-ক্রমে চিদ্দর্শনে বাধা পড়ায় 'আমি গুরুদেবতাত্মা—নিত্য কৃষ্ণ-দাস' এরূপ আত্মদর্শনের পরিবর্ত্তে অনাত্মদেহ-মন দর্শন হইয়া থাকে। শুদ্ধ দর্শনে অচিদ্ দর্শন নাই, কিন্তু চিৎপ্রতীতির অপাশ্রিতভাবে থাকিয়া অচিৎপ্রতীতি কিরূপে জীবের সর্ব্বনাশ ঘটায় এবং চিৎপ্রতীতির আনুগত্যে জীব কেমন করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ দর্শন লাভ করে, এইরূপ বিজ্ঞান-দর্শন, শুদ্ধ দর্শন বা ব্যাসানুগত্য লাভ হয়।

সুতরাং জীবাত্মার যাহাতে স্বাভাবিক সহজ সুপ্রসন্নতা বর্ত্তমান, সেই অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তিই মানবগণের একমাত্র অবলম্বনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতও (ভাঃ ১।২।৬) ইহাই বলেন—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে দেহ মনে আত্মবুদ্ধিরূপ অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্-রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীব বর্ত্তমানে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা মায়ানির্ম্মিত মোহমদিরামত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষ্ণসেবাব্যতীত জীবের আর কোন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, জগতের যত কিছু কর্ত্তব্য সমস্তই কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইতে পারে, যদি না হয়, তাহা প্রতিকূল বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গর্হণীয়। জীব ভগবৎসেবায় বহির্ম্মুখ থাকিবার যে সকল নিমিত্ত প্রদর্শন করেন, তাহা নিতান্তই নগণ্য। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইবার কোন কারণ কোন জীবের থাকিতে পারেনা। সুতরাং আর আত্ম-বঞ্চনা না করিয়া সকলেরই কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

তূর্ণং যতেত ন পতেদনু মৃত্যু
যাবন্নিঃশ্রেয়সায়

শিখ্‌লেই শেখা যায়

যে শিখ্‌তে চায়, সে অনেক শিখ্‌তে পায়। শিখ্‌বার মতন অনেক জিনিষ দিয়ে, শিক্ষামন্দির এই জগৎটা সাজান আছে। যে শিখ্‌তে না চায়, তার চোখের সাম্‌নে শিখ্‌বার জিনিষ ধর্‌লেও সে শিখ্‌তে পারে না।

বিশ্বপতি দয়ার ভাণ্ডার। জগতে যে যত দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, সে গুলি কতকটা সেই দয়া-ভাণ্ডারের ক্ষুদ্র বিন্দু কতকটা বা দয়ার আভাস, আর কতকটা বা সেই দয়ার বিপরীত ধারণা নিষ্ঠুরতা। তাই বিশ্ববাসি! বিশ্বপতি তোমার জন্য এই বিশ্বটা শিখ্‌বার জিনিষ দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন, কেননা বিশ্বনাথ যে তোমারও নাথ। তুমি আজ তোমার নাথকে ভুলে যে দুর্দ্দশায় পড়েছো, সেটা তুমি কিন্তু বুঝ্‌তে পারছ না। ভোলানাথ তুমি, তোমার নাথকে শুধু ভোল নাই, তুমি ভোলার পথে চল্‌তে চল্‌তে আপনাকেও ভুলেছো। এহেন ভোলানাথ তুমি, তোমাকে ভুল হ'তে বাঁচাবার জন্য, ভুলের পর পায়ে নেবার জন্য তোমার প্রভুর এই বিশ্ব রচনা।

ভাই ভোলানাথ! তুমি কি ক'রছো তুমি কি ভাব্‌ছো? তুমি মাথায় কাপড় বেঁধে তোমার ন্যায় ভোলানাথের গুরুর উপদেশ শুনে—অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ—প্রবল উৎসাহে খুব ছুট্‌ছো দেখ্‌ছি। ও'হে ভোলানাথ, তুমি কি ভুলেছো যে তোমাকে সব ছাড়্‌তে হবে? গুরুমহাশয় তোমাকে যে 'প্রাজ্ঞ' বলে সম্মান দিয়াছেন, সেটা দেখ্‌ছি বিশ্বপতির গুণকীর্ত্তন-কারিণী শুদ্ধা সরস্বতী তোমাকে 'প্রাজ্ঞ'শব্দে সুবুদ্ধিমান্ না বুঝিয়ে মূর্খ-সম্রাট্ বুঝিয়েছে।

তাই ভোলানাথ, কিছুদিন পূর্ব্বে 'শিখ্‌লেই শিখা যায়' ব'লে কয়েকটি কথা তোমাকে ব'লেছি, আজ আর একটী কথা বল্‌ছি শুন। দেখ, তুমি অন্তহীন যে আশা ল'য়ে এই সংসারে ঘুর্‌ছো, তার মুখে কি একবার ছাই দিতে পার না?

তবে দেখ,-তোমার মত আশা-নৌকায় চ'ড়ে একদিন একজন কি ভাবে সর্ব্বজীবের অবলম্বন আশাকে ছেড়ে, নিরাশাকে আলিঙ্গন করেছিল, তাই ব'ল্‌ছি।

সে আজ অনেক দিনের কথা। বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক বার-ভোগ্যা বাস কর্‌তো। বহু লোক তাকে নিজের নিজের ভোগের জিনিষ ঠাউরে-ছিল। সেও আবার এম্‌নি মায়াজাল বিস্তার ক'রেছিল যে, সে বহু লোকের প্রত্যেককে এমনই ভোগা দিত যে, সে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু সে কাকেও ভালবাস্‌তো না। কেবল মাত্র বাহিরে ভালবাসার পরিচয় দিয়ে অন্তরে সর্ব্বনাশিনী ছিল। এ হেন আশার পথে পথিকগণকে আকর্ষণ কর্‌বার বস্তুটি একদিন শীতকালের রাত্রিতে সন্ধ্যা হ'তে আশাপথ চেয়ে বসেছিল। আশার জালে আবদ্ধ কর্‌বার জন্য এইরূপ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটালো। গৃহের সাম্‌নের পথ দিয়ে আশা-পথের পথিক অনেকে যাতায়াত কর্‌ছিল। সে প্রত্যেক পথিককে তার আশার জালে—মাছি ধর্‌বার জন্য তৈয়ারী মাকড়সার জালের মত-তৈয়ারী জালে যখন কাকেও পেল না, তখন সে আশা-পথকে আর আদর কর্‌তে পার্‌লো না। তখন তার চিন্তা চলো,'আমি কর্‌ছি কি? আমি যে দেহতরীকে অবলম্বন ক'রে আশার নদীতে ভাসিতেছি, সে দেহখানা যে বিষ্ঠামূত্রের ভাণ্ড; শিরা অস্থির থলে. ক্লেদাদি পরিপূর্ণ। এ হেন ভাণ্ডকে যে, প্রীতির চক্ষে 'আমি' জ্ঞান করে, আর এইরূপ ভাণ্ডেতে রমণ করিবার জন্য যে ব্যগ্র হয়,উভয়েই আশাপথের পথিকগণের নিকট সুবুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি এই বিষ্ঠামূত্রের ভাণ্ডটি বিষ্ঠামূত্রে ক্রীড়াপর ব্যক্তির নিকট তুচ্ছ অর্থলাভে বিক্রয় না ক'রে যে এ দেহটী সৃষ্টি করেছে, সেই সৃষ্টিপতির পাদপদ্ম-সেবায় তাঁর সৃষ্ট-বস্তু লাগিয়ে দেওয়াই ভাল। রূপের ঢাক্‌নীতে ঢাকা মোহিনীগণ, রূপের-মোহে ভ্রান্ত রূপাভিলাষিগণকে যে রূপহীন বা বিরূপের দিকে নিয়ে যায়, সেই রূপসী-শিরোমণি, রূপের মূল উৎস, যাঁর রূপের তেজপ্রতিফলনে আমরা প্রতিফলিত: গর্ব্বিতা, মোহিতা, সেই রূপাধার শ্রীদেবী যে শ্রীপতির সেবায় নিযুক্তা, আমি সেই শ্রীদেবীর আনুগত্যে শ্রীকান্তের সেবায় লাগিব। আশার নৌকায় চড়া, আশার বায়ুতে চলা, আশার আশায় মাতা, সেই পিঙ্গলা তখন আশার মুখে ছাই দিয়ে নৈরাশ্যরূপা আশার বিপরীত, নিরাশার আশা শ্রীহরির পাদপদ্মে তার দুর্ল্লভ জনমটি লাগিয়ে দিল। সে তখন নারীকুলে ধন্যা, নারী-উপাসক কুলেও পরমারাধ্যা হইল। তাই ভোলানাথ! তুমি আজ কিছু শিখ্‌তে পার্‌লে? যদি এতেও তোমার শিক্ষা না হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আরও একটু শেখ। যে পিঙ্গলা নিজে আশার পথে চ'লে আত্মবঞ্চিত হ'য়েছিল এবং অপরকে সেই আশার পথে চল্‌বার জন্য বঞ্চনা কর্‌ছিলো, সেই বঞ্চিত ও বঞ্চকের নাচওয়ালী পিঙ্গলা আজ বঞ্চনাপথ—ভুল পথ, ছেড়ে, নির্ভুলপথে চল্‌লো। এখন দেখ, যাকে তুমি বার-ভোগ্যা ব'লে ঘৃণা কর, যার নাম শুন্‌লে তুমি নাসিকা কুঞ্চিত কর, এমন একটা নিন্দ্য জীব বিশ্বপতির কৃপায় বিশ্ব থেকে শিখে, বিশ্ব-নাথকে নাথ ক'র্‌লো। আর ওহে ভোলা মন! তুমি সেই বার-ভোগ্যা ত্যক্ত বিষয়গুলিকে সাদরে গ্রহণ ক'র্‌লে? তুমি নিজেকে খুব ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, রূপবান, ধনবান, কুলীন, প্রাণিশ্রেষ্ঠ, আশ্রমশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ (যাহার আসল অর্থ নিকৃষ্ট) ব'লে অভিমান কর, এখন একটু লাফালাফি ছেড়ে দিয়ে হে মন, একটু সুস্থির হ'য়ে দেখ তো—'শিখলেই না শেখা যায়?'

বিশ্বরূপ ও কৃষ্ণরূপ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

মানুষ যখন জগতের দিকে তাকায়, তখন সর্ব্বাগ্রে তার নয়নে প্রকৃতি দর্শন হয়। আকাশ, নদ, নদী, সাগর, ভূধর, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মানবের লক্ষীভূত হয়। সেই সকল বস্তু মানুষের নিকট খুব ঐশ্বর্য্যশালী এবং পরমরমণীয় বলিয়া মনে হয় এবং চিত্তে শান্তি উৎপাদন করে। যখন কেহ চিত্তবিভ্রান্ত হইয়া কোন প্রকারেই প্রাণে শান্তি পায় না, তখন ঐ সকল পরিদৃশ্যমান বস্তুরূপ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রকৃতি কতকটা প্রীতি প্রদান করে। প্রকৃতির উদার, শান্তিময় শোভা ক্ষণিকের জন্য আমাদের হৃদয়ের শান্তি আনয়ন করে। আমরা দেশ ভ্রমণ করি—সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া কত আনন্দ লাভ করি। এই প্রকৃতির ভিতর কতই না বিচিত্রতা আছে। বস্তু সকলকেই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে পূজা করি। এই সমগ্র জগৎকে বিশ্ব-রূপ বা বিরাট্‌-রূপে অভিহিত করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উহারই উপাসনা করিয়া থাকি। এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়শক্তিকে ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরাভূত করিয়া দেয় বলিয়া ঐ বস্তু-গুলিকে ভগবানের রূপ বলিয়া ধারণা করি। সূর্য্য ভগবানের চক্ষু বলিয়া, আকাশকে শরীর বলিয়া, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতিকে এক একটা অঙ্গ কল্পনা করিয়া এই প্রাকৃতিক দৃশ্যকেই বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌রূপে অভিহিত করিয়া তারই আরাধনায় প্রমত্ত হই। বিশ্বরূপ জিনিষটী প্রকৃতির সঙ্গে বিজড়িত। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন—অনেক বাহূদর বক্ত্রনেত্রং, পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্। নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্য-নেত্রং। পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশ-বক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ অর্থাৎ হে বিশ্বরূপ! তোমার শরীরে অনেকে বাহু, উদর, বক্ত্র, নেত্র এবং সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি। তোমার অন্ত, মধ্য এবং আদি নাই, আদি-মধ্য অন্তহীন অনন্তবীর্য্য অনন্তবাহু চন্দ্রসূর্য্য-রূপ নেত্রবান, দীপ্তহুতাশবক্ত্র, স্বীয় তেজো-দ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ। এই বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুন ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। এই বিশ্বরূপের উপাসক জগতের সকল মানবই। যদি কেহ বিশ্ব-মানবের যুগ যুগান্তরের ইতিহাস আলোচনা করেন, তবে দেখিবেন জগতের সকলেই এই বিরাট্‌রূপের উপাসনা করিতেছে। মানুষ প্রথমেই চায় শান্তি। সেটী যার ভিতর আছে বলিয়া মনে করে তাহা,—প্রকৃতি অর্থাৎ বিরাট্‌ পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি। এই বিরাট্‌রূপ দেখিয়া কেহ বলিতেছেন, আমি যে প্রদেশে জন্মিয়াছি, তারই উপাসনা করিব, কেহ বা বলিতেছেন, যে নগরে বাস করি, যে গ্রামে বাস করি, তাহারই উপাসনা করিব,আবার কেহ বা আরও একটু সঙ্কীর্ণ হইয়া যে গৃহে বাস করেন, সেই গৃহেরই উপাসনায় নিমিত্ত ব্যস্ত। আবার কেহ কেহ পরম উদারতা দেখাইয়া সমগ্র বিশ্বকেই উপাসনা করিতে যান। সুতরাং জীবমাত্রেই এই বিরাট্‌রূপের উপাসক।

যাহা দর্শনে অর্জ্জুনের ন্যায় ব্যক্তিরও ভীতির সঞ্চার হয়, তাহা কি ভগবানের প্রকৃত রূপ? আমরা হয়ত মনে করিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ঐ বিশ্বরূপ দর্শনের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন, তখন উহা নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত রূপ। কিন্তু তাহা নয়, দিব্য শব্দের অর্থ দেবতাগণের দৃষ্টিতে দর্শন। যাহাদ্বারা দেবতাগণ দর্শন করেন। স্বর্গেও দেবতা-গণের বাস, উহা চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত অর্থাৎ প্রাকৃত। সেটী মর্ত্ত্যের মত, কিন্তু এখানে দুঃখ সেখানে সুখ, এখানে পাপ, সেখানে পুণ্য। সুখ দুঃখ উৎপাদন করে, আবার দুঃখ সুখ উৎপাদন করে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" এর জন্য পরিশ্রম করা বৃথা। কিন্তু জগতের লোক ঐ সুখদুঃখের কামনাই করিয়া থাকে। দেবতাগণও সুখের উপাসক। স্বর্গে নানাবিধ ভোগবিলাসের দ্রব্য আছে, তাঁহাদের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি-দ্বারা বিজড়িত চক্ষুও প্রাকৃত। ভগবান্ সেইরূপ চক্ষু অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিয়ৎ-ক্ষণের নিমিত্ত। কৃষ্ণকে যিনি সর্ব্বদা দেখেন, তাঁর চক্ষু কখনই প্রাকৃত নয়। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" অপ্রাকৃত বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি প্রাকৃত চক্ষুর দর্শনীয় নহেন। অপ্রাকৃত চক্ষুতে বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌রূপ দর্শন হয় না বলিয়া অর্জ্জুনকে প্রাকৃত চক্ষু কিছু কালের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন।

এই বিশ্বরূপ তার উপাসককে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়, আর যাঁহার এই বিশ্বরূপ তিনি সেবককে আলিঙ্গন করিয়া চিরকালের জন্য নিজসমীপে আবদ্ধ করেন। কৃষ্ণরূপের উপাসকগণ উপাস্য কৃষ্ণকে ঘোড়ায় চালক করিতেছেন, সামান্য বালকজ্ঞানে হস্তে বন্ধন করিতেছেন সাধারণ প্রণয়-পাত্রজ্ঞানে ভৎর্সনা, অভিমান করিতেছেন—এ কি কম কথা? কি প্রণয়ের বাঁধন! অতএব আমরা সকলে যদি বিশ্বরূপের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার বিশ্বরূপ. সেই কৃষ্ণরূপের উপাসনায় অগ্রসর হইতে পারি, তবেই আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গল হইবে। ঐ যে অন্তর-বাণী শুনা যাইতেছে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।"

নানা কথা

নবদ্বীপ-বাজারে চুরি

গত ১১।১০।২৮ তারিখে বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময়, ১৮ বৎসর বয়স্ক জনৈক যুবক নবদ্বীপ বাজারের বিপিন বিহারী কপালী নামক এক দোকানদারের দোকানে কেরোসিন তৈলের টিন কিনি-বার আছিলায় বাক্স হইতে ১ খানি ১০৲ টাকার নোট লইয়া দৌড়িয়া পালায়। তৎক্ষণাৎ বিপিন বিহারী থানায় সংবাদ দেওয়ায় পুলিশ অপরাধীকে পারঘাটে গিয়া ধরিয়া থানায় লইয়া যায়। লোকটীর নাম নেংটী, ওরফে তারাপদ সরকার। তাহার বাড়ী ঘর নাই, সে দারোগা বাবুর নিকট চোরাই মাল বাহির করিয়া দিয়াছে।

গত ১২।১০।২৮ তারিখে কৃষ্ণনগরে মোকদ্দমার শুনানী হইয়া গিয়াছে। সে নিজকৃত দোষ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকার করিয়াছে। আসামী হাজতে আছে।

মার্কিণ সংবাদপত্রসেবী ফ্রান্স হইতে প্রস্থান অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত

মঃ পয়ঁকারে এবং মঃ ব্রায়াঁ মার্কিণ সংবাদপত্রসেবী মিঃ হোরাণের ফ্রান্স হইতে প্রস্থানের বিষয় যত দিন বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিতেছেন, তত দিন তাঁহার ফ্রান্স হইতে প্রস্থান অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

রুদ্ধকক্ষে গুপ্ত কথা

মানহানির অভিযোগ

বাঙ্গালোরসহরে সম্প্রতি যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে খান বাহাদুর মহম্মদ আজিম খান রুদ্ধকক্ষে তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা সম্প্রতি সাধারণে বাহির হইয়া পড়ায় সহরে বিষম চাঞ্চল্য ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশ, বিশিষ্ট নাগরিক ও অবসরপ্রাপ্ত চীফ কোর্ট জজের বিরুদ্ধে নাকি এই মর্ম্মে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা সরকারের উচ্ছেদকামনায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। "মাইশর পেট্রিয়ট" অবগত হইয়াছেন, যিনি এবম্প্রকার উক্তি করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে শীঘ্রই অনেক মানহানির মামলা করা হইবে।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়

আমরা কাঠিয়াবাড় জামনগরের বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজীর আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের ক্রমোন্নতি দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেছি। উক্ত ঔষধালয়ের কার্য্যাবলী সর্ব্ব প্রথম ইংরাজী ১৮৮১ সালে যেরূপ সামান্ত ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল আর এই ৪৭ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমস্ত ভারতে উহার যেরূপ বিরাট পরিবর্ত্তন ও বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে তথা ঔষধের অকৃত্রিমতা ও প্রত্যক্ষ ফল সম্বন্ধেও সর্ব্বত্র যেরূপ প্রশংসাবাদ শুনা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় প্রত্যেকেরই চিত্তে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা উঁহাদের একখানি ক্যাটালগ পাইয়াছি, তাহাতে ভারতের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত সহরে প্রতিষ্ঠিত আতঙ্কনিগ্রহ কার্য্যালয়ের ফটো ও কার্য্যবিবরণ দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ভগবৎকৃপায় দিন দিন তাঁহাদের কার্য্যালয়ের আরও উন্নতি হউক, তাঁহারা দেশের ও দশের উপকার সাধন করুন এবং সর্ব্বোপরি ভগবৎসেবায় তাঁহাদের যাবতীয় লভ্যাংশ ব্যয়িত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

দুইশত সাঁওতাল গ্রেপ্তার

সাঁওতাল গুরু সন্ন্যাসী বাবা জানাইতেছেন যে, তাঁহার দীক্ষিত মালদহ-জেলার অধিবাসী প্রায় ২০০ সাঁওতালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ এখনও অজ্ঞাত।

অষ্ট্রেলিয়ায় নূতন সমস্যা

ধর্ম্মঘট বিস্তারের আশঙ্কা

মেলবোর্ণ, ১১ই অক্টোবর। ডক ধর্ম্মঘটে নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া বন্দরের নাবিকগণ এক সপ্তাহ নূতন যান বাহন শ্রমিক আইনের প্রতিবাদের জন্ত ধর্ম্মঘট চালাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। তাহারা অন্যান্ত বন্দরের শ্রমিকগণকেও ঐরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছে।

পতির বিরহে মার্কিন মহিলার উল্লম্ফনে দেহত্যাগ

নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীমতী আর্থার হিলওয়েল নাম্নী এক বিধবা তথাকার এক সৌখীন সম্প্রদায়ের হোটেল-গৃহের বাদশতল উর্দ্ধস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক নিম্নে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এক পক্ষ কাল পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার বিরহে তিনি প্রাণ রাখিতে অসমর্থ।

পুলিস তদন্ত-প্রথার অনুসন্ধান

গত ১০ই অক্টোবর পুলিসের ক্ষমতা ও কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইবার জন্ত রয়াল কমিশনের কার্য্য প্রকাশ্ত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। লর্ড লি অফ ফেয়ারহাম কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন। ইংলণ্ড ও ওয়েলসের পুলিস কর্ম্মচারীদিগের অপরাধ তদন্ত সম্বন্ধে ক্ষমতা কত দূর এবং তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বা কিরূপ ইত্যাদি বিষয় এই কমিশনে অনুসন্ধান লইবেন। তদন্ত কালে পুলিস নানা লোককে প্রশ্ন করিয়া যে সকল তত্ত্ব বাহির করেন, তাঁহারা সেই কার্য্য-সম্পাদনে তাঁহাদিগের ক্ষমতা যথাযথরূপে ব্যবহার করেন কি না এবং তাহাতে প্রজাদিগের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি কত দূর দৃষ্টি রাখা হয় ও কত দূরই বা ন্যায় ও বিচারপতিদিগের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সম্মান রক্ষিত হয়, এ সকল বিষয়েরও অনুসন্ধান লওয়া হইবে।

মিঃ গজনবীর সাইমন অভ্যর্থনায় বোম্বাই গমন

সাইমন সাহেব এবং তাঁহার সহযোগিগণকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্ত ভারতীয় মুসলমান ব্যবস্থাপক সমিতির সম্পাদক মিঃ এ, এইচ গজনবী বোম্বাই গিয়াছেন।

মানমাদে বিস্ফোরণ

সরকারী তদন্তের সিদ্ধান্ত

গত ৭ই অক্টোবর মানমাদ ষ্টেশনের নিকট বিস্ফোরণের জন্ত এলাহাবাদ মেল যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে সেই সম্পর্কীয় সরকারী তদন্তে প্রকাশ, এই ব্যাপারের জন্ত রেল কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার দোষী নহে, রেল বিভাগের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টারের মতেও রেল কর্তৃপক্ষ এই জন্ত দায়ী নহে।

'ইভিনিং নিউজ' পত্রের ইগাৎপুরীর সংবাদদাতা অবগত হইয়াছেন যে, এলাহাবাদ বোম্বাইয়ের যে এক্সপ্রেসে গত রবিবারে বিস্ফোরণ হইয়াছিল, সেই এক্সপ্রেসের একটি তৃতীয় গাড়ীতে পুলিস তদন্ত করিয়া ২টি রিভলভার আবিষ্কার করিয়াছে। ঐ গাড়ীর মেজেতে কিছু বালি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হইতেছে যে কেহ হয় ত কোন বাক্সে বালির ভিতর বোমা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যদিও এখনও এ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই তথাপি রিভলভার প্রাপ্তির ফলে এইরূপ সন্দেহ হইতেছে যে কোন দুষ্ট লোক ষড়যন্ত্র-পরিচালিত হইয়া বিস্ফোরক দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল।

সরকারী অস্ত্রাগারে ধর্ম্মঘট

গত ১১ই অক্টোবর, প্রাতঃকাল হইতে কীর্কির সরকারী অস্ত্রাগারের ৮ শত কর্ম্মচারীর মধ্যে ৫ শত কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদিগের ধর্ম্মঘটের কারণ, বেতনের হার হ্রাস ও কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনা। কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাসের ফলে অনেকের চাকুরী যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ঐ সব লোকের ভিতর অনেকে গত ২০ বৎসর যাবৎ কার্য্য করিতেছে। তাহাদিগের আর একটি অভিযোগ এই যে, চাকুরী গ্রহণের সময় ব্যতীত কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামত যখন তখন তাহাদিগের কার্য্যের পরীক্ষা চাহিবেন। সেই সব পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক না হইলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইবে।

নাগপুর স্বাধীনতা-সঙ্ঘ

নাগপুরে স্বাধীনতা-সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ শাখার উদ্যোগে গত ১১ই অক্টোবরের রাত্রিতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সংক্রান্ত নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা ও লক্ষ্ণৌয়ের সর্ব্বদল সম্মিলনে প্রকাশিত পণ্ডিত জহরলালের ঘোষণাকে সমর্থন করিবার জন্ত প্রথম জন-সভার অধিবেশন হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশে নূতন মন্ত্রী

শিক্ষা-বিভাগের ভার গ্রহণ

নূতন মন্ত্রী রাজা বাহাদুর কুশল পাল সিং শিক্ষা-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকাশ, ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাবিত অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের ফলাফল ৩ জন মন্ত্রীই গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদের কানাডা ত্যাগ

শ্রীযুক্ত নটেশন, চমনলাল এবং গোস্বামী কানাডা হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। য়ুরোপের অন্যান্ত পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধিদিগের অপেক্ষা এক সপ্তাহ আগেই তাঁহারা ফিরিয়াছেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিগণ অল্পকালের জন্ত নিউ ইয়র্ক ও প্যারিস পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চমনলাল শীঘ্রই ভারত অভিমুখে রওনা হইবেন। শ্রীযুক্ত গোস্বামী বর্ত্তমান বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত য়ুরোপে থাকিবেন এবং শ্রীযুক্ত নটেশন আগামী ২৬শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডন ত্যাগ করিবেন।

বোম্বাই-মিল ধর্ম্মঘটের অবসান

মিল ধর্ম্মঘটের অবস্থা ক্রমেই সন্তোষজনক হইয়া উঠিতেছে। সেসুন কিন্দলে মিলসমূহ সমেত সকল মিলেই স্বাভাবিক কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। সেসুন মিল সমূহের যে সকল শ্রমিক ডবল ফ্রেম ব্যবস্থায় কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহারা গত ১১ই অক্টোবর হইতে শান্তভাবে কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। নেতৃবর্গ তাহাদিগকে ভরসা দিয়াছেন যে, অভিযোগের নিরাকরণ না হইলে আগামী মে মাসে আবার তাহারা সাধারণ ভাবে ধর্ম্মঘটের অনুষ্ঠান করিবে।

ইংলণ্ডে বেকার সমস্যা

ইংলণ্ডের বেকারদিগের সাহায্যের জন্ত লণ্ডনের মেয়র কর্তৃক যে ধনভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ ভাগ খনি অঞ্চলের দুর্দ্দশাগ্রস্ত বেকারদিগের ভিতর কিশোরবয়স্ক শ্রমজীবিদিগকে ইংলণ্ডের অন্য জিলাসমূহে স্থানান্তরিত করিবার জন্ত ব্যয়িত হইবে।

ঢাকা

অভয়াশ্রমে দুগ্ধশালা

উদ্বোধনে আচার্য্য রায়

গত ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহোদয় ঢাকা অভয়াশ্রমের দুগ্ধশালার উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। গবাদি পশু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ গমিস অধ্যাপক জে, সি, ঘোষ, সদর সাবডিভিসন্যাল অফিসার মিঃ ডি, এস্, দে, অধ্যাপক এন্, এন্, ঘোষ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ এবং অনেক ভদ্র-মহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা

উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্য রায় বলেন যে, বর্ত্তমানে খাঁটি এবং পরিমিত পরিমাণে দুগ্ধের অভাবে বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—তাহাদের স্বাস্থ্য দিন দিন অবনত হইতেছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন—হিন্দুরা মুখে গাভীকে দেবতা বলেন বটে, কিন্তু গো-জাতির উন্নতি করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই মহদুপকারী জন্তুর প্রতি যথেষ্ট অবহেলা প্রদর্শন করিতেছেন। সুন্দরবনে গাভীগুলিকে ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্তই নাই, অনেক সময় উহারা কুম্ভীরের কবলে পতিত হয়। খুলনা জেলায় গাভী অনাহারেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। প্রতি বৎসর অসংখ্য গাভী প্লেগে মারা যাইতেছে, তাহাদের চিকিৎসার কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না, এমন কি সুস্থকায় গাভীগুলিকে রোগাক্রান্ত গাভী হইতে পৃথক রাখিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় না। অতঃপর তিনি ইউরোপ, বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ডেনমার্কের গাভীর যত্নের সম্বন্ধে বলেন যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন ঐ সকল দেশে গিয়াছিলেন, তখন দেখিয়া আসিয়াছেন—ঐ সকল দেশের লোকেরা গাভীর প্রতি কেমন সুন্দর যত্ন নেয়, ফলে তথাকার গো-সকল অতিশয় বলিষ্ঠ এবং সবলকায়, প্রত্যেকটী গাভী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, তাই ঐ সকল দেশের অধিবাসী এত সবল, সতেজ। সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ স্বয়ং তাঁহার গাভীগুলির যথেষ্ট যত্ন হইতেছে না মনে করিয়া তাঁহার উইন্‌সর রাজপ্রসাদ-সংলগ্ন মাঠটী গোচারণ ভূমিতে পরিণত করিতে আদেশ দিয়াছেন।

উপসংহারে তিনি দুগ্ধ শালার প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মহৎ কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপে তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার (হরিপদ বাবুর) অনুকরণ করিতে অনুরোধ করেন, কারণ হরিপদ বাবু এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ একদিকে যেমন দেশে বিশুদ্ধ দুগ্ধ এবং ঘৃতের প্রচলন করিতে ব্যস্ত, অন্যদিকে সেইরূপ গোকুলের উন্নতি বিধানের নিমিত্তও তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য আছে।

ঘরের শত্রু বিভীষণ

বোম্বাই, ১১ই অক্টোবর।

সেণ্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী সম্প্রতি একযোগে এই মর্ম্মে এক পত্র বাহির করিয়াছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় যেন সাবধান হয়েন। নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ ও সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিবার জন্য নানাপ্রকার সভা সমিতির অধিবেশন করিয়া মুসলমানদিগকে ফাঁদে ফেলিবার নূতন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। মুসলমানেরা সাইমন কমিশন বর্জ্জন করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থায় নেহেরু রিপোর্ট ও আনসারী সম্মিলন সমর্থন করিতে পারেন না। কমিটী মনে করেন, মুসলমানরা যদি একই বিষয়ের বিরোধী অভিমত লইয়া এই সমস্ত সভায় যোগদান করেন, তাহা হইলে এমন অশুভ অবস্থার উদ্ভব হইবার আশঙ্কা যে তাহাতে ঈপ্সিত হিন্দু-মুসলমানের মিলন সংঘটন আরও দুরূহ হইতে পারে।

—বসুমতী।

কমিশনের ভারতে আগমন

ষ্ট্যাটিউটারী কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার জন সাইমন এবং অন্যান্য সদস্যগণ, লেডী সাইমন, লেডী ষ্ট্রাথকোনা ও মিসেস হার্টসরণ গত বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে ৮ ঘটিকার সময় 'মালোজা' জাহাজে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। বহু উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময়ে তাঁহারা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া মোল ষ্টেশনে স্পেশাল ট্রেণে আরোহণ করিয়া পুনা গমন করিয়াছেন।

বালার্ড পায়ার গেটের বাহিরে প্রায় পাঁচশত কমিশন-বিরোধী ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া 'সাইমন ফিরিয়া যাও' ধ্বনি করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিসঙ্ঘ

ডাবলিনে আন্দোলন

লণ্ডনের ৯ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী-সঙ্ঘ তাঁহাদের আদর্শ সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাবলিনে সঙ্ঘের একটি বিরাট সভায় মিঃ কুক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সকল জাতিরই স্বাধীন হওয়া উচিত এবং সকলের মধ্যে সখ্য বর্ত্তমান থাকা উচিত। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের কার্য্য কলাপের নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, ধনী ও সাম্রাজ্যমদগর্ব্বী সম্প্রদায় পৃথিবীতে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলে, তবেই তাহার সমাধান হইতে পারে।

ডাকপিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ

অপরাধজনক বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে এবং পোষ্ট আফিস আইনঅনুসারে নিউন ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিসে রামচন্দ্র লাল নামক এক ডাকপিয়ন গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ৪০০টাকার একখানি রেজিষ্টার্ড কভার বিলি করিবার জন্য আসামীর হাতে দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নে সে কভারের উপর এই মন্তব্য লিখিয়া দেয় যে, মালিককে পাওয়া গেল না। সে কভারখানি কেরাণীর নিকট জমা দেয়। পরে দেখা যায় যে, কভারখানির সীল ভাঙ্গা। তখন তাহাকে পুলিশে দেওয়া হয়। উত্তর-বিভাগের ডেপুটি কমিশনার তাহাকে বিচারার্থ চালান দিয়াছেন।

—আনন্দ বাজার।

আগুনে বিপত্তি

গতকল্য বালীগঞ্জে একটি পশ্চিমা বালক বাতি জ্বালাইতেছিল, এমন সময় তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে। সে হাসপাতালে আছে।

অষ্ট্রেলিয়া দাবানলে ক্ষতির পরিমাণ সওয়া কোটি টাকা

সিডনীর ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, ওয়াই ওয়াই জেলাতে অকস্মাৎ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ৩০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহাতে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

অদ্ভুত প্রবঞ্চনা

ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ সাবডিভিসনে হরিরামপুর থানার আন্ধারমানিক গ্রামের হীরালাল কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তি বেহুলার বেদনী নামে এক ব্যক্তিকে ২০০৫ টাকা সম্পর্কে প্রবঞ্চনা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ, হীরালাল বেদনীর নিকট ৪৬৫ টাকা ধারিত। গত ৩রা অক্টোবর তারিখ হীরালাল বেদনীকে দুইখানা আসরফী বিড়ি তৈয়ারী করিবার কাগজ দিয়া বলে যে, উহার এক এক খানা হাজার টাকার নোট। বেদনী কোনদিন হাজার টাকার নোট দেখে নাই, কাজেই কাগজ দুইখানা রাখে। উহাদের উভয়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা হয় যে, উহা হইতে ঋণ পরিশোধ হইবে, বাকী টাকা বেদনী শতকরা ৮৲ সুদে ধার লইবে। পরে বেদনীর সন্দেহ হওয়ায় কাগজ দুইখানি তাহার বন্ধুদিগকে দেখায়। তাহারা বলে যে, উহা আদৌ নোট নহে। বেদনী তখন পুলিশে খবর দেয়, পুলিশ হীরালালকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তদন্ত চলিতেছে।

চীনে মুসলমান

চীনের সকল প্রদেশেই মুসলমানের বাস আছে এবং প্রকাশ, তথায় তাহাদিগের সংখ্যা ২০,০০০,০০০ পিকিং প্রদেশে ৩০,০০০ মুসলমান আছে এবং ৩০টি মসজেদ আছে। কান্সু, সিঙ্কিয়াং সান্সী, সেন্সী, চিহলী ও য়ুন্যানে বহু মুসলমান অধিবাসী আছে।

কাউন্সিলে নেহরু রিপোর্ট

মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার প্রতিদান মূলক সহযোগীদলের সদস্য মিঃ কালিকর এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন যে, নেহরু কমিটীর প্রস্তাবিত শাসন-পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি প্রদান করা হউক।

বরিশালে বয়কট আন্দোলন

বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনের জন্য বরিশালের জিলা কংগ্রেস কমিটী তুমুল আন্দোলন চালাইতেছেন। উক্ত কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আমরকুমার রায় চৌধুরী অন্যান্য কর্ম্মীদের সহিত বাড়ী বাড়ী খদ্দর ফেরী করিতেছেন। মলর্টিটাতে প্রচারকার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নীরাধাল চক্রবর্ত্তী প্রেরিত হইয়াছেন; তিনি কয়েকটা গ্রামে জেলেদের ভাক সম্বন্ধে বক্তৃতাও করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রামে কংগ্রেস কর্ম্মীরা খদ্দর ফেরী করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে আশ্বিন, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভগবানে বিশ্বাস যে কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয়, এরূপ নহে, মুসলমান খৃষ্টান কোল ভিল সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যেও ভগবদ্বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর-বিশ্বাস মানবের স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য ভগবানের উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের সকলের মধ্যে ন্যূনাধিক বর্ত্তমান; কিন্তু সেই প্রবৃত্তিটী ভোগপ্রবৃত্তির সহিত মিশ্রিত হওয়ায় উহাকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। ভোগপর বৃত্তিটি যখন প্রবল হইয়া পড়ে, তৎকালে কৃষ্ণসেবা-বৃত্তিটী ক্রমশঃ সুপ্তচিত্ত হইতে হইতে লুপ্ত-প্রায় হয়, তখনই জীব পশু তির্য্যক মনুষ্য প্রভৃতি জন্ম এবং তাহার দেহ-প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম্ম বা জ্ঞানকাণ্ডকে আবাহন করেন। অনেকেও বা মনে করেন, আমি গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করিব, তাহা হইলে আমাকে গৃহসুখ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে না অথচ ভজন-সুখও লাভ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাদিগকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিবার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবপ্রায় বলিয়াছেন। যাহারা বাহ্যে বৈষ্ণব বেশ ধারণাদি বৈষ্ণবাচারের অনুকরণ করেন, কিন্তু বিষয়াবিষ্ট চিত্ত থাকায় শুদ্ধ বৈষ্ণবদিগের অনুসরণ করিতে পারেন না, তাঁহারাই বৈষ্ণবপ্রায়। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর জ্যেষ্ঠতাত ও তাত পরিচয়ে পরিচিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবপ্রায়ের স্বভাবের পরিচয়টী পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন।

তোমার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন, "ন্যা প্রেক্ষিতা ... যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽপি রঙ্গঃ"—গৃহসুখ ও ভজনসুখ বা সেবানন্দ একত্র হয় না। যদি গৃহসুখ চাও, তাহা হইলে তোমার কৃষ্ণদর্শন-চেষ্টা বৃথা। এই কথা শুনিয়া মাধুর্য্য ভজনপ্রয়াসী অনেকেই বলিবেন, "কেন গৃহে থাকিয়া কি হরিভজন হয় না? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে অনেকেই ত গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করিয়াছিলেন? ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—'গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।' ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্রেও আমরা দেখিতে পাই তিনি গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করিয়া গিয়াছেন, আপনারা তাঁহাকে মুখে গুরু বলিয়া মানিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার বিরোধী।" তদুত্তরে আমরা বলি—বৈষ্ণব গৃহী বা ত্যক্তগৃহই হউন, তিনি কোন দিন ফল্গু বৈরাগ্যের আবাহন করেন না, তিনি অনুরাগী, বিষয়-বিষ্ঠার কীড়া নহেন। গৃহ পরিত্যাগ করিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না; কিন্তু "যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে"—যিনি যাবতীয় কর্ম্মফল নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ আত্মসাৎ করিবার পরিবর্ত্তে 'তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব। কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব'—এই বাক্যটীর অনুসরণ করেন, তিনি প্রকৃত ত্যাগী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়াও বৈষ্ণবপ্রায় নহেন, পরন্তু বিষয়ী-প্রায়। বৈষ্ণবপ্রায় ও বিষয়ী-প্রায়—কথা দুইটীর অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবপ্রায় অপেক্ষা বিষয়ীপ্রায় অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে "স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল!"—এই বাক্যে গৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যেরূপ গৃহস্থ ভক্তের আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই বিষয়িপ্রায় গৃহস্থ ভক্তদিগের আদর্শ।

প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত' পিতা মাতার আনন্দিত মন॥

অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে বিষয়ী সাজিয়া আসক্ত মর্কটের ন্যায় বাহ্য বৈরাগ্য-প্রদর্শন-রীতির অনুকরণ ত্যাগ করিয়া যাঁহারা দাস গোস্বামীর আদেশে গৃহে থাকার অভিনয় মাত্র করিতেছেন, তাঁহারা সন্ন্যাসী অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন। কিন্তু আমরা [illegible] পরম বিরক্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের [illegible] চেষ্টা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া তাঁহাদের চরণে যে অপরাধ সঞ্চয় করি, তাহার ফলে আমাদিগকে অনন্তকাল অন্যকের ন্যায় স্বরূপ গৃহে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক—এই বিষয়-বিষ্ঠা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? আমরা গুরুচরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিলাম, শাস্ত্র পড়িলাম, প্রবন্ধাদি অনেক লিখিলাম, কিন্তু বিষয়-বাসনা ত' গেল না, কে যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিষয়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এস্থলে উপায় কি? উপায় একটী মাত্র—আমরা যদি নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করি। আমাদের সকলেরই স্বতন্ত্রতা আছে, ভগবান্ ও তদভিন্ন শ্রীগুরুদেব আমাদের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না, আমরা যেদিন স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের অধীনতা স্বীকার করিব, সেই দিনই আমাদের মঙ্গল হইবে। শাস্ত্র বলেন—

অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কাম-
বিবর্জ্জনাৎ
—ভাঃ ৭।১৫।২২

এই শ্লোকের টীকায় ঠাকুর বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"অসঙ্কল্পাৎ—স্ত্রী স্মরণাদিনা কামোৎপত্তাবপি নৈব স্ত্রী ময়া সংভোক্তব্যা"—অসঙ্কল্পের দ্বারা কাম অর্থাৎ ভোগ-বাসনা দূর করিতে হয়। অসঙ্কল্প অর্থে স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়স্মৃতি সত্ত্বেও আমি বিষয় ভোগ করিব না—এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প। এই সংকল্প দ্বারাই স্বতন্ত্র ইচ্ছার সদ্ব্যবহার হয়।

ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অদ্বয়জ্ঞানানন্দ
দাসাধিকারী বি, এ)

বর্ত্তমানে এই কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ বিশ্বের চারিদিকে "কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর" বলিয়া একটা তাণ্ডব নিনাদ জগদ্বাসীর কর্ণকুহরে প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। এই কর্ম্মোপদেশের সার্থকতা কতটুকু এবং তৎপশ্চাৎ অন্ধের ন্যায় ধাবিত হইয়া লাভই বা কতটুকু, তাহা কি বুদ্ধিমান লোকের বিচার করা সমীচীন নয়?

এই ভগবদ্ বহির্ম্মুখ প্রপঞ্চে মানুষ আবির্ভূত হইলে প্রথমে তাহার প্রবল দেহাভিনিবেশ স্বতঃই তাহাকে নানাবিধ কর্ম্মের পশ্চাতে ধাবমান করায়। তাহার এই নৈসর্গিক কর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার বদ্ধাবস্থারই পরিণাম। এই কর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহাকে কখনও কর্ম্ম, কখনও অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিবার জন্য নানাভাবে চালিত করিতেছে। এই বদ্ধাবস্থার পরিণাম যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, এবং যাহা তাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে নানাবিধ বিপাকে ফেলিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, সেই কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবল স্রোতের দিকে যাইবার জন্য উপদেশ দিয়া সেই উপদেষ্টা তাহাকে কি সত্য সত্য কোন উপকার করিল, না তাহার অপকার করিল, তাহা বিবেচ্য।

শাস্ত্রে যে আমরা কর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রহণ করিবার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করি না বলিয়াই আমাদের এহেন দুর্গতি। যখনই শাস্ত্রে কর্ম্মোপদেশের কথা পাইলাম, তখনই সেই টুকুর মর্ম্ম লইয়া আমরা তখন তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। কারণ আমাদের ঐ প্রবৃত্তিটাই নৈসর্গিক এবং ঐ প্রবৃত্তির অনুকূল। যখনই উপদেশ পাইলাম, তখনই নির্বিচারে বা একদেশ বিচারে সেই দিকে ধাবিত হইলাম। উপসংহার বা মুখ্য উদ্দেশ্য জানিবার জন্য আর আমাদের সহিষ্ণুতা থাকিল না। তাই এই কর্ম্মের পশ্চাতে এতদিন ধরিয়াও জগৎ ধাবিত হইয়া পরা শান্তির সন্ধান পাইল না। শাস্ত্র কর্ম্মোপদেশ কেন করিয়াছেন, তাহা যদি শ্রৌতপন্থায় আমরা আলোচনা করি, তাহা হইলে জানিব যে, যিনি দুষ্কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সৎ কর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন, যিনি পুণ্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া উচ্চতম স্থান যে ভগবৎ সেবা, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপদেশ করিয়াছেন। তাই মনু বলিয়াছেন—প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা। যত শাস্ত্র যত উপদেশ করিয়াছেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদন, যাহা দ্বারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল সাধন হয়। এই শাস্ত্রালোচনা শ্রৌত-পন্থায় না হওয়ায় জগতে শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ প্রতিপাদনে জগতে এক মহাজঞ্জালের আবির্ভাব হইয়াছে। নানা শাস্ত্র নানা উপদেশ করিয়া তাহার ফল ও পরিণতি বর্ণন করিয়া পরমোপদেশ যে ভগবদ্ভক্তি, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। উলুক আমরা, তাই শাস্ত্র সূর্য্যের সেই পরমোপদেশ-রশ্মি দেখিতে পাই না। তাই পরম করুণ ভগবান্ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া এবার আমাদের মোহান্ধকার ঘুচাইবার জন্য ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব উদ্ঘাটিত করিবার জন্য ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দুন্দুভিনিনাদে কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ বিশ্বের কর্ম্মোপদেশ ধ্বনিকে অভিভূত করিয়া প্রতিজীবের কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিতেছেন।

এস ভাই কর্ম্মবীর! এস ভাই জ্ঞানবীর! তোমরা আজীবন কর্ম্ম-জ্ঞানোপদেশের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যে বস্তুর সন্ধান পাও নাই, পক্ষান্তরে হৃদয়ের দুর্বিষহ যন্ত্রণা, হতাশা ও অশান্তির কবলে কবলিত হইয়াছ, তোমাকে সেই ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী তোমার মোহান্ধ-

কার দূরীভূত করিয়া সকল অশান্তি ঘুচাইয়া এক পরম অনির্ব্বচনীয়, চমৎকারিতাপূর্ণ পরমোপাদেয় বাস্তব সত্য বস্তুর অনুসন্ধান বলিয়া দিয়া বঞ্চকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন।

ভক্তিসাধনার সমান বা উচ্চবস্তু যে আর কিছু নাই বা থাকিতে পারে না, আজ সেই পরম সত্য প্রচারের মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। এ সময় এই মহাসুযোগ হেলায় হারাইলে আমরা চিরদিন ঐ আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বঞ্চিত হইব। এই ভক্তিসাধন ছন্দের কার্য্য—এই ভক্তিসাধন অর্থে যে সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিয়া জড়ে জীবন যাপন করা—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রকৃত উপদেষ্টার অভাবে এ যাবৎকাল ঐ কর্ম্মের চাকচিক্যে, জ্ঞানের প্রোজ্জলতায় ভুক্তিমুক্তি-লালসায় মুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত হইয়াছি। ভক্তির প্রকৃত অর্থে ভগবৎসেবা। এই সেবায় জীবের যাবতীয় চেষ্টা পর্য্যবসিত হওয়াই ভক্তি। ভগবৎসেবা বিবর্জ্জিত হইয়া আমরা যে কোন কর্ম্মই করি না, যত বড়ই কর্ম্মের বাহাদুরী দেখাই না, সেই কর্ম্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়া আমাদিগকে প্রকৃত বস্তুলাভে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে। বর্ণাশ্রমীর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন নিরর্থক হইবে, যদি তাহা ভগবদুদ্দেশে সাধিত না হয়। তাই পরম করুণ বৈষ্ণবাগ্রণী কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু জীবকুলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া গাহিয়াছেন—"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥ মোর কর্ম্ম, মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া। কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥" তাই কর্ম্মবীর, বৈষ্ণবের এই পরমহিত-বাণীতে কবে তোমার শ্রদ্ধা হইবে, কবে তুমি কর্ম্মের আস্ফালনে বিরত হইয়া বৈষ্ণব ঠাকুরের এত বড় কথা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়া আকুল হইবে! এমন সরল ভাষায় যদি তোমার আস্থা না হয়, তবে শুন গীতায় ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে কি উপদেশ করিতেছেন - 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥' ইহা দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনকে যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পণ করিবার উপদেশ করিয়াছেন। তাহা দ্বারা জীবের কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। আমরা এই পরমহিতবাণীর আদর করি না বলিয়াই এবং ভগবদুদ্দেশে কার্য্য করি না বলিয়াই পুণ্য কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি করিয়াও আমাদের মঙ্গল হইতেছে না। দেহে আত্মবুদ্ধির প্রাবল্য আমাদিগকে এমনই মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছে যে, আমাদের এই আত্মধর্ম্মের কথা শুনিবার সৌভাগ্য নাই।

তাহা হইলে এখন বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি কর্ম্মের শুভাশুভ ফল তুচ্ছীকৃত করিয়া সাধককে এক অমূল্য পরমোপাদেয় বস্তু ভগবৎপাদপদ্ম প্রাপ্তি করায়। উপবিমুখ কর্ম্মের দিক দিয়া ভক্তির বিচার করিলে আমরা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই। আবার জ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে সেখানেও দেখিব ভক্তির মাধুর্য্য কত বেশী। জ্ঞানালোচনা যদি ভগবদুদ্দেশে না হয়, তবে তাহাও ভেক-কোলাহল মাত্র। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে যে কেবল-জ্ঞানের কতটুকু সার্থকতা, তাহা যখন আমরা ভগবজ্‌জ্ঞানের সহিত তুলনা করি, তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তাই ভাগবত শাস্ত্র কেবল-জ্ঞান চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন—জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্। স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতো প্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্। ইহা দ্বারা ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন—"হে ভগবন, নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।" তাহা হইলে দেখিতেছি, জ্ঞানালোচনার সার্থকতা তখন, যখন তাহা ভগবানের গুণকীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়।

তাহা হইলে এখন দেখিতেছি যে 'ভক্তি' শব্দে আমরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া তাহাকে অনাদর করিতেছি, তাহাতে কতদূর আত্মঘাতী হইয়া পরম-মঙ্গল লাভে বঞ্চিত হইতেছি, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করা কর্ত্তব্য নয় কি? বর্ত্তমান যুগে এই ভক্তি সাধনের নানা শাখা উপশাখা বহির্গত হইয়া প্রকৃত শুদ্ধভক্তির অনুসন্ধানে জীব তৎপর হইতে পারিতেছে না। আজ সেই ছল ভক্তির কপট আস্ফালন দূরীভূত করিবার জন্য এবং বিশুদ্ধা, পরমোজ্জলা শুদ্ধাভক্তি-মন্দাকিনীর পূত বারিধারা প্রবাহিত করাইয়া সকলজীব-হৃদয়ের আবিলতা, কপটতা বিধৌত করিয়া দিবার জন্য শুদ্ধাভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর পরম চমৎকারিতা দর্শন করাইবার জন্য এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। আজ তাঁহার সেবায় যদি আত্মোৎসর্গ করিতে পারি, তাঁহার পরমহিতবাণী যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে জগদ্বাসী আমরা বুঝিতে পারিব, ভক্তির স্বরূপ কি এবং তাহার মাধুর্য্য কত বেশী, তাহা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধুর্য্যকে কত হীনপ্রভ করিয়া দিতে পারে। তাঁহারই কৃপায় জগৎ জানিবে, অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত এই উত্তমা ভক্তির মাধুর্য্য উপলব্ধি হইবে না, ভক্তির পরম সরলতা জানিতে পারিব না। তাই হে জগদ্বাসিন্! আপনারা আর বঞ্চিত না থাকিয়া শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে ভক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হউন ও বিচার-পরায়ণ হইয়া অন্যান্য অবান্তর চেষ্টার নিরর্থকতা উপলব্ধি করুন, ইহাই আপনাদের চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা।

আমার হরিভজন

হয় না কেন?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

অনেক সময় মনে হয়, আমার হরিভজন হইতেছে না। কিন্তু কেন হইল না বা হইতেছে না, তাহার কারণ আমি কিছুই অনুসন্ধান করি না। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ফলে ভগবান্ সদ্‌গুরু মিলাইয়া দিয়াছেন—দেবের দুর্লভ, ভুবন-পূজ্য গুরুদেবের পদতলে আসিয়াছি, কিন্তু তবুও কেন হরিভজন হইতেছে না, ইহার কারণ কি? বাস্তব-বস্তু সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় বিনা কোন দিন কেহ হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না—এ কথা ধ্রুব সত্য। গুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন—তিনি গৌরশক্তিস্বরূপ—রূপানুগবর। তিনি গোলোক হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ—তিনি শুদ্ধ সত্ত্ব। জড়জগতে ও চিজ্জগতে যত জীব আছে, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—রাধা-গোবিন্দ পাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। আমার গুরুদেবও সম্পূর্ণ তদ্ভক্তি-বিগ্রহ। তাঁহার সেবায় মাধুর্য্যে রাধাগোবিন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট। তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় রত—সেবা-সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত, তাই তিনি সুদর্শন। আর আমি তাঁহার সেবক পরিচয় দিয়া এত কুদর্শন বা কুরূপ কেন? হরিভজন হইতেছে না বলিয়াই ত' আমি এত কুরূপ বা কুদর্শন। এ ক্ষেত্রে, দুর্লভ সদ্‌গুরু লাভ করিয়াও কেন আমি ভজনে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, ভজন ত' দূরের কথা, এমন কি, আমার অনর্থগুলি পর্য্যন্তও নির্মুক্ত হইতেছে না। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন, অনর্থ-নির্মুক্ত হইলে পরে শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থের হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই, তাহার হরিভজন কিরূপে সম্ভব?

সাধনরাজ্যে সদ্‌গুরুর পদতলে আসিয়া সদ্‌গুরুর শিষ্য পরিচয়ে পরিচিত দুই প্রকার ভক্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদর্শন করেন, কিন্তু হরিসেবাকার্য্যে—গুরুদেবের প্রিয়-কার্য্যে—যাহাতে দেহকে বা কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে চালনা করিতে হয়, ঐরূপ ব্যাপারে উদাসীন বা একটু ক্রিয়া-চেষ্টাহীন ভাব প্রকাশ করেন। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা হরিকথা শ্রবণ হউক বা না হউক্, হরিকথা শ্রবণে দৃঢ়চেষ্টা—দৃঢ় যত্ন থাকুক বা না থাকুক, খুব কর্ম্মঠ, পরিশ্রমী, এবং দৈহিক চেষ্টাময় কার্য্যে সর্ব্বদাই উন্মুখ। আমি এই উভয় দলভুক্ত, আলস্য-পরায়ণ হইয়া আমি মনে ভাবি যে, বসিয়া বসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিলেই, তত্ত্বকথায় পারদর্শী হইয়া জগতে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিব এবং বিবাদিগণের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা দ্বারা জয়ী হইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকারী হইব; যথাসময়ে অবশ্য বৈষ্ণবের পরিশ্রম লব্ধ ভিক্ষায়ে প্রিয় উদরপূর্ণ করিতেও ত্রুটি হইবে না। তখন ভুলিয়া যাই যে, "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—এই বাক্য-দ্বয়ের 'সেবোন্মুখে' এবং 'সেবয়া' কথাটী আমার চিত্তে আদৌ স্থান পায় না। যদি তত্ত্বকথা শ্রবণেই এত উন্মুখতা—এত ব্যাকুলতা, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্যকে আমার ইহ ও পরকালের একমাত্র কার্য্য বলিয়া সেই টান কৈ? তত্ত্বকথা শ্রবণের ফলে ত' হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় বা প্রীতিজনককার্য্যে প্রাণের টান বা একাগ্রতা বাড়িবে, তাহাই যখন নাই, তখন তত্ত্বকথা বা হরিকথা আমার শ্রবণ হইতেছে না বুঝিতে হইবে। শেষোক্তদলের মধ্যেও আমি একজন। হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার প্রত্যেক কার্য্য বা প্রত্যেক দ্রব্যকে তাঁহাদের অভিন্ন জ্ঞানে বিভুরূপে—আমার সেব্যরূপে—আমার পরিচালক বা চেতনময়রূপে জ্ঞান করি কই?

আমি হরিগুরু বৈষ্ণবে বড়ই ভোগবুদ্ধি পরায়ণ। আমি মনে করি, শ্রীহরি, শ্রীগুরুদেব শ্রীবৈষ্ণব যদি আমার কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তবেই তিনি 'হরি', 'গুরু', 'বৈষ্ণব'।

এই স্থানে 'আমি' কে ?—তাহা নিরূপণে আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। যদি আমার 'আমি' নিরূপণ ঠিক হইত, তাহা হইলে "আমার সুখিনা" বলিতে হরিগুরু-বৈষ্ণবের সুখ ব্যতীত অন্য কিছু অভিলাষ থাকিত না। এই অন্যাভিলাষই আমার ভজনের প্রধান বিঘ্নোৎপাদনকারী।

হরিগুরুবৈষ্ণবে আমার ভোগবুদ্ধি এত প্রবল যে, আমি তাঁহাদের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইতেই উদ্‌গ্রীব। আমি প্রবন্ধ লিখি, হরিকথা বলি, কিছু কার্য্য করি, চাই তার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠা—আমার নাম। প্রবন্ধের নীচে আমার নামটী না থাকিলে আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি—তখন আমার উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়—দ্বিতীয়বার আমার লেখনী আর সরে না। মনোধর্ম্মের তাড়নায় আমি কখনও কখনও ভাবিয়া থাকি, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসিয়া প্রতিষ্ঠাটুকু হইতেও যখন আমি বঞ্চিত হইলাম, তখন নির্জ্জন-ভজনই ভাল। এই মনে করিয়া নির্জ্জন-ভজন প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনীর পশ্চাতে আমার মন ধাবিত হইতে চায়, কখনও বা কৃষ্ণের সংসার—গীতার সংসার পাতাইয়া বাস্তাশী হইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, অনেক সময় বা গুরুদাস্য পরিত্যাগ করিয়া নিজেই গুরুর আসন গ্রহণ করিতে চাই। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ আমি একথা বুঝিতে পারি না যে, যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্ত্তমান, সেই স্থানে 'সেবা' নাই, সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এই সব কথা সর্ব্বদা মুখে আওড়াইয়াও কাজের বেলায় সে সব ভুলিয়া যাই, প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনীর কি বিমোহিনী শক্তি!

কই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ত' আমার শিক্ষার জন্য এইরূপ আচরণ দেখান নাই, তিনি শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" কিন্তু আমি সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে লোকে বলুক, কবিতা ও প্রবন্ধের নীচে আমার নাম থাকুক—এরূপ প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করি। ইহাই কি সেবা? শ্রীগৌরসুন্দর ত' ইহাকে 'সেবা' বলেন নাই, শ্রীরূপগোস্বামী ত' ইহাকে 'সেবা' বলিবার পরিবর্ত্তে 'অন্যাভিলাষ' 'কর্ম্ম' মাত্র বলিয়াছেন। যেখানে কর্ত্তা-ভোক্তা 'আমি', সেই স্থানে কর্ম্ম ব্যতীত সেবার সন্ধান থাকিতে পারে না। সেবা—সতী-সহধর্ম্মিণীর ন্যায় প্রভুর সন্তোষ বিধানে নিযুক্তা, আর কর্ম্মস্পৃহা—ব্যভিচারিণী বারবনিতার ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য লালায়িতা।

আমাদের হরিভজনের আর একটী প্রতিকূল বিষয় এই যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা। আমি মনে করি, 'অমুক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতেছেন, আর যত দোষ কেবল আমার বেলা',—এইরূপ মায়িক বুদ্ধি যে হরিভজনের পরম বিরোধী—হরিভজন হইতে ছুটি লাভ করাইবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী—ইহারই নাম যে বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, তাহা মায়া-পিশাচী এ হতভাগাকে জানিতে দেয় না। আমি এতই দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন যে, ভুলিয়া যাই—"হরিজন দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা ক্লেশ, কর কেন তবে তাহার গৌরব। বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে, তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব॥" বৈষ্ণবই প্রতিষ্ঠার মালিক। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সেবা করিবার জন্য লালায়িতা হইয়া সর্ব্বদা পরিচারিকার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইয়া থাকে। কিন্তু আমার ন্যায় অবৈষ্ণব, মূঢ়, কাম-ক্রোধাদিতে আসক্ত-জীব যদি বৈষ্ণবের পদবী—রাজরাজেশ্বরের আসনটী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে কি মায়াদেবী আমার দাম্ভিকতা দর্শন করিয়া আমাকে দৃঢ়ভাবে মায়া-নিগড়ে বদ্ধ করিবেন না?

সুধী পাঠকগণ! আমার উপরি উক্ত দুর্ব্বুদ্ধি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া পরম-কারুণিক, নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ গুরুবর্গ আমার আত্ম-কল্যাণের জন্য এতদ্বিষয়ে আমাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আজ আপনাদের জ্ঞাতার্থে না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না; তাহা এই—

"যদি আমরা প্রতিষ্ঠা চাই, তাহা হইলে আমাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। আমাদের একমাত্র প্রভু অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন গুরুবৈষ্ণবগণ। আমরা তাঁহাদের নিত্য-দাস। দাসের প্রভু-সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম, নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অপর বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত, সেখানেই জড়-প্রতিষ্ঠা। জড়-প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার ভেদ-বিচারে আমরা দেখিতে পাই—"প্রতিষ্ঠাশাতরু, জড়মায়ামরু, না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥" রাবণ জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর একজন আদর্শ; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রতিষ্ঠা-প্রমত্ত-হৃদয় রাবণ সাক্ষাৎ চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীসীতাদেবীকে পর্য্যন্ত স্বীয় বিলাসিনী রূপে পরিণতা করিবার দুঃসাহস হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিল। ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি দুর্ব্বুদ্ধি হইতে পারে? কিন্তু ফলে প্রতিষ্ঠা ত' লাভ হইল না, লাভ হইল শুধু আত্মবিনাশ। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমাদের যত্ন করা কর্ত্তব্য। যিনি শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের সুখোৎপাদনকেই নিজের 'সুখ' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, যিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকেই নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত নির্ম্মৎসর সাধুগণের অনুমোদিত হরিসেবা লাভ করিতে পারেন।"

হে পতিতপাবন, পরমদয়াল-অবতার জীব-দুঃখকাতর হরি-গুরু-বৈষ্ণবঠাকুরগণ! আমি যেন এখন হইতে আপনাদের শ্রীচরণকমলে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বীয় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রত্যাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহর্নিশ আপনাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা সেবায় আমার কায়মনোবাক্য নিযুক্ত করিতে পারি এবং ইহাই যেন আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে সতত আমার নিষ্কপট প্রার্থনার বিষয় হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ গত শুক্রবার ও শনিবার খুলনা ধর্ম্মসভায়, রবিবার স্বরূপকাঠি ধর্ম্মসভায় এবং সোম ও মঙ্গলবারদ্বয় বাগেরহাট 'শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরের নাট-মণ্ডপে সনাতন ধর্ম্মের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে ধন্য করিয়াছেন। বাগেরহাটে বক্তৃতাকালে বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যা চরণ নাগ, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সুধলাল নাগ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল নাগ এবং বহুসংখ্যক উকীল, মোক্তার, আমলা উপস্থিত থাকিয়া সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করত পরমানন্দিত হইয়াছেন। খুলনার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর, উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত কালিপদ মিত্র প্রমুখ উকীল মহাশয়গণ ও বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া মহারাজজীকে উক্ত স্থানে আরও কয়েক দিবস থাকিয়া বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব নিকটবর্ত্তী হওয়ায় সময়ের অভাবহেতু স্বামিজী মঙ্গলবার রাত্রেই ঢাকা রওনা হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন অধিকারী মহোদয় স্বামিজীর সঙ্গে প্রত্যেক স্থানেই উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রে বিরাট মেলা

পুলিসের সুবন্দোবস্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কুরুক্ষেত্র, ১১ই অক্টোবর,

আর এক মাস পরেই সূর্য্য-গ্রহণ। এখন হইতেই জনমানব-শূন্য (কুরুক্ষেত্রের) ময়দানগুলিতে বেশ লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাধীনে বিরাট-মেলার সুবন্দোবস্তের জন্য একটী বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় অভিজ্ঞগণের সাহায্যে অনেক বিচক্ষণ ও শান্তপ্রকৃতির রাজকর্ম্মচারী বেশ দক্ষতার সহিত সকল দিক দেখাশুনা করিতেছেন এবং যাহাতে যাত্রিগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। মেলায় অন্যূন ১০।১২ লক্ষ লোকের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এবৎসর গ্রহণের কাল, স্থায়িত্ব ও যোগ লক্ষ্য করিয়া বিশেষজ্ঞগণ আরও অনেক বেশী লোকসংঘট্ট অনুমান করেন। পথ ঘাট নির্ম্মাণ, কূপ সংস্কার, জলের কল স্থাপন প্রভৃতি যাত্রিগণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে।

এই সময়ে প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দও সমবেত জনসঙ্ঘের আত্মসেবার নিমিত্ত অশেষ প্রকার আয়োজন করিতেছেন।

নানা কথা

নূতন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

গত ১৩ই অক্টোবর দার্জ্জিলিংয়ের লাটপ্রাসাদে নবনিযুক্ত মন্ত্রী নশীপুরের মাননীয় রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

তৎপর মন্ত্রী ও শাসন পরিষদের সদস্য-দের এক মিলিত সভা হয়।

উপপতির জন্য পতি-হত্যা

প্রকাশ, মেহেরপুর মহকুমার অধীন ছাতীনা গ্রামের জনৈক। স্ত্রী মু... তাহার উপপতিদের মনস্তুষ্টির এবং তাহাদের সহিত যথেচ্ছ বিহারের নিমিত্ত তাহাদিগকে তাহার স্বামীকে সরাইয়া দিতে বলে। তদনুসারে উক্ত উপপতিদ্বয় রাত্রিকালে উহার স্বামীকে হত্যা করে। প্রাতঃকালে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীলোকটী যখন কপট কান্না করিতে থাকে, তখন পুলিশ আসিয়া এই ঘটনা অবগত হয় এবং হত্যাঘটনার নিমিত্ত উহাকে শাসাইতে থাকে, তৎকালে স্ত্রীলোকটী হত্যাকারীদের নাম উল্লেখ করায় পুলিশ আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। ঐ আসামীদ্বয় বলিয়াছে যে, তাহাদের সহিত আরও দুইজন লোক ছিল। পুলিস স্ত্রীলোকটীকে ও আসামীদিগকে বিচারার্থ চালান দিয়াছে।

রেল ষ্টেশনে নৃহত্যা

মাদ্রাজের ১১ই অক্টোবরের তারের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ হইতে প্রায় ১ শত মাইল দূরবর্ত্তী কলমাল্লা রেল ষ্টেশনে আরোহিগণের বিশ্রামের ঘরে বিনা উত্তেজনায় সম্প্রতি জনৈক আরোহী নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, মধ্যরাত্রিতে বোম্বাই মেলে আরোহণ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তি তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। আততায়ী পলায়ন করিয়াছে।

ঘরের মধ্যে মৃতদেহ প্রোথিত
নৃশংস হত্যাকাণ্ড

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন দোহাকাণ্ড গ্রাম হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিহারী হালদার নামে জনৈক ব্যক্তি এক দিন রাত্রে তাহার প্রতিবেশিনী ত্রিপুরা দাসীর বাড়ী যায়, কিন্তু গৃহে ফিরিল না দেখিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন ত্রিপুরার বাড়ীতে খুঁজিতে যায়, কিন্তু তাহারা গিয়া দেখে যে, ত্রিপুরা বাড়ীতে নাই। তাহার পর কুল্পী থানার অধীন বাদের গ্রামে ত্রিপুরার সন্ধান পাওয়া যায়। ত্রিপুরা বলে যে, মিত্তাই ভড় ও আরও ৩ ব্যক্তি বিহারী হালদারকে টুঁটী টিপিয়া মারিয়া ত্রিপুরার ঘরের মেজের নীচে বিহারীর মৃতদেহ প্রোথিত করিয়াছে। তাহারা ত্রিপুরা ও তাহার বাড়ীর লোকদিগকে এই বলিয়া শাসাইয়াছিল যে, হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহাদিগকে বাড়ী হইতে স্থানান্তর চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিল।

পুলিশকে খবর দেওয়া হইলে মেজে খুঁড়িয়া বিহারীর মৃতদেহ বাহির করিয়া আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে। আরও পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। —বাংলার কথা

ফরাসী সাবমেরিণের
গ্রীক জাহাজের সহিত সংঘর্ষ
৪৩জন খালাসীর প্রাণনাশ

প্যারিসের ১২ই অক্টোবর তারের সংবাদে প্রকাশ, বিগত ২রা অক্টোবরের পর হইতে ফরাসী সাবমেরিণ "অভিনের" কোনই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। ৪৩ জন খালাসীসহ এই জাহাজ চারবার্গ হইতে ডাইজারটা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। কথা ছিল যে, উহা বিগত ৮ই অক্টোবর তারিখে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার পর হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, অপর্টো হইতে অদূরে গ্রীক জাহাজের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় "আভন" নামক সাবমেরিণ জলমগ্ন হইয়াছে। ৩রা অক্টোবর তারিখে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

"পাইওনিয়ারের" মিলন-চেষ্টা

গত ১৩ই অক্টোবর পাইওনিয়ার পত্র, "স্যার জন সাইমনের শেষ সুযোগ" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্যার জন সাইমনকে অবিলম্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য জেদ করিয়া লিখিয়াছেন, "প্রতিদিন সাগ্রহে আমরা স্যার জন সাইমনের মতি পরিবর্ত্তনের আশা করিতেছি। উভয় পক্ষই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলে ভাল হয়।"

পণ্ডিতজীর মতামত

পণ্ডিত মতিলাল এখন সুস্থ আছেন। ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত তিনি এলাহাবাদে থাকিবেন। পাইওনিয়ারের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মতিলালজির মতামত জিজ্ঞাসা করিতে গেলে তিনি বলেন, আগে স্যার জন সাইমন এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য না বলিলে তাঁহার পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব।

ইংলণ্ডে ভীষণ দুর্ঘটনা
জড়ানন্দের পরিণাম

লণ্ডনের ১৩ই অক্টোবরের তারের সংবাদে প্রকাশ, গ্লাসগো সহরের অদূরে কোনও সুড়ঙ্গ পথের উপর দণ্ডায়মান একখানি এঞ্জিনবিহীন যাত্রীগাড়ীর উপর অন্য একখানি যাত্রীর গাড়ী আসিয়া পড়ে, ফলে তিনখানি কামরা বিধ্বস্ত হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক নিহত ও ৫০ জন যাত্রী আহত হইয়াছে। নিহত স্ত্রীলোকটির অল্প দিন পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে। সে নব পরিণীত স্বামীর সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিল। একটি কমলা লেবু খাইতেছিল, এই অবস্থাতেই তাহার এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

আহত যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যাত্রীদিগকে উদ্ধার করার কার্য্য চালান হইয়াছিল। ভীষণ অন্ধকারে ভীত হইয়া অনেকে চীৎকার করিতেছিল। বিধ্বস্ত কামরা তিনখানিকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া যাত্রীদিগকে টানিয়া বাহির করা হইয়াছিল। জড় বিজ্ঞানোন্নতি জড়ানন্দেরই বাধক হইয়া থাকে, পরানন্দলাভ ত' সুদূরপরাহত।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় মিলিত কংগ্রেস

জোহানেসবার্গ, ১১ই অক্টোবর। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতবাসীদিগের ভিতর সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উহার পূর্ব্ব সূচনাস্বরূপ জোহানেসবার্গের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত তত্রত্য ভারতীয় কংগ্রেসের সদস্যগণ একত্র হইয়া একটা কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন। উক্ত কাউন্সিলের সদস্যগণ সকলেই প্রতিপত্তিশালী লোক। সদস্যদিগের ভিতর শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, জোহানেসবার্গের য়ুরোপীয় বিশপ, মিসেস এথেলরের লুইস এবং কয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আছেন। আশা করা যায় যে, শ্রীযুত শাস্ত্রীর দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগের পূর্ব্বে অন্যান্য নগরেও এইরূপ মিলিত কাউন্সিল গঠিত হইবে।

মেলবোর্ণে আবার বোমার উৎপাত

ইতঃপূর্ব্বে মেলবার্ণ সহরে যে বোমার কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সেই বোমা-নিক্ষেপকারীকে ধরিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও পুনরায় ঐ স্থানে এক সর্দ্দার মিস্ত্রির বাড়ীতে বোমা ফেলা হইয়াছিল। সুখের বিষয় লোক জন কেহ মরে নাই। পুলিস পাহারা দ্বিগুণিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বোমা নিক্ষেপকারীকে ধরিয়া দিবার জন্য পুলিস ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে।

মুসলমান সমাজে

নেহেরু কমিটীর রিপোর্ট সমর্থন

গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় দিল্লী কুইন্স গার্ডেনে ডাক্তার আনসারীর সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতাতে নেহেরু রিপোর্টের রচয়িতাদিগকে খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়া সমবেত সকলকে ঐ রিপোর্ট সমর্থন করিতে উৎসাহিত করেন। তৎপর লাহোরের মৌলনা জাফর আলি খাঁন বক্তৃতা করিতে উঠিলে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজন খুব গণ্ডগোল করিতে থাকে। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, উক্ত মৌলানা দিল্লীর অধিবাসী ন'ন। আসফ আলি বক্তৃতা করিতে উঠিলেও এইরূপ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। যাহারা এইরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছিল, তাহাদের বক্তব্য এই যে, তাহারা সম্পূর্ণ রিপোর্টের বিরুদ্ধবাদী নহে, কিন্তু কতক অংশে উহার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। সেই সভার উদ্দেশ্যের সহিত যাহারা একমত, সভাপতি তাহাদের হাত তুলিতে অনুরোধ করিলে দেখা গেল যে, সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশই নেহেরু রিপোর্টের সমর্থক। ইহাতে ডাক্তার আনসারী অতিশয় আনন্দিত হন।

নিখিল ভারত যুবাকংগ্রেস

কলিকাতায় আগামী কংগ্রেস সপ্তাহে নিখিল ভারত যুবা কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতি এখন হইতেই উহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার এই অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক যুবা সমিতি যেন যুবক কংগ্রেসের সভাপতির নাম প্রস্তাব করিয়া সম্পাদকের নিকট ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাস লেনে ৩১শে অক্টোবর তারিখের মধ্যে পাঠাইয়া দেন।

অমানুষিক নৃশংসতা

এলাহাবাদের ১২ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, অলঙ্কার গ্রহণাভিলাষে ৯ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে হত্যা করায় আবদুল আজিজ ও তাহার পুত্র আবদুল রফিক যথাক্রমে মৃত্যুদণ্ডে ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে দণ্ড সমর্থন ও আবদুল রফিককে অব্যাহতি দান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১শে আশ্বিন, বুধবার—১৩৩৫।

প্রতিকূল-বিচার

জীবমাত্রেরই দুইটী দেহ আছে, একটী নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়দেহ, অপরটী প্রপঞ্চদেহ। মুক্তাবস্থায় জীবের চিন্ময় দেহটীই বর্ত্তমান থাকে, বদ্ধাবস্থায় সেই দেহটী রক্তমাংস-ঘটিত স্থূলদেহ এবং মনোময় লিঙ্গদেহদ্বারা আবৃত থাকে। তৎকালে তিনি সেই আবরণ দুইটীকেই আত্মবুদ্ধি করিয়া জড়জগতে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে থাকেন। কখনও বা সেই দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নানা উপায় সৃষ্টি করেন। ধর্ম্ম লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিতে থাকেন। জন্ম ঐশ্বর্য্য শ্রুত শ্রী—এই চারিটী পার্থিব বস্তুর গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া গুরুাভিমানে অপরকে ছোট জ্ঞান করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিন্তু যেমন সংখ্যা গণনায় 'এক' ভুল হইয়া গেলে যতই গণনা করা হউক না কেন, সবই ভুল হইয়া থাকে, সেইরূপ আমরা আমাদের নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত যতই বিচার করি না কেন, সবই ভুল হইয়া যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

—স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মনে মনে যে ভাল মন্দ বিচার করে, তাহা ভ্রমাত্মক। মনের জ্ঞানাকারতা না থাকায় সে আজ যাহাকে ভাল বলে, তৎপর দিবসই তাহাকে মন্দ বলিয়া সাব্যস্ত করে।

স্বীয় চিন্ময় স্বরূপের পরিচয় লাভই আমাদের সাধ্য বস্তু। স্বরূপের অপ্রাপ্তিতে কখনই ভগবদ্ভজন সম্ভব হইতে পারে না, অতএব যে কোন ধর্ম্ম দ্বারা সেই নিত্য-সিদ্ধস্বরূপের উপলব্ধি সহজ হয়, তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয় এবং যাহা স্বরূপো-পলব্ধির প্রতিকূল, তাহা বিশেষ যত্ন-সহকারে পরিত্যাজ্য। তত্ত্বজ্ঞানাভাবে অনেকেই এতদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া মনে মনে নিজেকে 'সখী' কল্পনা করিয়া কেহ বা স্থূলদেহকেই সখী সাজাইয়া কৃত্রিম ভাবে রাধা-কৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। তোতারামদাসবাবাজীর ভাষায় ইঁহারা 'প্রাকৃত সহজিয়া' নামে উক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহাদের দলই জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসরণ করিতে না পারিয়া রূপানুগ হইবার পরিবর্ত্তে প্রকারান্তরে রূপ কবিরাজের মতকেই আলিঙ্গন করিয়া বসিয়াছেন।

গৌড়ীয় শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাজনগণ বলেন—দুগ্ধে নবনী, কাষ্ঠে অগ্নি যেরূপ মন্থন এবং ঘর্ষণ-প্রক্রিয়া-দ্বারা সহসা আবির্ভূত হইয়া পড়ে, সেইরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রক্রিয়া দ্বারা জীবের স্বরূপোপলব্ধি ক্রমে নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, অতএব গুরুচরণাশ্রয়ে স্বরূপ-সিদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপ অনর্থ-নিবৃত্তির যত্নই প্রকৃত সাধন। স্বরূপভ্রমবশতঃই জীবের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা কেহ শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য যোগী কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"— এই সর্ব্বশাস্ত্রের সার, জীবস্বরূপের নিত্য-ধর্ম্ম ভুলিয়া কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে কভু সুখী কভু দুঃখী হইয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছি।

স্বরূপোপলব্ধির প্রতিবন্ধক বিচারে জড়, জড় চিন্তা এবং অজড় বা নির্ব্বিশেষ চিন্তা—এই তিনটীই প্রধানরূপে লক্ষিত হয়। জড়—বৈদান্তিক ভাষায় যাহা 'ইদং' অর্থাৎ এই আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু' বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাই জড়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, গাছের ফল, নদীর জল, দেশের জল-বায়ু আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ঐগুলি ভোগ করাই আমাদের কর্ত্তব্য—এইরূপ ভোক্তাভিমানে ভোগময় দর্শনই জড়দর্শন। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণ ঐরূপ জড় দর্শন করেন না। তাঁহারা জগৎকে দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভোগ্য দর্শনের পরি-বর্ত্তে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ভগবৎ সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। তাঁহারা প্রত্যেক বস্তুতে সর্ব্বতত্ত্ব বিষ্ণুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।

জড়চিন্তা—দেহ মনের সুখের নিমিত্ত নানা প্রকার চিন্তা আমাদিগকে গন্তব্য-পথে যাইতে দেয় না। যদি কাহাকেও বলা হয়—ভাই, তুমি একবার বাস্তব-বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তখনই সে বলিবে "আমি সাংসারিক চিন্তায় এত ব্যস্ত যে আমার পরমার্থ চিন্তা করিবার সময় থাকে না।" যদ্যপি সাংসারিকী চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ—যাহারা দেহসুখ ও মনসুখের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র, তাহারা কি কখন চিন্তামণির সন্ধান পাইতে পারে? কিন্তু আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা করা উচিত আমরা জড় সুখ চিরকাল ভোগ করিতে পারিব না, কোন্ দিন আমাদিগকে এই জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, এখন যদি আমরা ভগবানের উপাসনা না করিয়া নিজ স্থূলদেহসুখ ও স্ত্রী-পুত্রা-দির সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করি, তাহা হইলে চরমে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। কোন বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

'এবে না ভজিলে যশোদাসুত
চরমে পড়িবে লাজে॥'

অজড় বা নির্ব্বিশেষ চিন্তা—এই চিন্তাকে শাস্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা নাস্তিক্য বাদ বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় হয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ জ্ঞান শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

এই প্রতিকূল তিনটি বিচার পরিত্যাগের যত্ন না করিলে কোন দিন ভজন-মার্গে অগ্রসর হইবার সুযোগ হয় না। গুরুকৃপাবলে অনর্থ পরিত্যাগের যত্ন করিতে হয়।

গীতার কথা

অন্যান্য শাস্ত্রের কথা যে যত আলোচনা করুন না করুন, গীতা শাস্ত্রের কথা অনেকেই কিছু না কিছু শুনিয়া থাকেন বা পঠন-পাঠনও করিয়া থাকেন আবার অনেকেই "গীতা আমার নিত্য পাঠ্য, গীতাকে আমি নিত্য পূজা করি আর সেই গীতার কথা মানিব না, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? গীতা সর্ব্ববাদিসম্মত, গীতার উপদেশ অবশ্য পালনীয়, গীতাকে যিনি স্বীকার করিতে চাহেন না, তিনি অনস্থাব্য নাস্তিক।" ইত্যাদি কথা সগর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া গীতার প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তিরও পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু গীতার কথা সত্য-সত্যই উপলব্ধি করিবার মত সৌভাগ্য কয়জনের হইয়াছে, সেটাই জিজ্ঞাস্য। অবশ্য সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানি-গণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হয়ত ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তিন লম্ফ দিয়া টিকি নাড়িয়া তর্জ্জনী সঞ্চালন পূর্ব্বক চীৎকার করিতে করিতে বলিবেন— "কি-কি-কি আমরা গীতার অর্থ বুঝি না? আমরা গীতার প্রতি-শ্লোকের প্রতি-বর্ণের অর্থ অনুবাদ টীকা টিপ্পনী করিয়া ব্যাকরণ-কূট দেখাইয়া এমন ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, যাহাতে গীতার লেখক স্বয়ং ব্যাসদেবই বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়া পড়িবেন। আর গীতা ত' অতি সরল শিশুপাঠ্য গ্রন্থ, গীতা বুঝিবার জন্য এত পাণ্ডিত্যেরই বা কি আবশ্যক, সামান্য ব্যাকরণ-জ্ঞান থাকিলেই ত' গীতা বুঝা যায়। আমরা গীতার শ্লোক অপেক্ষাও কত কঠিন কঠিন শ্লোক রচনা করিয়া দিতে পারি, সুতরাং গীতা বুঝিতে পারা আমাদের মত পণ্ডিতের নিকট বড় একটা বাহাদুরীর কথা নহে।" সেই সকল অনুদারমানী পণ্ডিতম্মন্য মহোদয়গণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত গীতা-পাঠী বিপ্রের কথাটী একটু স্থির ধীরচিত্তে অনুধাবন করেন।—

বর্ত্তমান সময় হইতে চারিশ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণদেশে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া অষ্টাদশাধ্যায় গীতা আবৃত্তি করিতেন। লোকদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের সংস্কৃত-ভাষায় সেরূপ জ্ঞান না থাকায় সংস্কৃত উচ্চারণ বড়ই অশুদ্ধ হইত। তাহাতে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ তাঁহাকে নানারূপে উপহাস করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে গীতা আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। এদিকে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন এহেন ভক্তের মনোভীষ্ট পূরণ না করিয়া কি আর থাকিতে পারেন? তাই স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন আজ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তীর্থ-ভ্রমণের ছলে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে দেখা দিতে দিতে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত। তথায় প্রিয়ভক্ত বেঙ্কট ভট্ট তাঁহার চিরবাঞ্ছিত প্রভুকে চিনিতে পারিয়া পরম সমাদরে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন এবং চাতুর্ম্মাস্যকাল প্রভুকে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভক্তের অনুরোধ ভক্তবৎসল প্রভু কি আর ফেলিতে পারেন? তাই ভক্তাধীন প্রভু ভক্তের অনুরোধ রক্ষার জন্য ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভক্ত বেঙ্কট, পুত্র গোপাল ভট্ট, ভ্রাতা ত্রিমল্ল ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য পরিজন-বর্গসহ অহর্নিশ প্রভুসেবানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রভু ভট্টগৃহে থাকিয়া প্রত্যহ কাবেরীতে স্নানান্তে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে গমন করেন, আর ভট্টপরিবারকে কৃষ্ণ কথা—নিজেরই কথা শ্রবণ করান। এইরূপে পরমানন্দে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতা-পাঠী ভক্তকে দর্শন দিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন সেই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ অন্যান্য দিনের ন্যায় সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের শুদ্ধাশুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়াই তন্ময় চিত্তে গীতা আবৃত্তি করিতেছেন, আর অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, এমন সময় বিপ্রের সাধনার ধন—যথাসর্ব্বস্ব ভক্তবেশধারী ভগবান্ নিজভক্ত বিপ্রের নয়ন-পথের পথিক হইয়া বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'বিপ্র, তুমি গীতার কোন্ অর্থ জানিয়া এত সুখ পাইতেছ?' বিপ্র উত্তর

কহিলেন,—'ঠাকুর, আমি মূর্খ, গীতার শব্দার্থ জানি না, ভাল-মন্দ, শুদ্ধাশুদ্ধি-জ্ঞান কিছুমাত্রও আমার নাই, তথাপি গুরুদেব আমায় গীতা-পাঠের আদেশ করিয়াছেন, তাই পাঠ করি। যতক্ষণ আমি গীতা পাঠ করি, ততক্ষণ দেখি যে,—অর্জ্জুনের রথে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ রজ্জু ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন আর অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ করিতেছেন। ইহা দেখিয়াই আমার আনন্দ হয়, তাই আমার মন গীতা পাঠ আর ছাড়িতে চাহে না।" বিপ্রের কথা শুনিয়া বিপ্রের আরাধ্যধন উত্তর করিলেন,—"বিপ্র গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার, তুমিই গীতার সার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। এই বলিতে বলিতে ভক্ত-প্রেমবশ্য ভগবান ভক্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, ভক্তও ভগবানের চরণতলে পড়িয়া কাঁদিয়া আকুল। ভক্ত-বিপ্র বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো আর কেন নিজকে গোপন কর, তুমিই ত' আমার সেই আরাধ্য ধন অর্জ্জুন-রথের সারথী, তোমাকে দেখিয়াই যে আমার আজ দ্বিগুণ সুখ হইতেছে?" অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি কৈতবশূন্য, অপ্রাকৃত, শ্রীভগবানের সন্ধিনী-শক্তি-প্রকটিত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বিপ্রের মন আজ সাক্ষাৎ বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে বৃন্দাবন-চন্দ্র প্রকটিত হইল। আর বিপ্রকে তাঁহার গীতাপাঠের চরমসিদ্ধি প্রদান করিলেন। কিন্তু অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীভগবান্ বিপ্রকে বহির্ম্মুখলোক-সমক্ষে তাঁহার তত্ত্ব প্রচার করিতে নিষেধ করিলেন। বিপ্র চারিমাসকাল বেঙ্কটালয়ে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে অবস্থান করিলেন।

পণ্ডিতাভিমানিগণ উপরিউক্ত সত্য ঘটনাকে হয়ত একেবারে মিথ্যা বলিয়াই উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও যদি তাঁহাদের পাণ্ডিত্যাভিমান একটু খর্ব্ব করিয়া বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে,—প্রাকৃত ধনমদ, বিদ্যামদ, তপোমদ ও কুলমদে মত্ত হইয়া মহাভাগবতানুভবনেদ্য শ্রীভগবন্মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত গীত শ্রবণ করা বা তাঁহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ কীর্ত্তিত গান শ্রবণ করিবার উপযোগী কর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে। ইতর ব্যোমজাত শব্দ-কোলাহলে যে কর্ণ বধির হইয়া আছে, সে কর্ণ কি কখনও পর-ব্যোমজাত শব্দব্রহ্ম শ্রবণ করিতে পারে? অজ্ঞান দ্বারা আবৃত বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যাহঙ্কার লইয়া কি কখনও অধোক্ষজ ভগবজ্জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারা যায়? "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" অর্থাৎ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই ভগবৎ কথা—গীতার কথা উপলব্ধির বিষয় হয়। শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

—অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরা-ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উপনিষৎসমূহকে গাভী এবং পার্থকে বৎস করিয়া স্বয়ং গোপালনন্দন দোগ্ধা হইয়া যে দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন, তাহাই গীতামৃত অর্থাৎ সর্ব্বোপনিষৎসারাংশই গীতামৃত। শরণাগত সুধীভক্তগণই এই গীতামৃত পান করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীভগবানের গান বা গীতার শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণাদি সেবা করিতে হইলে শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তগণের চরণে একান্ত-ভাবে শরণাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীভগবান ও তদ্ভক্তগণের কৃপা ব্যতীত গীতা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ যে 'কেবলা ভগবৎ-প্রপত্তি', তাহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম করিবার সাধ্য নাই। গীতার প্রত্যেক অক্ষরই যে নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য-সমন্বিত সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দময় ভগবন্মূর্ত্তি, তাহা ভক্ত ও ভগবৎকৃপাতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমরা আগামী প্রবন্ধে গীতার কথা আরও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রায়শ্চিত্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

যাঁহারা অপরা বিদ্যাভূষণ ও কুতর্ক-শস্ত্র-নির্ম্মিত কুতর্ক-ভূষণে ভূষিত হইয়া, কেবল কুতর্ক-বাগুরায় আবদ্ধ, যাঁহারা গোবিন্দ-বসতির স্থল সুনির্ম্মল, সুরসাল হৃদয়টীতে মাৎসর্য্য চণ্ডালীকে স্থান দিয়া হৃদয়টী মহা শ্মশান ও সাহারার মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় গোবিন্দ-বিশ্রামের স্থানের বদলে, গোবিন্দ ও গোবিন্দ-দাসগণের নিন্দায় বিশ্রামস্থলী হইয়া পড়িয়াছে। ইহ জগতে এক অনুপলও তাঁহারা শান্তি লাভ করিতে পারেন না। বুভুক্ষা জয় লাভের আশা, তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করাইতেছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল চিন্তা কিপ্রকারে শূকরের বিষ্ঠারূপী জড়ের প্রতিষ্ঠা সংগৃহীতা হইবে? শুধু তাহাই নহে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—অবিরত মাৎসর্য্যানল দাবাগ্নির ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া তাঁহাদিগকে কি ভীষণ যন্ত্রণাই না দিতেছে। কোন প্রকারেই সোয়াস্তি পাওয়ার উপায় নাই। এবম্বিধ দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব, যাঁহাদের কোন কালেও উদ্ধার প্রাপ্তির উপায় নাই বলিয়া স্বয়ং ভগবানই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্ধারার্থেই আবার মহাবদান্যবর পরম দয়ার অবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কোন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন—শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-বন্দনাই বৈষ্ণব-নিন্দকের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ের অল্প সময় পরে, পুনরায় যখন শ্রীনবদ্বীপ ধামে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, তখন, ভক্তির প্রভাব না জানিয়া পূর্ব্বে কোন এক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-নিন্দারূপ মহা অমঙ্গলে পতিত হইয়া, মহাপ্রভুর শ্রীচরণ শরণাগত হওয়ায় মহা ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন, স্বয়ং মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাৎ অনবধানতা-বশতঃ যাহাতে আমরা বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অনর্থে না পড়ি, তাহার উপায় অথবা পড়িলেও তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"দ্বিজ বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহি যদি মনে দেহ মন॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব কহিনু নিন্দা আপনা খাইয়া॥
কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব কি কীর্ত্তন।
এই মত অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
এবে প্রভু সেই পাপ বন্ধ সঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্ব মতে॥
সংসার উদ্ধার সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥
শুনি প্রভু অকৈতব দ্বিজের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥
শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত প্রভাব এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণগুণ নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি "বৈষ্ণব-বন্দন॥"
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি যত কর গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই যে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেরও অন্যথা নাহি যায়॥
চল দ্বিজ কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সব পাপ-বিমোচন॥
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরি-ধ্বনি॥
নিন্দা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার॥
এই আজ্ঞা যে না মানে নিন্দে সাধু জন।
দুঃখ সিন্ধুমাঝে ভাসে সেই পাপি জন॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু পার॥"

বৈষ্ণব-নিন্দকের কোন কালেই উদ্ধার নাই, একমাত্র কুম্ভীপাক নরকে পাক হওয়াই চরম গতি প্রাপ্তি, তবে জীবের বড় সৌভাগ্য যে সেই মহা রৌরব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই কলি অর্থাৎ বিবাদের যুগেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়া জীবের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। শুধু তিনি একা নহেন, গত তিন যুগের সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদগণকে লইয়া অবতীর্ণ, তাঁহারা যে আরও কত বড় পরদুঃখদুঃখী, তাহা সৌভাগ্যবান জীবমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার ভাষা জগতের অভিধানে নাই। তাঁহারা এত বড় মহা-মহিমান্বিত যে, জগতে পরিপূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁহাদের মহিমার এককণা মাত্র জানিবার উপায় নাই, যদি তাঁহারা নিজ-গুণে কৃপা করিয়া না জানান।

আমরা যাহারা জাগতিক সম্বন্ধ, সামাজিক বিচার, বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব অচিন্ত্য তত্ত্ব চিন্তা করিতে যাই তাহারা সকলেই অল্পবিস্তর বৈষ্ণব-নিন্দক। 'নিন্দা' শব্দের তাৎপর্য্য যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া ধারণা করা। অবৈষ্ণব, অসাধু, লম্পট, দস্যু, সাজা সাধুগণকে বৈষ্ণব বলা বা ধারণা করা বৈষ্ণব-নিন্দা; পক্ষান্তরে বাস্তব বৈষ্ণবগণকে অবৈষ্ণব, অসাধু, অথবা জাগতিক সম্বন্ধে, সামাজিক হিসাবে, যে কোন পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া বা ধারণা করাও বৈষ্ণবনিন্দা। সুতরাং জগতে খুব কম ব্যক্তিই রহিয়াছেন, যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা হইতে নির্ম্মুক্ত। একমাত্র বৈষ্ণব নিন্দা হইতে সেই জন মুক্ত, যিনি উক্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় সরল প্রাণে অকপটে বিষ্ণুচরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি ইহাই জানেন যে—* * "বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই।—সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে। [illegible]

ইহা ব্যক্ত করিয়াছে ॥—"যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ। তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া ॥ পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি, তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্। ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥"

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে)

নানা কথা

নদীয়া-সম্মিলনী

গত ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় আলবার্ট হলের কমিটি গৃহে নদীয়া সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৩৩৪।৩৫ সনের আয়ব্যয়ের হিসাব সহঃ সম্পাদকের রিপোর্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে নূতন বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

নবদ্বীপের হাই-স্কুলে সভা

নবদ্বীপ, ১৬ই অক্টোবর

কলিকাতা বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় নবদ্বীপ হিন্দু হাই-স্কুলের ও বকুলতলা স্কুলের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলি পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন :—

১। সকালে উঠিয়া ছোলা, আদা বা ছোলা গুড় খাওয়া উচিত। ছোলা সকালে জলে ভিজাইয়া দিয়া বৈকালে তাহা জল হইতে উঠাইয়া একখানা ভিজা নেকড়া দিয়া চাপা রাখিলে, পরদিন সকালবেলা উহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। ঐ অবস্থায় ছোলা খাওয়া উচিত। মুখ বদলাইবার জন্য কাঁচা মুগ বা মটর ভিজাইয়া খাওয়া যাইতে পারে।

২। ভাতের চাউল, ঢেঁকি ছাটা ছাড়া খাওয়া উচিত নয়। পুরাতন চাউল আট মাসের বেশী হইলে ভাইটামিন কমিয়া যায়। ভাতের পরিমাণ কমাইয়া আলু অন্ততঃ তিন ছটাক খাওয়া উচিত। আলু পনর মিনিটের বেশী সিদ্ধ করা উচিত নয়।

৩। শাক, সব্‌জী প্রত্যহ টাটকা খাইবে। পালং শাক সব চেয়ে বেশী পলকারী।

৪। ডাল—কলাই বা বিউলী খোসা সমেত ভাজিয়া খাওয়া ভাল। ডাল ভাজা অবস্থায় বেশী দিন থাকিলে খারাপ হইয়া যায়।

৬। দুগ্ধ—গো-দুগ্ধ প্রত্যেক ছাত্রের একপোয়া হইতে আধপোয়া খাওয়া উচিত। দুগ্ধের মত শক্তিবৃদ্ধিকারী খাদ্য হিন্দুদের আর নাই।

৭। রাত্রে আহারের জন্য তিনি বলেন, দুই ছটাক যাঁতা ভাঙ্গা আটা দুগ্ধ মিশাইয়া কলা দিয়া খাইবে। উহা সহজপাচ্য ও বলশালী।

৮। ফল—সময়ের ফল প্রত্যহ দুই চারটা খাওয়া যাইতে পারে। উহা রক্ত পরিষ্কার রাখে।

হিন্দু স্কুলের শিক্ষকগণ ও স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। তিনটার সময় স্কুলে পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছিল। বকুলতলার শিক্ষকগণও সকলে উপস্থিত ছিলেন। সেক্রেটারী ডাঃ অনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, হেল্‌থ অফিসার, প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রা ও নোটের বদলে সার্টিফিকেট

জনৈক পর্য্যটক বলেন যে, বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট রুসীয় তুর্কীস্থানের বিভিন্ন স্থানে সভা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সমুদয় নোট, মুদ্রা প্রভৃতি সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হইবে;—উহার পরে উহা আর চলিবে না। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের বলে সকল লোক তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবে। কেবল যাহারা দেশের বাহিরে যাইবে তাহাদিগকে তাহাদের প্রয়োজনমত অর্থ দেওয়া হইবে।

মান্দ্রাজে জনসভায় হট্টগোল

মান্দ্রাজে সমুদ্রোপকূলে এক বিরাট জনসভায় প্রধান বক্তা নঙ্গ আয়ার ব্যক্তিগতভাবে নেতৃগণকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিতে থাকায় সভায় বিষম হট্টগোল সৃষ্টি হয়। শ্রোতৃগণ তাহাকে ঐ সমস্ত উক্তি প্রত্যাহার করিতে জিদ্ করেন, কিন্তু মিঃ আয়ার বলেন, পণ্ডিত নেহেরু বার্কেনহেডের ফাঁদে পড়িয়াছেন। হট্টগোলের মধ্যে সভা ভাঙ্গিয়া যায়।

বিনাপাশে বন্দুক

মাণিকগঞ্জের ১৪ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, হরিরামপুর থানার অন্তর্গত জগৎপুকুর গ্রামের ইয়াকুব হোসেন মিঞার বাড়ীতে একটী বিনাপাশে বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। ইয়াকুব অস্ত্র আইনানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলা চলিতেছে।

রাজা কিষণের

আমলার স্বায়

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ভরতপুর রাজ্যের প্রধান সরকারী কর্ম্মচারী রাজাকিষণ ভরতপুর হাসপাতালে জনৈক নার্সের উপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে ভরতপুরের দায়রা জজের এজলাসে ৩৭৬ ও ৩৭৭ ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। নারায়ণ সোণারাকে অন্যায় ভাবে আটক করার অভিযোগে তাঁহার হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে হিদায়েৎ খাঁকে অন্যায়ভাবে আটক করার অভিযোগে তাঁহার প্রতি ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন এই প্রকারে কত পাশবিক অত্যাচারের শাস্তি হইতেছে কিন্তু তবুও পশুদের শিক্ষা হইতেছে না, তাহারা কি পাশবিক মন্ত্রে দীক্ষিত।

ব্রহ্মে তৈল-দুর্ঘটনায় গভর্ণরের দান

রেঙ্গুনের ১৪ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, পৌঙ্গদে নামক স্থানে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর তৈলে আগুন লাগিয়া যে দুর্ঘটনা ঘটে এবং বহুলোক আহত হয়, তৎসম্পর্কে হতাহতদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ব্রহ্মের লাট প্রোমের ডেপুটী কমিশনারের নিকট একটী তার প্রেরণ করিয়াছেন। প্রোমের ডেপুটী কমিশনার ঐ সম্পর্কে একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। গভর্ণর ঐ ভাণ্ডারে ২৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

মুকুন্দ দাসের দান

বিদেশে সফরে বাহির হইবার প্রাক্কালে চারণ সম্রাট মুকুন্দ দাস একটি মহিলা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ভগ্নী সন্ন্যাসিনী সরোজিনী দেবীর হাতে সুন্দর শান বাঁধা পুকুর ও একটি পাকা কোঠা এবং কালিকাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি বাড়ীযুক্ত জমি দান করিয়া গিয়াছেন। এই মহিলাশ্রমটি আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইহা ছাড়া এই আশ্রমটি রক্ষার জন্য তিনি ৫০ মণ ধান্য পাওয়া যাইতে পারে, এই পরিমাণ ধানের জমিও দান করিয়াছেন। প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য ২০ হাজার টাকা হইবে। এই দানে মুকুন্দ দাসের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।

জুয়াচোরের কাণ্ড

নারায়ণগঞ্জের ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জের সোণাকান্দা বেলিং কোম্পানী হইতে দুই জন জুয়াচোর ১০ হাজার টাকা ঠকাইয়া লইয়া গিয়াছে।

আসামের মনপুর হইতে ইসমাইল নামে এক ব্যক্তি চিঠিতে জানায় যে সে ঠিকা দরে পাট সরবরাহ করিতে পারে, অন্য এক ব্যক্তি এই চিঠিখানি সঙ্গে করিয়া আসে। কোম্পানী এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়। পরে ইসমাইল একখানা বিল করিয়া ঐ বিলের সঙ্গে চিঠিতে জানাইয়াছে যে, সে ১ হাজার ৮ শত মণ পাট নারায়ণগঞ্জে কোম্পানীর ঠিকানায় পাঠাইয়াছে। অপর এক খানি চিঠিও ঐ সময় ষ্টীমার কোম্পানী হইতে আসে। তাহাতে জানানো হয় যে, মাল পৌঁছাইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া কোম্পানী ইসমাইল এবং ইয়াসিনকে ১০ হাজার টাকা অগ্রিম দেয়। ইসমাইল এবং ইয়াসিন দুইজনেই রসিদে স্বাক্ষর করে।

ইহার পর ফোন করিয়া কোম্পানী জানিতে পারে যে মাল পৌঁছাইবার সংবাদ মিথ্যা,—এবং, ঐ চিঠি জাল।

ইসমাইল এবং ইয়াসিনের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

মান্দ্রাজ কাউন্সিল

অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল গৃহীত

গত ১২ই অক্টোবর অতিশয় আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীর প্রস্তাব অনুযায়ী অন্নমালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিল আইনরূপে গৃহীত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি স্যার অন্নমালাই চেটিয়ারকে তাঁহার বিরাট দানের জন্য এবং মান্দ্রাজ সরকারকে তাঁহাদের উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দেন। তিনি আশা করেন চিদম্বরম অচিরেই দক্ষিণ ভারতের অক্সফোর্ডরূপে পরিণত হইবে।

লর্ড বার্কেনহেড

লণ্ডনের ১৬ই অক্টোবরের তারের সংবাদে প্রকাশ যে, 'সাণ্ডে টাইমস' পত্র বলিতেছে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড প্রধান মন্ত্রী মিঃ বলডুইনের নিকট যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করিয়া বেরি ব্রাদার্স সংবাদপত্র সমূহের চেয়ারম্যান হইবেন।

মুর্শিদাবাদ ফুটবল খেলার বিভ্রাট

কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারিতায় সাধারণের অর্থদণ্ড

মুর্শিদাবাদ জেলার মোহনবাগান শিল্ড খেলায় বেশ নাম ছিল এবং কলিকাতা হইতেও বড় বড় দল খেলিতে যাইত। কিন্তু কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারিতা ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দোষের জন্য এ বৎসরের ফাইন্যাল খেলার দিন মাঠে এক তাণ্ডবলীলার অভিনয় হয়, সে জন্য শুনা যায়, কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দায়ী। গত শনিবার কুষ্টিয়া ক্লাব ও কলিকাতা জর্জ টেলিগ্রাফ ইনষ্টিটিউটের সহিত সেমিফাইন্যাল খেলা ছিল। সমস্ত সময় খেলিয়া কোন ফল না হওয়ায় কমিটি অতিরিক্ত ৫ মিনিট খেলাইয়া সেই দিনই খেলা শেষ করিতে রেফারিকে হুকুম দেন। ইহাতে জর্জ টেলিগ্রাফের ক্যাপ্টেন ও সম্পাদক অন্ধকার হওয়ার অজুহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া খেলা হয়। জর্জ টেলিগ্রাফ এক গোলে পরাজিত হইয়া গৃহে যায়। তারপর তাহারা খবর পায়, যে কুষ্টিয়া ক্লাব অন্ধকার-জনিত আপত্তি করাতে পুনরায় এক দিন প্রাতে খেলা ধার্য্য হইয়াছে। কমিটি প্রথমে যে আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন, তাহাই আবার মানিলেন। ইহাকে পক্ষপাতিত্ব না বলিলে আর কাহাকে বলে? যাহা হউক, জর্জ টেলিগ্রাফ পরদিন সকালে খেলিতে রাজী হয় ও এক গোলে কুষ্টিয়াকে পরাজিত করে, সেই দিন (রবিবার) বৈকালে ফাইন্যাল খেলার সময় দেওয়া হয়। উপর্য্যুপরি খেলাতে জর্জ টেলিগ্রাফের কয়েকজন খেলোয়াড় জখম হয়, সেই অজুহাতে টেলিগ্রাফের সম্পাদক আপত্তি করেন ও খেলিতে অসম্মত হন। কমিটি সে আপত্তির কোন সুবিবেচনা না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন। ফাইন্যাল খেলা দেখিবার জন্য দলে দলে দর্শক আসিয়া পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া মাঠ পূর্ণ করে। যখন খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়, তখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কমিটি অগত্যা পরাজিত কুষ্টিয়া ক্লাবকেই মুর্শিদাবাদ খোরশেদ আলি দলের সহিত খেলিতে নামায় ইহাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া চেয়ার বেঞ্চ ভাঙ্গিয়া পয়সা ফেরৎ চায় ও কমিটির সভ্যগণকে মারিতে যায়। তাঁহারা যঃ পলায়তি সঃ জীবতি নীতি অনুসরণে রক্ষা পান। ইহাতেও কি তাঁহাদের চৈতন্য হইবে না? ইহা হইতেও বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় রাত্রিতে খোরশেদ আলি টিমকে শিল্ড ও মেডেল দেয় এবং বেআইনী ভাবে ফাইন্যালে পরাজিত দলের প্রাপ্য কাপ হইবার পরাজিত কুষ্টিয়া দলকে দেয়। ফুটবল খেলার ইতিহাসে এ রকম যথেচ্ছাচারিতার উপমা নাই। ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ হইবেন কি?

—বাংলার কথা

লণ্ডনে—শ্রীমতী নাইডু

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ইংলণ্ড গমনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার শত শত ইংরাজ বন্ধু তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীমতী নাইডুর আমেরিকা গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, "অনেকে মনে করিতেছেন, মিস মেয়োর ভারত সম্বন্ধে জঘন্য উক্তির পাল্টা জবাব দিবার জন্য আমি আমেরিকায় যাইতেছি। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ সকল ময়লা ও আবর্জনা ঘাঁটিবার মত আমার সময়ও নাই প্রবৃত্তিও নাই। জগৎকে শুনাইবার জন্য ভারতের অনেক সুন্দর সুন্দর বাণী আছে।

লণ্ডনে যাইবার পথে শ্রীমতী নাইডু রোম, প্যারিস এবং বার্লিন সহরে মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

মুসলিম সর্ব্বদল সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বর মাসে যে মুসলিম সর্ব্বদল সম্মেলনের কথা হইতেছে, তাহারই সম্পর্কে আলোচনা করিবার নিমিত্ত ফ্রী প্রেসের জনৈক প্রতিনিধি মিঃ আসফআলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ আসফ আলি বলিয়াছেন, প্রথমতঃ এই সম্মেলন যাঁহারা আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহারা নেহেরুরিপোর্টের পুনরালোচনা যেভাবে করিতে চাহিতেছেন সেভাবে আলোচনা করার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

মুসলমানদের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা লক্ষ্ণৌয়ে সর্ব্বদল-সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তো নিজেদের মতবাদ প্রকাশ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। নেহেরু রিপোর্টে মুসলমানদের সম্বন্ধে যাহা আছে, তাহার যদি সংশোধনের দরকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাঁহারা নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিয়াছেন, আর যাঁহারা নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করেন নাই, সম্মেলনে দুই পক্ষেরই লোক থাকা উচিত—এবং কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন হওয়ার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে এই সম্মেলন হওয়া উচিত।

জার্ম্মাণী ও রুষিয়ার মধ্যে গুপ্ত সন্ধি

সোসিয়েলিষ্ট সভ্যের গুজব

বার্লিনের ১২ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, এখানকার জনৈক সোসিয়েলিষ্ট ডেপুটি একটি সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছেন যে, ১৯২৪ সালে রুষিয়ার সোভিয়েট সরকার ও জার্ম্মানীর মধ্যে একটি গুপ্তসন্ধি হইয়াছে। এই সন্ধি অনুসারে মস্কোর কাছে একটি সামরিক অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইবে এবং এই কারখানা হইতে জার্ম্মেনী ও রুষিয়াকে কতকপরিমাণে যন্ত্রপাতি ও সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করা হইবে।

মহীশূরে নূতন সেতু

মহীশূর রাজ্যের প্রজাগণের ২৫ বৎসরব্যাপী দাবীর ফলে দরবার ও হাসান জিলা বোর্ড ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে কারলাপুরা সেতুর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াছেন। উক্ত সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ সদস্য মিঃ চণ্ডী বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালোর হাঙ্গামা সত্ত্বেও দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সম্পর্কে দেশের সকলের হৃদয়ে ভুল ধারণা উপস্থিত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারিগণ ও জনসাধারণের মধ্যেও সদ্ভাব বিদ্যমান আছে।

মিরাটে পণ্ডিত জহরলাল

দিল্লী প্রাদেশিক সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গত শনিবার প্রাতঃকালে মিরাট পৌঁছিলে রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। ট্রেণখানি আসিয়া পৌঁছিলেই উচ্চ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। খদ্দর ও গান্ধিটুপী পরিহিত পণ্ডিত জহরলাল তখন কামরার দুয়ারে আসিয়া সমবেত সকলকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিবার সময় তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দেওয়া হয়।

ষ্টেশন হইতে বরাবর তিনি অনুন্নত শ্রেণীদের বিদ্যালয়ে গমন করেন। উক্ত শ্রেণীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। উত্তরে পণ্ডিতজী তাহাদিগকে নিখিল-ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশ মানিয়া দেশের রাজনীতিতে যোগদান করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি অনুন্নত শ্রেণীদের ধর্ম্মশালা পরিদর্শন করেন।

বৃন্দাবন হইতে কসাইখানা উঠাইবার চেষ্টা

মহান্তের নিকট ডেপুটেশন

মহান্তের কতকটা শুভ-ইচ্ছা

গত ৪ঠা অক্টোবর পুনরায় বৃন্দাবনের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের এক সভা হয়, তাহাতে প্রেম-মহা-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল, স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ (শরৎকুমার ঘোষ) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন; সভায় এক প্রস্তাব পাশ হয়।

"এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত এক ডেপুটেশন গোবিন্দজীর গোস্বামীর নিকট গিয়া—গোবিন্দজীর জমিদারী হইতে কসাইখানা উঠাইয়া দিবার জন্য এবং বৃন্দাবন মাংস বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করুন, এবং গোস্বামীজীকে এই কার্য্যের যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক পক্ষ সময় দেওয়া হউক, উক্ত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না দিলে তাহার বিরুদ্ধে সকল প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা করা হউক। আবশ্যক হইলে সত্যাগ্রহও করা হইবে।

১। প্রিন্সিপ্যাল (প্রেমমহাবিদ্যালয়), ২। গুরুকুলের গভর্ণর, ৩। স্বামী আনন্দ ভিক্ষু, ৪। আচার্য্য মদন মোহন গোস্বামী, ৫। আচার্য্য নৃসিংহ গোস্বামী, ৬। কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী, ৭। স্বামী গিরিজা মহারাজ (রামকৃষ্ণাশ্রম), ৮। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, ৯। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র পাল, ১০। পণ্ডিত উমাশঙ্কর বৈদ্য, ১১। রাম নাথ বাগ, ১২। ডাক্তার বলভদাস, ১৩। অচ্যুতানন্দ-শাস্ত্রী (প্রফেসর), ১৪। মদনলাল ব্রজবাসী।

৫ই তারিখের প্রস্তাব অনুসারে ৯ই তারিখে ডেপুটেশন গোস্বামীজীর সহিত দেখা করে এবং তাঁহার সহিত বহু আলোচনা হয়। আলোচনার পর ঠিক হয় যে, গোস্বামীজী উকীল দ্বারা সমস্ত কসাইকে জমিদারী হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য বা কসাইখানা বন্ধ করিবার জন্য ১৫ পনর দিনের নোটিশ দিবেন। পনর দিন পর কসাইলোক যদি সন্তোষজনক উত্তর না দেয়, তবে তাহাদিগকে আদালতের সাহায্যে উঠান হইবে। এই ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোন কসাই গোস্বামীর সহিত মীমাংসা করিতে আসে, তাহা হইলে গোস্বামীজী তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া উঠাইয়া দিবেন।

এই ব্যাপার লইয়া বৃন্দাবনে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কসাইখানা চাহেন না, কিন্তু সত্যাগ্রহকে ডরান।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—১৩৩২।

সম্পাদকীয় অভিভাষণ

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রাবল্যে লোকে কেহ মূর্খ থাকিতে চায় না, সকলেই শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে। শিক্ষাবিস্তারকল্পে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে যে সকল শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি আছেন তাঁহারাও এতদর্থে রাশি রাশি অর্থদান করিয়া নিজ দেশবাসীর যে কতদূর উন্নতি সাধন করিতেছেন তাহা বলা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অপর-বিদ্যার আলোচনাধিক্যে পরবিদ্যা লুপ্ত প্রায় হইতে বসিয়াছে, অধিক কি পরবিদ্যার নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানেন না। পরবিদ্যার অভাবে ধর্ম্মরাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ধর্ম্মপ্রাণ সাধুব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় বিদারক। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে—যে যুগে পরবিদ্যার প্রভাব যত বেশী ছিল, সেই যুগগত ব্যক্তিগণ সেই পরিমাণে পরবিদ্যাবলে ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়া পরানন্দ-সুখোপভোগ করিতে করিতে ইহজগতে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। অপর-বিদ্যার ফলে জগতের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না, অতএব উহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, এরূপও নহে, অপর-বিদ্যার ফলে যে সকল নূতন নূতন ভোগোপকরণ সৃষ্ট হইয়াছে ও হইবে, তদ্দ্বারা জাগতিক উপকার সাধিত হইলেও তাহা আকস্মিকস্ব যেহেতু উহা দ্বারা জীবকুল অজ্ঞাতসারে দূর হইতে অগ্নিশোভাদর্শনে মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় কালের সাগরে ধাবিত হইতেছে। অবিদ্যাসাগরে নিমজ্জমান, নাস্তিকতাযুক্ত ব্যক্তিগণ আমাদের কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিবেন না সত্য, কেননা তাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী; তাঁহাদের মতে ঈশ্বর তাঁহাদের জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন না বলিয়া তাঁহার বাস্তব অস্তিত্বের অভাব। তাঁহারা ইহজগতে ভগবানের নানা প্রকট প্রভাব দেখিয়াও থাকুন কর্ম্মফলে বিশ্বাস করিতে চায় না। নাস্তিকগণ জগতে অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, আস্তিকসমাজের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবেন না, বা কোন দিন করিতে পারেন নাই। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু নৃসিংহদেবকে স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াও মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি প্রহ্লাদের গম্ভীর হৃদয় তদ্দ্বারা বিচলিত হইয়াছিল, ত্রেতায় রাম চন্দ্রকে এবং দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাবণ ও উদ্ধব ব্যাধ প্রমুখ নাস্তিকগণ অপর-বিদ্যার প্রাবল্যে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই বলিয়াই কি হনুমান্ বিভীষণ রক্ষক পত্রকাদি পরবিদ্যানিপুণ ভক্তবৃন্দ চঞ্চল হইয়াছিলেন?

পরবিদ্যাই জীবের স্বরূপ, অপর-বিদ্যা দ্বারা তাহা আবৃত হওয়ায় জীব নিজকেই দেখিতে পায় না; ভগবদ্দর্শন ত দূরের কথা।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্, ভক্ত-ভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে স্বভজনবিভজনরূপ অসীম কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক সমগ্র জগতের কি কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহা অপর-বিদ্যানিপুণ পণ্ডিতম্মন্যকুলের বুঝিতে কোটি কোটি জন্ম অতিবাহিত হইবে।

'গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ' স্মার্ত্তকুলের এই কল্পিত বাক্যের কাল্পত বিচারাবলম্বনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয়গণকে প্রাকৃত মনে করিয়া তাঁহাদের বিচারে ভ্রম প্রমাদাদি দোষদর্শনে উদ্‌গ্রীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন মূঢ় পণ্ডিতম্মন্য অবৈধ সমাজের বিচার উপেক্ষনীয় হইলেও বর্ত্তমানে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। অপরবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুষ্টা সরস্বতীর সন্তানগণ নিজ নিজ প্রতিভা বিস্তার করিবার জন্য যতই আন্দোলন করুন না কেন, সেই সকল বাক্যের অসত্ব ও মিথ্যাত্ব দর্শন করিবার সুযোগ নিষ্কপট ব্যক্তি মাত্রেরই হইবে। অপরবিদ্যার প্রতিষ্ঠা কখনই স্থায়িনী হইতে পারে না। এ কথা আমরা কল্পনা করিয়া বলিতেছি না। প্রাচীন ঐতিহ্য পাঠে জানা যায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সকল অসুর ভীম হস্তে নিহত হইয়াছিল তাহারাই শিবের উপাসনা করিয়া অপরবিদ্যায় নিপুণ হইয়া কলিকালে জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দ্দশীমাবতার শ্রীমধ্বমুনি ও তদনুগগণের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যে কি প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত ও অপ্রতিভ হয়, তাহা "অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা বিদ্যারণ্যারণ্যান্ত কোত্তামুনিরচ্ছিনৎ"—প্রভৃতি বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহাদের বংশধরগণই অপরবিদ্যাবলে স্ফীত হইয়া জগৎকে নানাপ্রকারে বঞ্চনা করিতেছে।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা 'যজ্‌ জ্ঞাত্বা সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি'—যাহা জানিলে আর জানিবার বিষয় কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সেই পরবিদ্যার উন্নতির অনুষ্ঠান হউন। পরবিদ্যার প্রভাবে জগৎ শান্তিনিকেতন বলিয়া বোধ হইবে, ব্রহ্মা শিবাদির পদবীও অতিতুচ্ছ কীট পতঙ্গ তুল্য প্রতিভাত হইবে। সব্ব দেবদেবী বরদ হইবে

> যদ্যপ্রীত হন তাঁরে, মহেশ-পার্ব্বতী।
> জিহ্বার স্ফূরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী॥

শুদ্ধাসরস্বতী ভক্তি সিদ্ধান্তবাণীর অনাদর করিয়া আমরা যাহা বলি বা যাহা করি সে সকলই আমাদের স্থাবর জঙ্গম দেহলাভের উপযোগী মাত্র। পরবিদ্যা আপাতমনোরম জাগতিক সুখের কথা বলেন না বলিয়াই তাঁহার সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয় পরায়ণ লোকের নিকট অপ্রকাশিত, বস্তুতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের ছায়া জড়া সরস্বতী বা অপরবিদ্যা; তাঁহার দ্বারা সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

গীতার কথা

আনন্দ-চিদ্ঘন-স্বরূপ নরাকৃতি পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবসুদেবনন্দন নিজ অপার পরম আবশ্যকা অচিন্ত্য কৃপাশক্তি-প্রভাবে স্বীয় ধাম ও স্বীয় পার্ষদবৃন্দসহ প্রাপঞ্চিক সকল লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়া নিজ জন্মাদিলীলা দ্বারা নিজতুল্য সহাবির্ভূত পার্ষদ সকলের আনন্দবিধান, তথা ভবাব্ধি-নিমজ্জমান জগজ্জনের উদ্ধার সাধন-পূর্ব্বক স্বীয় অন্তর্দ্ধান লীলোত্তরকালোৎপন্ন অনাদি-অবিদ্যাবন্ধ-নিবন্ধন শোকমোহাদিতে আকুল জীবগণের উদ্ধার সাধন-মানসে স্বীয় অবিতর্ক্য ইচ্ছাশক্তি বলে প্রিয় সখা আত্মস্বরূপ অর্জ্জুনকে মোহাভিভূতের ন্যায় করিয়া তন্মোহবিমার্জ্জনাপদেশে স্বাত্মতত্ত্বনিরূপিতারূপ গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের শোকমোহা-ভিনয় কীদৃশ এবং শ্রীভগবন্মুখপদ্ম-বিনির্গত গীতাশ্রবণে সেই শোকমোহাদি কিরূপে বিবর্জ্জিত হইয়াছিল, ইহাই মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে প্রশ্নকর্ত্তা জনমে-জয়ের প্রতি মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশম্পায়নের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদকথনরূপ শ্রীগীতোপনিষৎ। গীতা স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ বচন বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাই শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

> "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ
> শাস্ত্রবিস্তরৈঃ
> যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা॥"

অর্থাৎ যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের শ্রীমুখ-পদ্মবিনিঃসৃতা, সেই গীতা শাস্ত্র উত্তমরূপে আলোচনা করিলে আর অন্য শাস্ত্র বিচারে প্রয়োজন হয় না। একমাত্র গীতা শাস্ত্রই জীবকে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত করাইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তির উদয় করাইয়া থাকেন। শ্রদ্ধালু স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভেদে ঐ অধিকারী ত্রিবিধ। স্বর্গাদি লোকবাসনাপর হইয়া নিষ্ঠার সহিত ভগবদর্চ্চনরূপ স্বধর্ম্মাচরণকারী—সনিষ্ঠ; লোকসংগ্রহমানসে স্বধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক হরি-ভক্তিনিরত পুরুষ—পরিনিষ্ঠত। সত্য-তপোজপাদিদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত একান্ত হরিভক্ত—নিরপেক্ষ। সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠ উভয়েই আশ্রমাশ্রিত, কিন্তু নিরপেক্ষ নিরাশ্রম।

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ জীবের অংশী ঈশ্বরভক্ত্যুপযোগিস্বরূপ জ্ঞান ও নিষ্কামকর্ম্মসাধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্য ছয় অধ্যায়ে জীবের পরমপ্রাপ্য অংশী ঈশ্বরপ্রাপণী তন্মহিমবুদ্ধিপ্রাপিকা ভক্তির উপদেশ দৃষ্ট হয়। অন্ত্য ছয় অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরাদি তত্ত্বের (ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই অর্থপঞ্চক তত্ত্বের) পরিশোধিত স্বরূপ-সিদ্ধান্তপূর্ব্বক চরমে শুদ্ধভক্তির প্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তিযোগের অতিরহস্যত্ব এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের জীবনস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বমূলতত্ত্ব হেতু তাঁহাকে মধ্যবর্ত্তী করা হইয়াছে অর্থাৎ ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও জ্ঞানের কোন মূল্য নাই, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও অন্ত্য ছয় অধ্যায় জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতমভেদে ত্রিবিধ জ্ঞান, তন্মধ্যে গুহ্য জ্ঞানই ব্রহ্ম-জ্ঞান, গুহ্যতর জ্ঞান—পরমাত্ম-জ্ঞান এবং গুহ্যতম জ্ঞান—ভগবজ্‌জ্ঞান। এই ভগবজ্‌জ্ঞানই ভগবৎপ্রপত্তিমূলা ভক্তি, ইহাই জ্ঞানের চরমসীমা এবং গীতার একমাত্র বক্তব্য বিষয়।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণপ্রভু গীতাশাস্ত্রে বিশদরূপে বিচারিত অর্থ পঞ্চকের লক্ষণ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—

১। বিভুচৈতন্য—ঈশ্বর, ২। অণুচৈতন্য বস্তু—জীব, ৩। সত্ত্বরজস্তমো-গুণাশ্রয় দ্রব্য—প্রকৃতি, ৪। ত্রৈগুণ্য-শূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ—কাল, ৫। পুরুষ-প্রযত্ননিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদি শব্দবাচ্য—কর্ম্ম। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—এই চারিটি তত্ত্ব নিত্য, কর্ম্ম অনাদি হইলেও বিনাশী। জীব, প্রকৃতি ও কাল ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর গুণময়ী প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব, জীব স্বরূপতঃ প্রকৃতিমুক্ত হইলেও অণুত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতির বশযোগ্য। জীব এবং ঈশ্বরে

নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণ পরমেশ্বরই বাচ্য, গীতা শাস্ত্র বাচক, কৃষ্ণতত্ত্বই বিষয়, অশেষ ক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বক সেই বিষয়সাক্ষাৎ-কারই এই শাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে শুদ্ধ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগমার্গকে নিরসন করিয়া যে প্রকারে ভগবৎ কর্ম্ম, ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তিযোগরূপা ভগবৎসেবা বা ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা সদগুরুপাদাশ্রয়ে জীব যতই আলোচনা করিতে থাকিবেন, ততই শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম মধুপগণের আনুগত্যক্রমে ভগবৎ-পাদপদ্ম মধুপানের জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইতে থাকিবে। গীতা পরমার্থ রাজ্যের শিশুপাঠ্যগ্রন্থ বলিয়া অনাদরণীয় নহে, পরন্তু পরমমুক্তকুলেরও আদরের বস্তু। গীতাকে নিত্য পাঠ্যই করুন, আর নিত্যপূজ্যই করুন, কিম্বা গীতার অষ্টা-দশাধ্যায়—সমস্তই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলুন, গীতার উদ্দিষ্ট বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অর্জ্জুনপ্রমুখ শ্রীভগবৎপ্রিয়জনের শরণাগতি ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গনই গীতার প্রকটক্ষেত্র। "দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং "ব্রহ্মসদনম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্ব প্রসিদ্ধ। 'ক্ষেত্র' পদ দ্বারা শুদ্ধাসত্ত্ববতী ধর্ম্মাবতার সর্ব্বাধিকারী যুধিষ্ঠিরের ধান্য-স্থানীয়ত্ব, তৎপালক শ্রীকৃষ্ণের কৃষিবল-স্থানীয়ত্ব, কৃষ্ণকৃত নানাবিধ সাহায্যের-জলসেচন-সেতুবন্ধনাদি-স্থানীয়ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সংহার্য্য দুর্য্যোধনাদির ধান্য-দ্বেষি-ধান্যাকার তৃণ (শ্যামাধান) বিশেষ-স্থানীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রজ্ঞাবিলোপ-হেতু মোহান্ধতাই ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতা, ব্যাসপ্রসাদে প্রজ্ঞাচক্ষুষ্মান্ বিনষ্টরাগদ্বেষ জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণভক্ত সঞ্জয়ই অজ্ঞানতিমির দূরীকরণানন্তর জ্ঞানালোক-প্রদানে সমর্থ বলিয়া গীতার সর্ব্বপ্রথমেই সঞ্জয়ের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের দর্শস্থানীয় পাণ্ডব- ও দম্ভাভাসস্থানীয় তৎপুত্র দুর্য্যোধনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা। কেননা, ধৃতরাষ্ট্রের সন্দেহ—ধর্ম্মক্ষেত্রের ধর্ম্ম-প্রভাবে আমার পুত্রেরা কি শেষে ধার্ম্মিক হইয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রত্যর্পণেই স্বীকৃত হইল, না পাণ্ডবগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মশীলতা বশতঃ ধর্ম্মক্ষেত্রে কুলক্ষয়হেতুক অধর্ম্ম হইতে ভীত হইয়া বনপ্রবেশই শ্রেয়ঃ মনে করিল। সঞ্জয় তখন দুর্য্যোধনের যুদ্ধোদ্যোগ তথা অর্জ্জুনের মোহাভিনয় ও তাহা নিরাকরণ-কল্পে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ ব্যাসপ্রসাদে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কীর্ত্তন করিলেন এবং সর্ব্বশেষে কহিলেন—

হুসেন সাহ

(গৌড়ের বাদসাহ হুসেন সাহের মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রতীতি)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলাভিনয়ের পর শ্রীনীলাচলধাম হইতে দ্বিতীয় বার গৌড়দেশে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের গৃহে কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক কুলিয়া নগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে আগমন করিলেন। এই স্থানেই মহাপ্রভু, দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়—"কুলিয়া নগরে আইলা ন্যাসিমণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি॥ সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ার কুলিয়ায়। শুনি মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়॥ বসিয়া আছেন যথা গৌরভগবান্। দেবানন্দ পণ্ডিত তথা হইলা বিদ্যমান॥ দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া। রহিলেন একদিকে সঙ্কোচিত হইয়া॥ প্রভুও তাহারে দেখি সন্তোষিত হৈলা। নিকট হইয়া তারে লইয়া বসিলা। পূর্ব্বে তার যত কিছু ছিল অপরাধ। সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥" এই নিমিত্ত কুলিয়া 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নামে বিখ্যাত। অধুনা কতকগুলি ব্যক্তি অপস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই কুলিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপকে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট না বলিয়া অন্য স্থানে সাতকুলিয়াকে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট নাম দিয়া থাকেন। অপরাধ-ভঞ্জনের পাটের নিষ্কপট সেবা করিলে পূর্ব্ব কৃত অপরাধ দূর হয়, কিন্তু স্বার্থ-মূলা কপটতাকে আশ্রয় করিলে অপরাধ দূর হওয়া দূরে থাকুক, তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের নিকট অপরাধী হইয়া নরকের পথই পরিষ্কার করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কুলিয়া ধন্য করিয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা-কালে, বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর আবি-র্ভাবস্থলী রামকেলি গ্রামে শুভ বিজয় করিলেন। এক্ষণেও অন্যান্য স্থানের ন্যায় বহু বহু লোকের সমষ্টি, অদ্ভুত কীর্ত্তন নর্ত্তন, গঙ্গায় মজ্জনাদি বিবিধ প্রকার মহামহোৎসব হইতে লাগিল।

তখন গৌড়ের বাদসাহ—হুসেন সাহ। যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ, যিনি ইতঃপূর্ব্বেই উৎকলদেশের বহু দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সম্প্রতি বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন, এমন যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যবন রাজা হুসেন সাহ, তিনিও স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর প্রেরণায় কি বলিয়াছিলেন, শুনুন :—

"কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া। জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥ কহত কেশব খান কি মত তোমার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বল যার॥ কেমত তাঁহার কথা কেমত মনুষ্য। কেমত গোসাঞি তিঁহ কহিবা অবশ্য। চতুর্দ্দিক থাকি লোক তাঁহারে দেখিতে। কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভাল মতে॥ শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন। ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥ কে বলে গোসাঞি এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। দেশান্তরি গরীব বৃক্ষের তল-বাসী॥ রাজা বলে গরীব না বল কভু তারে। মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে॥ হিন্দু যারে বলে 'কৃষ্ণ' 'খোদায়' যবনে। সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্ব-জনে॥ আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে। তাঁর আজ্ঞা শিরে করি সর্ব্বদেশে বহে॥ এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে। মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥ তাঁহারে সকল দেশে কায়বাক্য মনে। ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে? ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে। নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে॥ আপনার খাই লোক তাঁহারে সেবিতে। চাহে তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে॥ অতএব তিঁহো সত্য জানিহ ঈশ্বর। গরীব করিয়া তাঁরে না বল উত্তর॥ রাজা বলে এই যুক্তি বলি যে সবারে। কেহ যদি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে॥ কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন। কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥ হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র। তথাপিও এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥ হেন চৈতন্য-যশে যার অসন্তোষ। সর্ব্বগুণ থাকিলেও তাঁর সর্ব্বদোষ॥ সর্ব্বগুণহীন যদি চৈতন্য-চরণ। স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥"

হায় পোড়া কপাল! যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুকে বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছাচারী যবন পর্য্যন্তও স্বয়ং ভগবান্ বলিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন নাই, আর আমরা 'আর্য্যের নাতি পুতি' বলিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া সনাতন ধর্ম্মধ্বজিগণ 'তাঁহার' বিপরীত অভিপ্রায় প্রকাশ করি, তবুও আমরা

> যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
> তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥

—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে পার্থ ধনুর্দ্ধর, সেই স্থানেই (রাজ-লক্ষ্মী), বিজয় (শত্রুপরিভবহেতুক সর্ব্বোৎকর্ষ), ভূতি (উত্তরোত্তর রাজলক্ষ্মী বিবৃদ্ধি) এবং নীতি (ন্যায় প্রবৃত্তি) —ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য।

আমরা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে গীতা সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব।

আসাম-প্রচারের বিবরণ

গত ২১শে আশ্বিন রবিবার ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বহু ভক্তসমভিব্যাহারে কলি-কাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ তিনটা ত্রিশ মিনিটের সময় আসাম মেলে আসাম প্রদেশাভিমুখে অভিযান করি-য়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। তিনি তৎপর দিবস দ্বিপ্রহরে আমিনগাঁও ও তথা হইতে ষ্টীমারে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পাণ্ডুতে এ. বি, রেলের ছোট গাড়ীতে আরোহণ করেন। তথা হইতে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় কামাখ্যার পরবর্ত্তী ষ্টেশন গৌহাটিতে উপস্থিত হন।

গৌহাটির বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। আসাম গোয়ালপাড়া নিবাসী শ্রীধাম মায়াপুর

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী? তায় কি সনাতনের বহর? পুরাতন বাদ দিয়া অধুনাতনই সনাতন হইয়া যায়।

এই নিমিত্তই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন :—"সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার। উদ্ধার করিব সর্ব্বপতিত-সংসার॥ যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে। এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥ যবেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল। স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল॥ হেন ভক্তিযোগ দিব এ যুগে সবারে। সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥ বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে। যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥ সেই সব জন হৈবে এ যুগে বঞ্চিত। সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥ পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হৈবে মোর নাম॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ, অন্ত্য ৪র্থ)

অতএব কৃপাময় পাঠকগণ! একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করুন, যাঁহারা শ্রীমন্মহা-প্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ, তাঁহারা কত বড় ভাগ্য-হত! তাঁহাদিগকে 'দৈত্যাধম, ম্লেচ্ছাধম, যবনাধম, অস্পৃষ্টাধম, দুষ্টাধম, চণ্ডালাধম, স্ত্রী, শূদ্র, রাখালাধম,' নামে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অভিহিত করিয়াছেন কি না? যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত সু-প্রাচীন সভ্য ও সর্ব্বসম্মানী কি প্রকারে উঁহাদিগকে আদর করিবেন, যে পর্য্যন্ত না সভ্যতা-বর্জ্জিত নীতি পরিহার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত জনগণের শ্রীচরণধূলি শিরে ধারণ, শ্রীপাদজলপান ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবেন?

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবর শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস অধিকারী বি, এ, জি, বিটি, মহাশয় গোলকগঞ্জ অংশন হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করেন। আসামের প্রসিদ্ধ জননেতা শ্রীযুক্ত এন, সি, বারদোলৈ (উকিল হাইকোর্ট) মহোদয়ের শান্তি-ভবন নামক বাগান-বাড়ীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। বারদোলৈ মহাশয়ের এই শান্তি-ভবনে কোন সময়ে দেশমান্য শ্রীযুক্ত গান্ধীজী আগমন করিয়াছিলেন।

গৌহাটি নগরী ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। শ্যামল-সুন্দর শৈলমালা-বেষ্টিত নগরীর অপূর্ব্ব শোভা। এখানে গবর্ণমেন্টের *Cotton College* অবস্থিত। এস্থানে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংস ঠাকুর ও তদনুগত প্রচারক-বৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ-ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ ঐ সকল কথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

আসাম প্রদেশে বিদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত থাকিলেও অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানযোগ তপাদির দ্বারা অনাবৃতা শুদ্ধভক্তির কথা আদৌ প্রচারিত নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত যে একমাত্র সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্ম এ কথা কোন শক্তিশালী বৈষ্ণব আচার্য্যের দ্বারা এ প্রদেশে কখনও প্রচারিত হয় নাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সেই সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের বাণী আসাম প্রদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতেছেন।

বিবিধ সামাজিক সন্তাপ ন্যায় ধর্ম্মকেও এখানে অনেকে জাতীয়তার নধ্য দিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন, শুনা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগত্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভার প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যদেবের আত্ম-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া এই সাধারণ ভ্রম অপনোদন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নিখিল চেতনের একমাত্র পরম-ধর্ম্ম। তাহা সকল সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা-বিনির্ম্মুক্ত মহা উদার, মহামিত্য, জাতীয়তা ও মহা-ঐক্যতান বিধায়ক একমাত্র ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ।
৯৮ নং নবাবপুর, ঢাকা।
১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৫ সন।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্,

আগামী ২৭শে আশ্বিন ইং ১৩ই অক্টোবর শনিবার হইতে ১১ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব হইবে। ৭ই অগ্রহায়ণ ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার কীর্ত্তন মহোৎসব ও পরদিবস ৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর শনিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। আপনি স্বজনসহ মহোৎসবে কৃপা করিয়া যোগদান করিলে শ্রীসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

প্রত্যহ

উষায়—মঙ্গল নীরাজন, অরুণোদয় কীর্ত্তন।
প্রাতে—**শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।**
পূর্ব্বাহ্নে—নগরে শ্রীনাম প্রচার।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান।
অপরাহ্নে—হরিকথা, সদাচার-শিক্ষা ও ইষ্টগোষ্ঠী।
সন্ধ্যায়—**শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন।**
প্রদোষে—মহাপ্রসাদ সম্মান।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)।
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, এম, এ)।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকগণ

মহোৎসব তালিকা

বুধবার	৭ই কার্ত্তিক	২৪শে অক্টোবর	শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব।
শুক্রবার	৯ "	২৬ "	উর্জ্জাব্রতারম্ভ। শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-ত্রয়ের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১১ "	২৮ "	শ্রীমুরারিগুপ্তের অপ্রকট মহোৎসব।
শুক্রবার	১৬ "	২ নভেম্বর	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	২০ "	৬ "	শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকটোৎসব।
শুক্রবার	২৩ "	৯ "	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	২৭ "	১৩ "	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
বুধবার	২৮ "	১৪ "	শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	৪ঠা অগ্রহায়ণ	২০ "	গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
শুক্রবার	৭ "	২৩ "	শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব। কীর্ত্তন মহোৎসব।
শনিবার	৮ "	২৪ "	**সাধারণ মহামহোৎসব।**
সোমবার	১০ "	২৬ "	শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	১১ "	২৭ "	শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব।

উৎসব সমাপ্তি।

নানা কথা

প্রতিমার মস্তক নাসিকা ছেদন

গত ১৬ই অক্টোবর রাত্রিকালে কোন দুর্ব্বৃত্ত বামনপুকুরের বারোয়ারী দুর্গা-প্রতিমার মস্তক এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমাদ্বয়ের নাসিকাচ্ছেদন করিয়া নিজের নীচতা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

ধুবলিয়া ষ্টেশনে দুর্ঘটনা

গত ১২ই অক্টোবর কোতয়ালী থানার ধুবলিয়া গ্রামের নিমাই সেখের পুত্র রাত্রি ১২টার পরে রাত্রিকালে আর কোন ট্রেন নাই মনে করিয়া রেল লাইনের পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে একটী মালগাড়ী আসিয়া পড়ায় সে ভীষণরূপে আহত হয়। তাহার আত্মীয়গণ এই সংবাদ পাইয়া ষ্টেশনে আসে এবং মুমূর্ষু অবস্থায় বাটী লইয়া যায়। বাটীতে মৃত্যু হইলে পুলিস কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইবে মনে করিয়া তাহারা ঐ হতভাগ্য মুমূর্ষু ছেলেটীকে পুনরায় রেল লাইনে রাখিয়া আসে। তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা

রেঙ্গুণের ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, তৎপূর্ব্ব সন্ধ্যায় রেঙ্গুন গেপ্ রোডের উপর একটি ভীষণ মোটর দুর্ঘটনার ফলে কুমারী কোয়ালাইন পোটার ও এলে জিরাড (১৬) সেণ্ট ইউক্রেসিয়াস কনভেণ্ট স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রী—এই ২টি মহিলা এবং চালক কাশিমের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণ বিনষ্ট, এবং অপর ৩ জন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, রবিবার প্রত্যূষে চড়ুইভাতি করিবার জন্য উক্ত স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরা ৪ খানি মোটরে বহির্গত হয়। যে মোটর খানির দুর্ঘটনা হয়, গৃহে ফিরিবার সময় সে গাড়ী খানা একটু বিলম্বে ছাড়ে। রেঙ্গুণ গেপ রোডের উপর একখানা বাস অগ্রে যাইতেছে দেখিয়া চালক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে। সেই সময় মোটর খানা রাস্তার পার্শ্বের একটা বৃক্ষে ধাক্কা খায় এবং খালের মধ্যে পড়িয়া যায়। হত এবং আহত ব্যক্তিগণ হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

রাস্তা নির্ম্মাণে দান

কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ লাহা ভাণ্ডারহাটি হইতে বেলমুড়ি ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য চুঁচুড়া সদর গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারিতে ১২ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

নদিয়াল জুটমিল

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বিগত ১২ই অক্টোবর মেটিয়াবুরুজের নদিয়াল জুট মিলে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ দিন হিন্দু-সভার এক দল লোক তবলা ও হারমোনিয়াম সহযোগে গান করিতেছিল। উক্ত মিলের মুসলমান শ্রমিকগণ উহা মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের অত্যাচার বর্ণনামূলক মনে করিয়া উহাতে আপত্তি করে। হিন্দুগণ উহা কাহারও অত্যাচার বর্ণনা নহে বলিয়া উল্লেখ করিলেও মুসলমানগণ উহা অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের বাদ্য-যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া দিয়া ৫ ব্যক্তিকে জখম করে। ইনস্পেক্টার ঘোষ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া হাঙ্গামা নিবারণ করেন। তৎপর পুলিস ভলান সেখ এবং আরও ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এবং আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। আহত ৪ ব্যক্তিকে হাসপাতাল হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। ৫ম ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

মুন্সীগঞ্জে অতিবৃষ্টি

মুন্সীগঞ্জ, ১৩ই অক্টোবর—দুইদিন যাবৎ এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রবল ঝড় বহিতেছে। আকাশ এখনও ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। এক সময় অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, লোকের মনে ভয় হইয়াছিল, বুঝিবা ১৯১৯ সালের মত ঝড় হয়। উত্তাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে। যদি অন্য কোন অঘটন না ঘটে, তবে এই বৃষ্টির ফলে আমন ধান্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

লক্ষ্ণৌতে সুরা নিবারণী সভা

গত ১৩ই অক্টোবর অপরাহ্নে বিচারপতি গোকর্ণনাথ মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃগণ শ্রোতাদিগকে সুরাবর্জ্জন করিতে এবং সুরাপানরূপ বদ্ অভ্যাস ত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃদের মতে এই নেশাই ভারতে দাসত্বের কারণ। শ্রীমতী আই আর চিত্তাম্বর, মিঃ আই আর চিত্তাম্বর, মিঃ আই ডব্লিউ পিকেট এবং ডাক্তার উইলসন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। সভার শেষে লক্ষ্ণৌ সুরাবর্জ্জনী সমিতির সভাপতি হাকিম হাদি রাজা খাঁ এই সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য সকলের নিকট অনুনয় করেন।

হীরাটে মহিলা-কন্ফারেন্স

হীরাটে মহিলা কনফারেন্সের সভানেত্রী পঞ্জাবের শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী অভিভাষণে বলিয়াছেন, 'বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। দৈনিক অন্ততঃ ৩ ঘণ্টাকাল চরকায় সূত্র প্রস্তুত করা প্রত্যেক মহিলার কর্ত্তব্য। মহিলা-কন্ফারেন্সের বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

চিত্রগুপ্তের বঙ্গের হিসাব

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বাস্থ্যবিভাগের সংবাদে প্রকাশ, ৬ই অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলার ৭টী জেলায় কলেরায় নিম্নলিখিত ভাবে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নদীয়াতে ১৫ হইতে ৩০, যশোহরে ২ হইতে ২০, দিনাজপুরে ২ হইতে ১২, বগুড়ার ১৪ হইতে ৪৫, ফরিদপুরে শূন্য হইতে ৯, ও ত্রিপুরাতে ৬ হইতে ৯ হইয়াছে।

২৪ পরগণায় মোট মৃত্যুসংখ্যা ৯ হইতে ৮, কলিকাতায় ১২ হইতে ৯, রংপুরে ২০ হইতে ১৪, পাবনায় ৩৫ হইতে ৩৩, ঢাকায় ১১ হইতে ৭, ময়মনসিংহ ৩০ হইতে ১৯, নোয়াখালীতে ৩১ হইতে ১৬তে নামিয়াছে।

বসন্তে ঢাকায় ৭ জন, বর্দ্ধমান, কুচবিহার ও ময়মনসিংহের প্রত্যেকটীতে ৬ জন করিয়া, নদীয়ায় ৫ জন, কলিকাতায় ৩ জন, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও বরিশালে ২ জন করিয়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, মালদহ ও নোয়াখালীতে ১ জন করিয়া লোক মারা গিয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ৬ জনের ও হুগলীতে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রফেসর রামমূর্ত্তি

বিশালকায়ের অসুবিধা

গত ১৩ই অক্টোবর মিরাট ষ্টেশনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রফেসর রামমূর্ত্তি মেল ট্রেণে মিরাটে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার জিনিষ পত্র অর্দ্ধেক নামানো হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নিজে নামিতে পারেন নাই। বিপুলকায় তাঁহার পক্ষে নামা একটু অসম্ভবই হইয়াছিল। ট্রেণ এদিকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তবুও তিনি দরজা ধাক্কাইয়া নামিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

লণ্ডনে

সরোজিনী নাইডু

ভারতের আদর্শ কি?

লণ্ডনে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে শাখা আছে, তাহা অদ্য অপরাহ্নে 'ভারত রেস্তরাঁ'তে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সাদরে অভ্যর্থিত করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক ভারতবাসী উক্ত সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের ভিতর ডাক্তার পরাঞ্জপে, শ্রীযুত জি কে নটেশান, মিঃ মহম্মদ আলি, শ্রীযুত শাকলাৎওয়ালা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী নাইডু বিশেষ ভাবে বলেন যে, মুখে কেবল ভারতের কথা বলিলে চলিবে না। যাহাতে আমরা ভারতের প্রাচীন আদর্শের অনুকরণ করিতে পারি, সেই জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।

পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন, ভারতকে পূর্ণভাবে স্বাধীন করিতে হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এরূপ বুঝায় না। জাতিবৈষম্যজনিত তিক্ততা বর্জ্জন করিয়া পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্য করাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। দৈঃ বসুমতী

করাচীতে সহকারী বিমান-সচিব

করাচীর ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, বিলাতের সহকারী বিমান সচিব সার ফিলিপ সেসুনকে লইয়া 'ইবিস' নামক বিমান সোমবার অপরাহ্ণ ৩টা ২৫ মিনিটের সময় করাচী পোতাশ্রয়ে অবতরণ করিয়াছে। বিমান বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ সার ফিলিপকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বিমান বাহিনীর গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করিয়া তিনি মোটরে গভর্ণমেন্ট হাউসে গমন করেন।

সেতুনির্ম্মাণে বাধা

সেণ্টপলের নিকট টেমস নদীর উপর যে এক সেতু-নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে লণ্ডন নগরের ৮,০০০ ব্যবসায়ী তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক দরখাস্ত করিয়াছে। এ জন্য লর্ড মেয়রের সভাপতিত্বে কোর্ট অব্ কমন কাউন্সিলের এক সভা হইয়াছেল, তাহাতে প্রস্তাব হয়, প্রতিবাদকারীদিগের দরখাস্তে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যেন সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ না হয়।

সন্ধিপত্র চুরির রহস্য

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভিতর নৌ-বিভাগ সম্বন্ধে যে গুপ্তসন্ধি হইয়াছে, কয়েক দিন পূর্ব্বে সেই সন্ধিপত্রের মর্ম্ম সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সন্ধিপত্র চুরির রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এইরূপ প্রকাশ, ডি, নোবলেট নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিভাগের কার্য্যে যোগদান করেন। তিনি এক্ষণে 'কী ডর্সি' নামক স্থানে সংবাদ-প্রচার বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঐ ব্যক্তি 'ইন্ট্রান্সিজয়াণ্ট' নামক সংবাদপত্রের কর্ম্মচারী এবং তাঁহার বন্ধু রজায় ডি, লা প্রাঙ্কের নিকট ইঙ্গ-ফরাসী গুপ্ত নৌ-সন্ধিখানি দেখাইয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি "য়ুনিভার্সাল নিউজ এজেন্সির" সহিত সংস্পৃষ্ট। সংবাদ প্রচার বিভাগে অল্পদিন হইল নিযুক্ত বলিয়া ডি, নোবলেট সে কথা জানিতেন না। ডি, লা প্রাঙ্ক বলেন যে, মিঃ হোরাণের সহিত একত্র আহার করিবার সময় তিনি মিঃ হোরাণকে সন্ধিপত্রখানি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন উহার মর্ম্ম সংবাদপত্রে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ না করেন। ডি, লা প্রাঙ্ক বলেন যে, তিনি মিঃ হোরাণের নিকট নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক ৬ পাউণ্ড হিসাবে যাহা পাইয়া থাকেন, তাহা ব্যতীত সন্ধিপত্র দেখাইবার মূল্যস্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

ডি, প্রাঙ্ককে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

সোফিয়ায় পিস্তলের লড়াই

পাঠকগণ অবগত আছেন, বলুগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া সহরের রাজপথে গত ১২ই অক্টোবর তারিখে পিস্তল লইয়া রীতিমত লড়াই হইয়া গিয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে—ম্যাসিডোনীয় বিপ্লববাদী কমিটীর পক্ষপাতী যে দল এক্ষণে মিঃ আইভান মিখেইলফকে সমর্থন করে, সেই দলের উক্ত বিপ্লব-কমিটীর মৃত ভূতপূর্ব্ব নেতা জেনারল প্রোটোগুয়েরফের পক্ষ সমর্থনকারী দলের এই লড়াই হইয়াছিল। উক্ত জেনারল গত ৮ই জুলাই তারিখে আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছিলেন। এই পিস্তলের লড়াইয়ের ফলে ১০ জন আহত হইয়াছে। আহতদিগের ভিতর তুর্ক সামরিক দূত এবং আলবেনিয়ার প্রোটোগুয়েরফ দলের নেতা জেনারল ট্রেকভ আছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২রা কার্ত্তিক, শুক্রবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগামী ২৬শে কার্ত্তিক সূর্য্যগ্রহণ। ...ম হইতেই কুরুক্ষেত্রে বিপুল জনতা ...ইতে আরম্ভ হইয়াছে, শুনা যায় ...হণোপলক্ষে তথায় প্রায় ৫০ লক্ষের ...ধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ...র্মী জ্ঞানী যোগী তপস্বী ধার্ম্মিক ...ধার্ম্মিক সকলেই নিজ নিজ পাপ-...ালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে ...কত্র সম্মিলিত হইতেছেন। এই স্থানটি ...তিহাস প্রসিদ্ধ এবং ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া ...রিচিত। সত্যযুগে কুরুক্ষেত্রই একমাত্র ...প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল। সূর্য্যতনয়া তপতীর ...র্ভজাত আগ্নীধ্রপুত্র কুরু ইহার প্রতিষ্ঠাতা ...লিয়া এই স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র। ...ায় ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে মহাভারত-...প্রসিদ্ধ কুরু-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ এই স্থানে ...ংঘটিত হইয়াছিল, তৎকালে ভগবান্ ...র্জ্জুনে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াও ভক্ত ...াণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের ...খে নারায়ণ-স্বরূপ যে তত্ত্বোপদেশ করিয়া...ছন তাহাই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীমদ্...গবদ্গীতা। এই গ্রন্থখানি সর্ব্ববেদসার ...বেদান্তের সার, সর্ব্বশাস্ত্রের সার। ...হা এইরূপ কৌশলে গ্রথিত যে কর্ম্মী ...ানী যোগীর কথা দূরে থাকুক নাস্তিক-...গ পর্য্যন্ত ইহার আদর করিতে বাধ্য ...ন। পাশ্চাত্য দেশেও ইহার মাহাত্ম্য ...বিস্তৃত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ...ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ...তানুসারে এই গ্রন্থের বহু টীকা রচনা ...রিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে হাওড়া ...জলার জনৈক শাক্তেরবাদী গীতার ...থার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ...ক্তধারবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণা-...বৃত্তযোগে শাক্তেয়বাদের প্রাধান্য স্থাপন ...রতঃ * * ব্যাখ্যা নাম দিয়া বঙ্গভাষায় ...কখানি গীতার ব্যাখ্যা গ্রন্থ খণ্ডে...ে প্রকাশিত করেন, কিন্তু শ্রৌত ...খে আমরা জানিয়াছি—অন্যা সরস্বতীর ...বানগণ নিজ নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ...চার করিয়া লোক সমাজে যতই ...াতা [illegible] না কেন, শুদ্ধা ...স্বতী [illegible] অনাদর ...রিয়া [illegible] হইবার ...েই [illegible] বলিয়া ...মান করিলে কোন [illegible] গীতার ...থার্থ অর্থ [illegible] পারিবেন না। ...মরা [illegible] করিয়া [illegible]

বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সম জ্ঞান করি তখনই আমাদের পাষণ্ডতা আসিয়া পড়ে, আমাদের উপাস্য দেবতা আমাদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে সুদক্ষিণ রাজার উপাখ্যানে এই বিচারটী সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে গীতা পাঠে অধিকার কাহার—এই বিষয়টী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য নবম পরিচ্ছেদের নিম্নলিখিত ঘটনাটী পড়িলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

প্রায় ৪৫০ শত বর্ষ পূর্ব্বে কলি-যুগ পাবনাবতার ভগবান্ গৌরহরি তীর্থভ্রমণচ্ছলে সমগ্র দেশ ও তীর্থ সমূহ উদ্ধার এবং পবিত্র করিবার উদ্দেশে দক্ষিণপ্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কাবেরীতীরে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তত্রস্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতা শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য কাল যাপন করেন। তৎকালে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে এক বিপ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। বিপ্র শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে প্রতি দিন একাগ্রচিত্তে গীতা পাঠ করেন, পাঠকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব সমূহ দেখা যাইত; কিন্তু ব্রাহ্মণের [illegible] মোটেই পরিচয় না থাকায় অপরবিদ্যায় নিপুণ পণ্ডিত-জন্য, বর্ত্তমান পরচর্চ্চক ছাত্রপাঠাগারন প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ কতকগুলি ব্যক্তি তাঁহাদের প্রাকৃত দর্শনে বিপ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে মূর্খ জ্ঞানে নানাপ্রকার উপহাস করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গীতাপাঠী বিপ্রের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে শুন মহাশয়
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়।
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন হাতে যেন শ্যামসুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥

পাঠকবর্গ আপনারা সকলেই গীতা পাঠের অধিকারী হইতে পারিবেন যদি আপনারা অকপটভাবে শ্রীত না হইয়া উক্ত বিপ্রের পদাঙ্কানুসরণ করেন নতুবা গীতা পাঠের অভিনয় করিয়া আমাদের কোন ফল নাই।

কৃত যুগে হংস নামে একটী মাত্র বর্ণ এবং প্রণবই একমাত্র মন্ত্র ছিল। তৎকালে কর্ম্মকাণ্ডের প্রচলন মোটেই ছিল না, পরে ত্রেতাযুগে চন্দ্রবংশীয় রাজা বুধের পুত্র পুরূরবার উর্ব্বশীসহ প্রাকৃত প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার পুত্ররূপে ত্রিবর্গাত্মক কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়। এ ঘটনাটী রূপক বা কল্পিত নহে, স্ত্রীসঙ্গ হইতেই জড়াভিনিবেশ জনিত যে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান, তাহা শ্রৌত-মার্গে শাস্ত্রানুশীলক ব্যক্তিমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য।

হংস জাতি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যদ্দ্বারা ভগবানের প্রকৃষ্টরূপে স্তুতি বা উপাসনা সিদ্ধ হয়, সেই জীব মাত্রের একমাত্র উদ্ধারের মন্ত্র, 'তার' নামে অভিহিত প্রণবরূপ বেদবীজ যে স্থানে রোপণ করিয়াছিলেন সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র। ক্ষীর-নীর-চতুর হংসগণই এই ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, সুতরাং হংসগণ যে বেদবৃক্ষের বীজরোপণ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই এখন বেদবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া সুপক্ব ফল প্রদান করিতেছে, এখন ভগবদ্ভক্তগণ উহা ভোগ করিতেছেন।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

প্রাচীন কালে শ্রীমন্মধ্ব রামানুজ বিষ্ণুস্বামী নিম্বার্ক প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই বৃক্ষের রস কিয়ৎপরিমাণে আস্বাদন করিয়া জগতে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ বৃক্ষের শীর্ষদেশে যে একটী কেবল রসময় ফল ছিল তাহা তাঁহাদেরও জ্ঞাত ছিল না। স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরি সেই ফলের সন্ধানপ্রদানার্থ ভক্তরূপবৈভব হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ পূর্ব্বক উহা যারে তারে বিতরণ করেন। সেই রসময় বস্তুটি এখন ভগবদ্ভক্তগণের ও ভগবদ্গুণ-গণেরই প্রাপ্য এবং আস্বাদনীয়।

সাধারণতঃ লোকে কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র সংজ্ঞা প্রদান করিলেও গৌর-পদাশ্রিত ভক্তগণ ঐ স্থানকে বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্ররূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

একদা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসি গণকে বাহ্যে পরিত্যাগ করিয়া গৌর-লীলা প্রমত্ত হন। তৎকালে ব্রজবাসী সকলেই কৃষ্ণ-বিরহে মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

ইতোমধ্যে একদিন রাহু সূর্য্যকে পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিলে বহুদূর দেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইতে থাকে। পরশুরাম ত্রেতায় একবিংশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া এই স্থানে সেই রাজন্য বর্গের রুধিরস্রোতে মহাহ্রদসকল প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং কর্ম্মপুষ্ট জীবগণের পাপক্ষালনের জন্য এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই স্থান পরম পবিত্র, সুতরাং গ্রহণোপলক্ষে দ্বারকাবাসী সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। রাম-কৃষ্ণও আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন। এদিকে ব্রজ-বাসিগণও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনোৎকণ্ঠায় তথায় উপস্থিত হন এবং কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তৎকালে মধুর-রসাশ্রিতা ব্রজগোপীগণের বিপ্রলম্ভভাবের চরমাবস্থা অধিরূঢ় মহাভাব দর্শন করিয়া দ্বারকাবাসী সকলেই চমৎকৃত হইয়া নিজদিগকে ধিক্কার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেইভাব 'আহুশ্চ তে নলিননাভ পদার-বিন্দং' প্রভৃতি ভাগবতীয় পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই রসের মাধুর্য্য শ্রীমন্মহা-প্রভু ভক্তসঙ্গে আস্বাদন করিয়া অবশেষে জগজ্জীবকে প্রদান করিয়াছেন। গৌর-ভক্তগণ গৌরসুন্দরকে নাগর সাজাইয়া সম্ভোগ করিবার পরিবর্ত্তে সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর চৈতন্য-মনোভীষ্ট প্রচার করিতে করিতে গৌর-কৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান ও প্রাচীন সহর ঢাকা নগরীতে সুপ্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের শাখামঠ—শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ বিরাজিত। আনন্দতীর্থ শ্রীমন্মধ্বমুনির-নামানুসারে শুদ্ধভক্ত সমাজের পরিচয়ে এই মঠের নামকরণ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজ যে আদি কবি শ্রীব্রহ্মার অনুগত এবং সেই ব্রহ্মা যে শ্রীমধ্বমুনিকে স্বীকার করিয়াছেন—একথা প্রচলিত গৌড়ীয় সমাজে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জ্ঞানের আবরণ-স্বরূপ এই অজ্ঞতাকে দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যান্বয় নবমাধস্তনান্বয় শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩২৯ বঙ্গাব্দে এই শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার-কেন্দ্র প্রকট করাইয়াছেন। মায়া-দেবীর ক্রোড়ে নিদ্রিত জীবকে জাগ্রৎ করাইয়া শ্রীসরস্বতী আশ্বিনে বিজয়ার দিনে শ্রীমধ্বাচার্য্যের অপ্রাকৃত জগৎ হইতে ভূলোকে শুভ বিজয়ের কথা দিগ্‌দিগন্তে ঘোষণা করিয়াছেন। সুখময় ধাম-স্বরূপ শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ ধারণ-ব্যাপক লীলাময়। প্রাকৃত জগৎ তত্ত্বরূপগ্রাহ্য স্ব-কৃতকর্ম্মের বিপাকে প্রাকৃত-বায়ুতে ইতস্ততঃ চালিত জীবকুলকে কাম-ক্রোধাদিনক্র-সঙ্কুল সংসার-সাগরের পর

পারে নিত্যধামে লইবার জন্ত অবতীর্ণ। ইন্দ্রিয়বান্ জীবসত্ত্ব কর্ম্ম করিতে করিতে সেই কর্ম্মদ্বারা হস্তপদবদ্ধ হইয়া কুনিয়ম-বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত। সেই পতিত জীব-কুলকে ঊর্দ্ধে লইবার জন্য পতিতপাবন শ্রীআনন্দতীর্থপাদ নাচাকর্ম্ম-সন্ন্যাস করিবার শিক্ষা দিয়া হরিতোষণ কর্ম্মই একমাত্র কৃত্য জানাইয়া যতিশেখররূপে বিরাজিত। সংসারার্ণবতরণী সেই শ্রীগুরু-দেবের শ্রীচরণ সেবা ছাড়িয়া ভ্রান্ত আমরা, বিপরীত দিকে চলিতেছি দেখিয়া আজ পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের আগমন।

শ্রীমঠে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিসেবা হইলেও প্রতি বৎসর শ্রীমন্মধ্বমুনির মর্ত্ত্য বিজয়োৎ-সবের দিন হইতে মাসাধিক কাল এই মঠে শুদ্ধ শ্রীচৈতন্যবাণীই নিয়মিতভাবে সেবিত হন। এই নিয়মসেবায় শ্রীঊর্জ্জ-ব্রতও পালিত হন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূর্ত্তবাণীর আনুগত্যে এবার গত শনিবার মহালয়ার দিন হইতে মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। ঊষায় অরুণোদয় কীর্ত্তন। আরতি কীর্ত্তন ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সদাচার শিক্ষাদির অনুষ্ঠান ও আছে। মঠবাসী শ্রীগুরু দাসগণ, শ্রীগুরুদেবের সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপরতা দর্শন করিয়া তদানুগত্যে তদনুসরণের প্রয়াসী। সকলেই শ্রীমঠে আসিয়া শ্রীহরি কথা আলোচনার অধিকারী। জীবমাত্রেই যখন শ্রীভগবানের দাস তখন তদীয় হিসাবে তাঁহাদিগের নিকট মঠবাসিগণের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদেরই প্রভুর বসতিস্থলে আগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—এই বাক্য পালনের একমাত্র উপায়ঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

অবলম্বন করিয়া সুদুর্ল্লভ মানবজীবনের সার্থকতা—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্॥
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

সম্পাদনের সহায়-স্বরূপ হউন। বিষ্ণু-দাসের বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা ভিন্ন দ্বিতীয় কৃত্য নাই বলিয়া মঠবাসিগণ জগদ্গুরু ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আজও বলিতেছেন—

দন্তে নিধায় তৃণকং পাদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্য চন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্

আসাম-প্রচার বিবরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

আসামপ্রদেশে ৪টী বিভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। (১) মহাপুরুষীয়া, (২) দামুদরীয়া, (৩) হরিদেবপন্থী ও (৪) শ্রীচৈতন্য পন্থী নামে এই চারিটী সম্প্রদায়—এই স্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

মহাপুরুষীয়া সম্প্রদায়ই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। এই সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রবর্ত্তক শঙ্করদেব ও তৎ-শিষ্য মাধব দেব। শঙ্কর ও মাধবদেবকে তদনুগত ব্যক্তি-গণ 'মহাপুরুষ' বলিয়া অভিহিত করেন। মহাপুরুষ শব্দ হইতে তদনুগত সম্প্রদায় মহাপুরুষীয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শঙ্করদেব তাঁহার কোন গুরুর পরিচয় প্রদান করেন নাই। অবশ্য ইহা সনাতন শ্রৌত-শাস্ত্রসম্মতমার্গানুসারিণী প্রণালী নহে। শঙ্করদেব কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎ শিষ্য সর্ব্ব দেবও কায়স্থ-কুলোদ্ভূত। শঙ্কর দেব-রচিত "কীর্ত্তন-ঘোষা", "দশম" প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ আসাম দেশবাসিগণের মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত। মাধব দেবের "নাম-ঘোষা" এবং বিষ্ণুপুরী-স্বামী রচিত ভক্তিরত্নাবলীর পদ্যানুবাদও আসাম-প্রদেশে সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। 'ঘোষা' শব্দের অর্থ যাহা ঘোষণা করে অর্থাৎ 'মাহাত্ম্য'।

আসামীয়া পুরাতন পুঁথিতেই লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত নীলা-চলে শঙ্কর দেবের সাক্ষাৎ হয়। শঙ্কর দেবের নিজ রচিত "পদ্মপুরাণ" নামক গ্রন্থে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে "পালক-বিষ্ণুর অবতার" বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করদেব প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অনুগত ছিলেন। আচার্য্যের জ্ঞানযোগ কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি না করিতে পারিয়া বঞ্চিত হওয়ায় শঙ্কর-দেব নিজ দেশবাসি-গণের মধ্যে 'বিদ্ধ ভক্তি' প্রচার করিতে থাকেন এবং ক্রমে আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক 'বিদ্ধ-ভক্তি' প্রচারে অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অনুগত না থাকায়, পরবর্ত্তিকালে শঙ্কর দেব স্বীয় 'আম্নায়'-পারম্পর্য্য প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া থাকিবেন।

মহাপুরুষীয়াগণের প্রধান সত্র কামরূপ জেলার বরপেটা নামক স্থানে অবস্থিত। মহাবরিয়া ও দামোদরীয়াগণের সত্যে আজও নাম মন্ত্রগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। 'মহাবরিয়াগণ' একনিষ্ঠ বিষ্ণুর উপা-সক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু 'দামোদরীয়া'গণ অন্য দেব-দেবীর উপাসনায় আপত্তি করেন না। 'হরিদেব-পন্থি'গণও দামোদরীয়া মত সমর্থনকারী। পার্থক্য কেবল নাম মাত্র। 'মহাবরীয়া'গণ এক-নিষ্ঠ বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় দিলেও বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণুভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিষ্ণুভক্তিকে 'উপায়' রূপে স্বীকার করিয়া চরমে সাযুজ্য মুক্তিকেই 'উপেয়' মনে করেন। সুতরাং ইহাকেই 'অহংগ্রহ' উপাসনারই প্রকার বিশেষ বলা যাইতে পারে।

"দামোদরীয়া", সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক দামোদর দেব। ইনি শঙ্কর দেবের শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত শিষ্য ছিলেন। ইহা আসামীয়া 'গুরু চরিত' ও শঙ্কর দেব উপদিষ্ট "মুঠা"তে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দামোদরীয়া সম্প্রদায় বর্ত্তমান গুরুগণ শ্রীদামোদরকে শঙ্কর দেবের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন না। তাঁহারা কেহ কেহ বলেন যে, দামোদর দেব শ্রীচৈতন্য দেবের আনুগত্য করিয়া-ছিলেন। কিন্তু দামোদরিয়া সম্প্রদায় প্রচলিত বর্ত্তমান আচার ও মন্ত্রাদি শ্রীচৈতন্যদেবের আচার ও সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দামোদর দেব একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের প্রধান সত্র শিবসাগর জেলার অন্তর্গত সামনীচাটাতে অবস্থিত।

শঙ্করদেবের হরিদেব নামক আর এক-জন শৌক্রব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত প্রচারক ও শিষ্য ছিলেন। হরিদেবপন্থীগণ হরিদেবকে শঙ্করদেবের অনুগত বলিয়া স্বীকার করেন না শুনা যায়। শঙ্কর যেরূপ গুরু ও আম্নায় স্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই দামোদর দেব এবং হরিদেবও তদ্রূপ গুরু পরিচয় প্রদান রূপ সনাতন প্রথার অনুসরণ আবশ্যক মনে করেন নাই বলিয়া মনে হয়। হরিদেব-পন্থীদের প্রধান সত্র রাজাপথুরী নামক স্থানে বিরাজিত।

আসাম প্রদেশে চৈতন্য পন্থী নামে আর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা আপনা-দিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ বঙ্গদেশ হইতে আগমন করিয়া আসামে গুরুর কার্য্য আরম্ভ করেন এবং সেই সূত্রে এ স্থানে স্থায়ি ভাবে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু ইঁহারা আপনাদিগকে চৈতন্য পন্থী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত আলোচনা ও আচার প্রচারের অনুশীলনাভাবে ন্যূনাধিক মহাপুরুষীয়াগণের অনুকরণ-প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এবং তদনুযায়ী আচার প্রচার ইঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদের আচার্য্যগণ আপনাদিগকে শৌক্র পন্থায় 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। হরিদেব ও দামোদর পন্থিগণও আসামীয়া চৈতন্য পন্থী জাতি-গোস্বামিগণের ন্যায় আপনাদিগকে 'গোস্বামী' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষীয়াগণের আচার্য্যগণ আপনাদিগকে অধিকারী উপাধিতে নির্দ্দেশ করেন। কি মহাপুরুষীয়া কি দামোদরীয়া কি হরিদেব-পন্থী কেহই রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা করেন না। তাঁহারা রাধা-হীন কৃষ্ণের পূজার পক্ষ-পাতী। চৈতন্যপন্থিগণ রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনার বাহ্য আকার প্রদর্শন করেন মাত্র। চৈতন্য পন্থিগণের কোন বিশেষ সত্র নাই। তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, ত্রিবিধ পন্থীর সংখ্যা হইতে কম নহে বলিয়া মনে হয়।

নানা কথা

অরুণগঞ্জে চুরি

গত ১৫।১০।২৮ তারিখে স্বরূপগঞ্জ নিবাসী হরিদাস ঘোষের গৃহ হইতে একটি ক্যাস বাক্স চুরি হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে সোণার চুড়ি ও ব্রেসলেট্ ইত্যাদি মূল্যবান্ অলঙ্কারাদিও ছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ গৃহে আরও ৮।১০টি বাক্স থাকিলেও কেবল ঐ বাক্সটি অপহৃত হইয়াছে। পরদিন প্রয়োজন বশতঃ বাক্স খুলিতে গিয়া বাক্স না পাওয়ায় অনুসন্ধান পড়ে। অনুমান হয়, পূর্ব্বদিন রাত্রি ৮টার সময় আন্দাজ যখন স্ত্রীলোক-গণ রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন কোন সন্ধানী ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

জার্ম্মানীতে শ্রমিক সমস্যা

কলোনের ১৪ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, রাইন অঞ্চলের মিলের মালিকগণ স্থির করিয়াছেন ২৭শে অক্টোবর হইতে তাঁহারা কয়েকটি কারখানা বন্ধ করিয়া দিবেন। ঐ তারিখ হইতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার শ্রমিক কর্ম্মহীন হইবে।

বেতন বৃদ্ধি লইয়া এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে এবং এই বিষয়ে শীঘ্র মিটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

কয়েদীর কারাদণ্ড

হুগলী সদর জেলের একজন কয়েদি জেলের জনৈক কর্ম্মচারীকে প্রহার করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল তাহার এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

রাজপুতনা প্রজা সম্মেলন

আগামী নবেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পুস্করে রাজপুতনা রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য বড় বড় কর্মি-বৃন্দকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কর্মচারী নির্বাচনের জন্য আগামী ২৮শে অক্টোবর অভ্যর্থনা সমিতির প্রথম সভার অধিবেশন হইবে। রাজপুতনার প্রত্যেক নাগরিক ও শুভানুধ্যায়ীই অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

মিঃ মেটার অভ্যর্থনা

বেনারসের বর্তমান কালেক্টার মিঃ ডি এন মেটাকে তাঁহার বিলাতের প্রাক্কালে কাশী নরেশ হলে কাশীর সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হইয়াছে।

মিঃ মেটা অনেক দিন ধরিয়া একটি কেন্দ্রীয় বিভার্থি-সহায়ক-মণ্ডলী গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সভায় এই সমিতি গঠিত হয়। রাজা মতিচাঁদ উহার সভাপতি এবং পণ্ডিত চন্দ্র মৌলী উহার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

লর্ড বার্কেনহেড

লণ্ডনের ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সংবাদপত্রসমূহে ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেডের প্রশংসা এবং নূতন অবলম্বিত কার্য্যে তাঁহার সাফল্যকামনা-সূচক প্রবন্ধ সকল বাহির হইতেছে। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে যত দিন তাঁহার পদে স্থায়িভাবে লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তত দিন লর্ড উইণ্টা-র্টন্ অস্থায়িভাবে ভারত-সচিবের কার্য্য করিবেন। লর্ড পীল তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন। এইরূপ সাধারণতঃ লোকের ধারণা।

হ্রদের ধারে কামান বন্দুক

বড় লাট যখন রেঙ্গুণ যাইবেন, তখন সহরে রোসনাই হইবে বলিয়া কুলীরা রেঙ্গুণের রয়াল লেকের ধারে বাঁশ পুতিতেছিল। সেই সময় ফরাসী, তুর্কী ও জার্ম্মাণ দেশে প্রস্তুত ১৫টি রাইফেল পাওয়া যায়। তাহার সবগুলিই অকর্ম্মণ্য। [illegible]টা মেসিন গানের বিশেষ অংশ নাই এবং ১৫টা রাইফেলেরও [illegible] অবস্থা। [illegible] বন্দুকের সব দুই জায়গায় [illegible] ক ইহা সেখানে রাখিল, পুলিশ তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মোটর বাসে আগুন

গত শনিবার সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির একখানি বাস ছাত্রী লইয়া স্কুলের দিকে আসিতেছিল, এমন সময় গাড়ীখানিতে আগুন ধরিয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া আগুন নিবাইয়া ফেলে। বাসের ইঞ্জিনখানি এবং কাঠের ফ্রেম নষ্ট হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব কৈশরের দুর্গ ক্রয়

কলোনের ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব কৈশর ওলন্দাজ-জার্ম্মাণ-সীমান্তে অবস্থিত এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত 'হীরেনবার্গ' নামক একটী পুরাতন দুর্গ ক্রয় করিয়াছেন। উহা এক্ষণে একটা কাপড়ের কলের দখলে আছে। পূর্ব্বে উহা বার্গের কাউণ্টদিগের অধিকারে ছিল।

দেশভক্ত সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা

'দেশভক্ত' কাগজের সহযোগী সম্পাদক লাল আত্মার সেন "ভারতের স্বাধীনতা" অর্জ্জনের একমাত্র পন্থা ও হিংসা শীর্ষক এক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) রাজদ্রোহিতা ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছে।

প্রতারণা

প্রকাশ, বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের নাম করিয়া কাহারা নাকি মোটা টাকা তুলিয়া উহা ফণ্ডে জমা না দিয়া অপব্যয় করিয়াছে। ঘটনা সত্য হইলে খুবই লজ্জার কথা। এই ঘটনা তদন্ত হইয়া যাহাতে অন্যান্য ব্যাপারের মত চাপা না পড়ে এবং অপরাধীদের সমুচিত শাস্তি হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের নাম করিয়া পরে অর্থ তুলিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করা কত দূর মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচয় তাহা কি ইহারা একবারও ভাবে না?

উপেন্দ্র-পদক

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের যে ছাত্র সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়া থাকে, তাহার জন্য 'বসুমতীসাহিত্য মন্দির' হইতে ইহার পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে [illegible] "উপেন্দ্র-পদক" পদক [illegible] হইতে দেওয়া হইতেছে। এবার শ্রীমান অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী তাহা পাইয়াছেন।

মূক-বধিরের কাণ্ড

ঢাকা ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ গত ২৪শে জুলাই তারিখে ঢাকা রেল ষ্টেশনে পুলিশ সন্দেহবশে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, পরে জানা যায় যে সে মূক ও বধির। জাতিতে সে খুব সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানী। তাহার জিনিস পত্র অনুসন্ধান করিয়া একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কার্ড-পাশ, একটী জেলের চাবি ও ১৪ টাকা ১৫ আনা পাওয়া যায়। এই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ কলিকাতা, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে পাঠান হয়, ক্রমে জানা যায় যে, ইতঃপূর্ব্বে ৯ বার তাহার সাজা হইয়াছে। বগুড়া হইতে ব্রাহ্মণডাঙ্গা যাত্রী একব্যক্তির নিকট হইতে আসামী উক্ত কার্ড পাশ চুরি করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ১০৯ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দণ্ডবিধান তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত বিধায় তিনি দণ্ডদান বিষয়ে হাইকোর্টে রেফার করিয়াছেন।

মহাসমুদ্রের উভয় পারে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা

লণ্ডনের ১৩ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে টেলিফোনের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট মিঃ কুলিজ ইহার উদ্বোধন করিয়াছেন।

প্রায় ৬৫০০ মাইল দূর হইতে স্পেনের রাজা আলফ্যানসো কথা বলেন এবং প্রেসিডেণ্ট কুলীজ তাহার উত্তর দেন। কথাগুলি মাঝখানে কয়েকটি ষ্টেশন পার হইয়া বেতারযোগে পরস্পরের নিকট পৌঁছিয়াছিল।

বঙ্গীয় জুট-এসোসিয়েশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত বি, কে, বসু গত ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণে বঙ্গীয় জুট-এসোসিয়েশনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে মিষ্টার ফজলল্ হক, খাঁ বলিয়াছেন। যে সকল জুট এসোসিয়েশন বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলিতে অন্যূন ২ শত ৫০টি পাকা গাঁইট ক্রয় বিক্রয় হয়। সুতরাং উক্ত জুট এসোসিয়েশনগুলি দ্বারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণের কোনও সুবিধা হয় না। বঙ্গীয় জুট-এসোসিয়েশন তাহাদের ঐ অসুবিধা দূর করিবেন। এখানে অল্প পরিমাণ পাটও ক্রয় বিক্রয় হইবে না। গাঁইট প্রস্তুত করিয়া পাট বিক্রয় করিবার সুযোগ ও সুবিধা কৃষকগণের নাই। আমরা বস্তা হিসাবে পাট ক্রয় বিক্রয় দ্বারা ঐ অসুবিধা দূর করিব। আমরা মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনপূর্ব্বক কৃষকগণের পাট বিক্রয়ের সুযোগ [illegible] করিব এবং কি পরিমাণ পাট [illegible] করিলে সুবিধা দরে বিক্রীত হইবে, [illegible] বিষয়েও তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিব। এই এসোসিয়েশনে কটা হিসাবে পাট ক্রয় বিক্রয় হইবে না।

সার হারকোর্টের প্রস্তর মূর্ত্তি

বিলাতের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ক্যাপ্টেন জর্জ্জ টমাস কর্ত্তৃক ব্রহ্মের ভূতপূর্ব্ব লাট সার হার্কোর্ট বাট্‌লারের মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার ব্রহ্ম ভ্রমণের সময়ে উহার আবরণ উন্মোচন করিবেন। রেঙ্গুণের ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সম্মুখে উক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তৎপরে রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয় এষ্টেটেও তাঁহার এক মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মহাবীর-পতাকা-উৎসব

একমাত্তে মহাবীর-পতাকা-উৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ১৫টি বিভিন্ন গ্রাম হইতে পতাকা শোভাযাত্রা একমাত্তে আসিয়া সমবেত হয়। প্রায় ১০ হাজার হিন্দু এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। মসজিদের সামনে বাদ্য-ভাণ্ড করা হইলেও স্থানীয় মুসলমানগণ তাহাতে কোন আপত্তি তুলে নাই। এই উপলক্ষে লাঠি খেলা কুস্তি প্রভৃতি অতি সুন্দর হইয়াছিল। পুলিশ যাহাতে কোন গোলমাল না হয় তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল।

চট্টগ্রাম জেলাবোর্ড নূতন ভাইস চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম, ২৫শে অক্টোবর, বাবু ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায় জমিদার মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে জেলাবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব মৌলবী নাদেরালী তাঁহার অনুকূলে পদত্যাগ করিয়াছেন।

বেতারবার্ত্তা কোম্পানী

বেতারবার্ত্তা কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ বন্দর বোম্বাই হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন, বেতারবার্ত্তার কাজ যথানিয়মে চলিতে থাকিবে, কোনরূপ বাধা ঘটিবার আশঙ্কা নাই। ইহার প্রসার বৃদ্ধি এবং উন্নতিও যথাসময়ে করা হইবে। সম্প্রতি কোম্পানীর জেনারল ম্যানেজার মিঃ এরিক ডানষ্টানের পদত্যাগে লোকে নানারূপ আশঙ্কা করিতেছিল। এখন বুঝা যাইতেছে—সে আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক।

ভেজাল বিক্রয়ে দণ্ড

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত ২নং ডিষ্ট্রিক্টে ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে—

১১নং টেরিটি বাজার ষ্ট্রীটের মহিমচন্দ্র দে প্রাং, ভেজাল তৈল বিক্রয়াপরাধে ...২৮ তাং ৪০্ টাকা জরিমানা।

... অপরাধে ঐ তারিখে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের শেখ মহম্মদ জান ৩০্ টাকা জরিমানা।

৫৫নং ক্যানিং ষ্ট্রীটের লালজী মুরারজী ৮-৯-২৮ তাং ভেজাল চায়ের গুঁড়া বিক্রয়াপরাধে ৫০্ টাকা।

১০৮নং হ্যারিসন রোডের অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু ৮-৯-২৮ তাং ভেজাল ঘৃত বিক্রয়াপরাধে ৩৮্ টাকা।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সেখ মহম্মদ জান ৮-৯-২৮ তাং ভেজাল তৈল বিক্রয়াপরাধে (পুনর্ব্বার) ২৮্ টাকা।

৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অনুকূলচন্দ্র রক্ষিত ঐ তারিখে ভেজাল চায়ের গুঁড়া বিক্রয়াপরাধে ২২্ টাকা।

নিতাই দোষ ফিরিওয়ালা ২৯ নং দেবেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীটের সম্মুখে ১৫-৯-২৮তাং ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়াপরাধে ২৫্ টাকা।

৪৪নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের সাধুচরণ কর ২৯-৯-২৮ তাং ভেজাল ঘৃত বিক্রয়াপরাধে ৩০্ টাকা।

১৭।২নং পর্ত্তুগীজচার্চ্চ ষ্ট্রীটের গুলজারী লাল বানিয়া ঐ তারিখ ভেজাল গব্যঘৃত বিক্রয়াপরাধে ৬০্ টাকা।

১।১ নং বাল্লিটার্ট রোড জঙ্গনাথ সিং ঐ তারিখ ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়াপরাধে ২০্ টাকা।

৪৪।১নং টেম্পল ষ্ট্রীটের নকুলচন্দ্র ঘোষ ২৯-৯-২৮ তাং ভেজাল মাখন বিক্রয়াপরাধে ৩০্ টাকা।

নিখিল উড়িষ্যা ছাত্র-সম্মেলন

বালেশ্বরে গত ১৫ই অক্টোবর ২ টার সময় তুমুল উৎসবের সহিত নিখিল উড়িষ্যা ছাত্র-সম্মেলনের ২য় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ এল, এম্ সাহুকে সভায় যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি উহা প্রত্যাহার করেন। একটি সঙ্গীত গীত হইবার পর শিক্ষা সমাজ প্রভৃতি বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা চলে। সারদার বিবাহ-বিল, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহবিল, পর্দা খদ্দর ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা হয় ও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমিতির আগামী অধিবেশন পুরীতে হইবে।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ।
৯০ নং নবাবপুর, ঢাকা।
১৯শে আশ্বিন, ১৩৩৫ সন।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্,

আগামী ২৭শে আশ্বিন ইং ১৩ই অক্টোবর শনিবার হইতে ১১ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে মাসাধিকব্যাপী মহোৎসব হইবে। ৭ই অগ্রহায়ণ ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার কীর্ত্তন-মহোৎসব ও পরদিবস ৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর শনিবার সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। আপনি স্বজনসহ মহোৎসবে কৃপা করিয়া যোগদান করিলে শ্রীসভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

প্রত্যহ

উষায়—মঙ্গল নীরাজন, অরুণোদয় কীর্ত্তন।
প্রাতে—**শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।**
পূর্ব্বাহ্নে—নগরে শ্রীনাম প্রচার।
মধ্যাহ্নে—মহাপ্রসাদ সম্মান।
অপরাহ্নে—হরিকথা, সদাচার-শিক্ষা ও ইষ্টগোষ্ঠী।
সন্ধ্যায়—**শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন।**
প্রদোষে—মহাপ্রসাদ সম্মান।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)।
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, এম, এ)।
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকগণ

মহোৎসব তালিকা

বুধবার	৭ই কার্ত্তিক	২৪শে অক্টোবর	শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটোৎসব।
শুক্রবার	৯ "	২৬ "	উর্জ্জাব্রতারম্ভ। শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু-ত্রয়ের অপ্রকট মহোৎসব।
রবিবার	১১ "	২৮ "	শ্রীমুরারিগুপ্তের অপ্রকট মহোৎসব।
শুক্রবার	১৬ "	২ নভেম্বর	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	২০ "	৬ "	শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর প্রকটোৎসব।
শুক্রবার	২৩ "	৯ "	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	২৭ "	১৩ "	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
বুধবার	২৮ "	১৪ "	শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	৪ঠা অগ্রহায়ণ	২০ "	গোষ্ঠাষ্টমী, গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
শুক্রবার	৭ "	২৩ "	শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের চতুর্দ্দশ বার্ষিক অপ্রকট মহোৎসব। কীর্ত্তন মহোৎসব।
শনিবার	৮ "	২৪ "	সাধারণ মহামহোৎসব।
সোমবার	১০ "	২৬ "	শ্রীভূগর্ভগোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট মহোৎসব।
মঙ্গলবার	১১ "	২৭ "	শ্রীপাদ নিম্বার্ক আচার্য্যের আবির্ভাব। উর্জ্জাব্রত সমাপ্তি।

বোমা বিস্ফোরণের জের

'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রে পুলিশ বিবরণ ... মনসাদ-এক্সপ্রেস গাড়ীর একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে অনুসন্ধান করিয়া আরও একটি তাজা কার্ত্তুজ এবং অনেকগুলি বিস্ফোরিত কার্ত্তুজ পাইয়াছে। তাহাতে আরও প্রকাশ যে, দুর্ঘটনার নিকটে যে সব কাগজের টুকরা পাওয়া গিয়াছে তাহা একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহাতে দেশীয় ভাষায় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখা ছিল। এই সম্পর্কে কাশী ও কাণপুরে খানাতল্লাস চলিতেছে। যে বাঙ্গালী যুবকটী বিস্ফোরণের ফলে আহত হইয়াছে, সে নাকি কাশীরই অধিবাসী।

জুয়াচুরিতে ১৬ জন শিখ গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ের ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, রেলওয়ে ল্যাণ্ড একুইজিসন অফিসার বলিয়া একখানি জাল কার্ড পাশ দেখাইয়া রেল কোম্পানীকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টার অভিযোগে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে রেল পুলিশ চারণ সিং নামে একজন শিখ ও শা মহম্মদ নামে একব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশের অভিযোগে প্রকাশ, এইরূপ একদল শিখ অপরাধী কিছুদিন হইল, এই রকম জাল পাশ লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দলের সর্দ্দার গুরুচরণ সিং কিছুদিন পূর্ব্বে জব্বলপুরে ধৃত হইয়াছে। এতাবৎ এইরূপ পাশ ব্যবহার করায় ১৫ জন শিখকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জোড়াসাঁকো হত্যাকাণ্ডের জের

বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে, একটি ট্রাঙ্কের মধ্যে এক জহুরীর মৃতদেহ প্রাপ্তিসম্পর্কে গঙ্গা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক এবং অপর দুইটি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত সোমবার তাহাদিগকে উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি আসামীদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করিয়া জামীনে অব্যাহতি দিবার আদেশ দিয়াছেন।

মাদ্রাজের গবর্ণর
কার্য্যকাল বৃদ্ধি

গত ১৩ই এপ্রিল মাদ্রাজে গবর্ণরের কার্য্যকাল শেষ হইবার কথা ছিল। ১৯২৯ সনের ... পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। লর্ড গোশেন সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা কার্ত্তিক শনিবার—১৩৩৪।

সম্পাদকীয়

সংবাদ পত্র প্রচলন দ্বারা জগতের কি কল্যাণ সাধিত হইতেছে, সভ্য সমাজে সে কথাটির উল্লেখ না করিলেও চলে। জগতের সভ্যতা দিন দিন বহু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে সংবাদ পত্রের প্রচলনও ক্রমশঃ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়—আমাদের দেশে বহু সংবাদ পত্রের প্রচলন থাকিলেও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের আদর তত ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাবল্যে বাঙ্গলার আবহাওয়া এরূপ হইয়া উঠিয়া ছিল যে বঙ্গদেশের ভাষা বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার বা বঙ্গদেশের ধর্ম্মের কোনও মূল্য আছে, এরূপ অনুভূতি পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছিল; এমন কি নিজ নিজ পূর্ব্ব-পুরুষ ও প্রাচীন ঋষিদিগের প্রতিও অবজ্ঞা-সূচক ভাষা প্রয়োগ করিতেও অনেকে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু ভ্রম চিরকাল থাকে না। জীবের সৌভাগ্যক্রমে সত্য একদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে। আমাদের দেশের আবহাওয়ার আজকাল অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেকেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছেন; ঋষি বাক্যের মূলে যে সত্য নিহিত আছে তাহা লাভ করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশবাসীকে বহুজন্ম ধরিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিতে হইবে, ইহাও অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন। আজকাল দেশে মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক হিসাবে অনেক গুলি পারমার্থিক পত্রিকাও প্রচলিত হইতেছে। পারমার্থিক পত্রিকার মূল প্রতিষ্ঠাতা বলিতে আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদকেই লক্ষ্য করি। তৎকালে 'অমৃতবাজার' নামক সংবাদ পত্রের প্রবর্ত্তক শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুকূল্য করেন এবং তাঁহার ন্যায় দিয়া 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮১ সালে ঠাকুর স্বয়ং 'সজ্জন-তোষণী' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা করেন। ক্রমান্বয়ে সেই সজ্জনতোষণী [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রতি মাসে ইংরাজী [illegible] ও হিন্দীভাষায় প্রকাশিত হইয়া ভারতের [illegible] প্রচারিত হইতেছে। [illegible] যতই বৃদ্ধি পাইতেছে [illegible] বিদ্যান ও

সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিচার করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানব অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইবে, তাহাদের নাস্তিকতাও সেই পরিমাণে দূরীভূত হইবে, প্রাচীন ঋষি-গণের বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইবে। সভ্যতার বৃদ্ধি হইতে হইতে জীব যখন চরমাবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাহার ভ্রম দূর হয়, সে নিজকে বুঝিতে পারে, তৎকালে সে বৈষ্ণব না হইয়া থাকিতে পারে না। এখন জগতের সে দিন আসে নাই যে তাঁহারা সকলেই আমাদের উক্ত বাক্যটি সাদরে গ্রহণ করিয়া উহার সত্যতার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন। সকলেই একত্র একই সময়ে বাস্তব সত্যের আদর করিতে শিখিবেন এরূপও নহে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, সকলের এমন একদিন আসিবে যে সেদিন তাঁহারা বাস্তব সত্যেরই আদর করিতে বাধ্য হইবেন। যেদিন পাশ্চাত্য দেশে যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদ আবির্ভূত হইয়া আংশিক ভাবেই হউক বা অসম্পূর্ণ ভাবেই হউক তত্তদ্দেশবাসীর উপযোগী বাস্তব সত্যের কথা প্রচার করিয়া জীবের ক্লেশনিবৃত্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া-ছিলেন তৎকালে তাঁহাদের কথা গ্রহণ করার কথা দূরে থাকুক তৎকালের সভ্য সমাজ তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সেই কালও এইকাল বিচার করুন দেখিতে পাইবেন—সেই সকল দেশবাসী অধিকাংশই যিশু ও মহম্মদের বাক্যের সত্যতা বিচার করিবার সুযোগ পাইতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা যতই উন্নত হইবেন, ততই সর্ব্বোচ্চ-ধর্ম্মের কথা বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেকালের কথা স্মরণ করিলে আবার সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ের কথাই পুনঃ পুনঃ স্মৃতি পথে উদিত হয়।

> সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
> কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
> বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
> মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥
> নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
> না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আউল, বাউল, দরবেশ, সখীভেকী, নেড়া নেড়ী প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের কদাচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি লোকের এরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা বৈষ্ণবের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে চাহিতেন না। [illegible] সকলে বলিয়া যাঁহারা পরিচিত [illegible] সমাজে [illegible]

অনুষ্ঠান করিলেন। এই কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে পরমার্থের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; ঠাকুরের কৃপায় লোকে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন ঠাকুরের কথা প্রতি ঘরে ঘরে প্রতিদিন আলোচিত হইতেছে। পাশ্চাত্য-দেশবাসিগণও অনেকে ঠাকুরের কথা আলোচনা করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন। কতকগুলি স্বার্থপর মানব ভক্তি-প্রতিকূল আচরণ করিলেও তত্ত্ব সমাজের কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছেন না, বরং তদ্দ্বারা আনুকূল্যই হইতেছে।

জড়জগতে জাগতিক সংবাদ পত্রের প্রচার যেরূপ প্রয়োজনীয়, পারমার্থিক জগতে পারমার্থিক সংবাদপত্রের প্রচারও তদ্রূপ একান্ত আবশ্যক। সকলে এখন একথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ মনে করেন পারমার্থিক পত্রের প্রচারে ততটা প্রয়োজন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সহিত ট্রেণে এক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার হাতে 'নদীয়া-প্রকাশ' দেখিয়া আমাকে পত্রিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিচয়ে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ পারমার্থিক পত্র জানিয়া নাক সিটকাইয়া বলিলেন, "মহাশয়, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ পত্রাদি প্রচার করিয়া কি হইবে? দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করুন, গ্রাম্য বার্ত্তাবহ পত্রগুলি যাহাতে নিত্যকাল সজীব থাকিতে পারে তাহার চেষ্টা করুন।" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া বলিলাম 'মহাশয়! আপনি জড় জগতের কথায় এতদূর অভিনিবিষ্ট যে জড়জগৎ ব্যতীত আর একটি চেতনময় জগৎ আছে সে কথাটী পর্য্যন্ত আপনার জানিবার অবসর হয় নাই।' জড় জগতে বাস করিতে হইলে যেরূপ জাগতিক সংবাদ পত্রের প্রচার বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, চেতনময় জীবের পক্ষে চৈতন্য-জগতের কথার আলোচনারও সেইরূপ একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমরা চেতন হইয়া জড়ের কথাই আলোচনা করিব, জড়েই অভিনিবিষ্ট থাকিব, একদেশ বিচারেই আবদ্ধ থাকিব, এরূপ বিচার কখনই জ্ঞানী জনের আদৃত হইতে পারে না। ভগবান্ আমাদিগকে দুইটী চক্ষু দিয়াছেন, যদি আমরা একটী চক্ষু দ্বারা একজনকে দর্শন করি, তাহা হইলে চক্ষুর সদ্ব্যবহার হইল, একথা কখনই বলা যাইবে না। একপক্ষদোষ বিচারের কোন মূল্য নাই। যাঁহারা পরমার্থের

ভাগ্যদোষ

আমরা অদৃষ্টবাদী। সর্ব্বদা প্রত্যেক দুর্ঘটনায় ভাগ্যের দোষের উল্লেখ করি; আমার বহু নিজের সাধু সাজিবার ভাগ্যেরই নিন্দা দ্বারা তাঁহার দ্বারা পুরুষের অধস্তনলোক গমনের সদ্ব্যবস্থার ত্রুটি করি না। অপর পক্ষে কোন অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইলে অহঙ্কার প্রাবল্যলাভ করিয়া পুরুষকারেরই প্রাধান্য দিয়া থাকে; কদাচিৎ হঠাৎ আশাতীত লাভে অতীব হৃষ্ট হইলে ভাগ্যকে উচ্চসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা কথঞ্চিৎ তাৎকালিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। ফলতঃ স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বতোভাবে মানবমাত্রই আমরা বিপদ্ বা সম্পদে ভাগ্যকেই নিরন্তর মনে স্মরণ করি।

প্রাকৃত প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাকাদি প্রত্যক্ষভাবে ভাগ্য না মানিলেও দুষ্ট-কর্ম কার্য্যে প্রতিহত হইয়া বা নিষ্ফলতা লাভ করিয়া পরোক্ষভাবে ভাগ্যকেই প্রতিবন্ধক স্থির করেন। অতএব মানব-জাতির উপর অদৃষ্টের প্রভাব অপ্রতিহত বলিতেই হইবে।

এই ভাগ্যই দৈব, দিষ্ট, ভাগধেয়, ভবিতব্যতা, অদৃষ্ট প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভি-হিত হয়। স্বয়ং ভগবানের কর্ম্মফল আধিকারিক দেবগণ অনুরূপই উহার বিধান করেন বলিয়াই দৈব নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেবগণ যে সকল কর্ম্মের ফলের নিয়মনে নিযুক্ত, তাহাদের কর্ত্তার কথা ভাবিয়া দেখি কি? সর্ব্বদা যাহার দোহাই দিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতেছি, তাহার উদ্ভবস্থান সন্ধান করিয়া দেখি কি? বস্তুতঃ আমরা এই বিষয়ে একান্ত উদাসীন। কারণ নির্ণীত না হইলে কোন কার্য্যের প্রতিকার অসম্ভব। অতএব অগ্রে নিদান, পরে চিকিৎসা, দ্বারা

কোন খবর না রাখিয়া জড় জগতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের বিচারের প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না। তজ্জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা বিচারের একদেশে আবদ্ধ না থাকেন। তাঁহারা জড় জগতের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক সংবাদের আলোচনা করুন, পারমার্থিক সংবাদ পত্রের প্রচার যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করুন। পারমার্থিক আলোচনা দ্বারাই জগতের মঙ্গল হইবে, অন্য কোন উপায়েই হইবে না। জগৎকে যদি [illegible] নিরীক্ষণ করিতে চান, তবে [illegible] পরমার্থের প্রচার বৃদ্ধি করুন।

উঁহার প্রতিবিধানের পথ স্থির করিলে, আমরা আশা করি, ঐ সমুদয় দেবতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

মনুসংহিতায় দেখিতে পাই, 'ফলোপধায়ীভূতপূর্ব্বদৈবিকশুভাশুভং কর্ম্ম ভাগ্য শব্দে অভিহিত হইয়াছে।' আত্মকর্ম্মবশে পূর্ব্বজন্মে যে দেহ লাভ করিয়া ছিলাম, তাহাতে দৈবযোগবশতঃ অপব্যবহার দ্বারা কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, তাহাই সংস্কাররূপে থাকিয়া আমার ভাগ্য নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমার অনুচিন্তার হেতু মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির কার্য্যবলে আমি বর্ত্তমান দেহে তাহা জানিতে পারিতেছি না, এবং কর্ম্মফল বিধাতৃগণ আমারই কৃত সেই সকল কর্ম্মের উপযুক্ত ফলপ্রদান করিতেছেন। অতএব এই ভাগ্য আমারই স্বকৃত কর্ম্মের ফল মাত্র। অন্যে কেহ আমার উপর কোন প্রতিবন্ধক আরোপ করিতে পারে নাই, আমারই কৃত কার্য্য আমার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাই আমার দুঃখের মূল কারণ। এই জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নত ব্যক্তি ব্যতীত কে নিজের অদৃষ্টের দোষ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? যাহা নিজের কর্ম্মের ফল, তাহার প্রতিকারবিধানও আপন হস্তেই রহিয়াছে, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত। পাপগ্রহাদির বৈদিক বিধানাবলম্বন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেবগণোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ কর্ম্ম দ্বারা আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মের ধ্বংস বা অন্যথা সাধন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই প্রকার কর্ম্ম কদাপি কর্ম্মফল ভোগার্থ আমাদের সংসারে গতাগতি নিবারণ করিতে পারে না। যেহেতু উহাও কর্ম্মবিশেষ। ঐ প্রকার শুভকর্ম্ম বা দৈবাৎ বিহিত অনুষ্ঠানগুলি স্বর্গ বা নিরয় লাভার্থ সংসৃতি মার্গ উন্মুক্ত করিয়া রাখে।

কর্ম্মের শক্তি প্রতিপত্তি দেখিয়া জ্ঞানী সম্প্রদায় আবার ঐ প্রকার কর্ম্মের ধিক্কার পূর্ব্বক আপনি মায়াগ্রস্ত অণুচিৎ হইয়াও বিভুচৈতন্যের সহিত অভেদ কল্পনা করতঃ আত্মসংহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অজ্ঞানে নিমগ্ন হন, কিন্তু সংসৃতিমার্গ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন না।

আবার যোগাবলম্বিগণ রুদ্ধ সাধ্য আসন প্রাণায়ামাদির অবলম্বন অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়া তদ্রূপ কর্ম্মমার্গেরই দ্বার উদ্ঘাটিত করেন। তাহাতেও প্রাক্তন নিরস্ত হইয়া জনন মরণধারার গতি অপ্রতিহত হয়। এই প্রকারে যিনি যে প্রকার পন্থা অবলম্বন করুন না কেন, তাহাতে প্রাক্তনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারেন না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,' এই ত্রিগুণময় পৃথিবীতে পার্থিব দেহ মন প্রভৃতি দ্বারা প্রাকৃত উপাদান লইয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি যাহারই আশ্রয় করা যাউক, প্রাক্তনখণ্ডনে কাহারও সামর্থ্য হইতে পারে না। তবে কিছু অন্যথাভাব সম্পাদনে বা কিছুকাল স্থগিতকরণে সামর্থ্য থাকিতে পারে মাত্র।

এক্ষণে জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম-করণে সামর্থ্য থাকায় তাহা সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া কর্ম্ম করাইতেছে। অকর্ম্মকৃৎ কেহ থাকিতে পারে না। আবার অশোধিতচিত্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়নিয়মন পূর্ব্বক মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিয়া মিথ্যাচারী হইয়া থাকেন। স্বভাবজ গুণ দ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রত্যেকেই অস্বতন্ত্ররূপে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়েন। আবার এই কর্ম্মই আমাদের শুভ বা অশুভ ভাগ্যের জনক। অতএব নিস্তার কোথায়?

শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে উপদেশ করিতেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ
সমাচর॥ গী ৩৯

ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে যজ্ঞ বলা হয়। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' সেই বিষ্ণুর উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্যথায় কৃত কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়। অতএব কেবল বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর, অথচ স্বীয় অভিলাষপূরণের আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। যেহেতু কামনার উদ্দেশে ভগবদর্পিত কর্ম্মও বন্ধনের কারণ। সুতরাং কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া বিষ্ণুপ্রীতিকাম কর্ম্মই ভক্তিযোগের সাধক ও নির্গুণ হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদক।

বৈদ্যরাজ কর্ত্তৃক রোগের নিদান ও প্রতিকারোপায় ঔষধ নির্দ্দিষ্ট হইলে যে মূর্খ রোগী মনোদর্পে চালিত হইয়া সেই ঔষধ নির্দ্দিষ্ট বিধানে গ্রহণ করিতে বিলম্ব করে, সে যেরূপ তদ্রোগেই ধর্ম্মরাজের অতিথি হইতে অচিরে বাধ্য হয়, তদ্রূপ নিজভাগ্যবিধাতা আপনাকে জানিয়া এবং ভক্তি মার্গই একমাত্র তৎপরিহার কৌশল জ্ঞাত হইয়া যে ব্যক্তি তদবলম্বনে অযথা বিলম্ব করে, শ্রীভগবৎপরাশক্তি মায়াদেবী তাহার সমক্ষে নানালোভজাল বিস্তারপূর্ব্বক তদীয় ইন্দ্রিয়তোষণার্থ ধাবিত করে এবং সেই সুযোগে তাহার পুনঃ পুনঃ জন্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে।

আসাম-প্রচার বিবরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিঃ এন, সি, বরদোলৈ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। সে সকল কথা ক্রমশঃ পারমার্থিক সাপ্তাহিক শ্রীগৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে। বরদোলৈ মহাশয়ের সৌজন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। বরদোলৈ মহাশয় বলিলেন যে জীবনে তিনি বহু ধর্ম্ম-বক্তা, পণ্ডিত প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু অত্যল্পকাল মাত্র সময় মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের কথা শ্রবণে যেরূপ মহোচ্চ আদর্শ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা তিনি এ যাবৎ কুত্রাপি লক্ষ্য করেন নাই।

—

গৌহাটীর পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন মহাশয় একজন বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি। তিনি প্রচারকবৃন্দকে গৌহাটী ষ্টেশনে অভ্যর্থনা এবং তাঁহাদিগের প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। তাঁহার সৌজন্য ও হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই উদ্যোগে গত ১১ই অক্টোবর বুধবার রাত্রিতে আর, এম, এস অফিসের বিশ্রামভবনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয়, শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন করেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

—

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসঙ্গে কামাখ্যা পাহাড়ে গমন করিয়াছিলেন। আমরা সেই সকল অভিযানের কথা পৃথক্ বিবরণে প্রকাশ করিব। গত ১০ই অক্টোবর প্রাতঃকালে মটরযানে শ্রীল প্রভুপাদ, আচার্য্যত্রিক প্রভুর সমভিব্যাহারে শিলঙ্ শুভ-বিজয় করিয়াছেন। আরো পঞ্চজন ভক্ত শিলং সার্ভিস্ মটরযোগে প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ পদার্পণ করিয়া স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট 'শ্রীচৈতন্যদেবের' প্রচারিত শুদ্ধ-ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

—

গত ১২ই অক্টোবর রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় [illegible] বাসিগণের আগ্রহাতিশয্যে গৌহাটী 'ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম সভা'য়, [illegible] ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ [illegible]
মহারাজ ও গৌড়ীয়ের অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সভা মধ্যে স্থানীয় কটন কলেজের বহু অধ্যাপক ছাত্র অনেক শিক্ষক, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে কটন কলেজ-এর প্রবীণ সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয় বলেন যে, শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের নাম ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, আমরা পঠদ্দশায় কলিকাতায় তাঁহার টোল সন্দর্শন করিয়াছি। তিনি সেই স্থানে জ্যোতিষ, বেদ, বেদান্ত ও ভাগবত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এবং ঐকান্তিক ভক্তির ফলস্বরূপ শ্রীগৌড়ীয় মঠ আজ সর্ব্বত্র সুনির্ম্মল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। আমাদেরই সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পদাশ্রয় এবং সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকসূত্রে অবস্থান করিতেছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে ইঁহাদের বিপুল প্রয়াস অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একজন বিশিষ্ট মহাজন। তাঁহারই অনুগত সম্প্রদায় আজ এই দেশে সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন (অবসর প্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট প্লিডার) মহাশয়ের উদ্যোগে এই সভা আহূত হইয়াছিল। তাঁহাকে এবং শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নানা কথা

আবহাওয়া

কয়েক দিন বৃষ্টি হওয়ার পর গত ১৪ই অক্টোবর হইতে আকাশ বেশ নির্ম্মল হইয়াছে, বৃষ্টিতে আমন ধান এবং মুগ, কলাই ছোলা প্রভৃতি শস্য সমূহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, রবিভাগে আমন ধান্যের শুভ অবস্থা দেখিয়া শুষ্ক-হৃদয় কৃষকগণের প্রাণে পুনঃ আশা বারির সঞ্চার হইয়াছে।

নবদ্বীপে ভেজাল বর্জ্জ

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, সহর নবদ্বীপের (হেল্‌থ অফিসার) মহোদয় ভেজাল দ্রব্য বন্ধ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক দোকানদারের ঘরে যাইয়া জিনিষ পত্রাদি পরীক্ষা করিতেছেন [illegible] উক্ত সহরে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় [illegible] বন্ধ হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর কলেজে থিয়েটার

গত শনিবার ও রবিবার কৃষ্ণনগর লেজ হলে কলেজ থিয়েটারী ইউ-নয়নের উদ্যোগে বঙ্কিম চন্দ্রের চন্দ্রশেখর ভিনীত হইয়াছিল। টিকেট দ্বারা প্রবেশাধিকার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং রাধারণ টিকেট বিক্রয় হইয়াছে।

খেলাধুলা

কৃষ্ণনগরের টাউন ক্লাব, এ, ভি স্কুলকে রাজিত করিয়া 'ধার ধাকারুর কাপ' লাভ রিয়াছে।

সি, এম্, এস্ স্কুল কলেজিয়েট স্কুলকে রাজিত করিয়া 'শচীন শিল্ড' লাভ রিয়াছে। কয়েক দিন যাবৎ কৃষ্ণনগরের ি, এম্, এস্ স্কুলের সহিত এ, ভি স্কুলের 'কনকোর্ড শিল্ডের' প্রতিযোগিতা খেলা ইতেছিল। দুই দিন 'ড্র' যাওয়ার পর ি, ভি, স্কুল এক গোলে জয়লাভ রিয়াছে।

ভীষণ খুন

কুমারখালি থানার অধীন বহলবাড়িয়া ামে তিনজন লোক নিদ্রাভিভূত থাকা ালে কে বা কাহারা তাহাদিগকে ভীষণ-াবে জখম করে। সকালে উক্ত তিন-ন কুষ্টিয়া হাঁসপাতালে আনীত হইয়া-ে। দুইদিন পরে একজন মারা গিয়াছে, ার জনের বাঁচিবার আশা করা যায়।

ঠাকুর দর্শনে লাঞ্ছনা

আজ কয়েক দিবস হইল সহর নবদ্বীপে াকুর দর্শন করিবার জন্য চারিটী ভদ্র োক বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছে। াঁহারা প্রথমে শচীমাতা দর্শনে যান, তথায় প্রবেশ দ্বারে জনৈক যুবক দওয়া-ান ছিলেন, তিনি প্রবেশে বাধা দিয়া লিলেন ভেট না দিয়া ভিতরে যাওয়া নষেধ; প্রত্যেককে দুই আনা করিয়া ভট দিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে এক ন বলিলেন, 'আমাদিগের নিকট অধিক য়সা নাই, আমরা চারিজনে দুই আনা াত্র দিব। আমরা জানি ঠাকুরঘরে দেব-শন নিষেধ—আমরা ভিতরে যাইয়া দেখিব'। যুবক বলিলেন—তাহা হইবে া, আট আনা দিতে হইবে। ইঁহারা ারি আনা পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন, যুবক াহাতে সম্মত হইলেন না দেখিয়া, "তবে ার আমরা দর্শন করিব না।" বলিয়া অন্যত্র মন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই ুবকটীও ইঁহাদিগকে পশ্চাদনুসরণ করিতে াগিলেন। ক্রমে ক্রমে ইঁহারা গৌর নিতাইয়ের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া ত্তথায় প্রবেশোদ্যত হইলে, ঐ অনুগামী ুবক "ভেট, ভেট—ভেট দিতে হইবে" বলিয়া দ্বারে অন্তরায় হইলেন। অত ভেট দিতে হইবে জিজ্ঞাসিত হওয়ায়, অনু-গামী যুবকটী বলিলেন, প্রত্যেকে দুই পয়সা করিয়া দিতেই হইবে।" তাঁহারা পূর্ব্ববৎ পয়সা নাই বলিয়া ভেট দিতে অসম্মত হইলে, ঐ যুবক অভদ্রোচিত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁহাদিগকে অপমানিত করিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তির সহিত বাক-বিতণ্ডা হইতেছে অপর তিনজন শ্রবণ করি-তেছেন ও আবশ্যক মত ২।১ টা কথা বলি-তেছে। তিনমধ্যে উহাদিগের একব্যক্তি প্রণাম হইতে ঈষৎ অবনত মস্তক করিয়া যেমন ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল, অমনি ঐ যুবকটী বলিলেন, 'এই ত ঠাকুর-দর্শন করিলে। ভেট দাও। ইঁহারা বলিলেন— দর্শন করি নাই। তিনি বলেন,—দর্শন হইয়াছে, ভেট দিতে হইবে। এই কথা লইয়া কিয়ৎক্ষণ বাক্-বিতণ্ডার পর চারি আনা দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। যদি পয়সাই দিতে হইল, তবে ভিতরে যাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন বলিয়া ভিতরে যাইয়া দর্শন করিলেন। হা গৌর-নিতাই! একদিন তোমরা তোমা-দের অযাচিত দয়া বিতরণ করিয়া নরা ধম উদ্ধার করিয়াছিলে, লোকে তোমাদের অমল শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছিল এবং কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিল, আর আজ তোমাদের সেই মূর্ত্তি পণ্যদ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে !!

আবার চৈনিক জলদস্যুদের অত্যাচার

চৈনিক জলদস্যুদের আর দুইটি অত্যা-চারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম, ওয়ানটাং নামে একখানি বৃটিশ জাহাজ ইয়াংসী নদীর মোহনা দিয়া যাইবার সময় দস্যুগণ তাহার উপর গুলী চালায়। ঐ জাহাজে সার ফ্রেডারিক হোয়াইট ও লেডী হোয়াইট ছিলেন। দ্বিতীয়, টুলজিয়েন নামে একখানি ফরাসী জাহাজ কোচোর নিকট দিয়া যখন যাইতেছিল, তখন দস্যু-গণ জাহাজখানিকে আক্রমণ করিয়া পাই-লটকে জখম এবং কাপ্তেনকে বন্দী করে। কাপ্তেনকে পরে তীরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আর, বাখেলের স্বদেশ যাত্রা

'ভারত সেবক সমিতির' অন্যতম সভ্য মিঃ আর, বাখেল ইয়োরোপের বহু শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করিয়া কাশগার শ্রমিক সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে একপক্ষ কাল অবস্থান করিয়া তিনি গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আগামী ২রা নভেম্বর তারিখে তিনি ভারতাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

বোম্বাইয়ে 'বাবাজী'র কীর্ত্তি

সাধু গণপত রাও পুরী বাবা সাতারা আপারওয়ের স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, ফরিয়াদী এবং তাহার স্ত্রী প্রায়ই আসামী 'বাবা'র ভজন আখড়ায় যাতায়াত করিত। এই অবস্থায় 'সাধুজী' যুবতী স্ত্রীলোকটিকে যাদুমন্ত্র দ্বারা বশীভূত করে এবং তাহার মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে, পূর্ব্ব জন্মে সে ছিল নেপালের রাণী এবং সাধুজী ছিলেন রাজা। অতঃপর স্ত্রীলোকটি যাহাতে "বাবাজীর" সহিত থাকিতে পারে তজ্জন্য "বাবাজী" তাহার স্বামীর নিকট তাহাকে (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তাব করে। স্বামী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু একদিন সে বাড়ীতে ছিল না। তখন বাবাজীর এক চেলা তাহার বাড়ী যাইয়া তাহার স্ত্রীকে গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার (চেলার) সহিত যাইতে সম্মত করে। ফরিয়াদী বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া বাবাজীর আখড়ায় তাহার খোঁজ করিতে গমন করে। তখন বাবাজী পুনরায় তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে বলে। ফরিয়াদীর ধারণা, আসামী তাহার স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই জন্য সে তাহাকে (স্ত্রীকে) আদালতে হাজির করিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করিয়াছে। —বাংলার কথা

যমুনায় খালাসীর জলসমাধি

গত ১২ই অক্টোবর রাত্রে মেল ডাক ষ্টীমার যখন যমুনা দিয়া শিরাজগঞ্জ হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাটে যাইতেছিল তখন এক-জন খালাসি কি করিয়া জলে পড়িয়া যায়। তাহাকে আর পাওয়া যায় না। বহুসন্ধানের পর তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, বলিয়া প্রকাশ।

বার্ম্মাওয়েল কোম্পানীতে অগ্নিকাণ্ড

পাঠকগণ অবগত আছেন, পাংদের নিকটবর্ত্তী কিওয়েলুলিকইতে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর তৈলের নল কাটিয়া যাওয়ায় তথায় একটি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে ঐ দুর্ঘটনার ফলে ঐ গ্রামের ৩৮ খানি বাটীর ক্ষতি হইয়াছে। একখানি গৃহে ৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে যে, এ যাবৎ ৫২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। হাঁসপাতালে যে ১৪ জন লোক অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগের ৩ জনের অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক

ইংলণ্ডে শ্রীমতী নাইডু

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

গত ১৬ অক্টোবর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার বন্ধুবর্গের একটী প্রীতি ভোজে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—ইংলণ্ডে এখন যে তিনটী পাণ্ডনামা রাজনৈতিক দল আছে, তাহাদের সকলেই ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নহেন এবং ভারতকে ছাড়িয়া দেওয়ার—অভিপ্রায় তাহাদের নাই। অবশ্য অল্প সংখ্যক শ্রমিক-সদস্য লইয়া একটী ছোট দল আছে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বোক্ত তিন দলের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তৎপর শ্রীমতী নাইডু বলেন,—ইংলণ্ডের পত্রসমূহ যে 'সাইমন কমিশন বয়কট ব্যর্থ হইয়াছে' বলিয়া প্রচার করিতেছে, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা সত্য নহে। মুষ্টিমেয় লোক প্রলোভনের বশীভূত হইয়া কমিশন সমর্থন করিলেও অধিকাংশ ভারতবাসীই কমিশন-বর্জ্জনের পক্ষপাতী। পারসিক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বয়কটেরই পক্ষপাতী।

অতঃপর পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্তা নাইডু বলিয়াছেন যে,—ভারতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতারই পক্ষপাতী। তবে সম্মিলিত ভাবে অভিযান করিবার উদ্দেশেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে সমগ্র ভারত সম্মত হইয়াছে।

অদ্য শ্রীমতী নাইডু আমেরিকা অভি-মুখে যাত্রা করিবেন।

যুদ্ধবিরতি-স্মৃতি রক্ষার্থে সম্রাটের ইস্তাহার

ভারত সরকার একটী ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি স্মৃতির জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বেলা ১১ ঘটিকার পর ২ মিনিট সকল রকম কার্য্য বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত সম্রাট মহোদয় তাঁহার ভক্ত প্রজাদের নিকট তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু কেবল রেলওয়ে এবং জল সরবরাহের কাজ বন্ধ থাকিবে না। ভারত সরকার আশা করেন যে ভারতের প্রজাগণ সম্রাটের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। বৃটিশ ভারতে এই উৎসব সম্পাদন করিবার জন্য সরকার রেলওয়ে টাইমের ১১ টাকে নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পুরুলিয়ায়

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

পুরুলিয়া জনসাধারণ শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে মান পত্র দান করেন। এক জনসভায় শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে মানপত্র প্রদান করিয়াছেন শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী একটি সুন্দর বক্তৃতায়। তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

বোম্বাই গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব

গত ১৬ই অক্টোবরের সভায় বোম্বাই গবর্ণমেন্টের মেমোরাণ্ডামের অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া বোঝা যায়, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট প্রস্তাব করিয়াছেন—ভোটাধিকার আর বাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাঁহাদের মতে ১৯১৯ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্যে সমগ্র ভাবে যে অসাফল্য দেখা গিয়াছে তাহার জন্য অসহযোগ আন্দোলনই দায়ী। বোম্বাই গবর্ণমেন্টের মেমোরাণ্ডাম দুই ভাগে বিভক্ত—একভাগে তাঁহাদের প্রস্তাব, অন্য ভাগে শাসন সংস্কারের কার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাইমন সভা শুধু শাসন-সংস্কার সম্পর্কে সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণেই মনোযোগ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, সার জন তদন্তের প্রথম ভাগে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য স্থানীয় গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবাবলী আলোচনা করিবেন।

সাইমনের পল্লী পরিদর্শন গ্রামবাসীদের অবস্থা

পুণায় ১৬ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, সার জন সাইমন ও কমিশনের আর কতিপয় সদস্য গত বুধবার সকালে কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সাধারণভাবে গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতীয় নারী সম্বন্ধে শ্রীমতী নাইডুর অভিমত

শ্রীযুক্তা নাইডু ৭ বৎসর পরে বিলাতে পুনরায় গমন করিয়া রয়টারের কোনও প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, তিনি ইংলণ্ডে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। ২১ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার প্রদান যে স্বাধীনতার অন্তর সোপানমাত্র, ভারতীয় নারী-সমাজ বহুকাল যাবৎ তাহা ভোগ করিতেছেন। ভারতে নাগরিক জীবনের বিভিন্ন বিভাগে নারী জাতি কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত, বিলাতের লোক তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বিলাতের নারী-আন্দোলনের সম্বন্ধে যোগদান করা লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়, কারণ উহা দ্বারা নারী-জাতির নিকৃষ্টতা স্বীকৃত হয়। ভারতে কখনও নারী-আন্দোলন হয় নাই এবং কখনও ঐরূপ আন্দোলনের আবশ্যকও হয় নাই। ভারতে কখনও স্ত্রী-পুরুষ সমস্যা উঠে না, কেবল যোগ্যতার বিচার করা হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ভারত-সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ সহযোগে বক্তৃতা করিবেন যে, ভারতে কেহ ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না।

মুসলমান গুণ্ডাদের অত্যাচার

প্রকাশ, গত শুক্রবার অপরাহ্নে মেটিয়াবুরুজের নিকটবর্ত্তী ত্রিশনদী নামক গ্রামের একটী বাটীতে কয়েকজন হিন্দু ভজনকারী বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে ভজনগান করিতেছিল। শ্রোতাদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিল। উহাদের মধ্যে প্রায় ৫-শত মুসলমান হঠাৎ ভজনকারীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে থাকে। ঐ স্থানের মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা অত্যধিক। ১৫ জন তাই হিন্দুরা বিষম বিপন্ন হইয়া পড়ে। কয়েকজন হিন্দু এই অবস্থায় অগ্রসর হইয়া ভজনকারীদিগকে রাস্তায় কোন মোটর বাসে উঠাইয়া দেয়। নচেৎ উহারা প্রাণ হারাইত, সন্দেহ নাই। এই ব্যাপারে এই অঞ্চলে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ২৪ পরগণার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদন্তের জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঘটনাস্থলে প্রহরী মোতায়েন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কয়েকজন মুসলমান গ্রেপ্তার হইয়াছে। একজন হিন্দু বর্ত্তমানে হাসপাতালে আছে। তাহার অবস্থা মারাত্মক।

আমদানী রপ্তানী

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আমদানী দ্রব্য সমূহের মূল্যের পরিমাণ ২০৭১ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ২৪৮৪ লক্ষ টাকা হইবে। গোপন ভাবে যে সকল জিনিষ আসিয়াছে, তাহার মূল্যের পরিমাণ ৮৯ লক্ষ টাকা।

অনাহারে আত্মহত্যা

বরুণা ইউনিয়নের মধ্যে [illegible] নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা গত [illegible] কাছে বিষ খাইয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সংসারের দারুণ অভাব হেতু মুখোপাধ্যায় মহাশয় [illegible] "শীঘ্র বাড়ী ফিরিতেছি" বলিয়া কেহ মাস কাল পূর্ব্বে [illegible]। [illegible] হতভাগিনী [illegible] প্রতিবেশীর বাটীতে খাইয়া জীবন রক্ষা করেন, পরে তাহাতে অপমান বোধে কেবল ৫৬ দিন অনশনে থাকিয়া ব্যাকুলচিত্তে পিতার আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তৎকাল পর্য্যন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোনও সংবাদও না পাওয়াতে তিনি অভিমান, অপমান ও অনশনের যন্ত্রণায় স্থির থাকিতে না পারিয়া কলকেফুলের বীজ সেবনে সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার পিতাপুত্রী ব্যতীত অপর কেহ ছিলেন না।

সুরাটে হিন্দু-মুসলমান গ্রেপ্তার

বোম্বাইয়ের ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ তদন্ত করিয়া কয়েকটি পাড়ায় হানা দেয় ও প্রায় ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের ভিতর ৩৭ জন মুসলমান ও ১১জন হিন্দু।

রাড়িখাল ইউনিয়ন বোর্ড সভাপতি অভিযুক্ত

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, এনগরের নিকটবর্ত্তী রাড়িখাল ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ঐ বোর্ডের 'ফণ্ড' হইতে ১০০০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। মুন্সিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, বসুর এজলাসে তাহার মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। সতীশবাবু বিচারকের সম্মুখে তাহার দোষ স্বীকার করেন এবং সুদসহ সমস্ত বাজেয়াপ্ত টাকা পরিশোধ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি এই প্রথমবারের আসামী বলিয়া বিচারক তাহাকে এক বৎসরের জন্য ২০০৲ টাকার জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন। সতীশবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতির পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি আর জীবনে কখনও ঐ পদের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন না।

নদীয়া প্রকাশ [illegible]

আগামী বন্ধ

পূজোপলক্ষে [illegible] পৃথিবীতে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসবোপলক্ষে আগামী ৫ই কার্ত্তিক ২২শে অক্টোবর হইতে ১০ই কার্ত্তিক ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত নদীয়া-প্রকাশ বন্ধ থাকিবেন।

পাঠকগণের প্রতি

আমার ন্যায় ভক্তিহীন পাঠকগণের মধ্যে কাহারও কৌতূহল হইতে পারে—শ্রীদুর্গা আরাধনার উপাস্য; তন্নিমিত্ত দৈনিক [illegible] অভিযান বন্ধ রাখিবার কারণ কি? উত্তরে বক্তব্য এই যে, বৈষ্ণবগণ সর্ব্বজীবের আত্মধর্ম্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাঁহারা সার্ব্বজনীন পরমার্থের সেবক এবং তাঁহারাই প্রকৃত শাক্ত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার নিত্যপরিচারকসূত্রে তৎসেবানিরত থাকিয়া ছায়াশক্তি মহামায়ার আনুগত্য করেন না বলিয়া "শাক্ত" নামে অভিহিত নহেন।

পুনশ্চ নিবেদন, ভোগপর জীবকুলকে কৃষ্ণালোচনা ত্যাগ করিয়া কয়েকদিনের জন্য আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কার্য্যে সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নদীয়া প্রকাশের শুভাবির্ভাব বন্ধ থাকে না। পরন্তু শ্রীপত্রিকায় প্রচারিত বিষয়সমূহের পুনরালোচনা ও শুদ্ধভক্ত সমীপে পরিপৃচ্ছা দ্বারা দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বের মীমাংসা শ্রবণের সুযোগ প্রদান হেতু মধ্যে মধ্যে নদীয়া প্রকাশ আত্মগোপন করিয়া থাকেন।

মহেশগঞ্জ স্কুলে পারিতোষিক

গত ১৫ই আশ্বিন বুধবার তারিখ মহেশগঞ্জ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষার ফলানুসারে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। এরূপ প্রথা ছাত্রগণকে পাঠে উৎসাহিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। আমরা মনে করি, সকল শ্রেণীর স্কুলেই এরূপ পুরস্কার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, সত্বরেই স্কুলের উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪৪০।

২৩শে কার্ত্তিক, সোমবার—১৩৩৩।

প্রীতি-সম্ভাষণ.

শ্রীপত্রিকা 'নদীয়া-প্রকাশে'র সমুদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, শ্রোতা ও পাঠকের প্রতি আমরা সাদর প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি। মহামায়া বৎসরান্তে একবার দিনত্রয়ের জন্য প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যাদি সহ আমাদিগের নিকট আগমন করিয়া সর্ব্বজীবের আকাঙ্ক্ষিত প্রদান-পূর্ব্বক দশমীদিনে স্বধামে গমন করিলেন; সুতরাং সর্ব্বভোগ-প্রদাত্রীর অদর্শনে আজ আমরা শোকাকুল হইয়া গুর্ব্বাদির অভিবাদন করত কল্যাণ-সংগ্রহে ব্যস্ত। অতএব সকলে আমাদের সাগ্রহালিঙ্গন লাভ করিয়া প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্তির পথ আশ্রয় করুন এবং আমাদিগকেও নিত্যপ্রেমোমার্গে সর্ব্বকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে কৃপা দান করুন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র ভোগের মূর্ত্ত-বিগ্রহ রাক্ষসকুলের নিধন-সাধন দ্বারা জগতে সনাতন ধর্ম্মের দৃঢ়ভিত্তি-স্থাপনার্থ এই দশমী তিথিতে বিজয়োৎসব করিয়া জীবকুলকে শিক্ষা দিলেন, জড়দেহাত্মাভিমান কর্ত্তৃক ভোগাকাঙ্ক্ষা চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুবস্তুকেও ভোগে লাগাইবার চেষ্টা করিলে পবনাবতার হনুমৎ-কর্ত্তৃক তাহার সমস্ত ভোগোপকরণ ধ্বংস হয় এবং এই প্রকারে সমুদয় কৈতব-শূন্য শুদ্ধসত্ত্বময় জীবচিত্তে ভগবদ্দাসত্ব প্রকট হইয়া থাকে।

এই বিজয়া দশমীতেই বৃদ্ধ-বৈষ্ণব ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ৈক-রক্ষক পবনাবতার প্রবর শ্রীমধ্বমুনি জগতে আবির্ভূত হইয়া সহস্র সহস্র যুক্তিদ্বারা ভোগিকুলের কুতর্ক জাল ছেদন করিয়া শ্রীল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস-দেবের ব্রহ্মসূত্র-সিদ্ধান্ত প্রচারিত করেন এবং জগতে শ্রীবালগোপালাবির্ভাব করান্। সেসময় ভোক্তৃত্ব বাসনামধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে চিত্তের নির্ম্মলতার অভাবে ভগবৎ-প্রাকট্য অসম্ভব, ইহাই প্রদর্শনার্থ শ্রীল মধ্বমুনির ঐ তিথিতে প্রাকট্য।

অতএব হে বান্ধবকুল! আসুন, আমরা ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের আচরিত মার্গেই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে করিতে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা-যোগ্যতা লাভ করিয়া ধন্য হই এবং সমস্বরে বলিতে সমর্থ হই—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

বিজয়া

"নদীয়া-প্রকাশ" বিজয়া দশমীর উৎসব স্মরণ করিয়া ভাবে মগ্ন ছিলেন, তজ্জন্য তিনি আপনাদের নিকট কয়েক দিন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আপনাদের আনন্দময়ী আসেন আবার চলিয়া যান, তাই তাঁর আগমনে যেমন আনন্দ, গমনে সেইরূপ তদপেক্ষা অধিক দুঃখ। দেবী এবৎসর নৌকায় গমন করিয়াছেন। দেবীর উপাসকগণ বলেন—"দেবী নৌকায় গমন করিলে বসুন্ধরা শস্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণা হন, আর যে বৎসর দোলায় গমন করেন সে বৎসর জগতে বিসূচিকা বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ভাই সকল! আনন্দময়ী স্বয়ং আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি হইয়াও আমাদিগকে কভু সুখ কভু দুঃখ প্রদান করিয়া সর্ব্বদা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন—এ বিষয়টী আপনারা কেহ একবারও অনুধাবন করিয়াছেন কি? স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে—তিনি 'মায়া', শুধু মায়া নহেন মহামায়া। মায়া শব্দের অর্থ কৃপা, তিনি সাক্ষাৎ কৃপা স্বরূপিণী, কৃষ্ণ বিস্মৃত অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকে 'কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়'—এই বাক্যানুসারে পুনঃ পুনঃ দণ্ডপ্রদান করিয়া জীবচিত্ত শোধন প্রয়াসিনী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎটী কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের কারাগার। মায়াদেবী এই কারাগারের কর্ত্রী বলিয়া তিনি দুর্গা। কারাগাররক্ষিত অপরাধী জীবসমূহ যাহাতে পলায়ন করিতে না পারেন তজ্জন্য কারাকর্ত্রী সশস্ত্র দশ-হস্তে দশদিক রক্ষা করিতেছেন। জড়া সরস্বতী ও জড়া লক্ষ্মী তাঁহার দুই পার্শ্বে বর্ত্তমান। দেবী যাহাকে সকপট কৃপা করেন তাঁহাকে জড় সরস্বতী অর্থাৎ প্রাকৃত বিদ্যা ও জড়ীয় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া মোহিত করেন আর যাঁহাকে নিষ্কপট কৃপা করেন তাঁহাকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করেন—

জনম মরণ জরা,
যে সংসারে আছে ভরা।
তাহে কিবা আছে বল সার।
আয়ু অতি অল্পদিন,
ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার,
চিত্ত করে ছারখার
বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই
অমিশ্র আনন্দ নাই.
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে
কেন মায়া রাখ হবে
কায়াটীরে পরমার্থ ধন॥

মায়া দেবীকে কৃপা বলিলাম কেন তাহা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি—মায়া দেবী কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবের জন্য বিবিধ ক্লেশ সৃষ্টি করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তিনি যদি সেই সকল ক্লেশ সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে যে কি ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত তাহা স্মরণ করিলেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তখন মায়া দেবীকে কৃপা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। মনে করুন গবর্ণমেন্ট প্রজা দিগকে চোর বদমায়েস দিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কারাগার নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কয়েদীদিগকে অশেষ ক্লেশ প্রদান করিতেছেন কাহাকেও ফাঁসীকাঠে ঝুলাইতেছেন ইহ তাঁহার কৃপা না নিষ্ঠুরতা? অজ্ঞ লোকে মূর্খলোকে তাহাকে নিষ্ঠুরতা বলিলেও উহা নিশ্চয়ই কৃপা। সাধারণে মায়াদেবীর সকপট কৃপাকে তাঁহার কৃপা বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহার ফলে কভু ইন্দ্রত্ব আবার তৎপরক্ষণেই বিষ্ঠাভোজী শূকরত্ব লাভের যোগ্যতা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। যেখানে জড়ানন্দ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যেখানে জড়ানন্দ চিরকালের জন্য বিদায় করিয়াছেন, সেইখানেই চিদানন্দ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিনই বৈষ্ণবদিগের বিজয়া দশমীর উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের এ আনন্দোৎসব নিত্য নূতন, ২।৪ দিনের জন্য নহে। জড়ানন্দময়ীর উপাসক রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া ভগবান্ রামচন্দ্র যে স্বীয় অনুগতগণকে চিদানন্দ বা প্রেম-সুখ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই বৈষ্ণবগণের বিজয়া দশমীর উৎসব।

পাঠকবর্গ আপনাদের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন—আপনারা আনন্দময়ীর নিষ্কপট কৃপায় জড়ানন্দ শীঘ্র চিরকালের জন্য সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবদিগের বিজয়োৎসবে যোগদান করুন।

ভক্ত

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

ইহ জগতে আমরা সকলেই ভক্ত; কিন্তু প্রকারে বহু। কেহ মাতৃপিতৃ ভক্ত, কেহ দেশভক্ত, কেহ সমাজ-ভক্ত, কেহ পত্নীভক্ত, কেহ টাকা-পয়সা-জোত-জমাভক্ত, কেহ চাকুরীর খাতিরে মালিকের ভক্ত, কেহ খেলার ভক্ত, কেহ নেশার ভক্ত, কেহ শিকারের ভক্ত, আর কেহ বা উপপত্নী অথবা বেশ্যার ভক্ত। ভজ ধাতুর অর্থ সেবা করা। ভক্তি ও ভক্ত দুই শব্দেরই মূল ভজ ধাতু। একটী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, অপরটী বিশেষণ। ভক্তিগুণ যাহার আছে, তিনিই ভক্ত। ভক্তি থাকাই ভক্ত হওয়ার কারণ। ভজ ধাতু সেবার্থে, সুতরাং যে যাহার সেবক সে সেই বস্তুর ভক্ত। যিনি প্রাকৃত বস্তুর সেবক, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। যিনি অপ্রাকৃত বস্তু অধোক্ষজের সেবক, তিনি বাস্তব ভক্ত। তবে প্রাকৃত ভক্ত প্রাকৃত সহজিয়া সমাজে ভক্ত আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্ত সমাজ কখনও প্রাকৃত ভক্তগণকে ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা দেন না।

যিনি যাহাকে ভক্তি করেন অর্থাৎ সেবা করেন তিনি তাহার ভক্ত। আগে ভক্তি অর্থাৎ সেবারূপ ক্রিয়া তৎপর ভক্ত পদবী লাভ। উহা কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ বা ধার করিয়া লইতে হয় না। ভক্তি অর্থাৎ সেবা করিলেই ভক্ত বিশেষণটী অযাচিত ভাবে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে।

যিনি ভক্তি (সেবা) করেন, তিনি ভক্ত বা সেবক। আর ভক্তির ক্রিয়া সেবা যাহাতে প্রযোজিত হয় তিনি সেব্য। তাহা হইলে এই সেব্য সেবক ভাব ও সম্বন্ধ আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে ইহ জগতের সেব্য সেবকভাবে দেহাত্মবোধ থাকায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা প্রবলা। যাঁহারা জানেন "দাতৃরূপে সব দেহে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি। তাহাতে সে করি প্রীতি তাহাতে সে ভক্তি"॥, তাঁহারা প্রতিজীবে চেতন বস্তুর বিকাশ চিৎ অর্থাৎ সাধৎ শক্তির তত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্ত কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবই কৃষ্ণের সেবক জানিয়া থাকেন। তদ্বিপরীত ভাবে আমরা যাহার সেবা করি, সে আমার সুখোৎপাদন করিবে, এই ভাবই প্রবল থাকিয়া যায়। সেবক ভাবেন, আমি যাঁহার সেবা করি তিনি আমার সুখোৎপাদন করিবেন। আর সেব্য ভাবেন, ইহারা আমার সেবক। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের আনুকূল্য করাই ইহাদের কর্ত্তব্য। এইভাবে সেব্য-সেবকের ও সেবক-সেব্যের সেবায় অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও প্রত্যেকে সেব্য অভিমানে ভোক্তা সাজিয়াছি। আমার ভক্তির যত চেষ্টা সবই নিজের ভোগের জন্য। কপালের দোষে অষ্ট প্রহর আপাদ মস্তক গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে গাধার মত খাটিয়াই মরিতে হইতেছে একটু বিশ্রাম ও ছুটিনা, তবুও ভবিষ্যতে সুখ লাভ হইবে এই নেশা যায় না, এই নেশার বশবর্ত্তী হইয়া খুব খাটি। আবার এ অবস্থায়ও আমাদের মধ্যে অনেক ধুরন্ধর বলিয়া থাকেন—এইটীই সুখ, যে, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারকে প্রতি পালন করিয়া, আসিতেছি সেই জন্যই তাহারা সুখে আছে ও থাকিবে;

অথচ প্রাণে যথেষ্ট হা হুতাশ ; কেবল মুখের ও গায়ের জোরে তর্কে জয়লাভ করা এবং নিজের জোকামী ঢাকিবার চেষ্টা করা।

আমি যাহাকেই ভোগ করিতে যাই, বা যাহারই সেবা গ্রহণ করিতে চাই, সেই আমাকে ভোগ করিতে থাকে ও সেবক সাজাইয়া সেবা করাইয়া লয়। এবংবিধ অবস্থায় আবহমান কাল হইতেই সেবাকে সেবা করিতে গিয়া প্রবল নিজেন্দ্রিয়তোষণ-প্রবৃত্তি মজ্জাগত হইয়া অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। এই অভ্যাসটী পরিশেষে ঠাকুর দেবতাতেও পৌঁছিয়াছে। আমাদের যত পূজা, যত ভক্তি, সবই প্রায় শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায়। যে ঠাকুর যত বেশী পরিমাণে, আমার সাংসারিক ভোগের উপকরণ, টাকা পয়সা ধন, দৌলত, মান, যশঃ, রূপবতী ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, তাহাদের দৈহিক সুস্থতা প্রভৃতি ভারে ভারে মাথায় করিয়া আনিয়া আমার দুয়ারে উপস্থিত করিতে পারেন তাঁহার পূজাটাই বিশেষ উৎসব-ধামের সহিত পুনঃ পুনঃ করি। দেবদেবীরাও তা করিবেন। ভোগাকাঙ্ক্ষাই, যখন স্বর্গাদি কামনা করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, সুতরাং অন্যের পূজা পাইবার নিমিত্ত বাধ্য হইয়া পরস্পর পরস্পরের ভোগোপকরণ হইতে হয়। সবই সমান। তবে আমরা রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু লইয়া জীবনযাপন করি, আর দেব অর্থাৎ স্বর্গ লোকে এগুলির অভাব, কেবলই ভোগ, ইন্দ্রিয়তর্পণ ; তথায় কোথাও পারিজাত ফুলের বাগান ইহজগতের পার্ক বা গার্ডেন, কোথাও কিন্নর-কিন্নরীগণের নৃত্য গীত, ইহজগতের নাট্য সমাজ, বা থিয়েটার, চপ্ প্যালার কীর্তন, কোথাও বা শুধু অপ্সরাগণের নৃত্য ও তৎসঙ্গে সুধানন্দ পান, ইহ জগতের বাই খেমটা নাচ—এই সকল লইয়া দেব তারা স্বর্গে এবং ইহজগতের বিত্তশালীরা মশগুল। এমন কি সকল দেবগণের রাজ পদবী ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারিলেও কথাই নাই, কেবল স্ফূর্তি। তবে মাঝে মাঝে এই ইন্দ্রত্ব-পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয় ইহাই যা দুঃখ, যেমন পৃথুরাজের সঙ্গে হইয়াছিল।

যিনি যত বড় ভোগী অর্থাৎ যাঁহার ভোগের আশা এত বড় যে কিছুতেই মিটে না, তিনি পর জন্মে উদগ্রভাবে বড় দরের স্বর্গ সুখ আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগী হইয়া, যোগের ভিতর ভোগের লেশটা প্রাণ ভরিয়া মিটাইতে চান। ব্যবহারিক জগতে এইটাই খুব লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, ভোগ করিতে করিতে চরমে উঠিয়া যখন আর কোন মতেই ভোগের পিপাসা নিবৃত্ত হয় না, তখনই মানুষ কৌপীন পরিয়া পর্বতগুহা বা সেই প্রকার কোন নির্জন স্থানে যোগ ধ্যানাদি ত্যাগ পন্থা অবলম্বন করেন। সংসার অসার, আমি অসার ; সুতরাং ত্যাগেই সুখ মনে করিতে যাইয়া তাঁহারা স্বয়ং ভগবানকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বসেন অর্থাৎ নাস্তিক হইয়া যান। দুর্ব্বাসা মুনির ত্যাগাভিমানই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভক্ত কখনও ত্যাগী ও নহেন, ভোগী ও নহেন। ভক্ত দেহে আত্ম-বুদ্ধি করেন না এবং অনিত্য দেহ-মনের সুখের নিমিত্ত বিশ্বের কোন দ্রব্য চান না ; তাঁহারা যাবতীয় বস্তু কৃষ্ণ সেবোপকরণ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর থাকিয়া কৃষ্ণ প্রদত্ত প্রসাদ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এইটাই, শুদ্ধ বাস্তব ভক্তের বৈশিষ্ট্য।

জাগতিক ভক্ত ও ভক্তির চরম উদ্দেশ্য ভোগ প্রাপ্তি। এইরূপ বিবিধ ভক্তি জগতেই বিচরণ করে। সুতরাং জগৎ যেরূপ গমনশীল, ভক্তিগুলিও তদ্রূপ। তারপর জাগতিক ভক্তির উদ্দিষ্ট বস্তুর অনিত্যতাভাবহেতু ,আমরা বিভিন্ন সময়ে দেহমনের খেয়ালে বিভিন্ন বস্তুতে আসক্ত হইয়া বিভিন্ন বস্তুর সেবা করত বহু সেব্যের সেবকত্বে বারবনিতার নীতি-গ্রহণ করি। এই প্রকারে বাস্তব বস্তুর সন্ধান না পাইয়া মাটিয়া বিচারে ভক্তিকে অনিত্য ও হেয় বোধ করায় ভক্তিদেবীর চরণে মহাপরাধ করিতেছি। হেয় বস্তুর অনিত্য সেবায় নিবিষ্ট থাকায় বাস্তব বস্তুর নিত্যসেবা উদিত হওয়ার অবকাশ নাই।

বাস্তব বস্তুর নিত্য সেবায় হেয়তা, অবরতা, আদান, প্রদান-বিনিময় প্রথা, স্ব ভোগ-বাঞ্ছা, কিছুই নাই। কেবল সেবা। সেবাতে কেবলই সুখ, দুঃখও সুখ। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত পরম সুখ।" নিজের নিজত্ব ভুলিয়া সংসারকারামুক্ত হইয়া শুধুই সেবা অর্থাৎ জীবের নিত্য স্বভাব কৃষ্ণসেবা-তৎপরতা। সেই সেবা কামগন্ধবিহীন ; কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা, দেহ, দ্রবিণ কোনটারই স্থান সেই বাস্তব সেবার লক্ষ্য স্থানে নাই বলিয়া তাহা শুদ্ধভক্তি নামে অভিহিতা। এই শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ শুদ্ধসেবাপরায়ণ শুদ্ধ-সেবকই শুদ্ধভক্ত নামে কথিত। শুদ্ধের অর্থ নির্ম্মল অর্থাৎ যাহাতে অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞান-যোগরূপ কোন ময়লা ঢুকিতে পারে নাই। তেমন ভক্তিযাজনশীল জনগণই শুদ্ধভক্ত। এতদ্ভিন্ন বাদ বাকি, ভক্ত নামে জগতে পরিচিত হইলেও তত্ত্বদর্শী-দিগের চক্ষে বিদ্ধ-ভক্ত, মিছা-ভক্ত, ছদ্ম-ভক্ত কপট-ভক্ত, প্রাকৃত-সহজিয়া নামে প্রতিপন্ন হন। বলা বাহুল্য, প্রাকৃত-সহজিয়াই জগতে বহু বহু।

শুদ্ধ-ভক্তির কথা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শুদ্ধভক্তি গ্রন্থেই আছে। উহা একমাত্র শুদ্ধ ভক্ত অর্থাৎ স্বয়ং আচরণশীল আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিতে হয়।

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-
কথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং
যথা পয়ঃ ॥
(পদ্মপুরাণম্)

অর্থাৎ "দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুধানিবৃত্ত হয় ; কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বধারত পবিত্র হরিকথামৃত পানে জীবের ভক্তি বৃত্তির উন্মেষ হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি, বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। এইরূপ "নামাপরাধ" শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া হইয়া থাকে।" তাহার প্রমাণ, আধুনিক জগতে ভাগবত-পাঠক ও কীর্ত্তনীয়া এবং অন্যান্য রকমের প্রচারকের সংখ্যা যতই অধিক হইতেছে, ততই সেই সমস্ত নামাপরাধ শ্রবণ করিয়া জীবের অনর্থ বর্দ্ধিত হইতেছে। কারণ নামাপরাধিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য অবগত নহেন। অন্তরনিষ্ঠা না থাকায় অশুদ্ধ-চিত্ত হেতু শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হন না। তবু যদি নাস্তিক বৌদ্ধাচার অবলম্বনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কথকতার ধৃষ্টতা দেখান যায়, তাহাতে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নিজ নিজ শিরে কুঠারাঘাত করিতেছেন, ইহা ধ্রুবসত্য।

অতএব আত্মমঙ্গল-কামী জনগণ সর্ব্বদাই শুদ্ধভক্ত মুখে শুদ্ধ ভক্তির কথা শ্রবণ করিবেন। প্রথম মুখে একটু তিক্তই বোধ হইবে। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় তোষণযোগ্য কোন কথা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বলেন না। পিত্ত-রোগীর মিছরিতে অরুচি হইলেও জোর করিয়া টুকরাটা মুখে ফেলিয়া রাখিলেই কাজ হয়। পিত্ত রোগটাও সারিয়া যায়, আর মিছরিতেও অরুচি হয় না। সেই প্রকার রুচি না জন্মিলেও প্রথম প্রথম খুব জোর করিয়া শুদ্ধভক্তগণের ভুবন-মঙ্গলবাণী শ্রবণ করিতে হয়। শুনিতে শুনিতে শ্রবণবিবরে বিষয়কথাগুলি যাওয়ায় রাস্তাগুলি বন্ধ হইয়া শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রবেশের রাস্তা প্রস্তুত হইবে। পরিশেষে এই শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণববাণী শুধু তাহাই অন্তরের অন্তস্তলে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আসন গ্রহণ করিবেন। তদ্ভিন্ন আর কোন অশুদ্ধ, অপসিদ্ধান্তের শব্দ তথায় পৌঁছিতে পারিবে না। তথাকথিত ভূতাকাশোৎপন্ন শব্দ ভূতাকাশেই বিলীন হইবে।

শুদ্ধভক্তগণই বাস্তবিক ভক্তির সন্ধান জানেন। যাঁহারা তাঁহাদের সেবক তাঁহারাই বাস্তব ভক্ত। বাকি সবই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভক্ত, কৃষ্ণাভক্ত, অসাধু, সজ্জনগণের অসম্ভাষ্য। এই শুদ্ধ ভক্তগণের পদধূলি, পদজল, ভুক্তশেষ পাইলেই জীবহৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়। তাহাতেই জীব ভক্ত হন।

দয়া না নিষ্ঠুরতা ?

জগতের সকলেই জগৎপতি শ্রীভগবানকে দয়াময় বলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাকে আমাদের ধারণায় নিষ্ঠুরই বলিতে হয়।

শ্রীভগবান্ দয়াময়, আর সকলেই দয়ার প্রার্থী। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি দয়ালু দাতার শরণাপন্ন হয়। তাই, আমাদের ধারণায়, আমাদের মনগড়া অভাব-মিটান ভগবানকে অভাব দূরকারী বলিয়া থাকি। আবার তৎপ্রদত্ত অভাব-মিটান বস্তুটি যখন পুনরায় আমাদের কাছ ছাড়া হয় তখন পূর্ব্বকথিত দয়াময় ভগবান্কে নিষ্ঠুর বলিতে কুণ্ঠিত হই না।

সঙ্গ-প্রিয় মানব সঙ্গ ছাড়া থাকিতে পারে না, সঙ্গ ছাড়া চলিতে পারে না। সঙ্গ না পাইয়া বাতুল হইয়া যায়। তাই সে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বে, তাহার মনোমত সঙ্গী খুঁজিয়া লয়। সে সঙ্গীকে তাহার জীবন-পথের এমনই অবলম্বন করে যে, রৌদ্র বর্ষাদিত্তাপ হইতে রক্ষাকারী বাসোপযোগী গৃহকেও গৃহ না বলিয়া জড়-দেহধারী জনককে গৃহ বলিতে ব্যস্ত হয়। এই স্বরূপ গৃহ লাভাতে সে, সঙ্গের ফল স্বরূপ পুত্রের অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত চিত্তে বাস করে। পুত্ররূপ অভাবে সে, আপনাকে অভাবগ্রস্ত মনে করিয়া সেই অভাব দূর করিবার মানসে অনন্যোপায় হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্, প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ী পুত্ররূপ ফল দান করেন। সেকালে প্রার্থী তাঁহার অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে অভীষ্টদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে দয়াময় বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া থাকে। কিন্তু যখনই সেই পুত্রটি, তাহার পিতার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বিদায় [illegible]

মূলে ছাই দিয়া, মোকদ্দমার কল্পনার অবসর্জনকারী পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যায়, তখন জগৎ-রূপায় পুত্রবান্ দয়াময়-সন্তোষণকারী [illegible] ব্যক্তিই সেই ভগবানকে নিষ্ঠুর বলিয়া থাকে। এখন বক্তব্য:—

ভগবান্ দয়াময় না নিষ্ঠুর ?

জগৎপতির রচনাকৌশলে, জগৎ অভাবপূর্ণ হইয়াছে। কারণ অভাবই অনিত্য এবং পরিণামী বস্তুর স্বভাব। আর ভাবই নিত্যবস্তুর স্বভাব। যে বস্তুতে যাহা নাই, সেই বস্তু হইতে তাহার সন্ধানে অনন্তকোটি জীবন ব্যস্ত করিলেও মিলিবে না। জল এবং দুগ্ধ উভয়ই তরল পদার্থ। দুগ্ধে দধির উপাদান আছে, কিন্তু জলে তাহা নাই। যদি কেহ নিজের বুদ্ধিহীনতার পরিচয়ে জল ও দুগ্ধের তরলতার সাম্যবুদ্ধি লইয়া জল হইতে দধি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রধাবিত হন তবে ফলকালে শ্রমই লাভ হইবে। অভাবময় এই জগতেও যিনি অভাব মিটাইবার প্রয়াস পাইবেন তাঁহারও অলাভই লাভ হইবে।

ধনশূন্যতার নাম অভাব বা ঋণ। ধনাগমে ধনহীনের অভাব বিদূরিত হয়—পুনরায় ধনাভাব হয় না। কিন্তু এই জগতে লোকে যাহাকে ধন বলিতেছে। সেই ধন সংগ্রহকালে আয়াস, সংগৃহীত ধন রক্ষার ত্রাস এবং ধন-ব্যয়ে শোকগ্রস্ত হয়। এইরূপ আদি-মধ্য-অন্তে উদ্বেগদাতা ধনকে আমরা ভ্রান্ত ধারণায় ধনবুদ্ধি করিয়া—

> অনেক যতন করি ধন উপার্জিনু।
> আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥

শ্রীভগবান্ই দয়াময়। আমরা কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে দেখিতে যাইয়া তাঁহাকে দয়াময় দেখিতে পাই না। যেমন শিক্ষক মহাশয় দুই ছাত্রের যদি দুই স্বভাবের প্রশ্রয় দেন তবে ঐ দুই ছাত্রের নিকট শিক্ষক মহাশয় দয়াময় হন। আবার ঐ দুই ছাত্রকে তাহার মত বিরুদ্ধ হিতা শিক্ষা দিতে গেলে মঙ্গলকামী শিক্ষক মহাশয় আত্ম অমঙ্গল প্রার্থী বালকের নিকট নিষ্ঠুর হন। এই জগতে আমরা অল্প সময়ের জন্য আসিয়াছি। পান্থশালার মিলিত ব্যক্তিগণের ন্যায় অল্পক্ষণ অবস্থান করিয়াই আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং এই জাগতিক বস্তুতে অভাব দূর হইবে বিবেচনা করিয়া যাহারা সেই অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয়, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না এবং [illegible] বিজ্ঞগণও তাহা অনুমোদন করেন না। অভাবে দাঁড়াইলে লোকে অভাবগ্রস্ত হয়। জীব যদি স্বভাব অর্থাৎ নিজের [illegible] বুঝিয়া, তাহা হইলে তাঁহাকে ভগবান্ই দয়াময় বলিয়া [illegible] অভাব মিটাইবার আশায় মায়াচিন্তার পশ্চাতে ধাবিত হইতে হইত না।

শ্রীভগবান্ কিরূপ দয়াময়, বিচার করিলে কাহাকেও তাঁহার চরণে চিরবিক্রীত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান্ স্বভাব-ভ্রান্ত অভাবগ্রস্ত আমাদিগের প্রার্থনায় আমাদিগের নিজের ধারণায় অভাব-মিটান বস্তুটী দান করেন। কিন্তু পুনরায় প্রদত্ত বস্তুটি তাঁহার স্বভাব ভুলক হয়ায় পরিচয়ে কাড়িয়া লন, কেন না তিনি বলেন—

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।"

জীবের ধারণায় যেটী তাহার অভাব মিটান ধন সেটি তিনি দান করিয়া হরণ করেন। আবার যে অধনকে সে ধন বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে সেই গুলিকে একেবারে হরণ না করিয়া ক্রমে ক্রমে হরণ করেন। কেন না অধনের পশ্চাতে ধন বলিয়া ধাবিত ব্যক্তিকে বারবার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ, যন্ত্রণা, ইষ্টশোক, শাস্তি, অশান্তি দান করিয়া প্রকৃত ধন চিনিবার সুযোগ দেন। আমাদের বিচারে ধনটাকে তিনি মূর্খের বিচারের ফল জানাইয়া পরম বিজ্ঞেরও জ্ঞেয় বস্তু তিনি, নিজের দাস জীবকে ধন দান করেন:—

> কৃষ্ণ কহে, আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ।
> অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, সেই বড় মূর্খ॥
> আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
> স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

ওহে ভ্রান্ত জীব! চিন্তা কর, ধৈর্য্যধারণ করিয়া দেখ; তুমি নিজেকে ভুলিয়া, নিজ প্রভুকে ভুলিয়া, নিজ প্রভু-রচিত বিশ্বের তত্ত্ব ভুলিয়া অভাবে উন্মত্ত হইয়া অভাববৃদ্ধিকারী অভাবকে ধন বলিয়া, অভাববিনাশী শ্রীভগবানের নিকট পুনরায় যে অভাবের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলে, ঐ দেখ, দয়াময় প্রভু, তোমার প্রার্থিত অভাবে শুধু অভাবগ্রস্ত করিলেন না, অধিকন্তু তোমার স্বভাব-ভ্রান্তিকে চিরতরে বিদূরিত করিয়া অভাবের পরপারে—স্বভাবের রাজ্যে চির বসতিদানে চিরসুখী করিলেন। অকৃতজ্ঞ তুমি কৃতজ্ঞতার চক্ষুতে দেখ—

তোমার প্রভু দয়াময়, না নিষ্ঠুর?

অসহযোগিতা কেন?

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

অবিরোহবাদী মনোধর্ম্মী প্রাকৃত সহজিয়াগণের; বাস্তব-সত্য সম্বন্ধে ধারণা পরস্পর পৃথক্ হওয়ায়, কল্পিত বিভিন্ন বাস্তব-সত্যের (!) উপাসক-সূত্রে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ বর্ত্তমান, তাই আমরা দেখিতে পাই কর্ম্মীর সহিত যোগীর, যোগীর সহিত জ্ঞানীর, ভোগীর সহিত ত্যাগীর, কাম-কামীর সহিত মোক্ষ-কামীর, সাকারবাদীর সহিত নিরাকারবাদীর ও আস্তিকের সহিত নাস্তিকের প্রবল প্রতিযোগিতা; কিন্তু বস্তু যেখানে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব সর্ব্বকারণ কারণ ব্রজেন্দ্রনন্দন—সেখানে সেই অদ্বয়-জ্ঞানের সেবকগণের মধ্যে বিরোধ বা প্রতিযোগিতা বলিয়া কোন মৎসর-ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; পরন্তু সেখানে সাম্য ও মৈত্রীর এক পরম উদার মিলনক্ষেত্র।

এখানে এই প্রকার একটী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইতে পারে যে, একমাত্র বাস্তব সত্য বস্তুর সেবকগণের মধ্যে যদি বিরোধ না থাকে, তাহা হইলে আমরা চাল-ডাল্দার, (১) নামাপরাধ ছড়া-কীর্ত্তনকারী ও 'দাবি-তেকী' বাগানবাড়ীর (২) শ্রীরূপভক্তবেশধারী ভূতপ্রেতকল্পনা-লোচনাকারীর, (৩) ত্রিদণ্ডের গৃহী বাউলের অনুগত শিবতলার গ্রাম্য-সাহিত্যিকের (৪) আচার্য্যাধস্তন ক্রব পণ্ডিতম্মন্য চূড়াধারী কুরসিকের (৫) এবং বরাহনেবের অধস্তনগণের ন্যায় ধর্মধ্বজী প্রভু মুক্ত (!) বহুনাভিমানী গৃহমেধী জাতিগোস্বামিগণের সহিত গৌড়ীয় মঠাশ্রিত জনগণের সহযোগিতাভাব লক্ষ্য করি কেন? তাঁহারাও ত সেই অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব বাস্তব সত্য-তত্ত্ব গৌরসুন্দরেরই সেবক, 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় দান করিয়া থাকেন। এতদুত্তরে আমার বক্তব্য যদি আপনারা কৃপা পূর্ব্বক মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করেন তাহা হইলে বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

গৌড়ীয়—অবরোহবাদী, গৌড়ীয়—শ্রৌতপন্থী, গৌড়ীয় আত্মধর্ম্মী, গৌড়ীয় স্বরূপ-রূপানুগ গুরুপাদপদ্মাশ্রিত, গৌড়ীয় আনুকূল্যশীল, গৌড়ীয় কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগী, আর পূর্ব্বপক্ষ দেহাত্মাভিমানী গৌড়ীয় (!) গণ অধিরোহবাদী, তর্কপন্থী, মনোধর্ম্মী, বিরূপ-রূপানুগ-লঘুপদাশ্রিত, আনুকরণিক, ভোগার্থে কৃষ্ণ ত্যাগী।

যদ্যপি পূর্ব্বপক্ষকারিগণের কল্পিত বাস্তব সত্যের (!) উপাসকগণ সত্য-সত্য গৌড়ীয় হইবেন তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণে ও প্রচারে শ্রৌতপন্থার শ্রদ্ধাহীনতা ও গৌড়েশ্বর স্বরূপদামোদরানুগ শ্রীরূপপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহনাভাব লক্ষিত হইত না।

শ্রৌতপন্থী গৌড়েশ্বর শ্রীল স্বরূপ-দামোদরানুগ শ্রীশ্রীমদ্রঘুনাথ পাদপদ্মাশ্রিত শুদ্ধ 'গৌড়ীয়' সুবিমল ভক্ত্যানুগত্য প্রভাবে বিশেষরূপে জানেন যে—

> "অসৎ সঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
> স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এখানে 'স্ত্রীসঙ্গ' কথাটির অর্থ [illegible] প্রয়োজন। সাধারণতঃ 'স্ত্রী' বলিতে [illegible] পুরুষের বিবাহিত বৈধপত্নী অথবা [illegible] আসক্তি বা অবৈধ স্ত্রী [illegible] করা হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু যে কোন বস্তু দ্বারা আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বগিন্দ্রিয়ের তর্পণ করিতে পারি, তাহাকেই সেই ইন্দ্রিয়ের 'ভোগ্য' বলা যাইতে পারে। স্থূলেন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মেন্দ্রিয় তর্পণের উপাদান রূপে আমরা যে কোন বস্তুই গ্রহণ করি না কেন তাহাই 'স্ত্রী' শব্দ বাচ্য এবং সেই উপাদানগুলির প্রতি ইন্দ্রিয় সমূহের বিলাস রূপ যে কার্য্য তাহারই নাম 'স্ত্রীসঙ্গ' এবং সেই স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখের ভোক্তা 'মন', সুতরাং মনোধর্ম্মী প্রাকৃত সহজিয়াগণই 'স্ত্রীসঙ্গী' অতএব 'অসৎসঙ্গ' ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার,—এই শ্রৌত বাক্যের অনুসরণকারী 'গৌড়ীয়' যখন পূর্ব্বপক্ষকারীর মনঃকল্পিত গৌড়ীয় (!) গণের সহিত সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রৌরব-পথের যাত্রিরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না।

যাঁহারা 'তৃণাদপি ও তিতিক্ষু [illegible] বুদ্ধিবিশিষ্ট, গোবর্দ্ধনাদিই যত্ন দ্বারা নিয়ম লাভ হয়,' এই শ্রৌত বাক্যানুসরণে গোময় সদৃশ গুরুদ্রব সঙ্গ দূরে পরিহার পূর্ব্বক শ্রৌতপন্থী শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত গুরু-তত্ত্ববিৎ ষড়্‌বেগ-জয়ী পরমহংস গোস্বামীর আনুগত্য লাভ করিয়া 'অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার' এই বিচারাবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তৃণাদপি সুনীচ 'গৌড়ীয়', তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু 'গৌড়ীয়', অমানী মানদ, গৌড়ীয় সদা হরিকীর্ত্তনকারী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার পালনকারী, গৌড়ীয় তাঁহাদের সহিত চিরসহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অনন্তকালব্যাপী তাঁহাদের-সেবা করিতে প্রস্তুত—ইহাই গৌড়ীয়ের স্বরূপ ধর্ম্ম।

'গৌড়ীয়' গুর্ব্বানুগত্য প্রভাবে জানেন যে:—গৃহ মেধীয় ধর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া—স্ত্রীপুত্র কুটুম্বাদির ভরণ পোষণ ও ইন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে ভগবদ্ভক্তের বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতকে যাঁহারা প্রাকৃত কামভোগের যন্ত্র বিশেষ মনে করিয়া কুতর্ক পাঠকের কর্ম্ম করেন তাঁহারা কখন, শ্রৌতপন্থী রূপানুগ গৌড়ীয় নহেন। সেইজন্য 'গৌড়ীয়' তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন না, কারণ ভাগবত বলেন:—

> মৌন ব্রত শ্রুত তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম
> ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
> প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
> বার্ত্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্॥

[ক্রমশঃ]

অর্থাৎ ভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা গোস্বামিগণ ভক্তেন্দ্রিয়তোষণ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোদাস-গণ ঐ সকল শাস্ত্র বিক্রয় ও তাহাদের দেহসম্পর্কিত ভোগ্য স্ত্রীপুত্রগণের ইন্দ্রিয় তর্পণ করাইবার চেষ্টা করে।

(১) গৃহব্রত, মর্কটবৈরাগী ও ভাগবতদিগকে নিবৃত্তাদর্শ মহাভাগবত জানে এবং আপনাদিগকেও কৃষ্ণব্রত, বৃক্ত বৈরাগী ও পরমহংস বিচারে যাঁহারা শ্রীগম্ভীরায় নিভৃত প্রকোষ্ঠে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীল দামোদর স্বরূপ কর্তৃক গীত ও রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আস্বাদ্য 'চণ্ডীদাস' 'বিদ্যাপতি' 'রায়ের নাটক গীতি' প্রভৃতির কীর্ত্তনকারী ও শ্রোতা বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা কখন স্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয় নহেন; সেইজন্য রূপানুগ গৌড়ীয় তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন না।

(২) স্মার্ত্ত পদাবলেহনকারী, ছাগ-মাংসভোজী, মাতৃমন্দির (!) সেবক (!) অন্তরে শাক্ত বাহিরে শৈব ও সভামধ্যে বৈষ্ণব মতাবলম্বনকারী, অর্থাৎ অর্থবিনিময়ে 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' মতবাদ প্রচারকারী যেরূপ প্রয়োজন সেই প্রকার বক্তৃতা দাতা, কখন ভূতপ্রেততত্ত্বালোচক, কখন ভাগবত পাঠক, কখন স্বদেশ উদ্ধারের বক্তা কখন গ্রাম্য সাহিত্য সম্মিলনীর সভ্য, কখন সুবর্ণ বণিক সংস্কার বিধাতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, সেই প্রকার স্বেচ্ছা-চারী, উন্মার্গগামী, বালকভৃত্য মোহ-উপ-দেশক—কখন 'মহোপদেশক' ভাগবতধর্ম্ম রূপপদাশ্রিত গৌড়ীয়'নহেন। সুতরাং রূপ-পদাশ্রিত 'গৌড়ীয় কখন ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত কোন প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারেন না।

(৩) গৌড়ীয়' মহাজনোপদিষ্ট পঞ্চ-তত্ত্ব সমন্বিত গৌরসুন্দরের নাম এবং স্বয়ং গৌরসুন্দরের উপদিষ্ট 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করিয়া থাকেন কিন্তু গুর্ব্বানুগত্য ত্যাগকারী মনোধর্ম্মীগণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ 'নিতাই-রাধে গৌরশ্যাম' প্রভৃতি নামাপ-রাধ ছড়া গান করিয়া শিশ্নবৃত্তি করেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ 'কেহ শুক্র-শোণিতোদ্ভব শৃগাল-কুক্কুর-ভোগ্য জড় মাংস-পিণ্ডময় দেহকে প্রাকৃত স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া প্রাকৃত যোষিদ্গণের সহিত অবাধে মিলিবার সুযোগ আবিষ্কার পূর্ব্বক ব্যভিচারে রত—পূর্ব্বপক্ষবাদীর কল্পিত এই শ্রেণীর 'গৌড়ীয়'(?) গণের সহিত সহযোগিতা স্থাপনের কল্পনাকেও রূপানুগ 'গৌড়ীয়'গণ বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করেন।

(৪) কাম প্রাবল্যে (বাস্তবভাবে (!)) স্ত্রী-সুরা পানকারী—ভিক্ষেণ্য সাধু-বাবা (!) সুহিবাউলের অনুগত শিষ্যভাব গোদাস; স্বদেশীয় কবি অপেক্ষা শত সহস্রগুণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ দুষ্ট মতবাদ-প্রচারকারী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজনাভিজ্ঞ গ্রাম্য সাহিত্যিক, যিনি উৎকট বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রীতি প্রদর্শন ছলে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীশ্রীল দামোদর স্বরূপের গৌরসেবা শিথিলতা লক্ষ্য করিয়াছেন সেই প্রকার অপরাধী পাষণ্ড কখনও শ্রীশ্রীগৌর নারায়ণ ও লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সেবক গৌড়ীয় নহেন সুতরাং দামোদর স্বরূপ ভৃত্য গৌড়ীয়' এই শ্রেণীর পাষণ্ড গণের মুখদর্শনকারীকেও 'অসৎসঙ্গ ত্যাগের' বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া জানেন।

(৫) গুর্ব্বানুগত্যভাবে মনোধর্ম্ম চালিত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত-বর্ণন-প্রসঙ্গে যিনি সমস্ত লক্ষ্মীগণের মূল অংশিনী শ্রীমতী বার্ষভানবী অপেক্ষা তাঁহার অংশ স্বরূপিণী শ্রীশ্রীগৌর নারায়ণের লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার বিপ্রলম্ভ রসাধিক্যের কল্পনা করিয়া যে কুরসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তিনি কখন 'রসিক' পদবাচ্য শ্রৌতপন্থী স্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয় নহেন সুতরাং রূপ রঘুনাথানুগ 'গৌড়ীয়' সিদ্ধান্ত বিরোধীর সহিত সহযোগিতাস্থাপন করিয়া কখন গুর্ব্বানুগত্য-ত্যাগ করিতে পারেন না।

(৬) যাঁহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যজীব বিশেষ জ্ঞান করেন এবং দেহাত্ম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের ধমনীতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের শোণিত (!) প্রবাহিত হইতেছে সুতরাং তাঁহারা প্রভু (!) গোস্বামী (!) ও বৈষ্ণব (!) বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা কখন শ্রৌতপন্থী রূপপদাশ্রিত গৌড়ীয় নহেন অতএব শ্রীবরাহদেবের বর্ত্তমানাধস্তনগণের সহিত শ্রীবরাহ বিষ্ণুর উপাসক সম্প্রদায় যেমন কোন সম্বন্ধ রাখেন না বরং যদি কোন বরাহ-সন্তান শ্রীবরাহদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন তাহা হইলে শ্রীবরাহদেবের সেবার দ্রব্যগুলি অপবিত্র হইয়াছে জানে ফেলিয়া-দেওয়া হয় তদ্রূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাধস্তনগণের বিষ্ণু-বৈষ্ণবানুগত্যাভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রৌতপন্থী 'গৌড়ীয়'গণ তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিবার পরিবর্ত্তে দূর হইতে সম্মান প্রদর্শন করেন।

নিরপেক্ষ সজ্জনগণ যদ্যপি পূর্ব্বপক্ষ নিরাসনপর শ্রৌতবাক্যগুলি একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তভাবে আলোচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, পূর্ব্বপক্ষবাদিগণের প্রস্তাবিত গৌড়ীয় (!) গণের সহিত নিরপেক্ষ

কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব

আগামী ২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর সোমবার দিবস সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরু-ক্ষেত্রে শ্রীব্রহ্মকুণ্ডে ও বৈপায়নহ্রদে স্নানার্থ পক্ষকালব্যাপী এক বিরাট মেলা হইবে। এই জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগ-সহকারে মেলার সুবন্দোবস্ত করিতেছেন, মেলায় যোগদান করিবার জন্য বহু দেশ হইতে বহু লোক সমাগত হইয়া থাকে। এই স্থানে আমাদের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়-মঠ স্থাপিত আছে। অন্যূন চারিবিঘা পরিমিত ভূমি উক্ত মঠের অধিকার ভুক্ত। এইরূপ স্থানে মঠ নির্ম্মাণের জন্য স্থানীয় অধিবাসিগণের বিশেষ আগ্রহ ও যত্ন দেখা যায়। এই মেলা উপলক্ষে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে দীর্ঘকালব্যাপী উৎসব হইবে। তজ্জন্য মঠের নিজস্ব ভূমি ব্যতীত আরও স্বতন্ত্র প্রশস্ত ভূমি সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ স্থানে এই সময়ে অল্পমাত্র ভূমি পাওয়াও অত্যন্ত দুষ্কর, কিন্তু [*Mela officer*,] ব্যাসগৌড়ীয় মঠস্থ সেবকগণের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন। ইতিমধ্যেই একখানি সুপ্রশস্ত গৃহ ভাড়া করা হইয়াছে এবং আরও যথেষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে। শোনা যায় যে, অন্যূন ১৫।১৬ লক্ষ লোক মেলাতে সমবেত হইবে। তজ্জন্য বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহার আয়োজন চলিতেছে। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের মহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের 'প্রভাস যজ্ঞ' কালীন যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তদনুরূপ অনুষ্ঠানের চিত্র বিগ্রহাদি-প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। তজ্জন্য বহুদূর বিস্তৃত স্থানে ছাপ্পড় তোলা হইতেছে এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে বিশেষ সুবিধাসহকারে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তাহার বিশেষ আয়োজন হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের অসংখ্য ভক্তগণ, অনেক রাজা রাজড়া ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইবে। প্রায় ৫০ বৎসর পরে এই যোগ উপস্থিত হইয়াছে।

বাস্তবসত্য—অবর জ্ঞান গুণ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত স্বরূপ-রূপানুগ শ্রৌতপন্থী গৌড়ীয়ের সহযোগিতা-তাহ কেন?

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন নিমাই বেড়াচ্ছে, সঙ্গে অনেক ছাত্রও আছে; এমন সময় মুকুন্দ পাশ কাটিয়ে চলে যায় দেখে, খপ করে হাত চেপে ধরে বল্লে, মুকুন্দ! তুমি আমায় দেখে পালিয়ে যাও কেন বল দেখি? আজ আমায় বুঝিয়ে দেতে হবে। মুকুন্দ ফাঁপরে পড়ে গেল, ভাবলে ভারি ব্যাপার দেখছি আজ আবার খানিক ভোগান্তি আছে। যা হোক এর দৌড় তো ব্যাকরণ দিয়ে. আর কিছু জানে না—কেবল ব্যাকরণটা খুব ভাল জানে। আজ দেখা যাবে—আজ অলঙ্কারের কথ. বল্‌বো—অলঙ্কারে বাছাকে ঠেকিয়ে দেবো যেন আমার কাছে আর বড়াই না করতে পারে। বল্লে হাঁ হাঁ তোমার বিদ্যে তো কেবল ব্যাকরণে? ব্যাকরণ ছেলেরা পড়ে, সে শিশু শাস্ত্র নিয়ে কোন কথা হবে না, অলঙ্কারে এস, অলঙ্কার নিয়ে তোমার সঙ্গে বিচার ক'রবো, দেখি কেমন বিদ্যে বোঝা যাবে এখন।

নি। তোমার যা মনে হয়, তাই বল না কেন, আমার তাতে কোন কথা নেই।

মুকুন্দ নিমাইয়ের কথা শুনে, খুব শক্ত শক্ত অলঙ্কার দিয়ে শ্লোকাষ্টক কবিতা ব'লে, নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলে এতে কি কি অলঙ্কার আছে বল দেখি? তোমার কেমন বিদ্যে দেখা যাক্। নিমাই কবিতা শুনে বল্‌লে দেখ মুকুন্দ! এই যে তুমি শব্দালঙ্কারগুলি দিয়েছ, তাতে কবিতাটা শুনতে বেশ হয়েছে বটে, কিন্তু অর্থটা যে এ বারে বোঝা যাচ্ছে না? কি ভয়ানক দোষ হয়েছে দেখ দেখি? শব্দ দিয়ে যদি অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি না থাক্‌লো তা হ'লে সে সব বৃথা শব্দ বসানয় কি ফল?

মুকুন্দ চুপ ক'রে রইল।

নি। তোমার কবিতায় শব্দ গুলো যে, কোন রকম ভাব প্রকাশ ক'রছে তা আমাকে বুঝিয়ে দাও! তোমার মনের ভাব কি তা বল?

মুকুন্দ মাথা হেঁট করে রইল।

নিমাই তার পর আবার দেখ, এই যে অর্থালঙ্কার দিয়ে যে কবিতাটা এতে কত দোষ হ'য়েছে তা বুঝতে পারছ? খুঁটি নাটি ভাল রকম দেখা থাকলে আর এ ভাবের কথা বলতে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িকী

আজ কয়েক দিন হইল পূজার ছুটীতে কয়েক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পরবিদ্যাপীঠে একশত ছাত্রকে বিনাব্যয়ে যত্ন করিয়া রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা আছে শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রদ্ধানন্দ-প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজের গুরুকুল ও ঋষিকুলের সংবাদ তাঁহারা বিশেষ ভাবে জানেন। পরবিদ্যাপীঠের শিক্ষা-প্রণালী, ছাত্রদিগের প্রতি যত্ন ও তাঁহাদিগের নৈতিক চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আলোচনা করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অবশেষে তাঁহারা বলিতে বাধ্য হইলেন,—এত অধিক ছাত্রদিগের প্রতি এই প্রকার যত্ন ও শিক্ষার সুব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত ভারতে কুত্রাপি দেখা যায় না।

তাঁহাদের সঙ্গে আর কয়েকটি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ছিলেন, তন্মধ্যে একজন বলিলেন, "মহাশয়! আপনারা মঠে বাস করেন বাহিরের খবর বড় রাখেন না। আজকাল আমাদিগকে যে কি কষ্টে বাস করিতে হইতেছে, তাহা বলিয়া কি জানাইব। আমরা আমাদের গৃহে একখানি গীতা পর্য্যন্ত রাখিতে সমর্থ হইতেছি না, গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেই তাহা জোর পূর্ব্বক আমাদের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিতেছি না, দোষ আমাদের, কেননা আমাদের ধর্ম্মে একতা নাই। ধর্ম্মের একতা না থাকায় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যস্ত। ভারতে এই প্রকার সমন্বয়-ধর্ম্মের অভাব বশতঃই আমাদের এত দুর্গতি হইয়াছে, আপনারা 'গৌরাঙ্গ' 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া ব্যস্ত হইবেন, তাহা হইলে চলিবে না, এখন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় প্রচার করুন।"

আলাপ করিয়া বুঝিলাম, লোকটি শঙ্কর-পন্থাবলম্বী অদ্বৈতবাদী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম আদৌ আলোচনা করেন নাই, তাঁহার ধারণা—ভারতে শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য ও বিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গের সম্প্রদায় বোধ হয় সেই সকল সম্প্রদায়ের মতই আর একটী সম্প্রদায়। আমরা ভদ্র লোকটীকে বিশেষ শিক্ষিত জানিয়া চৈতন্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলাম—"মহাশয়, সমন্বয় ধর্ম্ম প্রচার করাই এক মাত্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, বিবাদ করা কখনই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া আপনারা যতই চেষ্টা করুন, মুড়ি-মিশ্রী স্বর্ণ-কাংস্য, বিষ-অমৃত কখনই বাজারে সমানভাবে আদৃত হইবে না বা সমান দরে বিকাইবে না। চেতন ও জড় দুইটী পৃথক্ বস্তু দুইটীর ধর্ম্ম, স্বভাব বা শক্তিও পৃথক্, উভয়ের ঐক্য অসম্ভব। যিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, ঐ দুইটী নিত্যকালই পৃথক্ আছে, ছিল এবং থাকিবে। ধর্ম্ম বলিতে আপনি কি বুঝেন? আমরা বলি, 'ধর্ম্ম' অর্থে বস্তুর স্বভাব বা গুণকে লক্ষ্য করে। বস্তু-তত্ত্ব-বিচারে আমরা জগতে তিনটী বস্তু লক্ষ্য করিয়া থাকি,—একটী চেতনহীন জড়—জল বায়ু অগ্নি আকাশ প্রভৃতি, অপরটী চেতন—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি। এই দুইটী ছাড়া আর একটী বস্তু আমরা লক্ষ্য করি, সেটী চেতনহীন জড়ও নহে এবং বিশুদ্ধ চেতনও নহে, সেই বস্তুটীর নাম মন, দার্শনিক ভাষায় উহা চিদাভাস বা মিশ্র-চেতন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনকেই আত্মা বলিয়া স্থির করিলেও বিশেষ বিচার করিলে মন ও আত্মা পৃথক্ বলিয়া ধারণা হইবে। মন সর্ব্বদা জড় লইয়াই বিচার করে, বিশুদ্ধ চেতনের উপলব্ধি করিতে পারে না। মন যদি বিশুদ্ধ চেতন হইত, তাহা হইলে তাহাতে জড়ের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের ব্যবধান থাকিত না। যাহা হউক এস্থলে তাহা বিচার্য্য নয়। বস্তুতত্ত্বের ত্রিবিধ পর্য্যায়ানুসারে জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সমুদয় ধর্ম্ম এই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্ম, অচেতন জড়ের ধর্ম্ম এবং মিশ্র-চেতনের ধর্ম্ম। বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্ম প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্মেই একমাত্র সর্ব্ব-সমন্বয় ধর্ম্ম আবদ্ধ। বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্মে কোন প্রকার হিংসা বা অসমন্বয় নাই বা থাকিতে পারে না, যেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে ভোগ বা ত্যাগ সেইখানেই হিংসা বা অসমন্বয়, উহাই অচেতনের ধর্ম্ম বা মিশ্র-চেতনের ধর্ম্ম। স্থূল দেহ-সুখই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্ম অচেতনের ধর্ম্ম। একের সুখ অন্যের সুখের বিঘ্ন কারক বলিয়া স্থূল-দেহধর্ম্মে বা মিশ্রচেতন ধর্ম্মে ঐক্য নাই। মনের শান্তিই সুখ—এই জ্ঞানে যাঁহারা দৈহিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মনঃসুখের নিমিত্ত কোন একটী মনঃকল্পিত পন্থার সৃষ্টি করেন, তাহাতেও সামঞ্জস্য নাই, কেননা যদ্দ্বারা একজনের মনের সুখ হয়, তাহাতে অন্যের সুখ কখনও সম্ভব হইতে পারে না, স্থূল, সূক্ষ্মের অতীত বিশুদ্ধ চেতনের ধর্ম্মেই ঐক্যতান অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র এই চেতনের ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চেতনের ধর্ম্ম, জীবমাত্রেই (এমন কি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম পর্য্যন্ত) যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব-ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, এমন ধর্ম্ম প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মে যে একমাত্র সমন্বয় আছে, তাহা আপনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন, যদি নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করেন। দেখুন, আপনি মনে করিতেছেন, আপনি সমন্বয়-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিন্তু বিচার করিয়া দেখুন, আপনি যদি সত্য সত্যই সমন্বয় ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট আপনাকে ধর্ম্মালোচনায় বাধা দিবেন কেন? আমাদের প্রেসে ১০।১২ হাজার গীতা ছাপা হইতেছে, বড় গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আজ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই কেন? আমরা কাহারও প্রতি হিংসা করি না, পরন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা দিই না, পরন্তু সর্ব্বজীবের চরণে ধরিয়া তাঁহাদিগকে হিংসা-ধর্ম্ম হইতে, অনিত্য দেহ-মনের ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চৈতন্যের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য নিবেদন করি।

গীতা বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন—উহাতে সর্ব্ব-ধর্ম্মের সমন্বয় আছে। গীতা শাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মের কথা আছে, কিন্তু সেই কর্ম্ম দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, স্বদেশ হিতৈষণা, দুর্ভিক্ষ-দমন, অনাথবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নহে, কিন্তু ভগবানের ও ভক্তের জন্য নিখিল চেষ্টা—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

—হে কৌন্তেয়, যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবানের উদ্দেশে যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই জীবকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে, তদ্ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্ম, কর্ম্মবন্ধন-মূল।

গীতার শেষ ছয় অধ্যায়ে যে জ্ঞানের কথা আছে, তাহা বিচার করিলেও আপনি দেখিতে পাইবেন, সেই একই কথা। ভগবানের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে হইলে ভগবানের স্বরূপ, কর্ম্মকর্ত্তার নিজের স্বরূপ ও কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন। গীতায় শেষ ছয় অধ্যায়ে আলোচনা স্থলে জ্ঞানের কথা বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থলে কি বলিতেছেন, বিচার করুন।—

"হে কৌন্তেয়! আমি তোমাকে গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্যতর পরমাত্মজ্ঞান বলিলাম। এখন গুহ্যতম জ্ঞান বলিতেছি। এই জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া বলিতেছি; সেটী এই—ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্তসমর্পণ কর সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাগত হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্ববিপদ হইতে রক্ষা করিব। এই জ্ঞানই বিশুদ্ধ চেতনের জ্ঞান। যে ধর্ম্ম বা জ্ঞান যে পরিমাণে উক্ত চেতন ধর্ম্মের বা জ্ঞানের সন্নিকটস্থ, সেই ধর্ম্ম সেই পরিমাণে আদরণীয়। যে ধর্ম্ম চরমে আত্মবিনাশ বা নির্ব্বাণ ও ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তর্পণকে লক্ষ্য করে, তাহাকে সমন্বয় ধর্ম্ম বলিবার পরিবর্ত্তে আত্মহিংসা বা বিকৃত ধর্ম্ম বলা উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিজলীখাঁ, চাঁদকাজী, হুসেনসাহ-প্রমুখ পাঠান মুসলমানগণও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব বলিলে, কোন সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করে না। বিষ্ণু-বস্তু সর্ব্বব্যাপী সূত্রে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তিনি স্থূল অণু পরমাণুতে স্বীয় বৈকুণ্ঠলীলা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মানুষের বুদ্ধিতে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম শব্দে যে বস্তু জ্ঞাপন করে, বিষ্ণু শব্দে তাহা বুঝায় না। বিষ্ণু শব্দটী কোন সাম্প্রদায়িক শব্দ নহে। বৈষ্ণব সেই বিষ্ণুরই বস্তু, বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র নন।

বামনের চাঁদে হাত

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, নবীন মোক মায়াপুর স্থাপনকারীর পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুত অমূল্য চরণ ঘোষ মজুমদার কিছুদিন পূর্ব্বে অর্দ্ধ জল খাইয়া নারটি পর ভেকধারীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে মাঁহোভোগের উকিলের সহিত উভয়ের চরণদ্বয়ের সাম্য দেখিতেছেন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্য-বৈঠকে ভর্তা-সহকারে মেকী মিঞাপুরের প্রত্নোদ্ঘাটনে নানাপ্রকার কারদানী দেখাইয়াছিলেন। ভিক্ষিচাল ভাবাপাগলের মুহুরী-গিরিতে ভর্ত্তি হইয়া অব্যক্ত প্রকৃতির ন্যায় নিজের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিয়া মেঘনাদের অনুকরণ করিতেছিলেন

ও আলবার্ট হলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কান্দাগিরির বিজ্ঞ দেখাইতে ছিলেন, আর আলামপুরের মস্ত মহাশয়ের মন যোগাইতেছিলেন; হঠাৎ সাহিত্য-কাননের সেই প্রস্ফুটিত পুষ্পটি ঝরিয়া পড়িয়া ধরায় 'বৈরাগ্যের পরম সুখ' উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কোন কি মিঞা পুলকে 'বাবাজীর মঠ'-নাম পুস্তক মাসপোনা দেখিয়া এবেন ধুকরের মুর বহন করিতে গিয়া যে চালে চলিতেছিলেন, সহ বিচ্ছেদ লক্ষ লইলে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার মত কাশিমবাজারের বৈষ্ণবের উপকারী মহারাজকে কাকচার মঠে গোরক্ষনাথের দেখাইবার জন্য যে লণ্ঠন পোরা বুদ্ধ লইয়া কৃষ্ণনগর দেখাইতে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গলদ ছিল—চক্ষু। আবার ডুব দিয়ে জল খাওয়া দল তাহার গুপ্ত রহস্য শিবের বাবা না জানিতে পারিলেও 'নরাণাং ধূর্ত্ত:' লোকস্বত্ত্ব অনুসারে হয়। দাস-ঘোষ-বাবাজী ও গোপেশ্বর উকিল বন্ধু যোগে যে লুকান কাঁটা বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাঁটা ফুঁদাতে গিয়া [illegible]র বাগিতে গুরু-রহস্যভঙ্গী চিত্রিত হইয়াছে।

মৌতোগের উকিল বাবুর মোক বিক্রমপুরের ও কালাচাঁদ ও পাণ্ডার পক্ষ সমর্থনের রহস্য ক্রমশ: আমেরিকার ন্যায় আবিষ্কৃত হইলে যে যথার বস্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। গোপকুল হইতে পুত্র রাখিবার জন্য কায়স্থ বংশীয় পুর্ব্বানুক্রমে যে একটী দানপুর শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার বদলে অদ্বিতীয় বেশ সাহিত্যবিবেদী মণি গোস্বামীকে লাগিয়া যাওয়ায় সম্প্রতি 'অবতার' সম্পাদক মনীন্দ্রীব-বংশ ভুলা দেখাইতে পারিয়াছেন অর্থাৎ বাংলা বাংলা—অমানবাবার দিনেমার্ক টিটোনের রক্ত আছে।

নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণের হয়ত 'কাহারও হাত আতার' কাগজ পড়ে নাই। কিন্তু নদীয়ার প্রকাশ-বিষয়ে কাণ মাথাইয়া তাঁহার অনেক কাটিতে গিয়া যে চতুর্ভুজ কাণ্ড-যুগল উঠিয়া পড়িয়ে লাগিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী চিত্র গত বৎসরে আশ্বিন তারিখের 'অবতারে' অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা সেই চিত্রটির নমুনা স্বরূপ এর পাঠকগণের জন্য নিম্নে অঙ্কিত করিলাম।

রহস্যভণ্ডাদের অবতার আর একটি চিত্র দেখাইয়াছেন। সেই ব্লকটি আমাদের দুষ্প্রাপ্য বিধায় দিতে পারিলাম না। তাহাতেও বহু কৃতিত্ব আছে। সময়ান্তরে তাহার নমুনাও দিবার ইচ্ছা রহিল।

('অবতার' নামক আশ্বিন হইতে উদ্ধৃত)

সাড়ে বত্রিশ ভাজা

আমাদের অনেক রসজ্ঞ পাঠক সম্প্রতি একটী ছড়া অবতারের আগুড়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা উহাকেই অবলম্বন করিয়া গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিলাম। প্রেরিত ছড়াটী এই—

কে রে তুই বিদ্যে ভূষা? —
চোখের কোণে পাঁকের কেশা।
নাম নহে কো খাঁটী সোনা।
পারন্দের পগাড় চোষ।
প্রভুপাদের মালপো চোষা।
মুচির বাড়ীর লুচি গোগা।
বড়লোকের আফিস গোষা।
পাড়ীইঁদের জাবদা শোনা।
সত্যি কথা কানস্ খানা!
দেখাই চেড়ে ভড়াম্ চোনা॥

* * *

সত্যকে এই বিদ্যে ভূষা? বিদ্যে ভূষা যিনি হউন, আমরা কিন্তু এক বিদ্যাভূষণের সমাচার রাখি। তবে সঙ্গে কিন্তু স্বর্গ নরক-রসাতল পরিক্রম করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নানারূপে এই কলিকাতার বিরাজ করিতেছেন। তিনি লোকসমাজে শ্রীঅমলাচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ নামে পরিচিত। 'শ্রী' সকল জীবের জন্মনামের পূর্ব্বেই থাকে, সুতরাং ইহাতে আপত্তি নাই। অমূল্য নাম—ইহাও সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুর নাম—দাসঘোষ না লিখিলেও ঘোষ আঙ্কারান সংক্ষিপ্ত সংস্করণে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং যে পরিচয় মনের ভিতরে প্রস্ফুট হইয়া উঠে, তাহাতেও আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তু 'বিদ্যাভূষণ' এইখানেই ঘোর আপত্তি বল আপত্তি—বিভ্রাট বল বিভ্রাট—সন্দেহ বল সন্দেহ। শ্রীঅমূলাচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ-নামক উপাধির সংশয়েও বলে কোথায় তাঁহার বর্ত্তমান ঠাট রচনা করিলেন,—তাহা দেশের লোককে না জানাইতে পারেন, ভদ্রতার খাতিরে অন্ততঃ সাহিত্যপারদর্শনের নবস্তম্ভদের, চালতাবাগানের গৌরাঙ্গ-মিলন মন্দিরের বৈষ্ণব প্রধানবর্গকে, বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে অবগত করাইবেন কি? যতদিন না করাইতেছেন, ততদিন তাঁহার উপর হইতে এই প্রশ্নের গুরুভার নিশ্চয়ই নামিবে না।

* * *

আবার তিনি বড়াই করিয়া বেড়ান—আমি একজন বহুভাষাবিৎ এবং ২৮টী ভাষা জানি। ভারতের কতিপয় প্রাদেশিক ভাষা ব্যতীত হিব্রু গ্রীক্, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, ইটালীয়ান্ প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত। বিদ্যাভূষণের দালালেরা এই কথা অনেক স্থানে বলিয়া থাকে। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি—ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী যখন মেটকাফ হলে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে অধ্যাপক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ কুমার প্রভৃতি বিদ্যাভূষণের বহু ভাষায় জ্ঞানের বহর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। সে জ্ঞান—অতলস্পর্শ। ইংরেজী ভাষায় কথা আছে—'*Fools rush in where angels fear to tread!*' একবার এই বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণ *Edward Institution* নামক এক স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুলে ইংরেজী বাঙ্গালা ব্যতীত ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়া এক সাইন বোর্ড ঝুলান থাকিত, অনেকে সাইনবোর্ড দেখিয়া ভাষা শিক্ষার জন্য সেই স্কুলে যাইত এবং গিয়া দেখিত—সর্ব্বভাষার অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ। যাহারা ইহার বাগ্‌বিভূতিতে ভুলিয়া বহুভাষা শিক্ষার জন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইত, তাহারা কয়দিন পরেই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিত এবং কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিত। সকলেই এই ভাষাবিদের স্কুলের পিণ্ড দান করিতে আসিয়া যে যন্ত্রণার প্রতি যে কটু কাটব্য বর্ষণ করিত, তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন—এমন লোক এখনও জীবিত আছেন। প্রয়োজন হইলে প্রতারিত ভাষা শিক্ষার্থীদের পত্র এবং এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের রশিদ পর্য্যন্ত *Produce* বা *Reproduce* ও করিয়া দিতে পারি। বিদ্যাসাগর কলেজে হিন্দি পাঠার্থী ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন—এর অক্ষরে মাটিতে পা পড়ে না। কিন্তু পালির বিদ্যা যে ফাঁকি ধরিয়া দেখাইতে পারা যায়।

মুখে বড়াই করিলে ত' চলিবে না, কাজ দেখাইয়া বড়াই করিলে লোকে তাহা সহ্য করিবে। কয়টা ভাষা তুমি জান হে বিদ্যেভূষণ? তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার সাহস আছে? কোন্ ভাষায় অতলস্পর্শ জ্ঞানের পরীক্ষা তুমি বুক ঠুকিয়া দিতে পার, তাহা একবার জানাইয়া রাখিবে কি? সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে গিয়া একবার বড়াই করিয়াছিলে—আমি অনর্গল সংস্কৃতে বক্তৃতা করিতে পারি; অমুক জায়গায় দুইঘণ্টা সংস্কৃত বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছি। তন্ত্রের উপর সেদিন সংস্কৃতে বক্তৃতা দিয়াছি। কিন্তু সে বড়াই তন্ত্রের এক সভায় পণ্ডিতদিগের করিতেই ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। এখন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও কলেজপরিদর্শকগণ শ্রীঅমূল্য ঘোষ-

গুরুতে নরবুদ্ধি

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিভাস্কর)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব আদি ও একমাত্র বাস্তব বস্তু। 'অদ্বয়জ্ঞান' বলিতে ইঁহাকেই লক্ষ্য করে। ইনি চিদ্বিলাস পূর্ণানন্দময় পুরুষ। ইঁহার আনন্দবারিধি স্বতঃ উদ্বেলিত হয় ও নানাপ্রকার লীলার প্রকটন-মুখে ইঁহাকে প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান নব নব আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

বেদশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।" ভগবানের এই যে বহুরূপে প্রকট হইবার ইচ্ছা, তাহা উপরি উক্ত তদীয় আনন্দবারিধির অকস্মাৎ উদ্বেলনোত্থ সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পের পূর্ত্তিকালে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দ্বিতীয় কলেবর শ্রীবলদেব প্রভু প্রকটিত হন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাথমিক বিস্তার শ্রীবলদেব প্রভু যদিও তাঁহার দ্বিতীয় কলেবর, তথাপি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য সেবকাভিমানে তিনি নিজ পূর্ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্য্যে সদা রত, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনই লীলা বিস্তারের উদ্দেশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ বহুরূপে প্রকট হইবেন বুঝিয়া ও একা বহুভাবে তাঁহার প্রীতি সাধন করা সম্ভবপর নহে জানিয়া, শ্রীবলদেবপ্রভু নিজমূর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্য অপর এক মূর্ত্তি প্রকট করেন। এই সঙ্কর্ষণপ্রভু নিজ বিভিন্নাংশ হইতে বৈকুণ্ঠাখ্য চিজ্জগৎ বা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহারস্থলী অচিজ্জগৎ বা দৃশ্যমান নশ্বর বস্তু-সমন্বিত বিশ্ব ও চিদচিৎ উভয়ধামে বিচরণ যোগ্য জীব-সমূহ প্রকট করিয়াছেন।

চিৎ ও অচিৎ জগৎ এবং জীব সমূহ যখন শ্রীবলদেব প্রভুর অভিন্নতনু শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে জাত, তখন তাঁহারা যে শ্রীবলদেব প্রভুরই নানাপ্রকার আবির্ভাব অর্থাৎ সেবক-কৃষ্ণ, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

যে সকল জীব সৃষ্টি-রহস্য অবগত নহেন, তাঁহারা অজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। এই অজ্ঞ মানবগণ কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে আগান্তুক নশ্বর বিষয়ের সেবায় প্রমত্ত। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি ফলে তাঁহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি নিজকে নিত্য কৃষ্ণদাস ও নিজাতিরিক্ত

যন্ত্রনের প্রাণিবিদ্যার ভূষণের অনুষ্টা পরীক্ষা করিয়া অথবা কষ্টিপাথরে কসিয়া প্রভু সোণা কি পিতল, বাছাইয়া লইবেন কি?

চিৎ ও অচিৎ বস্তুরূপে দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থকে শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন তত্ত্বরূপী শ্রীবলদেব প্রভু বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবলদেব রূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সেবা নিজেই করিতেছেন ও সেইরূপে অপরকে ভগবৎ সেবা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার শিক্ষা-কৌশল দ্বিবিধ, যথা—অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী। যখন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করেন, সেই প্রণালীকে অন্বয় মুখী কৌশল কহে। পুনঃ পুনঃ বিপদ ও দুঃখের সংঘটন হইতে বিষয়ানন্দ মানবের হৃদয়ে নির্বেদ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৎপর সাধুসঙ্গ হইতে ভগবৎসেবার অধিকার জন্মে। এই শেষোক্ত প্রণালীটী গুরুরূপী শ্রীবলদেব প্রভুর ব্যতিরেক-মুখী কৌশল বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব স্থূল ও মিশ্র এবং চিৎ ও জড়রূপী যাবতীয় পদার্থ আমাদের অনুভব গোচর হয়, সেসমুদয়ে যিনি যে পরিমাণে শ্রীবলদেব প্রভুর বিভিন্ন প্রকার আবির্ভাব বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন, তাঁহার সেই পরিমাণে গুরুতে নরবুদ্ধি অপসারিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ দেশ কালের অন্তর্ভুক্ত বস্তু নহেন, দেশকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। যে সমুদায় বস্তুরূপকে আমরা নির্দিষ্টদেশে অবস্থিত এবং কালে উৎপত্তি ও ধ্বংস যোগ্য বলিয়া মনে করি, তাহারা দেশ কালের দ্বারা ব্যাপ্য ক্ষুদ্র বস্তু। শ্রীভগবান দেশ কালের নিয়ামক, সুতরাং দেশকাল তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে অসমর্থ। যেহেতু দেশকাল শ্রীভগবান্‌কে অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য তিনি সসীম অর্থাৎ ক্ষুদ্র নহেন। যাহারা মুখে বলে যে শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ বলিয়া বুঝি—অথচ অপরাপর চিৎ ও জড় পদার্থে গুরুবুদ্ধি করিতে অসমর্থ, তাহারা নিশ্চয়ই কোন সসীম বস্তুতে গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকে। যতদিন না এই শ্রেণীর মানব অপ্রাকৃত সর্ব্ববস্তুতে আদি গুরু শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব এবং কৃষ্ণের সেবাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইবে, ততদিন তাহারা গুরুতে নরবুদ্ধিরূপ মহৎ অপরাধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

গত মহালয়ার দিন হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসাধিকব্যাপী মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইতেছে, তাহা ছাড়া মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ শ্রীগুরুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে প্রভুর প্রভুর কথা কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত আছেন। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ স্বরূপ। সেই অভিন্নবলদেব প্রভু মায়াকবলিত দুর্ব্বল জীবকে স্বীয় বল দান করিয়া সকলাধার নিজপাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত রাখেন। স্বরূপভ্রান্ত প্রভুসেবা-বিস্মৃত প্রভুদাসের এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার শ্রীগুরুদেব ভিন্ন আর কেহ নাই। জগতে অনেক দাতা, সাহায্যকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, উপদেষ্টা, সহায়স্বরূপ আছেন, শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত, সাহায্যপ্রার্থী, অরক্ষিত, পালকবিহীন, অজ্ঞ ও নিঃসহায়। পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব এই জগতের সামান্য বিপদ হইতে ত্রাণ করাত' দূরের কথা, জীবের মূল বিপদ যে সংসার-বাসনা, তাহা হইতে মুক্ত করিয়া অপারের পরপারে স্বভাবের রাজ্যে লইয়া যান। এককথায় শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠ দূত, কুণ্ঠধর্ম্মযুক্ত রাজ্যের প্রজাবৃন্দকে বৈকুণ্ঠের সংবাদ দিয়া জীবগণকে স্বলোকবাসী করেন। এহেন শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব মর্ত্ত্যজীবের অতিমর্ত্ত্য ভাগ্যেরই পরিচয়।

গত ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর বুধবার দিবস ব্রহ্মগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভুপাদের মর্ত্ত্য লোকে শুভাবির্ভাবের বাসর ছিল। জগতের অনিত্য সুখের আশায় ধাবিত, দেহ মনের সুখকে আনন্দ বলিয়া ভ্রান্ত জীবকুল আপাততঃ যে শুক্রাদিজ্ঞা দশমী-তিথিতে দুঃখের দালাল সদৃশ সুখের নেশায় প্রমত্ত ছিল, এমন কি যেদিন প্রাকৃত সিদ্ধি (ভাঙ্গ) সেবনকে 'আনন্দোৎসব' বলিয়া সিদ্ধিপানে বুদ্ধিহীন হইয়াছিল, সেইদিন অজ্ঞানাভাবে জগতের অশেষ সৌভাগ্যক্রমে মায়াদেবীর ক্রোড়ে শায়িত নিদ্রিত জীবকুলের নিকট অতিথি-স্বরূপে এই বৈকুণ্ঠদূতের আগমন হইয়াছিল। মায়াবদ্ধজীব অবিদ্যাভরে ভোগ-প্রবৃত্তিমূলে স্বকৃত কর্ম্মফলে জগতে গমনাগমন করে। কিন্তু মায়াতীত বৈকুণ্ঠদূত বা বিষ্ণুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সদৃশ বৈষ্ণবগণের আগমন তাদৃশ নহে। হরি পুরুষী ও সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝিতে পারেন। কেননা জগতে জীব সকল দেহমনের সুখে প্রমত্ত এবং অপর সকলকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহ বৈকুণ্ঠদূতগণ এই অবৈকুণ্ঠ রাজ্যে আসিয়াও কুণ্ঠাধর্ম্ম-রহিতাবস্থায় কুণ্ঠাতীত রাজ্যের কথাই বলিয়া থাকেন এবং অপরকেও সেই কীর্ত্তনের সহচর করিয়া লন। আমরা নিজেরা অন্ধ—অপর মায়াবদ্ধজীবগণকে পথ দেখাইতে পারি না; কিন্তু দিব্যচক্ষু দানকারী শ্রীগুরুদেব তৎপদমূলে আগত নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থিগণকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া থাকেন। পতিত আমরা, অপরকে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, নিজকেই উদ্ধার করিতে পারিনা, কিন্তু পতিত পাবন প্রভুশ্রেষ্ঠ আমাদের মত কোটী কোটী পতিতকে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবনের পাদপদ্ম সেবায় অধিকার প্রদান করেন। এই শ্রীগুরুপূজার দিবসে মঠবাসী শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে অতি প্রত্যূষে মঙ্গল আরাত্রিকের পর শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করেন। তৎপরে দৈনন্দিন পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। অংশুমালীর অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টা, মৃদঙ্গ করতাল কাঁসর ধ্বনিতে দিগ দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া বিশ্বগুরুর আরাত্রিক শেষ হইল। অনন্তর গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনান্তে বেদনির্ভুক্ত পথভ্রান্ত জীবকুলের মঙ্গলের জন্য জীবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীগুরুপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইল। মায়াবদ্ধ জীবের অবস্থা বর্ণন ও সেই দুর্গতির হস্ত হইতে মুক্তির একমাত্র উপায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যাখ্যানে শ্রীমন্মধ্বমুনির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, প্রত্যেকের গুরু পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু বিচারে তাহা নহে। শ্রীভগবান্ অদ্বিতীয় তত্ত্ব, সেই অদ্বিতীয় তত্ত্বের শ্রীপাদ-পদ্মসমীপে আনয়নকারী তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব। লৌকিক, কৌলিক, বংশ, সামাজিক প্রভৃতি বিচারে গুরুতত্ত্ব পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু পারমার্থিক হিসাবে গুরুতত্ত্বের বিচারে তাদৃশ ভেদ-ভ্রম প্রবেশ করে না। এইরূপে ভাগবতের নবযোগেন্দ্র-সংবাদ হইতে আরও ব্যাখ্যাত হইল যে, শ্রীগুরুদেব সর্ব্বশাস্ত্রে নিষ্ণাত পরতত্ত্বজ্ঞাতা এবং কামাদি রিপুষট্‌কের অধীন নহেন। সমাজে প্রচলিত গুরুব্রুবগণ শিষ্যগণের নিকট যে পূজা পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের ভাগ্যহীনতার পরিচয় মাত্র। যাঁহারা নিজেরাই ষড়্‌রিপুর দাস অর্থাৎ গোদাস, তাঁহারা যদি নিজেরাই রিপুর অত্যাচার হইতে উদ্ধার লাভ না করিয়া অপর রিপুতাড়িত জনগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে এক অন্ধকে আর এক অন্ধের পথ দেখাইবার ন্যায় বঞ্চিত ও বঞ্চক নামেই অভিহিত হইবেন মাত্র। এই সকল ব্যাখ্যার পর সকলেই পতিতপাবন শ্রীমন্মধ্বমুনিকে নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রণাম করিলেন—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

পাঠান্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তনের পর সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বহুবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রসাদের বিচিত্রতা এবং অপূর্ব্ব আস্বাদনে প্রসাদপ্রার্থী সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

নানা কথা

সহর নবদ্বীপে ডাকাইতী

গত ২০শে অক্টোবর তারিখে রাত্রি ৩টার সময় নবদ্বীপ পোড়াঘাটে নয়নতারা বৈষ্ণবীর বাড়ীতে একটী ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। দস্যুরা অনুমান ৩জন ছিল। তাহারা ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক নয়নতারাকে গুরুতরভাবে জখম করিয়া প্রায় দুইহাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। পুলিসের তদন্ত-ফলে গদাধর নন্দঘোষ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে নবদ্বীপের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়ের নিকট স্বীকার করিয়াছে যে, সে গদাধর ও মহিষ সুরাব দুই একজন লোকের সহিত এই ঘটনা করিয়াছে। আরও পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

স্বায়ত্ত শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থা

বিহার সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, গয়া জেলাবোর্ড এবং তাহার অধীন সদর নোয়াদা জাহানাবাদ এবং অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি লোকাল বোর্ডগুলি নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনে অযোগ্যতা প্রকাশ করায় ৫ই নভেম্বর হইতে তিন মাসের জন্য তাহারা আর কোন কাজ করিতে পারিবে না।

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন একজন সরকারী কর্ম্মচারীর অধীনে উক্ত বোর্ডগুলির কার্য্যভার ন্যস্ত হইবে। তাহার প্রধানতম কর্ত্তব্য হইবে বোর্ডের অর্থ উপযুক্ত কার্য্যে লাগান। কিভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়, কোন্ কোন্ আবদ্ধ রাস্তা প্রভৃতির কাজ চালাইতে হইবে এবং কোন্‌টা বন্ধ দিতে হইবে, কিরূপে নূতন করিয়া বর্ত্তমান বর্ষের বজেট তৈয়ারী করিতে হইবে, নূতন বৎসরের বজেট নির্মাণ ও তাহা নূতন বোর্ডের দ্বারা কিরূপে কার্য্যকরী হইতে পারে, এই সকল সমস্যার সমাধান তিনিই করিবেন।

সৎ কাজে দান

শ্রীরামপুরের সুবর্ণবণিক সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ স্বর্গীয় মাণিকলাল মল্লিক মহাশয় উইল দ্বারা ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি দাতব্য কার্য্যের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রেসিডেন্টের ব্যবহার

সাউভাইল ইঃ বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং ঢাকার মোক্তার বাবু বাদিকান্ত দাসের বিরুদ্ধে নসিরদ্দিন নামীয় জনৈক ব্যক্তি এই মর্ম্মে এক নালিশ করিয়াছে, যে আসামী তাহার নিকট হইতে এক খোয়াড়ের জন্য ৪০্ টাকা গ্রহণ করে। তৎপরে বাদী তথায় একটি খোয়াড় খুলিয়া চালাইতে থাকে। পূর্ব খোয়াড়ের মালিক উহা বন্ধ করিতে বলায় বাদী উহা বন্ধ করিয়া আসামীর নিকট তাহার দেওয়া টাকা ফেরৎ চাহে। আসামী টাল বাটান করিয়া কতকদিন পর টাকা লওয়ার কথা অস্বীকার করে। মিঃ ডি, এন, দে জনৈক সব ডিপুটিকে এই ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে পাঠান। কিন্তু তাঁহার রিপোর্টে সন্তুষ্ট না হইয়া এস, ডি, ও প্রাথমিক প্রমাণ গ্রহণের আদেশ দেন এবং তৎসম্পর্কে কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার আদেশ দেন। মিঃ বি, কে, ঘোষের এজলাসে চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ইঃ বোর্ডের প্রেসিডেন্টের উপর ১০৯ ধারার সমনজারীর আদেশ দিয়াছেন।

—পতাকা, ঢাকা

বিলাতে ভারতীয়ের নিয়োগ

ঢাকার শ্রীযুত পি, কে, দত্ত ১৭ বৎসর বিলাতে থাকার পর সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি এতদিন ইয়র্কশায়ারের লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করিয়া তিনি সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনারের অফিসে মিঃ এন, সি, সেনের পদে নিযুক্ত হওয়ায় তিনি পুনরায় আগামী ডিসেম্বর মাসে বিলাত যাত্রা করিবেন।

অভিযোগ

সম্প্রতি ই, আই, রেলের কাটোয়া ষ্টেশনে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ৯ জন আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কাটোয়ার কেতুগ্রাম ফুটবল টিমের সহিত কাটোয়া টিমের ফাইনাল খেলা হয়। তাহাতে কেতুগ্রাম টিম জয়লাভ করে। কেতুগ্রামের ৩জন পুলিশ কর্ম্মচারী, ১জন সাবরেজিষ্টার ও ১জন ডাক্তার এবং অন্যান্য বহুলোক খেলা শেষ দেখিবার জন্য কাটোয়ায় যায়। খেলা শেষ হইবার পর প্রায় একশত লোক কেতুগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে পচান্দি ষ্টেশনে যাইবার জন্য ট্রেণে উঠে। কাটোয়ার রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ তাহাদের নিকট টিকিট দেখিতে চাহে এবং প্রকাশ, ৫০ জন বিনা টিকেটে যাইতেছে বলিয়া ধরা পড়ে। ইহা লইয়া বাকবিতণ্ডা হইতে থাকে। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের সহিত কারখানার লোকসকল আসিয়া যোগ দেয়। তখন দুই পক্ষে মারপিট আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে ৯ জন আহত হয়। ট্রেণখানি এই কারণে কাটোয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরীতে ছাড়ে। যাত্রীরা সকলেই পচান্দি ষ্টেশনে নামিয়া পড়ে।

কাটোয়া রেলওয়ে পুলিশের ইনস্পেক্টার আর পাইন তদন্ত করিয়া ৭ জনকে দাঙ্গার অভিযোগে চালান দিয়াছেন তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী ও অন্যও আছে। কেতুগ্রাম টিমের কয়েকজন উক্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধেও একটি পাল্টা অভিযোগ দায়ের হইয়াছে। উহা এখনও তদন্তাধীন। —বাংলার কথা

দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটীর সিদ্ধান্ত

দিল্লী, ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মেথর ঝাড়ুদারেরা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার প্রার্থনা করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে আবেদন করিয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল কমিটি পরিশেষে পর্দ্দার আড়ালে এক সভায় আলোচনা করিয়া উহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকার করিবেন, স্থির করিয়াছেন। সভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে—ঝাড়ুদারেরা বৎসরে ১০ দিন ছুটি পাইবে, প্রত্যেকের বেতন ১ টাকা বৃদ্ধি করা হইবে এবং স্ত্রীলোকেরা সন্তান সম্ভবা হইলে দীর্ঘ দিনের ছুটী পাইবে। যতক্ষণ কমিটীর সভা হইয়াছিল, ততক্ষণ প্রায় ১ হাজার ঝাড়ুদার সভার সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল।

সাইমন কমিশনে মিঃ লিটনের যোগদান

লণ্ডন, ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, "রয়টারের" প্রতিনিধির নিকট মিঃ লিটন বলিয়াছেন,—তিনি আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতে যাত্রা করিবেন। ভারতে উপস্থিত হইয়া তিনি কলিকাতায় সাইমন কমিশনের সহিত মিলিত হইবেন। অতঃপর আর যতদিন সাইমন কমিশন ভারতে থাকিবেন, ততদিনই তিনি উহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।

মিঃ লিটন আরও বলেন যে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে কখনও ভারতে যান নাই। সুতরাং তিনি বিশেষ আনন্দের সহিত ভারত পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের আদেশ

এলাহাবাদ, ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ গণনাথ এক আদেশ জারী করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত বিধান করিতেছেন—

ভাইস-চ্যান্সেলারের বিনা অনুমতিতে কোন বাহিরের লোককে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সভা-সমিতিতে বিতর্কে যোগদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হইবে না। কলেজে কিংবা হোষ্টেলে এরূপ ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যক্ষ কিংবা হোষ্টেলের ওয়ার্ডেনের নিকট পূর্ব্বে অনুমতি লইতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি প্রভৃতির সম্পাদকগণের উপর উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে।

কয়েকটি সমিতিতে কতকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেইগুলি উপলক্ষ্য করিয়া ভাইস-চ্যান্সেলারের প্রস্তাবানুযায়ীই উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

লালাজির বিরাট দান

লাহোরে যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্ম্মাণের জন্য লালা লাজপত রায় এবং কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসক অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন। লালাজি তাঁহার মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে স্বয়ং ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং অন্যত্র হইতে আরও ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু জমি ক্রয়, গৃহ নির্ম্মাণ এবং হাসপাতালের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও আসবাব পত্রের জন্য এখনও ৩ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

চৈনিক যুবকের অসমসাহসিকতা

কুষ্টিয়ার সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ওয়াং স্যাট চৈ নামক একজন চীনা যুবক সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণের পথে আজ সকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মিঃ ওয়াংয়ের বয়স মাত্র একুশ বৎসর। গত ১৯শে মার্চ্চ ওয়াং সিঙ্গাপুর হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করিতে আশা করিয়া বহির্গত হইয়াছেন। তিনি প্রতিদিন কুড়ি হইতে ত্রিশ মাইল ভ্রমণ করেন। ব্রহ্মদেশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে—কোন দিন গাছের উপর, কোন দিন বা গুহার মধ্যে শুইয়া রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে, তিন দিন কেবল লবণ ও জল খাইয়া কাটাইয়াছেন। তিনি এখান হইতে কলিকাতা যাইবেন।

ভূতের প্রভুসেবা

মৌলবী বাজার হইতে ২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন হইল অদূরস্থ 'মাদা' নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বসুর বাড়ীতে একটী ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অনুমান অর্দ্ধ রাত্রে উক্ত বাড়ীর একজন চাকর কোন কারণে ঘরের বাহির হয় এবং চারিজন লোককে একটি অন্ধকার স্থানে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া সে ধীর পদ-বিক্ষেপে লোক চতুষ্টয়ের নিকটবর্ত্তী হয়। সে তাহাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা পলাইবার চেষ্টা করে এবং দুইজনে পলাইয়া যায়। বাকী দুইজনকে সে ধরিয়া ফেলে এবং উভয়পক্ষে কুস্তি চলিতে থাকে। এমন সময় পলাতক অপর দুইজন লোক আসিয়া একযোগে চাকরটিকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে থাকে। ইহাতে তাহার মাথা ও শরীরের নানাস্থানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। প্রথমতঃ প্রহৃত অবস্থায় সে বুদ্ধি স্থির করিতে পারে নাই, কিন্তু পরে চীৎকার করায় বাড়ীর অন্যান্য লোক বাহির হইয়া পড়ে এবং চোরেরা পলাইয়া যায়। জ্যোৎস্নালোকে লোকগুলিকে চিনিতে পারায় মৌলবীবাজার ফৌজদারী কোর্টে তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করায় আসামীদের তলব হয়। বর্ত্তমানে তাহারা জামিনে মুক্ত আছে।

প্রকৃতির খেয়াল

জগৎসী নিবাসী আলক নামের বাড়ীতে একটী ছাগী একটী আশ্চর্য্য বৎস প্রসব করিয়াছে। ছাগ বৎসের চারিখানা পা পেটের ঠিক মধ্যস্থলের একস্থান হইতে বাহির হইয়াছে এবং পেট ও বক্ষঃস্থল, পাগুলির দুইদিকে বিস্তৃত। ছাগ বৎসটী এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে এবং অতি কষ্টে দাঁড়াইতে পারে।

গজনভির লাহোর যাত্রা

প্রকাশ, নিখিল ভারত মুস্লিম লেজিসলেটার এসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এ, এইচ গজনভি এম, এল, এ, সাইমন কমিশনের নিকট কিরূপে উক্ত সঙ্ঘের অভিমত উপস্থাপিত করা যায় তাহার সুবিধা করিবার জন্য গত রবিবার লাহোর রওনা হইয়াছেন।

জার্ম্মাণ জেপলিনের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

জার্ম্মানীতে নির্ম্মিত "গ্রাফ জেপলিন" আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। সম্প্রতি উহা স্বদেশে ফিরিবার আয়োজন করিতেছে। এপর্য্যন্ত উহার মধ্যে পাঁচজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যাত্রী লইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

সাময়িকী

গত কল্য অপরাহ্ণে কুষ্টিয়ার উকিল শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস, মহাভারতের সুবিখ্যাত বঙ্গানুবাদ-কর্ত্তা পরলোক-গত কালীপ্রসন্ন সিংহবংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও ভূতপূর্ব্ব এটর্নি কুমার কৃষ্ণ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়া কয়েক ঘণ্টা অবস্থান পূর্ব্বক অত্রত্য পণ্ডিত শ্রীপাদ কলিপাবনী বেদান্তভূষণ, নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ এবং অন্যান্য ভক্ত পণ্ডিতদিগের সহিত শ্রীধাম সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে শ্রীধাম সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম শ্রীধাম সম্বন্ধে তাঁহারা নানা লোকের নানা প্রকার কথা শুনিয়া বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন। বর্ত্তমান ধর্ম্মের নামেও এত দূর জুয়াচুরি চলিতেছে যে, লোক বাস্তব সত্য ধর্ম্মেও এখন আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, সেটা বাস্তবিক কোন ব্যক্তিগত দোষ বলা যায় না। উহা কালের প্রভাবই বলিতে হইবে। তাঁহারা প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য নানাপ্রকার তর্ক উত্থাপন করিলেও বল্লালঢিপি, বল্লালদীঘী, মৌলানা সিরাজুদ্দিন সাহেব বা চাঁদ কাজির সমাধি, শিবের ডোবা, বৈরাগীর ভিটা, খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন এবং এই স্থানই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল তৎসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থোদ্ধৃত প্রমাণ দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও এই সকল বিষয় আলোচনার জন্য তাঁহারা এখানে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক কিছু অধিক সময় উক্ত কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিবেন স্বীকার করিলেন।

ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, বৃদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী ও শ্রীপাদ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভৃতি পরমভাগবত গৌরবিহারি পরমহংসকুলের আনুগত্যে নামের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং প্রাকৃত লোকের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য বহু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎকালে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল যে—লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। ন্যাড়া নেড়ী বাউল, সখীভেকী, ভেড়া দরবেশ সাঁই ভেকধারী বাবাজী নামধারী প্রাকৃত সহজিয়ার দলকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম মনে করিয়া উক্ত ধর্ম্মের প্রতি লোকের এতদূর ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর ঐ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ শুনিতে চাহিতেন না। শুদ্ধ বৈষ্ণব যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নির্জ্জনে নিজ নিজ ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা মোটেই জানিতেন না। আজকাল যে স্থানে হরিসভা বৈষ্ণবসম্মিলনী স্থাপিত হইয়া হরিকথার (?) আলোচনা হইতেছে, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুকরণে। অধিক কথা কি—যাঁহারা আজকাল হরিসভার মূল ও সম্পাদক বলিয়া পরিচিত অথবা সাধারণের নিকট প্রভুসন্তান সুতরাং আচার্য্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও গোস্বামী প্রভুপাদ বা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া যে আর দুইটী কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার অর্থ জানা দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্ত জানিতেন না, এখনও অনেকেই ঐ দুইটি শব্দের সংসর্গে অবগত নহেন। এখন তাঁহারা যদি স্বার্থমূলে বা ঈর্ষামূলে শ্রীধাম সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা বলেন, তাহা হইলে কি তাঁহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য? কোন ব্যক্তি বিদ্যালয়ে না গিয়াও যদি স্কুল কলেজ-কমিটির মেম্বর হইয়া পাণ্ডিত্য অপেক্ষা মূর্খতায় মূল্য বেশী, এইরূপ কোন মত প্রকাশ করেন, তাহা কি সাদরে গ্রহণীয় হইবে? যাঁহার যে বিষয়ে *Authority*, তাঁহার সে বিষয়ে কথা বলা সাজে। আমাদের দেশেও একটী কথা প্রচলিত আছে—"যার কাজ তারে সাজে। অন্যলোকে লাঠী বাজে॥" ভজনবিজ্ঞ পরমহংসকুলের অপ্রাকৃত চক্ষেই ধামের স্বরূপ নির্ণীত হয়। ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনায় ভগবানের নিকট জানাইয়াছেন— "কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।" ধামতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন—তাঁহারা প্রাকৃত দর্শনের সাহায্যে শ্রীধাম দর্শনের চেষ্টা যেন না করেন, করিলে চরমে বঞ্চিত হইতে হইবে—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

এসকল কথা-বৈষ্ণব সঙ্গে আলোচনা করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর, কাব্যতীর্থ, বি, এ)

মানব মাত্রেরই ইতর প্রাণী হইতে বিশেষত্ব আছে, তাহা জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সভ্য ও অসভ্য সর্ব্ব ব্যক্তির সম্মত। কিন্তু আমরা বিচারশীল জীব হইয়াও ঐ পার্থক্য কি প্রকার এবং কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্য এইগুলির আলোচনা অভাবে ভুলিয়া যাই। পশ্বাদিসুলভ ব্যবহারে জীবন-যাপন মানবজীবনের উদ্দেশ্য হইলে কদাপি জগদীশ্বর সদসদ্বিচারশক্তিরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতেন না। ঐপ্রকার সদসদ্বিচারশক্তিকে যদি আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায়ক ভাবিয়া ভগবচ্ছায়াশক্তি মায়ার নির্ম্মিত হেয় প্রতিফলিত জগতে নিয়োগ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়াবলী আপাতমনোরম ক্ষণভঙ্গুর বিষয়গুলিতে আসক্ত হয় এবং সেই আসক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমরা অসৎপদার্থগুলি সৎ বলিয়া ধরিয়া লই। প্রকৃতই যাহা সৎ পদার্থ, তাহাকে ছাড়িয়া অন্য পদার্থকে সৎ প্রতিপাদন করিতে যতই চেষ্টাজাল বিস্তার করিতে থাকি, ততই মায়াদেবী আমাদিগকে তাঁহার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বারা প্রবঞ্চিত করিতে থাকেন। আমরাও অনাদিবাসনামূলে অজ্ঞান বশতঃ যে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিতেছিলাম, কেবল তাহারই বৈভব বিস্তৃত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত সৎপদার্থের অনুসন্ধান হইতে বহুদূরে পতিত হই।

অসীম করুণাময় জগদীশ্বর জীবমাত্রের এই অনাদিভোগবাসনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য সতত নানা যোনি পরিভ্রমণ করাইতে করাইতে কোন জন্মে অর্জ্জিত সুকৃতিফলে আমাদিগকে মানবরূপে মর্ত্ত্যধামে আনয়ন করিলেও আমরা তাঁহার প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের অপব্যবহার করিয়া পুনরায় অনিবার্য্য পতনমুখে ধাবিত হইবার জন্য ভোগেরই নানাপর্য্যায় সৃষ্টি করিয়া অনলাভিমুখে ধাবমান পতঙ্গবৎ, মরীচিকায় জলভ্রান্ত মৃগবৎ, আমিষলোলুপ মৎস্যবৎ সতত দুরবস্থার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি না যে, আমাদের বৈশিষ্ট্য কোথায়? কেনই বা উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কাদি আমাদের দেহে সংযোজিত হইল? কেনই বা আমরা ইতর প্রাণীর উপর প্রভুত্বশক্তি লাভ করিলাম?

আজকাল মানব-মস্তিষ্কের অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে প্রত্যেক সভ্যদেশে জড়গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা প্রতি ব্যবহারিক কার্য্যে প্রকৃতির নিয়োগ কি প্রকার ব্যাপকভাবে চলিতেছে, তাহা প্রত্যেক মানবই জ্ঞাত আছেন। ইহাকেই বিদ্যার পরিচয়-পরাকাষ্ঠা বলিয়াই আমাদের ধারণা। অতএব [illegible] কার্য্য ব্যবহারে যত অধিক প্রকৃতির [illegible] সেই দেশ তত উন্নততর, [illegible] ইহারা বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ মানবের যুক্তি। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত বিচারশক্তির সুব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা মাত্র এই উন্নতিকেই অবনতির চরমসীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহ-সর্ব্বস্ব ভোগপরায়ণ আমরা যে এই প্রকার পরিবর্ত্তনগুলিকে সাগ্রহে বরণ করিয়া প্রাধান্য প্রদান করিতেছি, মহাভাগবতগণ তাহা দেখিয়া নিতান্ত কাতর। নিঃস্বার্থ করুণার প্রেরণে তাঁহারা আমাদের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত জড়ভোগাভিলাষে অত্যাসক্তি গ্রহণ করত যথার্থ সদসজ্জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ বিদ্যাশিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করাইতে নানা উপায় করিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের বক্রতা বা দেহাত্মবুদ্ধি এতই প্রবল যে, তাঁহাদের সেই করুণা[illegible] স্বার্থানুসন্ধান করিয়া মৎসরতা[illegible] তাঁহাদিগের উপদেশ হইতে দূরে [illegible]নার্থ বদ্ধপরিকর। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের পক্ষে পিত্ত-দূষিত জিহ্বায় শর্করার তিক্তত্বের ন্যায় এই বিদ্যা যে কটুত্বপূর্ণ মনে হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু তাহা দ্বারা জড়াসক্তি ক্রমাগত হ্রস্ব হইয়া আমাদিগকে ভোগে বঞ্চিত করে। ভোগ লইয়াই নারকী হইয়া পতিত হইয়াছি এবং তাহারই আস্বাদ কত কোটি জীবনে লাভ করিয়াছি, সুতরাং তাহা সহসা পরিত্যক্ত হইবে, ইহা কি উৎকৃষ্টতর জীব আমাদৃশ মানবের সহনীয়? প্রকৃতিকে নানাভাবে ভোগে লাগাইয়া, ইতর প্রাণিগণের উপর কর্তৃত্ব করিয়া যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান আমাদের প্রকৃতিগত হইয়াছে, তাহার বিরহ কি মুহূর্ত্তকালের জন্য সহ্য হয়? অহো মায়ার কি প্রভাব! ইহা হইতে মুক্ত হইবারও উপায় নাই। কবি বলিতেছেন এবং স্বয়ং আচরণ দ্বারাও প্রত্যক্ষ করাইতেছেন যে, 'জড়-বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, শ্রীহরি-ভজনে বাধা।' যত অধিক জড়-বিদ্যা সাহায্যে আমরা অসৎ বস্তু ভোগের উপায় আবিষ্কার করিতে থাকি, ততই প্রকৃত সৎবস্তু শ্রীহরিচরণ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকি, যেহেতু যেখানে মায়ার প্রভাব, সেখানে শ্রীহরিগন্ধ থাকিতে পারে না। অন্ধকারের নিকট আলোকের অস্তিত্ব থাকে না।

এককালে শ্রীনবদ্বীপ ধাম বিদ্যার বিলাস ক্ষেত্র ছিল। পৃথিবী-প্রথিত হইলে শ্রীভগবান প্রথম বয়সে জড়-বিদ্যায় প্রধান পণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বদেশজয়ের লীলা

প্রদর্শন করেন, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে অতুবিদ্যার নিরর্থকতা ও তাহার অপরবর্ত্তিত্বে পরাবিদ্যাই বিদ্যার সার-বত্তা আদেশ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল রায় রামানন্দ-মুখে প্রভু বলাইয়াছেন,—

প্রভু কহে—

"কোন বিদ্যা, বিদ্যা মধ্যে সার?"

রায় কহে—

"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, সারাৎসার বা যথার্থ সৎপদার্থের অনুসন্ধানই বিদ্যা-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যতদিন না আমরা সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি, ততদিন আমাদের যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞান, প্রাণি-জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব, প্রকৃতির নিয়োগ প্রভৃতি নিষ্ফল হইয়া আমাদিগকে অধঃপাতে বদ্ধ করিয়া এই সুদুর্লভ মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য লোপ করিতে থাকিবে। কিন্তু যখনই আমরা প্রকৃতির অতীত, ত্রিগুণের অতীত প্রভু নিষ্কিঞ্চন পরাবরজ্ঞ সাধুর সাহায্যে সেই একমাত্র সৎপদার্থের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইব, তখনই আমার সমুদয় বৈভব আমাদের উপাসনার বস্তু হইবে, অথচ তাহাদিগকে অতীব তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আমরা পরম বস্তুর অনুশীলন পূর্ব্বক প্রকৃত বিদ্যার ফল লাভ করিতে পারিব। এ অপরবিদ্যার নানা শাখায় পটুতা লাভার্থ অনাদিকাল হইতে আমরা বহু জীবন সাধনা করিয়া আসিতেছে, তাহাও অনায়াস সাধ্য বোধ হইলেও আমরা তাহার প্রতি অনাস্থা-লোচনে অবলোকন করত পরবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিব।

অপরবিদ্যার ন্যায় পরাবিদ্যারও তাত্ত্বিক (*Theoretical*) ও আনুষ্ঠানিক (*Practical*) দুইটী দশা আছে। উপ-দেষ্টার সাহায্যে তিনিকে তত্ত্ব-জ্ঞান ব্যবহারোপযোগী না হইয়া জগতের উপ-কারে না লাগে, ততক্ষণ গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। এ প্রকারে সাধুবর্গের নিকট হইতে সম্বন্ধ-বিষয়ক তত্ত্বের প্রকৃত-রূপে শিক্ষা করিয়া প্রয়োগ করিতে না পারিলে পরবিদ্যার সার্থকতা কিছুই নাই। এই কারণেই গুরুবর্গ তাত্ত্বিক অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক পর্য্যায়ে আমাদিগকে নিযুক্ত করিতে অধিকতর আগ্রহান্বিত। প্রাকৃত বিজ্ঞানে দেখা যায় যে, অনেকাংশে বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে ব্যবহারে লাগাইয়া কার্য্য-সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ তত্ত্বের উদ্ভাবনে মূল জ্ঞাত নহেন। তথাপি তাঁহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। তবে যিনি উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী, তিনি সম্পূর্ণ-জ্ঞাতরূপে থাকিয়া অস্বাভাবিক অসুবিধাগুলি দূরী-করণে সমর্থ হইয়া থাকেন। পর-বিদ্যাতেও অনুষ্ঠান দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, অধিকন্তু উহা দ্বারা তত্ত্ব স্বয়ং দয়া দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। তখন প্রাকৃত বিদ্যাগণ লাভ করিয়া আমাদের মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারি এবং সংসারে শান্ত-দাস্য দ্বারা কৃষ্ণ হইয়া নিত্যানন্দের আস্বাদন করত নিত্যকালের জন্য নিত্য-ধামে অবস্থান করিবার যোগ্য হই।

এ শান্তি হারাইয়া আমরা এক কোটি কোটি বর্ষ নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া পর্য্যটন হইয়াছি, তাহা এখন আর আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিবে না। কুণ্ঠা-বিরহিত বাক্যের অধিকারী হইতে পারিলে নিরাশান্তি দার্শনিকে আমাদের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিবে।

হে মানব! বহু জীবন জড় বিদ্যায় প্রমত্ত হইয়া তৎফলস্বরূপ ভোগবিলাস আস্বাদন করিয়াছ, কখনও বা ভুক্ত-ভোগকে তুচ্ছজ্ঞানিয়া বস্তুকে লোপ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমিই ব্রহ্ম সাজিতে প্রয়াসিত হইয়াছ, কদাপি ভোগমুক্তি বর্জ্জনার্থ বহুবার তপস্যাদিতে কোটি বর্ষ নিযুক্ত থাকিয়াও শেষে অচিরস্থায়ী সকাম করিয়াছ পরেই তোমার অনুশোচনায় প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে, আবার অন্য সময় বৈকল্যরূপ লাভার্থ প্রাণায়ামাদির বহু বহু জীবন কাটাইয়া বৃথা চেষ্টা করি-য়াও অনাদি অবিদ্যা নিবন্ধন মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে সমর্থ হও নাই। এক্ষণে পরম কারুণিক নিষ্কিঞ্চন ভগ-বদ্ভক্তগণের মহাপুরুষপ্রবর পরবিদ্যার প্রভাবে তোমাদিগকে চিরশান্তির আকর স্বধামে লইয়া গিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বারে দ্বারে তোমাদের অন্বেষণে স্বয়ং শিক্ষা করিতেছেন। এখনও কি তোমাদের মোহ অপনীত হইবে না? এখনও কি মায়ার প্রভাবে বঞ্চিত থাকিবে? আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞগণ এত বহুমূল্য বস্তু লাভ করিতে উদাসীন থাকিলে নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

বিষ্ণুই মুখ্য সেব্য বস্তু

(শ্রীপাদ অভীকৃষ্ণ ভক্তিসুধাকর)

আমাদিগের চক্ষুতে সীমা-বদ্ধ বা খণ্ড বস্তু দর্শনের যোগ্যতা আছে। সুতরাং চক্ষু দ্বারা অখণ্ড বা অসীম বস্তু দৃষ্ট হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, তিনি চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা অখণ্ড বস্তু দর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি কোন খণ্ড বস্তুতেই ভ্রান্তি বশতঃ অখণ্ড বুদ্ধি স্থাপন করিতেছেন।

এক ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট অশ্বরূপ খণ্ডবস্তুর সেবায় নিযুক্ত। সেই অশ্বরূপী খণ্ড বস্তুর সেবা ব্যতীত তিনি অপর কোন অশ্ব বা অন্য কোন খণ্ড বস্তুর সেবা করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হন না। যেহেতু তিনি অপরাপর খণ্ড পদার্থের বাহ্য মূর্ত্তির সেবা করিতে অপারক হইয়া-ছেন উহাদিগের সেবা ত্যাগ-জনিত অপরাধ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে।

পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন এক খণ্ড বস্তুর বাহ্য রূপের সেবককে অপরাপর নিখিল খণ্ড বস্তুর বাহ্যরূপের সেবা-ত্যাগ-জনিত অপরাধ স্পর্শ করিয়া থাকে। এবম্প্রকার অপরাধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে নিখিল বাহ্য খণ্ড পদার্থের আধার স্বরূপ অখণ্ড চিন্ময় বিষ্ণুবস্তুর সেবা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তরুর মূলদেশে জল সেচন করিলে যেমন শাখা পত্র ও পুষ্প— সকলই সতেজ হয়, সেইরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান বা বিষ্ণু সেবিত হইলে তদাশ্রিত নিখিল পদার্থের সেবা সাধিত হইয়া থাকে।

কোন এক গৃহে কতিপয় চর্ম্ম-নির্ম্মিত বিভিন্ন প্রকার মশকের অভ্যন্তরে একই প্রকার সুগন্ধি তৈল রক্ষিত হইয়াছে। একজন আগন্তুক বালক সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইল। ঐ মশকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহাদিগকে কেবল মাত্র চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রসমূহরূপে বুঝিতে থাকিবে। অন-ন্তর গৃহস্বামী যদি তাহাকে দেখাইয়া দেন যে উহাদিগের ভিতরে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল বর্ত্তমান আছে, তাহা হইলে সে ঐ মশকগুলিকে ঘৃণার পরিবর্ত্তে প্রীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিবে। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া সাধু ও শাস্ত্র সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রত্যেক খণ্ড বস্তুর বিভিন্ন প্রকার নশ্বর বাহ্য দেহের অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামি রূপে সেই অসীম বা অখণ্ড বিষ্ণু বস্তু ভুবনমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজ প্রিয় পার্ষদবর্গ ও পরমানন্দ-পূর্ণ বৈকুণ্ঠাদি ধামসহ নিত্যকাল বিরাজ-মান আছেন। শিশুবৎ অল্পবুদ্ধি হিরণ্য-কশিপু প্রথমে স্বীকার করেন নাই যে, একটী ক্ষুদ্র স্ফটিক স্তম্ভের অভ্যন্তরে অসীম বিষ্ণুবস্তু বিরাজমান থাকিতে পারেন, কিন্তু যখন শ্রীনৃসিংহদেব স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করত বহির্গত হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন, তখন সে সর্ব্বত্র বিষ্ণুর অবস্থান বুঝিতে সমর্থ হইল।

অজ্ঞানান্ধ মানবগণের দৃষ্টি প্রত্যেক বস্তুর খণ্ড বাহ্যরূপে আবদ্ধ, এবং এই আসক্তি নিবন্ধন তাহারা সাধু সঙ্গে বঞ্চিত। যেহেতু তাহারা সাধুসঙ্গ হইতে ভগবৎ-তত্ত্ব লাভে অসমর্থ, যেহেতু তাহারা বাহ্যরূপের অভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। এমত অবস্থায় যদি কেহ কোন খণ্ডবস্তুর বাহ্য রূপকে ভগবান্ বলিয়া বুঝে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে বিষ্ণুগণ গোবর বিশেষণে বিশেষিত করিবেন। গৌড়ীয়-গণ শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি ও শ্রীগুরুদেবে নরবুদ্ধি সংযুক্ত করিতে বাধা দেন। এবম্প্রকার শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি ও শ্রীগুরুদেবে নরবুদ্ধি করার ফলে গো-খরগণ ভগবচ্চরণে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করিতে থাকে ও মহারৌরব নামক নরকের দিকে অজ্ঞাতসারে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। যাঁহারা প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্যাপক বিষ্ণুর সেবায় রত, তাঁহারা বিষ্ণুর অধিষ্ঠানভূত যাবতীয় বাহ্য বিষয়-রূপে প্রতীয়মান বস্তুনিচয়কে বিষ্ণু-মন্দির জ্ঞানে পূজা বুদ্ধি স্থাপন করত শত্রু মিত্র, স্বজাতি বিজাতি, চিৎ ও অচিৎ ইত্যাদি প্রকার ভেদবুদ্ধিকে চিরতরে বিদায় দিতে সমর্থ। তাঁহারাই প্রকৃত সমদর্শী এবং দুঃখজনক ঘটনাকে প্রেমময়ের আশীর্ব্বাদ বিবেচনায় পরম আদরের সহিত বরণ করিতে পারেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগেরই করতল-গত।

বিচারক কে?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ভাই বিচারক! তুমি কাহার বিচার করিতে বসিয়াছ? তুমি তোমার নিজের বিচারটা কি ঠিক করিয়াছ? আমার বিশ্বাস হয় না। শুধু আমার কেন? আমি যাঁহাদের পাদুকা বহন করিবার যোগ্য নহি সেই নিজ তত্ত্ব বিজ্ঞগুলি সবাই বলিতেছেন—এপর্য্যন্ত তোমার নিজের বিচারটাই ঠিক কর নাই। যাঁহার নিজের বিচার ঠিক হইয়া যায়, তিনি কখনও অচেতন্য থাকেন না। যিনি চৈতন্য আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপর পর-মেশ্বর বলিতে দ্বিধা বোধ করিয়া থাকেন না। তাঁহার নিত্য প্রতীতিই পরমেশ্বরের তত্ত্ব-বিজ্ঞাপক। যিনি অপরাবিদ্যাভূষণে ভূষিত হইয়া তর্কপন্থাবলম্বনে অবরজ অবস্থায় নিপতিত হয়েন না, তিনিই পরাবিদ্যা ভূষিত হইয়া মুমুক্ষমান ব্যক্তিগণের জন্য সর্ব্বাগ্রে নিজের বিচার শুদ্ধ করিয়া, নিষ্কপট হরিভক্তি অনুসন্ধান [illegible]

তত্ত্বানুসন্ধানে খুঁজিতে পারিলেই পরতত্ত্ব বস্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ স্বয়ং প্রকাশিত হন। শ্রীগৌরসুন্দর কোন কষ্টকল্পনা, ধ্যান ধারণা বা পৌত্তলিকতার সাহায্যে যেকোন দেবদেবী মূর্ত্তিবিশেষ নহেন। কৃষ্ণই কালী, কালীই কৃষ্ণ, জনকই জননী, জননীই জনক এরূপ দর্শনের গোঁজামিল দেওয়ার কোন কথা নহে।

ভাই বিচারক। তুমি কি মায়াবাদী? তাহা হইলে তো তুমি মহাপ্রভুর নির্দ্দেশানুসারে কৃষ্ণ-অপরাধী। আর যদি তাহা না হও, তবে কি তুমি কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক চিজ্জড় সমন্বয়বাদী পৌত্তলিক? অথবা তুমি কি ভুক্তি মুক্তিকামী স্বর্গাদি অপবর্গ-প্রত্যাশী? তাহা হইলে তোমাকে মায়া-পিশাচী ছাড়িবে কেন? তবে নিশ্চয়ই অচৈতন্য-ময় রাজ্যে তোমার অবস্থান। এরাজ্যের যিনি কর্ত্রী, তিনি কিছুতেই তোমাকে চেতনের ভূমিকায় যাইতে দিবেন না। তাই তুমি আশাও করিতে পার না। যেহেতু তোমার পূর্ব্বে তোমা অপেক্ষা বহু বড় বড় মহারথীকে জড় ভূমিকায় থাকিয়া চেতনের সন্ধান করিতে যাইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হইয়াছে। পুরাণেতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা বেশ জানা যায়। তাঁহাদের আয়ুপরিমাণ তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, সেই হিসাবে তোমা অপেক্ষা বহুগুণে বড় বড় মালগাড়ী বোঝাই গড্ডলিকা প্রবাহ বা মুখস্থ করিবার সময়ও ছিল নিচারও যে তোমার চেয়ে কম করিতেন, তাহা নহে, তবু সেই তিমিরে সেই তিমির। কেটা কোপায় জুনিয়া জানিয়াও যদি তাহাদের অলঙ্কারচর্চ্চা দোষ না যায়, তবে আর সজ্জন সমাজ আমাদিগকে বুদ্ধিমান বলিবেন কেন?

একটা অতি সোজাকথা—জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস। স্বকর্ম্মদোষে তাঁহার দাসত্ব করিতে পারিব না, সেটা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু স্বীকার করিতে বাধ্য আমি তাঁহার দাস। আমি যাঁহার বাহাদুরী বড়া চড়া করি, কপ। গঙ্গা বলি, নত বাক্য করি, পাঠ করি, বক্তৃতা দেই, ঐ নিত্য সত্য সনাতন জ্যো বস্তুটী ... । অনাদি সর্ব্বাদি সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের চিচ্ছক্তি অর্থাৎ জ্ঞান (চেতন) শক্তিই জীবশক্তি। সুতরাং জীব চেতনাংশ চেতন বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চেতনের আকর মূলচেতন পরিপূর্ণ বস্তু। এখন সূর্য্যকিরণ যদি স্পর্দ্ধা করিয়া বলে যে, আমি সূর্য্যকে পরিপূর্ণ কিরণাকর বলিয়া অর্থাৎ আমিও কিরণ সূর্য্যের অংশ একথা স্বীকার করি না অথবা মানি না, তখন বিচারটা কি প্রকার হয়, তাহা বুদ্ধিমান জন সকলেই বুঝেন, সূর্য্য ভিন্ন যে তেজের কোন সত্তাই নাই, তাহা সাধারণ বালকেরও জানা আছে। পাগলের মত একটা 'যা'তা' বলিলে চলিবে কেন? যে বস্তুর সহিত যাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, যে বস্তুর সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সত্তা থাকিতে পারে না সেই বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ কল্পনায় নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি অদূরদর্শী বাল সুলভ চাপল্য বুদ্ধির পরিচয় মাত্র।

শ্রীচৈতন্য বিভু চেতন, জীব অণুচেতন। স্বরূপতঃ জীব মাত্রেই গৌর কৃষ্ণ চৈতন্যদাস। শ্রীচৈতন্য বাদ দিয়া এমন কি জড় বস্তুরও জড় সত্তা থাকিতে পারে না। "কেহ মানে কেহ না মানে সবে তাঁর দাস। যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ"। অতএব ভাই বিচারক। তোমাদের পায়ে পড়ি, আগে নিজের বিচার ঠিক না করিয়া কোন বিচারে হাত দিওনা। তোমার দেহমনোদশের বিচার ঠিক থাকবে না, আজ যে কথাটা ভুল বলিয়া বিচারে সাব্যস্ত হবে, দুই দিন পরে আবার তাহাই সত্য মানিয়া শিরোধার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। আজ যাঁহাদিগকে স্বপক্ষাবলম্বী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিছুদিন পরে তাঁহাদিগকেই বিপক্ষ বলিয়া মনে হইবে। অতএব সময় থাকিতে সাবধান হইয়া সমঝিয়া চলা ভাল। সাধু সাবধান।

প্রাপ্ত পত্র

দৈনিক নদীয়া প্রকাশের

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র গিয়া তথায় ব্যাস গৌড়ীয়মঠে আপনাদের "নদীয়া প্রকাশ" কাগজখান দেখিয়াছিলাম। ব্যাস গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ আমার ন্যায় একটী অযোগ্য ব্যক্তিকে এতদূর—যত্ন ও সেবা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দয়ার কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের কয়েকটী অনুষ্ঠানের কথা এবং আগামী সূর্য্য-গ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যে বিরাট মেলা হইবে, তাহার সম্বন্ধে আমি তথায় গিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তৎ সম্বন্ধে দুটীকথা লিখিয়া জানাইলাম। দয়া বিবেচনা করিলে আপনার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে প্রকাশ করিবেন। ইতি

বিনীত শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সাধুর সৎকীর্ত্তি

আমি এই সম্প্রতি পূজার ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য পশ্চিমদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। অবশ্য যদিও তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে আমি পশ্চিমদেশে যাই নাই তবুও আর্য্যগণের,—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের—সুপ্রাচীন বাসস্থান এবং তাঁহাদের পূত পদাঙ্কিত ভূমি দেখিবার জন্য আমার প্রাণের ভিতরে যেন একটী ভাবের বন্যা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাই এই কয়েকটী দিন পশ্চিম দেশে কাটাইয়া আসিলাম। মাত্র ১১ দিনের মধ্যে আমি ঠিক বায়স্কোপের ছবির মত কাশী, প্রয়াগ, কাণপুর, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র এবং হরিদ্বার দেখিয়া সেখান হইতে সোজা কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছি।

গত ২০শে অক্টোবর বেলা ১১টার সময় আমি কুরুক্ষেত্র ষ্টেসনে যখন ট্রেণ হইতে নামিলাম,তখন ষ্টেসনে একজন গেরুয়া পরা বাঙ্গালী সাধুর সহিত আমার দেখা হইয়া গেল। পরে উঁহার নাম জানিলাম শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ অধিকারী,—কুরুক্ষেত্রে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই উঁহাকে সাধুমহারাজজী বলিয়া জানে। তিনি আমার সহিত আলাপ করিয়া আমার পরিচয় লইলেন, আমিও তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলাম,নবদ্বীপ মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ এবং কলিকাতাস্থিত গৌড়ীয় মঠের একটী শাখামঠ—নাম শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্রে আছে। তিনি সেই মঠেরই একজন সেবক রূপে তথায় আছেন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের মঠে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমিও পাণ্ডার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া এরূপ একটী অযাচিত আশ্রয় পাওয়াতে অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহার আহ্বানে তাঁহাদের মঠে গিয়া উঠিলাম। তাঁহাদের আশ্রমে ৩।৪ দিন ছিলাম। তাঁহাদের যে অযাচিত দয়া এবং অমায়িক ব্যবহার আমি তাহা এজীবনে কখনই ভুলিতে পারিব না। সুদূর পাঞ্জাবস্থিত প্রবাসী সকলেই ইঁহাদিগকে ঠিক দেবতার ন্যায় ভক্তি করে দেখিলাম।

আগামী ১২ই নবেম্বর সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে একটি বিরাট মেলা হইবে। এখন হইতেই চারিদিকে খুব ধুমধাম লাগিয়া গিয়াছে দেখিলাম। পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে মেলাস্থানে একএকটী অস্থায়ী জলের কলের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। রাস্তার ধারে ধারে জলের পাইপ ইতিমধ্যে বসিয়া গিয়াছে। মেলা গ্রাউণ্ডে গলিতে গলিতে মোড়ে মোড়ে এখনই আলোকস্তম্ভ দেওয়া হইতেছে, মোড়ে মোড়ে প্রস্রাব করিবার স্থান এবং ১২টী ব্লকের প্রত্যেক ব্লকে প্রায় ১২০টী করিয়া সরকারী পায়খানা প্রস্তুত হইতেছে। মেলার সময় দোকান করিবার জন্য রাস্তার ধারে ওফিট্ ওফিট্ জমীর ভাড়া ... হইতে ৫০২। ১লা নবেম্বর হইতে ১২ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মেলাস্থান হইতে থানেশ্বর সহর যাইতে হইলে জনপ্রতি ২২ করিয়া পাশ লাগিবে। মেলার জন্য ২ মাস পূর্ব্ব হইতে ওখানে গভর্ণমেণ্টের তরফে একজন ডেপুটী কমিশনার এবং একজন হেল্থ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অধীনে প্রায় ৪০।৫০ জন সরকারী কর্ম্মচারী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত বিষয় দেখা শুনা করিতেছেন। শুনিলাম, এই মেলা উপলক্ষে এবার এখানে প্রায় ২০।২৫ লক্ষ লোক সমাগম হইবে। ৫ই নবেম্বর হইতে মেলা আরম্ভ হইবে এবং গ্রহণের পরেও ৩।৪ দিন থাকিবে।

ব্যাস গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ মেলাস্থলে—ব্রহ্মকুণ্ডস্থিত গোঘাটের ঠিক উপরেই সামন্তপঞ্চকে—তাঁহাদের একখণ্ড প্রশস্ত জমীতে—মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে একটি পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে শ্রীকৃষ্ণলীলা ... এবং বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনোদ্দেশ্যে আগত নন্দ যশোদা, গোপীগণ, গোপালগণ প্রভৃতি লীলা শ্রীমূর্ত্তি দ্বারা দেখাইবেন। বাঙ্গালী যাত্রীদিগের অনেকেই ইঁহাদের আশ্রমে থাকিবার স্থান পাইবেন। প্রায় ৩০টি তাঁবু ইঁহাদের জমিতে আগত ভদ্রলোকদের জন্য বাঁধা হইবে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের এরূপ একটি অনুষ্ঠান দেখিয়া হৃদয় সত্য সত্যই আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ইতি—

নানা কথা

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

এ বৎসরের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ এম, এ, (ভারতীয় প্রাচীন কলাশিল্প), শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম, এ, (দর্শন শাস্ত্র) শ্রীযুত ... চৌধুরী এম এ, (ভূতত্ত্ব) ... অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এম, এ (অর্থনীতি শাস্ত্র) এবার এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন কলা শিল্পে প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিলেন। তিনি ঐ বিষয়ের এম-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

জাতীয় মিলন

আমরা যে ভাবে আমাদের জাতীয় মিলনের চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহা নিতান্তই বালসুলভ চাপল্য বা ছেলে খেলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্রীড়াশীল বালকগণের মধ্যে যেমন পরস্পরে মিল হইতেও বিলম্ব লাগে না, আবার ঝগড়া বাধিতেও বেশী সময়ের আবশ্যক হয় না, একটী বালক ক্রীড়ার যে সমস্ত পন্থা উদ্ভাবন করিতেছে, অন্য বালক সেগুলি যতক্ষণ অনুমোদন করিয়া চলিতেছে, ততক্ষণই মিল, একটু এদিক ওদিক হইলেই ভয়ঙ্কর বিবাদ—একেবারে মুখ দেখা দেখিই বন্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পরে যে মিলনচেষ্টা বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, তাহাও ঐ বালকগণের চেষ্টার অনুরূপই হইতেছে। প্রকৃত মিলন কিসে সম্ভব, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া কতকগুলি বাহ্য ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করিতে গিয়া হিতে বিপরীত ফল হইয়া দাঁড়াইতেছে—পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি ভীষণাকার ধারণ করিতেছে, এমন কি যাহা মিলনচেষ্টার পূর্ব্বে কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন কতকগুলি নিতান্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া পড়িতেছে। উহার কারণ কি কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছেন? কেহ বলিতেছেন, হিন্দুর দোষ, কেহ বলিতেছেন মুসলমানের দোষ, কেহ বা বলিতেছেন—ইংরাজের দোষ, কিন্তু প্রকৃত দোষের আকর স্থান যে কোথায়, তাহার অনুসন্ধানে কেহই প্রবৃত্ত হইতেছেন না। প্রাকৃত দেহ এবং মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধারণার সহিত অন্য তাদৃশ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক দেহমনোবর্গের মিলন যে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, তাহা কাহারও চিন্তার বিষয় হয় না। একজনের মনের ধারণার সহিত অন্যের ধারণার কখনও মিল হইতে পারে না, অথবা আপাততঃ মিল হইলেও স্থায়ী মিলন হইতে পারে না, যেহেতু দেহ ও মন অনিত্য। অনিত্যের সহিত অনিত্যের মিলন কখনও চিরস্থায়ী হয় না। নিত্যের সহিতই নিত্যের মিলন সম্ভব। জীবাত্মা সেই নিত্য বস্তু। প্রত্যেক জীবের আত্মা এক বস্তু, প্রত্যেকের আত্মার লক্ষ্যও এক (common), সুতরাং আত্ম-ক্ষেত্রেই মহাচিৎসমন্বয় অবস্থিত। আত্মধর্ম্ম অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেই অনাত্ম প্রতীতি হেতু যে বাদবিসম্বাদ—মিলনাভাব তাহা দূর হইবে। ভগবৎসেবাই সেই আত্মধর্ম্ম। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—সকলেই যদি সেই ভগবৎসেবায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেই পরস্পরের মধ্যে চির বন্ধুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইবেন।

নতুবা ইতর চেষ্টা বৃথা বক্তৃতা দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি করাই লাভ হইবে।

বাঙ্গালা হরফের সৃষ্টি

মিঃ চার্লস উইলকিন্স (পরে ইনি 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন) এদেশে থাকিয়া সংস্কৃত, বাঙ্গালা ইত্যাদি এদেশের নানা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি একজন সুদক্ষ শিল্পী ও খোদাই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া এক প্রস্থ বাঙ্গলা হরফ তৈয়ারী করেন।

মিঃ চার্লস উইলকিন্স ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে প্রথমে চাকুরী করিতেন, এবং স্বয়ং গভর্ণর জেনেরালের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি বাঙ্গালা হরফ তৈয়ারী করিতে প্রবৃত্ত হন ও অতি দক্ষতার সহিত তিনি সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইউরোপের দক্ষ কারিকরদিগের নিকট হইতে বহুদূর দেশে অবস্থানের জন্য তিনি নিজেই ধাতুজ্ঞ, খোদাইকারক, ঢালাইকারক এবং মুদ্রাকর এই সকল কার্য্যই একাকী করিয়াছিলেন। —'স্বদেশ কথা'।

বিশাল পৃথিবীতে স্থানাভাব

লণ্ডনের ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, স্যার জর্জ নিরস নামে এক গণনাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সম্প্রতি এক খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিবাসীর সংখ্যা ১ শত ৯৫ কোটি। এক্ষণে যে অনুপাতে নরনারীর জন্ম হইতেছে, তাহাতে ৮০ বৎসরে উহার দ্বিগুণ লোক পৃথিবীতে বাস করিবে এবং ২০০৯ খৃষ্টাব্দে সেই অনুপাতে ৭ শত ৮০ কোটি লোক যে বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থা ৮ শত কোটি লোকের জীবন পোষণ করিতে সমর্থ, সুতরাং ২ শতাব্দীর পর আর পৃথিবীতে লোক সংকুলান হইবে না।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে এবার ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে যে স্পেশাল সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ১লা নবেম্বর হাওড়া ছাড়িবে। এই গাড়ীর সমস্ত টিকেট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। টিকিটের জন্য আরো অনেক দরখাস্ত পড়ায় কর্তৃপক্ষ আর এক খানি ট্রেণের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কলিকাতায় বড়লাট

ভারতের ভাগ্যবিধাতা বড়লাট লর্ড আরউইন সস্ত্রীক আগামী ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতা পরিদর্শন করিবেন। ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহারা ব্রহ্মদেশ হইতে কলিকাতায় আগমন করিবেন, ১৬ই ডিসেম্বর রবিবারে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন জন্য স্পেশাল রেল গাড়ীতে বোলপুরে গমন করিবেন এবং ঐদিন রাত্রিতেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। সোমবারে তিনি ভারত ও সিংহলের সম্মিলিত বণিক সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। ২৪শে ডিসেম্বর সোমবারে তাঁহারা আপার সারকুলার রোডে জৈনমন্দির পরিদর্শন করিতে আশা করেন। শুক্রবারে তিনি ভারতীয় বণিক সভার বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। বুধবার অপরাহ্ণে তাঁহারা ঢাকায় গমন করিবেন।

ইংলণ্ডে বেদ-প্রচার

প্রকাশ যে, ক্যাক্সটন হলের কোন জনসভায় শ্রীযুক্ত জগদীশ চাটার্জ্জী বেদের মৌলিকত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। নিউইয়র্কে বেদ অধ্যাপনা ও বৈদিক তথ্য সম্পর্কে গবেষণা করিবার জন্য একটী আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় আছে। শ্রীযুক্ত চাটার্জ্জী সেই বিদ্যালয়ের ডিরেক্টার। সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ড পরিদর্শন আসিয়াছেন। এখানে সেই বিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বিদেশে ভারতীয় রাজপুত্র

ইংলণ্ডের কোনও সাধারণ স্কুলের হেড মাষ্টার ও একজন ভারতীয় নৃপতির মধ্যে যে মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে ভারতসচিবের দপ্তর ও লণ্ডনের ভারতীয় মহলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভারতীয় নৃপতির পুত্র উক্ত স্কুলের একজন ছাত্র। প্রকাশ যে, স্কুলের অন্যান্য ছাত্রেরা উক্ত রাজপুত্রের আচার ব্যবহার ও জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি লইয়া তাহাকে বড়ই বিরক্ত ও বিব্রত করিয়া থাকে, ইহাতে পুত্র ব্যাপারটি পিতাকে জানান এবং পিতা ভারত-সচিবের সাহায্য চাহিয়া পাঠান।

এই ভারতীয় নৃপতি সরকারের একজন প্রিয় পাত্র, সুতরাং ভারত সচিবের দপ্তর হইতে স্কুলের কর্তৃপক্ষের নিকট এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, সমস্ত ব্যাপারটির একটি আপোষ মীমাংসা করিয়া ফেলা হউক।

[illegible] ট্রাম-সংঘর্ষ

গত রবিবার প্রাতে, গড়ের মাঠে ক্রীড়া ডাকবিভাগের প্রতিমূর্ত্তির নিকটে ২টী ট্রাম গাড়ীর মধ্যে এক সংঘর্ষ হওয়ায় এক গাড়ীর চালক নিহত এবং প্রথম শ্রেণীর একজন আরোহী গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, বেহালার ট্রাম যখন এসপ্লানেড হইতে খিদিরপুরের দিকে যাইতেছিল, তখন আলিপুরের দিক হইতে আগত এক ট্রামের সহিত উহার সংঘর্ষ হয়, ফলে উভয় গাড়ী লাইনচ্যুত হয় এবং বেহালা ট্রামের চালক গুরুতরভাবে আহত হওয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। আরোহিগণ সকলে এক সময়ে অবতরণ করিবার চেষ্টা করায় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। সোমবার তাঁহার অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। সংঘর্ষের ফলে উভয় গাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং অনেকক্ষণ লাইনে ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল।

হুগলী সন্তরণ প্রতিযোগিতা

হুগলী জোৎস্না [illegible] উদ্যোগে গত রবিবার সমিতির অষ্টম বার্ষিক ২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। ১৪ জন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। হুগলী জুবিলি সেতু হইতে চুঁচুড়া মার্কেট হাউস ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ৯টা ৫৪ মিনিট ১ সেকেণ্ডের সময় সন্তরণ আরম্ভ করে। কলিকাতার ব্যানার্জ্জী মেমোরিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউটের এস, বসু ২৪ মিঃ ২৫ সেঃ, কলিকাতা বাগবাজার পাড়া ক্লাবের পি, এন, বসু ২৫ মিনিটে, অ্যাথেলেটিক স্পোর্টিং ক্লাবের এস, কে, ঘোষ ২৫ মিঃ ২০ সেকেণ্ডে এবং কলিকাতা সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কে, পি, রক্ষিত ২৬ মিনিটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে টি, মুখার্জ্জী ২৬ মিঃ ৫ সেকেণ্ডে, এস, কে, পাটিল ২৬ মিঃ ৩৫ সেকেণ্ডে, এবং দ্বি, সি, দে ২৭ মিঃ ১০ সেকেণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। কালীপূজার সময় এক সাধারণ সভায় উত্তীর্ণদিগকে মেডেল ও শিল্ড প্রদান করা হইবে।

পারস্যে বিদ্রোহ

কনষ্টাণ্টিনোপল, ২৫শে অক্টোবর [illegible] সংবাদে প্রকাশ, পারস্যের নানা স্থানে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। [illegible] তিহরাণ নগরী বিপদাপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট সাধি [illegible] আরম্ভ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, [illegible] বৃদ্ধি হওয়ার জন্যই [illegible] হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাময়িকী

শ্রীধামের অনুসন্ধানে এত ব্যস্ত কেন? উদ্দেশ্য কি? শ্রীধামের সেবা, না রাবণের সীতাহরণের ন্যায় ভগবানের লীলা শক্তির শ্রীধামকে ভোগ করিবার চেষ্টা?, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যাঁহারা আমাদের নিকট শ্রীধামের তথ্য অনুসন্ধান করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই শ্রীধামকে ভোগ করিবার চেষ্টা-মূলে শ্রীধামাপরাধী। নামাপরাধী কোটী জন্ম নাম কীর্ত্তন করিয়া যেমন নামরূপা প্রেম লাভ করিতে পারে না, শ্রীধামাপরাধীও সেইরূপ বহু চেষ্টা করিয়াও ধামের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারিবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। শ্রীধাম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও ঐতিহ্য—এই চারি প্রকার প্রমাণের অভাব নাই, প্রমাণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু থাকিলে কি হয়? ভোগপর মায়িক চক্ষু: আমাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, উহাই আমাদের শ্রীধাম দর্শনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুলিয়া নবদ্বীপে যাঁহারা নিরপেক্ষ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান আছেন, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণাবলী অনায়াসে দেখিতে পান এবং বল্লালদীঘীর সন্নিকট শ্রীধাম মায়াপুরই যে প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—একথাও বলিতে বাধ্য হন। কিন্তু কতকগুলি লোক এতদূর স্বার্থান্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা জানিয়াও শ্রীধাম মায়াপুরকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিতে পারিতেছেন না। বলিলে তাঁহাদেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কলিকাতা হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতেছিলাম, কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে নামিয়া মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে আসিবার জন্য লাইট রেলওয়ের ছোট গাড়ীতে উঠিতে যাইব, এমন সময় মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ যমুনাবিহারী প্রভুর সহিত দেখা হইল। আমরা একত্রে একটী *Compartment* এ উঠিলাম। যমুনাবিহারী প্রভুর হস্তে বিক্রয়ের জন্য কতকগুলি দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ ছিল। আমরা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক আমাদের উঠিবার পূর্ব্বেই গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহর নবদ্বীপের বাবলাদারির স্মৃতিপুরবাসী মুনিংহ * নামক ভদ্রবেশী জনৈক ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন। যমুনাবিহারী প্রভুর হস্তে 'নদীয়া-প্রকাশ' দেখিতে পাইয়া ঈর্ষানলে তাঁহার প্রাণ দগ্ধ হইতেছিল, তিনি ঈর্ষামূলে শ্রীধাম মায়াপুর ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের বহু নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন, আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই ট্রেনস্থ নিরপেক্ষ ভদ্রলোকগুলি উক্ত ব্যক্তির বিদ্বেষভাব-সূচক বাক্যাবলী বুঝিতে পারিয়া উহার যথাযথ উত্তর প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরস্ত করিলে তিনি সর্ব্বসমক্ষে স্বার্থের দাস হইয়া মনিবের খাতিরে অম্লানবদনে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"মহাশয়! আপনারা যতই যা বলুন, আর যতই প্রমাণ দেখান, আমরা প্রাণ থাকিতে সহর নবদ্বীপের পূর্ব্বপার মায়াপুরকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিতে পারিব না, কেননা ওপারকে নবদ্বীপ বলিয়া আমাদের কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি।" সকলে শুনিয়া অবাক্ হইলেন। শুনিলাম তাঁহার সঙ্গে শ্রীযমুনাবিহারী প্রভুর অনেকবার দেখা হইয়াছে। এবং ঐ ব্যক্তি যমুনাবিহারী প্রভুকে সমস্ত সময় নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ লোকই এইরূপ স্বার্থান্ধ। স্বার্থান্ধ ব্যক্তির শ্রীধাম দর্শনের সুযোগ কোথায়? এইত গেল এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধের কথা। এতদ্ব্যতীত আর দুই প্রকার স্বার্থান্ধ ব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই। তাঁহারা চান বাহাদুরী। ইঁহারা অনেকেই পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত, সুতরাং ধাম নিরূপণের জন্য কতকগুলি উকিল ও এটর্ণি নিযুক্ত করিয়া নিজেরা গৃহব্রত ধর্ম্মে স্ত্রৈণভাবে কাল যাপন করিতেছেন। উকিল এটর্ণির প্রতি তাঁহাদের আদেশ উক্ত উকিল এটর্ণি যদি কাঁকড়ার মাঠকে মায়াপুর বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারাও লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার কিয়দংশ অবশ্য পাইতে পারিবেন।

আজকাল যাঁহারা ধাম নিরূপণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা মায়াপুরই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান একথা আদৌ জানিতেন না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহোদয়-প্রমুখ শুদ্ধ ভক্তগণ যখন শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কার করেন, তখনও কুলিয়াবাসী কেহই "মায়াপুরকে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মুখে অস্বীকার করিলে, গলাবাজীর জোরে অস্বীকার করিলে ত' চলিবে না, প্রাচীন শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রাচীন নিদর্শন যে শ্রীমায়াপুরকে প্রাচীন নবদ্বীপ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া সাক্ষী প্রদান করিবে। তখন তাঁহারা উপায় ন্তরা হইয়া শ্রীমায়াপুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, অবশেষে চক্রান্ত করিয়া রামচন্দ্রপুরকেই মায়াপুর বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। তৎসম্বন্ধে লোকবঞ্চনা-মূলে পুস্তকও ছাপা হইতে লাগিল—তাহাদের ঐ প্রকার অসচ্চেষ্টা দেখিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"পরিশেষে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস নামক জনৈক * * সংক্ষিপ্ত নবদ্বীপ দর্পণ ও নবদ্বীপ দর্শন নামক দুইখানি পুস্তক শ্রী * * * লিখিত ভূমিকার সহিত সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহার নবদ্বীপ দর্পণের দ্বিতীয় খণ্ডও নাকি, প্রকাশিত হইয়াছে; সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, উহাকে নবদ্বীপ দর্পণ নাম না দিয়া "নবনলিনী দর্পণ" নাম দিয়া প্রকাশ করিলেই ভাল হইত।"

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কাঁকড়ার মাঠ রামচন্দ্রপুরে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই মন্দির কিছুদিন পূর্ব্বে লোকচক্ষের গোচর ছিল, সম্প্রতি তাহা গঙ্গাগর্ভগত হইয়াছে। সেই মন্দির দেখিয়াছেন এরূপ বয়স্ক লোক এখনও অনেক জীবিত আছেন।

আমি 'প্রাকৃত সহজিয়া'

নিরম্বু একাদশ্যুপবাস, আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন ভোজন, অনুক্ষণ নাম (?)-গ্রহণ, তিলকধারণ প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের বাহ্যানুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটীর সুষ্ঠুভাবে অনুকরণ করিয়াও আমি প্রাকৃত সহজিয়া। এসব করিয়াও আমি প্রাকৃত সহজিয়া কেন তাহা বলিতেছি, অগ্রে প্রাকৃত সহজিয়া কথাটীর অর্থ বলি। জীবের স্বভাবজাত ধর্ম্মই সহজ ধর্ম্ম। জীবের সহজ ধর্ম্মে ইহ-পর-কালে দেহ-প্রীতি বা মনঃপ্রীতির কোন কথা নাই। উহা বিশুদ্ধ সেবাময়। অণুচৈতন্য জীবের বিশুদ্ধ চেতন বিভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাই একমাত্র নিত্য-ধর্ম্ম বা সহজধর্ম্ম। বর্ত্তমানে আমাদের সহজ ধর্ম্মটী লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেহ বা মনঃপ্রীতিকর ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছে। এই দেহ-ধর্ম্ম বা 'মনো-ধর্ম্মই মায়াময় প্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম'। বৈষ্ণবগণ সেবাধর্ম্মে [illegible] থাকিয়া অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রীতি [illegible] জন্য ব্যস্ত। যাঁহারা বৈষ্ণবগণের [illegible] তাঁহার অনুসরণ করিতে না পারিয়া [illegible] দের বাহ্যানুষ্ঠানের অনুকরণ করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"

—এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের। আমার উপলব্ধি ঠিক উহার বিপরীত। আমার হরিকীর্ত্তন, হবিষ্যান্ন ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যে কোন প্রকারে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করে। ঐগুলির দ্বারা কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় কি না, তদ্বিষয়ে আমার অনুসন্ধান নাই, আমি জানি—ঐ সকলের দ্বারা যখন আমার সুখ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই উহা প্রেম, আমি মনের সুখ-কামনাকেই প্রেম বলিয়া ধারণা করিয়াছি, তাই আমি প্রাকৃত সহজিয়া।

(২) আমি গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া মনে করি, আমি বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্তগুলি, শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তগুলি আমার প্রাকৃত বিদ্যার সাহায্যে বেশ বুঝিয়া লইয়াছি, গুরুদেব আর আমাকে কি অধিক উপদেশ দিবেন, আমি বরং নিজেই গুরু সাজিয়া জগৎকে উপদেশ করিতে পারি। কিন্তু হায়! হায়! আমি বুঝিলাম না যে, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রাকৃত বিদ্যার সাহায্যে—জড়া সরস্বতীর সাহায্যে শতকোটী বৎসর পরিশ্রম করিলেও বুঝা যাইবে না, অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত গোচর হয় না, কেবল গুরুবৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই উক্ত সিদ্ধান্ত জীবের হৃদয়ে স্বতঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ—এ সকল কথা আমি সাধারণের নিকট কীর্ত্তন করি বটে, কিন্তু কার্য্যকালে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন তাই আমি প্রাকৃত সহজিয়া।

(৩) শ্রীমদ্ভাগবতের ৪ ২৮।৩৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনীতে ভক্তরাজ ঠাকুর বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"গুরুসেবায় প্রবৃত্ত শিষ্য গুরুসেবার জন্য নিজ ব্যক্তিগত শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ [illegible] বা তজ্জন্য প্রেমানন্দ অর্থাৎ নির্জ্জনভজনানন্দ, এমন কি তদুচিত নির্জ্জনবাসকেও কখনও অপেক্ষা করেন না। শ্রীগুরু-সেবারূপ সুখের দ্বারাই সর্ব্বসাধ্য সিদ্ধ হয়। এই কথাটী যে আমি কতবার পড়িয়াছি এবং বৈষ্ণবদিগের মুখে শুনিয়াছি ও শুনিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উক্ত শ্লোকটীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমার গুরুদেব সর্ব্বদা প্রচার কার্য্যে ব্যস্ত, আমার কিন্তু নির্জ্জনভজনই ভাল লাগে। [illegible] ভেবে প্রাকৃত মহানুভূতি আমার [illegible]

[illegible], আমার মুখে যদি গুরুদেবের স্বরূপ ভগবানের ও গুরুদেবে যদি আমার ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যেক [illegible] অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া [illegible] চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতাম, তাঁহাকে ছাড়িয়াও নির্জ্জনে কৃষ্ণভজন করিবার প্রবৃত্তি আমার হইত না, আমি গুরু-সেবাকেই নির্জ্জনভজন জানিতাম। গুরুদেব আমার নিত্যপ্রভু—এই সম্বন্ধ-জ্ঞান যদি আমার হইত, প্রকৃত পক্ষে আমি যদি গোস্বামীদিগের সিদ্ধান্তে নিপুণ হইতাম, তাহা হইলে গুরুদেবে বা [illegible] নিজজন বলিয়া বোধ হইত, তাঁহাদের কার্য্য আমার ইহ-পরকালের কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম, তাহা করি না বলিয়াই ত আমি প্রাকৃত সহজিয়া।

(৪) দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্ম সম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে সেহ শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

গুরুসেবায় নিখিল চেষ্টাযুক্ত ভক্তের সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম স্বয়ং উচ্চারিত হন। শ্রীনাম উচ্চারিত হইতে হইতেই জীবের স্বরূপের উদয় হয়, শ্রীনামই জীবের স্বরূপোদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করেন, শ্রীনামই জীবের স্বগুণ উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করেন এবং শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উদয় করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করেন। আমি শুদ্ধভক্তগণের এ সকল কথায় প্রবিষ্ট না হওয়ায় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে অনর্থ-মুক্ত হইবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে শ্রীনামকে প্রাকৃত বোধে রূপগুণ লীলা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ও তদনুগগণের "শ্রবণ-কীর্ত্তনতো ভক্তস্য স্মরণ-প্রযত্নো নাবশ্যকঃ" প্রভৃতি বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া নির্জ্জনে কৃত্রিম-ভাবে কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করি, তজ্জন্য ভক্তগণ আমাকে প্রাকৃত সহজিয়া বলেন।

(৫) আমি ভোগ বা ত্যাগকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি। তাই আমি যখন মনে করি—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং তৎপূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দ অনেকেই গৃহে থাকিয়া সংসার-সুখভোগ ও হরিভজন—দুই একত্রে করিয়া গিয়াছেন, অতএব আমিই বা কেন গৃহত্যাগজনিত ক্লেশকে স্বীকার করিব। আমিও তাঁহাদের মত সংসার-সুখ-ভোগ করিতে করিতে হরি-ভজন করিব। আবার কখনও শ্রীল [illegible] বিষয়-শেষে খোলাখান, চাহিবও মাত্র ছিঁড়া,' শ্রীপাদ গৌর-কিশোরের অপক বস্ত্র গ্রহণ প্রভৃতি বাহ্য বৈরাগ্য-চেষ্টাকেই হরিভজন মনে করিয়া তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি। চেতনের ধর্ম্মে, কৃষ্ণ-সেবার ভোগ বা ত্যাগের ব্যবধান নাই—এ সকল কথায় আমি সুপ্রবিষ্ট নহি বলিয়াই বৈষ্ণবগণ আমাকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

(৬) আমি সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক মঠে বাস করিয়া কখনও শারীরিক, কখনও প্রবন্ধাদি লিখিয়া মানসিক পরিশ্রম করিয়া—আমি খুব সেবা করিতেছি দেখাইয়া থাকি; কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা আমার ভোগবুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া কতটুকু হরি-সেবা-বুদ্ধির উদয় হইতেছে, গুরু-বৈষ্ণবে আত্মীয়-স্বজন বোধে স্বাভাবিক টান হইতেছে, তাহা আমি একবারও ভাবি না, মঠস্থ বৈষ্ণবগণকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া কখনও তাঁহাদিগকে নিজের সহিত সাম্যজ্ঞান করি, কখনও তাঁহাদিগের চেয়ে নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, কখনও তাঁহাদের দুঃসঙ্গে অনাদর দেখিয়া তাঁহাদিগকে পক্ষপাত-দোষে দোষী মনে করি, তাই মঠবাসী হইয়া, সেবা করিয়া এবং গুরুর সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়াও আমি প্রাকৃত সহজিয়া।

"চেতনের ডাক"

এক শ্রেণীর 'জাগিয়া ঘুমানো' লোক আছেন, তাঁহাদের ঘুম আর যেন কিছুতেই ভাঙ্গিবার নহে; রাজ্যের লোক আসিয়াও যদি তাঁহাদের কর্ণের নিকট ঢাক ঢোল বাজাইতে থাকে, তথাপি তাঁহাদের নাসিকাগর্জ্জন আর থামেনা, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠে। কারণ উহা যে কপট-নিদ্রা, সত্য সত্য নিদ্রিত ব্যক্তি একেবারে কুম্ভকর্ণের মত হইলেও তাঁহাকে জাগানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু কপটী দল ডাক শুনিয়াও সাড়া দিতে চাহেন না—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্য তাঁহাদের, তাই একবারও চাহিয়া দেখেন না যে, কে তাঁহাদের শিরঃ-সন্নিধানে দণ্ডায়মান। শ্রীভগবান যে আজ স্বয়ং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট গুরুরূপে—শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে পরব্যোমের চেতন-বাণী শ্রবণ করাইবার জন্য কত না করুণস্বরে স্নেহভরে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত," "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ" প্রভৃতি বলিয়া ডাকিতেছেন, হতভাগ্য তাঁহারা কি একবারও সে ডাকে সাড়া দিবেন না? আজ যে চেতন-বাণী শুনিয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটগণও বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিতেছে, পণ্ডিতাভিমানিগণ পাণ্ডিত্য-প্রতিষ্ঠা দূরে বিসর্জ্জন দিয়া শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদবিসম্বাদ—কুতর্ক অতি যত্নে পরিহার করিতেছেন, যোগিসম্প্রদায়ও প্রাণবায়ু নিরোধ-জন্য সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতেছেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ছাড়িয়া দিতেছেন, জ্ঞানসন্ন্যাসিগণও পর্য্যন্ত নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান ত্যাগ করিতেছেন, যে চেতনের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া জগতের গৃহে গৃহে আজ তুমুল হরি-সঙ্কীর্ত্তনের রোল গগন-পবন ভেদ করিয়া উত্থিত, দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রুকম্প পরিশোভিত, লোক-ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তুগণও হিংসা ধর্ম্ম পরিবর্জ্জিত, তা বিধাতঃ, সেই চেতনের বাণী শ্রবণেই কপটী দল আজ পরাঙ্মুখ! তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা কত বড়ই না বাহাদুর। তাই তাঁহারা যেখানে দেখেন, চেতনের কোন কথা নাই, কেবল আপাত-মনোহর স্বপ্নপ্রতিম দুঃখশোক-তমসাচ্ছন্ন অচেতনের কথা, সেখানেই জাগিয়া উঠেন এবং তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন। এমনি করিয়াই তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই আবাহন করিয়া বসিবেন, তথাপি চেতনের পরম মঙ্গলময়ী বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। যে বাণীই একমাত্র প্রোজ্ঝিত কৈতব, তাপত্রয়োন্মূলক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলপ্রদ পরম সত্যের সন্ধান-প্রদাত্রী, যে বাণীই একমাত্র বাস্তব সত্য প্রচার-কারিণী, যাঁহার কৃপা ব্যতীত জীবের অজ্ঞানান্ধকার কিছুতেই দূরীভূত হইতে পারে না, যে বাণী অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদির গন্ধলেশশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তময়ী, যাঁহার কৃপায় জীব সহজ স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া অতি সহজেই কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হন, মোটকথা যে বাণীই জীবের একমাত্র জীবাতু, তাঁহাকে অনাদর করিয়াই মূর্খেরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

যে বাণী আজ প্রত্যেক জীবের চোখে আঙ্গুল দিয়া তথাকথিত মহাত্মার জীবহিংসারূপ মাহাত্ম্য স্পষ্ট করিয়া দেখাইল, যে বাণী তথাপ্রসিদ্ধ ভাগবত-পাঠকের অনধিকারচর্চ্চার ফল এখনও খৃষ্টীয়ান মিশনারীতে জাজ্বল্যরূপে বর্ত্তমান দেখাইতেছে, যে বাণী অপরবিদ্যাভূষণের অপরাবিদ্যার দৌড় সকলকেই ভাল করিয়া দেখাইয়া দিতেছে, যে বাণী তথাকথিত গুরুব্রুব, গোস্বামিব্রুবগণের কপটতার ব্যবসা সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করিয়া দিতেছে, যে বাণী বৃন্দাবনে মধুসূদনের দাস্য করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত কনক কামিনীর দাস্য করিবার শোচনীয় পরিণাম পরিস্ফুট করিয়া [illegible] চৌরকুল বাহাদুর পঞ্জলিকা-প্রবাহ-ভাবে যাহাকে তাহাকে, যেখানে [illegible] সার্ব্বভৌম [illegible] না হয়, তদ্বিষয়ে বিধান করিয়া দিতেছে, যে বাণী 'ন-[illegible]', '[illegible]-মুপগৃহীত' প্রভৃতি বাক্য তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শিষ্যব্যবসায়ী গুরুব্রুব ও পাঠকব্রুবের করাল কবল হইতে জীবকুলকে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ করিতেছে, যে বাণী "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥", 'বৈরাগী হঞা করে স্ত্রীসম্ভাষণ। দেখিতে না পারেঁ মুঞি তাহার বদন॥', 'ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া' প্রভৃতি চৈতন্যগাথা কীর্ত্তন করিয়া বৈরাগিব্রুবদলের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবার উপদেশ করিতেছে, যে বাণী "অতএব যত মহা-মহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বলে॥" প্রভৃতি বৃন্দাবনগাথা কীর্ত্তন করিয়া জীবকে গৌরনাগরী হইবার দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিতেছে, যে বাণী শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত মহামন্ত্র নামকীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে অজ্ঞজীবের স্বকপোল-কল্পিত ছড়া-নাম কীর্ত্তন করিতে জীবকুলকে নিষেধ করিতেছে, যে বাণী বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ' প্রভৃতি বাক্য কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহদপরাধ হইতে জীবগণকে রক্ষা করিতেছে, এবং 'ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে, সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্ত-পারগঃ। সর্ব্ববেদান্ত-বিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে, বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥" প্রভৃতি শ্লোক হইতে বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য শিক্ষা দিতেছে, যে বাণী "মহৎসেবাং দ্বারমাহু বিমুক্তে-স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" বাক্য কীর্ত্তন করিয়া স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন করিয়া সংসার-মুক্তির দ্বারস্বরূপ বৈষ্ণবসেবাকে বরণ করিবার উপদেশ করিয়াছেন, যে বাণী বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ বিষ্ণুসেবাই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম বা চেতনের ধর্ম্ম, ইহা প্রচার করিতেছেন, সেই নিত্য শুদ্ধ চেতনময়ী বাণী শ্রবণ হইতে বিরত থাকা কি সাধারণ দুর্ভাগ্যের পরিচয়?

ওহে বিশ্ববাসি, এখনও জাগিয়া উঠ, আর মোহনিদ্রায় অভিভূত হইও না, অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ নিত্য মঙ্গলময়ী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর সেবায় বিরত থাকিয়া নিজের সর্ব্বনাশ [illegible] নিজেই আবাহন করিও না। [illegible] অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু শ্রীচৈতন্যের [illegible] বাণী তোমার কর্ণমূলে—[illegible] উপস্থিত, একবার কর্ণ [illegible]

উন্মোচন কর, চক্ষু উন্মীলিত কর—চৈতন্যের গান শ্রবণ কর—

"এমন দুর্লভ মানব-দেহ
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ।
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত
চরমে পড়িবে প্রমাদে ৷
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই',
না ভজ হৃদয়-রাজে।"

ঐ শুন মানব, নিত্য সত্য শুদ্ধভক্তির বিজয়-দুন্দুভি আজ সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞান-তিমির-কর্ম্মজ্ঞানাবৃত বিদ্ধভক্তির কোলাহল স্তব্ধীভূত করিয়া যে ভীম-ভৈরব-নিনাদে আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিয়াছে, সে নিনাদ প্রতিজীবের কর্ণপটাহ ভেদ করিয়া প্রতি মর্ম্মের অতিনিভৃত মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। তবে আর কেন মানব এখনও বঞ্চিত হইতে চাও? সত্যের জয়গান তোমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতেছে, তথাপি তুমি সাড়া দিবে না, চুপ করিয়া থাকিবে? না—না, এমন করিয়া আর বঞ্চিত হইও না। তুমি জীবাত্মা—চেতন বস্তু—তুমি জাগ্রত, অচেতনই চির নিদ্রিত; মানব, তুমি চেতনের ধর্ম্ম বিকাশ কর, তুমি জাগিয়া উঠ, জাগ্রত হইয়াও নিদ্রিতের অভিমান করিয়া চেতনের সত্য-বাণী শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইও না, তুমি যতই না কেন বাগ্‌বৈখরী বিস্তার করিয়া সত্যকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, ততই সত্য আপন স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকিবেন, তোমাকে একদিন না একদিন সেই সত্যের দাস হইতেই হইবে। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য—কাপুরুষতা ছাড়িয়া দাও, নির্ভীক হৃদয়ে সত্যবস্তু গ্রহণ কর। আর সময় নাই। "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়।"—অর্থাৎ যতক্ষণ না মৃত্যু আসিয়া তোমার নিকটস্থ হয়, তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পরমমঙ্গল লাভের জন্য যত্নবান হও। মনুষ্য জন্মটী বড়ই দুর্লভ; এই জন্মই হরিভজনের একমাত্র মূল; দেবতির্য্যগাদি কোন জন্মেই হরিভজন হইতে পারে না। মানব! এমন দেবতাবাঞ্ছিত জন্মটীকে বৃথা কাটাইয়া কোন্ সাহসে পুনরায় মনুষ্যজন্মের আশা করিতেছ চাও? মনুষ্য-জন্মই যে তোমাকে পাইতে হইবে, দেব-তির্য্যগাদি যোনি পাইতে হইবে না, একথা তোমাকে কে বলিয়া দিল? সুতরাং আর ঘুমাইও না, ওই শুন, মহাপ্রভু গৌরসুন্দর গান গাহিতেছেন—

"ঘোড়ে ঘোড়ে কা কর ভাই
[illegible] উঠ, জাগ যুয়াই।
[illegible]সে দিন আতি ঘাঁর
[illegible] পা পসার।"

মানব, জড় দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিরূপ অভি[illegible] তোমার যত সর্ব্বনা[illegible] কারণ। 'আমি কুলীন', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি ধনী', 'আমি রূপবান্' অথবা 'আমি নীচ', 'আমি মূর্খ', 'আমি দরিদ্র' বা 'আমি রূপহীন' ইত্যাকার অভিমান-কুজ্ঝটিকা তোমার স্বরূপের চিন্ময়ী বৃত্তি-গুলিকে একেবারেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, তাই তুমি চেতনের বাণী শুনিয়াও শুনিতে পার না। তাই বলি, দেহ-মনে আত্মাভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ কর, তাহা হইলে গুরুদেবের কৃপাবারিসিঞ্চনে তোমার বিষয়ানল চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে—তুমি চেতনের বাণী শুনিতে পাইবে আর নিদ্রায় অচেতন থাকিবে না। যে যেখানে আছ, এই বেলা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আনুগত্যে ভগবৎসেবায় আত্ম-নিয়োগ কর, সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। সত্যকে যখন গ্রহণ করিতেই হইবে, তখন আর বিলম্বে কাজ কি? "শুভস্য শীঘ্রম্"।

নানা কথা

সাধুর প্রলোভনে নেপালরাণী

সর্দ্দা বাঈ ওরফে "নেপালরাণী" বাটকুল্লার চার্চ্চ মিশন সোসাইটির আশ্রয়ে থাকিয়া বর্ত্তমান সময়ে জীবনযাপন করিতেছে। সর্দ্দা বাঈয়ের স্বামী সত্তার আপ্পারাওয়ের সহিত "ফেরওয়ার্ড" পত্রের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে সংবাদ আনিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছেন, এক "সাধু" তাঁহার স্ত্রী সর্দ্দাকে প্রলোভনে ভুলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রী ঐ সাধুর প্রলোভনের প্রভাবে পতিত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত সে তাঁহার বশতাপন্নই ছিল। এই কথা বলিয়া সর্দ্দার স্বামী উপসংহারে আরও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে তিনি ইহার অধিক আর কিছুই বলিতে পারেন না, তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও সময়ে তিনি এই রহস্য সম্বন্ধে চাঞ্চল্য জনক বর্ণনা করিয়া সকল বিষয় ভেদ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

য়ুরোপীয়ান পোষাক-পরিহিতা রাধিকা চার্চ্চগ্রেট ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া "ফেরওয়ার্ড" পত্রের প্রতিনিধি বাটকুল্লাতে চার্চ্চ মিশন সোসাইটির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস রবার্টস্এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিস্ রবার্টস যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, "গত ৩০শে আগষ্ট হইতে সর্দ্দা বাঈ তাঁহাদের আশ্রয়ে রহিয়াছে। তাহার স্বামীর হাতে "বিষম বিপদ" ঘটিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিয়া সে তথায় আশ্রয়-প্রার্থিনী হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত সে নিজেকে নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা না করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই সোসাইটীর আশ্রয়েই বাস করিবে। সর্দ্দা বাঈ যখন ৩০শে আগষ্ট তারিখে এই সোসাইটিতে আশ্রয় লাভের জন্য আসিয়াছিল, তখন খুবই ভীতা ছিল এবং তাহার স্বামীর হাতে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে বলিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল।—এই কথা বলিয়া মিস রবার্টস আরও বলিয়াছেন,—"সর্দ্দার বিপদের ভয় এতই বেশী যে, ৩০শে আগষ্ট তারিখ হইতে সর্দ্দা সর্ব্বক্ষণ আমার সঙ্গে রহিয়াছে, এমন কি, আমাদের সোসাইটীর কার্য্য ব্যপদেশে সম্প্রতি আমাকে যে আমেদাবাদ ও আমেদ নগরে যাইতে হইয়াছিল; তখনও সর্দ্দাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল।

কিন্তু এই বর্ণনাতেও ভিতরের প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় নাই। সর্দ্দার স্বামী ইহা বিশ্বাস করে না যে, ৩০শে আগষ্ট হইতে সর্ব্বদাই সর্দ্দা বাঈ এই সোসাইটিতে রহিয়াছে। মোট কথা, সর্দ্দার অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী এখনও প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিষয়ে যে সামান্য ঘটনার বিবরণ জানা গিয়াছে, তাহা এইরূপ:—সর্দ্দার স্বামী সাত্তার আপ্পারাও লয়েডস্ ব্যাঙ্কের একজন কর্ম্মচারী। তিনি সর্দ্দা বা "নেপাল-রাণীর" গৃহত্যাগের ও ধরা পড়িবার খবর পাইয়াই তাড়াতাড়ি ঘটনা স্থলে গমন করেন। সর্দ্দাকে প্রথমে এস্‌প্লানেড পুলিশ ষ্টেশনে এবং পরে তথা হইতে লামিংটন রোড পুলিশ ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হয়। পরবর্ত্তী থানায় সর্দ্দা বাঈ বলে যে, সে চির-দিনের জন্য তাহার স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বাটকুল্লাতে চার্চ্চ মিশন সোসাইটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে আরও বলিয়াছে যে, তাহার স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইবার তাহার আর ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে যে কি মতলবে কার্য্য করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে সে একবারেই অনিচ্ছুক। সে বলিয়াছে আমি অপ্রাপ্তবয়স্কা নহি, নিজের রক্ষার ব্যবস্থা কিরূপে করিতে হয়, তাহা আমি জানি। এই ভাবের উক্তি করিবার পর সর্দ্দা বাঈ থানা হইতে চার্চ্চ মিশন সোসাইটীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস এম, রবার্টস্এর সহিত চলিয়া যায়।

—দৈনিক বসুমতী।

নোবেল প্রাইজ

চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতিত্বের জন্য ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের নোবেল প্রাইজ টিউনিসের পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাইরেক্টার অধ্যাপক চার্‌লস নিকলকে প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি টাইফয়েড রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে দুর্ভিক্ষ

বর্দ্ধমান "দুর্ভিক্ষ সেবাসমিতি" [illegible] দিন, গারাজ, [illegible] আড়াবোড়া প্রভৃতি কেন্দ্রে প্রায় [illegible] নববস্ত্র দান করিয়াছেন। [illegible] কুমার বর্দ্ধমানের প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডার [illegible] সেবাকার্য্যে সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য করি[illegible]ছেন। বস্ত্র বিতরণে সমিতির [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ পাল মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান মাসে সমিতি দেবশালা এবং চানাকে আরও দুইটী নূতন কেন্দ্র খুলিলেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানগুলিতে আউস ধান্য হয় নাই বলিয়া বিতরণ-কাল অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে। দুঃস্থ লোকগুলির অধিকাংশই গৃহহীন, স্বাস্থ্যও সকলের খারাপ, সম্মুখের শীতে তাহাদের কম্বল দেওয়া প্রয়োজন, নহিলে শীত সহ্য করি[illegible] না পারিয়া অনেকে মারা যাই[illegible] "ডিষ্ট্রেস্ কমিটী" তাঁহাদের কে[illegible] তুলিয়া দিতেছেন, ইহাতে "দুর্ভিক্ষ[illegible] সমিতির কার্য্য আরও বাড়িয়া যা[illegible] শিয়ারসোলের রাজকুমার সমিতির জ[illegible] সংগ্রহ করিতেছেন। সম্প্রতি [illegible] একটী কেন্দ্রে বিতরণের জন্য সাহায্য পাঠাইয়াছেন। "দুর্ভিক্ষ সেবাসমিতি" [illegible] সময় কম্বল দিবার সঙ্কল্প করিয়া[illegible] সম্পাদক মহাশয় মহাপ্রাণ দেশবাসী[illegible] নিকট সহায়তা ভিক্ষা করিতেছেন।

হিন্দুর অভিশাপে সমগ্র পরিবার ধ্বংস

মিসেস্ বার্টলেট নাম্নী একটি সুন্দরী যুবতীর মৃত্যু সম্পর্কে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সুন্দরীকে বাথ সহরে তাহার শয্যায় মৃতা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাহার মাথায় গুরুতর আঘাত দৃষ্ট হয়। এরূপ প্রকাশ যে, যুবতীর শোচনীয় মৃত্যু ও ইংলণ্ডে ফিরিবার কালে সমুদ্রপথে তাহার মাতার মৃত্যু এবং ইহার কিছুকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু এই সমস্ত মরণ ব্যাপারই একজন হিন্দুর অভি-শাপের ফল। মিসেস বার্টলেটের পিতা কলিকাতায় কনট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন এবং এই ব্যবসায়ে তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি একজন হিন্দুর দ্বারা অভিশাপগ্রস্ত হন এবং তাঁহার ব্যব-সায় নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার স্ত্রীর অসুখ ছিল এবং স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় একটি শিশুকন্যা লইয়া ইংলণ্ড রওনা হইলে সমুদ্রপথে সে মারা যায়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি নিজেও মারা যান। এক্ষণে মিসেস বার্টলেটের মৃত্যুতে তাঁহাদের সমগ্র পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল। [illegible] অভিযোগে মিসেস্ বার্টলে[illegible] গ্রেপ্তার করা হইয়া[illegible]

পুলিশ ও দস্যু

লণ্ডনে ২৪শে অক্টোবর রাত্রিতে [illegible] নগরের রাজপথ হইতে বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ ও মোটর গাড়ী এম্বুলেন্স শকটের চাকার ঘর্ঘর শব্দ [illegible] এবং সার্চ্চ লাইটের আলোক দেখিয়া নগরবাসিগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। পরে প্রকাশ পায় যে, চিজ্জার নামধারী দুই সহোদর গত ২০শে অক্টোবর তারিখে পুলিশের এক গোয়েন্দাকে হত্যা করিয়াছিল এবং সেইসূত্রে অনেক নাগরিক ও পুলিশ[illegible]কে আহত করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাহারা গত দুই বৎসরে জার্ম্মাণীর রাইনল্যাণ্ডে বহুলোককে হত্যা করিয়াছিল ও অনেক গৃহ লুটপাট করিয়াছিল। এজন্য তাহাদিগকে যাহারা গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের চেষ্টা ঐ দুই ভাই ব্যর্থ করিয়া[illegible] গতকল্য রাত্র ১০টার সময় [illegible]গকে পথ দেখিতে পাইয়া [illegible] কোন লোক চিনিতে পারে এবং [illegible] বহু নাগরিক তাহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করে। ইহাতে তাহারা অনুসরণকারীদিগকে রিভলভার দেখাইয়া [illegible] প্রদর্শনপূর্ব্বক এক হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে, সঙ্গে সঙ্গে একখানা মোটর গাড়ী ডাকিতে পাঠায়। ইতিমধ্যে পুলিশ আসিয়া হোটেলে যাইবার চেষ্টা করিলে দস্যুভ্রাতৃদ্বয় তথা হইতে চম্পট দেয়, কিন্তু তাহাদিগের অনুসরণকারীদের প্রতি গুলী চালায়। এই সময় একখানা ট্রামগাড়ী উপস্থিত হওয়ায় তাহারা লাফাইয়া উহাতে আরোহণ করে, কিন্তু গুলী বর্ষণ করিতে নিরস্ত হয় নাই। ইহাতে গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীরা ভয় পাইয়া নামিয়া যায়। ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন বেগে ঐ ট্রাম চালাইতে থাকে। কিয়দ্দূর গিয়া তাহারা গাড়ী থামায় ও এক মাঠে নামিয়া যায়। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পুলিশের শত শত লোক আসিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়, তখনও তাহারা আত্মরক্ষার জন্য রীতিমত গুলী চালাইতে থাকে, পুলিশও গুলী চালায়, এবং তাহাতে কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ তখন এক নিকটবর্ত্তী বাগানে প্রবেশ করে। পুলিশ তাহা জানিতে পারিয়া বাগান ঘেরাও করে, কিন্তু চিজ্জারকে খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু একটা বাক্স পায়। তাহাতে সিঁদ কাটিবার ও চুরি করিবার অনেক যন্ত্রপাতি এবং দুইটা রিভলভার পায়।

[illegible]কার তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য [illegible] করিয়াছেন এবং যে কেহ উহাকে জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় ধরাইয়া দিবে, তাহাকে হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ভারত-সচিবের নূতন চাকুরী

২০শে অক্টোবর লর্ড বার্কেনহেড তাঁহার ভারত সচিব পদ ত্যাগ করিয়া তাহার সীল মোহর সম্রাটের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত চুম্বন করেন। তৎপরে সম্রাট্ তাঁহাকে ভারত-নক্ষত্রের গ্রাণ্ড কম্যাণ্ডার (জি, সি, এস, আই) সম্মানের সনন্দ প্রদান করেন।

লর্ড বার্কেনহেড সম্রাট-দম্পতীর সহিত একসঙ্গে ভোজন করিয়া তথায় রাত্রিযাপন করেন।

তিনি ২২শে অক্টোবর ইম্পিরিয়েল কম্যুনেশন নামক এক তারে সংবাদ সরবাহের নূতন কারবারে যোগদান করিয়াছেন। "নিউজ পেপার ওয়ারল্ড" নামক সংবাদ পত্র বলেন, তিনি উহার কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন এবং তাহার জন্য বার্ষিক ১৫০০০ পাউণ্ড বেতন পাইবেন। তদ্ব্যতীত তিনি অন্য সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে ও স্বাধীন ভাবে সাহিত্যালোচনা করিতে পারিবেন।

আমেদাবাদে ধর্ম্মঘট

ভারতলক্ষ্মী কটন মিল এবং বিহারলক্ষ্মী কটন মিলে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। শ্রমিক-সঙ্ঘ এবং ভারতলক্ষ্মী কটনমিলের কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে মিটমাটের কথা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতলক্ষ্মী কটন মিলে নূতন লোক লাগান হইয়াছে। তাহারা যাহাতে ধর্ম্মঘটিদের সহিত যোগ দিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা মিলের মধ্যে রাখা হয়। তথায়ই তাহারা খাওয়া দাওয়া করে। শ্রমিক-সঙ্ঘের প্রতিনিধি সভা ধর্ম্মঘটীদের সাহায্যার্থ একটী 'আনা ফাণ্ড' খুলিতেছেন এবং সর্ব্বত্র সভা সমিতি করিতেছেন।

প্রতিষ্ঠাশায় উন্মাদ

ওয়াসিংটনের ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে প্রচারিত হইয়াছে যে, আগামী ৬ই নভেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনে মিঃ এচ, হুভারই নির্ব্বাচিত হইবেন। এই উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র জন-সভা হইতেছে এবং তথায় প্রবলবেগে বক্তৃতা-স্রোত বহিতেছে। গণতান্ত্রিকগণ এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে ১২০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। তাহারা আবার বিনা তারে তাহাদিগের বক্তৃতা বড় বড় নির্ব্বাচকদিগের গৃহে পাঠাইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে কেহই এরূপ প্রণালীতে নির্ব্বাচন-সংগ্রাম করে নাই।

অভিশাপগ্রস্ত ইংরাজ-মহিলা

কলিকাতায় এক ইংরাজ-ব্যবসায়ীর কন্যা কুমারী মার্জ্জোরী হলের সহিত কয়েক মাস পূর্ব্বে মিঃ বার্টলেটের বিবাহ হয়। কুমারী হল ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর হইয়াছিল। বাথ নগরে এক মিঠাইওয়ালার দোকানের উপরে স্বামীর সহিত মার্জ্জোরী বাস করিত। মার্জ্জোরীর পিতা যখন ভারতবর্ষে বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু যোগী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না। মার্জ্জোরীর বয়স যখন ৮ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যান। পথি মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার কিয়ৎকাল পরে পিতারও ভারতবর্ষে মৃত্যু হয়।

সম্প্রতি এক রাত্রিকালে মার্জ্জোরী যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই অবস্থায় কেহ তাঁহাকে খুন করিয়াছে। প্রাতঃকালে তাহার অঙ্গের বহু স্থানে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং মার্জ্জোরীর পিতৃবংশে আর কেহ রহিল না। অনেকেই বলিতেছে, সাধুর অভিসম্পাত ফলিয়াছে। যদিও অনেক আবার তাহাদিগকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিতেছে।

সাধুর মায়ায় বালিকা

সারদা কানারীজ নাম্নী যে বালিকাটি এক সাধুর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, সে খৃষ্টান মিশনারীগণের নিকটে বাস করিতেছে, এক্ষণে "স্যাণমার্গ হেরাল্ড" সংবাদ দিতেছেন যে, উক্ত বালিকাটি এক্ষণে মিঃ আনাভেলের তত্ত্বাবধানে আছে। প্রকাশ, খৃষ্টান মিশনারীগণ তাহাকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

লাট প্রাসাদ হইতে চুরি

বর্ম্মা গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কাপ্তেন এসলের মোটর গাড়ীখানি বুধবার রাত্রে লাট প্রাসাদস্থ "গ্যারেজ" হইতে চুরি গিয়াছে। গভর্ণর এখন প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। ফলে রীতি মত প্রহরী মোতায়েন থাকে।

প্রাতে ড্রাইভার মোটর গাড়ী পরিষ্কার করিতে গিয়া দেখে যে, গাড়ী "গ্যারেজে" নাই। পুলিশ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে। পুলিশের অনুমান গাড়ী খানি কেহ মফঃস্বলে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।

আসামে বিশ্ববিদ্যালয়-[illegible]

২৮শে অক্টোবর বেলা ১টার সময় তেজপুরে আয়োজিত আসাম ছাত্র সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের বৈঠক বসে। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সম্মিলনের সম্পাদক কেন্দ্রীয় ও শাখা সমিতিগুলির গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। মোট ১২টী প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন, রয়াল কমিশনে ভারতীয় সদস্য না লওয়ার প্রতিবাদ, গঙ্গা বাহা[illegible] মুক্তি এবং আসামে বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তর আসামে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই উল্লেখযোগ্য। কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় প্রস্তাব মহা হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয়।

ভীমকায় "গ্রেক জেপলিন"

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, প্রসিদ্ধ "গ্রেক জেপলিনের" পরিচালক কর্ম্মচারীরা কাপ্তেন হান কন সিলায় স্থির করিয়াছেন ৩০শে অক্টোবর তারিখে তিনি নিউইয়র্ক হইতে জার্ম্মাণী অভিমুখে রওয়ানা হইবেন। ইহাতে যে মাল লওয়া হইবে, তাহার ভাড়া পাউণ্ড প্রতি এক পাউণ্ড নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

স্থির হইয়াছে যে, ইহাতে এক বস্তা তুলা, দুইটি টাইপ রাইটার এবং এক বাক্স তামার পাত লওয়া হইবে। জার্ম্মাণীতে উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত জিনিষ পত্র নীলামে বিক্রয় করা হইবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ "গ্রেক জেপলিনের" কর্ম্মচারীরা পাইবেন।

রাজনীতি-চর্চ্চায় শিক্ষকের স্থান নাই

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের আগামী বাৎসরিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের রাজনীতিতে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না। কোর্টের কতিপয় সদস্য ডাঃ সাফাৎ আহম্মদ খাঁর সাম্প্রদায়িকতার কর্ম্মের জন্য বিরক্ত। ঐ বিষয়ে কয়েকটা প্রস্তাবের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ কাটজু এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপক রাজনৈতিক অথবা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চালাইতে পারিবেন না। বিচারপতি শ্রীযুক্ত গোকর্ণনাথ মিশ্র প্রস্তাব করিবেন, শিক্ষকদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় পাঠান উচিত নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার—১৩৩৫।

অবকাশ নাই

"[illegible] কাজে মোর দিন কেটে যায়
তোমায় ডাকা হয় না হরি।

আমি নিতান্ত হতভাগ্য জীব। [illegible]লক বয়সে ভিখারীর মুখে শ্রীলঠাকুর [illegible]হাশয়ের বাঙ্গালা পয়ারে রচিত শ্রীকৃষ্ণ শতনাম শুনিয়া পূজ্যপাদ গুরু[illegible]দের নিকট উহা শিখাইয়া লইয়া [illegible] করিয়াছিলাম, তখন হইতে উহা অনেকবার নিজে আবৃত্তি করিয়াছি ও [illegible]ন্যের মুখে শুনিয়াছি। এমন কি, প্রত্যহ যে শয্যায় থাকিয়াই উহার উচ্চ[illegible]রিত গান কর্ণপথে বহুবার প্রবেশ করিয়াছে।

হরিনাম বিনেরে ভাই গোবিন্দনাম বিনে।
বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়া-বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু॥"

—এই কয়ছত্র কতবারই না আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু এতদিনেও ত উহার মর্ম্ম [illegible]র্থে পরিণত করিতে একটুও আগ্রহ হয় নাই। তখন হইতে মনে করিয়াছি, সমস্ত কাযের মধ্যে একটু অবকাশ করিয়া [illegible]ভজন করা যাইবে, কিন্তু অবকাশ পাই কোথায়?

শৈশবে আমি নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় জননীর অঙ্কে পালিত হইতেছিলাম। তিনি প্রাণের পুত্তলী, অন্ধের যষ্টি, কৃপণের ধন ভাবিয়া নিজ শোণিতে আমার-মানব শরীর পোষণ করিয়াও আমাকে বৃথা বাল্যক্রীড়া-রসে বিচরণ করিতে দিলেন। আমিও দেখিলাম, আমার এখনও ইন্দ্রিয়াদি সতেজ সুপুষ্ট হয় নাই। ইহা দ্বারা ত' হরিভজন চলিতে পারিবে না? কিছু পরেই আরম্ভ করিব। তখন সঙ্গিগণের সহিত নানা গ্রাম্য ব্যবহারে মত্ত হইলাম। অতিশৈশবের সরল চিত্তে ঠাকুর মহাশয়ের পদদ্বারা যে দাগ পড়িয়াছিল, তাহাও ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। দেখিলাম, লেখাপড়ার [illegible] কেহ কেহ বেশ ধন, যশ, সুখ [illegible] করিতেছে। তাহাদের অনু[illegible] অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াও [illegible]য়, অনাহারে, কায়মন সমর্পণ [illegible] প্রাকৃত বিদ্যার্জ্জনে ব্যস্ত হইলাম। [illegible] ভাবিলাম, কুরুক্ষেত্রে বিদ্যা ব্যতীত [illegible] যখন না; অতএব [illegible] তাহাই অর্জ্জন করা যাউক, পরে অবকাশ পাইব। কিন্তু বাল্যজীবন ত' গেল, যৌবনের অর্দ্ধেক কালও সেই ফল্গু বিদ্যার্জ্জনে কাটাইয়া ফেলিয়াছি, আর অবকাশ হয় নাই।

যৌবনে সমুদায় ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া ভোগ-প্রবৃত্তি এরূপ বৃদ্ধি করিতে লাগিল যে, পূর্ব্বের লক্ষ্য এখন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে প্রার্থনার কথা মনে পড়ে না। যদি কদাচিৎ আসে, তখন সঙ্গ-দোষে তাহার প্রভাব-মুক্ত থাকিয়া অবিদ্যার আরাধনাতেই প্রাণমন ঢালিয়া দিই। কত সুখস্বপ্ন আমাকে জড়েন্দ্রিয় তর্পণ সাধনে অগ্নিকুণ্ড-মুখে ধাবিত পতঙ্গবৎ দিশাহারা করিয়া কল্পিত বিষয়গুলিতে আসক্ত করিতে লাগিল। ক্রমে দেখা-দেখি গার্হস্থ্য জীবন পালন করিতে যত্নবান্ হইলাম। এখন আর কোথায় কৃষ্ণ, বিষ্ণু? বিদ্যা আমাকে এখন যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে, ধন আমাকে যে মর্য্যাদায় স্থাপন করিয়াছে, রূপ ও কুল আমাকে যে আদর সম্মান আনয়ন করিয়া দিতেছে, তাহার তুলনায় আর কোন কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু এই সুখের মধ্যে কতবারই আমার দৈববিড়ম্বনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যার্জ্জনে, ধন-সংগ্রহে, খ্যাতি-লাভে, স্বাস্থ্যার্জ্জনে বিঘ্ন পুনঃ পুনঃ আসিয়া জগতের ঐ সকলই যে দুঃখেরই প্রকার ভেদমাত্র তাহা শিক্ষা দিবার জন্য কত যত্ন করিয়াছে, আপন ভাগ্য-দোষ বুঝিয়া জড়াভিনিবেশ বশতঃ গতানুগতিক ন্যায়ে তাহাও অবজ্ঞেয় হইয়া গিয়াছে। তাৎকালিক বিষাদ, বিঘ্ন বা বিপদের ভাবগুলি ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় করিয়া হরিভজনে অবকাশ লইতে ইঙ্গিত করিলেও মোহাপদারিত না হওয়ায় পুনর্ম্মুখিক হইয়া যথেষ্ট ইন্দ্রিয়-তর্পণের মশলাসংগ্রহে বদ্ধপরিকর হইয়া পড়িয়াছি। তখনও অবকাশ পাই নাই।

এক্ষণে ক্রমে জগতের নশ্বরতা বুঝাইয়া ভগবান্ আমার সমুদয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বল অপহরণ করিয়া লইতেছেন। আমি যে তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয়গুলি অকৃতজ্ঞের ন্যায় আমার আপন ভোগে লাগাইয়া দিয়াছিলাম, কতবার সতর্ক করিয়া দিলেও অবহেলা করিয়াছি, এখন তাহার ফল-ভোগ করিতে হইতেছে, স্মরণ করিয়া ভগবানের নিদ্দয়তার উল্লেখে তাঁহাতে দোষারোপ করিয়া নিরন্ত হইতেছি। অথচ এখনও ত হরিভজনের অবকাশ পাই না। আমার নিজ-নির্ম্মিত সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের কোথায় ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। মধ্যে মধ্যে সাধুজীবনের কৃতকর্ম্মের হিসাব লইয়া যদি ঘটে, তাহাও ক্ষণপরে বিলীন হইয়া যায়। এখনও হরিভজনের অবকাশ করিতে পারি নাই।

সাধুগণ বলেন, 'ভাই। তোমার বুদ্ধে ভুল হইয়াছে! প্রতিমুহূর্ত্তেই তুমি লক্ষ্য বিষয়ে মায়া দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ। তুমি যে জড় নও—জীব; ভগবানের অংশবিশেষ লইয়া স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম পাইয়াছ। আনন্দ হইতে জন্মিয়াছ, তোমাদের স্বরূপে যে আনন্দ বই দুঃখের সত্তা নাই। তোমার স্বৈরস্বভাব পূর্ণানন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণ। কৃপাময় ভগবান্ আপন লীলাপুষ্টির সহায়ক করিয়া তোমাদের সৃষ্টি-কৃপা করিয়াছেন, এই উদ্দেশ্যটী ভুলিয়া তোমরা স্থূল সূক্ষ্ম দুই প্রকার জড়দেহে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহা-তেই মজিয়া গিয়াছ। নাট্যাভিনয় করিবার জন্য একবার তোমায় রাবণ সাজাইয়া দিলে তুমি জীবন ব্যাপিয়া আপ-নাকে রাবণ অভিমানে নারায়ণভোগ্যা শ্রীদেবীকে ভোগ করিবার উচ্চাশান্বিত হইয়াছ। সেই অপরাধে তোমার ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে, চিন্তা করিয়া দেখ নাই। অসৎসঙ্গে পড়িয়া তোমার প্রাথমিক ভ্রান্তি-দৃঢ়ীভূত হইয়া তোমার এই অবস্থা উৎপাদন করিয়াছে। মহাজন বলিয়া-ছেন—

জীবন-সমাপ্ত কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক
অকারণ॥

অতএব এখনও সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া আত্মকল্যাণ অনুসন্ধান কর, সময় নাই বলিয়া আক্ষেপ করিও না। খট্টাঙ্গ রাজার দুই দণ্ড মাত্র পরমায়ু ছিল, শ্রীল মহারাজ পরীক্ষিতের সপ্তাহ মাত্র অবকাশ ছিল, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমা-দের জন্য যে শিক্ষা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ কর। কিন্তু তোমার প্রতি ভগবান্ কৃপা-পরবশ হইয়া তোমার জীবনকাল অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন। চাই কেবল তোমার নিজকল্যাণাকাঙ্ক্ষা এবং সাধুসঙ্গে তাহার উপায়ানুসরণ।

ঊর্জ্জব্রত

আশ্বিন মাসের শুক্লা[illegible]ী তি[illegible] শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব [illegible] এই দিবসে শ্রীরামচন্দ্র "আমি সীতা [illegible] করিয়াছি"—এই হনুমদ্বাক্য শ্রবণ ক[illegible] বানরগণসহ শমীবৃক্ষতল হইতে বিজয়[illegible] সব করিয়াছিলেন। এই শুভ বি[illegible] দশমীর পর একাদশীতে ঊর্জ্জাব্রত, দামোদর ব্রত বা কার্ত্তিক ব্রত আর[illegible] হইয়া থাকে। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারভেদ্বিরিবাসরে
অথবা পৌর্ণমাসীতঃ সংক্রান্তৌ বা
তুলাগমে॥"

অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অথবা পৌর্ণমাসীতে কিংবা তুলাসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিক ব্রত [illegible] করিবে।

কার্ত্তিক মাস শ্রীরাধা-দামো[illegible] অতি প্রিয়তম মাস। ইহাকে [illegible] সেবার মাস বলা হয়। স্কন্দপুরা[illegible] পদ্মপুরাণে এই মাসকৃত্য ও মাহা[illegible] বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তি[illegible]বিলাসে উহা যেরূপ সংক্ষেপে [illegible] করিয়াছেন, আমরা তাহারই কি[illegible] পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। জীবমাত্রেই বিষ্ণুদা[illegible] বৈষ্ণব, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই বিষ্ণুপ্রী[illegible] কার্ত্তিকমাস অবশ্য পালনীয়।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম নারদ-সংবাদে কার্ত্তি[illegible] ব্রতের নিত্যতা সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হই[illegible]য়াছে যে—"(১) যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্ম আচরণ না করে, সে ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃ হত্যানিমিত্তক মহাপাপে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি নাম-সংকীর্ত্তনাদি নিয়ম বিশেষ ধারণ না করিয়া দামোদর-[illegible] কার্ত্তিক মাসকে বৃথা ক্ষেপণ করে, [illegible] সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্ত হয়। (৩) হে মুনিশ্রেষ্ঠ, [illegible]নর কার্ত্তিক মাসে ব্রত করে না, তাহাকে ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্বর্ণস্তেয়ী ও সর্ব্বদা মিথ্যা বাদী বলিয়া জানিবে। (৪) মানু[illegible] জন্মাবধি যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণব-ব্রত না থাকিলে তৎসমুদায় বিফলতা প্রাপ্ত হয়।" শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীনারদ ও শৌনকাদি মুনিগণ-সংবাদে দামোদরব্রতপালনের নিত্যতা প্রচুর পরি[illegible]মাণে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কার্ত্তিক-মাস-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে [illegible] পুরাণ বলিতেছেন—"কা[illegible] মাস নাই। [illegible]

...মাসের মধ্যে উত্তম। ...কল ... দক্ষিণায় সহিত ..., পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে ও হিমালয়ে ... মেরুতুল্য ...বর্ণ ও সর্বপ্রকার দানে, ... একদিকে সর্বদা (কলিকালাদিতেও) ...বপ্রিয় কার্ত্তিক। কার্ত্তিক মাসে ... কিছু করা যায়, তাহাই অক্ষয়ফলপ্রদ ...। এস্থলে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ...য় বলিতেছেন—

"কার্ত্তিকে কৃত পাপেরও যখন ক্ষয় নাই, তখন সর্বপ্রকার পাপ যত্নসহকারে পরিহার করিতে হইবে।"

শ্রীপদ্মপুরাণও বলিতেছেন—দামোদর যেমন ভক্তবৎসল বলিয়া লোকের নিকট বিদিত, তদ্রূপ তাঁহার এই প্রিয় মাস অল্পকেও অধিক করিয়া থাকেন। দেহধারিগণের মধ্যে মনুষ্য-দেহ যেমন দুর্লভ, তেমনই ক্ষণভঙ্গুর, ...হাতেও আবার হরিবল্লভ কার্ত্তিকমাস ...র দুর্লভ, যে মাসে প্রদীপমাত্র দান ...ও ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, ... কি পরদীপ প্রবোধন করিলেও ... প্রদান করেন।

...র্ত্তিক মাসে যে কোন স্থানে ...কিয়া ব্রতাচরণে ...ত ফললাভ করা ..., তথাপি সাধারণ স্থান অপেক্ষা ...ক্ষেত্রে কোটীগুণ, গঙ্গাতেও তত্তুল্য ...। ও দ্বারকায় তাহা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। অযোধ্যাদি-স্থানে ঐরূপ ...ভ হইলেও মথুরাই সর্বাপেক্ষা অধিক ফল দান করেন, কেননা ঐ মথুরা-তেই শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন মাঘ মাসে প্রয়াগ, বৈশাখ মাসে জাহ্নবী সেবনীয়া হন, সেইরূপ কার্ত্তিকমাসে মথুরা সেবনীয়া। যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরায় একবার মাত্র দামোদরের অর্চ্চন করেন, তাঁহারা অতি শীঘ্রই হরিভক্তি লাভ করেন। ...স্ত্রে কার্ত্তিকব্রতের যে ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা যে কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ মাত্র তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভব প্রমাণও, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যায়—যোগ-তৎপর সনকাদি-মুনিগণেরও দুর্লভ যে ভগবদ্দর্শন, কার্ত্তিক মাসে মথুরায় অনাদ্ধ-দেব পূজা করিয়া এক বালক হইয়াও তাহা পাঁচমাসে লাভ করিয়াছিলেন। ...দ, নদী ও সরোবর প্রভৃতি যত যত তীর্থ আছেন, তৎসমুদায়ই কার্ত্তিকমাসে মথুরায় অবস্থান করেন।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমস্থ সকলেই দামোদর-ব্রত পালন করিবেন। এই ব্রতের যে সকল বিধি আছে, তাহা কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপক বা ভক্ত্যনুকূলস্থানে যথা সম্ভব পালনীয়। ...স্থান পরিত্যাগ নিয়ম রক্ষা করিয়া ...ই যে কার্ত্তিক-ব্রত পালন করা হয়, তাহা নয়, দামোদরের প্রীত্যর্থে অখিলচেষ্টা হইলেই দামোদর-প্রিয় কার্ত্তিক-ব্রত বা উর্জ্জাব্রত পালিত হয়, অন্যথা ভক্তিশূন্য কর্ম্ম বা জ্ঞান—নিরর্থক। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ গুরুদেবের আনুগত্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনেই নিখিল বিষ্ণুব্রত পালিত হইয়া থাকেন, কেননা এক নামসংকীর্ত্তনের মধ্যেই সকল প্রকার স্নান, দান, ধ্যান, তপ, জপ, হোম প্রভৃতি নিখিল ব্রতনিয়ম অনুস্যূত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥
(মধ্য ২২।১২৪-১২৫)
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম' 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহা শক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"
(অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

—নিরপরাধে নাম-কীর্ত্তনপর ভক্তের কোন বিধি অপালনজন্য অপূর্ণতা অনুভব করিতে হয় না। তথাপি যদি কেহ অন্যান্য (শ্রবণকীর্ত্তনাদি নয় প্রকার, চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কীর্ত্তনের সহযোগেই সেই সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন। অহর্নিশ নামকীর্ত্তনে প্রমত্ত করিবার জন্যই শাস্ত্র ব্রতনিয়মাদি পালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্বক্ষণ বিষ্ণুস্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং ক্ষণকালও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইতে হইবে না, ইহাই নিষেধ, সমস্ত বিধিনিষেধ এই দুইটীরই কিঙ্কর। উচ্ছৃঙ্খল উন্মার্গগামী কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবকুলকে ক্রমে ক্রমে সুশৃঙ্খল, সন্মার্গগামী, কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিবার জন্যই শাস্ত্রে নানা বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। শাস্ত্রানুশাসনমতে ভজন করিতে করিতে জীব স্বস্বরূপের সহজ সরল স্বাভাবিক অবস্থা যে ইষ্টে স্বারসিকী অর্থাৎ স্বাভাবিকী রতি বা রাগাত্মিকা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি তাহা লাভ করেন, এই শুদ্ধভক্তিই আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। রাগমার্গরত শুদ্ধভক্ত বহির্দৃষ্টিতে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি অপালনের আভাস প্রদর্শন করিলেও তাঁহার চেষ্টা আদৌ অবিধিপরা নহে, যেহেতু তিনি সকল বিধির বিধান-কর্ত্তা যিনি, তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রীতিসাধনে তৎপর। তবে যাঁহারা তাদৃশ অধিকার লাভের পূর্ব্বেই শুদ্ধভক্তের অনুকরণে অনধিকারচর্চ্চা-মূলে বিধি উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের চেষ্টা সর্বতোভাবে গর্হণযোগ্য, লোকের নিকট উত্তম বলিয়া প্রশংসা পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি উত্তমের আচরণগুলি অনুষ্ঠানের অভিনয় দেখাইলেও, উত্তমের স্বকীয়-দৃষ্টি সমস্ত কৃত্রিমতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। সুতরাং হঠাৎ কৃত্রিমপন্থায় বড় হইবার দুর্ব্বুদ্ধি না করিয়া গুরুদেবের অভিলাষানুযায়ী শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধাদি যথাযথ পালনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য সমুদয় বিধি যাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক না হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলেই ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা, নতুবা

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না কৃষ্ণপদে পায় প্রেমধন॥"

—এই গোস্বামিবাক্যেরই সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। যাঁহার চেষ্টা যত কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী হইতে থাকিবে, তিনি ততই রাগাত্মিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কৃষ্ণার্থে একই চেষ্টা অধিকার ভেদে বিধি ও রাগমূলা হইয়া থাকে। উন্নত অধিকারীর নিকট যাহা রাগ বা জীব স্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ সরল স্বভাব, নিম্নাধিকারীর নিকট তাহাই বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনুষ্ঠিত কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা বা অভাব-যুক্ত ভাব অর্থাৎ বিধিতে কৃষ্ণপ্রীতির অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি। অতএব বিধি বলিলেই কেহ যেন তুচ্ছ জ্ঞান না করেন। আমরা নিম্নে কার্ত্তিক মাসের শ্রীদামোদর-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠেয় কয়েকটী অবশ্যপালনীয় বিধির উল্লেখ করিতেছি। যদিও তত্ত্ব "এই মাসে কৃষ্ণকে বেশী করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য, আর অন্যান্যমাসে অপেক্ষাকৃত কম সেবা করিলে চলিতে পারে"—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধির প্রশ্রয় দেন না, তথাপি যেহেতু দামোদর মাস দামোদরের অতি প্রিয়, সেহেতু দামোদরের সুখনিমিত্ত দামোদরের প্রিয়জনগণ তন্মাস-কৃত্য-গুলি শুদ্ধাভক্তিরই উদ্দীপক জ্ঞানে অতীব প্রীতির সহিতই পালন করিয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস কার্ত্তিক-ব্রত-বিধি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—আশ্বিন-মাসে যে শুক্লা একাদশী হইবে, আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতেই ব্রতসকল ধারণ করিবে। রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-স্তোত্র-পাঠ-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিকে জাগরিত এবং নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে বা শ্রীমূর্ত্তির আরাত্রিক দর্শন করিবে। অতঃপর বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া সহর্ষে উষঃকীর্ত্তন করিবে। তৎপর নদ্যাদিতে গমন করিয়া স্নানান্তে তিলকধারণ ও সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে গৃহে আগমন পূর্ব্বক সচন্দন গন্ধপুষ্প ও তুলসী দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর পূজা করিবে। তুলসী সেবা করিবে। ভক্তিভরে দিবারাত্র ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চন করিবে। অন্যান্য বার্ত্তা ... বিশেষ ... কেশবসন্নিধানে বা সেবালয়ে অথবা তুলসী সমীপে, কিম্বা আকাশে ... দীপদান করিবে। প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবৎকথা আলোচনা করিবে এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিবে। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার প্রিয় ভক্তগণ-সমীপে বসিয়া সংখ্যানাম কীর্ত্তন করিবে। ... হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবে। যে সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করা হয়, এই ... তাহার কিছু সঙ্কোচ করিবে। মহাপ্রসাদ নিজে সেবন করিবে এবং শ্রদ্ধাবান্ জনকে বিতরণ করিবে। ভাল খাওয়া-পরা ছাড়িয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিবে। সাবধান,—কৃষ্ণেতর বিষয়ত্যাগ করিতে গিয়া যেন কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুই ত্যাগ করিয়া ফল্গু বৈরাগী না হও। অর্থাৎ যুক্ত বৈরাগ্যই অবলম্বনীয়। শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিবে। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, ইষ্টাপূর্ত্ত ... যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরণাগতি-ভক্তি সহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। প্রাতঃস্নায়ী, জিতেন্দ্রিয়, ভূমিশায়ী, হবিষ্যাশী হইবে। শ্রীগুরুগৃহে গুরু-পদাশ্রিতকে বা গুরুপ্রিয় শুদ্ধভক্ত-পদাশ্রিতকে গুরু-সেবা-ব্যপদেশে বাসই—মথুরা-বৃন্দাবন বাস জানিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিখিল কাল যাপন করিবে।

রাজমাষ (বরবটীকলাই), নিষ্পাব (শিম্বী বা সিম), কলিঙ্গ (কলমীর শাক) পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে। পরান্ন, পরশয্যা, পরস্ত্রী, তৈলমর্দ্দন, কাংস্যপাত্রে ভোজন ও অমেধ্য-ভক্ষণাদি সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

কার্ত্তিক মাসে দামোদরের অর্চ্চন পূর্ব্বক সত্যব্রত নামক মুনিকথিত 'দামোদরাষ্টক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ্য। আমরা আগামী সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ ঐ স্তোত্র প্রকাশ করিব।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ)

এই ব'লে নিমাই কবিরাজ ... সমস্ত দোষ ... তন্ন তন্ন ক'রে ... দিতে লাগলো। মুকুন্দ একেবারে ... হ'য়ে গেল, মুকুন্দ'র মুখে আর কথা ... নিমাই মুকুন্দ'র ভাব ... আবার বল্লে—কি, মুকুন্দ ...

[illegible] ব্যাকরণ যে ঠিক হয়েছে, এতে কোন দোষ হয়নি, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও ?

মুকুন্দ কথা কইল না, সত্য সত্যই ভুল করেছে বলে বুঝিয়ে দিতে পারলে না দেখে, নিমাই হাসতে হাসতে বল্লে, 'মুকুন্দ বাড়ী যাও, বাড়ী যাও—বাড়ী গিয়ে আজ বেশ ক'রে পুঁথি দেখ'গে ; কা'ল ফিট্‌ফাট ক'রে এসে আবার আমাকে অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা কোরো।

মুকুন্দ যেন বেঁচে গেল। নিমাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চ'ল্লো। মনে ভাবতে লাগলো, কি আশ্চর্য্য। এমন পণ্ডিত তো কোথাও দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম নিমাই কেবল ব্যাকরণ খানাই ভাল জানে। এক তো নয় দেখছি। অলঙ্কার শাস্ত্র খানাতেও খুব দখল আছে দেখছি। আমি অলঙ্কারে ঠকাবো মনে করেছিলাম তা হোলো না, আমাকেই ঠকতে হোলো। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, নিমাই শুধু ব্যাকরণে নয়, সব শাস্ত্রই অভ্যাস করেছে—সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত। বয়সও তো বেশী নয়, এই বয়সে এত শাস্ত্র-জ্ঞান তো মানুষে হ'তে পারে না। শাস্ত্রে এমন জ্ঞান আর এমন সুবুদ্ধি ছেলে দেখে বড় ভাল বাসতে মন হয়। এ যদি কৃষ্ণ ভক্ত হোতো, তা হ'লে এক দণ্ডও এর কাছ ছাড়া হ'তাম না—সব সময়ই এর সঙ্গে কৃষ্ণ কথা ক'য়ে মনের সুখে কাল কাটাতাম। মুকুন্দ সারাটী পথ এই রকম ভাবতে ভাবতে বাড়ী এ'লো।

আর এক দিন নিমাই গদাধরের সঙ্গে এই রকম এক মজা করেছিল। গদাধর ন্যায় শাস্ত্র পড়ে—শিখেছেও বেশ। এই ন্যায় শাস্ত্রের কথা হ'য়েই সে মজা হোয়েছে, বলি শোন। নিমাই বেড়াচ্ছে, বেড়াচ্ছে বেড়াচ্ছে সম্মুখে গদাধরকে দেখতে পেয়ে, হাসতে হাসতে তার হাত দুখানি চেপে ধ'রে বল্লে গদাধর ! তুমিতো ন্যায় শাস্ত্র পড়, আজ আমাকে একটী কথা বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

গদা। তা বেশ। জিজ্ঞাসা কর ? বল ?

নি। আচ্ছা মুক্তির লক্ষণ কি ? বল দেখি।

গদাধর শাস্ত্রে যে রকম মুক্তির কথা বলে, অবিকল সেই সব কথা বলে গেল।

নি। না গদাধর। এসব তোমার কিছুই হ'লো না। ঠিক ঠিক বল।

গদা। বা ! কেন্ন না কি রকম ! [illegible] দুঃখনাশই তো মুক্তি, আর [illegible] মুক্তির প্রকাশ বলে। [illegible]

নিমাই গদাধরের কথা শুনে ব'ল্লে তুমি [illegible] মুক্তির লক্ষণ ব'লছো [illegible] যতি [illegible] এই সব দোষ আছে প'ড়ে, আরো কাজেই ওটাকে মুক্তির লক্ষণ ব'লে ধরা যেতে পারে না। এই ব'লে নিমাই সব দোষ গুলো এক এক করে গদাধরকে বুঝিয়ে দিলে। গদাধর শুনে একেবারে থ হয়ে গেল, আর কোন কথা ব'লতে পারলে না, মনে মনে ভাবতে লাগলো 'বাবা ! এ কম লোক নয় দেখছি, এখন পালাতে পার্‌লে বাঁচি। গদাধরকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে নিমাই ব'ল্লে আচ্ছা গদাধর আজ বাড়ী যাও, কাল শীগ্‌গির করে এসো, কাল আবার বোঝা যাবে। গদাধর নিমাইকে একটা নমস্কার ক'রে বাড়ী চলে গেল। নিমাই গদাধরের যে সব ভুল ধ'রে দিল, গদাধর নিজে তা ভুল নয় ব'লে তো বোঝাতে পারলেই না, সেখানে আরও সব তর্কশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরাও কেও ধ'রতে পারলেন না। নিমাইয়ের এই সব কথা শুনে সব পণ্ডিত আর অন্য লোকজনও সব বুঝতে পারলে যে, নিমাই খুব পণ্ডিত, নিমাইয়ের খুব শাস্ত্র-জ্ঞান আছে। এই দিন থেকেই নিমাইয়ের মান সম্ভ্রম, পণ্ডিত মূর্খ সব লোকের মধ্যেই আগেকার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে গেলো। নিমাইও বেশ মজা ক'রতে লাগলো, পণ্ডিত দেখলেই তাঁকে আর ছাড়ে না, ছুতায় নাতায় তাঁকে একটা না একটা কথা জিজ্ঞাসা করা চাইই। আরও মজার কথা এই যে, নিমাই কাকে৷ কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে, অনেকেই তার ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারেন না।

এইভাবে নিমাই বেড়িয়ে বেড়ায়, সঙ্গে পোড়ো ছাড়া একদণ্ডও থাকে না, যেখানেই যাক দুদশ জন পোড়ো সঙ্গে আছেই দেখা যায়। রোজ বৈকেল বেলা হ'লেই নিমাই সব পোড়োদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় ব'সে শাস্ত্রের কথা ব'লতে থাকে। সব পোড়োরা নিমাইয়ের চার দিকে ঘিরে বসে, সেই সব কথা শোনে। বৈকেল হ'লে অনেক বৈষ্ণবও গঙ্গার ধারে বেড়াতে যান, তাঁরা সব নিমাইয়ের কাছাকাছি ব'সে, নিমাই যে সব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, সেই সব শুনে ভারি খুসী হন। মনের খুসীতে কত জন কত কথা ব'লতে থাকে। কেও বলে ছেলেটার এমন ভাল বাঁকা চেহারা, দেখে চোক দুটো জুড়িয়ে যায় কিন্তু হ'লে কি হবে ? এশরীরে যদি কৃষ্ণভজন না ক'রলে, তা হলে তাতে আর উপকার কি ? তাতে কি ফল ? কেও কেও বলে, যা বল ব'ক—যে যা বলে বলুক এ বাছুরের কিন্তু অমানুষী শক্তি আছে, এমনি বোধ হয় যেন কোন মহাপুরুষ হবে, এত জ্ঞান, এত বিচার-বুদ্ধি কারু দেখতে পাওয়া যায় না, আরও আশ্চর্য্য যে, যা বলে তা কারো খণ্ডন করবার যো নেই, যে সব কথা বলে, সবই যেন বেদ-বাক্য। মানুষের এত পাণ্ডিত্য কার আছে ? কোথাও না। যদিও দেখা হলেই যাকে তাকে খালি জিজ্ঞাসা করে বটে, তবুও এর যে আশ্চর্য্য জ্ঞান আর ক্ষমতা তা আমাদের সকলইকে মানতে হবে। আবার অনেকেই বলে, ও কথা আর বল কি ভাই, ঐ ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়েই ওর সঙ্গে দেখা করতে মন হয় না—দূর থেকে দেখ্‌তে পেলেই এক দিক দিয়ে পালিয়ে যাই—সামনা সামনি হ'লে তো আর নিস্তার নেই। কিছুতেই ছাড়বে না, সেয়াকুলের কাঁটার মত আঁকড়ে ধরবে। সব দিকেই ভাল, পাণ্ডিত্যও খুব বেশী, কেবল কৃষ্ণ-ভজন করে না, এই দুঃখ। আমরা সবাই সকলকে বলছি এর কৃষ্ণে রতি হোক, সকলে মিলে এই কামনা কর। এই ব'লে যত কৃষ্ণভক্ত ছিল, সকাই গঙ্গা-জলে দাঁড়িয়ে নিমাইকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলো—হে কৃষ্ণ ! জগন্নাথ মিশ্রির ছেলেটাকে তুমি এমন কর যেন সব ভুলে তোর রসে মত্ত হয়ে থাকে, আর প্রেমের ভাবে সব সময়ই যেন তোকে ভজনা করে, আর আমাদেরও ওপোরে তুমি এই দয়া কর যেন আমরাও এর সঙ্গ ক'রতে পাই, এর সঙ্গে থাকলেও আমাদের পরম লাভ।' এমন পণ্ডিত এমন শাস্ত্র জানা নিমাই যাতে কৃষ্ণভক্ত হয়, বৈষ্ণবেরা সব সময়ই ভগবানের কাছে এই ইচ্ছা করে।

নিমাইয়ের এমন একটা আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে, তোমরা যাই কেন মনে কর না, নিমাই তখনই তা বুঝে ফেল্‌তে পারতো। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের কাছে নিমাইয়ের যে সব কথা মনে মনে বলে, নিমাই তা বুঝতে পেরে কাকো কোন কথাই বলে না, মান ক'রে রাখে, তারা নিমাইয়ের ভাল চায় বলে শ্রীবাস বা অন্য কোন বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হ'লেই দণ্ডবৎ করে। ভক্তের আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে নেওয়া উচিত—তাদের আশীর্ব্বাদেও কৃষ্ণ-ভক্তি হয়।

বৈষ্ণবেরা মনে মনে নিমাইকে আশীর্ব্বাদ তো করেই, তা ছাড়া নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেই কৃষ্ণভজনের উপদেশ দেয়। কেও বলে নিমাই, তুমি কি জন্য বিদ্যের ভোলে এই সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছো ? কেও বলে, দেখ নিমাই পণ্ডিত ! তোমার বিদ্যায় কি লাভ হবে ? এতে কোন ফল পাবে না, তুমি এখনই কৃষ্ণভজন কর। লোকে পড়ে কেন ? কিসে কৃষ্ণভক্তি হয়—কি [illegible] এই আমরা জন্য লোকে [illegible] শাস্ত্র পড়ে, পড়ে [illegible] যদি, কৃষ্ণভক্তি না হ'লো তবে সে বিদ্যে—[illegible] পড়ার কি কাজ হবে ? নিমাই [illegible] দের এই সব কথা শুনে হাসে, "তোমরা যে আমাকে [illegible] সার" এই কথা শেখাও, সে আমার বড় ভাগ্য। তোমরা যার মঙ্গল খোঁজ, আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ। এখন দিন কতক তো পড়াই, তারপর আমার মনে আছে, একজন ভাল বৈষ্ণবের কাছে যাব।' এই ব'লে নিমাই বৈষ্ণবদের সঙ্গে হাসি তামাসা করে। নিমাই যে তাদের নিয়ে হাসে, তা কেও বুঝতেই পারে না, চুপ চাপ ক'রে থাকে। নিমাইয়ের অসম্ভব অসম্ভব কাজ [illegible] শাস্ত্রজ্ঞান দেখেও নিমাই যে কি, [illegible] কেও একবার তাবা চিন্তা করে না।

* ([illegible]

নানা কথা

ট্রেণচাপায় কুকুর

গতকল্য নবদ্বীপ ষ্টেশনে একটী [illegible] আরোহীদের পরিত্যক্ত খাবারের [illegible] প্লাটফরমের নিচে যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ গাড়ী চলিয়া যাওয়ায় চাপা পড়িয়া [illegible] ত্যাগ করিয়াছে। জিহ্বার লোভও কম নয়।

শব্দহীন বাস এঞ্জিন

প্রকাশ, লণ্ডন জেনারেল ওমনিবাস কোম্পানীর গবেষণাগারে এমন এঞ্জিন প্রস্তুত হইয়াছে যে, বাস তাহার দ্বারা চালিত হইলে কোনরূপ শব্দ শুনা যাইবে না। শীঘ্রই লণ্ডনের রাজপথে সেরূপ বাস দেখা যাইবে। একশত অশ্বশক্তিযুক্ত নূতন এঞ্জিন খুব দ্রুতবেগে পথ দিয়া যাইলেও কোনরূপ শব্দ হইবে না। যদি ঐ [illegible] সাফল্য মণ্ডিত হয়, তবে সকল বাসেই ঐরূপ এঞ্জিন জুড়িয়া দেওয়া হইবে। ছোট ছোট মোটর বাসের জন্যও ঐরূপ এঞ্জিন আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে।

বাজী পুড়াইবার মজা

একটি বাঙ্গালী বালক বেলিয়াঘাটায় তাহার বাড়ীতে বিজয়ার দিন রাত্রিতে বাজী পুড়াইতেছিল। হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া তাহার সর্ব্বশরীর পুড়িয়া যায়। বালকটিকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

[illegible] পর্য্য[illegible]র পদব্রজে পৃথিবী-ভ্রমণ

[illegible]টো ও [illegible] রেমণ্ড নামে দুইজন [illegible] যুবক (দুই ভাই) পদব্রজে পৃথিবী [illegible]টনের জন্য ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে [illegible]ম হইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা [illegible]ল, ইটালী, আলজিরিয়া, ত্রিপলী, মিশর, [illegible]লষ্টাইন, ইরাক প্রভৃতি ঘুরিয়া সম্প্রতি [illegible]তে আসিয়াছেন। সম্প্রতি কাশীতে ছিলেন। তাঁহারা পাটনা হইয়া কলিকাতায় আসিবেন।

মোটরে বিপদ

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবারে কুরলায় এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। "ডেল্টা" জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ উড মিসেস ষ্টিল নামে এক [illegible]তাদ মহিলার সহিত মোটরে বোম্বাই [illegible]তে বিহার ভ্রমণে যাইতেছিলেন। পথে [illegible] পুলের উপর মোটর রেলিংএ ধাক্কা [illegible] উল্টাইয়া নদীগর্ভে পড়ে। ভীষণ [illegible]র গাড়ী-পরিষ্কারক তৎক্ষণাৎ মারা [illegible] মিঃ উডের মাথা ফাটিয়া যায় এবং [illegible]সেস ষ্টিল বাহিরে পড়েন। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মিঃ উডকে তুলিয়া ট্রলিতে [illegible]ইয়া কুরলা আনিবার চেষ্টা করেন। [illegible] পথেই তিনি মারা যান। ট্যাক্সি-[illegible]লককে জোরে চালানা'র জন্য গ্রেপ্তার [illegible] হইয়াছে।

অযোধ্যা চীফ কোর্ট

লক্ষ্ণৌয়ের ব্যবহারজীবিগণ অযোধ্যার চীফ কোর্টকে এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুকূলে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করায় অযোধ্যার তালুকদারগণের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে ঐ বিষয় আলোচিত হয়। ঐ সভায় সার রামপাল সিং বলেন, উক্ত ২টি আদালত একত্র করিবার জন্য সরকার পূর্ব্বে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অযোধ্যার জনসাধারণ ও তালুকদারগণ তাহাতে প্রতিবাদ করেন। অযোধ্যায় চীফ কোর্ট স্থাপিত হওয়ায় মামলার ব্যয় প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। অযোধ্যার উকীল সমিতির উক্ত প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সভায় একটী প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ

পুনার নিকট ভাটগড়ে স্থানীয় লাট সাহেব জগতের মধ্যে ১৭ মাইল দীর্ঘ বৃহত্তম বাঁধের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ১২॥০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে [illegible] হইয়াছে।

তামার খনি

এংলেসি দ্বীপের তামার খনিতে [illegible] কার্য্যারম্ভ হইবে বলিয়া সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, ইহাতে বহুসংখ্যক বেকার লোকের কাজের বন্দোবস্ত হইবে। রোমানগণ যখন ইংলণ্ডে আসেন নাই সেই সময় হইতেই এই তামার খনির কার্য্যারম্ভ হয়। অতঃপর ইহার সমস্ত ধাতব পদার্থ শেষ হইয়াছে বলিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়া রাখা হয়। চার বৎসর পূর্ব্বে আবার কতিপয় খনি বিদ্যাবিশারদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা নানাভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পরীক্ষার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে,—এখনও সেই খনিতে তামা পাইবার সম্ভাবনা আছে।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

কাশী বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে গত শুক্রবারে অহল্যা বাঈ ঘাটে সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় শ্রীযুত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১ মিনিটের মধ্যে নদী পার হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিখ্যাত সন্তরণকারী শ্রীযুত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১২ মিনিটে নদী পার হইয়া প্রত্যাগমন করেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান এবং ১১ বৎসর বয়স্ক বালক শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র দে ১৪ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে লণ্ডন

গত ২৯শে অক্টোবর রাত্রি ৪টা ৩৮ মিনিটের সময় 'স্পিরিট অফ-অষ্ট্রেলিয়া' নামক মনোপ্লেন ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্ক হার্লী ও বিমান বিভাগীয় কর্ম্মচারী মরারের পরিচালনে সিডনী হইতে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ১২ দিনে লণ্ডনে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা ২৬ শত মাইলের পর অবতরণ করিবেন। উক্ত বিমান একাদিক্রমে ৮০ ঘণ্টা আকাশে চলিতে পারে। উক্ত ভ্রমণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জনসাধারণ ১০ হাজার ষ্টার্লিং চাঁদা উঠাইয়াছে।

চীনে প্লেগ

টাইয়ানফু হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ফেনচাও হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইহার নিকটবর্ত্তী ২২টা সহরে ২ হাজার লোক বিউবনিক প্লেগে মারা পড়িয়াছে। সমস্ত প্রতিষেধক উপায় নিস্ফল হইতেছে। ভবিষ্যতে অতি ভয়াবহ কাণ্ডের আশঙ্কা করা যাইতেছে।

আগরওয়াল পঞ্চায়েৎ সভা

কলিকাতায় নিখিল ভারত মাড়োয়ারী অগ্রবাল পঞ্চায়েতে বিধবা বিবাহের আপত্তি, বাল্য বিবাহের নিন্দা, অসহায়া বিধবাদের সাহায্যার্থ অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিগণকে নিষ্কর গোচারণ-ভূমি দান এবং বিদেশে গাভী চালান বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অস্পৃশ্যদের স্পর্শে খাদ্য স্পর্শ করা পাপ ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা বিষয়ে এবং অস্পৃশ্য ও অপর সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক বিধিনিষেধের সঙ্কোচে তাঁহারা এখনও প্রস্তুত নহেন, এই মর্ম্মে আর একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

ট্রেণে ডাকাতি

গত সোমবারে মধ্যরাত্রে ই, বি, রেলওয়ে লাইনের বেলঘরিয়ার দিক হইতে একখানি মালগাড়ী দমদম জংসনে আসিতেছিল। ঐ সময় গাড়ীর ড্রাইভার ৭ জন ডাকাত একটা কাপড়ের গাঁইট লইয়া লাইনের উপর দিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামাইবার পূর্ব্বেই হাঞ্জনখানি ঐ গাঁটের উপর পড়িয়া গেলে থামিয়া যায়। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান্ তথ্যানুসন্ধান করিতে নামিয়া আসিতেই ঐ সাত জনের একজন বন্দুকের ভয় দেখাইয়া ড্রাইভারকে থামাইয়া রাখে ও তাহাদের সকলকে গালিগালাজ করে। ড্রাইভার ভয় পাইয়া এঞ্জিন সরাইয়া লইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দমদমায় গিয়া ষ্টেশনের লোকদিগকে ব্যাপার ব্যক্ত করে। ঐ কাপড়ের গাঁইট পার্ব্বতীপুরে প্রেরিত হইতেছিল। উহাই চুরি গিয়াছে। এ বিষয়ে জোর পুলিস তদন্ত হইলেও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা

অনুন্নত শ্রেণীর কয়েকজন প্রতিনিধি সম্প্রতি শিক্ষা-সচিব শ্রীযুত মনোহর লালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুন্নত শ্রেণীর বালকগণের অভাব-অভিযোগগুলি বিবৃত করেন। তাঁহারা বলেন, বিদ্যালয়ের বালকগণের আসন ও পানীয় জল সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। অর্থাভাব বশতঃ বালকগণ বিদ্যালয়ের বেতন প্রদান ও হষ্টেলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহারা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অনুন্নত শ্রেণীর বালকগণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিবার প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা বলেন, উচ্চ শ্রেণীর বালকগণের [illegible]

বালকগণ বিদ্যালয়ে [illegible] চাকুরী লাভ করিতে পারে না।

শিক্ষার জন্য অনুন্নত শ্রেণীর [illegible] অবগত হইয়া শিক্ষা-সচিব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, প্রতিনিধিগণ যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলির অধিকাংশই সামাজিক কারণোদ্ভূত। সরকার শ্রেণী-পার্থক্য স্বীকার করেন না। মুহূর্ত্তমধ্যে দেশের সমাজ সংস্কার সাধিত হইতে পারে না। ক্রমশঃ ঐ [illegible] অসুবিধা দূর হইবে। তিনি আরও বলেন, প্রায় ৮।৯ মাস পূর্ব্বে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের সহিত তাঁহার পরামর্শ [illegible] তাঁহার সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য উক্ত বিভাগের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার রিপোর্ট শীঘ্র আলোচিত হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ে সরকার আগ্রহান্বিত। প্রত্যেককেই শিক্ষাদান—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষাদান করিতে সরকার ইচ্ছুক। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের কর্ত্তব্য আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। বালকগণকে বিদ্যালয়ের বেতন প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতিদান ও বৃত্তি প্রদান সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, বর্ত্তমানে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছেন, সরকার এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন ব্যক্তিগত অভিযোগগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা-সচিব সম্মত হইয়াছেন।

ভৃত্যের অর্থলোভ

৮নং হলওয়েল লেনে হাইকোর্টের জনৈক এটর্ণির মাতা রাণীমণি বাস করিতেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে তিনি যখন সিঁড়ি হইতে নামিতেছিলেন সেই সময় বাড়ীর চাকর জগাদাস তাঁহার নিকট সিন্দুকের চাবী চায়। রাণীমণি অস্বীকার করিলে জগা একখানি দা দিয়া তাঁহার মস্তকে ও শরীরে গুরুতররূপে আঘাত করে। তারপর সে পলাইয়া গেলে বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গমনকালে মজিবর রহমন নামে এক মুসলমান জগাকে তখনই গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে। চীফ প্রেসিডেন্সীর এজলাসে তাহার বিচার চলিতেছে।

নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] এস, সি, সিংহ বাহাদুর ৪ মাস বিদায় গ্রহণ করায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের [illegible] নারের নিজস্ব সহকারী শ্রীযুত [illegible] দাস গুপ্ত শিয়ালদহের পুলিশ ম্যা[illegible] আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ই কার্ত্তিক, শনিবার,—১৩৩৫।

সাময়িকী

৭রা অক্টোবর তারিখের দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে 'অবতার' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশ্বনাথমিশ্র নামক সখী-ভেকীদলের জনৈক ব্যক্তি স্বীয় ভ্রান্তমত ও দুরভিসন্ধি সমর্থন করিবার উদ্দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহের বাণী লইয়া চাতুরী করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা অতি নিগর্হিত কার্য্য বলিয়া নিজেই স্বীকার করেন। মহিষ-পোলার রাইচরণ ঘোষকে নিতাই-গৌর-মিলিত তত্ত্ব বলিয়া অবতার প্রতিপাদন করিবার দুরভিসন্ধি তিনি পোষণ করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার মতই যে ভ্রান্ত ও অতীব বিগর্হিত—এরূপ কথা কোন সুধীজন বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা নবীন ছড়া ও নবীন মত জাহির করিবার জন্য প্রস্তুত, সেই সকল লোকের দুরভিসন্ধি আমরা বহুদিন হইতে আলোচনা করিতেছি। গুজরাট দেশীয় পণ্ডিত নর্ম্মদাশঙ্কর এক দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট ভ্রান্ত দলে প্রবিষ্ট হইয়া বলেন যে, বঙ্গদেশে বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি মহাপ্রভুর অবতার প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গীয় ও উৎকল মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের লোকের নিকট হাস্যোৎপাদনের বিষয় হইয়াছে। এই উৎকল দেশীয় মিশ্র মহাশয় নিজের নিজস্ব ভ্রান্ত মত ও দুরভিসন্ধি মিশ্রিত করিয়া ঐ প্রকার ঘৃণিত বিচার পোষণ করিবার সঙ্কল্প রাখেন। উৎকল-দীপিকা পত্রিকাখানি এইরূপ দুরভিসন্ধিমূলে-প্রেরিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ভাল কার্য্য করেন নাই। উৎকলদেশে অনেক বুদ্ধিমান্ লোকের বাস আছে। সেখানকার লোককে প্রতারণা করিবার জন্য মহিষখোলার ঘোষ মহাশয়ের স্তাবক সম্প্রদায় তাঁহাকে চৈতন্যভাগবতের দোহাই দিয়া 'অবতার' সাজাইবার জন্য যে যত্ন করেন, তাহা অতীব ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য। লেখক বলিয়াছেন যে, উহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে নাই। তিনি কি জগতে যত হস্তলিখিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' আছে, তাহা দেখিয়াছেন? আউল বাউল সখীভেকী নেড়া কর্ত্তাভজা প্রভৃতি তের প্রকার বিদ্ধ-সম্প্রদায়ে যে শাস্ত্র-বিগর্হিত কদাচার প্রবর্ত্তিত আছে, তাহারা যদি তাহাদের হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে প্রাচীন শ্রীচৈতন্যভাগবতের ঐ কবিতা দুইটী বাদ দিয়া থাকে এবং তাহাদের মতপোষণকারী শ্রীচৈতন্যভাগবতের কএকটী সংস্করণের প্রকাশক দুরভিসন্ধিমূলে উহা বাদ দেন, তাহা হইলে কি ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে উহা সহজিয়াগণের পুঁথিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহার নিদর্শন মাত্র উঠাইয়া দিবেন? যাহাদের যেখানে দরদ, সেইখানে কোন সত্য কথা বলিলেই তাহারা তুলসীদাসের কবিতানুযায়ী কলিধর্ম্মের অনুসরণ করেন। "সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্ঠা, ঝুট্ঠা জগৎ ভুলাই"—এই কলিনীতি অবলম্বন করিয়া মিশ্র মহাশয় যে রাস্তায় চলিয়াছেন, তাহা সুধীসমাজ আদর করেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সদাচার-পরায়ণ আচার্য্যগণ শ্রীগ্রন্থের যে পাঠ পুনরুদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা অবজ্ঞা করিয়া আধ্যক্ষিক প্রাকৃত সাহজিকের গুরু গোস্বামি-ব্রুবগণ যে পাঠ প্রকাশ করেন, তজ্জন্য কি শুদ্ধভক্তি বিলুপ্ত হইবে? প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের চাতুরী ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য—মনুষ্যকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সাজান' বা গঠন নিতান্ত পাষণ্ডোচিত অবৈধতা। তাহাতে ব্যাঘাত হইলেই 'বাপ্ রে বাপ্' বলিয়া চীৎকার করা সহজিয়া সম্প্রদায়েই শোভা পায়। "পলায় ছড়া কলি পড়িয়া বিভ্রাটে"। যখন নিতাইচাঁদ বৈকুণ্ঠের ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন, তখনকার অবস্থা, কি মিশ্র মহাশয়ের মনে পড়ে না যে, তিনি ছড়া-নামের আবিষ্কারককে গৌর নিতাইর অবতার রূপে প্রতিপাদন-মানসে অর্চ্চা ও নামের অবতারদ্বয়ের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ হইয়া বদন উত্তোলন করিবেন? আর বিদ্ধ সম্প্রদায়দিগকে সহজিয়াগণের হস্তলিখিত পুঁথি দেখাইতে হইবে? যাহারা বিপথে গমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহাদের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্যই মহিষখোলার ঘোষ মহাশয়ের পরমগুরু উপদেশ দিয়াছেন। আর আজ সেই ঘোষ মহাশয়ের স্তাবক রাধাকৃষ্ণ বাবু যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্লানি আনয়ন করিয়াছেন, তাহার বিশেষরূপে প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। রাধাকৃষ্ণ বাবুর মতে ছড়া-লেখক মহিষখোলা-বাসী ভেকধারী ঘোষ মহাশয় নিতাই-গৌরের অবতার; এই অবতারটীর একটী ভৌম-প্রতিমূর্ত্তির পূজা-কালে শুনা যায়, উক্ত বসু বাবু 'তুলসী' তুলসী দ্বারা বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রত্যেকেই এই বসু বাবুকে চরণদাস-বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে মস্তকের প্যাঁচ কম পড়িয়াছে বলিয়া স্থির করিবেন।

চুঁচুড়ার কমিশনার অফিসের আমলা বরদা, গ্রে-ষ্ট্রীটের ঘোষ মহাশয়, নবদ্বীপের মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বন্ধু জগবন্ধু প্রভৃতি, বিকৃনগরের দেবেন্দ্রবাবু, বর্ত্তমান কালের অনেকগুলি লেডী গৌরাঙ্গ ও তাঁহাদের স্তাবকগণ তাহা হইলে কি দোষ করিল? ১২৯৭ সালে যখন সুরেন্দ্র বাবু, মহিষখোলার ঘোষ মহাশয়, শ্রীহট্টের শিক্ষক চক্রবর্ত্তী মহাশয়, টেপাখোলার বন্ধু মহাশয় প্রভৃতি কীর্ত্তনকারিগণ দল সাজিয়া গুজির আনন্দসদরপুরে উদ্দণ্ড নৃত্য-করেন, তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে কিজন্য পরস্পর বিবাদ বাধিয়াছিল, ইহার সন্ধান কি বিশ্বনাথ মিশ্র বা রাধাকৃষ্ণ বাবু খবর রাখেন? কি কারণেই বা মহিষখোলার ঘোষ মহাশয়ের চরিত্র লিখিবার কালে কুলদা বাবু নানা ভক্তি-রঞ্জিত কিম্বদন্তী-মূলে রামদাস বাবাজীকে যে সাহায্য করেন, তাহার খবর কি ইঁহারা রাখেন? এত সকল অবৈধ-কার্য্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে চাতুরীপূর্ণ অতীব-বিগর্হিত কার্য্য। অর্চ্চা ও নামের অবতারদ্বয়ের বিরুদ্ধে যে যুক্তিটী মিশ্র মহাশয় আবাহন করিয়াছেন, তাহাও অতীব অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপক। মিশ্র মহাশয় যদি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ দেখিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে জানিতে পারিতেন যে, "নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ অবতার" পদ্যটী তাঁহার ভ্রমনিরসনের ব্রহ্মাস্ত্র।

অর্চ্চার বিষয় শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আট প্রকার বর্ণিত আছে। অর্থ-পঞ্চক জ্ঞান থাকিলে অর্চ্চার ব্যাপারটী অবতার বলিয়া জ্ঞান হইত। নাম ও অর্চ্চা—ইঁহারা অবতার নহেন। আর নিতাই-গৌর-মিলিত ব্যক্তি বিশেষের কল্পিত মহিষখোলার ঘোষ মহাশয় 'অবতার', এ কথা কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব স্বীকার করিবেন না। আধুনিক মায়াবাদী সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের দুই অবতারের কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিপিবদ্ধ দেখিয়া নানাপ্রকারে দৌরাত্ম্য করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ধর্ম্মের বক্তা-কর্ত্তা কৃষ্ণ তাহা সহ্য করিবেন না। তিনি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে বঞ্চিত জনের ও বঞ্চকদিগের শোধনের জন্য ভগবৎ-শক্তি-সম্পন্ন ভক্তগণকে পাঠাইয়া দিয়া কলির 'অবতার' গুলিকে লোকচক্ষে দেখাইয়া দিবেন। আহা! মিশ্র মহাশয়ের কি বুদ্ধি! যেহেতু শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং উহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া ঐ প্রকার বাণী উচ্চারণ করায় দুরভিসন্ধিমূলে কতকগুলি লোকের প্রতিষ্ঠাশা বৃদ্ধি পা[illegible] মহিষখোলার ঘো[illegible] অর্চ্চার-সম্বন্ধে ও মিশ্র মহা[illegible] সম্বন্ধে একমত হইলেও [illegible] ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নামাব[illegible] শ্রীঅর্চ্চাবতার তাঁহার অনুগত[illegible] "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রের সংকীর্ত্তনে [illegible] করেন, আর বিপথগামী অসাধুসম্প্রদায় নবীন মনগড়া অভিনব পদ্ধতিতে ভাসাইয়া যে দল প্রস্তুত করেন, তাহা ভাস্করোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় ধরাতল হইতে অপসারিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই বাণী নেড়া-নেড়ী দলে বীরচন্দ্র, রঘুনন্দন ও রামচন্দ্র এক দফা এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ দ্বিতীয় দফায় প্রকাশিত হইয়া সার্থক হইয়াছে। তবে উঁহারা আবেশাবতার মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দরের নামাবতার ও অর্চ্চাবতার আবেশাবতার মাত্র নহেন।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ [illegible])

এই ভাবে নিমাই নবদ্বীপের [illegible] বেড়িয়ে বেড়ায়, কেও তাকে চিনতে পারে না। এমনি ভাবে সব [illegible] বলে, চিনেও যেন কেও চিনতে পারে না। কখনও গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে, কখনও নগরের মধ্যে বেড়ায়। নগরের লোক নিমাইকে দেখলেই কেমন একটা আদর ভক্তি করে যেন দেবতার চেয়েও বেশী বলে মনে হয়। মেয়েরা নিমাইকে দেখে ভারি দুঃখ ক'রতে থাকে, নিমাইয়ের চেহারা খানা তো কম নয়, খুব ভাল, দেখেই বলে—এই সেই মদন! এমন বর না পেলে মেয়ে-জন্মই মিছে! পণ্ডিতরা নিমাইকে দেখে আর কথা-বার্ত্তা শুনে, মনে করেন, এ বৃহস্পতি, নইলে এরকম বিদ্যে কারো হ'তে পারে না। বুড়ো আর অন্য অন্য লোক নিমাইকে দেবতার মত দেখে পায়ের গোড়ায় এসে দণ্ডবৎ করে। যোগীরা দেখে বলে—এ একজন সিদ্ধ পুরুষ! দুষ্ট বদমাইসেরা নিমাইকে বড্ডো ভয় করে। এই রকমে নিমাই এক একরকম লোকের কাছে এক এক রকম দেখায়। নিমাইয়ের একটা এমন চমৎকার গুণ ছিল যে, নিমাই একদিন যার সঙ্গে একবার আলাপ ক'রেছেন, সে একেবারে কেনা হয়ে যেত—[illegible] এমন প্রেমের ফাঁদে প'ড়ে [illegible] সে আর কখনও [illegible]

পারতো না। নিমাই বিদ্যার অহঙ্কারটা খুবই ক'রতো [illegible] হ'লেও কোন লোকই নিমাইয়ের নিন্দে ক'রতো না। সবাই খুব শ্রদ্ধাভক্তি ক'রতো—ভালও বাসতো। মুসলমানরাও নিমাইকে খুব ভক্তি ক'রতো, দেখলেই তাদের মনে বড় আনন্দ হ'তো।

মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে নিমাইয়ের টোল, একথা আগে একদিন বলিছি। এই মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে ব'সে, নিমাই এমন ভাবে ছেলেদের পড়া বলে দেয় যে, কোন অধ্যাপকই সে ভাবে ছেলেদের পড়ান না। নিমাইয়ের পড়ান অতি আশ্চর্য্য, ছেলেরা শুনে তাদের মনে সেটা এমনতর এঁকে যায় যে, কোন কালে তা' আর ভুল হয় না। একটা শ্লোকের নানা রকম ক'রে ব্যাখ্যা করে। একবার একরকম মানে ক'রে সব ছেলেকে বুঝিয়ে দেয়, ছেলেরাও শুনে বেশ খুসী হয়, তার পর আবার বলে না, এ রকম হবে না, হ'লে এই সব দোষ ঘটে, ছেলেরাও দেখে তাই তো, দোষই তো বড় হ'চ্চে। ছেলেরা যখন মানেটার দোষ দেখতে পায়, তখন নিমাই আবার বলে, না দোষ নয়, এই দেখ এই সব কারণে কোন দোষ হ'তে পারে না, আগে যে রকম মানে করা হ'য়েছে তাই ঠিক। তার পর আবার সেই শ্লোক সন্ধি, সমাস প্রকৃতি-প্রত্যয়, তার সূত্র, বৃত্তি, টীকা যেখানে যা আছে, সব তন্ন তন্ন ক'রে বুঝিয়ে দেয়। ব্যাকরণের কথা হ'য়ে গেল, তাতে যে যে অলঙ্কার আছে, সে সকল, আর তাদের সূত্রগুলো বেশ ক'রে বলে দেয়। তার পর শ্লোকটার ছন্দ কি, ঐ ছন্দের কোথায় কোন্ রকম বর্ণ দেওয়া হ'য়েছে, ঐ ছন্দ কেমন ক'রে প'ড়তে হয়, ঐ সব এমন ভাবে বলে দেয় যে, ছেলেরা শুনে একেবারে থ হ'য়ে যায়। ছেলেরা অল্পদিন নিমাইয়ের কাছে প'ড়ে এত শেখে যে, কোন অধ্যাপকও তাদের সঙ্গে পারে না। নিমাইয়ের পড়ান'র কায়দা দেখে রোজ শত শত ছেলে তার টোলে প'ড়তে আসতে লাগলো।

নিমাই রোজ এই ভাবে ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে দুপুর বেলা বাড়ী যায়। একদিন যেতে যেতে আচম্বিতে কেমন একটা ভাব হ'লো—কি বলে, যে শব্দ কিছু বোঝা যায় না. গড়াগড়ি দেয়, হাসে, ঘর ভাঙে, হুঙ্কারী ছাড়ে, গর্জ্জায়, মালসাট মারে, সুমুখে যাকে পায় তাকেই মারতে যায়, মারে, এক একবার এমন হয়, যেন একেবারে আকাটা হ'য়ে গিয়েছে বলে বোধ হয়—নড়ন চড়ন নাইকো, কখন আবার মূর্চ্ছা হ'য়ে প'ড়ে যায়। দেখে সব লোকের ভয়ও হ'তে থাকে, দুঃখও হ'তে থাকে—আচম্বিতে এ কি। নিমাইকে দেখবার জন্য পাড়া শুদ্ধ লোক ছুটে এলো। নিমাইয়ের দশা দেখে সব লোক এত দুঃখ করতে লাগলো যে তা আর বলে শেষ ক'রতে পারিনে। ভাল ছেলে দেখতে দেখতে কেমন করে এ রকম হোলো, তা কেও ঠিক ক'রতে পারলে না। একজন বল্লে ছেলের বাই চড়া হয়েছে। আবার কেও কেও বল্লে, হাঁ তাই বটে বাতিক বৃদ্ধি হ'য়েছে বটে, ছেলেদের নিয়ে যে রকম বকে, তাতে বাতিক বৃদ্ধি হবে নৈ কি। এই রকম কত জন কত কথা বলতে লাগলো। নিমাইয়ের বন্ধু বান্ধবেরাও শুনতে পেলে— নিমাইয়ের বাই বিকার হ'য়েছে। তারাও সব দলে দলে নিমাইকে দেখতে আসতে লাগলো। বুদ্ধিমন্ত খাঁ আর মুকুন্দ সঞ্জয় এঁরা তো নিমাইয়ের বাইবিকার শুনে গুষ্টি শুদ্ধ মিলে, নিমাইয়ের বাড়ী এসে পোলো। মুকুন্দ সঞ্জয় দেখে, একেবারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, বল্লেন, ভাল ছেলে। এই আমার বাড়ী থেকে ছেলেদের পড়িয়ে আসছে, এরই মধ্যে একি রকম হ'লো। যে রকম বকে তাতে, বাই চড়া হ'য়েছে যে, তার সন্দ নেই। এই ব'লে বাই ঠাণ্ডা করবার জন্য বিষ্ণু-তেল আর নারায়ণ তেল নিয়ে এসে মাথায় মালিষ ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। বাই ঠাণ্ডা করবার জন্য আর আর লোকেরও যা জানা ছিল, সবও করা হ'তে লাগলো। একটা বড় দোনায় তেল বোঝাই ক'রে, নিমাইকে তারই ভেতর বসিয়ে মাথায় তেল দিতে লাগলেন। নিমাইকে ভাল করবার জন্য সব্বাই কত যত্ন ক'রতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হ'লো না, বরং যেন আস্তে আস্তে বাড়তেই লাগলো। এতো আর রোগ নয়। ছল ক'রে আপন ইচ্ছায়, লোকজনকে আপন পরিচয় দেবার জন্য এই কাণ্ড ক'চ্চে তা ভাল হবে কি। যত ওষুদ পালা করচে ততই বেড়ে উঠচে। সব অঙ্গে কম্প হচ্চে, আপসা আপসী ক'রচে, কখন বা এমন হুঙ্কারী ছাড়চে যে, শুনে সব লোকের ভারি ভয় হচ্চে। কখন ব'লচে, আমি সব লোকের ঈশ্বর, আমি বিশ্বধর, আমার নাম বিশ্বম্ভর, আমাকে তো কেও চিনতে পারছে না। এই ব'লে নিমাই সব লোককে ধরতে যাচ্চে।

নিমাই বাতিকের ছল ক'রে, সব লোকজনকে যে সব কথা বল্লে, তা কেও বুঝতে পারলে না, যার যা মনে আসতে লাগলো সে সেই মত বলতে লাগলো। কেউ বলে, না কিছু নয়, নিমাইয়ের শরীরে দানবের ভর হয়েছে, তা না হলে দেখছেন না? এরকম ক'রবে কেন?

অপর। না না, তা' নয়, সব ডাকিনীর কাজ, তা' না হ'লে এরকম বলবেই বা কেন, আর লোক জনকে ধরতেই বা যাবে কেন?

অপর। ডাকিনী টাকিনী কিছুই নয়, ছেলে নিয়ে যে রকম বাক্য ব্যয় করে, তাতেই বাই রুক্ষ হ'য়ে মাথায় চ'ড়ে গিয়েছে, কথার ভাব শুনে বুঝতে পা'রছেন না? উনপঞ্চাশ বাই কার শরীরে কি ভাবে বেড়ায় তা কে বলবে? এ নিশ্চয়ই বাই চড়া হ'য়েছে তার একটুও ভুল নেই।

লোকের এই রকম বিচার হ'লে পর শেষে বাইই সাব্যস্ত হ'য়ে গেল। মায়া মোহে পড়ে কেও নিমাইয়ের কথাগুলো শুনে বুঝও না, বুঝতে কোন চেষ্টাও করলে না। তেলের দোনায় (টব) রেখে মাথায় আরো পাক তেল দিতে লাগলো। নিমাই তেলের দোনায় বেশ মনের সুখে সাঁতার দিচ্চে আর খিল খিল ক'রে হাসচে, যেন সত্য সত্যই খুব বাতিক চড়া হয়েছে।

এই ভাব খানিক খেলা করার পর, নিমাইয়ের সব ভাল হ'য়ে গেল। সব্বাই দেখলো আর সে রকম এ'লো মেলো কথা বার্ত্তাও নেই, আর সে রকম লোক জনকে মারতে ধ'রতে যাওয়াও নেই, সে হুঙ্কারী ছাড়াও নেই, সব ভাল হ'য়ে গিয়েছে। নিমাই ভাল হ'য়েছে দেখে সব্বারই মনে বড় আহ্লাদ হোলো— মনের আনন্দে সব হরিধ্বনি দিতে লাগলো। তাড়াতাড়ি ক'রে তেলের দোনা থেকে উঠিয়ে গা, হাত, পা, সব মুছিয়ে দিয়ে, কাপড় পরিয়ে দিল। সকল লোক শুনে বড় খুসী হ'লো—সব্বাই ব'লতে লাগলো, আহা! বাঁচুক, বাঁচুক, এমন পণ্ডিতের এমন দশা হইছিল?—ভগবান রক্ষা করেছেন। বৈষ্ণবরাও নিমাইকে দেখে বড় খুসী হলেন, সব্বাই বলতে লাগলেন, দেখ বাপ। এ শরীর চিরদিন থাকবে না, কখন আছে, আবার পলেকের মধ্যেই বিগড়িয়ে যেতে পারে। এর 'তামার করা দিছে। এই দেখ, দেখতে দেখতে কি পানা হয়ে গিইছিল, এই জন্যে বলছি বাপ, তুমি কৃষ্ণের চরণ ভজন কর। তোমাকে বোঝাবার কিছু নেই, তুমি সবই জান। নিমাই কোন কথা বল্লে না, একটু মুচকে হেসে সব্বাইকে একটা নমস্কার করে ছেলেদের পড়াবার জন্যে টোলে চলে গেল। (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্যরক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর কাব্যতীর্থ বি, এ)

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্' এই প্রবাদ বাক্যটি বালকগণেও উচ্চারণ করিয়া থাক। আমরা বাল্যকাল হইতে তদ্বিষয়ে সচেষ্টও আছি। জীবমাত্রেরই অনাদিভোগবাসনা হইতে ক্ষুধাদি উৎপন্ন হইয়া স্থূল শরীর পোষণ ও বৃদ্ধিসাধনপক্ষে সহায়তা করিতেছে। এই শরীর রক্ষার হেতুভূত আহার্য্যাদি গ্রহণ করিতে করিতে শেষে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য আবিষ্কার করিয়া কৃত্রিম ক্ষুধার বিনাশ চেষ্টা পাইলেও তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। কখনও মাংসবৃদ্ধির জন্য প্রাণিমাংসে উদরপূর্ণ করি, কদাপি শোণিত বা মেদাদির সমৃদ্ধি-সাধনার্থ নব নব খাদ্য পানীয় দ্বারা জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হই, তখনও শরীর রক্ষার উদ্দেশ্যটিও ভুল হইয়া যায়, আগন্তুক লোভ চরিতার্থ করিতেই উদরচিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়ি। এই ঔদরিকতাই ক্রমে স্থূলদেহাত্মবুদ্ধি উৎপাদন করিলে আজীবন আত্মদেহ বা তৎসম্পর্কিত ব্যক্তির দেহের পরিচর্য্যায় সর্ব্বদাই নিরত থাকি। তখন আর পূর্ব্বোক্ত প্রবাদের পরভাগটী মনে স্থান পায় না।

আবার শরীরটি শুক্র শোণিতাদি কদর্য্য ধাতু-গঠিত বলিয়া ভগবৎকৃপা-স্বরূপ ব্যাধিগুলি আমাদের সহচররূপে থাকিয়া শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আমাদিগকে অমিতাচারী দেখিয়া তাহারা নানাভাবে ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। তখন কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের ক্ষণিক অপনোদন সাধন করিয়া পুনরায় তাহাদের অধিকারের সুবিধা প্রদানার্থ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পূর্ব্ববৎ ব্যবহারই অক্ষুণ্ণ রাখি। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে আবার জলবায়ু ও খাদ্যাদি পরিবর্ত্তন হেতু তদনুকূল স্থান অনুসন্ধান করিয়া ধনাদির বিনিময়ে তত্তৎস্থানে কিয়দ্দিবস বাসান্তে আমাদের ভোগবাসনা বর্দ্ধিত করিতেই যত্নবান হই। আবার সাধু-নির্দ্দেশিত ভগবৎ লীলাক্ষেত্র চিন্ময়ধাম গুলিতেও আমাদের প্রাকৃত ভোগের উপকরণের অভিত্ব দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে মললিপ্ত করিয়া আত্মরক্ষার্থই সম্পাদন করি। এই প্রকারে আমরা দেহের সহিত প্রাণের সংরক্ষণে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিলেও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাণ-বিয়োগ উপস্থিত করিয়া করুণাময় ভগবান্ আমাদের সমুদয় চেষ্টার ব্যর্থতা প্রদর্শন করেন।

অনেক সময়ে স্থূল দেহমাত্র রক্ষাতেই, কেবল শাস্ত্রবর্জ্জিত 'পরিচায়কেই, [illegible]

না হইয়া আমরা অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিয়া একটী সূক্ষ্মদেহ পাই। তখন এই স্থূলদেহের সহিত তাহারও স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে আমাদের প্রধান কৃত্য হইয়া পড়ে। ইচ্ছা-জ্ঞান-অনুভব শক্তিরূপা সূক্ষ্মদৈহিক বৃত্তি-গুলির ব্যবহারে অত্যধিক অভি-নিবিষ্ট হইয়া অনেক সময়ে স্থূল শরীরের অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ভুলিয়া গিয়া ধীরে ধীরে আত্মহত্যায় লিপ্ত হই। কিছুদিন আরোহ-প্রণালী অব-লম্বনে জড়বিদ্যার পর্য্যালোচনায় রত থাকিয়া কেহ বা সাহিত্যে, কেহ বা বিজ্ঞানে, গণিতে, ঐতিহ্যে, ভূতত্ত্বে, নক্ষত্র বিদ্যায় মহারথিত্ব করিয়া আপনাদিগকে অনন্যসাধারণ ভাবিয়া থাকি। প্রতিষ্ঠা তৎকালে এত উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করে যে, তাহার মোহে আমরা প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। তখনও আমাদের মনে হয় না যে, এই যে সূক্ষ্মদেহের বৃত্তি-গুলির বর্দ্ধনাদি করিলাম, তাহার চরম উদ্দেশ্য কি? যখন দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য-বিধানে পর্য্যাপ্ত না হইলে, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মনীষী-দিগের প্রকৃত বিদ্যার লোভে পরিভ্রমণ করি, তখনও আমাদের মেটে বুদ্ধি মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলাইয়া রাখে। এই প্রকারে নিরন্তর আমরা জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই আমাদের প্রকৃত শরীরের স্বাস্থ্যবিধান যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই ভুলিয়া থাকি। কালপ্রবাহে স্থূল শরীর ধ্বংসের সহিত আমাদের প্রাকৃত বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য যশঃ মান প্রভৃতি এইখানেই রাখিয়া চলিয়া যাই; লাভের মধ্যে মনোধর্ম্মের পরি-চর্য্যায় প্রাকৃত অভিনিবেশ বৃদ্ধি করিয়া আমাদের ভোগপিপাসা চরিতার্থ করিতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া থাকি। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ই আমাদের সর্ব্বস্ব ভাবিয়া তাহাদের যত্নেই চিরজীবন অতিবাহিত করি।

আমাদের দেহ ও মনের উন্নতি সাধনার্থ উদ্যোগ করিলে তাহাদের সম্পর্কিত বা তৎপথে বিঘ্নের হেতুভূত পিতৃগণ ও দেবগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন বা বিঘ্নাপসারণ-হেতু কতক গুলি শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করি। তখন এই প্রকার কর্ম্মকেই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন মনে করিয়া আমাদের জড়াভিনিবেশ দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলি, প্রকৃত দেহের অনুসন্ধান ভুলিয়া যাই।

যে শক্তি আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কে নানারূপে পরিচালন করিতেছে, সেই জীবাত্মার অনুসন্ধান যে একান্ত আবশ্যক এবং তাহার কার্য্যাবলী পর্য্য-বেক্ষণ দ্বারা তদানুগত্যে আমাদের সমুদয় কৃত্য নিয়মিত করা প্রয়োজনীয়। জড়াভি-নিবেশ আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এই আত্মিক দেহের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করিতে আমাদিগকে অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না। কেবল বাহ্যমল দূরীভূত করিলেই আমাদের আত্মিক দেহ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা তাহার কার্য্য করাইয়া লইবে। আমরা কিন্তু পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের প্রাধান্য দ্বারা আত্মিক দেহটীর পরিস্ফুরণের একান্ত বিঘ্নরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি। এই একদেশদর্শিতার ফলে আমরা বঞ্চিত হইয়া পুনঃপুনঃ নানাযোনিভ্রমণের ক্লেশ সহ্য করিতে পরা-ঙ্মুখ হইতেছি না। আমি যথার্থ কি? আরোপিত 'আমি'গুলির পরিচর্য্যায় রত না থাকিয়া প্রকৃত 'আমি'র অনুগত হইতে আমাদের যত্ন কৈ? অনেক সময় সাংসারিক নানা ঘাতপ্রতিঘাতে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ-গুলির প্রতি অকিঞ্চিৎকরতা বুদ্ধি আসিয়া দেহের অস্তিত্ব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও বহু মলযুক্ত চিত্তমধ্যে তাহার প্রকাশ ক্ষণিকমাত্র হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যখন সাধুসঙ্গের দ্বারা চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া 'প্রকৃত আমি'র স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের যে লক্ষকোটি জীবনের চেষ্টা আর কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না। তাহা আমাদের অজ্ঞাত-সারেই সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া পড়ে।

স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সংরক্ষণ ও পরি-পোষণ জন্য আমাদিগকে সতত্তই ব্যস্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু আত্মিকদেহের জন্য ঐ প্রকার কোন শ্রমের আবশ্যকতা নাই। কেবল সাধুসঙ্গে তত্ত্বালোচনা দ্বারা আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভ হইলেই যদি মূলদেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় এই সহজসাধ্য কার্য্য দ্বারা আমরা এত অধিক লাভবান্ হইতে পারি, অতএব কোন্ নির্ব্বোধ তাহা হইতে বিরত থাকিতে পারে? হে সহৃদয় ভ্রাতৃগণ! আসুন একবার আমরা সেই প্রকৃত দেহের অনুসন্ধান করিয়া তাহার স্বাস্থ্যসংরক্ষণে সাধুপদিষ্ট মার্গে অগ্রসর হই।

নানা কথা

আফগানিস্থানে সংবাদপত্র

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আফগানি-স্থানে মাত্র একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র ছিল; এখন তাহার সংখ্যা ১৭ খানি। সংপ্রতি একখানি পত্র বন্ধ হইলেও পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা।

বিভর্তৃকা

অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই,এস, মুখার্জ্জীর এজলাসে হরিদাসী নাম্নী জনৈকা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা দুইপতি গ্রহণ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। বালিকার দ্বিতীয় পতি, পিতা, মাতা এবং প্রয়াগ মহারাজ নামে দ্বিতীয় বিবাহের পুরোহিত বালিকাকে দ্বিতীয়বার বিবাহে সাহায্য করার অপরাধে আসামী হইয়াছে। বালিকার প্রথম পতি লক্ষ্মীনারায়ণের অভিযোগ এই যে হরিদাসীকে সে ১০ বৎ-সর পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিল। গত ২৫শে মে তারিখে বালিকার মাতা পিতা টাকার লোভে পুরোহিতের সাহায্যে রামাবতার নামে অপরের সঙ্গে পুনরায় কন্যার বিবাহ দিয়াছে। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারক আসামীদের মুক্তি দিয়াছিলেন তারপর হাইকোর্টে আপীল হওয়ায় বর্ত্ত-মানে পুনর্ব্বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

ট্রামে ট্রামে সংঘর্ষ

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় গতকল্য রাত্রি ৯টার সময় কালীঘাট ট্রামে উঠিয়া এস্-প্লানেডের দিকে আসিতেছিলেন। ৯-১৫ মিনিট এস্প্লানেডে আসিয়া ট্রামখানি থামিতেই একটু পরেই ধর্ম্মতলা ট্রাম আসিয়া এই কালীঘাট ট্রামের সহিত ধাক্কা লাগার ফলে, কালীঘাট ট্রামখানি ৩।৪হাত উঁচু হইয়া পড়ে। নীলকান্ত বাবু সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট একটী টাইমপিস ঘড়ি ছিল। ঐ ঘড়িটি তিনি কণ্ডাক্টারের নিকট রাখিয়া ধর্ম্মতলা ট্রামের ড্রাইভারের নম্বর লইতে যান। তিনি ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই কালীঘাটে ট্রামখানি ছাড়িয়া দিতেই পুনরায় অতিকষ্টে ছুটিয়া আসিয়া ট্রামে উঠেন।

নীলকান্ত বাবুর অভিযোগ এই যে, ট্রামের কণ্ডাক্টার এই সময় তাঁহার নিকট আবার ৫পয়সা দাবী করিয়া বসে। ডাল-হৌসী স্কোয়ারে আসিয়া উক্ত কণ্ডাক্টার ইনস্পেক্টরের নিকট নীলকান্তবাবুকে উপ-স্থিত করে। নীলকান্ত বাবু এই সময় বলেন—তাঁহার উপর অনর্থক জুলুম করা হইয়াছে, কেন না দুর্ঘটনার সময় যখন তিনি ধর্ম্মতলা ট্রামের ড্রাইভারের নম্বর লইতে যান, সেই সময় বলিয়া যান যে, তিনি যতক্ষণ না ফিরেন, ততক্ষণ যেন ট্রাম ছাড়া না হয়, তাঁহার ঘড়িটি ট্রামে ছিল, কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ট্রামে আবার উঠিতে হইয়াছে। ইহার পর নীলকান্ত বাবুকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ধর্ম্মতলা ট্রামের ড্রাইভারের নম্বর ৪৯৬ এবং কালীঘাট ট্রামের কণ্ডাক্টারের নং১২৭। —বাংলার কথা

মাতালের পরিণাম

গত রাত্রে এক অজানা মুসলমান মদ খাইয়া টলিতে টলিতে যাইতেছিল। এণ্টালি ২নং পুলের উপর হইতে নীচে জলে পড়িয়া যায়। কেহ তাহাকে উদ্ধার করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

চড়ায় কেরোসিন জাহাজ

গত মঙ্গলবারে "ফিনাক্কার" নামক একখানি নরওয়ে দেশীয় কেরোসিন বোঝাই জাহাজ ফলতার নিকট চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে।

জাহাজখানিতে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার মণ কেরোসিন বোঝাই আছে। বোধ হইতেছে যে, জাহাজের তলায় ছিদ্র হইয়াছে। সে জন্য গঙ্গা নদীর উপর যে সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত জলযান আছে, তাহা-দিগকে আগুন সাবধান করিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মনে করা যাইতেছে যে, জাহাজের সমস্ত মাল নামান না হইলে উহাকে চড়ার আটক হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না। সে জন্য যত শীঘ্র সম্ভব, উহার সকল মাল নামাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজে যে কেরোসিন তৈল আছে, তাহা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর সম্পত্তি। রুসিয়ার অন্তর্গত বাটুমের প্রসিদ্ধ তৈলখনি হইতে ঐ তৈল চালান হইয়াছে।

---

১২ বৎসরের বালক খুন

লাহোরের ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ সিদ্দিক হোসেনের ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে হত্যা করার অপরাধে ছুরা, দিত্তু, এবং জানা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২২ এবং ৭৭ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। অদ্য সেসন জজ মিঃ কে, এস, আলাউদ্দিন উক্ত মোকদ্দমার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিন জন আসামীই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এপ্রুভার গোলাম কোতুল মুক্তি পাইয়াছে।

এটর্ণীর বিরুদ্ধে সমন

এস,কে কর নামক জনৈক এটর্ণী ১১ শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন বলিয়া চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সমনজারী করিবার হুকুম হইয়াছে।

রেলে গোলযোগ

নীলগিরি রেলপথের একটা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মেটুপালিয়াম ও কুন্নুরের মধ্যে ট্রেণ যাতায়াত ৩০শে তারিখে বন্ধ ছিল। যাত্রীদিগকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ-কাল দুর্ঘটনার স্থান পার হইয়া অন্য ট্রেণে চাপিতে হইবে।

অবৈধ ভাবে রিভলভার ও টোটা আমদানী

আসামী দণ্ডিত

বোম্বাই, ৩০শে অক্টোবর। 'নবকুণ্ড' জাহাজযোগে গত ১২ই অক্টোবর অবৈধ ভাবে ২টি রিভলভার ও ২ শতের অধিক টোটা বোম্বাইয়ে আনয়ন করিবার অভিযোগে বরোদা রাজ্যের অধিবাসী নগুলাপা অভিযুক্ত। বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য ঐ মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে ২ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৩ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে আরও ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আসামী বোম্বাইয়ে অবতরণ করিলে পোর্টট্রাষ্ট বিভাগের জনৈক কর্মচারী তাঁহার ওভারকোটের পকেট হইতে উক্ত রিভলভার প্রাপ্ত হন। আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলেন, ১০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নিউজিল্যাণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি নিজের নিকট অস্ত্র রাখিতেন। এ দেশে লাইসেন্স আবশ্যক কি না তাহা তিনি জানিতেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট আইন সম্বন্ধে আসামীর অনভিজ্ঞতার উক্তি গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী হইতেছে, কিন্তু ঐরূপ অপরাধ প্রায়ই ধৃত হয় না।

—দৈঃ বসুমতী

মসজেদে হাঙ্গামা

বাগমারী মসজেদে হাঙ্গামা করিবার অভিযোগে সেখ আমির-আলি প্রমুখ যে ২৯ জন লোক শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি দাসের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল, গত ৩১শে অক্টোবর বিচারে তাহার সকলেই অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

শিশুর গলার হার চুরি

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ৫ বৎসর বয়স্ক এক শিশুর গলার হার ছিনাইয়া লইবার অপরাধে সেখ আহাম্মদ নামে এক দাগী আসামী জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

বিচারক আসামীকে ১ বৎসর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

---

৪ হাজার টাকা অপহৃত

সংপ্রতি কলিকাতার নন্দলাল মল্লিক লেনের সন্তোষরঞ্জন বসাক নামক জনৈক লোকের বাড়ীতে এক চুরী হইয়া গিয়াছে। চোরেরা নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৪ হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই।

চোরাই মালের ব্যবসা

বলদেও এবং অন্যান্য ৪৮ জনের বিরুদ্ধে চোরাই মাল লইয়া ব্যবসায় করার জন্য মামলা চলিতেছিল। গতকল্য সেই মামলার বিচারক মিঃ এন, আর মুখার্জ্জী আসামীদিগকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

এই মামলা গত তিনমাস ধরিয়া চলিতেছিল। গঙ্গা ভকত এবং ভক্তু, এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ না পাওয়ায় বিচারক ইঁহাদের মুক্তি দিয়াছেন।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আসামীরা পোর্ট কমিশনারের মাল ষড়যন্ত্র করিয়া নৌকা হইতে আনাইয়া ঐ মাল লইয়া ব্যবসা করে।

পুলিস-ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতা

এক বৃদ্ধ দাগী আসামী সম্প্রতি চুরি করিয়া পলাতক হইয়াছে। মুচীপাড়া থানার পুলিশ উহাকে সন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত পায় নাই।

ডিক্সন লেনে পুলিশ ইনস্পেক্টর রায় সাহেব হরিপদ রায় গত ৮ বৎসর ধরিয়া আছেন। লোকটি এই রায় সাহেবের বাড়ীতেই ভৃত্য ছিল। যদিও পূর্ব্বে লোকটি জেল খাটিয়াছিল, তথাপি উহাকে সাধু বলিয়াই রায় সাহেব জানিতেন।

পূজার ছুটিতে রায় সাহেব ভৃত্যকে বাড়ীর আসবাব পত্র রক্ষার ভার দিয়া কলিকাতা হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। কাল সকাল তিনি বাড়ী ফিরিয়া দেখেন ভৃত্যটি পলাতক হইয়াছে। সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নোটে টাকায় ১২ হাজার এবং ৫ হাজার টাকার গহনা লইয়া সে চম্পট দিয়াছে।

পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

বাগনানে ডাকাতি

সম্প্রতি হাওড়া জিলার বাগনান নামক স্থানের অন্তঃপাতী সর্দ্দা গ্রামের কাচ খাঁরের বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়াছে। ডাকাইতগণ নগদ ও গহনাপত্রে প্রায় ১৩ শত টাকা মূল্যের জিনিস লইয়া গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে পুলিস ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিখ্যাত পকেট কাটা

প্রকাশ যে, গত ১২ই অক্টোবর আসামী নিউ মার্কেটের নিকট আবদুল বারেক ইলাহী নামক জনৈক ব্যক্তির পকেট কাটিয়া ২১ টাকা কয়েক আনা লইয়া পলাইতেছিল। এমন সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। সে এই সময় পুলিশের হাত হইতে ছিনাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পর দুইজন কনষ্টেবল আসামীকে ধরিয়া যখন তালতলা থানায় লইয়া যাইতেছিল, তখন সে একজন কনষ্টেবলকে কামড়াইয়া দিয়া আবার পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। থানায় গিয়া সে পলায়ন করে এবং গড়ের মাঠে পুনরায় ধৃত হয়।

পকেট কাটা ও ২ বার পলায়ন চেষ্টা ও পলায়ন করার অভিযোগে আসামীর প্রতি মোট সাড়ে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

পূজার বাসন চুরি

ডাঃ ডি, পি, গুপ্তের বাড়ী হইতে প্রায় ২ শত টাকা মূল্যের ২৬টী পূজার বাসন চুরি করার অভিযোগে লছমন ও জানকী কাহার নামে দুই ব্যক্তি প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগ-বিবরণে প্রকাশ, আসামীদ্বয় উভয়েই ফরিয়াদীর বাড়ীতে ভৃত্য ছিল। তাহাদিগকে জবাব দেওয়ার পর তাহারা ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া পূজার বাসনসমূহ চুরি করিয়া লইয়া যায়।

বুধবার মামলার দিন ছিল। মামলা মুলতবী আছে।

চীনে বোম্বেটে

আময়ের উত্তরে কতগুলি চীনা জলযান কোম্পানির জাহাজের নিকট আসিতেছে এবং তাহাদের ভাবগতিক সন্দেহজনক, এরূপ সংবাদ প্রদান করায় একখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার ও সাবমেরিণ বোম্বেটের আশঙ্কায় ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে চীনারা পলাইয়া যায়।

পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

পুলিসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ ও অত্যাচার করিবার মিথ্যা অভিযোগ করিবার অজুহাতে বারাসত হাবড়ার গোলাম রহমান মণ্ডল নামক একজন লোক আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, বসুর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ৩১শে অক্টোবর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাঙ্গালায় মৃত্যু তালিকা

কলেরায় মৃত্যু

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের সরকারী বিবরণে প্রকাশ—গত ২০শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গালার পাঁচটি জেলায় কলেরায় মৃত্যু বাড়িয়াছে। কলিকাতা ৬-২, নদীয়া ৩০-৬১, রংপুর ৫-১৪, বগুড়া ২১-৬৭, পাবনা ২৯-৭২, এবং ময়মনসিংহ ২৯-৫১। এই কয়টি জেলায় কলেরায় মৃত্যু কমিয়াছে।—হুগলী ৯-৩, ২৪পরগণা ৭-৬, যশোহর ১১-৮, দিনাজপুর ১৮-১০, ঢাকা ৯-৮, ফরিদপুর ১৪-০, ত্রিপুরা ১৭ ৫ এবং নোয়াখালি ১৩-৩।

বসন্তে মৃত্যু

বর্দ্ধমান ৮, ময়মনসিংহ ৫, মালদহ ৩, হুগলী ২, ২৪পরগণা ২, ত্রিপুরা ২, মেদিনীপুর ১, কলিকাতা ১, ঢাকা ১, এবং চট্টগ্রাম ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু

কলিকাতা ১১, এবং দার্জিলিং ১।

—বাংলার কথা

চোরের কাণ্ড

আবদুল লতিফ নামক একজন লোক আবদুল কাদেরের পকেট হইতে ২১টা টাকা ও কয়েক আনা পয়সা চুরি করিয়াছিল বলিয়া চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৩॥০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী পুরাতন পাপী। এইবার সে ধরা পড়িয়া পুলিসের হেপাজত হইতে সরিয়া পড়িবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ফলে তাহার বিরুদ্ধে ৩ দফায় অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল।

জুয়াখেলার দণ্ড

কালী সিং প্রমুখ ৯ জন লোক জুয়াখেলার অভিযোগে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক আসামীর ৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

বোবা আসামী

সেখ আমীর নামক জনৈক বোবা ও কালা লোক অসদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করে বলিয়া চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে। প্রকাশ, লোকটি ইতঃপূর্ব্বে ১৯ বার দণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে কার্ত্তিক, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা গত পূজার সময়ে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজ-সভার মূলমঠ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা-মঠ ঢাকা, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, সেখানে গত ২৭শে আশ্বিন হইতে মাসাধিকব্যাপী উর্জ্জাব্রত মহোৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচারে স্বামীজীর অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব্ব নির্ভীকতা ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিলে সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই স্বামিজীর অতি সুবিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রাচীন সহর। এস্থানের ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক দ্রষ্টব্য যাহাই থাকুক, আমাদের দেখিবার বিষয় হইয়াছিল, এস্থানের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা হিন্দু অধিবাসিগণের মধ্যে একটু স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ। নবাবপুর রোডই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাস্তা, এই রাস্তার উপরে ষ্টেশনের অনতিদূরে প্রকাণ্ড ত্রিতল গৃহই—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, তথায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও রাধাগোবিন্দের নিত্য সেবা প্রকট আছেন। মঠের দ্বিতলে সুসজ্জিত প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে ঠাকুরঘর ও জগমোহন অবস্থিত। রাত্রি ৩টার সময় হইতেই দলে দলে স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া মঙ্গল আরাত্রিক দেখিবার জন্য সমবেত হন, ছোট ছোট বালক বালিকারাও পর্য্যন্ত আরাত্রিক দেখিতে আসে, তাহারা যখন প্রত্যেকে ঠাকুরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করে, আর চরণামৃত পান করিতে থাকে, তখন বোধ করি, অত্যন্ত মদগর্ব্বিত উন্নত মস্তকও একবার অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। উষঃকীর্ত্তনের পর সকলে ভাগবত শ্রবণ করেন, মধ্যাহ্নে ভোগারতি দর্শন ও মাধুকরী প্রসাদ সম্মান করেন, পুনরায় সন্ধ্যায় আরাত্রিক দর্শন ও পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। এই নিয়ম-সেবার সময় কত লোক আসিয়া যে সুগন্ধি পুষ্প ও পুষ্পমাল্যাদি ঠাকুর সেবার জন্য দিয়া যাইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া রাস্তায় দলে দলে নগরকীর্ত্তন বাহির হইতেছে, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র—সকলেই মঠে আসিয়া, আদর করিয়া মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করিয়া লইতেছেন ইত্যাদি অনুষ্ঠান দেখিলে, বাস্তবিকই মনে বড় আনন্দ হয়। তবে সকল স্থলে না হইলেও অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কেবল বাহ্য অভ্যস্ত প্রক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে মাত্র। কে সদ্‌গুরু, কে গোস্বামী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, কে সাধু, কে বৈষ্ণব, কাহার নিকট ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে হইবে, কাহার নাম শুদ্ধভক্তি, আর বিদ্ধভক্তিই বা কি, নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ কাহাকে বলে, সেবাপরাধ কি, সাধুসঙ্গ কি প্রকারে হয়, 'জীব' বলিতে কাহাকে বুঝায়, ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি জীবের অভিধেয়ই বা কি এবং প্রয়োজন বা প্রাপ্য কি—তৎসম্বন্ধে খুব সামান্য লোকেরই অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়, ভক্ত্যঙ্গগুলির বাহ্য সৌষ্ঠব সম্পাদন বা ভক্তির নাম করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণই ভক্তি, না 'ভক্তি' বলিতে ইহা ছাড়া আর একটা কিছু, তাহার পরিপ্রশ্ন অতি অল্প লোকই করেন। অবশ্য ইহা যে শুধু ঢাকার কথা, তাহা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার। এরূপ করিয়া কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলেও যে কৃষ্ণপদে প্রেমধন প্রাপ্তির কোন আশা নাই, তাহা কাহারও একবার ভাবিবার বিষয় হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! অধিকাংশ লোকেরই ধারণা—সর্ব্বোক্রম-দ্বারে কৃষ্ণানুশীলনের পরিবর্ত্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সমক্ষে বাহিয়া কিছু অঙ্গভঙ্গী দেখাইতে পারিলেই ভক্ত হইয়া গেল 'গড্ডালিকা-প্রবাহ'-নীতি অবলম্বনে কতকগুলি নিয়ম পালন করিলেই যে নিয়ম-সেবা হয় না, ইহা বুঝাইয়া দিবারও লোকের অভাব।

এই নিয়ম-সেবার সময় ঢাকায় তথাকথিত নামজাদা ব্যবসাদার পাঠক কীর্ত্তনীয়া গোস্বামিপুঙ্গবগণের খুব চলাফেরা দেখা যায়। গোস্বামী মহাশয়দের এ সময় ফোঁটা, মালা, তিলকের বড়ই বাহার। একদিন আমরা মাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে নগরকীর্ত্তনে বহির্গত হইয়াছিলাম, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্‌ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপপুরী মহারাজ আমাদের অগ্রে ছিলেন। আমরা এক স্থানে আসিয়া দেখিলাম, একজন ধনী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নবদ্বীপের কোন নামজাদা স্মৃতক পাঠক ভাগবত পাঠ করিতেছেন, আর তাহারই অনতিদূরে কয়েকটী ভদ্রলোক মুখ ফিরাইয়া বেশ মনের সুখে ধূমপানে রত, ভারতী মহারাজকে দেখিবা মাত্র ভদ্রলোকেরা ধূমপান-বিরত হইয়া হুঁকা সরাইলেন, পাঠক মহাশয়ও আড়চোখে একবার ব্যাপারটী দেখিয়া লইলেন। আমরা ত' একেবারেই অবাক্! যেখানে কলিবৈরী পরীক্ষিৎ মহারাজের কলি-নিয়াতন-প্রসঙ্গ পাঠ হইতেছে, সেইখানেই কিনা কলির আড্ডা! তাই গান ধরিলাম—"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে। কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে। (কিন্তু) দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥ পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়। আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়।" আমরা নিরীহ ভদ্রলোকগণের অভ্যাসগত দোষকে নিন্দা করি না, কিন্তু নিন্দা করিতে হয় গোস্বামী-মহাশয়দের শিক্ষার বহরকে। গোস্বামী মহাশয়েরা নিজেরাও কলিস্থান-পঞ্চকের সেবক, তাই শিষ্যেরাও তদনুসরণকারী না হইয়া কি করে। কলিবৈরী পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃপাব্যতীত কি আর কলিকে নিগ্রহ করা যায়? "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। নিজেরা আচারবান্ না হইলে কি আর অন্যকে আচারবান্ করা যায়? ব্যবসায়ী গোস্বামিব্রুবগণ আসিয়া ভাগবত পাঠের ছলে ধর্ম্মপ্রাণ ঢাকাবাসীর যথাসর্ব্বস্ব (কুল, ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম - সমস্তই) অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে—ঢাকাবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতেছে, তথাপি ঢাকাবাসীর চেতন হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। কলিস্থানপঞ্চকের সেবক, নামাপরাধী স্মৃতক পাঠকের সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ ভাগবত স্পর্শ করিবার কি অধিকার আছে, ঢাকাবাসী তাহা একটুও চিন্তা করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! কেবল মাত্র শুক্র শোণিতের বিচারে প্রমত্ত থাকিয়া এত বড় একটা ভ্রান্তিতে ডুবিয়া এমন দুর্লভ মানব-জীবনকে বিপন্ন করা যে, কতদূর সমীচীন, তাহা ঢাকাবাসী, শুধু ঢাকাবাসী কেন, জগদ্বাসী সকলেই একটু বিচার করুন। কেবল চক্ষু-লজ্জার খাতিরে, কিম্বা বিষহীন উরগ সদৃশ গোঁসাইদের অভিশাপের ভয়ে ভীত হইয়া সত্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া যে তাঁহারা নিজের সর্ব্বনাশ নিজেরাই আবাহন করিতেছেন, তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবেন না? যাহারা আজ কেবল টাকার লোভে—সুন্দরী স্ত্রীলোকের দর্শন-স্পর্শন-লোভে কতকগুলি শাস্ত্রের বোলচাল অভ্যাস করিয়া ভক্ত-বিটেল সাজিয়াছে, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তাহাদিগকেই তোমরা ভক্ত বলিয়া ভক্ত নামে কলঙ্ক লেপন করিতে চাও? যে ভক্তের মর্য্যাদা বাড়াইতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ নারায়ণদেব ভৃগুপদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিলেন, অধিক কি সর্ব্বাংশী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনও আজ যে ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ছুটিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"কোটি-মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত," "মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা।" "আমা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়," "ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্তশেষ—তিন সাধনের বল॥ এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"—ভাই সকল, সেই ভক্ত-পদবীটি কি তোমাদের নিকট এতই অবহেলার পাত্র হইবে? রাম শ্যাম—যাহাকে তাহাকে ভক্ত বলিয়া শেষে ভগবান্‌কেই উপহাস করিবে? ভাই সব, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, গতস্য শোচনা নাস্তি এখন বিচার কর,—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে, পাবে চমৎকার॥" শাস্ত্র বলেন,—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

তোমরা বিড়াল তপস্বী, বকধার্ম্মিক, মর্কট-বৈরাগী, শুক্রশোণিতজাত জড় দেহাত্মবাদী, যোষিৎসঙ্গী লম্পট, অসৎ গোস্বামিব্রুবদলের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া সত্য সত্য ষড়্‌বেগজয়ী শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ কলিশ্রেষ্ঠ গোস্বামীকে সদ্‌গুরুজ্ঞানে তাঁহার চরণাশ্রয় কর, মঙ্গল হইবে। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়া, পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয়-বিধি শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে—

"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ"।

অযোগ্য-গুরু-ত্যাগজন্য তাদৃশ বিষহীন সর্প সদৃশ অযোগ্য গুরুর অভিশাপাদি তোমাদের কোন অমঙ্গলই করিতে পারিবে না! তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিচার কর ও—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই তোমাদের উদ্দেশ্য, অসজ্জনগণের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগান' তোমাদের কার্য্য নহে। ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করিতে হইলে, তাঁহার ভক্ত-পদাশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, হে ঢাকাবাসি ভক্তবৃন্দ! আপনারা আপনাদের ঢাকাকে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' আখ্যা দিয়া থাকেন, কিন্তু সত্য সত্যই তাহা প্রকাশ্য বৃন্দাবন হইতে পারে, যদি আপনারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যবসাদার ভাড়াটিয়া পাঠক, গোস্বামিব্রুবদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণ-

তত্ত্ববেত্তা সদ্গুরু গোস্বামীর চরণে শরণাগত হন। যে মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলে হইয়া থাকে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আপনাদের সকলেরই সেই চারি বস্তুতে স্বভাবতঃই একটা বিশ্বাসের অভিনয় আছে। সদ্গুরুর পদাশ্রয়ে সদ্গুরু উপদেশানুসারে ভজনে যাজন করিতে থাকিলেই, আপনাদের সে বিশ্বাস উত্তরোত্তর দৃঢ়ীভূত হইতে থাকিবে। আপনারা সত্যের অনুসরণ করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

প্রাপ্ত পত্র

[নদীয়া-প্রকাশে ইতঃপূর্ব্বে অবতার শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কটকস্থ উৎকলদীপিকা পত্রিকায় যে রুচি-বিকার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা'র ব্যাধির নিরাময়কল্পে ঔষধরূপী যে পত্রখানি পাইয়াছি, তাহা অবিকল উদ্ধার করিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমেই যে ঐ পত্রখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী নাই। আমরা এবিষয়ে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না—নঃ প্রঃ সং]

মাননীয় শ্রীনদীয়া প্রকাশ-সম্পাদক-

মহোদয়,সমীপেষু।

গত ১৩ই অক্টোবর "উৎকল দীপিকা' নাম্নী পত্রিকায় কেবল প্রাকৃত বার্ত্তা-বাহিনী পত্রীযোগে শ্রীবিশ্বনাথ-মিশ্র নামক জনৈক বিদগ্ধজন ব্যক্তি, ২ অক্টোবর তারিখের সংবাদ-পত্র-কুলে অবতীর্ণ "নদীয়া-প্রকাশ" নামক দৈনিক পরমার্থ বার্ত্তাবহ পত্রের ১৮১ সংখ্যায় "অবতার" শীর্ষক প্রবন্ধ-ধৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত-বচন—"অর্চ্চা নাম রূপ দুই হইবে আমার"—এই অংশ শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখিত কি না, এরূপ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্ট তথাকথিত গ্রন্থ মধ্যে তিনি নাকি উক্ত চরণটি দেখিতে না পাওয়ায় বিষম সংশয় বিষগর্ত্তে পতিত হইয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ হস্তাবরণ দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি যদি বলেন,"আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না", তাহা হইলে তাঁহার খানাবাড়ীর লাইমৎ এই জগদ্বাসী সকলেই কি নিজ নিজ চক্ষুতে সূচী বিদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবে? উলূকের বিশ্বাস যে, সূর্য্য উদিত হয়েন নাই, তাই বলিয়া কি দিবাকর পিপীলিকার গর্ত্তে নিদ্রা বাস করিবেন? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরই গোচর। নদীয়া প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত, মিশ্র মহাশয়ের ন্যায় প্রাকৃত ভ্রান্তভরা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থান পাইতে পারে না। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই সত্য। সত্যই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। সেই ধর্ম্ম যখন পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক মিশ্রস্বভাবাপন্ন বা গ্লানি-যুক্ত হয়, তখন অমিশ্র-স্বভাব সাধুগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং মিশ্রস্বভাব অসাধু বা পাষণ্ডগণের বিনাশের জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সত্যধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়া থাকেন এবং সেই পরমসত্য পুনরায় যাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণ-কর্ত্তৃক দুরভি-সন্ধি-মূলে কদাচার মিশ্র হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য পরম করুণাময় পরমেশ্বর পরম সত্য প্রচার ও রক্ষার জন্য নিজ নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদগণকে আচার্য্যরূপে প্রেরণ করেন। আচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ শ্রীবলদেব অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-স্বরূপ। তিনি এই মর্ত্ত্য-ধামে আসিয়া দুইটী কার্য্য করিয়া থাকেন। একটা কার্য্য—পাষণ্ডদলন ও অপরটি শ্রীনাম-প্রেমদান। আচার্য্য, পাষণ্ডগণ-কর্ত্তৃক যখন যে কোন মিশ্রভাব সত্যে মিশ্রীভূত হইবার প্রয়াস দেখেন, তখনই সেই মিশ্রভাবকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সাধারণগণকে উপহার দিয়া থাকেন। তাঁহারা জগদ্গুরু, লোক-শিক্ষক। তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ-স্বভাব। কিন্তু শাস্ত্র-নিহিত সত্য আক্রান্ত হইয়াছে বা হইতেছে দেখিলে তখনই সিংহ-বিক্রমে ক্ষিপ্রতা-সহকারে তাহা রক্ষা করেন। স্বয়ং বেদব্যাস্ যে সর্ব্ববেদসার "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার পাঠ বা পাঠান্তরের সমীচীনতা তাঁহার হৃদয়-জ্ঞাতা ও প্রকাশ-স্বরূপ আচার্য্যই মাত্র জানেন। একান্ত আচার্য্যচরণাশ্রিত-জন ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই।

কৃমিবিড্ভস্মময় কুক্কুরের ভক্ষ্য এই প্রাপঞ্চিক জলজীয়ন্ত পুরুষ দেহে কস্তা-পেড়ে সাড়ী, নোলক্ মাকড়ি, মল-চুটকি প্রভৃতি অলঙ্কার প'রে, মেয়েলি ধাঁচায় মেয়েলি ধরণের মুখ চোখের ভঙ্গীতে, মেয়ে মানুষের সঙ্গে মেয়েলি ঢঙে "আমি যে গয়লার মেয়ে—ও মা! আমার কাছে আবার লজ্জা কি॥ ইত্যাদি কথায় আপ্যায়িত করিয়া নিত্য নবনব স্ত্রীসঙ্গ-প্রয়াসকে, উৎকট দুরভিসন্ধিমূলে যাঁহারা (শ্রীরূপের উপদেশ ও অনুশাসন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক) গোপীভাবের ভজন বলিয়া শিষ্যব্রুবদের প্রতি উপদেশ (?) করেন এবং ধর্ম্মপ্রাণ সরল জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহারাও এবং তদনুগগণও শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা ব্যাসের হৃদয়ের ভাবানুরূপ পাঠ, পাঠান্তরের সমীচীনতা বিচারে অধিকারী হইতে পারেন না। রাবণাদির অনুগত সন্ন্যাসী-বেশে নিত্য নবনব উপাদানে অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণ জন্য পুরীর পুলিশ দারোগা পূর্ণবাবুর পঞ্চাশৎ পাদুকা প্রহার প্রাপ্ত হইয়াও যাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না, গুরু-ব্রুব তাঁহারাও এবং তাঁহাদের অধস্তন শিষ্যব্রুবগণও চৈতন্যভাগবতের মর্ম্মাব-বোধে কিরূপে অধিকারী হইতে পারেন? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

বিষয়াবিষ্টচিত্তস্য কৃষ্ণপ্রেম সুদূরতঃ।
বারুণিদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং
কিমাপ্নুয়াৎ॥

কুক্কুর শৃগালের ভক্ষ্য দেহকে, পাষণ্ড-গণ ভবিষ্যতে শ্রীনিতাই-গৌরের মিলিত উৎকট অবতার সাজাইবে, আচার্য্য প্রবর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস প্রভু ইহা জানিয়াই সেই সকল পাষণ্ড চেষ্টাকে গর্হণ করিবার জন্য শ্রীঅর্চ্চা ও শ্রীনাম—এই দুই অবতারের কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পরম গম্ভীরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মধ্য খণ্ডের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে স্পষ্ট-ভাবে লিখিয়াছেন :—

"উদর-ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর, মুঞি জরদ্গব॥
গর্দ্দভ শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
বলয়ে ঈশ্বর, বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ হইয়া॥"

কামনায় বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ত্রিধাতুক-কুণপাত্ম-বুদ্ধি ও চার্ব্বাকানুগত বঞ্চিত এবং বঞ্চক জনগণকে শ্রীনিতাই-গৌর উভয়ের মিলিত উৎকট অবতার গড়িয়া তুলিবার অনুকূল না হওয়ায়, পরন্তু ঐ চরণটী সেইরূপ চিন্তাস্রোতের প্রতিকূল হওয়ায় নাকি কেহ কেহ বিকট চীৎকার করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। শুনা যায় নিজের লেজে পা পড়িলে নাকি ঐরূপ হয়। কথিত আছে—

"পরের লেজে পড়্‌লে পা তুল্যে
পারা ঠেকে।
আর আপন লেজে পড়্‌লে পা
বাপ্‌রে বাপ্‌রে ডাকে॥"

জনশ্রুতি এই যে—(১) শ্রীপাদ শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর এবং (২) শ্রীবীরচন্দ্র গোসাঞি এই দুই দলের ভাবকগণ দ্বারা ঐ পাঠান্তর শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ হইতে অব্যক্ত-ভাব লাভ করিয়াছে। কিন্তু উঁহারা একরূপ গড়িয়া তোলা ভুঁইফোঁড় উৎকট মিলিতাবতার নহেন, পরন্তু উঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবেশাবতার।

প্রতিবাদকারী বুঝিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।' তাঁহার এই বুদ্ধি ঠিক অন্ধের দুগ্ধের জ্ঞানের ন্যায়। অন্ধ, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল,—প্রভু! দুধ্ কি রকম? গুরু বুঝাইয়া দিলেন—দুধ্ সাদা। সে তখন জিজ্ঞাসা করিল সাদা কেমন? গুরু বলিলেন, বকের মত। অন্ধ জিজ্ঞাসা করিল, বক্ কেমন? গুরু বলিলেন, বক্ও দেখিস না, বক্ কাস্তের মত। অন্ধ, বলিল কাস্তে কেমন? তখন গুরু বলিলেন, আরে ব্যাটা, তোকে দেখিয়ে না দিলে হবে না, এই বলিয়া একখানি কাস্তে লইয়া অন্ধের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখ্ কাস্তে' এবার বুঝ্‌লি?' অন্ধ, তখন কাস্তে খানিতে হাত বুলাইয়া বিশেষ অনুধাবনের পর বলিল, "প্রভু এবার বেশ বুঝিয়াছি, দুধে অনেকগুলি শক্ত ও করকোরে ধারাল দাঁত।" তদ্রূপ প্রতিবাদকারী এতদিন পরে বুঝিলেন, কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার নাম জগতে প্রকাশিত হইয়াছে! শ্রীনাম রূপ গুণ লীলা এ সকলই অভিন্ন। কখন কাল-ক্ষোভ্য প্রাকৃত নহেন। আগে বিগ্রহ, পরে নাম, সিদ্ধান্ত এরূপ নহে। কেবল প্রাকৃত বস্তুতেই ঐরূপ হওয়া সম্ভব, শ্রীবিষ্ণু-কলেবর এবং তাঁহার নাম নিত্যকালই অভিন্ন। শ্রীচরিতামৃত বলেন—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না করিলে শ্রীকৃষ্ণা-ভিন্ন শ্রীনামতত্ত্ব ও তাঁহার অবতার প্রভৃতি তৎ-তত্ত্বের এবং তদীয় তত্ত্ব শ্রীবৈষ্ণবের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত ইন্দ্রিয়-পর গুরুব্রুবগণের সঙ্গ ও উপদেশক্রমে প্রাকৃত বিষয়-গন্ধেই বুদ্ধি জড়ীকৃত হইয়া থাকে। তরঙ্গ-রঙ্গ-বিভঙ্গিনী সাগরাভিমুখ-প্রবাহিনী বিশাল-স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর সহিত ক্ষুদ্র নালিকার সংযোগ করিয়া দিলে পূত পবিত্র গঙ্গাবারি লভ্য হয় এবং সেই নালিকাটী নর্দ্দমার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে স্নান পানাদির অনুপযোগী পীড়া-কর পূতিগন্ধময় আবিল জলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাকৃত কোন খ্যাতনামা লোক মরিয়া গেলে তাহার আত্মীয়গণ যেরূপ তাহার মৃন্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার অর্চ্চা মূর্ত্তির প্রচার হইয়াছে,—লেখকের ঐ উক্তি, অপ্রাকৃত তত্ত্বের একেবারে অনুসন্ধান-রহিত আবিল বুদ্ধিরই প্রকাশক মাত্র। স্বতন্ত্র ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছানুসারে যে-কোনরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃহরি প্রভৃতি বিষ্ণুরই অবতার। সাধারণ প্রাকৃত মৎস্য কূর্ম্ম সাম্য নহে। অবতার

শব্দের অর্থ অবতরণ। ভগবান্ যে কোনরূপে এজগতে আসিতে পারেন এবং সেই অবতারগণের গোলোকে নিত্য স্থিতি। কেবল "প্রকটাপ্রকট ভেদে লীলা চ দ্বিবিধা মতা"। অতএব তাঁহার অর্চাবতারের নিশ্চয় নিত্যত্ব আছে সদ্‌গুরু অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক বৈষ্ণবাচার্য্যের একান্ত চরণাশ্রয় করিলে মিশ্র মহাশয় এই জড়াতীত জগতের অচিন্ত্য তত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারেন।

বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বজ্ঞ অথবা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আচার্য্য-বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয় নাই। তিনি যাহা অভ্রান্ত বলিবেন, তাহাই শাস্ত্র। তাহা না হইলে লিখিত শ্লোক বা সংস্কৃত ভাষা মাত্রই পরস্পর বিবদমান অসংখ্য প্রকারের গ্রন্থ-বিশেষ বেদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত। বেদ বা শাস্ত্র বলিলে, যাহা তাহাই গ্রাহ্য হইবে না। আম্নায়-পরম্পরায় যাহা অভ্রান্ত বলিয়া আচার্য্য-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র ছেলের হাতের মোয়া নহে, যে একটা হুমকি দিলেই ফেলিয়া দিবে। শাস্ত্র বলেন :—সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতা"। এসকল বিষয় কি মিশ্র মহাশয়ের কখনও শুনিবার অবসর হইয়াছিল? তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার ঐ সকল বিষয় শুনিবারক খনও অবকাশ হয় নাই। তিনি যদি দৈন্যাবলম্বন করিয়া শুশ্রূষু হন, তাহা হইলে বৈষ্ণবদাসগণ তাঁহাকে আরও সুষ্ঠুভাবে শুনাইতে প্রস্তুত আছেন।

এখন শেষ বক্তব্য এই যে, শ্রীচরণ-দাস বাবাজীর গুরু কাগমারি নিবাসী মোক্তার শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজীর স্বহস্তের অনুলিপি ঐরূপ পাঠান্তর-যুক্ত যে, চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ এখনও গোদ্রুম-গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইতেছেন, এবং জয়পুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন জীর্ণপ্রায় যে, শ্রীগ্রন্থ পরম যত্নে রক্ষিত হইতেছেন, তাহা কি লেখক কখনও অবলোকন করিয়াছেন? সেই সকল গ্রন্থের পাঠান্তর অবলোকন না করিয়া লেখক যে সকল অসংযত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কোন মূল্য নাই এবং ঐ প্রকার পাঠান্তর কোথায়ও নাই বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা ভ্রান্ত দুরভিসন্ধিমূলক স্বার্থময়, চাতুরীপূর্ণ ও অতীব বিগর্হিত।

সখীভেকী-বৈরি গৌর-নিতাই-

মিলিতা-বস্তার ক্রন্দন—

শ্রীসখীচরণ রায়,

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টক

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত সত্যব্রতমুনিকৃত স্তোত্রবত্ন)

[ঊর্জ্জদেবী—শ্রীমতি রাধারাণীর অপর একটি নাম, তাঁহার ব্রতে তৎপ্রীত্যর্থ তদীয় ভক্তগণ নিত্য দামোদরাষ্টক পাঠ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।]

(১)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥

যিনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, যাঁহার কর্ণযুগলে কুণ্ডলদ্বয় সতত ক্রীড়া করিতেছে, গোপগোবৎসাদির নিবাসস্থানে যিনি শোভা পাইতেছেন, নবনীত হরণকালে যিনি যশোমতীর ভয়ে উদূখল হইতে অত্যন্তবেগে পলায়নপর হইতেছেন এবং যশোদা পশ্চাদ্ভাগে যাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছেন, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি॥ ১॥

(২)

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥

যিনি জননীর তাড়ন-ভয়ে অতীব ক্রন্দন-পরায়ণ হইয়া করকমলদ্বয় দ্বারা নেত্রযুগল পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন করিতেছেন এবং ভয়চকিতভাবে দর্শন করিতেছেন, মুহুর্মুহুঃ শ্বাসপরিত্যাগ-হেতু যাঁহার ত্রিবলীযুক্ত কণ্ঠস্থ মুক্তাহার কম্পমান হইতেছে এবং যাঁহার উদর রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ, সেই ভক্তিবদ্ধ ঈশ্বরকে বন্দনা করি॥ ২॥

(৩)

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥

যিনি এবংবিধ নিজ শৈশবক্রীড়া দ্বারা গোকুল-নিবাসী জনগণকে আনন্দরসময় গভীর জলাশয়ে নিমজ্জিত করিতেছেন, এবং যিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবান্ জনবর্গের নিকট "আমি ভক্তকর্ত্তৃক জিত" ইহাই প্রখ্যাপন করিতেছেন, আমি ভক্তিবিশেষ দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পুনঃ শতশত বার প্রণাম করি॥ ৩॥

(৪)

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥

হে দেব! সকল বরপ্রদানে সমর্থ আপনার নিকট হইতে মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠা বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রাপ্তি অথবা অন্য কিছু শ্রবণাদি ভক্তি বরণ করিতে অভিলাষ করি না। হে প্রভো! কেবল আপনার এই বালগোপাল মূর্ত্তি সতত আমার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত থাকুক। অন্য বরে আমার প্রয়োজন কি? ॥ ৪॥

(৫)

ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥

আপনার যে বদনকমল অত্যন্ত শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ অলকাসমূহে আবৃত, যশোদা যাহা অনবরত চুম্বন করিতেছেন, এবং যাহা বিম্বতুল্য অধর দ্বারা শোভিত, তাহাই আমার মনোমধ্যে প্রকটিত হউক, অপর লক্ষপ্রকার লাভে প্রয়োজন নাই॥ ৫॥

(৬)

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, ক্লেশপরম্পরারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন, অতি-হীন আমাকে কৃপাদৃষ্টিবর্ষণে অনুগৃহীত করুন, হে ঈশ! মুর্খ আমার প্রতি নেত্রগোচর হউন॥ ৬॥

(৭)

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্ব-
ত্ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥

হে দামোদর! আপনি উদূখলে বন্ধন-প্রাপ্ত মূর্ত্তি দ্বারা যেমন যমলার্জ্জুন বৃক্ষত্ব-প্রাপ্ত কুবেরতনয়যুগলকে মোচন করিয়া ভক্তিভাজন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাকে স্বকীয় প্রেমভক্তি প্রদান করুন। এই পৃথিবীতে আমার অন্য কোন মোক্ষ আকাঙ্ক্ষিত নহে॥ ৭॥

(৮)

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥

আপনার প্রকাশমান দীপ্তির আকর-রজ্জুকে এবং সমগ্র বিশ্বের আধার ত্বদীয় উদরকে নমস্কার করি। পরন্তু আপনার প্রিয়তমা রাধিকাকে এবং অনন্ত লীলাময় নিরন্তর ক্রীড়াপর আপনাকে নমস্কার করি॥ ৮॥

পরবিদ্যা-পীঠের

পরীক্ষার ফল

শ্রীমায়াপুরস্থ আচার্য্য চন্দ্রশেখর ... প্রতিষ্ঠিত পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের ... উচ্চ শ্রেণীস্থ কতিপয় ছাত্রের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ... দিগকে শ্রীহরিনামামৃত, মুগ্ধবোধ ... কৌমুদী ব্যাকরণ ও তৎসহিত সংস্কৃত সাহিত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পরীক্ষিত সাত জনের মধ্যে তিনজন প্রথম বিভাগে, দুইজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অবশিষ্ট দুইজনের অচিরে দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া পাঠ প্রস্তুতির সময় দেওয়া হইয়াছে। পূজার অবকাশ-প্রাপ্ত অন্যান্য বালকগণ নানাস্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাহাদিগের সহিত উহাদিগেরও পুনঃ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। প্রত্যেক ছাত্রের সদাচার ও হরিসেবা-প্রবৃত্তি অতুলনীয়।

নানা কথা

নিবেদন

আমি গত ২৭শে *october* শনিবার রাত্রির ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেণে বাটী যাইতেছিলাম এবং নবদ্বীপের একজন *daily passenger* নবদ্বীপ *station*এ নামিবার সময় আমার একটী ছোট পুটুলী ভুলবশতঃ লইয়া গিয়াছেন এবং পুটুলী মধ্যে একখানি কাপড় ও একটী মটকার পাঞ্জাবী, একটী বাতাবী লেবু, দুইটী শশা, একটী সাইকেলে দেওয়া *grease* ছিল। যদি উক্ত ভদ্রলোকটী দয়া করিয়া ফিরাইয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। ইতি—

শ্রীহরিপদ অধিকারী।

২৪নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা।

শিল্পোৎসাহে ত্রিপুরা-রাজ

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে একটী প্রতিনিধি-সঙ্ঘ ৩১শে অক্টোবর ত্রিপুরাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্যের শিল্প-বিভাগের অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য প্রার্থনা পূর্ব্বক একখানি আবেদন পত্র মহারাজের নিকট দাখিল করেন। ত্রিপুরাধিপ ধীরভাবে তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য দ্বারা শীঘ্রই একটী কমিটী গঠন করা হইবে। শিল্প বিভাগের অভাব অভিযোগগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিলে মহারাজ আদেশ প্রদান করিবেন।

ভারতে বস্ত্র-রপ্তানিতে
রুশিয়া বনাম ল্যাঙ্কাশায়ার

'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র বলিতেছেন, রুশিয়া এত সস্তা দরে ভারতে কাপড় বিক্রয় করিতেছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে সে দরে প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সংবাদ বিলাতে তাঁতি মহলে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছে। একজন প্রধান বস্ত্র ব্যবসায়ীর মত এই যে, রুশিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ভারতের কাপড়ের বাজার হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি ব্যাপার এই ভাবে চলে, তাহা হইলে নয়নসুক এবং ছিটের কাপড়ের ব্যবসা ল্যাঙ্কাশায়ারের হাত ছাড়া হইবে। ম্যাঞ্চেষ্টারের ডিরেক্টারের কটন মিলটির তুই বৎসরের মধ্যে ৬ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্য দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ মিলটি নিলামে তোলা হইলে কেহই নিলাম ডাকে নাই।

ইংলণ্ডে-ভারতে টেলিফোন

আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইংলণ্ডের যে বেতার টেলিফোনের যোগাযোগ হইয়াছে, তাহাতে এত অধিক সংবাদের আদান-প্রদান হইতেছে যে, আরও ইমারত নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ইতোমধ্যে ইংলণ্ডের বড় ডাকঘর অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষকে ঐরূপ যোগ-সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য ঐ সকল দেশে গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। ইহাতে সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগের কণ্ঠস্বর পরস্পরে শুনিতে পাইবে।

কৃষ্ণনগরে নলকূপ

বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগের মিঃ প্যাটারসন সেচন-কার্য্যের জন্য নলকূপ খননের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন। সেখানে কৃষি বিভাগ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নলকূপ খনন করিয়াছেন।

স্বামী ও শ্বশ্রূর প্রাণদণ্ড

ত্রিপুরার স্ত্রী ও ঝাংয়ের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার রায় বাহাদুর ভোলানাথের কন্যা শিপ্রাকে হত্যা করিবার অভিযোগে উক্ত ত্রিগুণাল ও অপর কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লায়ালপুরের দায়রা জজ খাঁ বাহাদুর সেখ দীন মহম্মদের এজলাসে একটী নরহত্যার মামলা চলিতেছিল। জজ গত ৩০শে অকটোবর ঐ মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি ত্রিগুণাল ও তাহার মাতা নারায়ণীদেবীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং ত্রিগুণালের পিতাকে অব্যাহতিদান করিয়াছেন।

কামারডাঙ্গায় উদ্বন্ধন

কামারডাঙ্গা ই, বি, রেল-লাইনের পাশে একটা গাছের উপর একজন হিন্দুর মৃতদেহ ঝুলিতে দেখা গিয়াছে। কয়েকজন রেলওয়ে কুলী মৃতদেহটিকে দেখিতে পায় এবং পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃতদেহের ভার লয়।

প্রকাশ, যে মৃতদেহটীতে কয়েকটী আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ খুব চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কোন পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই।

ফরাসী জঙ্গীলাটের
ভারতে নিমন্ত্রণ

ভারতের রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যর উইলিয়ম বার্ডউড প্যারিসের জঙ্গীলাট জেনারল হেনরী গুরোকে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং তিনি সে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন। জেনারেল গুরো ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্যারিসের জঙ্গীলাটের পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও গত ৬ বৎসর কাল ফরাসী সমর-পারিষদের সদস্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জার্ম্মাণগণের শাম্পান সীমান্তে শেষ আক্রমণে তাঁহারই রণকৌশলে তাহারা প্রতিহত হইয়াছিল। তৎকালে তিনি জার্ম্মাণদিগকে প্রতি-আক্রমণ করায় যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি গ্যালিপলিতে ফরাসী সৈন্য চালনা করিয়া এরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ইহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিতে হইয়াছিল।

জয়পুর
মহারাজের দান

জয়পুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ভিজাগাপটম জিলায় ঘূর্ণীবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণের গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য জয়পুরের মহারাজ ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মদের নেশা

গত বুধবার রাত্রিতে কোনও অজ্ঞাত-নাম মুসলমান ২নং এণ্টালি সেতুর উপর হইতে মদের ঝোঁকে রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটি পুকুরের মধ্যে পড়িয়া যায়। কেহ তাহাকে তুলিবার পূর্ব্বেই সে ডুবিয়া মারা যায়।

বৃষ্টির হিসাব

১৯২৭ সালের বৃষ্টির যে হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই বৎসর স্বাভাবিক অপেক্ষা শতকরা ২৮ভাগ বেশী বৃষ্টি হইয়াছে। বিগত ২শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ অতিবৃষ্টি মাত্র ৩বার হইয়াছে, যথা—১৭৬৮ সালে স্বাভাবিক অপেক্ষা ৩৬ ভাগ, ১৮৫২ সালে ৩৭ভাগ, ১৮৭২ সালে ৪৪ ভাগ বেশী।

১৭৮৮ সালের পর ১৯২১ সালের মত গ্রীষ্ম আর কোন বৎসর যায় নাই। ঐ বৎসর স্বাভাবিক অপেক্ষা ৩১ ভাগ কম বৃষ্টি হইয়াছে।

১৮৭৫ সাল হইতে ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত ৯ বৎসর একটানা অতিবৃষ্টি এবং ১৮০০ সাল হইতে ১৮০৫ সাল পর্য্যন্ত ৬বৎসর একটানা অনাবৃষ্টি গিয়াছে।

গত ১৯ বৎসরের মধ্যে ১২ বৎসরই স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বৃষ্টি হইয়াছে।

মসজিদে মারামারি

সেখ আমির আলি এবং অন্যান্য আরও ২৮ জন বিগত ১৫ই মে তারিখে বাঘমারা মসজিদে নমাজ পড়া লইয়া বিবাদ বাধাইয়া অপর দলের আকুল এবং আরও কয়েকজনকে লাঠি এবং ইট মারিয়া আহত করার অপরাধে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

আসামী পক্ষের উকীল মিঃ পি, কে, ঘোষ বলেন—আদালতে যে অভিযোগ হইয়াছে, তাহা পুলিশের অভিযোগ হইতে স্বতন্ত্র। বিচারক আসামীদের সকলকে মুক্তি দিয়াছেন।

সশস্ত্র ডাকাতি

নারায়ণগঞ্জের ৩১শে অকটোবরের সংবাদে প্রকাশ, সাবডিভিশনের আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত কাইকেলঘোরা নামক স্থান হইতে এক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে বাবু নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামক কমিশন এজেণ্টের কিছু টাকা লুট হইয়াছে। ডাকাতেরা মুখে রং মাখিয়া বন্দুক সহ তথায় উপনীত হয় এবং ক্রেতা ও দ্বারবানগণকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লোহার সিন্দুকের মধ্যে যে টাকা ছিল, তাহা লইয়া পলায়ন করে। উক্ত ক্রেতা নাকি ঘটনার দিন হেড্ অফিস হইতে ১৫০০০৲ টাকা আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা আসিয়া পৌঁছায় নাই। ঐ টাকার লোভেই সম্ভবতঃ ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায়
বিংশতি মহিলা

এই বৎসর ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় ২০টী ছাত্রী সাফল্য লাভ করিয়াছে। গ্রেজ ইন হইতে অর্দ্ধেক ছাত্র পাশ করিয়াছে। গ্রেজ ইন ভারতীয় ব্যারিষ্টারদের শিক্ষাগার বলা যায়। প্যাম্বিল আপ্পু নায়ার নামক জনৈক ভারতীয় ফাইন্যাল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং প্রথম শ্রেণীর অনার্সের সার্টিফিকেট পাইয়াছে। মুকুন্দবিহারী বসু দ্বিতীয় বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং মনচের রুস্তম সিনি অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কলির ভাইপো

জয়নগরের পুলিশ কর্ত্তৃক জনৈক বাঙ্গালী যুবক হত্যা-চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইয়াছে।

একটি এজমালি বাগানের নারিকেল ভাগ লইয়া হরিচরণ তাহার ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ খুল্লতাতের সহিত কলহ করে। হরিচরণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম অংশ দাবী করিলে কাকা অস্বীকৃত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া হরিচরণ খুল্লতাতের পৃষ্ঠদেশে দা দিয়া এমন আঘাত করে যে, বৃদ্ধ মৃতপ্রায় হইয়াছেন।

মোটর-পতন

আলীপুরের জেলা পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে এক সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, জয়নগরের মেসার্স বসু এণ্ড কোম্পানীর একটি মোটরবাস জয়নগর থানার অধীন বাটরা ও মালদার মধ্যবর্ত্তী একটি সেতুর উপর দিয়া যখন অতিক্রম করিতেছিল, তখন উহা একটি খাদের মধ্যে পড়িয়া যায়।

বাসের মধ্যে ২৫ জন যাত্রী ছিল এবং অনেকেই কলিকাতায় কেরাণীর কার্য্য করিত। তাহাদের অধিকাংশই আহত হইয়াছে। কাহারও হাত, কাহারও বা পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কণ্ডাক্টার রামপদ পাল বাসের তলায় চাপা পড়িয়াছিল এবং সে তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। ড্রাইভার রামদয়ালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং যাহাদের আঘাত গুরুতর, তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

মাদ্রাজে বৈদ্যুতিক আলোক
সাহায্যে পথ নিয়ন্ত্রিত

বডিগার্ড এবং জেনারেল হস্‌পিট্যাল রোডে কর্পোরেশন একটি পথ নিয়ন্ত্রণে বৈদ্যুতিক কল স্থাপন করিয়াছেন। লাল নীল আলো দ্বারা পথ নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে ভারতের এইরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

কুরুক্ষেত্র

আগামী সূর্য্য-গ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ কর্ম্মী পুণ্যপ্রয়াসী হিন্দু নরনারী, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী জ্ঞানী, পরমাত্মানুসন্ধিৎসু সমীর-কৃচ্ছ্র-সাধনরত যোগী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তগণ একত্র সমাবিষ্ট হইবেন। এই বিপুল জনসংঘের মধ্যে পুণ্যকামী কর্ম্মিগণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভাবযুক্ত মানবগণ শ্রীমহাভারতের কেবল মাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তানুশাসন অবলম্বন করিয়া জ্ঞাতাজ্ঞাতকৃত পুঞ্জীকৃত পাপরাশি ক্ষয়কামনায় সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে সমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্রে পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানার্থ সমাগত হয়েন। সূর্য্যোপরাগ সময়ে কুরুক্ষেত্রের পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ডাবগাহন, পুঞ্জীকৃত বিপুল পাপরাশি ধ্বংস করে, ইহাই সাধারণ হিন্দুবিশ্বাস।

এবিষয়ে পুরাণ-প্রসঙ্গ এই যে, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী শ্রীপরশুরাম ক্ষত্রিয়বীর্য্যদর্পভরা ধরা একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, নরহত্যা-জনিত পাপরাশি ক্ষয়হেতু এই পূত ব্রহ্ম সরোবরে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। লোকচট্টোময়ী লীলাভিনয়কারী, ধর্ম্মস্থাপনার্থাবতীর্ণ ঐশ্বর্য্যময় দ্বারকানাথ কৃষ্ণ, বৃষ্ণিগণ পরিবৃত হইয়া, বহু হয় হস্তী রথ ধ্বজ সৈন্যানীক-পরিবৃত বিশাল কটক সহ সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রের এই পবিত্র কুণ্ডে স্নানার্থ আগমন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসী গোপ-গোপীবর্গ বহুকাল কৃষ্ণের অদর্শন-জনিত বিরহে কাতর হইয়া, সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে স্নানার্থ সমাগত কৃষ্ণ দর্শনাশায় এই সমন্তপঞ্চকের "সন্নিহিত" পূত সরোবরে স্নান ব্যাজে এই কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত বুদ্ধির অভাবে, কর্ম্মিগণ, জলে তীর্থ বুদ্ধি করিয়া সমন্তপঞ্চকের সরোবরে স্নান দ্বারা ফল-স্বরূপ পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভ করেন। তাহার কারণ, স্নানকালাবধি ভগবদ্ভাগবত-স্মরণরূপা ভক্তি, কর্ম্মীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার স্নান রূপ কর্ম্মের সহিত কথঞ্চিৎ মিশ্রিত হয়। যদি ঐরূপ ভক্তি তাঁহার স্নানাদি কর্ম্মে মিশ্রিত না হইত, তাহা হইলে কেবল স্নানাদি কর্ম্ম, পাপনাশের রূপ অন্য একটী কর্ম্মের হেতু হইতে পারিত না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥"
"প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ, ১ম, ১১ ও ১৮ শ্লোক)

অর্থাৎ একটী কর্ম্ম দ্বারা অন্য একটী কর্ম্মের বিনাশ হয় না। কেন না, অধিকারী অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তা অবিদ্যা-কবলিত হওয়ায় তৎকৃত সকল কর্ম্মজনিত সুখদুঃখাদি ভোগমাত্র সৃষ্টি করে। আর বিদ্বান্ অধিকারী বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবাহিনী শুদ্ধা সরস্বতীর কৃপায় ভগবানে মতিবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে সেই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বহু বহু জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি নিমিষে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয়েন। বহুবর্ষসঞ্চিত অন্ধকারময় গৃহে আলোক প্রজ্বালিত করিবামাত্র যেমন তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ। সুরাকুম্ভ যেমন নদীজলে বহুবার ধৌত করিয়া আনিলেও পবিত্র হয় না, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবাহিনী শুদ্ধবাণীর কৃপাবিমুখ অতএব নারায়ণপরাঙ্মুখ বা ভগবৎসম্বন্ধরহিত কেবল মাত্র স্নানাদি কর্ম্ম দ্বারা কখনই বিশুদ্ধি হইতে পারে না।

যাহা হউক কোন রূপে কথঞ্চিৎ ভক্তি মিশ্রিত হইলে কর্ম্মিকুল তাঁহাদের স্নানরূপ কর্ম্মের কাঙ্ক্ষিত ফল পাপনিহরণ করিতে পারিবেন, আত্মসুখ-তাৎপর্য্যপর এই পাপক্ষয়-কামনা জন্যই তাঁহাদের এই সমন্তপঞ্চকে আগমন।

নির্ভেদব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞানপন্থী তত্ত্বসম্ভোগবাদিগণ মায়ামলাবৃত চিত্তের শুদ্ধি হেতু, তীর্থস্নানরূপ কর্ম্ম-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রের পবিত্র ব্রহ্ম সরোবরে স্নানার্থ সমবেত হইয়া থাকেন। প্রাণায়াম, বেদপাঠ, তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধীকৃতচিত্ত, ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় স্থিত হইতে পারে, ইহাই তত্ত্ববাদিগণের সাধনোপচার যথা;—"প্রাণায়ামক্ষপিত-মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নিদিশ্যতে" ইত্যাদি তত্তৎ সম্প্রদায়ের আচার্য্য-বাক্য। অতএব ইঁহারাও কর্ম্মিগণেরই ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়-সুখ তাৎপর্য্যপরতা-রূপ সম্ভোগ বিশেষের বশবর্ত্তী হইয়াই সূর্য্যোপরাগে এই কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন।

কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি পন্থা হেতুমূলা হওয়ায়, হেতু জড়োত্থ বলিয়া, এবং জড়ের পরিবর্ত্তনশীলতা-হেতু, তাহা নির্হেতুক পরম সত্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব নিত্য নবনবায়মান রসসমূহের বিষয় ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারে না বলিয়া ভক্তগণ সেই হেতুমূলা আরোহ-পন্থারূপ কুলবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক অবরোহ বা শ্রৌত পন্থাবলম্বনে আম্নায় অর্থাৎ আচার্য্য বা গুরুপরম্পরায়, আনুগত্য মাত্র সম্বল অবলম্বন করিয়া বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবাহিনী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রমুখাৎ কেবল মাত্র শ্রুতিপুট দ্বারা সেই পরম সত্যের পূর্ণ সন্ধান অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েন। আত্মবৃত্তির আনুগত্য দম্ভ মনকে ক্রোড়ীকৃত করায় তদনুগত চক্ষু প্রভৃতি অন্য ইন্দ্রিয়চতুষ্টয় শ্রুতির পরম সত্য বিষয়ের জ্ঞানের সহিত বিরোধ করিবার যোগ্যতা হইতে নিত্য বিচ্যুত হয়। তখন তাঁহারা সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে ইহামুত্রোপাধি নিরাস পূর্ব্বক, বিষয়সমূহকে কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট করিয়া কৃষ্ণার্থে নিখিল কর্ম্মরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যপর অবস্থায় অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁহারা কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির ন্যায় বণিগ বৃত্তির বশবর্ত্তী না হইয়া পরন্তু ভগবানে মনঃকল্পনরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য বশবর্ত্তী হইয়াই এই স্যমন্তপঞ্চকে সমাগত হইয়াছেন। আবার সমুহ ভক্ত বা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরপদাশ্রিত রূপানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে উদ্দেশ্যে বা ভাবনে সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েন, তাহা প্রাকৃত মানব-বুদ্ধি-গম্য নহে,—তাহা অপ্রাকৃত ভাব-রাজ্যের শেষ সীমায় অবস্থিত। তাঁহারা মাথুর বিরহ-ভাবাপন্ন পূর্ণা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বরূপা শ্রীমতী বার্ষভানবীর আনুগত্যে সূর্য্যোপরাগ দূতী প্রেরণ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য রাজ্যে শ্রীদ্বারবতী হইতে কৃষ্ণকে আকৃষ্ট করিয়া ও চিন্ময়-রথে আরূঢ় এবং স্যমন্তপঞ্চকে আনয়ন করাইয়া সন্নিহিত ব্রহ্ম সরোবর-তটে গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের মিলন সম্পাদন ও তদনুকূলে সমূহ চেষ্টাকে সর্ব্বোত্তম সেবন বা ভজন বলিয়া জানেন।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীশচীনন্দন, শ্রীনীলাচলে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমতী রাধিকার বিপ্রলম্ভ ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরথযাত্রালীলায় শ্রীনীলাচলচন্দ্রকে নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হইতে ঐশ্বর্য্যময় বেশভূষাদি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকে পারকীয় বিহার-ক্ষেত্র নির্জ্জন স্বচ্ছন্দ বৃন্দাবনরূপ সুন্দরাচল বা গুণ্ডিচায় লইয়া যাওয়া রূপ লীলার দ্বিতীয়াবির্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই অর্চ্চা ও ভাবময় ক্ষেত্র নীলাচলের আদর্শ স্থল এই সমন্তপঞ্চক। শ্রীমন্মহাপ্রভু মাথুর বিরহ কাতরা শ্রীমতী বার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীনীলাচল-নাথের রথ-যাত্রা-কালে কাব্য প্রকাশের—

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাস্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ। সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-ব্যাপার-লীলা-বিধৌ রেবা রোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥"

—এই শ্লোকটি পাঠ করিয়াছিলেন।

পরম বদান্যাবতার দাতৃগণ-শিরোমণি স্বতন্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম নিগূঢ় ব্রজের উজ্জ্বল রস তত্ত্বসজ্ঞানোপাদান রহিত এই কুণ্ঠাধর্ম্ম-সমন্বিত মায়িক জড়ধামে কৃপা পূর্ব্বক আনিয়া দিয়াছেন। তিনি ঐ জড়রসকাব্যেও কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন করিয়া শ্রীগোপীজন-বল্লভ ও ব্রজগোপীগণের শ্রীকুরুক্ষেত্র-মিলন উদ্দীপন-হেতু বিপ্রলম্ভ ভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া ভাগবত ১০ম, ৮২ অধ্যায়ের—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দম্।
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ॥
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

—এই শ্লোক আস্বাদন করিবার অবসর জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহার হৃদয়ানুবাদক তদনুগ বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর, শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহার—

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্। তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি।"—

(অর্থাৎ হে সহচরি, আমার সেই প্রিয় কৃষ্ণ এখন কুরুক্ষেত্রে আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। আমিও সেই রাধা, এবং আমাদের উভয়ের মিলন সুখও সেই বৃন্দাবনে মিলনানুরূপ। তথাপি তাহা হইতেও বৃন্দাবিপিনের নিবিড়তম প্রদেশে ক্রীড়াশীল পঞ্চম সুরে আনন্দপ্লাবিত যমুনা-পুলিনস্থ বনের জন্য, যথায় সহজ স্বচ্ছন্দ-অবধি নির্জ্জন এবং পারকীয় লীলা-যোগ্য-স্থল সেই মুরলী-পঞ্চমতান-পরিপূরিত যমুনা-পুলিনস্থ বিপিনের জন্য আমার স্পৃহা হইতেছে।)—এই শ্লোক দ্বারা—কৃষ্ণানুশীলনের পরতমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের কৃষ্ণসেবাই স্বরূপের ধর্ম্ম। যখন সেই জীব নিজ স্বাধীনতার অপব্যবহার-ক্রমে ভগবানের সেবা ছাড়িয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হয়, তখন স্বরূপার্থহীন নিজসুখপর হইয়া এই সংসারে আগমন করে এবং ভোগপর কর্ম্মানুশীলন করিয়া এই সংসার চক্রে সুখ-দুঃখাদির দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে থাকে। অপার করুণাময় ভগবান্ নিজ ভৃত্যের দুর্দ্দশা-দর্শনে সাধু

ও শাস্ত্ররূপে সাম্ভজীবের নিকট উপস্থিত হন। কতকগুলি জীব দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বদেশ হইতে আগত নিজ প্রভুগণকে চিনিতে পারে না এবং কতকগুলি তাঁহাদিগকে চিনিয়াও স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে আদর করে না, কিন্তু বাহারা ভাগ্যবান, তাহারা আপনাদিগকে বিদেশবাসী জানিয়া প্রভুপ্রেরিত শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রভুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর পাদপদ্মে যাইবার জন্য ব্যস্ত হন। তখন সেই জীবকুল সাধুগুরুর শ্রীচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া নিষ্কপটে সেই বৈকুণ্ঠ-দূতগণের সেবা করিতে থাকেন এবং বৈকুণ্ঠ-দূতগণের সহিত দুষ্পারা মায়ার হাত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন।

গত শুক্রবার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের অপ্রকট তিথি ছিল। মঠবাসী শ্রীগুরু-সেবকগণ বৈকুণ্ঠ হইতে ভূলোকে আগত এবং প্রভু-কার্য্য-সমাপ্তিতে পুনরায় বৈকুণ্ঠে বিজয়কালে শ্রীগুরুবর্গের শুভ-বিজয়তিথিকে আরাধনা করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীচৈতন্যপ্রাণ প্রভুত্রয়ের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচিত হইয়াছে।

পাঠকমহোদয়গণ শ্রীল দাস গোস্বামীর চরিত্র শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা পাঠ করিলে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর কথা, তাঁহার অলৌকিক চরিত্র, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অমর ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কয়েকটী মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া আত্মশোধনার্থ অগাধ-চরিত্র ভট্ট গোস্বামী প্রভুর দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম।

রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥

প্রভুর ভক্তগণ প্রভুর যে কত প্রিয়, তাহা ভক্ত-ভগবানের চরিত্র আলোচনা করিলে তাঁহাদেরই কৃপায় বোধগম্য হয়। নিজ ভক্ত উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু সংসারে প্রবেশানিচ্ছুক ও অপ্রবিষ্ট সাধককে স্ব-স্থানে থাকিয়া যোষিৎসঙ্গদ্বারা ইন্দ্রিয় সুখ-স্পৃহামূলক অত্যাচার, প্রবাস বা দোলাদি নিষেধ করিলেন।

"অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিলা॥"

এই কৃত্যনির্দ্দেশে বৈষ্ণবসেবা ও ভাগবতের অধ্যয়নের জন্য বলিলেন—

"বৃদ্ধ মাতাপিতার যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে॥"

প্রভুর আদেশ-পালনকারী ভট্টগোস্বামী প্রভু,—

চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা
কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিতঠাঞি ভাগবত পড়িলা॥
পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥

তখন প্রভুর নিকট অষ্টমাস থাকিবার পর প্রভু বলিলেন—

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণ-নাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥

কেবল আদেশ দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না—

এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥
সেই মালা ছুটা পান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥

প্রভুর আদেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ সনাতনের নিকট বাস করিলেন। তথায়—

রূপ গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত
পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর
মন॥
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র-রোধ করে বাষ্প,না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি
রাগ॥

কৃষ্ণচরণে আত্মহারা রঘুনাথ—

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পাড়ে শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে॥

গোবিন্দপ্রাণ রঘুনাথ—

গোবিন্দ চরণে কৈল্য আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন॥

অনুগতজনকে গোবিন্দসেবায় নিয়োগকারী রঘুনাথ—

নিজ শিষ্যে কহি, গোবিন্দের মন্দির
করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি দিলা॥

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ বিপ্রকুল-চূড়ামণি ভট্ট গোস্বামী:—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥

রঘুনাথের অভিনিন্দাদি শূন্যতা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ দর্শন ও অনুভূতি—

বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে, এই মাত্র জানে॥

রঘুনাথের কৃষ্ণস্মরণ প্রক্রিয়া—

"মহাপ্রভুর দত্তমালা মননের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি লন গলে॥"

রঘুনাথের অবাধিত কৃষ্ণপ্রেম—

"মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল॥"

তারপর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কথা—তাঁহার অগাধ গম্ভীর চরিত্র বর্ণনা জীবের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার মাত্র। যেহেতু তিনি অজিত ভগবানকে পরাজয়কারী, মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা গৌরকৃষ্ণের চরিতামৃত বিতরণকারী মহামহাবদান্য। তবে স্বয়ংপ্রকাশ গোস্বামী প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া অনুগত জীবকুলকে পাষণ্ড-দলন-বানা অক্রোধ-পরমানন্দ নিত্যানন্দ প্রভুর কোটীচন্দ্রসুশীতল চরণতলে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রভুগুণ বর্ণন করিতে যাইয়া নিজতত্ত্ব যতটুকু জানাইয়াছেন, তাহাই আমরা কীর্ত্তন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইব—

"নৈহাটী-নিকটে ঝামাটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥

* * * *

আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতশান দিয়া।

এহেন নিত্যানন্দাভিন্ন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-চরিতামৃত বর্ণনায় বলিতেছেন—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত
আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু, উদার সর্ব্ব আর্য্য॥
তিঁহো কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদন গোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥
দরশন করি কৈলু চরণ-বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে
দিল॥
আজ্ঞা মালা পাঞা আমার হৈল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥

শুধু তাহাই নহে:—

"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন-মোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে
লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়।

আমরা অবশেষে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীমুখবাণী উচ্চারণ করিয়া শ্রীল কৃষ্ণদাসের চরণে প্রণত হইতেছি—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিকভকত মাঝ,
যিঁহো কৈল চৈতন্য চরিত্র।
গৌর-গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শীলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

পাঠ ও বক্তৃতান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব

(শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিভুচৈতন্য বস্তু যে বিষ্ণু,তাঁহার সেবকগণকে বৈষ্ণব বলা হয়, বিষ্ণু অধোক্ষজ, অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত বস্তু, সুতরাং সেই অপ্রাকৃত বস্তুর আশ্রিত সেবক কখনও প্রাকৃত হইতে পারেন না, অর্থাৎ প্রকৃতিজাত বা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বস্তু কখনও অপ্রাকৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না অথবা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত মায়াবদ্ধ জীবের "মায়া মিশাইয়া তুমি এস ভগবান,দুটা কথা কহি জুড়াই পরাণ, মায়াতীত, জ্ঞানাতীত হ'য়ে যদি রবে,কেমনে বলরাম তোমা লাগ পাবে' —এই মায়া মিশান আব্দার পূরণ করিবার জন্য, অতীন্দ্রিয় বিষ্ণুবস্তু কখনও তাঁহাদের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের উপভোগ-যোগ্য মায়ামিশান ভগবান (!) সাজিয়া আসেন না। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন,প্রকৃতি-জাত পঞ্চ-জ্ঞানের আয়ত্বাধীন বস্তু বিশেষ নহেন। আলোক ও অন্ধকারের একত্র সমাবেশ যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ চিজ্জড়সমন্বয় বা প্রাকৃতাপ্রাকৃত মিলন অথবা অবৈষ্ণবের বিষ্ণুসেবা কখনও সম্ভবপর ব্যাপার নহে।

বিষয় ও আশ্রয় বিচারে, জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব সুতরাং অপ্রাকৃত এবং বিষ্ণুবস্তুর সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-যুক্ত অণুচিদংশ, চিদংশ হইলেও অণুত্ব-প্রযুক্ত তাহার গঠনে মায়াবদ্ধযোগ্যতারূপ একটী আগন্তুক ধর্ম্মাধিকারে পতিত হইবার সম্ভাবনাও আছে, স্বতন্ত্রেচ্ছার ব্যবহার-বৈষম্যই জীবের মায়াধীনতার কারণ এবং তৎফলেই তাঁহার স্বরূপ-বিস্মৃতি।

স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত স্বতন্ত্রেচ্ছজীব তাঁহার অণুচৈতন্য বৃত্তিকে যখন বিষ্ণুবস্তুর বিপরীত দিকে পরিচালন করেন, তখনই তিনি মায়ার প্রবল পরাক্রমে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার চিৎস্বরূপের বৈষ্ণবতারূপ নিত্য চিহ্নও নৈমিত্তিক ভাবে শুষ্ক হইয়া যায়, সেই আবরিত চেতঃ কর্ম্মফলবাধ্য মায়াদাস্যে নিযুক্ত বদ্ধজীবকেই প্রাকৃত জীব বা অবৈষ্ণব বলা যায়।

অবৈষ্ণবতারূপ আগন্তুক বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম জীব-স্বরূপে কখনও নিত্যতা লাভ করিতে পারে না,যার-কৈবল্য স্বতন্ত্রতা 'বিক্রম-

কারী জীব যখন বহ্বাত্তির ভ্রান্ত কামোপভোগে বিনিবৃত্তস্পৃহ হইয়া প্রকৃতিভোগের হেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক কোন ভাগ্যে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় লাভের নিমিত্ত বিষ্ণুবস্তুর নিত্যসেবক কোন অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং সনাতন আত্ম-জিজ্ঞাসা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করেন, তখন 'জীবে দয়া' বাক্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব তাঁহাকে মায়া-ভোগবাসনা রূপ আগন্তুক নৈমিত্তিক মনন-দণ্ড হইতে ত্রাণ করিয়া দিব্যজ্ঞান দান অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের সেবাধিকার,যাহা তাঁহার অবিমিশ্রশুদ্ধসত্ত্বে নিত্য বর্ত্তমান, সেই নিত্য চিদ্ধর্ম্মে বা অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতার প্রতিষ্ঠিত করেন।

চিদ্ধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ জীব কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয় চ্যুত হইয়া অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-পাদপদ্মে যখন প্রপন্ন হইয়া আত্মনিক্ষেপ করেন, তখন তাঁহার প্রকৃতি-ভোক্তা বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং শুদ্ধাস্মিতায় নিত্য কৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তি ঘটে, ভক্তের তৎকালোচিত স্বরূপ-বৃত্তির সেবোন্মুখতা-দর্শনে কৃষ্ণ তাঁহার মায়াভোগ-স্পৃহাযুক্ত প্রাকৃত দেহ চিরতরে ধ্বংস করিয়া চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ দান করেন এবং সেই অপ্রাকৃত দেহদ্বারাই ভক্ত কৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবা-তৎপর ভক্ত নিজেন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক কামাচার অঙ্গীকার করেন না, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণাভিলাষী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেম-সেবার উদ্দেশেই যাবতীয় অপ্রাকৃত ভজনানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি-ভোগী কর্ম্মিগণ কর্ম্মফলভোগাধার প্রাকৃত দেহকে নশ্বর ফলভোগের জন্য নিযুক্ত করে, অপ্রাকৃত ভক্ত তাদৃশ কোন প্রাকৃত চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা হরিসেবার উদ্দেশেই নিজ দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্রমে প্রকৃতি-ভোগে আকৃষ্ট হইয়া প্রাকৃত ফলভোগের নিমিত্তই অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মীর দেহ প্রাকৃত, আবার অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনৈকসেবানিষ্ঠা-ক্রমে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অপ্রাকৃত চেষ্টাসমূহ চিদ্‌[illegible] বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের সেবাপর হওয়া[illegible]র চিন্ময়দেহ অবশ্যই অপ্রাকৃত।

মায়াদাস্যে নিযুক্ত কর্ম্মফলভোগী ঈশ-বিমুখ কর্ম্মিগণ শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যময় অপ্রাকৃত দেহকে তাহাদের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর 'প্রাকৃত' দেহের সহিত সমান জ্ঞান করে।

শুদ্ধভক্তগণ শুদ্ধানুগত্য-প্রভাবে সহসা ভগবজ্জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত হওয়ায় তাঁহারা 'ভদ্রাভদ্রজ্ঞান'রূপ মনোধর্ম্মোত্থ খণ্ডবিচার অবলম্বন না করিলেও, চিদচিৎ, প্রাকৃতাপ্রাকৃত, কৃষ্ণ ও মায়াকে এবং কৃষ্ণসেবক ও মায়া-সেবককে 'এক' জ্ঞান করত উদারতার নামে সংকীর্ণতা বা নিরপেক্ষতার কৃত্রিম আবরণে চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া বিবর্ত্ত-বিচার নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে চেষ্টা-বিশিষ্ট নহেন, পরন্তু শুদ্ধভক্তের চিদানন্দময় দেহকে বিষ্ণু-সেবার উপযোগী 'অপ্রাকৃত' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানেন। বৈষ্ণব বিষ্ণুর স্বাঙ্গীকৃত 'আশ্রয়' বলিয়া তদভিন্ন চিদ্বিলাস, ভগবৎ সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্টের অচ্যুতাত্মতা বশতঃ অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ, আমরা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোচ্চারিত বাক্যে এই সিদ্ধান্ত অতি সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারি, যথা :—

"প্রভু কহে,—বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
'অপ্রাকৃত'দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।
দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম সম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
'অপ্রাকৃত' দেহে কৃষ্ণের চরণ সেবয়॥"

উত্তমাধিকারী মহাভাগবত নিজ অপ্রাকৃত অনুভূতিতে প্রেমাতিশয্য-বশতঃ প্রেমের স্বভাবে কৃষ্ণপ্রেমহীন জ্ঞান করেন, যথা :—"প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে তার নাহি প্রেমগন্ধ॥" শুদ্ধভক্তগণ অপ্রাকৃত সহজ দৈন্যবশতঃ অনেক সময় আপনা-দিগকে 'প্রাকৃত', 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম', প্রভৃতি বলিয়া, বিপ্রলম্ভচেষ্টাময় ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক যেমন 'উত্তম হইয়া আপনা মানেন অধম'—এই বৈষ্ণব আচার পালনে তৎপর, অপর পক্ষে ঐ সমস্ত দৈন্য বাক্য নিজেদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া কনিষ্ঠাধি-কার-গত প্রাকৃত ভক্তগণকে 'আমি বৈষ্ণব' এইরূপ অভিমানের হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তাই মহাজন গাহিয়াছেন।

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়-গামী।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ 'পাষণ্ডী হিন্দু' স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত সহজিয়াগণ সেই সুযোগ লইয়া বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ভজন-চেষ্টা বুঝিতে পারিবার সামর্থ্যাভাব মূর্খতা বশতঃ 'ভক্ত কখন মিথ্যা বলেন না অতএব তিনি যখন নিজেকে 'প্রাকৃত' 'বিষয়ী' 'শূদ্রাধম' 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বলিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই 'শূদ্র' 'ম্লেচ্ছ'—এইরূপ অপরাধময়ী ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

পরমপাবন অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ 'প্রাকৃত' জাতি বা বর্ণের সহিত ভগবদ্ভক্তির কোন সম্বন্ধ নাই,—ইহা জানাইবার জন্য স্বেচ্ছায় যে কোন জাতি বা বর্ণে আবির্ভূত হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই সেই জাতি বা বর্ণের অন্তর্গত মনে করিয়া নিরয়-গমনের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিতে হইবে না।

প্রাকৃত সহজিয়া ও স্মার্ত্তগণকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্য শাস্ত্র তার স্বরে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং বৈষ্ণব-নিন্দকের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্ম্মনীষিণঃ
[হঃ ভঃ বিঃ]
বহ্নি-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মণাম্॥ [ব্রঃ বৈঃ পুঃ)

বৈষ্ণবতা জাতি, বর্ণ, কুলান্তর্গত নহে :—যথা :—বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
[ভাঃ ৭।৯।১০]
ন মেহভক্তশ্চতুর্ব্বেদী—মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো-
যথাহ্যহম্॥—[হঃ ভঃ বিঃ]

বৈষ্ণব অক্ষজ জ্ঞান-গম্য নহেন, যথা:—
তান্ বৈ হ্যসদ্‌বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে
পরাহৃতান্তর্ম্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং যে তে পদ-
ন্যাস বিলাস-লক্ষ্ম্যাঃ॥ [ভাঃ ৩।৫।৪৫]
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, কুল, ধনমদে, বৈষ্ণব না চিনে॥
[চৈঃ ভাঃ]

বৈষ্ণব-নিন্দকের গতি, যথাঃ—
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃসার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥ [স্কন্দপুরাণ]

সম্প্রতি আমরা কোন গ্রাম্য বার্ত্তাবহে কোন স্মার্ত্ত 'ব্রহ্মরাক্ষসের' ধ্রুব নরক-প্রাপক বিচার-বিশিষ্ট কয়েকটী প্রবন্ধ দর্শন করিয়াছি। তাহাতে সেই 'পাষণ্ডী-হিন্দু' নিখিল ব্রহ্মজ্ঞ-কুলের শ্রীগুরুদেব নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে যে প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, আজ যদি ভারতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পৃথু মহা-রাজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ বৈষ্ণব-নিন্দকের প্রতি প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইবার আদেশ বিধান হইত। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যম ঐ 'পাষণ্ডী হিন্দুকে' তাঁহার আইনের কোন্ ধারায় ফেলিয়া তাহার প্রতি কি দণ্ডাদেশ ধার্য্য করি-য়াছেন, তাহা আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব ও শাস্ত্রানুগত্যে বিশেষ ভাবেই জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে যম মহারাজ কবে তাঁহার দূতগণকে তাঁহার অপ্রতিহত দণ্ডাদেশ রূপ ওয়ারেণ্ট দিয়া কুম্ভীপাকের অপরাধী পাষণ্ডী স্মার্ত্তকে হস্তপদে শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া গ্রেপ্তার করিবেন এবং যে অপরা বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তাহার ভেক জিহ্বা দ্বারা বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়াছে, সেই দুষ্ট জিহ্বা ছেদন করিবেন, সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি। তবে যদি তিনি এখনও তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া 'আর মারে বাপ' বলিয়া পতিত-পাবন নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর হরিদাসের গঙ্গা ও দেবতাদি-বাঞ্ছিত শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েন এবং তাঁহার কলিকল্মষ-হারি পাদোদক নিত্যকাল শিরে ধারণ ও পান করেন, তাহা হইলে অদোষদর্শী প্রভু হয়ত' তাঁহাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন।

লতা পাতার গুণ

নিসিন্দা

ইহার শাস্ত্রীয় নাম নিগুণ্ডী। বাঙ্গালা দেশে সামান্য বনজঙ্গলেই সর্ব্বত্র ইহা সুলভ। ঔষধের জন্য পাতার রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত এবং মূলের চূর্ণ রোগের তীক্ষ্ণতার ইতর-বিশেষে এক আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

বিষাক্ত ফণাযুক্ত সর্পের দংশনে নিসিন্দার প্রয়োগ অতীব হিতকর। ইহার দুই প্রকার জাতি আছে। এক প্রকারের পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং অন্য প্রকার নীলবর্ণ। শ্বেত নিসিন্দার মূলের ছালের রস শীতল জল সহ সেবন করিলে সর্পদংশনের বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

আজকাল বঙ্গদেশে এমন পরিবার খুব কমই দেখা যায়, যাঁহাদের মধ্যে একজন না একজন ক্ষয়রোগে ভুগিতেছেন, আমরা তাঁহাকে নিসিন্দার কাঁচা পাতা ও মূল পেষণ করিয়া খাঁটি গব্য ঘৃতযোগে পাক করিবার পর দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অল্পদিন মধ্যে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আজকাল শীতের প্রারম্ভে প্রায়ঃ অধিকাংশ লোকের ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি ও জ্বর হইতেছে। তাঁহারা সত্বর এক তোলা পরিমাণে নিসিন্দা পাতার রস ব্যবহার করিয়া নিরাময় হউন। এমন কি সর্ব্ব প্রকার জ্বরে ঐ পাতার ভাবরা লইলে উহার প্রকোপ হইতে মুক্ত হইবেন।

উহার সবুজ পাতা ঘৃতে ভাজিয়া রক্তপিত্ত রোগীকে ব্যবহার করাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তবমন বন্ধ হইয়া যাইবে।

বাতে বা আঘাত লাগিয়া শরীরের কোন অঙ্গ ফুলিয়া গেলে নিসিন্দার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি অল্প সময় মধ্যে ঐ ফুলা বসিয়া যাইবে। উহা আগুনে ঝলসাইয়া লইয়া গরম অবস্থায় ফ্লানেল যোগে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া "এক দিনের মধ্যে তিন চারি বার প্রয়োগ করিলে ভদ্দিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে।

আমাদিগের পুস্তকগুলি যেমন করিয়া রাখি না কেন কিছুদিন ব্যবহার না করিলেই কীটে উহাকে একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। নিসিন্দার কিছু পাতা পুস্তকের কোন কোন পৃষ্ঠার মধ্যে রাখিয়া দিলে উহা কীটের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।

বাল-নাশ-ভীতি

গত ১৬ই অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে কলিকাতায় ৯টি বালক এবং ২ টি বালিকা নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতা পুলিশের সযত্ন সন্ধানেও কোন তথ্য মিলিতেছে না।

এই সমস্ত শিশুর বিবরণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

অনাথ, বয়স ৫বৎসর এবং সুখময় দেব বয়স ৬, বৌবাজার ষ্ট্রীটের অনাথাশ্রম হইতে, ১৬ই অক্টোবর। বাহাদুর, বয়স ৯, ক্লাইব জুট মিল্‌স্‌ হইতে, ১৭ই অক্টোবর।

ভোলানাথ দত্ত, বয়স ৭ বৎসর, ক্রনিক্‌ল্‌ লেন হইতে, ১৯শে অক্টোবর। ভোলানাথ দত্ত, বয়স ৬, গৌর লাহা ষ্ট্রীট হইতে, ২০শে অক্টোবর। ধনিয়া ভাহ, বয়স ৮, লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে, ২২শে অক্টোবর। বিমলি. উড়িয়া বয়স ৯, সরকার লেন হইতে, ২২শে অকটোবর, গগেন অধিকারী, বয়স ৯,জয় মিত্র ষ্ট্রীট ২৩শে অকটোবর। দার্লু, বয়স ৮ গোয়ালটুলি লেন, ২৪শে অকটোবর। খোরাশী বেগম, বয়স ১২, মুন্সী সদরুদ্দীন লেন হইতে, ২৬শে অকটোবর। সত্যকুমার মুখার্জ্জী, বয়স ১০, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট হইতে, ২৭শে অকটোবর।

বৌবাজার অনাথাশ্রম হইতে যে ২জন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়াছে।

নানা কথা

বিজ্ঞাপন

শান্তিপুর রামনগর মধ্য বাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ট্রেনিং জুনিয়ার ট্রেনিং পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক, বেতন-১৮ ৷ ২০ টাকা। নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

সেক্রেটারী "
রামনগর মধ্য বাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়।
শান্তিপুর পোঃ
(নদীয়া)।

শান্তিপুর-সমাচার

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

জন্মোৎসব।—গত ৮ই কার্ত্তিক শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ-প্রাঙ্গণে পরিষদের চতুর্দ্দশ বার্ষিক জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলবী শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পারিতোষিক বিতরণ।—৩ই কার্ত্তিক শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল হলে শান্তিপুর পুরাণ পরিষদের বিংশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বার্ষিক স্মৃতি সভা।—১৩ই কার্ত্তিক শ্রীমদ্‌ বীরেশ্বর পণ্ডিতের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে রামনগর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে স্মৃতি-সভা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী পোষ্টমাষ্টারের বিজ্ঞাপন

এম এণ্ড এস্‌ এম্‌ রেল লাইনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মাদ্রাজ মেল ওয়াল্‌টেয়ার পার হইয়া যায় নাই। বরহমপুর এবং ভিজাগাপটম ব্যতীত ওয়াল্‌টেয়ারের পরবর্ত্তী স্থানের জন্য চিঠিপত্র পার্শেল আদি ই, আই রেলের বোম্বে মেল দ্বারা জব্বলপুর, মনমদ ও ধন্দ দিয়া প্রেরিত হইতেছে। অতএব ৫ম দিনের প্রাতঃকালে ঐগুলি পৌছিয়া থাকে।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ওয়াল্‌টেয়ারের পরবর্ত্তী স্থানসমূহের জন্য পত্রাদি কলিকাতা জেনেরাল পোষ্ট আফিসে দাখিল করিবার সর্ব্বশেষ সময় বোম্বে মেলযোগে পত্রাদি পাঠাইবার সময়ের তুল্য অর্থাৎ রেজেষ্টারী না করা পত্রাদির পক্ষে বিকাল ৫টা এবং ৫টা ৩০ মিনিট (জরিমানা দিয়া) এবং রেজেষ্টারী করা পত্রাদির পক্ষে ক্রমে ৪টা, ৩০মিঃ ও ৫টা। কিন্তু পার্শেলের পক্ষে ঐ সময় ৩টা ৩০মিনিট। সহরের সাব্‌-পোষ্ট আফিস গুলিতে, সেই সেই স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সময় জানিয়া লইবেন।

ওয়াল্‌টেয়ারের পরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে মেলসমূহ কলিকাতায় ধন্দ ও মনমদ দিয়া বি, এন, আর ও ই, আই, আর বোম্বে মেল যোগে আনীত হইতেছে। ঐগুলি কলিকাতায় জি, পি, ও হইতে যথাক্রমে সকাল ১০টা ও বিকাল ৬টায় প্রেরিত হইয়া থাকে। টাউন সাব্‌ আফিস গুলি হইতে প্রাপ্তির সময় সকাল ১০টা ও বিকাল ৪টা।

চলন্ত গাড়ীতে চুরি

কলিকাতার হরিণবাড়ী লেনের কোন বণিকের গোমস্তা নাজিম আহম্মদ হাওড়ার গভর্ণমেণ্ট রেল পুলিশের নিকট আবেদন করিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি তাহার মনিবের তাগিদ সারিয়া ২৪নং ডাউন ট্রেণে কলিকাতা ফিরিতেছিল। হঠাৎ সে দেখিল যে, তাহার পকেট কাটিয়া কেহ ১৬০৫৲ টাকার নোট চুরি করিয়াছে, সে সন্দেহ করে, উক্ত চুরি ব্যাণ্ডেল এবং হাওড়ার মধ্যে কোন স্থানে ঘটিয়া থাকিবে। ইন্‌স্পেক্টার এইচ, সি মুখার্জ্জী তদন্ত করিতেছেন।

উল্টাডিঙ্গিতে চুরি

উল্টাডাঙ্গা-নিবাসী শশীমণ্ডলের বাড়ীতে সেদিন একটী ভয়ঙ্কর চুরি হইয়া গিয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, বাদী এবং তাহার লোকগণের অনুপস্থিতিতে চোর যে কোন উপায়ে গৃহে প্রবেশ করে এবং গহনার বাক্স লইয়া পলায়ন করে। উল্টাডাঙ্গার পুলিস এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন।

অধ্যাপকের জরিমানা

আশুতোষ কলেজের অন্যতম অধ্যাপক বাবু পঞ্চানন রায় সাধারণ রাস্তার উপর মিশির লাল সাহার সহিত কলহ করিয়া গোলোযোগ সৃষ্টি করিবার অপরাধে ভবানীপুর পুলিশ কর্ত্তৃক আলিপুরের ডেপুটী কমিশনারের নিকট প্রেরিত হন। বিচারক পুলিশের রিপোর্ট পড়িয়া তাহাকে দরিদ্র ভাণ্ডারে ৫ টাকা দান করিতে আদেশ করেন। অধ্যাপক টাকা জমা দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন।

ভারতবাসীর উচ্চপদে নিয়োগ

দিল্লীর ডেপুটী কমিশনার মিঃ উইলিয়াম ক্রাইষ্টস্‌ বদলী হওয়ায় তাঁহার পদে ১লা নভেম্বর হইতে শ্রীযুক্ত প্রতাপকে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই উচ্চপদে ইঁহার পূর্ব্বে কোন ভারতবাসী নিযুক্ত হন নাই।

প্রাচীনের লজ্জা

নবীন তুরস্কের জাতীয় মহাসভা এক অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে তুরস্কের সমুদ সংবাদপত্র ও ইস্তাহার আদি লাটিন বর্ণমালায় মুদ্রিত করিতে হইবে।

১৯২৯ জানুয়ারীর প্রথম হইতে তুরস্কের অন্তর্গত সরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠান এমন কি সভাসমিতি ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতির কার্য্যে লাটিন ব্যতীত অন্য বর্ণমালা ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, এবং ১৯৩০ সালের জুন হইতে কেবল লাটিনই তুরস্কের একমাত্র বর্ণমালা হইবে।

আকাশ যানে একটন

জার্ম্মাণীর ১লা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, গ্রাফ-জেপ্‌লিন ৭১ ঘন্টা ১০ মিনিট পরে আমেরিকা হইতে ১টন ডাক বোঝাই লইয়া জার্ম্মাণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। উহার অবতরণ স্থানে এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে, তাহার নিয়ন্ত্রণ করিতে পুলিশের সাহায্যার্থে সৈনিকগণকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। অবতরণ দৃশ্যটী এডকাষ্টিং মেশিন যোগে তাজেরী হইতে জার্ম্মাণী অষ্ট্রিয়া ও সুইজার ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়াছিল। এই জেপলিনের কৃতকার্য্যতায় ইউরোপের সর্ব্বত্র খুব আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু য়্যাট্‌লাণ্টিকের বিপদাশঙ্কা যাহাতে শীঘ্রই দূরীভূত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য আরও সতর্কতা অবলম্বনের কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে।

স্নানে মৃত্যু

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল হইতে দুইজন রমণীর সলিল-সমাধির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর দুইজন রমণী সিলাই নদীতে স্নান করিতে গিয়া গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়।

দশমীর দিন ৪ জন কলকার রমণী মেদিনীপুর মিজ্জাবাজার মহল্লায় স্নানকরিতে গিয়া। গভীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল। একজন লোক অতি কষ্টে মৃত্যুর কবল হইতে ...দিগকে রক্ষা করিয়াছে।

...জুবেরামে বিপদ

... নভেম্বর বোম্বাই বাইকুল্লা স্কুলের ছাত্র জর্জ ভিসিং ও ডাগ্লাস রবার্ট সমুদ্রে স্নান করিতে যায়। তাহারা জলে দেড়ঘন্টা সন্তরণের পর এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে দুইজনেই গভীর জলে ডুবিয়া যায়। একজন ভিসিংকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু রবার্ট আর উঠিতে পারে নাই। তাহার মৃতদেহ সন্ধ্যাকালে জল হইতে তোলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে কার্ত্তিক, বুধবার—১৩৩৫।

সময় থাকিতে ব্যবস্থা

জীব-প্রতি করুণাময় শ্রীভগবানের অপার করুণার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনই জীবের সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মলাভ। অনিত্য হইলেও একমাত্র পরমার্থপ্রদ এই জন্মটি কেবলমাত্র আহার, বিহারাদি আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের সুখ-সুবিধা অন্বেষণ করিয়া কাটাইয়া দেওয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় নহে, কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বা কৃষ্ণ-সেবাই মানব জীবনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। অসৎসঙ্গপ্রভাবে জীব তাঁহার এই মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-সেবাকেই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, এই অবস্থায় তাহার কৃষ্ণসেবার একটা অভিনয় থাকলেও তাহা গৌণবোধে। 'কৃষ্ণসেবাই মুখ্য'—এবুদ্ধিতে যাবতীয় কার্য্যই কৃষ্ণসেবানুকূল না হইয়া পারে না। জীব এই ব্যাপারটি তাহার দুঃসঙ্গজ সংস্কারপ্রভাবে বুঝিতে না পারিয়াই দুঃখময় বিষ্ঠাগর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। নিত্য-কৃষ্ণদাস বিজ্বর বিমৃত্যু বিশোক জীবের ভয়-শোক-মোহাদিতে আচ্ছন্ন হওয়ার কোন কারণ নাই, অথচ জীব তাহাতেই আচ্ছন্ন হইয়া জীবত্ব হারাইতেছে। 'জীব কৃষ্ণের, কৃষ্ণ তাহার'—এবুদ্ধি থাকিলে ত' আর কোন গোল থাকে না, কিন্তু জীব সে বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া একটা মায়াময় সংসারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া মায়ার সংসারের যাবতীয় অসুবিধাগুলিকে 'আমার অসুবিধা' রূপে বরণপূর্ব্বক কত না অনুপে অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে। যাঁহার গুণময়ী মায়ার আক্রমণ হইতে জীবের অসুখ অশান্তি, সেই মায়াকে দূরীভূত করিয়া তাহার নিত্য সুখশান্তির বিধান করিতে সমর্থ একমাত্র সেই মায়াধীশ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আচার্য্যরূপে জগতে প্রকটিত হইয়া মায়াকবলিত জীবোদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন বলদেব নিত্যানন্দ-স্বরূপ সেই শ্রীগুরুদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদাশ্রয় ব্যতীত আর কাহার আশ্রয়ে জীব তাপত্রয়-বিষানল-জ্বালা জুড়াইতে সমর্থ হইবেন? তাই জীবদুঃখে দুঃখী ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনাগীতির প্রারম্ভেই গাহিলেন—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥"

অহৈতুক কৃপাসিন্ধু স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব যে দিন কৃপা করিয়া জীবকে চিহ্নল প্রদান করিবেন, সেইদিনই জীব কৃষ্ণেতর বিষয় বাসনাকে তুচ্ছ করিয়া কৃষ্ণকেই একমাত্র বিষয়জ্ঞানে কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ কৃপাসিন্ধু গুরুদেবের কৃপাবারিসিঞ্চনে জীবের শুষ্ক মরুভূমি-সদৃশ হৃদয়ক্ষেত্র সরস হইলে তথায় গুরুদত্ত কৃষ্ণভক্তিলতাবীজ উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্য-প্রভু,—এই সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত জীব গুরু-পাদাশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক গুরুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তনপর হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে গুরুদত্ত বীজ সিঞ্চন করিতে থাকিলে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে লতাকারে পরিণত হয়, গুরুকৃপাবলে সেই লতা মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক অতিক্রম পূর্ব্বক পর-ব্যোমে স্থানলাভ করে,তথায় শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির সম্যক্ আশ্রয়স্থল না হওয়ায় সেই ভক্তিলতা তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত গমন করিয়া একেবারে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণপাদপদ্মই ভক্তিলতার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তথায় সেই লতা প্রথমে ভাবপুষ্প ও পরে প্রেম-ফল-সুশোভিতা হয়। অবশ্য মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে গোলোক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার কালে জীবকে নামাপরাধ, বৈষ্ণব-অপরাধ, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি নানা বাধাবিঘ্নের আক্রমণ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইতে হয়। কিন্তু গুরুদেবের উপদেশানুসারে ক্রমপন্থা অনুসরণ করিলে জীব নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার নিত্যবাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হইতে পারেন।

কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন জীবের পরম শান্তির স্থল আর কোথাও নাই। মায়ার রাজত্বে মায়ার অধীনে থাকিয়া সুখশান্তি লাভের যে অভিনয়, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর যেখানে সুখ বলিয়া কোন বস্তুই থাকিতে পারে না, সেখানে সুখের আশায় ধাবিত হওয়াকে নিতান্ত বাল-সুলভ চাপল্য ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মানুষ প্রত্যহ তাহার চক্ষুর অতি সন্নিহিত প্রদেশে কত না কত দৃষ্টান্তে জগতের সুখশান্তির পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতেছে, তথাপি তাহার একটু জ্ঞানোদয় হয় না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ও দুঃখের বিষয় আর কি থাকিতে পারে? যাহাতে নিত্য কালের জন্য সুখলাভ করা যায়, এমন প্রয়াস ত্যাগ করিয়া অনন্ত কালের তরে দুঃখ পাইবার উদ্দেশে ক্ষণিক সুখের প্রয়াস যে কেবল মূর্খতা, তাহা মানুষ কি আর বুঝিবে না? মানুষের এ ভ্রান্তি কেন? কৃষ্ণসেবা কি একটা মস্তবড় কষ্টসাধ্য বিষয় যে, তাহার প্রয়াস করিতে হইলে না জানি কতই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে—স্ত্রী-পুত্র গুলিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে, টাকাকড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা সমস্তই জলে ফেলিয়া দিতে হইবে, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিতে হইবে, শীত, গ্রীষ্ম সহ্য করিতে করিতে হইবে, বাহিরের অঙ্গ আগুনে পোড়াইয়া এবং ভিতরের অঙ্গ বহ্নীর তপ্ত করিয়া পান বা গবাদির বিষ্ঠা খাইয়া শোধন করিতে হইবে অথবা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস পূর্ব্বক কিছু বিভূতি সংগ্রহ করিতে হইবে, না ফলভোগপর যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের আবাহন পূর্ব্বক স্বর্গাদি পুণ্যলোককামী হইয়া মায়ার বন্ধনটাকে আরও শক্ত করিয়া লইতে হইবে, কিম্বা মহামহোপাধ্যায় কল্পতরু স্মার্ত্ত নাস্তিকশিরোমণি তর্করত্ন বা স্মৃতি-তীর্থ প্রভৃতি হইয়া জাহান্নমে যাইবার রাস্তাটা পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, না অর্থাভাবেরও খ। করিয়া হউক আর যেমন করিয়াই হউক অর্থসংগ্রহ পূর্ব্বক শুক্র শোণিতের গন্ধকারী ব্যবসাদার ভৃতক পাঠক জাতি গোস্বামীকে ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহার মুখোদ্গীর্ণ হরিকথা-মৃতের নামে বিষপান করিতে হইবে? না তাহা ত নহে। ঐ সকলের কিছুই করিতে হইবে না। যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থা হইতেই যে তাঁহারা হরিভজন করিতে পারেন, কেবল উদ্দেশ্যটি যে বদ্‌লাইয়া দিতে হইবে। "হে কৃষ্ণ, আমি তোমার, তুমি আমার, এসংসারের আমার বলিতে যাহা কিছু তাহা সমস্তই তোমার, আমি তোমার নিতান্ত অনুগত দাসানুদাস মাত্র"—এই কথাটি প্রাণ খুলিয়া নিষ্কপটে একবার বলিতে পারিলেই যে কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করা যায়।

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥"

—যিনি একবারও প্রপন্ন হইয়া বলিতে পারেন, 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমার, কৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার ব্রত।

সুতরাং যাহার বরাভয়প্রদ পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে আর কোন ভয়ে ভীত হইতে হয় না, বরং স্বয়ং ভয়ই যাঁহার ভয়ে ভীত, সেই অভয়দাতা কৃষ্ণভজনে আবার ভীতি কিসের? অসুবিধাই বা কিসের? কৃষ্ণভজনেইত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা বর্ত্তমান। কেবল কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া গেলেই আর কোন অসুবিধা,কোন ভয়, কোন ভাবনা থাকে না। পক্ষমাত্র বলিতেছেন—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ
পরা ভবেৎ॥"

অর্থাৎ হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রে যে ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, সাধুগণ তাহাকেই বৈধভক্তি বলেন, এই বৈধভক্তি যাজন করিতে করিতেই প্রেমভক্তি লাভ হয়।

অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, অত্যন্ত সুবিধার মধ্যেই থাকুন কিংবা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যেই থাকুন' তাঁহার হরিভজন আরম্ভ করিয়া দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। হরিভজনে অবহেলা করিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কেহ যেন দুর্ব্বুদ্ধি না করেন হরিভজনই জীবাত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাতেই পরানন্দ অবস্থিত, তদ্ভিন্ন জগতের কোন প্রয়াসেই আনন্দ বলিয়া কিছুই নাই, থাকিতে পারেনা, তবে থাকে একটা জিনিষ যাহা আনন্দ বিবর্ত্ত বা আনন্দের প্রহেলিকা, ছলনা, প্রবঞ্চনা, জীবের সর্ব্বনাশমাত্র। বুদ্ধিমান মানব কেন আর তাহার পাছে ছুটিয়া প্রাণ হারাইবেন জানিয়া শুনিয়াও আর কেন বিষভক্ষণ করিবেন? সাধু সাবধান "এখনও সময় আছে।

শ্রীরূপশিক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

সুধী পাঠকগণ! আসুন, আজ আমরা শ্রীপ্রয়াগধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের আত্মকল্যাণার্থ যে সমস্ত মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনামুখে আমাদের প্রকৃত স্বার্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সাত্বত শাস্ত্রাদিতে আমরা দুই প্রকার ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই—শুদ্ধা ভক্তি ও বিদ্ধা ভক্তি, পরম দয়াল অবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবদ্বস্তু হইয়াও ভক্ত ভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক স্বীয় ভজনমুদ্রা ভক্তের বেশে স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তদীয় (শ্রীচৈতন্যদেবের) আচরিত ও প্রচারিত ভজন প্রণালীই শুদ্ধাভক্তি নামে যাবতীয় সাত্বত শাস্ত্র এবং পূর্ব্বাপর সাধু মহাজনগণ কর্ত্তৃক একবাক্যে স্বীকৃত। এই ভক্তির সংবাদ রাখেন এরূপ লোক বর্ত্তমান জগতে অতি বিরল। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তির বিষয় আলোচনা করিলে জানিতে পারি, যে ভক্তের ভিতরে একটুও

মলিনতা নাই, তাহার নাম শুদ্ধভক্তি, আর যে ভক্তির ভিতরে কিছু মলিনতা আছে তাহার নাম বিদ্ধভক্তি। মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন;—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত যদি অন্য কোন অভিলাষ থাকে, অথচ যাহা বাহিরের দিকে ভক্তির আকারের মতই দেখায় তাহা হইলে তাহাকে অহৈতুকী ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি, নির্ম্মলাভক্তি বা উত্তমা ভক্তি বলা যাইতে পারে না, তাহা বিদ্ধা বা হৈতুকী—তাহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা আবৃত। উপরি উক্ত শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে শুদ্ধাভক্তির কথা বলা হইয়াছে। একটী জিনিষকে বিশেষভাব বুঝাইবার জন্য হাঁ করিয়া বলার নাম অন্বয়ভাবে বলা, আর না করিয়া বলার নাম ব্যতিরেক ভাবে বলা। ইনি সাধু এই কথাটী দৃঢ় ভাবে বুঝাইবার জন্য দুইভাবে বলা হইয়া থাকে, যেমন ইনি সাধু; এস্থলে কথাটি হাঁ করিয়া বলা হইল, আবার ইনি অসাধু নহেন এখানে না করিয়া বলা হইল। অর্থাৎ অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দুইভাবে বলিয়া ইনি সাধু এই কথাটী দৃঢ়রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এই ন্যায়ানুসারে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, উপরি উক্ত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমে তিনি অন্বয়ভাবে বলিয়া পরবর্ত্তী চরণে আবার ব্যতিরেকভাবে তাহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ থাকিলে তাহা ভক্তি পদবাচ্য হইতে পারে না, শুদ্ধা ভক্তিই ভক্তি নামে অভিহিত, বিদ্ধা-ভক্তি ভক্তি নামের যোগ্য নহে। প্রকৃত সাধু বা মহাজন তাহাকে ভক্তি বলেন না। আমরা ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্য হইতেও এই কথাটীর সত্যতা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারি। হিরণ্য-কশিপুকে বধ করার পর যখন শ্রীনৃসিংহ-দেব প্রহ্লাদকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কি বলিয়া-ছিলেন ?—"নত্ব আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্" হে সুবুদ্ধিমান্ পাঠকগণ। আপনাদের সকলের চরণে আমার সবিনয় নিবেদন—আপনারা একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া স্থিরচিত্তে মহাভাগবত কৃষ্ণৈকপ্রাণ প্রহ্লাদ মহা-রাজের এই বাক্যটী একটু বিচার করিয়া শুদ্ধভক্তির অপূর্ব্ব চমৎকারিতা অনুভব করুন।

উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা প্রহ্লাদ ম ,এবং আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন ? তিনি আমাদিগকে জানাইলেন,—যে ব্যক্তি নিজের ভোগ বিলাসের সুবিধার জন্য অর্থাৎ শরীর সুস্থ থাকা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করা, কনক-কামিনী লাভ করা, স্ত্রী পুত্রাদি খাওয়া পরার সুবিধা করিয়া লওয়া, মামলা, মোকর্দ্দমায় জয় লাভ করা, স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করা, কিম্বা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ হইতে মুক্তি লাভ করা প্রভৃতি যাবতীয় আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ফল লাভের আশায় শ্রীভগবানের সেবা করিতে যায়, সে ব্যক্তি ভগবানের ভৃত্য নহে—সে ব্যক্তি বণিক্। প্রহ্লাদ বলিয়া-ছিলেন,—"আমি ভগবানের সহিত ব্যবসা করিতে যাইব না অর্থাৎ ভগবানের কিছু ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার বিনি-ময়ে নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কিছু কামনা করিব না।" ভগবানের সুখ, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা কামনার পরিপূরণ ছাড়া অন্য অভিলাষ যেখানে আছে, সেটী উত্তমা-ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি হইতে পারে না,—আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের উপরি উক্ত "ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্" এই বাক্য হইতেও বিষয়টীর জ্বলন্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" এস্থলে 'জ্ঞান' শব্দে—নির্ব্বিশেষজ্ঞান, 'কর্ম্ম' শব্দে—নিত্য-নৈমিত্তিককর্ম্ম এবং 'আদি' শব্দে—'যোগ'কে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষজ্ঞান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং যোগাদি দ্বারা যদি ভক্তি আবৃত হয়, তাহা হইলে সেই ভক্তি 'উত্তমা ভক্তি' বা 'শুদ্ধাভক্তি' নামে অভিহিত হইতে পারে না। এস্থলে কেহ কেহ হয় ত' প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তাহা হইলে কি গীতার লিখিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের কোন সার্থকতা নাই ?—না, গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের কথার সার্থকতা আছে। জীব যখন দেহেতে আবদ্ধ থাকে, তখন সে কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না, যাহারা উচ্ছৃঙ্খল, বহির্ম্মুখ ও কুকার্য্য রত, তাহাদিগকে সৎকর্ম্মে আনিবার জন্য ভগবান্ শ্রীমুখে উপদেশ করিয়াছেন,—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত-সঙ্গঃ সমাচর॥" আবার সেই সৎকর্ম্মীকে—যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্—এইরূপ উপদেশবাক্যে একমাত্র ভগবৎ সেবার উদ্দেশ্যেই কর্ম্মের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মীকে বলিতে-ছেন না যে, তুমি কেবল আহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয় তোষণাদি কার্য্যে জীবন অতিবাহিত কর। তাহাকে সৎকর্ম্মী হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন, আবার সেই সৎকর্ম্মীকে কেবল পুণ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলেন নাই। তাঁহাকে ভগবৎ পরায়ণ হইবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানীকে বলিতেছেন,—বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" জ্ঞানিগণ জ্ঞানালোচনা কারতে করিতে যখন জাগতিক বস্তুর নশ্বরতা, অনিত্যতা ও হেয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন ভগবানের চরণে প্রপত্তি বা শরণাগতি স্বীকার করেন। তখন তিনি দেখেন,—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" অর্থাৎ তখন বৃক্ষের ফল, নদীর জল, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্য বস্তু তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার উপকরণ বলিয়া বোধ হয়—সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শন করেন। জ্ঞানালোচনার ফল—ভগবানে প্রপত্তি এবং সর্ব্বত্র বাসুদেব দর্শন। ইহাই জ্ঞানিগণের প্রতি ভগবানের উপদেশ। যোগের কথা বলিতে গিয়া—"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" অর্থাৎ যে যোগীর চরম উদ্দেশ্য কেবল মদ্গত অন্তরাত্মা হইয়া আমাকে ভক্তি করা, তিনি অন্যান্য যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই যোগিগণকে ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন। গীতার সর্ব্বশেষে বলিতেছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর জ্ঞান লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণা-শ্রমাদিধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য যে সকল পাপ, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না।

সহৃদয় পাঠকগণ! গীতায় কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের বিষয় বর্ণন করিয়া নিম্নাধিকারিগণকে যে ভগবান্ ক্রমশঃ অতি উন্নতস্তরে অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণে উপস্থিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় আপনারা এখন বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এখানেই আজ নিরস্ত হইতে বাধ্য হইলাম। বারান্তরে শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য উপদেশের কিঞ্চিন্মাত্র আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া আত্মশোধন করিবার আশা রহিল।

কামধেনু

আমরা বাল্যকাল হইতে নানা গল্প শ্রবণ করিয়া ও পুরাণাদি পড়িয়া জানিতে পারিতেছি যে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ভোগের উপকরণগুলি আপন ব্যবহারের জন্য পাইয়াছেন। কামধেনুও তাঁহার ঈপ্সিত বিলাস-সম্ভার সর্ব্বদা যোগাইতেছেন। তাঁহার নিকট যিনি যে বস্তুর অভাব বোধ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। শ্রীল বশিষ্ঠ দেবেরও নন্দিনীনাম্নী এক কামধেনু ছিল। সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। ক্ষত্রিয়-রাজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তপোবনে বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইয়া নৃপোচিত আতিথ্যে সৎকৃত হইলে তথাবিধ ঐশ্বর্য্যের কারণানুসন্ধানে জানিলেন, উহা কামধেনুর প্রভাবোৎপন্ন। সুতরাং তিনি উহা আত্মসাৎ করণার্থ যাচ্ঞা ও অবশেষে শক্তিপ্রয়োগে বিফলমনোরথ হইয়া ব্রহ্মতেজ লাভের জন্য সুদুশ্চর তপস্যা করেন।

শ্রীগোলোকস্থ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা-সৃষ্ট শ্রীসুরভীই যাবতীয় গোকুলের জননী। একদা গোলোকে বৃন্দাবন-বিহারকালে শ্রীরাধারমণের ক্ষীরপানাভিলাষ জন্মিলে স্বীয় বামপার্শ্ব হইতে সবৎসা দুগ্ধবতী সুরভীর উৎপাদন করিলেন। সুদামা রত্নভাণ্ডে সেই গাভী দোহন করিয়া দিলে শ্রীহরি তাহা পান করেন। সহসা সেই সুরভীর লোমকূপ হইতে লক্ষকোটি কামধেনু সৃষ্ট হইয়া সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করিল। তাহারাই পুত্র-প্রপৌত্র-ক্রমে অসংখ্য গো উৎপত্তি লাভ করিয়া যজ্ঞপুরুষের সন্তোষসাধন-কার্য্যে পৃথিব্যাদিতে বিচরণ করিতেছে।

জগতের প্রাণিমাত্রেই স্বাতন্ত্র্যের অসদ্ব্যবহার-ফলে শ্রীভগবদ্ভোগ্য সর্ব্ব বস্তুতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে ব্যস্ত। সুতরাং সর্ব্বেপ্সিতদায়িনী এই প্রকার কামধেনু পাইতে কাহার না বাঞ্ছা জন্মে ! ভোগীর ভোগবাসনা, মোক্ষকামীর মুমুক্ষুত যোগীর সিদ্ধি, তাপসের অভীষ্টলাভ, সকলই যখন একমাত্র কামদুঘা প্রদানে সমর্থ, তখন, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, কুলীন অকুলীন, সম্ভ্রান্ত মানহীন—সকলেই আপন আপন ইষ্টলাভে ব্যাকুল হইয়া এই প্রকার কামধেনুর উপাসনায় আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু অগ্রে তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায় ? দিলীপের পরিচর্য্যাকালে সিংহাক্রান্ত নন্দিনীর উদ্ধারার্থ নিঃসঙ্কোচে আত্মবলি-দানে বদ্ধপরিকর হইলেই তিনি পরীক্ষো-

তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তদীয় ইষ্টলাভ ঘটিয়াছিল।

যুগধর্ম্মে মর্ত্ত্যজীবের পক্ষে কামধেনুর দুর্লভতাবশতঃ শ্রীভগবান্ স্বয়ং শাস্ত্র-কামধেনুমূর্ত্তিতে তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার আবেশাবতার শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাস দ্বারা ব্রহ্ম-সূত্র, অষ্টাদশপুরাণ, মহাভারত ও তন্নির্ব্বর্ষ সর্ব্বোপনিষৎসার গীতারূপে অবতীর্ণ হইয়াও যখন ত্রিগুণময় অচিদেহাত্মা-ভিমানী অস্মাদৃশ ব্যক্তিগণের মোহ দূরীভূত হইল না, তখন সমাহিত ব্যাসের শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে অবতরণ করিলেন। কিন্তু আরোহমার্গী অজ্ঞ-জ্ঞানমত্ত আমরা তাহাতেও ভোগবুদ্ধি-পরায়ণ হইলে কলিমল দূরীকরণাভিলাষে অনর্পিতচর প্রেমদাতা পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে প্রকটিত হইলেন। তথাপি পণ্ডিতম্মন্য কুলমদে, ধনমদে মত্ত আমরা মায়ার কুহকে তাঁহার আচার প্রচার অগ্রাহ্য করিলে তদীয় শক্ত্যাবেশ ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও তদীয় দাস্যাভিমানী অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী গৌড়দেশের সৌভাগ্যক্রমে প্রকটিত হইয়া আবার সেই কামধেনুরূপ ভগবদ-ভিন্নতনু শ্রীচৈতন্যলীলা প্রতি জীবের দ্বারদেশে বিতরণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। স্বর্গবাসী দেবগণ তদ্রূপ কামধেনুর পরিচর্য্যায় কেবল ভোগই পাইয়া থাকেন। কিন্তু কলিজীবের সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানে যে কামধেনু আত্মপ্রকাশ করিলেন তাঁহার সেবাফলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,চতুর্ব্বর্গ-লাভও নিতান্ত হেয়। যে অবিদ্যাগ্রন্থি-নিবন্ধন জীব জড়াভিমানের ফলে কোটি কোটি কল্প ধরিয়া চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার হেতু কেবল নির্ম্মূল হইবে না, পরন্তু সেই জীব শ্রীকৃষ্ণের অক্ষয় প্রেমানন্দের অধিকারী হইয়া নিত্য কালের জন্য তৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিবে।

এক্ষণে জীবের কেবল বুঝিয়া দেখা আবশ্যক—কি উপায়ে ঐ কামধেনুর নিকট হইতে এই প্রকার অভীষ্ট লাভ ঘটিবে। ইতঃপূর্ব্বে দিলীপাদির দৃষ্টান্তে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাকৃত কামনাদির পূরণার্থও কামধেনুর সেবাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে হয়। তদর্থে আত্মবিক্রয় না করিলে সুরভির কৃপালাভে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এখানেও ঐ প্রণালীর বিপর্য্যয় নাই। যিনি যতদূর শাস্ত্রসুরভির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন তিনি তাবৎপরিমাণে তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইবেন। তবে এই সুরভি যাঁহার পালিত, তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা না করিয়া কদাপি যেন তৎপরিচর্য্যার দুর্বুদ্ধি না ঘটে। তাহাতে অশ্বর্বকিত হইয়া অন্ধতামসে পতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। অতএব অগ্রেই পালকের সাহায্য গ্রহণ, পরে তদুপদিষ্ট সেবায় আত্মসমর্পণ দ্বারা ইষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

আমরা যে বস্তুটির অভাব বোধ করি, না পাইলে অসুবিধায় পড়ি, সুতরাং তাহার জন্য আমাদিগের অভিনিবেশ দৃঢ়তর হইয়া পড়ে। যখন মনে করি, বিদ্যা, অর্থ, মান প্রভৃতি দ্বারা আমার জগতে অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে হইবে, তখন সেই গুলির অভাব আমাদিগকে পীড়ন করে এবং তৎপ্রাপ্তির জন্য আমরা অতীব ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যতদিন তাহা না পাই, ততদিন আর স্বস্তি থাকে না। বিরূপের অভিমানে অভাব মোচনের চেষ্টায় আমরা যতই সচেষ্ট হইনা কেন, অচিরস্থায়ী বস্তুগুলি আমাদিগকে নিত্য নূতন নূতন অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ আনিয়া দেয়। কিন্তু স্বরূপের উদ্বোধনে যে অভাব পূরণের আকাঙ্ক্ষা, তাহাতে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ আসিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। যে প্রকার অভাব-সঙ্কোচের চেষ্টায় আমরা কামধেনুর পরিচর্য্যা করিব, তাহার প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিবে। এই অবস্তুতে বস্তুভ্রান্তিতে আজ আমরা আমাদের কোন প্রকার অভাব বুঝিতেছিনা বলিয়াই ত, তজ্জন্য যথাবিধি চেষ্টাও ফলবতী হইতেছে না। বিজ্ঞগণ প্রথমেই অভাবেরই প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া পরে তাহা মোচনের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করেন। অতএব আমাদের অগ্রে স্থির করা আবশ্যক, প্রকৃত কিসের অভাবে আমরা সর্ব্বদা অস্থির হইতেছি, পরেই ত কামধেনুর নিকট যাচ্ঞা।

শাস্ত্রকামধেনু যখন সকলই প্রদান করিয়া থাকেন, তখন আমরা আমাদের মনের খেয়ালে যাহা কিছু প্রার্থনা করিতে পারি, তিনিও তাহাই অর্পণ করেন। এই দুর্ব্বুদ্ধির বশে, আমরা কখনও ভুক্তি, কখনও মুক্তি, কখনও সিদ্ধ্যাদি লাভ করিয়া বঞ্চিত হই। আমাদের যথাবিধি অর্চ্চনায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ আসিলেন বরদ হইয়া, আর আমরা নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাঁহার পাদপদ্মের চিরদাস্যের ছায়াতলে থাকিবার প্রার্থনা না করিয়া আর কদাপি আমাকে ভার বহন করিয়া ক্লেশ পাইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে না বলিয়া, পুনরায় আমার বোঝাটী মাথায় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম, তিনিও তাহা দ্বারা ধোঁকা দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ শিশু ধ্রুব মহাশয় রাজ্যকামী হইয়া তপশ্চাচরণ দ্বারা শ্রীহরিকে পাইয়া কি বলিলেন—

হে ভগবন্, আমি কাচরূপ বিষয়সুখ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সম্প্রতি দিব্যরত্ন-স্বরূপ আপনার অভয়পাদপদ্ম লাভ করিয়াছি, অতএব আপনার দাস্য ব্যতীত আর কোন বর আমার আকাঙ্ক্ষিত নহে। দেখুন মহাজনসমূহ কৃপাপূর্ব্বক নিত্যধাম হইতে অবতরণ করিয়া আমাদিগের জন্য কিপ্রকার পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা জড়মায়ায় এতদূর মোহিত যে, সেই শাস্ত্র-কামধেনুর নিকট হইতে পাঠক, কথক, ব্যবসায়িরূপে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া অনন্ত নিরয়ের পথ পরিষ্কৃত করিয়া লইতেছি! ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্যের চিহ্ন কি হইতে পারে? যেহেতু অধুনা আমরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে মোহিত হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আসুন, একবার শাস্ত্রকামধেনুর পালক পরাবরজ্ঞ শ্রীচৈতন্যের নিজজনের নিকট হইতে আমাদের অভাবের স্বরূপ জানিয়া তদুপদিষ্ট মার্গে শাস্ত্র পরিচর্য্যায় করিয়া অভীষ্ট লাভে সমর্থ আত্মনিয়োগ হই। তখন আর মায়িক অভাব আমাদিগকে ক্লেশ দিতে পরিবে না, শাস্ত্রকৃপায় সেবানন্দ সুখে মগ্ন থাকিয়া ধন্য হইব।

নানা কথা

'গ্রাফ' আকাশযানের ভারতে আগমন

সম্প্রতি যে ভীমকায় জার্ম্মাণ গ্রাফ জেপলিন আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পারাপার করিয়া বিমান ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, সেই পোতটী ২।১ সপ্তাহের মধ্যেই করাচীতে উপস্থিত হইতেছে। তজ্জন্য উক্ত জেপলিন করাচীর বিমান আড্ডার নিকট অনুমতি চাহিয়া পাঠাইয়াছে এবং তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

প্রভু ভৃত্যে

রিজার্ভ পুলিশের সাব ইনস্পেক্টর নলিনী রঞ্জন বড়ুয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে মারপিটের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে নাকি ঐ অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ঐ সংবাদ প্রকাশিত হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাব-ইনস্পেক্টরকে নিজের কাছে ডাকিয়া একটা মিটমাটের চেষ্টা করেন। ইহার পর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাব-ইনস্পেক্টরের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল সত্বরই এখানে আসিতেছেন, সাবইনস্পেক্টর বিষয়টি তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবেন।

খড়্গপুরে গোলযোগের সূচনা

বি এন, রেলওয়ের এজেন্টের হঠাৎ আদেশ অনুসারে খড়্গপুর কারখানা হইতে স্থানীয় হিন্দুসভার প্রভাবশালী নেতৃগণকে বি, এন, রেলওয়ের বিভিন্ন ষ্টেশনে স্থানান্তরিত করার ফলে খড়্গপুরে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু-সভার সভাপতি পণ্ডিত ভাস্করদত্ত তেওয়ারীকে নাগপুরে, খুর্দা রোডের জেনারেল সেক্রেটারী বাবু অযোধ্যা-বিহারীলালকে খুর্দা রোডে, সহকারী সভাপতি বাবু জনার্দ্দন আউলেকে নাগপুরে, কার্য্যকরী সমিতির প্রভাবশালী সদস্য শ্রীযুক্ত কে, দক্ষিণামূর্ত্তিকে আদ্রায় এবং শাখাসম্পাদক মুনেশ্বর রায়কে ওয়াল্টেয়ারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। যে পাঁচজন হিন্দুকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই প্রভাবশালী ব্যক্তি, যে পাঁচজন মুসলমানকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে তাহার ভিতর একজন ছাড়া আর সকলেই বাজে লোক এবং অজ্ঞাত লোক। প্রকৃতপক্ষে প্রধান প্রধান ক্ষতিকারী লোকদিগের কাহাকেও স্থানান্তরিত করা নাই।

প্রকাশ, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন এজেণ্টকে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, এবং মুসলমানদিগের ক্রমাগত আক্রমণের ভাবের মধ্যে তাহাদের নেতৃবৃন্দকে স্থানান্তরিত করায় এবং তাহাদের ভিতরে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি না থাকায় তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণের ভিতর আরও উত্তেজনার কারণ এই যে,—যে সকল হিন্দুনেতাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। (আঃ বাঃ পঃ)

বীরচর্য্যা

বরিশালের সূর্য্যকান্ত গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ পূজার সময় গ্রামে গ্রামে শরীর চর্চ্চা প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। দোহারগতি গ্রাম হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া ৪০ জন যুবক মহাষ্টমীর দিন তথায় গমন করিয়া ছিলেন। শ্রীযুত রজনীকান্ত ঘোষের প্রাঙ্গনে ৩ হাজার পুরুষ ও ২ শত মহিলা সমবেত হন। নোয়াখালির শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার গুহরায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লাঠিখেলা ছোরাখেলা, ভার উত্তোলন প্রভৃতি দেখান হইয়াছিল।

পারস্যে সোভিয়েট

বসরার ৩রা নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, পারস্যের জন্য বিবিধ পণ্য দ্রব্য লইয়া 'ট্যাবোলস্ক' নামক একটী সোভিয়েট জাহাজ মহম্মেরাতে পৌছিয়াছে। এই পণ্য দ্রব্যের মধ্যে সোভিয়েটদিগের প্রস্তুত অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, এই কাপড়গুলি যেমন চমৎকার তেমনই টেকসই। প্রতি গজ ।০ আনা মুল্যে এই গুলি বিক্রীত হইতেছে, পণ্যদ্রব্যের মধ্যে চিনিও আছে।

পারস্যের শুল্ক বিভাগ রুষ বণিকদিগকে অত্যন্ত খাতির করিতেছে এবং বৃটিশ জাহাজের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে বাধা উৎপাদন করিতেছে।

'ট্যাবলস্ক' একটী নূতন জাহাজ এবং ইহার চাকাগুলি বৈদ্যুতিক বলে পরিচালিত হয়। আগামী কল্য উহা বসরাতে পৌছিবে, কয়লার জন্য পোতটি এখানে আসিতেছে। সোভিয়েট জাহাজদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইহাই বসরাতে পৌছিবে।

বসরার কর্ত্তৃপক্ষ 'ট্যাবলস্ক' জাহাজের কর্ত্তাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ জাহাজের কোন খালাসীকে বসরায় অবতরণ করিবার অনুমতি দিবেন না। তীর হইতে পুলিশ ও শুল্ক বিভাগের লোক ভিন্ন কাহাকেও জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না। অন্য পোতে করিয়া সোভিয়েট জাহাজকে কয়লা সরবরাহ করা হইবে। (আনন্দ বাজার)

সলপে সেস্ প্রতিবাদ

সলপ, গোবিন্দপুর, কামসোণা, রামনগর রহিমান, রামগণ্ডী, হরিভাঙ্গা, শঙ্করহাটী, মোহনপুর প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু মুসলমান জমীদার, জোতদার, তালুকদার ও রায়তগণ গতকল্য সলপে এক সভায় সমবেত হইয়া অতিরিক্ত সেস আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বগাদারদিগকে রায়ত স্থির করিয়া জমীতে উৎপন্ন জিনিষের উপর সেস নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সভায় জানাইয়াছেন—ইহার ফলে জোতদারদিগের স্বার্থ ও চিরাচরিত অধিকার ক্ষুন্ন করা হইবে।

মাণিকগঞ্জে কলেরা

মাণিকগঞ্জ মহকুমা, সহর ও গ্রামগুলিতে ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে। অনেক লোক মারা গিয়াছে, সকলেই শঙ্কিত হইয়াছে। কলেরা নিবারক টিকা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইরাক সরকারে ভারতীয়ের পদচ্যুতি

বসরার ৩রা নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ৩ মাসের নোটিশ দিয়া ইরাক গভর্ণমেণ্ট দুইদিন পূর্ব্বে বন্দরের ১১ জন ভারতীয়কে পদচ্যুত করিয়াছেন। ইহাতে সকলে চঞ্চল হইয়াছেন। ১৫ই নভেম্বর তারিখ আরও ১২ জন ভারতীয়ের উপর পদচ্যুতির অনুরূপ নোটিশ জারি হইবে। আগামী মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বেই বন্দরের সমস্ত ভারতীয় কর্ম্মচারিগণকে ইরাক হইতে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে।

ইহাতে বন্দরের কার্য্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবার আশঙ্কা করা যাইতেছে, কারণ, ভারতীয়গণই বন্দরের কার্য্য চালাইবার প্রধান সহায় ছিলেন।

ভারতীয়দিগের মত এরূপ কর্ম্মকুশল ব্যক্তি সমগ্র ইরাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কিনা, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মিঃ এন, সি, সেন

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ এন, সি, সেন ১৫ বৎসর কার্য্য করিয়া তাঁহার কার্য্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে আসিতেন, মিঃ সেনের কার্য্য তাঁহাদের যথেষ্ট সহায়তা করিত। তিনি ২২শে নভেম্বর তারিখ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ক্লারিজে তিনি একটি বিদায়-ভোজ পাইয়াছিলেন। ঐ উৎসবে লর্ড রিডিং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লর্ড রিডিং মিঃ সেনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তাঁহার কার্য্য তাঁহার চেয়ে যোগ্যতর ভাবে আর কেহই করিতে পারিত না এবং বিদেশে থাকিয়া তিনি ভারতকে কখনই ভুলিয়া যান নাই।

দীন সা মিলে দুর্ঘটনা

প্রকাশ যে, দীন সা পেটিট্ মিলে কয়েকজন স্পিনারকে চাকুরী ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ জনরব পাইয়া বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী ১লা নভেম্বর বৈকালে ইঞ্জিন-ঘরে ছুটিয়া গিয়া ইট্ পাটকেল ছুড়িতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষেরা ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ ইঞ্জিন থামাইয়া দেন এবং পুলিশে খবর দিলে তাহারা আসিয়া মিছিল ভাঙ্গিয়া দেয়।

ব্রহ্ম-শ্যাম রেলপথ

ভারত-গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত নূতন রেলওয়েলাইন বিস্তারের জন্য যে এষ্টিমেট করা হইয়াছিল, তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। অধুনা অবিলম্বেই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ঐ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এম, টি, পোর্টার এম, সি, রাজকীয় বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি মৌলমেন-ই রেলপথ এবং ই-টাভয় লাইনের জরিপাদি করিয়াছিলেন। ঐ লাইনটী মাণ্ডই হইতে প্রচাব কিরিখান নামক শ্যামদেশীয় সীমান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, শ্যাম-রেলপথ সাড়ে এগার মাইল মাত্র পরিত্যক্ত থাকিবে।

যে স্থানের মধ্য দিয়া পথ যাইবে তাহাতে কদাপি কোন পথ ছিল না এবং উহা নিবিড় বনে আচ্ছন্ন।

মাণ্ডইয়ের রাস্তার একটা সুবিধা এই যে, উহাতে যে পর্ব্বতশ্রেণী পার হইতে হইবে, তাহা কেবল ৮০০ ফিট উচ্চ। কিন্তু অন্যত্র উহা ২০০০ ফিট উচ্চ।

ঐ দেশটীকে সর্ব্বতোভাবে গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বদা পর্য্যাবেক্ষণ করিবার সুবিধার জন্য এই রেলপথ বিস্তৃত করা হইতেছে। ইহাতে অনেক খনিজ-পদার্থ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

কর্ণেল পোটার ১লা নভেম্বর তারিখ হার্ডি এডামসন নামক ষ্টীমার যোগে মাণ্ডই অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হত্যাকাণ্ড

গত পূর্ব্ব রবিবার উল্লাপাড়া থানার অধীন বেড়কান্দি গ্রামের জবেদালী ও বাছের প্রামাণিক হাট করিয়া যখন গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন উধুনিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী মাঠের ভিতর প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকটী লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করে, ফলে জবেদালী সরকার মারা যায় ও বাছের সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়। পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, কিছুকাল হইতে জমি লইয়া ঐ গ্রামস্থ আরও কয়েকটী লোকের সহিত জবেদালীর বিরোধ ফলেই নাকি এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আসামী পলাতক।

আকাশযানের ষ্টেশন

দিনাজপুরের ৪ঠা নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, দিনাজপুরে উড়োজাহাজের একটী ষ্টেশন খোলা হইবে। এজন্য সেখানে একটি জায়গা প্রস্তুত করা হইতেছে।

প্রতিমা বিসর্জ্জন

২রা নভেম্বরে বরিশাল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, চকবাজার রোড দিয়া দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের মিছিল লইয়া যাইবার পাশ মঞ্জুর না করার ফলে সহরের কোন প্রতিমার এখনও বিসর্জ্জন হয় নাই। অত্র বিসর্জ্জন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত সরলকুমার দত্ত হিন্দুদের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারের প্রতীকার করিবার জন্য গভর্ণর ও বিভাগীয় কমিশনারকে তার করিয়াছেন। ছুটীর পর মফঃস্বল হইতে বহু লোক আসিয়া উত্তেজনা আরও বৰ্দ্ধিত করিতেছে।

পদুকোটায় অভিষিক্ত

ভারত সরকার ভারত-সচিবের অনুমোদনে রাজা গোপাল টোণ্ডামানকে পদুকোটা গদিতে বসাইতেছেন। তিনি এখন নাবালক। টোণ্ডামান পরিবারেরই এক শাখার তিনি বংশধর।

স্বর্গীয় রাজা এক অষ্ট্রিয়ান্ রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়। এই পুত্রের বয়স ১২বৎসর বালকের শিক্ষা ইউরোপে হইতেছে এবং সে প্রকৃত হিন্দু ও নয়। কাজেই তাঁহাকে গদি সমর্পণ করা উচিত কিনা, এই লইয়া রাজ্যে বহুদিন সমালোচনা চলিয়াছিল।

চীনের বিপদ

শস্য ভাল হয় নাই বলিয়া চীন দেশের নানাস্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে এবার শীতকালে চীনের অধিবাসীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বহুদিন ধরিয়া উপযুক্ত বারিপাত না হওয়ায় নানা স্থানে শস্যের হানি হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ৪,০০,০০০ বর্গমাইল স্থানে খাদ্য শস্যের দারুণ অভাব ঘটিবে। ইহার ফলে কমপক্ষে ২০,০০,০০,০০০জন লোক উপবাসে থাকিবে। ইহাদের অধিকাংশই অতিকষ্টে জঠরের জ্বালা মিটাইয়া থাকে।

আইন সদস্যের পদত্যাগ

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরে মাদ্রাজ-সরকারের আইন সদস্য স্যার রামস্বামী আয়ার কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত টি, আর, বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

মোহান্ত না মোহান্ধ ?

আজকাল প্রায়ই নানাস্থানের মঠাধ্যক্ষ মোহান্তগণের দুশ্চরিত্রতার কলঙ্কমসী দ্বারা সংবাদপত্রগুলি লিপ্ত থাকিতে দেখা যাইতেছে। যে সকল ঐশ্বর্য্যশালী মঠ তাহাদেরত কথাই নাই, অল্প সম্পত্তিযুক্ত মঠগুলিতেও প্রায় শতকরা ৯৯জনের ঐ প্রকার ঘটনার সংবাদ নিত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত জন এবং নিম্নাধিকারীদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভারতের নানাস্থানে ভগবদ্ভক্তির প্রচারার্থ তাঁহাদের হৃদ্দেশে আবির্ভূত অভীষ্টদেবের অর্চ্চা শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আবার পরম সুকৃতিশালী কোন গৃহস্থ ভক্ত উক্ত শ্রীবিগ্রহসমূহের সেবা-সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ নেক ভূমি সম্পত্তি আদি দান করিয়া ভক্তি-প্রচারের সাহায্য করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রায়ই অধিকাংশ মঠ শিষ্যগণের মধ্যে ত্যক্ত-গৃহ কঠোর বৈরাগ্যবান্ সাধুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। প্রত্যহই ভক্তিকথার আলোচনা এবং শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা আপনাদিগের যুক্তবৈরাগ্য-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। অবশ্য পরমহংস বৈষ্ণবগণের নিরপেক্ষতা থাকিলেও বহির্মুখ জীবের নিত্য-উপকার সাধন করিতে তাঁহাদের ঐ প্রকার যত্ন ছিল। কিন্তু কলিকালের মলিন ব্যক্তিগণের ব্যবহারিক সম্পর্কে আসিয়া ভোগবান্ শিষ্যক্রমসম্প্রদায় বাহ্যে বৈরাগ্য দেখাইয়া ভোগ খুঁজিতে খুঁজিতে সাধারণ গৃহব্রতগণের নৈতিক চরিত্রের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক ব্যাভিচার করিতেছেন। চারি সম্প্রদায়ের শুদ্ধ সাধুগণের অভাবে এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমান মোহান্ত নামধারী ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুর ত অভাব নাই। কারণ দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে আহার্য্য ও বিলাস-প্রবৃত্তি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, অধিকাংশ মঠগুলিতে কলির স্থানপঞ্চকের নিত্য অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া থাকি। তথায় তাস, পাশাদি ক্রীড়া, মদ্যাদি আসব পান, জীবহিংসা ভোগার্থ অর্থ সঞ্চয় এই গুলি ত সকলেই সর্ব্বদা দেখিতেছেন। তদুপরি তাঁহাদের মঠের নিয়মে বিবাহিত জীবনের সুখ লাভের আশা না থাকায় পরস্ত্রী সংগ্রহ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়া তাহাতেই নিয়োজিত রহিয়াছেন। আবার গৃহব্রত নিতান্ত নীতিবিহীন প্রাকৃত লোকগণেরও যাহা ঘৃণিত বলিয়া বোধ হয় এই প্রকার কার্য্যের প্রতিবাদ নানাস্থান হইতে সংবাদ পত্রে আলোচিত হইতেছে।

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার রামানুজীর মঠের ছোট গোবিন্দ রামানুজদাস মোহান্ত একটী বালিকার সহিত পাশব অত্যাচার ফলে তাহার মৃত্যু ঘটাইয়া মেদিনীপুর সেশন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার সংবাদ পাঠকবর্গ স্থানীয় ভদ্রব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা পত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। এই প্রকার মঠগুলি একধারে উঠাইয়া দিয়া সমস্ত সম্পত্তি শুদ্ধ ভক্তির প্রচার কেন্দ্রগুলিতে দান করিবার কোন উপায় স্থির করিতে দেশবাসিগণ বদ্ধ পরিকর হউন এবং সমস্ত গ্লানি হইতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা বিধানে সকলেই কায়, মন, বাক্য, অর্থাদি প্রয়োগ করুন। নতুবা দেশের সাধারণ নীতিও অবহেলিত হইয়া বিশৃঙ্খলার ফলে ইহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অত্যাচার উপদ্রব দেশে ঘটিতে থাকিবে।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ কি বলেন ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভাক্তিরত্ন)

আমরা অনেকেই নদীয়া প্রকাশ নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন করি। কিন্তু নদীয়া প্রকাশ অযাচিত ভাবে নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের গৃহে আসিয়া কি বলেন ? প্রত্যহ একটা কথাই বলেন, না এক এক দিন এক এক কথা বলেন ? না। মানুষের রুচির অনুকূলে নূতন নূতন ভাবে নূতন নূতন ভাষায় লোক রঞ্জনার্থে নূতন নূতন বিষয় কথার অবতারণা করেন ? তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের প্রত্যেকের জানা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য যাঁহারা নদীয়া বাসী অর্থাৎ নবদ্বীপ বাসী বৈষ্ণবগণ, তাঁহারা নিরন্তর নদীয়া প্রকাশার্থেই যত্নশীল, তাঁহারা কৃপা করিয়া যাঁহাকে নদীয়া তত্ত্ব অবগত করান একমাত্র তাঁহারাই নদীয়া প্রকাশের সেবক হন। যেমন গৌড়ীয় বুঝেন কেন ? তন্নিমিত্ত আমাদিগের স্ব স্ব ত্রুটি গুলি আলোচিত হওয়ায় অনেকটা সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, সেইরূপ নদীয়া প্রকাশ কি বলেন ? সে সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় আমাদের যথেষ্ট রহিয়াছে। বলা বাহুল্য উদ্দেশ্যটী বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে, কোনটাই বাদ যাইবার উপায় নাই। তাহা না করিয়া, নদীয়া প্রকাশের কৃপায় আমরা যাহা অবগত হই, শুধু তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই অনেক জানিতে পারিব।

নদীয়া প্রকাশের ভাষা যদি ও শিশু-বোধক পাঠীর পক্ষেও সুবোধ্য, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য নিগূঢ়। সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ, সকলেরই মাত্র একটি উদ্দেশ্য। আমাদের রুচির আনুকূল্য সাধনের সহিত, স্বকীয় উদ্দেশ্য স্থাপনের নিমিত্ত নানা গল্পচ্ছলে উপদেশ দেওয়ার নিমিত্ত উপস্থিত হন। যেমন মহাভারতাদি—পৌরাণিক গ্রন্থ বহু বহু গল্পে পরিপূর্ণ থাকিলেও তাঁহাতে হরি ভজন ও হরি সেবা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যই নিহিত নাই। আমরা রুচি পরিবর্ত্তনের দলে কিনা ? মাঝে মাঝে হুজুগে মাতি, একটা ধরি একটা ছাড়ি। তাই নানা ভাবে না ছন্দে একটী কথা বুঝাইবার অশ্রান্ত চেষ্টা ? যেমন অনর্থপরায়ণের পক্ষে, একমাত্র তারক ব্রহ্ম নাম "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে" ॥ সংকীর্ত্তনই প্রশস্ত ও পরমোপায়। কিন্তু আমি বহু জন্মের অপরাধী, নামে রুচি নাই বলিয়া যাহাতে রুচি হয় তাহার ব্যবস্থার স্বরূপ মনঃ শিক্ষা, প্রার্থনা প্রভৃতি বহু প্রকার পদকীর্ত্তনের বিধান করিয়াছেন। সংকীর্ত্তনের উপসংহারে একমাত্র তারকব্রহ্ম নাম মহামন্ত্রই কীর্ত্তনীয় দেখা যায়। সেই প্রকার নদীয়া প্রকাশ একমাত্র জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণ সেবাই জীবের কর্ত্তব্য তাহা উপদেশ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুতই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নদীয়া প্রকাশ কি বলেন ?

১। নদীয়া প্রকাশ বলেন বিরূপের ধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বরূপের ধর্ম্মে অবস্থিত হও এবং কুদর্শনের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য সুদর্শনের অনুগত হও। অক্ষজ জ্ঞানে পারমার্থিক বিচারের ধৃষ্টতা পরিহার করিয়া অধোক্ষজের আনুগত্য গ্রহণ কর। শ্রেয়ঃ ও আরোহ পন্থা বিপৎসঙ্কুল জানিয়া শ্রেয়ঃ ও অবরোহ পন্থার আশ্রয় লও। অজ্ঞরূঢ়া বৃত্তি মায়া মরীচিকা বিভীষিকাময়ী জানিয়া বিদ্বৎরূঢ়া বৃত্তি পরিগ্রহ কর।

২। নদীয়া প্রকাশ বলেন হে জীব! তুমি নিত্য কৃষ্ণদাস। তাহা ভুলিয়া বিরূপধর্ম্মে অনাদিবহির্ম্মুখ হইয়া কর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া মায়ার নফর হইয়াছ। তাহাতে তোমার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক জ্বালাত্রয় উপস্থিত। অতএব এই দৈবী মায়া হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকিলে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রপন্ন হও।

৩। নদীয়া প্রকাশ বলেন, হে জীব, তুমি জগতের লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আশা, কনক, কামিনী, তোমার ভোগোপকরণ, এসব আতী মস্তিকে স্থান দিও না। কনকের দ্বারে মাধবের সেবা কর ও কামিনী গোবিন্দ দাসী বলিয়া জান। জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার্জ্জনে যত্নবান্ হও অর্থাৎ ভক্ত হও।

৪। নদীয়া প্রকাশ বলেন—দেহ মনের ধর্ম্মে শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভজন হয় না। সদ্গুরুচরণে অভিগত হইয়া মন্ত্র লাভ করতঃ মনস ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইয়া দেহধর্ম্মের অতীত আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হও।

৫। সামাজিক, কৌলিক বলিয়া কোন কথা পারমার্থিক জগতের অভিধানে নাই। সুতরাং গুরুকরণ, মন্ত্র দান প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যবসায়, বাজার দরে বলিয়া আসিতেছে, তাহাতে পারমার্থিক কোন কথাই নাই। আর্থিক বিষয়কথাতে পারমার্থিক থাকেনা। পরমার্থে আর্থিকের প্রবেশাধিকার নাই। ইহাই নদীয়া প্রকাশ কীর্ত্তন করেন।

৬। টাকা পয়সার বদলে ভাগবত, সংকীর্ত্তন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রোতা, বক্তা, কাহারও মঙ্গল প্রদ নহে। বরং অকল্যাণই উপস্থিত হইতেছে। নদীয়া প্রকাশ ইহাই বলেন।

৭। জাগতিক পাণ্ডিত্য থাকিলে, মহামহোপাধ্যায়, সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বিদ্যাসাগর, সার্ব্বভৌম হইলেই এমন কি আধুনিক এ হইতে ভেড্ পর্য্যন্ত সমগ্র উপাধিভূষণে ভূষিত হইলেও বদ্ধাবস্থায় পারমার্থিক ভক্তি-সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব জানিতে পারিবেন বলিয়া কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ নাই। মূর্খ হউন, পণ্ডিত হউন, ধনী হউন, দরিদ্র হউন, যিনি শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার ভৃত্যগণের শ্রীচরণে প্রপন্ন তিনিই মুক্ত, তিনিই নিত্যাভক্তিযুক্তচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করেন, আর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ ভক্তের ভজনানুকূলে যাহা কিছু প্রয়োজন, সকলই যোগাইয়া থাকেন। নদীয়া প্রকাশ ইহাই তারস্বরে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতেছেন।

৮। নদীয়া প্রকাশ বলেন—কালপঞ্চকের সেবা, কলিপঞ্চক সেবকের সেবা, বর্জ্জন না করিলে দুঃসঙ্গ ত্যাগ অসৎসঙ্গ বর্জ্জন হয় না।

৯। নদীয়া প্রকাশ বলেন—কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়দিগের

সহিত তাহাদের বিচারের পাংক্তেয় থাকিয়া শ্রীগৌর সুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

১০। নদীয়া প্রকাশ বলেন—শুদ্ধ বৈষ্ণবানুগত বলিয়া অভিমান করিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকগণের ও ত্রয়োদশ প্রবাণ অপসম্প্রদায়ীদিগের মতে সায় দিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীকে আবৃত করিয়া যেমন তেমন একটা গোঁজা মিলে ভাড়াটীয়ার পাঠকীর্ত্তন (বদকীর্ত্তন) শ্রবণ পিপাসা প্রবল থাকিলে এবং গৃহ-ব্রত ধর্ম্মরক্ষার্থ তথাকথিত সম্প্রদায়কে ভয় করিয়া চলিলে গৃহী বাউল হইতে হইবে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুগত হইয়া পুনরায় স্বাতন্ত্র্য দোষে গৃহী বাউল হইলে এবার আর সুবিধা হওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

১১। নদীয়া প্রকাশ বলেন—বিবর্ত্ত-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যাহারা মায়াপুরকে মিঞাপুর, মেয়াপুর ও মেয়েপুর দেখে, কাঁবড়ার মাটীকেই গোপীচন্দন মনে করিয়া দ্বাদশ প্রকারের তিলক মুদ্রাদি রচনা করে, এবং কাঁবড়ার মাটিকে কাবড়া শব্দের প্রথম বর্ণে, প্রথম বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে অন্ত্য বর্গের পঞ্চম বর্ণ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া অবশেষে সেই জালেই আবদ্ধ হইয়াছে, সেই জাল ছেদন করিয়া উহাদিগকে মায়াপুরে টানিয়া আনিবার নিমিত্ত বিশ্ববাসী সকলেরই আপ্রাণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিজকৃত ফাঁদে পতিত জীব বড় কষ্ট পায়।

১২। জগতের সমস্ত কথা বাদ দিয়া শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীই কেবল শ্রবণ করিতে হইবে ও অন্য কথা যাহাতে প্রতিষ্ঠা না পায় তন্নিমিত্ত নিরন্তর হরি কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধ ভক্তি সিদ্ধান্ত বাণীই প্রচার করিতে হইবে এবং যিনি যে পরিমাণে শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-পূর্ণ-বাণী শ্রবণ করিবেন তিনি সেই পরিমাণে জাগতিক যাবতীয় কথাগুলি আবৃত করিতে সমর্থ হইবেন। অশ্রৌত পন্থ পরিত্যাগ করতঃ যিনি শ্রৌত পন্থায় শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত বেদবাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি জগতে কাহারও কর্ত্তৃক বিজিত নহেন, তিনি কৃষ্ণ কার্ষ্ণ ও গুরুদেবের কৃপায় সর্ব্বত্র বিজেতা। তিনি কাহারও ভয়ে ভীত নহেন, অথচ দাম্ভিক ও মৎসর নহেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইয়া নির্ভীকভাবে নিরপেক্ষ ধর্ম্মপালন ও সত্য কথা প্রচার করিতে তিনিই একমাত্র সমর্থ। ইহাই বাস্তব তরোরপি সহিষ্ণুতা, যেহেতু তিনি বহু বাধা বিঘ্ন সঙ্কুল জগতে নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেন। কপট আঁকু পাঁকু তৃণাদপি সুনীচ ভাব নহে। শুদ্ধ বৈষ্ণব ও বিষ্ণু নিন্দাশ্রবণ করিয়া নীরব থাকা, কোন আপদ নাই, বালাই নাই, কাহার শত্রু হইব? যাহার যাহা খুসী বলিবে বলুক, আমাকেত ভাল বলে, যেহেতু আমি কপট সুনীচ ও তরু হইতে সহিষ্ণু, এরূপ ধারণা একমাত্র ভজন বিমুখ ব্যক্তিরই সম্ভবে। নদীয়া প্রকাশ উহাই বলেন।

১৩। নদীয়া প্রকাশ বলেন হে জীব তোমার সর্ব্বনাশক মাৎসর্য্য পরিহার করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত হও। সংকীর্ত্তন পিতা মহাপ্রভুর উপদেশ শুদ্ধ সিদ্ধান্ত বাণী শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তন কর। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একান্ত সরল প্রাণে শুদ্ধ বৈষ্ণবের অনুগত হও, বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা নাই, অর্থাৎ লক্ষ্য টাকার মধ্যে শত টাকার অভাব, এরূপ মূর্খতা-ব্যঞ্জক সজ্জনের হাস্যাস্পদ বুদ্ধি ছাড়িয়া দাও।

১৪। কর্ম্ম-জড় স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক-গণের অনুগত হইয়া দেবতান্তরে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি করিও না। শ্রীগৌর সুন্দর শচী পিসীর ছেলে, মাত্র একজন ভক্ত বিশেষ, তিনি স্বয়ং ভগবান্ নহেন তাঁহার অনুগত জন গোঁড়া বা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক হয় মনে করিয়া পুঞ্জীকৃত অপরাধ অর্জ্জন করিও না। নদীয়া প্রকাশ ইহাই পুনঃপুনঃ বলিতেছেন।

১৫। শ্রীগৌর সুন্দরকে নাগর সাজাইয়া নিজে নাগরী সাজিয়া গৌরকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়া ভোগীর দল-ভুক্ত হইও না। "আউল, বাউল, কর্ত্তা ভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঞী, সহজিয়া সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত গোসাঞী। অতি-বাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী এই ত্রয়োদশ প্রকার মূল অপসম্প্রদায় এবং ইহাদের অন্তর্গত বহু বহু শাখা উপশাখা সম্প্রদায়ের সঙ্গ দুঃসঙ্গ জ্ঞানে "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥ এই বৈষ্ণবাচার পরিপালনের নিমিত্ত পরিপূর্ণ রূপে বর্জ্জন কর। নতুবা কল্যাণের কোন সন্ধানই পাইবে না। নদীয়া প্রকাশ ইহাই বলেন।

১৬। নদীয়া প্রকাশ বলেন—কুযোগী বৈভব নির্জ্জন ভজনের ছল পাতিয়া জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া মায়ার বৈভব পরিবর্দ্ধিত করিও না। ফক্ত আর মুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত, কখনও একাকার ভাবিও না।

১৭। নদীয়া প্রকাশ বলেন মায়া বাদী জন, কৃষ্ণ-অপরাধী। তাঁহারা মুক্ত অভিমানে বৈষ্ণব নিন্দা করেন, ইঁহাদের সঙ্গ পরিবর্জ্জন না করিলে, ভক্তি পথ অবলম্বন করিবার আশা ও চেষ্টা ছাইয়ে ঘৃতাহুতি প্রদান মাত্র। অথবা বন্ধ্যা গাভীর সেবার ন্যায়। মায়াবাদী কখনও কৃষ্ণ-ভক্ত নহেন।

১৮। নদীয়া প্রকাশ বলেন—শ্রীগোকুল, মথুরা বৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ একতত্ত্ব জানিও। উভয়ই অপ্রাকৃত ধাম গ্রাম নহেন। গ্রামগুলি প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট আর ধাম সমূহ চিজ্জগত হইতে অবতীর্ণ। অপ্রাকৃত চিন্ময় ধাম, শ্রীগৌর কৃষ্ণের আবির্ভাব স্থলী। শ্রীমায়াপুর ধাম অভিন্ন গোকুল নন্দব্রজ। একমাত্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিজজন ভিন্ন প্রাকৃত সহজিয়া বা গৃহব্রতধারী বদ্ধ জীবের কৃষ্ণ ধাম গৌরধাম দিব্যচিন্তা--মণি ধাম স্ফূর্ত্তি হন না। অপ্রাকৃত দর্শন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন লাভ না হইলে ধামকে গ্রাম, শ্রীবিগ্রহকে কাঠ পাথর পিতল সোনা, গঙ্গাকে সাধারণ জল, তুলসীকে গুল্মবিশেষ, গুরুদেবকে মনুষ্য বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি সামান্য বুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ডাল ভাত বুদ্ধি, হরিনাম শব্দ সামান্য বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত জড় বুদ্ধি উদয়ের অবকাশ ঘটে।

১৯। নদীয়া প্রকাশ বলেন—দৈব ও আসুর সমাজ অর্থাৎ দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনাদর করিয়া অদৈব অর্থাৎ আসুরিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর করিয়া, পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইও না।

২০। নদীয়া-প্রকাশ বলেন, শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-সংরক্ষক ও প্রচারক আচার্য্য গণের বাণী তোমার নিত্য-মঙ্গল-প্রদ বলিয়া, শিরোধার্য্য কর, সকল বিপদ বিদূরিত হইয়া শ্রীগুরু পাদপদ্মের অভয়, অশোক, অমৃত লাভ হইবে।

নদীয়া প্রকাশ, গৌড়ীয়, সজ্জন-তোষণী এবম্বিধ বহু বহু প্রকারে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিতেছেন। তাহা সামান্য প্রবন্ধে প্রকাশের স্থানাভাব। অবকাশ মত মধ্যে মধ্যে যখন যতটুকু পারা যায়, আলোচনার অভিলাষ রহিল। এখন নদীয়া-প্রকাশের কৃপা।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডী মণ্ডপে নিমাইয়ের টোল। এই টোলে বসে নিমাই ছেলেদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেয়, ছেলেরা সব নিমাইয়ের চারিদিকে ঘিরে বসে শুনতে থাকে। সে দেখতেই এক চমৎকার। এমন সুন্দর দেখা যায়, না যে তার একটা উপমা দিয়ে তোমাদের সবাইকে বুঝিয়েদি দেখতা সে রকম কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বল্লে বোধ হয় ঠিকই হয় যে, বদরিকাশ্রমে সনক সনন্দন সনাতন আরও অন্য অন্য ঋষিদের মধ্যে যেমন, নারায়ণ বসে থাকেন, এও ঠিক সেই রকমই। আর নিমাইও যে সেই বদরিকা-শ্রম বাসী নারায়ণ, তাতে তোমরা কোন সন্দেহই ক'রবে না; আর সেই সব লীলা খেলা করতেই এই নবদ্বীপে আসা; ছেলে পড়ানও সেই সব খেলা।

নিমাই এই ভাবে ছেলেদের পড়া'তে পড়াতে যখন দুপুর হয়, তখন সব ছাত্রদের সঙ্গে করে নিয়ে গঙ্গা নাইতে যায়। কতক্ষণ গঙ্গাজলে খেলা ক'রে, বাড়ী গিয়ে আগে কৃষ্ণ পূজা করে, তার পর তুলসী গাছে জল দিয়ে বার কতক তুলসী গাছকে ঘুরে দণ্ডবৎ করে গিয়ে খেতে বসে। যখন লক্ষ্মী নিমাইকে খে'তে দেয়, তখন যে কি সুন্দর দেখায়, তা আমি এক মুখে ব'লে শেষ ক'রতে পারিনে, নিমাইয়ের মা বড় পুণ্যবতী, তাই দু'চক্ষে দে'খে চোখের সার্থক করে। খাওয়া হ'য়ে গেলে, নিমাই পান খেয়ে খানিক শুয়ে থাকে, যতক্ষণ না ঘুমোয়, লক্ষ্মী পা তলায় বসে পা টিপতে থাকে। ঘুম থেকে উঠে, পুঁথি খানি হাতে নিয়ে নগরের মধ্যে বেড়াতে গেলে, সকল লোকই নিমাইকে খুব আদর ভক্তি করে, নিমাইও সকলের সঙ্গে আলাপে আপ্যায়িত ক'রে বেড়ায়। এতে সকলেই যেন আপনাকে ধন্য ধন্য ব'লে মনে ক'রে। নিমাইয়ের তত্ত্ব কেও বোঝে না বটে, কিন্তু তা হ'লেও ভক্তি সম্মানের ত্রুটী করে না।

একদিন নিমাই নবদ্বীপ সহরের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে, ভারি মজা করেছিল, সে মজার কথা বলি শোন। সঙ্গে ছেলেরাও আছে,—বেড়াতে বেড়াতে নিমাই আগে তো এক তাঁতী বাড়ী গিয়ে উঠলো। তাঁতী নিমাইকে দেখে খুব আদর ভক্তি ক'রে একটা নমস্কার ক'রলে। নিমাই জয়োস্তু বলে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লে হাঁ হে। তোমার ভাল কাপড় আছে?

তাঁ। হাঁ আছে, ব'লে, বেশ এক-খানা ভাল কাপড় বের ক'রে দেখালে।

নি। বা! বা! বেশ কাপড়; এর কি দাম নেবে?

তাঁ। তুমি যা দেবা, ঠাকুর, তাই আমি নেবো।

নিমাই কাপড় খানার একটা দাম ক'রে বল্লে, তা এখন কড়ি (দাম) নিয়ে আসিনি, তবে কি রকম হবে?

তাঁ। গোসাঞি। তুমি আমাকে পাঁচ মাস পরে কড়ি দিও, তা' হলে তো হবে? এখন আনন্দ ক'রে কাপড় নিয়ে যাও, পরে কড়ি দিও।

নিমাই তাঁতীর কথায় খুসী হ'য়ে,

হাসতে হাসতে কাপড় খানা নিয়ে বেরিয়ে এলো।

তাঁতীবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে নিমাই গোয়ালা পাড়ার ভেতর ঢুকে এক জনের দুয়োরে গিয়ে বসলো। নিমাইকে দেখে পাড়া শুদ্ধ গোয়ালারা সব ছুটে এসে, খুব আদর ভক্তি ক'রতে লাগলো। নিমাই বামুন বলে ঠাট্টা ক'রে বল্লে,—আরে বেটা দুধ দই নিয়ে আয়, আজ তোর ঘরের মহাদান নেবো, বেটা দেখছিস কি? গোয়ালারা নিমাইকে দেবতার চেয়েও বেশী ভক্তি করে। তাড়াতাড়ি খুব ভাল এক খানা আসন নিয়ে এসে নিমাইকে ব'সতে দিলে। গোয়ালারা নিমাইকে মামা মামা ব'লতো। মামা মামা বলে নিমাইয়ের সঙ্গে ঠাট্টা আরম্ভ করলে। কেও বলে মামা এ'য়েচো? বেশ ভাল হয়েচে, চল এক সাথে ব'সে ভাত খাইগে অনেক কাল মামার সাথে বসে খাইনি। কেউ বলে, আগে আমার ঘরে মামা কত ভাত খেয়েচে এখন আর সে সব কথা মামার মনে নেই। কেও বা নিমাইকে কাঁদে করেই নিয়ে যায়, বলে চল মামা, আমাদের বাড়ী চল। গোয়ালারা এই ভাবে সব ঠাট্টা করতে লাগলো। নিমাই তাদের কথা শুনে হাসে, মনে করে, সরস্বতী গোয়ালাদের মুখ দিয়ে ঠিক কথাই বলাচ্চে, বেটারা আসল কথা তো কিছু বুঝতে পারচে না? মনে ক'রচে ঠাট্টাই করছি। এই ভাবে খানিক ঠাট্টাই হ'লে পর, গোয়ালারা সব খুব খুসী হ'য়ে নিমাইকে দুধ, দই, সর, ননী, ঘি এনে দিলে, নিমাইও খুব খুসী হ'য়ে পাড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

নিমাই গোয়ালা পাড়া থেকে বেরিয়ে এসে, এক গন্ধবেনের বাড়ী গিয়ে উঠলো। বেনের পো তো নিমাইকে দেখে ভারি খুসী। খুব আদর সম্মান ক'রে নিমাইয়ের পায়ের গোড়ায় গিয়ে গড় হ'য়ে একটা প্রণাম ক'রলে। নিমাই বেনের ভক্তি দেখে বল্লে, আরে ভাই গন্ধ আছে? ভাল গন্ধ আছে? ভাল গন্ধ থাকে নিয়ে এসো। বেনে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে খুব ভাল গন্ধ নিয়ে এসে নিমাইকে দিলে, নিমাই গন্ধটা শুঁকে বল্লে, আচ্ছা এর কি দাম দেব' বল।

বেনে। তুমি মশায় তো সবই জান? তোমার কাছে দামের কথা বলা কি উচিত হয়? ঠাকুর। আজ গন্ধ পরে বাড়ী যাও, কা'লও যদি ওর গন্ধ থাকে, ধুলেও যদি গন্ধ না ছাড়ে, তবে তোমার মনে যা ভাল হয়, সেই দাম দিও।

এই সব কথা বলে, বেনে নিমাইয়ের সব গায়ে গন্ধ মাখিয়ে দিলে, গন্ধের দামের কথা আর কিছুই বল্লে না। নিমাই কি রকম ক'রে যে সবারই মন ভুলিয়ে দেলে, তা কিছুই বুঝতে পারা যায় না। নিমাইয়ের চেহারা দেখেই সব লোক যেন ভুলে যায়—যেন মুগ্ধ হয়ে পড়ে। সব প্রাণীই নিমাইকে দেখে এই রকম ভুলে যায়।

বেনের কাছে থেকে গন্ধ মেখে এসে, বরাবর এক মালী বাড়ী গিয়ে উঠলো। মালী তো, নিমাইয়ের দেবতার চেয়েও ফিটফিটে চেহারা দেখে একেবারে ভুলে গেল। আদর ক'রে ব'সতে এক-খানা আসন দিয়ে গড় হয়ে নমস্কার করলে। নিমাই তখন মালীকে বল্লে, মালাকর। ভাই খুব ভাল মালা আমায় দাও, কড়ি পাতি যা লাগবে তা ভাই আমার কিছুই নেই, সে কথা আমি আগেই তোমাকে বলছি; তুমি যে, কড়ি দাও, কড়ি দাও, করবে তা হবে না। মালী নিমাইয়ের সিদ্ধ পুরুষের মত চেহারা দেখে আগেই তো ভুলে গিয়াছিল, বল্লে, ঠাকুর। এক গাছ মালাই তো? তাতে আর তোমার কোন দায় নাই, আর তোমাকে কড়ি দিতে হবেনা, তা হ'লে তো হবে? এই বলে মালী নিমাইয়ের গলায় এক গাছা মালা পরিয়ে দিলে। নিমাই আর সব পোড়োরা মালীর কথা শুনে হাসতে লাগল।

মালীবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে, নিমাই এক তামুলীর বাড়ী এ'সে উঠ্‌লো। তামুলী নিমাইয়ের সেই মনভুলান সুন্দর চেহারা দে'খে ভারি খুসী হ'লো। পায়ের ধুলো নিয়ে, বসতে একখানা আসন দিয়ে ব'ল্‌লে আজ আমার বড় ভাগ্য, আমার কোন্ ভাগ্যবলে যে তুমি আমার মত ছারের দুয়োরে এয়েচো তা আমি বল্‌তে পারিনে। এইবলে তামুলী পান সুপুরী নিয়ে এসে নিমাইকে দিলে।

নি। তোমার ঘরের পান, তা না হয় দিলে, কিন্তু সুপুরীর তো কড়ি দিইনি? তবে সুপুরী দিলে কেন?

তা। আমার মনে যা হোলো তাই কর-লাম, কড়ির কথা কি? নিমাই তামুলীর কথা শুনে হাস্‌তে লাগ্‌লো। আর অন্য কোন কথা না বলে মনের আহ্লাদে পান চিবুতে আরম্ভ করলো। নিমাই পান খেয়ে খুব খুসী হয়েছে দেখে, তামুলী শ্রদ্ধা করে আবার পান, চুন, কর্পূর, আরও পানের যে সব মসলা আছে, সে সবও আহ্লাদ করে এনে নিমাইকে দিলে।

নিমাই তামুলীর বাড়ী থেকে এসে, শাঁখারী বাড়ী গেল। শাঁখারী নিমাইকে দেখে খুব ভক্তি করে একটা নমস্কার করলে। পরে নিমাই বল্‌লে খুব ভাল শাঁখা এক জোড়া আনোতো ভাই? তা শাখা নেবার কড়িও তো নেই? নেবই বা কি ক'রে? শাখারী নিমাইয়ের কথা শুনে কোন জবাব করলে না, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে খুব ভাল এক জোড়া শাখা নিয়ে এসে নিমাইয়ের হাতে দিয়ে একটা দণ্ডবৎ করে বল্‌লে, গোসাঞি এই শাখা নিয়ে তুমি বাড়ী যাও, পরে এর কড়ি দিও, আর যদি নাই পাব, তাহলে এতে তোমার কোন দায় নেই। নিমাই শাঁখারীর কথায় খুসী হয়ে তার বাড়ী হতে বেরিয়ে এলো।

এই ভাবে নিমাই সমস্ত লোকের বাড়ী বাড়ী বেড়াতে লাগলো। নবদ্বীপে কত লোক, এক জাত লোকেই লক্ষ লক্ষ রয়েছে। নিমাই মনের আনন্দে এই সব লোকের সঙ্গে হেসে হেসে আলাপ ক'রে বেড়াতে লাগলো। আগে কৃষ্ণ মধুপুরীতে যে ভাবে আনন্দ করে বেড়িয়েছিল, এখন নিমাইও সেই ভাবে নবদ্বীপের মধ্যে মনের আনন্দে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। বেড়াতে বেড়াতে নিমাই এক গণকের বাড়ী গিয়ে উঠলো। গণক নিমাইকে খুব একজন তেজী পুরুষ দেখে খুব ভক্তি করে একটা প্রণাম করলে। নিমাই বল্লে আচ্ছা, তুমি তো সবই জান, আমি আর জন্মে কি ছিলাম, বল দেখি?

গণক নিমাইয়ের কথা শুনে বল্লে, ভাল, আপনি বসুন। এই বলে গোপাল মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলে। মন্ত্র জপতে জপতে দেখে, সুমুখে যেন এক মহাতেজস্বী পুরুষ চারখানা হাত এক হাতে একটা শাক, আর এক হাতে চাকার মত একটা কি চক্র, আর এক হাতে একটা মুগুর (গদা), আর এক হাতে একটা পদ্ম ফুল রয়েছে। বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন, আর গলায় কৌস্তুভ মণি রয়েছে। এই শ্রীবৎস চিহ্ন, আর কৌস্তুভ মণির কথা আগে একদিন বলিছি। তার পর গণক দেখছে যেন একটা জেল খানা, সেই জেল খানায় বসে বাপ আর মা এই মূর্ত্তির স্তব করছে। দেখতে দেখতে ঐ সুন্দর রূপ যেন তাদের ছেলের মত হ'য়ে গেল। তখন বাপে ছেলেটাকে গোকুল বলে একখানা গাঁ আছে, সেই গাঁয়ে রেখে এলো।

তারপর গণক আবার দেখছে, যেন একটা সুন্দর ছেলে, সুন্দর দুখানা হাত, ন্যাংটো হয়ে রয়েছে, কোমরে ঘুঙুর বাঁধা আছে, দুহাতে ননী রয়েছে। তার পর গণক নিজের ইষ্ট মন্ত্র জপ করতেই আবার দেখতে পেলো কেমন আর কৃষ্ণ মূর্ত্তি, মাজাটী বাকিয়ে ঘাড়টী বাকিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে, আর গোপীরা সব চার দিকে ঘিরে কেও মাদল বাজাচ্ছে, কেও বীণা যন্ত্র, নিয়ে গান করছে। তার পর গণক চোক খুলে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে দেখে আবার ধ্যান করতে আরম্ভ করলে। ধ্যান করতে করতে বল্লে, ঠাকুর! এই বামুন কে? আমাকে তা দেখাও। এই কথা বলতেই গণক দেখতে পেলো, যেন নিমাই দুব্বো ঘাসের মত রং, ধনুক ধরে বীরাসনে ব'সে আছে। আবার দেখছে, যেন গ্রাম পালা, ঘর, দুয়োর, পাহাড় পর্ব্বত সব জলে ডুবে গিয়েছে, জল বৈ আর কিছু দেখা যাচ্চে না, সেই জলের মধ্যে খুব বড় একটা শূয়ার পৃথিবীটাকে দাঁত দিয়ে ধরে রয়েছে। আবার দেখছে নিমাই যেন মানুষের মত চেহারা, আর সিংহের মত মুখ হয়ে ভক্তদের ওপোরে খুব দয়া করছে। আবার দেখছে, নিমাই যেন বামনরূপ ধরে বলী রাজার কাছে গিয়ে তিন পা ভুঁই চাচ্চে। আবার দেখছে পৃথিবীটা জলের ভেতর তলিয়ে গিয়েছে। নিমাই যেন মাছের মত হয়ে সেই জলের মধ্যে মনের সুখে খেলা করে বেড়াচ্চে। আবার গণক দেখছে, যেন নিমাই বলবানের মত চেহারা ধরেছে। আর একটা মুগুর ধরে রয়েছে। তার পর আবার দেখছে নিমাই যেন জগন্নাথের মত হয়েছে, মধ্যে সুভদ্রা আর ডান দিকে বলরাম রয়েছে। ধ্যানে এই রকম ঈশ্বর তত্ত্ব দেখেও গণক বুঝতে পারলে না, যে নিমাই কে? এই সব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলো। একবার মনে হ'তে লাগলো, এ বামুন হয় ত খুব মন্ত্র জানে সেই মন্ত্রবলেই আমাকে অনেক রকম দেখালে। আবার মনে হ'তে লাগলো, তা যদি না হয়, তবে হয় তো এ কোন দেবতা আমোদ ক'রে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য ছল করে বামুনরূপ ধরে এসেছে। এ বামুনের শরীরে যে রকম তেজ দেখা যায় এত তেজ কোন মানুষের দেখা যায় না। এ হয়তো আমাকে সর্ব্বজ্ঞ বলে বিদ্রূপ করছে, বোধ হয়। গণক এই সব ভাবছে, এমন সময় নিমাই বল্‌লে আমি কে, আর ধ্যানেই বা কি দেখলে, আমাকে ভেঙে বল না কেন?

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

দুইটি কুলীর মৃত্যু

গত রবিবার দুইটী কুলী চেৎলা পুল হইতে কাজ করিয়া ফিরিবার সময় কালী-ঘাট ব্রিজের নিকট একখানি চলন্ত ট্রেণের ধাক্কায় পড়িয়া সাংঘাতিক জখম হইয়াছে। তাহাদিগকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তথায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

গত ৫ই নভেম্বর রবিবার বেলা ৯টার সময় রাণাঘাট হইতে শান্তিপুরের জন্য যে ট্রেণটী ছাড়ে, তাহাতে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি ২৪।২৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোক ঐ গাড়ীতে শান্তিপুর আসিতেছিল। গাড়ি কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া আসিলে ঐ স্ত্রীলোকটী কৌতূহল-বশে মাঠে কৃষকদিগের কাজ দেখিবার জন্য গাড়ীর দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়ায়। দরজা বাহির পার্শ্ব দিয়া বন্ধ করা থাকে। কিন্তু অর্গল বা চাবি কিছুই দেওয়া ছিল না বলিয়া জানিতে পারে নাই। দরজায় চাপ পড়িবা মাত্র হঠাৎ দরজা খুলিয়া গিয়া হতভাগিনী গাড়ী হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। মাঠের কৃষকগণ দেখিতে পাইয়া গাড়ীর ড্রাইভারকে সঙ্কেত করে, তখন গাড়ী অনেক দূর চলিয়া গেলেও গার্ড সাহেবের নজরে পড়ায় গাড়ী আবার ফিরাইয়া আনা হয়। স্ত্রীলোকটি লাইনে পড়িয়া রক্তাক্ত অবস্থায় আছে দেখিয়া সত্বর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া গিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে, এখনও জীবিত আছে বলিয়া প্রকাশ।

বিমান সংঘর্ষে দুইটী মৃত্যু

প্রেসকট হইতে ৫ই নভেম্বরের এক সংবাদে জানা গিয়াছে, "ইয়াঙ্কি ডুডল" নামক বিমান এখানকার নিকটবর্ত্তী স্থানে সংঘর্ষ লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফলে ক্যাপ্টেন কলিয়ার ও হ্যারিটাকার নামক ২ জন আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে। ঐ বিমান না থামিয়া আমেরিকার পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উড়িবার গতি-বেগে প্রথম স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অল্প দিন বিমান নিউইয়র্ক হইতে লস এঞ্জেলসের খনিসমূহ পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছিল।

ভগবানের মার

৩রা নভেম্বর অপরাহ্ণ অনুমান ৪॥০টার সময় ময়মনসিংহের জনৈক মাড়োয়ারীর পাটের গুদামে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৮০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আগুন নিবাইবার জন্য প্রায় ২ হাজার লোকের চেষ্টা সত্বেও আগুন বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকজন এবং অন্যান্য গুদামের মালিকগণ ভীত হইয়া ২শত রিজার্ভ পুলিস আহ্বান করে। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় ও গুদামটি একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে আগুন লাগিবার কারণ জানা যায় নাই।

বাতরোগের নির্ব্বাসন

বাতরোগ নিবারণের জন্য একটি চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য বৃটিশ রেড্ ক্রশ সোসাইটী ৪০ হাজার পাউণ্ড সাহায্য প্রার্থনা করেন। সার স্কট্টো বৈট ১০ হাজার পাউণ্ড তজ্জন্য দান করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আবার ৩,৪৭৪ পাউণ্ড দান করিয়া রেড ক্রশ সোসাইটীর যাহা অভাব ছিল, তাহা পূরণ করিলেন। আগামী বৎসর হইতে এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বৃটিশ রেড ক্রশ সোসাইটী বাতরোগ চিকিৎসার একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনেরও উদ্যোগ করিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এ জন্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে।

পীযূষকান্তির লোকান্তর

পত্রান্তরে দেখিলাম, স্বর্গীয় শিশির ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র পীযূষকান্তি ঘোষ ৫৪ বৎসর বয়সে গত সোমবার রাত্রি ১১॥০ ঘটিকার সময় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত "অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকতায় কিয়ৎকাল নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর নানাভাবে সংবাদপত্রের সেবা করিয়াছিলেন। ইনি '*Indian Spiritualist*' পত্রও যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিয়া যান। বঙ্গদেশে 'হিন্দুসভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেশে ও বিদেশে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

যাত্রিবেশী ডাকাত
১৪ হাজার ডলার লুষ্ঠিত

এক দল জলদস্যু চায়না ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর হাংকৌ হইতে সাংহাই পথে "শাসী" নামক জাহাজে যাত্রিবেশে উঠিয়াছিল। উহারা বন্দুকের ভয় দেখাইয়া জাহাজের নিম্নতলস্থ যাত্রীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। জাহাজের কাপ্তেন, পরিচালক ও কোয়াটার মাষ্টারকে লক্ষ্য করে এবং কাপ্তেন, তাঁহার স্ত্রী এবং ২টি শিশুসন্তানকে ঘরের ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখে। উহাদের গুলীতে মিঃ হেনডিস নামক এক জন যাত্রী নিহত হইয়াছে। দস্যুরা প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন হইতে ১৫ হাজার ডলার লুণ্ঠন করিয়া মোটরলঞ্চের সাহায্যে চম্পট দিয়াছে।

বালক বালিকা বিক্রয়

'পাইওনীয়ার' পত্রে যুক্তপ্রদেশের ক্রীতদাস ব্যবসায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদয় উত্তর ভারতে ঐ ব্যবসায় চলিতেছে। যুক্ত প্রদেশের পুলিস অপরাধিগণকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। অপরাধিগণ একটি সাঙ্কেতিক ভাষা প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা তাহারা অপহৃত ব্যক্তির গুণ ও মূল্য প্রকাশ করে। তাহারা বিশেষ ভাবে নেপালী বালিকা ধৃত করিবার চেষ্টা করে। ঐ সকল দুর্বৃত্ত দল প্রধানতঃ মীর্জ্জাপুর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী ও পেশওয়ারে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। পুলিস কয়েক জন দুর্ব্বৃত্তকে ধৃত ও বহুসংখ্যক বালিকার উদ্ধারসাধন করিয়াছে।

সেসনে সোপর্দ্দ হইবার আগ্রহ

সেসন জজ হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে নারী হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত নবি শেখকে সেসনে সোপর্দ্দের নির্দ্দেশদানে অসম্মত হওয়ায় সেশন জজের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে নবি শেখের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আবেদন করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ করের পত্নীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবার অভিযোগে আসামী অভিযুক্ত হয়। স্ত্রীলোকটির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে আসামী তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে। আসামী আবেদন করে যে তাহাকে সেশনে সোপর্দ্দ করা হউক, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ও সেসন জজ তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন।

হাইকোর্ট রুল জারী করেন।

চোরের সর্ব্বনাশ

চোরের এক নূতন ভয়ের ব্যাপার উদ্ভাবিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ক্রমে চোরের জীবিকা বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে। অবশ্য বড় রকমের চুরি আর চলিবে না বলিয়া মনে হইতেছে।

দোকান প্রভৃতি কারবারের স্থানে চোর ধরিবার যে সকল ফাঁদ আজকাল পাতা হইতেছে, ভুয়োদর্শন দ্বারা চোর তাহা হইতে সতর্ক থাকিবার কৌশল শিখিয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি এক অদৃশ্য আলোক কিরণ-সাহায্যে সমস্তই দেখা যায়, অথচ চোর তাহা জানিতে পারে না। এই সংবাদ প্রকাশে চোরের দলে বিষম ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। এই নূতন যন্ত্র সকল বড় বড় দোকানে রক্ষিত হইবে। যন্ত্রটী একটী লুক্কায়িত দীপাধারে রক্ষিত হইলে উহার অদৃশ্য আলোক ঘরের বিপরীত দিকে রক্ষিত একটী যন্ত্রে পতিত হইলেই উহা চলিতে থাকিবে এবং সতর্কতাসূচক শব্দ হইতে থাকিবে।

চোর গৃহে প্রবেশ করিলে যদি ঐ যন্ত্র থাকে, তাহা হইলে যেমন সে উল্লিখিত অদৃশ্য আলোকের মধ্য দিয়া যাইবে, অমনি সেই সতর্কতাসূচক শব্দ হইতে থাকিবে। আবার যন্ত্রটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে, যদি চোরের হাতের দীপশিখার আলোক উহাতে পড়ে, অমনি ঘরের সমস্ত বিজলী আলোগুলি জ্বলিয়া উঠে।

লণ্ডনে এই যন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া পুলিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ও অন্যান্য দক্ষ লোক উহার কার্য্য দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

ধিগর্থাঃ দুঃখ সঞ্চয়ম্

কুসীদজীবী শেখ আবদুল গফুরকে হত্যা করিবার অভিযোগে সেখ ইসমাইল ও অপর দুই জন লোক মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১০টার সময় নিহত ব্যক্তি তিনজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী কোনও নিমন্ত্রণ বাটী হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহারা উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী মাঠে উপনীত হইলে ১০।১২ জন লোক ছোরা কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ধান্যক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া ঐ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। ভৃত্য তিনটী চীৎকার করিয়া ভয়ে পলায়ন করিয়া গ্রামবাসিগণকে ঐ ঘটনার সংবাদ দেয়। নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা অপর কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতার মৃতদেহ দর্শন করে। তাহার শরীরে বহু স্থানে—বিশেষতঃ মস্তকে বহু সংখ্যক ক্ষতচিহ্ন ছিল। পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া শব-পরীক্ষার জন্য দেহটী হাসপাতালে প্রেরণ করে এবং তদন্ত করিয়া ৩জন আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। ফরিয়াদী পক্ষ প্রকাশ করেন যে, নিহত ব্যক্তি সুদখোর মহাজন ছিলেন। টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাকে গ্রামের অনেকের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করিতে হইত। গ্রামবাসিগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না।

কথনশীল বায়োস্কোপ

কলিকাতার মিঃ বি, ম্যাডান আমেরিকা হইতে লণ্ডনে আসিয়াছেন। তিনি আমেরিকা হইতে চলন্ত বাক্‌পটু চলচ্চিত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে তিনি ঐরূপ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে কার্ত্তিক, শুক্রবার—১৩৩৫।

পাগল

আমরা যখন দেখি যে, যাহার সহিত আলাপ করিতেছি, সে যখন আমার ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, আমার মতে মত না দেয়, আমার প্রশংসা দ্বারা জগৎ মুখরিত না করে, আমার ব্যবহারগুলি সে অনুসরণদ্বারা নিজস্ব করিয়া না লয়, তখন তাহাকে পাগল, উন্মত্ত, বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া মুখভঙ্গি করি। কিন্তু ভগবানের সৃষ্টির এমন বৈচিত্র্য যে, জগতের চেতন বা অচেতন যাবতীয় পদার্থের প্রত্যেকটী বৈলক্ষণ্য দ্বারা অপর হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। অতএব জগতের বস্তুমাত্র কি গঠনে, কি মনোবৃত্তি-বিষয়ে প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। আমি বিষয়ী, অন্যের বিষয়-বুদ্ধিকে পাগলামি বলিতেছি, আমি উকিল, ব্যারিষ্টার, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, আমার সমকর্ম্মিগণের পার্থক্যহেতু তাহাকে পাগল বলিতেছি। আবার সেও আমাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া বসিয়াছে। আমি যেটাকে ধর্ম্ম বলিয়া ঠাওরাইয়া তাহারই যাজনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি, অন্যে তাহাকে পাগলামি বলিতেছে। এক শিক্ষক অন্য শিক্ষককে মতের অনৈক্যহেতু পাগল না বলিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এক ব্রহ্মচারী অন্য ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুককে পাগল ঠাওরাইয়াছে। বাঙ্গলা দেশবাসী, হিন্দুস্থানীকে, হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবীকে, পাঞ্জাবী মারাঠীকে মারাঠী, দ্রাবিড়ীকে দ্রাবিড়ী বাঙ্গালীকে পাগল ব্যতীত আর কিছু মনে করে না। শুধু ভারতে কেন, আমেরিকাবাসী ইংরেজকে ইংরেজ, ফরাসীকে, ফরাসী গ্রীক্‌কে, গ্রীক্ তুরস্ককে, তুরস্ক মিশরবাসীকে এই প্রকারে নানা ভাবে পাগল প্রতিপাদন করিয়া দৈনিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈকালিক ইত্যাদি পত্রিকার পূর্ণতা সাধন করিতেছে। মোটের উপর দেখিতে গেলে, আমরা আপনা ব্যতীত সকলকেই পাগল স্থির করিয়া রাখিয়াছি। অসমশীলেরা ত নিত্যই পাগল; সমশীলদিগেরও নানা বিষয়ে—যেখানে আমার সহিত গরমিল,—সেই খানেই মাথার দোষ মনে করিতেছি।

এই যে পাগলের পৃথিবীতে, যেখানে মানবজাতি আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পাগল বই আর কিছু বলিতে পারিতেছি না, প্রত্যেকের বেশ, ভূষা, আচার ব্যবহার, চাল, চলন, নাচ, গান প্রভৃতি সাংসারিক প্রতি পদক্ষেপে পাগলামির ছিট দেখিতেছি, ইহার উদ্ভব কি প্রকারে এই বিষয় বুদ্ধিমান্, বিদ্বান, প্রকৃতিস্থ মানব আমি দেখিয়া কোন প্রকার পাইয়াছি কি? সত্যই কি জগৎ শুদ্ধ সর্ব্বস্থানের মানুষগুলি পাগল হইয়া গিয়াছে এবং ভগবান্ কেবল আমাকেই প্রকৃতিস্থ রাখিয়াছেন? বিজ্ঞানবিদ্‌গণ প্রত্যহ বিজ্ঞান-পরীক্ষালয়ে কত নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেছেন, প্রকৃতির প্রত্যেক মৌলিক বা মিশ্র শক্তিগুলি দ্বারা আপনাদিগের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগ পরাকাষ্ঠা উৎপাদন করিয়া লইতেছেন। কিন্তু কৈ এই পাগলহাটের ক্রেতা বিক্রেতার মাথায় মধ্যম-নারায়ণাদি প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা ত' করেন নাই? তাহা ত হইবারই কথা? যেখানে সকলেই রোগাক্রান্ত, সেখানে কে কাহাকে ঔষধ দেয় বা তাহার ঔষধ অন্যের কার্য্যকর হইবে কেন? ডাক্তার অর্থাৎ শারীরতত্ত্বে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ত' রোগী অর্থাৎ দেহনীতিতে অজ্ঞান-জনিত ব্যবহারের ফলস্বরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত-ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। সকলেই যদি রোগী হয়, তবে এক রোগী অন্য রোগীকে পরামর্শ দিলে তাহা কার্য্যকর হইবে কেন?

আমরা চক্ষু কর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা প্রাকৃত বিষয়ের ভোগ করিয়া থাকি, অতএব তাহারা যে অনুভূতি গুলি মনোমধ্যে প্রতিফলিত করে, তাহাই আমাদের ক্ষুধার সৃষ্টি করে। প্রত্যেকেরই ইন্দ্রিয়ের গঠনে পার্থক্য থাকায়, অনুভূতিগুলিও বিভিন্ন হয়। তদনুসারে প্রত্যেকেই অপরকে পাগল আখ্যা দিয়া থাকি। জড়াত্মবুদ্ধি হইতে এই যে পরাঙ্মুখিনী অভিজ্ঞতা ইহাই ত আমাদের এই প্রকার মস্তিষ্ক বিকারের জনক, বই আর কিছুই নহে? মায়িক পদার্থগুলিতে আমাদের মনের খেয়ালের অনুকূল প্রতিকূল হইতেই ভালমন্দ বিচার আসিয়া থাকে এবং তথাকথিত ভালমন্দের গ্রহণ ও পরিবর্জ্জন করিয়া অন্যকে তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিলেই আমরা পাগল বলিয়া ধারণা করি। সর্ব্বশুদ্ধ এইটুকু বলা যায় যে, জড়াভিনিবেশই আমাদের এইরূপ যাবতীয় বিচারের হেতু। সাধু ও শাস্ত্র বলেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

এই মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণই ত আমাদের সকলকে একসূত্রে বন্ধন করিতে পারিবে। তখন আমরা কেহই আর অপরের ব্যবহার আমার অনুকূল প্রতিকূল বিচার না করিয়া সর্ব্বত্রই ঐকতান দেখিতে পাইব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর গণমধ্যে দৃষ্টি করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, তাঁহাদের কি আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য? কৈ দৈনিক ব্যবহারসমূহে, চাল চলনে, চিন্তার ধারায়, সর্ব্ববিষয়েই বিন্দু মাত্র অনৈক্য দেখা যায় নাই ত? তাহা ত হইবারই কথা। নিত্য সত্যবস্তুর গণমধ্যে কোনপ্রকার আবিলতার স্পর্শ না থাকায় ঐ প্রকার সাম্য অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারাও বিভু বস্তু, কিন্তু তদীয় শরণাগত জীব জগতেও তথাবিধ সাম্য, মৈত্রী বিশেষভাবে বিরাজমান, ইহা প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পরাক্ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের ব্যবহারগুলি তাঁহাদিগে আরোপ করিবার আসুরিকী দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিতে পারি, কিন্তু যখনই বাস্তব বস্তুর স্বপ্রকাশ ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইব, তখনই সর্ব্ববিধ বৈষম্য দূরীভূত হইয়া একটী বিচিত্র ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিবে।

এখন আমাদের দেখিতে হইবে—কি প্রকারে আমরা এই মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইব। বেদ ও উপনিষদাদি শাস্ত্রের যাঁহারা বিশিষ্ট বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই মহাজনগণ বলেন—মন্ত্রই একমাত্র মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিবার উপায়। 'মননাৎ ত্রায়তে যোহসৌ মন্ত্রঃ'। যে বিষ্ণু হইতে অসংখ্য জগতের উৎপত্তি, পালন, বিনাশ হইতেছে যে বিষ্ণু অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই আমাদিগকে মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ করিয়া যখন স্বপ্রকাশ আত্মবলে প্রতিষ্ঠিত করিবেন তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বিষ্ণুবস্তুরই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করত একটী মনোহর ঐক্য দেখিতে পাইব।

এই মনোধর্ম্ম হইতে রক্ষিত হইয়া যদি আমাদের প্রকৃতই নিষ্কপট ভাবে ঐক্য দেখিবার বাসনা থাকে, তবে আমাদের ঐ মন্ত্ররাজের কৃপা যাচ্ঞা ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু উহা ত আমাদের মায়িক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু নহে যে, আমরা চক্ষুর্দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ বা গাত্র দ্বারা স্পর্শ করিয়া সেই মন্ত্ররাজের কৃপা লাভে সমর্থ হইবে? উহা স্বয়ং চিদ্বস্তু, নিত্যানন্দপ্রকাশ, চিদিন্দ্রিয় গ্রাহ্য। অতএব আমাদের চিদিন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলির—যাহা বর্ত্তমানে জড়াভিনিবেশ হেতু সুপ্তরূপে অবস্থান করিতেছে তাহার বিকাশ সাধন করিতে পারিলেই তদ্দ্বারা ঐ বস্তুর সন্ধান করিতে পারিব, তখন সর্ব্বস্থানেই ঐক্য দর্শন ঘটিবে।

ঐ চিদিন্দ্রিয়ের বিকাশ সাধন ক্ষুদ্রশক্তি জীব আমাদের সাধ্যাতীত, এই কারণে ভগবান্ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার নিজজনকে সাধুরূপে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন? তাঁহার জ্ঞানাঞ্জন শলাকাই আমাদের চিচ্চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি উন্মোচন করিতে পারিবে এবং তখন আমরা অন্যান্য চিদিন্দ্রিয় যোগে সেই মন্ত্রমূর্ত্তির কৃপা লাভ করিয়া এই পাগল ভরা জগৎ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারিব। অতএব—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত
জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং
ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

(ভাঃ ১১।৩।২১

ছোট হরিদাসের দণ্ডরূপ শিক্ষা

একদিন শ্রীভগবান আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিবিধ ব্যঞ্জনের সহিত গৃহে অন্ন প্রস্তুত করাইয়া পরমানন্দের সহিত প্রভুকে ভোজন করাইবেন। সেই নিমিত্ত আচার্য্য শিখি মাহিতির ভগ্নী মাধবীর নিকট হইতে "শুক্লা" নামক শালি ধানের চাউল মাগিয়া আনিবার জন্য ছোট হরিদাসকে পাঠাইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় মাধবীদেবীর পরিচয় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সমগ্র প্রভু ভক্তগণের মধ্যে কেবল সাড়েতিন জন উন্নতোজ্জ্বল রসের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া স্বয়ং মহাপ্রভু ব্যক্ত করিয়াছেন—স্বরূপ গোসাঞি ১, রায় রামানন্দ ২, শিখি মাহিতি ৩, মাধবী অর্দ্ধ এই সাড়ে তিন জন পাত্র জগতের মধ্যে,

"রাগ-লেখা-কলা কেল্যো রাধা-দাস্যো
পুরা স্থিতে।
তে ক্রমে শিখি মাহাতী তৎস্বসা মাধবী
ক্রমাৎ"॥

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৮৯)

বয়সে প্রাচীনা, ভক্তিতে অতুল্য, শ্রীমতী রাধিকার গণ ও সেবিকা—এমন যে মাধবী দেবী, তাঁহার নিকট হইতে ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবা-সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ আচার্য্যের ন্যায় প্রভুর সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত সুপণ্ডিত পরম বৈষ্ণবের আদেশে তণ্ডুল মাগিয়া আনিলেন। এই কথাগুলি যদি আমরা একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রণিধান না করি; তাহা হইলে ভক্তি তত্ত্ব সিদ্ধান্ত বিরোধ উপস্থিত হইয়া ছোট হরিদাসকে

প্রাকৃত বৈষ্ণব মান করায় তাঁহার চরণে অপরাধ করিবার অবকাশ হইবে।

অতএব বিশেষ দীনতার সহিত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদের শ্রীচরণানুগত্য আমরা এসকল কথা শ্রবণ করিব, তবেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥"
স্নেহে রান্ধি প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ, আদাচাকি, ক্ষেত্রুয়লবণ ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শালের দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥"

মহাপ্রভু অন্তর্য্যামিরূপে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, তবু আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এত সুন্দর অন্ন হইতে পারে এমন তণ্ডুল তুমি কোথায় পাইয়াছ? আচার্য্য বলেন, মাধবী দেবীর নিকট হইতে মাগিয়া আনিয়াছি। 'প্রভু কহে কোন যাচি মাগিয়া আনিল?' অকপট সরল ভক্ত ভগবান আচার্য্য কোন প্রকার দ্বিধা-বোধ না করিয়া (আমরা হইলে মহাপ্রভুকে ফাঁক দিতেই চেষ্টা করিতাম, কারণ মহাপ্রভু যখন স্বয়ং ভগবান নহেন, অন্তর্য্যামী নহেন, বলিয়া বুদ্ধিটা পাকা করিয়াছি) ছোট হরিদাসের কথা বলিয়া ফেলিলেন। প্রভু আচার্য্যকে কিছু না বলিয়া অন্নের প্রশংসা করিতে করিতে ভোজন সমাপনের পর নিজ গৃহে আসিয়া সেবক গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—"হরিদাস যেন আমার নিকট আসে না।" মহাপ্রভু কেন এরূপ নিদারুণ আজ্ঞা করিলেন তাহার কারণ কেহই অবগত নহেন। এখন হরিদাসের কথা বুঝিতেই পারা যায়, তিনি কত বড় দুঃখী হইলেন, কারণ যাঁহার দর্শন ও সেবা সুখের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে শরণাগত, আর সেই প্রাণ-প্রিয়তম আরাধ্য প্রভুই যদি বলেন—"আমার নিকট আসিতে পারিবে না" তবে আর উপায় কি? হরিদাস এখন নিজে নিরাশ্রয় মনে করিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছেন। এ বিচ্ছেদ যেন তাঁহার সহ্য হইতেছে না, দিন যাবৎ উপবাস। শুধু হরিদাস নিজেই দুঃখিত তাহা নহে। তাঁহার দুঃখে সকল ভক্তগণ দুঃখিত হইয়া স্বরূপাদি সকলে প্রভুর নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কোন্ অপরাধ প্রভু কৈলা হরিদাস? কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস?' এত বলি হরিদাসকে দণ্ডরূপ শিক্ষাচ্ছলে সর্ব্বজীব-শিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আবার শিক্ষার জন্য (অর্থাৎ মহাপ্রভু এক এক লোক ভক্ত দ্বারা এক এক প্রকারে জীবশিক্ষা দিয়া জগন্মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, এইটাই মহাপ্রভুর প্রচারের বৈশিষ্ট্য) স্বয়ং শ্রীমুখে কি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই আমরাও শ্রবণ করিয়া সাবধান হই। স্ব স্ব অধিকার বিচারে আমরা যত বেশী পরিমাণ কাল ছোট হরিদাসের দণ্ডরূপ শিক্ষার কথাগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইবার অবসর দিব ততই আত্মমঙ্গল লাভ করিয়া মহাপ্রভুর কৃপাসান্নিধ্য লাভ করিব। পতনের আর কোন ভয় থাকিবে না।

জাগতিক সমগ্র বস্তুর উপর লিপ্সা পরিত্যাগে ক্ষম হইলেও এমন কি যোগের দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভোন্মুখ ব্যক্তির শুষ্ক বৃক্ষের ছালের ন্যায় হইয়া গেলেও পুরুষাভিমানীর নারী সম্মিলনে, অগ্নি ও ঘৃতের সম্মিলন প্রক্রিয়ার পরিণামের ন্যায় পতন অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ দেহধারিমাত্রেই দেহ থাকা কাল পর্য্যন্ত পুরুষ দেহধারী পুরুষ অভিমান স্ত্রীদেহধারী স্ত্রী অভিমান করিবেন, ইহা প্রাকৃতিক স্বভাব জাত দেহের স্বধর্ম্ম যাঁহারা বলেন—"আমি দেহধারী হইলেও দেহ স্মৃতি আমার নাই, সুতরাং প্রকৃতি সম্ভাষণে আমাতে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না।" ইহা বাজে কথা। এসকল কথার দাম কপর্দ্দক ও নহে। তাহা হইলে মহাপ্রভুর কথা বাদ দিয়া তথাকথিত দেহমনোধর্ম্মীদের কথা শুনিয়া সকলে ফল-ভোগার্থে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইন। স্বয়ং মহাপ্রভুই যে প্রকৃতি সম্ভাষণ কার্য্যকে বিশেষ ভাবে গর্হণ করিয়াছেন যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীবকুলের স্বামী। আর সামান্য জীব হইয়া যদি স্পর্দ্ধা করিয়া নারী-সম্মিলনের উৎসাহ দেখায়, তাহা কোন আত্ম-মঙ্গলকামী ব্যক্তির অনুমোদন করা উচিত নহে।

প্রকৃতি সম্ভাষণে যে ভীষণ পরিণাম উপস্থিত হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরাণাদিতেও দৃষ্ট হয়, আর আলোচ্য সময়েত অভাবই নাই। যাঁহারা বৈধ হউক কি অবৈধ হউক নারী পুরুষ অবাধগতিতে মিলন প্রয়াসী, তাঁহারা কখনই আত্মমঙ্গলেচ্ছু নহেন, সুতরাং তাঁহাদের কোন কথায় কোন মতে আত্মপরমঙ্গলেচ্ছু সজ্জন-মণ্ডলী তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। অবশ্য তথাকথিত, নীতি-উচ্ছেদ-কারীদের লোকসংখ্যা বহুগুণে বেশী থাকিলেও আর সজ্জনমণ্ডলী সংখ্যায় অল্প থাকিলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মের শিক্ষা বিস্তার করিবেনই করিবেন। তাহার প্রতিকূলে জগতের কোটী কোটী জীবের অবৈধ আস্ফালনেও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিবেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। "প্রভু-কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন"। বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রী পরিবারের সহিত থাকিবেন (বলা বাহুল্য স্ত্রী পরিবারের সহিত থাকিবেন বলিয়া প্রশ্রয় পাইয়া বৈধ অবৈধ পত্নী, উপপত্নী, দাসী, উপদাসী সংগ্রহ করিয়া, কেহ রন্ধন করিবে, কেহ ফুলের মালা গাঁথিবে, কেহ ঠাকুর সেবার আয়োজন করিবে, কেহ পান তামাক সাজাইবে, কেহ অঙ্গ সেবা করিবে, কেহ বাসন মাজিবে, কেহ উঠান বাড়ী ঝাড়ু দিবে, কেহ দুয়ারে পাহারা দিয়া ঠাকুরের ভেট নামক শুল্ক আদায়ের সহায়তা করিবে, কেহ বা বাজার করিবে প্রভৃতি ভোগের আড্ডার পাকা বন্দোবস্ত করা গৃহস্থের গৃহস্থালী নহে।) নতুবা স্ত্রী সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন। (বৈরাগী পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বৈরাগিণী মনে করিয়া নিজে ভেক লইয়া বৈরাগী হইয়া স্ত্রীকেও ভেক দেওয়াইয়া বৈরাগিণী সাজাইয়া একত্র অবস্থান কোন শুদ্ধ-ভক্ত কখনও করেন নাই। করিলে তিনি বান্তাশী—বান্ত অর্থাৎ বমন করা, আশী যে অশন করে, অর্থাৎ ভোজন করে, বান্তাশী অর্থে বমনভোজনকারী "কুকুর"। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকেনা। পাপবাসনা না থাকিলেও অথবা কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিলেও সেইরূপ কার্য্য বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি (মহাপ্রভু) দেখিতে পারিনা। 'সরলতা'—বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ, এবং 'কপটতা'—ভক্তি বিরোধী উপশাখা বিশেষ। কৃষ্ণাসক্তি ক্রমে কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্ত কড়ভোগময় দর্শনোত্থবিষয় সমূহ ত্যাগ করেন, কিন্তু লোকদৃষ্টিতে তাঁহার সেইরূপ অনাসক্তি প্রতিপন্ন হইয়া কপটতা প্রকাশ পাইলে, লোকে তাঁহার ব্যবহারে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেনা।

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপিমন ॥" দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন— কাষ্ঠ নির্ম্মিতা নারী ও মুনির মন হরণ করিতে পারে, অতএব বৈরাগী ব্যক্তি নারীর সম্বন্ধ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এইপঞ্চ বিষয় গ্রহণই চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌রূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বভাব। বদ্ধ জীবগণের কেহ কেহ আপনাকে ইন্দ্রিয় দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বহির্ম্মুখতাক্রমে তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়গুলি দুর্দ্দমনীয়। ভোগময় দর্শনে বিষয়ের উপস্থিতিহেতু প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারীমূর্ত্তি দর্শনে ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়।

(*শ্রীমদ্ভাগবতে ৯স্ক, ১৯অ, ১৫ শ্লোক ও মনু সংহিতায় ২।২১৫)

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

"মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবেনা; কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে। মহারাজ যযাতি কামপরবশ ও স্ত্রীজিত হইয়া গ্রাম্য বিষয় সমূহ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিয়া, অবশেষে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পত্নী দেবযানীকে নিজের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণন পূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করিয়া ইহাই বলিয়াছেন—মাত্রা (জননী) স্বস্রা (ভগিন্যা) দুহিত্রা (কন্যয়া অপি) অবিবিক্তাসনঃ (অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ) ন; বসেৎ (ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম, যতঃ) বলবান্ (প্রচুর-বলবিশিষ্টঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) বিদ্বাংসম (বহ্বাম্নাক্তবিৎপুরুষম) অপি কর্ষতি (আকর্ষতি, বন্ধায় নিয়োজয়তি)।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়' তুষ্টিবিধান ছাড়িলেই অনধিকারী বৈরাগিব্রুবের পুরুষাভিমানে প্রকৃতি ভোগ এবং বাহ্য বেষাশ্রয়ে কৃত্রিম অস্থির বৈরাগ্য হেতু জিহ্বোদরোপস্থ লাম্পট্য—উপস্থিত। "ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥"

(ক্রমশঃ)

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

গণক এখন আপনি বাড়ী যান, আমি বেশ মন লাগিয়ে মন্ত্র জপ করি, বিকালে আপনাকে সব কথা বলবো

ভাল! ভাব। তাই হবে আমি বিকালে আসবো বলে নিমাই হাসতে হাসতে গণকের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

নিমাই সকলের সঙ্গেই আমোদ তামাসা ক'রে কথা বলতো। শ্রীধর বলে একজন লোক ছিল, তার সঙ্গেই খুব বেশী। শ্রীধরের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসাটাও বেশ চোলতো। সকলের চেয়ে শ্রীধরকে ভালও বাসতো বেশী। গণকের কাছে থেকে বেরিয়ে এসে নিমাই বরাবর শ্রীধরের বাড়ী গেল। শ্রীধর নিমাইকে দেখে একটা নমস্কার করে, বসবার জন্ত একখানা আসন এনে দিল। শ্রীধর সাদা সিধে লোক কোন ছল চাতুরী জানে না, ব্যবসাও সোজা সুজী করে। নিমাই সেরূপ নয় যেন দুরন্ত গোচের।

নিমাই শ্রীধরকে বল্লে আচ্ছা শ্রীধর। তুমি তো সব সময়ই হরি হরি বল, তবে তোমার দুঃখ কেন? লক্ষ্মীকান্তের সেবা করেও তুমি ভাত কাপড়ের কষ্ট পাও কেন বল দেখি শুনি।

শ্রীধর। উপবাস তো করিনে? ছোট হোক, বড় হোক কাপড় একখানা পরি।

নি। হাঁ হাঁ দশ জায়গায় দশটা গিট দিয়া। আর ঘরের কি বল? চালে তো দেখছি খড় নেই। আর এই দেখ নগরের লোক সব চণ্ডী, বিষহরিকে পূজা ক'রে, ঘরে সুখে খায় পরে কেন?

শ্রী। ঠাকুর। বেশ বলচো। রাজারা রতন দিয়ে মোড়ান ঘরে থাকে, তারা যে সব জিনিষ খায়, তাই বাজারাও খায়। আবার দেখ পাখীগুলো বনে জঙ্গলে পোকাটা মাকড়টা ধরে খায়, গাছের ওপোরে থাকে, সব্বারই দিন একভাবে কেটে যায়। আপন ইচ্ছাতেই নিজের ফল ভোগ করে দিন কারো বেধে থাকে না।

নি। আচ্ছা তা যাক। তোমার অনেক টাকা আছে, তুমি সেই টাকা লুকিয়ে রেখে যাও। কতক দিন পরে আমি তা সব্বাইকে বলে দেবো, তা হ'লে তুমি কেমন করে লোক জনকে তাড়াবে তা দেখবো।

শ্রী। দেখ পণ্ডিত। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই—আমি ঝগড়া করতে চাইনে তুমি বাড়ী যাও, মিছে ঝগড়া কর কেন?

নি। আমি কি তোমাকে অমনি ছাড়বো? আমাকে এখন কি দেবা তাই বল, নইলে তোমাকে ছাড়বো না।

শ্রী। দেখ গোসাঞী আমি খোলা বেচে খাই, এতে তোমাকে কি দেব, তা তুমিই বল।

নি। তোমার পোঁতা ধন আছে, তা থাক, তা পাছে পাব, এখন তুমি আমাকে বিনা কড়িতে কলা, মূল, থোড় দাও। তা দিলে, আমি আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো না।

নিমাইয়ের কথা শুনে শ্রীধর মনে মনে ভাবতে লাগলো, এ বামুন যেমন দুরন্ত, তাতে ওকে কিছু না দিলে, পাছে কিলিয়ে দেয়, তা হলেই তো গিইচি। আর মারলেই বা আমি বামুনের কি করতে পারি? আমার অবস্থা যেমন মন্দ তাতে যদিও বিনা কড়িতে দিতে পারিনে, তবুও ছলে বলে তো নেয়—কিছুতেই ছাড়ে না! নেয় সেটা আমার ভাগ্য বটে। বামুন তো! যা হোক রোজ রোজ দেবো, তার আর করা যায় কি?

এই সব ভেবে শ্রীধর বল্লে, দেখ গোসাঞী! কড়ি পাতির তোমার কোন দায় নাই—তোমাকে দিতে হবে না, আমি তোমাকে থোড়, কলা, মূল, খোলা রোজ দেবো, এই মনে করিছি, তুমি আমার সঙ্গে আর কখন ঝগড়া করো না।

নি। ভাল। তোমার সঙ্গে আর আমার কোন ঝগড়া নেই, তবে থোড়, কলা, মূল, যা দেবে, যেন ভাল পাই। আচ্ছা শ্রীধর। তুমি আমাকে কি ভাব, তা বল, আমি শুনে বাড়ী যাই।

শ্রী। তুমি বামুন বিষ্ণুর অংশ। আবার কি?

নি। না, না, তুমি জান না, আমি গোয়ালার বংশ। তুমি আমাকে বামুনের ছেলে দেখ, তা নয়, আমি আমাকে গোয়ালা বলে জানি।

নিমাইয়ের কথা শুনে শ্রীধর হাসে, ভাবে এখনও তো বেশী বয়স হয়নি, তাই যা তা বলে। নিমাই যে তার ইষ্ট দেবতা, যোগমায়ার বলে তা আদৌ বুঝতে পারেন না। শ্রীধর নিমাইকে জানাতে পারিনি বলে, নিমাই বল্লে, শ্রীধর। তোকে আমার কথা বলি শোন তোর এই গঙ্গার মাহাত্ম্য সে সব আমা হতেই হয়েছে।

শ্রী। দেখ নিমাই পণ্ডিত। গঙ্গা বলেও কি তোমার কোন ভয় হয় না? বয়স বাড়লে লোকের বুদ্ধিটা একটু স্থির হয়, তোমার তো তা নয়? তোমার বয়সও যত বাড়ছে চেলকোমী বুদ্ধিও তত বেশী হচ্চে।

এই ভাবে শ্রীধরের সঙ্গে খানিক রং করে, নিমাই বাড়ীতে এলো। যে পোড়োরা নিমাইয়ের সঙ্গে গিইছিল, তারা সব আপন আপন বাড়ী চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে মহামহোৎসব

শ্রীমদ্মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পক্ষিকুণ্ডের (ব্রহ্মকুণ্ড) তটবর্ত্তী শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে আগামী সূর্য্য-গ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীবৃন্দাবন হইতে সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে সুদীর্ঘ কৃষ্ণবিরহ-সন্তপ্ত ব্রজবাসিগণের দ্বারকা হইতে সমাগত রথারূঢ় রাজবেশ দ্বারকেশ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরানন্দময় শুভমিলন মহোৎসব সংঘটন হইবে।

মঠসেবক ও মঠের যাত্রিগণের সুবিধার্থ বহু পটমণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। নলকূপ প্রতিষ্ঠা দ্বারা পানীয় জলের সরবরাহ করিয়া এবং দুইজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ তীর্থযাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। ৬ই নভেম্বর মঙ্গলবার হইতে এক পক্ষকাল স্থায়ী এই উৎসব উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগত হইবেন। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ তাঁহাদের সকলকেই শ্রীমঠের উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন।

জমিদার ও ভৃত্য

বর্দ্ধমানের জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমথনাথ রায় প্রমুখ ৫ জন লোককে শান্তিরক্ষার জন্য এক বৎসরের জামীনে মুচলিকায় আবদ্ধ করিয়াছেন। গত ৬ই নভেম্বর শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তাহাদিগের পক্ষ হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি মেখার্স্ট ও জষ্ট উইলিয়ামসের এজলাসে এক আপীল করিয়াছেন? বিচারপতিদ্বয় এই সম্পর্কে এক রুল জারী করিয়াছেন। প্রকাশ, কানাই ঘোষ ও আসামীরা সকলেই মসাগ্রামের জমিদারের কাজ করে। কানাই ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে অভিযোগ করে যে, আসামীরা জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, অধিকন্তু তাঁহারা তাহাকে এই বলিয়া শাসাইতেছে যে, সে যদি চাকরী না ছাড়িয়া দেয়, তাহাকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলা হইবে। অতঃপর এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়ার পর শান্তিভঙ্গ না হয়, সেই জন্য আসামী দিগকে জামীন মুচলিকায় আবদ্ধ করা হয়।

এটনার উপদ্রবে পল্লীগ্রাম পরিত্যক্ত

কাটানিয়ার ৫ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এটনা পাহাড় হইতে প্রথমে ধূম ও পরে ধাতু নিঃস্রাব নির্গত হইতে থাকে। নিঃস্রাব সমূহ বহু স্রোতোধারায় বহির্গত হয়। প্রধান ধারাটা সমুদ্রে যাইয়া পড়ে। স্যানয্যালফিরো গ্রাম হইতে লোক জন পলাইয়া গিয়াছে। ধাতু নিঃস্রাব ঘণ্টায় ৬ শত ফিট হিসাবে অগ্রসর হইতেছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, নিঃস্রাব নির্গমন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামগুলি হইতে কয়েক কিলোমিটার দূরে নিঃস্রাব স্রোতের গতি রুদ্ধ হইয়াছে।

কয়লার চাপে মৃত্যু

'নিমোদা' নামক একখানি জাহাজ হইতে কলম্বো বন্দরে কয়লা নামাইবার সময় দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে একটি ভারতবাসীর লাস রহিয়াছে। এই জাহাজখানি গত অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গার্ডেনরীচ হইতে কয়লা বোঝাই দিয়াছিল। বোধ হয় কয়লা বোঝাই দিবার সময় একটি কুলী পড়িয়া গিয়া কয়লার চাপে মারা গিয়াছে।

রয়েল-বেঙ্গল টাইগার শিকার

ক্যানিং টাউনের প্রসিদ্ধ শিকারী চম্পা সরদার গতকল্য ১০ ফিট লম্বা একটি নিহত রয়াল-বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার লাভের জন্য বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করে। বাঘটি বাবু নন্দলাল বানার্জ্জীর গোকুলপুর চকে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। গোকুলপুর চকে কয়েকজন শ্রমিক একটি বাঁধ দিতেছিল, উক্ত শিকারী উহাদিগকে পাহারা দিতেছিল, এই সময় হঠাৎ বাঘটি শ্রমিকদের হুঙ্কার দেয়। শিকারী তখনই এক গুলিতে এই বাঘটিকে নিপাত করে। শিকারিকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ভীষণ যুদ্ধ

ত্রিপলী হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—একদল অস্থায়ী দেশীয় সৈন্য অকস্মাৎ বিদ্রোহী উপজাতিকে আক্রমণ করিয়া চমৎকৃত করিয়াছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইয়াছিল। ইহাতে ১০০ জন উপজাতীয় এবং ৪১ জন অস্থায়ী দেশীয় সৈন্য নিহত হইয়াছে।

অপহৃত হিন্দু বালকের শুদ্ধি

সিরাজগঞ্জের অধীন মাসীপুরের ১৩ বয়স্ক বালক শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ নন্দী ১০২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আকবর ও কর্ইাজ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। ১৫ দিন কাল বিভিন্ন স্থানে বালকটিকে লুকাইয়া রাখিয়া অবশেষে তাহারা তাহাকে সিরাজগঞ্জ সহরে লইয়া যাইতেছিল, ঐ সময়ে পাবনার উকীল শ্রীযুত রণজিৎ লাহিড়ীর মুহুরী শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সিরাজগঞ্জ বাজার রেল ষ্টেশনের নিকটে বালকটীর উদ্ধার সাধন করেন। আসামীগণ বিচারার্থ প্রেরিত হয়, কিন্তু পরে ঐ মামলার আপোষে নিষ্পত্তি হয়। গত ১লা নভেম্বর ঐ বালকের শুদ্ধিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বহু সংখ্যক পণ্ডিত ও অন্যান্য হিন্দুগণ ঐ উৎসবে যোগদান করেন।

দক্ষিণ ভারতে ট্রেণ চলাচল আরম্ভ

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সামালকোট ও টিউনির মধ্যবর্ত্তী রেলপথের সংস্কার হইয়াছে। আগামী কল্য ঐ ২টি ষ্টেশনের মধ্যে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা হইবে। টিউনি ও ওয়ালটেয়ারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাধারণ ভাবে গাড়ী চলাচল করিতেছে। আশা হয়, আগামী ১০ই নভেম্বর মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় গাড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা হইবে।

পদব্রজে পৃথিবী পর্য্যটন বাঙ্গালী যুবকের প্রশংসনীয় উদ্যম

মিঃ সুশান্ত কুমার সিংহ শীঘ্র পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইবেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে পদব্রজে কলিকাতা হইতে পুরী, এলাহাবাদ এবং অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন।

ভীষণ প্রতিহিংসা

গত ৫ই নভেম্বর রাত্রিতে জনৈক হিন্দুস্থানী একটা সরু গলি দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় কে বা কাহারা পিছন দিক হইতে আসিয়া তাহার মাথায় এক লাঠীর আঘাত করে। ফলে সে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, কোন কারবার সম্পর্কে এই হিন্দুস্থানীর কোন এক জন লোকের সহিত ঝগড়া হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাস, সে লোকটাই তাহাকে প্রহার করিয়াছে।

শ্বেতাঙ্গের বন্দুক চুরি

আসানসোলের লোকে কোয়ার্টারের মিষ্টার আর্থর গ্যাণ্টজারের গৃহ হইতে একটা ৬ ঘরা রিভলভার চুরি করিয়াছে। পুলিশ এ বিষয় তদন্ত করিতেছে।

জেল প্রাপ্তি

কালীচরণ রাও ওরফে রাধানাথ দত্ত নামক জনৈক পুরাতন পাপী যে দিন জেল হইতে বাহির হয়, সেই দিনই আবার চুরীর উদ্দেশ্যে একটা বাড়ীতে ঢুকিয়াছিল বলিয়া আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, আলি চৌধুরীর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সপ্তাহের মৃত্যুসংখ্যা

গত ২০শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে কলেরা রোগে কলিকাতায় ১২ ও বোম্বাইয়ে ১২ জনের এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কলিকাতায় ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্ত রোগে মাদ্রাজে ৫জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সারণ, বালেশ্বর, নীলগিরি, বোসন, লাহোর ও গুজরাণওয়ালায় কলেরা কৃষ্ণা ও নিম্ন হিন্দুস্থানে প্লেগ, পাটনা, বালেশ্বর, সারণ, সাগাইন ও মুলতানে বসন্ত এবং দাড়ওয়ারে প্লেগ রোগ বিস্তারলাভ করিতেছে। লারকানা শুক্কুর, নায়দা, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, চম্পারণ, কটক, শ্রীহট্ট, গোয়ালপাড়া, টণ্ডু খারওয়াদী, মাগী, পাকোক্কু, হেনসাদা, নাগপুর, ডাওয়ারা, ওয়ারধা, নিমার, নারসিংপুর, অমরাবতী, ইয়োতমল, আকোলা, বুলডানা, গোরক্ষপুর ও ফাবাদ শ্রেণীতে কলেরা রোগ বিস্তৃত হইতেছে। সাতারা, অনন্তপুর, ওয়ারধা, মানডলা, ছিন্দুয়ারা ও অমরাবতীতে প্লেগ এবং মণিপুর রাজ্য, টণ্ডু, হেনজাদা, চাঁদা ও বুলডানায় বসন্ত রোগ বিস্তৃত হইতেছে।—দৈঃ বসুমতী

স্বামী বিশ্বানন্দ

হুগলী জিলার তারকেশ্বরে মোহান্তের বাড়ীতে কিছু দিন পূর্ব্বে কতকগুলি পাশবিহীন রিভলভার পাওয়া যায়। ত্রিসিভার ঐ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য হুগলীর জিলা জজকে লিখিলে তিনি সেগুলি সরকারী মালখানায় জমা দিতে বলিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, স্বামী বিশ্বানন্দ দেওঘর মামলায় তথা তারকেশ্বরের এই রিভলভারগুলির নম্বর আদি জানিবার জন্য বাঙ্গালার পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত পায়েন নাই। প্রকাশ, স্বামীজির সন্দেহ, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার সহিত তারকেশ্বরের রিভলভারগুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। তিনি এ বিষয়ে আরও গুপ্ততথ্য আবিষ্কারের জন্য পুলিসের বড় কর্ত্তার নিকট ঐ দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

জাপ সম্রাটের মুকুটোৎসব ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়

৬ই তারিখে জাপানের পুরাতন রাজধানী কিয়োটোর সম্রাটের সিংহাসনারোহণের উৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধামের আয়োজন হইয়াছে। প্রকাশ, এ উৎসবে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে।

মসজিদে দাঙ্গা

আবদুল ওয়াহেদ, মঙ্গু হোসেন এবং অপর কয়েক ব্যক্তি সর্ব্ব শিয়ালদহ গোলতে দাঙ্গা করিয়া কুতবুদ্দিন মসজিদের বাহির বাড়ীর কয়েকজন লোককে মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দিবার মতলব করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আসামীদের বিচার হইতেছে।

বেলিয়াঘাটা পুলিসের ইনস্পেক্টর ইয়াকুব আলি চৌধুরী সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে কয়েকজন কনষ্টেবল লইয়া হাজির হন এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেন। আহত ব্যক্তিবর্গকে হাসপাতালে পাঠানো হইয়াছে।

কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ করিয়া মামলা মুলতুবী করা হইয়াছে।

স্ত্রীলোকের নামে কুৎসায় দণ্ড

রামগতি কাহারিন নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোকের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া কুৎসা করার অপরাধে রাজিয়া বেলিয়ান নামে এক ব্যক্তি জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

আসামী বাদিনীর বাড়ীতে ভাড়াটিয়া ছিল। সে ভাড়া না দিয়াই সরিয়া পড়ে। তারপর বাদিনীর স্বামী আসামীর নামে ছোট আদালতে নালিশ রুজু করে। মামলা যখন বিচারাধীন তখন আসামী বাদিনীর নামে দুর্নাম প্রচার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন, জরিমানার টাকা না দিলে আসামীকে ১ মাস অশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

যাত্রী গাড়ী আটকের মামলা

প্রকাশ, গত ২০শে জুলাই নেগাপটম রেলপথের উপরে পাটি রাখিয়া একখানি যাত্রী গাড়ীর গতিরোধ করিবার অভিযোগে দক্ষিণ ভারত রেল পথের নেগাপটম কারখানার শ্রমক আবিগনাই স্বামীপিলে ও অপর ৪জন লোকে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শিক্ষিতের লাঠিখেলা

হাওড়া জিলায় অন্তর্গত আমতা থানার অধীনে ঝিখিরা ইউনিয়ানের মধ্যে অমরাগড়ী গ্রামে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার বিজয়ার দিনে দুইজন শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় যুবক উত্তমরূপ লাঠিখেলা দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের সন্তুষ্টি সাধন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে একজন গুণসিন্ধু রায় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছেন ও অপরটী বিভূতিভূষণ বাগ এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

জুতা-প্রহার

বেনিয়াপুকুরের তুলসীচরণ দত্ত নামে জনৈক পেন্সনভোগী ভদ্রলোক নিতাই চাঁদ দত্তের নামে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দাসগুপ্তের এজলাসে মামলা রুজু করিয়াছেন।

প্রকাশ, উক্ত দুই ব্যক্তির গৃহবিবাদের ফলে আসামী নিতাইচাঁদ বাদীকে জুতা প্রহার লাগায়।

বিচারক আসামীর নামে সমন জারি করিয়াছেন।

এস, আই,. আর, ধর্ম্মঘট

গত ২০শে জুলাই চেৎপুর রেলষ্টেশনের নিকটে রেলপথের উপরে পাটি রাখিয়া রেলগাড়ী ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে নেগাপটম রেলপথের কারখানার মাণিক দাস অভিযুক্ত হইয়াছে, ৫ই নবেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার দেবদাসের এজলাসে ঐ মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। সওয়াল জবাব শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঐ দিনের মত আদালতের কাযা বন্ধ হয়।

বার্দ্দোলি তদন্ত আরম্ভ

গতকল্য বার্দ্দোলি তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই কৃষকের পক্ষ হইতে বলেন, চাষের লাভে পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় জমি উন্নতির জন্য এবং চাষের খরচ বৃদ্ধি জন্য কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতঃপর তদন্ত মুলতুবী থাকে।

মহীশূরে ভারতীয় অর্থ কনফারেন্স

বোম্বাই, ৫ই নভেম্বর। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ২রা ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী মহীশূরে ভারতী অর্থ কনফারেন্সের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। পুনার অধ্যাপক জি, বি জেল ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪শে কার্ত্তিক, শনিবার—১৩৩৫।

সাময়িক পত্রিকার

উদ্দেশ্য

(শ্রীগৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১৫শ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

জগতের যত প্রকার সাময়িক কথা বা প্রসঙ্গ প্রচলিত আছে বা নিত্য নূতন সৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল কথার সহিত শুদ্ধভক্তির কতটা সম্বন্ধ বা ভেদ আছে, উহারই তুলনামূলক সমালোচনা ও ভক্তি-সিদ্ধান্তমূলে উহার সদ্ব্যাখ্যানুযায়ী সুমীমাংসার চেষ্টাই ভক্তিপ্রচারকারী সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য। সময়োচিত কথা বা প্রসঙ্গের সহিত চলিতে না পারিলে এবং ঐ সকল কথার সহিত ভক্তির সম্বন্ধাসম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইলে বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে, জগতের লোক, যত ভাল কথাই হউক না কেন, উহাকে একঘেয়ে, গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণসাম্প্রদায়িকতা এবং '*stale news*' (পচা সংবাদ) মাত্র মনে করিয়া ঐ সকল কথার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন। সং-সাম্প্রদায়িক কথাগুলি ভজনানন্দিপুরুষগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইলেও সাধারণ লোক উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। সাধারণের মধ্যে ভক্তিকথা প্রচার করিতে হইলে সময়োচিত প্রসঙ্গের সহিত ভক্তির যথাযথ সামঞ্জস্য এবং উহাদের তুলনামূলক আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলির উদ্ধার সাধন করিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ করা অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হইলেও সাপ্তাহিক বা মাসিক সাময়িক পত্রের কার্য্য কেবল তাহা হইতে পারে না। ঐ সমস্ত অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করিবার যত্ন করা বিশেষ কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু সাময়িক পত্রটাই কেবল মাত্র অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে—এরূপ হইলে উহাকে "পত্রিকা" আখ্যা প্রদান করা কোন বিচারেই সমীচীন হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথমেই ত' গবর্ণমেন্ট বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবেন যে,—'যদি তোমার গ্রন্থ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তুমি ডাক-খরচ এক পয়সায় পাইতে পার না; তুমি রেজিষ্টার্ড নম্বর C • • • উঠাইয়া লও এবং তোমার যদি গ্রন্থ প্রকাশ উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তুমি লাইব্রেরীর উপযুক্ত ডাক-খরচ প্রদান করিয়া লোকের নিকট প্রতি মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া প্রেরণ করিতে থাক,—এই আইনের ভুমাক্ত করিলে তুমি দণ্ডার্হ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ পত্রিকার মধ্যে যদি প্রাচীন গ্রন্থগুলিও প্রকাশ করা যায় এবং আধুনিক নাস্তিক্যবাদপূর্ণ যুগে যদি ঐ সকল গ্রন্থকে বা গ্রন্থের লেখককে ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিবার জন্য মৎসর ব্যক্তিগণ চেষ্টা করেন এবং আমরা "পরস্পর তর্ককোন্দলের কল্লোল" বা "দলাদলি" ভয়ে যদি ঐ সকল ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের নিন্দা শ্রবণ করা সত্ত্বেও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের —"ক্রোধ ভক্তদ্বেষি-জনে"—এই কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া কেবল গ্রন্থ-প্রকাশই করিয়া যাই, তাহা হইলেই কি আমাদের "আত্মশোধন" হইবে? অথবা "দীনদয়াল শ্রীভগবানের নাম গুণ" আমাদের অপরাধময় জিহ্বায় উদিত হইবে?

বর্ত্তমান প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, গুরুবর্গের সেবায় প্রাপ্ত শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া কিম্বা ভক্ত-দ্বেষিজনে ক্রোধ না দেখাইয়া কেবল নিজ নিজ 'গৃহারামতা, ও দেহারামতা' রূপ জড়তাপোষণ এবং আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিবার জন্য অনর্থনির্ম্মুক্ত ভজনানন্দিগণের সেব্যগ্রন্থের অপ্রাকৃত কাব্যরস প্রাকৃত ভোগের মধ্যে থাকিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিবার চেষ্টাই বুঝি আত্মশোধনে প্রয়াস। আত্মশোধন বা চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করিতে হইলে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু 'নাম' গ্রহণের কথা বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে 'নামাপরাধ' বর্জ্জনপূর্ব্বক নাম-গ্রহণের কথা উত্থিত হইবে। আবার যখনই নামাপরাধের কথা কীর্ত্তিত হইবে, তখনই নামাপরাধি-সম্প্রদায় "তর্ককোন্দলের কল্লোল" উপস্থিত করিবেন। তত্ত্ববিরোধি-'ছড়া' রচনাকারিসম্প্রদায় বলিয়া উঠিবেন, "নাম হেলায় শ্রদ্ধায় লইলেই ত' ফল হয়। সুতরাং আমরা নামাক্ষর সংযুক্ত যে কোন নবীন 'ছড়া' সৃষ্টি করি না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই। উহাও তারকব্রহ্ম নামের ন্যায় আরও একটী জপ্য ও কীর্ত্তনীয় নাম"। শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারকারী কোনও 'শ্রীপত্র' বা 'মহাপুরুষ' যদি ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "উহা 'নাম' নহে, নামাক্ষর হইলেও 'নাম' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—উহা নামাপরাধ; ত' মাখন ও খড়ি দেখিতে একরূপ হইলেও পরস্পরে যেমন অনেক প্রভেদ, তদ্রূপ মনঃকল্পিত ঐ সৃষ্ট 'ছড়া' ও সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্ত শ্রীনাম বা শ্রুতিতে অনেক পার্থক্য আছে; একটী সাক্ষাৎ নাম, আর একটী দেখিতে নামাক্ষর হইলেও নামাপরাধ।" 'তর্ক-কোন্দল-কল্লোল' প্রবাহিত হইবার ভয়ে কোন্ নামপরায়ণ শুদ্ধ-ভক্তের দাসানুদাসগণ আছেন, যাঁহারা জগতে এইরূপ নামাপরাধের স্রোত দেখিয়াও তাহার প্রতি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন?

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে দেখিতে পাই—

ভক্তগণে প্রভু নামমহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবারে নিষেধিল ইহার না দেখিও মুখ॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান॥
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস॥

—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ।

বর্ত্তমানে এইরূপ পড়ুয়া বা বাহিরে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কনক কামিনী প্রতিষ্ঠার জন্য লোকের নিকট ছদ্মবেশী নামপরায়ণ এবং অন্তরে পূর্ণমাত্রায় নামাপরাধী ব্যক্তির অভাব নাই। কোমল শ্রদ্ধ ভক্তগণকে প্রকৃত নামের স্বরূপ ও নামমাহাত্ম্য জানাইবার জন্য যদি তৎসঙ্গে ঐ সকল অসৎসঙ্গ দূরে পরিহার করিবার জন্য আলোচনা করা হয়, তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় অনর্থযুক্ত জীবের আত্মশোধন হইতে পারে। কিন্তু 'তর্ক-কোন্দলে'র ভয়ে সত্যকথা বা সত্যোদ্ঘাটন না করিয়া জড়তা পোষণ করা বা গুরুবর্গের নিন্দা শ্রবণ করা হরিজনপাদপদ্মাশ্রিতদাসগণের কর্ত্তব্য ত' নহেই, অধিকন্তু, স্ত্রৈজিত, গৃহারামী, দেহারামী, পুত্রব্রত, প্রাকৃত সাহজিকগণের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপ কাপুরুষতা মাত্র।

আমরা অনেকেই অপ্রাকৃতসাহজিক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী—নির্জ্জন ভজনানন্দী (?) প্রাকৃত সাহজিক-হইয়া পড়াতে এখন প্রাকৃতসহজিয়াবাদকেই 'বৈষ্ণব ধর্ম্ম', নামাপরাধকেই—'নাম', স্ত্রীপুরুষের কামতৃষ্ণাকেই—'প্রেম' প্রভৃতি মনে করিয়া লোকে ভ্রান্ত হইতেছেন এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে কেহ বা নদীয়া-নগরের পল্লীতে আসক্ত (?) ব্যক্তি বিশেষ মনে করিতেছেন !! শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারকারী সাময়িক পত্রে 'তর্ককোন্দল-কল্লোলের' ভয়ে এই সকল কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সত্য প্রচার হইতে বিরত থাকিলে এবং প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি (যাহা বর্ত্তমান যুগের লোকের নিকট '*stale news*' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে)-প্রকাশ করিতে থাকিলেই কি উহার দ্বারা আত্মশোধন হইবে? ইহা দ্বারা আত্মশোধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং আত্মহিংসা এবং পরহিংসাই করা হইবে। সাময়িক পত্র প্রচারের নাম করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এইরূপ ভাবে আত্ম বা পরহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

মাধুকরী, বৈষ্ণবসঙ্গিনী, ভক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ প্রভৃতি পত্রের সম্পাদকগণ তথা অপরাপর প্রাকৃত সহজিয়াধর্ম্মের আচরণকারিগণ উপরিলিখিত নিবন্ধটি আলোচনা করিলে "আত্মশোধন" করিতে সমর্থ হইবেন।

ছোট হরিদাসের দণ্ডরূপ শিক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধন ভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে পুরুষের বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা 'ভেক' গ্রহণ করে, তাহাদের বৈরাগ্যের নামই "মর্কট বৈরাগ্য"। অনধিকারী জীব সকল কোন না কোন কারণে অর্থাৎ কেহ মামলা মোকদ্দমার চাপে পড়িয়া, কেহ সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায়, কেহ মাতা পিতার সহিত কলহ করিয়া, কেহ স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য ঘটিয়া উঠায়, কেহ দেন মহাজনের দায়ে, কেহ বিবাহ করিতে না পারিয়া, কেহ উদরার সংস্থান করিতে অক্ষম হইয়া স্ত্রীপুত্র ভরণ পোষণ জঞ্জাল বোধ করিয়া, কেহ বা সংসার প্রতিপালনেরই একটা উপায় ভেক লওয়া বৈরাগী হওয়া, বিনা মূলধনে পর্য্যাপ্ত ধন লাভের পন্থা মনে করিয়া,অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, তদনন্তর ইন্দ্রিয় চালিত হইয়া, প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্ম-ধ্বজী বা ধর্ম্ম কলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে। মর্কট,—সৌত্র মর্ক (গত্যর্থক) —অটন্ কর্ত্তৃবাচ্যে,—চঞ্চল, অস্থির, ইন্দ্রিয় চুম্বক—ইন্দ্রিয় চালিত করিয়া, বুলে,—ভ্রমণ করে। বাহ্য বৈরাগ্য দেখাইয়া যাহারা লোকের নিকট সম্মান সংগ্রহ করে এবং বিষয়-ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত হৃদয় হইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক আপনাকে 'পুরুষ' জানিয়া অষ্ট প্রকার স্ত্রীসংসর্গের বাসনা করে, তাদৃশ প্রাকৃত সহজিয়া জীব কখনই 'মহৎ' শব্দ

বাচ্য নহে। হিংসা বা স্ত্রীর সহায়গণের মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভাষণরূপ অপরাধ তাঁহাদের নিজের বিশেষ অমঙ্গলের হেতু; কিন্তু শ্রীরামানন্দ প্রমুখ 'বিদ্বৎ'-বা 'নরোত্তম' সন্ন্যাসী পরমহংসগণকে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজ চর্মচক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাষী মনে করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

এত কহি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥
আর দিন সবে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈলা নিবেদনে॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ॥"

অল্প অপরাধ মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করায় ছোট হরিদাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না (যে নিমিত্ত ঘট পটীয়া মূর্খ পণ্ডিতম্মন্য মাৎসর্য্য বিচারকগণের বিচারে ছোট হরিদাস প্রাকৃত বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন), কেবল মহাপ্রভুর সেবা সুখ বাসনা ছিল; তথাপি সেই কার্য্যে একটি অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ, তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহদপরাধ বটে, কিন্তু প্রভুসেবার জন্য সেই রূপ অপরাধকে "সামান্য" বলিলেও বলা যায়।

প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥"
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥"

মহাপ্রভুত আমাদের মত একটা মায়াবশ্য বদ্ধ জীব নহেন, যে দুই একটা স্তোকবাক্য শুনিলেই নিরপেক্ষ মত ছাড়িয়া কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন? তিনি জগদ্গুরু নিরপেক্ষ লোকশিক্ষক, বজ্রাদপি কঠোর কুসুমাদপি কোমল ভাবদ্বয় যুগপৎ তাঁহাতে বিদ্যমান। সুতরাং মহাপ্রভু ছোট হরিদাস দ্বারা জীবগণকে এই শিক্ষা দিলেন যে, বৈরাগী হইয়া স্ত্রী সম্ভাষণ করিলে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না, আর ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত,—

"মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে?
নিজ ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে॥"
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

যদিও কপটতা পূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গও পাপের অন্যতম মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোজ্জ্বল আসন বুঝাইবার জন্য এবং ভবিষ্যতের নিকৃষ্ট প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্মবাদী নায়কগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম-ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও দুষ্ট, তাহা বুঝাইবার জন্য, নিজ ভক্ত হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান করিলেন। শ্রীমাধবী দেবী উজ্জ্বলাধিকারিণী, মহাভাগবত তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভু-পার্ষদের অবৈধকার্য্য না হইলেও (হরিদাস যে প্রভুর পার্ষদ তাহার প্রমাণ —"বৃন্দাবনে স্থিতৌ গান্ধর্ব্বৌ রক্তক-পত্রকৌ। গৌরাঙ্গ-সেবকাবদ্য হরিদাসদ্বয়াবিহ॥"—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৩৮ সংখ্যা) ভবিষ্যতে ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শে লোভমার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া অনেকে শাঠ্য ও কাপট্য বিস্তার পূর্ব্বক কলি-জনোচিত অবৈষ্ণব মত প্রচার করিতে পারে, তাহার নিবারণ কল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-সম্বন্ধিনী দণ্ড-লীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলি-জীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ নিজ-ভাগবত সুকঠোর দণ্ড বিধান করিয়া অমন্দোদয় দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

প্রভু কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসকে দণ্ড-প্রদান-লীলা দ্বারা শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণ-ভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা গ্রহণ করিবেন।—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরম কারুণিক হইয়া নিজ পার্ষদ ভক্ত ছোট হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপ জীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌরবৈশ্বর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগত্যাগরূপ বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর বিষয় অনুরাগের তাঁহাকে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ড-বিধান রূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবা-বুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ অত্যধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাকে সামান্য অপরাধেও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধ ভজনেচ্ছু ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকার ঐহিক, ইন্দ্রিয়-সুখ লালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহ ত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাঁহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোক-শিক্ষার জন্য নিজ ভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ রূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজ ভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

এইতো ছোট হরিদাস সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতের ভাষা-ভাষ্য, অনুভাষ্যে বিচার। এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে, আম্নায়-পারম্পর্য্যের গুরুমুখে শ্রবণকারী শুদ্ধ ভক্তের নিকট অধ্যয়ন করিতে হয়, নতুবা বেণী-সংহার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দুর্য্যোধনের ভানুমতী বধোত্তম হেতু অতর্কিত ব্যাপার অপেক্ষা আত্মবিনাশ-রূপ মহাবিপদই উপস্থিত হইয়া মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হইতে শ্রীগৌরসুন্দরকেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ ভক্তের চরণে অপরাধই পুঞ্জীকৃত হইয়া নাস্তিকতা আনয়ন করে।

আমার দুঃখের কথা

(পরবিদ্যাপীঠাশ্রমবাসী—
শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী)

আমি একজন উচ্চ বংশীয় ব্রাহ্মণ। সমাজে খুব মান্যগণ্য, আধুনিক শিক্ষায় আমি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি কতকগুলি উচ্চ উচ্চ উপাধি সংগ্রহ করিয়াছি, লোক সমাজ হইতে আমি খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি, আমি কথা বলিতে বলিতে সংস্কৃতে নানাবিধ গদ্য, পদ্য রচনা করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া থাকি। আমাকে সম্মানপ্রদানে কেহ ত্রুটী করিলে আমি তাহার উপর বিশেষ রাগান্বিত হইয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করি। সভার মধ্যে অগ্রে আমাকে আসন প্রদান না করিলে নিজকে বড় অপমানিত মনে করি। বিদ্যামদে আমি এতদূর অভিমানী যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তর্ক দ্বারা পরাস্ত করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে পদদলিত করিতে চাই। জাতিমদে আমি এতদূর গর্ব্বিত যে নিজকে অতি উচ্চ-বংশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করি এবং ধনমদে আমি এতদূর স্ফীত যে, আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের চরণে নত হইতে চাই না, সর্ব্বদা নিজের ভোগ-প্রবৃত্তিতে জগৎকে দর্শন করি এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে নিজে ভোগ করিতে চাই। যদ্যপি তাঁহাদের শ্রীচরণে মাথা নত করি বটে, কিন্তু আমার অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগকে ভোগ করিবার পিপাসা বলবতী থাকে। বহির্জ্জগতে লোক দেখাইবার জন্য সদ্গুরুচরণ আশ্রয় করি, গুরুগৃহে বাস করি, মালা তিলক ধারণ করি, নিজ হস্তে মালা টানিয়া অভিনয় করি এবং নিজের পূর্ব্ব পাণ্ডিত্যবলে অল্প সময়ের মধ্যে গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র সকল মুখস্থ করিয়া ফেলি এবং সভার অবসরকালীন সময়ে বিবিধ ভাষায় দুই সাত ঘণ্টা ধরিয়া অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারি। লোক ভুলাইবার জন্য কত রকম কপট-সাধুর সাজ ধারণ করিতে পারি। নিজের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা (অর্থাৎ মায়িক জ্ঞান দ্বারা) ইন্দ্রিয়াতীত মায়াতীত অপ্রাকৃত বস্তুকে মাপিয়া লইতে চাই। স্বয়ং খণ্ড বস্তু হইয়া পূর্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তুকে বুঝিয়া লইতে প্রয়াস করি। নিজেকে সকলের চেয়ে বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করি। সেই হেতু শ্রেয়ঃপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রেয়ঃপন্থা অবলম্বন করি এবং উক্ত প্রকার বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীবিগ্রহে কাঠ পাথর বুদ্ধি করিয়া তাহাদের দ্বারা ব্যবসা আরম্ভ করিয়া থাকি। শ্রীনামে সামান্য শব্দ বুদ্ধি করিয়া তাহার বিনিময়ে ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হই। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া তাহাদের চরণে মাথা নত করিতে চাই না এবং গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধি করিয়া অপরাধ করি। শুদ্ধ বৈষ্ণবের চরণে পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত হই না। তাঁহাদের সঙ্গে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে চাই। কিন্তু তাঁহারা আমার শ্রেয়োবিষয়ে উপদেশ করেন। করিলে কি হইবে, আমি যে প্রেয়পন্থী, সর্ব্বদা নিজের প্রেয়ঃ অর্থাৎ ভোগের উপকরণ সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত, সেই জন্য তাঁহাদের কথা আমার নিকট তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমি যে বিকার-গ্রস্ত রোগী, ইহা ভুলিয়া যাই, গুরু-বৈষ্ণবের উপদেশ আমার ভবব্যাধি বিমোচন করিতে যে একমাত্র ঔষধ, ইহা ভিতরেও ভাবি না। বিষ্ণুবৈষ্ণব-পাদোদককে সামান্য জলবুদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা নিজের রোগাদি উপশম করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকি, কারণ রোগাদি উপশম হইয়া গেলে সুখভোগপ্রবৃত্তি অধিকতর ভাবে পরিপুষ্ট হইবে। "মহাপ্রসাদে" জীর্ণ

ভাত বৃদ্ধি করিয়া নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির বিধান করি।

কিন্তু এ সমস্ত অপ্রাকৃত পদার্থ যে সাক্ষাৎ ভগবদ্ বস্তু এবং তাহা জীবগণকে শুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তি ও নিত্যানন্দ দান করে; তাহা আমি ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে ভুলিয়া যাই। ধিক্ আমার বিদ্যাভিমানে, ধিক্ আমার আভিজাত্যাভিমানে। বহুজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে হরি-ভজনের মূল মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছিলাম, এহেন জন্ম পাইয়া অনবরত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিলাম। আমি কে, কি জন্য জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কেন ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি, কি জন্য আমাকে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইতেছে, তাহা ক্ষণমাত্র ভাবিলাম না, ইহাই ত আমার দুর্দ্দৈব। বহু সুকৃতির ফলে সদ্গুরু লাভ করিলাম গুরুর নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, গুরুগৃহে বাস করিবার অভিনয় করিয়া আমি এতদূর দাম্ভিক হইয়া পড়িলাম যে—তখন ভাবিলাম আমি সদ্গুরু লাভ করিয়াছি, গুরুগৃহে বাস করিতেছি, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, মালা তিলক ধারণ করি, তবেই ত আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি। আমার হরিভজন আপনিই হইয়া যাইবে। নিজে মহাভাগবতের মত আচরণ করি, বিধি নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাই না, নিজকে রাগাত্মিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি।

ধিক্ আমার কপটতাকে আমি কাহাকে ঠকাইতেছি? নিজে নিজেকে প্রতারিত করিতেছি। কখনও আমি হরি-কথা শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করি এবং দিন রাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকি। কখনও নিজকে রাগমার্গীয় সাধক বলিয়া পরিচয় দিয়া হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ দেখাই, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করিতে চাই না। এমনই আমার কপটতা। আমি যাহা নহি, লোকসমক্ষে নিজকে তাই বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যস্ত। কথায় বলে "জেগে ঘুমাবে যে, তাকে তুলবে কে"। আমি যে জেগে ঘুমাইয়া আছি। গুরু বৈষ্ণবেরা যতই অনুষ্ঠান করুন না কেন, আমি কিছুতেই আমার কপটতা পরিত্যাগ করিব না। আমি অনেক হরিকথা শ্রবণ করিয়াছি। অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। করিলে কি হইবে? আমার অন্তরের ইচ্ছা যে, আমি চির দিনই কপট থাকিব। সেই জন্য আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া, আসিয়াও এখানে প্রচ্ছন্ন ভোগী হইয়া পড়িতেছি। এক ভোগের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অন্য এক ভোগের বস্তু লইয়া ব্যস্ত থাকিতেছি।

বর্ত্তমানে আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। হরিগুরু-বৈষ্ণবের-কৃপা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। ভগবানের চরণে এবং গুরু-বৈষ্ণবের নিকট আমার প্রার্থনা যে, আমাকে উক্ত কৃপাবৃষ্টি গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রদান করুন। ধিক্ আমায় শত ধিক্। গুরু বৈষ্ণবের চরণে আমার লেশ মাত্র রতি হইল না! তাঁহাদের সেবার জন্য আমার প্রাণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাঁদিয়া উঠিলনা! আর আমি কতদিন মায়া-পিশাচীর কোলে পড়িয়া থাকিব? হে পতিতপাবন, বৈষ্ণব ঠাকুর এইবার আমাকে কৃপা গ্রহণের যোগ্যতা প্রদান করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ প্রদান করুন।

ব্যাসগৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কুরুক্ষেত্র—৭।১১।২৮

এবৎসর কুরুক্ষেত্রে ব্যাস-গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহামহোৎসব কালে সূর্য্যগ্রহণের সংযোগ হইয়াছে। পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পঞ্চাশৎ শিষ্য সমভিব্যাহারে গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া গত ৭ই নভেম্বর বুধবার দিন মধ্যাহ্নে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কর্ণালের ডিপুটি কমিশনার মিঃ কৃপালান এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কিলবার্ণ সদলবলে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বয়স্কাউটদলের নেতৃগণ ও সহরের বহু গণ্য মান্য সহস্রাধিক লোক পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত পতাকা সহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া উচ্চ "হরিবোল" রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া পরমহংস ঠাকুরের গলে কুসুম-মালিকা প্রদান পূর্ব্বক সমুচিত আদরের সহিত অভ্যর্থনাপুরঃসর সংকীর্ত্তন ও হরিয়ানা ব্যাণ্ডপার্টির বাদ্য সহ মহাশোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে একখানি উত্তমরূপে সজ্জিত পাল্কী সহযোগে শ্রীমঠে লইয়া যান। সকলেই পরমহংসঠাকুরের সুদুর্লভ দর্শন লাভ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রামকালে ম্যাচ গ্রেরিয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘপথের উভয় পার্শ্ব হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতেছিল।

নানা কথা

কাশীর ব্রাহ্মণ মহাপ্রহসন?

(শ্রীজনার্দ্দন লিখিত)

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দী, সংস্কৃত বাঙ্গালা এবং ইংরাজী পত্রিকায় ক্রমে ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের প্রকৃত স্বরূপ বাহির হইতেছে। একটা বড় বৃথা আড়ম্বরের ঢকা বাজাইয়া আকাশ পাতাল মুখরিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা এবং ভিতরকার ব্যাপার চাপা দিয়া বাহিরে একটা "প্রবল ধর্ম্মমত" খাড়া করিবার অভিলাষ করিয়া উদ্যোগিগণ নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু বালির বাঁধের ন্যায় সত্যের প্রখর প্রবাহে তাহা কোথায় উড়িয়া গিয়া ধর্ম্মধ্বজীদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৮ই কার্ত্তিকের "দৈনিক বসুমতীতে" "কাশী ব্রাহ্মণ-সম্মেলন" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্মেলনের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থা যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা পড়িলে সত্যই ক্ষুব্ধ হয়। এই ব্যাপারে এইরূপ হীন কৌশলে—ইঁহারা, এই, ধর্ম্মব্যবস্থাপক নামে পরিচয় প্রদানকারিগণ চান, বিরাট ভারতবর্ষের বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত হিন্দুজাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে? ভারতের বত্রিশকোটী অধিবাসীর মধ্যে প্রায় বাইশকোটি ব্রাহ্মণেতর হিন্দুজাতির উপর বজ্রযন্ত্রের দুর্ভেদ্য বন্ধন চালাইতে? সম্মেলনের বিচারকে শুধু "প্রহসন" বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না, উহার উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগের সময় এখনও আসে নাই। জনসাধারণই সে বিশেষণ গঠন করিবে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ঐ 'বিচার' নামক ১লা অগ্রহায়ণের প্যারেজের ন্যায় কৃত্রিমযুদ্ধের কিঞ্চিৎ রক্ত বিবৃত করিতেছি

"অখিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রস্তাবিত ও উদ্‌ঘোষিত বিচার সভার কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মাবলী সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলী দেখিলেই বুঝা যায় যে, সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ কেমন সুকৌশলে বিচার-প্রসহন-অবতারণা করিয়াছেন। প্রতিদিন সভায় একজন "নিয়ামক" হইবেন, তাঁহার আদেশক্রমে বাদীপ্রতিবাদীর মধ্য হইতে বিচার-কর্ত্তা নির্ণীত হইবেন, এবং তাঁহারই অঙ্গুলীসঙ্কেতে বিচারকারিগণের কথা কহিতে হইবে। বিচারের যে ফল হইবে, তাহা ইঁহারা সভায় উপস্থিত যে তিন চার জন 'ধর্ম্মাচার্য্য' উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের গোচরে আনিবেন, আর তাঁহারাই ঐ ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করিবেন। এই ধর্ম্মাচার্য্যগণ কাহারা? শুনিলে অবাক হইতে হয়, তিন দেশীয় শুটীকত বড় বড় নামওয়ালা মঠ ও উপমঠের-মহান্তগণের কেহ বা পুত্রাদেহ বা উত্তরাধিকারী, কেহ 'বালাচার্য্য' বয়ঃক্রম ২০।২৫ বৎসর। "নিম্বার্ক" সম্প্রদায় ১৯১৭ সংবৎসর ইত্যাদির ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিকট নিয়ামকগণ বিচার-ফল জ্ঞাপন করিবেন; আর ধর্ম্মাচার্য্যগণ মোটা মোটা গদীর উপর স্বর্ণদণ্ডশোভিত ছত্র ও পাখার অন্তরাল হইতে সম্পাদক-প্রদত্ত সেই বিচার-ফল প্রকাশ করিবেন। আর বাইশকোটি ব্রাহ্মণেতর হিন্দু নরনারীকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে? এ বিচারে আবার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তরের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিবার জন্য ছয় জন করিয়া মধ্যস্থ হইতেছেন। যেমন একটি প্রশ্নের তথাকথিত সমাধান হইয়া গেল, অমনি নূতন ছয়জন মধ্যস্থ গিয়া বসিলেন, পুরাতন মধ্যস্থ সরিয়া গেলেন। তবেই দেখিতেছি, সম্মেলনের প্রধানতঃ বিচার্য্য সাতটি প্রশ্নের বাদ প্রতিবাদের সময়ে ক্রমে ৪২জন মধ্যস্থ দাঁড়াইতেছেন। এতগুলি মধ্যস্থ হওয়ায় অনেক-পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মস্তক সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ অতি সহজেই হাতের মধ্যে লইয়া ঘুরাইতেছেন ফিরাইতেছেন। মধ্যস্থগণ ভাবিতেছেন, —কাশীতে আসিয়া ধর্ম্মরক্ষার মধ্যস্থ হইলাম, জীবন সার্থক হইল।" মধ্যস্থের নমুনাস্বরূপ দু'একটির নাম করিলেই এই শাস্ত্রীয় বিচার প্রহসনের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। একদিনে অন্যতম মধ্যস্থ হইয়াছিলেন—বঙ্গদেশের মধুসূদন্তীর আজীবন অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী এম,এ। পূর্ব্বেই 'নিয়ামকের কথা বলিয়াছি। এ পর্য্যন্ত প্রধানতঃ দুইজন পণ্ডিতকেই "নিয়ামক" হইতে দেখিলাম। পণ্ডিত পঞ্চানন ও পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ। অথচ এই পঞ্চানন, 'কলিক পোপ' এ-বারের হল করিয়া, কোন দিন পাল্কীতে, কোনদিন অশ্বযানে নরবাহী যানে সভায় উপস্থিত হইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, প্রাণ দিয়াও পোপ মহাশয় ধর্ম্মরক্ষা করিবেনই। কিন্তু ইনিই পণ্ডিত প্রমথনাথের আহ্বানে, তাঁহার সহিত বিচার-যুদ্ধে অগ্রসর হন নাই। তাহার প্রধান কারণ, জীবনে সঙ্কল্পভঙ্গের ভয়। কেননা পোপ পঞ্চানন, বঙ্গবাসীর স্তম্ভে কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মপ্রশংসায় সুলিখিত বিবরণ প্রকাশের জন্য এ যাবৎ বহুস্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেও, কোন স্থানে মুখোমুখিভাবে কাহারও সহিত বিচার করিয়া পোপসুলভ মর্য্যাদার লাঘব করেন নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে পণ্ডিত প্রমথনাথের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে সঙ্কল্পভঙ্গ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় স্বীয় অভগ্ন ধর্ম্মভাব রক্ষার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বর্ণান্তরস্পৃষ্ট মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন না, যে তর্করত্ন মহাশয় শূদ্র-শিষ্য-প্রদত্ত মিষ্টান্ন, প্রথমতঃ স্বীয় পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা গ্রহণ করাইয়া

পরে নিজে তাহার সংকার করেন, নতুবা স্বয়ং প্রথমতঃ "'পুত্রায়" বলিয়া লন্ না," যাঁহার আজীবন সাধ হইল—দলাদলি বাধাইয়া হাঙ্গামা-হুজ্জুত করিয়া—নামে জাহির করা,—আজ তাঁহার এই সম্মিলনের মধ্যে সম্মানের চূড়ান্ত পরিণতি দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়।

—আনন্দবাজার ৮।১১।২৮

ত্রিপুরা মহারাজের সহিত চা-প্রতিনিধির সাক্ষাৎ

ত্রিপুরা চা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত পি, সি, মজুমদার ও সম্পাদক শ্রীযুত পি, বন্দ্যোপাধ্যায় অপর কয়েক জন সদস্যকে সঙ্গে লইয়া উক্ত রাজ্যের চা ব্যবসায়ের হানি-জনক কয়েকটি বিশেষ বিষয় আলোচনা করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিপুরাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন। অদ্য রাত্রিতে কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থান হইতে সদস্যগণ এখানে উপনীত হইতেছে।

অভিনয়ে মুখপোড়া

৫ই নভেম্বর রাত্রিতে বাঙ্গালোর জুবিন সহরের নিকটে একটি নাটকাভিনয়ের মহলা দান সময়ে একটি দুর্ঘটনার ফলে, অবৈতনিক অভিনেতা শ্রীযুত কৃষ্ণ নিজের মুখ হইতে অগ্নি বাহির করিয়া একটি রমণীকে দগ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মুখের মধ্যে পেট্রোল রাখিয়া একটি প্রজ্বলিত দীপ শলাকার প্রতি উহা নিক্ষেপ করেন। ফলে, ঐ পেট্রোলে অগ্নিসংযুক্ত হওয়ায় তাঁহার বদন দগ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি হাঁসপাতালে বাস করিতেছেন।

খুড়া ভাইপো

মেটিয়া বুরুজের এক বাগানের উড়িয়া মালীকে পুলিশ খুনের অপরাধে চালান দিয়াছিল।

উক্ত মালীর বয়স ৩২। তাহার ভাইপোর বয়স ২১। এই ভাইপো দুই জনেরই রান্না করিত। একদিন রান্না করিয়া ভাইপো খুড়াকে আহার দিয়াই কি একটা কথা বলে। তাহাতে খুড়া ক্রোধে অধীর হইয়া ভাইপোর পেটে এমন এক আঘাত করিয়া বসে যে, তাহাতে ভাইপোর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

আসামী নিজ দোষ স্বীকার করিয়া বলিয়াছে, ক্ষুধার সময় ভাইপো খুড়াকে অমন অপমানের কথা বলায় তাহার অসহ্য হইয়াছে। আসামী দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

ঘুষ দিবার চেষ্টায় ৩ মাস কারাদণ্ড

পুলিশের এজন লোককে উৎকোচ দিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে, রামস্বরূপ ওরফে রেবতী মেথর নামক এক ব্যক্তি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৩মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রিতে তাহাকে সন্দেহবশতঃ গ্রেপ্তার করা হইলে সে কনষ্টেবলকে ১০ টাকার ২খানি নোট দিতে চাহে, কিন্তু শেষোক্ত উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে তালতলা থানায় লইয়া যায়। সেখানে সে জনৈক ইন্‌স্পেক্টারকে ২০ টাকা এবং একজন হেড কনষ্টেবলকে ১৩ টাকা দিতে চাহিয়াছিল। প্রকাশ, আসামীর নিকট ২শত টাকা ছিল, সে উহা ঘোড়দৌড় বাজীতে জিতিয়াছিল।

---

৭৫ হাজার টাকা জুয়াচুরী

জে, উইলকিন্স এবং এন, বালসুব্রহ্মণ্যম নামে দুই ব্যক্তি বহু লোককে ঠকাইয়া প্রায় ৭৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী দ্বয় কলিকাতা ৩নং ক্লি স্কুল ষ্ট্রীটে মিলার ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া একটি অফিস খুলিয়া তাহাদের লুইস পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দেয়। এজেন্ট হইবার সর্ত্ত এই যে, তাহাদিগকে তিন হাজার টাকা হইতে ৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত অগ্রিম জমা দিতে হইবে, অবশ্য তাহার জন্য তাহারা শতকরা ৫ টাকা হিসাবে সুদ পাইবে এবং টাকা জমা দিবার ৩ মাস পরে তৈল পাইবে। এই বিজ্ঞাপনের মূলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক এজেন্ট হইবার জন্য টাকা জমা দেয় এবং এই ভাবে আসামীদ্বয় প্রায় ৭৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে।

শির দিবে তবু হ্যাট পরিবে না
আফগানিস্থানে শিখের সমস্যা

আফগানিস্থানে রাজা আমানুল্লার নিকট শিখ যুবক-সমিতি এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে, তিনি যেন শিখদিগকে হ্যাট পরা হইতে অব্যাহতি দেন। শিখ-ধর্ম্মে হ্যাট পরা নিষিদ্ধ। আফগানিস্থানের শিখদিগকে উদ্দেশ করিয়া টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে, আফগানিস্থানের শিখেরা হ্যাট পরা অপেক্ষা জীবনদান করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

---

১ তোলা দুধের জন্য নরহত্যা

ভগবান্ দাস নামক এক ব্যক্তি নরহত্যার অভিযোগে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামী ১ তোলা দুধ লইয়া যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তখন বর্ত্তমানে নিহত ব্যক্তি হঠাৎ পা পিছলাইয়া তাহার উপর পতিত হয়। ফলে দুধ পড়িয়া যায়। উহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আসামী তাহাকে এমন নির্দ্দয় ভাবে কীল ও ঘুষি মারিতে থাকে যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

আগামী ১৫ই নভেম্বর মামলার শুনানী হইবে। পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর টি, এন, সাধু, মিঃ জে, এন, সেনগুপ্তের সহিত ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ইরাক হইতে ভারতীয় কর্ম্মচারী বিতাড়ন

বসরার পোর্টট্রাষ্টে যত ভারতীয় কর্ম্মচারী আছে, তাহাদিগকে বিতাড়ন করিয়া ইরাকবাসীদিগকে সেই সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করার জন্য ইরাক গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত ১১ জনকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরও ১৫ জনকে জবাব দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, আগামী মার্চ্চ মাস মধ্যে সমস্ত ভারতীয় কর্ম্মচারীকেই বিদায় দেওয়া হইবে।

ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনে নিমন্ত্রিত অতিথির অর্দ্ধচন্দ্র

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া কাশীধামে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে সভায় প্রবেশ করিতে দেন নাই। এই ঘটনায় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

করবীর মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্যকেও সভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ যে, মিস্ মিলারকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া এই সন্ন্যাসী বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় মনে করেন।

বিশ্বাসঘাতকতা

কেশরিচাঁদ ও রুপরামের বিরুদ্ধে বসাক লেদার্স রামগোপাল গোয়েঙ্কা ৪৩০০ টাকা প্রবঞ্চনায় সম্পর্কে এক অভিযোগ করিয়াছে। গতকল্য অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসেই মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। বিবরণ এই যে, আসামিদ্বয় আসিয়া জানায় যে, তাহারা লবণ বিক্রয়ের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতে চাহে, ফরিয়াদি তাহাদিগকে বস্তা পিছু ২ টাকা করিয়া কমিশন দিতে স্বীকৃত হইয়া ৮,২০০ টাকা লইয়া ১২,৫০০ টাকার লবণ দেয়, বাকি ৪,৩০০ টাকা কিছুতেই আদায় হয় না, পরে পুনঃ পুনঃ তাগাদায় আসামী পক্ষ কোন এক কোম্পানির নামে দুইখানি হুণ্ডি দেয়—উক্ত কোম্পানি কিন্তু ঐ হুণ্ডি গ্রাহ্য করে না, পরে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, হুণ্ডি দুইখানি ভুয়া। আসামীদের উপর সমন জারি হইয়াছে।

লণ্ডনে মসজেদ

লণ্ডনে মসজেদ নির্ম্মাণের জন্য লণ্ডন মসজেদ কমিটির পক্ষ হইতে লর্ড হেডলে এবং সার আব্বাস আলি বেগ হল্যাণ্ড পার্ক ষ্টেশনের নিকট এক খণ্ড জমী ক্রয়ের জন্য কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত মূল্যে জমীর মালিক স্বীকৃত হইতে পারেন। আগামী ১৯২৯ সালের প্রারম্ভেই মসজেদ নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

টেনিস খেলায় জাষ্টিস্ পেজ

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ঞ মিঃ আর্থার পেজ লণ্ডনের কুইন্‌স ক্লাবে যখন টেনিস খেলিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান এবং নিজের র‍্যাকেট দ্বারা নিজেই আহত হয়েন। ফলে তাঁহার কপালের খানিকটা অংশ কাটিয়া চামড়া ও মাংস উঠিয়া যায়; কিন্তু তিনি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া শেষ পর্য্যন্ত খেলিয়া জয়লাভ করেন।

'ষ্টেটস্‌ম্যানের' নামে মানহানি

ডাঃ এস, এন, রায়চৌধুরী ষ্টেটসম্যান পত্রিকার নামে যে মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন, আলীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলফ্রেড বোসের বিচারে ঐ মামলায় ষ্টেটসম্যান পত্রের সম্পাদক মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ মুক্তিদানের বিরুদ্ধে ডাঃ রায় চৌধুরী আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক আপীল করিয়াছেন, গতকল্য ঐ আপীলের এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ১৫ই তারিখ দিন পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

শ্রীধামযাত্রিগণের প্রতি

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রী নবদ্বীপে সমবেত হইয়াছেন। কুলিয়া সহর নবদ্বীপের ঠাকুর বাড়ীর গোঁসাইরা এ সময়ে যাত্রীদের নিকট ভেট আদায় করিতে করিতে একেবারে উন্মত্তের মত হইয়া পড়িয়াছেন। একটী যাত্রীও যাহাতে বিনা দর্শনীতে ঠাকুর দেখিয়া যাইতে না পারে, তাহার জন্য যত প্রকার পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার কোনটীরই ক্রটী হইতেছে না। জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী বাবাজীরা এখন মহাভাগবতের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী-পুরুষে ভেদবুদ্ধি-রহিত হইতেছেন। তাঁহাদের হস্ত এখন অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধারণ করিয়া কত স্ত্রীপুরুষের গলদেশ যে পবিত্র করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। নারীগণ লোকসংঘট্টের মধ্যে পতিতা হইয়া পরপুরুষের অঙ্গ-স্পর্শে তাঁহাদের সতীত্ব সংরক্ষণবিষয়ে আশঙ্কিতা হইলেও মহাভাগবতলীলানুকরণকারী গোস্বামিপুঙ্গবগণের সেবাসেবাস্পৃষ্ট হস্ত-স্পর্শে তাঁহাদের সে ভয় বিদূরিত হইতেছে। পুরুষগণ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেও তাহার উত্তর অর্দ্ধচন্দ্রপ্রদর্শন দ্বারা প্রদত্ত হইতেছে। ভেটের পয়সা একটীও যাহাতে কম না হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। দর্শনী ছাড়া চরণামৃত, চরণ-তুলসী, নির্ম্মাল্য, মহাপ্রসাদাদির মূল্য স্বতন্ত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে; গোঁসাই ঠাকুররা এখন পয়সা আদায়, হিসাব-সংরক্ষণ ও সেই পয়সা সরিকের মধ্যে বণ্টনক্রিয়ায় অহর্নিশ এত ব্যস্ত যে, দণ্ড বসিয়া ঠাকুরের নাম করিবারও আর তাঁহাদের সময় নাই। যাহা হউক ব্যবসাটা একরূপ মন্দ নহে। ঘরে বসিয়া, বিনা আয়াসে, লেখা পড়া কিছু না শিখিয়াও জোরের সহিত পরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া পয়সা উপার্জ্জনের এতাদৃশ পন্থাটী আজকালকার বাজারে মন্দ কি? আজকাল চাকরীর যে বাজার, তাহাতে এরূপ ঠাকুর দেখাইয়া, ভাগবত পাঠ করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া স্বাধীন ভাবে পয়সা উপার্জ্জন করার মত সুবিধা আর কি হইতে পারে? শাস্ত্র যদিও নরকের ভয় দেখায়, তা'তে গোঁসাই ঠাকুরদের কিছু যায় আসে না। কেননা তাঁহারা শুক্র-শোণিতের বড়াই করেন কিনা, শুক্রশোণিতের দোহাই দিলেই ওসব ভয় কাটিয়া যাইবে। আর পেটে খেলেই না পিঠে সয়? গোঁসাই ঠাকুরেরা যতই কেন না অবৈধ উপায়ে পয়সা উপায় করুন, দুই চারিবার তাঁহাদের যে সিদ্ধ-মন্ত্র আছে, তাই জপ করিলে আর পাপের বাবাও তাঁহাদের কাছে আসিতে পারিবে না। তবে কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা গোঁসাই ঠাকুরদের এ ব্যবসাটা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন বটে, কিন্তু বোকা যাত্রীদের ঠকাইয়া পয়সা লইতে গোঁসাইদের বিশেষ কিছুই বেগ পাইতে হয় না। একটু অভিশাপের ভয় দেখাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেই যাত্রীরা ভয়ে জড় সড় হইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য পয়সা ফেলিয়া দেয়। তবে আগেকার মত আর পয়সা নাই। এখন ক্রমেই লোকের চোখ ফুটিতেছে, তাহারা গোঁসাইদের চাতুরী বুঝিতেছে।

যাত্রিগণ সাবধান! ভগবৎসেবা-বুদ্ধিহীন, সংসারাসক্ত, বিষয়বিষে জর্জ্জরিত, জড়ানন্দে প্রমত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায়ী, ভাগবত-ব্যবসায়ী মন্বাদি-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পতিত কেবল গোস্বামিব্রুবগণকে অর্থ দিয়া তোমাদের নিত্যসেব্য ভগবদ্বিগ্রহব্যবসায় রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে যাইও না। বিগ্রহ দেখাইয়া, ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা লইয়া স্ত্রীপুত্রাদির ইন্দ্রিয়তর্পণ যাহাদের ব্যবসায় হইয়াছে, এবং তজ্জন্য শাস্ত্রানুসারে যাহারা নরকভাক্ হইতেছে, তাহাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিলে তোমাদিগকেও নরক-ভাগী হইতে হইবে। ভগবান্ যাহাদের সেব্যবস্তু না হইয়া পণ্যদ্রব্য সদৃশ হইয়াছেন, তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিলে তোমাদিগের সমস্ত সুকৃতি নাশপ্রাপ্ত হইবে। সত্য সত্য যিনি গোস্বামী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, যিনি সর্ব্বোত্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনে রত, যিনি শ্রীবিগ্রহ, শ্রীভগবদ্ভক্ত ভাগবত-শাস্ত্র, শ্রীভগবানের শ্রীধাম, শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ ও শ্রীলীলাকে আত্মেন্দ্রিয়তোষণকল্পে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করেন নাই, যিনি ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি—সমস্তই কৃষ্ণসেবোপকরণ জানিয়া কৃষ্ণ-সেবার নিয়োজিত করিয়াছেন ও করিতে-ছেন, যিনি নিজে কৃষ্ণভক্ত হইয়া জগতে কৃষ্ণভক্তি কথা কীর্ত্তনরত, যিনি ক্ষণিক সংসার সুখে ক্ষণকালও প্রমত্ত থাকিবার পরিবর্ত্তে নিখিলকাল কৃষ্ণভক্ত-সঙ্ঘারামে কৃষ্ণসেবানন্দে যাপন করিতেছেন—মোট-কথা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাঁহার অন্য কোন অভিলাষই নাই, তাঁহাকেই তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ কর। কেন না, তিনিই তোমাদের প্রদত্ত বস্তুগুলির সদ্ব্যবহার সম্যক্ প্রকারে অবগত আছেন অর্থাৎ তিনি তোমাদের সমর্পিত যাবতীয় বিষয়কে কৃষ্ণসেবোপকরণ জ্ঞানে এক কণামাত্রও নিজ সেবায় না লাগাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া দিয়া আবার কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ তোমাদিগকেই বিতরণ করিতেছেন।

যাত্রিগণ, তোমরা বহু দূর হইতে ভগবদ্ধামে আসিয়াছ—ধামস্বরূপোপলব্ধ প্রকৃত ধামবাসী ভক্ত মুখ-নিঃসৃত ভগবন্নাম কীর্ত্তন শ্রবণ, ভক্ত-প্রসাদে ভগবদ্রূপ-দর্শন, মহাপ্রসাদ সেবন, সর্ব্বাঙ্গে ধাম-রজঃ মৃক্ষণ, শ্রীধাম পরিক্রমণাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া তোমাদের জীবন ধন্য করিবার জন্য। কিন্তু সাবধান! যাহারা আপনাদিগকে ধামবাসী ভক্ত নামে পরিচিত করিয়া, ভক্তসজ্জায় সজ্জিত হইয়া শ্রীধাম, শ্রীনামাদিকে সেবাবুদ্ধি করিয়া তৎসেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে পণ্যদ্রব্যতুল্য করিয়া তদ্বিনিময়ে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার্জ্জন পূর্ব্বক আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ সাধন-মানসে নরকগামী হইয়াছে, তাদৃশ কপট ভক্তব্রুবদিগকে কোন প্রকারে কোন সাহায্য করিতে যাইও না, যদি কর তোমাদের ধামে আসিবার শ্রম মাত্রই সার হইবে, লাভ ত, কিছুই হইবে না বরং চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার অপ্রাকৃত ধাম দর্শন প্রাকৃত নেত্র দ্বারা প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে কখনও সম্ভব হয় না। শুদ্ধ ভক্তের কৃপাই জীবকে ভগবদ্রূপ ও ভগবদ্ধামদর্শনে যোগ্যতা প্রদান করেন। অতএব শ্রীধামে আসিয়া শুদ্ধভক্তের নিকট শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণের জন্য সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল হও, শেষে শুদ্ধভক্ত-কৃপালব্ধ ভক্তিবিলোচন দ্বারা ভগবদ্দর্শন করিতে পারিবে।

গ্রহণের সময় গঙ্গাস্নান, ধামবাস, শ্রীবিগ্রহ দর্শন ইত্যাদিকে যদি তোমরা কেবল পাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গাদি পুণ্যলোক প্রাপক পুণ্যকৃত্য বিশেষ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে একটি বিশেষ ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া থাকিতে হইল। মূলে কৃষ্ণভক্তি উদ্দেশ্য না লইয়া যাহা কিছু করা হয়, তাহাই বিষম সংসারবন্ধনের স্রষ্টা হয়। তোমাদের নির্হেতুক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত কেহই তোমাদিগকে পরম মঙ্গল লাভের স্বরূপ এ সকল কথা বলিয়া দিবে না। সামান্য পুণ্য ত' দূরের কথা, বরং তোমাদিগকে পাপের ভরা লইয়াই ঘরে ফিরিতে হইবে। তাই আবার বলি যাত্রিগণ সাবধান! কপটীদের হাতে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইও না, ভগবৎ-পাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিবার জন্য ভগবান্কে একান্তভাবে ডাক। তোমরা মনে করিও না, যাহাকে তাহাকে দিলেই তোমাদের ভগবান্কে দেওয়া হইয়া গেল; অভক্তগণকে প্রদত্ত দ্রব্যের কিছুই ভগবৎসেবায় লাগে না। টাকা পয়সা দিয়া অভক্তগণকে সন্তুষ্ট করিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। ভগবান্কে তুষ্ট করিতে হইলে ভগবানের ভক্তকে তুষ্ট করিতে হয়। সেই ভক্ত আবার টাকা পয়সার বশ নহেন, তিনি ভগবৎ-পাদপদ্মসেবার জন্য তোমাদের নিষ্কপট আর্ত্তি দেখিয়াই তোমাদিগকে কৃপা করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবেন। সুতরাং শ্রীধামে আসিয়া তোমরা সর্ব্বাগ্রে নিষ্কপট ধামবাসী শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ কর, ভক্তকৃপাতেই তোমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। তোমাদের নিষ্কপট আর্ত্তিই আবার সেই ভক্ত চিনাইয়া দিবে।

বেদান্ত দর্শনে জীবের স্বরূপ-নির্ণয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

দর্শনতত্ত্বালোচনাকারিগণের মধ্যে সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে ষড়্দর্শনের সহিত পরিচিত আছেন। সাংখ্য-দর্শন, যোগ-দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, ন্যায়-দর্শন, পূর্ব্ব-মীমাংসা দর্শন এবং উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন এই ছয়টি দর্শনই ষড়্দর্শন নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত চার্ব্বাক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন পাশুপত দর্শন ও পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-দর্শন নামে আরও কয়েকটী দর্শন প্রচলিত থাকিলেও এই দর্শনগুলি পূর্ব্বোক্ত ষড়্দর্শনের কোন না কোনটীর অন্তর্গত।

দার্শনিকগণের মধ্যে আত্মবিদ্গণ এক মাত্র ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনকেই ভ্রম প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাদিরূপ মনোধর্ম্মোত্থ দোষ-চতুষ্টয়-নির্ম্মুক্ত নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্যের প্রসারকারী বলিয়া স্বীকার করেন।

বৌদ্ধবাদ নিরসন কল্পে আচার্য্য শঙ্কর শ্রুত-আম্নায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিরোহ-বাদাবলম্বনে অক্ষজ-জ্ঞান সাহায্যে উক্ত বেদান্ত দর্শনের শারীরক মীমাংসা নামে এক ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার ভাষ্য নাস্তিক বৌদ্ধবাদ ধ্বংসের সাহায্য করিলেও বেদান্তাচার্য্যগণের সত্য প্রচারে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিয়াছিল।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে, 'বেদান্ত-দর্শনে জীবের স্বরূপ-নির্ণয়'। ভারতের অন্যান্য দার্শনিকগণ এবং পাশ্চাত্য-প্রদেশের সক্রেটীস, প্লেটো' ডেকার্ট, ফিক্‌টে, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণও নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ বলেন—চেতন ইন্দ্রিয়-

গণই জীবাত্মা, কেহ বলেন—জীব শুধু ভোক্তা, কেহ মনকে জীবাত্মা বলেন, কেহ ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই জীবাত্মা বলেন, কেহ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহকেই জীবাত্মা বলেন, কেহ বলেন জীবাত্মা বা চেতন বলিয়া বস্তুতঃ কোন বস্তু নাই, যেমন জড় ধাতু ও জড় বিশেষ কোন প্রক্রিয়া দ্বারা মিলিত মদ্যরূপ একটী পৃথক বস্তু লাভ করে, তাহাতে মাদকতারূপ একটি পৃথক্ গুণ দেখা যায়। বিভিন্ন জড়বস্তুর সম্মিলনে চেতনতারূপ একটি আগন্তুক বস্তু উৎপত্তিলাভ করে। বাস্তবিক চৈতন্য বা জীবাত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই, আবার কেহ বা জীবকে পূর্ণব্রহ্ম বলেন, এই শেষোক্ত মতটি আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভাগবত দর্শন উক্ত ষড়্দর্শনের কোন না কোন দর্শনের অন্তর্গত, এখন প্রশ্ন হইতেছে 'ভাগবত দর্শন' ষড়্দর্শনের কোন্ দর্শনের অন্তর্গত? তদুত্তরে শ্রীগরুড়পুরাণ বলেন—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-
পরিবৃংহিতঃ॥

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ষট্সন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিম
ভাষ্যভূতঃ॥"

শ্রীচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ।
নিজকৃত সূত্রের অর্থ ভাষ্য স্বরূপ॥

ব্রহ্মসূত্রের জন্মাদ্যস্য সূত্রেই শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ হইয়াছে, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবতই মহর্ষি বাদরায়ণ-কৃত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের আদি ও অকৃত্রিম ভাষ্য বা বিবৃতি। যাঁহার কৃত সূত্র, তাঁহার কৃত ভাষ্য হইলেই সূত্রকারের কি সঙ্কল্প, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারা যায়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাবলম্বনে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ তাঁহার ভাষ্যের প্রথমেই তাঁহার ভাষ্য যে স্বকপোল কল্পিত মত বিশেষ নহে, ইহা জানাইবার জন্য ভগবান্ বোধায়ন দ্রমিড়, টঙ্ক প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাঁহাদের ভাষ্যে আচার্য্যানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে গুরু-আম্নায় স্বীকার করেন নাই, অধিকন্তু তিনি নিজ ভাষ্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহা খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আচার্য্য শঙ্কর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই শারীরক ভাষ্য রচনা করেন। বেদান্ত দর্শনের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ-প্রণীত ভাষ্য সমূহের মধ্যে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য-প্রণীত মাধ্বভাষ্য বা 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' শ্রীমদ্রামানুজ-প্রণীত শ্রীভাষ্য, শ্রীমদ্ নিম্বার্ক প্রণীত বেদান্ত পারিজাত সৌরভ, শ্রীবল্লভাচার্য্য-প্রণীত অণুভাষ্য এবং গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গোবিন্দভাষ্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকট কালে শ্রীমদ্-ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া স্বয়ং গৌরসুন্দর প্রচার করায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে বেদান্ত-ভাষ্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন ভাষ্য প্রচার ছিল না। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীগোবিন্দজী শ্রীবিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হওয়ার কিছু কাল পরে শ্রীরামানন্দ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গৌড়ীয় সম্প্রদায় চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব নহেন, অতএব তাঁহাদের শ্রীগোবিন্দজীর সেবা করিবার অধিকার নাই বলিয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুজ্ঞাক্রমে এবং গোবিন্দজীর স্বপ্নাদেশে ১৬৬৮ খৃঃ অঃ শ্রীবলদেব প্রভু "গোবিন্দভাষ্য" নামে বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনা করেন এবং তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ব্রহ্ম-মধ্ব-আম্নায় প্রদর্শন করেন। শ্রীগোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন সুতরাং শ্রীগোবিন্দভাষ্যকে শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি বলা যাইতে পারে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় যাহা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত তত্ত্ব, তবে তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা মধ্যে সামান্য ব্যবহারিক মতভেদ দৃষ্ট হইলেও মূল বিষয় সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য নাই।

বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস কিরূপে হয়, জীবের স্বরূপ কি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, জীব তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারে এবং তাঁহাকে লাভ করিলে জীবের কিরূপে সংস্থিতি হয়।

তত্ত্বদর্শিগণ বলেন, জীবাত্মা ও জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ, অর্থাৎ ব্রহ্মেরই শক্তির পরিণাম। ব্রহ্ম অচিন্ত্য তত্ত্ব। সত্তাকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—একটী চিন্ত্য, অপরটী অচিন্ত্য। প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু অক্ষজজ্ঞানগম্য, সুতরাং, চিন্ত্য, কিন্তু প্রকৃতির অতীত অতীন্দ্রিয় বা বৈকুণ্ঠ বস্তু কেবলমাত্র জীবাত্মার সেবোন্মুখতা রূপ চিদ্ বৃত্তিতে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, সুতরাং উহা অচিন্ত্য জগতের কোন অভিজ্ঞতাই সেই অপ্রাকৃত অচিন্ত্য জগতের একটী অণু-পরমাণু সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বলিয়াছেন :—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃপরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতে-
ন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধি
গচ্ছতি।

শ্রীচরিতামৃতকারও বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। সুতরাং অচিন্ত্য তত্ত্বকে জানিবার শাস্ত্র ও মহাজনানুগত্যই একমাত্র উপায়।

বেদান্তে চারি শ্রেণী জীবের উল্লেখ দেখা যায়, যথা :—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ; বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে এই চারি শ্রেণীর জীবের কথাই আছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়—উহার ১৬ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীবের জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহের ভাবাভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৭ সূত্রে বলা হইয়াছে, জীবাত্মার উৎপত্তি নাই, শ্রুতি তাঁহার স্বরূপতঃ উৎপত্তি বলেন নাই, দেহাদি পরিগ্রহরূপ ব্যবহারিক উৎপত্তির কথাই বলিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতিতে আত্মার নিত্যত্ব ও অজত্ব কথিত হইয়াছে; শ্রীমদ্ভাগবতেও জীবের নিত্যত্ব ও অজত্ব কথিত হইয়াছে, যথা :—'নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি ······বিকল্পিতং বদেৎ'—৬।১৩।৩৮ আচার্য্য শঙ্কর—এই সূত্রভাষ্যে একস্থানে বলিয়াছেন, 'উপাধিযুক্ত অবিকৃত ব্রহ্মই জীব, উপাধিযোগেই এমতা জীবত্ব, উপাধি সত্ত্বেই জীবের স্ব স্ব রূপে ভিন্নভিন্ন-রূপে অবস্থান, উপাধি বিনিমুক্ত জীবের বন্ধন কল্পিত হয়; কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জীব নিত্য অণুত্ব; উপাধি জীবের বদ্ধত্বের কারণ নহে, অণুত্বই জীবের বদ্ধত্বের কারণ; ইহা আমরা পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ]

ভেদ কোথায়?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

শুদ্ধবৈষ্ণব ও কর্ম্মীর বিষ্ণুপূজা

বৈষ্ণব ও কর্ম্মী বাহ্য দৃষ্টিতে উভয়েই বিষ্ণুপূজা করেন বটে, কিন্তু পারমার্থিকের বিষ্ণুপূজা ও আর্থিক বা কর্ম্মীর বিষ্ণুপূজার অভিনয়ে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বৈষ্ণবের বিচারে 'বিষ্ণু'—'স্বরাট্ পুরুষ', 'বৈষ্ণব'—'বিষ্ণুর নিত্যদাস', বিষ্ণুর নিত্য সেবাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম। কর্ম্মিগণ "ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকিলেও অন্তরে 'পরমং পদং 'পশ্যন্তি', 'সূরয়ঃ' প্রভৃতি মন্ত্রোক্ত শব্দের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিষ্ণুকে 'পরম স্বতন্ত্র পুরুষ' জ্ঞান করেন না; তাঁহারা মনে করেন, বিষ্ণু তাঁহাদের কর্ম্মাঙ্গের অধীন ফলদাতা দেবতা বিশেষ। বিষ্ণুর নিত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপও তাঁহারা স্বীকার করেন না, বিষ্ণুর অবতারসমূহকে, বিষ্ণুর বিগ্রহ সমূহকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করেন ও বৈষ্ণবকে বদ্ধজীবের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন জ্ঞান করেন, বিষ্ণুভক্তিকে তাৎকালিক বা অন্যান্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মেরই অন্যতম জ্ঞান করেন, বিষ্ণুভক্তিই যে একমাত্র সাধন ও 'সাধ্য'—ইহা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং কর্ম্মীর বিষ্ণুপূজা অধোক্ষজ বিষ্ণুর সেবা নহে, উহা এক প্রকার পৌত্তলিকতা বা পুতুল-পূজা। সমস্ত কর্ম্মের শেষে কর্ম্মিগণ বিষ্ণু বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বা সহজ ভাষায় "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া আত্ম-বঞ্চনা ও ভগবান্‌কে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা-বিশেষ মাত্র প্রদর্শন করেন। শুদ্ধবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী বিষ্ণুপ্রীতির অনুসন্ধানে এরূপ শাঠ্যোমত্রী বুদ্ধি নাই, তাই ভগবান্ প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রভৃতি শুদ্ধবৈষ্ণবের পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ব্বাসা বা যাজ্ঞিক স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের পূজা গ্রহণ করেন না; অতএব বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজা ও কর্ম্মীর বিষ্ণুপূজা এক নহে। একজন বিষ্ণুর প্রতি অহৈতুকী প্রীতি প্রদর্শন করেন, আর একজন বাহিরের দিকে ঈশ্বর সংশ্রব', 'কৃষ্ণার্পণ', 'বিষ্ণুপ্রীতি' প্রভৃতির সজ্জা প্রদর্শন পূর্ব্বক কার্য্যতঃ বিষ্ণুকে ভোগ করিবার—অর্থাৎ বিষ্ণু-দ্বারা নিজের কিছু ভোগ-সাধন (ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ) করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন

পারমার্থিক ও আর্থিকের দেবতা পূজা

শুদ্ধ বৈষ্ণব ও কর্ম্মি-সম্প্রদায় উভয়েই দেবতাগণকে সম্মান করেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ কখনও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না বা অন্য দেবতার নিন্দা করেন না; তাঁহারা জানেন,—"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।" বৈষ্ণবগণ মানদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট; তাঁহারা সর্ব্বজীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া প্রত্যেককেই যেরূপ যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহারা দেবতাগণকেও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান দেন; কিন্তু স্মার্ত্তগণের ন্যায় দেবতামাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর অথবা শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণুকে সম-পর্য্যায়ে কল্পনা করিয়া—'যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"—প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অবিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা বা পাষণ্ডতার আচরণ করেন না। তাঁহারা উপনিষৎ, ব্রহ্মসংহিতা, গীতা, ভাগবত এবং পুরাণাদি সাত্বত শাস্ত্রের বিধি অনুসারে নিখিল দেবতার অন্তর্যামী শ্রীবিষ্ণুর পরমপদের পূজা করেন এবং সমস্ত দেবতার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে দেবতা-পূজা দ্বারা দেবতাগণের মনোঽভীষ্টের বিরুদ্ধে আচরণ বা পাষণ্ডতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না; কিন্তু বিষ্ণুর প্রসাদ-নির্ম্মাল্যের দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষবিধান করেন।

পারমার্থিক ও আর্থিকের গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা-পূজা—

বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও কর্ম্মিগণ গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা-পূজাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণবের গঙ্গাস্নান বা গঙ্গা-পূজা কর্ম্মীর ন্যায় পাপ বা মলিনতা ধৌতির উদ্দেশ্যে নহে। কর্ম্মী স্বীয় কৃত পাপসমূহ, অপবিত্রতা, অশৌচ প্রভৃতি গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া লইতে যান; অর্থাৎ কর্ম্মিগণ কার্য্যতঃ পরমারাধ্যা গঙ্গাদেবীকে তাঁহাদের যাবতীয় অপবিত্র আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করিবার দাসীরূপে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এই জন্যই গঙ্গা কর্ম্মীদের পাপকলুষিত দেহের অবগাহন-বাঞ্ছা না করিয়া হরিকীর্ত্তনকারী হরিদাসের অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবেরই মজ্জন বাঞ্ছা করেন। বিষ্ণুপাদোদকস্বরূপা গঙ্গার দর্শন ও স্পর্শন মাত্রেই শুদ্ধবৈষ্ণবের বিষ্ণু-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব গঙ্গা-স্নান ও গঙ্গার সেবা করেন। বৈষ্ণব গঙ্গাকে সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী অপ্রাকৃত সেবাবিগ্রহ বলিয়া জানেন, আর কর্ম্মী গঙ্গাকে তাঁহার পাপ, অশৌচ প্রভৃতি মলরাশি ধৌত করিবার দ্রব্যবিশেষ বা প্রাকৃত ভোগ্য বস্তুর অন্যতমরূপে বিচার করেন। বৈষ্ণব গঙ্গাতে ও বৈষ্ণবে ভেদবুদ্ধি করেন না, গঙ্গাজল ও শ্রীবৈষ্ণবের পদধূলিতে আদৌ কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের বিচারে ভিন্ন নহে; বৈষ্ণব জানেন,—"গঙ্গার পরশে হয় পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার (বৈষ্ণবের) গুণ॥" কিন্তু কর্ম্মিগণের এ বিচার নাই, গঙ্গায় ও শ্রীবৈষ্ণবে তাঁহাদের ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান। চতুর্দ্দশভুবনস্থ কর্ম্মী মনে করেন,—ঠাকুর হরিদাস যবন (?) ছিলেন, ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালী (?) ছিলেন, শুক্ল চণ্ডাল (?) ছিলেন, কোন প্রকারে তাঁহাদের স্পর্শ ঘটিলে গঙ্গার জলে অবগাহন করিয়া পুনরায় পবিত্র হইতে হয়। তাঁহারা (তাঁহাদের চতুর্দ্দিকস্থগণ) মনে করেন ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কিম্বা তাঁহাদের চরণ-রেণু কোন প্রকারে মস্তকে স্পৃষ্ট হইলে গঙ্গাজলে স্নান ও নানাবিধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করাই বিধি। এই সকল "গোখর-বুদ্ধি" শ্রীবৈষ্ণবে নাই, তাই বৈষ্ণব ও কর্ম্মীর গঙ্গাস্নান ও গঙ্গা-পূজা কখনই এক নহে।

নানা কথা

বোম্বাইয়ের মোটর দুর্ঘটনা

৮ই নভেম্বর সকালে বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের জজ মিঃ মার্ক নোরোনহার তিন বৎসর-বয়স্কা কন্যা ক্রোজা নোরোনহা বাড়ীর সম্মুখে খেলিতে খেলিতে একখানা মোটর লরি-দ্বারা চাপা পড়ে। মোটরের পিছনের একটী চাকা বালিকার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায় তাহাকে তখনই জে, জে, হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে এক ঘণ্টা পরে বালিকা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের আইন সদস্য

আগামী ৮ই নভেম্বর আইনের বড়লাট-দপ্তরে বাহির্গত হইবেন। সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্বেই আইন সদস্য সম্পর্কে ঘোষণা প্রকাশিত হইবে। সম্ভবতঃ কলিকাতা, বোম্বাই অথবা মাদ্রাজের কোনও ব্যক্তি আইন-সদস্য নিযুক্ত হইবেন। ভবঘুরেই অসহযোগিগণের কেহই নিযুক্ত হইবেন না।

মাক্‌পটু চলচ্চিত্র

লণ্ডনের, ৭ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ম্যাডান থিয়েটারের কর্ত্তা মিঃ জি, ম্যাডান একণে লণ্ডনে আছেন। লণ্ডনের নিউ গ্যালারী ও পিকাডিলী নামক রঙ্গালয়ে যেরূপ বাক্‌পটু চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, তিনি সেইরূপ কতকগুলি চলচ্চিত্র গত ২১শে অক্টোবর ভারতবর্ষে চালান দিয়াছেন। সেগুলি তাঁহার বোম্বাই, মাদ্রাজ, রেঙ্গুণ, কলম্বো এবং কলিকাতার এলফিন্‌ষ্টোন চলচ্চিত্রালয়ে প্রদর্শিত হইবে। মিঃ ম্যাডান বলেন, তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, এই নূতন বাক্‌পটু চলচ্চিত্র বায়ু চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

বৃটেনের বেকার সমস্যা

লণ্ডনের এক সংবাদে জানা যায়—পার্লামেন্টে সম্রাটের অভিভাষণে বেকার লোকের জন্য সরকারের যে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কিরূপ গুরুতর, সে বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই বেকার দলে ৩১,০০০ লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ সর্ব্বসমেত একণে ১৩ লক্ষ ৭৫ হাজার বেকারকে সরকার পুষিতেছেন। এই বেকারদিগের ভরণ-পোষণের জন্য যে তহবিলের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে লক্ষ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে। এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তহবিলে ৩ কোটী পাউণ্ড ঘাটতি হইয়াছে।

এই হেতু গতকল্য এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে ৪ কোটি পাউণ্ড ঋণ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কার্ব্বলিক সেবনে মৃত্যু

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এসোসিয়েসনে কাজ করিত। সে অজ্ঞান অবস্থায় ঐ বাড়ীর দালানের বারান্দায় পড়িয়াছিল। বালকটীকে তখনই মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তথায় কিছুকাল পরেই সে মারা যায়। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা যায়, বালকটী কার্ব্বলিক এসিড সেবন করিয়াছিল। ব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহটি মর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে ৩০ হাজার

মাদ্রাজে নারায়ণ মুদালি ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৩০ হাজার টাকার কাঁচের বালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বালাগুলি উক্ত বাড়ীর উপরতলায় ছিল।

এক মামলায় ১৩০ জন সাক্ষী

বাঙ্গলোর দাঙ্গা তদন্ত কমিটী প্রায় ২ মাস কাল তদন্ত করিয়া অদ্য অপরাহ্ণে সাক্ষ্যগ্রহণ কার্য্য শেষ করিয়াছেন। বিভিন্ন পক্ষের প্রায় ১ শত ৩০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

তদন্তকালে সংবাদপত্রগুলির ন্যায্য ব্যবহারে সভাপতি স্যার বিশ্বেশ্বরায়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কমিটীর সকল সদস্যের অভিপ্রায়ানুসারে আমরা আবশ্যক তদন্তকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।

হত্যাকাণ্ড

সিরাজগঞ্জ চয়েরা গ্রামে সীরু আকন্দ নামক জনৈক মুসলমানকে খুন করিয়া একটা বিলের মধ্যে জলমগ্ন এক নৌকার সহিত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, খুনের ২ দিন পর পুলিসের চেষ্টায় তাহার লাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত হইতেছে। অজিত উল্লা ও মহেজ নামক ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দোয়াতুল্লা গা ঢাকা দিয়াছিল, কিন্তু সেও আদালতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আসামীদিগের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

ভেজাল ঘৃত পরীক্ষা

রসায়নবিদের উক্তি

বঙ্গদেশের সরকারের ব্যবহারিক রসায়নবিদ্ শ্রীযুত আর, এল, দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন, বহুসংখ্যক ফিরিওয়ালা কলিকাতার রাস্তায় গব্য মাখন হইতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ ঘৃত বিক্রি করে। ঐ সকল ফিরিওয়ালার নিকট হইতে ঘৃত ক্রয়কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য। কারণ, বহু স্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা যে দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহা মাখনের গন্ধযুক্ত নবনী হইতে প্রস্তুত মাত্র। উহার বর্ণ ও গন্ধ এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, উহা অবগত হওয়া সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। ঐ ঘৃত সামান্য পরিমাণে একটী পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলেই প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। উত্তাপ প্রদান করিলেও উহা হইতে ঘৃতের গন্ধ বহির্গত হইলে উহা ঘি, কিন্তু উহা হইতে উত্তপ্ত তৈলের ন্যায় গন্ধ বহির্গত হইলে উহা মিশ্রিত দ্রব্য।

গ্রেহামের অব্যাহতি

মাদ্রাসরে ৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে করাচোটোরের সেসন জজের বিচারে ওয়াকার ও গ্রেহামের প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়ায়, এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই আপীলের বিচার হইয়া গিয়াছে। ওয়াকারের বয়স ও ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি ৩ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রেহাম অব্যাহতিলাভ করিয়াছে। ওয়াকার ও গ্রেহাম ৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল।

বরিশালে দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জ্জনে মুসলমানগণের সম্মতি

বরিশালে সহরে দুর্গা প্রতিমাগুলির নিরঞ্জন অদ্যাপি হয় নাই, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত শরৎকুমার দত্ত, শ্রীযুত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত মন্মথ দে ঐ সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, কিন্তু কোনও রূপ সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। শোভাযাত্রা করিয়া চকবাজার পথে গমন করিবার অনুকূলে নবাবজাদা মহম্মদ হোসেন, চকবাজারের ইমাম ও মাতোয়ালী এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক মুসলমান পত্র দ্বারা ও ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দুনেতাগণের নিকট আপনাদিগের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয় তাঁহার নিকট বলিবার জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে আদেশ করিয়াছেন।

বিমানপোতে জার্ম্মাণী হইতে ভারত

বৈমানিক ব্যারন কোনিং তাঁহার 'ধার' বিমানপোতে জার্ম্মাণী হইতে গত কল্য অপরাহ্নে করাচীতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার বিমানের কল ২০ অশ্বের শক্তি সম্পন্ন। তিনিই উক্ত বিমান পোতের মালিক। তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর। উক্ত বিমানপোত যোগে তিনি প্রথমে বার্লিন হইতে ১ হাজার ২ শত মাইল দূরবর্ত্তী মস্কোতে গমন করেন। ভারতে আগমন কালে তাঁহাকে ২ বার অবতরণ করিতে হয়। তিনি করাচীতে ৭ দিন অবস্থান করিয়া লাহোর, পেশোয়ার, ও দিল্লী হইয়া কলিকাতায় গমন করিবেন। তিনি মাত্র ১৬ দিনে ভারতে আগমন করিয়াছেন। গমনকালে উক্ত বিমানপোতের কলে মাত্র দেড় গ্যালন পেট্রোল আবশ্যক হয়।

মিথ্যা হুণ্ডী দ্বারা প্রতারণা

মেদিনীপুর সদর সাবডিভিসনাল অফিসারের এজলাসে মেদিনীপুর শালবনীর চাউল-ব্যবসায়ী নাথুমল মাড়োয়ারী নামক একব্যক্তি ও একজন মিলস্বত্বাধিকারী ডি, ডি, এস, পিলে ও তাহার একজন প্রতিনিধির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় নাথুমলের সহিত আসামীর দেখা হইয়াছিল, সে সময়ে আসামী নাথুমলকে তাহার নিকটে চাউল বিক্রয় করিবার জন্য প্রবোচিত করে, ইহার কিছুদিন পরে পিলের একজন প্রতিনিধি নাথুমলের নিকটে আসিয়া পিলের একখানি চিঠি দেখাইয়া ৬৪০০৲ টাকার একটি হুণ্ডী দিয়া ৫০০থলিয়া চাউল ডেলিভারী লয়। তদনুসারে নাথুমল ঐ হুণ্ডী পাইয়া পিলের প্রতিনিধির নিকট দুইটি রেলওয়ে রসীদ দেয়, তাহাতে কোয়েম্বাটুরে ২৫০ মণ করিয়া চাউল প্রেরণের কথা ছিল। কিন্তু দুইদিন পরে এই হুণ্ডী কলিকাতায় পাঠাইবার পরে দেখা গেল যে ক্যানিংষ্ট্রীটে ঐ নামে কোন ফার্ম্ম নাই এবং আসামীদেরও কোন খোঁজ নাই। প্রথম আসামী পিলে মেদিনীপুরের সাবডিভিসনাল অফিসারের এজলাসে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু অপর আসামী এখনও পলাতক আছে।

কুরুক্ষেত্রে ভীষণ জনতা

মহারাণার বদান্যতা

১৬ই নভেম্বর অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্মিলন হইবে। পণ্ডিত ইন্দ্র সম্মিলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন। আর্য্য বীর দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা সেবাসমিতি মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের সহিত একযোগে কাজ করিবেন। ডেপুটী কমিশনার মিঃ কৃপালানি হস্তিপৃষ্ঠে সমগ্র মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতেছেন। এ বৎসর ট্রেণ যাতায়াতের বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রেল কর্ম্মচারীরা যাত্রীদিগের সুখ স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিতেছেন। লোক সমাগমের জন্য ভীড় না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেলাস্থলে ৫টা বুকিং অফিস ও ৭টা রেল ষ্টেশন খোলা হইয়াছে। খুব বড় রকমের একটা মঞ্চও হইয়াছে।

বিশেষ ট্রেণের ব্যবস্থা

গত কল্য সন্ধ্যার সময় ২ খানি স্পেশাল ট্রেণ একখানি অম্বালা হইতে ও আর এক খানি উদয়পুর হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। উদয়পুর হইতে যে স্পেশালখানি আসিয়াছে, তাহাতে হাজার নাগা সন্ন্যাসী ছিল। উদয়পুরের মহারাণা তাঁহাদিগের সকলের ব্যয় বহন করিয়াছেন। সেবাসমিতির চীফ কমিশনার মিঃ রাজপাই অদ্য প্রাতঃকালে প্রার্থনা করিয়া যাত্রীদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিয়াছেন।

বিরাট ব্যবস্থা

মেলা-ক্ষেত্রকে ১৮টী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে ৫০ হাজার করিয়া যাত্রীর স্থান হইবে। বহু শৌচাগার, হাঁসপাতাল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। জলের কলের ব্যবস্থা হইয়াছে ও টিকেটঘর খুলা হইয়াছে। দোকানপাট অসংখ্য অনেক রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা সকল সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত। পঞ্জাব বয়স্কাউটের কমিশনার মিঃ হগ ৭ হাজার স্কাউট লইয়া সাহায্যার্থ আসিয়াছেন। সেবা সমিতি ও মহাবীর দল স্বেচ্ছাসেবকেরা বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। নিখিল ভারত কাটুনী সমিতি খদ্দর প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ডেপুটি কমিশনার মিঃ কৃপালানি মেলার যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন কালীকমলীওয়ালার লোক জন হাজার হাজার লোককে অন্ন দিতেছেন। ১০ হাজারের অধিক সাধু আসিয়া পৌছিয়াছেন।

বাজী প্রস্তুতে বিপত্তি

পশ্চিমদেশীয় একজন লোক চিৎপুরে তাহার বাড়ীতে আতসবাজী প্রস্তুত করিতেছিল। হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুণ লাগিয়া তাহার শরীরের স্থানে স্থানে পুড়িয়া যায়। তাহার চক্ষু দুইটি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। লোকটিকে চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

নায়েবে গোমস্তায়

সাতকড়ি রায় নামে এক নায়েব আমিরুল আলমের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনা, হিসাবপত্রে গোলযোগ ও মিথ্যা হিসাব রাখার অভিযোগে হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক মামলা আনিয়াছিলেন। ঐ মামলায় আমিরুল খালাস পায়, ঐ মুক্তিদানের বিরুদ্ধে সাতকড়ির পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। অভিযোগের বিবরণ এই যে, ফরিয়াদী ও আসামী যথাক্রমে হুগলী জমিদারদের নায়েব ও গোমস্তা ছিল। গোমস্তা বেশী টাকা আদায় করিয়া হিসাব বলিতে কম টাকার পরিমাণ লিখিত এই ভাবে সে প্রায় ১০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, এবং তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়ায় পরও সে মিথ্যা রসিদ ছাপাইয়া লইয়া টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন—কেহ প্রবঞ্চিত হইয়া থাকে ত প্রজারাই হইয়াছে, ফরিয়াদীরা নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে মুক্তি দেন, হাই.কোর্ট রুলজারী করিয়াছেন।

অগ্নিকাণ্ড

৩০ হাজার টাকার ক্ষতি

মাদ্রাজ জর্জ টাউনের জনৈক মাড়োয়ারীর দোকানে ৬ই নভেম্বর রাত্রিতে এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দোকানে ছেঁড়া কাগজ কুটী প্রভৃতি অনেক জমা ছিল বলিয়া আগুন আরও ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দমকল আসিয়া দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ

দিল্লীর ৭ই নভেম্বরের সংবাদে জানা গিয়াছে, ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী জানুয়ারী মাসে দিল্লী ও রেঙ্গুনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ৭ জন ভারতবাসী এবং ৫ জন ব্রহ্মবাসীকে যথাক্রমে ভারতে ও ব্রহ্মদেশে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করা হইবে।

মেঘনা নূতন পুল

আশুগঞ্জ লাইনকে এ, বি রেলওয়ের ভৈরব লাইনের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য মেঘনা নদীর উপর দিয়া একটি পুল নির্ম্মাণের কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্বদিকে কোন স্থান হইতে পুল আরম্ভ হইবে তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে পুলটির অবস্থান হইবে চরতলা ও কাকোরিয়ার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে।

এই দুই স্থানের মধ্যে মেঘনার প্রস্থ প্রায় তিন মাইল। এই পুল নির্ম্মাণের জন্য কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জীনিয়ার নিযুক্ত হইবেন এবং পুল নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইতে কয়েক বৎসর লাগিবে।

এই পুল নির্ম্মাণ ব্যাপারটীকে ত্রিপুরা লোকেরা প্রীতিহীন চক্ষে দেখিতেছেন না। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, আসাম ও ত্রিপুরা হইতে সহজ জলনিকাশের পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইবে এবং প্রায়ই বন্যা হইয়া জেলায় শস্যের হানি হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮শে কার্ত্তিক, বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

'জাতি' ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনের বিচার-মোক্তার কেলেঙ্কারী বসুমতী, আনন্দবাজার, বাংলার কথা প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে বেশ ফলাও করিয়াই চিত্রিত হইতেছে, আমরা নূতন করিয়া কিছু বলিতে চাহি না। পঞ্চানন পঞ্চমুখে কেমন "তা-না-না-না-না-না, মায়ে না—মায়ে না" করিয়া পঞ্চমতানে 'বেহাগ' ধরিয়াছেন, আর তাঁর 'সাম্যধর্ম্মাগণ সঙ্গে সঙ্গে 'পোঁ' ধরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আর ভুলায় কে? প্রমথনাথের ভৈরব-রাগের ভৈরব-হুঙ্কার এখন তাঁহাকে "তা'রে নারে" হইতে "গেলাম রে বাবারে" বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্যকে আর কতদিন চাপিয়া রাখিবে বাপু? এখন পঞ্চমুখে 'না, না' ছাড়িয়া 'হাঁ, হাঁ' গাইতে আরম্ভ কর, কেলেঙ্কারী যতদূর গড়াইবার গড়াইয়াছে, আর বুড়া-বয়সে হাটের মাঝে হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া ঘরের খবরগুলি বাহিরে জাহির করিবার বৃথা প্রয়াস করিও না। কার্পাস সূতার গৌরব কি আর বেশীদিন থাকে? মহর্ষি অত্রি যে সে গৌরব ফাঁক করিয়া দিয়াছেন! তিনি বলেন—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশু-
রুদাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ "যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবল যজ্ঞোপবীতের (?) দোহাই দিয়া গর্ব্ব-প্রকাশ ক'রে, সে ব্রাহ্মণ সেই পাপে 'পশু' বলিয়া খ্যাত হয়।" ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া শুধু কার্পাস সূত্রের দোহাই দিলে লোকে শুনিবে কেন? লোকের চোখে আর কতদিন ধূলা দিয়া রাখিবে? লোকে এখন শাস্ত্র দেখিতে শিখিয়াছে, তাহারা জানিয়াছে—ব্রহ্মা হইতে জাত সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, ক্রমে কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে মাত্র। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ"

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং
গতম্॥"

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

—"সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, যেহেতু ব্রহ্মা হইতে সকলেই উৎপন্ন হইয়াছেন।"

"ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কোন প্রকার পার্থক্য নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মসৃষ্ট সমগ্র জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে, কর্ম্মদ্বারা বিভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।"

লোকে বলিতেছে—তাহারা ব্রাহ্মণা-ধিকার হইতে একবার কর্ম্মদোষে চ্যুত হইয়াছে বলিয়া আর যে তাহারা পুনঃ সেই পদবী পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে না, শাস্ত্রে এমন কোন কথা নাই। শাস্ত্রে গুণকর্ম্ম অনুসারেই যখন বর্ণ নির্দ্দেশের ব্যবস্থা আছে, শাস্ত্র শুক্র শোণিতকে যখন 'ব্রাহ্মণ' বলেন নাই, তখন শুক্র-শোণিত ও কার্পাস-সূত্রের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণতা রক্ষা করা আর চলিবে না, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ভারতার্থ তাৎপর্য্য, গায়ত্রীভাষ্য ও সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বন্ধিত শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১১।৩৫) "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" শ্লোকার্থ নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখা যাইবে পঞ্চাননের পঞ্চমুখ কতবার 'না, না' বলিয়া ব্রাহ্মণব্রুবের ব্রাহ্মণতা বজায় রাখিতে পারে। এখনও মানে মানে গোপগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে কি রয়া না গেলে শেষে যে কার্পাসের সূতাটাও গলায় রাখা দায় হইবে। যাত্রাদলের ভীমদূতের মত পর্দার আড়ালে থাকিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিলেই কি বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়? উহা ত' কাপুরুষের ধর্ম্ম। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণের সাম্নে আসিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলেই কেমন বুকের পাটা বুঝা যাইত। শ্রীযুক্ত তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের সাদর আহ্বান সত্ত্বেও তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত না হওয়ার কারণ তর্করত্ন মহাশয় আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া একথায় জানাইবেন কি? "বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণতা লাভ হয় কি না?" প্রশ্নের উত্তর কি কেবল 'তা-না না-না' করিয়া সারিলেই চলিবে? সকলে সমস্বরে বলিবেন—'না, সুতরাং তাহাই 'হুঁ' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে! বলিহারী বিচার, বাহোবা না দিয়া আর কি থাকা যায়? আনন্দ বাজারের 'সুদর্শন' এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়া 'ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন' নাম না দিয়া 'ব্রাহ্মণ-মহাপ্রহসন' নাম দিয়াছেন। সে, যে সে প্রহসন নয়, এক মহাপ্রহসনই বটে! প্রশ্নটির উত্তর পণ্ডিত তর্কভূষণ মহোদয়ের নিকট হইতে লইলেই বুঝা যাইত। জ্যাঠামি ব্যবসা করিয়া অর্থাৎ সোজা কথায় বলিতে গেলে বিক্রয় করিয়া, ম্লেচ্ছের বৃত্তিভোগী চাকর হইয়া, শূদ্রের ভক্ষণ করিয়া যাহার টিকি ধর্ম্মটিকে-বদ্ধ, তিনি ধর্ম্ম আবার ব্রাহ্মণ সভার মোড়লী করিয়া ব্রাহ্মণতা রক্ষা ইচ্ছে? লজ্জাও লজ্জা পায়; আর সজ্জনেরও বলিহারী! শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই ব্রাহ্মণ লক্ষণ কয়টির মধ্যে একটি লক্ষণেরও এক অংশ যাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তিনি কোন্ সাহসে নিখিল ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ধৃষ্টতা করেন? আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবরে এত কি দরকার? কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়া পোপ মহাশয় যে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্য বৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ গৌড়ীয় তাঁহাকে কি নাকালটাই না করিয়াছেন, তথাপি যে, তাঁহার আক্কেল হয় না, এই দুঃখেই মরিয়া যাই। এখনও আমরা তাঁহার হিতার্থে বলি—বৃদ্ধবয়সে হরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধটী ছাড়িয়া দিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কৃপাপ্রার্থী হউন, তুচ্ছ জাত্যভিমানে মত্ত থাকিয়া আর নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইবেন না, এখনও পর-লোকের কথা—এ জগৎ যে শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইতে হইবে, সেই কথাটি একবার চিন্তা করুন। কোন মহাজন মনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই মঙ্গলার্থ গাহিতেছেন—

> মনরে কেন কর বর্ণ অভিমান।
> মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যাবে ল'য়ে,
> না করিবে জাতির সম্মান॥
> যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
> তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
> নরকেও দুইজনে, দণ্ড পাবে একসনে,
> জন্মান্তরে সমান বিধান॥
> তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণমান,
> মরণ অবধি যা'র মান।
> উচ্চ বর্ণপদ ধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
> নরকের না কর সন্ধান॥
> সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে
> বৈষ্ণবে না কর অপমান।
> আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে
> কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
> তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
> সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
> সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
> জগৎ গাহিবে স্তুতি গান॥

দুঃসঙ্গবর্জ্জনই বৈষ্ণবতা

শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ধার ধারিবেন না; মহাজনগণের আচার প্রচার মানিবেন না, অথচ যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিবেন, লিখিবেন ও করিবেন, আর বোকার মত তাহা অনুমোদন করিয়া গেলেই শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ বৈষ্ণব হওয়া যাইবে—এরূপ বৈষ্ণবতা যাঁহাদের আদর্শ হয় হউক, আমরা তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারিলেই আপনাদিগকে বিশেষ ধন্য বলিয়া মনে করিতে পারিব। শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই আমাদের জীবাতু হউন, মহাজনগণের আচার বিচারই আমাদের একমাত্র আদর্শস্থল হউক, ইহাতে যদি আমাদের জগতের সমস্ত লোকেরই সহানুভূতি হারাইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি আমরা জগতের বহির্ম্মুখ জনমতকে আদর করিতে গিয়া কৃষ্ণোন্মুখ মহাজনমতকে অনাদর করিতে চাহি না। মহাজনগণ জনমতের অপেক্ষা না রাখিয়া নিরপেক্ষভাবে নির্ভীক হৃদয়ে পরম সাহসে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরাও চাহি সেই—মহাজন-পন্থানুসরণ। সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ।

যাঁহারা জনসমাজে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা লুব্ধ হইবার আশঙ্কায় সকল মতকেই বহুমানন করিয়া খুব 'সামাজিক', বা 'অসাম্প্রদায়িক' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে করিতে চাহেন, তাঁহারা জগতে প্রচলিত যত প্রকার মনোধর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে সমন্বয়-সাধন করিতে চেষ্টা করেন, করুন, আমরা সেরূপ 'সমন্বয়' চাহি না। আমরা লোকের প্রাকৃত মনের খেয়ালকে 'ধর্ম্ম' বা জীবাত্মার নিত্য স্বভাব বলিয়া স্বীকার করি না, আমরা জানি সঙ্কল্প ও বিকল্পই মনের ধর্ম্ম, তাদৃশ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক এক মনের সহিত অন্য মনের আদৌ মিল হইতে পারে না, মনের মিলন-চেষ্টাকে সমন্বয়-বাদ বলিয়া প্রচারের ন্যায় মহা-মূর্খতা জগতে আর কিছুই থাকিতে পারে না। অবশ্য তাদৃশ সমন্বয়বাদ প্রচারকগণকে 'মহামূর্খ' বলিলে তাঁহারা চটিয়া উঠিয়া মনকেই 'আত্মা' বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের মূর্খতা আরও ধরা পড়িয়া যাইবে। কেননা আত্মধর্ম্ম 'এক' বই 'দুই' হইতে পারে না। এক এক জনের আত্মধর্ম্ম এক এক প্রকার হয় না, সমস্ত জীবাত্মার একই স্বভাব, তাহা সাধুশাস্ত্র বিগর্হিত নহে। সুতরাং আমরা চাহি আত্মধর্ম্ম বা চেতনের ধর্ম্মের সহিত চেতন-ধর্ম্মের সমন্বয় বা মিলন, অচেতনের সহিত অচেতনের মিলন আপাততঃ সম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অচিরস্থায়ী আবার অচেতনের সহিত চেতনের মিলন একেবারেই অসম্ভব, চিজ্জড়ে মিলন প্রয়াস আলোক ও অন্ধকার মিলন প্রয়াসের ন্যায় বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা সেরূপ বাতুলতায় প্রশ্রয় দিয়া, সাধু-শাস্ত্র-বিচারকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, অনিত্য জগতে অনিত্য ভেকধারী লোকসমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়া জগদ্গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবতার কদর্থ-প্রচার করিতে চাহি না। আমরা চাহি—সম্যগ্‌রূপে আত্মপ্রসন্নতা—অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি, যাহাতেই একমাত্র মহাচিৎসমন্বয় অবস্থিত। এইরূপ চিৎসমন্বয়-বাদ-প্রচারে জগতের চিজ্জড়সমন্বয়বাদী যাবতীয় মনোধর্ম্মি সমাজের বিরোধাচরণকে আমরা আমাদের প্রচারের পরিপন্থী না জানিয়া অত্যন্ত অনুকূল বলিয়া মনে করি। অম্বুরকুল যেমন সুরবিরোধ করিতে গিয়া সুরমাহাত্ম্যই প্রচার করে, আমরাও বিপক্ষদলের বিরোধাচরণকে তদ্রূপ মনে করিয়া থাকি।

শাস্ত্রবাক্য মহাজন-বাক্যের বিরোধ নহেন। শাস্ত্র এক বলেন, মহাজন তাঁহার ইচ্ছামত যাহা তাহা বলেন, এরূপ কখনও হইতে পারে না। মহাজনের প্রত্যেক উক্তি, প্রত্যেক কার্য্যের সহিত শাস্ত্রবচনের ঐক্য থাকিবে, যেখানে সে ঐক্যতানের অভাব, সেখানে মহাজনত্বেরই অভাব জানিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরে র্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্ ॥"

—অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্র বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে ঐকান্তিকী ভাবভক্তির অভিনয় প্রদর্শন, তাহা কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। শুধু নিজের সর্ব্বনাশ নহে, বহু নিরীহ লোককেও সেই পথের পথিক করা হয়।

আজকাল শাস্ত্র-বিধির সহিত খোঁজ নাই, এমন অনেক খামখেয়ালী মহাজন, আবার শুধু মহাজন হইয়াও সাধ মিটে না, তাই একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানের সাক্ষাৎ অবতারও অনেকগুলি হইয়া পড়িয়াছেন। কয়েকটা মহাজন ও অবতারের লীলাকাল ফুরাইয়াছে. এখন আবার নূতন কয়েকটী অবতার ও মহাজন আত্মপ্রকাশ করিতেছেন; তাঁহারা নাকি যাহা বলেন, তাহাই শাস্ত্র। বেদ পুরাণগুলি বড় পুরাতন হইয়া যাওয়ায় আধুনিক মতে উহাদের পুনঃ সংশোধন কার্য্যের জন্যই নাকি তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবতারই হউন আর মহাজনই হউন, আমরা কিন্তু পূর্ব্বমহাজন ও ভগবৎপ্রণীত শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী তাঁহাদের সমস্ত স্বকপোলকল্পিত আধুনিক মতবাদ, শ্রীভগবদ্দাসানুদাসস্থত্রে ভগবচ্ছাস্ত্রানুগত্যে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সাধু, শাস্ত্রের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত। এইরূপ সাধু শাস্ত্রানুগত্যকেই আমরা 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া জানি, লোকের নিকট 'বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাতাপন্নী লইতে পারিলেই মহাপ্রভুর প্রিয় বৈষ্ণব হওয়া যায় না, মহাপ্রভুর প্রিয় হইতে হইলে মহাপ্রভু যে শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই ভাগবতের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ভাগবত-বিরোধী সুতরাং মহাপ্রভু-বিরোধী 'অবৈষ্ণব' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে হইবে।

"গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
যদি ভজিবে গোরাচাঁদ সরল কর মন।
কুটিনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥"

পরিশেষে বক্তব্য,—গৌরপ্রিয় বৈষ্ণবাখ্যা ধারণপূর্ব্বক ভাগবতশাস্ত্রবিরোধী অসম্মতকে আদর করিয়া যাঁহারা জনপ্রিয় হইতে চাহেন, অথবা যাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া কতকগুলি মনগড়া খেয়ালকে ধর্ম্মমত বলিয়া চালাইয়া অবতার বা মহাজন সাজিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রতীপ দুঃসঙ্গ অসন্তাষ্য জ্ঞানে দূর হইতেই দণ্ডবৎ করিয়া মৌন ধারণ করিতেছি। নিত্য সত্য সনাতন শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই সর্ব্বতোভাবে জয়লাভ করুন।

সংসার-বন্ধন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণদাসাধিকারী)

এই সংসারে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মানবগণ স্ব ভোগ-বাসনা পূরণ করিবার জন্য মূল কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ কাল্পনিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে, পিতা-মাতা-পুত্র-কলত্রাদির ভরণপোষণ, সন্তানাদিকে জড়বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া, পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া, তাহাদের অন্নাদির সংস্থান করা, কুল-প্রথাগত দেবাদির পূজা-উৎসবাদি করা, সাধারণের দেহ মনের কিঞ্চিৎ সুখ সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে এতই বিব্রত যে, ইহা ছাড়া মনুষ্য জীবনের আর কোন কৃত্য আছে বলিয়া তাহারা জানে না, কিম্বা জানাইলেও তাহাদের শুনিবার অবসর নাই বলিয়া নিজ নিজ ভোগ-উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে।

মানব যখন দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ ও মনের সুখলাভের আশায় বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়, সন্তানাদি লাভ করে, এই সকল আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এই স্থান আমার জন্মস্থান, এই দেশ আমার স্বদেশ, ইহার স্বাধীনতা রক্ষা করিব—শ্রীবৃদ্ধি করিব, অন্যদেশবাসিগণের অধিকার করিব, যশস্বী হইব, এমন কীর্ত্তি রাখিয়া যাইব যে, মরিলেও আমার নাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সংসারাসক্ত জীব এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়া কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন ও রক্ষা করে, অর্থাদির অভাব ও নষ্টের আশঙ্কায় ভীত হয়, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর ভয়ে চিন্তিত থাকে—"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং নিন্দা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং। জাতিকুলং শীলং চৈব অষ্টৌ পাশঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" জাতি কুলশীল, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি অষ্টপাশে বদ্ধ হইয়া কোষকার কীটের ন্যায় আপন কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হয় এবং জন্ম-জন্মান্তর ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

বদ্ধজীব মনে করে, এটা আমার সংসার, আমি মনুষ্য—পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি কুলীন, পাণ্ডিত, ধনী, অন্য জাতি আমা অপেক্ষা নীচ; আর একজন অভিমান করে,—আমি নীচবর্ণ, পাপী বা পুণ্যবান্, সুখী, দুঃখী, বালক, বৃদ্ধ, কেহ কেহ বা ইহকাল ও পরকালের সুখ-বিধায়ক দেবদেবীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য মনে করে—কর্ম্মফল-ভোগী হইয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে, কভু মর্ত্ত্যে; কভু দাস, কভু প্রভু হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে থাকে—ইহাই জীবের সংসার-বন্ধন। পতিতপাবন, পরম দয়াল অবতার পরদুঃখ-মোচনকারী, সর্ব্বদেবীর প্রকৃত সুহৃৎ সাধুগণ এতাদৃক্লিষ্ট জীবের এইরূপ দুর্গতি দর্শনে কি করেন,—"মিথ্যা সুখে দেখ সব লোকের আদর। বৈষ্ণবগণ দুঃখ ভাবেন অন্তর" 'কৃষ্ণ'বলি সর্ব্বক্ষণ করেন ক্রন্দন। এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ ॥ হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি রতি মাত্র! কত কাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে দুর্গতি ॥ যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে। তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখের বিহারে॥"—এইরূপ মঙ্গল কামনা করিয়া নিৎসর সাধুগণ সেই ভবদাবানল-দগ্ধ জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া চীৎকার করিয়া আকুলপ্রাণে বলিতে থাকেন,—(ভাই সকল!) "বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ—পিতা, কৃষ্ণ—ধনপ্রাণ ॥ তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউক সবার বদন ॥ নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণ-নাম। কৃষ্ণ হউক তোমা সবাকার ধন প্রাণ ॥"

হায়! তখন আমার মত ভবরোগগ্রস্ত, বিকারগ্রস্ত শোচ্য জীব ঐ সকল সর্ব্বৌষধি স্বরূপ পরমমঙ্গলময়ী বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করিয়া সেই সদ্বৈদ্য সাধু-মুক্তকুলগণকে অর্থান্বেষী, স্বার্থপর, তাহার স্বচ্ছন্দবিহারে অবৈধ অপহরণকারী ও ভোগের ব্যাঘাতকারী মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হয়, এমন কি কেহ কেহ বলিয়া থাকে,—"আমি সব বুঝি, আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমি ভালরূপে জানি, আমাকে বুঝাইতে হইবে না"—এইরূপ ভাবে নানারূপ প্রলাপবাক্যে নিজের অমঙ্গল বরণ করিয়া লয়। কিন্তু কোন ভাগ্যবান্ জীব তখন সাধুগুরুর চরণে আশ্রিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিবেদন করে—"অহো! "তোমাতে সে যেসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ॥ এতেক তোমার আমি লইনু আশ্রয়। তাহা কহ যেরূপে আমার ভাল হয়। কি রূপে কর্ম্মে মুক্তি থাকিব কিরূপে। যে মতে না পড়ি পুনঃ এ সংসার-কূপে ॥ এই উপদেশ মোরে কর অমায়ায়। আমি তুমি তোমার হই জান সর্ব্বথায় ॥"

সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা নির্ম্মৎসর সাধুগণ তখন সেই শরণাগত নিষ্কপট ব্যক্তির মনোভাব জানিয়া পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বন্ধ-জ্ঞান-শিক্ষা-চ্ছলে বলিতে থাকেন,—"এই সংসার কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জীবের কারাগার, এখানে ত্রিবিধতাপ সর্ব্বদা বিরাজমান, এখানে শোক-দুঃখ নিত্য বিদ্যমান, এইস্থান তোমার বসতি-স্থল নয়, তুমি অমৃতের সন্তান, চেতন বস্তু, তুমি বৈকুণ্ঠবাসী অণুচৈতন্য জীব, পূর্ণচৈতন্য-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তোমার চেতনের ধর্ম; তুমি অচেতন পদার্থে আসক্ত হইয়া কারাগারে বদ্ধ হইয়াছ, ইহা তোমার চেতনের ধর্ম নয়। এই সংসার-চক্রে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু সুখের বাস্তবতা নাই। যেমন মরুভূমিতে পরিশ্রান্ত পথিক মরীচিকা দেখিয়া মনে করিলেন,—'নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত, সুতরাং এই স্থানেই স্নান পান করিয়া এখনই পরম তৃপ্তি লাভ করিব।' কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে থাকিলেন, ততই দেখেন,—তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখের ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না—কেবল তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিতেছে। জগতের সুখের ছবিও সেইরূপ! জগতে যে সুখ আছে, তাহা দুঃখেরই প্রকারান্তর কিম্বা নশ্বর। যা সুখের প্রলোভনে তাহার বিষকুম্ভ-পয়োমুখস্বরূপ। [illegible] দস্যুর দলের চর যেরূপ [illegible] আদর প্রলোভনে পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে নিজেদের আড্ডায় লইয়া যায়, পরে তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, এ জগতে [illegible] সেইরূপ [illegible] দলের দালালের মত আমাদিগকে [illegible] মুখে আদর অভ্যর্থনা ও নানা-[illegible] প্রলোভন দেখাইয়া এ স্থানে লইয়া যায়, পরে আমাদিগকে [illegible]

৭ চিরদুঃখ-দুঃখের প্রতিকূল করিয়া থাকে। শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু যেরূপ পাণ্ডবাবর্জের মহা-বলশক্তির অত্যধিক আদর দেখিয়া তাহাদের অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর পাদের সুবুদ্ধিগণ পালনেও তদ্রূপ দুঃখবহুল সুতরাং দুঃখের প্রয়োজনে পড়িয়া আত্ম-বিনাশ বরণ করেন না। শ্রীসনাতনশিক্ষা হইতে জানা যায়, পূর্বকালে রাজারা, দণ্ডযোগ্য অপরাধী ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার ডুবাইতেন, আর একবার উঠাইতেন—ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণ ব্যাপী করিবার জন্যই অপরাধীকে এক একবার জলের উঠাইতেন, আবার অপরাধী যখন অর্থাৎ প্রশ্বাস-বায়ু লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন। সংসার-চক্রে যে সুখ আছে, তাহাও ঐরূপ মুহূর্তকাল দম লইবারই মত। সংসারকারা-অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া দুর্গাদেবী ভগবদ্ বহির্মুখ জীবদিগকে পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ পরিবর্ধিত ও বহুকাল স্থায়ী করিবার জন্য মাঝে মাঝে জীবগণকে যে দম লইবার একটুকু সময় দিতেছেন, সেই সময় টুকুকেই তাহারা সুখের সময় বলিয়া মনে করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তখন বুঝে না যে, ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু তাহাদিগকে দুঃখের অনুভূতি অধিকতর গাঢ়-তীব্রভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব এই সংসার-কারাগারের সুখও দুঃখেরই দালাল। এই সুখ প্রচ্ছন্ন-মূর্তিতে দুঃখের দূত,—দুঃখ হইতেও লোকের অধিক অনিষ্টকারী। অতএব জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।"

ভাগ্যবান্ জীব তখন পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু সুকৃতি-ফলে এইরূপ জীব-চিরবন্ধু পরদুঃখকাতর নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ নিষ্কপট সাধুসঙ্গ-লাভে বুঝিতে পারেন,—

"অতএব সর্বকালে শ্রীগুরু-শরণ।
লইলে সে ভাঙ্গে হৃদ-গ্রন্থের বন্ধন॥"

চিরশান্তি

অজ্ঞান অন্ধকার রাত্রিতে আমিও চলিতে থাকি—অনন্ত বুদ্ধি-প্রদীপ অন্ধকারে জ্বলিতেছে আমি পৌঁছিতে পারি না, গন্তব্য স্থানও খুঁজিয়া পাইনা, পথ-ভ্রান্তিই সার হইয়া যায়। কালের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া কোন পথিকে কাল কাটাইতেছে বুদ্ধি আমারি প্রবঞ্চনা মাত্র, বুদ্ধি দুর্জয় অহঙ্কারের দুরন্ত প্রমাদ সাধু প্রভাবে বুঝাইয়াছে যে এই মায়ার মূর্খতা ও দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় মাত্র। শ্রীভগবান্ তাই সাধু গুরু রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বাসীই যে জীবের একমাত্র বান্ধব ও জগদ্গুরু, সে কথা জানাইয়া জীবের একমাত্র সম্বন্ধের কথা আচরণ করিয়া, ইহা সর্বদা তাহাদের কীর্তন করিতেছেন। ভগবান্ জীবের চলাও বন্ধ করিতেছেন না, কাহারও বন্ধ করিতে চাহেন না, কেবল যে-পথ ধরিয়া চলিলে জীব নিত্যধামে উপস্থিত হইয়া নিত্যকাল শ্রীধাম পরিক্রমণকার্যে ব্রতী হইতে পারেন এবং ভগবান্ ও ভক্তের সহিত নিখিল কাল নিত্যানন্দে যাপন করিতে পারেন, সেই উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই—শ্রীভগবানের সেই উপদেশামৃত সার।—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমমঙ্গল বিষয় অবগত হইবার জন্য শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সুনিপুণ, কৃষ্ণানুভূতিপর, প্রাকৃত ক্রোধাদি-পরিশূন্য সদ্গুরুপাদাশ্রয় করিবেন।

সদ্গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত জীব তাঁহার আত্মোন্নতিলাভের যতপ্রকার পন্থাই না উদ্ভাবন করুন, তাহা তাঁহাকে সংসারচক্রে ভ্রামামাণ করাইবেই করাইবে। গুরুরূপে কৃষ্ণ ভাগ্যবান্ জীবকে কৃপা করিয়া সেই সংসারচক্র হইতে মুক্তিপ্রদান না করিলে দুর্বল জীবের তাহা হইতে উদ্ধারলাভের আর কোন উপায়ই নাই। নিত্যধামবাসী নিত্যানন্দময় গুরুদেবই তাঁহার শরণাগত ভক্তকে নিত্যানন্দলাভে অধিকারী করিতে পারেন, নতুবা নিত্যানন্দ দানে আর কাহারও ক্ষমতা নাই, অনিত্য জড়ানন্দ—দুঃখের ছদ্মবেশ মাত্র, তাহা পাইয়াই জীবকে বঞ্চিত হইতে হয়। গুরুপাদই পন্থা, অনুসরণ না করিয়া নিজে অনাদির দোষ-দুষ্ট, মনের খেয়ালানুযায়ী যে সে পথে চলিয়া, যে সে কার্য করিয়া জীব যে তাঁহার অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছেন, আনন্দের পরিবর্তে কেবল যে দুঃখই লাভ করিতেছেন, বহুভাগ্যে প্রাপ্ত লাভের ন্যায় তাঁহার আজীবনব্যাপী সমস্ত শ্রম ও প্রয়াসই পণ্ডশ্রম হইতেছে মাত্র, জীবের যে জন্ম—সে প্রাপ্ত প্রয়োজন করিয়া চিরবিশ্রাম—চিরশান্তি—চিরআনন্দ প্রদান করিতে এক গুরুদেব নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কে সমর্থ? জীবের সর্বপ্রকার অপরাধ ক্ষমা করিয়া জীবকে ব্রজের মহামূল্য সম্পত্তি—কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণ করিতে এক নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কে-ই বা আছেন? জগতের বিচারে মূর্খ, নীচ-কুলোদ্ভূত, দরিদ্র, অপরাধযুক্ত, আর্ত পুরুষ, প্রতিষ্ঠাহীন, যে সকল জীব বিদ্যা-কুল-ধন-মদগর্বিত জীবগণের নিকট নিতান্ত হেয়, পদদলিত, পদমর্দিত, ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের আশ্রয়স্থল এক নিত্যানন্দ গুরুদেব ব্যতীত আর কে হইতে পারে? গুরুদেব নিত্যানন্দই জগতের বক্ষ হইতে সেই সকল জীবকে, যত্নের কুড়াইয়া আনিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মছায়া প্রদান করেন। সুতরাং গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর আশ্রয়ের স্থান কোথায়? গুরুপাদাশ্রয়েই সকল দুঃখের চিরশান্তিক্রমে নিত্যানন্দ লাভ।

নানা কথা

কাশীর ব্রাহ্মণ-মহাপ্রহসন
(শ্রীসুদর্শন-লিখিত)

(২)

তর্করত্নের সমস্ত চাল মাত করিয়া দিয়াছেন—দুইটি লোক। এক অনন্ত-কৃষ্ণ, আর লক্ষণশাস্ত্রী দ্রাবিড়ী। "ধর্মাচার্য" নামে এক একজন মোহান্তের প্রতিনিধি, আসিয়া উচ্চাসনে বসিতেছেন, আর তর্করত্ন গিয়া তাঁহাদের পাদমূলে বসিয়া অনন্তকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া আছেন। অনন্তকৃষ্ণ ডুরি ধরিয়া ইচ্ছামত তর্করত্নকে নাচাইতেছেন। সুচতুর দ্রাবিড় মহোদয় একটু অন্তরালে থাকিয়া এই নৃত্যকলা দর্শন করিতেছেন। তর্করত্নের বড় সাধের "প্রাধান্য" বিস্তার-বাসনার শিরে এইভাবে বজ্রাঘাত করিয়া অনন্তকৃষ্ণ, দক্ষিণ ভারত হইতে আনীত "পণ্ডিত" বলিয়া খ্যাত কতকগুলি লোক লইয়া অপূর্ব ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছেন। সভাস্থলে কাহারও কোনপ্রকার স্বাধীন ধর্মমত প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। গতকল্য রবিবারের সভায় "বিধবা বিবাহ" বিষয়ে বিচারকালে বঙ্গদেশের গিরিজাকান্ত গোস্বামী নামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত যেমন শাস্ত্রাদি দ্বারা বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে উঠিলেন, অমনি তাঁহাকে অনন্তকৃষ্ণ "নিয়ামক" রূপে বসাইয়া দিলেন। এই ত বিচারের অবস্থা। বাঙ্গলাদেশ হইতে অনেক অধ্যাপক আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা নীরব। কেননা—সংস্কৃতে বলিবার সামর্থ্য ত তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বুঝিতেছেন, যে, তাঁহারা কত বড় অভিশপ্ত, কত অসহায় অবস্থায় পতিত। প্রতিকূলে কাহারও কোনপ্রকার মত প্রকাশ করিবার সাহস নাই। কেননা, গমনাগমনের পাথেয় লইয়া গোল হইতে পারে। সকলেরই আশা আছে—পাথেয় পাইবেন। ব্রাহ্মণ সভার মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনপ্রাপ্ত প্রমথনাথ তর্করত্নপুত্র শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, হুগলিতে তারকেশ্বরের মোহান্তের মোকদ্দমার সময়ে যেমন নথিপত্র হাতে উকিলের পিছনে পিছনে ঘুরেন, এখানেও তদ্রূপ নথিপত্র লইয়া সভাস্থলে অনন্তকৃষ্ণের সহকারিতা করিতেছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে এই যে, "শঙ্করাচার্য" নামে একজনকে ধর্মাচার্যের আসনে সাজাইয়া গুজাইয়া বসানো হইয়াছে। ইনি কে? শৃঙ্গেরির মধ্যে একটি উপমঠ আছে, ইনি সেই মঠের বিসংবাদিত মোহান্ত। একজন শঙ্করাচার্য ত চাই, সুতরাং ইঁহাকেই পাড়া করিয়া "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" করা হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ধর্মাচার্যগণের ছোট হউক, বড় হউক, এক একটা সম্প্রদায় আছে। স্ব স্ব ধর্মমত আছে। এই সম্মেলনক্ষেত্রে কিন্তু সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সম্মেলনের "নিয়ামক' কর্তৃক উপস্থাপিত "সিদ্ধান্ত"-কেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে ইঁহারা ঘোষণা করিতেছেন। অবস্থায় পড়িয়া ইঁহারাও "পালাই" 'পালাই' করিতেছেন।

এখন বিচার্য বিষয়ের কথা। গত আশ্বিন মাসের "সূর্যোদয়" নামক "ব্রাহ্মণ-সম্মেলনের' পাক্ষিক পত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন-প্রশ্নোত্তরাণি' নামে সম্মেলনের বিচার্য প্রশ্ন ও তাহার উত্তরমালা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সভার, "নিয়ামকের" আদিষ্ট দুটিদলের দ্বারা বিচার করাইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ সূর্যোদয়ে মুদ্রিত উত্তরই সম্মেলনের সিদ্ধান্তরূপে ধর্মাচার্যগণের দ্বারা ঘোষণা করানো হইতেছে। সাধারণে দেখিতেছে—যেন ঠিক বিচার, ঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু যাঁহার পূর্বাপর দৃষ্টি আছে, তিনি বুঝিতেছেন যে, কতবড় একটা ধাপ্পা দিয়া বাজিমাত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কেন এ বৃথা প্রয়াস। মতভেদ আছে বলিয়াই—প্রতিবাদীকে বাদ দিয়া ছলেবলে কৌশলে আত্মমত প্রচার করায় লাভ কি? কে ইহা শুনিবে? ভারতের বাইশকোটি হিন্দু অধিবাসী তোমাদের এই "সিদ্ধান্ত" শিরোধার্য করিবে? পাণ্ডিত্যজনক, দশ বছরের মধ্যে মেয়ের বিবাহ না দিলে পাপ ইত্যাদি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবস্থায় ভুলেও যে কর্ণপাত করে না, ইহা কি বোঝ না? অথবা বুঝিয়াও "হায় হায়" করিয়া নিজেদের ধূলিসাৎ অস্তিত্ব দুই হাতে কুড়াইয়া "কলির ব্রাহ্মণ' তুমি সত্যিকার ব্রাহ্মণ সাজিতে চাও? বারান্তরে তোমাদের

আরও স্বরূপ এবং আগত পণ্ডিতদের পাথেয়-দান-রহস্য ও চুক্তিপ্রকাশিত হইবে।

—আনন্দবাজার।
৯।১১।২৮

ভারতে নূতন ফিল্ম কোম্পানী

ভারতবর্ষে তিনটি ফিলম কোম্পানী খোলা হইতেছে। কাশীতে এলাহাবাদ পিকচার কর্পোরেশন লিমিটেড, ময়মনসিংহে দি এশিয়ান পিকচার থিয়েটার্স লিমিটেড ও দি ব্রিটিশ ডমিনিয়ান ফিল্মস্ লিমিটেড। প্রথমটী আপাততঃ দশ লক্ষ টাকা শেয়ার বাজারে বাহির করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন। দ্বিতীয় কোম্পানীটি প্রথমে ময়মনসিংহে একটী চিত্রাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফিল্ম প্রদর্শন আরম্ভ করিবেন। তৃতীয় কোম্পানীটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন—পুরীর রাজা ময়নার রাজা প্রভৃতি।

চাঁদপুর জলের কল

চাঁদপুর জলের কল সংস্থাপনের প্রস্তাব জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনার সাহেব দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবশেষে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক উহা মঞ্জুর হইয়াছে। চাঁদপুরের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হেতু সহরবাসিগণ বহুদিন কত ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। জলের কল স্থাপিত হইলে, সহরের একটি বৃহৎ অভাব দূরীকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

লাভার ধ্বংসলীলা
১০ হাজার লোক বিপন্ন

এক সংবাদে প্রকাশ যে, আগ্নেয়গিরি এটনার ধ্বংসকর লাভা প্রবাহ হইতে সহরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রবলতম প্রচেষ্টা হইতেছে। আইন বিস্ফোরণ দ্বারা কৃত্রিম মুখসৃষ্টি করিয়া লাভা প্রবাহ সমুদ্রের দিকে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

মাসেকালির মনোরম এবং চাকচিক্যময় সুন্দর বন্দরটী গলিত ধাতুর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। উহার সুন্দর দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও কুঞ্জগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

১০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে, এবং তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। আরও দুইটি লাভাপ্রবাহ নানজিয়াটা এবং কারেবা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তবে তাহাদের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত ধীর।

অবিরাম অগ্নিস্রাব

বিশেষজ্ঞগণ এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, এটনার এই বারের অগ্নিস্রাব অন্যান্য বারের প্রায় ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই বারের লাভার পরিমাণ এবং অত্যাচার অন্যান্য বারের তুলনায় অত্যন্ত অধিক হইয়াছে সম্ভবতঃ অগ্নিস্রাব শীঘ্র থামিবে না।

গিররী সহরের ২০ হাজার অধিবাসীও বিপন্ন হইতে পারেন।

বোম্বাই ধর্ম্মঘট তদন্ত

অদ্য বোম্বাই ধর্ম্মঘট তদন্ত সমিতি ষ্ট্যাণ্ডারাইজেশন সাব কমিটির চেয়ারম্যান স্যার জোসেফকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, বিভিন্ন মিলের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মজুরির হার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশেষ বিভাগে শ্রমিকদের কথা বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছে। দিনের কাজের জন্য শ্রমিকেরা যাহাতে যথেষ্ট পারিশ্রমিক পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। তাঁতীদের মজুরী শতকরা ৭৷৷০ টাকা হ্রাস করার যুক্তি স্বরূপে সাক্ষী বলেন যে, কাটুনীদের তুলনায় তাহারা বেশী মজুরী পাইত।

মিঃ যোশীর জেরায় সাক্ষী বলেন যে, তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই কারণ শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি পাওয়া দুষ্কর। যাহা হউক শ্রমিকদের বক্তব্য বিবেচিত হইয়াছে।

মিঃ যোশী জিজ্ঞাসা করেন যে কাটুনীরা কেবল কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী মজুরী পায় কিনা? উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, যদি তাহারা অত্যল্প মজুরীই পাইবে তাহা হইলে ৫৷৷০ মাস যাবৎ কি খাইয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছিল?

প্রত্যুত্তরে মিঃ যোশী বলেন—"আপনারা বেশী মজুরী দেন বলিয়া নহে, শ্রমিকরা দারিদ্র্যে অভ্যস্ত বলিয়াই টিকিয়াছিল।"

জেনারেল ওব্রিগন
মহিলা মিশনারীর কারাদণ্ড

জ্যাম এক্সেলসের ৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, মেক্সিকোর নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ওব্রিগণকে কয়েকমাস পূর্ব্বে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী টোর‍্যালের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই খুনের ব্যাপারের সহিত জড়িত জনৈক মহিলা মিশনারীর ২০বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

এই বিচারের রায় শুনিবার জন্য লোকের উত্তেজনার সীমা ছিল না।

এটনা হইতে ধাতুনিঃস্রাব

ক্যাটানিয়া হইতে ৭ই তারিখে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, পর্ব্বতের অগ্নিগহ্বর হইতে যে ধাতুনিঃস্রাব হইতেছে, তাহা প্রধান গহ্বর হইতে ভূগর্ভে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহা হইতে নূতন নূতন অগ্নিগহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার পর্ব্বতগাত্রে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগ্নেয়গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে গলিত ধাতু, ভস্ম ও অঙ্গার সকল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড় হইতে ম্যাকালের অধিবাসীরা দেখিতেছে। তাহাদের ঘরবাড়ী তরল ধাতুনিঃস্রাবে গ্রাস করিতেছে। তাহারা আরও দেখিতে পায়, নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশনটি গলিত ধাতুতে ধ্বংস হইতেছে এবং একটি লৌহসেতু গলিয়া ঠিক তৃণের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়।

ক্যাটানিয়া হইতে জলন্ত পাহাড়ের দৃশ্য যেমন দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইতেছে, তেমনই চিত্তে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ঠিক যেন বিবিধ বর্ণের আতসবাজীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আবার এক একবার বিস্ফোটনের গুরুগর্জ্জন শব্দের সহিত ভস্ম, অঙ্গার ও প্রস্তরাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়া চক্ষুকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

যে সকল গ্রাম হইতে লোক জন স্থানান্তরিত হইতেছে, সৈন্যগণ, পুলিস ও রাজকর্ম্মচারী তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্য করিতেছে।

ধ্বংসপ্রায় গ্রামের লোক সকলকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যাইতে দেখিয়া অতীত কালের সেণ্ট তাইটাস ও সেণ্ট লিও-নার্ডের দৈবানুকম্পা ভিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি স্মৃতিপথে উদিত হয়।

গ্রাম্য বিবাদে দাঙ্গা

উল্লাপাড়া থানার বেরাকান্দী গ্রামের জাবেদালি ও কদীর সরামাণিক নামক দুই ব্যক্তি যখন উধুনিয়া হাট হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, সেই সময় উধুনিয়ার নিকটে একটী ক্ষেতে প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকজন অজ্ঞাত লোক আসিয়া তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করে। জাবেদ আলি আহত হইয়া তথায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কদীর সরামাণিক একণে সাংঘাতিক অবস্থায় সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে শয্যাশায়ী আছে। প্রকাশ, কয়েকটী জমিজমা লইয়া কতিপয় গ্রামবাসীর সহিত তাহার বিবাদ ছিল, তাহার ফলেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এ পর্য্যন্ত দুর্বৃত্তদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বারাণসী শিক্ষা সমিতির অধিবেশন

গত ৩রা নবেম্বর তারিখে বেনারস এডুকেশন সোসাইটীর উদ্যোগে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়, ঐ সভায় প্রায় এক সহস্র লোক যোগদান করিয়াছিল। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন তাঁহার বক্তৃতায় সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কয়েকটী শিক্ষামৈত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব বিবৃত করেন।

টাঙ্গাইলে কলেরা

টাঙ্গাইল সাবডিভিশনের প্রায় সর্ব্বত্র কলেরা দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপ্যাল এলাকা মধ্যেও দুই একজনের কলেরা দেখা দিতেছে। টীকা দিবার ও সংক্রামকতা নিবারণের ঔষধাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আবেদন করা হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জে মহামারী

কাজীপুর ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম সমূহে মহামারীর আকারে কলেরা দেখা দিয়াছে, প্রত্যহ বহু লোক মারা যাইতেছে।

বসিরহাটে হত্যাকাণ্ড

আলিপুরের জেলা পুলিশ সংবাদ পাইয়াছে যে, বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি থানার অধীন রাজবাড়ী গ্রামে ৯ই সন্ধ্যায় একটী হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মৃত এক্রাম মোল্লা এবং তমিজুদ্দি মোল্লা বাদিগণ গালেম ও জব্বর মোল্লাকে আসামী করিয়া বসিরহাট ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ আনিয়াছে। উক্ত দিন আদালত হইতে ফিরিবার সময় আসামীরা আরও ৯ জন তাহাদের পক্ষীয় লোকের সহিত বাদীর দলকে লাঠির দ্বারা নির্দ্দয় ভাবে আঘাত করিতে থাকে। এক্রাম মরিয়া পড়িয়া যায় এবং তমিজুদ্দি সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। সাধারণ লোকে সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসে। তাহারা বিদ্রোহীদিগের কয়েকজনকে ধৃত করে এবং আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় হাসপাতালে [illegible] তাহার অবস্থা বিপজ্জনক বলিয়া প্রকাশ। আরও তদন্ত চলিতেছে।

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব

গত ১৩৩৫ কার্ত্তিক ৩০শে তারিখ সোমবার দিবস সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তবৃন্দ বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জয়ধ্বনিতে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে সমাগত শ্রীব্রজ ও আশ্রয়বিগ্রহের মিলনপ্রয়াসী গৌরনিজজনগণের আহ্বানে শ্রীমঠের চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছিল। প্রাতঃকাল সাড়ে তিন ঘটিকা হইতে সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত শ্রীমঠে কীর্ত্তন হয়, তৎপর ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গন হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা যোগপীঠে উপনীত হন, তথায়ও কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়ের "কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ" প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠান্তে পুনরায় নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুনরায় নৈমিত্তিক পাঠ ও কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহ মহাপ্রসাদ সেবান্তে ভক্তবৃন্দ বিশ্রাম করেন।

শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রি সমাগম

এবার সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গার পূর্ব্ব পারে প্রাচীন নবদ্বীপে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। যাত্রিগণ দলে দলে আসিয়া যোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন, অমর গড়বিদ্যাপীঠ, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র পারমার্থিক প্রদর্শনী দেখিয়া শ্রীমায়াপুরের শ্রীরাধাকুণ্ড, এবং শ্রীশ্যামকুণ্ড, ব্রজপত্তন, মুরারিগুপ্তের বাটী প্রভৃতি প্রাচীন নবদ্বীপের প্রাচীন স্থানসমূহ দর্শন করিয়া কত পুলকিত, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ মুগপৎ ভাবে, বিস্ময় ও আনন্দে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] যে, এত অল্প দিনের মধ্যে শ্রীধাম এরূপ [illegible] প্রত্যক্ষ হইয়াছে। [illegible] সমাজের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] শ্রীউপদেশামৃত [illegible] কৰিয়াছিলেন, [illegible] ভ্রান্ত ধারণা [illegible] নিৰসনের জন্য স্বয়ং শ্রীমৎ [illegible] মহারাজের [illegible] মঙ্গল [illegible] প্রচার [illegible] প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি [illegible] শ্রীধামের বহু স্থান দর্শন করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুরের আর একটি ব্যাপার দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এখানে কুলিয়া সহর নবদ্বীপের ন্যায় বিগ্রহ-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতি কৃষ্ণ অপরাধজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান নাই। শ্রীমায়াপুরের কোন ঠাকুর বাড়ীতেই ভেট-প্রথা নাই। বরং মঠের ভক্তবৃন্দ অতিশয় বিনীতভাবে আগ্রহের সহিত যাত্রীদিগকে দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করাইয়া থাকেন ও হরিকথা উপদেশ করেন।

শ্রীমঠে অন্নকূট

গত ১০ দামোদর ২৭ কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, অন্নকূটোৎসব ও বাৎসরিক শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের তিরোভাব তিথি। তদুপলক্ষে নবদ্বীপের অন্তর্গত আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের আচার্য্যভবন শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণ শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবতের গোবর্দ্ধন-লীলা পাঠ ও শ্রীল ঠাকুরের চরিত্রবর্ণন-মুখে মহা মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। গ্রহণোপলক্ষে সমাগত স্থানীয় ও দূরদেশাগত বহু শ্রদ্ধাশালী ভক্ত তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ অতঃপর প্রকাশিত হইবে।

কুরুক্ষেত্র-সমাচার

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

কুরুক্ষেত্র, ৯-১১-২৮।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২১শে কার্ত্তিক, এই মেলার প্রারম্ভে প্রায় পঞ্চাশৎ ভক্ত-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শুভবিজয় করিয়াছেন। শত শত লোক স্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এন, ডব্লিউ, আর, লাইনের পার্শ্বে [illegible] ও বিশিষ্ট [illegible] সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরমপরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন এবং আরও অধিক [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময় সূর্য্যগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ সমাজের সময়। তজ্জন্য অযোধ্যা প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে স্নান-যাত্রাদির জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের নৃপতিগণ, সামন্তবর্গ, পুণ্যার্থিগণ সেই সময় কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সূর্য্যোপরাগের ছল করিয়া বাস্তবিক কৃষ্ণ দর্শনের অভিপ্রায়ে এবং সেই ছলেই বৃন্দাবন হইতে দীর্ঘ-কৃষ্ণ-বিরহোন্মত্ত গোপগোপীগণ ব্রজকুলের কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রথ, হস্তী, ঘোড়া, লোক-জন সঙ্গে বিপুল ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকট করিয়া আসিয়াছেন। আর বসুদেব, দেবকী ও নন্দ, উপানন্দাদি গোপগণ এবং রোহিণী, যশোমতীপ্রমুখা গোপীগণ 'হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গো-শকট লইয়া আগমন করিয়াছেন। কোথায়ই বা তাঁহাদের প্রভূত-স্নানাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান, তাঁহারা কেবল অনিমেষ-নেত্রে কৃষ্ণের বদন-সরোজ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, কাঁদিয়াই আকুল। কৃষ্ণ সকলের সহিতই মিলিত হইলেন। কৃষ্ণ গোপীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "হে গোপাঙ্গনাগণ, বহুদিন তোমাদের সহিত দেখা নাই, তোমরা কি আমাকে স্মরণ করিয়াছ? আমার সহিত ক্রীড়ার কথা কি তোমাদের মনে পড়ে?" গোপীগণ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"হে নলিননাভ, তুমি আমাদিগকে এই সকল কথা কেনই বা বলিতেছ? আমরা যোগেশ্বর নহি যে, তোমাকে ধ্যান করিয়া সুখী হইব? সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাও আমাদের নাই। যোগিগণ তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিবার জন্য কতই না ধ্যান-ধারণা করেন,—অভ্যাস করেন, তথাপি তোমাতে চিত্ত সংলগ্ন করিতে পারেন না, আর আমরা তোমা হইতে চিত্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিষয়ে লাগাইবার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই না করি—তোমাকে ভুলিবার জন্য কত চেষ্টাই না করি, কিন্তু কিছুতেই অণুমাত্রও তোমা হইতে অন্যত্র চিত্ত স্থাপন করিতে পারি না, এবং তোমার প্রতি আত্মনিবেদন আরও বাড়িয়া যাইতেছে। তাই আমাদের জ্ঞান, যোগ, সংসার হইতে উদ্ধারের কিছুতেই রুচি নাই। হে কৃষ্ণ, তোমার বিরহ-প্রাণ হইতে আমাদের উদ্ধার হয়। আমরা তোমাকে এখানে (কুরুক্ষেত্রে) পাইয়াছি বটে, কিন্তু এখানকার ঐশ্বর্য্য তোমার সহিত আমাদের মিলনের অনুকূল নহে। তুমি আমাদের সহিত বৃন্দাবনে চল, এই বলিয়া গোপীগণ কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন।

বিপ্রলম্ভময়ী আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবের এই লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে কুরুক্ষেত্র স্বরূপ নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন স্বরূপ সুন্দরাচল বা গুণ্ডিচাবাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, আর সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরই প্রকাশ-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ সেই লীলার পুনঃপ্রাকট্য বিধান করিলেন। মধুররসাশ্রিতগণের সহিত বিষয়-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভ-মিলনোৎকণ্ঠা—শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব—ইহাই সেই লীলার রূপ। বহুবৎসর পরে কুরুক্ষেত্রে এবার বিরহাতিশয্য সূর্য্যোপরাগ উপস্থিত হইয়াছে। সকলস্থানের লোক কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছু হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। এরূপ বিরাট মেলা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ শ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুর শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের আনুগত্যে মথুরা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য প্রথমে রথ, হস্তী, অশ্ব, পতাকা, পুষ্পতোরণ প্রভৃতি উপকরণ এবং শ্রীবৃন্দাবন হইতে ব্রজবাসীর গোপ গোপীগণকে আনয়ন পূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত মিলন করাইবার জন্য নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন।

অপূর্ব্ব সুসজ্জিত রথে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন। দারুক রথ চালাইতেছেন। রথের ঠিক সম্মুখে তাহার বিপরীত পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অনিমেষ নেত্র সংযোগন পূর্ব্বক শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী দণ্ডায়মানা, তাঁহার দুইপার্শ্বে ও পশ্চাদ্দিকে সখীগণ অবস্থিতা, তাঁহাদের বামদিকে সখাগণ সমবেত, দক্ষিণদিকে যশোদা, নন্দ, উপানন্দ, রথের দক্ষিণ পার্শ্বে এক প্রকোষ্ঠে বলদেব, রোহিণী, বসুদেব ও দেবকী, অন্যদিকে অন্য প্রকোষ্ঠে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, বামদিকের প্রকোষ্ঠে যম, ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণ।

শ্রীমদ্বরাহপুরাণ-বর্ণিত সরস্বতী-তটবর্ত্তী শ্রীকুরুক্ষেত্রই আমাদের ব্যাসগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তথায় শ্রীগৌর-বিনোদ-রায়জীউর সেবা প্রকট আছেন। কৃষ্ণ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবার জন্য প্রতিদিন সহস্র সহস্র যাত্রী আসিতেছেন। [illegible] সকলপ্রদেশের মহাপ্রভুর কথা প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইতে দেখিয়া বঙ্গদেশের [illegible] অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছেন। এখানকার উৎসব ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। তৎপরেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের উৎসব আরম্ভ।

'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'
এই বাণীরই আজ সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে।

শাস্ত্রবাক্যের বিপর্য্যয়

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] দাসাধিকারী)

আজকাল মনোধর্ম্মী সমাজ কিরূপ ভাবে শাস্ত্র-বাক্যের কদর্থ করিয়া নিজেরা বঞ্চিত হইতেছেন এবং তাঁহাদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সরলপ্রাণ সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই কিরূপে অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইতেছেন, নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যগুলির তাৎপর্য্য একটু ধৈর্য্য সহকারে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলেই বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" অনেকেই এই শ্লোকটির অর্থ এইরূপ ভাবে করিয়া থাকেন,—যিনি যে ভাবেই আমাকে ভজনা করুন্ না কেন, তিনি আমাকেই পাইয়া থাকেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা যে উপায়েই ভগবান্কে ভজনা করা যায়, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যেমন কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার বিভিন্ন পথ আছে, তদ্রূপ ভগবানের নিকট যাইবারও বিভিন্ন রাস্তা বিদ্যমান; ভগবান্কে কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, রাম, হরি, ব্রহ্ম প্রভৃতি যে কোন নামেই ডাকা হউক না কেন, একই কথা; যেমন এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে এবং তাঁহাকে যে কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর প্রদান করেন, ভগবান্ সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ।

এই সকল কথা কালোচিত মনোধর্ম্মি-ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জক হইলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি—"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থ হয় না যে, যিনি চুরি করিবেন আর যিনি দান করিবেন, উভয়ের রাজদ্বারে একইরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে; ইহাতে একজনের উপযুক্ত শাস্তি, আর একজনের যথোচিত পুরস্কার লাভ হইবে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" শ্লোকেও ভগবান্ তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। উভয়েরই ফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও উভয়ের ফল এক নহে। যিনি স্বর্গাদি কামী হইয়া আধিকারিক দেবতার উপাসনা করিবেন, ভগবদ্বিমুখিনী মায়াশক্তি তাঁহাকে ঐ সকল আধিকারিক লোকতাতেই তদ্রূপ ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে [illegible] মঙ্গল ফল হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং জন্ম-মরণ-রূপাদি সংসারচক্রে কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্তে [illegible] করাইবেন। আর যাঁহারা নিত্য ভগবৎ-সেবাপ্রার্থী হইবেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বপার্ষদরূপে তাঁহার নিত্যধামে স্থান প্রদান-পূর্ব্বক তদীয় নিত্যসেবা প্রদান করিবেন, সুতরাং যিনি যে ভাবে ভজন করুন্ না কেন, তিনি ভজনানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন সত্য, কিন্তু ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সকল ফল সমান নহে; চুরি করার ফল এবং দান করার ফল—উভয়ই ফল বটে, কিন্তু ফল-লাভ-কালে উভয়ের বিশেষ তারতম্য বর্ত্তমান। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষকামীর ফল ও নিত্য অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ধর্ম্ম অর্থের ফল—নশ্বর স্বর্গাদি, সাযুজ্য মোক্ষাদির ফল—আত্মবিনাশাদি, আর অহৈতুকী হরিসেবার ফল—নিত্য নব নবায়মান হরিসেবা বা ভগবৎপ্রেমা লাভ। সুতরাং ধর্ম্মার্থকামী, নির্ব্বিশেষ মুক্তিকামী ও হরিসেবা-প্রার্থীর ব্যক্তির ফলে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কোনও ব্যক্তির যদি 'রাম', 'শ্যাম' 'যদু'—এই তিন নাম থাকে, তাঁহাকে যে কোন নামে ডাকিলে তিনি উত্তর দিবেন, কিন্তু রাম বাবুর ভৃত্য হরিচরণকে যদি রাম বাবু বলিয়া ডাকা যায়, তাহা হইলে কোন প্রকৃতস্থ ভৃত্যই তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারে না ও উত্তর প্রদান করিতে পারে না। তবে হরিচরণকে রামবাবুর কোন বিশ্বস্ত লোক জানিয়া যদি তাঁহার নিকট রামবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে সে রামবাবুর কিছু বাহ্য সংবাদ বলিয়া দিতে পারে, আর হরিচরণ যদি রামবাবুর অন্তরঙ্গ ভক্ত হয়, তবে রামবাবু সম্বন্ধে অনেক গুহ্য সংবাদও প্রদান করিতে পারে। বেদ, বেদান্ত, ভাগবত, গীতা ও সমুদয় সাত্বত পুরাণ এবং পূর্ব্বাপর মহাজনবর্গ উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥", "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।", "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।", 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥' প্রভৃতি অসংখ্য শ্রুতি, পুরাণ ও মহাজনগণের বাক্য হইতে একমাত্র হরিই যে সকলের আরাধ্য এবং তদ্ব্যতীত সকলেই যে হরির ভৃত্য, তাহা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়।

জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী মহামায়া মা দুর্গা ও আধিকারিক দেবতাগণ শ্রীভগবানেরই শক্তি বিশেষ, তাঁহারা ভগবানের আদেশে [illegible] বিভিন্ন অংশ পরিচালনা করিতেছেন। [illegible] ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি [illegible] কোন ব্যাপার নহে, চিন্ময় [illegible] অন্তরঙ্গ-শক্তি-স্বরূপিণী [illegible] যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি, যাঁহারা চিদ্ধামে ভগবানের সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সেই যোগমায়াদেবীর নিকটই কৃষ্ণ সেবোন্মুখী কৃপা লাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়-জগতের বন্ধনে ভোগোপযোগী ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অন্যাভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা-বিমুখিনী নির্ব্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রজললনাগণ নন্দগোপকুমারকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য অর্থাৎ চিদ্ধামে তাঁহার নিত্যসেবা লাভের জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। আর সপ্তশতীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্য নিজদিগকে ধর্ম্মাশ্রমান্তর্গত কোন অভাবগ্রস্ত জীব মনে করিয়া জড়াধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাই উক্ত গ্রন্থের অগর্বার স্তোত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"দেবদ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

সুতরাং জড়াধিষ্ঠাত্রী জগদম্বা মহামায়া, আর চিন্ময়াধিষ্ঠাত্রী চিচ্ছক্তি যোগমায়া এক ভগবানের শক্তি হইলেও বহিরঙ্গা ও অন্তরঙ্গাভেদে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। জড়াধিষ্ঠাত্রী জগদম্বা কখনও চিন্ময়ের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন না, আবার যোগমায়া চিচ্ছক্তি কখনও জীবকে কৃষ্ণবিমুখ করিয়া সংসারাসক্তি প্রদান করেন না। "দেহি", "দেহি" রব অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণই করিয়া থাকেন; ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম। গোপীগণ এই শাস্ত্রের বাক্য [illegible] [illegible] আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক কৈতবে নিষ্কিঞ্চন পারমার্থিক শুদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবিকা হইবার জন্যই চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। [illegible] যেখানে দেবীমায়া ও জড়মায়াকে এক করিয়া [illegible] সমান [illegible] চালাইবার [illegible] [illegible] করা হয়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্তের বীজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সহিত তুলনা [illegible] করা হয়, সে স্থানে [illegible] [illegible] [illegible] লক্ষির অত্যন্ত সারগ্রাহী পরিচয় জানিতে হইবে। এই জন্যই নিত্যসিদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের প্রচারক শ্রীশ্রীমদ্[illegible] দ্বিতীয় [illegible] [illegible] আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"[illegible] [illegible] [illegible]।

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥"
[illegible] [illegible] [illegible] এই প্রতি।"

মঠে বাস করিব কেন ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীন[illegible] দাসাধিকারী)

আমি অনেক সময় মনে করি,—হরিভজন করিবার জন্য সংসারের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন-বর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঠে আসিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়াও হাট-বাজার করা, জল আনা, বাসন মাজা, তরকারী আনাজ করা, কাঠসংগ্রহ করা, রন্ধন করা, পরিবেশন করা, গৌড়ীয় মোড়া, নদীয়া-প্রকাশ বিতরণ করা, চিঠিপত্র লেখা, হিসাবপত্ররাখা—এটা করা সেটা করা কেবল ঐ সকল নিয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এখানে আসিয়াও সেই সংসারে থাকা কালেরই কাজ। যদি পূর্ব্বের মতই গৃহধর্ম্মের কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে গৃহে ফিরিয়া গিয়া ভোগ-সংসারই ভাল। এখানে থাকিয়া আর বেগার খেটে লাভ কি ?

দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন আমার এরূপ দুর্বুদ্ধির উদয় হইল—যখন আমি মঠের যাবতীয় কার্য্যকে আমার সংসারের ভোগাগারের নিরয়-প্রাপক কার্য্যের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা করিবার ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম, তখন পরম দয়াল [illegible], পতিতপাবন, মহাবদান্য জীবের পরম প্রেমময়ী, অন্তর্যামী পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] হরিকথা প্রসঙ্গে কোন সজ্জন প্রভাবাদ্ ব্যক্তির নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়ে একটি সন্দেহপূর্ণ [illegible] বলিয়াছিলেন। জানি না, কোন্ সুকৃতি ফলে ঐ পাপিষ্ঠ নরাধমের তখন সেখানে উপস্থিত থাকিবার একটু সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। [illegible] [illegible], [illegible], বুদ্ধিমান পাঠক-[illegible] নিকট আজ সেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিব ও [illegible] [illegible], তাই [illegible] শ্রীল

প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত [illegible] একটি উপদেশপূর্ণ গল্পটি লিখিতেছি।

"শ্রীগৌরকিশোর শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ভজনানন্দী বৈষ্ণব [illegible] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদাসীন ছিলেন। তিনি একদিকে সকলের আদর্শ বর্ষীয়ান্ ও ভজনে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিমান্ উদাসীন গৌড়ীয় [illegible] সকলেই তাঁর [illegible] প্রভৃতি ভক্তগণের তাদানীন্তন মহামহোপাধ্যায় আশ্রিত সমস্ত বিরক্ত-সম্প্রদায়ই তাঁর আদেশ মান্য ক'রে চল্‌তেন। যেখানে শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভু জন্মেন; সেখানে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আদেশ মত বৃন্দাবনবাসী সহ উক্ত তীর্থ শ্রীমায়াপুরের দর্শন ক'রবার জন্য গৌড়মণ্ডলে এসেছিলেন। সেই সময়েই পরমহংস বাবাজী মহারাজ ব্রজমণ্ডল হ'তে গৌড়মণ্ডলে এসে বাস ক'রতেন। পরবর্তী বাবাজী মহারাজ সে'বার যে নবদ্বীপধামে এসে ব'সলেন, আর তিনি তাঁর অন্তকাল পর্যন্ত ধামছেড়ে কোথাও যান নাই। তাঁর বাসস্থান-নির্মাণ সংক্ষেপেই ছিল। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট স্বপ্রতিষ্ঠিত 'ভক্তি-ভবনে' যেতেন। তাঁকে তাঁরই সেবক শ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসী ক্রোড়ে ক'রে নিয়ে আসতেন। আমরা শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে অনেকবার কুটিয়াতে তাঁর ভজন-কুটীরে গিয়ে দর্শন ক'রেছি। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে কারো কোন [illegible] ক'রে পার পাবার যো ছিল না। তিনি সকলকে উপযুক্ত দণ্ড দিতেন। তাঁর শিষ্যাভিমানী তিন জন বাইরে বাবাজীর চেহারাওয়ালা, গোপনে অত্যাচারাদি করেছিল। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নিকট আরও দুইজন—বাইরে দেখতে বাবাজীর চেহারা—ভজন কুটীরেই থাকত। তা'রা কেবল অভিযোগ ক'রত যে, বাবাজী মহারাজ তা'দিগকে হরিভজন করতে দেন না—বাবাজির লাউ কুমড়ার গাছে জল দেওয়া, জমির চারিদিকে বেড়া দেওয়া—এটা করা, সেটা করা, কেবল এ'সকল নিয়েই ব্যতিব্যস্ত করেন। কোথায় তা'রা সংসার ছেড়ে হরিভজন ক'র্তে এসেছে, এখানে এসেও সেই সংসারে থাকা কালেরই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। যদি বাবাজী মহারাজের কাছেও পূর্বের মত গৃহকর্মই করাই ক'র্তে হয়, তা'হ'লে ঘুরে ফিরে ফিরে সংসারের কাজ করাই তা', এখানে আর এরূপ খেটে খেটে কি লাভ?

একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপে ভজন-কুটীরে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের দর্শন করতে গিয়েছেন। বাবাজী মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে [illegible] পাশাপাশি [illegible] ব'সেছেন, কোনকোন ছ'জন লোক আসনের কাছে [illegible] এ অপরাধিগুলোর বিচার ক'রে উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করুন।" এই দেখুন, এ'দের পরিত বৈরাগ্যের বেশ নিয়ে এদের অসৎ কর্ম। এ'দের কি দণ্ড হ'তে পারে ব'লুন। আর এ'রা ত' সর্বদাই সে-সেব এখানে আসেন; তাঁদের কাছে আমার নামে নালিশ ক'রে থাকে—আমি তা'দের হরিনাম করতে দেই না।" বাবা বলে, "হরিনাম ক'রবার জন্যই বাবাজী ম'শায়ের কাছে এসেছি, আমরা ত' আর লাউ কুমড়োর গাছে জল দিতে বা গাছের বেড়া বাঁধতে এখানে আসি নাই? বাবাজী ম'শায় ব'লছেন—মালা রেখে জল টান্‌লেই তোদের মঙ্গল হবে'। আপনি এ'দের নালিশের বিচার করুন।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আগের তিন জনের মধ্যে এক জনকে ব'ল্লেন—তুমি চা'র ধাম ঘুরে এসো, তা'হ'লে তোমার বিলাস-প্রবৃত্তি দূর হবে, আর এক জনকে ব'ল্লেন—তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট অনুশোচনা ক'রে তোমার দুর্বৃত্তের কথা নিবেদন কর—ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ডলীলা-স্মরণ করতে-করতে অনুশোচনা কর, আর ঠাকুর হরিদাসের কৃপা যাচ্ঞা ক'রে নিরন্তর [illegible] নিবেদন কর। তৃতীয় ব্যক্তি কোন দণ্ডগ্রহণ ক'রতে ইচ্ছা না ক'রে [illegible] একটা স্থানে নিজেই 'বৈষ্ণব' সেজে আখড়া বাঁধ্‌লে আর গোপনে পরস্ত্রীর সাহত ব্যভিচারে রত হ'য়ে প'ড়ল। ঐ পাষণ্ড পরস্ত্রীর জন্য আর কেন তেলের পয়সা যোগাড় ক'রে বেড়া'ত আর শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নিন্দা ক'র্ত। ঐ ঘটনার পর একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে ভজন-কুটীতে যাচ্ছেন, ঐ পাষণ্ড ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে রাস্তায় দেখ্‌তে পেয়ে বল্লে,—আপনি শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীর কাছে আর যাবেন না। তার কিছুমাত্র হরিভক্তি নাই, তিনি হরিভজনের কোন কথা জানেন না, আপনি আমার কাছে আসুন, আমরা কত লীলা-কথা আস্বাদন ক'র্‌ব।" ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ গুরুদ্রোহী [illegible] প্রতারককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কাছে এসে এ সকল কথা আনুপূর্বিক বলিলেন। বাবাজী মহারাজ খুব গম্ভীর হ'য়ে রহিলেন। —ঐ পাষণ্ডীর মুখদর্শন ক'র্‌লে [illegible] সচেল স্নান ক'র্‌তে হয়।" "ওটা আমার শিষ্য নয়, ওটা পাষণ্ড, অপরাধী, একটা বৈরাগী, [illegible]

[illegible] মহারাজের কাছে থাকবার দরকার নেই। সুতরাং যাঁরা হরিভজনকারী আর যাঁদের অনেক কথা বলা হ'য়েছে, বাবাজী মহারাজের আদেশে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তা'দেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তা'দিগকে ডেকে ব'ল্লেন,—তোমাদের যদি মঙ্গল চাও, তা'হ'লে তোমাদের ঐ কর্মপ্রবৃত্তিগুলো আত্মবিগ্রহ মালা রেখে লাউ কুমড়া গাছে জল দিতে হবে—বেড়া বাঁধতে হবে—হরিসেবা-কার্য ক'র্তে হবে। ঐসব লাউ কুমড়া গাছে জল দেওয়া ছাড়া তোমাদের মঙ্গলের অন্য উপায় নেই। এই প্রকার থেকে তোমাদের মুখে নাম বেরোবে না—অতি সহজেই তোমরা মঙ্গলের পথ পাবে। গুরু-বৈষ্ণবের জন্য লাউ-কুমড়া গাছে জল দেওয়া—বেড়া বাঁধা—বাদন মাজার সঙ্গে তোমরা গলায় মালা ঝুলিয়ে ঐ সকল কার্য কখনই সমান হবে। বাইরের দিকে দেখ্‌লে উভয়েই সমান হ'তে পারে, কিন্তু একটি সাধককে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবে, আর একটি জীবকে বৈকুণ্ঠের বাইরে ফিরিয়ে দেয়। গোলোক-বৈকুণ্ঠে ফিরে জীবের [illegible] গাছে জল দিতে হবে, অনন্ত কালের জীবঃ হরিভজন হয়। যদি [illegible] নাম [illegible] নাম ক'রে [illegible] প'ড়ে পড়েন, [illegible] অনধিকারবাসী—তারা [illegible] বা সেবক নয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মুখে এসকল উপদেশ শুনে তাঁরা বল্লেন,—যদি আমরা সেবাই প্রধান মনে করি; লাউকুমড়া গাছে জল দেই, আর এসব কার্য নিয়ে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকি, তা হলে আমাদের হরিনাম করবার সময় কোথায়? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—তোমাদের কর্মবিচারে মালাটানার দরকার নাই, তোমরা মালা সহ কাজে সেবা ক'র্‌বে, মুখে সর্বদা নাম ক'র্‌বে, তা'হ'লে সত্যি সত্যি কোন কালে তোমাদের মুখে নাম বেরোবে। [illegible] লাউকুমড়াগাছের সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে কোন কালে সত্যি সত্যি তোমাদের নামে রুচি হ'তে পারবে। এখন তোমাদের প্রকৃতপক্ষে আলস্যে রুচি, ভোজনে রুচি, নাম-গ্রহণে আগ্রহের বাহ্য-অভিনয়টা কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। তোমাদের য' প্রকৃত যোগ্যতা ও অধিকার, সেই অনুযায়ী সেবা না ক'র্‌লে তোমাদের কোন কালে হরিভজন হবে না—মঙ্গলের পথটা একেবারে বন্ধ হবে। অতএব তোমরা আর কালক্ষেপ না করিয়া সর্বদাই সেবা ক'র্‌বে আর মুখে হরিনাম ক'র্‌বে। বাবাজী মহারাজের আদেশ হচ্ছে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ ছেড়ে তোমাদের [illegible] অনিবার্য। আজ থেকে সাবধান হও।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই উপদেশপূর্ণ গল্পটি শ্রবণ করায় আমার হৃদয়ে যেন প্রসন্নতা [illegible] হইল। তখন ভগবান্ ও নিষ্কিঞ্চন গুরু-ভক্তের আবাসস্থল মঠ এবং ভোগীর আগার গৃহ—এতদুভয়ের মধ্যে কিরূপ আকাশ পাতাল ভেদ, বহিদৃষ্টিতে এই উভয় স্থানের কার্যাদি একরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও একটী হয় হরিভক্তি আর অপরটী [illegible] নিরয়প্রাপক কার্য, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তখন— "সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" "যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভিঃ মনঃ। অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥" [illegible] শ্লোকগুলিরও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য ঘটিল। তখন বুঝিতে পারিলাম—মঠে বাস করিব কেন?

শ্রীধাম পুরী-প্রসঙ্গ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

(শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার ব্রহ্মচারীজীর পত্র)

পুরী ৮।১১।২৮

কয়েক দিবস গত হইল একদিন অপরাহ্ণে ছাপরার ডিপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য-নারায়ণ সিংহ মহাশয়, শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন—'আমি শ্রীজগন্নাথ ধামে আসিয়া অনেক দেবদেবালয় দর্শন করিয়াছি বটে, কিন্তু কোথায়ও কাহারও সহিত ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলাপনে একটু শান্তি বা আনন্দ বলিয়া কোন কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কেবল মাত্র এই শ্রীমঠটিতেই আসিয়া এবং আপনাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষয় আলোচনা করিয়া এতটা তৃপ্তিলাভ করিলাম যে, যাহা আমি এপর্যন্ত কখনও ভাবিতে পারিয়াছিলাম না।'

তাহা ছাড়া তিনি অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম ছাপরা জেলাতে মোটেই প্রচার হয় নাই। তিনি ছাপরাতে বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারক, বিরক্তিবাসী মহারাজগণের দর্শন লাভ করিবেন বলিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন-লাভের জন্য আন্তরিক আর্তি প্রকাশ করিলেন।

ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের সমস্ত পরিবারবর্গ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীমঠের

অতি নিকটবর্তী স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের বিষয় কিছু কিছু তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আবেদন করিলেন।

লতাপাতার গুণ

হরীতকী

শুধু বঙ্গদেশে কেন, ভারতবাসীর মধ্যে হরীতকীর গুণ জানে না এমন লোক খুব অল্পই আছেন; প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হরীতকী আমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্যের দ্রব্য তালিকায় শীর্ষপ্রদেশে স্থান পাইয়া আসিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মের খাতিরে বিবেচনায় বা দন্তের রোগাদি হেতু তাম্বুলাদি ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের অনেকে আবার আহারান্তে মুখশুদ্ধির জন্য হরীতকী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাঁচা হরিতকীকে জাঙ্গী হরিতকী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন; তখন ইহা সবুজ বর্ণ থাকে। সুপুষ্ট হইলে ইহা হরিদ্রাভ বর্ণ। হরীতকী বেশ সুপুষ্ট হইলে জলে ফেলিলে যদি ডুবিয়া যায়, তবেই তাহাই উৎকৃষ্ট হরিতকী এবং উহাই ঔষধে ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। উহার ফল ও বীজ উভয়ই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং
পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা
ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ।

ইহার চর্ব্বণে অগ্নিবর্দ্ধন করে, পেষণ পূর্ব্বক ব্যবহারে মল শোধন করে, সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিলে পথ্য হইয়া থাকে এবং ভাজাইয়া ব্যবহারে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন প্রকার দোষ নষ্ট করিয়া থাকে। আবার—

অন্নপানকৃতান্ দোষান্
বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু
ভুক্তস্যোপরি যোজিতা॥

খাদ্য ও পানীয় হইতে বাত, পিত্ত ও কফ জনিত যে রোগগুলি উৎপন্ন হয়, ভোজনের পর হরীতকী চর্ব্বণ করিলে সেগুলি অতিসত্বর বিনষ্ট হয়।

ইহা হিন্দুস্থানে হরড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রাচীন কালে ইহার [illegible] প্রকার নাম ছিল। [illegible], অভয়া, পথ্যা, বয়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, চেতকী শ্রেয়সী, কায়া, কায়স্থা, বিজয়া, প্রাণদা, চেতকী, রোহিণী, প্রপথ্যা জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, ত্রিবৃন্তা, জীবন্তী, [illegible], জীবা, দেবী ও শিবা।

হরীতকীর অশেষবিধ গুণ শাস্ত্রে আছে এবং প্রাচীন কাল হইতে উহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। আমরা প্রাচীন লোকের মুখে এ গল্প শুনিয়াছি যে, প্রত্যহ হরীতকী এক একটি করিয়া চর্ব্বণ করিলে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয়। বনপ্রদেশে অজ্ঞাত খাদ্যের অভাবে কেবল হরীতকী খাইয়া অনেক সাধু জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন। [illegible] পশ্চিমাঞ্চল এবং ছোটনাগপুরের অধিকাংশ স্থলে প্রচুর হরীতকীর বন পাওয়া যায়।

হরিতকী পাঁচ প্রকার রস বিশিষ্ট। ইহার রস কটু, তাহার অবান্তর কষায়, অম্ল, তিক্ত এবং মধ্যে মধুর আস্বাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন "কদাচিৎ কুপিতা মাতা নোদরস্থা হরীতকী।" বরং জননীও কখনো ক্রোধান্বিতা হন, কিন্তু হরীতকী উদরস্থ হইলে কদাপি কোন প্রকার দোষ উৎপাদন করে না।

এই হরীতকী প্রচুর পরিমাণে আমাদের দেশ হইতে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয় বটে, কিন্তু তাহা চামড়ার রঙ করিবার কাজেই ব্যবহৃত হইত। অধুনা তাঁহারা উহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই প্রকার বহুগুণ হরিতকীর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োগ বিধান দেওয়া হইল।

ব্রণ বা ফোড়া কাটাইতে হইলে ইহাকে জলে ঘষিয়া তাহার উপরে প্রলেপ লাগাইতে হয়। তখন ফোড়া ফাটিয়া যায় এবং পূঁয বাহির হইতে থাকিলেও অল্প মাত্র হরীতকী বাটার প্রলেপই সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করিতে সমর্থ হয়। [illegible] প্রয়োগে হরীতকীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

অর্শরোগিগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে হরীতকী চূর্ণের সহিত গুড় মিশাইয়া সেবন করিলে অচিরে রোগ মুক্ত হইতে পারিবেন। তবে অধিকদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলেও অনেক উপশম বোধ করিতে পারিবেন।

যাঁহারা অম্লশূলে অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা অবিলম্বে হরীতকীর আশ্রয় গ্রহণ করুন। এক তোলা পরিমাণ চূর্ণ সম পরিমাণ ঘৃত কিংবা ইক্ষুগুড় সহ ব্যবহার করুন, দেখিবেন ব্যথা একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিয়মিত ব্যবহারে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ঐ রোগ সমূলে বিনষ্ট হইতে পারিবে।

কলিকাতা সহরে এবং বিদেশের অনেক স্থলে অধিকাংশ লোকের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা যদি কিছুদিন নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে মাত্র এক তোলা হরীতকী সেবন করেন, তাহা হইলে দেখিবেন [illegible] পরিষ্কার [illegible] কোষ্ঠ [illegible] হইয়াছে। [illegible] সাধারণ [illegible] এমন [illegible] পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে এখন যেরূপ [illegible] রোগ অত্যন্ত বিস্তার হইয়া পড়িয়াছে। [illegible] অনেকেই [illegible] খাইয়া [illegible]। কিন্তু রোগীদিগকে যদি কেবল হরীতকী-[illegible] দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের অনেক উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু আর একটু পরিশ্রম আছে। [illegible] ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। [illegible] ঐ চূর্ণের সহিত [illegible] মধু মিশাইয়া [illegible] সেবন করিলে, [illegible] হইতে [illegible] করা যায়।

যদি কখন [illegible] কোন কারণে যদি [illegible] উপস্থিত হয়, তখন মধুর সহিত [illegible] ছাঁকিয়া সেবন করাইলে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দু'টা কথা

বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের এক প্রেস কমিউনিকে প্রকাশিত হইয়াছে যে, কতকগুলি লোকে গভর্ণমেণ্টের বিক্রী লাইসেন্স [illegible] লইয়া [illegible] ভেজাল মিশাইয়া [illegible] প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছে এবং [illegible] কতকগুলি লোকের [illegible] উপস্থিত [illegible]। [illegible] ঐ প্রকার [illegible] আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

[illegible] যে, এই প্রকার [illegible] এবং [illegible] ইহা [illegible] সাধারণের [illegible] মিশ্রিত [illegible] বিক্রয় [illegible] গভর্ণমেণ্ট [illegible] যে, ঐ [illegible] প্রভৃতি [illegible] এবং [illegible] ঐ [illegible] ১৯১৯ সালের [illegible] আইনের [illegible] গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত [illegible]

[illegible]

শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible] বিদায়

[illegible] এ বৎসর [illegible] ঐ [illegible] দিন [illegible]।

[illegible]

গোস্বামিবৃন্দের [illegible] হিন্দি [illegible] ঐ [illegible] তাঁহারাই। ঐ উপলক্ষে মহারাণী তাঁহার এবং গোস্বামিগণের [illegible] আপন করিয়া [illegible] যেন [illegible] সভা সমিতির মধ্যে [illegible] তাঁহাকে বিশেষ ভাবে [illegible]। অতঃপর তিনি তাঁহাদের দেশীয় [illegible] বিশেষ প্রশংসাবাদ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।

ভারতে বিলাতী-বস্ত্র

ল্যাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশম, কার্পাস বস্ত্র ও ছিট সমূহের ভারতের চালান ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাস মধ্যে ঐরূপ কাপড় ৫০ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৫৯ পাউণ্ড মূল্যের ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৩০ গজের পরিমাণে রপ্তানি হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃটিশ ভারতেই আসিয়াছে। আমাদের দেশের মধ্যে বৈদেশিক বৃটিশ বস্ত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

[illegible] প্রবেশ নিষেধ

[illegible] ফলে এক প্রকার [illegible] পারিবে না [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার—১৩৩৫।

নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়

শ্রীকলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কলিপীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম যে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তাহা অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ সহকারে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব সকলের উদ্ধারসাধন করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল. তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন ;—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

এই অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরেই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নামসঙ্কীর্ত্তন, রূপ হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয়ই সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মচেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাস-রূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম অতি শীঘ্রই জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম্ম কি? যে সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্য প্রদেশে ও জম্বুদ্বীপে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না, তাহার আর কথা কি। সংস্থাপিত ধর্ম্ম সকলে কতক-গুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আদৃত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাস সকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্ম্মই একাকার হইবে। সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে, তাহা বিবেচনা করা যাউক। পরমেশ্বর এক বস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময় স্বরূপ-প্রাপ্ত। তিনি সর্ব্ব দোষহীন ও সর্ব্ব গুণের আকর। জীব-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু; জড়জগতে জীবের ঈশানুশীলনই নিত্যধর্ম্ম। পর-মেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্ম সকলের ক্ষেত্রাংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায় বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকলবর্ণ—সকলজাতি—সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সহকারে পরমাত্মা পরমেশ্বরের নামসঙ্কীর্ত্তন সকলেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেম-রসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সকলেই নৃত্য করিবেন।

এবম্ভূত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-রূপ পরম ধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে, তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোলকরতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণব-কৃপায় সকল চিৎসিদ্ধি হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাদের দেখলে নয়ন যুড়ে, তারা দু'ভাই এসেছেরে" এই সঙ্গীতে খোল করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্ বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। কেন না কোন ঘটনাই একবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে। আহা! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ সকল নিশান ডঙ্কা খোল করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখ-পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে। আহা, যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে। যে দিন তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য্যভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম সমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন-দান কর, সে দিন কবে হইবে। যে দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সকল জীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে সেদিন কবে হইবে।

দশা

দশা বা অবস্থা কাল ও আধারে প্রযুক্ত হইয়া ভিন্ন অর্থ লক্ষ্য করে। ফলিত জ্যোতিষে লগ্নদশা, অষ্টোত্তরীদশা যোগিনীদশা ও নক্ষত্রদশা চারি প্রকার দশা অবতারণা করিয়া মানবের ফলাফল নির্ণয় করে। প্রাকৃত জগতে মর্ত্ত্যজীব গ্রহ দশায় বা গ্রহ বিপাকে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করে। গ্রহদশায় ত্রিংশো-ত্তরী, বিংশোত্তরী, অষ্টোত্তরী প্রভৃতি দশার কথা ফলিত জ্যোতিষী সর্ব্বদাই আলোচনা করেন। দুর্ব্বিপাক বা দুর্দ্দশা জীবের ক্লেশ উৎপন্ন করে, সুবিপাক বা শুভদশা ইন্দ্রিয়তর্পণাদি সুখভোগ করায়।

জীবের দশা প্রাকৃত জগতে কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তটস্থ শক্তিজাত জীব প্রাকৃত রাজ্যে বিচরণ-কালে বিভিন্ন দশাগ্রস্ত হন। জীবের কর্ম্ম অনাদি। অচিদ্রাজ্যে ভ্রমণকালে কর্ম্ম অনাদি হই-লেও উহা বিনাশী বা অবস্থান্তর-যোগ্য। নিত্য বিষয়-বিগ্রহ হরির উদ্দেশে অপ্রাকৃত সেবোন্মুখ জীব যে নিত্যকর্ম্ম হরি-সেবা অনিমিত্র আশ্রয় করিয়া থাকেন, মিশ্র-ভাবাপন্ন মনের কর্ম্ম ও দেহের কর্ম্ম হরির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই উহাই আত্মনিত্যকর্ম্ম। উহা প্রপঞ্চে বিনাশ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও আত্মার নিত্য চেষ্টারূপ কর্ম্ম অনাদি ও নিত্য। অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে নিযুক্ত হইলে অনাত্ম মন ও দেহ যে অনিত্য কর্ম্ম করেন, তাহা বিনাশী। যে কালে জীব অনিত্য-প্রপঞ্চে নশ্বর কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তখনই তাঁহার দশা পরিবর্ত্তিত হয়, আর নিত্য আত্মার নিত্য কর্ম্ম হরিসেবায় নিযুক্ত হইলে, অনিত্য ভিন্ন ভিন্ন দশা তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না। বদ্ধাবস্থায় অচিদ্রাজ্যে এক দশা হইতে অন্য দশায় বদ্ধজীব পতিত হন। আবার নিত্য হরিসেবাময় রাজ্যে মুক্ত পার্ষদ জীব কৃষ্ণ-সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত। বদ্ধ জীব প্রাকৃত রাজ্যের প্রদেশ বা স্থান বিশেষে পতিত হইয়া বিভিন্ন দশা লাভ করেন। দশা-বিপাকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হন। শুদ্ধ মুক্ত নাম পরায়ণ জীব নিত্যকাল গোলকে বাস করেন এবং বৈকুণ্ঠের শিরোভাগ গোলোকে বাস করিয়া নিত্য কৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দময় থাকেন। পারব্য মুক্ত জীব বৈকুণ্ঠস্থ দেশ কালের দশায় পরিচ্ছিন্নানন্দময়। প্রাকৃত রাজ্যে বদ্ধজীব ত্রিগুণাত্মক ভিন্ন ভিন্ন দশায় লক্ষিত হন। জড়-জগতে দশাকে পাক বা বিপাক বলে। অপ্রাকৃত জগতে নিত্যাবস্থানকে প্রাপ্তি বা দশা শব্দে অভিহিত করা হয় না। পচন্তি পরিণমন্তি ইতি পাকঃ। নিত্য জগতে কালগত পরিণাম ও দেশগত সঙ্কীর্ণতার হেয় দশা নাই। সেখানে সকলই উপাদেয় ও নিত্য।

পারমার্থিকগণ প্রাপঞ্চিক দর্শনে তিন প্রকার দশার উল্লেখ করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য অষ্টাদশ ৭৭।৭৮—

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধ বাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥

শ্রুতি বলেন :—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অর্থাৎ প্রাকৃত রাজ্যে বাহ্য দশায় জীব যে বেদ অধ্যাপনা করেন, যে তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, বাহ্য বিচারে মর্ত্ত্য গুরুর নিকট যে বেদ অধ্য-য়ন করেন, তদ্দ্বারা আত্মা লভ্য হন না। তাদৃশ প্রতীতিমাত্রই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্য দর্শন তদ্দ্বারা অনাত্ম বিচার আনিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে দেহ ও মনের ক্রীড়া-পুত্তলি করাইয়া দেয়। কিন্তু অপ্রাকৃত আত্মবস্তু যখন অপ্রাকৃত জীব আত্মাকে দর্শন দেন, সেইকালে আত্মদর্শন ঘটে এবং সেবোন্মুখ চিত্তেই "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই শ্রীগৌরসুন্দরের উক্তি উপলব্ধি হয়। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠ উদ্ধার করিয়া আমরা সজ্জন-পাঠকগণকে অনুশীলন করিতে অনুরোধ করি। অন্ত্য ১৮।৮৫।

"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ
বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহা রঙ্গে করে কেলি॥
পুনরপি কৈল স্নান শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন॥
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্য বেশ করিল রচন।
সঙ্গে লইয়া সখীগণ রাধা করিল ভোজন
দুঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
হেন কালে মোরে ধরি মহাকোলাহল করি
তুমি সব ইহা লইয়া আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা॥"

অন্ত্য ১৭শ :—

"আচম্বিতে শুনে প্রভু বেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণু নাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে গেলা কৃষ্ণ কেলি করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লইয়া আইলা বলাৎকার করি॥
শুনিতে না পাইনু সে অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু বেণু মুরলীর ধ্বনি"॥

মহাভাগবতগণের তিন প্রকার দশা শ্রীগৌরসুন্দর লোক শিক্ষার জন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভাগবতের প্রারম্ভে বাহ্য দশা। অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে সেবা দর্শন ও সেবা চেষ্টা, সেইকালে বাহ্য দশার ও জগদ্বাসের বহিরঙ্গ সৃষ্টির অনুভূতি নাই। নিজের দেহ ও মন চরিবিমুখ অচিদ্ রাজ্যে যে অচিৎ চেষ্টা করে, তাদৃশ কোন চেষ্টাই তাহার নাই। তখন মহাভাগবতের দিব্যজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে। তখন আর স্থাবর জঙ্গম দৃষ্টি নাই, তখন আর প্রভাগকভতময় পুরুষোত্তমের উপলব্ধি নাই, তখন আর অর্চ্চা বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ দেবের উপলব্ধি নাই। কৃষ্ণসেবোন্মুখ মহাভাগবতের দশা প্রদর্শন করিবার জন্য স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভক্তিযোগ-সমাধিতে অবস্থিত হইয়া যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা যখন বর্ণন করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার অর্দ্ধবাহ্য দশা ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর অর্দ্ধবাহ্যদশায় মহাভাগবত আমোদের স্বরূপকে যে ভজন-প্রণালী উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই রূপানুগগণের একমাত্র সম্পত্তি। রূপানুগ বলিলে ত্রিবিধ অধিকারস্থিত রূপানুগ বুঝাইলেও মহাভাগবত অধিকারে সেই সকল প্রণালীর সুষ্ঠুতা আছে। 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' ও 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীজীব প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় শ্রীকল্যাণ কল্পতরুতে "কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে" প্রভৃতি বাক্য দ্বারা এবং কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারিগণের দুর্ব্বিপাক হইতে মুক্ত করিবার জন্য "আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে" প্রভৃতি কবিতা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। বাহ্যদশায় কনিষ্ঠ অধিকারের শ্রবণ-যোগ্য বিষয় ও মহাভাগবতাধিকারের শ্রবণ-যোগ্য বিষয় ভিন্ন। অধিকার বিচার না করিয়া আমরা ভজনপথে অগ্রসর হইলে আমাদের মঙ্গল হয় না। ভাগবত বলিয়াছেন—

'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ
পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥'

বাহ্যদশায় ত্রিবিধ অধিকার সুতরাং মহাভাগবত ভক্তাভিমান কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকার থাকাকালে করা কর্ত্তব্য নহে। কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারে অনর্থ থাকে, সুতরাং যে যে প্রকার অনর্থ থাকে, তৎ তৎ প্রকার অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্যই অধিকারোচিত ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারও বাহ্যদশায় ত্রিবিধ। বাহ্যদশায় জ্ঞানের দিব্য অনুশীলন আংশিক মাত্র হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমপন্থায় অধিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমার দুর্দ্দৈবের কথা—

(ভ্রমণেচ্ছা)

(শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর "শ্রীরূপ")

আমার রাশি রাশি দুর্দ্দৈব আছে, তার মধ্যে ভ্রমণেচ্ছা একটী। এ'টা আমাকে অনন্ত নরকের পথে নিয়ে যায়। সম্মুখে অনন্ত কাল আছে, সেই কালটী যে কি ভাবে কাটাতে হবে, তা' একবারও ভাবি না, কত চৌরাশী লক্ষ জন্ম যে ঘুরতে হবে, সে কথা ভুলেও একবার মনে হয় না—আমি এত অশান্ত হয়ে প'ড়েছি, কামনাতে ষোল আনা গ্রাস ক'রেছে তাই এ'অবস্থা—এ দুর্দ্দৈব। আমার দুষ্ট মন এত উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়েছে যে, নিজের মতলবটী বজায় রাখ্‌বার জন্যে, আমার এই কাজটী যে নির্দ্দোষ তা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে কতরকমের যুক্তি দেখায়, সে যুক্তি শুনে আমার মত লোক আমার কথায় বেশ সায় দেয়, আমার যুক্তি শুনে বোকা লোক ভুলে যায়, আমাকে শরণাগত ভক্ত বলে, কারণ আমি তাদের কাছে বলি যে, শরণাগতির ছটি লক্ষণ আছে, তার মধ্যে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ একটি, আর প্রাতিকূল্য বর্জ্জন আর একটি। আমি একস্থানে শ্রীগুরুদেবের আদেশে অনেকদিন আছি, সেজন্য আমার চিত্তটী চঞ্চল হ'য়ে গুরু-সেবার ব্যাঘাত ক'র্‌ছে সুতরাং গুরুদেবের আদেশ না হ'লেও, তাঁর ইচ্ছা না হ'লেও আমি যদি আবেদন ক'রে স্থানান্তরে যাবার জন্যে তাঁর আদেশ লই, তা'হ'লে সেটীই আমার পক্ষে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ কারণ তখন মনমত স্থানে যাওয়ার দরুণ আর আমার চিত্ত চঞ্চল হয় না আবার উৎসাহ ক'রে গুরুসেবা ক'রতে পারি, কিন্তু সেখানে গিয়ে কয়েকমাস কেটে গেলে পর সে স্থানটি যখন পুরাতন হ'য়ে আসে, তখন পূর্ব্বে যাহা অনুকূল ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম, সেটা আবার প্রতিকূল ব'লে মনে হয় আর সে স্থানটী ভাল লাগে না। তখন আবার প্রাতিকূল্য বর্জ্জন-চেষ্টা হয়, সে স্থানটী পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়। দুষ্ট মন আমাকে বলে, অমুক মঠে তোমার যাবার ইচ্ছা হচ্ছে সেটি তোমার ভজন-অনুকূল হবে সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনুমতি পাবার জন্যে দরখাস্ত কর, তখন মনের দাস আমি, কামের দাস আমি পুনরায় দরখাস্ত করি, যদি অনুমতি না পাই, তখন শরীর খারাপের অছিলা করি, বলি, 'প্রভো এখানকার জল বায়ু খুব খারাপ, মোটেই সহ্য হ'চ্ছে না সুতরাং শীঘ্র যেন স্থানান্তরে যাবার আদেশ পাই। তার পর স্থানান্তরে যেয়ে চার পাঁচ মাস পরেই যখন শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় হ'য়ে আসে, তখন সেখানে যাবার জন্যে, শ্রীধামকে জড় দেশ বুদ্ধি ক'রে পরিক্রমার ছলে দেশ ভ্রমণ করবার জন্যে, চক্ষু ও মনের তৃপ্তি করবার জন্যে চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এইরূপ যখন যেখানে উৎসবাদি হয়, মনে হয় সে দেশে যাই, কখনও কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র যাবার ইচ্ছা হয়, কখনও বা শ্রীপুরুষোত্তম যাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে পড়ি। কিন্তু কে বৃন্দাবন যাবে, কোন্ চক্ষু বৃন্দাবন দর্শন ক'রবে, সে কথা জেনেও জানি না, সে কথা বিচার করা চিন্তা করা দরকার বুঝেও বুঝি না, অন্যের কাছে বল্‌বার সময় যা বলি, নিজের বেলায় তা আচরণ ক'রতে পারি না, তাই আমার প্রচার প্রাণহীন, আমার কীর্ত্তন নামাপরাধ, তার দ্বারা অন্যের মঙ্গল হওয়া দূরে যাক্ আমার নিজেরই কল্যাণ হয় না। পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ, দেশের সম্বন্ধ, সমাজের বন্ধন সব ছেড়ে কি জন্য এখানে এসেছি, যা করতে এসেছি তা করছি কি না, যা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সে কথা একবারও ভাবি না শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছেড়ে খেয়ালের বশে আমার যে ভ্রমণেচ্ছা, তার পরিণাম কি তা মোটেই চিন্তা করি না, তাই আজ আমার এ দুর্গতি—এ দুর্দ্দৈব। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কত দয়া, তিনি চৈত্ত্য গুরুরূপে আমাকে ব'লে দিচ্ছেন—বৎস, দেখ দেখ ঐ ভ্রমণেচ্ছাটি তোমার চিত্ত দর্পণে কত মলিনতা এনে দিচ্ছে, তুমি নিজের স্বরূপটি ও স্বধর্ম্ম ভুলে গেছ, তুমি কৃষ্ণের নিত্যদাস কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাই তোমার ধর্ম্ম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি, কিরূপে হয়, তা বদ্ধজীব বুঝতে পারে না, সেই জন্য সব সময়েই শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অনুগত হ'য়ে থাকতে হয়, যে মুহূর্ত্তে আনুগত্য ভাবটি ছেড়ে দিবে, যখন শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার ইচ্ছা না মিশিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হবে, তখনই তাকে মায়াতে গ্রাস ক'রবে, স্বরূপ ভুলিয়ে দিবে, তোমাদ্বারা উদয় হবে—ঐ টিই তুমি বুঝ। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা-বশে' জীব যা করে, সেগুলি বাইরে দেখতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার মত হলেও তা সেবা নয় কারণ তার মূলে ভোগ-প্রবৃত্তি আছে। এইরূপে সেবার স্বরূপ ভ্রম হয়। নিজের ইচ্ছাটি কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য নানারূপ অছিলা ক'রতে হয়, তাতে হৃদয়ে কপটতা এসে পড়ে এবং শ্রীগুরুদেবে প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ অপরাধ হয় শ্রীগুরুদেবের স্বরূপটীও ভুল হয়ে যায়, তিনি যে অন্তর্য্যামী অন্তরের কপটতা ধ'রে ফেলবেন, তা মনে থাকে না, মায়াতে ভুলিয়ে দেয়। একটী স্বরূপ ভুল হ'লে সব বস্তুর স্বরূপই ভুল হয়ে যায়, তাই শ্রীধামের স্বরূপ-ভ্রমও হয়, শ্রীধামের নিকট অপরাধও হয়। শ্রীধামকে আমার ভোগের জিনিষ, ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে ক'রে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ছেড়ে, সুদর্শনের আনুগত্য ছেড়ে কুদর্শন বা জড় চক্ষুর দ্বারা ধাম দর্শন ক'রতে যায়। কিন্তু যে সেবোন্মুখ বৃত্তি দ্বারা ধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, সেই বৃত্তিটি বাদ দিয়ে তার বিপরীত ভোগ-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হ'য়ে মনে করে ধাম দেখে নিব। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'—এই শ্রৌত কথাটী তখন ভুল হয়ে যায় ব'লে টিকিট কেটে ধাম দর্শন ক'রতে যাবার চেষ্টা হয়, তখন শ্রীগুরু-সেবা বাদ দিয়ে রেল কোম্পানির সেবা ক'রবার জন্য প্রয়াস করে ও 'তোমার কনক' ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব' একথাটী না ব'লে ঠিক বিপরীত কথা বলে অর্থাৎ 'মাধব' না ব'লে 'আমাকে' বলে। ইহা দ্বারা নিজের গুরুসেবা ত, হয়ই না বরং বাহিরে কৃপা ক'রতে গিয়ে তার প্রতিও অকৃপা করা হয়, কারণ তার দেওয়া অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে না দিয়ে অন্যস্থানে দেয়। এইরূপে তখন সব কাজের বিচারই উল্টো হয়, ভুল হ'য়ে যায়। সব সময়েই হরিসেবা ছাড়া অন্য ক্রিয়া ক'রতে ক'রতে ষোল আনা স্বরূপ-ভ্রম হ'য়ে যায়, তাই সে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ছেড়ে সাধুসঙ্গ ছেড়ে, নিত্যানন্দ ছেড়ে, জড়ানন্দের বশে অনন্ত নরকের পথে চলে যায়। এইরূপে অন্তর্য্যামি শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব প্রতি পদে পদে আমাকে কত বিপদ হইতে রক্ষা ক'রছেন, সব সময়েই সাবধান ক'রে দেন কিন্তু আমার এক দুর্দ্দৈব যে, তাঁর কথা শুনিনা।

পুরী-প্রসঙ্গ

জগন্নাথদেবের নিকট সাগরজলে নিমজ্জমান স্ত্রীলোক

ভক্তির অদ্ভুত প্রভাব

(প্রাকৃত স্ত্রৈণ স্বামীর ব্যবহার ও জগৎ-স্বামীর করুণা)

পুরী, ৯।১১।৪৮।

অতি অল্প দিন গত হইল আমি শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীনাম স্মরণ করিয়া শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে রওনা হইয়াছিলাম। শ্রীমঠের দৈনন্দিন সেবাকার্য্য একপ্রকার সমাধা করিয়া সমুদ্রের তীরবর্ত্তী "শান্তি-নিবাস"-আশ্রমে বিশ্রাম করিবার প্রয়াসে আশ্রয় লইয়াছিলাম। তথায় কতিপয় গণ্যমান্য ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া মহাসাগরের দুর্দান্ত তরঙ্গমালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং আমিও আস্তে আস্তে তাঁহাদিগের সঙ্গে শ্রীমঠের বিষয় কিছু আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমাদিগের মধ্য হইতে জনৈক ভদ্রলোক বেশ একটু চমকিত হইয়া উঠায় আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে আমাদিগকে নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাটী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীর বাম হস্তখানা সুদৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া মহাসাগরের দুর্দান্ত তরঙ্গ মধ্যে অবগাহন করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইজনে তীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্নান করিতেছিলেন এবং প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া ভাসিতেছিলেন। এমন সময় দুর্দান্ত সাগরের দুর্দান্ত তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদের সেই অনিত্য কামমূলক প্রেম-তরঙ্গ চিরদিনের মত ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল অর্থাৎ স্ত্রীলোকটী তাঁহার স্বামীর হস্ত হইতে ছুটিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। পরে ভদ্রলোকটি হতভম্বের মত তীরে উঠিয়া কি জানি কি ভাবিতেছিলেন। এদিকে স্ত্রীলোকটি তাঁহার অনিত্য রক্ত-মাংসের স্নেহ-লোলুপ মর্ত্ত্য-স্বামীর সঙ্গচ্যুত হইয়া মহাসাগরের মহাতরঙ্গের মধ্যে উলটপালট হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তখন কিন্তু আর রক্তমাংসলোলুপ স্ত্রৈণ পতির কথা তাঁর মনে নাই। তিনি সেই প্রাকৃত পতিকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়া অনাথের নাথ জগন্নাথকে একান্ত আর্ত্তির সহিত ডাকিতেছিলেন। তাই জগন্নাথ বুঝি তাঁহার কাতর প্রার্থনা শুনিতে পাইয়াছিলেন, দেখিলাম মুহূর্ত্তের মধ্যে জগন্নাথ-প্রেরিত তিনটী [illegible] দুর্দান্ত [illegible] নুলিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতার কাটিতে খুব পটু) কোথা হইতে আসিয়া ঐ দম্পতি তরঙ্গের মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া স্ত্রীলোকটীকে ধরিয়া তীরে উঠাইয়া আনিল। স্ত্রীলোকটী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বালুকারাশির উপর শয়ন করাইয়া অনেক ক্ষণ শুশ্রূষার পর তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন সেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ স্ত্রৈণ পতিটী প্রাণ-রক্ষাকারী নুলিয়াগণকে পারিতোষিক-স্বরূপ মাত্র দুই পয়সা দিতে গিয়াছিলেন আর তাহাদের সহিত কলহ করিতেছিলেন। [আমরা এই ঘটনায় একদিকে রক্তমাংসনির্ম্মিত দেহ-সঙ্গ-লোলুপ স্বামী-অভিমানী লোকটির পৈশাচিক প্রবৃত্তি আর নুলিয়ার অদ্ভুত সাহস, অন্যদিকে শ্রীভগবানের কৃপা স্মরণ করিয়া যুগপৎ ঘৃণায় লজ্জায় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আর বিস্ময়ের বিষয় হইল স্ত্রীলোকটী ভগবানের কথা সব ভুলিয়া গিয়া আবার সেই কুৎসিৎ স্বামীর ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন হইয়া পড়িল। শ্রীভগবান্ জীবকে নিত্যের ও অনিত্যের প্রতি প্রীতির পরিণাম কত না কত প্রকারে শিক্ষা দিতেছেন, তথাপি কি জীবের চৈতন্যোদয় হইবে? জীব নিত্যের সেবা চাহে না, অনিত্যের সেবার জন্যই উন্মত্ত হইয়া জগন্নাথের কৃপা ভিক্ষা করে, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ জীবকে তাহা দিয়াই বঞ্চনা করেন।—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তিধন না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব কৃষ্ণবিমুখতাদোষে যে সকল বিপদ আপদে পতিত হয়, তাহা ভগবৎকৃপাস্বরূপ জানিয়া ভগবানকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেই সকল বিপন্মুক্ত হইবার জন্যই ভগবানকে ডাকে, বিপন্মুক্ত হইলে আর তাহাদের ভগবানের কথা কিছুই মনে থাকে না। যেদিন জীবকুল যাবতীয় দুঃখকষ্টকে আত্মকৃত বিপাক-জ্ঞানে ভগবৎকৃপা স্মরণ করিতে করিতে সহ্য করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে ভগবৎ পাদপদ্মসেবাপর হইবেন, সেই দিনই তাঁহারা ভগবৎ পাদপদ্ম লাভে সমর্থ হইবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। জানি না, এমন ভাগ্য আমাদের আর কবে হইবে? কবে আমরা আমাদের প্রাকৃত দেহমনের সুখের জন্য ভগবানকে না ডাকিয়া ভগবানের সুখের জন্যই ভগবানকে ডাকিতে পাইব?]

অজাপাতার গুণ

হরীতকী

ছোট ছেলেদের অথবা বিভাধিক বয়স্কগণের চক্ষুতে জলপড়া বা চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করা প্রভৃতি চক্ষুরোগের সময় হরীতকী মুখে ভাজিয়া বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে অল্পকাল মধ্যে চক্ষুর যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয়।

আঙ্গুলহাড়া একটী দুর্দান্ত ব্যারাম। উহার আরম্ভ কাল হইতে অসাধারণ যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলে। আহার নিদ্রার থাকেই না, অথচ সর্ব্বদা অস্বাচ্ছন্দ্যে রোগী ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। একটী লোহার পাত্রে হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া চন্দনের মত প্রলেপ প্রস্তুত হইলে বার বার আঙ্গুল হাড়ায় লাগাইতে থাক। শীঘ্রই রোগের শান্তি পাইবে।

জায়ফল খাইয়া যখন নেশা লাগে, শরীরের ঠিক থাকে না, মাথা ঘুরিতে থাকে ও হাসি, ক্রন্দন, নৃত্য ইত্যাদিতে ব্যস্ত করিয়া তুলে, তখন জলের সহিত কিছু হরীতকী চূর্ণ একবার মাত্র সেবন করিলে নেশা ছুটিয়া যাইবে।

আমরা বসন্ত রোগের ব্যাপকতার সময়ে হরীতকীর বীজ ছিদ্র করিয়া হস্তে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি। বসন্তরোগের শুশ্রূষা করিয়াও উহার আক্রমণ হইতে রক্ষিত হইতে হইলে উহাই অতি সহজ উপায়।

ঋতুহরীতকী ব্যবহারের প্রথা অতি-প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। উৎকৃষ্ট কবিরাজের পরামর্শ লইয়া বর্ষায় সৈন্ধবলবণ, শরৎকালে শর্করা, হেমন্তে শুণ্ঠচূর্ণ, শীতঋতুতে পিপুল চূর্ণ, এবং গ্রীষ্ম সময়ে ইক্ষু গুড়ের সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। উহাতে শরীরে বল, মেধা, কান্তি বর্দ্ধিত হইয়া মানবকে দীর্ঘায়ু করিয়া তুলে। তবে সাধারণতঃ অধিককাল একই ঔষধ ব্যবহার করিলে তাহার ফল পাওয়া যায় না। এই জন্য ভিষক্‌দিগের পরামর্শ ব্যতীত এইরূপ সাধনা বা রসায়ন ঋতুহরীতকীর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

এই হরীতকী অধিককাল ধরিয়া বেশী পরিমাণে ভক্ষণ করিলে মানবের ক্লীবত্ব উৎপাদন করিয়া থাকে। এজন্য রোগের জন্য ঔষধরূপে ব্যতীত অন্য প্রকারে কেহ যেন ব্যবহার না করেন। চাণক্য বলিয়াছেন 'মাতৃবৎ হিতৈষিণী'

গৃহপালিত গবাদি পশুর অনেক প্রকার রোগেও হরীতকীর ব্যবহার করিবার বিধান আছে। ফলতঃ যে কোন গৃহস্থের বাটিতে সর্ব্বদা অন্ততঃ ১০।১৫টী হরীতকী না রাখিলে চলে না।

নানা কথা

অধ্যাপকগণের বিলাত গমন

প্রকাশ, ঢাকা সহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টার মিডিয়েট কলেজ হইতে বিলাত যাত্রার ধুম পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ, জগন্নাথ কলেজের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ পি-এইচ-ডি ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ফিরিতেছেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিলে হাঙ্গামা তদন্ত সমিতিতে উল্লেখ

ধর্ম্মঘট তদন্ত সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইলে শ্রমিক প্রতিনিধি মিঃ ডাঙ্গে বলেন যে, ৪ঠা অক্টোবর তারিখের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া উক্ত মিল একখানি নোটীশ লটকাইয়া দেওয়ায় ভয়ানক হাঙ্গামা বাধিয়াছে। কলওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ ষ্টোনস্ বলেন যে, উক্ত মিলের নিকট হইতে বিস্তারিত বিবরণ তলব করা হইয়াছে। ঐ বিবরণ পাওয়া গেলে শ্রমিক নেতাদের নিকট দাখিল করা হইবে।

পোষা বিড়ালের কামড়ে খেতাঙ্গ সওদাগরের মৃত্যু

গত সোমবার লোয়ার সার্কুলার রোডের মোটর ব্যবসায়ী মেসার্স্ ভিক্টর এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিঃ ও সি ক্রন্টম্যানকে তাঁহারই একটি পোষা বিড়াল কামড়াইয়াছিল। ফলে তাঁহার রক্ত বিষ-দুষ্ট হইয়া যায় এবং গত শনিবার তিনি মারা যান।

তাঁহার বয়স মাত্র ৩৬ বৎসর হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে ভারতের নানাস্থান হইতে কুরুক্ষেত্রে ন্যূনকল্পে ৬।৭ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছে। এক মাত্র স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ২লক্ষের উপর। লোকের চলাচলের ব্যবস্থা বিশেষ প্রশংসনীয়। আম্বালার কমিশনার নবাব মহম্মদ হায়াৎ খাঁ, কর্ণালের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কৃপালিনী, সিভিল সার্জ্জেন ডাঃ ম্যাকফিরে, স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টার কার্ণল গিল, এঞ্জিনীয়ার মেসার্স ব্রসেজ ও মেনে হস্তীপৃষ্ঠে মেলাস্থল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ২টা ৫৫মিনিটের সময় গ্রহণ দৃষ্ট হয়। অত্যধিক জনতা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত কোন গুরুতর দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মহাসমরের স্মৃতি
নারী সমাজের প্রতি রাজ্ঞী

ইংলণ্ডের মহারাণী মেরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সর্ব্বস্থানের মহিলাগণের উদ্দেশে নিম্ন-লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে সকল নির্ভীক হৃদয়া এবং দেশ-প্রেমিক মহিলা বিগত মহাসমরে রণস্থলে শুশ্রূষাকারিণী স্বরূপে কার্য্য করিতে গিয়া স্ব স্ব জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রত্যুত বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত মহাসমরে আপনাদিগের জীবন আহুতিস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভিতর অনেকেই নিশ্চয়ই কোন না কোন রমণীর ইহলোকে জীবনসর্ব্বস্বাধিক ছিলেন। তাঁহাদিগের মৃত্যুতে ঐ সকল রমণীর হৃদয়ে যে গভীর ক্ষত হইয়াছে, কাল সে ক্ষত শুষ্ক করিতে সমর্থ নহে। তাঁহাদের সেই দুরপনেয় দুঃখে আমি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আশা করি আমার এই প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি-প্রকাশক বাণী তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে।

মহান্তের লোকজনকে প্রহার
সাধুগণ দণ্ডিত

জোড়াবাগানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর আর এস রায়ের সমক্ষে মহাদেও সোণার ও শ্যামচরণ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বাবু দেবানন্দ ও বনওয়ারীর বিরুদ্ধে আনীত মারপিটের অভিযোগের শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ ১নং আসামী মহান্তকে তাহার সঙ্গে আনিবার জন্য মারপিটের ভয় দেখাইয়া আসিতেছিল এবং মাঝে মাঝে গালি দিত। গত ১২ই মে তারিখে আসামীদ্বয় মন্দিরের অধিবাসিগণের নিকটে মানহানিকর মুদ্রিত কাগজ দেয় এবং অভিযোগকারিদ্বয় প্রতিবাদ করিলে পর তাহাদিগকে প্রহার করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দয়ানন্দ ও বেনারসী দাসকে যথাক্রমে ৩৫৲ ও ২৫৲ টাকা জরিমানা করেন।

জল তুলিতে যাইয়া কূপে পতন

মেদিনীপুরে রজনীকান্ত দের একটী বিবাহিতা কন্যা তাহাদের বাড়ীর কূপ হইতে জল তুলিতে গিয়া গত বুধবার দিন কূপের মধ্যে পড়িয়া যায়; বহু কষ্টে তাহাকে উদ্ধার করা হয়, চিকিৎসার পরে সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

মোটর বোটে আগুন

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিক্রমপুরের তালতলা ও ঢাকার মধ্যে যে মোটর বোটখানা চলাচল করে, গত মঙ্গলবারে বুড়ীগঙ্গায় মধ্যে তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আগুন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার সন্নিকটে আর নৌকা না থাকায় যাত্রীরা সকলে নদীগর্ভে ঝাঁপ দেয়। ইহার অব্যবহিত পরেই এক খানা মহাজনী নৌকা মোটর বোটের ধারে আসিয়া স্ত্রীলোকদের উদ্ধার করে। প্রকাশ যে, বোটখানা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার প্রাণহানির সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

ত্রিবাঙ্কোরের রাজারাণীর কলিকাতা পরিদর্শন

ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজা বাহাদুর ও ছোটরাণী আগামী ১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ টার সময় কলিকাতায় উপনীত হইয়া প্রায় ১ মাস কাল এখানে অবস্থান করিবেন।

বড়লাটের পাটনা দর্শন

পাটনার ১২ই নভেম্বরের সংবাদে জানা গেল, বড়লাট ও তদীয় পত্নী সদলে আগামী ১৪ই নভেম্বর পাটনায় পৌঁছিবেন তাঁহাদের আগমন প্রকাশ্য হইবে। ঐ তারিখে বিহারজমিদার-সভা তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দান করিবেন।

দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ, গিধোড়ের মহারাজা বাহাদুর, ডুমরাওয়ের মহারাজা বাহাদুর, হাতোয়ার মহারাজা বাহাদুর, মাননীয় মিষ্টার সিংহ, মাননীয় স্যার ফকরুদ্দিন, মাননীয় স্যার গণেশদত্ত সিং এবং মাননীয় খাঁ বাহাদুর খাজে মহম্মদ নূর তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হইবেন। তিনি ১৫ই নভেম্বর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, সায়েন্স কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন, ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী ও জেনারল হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করিবেন।

অপরাহ্ণে হার্ডিঞ্জ পার্কে জমিদার সভা তাঁহাকে উদ্যানসম্মিলনে আমন্ত্রণ করিবেন। ১৫ই নভেম্বর বড়লাট ও তদীয় পত্নী পাটনা ত্যাগ করিবেন।

নেপাল রেলপথে সঙ্ঘর্ষ

নেপাল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের আমালকগঞ্জের নিকট একটী ট্রেণ সঙ্ঘর্ষের ফলে একজন কর্ম্মচারীর মৃত্যু এবং কয়েকজন জখম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

পাদুকোটার উত্তরাধিকারিত্ব
বিষয়ের বন্দোবস্ত

পাদুকোটা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, উক্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব সম্পর্কে সরকার যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অভিষেকের তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে। আগামী ১৯শে অথবা ২২শে নভেম্বর উক্ত অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

এস, আই, আর ধর্ম্মঘটে
১২ জন দণ্ডিত

এস, আই রেলপথের ধর্ম্মঘটের সময়ে গত ২০শে জুলাই সইদাপেটের নিকটে অবৈধ জনতা আলোক ভঙ্গ করিয়া রেলপথের ক্ষতি ও চলন্ত গাড়ীর গতিরোধ করিবার অভিযোগে রেলওয়ে পুলিস সুন্দরম ও অপর ১১জন লোককে অভিযুক্ত করিয়াছিল। সইদাপেটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রত্যেক আসামী ৪মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীগণের মধ্যে কেহ কেহ কুট্টি পাকাম বোট মেল ধ্বংসের মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কোরে ভীষণ কলেরা

ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে এখনও ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। সমুদ্র তীরের দক্ষিণ দিকে অবস্থা ভীষণতর। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহে ৫৪৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিবাঙ্কোর সহরে ৯১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের সাফল্য

রয়াল কলেজ অফ সার্জ্জন নামক চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ১৫৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন ভারতীয় উত্তীর্ণ হইয়া সনন্দ লাভ করিয়াছেন। (১) বি,জে,বোসে (মাদ্রাজ), (২) শ্রীনিবাসম (মাদ্রাজ), (৩) এল, আর, লাদোবালী (বোম্বাই) (৪) কে, এল মলহোত্র (পঞ্জাব), (৫) আর ডি পাঞ্জপিরি (পঞ্জাব) (৬) পি আর থথুগল (কলিকাতা)।

বজ্রপাতে মৃত্যু

কেণ কয়োরিয়েলের এক মিশন স্কুলের একজন ব্রাহ্মণ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক ঘরে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ বজ্রপাতে ঘরের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

স্যার অষ্টেন ও লেডী চেম্বারলেন ইয়োপেন্টো হইতে অটাওয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের আসিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা যে ট্রেণে আসিতেছিলেন, একখানি রেল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহাতে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। স্যার অষ্টেনের নিজের গাড়ী পার হইলে এই দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু ইহাতে কেহ হত বা আহত হয় নাই।

রয়টারের প্রতিনিধি স্যার অষ্টেন চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গের একটু ঝাঁকানী লাগিয়াছিল, কিন্তু কেহ কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই।

সরকারী কর্ম্মচারি অভিযুক্ত

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সরকারের ২২ হাজার ৪ শত ৩২ টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে প্রাদেশিক এঞ্জিনীয়ারের আফিসের টেলিগ্রাফ বিভাগের হিসাব রক্ষক মিষ্টার পেথাচারী অভিযুক্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মামলায় বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্যাশ বহি নষ্ট করিবার অভিযোগে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় আসামীও অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন। মামলা মুলতুবী আছে।

মোটরে পথিকের শেষ

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে হাওড়া কোর্টের কয়েদীর গাড়ী ২ জন পথিককে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এক জন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অপর ব্যক্তি সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। হাওড়া পুলিস ড্রাইভারের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারা অনুসারে এক মামলা রুজু করিয়াছে।

জি, আই, পি রেলওয়ে
শ্রমিক সমস্যা

৭ই নভেম্বর সন্ধ্যাকালে জি, আই, পি, রেলওয়ের শ্রমিকগণের একটি সভায় তাহাদের দাবী নাকচ করিয়া দেওয়ায় এজেন্টের আচরণের জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা
আঞ্জুমানের উৎসাহের আবেগ

ঢাকা জিলা আঞ্জুমানের এক সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, আগামী জানুয়ারী মাসে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন যখন ঢাকা পরিদর্শনে আসিবেন, তখন তাঁহাকে তাঁহারা অভিনন্দনপত্রের দ্বারা সম্মানিত করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার—১৩৩৫।

গোবর্দ্ধন-পূজা

[অন্নকূট]

গত ২৭শে কার্ত্তিক ১৩ই নভেম্বর দিবস শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ এবং তদনুগত যাবতীয় মঠে গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই মহোৎসব দ্বাপরযুগ হইতে জগতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছেন। ভৌম ব্রজলীলায় উহা দ্বাপরযুগে প্রকাশিত হইলেও অপ্রকট লীলায় এই মহোৎসব নিত্য বিরাজিত। গোবর্দ্ধনগিরিধারীর ইন্দ্রিয়তোষণই এই গোবর্দ্ধনপূজার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমানে গোবর্দ্ধন-পূজামহোৎসব সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বৃন্দাবনে বিশেষরূপে প্রচারিত থাকিলেও এখন উহা ভক্ত্যঙ্গের পরিবর্ত্তে দুর্গোৎসব, বিবাহোৎসবাদির ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তোষণমূলক কর্ম্মকাণ্ডমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে উহা অনুষ্ঠিত না হইলে গোবর্দ্ধনগিরিধারী শ্রীকৃষ্ণপূজা না হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-পূজাই হইয়া যায়। দ্বাপরে শ্রীভগবান্ স্বয়ং ব্রজবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া এই গোবর্দ্ধন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-পূজা শিক্ষা দিয়াছেন।

দ্বাপরযুগান্তে ব্রজবাসি গোপসকল দেবরাজ ইন্দ্রের যথোচিত পূজা বিধানের জন্য যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার আহরণ করিতেছিলেন। ব্রজবাসিগণের সংসার কৃষ্ণকে লইয়া, কৃষ্ণানন্দ-বর্দ্ধন ছাড়া তাঁহাদের আর কোন চেষ্টাই নাই। ইন্দ্র—মেঘপতি, বারিবর্ষণ করিয়া শস্যাদিকে সঞ্জীবিত রাখেন, জীবগণ সেই শস্যদ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মার্থকামাদি সাধনে সমর্থ হন,—এই জন্য জগতের প্রাচীন সভ্যতার যুগ হইতে ইন্দ্রারাধনার কথা ঐতিহ্য গ্রন্থে দেখা যায়। ব্রজবাসিগণও তাই ইন্দ্রারাধনার আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের জীবন—কৃষ্ণ, ধর্ম্মার্থকামাদি সকলই—কৃষ্ণ হওয়ায়, তাঁহাদের ইন্দ্রপূজা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক কর্ম্মকাণ্ড না হইলেও জগজ্জীবকে তাহা হইতে সাবধান করিবার জন্য, বিশেষতঃ দেবরাজ ইন্দ্র আজ নিজেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া 'আমি ভোক্তা' বুদ্ধিতে গর্ব্বে অবলিপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণ তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এবং নিজের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রচার করিবার জন্য সঙ্কল্পযুক্ত হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় শ্রীনন্দাদি গোপবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "পিতঃ! আপনাদের এ পূজার আয়োজন কেন, আর এই পূজার দেবতাই বা কে?" পরমবাৎসল্য-রসসিক্ত শ্রীনন্দ কহিলেন, "পর্জ্জন্যরূপী ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া আমাদের শস্যাদি সঞ্জীবিত রাখেন, তাহা দ্বারা আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। এই জন্যই আমাদের ইন্দ্রার্চ্চন। এই অর্চ্চন আমাদের পারম্পর্য্যাগত আচার। ইন্দ্র-কৃপায় জাত দ্রব্যদ্বারাই আমরা ইন্দ্রের পূজা করিয়া থাকি।" তখন কৃষ্ণ কহিলেন, "যদি কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর কেহ থাকেন, তিনি কর্ম্মফলদানদ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করেন, যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করেন, তাহার তিনি প্রভু নহেন অর্থাৎ ফল দান করিতে পারেন না। যদি কর্ম্ম হইতেই ফলসিদ্ধি হইল এবং সকল প্রাণী কর্ম্মেরই অধীন হইয়া পড়িল, তবে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণিগণের আর ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? প্রাক্তন সংস্কার-বশতঃ কর্ম্মসকল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্রাদি দেবতার কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর।"

অচিন্ত্যচরিত্র শ্রীভগবান্ কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক বিপ্রগণের গর্ব্ববিনাশের অব্যবহিত পরেই আবার আজ কর্ম্মদেবতা ইন্দ্র-গর্ব্ব বিনাশার্থ ও জগতে কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের অক্ষজ জ্ঞান-চেষ্টা গর্হণপূর্ব্বক অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি বা আত্মার সহজ ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ, বাৎসল্যরসসম্বন্ধ শ্রীনন্দ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ও তাহাদের কর্ম্মাধীন ঈশ্বরের পূজা-চেষ্টার প্রাকৃতত্ব ও সহজ আত্মধর্ম্মের প্রচারার্থ এই অভিনয় করিলেন। শ্রীনন্দাদি গোকুল-গোপগণের গোপত্বই যে নিত্য স্বরূপ এবং গোপবেশ-বেণুকর গোকুল-কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ক্রীড়োপকরণ, সেবোপকরণ, ধেনু, বিচরণ-ক্ষেত্র শৈল প্রভৃতির সেবা করাই যে নিত্য গোপগণের নিত্য স্বধর্ম্ম বা স্বরূপ ধর্ম্ম এবং সেই গোপানুগত্যে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণই যে জীবমাত্রের আত্মধর্ম্ম, তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ নন্দকে বলিলেন—

"হে তাত, আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে আমরা বাস করি, পত্তন, দেশ ও গ্রাম—আমাদের কল্যাণের হেতু হইতে পারে না, বরং শৈলাদিই আমাদের যোগ-ক্ষেমের কারণ। অতএব আপনারা (ব্রজের প্রজা) গো, (ব্রজপুরের হিতকারী) ব্রাহ্মণ ও (আমার বিচরণ ভূমি) পর্ব্বতের পূজা আরম্ভ করুন। ইন্দ্রের যজ্ঞার্থ যে সকল দ্রব্য আহৃত হইয়াছে, তাহাদ্বারাই এই যজ্ঞ সাধিত হউক।"

এইরূপে কৃষ্ণ, অবজ্ঞানহেতু তাঁহারই যে একমাত্র ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব, ইন্দ্রাদি দেবগণের 'ভোক্তা' বা 'কর্ত্তা' বলিয়া অভিমান যে তাঁহাদের অজ্ঞানতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রসূত ব্যাপার, তাহা প্রকারান্তরে বুঝাইয়া ইন্দ্রের পূজা বারণ ও ইন্দ্রপূজার জন্য আহৃত দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা নিজ পূজা বিধান করাইলেন। কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণের বিহারক্ষেত্র—শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন স্বরূপ গোবর্দ্ধন গিরিরাজের পূজা আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা গোধন অগ্রে করিয়া গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পায়সাদি, মুদ্গ ও সূপ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি, গোধূমাদির বিকার পিষ্টক, শষ্কুলি, দধি, দুগ্ধ, নবনীতাদি যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার গিরিরাজকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অন্য প্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া "আমি শৈল" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রজবাসিগণকে কৃপা করিবার জন্য নিজেই নিজেকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ, মূর্ত্তিমান পর্ব্বত আমাদিগকে কিরূপ অনুগ্রহ করিতেছেন। যে সকল বনবাসী ঐ পর্ব্বতকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, গিরিরাজ সর্পাদিরূপে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। আইস, আমাদের ও গোসকলের ক্ষেমার্থ আমরা গিরিরাজকে প্রণাম করি।" শ্রীভগবান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের কথা শ্রবণে ব্রজবাসী সকলেই গোবর্দ্ধনগিরিরাজের পূজা করিয়া ব্রজে প্রত্যাবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র পূজা না পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং কৃষ্ণকে প্রাকৃত বালক ও ব্রজবাসী গোপগোপী-গণকে প্রাকৃত মনুষ্য বিবেচনায় অজস্র ধারায় বারিবর্ষণ ও মেঘগর্জ্জনাদির দ্বারা ব্রজবাসিগণের চিত্তে ভীতির সঞ্চার করিলেন। ব্রজবাসীর প্রাণধন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া সপ্ত দিবস তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর গিরিরাজকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া তাঁহার তলদেশে ব্রজের গো এবং গোপগণকে রক্ষা করিলেন। অনন্ত দেব গিরিরাজের তলদেশ বেষ্টন করিয়া বহির্দ্দেশ হইতে বারিপ্লাবন নিবারণ করিলেন। ইন্দ্রের সকল দর্প চূর্ণ হইল।

স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরিও নিজে আচরণপূর্ব্বক এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রকাশিত করিয়া কুসুমসরোবরের নিকটস্থ গোবর্দ্ধন দর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি,—ইহা জানাইবার জন্য লোকশিক্ষক আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীগৌরহরি গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিলেন না, নিম্নে থাকিয়াই দণ্ডবৎ করিলেন—

"গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হইল দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল রায়ের দর্শন কেমনে পাইব॥"

গোবর্দ্ধনের উপরে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ-চন্দ্র গোপাল-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। "গোবর্দ্ধন শৈলে আরোহণ করিব না" এরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং 'আমি কৃষ্ণভক্ত' এরূপ অভিমানযুক্ত গৌরহরিকে গোপাল স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া দর্শন দিলেন। গোপাল 'অন্নকূটগ্রাম' হইতে ম্লেচ্ছভয়ের ছল বাহির করিয়া গাঁঠুলি গ্রামে আসিলেন। মহাপ্রভু মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ও স্তবাদি করিলেন এবং গাঁঠুলি গ্রামে গোপালের বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণে তথায় গিয়া গোপাল দর্শন করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিপ্রভুও যখন বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাও গোবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করেন নাই। গোপাল মহাপ্রভুকে যেরূপে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও সেইরূপে দর্শন দিয়াছিলেন; বৃদ্ধকালে শ্রীরূপ গোবর্দ্ধনে যাইতে না পারিলেও গোপাল-দর্শনের বড় অভিলাষ করায় গোপাল পূর্ব্ববৎ ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্ঠলেশ্বরভবনে বিজয় করেন এবং একমাস কাল গাস্ক শ্রীরূপগোস্বামীকে দর্শন দান করেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীও যখন বৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন—

"গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।"

শ্রীজগদানন্দের বৃন্দাবন দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীল সনাতনপ্রভু মহাপ্রভুর উপযুক্ত ভেটজ্ঞানে রাসস্থলীর বালু ও গোবর্দ্ধন-শিলা ভেট দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নীলাচলে চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন-স্মৃতির কথাও চরিতামৃতের অন্ত্য ১৪শ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সকলেই গোবর্দ্ধন শিলাকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের বৃন্দাবনাগমনের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বৃন্দাবনে আসিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন সমীপে উপনীত হন। একদা তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান সমাপনান্তে সন্ধ্যাকালে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় গোপবালক-বেশে গোবর্দ্ধনগিরিধারী গোপাল তাঁহার নিকট এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া উপনীত

হইলেন এবং হাসিয়া হাসিয়া তাহা খাইতে অনুরোধ করিলেন। পুরী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আমি ঐ গ্রামবাসী একজন গোপবালক, স্ত্রীগণের নিকট তুমি অভুক্ত আছ শুনিয়া তোমার নিকট দুধ লইয়া আসিয়াছি। তুমি এই দুধ খাও, আমার গোদোহন করিতে হইবে বলিয়া এখনই চলিলাম, ফিরিয়া আসিয়া ভাণ্ড লইব।' পুরী ভগবানের লীলা বুঝিয়া সেই দুগ্ধ পান করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। পথের দিকে চাহিয়া আছেন, বালক আর আসে না। সমস্ত রাত্রি তিনি নাম গ্রহণ করেন, নিদ্রা বলিয়া তাঁহার নাই। শেষরাত্রে সমাধি অবস্থায় পুরী সেই বালককে দেখিতে পাইলেন, যেন ঐ বালক তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটস্থ একটি কুঞ্জের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিতেছেন, 'পুরী, আমি বহুদিন হইতে তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছি. তুমি এই কুঞ্জ হইতে আমাকে পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমার নাম গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল, আমি আমার পুত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রের স্থাপিত। পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরিই ছিলাম। ম্লেচ্ছভয়ে আমার সেবক আমাকে এখানে রাখিয়া কোথায় গিয়াছে।' শ্রীপুরীপাদ এই অত্যদ্ভুত স্বপ্নদর্শনে প্রাতেই লোকজন লইয়া কুঞ্জাভ্যন্তর হইতে শ্রীগোপালকে লইয়া পর্ব্বতের উপরে প্রস্তর-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিষেকাদি সমাপনপূর্ব্বক গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপহার দ্বারা '**অন্নকূট মহামহোৎসব**' সম্পন্ন করিলেন,—

হেন মতে **অন্নকূট** করিল সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥
একৈক দিনে একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হৈয়া॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব **অন্নকূট** যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

সুতরাং এই গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব দ্বাপর যুগ হইতে প্রচলিত। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণরজে অভিষিক্ত না হইয়া আমাদের এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তত্তম ব্যাপার বিশেষ হয়। মহাভাগবতের কৃপা-প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবেন এই মহোৎসব নিত্য অনুষ্ঠেয় হইয়া থাকেন

নিজের পায়ে কুঠারাঘাত

ধর্ম্মপথে আত্মবঞ্চনা বা বিপ্রলিপ্সা একটী মহৎ কণ্টক। মনোধর্ম্মিজীবের স্বভাবতঃই আত্মবঞ্চিত হইবার দিকে প্রবলা রুচি। আত্মবঞ্চনা বিবিধ সজ্জায়, বহু চিত্তবিনোদিনী মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবের ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চনাই আত্মবিনাশের মূল। আত্মবঞ্চনারূপ কুহকীর কুহকে পড়িয়া আমরা অনেক সময় নিজহিংসা ও জীবহিংসা করিতে ধাবিত হই।

আত্মবঞ্চনা অগুরুকে বা গুরুব্রুবকে 'গুরু', অধার্ম্মিককে 'ধার্ম্মিক', মর্কটবেশধারীকে 'সাধু' বলিয়া বরণ করিয়া থাকে। আত্মবঞ্চক ব্যক্তি সাধুর পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া নিরন্তর বঞ্চকগণের পরামর্শকেই বহুমানন করে। অনেক সময় আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া মনে করি, 'আমার সদ্গুরু লাভ হইয়াছে, বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ হইয়াছে'। অথবা কখনও নামাপরাধ করিয়া ভাবিয়া থাকি— আমি সত্য সত্যই নামাশ্রয় করিয়াছি।'

আত্মবঞ্চিত ব্যক্তি জড়া প্রতিষ্ঠাকে বহুমানন করেন। আমরা সাধুর নিকট আগমন করি, অনেক সময় কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে বা জনসমাজে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে। অনেক সময় সাধুর 'দণ্ড'কে 'কৃপা' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, তিনি যখন আমাকে প্রতিষ্ঠা দেন, তখনই আমার হৃদয়খানা আনন্দে নাচিয়া উঠে এবং কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক সাধুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ (?) করিয়া যে কোনও উপায়ে তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হই। সাধুও আমার আত্মবঞ্চিত হইবার অধ্যবসায় দেখিয়া আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়াই বিদায় দিয়া থাকেন—আমি সাধুর অকপট কৃপা, —ভগবদ্ভক্তি-লাভ হইতে বঞ্চিত হই।

অনেক সময় আমরা শুদ্ধভক্তসমাজে যাই, মহোৎসবাদিতে যোগদান করিয়া থাকি, কিছু চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় গ্রহণ করিয়া রসনার তর্পণের জন্য। সাধু আহ্বান করিয়াছিলেন, আমাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য; কিন্তু আমার ভাগ্যে সে বিষয়টী বাদে আর সবই লাভ হইয়া থাকে। আমি হরিকথাবিমুখ, পিত্তদ্বারা আমার জিহ্বা এত স্বাদহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, শুদ্ধহরিনামরূপ সিতাখণ্ডকেও আমি তিক্ত বস্তু মনে করিতেছি। তাই সাধু—সুচতুর, কৃষ্ণভজন-নিপুণ, পরম কারুণিক, পরদুঃখদুঃখী পুরুষ চর্ব্ব্য চুষ্যের লোভ দেখাইয়া আমাকে হরিকথামৃত পান করাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, আর আমি সাধুর চতুরতার উপর আরও চতুরতা করিবার জন্য হরিকথা শুনিবার ছল করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে আসিয়াছি, কৃষ্ণ-বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিতেছি, সাধুর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া অধিক পরিমাণে চর্ব্ব্য চুষ্যাদি সংগ্রহের আশায় 'সাধু' সাজিয়াছি। ধর্ম্মরাজ্যে এরূপ শত আত্মবঞ্চনা প্রতিনিয়তই হইতেছে।

আমি অনধিকারী ব্যক্তি, কত শত অনর্থের দাস; আমি অধিকারী অনর্থনির্ম্মুক্ত পুরুষের প্রতিষ্ঠাটী আত্মসাৎ করিবার জন্য 'রাসপঞ্চাধ্যায়' শ্রবণ করিতেছি। অথবা ইন্দ্রিয়পরায়ণ আমি, জড়েন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সদা লালায়িত, আমার পক্ষে যেটী হিতকর ঔষধ, সেটী গ্রহণ না করিয়া কাব্য, অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য, স্ত্রীপুরুষের কামকথাশ্রবণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য 'অপ্রাকৃত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দলীলাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিবার চেষ্টা করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতেছি।

ভাগবত-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা নামাপরাধজ ভুক্তি প্রভৃতি ফল লাভ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি, আমারই ন্যায় কতিপয় লোকের নিকট হইতে সম্মান অর্থাদি লাভ করিয়াই ভুলিয়া যাইতেছি—বঞ্চিত হইতেছি। আবার পাছে আমার অনুগত কোনও ব্যক্তি শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ করিয়া হরিভজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্য তাহাকেও শুদ্ধভক্তগণের সহিত মিশিতে নিষেধ করিতেছি। আমি একাধারে আত্মঘাতী ও পরঘাতী হইয়া পড়িয়াছি—একাধারে নিজ হিংসা ও অপর জীবহিংসা করিতেছি।

আমি নিজে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হইয়া হরিভজন ত্যাগ করিয়াছি, অপর ব্যক্তি নিরন্তর হরিভজন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে। আমি অসুরমোহনপর বঞ্চনাকারক শাস্ত্র হইতে আমার মনোধর্ম্মের অনুকূল বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেছি, বক্তৃতা করিতেছি, আর সময় সময় বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'বাহাবা' লাভ করিয়া আরও অধিকতর বঞ্চিত হইতেছি।

আমি সাধুর কাছে গমন করিয়া আমার ভাগ্যগণনা, কখনও বা আমার ব্যবসায়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা, কখনও স্ত্রীর সেবা-সৌকর্য্য ও গুণবর্ণন করিতেছি, সাধুও আমার ভাব দেখিয়া আমাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার জন্য খুব প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করিতেছেন—বঞ্চিত আমি সাধুর গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া লোকসমাজে 'দিয়া আবার প্রচার করিয়া বলিতেছি—"অমুক সাধু আমাকে কত সম্মান করেন।"

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল পরমহংস গৌরকিশোর দাসগোস্বামী মহারাজের আচরণে অনেকে এরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কোনও অভিমানী ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট আসিলে তাঁহারা ঐরূপ প্রতিষ্ঠাদি দিয়া বিদায় দিতেন—ঐ সকল ব্যক্তিও উহাকেই বড় আদরের বস্তু মনে করিয়া আসল জিনিষের কোনও সন্ধান পাইতেন না, কল্পতরুর কাছে আসিয়া মাকাল ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। যেদিন আমরা নিষ্কপট হইয়া নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের শরণ গ্রহণ করিতে পারিব, যেদিন আমরা সাধুর 'দণ্ডকে' কৃপা বলিয়া মস্তকে ধারণ করিতে পারিব, যেদিন আমরা নিষ্কপট ভাবে সাধুর চরণে উপনীত হইয়া বলিতে পারিব—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াবা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি॥
নিপততু শতকোটীনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

সেই দিন হইতে 'আত্মবঞ্চনা' রূপ পিশাচীটী আর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

আমার গতি কি হবে?

"লোকে আমাকে নিন্দা করুক, কিম্বা স্তুতি করুক, আমার তাহাতে কিছু যায় আসে না"—একথা আমি মুখে অনেকবার বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ 'লোকে আমাকে ভাল বলিতেছে, না মন্দ বলিতেছে', একথা শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎকর্ণ হইয়া থাকি। লোকের মুখ দিয়া যতক্ষণ না 'তুমি ভাল' একথাটী বাহির হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে আমার গুণপনায় পরিচয় দিতে ত্রুটি করি না। কেহ একটু মন্দ বলিলে অমনি শতসহস্র যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 'আমি যে মন্দ নহি' ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শতসহস্র মুখ হইয়া পড়ি। আমি সাধুগণের নিকট মুখে বলি, "আমার কোন দোষ গোপন না করিয়া সমস্ত দোষ উল্লেখ পূর্ব্বক আমাকে সাবধান করিয়া দিন," কিন্তু অন্তরে অন্তরে 'নির্দ্দোষ' বলিয়া সাধুর নিকট বাহাদুরী পাইবার আশা আমাতে ষোল আনা বজায় আছে।

অন্তরে বিষম বিষয়-বিষ ভরিয়া রাখিয়া বাহিরে সাধু হইবার চেষ্টা দেখাই বটে, কিন্তু অন্তর্য্যামী যে সমস্তই ধরিয়া ফেলিতেছেন, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। মন্দটী গোপন করিয়া লোকের নিকট ভাল হইবার জন্য মিথ্যা কথা সাজাইয়া ছাপাই দিতে আমি এত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, মিথ্যা কথা বলিতে এখন

আর আমার একটুও ইতস্ততঃ হয় না। মোটকথা, প্রকাশ্যে যাহারা চুরী ডাকাইতী করে, তাঁহাদিগকে বরং বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিরীহ ভালমানুষের বেশধারী আমার মত সাধুর ন্যায় বিশ্বাস-ঘাতক আর দ্বিতীয় দু'টী নাই। অনেক সময়ে নরকের ভীষণ বিভীষিকার কথা মনে হয় বটে, নিজের প্রতি ধিক্কারও আসে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী সম্মুখে পাইলে কিম্বা তাহা একটু স্মৃতিপথে আসিলেই আমার সমস্ত সংযম মুহূর্তের মধ্যেই দূর হইয়া যায়। আমার ন্যায় সাধুর সজ্জায় এমন ঘৃণিত পশু-জীবন বোধ হয় এজগতে কেহই যাপন করেন নাই, করিতেছেন না বা করিবেনও না।

সাধু সজ্জনের নিকট 'আমি বড় পতিত, অধম' ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করি বটে, কিন্তু তাঁহাদের কৃপা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি আমার অন্তরে একটুও নাই। কপট দৈন্য দেখাইয়া 'আমি যে সাধু', একথা লোকের কাছে প্রমাণ করিতে চাই। মুখে বলি, 'সাধুর তিরস্কারই শুনিতে চাই', কিন্তু সাধু আমার দোষোল্লেখে তিরস্কার করিলে আমি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ি ও দোষ স্বীকার করিতে না চাহিয়া আরও পাঁচটী মিথ্যা কথার অবতারণা করি দেখিয়া সাধুরা আমাকে 'তুমি বড় ভদ্রলোক—বড় সাধু' ইত্যাদি বলিয়া বঞ্চনা করেন।

ব্রাহ্মণব্রুব,-ব্রাহ্মণাপসদ, ব্রহ্মবন্ধু,ব্রহ্মরাক্ষস আর্য্যঋষিকুলকলঙ্ক আমি, আমায় শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য—এই সকল ব্রাহ্মণ-লক্ষণের একটিও আমাতে নাই, অথচ 'আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, অদ্যাপি ঋষি-শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে, আমি সকলের নমস্য'—এই বলিয়া ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট খুব অহঙ্কার প্রকাশ করি, আমার সাধুর অনুগত হইবার অভিনয় করিয়াও 'আমি ব্রাহ্মণ সাধু' একথাটি কথায় কথায় বলিতে কিম্বা প্রকাশ্য না বলিলেও যে কোন প্রকারে হউক লোককে জানাইয়া দিতে আমার বড় আনন্দ বোধ হয়। একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার সংস্কৃতও একটু পড়িয়াছি, সুতরাং পণ্ডিত, আর অর্থও কিছু আছে, তার উপর ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করি, গীতাভাগবত পাঠ করি, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন করি, কণ্ঠে তুলসী মাল্য ধারণ করিয়াছি, তিলক করি, তুলসী মালিকায় হরিনামও জপ করি, গলায় সুর আছে, একটু কীর্ত্তনও গাহিতে পারি, অতএব একাধারে কুলীন, পণ্ডিত, ধনী, তপস্বী আমাকে আর পায় কে? কুলিয়ায় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে যেমন টেক্স লাগে, আমাকে দেখিতে হইলেও সেইরূপ টেক্স লাগুক, বিনা টেক্সে আমার দর্শন নাই। ডাক্তারেরা যেমন কন্সাল্‌টেশন ভিজিট নেন, আমিও সেইরূপ দাবী করি; কেননা বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহি না। দর্শনী বেশী পাইলে আমার খুব বেশী ভাবুকতা আসিয়া পড়ে, আমি 'ক' বলিতেই কাঁদিয়া আকুল হই। কিন্তু তাহা না হইলে আমি যেখানে সেখানে যখন তখন চোখের জল ফেলিতে চাহি না।

আমি নিজে অশেষ দোষদুষ্ট হইয়াও অন্যের নিকট সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করি এবং 'আমিই ঐ সকল দোষদুষ্ট' বলিয়া দৈন্য করি, তাহাতে লোকে মনে করে, 'এব্যক্তি যখন এত দোষের কথা উল্লেখ করিতেছেন, তখন ইনি নিশ্চয়ই একজন বড় সাধুপুরুষ, কেননা নিজের দোষ কি আর কেহ নিজে স্বীকার করিতে চায়?' আমি নিজে স্ত্রীসঙ্গী, অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত হইয়াও লোকের নিকট ঐ সকলের নিন্দা করিয়া বলি—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

কিন্তু এই প্রকারে বোকা লোক ঠকাইলেও সাধুগণকে ঠকাইতে পারি না, তাঁহারা আমার সমস্ত কপটতা কি জানি কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলেন! সাধুদের নিকট যখন ধরা পড়িয়া যাই, তখন 'ঐ চোর' নীতি অবলম্বন করি। অর্থাৎ সাধু যেমন 'চোর' 'চোর' করিয়া পুলিশ ডাকিয়া আমাকে পাকড়াও করিতে আসেন, আমিও তখন সাধুকে 'ঐ চোর, ঐ চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুলিশ আমার সে ফন্দী ধরিয়া ফেলে। আমার সাধুতার ভাণ আর বেশী দিন থাকে না। 'সাপ্রেসড্ গণ পক্স' বলিয়া একরূপ সাংঘাতিক বসন্ত আছে, তাহা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও ভিতরের অঙ্গ একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং অতি শীঘ্রই রোগীর মৃত্যু ঘটায়। আমার দশাও সেইরূপ; আমি আমার ব্যাধি বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ না করিলেও, আমার অন্তর ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, অচিরেই আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইবে।

যতদিন রক্তের জোর আছে, ততদিন এই জড় দেহের অভিমানে মত্ত হইয়া কত বৈষ্ণবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ করিব, সাধুরা সাবধান করিতে আসিলে সাধুকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব, কিন্তু ধরিত্রী দেবী আমার ন্যায় অপরাধীর ভার আর কতদিন বহিবেন? শীঘ্রই আমার রক্তের জোর কমিয়া আসিবে, আমাকে মহারৌরব নরকে ডুবিতে হইবে।

হায়; হায়, নিজের দোষে নিজেই মরিলাম। সাধুরা আমাকে কতবার সাবধান করিলেন—

"সংসার ভজিলি গৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পরকাল দুকাল খোয়ালি
খাইলি আপন মাথা॥"

তথাপি আমার চৈতন্য হইল না। আমার ব্যাধির কথা সাধুর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে পাছে আমার বাহাদুরীটা কিছু কমিয়া যায়, লোকে আমাকে ঘৃণা করে, আমার প্রতিষ্ঠাটা কমিয়া যায়, এই ভয়ে আত্মগোপন করিতে গিয়া আজ আমার এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত—আমাকে আজ অনন্তকালের জন্য অনন্ত নরকে পচিয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে! ওঃ কি ভীষণ যন্ত্রণাই না আমাকে ভোগ করিতে হইবে! এখনও—এ মুমূর্ষু অবস্থায়ও যদি আমার সাধুগুরুর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় নিস্তার ছিল, কিন্তু এখনও ত' কপটতা ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, এখনও যে পুরাতন কুঅভ্যাসগুলি আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, সেগুলি'ত ছাড়িতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি "লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়," কিন্তু লবেরও লবকাল ত' সাধুসঙ্গ করিবার জন্য আমার ইচ্ছা নাই। সর্ব্বদোষের আকর হইয়াও এখনও আমি 'নির্দ্দোষ' সাজিবার অভিপ্রায়ে কপটতার আশ্রয় লইবার জন্যই ব্যস্ত। তুলসীমালিকায় হরিনাম জপ করিবার ছলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই আমার জপ্য হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ নিজের দোষের কথা আর কত বলিব? আমি সংসার-ত্যাগের অভিনয় করিয়া সাধুগুরুর কাছে ভগবৎসেবার ছলে অবস্থান করিয়া গোপনে গোপনে যে কত অত্যাচারই করিতেছি, তাহা প্রকাশ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। যাহারা প্রকাশ্যে অসৎ নাম লইয়া আছে, তাহাদের বোধ হয় কোন না কোন কালেও ক্ষমা আছে কিন্তু সাধু বেশী আমার ন্যায় কপটীর আর ক্ষমা নাই হায়! হায়! আমার গতি কি হইবে হে সারগ্রাহি বৈষ্ণব-সজ্জনমণ্ডলি, আপনারা সকলে আমার উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ করুন। আমি আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার দুঃখের কাহিনী যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। এখন আপনারাই আমার আশা-ভরসা।—

"শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো হেন পামর-প্রতি হবেন সদয়॥"

নানা কথা

কুরুক্ষেত্র মেলা

যাত্রিগণ ক্ষিপ্রভাবে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেছেন। অদ্য রাত্রিতে প্রায় ৩ লক্ষ যাত্রী মেলাস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাত্রিগণের গৃহ গমনের সুবিধার জন্য রেলপথের কর্তৃপক্ষ স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলেরা রোগের সংক্রামতা নিবারণ জন্য ডাক্তারগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যাত্রিগণকে সাহায্য করিবার জন্য সেবাসমিতি ও মহাবীর-দল অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। অন্ততঃ ৮ দিনের মধ্যে সমুদয় যাত্রী মেলা-স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন।

পণ্ডিতরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, সূর্য্যগ্রহণের ফলে মহাযুদ্ধ ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং মারাত্মক ব্যাধিগুলি সংক্রামক আকার ধারণ করিবে।

অধ্যাপক রামমূর্ত্তি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

যে কুরুক্ষেত্র মেলায় প্রথমে ৩০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল, পরে সেই স্থানে ৬।৭ লক্ষেরও উপর লোক হইয়াছিল। সে যেন এক বিরাট সহর বাসয়া গিয়াছিল। স্থানাভাবে লোক গাছতলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ছয়টি মহিলা যাত্রীকে সর্পদংশন করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুর তীর্থযাত্রার ফলে দুর্গম গহন স্থানেও আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ সংঘর্ষণের প্রভাবে অলৌকিক কাণ্ড সংঘটনের ন্যায় দুই দিনে বিশাল নগর বসিয়া যায়। ইহাতে কত লোক অন্ন করিয়া খায়, রেল কোম্পানীরা এমন এক এক মেলায় সম্বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করিয়া লয়। অথচ পূর্ব্বে মেলার যাত্রীর কি দুর্গতিই ছিল, পশুর মত তাঁহাদিগকে খোলা মালগাড়ীতে চালান দেওয়া হইত, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিবার কেহ থাকিত না। এখন রেল কোম্পানীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য কিছু কিছু খরচপত্র করিতেছেন, কিছু কিছু মনোযোগ দিতেছেন। সরকার ও জনসাধারণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতেও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বাস্থ্যাদি সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। তাহারা যে মানুষ, কালো চামড়া গায়ে থাকিলেও যে তাহারা অন্য মানুষের মত সুখ দুঃখ অনুভব করে, এ কথাটা এখন বিদেশীরা বুঝিতে আরম্ভ করিতেছেন। জনমতের প্রভাব এইখানে কেমন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। —দৈনিক বসুমতী

নবদ্বীপ সংবাদ

নবদ্বীপে গ্রহন স্নান নির্বিঘ্নে সংঘটিত হইয়াছে। এবার দেশবিদেশ হইতে বহু যাত্রির সমাগম হইয়াছিল। অনেকে দেশে ফিরিতেছেন, অনেকে আবার রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত থাকিবার সঙ্কল্প করিতেছেন।

ডাকাত দলের মনোকষ্ট

সম্প্রতি ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার অধীন কাকাইলমেড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামক জনৈক পাটের ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদিগের সঙ্গে বন্দুক ছিল। তাহারা ডাকাতির সময় বাড়ীর কর্ত্তা ও দারোয়ানদিগকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে। প্রকাশ যে, সেইদিনই হেড আফিস হইতে তাহার নিকট ১৫০০০৲ টাকা আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে তাহা সেই দিন পৌঁছিতে পারে নাই। ডাকাত দল মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছে নিশ্চয়।

হিন্দু যুবকের স্বীকারোক্তি

যুক্তপ্রদেশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টার জেনারল কর্ত্তৃক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ৮ই অক্টোবর তারিখে মনসদ ষ্টেশনের নিকট এলাহাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেণে যে বোমায় বিস্ফোরণ হইয়াছিল, তাহার ফলে যে গাড়ীতে বোমা ফাটিয়াছিল, সেই গাড়ীতে বারাণসী নিবাসী নরেন্দ্রদেব ভট্টাচার্য্য নামক এক যুবক আহত হইয়াছিল। বোম্বাই পুলিস কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আর ২জন বাঙ্গালী জড়িত
কাশীতে খানাতল্লাস

বোমার মাল-মসলা বাহির

যুবকটী এই ব্যাপারে আর দুইজনকে জড়াইয়াছে। সে বলিয়াছে যে সাইমন কমিশন বোম্বাই আগমন করিলে সেই সময়ে ব্যবহারের জন্য বোমাটী বারাণসী হইতে বোম্বাইয়ে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পথে গাড়ীর ভিতর বোমাটা হঠাৎ ফাটিয়া যায়। অপর দুই ব্যক্তির ভিতর এক জনের নাম মার্কণ্ডেয় মিশ্র। তাহারও নিবাস বারাণসীতে। বোমা ফাটিবার ফলে সে নিহত হইয়াছে। উক্ত মিশ্র বারাণসীতে যে ঘর ভাড়া লইয়াছিল গত ৬ই নভেম্বর তারিখে সেই ঘর খানাতল্লাস করিয়া অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা প্রস্তুতের মালমসলা পাওয়া গিয়াছে। অপর ব্যক্তির নাম মনোমোহন গুপ্ত ওরফে খুবলি। ইহারও নিবাস বারাণসীতে। এই যুবক কাকোরী মামলার দণ্ডিত গুপ্তের ভ্রাতা। ইহাকেও বারাণসীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।—দৈঃ বসুমতী

নারীর বেশে চোর

দেবেন্দ্রনাথ সরকার নামক একব্যক্তি হাওড়া ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক মিস লিলী লীলাবতী বিশ্বাসের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া কয়েকখানা কাপড় চুরি করার অপরাধে হাওড়া রেলওয়ে পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ, মিস বিশ্বাস তাঁহার শয়নকক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময় উক্ত আসামী সাড়ী পরিয়া নারীর বেশে উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া কয়েকখানা কাপড় লইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। মিস বিশ্বাসের ঐ সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই তিনি উঠিয়া আসামীকে ধরিয়া ফেলেন এবং চীৎকার করিয়া উঠেন। তখন পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বুকিং ক্লার্করা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। পরে উক্ত আসামীকে রেল পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়।

ইনস্পেক্টর হক্ এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন।

বাঙ্গলায় শস্যের অবস্থা

৭ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহের শস্য ফল এইরূপ,—এই সপ্তাহে কয়েক স্থানে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছে। রবি শস্যের জন্য চাষের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ধান্য অনেক স্থানে কাটা আরম্ভ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বাঁকুড়ার স্থানে স্থানে অত্যন্ত অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে এই সব স্থানে ফসলের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সাহায্য কল্পে যথাক্রমে ২০২৩ ও ৬৮০ জনকে মজুরী দেওয়া হইতেছে।

আতস বাজীতে মৃত্যু

দেওয়ালী উপলক্ষে কয়েকটি বালক আতস বাজী ক্রয় করিতেছিল। বাজীগুলি একত্রে বাঁধিবার কালে সংঘর্ষের ফলে দৈবাৎ বারুদে অগ্নি উৎপন্ন হয়। বাজী ফাটিয়া যাওয়ায় ২টি বালক নিহত এবং ২টি বালক ও ঐ দোকানের ১ জন লোক আহত হইয়াছে।

দেওয়ালীতে জুয়াখেলা

বড়বাজার পুলিস কতকগুলি সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া বড়বাজার অঞ্চলের কতকগুলি বাড়ী খানাতল্লাস ও ৩১ জনকে জুয়াখেলার জন্য ধৃত করে। পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের সম্মুখে তাহাদের হাজির করায় তিনি তাহাদের আদালতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আগুনে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ

গত ১২ই নবেম্বর শ্রীরামপুরে, একটি ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। পাররাথিয়ামল মাড়ী একটি ২৪ বৎসরের ব্রাহ্মণ মহিলা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। তিনি পিঠা তৈরী করিতেছিলেন, এমন সময় তেলের মধ্যে আগুন ধরিয়া যায়। সেই আগুন ক্রমে নিকটস্থ জ্বালানি কাঠে লাগিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে মহিলাটি আগুনের ব্যূহের মধ্যে পড়িয়া গিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যায়। পরে হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বোম্বাইতে লরী দুর্ঘটনা

গত ১০ই নভেম্বর বোম্বাইতে সকাল ৮-১৫ মিনিটের সময় একখানি মোটর লরী নিউ নাগপাদ রোড দিয়া দ্রুত যাইতেছিল। ঐ সময় ছোট আদালতের বিচারক মিঃ মার্ক মরোনহার তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা রাস্তায় খেলা করিতেছিল। হঠাৎ লরীর পশ্চাদ্দিকের ডান চাকাখানা বালিকার বাম পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায় তৎক্ষণাৎ পা খানা একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বালিকার পিতা তখনই তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যান। হাসপাতালে বেলা ৯॥০ টার সময় সে মারা যায়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিপন্নের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট

এতনা আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবে বিধ্বস্ত স্থানের অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য ইটালীর গভর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করিয়াছেন। যে সমস্ত স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে তথা হইতে মুসোলিনীর নিকট আবেদন আসিয়াছে। তাহাতে তাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তিনি যেন বিপন্ন স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং আতঙ্কগ্রস্ত অধিবাসীকে আশ্বস্ত করেন।

বিলাতের আমদানী রপ্তানী

বাণিজ্য বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে বিলাতে ১০ কোটী ২৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ষ্টার্লিং মূল্যের মাল আমদানী এবং তথা হইতে ৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ১২ হাজার ষ্টার্লিং মূল্যের মাল রপ্তানী হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের আমদানী রপ্তানী অপেক্ষা উহা যথাক্রমে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং ৭ হাজার অথচ ৯২ ষ্টার্লিং অধিক।

চুরীর মামলা

শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং আরও কয়েক ব্যক্তি পোর্ট কমিশনারদের জেটি হইতে মাল চুরী করিয়া অন্যত্র বিক্রয় করিবার অভিযোগে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ কর্ত্তৃক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। বুধবার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী মিঃ সি, তালুকদার ও মিঃ মহেন্দ্রকুমার ঘোষ, শৈলেন্দ্র ও আর ৩ জন আসামীকে আপীল করিবার জন্য জামীনে খালাস দিতে অনুরোধ করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টেলো ও লর্ড উইলিয়ামসের এজলাসে এক আবেদন করেন।

বিচারপতিদ্বয় এক সপ্তাহের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে আদেশ করিয়া আসামীদিগকে জামীনে খালাস দিয়াছেন।

দেওয়ালী উৎসব
বালকের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ

দেওয়ালীর রাত্রিতে শোভাবাজার অঞ্চল হইতে একটি বালককে সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধীভূত হওয়ায় হাঁসপাতালে পাঠান হয়। প্রকাশ যে, তাহার বাড়ীর ছাদের পরে বসিয়া বালকটী বাজী পোড়াইতেছিল, সেই সময় হঠাৎ তাহার কাপড়ে আগুন ধরিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যায়, তৎপরতার সহিত আহত বালকটীকে হাঁসপাতালে পাঠান হয়, এখন সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে।

সাইকেলের উপর কর

মৌলবী বাজার মিউনিসিপ্যালিটী সম্প্রতি সাইকেলের উপর কর নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব করায় তত্রত্য সাইকেল আরোহিগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য একটি সাইকেল সমিতি গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শ্রীযুত শৈলেশচন্দ্র কর পুরকায়স্থ যথাক্রমে উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সাইকেলে কলিকাতা হইতে দিল্লী

শিশির সেন (১৮ বৎসর), হেমেন্দ্র গুপ্ত (১৭ বৎসর) ও প্রভাত গুপ্ত (১৮ বৎসর) এই তিনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কলিকাতা হইতে দিল্লী পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহাদের যাইতে ১০ দিন লাগিয়াছে। পথে আলিগড়ের নিকটে তাঁহাদের জন পনেরো ডাকাতে আক্রমণ করে কিন্তু তাঁহারা সাইকেলে পলায়ন করিতে সমর্থ হন।—বাংলার কথা

[illegible]

[illegible] প্রাকৃত [illegible] প্রেমধর্ম্ম [illegible]

বিবিধ-প্রসঙ্গ

আজকাল যে যুগ বা কাল চলিতেছে, তাহাকে কলিকাল বা কলিযুগ বলে। কলিশব্দে বিবাদ অর্থাৎ প্রেমের অভাব। কলিযুগের লোক স্বাভাবিক পরস্পর বিবাদপ্রিয়। সেই জন্য কলিযুগের অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন।

জনসঙ্ঘের মধ্যে যে বাদ বিসম্বাদ প্রবল, তাহা প্রেমের প্রচারে প্রশমিত হয়, এই জন্য প্রেমধর্ম্ম সর্ব্বজনাদৃত। যেখানে অদ্বয় জ্ঞানের অভাব, সেখানেই বিবাদ। চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্যবিমুখগণ পরস্পর-বিবদমান অপ্রীতিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন, সে জন্য তাঁহারা অচৈতন্য বস্তুকে তাঁহাদের প্রেমের আধার করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাই হরিবিমুখতা।

শুদ্ধ-প্রেমধর্ম্ম ঈশ্বরজ্ঞানে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। যাঁহারা ভগবদ্বিমুখতাক্রমে ভগবৎ-প্রীতি ভুলিয়া আর কিছু লইয়া আছেন, তাঁহারা প্রেমময়-বিগ্রহের সহিত বিগ্রহ করিয়া অপ্রীতি-বিগ্রহকে পূজা করেন। প্রেমধর্ম্মের লক্ষ্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া অনিত্য বস্তু সম্বন্ধে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয় নির্ণয়পূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞানের বিপরীত অবস্থায় প্রেমের যোজনা করেন। ফলে তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

'গৌড়ীয়' সাময়িক-পত্ররূপে সর্ব্বজনাদৃত প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। কলি বা বিবাদ লইয়া যাঁহারা ব্যবসায় করেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের সহিত যুগধর্ম্ম অপ্রীতি স্থাপন করেন। গৌড়ীয়োপাস্য চৈতন্য-প্রীতি-রাহিত্যই গৌড়ীয়ের প্রতি বিদ্বেষ হইবার কারণ। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত নিত্যানন্দের অনুগজন যে ভূমিতে বাস করেন তাহা গৌড়দেশ নামে প্রসিদ্ধ। গৌড়দেশবাসিগণ সর্ব্বদেই নৈসর্গিক প্রেমধর্ম্মে অবস্থিত। এখন ভেদবুদ্ধিক্রমে কোন চরিত্রবান্‌ই আপনাকে "গৌড়ীয়" বলিতে কুণ্ঠিত হন না। উৎকলদেশবাসী শ্রীরায় রামানন্দ, দাক্ষিণাত্যবাসী ত্রিদণ্ডি প্রবোধানন্দ ও গোপাল ভট্ট, মুরারি [illegible] সকলেই বিভিন্ন দেশবাসী হইয়াও গৌড়ীয় বলিতে [illegible] [illegible] বৈষ্ণবগণ [illegible] দেশের অধিবাসী হইয়াও আপনাদিগকে গৌড়ীয়-বলিতে গর্ব্বিত [illegible]। তাঁহারা প্রেমহীন ধর্ম্মব্যবসায়ের অগৌড়ীয় [illegible]।

গৌড়ীয়ের সহিত অগৌড়ীয়ের ভেদ কোথায় জানিতে হইলে গোড়ায় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জীবের স্বরূপ নিরূপণে গৌড়ীয় আপনাকে প্রেমাকর কৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যদাস বলিয়া জানেন। অগৌড়ীয় আপনাকে নির্ব্বিশেষবাদী বা কর্ম্মপথের পথিক বলিয়া অভিমান করেন। নিত্য বৈষ্ণব-স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলেই আপনাকে কিছু দিনের জন্য অবৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিতে গিয়াই গৌড়ীয়কে সংসাম্প্রদায়িক বলিয়া তাহাতে তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এই স্বতন্ত্রতার ফলেই তিনি নিত্য-প্রেমধর্ম্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বা সার্ব্বজনীন নামে অগৌড়ীয় আখ্যায় ভূষিত করিয়া সুখী হন। কলি বা বিবাদযুগ বিশ্বজনীন ভাবের নামে বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধক্রমে কর্ম্মের দোহাই দিয়া ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর ফলকামী কর্ম্মবীর নামে প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে ব্যস্ত হন। কেহ বা তদ্রূপ বিরোধক্রমে জ্ঞানের দোহাই দিয়া ফলরহিত নির্ব্বিশেষ পদার্থবিশেষে লীন হইবার মানসে গৌড়ীয়ত্ব-নিজত্ব বিনাশ করেন।

দেহ ও মনোধর্ম্মের সেবকসূত্রে অগৌড়ীয়গণ আত্মধর্ম্মবিৎ গৌড়ীয়ের সহিত পার্থক্য স্থাপনে ব্যস্ত। ভগবৎ-প্রেমের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষাদি ফলপ্রার্থনায় তাঁহারা অস্থির। চিত্তচাঞ্চল্যই তাঁহাদিগকে কুপথসমূহে প্রধাবিত করায়। দেহ ও মনকে আত্মা বলিয়া বুঝিতে না পারিলেই জীবের ভোগপ্রবৃত্তি প্রবলা হয়, আবার কেহ কেহ আলস্যক্রমে ভোগরহিত নিজ্জীবতাকে শ্রেষ্ঠ জানে চিত্তচাঞ্চল্য হইতে শান্তিলাভ করিতে ব্যগ্র হন। এই দুই শ্রেণীর অগৌড়ীয় চৈতন্য-চরণাশ্রয় করিয়াও পরিবর্ত্ত অনাত্মচেষ্টাবশে বিপথ-গামী হন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত লেখক শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ গৌড়ীয়ের শুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম প্রচারপ্রণালী বর্ণন করিতে গিয়া উপদেশ দেন যে—

হসন্ত্যবজ্ঞাং [illegible] পদযোনিশব্দ
[illegible]
[illegible]
চৈতন্যচন্দ্রচরণ [illegible] ॥

গৌড়ীয়ের এই উপদেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible] জানিয়া গৌড়ীয়ের সেই [illegible] পরমে পারিতৃপ্ত পুরুষ নিরপেক্ষ হইয়া [illegible] বহুদেশ [illegible] সমুদ্রযোজন [illegible] [illegible] প্রার্থনা [illegible] [illegible] বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ভক্তিপথে অগ্রসর হইবে বলিয়াছেন।

অনেক বৈঠকে বৈষ্ণবের বেশ লইয়া কপোতবৃত্তণ হয়। বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অতীত। সুতরাং তাঁহারা পরমহংস। শ্রীমদ্ অদ্বৈতপ্রভু অবধূত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন— পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী। সুতরাং বৈষ্ণব বা অবধূত-বেশে কোনও বর্ণ বা আশ্রমের চিহ্ন নাই। "স লিঙ্গৈর্নাশ্রমাং-ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ।"

বৈষ্ণবের রক্তবস্ত্র পরিতে না বুঝায় (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) শ্রীল-সনাতন-গোস্বামী-প্রভু প্রমুখ পরমহংস বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। কাষায়বস্ত্র বা ত্রিদণ্ডাদি ধারণ বর্ণাশ্রমের চিহ্ন। কিন্তু সাধারণ অনর্থযুক্ত পুরুষ একেবারেই বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস হইতে পারে না। অপক্ক অবস্থায় পরমহংসের বেশ বা কৌপীনাদি গ্রহণ করিলেও গোপনে নানাপ্রকার ব্যভিচার করিয়া থাকেন। সেবাদাসী-গ্রহণ ও নানাভাবে অবৈধ স্ত্রীসম্ভাষণাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করেন। ইহা তাঁহাদের সমাজের মুখোজ্জ্বল করে না।

আজ কাল লোকের বৈষ্ণব সম্বন্ধে বড়ই বিকৃত ধারণা। বৈষ্ণব বলিলেই লোকে অশিক্ষিত শাস্ত্রযুক্তিহীন, অন্ধবিশ্বাসী গলায় মালা, নাকে তিলক, হাতে ঝোলা, কৌপীন আঁটা, নানা বেশ পরিহিত, সঙ্গে সেবাদাসী, গাঁজা ও ধূম্র পানে পটু, গালে পান, আঁকু পাঁকু ভাব-বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর কথিত বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ এই যে—

১। "অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই ত' বৈষ্ণব তাঁহার করহ সম্মান ॥
২। কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥
৩। যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে হরিনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥

অতএব বৈষ্ণব নামপরায়ণ।

মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট বৈষ্ণব না হইয়া যাঁহারা গাঁজা ধূম্রপানাদিতে ব্যস্ত, তাঁহাদের মুখেও ত খুব নাম (?) শুনিতে পাওয়া যায়। তবে কি তাঁহারাও বৈষ্ণব? উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলেন—

"এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে-প্রেমোদয় ॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেইত বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ

ঐ সকল ব্যক্তিতে এই লক্ষণের একটীও দেখা যায় না। সুতরাং তাহাদের মুখোচ্চারিত নামাক্ষরগুলি "নাম" নহে, নামাপরাধ মাত্র। ধান্য হইলে ভিতরে শস্য থাকিবে, খাইলে পুষ্টি তুষ্টি হইবে; শ্যামা গাছের বীজ দেখিতে ধান্যের মত হইলেও তাহার দ্বারা ধান্যের উপকার পাওয়া যায় না।

অল্পকথায় বৈষ্ণবের সংজ্ঞা—
"কনক কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যাঁরে, সেইত বৈষ্ণব।"

বিচার-ভেদ

(দর্শন বা ধারণা বিষয়ক)

জগতে দুই প্রকার লোক—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব। সামান্য বা সাধারণ ও সংসাম্প্রদায়িক, বিদ্ধ ও শুদ্ধ, জড় ও চিৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অসারগ্রাহী ও সারগ্রাহী, বদ্ধ ও মুক্ত, মত্ত ও যুক্ত, কপট ও অকপট, অধীর ও ধীর, প্রভৃতি পর্য্যায় শব্দে তাঁহারা উদ্দিষ্ট। উভয়ের প্রমাণ বিভিন্ন, দর্শন বিভিন্ন, প্রাপ্যবস্তুর ধারণা বিভিন্ন, বস্তুপ্রাপ্তির উপায় বিভিন্ন, পরস্পর ব্যবহার বিভিন্ন এবং নিজেদের স্বরূপসম্বন্ধে নিজেদের ধারণাও বিভিন্ন।

অবৈষ্ণব—অদৃশ্য বস্তু হইতে দৃশ্য-বস্তুতে যাত্রা করেন। সম্বল—তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান বা ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি, প্রমাণ তাঁহার—প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা কল্পনা। এইরূপ বস্তু-বিষয়ক ধারণা এবং বস্তুপ্রাপ্তির জন্য উপায়কেও তিনি অসম্পূর্ণ জ্ঞান করেন। প্রতিপদে নূতন নূতন কল্পিত উপায়ে তিনি বস্তুর নিকট পৌঁছিতে যত্নবান্।

অবৈষ্ণবের প্রাপ্যবস্তু জড়ের অদৃশ্য বা অজ্ঞেয়, বৈষ্ণবের বস্তু চেতনের দৃষ্ট বা জ্ঞাত।

অবৈষ্ণবের দর্শনের মূলে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান, বৈষ্ণবের দর্শনের মূলে শ্রুতিপ্রমাণ।

অবৈষ্ণব অসত্য ও অনিত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে

চেষ্টা করেন, বৈষ্ণব-সন্তোষ মধ্য দিয়া বা সাহায্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন ও পৌঁছেন।

অবৈষ্ণবের বস্তুপ্রাপ্তির উপায় পরিবর্তনশীল এবং উপেয় বা প্রাপ্যবস্তু পাইয়াছেন মনে করিয়া তিনি উপায়গুলি পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ উপায় ও উপেয় তাঁহার নিকট বিভিন্ন জাতীয়, বৈষ্ণবের নিকট উপায় ও উপেয়—একই জাতীয়। তিনি উপায় ও উপেয়কে পৃথগ্‌জাতীয় মনে করেন না।

অবৈষ্ণব—মনোধর্ম্মী, বৈষ্ণব—আত্মধর্ম্মী।

অবৈষ্ণব নিজকে দ্রষ্টা এবং প্রাপ্যবস্তুকে দৃশ্য বলিয়া মনে করেন।

বৈষ্ণব প্রাপ্যবস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করেন।

অবৈষ্ণবের সম্বল—তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ এবং মন ও বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান, বৈষ্ণবের সম্বল—শ্রদ্ধা বা আনুগত্য বা শরণাগতিবিশিষ্ট মন, চিত্ত বা আত্মা।

অবৈষ্ণব দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে আরোহণ করেন, বৈষ্ণব দ্রষ্টার কৃপা বা অবতার এবং অবাধে সাক্ষাৎকার অনুভব করেন।

অবৈষ্ণব নিজের উপায়কে অনিত্য ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান করায় উহাতে তাঁহার বিবাদ ও সন্দেহের অবসর হয়, বৈষ্ণব উপায়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করায় বাস্তব উপেয়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং বিবাদ ও সন্দেহের অবকাশ নাই।

অবৈষ্ণব যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজ অভিজ্ঞান-সম্বল টুকু সংগ্রহ করেন, তাহা কতক দিন পরে আর থাকে না বা একই অবস্থায় চিরদিন থাকে না অর্থাৎ অশুদ্ধ ও পরিবর্তনশীল, বৈষ্ণব ইন্দ্রিয়সমর্পণ করায় তাহা শুদ্ধ ও নির্ম্মল।

অবৈষ্ণবের অশুদ্ধ ও নশ্বর ইন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু পাওয়া যায় না, বৈষ্ণবের শুদ্ধ ও নির্ম্মল ইন্দ্রিয়ে শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু প্রতিফলিত হন।

অবৈষ্ণব আরোহ-বাদে বিশ্বাস করেন, বৈষ্ণব নিত্যসত্যের অবতার-বাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

অবৈষ্ণবের প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান তাঁহাকে দর্শন-কার্য্যে প্রবঞ্চনা করে, বৈষ্ণব মহৎ বা বিশ্বস্তুত্ব ও শ্রৌতপ্রমাণ স্বীকার করায় তাঁহার প্রাপ্যবস্তু শুদ্ধ, সুতরাং পারজ্ঞাত বিষয় বলিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করে না।

অবৈষ্ণবের সম্বল প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলিয়া তাঁহার মনোধর্ম্মে একবস্তুকে অপরবস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাঁহার মন কোন দৃশ্যবস্তুতে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্যসাধন বা বস্তুর স্বরূপদর্শনে ব্যাঘাত করায়, নশ্বরতা-নিবন্ধন তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ের সামর্থ্য স্বল্প বলিয়া অনুভবস্তুর নিকট তাঁহাকে পৌঁছিতে দেয় না এবং তাঁহার যাবতীয় চেষ্টার মূলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্ত্তমান থাকায় অন্যকে প্রবঞ্চনা এবং নিজেও বঞ্চিত হওয়াই তাঁহার নিদর্শ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে পরিজ্ঞাত ও বাস্তববস্তুই প্রাপ্য এবং উহা শ্রুতি-পরম্পরায় আগত হওয়ায় তাহাতে উপরি-উক্ত চারিটী দোষের অবকাশ নাই।

গুরু ও শিষ্যের কথা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ভগবদ্ বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী শ্রীগুরুদেবকে আমি প্রণাম করি।

এ জগতে বহুবিধ বস্তু আছে, কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যেমন সে সমুদায়ের কিছুই দেখিতে পায় না, সেইরূপ শ্রীভগবান্ জগতে সর্ব্বত্র বিরাজ করিলেও জ্ঞানচক্ষুবিহীন-ব্যক্তি সর্ব্বজীবপ্রভু সেই গোবিন্দকে দেখিতে পায় না। অন্ধব্যক্তিকে যদি নষ্টচক্ষুদান করিয়া বস্তুর পরিচয় দেওয়া যায়, তবে সে যেমন দৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে, সেইরূপ ভগবদ্‌বিষয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিব্যজ্ঞান দিলে সেই ব্যক্তি ভগবৎসেবালাভে সমর্থ হন। সুতরাং এবম্বিধ জ্ঞানদাতা অপার্থিব বস্তু এবং তিনিই শ্রীশ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সামান্য মানব নহেন, অসামান্য বা অলৌকিক। তাই শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(১) "জীব আমাকে সামান্য জ্ঞানে দেখিতে পায় না, তাই আমি জীব-হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে আচার্য্যরূপে আপনাকে জানাই। শ্রীগুরুদেব আমারই ন্যায় পূজ্য। তাঁহাকে সামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে হিংসা করিও না, তিনি সর্ব্বদেবময়।"

এ জগতে মহারাজাধিরাজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া তদনুকম্পা লাভ করিতে হইলে যেমন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রের শরণাপন্ন হইতে হয়, সেইরূপ বিশ্বসম্রাট্, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সেবা পাইতে হইলে তদীয় নিজজন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় লইতে হয়। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবানের কৃপালাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। এমন কি, প্রাকৃত জগতে যখন কোন ব্যক্তিই গুরু ব্যতীত প্রাকৃত বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, নৃত্য বিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না, তখন পরমার্থ রাজ্যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন বিষয়ে অধিক লিপি বাহুল্য।

নিম্নলিখিত শ্রীগুরু-শিষ্য-সংবাদে আমরা শ্রীগুরুতত্ত্বের অনেক আস্বাদন পাইতে পারি।

শিষ্য:—প্রভো! শ্রীগুরুর লক্ষণ কি?

গুরু:—বৎ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, (২) মহাভাগবত ও ভগবচ্ছাস্ত্রাদিবিৎ বিপ্রই লোকমাত্রের গুরু, তিনি যাবতীয় লোক মধ্যে হরিবৎ পূজ্য। মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও বেদের সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

শিষ্য:—তবে কি ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না? এ কিরূপ কথা?

গুরু:—বৎস। চঞ্চল হইও না। ব্রাহ্মণ বলিলে কি বুঝ?

শিষ্য:—কেন প্রভো! ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন-ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

গুরু:—বৎস। তাহা নহে। শ্রীবামনে আছে—(৩) ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন যাবতীয় জীবই ব্রাহ্মণ। আরও সাত্বত শাস্ত্রে আছে যে, জীব জন্মগ্রহণ মাত্রেই শূদ্র, আচার্য্যের নিকট সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণে দ্বিজ, বেদাধ্যয়নে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ হয়। (৪) কারণ মানবগণকে গুণ-কর্ম্মানুযায়ী ভগবান্ চারিবর্ণে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য:—প্রভো! তবে কি ব্রাহ্মণতা জাতিগত নহে?

গুরু:—না বৎস। ব্রাহ্মণতা জাতিগত বা বর্ণগত নহে—গুণগত। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, (৫) শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া ও সত্য এই কয়টী ব্রাহ্মণ-স্বভাব; তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা, উদারতা, উদ্যম, ধীরতা, ব্রহ্মণ্য ও ঐশ্বর্য্য এই কয়টী ক্ষত্রিয় স্বভাব। আস্তিক্য, দান, নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা, অর্থতৃষ্ণা—এই সকল বৈশ্য-স্বভাব। দ্বিজ-গো-দেবসেবা ও যথালাভে সন্তোষ, ইহা শূদ্র-স্বভাব। অশৌচ মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়-তৃষ্ণা এই সকলই অন্ত্যজ স্বভাব। পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত অন্যস্থানে বলিয়াছেন—(৬) উপরি উক্ত বর্ণগত লক্ষণ বর্ণান্তরে দৃষ্ট হইলে বর্ণগত লক্ষণে বর্ণ নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতে শূদ্রোচিতগুণ দেখিলে তাহাকে শূদ্র এবং শূদ্রকুলোৎপন্ন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণয় করিবে, অন্যথা প্রত্যবায় হইবে। সুতরাং স্বভাববৃত্তি করিয়া বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য। কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র। ইহার... বর্ণ বা নিজ... একাদশ স্কন্ধে দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ... হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র—এই ... বর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ ... স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত ... এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা ... প্রভু ভগবানের সাক্ষাৎ ... নিজ নিজ বর্ণাশ্রম, ... করেন, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া ... হন।

শিষ্য:—প্রভো! ইহার লৌকিক উদাহরণ কোথায়?

গুরু:—বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে যে, জবালাতনয় সত্যকাম মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে 'আমি ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিব, আমি কোন্ গোত্রীয়?' জবালা সত্যকামকে বলিলেন, 'বাবা আমি জানি না তুমি কোন্ গোত্রীয়, যৌবনকালে আমি পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে আত্মজরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নাম জবালা তোমার নাম সত্যকাম। সেই সত্যকাম জাবাল ... বলিবে।' সেই জাবাল, হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন আমি ব্রহ্মচারী হইয়া আপনার নিকট বাস করিব। ভগবন্, আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম।' গৌতম তাহাকে কহিলেন, 'হে সৌম্য তুমি কোন্ গোত্রীয়' তিনি কহিলেন, আমি জানিনা আমি কোন্ গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যৌবনে পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, সেই আমি সত্যকাম জাবাল। গৌতম তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে ইহা অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য তুমি আহরণ কর।' জাবাল কহিলেন, 'সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।' গৌতম কহিলেন 'সত্য হইতে চ্যুত হইও না।'

এইরূপ ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ... বিষয়ে বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

বৎস! কেবল যজ্ঞ সরলতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যথা, বনপর্ব্ব ৭১১ অধ্যায়—আর্জ্জবে বৃত্তিমান ব্রাহ্মণ্যমভিধীয়তে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভগবান্ শাস্ত্রৈকবেদ্য

আমরা মায়াবশযোগ্য ক্ষুদ্র জীব, মায়ার কবলে পড়িয়া অপরিজ্ঞান ভ্রান্তি হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, —আমরা জগৎ বা অনিত্যকে 'সৎ' বা নিত্য বলিয়া 'গ্রহ' করিয়া বসি; ইন্দ্রিয়ের মনোজ্ঞিদেবের পরিবর্তে অন্য বা ভক্তের দিকে অতিবিস্তৃত হইয়া প্রমাদগ্রস্ত বা অজ্ঞানক হইয়া পড়ি, সত্যানুসন্ধিৎসু না হইয়া নিজে বঞ্চিত হই, এবং সেই সঙ্গে অপরকেও বঞ্চিত করাই, আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান-সমষ্টি অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তু মাপিয়া লইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেও আমরা তাহা মাত্র সম্বল করিয়াই শ্রীভগবানের নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি বুঝিয়া লইতে চাই এবং তাহাতে নানাপ্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ি। কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রও যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন, আর আমাদের ভ্রান্ত মনের ভ্রান্ত খেয়ালই শাস্ত্র হইয়া পড়িবে, তাহা নহে। শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, তাহা চিরকাল অভ্রান্ত থাকিয়া ভ্রান্ত—পথভ্রষ্ট জীবের ভ্রান্তি অপনোদন মানসে নিরপেক্ষভাবে অভ্রান্ত সত্যবাণী কীর্ত্তন করিবেন। শাস্ত্র জনমত ও ব্যক্তিগত মতামত সমর্থন করেন না, অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও শাস্ত্র আমাদের সত্যকথা শুনাইতে কুণ্ঠিত নহেন।

শাস্ত্র যেহেতু আমাদের ভ্রান্ত মতের সমর্থন করেন না, শাস্ত্র যেহেতু বলেন, শ্রুতি-স্মৃতি-পঞ্চরাত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের খেয়ালমত হরিভক্তি-চেষ্টা কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে, শাস্ত্র যেহেতু তদানুগত্যবিহীন ব্যক্তিকে আদৌ সাধু বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং 'নাস্তিক' বলিয়া উপেক্ষা করেন, শাস্ত্র যেহেতু বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাদি প্রাকৃত বুদ্ধি, গুরুদেবে প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জল-বুদ্ধি, সকল কল্মষ-বিনাশী শ্রীবিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি, এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সাম্য বুদ্ধিকে মহারৌরব নরকের হেতু বলিয়া থাকেন, শাস্ত্র যেহেতু বলেন,—সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ বিষয়িণী বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, সহিষ্ণুতা, শম, দম ও ভগ (উন্নতি) প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণাবলি যাহার সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়, সেই অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, শোচ্য, যোষিৎ ক্রীড়ামৃগ, গৃহমেধী, [illegible] অসাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, শাস্ত্র যেহেতু বলেন, —চৌর্য্য (অর্থাৎ অবৈধ হিংসা), পরস্ত্রী (অবৈধ মৈথুন) স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা স্ত্রীতে অত্যাসক্তি), সূনা (জীবহিংসা) ও স্বর্ণেতর বিষয়-লোভার্থ সঞ্চিত-অর্থ ব্যতীত অর্থ অর্জ্জন, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, প্রাকৃত সহজিয়া, সখীভেকী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, শুক্রশোণিতজাতমানী জাতি-গোস্বামী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী—এই ত্রয়োদশটি অসৎসঙ্গ-বিধায় পরিত্যাজ্য, শাস্ত্র যেহেতু কীর্ত্তন করেন,—প্রলোভন দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না, মহাজনানুমোদিত গ্রন্থ ভিন্ন ইতর গ্রন্থের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ভব শাস্ত্র-বক্তা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ-ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে না, শাস্ত্র যেহেতু বলেন—যাহারা দেব-সেবার প্রদত্ত সম্পত্তি দেব-সেবায় লাগাইবার পরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা নিজ পরিবারবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, তাহারা 'দেবল' ব্রাহ্মণ, যে দেবল তিন বৎসর ঐরূপ বৃত্তি লইয়া ঠাকুর পূজা করে, তাহার আর ব্রাহ্মণত্ব থাকে না, পুরুষানুক্রমে যাহারা বৃত্তি লইয়া দেবপূজা করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজনাদি ব্রাহ্মণোচিত কোন কর্ম্মের যোগ্যতা নাই, বড় দুঃখ দুর্দ্দশাই হউক না কেন, কখনও বৃত্তি লইয়া ঠাকুর পূজা করিবে না, শাস্ত্র যেহেতু বলেন,—বিষ্ণুসেবাহীন শূদ্রের পাচক, হরিনাম মন্ত্র ও বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্র পতিত শূদ্রাধম, শাস্ত্র যেহেতু বলেন,—কলিতে অর্থাৎ বিবাদ-তর্কে শৌক্র ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধতা নাই; তাঁহারা অশুদ্ধ ও শূদ্রকল্প, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ব্যতীত তাঁহাদের শুদ্ধি নাই, শাস্ত্র যেহেতু বলেন,শৌক্রবিচারে বর্ণনিরূপণ হইতে পারে না, যে সে কুলে জাত হইলেও ব্রাহ্মণলক্ষণোপেত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল ব্রাহ্মণেরও গুরু, কিন্তু অভক্ত ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম, শাস্ত্র যেহেতু বলেন,—প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি হরিচিন্তাবিমুখজনের সঙ্গ করিতে হইবে না, সেহেতু 'শাস্ত্র মানিব না',—একথা বলিলে শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দন রূপ অতি ভয়ঙ্কর নামাপরাধকেই আবাহন করা হইবে।

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দাকারী নামাপরাধী মর্কট বৈরাগী এবং তাহার অনুগত জনগণই ধামাপরাধ করিয়া নরকপথের যাত্রী হইয়া থাকে। তাদৃশ ধামাপরাধী সাধু শাস্ত্র বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অজ্ঞ জ্ঞান-মূলে শ্রীধাম নির্ণয় করিবার ছলে নবদ্বীপদর্শনের পরিবর্ত্তে 'মকরজিলীদর্শন' প্রণয়ন করিয়া তাহাতে শ্রীভগবদ্ধাম দর্শনের পরিবর্ত্তে মকরজিলীর তুচ্ছবিই দর্শন করিতেছে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"

"বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥"

সুতরাং স্ত্রীসম্ভাষী তাদৃশ বৈরাগী ও তাহার সমীয় সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

শাস্ত্রই শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভিন্ন শ্রীধামের স্বরূপ নির্ণয়ের একমাত্র সেতু, যেহেতু—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' শ্রুতি তাহাই বলেন; আবার 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' শ্রুতি-বচনে শ্রুতি-শাস্ত্রের মূলই শব্দ হওয়ায় শব্দই একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্যাদি প্রমাণ শব্দপ্রমাণের অনুগত না হইলে তাহা আদৌ প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং শব্দপ্রমাণের অনুগত না হইয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবলে বর্ত্তমানে যে ধামনির্ণয় চেষ্টা চলিতেছে, তাহা কেবল নিরয়প্রাপিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' শ্রুতি ও 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' প্রভৃতি স্মৃতি-বচন হইতে জানা যায়—বেদানুকূল তর্ক ব্যতীত শুষ্কতর্ক-দ্বারা বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানলাভ হইতে পারে না, অচিন্ত্য বস্তু শুষ্ক-তর্কের দ্বারা লাভ হয় না; তর্কদ্বারা বস্তু-নির্ণয়-চেষ্টাকে আরোহ-পন্থা বলে। ঐরূপ পন্থানুসরণে যুগযুগান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও শ্রীভগবান ও তদ্ধামের স্বরূপ নির্ণীত হইবে না। শাস্ত্রানুগত্য-রূপ অবরোহ-প্রণালী অবলম্বনেই বস্তু-বিজ্ঞান লাভ করা যায়। সেই শাস্ত্রানুগত্য আবার শাস্ত্রজ্ঞ শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিৎ মহাজন-কৃপা-সাপেক্ষ। সুতরাং মহাজনানুগত্যই শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধাম নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-বিৎ মহাজনকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শাস্ত্রাদেশ পালনের ছল সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নিন্দা। তাদৃশ নিন্দক অসৎসঙ্গ-বিধায় সর্ব্বতোভাবে অসম্ভাষ্য।

শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনরূপ নামাপরাধই প্রাপঞ্চিক পঞ্চানন-প্রমুখ বদ্ধজীবনিচয়কে জড় দেহাত্মবাদী করিয়া বেদ-প্রতিকূল তর্করত্নাদিতে ভূষিত করে। তৎফলে তাঁহারা মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া নিরয়গামী হন। শাস্ত্র-নিন্দা তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ জগন্নাথের মহাপ্রসাদেও সামান্য ডা'ল ভাত বুদ্ধি আরোপ পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভিন্ন অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদকে প্রাকৃত বস্তুর সংস্পর্শ-জনিত দোষদুষ্ট মনে করিয়া তাঁহার সেবা-বিমুখ করে। শাস্ত্রনিন্দাই তাদৃশ অপরাধিগণের শুক্রশোণিতজাত বিষ্ণু বৈষ্ণবসেবা-বিমুখ দেহে ব্রাহ্মণ-বুদ্ধি করাইয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভুবন পাবন নিখিল ব্রাহ্মণ-গুরু—বৈষ্ণবে জাতি-দোষ আরোপ করায়। শাস্ত্র নিন্দাপরাধ কার্পাস-সূত্র-গর্ব্বিত, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানহীন ব্রহ্মবন্ধু ব্রাহ্মণব্রুব তাহাদিগকে বুঝিতে দেয় না যে, মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না, কিন্তু বৈষ্ণব শ্বপচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও নিখিল ব্রাহ্মণগুরু হইতে পারেন।

শাস্ত্রনিন্দা তথাকথিত গোস্বামিব্রুব ভাগবত পাঠক, কীর্ত্তনীয়াগণকে শব্দব্রহ্মনিত্যতত্ত্ব বুঝিতে না দিয়া উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। তাহাতে তাহারা কেহ নিজেকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়া শৃগালযোনি লাভের জন্য ব্যস্ত হয়; কেহ অনধিকারে চণ্ডী-মূলে রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতে গিয়া মাংসাস্থিরক্তপূয ঘটিত দেহ সঙ্গলোলুপ হইয়া পড়ে, কেহ বা স্বকপোলকল্পিত ছড়ানাম কীর্ত্তনীয়া হইয়া সঙ্ঘিয়া সখীভেকী হয়, কেহ বা রসতত্ত্ব না বুঝিতে পারিয়া বিপ্রলম্ভের মধ্যে সম্ভোগ আনিয়া বৈরস্য উৎপাদন পূর্ব্বক গৌরনাগরী মতবাদের সৃষ্টি হয়, কেহ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবক শুদ্ধভক্তকটকদলভুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে মর্কট বৈরাগিকটকদলভুক্ত হইয়া গুরুতত্ত্বানভিজ্ঞতামূলে সেবকভগবান্ গুরুদেবের আশ্রয়জাতীয়ত্ব বা সেবকবৈশিষ্ট্য অস্বীকার পূর্ব্বক স্বতন্ত্র ভগবান্ বুদ্ধিতে গুরুপাদপদ্মে তুলসী প্রদানরূপ মহাপরাধ করিয়া বসে এবং ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য বৃদ্ধবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনিকে সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে স্বীকার না করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞারূপ তীব্র অপরাধের আবাহনপূর্ব্বক মহারৌরব নামক নরকপথের যাত্রী হয়।

শাস্ত্র-নিন্দাই জগতে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ, বৌদ্ধবাদ বা শূন্যবাদ, আসামী রামকৃষ্ণবাদ, আসামী শঙ্করবাদ, ব্রাহ্মবাদ গোস্বামী স্মার্ত্তবাদ, জৈনবাদ, থিয়সফিবাদ, দয়ানন্দী মূর্ত্তিবিরোধবাদ,নবগৌরাঙ্গবাদ, নবরসিকবাদ, নিরাকার নিরীশ্বরবাদ, পঞ্চোপাসকবাদ, নাস্তিক্যবাদ, প্রাকৃত শাক্তবাদ, সৌরবাদ, সংযোগীবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষ্ণুবিরোধী মতবাদ সৃষ্টির মূল কারণ।

সুতরাং এই শাস্ত্রনিন্দারূপ মহদপরাধ হইতে সাবধান হইবার জন্য শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাজনানুগত্য একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র আমার মনের মত কথা না বলিলেও, শাস্ত্র আমার মনোধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী হইলেও, শাস্ত্র আমার বিচারে অত্যন্ত কর্কশভাষী হইলেও শাস্ত্রবচন অবিসংবাদিত সত্যরূপে স্বীকার করিতে হইবে। শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কৃষ্ণ অপরাধী মহাপাতকী। সাধুর নিকট শাস্ত্র-শ্রবণ ব্যতীত আমাদের ভগবৎপাদপদ্ম সমীপে উপনীত হইবার কোন উপায়ই নাই। মহাজনবাক্য শাস্ত্রবাক্য হইতে পৃথক্ নহেন, যেখানে পার্থক্য লক্ষিত হয়, সেখানে শাস্ত্রতত্ত্ব উপলব্ধির অভাব আছে জানিতে হইবে।

...ঋগাদি বেদ চতুষ্টয়, পঞ্চমবেদ মহাভারত, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ভারতার্থ নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্য ও বেদার্থ বিস্তার স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র এবং ইহাদের অনুগত গ্রন্থই শাস্ত্র বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ শাস্ত্র ত' নহেই, বরং 'কুবর্ত্ম' স্বরূপ। সুতরাং কুবর্ত্মের অনুসরণ না করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিৎ মহাজনানুগত্যে সুবর্ত্ম বা গুরু-শ্রৌতবর্ত্ম স্বরূপ সদাচারানুসরণ করিতে পারিলেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শব্দব্রহ্মাকৃতির শব্দী শ্রীভগবৎপাদ পদ্ম-সেবালাভ সম্ভব হইতে পারে।

নানা কথা

পাটনায় বড় লাট

পাটনা, ১৪ই নভেম্বর ভারতের বড় লাট লর্ড আরউইন সস্ত্রীক পাটনায় উপনীত হইয়াছেন। লাট ও লেডী টিকেন সন, মিস্ টিকেনসন পাটনা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ এবং রাজা মহারাজা প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন। তাঁহারা লাট প্রাসাদে গমন কালে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত জনসাধারণ জয়ধ্বনি করিয়াছিল।

লাহোর অনাচারের তদন্ত সাক্ষী অভাবে কাজ বন্ধ

গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে সাইমন কমিশনের লাহোর গমনের দিন তথাকার রেল ষ্টেশনে পুলিশ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অনাচার সম্পর্কে মিঃ বয়েড কর্ত্তৃক সরকারী তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণ বে-সরকারী তদন্ত দাবী করিয়া সরকারী তদন্ত বর্জ্জন করিয়াছে। বুধবার বেলা দেড়টা পর্য্যন্তও কেহ সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত না হওয়ায়, মিঃ বয়েড ঐ দিনের জন্য কাজ বন্ধ করেন।

জাপানীদের উৎসব

জাপান সম্রাটের সিংহাসন আরোহণ উৎসব উপলক্ষে বুধবার সিপন ক্লাবে জাপানীদের এক ভোজ হইয়াছিল। বাঙ্গালার লাট সার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন নিমন্ত্রিত হইয়া উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় জাপানী কনসাল জেনারেল জাপান রাজবংশের ইতিহাস এবং জাপানীদের রাজভক্তি ও চরিত্রের বিশেষতঃ অ্যাংগ্লো জাপান মৈত্রী প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

কুরুক্ষেত্র সমাচার

২৪ জন যাত্রী পদদলিত

প্রত্যাবর্ত্তনকারী তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে ২৪জনের উপর লোক পদদলিত হইয়াছে। ২জন পদদলিত হইয়া মারা গিয়াছে, অন্য জন হাসপাতালে সাংঘাতিক অবস্থায় রহিয়াছে।

যাত্রী অপসারণে রেলের সুবন্দোবস্ত

সোমবার সন্ধ্যা হইতে রেলের বন্দোবস্ত একটু ভাল হয়। সেদিন হইতে ১৩ই নভেম্বর বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ৬০ খানা স্পেশাল ও ২১ খানা সাধারণ ট্রেণ দেওয়া হইয়াছিল। রেলে প্রায় ২লক্ষ যাত্রীকে গৃহে পাঠান হইয়াছে। এখনও ঐ পরিমাণ যাত্রী বসিয়া আছে। রেল ষ্টেশনের সংলগ্ন উন্মুক্ত ঘেরা জায়গায় যাত্রীরা রহিয়াছে। আকাশ এখানে মেঘাচ্ছন্ন ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। মনে হইতেছে, আর ৩দিনের মধ্যে মেলা যাত্রীশূন্য হইবে। ক্যাম্প পোষ্টাফিসের কর্ত্তা ইনস্পেক্টার মিষ্টার এলাহি বক্স কয়েক জন মাত্র কর্ম্মচারীর সাহায্যে ইতিমধ্যে ৪০ হাজার কথার উপর তার ও ২০ হাজার চিঠি বিলি করিয়াছেন।

তীর্থযাত্রীদের পুলিস প্রহার করে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া যায়, সনাতনী সম্মেলনে তাহার তীব্র নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপরাধকারীদের শাস্তি দিবার জন্য তাঁহারা পঞ্জাব সরকারকে জোর করিয়া বলিয়াছেন। রেল কর্ত্তৃপক্ষকে আক্রমণ করিয়াও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিরুপদ্রব নীতি অবলম্বন করা হেতু মহাবীর দল, সেবাসমিতি ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের তাঁহারা খুব প্রশংসা করেন।

—দৈঃ বসুমতী

বালিকা পত্নীকে আটকের অভিযোগ

সম্প্রতি সতীশচন্দ্র রায় নামক জনৈক লোকের পক্ষ হইতে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, কে, দাসগুপ্তের এজলাসে এই মর্ম্মে এক মামলা রুজু করা হইয়াছে যে আবগারী ইনস্পেক্টার টি, হোসেন বাদীর স্ত্রী রাজুবালা দাসীকে অসদুদ্দেশ্যে ৫৩ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে আটক রাখিয়াছেন। সার্চ্চ ওয়ারেণ্টের বলে বালিকাকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। সে তাহার স্বামীর বাড়ীতে যাইতে সম্মত না হওয়ায় তাহাকে এক অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাই ট্রেণ দুর্ঘটনার জের মনোমোহন দত্তকে গ্রেপ্তার

কাশী, ১৬ই নভেম্বর—কাশীর বড়বাজার নিবাসী আসামী শ্রীযুক্ত মদন কাপ মেহেরা ও মনোমোহন দত্ত বোম্বাই ট্রেণ দুর্ঘটনা সম্পর্কে কয়েক জন মন্ত্রণা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, মহেন্দ্র দেব ভট্টাচার্য্য সাইমন কমিশনের সদস্যদের হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার সহিত মনোমোহন দত্ত এবং মার্কণ্ড মিশ্রকে জড়িত করিয়াছে। মার্কণ্ড মিশ্র বোম্বে মিক্সোয়ালের দুর্ঘটনার সময়ই মারা যায়। মনোমোহনের পিতা বলিতেছেন, দুর্ঘটনার সময় মনোমোহন কাশীতেই ছিলেন। এখন মনোমোহনকে কাশী জেলে পাঠান হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুর্দ্দশা

চুচড়া হস্তের গলি হইতে শ্রীযুত বলাইচাঁদ দে একখানি পত্রে শিয়ালদহ ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয়ের অসুবিধার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি গত ২৫শে কার্ত্তিক শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে যাইবার সময় ২ ঘণ্টা কাল কষ্ট ভোগ করিয়াও টিকিট ক্রয় করিতে পারেন নাই। ব্যাপারটি তিনি এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারকে জানান সত্ত্বেও কোন প্রতিকার হয় নাই। শিয়ালদহের মত বড় ষ্টেশনে যদি এরূপ অব্যবস্থা হয়, তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থায় মনোযোগ দান করিবেন।

—বাঙ্গলার কথা

বাড়ী আসিয়াই চুরি দণ্ডিত আসামীর কাণ্ড

কেদীতেরজনী ধুপী নামক এক ব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হয়। আপীল করিবার জন্য জামীন দিয়া সে বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ী আসে, সে দিন রাত্রিতেই তাহার বাড়ীর ৪ মাইল দূরে অবস্থিত ছাগলমাইরা গ্রামে সে নিশিকান্ত দে নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি করিতে যায়। নিশিকান্ত রজনীকে ধরিয়া ফেলিলে রজনী একটি খর্পর দ্বারা নিশিকান্তকে সাংঘাতিক জখম করে। আঘাতের ফলে নিশিকান্ত অলক্ষিতে মধ্যে মারা যায়।

রজনী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং একজন দফাদার ও অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে জড়াইয়াছে।

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার [illegible]

[illegible] ঘোষ লেনের পত্রলোকগত কে, [illegible] বাড়ীর পাশে বই [illegible] বাহাদুর সিংহ নামক জনৈক [illegible] বাগান পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। তাহাকে [illegible] দেওয়া হইতে সে বাড়ীতে [illegible] করিয়া [illegible] আদিৎ সেবন করে। কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়ায় সে আরোগ্য লাভ করে। পরে তাহাকে উক্ত বিভাগের ডেপুটি পুলিস কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইলে এডভোকেট মিঃ শরৎ ভট্টাচার্য্য, উকীল সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আসামীর পক্ষ সমর্থনে বলেন উক্ত কবুতরগুলি আসামীর সম্পত্তি নহে, সুতরাং আসামীকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না। সে ধৃত হওয়ায় আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে আফিং সেবন করিয়াছিল; তজ্জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে।

ডেপুটী কমিশনার আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

গুজব ভিত্তিহীন

কলিকাতায় ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলে অনেক দিন হইতেই এইরূপ একটি গুজব শুনা যাইতেছিল যে, বড় বাজারের অস্বাস্থ্যকর বিভিন্ন পল্লী হইতে সেন্ট্রাল এভিনিউর চতুষ্পার্শ্বে মাড়োয়ারীগণ তাঁহাদের ব্যবসায়-কেন্দ্র উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। সম্প্রতি কয়েকজন প্রধান মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাঁহাদের বাসস্থান পরিবর্ত্তন করায় অনেকে এই গুজবে কতকটা আস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, এই সংবাদ ভিত্তিহীন—প্রধান মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা কোন পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

বোম্বায়ের নূতন লাট তার লেসলীর বিলাত যাত্রা

বোম্বায়ের পূর্ব্বতন লাট স্যার লেসলী উইলসন সস্ত্রীক আগামী ৮ই ডিসেম্বর শনিবার বিলাত যাত্রা করিবেন। ৮ই ডিসেম্বর, শুক্রবার সকালে নূতন লাট স্যার ফ্রেডারিক সাইকস সস্ত্রীক বোম্বাই পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

[illegible] মামলাকারীর নিষ্কৃতি

প্রকাশ, [illegible] মামলাকারী [illegible] নিষ্কৃতি করিবার জন্য সরকার [illegible] একটি আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

...শ্রীশ্রীনিত্যবৈষ্ণবসম্মিলনী ... আকর ... শ্রীচৈতন্য মঠ ... অন্তর্গত ... প্রাথমিক ... শ্রীমদ্‌গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোষ্ঠাষ্টমী এবং শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে ... অনুষ্ঠান করিতেছে।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমী, পণ্ডিতগণ তাহাকেই গোষ্ঠাষ্টমী বলেন। ইহার পূর্ব্বে 'বৎসপাল' ছিলেন, ঐ দিন হইতে তিনি 'গোপ' হন।

"কার্ত্তিকী-শুক্লাষ্টমী তু পূজ্যা
... গোষ্ঠাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদ্‌গোপঃ
পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ১৬।১৩৫)

ঐ দিবসে সর্ব্বপ্রকার কামাভিলাষী ব্যক্তি গো-পূজা, গো-গ্রাস, গো-প্রদক্ষিণ ও গবানুগমন প্রভৃতি কার্য্য করেন। সবই ... শ্রীকিশোরশিরোমণি ... কার্য্য ... প্রীত্যর্থেই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা ইহামুত্র-ফল-ভোগকামী ব্যক্তিদের সংসার-বন্ধন-প্রাপক কর্ম্মাদের বিপরীত ভক্ত্যঙ্গই হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথিও যেমন আদরের, তিরোভাব-তিথিও তেমন বড় আদরের বস্তু। প্রাকৃত মনুষ্যের জন্মমৃত্যুর ন্যায় বৈষ্ণবের কোন জন্ম মৃত্যু নাই,—

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন সদাই॥
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

পদ্মপুরাণে বলেন—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥

বৈষ্ণবের কর্ম্ম ও জন্ম-বন্ধন নাই। বিষ্ণুর অনুচর বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে মুক্তি-ভাজন বলেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া শ্রীগোলোক-লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, আবার ভগবদিচ্ছায় প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন। অতএব ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-মহোৎসব করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের তিরোভাব-মহোৎসব ... আদর ... অস্তি ... আদর্শ ... করিয়াছেন। আমরা তাঁহা শ্রীচরণে ... পণ্ডিত, ... ও শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিয়া আত্মশোধন করিবার চেষ্টা পাইব। শ্রীবৈষ্ণব-চরিত্রের চর্চ্চাই সর্ব্বদাই আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত

ইঁহার নিবাস কাটোয়ার নিকট শীতলগ্রামে। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বসুদাম সখা; যথা—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ১২৭ শ্লোক—"বসুদামসখো যশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় জন বলিয়া ইঁহার উল্লেখ আছে—

নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
(চৈঃ চঃ আঃ ১১।৩১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও দৃষ্ট হয়—

ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৬।১২৩)

বর্দ্ধমান হইতে কাটোয়া লাইট রেলে কাটোয়া হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী কৈচর ষ্টেশনে নামিয়া ২ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে গেলেই শীতলগ্রাম পাওয়া যায়। এখানে চারিদিকে প্রাচীর প্রাচীর দেওয়া একটী খড়ের দেবালয় আছে। বহু পূর্ব্বে 'বাজারবনকাটী' গ্রামের মল্লিক বাবুরা শ্রীবিগ্রহের একটী পাকা ঘর করিয়া দিয়াছিলেন, ৬৪।৬৫ বৎসর হইল যে মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবে উহার ভিত্তি এখনও বর্ত্তমান। যাহা হউক বর্ত্তমান মন্দিরে প্রবেশ-পথের বামদিকে একটী তুলসী বেদী, উহাই ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সমাধি বেদী। পশ্চিম দ্বারী শ্রীমন্দির-অভ্যন্তরে শ্রীধনঞ্জয়ের সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্রীনিতাই গৌর এবং শ্রীদামোদর বিগ্রহ আছেন। প্রতিবর্ষে মাঘমাসের শুক্লা-মাঘি দেবালয় হইতে অনতিদূরে একটী বাগানে শ্রীবিগ্রহ লইয়া তথায় ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব হয়। কেহ কেহ বলেন—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রকৃত আবির্ভাব ভূমি—চট্টগ্রাম জেলার জাড়-গ্রামে; ইনি তথা হইতে শীতল গ্রাম ও সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন।

কথিত আছে, ইনি কিছু দিন নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্ত্তন করিয়া শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান মেমারী ষ্টেশনের তিন ক্রোশ দক্ষিণে সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামে কিছু কাল অবস্থান পূর্ব্বক তথায় শ্রীঁ নবাবী ... শ্রীসেবা প্রকাশ করিতে অভিলাষ নিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। তাঁহার অভিলাষিত সাঁচড়া পাঁচড়া গ্রামস্থিত লোকে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পাট বলে, কিন্তু এখানে বর্ত্তমানে শ্রীপাটের কোন নিদর্শন নাই, বৃক্ষাদি ... প্রাচীন শ্রীপাট। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইনি জলন্দি-গ্রামে সেই সেবা প্রকাশ এবং তথা হইতে পুনরায় শীতল গ্রামে আসিয়া শ্রীগোপাল-দেবের সেবা প্রকাশ করেন। পানিহাটীতে চিড়াদধিমহোৎসবকালে শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন—

(চৈঃ চঃ অ ৬।৬২)

শুনা যায়, ধনঞ্জয়ের বংশ নাই, সঞ্জয় নামে তাঁহার এক ভ্রাতা (কেহ বলেন ধনঞ্জয়ের শিষ্য) ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম রামকানাই ঠাকুর। শীতলগ্রামে এখন যাঁহারা সেবায়েত আছেন, তাঁহারা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর।

শ্রীগদাধরদাস গোস্বামী

ইঁহার নিবাস কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরে এঁড়িয়াদহ গ্রামে। ইনি মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায়, পরে তথা হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যেরূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রূপা, শ্রীল গদাধর দাসও সেইরূপ শ্রীমতীর অঙ্গ শোভা, 'রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত' গৌরের তিনি অঙ্গকান্তি-স্বরূপ। গৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতি রূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট,—

"রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ
পুরা ব্রজে।
স শ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশ্যো
গদাধরঃ॥
পূর্ণানন্দা যাদ্য ব্রজে যাসীদ্বলদেব-
প্রিয়াগ্রণী।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং
গদাধরম্॥"

তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণে তিনি ব্রজের মধুর রসরসিক, নিত্যানন্দগণে তিনি শুদ্ধভক্তিপ্রধান সখ্যাদি রসের রসিক, তাহা হইলেও তিনি মধুররসরসিক ছিলেন। কাটোয়ায় তাঁহার গৌরাঙ্গার্চ্চা ছিল।

১৪৩৭ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু যখন শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশে ভক্তি প্রচারের জন্য আগমন করেন, তৎকালে শ্রীল গদাধর তাঁহার প্রচার-কার্য্যে একজন প্রধান সহায় হন (চৈঃ চঃ আ ১১।১৩-১৪)। শ্রীগদাধর দাস ... কে হরিনাম উপদেশ করিয়াছিলেন, উক্ত গ্রামের কাজী কীর্ত্তন বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে 'হরি' বলাইয়াছিলেন।

শ্রীদাস গদাধর এক দিবস রাত্রিকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন, তাহাতে কাজী বলিয়াছিলেন, 'আগামী কল্য হরি বলিব', ইহাতে গদাধর দাস প্রেমপূর্ণ পূর্ণ হইয়া বলেন—"এ ত আর কালি কেনে? এই ত' বলিলা হরি আপন বদনে॥" শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৫ম অধ্যায় ৫৩ শ্লোকে ইহার উল্লেখ আছে। নীলাচল হইতে গৌড়াগমন পথে শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধাভাবে মহা-অট্টহাস্যসহ দধিবিক্রেত্রী হইয়া স্বীয় বাহ্য পরিচয় বিস্মৃত হন,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইহা দেখিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন গৌড়মণ্ডল হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ইনি পানিহাটী গ্রামে রাঘব ভবনে উপস্থিত হন। তখন "রাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর। গদাধর দাস ধাই' আইলা সত্বর। প্রভুও দেখিয়া গদাধরে হরষিতে। শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে॥" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ অঃ)। এঁড়িয়াদহে গদাধর ভবনে তাঁহার প্রকট কালে শ্রীবাল-গোপাল বিগ্রহ ছিলেন। শ্রীমাধব ঘোষ সেই শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও দাস গদাধরের সাহায্যে তথায় 'দান-খণ্ড' অভিনয়ের দ্বারা নৃত্যগীত করেন (চৈঃ ভাঃ অ ৫)। শ্রীগদাধরের তিরোভাবে ঐ গ্রামেই তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিটি সংযোগী বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কালনার সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজের অনুজ্ঞা-মতে পরলোক গত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপন পূর্ব্বক ১২৫৬ সালে 'শ্রীরাধাকান্ত' বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করেন। তৎপুত্র শ্রীবলাই মল্লিক ১৩৩২ সালে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের একটি সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

তৃণাদপি-সুনীচ

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই কলিতে জীবগণের নিঃশ্রেয়োলাভের উপায় ও চরমে উপেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইলে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লব্ধ হয়। কি অবস্থায় নিরপরাধে শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাই স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে শ্রীমুখে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উপদেশ দিয়াছেন। তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, নিজে অমানী, অন্য জীবে নিত্য কৃষ্ণদাসজ্ঞানে মানদ হইয়া কীর্ত্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তনকারীর তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্ম ও যেরূপ পালনীয়, মানদ ধর্ম্মও তদ্রূপ পাল্য। এই ভগবদ্-বাক্যে কিছুমাত্র স্ববিরোধ নাই। একের পালনে অন্যের ব্যাঘাত কিছুমাত্র ঘটে না।

জীবমাত্রেই "জানে বা, না জানে সবে কৃষ্ণদাস।" কৃষ্ণদাস্যই আত্মার নিত্য-বৃত্তি। জীব বহুজন্মসঞ্চিত সুকৃতিফলে যখন সদ্গুরু পাদাশ্রয় লাভ করে, তখন তাহার এই সম্বন্ধ-জ্ঞান উদয় হয়। গুরুদাস যত ব্যবধানরহিত অবস্থায় শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিতে থাকেন, ততই তাঁহার দেহ মনের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধের উদয় হয়। নিত্য কৃষ্ণদাসজ্ঞানে আত্মার নিত্যধর্ম্মে যাবতীয় জীবকে তাঁহার পরম আত্মীয় বোধ হয়, আর তাঁহার উপেক্ষার বস্তু থাকেন না। গৌড়ীয়ের সর্ব্বস্ব-ধন বিলাসবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে গিয়া অতি কুৎসিৎস্বভাব অস্পৃশ্য সুরাপায়ী দুর্দ্দান্ত দস্যু জগাই মাধাইএর আত্মবৃত্তিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জগদ্গুরু নিত্যানন্দ তাঁহাদের বদ্ধাবস্থার রুচি ও প্রকৃতি সম্যক্ জানিয়াও, তাঁহারা নবদ্বীপবাসী যাবতীয় নাগরিকের অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য হইলেও দয়ালশিরোমণি তাঁহাদের নিত্য কৃষ্ণদাস্য-বৃত্তি উপেক্ষা করেন নাই—উপেক্ষা করিলেন তাঁহাদের মায়াবদ্ধ অবস্থার রুচি ও প্রকৃতিকে। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস ও ভক্তির অধিকারী, তাই শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের সুকৃতি দিয়া তাঁহাদিগকে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা ভুবনপাবন ভক্ত হইয়া নবদ্বীপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এটি অবশ্যই জীবের নিত্যস্বরূপের প্রতি গুরুশ্রেষ্ঠের মানদ ধর্ম্মের পরিচায়ক। তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু ধর্ম্মের সহিত ইহার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে, দুগায়ের বিরোধ নাই।

দেহ-মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া জীব যতই হীনাবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহাকে নিত্য কৃষ্ণদাস এবং স্বরূপে পূর্ণ শুদ্ধ জানিয়া তাঁহার আত্মধর্ম্মের সম্মান করিতে গুরুদাস মনে প্রাণে সর্ব্বদা চেষ্টিত।

আত্মার স্বরূপ ও বৃত্তি বদ্ধজীবের বাক্য ও মনের অগোচর। তাই পরম কারুণিক নিত্য মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ জীবের অশেষ কল্যাণ-কামনায় স্বয়ং শ্রীবেদ, শ্রীগীতা, শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ ও উপযুক্ত পাত্রগণকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিশাস্ত্রে জীবকে জগৎ কি, ভগবান্ কি বস্তু এবং পরস্পরের সম্বন্ধ কি প্রভৃতি নিত্য তত্ত্ব উদ্দিত করাইয়াছেন। আম্নায়-পর্য্যায়ে শ্রীগুরুর কৃপায় গুরুদাসের ঐ সম্বন্ধজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে। দৈবীমায়ামুগ্ধ জীব যখন দেহমনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া ভগবান্ ও শাস্ত্রবাণী উল্লঙ্ঘনে নিজ বদ্ধ অবস্থার রুচি বা প্রকৃতি অনুযায়ী হরিকীর্ত্তনের অভিনয়ে নিজ ও দশের অধঃপতন ও সর্ব্বনাশ করিতে প্রয়াসী হন, গুরুদাস নিজের পরমাত্মীয়ের এবম্বিধ সর্ব্বনাশ-প্রয়াসে আর স্থির থাকিতে পারেন না। নির্ভয়ে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অকাতরে সহ্য করিয়া তরোরপি সহিষ্ণু ধর্ম্মের পরিচয়ে সমস্ত মান অপমান, সর্ব্বপ্রকার অভিমানপরিত্যাগে তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী হইয়া বদ্ধজীবের নিত্য শুদ্ধ আত্মবৃত্তির প্রতি পূর্ণ সম্মানপ্রদর্শনে মানদ হইয়া নিজের ও বদ্ধ জীবের চরম কল্যাণ-কামনায় গুরুপাদপদ্মে লব্ধ ভগবান ও শাস্ত্র নির্দেশানুযায়ী শুদ্ধ হরি কীর্ত্তনের আচার ও প্রচার করিতে ব্রতী হন। ইহাতে যদি শাস্ত্র ও সদাচার-উল্লঙ্ঘনকারী কাহারও হরিকীর্ত্তন অভিনয়ে বাধা পড়ে, তাহা অনিবার্য্য। নিজে আচরণ করিয়া গুরু ও শাস্ত্র-অনুমোদিত যে কীর্ত্তন ও প্রচার তাহাতে কিছুমাত্র দ্বেষ বা হিংসার স্থান নাই। দক্ষিণদেশে উত্থান-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ষট্‌মত দূষিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াও উত্ত্রস্ত মতবাদিগণের প্রতি অশেষ কৃপাই করিয়াছেন—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্র উদ্‌গ্রাহে সবে প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপিয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম।

নিরীশ্বর বৌদ্ধগণ অসভ্যায়; শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকেও কৃপা করিয়া জীবের আত্মধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের গর্ব্বখণ্ডনে অশেষ কল্যাণবিধান করিলেন।

পাষণ্ডের দল আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইয়া॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু, গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥

ইহাই প্রকৃত মানদ-ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। এ অহৈতুকী কৃপায়ও পাষণ্ডিগণের স্বভাবোচিত আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। তবে সে ক্ষেত্রেও যেরূপ পাষণ্ডিগণের চেষ্টায় তাহাদিগের গুরুই শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর কেশ স্পর্শও করে নাই, বর্ত্তমানেও তদ্রূপ অসৎ চেষ্টার ফলে অসদ্‌গুরুরই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ী জীবের কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তরূপ লীলায় অনিবার্য্য বিধান-মন্ত্র। নিজে আচরণ করিয়া শুদ্ধহরিকীর্ত্তন প্রচার করাই গুরুদাসের নিত্যবৃত্তি—যুগপৎ স্বার্থ ও পরার্থপরতা। এই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনই সকল সাধনের সার-সাধন; ইহার অভাবই বদ্ধজীবের পরম অকল্যাণকর ও আত্মবৃত্তি উন্মেষের কারণ।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া নিজ আচার দ্বারা প্রচার করিয়া ভক্তের আচার প্রচার সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। উৎকল ও মাদ্রাজ রাজ্যের প্রতাপশালী স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র মহারাজকে দীক্ষা দিবার জন্য যে সময়ে সার্ব্বভৌমকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন, তখন তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য।
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য॥
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

আর সাবধান করিয়া দিলেন—

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ।

পুনরায় আবার যখন সেই প্রতাপরুদ্র রায় রামানন্দের বৃত্তি (সর্ত্তন) স্থির করিয়া "চৈতন্য চরণে রহ যদি আজ্ঞা হয়" বলিয়া ভক্ত-সেবার এবং পাণ্ডুবিজয়ে—

'স্বর্ণ মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জনে।
চন্দন-জলে করে পথ নিষিঞ্চনে॥'

—শ্রীজগন্নাথ দেবের দাসবৃত্তির পূর্ণ পরিচয় দিলেন, তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় মিলিল; বহুদূর মূর্ত্তি দর্শন ঘটিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণকৃপাস্থলে প্রতাপরুদ্রের ঔপাধিক নরপতিবেশ অনায়াসে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহার আত্ম বৃত্তি ভক্ত ও ভগবানের সেবা-প্রতি মানদ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

হরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে নিরস্তরাধে হরিকীর্ত্তনই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধন বা অভিধেয়সার। যেখানে সেই আনুগত্য-ধর্ম্মের অভাব, যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবরোগ-মহৌষধি শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র স্থলে মনঃকল্পিত শব্দাবলীর আবাহন, যেখানে গুরুবৈষ্ণববর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধি, অবজ্ঞা ও মহাবৈষ্ণবাপরাধ, যেখানে নামবলে পাপবুদ্ধি, যেখানে শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীভাগবতের দ্বারা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগবিলাসের আবাহন, যেখানে মহদ্‌ব্যতিক্রমরূপ অপরাধাদির উদয় হয়, গুরুদাসগণ সেখানেই অপরাধীকে পরম আত্মীয় বোধে তাঁহার আত্মবৃত্তির প্রতি মানদ হইয়া তাঁহার তাৎকালিক বদ্ধ অবস্থার শাস্ত্র ও সাধুবৈষ্ণব-আদেশ-বিরুদ্ধ রুচি ও প্রকৃতির প্রতিকূলে কার্য্য করিতে বাধ্য হন; নচেৎ জীবের তাৎকালিক অবস্থার প্রীতিকর হইতে পারে না, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বদ্ধজীবের দেহ ও মনের প্রীতিকর কার্য্যে বদ্ধতাই বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত নিজ জীবনে পূর্ণভাবে আচরণ করিয়া শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবের (বহু গোস্বামীর) বাণী-প্রচারমুখে শুদ্ধকীর্ত্তন ব্যতীত বদ্ধজীবের মায়াপাশ ছিন্ন করিবার উপায়ান্তর নাই। গুরুদাসের শাস্ত্রগুরু-উক্তি ব্যতীত 'এই বন্ধন' ছিন্ন করিবার অন্য কোন অস্ত্র নাই। তাই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে 'ইহার' প্রতিকার উপদেশ করিলেন—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

শ্রীগুরু আশ্রয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও প্রভুনিত্যানন্দের পদানুসরণ ব্যতীত গুরুদাসের উপায় নাই। শাস্ত্রগুরুবাক্য-লঙ্ঘনে বদ্ধজীবের রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি অসমর্থ। ইহাই তাঁহার প্রকৃত মানদ ধর্ম্ম, ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ ধর্ম্মের কিছুমাত্র অভাব নাই—ইহাই গুরুদাসানুদাসের করযোড়ে নিবেদন।

গুরু ও শিষ্যের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১৫ সংখ্যার পর)

শিষ্য:—প্রভো! আমার একটী প্রশ্নের উদয় হইল। সেটি এই যে, আমরা সমাজে দেখিতে পাই "গোস্বামী" উপাধিটাও বংশ-পরম্পরা; এটা কি? এবং গোস্বামী শব্দের অর্থ কি?

গুরু:—বৎস! বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। 'গো' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। 'স্বামী' শব্দের অর্থ সেই ইন্দ্রিয় বিজেতা। অর্থাৎ গোস্বামী শব্দে জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে বুঝায়। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন যে,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং জিহ্বা-
বেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বা-
মপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ যে ধীর ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধ-বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগসমূহ ধারণ করিতে সমর্থ, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন; অর্থাৎ তিনি গোস্বামী। এবম্বিধ গুণ যে ব্যক্তির আছে, তিনিই গোস্বামী, তদ্ভিন্ন অপর সকলেই গোদাস, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস। যেমন [illegible] গোস্বামিত্ব ও গোদাস-

ব্রাহ্মণতার্থে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণতা-সাধু, গুণগত। তবে আর্যসমাজ যে সমাজের কথা উল্লেখ করিলেন, সে সমাজ পরিচিত সমাজ নহে। অশিক্ষিত জনগণের সমাজে গোস্বামিত্ব বংশপরম্পরায় চলিয়েছে ও চলিবে। কিন্তু সে সমাজে অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত, সে সমাজে বংশগত মর্য্যাদার আদর খুবই কম, গুণের আদরই বেশী। কারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা গুণগ্রাহী। বাস্তবিক গুণগত গোস্বামী না হইয়া আপনাকে আপনি গোস্বামী বলিয়া পরিচয় দিলে কিছুদিন মূর্খ-লোক-সমাজে প্রতিপত্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে গোস্বামী-সাজে-সজ্জিত গোদাসের বীর প্রবৃত্তিগুলি কার্য্যে ধরা পড়ে। যেমন মেষচর্ম্মে আচ্ছাদিত সিংহ নিজকে নিরীহ পরিচয় দিয়া মেষদলে মিশিতে পারে সত্য, কিন্তু হৃদয়স্থিত সিংহের প্রবৃত্তি অত্যল্পকালেই প্রকাশ পায়। সকল জিনিষের উজ্জলতা ক্ষণস্থায়ী। তাই বলি বৎস! ব্রাহ্মণতা ও গোস্বামিত্ব বংশগত নহে, গুণগত।

শিষ্য :—প্রভো! এ যে বড় অপূর্ব্ব কথা। প্রভো! ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী বিষয়ে আমার পূর্ব্ব-ধারণা বিগত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইলে গুরুর উপযুক্ত হন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু :—চিন্মাত্র নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞাতাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মকে চিদ্বিলাসবিগ্রহ শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ জানেন এবং মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ। শ্রীভগবানের ত্রিশক্তি—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। চিচ্ছক্তির প্রকাশ ব্রহ্ম, সৎ-চিচ্ছক্তির প্রকাশ পরমাত্মা এবং সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহই স্বয়ং ভগবান্। যেমন সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্য-মণ্ডল ও সবিগ্রহ সূর্য্য।

শিষ্য :—প্রভো! তবে কি ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বৈষ্ণবই গুরু?

গুরু :—বৎস! ইহাতে প্রধান কথা কোন কুলের কথা হইতেছে না, কেবল গুণেরই কথা হইতেছে। বৈষ্ণব হইলেই গুরুর উপযুক্ত। এখন দেখ বৎস! বৈষ্ণব কে? না—যিনি সর্ব্বধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ত্যাগ পূর্ব্বক কিনাম অনন্য ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব। ইহাতে কোন বর্ণাশ্রমের কথা নাই। আচ্ছা বৎস! অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীসুত শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখবাক্য আলোচনা কর :—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
(চৈ: চ: মধ্য, ৮ম পঃ)

সর্ব্বসাধারণ দেখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব শূদ্রই হউন, কিংবা আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন, বা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ গৃহস্থই হউন, কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত হউন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু অর্থাৎ বর্ত্ম-প্রদর্শক, দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। বৈষ্ণবতার অভাবে ব্রাহ্মণতা যেখানে ভিন্ন সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণে গুরু-যোগ্যতা থাকা নাই আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে তথায় শৌক্রবর্ণাশ্রম লৌকিক দৃষ্টিতে দুষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণতার অভাব নাই।

শিষ্য :—প্রভো! ইহার লৌকিক উদাহরণ কৈ?

গুরু :—বৎস! উপরিকথিত তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীবিশ্বম্ভর মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শৌক্র ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্রব্রাহ্মণেতর বংশজ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট, শ্রীদাস গদাধরের নিকট কাটোয়ায় শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্মব্যাধাদির অনেকেই শিক্ষাশিষ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতীয় স্পষ্ট আদেশ সমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায় ৩২ শ্লোকে যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। ইহাতে বিধিলিঙ্ প্রয়োগে বৈষ্ণব বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার মুক্তব্রাহ্মণতা বা নিত্য ব্রাহ্মণতা স্বাভাবিক। সুতরাং ইতর লোক প্রচলিত শৌক্র-সম্বন্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণতা যেখানে হইতে পারে না তৎস্থলেও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্রশূদ্র ও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন ইহাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। এই সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ করেন না তাঁহারা পরমহংস অথবা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ মাত্র কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা তাহাদিগকে অনেক সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী হয়। বৈষ্ণব মাত্রেই জগতের গুরু সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। নিজ বাহ্যিক দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া লৌকিক দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ না করিলেও পরমহংসের বা বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার অভাব হয় না।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

কুরুক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড

কুরুক্ষেত্র, ১৫ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ রেল ষ্টেশনের বাহিরে মহা বিশৃঙ্খল। দলে দলে যে সব তীর্থযাত্রী আসিতেছে, তাহাদিগকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা যাইতেছে না রেল ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার চেষ্টায় বিস্তর লোক আহত হইয়াছে। রেলওয়ে কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথে ফটকে খুব ভিড় হইয়াছিল। তাহার ফলে কতকগুলি লোক পদদলিত হয়। সেবা-সমিতির কর্ম্মীরা ও এম্বুলেন্সের লোক জন আহতদিগকে হাসপাতালে লইয়া যায়। তীর্থযাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবকদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ গ্রাহ্য করে নাই। অত্যধিক ভিড়ের জন্য রেল ষ্টেশনের বাহিরে লোক জনকে সংযত রাখিবার ব্যবস্থা আর কার্য্যকরী হয় নাই। মেলা অঞ্চলে আবার আগুন লাগিয়া গিয়াছিল।

—

মালগাড়ী লাইনচ্যুত

পাটনা, ১৫ই নভেম্বর। গত ১৩ই নভেম্বর রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পাটনা-গয়া ব্রাঞ্চ লাইনের তারেগনা নামক স্থানে ১০নং ডাউন মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। উক্ত ঘটনায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী, বলেন, তাঁহারা ৬নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণযোগে সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটের সময় তারেগনাতে পৌছেন। তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, ১০নং ডাউন মালগাড়ী ৩-৩৫ মিনিটের সময় তারেগনা ছাড়ে, উক্ত গাড়ী এখনও পুনপুন পৌছে নাই। রাত্রি ৯টার সময় তাঁহারা খবর পান যে উক্ত মালগাড়ী লাইন-চ্যুত হইয়াছে এবং লাইন পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ট্রেণ ঐ পথে চলিতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাদিগকে শীতে এবং অনাহারে তারেগনাতে থাকিতে হয়, ভোর ৫টার সময় তাঁহারা একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ পান, এই ট্রেণ ১৪ই তারিখ ভোর ৭-৪০ মিনিটে পাটনায় পৌছে।

—

পদুকোটা রাজের পট্টাভিষেক

মাদ্রাজ, ১৪ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আগামী ১৮ই তারিখে সকালে এক দরবার করিয়া বড় লাটের মাদ্রাজ-দেশীয় রাজ্যসমূহের এজেন্ট নবীন পদুকোটা রাজকে গদীতে বসাইবেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় পট্টাভিষেক হইবে।

—

লণ্ডনে হিন্দু-উৎসব

গত কল্য সায়ংকালে ইণ্ডিয়ান সোসিয়াল ক্লাব দেওয়ালী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন ও তদুপলক্ষে হোটেল সেসিলে একটী ভোজ দিয়াছিলেন। প্রায় বাহাত্তর—বহু ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই ভোজে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ, কোচবিহারের মহারাণী, সার মনুভাই মেহতা ও তদীয় পত্নী এবং সার আব্বাস আলী বেগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রজাসমূহের যে প্রতিনিধিগণ এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহারাও ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সার-ভাবনগরী ভবনগরী ভোজ-কর্ত্তার আসনে সমাসীন ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ ভারতের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়া ভোজান্তে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

—

শ্রমিক হাঙ্গামায় রেলের ক্ষতি

সম্প্রতি বেঙ্গল নাগপুর রেলের বিষয় উড়িষ্যা পরামর্শ-সমিতির অধিবেশনে প্রকাশ পাইয়াছে, গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর, পর্য্যন্ত গত বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় রেল কোম্পানীর আয় ৮ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা কম হইয়াছে। তাহার কারণ, জামসেদপুর ও অন্যান্য স্থানের শ্রমিকদের মধ্যে গোলমাল।

পরামর্শসমিতির প্রস্তাব অনুসারে ৯ নম্বর ডাউন ও ১০ নম্বর আপ ট্রেণে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সাহায্যার্থ কতিপয় নির্ব্বাচিত কণ্ডাক্টর স্থাপিত হইয়াছে।

উড়িষ্যার রেলের এলেকা হইতে কচুরীপানার উচ্ছেদ উদ্দেশ্যে রেল কর্ত্তৃপক্ষ একবার পানা তুলাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আবার জন্মিয়াছে। রেলের এলেকার বাহিরে যে সব কচুরীপানা আছে, সেগুলির উচ্ছেদের জন্য তেমন চেষ্টা হয় নাই। এ বিষয়ে কটকের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত রেল কোম্পানী আবার আলোচনা করিবেন।

—দৈঃ বসুমতী।

—

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গতকল্য এখানে যে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কাপ্তেন জে, পি, কুনলির মাথায় ও শরীরে অনেক গুলি আঘাত লাগিয়াছে। গাড়ীখানি খুব-বেগে চলিতে চলিতে একটি গাছের উপর যাইয়া পড়ে এবং এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া যায় যে উহাকে আর চেনা যায় না। একজন নার্স কাপ্তেনের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলে তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়।

—

ডাকাতের সহিত যুদ্ধ

।• বিমলবার শ্রীযুক্ত [illegible] তাহার বাটীতে প্রায় ২০ জন ডাকাত পড়িয়াছিল, তাহাদের নিকট ছোরা বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ও মশাল ছিল। গ্রামবাসীরা সংবাদ পাইয়া দলবদ্ধ ভাবে লাঠি প্রভৃতি হস্তে লইয়া আসিয়া ডাকাতদিগকে আক্রমণ করে। ফলে, ভয়ানক তুমুল সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। [illegible] জন গ্রামবাসী বন্দুক চালায়। তাহাতে ডাকাতরা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে ২ জন ডাকাত জখম ও গ্রামবাসীদের কর্ত্তৃক ধৃত হয়।

প্রকাশ, ধৃত লোক ২টি পুলিসের নিকট একরার করিয়াছে। সে স্বীকারোক্তি অনুসারে পুলিশ রেতিলের [illegible] চক্রবর্ত্তীকে তাহার দলের ২জন লোকসহ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে। আহতরা সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে আছে।

বি, এন, রেলওয়ে

গত ১০ই নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল নাগপুর রেলের এডভাইসরি কমিটীর এক সভা হইয়া গিয়াছে। টিকেট পরীক্ষকদের মধ্যে আরও অধিক সংখ্যক উড়িয়াকে নিয়োগ করার সম্বন্ধে বিগত অধিবেশনে এক প্রস্তাব হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে সভাপতি বলেন যে, এই বিষয়ে রেল কোম্পানী বিবেচনা করিতেছেন,তবে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। সভায় স্থির হয় যে, খুরদারোড ষ্টেশনে মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য এক বিশ্রামাগার নির্ম্মাণ করা হইবে। উড়িষ্যা জিলায় রেল কোম্পানীর খানা ডোবা হইতে কচুরীপানা দূরীকরণ সম্বন্ধে সভাপতি বলেন যে, রেল কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত জমির বাহিরের খানাডোবা হইতে কচুরী পানা আসিয়া রেল কোম্পানীর জমীতে প্রবেশ করে, সুতরাং এ বিষয়ে প্রতীকার করা সহজে সাধ্য নহে। তবে কোম্পানী এই বিষয়ে এখনও বিবেচনা করিতেছেন।

১৯২৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কোম্পানীর ৮লক্ষ ২৮ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। টাটানগর ও [illegible] স্থানে শ্রমিক অশান্তির জন্য এবৎসর গতবৎসর অপেক্ষা আয় কম হইয়াছে।

বোমার টিনের চাল উৎক্ষিপ্ত

রায়গঞ্জ, হাট পাঁচালীর নন্দলাল সাহা বাজী প্রস্তুত করিবার সময় বোমা ফাটিয়া যাওয়ার ফলে বিশেষ জখম হইয়াছে। যে টিনের চালায় সে বাজী তৈয়ার করিতেছিল, তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

এলাহাবাদ যাত্রা

এলাহাবাদ ১৪ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আগামী শনিবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে অভিভাষণ প্রদান করিবার নিমিত্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬ই নবেম্বর এলাহাবাদ পৌঁছিবার কথা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ আচার্য্য বসুকে 'ডক্টর অব সায়ান্স' উপাধি প্রদান করিবেন বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

প্রতারণার মামলা

সাধারণকে প্রতারণা করিবার অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, পোস্তাবাজার রাজ পরিবারের বিজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর এবং আরও ২৩জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। শুক্রবার আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট এস, কে মুখার্জির এজলাসে ঐ মামলায় আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস ২ ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

ডাক্তার বেসান্ত

কলিকাতায় আগমন

আগামী ২৭শে নভেম্বর ডাক্তার বেসান্ত মাদ্রাজ হইতে বারাণসী যাত্রা করিবেন। ৩০শে নভেম্বর তিনি কলিকাতায় এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ১লা ডিসেম্বর তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিতরণ সভায় বক্তৃতা দান করিবেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও যুক্তপ্রদেশের কয়েকটি প্রধান সহর পরিদর্শন করিবেন।

সাধু হত্যার মামলা

মহেশতলার গোলাম আসগর এবং আরও ৩জন মুসলমান যুবক জনৈক হিন্দুস্থানী সাধুকে হত্যা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুযায়ী আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এ, দত্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ট্যাক্সীর ধাক্কা

জনৈক বাঙ্গালী যুবক টালীগঞ্জ রোড দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় সে একখানি ট্যাক্সীর ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ট্যাক্সীর ড্রাইভার লোকটাকে চাপা দিয়াই সরিয়া পড়ে। তাহার কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্পর্কে পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

[illegible]

মুক্তারাম [illegible] সিদ্ধান্ত

কলিকাতার [illegible] বিভাগ [illegible] ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ [illegible] কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন [illegible] বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষার [illegible] বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলা হইতে প্রায় ২৫ জন গ্রাজুয়েট কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। প্রকাশ, ডাক্তার [illegible] ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নূতন ব্যবস্থা পদ্ধতি করা হইতেছে। কলেজের ছাত্রগণকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঐ উদ্দেশ্যে মিঃ বুচানন শীঘ্রই আমেরিকায় কলেজ পরিদর্শনে বাহির হইবেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইলেই নূতন পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করা হইবে।"

কাশীর ব্রাহ্মণ-সম্মেলনী

ব্রাহ্মণ সভার "দারোয়ান"; পণ্ডিত পঞ্চানন তর্কের পুত্র শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য, দৈনিক বসুমতীতে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কদর্য্য-মনোবৃত্তির পরিচয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পিতার বয়সী প্রবীণ পণ্ডিত সত্যচরণকে প্রকারান্তরে গুণ্ডা বলিতেও এই ভট্টাচার্য্যনন্দনের দ্বিধা হয় নাই। পণ্ডিত সত্যচরণ, করবীর মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য, পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রতিপক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলকেই গুণ্ডা আখ্যা দিয়া প্রবেশপত্র থাকা সত্ত্বেও সভায় প্রবেশ করিতে না দেওয়া—এ কেবল শ্রীজীব ভট্টাচার্য্যের মত * * * সম্ভব। বাঙ্গলার সম্মানিত অধ্যাপক পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা সামান্য অর্থলোভে কলের পুতুলের মত প্রাবিড়ী শাস্ত্রীদের অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হয়;—এইরূপ অবিনয়, স্পর্দ্ধা এবং দম্ভ সেই সব পণ্ডিতম্মন্যেরাই কেবল প্রকাশ করিতে পারে। —আনন্দবাজার

সাঁওতাল মহাসম্মিলন

সম্প্রতি মেদিনীপুর জিলায় ঝাড়গ্রাম ডাকঘরের অধীন বনপুখুরিয়া গ্রামে সাঁওতাল ওয়েলফেয়ার মিশনের সেক্রেটারী এ,এম স্পেনসারের সভাপতিত্বে সাঁওতাল জাতীয় মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণ সঙ্গীত গীত হইয়া যথাসময়ে অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি যথারীতি আলোচিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(১) কোন সাঁওতাল স্ত্রী বা পুরুষ মদ বা পচাই খাইতে পারিবে না। ইহার [illegible] দেশের [illegible] কেহ [illegible] পারিবে না [illegible] হইয়া থাকে, কারণ এই সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশ করিতে পারিলাম না, আমরা সকলে প্রতিবাদ করিব।

(২) বর্ত্তমান গৃহ ব্যতীত কোন সাঁওতাল স্ত্রী বা পুরুষ অন্যত্র কোথাও খাটিতে বা থাকিতে পারিবে না।

(৩) সামাজিক অনুমতি ব্যতীত স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ত্যাগ করিবে না।

(৪) স্বশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মাঝি বক্তৃতা দেন।

পলাতক সৈনিকের দণ্ড

ইউরোপীয় রেজিমেন্টের তিন জন সাধারণ সৈনিক ছুটি লইয়া পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পলায়ন করে। তাহারা [illegible] ধরা পড়ে এই অপরাধে তাহাদের [illegible] বিচারে তাহাদের দুই জনের ৫৬ দিনের জন্য এক জনের ৩৫ দিনের জন্য [illegible] দণ্ডিত হইয়াছে।

আমেরিকার ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত

৩০ খানি বাড়ী ধ্বংস

ফ্লোরিডা মেক্সিকোর নিকটবর্ত্তী [illegible] ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রায় ৩০খানা [illegible] বিধ্বস্ত হইয়াছে। আহত লোকের সংখ্যা ১৫০ জনের কম হইবে না।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার

ক্ষতির পরিমাণ

এটনা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের [illegible] শস্যক্ষেত্র, গৃহ, [illegible] ধ্বংস হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ১৫ কোটী টাকার কম হইবে না।

ব্যাঙ্কের ঘটিকে চুরী

[illegible] টাকা [illegible]

[illegible]

ডাউনপাটির [illegible] ব্যাঙ্কে [illegible] একটা [illegible] চুরী [illegible] গিয়াছে। [illegible] ২ হাজার [illegible] টাকার [illegible]

[illegible]
২য় অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩২ ।

জগদ্বৎ-কথা

জগতে যখন যে হুজুগ উঠে, পরাজ্ঞানরহিত অর্থোপার্জ্জনাদির জগৎ তাহাই লইয়া থাকেন; অনেকে হুজুগটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, আমার কেন কেহ যে হুজুগকে গর্হণ করিলেও বৃথা [illegible] হুজুগেই বা চালিয়া দেন।

মানুষ স্বভাবতঃই অনুকরণ-প্রিয়। ই যে একবৎসরের শিশু বাবা-প্রভৃতি দিকে ইজে জগতের অভিজ্ঞতার আকার লুটিয়া নিতে চাহিতেছে, আরও বড় সেই অনুকরণ।

মানবের স্বভাবই এই যে, সে কাহারও, কোন কার একা অর্থে, একা কোনও গানে সে হৃদয়ে বাঁধ পায় না, কোনও একটা অসৎ কাজও যদি দশজনে করে, মানুষ সেটাই ক'র্ত্তে ভালবাসে। মানুষের মন এটা একটা অস্থিরমতিসম্পন্ন প্রবৃত্তি।

আমরা জগতে তিন প্রকার জীবের কথা শুনে থাকি। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী, মানুষ আর দেবতা। আরও বলি যে, পশুপক্ষী হ'তে মানুষ শ্রেষ্ঠ, মানুষ হ'তে দেবতা শ্রেষ্ঠ।

আমরা সকলেই চাই মান, হ'তে— উন্নত হ'তে। এটাও একটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমাদিগকে কেহ 'ও' ব'ললে আমরা তা'র বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকর্দ্দমা রুজু ক'রতে ত্রুটি করি না। আবার শুধু মানুষ ব'লেও আমরা সন্তুষ্ট হই না। যদি আমাদিগকে কেউ দেবতা বলে, তবে আমাদের আরও আনন্দ হয়।

পশুর স্বভাব আহার, নিদ্রা, ভয় [illegible] ইন্দ্রিয়-তর্পণ—এই সব। পশুপক্ষীরা নিজেদের আহার সংগ্রহ করে, [illegible] [illegible] [illegible]

ইতর প্রাণীর ভিতরে [illegible] জাহাতে [illegible] [illegible] পাওয়া যায়।

আবার ইতর প্রাণীর ভিতর এইরূপ জগতের প্রতি ভালবাসা, সৌহার্দ্য, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি দেখা যায় যে, অনেক মানুষের ভিতর অনেক সময় সেগুলি দেখা যায় না। অনেক পশু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, তথাপি তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। আমরা অনেকেই এই সকল সত্য ঘটনা দেখিয়া, শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া বিস্মিত হই, আমাদের ধারণায় এ সবই খুব উঁচু কথা।

আমরা ক্যাসাবিয়াঙ্কার কর্ত্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত অনেক কুকুরাদি অবর প্রাণীতেও দেখিতে পাই, আকবরের রাজ্যশাসনপ্রণালী অনেক মধুমক্ষিকার ভিতরও দেখিতে পাই। সুতরাং কর্ত্তব্যপরায়ণতা, রাজ্যশাসনে দক্ষতা, পরোপকার, সত্যবাদিতা, অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম বলা যায় না, উহা শ্রেষ্ঠ পশুপক্ষী প্রভৃতিরও ধর্ম্ম হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম —ভগবদুপাসনা। উহাই মানুষের মুখ্য ধর্ম্ম; অন্যান্য ধর্ম্ম ইতর প্রাণীর ধর্ম্মের সহিত সমান। 'নরতনু ভজনের মূল।'

জগতের লোক ভগবানে বিমুখ। বিমুখতাই পতন। বিমুখ অবস্থায় নিজ ইন্দ্রিয়প্রীতিই চরমলক্ষ্য বলিয়া ভ্রম হয়। ইন্দ্রিয়-প্রীতি দুই রকম—একটি নিজের জন্য এবং অপরটি আবার নিজের সঙ্গে যাহার যাহার বা যে যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে, উহাদের ইন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। বিমুখ অবস্থায় মানুষ নিজের সুবিধা, নিজ সম্পর্কিত দেশের সুবিধা, দেশের ভবিষ্যতেই ব্যস্ততা করে। শ্রেষ্ঠ পশুপক্ষ্যাদির ধর্ম্মকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। মানো পরোপকার, দেশের সকল উপকার [illegible], অতএব ভগবদুপাসনা আরও কথাই ভবিষ্যৎ বা ঐ সকল বিমুখ অবস্থার কার্য্যই ভগবদিন্দ্রিয়প্রীতি কার্য্য বলিয়া কল্পনা করে।

"জগতের পণ্ডিতরা প্রায় [illegible] মতের পরিচায়ই এই প্রকার। কেনই বা না হইবে? বিদ্ধান্ত [illegible]? [illegible] [illegible] ভুলিয়া এ সংসারে আসিয়া [illegible] [illegible] ভুলিয়াছে তাহারা, তবে [illegible] তাহাদের বিচারের ভুল।

প্রকৃত ভাগবতবিৎ সাধুগণের বিচার জগতের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই—থাকিতে পারে না, কোনও দিন হ'তে পারে না। আর যা কিছু আপাতঃকর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা বহির্ম্মুখাবস্থায় ভ্রান্ত বিচার। দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্যকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আসে বা বহির্ম্মুখ কর্ত্তব্যকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া বুদ্ধি প্রবল হয়। যে উপাসনায় একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয়প্রীতি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা 'কপটতা' বা 'কাম'। অন্যের কা কথা, জৈমিন্যাদি ঋষি, যাঁহারা জগতের লোকের নিকট শ্রেষ্ঠ মানুষ বিবেচিত হ'য়েছেন ও হ'চ্ছেন, তাঁহারাও দৈবী মায়ায় বিমোহিত হ'য়ে ভগবদুপাসনা বুঝ্‌তে পারেন নাই। তাই গীতা ব'লছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি
তত্ত্বতঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

ভৃতক পাঠক

কিছুকাল যাবৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা বৃত্তি বা বর্ত্তন লইয়া অর্থের বিনিময়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া অর্থার্জ্জনপূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই ব্যবসায়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বিশেষ দেখা যায়। ইঁহাদের দালাল থাকে, তাহারা দ্রব্য ঠিক করিয়া লয়, পরে পাঠক মহাশয় আসিয়া গ্রন্থ উদ্ঘাটন করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার বেশ নাম হইয়াছে, শ্রোতৃবর্গের, বিশেষতঃ শ্রোত্রীবর্গের মনোরঞ্জনে যিনি বিশেষ পারদর্শী, তাঁহার একই সময়ে অনেক স্থান হইতে পাঠের ডাক্ বা *call* আসে। তিনি ঘড়ি ধরিয়া দ্রব্যের পরিমাণানুসারে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোথাও ১০৲ দশ টাকা কোথাও বা ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে এ বাড়ীতে আধ ঘণ্টা, ও বাড়ীতে এক ঘণ্টাকাল পাঠ করিয়া ব্যবসায় বেশ জম্‌কাইয়া লইয়াছেন। কেহ বা সেরূপ সমর্থ না হইয়া অল্প মূল্যায় ভিজিট লইতে হয় বলিয়া যাঁর তাঁহাকে বিকার প্রদান করেন। ইঁহারা আবার যাঁর [illegible] [illegible] কিছু কিছু [illegible] চালাইতে থাকেন, কেননা, শ্রোতৃগণের মধ্যে অর্থনীতিকুশল শিক্ষিত ব্যক্তি থাকিলে তাঁহারা পাঠককে শিক্ষিত দেখিতে চা'ন। আর যাঁহারা ভাবকালীতে ভোলেন বা বঞ্চিত হন, তাঁহাদের জন্যও ভৃতক পাঠকের ভাবকালী-শিক্ষা আবশ্যক হইয়া পড়ে। আবার স্থানবিশেষে স্ত্রীলোকদলের জন্য স্ত্রীজনোচিত ভাবভঙ্গীসকলও তাঁহাদের প্রদর্শন করিতে হয়। এইরূপে অর্থাগমের প্রাচুর্য্য সংসাধন জন্য প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে জড়ভোগ্যার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত, সুতরাং পরমার্থ-কথা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। পরমার্থ না ভুলিলে স্ব স্ব জড়-ভোগার্থে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা কখনও বলবতী হইতে পারে না। 'পরমার্থ' শব্দে ভগবান্ ও ভক্তের একমাত্র সেবা জানিতে হইবে। তদিতর যাহা কিছু, তাহাই নিজ জড়-ভোগতাৎপর্য্যময়। যেখানে জড়-সম্বন্ধে অর্থসংগ্রহ-শিক্ষা যতদূর প্রবল, সেখানে পরমার্থ-চেষ্টা সেই পরিমাণে শিথিল। যেমন আলোকের প্রাচুর্য্য থাকিলে অন্ধকার দূরীকৃত হয় ও অন্ধকার ঘনীভূত দেখিলে আলোকের আপেক্ষিক অভাবই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ হরিসেবার আধিক্যে ভোগের অল্পতায় ও ভোগবাহুল্য আধিক্যে সেবার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যেখানে অর্থার্জ্জন-চেষ্টাই বলবতী, অল্প মূল্য ছাড়িয়া বেশী মূল্যের পাঠের বায়নাই লওয়া হয়, সে স্থলে পরমার্থের আবশ্যকতার পর্য্যন্ত অভাব। কিন্তু এ কথাটী যুক্তায়নিপুণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে বিলম্ব করেন, ইহাই পরম বিস্ময়ের কথা।

এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, কেন লোকে এত অর্থব্যয় করিয়া ভৃতক পাঠকের নিকট পাঠ শুনিতে ব্যস্ত হয়? যদি লোকই প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, কর্ণ-রসায়ন, যাত্রাদি দেখার মত ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহাতে তাদৃশ বিলাস-লাম্পট্যে আর কাহার আপত্তি হইতে পারে? নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শত চীৎকার করিয়াও থিয়েটারওয়ালা, নৃত্যগীত বায়স্কোপ, সার্কাস প্রভৃতি চাপল্যের হস্ত হইতে সমাজকে মুক্ত করা কঠিন। লোকেরা স্পষ্টই ভোগ চাহিতেছে, ভোগের জন্য এই সকল আয়োজন। কিন্তু যাঁহারা কেহ বলেন বা মনে মনে সংকল্প পোষণ করেন যে, তাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক ধর্ম্মলাভের সহায়তা হইতেছে, তখনই তাঁহাদিগকে আমরা বিনীতভাবে নিবেদন করিতে চাই যে, উহাতে পরমার্থ বাধা দেওয়াই হয়। সুতরাং পরমার্থ-প্রার্থীর ঐ সকল ভাড়াটিয়ার মুখে পাঠাদি-প্রসঙ্গে নিজের অমঙ্গল আহ্বান করা উচিত নহে।

সাধারণ লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রের পর্য্যায় ব্যবস্থা যে ভৃতক বা ভৃতিভোগী অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিলে ব্রাহ্মণত্বের হানি হয় এবং ঐ বর্ত্তনগ্রাহী অধ্যাপকও অধঃপতিত হ'ন, তখন পারমার্থিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে এ নিয়ম শিথিল হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের কখনও অভিপ্রেত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র ভার্গবীয় মনুসংহিতা অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণের তালিকা দিতে গিয়া তৃতীয় অধ্যায় ১৫৬ সংখ্যক শ্লোকে "ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা" এই উভয়কেই অপাংক্তেয় বলেন।

প্রাচীন কাল হইতে শুকশৌনকাদি যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মবক্তা ও শ্রোতা হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এরূপ পার্থিব আদান-প্রদানের মধ্যে কখনও প্রবেশ করিয়া পতিত হন নাই।

প্রভুর প্রকটকালে ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যাতা শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ প্রভৃতিও এরূপ ধর্ম্মগ্লানিকর কদর্য্যাচরণ প্রবর্ত্তিত করেন নাই। শ্রীশ্রীভগবানের দেহ শ্রীমদ্ভাগবত তদভিন্ন, শ্রীনামও তাই। ইঁহারা কখনও কখনও মূল্য পরিবর্ত্তে ক্রেয় বিক্রেয় পণ্যদ্রব্য নহেন। যদি কেহ তাদৃশ পরিবর্ত্তিত করিতে যত্ন করেন, তিনি যে মহা-অপরাধে অপরাধী, ভক্তিপথ হইতে দূরে, অতি সুদূরে বিক্ষিপ্ত হন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মুখে পণ্যভূত শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-ব্যাখ্যা শুনিলে দুঃসঙ্গক্রমে শ্রোতৃবর্গেরও সমূহ অমঙ্গল। হায়, হায়, তাঁহারা কি শ্রীরূপগোস্বামি পাদের উদ্ধৃত ভাগবতোক্ত নিদেশের সারবত্তা হৃদয়ে উপলব্ধি করেন নাই? "ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত" পূর্ব্বাচার্য্যের "এই গম্ভীর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়াও ভৃতক পাঠক 'অর্থের বিনিময় না থাকিলে আমরা সংসার-যাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ করিব?' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা আরও বলেন, "ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় দোষ কি?" সুতরাং, ইহার মীমাংসা বারান্তরে আলোচ্য।

গুরু ও শিষ্যের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩।২।১৬ সংখ্যার পর)

শিষ্যঃ—প্রভো! কথাপ্রসঙ্গে একটী প্রশ্নের উদয় হইল। দীক্ষা গ্রহণকালে সাবিত্র্য সংস্কারের আবশ্যকতা কি? এবং উপবীত গ্রহণ না করিলে দোষ হয় কি না?

গুরু:—উত্তম বলিয়াছ। শ্রবণ কর। দীক্ষা শব্দের অর্থ—দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।' অর্থাৎ যাহা হইতে অপ্রাকৃত ভগবজ্‌জ্ঞানোদয় হয় এবং পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলেন। এবম্বিধ দীক্ষা গ্রহণে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নোপযোগী ব্রহ্মসূত্র বেদাস্ত্রাদিকার ঘটে। "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।" অন্যত্র—"পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামি-গোত্রেণ গোত্রিকা। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।" অর্থাৎ রসবিশেষ সংযোগে কাংস্য যেমন সুবর্ণতা প্রাপ্ত হয়, পিতৃ গোত্রের কন্যা বিবাহান্তে যেমন স্বামি গোত্রে গণিত হয়, সেইরূপ দীক্ষা গ্রহণানন্তর জীবের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভে ব্রহ্মসূত্রে ধ্বংস হয় না। সুতরাং দ্বিজত্বের পাপবিধ্বংসী সংস্কার ব্রহ্মসূত্র গ্রহণের আরম্ভক হয়। দেখ বৎস! জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য। জীব পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শৌক্র জন্ম লাভ করে। পরে আচার্য্য-সমীপে সংস্কার প্রাপ্তিতে সাবিত্র্য জন্ম লাভ করে, তখন পাপবিনাশী জন্মে, আচার্য্য তাহার পিতা, বেদমাতা গায়ত্রী মাতা এবং ঐ স্বাধ্যায় যোগ্য ব্যক্তি তখন ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হন। পরে তৃতীয় জন্মে অর্থাৎ দৈক্ষ্য জন্মে আচার্য্যই দীক্ষাগুরু হন।

* মাতুর্যদগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ,

শাস্ত্রবাক্যেও দেখ, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদ-পাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অন্যভাবে দেখ, বৈদিক মন্ত্রপ্রদানই দীক্ষা। আবার শূদ্রে বেদমন্ত্র দান নিষেধ। শূদ্রে মন্ত্রদান করিলে শূদ্র নরকগামী হয় এবং মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণের চণ্ডালতা প্রাপ্তি হয়। যথা—স্বাহা-প্রণব-সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদেদ্দ্বিজঃ। শূদ্রঃ নিরয়মাপ্নোতি বিপ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ তাই শাস্ত্রে আছে যে, যিনি উপনীত দানে শিষ্যকে বেদবিদ্যা এবং বেদের রহস্য জ্ঞান দান করেন, তিনি আচার্য্য। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সরহস্যং সকল্পঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥ অতএব দেখ বৎস! সংস্কার ব্যতীত মন্ত্রদানে শাস্ত্রবাক্যে প্রত্যবায় হয়। অতএব দীক্ষা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। তদ্ব্যতীত দীক্ষা হয় নাই জানিতে পারিবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু তৎকৃত সৎক্রিয়া-দীপিকায় এতৎ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তজ্জন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবাশ্রম বৈষ্ণবগণ অদ্যাপিও ভ্রমণ করিতে গিয়া সাবিত্র্য সংস্কারবিধি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহাই যে বর্ণাশ্রমীর একমাত্র বিধি হইবে, এইরূপ নহে। বৈষ্ণবগণ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করায় নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলায় রসিকানন্দ প্রভুর বংশে ও শ্রীখণ্ডে শ্রীমুকুন্দ দাসের বংশে এবং নবীন চোড়ের বংশেও সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতা আবহমানকালই চলিয়া আসিতেছে।

শিষ্য:—পতিতপাবন প্রভো! এ অধমের উপর আপনার অহৈতুকী কৃপা, তাই আজ অপূর্ব্ব অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করিবার অবসর পাইলাম। আচ্ছা প্রভো সাধারণ লোকে কোন ব্রাহ্মণকুলে বংশ পরম্পরা গুরু নির্ব্বাচন করে, তাহা সে কুলে উপযুক্ত লোক থাকুন আর নাই থাকুন, সে বিচার করে না—এরূপ দেখিতে পাই কেন?

গুরু:—বৎস! নির্ব্বোধ লোকেরাই এরূপ করে। পূর্ব্বের আলোচনায় ত' তুমি বুঝিয়াছ যে গুরু, কোন নির্দ্দিষ্টকুলে উৎপন্ন হইবেন এ কথা শাস্ত্রসম্মত এবং মহাজনানুমোদিত নয়। আচ্ছা দেখ বৎস! চিকিৎসকের পুত্র কি উত্তরাধিকারিসূত্রে চিকিৎসক হইতে পারে?

শিষ্য:—তা কেন হইবে প্রভো! উক্ত চিকিৎসকের পুত্র যদি চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী হয়, তবে চিকিৎসক হইবে নচেৎ ওঝার বেটা বনগরু হইবে।

গুরু:—তবে কেন বৎস, কোন কোন নির্দ্দিষ্ট কুলোৎপন্ন ব্যক্তিসকল ক্রমাগত গুরু-পদাসীন হইবে? বিশেষতঃ সে কুলে যদি উপযুক্ত লোক না থাকেন, তবে কেন আর সে বংশে গুরুর মর্য্যাদা দেওয়া হইবে? সে বংশোৎপন্ন লোক অন্য সাধারণ বংশে গণিত হইবে। বৎস! গুণের আদর না থাকায় আজ আমাদের সমাজে এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে এত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিলেন যে "গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুযায়ী চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলাম।" কিন্তু এখন দেখিতেছি শৌক্রবিচার ভেদে বর্ণ পরিচয় হইতেছে—ঋষিসৃষ্টঃ চতুর্ব্বর্ণং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। কিন্তু ধূর্ত্তসৃষ্টঃ চতুর্ব্বর্ণঃ জনমেত্রিয়ভেদতঃ।

শিষ্য:—প্রভো! তবে যদি বংশগত গুরুকুলে উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় এবং যদি অপর উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যায়, তবে গুরুত্যাগ হেতু দোষ হইবে কি না?

গুরু:—না বৎস! কখনই না। যাহার গুণ নাই, তিনি গুরু নহেন সুতরাং তাঁহাকে ত্যাগ করায় কোন দোষ হইবে না। বৎস! মনে রাখিও গুরুর উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই গুরু, তদ্ভিন্ন সর্ব্বলোকই অগুরু।

শিষ্য:—প্রভো! পূর্ব্বে যদি কোন লোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং পরে দেখা যায় যে, সেই ব্যক্তি বাস্তবিকই গুরুত্বের অযোগ্য, তখন কি কর্ত্তব্য?

গুরু:—বৎস! তখন সেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গুরু ত্যাগ করিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ ও উভয়ের পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শিষ্য:—প্রভো! শাস্ত্র-প্রমাণ কোথায়?

গুরু:—বৎস! শাস্ত্রে আছে যে, অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক-ভোগ হয় সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট পুনরায় যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

শিষ্য:—প্রভো! এবার বুঝিলাম এরূপ ক্ষেত্রেও অযোগ্য গুরুত্যাগ হেতু দোষ হইল না। পতিতপাবন প্রভো! অদ্য আপনার কৃপায় আমার একটী বদ্ধ ধারণা বিগত হইল। হায় লৌকিক আচরণে আসক্ত সাধারণ জীবের যে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। যাঁহার কৃপায় জীব এই দুরন্ত সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাদি দুর্লভ শ্রীভগবানের সেবা লাভ করে, সেই পতিতপাবন শ্রীগুরুর আসন আজ কিনা সামান্য কাম-ক্রোধ-লোভাদিরত জীব দ্বারা পরিপূর্ণ। যাহার চক্ষু আছে, তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইতে সমর্থ কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ সে অপর অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? যদিও যায়, তবে দুইজনেরই কূপে পতন ব্যতীত অন্য লাভ অসম্ভব। প্রভো? এমন দিন কি আসিবে যে দিন লোকে প্রকৃত গুণের আদর বুঝিবে। প্রভো! এখন বুঝিতে পারিতেছি সদ্গুরু-অন্বেষণ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীভগবানের অপার করুণা ব্যতীত জীবের সদ্গুরু লাভ হয় না।

গুরু:—হাঁ বৎস! ঠিক বুঝিয়াছ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে:—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

আমরা উপরিউক্ত প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ ও ভক্তের অনুগ্রহে বুঝিলাম যে, শ্রীগুরুদেব, শ্রীভগবানের নিজজন অপ্রাকৃত ভগবদ্‌ভক্তবিশেষ। তিনি আমাদের ন্যায় কাম-ক্রোধাদিরত সামান্য জীব নহেন। এবম্বিধ শ্রীগুরুর আসন কোন নির্দ্দিষ্ট কুলে আবদ্ধ নহে। [illegible] শ্রীগুরুর কৃপা বলবৎ। ... শ্রীভক্তিরসামৃত ... আশ্রয়।

অনেকে, অনেক উদ্দেশ্যে ... রক্তজরজর অপরাধী ... । শ্রীমদ্ভাগবতে ৮ম স্কন্ধে ১৮শ অঃ ১২ শ্লোকে দেখা যায় যে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈ-
গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনা-
সতি ধাবতো বহিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাহার কেবলাভক্তি, সমস্ত গুণ সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত ; যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণ সকল অসম্ভব।

বিশেষ নিবেদন

শিক্ষিত সমাজের প্রতি আমাদের আর একটী বিশেষ নিবেদন, বৈষ্ণবতার আদরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঐ বৈষ্ণবতার নামে কতকগুলি সঙ্কীর্ণ ভ্রান্ত শাস্ত্রবিগর্হিত বিপরীত ধারণা-পুষ্ট অশিক্ষিত সমাজের অবৈষ্ণবতা বা বিষ্ণুবিরোধিতা জগৎ হইতে চিরতরে উৎসন্ন করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হউন। ধূর্ত্ত বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিরোধী ভণ্ডদল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের আশায় বৈষ্ণবতার ভাণ দেখাইয়া কত নিরীহ সরল-প্রাণ ব্যক্তির যে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—নরকপথের যাত্রী করিতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে গাত্র শিহরিয়া উঠে! ভণ্ডদল অশিক্ষিতের কথা কি, শিক্ষিত সমাজের উপরই ক্রমে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেও ঘৃণায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ থাকিতে হয়, আর উচ্চ শিক্ষা ও ভদ্রতাকে ধিক্কার দিতে হয়। ভুবন-পাবন বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের বেষের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী কপট স্ত্রী-সঙ্গী মর্কট বাবাজী বৈরাগী আর তাহার ধামাধরা তথা-কথিত শিক্ষিতাভিমানী প্রতারক-দলই নাকি হইয়াছেন আজকালকার ভগবন্নাম ও ভগবন্নাম-প্রচারক! উঁহাদের মূলমন্ত্র হইয়াছে—শ্রীধাম ও ধামবাসি বৈষ্ণব-নিন্দা, আর কার্য্য হইয়াছে—অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করা! ঐ সকল বৈষ্ণবক্রব বৈষ্ণবাপরাধিদল বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিরোধ করিবার জন্য যে কত পন্থা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উঁহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ও শ্রীধামকে গ্রাম বা প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া নিজেরা নরকে ডুবিতেছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নিরীহ ভদ্রলোককেও নরকগামী করাইতেছে। ঐ সকল মূর্খ মনে করিতেছে, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দা ও শ্রীধামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া গ্রাম নিন্দা করিলেই বুঝি বৈষ্ণবকে জব্দ করা যাইবে ও শ্রীধামকে গ্রাম বা বাংলার মাঠের মতই একটা মর্কট মর্কটীর আড্ডা করিয়া গড়িয়া তুলা যাইবে! বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী উহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখেনা যে,—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হরিভক্তদের জন্য পাইয়া উহারা নিজ নিজ কর্ম্মদোষে নিজেরা কি ভীষণ নরক-যন্ত্রণারই না আবাহন করিতেছে?

হে শিক্ষিত সমাজ—হে বিষ্ণুদাস বৈষ্ণবগণ! আপনারা স্ব স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হউন। আপনারা প্রাকৃত দেহ মন হইতে যে একটী স্বতন্ত্র বস্তু—আত্মবস্তু, ভগবদ্দাসই যে আপনাদের স্বরূপ-বৃত্তি, তাহা মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কৃপা লাভ করিয়া জানিবার জন্য সচেষ্ট হউন অর্থাৎ সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তি-শিক্ষাশ্রবাণী শ্রবণ করুন। আর ঘুমাইয়া থাকিবার সময় নাই। ওই দেখ, গৌড়রূপ-উদয়াচলে গঙ্গার পূর্ব্বতটে গৌড়পুর—ব্রহ্মপুর—শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ দুই ভাই যুগপৎ সূর্য্যচন্দ্ররূপে উদিত হইয়া জীবের হৃদয়-গুহার অন্তঃস্থল হইতে অজ্ঞানতমো বিনাশ পূর্ব্বক বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। হে ভ্রাতৃবৃন্দ! এখনও কি তোমাদের ঘুমাইয়া থাকা শোভা পায়? "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এস ভাই—

সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥"

হে বন্ধুগণ, ধূর্ত্ত বঞ্চকদল তোমাদিগকে উন্নতোজ্জ্বলজ্যোতির্ময় অন্তর্দ্বীপের নাম করিয়া নিবিড় অজ্ঞানান্ধকার পরিপূর্ণ বহির্দ্বীপে লইয়া যাইতে চায়। তোমরা বঞ্চকদের বঞ্চনায় ভুলিয়া আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই বরণ করিতে যাইও না। সাধুর বেশধারী হইলেই সাধু হয় না। স্ত্রী-সঙ্গী লম্পটগণ কখনও ভগবন্নাম ও ভগবৎস্বরূপদর্শন করাইতে পারে না। বিষ্ণুজন বৈষ্ণবের পাদাশ্রয় কর, মর্কট-বৈরাগী অবৈষ্ণবের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।—

"গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া।
হরে কৃষ্ণ নাম বল নাচিয়া নাচিয়া॥"

নানা কথা

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

(দৈনিক বসুমতী ১৮।১১।২৮ হইতে উদ্ধৃত)

গত ১৩ই নভেম্বর মঙ্গলবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত অন্নকূটের বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃ মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেন।

জাল প্রকাশক পিতা পুত্রের দণ্ড

বোম্বাই প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি সমেত জীবনী দিয়া একটি পরিচয় গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ছল করিয়া পি, জি, লিনসেরী ও তাহার পুত্র বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বহু লোককে ঠকাইয়া প্রায় ৭০০০৲ টাকা সংগ্রহ করে, কিন্তু বই তাহারা কিছুতেই বাহির করে না। অবশেষে পুলিশ সন্দেহক্রমে তাহাদের গ্রেপ্তার করে। বিচারে পিতার ২০০৲ টাকা জরিমানা ও আট মাস কারাদণ্ড হইয়াছে, পুত্রেরও কারাদণ্ড হইয়াছে আট মাস ও জরিমানা ১৫৲ টাকা।

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার

বিনা লাইসেন্সে একটি ৭ ঘরা আমেরিকান রিভলভার, উহার জন্য ৩৪টী টোটা এবং রাইফেলে ব্যবহারের উপযোগী আরও ৫০টী টোটা রাখিবার অভিযোগে ফরিদপুরের রাজুর গ্রামের অদ্বৈত প্রসাদ দে নামক এক ব্যক্তি শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট এস, কে, দাশ গুপ্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাকে শিয়ালদহ নর্থ ষ্টেশনে ১১নং আপ ট্রেণে গ্রেপ্তার করা হয় অনুসন্ধানে তাহার নিকটে উক্ত জিনিষগুলি পাওয়া যায়। প্রকাশ, আসামী কলিকাতার কোনও খেতাঙ্গের নিকট হইতে ১৮ টাকায় উক্ত জিনিষগুলি ক্রয় করিয়া আগড়পাড়া ষ্টেশনে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। মামলা মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

অধ্যাপকের শোচনীয় মৃত্যু
অধ্যয়ন কক্ষ ভস্মীভূত

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ আলেকজাণ্ডার মেয়ার শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অধ্যয়ন কক্ষে বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে ভস্মীভূত হইয়াছেন

নোবেল পুরস্কার
বের্গসনের সম্মান

১৯২৭ সালের নোবেল পুরস্কার বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মসিয়ে আরি বের্গসকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৮ সালের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে নরওয়ের ঔপন্যাসিকা সিগ্রিড্ অণ্ডসেটকে।

কাশীতে সূর্য্যগ্রহণ
তিন লক্ষাধিক যাত্রীর সমাবেশ

সূর্য্যগ্রহণের সময় কাশীতে যাত্রীদের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। তিন লক্ষের উপর যাত্রী বাহির হইতে এখানে আসিয়াছিল বলিয়া স্থির হইয়াছে। স্থানাভাবে লোকেরা ফুটপাতের উপর এবং ঘাটে আশ্রয় লইয়াছিল। অত্যধিক ভিড় হওয়ায় সহরে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে। প্রায় সত্তর জন লোক আহত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ষোলজনের আঘাত কঠিন। তাহারা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছে এবং একজন মারা গিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
বর্দ্ধমান সিটি বুকিং অফিস খোলা হইল

ইং ১৯২৮ অব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখ হইতে বর্দ্ধমান (বেঙ্গল) সহরে বড়বাজার মেন রোডের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি সিটী বুকিং অফিস খোলা হইবে। উক্ত আফিসে সকল শ্রেণীর কেবল মাত্র যাত্রী টীকিট পাওয়া যাইবে।

উক্ত অফিস হইতে যে সকল টীকিট দেওয়া হইবে তাহার মূল্য বর্দ্ধমান ষ্টেসন হইতে প্রদত্ত টীকিটের মূল্যের সমান হইবে।

উক্ত অফিস রবিবার ব্যতীত সকল দিনে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটীকা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে।

বি, এন, রেলওয়ে
পরামর্শ কমিটীর বৈঠক

বি, এন, রেলের বিহার উড়িষ্যা পরামর্শ কমিটীর ৫ম অধিবেশনে সভাপতি বলেন, কমিটির পূর্ব্বপ্রস্তাব অনুযায়ী ১০ নং আপ ও ৯নং ডাউন পুরী প্যাসেঞ্জারের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সাহায্যের জন্য বাছাই করা কণ্ডাক্টর নিযুক্ত করা হইতেছে। সভাপতি আরও জানান যে ৫২ জন ভ্রমণকারী টিকিট চেকারের ৬জন উড়িয়া। আরও বেশী উড়িয়া নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে। মুস্কিল এই যে ভাল লোক পাওয়া যাইতেছে না।

খুর্দ্দা রোডে পৃথক্ ইন্টার ক্লাশ ওয়েটিং রুম করার প্রয়োজনীয়তাও সভাপতি স্বীকার করেন। কচুরিপানা ধ্বংসের কথাও সভায় আলোচিত হয়।

গত বৎসর অপেক্ষা ১লা এপ্রিল ১৯২। হইতে ৩১ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ৭ মাসে ৮, ২৮,০০০ টাকা আয় কম হইয়াছে। টাটানগর ধর্ম্মঘটই ইহার কারণ।

বোম্বাইর রাস্তায় দাঙ্গা
২৩জন লোক গ্রেপ্তার

গতকল্য রাত্রিতে এখানকার কাঁভাল ষ্ট্রীটে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে, ২৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কতকগুলি কাবার সহিত একজন গাড়োয়ানের কি শত্রুতা ছিল, তাহার ফলেই নাকি দাঙ্গা হইয়াছে। দুই জন লোক ছোরা দ্বারা আহত হইয়া হাসপাতালে আছে।

দোকানপাট বন্ধ

লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবার জন্য গত কল্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভা কার্য্যালয়, হিন্দু রিলিফ সোসাইটি, হিন্দু অবলা আশ্রম, মাড়োয়ারী ট্রেড্‌স এসোসিয়েশন, বড়বাজার হিন্দু সভা, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা, শরীর চর্চ্চা বিভাগ, হিন্দু অনাথালয়, হিন্দু পাঠশালা কার্য্যালয় এবং নিখিল রাজস্থান নবযুবক মণ্ডলের কার্য্যালয় বন্ধ ছিল। গত রবিবারেও ঐসকল কার্য্যালয় বন্ধ ছিল।

খড়্গবাহাদুরের পুনর্ব্বিচার

নেপালী যুবক খড়্গবাহাদুরসিং কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে ইহা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। রাজকুমারী নাম্নী এক নেপালী যুবতীর উপর হীরালাল আগরওয়ালা নামে এক ধনী ব্যবসায়ী অত্যাচার করে, সেই জন্য খড়্গবাহাদুর তাহাকে ছোরার আঘাতে খুন করে। খড়্গবাহাদুর নারী-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য উক্ত কাজ করিয়াছে, সুতরাং তাহার দণ্ড মকুব করা হউক বলিয়া আবেদন নিবেদন করা হইয়াছিল। পঞ্জাব লাহোরের ছাত্র সমিতি বড়লাটের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। সেই আবেদনের উত্তরে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী লাহোর ছাত্র-সমিতির জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র পাঠাইয়াছেন। সেই পত্রে বলা হইয়াছে যে, সপারিষদ বড়লাট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে খড়্গবাহাদুরের দণ্ড সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার করা হইবে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টেরও এই মত।

দেয়ালী উৎসবের জের
জুয়াড়ীদের দণ্ড

দেয়ালী উৎসবের দিন প্রকাশ্য রাস্তায় বাজী পুড়াইবার এবং জুয়াখেলা করিবার অপরাধে ২৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। শিয়ালদহের আদালতে ইহাদের বিচার হয়। ২ টাকা হইতে ১০ টাকার মধ্যে সকল আসামীরই জরিমানা হইয়াছে।

মহান্তের অব্যাহতি।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশচন্দ্রগিরি স্বামী বিশ্বানন্দের কথা তুলিয়া বলেন যে, স্বামী বিশ্বানন্দ তাঁহার নিকট টাকা চাহিয়াছিলেন এবং টাকা না দিলে প্রহারের ভয় দেখাইয়াছিলেন। ইহাতে স্বামী বিশ্বানন্দের মান হানি হইয়াছে বলিয়া স্বামী বিশ্বানন্দ মোহান্তের নামে মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন। এত দিন পরে সেই মামলার নিষ্পত্তি হইয়াছে। দেওঘরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ দাসের এজলাসে বিচার শেষ হইয়াছে। মোহান্ত সাক্ষ্য দিতে গিয়া স্বামী বিশ্বানন্দের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আইন অনুসারে সাক্ষীদের যাহা বলিবার অধিকার আছে তাহার সীমা অতিক্রম করা হয় নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহান্তকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশন উৎসব.

অদ্য যুক্তপ্রদেশের লাট সাহেবের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এই উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। স্যার জগদীশকে সম্মানজনক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি প্রদান করা হয়। লাট সাহেব, স্যার জগদীশকে সভাস্থলে পরিচিত করিয়া দিয়া বলেন, ভারত যদি আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক জগতে শ্রীযুক্ত গান্ধী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মত বিশ্ববিশ্রুত লোকের জন্ম দিতে পারে, তাহা হইলে অন্যেরা তাহা অনুসরণ করিতে পারিবে।

লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া স্যার জগদীশ তাঁহার কনভোকেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন।

থানা হইতে আসামীর পলায়ন
আসামীর ৩ মাস কারাদণ্ড

বলদেও তেওয়ারী নামে জনৈক দাগী আসামীকে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে মন্দ উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভিযোগে থানায় ধরিয়া আনা হয়। থানা হইতে সে পলায়ন করে, কিন্তু পশ্চাদনুসরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই অভিযোগে শুক্রবার ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দে কর্তৃক বলদেও তেওয়ারী ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

মামলা-মোকদ্দমা।
গ্রন্থস্বত্বে হস্তক্ষেপ।

স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদের জেলা জজের এজলাসে এলাহাবাদের ভাণ্ডাল প্রেসের মুদ্রাকর রমজান আলি সা ও প্রকাশক ব্রজেন্দ্রলাল বুক ডিপোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন। অভিযোগ—প্রতিবাদী-পক্ষ বাদীর কয়েকটী কবিতা "টেগোর সিলেক্ট পোয়েমস্" নামে নির্ব্বাচিত কবিতা সংগ্রহের মধ্যে নিষেধ ও আপত্তি সত্ত্বেও ছাপাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহার কবিতার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হয়। বাদী ইঞ্জাংসন প্রার্থনা করিয়াছেন এবং অবিক্রীত পুস্তকগুলি প্রত্যর্পণের জন্য দাবী করিয়াছেন।

বিসর্জ্জন বন্ধ

বরিশাল সহরের যাবতীয় দুর্গা প্রতিমার এখনও বিসর্জ্জন হয় নাই। অজুহাত এই যে,—এই সহরের চকবাজার রোড দিয়া দুর্গা-প্রতিমা-বিসর্জ্জনের শোভা যাত্রা যাইবার লাইসেন্স পাওয়া যায় নাই। গবর্ণর এবং কমিশনরের নিকট লাইসেন্স অনুমতির জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। কমিশনার জানাইয়াছেন,—পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাইসেন্সের যে সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। গবর্ণর বাহাদুর বঙ্গের শাসন কার্য্য গ্রহণ করিবার পরই কলিকাতায় বিজতলার শিবমন্দির সংক্রান্ত হাঙ্গামার আশু প্রতিকার করিয়া যেরূপ সহৃদয়তা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আশা করি, তিনি বরিশালের এই ব্যাপারেও অবিলম্বে হিন্দুর সন্তোষজনক প্রতিকার-ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ৭ই কার্ত্তিক প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইবার কথা,—আর এখন কার্ত্তিক মাস শেষ হইয়া গেল। এখনও বিসর্জ্জন হইল না। হিন্দুর পূজা পার্ব্বণে, ধর্ম্মকর্ম্ম, সবই কি এখন পুলিশের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে।

—বঙ্গবাসী

দারোগা অভিযুক্ত
আসামীর বদলে ভ্রাতা আদালতে

তাম্রিলালাচুর সত্তিচেরীর সংবাদে প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে জনৈক পুলিশ-দারোগার বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রকাশ, একটী ফৌজদারী মামলার আসামী পুলিশের হেপাজতে ছিল, সে পলায়ন করায় উক্ত দারোগা আসামীর এক ভ্রাতাকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করেন।

বাউরিয়া মিলের ম্যানেজার আক্রান্ত
জেজ ক্লার্কের সাক্ষ্য

হাওড়ার পোষ্টাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, মাগটীর এজলাসে বাউরিয়া মিল দাঙ্গা মামলার শুনানি আরম্ভ হইয়াছিল। মিলের হেড ক্লার্ক সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। বিগত ৩১এ জুলাই তারিখে মিলের মজুররা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। তাঁহার বন্দুক ছিল। বন্দুকের আওয়াজ করায় তিনি প্রাণে বাঁচিতে পারিয়াছিলেন, শেষে বন্দুকে পুলিশে সংবাদ দিয়াছিলেন।

এই মামলার আরও শুনানী পরে হইবে।

বোমা বিস্ফোরণের জের

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গত ৮ই অক্টোবর যুক্তপ্রদেশ-এলাহাবাদ হইতে বোম্বাই অভিমুখে যাইবার কালে মনমদ ষ্টেশনের নিকট এলাহাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেণে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয়। ফলে তৃতীয় শ্রেণীর দুইখানি কামরা চূর্ণ এবং ৩জন যাত্রী হত ও ৮জন আহত হয়। পুলিশ সেই কামরা হইতে দুইটা রিভলভারও পায়। এই ব্যাপারের মধ্যে পুলিশ ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাইয়াছিল। এক্ষণে তদন্ত হইয়া গিয়াছে। তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সাইমন কমিশন বোম্বাইএ আসিলে সেই সময় বোমাটী কাজে লাগাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র ছিল। বোমাটি হঠাৎ ফাটিয়া যায়। ট্রেণে ষড়যন্ত্রকারীদের ৩ ব্যক্তি ছিল। তাহাদের ১ জনের নাম মার্কণ্ডেয় মিশ্র। বোমা ফাটিয়া তাহার মৃত্যু হয়। অপরটির নাম নরেন্দ্রদেব ভট্টাচার্য। সে আহত হইয়াছিল। নরেন্দ্র যুবক, কাশীর অধিবাসী। পরে পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তৃতীয় ব্যক্তির নাম, মনোমোহন গুপ্ত। সে প্রসিদ্ধ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত আসামী মন্মথ নাথ গুপ্তের ভ্রাতা। মার্কণ্ডেয় মিশ্র কাশীতে যে ঘর ভাড়া লইয়াছিল, সেই ঘর তল্লাস করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈয়ারীর মালমশলা পাওয়া গিয়াছে।

যুবরাজের ভ্রমণ

যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। "ডেলি-এক্সপ্রেস" পত্রিকা অবগত হইয়াছেন যে, যুবরাজ তাঁহার ভ্রমণের খরচ নিজ তহবিল হইতে বহন করিবেন। [illegible] তাঁহার [illegible] গাড়ী আছে; [illegible] শিকার [illegible] সেই [illegible] রাখিয়াছেন। সেই [illegible] দেওয়া হইবে এবং তাহাতে [illegible] তাঁহার ভ্রমণের [illegible] হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ...

৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩৫।

ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগীতি

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত ভিক্ষুর ইতিহাস হইতে আমরা অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হই।

পূর্ব্বকালে অবন্তিনগরে এক ব্রাহ্মণ কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা বহুধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি কদর্য্যচরিত্র ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, সেবক সকলেই তাঁহার কোপন স্বভাব, বিত্তকার্পণ্য প্রভৃতি অসদ্‌গুণের জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। এইরূপে উভয়লোক-ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার বহু পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সকলেই তাঁহার উপর বিরূপ। সেই জন্য সকলেই তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল। জ্ঞাতিরা কিছুধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কিয়দংশে দস্যুগণ, কিয়দংশ অপরে, কতক রাজা গ্রহণ করিল। অবশিষ্টাংশ দৈব প্রতিকূলতাকে নষ্ট হইয়া গেল। তখন ধননাশ-সন্তপ্ত ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যক্রমে বৈরাগ্যোদয় হইল। তখন তিনি বুঝিলেন,—যিনি আত্মা, ধর্ম্মকৃত্য, পুত্রদার, দেবতাতিথি, ভৃত্যবর্গকে কার্পণ্য দ্বারা পীড়া প্রদান করেন, এরূপ কদর্য্য ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি সুখের কারণ হয় না। ইহলোকে অনুতাপ, পরলোকে নরকই তাঁহাদের প্রাপ্য হইয়া উঠে। অর্থোপার্জ্জন ও বর্দ্ধনে প্রয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয় ও উপভোগে ভীতি এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। আর পঞ্চদশ প্রকার অর্থ-ঘটিত অনর্থ যথা—চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ সজ্জনাদি ব্যক্তি যেন অর্থরূপ অনর্থ হইতে দূরে থাকেন। অর্থের নিমিত্ত ভ্রাতা, দার, পিতা, সুহৃদ্ প্রভৃতির মধ্যে ভেদ জন্মে এবং অতিপ্রিয় ব্যক্তিও শত্রুরূপে পরিণত হয়। অমরগণেরও প্রার্থনীয় দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া তাহাকে অনাদর পূর্ব্বক অর্থাৎ তরুগণের ন্যায় জীবন্মৃত (কামার শালার হাপর) শ্বাস গ্রহণে পশুগণের ন্যায় আহার-নিদ্রাদি ... ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির অভাবে জীবনের ব্যর্থতা ঘটাইয়া সেই দুর্ল্লভ জন্মকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক হরিভজনরূপ আত্মার স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া অশুভ নিরয়-প্রাপ্তি অবশ্যই ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। ... কৈবল্য ... স্বপ্নবৎ থাকিয়া আমার ধন, জন, সর্ব্বস্ব গেল,—কিছুই থাকিল না। আর প্রতি মুহূর্ত্তে মুমূর্ষুর পক্ষে ... ধন-কোষাদিদ্বারা কি সুবিধা হইবে? অতএব নিশ্চয়ই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাকে এই দশায় আনিয়া আমার প্রতি অর্থাৎ সংসার-সিন্ধু-তরণীরূপ বৈরাগ্য দিয়াছেন। এই মনে করিয়া অহঙ্কার-মমতারূপ হৃদয়-গ্রন্থি মোচন করিয়া তিনি ভগবন্নিষ্ঠ, শান্ত ভিক্ষু হইলেন। তখন অসজ্জনগণ সেই বৃদ্ধ মলিনবসন ভিক্ষুকে দেখিয়া নানাপ্রকারে অপমান করিতে লাগিল। কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, কেহ পাত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ আসন, কেহ কন্থা, কেহ তাঁহার চীরবসন লইতে লাগিল, এমন কি কেহ তাঁহার মস্তকে মূত্রও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল। এত নির্য্যাতনেও তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকায়, তাহার অত্যাচার আরম্ভ করিয়া শেষে গাত্রে রজ্জু বন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা তাঁহাকে ধর্ম্মধ্বজী শঠ, স্বজন-পরিত্যক্ত বলিয়া তিরস্কার করিল, কেহ বা পরিহাস করিল। তিনি এই সকল দুঃখকে ভোক্তব্য কর্ম্মফল বলিয়া ধৈর্য্য-সহকারে সহ্য করিতে থাকিয়া এই গাথা সর্ব্বত্র গাহিতে লাগিলেন,—লোক, দেবতা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল ইহারা দুঃখ দেয় না, মনই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সত্ত্বাদি গুণবৃত্তিসমূহ সৃষ্টিপূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মক বিবিধ কর্ম্ম উৎপন্ন করে। সেই কর্ম্মফলেই জীব শুক্লরূপ দেব তির্য্যক্-নরাদি গতি লাভ করে। জীব স্ব-ভিন্ন শরীর মনকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া গুণসঙ্গক্রমে কামসেবা-মুখে সংসারে নিবদ্ধ হ'ন। সুতরাং মনোনিগ্রহই আবশ্যক। উহাই সর্ব্বধর্ম্মের লক্ষ্য শ্রেষ্ঠ-যোগ। যাঁহার মন সমাহিত প্রশান্ত হইয়াছে, দান, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম, ব্রতাচরণ প্রভৃতিতে তাঁহার প্রয়োজন কি? আর যদি মনই অসংযত অর্থাৎ রজোগুণে বিক্ষিপ্ত হয় এবং আলস্যাদি তমোগুণে লয় প্রাপ্ত তাহা হইলেই বা দানাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইল? আর স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রিয়-দমনের চেষ্টারও আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রিয়গণ মনের বশ, সুতরাং মনকে বশীভূত করিতে পারিলেই মন সর্ব্বেন্দ্রিয়বিজেতা হ'ন। অতএব মনকে জয় না করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যকে শত্রু মিত্র উদাসীন জ্ঞানে ব্যবহার করে, সে মূঢ়। যদি নিজ দাঁত দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া বেদনা জন্মায় অন্য কাহার উপর কোপ হইতে পারে? সেইরূপ সুখ দুঃখ উপলক্ষে কাহারও প্রতি অনুরাগ বা কোপ করিবেন। শত্রু মিত্র উদাসীনরূপ এই যে সম্বোধনবদ্ধ, ইহা অজ্ঞান-কল্পিত, মনের ভ্রম, সুতরাং জীবের সুখদুঃখ দাতা অন্য কেহই নয়, উহা আত্ম বিভ্রম মাত্র। অতএব শ্রীভগবান্ হরিতে মনকে আবিষ্ট করিয়া ভক্তিযোগে মনোনিগ্রহ করিলে আর সুখ-দুঃখ-ক্লিষ্ট হইতে হইবে না। এই ভাবিয়া পরমাত্মনিষ্ঠা-অবলম্বনপূর্ব্বক সেই ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীমুকুন্দ-চরণসেবা দ্বারা দুস্তর তম উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রযত্নশীল হইলেন।●

চ্যুতগোত্র

'গোত্র' শব্দে আমরা ইহাই বুঝি যাহা পূর্ব্ব-পুরুষকে ব্যক্ত করে। 'ত্র' ধাতুর অর্থ ত্রাণ করা। ঊর্দ্ধতন পুরুষ হইতে অধস্তন পুরুষ আবির্ভূত হন। এই পুরুষ-পারম্পর্য্য দুই প্রকার প্রণালী মতে সিদ্ধ হয়। স্থূল শরীর লাভ করিতে হইলে পৃথিবীতে শৌক্রপদ্ধতিক্রমে পুরুষ-সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হ'ন। স্থূল শরীরের উৎপত্তির কারণ-রূপ জনক ও ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতি বা জননী। এই ধারাকেই গোত্র বলে। মনু লিখিয়াছেন—'মাতুরগ্রেঽধিজননং' অর্থাৎ শৌক্র শরীর লাভের ইহাই পদ্ধতি বা প্রণালী। শৌক্র শরীর লাভ করিবার পর মানবগণের দ্বিতীয়-জন্ম হয়। তাহাই মনুর বাক্যানুসারে মৌঞ্জিবন্ধনরূপ দ্বিজত্ব। এই দ্বিতীয় জন্মকে চ্যুতগোত্র বলে না। আচার্য্য পিতা গায়ত্রী মাতা গানকারী পুত্রের কীর্ত্তন-যোগ্য বেদ-পাঠই জন্মান্তর প্রদান করেন, পরে বেদপাঠ সমাপ্তিকালে যজ্ঞাধিকাররূপ তৃতীয় জন্মে গুরুই পিতা ও দীক্ষা-বিধিই মাতা হইয়া অচ্যুত-গোত্রের আবাহন করেন। আম্নায়পারম্পর্য্যই ইহার বংশ-প্রণালী।

চ্যুতগোত্রীয়গণকে ঋষিকুল বা ব্রহ্মকুল বলা হয়। পৃথুরাজার রাজ্যকালে তিনি এই ঋষিকুল এবং অচ্যুতগোত্রীয়গণকে কোন প্রকার আদেশ করিতেন না বা তাঁহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন না। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহ কোন দিনই ভাগবতগণকে ও ব্রাহ্মণদিগকে মিথ্যা সেবা অবজ্ঞান করিতেন না। যাবতীয় অচ্যুতগোত্রীয় পরিচয়ের পূর্ব্বে প্রত্যেকেরই চ্যুতগোত্র আছে অর্থাৎ চ্যুতগোত্রাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুর দাস পরিচয়ই অচ্যুতগোত্রাভিমান বা চ্যুতগোত্রের পরিণতি।

হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে, বিরাট পুরুষের মুখ হইতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোমিশ্র গুণের প্রকাশ ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণের প্রকাশ বৈশ্য ও তমোগুণের প্রকাশ শূদ্রবর্ণচতুষ্টয়াত্মক গুণ-পরিচয়ে বিভক্ত হইবার উদ্দেশে বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। 'সৃষ্ট হইয়াছিল' এই শাস্ত্রোক্তির দ্বারা ভবিষ্যৎকালে যে সকল ব্যক্তি তাদৃশ গুণ-সম্পন্ন হইবেন, তাঁহারা উক্তবর্ণে বিভক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্য্যটী ভূতকালে সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ নয়। যদি 'সৃষ্ট হইয়াছিল' শব্দটী জন্যবর্ণাভিমানীর প্রতিষেধক হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু এই শ্লোকটী তদীয় সংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া শৌক্রপদ্ধতিকে ও চ্যুতগোত্রকে বিপন্ন করিতেন না; দ্বিতীয় অধ্যায় ভার্গবীয় মনুসংহিতা হইতে এস্থলে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অর্থাৎ যে সংস্কৃতদ্বিজ বেদপাঠ পরিহার পূর্ব্বক অন্য বৃত্তি অবলম্বনরূপ শ্রম করেন, তিনি এবং জীবদ্দশায় উপনয়নাদি সংস্কার-বিশিষ্ট হইলেও ভাবিকালে পুত্রগণের সহিত শূদ্রতা লাভ করেন।

যে সকল ব্রাহ্মণব্রুব বর্ত্তমানে বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে বিমুখ হইয়া ব্যবহারিক জগতে শ্রমনৈপুণ্য দেখাইতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা হয়, এই মনুক্ত শ্লোকগুলি তাঁহাদের ভাবী সন্তানগণকে শৌক্রপদ্ধতিতে উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণ-কার্য্যে অর্গলরূপ বাধা দিতেছে। এই কাশী-ব্রাহ্মণ সভায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নপ্রমুখ সদস্যবর্গের ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষগণ বোধ করি বেদাধ্যয়ন ব্যতীত অন্য প্রকার শ্রমকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না বলিয়াই তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সম্প্রতি চ্যুতগোত্রীয় ব্রহ্মকুলের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন আর পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভায় কথক রাধাবিনোদ ও পাঠক প্রাণগোপাল প্রভৃতি মহাশয়গণও বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রিলিখিত 'ব্রাহ্মণাপসদ' সংজ্ঞার বা 'পংক্তিদূষকে'র কোন কার্য্যই করেন না। এই সকল মহাত্মা শৌক্রপদ্ধতি অনুসারে আপনাদিগকে প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট আপনাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন দশসংস্কারবিশিষ্ট প্রতিপাদনের অধস্তন জানাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মা হইতে ইহাঁদের পিতৃপুরুষ সমূহের নাম, অসবর্ণ বিবাহের প্রতিষেধক প্রমাণ, তাঁহাদের কেবল বেদাধ্যয়নী, অধ্যাপনা বৃত্তিতে অবস্থিতি প্রমাণ প্রভৃতি জানিতে পারিব আশা করিতেছি। এই সকল জানিতে না পারিলে আমরা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অজগরোপাখ্যান অনুপবাধ্যায় লিখিত বৃত্তব্রাহ্মণতার পথকেই শাস্ত্রীয় বর্ণনির্ণয়ের সুগম পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিব।

শ্রীরূপ শিক্ষা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ [illegible]াধিকারী)

(২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপ গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের জন্য যে সমস্ত মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। শুদ্ধভক্তির কথা বলিতে গিয়া মহাপ্রভু—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"॥ এই শ্লোকটী উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত নহে। আমরা দেখিতে পাই, গীতার সর্ব্বশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুহ্যতমজ্ঞান উপদেশচ্ছলেও বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন তুমি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐ সকল ধর্ম্মত্যাগের জন্য অনুশোচনা করিও না। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

আমরা যদি সাধু মহাজন বা পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণের আনুগত্যে আত্মকল্যাণ লাভেচ্ছু হইয়া গীতা-শাস্ত্র আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করি, তাহা হইলে কি উপলব্ধি করিতে পারি?—যেমন, কোন ব্যক্তি বলিলেন, "ইন্দ্র চোর নহেন,"—এই কথাটী অপর তিন জন লোক শ্রবণ করিলেন। প্রথম ব্যক্তি "ইন্দ্র চোর নহেন"—এই বাক্যের কেবল 'ইন্দ্র' শব্দটী শুনিয়াই চলিয়া গেলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ঐ ব্যক্তি আমার প্রতিবেশী ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছেন।" দ্বিতীয় ব্যক্তি "ইন্দ্র চোর"—এই কথাটি মাত্র শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন, তিনি মনে করিলেন,—"ঐ ব্যক্তি [illegible]কারী দেবরাজ ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছেন'!" তৃতীয় ব্যক্তি "ইন্দ্র-চোর নহেন"—এই কথাটি সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ পূর্ব্বক গমন করিলেন, তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"ঐ ব্যক্তি পরমৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলিয়াছেন।" একটি বাক্যই সম্পূর্ণ-ভাবে শ্রবণ না করায় তিন জনের মধ্যে পরস্পর এই প্রকার মতভেদ হইয়া পড়িল। শেষোক্ত ব্যক্তি বাক্যটী আদ্যন্ত শ্রবণ করায় বক্তার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি বাক্যটীর আংশিক-মাত্র শ্রবণ করায় বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্যটী বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপ ভাবে গীতার প্রকৃত লক্ষিতব্য বিষয়টী অবগত হইতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত কথাগুলি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশাবলীর মর্ম্ম স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না। কেহ বলেন, গীতায় কর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, কেহ বলেন,—জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, কেহ বলেন,—ভক্তির কথা বলিয়াছেন, আবার কেহ বা বলেন, যোগের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বশেষে ভগবান্ কি কথাটি বলিলেন?—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমস্ত বিধি একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমিই সমস্ত বিধির কর্ত্তা, এখন আবার সেই আমিই বলিতেছি,—তুমি আমার প্রণীত সমুদয় বিধি পালন না করিয়া একান্ত ভাবে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই বিধি পরিত্যাগ-হেতু তোমার যে সমস্ত পাপ হইবে, তাহা হইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব, তজ্জন্য তুমি অনুতাপ করিও না।" গীতায় এই শেষোক্ত কথাটী শুনিতে হইবে, নতুবা শ্রীভগবানের অন্তরের সর্ব্ব গুহ্যতম উদ্দেশ্যটী আমরা বুঝিতে পারিব না।

সংসারাসক্ত জীবকে ধীরে ধীরে ভগবানের নিকটে আনিবার জন্য গীতায় অধিকারি বিশেষে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। 'ভক্তি' জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগাদি দ্বারা অনাবৃত থাকিবে। অনেকে বলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান আলোচনা না করিলে কিরূপে চলিবে? এইরূপ বলিলে ভক্তিকে দুর্ব্বলা বলা হয়, জ্ঞান এবং কর্ম্ম ভক্তির সাহায্য না হইলে চলে না। গীতার প্রথমতঃ ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মের কথা, শেষের ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা ও মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। কারণ মাতৃরূপিণী ভক্তি-দেবী মধ্যস্থলে থাকিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপী দুইটি শিশুকে দুই হাতে ধরিয়া নিতেছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সার্থকতা—যদি ভগবানের সেবা হয়। ভক্তিদেবী সবলা, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু একদেশী কথা বলিতে বা লোক-বঞ্চনা করিতে আসেন নাই; তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাতে বর্ত্তমান জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান রহিয়াছে।" মহা-প্রভু গোস্বামী কহিয়া মত স্থাপন করেন নাই। তিনি চিজ্জড় সমন্বয় করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলিয়াছেন—মহা-চিৎ যুক্তা হউক অর্থাৎ চিতে চিতে সম্বন্ধ হউক। সমন্বয়—সম্যক্‌রূপে অন্বয় অর্থাৎ কর্ত্তার স্থানে কর্ত্তাকে, কর্ম্মের স্থানে কর্ম্মকে এবং ক্রিয়ার স্থানে ক্রিয়াকে যথাক্রমে অন্বয়ের নামই সমন্বয়। মহাপ্রভু শ্রীভগবান্‌কে আগে স্থাপন করিয়া তৎপরে কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে সমপর্য্যায়ে গণনা করার নাম বা একস্থানে স্থাপনের নাম সমন্বয় নহে। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয়যুক্ত সংসার-কারাগারে কয়েদীজীবের বিচার পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর বিচার শ্রবণ করা প্রত্যেক আত্ম-কল্যাণকামিব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা রোগীর দল, সৎচিকিৎসক রোগীর প্রতি অত্যন্ত তিক্ত বা তাহার রুচির প্রতিকূল ঔষধ ব্যবস্থা করিলেও পরিণামে তাহা রোগীর পক্ষে হিতকর জ্ঞান করিয়া সেটা গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহাপ্রভু 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' শ্লোকের প্রথম চরণের প্রতিকূল অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত শাস্ত্রাদিতে লিখিত শুদ্ধভক্তির বাধক—ধর্ম্মার্থ-কাম-বাঞ্ছাদির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া এখন পরের চরণের অনুকূল পন্থা-গুলি বর্ণনা করিতেছেন। 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং' অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন। এই 'কৃষ্ণ' কথাটী বিশেষ প্রণি-ধান-যোগ্য, কারণ এস্থলে নারায়ণ বা অন্য কোন দেবদেবীর অনুশীলনের কথা উল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণের অনুশীলনের কথা কেন বলিলেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা ক্রমশঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যের ও অন্যান্য উপদেশের তাৎপর্য্য রূপানুগ মহাজনগণের আনুগত্যে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

আনন্দের কথা

আজকাল আমাদের একটা বড় আনন্দের বিষয় হইয়াছে যে, 'বৈষ্ণব' বলিতে বহু পূর্ব্ব হইতে লোকে যে একটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেটা এখন অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন, জীব মাত্রই বিষ্ণুদাস বা কৃষ্ণদাস না হইয়া পারেন না, আর সেই বিষ্ণুদাস্য বা কৃষ্ণদাস্যই তাঁহাদের বৈষ্ণবতা। বর্ত্তমানে কতকগুলি নেড়া নেড়ী, মর্কট বাবাজী বৈরাগীদের ঘৃণিত আচার ব্যবহার দেখিয়া শিক্ষিত ভদ্রসমাজ বিষ্ণুদাসের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ শ্রীতুলসীমালা ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেও তাঁহারা যে ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবান [illegible] বৈষ্ণব, [illegible] [illegible] করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা [illegible] বিষয় আর কি হইতে পারে?

একটী নিবেদন

তবে শিক্ষিত সমাজের প্রতি আমাদের একটী নিবেদন এই যে, চোর সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছে বলিয়া সাধুর বেশটী যেমন গর্হণীয় হইতে পারে না, সেইরূপ কত দূর্ত্ত ভণ্ড মর্কট বৈরাগী বৈষ্ণবের বেশের অমর্য্যাদা করিতেছে বলিয়া বৈষ্ণবের বেশটীই কিছু নিন্দনীয় নহে বা বৈষ্ণববেশধারী মর্কট বৈরাগীরাই বৈরাগ্য-প্রধান বৈষ্ণব নহে।

শ্রীতুলসী বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র—বিষ্ণুমন্দির, বিষ্ণুজন বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ বিষ্ণুপ্রিয় বস্তু ধারণ করিবেন, ইহাতে আর লজ্জা বা আপত্তির বিষয় কি আছে? অনেক স্ত্রৈণ ব্যক্তিকে দেখা যায়, তিনি স্ত্রীর প্রীত্যর্থ স্ত্রীর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ স্ত্রীর কোন প্রিয় বস্তু অঙ্গে ধারণ করিয়া স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আনুগত্যের পরিচয় প্রদান করেন অথবা স্ত্রীও স্বামীর কোন বস্তু ধারণ করিয়া স্বামীর প্রতি তাঁহার অনুরাগের পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্রূপ ভক্তও ভগবানের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপ্রিয়দ্রব্য অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিবেন, ইহাতে আর যুক্তি প্রমাণের আবশ্যকতা কি আছে?

পশ্চিমদেশমাত্রেই দেখা যায়, হিন্দু মাত্রেরই মস্তকে এক গুচ্ছ লম্বমান [illegible] বা শিখা আছে, শিখাহীন ব্যক্তি পশ্চিম-দেশবাসীর দৃষ্টিতে অহিন্দু। [illegible] আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার [illegible] বহুদিন হইতে শিখাধারণের অভ্যা[illegible] ত্যাগ করিয়াছেন, শিখাধারণটা [illegible] তাঁহাদের বর্ত্তমান সভ্যতার [illegible] বিরোধী বলিয়া ধারণা হইয়া পড়িয়াছে [illegible] তাই প্রাচীনের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ[illegible] বঙ্গবাসীর মধ্যে যদি কেহ শিখা ধারণ করিতে চান, তাঁহাকে 'চাঁ'ল কলা' [illegible] [illegible] বাবুঙ্গ', 'বৈষ্ণব বোষ্টম' ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত হইয়া উপহাসাস্পদ হইতে হয়। শিখাধারণটা বহু আয়[illegible] পুরাতন [illegible] প্রচলিত, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বা [illegible] কথা বিষ্ণুভক্তবৈষ্ণব [illegible] নহে। বৈষ্ণব চিহ্নগুলি আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে আমরা ভগবানের দাস নহি—আমরা বিষ্ণুদাস বা বৈষ্ণব।

অতএব তিলক বা [illegible] ধারণ করিলেই যে বৈষ্ণবতা হইয়া গেল, তাহা আমাদের বক্তব্য বিষয় নহে, তবে [illegible] অনুকূল। সজ্জনগণ [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সর্বজনীন সর্ববাদিসম্মত বিশুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতার আলোচনায় পরে প্রত্যেকে বিষ্ণুভক্তবৈষ্ণব চিহ্ন-সমূহ ধারণের [illegible] আত্মজনোচিত অনুষ্ঠান করুন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

শালগ্রাম পূজার

অধিকারী কে?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] শাস্ত্রাধিকারী)

পারমার্থিক বা বৈষ্ণবগণ সনাতন আত্মধর্মকেই "স্বধর্ম" বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহারা সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণের ফলে মায়াধর্ম হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু জাগতিক বা স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের অধিকারে ঔপাধিক জাতিধর্ম ও কুলধর্ম্মকেই 'ধর্ম' বলিয়া বিচার করেন; তাঁহারা স্মার্ত্তগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণের অভিনয় করিয়াও মায়াধর্ম হইতে ত্রাণ পান না। [illegible] আত্মহত্যাকারী স্মার্ত্ত মনে করেন, দীক্ষা একটী পুণ্যময় ক্রিয়ামাত্র; ঐরূপ পুণ্যকার্য্য দ্বারা ইহজন্মে কখনও বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না বা ইহাতে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ নষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্র বলেন, ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে মানুষের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে,—"অপ্রারব্ধং পাপং প্রারব্ধং [illegible] ভক্তিদা॥" অপ্রারব্ধ এবং প্রারব্ধ ভেদে পাপ দুই প্রকার। [illegible] প্রারব্ধ পাপ ইহাকেই বলে, যাহা [illegible] অবস্থিত আছে এবং যাহার [illegible] উপস্থিত হয় নাই। ইহা অনাদি ও অনন্ত। আর প্রারব্ধ পাপ, যাহা [illegible] অর্থাৎ যাহার নীচ যোনিতে [illegible] ক্লেশাদি ভোগ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপরাশির সম্বন্ধে [illegible] [illegible] "[illegible]" যৎ [illegible] সত্তঃ [illegible] পূতঃ অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] তুল্য প্রায়শ্চিত্তের [illegible] "[illegible] কথঙ্কথিত শ্রীনামগ্রহণেও [illegible] ভক্তিতে স্মরণ [illegible] চিত্তশুদ্ধি হয়—এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত [illegible] প্রায়শ্চিত্ত অতি [illegible] ভক্তি শ্রীভগবানে পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেইরূপে যদি কেবল, হে ভগবন্! তোমার নামশ্রবণ, তোমার নামকীর্ত্তন, তোমাকে নমস্কার এবং তোমার স্মরণ ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটী যাজন করিলে, কুকুর-ভোজী চণ্ডালও যখন শীঘ্রই সোমযাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যে পবিত্র না হইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে, অর্থাৎ অবশ্যই কৃতার্থ হইবে।

কুকুরভোজী চণ্ডাল যখন সদ্যই সোমযাগ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এতদ্দ্বারা সোমযাগের প্রতিকূল দুর্জ্জাতির প্রারব্ধ পাপ নাশ সম্ভব হইল, যেহেতু কুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জাতিদোষ হইতে স্বপচকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। "দুর্জ্জাতিরেব সবনায়োগ্যত্বে কারণং মতং। দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ॥" এস্থলে স্বপচত্বরূপ দুর্জ্জাতিই সোমযাগে অযোগ্যতার কারণ এবং দুর্জ্জাতির আরম্ভক অর্থাৎ নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ পাপকে প্রারব্ধ বলে। পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে,—"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥" অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহাদিগের অপ্রারব্ধফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ—এই পাপ-চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়।

পারমার্থিক-শাস্ত্র বৈষ্ণবী-দীক্ষায় দীক্ষিত পুরুষকে 'অন্ত্যজ' 'শূদ্র' বা 'শৌক্র ব্রাহ্মণাদি জাতিসামান্যে দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন,—"যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে। জন্মজন্ম সে অধম যোনিতে ডুবি মরে॥" কিন্তু জাগতিক, স্মার্ত্ত বা অবৈষ্ণবগণের বিচার সেরূপ নহে। স্মার্ত্তগণ বলেন,—শৌক্রব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহই শালগ্রাম পূজার অধিকারী হইতে পারেন না, আর স্ত্রীলোকের শালগ্রাম সম্বন্ধে [illegible] অনুরূপ। কিন্তু পারমার্থিক বা [illegible] বলেন,—বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শালগ্রাম পূজার অধিকারী। যদি তাঁহারা শালগ্রামপূজা না করেন, [illegible] তাঁহাদের প্রত্যবায় হইবে। বৈষ্ণবী-দীক্ষায় [illegible] অতিরিক্ত [illegible] সংস্কার লাভ হয়, [illegible] সকল সংস্কার যে 'ব্রাহ্ম' [illegible] তাহার অর্থ, প্রত্যেক বক্তব্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুসারে প্রভু শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—"শালগ্রামাদি পূজা তু ভগবদ্‌ভক্তেষু [illegible]।" এই বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই যখন এই পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইতে হইবে, তখন প্রত্যেক দীক্ষিতেরই শ্রীশালগ্রাম অর্চ্চনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলিয়াছেন, যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষই হউন না কেন, বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া শালগ্রামপূজার নিত্য অধিকার প্রাপ্ত হন; পাদ্মে—"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন। স চণ্ডালাদি-বিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ॥" স্কান্দে চ "এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥" "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥" অতো নিষেধকং যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" দিগ্দর্শিনী—"যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভির্দ্বিজাদ্যৈঃ। * * মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনং বিরোধাভাবং-সর্বাপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ বৈষ্ণবৈঃ অভিতমিতি মন্তব্যম্। * * অতঃ শূদ্রৈরন্ত্যৈরপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিন্তু তদন্তে * * ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব।"—পদ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি কিছুমাত্র ভোজন করে, তাহাকে চণ্ডালাদির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া কল্পকাল যাবৎ অবস্থান করিতে হয়। স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকলেরই শ্রীশালগ্রামের পূজায় অধিকার আছে। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন কুলোদ্ভূত পুরুষ, বা স্ত্রীই হউন বা কেন, বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলেই শালগ্রামরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন। স্কন্দপুরাণে আরও লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুলোদ্ভূত পুরুষ এমন কি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিরও বৈষ্ণবী-দীক্ষা লাভ হইলে শালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে। কিন্তু অপরের অর্থাৎ হরিভক্তিহীন বিপ্রাদি বা শূদ্রের সেই অধিকার নাই। অতএব স্ত্রী শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রাম অর্চ্চনা বিষয়ে যে সকল স্পষ্ট নিষেধবাক্য দেখা যায়, তত্ত্বদর্শি-ব্যক্তিগণ বলেন যে সেই সকল বাক্য অবৈষ্ণব আত্মবঞ্চক [illegible] শ্রীশালগ্রাম ব্রাহ্মণেরই পূজ্য, পারমার্থিক দীক্ষা-দীক্ষিত [illegible] শূদ্র [illegible] বা শৌক্র-ব্রাহ্মণাদি জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণবী-দীক্ষা-প্রভাবে পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। সেই সকল পারমার্থিক ব্রাহ্মণের শালগ্রাম-পূজায় নিত্য অধিকার আছে।

সহৃদয় পাঠকগণ! শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপরি উক্ত শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন স্মার্ত্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে কিরূপ তারতম্য ভেদ রহিয়াছে। অনেক আচার্য্যনামধারী, অনেক গোস্বামীনামধারী, বৈষ্ণব নামধারি ব্যক্তি শিষ্যকে যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রদান করেন, বলিয়া মুখে বলিয়া থাকেন, অথচ স্বয়ং গুরুই শিষ্যকে জাতি-সামান্যে দর্শন করিয়া গোস্বামী ও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিরুদ্ধাচরণের প্রথম আদর্শ স্থাপন করেন। ঐ সকল গুরুনামধারিগণ তাঁহাদের নীচকুলোদ্ভূত শিষ্যগণকে কখনও শালগ্রাম-পূজা করিবার উপদেশ করেন কি না, তাহা আপনারা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পারেন। অথচ শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এ বিষয়ে স্পষ্ট আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইলে এই সকল আচার্য্য গোস্বামী গুরুব্রুবগণ কি স্মার্ত্ত না বৈষ্ণব? ইঁহারা কর্মজড়স্মার্ত্তের শাসন অনুসরণকারী, না গোস্বামিগণের শাসন অনুসরণকারী, তাহা নিরপেক্ষ সুধী-সমাজ বিচার করিবেন।

শ্রীশালগ্রাম সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণাও শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজের ধারণা হইতে পৃথক্। ইঁহারা শালগ্রামে সাধারণ শিলা-বুদ্ধি করেন বলিয়াই শালগ্রামকে বাহ্য-শৌচাদির অন্তর্গত মনে করেন। স্মার্ত্তগণ অমেধ্য মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিয়া শালগ্রাম অর্চ্চনা (?) করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবী-দীক্ষায়-দীক্ষিত সদাচারী ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধানানুসারে সেই শালগ্রাম স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দর্শনে অন্তর্গত শিলা, অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা প্রাকৃত বস্তু দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুর শুদ্ধিসম্পাদনে সচেষ্ট হন। তাঁহারা শালগ্রামের দ্বারা নিজ নিজ দৈহিক ও মানসিক স্বার্থসিদ্ধি করাইবার [illegible] "ভৃত্যের" স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন। ইঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বিচারের ঠিক বিপরীত আচরণকারী সদ্গুরুর নিকট হইতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত শুদ্ধপারমার্থিকগণ চেতন বুদ্ধির সহিত সম্বোধন দ্বারা সেবারূপ শ্রীশালগ্রামরূপী ভগবানের সেবা ও ইজ্যতর্পণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারাই শাস্ত্রশাস্ত্র ও সাধুমহাজনগণের অনুমোদিত পথ অনুসরণ [illegible] [illegible] অর্চ্চনের প্রকৃত অধিকারী হন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহামহোৎসব

(নিজস্ব-সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের উৎসব গত ১৭ই নভেম্বর ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ২০শে নভেম্বর ৪ঠা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় ব্যাপিয়া মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ উষায় সুমধুর অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পূর্ব্বাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রদোষে হরিসংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী মুক্তাকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনেক সত্যপিপাসু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ভক্তবৃন্দের এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া হরিকথামৃত পান করিয়াছেন।

ভক্তগণ কুরুক্ষেত্র উৎসবের পর শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরহকাতরা ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণমিলনোৎসব সমাপ্ত করিয়া নৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংসমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজও সপার্ষদে তথায় উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তনদ্বারা ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিবেন।

নানা কথা

বাঁদর তাড়াইতে বিপত্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত বাইতলা গ্রামের হরিপদ নামে একব্যক্তি গত ৭ই নভেম্বর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় একটী বন্দুক লইয়া বাঁদর তাড়াইতে যায়। বাঁদরগুলি ভয়ে পলাইয়া গেলে লোকটি গুলিভরা বন্দুকটি ঘরের দরজার নিকট রাখিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় বন্দুটী দৈবাৎ পড়িয়া গিয়া গুলী ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে লাগে। সেই দিন অপরাহ্নেই তাহার মৃত্যু হয়।

কাশ্মীরে বোমা

একজন নিহত কয়েকজন আহত

জম্মু ১৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ঐদিন ১২।০ টার সময় ভেনিস গেটের বিপরীত দিকে গণেশদাস বাজারে একটী বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। কয়েকজন লোক পেশোয়ার হইতে নাইকু দেবী দর্শন মানসে আসিয়া একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিল, সেই ঘরেই বোমা ফাটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে পরমচাঁদ সেঠী নামক এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। ওয়াজিরচাঁদ নামক একব্যক্তি সাংঘাতিক জখম হইয়া হাসপাতালে আছে, অপরাপর সকলে সামান্য আহত হইয়াছে।

বোমা ফাটার শব্দ বহুদূর হইতে শোনা গিয়াছিল। ঘটনার পরই পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ব্যাপারটি রহস্যময়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

কলিকাতায় সেবা সমিতি

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের অকস্মাৎ মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতা সেবা সমিতির গৃহে কবিরাজ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল ও নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিতে পাশ করা হইয়াছিল। ১। দেশপূজ্য লালা লাজপত রায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য ভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা হয়। ২। নিঃস্বার্থ কর্ম্মী লালা লাজপত রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। ৩। সমিতির সমস্ত কার্য্যাদি ৩ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হইবে।

বরিশালে শোকোচ্ছ্বাস

দোকানপাট সব বন্ধ

গত (শনিবার সন্ধ্যার সময় লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুসংবাদ বরিশালে আসিয়া পৌঁছিবামাত্রই হাজার হাজার লোক ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য দৌড়িয়া কংগ্রেস কার্য্যালয়ে আসিয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্থানীয় সিনেমা কোম্পানীর কার্য্যালয়ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ তখন কংগ্রেস কার্য্যালয়ে সমবেত হইয়া ঠিক করেন যে পরের দিন সকালে একটী শোভাযাত্রা ও শোকসভার আয়োজন করিতে হইবে, এই সম্পর্কে ইহাও নির্দ্ধারিত হয় যে, শোভাযাত্রা ও সভার সময়ে সমবেত লোককে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হইবে; ঢোল পিটাইয়া তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সহরময় প্রচার করা হয়।

খাদি বিক্রয়

পূজার মরশুমে খাদি প্রতিষ্ঠান এক-মাসে ৪৭ হাজার টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছে। খাদি প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ যে বাড়িয়াছে এই বিক্রয়ের অঙ্কটির ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহাদের সহানুভূতিরও পরিচায়ক। আমরা বাংলার জনসাধারণকে এজন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশা করি, তাঁহারা যে সহানুভূতি পূজার সময় দেখাইয়াছেন, খদ্দরের অগ্রগতিতে প্রতিষ্ঠান তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। প্রতিষ্ঠানের শাল, আলোয়ান, কোটের কাপড় উৎকৃষ্ট। তাহা যে কোন রকমের রুচির চাহিদা পূর্ণ করিতে পারে। শ্রী এবং দামের দিক দিয়া বিচার করিলে যে কোন মিলের বস্ত্র অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইবে।

শৃগালের মুখে শিশু

গত ৭ই নভেম্বর প্রাতে হুগলি চুঁচুড়ার জামবাবুর ঘাটে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটী হিন্দুস্ত্রীলোক ব্যারাম্দায় তাহার দুগ্ধমাসের শিশুটীকে ঘুম পাড়াইয়া কাপড় কাচিতে যায়, সেই সুযোগে একটী শৃগাল আসিয়া শিশুটীকে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে থাকে। শিশুটীর ক্রন্দন শুনিয়া মাতা ছুটিয়া আসে এবং শৃগালটীকে তাড়া করে। শৃগাল শিশুটিকে ফেলিয়া চম্পট দেয়। হাসপাতালে শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে ভদ্রকদের লোক জনের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে।

রাজপুতানার প্রজা সম্মেলন

আজমীরে অধিবেশন

গত ১৫ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় রাজপুতনা প্রজা-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভায় স্থির হইয়াছে, আগামী ২৩শে ও ২৪শে নভেম্বর "সৌরাষ্ট্র" সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠের সভাপতিত্বে আজমীরে সম্মেলনের এক অধিবেশন হইবে। সভাপতি মহাশয় ২২শে তারিখে এখানে পৌঁছিলে তাঁহাকে লইয়া রাস্তায় মিছিল বাহির করা হইবে। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিবেন বলিয়া আশা করা যায়। মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি বহু দেশমান্য নেতাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এজন্য জোর আয়োজন চলিতেছে।

দিল্লীতে সাইমন-কমিশন

ব্যবসায়ীর সঙ্কল্প

এখানকার হিন্দুস্থানী মার্কেন্টাইল এসোসিয়েশন সমস্ত পাইকারী ও খুচরা কাপড় ব্যবসায়ী ও কাপড়ের দালালদের দ্বারা গঠিত। এই সমিতি একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ৪ঠা ... শে তারিখে সাইমন কমিশন দিল্লীতে উপস্থিত হইলে তাঁহারা হরতাল করিবেন।

বেঙ্গল-নাগপুর

রেলওয়ে কোং লিঃ

(বিলাতে ইন্‌কর্পোরেটেড)

২৩শে-২৫শে নভেম্বর

যে সপ্তাহ শেষ হইবে তাহার জন্য

উইক-এণ্ড-টিকিট

বিক্রয় ও ব্যবহারের সময় বৃদ্ধি

১৬ বা তদূর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী যে কোন দুই ষ্টেশনের মধ্যে বি. এন্. রেলওয়ে যাতায়াতের জন্য ২৩শে-২৫শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইবে, তাহাতে মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর উইক-এণ্ড টিকিট টিকিটসমূহ ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২৪শে নভেম্বর—শনিবার পর্য্যন্ত বিক্রয় করা হইবে। ২৭শে নভেম্বর মঙ্গলবার মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ঐ টিকিট লইয়া ফিরিয়া আসা চলিবে। প্রত্যাবর্ত্তনের শেষ তারিখের পূর্ব্বে যে কোন তারিখে প্রত্যাগমন যাত্রা আরম্ভ করা চলে, তবে যে গন্তব্যের মধ্যে ফিরিয়া আসা দরকার, সেই সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেই চলিবে।

(মধুপুর ও পার্বতীপুর জংশন ষ্টেশনে উইক-এণ্ড-টিকিট বিক্রয় করা হয় না।)

বাজিতে বিপদ

কলিকাতায় ঠাকুর ক্যাসল রোডে একটা দোকানে কমল কৃষ্ণ হালদার নামক একজন লোক বাজি প্রস্তুত করিতেছিল। হঠাৎ বাজি ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে সংবাদ পাইয়া দমকল ঘটনাস্থলে গিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোন স্থানে আগুন লাগে নাই। উক্ত লোকটী এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছে।

কাশীতে মহামারী

একদিনে প্রায় ৫০০ লোকের মৃত্যু

সংবাদে প্রকাশ, সূর্য্যগ্রহণের ভিড়ের ফলে এখানে কলেরা মহামারী অতি ভয়ানক ভাবে দেখা দিয়াছে। গতকল্য একমাত্র মণিকর্ণিকাঘাটেই ৪৯৮টী মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে। এদিকে অন্নকূট উপলক্ষে এখানে নূতন যাত্রীর সমাগম হইতেছে।

সাইমন কমিশনের শোক

লাহোরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, লালাজীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সাইমন এবং কমিশনের সভ্যগণ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible]

১১ই অগ্রহায়ণ, [illegible]—১৩৩৫।

বিরহ-স্মৃতি

গত শ্রীউত্থান-একাদশী বা শ্রীরাসপঞ্চ-বাসরে গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা 'আমার প্রভুর প্রভু' শ্রীবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি, তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠ ও তদনুগত যাবতীয় মঠে কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

পরমহংস বাবাজী মহাশয় একদিকে যেমন 'বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসে' নিষ্ণাত থাকিয়া আদর্শ সদাচার বা পারমহংস্যাচার প্রদর্শন করিয়াছেন, অপরদিকে তেমন কপট বা কৈতবযুক্ত লোকের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া অসৎসঙ্গত্যাগের অনন্ত আদর্শ ছিলেন। তাঁহার স্বভাব-সুলভ কৃষ্ণানুরক্তি স্মরণ করিয়া জীব-মাত্রেরই হৃদয়ে অহংগ্রহোপাসকের ফল্গুবৈরাগ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা ও যুক্তবৈরাগ্যের প্রতি আদর আপনা হইতেই উদিত হইয়া থাকে। "যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কথাটী তাঁহাকে যিনি নিষ্কপটে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। বাবাজী মহাশয় অধিকাংশ সময় শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে তুলসীকাননে বাহ্য-বিস্মৃত হইয়া ভজনানন্দে কোনও সময় দুই তিন দিন পর্য্যন্ত আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া একাসনে বসিয়া ভজন করিতেন। তখনকালে অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াও দৈবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

ভয় দূর হয় কিসে?

(শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার [illegible])

শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ ও ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অবৈষ্ণব অভিমানী বদ্ধজীব নিত্যকাল এই মর্ত্ত্যধামে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধতাপে সন্তাপিত হইতেছে। দেহের নানাপ্রকার ব্যাধি, শোক, তাপ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তাপাদি; যক্ষ আধিদৈবিক [illegible] ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আধিদৈবিক তাপাদি; ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বা চৌর, দস্যু, তস্কর, সর্পাদির আক্রমণজনিত আধিভৌতিক তাপ যখন আমাদিগকে উদ্বেগ করিয়া তুলে, তখন আমাদের মত অপর এক শ্রেণীর ত্রিতাপগ্রস্ত মনুষ্য আমাদের ত্রিতাপ-যন্ত্রণা দূরীকরণে যত্ন করিতে পারেন। কিন্তু কৈ, তাঁহারা ত' ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ বিনষ্ট করিতে পারেন না বা তাপ-দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে নিরাপদ বা অভয়স্থানে লইয়া যাইতে পারেন না।

একদা দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া সুমধুর হরিনাম গান করিতে করিতে দ্বারকাধামে আগমন করিলে শ্রীবসুদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মণ! হে অচ্যুতাত্মন্! মর্ত্ত্যবাসি জনগণ কি উপায় অবলম্বন করিলে সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিনামগান-পূর্ব্বক আপনার ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন?

তদুত্তরে শ্রীনারদ বলিয়াছিলেন,—"মর্ত্ত্যজীব একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিলেই নিত্যকালের জন্য সমুদয় ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।" মর্ত্ত্য-জনগণ সুখদুঃখের চক্রে নিত্যকাল আবর্ত্তিত হইতেছেন। দেবতাগণ যে ভাবে উপাসিত হন, সেই ভাবে সুখদুঃখাদি প্রদান করেন; তাঁহারা কোন বস্তুর ছায়ার ন্যায় কর্ম্মদর্শীমাত্র। বস্তুর আকার অনুযায়ী ছায়া হইয়া থাকে, দেবতাগণও তদ্রূপ মনুষ্যের উপাসনার তারতম্যানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি আপনাকে সুখী বোধ করেন, তিনি যে প্রকার সর্ব্ববিষয়ে ভীত, যিনি নিজকে দুঃখী বোধ করেন, তিনিও সেই পরিমাণে ভীত। এজগতের সুখী ও দুঃখী—দুই-ই প্রতিনিয়ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সমানভাবে ভয় প্রাপ্ত হইতেছেন। ধনী ধন-সংরক্ষণের ভয়ে ভীত, নির্ধন ধনের অভাবে ভীত, পিতা পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভয়ে ভীত, যিনি অপুত্রক, তিনি পুত্র না হওয়ার দরুণ জরাদি ভয়ে ভীত। মর্ত্ত্যবাসী এইরূপ বিভিন্নভাবে সকল অবস্থাতেই ভীত। যেকাল পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্ম আচরণ না করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত ভয়ের তাড়নায় অনবরত অস্থির থাকিবেন। অন্যোধর্ম্ম-চালিত হইয়া কেহ কোন কালেই এই ভয়ের কারণ দূরীভূত করিতে সমর্থ হন নাই। পুরাণ ইতিহাসাদি তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

একমাত্র ভাগবতধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবা করিলেই জীব এই বিপৎসঙ্কুল সংসারকাননে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবেন। আর দ্বিতীয় পথ নাই। মহাজনগণ এই পথই প্রদর্শন করিয়াছেন। নিখিল সাত্বত শাস্ত্রও তারস্বরে এই কথাই বলিতেছেন। জড়বস্তুর সেবা, জড়বস্তুর আলোচনা উদরান্নের জন্য ব্যস্ততা—দুঃখ দূর করিয়া সুখ-প্রাপ্তির চেষ্টা—এক দেহ-মনের উপরি অপর দেহ-মনের কাল্পনিক কর্ত্তৃত্বের দূরীকরণ-প্রয়াস, এক দেহকে সম্পূর্ণভাবে জাতির অন্তর্গত মনে করিয়া বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত অপর দেহের সম্মেলন-চেষ্টা দ্বারা কখনই মর্ত্ত্যজীব ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। ইঁহারা ত্রিবিধ তাপে নিত্যকাল জর্জ্জরিত হইতে থাকিবেন—এক তাপের অবসান হইতে না হইতে অপর তাপের উদয় হইবে। বন্যার আক্রমণ থামাইতে না থামাইতে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ, আবার ঘূর্ণিবায়ুর আক্রমণ, আবার প্লেগের, আবার বসন্তের আক্রমণ, আবার দাঙ্গা হাঙ্গামা, আবার যুদ্ধ, আবার আত্মীয়-বিয়োগ ইত্যাদি বহুবিধ ভয়ের কারণ দেখা দিবে। সুতরাং একমাত্র ভয়ের ঔষধ—শ্রীভাগবতধর্ম্ম-আচরণ এবং ইহাই মায়াবদ্ধ-জীবের নিত্য-সহচর দারুণ ত্রিতাপের মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইবার প্রকৃষ্ট উপায়। "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

মহারাজ ভরতের মৃগ-দেহ-প্রাপ্তি

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

পূর্ব্বকালে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এতদূর সদাচার-সম্পন্ন ও স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে, তাঁহাকে লোকে 'রাজর্ষি' বলিত। ইনি ভগবান্ ঋষভদেবের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। আমাদের এ দেশের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল, মহারাজ ভরত রাজা হইবার পর তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। রাজর্ষি ভরত নির্দ্দিষ্ট কাল রাজত্ব করিয়া হরি আরাধনা করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং পুলহাশ্রমে গমন পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আশ্রমটী সরিদ্বরা গণ্ডকীনদীর উপকূলে বিরাজিত ছিল। তথায় একাগ্রমনে ভগবদারাধনার ফলে ক্রমে তাঁহাতে কম্প-অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সমূহ পরিদৃষ্ট হইতে থাকিল। একদিন তিনি গণ্ডকীনদীতে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক তটিনীর কূলে বসিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী গর্ভবতী হরিণী পিপাসিতা হইয়া জল-পানেচ্ছায় সেই নদীতে নামিয়া জল পান করিতে উদ্যত হইলে অদূরে একটী সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নির্জ্জন উপবনে হঠাৎ এরূপ বিকট সিংহ-নিনাদ চকিত স্বভাবা হরিণীকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তখনও তাহার পিপাসা নিবৃত্তি হয় নাই, কিন্তু তবুও প্রাণ-ভয়ে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হরিণী তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নদী উল্লঙ্ঘন করিল। ঐ সময় তাহার গর্ভপাত-হেতু গর্ভস্থ শিশুটী জলে পড়িয়া গেল এবং হরিণীও তীরে গিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। ভগবদুপাসনারত ভরত নদীতীরে বসিয়া এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইরূপ চিত্রে পাষাণতুল্য কঠিন-হৃদয় মনুষ্যেরও অন্তরে দয়ার সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না। ভরতেরও তাহাই হইল। ভাগবত-প্রবর ভরত হরিণ-শাবকটীকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদারাধনা হইতে বিরত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—"নূনং হ্যার্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কৃপণসুহৃদ এবংবিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরানুপেক্ষন্তে"—উপশমশীল আর্য্য সাধুগণ দীনজনের সুহৃদ, তাঁহারা দীন ব্যক্তিকে দয়া করিবার জন্য আপনাদের গুরুতর অর্থও উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

এইরূপ বিচার করিয়া ভরত মাতৃ-পিতৃহীন নিঃসহায় হরিণ শাবকটাকে স্রোত হইতে তুলিয়া আনিয়া পরম যত্নে উহার সেবা করিতে লাগিলেন। যদ্যপি ভরত শুদ্ধ ভগবদারাধনার জন্য দুস্ত্যজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, গৃহসুখ সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধ ভগবৎসেবার জন্য প্রবল হইতে প্রবলতর পিপাসা না জাগিয়া দরিদ্রতায় নারায়ণ-বুদ্ধি হইল! প্রকৃতিতে ঈশ্বর বুদ্ধি হইল! প্রকৃতি-দেবীও সময় বুঝিয়া ভরতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন। দ্বিতীয়াভিনিবেশ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি অবরতম শ্রীভগবানের সেবা-মাধুরী উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দ্বিতীয়বস্তু প্রকৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া বিচার করিলেন,—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর॥" তখন ভরত ঐ হরিণশাবক অর্থাৎ মায়াকে ঈশ্বর ভাবিয়া তাহার পোষণ, তোষণ, লালন, পালনে অভিনিবেশ বশতঃ আত্মহিতচিন্তায় উদাসীন হইয়া পড়িলেন, এমন সময় তাঁহার অন্তিম কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মৃগ-শিশুতে তিনি এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, দেহ-ত্যাগ কালেও তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন ঐ মৃগ-শিশু তাঁহার নিজ পুত্রের

ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে 'মৃগ' ভাবিতে ভাবিতে ভরত মৃগের সহিত এই সংসার ও মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। গীতায়ও ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্-ভাবভাবিতঃ॥"

অর্থাৎ অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

রাজর্ষি ভরত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতি বশতঃই তাঁহার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। তিনি মায়াবাদীর ন্যায় চিরাপরাধী ছিলেন না। মায়াবাদিগণ যে প্রকারে মায়ারূপে হরিক্রতা অর্থাৎ ভগবানে মায়ার আরোপ করিয়া থাকেন, অথবা ভগবানের নিত্য চিদ্বিলাসকে মায়িকজ্ঞান করিয়া থাকেন ও নির্ব্বিশেষ আত্মবিনাশকেই শ্রেষ্ঠ পদবী বলিয়া কল্পনা করেন, ভগবদ্ভক্ত ভরত সেরূপ বিচারক ছিলেন, না। কেবল দুষ্কৃতি বশতঃ তাঁহার সাময়িক বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার হৃদয় মায়াবাদী ও নির্ব্বেদজ্ঞানীর ন্যায় বজ্রসম কঠিন ছিল না; তাই ভাগবত ভরত কিছুকাল পরে নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা বুঝিতে পারিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন,—"হায় কি কষ্ট! আমি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি যে জন্য স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে অবস্থান পূর্ব্বক একান্তভাবে শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন, অনুস্মরণ প্রভৃতি ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট না করিয়া সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে যে মন স্থাপিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম, সেই মনই মৃগ-বালকে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভগবান্ হইতে একেবারে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে; অহো! আমি কি মূর্খ ও মন্দভাগ্য।" (ক্রমশঃ)

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি-সম্বন্ধে

দু-একটী কথা

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
হেড্ মাষ্টার, বামনপুকুর এম্, ই স্কুল)

প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক বাদানুবাদ চলিলেও আধুনিক চিন্তাশীল এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমান মায়াপুর ও বামনপুকুর লইয়াই প্রাচীন নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল—মায়াপুর। একদল লোক আছেন, যাঁহারা অনেক বিষয় উপলব্ধি করিয়াও নিজেদের কোট বজায় রাখিবার অভিপ্রায়েই সত্যকেও মিথ্যা বলিয়া এবং মিথ্যাকেও সত্যের আবরণে মুড়িয়া সাধারণে প্রচার করেন, কিন্তু সত্যকে বেশীদিন মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখা যায় না। একদিন না একদিন তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি অনুধাবন করিলে বিবেক-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান মায়াপুর ও বামনপুকুরই নিঃসংশয়ে প্রাচীন নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল।

১। রাজপ্রাসাদ রাজধানীতে না থাকিয়া রাজধানী হইতে বহুদূরে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে থাকে না। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সেনবংশের রাজধানী নবদ্বীপে ছিল এবং বল্লাল পুত্র লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপেই বসবাস করিতেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তসেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। যাঁহারা শ্রীমায়াপুর ও তদন্তর্গত বর্ত্তমান বামনপুকুরকে নবদ্বীপ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, তাঁহারা কি অন্য কোন স্থানে গঙ্গাতীরে বল্লালের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখাইতে পারেন? আধুনিক নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে বামনপুকুর ভিন্ন এমন কোন স্থান নাই যেখানে একটা রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। নিকটেই বল্লালদীঘী গ্রাম ও বল্লালদীঘীর খাত এখনও বল্লালের স্মৃতি রক্ষা করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতির সম্যক্ পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে। নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং একথা যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা এ স্থানই যে নবদ্বীপ একথা স্বীকার করিতে ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ বাধ্য। বঙ্গদেশের রাজধানী যে গৌড়, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ; পাণিনিতে গৌড়পুর বলিয়া যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইস্থানটীই যে বর্ত্তমান বল্লালদীঘী গ্রামের নিকটস্থ, তাহা প্রত্যক্ষ করিলেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়।

২। পক্ষান্তরে কাজীর পাট অন্যতম নিদর্শন। মুসলমান-শাসন-সময়েও এই স্থান নবদ্বীপ বলিয়া পরিচিত না থাকিলে এখানে কাজী অর্থাৎ বিচারক থাকিতেন না। সাধারণতঃ জেলার প্রধান সহরেই বিচারক থাকেন এবং নবদ্বীপ নদীয়ার প্রধান সহর হিসাবে এখানেই কাজী বাস করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনবিরোধী কাজীকে উদ্ধার করিয়া খোলাবেচা শ্রীধরের ঘরে লৌহনির্ম্মিত ফুটা পাত্রে জলপান করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই শ্রীধরের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিদিন, কিলা লাউ, থোড় মোচা লইয়া আসিতেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত তন্তুবায়পাড়া, শঙ্খবণিক পাড়াতেও পরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ ও কাজীর গৃহ এবং শ্রীধরের গৃহ যদি গঙ্গাপার ও বহুদূরবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন সেই সকল স্থানে পরিভ্রমণ কখনও সম্ভবপর হইত না। শ্রীমায়াপুরের যে অংশ সম্প্রতি বামনপুকুর বলিয়া পরিচিত, তথায় এখনও তন্তুবায় পাড়া প্রভৃতি স্থানগুলির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল জাজ্বল্যমান প্রমাণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিতেও স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুরকে রামচন্দ্রপুরে অপসারিত করিবার যে অসচ্চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহার মূলে যে নিশ্চয়ই কোন স্বার্থ বিজড়িত আছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

৩। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাপ্রকার নিদর্শনের মধ্যে বামনপুকুরস্থিত একটি প্রশস্ত রাস্তা দেখিয়া তাহাকে গ্রাম্য রাস্তা বলিয়া মনে হয় না। রাস্তাটী বর্ত্তমানে জাঙ্গাল নামে নামান্তর প্রাপ্ত হইলেও সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক সময় ইহা একটি প্রশস্ত রাজপথ ছিল। আধুনিক কলিকাতাতেও এরূপ প্রশস্ত পথ দৃষ্টিগোচর হয় না। রাস্তার মধ্যে মধ্যে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষসকল ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে। রাস্তাটি দেখিয়া মনে হয় ইহা বল্লালেরই সমসাময়িক। রাস্তাটি গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর পুরাতন গঙ্গাতীরে গিয়া মিশিয়াছে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে রাস্তা ঘাটের অনেক উন্নতি হইলেও এই মাটীর রাস্তাটী বর্ত্তমান রাস্তা অপেক্ষা কোন ক্রমেই হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সাত শতাব্দী পূর্ব্বে যখন দেশে যোগাযোগের জন্য আজকালকার ন্যায় রাস্তাঘাটের প্রচলন হয় নাই, তখন এরূপ রাস্তা রাজধানী ছাড়া অন্য কোন ক্ষুদ্র গ্রামে থাকা মোটেই সম্ভবপর নয়। এ রাস্তাটি যাহার অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা নিশ্চয়ই নবদ্বীপের রাজপথ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাপ্রকার নিদর্শন থাকিলেও অনেক নিদর্শন আজ আমাদের অজ্ঞাত ও ভূ-প্রোথিত। ভগবানের বিচিত্র বিধানে জনাকীর্ণ জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়। গৌড় ও সপ্তগ্রাম বাঙ্গলার মধ্যে তাহার অন্যতম নিদর্শন। ভাঙ্গা গড়াই বিধের নিয়ম।

বহুপ্রকার নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা বর্ত্তমান মায়াপুর বামনপুকুরকে নবদ্বীপ জানিয়াও কপটতামূলে লোক-বঞ্চনার্থ নবদ্বীপ স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকেও একদিন ব্যবহারের খাতিরে হউক কিংবা সত্যানুরাগ-মূলেই হউক, ইহাকেই সেই শচীনন্দন-জন্মভূমি বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী নবদ্বীপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কেননা সত্য চিরকাল আবৃত থাকে না, প্রকাশ হইবেই হইবে।

পাঠকবৃন্দ আপনারা জানেন, ব্যবসাদারের কথায় বিশ্বাস করিতে নাই। মিথ্যা বলা মহাপাপ জানিয়াও ব্যবসায় খাতিরে ব্যবসায়ী মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। হয়কে নয়, নয়কে হয় বলাই তাঁহাদের স্বভাব অল্পদিনপরেই শ্রীমায়াপুর যখন স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নদীয়া জেলার প্রধান সহররূপে পরিচিত হইবেন, তখন দেখিবেন এই সকল ব্যবসায়ী এই স্থানকেই বিশ্বম্ভরে মহাপ্রভুর জন্মস্থলী বলিয়া প্রচার করিবে।

প্রতিবাদ ভয়ঙ্কর

(প্রাপ্ত)

[গত জ্যৈষ্ঠমাসে জনৈক সত্যানুরাগী ভক্ত মহাশয় এই প্রবন্ধটী আমাদের অফিসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা মহাত্মা তুলসীদাসের "হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার। সাধুনকো দুর্ভাব নেহি যব নিন্দে সংসার।" এই উপদেশ বাক্যটী স্মরণ করিয়া প্রবন্ধটী তখন আর প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা মনে করি নাই। অধুনা কোন 'জানা' পরিচয়ে পরিচিত হইবার অভিলাষী অজানা অচেনা বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তির অপরাধক্ষালনের পক্ষে উহা কিয়ৎ পরিমাণে সহায়ক হইতে পারে বিবেচনায় নিম্নে প্রকাশিত হইল। নঃ প্রঃ সঃ]

গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ শুক্রবার তারিখে (মফঃস্বল সংস্করণ) দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় শ্রীকালাচাঁদ সোম (৯ ডাক্তারপাড়া লেন বহুবাজার কলিকাতা) নামক কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নাম দিয়া "গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান-প্রতিবাদের উত্তর" শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কি যুক্তির বহর! কি চমৎকার খণ্ডনোপায়! মহাশয়ের কোন্ স্কুলে ছাত্র পড়া হইয়াছিল, একটু জানিতে পারা যায় কি? একটু লেখাপড়া শিখিয়া শেষে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ভাল, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে কি আর বাঘাচোড়া কথা ভাল শুনায়?

লেখক মহাশয় গঙ্গার পশ্চিমকূলে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান কোন্ শাস্ত্রে পাইয়াছেন, তাহার নাম করিবেন কি? শ্রীধাম মায়াপুরকে আমচাটিয়া [illegible] বলিলেই কি মায়াপুর [illegible] ভাবের [illegible] [illegible] সাজাইয়া, [illegible]

গত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না ? যে ভারতবর্ষে মহাশয় বাস করিতেছেন, সেই ভারতবর্ষ কতবার হিন্দুর অধিকারে আসিয়াছে, আবার মুসলমানের অধিকারে গিয়াছে, আবার এখন উহা একেবারেই বৃটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে, তাহা কি মহাশয় ভারতের ইতিহাসে দেখিতে পান নাই ? বৃটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া ভারতের তীর্থস্থানগুলিও কি কলুষিত হইয়া গিয়াছে ? ইংরাজেরা বারাণসীকে 'বেনা-রাস', অযোধ্যাকে 'আউধ', মথুরাকে 'মাটরা', (কেহ কেহ আবার 'মুটরা' বা 'মুত্র'ও বলিয়া থাকে।) উচ্চারণ করে বলিয়া কি ঐ সকল স্থান তত্তন্নামীয় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ? আমাদের বঙ্গ-দেশীয় উচ্চারণ মুখে বাহির করিতে না পারিয়া ইংরাজেরা তাঁহাদের সুবিধা-মত এক এক প্রকার নাম দিয়াছেন বলিয়াই কি ভারতের সমস্ত তীর্থ খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদেরই হইয়া গিয়াছে ও সে সকল স্থানের মাহাত্ম্য চলিয়া গিয়াছে ? শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি মথুরায় কি মুসলমান ও খ্রীষ্টানের কবরখানা নাই ? সেখানে কসাইখানায় যে প্রতিদিন শত শত গবাদি পশুহত্যা সংঘটিত হইতেছে, তাই বলিয়া কি সে স্থানকে হিন্দুরা অপবিত্র বলিয়া মনে করেন ? কাশীর বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের উপরেই কত বড় মুসলমান মসজিদ উঠিয়াছে, মহাশয় কি কখনও কাশী গিয়া তাহা দেখিয়া আসিয়া-ছেন ? শ্রীরামজন্মভূমি অযোধ্যার যে স্থান শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, সেখানে মুসলমানগণের কি প্রভাব, তাহা কি কেহ দেখিয়াছেন ? জন্মভূমির উপরেই যে প্রকাণ্ড মুসলমানের মসজিদ ! সামান্য খানিকটা জায়গা লইয়া মাত্র রামজন্মভূমি দেখান' হইয়া থাকে। তাই বলিয়া সে স্থান কি রামজন্মভূমি বলিয়া মানিতে হইবে না ? মহাপ্রভুর জন্মধাম মুসল-মান জমিদারের মধ্যে দিয়া পড়িতে পারে, কি তাঁহার পাশে মুসলমান-পল্লী থাকিতে পারে, মুসলমানগণের উচ্চারণ-দোষে যথার্থ উচ্চারণও বিকৃত হইতে পারে; তাই বলিয়া তাহাই কি স্থান-নির্ণয়ের প্রতিবন্ধক হইবে ? কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী বলিয়া জনৈক ব্যক্তি ঈর্ষামূলে মায়াপুরকে ভ্যাংচাইয়া মিঞাপুর বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানে আসিয়া যে কেহ মুসলমানগণের উচ্চারণ শুনিয়া যাইতে পারেন, তাহাদের কেহ বলে—মায়াপুর, কেহ বা স্পষ্টই বলে—মায়াপুর ; মিঞাপুর উচ্চারণ এখানের কোন অধিবাসীই করে না, যাহারই বর্ত্তমান উচ্চারণ-দোষেই কি মহাশয়ের মত পণ্ডিত লোকের একটা সত্যনাশ হইয়া গিয়াছে ? তাঁহার জানা কর্ত্তব্য ছিল যে, সত্যের উদ্দেশ্যে অন্ধ ওরূপ অকর্মণ্য আনুমানিক যুক্তিকে অনায়াসে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিবার শক্তিধারণ করে।

মহাপ্রভুর জন্মস্থানের অধিকারী একমাত্র মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্তগণ। যদিও লোকচক্ষে কোন মুসলমান জমীদার পূর্ব্বে মায়াপুরের জমীদার বলিয়া অভিমান করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া মহাপ্রভুর কোন প্রিয়ভক্ত কি সেব্যান সেই ভিন্নধর্ম্মা-বলম্বি ব্যক্তির নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারেন না বা তাঁহার মৌলিকত্ব-কীর্ত্তনে বিরত থাকি-বেন ? কোন বিধর্ম্মীর নিকট কোন কারণে যদি হিন্দুর পরমপূজ্য শ্রীশালগ্রাম-শিলা থাকেন, তাহা হইলে কোন ব্রাহ্মণ কি তাহা লইয়া অভিষেকান্তে তাঁহার অর্চ্চন করিতে পাইবেন না ? অপ্রাকৃত বস্তুতে কি প্রাকৃতত্ব আরোপিত হইতে পারে ? রাবণ সীতাহরণ করিবার চেষ্টা কি করিয়াছিল বলিয়া কি রামচন্দ্র সীতার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন ? রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া রাম কি সীতার উদ্ধার-সাধন করেন নাই ? 'মায়াপুর' ৩৫।৪০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, মুসলমানদের উচ্চারণ-দোষে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইত বলিয়াই কি মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মভিটা নহে, ইহাই প্রমাণিত হইবে ? ইহাই নাকি যুক্তি ? মহাশয়ের যুক্তির দৌড় দেখিলে, যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এমন কি পাঁচ বৎসরের শিশু পর্য্যন্তও হাসি থামাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকে কি মহাশয়েরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না ? যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। দৈবী-মায়ামুগ্ধ মানুষের যে কোন কল্পনা, যে কোন যুক্তি সর্ব্বতোভাবে খণ্ডন-যোগ্য ; মায়ামুক্ত মহাজন ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ শূন্য বলিয়া তাঁহার যুক্তি খণ্ডনীয় নহে। মহাজন-পন্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা চলিতে চাহেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-বিরোধী বৈষ্ণবা-পরাধী। তাঁহাদের কোন কথায় আমরা কর্ণপাত করি না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলেন—"সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" নদীয়া ও কুলিয়ার মধ্যে গঙ্গা থাকিতে হইলে এবং মায়াপুরকে গঙ্গার পশ্চিম পারে লইয়া চলিলে, অর্থাৎ নদীয়াকে পশ্চিমপারে বলিলে কুলিয়া বা কোলদ্বীপকে পূর্ব্ব পারে বলিতে হয়। ঘটনা কি তাহাই ? একটা বালভাষিত কথা মুদ্রিত করিয়া লোক-সমক্ষে উপনীত করাও যে কিরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তাহা আমরা বুঝিলাম না। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি ত' আধুনিক কোন গ্রন্থ নহে ? শ্রীনিবাসাচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও রামচন্দ্র, মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক সুহৃৎ ঈশানের সহিত যে ধাম পরিক্রমা করিয়া গিয়াছেন, সেই পরিক্রমা-বিবরণ হইতে যে কোন বালকও বুঝিতে পারে, 'মায়াপুরই' মহাপ্রভুর জন্মস্থান। প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারেই অবস্থিত। গঙ্গার পূর্ব্বপারে ৪টী ও পশ্চিম পারে ৫টী—এই নয়টী দ্বীপ লইয়াই ত' নবদ্বীপ ; 'নবদ্বীপ' বলিতে আজ হইতে ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল, মিউনি-সিপ্যাল নবদ্বীপ বা নূতন দ্বীপই নবদ্বীপ, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। 'নবদ্বীপ' অর্থে যে নয়টী দ্বীপ, আর মায়াপুর তাহারই অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী, তাহা কেহই জানিত না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম মায়াপুরেই যে মহাপ্রভুর জন্মভিটা, তাহা প্রচার করেন, তিনিই প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে মায়াপুরের স্থান নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার আবিষ্কারের পর এক একজন মোড়লী করিতে আরম্ভ করিল। সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মায়াপুরকে স্বীকার করেন নাই—একথা কে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিল ? বাবাজী মহাশয় কি তাঁহাদের কানে কানে কিছু বলিয়া দিয়াছিলেন ? মা অপেক্ষা যাহারা ছেলের প্রতি বেশী স্নেহ দেখাইতে চায় তাহা-দিগকে ডাইনী রাক্ষসী বলে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিয়া বাবাজী মহাশয়ের মনোভীষ্ট জানিতে পারেন নাই, জানিয়াছেন যত কানা ভাঙ্গা গৃহব্রতের দল ! বলিতেও লজ্জা করে না ? সার্ব্বভৌম জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, পরমহংস গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণ যে স্থানে বসিয়া ভজন করিলেন, যে স্থানে গড়াগড়ি দিলেন, নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন, সেই স্থানকে কিনা আজ দুই চারিটী গোবর-গণেশ-ক্লাসের লোক অমান্য করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ কুড়াইতে চাহেন ? ধন্য কলি ! ধন্য সাহস !

পণ্ডিত মহাশয়ের আর একটি যুক্তি—যেহেতু পরলোকগত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১৮৫৭ অব্দে অর্থাৎ আজ হইতে মাত্র ৭১বৎসর পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া তাঁহার 'তীর্থভ্রমণ' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—'গৌরগৃহ গঙ্গা-গর্ভগত', সুতরাং তাহাই প্রমাণ হইয়া যাইবে ! ধন্য গো-বর বা বিজ্ঞবরের যুক্তি ! সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জন্মের বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ ঘনশ্যাম দাস তদীয় ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আর মহাশয়ের নিকট প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইল না ! ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে—"গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥ পূর্ব্বে অন্ত-র্দ্বীপ শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়। গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥ কোলদ্বীপ ঋতু আর জহ্নু মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥" শ্রীঈশান অন্তর্দ্বীপ হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইতেছেন—'সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস'। এখনও এই অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর হইতেই সুবর্ণবিহার সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কাহারও চোখ থাকে, দেখিয়া গেলেই ত' হয় ! চাঁদকাজী যেখানে খোল ভাঙ্গিয়াছিলেন, সেই স্থান বহু পূর্ব্ব হইতেই 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রকাণ্ড বল্লাল দীঘী, বল্লালঢিপি-চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি এখনও দুর্জ্জনগণের চক্ষুর্বিদগ্ধকারী প্রচণ্ড দীপ্তি শালী উজ্জ্বল প্রমাণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ সকল কথা অপ্রামাণিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার স্পর্দ্ধা নিতান্ত উলূক-ধর্ম্মাবলম্বিগণই করিয়া থাকে।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মন্দির বাহির হইলেই যে গৌরাঙ্গ-জন্মভূমি নির্ণীত হইবে, এরূপ হাস্যাস্পদ যুক্তিগুলি ভ্যাংটা বাবাজীর মুখেই শোভা পায় ! বুদ্ধিমানগণ এ সকল কথা লইয়া যে কোন মাথা ঘামাইতে যান, ইহা আমরা ভাবিয়াই পাই না। যিনি যতই না কেন নূতন নূতন যুক্তি গড়াইয়া তুলুন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অকাট্য যুক্তি সে সকল লাখ লাখ যুক্তিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিতেছে, দিবে ও দিয়াছে।

উত্তরপক্ষ খণ্ডনের কোন উপায় না পাইয়া এখন কর্ত্তারা 'পথেও হাগিব আর চোখও রাঙ্গাইব' ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন। ভক্তিবিনোদঠাকুর নাকি ৪০৫ (?) গৌরাব্দের পাক্ষিক 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"তিনি গঙ্গানগরের পশ্চি-মাংশে শ্রীরামচন্দ্রপুর নামক একটি নগর পত্তন করতঃ তথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন নির্ম্মাণ করেন।" এইকথা লিখিলেই কি গোবর-গণেশদের বুঝিতে হইবে ঐ রামচন্দ্রপুরেই জগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন ? আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই বা তাঁহাদিগকে কে বলিয়া গেল ? যাহাহউক দিল্লী, লাক্ষ্ণৌ, এ্যালাহাবাদ, বোম্বে, ম্যাড্রাস প্রভৃতি অঞ্চলে কি 'মিশ্রের ভবন' নির্ম্মিত হইবে না ? মহাপ্রভু বলিয়াছেন 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম', সেই সূত্রে মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তগণ কি এখন ইংলণ্ডে গিয়া মহাপ্রভুর মন্দির করিতে পারেন না ? প্রতি অণুপরমাণু-তেই ত' মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির। ইহাতে

কি আসিয়া যায়? গৌরজন্মভূমি নির্ণয় সম্বন্ধে সে প্রামাণিক সাহায্য করিবে?

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিরোধিদলের শত শত সহস্র প্রবন্ধ খণ্ডন করিয়া আমরা প্রত্যহ যে সকল প্রবন্ধ দিতেছি, তাহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া বিশ্বাধিদগ্ধ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামটি ঈর্ষামূলে অবজ্ঞা সহকারে পুর্ব্বক ঠাকুরের শ্রীচরণারবিন্দে বৈষ্ণবগণের প্রাণে আঘাত প্রদান করিয়া যে বাহাদুরী লইতেছেন, তাহা কখনই মনুষ্যোচিত ব্যবহার নহে। সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন-প্রাপ্ত শ্রীপাদ মধুসূদন দাস গোস্বামী সার্ব্বভৌমের মত বিজ্ঞব্যক্তিও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'শিক্ষা গুরু' বলিয়া সম্মান করিতে গৌরবানুভব করিতেন। তিনি ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও স্তব-স্তুতিদ্বারা সম্মান করিতেন। কালাচাঁদ বাবুর এমন কি স্পর্দ্ধা আছে যে, তিনি বেদাশ্রয়ী পরমহংস বৈষ্ণবের পুর্ব্বনাম ধরিয়া ডাকিতে পারেন? বৈষ্ণবকে কেমন করিয়া সম্বোধন করিতে হয় তাহা যাহার জ্ঞান নাই, সামান্য ভদ্র ব্যবহার যাহার জানা নাই, তিনি যান আবার গৌরজন্মস্থান নির্ণয় করিতে? যেমন বামন হইয়া চাঁদে হাত! লজ্জাও করে না? বৈষ্ণব কখনও 'মৃত' হন কি? বৈষ্ণবের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। গীতার ২য় অধ্যায়ের ২০-২৪ শ্লোকগুলি কি তাঁহার আবৃত্তি করার সামর্থ্য আছে? যদি না থাকে, আমাদের কাছে আসিবেন, আমরা বুঝাইয়া দিব—'জীবাত্মা কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। জীবাত্মা নিত্য, সত্য সনাতন চিন্ময় বস্তু। সুতরাং জীবাত্মা 'মৃত' এ কথা বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবের জগতে ভগবদাদেশে আবির্ভাব হয়। আবার ভগবৎ কার্য্য হইয়া গেলে তিরোভাব হয়। যাহারা দেহাত্মবাদী মূর্খ, তাহারাই বলিয়া থাকে, "বৈষ্ণবের মৃত্যু হয়।" বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞগণ তাহা বলেন না। বৈষ্ণব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করেন, কৃষ্ণানুশীলনকারীর দেহ কখনও প্রাকৃত নহে। যাহারা বৈষ্ণবের দেহ-দেহীতে ভেদ বুদ্ধি করে, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবাপরাধের কি ভীষণ পরিণাম, তাহা লোম হর্ষণের একটু আলোচনা করা আবশ্যক। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বদ্ধজীব বলিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইবার স্পর্দ্ধা নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিরই হইয়া থাকে।

সুতরাং 'হাম খোদাই' বুদ্ধি ছাড়িয়া একেবারে উন্মত্তের মত কতকগুলি প্রলাপ না বকিয়া একটু স্থির ধীরচিত্তে আলোচনা করিলে আর বিজ্ঞসমাজে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয় না। আমরা পরে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা প্রকাশ করিব। যেহেতু সত্য প্রচারই নদীয়া-প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নানা কথা

তুলাবাহী জাহাজ

আলথেরিয়া, ১৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, "ইট্রা" নামক বৃটিশ জাহাজ তুলা লইয়া বোম্বাই হইতে হামবার্গ যাত্রা করিয়াছিল। অকস্মাৎ দেখা যায় যে, তুলার মধ্যে আগুন ধরিয়াছে। ইহার ফলে উহাকে পুনরায় বন্দরে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে।

কিং জর্জ্জের ডক
বড়লাট কর্ত্তৃক উদ্বোধন

প্রকাশ যে, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স ২৯শে ডিসেম্বর শনিবার সকালে জর্জ্জের ডক উদ্বোধন করিবার জন্য বড়লাটকে যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বড়লাট তাহাতে সম্মতি জানাইয়াছেন। এজন্য উপযুক্ত আয়োজন চলিতেছে।

নানকিনে
পুলিসের গুলী

নানকিন, ১৯শে নভেম্বরের আধা-সরকারী এক সংবাদে প্রকাশ, মাঞ্চুরীয়ার জাতীয়-পতাকা উত্তোলনের অনুকূলে হার্ব্বিন, চ্যাং-চুন ও সিটাইহার নামক স্থানে জন-সাধারণের যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল, উহাতে সশস্ত্র পুলিসের গুলিবর্ষণের ফলে প্রায় ১ শত ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে। পুলিশ জাতীয়-পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

আমরোহার এক বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই নভেম্বর বিত্রাকালান গ্রামে হিন্দু-মুসলমানে এক দাঙ্গা হইয়াছে। উহাতে ৩ ব্যক্তি আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং কতকগুলি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ২০ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঘটনার বিস্তারিত সঠিক সংবাদ এখনও জানা যায় নাই।

এলাহাবাদে সার জগদীশ

এলাহাবাদ, ১৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য স্কুল কলেজের ছাত্র ও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে সার জগদীশ গত ১৮ নবেম্বর সন্ধ্যায় তাঁহার উদ্ভিদ জীবনের অধুনাতন আবিষ্কার যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

সার তেজ বাহাদুর সার জগদীশকে ধন্যবাদ প্রদানকালে বলেন, জগদীশের নিকট তাঁহারা যাহা পাইলেন তেমনটি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও পান নাই।

লালাজীর মৃত্যুতে
বড় লাটের সমবেদনা

নূতন দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, লালা লাজপৎ রায়ের অতর্কিত মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া রেঙ্গুণ হইতে বড়লাট লালাজীর পুত্রের নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন, আপনার পিতার অতর্কিত ও অকালমৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আমি বিশেষ ভাবে ব্যথিত হইয়াছি। আমি এবং আমার স্ত্রী আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে আমার অকপট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সার জন সাইমন

সংবাদপত্রের জনৈক প্রতিনিধিকে বলিতেছেন, লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য আমি ও আমার সহকর্ম্মীরা বড়ই দুঃখিত। লালাজীর মৃত্যুতে একজন উৎসাহী সামাজিক কর্ম্মী ও একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতা অপসৃত হইল।

স্বরাষ্ট্র-সচিব

মিঃ ক্রেরার লালাজীর পুত্র ডাঃ অমৃতলালের নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন, আপনার পিতা লালা লাজপৎ রায়ের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনাদিগকে আমি আমার অকৃত্রিম সমবেদনা জানাইতেছি।

দিল্লীতে নূতন সংবাদপত্র

নূতন দিল্লী, ১৯শে নভেম্বর।

মিঃ ডি, জি, আপসনের পদত্যাগের পর মিঃ আবদুল মজিদ 'মুসলীম আউটলুকের সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নেহরু নীতি সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মত ভেদ হওয়ায় তিনিও পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দিল্লীর অসাম্প্রদায়িক নূতন সংবাদপত্র 'ডেলী ক্রনিকেলে' যোগদান করিয়াছেন। মিঃ আপসনের সম্পাদকতায় আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে উহা প্রকাশিত হইবে।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা
হাইকোর্টের জজের ঘরে চুরি

গত ১৬ই নভেম্বর রাত্রিতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার ওয়ালেসের ভবনে চুরী হইয়াছে। দুর্বৃত্তগণ প্রায় ১ হাজার টাকার অলঙ্কার সমেত ২টী বাক্স লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

রেঙ্গুণে বড়লাট

বড়লাট লর্ড আরউইন এবং লেডী আরউইন, সদলবলে গত সোমবার এস্ এস্ আরাকান জাহাজে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়াছেন। জাহাজ প্যাগোডা জেটীতে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মের লাট লর্ড ইনেস, লেডী ইনেস ও উচ্চ পদস্থ-কর্ম্মচারীগণ জাহাজে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। ৮টার সময় বড়লাট সদলবলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর রেঙ্গুণ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাঁহাদিগকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, বেলা ১২টার সময় তাঁহারা ব্রহ্মের ভারতীয় বণিক-সমিতির অভিনন্দন পত্র গ্রহণ করেন।

বাগানবাড়ীর মামলা
শনিবারের শুনানী

বাগানবাড়ীর প্রবঞ্চক দলের মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। এ দিনের প্রথম সাক্ষী এক জন কন্ট্রাক্টার নাম অবনীমোহন দত্ত। ইহাকে প্রবঞ্চক দলের এক জন বাগানবাড়ীর কাজে লাগাইবার ভাণ করিয়া দমদমায় লইয়া গিয়াছিল। ইনিও পূর্ব্ব সাক্ষীদের বর্ণিত অনেক ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শেষ পর্য্যন্ত ইঁহাকে দুর্বৃত্তেরা ঠকাইতে পারে নাই। জুয়াখেলায় ইনি যোগ দেন নাই এবং পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া ইনি বাগানবাড়ী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

সূর্য্যপ্রসাদ নামে এক জন মাড়োয়ারীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলা মুলতুবী হইয়া যায়।

বিলাতের শ্রমিক নেতৃগণ
লালাজীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

বোম্বাই ক্রনিকেল পত্রিকার লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, লালাজীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে বিলাতের শ্রমিক নেতৃগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছেন—"আমি যে সমস্ত ভারতীয় নেতাকে জানি, তাঁহাদের মধ্যে লালাজী সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়চেতা ছিলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুসংবাদে স্তম্ভিত। তিনি আমার অনেক দিনের বন্ধু। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের মহাক্ষতি হইল।" কর্ণেল ওয়েজউড বলিয়াছেন—"একজন মহান লোক চলিয়া গেল। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হইল বলে মনে হইতেছে। ভারতের এই সঙ্কটকালে লালাজীর মত নেতাকে হারাইয়া ভারতের অতি ক্ষতি হইল।"

[illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible]

[illegible] অগ্রহায়ণ, [illegible]

পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবতা

আমরা প্রায়ই ধারণা করি যে, অগ্রে বিদ্যালাভ করিয়া, পরে ভগবৎ তত্ত্বে জ্ঞান অর্জন করিব, তখন ভক্তি দ্বারা বৈষ্ণবতা সুলভ হইয়া পড়িবে। কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজনের আচরণে আমরা তাহার বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের সে ভ্রম দূরীভূত হইয়া যাইবে। যখন দেখি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি জড়বিদ্যার অপারদর্শীর বৈষ্ণবতার অভাব হয় নাই, অথচ বিদ্যার সর্বোচ্চ শিখরারূঢ় ব্যক্তিগণের উপদেশক প্রকাশানন্দাদির লেশমাত্রও ভক্তির প্রকাশ ছিল না, তখন আর আমাদের যুক্তির নিরর্থকতা প্রমাণিত হইতে বাকি থাকে না।

জড়ভাষা দ্বারা জড়বিজ্ঞানই আলোচিত হয়। জড়াতীত চিন্ময় অনুশীলনে জড়বিদ্যা চিরকালই অসমর্থ। শুধু তাহাই নহে—মায়ার বৈভব জড়বিজ্ঞান যত অধিক আলোচিত হইতে থাকিবে, তাহাদের প্রতি আসক্তি ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। জড়াসক্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কোথায়ও বিভুচিদ্শক্তির দ্বারা বৈষ্ণবতা লাভ, আবার কোথায়ও বা জড়াসক্তির প্রবাহবর্দ্ধনে ভগবৎপরাঙ্মুখতা ও জড়বিদ্যার ভূরি অনুশীলনে অবশেষে আমাদিগকে ব্যাধিগর্দ্দভে পরিণত করিয়া মানবজীবনের ব্যর্থতা আনিয়া দেয়। এই জন্য কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা,
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥
জীবন যাতনা, [illegible] হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল॥

মায়ার দূরীকরণে জীবের স্বরূপজ্ঞান আসিলেই বৈষ্ণবতা উপস্থিত হয়। ঐ মায়া ও অবিবেক হইতে আসক্তি হইতে পরিত্রাণ করিতে একমাত্র সদ্গুরুই অবলম্বন। তিনি বাক্যদ্বারা এবং নিজ আচরণ দ্বারা জীবের মায়াবদ্ধ অপসারিত করিতে পারেন। তাঁহার প্রত্যেক উপদেশ আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া নাস্তিক অবিদ্যাজাল দূরীভূত করিয়া জগতে উজ্জ্বল [illegible] প্রকাশ, এবং তিনি বাক্য দ্বারা বৃন্দাবনের কৌটিল্য চূর্ণ করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন পূর্বক সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আশ্রয় প্রদানে যত্নশীল হন। আবার তাঁহার আচরণের অনুসরণ দ্বারা কৃষ্ণের অপরাশ্রিতা মায়াশক্তি জীবের নিকট পরাভূতা হইয়া দূরে হইতে বন্দনা পূর্বক আপন পথ অবলম্বন করেন।

শ্রীগুরুর কৃপায় যাঁহার নবদ্ব জ্ঞান পরিপক্ব হইয়াছে, তাঁহার স্বতঃই পরবিদ্যা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন অপর বিদ্যা তৎপূর্ব্ব হইতেই করতলগতই থাকে। নূতন প্রয়াস করিয়া কদাপি তাঁহাকে বড়ঙ্গ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি বা আধুনিক জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া মনন অতিবাহিত করিতে হয় না। সরস্বতী ও কৃষ্ণের প্রিয়া, সুতরাং কৃষ্ণের নিজ জনের নিকট তিনি নিজে প্রকাশিতই থাকেন। বরং কৃষ্ণবহির্মুখের নিকট তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ লুকাইয়া ছায়ামূর্ত্তি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া থাকেন। এই হেতু মহাজনগণ জড়বিদ্যার মস্তকে সজোরে পদাঘাত পূর্ব্বক পরাবরজ্ঞ শ্রীগুরুর আশ্রয়ে পরবিদ্যা বা ভক্তিরই আশ্রয় করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। সাধুগণ গাহিয়া থাকেন—

ভক্তিবাধা যাহা হইতে,
সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া,
কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
ভকতের সেই সে বৈভব॥

তথাপি গোস্বামিগণ যে বহু শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া আচার্য্যবর্গকে তৎসাহায্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচারে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য—জড়বিদ্যার অভিমানে মত্ত স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক বা নাস্তিক সম্প্রদায়ের অনীত বিদ্যার গৌরব ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে কৃপা পূর্ব্বক প্রকৃত পথের সন্ধান প্রদান। শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য লীলা করিতে বসিয়া, বটপটিয়া, পড়ুয়া প্রভৃতি অপরাধীদিগকে বাদ দিতে পারেন কি? যখন তাহারা গোস্বামিগণের যুক্তি দ্বারা নীরস প্রতিহত দেখিতে পাইল, তখনই তাঁহাদের অনুগত হইয়া পরবিদ্যার অনুশীলনে আপন আপন জীবন সার্থক করিয়া লইতে পারিল। এই প্রকার কৌশল না করিলে যে, তাঁহার মহাবদান্য নামে অপূর্ণতা থাকিয়া যায়।

“এক বিদ্যাদিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সর্ব্বনিন্দাদিকে করে ঠাকুরী উদ্ধার॥”

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

একদিন পার্ব্বতী দেবী দেবদেব মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, প্রভো। আমি শুনিয়াছি যে, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অন্য পুরাণসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব কি নিমিত্ত তাহার শ্রেষ্ঠতা, আপনার মুখে শ্রবণের অভিলাষ জন্মিয়াছে। আপনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, সুতরাং সেই শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা প্রতিপাদক শাস্ত্রে আপনিই অভিজ্ঞ। অতএব এ দাসীর কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে আজ্ঞা হয়। দেবীর এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণে পরম হৃষ্ট হইয়া আদি দেব বৃষধ্বজ বলিতে লাগিলেন, দেবি! তোমার এই কৃষ্ণ-সংপ্রশ্ন সর্ব্বপ্রকারে সাধু; যেহেতু তুমি মায়ামুগ্ধ জীবকে কৃপার নিমিত্ত এই প্রশ্ন করিয়াছ। কারণ তুমি যখন আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তখন তোমার ত বিষ্ণুভক্তি-হীনতা দেখি না। যাহা হউক তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণন করেন।

একদিন শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের সভায় গমন করিলে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদানানন্তর তাঁহারা বলিলেন, “হে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সূত! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট হৃৎকর্ণ-রসায়ন ভক্তিবিবর্দ্ধক কথা কীর্ত্তন করুন—যাহাতে কলিহত জীব অক্লেশে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়।” শ্রীসূত বলিলেন যে, আপনাদের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা এই মাত্র বুঝিয়াছি যে, কলিকালে অলস এবং রোগশোকে জর্জ্জরিত অল্পায়ু-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তনই সহজসাধ্য এবং সেই কৃষ্ণগুণকীর্ত্তনকারী শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রই ভক্তি বিবর্দ্ধক। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী এবং শ্রোতা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ। কোন সময়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ বিপ্রঅবজ্ঞাহেতু অভিশপ্ত হন যে, সপ্তদিবসের মধ্যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই কথা যখন মহারাজের শ্রুতিগোচর হইল, তখন তিনি রাজ্য স্ত্রীপুত্রাদি ঐহিক সমুদয় বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তাঁহার আগমন শুনিয়া বহু ভুবনপাবন মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাদের যথোচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহারাজ তাঁহার ন্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ দান, কেহ ধ্যান প্রভৃতির উপদেশ করিলেন। তখন সেই সভায় অবধূতবেশে পরমহংস শ্রীশুকদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলে তিনি এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনকালে দেবগণ সেই সভায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীশুকদেবকে বলিয়াছিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত সুধাকথা শ্রবণার্থ আমরা আপনার জন্য এক কলস সুধা আনয়ন করিয়াছি। আপনি এই সুধার বিনিময়ে আমাদিগকে হৃৎকর্ণরসায়ন কৃষ্ণকথামৃত প্রদান করুন।” এই কথা শুনিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে, কাচের বিনিময়ে যেরূপ মণিপ্রদান অসম্ভব, সেইরূপ তুচ্ছ সুধার বিনিময়ে ভাগবত-কথামৃত কীর্ত্তনও অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কেবল ভক্তির দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে—এই বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে অধিকার প্রদান করেন নাই।

অতএব হে ঋষিগণ! এই দেবদুর্লভ ভাগবত-কথাশ্রবণই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বপাবন হইতে পাবনকারী, সর্ব্বশ্রেয়ঃ হইতে শ্রেয় ধর্ম্ম এবং কালব্যাঘ্রের গ্রাস হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে সদ্য অবরুদ্ধ হন। ইহা নিগমকল্পতরুর গলিত ফল। তাহাতে আবার শুকপক্ষীর মুখভ্রষ্ট আম্রের ন্যায় মহাভাগবত শ্রীশুকদেব-মুখনিঃসৃত বলিয়া ইহা বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু। এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা অন্যান্য সর্ব্বসাধনের সঙ্গে তুলাদণ্ডে পরিমাণ দ্বারায় সর্ব্বসাধনগণকে লঘু করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। অতএব ইহাই সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ কলিকালে অল্পায়ুবিশিষ্ট জীবের পক্ষে দুষ্কর সাধনাদি অপেক্ষা সহজসাধ্য কর্ম—কেবল শ্রবণ অধ্যয়নের দ্বারাই উত্তমা গতি লাভ হইয়া থাকে। বারান্তরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

কাশীরাজ ও ভোলানাথ শঙ্কর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

সে অনেক পুরাতন কথা। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে, কাশীর অন্তঃপুরে রত্নঃস্থানে শিব-পার্ব্বতী বিরাজ করিতেছিলেন। অনেক কাল কাশীতে বাস করিয়া গৌরীশঙ্কর কৈলাসে গমন করেন।

—কাশী তখন হইতে মহাপতিগণের বিলাস-ভূমিতে পরিণত হইল। কাশীরাজ নামে এক রাজা শিব পূজা করিয়া কাশীপুরী ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দৈব কাল-পাশ রাজাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তাহার প্রতিরোধার্থ শৈবরাজা উগ্র-তপস্যায় শিবের আরাধনা করিলেন; রাজার তপোবলে শিব প্রত্যক্ষ হইয়া রাজাকে বর দিতে চাহিলেন। রাজা অন্য কোন বর না নিয়া শিবকে বলিলেন, আশুতোষ! আমি আর কিছু বর চাই না, যেন আমি যুদ্ধে কৃষ্ণকে জয় করিতে পারি,. আমাকে এই বর দাও। শিব তাঁহার পরম ভক্ত রাজাকে বলিলেন,—তোমাকে জয় করিতে পারে ত্রিভুবনে এ হেন শক্তি কার আছে? চল আমি তোমার পাছে আমার সব অনুচর লইয়া যাইতেছি; আর জান ত' আমার পাশুপত অস্ত্র আছে, তার কাছে কারো শক্তি নাই। রাজা শিবের কাছে এরূপ উৎসাহ ও বল পাইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। শিব তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত রাজার সাহায্যার্থ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর দেবকী-কুমার, যাঁহা হইতে স্বয়ং ভয়ও ভীত হন, যাঁহার দাসগণকে দেখিয়া কালচক্রেরও ভয় হয়, সেই পরমেশ্বরের ইঙ্গিতে কি না হইতে পারে? সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করিলেন। প্রভুর ইঙ্গিত পাইবা মাত্র সুদর্শন বারাণসীর দিকে ধাবিত হইলেন। সুদর্শন-চক্রের গতিতে কাহারও অব্যাহতি নাই। সর্ব্বাগ্রে শৈব কাশীরাজের মুণ্ডপাত করিয়া শেষে সুদর্শন সমস্ত বারাণসী পোড়াইয়া ছার-খার করিয়া দিলেন।

এদিকে শঙ্কর বারাণসী দাহ দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; প্রলয়-ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়া শঙ্কর পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সুদর্শনের কাছে পাশুপতের প্রভাব কোথায়? সে যেন সূর্য্যের কাছে জোনাকী পোকা। পাশুপত সুদর্শনের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে পলাইয়া গেল। এদিকে সুদর্শনের তেজ ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইল, ত্রিলোচন আর কোথায়ও আশ্রয়-স্থান দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বে যেমন সুদর্শন-তেজে অস্থির হইয়া অম্বরীষের চরণে অপরাধী দুর্ব্বাসা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কাহারও নিকট স্থান না পাইয়া অবশেষে বিষ্ণুর আদেশে বৈষ্ণব অম্বরীষের চরণে আশ্রয় পাইলেন, আজ শিবও সেইরূপ সুদর্শনের প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! এ সঙ্কটে আমাকে আজ কে রক্ষা করিবে। কৃষ্ণ বিনা যে আর দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা নাই—কৃষ্ণচরণ ব্যতীত যে আর আশ্রয়-স্থান নাই—জুড়াইবার জায়গা নাই। শিব তখন গোবিন্দের স্মরণ গ্রহণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—

"জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সবার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষদরশি কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধ ভঞ্জন শরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ॥"

শিবের স্তব শুনিয়া সর্ব্বজীবপ্রভু দেবকী-নন্দন চক্রতেজ সংবরণ করিলেন ও গোপ গোপী-পরিবেষ্টিত হইয়া শিবকে দেখা দিলেন। কৃষ্ণ ক্রোধ-হাস্য মুখে শিবকে বলিতে লাগিলেন,—শিব, তুমিত' আমার প্রভাব জান, তবে কেন তোমার এমন বুদ্ধি হইল? কাশীরাজ কোন্ একটা কীট—পাষণ্ড, তার পক্ষ হইয়া তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে। তুমি কি আমার সুদর্শন চক্রের প্রভাব জান না? অন্যের কা কথা, এচক্র-তেজ তুমিও সহ করিতে অসমর্থ; ব্রহ্মার বল, পাশুপত অস্ত্র বল, পরম অব্যর্থ বজ্র কিছু মহাঅস্ত্র আছে, কাহারও সুদর্শনের কাছে নিস্তার নাই। আমার অস্ত্র কুপিত হইলে যাহার যাহা কিছু অস্ত্র, তাহা তাহাকেই সংহার করিতে চায়। শিব তখন স্বীয় অপরাধের কথা বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণের দুইটী চরণ ধরিয়া আত্মনিবেদন পূর্ব্বক কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এই মত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয়ে॥"

পাঠক! এখানে একবার স্থিরচিত্তে একটু বিচার করুন। ভোলানাথ-শঙ্করের অগাধ চরিত্র কে বুঝিতে পারে? তিনি কিরূপে জীব শিক্ষা দেন দেখুন। আজ শিব এই লীলা করিলেন কেন? পরম কৃপাময় কৃষ্ণপ্রিয় মহেশ্বর আমাদিগকে জানাইলেন,—যাহারা স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বুদ্ধিতে শিবের আরাধনা করে, তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করিতে যায়—তা'দের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—তা'রা দাম্ভিক, পাষণ্ড। একথা একদিন শিব মহর্ষি ভৃগুদ্বারাও আপন অনুচরগণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ভৃগুর অভিশাপটি জলন্ত অক্ষরে ভাগবতে অঙ্কিত রহিয়াছে—যিনি যতই বড় হউন না কেন, কাহারও তাহা এড়াইবার যো নাই। শিবাদ্রোহ নন্দীর প্রতি শাপ-স্বরূপে মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন,—যাহারা স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শিবের আরাধনা করিবে, অথবা সেই সকল শিব-প্রভুক-গণের অনুগামী হইবে, তাহাদের বিচার সাত্বত-শাস্ত্রের প্রতিকূল বলিয়া তাহারা পাষণ্ডমধ্যে গণ্য হউক। মহর্ষি ভৃগু সর্ব্ববেদ-নিপুণ, বেদ-বিহিত উপাসনার প্রতি তিনি কখনও শাপ প্রদান করিতে পারেন না। তাঁহার শাপ হইতেই প্রমাণিত হয়, স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে শিবের আরাধনা বেদ-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবগণ শিবকে বিষ্ণু-সখা বা কৃষ্ণ প্রিয়তম ভক্ত বিচার করিয়া বিষ্ণু হইতে তাঁহাকে অভিন্ন-জ্ঞানে তাঁহার আরাধনা করেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সংযম ব্রহ্ম-জন্ম শিবের আরাধনার পর পরপক্ষ হইতে শ্রীমান্ ব্যক্তি অবশেষে বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে এইরূপ শিবোপাসনাই প্রচলিত আছে, শ্রীধরস্বামী এইরূপ বিচারেই শ্রীরুদ্রের সেবা করিয়াছেন, প্রচেতোগণ এইরূপ ভাবেই শিবের আরাধনা করিয়াছেন। এইরূপ উপাসনাই বৈধ-উপাসনা; শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিয়াছেন। এইরূপভাবে যাহারা শিবের উপাসনা করেন, শিব তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অকপট-কৃপা বিতরণ করেন।

অহো! মহাদেবের মাহাত্ম্য কেহ বলিয়া শেষ করিতে পারে না। মহাদেবই বিষ্ণুর সখা বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত। যিনি অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল-মধুপানে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মাদি অর্থ-সমূহকে—পারমৈশ্বর্য্য ভোগকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, যিনি আমাদের ন্যায় ভোগ-লালসায় ব্যাকুল-চিত্ত বিষয়ীদিগকে উপ-হাস করিবার জন্যই যেন স্বয়ং ধুতুরা ফুল, অর্কপত্র, অস্থিমালা প্রভৃতি ধারণ, উলঙ্গভাবে অবস্থান, শ্মশান-ভস্মে অঙ্গ-লেপন এবং শিরে জটাভার বহন করিয়া পাগলের ন্যায় বেড়াইতেছেন—যিনি কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিঃসৃতা, গঙ্গাদেবীকে সাদরে আপন মস্তকে ধারণ করিয়া মহাকালে নৃত্য করিতেছেন—যিনি কৃষ্ণেরই প্রসাদ বলে ব্রহ্মাদি আধিকারিক দেবতাদিগকেও তাঁহাদের বাঞ্ছিত মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন—যাঁহার পবিত্রতা-শিরোমণি পাদপদ্মকীর্ত্তি ঐ মোক্ষ-প্রদানে সমর্থ, অহো! যে গোপী-সমূহের [illegible] লোভেই মা, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীমা সম্বন্ধে বৈষ্ণবরাজ শঙ্করের মাহাত্ম্য কি বর্ণিয়া শেষ করা যায়? ভগবান্ তাঁহার নিজের প্রতি অপরাধ এবং অন্যান্য ক্ষমা করেন, কিন্তু শিবের প্রতি যে অপরাধ তাহা নির্ব্বিচারে ক্ষমা করেন না, কেননা, শিব যে তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত, বৈষ্ণবাপরাধ ভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে আবার কৃষ্ণের প্রাণ স্বরূপ আরাধ্য দেবের প্রতি যে কৃষ্ণপ্রাণ, তাহা ক্ষমা করেন না—তিনি নির্ব্বিকারে ভগবদ্-বিদ্বেষীকে স্বপদে স্থান দেন না। রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল বৈষ্ণবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা করিয়া শিব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অবমাননা করিয়া [illegible] তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া অন্তরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। [illegible] ভক্ত হইয়াও যদি কেহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অমান্য করেন বা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হন, তাহা হইলে শিব এরূপ কৃষ্ণ-বিমুখ বিদ্বেষীকে আপন ভক্ত বলিয়া কখনও অন্তরে স্বীকার করেন না—এরূপ কৃষ্ণ-বিদ্বেষীর শিবের প্রতি সমস্ত সেবা ব্যর্থ হইয়া যায়—সে সবংশে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, রাক্ষস-রাজ রাবণই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

পাঠক! অগাধ-চরিত্র ভোলানাথ শঙ্কর আজ কাশীরাজের দুষ্টামিও আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন, বুঝিতে পারিলেন ত'? একদিকে যেমন তিনি স্বীয় আরাধ্য-দেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তেমনি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী কাশী-রাজের দুর্গতি, তদীয় সবংশে সমস্ত বারাণসী ছারখার এবং সেই দুর্ম্মতি-রাজার পক্ষসমর্থনকারী সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা স্বয়ং শিবেরও যে বিষ্ণু-চক্র সুদর্শনের নিকট কিরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়, তাহা জগতে ঢক্কা-নিনাদে ঘোষণা করিলেন। বৈষ্ণব-প্রবর শম্ভুর পূজা কিরূপ বিধানে করিতে হয়, তাহা ভক্ত-ভাগবতগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন; তাঁহারা শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা শম্ভুর আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন—ইহাই হইল শিব-পূজার প্রকৃত বিধি। আজও ভুবনেশ্বরে শিব-পূজায় আমরা ইহার জলন্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীশ্রীগোপাষ্টমী
ও
আচার্য্যপ্রভুর [illegible] মহামহোৎসব

গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ এবং তাঁহার অন্তর্গত শাখামঠ শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ ও ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ শ্রীশ্রীগোপালজী এবং শ্রীশ্রীবিনোদ-আবাস, শ্রীগদাধর আশ্রম শ্রীপুরুষোত্তম মঠ [illegible] গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব শ্রীমঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগোপালজীর [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু

[illegible]

ভাগীরথীতীরে চাখন্দি নামক গ্রামে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ভক্ত বিপ্র বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন। ঐ ভক্তবিপ্র উপস্থিত ছিলেন। বিপ্র প্রভুর সন্ন্যাসবেশ দর্শনে কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামের 'শ্রীচৈতন্য' শব্দটী বিপ্রের কর্ণে যাইবামাত্র বিপ্র 'হা চৈতন্য হা চৈতন্য' বলিতে বলিতে উন্মত্তের ন্যায় গঙ্গাতীরে তীরে চলিয়া চাখন্দি গ্রামে প্রবেশ করিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিপ্র অহর্নিশ কেবল 'হা চৈতন্য' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল। গ্রামবাসী সকলেই বলিতে লাগিলেন, বিপ্র শ্রীচৈতন্যের বড় প্রিয়ভক্ত, তাই চৈতন্যের সন্ন্যাসবেশ দর্শনে, ফিরিয়া এরূপ অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'গঙ্গাধর' নাম ছাড়িয়া 'শ্রীচৈতন্যদাস' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার নাম 'শ্রীচৈতন্যদাস' হইয়া পড়িল। প্রেমোন্মাদ অবস্থায় কিছুদিন কাটিবার পর, শ্রীচৈতন্যদাস কিছু স্থির হইয়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। তিনিও একজন খুব ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। তাঁহারা অপুত্রক থাকা সত্ত্বেও এতদিন তাঁহাদের কোন পুত্রের বাসনা ছিল না, কিন্তু কি জানি কেন মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তাঁহাদের পুত্রের বাসনা হইল। তাঁহারা পতি-পত্নীতে অনেক বিচার করিয়া শেষে নীলাচলে যাওয়া স্থির করিলেন। অনন্তর পুরী যাইবার পথে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর পিত্রালয় যাজিগ্রামে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা বলরাম বিপ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসময়ে নীলাচলে উপনীত হইলেন, তথায় অন্তর্যামী মহাপ্রভুর ইচ্ছায় সিংহদ্বারপথেই সপত্নীক মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। মহাপ্রভু বিপ্রের সরলতা ও ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া গোবিন্দকে আদেশ দিলেন, এ বিপ্র ব্রাহ্মণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে জগন্নাথ দর্শন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিও। বিপ্র মহাপ্রভুর পরিকরদের [illegible] তাঁহাদের সহিত জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। বিপ্র [illegible] [illegible] জগন্নাথ উভয়কে একস্থানে দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু বিপ্রের দিকে চাহিয়া

[illegible] হইবেন।" বিপ্র এরূপ শুনিয়া কেমন [illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible], এমন সময় মহাপ্রভু [illegible] [illegible] কহিলেন, "বিপ্র, তোমার সমান ভাগ্যবান আর কেহ নাই। মহাপ্রভু তোমাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া তাঁহার নিকট [illegible] [illegible] [illegible]" বিপ্র গোবিন্দের সহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মহাপ্রভু-পাদপদ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন—"বিপ্র, জগন্নাথ তোমার প্রতি প্রসন্ন, তুমি শীঘ্র গৃহে যাও, বিষয়ে [illegible] সঙ্কীর্ত্তন করিও।" বিপ্রের মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে বাসনা না থাকিলেও প্রভুর আদেশে বিদায় লইতে বাধ্য হইলেন। বিপ্র পুনঃ পুনঃ সপার্ষদ মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া কোনমতে কাঁদিতে কাঁদিতে পত্নীর সহিত গৌড় যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যাজিগ্রামে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর পিত্রালয়ে চারিদিন অপেক্ষা করিয়া যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদাস গৃহে আসিয়া নিরন্তর নামসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তিরীতি দর্শনে গ্রামবাসী সকলেই [illegible] হইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ম-[illegible] [illegible] ব্রাহ্মণ, চৈতন্যদাসের [illegible] [illegible] বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিতে লাগিলেন—"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। বিপ্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 'শ্রীজাহ্নবা' [illegible] বিপ্রকে সন্তান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শুভক্ষণে শুভলগ্নে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন। যথাসময়ে যথারীতিতে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ হইল; পূর্ব্বে কাহারও কিছুই জানা নাই, অথচ মহাপ্রভুর প্রেরণায় সকলেই বলিতে লাগিলেন—ইহার নাম শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইলেন। পঞ্চম বর্ষে শুভক্ষণে শ্রীনিবাস পড়িতে আরম্ভ করিয়া সকলেই [illegible] হইলেন, যথাকালে বিদ্যারম্ভ আরম্ভ হইল। চূড়াকরণ ও উপনয়ন সংস্কারও যথারীতি সম্পন্ন হইল। তাঁর [illegible] বিদ্যাবাচস্পতি শ্রীনিবাসকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, তর্কাদি-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সকলের চিত্তে বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। শ্রীনিবাসের প্রতি স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-যুবা, সকলেরই যেন কেমন একটা আকর্ষণ; ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারিলেন, দেব-অংশ ব্যতীত মনুষ্যে কখনও এরূপ সম্ভব হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

মহারাজ ভরতের মৃগ-দেহ-প্রাপ্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হে সুধী পাঠকবর্গ! 'আচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ' মহারাজ ভরতের চরিত্র হইতে আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন শ্রবণ করুন,—"যাঁহারা নিত্য কৃষ্ণদাস জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহাদের দৈহিক উপকার বা অন্নবস্ত্রাদি দিবার জন্য ব্যস্ত হন, কিম্বা যাঁহারা "আগে" দৈহিক উপকার, পরে ভগবানের সেবা"—এইরূপ বিচার করিয়া জীব-সেবা, সমষ্টি-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির ছল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সংসার-দশাই প্রাপ্ত হন। ঐরূপ শিক্ষাদাতৃগণ দ্বিতীয় বস্তুতে অভি-নিবিষ্ট—অসদ্বস্তুতে আসক্ত, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ। উঁহাদের সঙ্গ করিলে ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া জীবের নাস্তিকতা বৃদ্ধি হয়।" ইহাদের জীবে দয়া কিরূপ? ইহারা বলিয়া থাকেন,—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥" আমরাও এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়া থাকি, "ওঃ কি মহাপ্রাণতার কথা! কি উদারতা! কত বড় ভাব! ইনিই সত্য সত্য মহা-পুরুষ!" কিন্তু বুদ্ধিমান্ পাঠকগণ!

একবার নিরপেক্ষ চিন্তাশীল হইয়া, আবিল হইয়া, সর্ব্বপ্রকার মনোধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভাবিয়া দেখুন, ঐরূপ কথার প্রতি-বর্ণে নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নাই। বঞ্চিত, মনোধর্ম্মী ও মায়াবাদীর কপট-প্রলাপ শুধু, তাই যে স্থানে যত বড় নাস্তিকতার কথা, তাঁহাকেই আমরা তত বড় মহাপ্রাণতা বা উদারতা বলিয়া মনে করি। দেবী মায়ার বিমোহিকা শক্তিকে আমরা বুঝিতে পারি না যে, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, আবার জীবেও নারায়ণত্ব নাই। আলোক-অন্ধকার, মায়া ও ভগবান্ কখনও একত্র বিরাজ করিতে পারে না; কিন্তু দুর্ভাগা আমরা মনে করি, ভগবান্ মায়া দ্বারা সংযুক্ত হন, নারায়ণ দরিদ্রতা প্রাপ্ত হন। অন্যাদি বহির্ম্মুখ, জিহ্বাপূজাই, মায়ার কবলে কবলিত বদ্ধজীবকে আমরা বিশ্বরূপী ঈশ্বর মনে করিয়া পাষণ্ডতার পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হই না। শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিয়াছেন,—"যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'। সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥" অতএব এই প্রকারের উপদেশকগণ নিজদিগকে যতই 'আস্তিক' মনে করুন না কেন, দেশের ও সমাজের হিতৈষী বলিয়া যতই ভাবুন না কেন, উদার ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া মনোধর্ম্মী জগতের নিকট যতই বিবেচিত হউন না কেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ ভগবদ্ভক্তির পরম অন্তরায়।

যাঁহারা ভগবৎসেবাপরায়ণ, তাঁহারাই যথার্থ পরোপকারী। তাঁহাদের মত পরদুঃখ-দুঃখী, জীবে দয়ালু আর কেহই নাই। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ পরোপকার করিবার জন্যই সমগ্র জীব-কুলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন,—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥" "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার॥" শ্রীল বাসুদেব ঠাকুর সেই দয়ার আদর্শই দেখাইয়াছেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।

সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

আহা! পরম দয়াল অবতার ভগ-বদ্ভক্তগণের কি মহা-বদান্যতা! তাঁহারা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য, অনিত্য-দেহে জীবকে আসক্ত করিবার বা মনোধর্ম্ম-চালিত হওয়া সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী দেহমনের তাৎকালিক সুখ সুবিধা করিয়া দেওয়াই—'জীবে দয়া', ঈশ্বরের সেবা'—প্রভৃতি উপদেশ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া বিপথে পরিচালিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন না,—তাঁহারা জীবে দয়া বা পরোপ-কারের ছলে পুনঃ পুনঃ জীবকে চৌরাশি-

লক্ষ যোনি ভ্রমণে প্রবৃত্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি অতিশয় 'নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন না। ভগবৎসেবারত সাধু মহাজনগণ প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণদাস জ্ঞানে তাহাদিগকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের আত্যন্তিক-কল্যাণ বা আত্ম-কল্যাণ সাধনে ব্যাকুল হন—নিজেরা পাষণ্ডগণের দ্বারা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, নিন্দিত ও অপমানিত হইয়াও মহাপ্রসাদ-নির্মাল্য, হরিকথা কীর্তন প্রভৃতি দ্বারা জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদনে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন। সত্যপ্রচারক শ্রীগৌরভক্তগণের আচরণ এইরূপ।

কটকে নদীয়া-প্রকাশ

আমাদিগের নিজস্ব সংবাদদাতা কটক র‍্যাভেনস কলেজের জনৈক সিনিয়র প্রফেসার আমাদিগকে জানাইতেছেন—"মহাশয়, আপনাদের 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' এখানে অনেকেই আদর করিয়া পড়েন। কতকগুলি ব্যক্তি 'নদীয়া প্রকাশ' পড়াটাই তাঁহাদের দৈনন্দিন প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। ইহা আদৌ অতিরঞ্জিত সংবাদ নহে। আমি তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া স্তম্ভিত হই। এখানকার বিস্তারিত সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাঠাইতে চেষ্টা করিব। কটক অত্যন্ত বিস্তৃত সহর। নদীয়া-প্রকাশ প্রতিদিন বৈকাল ২টা ৩টার সময় বিতরণার্থ আপনাদের স্থানীয় সচ্চিদানন্দ মঠের পরেশ ব্রহ্মচারী সহরে বাহির হ'ন। ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় কাগজ নিঃশেষিত হইয়া যায়। সহরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বিতরণ করিতে পারিলে এখানে বহু ব্যক্তির অভাব পূরণ হইতে পারে।

শ্রীবৃন্দাবন-সমাচার

আজকাল বৃন্দাবনে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। প্রকাশ, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ-স্নানান্তে যাত্রীরা বৃন্দাবন হইয়া যাইতেছে। যাত্রীরা স্থান না পাইয়া এই শীতের মধ্যে খোলা ময়দানেই রাত্রি যাপন করিতেছে। কয়েকটী যাত্রীর আবার বসন্ত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যাত্রীর জন্য ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কা গাড়ীর ভাড়া ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাশী

কাশীতে এখনও কলেরা রোগের প্রকোপ কমে নাই। তথাপি প্রত্যহই নূতন যাত্রীর আমদানী হইতেছে। প্রায় পাঁচ শত লোকের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এত অধিক লোক কখনও মরে নাই। কিন্তু তথাপি যাত্রীর নাকি ভরসা কাশীতে মরিলে শিব হওয়া যায়। তবে শিব হওয়ার মত হৃদয়ের জোর কয়জনের আছে, তাহাই বিচার্য্য-বিষয়। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' জাতীয় লোকের হায়হাট যা কিছু বাকি। নতুবা "অহঞ্চ-মহদ্গৃহ্নামি হরিবেষ্টু ভক্তানং শঠৈনঃ" বিশ্বেশ্বরের এরূপ কথা খুব কমলোকেই ভাবিয়া থাকে।

শ্রীনৈমিষারণ্য

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীপরমহংস মঠের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তিকুপাদ শ্রীনপরমহংস ঠাকুর তথায় সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়া নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবতকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা ভক্তগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ

কাশী, শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ শিবক্ষেত্র শ্রীকাশীধামে শিবপ্রিয়, শিবদ, শিবোপাস্য সদাশিব ও তদংশী বিশ্বেশ্বরের বিশ্বম্ভর-কথা কীর্ত্তন করিয়া 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' শিবের সন্তোষ বিধান করিতেছেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধস্বরূপ মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী, সুতরাং শিবাপরাধী ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তপঞ্চোপাসকগণের ভীতিপ্রদ নিত্য শুদ্ধ সত্য সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্যই শিবের শিবময়ী কথা, আর তাহা কীর্ত্তনেই শিবদাস মঠবাসিগণের আনন্দ। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এই কাশীধামেই তাঁহার প্রিয়পার্ষদ সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া জীবগণকে যে সনাতনী শিক্ষা—কৃষ্ণের নিত্যদাস্য উপদেশ করিয়াছেন, সেই শিক্ষাই শিবক্ষেত্র কাশীধামের একমাত্র শিবময়ী তাপত্রয়োন্মূলনকারিণী শিব-শিক্ষা। জীবগণ সেই শিক্ষানুসরণেই শিবকৃপালাভে সমর্থ হইবেন—তাপত্রয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। নতুবা কলেরা প্রভৃতির ন্যায় ঐরূপ আরও শত শত তাপে তপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে জীবনলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। বিশ্বেশ্বরের বিশ্বম্ভর-সেবাতেই বিশ্বেশ্বরের আনন্দ, বিশ্বেশ্বর বিশ্বম্ভরানুগত ব্যক্তিকেই কৃপা করিয়া থাকেন। সুতরাং কাশীবাসী শিবানুগত্যে গৌরানুগত্য করুন, তাহা হইলেই কাশী-বাসের সার্থকতা, নতুবা সকলই বহ্বাড়ম্বর মাত্রে। পর্য্যবসিত হইতেছে।

নানা কথা

বামন পুকুরে শোক-সভা

পঞ্জাব কেশরী লালা লজপত রায়ের মৃত্যু-সংবাদ এখানে পৌঁছান মাত্র স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ গভীর শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় স্কুল ও সাধারণ পাঠাগার বন্ধ হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময়ে বামনপুকুর সাধারণ পাঠাগারের কর্ম্মীদের চেষ্টায় উক্ত পাঠাগার-প্রাঙ্গণে একটী শোকসভার আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে একটী বিষাদ মাখা উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত রাসেদাস নবী বাংলায় সভার সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী লালাজীর আত্মার সদ্গতির উদ্দেশে একটী বিষাদ মাখা কবিতা পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কুমারেশ চন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত আবদুল নবী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বিশ্বাস মহাশয়ের কথাকয়টীর ভিতর হইতে গভীর শোকোচ্ছ্বাস অনুভূত হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীযুক্ত নৃসিংহ প্রসাদ চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাব অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয়কয়টী সকলের সমর্থনে গৃহীত হয়।

১। এই সভা লালাজীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

২। এই সভা লালাজীর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিতেছে।

৩। পঞ্জাবের পুলিশের অমানুষিক লাঠি চালানর ফলে লালাজী বক্ষদেশে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং সেই আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন, বলিয়া শুনা যায়, এই সভা সেই পুলিশের লজ্জাকর কার্য্যের জন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

রাত্রি প্রায় ৮॥০ ঘটিকার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

মুন্সীগঞ্জ কালীবাড়ীতে নমঃশূদ্র প্রহৃত

সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) কালীবাড়ীতে একটি অমানুষিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত শুক্রবার দিন জনৈক নমঃশূদ্র স্থানীয় কালী বাড়ীর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দিরস্থ বারান্দার রক্ষিত "চরণামৃত" গ্রহণ করে। এই অপরাধে মন্দিরের সেবায়েতগণ উক্ত নমঃশূদ্রকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছে। স্থানীয় তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ সেবায়েতদের উক্ত পৈশাচিক কার্য্য সমর্থন করিতেছে। এই ঘটনার সদর ও মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের যুবক সম্প্রদায় ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। গত রবিবার দিন মুন্সীগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রামের অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্থানীয় লোকের মাঠে একটী বিরাট সভা করিয়া সেবায়েতদের উক্ত কার্য্য এবং স্থানীয় গোঁড়া ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অন্যায় আচরণে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া কলিকাতা প্রবাসী মুন্সীগঞ্জবাসিগণ নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম উকীল লাইব্রেরীতে প্রেরণ করিয়াছেন—

কলিকাতা-প্রবাসী মুন্সীগঞ্জবাসিগণ কালীবাড়ী সেবায়েত কর্ত্তৃক জনৈক নমঃশূদ্রের উপর অমানুষিক অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির প্রার্থনা করিতেছে।

—বঙ্গবাণী।

মিসিসিপি নদীতে বন্যা

কেনসাস, সিটি, ১৯শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিসিসিপি নদীতে বন্যা হইয়াছে। ইহার ফলে আর্কেন্সাসের পূর্ব অঞ্চল এবং মিসুরী প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চল ভাসিয়া গিয়াছে। শস্যক্ষেত্র, জীবজন্তু, কলকারখানা ইত্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ১০ জন লোক জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যে সমস্ত স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে, সে সমস্ত স্থানের অধিবাসিবৃন্দের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। শত শত বিপন্ন লোক আসিয়া উচ্চ স্থানগুলিতে আশ্রয় লইতেছে।

এই মিসিসিপি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

ইংলণ্ডাভিমুখে সংস্কৃত রণতরী

হালিফাক্স বন্দরের নিকট ঘন কুয়াসার মধ্যে পড়িয়া "ডণ্টলেস" নামক একখানি রণতরী চড়ায় আটকা পড়িয়াছিল। তাহাতে উহা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। সম্প্রতি ইহার সংস্কার কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে জলে ভাসান হইয়াছে। নবেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত তাহা ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিবে।

লর্ড গ্রে'র পত্নী-বিয়োগ

গত ১৮ই নবেম্বর রাত্রে লণ্ডন হইতে এডিনবরা যাত্রী এক্সপ্রেস ট্রেণকে মধ্য পথে থামিতে হইয়াছিল। কারণ লর্ড গ্রে তাঁহার পত্নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া কোনও মালপত্র সঙ্গে না লইয়াই পত্নীকে দেখিতে গমন করেন। তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য মধ্যপথে ট্রেণ থামাইতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া লর্ড গ্রে তাঁহার পত্নীকে জীবিত দেখিতে পান নাই। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীর প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল।

১০ অগ্রহায়ণ, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা কটকবাসীর বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছি। নদীয়া-প্রকাশ কোন ব্যক্তিবিশেষ, দেশবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নহেন। স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপ নদীয়া-প্রকাশ গৌড়রূপ উদয়াচলে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীধাম মায়াপুরে উদিত হইয়া ও তাঁহার কোটীসূর্য্যবিনিন্দিত জ্যোতির্দ্বারা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত করিতেছেন। দৃশ্যমান সূর্য্য কেবল বাহিরের অন্ধকার মাত্র দূর করিতে পারেন, কিন্তু নদীয়া-প্রকাশ-সূর্য্য জীবের হৃদয়-গুহার অতি নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত অন্ধকারও বিনাশ করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করেন। সুতরাং জীবমাত্রেরই ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা দূরে বিসর্জ্জন দিয়া অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু-তত্ত্ব-নির্দ্দেশক—সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম-প্রচারক 'নদীয়া প্রকাশ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় উন্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য।

এই নদীয়া-প্রকাশের সেবালাভ করিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয়ের আনুগত্য একান্ত আবশ্যক। শ্রীগৌড়ীয়ই নদীয়া প্রকাশের কথাশ্রবণে অধিকার প্রদান করেন অর্থাৎ ভক্তের কৃপাই ভগবৎকৃপোপলব্ধির যোগ্যতা প্রদান করেন।

জগতের লোক গ্রাম্যবার্ত্তা অর্থাৎ কুক্ষেত্রের বিষয়বার্ত্তা শ্রবণের জন্যই সর্ব্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহাদের আগ্রহ খুবই কম, একরূপ না থাকারই মধ্যে, যাহা আছে, তাহাও স্বল্পকালস্থায়ী অথবা তাহাতে কেবল স্বার্থের পূতিগন্ধ বিজড়িত। যাহাতে আমাদের ইহামুত্র মঙ্গলোদয় হইতে পারে, এমনই দুর্ভাগ্য আমাদের যে, তাহাতেই আমরা অন্যমনস্ক। সংসারের সুখদুঃখের পরিচয় প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা সাংসারিক সুখদুঃখের কথা লইয়াই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। যেখানে আনন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই—আছে কেবল আনন্দের আবরণে অপার দুঃখ-সমুদ্র, সেখানেই চাই আমরা আনন্দের আশায় ছুটিতে। তাই নদীয়া-প্রকাশ আমাদের দুর্দ্দশাদর্শনে ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। নদীয়া-প্রকাশ বলিয়া দিতেছেন, তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই সেবাই নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে। সুতরাং হে মানবগণ—হে বন্ধুগণ—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য,
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

কাশী ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন ত' কাগজ-পত্রের মধ্যে কেল্লা মার দিয়া' বলিয়া খুব বগল বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতরকার কেলেঙ্কারী যতই বাহির হইয়া পড়িতেছে, ততই তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। যে সকল ব্রাহ্মণের আদৌ তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতাগুণ নাই, তাঁহারা কোন্ সাহসে যে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে যা'ন, আমরা তাহা ভাবিয়াই পাই না। আমরা গত অগ্রহায়ণ শুক্রবারের আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। স্বীকার করি, শাস্ত্রীমহাশয় 'শুদ্ধির' সমর্থনে যে সকল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বলিতেছেন, তাহা বর্ত্তমান-ব্রাহ্মণ-সমাজের একচেটে ব্যবসায়ের পক্ষে বড়ই হানিকর, কিন্তু তাই বলিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়কে ঐরূপ অপমান করা কি তাঁহাদের মত ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যাভিমানীর পক্ষে বড়ই বাহাদুরীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করেন? তর্কপঞ্চ, তর্কভূষণ মহাশয়ের সহিত কিছুতেই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাহিবেন না, যেহেতু তর্কভূষণ রামভক্ত বিভীষণের আনুগত্যে ভিতরের গলদ সব বাহির করিয়া দিতে চান।

মোট কথা, তর্কপঞ্চ-প্রমুখ গোঁড়া ব্রাহ্মণব্রুবগণ তাঁহাদের গোঁসাঁই বা একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য যতই না কেন চেষ্টা করুন, সত্যানুরাগি-সমাজ আর তাঁহাদের বাক্চাতুরীতে কর্ণপাত করিবে না। সত্যের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। সত্য বলিতেছেন;—ব্রাহ্মণতা শুক্রশোণিতের মধ্যে আবদ্ধ নাই—গুণ এবং কর্ম্মানুসারেই ব্রাহ্মণতা নিরূপিত হইবে, কলিযুগের ব্রাহ্মণগণের শৌক্রবিচারে কিছুতেই শুদ্ধতা হইতে পারে না; তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান-মার্গে নির্ম্মলতা নাই; পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা দিয়াছেই তাঁহাদের শুদ্ধি। পরমপূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী তাঁহার ভাবার্থদীপিকায় (৭।১১।৩৫ শ্লোকে) স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাৎ।"—অর্থাৎ শমাদি গুণদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। মহাভারত (শান্তিপর্ব ১৮৯৮ শ্লোক) বলিয়াছেন—

"শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥"

—অর্থাৎ শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রলক্ষণ উপলব্ধ হয়, তবে শূদ্র আর শূদ্রবাচ্য হন না, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

এখনো সত্যপ্রিয় সুধীসমাজের প্রতি আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সত্যানুসন্ধান করুন। তাঁহারা ইহা নিশ্চিতই জানিয়া রাখুন—যে ব্রাহ্মণ বলিতে চান, আমার ব্রাহ্মণলক্ষণ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি কার্পাসের সূতা গলায় ঝুলাইয়া ব্রাহ্মণই থাকিয়া যাইব, আর অব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা লাভ করিলেও তাঁহারা অব্রাহ্মণ থাকিবেন'—তাঁহারা কখনও ব্রাহ্মণ নহেন,—ব্রাহ্মণাপসদ বা ব্রহ্মবন্ধু মাত্র। ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি তাঁহার উদারতা গুণে সকলকে অব্রাহ্মণতা হইতে মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণতা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ প্রাকৃত কূট তর্কপঙ্কে ডুবিত থাকিয়া সঙ্কীর্ণচেতা হন না। প্রফেসার ছাত্রকে প্রফেসার করাইবার জন্যই বিদ্যাদান করিয়া থাকেন; 'ছাত্র যদি প্রফেসার হয়, তাহা হইলে আমার রুটী মারা যাইবে'—এরূপ অনুদারচেতা ব্যক্তি কখনও শিক্ষক হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু হইয়াছেন, ইতরবর্ণকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য, সেগুণ যে ব্রাহ্মণের নাই, তাঁহার গলার সূতা জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলাই ভদ্রতা। ব্রহ্মসূত্র আর কার্পাসের সূত্র এক নহে। সর্ব্বাগ্রে যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া বড়াই করিতেছেন, তাঁহার ব্রাহ্মণতা কিছু আছে কিনা, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য কতকগুলি 'কং খং জানা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-ব্রুবকে লইয়া দল পাকাইলেই যদি সত্যের অপলাপ করা যাইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না।

কাশীর প্রমথনাথ দুইচারিটী সত্য কথা বলিতে উঠিলেন, আর অমনি ব্যবসাদারদল তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই নাকি ব্রাহ্মণতা আর ইহারই এত বড়াই? আমরা অবশ্য ইহাও বলিতে চাহিনা ভ্রমপ্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়যুক্ত মানবের বিচার একেবারে অভ্রান্ত সত্য হইবে, কিন্তু ভাগবত পুরাণাদি শাস্ত্র যদি মধ্যস্থতা করেন, তবে মানুষের ব্যক্তিগত মতের সমর্থন কেন করিতে হইবে? প্রমথনাথকে 'প্রগল্ভ' ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি না দিয়া ব্রাহ্মণোচিত ভদ্রতা-সহকারে তাঁহাকে আহ্বান করিলেই শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণের পরিচয় পাওয়া যাইত। অবশ্য বর্ত্তমানে শুদ্ধি আন্দোলন যে ভাবে চলিতেছে, তাহার সমস্ত বিচারগুলির উপর আমাদের সহানুভূতি না থাকিলেও প্রত্যেক জীবাত্মাই যে তাঁহার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু"—এই অবস্থা বা ব্রাহ্মণতা অবগত হইয়া নিত্য বিশুদ্ধ বা বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন, এবিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি। আমরা এতৎসম্বন্ধে বারান্তরে আরও আলোচনা করিব।

"নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

ব্রাহ্মণ-সম্মিলনে শিষ্টাচার

(শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা)

কাশী নগরীতে যে ব্রাহ্মণ মহা-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে "ব্রাহ্মণ"-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলের যে মনোবৃত্তির পরিচয় এই উপলক্ষে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেশের এবং ধর্ম্মের কতদূর অনিষ্টকর, তাহা সুধী মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিবেন। নিত্যক্ষয়শীল এই প্রাচীন আর্য্যজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতি ও নিত্য উন্নতিশীল বর্জ্জিত পথের প্রতি ইহারা একেবারেই অন্ধ—স্বার্থ ইহাদের দূরদৃষ্টিকে একেবারে দূরীভূত করিয়াছে। যাহা হউক, সাধারণ শিষ্টাচারও যে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে তাহা বোধ হয় হিন্দু জনসাধারণ জানেন না। আমার এক পরিচিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় কলিকাতার এক টোলের অধ্যাপক। তিনি ব্রাহ্ম। সম্মেলনে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়কে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুঙ্গবেরা কিরূপে অবমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় শুদ্ধির সমর্থনে কিছু বলিতে উঠিবামাত্র তাঁহাকে অকথ্য গালাগালি, তাঁহার উপর ইষ্টক ও পাদুকা বর্ষণ এবং নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বিতাড়িত করা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় এই অবস্থায় প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত যে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আদর্শ-স্থানীয়। লাঞ্ছিত হইয়াও তিনি সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন—"এই সকল কথা আপনারা কাগজে দিবেন না। আমার অপমানকারীদিগের নাম প্রকাশ করিবেন না।" সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া দারভাঙ্গার পাথেয় অনুগ্রহ-লোলুপ হিংস্র-স্বভাব জীবগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—না, সত্তর বৎসর বয়সের শান্তি, সহিষ্ণুতা ও উদারতার প্রতিমূর্ত্তি শাস্ত্রী মহাশয় প্রকৃত ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কাহারা?

—আনন্দবাজার ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

ভক্তিমতী মহিলা
শ্রীকরমেতীবাই

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বাগাধিকারী)

বাঙ্গিপাড়া প্রদেশে খাণ্ডল গ্রামে পরশুরাম নামে এক পরম বৈষ্ণব বাস করিতেন। তাঁহার অতি আদরের এক মাত্র কন্যা—শ্রীকরমেতীবাই। তৎকালে বৈষ্ণবগণ স্ত্রী কন্যাবর্গকে উত্তমরূপে সুশিক্ষা প্রদানে যত্নবান্ ছিলেন এবং স্ত্রী কন্যাগণও নানা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। আদর্শ মহিলা শ্রীকরমেতীবাই পিতৃদেবের ঐকান্তিক যত্নে অল্প বয়সেই বহু বিদ্যালাভ করিলেন এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নির্মল নিত্যকল্যাণদায়িনী বৈষ্ণবধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। ক্রমে বিবাহযোগ্য সময় উপস্থিত হইলে পরশুরাম কন্যা করমেতীকে পাত্রস্থা করিলেন, কিন্তু যিনি জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নিত্য পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে আর সেব্যবুদ্ধি থাকা কি সম্ভবপর? শ্রীকরমেতী বাই ঘোর বিষয়ী অবৈষ্ণব স্বামীর গৃহে গমনের পরিবর্ত্তে নির্জ্জনে শ্রীহরিনামগ্রহণে যত্নবতী হইলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী হইয়া 'হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ!' বলিয়া কখনও হাস্য, কখনও ক্রন্দন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে তাঁহার মনভৃঙ্গ মত্ত হইয়া রহিল।

এইভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে কৃষ্ণপ্রাণা করমেতীকে শ্বশুরালয়ে লইয়া যাওয়ার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতে লাগিল। করমেতী বাই অবৈষ্ণবস্বামিগৃহে তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণসেবায় ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া একেবারে অধীরা হইয়া উঠিলেন। সংসারে যারপরনাই উৎপীড়িতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া—সংসারাসক্ত কৃষ্ণবহির্মুখ ব্যক্তিগণের তাড়নায় শোকে দুঃখে অবসন্না হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! এখন কি করিব, কোথায় যাইব? বৈষ্ণব-দ্বেষীর কুসঙ্গে পড়িলে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া বিকল হৃদয়ে ভূমি লুণ্ঠন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে অবশেষে স্থির করিলেন যে, গোপনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পলায়ন করিব। ধর্ম্মপ্রাণা করমেতী বাই এইরূপ যুক্তি করিয়া অনুরাগে উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। চতুর্দ্দিক দ্বার অর্গল বদ্ধ থাকায় ভিতর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নে পতিত হইলেন। অনাথ-শরণ শ্রীহরির কৃপায়, করমেতীর শ্রীঅঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। তিনি সেই গভীর নিশীথে তাঁহার নিত্য পতির-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদিনী হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরশুরাম একমাত্র কন্যার অদর্শনে এবং প্রত্যুষে লোকনিন্দা-ভয়ে বিশেষ চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং তিনি যে রাজার পুরোহিত ছিলেন, সেই রাজ-সমীপে সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

রাজা একথা শুনিয়া নানা স্থানে করমেতীর অন্বেষণের জন্য বহুলোক প্রেরণ করিলেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শ্রীকরমেতী শ্রীহরিনাম করিতে করিতে একাকিনী পথে চলিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন যে, রাজঅনুচর তাঁহার অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া ঐ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি নির্জ্জন প্রান্তরে আত্মসংগোপনের কিছুমাত্র উপায় না দেখিয়া 'হা দীনবন্ধো! অনাথশরণ! বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলেন এবং সম্মুখেই একটী মৃত দুর্গন্ধপূর্ণ উষ্ট্র দেখিয়া উহার উদরে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপ্রাণা করমেতী ক্রমান্বয়ে তিন দিবস ঐ পূতিগন্ধময় উষ্ট্রের উদরে ভজনানন্দে কাটাইয়া দিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলে দেবী করমেতী চতুর্থদিবসে পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে উধাও গতিতে রওনা হইলেন। এইরূপ অসংখ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক ঐ অনন্য সাধারণ ভক্তিমতি রমণী তাঁহার অভীষ্ট ধাম শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া অতিশয় উৎফুল্লচিত্তে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ঘোর অরণ্যমধ্যে ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে পণ্ডিত পরশুরাম একমাত্র কন্যার অদর্শন যাতনায় শোকার্ত্ত হইয়া কন্যাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন আগমন করিলেন। তথায় সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণেও স্বীয় দুহিতাকে দেখিতে না পাইয়া এক দিবস একটী উচ্চবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডতীরে গভীর অরণ্য মধ্যে ভজন-নিরতা করমেতীকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া করমেতীর জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি, বাহ্যজ্ঞান-রহিতা অবস্থা, দু'নয়নে দরদর ধারে বিগলিত প্রেমাশ্রু প্রভৃতি দর্শনে করমেতীকে আর স্বীয় কন্যা মনে করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সাষ্টাঙ্গে করমেতীর চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন,—"মা! বনে প্রয়োজন কি? তুমি আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী একমাত্র কন্যা গৃহলক্ষ্মী, তুমি গৃহে বসিয়া শ্রীহরিভজন করিবে চল, তোমাকে দেখিয়া আমি অমৃতসাগরে অভিষিক্ত হইব।" বহুক্ষণ পরে করমেতী বাহ্যজ্ঞান পাইয়া পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন,—পিতঃ! আমাকে ভৎর্সনা করিবার কিছু নাই, শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব, আমার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই সেই নিত্য পতি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত, এক্ষণে আমার প্রাণশূন্য দেহটা লইয়া আপনি কি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন? আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন—বিষয়-বিষ পান না করিয়া কৃষ্ণনামামৃত পান করুন, তাহাতে নিত্যমঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী করমেতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরশুরাম কন্যাকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিয়া—আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপ সাধ্বী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা জীবনের অবশিষ্টাংশ শ্রীবৃন্দাবনধামে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে হরিভজনে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইলেন।

প্রাচীন ভারতে বহু ধার্ম্মিকী মহিলা এই প্রকার ভক্তিমার্গ অবলম্বনে ভারতভূমি পবিত্র করিয়াছেন, কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! বর্ত্তমান সময়ে ভারত ললনাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিখরে আরোহণপূর্ব্বক জাগতিক হিসাবে শ্রেষ্ঠা হইলেও ভগবৎকৃপাসমারূপ ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতমস্তরে অবতরণ করিতেছেন। আমাদের মাতৃ সকল ও প্রিয় ভগিনীবর্গের নিকট সকাতরে নিবেদন এই যে, আমরা আত্মবিস্মৃতাবস্থায় কতকাল আর এরূপভাবে ভোগবিলাসে প্রমত্তা থাকিয়া মায়ার দাসত্ব করিব? আমাদের এই সুদুর্লভ মানুষদেহ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি শুধু জাগতিক প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য? যাহা নিত্য স্থায়ী নহে—যাহা আজ আছে, কাল থাকার নিশ্চয়তা নাই, সেই সকল বিষয়ে যত্নবতী না হইয়া পতিতপাবন সদ্গুরুর পাদপদ্মে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিত্যকল্যাণ লাভ করাই একমাত্র পরমমঙ্গলদায়ক। দয়ার সাগর বৈষ্ণব-মহাজনগণ সর্ব্বক্ষণই আমাদের ন্যায় পতিতাধম জীবকুলকে বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ে হরিভজনরত মানবগণ আর ত্রিতাপে দগ্ধ হন না—তাঁহারা অশোক-অভয় হইয়া নিত্যমঙ্গলনির্ম্মল পরমশান্তি লাভ করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের প্রাণাধিক স্নেহপাত্র হইলেন। চাখন্দি গ্রামের নিকটে যে যে ভক্তগৃহ ছিল, শ্রীনিবাস সর্ব্বদাই সেই সকল স্থানে গমন করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বিধান করিতেন। ভক্তগণ সকলেই বলিতেন,—"আহা, শ্রীনিবাস যেন মূর্ত্তিমান গৌরপ্রেমের রসময় বিগ্রহ। ইঁহাকে সর্ব্বক্ষণই বুকে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়।" শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ পাইবা মাত্র তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করিতেন। শ্রীখণ্ড চাখন্দি হইতে একটু দূরে অবস্থিত। শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডবাসি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য বড় ব্যগ্র হইলেও একা যাইতে পারিতেন না। এক সময়ে অকস্মাৎ যাজিগ্রাম হইতে তাঁহাকে লইবার জন্য লোক আসিলে শ্রীনিবাস সেই লোকসঙ্গে যাজিগ্রামে মাতামহের আলয়ে যাত্রা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পথিমধ্যেই শ্রীঠাকুর নরহরির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঠাকুর মহাশয় সেই পথে সগোষ্ঠী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া যে কি আনন্দ লাভ করিলেন, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়।

যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাস পুনরায় চাখন্দি গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার নিকট সর্ব্বদা গৌরকথা শুনিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদাস প্রেমাবিষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা হইতে নীলাচলে শ্রীগম্ভীরায় বিপ্রলম্ভলীলা পর্য্যন্ত সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীনিবাস গৌরদর্শনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্যদাস নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলে শ্রীনিবাস মাতাকে সঙ্গে করিয়া যাজিগ্রামে মাতামহের আলয়ে আসিলেন এবং সেখানেই বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। শ্রীনিবাসের গৌরদর্শন-পিপাসা দিনে দিনেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শেষে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে চলিলেন। তথায় শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীঠাকুর নরহরির নিকট মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতেই "ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—মহাপ্রভু অচিরেই লীলা সম্বরণ করিবেন, তুমি শীঘ্র যাও।" শ্রীনিবাস, ঠাকুরমহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শীঘ্রই যাজিগ্রামে প্রত্যাগত হইলেন এবং মাতার আদেশ লইয়া অতিশয় ব্যাকুল চিত্তে যাত্রা করিলেন। [illegible] পথিমধ্যে [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলাকথা শ্রবণ করিলেন।

শ্রীনিবাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া 'হা গৌরাঙ্গ, হা দয়াময়, হা শচীনন্দন' [illegible]

দিকে অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। কত প্রভুর কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন, শ্রীনিবাস কিছুদূর গিয়া শুনিলেন—মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান-লীলা করিয়াছেন। এই নিদারুণ বাক্য-শ্রবণে শ্রীনিবাসের যে না হইল, তাহা আর বর্ণিবার নহে। শ্রীনিবাস ছিন্নমূল-তরুবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার নয়ন বহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাস কেবল নিজেকে ধিক্কার দেন আর শিরে করাঘাত, মস্তকের কেশ ছিন্ন ভিন্ন; বক্ষে রক্তবিদীর্ণ করিতে করিতে 'হা গৌর হা গৌর' বলিয়া কাঁদিতে থাকেন। তাঁহার সে বিলাপ শ্রবণে নিতান্ত পাষাণও যুঝি গলিয়া যায়। এইরূপে ক্রন্দন করিতে করিতে দিবা অবসান হইল। শ্রীনিবাস স্থির করিলেন, —"আর দেহে প্রাণ রাখিব না।" এইরূপ বিচার করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইয়া পড়িল, এমন সময় মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যোগমায়া তাঁহাকে নিদ্রাকৃষ্ট করাইলেন। নিদ্রাকালে, ভক্তবৎসল গৌরহরি তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন—"শ্রীনিবাস, তুমি দুঃখ করিও না; গদাধর আদি আমার প্রিয় পরিকর তোমার পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, তুমি অবিলম্বে নীলাচলে তাঁহাদের নিকট গমন কর। মহাপ্রভু এই বলিয়া শ্রীহস্ত দিয়া শ্রীনিবাসের অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন আর বারম্বার সস্নেহ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।"

অনন্তর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শ্রীনিবাস প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে পথ হাঁটিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রাণপ্রভুবিচ্ছেদে শ্রীনিবাস প্রভুর বিরহে কাতর হইতে লাগিলেন। শ্রীনরেন্দ্র সরোবর (পূর্বে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সরোবর মহাপাত্র ছিলেন, তাঁহাদের ছিলনামেই সরোবরের নাম—নরেন্দ্রসরোবর) নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীনিবাস আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। "এইখানে মহাপ্রভু আমার সঙ্গে লীলা করিয়াছেন"—এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হা মহাপ্রভু' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে প্রণতি পূর্ব্বক আস্তে আস্তে তীরে চলিয়া সিংহদ্বারের নিকটস্থ হইলেন এবং রাত্রি অধিক হইয়াছে বিবেচনা করিয়া সিংহদ্বারের সমীপবর্ত্তী একস্থানে রাত্রি যাপন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রেমাবেশে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া পড়িতেই ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম সহিত স্বপ্নযোগে কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। শ্রীনিবাস প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথকে দর্শন করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীনিবাস বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, "শ্রীনিবাস, তুমি অনেক দুঃখ পাইয়া আসিয়াছ, তোমার কিছু খাওয়া হয় নাই, এই দেখ, তোমার জন্য আমি মহাপ্রসাদ আনিয়াছি, তুমি ভক্ষণ কর"—এই বলিয়া মহাপ্রসাদ দিয়াই বিপ্র অদর্শন হইলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার প্রতি শ্রীজগন্নাথের অহৈতুকী কৃপা জানে সেই মহাপ্রসাদ সেবনান্তে তাঁহার জলপাত্রস্থ নরেন্দ্র-সরোবরের জল পান করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, "মহাপ্রভু পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে গদাধর পণ্ডিত বসিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে ভাগবত পাঠ করিতেছেন।" শ্রীনিবাসের এই দৃশ্য দেখিবার বড় সাধ ছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি আজ স্বপ্নচ্ছলে ভক্তের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীনিবাস বড় দুঃখ পাইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার নিদ্রাকৃষ্ট হইলে শ্রীনিবাস স্বপ্নে দেখিলেন—প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভু সিংহদ্বার-পথে নিজ পরিকরগণ সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'শ্রীনিবাস আর দুঃখ করিও না, তোমার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ আমার বিশ্রামস্থল।' এই বলিয়া মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান হইতেই শ্রীনিবাসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর কৃপা স্মরণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মার্কণ্ড সরোবরে স্নান করিলেন এবং মার্কণ্ডকে প্রণাম করিয়া শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামীর অনুসন্ধানে চলিলেন। সম্মুখেই এক বৃদ্ধ বিপ্রকে দেখিয়া তাঁহার নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিতে বিপ্র বলিলেন, 'চল আমি তোমাকে লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া বিপ্র শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটি দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ ওখানে পণ্ডিত গোস্বামী আছেন। প্রভুর বিচ্ছেদে তাঁহার যে দশা, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। তুমি এখন যাও, তাঁহাকে দর্শন কর।" এত বলিয়া বিপ্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মাতলামি

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

লোকে নিজের স্বধর্ম্ম ভুলিয়া বিরুদ্ধের ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক যাহা করে, তাহাকেই 'মাতলামী' বলে। লোকে মাদক-দ্রব্য পান করিয়া মাতাল হয় এবং নেশার বশে নিজের স্বকার্য্য বা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া যথেচ্ছ অবস্থান করে, যাহা ইচ্ছা খায়, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে, নিজের গৃহ বা আঁস্তাকুড়, থানা ডোবা প্রভৃতি বিচার তখন আর তার থাকে না।

এই সংসারে অধিকাংশ জীবই মায়ার প্রদত্ত মোহ-মদিরা পান করিয়া মাতাল সাজিয়া বসে এবং তাহার ফলে নিজ স্বরূপ যে কৃষ্ণদাস ও নিজ ধাম যে বৈকুণ্ঠ, তাহা ভুলিয়া যায়।

সাধারণতঃ চারি প্রকার মাতাল আমরা এই মায়ার-রাজ্যে দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীর মাতালগণ আভিজাত্য-মদপানে মত্ত। ইহারা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করে। সেই মদের নেশায় জগতের সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে চায়। এই অভিমান বশতঃ বৈষ্ণবের তৃণাদপি সুনীচতা-গুণ তাহাদের কোনকালেই জন্মে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাতালগণ ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত। তাহারা জগতে অর্থকেই একমাত্র পুরুষার্থ-বোধে সর্ব্বদা অর্থার্জ্জন, অর্থ-রক্ষণাদিতেই অমূল্য-জীবন অতিবাহিত করে, কিন্তু বহুমূল্য মানব-জীবনের বৃথা ব্যয়-জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হয় না। অর্থের নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বদা সতর্কভাবে অবস্থান করে, পাছে কোন লোক তাহা অপহরণ করে এই ভয়ে। কিন্তু সর্ব্বস্বাপহারক কাল, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিনিময়েও যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যায় না, সেই দ্রব্যই অপহরণ করিয়া বসে। আমাদের জীবনের একটী মুহূর্ত্ত, যাহা গত হইয়া যায়, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য-বিনিময়েও তাহা আর পুনঃ ফিরিয়া পাই না। ইহারা সেই বহুমূল্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই নশ্বর বস্তুতেই মত্ত থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর মাতালগণ বিদ্যা-মদে মত্ত। তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী উপাধি লাভ করিয়া নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী অভিমান করে। 'নিজে কি বস্তু কোথা হইতে আসিল? কোথায় যাইতে হইবে? জীবের এইরূপ নানা যোনিতে ভ্রমণের কারণ কি?'—এই সব জ্ঞানের বিন্দুমাত্রও তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ-মস্তিকে স্থানলাভ করে না। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।" "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।" দুষ্কৃতি অর্থাৎ কুপণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয় না, তাহারা আত্মমোহ বিবর্দ্ধন জন্য বেদ-অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অসৎ কাব্যে আসক্ত, তাহারা নরাধম। তাহারা নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অজ্ঞানবশে অন্য দেবতার শরণ-গ্রহণ করে এবং ঐহিক ভোগ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া প্রাণান্তে যমপাশে বদ্ধ হইয়া স্বকর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম-ভোগ করিতে বাধ্য হয়। শাস্ত্রে দুই প্রকার বিদ্যার কথা উল্লিখিত আছে—পরা এবং অপরা। যে বিদ্যার অনুশীলনে পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায়, তাহাকে পরা-বিদ্যা বলে। যাহা দেহে 'আমি' বুদ্ধি পূর্ব্বক অসৎ কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত করাইয়া জীবের স্বরূপ জানিতে দেয় না, তাহাই অপরা বিদ্যা। এই অপরা-বিদ্যা-মদমত্তগণই যমদণ্ড্য। কিন্তু যিনি পরবিদ্যাকে আশ্রয় করেন, যমদূতগণ তাঁহার পার্শ্বেও কোন দিন যাইতে পারে না। তাই যম-রাজ তাঁহার দূতগণকে বলিয়াছেন যে, "জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্।" অর্থাৎ যে ব্যক্তিগণের জিহ্বা ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করে না, যাহাদের মস্তক কোন দিনই শ্রীকৃষ্ণে নমিত হয় নাই, সেই অকৃত বিষ্ণুকৃত্য ব্যক্তিগণকেই আমার নিকটে লইয়া আসিবে। এই সকল বাক্য অপরাবিদ্যা-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ জানিয়াও মায়ার মোহে বুঝিতে পারে না।

চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ সৌন্দর্য্যমদে মত্ত। এই শ্রেণীর লোকই অধিক। মায়ার এমনি খেলা যে, তৎপ্রদত্ত স্থূল দেহটীতে জীব মুগ্ধ হইয়া তাহার মার্জ্জন, আবরণ, মণ্ডনাদিতে আসক্ত হইয়া পড়ে, আর নিজে সুরূপই হউক অথবা কুরূপই হউক, সে মনে করে যে, আমি অত্যন্ত সুন্দর। এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ জীবগণ স্বীয় সুন্দর অঙ্গে বৈষ্ণব-পদরেণু, হরিচন্দনাদি লেপনে ঘৃণাবোধ করিয়া বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে তাহার চিত্তকে সর্ব্বদা উৎফুল্ল জ্ঞান করে এবং বিন্দুমাত্র ময়লা কোন অঙ্গে দৃষ্ট হইলে অশেষ যত্নে তাহা বিদূরিত করে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে, সেই দেহ একদিন ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, একদিন তাহা স্ব-শিবার ভক্ষ্য হইবে। যার জন্য দেহের আদর, সেই চিদ্বস্তুটীকে না চিনিয়া খোসাটীকে চিনিলেই এই বিপত্তি ঘটে।

এই চতুর্ব্বিধ মাতাল ব্যতীত আরও বহু প্রকারের মাতাল এই জগতে দৃষ্ট হয়। সে সকলের আলোচনা করিতে হইলে গণেশের মত লেখক, সমুদ্রের ন্যায় কালী এবং বিষুবরেখার তুল্য কলম লইয়া কোটী জন্ম লিখিলেও শেষ হইবে না। অতএব আমাদের ঐহিক মদে মত্ত হইলে এই বিপত্তি ঘটে যে, আমরা কি বস্তু, তাহা ভুলিয়া যাই। জীবের যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে অর্থাৎ আমি স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, পণ্ডিত, নির্ধন,

প্রফেসর, বৈজ্ঞানিক, স্বদেশভক্ত, স্বাধীন, পরাধীন প্রভৃতি বুদ্ধি থাকিবে, ততদিন জীবের মাতলামি ছুটিবে না। এই ঐহিক মাদকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিপ্রেমমদিরা পান করিতে পারিলে আর এ সকল মাতলামি থাকবে না। যাঁহারা উপারউক্ত মদ্যপান হইতে বিরত, তাঁহারাই প্রকৃত স্বরূপে অবস্থিত। উহা জীবের পক্ষে ঘোর অহিতকর জানিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বত্রই জীবের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টিত, জীবের এই মাতলামি দেখিয়া কাতর। তাঁহারা নিজকে ভারতবাসী, ইংলণ্ডবাসী, আন্দামানবাসী প্রভৃতি অভিমান করেন না; তাঁহারা জানেন যে, জীবের প্রকৃত ধাম—বৈকুণ্ঠ ধাম, সে ধামে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না। তাঁহারা নিজের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, রূপযৌবনাদিতে কোন অভিমানী না হইয়া নিজেকে কৃষ্ণদাস, তৃণ অপেক্ষাও হীন জ্ঞান করেন। ইঁহারা সুদৃশ্য অট্টালিকায় শয়ন করিয়া বা লক্ষ লক্ষ মুদ্রার উপরে উপবেশন করিয়াও নিজেকে মাতাল জ্ঞান করেন না, সেই সকল বস্তুকে তাঁহারা কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া কৃষ্ণের সেবার্থ নিয়োগ করেন। প্রত্যেক জীবেরই—প্রত্যেক মানব-নামধারী প্রাণীরই শ্রীমন্নিত্যানন্দচরণে প্রণত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই তিনি জগাই মাধাইয়ের মত অহৈতুকী কৃপাবিতরণে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করিয়া দিবেন।

নানা কথা

দিল্লীতে সাইমন কমিশন

নিউদিল্লী হইতে গভর্ণমেণ্ট একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইতেছেন যে, সাইমন কমিশনের সদস্যদিগের ইচ্ছাক্রমেই কমিশনের অভ্যর্থনায় কোন সমারোহ করা হয় নাই। সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্যগণ যখন মোটর করিয়া যাইতেছিলেন, সে সময় তাঁহাদের গাড়ীতে জনতার মধ্য হইতে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ফলে কয়েকখানি গাড়ীর কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় কেহ আহত হন নাই।

সম্রাট অসুস্থ
উদ্বেগের কোন কারণ নাই

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ সর্দ্দি ও জ্বরে ভুগিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসকগণ বলিতেছেন যে, উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তিনি ক্রমেই আরোগ্যলাভ করিতেছেন, তবে এখনও দুর্ব্বলতার জন্য শয্যাশায়ী আছেন।

চলন্ত ট্রেণ হইতে শিশু পতন
রাখে হরি মারে কে?

বাঁকুড়া, ২২শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ২১শে রাত্রির আপ গোমা প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি হইতে টিকিয়াপাড়া নামক স্থানের নিকট গাড়ীর জানালা দিয়া গোষ্ঠবিহারী ঘোষ নামক এক ভদ্রলোকের তিন বৎসর বয়স্ক একটী ছেলে নীচে পড়িয়া যায়, তখনই বিপদজ্ঞাপক শিকলে টান দেওয়া হয়, কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় না। উক্ত গাড়ীর যাত্রীরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকে, এবং প্রায় ৭মিনিট পর গাড়ী থামান হয়। চীৎকারে গার্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন গাড়ীর গার্ড, ফরেষ্ট কনজারভেটার মিঃ বাজাকন, বাঁকুড়ার সৌরেন্দ্রনাথ দাস ও আরও অনেকে বৈদ্যুতিক আলো লইয়া শিশুটিকে খুঁজিতে বাহির হন। ইতিমধ্যে সাঁতরাগাছির শঙ্কর মঠের একদল সেবক আলো সহ আসিয়া, তল্লাসীতে যোগ দেন, বহুক্ষণ তল্লাসীর পর বালকটিকে একটি ঝোপের মধ্যে পাওয়া যায়, ছেলেটির বাহুতে ও কপালে সামান্যমাত্র আঁচড় লাগিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার জন্য গাড়ীখানি এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

তাম্রলিপ্ত সংবাদ
(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

১৯।১১।২৮

এই মহকুমার মহিষাদল রাজ এষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কোর্ট-অফ ওয়ার্ডস্ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই ষ্টেটের মেণ্টেনেন্স অফিসার বাবু শিবচরণ মিত্র স্থায়িভাবে ম্যানেজারে নিযুক্ত হইয়া ষ্টেট পরিচালন করিতেছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কোন অজ্ঞাত হেতু বশতঃ তিনি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পদচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন চন্দ্র দে মহাশয় ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কুক গত শনিবার এখানে আসিয়া যাবতীয় কার্য্যালয় পরিদর্শন করিতেছেন। সম্ভবতঃ মহিষাদল ব্যাপারই তাঁহার পরিদর্শনের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের অদ্ভুত আদেশজারী

কিষাণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এক নোটিশ জারি করিয়াছেন যে, কোন বাহিরের লোক বা আদালতের উকিল-মোক্তার এবং তাঁহাদের মুহুরিগণ কেহই ফৌজদারী আদালতের কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এই ব্যাপারে সেখানে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

আগামী কংগ্রেস
অধিবেশনের তারিখ

কংগ্রেস অভ্যর্থনা-সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন, আগামী ২৫শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভার বৈঠক বসিবে এবং ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ২২শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বদল সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

সনাতনী ভণ্ডামী

সনাতনী ট্রেডমার্ক পণ্ডিতগণ 'জলচল শুদ্ধি' ইত্যাদির নামে আঁতকাইয়া উঠেন। কিন্তু রৌপ্য-রসায়ন-গন্ধে সনাতনীমতে অকাজ কুকাজ সবই চলিতে পারে।

২।৩মাস পূর্ব্বে কুষ্টিয়া সার্ব্বজনীন জন্মাষ্টমীতে 'জলচল' ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরাজী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত হেমন্ত গোস্বামী কতকগুলি কটুকথা বলিলে প্রথিতযশা সমাজ-সংস্কারক দিগিন বাবু যুক্তি তর্কের জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় কোন অপ্রকাশ্য কারণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন।

৪।৫ দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত-প্রবরের মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু সনাতনধর্ম্মের ধ্বজা উড্ডীয়মান করিবার জন্য 'কালাশৌচ' গোপন করিয়া কুষ্টিয়া বাজারে **শারদীয়া পূজা** করিয়াছেন। ইহাকেই সনাতনী ধর্ম্ম বলে। যতশীঘ্র ভণ্ডদের খোলা লোক চক্ষুতে প্রকাশ পায়, ততই সমাজের মঙ্গল। —আনন্দবাজার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ৩৫

প্রতিমাবিসর্জ্জন
ম্যাজিষ্ট্রেটের সর্ত্তহীন
লাইসেন্স মঞ্জুর

সংবাদে প্রকাশ যে, এতদিন পরে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জন সমস্যার মীমাংসা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চকবাজার রোড দিয়া বিসর্জ্জন মিছিল লইয়া যাইবার জন্য কোনরূপ সর্ত্ত নির্দ্দেশ না করিয়া লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বিলাতের নূতন নোট

রয়টার, ২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এক্ষণে ১ পাউণ্ড ও ১০ শিলিং মূল্যের যে ট্রেজারী নোট চলিত আছে, বৃহস্পতিবার হইতে তাহার পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ঐ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে। এই নূতন নোটগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং ১০ শিলিং মূল্যের নোটগুলিতে বৃটেনিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত এবং ১ পাউণ্ড মূল্যের নোটে সেণ্ট জর্জ্জের মূর্ত্তির সহিত ড্রাগন অঙ্কিত।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে
বিচারপতি নিয়োগ

এলাহাবাদ, ১৭ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, এলাহাবাদ হাইকোর্টে স্যার সেসিল ওয়ালসের স্থানে ইংলণ্ডের ব্যারিষ্টার মিঃ ডাগলাস ইয়ংকে বিচারপতিরূপে নিয়োগ করার কথা হইতেছে। হাইকোর্টের একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগ লইয়া এখনও আলোচনা চলিতেছে। অনেকের বিশ্বাস সিভিলিয়ানের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক বিচার-বিভাগের কোন কর্ম্মচারীকে এই পদ দেওয়া হইবে।

পরলোকে
অধ্যাপক সমাদ্দার

পাটনা, ১৯শে নভেম্বর।

গত ১৮ই নবেম্বর প্রাতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায়, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পাটনা কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের মৃত্যু হইয়াছে। বহুকাল যাবৎ তিনি পীড়িত ছিলেন। সোমবার এক শোক-সভার অধিবেশনের পর পাটনা কলেজ বন্ধ রাখা হইয়াছে।

নানকিংয়ে ভীষণ ডাকাতি

নানকিংয়ের ২১শে নভেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, একদল সশস্ত্র ডাকাত মোটরগাড়ীতে চড়িয়া প্রকাশ্য দিবালোকে উক্ত সহরের ব্যবসায়-বহুল স্থানে অবস্থিত দুইটী ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণকে পিস্তল দিয়া ভয় দেখাইয়া সহস্র সহস্র টাকা ব্যাঙ্ক হইতে লুঠিয়া লইয়া যায়।

কাশীতে গোয়েন্দার উপদ্রব

জনৈক সংবাদদাতা পত্রান্তরে লিখিয়াছেন, রাউলাট কমিটির রিপোর্ট বাহির হওয়ার পর হইতে কাশী প্রবাসী বাঙ্গালী দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তারপর হইতেই গোয়েন্দার নিরঙ্কুশ অত্যাচার উৎপীড়নে তাহাদিগকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইতেছে। কি কুক্ষণে যে মনমদের ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। এই সম্পর্কে বহু বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

লোককে যে কি ভাবে হয়রাণ করা হইতেছে তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও দুষ্কর। এই ব্যবহার কি কোন প্রতিকার হয় না?

—দৈঃ বসুমতী

ডুমরাওনের মহারাজা

শুনা যাইতেছে, ডুমরাওনের মহারাজা শাসন-পরিষদের সদস্য পদ হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। সরকার তাঁহার স্থলে অন্য লোক মনোনয়নের চেষ্টায় আছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১৩ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহোৎসব

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ২৬শে নভেম্বর সোমবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা এবং শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত শ্রীগৌড়ীয়মঠ (কলিকাতা), শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ (ঢাকা), শ্রীপরমহংসমঠ (নৈমিষারণ্য), শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ (বৃন্দাবন), প্রভৃতি মঠে শ্রীগ্রন্থপাঠ ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-মুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাস-যাত্রা

শ্রীকৃষ্ণের রাস-যাত্রা দেখিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসব, যাত্রিগণ কি অধিকারে, কোন্ নেত্রে, কি ভাবে, কোথায়, কিরূপে দর্শন করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা কিন্তু জানি—দেহে 'অহংবুদ্ধি' থাকাকালে অর্থাৎ আমি স্ত্রী কিম্বা পুরুষ, আমার অমুক গ্রামে বাস, আমি অমুক পিতার সন্তান, আমার পুত্র, পরিজন বান্ধব আত্মীয় আর কেহ আছে, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য শীঘ্রই আমার দেশে ফিরিতে হইবে ইত্যাদি, আমি, ও 'আমার' বুদ্ধি থাকা অবস্থায় প্রাকৃত নেত্র দিয়া, প্রাকৃত জনসঙ্গে, শ্রীনামে প্রাকৃত বুদ্ধি থাকাকালে কখনও রাসোৎসব দেখিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয় না। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে হইলে অগ্রে সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠজন শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে ক্রমপন্থায় গুরূপদিষ্ট ভজন-মার্গ অবলম্বন করিতে হয়। শ্রীগুরুদেবই শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া কোন দিন যদি শ্রীরাসদর্শনের নেত্র প্রদান করেন, তবেই রাসোৎসব দর্শন সম্ভব; নতুবা কেবল অনর্থ লইয়াই দেশে ফিরিতে হইবে। যাত্রিগণকে এ সকল কথা কে-ই বা বুঝাইয়া দেয়, আর কে-ই বা বুঝে?

কুলিয়াসহর নবদ্বীপের গোঁসাই পাড়ার কীর্ত্তি

কুলিয়া সহর নবদ্বীপের গোঁসাই-পাড়ায় এবার খুব ধুমধাম জাঁকিয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া ঘরে ঘরে রাসলীলা পাঠ হইতেছে, রাসলীলা গান হইতেছে, স্ত্রী-পুরুষে, আর ভেদবুদ্ধি নাই, স্ত্রী-পুরুষ এক সঙ্গে বসিয়া সেই পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। গোঁসাইরা ঠাকুরদের খুব বেশ-ভূষণ দিয়া সাজাইয়াছেন, দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপ্রিয় লোক তাহা দেখিয়া প্রাকৃত আনন্দে বিভোর হইতেছেন, আর গোঁসাইদের 'দেখ কমি মাথ তেল'—এই প্রকারে অগ্রবাস্ত হইয়া পয়সা ফেলিতেছেন। এসব দৃশ্য দেখিলে যাত্রিগণের বোধ হয় বায়স্কোপ দেখিবার কথাই আগে মনে পড়িয়া যায়। জানি না, এরূপ অপরাধের স্রোত আর কত দিনে প্রশমিত হইবে। মানুষ ভগবৎসেবা ত' দূরের কথা, ভগবান্‌কেই ভোগ করিবার জন্য আজ যে কত প্রকারেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত ধৈর্য্য আর কে ধারণ করিবে?

অধিকারী কে?

রাসলীলা পাঠ, কীর্ত্তন করিবার অধিকারীই বা কে, আর তাহার শ্রোতাই বা কে? যাহারা গৃহমেধী, স্ত্রীসঙ্গলোলুপ, প্রাকৃত ধন-সম্পৎ আহরণের জন্য অহর্নিশ ব্যতিব্যস্ত, যাহারা সাক্ষাৎ ভগবান্‌কেও অর্থাগমের উপায়-স্বরূপ বলিয়া মনে করে, পাঠ, কীর্ত্তন, যাত্রা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান যাহাদের কেবল অর্থার্জ্জনলোভে, ভগবান্‌কে যাহারা বায়স্কোপের পুত্তলী-সদৃশ করিয়া তুলিয়াছে, যাহারা প্রকাশ্যে না হইলেও গোপনে মদ্য-মাংসভোজী, যাহারা শ্রীধামে শ্রীনামে, শ্রীবিগ্রহে, শ্রীবৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া নরকপথের যাত্রী, তাহারাই হইয়াছে আজ ভাগবত-পাঠক, কীর্ত্তন-গায়ক, ভগবৎসেবক। অহো, ইহা অপেক্ষা ভারতের দুর্দ্দিন আর কি হইতে পারে! নামাপরাধ, ধামাপরাধ, সেবাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধে আজ জগৎ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। এ সকল বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখে, এমন লোক কি জগতে আজ কেহই নাই?

হা গৌরসুন্দর, হা নিত্যানন্দ, হা গোস্বামি বৃন্দ,—আর কত দিনে ভারতের এ দুঃখের রজনী প্রভাত হইবে!

ওই যে শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে বলিতেছেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

—সামর্থ্যহীন অনধিকারি ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ অনধিকার চর্চ্চা করিবেন না; রুদ্রই সমুদ্রমন্থনোত্থ বিষপানে নীলকণ্ঠ হইয়াছেন, মূঢ়তা প্রযুক্ত অরুদ্র অর্থাৎ অনধিকারি ব্যক্তি যদি সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে সে ক্রীড়ায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

হে জগদ্বাসি, ভাগবতের এই কথাটি একবার প্রণিধান কর। তোমরা কি করিতেছ, একবারও চিন্তা করিয়া দেখ; হায়, হায়, লোকবঞ্চনা করিতে গিয়া আত্মবঞ্চনা করিয়া তোমরা, যে আজ কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিতেছ, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখ। যদি মঙ্গল চাও, এখনও সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া ক্রম-পন্থা অনুসরণ কর, গুরু-কৃপায় বিষয়ানল নির্ব্বাপিত হইলেই তোমরা শ্রীশ্রীযুগল মিলন-মধুরোৎসবে যোগদান করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। সত্য সত্য গৌরগত-প্রাণ জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী সদ্গুরুর পাদাশ্রয় ছাড়িয়া গোদাস গুরুব্রুগণের কবলে পড়িয়া আত্মবিনাশ বরণ করিও না।

শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রি সমাগম

গঙ্গার পূর্ব্বপার মহাপ্রভুর আসল জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। যাত্রিগণ শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, বল্লালদীঘি, কাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দেখিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছেন। ধামবাসি ভক্তগণ সকলেই যাত্রিগণের নিকট শ্রীধাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের ধামে আসিবার সার্থকতা বুঝাইয়া দিতেছেন।

শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য্য

অদ্য সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীসনক সম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশ্রীমন্নিম্বাদিত্যের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীপাদ কালীবর্ণী বেদান্ত ভূষণ প্রভু পরবিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের নিকট শ্রীনিম্বার্কের সংক্ষিপ্তজীবনী ও তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের পার্থক্য কীর্ত্তন করিবেন, সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বৈদ্যের বড়ি ছুঁলেই কড়ি

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

যিনি চিকিৎসা-কার্য্য করেন, তাঁহাকেই বৈদ্য বলে। বৈদ্যের কার্য্য—লক্ষণাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে রোগনির্ণয় ও রোগের উপশম করা। কিন্তু বৈদ্য আয়ুঃপ্রদাতা নহেন। বায়ু, পিত্ত ও কফই ব্যাধির মূল। ইহার মধ্যে যে কোন একটি, দুইটী বা তিনটীই কুপিত হইয়া ব্যাধি উৎপাদন করে। বৈদ্য তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি দ্বারা তাহার প্রতীকার করেন। বৈদ্য ভালরূপ চিকিৎসা-তত্ত্বজ্ঞ হইলে কঠিন ব্যাধিও সহজে প্রশমিত হয়, আর বৈদ্য অজ্ঞ হইলে সুখসাধ্য ব্যাধিও কঠিন হইয়া উঠে। বরং রোগে প্রাণত্যাগ করা ভাল, তথাপি মূর্খবৈদ্য দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন সংস্কার হইলে তাঁহাদিগকে দ্বিজ এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ত্রিজ বলে। যতদিন তাঁহারা অনধীতবেদ থাকেন, ততদিন তাঁহাদিগকে ত্রিজাতি অর্থাৎ বৈদ্য নামে অভিহিত করা যায় না। এইরূপ বৈদ্যকে প্রাণাচার্য্য নামেও অভিহিত করা হয়। তাঁহারা বিশেষ পরীক্ষাদ্বারা রোগ নির্ণয় করিয়া পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন এবং অতি অনায়াসে নিরাময় করিয়া থাকেন। আর এক প্রকার বৈদ্য আছেন, তাঁহারা কাহারও পীড়া শুনিলে সেই ব্যক্তির গৃহের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করেন এবং শ্রবণযোগ্য প্রদেশে দাঁড়াইয়া নিজের গুণকীর্ত্তন ও রোগীর অন্য বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসার নিন্দা করেন। কোন প্রকারে চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হইলে, নিজ অনভিজ্ঞতা আচ্ছাদনার্থ মুহুর্মুহুঃ রোগী পরিদর্শন করেন এবং রোগ প্রশমনে অসমর্থ হইলে রোগী বড় কুপথ্য করে, নিয়মিত ঔষধ সেবন করে না—ইত্যাদি অনুযোগ দেন। পরে রোগীর প্রাণবিয়োগের সময় পলায়ন করেন। কেহ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলে প্রত্যুত্তরে বলেন যে, "বৈদ্যের বড়ি ছুঁলেই কড়ি, তাহাদের পয়সা খরচ করিবার ক্ষমতা নেই, রোগ সারবে কোথা থেকে?" ইহাদের ডাক নাম 'হাতুড়ে চিকিৎসক'। যাহার রোগ হইয়াছে, তিনি যেমন হাতুড়ে চিকিৎসক না ডাকাইয়া সদ্বৈদ্যের অনুসন্ধান করেন, সেইরূপ যাঁহারা ভবরোগী—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপরূপ রোগের জ্বালায় সর্ব্বদাই কাতর, তাঁহারা ভবরোগবৈদ্যের অনুসন্ধান করিবেন। ভবরোগবৈদ্যও দুই প্রকার—সদ্বৈদ্য বা সদ্গুরু এবং অজ্ঞ বৈদ্য বা গুরুব্রুব। যিনি সদ্গুরু, তিনিই প্রকৃত গুরুপদ-বাচ্য, তিনি কখনও লঘু নহেন, তিনি শিষ্যের নিকট বিত্ত-গ্রহণাদি দোষে স্বীয় লঘুতা প্রদর্শন করেন না। তিনি নিজে আচরণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুযায়ী সৎপথে শিষ্যগণকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্। এই প্রকার সদ্গুরুর নিকট আশ্রয় লইতে পারিলে অনায়াসে ভবরোগ বিনষ্ট হইয়া জীবের স্বরূপ অনুভূত হইয়া নিত্যকালের জন্য নিত্য-ধামে—অশোক, অমৃত ও অভয় শ্রীকৃষ্ণ-

পাদপদ্মসেবার অধিকার লাভ হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি অর্থাৎ গুরুব্রুবগণ শাস্ত্রোল্লিখিত বিষয় সকল যথাযথ পালন না করিয়া শুধু মুখে শুকপাখীর ন্যায় অথবা অচেতন গ্রামোফোনের ন্যায় "রাধাকৃষ্ণ" বুলি আওড়াইতে থাকেন। ইহারা অর্থোপায়ের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। ভবরোগ বিনাশের যে সকল ঔষধ আছে, যথা শ্রীবিগ্রহের দর্শন, প্রণামাদি, শ্রীহরিপাদোদকপান এবং হরিনাম গ্রহণ—এই সকল বস্তুর উপরেই গুরুব্রুবগণের ট্যাক্স বসান' আছে। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত "বৈদ্যের বড়ি ছুঁইলেই কড়ি" বুলি আওড়াইয়া বলেন যে, সামান্য রোগে যখন অর্থব্যয় আবশ্যক হয়, তখন ভবরোগ বিনাশের নিমিত্ত বিনা অর্থে কি প্রকারে কার্য্য চলিতে পারে? কিন্তু শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, "শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী। যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥" যে ব্যক্তি হরিনাম বিক্রয়কারী, সে বিষহীন সর্প সদৃশ।

এই সকল গুরুব্রুবগণ বংশ পরিচয়ের দোহাইদিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জাহির করেন। কিন্তু যদি আমরা তটস্থ হইয়া বিচার করি, তবে বেশ বুঝিতে পারি যে, বংশের মধ্যে একজন বৈদ্য থাকিলে তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় সকলেই বৈদ্যগিরি করিতে যেরূপ অসমর্থ, সেই প্রকার বংশের মধ্যে একজন ভক্ত বা পরমহংস থাকিলে সকলেই সেই পদবী লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সেই গুণ থাকা আবশ্যক। এইরূপ বংশ-পরিচয় প্রদানকারিগণকে উদ্দেশ করিয়া কোন মহাজন গাহিয়াছেন,—

"নিত্যানন্দের বংশ আমি এই দেখনা রক্ত। চল্‌ছে আমার শিরায় শিরায় ভীষণ বড় শক্ত॥ ভগবানের বংশ মোরা সাক্ষাদ্ ভগবান। মোদের মনে লীলা কার বুঝ্‌তে নারে আন॥ খাইনা কেন মৎস্য মাংস পূজ, রক্ত, মদ! ভগবত্তা নষ্ট কি হয় এ বড় আপদ!! মনচা ধরা গক্ষ এখন হয়ে আছে সুপ্ত। উঠ্‌বে যেদিন, কাঁপবে ধরা, রইবে না আর গুপ্ত॥ কিন্তু দেখ সহজিয়া ভাই, ভগবানের বংশ। কেমন কোরে পেলে তুমি তাঁর রক্ত মাংস॥ চিদানন্দ কৃষ্ণ-তনু হাড় মাস নাই তার। রক্তশৌণতের শৌক্রবংশ শুনেও হাসি পায়॥ নরকাসুর কৃষ্ণপুত্র নরাকা ভগবান্। বরাহ কুলে বরাহাবতার, 'শূয়র''-জাতি পূজ্য নন। রক্ত মাংসে ভক্ত যদি চিনতে তুমি যাও। বল দেখি প্রহ্লাদেরে কোন্ শ্রেণীতে পাও? কশ্যপের রক্ত ছিল কশিপুর গায়। কিন্তু দেখ ব্রাহ্মণ ব'লে কেউ বলেনা তায়॥ ছয় গোস্বামী, রায়, দামোদর কোন্ গোসাঞের ছেলে? ঠাকুর মশাই প্রকট হোলেন কোন্ দিকের কূলে?"

অতএব উপরি উক্ত মহাজন-বাক্যানুসারে আমরা ঐ প্রকার বংশাভিমানীর নিকট গমন না করিয়া শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই প্রকার গুরুরই অন্বেষণ করিব। শাস্ত্রে বলেন যে, যিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্, তিনিই 'গুরু' হইবার যোগ্য। তাঁহার অন্যাভিলাষিতা নাই তাঁহার সামান্য অর্থের জন্য স্পৃহা নাই। কারণ বৈষ্ণবগণ ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা করেন না। স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহাদের হরিভজনই একমাত্র কৃত্য। কিরূপে হরিভজন করিতে হয়, তাহা যেমন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন, ইঁনিও তেমনি স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রেত কার্য্যসাধন যে নামপ্রেম-প্রচার, মাত্র সেই উদ্দেশ্য লইয়াই অবতীর্ণ হন। ইন্দ্রিয় তোষণের চেষ্টা তাঁহার থাকিতে পারে না। আর ইন্দ্রিয় তোষণের চেষ্টা না থাকিলে অর্থাকাঙ্ক্ষাও হয় না। অতএব গুরুব্রুবের সেবার্থ আমরা যদি বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া বাস্তবিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তবেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কৃপা করিয়া সদ্‌গুরু প্রদর্শন করাইবেন এবং তাঁহার অভয় পাদপদ্ম লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব।

নদীয়া-প্রকাশ

(প্রাপ্ত)

অবশ্য বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের নিকটবর্ত্তী হওয়ার কোন প্রকার যোগ্যতা বা অধিকার এহ নগণ্যের নাই। তবে সাহস যে, আপনারা প্রকৃতই পতিতপাবন। যা হোক, ছোট বেলা হতেই দেশ ভ্রমণ করাটা এই দুর্ম্মতির রোগ বিশেষ বটে। শুধু তাই নয়, সকল প্রকার সমাজে, সভা সমিতিতে যোগদান করা অভ্যাসটাও অতি প্রবল। তাই বিজ্ঞাপনে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া গত তিন রবিবারেই স্বাভাবিক উৎকণ্ঠান্বিত মহালোভ সামলাইতে পারি নাই। কেবল মাত্র কলিকাতার মত নগর সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, সর্ব্বস্থানেই গমন পূর্ব্বক চতুর্ব্বর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবনেও ত্রুটী করি নাই। সব বিষয়েই সর্ব্বপ্রকার অলৌকিক ব্যাপারাদি দর্শনে ও অনুভবে নিষ্কপটে বলিতে কি, বাস্তবিকই অবাক হইতে হইয়াছে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবের গুণ অধমের এই পোড়ামুখে কীর্ত্তন বা বর্ণন করিবার কিছুমাত্র অধিকার না থাকাতেই তবের ঘাটে যোরার বিরাম নাই। তাতেই দেখতে পাচ্ছি, কতকগুলি স্বার্থান্ধ মূর্খরাজ ধূরন্ধরগণ স্বকার্য্যসাধনে আবশ্যক হইলে তিলক মালা তুলসী কণ্ঠী, জপের ঝোলা গ্রন্থাদিতেও বস্ত্রাবলি, ডোর কৌপীন গৈরিক বেশেও সন্ন্যাস-পন্থী আবার ভাবের ঘরেও ফিক্তি-দন্দী, তাতে দেখ্‌তে নধর স্থূল কান্তি, স্ব স্ব আশ্রম বাঁধতেও বলবন্তী, মহাবিপ্লবেতেও হস্তী-কুন্‌কী। ইহারা উচ্চ পদ ও পসারের জন্য স্বার্থ-জনিত তর্পণাশায় এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অপর স্ত্রী গ্রহণ' বিবাহিত স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরকীয়া রসাস্বাদন বৃদ্ধাবস্থায় ধর্ম্মধ্বজী সাজিতেও পশ্চাৎপদ নহেন। গীতার শ্লোক কণ্ঠস্থ, ভাগবত পুরাণাদির শ্লোক উদরস্থ, বক্তৃতা মুখস্থেও বেশ অভ্যস্থ ও সদ্‌গুরু-গ্রহণেও নহে পরাঙ্ম, নিমন্ত্রণ উৎসবাদিতে সকলেরই পরিবারস্থ। যেখানে যাই সেই খানেই ইঁহাদের মুখে গৌড়ীয়ের কথাই পাই। শুধু কথা নয়, মর্ম্মান্তিক হিংসা, দ্বেষ ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি কোনটারই অভাব নাই। এমন কি গৌড়ীয়ের ভাবাদি বুঝিবার প্রকৃত ক্ষমতা বা যোগ্যতা না থাকাতে বৃথা অনুমান-মুখে নিন্দারও অবধি নাই। ইহাতে ছোট বেলার একটী গল্প মনে পড়ে গেল।

কোন গ্রামের প্রান্তে একটী কুক্কুর একখণ্ড শুষ্ক কঠিন অস্থি সজোরে স্বস্বভাবসিদ্ধ সসম্ভাপিতাবস্থায় প্রাণপণে কামড়াইয়া সাধরে উদরস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অস্থি খণ্ডের ধার যুক্ত সূচিকণ অংশ দ্বারা তাহার মুখের কোন কোন অংশ ক্ষতবিক্ষতাবস্থায় রক্তপাত হওয়াতেই তৎসংযোগে সরস ও স্বাদু বোধ হইতেছিল। তাহাতে সে কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কতই না আনন্দিত ও সুখী হইবার প্রয়াস পাইতেছিল। এমন সময় অপর গ্রামের প্রান্ত হইতে একটী বিক্রমশালী সিংহ স্ব স্বভাবোচিত গর্জ্জনাদি সহকারে সম্মুখবর্ত্তী ঐ গ্রামে সজোরে দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। তদ্দর্শনে ঐ কুকুরটী অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিতাবস্থায় হতাশ হইয়া সভয়ে অস্থিখণ্ড সাবধানে সুদৃঢ় যত্নে মুখে ধারণ পূর্ব্বক লেজটি গুটাইয়া পলায়নপরাবস্থায় স্ব-স্বাভাবিক উচ্চ অস্ফুট শব্দ-মুখে-স্বাধিকারে আত্মগোপন-তৎপরতায় প্রত্যুৎপন্নমতি বিশিষ্ট হইল। আশঙ্কা যে, "প্রবল পরাক্রান্ত সিংহ বুঝি নিজ উদর পূর্ত্তির জন্য তাহার ঐ ভক্ষ্য উচ্ছিষ্ট 'অস্থিখণ্ড' অধিকার করণার্থই দ্রুত বেগে প্রধাবিত হইতেছে। এই ভাবটিই প্রবল করিয়া তাহার স্বজাতীয় শত্রু অর্থাৎ স্বাইকুকুরদের নিকট সাহায্য লাভার্থে তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত সামগ্রী সাবধানের জন্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। মূর্খের ইহা ধারণা নাই যে সিংহের ক্ষুন্নিবৃত্তির দরকার হইলে তাহাকে এবং অন্যান্য সকলকেই সে উদরস্থ করিতে পারে। ঐ পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য অস্থিখণ্ডে সিংহের কোনই আবশ্যক নাই। সেইরূপ যে সম্প্রদায়ে যাইতেছি, সেই খানেই শুনিতে পাই, কালে গৌড়ীয় মঠই আমাদের জাতি, কুল, মান, শিষ্য ও ব্যবসাদি সমস্তই অধিকার করিয়া লইবেন। অতএব এস ভাই, পর-অপকারী কুটিল-মতি মূষিক সকল ঐ বিড়ালরূপী সিংহের গলায় ঘণ্টারূপী জয়ঢাক বাঁধিয়া দেই।

বেদান্ত-দর্শনে জীবের স্বরূপ নির্ণয়

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভিক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বেদান্তদর্শনে জীবের নিত্যত্ব, বহুত্ব ও অণুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বেদান্তাচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের এই সিদ্ধান্ত যে শ্রুতি, স্মৃতি, ভাগবত ও পুরাণবাক্যের সহিত কোন বিরোধ নাই, তাহা নিজ নিজ ভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাজ্ঞায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিরোহবাদাবলম্বনে তর্কপন্থায় শব্দের অজ-রূঢ়ি ও অবিবদ্‌রূঢ় প্রতীতিগত অর্থ কল্পনা করত পূর্ব্বাচার্য্যগণের শ্রৌত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অকল-জ্ঞান-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন; তবে ইহাতে আচার্য্যের কোনই দোষ নাই কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাজ্ঞায় মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন—

যথা:—মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন
বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥
[পঃ পুঃ ৪ অঃ]

আচার্য্য স্বয়ং যে মায়াবাদী ছিলেন না, তাহা তাঁহার কৃত গোবিন্দাষ্টক, গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি অপূর্ব্ব স্তোত্রসমূহে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; তিনি তাঁহার কৃত স্তোত্রসমূহে ভগবদ্দাস্যভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যদ্যপি আচার্য্য শঙ্কর স্বয়ং মায়াবাদী হইতেন, তাহা হইলে কৃষ্ণদাসই নিবুদ্ধ অনর্থ, জীবকে একমাত্র করপাতিত্যাপ্ত এই নির্ভরতুল্য থাকে

সম্প্রতি আচার্য্যগণ—স্বয়ংভগবান্ অনুরূপ আমাদের শ্রীরূপানুগাদির শ্রীগৌরসুন্দর কখনই তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, যথা—

আচার্য্যের দোষ নাহি—ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥
(চৈঃ চঃ)

ভগবান্ ব্যাসদেব অসুর-মোহন ও ভক্ত-তোষণ-নিমিত্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া যেমন তাঁহাকে পঞ্চোপাসনা প্রচারকারী বা মায়াবাদী বলা যায় না, তদ্রূপ আচার্য্য শঙ্কর 'মায়াবাদ' প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মায়াবাদী মনে করা উচিত নহে; সে যাহা হউক উপস্থিত আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

বেদান্ত দর্শনের ২য় অঃ ৩য় পাদ ১৮ সূত্রে বলিতেছেন, 'জ্ঞোঽতএব' অর্থাৎ আত্মা জ্ঞাতা, কেবল্ জ্ঞান মাত্র বা জড়-স্বরূপ নহেন, কিন্তু আচার্য্যশঙ্কর 'জ্ঞ'শব্দে কেবল চৈতন্য-স্বরূপ অর্থ করিয়াছেন; আত্মাকে মাত্র জ্ঞানস্বরূপ বলিলে 'এষ হি দ্রষ্টা' এইরূপ শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, সুতরাং আত্মার জ্ঞান-স্বরূপত্ব ও জ্ঞাতৃ-স্বরূপত্ব এই উভয় স্বরূপই শ্রুতির অবিরোধে স্থিরীকৃত হইতেছে।

উপস্থিত আলোচনা দ্বারা আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে এই 'সিদ্ধান্তে' উপনীত হইতে পারি যে, আত্মার উৎপত্তি বিনাশ নাই, আত্মা নিত্য, আত্মা চেতন এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই আত্মা অণুচেতন না বিভুচেতন বস্তু?

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, শ্রুতি যখন আত্মাকে মহান্ বলিয়াছেন, তখন আত্মা অণু নহেন, বিভু; এতদুত্তরে সূত্রকার ১৯।২০ সূত্রের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন, 'উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাম্' 'স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ' অর্থাৎ উৎক্রান্তি ও গতাগতি শ্রবণে আত্মার অণুত্বই প্রমাণিত হইতেছে; জড়শরীর ধ্বংসে আত্মার উৎক্রান্তি কোন রূপে উপপত্তি হইলেও গমনাগমনে তাহার নিজ কর্ত্তৃত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, এষোঽণুরাত্মা (মুঃ উঃ ৩।৯) শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবোদুর্জ্জয়ানামহংমনঃ।
(ভাঃ ১১। ১৬।১১)

শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় বলিতেছেন, 'বালাগ্রমাত্রো-হৃদয়োঽপি সূক্ষ্মঃ'। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যথা—

কেশাগ্র শতভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
ঈশ্বরের স্বরূপ হৈছে জলিত অনল।
জীবের স্বরূপ হৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
(চৈঃ চঃ)

অতএব শ্রুতি, স্মৃতি, পূর্ব্বাচার্য্য, ভাগবত এবং স্বয়ংভগবানের বাক্য দ্বারা জীবের অণুত্ব দৃঢ়রূপেই প্রতিষ্ঠিত হইল। তবে যে কোন কোন শ্রুতি আত্মাকে মহান্ বলিয়াছেন, তাহা পরমাত্মা সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, শ্রুতির ঐ বাক্য জীবাত্মা-পর হইলে অণোরণীয়ান্ শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ার সঙ্গতি হইতেছে না, সুতরাং মহান্ শব্দ পরমাত্মা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তাহাতে কোন শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, আচ্ছা যদি আত্মা অণুই হন, তাহা হইলে জীবের সমস্ত দেহের আনন্দাদি অনুভব কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, তোমার এপ্রকার তর্ক বৃথা, কারণ "অবিরোধশ্চন্দনবৎ (২অঃ ৩য় পাঃ ২৩ সূ) 'ব্যতিরেকো গন্ধবত্তথাহি দর্শয়তি' (২৫ সূত্র) অর্থাৎ একবিন্দু চন্দন যেমন দেহের একস্থানে স্পৃষ্ট হইলে সমস্ত শরীর পুলকিত হয় অথবা পুষ্পের গন্ধ আশ্রয়ান্বিত পুষ্পাদি হইতে দূরবর্ত্তীস্থানে স্বীয় বৃত্তির পরিচয় দান করে, তদ্রূপ জ্ঞান, যাহা জীবাত্মার গুণ, তাহাও সমস্ত দেহে ব্যাপ্তি যুক্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যথা—

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতি-
র্জীবস্য মায়া-রচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতা ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ
শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধ কর্ত্তুঃ॥
[ভাঃ ৫।১১।১২]

কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং
প্রকৃতেঃ পরম্॥"
[ভাঃ ৩।২৬।২৮]

এক্ষণে ভাগবত-বাক্য-প্রমাণেও আমরা জানিতেছি, জীবাত্মা অণু হইলেও জ্ঞানরূপ গুণালঙ্কৃত বলিয়া তাঁহার সমস্ত দেহের সুখাদি ভোগের কোন বাধা হইতে পারে না, তবে এই জীবাত্মা স্বতন্ত্রেচ্ছা বশে যখন মায়া-সংশ্লিষ্ট হয়েন, তখন তিনি জড়াভিনিবেশ-জাত প্রাকৃত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন, আর যখন কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সংযুক্ত হয়েন, তখন অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাভিনিবেশ জনিত বিপ্রলম্ভ মিলনাদি রূপ অপ্রাকৃত সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ২৮সূত্রে বলা হইয়াছে, আত্মা স্বীয় জ্ঞানগুণদ্বারা সমস্ত দেহ আলোকিত করে সত্য, তথাপি জ্ঞাতা ও জ্ঞান এক পদার্থ নহে, কিন্তু শ্রুতিতে 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' প্রভৃতি বাক্যে জ্ঞানই আত্মারূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার হেতু কি?, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ। শ্রীরামানুজ ও মধ্বদেব বলেন—জ্ঞান আত্মার স্বরূপানুবন্ধীগুণ বলিয়া আত্মাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে। শৈবাচার্য্য শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্যে বলিয়াছেন, জ্ঞানগুণ সারত্ব হেতু আত্মাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে।

আচার্য্য নিম্বার্ক বলেন জীবাত্মার গুণের বিভুত্ব থাকায় তাঁহাকে 'বিভু' বলা হইয়াছে 'নিত্যং বিভুং' প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্য আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নহে, পরন্তু গুণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, যদি স্বরূপ সম্বন্ধে বলা যায়, তাহা হইলে এষোঽণুরাত্মা' (মুঃ উঃ) বালাগ্রশত ভাগস্য প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

কর্ম্মাস্য হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ ন হি কর্ম্মমূলম্।
(ভাঃ-১১।২৩।৫৪)

আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু ঐ সূত্রের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ১৯ হইতে ২৮সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পক্ষ সূত্রমাত্র; সূত্রকারের নিজমত প্রকাশক নহে, ২৯সূত্রই পূর্ব্বোক্ত সূত্র সমূহের উত্তর পক্ষ বা সিদ্ধান্ত সূত্র। তিনি এই সূত্র-ভাষ্যে বলেন যে বুদ্ধির গুণ ব্যতীত অকর্ত্তা, অভোক্তা, নিত্যমুক্ত, সত্যস্বরূপ আত্মার সংসারিত্ব সম্ভবপর নহে, কেবল উপাধি-ধর্ম্মে বুদ্ধির অধ্যাস হেতু আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব-লক্ষণ যুক্ত সংসারিত্ব কল্পিত হয়, যেমন ব্রহ্ম, বিভু-স্বভাব হইলেও সগুণোপাসনার জন্য তাঁহাকে অণীয়ান বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিগুণসারত্ব হেতু জীবকে অণু বলা হয়, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ অণু নহেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উক্তসূত্রের অর্থে বলেন যে, গুণনিবন্ধন জীবের বিভুত্ব দূষ্য নহে, আত্মা যতদিন, গুণও ততদিন আছে, আত্মা নিত্য হওয়ায় তাঁহার গুণও অবিনাশী, সুতরাং আত্মা স্বরূপতঃ অণু হইলেও গুণের নিত্যত্বের ও ব্যাপকত্বের কোন বাধা হইতেছে না। সত্যং জ্ঞানং এই শ্রুতিবাক্যে আত্মার জ্ঞান-গুণ-সারত্বের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু শঙ্কর আত্মার বুদ্ধিগুণ-সারত্বের কল্পনা করিয়াছেন। জ্ঞানরূপ গুণটাই আত্মার সার, এইজন্য আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানময় বলা হয় নাই। অতএব জ্ঞানস্বরূপ নিত্যাণু জীব নিত্য জ্ঞানাদি গুণ-সমন্বিত ইহা স্থিরীকৃত হইল। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, আত্মা কেবল জ্ঞান-স্বরূপ, আত্মার অণুত্ব ও বিভুত্ব বিচারে যে সমস্ত সূত্র বলা হইয়াছে, ঐ সমস্ত পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলিয়া তিনি কল্পনা করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, আত্মার অণুত্ব সম্বন্ধে যত প্রকার আপত্তি আছে, সূত্রকার তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি যেখানে আত্মাকে মহান্ বলা হইয়াছে, তাহারও ন্যায়-সঙ্গত উত্তর প্রদান করা হইয়াছে এবং সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও আচার্য্যগণের বিশেষ কোন মতভেদ দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের সহিতও কোন বিরোধ হইতেছে না। এমতাবস্থায় আচার্য্য যে ১৯ হইতে ২৮ সমূহের সূত্রকে প্রতিপক্ষ সূত্র বলিতেছেন, তাহা কষ্ট কল্পনামাত্র। তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে আত্মাকে বুদ্ধিগুণ-প্রধান বলিতে হয়, কিন্তু বুদ্ধি কখনও আত্মার গুণ হইতে পারে না, চৈতন্যই আত্মার গুণ, সূত্রকার আত্মাকে জ্ঞানগুণসার বলিয়াছেন, বুদ্ধিগুণসার বলেন নাই।

বিভুত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া আচার্য্য শঙ্কর যে উপাধি-পরতন্ত্রতার উপর নির্ভর এবং প্রতিবিম্ববাদ স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। তাহা পুরুষগর্ভে সন্তানোৎপত্তির ন্যায় অলীক; কারণ তাঁহাদেরই মতে ব্রহ্ম যদি ব্যাপক ও নিরবয়ব হয়েন, তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না, আর ব্রহ্ম ব্যতীত যদি আর কোন বাস্তব বস্তু না থাকে, তাহা হইলে কল্পিত অবাস্তব উপাধি দ্বারা নিরুপাধিক ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা আদৌ সিদ্ধ হয় না।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

আফগানিস্থানে বিদ্রোহ

এলাহাবাদ, ২২শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, "পাইয়োনীয়ার" পত্রের পেশোয়ার স্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জেলালাবাদ ও ডেকার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান ৭দিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকায় পুনরায় এই পথ খুলিয়াছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা বলিতেছেন, তবে গত মঙ্গলবার কাবুল হইতে যে সব ভ্রমণকারী পেশোয়ারে আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, ইউরোপীয় পোষাক পরিধান সম্বন্ধে আমীর মালিকগণের উপর যে আদেশ জারী করেন, তাহার ফলেই এই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সংবাদ যে, অনেক শিনওয়ারি এই আদেশে বিরক্ত হইয়া আফগানিস্থানের সামরিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিয়া বসে।

গয়া-সমাচার

প্যাটনা, ১৯শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গয়া জেলাবোর্ড সরকারের তত্ত্বাবধানে আসায়, সরকারের কাজের আলোচনার জন্য ২রা ডিসেম্বর রবিবার বেলা ১২টার সময় গয়ায় লোকালবোর্ডে সম্মেলন হইবে। এই প্রদেশের সমস্ত জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন।

বৃন্দাবনে মহোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ ২৩। ১১।২৮

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার শ্রুতিসম্পন্নগণের কৃপায় সূর্য্যোপরাগোপলক্ষে দ্বারকা হইতে রাজবেশে রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে আগত শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুদীর্ঘ-বিরহ-কাতরা শ্রীবার্ষভানবী দেবী ও গোপীবৃন্দের মিলন-লীলা লক্ষ লক্ষ যাত্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবভূমি শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন।

সূর্য্যোপরাগের পর গোপীবৃন্দের সহিত বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের নিত্যমিলনভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আনয়ন করিবার লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বৈষ্ণববৃন্দ গত ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর হইতে ৪ঠা অগ্রহায়ণ ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহামহোৎসব করিয়াছেন একথাও পাঠকগণ অবগত আছেন। উক্ত দিবস চতুষ্টয় প্রত্যহ মঙ্গল আরত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন সম্পন্ন হইয়াছে। তৎপর মধুতের সিন্ধু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন হইত। পাঠকীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিপাদগণের আনুগত্যে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক শ্রীমঠসেবক ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত সমস্ত ভক্তবৃন্দের সহিত শুদ্ধভক্তগণের প্রাণধন শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। পথের উভয় পার্শ্ব হইতে শত শত ব্যক্তি এই সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সম্মানের পর ভক্তবৃন্দের ইষ্ট-গোষ্ঠী হইত। অপরাহ্ণে রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইত। শ্রোতৃবৃন্দের শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর হইতে সুমধুর শ্রীহরিকথামৃত পানের স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহারা প্রত্যহ নিঃস্পন্দভাবে পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন।

৬ঠা অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর মঙ্গলবার গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে শ্রীমঠের সাধারণ মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উপরি উক্ত অনুষ্ঠান সমূহ ব্যতীত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সমবেত সমুদয় ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

গত ৫ই অগ্রহায়ণ ২১শে নভেম্বর বুধবার প্রাতে শ্রীমঠস্থ সেবকবৃন্দ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন মুখে শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগোবিন্দ ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া রাসস্থলী, কেলিকদম্ব, কেশীঘাট, বংশীঘাট চীরঘাট, রাজঘাট, কৃষ্ণবলরামের গোচারণ-বিশ্রাম-স্থলী, বদরিনারায়ণ, দাবানল কুণ্ড, কালীয়-হ্রদ, গোপালঘাট, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সমাধিকুঞ্জ প্রভৃতি স্থান প্রদক্ষিণ করত শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। উপর্য্যুক্ত প্রত্যেক স্থানে গমন করিয়া বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করতাল মৃদঙ্গের অপূর্ব্ব তালের সহিত সুরসুন্দরীর সুমধুর তান মিলাইয়া আবেগভরে নৃত্য-সহকারে কোথাও মহামন্ত্র নাম, কোথাও বা

'জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন॥'

—কীর্ত্তন করিতেন এবং তৎ তৎ স্থানের শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মাহাত্ম্য-সমূহ বক্তৃতা দ্বারা জ্ঞাপন করিতেন। পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত বক্তৃতার চুম্বক শীঘ্রই প্রবন্ধাকারে প্রদর্শিত হইবে।

সমাধির উপর হাজার পুষ্পমাল্য

লণ্ডনের ২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, প্রবল ঝঞ্ঝার কবলে পড়িয়া রাই বন্দর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ ঝঞ্ঝার ফলে জীবন-তরীর ১৫ জন কর্ম্মী মারা গিয়াছে। অদ্য গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড কবরের মধ্যে মৃত ১৫ জন কর্ম্মীর দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে। এই সমাধির উপর ১০০০টি পুষ্পমাল্য অর্পিত হইয়াছিল। স্থানীয় লোকেরা প্রায় সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। কেননা প্রত্যেক পরিবারই একজন না একজন লোক এই ঝটিকার ফলে হারাইয়াছিল। রাই বন্দরের মেয়র ও বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারিগণ এবং রয়াল লাইফ বোট ইনষ্টিটিউসনের প্রতিনিধিগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৫টি পৃথক শবাধারে বিভিন্ন বন্দর হইতে আগত জীবন-তরী বিভাগীয় কর্ম্মিগণ ১৫টি মৃতদেহ বহন করিয়া আনেন।

অভিনেত্রী এম,পি
অবসর গ্রহণের কথা

মিস্ মেবেল রাসেল ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। তিনি হিল্টন ফিলিপসন নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডের বার উইক অন টুইড নামক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে রক্ষণশীলদলের সদস্য হিসাবে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিতা হন। সম্প্রতি তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য থাকা অবস্থায় গত বৎসর একটি নাটকে অভিনয় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কোন সদস্য প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন নাই। প্রকাশ, তিনি আগামী নির্ব্বাচনে সদস্যপদ প্রার্থী হইবেন না।

অগ্নিপ্রান্তে বাসড্রাইভার

গত বুধবার দিন সন্ধ্যার সময় একখানি মোটর বাস ১৬ জন যাত্রী লইয়া চৌরঙ্গীরোড দিয়া রসারোডের দিকে যাইতেছিল। ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবের নিকটস্থ হইলে ড্রাইভারের বসিবার নীচের তক্তায় আগুন ধরিয়া যায়। যাত্রিগণ নামিয়া পড়িবার জন্য হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়া দেয়। বাসখানিকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দেওয়া হয় এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার দ্বারা আগুন নিবাইয়া ফেলা হয়।

বাসখানির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু ড্রাইভার জখম হইয়াছে।

ঢাকায় পথিক আহত

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে শাঁখারীর রাস্তায় একদিন রাত্রিতে মাখন গোয়ালা নামে এক ব্যক্তি গমন করিতেছিল। ঐ সময়ে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত লৌহদণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তখনই সূত্রাপুর পুলিস থানায় সংবাদ প্রেরিত হইলে পুলিস ঐ সম্বন্ধে জোর তদন্ত আরম্ভ করেন। ফলে, কয়েকজন কলেজের সদস্য ধৃত হইয়াছেন। মাখন মিটফোর্ড হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আমেরিকায় কৃত্রিম তুলা

লাঙ্কাসায়ারের বয়ন-শিল্প সম্প্রতি নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এক প্রকার কৃত্রিম তুলা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া অনেকেই মনে করেন যে, এবার শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ অল্প মূল্যে তুলা পাওয়া যাইবে এবং তাহা হইতে সুতা তৈয়ার করা চলিবে। দুইজন ইংরাজ সম্প্রতি এক প্রকার ছোট গাছের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহা হইতে সুতা হয়, এবং গাছের পাতা, রস ও মূল ইত্যাদি দ্বারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। উপরিউক্ত দুই ব্যক্তি কিছুদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়াছিলেন। ইহা প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তথায় তাঁহারা এক প্রকার পাখীর বাসা দেখিয়া বিস্মিত হন। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় যে, উক্ত পাখীর বাসা তোমার ন্যায় বাসা নির্ম্মিত। কিন্তু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, উহা প্রকৃতপক্ষে সোনার তার নয়,—তবে সৌন্দর্য্যে উহার অংশ তাহাতে—[illegible] এক প্রকার গাছ হইতে উহা [illegible] করে। তাহাকে [illegible] চঞ্চু দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিয়া [illegible] ইহা দেখিয়া আবিষ্কারকদ্বয় মনে [illegible] যে, এই পদার্থ হইতে সূতা নির্ম্মিত হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখার কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রায় ৮ বৎসর কাল গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহা হইতে সূতা হয় এবং সেই সূতা তুলার সূতা হইতে কমদরে বিক্রীত হইতে পারে। আপাততঃ ইংলণ্ডের ইসেক্স ও সাসেক্স অঞ্চলে ৩০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমিত কৃত্রিম উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, প্রতি পাউণ্ড ছয় পেনী মূল্যে বিক্রীত হইবে। জুলাই মাসেই এই দ্রব্য কাজে লাগান যাইবে। ইহাতে প্রতি পাউণ্ডে ৪ পেনী করিয়া লাভ হইবে। ইতি মধ্যেই কোন কোন কারখানায় এই দ্রব্য হইতে সূতা প্রস্তুতের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে সূতা প্রস্তুত করিতে কোনই কষ্ট হয় না। এই কৃত্রিম দ্রব্যকে উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করার জন্য একটি কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। —বাংলার কথা

ভীষণ মোটর-দুর্ঘটনা
মুসলমান যুবকের মৃত্যু

মাদ্রাজ, ২২শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মনরো মূর্ত্তির নিকটে একটী ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানা মোটর গাড়ীর সহিত একখানা মোটর সাইকেলের সংঘর্ষ ঘটে, তাহার ফলে উক্ত মুসলমান যুবক পাথকটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুইজন মোটার আরোহী সামান্য জখম হইয়াছে।

তার ও বেতারের সম্মেলন

"ডেলী নিউজ" বলেন,—তার এবং বেতারবার্ত্তার কোম্পানীকে একত্র করিয়া এক কোম্পানী গঠন করার আয়োজন চলিতেছে। স্যার বাসিল ব্লাকেটকে এই পদে নিযুক্ত করার কথা উঠিয়াছে।

বিলাতে লালাজীর মৃত্যুসংবাদে
সংবাদপত্র সমূহ

বিলাতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে লালাজীর মৃত্যু-সংবাদ বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই লালাজীর চিত্রসহ প্রশংসা-সূচক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

'আগামী কল্য ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবারে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] উপলক্ষে নদীয়া প্রকাশ বন্ধ থাকিবেন।

১৩ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৬।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীমাধব বলিয়াছেন—"মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্" অর্থাৎ মাস সকলের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস। এ কারণ সকল মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই মাসেই ব্রজগোপিকাগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে তাঁহাদের পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন। শ্রীদশমে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে তাঁহাদের ব্রতের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে যে,—তাঁহারা হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কাত্যায়নীর অর্চনরূপ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। ব্রজবালাগণ অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে অবগাহনান্তে কালিন্দীতটে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিকৃতি করিয়া গন্ধপুষ্পধূপদীপ নৈবেদ্য দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন।

—"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

—"হে দেবি, মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, কাত্যায়নি, আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি নন্দনন্দনকে আমাদের পতি করিয়া দাও।"

কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজললনাগণ এই প্রকারে এক মাস কাল যোগমায়া চিচ্ছক্তি কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়া কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—হে ব্রজবালাগণ, তোমাদের মনোভাব আমি সকলই জ্ঞাত হইয়াছি, অচিরেই তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ভক্তগণের নিকট তাই এই মাসটী বড়ই প্রিয়। ভক্তগণ ব্রজগোপিকাগণের আনুগত্যে কৃষ্ণকে নিত্যপতিরূপে পাইবার জন্য যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া থাকেন; কিন্তু কামকামী ফল ভোগবাদী কর্মিগণ সেই চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আরাধনা ত্যাগ করিয়া চিচ্ছক্তির ছায়া-শক্তি মায়ার আরাধনায় লিপ্ত হন। তখন কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার প্রার্থনার পরিবর্তে কেবল "ধনং দেহি, জনং দেহি, রূপং দেহি, ইত্যাদি দেহি দেহি" বলিয়া থাকেন। লৌকিক কামনা ত্যাগপূর্বক কাত্যায়নী-ব্রতের সহিত অভক্তের ব্রতের অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

এই মাসে শুদ্ধভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্বদা শ্রীভগবৎপ্রীত্যর্থে গীত, নৃত্য, বাদ্যাদি করিবার ও নূতন ধান্যের পায়স প্রভৃতি সময়োচিত দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবার বিধি শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য রাগাত্মিকা শুদ্ধভক্তের পক্ষে সকল মাসের সকল দিনের সকল মুহূর্তই শ্রেষ্ঠ ও শুভ, তাঁহাদের আর শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ দেখিয়া শুনিয়া তবে শাস্ত্রাদেশ-মত ভগবদ্ভজন করিতে হয় না, তাঁহাদের স্বভাবতঃই কৃষ্ণপ্রীতি; কিন্তু গৃহমেধী বিষয়-সুখ-প্রমত্ত জনগণকে ক্রমে ভগবদুন্মুখ করার জন্যই শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি নিষেধের উল্লেখ আছে।

কর্মজড় স্মার্তগণের শুভাশুভের ধারণা আর শুদ্ধভক্তের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক্। অভক্ত স্মার্তগণ যে দিনকে অত্যন্ত দুর্দিন বা সুদিন বলিয়া ব্যবস্থা দেন, ভক্তগণ সে দিনকে ঠিক তাহার বিপরীত বলিয়া বলেন। ভক্তগণ ভগবৎসমীপে দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন—"হে ভগবন্, জগতের লোক যাহাকে সুখ বলিয়া ভ্রান্ত হয়, যাহা কেবল দুঃখেরই নামান্তর মাত্র, আমরা সে সুখের লেশমাত্রও আকাঙ্ক্ষা করি না, কেন না সেই সুখের দিনে তোমাকে ডাকিবার কথা মনে হইবে না; হে ভগবন্, জগতের নিকট যে দিন নিতান্ত অশুভ বলিয়া অনাদৃত, আমরা তাহাকেই অত্যন্ত শুভদিন বলিব, কেন না, তুমি সেই দুঃখের দিন দিয়াই আগন্তুক চিন্তাস্রোত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার পূর্বক তোমাকে আরও ভাল করিয়া ডাকিবার কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দাও। হে ঠাকুর! লোকে যাহাকে দুঃখ বলে, তোমার সেবকগণ যেন তাহাকে পরম সুখ বলিয়া বরণ করিতে পারে—দুঃখই তোমার করুণা।" আহা! যাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্বস্ব সকলসুখের নিলয় স্বরূপ শ্রীভগবানের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কি আর দুঃখ বলিয়া কিছু আছে? তাঁহারা জগৎকে 'সুখ পাইতেছি' বলিয়া বঞ্চনা পূর্বক সদা সুখসমুদ্রে ভাসিতে থাকেন—তাঁহাদের সে সুখ জগতের অনিত্য জড় সুখ নহে;—তাহা নিত্য নবনবায়মান রূপে বর্তমান নিত্যানন্দ-রস-সমুদ্র। তাই ভক্তগণের নিকট সকল বৎসর—সকল মাস—সকল দিন—সকল ক্ষণই শুভ হইলেও শ্রীভগবান্ যে যে দিনে যে যে লীলা করিয়াছেন, সেই সেই দিন ভগবানের ভক্তলীলায় উদ্দীপক হওয়ায় ভক্তদের পক্ষে বিশেষ আদরণীয়। তবে কর্মজড় স্মার্তগণের শুভাশুভ ও ভক্তের শুভাশুভ বাহ্যতঃ দেখিতে একই প্রকারের হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত; স্মার্তেরা অনিত্য পুণ্য-প্রার্থী, কিন্তু ভক্তগণ অখিল-রসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাপ্রার্থী।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ ২৮শে নভেম্বর হইতে শ্রীকাত্যায়নী ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তগণ প্রত্যহ অরুণোদয়ে কালিন্দীস্নাত হইয়া ব্রজবালাগণের আনুগত্যে কৃষ্ণ-সেবা লাভার্থেই যোগমায়া চিচ্ছক্তি কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করিতেছেন। যোগমায়ার কৃপা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণ-কৃপা লাভ সম্ভব নহে।

ঐ দিবস আবার কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি। তদুপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা পাঠ ও কীর্তন-মুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য-সহকারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সমক্ষে

"প্রেমরস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান॥"

—এই পয়ারটি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাসোপলক্ষে সমাগত যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃই কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। অতিরিক্ত যাত্রি-সমাগম হেতু বিশেষ কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা এযাবৎ শুনা যায় নাই।

কলির পূতনা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দাস অধিকারী)

কোন কথা প্রসঙ্গে পূতনার কথা উঠিলে আমরা কি মনে করি? আমরা তখন ভাবি যে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ অবতারে ভোজরাজ কংস যে মায়াবিনী রাক্ষসীকে কৃষ্ণবধ করিবার জন্য ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, সেই রাক্ষসীই পূতনা। ঐ মায়াবিনী সুন্দরী রমণীর বেশে নন্দালয়ে গমন করিয়া স্তনে বিষ মাখাইয়া দুগ্ধপান করাইবার ছলে কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল; পরে শিশুরূপী ভগবানের হস্তে তাহার চাতুরী ধরা পড়ে এবং ভগবানের চরণে অপরাধ হেতু সে অচিরেই প্রাণ হারায়।

যদিও আমরা সেই দ্বাপরযুগের পূতনা-বধের লীলা স্বচক্ষে দেখি নাই, তবুও শ্রীভাগবতে পড়িয়া বা লোকমুখে পূতনার কথা শুনিয়া মায়াবিনীর কপটতা বা ছলনাকে আমরা আদর করি না; বরং ঐরূপ আচরণকে আমাদের সর্বনাশের কারণ বলিয়া জানি। এমন কি, আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে কাহারও কপটতা দেখিলে আমরা বলিয়া থাকি—লোকটাত বড় পূতনা। আমরা আজ সেই পূতনার কথা একটু আলোচনা করিব। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, পূতনা নিজের বেশ গোপন করিয়া বাহিরে সকলের মন আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে সুন্দরীর বেশ ধারণ করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, নিজের হৃদয়ের কৃষ্ণদ্বেষ-প্রবৃত্তি গোপন করিয়া স্নেহময়ী জননীর ব্যবহার দেখাইয়া কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। তৃতীয়তঃ নিজে অপরিচিতা হইয়াও বাহিরে সকলের প্রতি আত্মীয়ভাব দেখাইয়া অবাধে নন্দ-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। চতুর্থতঃ ব্রজের সকলেরই আদরের ধন কৃষ্ণকে সেও বাহিরে বেশ আদর করিয়াছিল।

এইরূপ বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বাহিরের বেশ, হাব, ভাব ও কার্যের দ্বারা পূতনাকে আমরা কিছুতেই কৃষ্ণ-দ্বেষিণী বলিয়া বুঝিতে পারি না। কিন্তু একান্ত অন্তরের ভাবে তাহাকে দেখিলে প্রত্যেক কার্যে আমরা তাহার কৃষ্ণ-দ্বেষতার বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। আজ কালকালেও ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রদত্ত জ্ঞানে সেই দ্বাপরযুগের পূতনার মত লক্ষ লক্ষ পূতনা আমাদের দেখিবার সুযোগ হইতেছে। বোধ হয় পাঠকবর্গও এইরূপ পূতনার দর্শন পাইয়াছেন এবং বর্তমানে সর্বদাই পাইতেছেন। যাহা হউক, আমরা আজ কলির পূতনার চরিত্র লোক-সমাজে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইব। কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, গায়ে পড়িয়া এরূপ পরের চরিত্র আলোচনা করা উচিত নহে। তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা ঐরূপ মতের পক্ষপাতী হইব না। সাত্বত-শাস্ত্র ও পূর্বাপর বৈষ্ণবাচার্যগণের আদেশ শিরোধার্য করিয়া সমাজের, শুধু সমাজের কেন, পরমার্থ জগতের পথে কণ্টক-সদৃশ মায়াবিনী ছদ্মবেশী পূতনার চরিত্রের কথা সর্বদাই উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে প্রচার করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় একান্ত অনুগত পার্ষদগণের প্রদর্শিত ও আচরিত পন্থানুযায়ী "জীবেদয়া" অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত হইলে আমাদের কাহারও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হইবে না। অবশ্য আমরা জানি যে, পূতনার দুষ্ট অভিসন্ধি ধরা পড়িলে পূতনার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে, কিন্তু ইহাও আমরা বুঝি যে, একটী পূতনার চরিত্র যদি প্রকাশ

বুঝিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সহজ শুদ্ধ অনভিজ্ঞ সরল-প্রকৃতি লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। এই জন্যই দ্বাপরে কৃষ্ণচন্দ্র বাল-ঘাতিনী পূতনাকে বধ করিয়া ব্রজবাসিদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

আজকালকে যেখানে সেখানে সাধুর বেশে ভণ্ডশ্রেণীর ভক্তগণকে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। তাহারা বাহ্যে কেবল সজ্জনাদৃত বেশ ধারণ করেন, কিন্তু ঐ বেশে যেরূপ শাস্ত্রসম্মত ও সাধু মহাজনগণের অনুমোদিত আচার-ব্যবহার হওয়া উচিত, তাহা তাঁহারা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে আমরা প্রথম শ্রেণীর পূতনা বলিব। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা বাহিরে প্রেমে ঢল ঢল ভাব দেখাইয়া রসিক ভক্ত বলিয়া লোকের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু অন্তরে জড়বিষয় ভোগ, মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য ভোজন, ভগবৎসাযুজ্য ও সিদ্ধি লাভের স্পৃহা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও পূতনা-শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়তঃ জগতের সকলেই আমার আত্মীয়, হৃদয়ের এইরূপ উদারভাব বাহ্যে প্রকাশ করিয়া কোন না কোন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি সাধুর বেশে লোক-সমাজে ঘুরিতেছেন, তাঁহারাও পূতনা। চতুর্থতঃ সর্ব্বারাধ্য ভগবানের সেবাই আমার উদ্দেশ্য—এই ভাবটী দেখাইয়া এবং উক্ত ভজনের কতক কতক আচরণ বাহিরে অনুশীলন পূর্ব্বক নির্ব্বোধ লোকের চোখে ধূলি দিয়া সেই লোকগুলিকে যাঁহারা বঞ্চনা করিতেছেন, তাঁহারাও পূতনা।

পাঠকবর্গ! এখন দেখুন, আজ এই বিষমান কলিযুগে উপরি উক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট পূতনার সংখ্যা কত অধিক। আশাকরি এরূপ ছদ্মবেশী পূতনাগণের পরিচয় পাইতে এখন আর আপনাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। দ্বাপরযুগের ন্যায় কলিতে সাধুর বেশে সজ্জনাদৃত, ভণ্ড, কূটবুদ্ধিপরায়ণ উপরিউক্ত পূতনা সমূহের উচ্ছেদ সাধন না করিলে ধর্ম্মজগতের বালক আমরা, আমাদের চিরদিনের জন্য ক্ষতি হইবে কি না, একবার ভাবিয়া দেখুন।

বেদান্ত দর্শনে জীবের স্বরূপ-নির্ণয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে এই প্রতিবিম্ববাদের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন—শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, ব্যাপক ও নিরবয়ব; নির্ধর্ম্মক বলিয়া তাঁহার উপাধি-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না, ব্যাপক বলিয়া তাঁহার বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভেদ ঘটিতে পারে না এবং নিরবয়ব বলিয়া তাঁহার কোন প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। আচার্য্য বলদেব প্রমেয় রত্নাবলীতে বলিয়াছেন—

"প্রতিবিম্ব-পরিচ্ছেদ-পক্ষৌ

যৌ স্বীকৃতৌ পরৈঃ।

বিভুত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং তৌ নিরস্তৌ মনীষিভিঃ॥"

(প্রঃ রঃ ৪।৮)

ভগবদাজ্ঞা পালন জন্য জীবমোহকর কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া আচার্য্য শঙ্করকে ব্যাসসূত্রের বহুস্থলে কষ্ট-কল্পিত অর্থ করিতে হইয়াছে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শঙ্কর-ভাষ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত' বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্যকার কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥"

এক্ষণে সমগ্র প্রবন্ধ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তরূপে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, জীব উৎপত্তি-নাশহীন, নিত্য অণু-চেতন, জ্ঞাতৃস্বরূপ, জ্ঞানগুণযুক্ত; শরীর ধ্বংস হইলেও জীবের ধ্বংস হয় না, অণু হইলেও তাঁহার জ্ঞানরূপ গুণের ব্যাপকত্ব আছে, অণু হওয়ায় জীবের বহুত্ব ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, বিভুচিৎ ব্রহ্মের শক্তি-পরিণতি অণুচিদংশ, ব্রহ্মের সহিত জীবের জাতীয়ত্বে ভেদ নাই, পরিমাণে ভেদ আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, পরমাত্মার বিভুত্ব ও জীবাত্মার অণুত্ব না হয় সিদ্ধ হইল, কিন্তু ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি? এই সম্বন্ধতত্ত্ব পরে বিস্তীর্ণ ভাবে আলোচিত হইবে, তবে সূত্ররূপে এখানে বলা যাইতে পারে যে, 'ব্রহ্ম'শব্দে বৃহদ্বস্তু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করে, আর জীব সেই বিভুচিদ্ বস্তুর অণু-চিদংশ, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পাল্য পালক, সেব্যসেবক, আকৃষ্ট ও আকর্ষক-রূপ নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। আচার্য্য শ্রীবলদেব প্রভু 'প্রমেয় রত্নাবলী'র পঞ্চম প্রমেয় বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে জীবের নিত্য ভগবদ্দাসত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। মায়াকবলিত বদ্ধ জীবের আত্মাভি-নিবেশবশে ভগবদ্দাসরূপ নিত্য-স্বরূপ-ধর্ম্মটি আবৃত হয়, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রকার বলেন, 'অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' অর্থাৎ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে জীবের বিতীয়াভিনিবেশ-জাত ভগবদ্বহির্ম্মুখতা দূর হইয়া তিনি বিশুদ্ধচিত্তে সেই অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় পুরুষকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ)

ওহে ভগবদ্দাস সনাতন অণুচিদংশ নিত্যদাস জীব, যদিও অণু স্বতন্ত্রধর্ম্মবশে চেতনতার অপব্যবহারে নিত্যস্বরূপ-ধর্ম্ম আবরিত হইয়া তুমি মায়াকবলিত হইয়াছ, তথাপি তুমি যত্তপি একবার সাধুগুরু-পাদ-পদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সনাতন আত্ম-জিজ্ঞাসা করণান্তর স্বরূপানুভূতি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিতে পার, তাহা হইলে পরম করুণ শ্রীগুরুদেব তোমাকে অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান দান করিবেন। তোমার চেতনতার সার্থকতা হইবে, মানব জীবন সফল হইবে। যদ্যপি তুমি মায়া-দাস্যে নিযুক্ত বৈষ্ণব বা গোস্বামি ব্রুবের নিকট অচিন্ত্য খণ্ড জ্ঞান লাভ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাওয়ার পরিবর্ত্তে প্রতারিত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে উপনীত হও, কৃতার্থ হইবে।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনিবাস যথাসময়ে গোপীনাথের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক গোপীনাথের অগ্রে গিয়া পুনঃ পুনঃ ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণামান্তে জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাসের সুবাস অশ্রু-কম্পাদিতে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ভক্তগণ ব্যগ্রচিত্তে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনিবাস তাঁহার পরিচয় দিবামাত্র ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীনিবাসকে বক্ষে ধরিলেন। ইত্যবসরে কেহ পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট গিয়া শ্রীনিবাসের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিবামাত্র পণ্ডিত [illegible] করিলেন, "কই, কই, আমি দেখি শ্রীনিবাস কোথাই আছে।" তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে পণ্ডিত গোস্বামীর সমীপে লইয়া গেলেন। শ্রীনিবাস গোস্বামীকে [illegible] বিরহ দশাপন্ন দেখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন, [illegible] আকুল হন। পণ্ডিত গোস্বামী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শ্রীনিবাসকে বক্ষে [illegible] আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রু-ধারে শ্রীনিবাসের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্থির হইয়া প্রভুর অদর্শন জনিত বাৎসল্যভরে শ্রীনিবাসকে স্থির পূর্ব্বক কহিলেন এবং মধুর বচনে প্রবোধ দিয়া তাঁহার চিত্ত শান্ত করিলেন। শ্রীনিবাস পরম পণ্ডিত শ্রীগদাধর গোস্বামী ভক্তগণকে বলিলেন, তোমরা শ্রীনিবাসকে লইয়া গিয়া সকল ভক্তের সহিত মিলন করাইয়া আন।

এদিকে ভক্তগণ সকলেই শ্রীনিবাসের আগমন শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য পথ চাহিয়া আছেন। শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে শ্রীসার্ব্বভৌম, রায় রামানন্দ, পণ্ডিত বক্রেশ্বর, শ্রীপরমানন্দ পুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ, শিখিমাহিতি, শ্রীমাধবীদেবী, কাশীনাথ পট্টনায়ক, গোবিন্দ, শঙ্কর, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি প্রভুপার্ষদ-গণের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুর বিরহে সকলেই শ্রীবিগ্রহের ন্যায় স্তব্ধ-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। কেবল শ্রীনিবাসকে কৃপা করিবার জন্যই যেন তাঁহারা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। সকলেই শ্রীনিবাসকে কোলে করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন এবং তাঁহাকে প্রভুর বিরহ-দুঃখ হইতে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস প্রভুপ্রিয় স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে অনেক ক্রন্দন করিলেন। স্বরূপের সঙ্গ ও স্বরূপ-বিরহ সহ্য না করিতে পারিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছেন, তাঁহার সহিতও দেখা হইল না, প্রতাপরুদ্রও প্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া নীলাচল হইতে কিছুদূরে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার সহিতও দেখা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া 'হা হা প্রভু হরিদাস' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় আবার চেতন পাইয়া অনেক বিলাপ করিলেন। সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি শ্রীনিবাসের প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসকে [illegible] দর্শন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট, [illegible] শিরোভাগে প্রণাম করিলেন। [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] জগন্নাথদেবকে [illegible] [illegible] [illegible]

দিলেন। শ্রীনিবাস জগন্নাথের (গোপ-প্রাচীর) দর্শন বহু ক্ষেত্রবাসী লোকের সমস্ত দর্শন করিয়া, পুনরায় পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু পুনরায় তাঁহাকে জগন্নাথের সেবা দর্শনের জন্য আজ্ঞা দিলেন। শ্রীপ্রভুর পদযুগলে মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পণ্ডিত গোস্বামীর পাদপদ্মে গমন করিলেন। পণ্ডিত পরম বাৎসল্য সহকারে শ্রীনিবাসকে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া প্রেমগদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"শ্রীনিবাস, আমার নিকট তোমার ভাগবত পড়িবার বড় সাধ ছিল, আমারও ইচ্ছা ছিল, তোমাকে ভাগবত পড়াইব, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা স্বতন্ত্র, তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল।" শ্রীগদাধর ইহা বলিতে বলিতে রোমাঞ্চিত পুলক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে কিছু স্থির হইয়া শ্রীনিবাসকে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত কিছু উপদেশ করিলেন এবং বলিলেন—"শ্রীনিবাস, তুমি শীঘ্র গৌড় হইয়া বৃন্দাবনে যাইবে, সেখানে গিয়া তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া প্রভু গদাধর শ্রীনিবাসকে তাঁহার ও মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রু-রঞ্জিত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ আনিয়া দিলেন। শ্রীনিবাস সেই গ্রন্থের পাতা উল্টাইয়া দেখেন—'গৌরগদাধরের প্রেমাশ্রুজলে মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ হইয়াছে, আর পাঠই চলে না, এইরূপ অবস্থা'। শ্রীনিবাস সেই গ্রন্থ খানি বুকে ধরিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাসের অদ্ভুত প্রেম দর্শনে গদাধর তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন এবং সত্বর বিদায়-কালীন শ্রীনিবাসকে শীঘ্র গৌড় গমনে আদেশ দিলেন। পণ্ডিত গদাধর তাঁহার প্রাণসম বালগোপালের জন্য অনেক আক্ষেপ করিলেন। অন্তর্যামী নরহরি আজিকে যাহা বলিতে বলিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীনিবাস কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

যাত্রা ঘটক পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমুখ হইতে তাঁহার গৌড়-গমনাদেশ শ্রবণে তাঁহার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি করিবেন, প্রভু-আজ্ঞা ত' লঙ্ঘন করিতে পারেন না। আহা, বিদায় লইবার সময় শ্রীনিবাসের যে অবস্থা, তাহা কে বর্ণন করিবে? শ্রীনিবাস অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গদাধরের পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রভুর শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিদায় হইলেন। শ্রীগোপীনাথের আলয়ে প্রণাম করিয়া শ্রীনিবাস জগন্নাথ মন্দিরে গিয়া অনেক কাকুতিমিনতি করিলেন, তথা হইতে প্রেমাশ্রুপূর্ণ সমস্ত ভক্তের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে অশ্রুনীরে প্রদক্ষিণ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ভক্তগণের প্রাণধন শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসকে বিদায় দিবার কালে তাঁহাদের যে দশা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার কি সাধ্য আছে? তথাপি মহাপ্রভু শ্রীনিবাসের দ্বারা অনেক কার্য্য করিবেন, বুঝিয়া, তাঁহাকে সকলেই শীঘ্র গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলেন। (ক্রমশঃ)

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গোস্বামী, এম্, এ)

সেদিন পূর্ণিমে, চাঁদখানা বেশ পুরো গোল হয়ে আকাশের মাঝখানে উঠেছে, ঠিক যেন একখানা রূপোর থালার মত দেখা যাচ্ছে। চাঁদের এমন সুন্দর আলো হয়েছে যে, তা দেখে মনের ভেতর যেন একটা আনন্দ বলে বোধ হচ্ছে। গাছ-পালা, ঘর-দুয়োর সব যেন সে আলোতে হাসছে। চাঁদের এই রকম মজার আলো দেখে পূর্ণিমের দিন বৃন্দাবনে যেমন রাস-লীলা হয়েছিল, নিমায়ের মনে ঠিক সেই ভাবটা এসে পোড়লো; মনে ভারি আনন্দ। আনন্দের ভরে নিমাই বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করলে, এমন মধুর আওয়াজ হতে লাগলো যে, শুনলে কান জুড়িয়ে যায়। নিমাইয়ের মা আইর কানে যেমন সে আওয়াজ গিয়েছে অমনি তিনি আনন্দে মূর্চ্ছ হয়ে পড়ে গেলেন। নিমাইয়ের মাকে সবাই আই বলতো, আমরাও এখন থেকে আই বলবো। খানিক পর মূর্চ্ছ ভেঙে গেলে বাঁশীর সেই মিষ্টি সুর কান পেতে পেতে শুনতে লাগলেন। যে দিকে নিমাই বসে ছিল, সেই দিক থেকেই বাঁশীর সুর এসে কানে লাগছে বলে, আই মনে করলেন, হয়তো আমার নিমাইই বাঁশী বাজাচ্ছে, যাই কাছে গিয়ে একবার দেখিগে। এই ভেবে আস্তে আস্তে নিমাইয়ের কাছে গেলেন, গিয়ে দেখলেন, কিছুই না, নিমাইয়ের হাতে বাঁশী নেই, শুধু হাত, চুপ করে বসে রয়েছে, বাঁশীর আওয়াজ আর শুনতে পেলেন না। ভাবলেন তবে কি? কে বাঁশী বাজালে! হয়তো আর কেও হবে বাজাচ্ছিল, ভেবে যেমন নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়েছেন, অমনি দেখলেন নিমাইয়ের বুকে যেন আকাশের সেই চাঁদ খানা রয়েছে, ধপ্ ধপ্ করে আলো বেরুচ্ছে। ও মা আমার কি হবে বলে চার দিকে চাইতে লাগলেন, দেখলেন সে আলোতে সব যেন দিন-ময় হয়ে গিয়েছে। মনে বড় ভাবনা হোলো একি কাণ্ড! ছেলের অমঙ্গল হোলো! তাড়াতাড়ি ভেতর দিকে এসে ঘরে বসে এইসব ভাবতে লাগলেন। কিছুই ঠিক করতে পারলেন না।

নিমাইয়ের এই রকম কত কাণ্ড আই কতদিন দেখেন। আরো তাদের এসব দেখা ঘটে না, আইর কপাল ভাল, তাই তিনি এসব কাণ্ড দেখতে পেতেন। এক এক দিন আর, বাজনার মত আওয়াজ শুনতে পান যেন শত শত লোক গান গাচ্চে আর নাচচে, মাদলের শব্দের আওয়াজও বেশ শুনতে পান, মনে করেন হয়ত ভগবানের রাস-লীলা হচ্চে, আমি নরলোক, আমি তা দেখতে পাব কেন? কোন কোন দিন দেখেন, স্বর্গ থেকে সব মেয়েরা এসে হাতে পদ্ম ফুল ধরে ঠিক লক্ষ্মীর মত সব দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেও বা বেড়াচ্চে। আবার এক এক দিন দেখতে পান, যেন সব দেবতারা রয়েছে, সবারই গা দিয়ে ঝক্ ঝক্ করে আলো বেরুচ্চে। দেখতে দেখতে খানিক পরে আর কিছুই দেখতে পান না, তখন অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন, এসব দেখা যার তার কপালে ঘটে না, তবে আই যে দেখতেন, সে সব কথা আলাদা। আই তো আর একজন কম মেয়ে মানুষ নন! বেদে, আইকে বলে ইনি এক জন বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিণী। তবেই বোঝ, ইনি না দেখবেন কেন? এমার আবার এমন গুণ ছিল যে, ইনি যার ওপোরে দিষ্টি মন দিতেন, সেও এই সব কাণ্ড দেখতে পেতো।

নিমাই কোন লোককে ধরা দিত না। যে সব আশ্চর্য্য কাজ করতো, আর শাস্ত্রের যে সব আশ্চর্য্য রকম ব্যাখ্যা করতো তা দেখে শুনেও নিমাইকে কেও চিনতে পারতো না। কি করে চিনবে? এমন দুরন্তপনা করবে যে নবদ্বীপের মধ্যে আর কেও সে রকম করতে পারবে না। আবার নিমাই যে কাজই করুক না কেন, তার চরম না করে ছাড়বে না। নিমাইয়ের মনের ভাব, সে যা করবে, তা যেন আর কেও না করতে পারে। কেমন করে লড়াই করতে হয়, তা যখন দেখাতে মন হয়, তখন লাঠি সড়কী, ঢাল, তলোয়ার নিয়ে এমন ভাবে ভাঁজতে থাকবে যে, কোন লোকই সে রকম পারবে না, দেখে বোধ হয় যেন একজন মহাবীরপুরুষ লড়াই করছে। আবার যখন খুব বড় মানুষী ভাব দেখাতে মন হয়, তখন কি জানি কোথা থেকে পুজোর ঘর খানা সোনা রূপো, মাণিক, মুক্তা, টাকা, মোহরে সব বোঝাই হয়ে যায়। নিমাই সেই সব নাড়া চাড়া করে, যাকে যা দিতে মন হয়, তাকে তাই দেয়, কোন লোক সেলাম না করতে পারে না। এই সব ধন দৌলত দিয়ে এমন আমীরী করে যে, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না। আবার যখন বৈরাগীর ভাব ধরে, তখন কিছুই না, এত যে ধন দৌলত সে সবে হাত পর্য্যন্ত ছোঁয়ায় না; একবার ফিরেও চেয়ে দেখে না, কি আছে, কি নেই, কোন খোঁজই করে না, কেউ কিছু নিয়ে গেলেও বলে না, ক্ষতি হ'লেও দেখে না। এমন বিরক্তি ভাব কার যে থাকতে পারে, তা ব'লে কেও শেষই করতে পারে না। এই রকম নিমাই যে কাজই করুক না কেন, তা সকলের চেয়ে ভাল হয়। ভগবানের কাজও সেই রকম সকলের চেয়ে ভাল। ভগবান্ যেমন ভক্তদের কোন রকমে ঠকান্ না, কি হারিয়ে দেন না, নিমাইয়েরও তাই, নিমাইকে যারা ভালবাসে কি ভক্তি করে, নিমাইও তাদের কোন লোককে ঠকায় না, কি হারিয়ে দেয় না, কি যাতে মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়, এমন কোন কাজ করে না।

বৈষ্ণবরা নিমাইকে খুব ভালবাসেন, নিমাইও তাদের মান সম্ভ্রম থাকে না যায় এমনি ভাবে কথা কইত। একদিনকার কথা বলি শোন। নিমাই পথ রাস্তা দিয়ে আসছে, সঙ্গে পাঁচ সাতজন পোড়োও আছে। রাজার মত জমকাল পোষাকটাও বেশ করেছে। মুখখানা বড় সুন্দর দেখা। পদ্মফুলের মত লম্বা ডাগর ডাগর চোখ দুটো, কপালে ঊর্দ্ধতিলক, গায়ে একখানা হলদে কাপড়, ঠিক কৃষ্ণের মত ব'লে বোধ হচ্চে। হাত দুলিয়ে যাচ্চে, এমন সময় শ্রীবাস পণ্ডিত সেই পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ নিমাইয়ের কাছে এসে পড়েছে। নিমাইকে দেখে শ্রীবাসের মনে একটু ভয় হলো। ভয় আর অন্য কিছুই নয়, নিমাই যদি ফাঁকি জিজ্ঞাসা করে, তা হলেই কাজের দেরি পড়ে গেল। সকলেই জানে, নিমাই কাকেও সামনে পেলে, তাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা না করে তো আর ছাড়বে না—এই ভয়। শ্রীবাসকে দেখে সে-সব কথা আর কিছুই বললে না, কেবল একটা নমস্কার ক'রলে। শ্রীবাসও চিরজীবি হও বলে আশীর্ব্বাদ করে বললে, কি উদ্ধতের চূড়ামণি! কোন্ দিকে যাচ্চো? কৃষ্ণ ভজন না করে কি কাজে সময়টা কাটিয়ে দিচ্চো বল দেখি? রাতদিন সব সময় পড়াও কেন? তাও কিছু বোঝা যায় না। লোকে পড়ে কেন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জানবার জন্যই লোকে পড়ে সেই কৃষ্ণভক্তিই যদি না জানতে পারলে তবে সে বিদ্যেয় কি করবে? এই জন্য বলছি ফাঁকি বিদ্যাগিরি আর সময়টা কাটিয় দিও না। একদিন ত পড়ালে? এখন আর কেন. খুব হ'য়েছে, কৃষ্ণ ভজন কর। শ্রীবাসের কথা শুনে, নিমাই হাসলে, হেসে বললে, তোমার দয়া হ'লে তাও একদিন হবে। এই ব'লে নিমাই হাসতে হাসতে চ'লে গেল। (ক্রমশঃ)

নানা কথা

নির্য্যাণ-সংবাদ

বিগত ৩ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের একনিষ্ঠ নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ ব্রজকৃষ্ণদাসঅধিকারী মহাশয় হরিনাম গ্রহণ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে অপ্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে স্বীয় আরাধ্যের সমীপে প্রয়াণ করিয়াছেন।

সম্রাটের অবস্থা সন্তোষজনক

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অসুখের সংবাদে সমস্ত ভারত ব্যথিত ও চিন্তিত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার রোগমুক্তি ও স্বাস্থ্যোন্নতির প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। লণ্ডন হইতে গত ২৩শে নবেম্বরের সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ঐ দিবস রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে সম্রাটের শরীর পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাহাতে সম্রাটের ডাক্তার সন্তোষই প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, তাঁহার দেহের স্বাভাবিক সবলতা সর্দ্দির আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইবে।

হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব-স্থাপন চেষ্টা

মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ বটে। কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন প্রায় একই সময়ে হইতেছে। মিঃ জিন্না তদুপলক্ষে উভয় দলের মধ্যে মিলনের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি সার মহম্মদ সাফিকে জানাইয়াছেন, তিনি যেন আগামী কলিকাতা মুসলীম লীগে যোগদান করিয়া তাঁহার অভিমত জ্ঞাপন করেন। হিন্দুগণকে জানাইয়াছেন, হিন্দুগণ যেন দুই একটী ক্রোধান্ধ মুসলমানের কথায় বিচলিত না হন। মিঃ জিন্নার চেষ্টা প্রশংসার্হ বটে, কিন্তু সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধতা ব্যতীত কখনও স্থায়ী মিলন সম্ভবপর নহে। জগৎপিতা পরমেশ্বরের সেবাই সেই সজাতীয়াশয়।

ইংলণ্ডে আবার ঝড়

লণ্ডন, ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আবার ইংলণ্ডের উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ৮ জন নিহত হইয়াছে। আহতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন হইয়াছে। গৃহের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে, বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে।

ইষ্ট-জেলীর অধিবাসী প্রায় ৫০০ লোক গৃহহীন হইয়াছে। ঝড়ে তাহাদের গৃহাদি ধ্বংস হইয়াছে। স্কোটল্যাণ্ডে তিনখানা সমুদ্র-যাত্রী বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

জাহাজ হইতে বিপদ-বার্ত্তা

ঠিক এক সপ্তাহ পরে আবার ভীষণ ঝড়ে লণ্ডনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, বিমানপোত চলাচল বন্ধ করিতে হইয়াছে। কয়েকখানি জাহাজ হইতে বিপৎ সূচক সংবাদ আসিয়াছে। ইহাদিগকে সাহায্য করার জন্য কয়েকখানি "জীবনতরী" প্রেরিত হইয়াছে।

বে-সামরিক বিমান
করাচী হইতে কলিকাতা

বৃটিশ বৈমানিক মিঃ ভিন্সেণ্ট আজ মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিমান চলাচলের ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি কলম্বো যাইতেছেন। ভারতে বে-সামরিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা-সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, সরকার এখনও কোন নীতি স্থির না করিলেও, তাঁহারা প্রথমে করাচী হইতে কলিকাতা যাতায়াতের ব্যবস্থাই করিবেন। কোন কোম্পানীকে কয়েক বৎসরের জন্য বোধ হয় সরকার অর্থ-সাহায্য করিবেন।

চীন ও ইংলণ্ড
উভয় দেশে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি

লণ্ডনস্থ চীনা সমিতির বার্ষিক ভোজ সভার বক্তৃতা উপলক্ষে ইংলণ্ডে সমর-সচিব সার ল্যামিং ওয়ার্থিংটন ইভান্স বলেন যে, ইংলণ্ড ও চীনের ভিতর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন উভয় দেশের লোক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন।

তিনি বলিলেন যে, সাংহাইএ বৃটিশ সৈন্য তাহাদের কর্ত্তব্য ভালরূপে সম্পাদন করিয়াছে। চীন হইতে বৃটিশ সৈন্য অনেক সরাইয়া আনা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কমান হইবে।

তিনি বলেন যে, চীনের সহিত সন্ধি-স্থাপনাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একান্ত ইচ্ছা।

চট্টগ্রামে বড় লাট

আগামী ৭ই জানুয়ারী বড় লাট লর্ড আরউইন চট্টগ্রামে পৌঁছিবেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পর এ যাবৎ আর কোন বড় লাটের চট্টগ্রামে শুভাগমন হয় নাই। সে সময় লর্ড কার্জ্জন একবার এখানে আসিয়াছিলেন।

ভারতীয় রাস্তা-কমিটী
মোট ব্যয় ১,৩০,২০০ টাকা

নয়াদিল্লী, ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং রিপোর্ট ছাপান সমেত ভারতীয় রাস্তার উন্নতি বিধায়ক কমিটীর মোট খরচ হইয়াছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মাত্র।

রেলওয়ে ব্রিজ হইতে পতন
রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

হুগলি, ১৮ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার প্রত্যুষে ভদ্রার সন্নিকটস্থ ই, বি, রেলের গোরাই ব্রীজের জনৈক খালাসী হঠাৎ ব্রীজের মধ্যস্থিত রেললাইনের পার্শ্ববর্ত্তী ফুটপাথ হইতে পা ফসকাইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। লোকটির নাম আবদুস প্রামাণিক। সে ব্রিজের আলো নিভাইতে উঠিয়া দিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে পায়ের তলায় খোয়া সরিয়া যায় এবং লোকটী নিজেকে সামলাইতে অক্ষম হওয়ায় প্রায় বিশ হাত নিম্নে নদীতে ডুবিয়া যায়। কয়েক খানি ডিঙ্গা উক্তসময়ে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। লোকটী ভাসিয়া উঠিলে উহারা তাহাকে উদ্ধার করে। জ্ঞান সঞ্চার হইলে দেখা যায়, লোকটীর আঘাত কোন স্থানেই গুরুতর হয় নাই এবং সে যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসের বিপত্তি

কুরুচিপূর্ণ নাটকনভেলাদিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। স্ত্রীপুরুষে রহঃপ্রসঙ্গ ব্যতীত কবির কবিত্বই ফুটে না। সম্প্রতি লণ্ডনের বাও ষ্ট্রীটের ম্যাজিষ্ট্রেট সার চাটার বায়রণ "ওয়েল অব লোনলিনেস" নামক উপন্যাসের মামলার রায় দিয়াছেন। এই উপন্যাস লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দিয়াছেন যে, এই পুস্তক সমস্ত নষ্ট করিতে হইবে, কারণ উহা রুচি-বিরুদ্ধ। তাই তিনি উহা যাহাতে পুনরায় প্রকাশ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ট্রেণের তলায় পড়িয়া মৃত্যু

গত শুক্রবার রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ব্যারাকপুর ও টিটাগড় রেল ষ্টেশনের মধ্যপথে এক ব্যক্তি ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে। ট্রেণ আসিবার মুখে সে লাইন পার হইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। তাহাকে কেহই সনাক্ত করিতে পারিতেছে না।

নূতন ধূমকেতু

কেপটাউনে তারে সংবাদে প্রকাশ যে, জোহান্সবার্গ মার্কস্ ষ্টানের অধিবাসী মিঃ ফর্বস্ এক সখের জ্যোতিষী; তিনি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে একটী নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের মানমন্দিরের ডাইরেক্টর বলেন, উল্লিখিত ধূমকেতুটি বেশ উজ্জ্বল বটে, কিন্তু খালি চোখে, কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে, উহা দেখা যায় না। উহার পুচ্ছ এখনও দেখা যায় নাই, কিন্তু ইহা বিশেষ ক্রতগতিতেও চলিতেছে না। ইহা বিষুবাংশের ১৫ ঘণ্টা ৮ মিঃ এবং অক্ষাংশের ২০ ডিগ্রি ৩২ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। —বাংলার কথা।

কংগ্রেস-সংবাদ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতার অধিবেশন যাহাতে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই জন্য কর্ম্মিগণ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। গত ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই সম্পর্কীয় বিভিন্ন সাব কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

প্রদর্শনীতে ষ্টল প্রভৃতি রাখিবার জন্য এখনও নানা স্থান হইতে আবেদন আসিতেছে।

সংপ্রতি বোম্বাই—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেসের জেনারল সেক্রেটারী ডাঃ বি, সি, রায়ের নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রতি বোম্বাইয়ের এই কমিটির আস্থা আছে। তাঁহারা এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছেন।

দর্শকের ফি

জেনারল সেক্রেটারী ডাঃ বি সি, রায় সাধারণকে জানাইয়াছেন, আগামী কংগ্রেসে যাঁহারা দর্শক ভাবে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পুরুষ হইলে অন্ততঃ ১০ টাকা ও স্ত্রীলোক হইলে অন্ততঃ ৫ টাকা দিতে হইবে।

দ্বিমুণ্ড চতুর্ভুজ শিশু

ময়মনসিংহ, ২৪শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় এক মুসলমান রমণী এক সন্তান প্রসব করিয়াছিল। সন্তানটির দুইটি মাথা এবং ৪ খানি হাত। [illegible] ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব ইহার ছিল না। [illegible] দুইটি হইতে [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বঞ্চকে বঞ্চকে

প্রতি তীর্থস্থানেই কোন না কোন র্ব বা যোগ উপলক্ষে প্রতিদিন যে কত ত শত যাত্রী আসিতেছে, কত ক্লেশ সহ রিতেছে, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন তেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ঃখের বিষয় এই যে, তীর্থস্থানে আজ মন লোকের নিতান্তই অভাব হইয়া ড়িয়াছে, যিনি তাহাদিগকে তাহাদের পক্লেশের কারণ একটু বুঝাইয়া দিতে রেন। যাত্রীরা কপিকূ পুণ্যকামনা ড়া আর কিছুই বুঝে না, তাই তাহারা জারীকে পয়সা দেয় পুণ্য কিনিবার জন্য, কন্তু পূজারীও তাহাদিগকে প্রতারণা রিয়া সে পয়সা ভগবানের ভোগে দিবার রিবর্ত্তে নিজের ভোগে লাগাইয়া যাত্রি-দের যে আশাটুকুর মুখেও ছাই দেয়। বস্তু এক হিসাবে বিচার ঠিকই হয়। াত্রীও যেমন ভগবৎ সেবার পরিবর্ত্তে াত্মেন্দ্রিয়তর্পণার্থ প্রাকৃত অর্থ বিনিময়ে াত্মবঞ্চনা-প্রার্থী, পূজারীও তেমনি সেই র্থ ভগবানের সেবায় না দিয়া নিজের ন্দ্রেিন্দ্রিয়তর্পণার্থ গ্রহণে আত্মবঞ্চক। ফলই বঞ্চকের হাতে পড়ে। এই ঞ্চনা হইতে যাত্রিগণকে আজ কে উদ্ধার রে?

কুলিয়া ঠাকুরবাড়ীর কাণ্ড

যাত্রিগণ সাবধান!

টিকেট দিয়া ঠাকুর দর্শন করিবেন না।

গত সোমবার দিন শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে কুলিয়া নবদ্বীপের ঠাকুর বাড়ীতে ব ভিড় হইয়াছিল, এমন কি জুয়াচোর, চোর, পকেটমারা প্রভৃতি অসংখ্য দুষ্ট-প্রকৃতির লোক ঠাকুর দেখার নাম করিয়া ৬ট দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ নজ অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়া-ছল। উক্ত দিবস আরামবাগ হইতে হরকুমার দাস ও গোপাল চন্দ্র দত্ত নামক দুইব্যক্তি পাঁচ আনা হিসাবে দশ আনা টিকেট দিয়া কুলিয়া নবদ্বীপের মহা-প্রভুর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ঠাকুর দেখিতে-ছল, সেই সময় মধ্যে হেমন্তকুমার দাসের পকেট হইতে তাহার ১টি হতার মনিব্যাগ চুরি যায়, ঐ ব্যাগে তাহার ৮৷৷ টাকা ও তের আনা পয়সা ছিল। যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। লোক না ঠকিলে শিখে না। টিকেট দিয়া ঠাকুর দর্শন-অভিলাষ যে পয়সা কয়, তাহারই ফল ফলিয়াছে। যাত্রিগণ, সাবধান! টিকেট দিয়া ঠাকুর দর্শনে কোন ফলই হয় না, উহার ফল মাত্র ক্লেশ।

স্বাধীনতা

গত ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্যামপুকুরের শিবশঙ্কর লেনের মাঠে উত্তর কলিকাতা যুবক সম্মেলন আরম্ভ হয়। নির্ব্বাসিত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রদাস সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কয়েকটী বালিকা সমস্বরে একটী সঙ্গীত গাহিবার পর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু সম্মেলনের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর কাজী নজরুল ইসলাম ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে'র আর দুইটী সঙ্গীত হইবার পর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হয়। তৎপর সম্পাদকীয় বিবরণ পাঠ হইয়া গেলে সভাপতির অভিভাষণ আরম্ভ হয়। সভাপতি প্রথমে পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎরায়ের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া যুবকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক 'স্বাধীনতা' সম্বন্ধে এক আবেগময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহোদয় আবেগভরে বলেন যে—

"স্বাধীন জাতির স্বাধীনতাই একমাত্র সাধনার ধন। স্বাধীনতা ব্যতীত যুবকের কাছে আর অন্যধর্ম্ম মিথ্যা, স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম মিথ্যা। আজ যুবকের ধর্ম্ম স্বাধীনতা, তাহার প্রিয়তম দেবতা এই স্বাধীনতা, স্বাধীনতার জন্যই তাহার জীবন এবং স্বাধীনতার জন্যই তাহার মৃত্যু। সভাপতি বলেন, অধীন জাতির অদৃষ্ট ফলকে আর কোন কথা লেখা নাই, শুধু লেখা—'*Live for liberty and die for liberty*'

(দৈঃ বসুমতী, ৯ অগ্রহায়ণ)

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন, তৎপর শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে 'এসিয়ার বিদ্রোহ' বক্তৃতা হয়।

আমাদের দু'একটী কথা

সভাপতি মহাশয় 'স্বাধীনতা' বলিতে কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। তবে গত জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বে র‍্যালবার্টহলে দেশমান্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'শ্রীগৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক আচার্য্য শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ প্রভু 'শ্রীচৈতন্যের দান' সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতায় 'স্বাধীনতার' যে অর্থ আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন এবং সেই স্বাধীনতা পাইবার যে উপায় আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বাবু যে ব্যাখ্যা শ্রবণে মোহিত হইয়া অত্যন্ত আবেগভরে প্রায় ১ঘণ্টাকাল বক্তার মুখে বলিয়াছিলেন—'আজ প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা গৌড়ীয় মঠই আমাদিগকে জানাইলেন,' সেই স্বাধীনতার কথাই যদি শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহার মুখ দিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতীব উত্তম। শুদ্ধাগমবর্ত্তী-কীর্ত্তিত সে স্বাধীনতার অর্থ—কেবল ভগবদ্দাস্য। কিন্তু ভগবৎসেবা বাদ দিয়া যে দেহ-মনের স্বাধীনতার অনুসন্ধান, তাহা কেবল 'অধীনতা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রত্যেক জীবেরই স্বতন্ত্রতা আছে, সেই স্বতন্ত্রতার সুব্যবহারই হই-তেছে—ভগবৎ সেবা বা স্বাধীনতা। আমরা এবিষয়ে পূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি। এখনও বলিতে চাই—আমরাও চাই স্বাধী-নতা, কিন্তু তাহা স্বরাট্ পুরুষ ভগবানকে বাদ দিয়া নহে; মহামন্ত্র শ্রীহরিনামই আমাদের সে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। সভাপতি মহাশয়ের যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভগবৎসেবা-পর হউক, তিনি নিজে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সেই স্বাধী-নতার মন্ত্রে দীক্ষিত হউন এবং ভারতের আশা-ভরসাস্থল যুবকবৃন্দকেও সেই মহা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করুন। যে সংসারে আমরা আছি, এটা বিমুখমোহিনী অঘটনঘটনপটীয়সী গুণময়ী মায়ার কারাগার। এই কারাগারে থাকিয়া সুখশান্তির চেষ্টা বৃথা। এ কারাগারে সুখ শান্তি বলিয়া কোন বস্তু একেবারেই নাই—এখানে আছে কেবল দ্বেষ, হিংসা, পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপতা আর ভক্তভগবানের বিরোধিতা। এসংসারের কোন বস্তু আমাদের ভোগ্যও নহে, ত্যাজ্যও নহে, কিন্তু সমস্তই ভগবৎসেবোপকরণ। যাঁহারা এই সংসারকে আমার বলিয়া ইহার সুখদুঃখের বিষয় লইয়াই আজ বড় ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন না। মানুষ আমাদিগকে কী কষ্ট দিবে? আমরা আত্মকৃত বিপাকে পড়িয়া যে দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকি, তাহা ভগবানকে ডাকিবার পক্ষে বড়ই অনুকূল—তাহা আমাদিগের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী করুণারই পরিচয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ প্রভৃতি প্রাচ্য জাতি আজ যে স্বাধীনতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভারতকে অধীন বলিয়া হীন জ্ঞান করেন, অথবা তাঁহাদের ভোগায়তন বলিয়া মনে করেন, আমরা সে অকীর্ত্ত স্বাধীনতার কাঙ্গাল নহি। আমরা চাই সেই স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় আছে—বিশ্বসম্রাট্ বিভুবরের বিশ্বপ্রেম-মহাসমস্তলীলা, যে স্বাধীনতায় আত্ম-পর—স্বদেশ-পরদেশ ভেদ নাই—আছে কেবল এক মহামিলন—এক মহাচিৎসমন্বয়—প্রাণে প্রাণে আত্মায় আত্মায় জীবাত্মায় পরমাত্মায় মধুর মিলনোত্থ পরমানন্দ। হে বিশ্বমানব, যেদিন তোমাদের ঘরে ঘরে সেই মধুরমিলনোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে, সেই দিনই তোমরা স্বাধীন; যেদিন শঙ্খ ঘণ্টা-করতাল-মৃদঙ্গের মধুর ঐকতানসহ সুমধুর হরিনামগানে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইবে, যেদিন গগন পবন ভেদ পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ বিশ্বসম্রাট্ বিভুর জয়ধ্বনি জগতের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ করিয়া উত্থিত হইতে থাকিবে, হে ভ্রাতৃবৃন্দ সেই দিনই জানিব তোমরা স্বাধীন। সে স্বাধীনতা লাভের উপায় সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষালাভ।

হে স্বাধীনতাপ্রয়াসি বন্ধুগণ, আপনাদিগকে আজ আমরা স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনাইতে বসিতেছি না, যদি প্রকৃতই স্বাধীনতা লাভের কাহারও ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি সত্য সত্যই কেহ হুজুগে মত্ত হইতে না চাহেন, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম আলিঙ্গন করুন। জানিবেন, বিংশশতাব্দীর এই নবজাগরণ সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রেরণা; তাহা শ্রীচৈতন্যচরণানুগত্য ব্যতীত সাফল্যমণ্ডিত হইবার নহে। শ্রীচৈতন্যদেবই জগৎকে প্রকৃত স্বাধীনতার মূলমন্ত্র দিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার প্রদত্ত স্বাধীনতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই—আছে কেবল প্রেমালিঙ্গন—"বসুধৈব কুটুম্বকম্।" ভগবদ্দাস্যই শ্রীচৈতন্যকৃপালব্ধ অপ্রাকৃত জীবাত্মার স্বাধীনতা, স্বাধীনতারই ভগবদ্দাস্য; ভগবদ্দাস্য ছাড়িয়া স্বাধীনতা—কেবল পরাধীনতা বা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

ভুক্তি-মুক্তি—পিশাচী তুল্য দুঃসঙ্গ

কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীলরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো
ভবেৎ॥"

পিশাচী কি করে? —পিশাচী অপরের মাংস, এমন কি নিজের মাংস পর্য্যন্ত নিজে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পিশাচীর ন্যায় জীবের সত্তা গ্রাসকারিণী। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের

যতদিন হৃদয়ে এই দুইটি পিশাচী বাস করে, ততদিন পর্য্যন্ত ভক্তিসুখ উদয়ের আশা সুদূরপরাহত। ভগবৎ সেবাই জীবের নিত্য স্বরূপ-বৃত্তি; ভোগ ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ পিশাচী জীবের সেই সেবাবৃত্তিটিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জীব ভোগরূপ পিশাচীর করালগ্রাসে পতিত হইয়া স্বর্গ-নরকে গতাগতি করে ও অশেষ যন্ত্রণা পায়। স্বর্গসুখ অতি তুচ্ছ, উহা পরক্ষণে অত্যন্ত দুঃখ-দায়ক। ভুক্তি-পিশাচী জীবকে মতিচ্ছন্ন করিয়া পরিণামে দুঃখপ্রদ সুখের জন্য ছুটাছুটি করায়। কিছুকাল পরে বহু কষ্টার্জ্জিত স্বর্গসুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জীব মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কতই না কষ্ট ভোগ করে। কখনও কখনও আবার ঐ কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তি কামনা করিয়া থাকে, জীব তখন এক ক্ষুদ্র পিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার পাইয়া অপর পরম মায়াবিনী পিশাচীর গ্রাসে পতিত হয়। পূর্ব্বে ভুক্তি পিশাচী জীবের স্থূল-লিঙ্গদেহকে গ্রাস করিয়াছিল, এবার মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী জীবাত্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। মুক্তিকামনারূপ পিশাচীর কবলে পতিত হইয়া জীব স্থূল-ভোগকে অনেক সময় ঘৃণা করে, জগৎ মিথ্যা ও দুঃখের আকর প্রভৃতি বলিয়া থাকে এবং দুঃখের কষ্ট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যত্নবান্ হয়। ঐ করালবদনা পিশাচী এইবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবের যা কিছু অস্থিমজ্জা সব গ্রাস করিয়া ফেলে অর্থাৎ তখন শুদ্ধ জীব-সত্তার বৃত্তি শুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরামানন্দ-সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তা ও রামানন্দমুখে বক্তা হইয়া বলিতেছেন,—"মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি? স্থাবরদেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥" অর্থাৎ যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, চরমে তাঁহারা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত চেতন পর্ব্বতাদির ন্যায় স্থাবরদেহ ও যাঁহারা ভোগ-কামনা করেন, তাঁহারা দেব-দেহ লাভ করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগপরায়ণ হন। "মনঃশিক্ষাতে" শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"কথা মুক্তিব্যাঘ্রী ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।" অর্থাৎ ওহে মন! ব্যাঘ্রীর কথা শুনিও না। নিশ্চয় জানিও, ঐ ব্যাঘ্রী জীবের সমগ্র আত্মাটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে। শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত ভাগবতগণ এই "সর্ব্বাত্মগিলনী" মুক্তিবাঞ্ছারূপা পিশাচীকে নরক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে যে, নারায়ণপর ভক্তগণ স্বর্গ, মোক্ষ ও নরককে তুল্যজ্ঞান করিয়া থাকেন। যেখানে জীবাত্মার নিত্যস্বরূপবৃত্তি ভগবৎসেবানন্দ নাই, সেই স্থানই নরক। এই জন্যই ভক্তগণের নিকট—"সাযুজ্য শুনিতে হয় ভক্তের ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥" (চৈঃ চরিতামৃত)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন,—"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে"। অর্থাৎ যিনি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্ত বৈভবযুক্ত কৃপায় কটাক্ষমাত্র লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যোগী ও জ্ঞানী-বাঞ্ছিত কৈবল্য বা নির্ব্বাণ সুখ নরকের মত, এবং সকাম বাঞ্ছিত অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীত হয়। ভক্তগণ ভগবানের প্রীতি বা সুখের জন্যই ব্যস্ত, আর অভক্ত কপটগণ 'ভক্ত' আখ্যা লইয়া ভগবানের নিকট হইতে আত্মপ্রীতি বা স্ব-সুখ আদায়ের জন্য সচেষ্ট। একমাত্র শুদ্ধভক্তই বলিয়া থাকেন,—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" অর্থাৎ হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমার জন্মজন্মান্তরে সেব্য-তুমি, তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

অভক্তগণ ভগবানকে খাজাঞ্চিরূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে নানাবিধ কামনার দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা পরম শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানে অহৈতুকী ভক্তিকেই প্রত্যেক জীবের একমাত্র পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥" অর্থাৎ যাহা হইতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়, একমাত্র তাহাই পুরুষমাত্রের পরমধর্ম্ম। এই অহৈতুকী ভগবানের সেবার দ্বারাই আত্মা সম্যকরূপে প্রসন্নতা লাভ করে। সুতরাং যে ভোগ ও মোক্ষ বাঞ্ছা এই অহৈতুকী ও অপ্রতিহত ভগবৎ সেবারূপ আত্মার নিত্য বৃত্তিকে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে পিশাচী ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? কর্ম্মী ও জ্ঞানি সম্প্রদায় এই দুই পিশাচীর করাল-গ্রাসে পতিত। তাঁহারা নিজদিগকে যতই শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া বহুমানন করুন না কেন, যখন তাঁহারা নিজ নিজ স্বরূপের নিত্য ভগবৎসেবা-বৃত্তিটীকে অন্য অবান্তর কামনা-দ্বারা চরমে রোধ করিতে উদ্যত, তখন তাঁহাদের সমস্তই পণ্ডশ্রম। শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥" অর্থাৎ যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমাচার পালনরূপ স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপক জ্ঞানরূপ ধর্ম্ম যথাবিহিতরূপে পালন করিয়াও ভগবানের কথায় আসক্তি না জন্মে, তবে উহাতে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র সার হয়। কারণ স্বর্গফল বিনাশী, আর ভগবানের সেবা-বিমুখতারূপ দণ্ডস্বরূপ অসুর-প্রাপ্য যে সাযুজ্যমুক্তি, তাহাও আত্মার নিত্যধর্ম্ম-আচ্ছাদন কারিণী। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমে মুক্তিবাঞ্ছাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১ম পঃ—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি—এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥"

শ্রীগৌরসুন্দর মোক্ষবাঞ্ছাকে পিশাচীর ন্যায় দুঃসঙ্গ বলিয়াছেন,—

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
'প্র'শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধর স্বামী করিয়াছেন
ব্যাখ্যান॥"

সুতরাং ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা যে পিশাচী, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ঐশ্বর্য্যপরায়ণ ভক্তগণ কখনও কখনও শ্রীনারায়ণের সেবার জন্য সালোক্য অর্থাৎ ভগবানের সহিত এক লোকে বাস, সামীপ্য অর্থাৎ ভগবানের সমীপে অবস্থান, সারূপ্য অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় রূপ, সার্ষ্টি অর্থাৎ ভগবানের ন্যায় ঐশ্বর্য্য—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি ইচ্ছা করিয়া থাকেন; কিন্তু সাযুজ্য অর্থাৎ ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াকে কখনও কামনা করেন না। কারণ তাহাতে নিত্য ভগবৎসেবা-বৃত্তি তিরোহিত হয়। যাহারা অসুরাদির ন্যায় ভগবদ্বিরোধী নাস্তিক, তাহারাই ঐরূপ সাযুজ্যমুক্তিরূপ পিশাচীর কবলে পতিত হইবার জন্য কঠোর সাধনাদি করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যপরায়ণ ভগবদ্ভক্তগণের বাঞ্ছিত চতুর্ব্বিধমুক্তি আবার শুদ্ধ ভক্তগণের অনুগামিনী হইলেও তাঁহারা ঐসকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলিয়াছেন,—

"হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥"

অর্থাৎ যেমন দাসী সকল ভীত ও সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া রাজমহিষীর অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ নিখিল মুক্ত্যাদি সিদ্ধি ও অপূর্ব্ব ভুক্তি সকল ভক্তিরূপা মহাদেবীর অনুগমন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(ভক্তি-মহিমা কীর্ত্তন)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতে লাগিলেন,—একদিন সনৎকুমারাদি ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তাঁহারা দেবর্ষিকে চিন্তাতুর দেখিয়া বলিলেন,—"হে দেবর্ষে! আজ আপনাকে ধনবিত্ত ব্যক্তির ন্যায় দুশ্চিন্ত দেখাইতেছে কেন? আপনি এত ত্বরিতপদে কোথায় গমন করিতেছেন এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন? আপনার ন্যায় মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির এরূপ চিত্তবিভ্রমের কারণ কি? দেবর্ষি নারদ কুমারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমি পৃথিবী পর্য্যটনে গিয়াছিলাম; পুষ্কর-প্রয়াগ-কাশী-গোদাবরী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থযুক্তা পুণ্যদা পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থেই পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু অধর্ম্মমিত্র কলি-দ্বারা গ্রস্ত ধরামধ্যে কোথায়ও মনঃসন্তোষ পাইলাম না। দুরন্ত কলির প্রভাবে সত্য, দান, তপো, দয়া প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবগণ কূটভাষণাদি দ্বারা কেবল মাত্র উদর ভরণে ব্যস্ত। সকলেই অল্পবুদ্ধি, মন্দভাগ্য, পরমার্থচেষ্টায় অলস এবং রোগাদি দ্বারা প্রপীড়িত। সাধুনামধারী ব্যক্তিগণ পাষণ্ডধর্ম্মাক্রান্ত। গৃহে তরুণীগণই প্রভু এবং শ্যালকগণ বুদ্ধিদাতা। পিতামাতার সেবা একটা তুচ্ছ বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অর্দ্ধাঙ্গিনীর কটাক্ষে চালিত হইয়া পুরুষগণ স্ত্রীগণের ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়াছে। সকলেই ভ্রষ্টাচার ও স্বেচ্ছাচারী। আশ্রম সকল যবনগণের দ্বারা আক্রান্ত, তীর্থ, দেবায়তনাদি দুষ্টগণের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে। কলিদাবানলে সর্ব্ববিধ সাধন ভস্মীভূত হইয়াছে। অন্নবিক্রয়, বেদবিক্রয়, কন্যাবিক্রয়াদির দ্বারা লোকে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ অধর্ম্মাক্রান্ত দেখিয়া আমি অবশেষে শ্রীহরির লীলাক্ষেত্র যমুনাতীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক আশ্চর্য্য বস্তু দেখিলাম যে, একটী তরুণী বিষণ্ণমনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইটী বৃদ্ধ অচেতনপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। সেই যুবতী বৃদ্ধদ্বয়ের চেতনার্থ বহুবিধ যত্ন করিয়াও সমর্থা না হওয়ায় সাহায্যার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এমন সময়ে আমি তথায় উপস্থিত হইলাম। আকাশে দূর হইতে অবলোকন করিয়া

সেই বৃদ্ধা [illegible] যত্নপূর্ব্বক বলিলেন, আসিয়াছেন, [illegible] আপনার দর্শনে জীবের সর্ব্বপাপক্ষয়, অতএব দয়া করিয়া [illegible] অপেক্ষা করুন, আমার একটী আবেদন আছে, তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও [illegible] হইয়া [illegible] এই [illegible] তিনি বলিতে লাগিলেন যে, এই যে দুইটী বৃদ্ধ অচেতনপ্রায় পতিত রহিয়াছে, ইহারা আমারই পুত্র—জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। আমার নাম ভক্তি। ঘোর কলিযুগের প্রভাবে আমি পুত্রদ্বয়ের সহিত জীর্ণা হইয়া পড়িয়াছিলাম। বহুস্থান পরিভ্রমণের পর এই বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলাম। কোথায়ও সত্য ধর্ম্মের আলোচনা না থাকায় আমি অত্যন্ত দুঃখিতা। অধুনা এই বৃন্দাবনের প্রভাবে আমি সম্যক্ প্রকারে পুষ্টিলাভ করিয়াছি, কিন্তু আমার পুত্রদ্বয় একেবারে ক্ষীণদশায় উপস্থিত। অতএব আপনি ইহার হেতু নির্ণয় করুন যে, কি কারণে মাতা যুবতী এবং পুত্রদ্বয় বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইল?

নারদ ভক্তিদেবীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দেবি! অধুনা দারুণ কলির প্রভাবে সদাচার লুপ্ত ও যোগাদি মার্গ-বিনষ্ট হইয়াছে। শঠ দুষ্কর্ম্মকারিগণ একণে অমিতপ্রভাবে কালযাপন করিতেছে এবং সাধুগণ বিষণ্ণ। ধরা পাপভারে পীড়িতা। আমি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া কোথায়ও তোমার গ্রাহক দেখিতে পাইলাম না। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভূমি, তন্নিমিত্ত তোমার তরুণাবস্থা হইয়াছে, কিন্তু গ্রাহকাভাবে পুত্রদ্বয় জরাগ্রস্ত। তবে কিঞ্চিৎ আত্মসুখনিমিত্ত নিদ্রিত হইয়াছে।

ভক্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, পরীক্ষিৎ মহারাজ কি নিমিত্ত এই অশুচি কলিকে স্থাপন করিলেন এবং কলি-আগমে সর্ব্ববস্তুর সার কি প্রকারে বিনষ্ট হইল? নারদ বলিলেন, দেবি! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন কলিকে নিগ্রহার্থ উদ্যত হইলেন, তখন কলি দীনভাবে মহারাজের শরণাপন্ন হইয়া বলিল, "মহারাজ আমাকে বধ করিবেন, যদিও আমি পাপিষ্ঠ, তথাপি আমার একটি গুণ এই যে, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদিতে যে ফল প্রাপ্তি না হয়, এই কলিযুগে জীবগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবে।" শরণাগতবৎসল মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির এই প্রকার সারবৎসার-[illegible] গুণদর্শনে তাহাকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু জীবগণের কুকর্ম্মকারিতা-হেতু সর্ব্বসার বিনষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন করেন বলিয়া তাহার সার গত হইয়াছে। অতি উগ্রকর্ম্মা [illegible] নাস্তিক ও দাম্ভিকগণের তীর্থে বাসহেতু তীর্থসার নষ্ট হইয়াছে। কাম-ক্রোধ-লোভাদি দ্বারা ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিগণ তপস্যারত থাকিয়া তাহারও সার বিলুপ্ত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান না থাকায় এবং মনকে জয় না করিয়াই ধ্যানে উদ্যত বলিয়া ধ্যান-ফলও বিগত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ মহিষবৎ স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া কেবল সন্তানোৎপাদনে দক্ষ। কোথায়ও বৈষ্ণবতার চিহ্ন দেখা যায় না বলিয়া সর্ব্ববস্তুই সার প্রাপ্ত হয় না। তখন ভক্তিদেবী ব্যাকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, "সুরর্ষে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বজনসুহৃৎ, বিশেষতঃ সাধুগণের দর্শনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার পুত্রদ্বয়কে পুনর্যৌবন প্রদানে আমার আনন্দবর্দ্ধন করিলে চিরবাধিত হইব। আপনার অসাধ্য কিছুই নাই।" তখন দেবর্ষি ভক্তিদেবীকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি, তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। যে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিয়াছিলেন—যিনি গোপসুন্দরীগণকে পালন করেন—যিনি রুক্মিণীদেবীর সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণ কর, অচিরাৎ দুঃখ বিনষ্ট হইবে। বিশেষতঃ তুমি ত' তাঁহার পরম প্রিয়তমা। অন্ত্যজ নীচ ব্যক্তিও যদি তোমাকে অপহরণ করে, তথাপি তিনি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তাহার নিকটেও গমন করেন (অর্থাৎ অন্ত্যজ ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্তিলাভ করিলে কৃষ্ণপ্রেমে অধিকারী হইয়া কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে সমর্থ হয়)। অতি পাপিষ্ঠগণও তোমার প্রভাবে সর্ব্বলোকপূজ্য হইয়া থাকে এবং নির্ভয়ে কৃষ্ণালয়ে গমন করে। ভক্তিদেবী যাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত, তাঁহাদের স্বপ্নেও যমদূতগণের দর্শনলাভ ঘটে না। যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, ভূত-প্রেত কাহারও সাধ্য নাই যে, ভক্তিদেবীর সেবকগণকে স্পর্শ করিতে পারে।

"ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ ন জ্ঞানেনাপি কর্ম্মণা।
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥
অলং ব্রতৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈ-র্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা॥"

ভক্তিব্যতীত কি তপস্যা, কি বেদপাঠ, কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম কিছুরই দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায় না। তাহার প্রমাণ গোপীগণ। ব্রত, তীর্থসেবা, জ্ঞানালাপ, যাগ-যোগে কি প্রয়োজন কেবল ভক্তি দ্বারাই মুক্তি করতলগতা।

তৎপরে নারদ জ্ঞানবৈরাগ্যের কর্ণে বেদ-বেদান্ত-গীতানির্ঘোষ দ্বারা তাহাদিগকে জাগ্রত করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হইল। তখন ঋষি দারুণ চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। তখন আকাশবাণী শ্রুত হইল,

"হে ঋষে! বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ কর। সাধুশীল সাধুগণের নিকট গমন কর। তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিলে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।"

দেবর্ষি আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া কিছু আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু কোন্ কার্য্যের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে অবগত হইতে না পারিয়া ত্রিভুবনের যাবতীয় 'সাধুনামধারী' ব্যক্তিগণের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু সকলেই একবাক্যে উত্তর করিল যে, বেদ-বেদান্ত-নির্ঘোষে যখন কিছু হয় নাই, তখন এ সম্বন্ধে তাহারা নির্ব্বাক। তৎপরে তিনি তপস্যায় নিযুক্ত হইবার বাসনায় বদরীবনে গমন করিলেন। তথায় ভাগ্যক্রমে সনৎকুমারাদি মুনিগণের সাক্ষাৎলাভ ঘটিল।

(ক্রমশঃ)

তিন ভৃত্যের কথোপকথন

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

মদনগ্রামের জমিদার মহাশয়ের কামদাস নামে একটী ভৃত্য ছিল। কামদাসকে তাহার একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—ওহে কামদাস! তোমাকে তোমার মনিব কেমন ভালবাসেন? কামদাস তদুত্তরে বলিল,—ওহে ভায়া! ভাল কি অমনি বাসে? ভালবাসা পাওয়ার কায়দা আছে। কেমন ভালবাসেন, দেখ্তে পাচ্ছ না? পরণে মিহিধুতি, পায়ে কাবুলি চটি, গায়ে ফুলদার পাঞ্জাবী, খাওয়া দাওয়া বাবুর নিজ বন্দোবস্তের মধ্যে, বউ বোনের গায়ে গয়না ধরে না, ছেলেপিলেকে বেয়ারায় স্কুলে নিয়ে যায়, আমাকে ডাক্তে বাবু গাড়ী পাঠান—এত দেখেও তুমি যে জিজ্ঞাসা করছো,—বাবু কেমন ভালবাসেন, এও এক তাজ্জব বটে। বন্ধুটী পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিল—আচ্ছা ভাই, ভাল ত' খুব বাসেন দেখ্তে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে বাবু এত সুনজরে দেখেন কেন? আর আর চাকরগুলো ত' অত সুবিধে ক'রতে পারে নি? সে উত্তর দিল—আরে ভাই তাই ত' বলছিলুম, এর কায়দা আছে। আমি বাবুকে রাজাসাহেব ছাড়া বলি না, আর এমন ভাব দেখাই যে, আমি জানি তিনিই দুনিয়ার মালিক; তাতেই তাঁর এত ভালবাসার চাকর হয়েছি। এমন ধারা কি সবাই পারে রে ভাই, না সবাই জানে?

এমন সময় মুক্তিচরণ নামে বাবুর আর এক ভৃত্য সেই স্থান দিয়া দ্রুতপদে হাঁটতেছিল। কামদাস তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—ওহে মুক্তিদাদা! খবর কি? আহা! তোমার কষ্টটা দেখে বড় দুঃখ হয়, তুমি কিছুতেই সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্তে চাও না। অমন সস্তু [illegible] কেবল ছুটে বেড়াইতেই মজবুত। আমি বাবুর চাকর, তুমিও বাবুর চাকর, দেখ দেখি আমি কেমন সুখে আছি? তখন মুক্তিচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, ভাই, আমি তোমার সুখকে সুখ ব'লেই মনে ক'রতে পারি না। তুমি আজ বাবুকে নানা রকমে তোয়াজ ক'রছ, কাল একটু এদিক ওদিক হলেই তিনি চটে যাবেন, তখন তোমার এ সুখ কোথায় থাক্বে ভাই, যে সুখের শেষে দুঃখ আছে, সেও ত' দুঃখেরই একটা রকম ভাই। যতক্ষণ না নিজে বাবু হতে পারা যায়, ততক্ষণ আমি যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। আমিও বাবুকে তোষামোদ কচ্ছি বটে, সে কিন্তু কেবল বড় হবার জন্য। ক্রমে বড় হ'য়ে হ'য়ে বাবুর গদিতে যখন বস্তে পারব, তখন আমার সাধ মিট্‌বে, তার আগে নয়। আমি তোমার মত ঐ বাজে সুখের রঙ্গ বিরঙ্গে ভুলতে রাজি নই। ও সুখে যত মত্ত হওয়া যায়, ততই আমার বাবু হ'য়ে যাওয়ার পক্ষে গোলযোগ। তাই ভাই, ওরকম সুখকে আমি বড় একটা গ্রাহ্য করি না।

এই কথা হরিদাস নামে এক ব্যক্তি পথ হইতে শুনিতে পাইয়া আর এক জনের নিকট বলিতে লাগিলেন,—ওঃ কি ভয়ানক কথা। এই লোকটী দেখিতে সাধুর মত ভোগ ত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার অন্তর দিয়ে ভরা, ভৃত্য হইয়া নিজের প্রভুর আসন অধিকার করিতে চায়। এরূপ কুশ্রী লোকের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভাল। প্রভু আমাদের সেব্য এইমাত্র জানি বলিয়াই প্রভুর সেবা করি, অন্য কারণে নহে। প্রভু আমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবেন, এজন্য প্রভুর তোষামোদ প্রভুভক্তি নহে, ইহা প্রভুকে বঞ্চনা মাত্র। আর সাধারণ সুখ-ভোগ ত্যাগ করিয়া নিজে প্রভু হইয়া বসিবার যে যত্ন, তাহা আরও ভীষণ। আমি কিন্তু ভাই ওরূপ কোন ভোগের বা ভোগের সঙ্গে যে দুঃখ আছে, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য স্বয়ং প্রভু হইবার বাসনা করি না। আমি আমার মনিবের চাকর—উহাই আমার নিজের পরিচয়। আমার মনিবের বাড়ীর লোক জনের—তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সেবা করিতেই আমি ভালবাসি, তার বিনিময়ে কিন্তু আমি এক কাণাকড়িও চাই না আমার মনিব ও তাঁর প্রিয়জনেরা এতই উদার যে, তাঁহারা এ দীনহীনের সামান্য অযোগ্য সেবাটুকু প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে তাঁদের সেবা থেকে একেবারে বঞ্চিত করেন না— তাতেই

আমি কৃতার্থ, আমার জীবন সার্থক।" ওরাও সুখ চাচ্ছে, কিন্তু খাঁটিসুখ অর্থাৎ প্রভুর আন্তরিক প্রীতিটুকু পায় না, কেন না ওরা দু'জনেই 'আমার দাড়ে, ছোলা' চায়। এইরূপ বলিতে বলিতে স্বীয় প্রভুর উদারতা ও নিজের অযোগ্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া হরিদাসের চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হতে থাকিল।

হরিদাস চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তার কথাগুলা আমাদের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। প্রথমোক্ত চাকরটী প্রকৃতপক্ষে খাঁটি চাকর নহে—পরন্তু বণিক্ মাত্র, সে যা কিছু কর্‌বে, উল্টে তার বদলে সে কিছু প্রতিদান চায়। এই রকম হচ্ছে—ফল-ভোগকামী কর্ম্মকাণ্ডীর দল বাণিগণ। ইহারা বাস্তবিকপক্ষে কখনই ভগবানের সেবা করে না, যদিও বাহিরের দিক্ থেকে তারা যেন ভগবানের সেবায় ব্যস্ত—এইরূপ দেখা যায়, আর সেইজন্যই বোকা লোকেরা তাদের বাহিরের কর্ম্মঠতা দেখে তাহাদিগকে ভক্ত ব'লে মনে করে আর ঠকে। দ্বিতীয় চাকরটীর বস্তুতঃ মনিবের কোন গুণ নাই, কিন্তু এমনই সে নিমকহারাম ও কৃতঘ্ন যে, উল্টে মনিবের আসনেই বস্‌তে চায়। সে বাহিরে খুবই বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়, অন্তরে 'মনিব হব' এই কালকূট-বুদ্ধি। এই কালকূট আকণ্ঠ পান ক'রে একেবারে স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ —শেষে মৃত্যু! এই রকম নির্ব্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীর দল, তারা যতই বৈরাগ্য দেখাক, প্রথমে পাঁচটী দেবতা খাড়া করে, তাঁহাদের পূজার ঘটা দেখায়, শেষে সেই পাঁচটী দেবতার (বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও শিবের) বিসর্জ্জনের পর অর্থাৎ তাঁহাদিগকে জেকেচুরে নিজেদের ব্রহ্মাভিমান প্রতিষ্ঠা করে। তারা সংসারও ভোগ্ করে না, ব্রহ্মও হ'তে পারে না। এই দুই রকম জীবের কোন জীবই কিন্তু ভক্ত অর্থাৎ ভগবানের সেবক নহে—উহারা অভক্ত। আর শেষোক্ত লোকটীর মতই ভগবদ্ভক্তের অবস্থা; তাঁহারা নিজের সর্ব্বস্বটুকু তাঁহাদের নিত্য আরাধ্য-প্রভু ভগবান্ শ্রীগৌরহরির ও তাঁহার নিজজনের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া নিরন্তর এক অপূর্ব্ব অনাবিল সেবানন্দ-সুখস্রোতে ভাসিতে থাকেন। সুধী পাঠক! আসুন, আমরাও এই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের আদর্শে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করি—দেখিবেন কত সুখ, কত শান্তি—সেই শান্তি অশান্তির পরিণাম নয়, পরন্তু অখণ্ড, নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন—ব্রহ্মাদিদেবগণেরও দুর্লভ।

নানা কথা

ট্রামকোম্পানীর নূতন ব্যবস্থা

ফ্রী প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়াছে যে, কলিকাতা ট্রামকোম্পানী কিছুদিন ধরিয়া সস্তার "মধ্যাহ্ন টিকেট" (*Mid-day Ticket*) প্রচলনের বিষয় চিন্তা করিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, শনি, রবি এবং বন্ধের দিন ব্যতীত আর সকল দিনে ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে ৩ পয়সা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২ পয়সার টিকেট প্রচলন করিবার বিষয় কোম্পানী ভাবিতেছে। এই ব্যবস্থা সকল লাইনেই চলিবে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে যে সময় এই টিকেট দেওয়া হইবে, সেসময়ের জন্য ট্রানস্ফার টিকেট প্রচলন বন্ধ থাকিবে। কোম্পানী ইহাও মনে করে যে, গ্রীষ্মের সময় এইরূপ টিকেট বেশী বিক্রয় হইবে না। সুতরাং জানুয়ারী মাসে এ বিষয়ে চেষ্টা দেওয়া উচিত। ঐ সময়ই মধ্যাহ্নে আরোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে বিমান-পল্টন

লণ্ডন, ২৩শে নভেম্বর

বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পর এই প্রথম ঘোষণা করা হইল যে, ১১শ ও ৩৯শ বোমা নিক্ষেপকারী বিমান পল্টনদ্বয় ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে "নেভাসা" জাহাজে সাদামটন হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করিবে।

ঐ পল্টনদ্বয়টি ১৯শে জানুয়ারী তারিখে করাচীতে পৌঁছিবে এবং তাহারা কোয়েটা কিম্বা রিশালপুরে অবস্থিতি করিবে।

১১শ পল্টনটি যোদ্ধামহলে বিশেষরূপে পরিচিত। কারণ, এই পল্টনে খ্যাতনামা ব্যোমযোদ্ধা কাপ্তেন বল ও লেপ্টেনান্ট ইনল প্রভৃতি বীরগণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ভিক্টোরিয়া ক্রশ দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বোম্বাইয়ের নূতন লাট

সার ফ্রেডারিক ও লেডী সাইক্স এবং তাঁহাদিগের এক শিশু পুত্র গত ২৩শে নবেম্বর বোট-ট্রেণে লণ্ডন হইতে বোম্বাই রওনা হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বলড্‌উইন, সার ম্যালকম সিটন, সার আর্থার হার্টজেল এবং লেডী রোণাল্ডসে প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যে 'নরকুণ্ড' জাহাজে বোম্বাই লাট ও তাঁহার পত্নী যাত্রা করিলেন, তাহাতে বঙ্গদেশের মহারাজা, সার [illegible] চিমল, সার [illegible] বি, ডি, [illegible] ট্যানলী রীডল এবং মিঃ [illegible] ও তদীয় পত্নীও রওনা হইলেন।

চাকা মেলে অদ্ভুত চুরি

মুন্সিগঞ্জ, ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বাঘিয়ার বস্ত্র-ব্যবসায়ী মথুরামোহন নাথ কাপড় কিনিবার জন্য ১২০০ টাকার নোট লইয়া ঢাকা মেলে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। টাকার থলি কোমরে বাঁধিয়া রাত্রে ভদ্রলোক যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময় কে সন্তর্পণে উহা খুলিয়া লয়। মথুরানাথ জাগিয়া উঠিয়া জানিতে পারিলে চীৎকার করিয়া উঠেন। কিন্তু চোরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যশোহরে কলেরার প্রকোপ

যশোহর ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কলেরা দেখা দিয়াছে। কয়েকজন মারাও গিয়াছে। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ ভেজাল ঘৃতের খাবার, পচা মাছ আমদানি বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পচামাছ যশোরের লোকের বড় প্রিয় খাদ্য। ঐ মৎস্যই যত সর্ব্বনাশের মূল। উহাই কঠিন কঠিন রোগের বীজাণু আনিয়া দেয়। গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পচা মাছ বিক্রয় একেবারেই উঠাইয়া দেওয়াই মঙ্গল।

পাটনা হাইকোর্টে নূতন জজ

গয়া, ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গয়ার অস্থায়ী জিলা জজ রায় বাহাদুর অমর নাথ চট্টোপাধ্যায় পাটনা হাইকোর্টের এডিসনাল নিয় জজের পদে উন্নীত হইয়াছেন। স্থানীয় বারের উকিলগণ একত্রিত হইয়া তাঁহার এই পদোন্নতিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করে।

প্রাদেশিক বিচার-বিভাগ হইতে একজন সদস্যকে পাটনা হাইকোর্টে জজের পদে নির্ব্বাচিত করা এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

স্নানাগারে ৭০টি কুমীর

কোন ফরাসী কর্ম্মচারী বিদেশে চাকরীর স্থল হইতে ৭০টি কুমীরের বাচ্চা লইয়া আসিয়া সেগুলি স্নানাগারে রাখিয়া দেয়, এজন্য তাঁহার স্ত্রী বিবাহ-বন্ধন ছেদনের দাবী করিয়া প্যারিসের আদালতে মামলা আনিয়াছে।

স্ত্রীলোকটি থানায় গিয়া এজাহার দিবার সময় পুলিশকে বলে যে, সে প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল যে, ঠাট্টা তামাসার জন্যই তাহার স্বামী ঐরূপ করিয়াছে, কিন্তু সে এখন দেখিতেছে যে, এইভাবে কুমীর [illegible] অনবরতই [illegible] ব্যাপার মনে কুমীর [illegible] সঙ্গে লুটোপুটি করিতেছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার স্বামী কুমীরগুলাকে সরাইয়া লইতে রাজী নয় [illegible] সে তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। [illegible] সে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার স্বামী তাহার নামে কোন আবদার আনে, এজন্য সে পূর্ব্ব হইতে পুলিশকে এই খবর দিয়া রাখিল। —আনন্দবাজার

ছোরার ঘায়ে আহত সম্পাদক

বোম্বাই, ২৩শে নবেম্বরের কাথিওয়াড় প্রদেশের রামপুরের "ক্ষত্রদর্শন" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রচলিত আছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক রামাজ ভানজি পরামর আগাখাঁ এবং ইসমাইল খোজা জামাতের বিরুদ্ধে একটি অপমানকর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে এইরূপ অভিযোগ করিয়া দুইজন খোজা যুবক অদ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। একজন বস্তিকু কুলি ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল। সে এই দুর্ঘটনা দেখিয়া সম্পাদককে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া যায় এবং একজন অপরাধীকে ধরিয়া ফেলে। অবিলম্বে বহুলোক ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে। আততায়ীগণ পলাইবার পূর্ব্বেই পুলিশ তথায় উপস্থিত হয়। যে লোকটাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাকে পুলিশ হস্তে অর্পণ করা হয়। অপর যুবকটি পলাইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় হাসপাতালে আছেন, তাঁহার অবস্থা শোচনীয়। যুবক দুইটি ইসমাইল খোজা জামাত পরিবারের লোক।

জাপানী ও চৈনিক জাহাজ-সংঘর্ষে জাপানী জাহাজের দায়িত্ব

"আটহু মারু" নামক জাপানী জাহাজের সহিত "হিং-টাম্ মাং" নামক চৈনিক জাহাজের সংঘর্ষ হইয়াছিল; ইহাতে ৩০ জন চৈনিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই দুর্ঘটনার বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটি সালিশী আদালত গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সে আদালতের রায় বাহির হইয়াছে। সালিশী আদালত স্থির করিয়াছেন যে, জাপানী জাহাজ এ বিষয়ে দায়ী। তাহারই ত্রুটিতে এত জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই জন্য সালিশী আদালত রায় দিয়াছেন যে, [illegible] টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার—১৩৩৫।

সার্ব্বভৌম মধুসূদন

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে সুপরিচিত শ্রীবৃন্দাবনবাসী মধুসূদন গোস্বামীর অপ্রকটের সংবাদ পূর্ব্বেই পাঠকগণ অবগত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার স্বধাম-প্রয়াণ-মহোৎসব শ্রীবৃন্দাবনে সমাধান হইয়াছে।

এই গোস্বামী মহাশয় 'সার্ব্বভৌম' উপাধি-ভূষিত ছিলেন। তাঁহার জন-প্রিয়তা, সুমিষ্ট অভিভাষণ ও স্মার্ত্তকুলের বিরোধ-চেষ্টা প্রভৃতির কথা সকলেই স্মরণ করিয়া তাঁহার মহত্ত্বের অনুরাগী হন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-স্মার্ত্তকুল তাঁহার পাণ্ডিত্যে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। সম্প্রতি তাঁহার স্মরণ-মহোৎসব সম্পন্ন হইল, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহার অভাব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিলেন। আজ যদি সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহোদয় অখিল-ভারত-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলনে কাশীতে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা সদর্পে বলিতে পারি যে, ভট্টপল্লীর নিয়ামক মহাশয়ের প্ররোচনায় কোনও 'বৈষ্ণবাচার্য্য' নামধারী ব্যক্তিগণ আতঙ্কিত হইতেন না। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রমাণ-মধ্যে বলীয়ান্ সার্ব্বভৌম মহাশয়কে বৈষ্ণবাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া ভাগবত-দীক্ষা বা মন্ত্র-সংস্কারের দ্বারা যে অবরকুলোৎপন্ন দীক্ষিত জনেরও বিষ্ণু-পূজায় অধিকার হয়—যে অধিকার বৈষ্ণবী-দীক্ষা ব্যতীত ব্রাহ্মণক্রবের কথনই সম্ভবপর হয় না, তাহা সার্ব্বভৌম মহোদয়ের কৃপায় উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মণেতর বিচার বৈষ্ণবে আরোপ করিতে গেলে শ্রীরামানুজ-গুরু শ্রীআলবন্দারু ঋষি আগম-প্রামাণ্যের বাক্যটী বজ্রনির্ঘোষে ভক্তি-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত-কুলের হৃদয় বিদীর্ণ করাইয়া দিবেন। ভট্টপল্লীর ভাগবত দীক্ষা-বঞ্চিত নিয়ামক-দল এই মধুসূদনের অভাবে কাশীতে যে তাণ্ডব-নৃত্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা শ্রীরাধারমণ ঘেরার পণ্ডিত শ্রীদামোদর লাল গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দ্বারা বাধা দিতে পারেন নাই। সুতরাং মধুসূদনের অভাব গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। শ্রীমধুসূদন সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বিদ্বৎ-সমাজে অবিদিত নাই। তাঁহার সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় অভূতপূর্ব্ব অধিকার স্বকীয় বিবরণে প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই আনন্দের সহিত স্মরণ করেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় অধিকারও নিতান্ত অল্প ছিল না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যখন যে কোনও স্মার্ত্ত অবৈধ ভাবে দৌরাত্ম্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে, সেই স্থলে মধুসূদন সিংহবিক্রমে তাহাদের মতবাদের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যে দিন বালীবাই সভায় স্মার্ত্তকুল বৈষ্ণববিদ্বেষ আরম্ভ করিল, যে সভায় অনতিদূরেই বর্ত্তমান কাশীর সভার নিয়ামক উপস্থিত ছিলেন, সে দিন তিনিও মধুসূদন-সমক্ষে আসিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে দুঃসাহস করেন নাই। আজ কিনা তাঁহার অভাবে আমরা বৈষ্ণববিদ্বেষী স্মার্ত্তকুলের তাণ্ডব নৃত্যের কথা লোক-পরম্পরায় শুনিতেছি। আজ মধুসূদন নাই, কিন্তু তাঁহার স্মার্ত্তমত-নিরাস-পুস্তক নষ্ট হয় নাই। তিনি অতি সম্ভ্রান্ত গৌড়ব্রাহ্মণ-বংশের অত্যুজ্জ্বল গৌরব। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ-ধুরন্ধর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আত্যন্তিক বন্ধু এবং হৃদয়ের সহিত তাঁহার ভক্তিব্যাখ্যানসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যদিও সার্ব্বভৌম-বিরহ উৎসবে স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারি নাই, তথাপি তাঁহার বৈষ্ণব-সম্মত স্মার্ত্তকুলের অপস্বার্থ-নির্ণায়ক ভাবে বিমুগ্ধ। তাঁহার গুণের কথা আর কি কহিব? বঙ্গদেশের কদাচারী কুতক পাঠকগণের ন্যায় তিনি কুরাণে ভাগবত পড়িয়া টিকাদারী করিতেন না, মন্ত্র দিয়া পয়সা নিতেন না। তিনি যখন প্রবল উৎসাহে মার্কিন দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে বিজয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেইকালের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনবাসী ও গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণবা-চার্য্য-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষগণের আশ্রয়-স্থল ও শিরোভূষণ ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা ভগবদ্ভক্তে অকৃত্রিম প্রীতি প্রভৃতি সদ্-গুণাবলী বর্ত্তমান ঈর্ষাপরায়ণ বৈষ্ণব-নামধারি সমাজ অনুসরণ করিয়া পবিত্র হউক। শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধভক্তগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং বিদ্ধ সাধারণ ভক্তের প্রতি তাঁহার যে বাৎসল্য ছিল, তাহার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় কত প্রীতির সহিত পুত্র-শিষ্যবর্গ-সহ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা-সমিতির আজীবন সভ্য এবং শ্রীনাম-হট্টের ব্রাহ্মক বিপণি ছিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিরোধিগণ তাঁহাকে শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুপরামর্শ দিতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে নানা প্রকার উপদেশ দিতেন। তদনুকের বিঃ জানায় এই সকল কথা জানা নাই।

পীযূষকান্তি ঘোষ

শ্রীগৌরাঙ্গ সেবানুরাগী প্রসিদ্ধ শিশির কুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র বাবু পীযূষকান্তি ঘোষ ৫ই নবেম্বর তারিখে ভারতীয় কর্ম্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা শিশির কুমার যে কালে কলিকাতা নগরীতে কীর্ত্তনযজ্ঞের ও গৌরকথা প্রচারের আবা-হন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র পীযূষকান্তি সভাসমিতিতে প্রবেশ করিয়া গৌরকথা আন্দোলনের প্রযত্ন করেন। তদবধি তিনি তাঁহার পিতৃদেবের শুভ স্বধাম-বিজয় হইতে নানা-স্থানে বক্তা হইয়াও সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া ন্যূনাধিক প্রতিভালাভ করিয়া-ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত মহাত্মা শিশির কুমারের ক্ষ ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্দ্য পীযূষকান্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সেই বিচার অবলম্বন করিয়া তিনিও প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী মহা রাজকে বয়োজ্যেষ্ঠ-সূত্রে কাকা বলিয়া মধুর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। যে দিন দেশপ্রসিদ্ধ নেতা, হিন্দুসভার মেরুদণ্ড শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয় গৌড়ীয় মঠে আসেন এবং প্রভুপাদের নিকট হইতে 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' এই ভাগবতীয় শ্লোক এবং শ্রীআলবন্দারু ঋষির আগম-প্রামাণ্যে ভাগবতগণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণতা স্থাপন বিষয়ে প্রমাণ সমূহ শ্রবণ করেন, সে দিন তাঁর মধ্য পীযূষকান্তি মালব্য মহোদয়ের সহিত গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত ছিলেন। পীযূষবাবুর হিন্দু সভায় যে কৃতিত্ব, তাহা বিস্মৃত হইতে বাংলাদেশের অধিবাসিগণের কিছু সময় লাগিবে। গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয়ে পীযূষবাবুর কোনও প্রকার ঔদা-সীন্য আমরা লক্ষ্য করি নাই। পরন্তু সাকটীয়ার সিংহবৈরাগী পীযূষবাবুকে নানাপ্রকার উত্তেজিত করিয়াও বিপথগামী করাইতে পারে নাই। ঘোষঘাটের প্রলো-ভন, কাঁকড়ার মাঠে শিশির মেমোরিয়াল প্রভৃতি নানাপ্রকার আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে পারে নাই। পীযূষবাবু প্রকৃত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠেই গিয়া আপনাকে ধন্য জানিয়া-ছিলেন।

কুলিয়ার-রাসলীলা

কুলিয়ার রাসলীলা একটী বড় অদ্ভুত জিনিষ। এই রাসলীলা দেখিবার জন্য বহু দেশ-বিদেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই রাসলীলা কৃষ্ণের নহে—কুলিয়ার। এই কথাটা শুনিয়া অনেকেই হয়ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, কুলিয়ার রাসলীলা কি? তজ্জন্য কথাটা একটু খুলিয়া বলিতেছি। কুলিয়ায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রায় দিন কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি বহু দেবদেবীর প্রতিমা পূজা হয়। কুলিয়া-বাসী বলেন —এই সকল দেবদেবী শ্রীকৃষ্ণের রাস-যাত্রা দর্শন করিবার জন্য কুলিয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদেরই ন্যায় নৃত্য-গীত-বাদ্য-দিতে রত হইয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দ আনি কৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিবার সৌভাগ্য এমন কি শ্রীনারায়ণ-বক্ষো-বিলাসিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীরও হয় নাই। যাহা হউক, শুধু দেবদেবীর প্রতিমা করিয়া পূজা করিলে বিশেষ কোন কথা ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—রাসের দিন ঐ সকল দেবদেবী পোড়ামা'র তলায় একত্রিত হন। দেবদেবীগণের উপাসকগণ ঐদিন মদ্যপানে মত্ত হইয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় উদ্দণ্ডনৃত্যগীত করিতে থাকেন। বহু দেশ বিদেশ হইতে দর্শকবৃন্দ তাঁহাদের সেই নৃত্য দেখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রাদির সহিত সমবেত হন এবং রাসলীলা-দর্শনানন্দ উপভোগ করেন। কুলিয়া-নিবাসিনী বহু ভদ্রমহিলাও দর্শক-রূপে এই স্থানে ইঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

কৃষ্ণের রাসলীলায় কৃষ্ণকোলাহলের পরিবর্ত্তে কুলিয়ার রাসলীলার আনন্দময়ীর সন্তানগণের আনন্দোত্থ নানা প্রকার অশ্লীল ভাষাই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর কর্ণানন্দ বিধান করে। ঠাকুর বাড়ীর 'বাবাজী' বা গোস্বামিবৃন্দের এতদ্বিষয়ে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় না, যেহেতু এইরূপ ব্যাপারে বহু লোকের সমাগম হইলেই তাঁহাদের লাভ। ঐ প্রকার হৈ চৈ না হইলে লোক আসিবে কেন? ভেট দিয়া ঠাকুর দেখি-বার লোক না আসিলে 'বাবাজী গোস্বামী' নামধারী আনন্দময়ীর সন্তানগণের আনন্দ বিধান হয় কেমন করিয়া? এবিষয়ে আমরা গোস্বামিপুঙ্গবগণের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পারি না, দোষ আমাদেরই। আমরা নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত, তাই অন্যেরও ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহযোগিতা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমাদের সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই বুঝিতে পারি, বহু পরিশ্রমলব্ধ অর্থ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের রাসলীলার ব্যয় করিবার পরিবর্ত্তে কুলিয়ার রাসলীলায় অন্যের ইন্দ্রিয় তর্পণের সহায়তা করিয়া আমাদের কি ফল হইল? ভেটের পয়সাগুলি যদি ভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবায় ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আজ আমরা বহু পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গৌর-কৃপাবলে অন্যান্য দেবদেবীরও বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইতাম।

হায় কলি! তোমার প্রভাব অসীম। কোথায় গৌরনিত্যানন্দের সুমধুর কীর্ত্তন, কোথায় তাঁহাদের মহাবদান্যলীলা! হা গৌর, হা নিত্যানন্দ, হা গৌরভক্তবৃন্দ, আজ তোমরা কোথায়? তোমরা একদিন যে স্থানে অবতীর্ণ হইয়া মহাবদান্যলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনবন্যায় দেশ ভাসাইয়াছিলে, আজ সেইস্থানে মদ্যের উৎকট গন্ধে রাস্তায় চলাফেরা দায় হইয়া উঠিল, যেস্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যময় স্থান বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান যাবতীয় পাপের আকরভূমি বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

হে দর্শকবৃন্দ, তোমাদের কি আর চক্ষু ফুটিবে না? তোমাদের চোখের সামনে কত অত্যাচার হইতেছে, এই রাস যাত্রার রাস্তার মধ্যেই কত স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত পাশবিক অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে, তোমরা আজ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া আসিতেছ তাহাই দর্শন করিবার জন্য? ধন্য রাসলীলা, ধন্য সেই রাসলীলার দর্শকবৃন্দ, আর ধন্য সেই স্থানের 'ভক্ত' নামধারী বাবাজী এবং নিত্যানন্দাদ্বৈতের সন্তান বলিয়া পরিচিত আনন্দময়ীর সন্তানগণ!

সহর নবদ্বীপে পুলিশ কর্ম্মচারিবৃন্দের সুবন্দোবস্ত

গত ১২ই অগ্রহায়ণ ইং ২৮শে নভেম্বর বুধবারে সহর নবদ্বীপে 'ভাসান' উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক একত্র সমবেত হইয়াছিল। নবদ্বীপ থানার সব-ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় সদলবলে যে শান্তি রক্ষার জন্য প্রভূত উদ্যম ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ। সহর নবদ্বীপে ভাসানের দিন সহরের প্রায় সকলেই এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত আনন্দময়ীর কৃপায় এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় সদলবলে শান্তিরক্ষার্থ এরূপ চেষ্টা না করিলে কত যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইত, তাহা মনে করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে। এই ভাসানের দিবস কিরূপ ভীষণ, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

আনন্দ-সংবাদ
শ্রীনৈমিষারণ্যে মহামহোৎসব

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯২৮ হইতে মহাসমারোহের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ১১ই ডিসেম্বর অমাবস্যা-দিবস সাধারণ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে উষঃকালে অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, পূর্ব্বাহ্নে নগর কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ-সম্মান, অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং প্রদোষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন তথা মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে।

যে স্থানে একদিন শৌনকাদি অষ্টাশীতিসহস্র ঋষিসমক্ষে মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে স্থান শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ-পাদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া কত পুরাতনী- সনাতনীকথা কীর্ত্তন করিতেছে, সেই প্রাচীন ঋষিগণাধ্যুষিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পদাঙ্কপূতপুণ্যক্ষেত্রে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার কৃপায় আজ আবার ভাগবতগানে মুখরিত ও নিতাইয়ের আনা হরিনাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়া নৈমিষবাসীর বহুদিনের সঞ্চিত আশার পূর্ত্তিবিধান করিতেছে। নৈমিষবাসী শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীচৈতন্যভক্তবৃন্দের নিকট আবার ভাগবতকথা—জীবের চরম কল্যাণকথা —মাধুর্য্যলীলারসময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকথা এবং তদুপরি সেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই ঔদার্য্যলীলারসময় বিগ্রহ শ্রীগৌরগাথা কীর্ত্তনশ্রবণে, যেন সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রদবস্থা লাভ করিতেছেন—'নিতাই গৌর' বলিয়া উদ্দণ্ডনৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন। নৈমিষ আজ নাম-প্রেমে মাতোয়ারা। তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব শুকগোস্বামিক নিষ্ঠা দেখিলে সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়।

সংযুক্তপ্রদেশে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা যাহাতে বহুলরূপে প্রচারিত হয় তজ্জন্য শ্রীসভা শ্রীপরমহংস মঠে একটী ভাগবত-পাঠশালাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেখানে ছাত্রগণকে আহার, বাসস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রাদি বিনামূল্যে দেওয়া হইয়া থাকে। উপযুক্ত অধ্যাপকগণ-কর্ত্তৃক বালকগণকে সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দ্দু পড়ান হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সদাচার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা না হইলেও ক্ষেত্রবাসি ভক্তবৃন্দের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই গৌড়যাত্রা করিতে হইল। শ্রীনিবাস ক্ষেত্রবাসিপ্রভুগণের শ্রীমুখবাক্য চিন্তা করিতে করিতে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীখণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঠাকুর শ্রীনরহরি শ্রীনিবাসের গলা ধরিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন। পরে শ্রীনীলাচল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই শ্রীনিবাস প্রভুর অন্তর্দ্ধান-বার্ত্তা তথা পণ্ডিত গোস্বামীর বিরহ-কাতর অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর নরহরি শ্রীনিবাসকে শান্ত করিবেন কি, তিনিও কাঁদিয়া আকুল হয়েন! বিপ্রলম্ভরসাশ্রয় গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসরসিক-ভক্তগণের সে অলৌকিক প্রেম-চেষ্টা কে বুঝিবে? কে কাহাকে সান্ত্বনা করিবেন? শ্রীরঘুনন্দন আদি খণ্ডবাসি ভক্তগণ সকলেই কাঁদিয়া আকুল—সেখানে এক মহাক্রন্দনের হাট বসিয়া গেল। কিছুক্ষণপরে, ভক্তগণ বাহ্য পাইয়া স্থির হইলেন এবং শ্রীনিবাসকেও স্থির করিলেন। শ্রীনিবাস সেই রাত্রে শ্রীখণ্ডে থাকিয়া প্রাতে আবার ক্ষেত্রপথে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—"আমার পণ্ডিত গোস্বামীর পাদপদ্মে ফিরিয়া যাই, তিনি আমাকে তাঁহার নিকট থাকিতে নিষেধ করিলেও এবার তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও তাঁহার পাদপদ্মে থাকিব।" এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, অদূরে কয়েকজন লোক পুরীর দিক হইতে আসিতেছেন। শ্রীনিবাস ব্যস্তে ব্যস্তে তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া পুরীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহারা ক্রন্দন করিতে করিতে পণ্ডিত গোস্বামীর অদর্শন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীনিবাস তাহা শুনিবামাত্র বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তখন সকলেই 'হায় হায় কেন বা ইঁহাকে এ নিদারুণ সংবাদ দিলাম' বলিয়া হা হুতাশ করিতে করিতে শ্রীনিবাসকে নানা উপায়ে চেতন করাইবার যত্ন করিলেন। কিছুপরে শ্রীনিবাস চেতন পাইয়া শিরে করাঘাত করিতে করিতে 'হা গৌর হা গদাধর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—"হা প্রভু, এই জন্যই বুঝি তুমি আমাকে এত শীঘ্র গৌড়ে পাঠাইলে"! শ্রীনিবাসের সে সব বিলাপ-বাক্য শুনিয়া পশুপক্ষীও কাঁদিয়া আকুল হয়। এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শ্রীনিবাস নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন—গৌরগদাধর আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—শ্রীনিবাস, তুমি অবিলম্বে গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাও। স্বপ্নভঙ্গে শ্রীনিবাস প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। সেই পথে গৌড় হইতে কয়েক জন ভক্ত আসিতেছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে শ্রীনিবাসকে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"মহাপ্রভুর প্রেমিক ভক্ত শ্রীনিবাসের নাম শুনিয়াছি, তিনিই বোধ হয় এই। ইনি নীলাচল হইতে আসিতেছেন, গৌড়ের সংবাদাদি বোধ হয় কিছু জানেন না।" ইতিমধ্যে শ্রীনিবাস তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া গৌড়ের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা ক্রন্দন করিতে করিতে নিত্যানন্দাদ্বৈতের অদর্শনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

এই হৃদয়বিদারক বার্ত্তা শুনিবামাত্র শ্রীনিবাস কাতর হইয়া ভূমে পড়িয়া গেলেন আর "হা! হা! গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর, হা হা শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর সোদর, হা প্রভো, তোমাদের বিরহদুঃখ ভোগ করিবার জন্যই কি আমাকে জীবিত রাখিলে? এ প্রাণ আর রাখিব না" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাদুঃখে রাত্রি প্রায় শেষ হইতেছে এমন সময় মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিবাসের কিছু নিদ্রা আসিল। নিদ্রাবস্থায় শ্রীনিবাস স্বপ্নে দেখিলেন, নিত্যানন্দাদ্বৈত আসিয়া বলিতেছেন—"শ্রীনিবাস, তুমি যে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা করিও না, তোমার দেহ দিয়া আমরা অনেক কার্য্য সাধন করিব, গৌড়ের ভক্তগণ তোমাকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন, তুমি গৌড় হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবন গমন কর।"

স্বপ্নদর্শনে শ্রীনিবাস অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া রজনীপ্রভাতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই উৎকলের সীমা ছাড়াইয়া মধ্যদেশ দিয়া গৌড়দেশে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিবাস, প্রভুর আদেশ স্মরণ পূর্ব্বক লোকমুখে নবদ্বীপের সমাচার শুনিতে শুনিতে দুইদিবসের পথ একদিবসে চলিয়া নিতান্ত ব্যাকুলান্তঃকরণে নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারাদি ঋষিগণকে দর্শন করিয়া বলিলেন যে, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনাদের দর্শন লাভ করিলাম। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করুন। আকাশবাণীতে আমাকে কোন্ কার্য্যের আদেশ হইয়াছে, তাহা আপনারা আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া চির অনুগৃহীত করুন।

সনৎকুমার বলিলেন, "দেবর্ষে! আপনার বৃথাচিন্তার আবশ্যক কি? অতি সুখসাধ্য উপায় দেখিতে পাইতেছি। আপনি বিরক্ত-শিরোমণি এবং কৃষ্ণদাসগণের অগ্রণী। কৃষ্ণদাসগণ ভক্তি স্থাপন-কার্য্যে সদা ব্যস্ত। ঋষিগণ বহু পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন, সে সমস্তই শ্রমসাধ্য এবং প্রায়ই স্বর্গফলপ্রদ। বৈকুণ্ঠফলপ্রদ পন্থা প্রায়ই গোপ্য থাকে এবং তাহার উপদেষ্টাও বহু ভাগ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকাশবাণীতে যে কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। [illegible]

বেদান্ত-দর্শন-আমার জন্ম-মোক্ষাদি প্রভৃতি কর্মবিষয়ক, সংকল্পমূলক-জ্ঞানময় গ্রন্থমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতালাপ—যাঁহা শুকাদি ঋষিগণ পান করিয়া থাকেন। আপনি যদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতে পারেন, তবে জ্ঞান বৈরাগ্যের কষ্ট বিদূরিত হইবে। নিদ্রাভঙ্গাদিতে যেমন সূচ্যাদি পলায়ন করে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনিতে সর্ব কলিদোষ বিনষ্ট হইবে।" তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন যে, বেদবেদান্তনির্ঘোষ, গীতাপাঠাদিতে যাঁহাদের সংজ্ঞা লাভ হইল না, শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনিতে তাঁহাদের কি হইতে পারে? আপনারা কৃপাপূর্বক এ সংশয় বিদূরিত করুন।

কুমারগণ বলিতে লাগিলেন, "হে দেবর্ষে আপনি শ্রবণ করুন্। বেদ-উপনিষদাদির সার গ্রহণ পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছে। আম্র আমূলাগ্র রস থাকিলেও তাহাকে পৃথক্ করিয়া আস্বাদনে যেরূপ সুখানুভব হয়—দুগ্ধে অবস্থিত ঘৃতের আস্বাদ যেরূপ দুগ্ধপানে লাভ হয় না—ইক্ষুমধ্যে যেমন শর্করা ব্যাপিয়া থাকে, তাহাদের পৃথক্ না করিলে তত্তৎ স্বাদ লাভ করা যায় না, সেইরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র পৃথগ্‌ভাবে আস্বাদন করিলেই তাহার মাধুর্য্য লাভ করা যায়। এই ভাগবত পুরাণ ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য স্থাপনার্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। বেদবেদান্তে স্নাত হইয়া এবং গীতা রচনা করিয়াও বেদব্যাস অজ্ঞান-সাগরে মোহিত হইয়া শোক করিয়াছিলেন, তৎকালে আপনিই তাঁহাকে চতুঃশ্লোক-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার চিত্তশান্তি লাভ হইয়াছিল, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র সর্বশোক-দুঃখবিনাশক। তখন দেবর্ষি শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, আমি উজ্জ্বল ভক্তশাস্ত্র-কথারূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যের পুনঃস্থাপন করিব, আপনারা যজ্ঞস্থান নির্দ্দেশ করুন, এবং তাহার বিধি কি ও কয়দিন যাবৎ অধ্যয়ন আবশ্যক, তাহাও আমাকে উপদেশ করুন্। সনৎকুমার বলিলেন যে, স্বর্ণদীর উত্তর তটে গঙ্গাদ্বার-সমীপে আনন্দপুর নামক স্থান, তাহা বহু দেব-সিদ্ধ-ঋষিগণ-সেবিত এবং নানাতরুলতা-কীর্ণ রম্য প্রদেশ। এই স্থানের বিশুদ্ধতা-গুণহেতু লোকের চিত্তে চৈতন্য-ভাব থাকে না। এই স্থানই আপনার জ্ঞানযজ্ঞের উপযুক্ত। তথায় ভক্তিদেবী জ্ঞান-বৈরাগ্য-সহ স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, ভাগবতকথা শ্রবণমাত্র তাঁহারা তরুণ হইবেন, এই বলিয়া কুমারগণ তাঁহাদের

উদ্দিষ্ট স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণার্থ গমন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-পীযূষ-রসাস্বাদার্থী বহু ব্যক্তি তথায় গমন করিলেন। ভৃগু, বশিষ্ঠ, গৌতম-প্রমুখ ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। বেদ বেদান্ত অষ্টাদশপুরাণ সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং দেব গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণও তথায় উপনীত হইলেন। জয় শব্দ ও নমঃ শব্দে দিক্ প্রপূরিত হইল এবং লাজ-পুষ্প নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন কুমারগণ উত্থিত হইয়া বলিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, সকলেই অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন।

শ্লোকাষ্টাদশ-সাহস্রো দ্বাদশ স্কন্ধ-সংযুতঃ।

পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদং শৃণু ভাগবতঞ্চ তৎ॥

তাবৎ সংসার-চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতেঽজ্ঞানতঃ পুমান্।

যাবৎকর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্র-কথা ক্ষণম্॥

কিং শ্রুতৈর্ব্বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ ভ্রমাবহৈঃ।

একং ভাগবতং শাস্ত্রং মুক্তিদানেন গর্জ্জতি॥

আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন কিঞ্চিৎ।

চিত্তে বিধায় শুকশাস্ত্রকথা ন পীতা।

চাণ্ডালবচ্চ খরবৎ খলু তেন নীতং

মিথ্যা স্বজন্ম জননী জনদুঃখভাজা॥

জীবচ্ছবো নিগদিতঃ স তু পাপকর্ম্মা।

যেন শ্রুতং শুককথা-বচনং ন কিঞ্চিৎ।

ধিক্ তং নরং শূকরসং ভুবি ভাররূপম্

এবং বদন্তি দিবি দেবগণাঃ সুখ্যাঃ॥

এই পরীক্ষিৎ-শুক-সম্বাদরূপ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক-সমন্বিত এবং দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত সকলেই শ্রবণ করুন্। যেকাল পর্য্যন্ত জীবগণ শুকশাস্ত্রকথা শ্রবণ না করে, তাবৎকাল অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তাহাদের সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয়। বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের কি আবশ্যক? একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই সর্বপ্রকার মুক্তি প্রদানে সমর্থ। যে শঠ-ব্যক্তি জন্মাবধি শুকশাস্ত্রকথা শ্রবণ না করে তাহার জীবনভার বৃথা গর্দ্দভবৎ বহন করে, সে চণ্ডালতুল্য এবং জননীর দুঃখোৎপাদক মাত্র। যে ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ না করে, সে জীবিতাবস্থায় শবতুল্য, শূকরসম, পৃথিবীর ভারস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে ধিক—এইরূপ সুখাদেবগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে দেবর্ষে! এই শাস্ত্রশ্রবণ অধ্যয়নের কালাকাল বিচার নাই, ব্রহ্মচর্য্যের সহিত সর্ব্বদা আলোচ্য। জ্ঞানযোগতপস্যাদিতে যে ফললাভ হয় না, এই শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ-

কথা শ্রবণে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক ফললাভ করা যায়।

শ্রীসূতগোস্বামী বলিলেন, যখন শ্রীকৃষ্ণ ধরা পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে গমনার্থ উদ্যত হইলেন, তখন ভক্তবর উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে গোবিন্দ! আপনার ধরা পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কলির প্রাদুর্ভাব হইবে। তাহাতে সাধুগণ পরম আপদগ্রস্ত হইবেন। অতএব ধরাধর ভক্তগণ কাহার শরণাপন্ন হইবেন? আপনি ব্যতীত তাঁহাদের আর ত্রাতা কেহই নাই।" তখন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের অবলম্বনার্থ চিন্তা করিয়া তাঁহার সমুদয় প্রভাব শ্রীমদ্ভাগবতে স্থাপন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়মূর্ত্তিতে অবস্থিত। ইঁহার শ্রবণ, সেবন, দর্শন ও অধ্যয়নে অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। নতুবা এই কলিকালে দৈবীমায়ার হস্ত হইতে ত্রাণ লাভ দেবগণেরও দুঃসাধ্য।

এই প্রকার মাহাত্ম্য শ্রবণানন্তর নারদ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলে পর, জ্ঞান ও বৈরাগ্য তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তি-দেবী বিনয়-নম্র-বচনে বলিলেন, হে কুমারগণ! আপনাদের কৃপায় আমি কৃতার্থা হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা আমাকে আদেশ করুন যে; কোথায় আমি নির্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারিব? সনৎকুমারাদি বলিলেন, "হে প্রেমৈককর্ত্রি, ভবরোগহর্ত্রি, ভক্তিদেবি আপনি বৈষ্ণবগণের মানসালয়ে অবস্থান করুন। ভক্তিও তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে বৈষ্ণবগণের মানসে অবস্থিত থাকিলেন।

এই সংসারে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তিদেবী নিত্য অবস্থান করেন। শ্রীহরি ভক্তিসূত্র-উপবিদ্ধ হইয়া নিজলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন।

নিমন্ত্রণ পত্র

(নিজস্ব সংবাদ-দাতা-প্রেরিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপরমহংস মঠ

নিমসার (সীতাপুর)

২৮।১১।২৮

সবিনয় নিবেদন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমঠ কে মহাত্মা (শুদ্ধভক্তিধর্মকে স্বরং সংরক্ষক) মহাজন প্রভুপাদ শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজজী নে সংযুক্তপ্রদেশমে শ্রীভাগবত-ধর্ম প্রচার করনেকে আশয়সে শ্রীনৈমিষারণ্য "পুণ্যক্ষেত্রমে" শ্রীপরমহংসমঠ ব ভাগবত পাঠশালা স্থাপন কিয়া হৈ। জিসমে বালকোঁকো শাস্ত্রার্থী বিদ্যা কি শিক্ষা ভোজন বস্ত্র সহিত দানার্থ দী জাতি হৈ, ঔর যোগ্য প্রচারকোঁ দ্বারা প্রচার করা রহে হৈঁ। জো আপ লোগোঁ কো ভলি ভাঁতি জ্ঞাত হি হৈ। অতঃ সূচনা দী জাতি হৈ কি আগামী বৃহস্পতিবার তাং ২৯ নভেম্বর সন্ ১৯২৮ ইং সে উক্ত শ্রীপরমহংসমঠ কা দ্বিতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব এক পক্ষ মনায়া জায়গা, ঔর তাং ১১ দিসম্বর সন্ ১৯২৮ ইং অন্নকূট কা সাধারণ মহামহোৎসব হোগা। মহাশয়গণ কৃপয়া ইষ্টমিত্রোঁ সহিত পধার কর আনন্দিত ব উৎসাহিত কিজিয়েগা, উৎসবকা প্রোগ্রাম নিম্নাঙ্কিত হৈ।

দৈনিক অনুষ্ঠান

উষঃকাল—অরুণোদয় কীর্ত্তন, প্রাতঃকাল—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা, পূর্ব্বাহ্ণ—নগর কীর্ত্তন, মধ্যাহ্ন—মহাপ্রসাদ-সম্মান, অপরাহ্ণ——শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা, প্রদোষ-কাল—শ্রীহরিকীর্ত্তন তথা মহাপ্রসাদ সম্মান।

নানা কথা

কুমারখালীতে ডাকাইতী

নদীয়া জেলার কুমারখালীতে মধ্য-বাজার ষ্টেসন মেন রোডের উপর গত ২২শে নভেম্বর জ্যোৎস্না রাত্রিতে এক অসম সাহসিক অত্যাশ্চর্য্য ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ললিতমোহন কুণ্ডুর দোকানের পাকা দালান ভাঙ্গিয়া প্রকাশ্য জ্যোৎস্নালোকে ডাকাইতরা অনুমান দু-হাজার ও বন্ধকী গহনা অনুমান ৫।৬ হাজার টাকা লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘটনাস্থল হইতে থানা নাকি ৩।৪ মিনিটের রাস্তা, অথচ পুলিশে ডাকাইতীর কোন সংবাদ পায় নাই, এজাহার দিবারও ৩।৪ ঘণ্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে, এ সকল ঘটনা সাধারণে বড়ই সমস্যার চক্ষে দেখিতেছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞের মৃত্যু

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ যষ্টীচরণ ধর মহাশয় কলিকাতার ১৪নং নীলমাধব মুখার্জ্জীর লেনে গত শুক্রবার রাত্রি ৪॥টার সময় কলেরা রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর ছিল। ধ্রুপদ, খেয়াল, দাশরথীর গানে তিনি দেশবিদেশে অনেক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা, আজমীঢ়, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানেও তিনি সমাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন।

"রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের" পত্রের প্রতিবাদ

গত ৩রা অগ্রহায়ণ সোমবার আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় কাশী ব্রাহ্মণ-সভাধিবেশনে অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছেন বলিয়া লিখিত ছিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামীয় জনৈক ব্যক্তি কাশীধাম হইতে ঐ আনন্দবাজারেই তাহার প্রতিবাদ পাঠাইতেছেন যে—শাস্ত্রী মহাশয় যখন ব্রাহ্মণ-সভায় প্রবেশাধিকারই পান নাই, তখন তিনি কেমন করিয়াই বা শুদ্ধির সমর্থনে কিছু বলিতে উঠিলেন আর কেমন করিয়াই বা অপমানিত হইলেন?

যাহাই হউক, ব্রাহ্মণসভা বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রকাশ্যভাবে অপমান করুন আর নাই করুন, তাঁহাকে সভায় প্রবেশাধিকার না দিয়াই যে তাঁহার অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সত্যানুরাগ-মূলে ব্রাহ্মণ-সভার অদ্ভুত সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে যে কেহ দু-একটী কথা বলিতে উঠিয়াছেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ-সভা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায় জ্ঞানে যেন তেন প্রকারেণ নিরস্ত করিয়াছেন! ইহাই কি ব্রাহ্মণ-সভার বড় বীরত্বের পরিচয়? আমাদের মনে হয়, ইহা অপেক্ষা কাপুরুষতা আর দুনিয়ায় দ্বিতীয়টী নাই।

জার্ম্মাণ জাহাজের সলিল-সমাধি

রাগ্‌বি, ২৩ নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থলে জার্ম্মাণ জাহাজ বিপন্ন হইয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া "রেজিনা" নামক বৃটিশ জাহাজ তাহার সাহায্যে ছুটিয়াছিল। পররাষ্ট্র সচিব অষ্টেন চেম্বার লেন—এই "রেজিনা" জাহাজে আছেন। অদ্য "রেজিনা" হইতে বেতার বার্ত্তার সাহায্যে সংবাদ আসিয়াছে,—২৫০০০ টন ভারবাহী জার্ম্মাণ জাহাজ "হারেনজিক" বিপন্ন হইয়াছে শুনিয়া "রেজিনা" ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে ধাবমান হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথম "ট্রেণ সিলভেনিয়া" নামক জাহাজের কাপ্তেন এই বিপদের কথা জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি জাহাজ লইয়া জার্ম্মাণ জাহাজের সাহায্যে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানে সংবাদ দেওয়া হয়। "হারেনজিক" জাহাজের নিকট গিয়া "ট্রেন সিলভেনিয়া" দেখিতে পায় যে, উহা ক্রমে ক্রমে ডুবিয়া যাইতেছে। সে তখন নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এমন সময় বহু কষ্টে "রেজিনা" জাহাজ বিপন্ন জার্ম্মাণ জাহাজের নিকট পৌঁছে। তখন জানান হয় যে, তাহার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। এই অবস্থায় "রেজিনা" আবার ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করে।

ইহার কিছু পরে ডেন্মার্কের জাহাজ "টিসিটনিয়া" হইতে সংবাদ আসে। কাপ্তেন বলেন যে, তিনি বিপন্ন জার্ম্মাণ জাহাজ হইতে ১৩ জন লোককে উদ্ধার করিয়াছেন। এখনও অন্যান্যের সন্ধান চলিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার নূতন এজেন্ট

নবদিল্লী, ২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, "ফ্রী প্রেস" নাকি সংবাদ পাইয়াছেন, রাইট অনরেবল শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর স্থানে স্যার কে, ভি, রেড্ডি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন। শীঘ্র এ সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা করা হইবে।

ক্রোধের ভয়াবহ পরিণতি

মাণিকগঞ্জ, ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গুরুচরণ সিংহ নামক এক ব্যক্তি তার পত্নী গিরিবালা দাসী ও কন্যা আহ্লাদীর অঙ্গে কুঠারাঘাত করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহার পুত্র সন্তোষ একটি হুকা ভাঙ্গায় পত্নী ও স্বামীর মধ্যে কলহ হয়। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীর কোমরে ও কন্যার পায়ে কুঠারাঘাত করে। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সময়ে সময়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া ফেলিতে পারে, সেইরূপ ক্রোধের সামান্য অবস্থাও পরিণামে অতি ভীষণাকার হইয়া দাঁড়ায়, কাজ যে কলি!

কবির সমাদর

ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কবি কিপলিংএর পুস্তক গুলি উচ্চ মূল্যে নীলামে বিক্রীত হইয়াছে। ৫ খানি পুস্তকের মূল্য উঠিয়াছে ৫০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭৫০০০ টাকা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবলাহোরে কবির "কুল বয় লিরিক" নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়, সেই সংস্করণের একখানি পুস্তক ১১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৬৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। কিপলিং ও তাঁহার ভগিনী বিয়ো ট্রস উভয়ে "প্রতিধ্বনি" নামে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহার প্রথম সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তকের মূল্য উঠিয়াছিল ৪৫০ পাউণ্ড। "পাহাড়ের কাহিনী" নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপির মূল্য উঠে ১২৫ পাউণ্ড। "মার্কের পত্রাবলী" পুস্তকের এক খণ্ড ১০৫০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। তাঁহার অনেক গ্রন্থই উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাইয়ে [illegible] দৌড় দুর্ঘটনা

গত সোমবার পশ্চিম ভারত ঘোড়দৌড় একটা দুর্ঘটনার জন্য মাটি হইয়া গিয়াছে। দৌড়ের জন্য বহু-সংখ্যক মোটর জড় হইয়াছিল। কোন কোম্পানীর একখানা গাড়ী চালাইবার সময় গাড়ীখানার পার্শ্বের বেড়া ভাঙ্গিয়া রাস্তার পার্শ্বে ভ্রমণরতা দুইটী স্ত্রীলোকের উপর গিয়া পড়ে। তন্মধ্যে শ্রীনাবাই নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের মাথার খুলি ফাটিয়া যায়, হাসপাতালের পথে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার সঙ্গে অপর স্ত্রীলোকটিও গুরুতর জখম হইয়াছে। শ্রীনাবাইয়ের বয়স ১৬ বৎসর, সে জনৈক ট্যাক্সিওয়ালার কন্যা।

আনন্দ সংবাদ
সম্রাটের অবস্থা ভাল

লণ্ডন, ২৭শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট্ গত রাত্রে বেশ সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতে পারিয়াছেন। শরীরের তাপও কিছু কমিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য উপসর্গ পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। চিকিৎসকেরা অতি সত্বরই সম্রাটের রোগমুক্তির আশা করেন। আমরাও ভগবচ্চরণে সম্রাটের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

প্রসিদ্ধ য়্যাড্‌মিরাল ভন্‌সিয়ারের আকস্মিক মৃত্যু

বার্লিন, ২৬শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, য়্যাড্‌মিরাল ভন্‌সিয়ার ড্রেসডেন হইতে ম্যাক্সিম যাইবার সময় হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার নিকট এই মর্ম্মে এক তার করিয়াছেন—"য়্যাড্‌মিরাল ভন্‌সিয়ার নৌবিভাগীয় জার্ম্মাণ সৈন্যদলের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধে তিনি যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে।"

---

৮০ কোটি টাকার সম্পত্তি
স্বোপার্জ্জিত

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ টমাস কবন মাইরান্ মৃত্যুকালে প্রায় ৮০ কোটী টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মাত্র ১৭বৎসর বয়সে অতি সামান্য ভাবে তিনি বাল্টিমোরে ব্যবসায়ে যোগদান করেন এবং পরে দীর্ঘদিন নিজের প্রতিভাবলে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

[illegible]

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মিঃ এস্ আর দাসের [illegible] মিঃ [illegible] ম্যাক্‌ডোনেল্ড, [illegible] মনোনয়নে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার নিযুক্ত [illegible] করিয়াছেন।

পত্নীর জন্য [illegible] টাকা দাবী
"ভেষ্ট্রিস" নিমজ্জনের জের

নিউ ইয়র্কের ২৩শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য ফেডারেল আদালতে "ভেষ্ট্রিস" জাহাজডুবি সম্পর্কে প্রথম ক্ষতি পূরণের নালিশ দায়ের হইয়াছে।

মিঃ ওলিন: ট্রিভেল নামক বোটেলো একজন কাজার উক্ত নিমজ্জিত জাহাজে তাঁহার পত্নীকে হারাইবার দরুণ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দাবী করিয়া এক মামলা আনয়ন করিয়াছেন। মিঃ ট্রিভেল নিজেও ঐ জাহাজে একজন যাত্রী ছিলেন।

উক্ত জাহাজের ১২৩ জন দাবীদার [illegible] নিউইয়র্ক ত্যাগ করিবার কথা ছিল, কিন্তু সোমবার দিন সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাদের উপর সমন জারি করা হইয়াছে।

মহারাজাধিরাজের দান

দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর পাটনায় বড়লাটের আগমনের স্মৃতি কল্পে ১ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ঐ টাকা তিনি বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণরের হাতে দিবেন।

চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে, এ সংবাদ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই পাইয়াছি। এক্ষণে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুর্ভিক্ষ করাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। উত্তর ও মধ্য চীনে ৭২০,০০০০০ লোকের অন্নাভাব ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষ আরও ভীষণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে; সেই সময় হয়ত ২০০,০০০০০ লক্ষ লোকের অন্ন জুটিবে না। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য অন্ততঃ ৪০০,০০০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১০৫০,০০০০০৲ টাকা একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিপুরা মহারাজের বিবাহ

আগামী ৩রা মাঘ জোয়ারের [illegible] প্রদেশের বলরামপুর নামক স্থানে ত্রিপুরা মহারাজের শুভবিবাহ [illegible] সম্পন্ন হইবে। ইতঃপূর্ব্বেই [illegible] হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১৮ই অগ্রহায়ণ, সোমবার—১৩৩৫।

কলুষাপসারণ

দেশের ও দশের মঙ্গল চেষ্টা

সংবাদপত্রসমূহ ধর্ম্মালোচনায় সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া দেশের ও দশের ভালমন্দের কথা আলোচনা করেন বটে, কিন্তু যে সমস্ত লোক ধার্ম্মিকের ভাণ লইয়া জগতে অত্যাচার অনাচার ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, অতি পবিত্র চরিত্রকেও কলুষিত করিতেছে, সাধু-শাস্ত্র-মহাজন-বাক্যের সহিত যাহাদের কোন পুরুষে দেখাসাক্ষাৎ নাই, অথচ তাহার দোহাই দিয়া যাহারা তাহাদের অবৈধ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য দেশবাসীর কষ্টোপার্জ্জিত বিত্তের অংশীদার হইতেছে, যাহাদের দৃষ্টান্তে সুকুমারমতি বালকগণেরও এখন ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি—ঈশ্বরের প্রতিও এখনও একটা অনাদর দেখা যাইতেছে, যে সকল ধর্ম্ম-গৃধ্নু লম্পটগণের দৌরাত্ম্যে শান্তির স্থান তীর্থস্থানসমূহ নিতান্ত অশান্তির স্থান হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা তীর্থগুরু সাজিয়া যাত্রিগণকে দিয়া নানাপ্রকারে তাহাদের হস্তিতর্পণ করাইয়া লইতেছে, সে সকল ধর্ম্মধ্বজী দেশের ও দশের অনিষ্টকারী লোকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সংবাদ-পত্র-সমূহের নিরপেক্ষতা অবলম্বনের পক্ষে কি ব্যাঘাত প্রদান করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয় সংবাদ-পত্র-সমূহ ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডদলের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎরূপ আলোচনা আরম্ভ করিলে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহের ব্যভিচার-স্রোত অনেকটা কমিতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহারা মতামত প্রকাশ করুন না করুন, যাহা দেশের ও দশের অমঙ্গলকর—(যেমন বাবাজীদের স্ত্রীলোক রাখা, ঠাকুর দেখাইবার নাম করিয়া লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পয়সা দাবী করা, না দিলে অপমান বা উৎপীড়ন করা, দিলেও সেই পয়সা ঠাকুর সেবায় দিবার পরিবর্ত্তে ইতর কার্য্যে ব্যয় করা, ধর্ম্মাচরণের নাম করিয়া মদ গাঁজা খাওয়া এবং অন্যকে খাইতে প্রবৃত্ত করা ইত্যাদি) তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রত্যেক সজ্জনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বাগ্রে ভণ্ড বাবাজীদের পরস্ত্রী লইয়া ব্যভিচার এবং পাণ্ডা ও গোঁসাইদের ভেট, আদায়-প্রথা নিবারণই তীর্থ-কলুষ এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট দেশের ও সমাজের কলুষ দূরী-করণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

পত্রাবলী

১নং পত্র

তমলুক ১১।১২।২৮

মাননীয়

শ্রীযুক্ত-নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

আমাদের জেলায় স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ সনাতনধর্ম্মের প্রচারক-সূত্রে কদাচারের ও ব্যভিচারের বিরোধী থাকায় অসৎপন্থা ও ব্যভিচারের প্রতিকূলে অভিযান করিতেন। তাঁহারা প্রকৃত সনাতনধর্ম্মের নাম "ভাগবত ধর্ম্ম" বা "বৈষ্ণবধর্ম্ম" একথা স্বীকার না করিবার অনুকূলে এইরূপ যুক্তি দিতেন যে, শাক্তের মত-বাদিগণ হিংসা-পরায়ণ হইলেও—তথা-কথিত বৈষ্ণবগণের অহিংসা-প্রবৃত্তির প্রতিকূলে অবস্থিত হইলেও—সদাচার-সম্পন্ন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভক্তি-প্রচার ফলে এতদ্দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচারিত হওয়ায় সেই বিচার ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছে। বেদানুগ শিক্ষা ও চরিত্রবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। তাহাতে "বৈষ্ণব" নামধারী কদাচার রত সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মের অসামান্য মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল চেষ্টা করিতেছে, তাহা বাস্ত-বিকই সমাজের অমঙ্গল উৎপন্ন করিবে। মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের সদস্যগণ তমলুক অঞ্চলে আসিয়া ভক্তি-ধর্ম্মের ছলনায় নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া ধনে প্রাণে আনয়ন করিতেছে। শুদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র সুপ্রাচীন নবদ্বীপের স্থান-বিপর্য্যয় করিয়া আধুনিক কল্পিত স্থানকে অনাচরকদল-মূলে ও ব্যবসায়ে চালাইবার জন্য স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস করিতেছে। এই দলের একটী স্ত্রীলোক কিছু দিন হইতে এতৎপ্রদেশে আগমন করিয়া শ্রীবিভূতিভূষণ জানা প্রভৃতি কতিপয় ভক্তিবিরোধি জনের উপর প্রভুতা স্থাপন করিয়াছে। শুনা যায়, এই বিদ্বদভি-মানিনী মহিলাটি ভৌগোলিক স্থান, বিপর্য্যয়ের জন্য যে প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকগুলি লোকের মতি গতি ভ্রমপূর্ণ বিচারে পর্য্যবসিত হইতেছে। অবশ্য তাহাদের প্রাক্তন কর্ম্মনিবন্ধন ভাগ্যের দোষ। ইহার পরিচয় অনু-সন্ধান করিয়া আমি আপনাদিগকে জানাইব। সনাতনধর্ম্মের অনুমোদিত বর্ণাশ্রম-বিগর্হিত কোনও কার্য্যের সহিত ইহাদের সহানুভূতি আছে কি না, আমি অনুসন্ধান করিতেছি।

নিবেদক

জনৈক তমলুকবাসী।

২নং পত্র

বৃন্দাবন ৩০।১১।২৮

মাননীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

আমি সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনে আছি। এ সপ্তাহের "বঙ্গবাসী" পত্র পাঠ করিতে গিয়া দেখিলাম, শ্রীখণ্ডের শ্রীযুক্ত রাধালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয় মঃ মঃ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলির প্রতিবাদ-মুখে একখানি বিস্তারিত পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চঞ্চল-বালক-স্বভাব-লীলা আলোচনা করিতে গিয়া তর্করত্ন মহাশয় যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার নিরাকরণ কল্পে শ্রীখণ্ডের শাস্ত্রী মহাশয় যে স্বৈরাচার-মুখে প্রবর্ত্তিত গৌর-নাগরী বাদের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীধাম বৃন্দাবনের কোন কৃষ্ণভক্তই অনু-মোদন করেন না। আজকাল "স্বৈরাচার" সংক্রামক ব্যাধিরূপে অনেকের মধ্যেই প্রবর্ত্তিত হওয়ায় নিত্য সত্য আবৃত হইতে চলিল। শাস্ত্রী-মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ-লীলায় ব্রজকুমারীগণের সাক্ষাতে যে প্রীতিময় ব্যবহার করিয়া-ছিলেন ইহা তাহারই পুনঃ অভিনয়। সেই বাহিরে কোপ অন্তরে সন্তোষ, সেই প্রীতিময় সম্বন্ধ-যুক্ত-বাক্য-প্রয়োগ, সেই সকলই এই লীলাতে পরিস্ফুট।"

শ্রীখণ্ডের শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেব শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে ভক্তিবিরোধীর লেখনীর কেন প্রতিবাদ করিলেন না, বুঝিতে পারিলাম না। এরূপ বিস্মৃতি কি তাঁহার বৈষ্ণব-সেবার ফল?

নিবেদক

শ্রীপ্রমথনাথ দেবশর্ম্মা

৩নং পত্র

কুরুক্ষেত্র ২৮।১১।২৮

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ উপলক্ষে আমরা অনেকেই বাংলাদেশ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সম্প্রতি যাত্রিগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সাময়িক সংবাদ-পত্রগুলিতে কুরুক্ষেত্রের লোক-সমাগমের সুব্যবস্থা-বিষয়ে তীব্র-প্রতিবাদ পাঠ করিতেছি। এইগুলি অতিরঞ্জিত ও স্বার্থপরের রচিত বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে।

'সঞ্জীবনী' নাম্নী পত্রিকার লিখিত সর্পের আখ্যায়িকা বড়ই বিস্ময়াবহ। আমরা এখানে থাকিয়া ঐ সকল কোন কথার সত্যতা উপ-লব্ধি করিতে পারি নাই। ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে অনুক্ষণ অবস্থান করিয়া একটীও বিষধর সর্পের সন্ধান পাই নাই। বিষধর সর্প-বিনাশে বাধা দিবার কথা কল্পিত। সংবাদ-পত্রে লিখিত ঐ প্রকার সংবাদের ভিত্তি কোথায়, জানিবার জন্য ব্যস্ত আছি। সংবাদ-পত্রগুলি যদি এই প্রকার সত্য ঘটনার সহিত বিরোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি আমাদের আস্থা থাকে না। ৭।৮ লক্ষ লোক গ্রহণ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের সুবন্দোবস্তের ফলে কোনও প্রকার সংক্রামক ব্যাধিতে আদৌ মৃত্যু দেখা যায় নাই, তবে গ্রহণস্নান হইয়া যাইবার পর জনসংঘের অবিবেচনার ফলে ২।৩ দিনের মধ্যেই রেলওয়েতে একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আহত ও নিহতের সংখ্যা শতাধিক হইলেও পুলিশের বন্দো-বস্তের যে প্রতিবাদ হইতেছে, তাহা এস্থলে স্বীকার্য্য নহে। অবিবেচক যাত্রী-সম্প্রদায় অবৈধ-জনতা করিয়া আত্ম-বিনাশকল্পে যে দুর্বিচার করেন, তাহার প্রতিকারের জন্য শান্তিস্থাপকগণ যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অনভিজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। পুলিশ-বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে লিখিবার পরিবর্ত্তে এস্থলে তাঁহাদিগের প্রশংসা করাই উচিত ছিল। কুরুক্ষেত্রে এরূপ সুবন্দোবস্ত যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা শান্তিস্থাপনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ভূয়সী প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই।

নিবেদক—

শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মকুণ্ড, কুরুক্ষেত্র।

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনিবাস শ্রীমায়াপুরে আসিয়া চারি দিকে চাহিতে লাগিলেন এবং মায়া-পুরের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-বিলাস স্মরণ করিয়া দরদরধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মহা-প্রভুর প্রকট বিহার দেখিয়া শ্রীনিবাস আত্মবিস্মৃত হইলেন। কতক্ষণ ঐরূপ দেখিয়া বাহ্য হইলে আবার দুঃখের পাথারে ভাসিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস যাহাকে দেখেন, তাঁহাকেই মহাপ্রভুর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিছু ক্ষণ পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে যোগপীঠ গৌরগৃহ দেখাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর বাড়ীর নিকট আসিয়া চারি-দিকে চাহিতেছেন, এমন সময় শ্রীবংশীবদন ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীনিবাস নিশ্চয় করিয়া পরিচয় লইতেই শ্রীনিবাস আত্মপরিচয় দিবামাত্র ঠাকুর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বহু বিলাপ করিলেন, শেষে

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে জানাইবার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।—

এদিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও অন্তর্যামিত্বহেতু শ্রীনিবাসের আগমন জানিতে পারিয়া শ্রীনিবাসকে দেখিবার জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আছেন, এমন সময় শ্রীবংশীবদন শ্রীনিবাসের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে শ্রীঈশ্বরী শ্রীনিবাসকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন। শ্রীনিবাস আসিয়া দণ্ডবৎ করিলে শ্রীঈশ্বরী বাৎসল্যভরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম শ্রীনিবাসের মস্তকে অর্পণ করিলেন। তৎপর তাঁহাকে মহাপ্রসাদ পাওয়াইতে আজ্ঞা দিয়া আবার মৌনাবলম্বন করিলেন। তাঁহার যে ক্রিয়ামুদ্রা তাহা এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। প্রভুর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন। অহর্নিশ নেত্রজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তণ্ডুল দ্বারা সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করেন, দিবার শেষভাগে যে কয়টী তণ্ডুল হয়, তাহাই রন্ধন পূর্ব্বক মহাপ্রভুকে ভোগ দিয়া তাহারও কিঞ্চিন্মাত্র ভক্ষণ করেন। প্রভুর প্রিয় পাত্র শ্রীনিবাসকে দেখিয়া অবধি তাঁহার বিরহ বেদনা আরও দ্বিগুণ হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন শ্রীঈশ্বরী শ্রীনিবাসকে কৃপা করিবার জন্যই যেন অদ্যাপি দেহ ধারণ করিয়া আছেন। শ্রীশচীমাতাও স্বপ্নচ্ছলে শ্রীনিবাসকে দেখা দিয়া কৃপা করিলেন।

শ্রীনিবাস মায়াপুর যোগপীঠে আসিয়াছেন, এ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে শ্রীমুরারি, শ্রীবাস, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীসঞ্জয়, শ্রীবিজয়, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, শ্রীদাসগদাধর প্রভৃতি প্রভুর প্রিয়গণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শ্রীনিবাস সকলের সহিতই মিলিত হইলেন। সকলেই প্রভু-বিরহে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন। মহাপ্রভু শ্রীনিবাসকে কৃপা করিবার জন্যই যেন তাঁহার পরিকরকে প্রকট রাখিয়াছেন। শ্রীবাস-গৃহিণী প্রভৃতি পতিব্রতাগণ শ্রীনিবাসকে বাৎসল্যভরে অনেক কৃপা করিলেন। শ্রীনিবাস গৌরগণের প্রাণসম স্নেহপাত্র হইলেও সকলেই তাঁহাকে শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবার কথা বলিলেন। শ্রীনিবাস তথা হইতে বিদায় হইয়া প্রেমাবেশে শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনাভিমুখে চলিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন। প্রভু অদ্বৈত তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া অনেক প্রবোধ দিলেন এবং শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবার আদেশ করিলেন। শান্তিপুরবাসী গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত ভক্তবৃন্দকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীনিবাস খড়দহে নিত্যানন্দ-ভবনে গমন করিলেন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস প্রভু-বিরহে মহাদুঃখী হইলেও শ্রীনিবাসকে দেখিয়া উল্লসিত হইলেন। 'চাপড়ির শ্রীনিবাস আসিয়াছেন' একথা গ্রামের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। সকলেই শ্রীনিবাসকে দেখিবার জন্য উদ্বিগ্ন। শ্রীপরমেশ্বরী দাস শ্রীনিবাসকে শ্রীবসু, জাহ্নবা ও শ্রীবীরভদ্রের নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহারা শ্রীনিবাসকে বাৎসল্যভরে অশেষ কৃপা করিলেন। শ্রীজাহ্নবা তাঁহাকে ঠাকুর অভিরামের পাদপদ্ম দর্শন করিবার আদেশ করিলেন। শ্রীনিবাস সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, মহেশ পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের শুভইচ্ছাক্রমে দ্রুতগতিতে খানাকুল কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণ বৃত্তান্ত

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পূজ্যপাদ সম্পাদক দাদা! আমার সাষ্টাঙ্গ ভূমিগত দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। অনেক দিন পরে আবার আপনাদের শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইবার ধৃষ্টতা দেখাইতে চাই। আমি নিরবচ্ছিন্ন অন্যাভিলাষী জীব। তাই এবার একটু দেশ পর্য্যটনের বাসনাটি প্রবলা হইয়াছিল। কয়েকটী স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া রুচি পরিবর্ত্তনের পর পুনর্য্যাবক। ঘুরা ফেরায় যে সকল অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং আপনাদিগেরই কৃপায় আপনাদিগের বৈভবদর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, লাজের মাথা খাইয়া তাহারই কথঞ্চিৎ ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইব।

এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে আপনাদের ও পাঠক বৃন্দের পাইবার কোন কিছুই নাই তাহা আমি জানি, তবুও আলোচনায় অন্য কার্য্য, অন্য চিন্তা ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার নিকট হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

৩১শে আশ্বিন সংক্রান্তি-দিবস বাহির হইয়া ১লা কার্ত্তিক কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে গেলাম। তথা হইতে তৎপর দিবস বোম্বেমেলে বেনারস অভিমুখে রওনা হইয়া তথা যথাস্থানে পৌঁছিয়া শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে আশ্রয় লইলাম। সেখানে শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত বহু সেবকগণ উপস্থিত থাকিয়া গত প্রতিপদ হইতে উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। মঠে প্রত্যহ তিন বেলা পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও উপস্থিত ভক্ত মহোদয়গণের সহিত হরিকথা এবং দশাশ্বমেধ ঘাটে অপরাহ্ন ৪টা হইতে কীর্ত্তন বক্তৃতা হইয়া কাশীধামবাসিগণকে কৃতার্থ করিতেছেন। এই কাশীধাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-শিক্ষার স্থলী, এখানেই বিগত চারিশত শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্রালয়ে অবস্থান করিয়া শ্রীল সনাতন প্রভু, তাঁহার মধ্য দিয়া ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরুদ্রদেবের সেবকগণকে বিশ্বনাথ সেবার চরম ফল প্রদান করিয়াছিলেন, আবার সেই পুরাণ কথা সনাতন মঠের সেবকগণের অহৈতুকী কৃপায় জীবহৃদয়ে জাগরিত হইয়া সুপ্ত জীবকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। সে জন্য নিরপেক্ষ প্রত্যেক ব্যক্তিই পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। নিরানন্দ কেবল বিমুখমোহিনী মায়ায় মোহিত, কৃষ্ণসেবাবিমুখ স্বার্থান্ধ বিমূঢ়গণের।

আমি প্রথম যেদিন দশাশ্বমেধঘাটে সনাতন গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তন বক্তৃতা শ্রবণেচ্ছায় গমন করিলাম, সেই দিন দেখিলাম, আমার অদৃষ্ট-বৈগুণ্য-বশতঃ শুদ্ধভক্তমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণের একটী ভীষণ অন্তরায় উপস্থিত। নিকটেই ১৩।১৪টি মনুষ্য মূর্ত্তি একটা দল বাঁধিয়া খোল-করতাল-সহযোগে অত্যন্ত গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। মনুষ্যগুলির চেহারা একটু অন্যরূপ। অধিকাংশই নেড়া, কাছা ছাড়া, গলে পিঠে কাপড় আটুপান; সকলের সম্মুখে একটী মনুষ্য, সেটি আরও অদ্ভুত। মনুষ্যটি পুরুষ, কিন্তু বেশ দেখিলে স্ত্রীলোক বলিয়া দিনের বেলায়ই ভ্রম হয়। উহারই হাতে একখানা বড় আকারের ফটো। শুনিলাম ফটোটি যাঁহার, তিনি নাকি সেনবাবুর পুত্র নাম সংযোগে কোন পুরে নব্য অবতাররূপে আবির্ভূত; সম্প্রতি অপ্রকট। এই দলের মানুষেরা উহারই নাম গাহিয়া গায়ের রক্ত, কফ, পিত্ত বৃদ্ধি করিতেছে। ইহারা এমনই গায়, আর বাজনা বাজায় যে, তাহাতে একেবারে মানুষের চক্ষু কর্ণ স্তব্ধ। শুধু গাওনা বাজনাই শেষ নহে, লোক সংগ্রহের আরও একটা মস্ত বড় ফাঁদ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে; অর্থাৎ আজ কালকার বাজারে সচরাচর যাহা বিকায়, যাহারা সব ধর্ম্মই সমান বলেন, মুড়ীমিছরী একদরে ক্রয় বিক্রয় করেন, সেই কল্কি মহাপ্রভুর ভক্তবেশ গ্রহণ করিয়া, দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরে, অনতিদূরে বড় রাস্তার ধারে, তেমাথায় প্রতিমা তৈয়ার করিয়া ভগবতী পূজার স্থল ও দেবীর দক্ষিণ ভাগে নব্যাবতারের ফটো স্থাপন। এখানেও যথারীতি সাময়িক আরতি, ভোগ, কীর্ত্তন, পুষ্পাঞ্জলি, উঁহু, আহা, গালাগালি, ফিট-মুর্চ্ছা প্রভৃতি লোক ভুলানো সকল প্রকার কৌশল অবলম্বন। মূর্ত্তি খাড়া করিয়া লোকদের অবতার বলিয়াই মানে না, কিন্তু তাঁহার ভগবত্তা ভিন্ন যে অতিক্রান্ত হয় নাই, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে যে সুদর্শনটি গৃহীত হইয়াছে, সেই পথের সংবাদটি কোন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট না জানিয়া, সদ্ গ্রন্থাদি অনুশীলন না করিয়া, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া হুজুক-পাগলা সাম্প্রদায়িক ভাবে অশিক্ষিত মার্গে ক্রমে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে।

হায় দৈবী মায়া! তুমি কি নিজের পূজা লাভের প্রত্যাশা করিয়া এই সকল জীবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্ত্তন হইতে ছুটি করাইয়া, কেবল তোমার দাসের জন্য নাম করাইয়া, তোমার ক্রোধ থানায় কদর্য্য খানায় পুরিয়া রাখিবার যত্নে ব্যস্ত করিতেছ? ইহাদের দুঃখ দেখিলে প্রাণ অস্থির হয়, বুক ফাটিয়া যায়। ইহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জাতি বন্ধু, জাগতিক ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া, বিচারবিমূঢ়তাবশতঃ, ভুল চালাইয়া, বিপথে পতিত হইয়া, বৃথা লজ্জা মান সহযোগে, মায়ার কীর্ত্তন করিয়া কি প্রেতলোকে আত্মারামে যাইবে? ইহারা কি মনুষ্য জীবনের চরম প্রাপ্তি বা বিষয় সংসার ছাড়িয়া যদি সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভজনই না হইল, দেহ মনের সেবাযোগ্য একটা যা' তা' যাকে তাকে জীবনটা উৎসর্গীকৃত হইল, তবে আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কোথায়?

সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে আসাম অঞ্চলে এই প্রকার একটী নব্যাবতারের অভ্যুদয়ে বহু যুবক যুবতী সেই প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নাকি কদলী বৃক্ষের উপর নৃত্য করিতে পারিতেন, তাই শত সহস্র লোক তাঁর বুজরুকীতে ভুলিয়া অনুগমন করিতেছিল। 'সন্ন্যাসীর দোষ নয়, দ্রব্যে ঘটায়' তাই কিছুদিন পরে শোনা গেল, অবতারটি নাকি স্বয়ং রাজদ্বারে দণ্ডিত। দণ্ডের কারণ কলির তৃতীয় স্থানে অবস্থান।

ইহা দেখিয়া অর্থাৎ ঢং বিশেষ দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের কোন এক বাউল সং সাজিয়া বহু লোকের ভিতরে—পূর্ব্ব বাঙ্গালার জেলা ময়মনসিংহ অঞ্চলে নূতন অবতার খাড়া হইল। অবতারের সম্বল ছিল "এইমত আরও আছে দুই অবতার" শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পয়ার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। এই অবতারটি নাকি সিংহাসন হইতে বিগ্রহ নামাইয়া নিজে সেখানে বসিয়া পড়িত, আর হরিনাম প্রেম জল, দধি প্রভৃতি দ্বারা অভিষেক করিত। এইভাবে বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, বহু যুবকের যুবতী

[illegible] প্রতিবিরোধী [illegible] গান্ধাইয়াছে, কত [illegible] অবশিষ্ট করিয়াছে, তাহার সীমা নাই। কিন্তু [illegible] মুক্তকণ্ঠী সাহিত্য হইয়া বাজারে [illegible] আনাইতে পারে [illegible] কাল। [illegible] অবস্তাবৃত্তির মনুষ্যত্ব, [illegible] ইহা দেখিয়া শুনিয়াও আমার [illegible] এই কি মানবোচিত [illegible] বাহাদুরী? (ক্রমশঃ)

সুখ কোথায় ?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

আমরা জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত কেবল ঐ একটী উদ্দেশ্য লইয়া অবস্থান করি—[স]েই সুখভোগ। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা এমন কি ইতর প্রাণীপর্যন্ত সকলেই সুখের কাঙ্গাল। কেহ কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, সুখ কোথায়? দরিদ্র ভাবিতেছে যে, যদি তাহার ধন লাভ হইত, তবে সে সুখী হইত। যদি বা কোন ভাগ্যে তার ধন লাভ ঘটিল, তখন তার এক নূতন রোগ আসিয়া জুটিল, ধনরক্ষা। সর্ব্বদা তায় পাহারা দিতে হয়। পাছে কেউ তা' চুরি করে। এইরূপে তার মনে সুখ না হইয়া উপরন্তু অশান্তি হইল। পুত্রহীন ব্যক্তি ভাবিতেছে, যদি তাহার একটি পুত্র জন্মে, তবে সে সুখী হইতে পারে। ভাগ্যক্রমে পুত্র জন্মিল, মহাসমারোহের সহিত তাহার জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশনাদি সমাধা হইল। পিতা বেশ সুখী, হঠাৎ পুত্রের এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিল যে, ছয়মাস কাল অনাহারে অনিদ্রায় পুত্রের রুগ্নশয্যার পার্শ্বে উৎকণ্ঠার সহিত কাটাইতে হইল, তাহাতেও শান্তি নাই। বড় সাধের পুত্র পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মের মত চলিয়া গেল! হায়রে অদৃষ্ট! তোকে যদি একবার দেখিতে পাইতাম, তবে ইহার ভালরূপে বুঝাপড়া হইত। বিধাতার একূপ [illegible] কেন? জগতের মধ্যে আমার উপরই বিধির যত অবিচার! যাহা হউক, সুখলাভ ঘটিল না। উদরিক মনে করিতেছে যে, যদি একটা ভাল নিমন্ত্রণ পাওয়া যাইত, তবে বেশ সুখ হইত। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। লোকে পাড়ায় খুব নিমন্ত্রণ খাইয়া ফেলিল, ফলে ভীষণ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইল। এইরূপ সংসারে যাবতীয় বস্তুতে আমরা সুখের অন্বেষণ করি, তাহাতেই দুঃখলাভ ঘটে। ঠিক তার পেছনে [illegible] তাই বিজ্ঞ বলিয়াছিলেন, [illegible] "অন্যত্র সুখ নাই" [illegible] নিত্য সুখের দেখা পাওয়া যায় না। বিষয়ের সুখ [illegible] দুঃখের বীজ অর্থাৎ লোকে দুঃখের নিমিত্ত কর্ম্ম করে, কিন্তু তদ্দ্বারা সুখলাভ অথবা দুঃখনিবৃত্তি ঘটে না, পরন্তু উৎসুক্য হইতে পুনর্ব্বার দুঃখলাভই ঘটিয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এরূপ হয় কেন? তার সমাধান শ্রীমন্মহাপ্রভুই করিয়া দিয়াছেন—

> কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুখ॥

মায়াবদ্ধ জীবকে শোধন করিবার জন্য—তাহার স্বরূপের স্মৃতি পুনর্জাগ্রত করিবার জন্য—তাহাকে নিত্য সুখময় ধামে পুনঃ প্রেরণের জন্য এই সংসারে দুঃখই প্রদান করেন। এ সংসারে সুখ বলিয়া কিছু নাই। যেমন 'আকাশ কুসুম' একটা কথা, যেমন 'শশশৃঙ্গ' একটা কথা, যেমন 'অশ্বডিম্ব' একটা কথা, কিন্তু অদ্যাবধি কেহই তাহাদিগকে দর্শন করিতে পারে নাই, সেইরূপ সুখ বলিয়া এসংসারে একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই বা অনুভব করিতে পারে নাই। যাহাকে আমরা 'সুখ' বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক সুখ নয়, ক্ষণিক দুঃখের নিবৃত্তি মাত্র, গুরুতর পরিশ্রমের পর ক্ষণকাল বিশ্রামটা যেরূপ সুখ নয়, সেইরূপ দীর্ঘকাল দুঃখানুভবের পর যে একটু সুখানুভব করি, তাহাও মায়াদেবীর প্রদত্ত বিশ্রামকাল মাত্র। কিন্তু যদি আমরা আমাদের স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারি, তবে বুঝিতে পারি যে, গলদ কোথায়?

ভগবানে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি বৃত্তি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাঁহার বিভিন্নাংশ জীবেও তাঁহার অণুত্ব প্রযুক্ত উক্ত তিন বৃত্তি অণুরূপে বর্ত্তমান। জীব যদি পূর্ণবস্তুর সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে ঐ পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করিতে পারে, কিন্তু যখন তাহার স্বাধীনতার অপব্যবহার-ফলে নিজে স্বতন্ত্র ভোক্তা অভিমান করিয়া ভগবানের ছায়া-শক্তির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, তখন তাহার সেই সুখের ছায়াকেই সুখ বলিয়া ভ্রম হয় এবং তাহার মধ্যে সুখের অনুসন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু ছায়া বাস্তব বস্তু নয় বলিয়া তাহাতে বাস্তব সুখ লাভ হয় না। কেবল মরীচিকার জলভ্রমে তৎ পশ্চাৎ পরিভ্রমণই সার হয়।

আমরা সুখ কোথায় পাইব? যদি আমরা সাক্ষাৎ পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] বাণী শ্রবণ করি, তাহা হইলেই আমাদের বাস্তব সুখ লাভ হইবে। ভাগবত বলিতেছেন,—"[illegible] বিমুখত [illegible]। অনুগ্রহায়েব চরিন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥" প্রাকৃত-সর্ব্বস্বত অকল্পিত, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ এবং ক্লেশভাক্ জনগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় ভক্তগণ ইহ সংসারে বিচরণ করেন। এস ত্রিতাপক্লিষ্ট মর্ত্ত্য জীব, এস সুখপ্রয়াসী বদ্ধজীব, আমরা সেই পরম কারুণিক সাধুগণের শরণাগত হইয়া আমাদের নিত্যধামে—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ণ সুখ আস্বাদনে যত্নবান হই।

নানা কথা

কুষ্টিয়া-সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

লালা লাজপত রায়

পঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়ের মহাপ্রয়াণে কুষ্টিয়া মহকুমার বহু স্থানে শোক প্রকাশ হইয়াছে; সভা-সমিতি ও মিছিল প্রভৃতি স্থান-বিশেষে দেখা গিয়াছে। কুষ্টিয়ার উকীল-সভা একটী শোকসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল অফিস বন্ধ হয়। হাইস্কুলের ছেলেরা ছুটী চাহিয়া না পাইয়া শেষে অপরাহ্নে ধর্ম্মঘট করিয়া অধিকাংশ ছাত্র চলিয়া আসে এবং শ্রীশ্রীগোপীনাথ-মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকারের নেতৃত্বে শোক-সভা করে। গতকল্য তাহারা একটী শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল।

ভেড়ামারা, কুমা, কুমারখালী, শিলাইদহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান হইতেও সভা-সমিতির সংবাদ আসিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক অশান্তি

কুষ্টিয়া মহকুমার হিন্দু মুসলমান মনোমালিন্য বর্ত্তমানে শান্তভাব ধারণ করিলেও মুসলমানদের নূতন সাপ্তাহিক পত্র "আজাদ" কুষ্টিয়ায় ক্রমশঃ আবার সাম্প্রদায়িক কলুষ আমদানী করিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুবিধবাগণকে কটাক্ষ করিয়া উক্ত পত্রিকা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সম্প্রতি আবার হিন্দুর দেবদেবীকে তাচ্ছিল্য করিয়া যথেষ্ট আপত্তিজনক ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। সরকার এবিষয়ে প্রথম হইতে লক্ষ্য রাখিলে ভাল হয়।

পণ্ডিতের কেলেঙ্কারী

কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন হইতে শুদ্ধি বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতেছিলেন, অবশ্য [illegible] যোগ্য [illegible]। তখন আমরা ঐ ব্রাহ্মণ-ঠাকুরটি [illegible] তাই বুঝিয়াছিলাম। [illegible], যখন গত দুর্গোৎসবের সময় তিনি সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজায় আমন্ত্রণ জুটিয়াছিলেন, তখনই আমাদের কিছু সন্দেহ হইয়াছিল এই ভুঁইফোঁড়ের বোধ হয় রৌপ্য কিঞ্চিৎ অধিক [illegible] প্রয়োজন ছিল। তারপরে, [illegible] কৌপীন গাত্রে লইয়া এই পণ্ডিতপ্রবর ধুতিয়ার [illegible] পূজায় ব্রতী হইলেন এবং দক্ষিণাও ভাল রকম জুটিল, তথায় এই অতিলোভী হীন ব্রাহ্মণের মুখোস্ খসিয়া পড়িল। সম্প্রতি এই ব্রাহ্মণ-কুল-কলঙ্ক আবার রাজভক্তির পরিচয় দিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া দেশের তরুণগণের সমক্ষে পূজনীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি কটূক্তি করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। লোভের শেষ ফল কি হয় তাহাও বোধ হয় বুঝিবার ক্ষমতা এই হতভাগ্য জীবের নাই!

ধর্ম্মপ্রচারকের অভাব

কুষ্টিয়ার বাজারের ধনী মহাজনগণ বহুদিন হইতে একটি হরিসভা বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নষ্ট হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামেও অর্থাৎ জগতীচৌড়হাস, কয়া, শোকসা ও কমলাপুর প্রভৃতি স্থানেও হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু প্রায় সবগুলিই মৃতপ্রায়। কয়া হরিসভা এতদঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যসূচী এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া মতভেদ হওয়ায় এইটী একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। আমরা শুনিলাম কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক সত্বরই শ্রীচৈতন্যমঠের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে চেষ্টা করিবেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠ অথবা শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রচারক আনয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি,এ
সংবাদদাতা, কয়া, নদীয়া।

জাপানসম্রাটের প্রত্যাবর্ত্তন

টোকিওর ২৭শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, প্রাচীন রাজধানী কিওটা হইতে জাপানের সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী রাজ্যাভিষেক উৎসবের পর টোকিওতে পৌঁছিয়াছেন। সম্রাটের ট্রেণ পৌঁছিবামাত্র কামান নির্ঘোষে সেই বার্ত্তা প্রচারিত হয়। শিন্টো প্রথা অনুযায়ী প্রাচীন পবিত্র দর্পণটি পুরাতন কক্ষস্থানে মহাসমারোহে সংস্থাপিত হইয়াছে।

সম্রাটের অবস্থা ভাল

লণ্ডন, ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে জানা গিয়াছে—"সম্রাটের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। শরীরের উত্তাপও বাড়ে নাই, নূতন কোন উপসর্গও প্রকাশ পায় নাই। সম্রাটের দক্ষিণদিকের ফুসফুসের উপর পীড়া হইয়াছে। উহা বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ ও আশঙ্কাজনক হইলেও সুচিকিৎসার ফলে পীড়া আর বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। ডাক্তারেরা বলিতেছেন—সম্রাট্ শীঘ্রই রোগমুক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। তবে দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহাকে কিছুদিন শয্যাগত থাকিতে হইবে। একটি বিশেষ আশার কথা এই যে, সম্রাটের চেহারার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।" যাহা হউক, শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া আবার পূর্ব্বনির্বিশেষে প্রজাপালনে রত হউন।

পিতাকে দেখিবার জন্য যুবরাজ এবং তাঁহার ভ্রাতা ডিউক্ অফ্ গ্লষ্টার অবিলম্বে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতেছেন। লণ্ডনে আসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কোন তার করা হয় নাই, তাঁহারা পিতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছায়ই পিতৃদর্শনে আগমন করিতেছেন। নৌবিভাগ হইতে 'এণ্টার প্রাইজ' নামক যুদ্ধ-জাহাজখানিকে যুবরাজের কার্য্যে যাইবার জন্য এডেন হইতে ডার এসলামে যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিলাতের সংবাদ-পত্রগুলি সম্রাটের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং যুবরাজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ করিতেছেন।

রণভেরীর লেখক শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন সেন

রাজসাহী ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জ্জী এবং দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির চিত্তরঞ্জন বসু গত ২৭শে নবেম্বর মঙ্গলবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত সেন একণে আমাশয় রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এক্ষণে দুর্ব্বল আছেন এবং ওজনে কমিয়া গিয়াছেন।

খুব সম্ভবতঃ ১লা ডিসেম্বর তারিখে বেলা সাত ঘটিকার সময় তাঁহাকে মুক্ত করা হইয়াছে।

ফিলিপাইন দ্বীপে ভীষণ ঝড়

মানিলা ২৯শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ২৬শে নবেম্বর তারিখে ফিলিপাইন দ্বীপে ঝড় হইয়াছে বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি জানা গেল যে, এই ঝড়ে ২০০ লোক মারা গিয়াছে। একমাত্র লারেটি দ্বীপেই ১০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। শস্যাদির ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটী ডলার হইবে। প্রকাশ যে, ইক্ষু ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ফিলিপাইনের গবর্ণর বলেন, ছয়টি প্রদেশের ক্ষতি খুব বেশী হইয়াছে। নারিকেল ও ধান প্রভৃতি শস্যের ফসল একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। বিপন্নের সাহায্যের জন্য ২০০০০০/০ ডলার বিতরণ করার ক্ষমতা "রেড ক্রশ" সোসাইটিকে দেওয়া হইয়াছে।

বানরের শ্রাদ্ধ

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের গোয়াবাজারে গত কালীপূজার দিন কোন বাড়ীর ছাদ হইতে একটী বানর পড়িয়া মারা যায়। বহুলোক মিছিল করিয়া মৃত বানরটীকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সৎকার করে। তাহার শ্রাদ্ধেরও আয়োজন চলিতেছে।

হস্তীর সহিত যুদ্ধে মৃত্যু

মাদ্রাজ নীলাম্বর হইতে মত্ত হস্তীর সহিত একটী লোকের যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুল্ল চাথান নামে ঐ অঞ্চলে একব্যক্তির নির্ভীক ও বীর্য্যশালী বলিয়া খ্যাতি ছিল; সে বহু বন্য হস্তীকেও পোষ মানাইয়াছিল। তাহার বয়স ৫০ বৎসর। সম্প্রতি একটী হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহার শোচনীয় ভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছে। হস্তীটা প্রকাণ্ড, উহা কোওয়াপাথোডি মহাদেবকুটি হাজির। হস্তী উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং বহু লোকের প্রাণহানি ও জিনিষ পত্র নষ্ট করিতে থাকে। ঐ অঞ্চলের লোকের মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়। লোকেরা চাথানকে ঐ বিপদে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া পাঠায়। চাথান নীলাম্বরের নিকটবর্ত্তী কানাকুরু পব্বতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানে হস্তীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। তাহার সঙ্গীদিগকে সে গাছের উপর নিরাপদ স্থানে থাকিবার জন্য বলে। তাহাদের কাহারও নিকট বন্দুক ছিল না। চাথান দুইটী বর্শা, দুইটী লাঠি ও একখানি ছুরি লইয়া বনে প্রবেশ করে। গন্ধ পাইয়া হাতী চাথানের নিকট ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হয়। নিকটে আসিলে চাথান একটী বর্শা তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া দেয়। তাহা ব্যর্থ হয়। আর একটী বর্শাও ছোড়া হয়, তাহাও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। চাথান ছুরি দ্বারা ক্রমাগত হাতীকে আঘাত করিতে থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ছুরিখানি ভাঙ্গিয়া যায়। চাথান নিরস্ত্র ও পরিশ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইতে থাকে, হাতীও তাহাকে অনুসরণ করে। ১মাইল পথ ছুটিয়া যাওয়ার পর চাথান গভীর খাতে পড়িয়া যায়। হাতীটা সেই খাতের মধ্যে শুঁড় করিয়া মাটি ফেলিতে থাকে এবং চাথানকে একেবারে মাটি চাপা দিয়া দেয়। চাথানের মৃত্যু অবধারিত স্থির করিয়া হাতী চলিয়া যায়, পরে চাথানের সঙ্গীরা আসিয়া তাহাকে মাটির মধ্য হইতে উদ্ধার করে। অতঃপর তাহারা সকলে মিলিয়া ফিরিয়া যাইতে থাকে। সেই সময় আবার হাতী তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসে। সঙ্গীরা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। চাথান অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। হাতী তাহাকে পায়ের চাপে জর্জ্জরিত করিয়া টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। ডিষ্ট্রীক্ট পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ঘটনা শুনিয়া দলবল-সহ আসিয়া গুলী করিয়া হাতীটাকে মারিয়া ফেলেন।

—বঙ্গবাসী

সরকারী হিসাব-বিভাগ

আগামী ডিসেম্বর মাসে যে ভারতবর্ষের অডিট ও একাউণ্ট বিভাগে লোক গ্রহণ করিবার এক প্রতিযোগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তাহাতে মাত্র ৭ জন ভারতবাসীকে চাকুরী দেওয়া হইবে এবং মিলিটারী একাউণ্ট বিভাগে একজন লওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত একজন ব্রহ্মবাসীকেও হাওয়ান একাউণ্ট বিভাগে নেওয়া হইবে।

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির

গত ২৮শে নবেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যে সমস্ত অপূর্ব্ব উদ্ভিদের জীবনধারার পরিচয় দেওয়া হয় তাহা দেখিবার জন্য সাধারণে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। তড়িৎ প্রয়োগে গাছের মৃত্যুযন্ত্রণা সমবেত সকলে দেখিতে পারিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখান হইয়াছে। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক মিঃ আলডস হাক্সলে এ দেশে আসিয়া বসু ইন্‌ষ্টিটিউটে ইহা দেখিয়া যান। গাছ প্রাত মুহূর্ত্তে যে অক্সিজেনের প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে, সেই সামান্য অক্সিজেন নির্দ্দিষ্ট একটি মাত্রা ছাড়াইয়া উঠলেই একটি ছোট ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, গাছের উপর প্রখর আলো ফেলিলে দেখা যায় ঘণ্টা তাড়াতাড়ি এবং নিয়মিত ভাবে বাজিতেছে। ছায়া করিলে ঘণ্টা আর বাজে না, যে জলে গাছকে রাখা হয়, সেই জলে একটু মদ্য-জাতীয় দ্রব্য ফেলিলে দেখা যায়, ঘণ্টি অত্যন্ত দ্রুত বাজিতে থাকে।

[illegible] বিরোধ [illegible] জিনিস দেওয়া হয়। [illegible] উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার, বণিক, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বস্তু-বিজ্ঞান-মন্দির কাজ করিতে আসিয়াছেন।

ডাক্তার পরাঞ্জপের বিপদ

বিলিয়ার্ড খেলিতে যাইয়া ডাক্তার পরাঞ্জপের কনুইর হাড় স্থানচ্যুত হইয়াছে। তিনি বাড়ীতে আছেন। দুই সপ্তাহ তিনি হাঁটিয়া আফিসের কাজে যাইতে পারিবেন না।

পা ভাঙ্গার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী

লাহোর, ২৮শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোর লরেন্স গার্ডেনের খানিকটা রেলিং ভাঙ্গিয়া মাষ্টার জে, উইলি নামে এক আংলো ইণ্ডিয়ান বালকের পায়ের উপর পড়ে, এই জন্য তাহাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভা ৪,৪৫৯ টাকা মঞ্জুর করেন। প্রকাশ যে, ১৯২১ সনে মাষ্টার উইলির পা উক্ত রেলিং পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহার ভারত সচিবের নামে ৫,০৫০ টাকা ক্ষতি পূরণের দাবীতে সাবজজ কোর্টে মামলা দায়ের করে, মামলাটি ডিসমিস হইয়া যায়। পরে হাইকোর্টে আপীল করায় হাইকোর্ট ৩৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও ৯৫৮ টাকা খরচা মঞ্জুর করেন। কাউন্সিল উক্ত টাকা মঞ্জুর করিবেন বিবেচনায় সরকারী অর্থ-বিভাগ হইতে পূর্ব্বেই ঐ টাকা দিয়া দেওয়া হইয়াছিল, গত ২৮শে নবেম্বর কাউন্সিলে ঐ টাকা মঞ্জুর হইয়া গেল।

পিটুনী পুলিশের ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতি

রেওয়ারী, ২৮শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পিটুনী পুলিশের ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজপুতানা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীযুত জানকীপ্রসাদ বেগারহোট্টা এবং হরিয়ানা ধনকড় সভার প্রেসিডেণ্টের নামে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৩ ধারা অনুসারে মামলা আনিতে স্থির করিয়াছেন। ইহাদের উপর সমন জারী করা হইয়াছে, এবং ৬ই ডিসেম্বর গুরগাঁওয়ের ডেপুটী কমিশনারের এজলাসে মামলার শুনানী ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীযুত বেগারহোট্টা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য পাঠাইয়াছেন, সমিতির অনুমতি না পাইলে তিনি আবশ্যক সমর্থন করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

আপীল-আদালত

বিচারক—দেবদেব পঞ্চানন
ধর্ম্মাধিকরণ—কৈলাসপুরী
জুরী—ভাগবতধর্ম্ম-বক্তা একাদশজন বৈষ্ণব—স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, কুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, যমরাজ

অভিযোগকারী—ভাগবত-দীক্ষায় দীক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে "সুদর্শন"

অভিযুক্ত—অখিল-ভারত-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন

অভিযোগকারীর বর্ণনা

১। শ্রীসুদর্শনের নিবেদন এই যে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার "বসুন্ধরা" নামক রাজ্যান্তর্গত কাশী নাম্নী নগরীতে ২২ই কার্ত্তিক ১৩৩৫ হইতে অষ্টাহব্যাপী সভায় কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তি ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে বেদানুগ শাস্ত্রীয় বিচার লঙ্ঘন করিয়া ভাগবত-দীক্ষায় জাতি পরিবর্ত্তিত হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত-বাক্য দ্বারা ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রিক সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়াছেন।

২। বিচারকালে ঐ ভাগবত-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ-সভায় যে যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে ভাগবতগণের ক্ষতি করিয়াছে, তাহা সাক্ষ্যের মুখে প্রমাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি শোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

৩। নিম্ন আদালতের বিচারক-সম্প্রদায় যে যে স্থানে ভ্রম করিয়াছেন, তাহার কারণসমূহ বিচারকালে প্রদর্শিত হইবে।

৪। নিম্ন আদালতের বিচারের ভ্রমসমূহ শোধন করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার ও অনভিজ্ঞতা বিদূরিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়।

৫। সাত্বত ব্রাহ্মণের বিচারপ্রণালী হইতে তাঁহাদের যে মত বৈষম্য হইয়াছে, তাহা নিরাকৃত না হইলে ভাগবতধর্ম্মের প্রচারের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়।

৬। উক্ত বিচারকগণ রাজস ও তামস শাস্ত্রকে প্রমাণ করায় সাত্বত শাস্ত্রসমূহের ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে তাহাদিগকে শোধন করিতে আজ্ঞা হয়।

৭। প্রার্থনা এই যে, শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক শাস্ত্রবিরোধী বিচারের দ্বারা যে পৃথিবীতে সামাজিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রতীকার করিতে আজ্ঞা হয়। এতদ্বিষয়ে অবিলম্বে সকলেই দিন ধার্য্য করা হউক। প্রত্যেক ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারকগণের সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার অনাদী বক্তা স্থির হয় হওয়া আবশ্যক। প্রতিবাদিগণকে বিচারকালে উপস্থিত হইবার জন্য বিজ্ঞাপিত করা হউক। বিশেষজ্ঞ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রত্যেক ব্যবহারনিপুণ ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকিবার জন্য জানান হউক।

স্বাঃ দেবদেব পঞ্চানন।

শ্রীবিশ্বনাথের ক্রোধাগ্নি

কাশীতে ব্রাহ্মণসভার মাঝে শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্মের বিপ্লবরূপ স্মার্ত্ত-মণ্ডলনাট্যের একপালা শেষ হ'তে না হ'তেই শ্রীবিশ্বনাথের ক্রোধাগ্নিতে আজ কাশীবাসী ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হইয়াছে। করালকালের তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া সকলেই এই জড় শরীর নাশের ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীবিশ্বনাথের চরণে প্রত্যহ কত যে করুণ কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অনুমান করা অসম্ভব।

শ্রীবিশ্বনাথ—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু"—সকল বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য। তিনি তাঁহারই লীলাক্ষেত্র শ্রীকাশীধামে আজ শ্রীভাগবতধর্ম্মের অবমাননা হইতে দেখিয়া "ক্রোধ ভক্ত-(ভক্তি)-দ্বেষিজনে" এই মহাজন-বাক্য পালন করিতে গিয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছেন। যাঁহারা এই সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম-নিন্দা যজ্ঞের হোতা ও উদ্গাতা, তাঁহারা ত' তাঁহাদের সনাতনধর্ম্ম-নিন্দারূপ মুখরোচক বক্তৃতা তাঁহাদের সমধর্ম্মীদের মধ্যে সুচতুর করিয়া এবং কতকগুলি চুবড়ি বাহকের বাহবা অর্জ্জন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, এখানে বৈষ্ণব-চূড়ামণি শঙ্করের লীলাস্থল, এখানে তাঁহাদের এই শ্রীভাগবতধর্ম্ম অবমাননা-রূপ অমেধ্য পরিবেশন কোনরূপেই প্রশ্রয় পাইবে না।

অপরাধ যাহারা করিলেন, তাঁহারা ত বেগতিক দেখিয়া যাঁর যাঁর সরিয়া পড়িলেন, এখন কতকগুলি নিরীহ নাগরিক সমূহ সেই ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছে ইহা দেখিয়া আমাদের মনে সত্যই ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কাশীর ইতিহাসে বিগত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে এরূপ ভীষণ মহামারী দেখা যায় নাই! এক মণিকর্ণিকার শ্মশানেই একদিনে প্রায় পাঁচশত মৃতদেহ দাহ হইয়াছে!!

হে দেবাদিদেব বৈষ্ণব চূড়ামণি ভোলানাথ, তুমি ইচ্ছা করিলে ত' তোমার ভক্তের অবৈষ্ণবোচিত-[illegible] স্থির দিয়া দাহ করাইতে পার—হতজন সমগ্র স্মার্ত্তধর্ম্মী নিজেদের অযোগ্যতা নিজের কাছে জ্ঞাত হইয়াও 'ছুটো চাল্ কলার' লোভে পরদার আড়ালে থাকিয়া শেষ চেষ্টারূপ উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে,—তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের সেই চেষ্টাকে অনায়াসেই বিফল করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অযাচার শ্রীভাগবতধর্ম্মে দীক্ষা দান করিতে পার। তুমি শ্রীভাগবত-বিরোধিকুলকে তাহাদের অপরাধের জন্য অনন্তকোটী কল্প কুম্ভীপাক নরক ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছ দেখিয়া ভক্তজন তাহাদের উদ্ধারের জন্য তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা জানাইতেছেন।

তোমার ইচ্ছায় আজ জগতে যে শ্রীভাগবত-ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, ইহা অচিরেই সমস্ত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের কুবিচার কুয়াসা বিদূরিত করিয়া সত্য ধর্ম্মের নির্ম্মল স্নিগ্ধ আলোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আজ তুমি ক্রোধসম্বরণ পূর্ব্বক নিরীহ কাশীবাসীদের আতঙ্ক অপনোদিত কর, ইহাই এই সেবকের কাতর প্রার্থনা।

কীর্ত্তনকারী কে?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

যিনি আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রৌত-পন্থায় কীর্ত্তনকারী আচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত পূত শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ-পুটে পান করিয়া স্বয়ং তদনুগ ভজন-প্রয়াসী এবং যিনি দেহ দ্রবিণাসক্ত হইয়া, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ নহেন, সুরধুনীর সাগর-সঙ্গম-প্রয়াসের ন্যায় যাঁহার অপ্রতিহতা গতি, যিনি স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্য সাধ্য বস্তু-সাধনে প্রযত্নশীল, যাঁহার ইহ-পর জগতে স্বপরভেদ-বুদ্ধি স্তব্ধ হইয়াছে, একমাত্র তিনিই এবং তদনুগ জনগণই শ্রীহরিকীর্ত্তনের যোগ্য; তাঁহাদের কীর্ত্তন শ্রবণেই জীব স্বকীয় মঙ্গলাস্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা উক্ত বিধ আচার্য্যের নিকট শ্রবণই করিলেন না, তাঁহারা কীর্ত্তন করিবেন কি? তেমন বাস্তব-কীর্ত্তনকারী সাধু জগতে অতি বিরল। ইহ সংসারে অগণিত জন-মণ্ডলীর তুলনায় শুদ্ধ সনাতন কীর্ত্তন-কারী সাধু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জগতে নামা সাধুর অসদ্ভাব নাই। রাশি রাশি শাস্ত্রবাণী আবৃত্তি করিয়া কপচাইবারও লোক যে নিতান্ত কম, তাহা নহে। খোল করতাল সহযোগে নাম কীর্ত্তন, দৈনিক নর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানেরও যে খুব দুর্ভিক্ষ, তাহা বলা যায় না। কেবল দুর্ভিক্ষ শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনকারীর; দুর্ভিক্ষ শাস্ত্রের ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচারকের। যাঁহারা অনুকরণমাত্রী, তাঁহারা বদ্ধয়-শাস্ত্রী হইয়া একায়নপন্থীকে অবজ্ঞা করত বহু বহু শাস্ত্রকথা মুখে মুখে আওড়াইলেও শ্রীমদ্ভাগবতের নিত্যত্ব স্বীকার না করায় সাধন ভজনাভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী তাঁহাদের জিহ্বায় স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্রকে সাধারণ তৃণরাশির ন্যায় মনে করিয়া গলাধঃকরণ করত পুনঃ পুনঃ রোমন্থন দ্বারা জনসমাজে বাহাদুরী লাভ, দ্রবিণের অনুকম্পা এমন কি কামিনী-হৃদি-রঞ্জনই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ইঁহারা গোখর নীতি অবলম্বী বলিয়া অবগত নহেন যে, যাহা বহন করিতেছেন, তন্মধ্যে কি অমূল্য মহারত্নরাজি নিত্য বিরাজিত, যাহা স্বতঃ উদিত হইয়া জীব হৃদয়ের অনাদি কালের কর্ম্মযুক্ত অজ্ঞান-তিমির-রাশি চিরতরে তিরোহিত করিয়া দিতে সমর্থ। কেবল বহু শাস্ত্রকণ্ঠস্থান, বহু তালসুর যুক্ত কালোয়াতি সুর, ভাব-ভঙ্গিপূর্ণ গান কীর্ত্তন অভ্যাস দ্বারা শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না, তেমন কীর্ত্তনকারীর মুখে কীর্ত্তন শ্রবণে জীবের কোন মঙ্গল ও সুবিধা হয় না, হইতে পারে না, হইবেও না। তাই পদ্মপুরাণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথা-
মৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং
যথা পয়ঃ॥

"দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ সদ্গুরুহিত পবিত্র হরিকথামৃত পানে জীবের ভক্তিপুষ্টির উদয় হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। এবংরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

তথাকথিত বৈষ্ণবব্রুব ও অবৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনের ছল পাতিয়া যে ব্যবসাদারের দোকান খুলিয়াছে, তাহাতে অগণিত খরিদ্দার জুটিয়া কলির আবর্ত্তে পতিত হইয়া অধর্ম্মের সেবায় নরকগতি লাভ করিতে বসিয়াছে। ইহাতে সংশয় করিবার তিলমাত্রও অবসর নাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—এত কীর্ত্তন ও ভাগবত শুনিয়াও

জীব অনর্থ-মুক্ত হওয়ায় বলিলে কীর্ত্তনকারী ও পাঠকগণ সহ আরও বিঘোর অনর্থের সমুদ্র-মধ্যে নিপতিত হইয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছে; কখনও ভাসে, কখনও ডোবে, সাধুরা সেই অনর্থসমুদ্রের তীরে থাকিয়া এত জোরে জোরে চেঁচাইয়া বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু বহু দূরে হাবুডুবু অবস্থায় থাকার দরুণ ডাক তাহাদের কর্ণ-কুহরে পৌঁছিতে পারিতেছে না। আর উপায় কি? অসৎসঙ্গে গা ঢালিয়া দিলে সমস্ত বিচার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ভালকথা মন্দ বোধ হয়, সোজা রাস্তা বাঁকা ঠেকে।

বর্ত্তমান জগৎটা এমনি বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে যে, বরং সাধারণ ব্যক্তিগণকে ভদ্র বলিয়া খানিকটা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু মালাতিলক, গৈরিকবসনধারী সাজা সাধুগণকে যিনি বিশ্বাস করিবেন, তিনিই নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া শ্রীভগবদ্বিশ্বাস হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। ইহা চোখের সামনে দেখিয়া শুনিয়াও যদি না বুঝি, তবে আমাদের ভাগ্য যে কত মন্দ, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।

যাঁহারা দেহ-গেহের সুখ-সুবিধার প্রয়াসী হইয়া শ্রীভগবদুপাসনা বা ধর্ম্মের ছল পাতেন, তাঁহারা হেয় কর্ম্মী, আর যাঁহারা পরজগতে স্বর্গাদিলাভ ভোগাশায় ভগবৎ সম্বন্ধীয় কিছু অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মী। এই কর্ম্মিগণ কখনও কীর্ত্তনকারী নহেন। কীর্ত্তনের যোগ্যতা তাঁহাদের নিকট পরমাণু পরিমাণেও নাই।

"কথঞ্চিন্ধনাদিকামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা।" (ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা)

"ফলভোগাভিলাষীকে 'কর্ম্মী' বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিৎ ধনাদি-কামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সে শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। অর্থাৎ ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত বা প্রাপ্ত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। (যেমন কার্ত্তিক মাসে চুক্তি করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখিয়া ভাগবত পাঠ ও মুখোটে [illegible] বায়না করা সাঙ্গিনাম মহোৎসবাদি কীর্ত্তন।) তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—"বিনা পশুঘ্নাৎ"। অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কেহই বা হরিকথা শ্রবণে বিরত হইবে?

এই সকল পশুঘ্ন ব্যাধদিগের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিতেছেন :—

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্য-
সেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ
ক্বচিৎ॥"
(ভাঃ ৭।১৩।৮)

"প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, বহু বহু অভ্যাস ও মহারম্ভাদি উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।" সুতরাং এই সকল মায়ার বিষয়-কীর্ত্তনকারিগণ কখনও শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন করিয়া নিজের ও অপরের মঙ্গল বিধান করিতে পারে না। যদিও বা আমরা স্ব স্ব চর্ম্মচক্ষু-দোষে অজ্ঞতা-নিবন্ধন তথাকথিত কীর্ত্তনকারিগণের কীর্ত্তনে ২।১জনের মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই, উহা আমাদের দর্শনের ভুল এবং সাময়িক উত্তেজনার প্রেরণায় একটা খামখেয়ালী ধারণা মাত্র। উহা যদি সত্য হইত, তাহা ত্রিকালজ্ঞ বৈষ্ণব-চূড়ামণি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—

"শ্রোতার সহিত যম পাশে ডুবি মরে"

—এই বাণী কীর্ত্তন করিতেন না। যিনি নিজে ভাগবত মানেন না, ভাগবতের উপদেশানুসারে সদাচার পালনে বিরত, তিনি কখনও কীর্ত্তনকারী নহেন। "তিনি নিজে যাহাই করুন, তাঁহার কথাগুলি মূল্যবান, শুনিতেই হইবে"—এরকম ধরণের গোঁজামিলে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের মনস্তুষ্টি হয় না। বরং পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধই অর্জ্জন করিতে হয়, যেহেতু বক্তা শ্রোতা—সবই কপট।

অতএব এরূপ মায়ার বিষয়-কীর্ত্তন-কারিগণকে বাদ দিলে শুদ্ধ কীর্ত্তনকারী অতি বিরল, সুদুর্লভ। এমতাবস্থায় সুদুর্লভ শুদ্ধ কীর্ত্তনকারীদিগের নিকট শুদ্ধ কীর্ত্তনশ্রবণভাগ্য উদিত হইলে তাহা তথাকথিত মায়ানকরগণের কীর্ত্তন-সাম্য বোধ করিয়া অবহেলন নিতান্ত অপভাগ্যের পরিচায়ক। যিনি শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখ-বিগলিত পূত হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ নামাশ্রয়ী হইবেন, তিনিই কীর্ত্তনকারী হইবেন। নতুবা মায়ার কীর্ত্তন, ভূতের কীর্ত্তন, বিষয় কীর্ত্তনরূপ "নামাপরাধ" হরিকীর্ত্তনচ্ছলে উপস্থিত হইবে।

আহার-বিহারে স্বেচ্ছাচারিতা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাধিকারী)

আহার-বিহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা অনেকেরই মনে উদিত হয়। আমরা দেখ্‌তে পাই, বিভিন্ন প্রকৃতির লোকে কেউবা সন্ন্যাসী সেজে, কেউ বা নামের আগে 'পরমহংস' জুড়ে দিয়ে—হিমালয়ে তপস্যার ছলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য [illegible] ঘরে—বাবের সঙ্গে লড়াই [illegible] সকল ক'রে, হরিবোলাই যত অবাধ আদি ঈশ্বর ভগবান্‌—এরূপ "অতিপ্রাকৃত" [illegible] সমাজে প্রচার ক'র্‌তে ক'র্‌তে সকলের কণ্ঠগুলোয় মালিকের মত হুকুম চালায়, —"যা খুসী খাও দাও, আর হাম দোহাই সাথ"। বাস্‌ তবেই সিদ্ধি; নইলে তোমা পড়ু কা হবে কি হ'বে?"

এসব চার্ব্বাক ঋষির চেলা। তাদের মতগব—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" ধার কর, চুরি কর, যা খুসী ক'রে খুব পেটাই খাওয়া সংগ্রহ কর—সম্ভোগাদিও ইচ্ছামত কর্‌তে থাক, ভগবান্‌ আবার কি? সব নিয়ে [illegible] ক'লো [illegible] কেন হ'তে যা'বে? খাওদাও মজা লোট, তা'ছাড়া আর কি? ম'লে মুক্তি আবার কেউ দেখে? "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" পাপ টাপ ওসব চর্ব্বিলের কথা। যা'দের গায়ে জোর নেই, তারাই পাপ পুণ্যের দোহাই দেয়। এরূপ ভাবে তারা নানা ভাবীতে খামখেয়ালী প্রচার ক'রে কত লোক জড় ক'রে বাহবা নিচ্ছে। আর তা' দেবে না কেন? বদ্ধজীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই ত' ভোগ কর্‌বে—পশুধর্ম্ম ত' তা' ছাড়া আর কিছু কথা নেই। আহার-নিদ্রা-ভয়-ইন্দ্রিয়তোষণ নিয়েই ত' বদ্ধভাব, সংসার। এজগতে ঐ কথাই ত' প্রবল। মনুষ্যই বা কি? পেটের আত্মবৃদ্ধি সার আছে, তা'রই ঐ কথা। তবে তাদের ভেতর যারা একটু চালাক, তারা কিছু ধ'রে সমঝে চলে, ভোগের মাত্রাটা একটু কম করে, যেন না ভাঙ্গে বেশী দিন চল্‌বে। তা' মানুষের স্বভাবের চেষ্টাই যখন ভোগ, তখন যদি সে একজন দলপতি পায়, আর সে দলপতি বলে,—"যা খুসি খাও, যত পার মজা লোট, কুছ পরোয়া নেই", তখন তাকে আর পায় কে? সব তার চারি ধারে এসে জড়! সে আবার বেদ থেকে একটা একদেশী (সোঽহং) কথা কার মুখে শুনে সেই-টারই উল্‌টো মানে আহির ক'রে নিজে এক স্বামী হ'য়ে ব'সে লোকগুলার টাকা মারছে; তাদের বোঝাচ্ছে যে শাস্ত্রে ওসব ব্যবস্থা আছে। বল্‌ছে—বিষয় ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া আর কি? জ্যোতি-ষ্টোমাদি যজ্ঞ মাংস ভক্ষণের আয়োজন ছাড়া আর কি? সৌত্রামণি মদ খাওয়ার হুকুম ছাড়া আর কি?

এসব শাস্ত্রের কথা নিজের খাম-খেয়ালি-বুদ্ধিতে বিচার ক'রে অজ্ঞ লোক-গুলি একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। বেদে যখন যজ্ঞে পশুবধের কথা আছে, তখন আর কি? বেশ ক'রে পশুমাংস ভোজন কর। [illegible] আদেশ আছে, তাঁহারা [illegible]

মত হও। সৌত্রামণির ব্যবস্থা মানে আর কি—[illegible] কিছু খেয়েই যে [illegible]—"মা [illegible] ভুতানি" বেদের এই আদেশ ভেসে গেল; আর বেদই যে ঐ সব ব্যবহারে বেশ ব্যাখ্যা তুলে দিচ্ছে তখন [illegible] গেল। [illegible] এমন ক'রেই মোহাচ্ছন্ন ক'রে কত কষ্ট দিচ্ছে।

'লোকে [illegible] জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। [illegible] বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসুনিবৃত্তিরিষ্টা।' এ-জগতে জীবের এসব প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, ও সবে প্রবৃত্তির, [illegible] আর [illegible] ক'রে বেদে হুকুম দিত না। এমন [illegible] যে, লোকের কাম ছিল না, জোর ক'রে ইন্দ্রিয়তর্পণ করাচ্ছে, মাংস খাবার লোভ ছিল না, তাই বেদে বল্‌ছে, মাতাল হবার মতলব ছিল না, তবু বেদ লোমপানে মত্ত করাচ্ছে। ও সকল দুষ্প্রবৃত্তি অনাদি বহির্ম্মুখ বদ্ধজীব-মাত্রেরই আছে। ঐ উদ্দাম দুষ্প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কমা'বার জন্যই যে শাস্ত্রে ঐসব ব্যবস্থা, সে জ্ঞান আর বোকা লোকের হচ্ছে না; বেদে যে নিবৃত্তিকে লক্ষ্য ক'রেই বিবাহ, যজ্ঞ, সুরাগ্রহের ব্যবস্থা করেছে, এই সোজা কথা মাথায় কোন মতে ঢুকুছে না। হায় হায়! দুর্ভাগার এইত লক্ষণ।

বেদের গূঢ় উদ্দেশ্য হ'ল—লোককে উপরিউক্ত দুষ্প্রবৃত্তিগুলা থেকে ছুটি ক'রে দেওয়া, এই ছুটী হ'লে তবে তাদের মঙ্গলের রাস্তা আবিষ্কার হবে, অবিচারী না হয়ে হল কিনা—উল্‌টা বুঝলি রাম। বেদের উদ্দেশ্য হল—নিবৃত্তি, আর নির্ব্বোধ লোকগুলা বল্‌ছে যে তাদের সুবিধেই বেদ করে দিয়েছে। বেদে শিক্ষা দিচ্ছে যে, বেদের ব্যবস্থা ছাড়া আর অন্যভাবে ইন্দ্রিয়-সেবার মাংসাদি খাওয়া বা মদ খাওয়াতে পাপ হবে, সে কথা কেন চুলোয় দরকার; বল্‌ছে—"আমরা বেদ মানি, আমরা হিন্দু, তাই মাছ-মাংস খাচ্ছি,—ইন্দ্রিয়তর্পণ কচ্ছি—মদও খাচ্ছি। তা'তে কি? এতে কেন দোষ হবে?" বেশ বিচার ভাই, তোমাদের বুদ্ধি তোমাদেরই থাক্‌, তোমাদের হাওয়া যেন আমাদের গায় না লাগে। মনুসংহিতাতেও আছে—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" আমরা জানি যে, তামসিক রাজসিক প্রবৃত্তি—[illegible] লোকদের শাস্ত্রে বিবাহ-ব্যবস্থা [illegible] 'নিবৃত্তিরিষ্টা' আর [illegible] 'নিবৃত্তিস্তু মহা-ফলা' [illegible] বুদ্ধিমান্‌ লোকেরাই ত' বুঝে [illegible] আমাদিগকে [illegible] উপদেশ দিচ্ছে না।

[illegible], আপ-
নারা [illegible] ত [illegible] বন্-
বাস [illegible] ভাবধার্য্য
গ্রহণ [illegible] আচার [illegible]
সদাচার [illegible] বেশবিন্যাস,
আহারাদি [illegible] তখন
দূরীভূত হইয়া যাইতেছে এবং আপনারা
কি এক অপূর্ব্ব [illegible] অধিকারী হইতেছেন। [illegible] তখন বুঝিতে
পারিবেন—[illegible] পরিত্যাগ
পূর্ব্বক [illegible] অবলম্বন করিয়া
আপনারা কিরূপ [illegible] পথে [illegible]
হইয়াছিলেন।

বেলা গেল

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

কোন খেয়া নৌকার মাঝি ডাকিতে-
ছিল "পারে যাবার বেলা গেল কে যাবি
রে আয়"—এই কথা শুনিয়া কোন রাজা
তৎক্ষণাৎ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বান-
প্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। "বেলা
গেল" কথাটী শুনিবামাত্র আমাদের
মনে হয় যে, সময় গত হইল, কার্য্যকাল
গত হইল, দিবস ফুরাইল। সেই সঙ্গে
সঙ্গে প্রচতুর ব্যক্তিগণ পারে যাইবার
জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, আর
অন্য অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়-
তোষণার্থ ব্যস্ত হইতে থাকে। দস্যু-
তস্করগণ তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের সুযোগ-
কাল উপস্থিত হইতেছে বুঝিয়া তার
জন্যই প্রস্তুত হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের
কার্য্যই প্রশংসনীয় এবং তাহাই সকলের
অনুসরণীয়। কারণ রাত্রিকালে কোন
কার্য্যই হয় না। আলোক অভাবে চক্ষুর
দৃষ্টি সম্যক পরিস্ফুট হয় না। অতএব
তৎকাল সাধারণের পক্ষে বিশ্রামের
কাল।

সূর্য্য চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। সূর্য্যো-
দয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবের চক্ষুর দৃষ্টি
পরিষ্কাররূপে স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হয়।
কিন্তু একশ্রেণীর প্রাণী আছে, যাহারা
সূর্য্যালোকে দেখিতে পায় না। তাহা-
দিগকে লোকে 'উলূক' বলে।

এই সূর্য্যের [illegible] অপেক্ষাও
জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু [illegible] বিশিষ্ট
নহেন, চক্ষুর [illegible], একজন চিৎ-
সূর্য্য [illegible]
[illegible] জীবসমষ্টি।
এই জীবগণ চিৎসূর্য্যের প্রভায় প্রভান্বিত,
তাহার আলোকে [illegible] সর্ব্ব,
[illegible]
তাই [illegible]—
"চিৎকণ জীব, [illegible]
[illegible] করেন আমার॥"

[illegible] নিয়মিত
[illegible] প্রভৃতি,
[illegible] এবং [illegible]
[illegible] অবিলম্বেই
[illegible] তখনই [illegible]
[illegible] অবশ্য [illegible]
[illegible] পরিত্যক্ত [illegible]
[illegible] স্থান পেয়েছে, এই নির্দ্দিষ্ট
[illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক বুঝিতে [illegible]
আমাদের [illegible] আলোচনা
করা কর্ত্তব্য—[illegible] সর্ব্বভূতানাং [illegible]
[illegible] প্রবৃত্তি [illegible]
না [illegible] বুদ্ধে॥" অর্থাৎ
জীবের বৃদ্ধি দুই প্রকার—আত্মপ্রবণা ও
বিষয়-প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি সর্ব্ব-
ভূতের [illegible] জীবের
পক্ষে [illegible]
[illegible] আত্মজ্ঞান লাভ করিতে
পারে না। কিন্তু [illegible]
সেই রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া [illegible]
[illegible] সাক্ষাৎ অনুভব করেন।
বিষয়-প্রবণা বুদ্ধিতে [illegible] জীব জাগ্রত
থাকিয়া বিষয়[illegible] [illegible]
অনুভব করে, কিন্তু [illegible]
ভুলিয়া [illegible]। [illegible]
সংসারী লোকের [illegible]
বিষয়[illegible] করেন
মাত্র।

আমাদের আয়ুকালকেও সূর্য্যরূপে
কোন কোন কবি গাহিয়াছেন, যথা—
"আয়ুসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিতে না দেখ
তায়, ভুলিয়া মোহমায়ায় কাটাইছ [illegible]
[illegible]॥" আমাদের এই আয়ুকাল যে
কতদিন, তার কোন স্থিরতা নাই। অদ্য
কিম্বা শতাব্দীতে মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিবে।
অতএব যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা এই
আয়ুসূর্য্য থাকিতে থাকিতে "পারে
যাবার চেষ্টা করিবেন। আয়ুর যখন
নিশ্চয়তা নাই, তখন প্রহ্লাদ মহাশয়ের
উপদেশ মত "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো
ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" লোকের মর্য্যাদা রক্ষণে
যত্নবান হইবেন।" অর্থাৎ "কৌমারাবধি
ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনে যত্নবান হইবেন।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং
সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন
নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স
আত্মহা॥" উদ্ধিব [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত
শাস্ত্রও [illegible] ঘোষণা
করিতেছেন যে,—বহু ইতরযোনি পরি-
ভ্রমণের পর যে এই মনুষ্যদেহ লাভ
হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ। কিন্তু ভাগ্য-
ক্রমে এই একবার মাত্র সুলভ হইয়াছে।
[illegible] সকল [illegible], অতএব [illegible]
[illegible] ইহার [illegible] [illegible]
অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রচালিত এই নৌকা-
খানি আর [illegible] যিনি এই সংসার-সমুদ্র
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] কার্য্য [illegible]
[illegible]
বেলা গেল।

নানা কথা

কুলিয়া-সমাচার

[illegible] ১১।২১২৮

বর্ত্তমান [illegible] কুলিয়া, সহর-নবদ্বীপে
[illegible] কার্য্য
করিতেছেন, [illegible] ও
[illegible] নবদ্বীপ সহরের অনেক
পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং সেনি-
টেরি ইনস্পেক্টার মহাশয় দেশ উভয়ের
সহিত তাঁহার সহিত যোগে কার্য্য করিয়া
সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে
কৃতকার্য্য হইয়াছেন। রাস্তাগুলি
সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।
কনজারভেন্সির কার্য্য যথাসময়ে ও
যথানিয়মে সাধিত হয়। সর্ব্বদাই যে
দেশের রাস্তাগুলিতে দুর্গন্ধ বাহির হইত,
তাহার হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এখনও
যে রাস্তাগুলি তৈয়ার হইতে হইতে বন্ধ
ছিল, [illegible] আশা
করা যায় [illegible] শীঘ্রই
সেই সকল অসম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা হইয়া
সাধারণের ব্যবহারে আসিবে। দুঃখের
বিষয় যে, সহরটীতে আলোর
ব্যবস্থায় কোনও পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত
হয় নাই। [illegible] সারা রাত্রি
থাকিলেও [illegible] জানিবার
মত কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই।
আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে একটু
তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইবেন।
আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি
যে, মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ
বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা দৈনিক ভ্রমণ
দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কার্য্যাকার্য্য
উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। বর্ত্তমানে
অন্যায় জুলুম-যোগ আইনতঃ সংপূরণ ও
দূরীকরণ হইতেছে। পুলিশের কার্য্যকরী
ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক উন্নত।
সহরে চোর এবং লোকের ভাগও অনেক
কমিয়াছে। বদমায়েসগণও গা ঢাকা
দিয়াছে। আশা করা যায় যে, সরকার-
পক্ষ এবিষয়ে যেমন মনোযোগী হইয়াছেন,
তেমনি মনোযোগী থাকিবেন ও হইবেন।
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা যে,
বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের ক্রমান্বয়ে
ক্রমোন্নতি দেখিতে পাইব।

নিবেদক ও সর্ব্বদা

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাং কুলিয়া সহর নবদ্বীপ

[illegible]

[illegible] ১১।১২৮

[illegible] বিনাই অবস্থিত [illegible]
[illegible] ফুলের সাহায্য [illegible]
[illegible] কারণ কি? শুধু [illegible]
[illegible] বন্ধ হইয়াছে কি? [illegible]
[illegible] নিয়মভঙ্গ, [illegible]
[illegible] ব্যবহার এবং
[illegible] অবৈধ কার্য্যের জন্য
এই সাহায্য বন্ধ হইয়াছে?

[illegible]
সাং [illegible]

কুষ্টিয়ায় কলেরা

সংবাদ পাওয়া গেল—কুষ্টিয়া সহরে
ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে কলেরা
রোগে অনেক লোক মারা যাইতেছে।
মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ড রোগের
আক্রমণ রোধ করিবার জন্য ব্যবস্থা
অবলম্বন করিতেছেন।

আফগানীস্থানে ইংলিস-ক্যাসল

কাবুল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে
যে, কাবুলের মিউনিসিপালিটির প্রেসি-
ডেন্টের নিকট রাজা আমানুল্লা এক অনুজ্ঞা-
পত্রে বলিয়াছেন যে, কাবুলের অধিবাসি-
গণ এবং যে সমস্ত কাবুল সন্দর্শনে আসিবা
পার্কে ও প্রধান প্রধান রাস্তায় চলাফেরা
করে, তাহাদিগকে আগামী ১৯২৯ সালের
২১শে মার্চ্চ হইতে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ এবং
টুপি পরিতে হইবে। এই তারিখের পরে
যে কোন ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করিবে,
তাহার ৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত আফগানী
মুদ্রা জরিমানা হইবে। স্কুলের যে সমস্ত
শিক্ষকগণ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান না
করিবে, তাহাদিগকেও ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত
আফগানী মুদ্রা জরিমানা করা হইবে।

গুরু নানকের জন্মতিথি
নানকানা সাহেবে বিরাট উৎসব

নানকানা সাহেব গুরু নানকের
জন্মতিথি [illegible] তাঁহার
জন্মতিথি উপলক্ষে [illegible]
বিরাট উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে
প্রায় একলক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল।
[illegible] অনেক স্পেশ্যাল
ট্রেনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।
[illegible] প্রাত [illegible]
[illegible] প্রবন্ধক কমিটি
অনেকগুলি কমিটি নিয়োগ করেন এবং
[illegible] আকালী স্বেচ্ছাসেবক শান্তি-
রক্ষা কার্য্যে পুলিশের সহায়তা করে।
[illegible] বাহিরে [illegible] আহার ও
বাসস্থান দেওয়া হইয়াছিল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আরোগ্যমুখে

বারাণসী, ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে জানা গেল, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জ্বর বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। আশা হয়, আগামী ১লা ডিসেম্বর তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ-সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। ৩ সপ্তাহ ভ্রমণ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য ডাক্তারগণ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তিনি পঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের অবশিষ্ট জিলাগুলিতে ভ্রমণ-কার্য্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

গ্যাস বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা

কয়েক দিন হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জ্জিনীয়া প্রদেশের অন্তর্গত উইলিয়ামসন নামক স্থানে অবস্থিত ম্যোওয়া কয়লা খনির প্রেসিডেন্ট, জেনারল ম্যানেজার এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ৩ জনকে খনিগর্ভে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব গ্যাস বিস্ফোরণের ফলে তাঁহাদের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে।

রাজদ্রোহের অভিযোগ

রেঙ্গুন, ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তামিল ভাষার সাপ্তাহিক দেশোপকারী পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবারায় নাইডুর বিরুদ্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২৮শে দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। 'আমরা কি কুকুর' শীর্ষক এক পুস্তিকার প্রকাশ ও প্রচার এই অভিযোগের কারণ। আসামী অপরাধ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, তাঁহার শত্রুদের সাহায্যে গোয়েন্দারা এই মামলার সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি উক্ত পুস্তিকা ছাপান, প্রকাশ বা প্রচার কিছুই করেন নাই।

জেরুজেলামে ইহুদী-মন্দির

জেরুজেলাম সহরে ইহুদীদের ধর্ম্মমন্দিরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের স্বত্ব লইয়া তত্রত্য ইহুদী ও মুসলমানদের ভিতর গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রায়শ্চিত্ত দিবসে যে বিবাদ হইয়াছিল, ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সচিব তাঁহার এক মন্তব্যলিপিতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

শেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উক্ত দেওয়ালের স্বত্ব ইহুদীদের থাকাই কর্ত্তব্য। তুর্কীদিগের রাজত্বকালেও উহা ইহুদীদিগের অধিকারে ছিল।

কারেন্সী আফিসে ডাকাতি

বোম্বাই, ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই কারেন্সী আফিসে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। দুই জন লোক নোট ভাঙাইতে আসিয়াছিল, ডাকাতেরা ইহাদের নিকট হইতে যথাক্রমে ১২০০৲ টাকা এবং ২০০০৲ টাকা লইয়া যায়। ডাকাতেরা পলায়ন করিয়াছে।

চীনে নূতন পঞ্জিকা
সৌর সিদ্ধান্ত গ্রহণ

স্বরাষ্ট্র-সচিব এই আদেশ করিয়াছেন যে, চীনে সর্ব্বত্র চান্দ্র সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তে সৌর সিদ্ধান্তানুযায়ী পঞ্জিকা প্রবর্ত্তিত হইবে।

আই, সি, এস পরীক্ষা

'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ভর্ত্তি করিবার জন্য লণ্ডনে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইবে। জুলাই মাসে মৌখিক পরীক্ষা হইবে। বি, সেকসনের লিখিত পরীক্ষা ২৫শে জুলাই এবং এ, সেকসনের লিখিত পরীক্ষা ১লা আগষ্ট হইবে।'

বিপন্ন জর্ম্মাণ জাহাজ হইতে সকলেরই জীবন রক্ষা

'পোমার্ণ' নামক একখানি ছোট জার্ম্মাণ জাহাজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সময়ে সাহায্য পাওয়ায় সকলেরই জীবন রক্ষা হইয়াছে। ৮০ জন লস্কর প্লাইমাউথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্লাইমাউথ হইতে তাহারা ব্রিমেনে যাত্রা করিবে।

সাতরায় প্লেগের প্রকোপ

বোম্বাই, ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, 'সাতরা' জিলার সংবাদে প্রকাশ, উক্ত জিলার ১৩৪৭ খানি গ্রামের মধ্যে ১ শত ৮৯ খানি গ্রামে প্লেগের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঐ সকল গ্রামে ২৪শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৫ শত ৭৫ জন লোক রোগাক্রান্ত ও ২ হাজার ৪ শত ৬৩ জন লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে। রোগের সংক্রামতা হ্রাস করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।

আগরতলায় সৈন্যবল বৃদ্ধি

রাজ্যের সামরিক বাহিনীতে আর একটী রেজিমেন্ট সৈন্য বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং এজন্য লোক লওয়া হইতেছে।

বিয়ে-পাগলা বুড়ো

বিলেতার হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিরুদুনাগর হইতে ২৫শে নভেম্বর খবর পাওয়া গেল যে, কাতাসা চেট্টী নামক একব্যক্তি এই নবম বার পাণিগ্রহণ করিল। ইতঃপূর্ব্বেই ঐ ব্যক্তি ৮টী স্ত্রীলোককে তাহার ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ৫৫টী সন্তান আছে।

এই লোকটির বয়স ৭০ বৎসর, লোকটি পুলিয়া জাতির "অস্পৃশ্য" শ্রেণীভুক্ত। সে ২২ বৎসর বয়সে তাহার প্রথম স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তাহার গর্ভে ৪টি সন্তান হইয়াছে।

ময়মনসিংহে লাটসাহেব
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

ময়মনসিংহ ২৭শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, প্রাতে লাটসাহেব—টেকনিক্যাল স্কুলটি পরিদর্শন করিয়াছেন। রামগোপালপুরের রাজা এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। রামগোপালপুরের কুমারগণকে লাটসাহেবের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। লাটসাহেবের আগমনোপলক্ষে তাহারা স্কুলটির উন্নতির জন্য ৪০০০৲ টাকা দিবেন বলিয়াছেন। অতঃপর লাটসাহেব, আনন্দমোহন কলেজ এবং জিলা স্কুল পরিদর্শন করেন। লেডী জ্যাকসন কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

অপরাহ্নে একজন খানবাহাদুর, দুইজন রায়বাহাদুর, দুইজন মুসলমান উকীল ও দুইজন হিন্দু উকীল লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা করেন যে সদর হাস্পাতালটিকে গবর্ণমেণ্ট হয় স্বহস্তে গ্রহণ করুন, অথবা বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা সাহায্য করুন। উত্তরে লাট সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্বহস্তে গ্রহণ করা অথবা চলিত সাহায্য করা গবর্ণমেণ্টের রীতি নহে। তবে কিনা তাঁহাদের প্রার্থনা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ইউরোপীয়ান ক্লাব পরিদর্শনের পর অপরাহ্ন ৫ টার সময় লাটসাহেব স্পেশ্যাল ট্রেণ যোগে কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছেন।

মিঃ পার্সনের নূতন পদ

সিভিলিয়ান মিঃ এ, এ, এল পার্সনস সি, আই, ই, যিনি পূর্ব্বে রেলওয়ে ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনার ছিলেন—বর্ত্তমানে তিনি এক বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ রেলওয়ে একাউণ্ট ও অডিটিং এর প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং
নূতন বিরাট অফিস প্রতিষ্ঠা

লণ্ডন, ২৭শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন পোর্টল্যাণ্ড প্লেস এবং ল্যাংহোর্ড [illegible] নূতন সদর অফিস খুলিতেছেন, এবং নূতন গৃহ-নির্মাণ হইয়া গেলেই তাঁহারা [illegible] হইতে উঠিয়া যাইবেন। এই গৃহ নির্মাণে প্রায় ৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইবে। ইহাতে ১ হাজার লোকের স্থান হইবে।

১৯৩১ সালে এই গৃহ-নির্মাণ শেষ হইবে এরূপ মনে করা যায়।

তুকাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে মামলা
১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার দাবী

বোম্বাই ২৪শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অন্যায়ভাবে আটক রাখা, শারীরিক অনিষ্ট করা, সম্পত্তি আত্মসাৎ করা ইত্যাদি অভিযোগে সেবিকা বাঈ নাম্নী এক হিন্দু নাচওয়ালীরমণী ইন্দোরের পূর্ব্বতন মহারাজা স্যার তুকাজী রাও হোল্কারের নামে যে মামলা আনিয়াছিল, সেই মামলায় বাদিনী-লিখিত বিবরণ দাখিল করিয়াছে।

প্রথমে যখন মামলার সূত্রপাত হয়, তখন কথা উঠিয়াছিল যে, এই মামলার বিচার করার অধিকার আদালতের আছে কিনা। যদি তুকাজীর কোন আপত্তি থাকে, তবে তাঁহাকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে আপত্তি জানাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন না করায় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করা স্থির করায় মামলা বোম্বাই হাইকোর্টে চলিতেছে।

আগরতলায় মোটর-দুর্ঘটনা

আগরতলা, ২৯শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত রবিবার আগরতলা রাজ্যের অন্তর্গত আখাউড়া রোড নামক স্থানে একটি শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনার ফলে ১ জন যাত্রী নিহত ও ৩ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। আহতদিগকে ঘটনার অব্যবহিতকাল পরেই আগরতলা ষ্টেট হাসপাতালে আনা হয় এবং পরে তাহাদিগকে কুমিল্লা হাসপাতালে পাঠান হয়।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের মৃত্যু

লণ্ডন ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি, এইচ, ডায়ারের মৃত্যু হইয়াছে। বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩৫।

ভারতে সমাজ-বিপ্লব

আজকাল বঙ্গ-সমাজে যে দুইটী দল দেখা যাইতেছে, তাহাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য প্রায় এক। ব্রাহ্মণ্যাভিমানিদল ঋষিকুলের দোহাই দিয়া কোন গতিকে কার্পাস-সূত্রের গৌরবটী বজায় রাখিবার জন্য উদ্ব্যস্ত, আর ব্রাহ্মণেতরাভিমানিদলও সেই ঋষিকুলের নজির দেখাইয়া 'আমরা কোন অংশে ব্রাহ্মণ হইতে ন্যূন নহি'—ইহা প্রমাণ করণার্থ যেন তেন প্রকারেণ সেই কার্পাসসূত্রটীরই মাহাত্ম্য প্রখ্যাপনে প্রবৃত্ত। এক দলের মিলনে বিরহাশঙ্কা, আর এক দলের বিরহে মিলনাশা। ব্রাহ্মণ কার্পাস-সূত্র-গৌরব সম্ভোগে প্রমত্ত হইয়া তাহার বিরহাশঙ্কায় 'ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ' ডাক ছাড়িতেছেন, আর অব্রাহ্মণ সেই সূত্র-গৌরবের বিরহে উন্মত্ত হইয়া আবার সম্ভোগাশায় প্রাণপণ করিয়াছেন। একটু স্থির চিত্তে বিচার করিলেই দেখা যায়—উভয় দলের মধ্যে শুক্রশোণিতাভিমানই প্রবল। ব্রাহ্মণও যে ঋষিশোণিতের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণতা বজায় রাখিতে চাহিতেছেন, অব্রাহ্মণও সেই ঋষিশোণিতের দোহাই দিয়া অব্রাহ্মণতা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছেন। উভয়েই পাঞ্চভৌতিক জড় দেহাভিমানে উন্মত্ত হইয়া 'আমি বড়' এই অহঙ্কারের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং এমত অবস্থায় ঐপ্রকার অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা উভয়দলের কেহই ভগবচ্ছাস্ত্রানুমোদিত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন—"আমি আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমি কুলীন, আমার ন্যায় আর কে আছে, আমি শ্রীদাদি-আনন্দ ভোগ করিব—অজ্ঞানবিমোহিত ব্যক্তিসকল এইরূপ বলিয়া নরকগামী হয়। এই সকল অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তিগণ স্বীয় দেহে এবং পর দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণেতে দোষারোপ করে। সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অজস্র আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাব-অনুরূপ ক্রিয়া দ্বারা আসুর ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" (১৬।১৫,১৬,১৯)

মুণ্ডকশ্রুতিতে [illegible]—এই "অবিদ্যায়াং ... ক্রিয়াবন্তো [illegible] আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতি, স "ব্রাহ্মণব্রুবঃ।" অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়ারহিত হইয়াও নিজকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, সে 'ব্রাহ্মণব্রুব' বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই সকল ব্যক্তি ভিক্ষাচরণের অনুপযোগী হইয়াও ব্রাহ্মণচিহ্ন ধারণ করিয়া সমাজে বিষমবিপ্লব ঘটাইতেছে। ইহারা গীতায় 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ', 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং' ও 'মমৈবাংশো জীবলোকে' প্রভৃতি শ্লোক এবং ভাগবতের "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" প্রভৃতি শ্লোক আলোচনার অভাবে কাহাকে বলে জীবাত্মা, কে ভগবান্, জীবাত্মার সহিত ভগবানের কি সম্পর্ক ও জীবাত্মার ভগবানের প্রতি কি কর্ত্তব্য প্রভৃতি কিছুই না জানায় দেহে 'অহং' এবং দেহ-সম্পর্কিত বস্তুতে 'মম' বুদ্ধি করিয়া নিজেরা ত্রাপত্রয়-বিষানলে দগ্ধীভূত হইতেছে, এবং অন্যকেও তৎসঙ্গে দগ্ধীভূত করাইতেছে। জীবতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে ইহারা কখনই রক্তমাংসের দেহকে ব্রাহ্মণ জ্ঞানে তাহার উপর কার্পাসসূত্রকে যজ্ঞসূত্র-বলিয়া ঝুলাইতে যাইত না। এই কার্পাসসূত্রে যজ্ঞসূত্রত্বারোপ বা প্রাকৃতে অপ্রাকৃতত্বারোপই বর্ত্তমান সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ হইয়া পড়িয়াছে। কাশীর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন এই বিবর্ত্ত-জ্ঞান-চালিত হইয়াই গুণ-কর্ম্মবিভাগানুসারে দৈববর্ণাশ্রম স্বীকার করিতে না চাহিয়া গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের অবমানন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে চলিয়াছেন এবং বহু নিরীহ ব্যক্তিকেও তাঁহাদের সঙ্গী করিয়াছেন।

জীবগণ যতদিন না আসুরবর্ণাশ্রমাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরোপদিষ্ট "আমি বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত কেহ নহি, আমি ভগবদ্দাসদাসানুদাস"—এই জীবস্বরূপাভিমান বা বৈষ্ণবতা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যত্নবান্ হইবেন, ততদিন তাঁহারা বৈষ্ণবরাজ বিশ্বনাথের কোপাগ্নির প্রকোপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন না। 'আমি শুক্রশোণিত-জাত একটী জড়পিণ্ড মাত্র নহি, কিন্তু ভগবদংশ জীবাত্মা, ভগবদ্দাস্যই আমার স্বরূপবৃত্তি'—এই শুদ্ধ স্বরূপানুভূতি লাভ হইলে একজন আর অন্যজনকে হীনজ্ঞানে ঘৃণা বা উন্নত জ্ঞানে ঈর্ষা করিবে না। জীবমাত্রেরই স্বরূপানুভূতি ক্রমে ভগবদ্দাস্যে অধিকার আছে, সেই অধিকারলাভে নিজে যত্নবান্ হওয়া এবং অন্যকে যত্নবান্ করানই প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব বা মনুষ্যত্বের পরিচয়। তাহা না করিয়া কেবল সূত্র-গোত্রাভিমানে স্ফীত হইয়া অন্যকে হীন জ্ঞান করা নিতান্ত পাষণ্ডের পরিচয়। এই পাষণ্ডই আজ জগদ্ব্যাপী বিপ্লবের কর্তা-কর্ত্তা, কাশীই হইল তাহার মূল কেন্দ্রস্থল।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে সাধারণ
মহামহোৎসব
ও
শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা.

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ শুক্রবার শ্রীশ্রীউত্থান একাদশী দিবসে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংসবাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব দিবসে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে সাধারণ মহামহোৎসব বিরাট সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস আবার শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ আসিয়া শ্রীশ্রীমাধবগৌড়ীয়েশ্বরের পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভক্তগণের আর আনন্দের অবধি ছিল না। সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অক্লান্তভাবে প্রসাদ-বিতরণ, অষ্টনিশ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা প্রভৃতি ভক্ত্যনুষ্ঠানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতীমহারাজ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপপুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ এবং ভক্তপূর্ণ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের পরিশ্রম অতুলনীয়।

ঢাকা, মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ ভক্তবর শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিরাজ বাবু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—এই চারিটি জিনিষের কোনটী দিতেই ত্রুটি করেন নাই। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবায় তাঁহার উৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আরও যে যে ভক্ত শ্রীভগবৎসেবায় যে যে ভাবে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং ভগবচ্চরণে এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছি যে, ঢাকাবাসি ভক্তবৃন্দ যেন আজ ভাড়াটিয়া নামাপরাধ পাঠকীর্ত্তনকারী পাঠক কথকের মুখে নামাপরাধ কীর্ত্তন শ্রবণ না করিয়া শুদ্ধভক্তবৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধনামকীর্ত্তন শ্রবণেই তৎপর হন।

সংসারমুক্তির উপায়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

স্ব-স্ব অদৃষ্ট দ্বারা উপনিবদ্ধ যে শরীরধারণ, তাহারই নাম সংসার। অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে জন্মগ্রহণ করাকেই 'সংসার' বলা হয়। কৃষ্ণের ভোক্তৃত্ব ভুলিয়া যখন জীবের স্বতন্ত্র ভোক্তৃত্বাভিমান হয়, তখনই তার সংসার লাভ হয়। "কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥ কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" শ্রীদশমূলেও দেখিতে পাওয়া যায়,—"স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্ হরের্মায়া-দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি। তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবরণৈঃ ক্লেশনিকরৈর্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ॥" জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। সেই কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়া জীব স্বতন্ত্রভোক্তৃত্বাভিমানবশে যখন নিজসুখ কামনা করে, তখনই মায়াদেবী সেই কৃষ্ণবিমুখ জীবকে সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়ে আবদ্ধ করেন। তাহাদিগকে স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহে পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করাইতে থাকেন। অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিয়া উপযুক্ত করিবার বাসনায়ই মায়াদেবীর এই খেলা। কৃষ্ণবিমুখ জনকে দণ্ড দিয়া শুদ্ধ করেন। এই মায়িক জগৎটী জীবের কারাগার। রাজা যেমন অপরাধী প্রজাগণকে শোধন করিবার নিমিত্ত কারাগারে শাস্তি প্রদান করেন, মায়াও তদ্রূপ জীবের প্রতি করুণাবশতঃ এই সংসার-কারাগারে জীবকে দুঃখ প্রদানের দ্বারা তাহাদিগের স্বরূপ উপলব্ধি এবং অপরাধ বিনাশের চেষ্টা করেন। স্বতন্ত্র-বাসনার দুর্ব্ব্যবহার ও অপব্যবহারফলেই আমাদের দুঃখ ও বন্ধন লাভ ঘটে।

এই সংসার-কারাগারে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই। যাহাকে আমরা দুঃখ বলি, সংসারাসক্ত জীব তাহাকেই 'সুখ' মনে করে, কিন্তু দুঃখ কঠিনতর হইলেই তখন অমিশ্র সুখের বাসনা জন্মে, সেই বাসনা হইতেই সদসৎ জ্ঞান লাভের চেষ্টা হয় এবং ক্রমে জীবের মঙ্গল সাধিত হয়। ঐ প্রকার বুদ্ধি হইলেই জীব যদি সাধুসঙ্গ করিতে পারে, তবে তাহার শীঘ্রই দুঃখমোচনের উপায় হইয়া থাকে। "এবং ভ্রামং ভ্রামং [illegible] কদাচিৎ সংপতন্ তদনুগমজন্ [illegible]। তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে॥" সংসারে উচ্চাবচ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসপ্লাবিত বৈষ্ণবের দর্শন লাভ হয়, তখন মায়াবদ্ধ জীবের বৈষ্ণবানুগমনে রুচি জন্মে, ক্রমে তৎসঙ্গে কৃষ্ণনামাদি আবৃত্তিক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করিয়া বিমল কৃষ্ণসেবারস আস্বাদন করিতে জীব সমর্থ হয়।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

পথিকের কথা

আহা! ঢাকাবাসীর আজ কত সৌভাগ্য উপস্থিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা দুটী বৃত্তি আছে—যার দ্বারা অনাদিকাল থেকে জীব-স্বরূপের উপর স্থূল সূক্ষ্ম দুটী ঢাকনি পড়েছে এবং "আমি কৃষ্ণদাস" এ অভিমানটী ঘুচে আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র, আমি রুগ্ন ইত্যাদি. নানারূপ মিথ্যা পরিবর্ত্তনশীল অভিমান হচ্চে—এ 'ঢাকা'টী খুলে দেয়—এ মিথ্যা অভিমানটী ঘুচিয়ে দেয়, এমন বন্ধু এজগতে কেহ আছে কি? কই কাহাকেও ত দেখি না। তবে উপায় কি? এ বিপদ হতে উদ্ধার করে এমন বন্ধু কোথা পাব? ইত্যাদি অনেক চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে অরুণোদয় সময়ে নবাবপুর রোডের উপর দিয়ে যাচ্চি এমন সময়ে দোতালার উপর থেকে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে একটী অতিশয় মধুর কীর্ত্তনের রোল কর্ণে প্রবিষ্ট হ'ল—

"জীব জাগ জীব জাগ' গোরা-চাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই কীর্ত্তনটী শুনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনার একটী কথা মনে পড়্‌লো—"মায়ারে জিনিয়া জয় ছাড়ান' না যায়। সাধু, গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥" তখন ভাবলাম এখানে যখন ভবরোগের ঔষধ বিতরণ হচ্ছে, নিশ্চয়ই এস্থানটী সাধু ও গুরুর আশ্রম হবে, এমন সময় সাইন বোর্ডের দিকে দৃষ্টি পড়্‌লো' দেখ্‌লাম—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ লেখা আছে। ইহা দেখে হৃদয়টী আনন্দে, নেচে উঠ্‌লো; কারণ অনেক দিন থেকে যে বস্তুর সন্ধান কর্‌ছিলাম—আজ সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হয়েচি। দরজা খোলা ছিল, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে পড়্‌লাম। সাধুদের সঙ্গে আলাপ্ ক'রে বুঝ্‌লাম তাঁরা কোন মহাপুরুষের আনুগত্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন ক'রে কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য নাম-প্রেম প্রচার কর্‌ছেন, নিত্য মহোৎসব কর্‌ছেন। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম নিত্য মহোৎসব বল্‌ছেন তবে কাল নির্দ্দিষ্ট ক'রেছেন কেন? তদুত্তরে বল্‌লেন—"মহাশয়! জগতের লোক বিষয়ে উন্মত্ত, কেহই হরিকথা শুন্‌তে চায় না, সকলেই অনুরাগ করে, অন্নের জন্য যত্ন কর্‌ছেন, তাই শ্রীগুরুদেব জীবকে [illegible] কর্‌বার জন্য প্রত্যেক মঠেই বিভিন্ন সময়ে মহোৎসবের কাল [illegible] ক'রে বিষয়ী জীবকে [illegible] কর্‌ছেন," বল্‌ছেন—হে জীবকুল! আর ঘুমিয়ে থেক না, এস, এস, বারমাস না পার, এক মাসের জন্য এস, তাও যদি না পার, তবে দুদিন পাঁচ দিনের জন্যও এস, তোমাদিগকে ভবরোগের ঔষধ হরিনাম ও পথ্য মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্‌বো—তার কোন মূল্য লাগ্‌বে না, কেবল শ্রদ্ধা-মূল্যে বিতরণ কর্‌বো।' আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, এই মহোৎসবে জীবের কি উপকার হবে? তদুত্তরে বল্লেন—এই উপলক্ষে ভাগ্যহীন জনের প্রাণ, অর্থ, বাক্য ও বুদ্ধি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবায় লাগিয়ে দিয়ে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি বা ভাগ্যোদয়ের সুযোগ ক'রে দিচ্ছেন—ভাগ্যবান্ ব্যক্তির সম্যক্‌ভাবে ভক্তি-সদাচার শ্রদ্ধার উদয় হচ্চে,—প্রত্যাহারের অনুসরণ ছেড়ে সাধুদের শ্রবণ, কীর্ত্তন,ভজন-ক্রিয়া-দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হবার সুবিধা হয়েছে—এইরূপে, নানাপ্রকারে পতিত জীবকে ক্রমপন্থায় উদ্ধারকল্প ক'রে নিত্য ধামে লয়ে যাচ্ছেন। বাস্তব [illegible] ক'রেছেন—প্রয়োজন নিত্য আনন্দ লাভই. কেবল [illegible] নিত্যানন্দ-প্রেম-[illegible] অন্বেষণ, তাই সেখানে নিত্যানন্দ প্রয়োজন—ক'রে পার্থক্য অশোক অভয়ামৃত প্রভৃতি স্বরূপ দ্বারা জীবহৃদয়ে ক্রমে নিজে অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দিলেন. তাই এ-অনুষ্ঠান—মোট কথা বল্‌তে জীবের চরম কল্যাণ প্রাপ্ত হয়—যার দ্বারা সেই কল্যাণস্বরূপ অহৈতুকী রসময় ফল প্রেমভক্তি পাওয়া যায়, তার জন্যই সেই মহাপুরুষের এই সব ব্যবস্থা। উৎসবের তালিকা দেখে জান্‌তে পার্‌লাম, প্রায় প্রত্যহ মহা-মহোৎসব চল্‌ছে, দেখ্‌লাম প্রত্যহই শত শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ কর্‌ছেন, তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ উৎসবে হাজার হাজার লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে ও হবে এবং দুবেলা পাঠ, সংকীর্ত্তন, নগর সংকীর্ত্তন, বাড়ে বাড়ে যেয়ে হরিকথা কীর্ত্তন, মঠে সমাগত ব্যক্তির সহিত ইষ্ট বিষয়ের আলোচনা—বাস্তব প্রশ্নের শাস্ত্রীয় মীমাংসা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান হচ্চে। আমি যে দিন গেলাম তার পরদিনেই অর্থাৎ গত ১২ই অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থান একাদশী দিনে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলগৌরকিশোর দাস পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব উপলক্ষে ভোর সাড়ে চারটার সময় মঙ্গল আরতির পর শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পরম গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন ও অরুণোদয় কীর্ত্তন হ'ল পর অহর্নিশ তারকব্রহ্মনাম এবং বৈষ্ণব-মহিমাসূচক কীর্ত্তন হয়েছিল, মধ্যে সন্ধ্যা আরতির পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ প্রায় দুঘণ্টা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পান করিয়েছিলেন। ঐ দিন ভোর ৪টা হতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পিপীলিকা শ্রেণীর মত অবিশ্রান্ত কত হাজার নরনারী যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন কর্‌বার জন্য এসেছিল, তার ইয়ত্তা নাই, সেই দিন মহামহোৎসব। আটি সকলকেই সেই সময় প্রসাদ সেবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হচ্ছিল। বেলা ২॥০ টার পর হতেই লোক আস্‌তে আরম্ভ হল, সকলকে অকাতরে বিচিত্র প্রসাদ বিতরণ কর্‌তে লাগলেন। মঠের উপর নীচে যত স্থান আছে এবং পার্শ্বের বাড়ীতে রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত দলে দলে লোক এসে অনবরত প্রসাদ পাচ্ছিলেন—কত হাজার লোক যে পেয়েছিল, তার ইয়ত্তা কর্‌তে পার্‌লাম না,তা' ছাড়া রাস্তায় হাজার হাজার কাঙ্গালীভোজন হয়েছিল। এরূপ বিরাট মহোৎসব আর কোথায়ও দেখি নাই। শ্রীল ভারতী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও উদ্দেশে বহু সেবক বিবিধ সেবাকার্য্য সম্পন্ন [illegible]। আহা! স্বামীজীর কি অদ্ভুত [illegible] শক্তি! এত সুষ্ঠু-ভাবে বাস্তবে [illegible] যেন করছেন [illegible]—তা দেখ্‌লে সকলেই বুঝ্‌তে পারবে যে তিনি কোন মহাপুরুষের কৃপাশক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন হয়ে এই কার্য্য চালাইতেছেন। আর একটী কথা এখানে বলা বড় দরকার—যেদিন আমার একটী [illegible] [illegible] দিন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হ'তে শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্তজিউ আগমন ক'রে সেদিন মঠে প্রকট হ'লেন—কীর্ত্তনরঙ্গের দ্বারা মহা-সমারোহে তাঁর নিত্যসেবা ভক্তগণ প্রকাশ কর্‌লেন—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করে বহু সহস্র নরনারীর চক্ষু সার্থক হ'ল—জীবন ধন্য হ'ল। তার পরদিন ১৪ই অগ্রহায়ণ মঠের সাম্‌নে রাস্তার উপর শত শত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট প্রথমে কীর্ত্তনের পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রায় এক ঘণ্টাকাল "শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগণের দয়ার কথা" বক্তৃতা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কীর্ত্তনে সকলেই তাঁকে ধন্যবাদ দেন,পরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল "শ্রীভগবান্‌কে পাই না কেন? ও কোথায় পাওয়া যায়?" এই বিষয়ের মীমাংসার কথা গীতা হ'তে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় নানারূপ যুক্তি দ্বারা এরূপ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন যে, বহুশ্রোতা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নীরবে শুনেছিলেন এবং শ্রবণপিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রোতাদের বিশেষ অনুরোধে পরদিনও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টার অধিক কাল মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের বক্তৃতা করেন। ঐ দিন শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় প্রায় আধঘণ্টা কাল "সনাতন দর্শন" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এত অল্প বয়সে শ্রীশ্রীগুরুসেবা-ফলে হরিকীর্ত্তনের যোগ্যতা দেখে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই আনন্দিত হ'য়েছিলেন। গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখেও সন্ধ্যা আরতির পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ প্রায় এক ঘণ্টা কাল বহু শ্রোতার মধ্যে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তারপর পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অহো! বৈষ্ণবঠাকুরগণ কত দয়াল! তাঁহারা আপাত মধুর কড়, বিষয়ে এত প্রমত্ত যে, তাঁদের দয়ার কথা বুঝ্‌তে পারি না—যাঁরা আমাদের জোর্‌সে ইঙ্গন ঘুরিয়ে দেন—অনর্থ স্রোতে ভাসিয়ে দেন—[illegible] বিশেষ করে, [illegible] [illegible]

"এই মায়ামুক্তির উপায় একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নাই।

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহোহি মাম্॥

তাৎপর্য্য এই যে, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান, স্বধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা. ব্রতসকল, যজ্ঞসকল, তীর্থভ্রমণ ও যমনিয়ম শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ বাধ্য করিতে পারে না, সর্ব্বসঙ্গবিনাশক সৎসঙ্গ যেরূপ অবরোধ করিতে পারে। অষ্টাঙ্গযোগাদির দ্বারা ভগবান্‌কে গৌণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে, কিন্তু একমাত্র সাধুসঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ সদা হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। অজ্ঞাত-ক্রমেও যদি সাধুসঙ্গ হইয়া যায়, তাহাতেও জীবের অনেক মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাদি তীর্থসকল এবং শ্রীবিগ্রহাদির বহুদিন সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রেই পবিত্রতা লাভ করা যায়। অতএব এ সংসারে সাধুসঙ্গই একমাত্র সংসৃতিনাশের উপায়।

মহারাজ ভরত

জড় বিপ্ররূপে জন্মগ্রহণ

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দলাধিকারী)

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট বলিতেছেন—হে রাজন্! কোন একজন শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নয়টী পুত্র ছিল; তদীয় পুত্রগণও তাঁহার ন্যায় বিদ্যা, শীলতা আচারাদি গুণে অলঙ্কৃত হইলেন। ঐ নয়পুত্র এক জননীর গর্ভজাত, উক্ত ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিল। এই পুত্রটী পরম ভাগবত; আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে মহারাজ ভরতের মৃগদেহ প্রাপ্তির কথা আলোচনা করিয়াছি, সেই ভরতই মৃগদেহ পরিত্যাগ করিয়া এবার বিপ্রত্ব পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা ভার্য্যার গর্ভজাত এই পরম ভাগবত পুত্রটীই সেই ভরত রাজ। পাছে অসৎসঙ্গবশতঃ পুনরায় আপনার পতন হয়, এই আশঙ্কায় ভরত বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবানের যে পাদপদ্ম স্মরণ ও গুণ বর্ণন করিলে কর্ম্মবন্ধ থাকে না, মনোমধ্যে তাহা বিশেষরূপে ধারণ করিলেন; লোকদিগের নিকট তিনি আপনাকে জড়, অন্ধ অথবা বধিরের মত দেখাইতে লাগিলেন। ভগবানের অনুগ্রহে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণসমূহ স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার মনে স্বরূপ-বিস্মৃতির ভয় জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ ঐ জড় পুত্রটীকেও স্নেহ-বশবর্ত্তী হইয়া যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক পুত্রের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহাকে শৌচ-আচমনাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, চিরন্তন প্রথানুসারে পুত্র পিতার নিকটেই দীক্ষা পাইবে, কিন্তু ভরত পিতার শিক্ষাদিমুক্ত

উদয় হয় না যা আত্মঘাতী হ'তে দেয় না লোটনের তার নাম অমরোহয়া দয়া—এই দয়ার কথা আমরা যতদিন বুঝতে না পারবো, ততদিন আমাদের কিছুতেই নিত্যমঙ্গল হবে না—অনর্থ অভাব দূর হবে না—প্রাণের দুঃখ ঘুচবে না,—মায়ার চাবুনি ফুরাবে না। তাই বলি বিশ্ববাসি ভাই সব! তোমরা যদি ঢাকা খুলে স্বরূপে অবস্থিত হ'তে চাও, তবে এস, এস, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভায় এস কোন মঠে—এসে ভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীহরিকথা বা শ্রৌতবাণী শ্রবণ কর—পাষণ্ড শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ কর।

হয় করিয়া শ্রীশ্রীনাম, আচরণের ভার ব্যবহার করিতেন। শৌচ, অধ্যয়ন, ব্রত-উপবাসাদিতে তাঁহার যত্ন না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে কোনরূপে পণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে স্নেহবশতঃ পিতা বরাবরই সেই সেই বিষয়ে উপদেশ-প্রদানে যত্নবান ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল আশা ব্যর্থ হইল, দেখিতে দেখিতে দুরন্ত কাল আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল।

ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী স্বগর্ভজাত ঐ পুত্র-কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি সহমরণে পতিলোক প্রাপ্ত হইলেন। পিতার মৃত্যু হইলে পর ভ্রাতৃগণ ভরতকে জড়-মতি মনে করিয়া তাঁহাকে উপদেশ বা শিক্ষা দিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। ভরতের ভ্রাতৃবর্গের বুদ্ধি কেবলমাত্র বেদ-বিদ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল—আত্মবিদ্যা-উপার্জ্জনে তাঁহাদের আদৌ যত্ন না থাকায় তাঁহারা মহাভাগবত ভরতের প্রভাব জানিতে পারিলেন না। প্রাকৃত বিপদ পশুগণ তাঁহাকে জড় বা মূক অথবা বধির বলিয়া তাঁহার সহিত যেরূপ বাক্যালাপাদি করিত, তিনিও সেইরূপ করিতেন। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করাইত, তিনিও তাহার ইচ্ছানুরূপ সেই কর্ম্মই করিতেন। যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য পাইতেন, তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি পরমানন্দে কাল কাটাইতেন। মান ও অপমানরূপ দ্বন্দ্বজনিত সুখদুঃখে তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষাদিতে তিনি অনাবৃতদেহে বিচরণ করিতেন, ভূমিশয়ন, তৈল-মর্দ্দন এবং অস্নানহেতু সর্ব্বদা গাত্র ধূলায় ধূসরিত থাকিত। যাহারা তাঁহার তত্ত্ব জানিত না, তাহারা কেহ তাঁহাকে "এটা কুৎসিত ব্রাহ্মণ", কেহ বা তাঁহাকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলিয়া অবজ্ঞা করিত। ভ্রাতৃগণ ভরতকে পালিক্ষেত্রে কর্দ্দম মর্দ্দনাদিকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, ভরত তাহাও করিতেন। ভ্রাতারা তাঁহাকে খুদ, খইল, কীটদূষিত কলাই এবং দগ্ধ-অন্নাদি যাহা কিছু দিতেন, তিনি তাহাই সাদরে গ্রহণ করিতেন।

একদা কোন চৌরনাথ অপত্য-কামনায় ভদ্রকালীর প্রীতি সম্পাদনার্থ নরপশু বলিদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার সেই নরপশু হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করায়, অনুচরবর্গ সেই পশুর অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু কোনস্থানে তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে দুই প্রহরের সময় সেই ক্ষেত্রের দিকে গমন করিল। সেখানে দেখিল—সেই বিপ্র-কুমার বীরাসনে জাগরূক হইয়া অদ্ভুত প্রকারে উচ্চে থাকিয়া ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। তাহারা তাঁহাকে সুলক্ষণ পশু বিবেচনা করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল,—ইহা দ্বারা আমাদের প্রভুর কার্য্য হইতে পারে। এই বলিয়া তাহারা প্রফুল্লচিত্তে ঐ ভরতকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া চণ্ডিকা-গৃহে লইয়া গেল। অনন্তর ঐ চৌররাজ নিজ বিধিমতে তাঁহাকে স্নান করাইয়া বসন পরিধান করাইল এবং অলঙ্কার গন্ধমাল্য ও তিলকাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিল। তারপর ভরতকে ধূপ দীপ মাল্যাদি উপহার দিয়া পূজাপূর্ব্বক উচ্চগীতসহ মৃদঙ্গ, পণবাদি সুমহৎবাদ্য বাজাইয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে আনয়ন করিল, তখন চৌর ভূস্বামীর পুরোহিত ভরতকে দেবীর অগ্রে অধোমুখে বসাইল এবং ঐ পুরুষ পশুর রক্ত দ্বারা ভদ্রকালীর অর্চ্চনা করিবার জন্য দেবীর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া তাঁহাকে বলি দিবার উদ্দেশ্যে ভয়ানক শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল।

ঐ সকল তস্করের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণে আবিষ্ট ছিল; তাহাদের মন ধনমদে মর্য্যাদা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যখন ভগবানের অবতারবিশেষ ব্রহ্মকুলের অবজ্ঞা পূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে উৎপথগামী হইয়া ঐ ভয়ানক কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তখন দেবী ভদ্রকালী তাহা অমর্ষ-বিবেচনায় অগ্রেই প্রতিমা পরিত্যাগ করিয়া বহির্গতা হইলেন। যিনি ব্রহ্মর্ষি-সন্তান এবং নিজেও ব্রহ্মস্বরূপ—যাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা নাই—যিনি সর্ব্বজীবের সুহৃদ্—আপৎকালে লৌকিকী হিংসাতেও যাঁহার প্রাণবধ অনুমোদিত হইতে পারে না, তাঁহার শিরশ্ছেদন-কামনায় দেবীসমক্ষে বলিদানের উদ্যোগ হইতেছে, ইহাতে দেবীর দেহ দুর্ব্বিষহ ব্রহ্মতেজে দহ্যমান হইতে লাগিল। সেই রোষাবেগে ভ্রুকুটী-কুটিল দংষ্ট্রা এবং রক্তনেত্র বদন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল; তিনি যেন জগৎকে সংহার করিবেন বলিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাপাত্মা দুষ্ট তস্করদিগের উপরে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পতিত হইয়া তাহাদেরই খড়্গে তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন। তাহাতে সেই তস্করদের গলদেশ হইতে যে অত্যুষ্ণ রক্ত নির্গত হইতে থাকিল, ভগবতী নিজ পরিবারগণ-সহিত তাহাই পান করিলেন। তিনি সেই সকল দুষ্ট তস্করদিগের ছিন্ন মস্তকগুলিকে কন্দুকতুল্য করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (শুকদেব কহিলেন হে মহারাজ! মহদ্ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার ফল এই প্রকারে আপনা হইতে সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া থাকে; সেই জন্যই দেবী উপাসক তস্করদিগের এইরূপ বিপরীত ফল ফলিল। হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ! যাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরির উপাসক হয়েন, যাঁহারা পরমহংস, তাঁহাদের দেহাদিতে আত্মাভিমানরূপ হৃদয়গ্রন্থি পরিত্যক্ত হয়; তাঁহারা সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃৎ ও আত্মস্বরূপ। তাঁহাদের কেহ শত্রু হয় না স্বয়ং ভগবান্ কালচক্ররূপ প্রধান অস্ত্রে সেইভাবে অর্থাৎ ভদ্রকালী প্রভৃতিরূপে সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। অতএব যাহারা ভগবান্ শ্রীহরির অভয়প্রদ চরণে শরণাপন্ন হন, তাঁহারা সর্ব্বদা নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন, এ বড় আশ্চর্য্য নহে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

গত ২রা ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়ের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সাহিত্যবিনোদ বি, এ মহোদয় কর্তৃক কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনস্থিত গৌড়ীয় মঠে 'বর্ত্তমানযুগে গীতার বাণী' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সুললিত স্বরে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান সম্পাদক মহোদয়ের সুশিক্ষাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতীব চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

নানা কথা

দার্শনিক কংগ্রেস

আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোভাইস চ্যান্সেলার মিঃ এ, বি, ধ্রুবের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। প্রত্যেক শাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

লাহোরে অগ্নিকাণ্ড

লাহোর ১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ৩০শে নভেম্বর শেষ রাত্রিতে ভারতীয় ব্যবসাকেন্দ্র আনার-কলিতে জেনারেল ষ্টোর্সের দোকানে আগুন লাগে। আগুন অন্যান্য দোকানে ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সেখানে ফায়ার ব্রিগেড উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে আগুন আর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। ক্ষতির পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

রাজন্যবর্গের স্বদেশ যাত্রা

লণ্ডন, ৩০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য 'রাওলপিণ্ডি' নামক জাহাজ যোগে কাশ্মীরের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বড়লাটের মোগক পরিভ্রমণ

থিবিটকিন, ১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বড়লাট ও লেডী আরউইন ৩০শে নভেম্বর প্রাতে ইরাবতী জাহাজ হইতে থিবিটকিনে অবতরণ করিয়া মোটরগাড়ী যোগে মোগক অভিমুখে যাত্রা করেন। বেলা ১২টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁহারা মোগকে উপনীত হয়েন। মণ্ডপের প্রবেশপথে ডেপুটী কমিশনার ও জিলা-পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা মণ্ডপে প্রবেশ করিলে মোগকের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। তাঁহারা মোগক খনির রত্নাবলী দর্শন করেন।

তাঁহারা কয়েক ঘণ্টাকাল মোগকে অবস্থান করিয়া মোটরগাড়ী যোগে থিবিটকিনে প্রত্যাগমন করেন এবং অপরাহ্নে জাহাজে আরোহণ করেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদে মৌলবীর মত

মাদ্রাজ, ১লা ডিসেম্বর কুম্বাকোণামে মুসলমান মৌলবীগণের এক সম্মেলনে কথা উঠে—খুত্‌বা অনুবাদ করা যাইতে পারে কি না। এ বিষয়ের মীমাংসার ভার একটা কমিটীর উপর দেওয়া হয়, কমিটী আবার সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট বিষয়টি পেশ করিবার মনস্থ করিয়াছে।

প্রথমে এই কথা উঠে যে, তামিল ভাষায় মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদ করিতে হইবে; তদনুসারে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, অনুবাদ করিলে যদি মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারে সাহায্য হয় তবে অনুবাদ করিতে কোন বাধা নাই। অন্য অনেকে আবার এই মত ব্যক্ত করেন যে আরবী ভাষা হইতে অনুবাদ করিলে প্রকৃত ভাব ব্যক্ত হইতে পারে না; কাজেই সেরূপ অনুবাদে পাপ।"

এ বিষয়ের মীমাংসা সম্মেলনেও হয় নাই, কমিটীতেও হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত মুসলমান সাধারণের নিকটই এ বিষয় পেশ করার কথা হইয়াছে।

এই ব্যাপারের উপর "মাদ্রাজ মেল" মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন সিদ্ধান্ত ভালই হইয়াছে; নিখিল ভারত মুসলীম সম্মেলনে ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত।

এস, আই, রেলওয়ের রেলপথ ভগ্ন

পোদানুর, ৩০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের মেও পালারাম ও কুড়ুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, রেলপথ ভগ্ন হওয়ায় অদ্য হইতে ঐ পথে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে। প্রায় এক মাস কাল ঐ পথে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকিবে।

স্পেনের রাণীর দেশযাত্রা

৩০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের রাণী তাঁহার ২ কন্যাকে লইয়া প্রিন্সেস বিয়েট্রিসকে দেখিতে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন, তিনি প্যারিস হইয়া মাদ্রিদ যাত্রা করিয়াছেন। ডিউক অফ ইয়র্ক ও তদীয় পত্নী, প্রিন্সেস মেরী ও প্রিন্সেস বিয়েটাস তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১লা ডিসেম্বর নাগপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বক্তৃতায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার সার চিমন লাল শীতলবাদ বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহার নূতন কিছু বলিবার নাই। ছাত্র ভর্ত্তি এবং ছাত্র পাশ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কড়া হওয়া উচিত, তাহা না হইলে শিক্ষার মাপকাঠী ক্রমেই খর্ব্ব হইয়া পড়িবে।

রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি বলেন, ছাত্রগণের প্রচলিত রাজনীতিতে কিছুতেই যোগদান করা উচিত নয়, কিন্তু এই প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাঁহার মতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মিলিত ভাবে ইহার বিরুদ্ধে কার্য্য করা উচিত।

তিনি বলেন, ভারতে একটী সাংবাদিক কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনেক দিন যাবৎ অনুভব করিতেছেন। ঐ কলেজে তরুণ ছাত্রবৃন্দ দেশ-সেবা, সততা, সত্যপ্রিয়তা ও উদারতার ভিত্তির উপর সাংবাদিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

গ্যাসে বিপত্তি

লণ্ডন, ৩০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভারি যানবাহন চলাচলের ফলে ষ্টকপোর্ট নামক স্থানে ভূগর্ভস্থ গ্যাসের বড় নল ফাটিয়া যায় ও ফাটা জায়গা হইতে গ্যাস নিঃসৃত হইবার ফলে নিকটবর্ত্তী একটা ছোট বাড়ীর কয়েক জন মারা পড়িয়াছে।

প্রতারণার গুরুদণ্ড

ঢাকার, ১লা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, ইথার দুদী দুই বৎসর কাল শুনানীর পর ৫টি ব্যাঙ্কের মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

১ম মামলায় মঙ্গল সেন ব্যাঙ্কে ১০ হাজার টাকা মিথ্যা ঋণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ২ বৎসর কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা এবং মিথ্যা হিসাবের জন্য ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। কারাবাস যুগপৎ চলিবে।

২য় মামলায় আসামী মঙ্গল সেন ৬ জন ভিন্ন খাতকের নামে প্রায় ১৫ হাজার টাকার মিথ্যা ঋণ দেখান'র অপরাধে ২ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৩য় মামলায় মঙ্গল ৩ লক্ষ টাকার ঋণের মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় তাহার ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছে।

ঢাকার জগন্নাথ এবং লালা গৌতম দেবের কো ডাইরেক্টার্দের মঙ্গল সেনকে সাহায্য করার জন্য ৫ দিনের জেল ও ২ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ৪র্থ মামলায় আসামী মঙ্গল সেনের ১৫,০০০ টাকার মিথ্যা ঋণ অভিযোগে ৭ বৎসর জেল, ৫ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ৫ম মামলায় ১ম দফায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা চুক্তিভঙ্গ অভিযোগে এক বৎসরের জেল ও ২য় দফায় ৩৷৷০ লক্ষ টাকা চুক্তিভঙ্গে ৫ বৎসর জেল হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই দণ্ড যুগপৎ চলিবে।

সর্ব্বসমেত আসামী মঙ্গল সেন ২৮ বৎসর কারাদণ্ড ও ১৯ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

"গ্রাফ" জেপলিনের উত্তর

বার্লিন, ২৮শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৩০ খৃঃঅব্দে গ্রাফ জেপলিন উত্তর মেরুতে অভিযান করিবে, ঠিক হইয়াছে। এরো-আর্টিক সোসাইটি ইহার অর্থ যোগাইবে। ডাঃ নানসেন মেরু আবিষ্কার-সমিতির সভাপতি। তিনি এবং ডাঃ একনার টান্সপোর্ট মন্ত্রী সভায় [illegible] আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

তুর্ক আফগান সন্ধি

সম্প্রতি তুর্ক আফগান সন্ধি হইয়া গিয়াছে। তুর্কের পররাষ্ট্র সচিব [illegible] ফিক [illegible] ইহার কথা [illegible] বলেন, [illegible] মুসলমান [illegible] সঙ্গে তুরস্ক সহযোগিতা করিতে [illegible] এই কথাই বর্ত্তমান সন্ধির সারমর্ম্ম। ইতঃপূর্ব্বে প্যারিসের সোভিয়েটের সঙ্গে তুরস্কের যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, এই সন্ধি তাহারই আর একটী অধ্যায়।

ইংলণ্ডে ভীষণ ঝড়

ইংলণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। কার্ডিফ অঞ্চলে বায়ুর গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের নানা স্থানে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। চারি জন লোক মারা গিয়াছে। বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে। জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

প্লাইমাউথে এক জাহাজ বিপন্ন হইয়াছিল। একখানি "জীবনতরী" অতিকষ্টে খালাসীকে উদ্ধার করিয়াছে।

নানাস্থানে ৫০খানি বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে। লর্ড সভার গৃহের বাহিরে ইংলণ্ডের পূর্ব্বতন নৃপতি প্রথম রিচার্ডের মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। তাহার হাতের তলোয়ারখানা পড়িয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থানের টেলিফোন লাইন ছিন্ন হইয়াছে। এরূপ ঝড় অনেক দিনের মধ্যে হয় নাই।

উকীল নিহত

গত শুক্রবার অপরাহ্নে হাওড়ার উকীল শ্রীযুত বিভূপদ বসুকে অস্ত্র-ছোরার আঘাতসহ মুমূর্ষু অবস্থায় হাওড়ার হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট হাসপাতালে আসিয়া তাঁহার মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিভূপদ বাবু কদমতলা ষ্টেশনের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একজন বাঙ্গালী হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে কয়েক ঘা ছোরা মারিয়া পলায়ন করে। কি উদ্দেশ্যে সে এ কার্য্য করিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। থানার পুলিশ তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করে। সন্দেহে একজন [illegible] তাহারা [illegible] আনিয়াছে। বিস্তৃত তদন্ত চলিতেছে।

২০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৪।

শুচি

বৈষ্ণবগণের আবশ্যক

রুচিভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্মফলভোগী যাহাকে পবিত্র বোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহা জ্ঞানবুভুক্ষু স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও সজ্জনের শুচি-সংজ্ঞার সহিত ঐক্য লাভ করে না। অহংগ্রহোপাসক নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই সজ্জনের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান শাস্ত্রের সদাচারকে সজ্জনগণ শুচি বলিতে বাধ্য নহেন, অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগলিপ্সা, জ্ঞানীর ভজনচেষ্টা ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না। সজ্জন বলেন—অন্যজনের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শুচি-বিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যে স্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই, সেই স্থানই অশুচি, যে কালে হরি-সেবন নাই, সেই কালই অশুচ, যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত, তিনিই অশুচি। পরমপবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে হরি সর্ব্বত্রই গীত হয়েন। ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থে হরিগুণ গানের কথা আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐ সকল পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়েন। সজ্জনগণ বলেন, যেখানে হরিকথার আদর নাই, সেখানে অশুচি অবস্থান করে। সজ্জনগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয় রূপে বরণ করেন। যে স্থলে হরি বিষয় নহেন, সে স্থলে সজ্জনগণের দৃষ্টিতে শুচি লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ অশুচি বলিয়া জানিয়া পরিত্যাগ করেন। তাঁহারাই এক মাত্র সর্ব্বশুচির আধার। যেখানে ভগবৎপ্রসাদের অভাব, তাহাই অশুচিপূর্ণ বিষয়। প্রাকৃত দর্শনকারী জন, শুচি ও অশুচি শুচির আলোচনা করেন, কিন্তু তাহাতে হরিসম্বন্ধ না দেখিলে এগুলি কখনই শুচির বিষয় হইতে পারে না। সজ্জনগণ বলেন, কৃষ্ণেতর বিষয়ই অশুচির বাধান। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচগুণে পূর্ণ। কলা, মূলা, থোড়ের শুচি অশুচি বিচার, আতপ ও উষ্ণের শুচি অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ শুচি বিচারে অবস্থাপিত হয়। কিন্তু সজ্জনগণ হরিসম্বন্ধি বস্তুতে শুচি এবং হরি-সেবার প্রতিকূল বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি অশুচির ধারণা গুলি তাৎকালিক; বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্ব্বতোভাবে শৌচাচার-পুষ্ট।

সংপ্রসঙ্গ

শ্রীনাম, শ্রীধাম ও সেই সর্ব্বকীর্ত্তনকারী ধামবাসী শুদ্ধভক্তগণের নিন্দাকারী অপরাধী, ধামাপরাধী বৈষ্ণবাপরাধীদিগের আশ্রয়স্থল-স্বরূপ কতিপয় বার্ত্তাবহসমূহের সম্পাদকগণ বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দাবাদ-পরিপূর্ণ বার্ত্তাসমূহ প্রচার করিয়া জগতের কি মঙ্গলসাধন করিতে বসিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের এরূপ অহিতকারিণী পন্থা ত্যাগ করাই বুদ্ধিসঙ্গত। "মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন" বলিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার আশঙ্কা নিবারণের চেষ্টা করিলেও সর্ব্বজীবান্তর্যামী বিশ্বসম্রাট বিশ্বতশ্চক্ষু বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। শ্রীভগবান্ ভক্তচরণে অপরাধকারী ও সেই অপরাধের প্রশ্রয়দাতৃগণকে অনতিবিলম্বেই সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

শ্রীপদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥

—সাধুগণের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে। যে সকল সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রচারিত হয়, শ্রীনামপ্রভু সেই-সকল সাধুনিন্দা কি প্রকারে সহ্য করিতে পারেন? শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥

যে সকল মূঢ়ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিয়া থাকে, তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরবসংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, দ্বেষ করে, যে বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া প্রণাম বা পূজা না করে, যে বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করে ও বৈষ্ণবদর্শনে যে আনন্দিত না হয়—এই ছয় জনই অধঃপতিত হয়।

বৈষ্ণবনিন্দকের দুর্গতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ রাশি রাশি শ্লোক লিখিত আছে।

—

আহার, নিদ্রা, ভয়াদি জ্ঞানহীন অনভিজ্ঞ কর্ম্মবাদী ব্যক্তিগণ তাহারা যখন সর্ব্বদেশে উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্রোধাভিভূত চিত্তে নানাপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব হীন-লৌল্য উদ্গারপূর্ব্বক প্রলাপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ সারমেয়-চরিত্র ব্যক্তিদিগের কর্কশরবে আমরা কর্ণপাত করিব না। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—কপট বৈরাগিগণ কৃত্রিম উপায়ে বৈরাগ্য-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিষয় ধ্যান-আরম্ভ করিয়া দেয়। সেই ধ্যান হইতে ক্রমে তাহাদের বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে। সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয়, সেই কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ উপস্থিত হয়, সেই ক্রোধ হইতে সম্মোহ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞানবিলুপ্ত হয়, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ঘটে এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সেই সকল বুদ্ধি অর্থাৎ হিতাহিত বা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকগণ যে সকল অসংবদ্ধ প্রলাপ বকে, তাহার উত্তর দিয়া সময় নষ্ট করাকে বিজ্ঞজনগণ নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় মৌন অবলম্বন করেন।

—

বুদ্ধিহীন মানবগণ সাধুশাস্ত্র-মহাজন-প্রদর্শিত সত্যকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বকপোল-কল্পিত জনমতকে 'সত্য' বলিয়া ধারণা করে এবং তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া শ্রীভগবৎ-কৃপা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। তাহারা "যথা কালক্রমে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ উদিত হইতে পারেন"—এই ভ্রমাত্মক যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের বহির্দ্বীপ রামচন্দ্রপুরের কাঁকড়ার মাঠকে গঙ্গার পূর্ব্বপারের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর বলিতে গিয়া নিজেরা ভ্রান্ত হয় এবং তৎসঙ্গে দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে লোকেরও ভ্রান্তি উৎপাদন করায়। তাহারা তাহাদের ভ্রমপূর্ণ দুষ্টচেষ্টায় অযোধ্যার রামজন্মভূমির উপর মসজিদ দেখিয়া আসলে, অপ্রাকৃত ধাম শ্রীবৃন্দাবন মথুরায় শ্রীকেশব গোবর্দ্ধনধারীকে না দেখিয়া 'গো-হত্যা' দেখে, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরকে মসজিদ দেখে, শ্রীধামনবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরকে মুসলমানপল্লীরূপে দেখিয়া বসে, 'নবদ্বীপ-দর্পণকে' 'নবদ্বীপ-দর্পণ' স্থির করিয়া তাহারা নবদ্বীপ দর্শনের পরিবর্ত্তে নবনদীনীর্দ্দেশ দেখিয়া বসে। সাধুগণ ইহাদের বিবর্ত্তদর্শন বা কুদর্শন দূর করিয়া সুদর্শন দেওয়ার জন্য কত চেষ্টাই না করেন, কিন্তু উলূক-ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহারা, সুদর্শন-সূর্য্যরশ্মি কিছুতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারে না।

—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন—"যে গৌরপদাম্বুজ-বাদি-নিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং ... কুর্ব্বতে ... তে পাপিষ্ঠ নরাধমেন ভবতু প্রপেহপি মে সঙ্গতিঃ"—অর্থাৎ "যাহারা গৌরাঙ্গপাদী শুদ্ধভক্তগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, সেই সকল দুর্বুদ্ধি পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে।" আমরাও ত্রিদণ্ডিপাদের আনুগত্যে ইহাই তাঁহাদিগকে বলিতে চাহি—যে সকল অজানা অচেনা ব্যক্তি হঠাৎ জাল পরিচয়ে 'পরিচিত' হইয়া দুর্বুদ্ধিবশে শ্রীধাম মায়াপুরের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর—"বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারে মুঞি তাহার বদন॥", "ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥", "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥" এবং মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীজগদানন্দের—"গৃহস্থ ছাড়ি আসিয়াছ বন। স্বপ্নেও না কর যেন স্ত্রী দরশন॥"—এই সকল উপদেশ-বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বৈরাচার প্রদর্শন করিয়া কাঁকড়ার মাঠকে মায়াপুর বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে বসিয়াছে, আর যে সকল ব্যক্তি সেই সকল সাধুশাস্ত্রবাক্যোল্লঙ্ঘনকারি উৎপথগামিদিগের অপরাধময়ী চেষ্টার সমর্থন-কল্পে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে দূরসঙ্গ্যাগে তাহাদিগের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতেছি এবং আমাদিগের সত্যানুরাগি বন্ধুবর্গকেও তাদৃশ দুঃসঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।

সাধু সাবধান!

সঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত মানুষ কাহারও না কাহারও সঙ্গ করে। কেহই একাকী বাস করিতে পারে না। এই সঙ্গের ফলে যাহার অভিজ্ঞতা অধিক, তাহার নিকট হইতে অপর ব্যক্তি কিছু কিছু শিক্ষা বা সংগ্রহ করে। ঘোড়দৌড়ের নিকট গেলে খেলা শিক্ষা হয়, দস্যুর সঙ্গে মিশিলে দস্যুতা শিক্ষা হয়, গাঁজাখোরের নিকট গেলে গাঁজাসেবন শিক্ষা হয়। এই প্রকারে বিভিন্ন প্রকারের লোকের নিকট হইতে বিভিন্নরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া জীবের স্বভাব গঠিত হয়।

সঙ্গ দুই প্রকার—সৎ ও অসৎ। অসৎ সঙ্গের দোষে অসৎকার্য্য শিক্ষা হয় এবং সৎসঙ্গের গুণে সদ্গুণাবলী লাভ হয়। এখন দেখা যাউক, অসৎসঙ্গের কি ফল? শাস্ত্র বলিতেছেন,—"আলাপাদ্গাত্র-সংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। আসনাৎ-শয়নাৎ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্॥" পাপিষ্ঠ বা অসাধু ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিলে, তাহার গাত্রস্পর্শ করিলে, নিশ্বাস লাগিলে, একত্র ভোজন করিলে, এক আসনে উপবেশন করিলে, এক শয্যায় শয়ন করিলে এবং এক যানে গমন করিলে তাহার পাপরাশি অন্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন ক্রমেই এইরূপ অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করেন না। সৎসঙ্গের ফল যে কত অধিক, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

"বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে কৃষ্ণশক্তি হয় নিঃসরণ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া॥
যে বসিল বৈষ্ণবের নিকটে শ্রদ্ধায়।
তাহার হৃদয়ে ভক্তি হইবে উদয়॥
প্রথমে আসিবে তার মুখে কৃষ্ণনাম।
নামের প্রভাবে পাবে সর্ব্বগুণগ্রাম॥"

— সৎ কে? বৈষ্ণবগণই সৎ বা সাধু। কৃষ্ণৈকশরণ মাত্র কৃষ্ণনাম গায়। 'সাধু'। নামে পরিচিত কৃষ্ণের কৃপায়॥ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত নাহিক সাধু আর।' * * * "যে বলিবে আমি দীন কৃষ্ণৈকশরণ। কৃষ্ণনাম যার মুখে সেই সাধুজন॥" কিন্তু যে ব্যক্তি কপটতা পূর্ব্বক কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে, অথবা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কৃষ্ণনাম গ্রহণের অভিনয় করে, শাস্ত্র তাহাকে সাধু না বলিয়া অসাধু বলিয়াছেন,—"অসৎ সে দ্বিপ্রকার শাস্ত্রে কয়। সেই দুয়ের মধ্যে যোষিৎ সঙ্গী এক হয়॥ যোষিৎসঙ্গী তার মধ্যে গণ্য। তার সঙ্গত্যাগে জীব হইবেক ধন্য॥ কৃষ্ণেতে অভক্ত অসৎ দ্বিতীয় প্রকার। মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী নিরীশ্বর আর॥ এই সব সঙ্গ ছাড়ি অনন্য-শরণ। কৃষ্ণনাম করি পায় কৃষ্ণপ্রেমধন॥ কিন্তু যদি কোন জন নামে করি বল। আচরে নূতন পাপ সে জন চঞ্চল॥ সে কেবল কপটতা করিয়া আশ্রয়। নাম-অপরাধে পায় দুঃখ-শোক ভয়॥"

এখন কোন্ সঙ্গ আমাদের বাঞ্ছনীয়, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন।

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

বেদের প্রপক্বফল শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য পুরাণে আমাদের খাদ্যাখাদ্য-বিচার স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও পূর্ব্বাপর আচার্য্যগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাক্য এবং তাঁহাদের আচরণ হইতেও আমরা এই বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, "পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং। রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তি-দোঽশুচিঃ॥" পবিত্র, হিতকর, সহজে পাওয়া যায়—এমন আহারই সাত্ত্বিক আহার, যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বেশ তৃপ্তি হয়, তাহা রাজসিক; আর অশুচি কষ্টদায়ক আহার তামস। এখানে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকাতে লিখিয়াছেন, "চ শব্দাত্-ভগবন্নিবেদিতন্তু নির্গুণমিত্যভিপ্রেতং"। অর্থাৎ ভগবানে নিবেদিত প্রসাদী বস্তুই নির্গুণ। ভগবান্কে ত' আর মাছ-মাংস নিবেদন করা যায় না। কোনও ঠাকুরকে এই সমস্ত নিবেদন করিলে ঠাকুর তাহা গ্রহণ করেন না; এই জন্য মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য বা ঠাকুর-সেবার অযোগ্য। লোকে যখন কোন কামনা সিদ্ধির জন্য ঠাকুরের পূজা করে, তখন রজঃ আর তমোগুণের আশ্রয়গ্রহণ করে, এরূপ পূজা সাত্ত্বিক নয়, নির্গুণ ত' নয়ই, কাজেই নিবেদন করিলেও প্রসাদ হয় না। এই প্রকার বস্তু আহারে রজঃ ও তমোগুণ বাড়িতে থাকে, তার ফলস্বরূপ আমরা মায়ার সংসারে আরও বাঁধা পড়ি। যাঁহারা মায়ার বন্ধন এড়াইতে চান, তাঁহাদের নির্গুণ প্রসাদী জিনিষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; তাহা কখনও নিরামিষ ছাড়া হইতে পারে না।

আহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিতেছেন, "আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। আয়ুঃ-সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥ কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস-প্রিয়ম্॥" মানবগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকল আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিবর্দ্ধক, উহারা রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী। নিম্বাদি অতি কটু, অত্যম্ল, লবণ ও অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহি-বিদাহকারক-সর্ষপাদি এবং দুঃখ-শোক-রোগকারী আহার সকল রাজস লোকের প্রিয়। এক প্রহরের অধিক কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে খাদ্য দ্রব্য শীতলতা লাভ করে (এরূপ পর্য্যুষিত খাদ্য), নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্ব্বদিনে পক্ক হইয়া পর্য্যুষিত আছে, তৎসমুদয় এবং গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য-মাংসাদি অমেধ্যদ্রব্যসকল তামস লোকের প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা। এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥ যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ। পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিস্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥"—শাস্ত্রে যে সুরাগ্রহণের কথা আছে, সে কেবল ঘ্রাণ লইয়া, পশুবলি কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্গচ্ছেদন, বধ নহে, আর বিবাহ কেবল সন্তানের জন্য ইন্দ্রিয়-সেবার্থ নহে। তামস-স্বভাব অস্থিরপ্রকৃতির লোকগণ কেবল নিজের সুখের জন্য ঐ সব জিনিষ ব্যবহার করে, তাহারা প্রাণীবধকে অধর্ম্ম না জানিয়া বেশ মজা ক'রে প্রাণী মারিতে থাকে, সেই সকল হতপ্রাণী পরলোকে গিয়া সেই ঘাতকদিগকে ভক্ষণ করে। আবার ভবিষ্যপুরাণেও এই কথা "মাং স ভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসম্ ইহাদ্ম্যহম্। ইতি মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

এই জন্মে যাহার মাংস খাওয়া যায়, পরজন্মে সে তাহার মাংস খাইবে।

দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হি রাজাকে হতযজ্ঞ পশুদের প্রত্যক্ষ করাইয়া বলিয়াছিলেন,—"ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে। সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ। এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব॥"—হে রাজন্! তুমি নিষ্ঠুর হইয়া সহস্র সহস্র যে সকল জীবকে যজ্ঞে বলি দিয়াছিলে, ঐ দেখ, তাহারা তোমার মৃত্যুচিন্তা করিয়া তোমারই অপেক্ষা করিতেছে। যজ্ঞে পশুবধের এই দশা। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে "পশোরালভনং ন হিংসা", এবং সুরার "ঘ্রাণভক্ষ" বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ পশুবলি—বধ নহে এবং সুরা-পান-নিষিদ্ধ [illegible] নিবৃত্তির [illegible] উপরিউক্ত [illegible] সর্ব্বলোপ উদ্দেশ করিয়াছেন। বাংলা-দেশের লোকে আবার দুটা বলিয়া থাকে যে, এটা মাছের দেশ, প্রাণে না খাইলেও এখানে মাছ খাইলে কোন দোষ নাই। কিন্তু মনু-সংহিতা কি বলিতেছেন, শুনুন—"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।" অর্থাৎ মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী (যেহেতু মৎস্য শব-শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীমাংসই ভোজন করে, সুতরাং এক মৎস্যভোজনে সর্ব্ব-মাংসই ভুক্ত হয়)। অতএব মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সুখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী আজ একথা বুঝিতে শিখিয়াছেন, আজকাল মনে হয় অনেক ঘরে মাছ চলে না, মাংস ত' নয়ই। আশা করা যায় শীঘ্রই এমন দিন আসিবে—যে দিন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বাঙ্গালীকে 'মছলি খোর' বলিয়া আর ঘৃণা করিবেন না।

আবার এমন অনেকে আছেন—যাঁহারা নিজে মাছ মাংস খান না, অথচ প্রাণী হত্যার পাপ থেকেও তাঁহাদের নিস্তার হয় না। নিজে খাবার লোভ পরিত্যাগ করিলেন, তবু পাপ ছাড়ে না, এও ত' খুব মুস্কিল। সাধ করিয়া এ রকম মুস্কিলে পড়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? মনুসংহিতাতেই (৫ম অঃ) লিখিত আছে—"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥" অর্থাৎ ঘাতক আট প্রকার (১) যে অনুমোদন করে, যেমন স্বামী মাছ খায় না, স্ত্রী-পুত্রকে খেতে নিষেধও করে না, কিন্তু তার পয়সা যোগায়, অথবা যেমন গুরু নিজে মাছ খান না, শিষ্যের খাওয়াতে বাধা দেন না ও তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে, কিম্বা যেমন আমিষ খাওয়া গুরুর নিরামিষ খাওয়া শিখা। (২) যে যথার্থে সংগ্রহ করে, যেমন মাছ ধরা। (৩) যে বধ করে অর্থাৎ মাছ কোটে যারা। (৪) যে ক্রয় করে। (৫) যে বিক্রয় করে। (৬) যে সংস্কার করে বা রাঁধে। (৭) পরিবেশন করে। (৮) আর যে খায় সে ত' বটেই। এই প্রকারের ব্যক্তিদের কাছে নিবেদন এই যে, "মৈচেও ভ'রজ না, আভিও [illegible] ইহা যেন তাঁহারা [illegible] না করেন। [illegible] বুঝা যাইতেছে যে, [illegible] [illegible] [illegible]

তাহা হইলে আমরাও সাত্ত্বিক-শ্রেণীভুক্ত হইব।

রোগী যদি সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ ও পথ্য ঠিকমত গ্রহণ করে, তাহা হইলে শীঘ্রই রোগ-নির্মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করে। আমরা ভবরোগাক্রান্ত বিকারগ্রস্ত রোগী, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরম দয়ালু অবতার ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে আমাদের এই উৎকট রোগের মহৌষধ—একমাত্র হরিনাম ও সুপথ্য—ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ—এই দুইটী বস্তুই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শুধু মুখে উপদেশ দিয়া চলিয়া যান নাই, প্রত্যেকেই যথোচিতভাবে আচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি সদ্গ্রন্থ গোস্বামী শাস্ত্র আলোচনা করিলে আমরা প্রত্যেকেই তাহা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। সজ্জন পাঠকগণ, আপনারা যেখানে উপরি উক্ত অসদাচার দেখিবেন—যেখানে সংসার-সুখ-ভোগে খুব টান দেখিবেন, সেখানেই সাধু, বৈষ্ণব, বৈরাগী বা গোস্বামীর তালিকা হইতে তাহাদের নাম কাটিয়া ফেলিবেন; অসাধুকে সাধু বলিলে সাধু-নিন্দার অপরাধে নিরয়গামী হইতে হয়।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

ঝিকিমিকি বেলা, গঙ্গার ধারে অনেক লোকজন বসে আছে। বামুনপণ্ডিত, অধ্যাপক আরও বহু লোক এসে গঙ্গার শোভা দেখছে আর আপন আপন মনের কথা বলাবলি করছে। নিমাইও পোড়োদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে, সব পোড়োরাও নিমাইয়ের চারদিকে ঘিরে বসে পড়লো। তখন নিমাইকে যে কি সুন্দর দেখাতে লাগলো, তা আমি তোমাদের সকলকে বলে বোঝাতে পারবো না। তোমাদের দেখা বা জানা কারো মত নিমাইকে দেখাচ্ছে, তা বললে তোমরা বেশ বুঝতে পারবে, কিন্তু নিমায়ের মত কারো আমি দেখতে পাচ্ছি নে।—কারো সঙ্গে নিমাইয়ের মিল নেই। যদি বলি তারার মধ্যে চাঁদ যামাকে যেমন সুন্দর দেখায়, নিমাইকেও তেমনি দেখাচ্ছে, তা হ'লে তাও ঠিক হয় না, কেননা চাঁদের কয় হয়—একটু একটু ক'রে বাড়ে, নিমাইয়ের কোন কালে ক্ষয় না, চিরকাল পূর্ণ—এক সমান। যদি বলি দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির সঙ্গে নিমাইয়ের খুব মিল আছে, কিন্তু তাও ঠিক হয় না, কেন না বৃহস্পতি দেবতাদের দিকে খুব টানে, অন্য কারো বেলায় সে রকম টান নেই; নিমাইয়ের তা তো নয়। নিমাই সবাইকে একভাবে দেখে—নিমাইয়ের কাছে ছোট বড় কেউ নেই—সবই এক সমান। যদি বলি, কামদেবের সঙ্গে নিমাইয়ের ঠিক মিল আছে, তা হ'লে সেও ঠিক হয় না, কেননা কামদেবের ভাবনা ভাবতে গেলে, মনটা খারাপ হয়, কখন কখন পাপের দিকে যেতে চায়, কিন্তু নিমাইকে মনে মনে ভাবলে, তা হয় না—মনের যত পাপ সব নষ্ট হয়ে যায়, মরলে পরও সুখ হয়, বৈকুণ্ঠে যায়। তবে নিমাইয়ের সঙ্গে একটা সমান হয় বটে, কিন্তু তোমরা তা দেখনি, না দেখলেও কোন সাধুবৈষ্ণবের কাছে না হয় ত তোমার ঠাকুরমায়ের কাছে শুনে থাকবে বলে মনে করছি। গোকুল বলে একটা জায়গা আছে, সেইখানে কালিন্দী নদীর ধারে বসে গোয়ালাদের সব ছেলে পিলে নিয়ে কৃষ্ণ বেশ আমোদ আহ্লাদ করতো, সে বড় সুন্দর, অমন দেখবার জিনিষ আর হবে না, যারা দেখেছে তারাই বলে যে তার চক্ষু হ'লেও দেখে মনের খেদ মেটে না। এও ঠিক তাই, তার আর একটু এদিক ওদিক নেই, সেই কৃষ্ণই যে গঙ্গার ধারে, সব ছেলেদের নিয়ে বসে শাস্ত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে। আহা! বড় সুন্দর! বড় সুন্দর! নিমাইকে এভাবে যারা গঙ্গার ধারে বসে থাকতে দেখেছে, তারা যে কত সুখী, তারা যে কত ভাগ্যবান, তা আমি একটু মুখে বলে শেষ করতে পারিনে। নিমাইয়ের এই রকম ভাব দেখে গঙ্গার ধারের কতলোক কানাকানি ক'রতো কেউ কেউ বলে ওঃ! এত তেজ! মানুষের এ রকম তেজ হতেই পারে না; এ কি কম তেজ গা!

অপর। তা হবে বৈ কি? এ বামুন যে বিষ্ণুর অংশ, নইলে কার এত তেজ বল? কোথায়ও দেখেছ কি?

অপর। না,না, শাস্ত্রে লেখা আছে, গৌড় দেশে বামুন রাজা হবে। এ সেই; তার আর কোন ভুল নেই। দেখ্ছেন না? এর রাজার মত শ্রী, রাজার মত সব চিহ্ন, আর কথা বার্ত্তাও সব সেই ভাবেরই কায়দা কারণ হ'লে—এ-ই রাজা হবে দেখতে পাবে।

এই রকম যার যেমন বুদ্ধি সে সেই ভাবের কথা বলতে লাগলো।

নিমাই ছেলেদের নিয়ে অধ্যাপকদের কাছে পাড়ায় দিয়ে দিয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রতে লাগলো। একবার একটা শ্লোকের এক রকম ব্যাখ্যা করে, সবশেষে বুঝিয়ে দেয়, আবার সেই শ্লোকেরই অন্য রকম ব্যাখ্যা করে প্রমাণও করে। আবার তারপর আর এক রকম ব্যাখ্যা করে নিমাই অহঙ্কার করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমার কাছে এসে যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারেন, তাঁকেই আমি পণ্ডিত বলি। কেও যেমন রকম ব্যাখ্যা করে, যদি আমাকে বোঝাতে পারে, তাহলে তারেই ব্যাখ্যা করা বলি, আর তিনিই পণ্ডিত। নিমাই এইভাবে অহঙ্কার করে ক'রে যে সব কথা বলে, এমন পণ্ডিত কেও নেই যে সে কথার কোন উত্তর দেয়। যারা অহঙ্কার করে বেড়ায় তারাও কোন কথা বল্তে পারে না—তাদের সব দর্প চূর্ণ হয়, মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

নিমাইয়ের এই রকম সব কথা শুনে, আর পড়ান'র কায়দা দেখেই রোজ রোজ কত শত ছাত্র নিমাইয়ের কাছে প'ড়তে আসতে লাগলো। ছাত্র এত বেড়ে গেল যে, জায়গায় জায়গায় দল বেঁধে বেঁধে পড়া শুনো ক'রতে লাগলো। অনেক পণ্ডিতও নিমাইয়ের কাছে এসে বলে আমি একজন পণ্ডিত, আপনার কাছে সব শাস্ত্রই বেশ ভাল করে শিখবার মনন করিছি, এখন দয়া করে যদি কিছু শিক্ষা দেন তবে বড় উপকার পাই। নিমাই তাদের কথা শুনে বলে, ভাল, ভাল, তা পড়াব বৈ কি, নিশ্চয় পড়াবো।

নবদ্বীপে যে এত লোক তা গুণে শেষ করা যায় না, একথা আগেও একদিন বলিছি। এই সব লোকের মধ্যে অধ্যাপকও কম নয়, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ হবে। ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র, আচার্য্য এদের সকলেরই ছেলে পড়ান কাজ—ছেলে পড়ান ছাড়া এদের আর কোন কাজ নেই। সবাই এক এক জন খুব ভাল পণ্ডিত, এমন কি ব্রহ্মা যদি শাস্ত্রের কোন কথায় ভুল করেন, তা হলে তাঁকেও ছেড়ে কথা কন না। এই সব পণ্ডিত আর অধ্যাপকদের মধ্যে নিমাই টোলে বসে বসে অহঙ্কার করে যে সব কথা বলে, তা কারো শুনতে বাকী থাকে না, কিন্তু শুনলে কি হবে? কার সাধ্য যে, সেটা অন্যায়, কি ঠিক হয় নি ব'লে, নিমাইয়ের কাছে তা প্রমাণ করে, কি বুঝিয়ে দিতে পারে! গঙ্গাধারে বসেও সব অধ্যাপকদের মুখের ওপোরেই বলে, "আমার কাছে কেও ব্যাখ্যা করতে পারলে, আমি তাকেই পণ্ডিত বলি।" এসব কথা শুনেও তো কারো বিরক্তি করবার সাহস হয় না। নিমাই যে একজন খুব শাস্ত্র জানা পণ্ডিত, তা কেও মুখে না বলুন, মনে মনে সবাই বুঝতেন, কেবল নিমাইয়ের মত ছেলে মানুষের কাছে যদি কেও কোন কথা নিয়ে অপদস্থ হন, তাহলে বড় লজ্জার কথা ব'লে, নিমাইয়ের কথার উপর কোন কথা বলতেন না। নিমাই কোন অধ্যাপক বা পণ্ডিতকে ডাকলে তিনি বেশ ধীর ভাবে এসে আলাপ করতেন। নিমাইয়ের সঙ্গে কারো কখন দেখা হলেও তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যান না, খুব মিষ্টকথাই বলে যান। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিমাইয়ের সমান কেও নয় বলে, নিমাই কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, আপন দাপটের জোরে কথা তুলে আর বেড়িয়ে বেড়ায়।

এই সময় কেশব কাশ্মীরী নাম করে একজন খুব বড় পণ্ডিত নবদ্বীপে এলেন। জগতে যত পণ্ডিত আছেন, সব পণ্ডিতকেই ইনি হারিয়ে দিয়েছেন—সব জায়গায় সমস্ত পণ্ডিতই এঁকে লিখে দিয়েছেন যে "আমাদের চেয়ে ইনি খুব বড় পণ্ডিত, আমরা এঁর কাছে হার মানলাম।" ইনিও সেই হার মানা কাগজ (জয়পত্র) গুলো সব নিয়ে এখানে এসেছেন। নবদ্বীপের সব পণ্ডিতকে শাস্ত্রের বিচারে হটাতে পারলেই জগতের মধ্যে একজন বড় পণ্ডিত বলে মনে হয়। ইনিও আর যেমন তেমন পণ্ডিত নন? খুব বড় পণ্ডিত। মা সরস্বতী এঁর জিহ্বায় বসে থাকেন; শাস্ত্রের কোন বিচারের কথা হলে মা সরস্বতীই তা এঁর মুখ দিয়ে বলিয়ে দেন, তা ভুল হবে কেমন ক'রে? মানুষে বললে ভুল হবেই হবে, মায়ের তো আর ভুল হয় না? সেই জন্য শাস্ত্রের বিচারে কেও ইহাকে পেরে ওঠেন না, কাজেই হার মানতে হয়, হার-মানাও লিখে দিতে হয়। (ক্রমশঃ)

নানা কথা

২০ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর হাটখোলা ক্লাবের উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক ভূতনাথ স্মৃতি ২০ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতা হইবে। ১২ই ডিসেম্বর প্রতিযোগীদিগের নাম গ্রহণের শেষ দিন। অন্যান্য বিষয় উক্ত ক্লাবের সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য। আফিস—৯৪, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

মৃতের সৎকার

মোয়াপাড়ির জনৈক ভদ্রলোক অদ্বৈত নাথ সপরিবারে ৺কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ট্রেণে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে রামপুরহাট ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামাইয়া লইয়া স্থানীয় রেলওয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার্থ পাঠান হয়। তথায় তাহার মৃত্যু হয়। ইউনিয়ান স্কুলের হেডমাষ্টার মুকুন্দবাবু তাঁর ছাত্রদের দ্বারা ঐ মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেরোসিনে আত্মহত্যা

রামপুরহাটের নিকট আথিয়া গ্রাম নিবাসী সরোজাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বালিকা পত্নী মনোরমা দেবী সাতমাস গর্ভাবস্থায় প্রাতে ৮টার সময় পরিধেয় বস্ত্রে কেরোসিন সহ অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে। ঘটনার সময় সরোজাক্ষবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। আত্মহত্যার কারণ বিশেষ জানা যায় নাই।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলন

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত এবং ২৬শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে দ্বিপ্রহর ১২টা পর্য্যন্ত কংগ্রেস-মণ্ডপে মিঃ এম আর জয়াকরের সভাপতিত্বে ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। প্রথম দিন সভাপতির অভিভাষণের পর 'আসন্ন সামাজিক বিপ্লব' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ছায়াচিত্র সহযোগে একটী বক্তৃতা করিবেন। বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকটী সমাজ-সংস্কার-সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থিত থাকায় এবারের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ হইবে।

সৎকর্ম্ম

হুগলী জেলার বাহিরখণ্ড গ্রাম নিবাসী গিরিশচন্দ্র ভড় মহাশয় উক্ত গ্রামে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সুপরিচালনার জন্য তিনি ইহার স্থায়ী ভাণ্ডারে বিশহাজার টাকা জমা রাখিয়াছেন। বিদ্যালয়টি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের দ্বারা নিকটবর্ত্তী ১০।১৫ খানি গ্রামের শিক্ষালাভের অভাব বিদূরিত হইল।

এই মহৎ কার্য্য ব্যতীত গিরিশ বাবু বাহিরখণ্ড হইতে গোপীনাথপুর গ্রাম অবধি একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি দুইহাজার টাকা দান করিবেন।

গুরু নানকের জন্মতিথি উৎসব আমীরের নিকট তার

শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের ৪৫৯ তম জন্মোৎসব কলিকাতার শিখ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্থানের রাজা নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যের অধিবাসী প্রজাদিগকে পাগড়ির বদলে হ্যাট ধারণ করিতে হইবে। সে জন্য শিখরা অত্যন্ত মুস্কিলে পড়িয়াছে। শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া উপাসনা ও প্রার্থনা করা হয় এবং আমীরের কার্য্যের নিন্দা করা হয়। আমীরের নিকট নিম্নলিখিতরূপ তার করা হইয়াছে,—আলোক-প্রাপ্ত প্রাচ্যদেশের রাজা। আপনি শিখ-ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করিবেন না। হ্যাট গ্রহণ করা হইতে শিখদিগকে অব্যাহতি দিউন। —আনন্দবাজার।

পুনরায় আফগানিস্থানে গোলযোগ

জালালাবাদে ও ডাক্কাতে পুনরায় কাবুল পেশোয়ারের পথটি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় গত ১লা ডিসেম্বর পেশোয়ারের কতগুলি মোটরলরী ফিরিয়া আসিয়াছে। মোটর-ড্রাইভারগণ বলিতেছে যে, শিনোয়ারীদিগের উপদ্রব আবার সাংঘাতিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ, জালালাবাদ ও ডাক্কা, উভয় সহরই অর্দ্ধ-অধিকৃত হইয়াছে, তবে আফগান সৈন্যেরাও সেখানে প্রবলভাবে আড্ডা স্থাপন করিয়াছে।

যাহাতে রক্তপাত না হয়, সেজন্য রাজা আমানুল্লা চেষ্টা করিতেছেন। তিনি শান্তিজনকভাবে বিদ্রোহ দমন করিতে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই গোলযোগ বন্ধ হইতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কাবুলে পেট্রোলের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

পাঞ্জাব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্কের মামলার রায় মঙ্গলসেনের কঠোর দণ্ড

বর্ত্তমানে বিলুপ্ত পাঞ্জাব ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্কের ৮ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে দেওয়ান মঙ্গল সেন, ডাক্তার জগন্নাথ লুথরা, রায়বাহাদুর সংসার চাঁদ এবং লালা গৌতম দেবের বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, গত ১লা ডিসেম্বর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইশার সেই মামলার রায় দিয়াছেন। দেওয়ান মঙ্গলসেন পাঁচটী অভিযোগে মোটমাট ২৮ বৎসর কারাদণ্ডে এবং ১৯০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে আদিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে মোট ১৮ বৎসর জেল খাটিতে এবং ১৯০০০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে আরো ৪ বৎসর জেল খাটিতে হইবে। ডাক্তার লুথরা এবং গৌতমদেব একদিন করিয়া কারাদণ্ডে এবং ২০০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। চতুর্থ আসামী সংসারচাঁদ মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ফাঁসি ও দ্বীপান্তর

নৈনিতাল জেলের দাঙ্গা সম্পর্কে ১৮ জন কয়েদীর বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, দায়রা জজ মিঃ গৌরীপ্রসাদ গত ৩০শে নভেম্বর সেই মামলার রায় দিয়াছেন। একজন মাত্র মুক্তি পাইয়াছে, অবশিষ্ট ১৭ জনের মধ্যে ১০ জন প্রাণদণ্ডে এবং ৭ জন যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতগণ

(১) বিলাস সিংহ, (২) রামনারায়ণ, (৩) কৃষ্ণ, (৪) সের মহম্মদ, (৫) জয়বন্ত, (৬) কালু (৭) মলিন সিংহ (৮) প্রেম সিংহ (৯) জয়প্রসাদ এবং (১০) মাজু মিঞা এই দশজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দাঙ্গার সময় ইহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত আসামী ছিল। এজন্য ইহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

যাবজ্জীবন দণ্ডিতগণ

(১) বিষ্ণুশরণ দুবলিস (২) গৌরীসিংহ (৩) আমীর হাসান (৪) সামলে (৫) প্রভু (৬) চতুরী এবং (৭) ভগবান্ এই সাত জনের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দাঙ্গার সময় ইহারা বিভিন্ন কালের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি-সভা

গত ১লা ডিসেম্বর রবিবার সায়াহ্ন-কালে পরলোকগত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিবার নিমিত্ত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সভাপতিত্বে নারিকেলডাঙ্গা স্যার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটে একটি সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বানার্জ্জী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ স্যার গুরুদাসের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিয়া একখানা চিঠি প্রেরণ করিয়াছিলেন, সভাপতি মহাশয় এই চিঠিখানি পাঠ করেন।

গোরক্ষায় প্রাণদান

প্রকাশ, পাঞ্জাবের মিঞাওয়ালী জিলায় এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। উক্ত জিলার ত্থালমরনা নামক গ্রামে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিই বাস করে। ঐ স্থানে এপর্য্যন্ত কখনো গোবধ হয় নাই। স্থানীয় সাহুকার লালচাঁদ একদিন খবর পায় যে, একজন মুসলমান গোবধের আয়োজন করিতেছে, সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্র লালচাঁদ মুসলমানের বাড়ীতে যায় এবং তাহাকে গোবধ করিতে নিষেধ করে। মুসলমান ঐ সাহুকারেরই গোমস্তা। লালচাঁদ তাহাকে বলে যে, তুমি আমাদেরই লোক, এই কাজ করিও না, মুসলমান সোজা জবাব দেয় যে, সে গোবধ করিবেই। তিন চার জন মুসলমান তথায় বসিয়াছিল, তাহারাও ঐ কথা বলে, ইহাতে লালচাঁদ বলে—"আগে আমাকে মার, পরে গরু মারিও।" মুসলমানেরা উত্তর দেয় যে, তাহাই হইবে। তখন তাহারা বর্শাদ্বারা লালচাঁদকে মারে। তিন চারিটি আঘাত পাইয়াই লালচাঁদ মারা যায়। অতঃপর তাহারা গরুটিকে হত্যা করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া চার জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই ঘটনায় স্থানীয় অঞ্চলে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে।"

হুকুমচাঁদ জুটমিলের ম্যানেজার দণ্ডিত

নৈহাটির হুকুমচাঁদ জুটমিলের ম্যানেজার কেন উইক ফ্যাক্টরীর আইনানুসারে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় লোক খাটানর ও ভোর ৫।০টার পূর্ব্বে নারী শ্রমিক নিযুক্ত করার অভিযোগে ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিমের বিচারে তাঁহার প্রতি অভিযোগের জন্য ৮০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। প্রকাশ যে, ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর ৫-১৪ মিনিটের সময় যাইয়াও মিল চলিতেছে দেখেন। মিল খুলিবার নির্দিষ্ট সময় [illegible]টা, কিন্তু ৫-১৪ মিঃ সময়ও [illegible] নাম্নী শ্রমিককে কাজে দেখা গিয়াছিল। হাইকোর্ট দুইদফার বদলে একদফা জরিমানা বহাল রাখিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজে কনভোকেশন

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণকালে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কনভোকেশন উৎসব হয়। স্যার [illegible] মিত্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, [illegible] প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার,—১৩৩৫।

সাময়িকী

বর্ত্তমান বিবিধ সমস্যার মধ্যে বিধবা বিবাহ একটী প্রধান সমস্যা। বহু কৃতবিদ্য মনীষিবৃন্দের বিধবাদিগের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব বিধবা বিবাহের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সংস্কৃত ভাষাবিদ্ ব্যক্তিদিগের সহায়তায় অথবা স্বয়ং শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণাবলী সংগ্রহ করিয়া বহু পুঁথিও লিখিত হইতেছে। পরলোকগত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ে একজন পরম উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, এমন কি তাঁহাকে ইহার মূল প্রবর্ত্তক বলিলেও চলে। তিনি বহু প্রমাণাবলী সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ গবেষণার পরিচয়ও আছে। উক্ত গ্রন্থখানি পড়িলেই মাদৃশ কোমল-শ্রদ্ধ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা কতদূর রক্ষিত হইল বলা যায় না। আমরা হিন্দু, হিন্দুদিগের গৌরব এই যে, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ; ধর্ম্মের চরম উন্নতি একমাত্র হিন্দুদিগের মধ্যেই দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান্ ভারতবর্ষে হিন্দুকুলেই স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া মায়াবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব আমরা চমৎকৃত হইতে পারি, কিন্তু পরমার্থ-বিজ্ঞানের চমৎকারিতা আলোচনা করিলে উহাও নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

এই হিন্দুদিগের মধ্যে ভূসুর বলিয়া খ্যাত ব্রাহ্মণগণের তেজের প্রভাবে একদিন সূর্য্যের প্রখর তেজও অতীব হীন বলিয়া মনে হইত। ব্রাহ্মণগণের তেজঃপ্রভাবে বাহুবলে বলীয়ান রাজন্যবর্গ একদিন নিজ শারীরিক বলকে ধিক্কার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভারতে আজ ব্রাহ্মণগণের তেজঃপুঞ্জ মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হওয়ায় অতীব হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণগণ আপনারা শূদ্রাচারে প্রমত্ত হইয়া কং খং এর জোরে তর্করত্ন, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া যে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারই ফলে এই বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গ উত্থিত হইতেছে। তজ্জন্যই পুরাকালে ব্রাহ্মণ-আচার-রহিত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কোন ব্রহ্মবন্ধুও শাস্ত্র দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেন না, দর্শন করার কথা দূরে থাক্ শ্রবণও করিতে পারিতেন না। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরাঃ ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যই তাহার প্রমাণ।

পাতিব্রত্যধর্ম্মের প্রভাব একমাত্র ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্যদিগের কুদর্শনে তাহাও আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

পাঠকগণ! আপনারা শাস্ত্র মানেন, শাস্ত্র হিন্দুদিগের প্রাণ, তাই আপনাদিগের নিকট নিবেদন আপনারা শাস্ত্র কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। আমাদের প্রাচীন স্মৃতি মনুসংহিতা বলেন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতরহিত ব্রাহ্মণ, আচারভ্রষ্ট পণ্ডিতাভিমানী সহস্র সহস্র ব্যক্তি একত্রিত হইয়া সভা সমিতি করিলেও তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করা উচিত নহে, হউন না তাঁহারা তর্করত্ন, ন্যায় পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায়।

বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সমস্যাগুলি ব্রাহ্মণোচিত আলোচ্য বিষয় নহে, উহা শূদ্র ও পাষণ্ড জনোচিত আলোচ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে—"পাষণ্ডগণ নিজেই বঞ্চিত, উহাদের আশ্রিত পুরুষ তাহাদের নিকট হইতে আরও অধিক বঞ্চিত হইয়া ব্রাহ্মণ কুলের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ উপনয়নাদি শ্রৌত-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা সর্ব্বদা ভগবদারাধনায় রত থাকায় তাঁহাদের আচরণ উক্ত পাষণ্ড কুলের প্রীতিকর হয় না, তখন সে শূদ্রাচাররত হয়। শূদ্রগণ নিগমোক্ত নিষিদ্ধাচার বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা খোবিৎ সঙ্গ করে, এবং মৈথুনদিগের ন্যায় কেবল কুটুম্ব ভরণাদিতে রত থাকে, অগ্নিহোত্রাদি ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া পরিত্যাগ করে; ভাগবতোক্ত এই কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য কিনা তাহার বিচারের ভার পাঠকগণের উপর। বারান্তরে এই বিষয়টার শাস্ত্রীয় বিচার ও যুক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিল।

ঠাকুর-পূজা

আজকালকার ঠাকুর পূজা যেমন তেমন, ঠাকুর-পূজার নাম করিয়া নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের পূজাটারই ভালরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের আয়োজন যিনি যত বেশী পরিপাটীরূপে করিতে পারিবেন, যাঁহার বাড়ীর পূজায় যত বেশী হৈ চৈ—ধুমধাম—জাঁকজমক, তাঁহার বাড়ীর ঠাকুর তত বেশী জাগ্রত—'একেবারে সাক্ষাৎ সে-ই'! শ্রীবিগ্রহের সাম্নে কুরুচিপূর্ণ নাটকাভিনয়, হাসি-তামাসা, গানবাজনা, নটীনর্ত্তন, সুরাপানাদি আজকালকার একটা ফ্যাসনই হইয়া পড়িয়াছে। যাহার বাড়ীতে যত বেশী ভোগের আয়োজন, তাহার বাড়ীতে তত আনন্দ! হা ভ্রান্ত জগৎ! ইহাই নাকি আজ তোমার পূজা, আর ইহাকেই তুমি বল আনন্দ? যেখানে আত্মসুখবাঞ্ছা, সেখানে পূজা বা 'সেবা' বলিয়া কি কিছু আছে? সেবায় যে আত্মসুখকামনার লেশমাত্রও নাই! শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে—"গীতনৃত্যবাদ্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি তুষ্টয়ে" অর্থাৎ দ্বিজ ও দেবতার তুষ্টির নিমিত্তই নৃত্যগীত-বাদ্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা তাহা ব্যসন মধ্যে পরিগণিত—ভয়ঙ্কর নরকপ্রাপক হইয়া পড়িবে। হে বিশ্ব-মানব, কেমন করিয়া পূজা করিলে ভগবানের তুষ্টি সম্পাদিত হয়, তাহা কি তোমরা একবারও ভাবিয়া দেখিবে না? মঙ্গলময়ের পূজার ছল করিয়া নিজেরাও অমঙ্গল বরণ করিবে, আর আত্মীয় স্বজনকেও কি সেই অমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিবে? ইহাই নাকি তোমাদের মনুষ্যত্ব? হে বন্ধুগণ, এখনও প্রকৃতিস্থ হও, ভগবৎকৃপা লাভের জন্য হৃদয়টীকে প্রস্তুত কর, সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে প্রকৃত পূজারী—প্রকৃত আরাধক হওয়ার চেষ্টা কর।

ভগবানের আনন্দবিধানের নামই আরাধনা বা পূজা। শ্রীগুরুদেবই সেই পূজার মন্ত্রোপদেষ্টা, "আর একমাত্র পূজ্য বা আরাধ্য বস্তু হইতেছেন অনন্তবৈভবসম্পন্ন শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কেবল কামনামূলে স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধিতে যে দেবতান্তরের পূজা, তাহাতে ভগবানের প্রীতি লাভ করা যায় না, বরং আপাতভোগসুখেরই সুবিধা লাভ হয় মাত্র, তাদৃশ স্বতন্ত্র প্রাপ্তিবুদ্ধি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জানিয়া দেবতান্তরকে সেই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণদাস জ্ঞানে কৃষ্ণপূজার নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিলেই সত্য সত্য কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণারাধনা বা ভগবৎপ্রীতিবিধান হইয়া থাকে এবং তাহাতেই সমস্ত কৃষ্ণদাস দেবদেবীরও আনন্দ বিধান হয়। নতুবা দেবদেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞানে পূজা করিলে, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভের পরিবর্ত্তে অভিশাপই লাভ করিতে হয়। কত পরিবার যে এইরূপ দেবতার অভিশাপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাত্রা থিয়েটার করিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ, ভগবৎ সেবা নহে, তবে আত্মসুখাভিলাষ শূন্য হইয়া সাধুশাস্ত্র মহাজন বিহিত নৃত্য-গীতবাদ্যাদির অনুষ্ঠান কৃষ্ণানন্দ-বিধায়ক হইতে পারে। মোটকথা সদ্‌গুরু আনুগত্যে ভগবৎ পূজার আয়োজন করিলেই অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না, কেবল পুরোহিতেরা পুরের হিত করা দূরে থাকুক গৃহস্থের সর্ব্বনাশই করিয়া থাকেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনিবাস খানাকুল যাইতে পথিমধ্যে খানাকুলবাসী এক প্রাচীন ব্রাহ্মণকে সঙ্গী পাইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে 'শ্রীনিবাস' নাম শ্রবণে প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া কহিলেন—"লোকমুখে তোমার কথা সমস্তই শুনিয়াছি তুমি গৌরাঙ্গের নিজজন, এস বাপ তোমাকে একবার বক্ষে ধারণ করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ব্রাহ্মণ এই বলিয়া শ্রীনিবাসকে বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বারিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতে করিতে ঠাকুর অভিরামের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন "ঠাকুর অভিরাম গোস্বামীর প্রচণ্ড প্রতাপে দুর্জ্জন পাষণ্ডগণও সর্ব্বদা ভয়ে কম্পমান থাকে। ঠাকুর, নিত্যানন্দ আবেশে নিরন্তর উন্মত্ত। কৃষ্ণলীলায় তিনি প্রসিদ্ধ শ্রীদাম-সখা। ঠাকুরের পত্নীর নাম শ্রীমালিনীদেবী। ঠাকুর সর্ব্ব শাস্ত্রে যেমন পরম পণ্ডিত, নৃত্যগীত বাদ্য দিতেও তেমনই বিশারদ। শ্রীগোপীনা

তাঁহাকে স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করেন, সেই স্থান খনন করিয়া, তিনি শ্রীগোপীনাথের পরম মনোরম মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। গোপীনাথ প্রকট হইলে, ঐ স্থানে যে একটী দিব্য জলপূর্ণ কুণ্ড হয়, তাহা রামকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঠাকুর একদিন সখ্য-ভাবাবেশে বংশীবাদনেচ্ছু হইয়া, শতাবধি লোকেও যে কাষ্ঠ উত্তোলন করিতে পারে না, তাহা তুলিয়া বংশী করেন।"

ব্রাহ্মণ এইরূপে ঠাকুর অভিরামের কথা কহিতে কহিতে ঠাকুরের বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া শ্রীনিবাসকে ঠাকুরের বাড়ী দেখাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস বিপ্রের চরণ-বন্দন-পূর্ব্বক ঠাকুর অভিরামের পাদপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং ঠাকুরকে ও মালিনীদেবীকে দণ্ডবৎ করিলেন। ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহার গাত্রে তিনবার 'জয়মঙ্গল' চাবুক স্পর্শ করাইতেই শ্রীনিবাস প্রেমোন্মত্ত হইয়া খল-খল করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পুনরায় স্পর্শ করাইতে উদ্যত হইলেই শ্রীমালিনীদেবী ঠাকুরের হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, 'শ্রীনিবাস বালক, প্রেমে মত্ত হইয়া পড়িলে শেষে তাঁহার দ্বারা আর অন্য কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না।' ঠাকুর ধৈর্য্যধারণ করিলে, উভয়েই শ্রীনিবাসের মস্তকে তাঁহাদের শ্রীহস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বৃন্দাবন যাইতে আদেশ দিলেন। শ্রীনিবাস কৃষ্ণনগরের সমস্ত বৈষ্ণবের নিকট বিদায় লইয়া ত্বরিত পদে, ব্যাকুল-চিত্তে শ্রীখণ্ডে আসিলেন। তথায় শ্রীঠাকুর নরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের অনুমতি লইয়া যাজিগ্রাম আসিলেন। তথায় মাতার নিকট বিদায় লইয়া অগ্রহায়ণ শুক্লাদ্বিতীয়ায় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

শ্রীনিবাস অগ্রদ্বীপ-আদিগ্রামে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া কণ্টকনগর বা কাটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা স্মরণ করিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন। পরে তথা হইতে গৌড়েশ্বর শিব দর্শনান্তে কুণ্ডলিদমন স্থান দর্শন করিয়া একচক্রা গ্রামে হাড়ো-ওঝার গৃহে উপনীত হইলেন। তথায় প্রেমাবেশে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের লীলাস্থান-সমূহ দর্শন ও স্তুতি-নতি করিয়া আবার চলিতে চলিতে গয়াক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। গয়ায় বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন ও মহাপ্রভু-পুরীশ্বরের মিলন স্মরণে প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে বহু ক্রন্দন করিলেন। পরে তথা হইতে কাশীতে আসিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের এক প্রিয় শিষ্যকে দেখিয়া তাঁহার সহিত অনেক প্রেমালাপ করিলেন। পরে তথা হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় চলিতে চলিতে অযোধ্যা, প্রয়াগাদি হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে উপনীত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

আত্মীয়তা-বিচার

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

আত্মার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ, তাহাকেই আত্মীয় বলে। আত্মার সঙ্গে কাহার সম্বন্ধ হইতে পারে, প্রথমেই এ বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। 'আত্মা' শব্দে সাত প্রকার অর্থ বিশ্বপ্রকাশে দেখিতে পাওয়া যায়,—"আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ" অর্থাৎ 'আত্ম' শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি, স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥" কিন্তু এই সাতটী অর্থের মধ্যে আমরা কেবল দেহকেই বুঝিয়া থাকি এবং দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই 'আত্মীয়' বলি। আত্মীয়গণ আমাদের হিত চেষ্টা করেন বা হিত সাধন করেন; যদি কেহ তা' না করেন, তবে আর তাঁহাকে 'আত্মীয়' বলি না, তিনি তখন পরম শত্রু। এ সংসারে পিতা মাতা স্ত্রী-পুত্রাদি পরস্পর অতি নিকট আত্মীয়, আবার সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকেও আত্মীয় বলিয়া থাকি। যথা মাতৃ সম্পর্কীয় মাতুল-মাতুলানী। পিতৃ সম্পর্কীয় পিতৃব্য পিতৃব্যানী স্ত্রী বা পতির সম্পর্কীয় শ্বশুর-শ্বশ্রূ প্রভৃতি। পিতামাতা মনে করেন যে, পুত্র আমাদের পরম আত্মীয়, স্ত্রী মনে করেন যে, স্বামী অপেক্ষা তাঁহার আর পরমাত্মীয় কে আছে? পুত্রও পিতামাতাকে নিজ আত্মীয়-শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কিন্তু এই যে আত্মীয়তা বা সৌহৃদ্য, ইহার মূলে একমাত্র স্বার্থ বিজড়িত। সাংসারিক প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে আমরা নিজেদের স্বার্থ লাভ করিতে পারি বলিয়াই আত্মীয়তা, কিন্তু যখন সেখানে তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি দেখা যায়, সেখানে আত্মীয়তা বস্তুতঃ কিছু লাঘব হইয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানে আত্মীয়তাও নাই। যেমন, পিতামাতা পুত্রকে আত্মীয় বলেন ভবিষ্যৎ স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদের বৃদ্ধ কালে সুখ প্রদান করিবে বলিয়া, কিন্তু যদি কোন ক্রমে পুত্রের পিতৃ মাতৃ ভক্তির বিন্দুমাত্র ত্রুটী ঘটে, তখন সেই পরমাত্মীয় পিতামাতাই বলিয়া উঠেন, "কি দুষমনকেই না আমরা জন্ম দিয়াছিলাম গো! এমন শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলাম, এমন বিষ উদ্গীরণ ক'রল! এমন শত্রু কারো কোথায় দেখি নাই" ইত্যাদি। এই প্রকার বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, যাহারা আজ পরমাত্মীয় বা সুহৃদ, কালই তাহারা' কোন কারণে স্বার্থপথে বিঘ্ন ঘটাইয়া তাহারাই পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। হিরণ্যকশিপু পরম প্রিয়তম পুত্র প্রহ্লাদকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতি পদে পদে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পিতামাতা একমাত্র পুত্রের মুখপানে চাহিয়া, তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে লালন পালন করেন, কিন্তু সেই পুত্রই একদিন চির অপরিচিতা অনাত্মীয়া একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহাকেই আপনার হৃদয়-সর্ব্বস্ববোধে অন্য সকলের আত্মীয়তা শিথিল করিয়া দেয়। এরূপ হয় কেন? আমাদের গোড়ায় গলদ আছে বলিয়া, আমরা আত্মীয় বিচারে ভুল করি বলিয়া, 'আত্মা' শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করি বলিয়া। 'আত্মা'-শব্দ মুখ্য অর্থে পরমাত্মাকে বুঝায়। তাই আত্মজ্ঞগণ নিজেকে সেই পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়াই জানেন। তাঁহাদের নিজ আত্মীয় কেবল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে আত্মীয়-জ্ঞান এইরূপে প্রদান করিয়াছেন, "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো, নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥" আমি বিপ্র নই, আমি নরপতি, বৈশ্য বা শূদ্র নই, আমি বর্ণী, গৃহস্থ, বনস্থ অথবা সন্ন্যাসী নই, কিন্তু পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি গোপীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। তিনিই আমাদের পরমাত্মীয়।

বর্ত্তমানে আমরা সেই সম্বন্ধ জ্ঞান হারাইয়া—সেই পরমানন্দ সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া গোষ্পদস্থিত কর্দ্দমাক্ত জল সদৃশ জড়ানন্দের মধ্যে আত্মীয়তা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি এবং প্রতিপদে পদে ঠকিতেছি। আমাদের এই দুষ্পারা মায়া হইতে ত্রাণ করিতে কে সমর্থ? কে আমাদের বাস্তবিক পরমানন্দ প্রদান করিতে পারে? কে আমাদের সেই পরমাত্মীয়ের কথা বলিয়া দিবে? আর একজন আত্মীয় আছেন, যিনি এই ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের আত্মীয়ের সন্ধান দিবার জন্য এ জগতে আগমন করিয়াছেন—যিনি প্রতি মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত জীবের হিত বাঞ্ছা ব্যতীত, হিত সাধন ব্যতীত আর কিছু করেন না। একবার উঠ জীব। ঘৃণিত নিন্দিত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া—অমৃতের ভাণ্ড জ্ঞানে বিষভাণ্ড সেবন ছাড়িয়া দিয়া—অনাত্মীয়ের মধ্যে আত্মীয়ের সন্ধান না করিয়া একবার পরম সুহৃদ্ পরম দয়াল পতিতপাবন নিত্যানন্দের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আর দুঃখ থাকিবে না, আর ত্রিতাপে দগ্ধ হইতে হইবে না, আর দুঃখপূর্ণ সংসারের মধ্যে সুখের অনুসন্ধানে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পরিতাপ করিতে হইবে না। সকল সন্তাপ দূরে যাবে। বহুদিন প্রবাসে বাস করিলে যেমন পিতামাতা পুত্রাদির মধ্যে পরিচয়ে ভ্রম হইয়া যায়, অন্যের সাহায্যে তাহাদের পরিচয় জানিতে হয়, সেইরূপ বহুদিন সেই জগৎপিতা জগদীশ্বরকে ভুলিয়া যে আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া বিদেশ বাসহেতু আমাদের পরম পিতাকে জানিতে পারিতেছি না, পরম করুণ গুরুদেবই আমাদের সেই সম্বন্ধের কথা বলিয়া দিবেন। এই অনাত্মীয় প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আত্মীয়।

"সেই মোর পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥"

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূর্ষণ)

কেশব কাশ্মিরী নবদ্বীপ এলে পর নবদ্বীপময় রটে গেল যে, একজন খুব বড় পণ্ডিত এসেছেন, ইনি সরস্বতীর বরপুত্র, মা সরস্বতী এঁর জিহ্বায় প্রত্যের বসে সকল কথা বলিয়ে দেন,। সব দেশের পণ্ডিতকে হটিয়ে দিয়ে এসেছেন, নবদ্বীপের পণ্ডিতদের হটাতে পারলেই হয়।" এই কথা শুনে, যত অধ্যাপক আর যত পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল, সকলেই পরামর্শ করতে লাগলেন, কি করা যাবে? কেমন করে হটান যাবে? একজন বল্লেন, ভাবছেন কি মশায়! নবদ্বীপের পণ্ডিতদের জয় করা কি সোজা কথা বলে মনে করছেন? বড় শক্ত! হয় ত নিজেই হটে গিয়ে লিখে দিয়ে যেতে হবে।

অপর। তার আর কথা কি আছে মশায়। তর্কচূড় মশায় আছেন, একটা তর্ক ধরে দিতে পারলেই আর যাবেন কোথা? পালাতে পথ পাবেন না।

অপর। সে সব কথা আর বলছেন? বিত্তাবাচস্পতি মশায়ই কি কম নাকি? বৃহস্পতি যদি তাঁর সঙ্গে বিচার করতে আসেন, আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, তাঁকেও হার মেনে যেতে হয়, মানুষের আর কথা কি?

অপর। আঃ তা যাক, সক্কাইকে না হয় পারলেন, আমাদের বিত্তাবাগীশ মহাশয়কে কি করে পারবেন? শাস্ত্র বিচারে তিনি ব্রহ্মাকেও ছেড়ে কথা কন

না। সে সব হবে না মশায়, দেখবেন, ধাপ্পি দিয়ে নবদ্বীপ জয় করা হবে না। নবদ্বীপে পণ্ডিত আছেন।

এই রকম যার মনে যা আসছে, তিনি সেই রকম বলে যাচ্ছেন। পণ্ডিত আর অধ্যাপকও অনেক সেখানে জুটে গিয়েছেন বাসুদেব সার্ব্বভৌম, মহেশ্বর বিশারদ, আরও যত বড় বড় পণ্ডিত আছেন, তাঁরাও সব এসেছেন; এরা কেও কিছু বলছেন না, কেবল শুনেই যাচ্ছেন। একজন খুব বুড়ো পণ্ডিত, বয়স একশ' বছরের ওপোর হবে, ঘাড় কাঁপাতে কাঁপাতে এঁদের সুমুখ দিয়ে যাচ্ছেন দেখে, সবাই খুব আদর ভক্তি করে 'আসুন! আসুন! আগমবাগীশ মশায় আসুন,' বলে ডাকতে লাগলেন। একজন পণ্ডিত তাড়াতাড়ি করে উঠে গিয়ে হাত ধরে নিয়ে এসে সভার ভেতর বসিয়ে দিলেন। তাঁকে দেখে বিদ্যারত্ন মশায় বড় খুসী হয়ে বল্লেন, এই যে মেঘ চাইতেই জল, আগমবাগীশ মহাশয় যখন অযাচিতভাবেই এসে পড়েছেন, তখন কার্য্যের ফলটা শুভ বলেই মনে হচ্ছে। ব্যাপারখানা কি, সব শুনতে পাচ্ছেন তো? এবার বোধ হয় নবদ্বীপের মান সম্ভ্রম কিছু থাকে না; সেবার তো আপনিই রক্ষা করেছিলেন, এবারও আপনাকেই রক্ষা করতে হবে, নইলে নবদ্বীপের নামটাও আর কেও মুখে আনবে না।

বৃদ্ধ। দেখেচোতো ভাই! শেষটায় কেঁদে কেও পার না, শয়তানকে তোমরা কম ঠাওরিয়ো না। এ বয়সে কত পণ্ডিত দেখলাম শর্মার হাত থেকেতো কেও উৎরিয়ে যেতে পারেনি, এখন কি হয় বলতে পারচিনে। তবে কি জান ভায়া! বায়স বেশী হয়ে গিয়েছে, কথাগুলোর সব সামঞ্জস্য রাখতে পারিনে, মধ্যে মধ্যে ভুল পড়েও যায়। নইলে যত বড় পণ্ডিতই আসুন না কেন তাকে আমি একটি কথায় কাঁদিয়ে দিতে পারিতাম, জীবনে আর কখনও নবদ্বীপ মুখো হোতো না। নবদ্বীপ জয় করা ঘুচে যেতো। বুড়ো পণ্ডিতের কথা শুনে সবাই বল্লেন, তাই তো? আমরা তো আপনারই ভরসা করিছিলাম, তা' হলে এখন উপায় কি? —করা যায় কি?

বৃ। দেখুন নবদ্বীপ জয় করা সোজা কথা নয়, এখানে মানুষ আছেন। এই বিদ্যাভূষণ মশায় আছেন, যিনি সকল রকম বিদ্যা শিখেছেন, বিদ্যাই এঁর গায়ের গহনা হয়েছে। এই তর্কপঞ্চানন মশায় আছেন, তর্ক আরম্ভ করলে তিনি সত্য সত্যই যেন পাঁচ মুখে তর্ক করতে থাকেন, তর্কে এঁকে হটাতে পারেন এমন পণ্ডিত তো জগতে দেখা যায় না। এই সার্ব্বভৌম মশায় আছেন, যিনি মিথিলা থেকে ন্যায়শাস্ত্রের সব পুঁথিগুলো মুখস্থ করে এসে নবদ্বীপের গৌরব বাড়িয়েছেন। এই পুরাণ বেদতীর্থ মশায় রয়েছেন, যিনি আঠার খানা পুরাণ আর চারখানা বেদ একেবারে জিভের আগায় করে রেখেছেন. এই কাব্যবিশারদ মশায় আছেন, যিনি রস আর অলঙ্কার শাস্ত্রের চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। এই সব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকতে আপনারা চিন্তা করছেন কেন জানিনা। আবার আমিও তো আছি, বুড়ো হয়ে গিইছি বলে কি পচে গিইছি নাকি? কার্য্যকালে এই বৃদ্ধই যুবক হবে ভায়া! আপনারা কোন চিন্তা করবেন না, চিন্তা দূর করে দিন—কোন চিন্তা নাই, মায়ের কৃপায় সবই ঠিক হয়ে যাবে।

বৃদ্ধের কথা শুনে সমস্ত পণ্ডিতের মনে ভারি সাহস হলো। বিদ্যারত্ন মশায় বল্লেন ঠিক ঠিক "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং' কেন নবদ্বীপের মান বজায় থাকবে না? বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং ঠিক ঠিক তাই বটে, তাই করুন।

বিদ্যাসাগর। তাই তো! কিসে নবদ্বীপের মান যাবে, এই সব পণ্ডিত থাকতে? শব্দ মাত্রং ন ভেত্তব্যং এ নীতিটে কি আমাকে আবার বলতে হবে? আপনারা ভয়েই আড়ষ্ট হচ্চেন কেন, হয়েছে কি? আমরা কি পণ্ডিত নই?

সাংখ্যতীর্থ। আঃ আপনারা ভাবছেন কেন? "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।" তা তো জানেন? সাংখ্য শাস্ত্রের একটা কথা তুলে দিলে ওঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে যাবে, চিন্তা কি? আজই দিন স্থির করে দিন।

এই রকম সকল পণ্ডিতই আপনাপন প্রশংসা করতে লাগলেন, আর সেই দিগ্বিজয়ী কিছুই নয়, তাকে সহজেই হটিয়ে দিতে পারবেন. সেই কথাটাই সাব্যস্ত হয়ে গেল। বিচারের দিন স্থির করে একখানা পত্রও লেখা হোলো, পত্রখানা পাঠিয়ে দেবেন এমন সময়, গণপতি নাম করে, সার্ব্বভৌম মশায়ের একটা ছাত্র অল্পদিন হল তার শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়ে ন্যায়ালঙ্কার উপাধি পেয়েছে, বল্লে দেখুন ছেলে মানুষ বলে যদি কথাটা অগ্রাহ্য না করেন তবে আমি একটা কথা বলতে চাই। সার্ব্বভৌম মশায় বল্লেন, যুক্তিযুক্ত কথা যদি বালকেও বলে তবে সে কথা অবশ্য শোনা যাবে আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি অযৌক্তিক কথা বলেন, তবে সে কথাও শুনবার যোগ্য নয়। বল, তোমার কি কথা।

গণ। আপনারা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সব কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। তিনি সরস্বতীর বরপুত্র, মা সরস্বতী তাঁকে বর দিয়েছেন, শাস্ত্রবিচারে কেও তাঁকে পারবে না। সেই জন্য মা স্বয়ং তাঁর জিহ্বায় বসে সকল কথা বলিয়ে দেন। মানুষের অবশ্যই ভ্রম প্রমাদ ঘটে, এই জন্য তাঁর একটা ভুলও হয় না। আর এই জন্যই যত কঠিন প্রশ্ন সবই তাঁর জিহ্বাগ্রে রয়েছে এরকম জায়গায় আপনারা তাকে কি করে হটিয়ে দেবেন বুঝা যায় না। তবে কথাটা' গভীর বিবেচনার বটে। আরো আপনারা লোকটিকে দেখেন নি, আমি দেখিছি, অতি গম্ভীর, দেখলেই বোধ হয় এর শরীরে কোন দেবতার ভর আছে, সহসা তার সঙ্গে কথা কইতেই যেন একটু বাধো বাধো ঠেকে। (ক্রমশঃ)

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ

(জীবের মনুষ্য-যোনি প্রাপ্তির রাজসীগতি)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ ন্যায়াধিকারী)

শ্রীমদ্ভাগবত তয় স্কঃ ৩১শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন,—"মাতঃ, ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন। কর্ম্মবশে জীব পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে। ঐ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে এক রাত্রিতে শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরীফলের ন্যায় কঠিন মাংস-পিণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে এক মাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুইমাসে তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গবিভাগ এবং তিনি মাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, লিঙ্গ ও ছিদ্র সকল প্রকটিত হয়। চারি মাসে সপ্ত ধাতু (ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র) এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় হয়। ছয় মাসে ঐ জীব জরায়ু দ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমণ করে। মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা ঐ জীব ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তি স্থান মল-মূত্রগর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ত্তমধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমিসকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ অনুভব করিয়া মুহুর্মুহুঃমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যে সকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ-সংযুক্ত হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকা হেতু পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে; সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ-সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভমধ্যেই বাস করিয়া থাকে। তখন গর্ভমধ্যে ঐ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের স্মৃতি উদিত হওয়ায় সে শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

এইরূপে জীব যখন সপ্তম মাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসবকারণ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদরজন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। দেহাত্মদর্শী জীব তখন পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুদ্বারা বদ্ধ অবস্থাতেই করযোড়ে ব্যাকুলভাবে, যে পরমেশ্বর তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে। জীব বলিতে থাকে,—'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন এবং যে ভগবান্ আমার ন্যায় অসৎ ব্যক্তির অনুরূপ এই গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম। যে 'আমি জননী-জঠরে দেহাকার পরিণতা মায়াকে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ হইয়া বদ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছি এবং ভগবান্ যিনি অন্তর্য্যামিরূপে আমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন, সেই আমাতে ও ভগবানে বিশেষ ভেদ আছে। ভগবান্ স্থূল ও লিঙ্গউপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই, তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ। আমার সত্ত্বগুণহৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে, তিনি আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া যেরূপ আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সংযুক্ত নহে, সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীর যোগেও লুপ্ত হয় না— অর্থাৎ ভগবান্ ব্যষ্টিজীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করাতে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কোন বিকার বা মায়াসম্পর্কত্ব লাভ করে না; কিম্বা মায়িক জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ দেহীতে কোন ভেদ হয় না। কারণ তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি ও

পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ, আমি সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে বন্দনা করি।

যাহার মায়ায় দ্বারা জীব জ্ঞানশূন্য হইয়াও পুরুষস্মৃতি হারাইয়া বিস্তৃত গুণ কর্ম্ম-নিমিত্ত এই সংসারপথে ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে আর কেই বা সমর্থ হইবেন? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফল-স্বরূপ বদ্ধজীবরূপা পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি। হে ভগবন্! আমি রক্ত-মল-মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানলদ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি, ভাবিতেছি, ভগবান্ কবে আমার এই স্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। হে দীননাথ! আপনি অসীম কৃপাময়, তাই দশমাস-মাত্র বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, অতএব আপন কার্য্যদ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হউন্। কেবল অঞ্জলি রচনা ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন? হে ভগবন্! সপ্তধাতুরূপ-বন্ধনে বদ্ধ পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি জন্তু সকল কেবল স্ব স্ব দেহে শক্ত্যোৎপন্ন সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু আমি যাঁহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞান-বলে শম দমাদিযুক্ত হইয়াছি, সেই ভোক্তা-স্বরূপ অনাদি পূর্ণ পুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করিতেছি। হে প্রভো! আমি বহুদিন দুঃখের নিলয় এই গর্ভমধ্যে বাস করিয়াও এই স্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি না, কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময় সংসার কূপ বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া জীব পশ্চাতে দেহাদিতে 'অহং' (আমি) বুদ্ধি করিয়া পুত্র-কলত্রাদি সম্বন্ধ-নিমিত্ত এই সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করে। অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থান পূর্ব্বক বিষ্ণুপাদযুগল হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক সারথীরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার হইতে আত্মাকে অতি শীঘ্র উদ্ধার করিব। হে ভগবন্! যেন পুনর্ব্বার আমার নানা গর্ভবাসরূপ দুঃখে পতিত হইতে না হয়।"

ভগবান্ কপিলদেব এইরূপে জননী দেবহূতির নিকট জীবের গর্ভবাসের কথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক জীব কিরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া পুনর্ব্বার সংসার-যাতনা প্রাপ্ত হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রোক্ত সেই সমস্ত কথাও আমরা ক্রমশঃ গুণী পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

নানা কথা

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

ইন্দোরে আগামী ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর দিবসত্রয় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতি প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে এই সম্মিলনে যোগদান করিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করিতেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও কলাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ এবং অন্যান্য সেবিগণ এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া এই সম্মিলনের গৌরববৃদ্ধি করেন ইহাই সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণের একান্ত ইচ্ছা। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতি করিবেন। প্রতিনিধিগণের চাঁদা ৫৲ পাঁচ টাকা, এবং ছাত্রপ্রতিনিধিগণের চাঁদা ২॥০ আড়াই টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য প্রবাসী বাঙ্গালীগণকে বাণীপূজার সুযোগ প্রদান করা। শুদ্ধ সরস্বতীর সেবকগণই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যসেবী আখ্যার উপযোগী এবং সাহিত্যসেবিগণই বাণীর প্রকৃত সেবক এবং তাঁহারাই নিজের, দেশের ও দশের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারেন। চিত্তের সহিত বর্ত্তমান—সহিত, সহিত+স্বার্থেষ্ণ্য সাহিত্য। তাই, এই সাহিত্যসম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণ যদি প্রকৃত সাহিত্য সেবকই হইয়া থাকেন, যদি তাঁহারা শুদ্ধা সরস্বতীর উপাসনা করিয়া থাকেন—তাহা হইলে অনুষ্ঠানটি বড়ই মধুময় হইবে এবং আমরাও অনুষ্ঠাতৃগণকে হৃদয়ের গভীর ভালবাসা জ্ঞাপন করিব এবং দেশবাসী প্রত্যেককেই যোগদান করিতে অনুরোধ করিব। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি জড় বিদ্যার আলোচনা হয় এবং তদ্দ্বারা প্রবাসজনিত দুঃখের লাঘবতার প্রয়াস পাওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা এই সম্মিলনের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে পারি না, যাহাতে প্রবাস শব্দটি চিরতরে বিদূরিত হয়, তন্নিমিত্ত আমরা দেশবাসীকে নিত্যবাসের অনুসন্ধানের নিমিত্ত পরবিদ্যার আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

সংক্রামক রোগ নিবারণে গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য

আবার কলেরা তাহার আত্মবিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রতি বৎসর পল্লীগ্রামে এই রোগে বহু লোক মারা যাইতেছে, অথচ তাহার প্রতিষেধকল্পে গ্রামবাসিগণের আদৌ যত্ন দেখা যায় না। সকলেই কথায় কথায় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার প্রতি দোষারোপ করিতে চাহেন, কিন্তু আমরা বলি—দোষ গ্রামবাসীরই। তাঁহারা যদি সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গ্রামের পচা খানা ডোবাগুলি ভরাট করেন, নির্ব্বোধ গ্রামবাসিগণকে রাস্তায় ঘাটে যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিতে না দেন, মৎস্যাহার বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হন, বাজারের অনাবৃত স্থানে অসাবধানে রক্ষিত দ্রব্যাদি ও খারাপ ঘৃতপক্ব খাদ্যাদি গ্রহণে বিরত হন, আহার, নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদি বিষয়ে মিতাচারী হন, প্রত্যেক গৃহেই যদি সংক্রামক রোগের বীজাণু নষ্ট করিবার জন্য ধূপ ধূনা ও গন্ধকের ধূম ব্যবহার করিবার উপদেশ করেন, গ্রামবাসী অলসতা ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলেই শারীরিক পরিশ্রমে রত হন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি কোন রোগই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আমরা নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া ঘুমাইব, আর দোষ দিব সরকারী ব্যবস্থার—ইহাই হইয়াছে আমাদের যাবতীয় সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ। স্বাবলম্বন-বৃত্তিটী আমরা একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহা ছাড়া গ্রামে আর একটী সর্ব্বনেশে ব্যাপার আছে—দলাদলি। এই দলাদলির জন্যই পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। পল্লীগ্রামের দুরবস্থা দেখিলে, গভর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়ার জন্য আমাদের আদৌ প্রবৃত্তি হয় না, আমরা সর্ব্বাগ্রে দোষ দিব গ্রামবাসীর। গ্রামবাসীর মিলিত-চেষ্টা হইতেই গ্রামের উন্নতি হইতে পারে। গ্রামবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ দেখিয়া সরকারও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন।

"কালীকমলীওয়ালা" ক্ষেত্র

স্বামী বিশুদ্ধানন্দগিরি অবধূত কাল কম্বল পরিতেন বলিয়া বাঙ্গালীদের নিকট কালীকমলীওয়ালা বাবা নামে পরিচিত ছিলেন। কেদারনাথ বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালয়স্থ তীর্থ দর্শন করিবার নিমিত্ত যে সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী গমন করেন, তাঁহাদের নানা দুঃখ দেখিয়া তিনি প্রভূত সম্পত্তি ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তীর্থপথে অনেক ধর্ম্মশালা, অন্নসত্র ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। তিনি এই বৃহৎ সম্পত্তির উইলাদি কোন বন্দোবস্ত না করিয়া পরলোকযাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার কোন সন্ন্যাসী শিষ্য বা প্রশিষ্যের হাতে ইহার ভার পড়ে নাই। এক্ষণে যাহাদের হাতে ইহা পড়িয়াছে বা যাহারা ইহা অন্যায় উপায়ে দখল করিয়াছে, তাহারা সাধু সন্ন্যাসী নহে। সম্পত্তির আয়, দান প্রভৃতি হইতে এখন বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা আয় হয়। কালীকমলীওয়ালা ক্ষেত্রের উপযুক্ত ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়া যাহাতে অর্থের সদ্ব্যবহার ও তীর্থযাত্রীদের সুবিধা হয়, তজ্জন্য সমবেত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট এই ক্ষেত্রের আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা-বিভাগে কয়েক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। শাহারানপুর প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটীও ক্ষেত্রের সাহায্য করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট স্বর্গাশ্রমে ক্ষেত্রকে বিস্তৃত বনভূমি দান করিয়াছেন। এই সকল কারণে এবং সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের আইন-কর্ম্মচারীদিগকে কালীকমলীওয়ালা ক্ষেত্রের বৈষয়িক ব্যাপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তত্ত্বাবধানের সুবন্দোবস্ত করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না। —মাঃ প্রবাসী

কাশী সংবাদ

কাশীতে আজকাল কলেরার প্রকোপ খুব কমিয়াছে। যাত্রীও বেশী নাই। কাশীতে যাত্রী থাকিবার উপযুক্ত খোলা স্থান না থাকায় এবারকার এই বিপত্তি। সরকার বাহাদুর কিম্বা কোন উদারচেতা ভদ্রলোক যদি এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে এ বিপদের হস্ত হইতে কাশীবাসী নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। পাণ্ডাদের বাড়ীগুলি এক একটী অন্ধকূপ, আর রোগের সময় সেই সকল বাড়ীগুলির যে অবস্থা হয়, তাহা আর বলিবার নহে। ভবিষ্যতের জন্য মিউনিসিপ্যালটীর আরও সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের দিকটা কাশীর মধ্যে বেশ মনোরম স্থল, অবশ্য সহরের মধ্যে অতটা হওয়া সম্ভব না হইলেও পচা পায়খানা নর্দ্দমা ও পুরাণ অন্ধকূপগুলি পরিষ্কার করা বিশেষ আবশ্যক। কাশী হিন্দুমাত্রেরই একটি পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। সুতরাং আমরা যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা পর্য্যবেক্ষণের জন্য সরকার বাহাদুরেরও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সাময়িকী।

আমরা গতকল্য বিবিধ সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়, না হইলেও পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশে কিছু আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহার কারণ আমাদের ভ্রাতৃগণ, অনেকেই এই বিষয়ে উৎসাহান্বিত হইয়াছেন। উৎসাহিত হইবার মূলে তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা প্রথম মুখে ভাল বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আমরা প্রথমে যাহা ভাল বলিয়া মনে করি শেষে হয় ত তাহাই মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মনের ধর্ম্মও তাহাই অর্থাৎ মন একমুহূর্ত্তে যাহাকে ভাল বলে, তৎপরমুহূর্ত্তে তাহাকেই মন্দ বলিয়া থাকে, স্থিরপ্রজ্ঞগণ কখনই মনকে বিশ্বাস করেন না।

শাস্ত্র বলেন—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহা করেন, তাহা আমাদের ন্যায় অজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে পাপ বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা পরম পুণ্যজনক, আবার অবিবেকি ব্যক্তিগণ যাহা লাভ এবং পুণ্যজনক বলিয়া ধারণা করত তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহাও পরিণামে অতীব মন্দ এবং পাপ-পূর্ণ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা যে কার্য্যই করি না কেন, স্থিত-প্রজ্ঞের সহিত আলোচনা করিয়া তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও পুণ্যজনক বলিয়া সর্ব্বসমাজে সাদরে গৃহীত হইবে। শাস্ত্রকার মনীষিবৃন্দ সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের বাক্য বুঝিতে হইলে আমাদিগকেও তাঁহাদের অনুরূপ হইতে হইবে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে হইবে।

আজকাল ভারতমাতার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াও অনেকেই বুলি ধরিয়াছেন—"শাস্ত্র প্রাচীন, বর্ত্তমান কালে কেন যদি শাস্ত্র অপেক্ষা [illegible] কথা বলেন, তাহা কি [illegible] হইবে না?" আমরা তাহার উত্তরে বলিব—শাস্ত্রকারগণ আমাদের ন্যায় মনোবৃত্তিতে বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র লিখেন নাই, অথবা ভাল মন্দ বিচার করেন নাই, তাঁহারা সকলেই অভ্রান্ত পণ্ডিত স্থিতপ্রজ্ঞ বা আত্মবৃত্তিতে অধিরূঢ় ছিলেন। আত্মবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিচার পাঁচ আর সাতে বার হওয়ার মত সর্ব্বত্রই এক, সুতরাং তাঁহাদের বিচারে শাস্ত্র অপেক্ষা কেহ ভাল কথা বলিতে পারে, এরূপ ধারণাই থাকিতে পারে না। যাহা হউক এ সকল বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য বিধবা-বিবাহ লইয়া বিচার করা।

আজ কয়েক দিন হইল আমার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গীয় জনৈক ভদ্র সন্তানের দেখা হইয়াছিল, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, তিনি একজন বিধবা-বিবাহ-সমিতির প্রধান উদ্যোগ-কর্ত্তা। বিধবা-বিবাহ যে যুক্তিযুক্ত, তৎসম্বন্ধে তিনি যে গবেষণার পরিচয় দিলেন, তাহাই বর্ত্তমান সমাজের ও পণ্ডিত নাম-ধারী ব্যক্তিদিগের অভিমত। তাঁহার যুক্তি—"কোন একটী দশমবর্ষীয়া হিন্দু বালিকা বিবাহ করিয়াই বিধবা হইয়া পড়িল, হিন্দুরীতিক্রমে তাহাকে আজীবন বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, কিম্বা সে কুল-কলঙ্কিনী হইয়া উঠিল এরূপ অবস্থায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই যুক্তিটী প্রথম মুখে সুযুক্তি-পূর্ণ সমাজহিতকর বলিয়া মনে হইলেও উহার মূলে দোষ রহিয়াছে। এই জন্য বিধবা বিবাহ অনেকের অনু-মোদিত হইলেও সর্ব্ববাদি সম্মত হইতে পারিতেছে না, সুতরাং উহা সজ্জন-সমাজে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য।

প্রথমতঃ অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণের উপায় কি?

তাহার উত্তর—কেহ কাহাকেও সুখী করিতে পারে না। কর্ম্মফল-ভোগী জীব যদি জোর করিয়া ফলদাতার আসন গ্রহণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে বেণ রাজার ন্যায় ব্রহ্মতেজোময় ব্রাহ্মণগণের কোপানলে দগ্ধ হইতে হয়। সর্ব্ব-শাস্ত্রসার পঞ্চম বেদ মহাভারত বলেন, "পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন করিতে থাকে। সকলকেই কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিতে হয়। ফল পুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ব হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-ফলও যথা সময়ে পরিণত হইয়া থাকে।" "স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্" এই কথাটী ভারতে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে কিন্তু হইলে কি হয়, আমরা—মুখে খুব পণ্ডিত, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের সব ভুল হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ ভারতরমণীগণ বালবিধবা হইয়া কলিকালের প্রভাবে দুষ্টা হইয়া উঠিলে তাহার উপায় কি হইবে?

এই প্রশ্নটি নিতান্ত অযৌক্তিক, কেননা শাস্ত্র হইতে বিধবা-সম্বন্ধীয় প্রমাণবচন উদ্ধৃত করিতে পারেন তাঁহাদের অবশ্য জানা উচিত—

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি
কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
গী—১।৪০

—হে বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুল-স্ত্রীসকল ব্যভিচারিণী হয়, স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে। পণ্ডিতাভিমানিগণ গলাবাজি করিয়া সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান-পূর্ব্বক সকলেই এক একটা উপাধি সংগ্রহ করিয়া লন, কিন্তু তাঁহারা এসকল কথা কেন আলোচনা করেন না, তাহা বুঝা যায় না। শাস্ত্রও বলিয়া-ছেন—

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম
অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥

সুখ কোথায়?

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ঐহিক কোন বস্তুতে সুখ নাই। যে বস্তুতে দুঃখ উৎপাদন করে তাহাতে কখনও প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। আমরা সুখের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং [illegible] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা [illegible] করিয়া থাকি। চক্ষুকে প্রেরণ করি [illegible] দর্শনের নিমিত্ত। কিছুক্ষণ [illegible] পর হইতে চক্ষু সেই ইচ্ছা [illegible] নিবৃত্ত হয়, তাহার [illegible] সে তাহার দৃষ্ট বস্তুতে সুখ [illegible] পাইয়া তাহাতে বিমুখ হয়। কি[illegible] তাহার বৃত্তিই যখন দর্শন করা, সে তখ[illegible] আবার অন্য বস্তুতে গমন করে। মানু[illegible] চক্ষু বুজিয়া ত আর থাকিতে পারে না যে বস্তুর প্রতি আমার চক্ষু আকৃ[illegible] হইয়াছিল, তাহার নশ্বরতা-ধর্ম্মবশ[illegible] যখন সেই বস্তু বিকৃত হইয়া পড়ি[illegible] তখন আর চক্ষু তাহাতে সুখ অনুভব [illegible] করিতে অন্য পথ ধরিল। এইরূপে একটার পর আর একটাতে তাহার বৃত্তি ধাবমান হইয়া তাহার আস্বাদনীয় ব[illegible] লাভের চেষ্টা করে, কিন্তু যায় [illegible] সুখ নাই; তার সর্ব্বত্রই সমান। ঐহি[illegible] যাবতীয় দৃশ্য বস্তু আছে, সকলই বিকা[illegible] একরূপে কেহই নিত্য বর্ত্তমান থাকে না জন্মের পর বৃদ্ধি, তার পর ক্রমে ক্র[illegible] পুষ্টি লাভ করিতে করিতে যখন সর্ব্বা[illegible] সুন্দর রূপ লাভ করিল, তার পরমুহূর্ত্তে তাহার ক্ষয় আরম্ভ হইল। এবং তাহা সে মনোহর রূপ ক্রমে অদৃশ্য হইল জগতের নিকট সেটা তখন একট উপেক্ষার বস্তু হইল।

কিন্তু জড় জগতের অতী[illegible] ধামে যে সকল মনোহর দৃশ্য আছে তাহাদের কোন দিনই বিরূপতা ঘ[illegible] না। সকলই চিন্ময়, নিত্য এবং পর[illegible] রমণীয়। আমরা সেইখানে দর্শনের ঘ[illegible] দেখিয়া—দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ স্বতন্ত্র[illegible] অবলম্বন করিয়া—তাহাকে আস[illegible] বস্তু জ্ঞান করিয়া—মরীচিকায় জল ভ্র[illegible] অন্ধকারের মধ্যে আলোকের অনুসন্ধা[illegible] করিতেছি। যখন আমরা এই গভী[illegible] অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ব[illegible] বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে পরিভ্রমণ করি[illegible] করিতে বিবিধ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করি[illegible] থাকি, তখন পুত্রবৎসল পিতা আমাদে[illegible] দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁর নিজজন সাধু[illegible] গণকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন সাধুগণ আমাদের নিকট আসিয়া সে[illegible] গভীর অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আম[illegible] দিগকে আলোকে লইবার চেষ্টা করেন তখন তিনি আমাদিগকে বলেন, নির্ব্বো[illegible] জীব! কোথায় রূপ দর্শন করিতে আসিয়াছ? নিজের গৃহের বস্তু ত্যা[illegible] করিয়া—আলোকময় ধামে না দেখি[illegible] অন্ধকারের মধ্যে কি বস্তুর অনুসন্ধা[illegible] করিতে কেহ সমর্থ হয়? একবার [illegible] জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত, [illegible] দেখি, কি সুন্দর। চক্ষু ফিরাইতে পা[illegible]

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীনিবাস শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে মথুরানগরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ কংস-বধান্তে যেখানে বিশ্রাম-লীলা করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রাম-ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইতি-মধ্যে সেই পথে কয়েকজন বিপ্র তাঁহাদের মধ্যে খুব আক্ষেপ-সহকারে বলিতে বলিতে আসিতেছেন—"আর কি সুখেহ বা জীবন রাখি? শ্রীভগবানের কি যে ইচ্ছা তাহা তিনিই জানেন। বৃন্দাবন ক্রমে ক্রমে রত্নশূন্য হইয়া পড়িল। নীলাচলে মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান-লীলা করিলেন, তাঁহার বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কাশীশ্বর গোস্বামী, ভাগবত-বক্তা রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপাদ এবং এই কয়েকদিন মাত্র হইল শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লীলা-সঙ্গোপন করিয়াছেন, আবার এখন দেখিয়া আসিলাম শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামীপ্রভুও অপ্রকট হইলেন। শ্রীগোপাল ভট্ট, রঘুনাথ আদি বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় অবিরত জ্বলিতেছেন। বুঝিলাম, আমাদের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ।" শ্রীনিবাসের কর্ণে বিপ্রগণের উক্ত প্রকার কথোপকথন কিঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইবামাত্র, শ্রীনিবাস অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বিপ্রগণের নিকট বৃন্দাবনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে বিপ্রগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকট-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে, শ্রীনিবাস আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, আর—"হায়, হায়, কি শুনিলাম, হা শ্রীরূপ, হা সনাতন, আমার প্রতি তোমরা কেন এমন নির্দ্দয় হইলে প্রভো, কেন আমার অদৃষ্টে তোমাদের শ্রীচরণ-দর্শন ঘটিল না, হা প্রভো, আজ, আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না"—এই প্রকার মর্ম্মভেদি বিলাপ করিতে করিতে শ্রীনিবাস ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন আর নখ দিয়া বক্ষ চিরিতে লাগিলেন। মাথুর ব্রাহ্মণগণ গৌরভক্তের অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য বহু যত্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীনিবাস কিছু সুস্থ হইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন আর ভাবিতে লাগিলেন—অহো, নীলাচল এবং গৌড়ের প্রভুগণ এই জন্যই আমাকে তাড়াতাড়ি বৃন্দাবন আসিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। আমি নিতান্ত ভাগ্যহীন, তাই শীঘ্র আসিতে পারিলাম না।" কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে, "হা রূপ, হা সনাতন, হা কাশীশ্বর, হা ভট্ট গোস্বামি" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে চলিতে চলিতে রাত্রি হইল দেখিয়া শ্রীনিবাস এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাকালে স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপ-সনাতনাদি প্রভুগণ শ্রীনিবাসকে দেখা দিয়া অত্যন্ত স্নেহভরে কহিলেন, "বাপ শ্রীনিবাস, এখন তোমার বিষাদের সময় নয়। শ্রীগোপাল ভট্ট আমাদের সহ অভিন্ন, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া মন্ত্র গ্রহণ কর এবং আমরা যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, তুমি অবিলম্বে সেগুলি গৌড়ে লইয়া গিয়া প্রচার কর। তোমার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করিবেন!" প্রভুগণ এই প্রকারে শ্রীনিবাসকে অনেক প্রবোধ দিয়া অদর্শন হইলে শ্রীনিবাসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া শ্রীনিবাস শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে আবার অগ্রসর হইলেন।

এদিকে সেই রাত্রিতেই শ্রীরূপ-সনাতন স্বপ্নচ্ছলে শ্রীজীব ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদকে দেখা দিয়া শ্রীনিবাসের কথা বলিলেন। শ্রীজীবকে কহিলেন, পূর্ব্বে তোমাকে যে বলিয়াছিলাম, বৈশাখ মাসের বিংশতি দিবসে তোমার একটী অপূর্ব্ব সঙ্গ হইবে, আজ সেই দিন সমাগত। আজ সন্ধ্যায় গোবিন্দ মন্দিরে আরাত্রিক কালে শ্রীনিবাস বলিয়া একটী বালকের দেখা পাইবে। সে বড় ব্যথা পাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি স্থানে দীক্ষা করাইবে এবং অধ্যয়ন সমাপনান্তে আমাদের রচিত সমস্ত গ্রন্থ তাহাকে অর্পণ করিয়া যত শীঘ্র পার তাহাকে গৌড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।" শ্রীগোপাল ভট্ট পাদকেও বলিলেন—"গৌড় হইতে মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র বালক শ্রীনিবাস তোমার নিকট আসিতেছেন, তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তার প্রাণ জুড়াইবে।"

রাত্রি প্রভাত সময়ে শ্রীগোপাল ভট্টপাদ ঐরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া হা রূপ হা সনাতন বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় শ্রীজীব আসিয়া ভট্ট গোস্বামীকে প্রণামান্তে রাত্রির স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে শ্রীভট্ট পাদও তাঁহার স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিয়া উভয়ে ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীভট্ট গোস্বামী ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রীজীবকে আশ্বস্ত করিলেন এবং সেদিন শ্রীরাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা বলিয়া মহোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শ্রীজীব শ্রীভট্টপাদকে প্রণাম করিয়া নিজ কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। (ক্রমশঃ)

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ

(গৃহব্রত ব্যক্তির তামসী গতি বর্ণন)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible])

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন,—মাতঃ! মনুষ্য কালের প্রভাবেই চালিত হয়; কিন্তু মেঘসকল বায়ুকর্তৃক বিচালিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম অবগত হইতে পারে না, মনুষ্যগণও সেইরূপ বলবান্ কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না। মনুষ্য আপন সুখের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে সমুদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া থাকেন। দুর্মতি জীব মোহবশতঃ স্ত্রী-পুত্রাদি সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে; সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। জন্তু সকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে; তাহারা দৈবমায়ায় বিমোহিত হইয়া নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করে—নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ ভাবে দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করে। আত্মীয় কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ়ব্যক্তিদিগের আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, এই হেতু তাহারা মোহবিভ্রান্ত হইয়া অবশেষে মায়ারূপ [illegible] গৃহব্রত ব্যক্তিগণ, [illegible] দুঃখ-প্রধান গৃহে আসক্ত-হৃদয় [illegible] কপটতার [illegible] শিশুগণের আধ আধ [illegible] ও অসতী স্ত্রীগণের [illegible] মনোরমাদিরূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে এবং নিরন্তর কেবল দুঃখ প্রতীকারের যত্ন করত উহাকেই সুখ বলিয়া [illegible] ধারণা করে।

যে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবারবর্গের পোষণে জীবের অধোগতি হয়—জীব [illegible] ভগবান্ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে, গৃহব্রত ব্যক্তিগণ [illegible] হিংসাবৃত্তি দ্বারা যত্রতত্র হইতে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই আত্মীয়-স্বজনের পোষণেই সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং পরিবারবর্গের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, তাহাই আহার করিয়া নিজেদের জীবন-ধারণ করে। যখন তাহাদের জীবিকা রহিত হইয়া যায়, তখন তাহারা অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে; তাহাতে ব্যর্থ-মনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। এইরূপে মূঢ়-বুদ্ধি, হতভাগ্য পুরুষ বারম্বার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্বভরণে অসমর্থ হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে—নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে অযত্ন করে, সেইরূপ তাহাদের পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহমেধী ব্যক্তিগণকে তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না।

কিন্তু তাহাতেও ঐ গৃহব্রতগণের সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না; জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া তাহারা সেই গৃহেই বাস করে। [illegible] যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে যৎসামান্য যে কিছু খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রদান করে, তাহাই গৃহপালিত কুকুরের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাকে; তখন তাহারা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ায় তাহাদের জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, আহারও অল্প হইয়া আসে, সুতরাং পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। যেহেতু বায়ুর ঊর্দ্ধগতিনিবন্ধন তখন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই বায়ুর টানে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে 'ঘুর ঘুর' শব্দ হইতে থাকে। ক্রমে ঐ বৃদ্ধ [illegible] করে, তখন আত্মীয় [illegible] [illegible]

কি? এ বস্তু কোন দিনই ধ্বংস হয় না, নিত্য নব নব ভাবে দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা লাভ কর। গোপীগণ সেই অপ্রাকৃত দিব্যকিশোরমূর্ত্তিদর্শনে কি বলিয়াছিলেন জান? সেই নয়নানন্দকর নবনবায়মান রূপদর্শনে সম্যক্ প্রকারে সমর্থ না হইয়া তাঁহারা বিধির নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বিধির বুদ্ধি নাই। যে কৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শনে তাঁর এক অঙ্গে মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াও পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারা যায় না, সেই চক্ষুতে আবার নিমেষ সৃষ্টি করিয়াছে—যাহা দ্বারা ক্ষণকালও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। সহস্র চক্ষু পাইলে তবে ঐ বস্তু দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারিতাম।" এস ভাই রূপের কাঙ্গাল, সেই রূপ দর্শন করিতে যত্নবান্ হও।

ভবিষ্যতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

[illegible] গাহাদিগকে [illegible] তিরস্কার করিতে থাকে, [illegible] যন্ত্রণার বশবর্তী হইয়া যখন তাহারা ঐ যমদূতগণের কোন কথাই উত্তর দিতে পারে না। কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অধিকোত্রিত গৃহব্রত ব্যক্তিগণ ঐরূপ অবস্থাতেও তোষামোদ আত্মীয়-স্বজনের ব্যক্তিগণ মুখ সন্দর্শন করিয়া দীর্ঘ হয়, অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহাদের মৃত্যু সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতেরা আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ তখন উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ভয়-ভ্রান্ত হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর যমদূতেরা ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূল-দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ-বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা অপরাধী ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে। যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে তখন ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে দংশন করিতে থাকে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুৎপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যম-দূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে, সুতরাং সে ব্যক্তি কষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। শ্রান্তি-বশতঃ, সেই ব্যক্তি যাইতে পথি মধ্যে পদস্খলিত ও বারবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময় পথ দ্বারা যম-সদনে নীত হয়।

যে পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে, দুই মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—কোথাও অনেক আত্মায় [illegible] প্রজ্বলিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ করিতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছেদন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন্ত থাকিতেই [illegible] কুক্কুর, গৃধ্র

[illegible] [illegible] করিতেছে। কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে। অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যত প্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষই হউক, আর নারীই হউক সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কুটুম্ব পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই কুটুম্ব এবং নিজদেহ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ঐ সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। প্রাণি-হিংসা দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ গৃহব্রত পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ পরকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উপস্থিত হয়; সে আতুরের মত হতজ্ঞান হইয়া নরকে তাহার ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা কুটুম্বভরণে উৎসুক, সে ব্যক্তি নরকের চরম পদ অন্ধতামিস্রে গমন করে। সেই নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণ-পাপ হয়, তখন আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।

অতঃপর ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকট বিমিশ্র পাপপুণ্য দ্বারা মনুষ্য-যোনি-প্রাপ্তিরূপ রাজসী-গতির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন; আমরা বারান্তরে সুধী পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থিত করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিলাম।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

গণপতির কথা শুনে সব অধ্যাপক, পণ্ডিত আরও যে সব লোক ছিলেন, সকলেরই মনে একটা কেমন ভাব হোলো। বিদ্যারত্ন মশায় বল্লেন, গণপতির কথাটা বিবেচ্য বটে। এ রকম যদি হয়, তবে তাঁকে বিচারে পরাস্ত করা সম্ভব বলে মনে হয় না। বিদ্যাভূষণ মশায় কি বলেন?

বিদ্যাভূষণ। আমি একটা কথায় ওকে নির্ব্বাক করে দিতে পারি, তবে কি-না মা সরস্বতী স্বয়ং ওর মুখ দিয়ে বলান কি-না, তাই, যা হোক, কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যাবে। পুরাণ-বেদতীর্থ মশায় কি বলেন?

পুরাণ-বেদতীর্থ। আমার কাছে কত দিগ্বিজয়ী হার মেনে গিয়েছে, তা জানেন তো? তবে কিনা ইনি সরস্বতীর বরপুত্র, ওর সঙ্গে * * * তা দেখা যাক। তর্কপঞ্চানন মশায় কি বলেন?

তর্কপঞ্চানন। আঃ ও সব পণ্ডিত আমি গ্রাহ্যই করিনে। বুড় হয়ে গিইচি—অনেক মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডিত্ত দেখিছি। সেবার দেখেছেন তো? তর্কটার মীমাংসাই হোলো না। তবে মা সরস্বতী ওর জিহ্বায় বসে সব বলান, তা না হলে আর বলছেন? আচ্ছা সময় হোক তো? সাংখ্যতীর্থ মশায় কি বলেন?

সাংখ্যতীর্থ। সাংখ্যশাস্ত্রের একটা প্রশ্নে ওর বাক্‌রোধ করিয়ে দিতে পারি। তা কি বলবো সে কথা আর বলে ফল নেই—মা বেটি যে বর দিয়ে রয়েছে।

এই ভাবে সকল পাণ্ডিতই বলতে লাগ্‌লেন, তিনি ওকে পরাস্ত করতে পারতেন, কেবল মা সরস্বতীর বরপুত্র বলে সেটা হলো না। মায়ের সঙ্গে কেমন করে শাস্ত্র বিচারে জয়ী হবেন। এই রকমে সকলেই দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে অস্বীকার করলে পর, সার্ব্ব-ভৌম মশায় বল্‌লেন, তা হলে উপায় কি? নবদ্বীপ পণ্ডিত প্রধান স্থান, নবদ্বীপের ত মান রক্ষা হয় না, নবদ্বীপের নামটা পর্য্যন্ত আর কেউ করবে না, উপায় কি? আগমবাগীশ মশায় কি বলেন? আপনি তো বৃদ্ধ, আপনার কথাই শিরো-ধার্য্য।

তখন সেই বুড়ো আগমবাগীশ মশায় ঘাড় কাঁপাতে কাঁপাতে বল্‌লেন, দেখুন আমি বৃদ্ধ, মনের বল নেই, বলে উপেক্ষা না করেন, তবে একটা কথা বলি।

বিদ্যাবাগীশ। হাঃ! বেশ! বলবেন বৈ কি! বিপদ উপস্থিত হলে বুড়োর কথাই ত শুনতে হয়। বলুন না? প্রত্যেকের মনের কথা শুনতে শুনতে যেন একটা মীমাংসা করা যায়? বলুন।

বৃদ্ধ আগমবাগীশ। সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলের সামনে অপ্রতিভ হওয়ার চেয়ে পূর্ব্বেই একটা জয়পত্র লিখে দিলে কেমন হয়? এ সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মশায় কি বলেন?

তর্কালঙ্কার। বা! বা! অতি সদ্যুক্তি, অতি সদ্যুক্তি। এ সভায় কেবল আমরাই থাকবো, এমন তো কথা নয়, বহু দেশের লোক আসবে, এ রকম হলে তারা তো আর কিছু জানতে পারবে না। পুরাণ-তীর্থ মশায় কি বলেন?

পুরাণ-তীর্থ। ঠিক তো, ঠিক তো তাই বটেই তো। সকলের সামনে হার মানাটা বড়ই লজ্জার কথা। কাব্য-বিশারদ মশায় কি বলেন?

কাব্যবিশারদ। একথায় আর দ্বিরুক্তি কিছু নেই, কেবল আমরাই জানতে পারলাম। সকলের কাছে তো নবদ্বীপের মানটা বজায় থাক গো? বিদ্যালঙ্কার মশায় কি বলেন?

বিদ্যালঙ্কার। বলবার কিছুই নেই, অতি সুন্দর পরামর্শ। বিপৎকালে বৃদ্ধের পরামর্শ ভিন্ন কি আর উদ্ধারের উপায় আছে? হাঃ অতিউত্তম আগমবাগীশ মশায় এয়েছেন বলে হকে পাওয়া গেল।

এই রকম সব কথা হওয়ার পর সকলেই আগমবাগীশ মশায়কে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। মনে বড় আনন্দ হোলো সেই আনন্দের ভরে হাততালি দিতে দিতে সভা ভেঙ্গে সকলাই আপন আপন বাড়ী চলে গেলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এয়েছে শুনে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মনে কেমন একটা ভাব হয়েছে, বুকের ভেতর কেমন এক রকম দুরু দুরু করছে, মনের ভয়—নব-দ্বীপের মানটা এবার বুঝি থাকে না। এখানে পাঁচজন, ওখানে দশজন, যেখানে সেখানেই, পথে ঘাটে এক জায়গায় হলেই ঐ দিগ্বিজয়ীর কথা, আর 'কি হবে, কি করা যাবে,' কেবল এই পরামর্শ। খেয়ে, শুয়ে, বসে কেউ কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। জয়পত্র লিখে দেবেন, সকলে মিলে এক জায়গায় সে পরামর্শ হয়েও রাখলেন। এই যে এত কাণ্ড-কারখানা হুলস্থূল ব্যাপার নবদ্বীপের মধ্যে লেগে গিয়েছে, নিমাইয়ের তাতে দৃক্‌পাতও নেই, একবার ভুলেও সে সব কথা মুখে আনচে না, কি কারো কাছে দিগ্বিজয়ীর কথা বলছেও না, কোন খানে

শুনতেও পাচ্ছে না। নিমাই আগে যেমন ফুর্ত্তি করে ছেলেদের পড়াতো, হেসে খেলে আনন্দ করে বেড়াতো, এখনও তাই। মনে কোন ভাবনাই নেই! আগে যেমন রোজ গঙ্গার ধারে বসে মনের আনন্দে গঙ্গার শোভা দেখ্‌তো, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতো, এখনও তাই করে, দিগ্বিজয়ী এসেছে বলে মনে কিছুই ভাবে না।

যে দিন নবদ্বীপের পণ্ডিত মশায়রা মন্ত্রণা নিলে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখে দেবার পরামর্শ করলেন, নিমাই সে সব কথার কিছুই জানে না, সে সভাতেও যায় নি, রোজ যেমন গঙ্গার ধারে এসে, বসে, সেদিনও তেমনি গঙ্গার ধারে এসে ছেলে পিলেদের নিয়ে বসে গঙ্গার শোভা দেখ্‌ছে, আর শাস্ত্রের সব কথা বলছে। নিমাই মাঝখানে বসে রয়েছে, আর ছাত্রেরা নিমাইয়ের চারদিকে ঘিরে সব বসে রয়েছে, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন সময় সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরী বেড়াতে বেড়াতে নিমাইয়ের কাছে এসে পৌছলেন। যেই নিমাইয়ের দিকে নজর পড়েছে, ওমনি থমকে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের সুন্দর বাঁকা চেহারাখানা যেন প্রাণভরে দেখ্‌তে লাগলেন। আহা! কি সুন্দর! দেখে যেন তাঁর মনের সাধ আর মেটে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে মনে হোলো, আহা! এমন সুন্দর কখন দেখিনি, দেখে চোক জুড়িয়ে গেল, মুখের কথা শুনলে কাণ দুটোও জুড়িয়ে যাবে, তারপর আর কথা কি? এই ভেবে নিমাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে মন হোলো। কাছেই একজন শিষ্য দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এঁর নাম কি? ইনি কে? সে বল্‌লে, ইনি একজন অধ্যাপক—নিমাই পণ্ডিত বলে যার নাম শুনেছেন, ইনি সেই নিমাই পণ্ডিত। দিগ্বিজয়ী আগেই নবদ্বীপের সব পণ্ডিতদের সন্ধান নিইছিলেন, কে কেমন পণ্ডিত সে খবরও পেইছিলেন। নিমাই পণ্ডিত যে একজন খুব ভাল পণ্ডিত, কেবল ব্যাকরণ পড়ান, ব্যাকরণের মধ্যে আবার কলাপ, সে খোঁজও নিইছিলেন। এখন সেই নিমাই পণ্ডিতকে সুমুখে দেখে বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। ভাবলেন তাই তো! এইটুকু ছেলে আবার অধ্যাপক! ভাল, আলাপ করেই দেখা যাক না কেন, হয় তো এইখান থেকেই জয়ের সূত্রপাতটা হয়ে যাবে। এই সব ভেবে গঙ্গাদেবীকে একটা নমস্কার করে আস্তে আস্তে নিমাইয়ের কাছে গেলেন। নিমাইও বেশ আদর করে দিগ্বিজয়ীকে কাছে বসতে বল্‌লেন। দিগ্বিজয়ী নিমাইকে ঠকাবো মনে করে, আগেই দু-একটা কথা পাড়তে লাগলেন, বল্‌লেন, তোমারই নাম নিমাই পণ্ডিত? তুমি ব্যাকরণ পড়াও? ব্যাকরণে তোমার খুব নামও আছে, যশও আছে। ভাল ভাল বেশ।

নি। আমি অভিমান করে ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু আমিও বোঝাতে পারি নে, আমার ছাত্রেরাও বোঝে না। আপনি মস্ত কবি, সর্ব্বশাস্ত্রে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য রয়েছে, আর আমি নতুন পোড়ো মাত্র। যা হোক্‌ আপনি এসেছেন বড় আনন্দের কথা। আপনার কবিত্ব শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে যদি বলেন, শুনে সুখী হই।

দি। কি বলবো বল?

নি। গঙ্গার মাহাত্ম্য যদি কিছু বলেন, আমরা শুনে ধন্য হই।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

মহিষের উপর ট্রেণ

দিল্লী, ৪ঠা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সাউদার্ণ পাঞ্জাব রেলওয়ের ডিভিসন্যাল সুপারিণ্টেনডেন্ট জানাইয়াছেন:—

অদ্য প্রাতঃ ৫টা ১৫ মিনিটের সময় ৫নং ডাউন ক্রণ্টিয়ার মেল ঝিন্দ ষ্টেশনে প্রবেশ করিবার সময় একটি মহিষের উপর পড়ে। ইঞ্জিনখানি লাইনচ্যুত হইয়া পড়ে, ফলে একখানি বগী গাড়ী, ব্রেকভ্যান এবং মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী বিশেষ জখম হয়। কোন যাত্রী আহত হয় নাই। ইঞ্জিনের ড্রাইভার ফায়ারম্যানদ্বয় আহত হইয়াছে, পরে একজন ফায়ারম্যান মারা গিয়াছে। মেন লাইন আটক পড়িয়া গিয়াছে, ১২টার সময় লাইন পরিষ্কার হইবে মনে হয়। ৯টা ১০মিনিটের সময় দিল্লী হইতে একখানি ডুপ্লিকেট ট্রেণ ছাড়িয়াছিল।

ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটে হত্যাকাণ্ড

ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটে লডন নামক একব্যক্তি ছুরিকাঘাতে হত ও তাহার ভ্রাতা সাংঘাতিক আহত হওয়ার সম্পর্কে পুলিশ গত সোমবার রাত্রিকালে সেক্ নামু ও সেখ লালা নামক দুই ব্যক্তিকে ধৃত করে; তাহাদিগকে কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে খাড়া করা হইয়াছিল।

আরও তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীদিগকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার বহুবাজারের পুলিশ আরও দুইজনকে ধৃত করিয়াছে, তাহাদিগকেও হাজতে রাখা হইয়াছে।

আফগানিস্থানে বিদ্রোহীদিগের পরাক্রম

বর্ত্তমানে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব আফগানিস্থানের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমানুল্লা সরকার সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয়বিধ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা এই পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বেই এখন আফগান মন্ত্রী শিনোয়ারীদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য জালালাবাদ গমন করিয়াছেন। শিনোয়ারীদিগের পিছনে গুরুত্বের মোল্লাদিগেরও সহায়তা আছে, তাহারা আফগান আমীরের "আধুনিকতার" অত্যন্ত বিরোধী এবং শিনোয়ারীদিগকে তাহারা উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে।

জালালাবাদের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, আফ্রিদিগের দ্বারা চালিত দুই একটি লরী অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া বিপজ্জনক স্থান দিয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছে।

জালালাবাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। ৫খানি বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে এবং উহাদের আরোহিগণও নিহত হইয়াছে।

প্রাচীরের বাহিরের রাজপ্রাসাদটী আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যান্য সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য বন্ধুভাবাপন্ন একদল মহমন্দ উপজাতীয় লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং ৫ জন মন্ত্রী ও বিদ্রোহী সামন্তদিগের মধ্যে আপোষের কথা চলিয়াছে।

—আনন্দবাজার

দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্পের জের

সান্টিয়াগোর ৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ভূমিকম্পের ফলে যত লোক মারা গিয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা এক্ষণে ২০০ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ৩০০ হইতে ৫০০ লোক আহত হইয়াছে। একমাত্র টাক্কাতেই ১০০ লোক মারা গিয়াছে। এই সহরটী ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে এবং সৈনিকগণ খাদ্য বণ্টনের ভার গ্রহণ করিয়াছে। বন্দরের জাহাজ জারি হইয়াছে এবং অনেকে বাগানের নীচে তাঁবু খাটাইয়াছে। লোকেরা তাঁবু নীচে আশ্রয় লইয়াছে।

অত্যন্ত সহর এবং গ্রামের লোকেরা ঠিক সময় ভূমিকম্পের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বাহির হইয়াছিল। যে সমস্ত ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আছে এবং পড়পড়ো অবস্থায় আছে, সেগুলিকে বিপদ নিবারণের জন্য ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে।

সী-প্লেনের সলিলসমাধি

রিও ডি জ্যানিরোর ৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, সান্টোজ ডুমন্ট নামক এক ব্যক্তি এইখানে সর্ব্বপ্রথম বিমানপোতে উড়িয়াছিলেন। ঐ ভদ্রলোক জাহাজে আগমন করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ১৪ জন যাত্রীসহ একটী সী-প্লেন যাত্রা করে। কিন্তু পোতটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং যাত্রীরা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

ঢাকায় নূতন কাপড়ের কল

ঢাকা, ২রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লক্ষ্মীনারায়ণ কাপড়ের কলের বাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে। এই কলের যন্ত্রপাতির জন্য বিলাতে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর নির্ম্মাণ ও কল বসানোর কাজ এক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন।

লর্ড টেনিসনের মৃত্যু

লণ্ডনের ৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি টেনিসনের পুত্র লর্ড টেনিসন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। লর্ড টেনিসন একসময়ে অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণর জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি কতকগুলি বইও লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতার জীবনীসহ তাঁহার কাব্যাবলীও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড টেনিসন দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তারাসরকারের এডভোকেট জেনারেল মিঃ চার্লস প্রিন্সেপের কন্যাকে তিনি দ্বিতীয়বার পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড টেনিসনের পুত্র অর্থাৎ কবির পৌত্র, মাননীয় লাইওনেল টেনিসন একজন নামজাদা ক্রিকেট খেলোয়াড়। তিনিই লর্ড উপাধির অধিকারী।

২৫শে অগ্রহায়ণ, সোমবার—১৩৩৫।

ভগবানের কৃপা

আমাদের প্রতি ভগবানের কৃপা কত অধিক, তাহা বিচার করিলে কৃতজ্ঞতা সহকারে সকলকেই একবাক্যে ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে। ভগবান্ আমাদিগকে হরিভজনোপযোগী সুদুর্লভ মনুষ্য দেহ দিয়া তাঁহার অসীম কৃপার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু জীব আমরা তাহা কোন প্রকারেই বুঝিতে চাহি না বা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করি না। আমাদের ধারণা আমরা যে সময়টুকু ভগবানের কথায় নষ্ট করিব, সে সময়টুকু স্ত্রী পুত্রাদির কথায় বা বিষয় কথায় অতিবাহিত করিলে অধিক লাভবান হইতে পারিব—এইরূপ বিচারই হইয়াছে আমাদের যাবতীয় সর্ব্বনাশের মূল। ঐরূপ বিচারই আমাদিগকে দুঃখের সমুদ্রের দিকে লইয়া যাইতেছে, একথাটী প্রত্যক্ষবাদী আমরা কিছুতেই স্বীকার করিব না। ভগবানের কৃপা আমাদের প্রতি অসীম, এটী প্রত্যক্ষ হইলেও প্রত্যক্ষবাদী আমরা দেখিতে পাই না, ইহার কারণ মায়া দেবী আমাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আজ কয়েক দিন হইল একটী উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক • • স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি অতীব সরল-প্রাণ এবং তত্ত্বপিপাসু। নিজে নিজে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও পড়িয়াছেন, কিন্তু তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দেখেন নাই। তিনি তাঁহার সরল বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছেন, তাহাতেই তিনি বলিলেন—মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, ভাগ্যবান্ জীবই কৃষ্ণভজন করিতে পারে সুতরাং আমার প্রতি যেদিন ভগবানের কৃপা হইবে, সেই দিনই আমি সাধুসঙ্গ করিব ও হরিভজন করিব, সম্প্রতি আমার প্রতি ভগবানের কৃপা হয় নাই, সুতরাং আমি এখন ভজনে প্রবৃত্তও হই নাই, ভজন চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে দিন সময় হইবে, সেই দিন সব আপনা হইতেই হইয়া যাইবে—“সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে। নদীর প্রবাহে যেরূপ কাষ্ঠ লাগে তীরে॥”

এই কথাটী শুনিয়া আমি বলিলাম, দেখুন, ‘ভাগ্য’ শব্দটীর অর্থ আমরা কিছুই করিব না, জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিব, আর সব আপনা হইতেই হইবে, এরূপ নহে। শাস্ত্র ভাগ্য শব্দটির ওরূপ অর্থ বলেন নাই, শাস্ত্র বলেন, “পুরুষচেষ্টা অদৃষ্ট-জননী তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা সাধবঃ সেব্যাঃ—অর্থাৎ পুরুষ—চেতনময় বস্তু—তিনি কখনও জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার চেষ্টা দুইপ্রকার—সৎ ও অসৎ। এই দুইপ্রকার চেষ্টা হইতেই জীবের দুইপ্রকার ভাগ্যের উদয় হয়। সুতরাং পুরুষের চেষ্টাই অদৃষ্টের জননী। সাধু বা বৈষ্ণবগণের নামান্তর সৎ—ইহা গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেবা দ্বারা যে ভাগ্যের উদয় হয়, তাহাই পরম সুকৃতি বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাগ্য লাভ করিবার জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আপনি বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়েন নাই, পড়িলে এসকল কথা আপনি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। এই সকল কথা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় আনন্দিত হইলেন, এবং শুনিবার জন্য মঠে আরও কয়েক দিন থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন।

দোষ কাহার?

‘আমার দোষ,’ ‘আমিই দোষী’ একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিব না, বরং আমাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য জগতের সমস্ত লোককেই দোষী বলিয়া মনে করি, এমন কি সাক্ষাৎ ভগবানকেও দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ‘আমার দোষ’ একথা স্বীকার করিতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি—“আমি প্রকৃত পক্ষে দুষ্ট নহি, তবে লোকে আমাকে এইরূপ দুষ্ট করিয়াছে, সুতরাং লোকেরই দোষ”। কিন্তু তাহা বলিলেই কি আর নিস্তার পাইবার উপায় আছে? দোষের শাস্তি যে আমাকেই পাইতে হয়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ে আমাকে যে অহর্নিশ উত্তপ্ত হইতে হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই কিছুই ত স্থির করিতে পারিতেছি না। শ্রীভগবান্ সাধু শাস্ত্র গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈব আমার, আমারই আপন কর্ম্মদোষে আমি যে আজ ভব-মহাদাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া এত ক্লেশ পাইতেছি, সে দোষ স্বীকার করিয়া কিছুতেই তাঁহাদের পদানত হইয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থী হইব না। মরিতেছি, তথাপি ‘অহংমমাভিমান’ ছাড়িব না। ধিক্ আমার সরলতাকে—ধিক্ আমার মনুষ্যতাকে! আর শতধিক্ আমার সাধুত্বে!

“কিছুতেই নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া আমি সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রার্থী হইব না—নরকের ভীষণ যন্ত্রণাকেই সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইতে আমি প্রস্তুত”—ইহা দেখিয়া গুরুদেব কতই না ব্যাকুল-হৃদয়ে আমার জন্য ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করিতেছেন—“হে ভগবন্! জীবের পাপের বোঝা মাথায় লইয়া আমিই নরকভোগ করিব, নিদারুণ ভবরোগের যন্ত্রণা হইতে তুমি আজ জীবগণকে উদ্ধার কর!” করুণার বারিধি গুরুদেবের এই প্রকার পরদুঃখ-কাতরতা দেখিয়াও আমাদের প্রাণে আঘাত লাগে না, গুরুদেবের গুরুত্ব কোথায়, তাহা বুঝিতে পারি না, তখনও ‘আমি বড় বাহাদুর’ বলিতে আমার একটু লজ্জাও হয় না। হা ভগবন্! জানিনা, আমার এই সর্ব্বনাশী অহংবুদ্ধি আর কবে তিরোহিত হইবে, আর কবে আমি নিজের সকল দুর্ব্বলতা—সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া গুরুদেবের কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মাশ্রয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে পারিব—

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ মানে স্পৃহাহীন॥
সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত’ গাইব হরিনাম সুখে
অপরাধ হবে হত॥
কবে হেন কৃপা লভিয়া এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

আমি আমার দোষ প্রকাশ না করিয়া যতই গোপন করিয়া রাখিব, দোষী হইয়াও নির্দ্দোষ সাজিব, ততই আমার রোগ-যন্ত্রণা বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং মান-সম্ভ্রম লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার আশায় জলাঞ্জলী দিয়া সাধু-গুরু-পাদপদ্মে যাবতীয় দোষ নিষ্কপটে নিবেদন করাই এক্ষণে আমার পক্ষে একমাত্র মঙ্গলের পন্থা। “আমার দোষ স্বীকার করিলে আমি লোকের নিকট আর ভালমানুষ বলিয়া সম্মান পাইব না—আমার সকল প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যাইবে”—এই আশঙ্কাই হইয়াছে আমাদের যাবতীয় অনর্থের মূল। যতই না কেন উৎকট অপরাধে অপরাধী হই, তাহা সাধু গুরুর নিকট নিষ্কপটে প্রকাশ পূর্ব্বক “প্রভো! আমায় রক্ষা কর” বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে দাঁড়াইলে দয়াময় প্রভুর দয়া হইতে কিছুতেই বঞ্চিত হইব না। তাহা না করিয়া যতই আত্মগোপন করিবার চেষ্টায় মিথ্যা কপটতা আশ্রয় লইব, ততই আমাকে নরকের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব আমি অবিলম্বে গুরুপাদপদ্মে আমার দোষের কথা সমস্তই নিবেদন করিব।

সেবানুকূল্য

দৃশ্যমান জগতের প্রত্যেক বস্তুই শ্রীভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে তত্তদ্বস্তু-দ্বারে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া সম্প্রতি পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন মহাশয় তাঁহার বহুমূল্য অশ্বশকট ও অশ্বটী গুরু-কৃষ্ণ ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিরত্ন মহাশয় ইহার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ-ব্যয়-নির্ব্বাহ-জন্য এককালীন তিন সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-বিষয়ের প্রতি শ্রীযুক্ত ভক্তিরত্ন মহাশয়ের অপূর্ব্ব অনুরাগ দেখিয়া ভক্ত-ভক্তগণ বিশেষ প্রীত।

তিনি দেহাত্মবাদী ভক্তশোভিতাভিমানী ভক্ত ও গোস্বামিব্রুবদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য জানিয়া শুদ্ধভক্তসদ্ব্যাবাসে শুদ্ধভক্তি-কথা শ্রবণই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিময় মহাশয়ের সংসারের সকলেরই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রীতি যথেষ্ট আগ্রহ আছে। আমরা সগোষ্ঠী ভক্তিময় মহোদয়ের ভক্তিপ্রবৃত্তির উত্তরোত্তর উন্নতি-কামনা করিতেছি।

নির্য্যাণ-সংবাদ

তমলুক, মথুরী ৪।১২।২৮

মদীয় খুল্লতাতরূপে পরিচিত পূজ্যচরণ শ্রীল ত্রিবিক্রম পুরুষোত্তম দাসাধিকারী মহাশয় গত ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই প্রপঞ্চত্যাগ করিয়া তদীয় স্বধাম শ্রীবৃন্দাবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আবাল্য বিশুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস, এই কলিমলপীড়িত ঘোরতম প্রাকৃত সহজিয়াবর্গের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও অটুট ছিল। প্রচলিত নামমাত্র স্মার্ত্তাচারের বিরুদ্ধে এই সুদীর্ঘ জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিয়া সমাজের কত বিঘ্ন বিপত্তি স্বস্কন্ধে বহন করিয়াও নিরস্ত হন নাই। শ্রীনির্য্যাণকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর মাত্র। জীবনের প্রথম সূর্য্যালোক হইতেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের একান্ত অনুগত ছিলেন। সজ্জনতোষণী ও শ্রীঠাকুরের প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থাদি এই প্রদেশে একমাত্র তাঁহারই পুস্তকালয়ে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীমায়াপুরে প্রথম শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাবর্ষে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুরের প্রতি এতদূর আসক্ত ছিলেন যে, যেকোন কোন এতদ্দেশীয় প্রধান গোস্বামী নামে পরিচিত মহাশয়ের তাঁহার মত বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া বিনা বিচারে ফিরিয়া যাইবার যো ছিল না। তাঁহারই মুখের গল্প এবং আমাদের জন্য নির্ব্বাচিত পুস্তকাদি হইতে আমাদের বৈষ্ণবশাস্ত্র বিষয়ে লৌকিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলন করিতে গিয়া এতদ্দেশীয় 'মণ্ডলী' নামধারী কিছুদিন বৈষ্ণবব্রুব সম্প্রদায়ের কোপানলে সততই দগ্ধ হইতেন, তথাপি কেহ তাঁহার সমক্ষে সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। তিনি চিরকালই সমস্ত সমাজে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

যাহা হউক, অস্মাদৃশ বৈষ্ণবাপরাধী শিষ্যব্রুবগণকে দৌরাত্ম্য-সাগরে নিমজ্জিত দেখিয়া এই প্রকার মহাত্মগণের সুদর্শন নিবিড় মনে করিয়া অত্র পদিন, পূর্ব্বেই তিনি স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

এদেশে বৈষ্ণবের অভাব-হেতু প্রাণবৈষ্ণ্য তাঁহাতে সম্ভ্রম জাতিবর্গ দ্বারাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত করা হইয়াছে। তাঁহাতে অস্থি-সমাধি করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর ভোগারাধনার পর প্রসাদ দ্বারা ভক্তিমান্ পরিজনবর্গের সন্তোষ করা হইয়াছে, তাঁহার পুত্র আশুতোষ শীঘ্রই যথাশাস্ত্র বিরহ-মহোৎসবাদি সম্পন্ন করাইবেন। আশা করি, আপনারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে তাঁহার জন্য কৃপা প্রার্থনা করিবেন, যেন তিনি চির-আকাঙ্ক্ষিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহসেবায় নির্ব্বিঘ্নে নিত্যকাল যাপন করিতে থাকেন।

শ্রীনন্দলাল রায়
(কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর বি, এ.)

শ্রীনিবাস আচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে উপনীত হইলেন। তখন আরাত্রিকের সময় উপস্থিত হওয়ায় বহু লোকের সমাগম হইল। শ্রীনিবাস লোক-ভীড় ভয়ে শ্রীগোবিন্দদেব দর্শন করিয়া মন্দিরের এক পার্শ্বে প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। এমন সময় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিবাসকে অন্বেষণ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীনিবাসকে ভূমি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়া সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের মিলনে যে আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীমন্দিরের অধিকারী শ্রীচৈতন্যপরিকর শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত শ্রীনিবাসদর্শনে অতীব আহ্লাদিত হইয়া স্নেহভরে শ্রীনিবাসকে মহাপ্রসাদ ও প্রসাদি মালা চন্দন আনিয়া দিলেন। শ্রীনিবাসের আগমন সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া গেল। শ্রীজীবপাদ শ্রীনিবাসকে তাঁহার নিজ বাসস্থানে লইয়া গিয়া একটী নিভৃত স্থানে বাসা দিলেন। শ্রীনিবাস তথায় মনের উল্লাসে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিবস প্রাতে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীনিবাসকে রাধাদামোদর দর্শন করাইয়া শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধিস্থান দর্শন করাইলে শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে অনেক ক্রন্দন করিলেন। অতঃপর শ্রীজীবপাদ তাঁহাকে শ্রীগোপালভট্টগোস্বামিপাদের নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীনিবাস ভট্টগোস্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীজীব তাঁহার পরিচয় দিলে ভট্টগোস্বামী স্নেহভরে তাঁহার মস্তকে শ্রীচরণপদ্ম অর্পণ করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বসাইলেন এবং কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিলেন। শ্রীজীবপাদও শ্রীনিবাসের দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিলে দ্বিতীয়বার কার্য্য সিদ্ধ হইবার অনুমতি হইল। শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ দর্শন করাইয়া শ্রীভট্টপাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীলোকনাথ ও ভূগর্ভগোস্বামীর নিকট গেলেন। তথায় তাঁহাদিগকে ও শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করণান্তর শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে গেলেন। তথায় শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীমধুপণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া তথা হইতে শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে গেলেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীসনাতনগোস্বামিপাদের সমাধিক্ষেত্র প্রণাম ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে লইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্রমিলিক রাষ্ট্র হইয়া পড়িল আগামী কল্য প্রাতে, শ্রীনিবাস শ্রীভট্ট গোস্বামিপাদের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিবেন। যথাকালে শ্রীভট্টপাদ শ্রীরাধারমণসন্নিধানে শ্রীনিবাসকে মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং অতি যত্নসহকারে সাধন-প্রক্রিয়া জানাইয়া শ্রীনিবাসকে শ্রীজীবপাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাস সকলেরই স্নেহপাত্র হইলেন। শ্রীজীবপাদ তাঁহাকে শ্রীরাঘব, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে পাঠাইলেন। শ্রীনিবাস তথায় ফিরিলেন, থাকিয়া সকল ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের আদেশক্রমে বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক একটী শুভদিনে পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ভগবদনুগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রীনিবাসের হৃদয়ে অনায়াসে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। শ্রীজীবপাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীনিবাসকে আচার্য্য-পদবী দিলেন, শ্রীনিবাস ইহাতে খুব লজ্জাযুক্ত হইলেন। গোস্বামি-আদেশে তিনি ব্রজবাসি বৈষ্ণবগণকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীআচার্য্য একদিন 'নরোত্তম' নাম মাত্র শুনিয়া শ্রীনরোত্তমের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেই রাত্রিতেই শ্রীজীবপাদ স্বপ্নে জানাইলেন যে, কল্যই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কল্যই হইল। পরদিন নরোত্তমের সহিত শ্রীনিবাসের মিলন হইল। উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা প্রগাঢ় [illegible]। শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা মন্ত্রলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট প্রভৃতি সকলেই নরোত্তমকে কৃপা করিলেন। শ্রীজীবপাদ তাঁহাকে পাঠ আরম্ভ করাইলেন। অল্পদিনেই শ্রীনরোত্তম বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। শ্রীজীব তাঁহাকে শ্রীঠাকুর [illegible] খ্যাতি দিলেন। শ্রীনিবাস ও নরোত্তম হইলেন যেন শ্রীজীবের দুই ভাই। তাঁহাদের অর্থে বৃন্দাবনের সকলেই সুখী।

পাগলের কারখানা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

যাহারা স্বভাবের বশবর্ত্তী না হইয়া বিকৃত মস্তিষ্কে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করে, তাহারাই পাগল। এই সম্বন্ধে বহু প্রকারের পাগল দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কামে পাগল, কেহ টাকায় পাগল, কেহ ধর্ম্মে পাগল, আবার কেহ বা নামে পাগল। এই জগৎ একটী পাগলের কারখানা।

কামে পাগল ব্যক্তিগণ বিভিন্ন রূপের কামের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয়। এই কামের উৎপত্তি কোথা হইতে হয় ? গীতা বলিয়াছেন, "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ। সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে। ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে। উহারা চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা কর্ণ এবং ত্বক দ্বারা গৃহীত হয়। যাহারা ঐ বিষয়গণের চিন্তা দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাঞ্ছা করে, তাহাদের ঐ বিষয় সকল ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে সঙ্গ জন্মে অর্থাৎ তাহাতে আসক্তি জন্মে, সেই আসক্তির ফলে বিভিন্ন প্রকারের কাম উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকার বিষয় সেবার বাঞ্ছাকেই কাম বলা যায়। এই কামের অপূর্ত্তি ঘটিলে বা কোন কারণে তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে মোহ জন্মিয়া তত্তদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হয় এবং তদ্দ্বারা স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ জীবের স্বরূপবিস্মৃতি ঘটে, সেই স্বরূপ বিস্মৃতি হইতেই বিনাশ প্রাপ্তি হয়।

জীব যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের সেবোন্মুখ বৃত্তিকে বিশেষভাবে ভুলিয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধিত, মরীচিকার জল-ভ্রম করিয়া—তাহার মধ্যে মত্ত হইয়া, দুষ্পূরণীয় কামপূরণের চেষ্টা করে, তবুও ই

তাহার [illegible] মায়াদেবী [illegible] বৃদ্ধি প্রেরিত নিজ [illegible] বৃত্তি দ্বারা তাহার স্বরূপ-জ্ঞান আবরণ করেন এবং [illegible] বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধিকে, মনকে, ইন্দ্রিয় সমূহের, অর্থাৎ দ্বিতীয় [illegible] [illegible] জাগাইয়া দেন। সেই [illegible] হইতে [illegible] আনি দুঃখ ভুলিয়া জীব নিজ ভোগ-বাসনা পূরণের চেষ্টা করে।

জীবের এই [illegible] এত প্রবল যে, যে কোন উপায়েই হউক, তাহার পূর্ত্তি না হইলে জীব শান্তিলাভ করিতে পারে না। কেহ কেহ ঐহিক-সুখ-ভোগ না হইয়া পারত্রিক সুখ-লাভের আশায় বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করে। তাহার ফলে কিছুকাল স্বর্গবাসী হইয়া স্বর্গ-সুখ [illegible] প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহাও নিত্য নয়। তাহার সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলেই মাত্র স্বর্গভোগ করিয়া পুনঃ পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। এইরূপে কামকামী ব্যক্তিগণের পুনঃ পুনঃ যাতায়াত বা [illegible] লাভ হইতে থাকে। এই সকল [illegible]-প্রসক্ত ব্যক্তির কখনও কাম-বৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। কারণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে যেমন উহা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কামানলে আহুতি দিলে তাহাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গীতায় এই কামকেই পরম শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" অর্থাৎ রজোগুণসমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। কাম প্রাকৃত-বাসনা-জনিত বিষয়াভিলাষ। কামই অবস্থাভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ হয়। কামই অতিশয় উগ্র ও সর্ব্বভুক্। কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে। সেই কাম জীবের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে অধিকার দ্বারা বৈধজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে। এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করিয়া কাম জীবকে জড় বিষয়ে নিক্ষেপ করে।

জীবের যে পর্য্যন্ত কামরূপ অন্ধকার দূর না হয়, ততদিন তাহারা কোন ক্রমেই কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। তাহারা কাম দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া নিজ নিজ [illegible] আশায় কামফলদাতা অন্য দেবতার উপাসনা করে। কিন্তু তাহারা জানে না যে সেই সকল অন্য দেবতার উপাসনার দ্বারা [illegible] জীবের কোন প্রকারেই সংসার-মুক্তি হয় না। কারণ মুক্তিপ্রদাতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেই সকল কামিপুরুষগণ যদি কামকেও ভাগ্যক্রমে অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের সেই অনিত্য কামবাসনা নিবৃত্ত হইয়া "চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জিত" হয়, সংসারদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং পূর্ণ সুখময় শ্রীকৃষ্ণের কামপূর্ত্তিরূপ সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়। কারণ কৃষ্ণ বলিতেছেন—"সেই মূর্খ, 'আমি বিষ, দিয়া অমৃত ছাড়ি' বিষ খায়' [illegible] বিষয় ভুঞ্জিব॥"

হে কামপাগল! তুমি যদি নিজ কামের পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে চাও, তবে নিম্নলিখিত মহাজনপদটী শ্রবণ কর,—

> মন তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
> জড় কাম পরিহরি শুদ্ধকাম সেবা করি
> বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ॥
> অনিত্য জড়ীয় কাম শান্তিহীন অবিশ্রাম
> নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ॥
> কামের সামগ্রী চাও তবু তাহা নাহি পাও
> পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ।
> তুমি সেবা কর যারে সে তোমা
> ভজিতে নারে
> দুঃখে জ্বলে সেবকের অঙ্গ॥
> ছাড় তবে মিছা কাম হও তুমি সত্যকাম
> ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
> যাঁহার কুসুম-শরে তব নিত্য কলেবরে
> ব্যাপ্ত হবে প্রেম অন্তরঙ্গ॥

আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় অন্য পাগলগণের আলোচনা করিব।

বেদান্ত-দর্শনে জীবের সম্বন্ধ-নির্ণয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়)

জীবের স্বরূপ-নির্ণয় প্রবন্ধে আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহার কর্ত্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু জীবের এই কর্ত্তৃত্ব স্বাতন্ত্র্য না পরায়ত্ত? এতদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন 'পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ' [৩৯ সূ] অর্থাৎ শ্রুতি-প্রমাণ সত্ত্বা হেতু জীবের প্রভুত্ব পরম পুরুষের আয়ত্তাধীন বুঝিতে হইবে, কারণ ঈশ্বরই জীবসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করেন। শ্রুতি বলেন 'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং' [তৈঃ আঃ ৩-১১] জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা, ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা; জীবকর্ত্তৃত্বের ঈশ্বরাধীনত্ব আছে বলিয়াই তাহার প্রভুত্ব নিবারিত হইল না, এস্থানে প্রভুত্ব বলিতে চেতনতার ব্যবহার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে হইবে। জীবের ব্রহ্মাংশত্ব পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; ব্রহ্ম হইতে জীবরূপ অংশের যে বিভিন্ন প্রকাশ, তাহা উপাধিগত নৈমিত্তিক ভেদ-প্রতীতি নহে, শ্রীগীতা-বাক্যে জীবকে ঈশ্বরের সনাতন অংশ বলায় শঙ্কর-প্রতিপাদিত ঘটাকাশ পটাকাশ বিচার কিম্বা বিম্ব-প্রতিবিম্ব বিচার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। স্বরূপ বিচারে জীব ব্রহ্মের ভেদ-প্রতীতি এবং বস্তু-বিচারে জীব ব্রহ্মে অভেদ-প্রতীতি সিদ্ধ হইতেছে। বিন্দু অবস্থানবস্তু, বিন্দুশক্তিপ্রকাশ, বিন্দু-লেশোপম জীব ও সিন্ধু সেই অবস্থানভেদে ভেদ প্রকাশ। অথচ জ্ঞানখণ্ডে একোত্র ভেদ-প্রতীতি অভয়ের বাধক, আবার একোত্র অভেদ-প্রতীতিতে 'স্বাত্মপর্ণা' 'এষোহণুরাত্মা' 'বালাগ্রশতভাগস্য' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় অর্থাৎ জীব বা জগৎকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিলে অদ্বয়ত্বে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার রূপ দোষ, আবার অভিন্ন বলিলে সিদ্ধ সাধন দোষ উপস্থিত হয়, কিন্তু বিভুবস্তু অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বলিয়া সর্ব্ব বিরোধের সমন্বয় তত্ত্বভাবে তাঁহাতেই সম্ভব সুতরাং চিন্তা বিচারের অন্তর্গত একান্তভেদ বা অভেদ প্রতীতি; অচিন্ত্য ভেদাভেদরূপ শ্রৌতসিদ্ধান্তেই অবিরোধে সামঞ্জস্য হইতেছে। সূত্রকার ২অঃ ৩য় পাঃ—৪১সূত্রে বলিতেছেন যে, নানা সম্বন্ধব্যপদেশ হেতু জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয়। সূর্য্যের কিরণের ন্যায় জীব ব্রহ্মের অংশ। জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্নাংশ হইয়াও তৎসম্বন্ধাপেক্ষী অংশাংশিত্বই এই সম্বন্ধের হেতু। একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা, শরণং, সুহৃদ্, গতি, ভর্ত্তা প্রভু, সাক্ষী, নিবাসঃ প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যে জীবের ঈশ্বরসম্বন্ধাপেক্ষিত্ব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

এক্ষণে সংশয় এই যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতারসমূহ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ অবয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশ বলিয়া কথিত হয়েন, আবার জীবকেও তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে, তাহা হইলে অবতার-সমূহকে কি জীব-সম প্রকাশাদিবৎ বলিতে হইবে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, ওহে তার্কিক, তোমার ঐ প্রকার তর্ক বাচালতা মাত্র, কারণ প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ"। অবতার সমূহ অংশ বলিয়া কথিত হইলেও তাঁহারা জীব-সদৃশ নহেন, কারণ তেজের অংশ সূর্য্য যেমন তেজঃ শব্দে অভিহিত, খদ্যোতের সমান নহে, সেইরূপ মৎস্যাদি অবতার সমূহ ঈশ্বরাংশ হইলেও তাঁহারা তদাত্মক; জীবগণ বিভিন্নাংশ মাত্র। জীবের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বমূলে পরমাত্মার অপেক্ষিত্ব থাকিলেও চিদ্বৃত্তির ব্যবহারবৈষম্যে অবিদ্যা বিজড়িত হইয়া কর্ম্মফলানুযায়ী তাঁহার জড় শরীর সম্বন্ধ, কিন্তু মৎস্যাদি অবতারগণের জড়শরীর সম্বন্ধ-শূন্যত্ব ও পরেশত্বই শ্রবণ করা যায়।

জীব-স্বরূপ-নির্ণয় প্রবন্ধে জীব যে নিত্যচিদ্বস্তুর অণুচিৎকণ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অণুত্বপ্রযুক্ত জীবের অপূর্ণতা। কিন্তু মৎস্যাদি অবতারগণ জীববৎ অণুচিৎ নহেন, পূর্ণ। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" 'বালাগ্রশতভাগস্য' 'এষোহণুরাত্মা' প্রভৃতি শ্রুতি জীবের স্বরূপ-সম্বন্ধে উক্তি এবং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং প্রভৃতি শ্রুতি উক্ত অবতারাদি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে ও জীব [illegible] হইলেও অবতারাদির ন্যায় পূর্ণ সংজ্ঞা পাইবে না অণুচিৎ, অতএব জীব ও অবতারের সাম্য-প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। আরও বুঝা যায়, জীবের সুখদুঃখাদি ভোগে প্রাপঞ্চিক জড় বস্তুর সংযোগ বিয়োগাপেক্ষিত্ব আছে, কিন্তু অবতারগণ [illegible] চিদানন্দময় বিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের ভোক্তৃত্বে অচিদ্বস্তুর সম্বন্ধাপেক্ষিত্ব নাই। সুতরাং অবতারগণ অংশ বলিয়া কথিত হইলেও জীববৎ তাঁহারা নহেন, তাঁহারা ঈশ তত্ত্ব। জীব অণু অংশ বলিয়া তাহারা মায়া-কবলিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু অবতারগণের মায়াধীশত্বই স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীচরিতামৃতে ঈশ্বর ও জীবের ভেদ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

> "মায়াধীশ মায়া-বশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
> হেন জীবে ঈশ্বর সহ, কহত অভেদ॥"

জীব সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভগবদ্ আরাধনা করিলেই, বিভু-চিদ্বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তি মায়া আর তাহার উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, মায়া-কবলিত জীব যখনই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন হয়েন, অমনি তিনি তাঁহাকে দুরত্যয়া দৈবী মায়া হইতে জীব কোটিচন্দ্র সুশীতল চরণারবিন্দে আকর্ষণ করেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারিতেছি, ঈশ্বর নিত্য এবং বিভুচিদ্বস্তু সনাতন চিদংশ, কিন্তু পরিপূর্ণতম অবতারী কৃষ্ণ হইতে প্রকটিত পূর্ণ অবতারসমূহ জীববৎ বিভিন্নাংশ নহেন। চিদ্বস্তু অংশ বিধায় জাতীয়ত্বে জীবেশ্বরে ভেদ নাই, কিন্তু সনাতন অণুত্ব বলিয়া স্বরূপে নিত্যভেদ বর্ত্তমান। তবে এই ভেদ বা অভেদ-প্রতীতি মনোধর্ম্মোত্থ চিন্তা-বিচারের ব্যাপার বিশেষ নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঈশ্বর মায়াধীশ, আর জীব মায়াবশ-যোগ্য, জীবের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব মূলে প্রযোজক হিসাবে ঈশ্বরাধীনত্ব থাকিলেও প্রযোজ্য হিসাবে কর্ম্মানুষ্ঠান-কালে তাহার চিদ্বৃত্তিতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূলে নিযুক্ত না করিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশে স্বতন্ত্রভাবে মনোধর্ম্ম দ্বারা চালনা করিতে যাইয়া মায়া-কবলিত হইয়া শোক-ভাজন অর্থাৎ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শুদ্ধধর্ম্মে অবস্থিতি-কালে ঈশ্বরের সহিত তাঁহার যে অংশাংশী বা সেব্য-সেবক রূপ নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং সেবা রূপ নিত্য কর্ম্ম (ভক্তি) দ্বারা সেব্যের

অনুশীলনই যে তাঁহার স্বরূপ ধর্ম্ম তাহা বিস্মৃত হইয়া বিরূপ-গ্রস্ত হয়েন ; রূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মে কোন ভাগ্যে আত্ম-জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তির উদয় হইলেই তিনি. তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান দান করত বিরূপের শূদ্রধর্ম্ম দূর করিয়া স্বরূপের রূপ প্রকাশ করেন।

স্বরূপ-জ্ঞানের পরই সম্বন্ধ-জ্ঞানো-দয় হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ভগবদ্বিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা আত্মার তুষ্টি সাধন হয়। তাই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমেই দৈহিক ও মানসিকধর্ম্ম জিজ্ঞাসার পরিবর্ত্তে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' —এই বাক্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' বাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে,— শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই এই জন্মাদ্যস্য শ্লোকের অবতারণা এবং ঐ শ্লোকে সেই নিরস্তকুহক পরম সত্য বস্তু যে নির্বিশেষ চিন্মাত্র নহেন, তাহা ধ্যান করি, এই বাক্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ এখানে ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতার নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

আমরা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে জীব-শিক্ষার জন্য এই আত্ম জিজ্ঞাসায় লীলাভিনয় করিতে দেখিতে পাই, যথা :—

"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি, কৈছে হিত হয় ॥"

তদুত্তরে শ্রীগৌরসুন্দর জীবের স্বরূপ কি এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, তাহা নিম্ন শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া-ছেন,—

জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্য-দাস'।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥

অর্থাৎ চিন্ময়-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমি কৃষ্ণের অভেদ প্রকাশ এবং অণু-চৈতন্য ধর্ম্ম বশতঃ—বিভুচৈতন্য কৃষ্ণের ভেদ-প্রকাশ।

জীব সাধুগুরু-কৃপায় নিজের স্বরূপ এবং কৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঈশ ও বশ্য, সেব্য ও সেবক, পাল্য ও পালকরূপ নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উদয় হয়। এই অভিধেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে আমরা পর প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

"যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥"
(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)

(ক্রমশঃ)

"ব্রহ্মের" পরিবর্ত্তে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীধামপুরী ৩/১২/২৮

কতিপয় দিবস গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের দীর্ঘকাল ব্যবসায়ী ও স্বর্গত বেরিষ্টার স্বপরিবারে শ্রীধামে আসিয়া ছিলেন। বেরিষ্টার সাহেব হঠাৎ এক দিবস আমাকে শ্রীপুরীধামে (গৌড়ীয় মঠের) ব্রহ্মচারীর বেশে দেখিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া গেলেন। আমাকে বেশ একটু কটু বাক্য বলিতে লাগিলেন ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পৃথিবীর নানা স্থানে 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মে'র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ পর্য্যন্তও চলিতেছে। "ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিগণ" আর কিছুই বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের একমাত্র বাক্য এই যে "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" শ্রীযুক্ত বাবু অরুণ চন্দ্র সেন মহাশয় স্বধামগত কেশব চন্দ্র সেনের খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁহারা এই মহাপবিত্র তীর্থ শ্রীজগন্নাথ ধামে আসিয়া কোন দেবালয়ে যাইতেন না বা তাঁহাদের বিশ্বাসও ছিল না, পাছে যদি তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন হানি হইয়া পড়ে।

কিন্তু আমি প্রায়ই সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাঁহার বাটীতে যাতায়াত করিতাম এবং আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও শ্রীমন্মহা-প্রভু আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, এই সমস্ত কিছু কিছু আলোচনা করিতাম। পরে তাঁহাদের প্রত্যেককে দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহাদের মনের ভাব চির দিনের মত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং তাঁহারা যে গেরুয়া বস্ত্রধারীদের প্রতি বিশেষ দরিদ্র ও ঘৃণার ভাব এতদিন পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাও তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কোন্ বস্তুর জন্য কাঙ্গাল।

সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের গোঁড়া কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়, তাঁহার সম্ভ্রান্ত বংশধরগণ স্ব ইচ্ছায় বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু মাত্র জগতে নাই।

শুধু তাই নয়—তারপর দিবস হইতে তাঁহারা সকলেই মোটর যোগে শ্রীপুরু-ষোত্তম মঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতি ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়া সকলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন। প্রত্যহ দুইবেলাই শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইতেন ও মহাপ্রসাদ দর্শনের সুবিধা গ্রহণ করিতেন এবং কলিকাতা ফিরিবার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের কাঠো ও প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বাঁধাইয়া করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অতি সত্বরই শ্রীধাম মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটা দেখিতে যাইতেছেন এবং তথায় কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া মহাপ্রসাদ সেবন করিবেন ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে আরও কিছু শ্রবণের প্রার্থনা করেন।

শ্রীঅনন্ত কুমার

নানা কথা

হর্ষে বিষাদ

সেদিন ফরিদপুরের ডাক্তার সতীশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শিকারে গমন করিয়া একটী চিতাবাঘকে গুলি করেন। তৎপর দিন তিনি ঐ ব্যাঘ্রটীর অনুসন্ধানে বহির্গত হন এবং উহাকে মৃতের ন্যায় পতিত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহার নিকটে গমন করিলে ব্যাঘ্রটী হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ভীষণরূপে আহত করে। সতীশবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় কলিকাতা পাঠান হইয়াছে।

ভারতে কাঁচা মালের বিপুল অপচয়

'সোসাইটী অব আর্টস' সভায় ভারতীয় বিভাগে সার জেম্‌স ম্যাকেন এক বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতে কাঁচা মালের যেরূপ বিপুল অপচয় হয়, আর কোথাও তেমন দেখা যায় না ; এরূপ অপচয় আর কোন দেশ সহ্য করিতে পারে না। যাহাতে এই অপচয়ের নিবারণ হয় সেজন্য দেশের সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

যুবরাজের দেশে আগমন

সরকার হইতে ঘোষণা করা হই-য়াছে যে, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস সুয়েজে "এণ্টার প্রাইজ" রণপোত হইতে নামিয়া রেলগাড়ীতে মিশরে যাইবেন, তাহার পর আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ব্রিণ্ডিসি পর্য্যন্ত তিনি "ক্লোরিশ্যার" নামক মানোয়ারে গমন করিবেন। তথা হইতে সম্ভবতঃ তিনি টুরিন, মোডেন ও প্যারিসের মধ্য দিয়া বৃটেনে যাইবেন।

ঐতিহাসিক প্রদর্শনী

[illegible] বুধবার সন্ধ্যায় বাগপুরের ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। তথায় সংগৃহীত ঐতি-হাসিক চিত্র, পুস্তক ও প্রাচীন আসবাব দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, মিঃ রাখাল ঘোষাল, মিঃ কেদার রায় আচার্য, মিঃ সরদেশাই এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেন্ট্রাল? মিঃ ডি, সিংহ, লাহোরের পণ্ডিত শিউকিশন, কলিকাতার মিঃ এস, কে, শেঠ, মাদ্রাজের মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, আগ্রার মিঃ তালুকদার, অধ্রের মিঃ রামস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার এজেন্ট

দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় লাটের এজেন্টরূপে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের নিমিত্ত সার কে, ভি, রেড্ডি আগামী ২রা জানুয়ারী বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবেন।

আলোয়ার মহারাজের নৈরাশ্য

আলোয়ারের পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্ক মহারাজ রাজ্যের রেমুন্ত নগরী নামক কোনও রাজপুতের ১৮ বৎসর বয়স্ক কন্যাকে চতুর্থ পত্নীরূপে গ্রহণ করি-বার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দেমুন্ত রমণী উহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া মহারাজাকে জানাইয়াছেন যে, রাজপুত-দের প্রথা অনুযায়ী বৃদ্ধের সহিত বালি-কার বিবাহ হইতে পারে না। পূর্ব্বে তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঐ প্রথা কেবল প্রজার উপর প্রযোজ্য, রাজাদের উপর নহে। সম্প্রতি তাঁহাকে জানান হইয়াছে—উহা সকলের উপরই প্রযোজ্য ; আলোয়ারের মহারাজা যদি উহার বিরু-দ্ধাচরণ করেন, তবে তিনি সমাজে একঘরে বলিয়া ঘোষিত হইতে পারেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার কন্যা মহারাজাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ...টকের রাধাকৃষ্ণ বাবু, কল্পিত চরণদাস বাবাজীকে নিতাই-গৌর-মিলিতরূপ অবতার সাজাইবার জন্য যে প্রয়াস, তৎসম্বন্ধে "নদীয়া প্রকাশ" পত্রিকায় আলোচনা হইয়াছিল। শুনা যায়, ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়িয়া তাঁহারা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। বাস্তবিকই শিক্ষার অভাব হেতু পারমার্থিকের বিচারপ্রণালী বুঝা ওঠা পরমার্থের কদর্থনকারীদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। যাহারা প্রাকৃত-সাহজিকী শিক্ষা লাভ করিয়াছে, প্রাকৃত সহজধর্মের কোন কথাই তাহাদের অস্থিতে প্রবেশ করে না।

এই হুজুগপ্রিয় প্রাকৃত সাহজিকদলকে বুঝাইতে হইলে সরল ভাষায় বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধির অভাব হেতু ব্যক্তিবিশেষকে বিষ্ণুর অবতার সাজাইবার চেষ্টা অপরাধমূলক। প্রকৃত ভক্তিপর ...গণ এইরূপ কপটচোর হইতে পৃথক্ থাকেন। ...দের প্রশ্রয় দেওয়া এবং তাদৃশ ...ভক্তিসিদ্ধান্ত যে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ভাষা পরিবর্ত্তন-চেষ্টা, তাহার কখনই আদর হইতে পারে না। ঠাকুর ...কখনই অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণকে অজ-জ্ঞানকারী বিচার-মতে ...বিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলেন ...। যাহাদিগকে ব্রজজ্ঞ... প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, তাহাদিগকে ...ইন্দ্রিয়তোষী বলিয়া তিনি ... বিচার করেন। ... বিমুখগণ কুযোগীদিগের সকল ... অবগত আছেন। বিষ্ণুভক্ত ... বিবরে-অলংকারে জীবে ... এবং নামে রুচি। বৈষ্ণবসেবাই তাহাদিগের একমাত্র কৃত্য।

কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে যাহার ...অভিমান, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রাকৃত সাহজিকদিগের ... ভক্তগণ ... কোন দিনই আদর করিতে পারেন না। ... প্রাকৃত ... সাজাইবার ... কোন কৃত্রিম সাহিত্যিক সাজিয়া ভজিতে পারেন না, কিন্তু বাহাদিগের ঐ প্রকার হুজুগ করিয়া প্রাকৃত সাহিত্যপোষণের চেষ্টা হয়, তাঁহাদিগের সহিত কোনও সম্বন্ধ রাখা ভক্তিপথের পথিকগণের কর্ত্তব্য নহে। যেখানে নীতি-বিগর্হিত কার্য্য, তাহা 'পাপ' নামে অভিহিত। পাপের যাহারা আদর করে, কোনও সমাজের লোকই সম্ভ্রমের সহিত আদর করিতে পারে না। ভক্তিমান জনগণ সর্ব্বদা মিছাভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। মিছাভক্তের বিচারপ্রণালীকে আদর করিতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিষেধ করিয়াছেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ভাগবত বলেন, তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবে। যাহারা রাধাকৃষ্ণসেবা-বিমুখ তাহারাই দুর্জ্জন। 'রাধাকৃষ্ণসেবা' শব্দে রাধাকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে একমত না হইতে পারা বুঝায় না। শ্রীচৈতন্যদেব দয়াময় বলিয়া কোন পাপের প্রশ্রয় দেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন, যিনি পাপের প্রশ্রয় দেন না, তাঁহাকে দয়াময় বলা যায় না বলিয়াই মহাপ্রভুকে তাঁহারা পাপের প্রশ্রয়-দাতা সাজাইয়া থাকেন; শুদ্ধভক্তগণ ইহাদের কু-মতের অনুমোদন করেন না।

প্রাকৃত সাহজিকগণ বলেন, যে যত দুর্দ্ধ ও লম্পট হইতে পারিবে, সে তত বৈষ্ণব। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বলেন যে, যে যত সংযত ও অকপটাচারহিত হইতে পারিবে, সে সেই পরিমাণে ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হইবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন, পুরুষমাত্রই কৃষ্ণের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, স্ত্রীমাত্রেই গোপী। সুতরাং ভোগবুদ্ধি প্রবল করিয়া নরকের দিকে যাত্রা করিলে বিষ্ণু-সেবা হইয়া যায়। তাঁহারা বলেন, ভাগবত ইহার প্রমাণ,—

> অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
> ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎ-
> পরো ভবেৎ॥

শুদ্ধভক্তগণ বলেন, ভগবান্ বহু ... তাঁহার সেবা ছাড়িয়া যাহারা আপনাকে ...প্রকৃতিতে অভিষিক্ত করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত থাকে, তাহারা কখনও ...ভক্ত হইতে পারে না। ... ও পার্থিব-ভোগ-লম্পটতার সম্পূর্ণ বিপরীত। ...ই শ্রীল গোস্বামিপাদ, ... দেহ এবং ... উভয় ও উভয় ... সাধুর ... হইতে না দিয়া সর্ব্বাংশে আপনাদের প্রবৃত্তি তন্ময় ভগবানের সেবার প্রবৃত্তি হইতে হইবে। যদি কেহ তাহা ভুলিয়া গিয়া ... আসরের সুযোগ লইয়া অপরের দ্বারা সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ভক্তের পরিবর্ত্তে 'ভোগী' নামে কথিত হন।

ভোগি-সম্প্রদায়ে দেখা যায়, তাহাদের গুরুগণ বংশী লইয়া রাসলীলা করেন। যশোহর জেলায় বাউল ও প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধ্যে এই প্রকার রাসলীলা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু সামাজিক প্রবল ভূমাধিকারিগণের শাসনে উহা ন্যূনাধিক কম পড়িয়াছে। তাদৃশ শিক্ষাপ্রভাবে যদি কোথাও বংশীধ্বনি দ্বারা শিষ্যা-সেবিকা প্রভৃতির ধর্ম্মের ছলনায় ধর্ম্মনাশের প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা হইলে ভক্তিপথের পথিকগণ উহা আদর করেন না।

কালেশ্বরের পরলোকগত নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয় স্বচক্ষে কোনও ভেকধারীকে বংশীধ্বনি করিতে করিতে কেন্দ্রাপাড়া যাইবার সময়ে সেবিকাদিগকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। তদবধি তাঁহার চিত্ত কোনও ভেকধারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিল। এই ঘটনা সত্য হইলে উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রাকৃত-সাহজিকের 'নিন্দক' বলা যাইবে না।

মহাপ্রভুর আর দুই অবতার হইবার ছলনায় কোন মর্ত্ত্য জীব বিশেষকে অবতাররূপে খাড়া করিবার প্রয়াস হরিভজনের নামে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি-মাত্রেরই শোচনীয় নহে। এই কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, পারেন না কেবল মতলববাজ জনগণ।

যে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ সকল নীতিশাস্ত্রের একমাত্র আকর, যাঁহাদের পাদপদ্ম-স্মরণে জীবের নিপুণ-বটুকের চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে মুক্তি হয়, তাঁহাদের ভক্তগণ কখনই শুদ্ধভক্তির বিরোধী হইতে পারেন না। দুর্নীতিপূর্ণ পরপ্রবণ চিত্ত কখনই বৈষ্ণব সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। সেই জন্যই আমরা বলি, শ্রীমায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠে ভক্তিশাস্ত্রী হইবার পাঠ্যপুস্তকগুলি অচিরেই পড়াইবার ব্যবস্থা হউক। তাহা হইলে দুর্যোধি-সম্প্রদায়ের ভক্তিবিরোধিনী চেষ্টা ন্যূনাধিক প্রশমিত হইবে। সমাজ তখন জানিতে পারিবে যে, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের প্রচারিত বিষয়ে তাঁহাদের শুদ্ধ সেবকমণ্ডলীর কোন ... চেষ্টা নাই। অমনই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অভিপ্রেত অর্চ্চা ও শ্রীনাম অবতারদ্বয় শুদ্ধভক্তহৃদয়ে পূজাবৃত্তে প্রতিভাত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে একটী সুরম্য নগর ছিল। এ স্থানের অধিবাসিগণ সকলেই স্বধর্ম্ম-তৎপর এবং সত্যনিষ্ঠ ছিল। আত্মদেব নামে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ধুন্ধুলী নামে এক পত্নী ছিলেন, তিনি কুলজা, সৎকুলোদ্ভূতা এবং নিজবাক্যস্থাপনে তৎপরা। তিনি প্রায়ই লোকবার্ত্তাতে রতা, ক্রূরা এবং বহুভাষিণী ছিলেন। ব্রাহ্মণ এই পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্যপ্রেমে বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের দীর্ঘকাল যাবৎ অপত্যপ্রাপ্তি না হওয়ায় সন্তানহেতু বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল লাভ না করাতে ব্রাহ্মণ একদিন চিন্তাতুর হইয়া অরণ্যে গমন করেন। তথায় তিনি তৃষিত হইয়া এক তড়াগে জলপান করিলে পর, কোন সন্ন্যাসী দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া দুঃখসহকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে যতে, দুঃখের কারণ আর আপনাকে কি জানাইব, পূর্ব্বকর্ম্মফলে এ যাবৎ বহুবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও পুত্র অথবা পুত্রী লাভে সমর্থ হইলাম না। আমার পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদি লোপ হইল, দেবতাগণ আমার হস্তের জল অঙ্গীকার করেন না; অধিক কি, আমার গৃহে একটা গাভী আছে, তাহাও দুর্ভাগ্যবশে সেটি পর্য্যন্ত বন্ধ্যা। এবম্বিধ দুর্ভাগ্যের জীবন ধারণে কি ফল? অতএব এই অরণ্যে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার মানস করিয়াছি।

যতি ব্রাহ্মণের অদৃষ্টলিপির বিষয় যোগবলে দর্শন করিয়া বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি যে, সাত জন্ম পর্য্যন্ত আপনার কোন সন্তান-প্রাপ্তির আশা নাই। অতএব প্রজাকামনা পরিত্যাগ করুন। কর্ম্মগতিই বলবতী। সংসারসুখ-বাসনা পরিত্যাগ, পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করাই আপনার পক্ষে প্রশস্ত। সন্ন্যাসাপেক্ষা সুখজনক আর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কথায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ পুত্র প্রার্থনা করিতে থাকিলে যতি তাঁহাকে বলিলেন যে,

আপনি দৈব কর্ত্তৃক পুত্রসুখে বঞ্চিত, কোন প্রকারে পুত্র লাভ করিলেও তৎকর্ত্তৃক সুখী হইতে পারিবেন না; কিন্তু আপনার আগ্রহ দেখিয়া আমি এই একটী সুমিষ্ট ফল প্রদান করিতেছি, ইহা আপনার পত্নীকে ভক্ষণ করাইলে এক সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত পুত্রলাভ করিবেন।

আত্মদেব সন্ন্যাসীর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজ পত্নীর হস্তে ফলটী প্রদান করিলেন এবং উক্ত ফলটী পত্নীকে ভক্ষণের আদেশ করিয়া কার্য্যানুরোধে অন্যত্র গমন করিলেন। তদীয় পত্নী সেই ফল ভক্ষণের পূর্ব্বেই সখীর নিকট নিজ মনোদুঃখ নিবেদন করিয়া বলিলেন, অহো! কি দুঃখ। আমি ফল ভক্ষণ করিতে পারিব না। ইহা ভক্ষণে আমার উদর বৃদ্ধি হইবে এবং ক্রমে ভারযুক্ত হইয়া আমাকে খাদ্যাদি গ্রহণে ও গৃহ কার্য্যে অসমর্থ করিবে। কোন স্থানে যাতায়াতের সামর্থ্যও থাকিবে না। সন্তান প্রসবকালে বিবিধ যন্ত্রণা এবং লালন পালনে ততোধিক যন্ত্রণা লাভ হইবে। এই বলিয়া বিপ্রপত্নী ফল ভক্ষণ করিলেন না। একদিন তাঁহার সহোদরা তথায় আগমন করিলে পূর্ব্ববৎ নিজ দুঃখ তাঁহাকে জানাইলে ভগিনীর উপদেশানুসারে সেই ফলটী গৃহে যে বন্ধ্যা গাভী ছিল, তাহাকে ভক্ষণ করাইলেন। সেই সহোদরার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া ভগিনীর, ধনলোভে তাঁহাকে যুক্তি প্রদান করিলেন যে তিনি গর্ভবতী, তাঁহার সন্তান প্রসূত হইলে সেই সন্তান ভগিনীকে প্রদান করিবেন। বিপ্র গৃহে আগমন করিলে তদীয় পত্নী তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি ফলটি ভক্ষণ করিয়াছেন। বিপ্রপত্নী কৃত্রিম উপায়ে গর্ভলক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে তাহার ভগিনী প্রসূতা হইলে গোপনে তাহার সন্তানটী আনয়ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে জানাইলেন যে, তিনি একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার স্তনে দুগ্ধ নাই। তাহার ভগিনী মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছেন, তাঁহার স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ আছে, তাঁহাকে আনয়ন করিলে পুত্রের লালনে কোন অসুবিধা হইবে না। ব্রাহ্মণ সন্তান পালনের নিমিত্ত পত্নী-পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। মাসত্রয় পরে দৈবক্রমে অব্যর্থবাক্ সন্ন্যাসীর ফলভক্ষণে গাভীও এক সুকুমার সর্ব্বলক্ষণযুক্ত নরসন্তান প্রসব করিল। ব্রাহ্মণ এই বালকটীকে দর্শন করিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিলেন এবং তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাধা করিয়া উভয় বালককেই নিজ সন্তানবৎ পালন করিতে থাকিলেন। গো হইতে উৎপন্ন বালকের নাম রাখিলেন গোকর্ণ এবং নিজ পুত্রের নাম রাখিলেন ধুন্ধুকারী। কিছুকাল পরে গোকর্ণ জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হইলেন এবং ধুন্ধুকারী মহাখল-প্রকৃতি, শৌচাচারাদি বিহীন, ক্রোধী, চৌর এবং সর্ব্বজনদ্বেষী হইয়া উঠিল। সে পরের গৃহে অগ্নি প্রদান করিত, পরের ছেলেকে ধরিয়া কূপে নিক্ষেপ করিত এবং দিনেক, শস্ত্রধারী দীনব্যক্তি-প্রপীড়ক ও বেশ্যাসক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত করিত। ধুন্ধুকারী বেশ্যারত হইয়া যাবতীয় পিতৃধন বেশ্যার সেবার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিল। একদিন আত্মদেব পুত্রের এই প্রকার অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অহো! এরূপ দুরন্ত অসৎ সন্তান অপেক্ষা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বই ভাল ছিল। এ পুত্রের জন্ত লোক সাক্ষাতে মুখ দেখান ভার হইয়াছে, এক্ষণে আমি এই ধনহীন অবস্থায় কোথায় গমন করিব?" তাঁহার এই প্রকার বিলাপ শ্রবণ করিয়া গোকর্ণ বলিলেন,—"অসারঃ খলু সংসারো দুঃখরূপী বিমোহকঃ। কঃ সুতঃ কস্য চ ধনং স্নেহবান্ জ্বলতেঽনিশম্॥ ন চেন্দ্রস্য সুখং কিঞ্চিন্ন সুখং চক্রবর্ত্তিনঃ। সুখমস্তি বিরক্তস্য মুনেরেকান্তজীবিনঃ॥" হে পিতঃ! এই অসার সংসারে কে বা কার পুত্র, কারই বা ধন, কেউ কারো নয়, কিন্তু মমতাপ্রযুক্তই জীব অহর্নিশ দুঃখপ্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রত্বে চক্রবর্ত্তিত্বেও কিছুমাত্র সুখ নাই, কিন্তু যাঁহারা একান্ত কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ, তাঁহারাই সুখী। অতএব আপনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তনিবিষ্ট করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন। আপনি অস্থিমাংসযুক্ত দেহের অভিমান ত্যাগ করুন, স্ত্রীপুত্রাদিতে মমত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

পাগলের কারখানা

(২)

(চামে পাগল)

আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা হেতু জীবের দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ জন্মে। এই দ্বিতীয় বস্তু আর কেহ নয়, দেহ। দেহ চর্ম্ম বা চামে গঠিত, অতএব যাহারা এই দেহের জন্ত পাগল, তাহারাই চামে পাগল।

এই দেহ কি উপাদানে গঠিত এবং কতদিন স্থায়ী, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাগলগণ জানে না অথবা জানিবার চেষ্টাও করে না। কিন্তু যাহাতে তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সজ্জিত রাখিতে পারে, তজ্জন্ত চেষ্টার ত্রুটী করে না। কিন্তু তাহারা একদিনও চিন্তা করে না যে, এত যত্নের দেহ একদিন শৃগাল-কুক্কুরে ভক্ষণ করিবে অথবা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাই মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

দেহের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর কভু নহে স্থিরতর
শমন আইলে কিছু নাই।
এঅঙ্গ শীতল হবে আঁখি স্পন্দহীন রবে
চিতার আগুনে হবে ছাই॥
যে রূপসৌন্দর্য্য হের দর্পণেতে নিরন্তর
খ-শিবার হবে ভোজন।
যোবস্ত্রে আদর কর যেবা আভরণ পর
কোথা সব রহিবে তখন॥
দারাসুত বন্ধুসবে শ্মশানে তোমারে লবে
দগ্ধ করি গৃহেতে আসিবে।
তুমি কার কে তোমার এবে বুঝি দেখ সার
দেহ নাশ অবশ্য ঘটিবে॥
সুমিত্য সঙ্গ চাও হরিগুণ সদা গাও
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন কর কৃষ্ণ আরাধন
সেবকের আশ্রয় ভাতাই॥

এই শ্রেণীর পাগলগণের মধ্যে আবার অনেকে স্ব-দেহ ব্যতীত অন্ত দেহের নিমিত্তও পাগলামি করিয়া থাকে। সংসারের অধিকাংশ প্রাণীই এই প্রকৃতির পাগল। নিজ চর্ম্মাস্থি-নির্ম্মিত দেহ অপর চর্ম্মাস্থিময় দেহের সহিত সংযোগের দ্বারা কিছু সুখলাভের চেষ্টা করিয়া থাকে। তাহাদের বুদ্ধি সংশোধনের জন্ত নিম্নলিখিত গল্পটী উল্লিখিত হইল।

পূর্ব্বকালে বিদেহ নগরে পিঙ্গলানামে এক বেশ্যা বাস করিত। সে প্রত্যহই উত্তম বেশভূষা করিয়া নিত্য নব কান্তলাভের আশায় এবং ধনলোভে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। একদিন সে সায়ংকালে বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া পথিমধ্যে কোন পুরুষকে দর্শন করিলেই "ইনি আমার নিকট আগমন করিবেন" এইরূপ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা তাহার সমীপে না আসায় সে মনে করিল যে, অপর কেহ নিশ্চয়ই আসিবে। এইরূপ দুরাশা বশতঃ দ্বারে অপেক্ষা করিয়া নিদ্রাশূন্ত অবস্থায় অর্দ্ধরাত্র গত হইল, কিন্তু সেদিন আর কেহই তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্ত্যর্থে আসিল না। তখন শুষ্কবদনা দীনচিত্তা পিঙ্গলার মনে বৈরাগ্য উদয় হইল। পিঙ্গলা বলিতে লাগিল—"হায় আমি কি বিবেকশূন্ত, আমার কি মোহ, আমি কি অজিতাত্মা, যেহেতু আমি মূর্খের ন্যায় অতি তুচ্ছ কান্তের নিকট কামবিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি। আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত কান্তদেবের [illegible] পরিত্যাগ [illegible] এবং পীড়াদায়ক তুচ্ছ মানবদিগকে [illegible] করিতেছি। অস্থিনির্ম্মিত ও [illegible] নখরাদি আবৃত, ক্লেদকলিত নবদ্বার-বিশিষ্ট মূত্র, বিষ্ঠা, মূত্রে পরিপূর্ণ অস্থি দেহ এই কান্ত-শরীরকে আমার ন্যায় মূর্খ ব্যতীত আর কে আদর করে। কাম্য বিষয় সকল, স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু সকল এবং কাম-প্রদাতা দেবতাসকলই কাল-কবলিত অনিত্য। অতএব ইহারা কামিনীদিগের কতটুকু প্রিয় সাধন করিতে পারে? একমাত্র বিষ্ণুই ইহলোক বা পরলোক—সকল লোকেই সুখবিধান করিতে পারেন। অতএব আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সুহৃৎ নারায়ণের নিকট এই দেহ নিবেদন করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তৎসহ রতিসুখ লাভ করিব।"—এই বলিয়া সেই বেশ্যা তাহার বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক কান্তচিন্তায় উপশান্তি করিয়াছিল। হে চর্ম্ম-পাগল ব্যক্তিগণ, তোমরাও এই পিঙ্গলার পন্থা অনুসরণ কর।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

নিমাইয়ের কথা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বড় খুশী হলেন। আনন্দের ভরে অহঙ্কার ক'রে এমন স্রোতের ভাবে গঙ্গার মাহাত্ম্য বলতে লাগলেন যে, নিমাই আর তার ছাত্রেরা শুনে সবাই অবাক্ হয়ে গেল। নিমাই বল্লে—বাঃ! আপনার এমন কবিত্ব শক্তি! জগতে আপনার মত কবি আর কেও আছে বলে মনে হয় না। আপনি মহা কবি, আপনার সঙ্গে কার তুলনা হতে পারে? আপনি এমন দ্রুতভাবে কবিতাগুলি যে বল্লেন আমরা তার অর্থই বুঝতে পারলাম না, আমাদের সে সাধ্যই নাই। আপনি যদি দয়া করে কোন একটা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দেন, তবে বড় আনন্দ হয়।

দি। আমি তো ঝড়ের মত শত শত শ্লোক বল্লাম, এর মধ্যে কোন্ শ্লোকটার অর্থ বলবো, তা বল?

নি। আচ্ছা আপনি—

"মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমা-
[illegible]
[illegible]
[illegible]

দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব …
… দৈত্যারিচরণা।
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি
বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥"

এই শ্লোকটার ব্যাখ্যা করুন।

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের মুখে শ্লোকটা শুনে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, বল্লেন বড় আশ্চর্য্য কথা, আমি ঝড়ের মত শত শত শ্লোক বল্লাম, তুমি তার মধ্যে থেকে কেমন ক'রে একটা শ্লোক মুখস্থ করলে? তাত কিছুই বুঝতে পারি না।

নি। তা বটে, কেউ দেবতার বরে কবি হয়, আবার কেউ শ্রুতিধরও ত হয়? সে যাক, আপনি শ্লোকটার অর্থ বলুন।

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের কথা শুনে খানিক চুপ করে থাকলেন। তার পর বল্লেন, এ শ্লোকটার মানে তো তোমার এমন কিছু শক্ত নয়, অতি সোজা, এইটে আর বুঝতে পারলে না? তবে শুনুন। এর মানে হচ্ছে এই, যিনি শ্রীবিষ্ণুর পা থেকে জন্মিয়ে খুব ভাগ্যবতী হয়েছেন, যাকে দেবতা আর মানুষেরা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মত পূজো করে, আর যিনি ভবানী-পতি শ্রীমহাদেবের মাথায় থাকায় আশ্চর্য্য গুণবতী হয়েছেন, সেই গঙ্গার মহিমা সব সময়ই উজলিয়ে রয়েছে। শুনলে? এ আর এমন কি, এ আর এমন কি, অতি সোজা।

নি। বা! বা! আপনার মুখে অর্থ শুনে বড় আনন্দ হোল। আমার শুনে বড় খুসী হয়েছে। আচ্ছা শ্লোকটার কি দোষ গুণ আছে, সেটা যদি বিচার ক'রে বলেন, তা হলে আমাদের আরও আনন্দ বাড়ে; আপনি দয়া করে সেটা বিচার করুন।

দিগ্বিজয়ী কথাটা শুনে অবাক হয়ে নিমাইয়ের মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন, কি ভাবলেন, বলা যায় না। তার পর বল্লেন, এ শ্লোকে দোষের লেশ মাত্র নেই, বল কি? এতে উপমা অলঙ্কার আছে, মাধুর্য্য গুণ আছে, আর কিছু অনুপ্রাস অলঙ্কার আছে, আর কিছু নেই।

নি। দেখুন, আপনি যদি রাগ না করেন, তবে আমি বলি।

দি। না, রাগ করবো কেন? সত্য কথায় রাগের কারণ কি আছে।

নি। আপনার কবিত্বশক্তির তেজে দেবতারা সন্তুষ্ট; সত্যই এমন কবিত্ব-শক্তি কারো নেই। কিন্তু তবে বড়, শ্লোকটাতে দোষ গুণ আছে। আপনি একটু বিচার করে সেটা আমাদের সবাইকে দেখিয়ে দিন।

দি। তুমি অল্প দিন আমি … ব'ল্লাম, তাই তোমার মত লোকে, এতে দোষ আসলেই থাকতে পারে না। তুমি ব্যাকরণ পড়াও, এ সব কবিত্বের কি বুঝবে? তুমি অলঙ্কার পড়'নি, তবে কেমন করে কবিত্ব বুঝতে পারবে?

নি। আমি বুঝিনে, সেই জন্য তো আপনাকে বলছি বিচার ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিন। অলঙ্কার পড়িনি বটে, শুনিছি, তাতেই এ শ্লোকে দোষগুণ আছে দেখতে পাচ্ছি।

নিমাইয়ের কথা শুনে দিগ্বিজয়ীর বেশ একটু রাগ হ'লো, বল্লে, তুমি যদি এ শ্লোকে দোষ দেখে থাক ত' কোথায় কি দোষ আছে, তুমিই বল শুনি।

নি। আপনি রাগ করবেন না, আমি এক এক ক'রে সব বলছি শুনুন। শ্লোকটার দোষ অনেক আছে, তার মধ্যে পাঁচটা দোষই খুব বেশী। অন্য সব দোষ ছেড়ে দিলেও দেওয়া যায়, এ পাঁচটাকে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। দু'জায়গায় অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ; এক জায়গায় বিরুদ্ধ-মতি দোষ; এক জায়গায় ভগ্নক্রম দোষ আর এক জায়গায় পুনরাত্ত দোষ—এই পাঁচটা দোষ দেখতে পাওয়া যায়।

কাব্যপ্রকাশ পুঁথিখানা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, তাতে কোন ভুল নেই, কিন্তু তার একটা সূত্র আপনার মনে নেই ব'লে বোধ হয়, তা' থাকলে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ দুটো কখনই হোতো না। পুঁথি খানায় লেখা যায় "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।" অর্থাৎ "অনুবাদ কথা না ব'লে বিধেয় কথা বলবে না।" জানা বস্তুর (জ্ঞাত বস্তুর) নাম অনুবাদ আর অজানা বস্তুর (অজ্ঞাত বস্তুর) নাম বিধেয়। আপনার শ্লোকে 'ইহা' জানা বস্তু, তা হ'লে এই 'ইহা' হ'লো অনুবাদ আর গঙ্গার মাহাত্ম্য অজানা বস্তু, তা হ'লে এটা হোলো বিধেয়। এখন আপনি দেখুন অনুবাদ আগে না বিধেয় পরে আগে বসিয়েছেন, শাস্ত্রমত এটা আপনার ভুল। তারপর আবার দেখুন, "দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী" পদের দ্বিতীয় শব্দ বিধেয়, লক্ষ্মী শব্দের সঙ্গে কর্ম্মধারয় সমাস হওয়ায় গৌণ অর্থ করা হ'য়েছে। আবার 'লক্ষ্মীরিব' মানে "লক্ষ্মীর তুল্য", গঙ্গাকে লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটা সমাস-বদ্ধ হওয়ায় সমান অর্থ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। এই দুটো দোষই আপনার অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ।

তারপর ভবানীভর্তুঃ কথাটা বলায় কত বড় দোষ হ'য়েছে তা দেখুন। ভবানী বলে মহাদেবের স্ত্রীকে বোঝায়, তাকে বলেই ভবানীভর্ত্তা এই কথা বলে মহাদেবের স্ত্রীর পতিকে বোঝাচ্ছে। এতে অন্য এক পতিকে জানা যায়। শিবের স্ত্রীর পতি—এ কথাটা শুনলেই কেমন বোধ হয়, ইহাকে বিরুদ্ধমতি দোষ বলে। শাস্ত্রমতে এ কথাকে কখনও শুদ্ধ বলতে পারা যায় না।

তারপর আর একটা দোষের কথা বলি, আপনি 'বিভবতি' কথাটা বসিয়েছেন, এটা সমাপিকা ক্রিয়া, এতে কথার শেষ হ'য়ে গেল এই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার পর আবার আপনি 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণটা বসাচ্ছেন, এতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে পড়েছে।

তারপর আপনার অনুপ্রাস অলঙ্কার দেওয়ার দোষ বলি শুনুন। অনুপ্রাস মন্দ হয় নি—বেশ হয়েছে, কিন্তু তিনপদে অনুপ্রাস আছে এক পদে দেন নি, এতে মহৎ দোষ ঘটেছে। প্রথম পাঁচটা ত দিয়েছেন, বেশ, তৃতীয় চরণে পাঁচটা রেফ দিয়েছেন, অতি উত্তম, চতুর্থ চরণে চারটে 'ভ' দিয়েছেন অতি সুন্দর হ'য়েছে, দ্বিতীয় চরণে কিছুই নাই, এইটেই দোষ, একে ভগ্নক্রম বলে। এই পাঁচটা দোষের কথা ত শুনলেন। এই পাঁচটা দোষ অতি বদর্য্য।

(ক্রমশঃ)

বেদান্ত-দর্শনে জীবের সম্বন্ধ-নির্ণয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীব 'নিত্য কৃষ্ণ-দাস' এই সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিলেই, তিনি বীতশোক হয়েন—অর্থাৎ তাঁহার দুঃখ দূর হয়।

আমরা শ্রুতি-বাক্যে এই কথা সুষ্ঠুভাবে জানিতে পারি। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত হইয়াছে, দেহ রূপ সমান বৃক্ষে জীব ও ঈশ্বর সমানভাবে অবস্থান করেন। জীব মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হইয়া অশেষ শোক-ভাজন হয়েন। অনন্তর গুরুপাদপদ্মে পরিপ্রশ্ন ও সেবা ফলে তিনি যখন আপনা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরকে সেব্য ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন প্রকাশ আপনাকে সেবক রূপে দর্শন করেন, তখন তাঁহার মহিমা অধিগত হইয়া বীতশোক হয়েন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে বেদ শাস্ত্রে এই 'সম্বন্ধ' অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' তত্ত্বেরই সুষ্ঠুভাবে আলোচনা হইয়াছে।

বেদ শাস্ত্র কহে 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়',
'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য, সম্বন্ধ 'ভক্তি' প্রাপ্যের
সাধন ॥
অভিধেয় নাম 'ভক্তি', 'প্রেম',
প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥

ভক্তি অভিধেয় তত্ত্ব, অভিধেয় ভক্তি দ্বারাই যে সেই পরম সত্য বস্তুকে লাভ করা যায়, তাহাও বেদান্ত দর্শনে কথিত হইয়াছে যথা—

'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানু-
মানাভ্যাম্'

সূত্রকার বলিতেছেন—প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, সেই ভগবানকে আরাধনা-কালে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-লোচনে প্রত্যক্ষীভূত করিতে সমর্থ হয়েন। গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব প্রভু কৈবল্যোপনিষদ্ বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলিতেছেন—"শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যান যোগাদবৈতীতি।" শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান দ্বারা শ্রীহরিকে জানিতে পারা যায়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য
অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥"

অনন্য ভক্তি দ্বারাই অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্ম অনাবৃত শুদ্ধভক্তি দ্বারাই আমাকে তত্ত্বের সহিত জানিতে পারা যায়, আমার দর্শন লাভ করা যায়।

এই অভিধেয় তত্ত্ব-বিচার বিস্তীর্ণভাবে পরে আলোচিত হইবে। বর্ত্তমানে সম্বন্ধ-নির্ণয়-প্রবন্ধে প্রসঙ্গ-ক্রমে অভিধেয়-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিভুচৈতন্য বস্তুর সনাতন অণুচিৎ জীব কৃষ্ণাধীন হইয়াও তটস্থ-ধর্ম্ম বশতঃ স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে মায়া-কবলিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহার নিত্য-সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়েন, সাধু-শাস্ত্র-গুরু-কৃপায় নিজ স্বরূপ-জ্ঞান লাভ করতঃ ঈশ্বরের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারেন, সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে অভিধেয় বস্তু ভক্তি দ্বারা সেই কৃষ্ণ-বস্তুকে লাভ করেন।

নানা কথা

স্যার বি, এল, মিত্রের নিয়োগ
সম্রাটের স্বাক্ষর বাকী

ভারত সম্রাট ভারত সরকারের শাসন-পরিষদের সদস্য-পদে স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের নিয়োগ-প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নিয়োগপত্র অদ্যাপি স্বাক্ষরিত হয় নাই। স্বাক্ষর না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের বড় লাট তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

কর্ণাটের কাগজ-কল

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, কর্ণাটিক কাগজ-কলের নিকট ঋণ, সুদ প্রভৃতি বাবদ সরকারের প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওনা আছে। গত ২৮শে নভেম্বর ঐ সকল সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভায় ঐ কল কার্য্য স্থগিত রাখিবার অনুকূলে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। ঐ সভায় প্রকাশিত হয়, সরকার কিছু সময় প্রদান করিলে অংশীদারগণ কোনওরূপ মীমাংসা করিতে পারেন। সরকার ঐ কল অধিকার করিয়া পরিচালিত করিলে ঐরূপ মীমাংসায় সুবিধা হইবে। সরকার ঐ উক্তিতে সম্মত হইয়া শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের হস্তে ঐ কলের পরিচালন ভার অর্পণ করিয়াছেন।

সরকার এক্ষণে প্রকাশ করিতেছেন, নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিলে অংশীদারগণ সরকারের সমুদায় দাবি হইতে মুক্ত করিয়া ঐ কল আপনাদিগের অধিকারে গ্রহণ করিতে পারেন। এই ইস্তাহারের তারিখ হইতে ২ মাসের মধ্যে নগদ ৪ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলে সরকার ঐ কল অঋণী অবস্থায় প্রত্যর্পণ করিবেন। ঐ ঋণের টাকা পরিশোধ হইলে সরকার ঐ কলে আর টাকা কর্জ দিবেন না। অংশীদারগণ উক্ত ২ মাসের মধ্যে উক্ত টাকা প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে সরকার নীলামে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে ঐ কল বিক্রয় করিবেন।

আইরিশ সাধারণ তন্ত্রের নূতন প্রেসিডেণ্ট

মিঃ উইল হেল্ম নামক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনৈক আইরিশ সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৮ই ডিসেম্বর শনিবারে বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনিসের কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে। মিঃ হেনিস উপর্য্যুপরি ২০ বার উক্ত সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রচলিত বিধি অনুসারে তিনি তৃতীয় বার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না।

জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কৃত

রেঙ্গুন, ৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ষ্টীমার "আংবান" আমেরিকার ষ্টীমার 'তোম-ষ্টেডের' বিপদের সংবাদ পাইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই প্রাতে ৮টা ১৫ মিনিটের সময় যাত্রা করিয়া বেলা ১২টা ৫০ মিনিটের সময় উক্ত ষ্টীমারের নিকট গমন করে এবং প্রথমতঃ বিপন্ন ষ্টীমারখানি রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অগত্যা ঐ সময় বিপন্ন ষ্টীমারের ক্রুদিগকে লইয়া 'আংবান' প্রত্যাগমন করে। ঐ সাহসের পুরস্কারস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট লাট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতির পক্ষ হইতে 'আংবান' ষ্টীমারের কাপ্তেন সি, এফ, এম, মীডকে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত ঘড়ি ও এক ছড়া চেন উপহার প্রদান করিয়াছেন।

পুরীতে করবৃদ্ধি

পুরীর সংবাদে প্রকাশ, সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, উড়িষ্যা প্রজাস্বত্ব আইনানুসারে পুরী জিলার খুরদা সরকারী এষ্টেটের প্রজাগণের করবৃদ্ধি করা হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পণ্ডিত গোদাবরীমিশ্র ঐ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় ও সভার বাহিরে আপত্তি করেন। বহুসংখ্যক প্রজা অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতা, আসাম ও রেঙ্গুনে অবস্থিতি করিতেছে, সরকারের সহিত চুক্তি-রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য তাহারা বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল অনুপস্থিত প্রজাগণের পক্ষ হইতে তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু ও ভৃত্যগণের চুক্তিপত্র গৃহীত হইতেছে।

বালিসেতু দুর্ঘটনা

গত ২রা ডিসেম্বর রবিবার বালী সেতুর দুর্ঘটনায় ডি, ম্যাকডোনাল্ড নামক যে শ্বেতাঙ্গ ব্রীজ ফোরম্যান জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ঐ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ৬নং স্তম্ভে যখন কাজ চলিতেছিল, তখন উহার চতুর্দ্দিকস্থ জলরোধক বেষ্টনীর গাত্রসংলগ্ন ও মাটী কাটিয়া উঠাইবার গর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী বালুকাপ্রাচীর ধসিয়া গিয়া উক্ত বেষ্টনী হঠাৎ ১৪ ফুট বসিয়া যায়, ফলে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ২২ জন লোক নদীতে পতিত হয়। তন্মধ্যে ম্যাকডোনাল্ড উক্ত জলরোধক আবরণের মধ্যে তারে আটকাইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ভালরূপ সাঁতার জানা সত্বেও তিনি ভাসিয়া উঠিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উদ্ধারার্থ এক ডুবুরী পাঠান হইয়াছিল, সে তাঁহাকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়াছিল। অবশিষ্ট সকলেই রক্ষা পাইয়াছিল। মৃত ব্যক্তির বয়স ৩৮ বৎসর হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি বিলাতে ছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে সম্রাট যে, নিউক্যাসাল অন টাইন সেতুর উদ্বোধন করিয়াছেন, তিনি উহাতে স্তম্ভ বসাইয়াছিলেন।

সম্রাটের অবস্থা

ও

রাজ কার্য্যের ব্যবস্থা

ভারত-সম্রাটের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল হইয়াছে শুনিয়া সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত [illegible] করিয়াছেন।

সম্রাটের পক্ষ হইয়া কার্য্য চালাইবার এবং প্রিভিকাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান, পরিচালন ও অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত রাজমহিষী, প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স, ডিউক অফ্ ইয়র্ক, কাণ্টারবারীর আর্চবিশপ, লর্ড চ্যান্সেলার ও প্রধানমন্ত্রী—ইহারা সকলেই রাজার পরামর্শদাতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। প্রিভিকাউন্সিলের অধিবেশনের পর সম্রাটের স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহার গেজেটে প্রকাশিত হয় যে—"যেহেতু আমি এখন পীড়িত এবং সেজন্য রাজকার্য্যে যথোচিত মনোযোগ দিতে অসমর্থ, সেহেতু সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে—আমার রাজ্যসম্পর্কিত শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিধান বিষয়ে আমার প্রিয়তমা মহিষী এবং প্রিয়তম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র এডওয়ার্ড ও পূর্ব্বোক্ত সজন কাউন্সেলার আমার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিবেন। ইহাদের মধ্যে যে কোন ৩ জনে কাউন্সিল আহ্বান ও অন্যান্য রাজকীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারিবেন। তবে পার্লামেণ্ট ভঙ্গ করিবার ও কাহাকেও পীয়র শ্রেণীতে অভিষিক্ত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন না।"

সম্রাটের শয়ন মন্দিরের পার্শ্বস্থ কক্ষেই প্রিভিকাউন্সিলের অধিবেশন হইয়াছিল। উভয় কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল। লর্ড ব্যালফোরের অনুপস্থিতিতে স্যার উইলিয়াম জয়েন্সন সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। স্যার উইলিয়াম সভার কার্য্য বিবরণ ও আদর্শ এমন ভাবে পাঠ করিয়াছিলেন যে, তাহা সম্রাট স্বয়ংই শুনিতে পাইয়াছিলেন।

শিনোয়ারীদের অত্যাচার

শিনোয়ারী বিদ্রোহের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই যে, ২৯শে নভেম্বর বিদ্রোহীরা জেলালাবাদ সহরের দেওয়ালের বাহিরে আক্রমণ করিয়াছিল। বাদী কাউন্সের প্রাদেশিক অফিসসমূহ ও হোটেল, বাদী সভার বৃটীশ ডাকঘর এবং বৈদেশিক [illegible] কর্ম্মচারীদের বাসাবাটী। [illegible] দিনের বেলা আক্রমণ, সরকারের [illegible] ১০টা নূতন [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] দেওয়া হয়। [illegible] অগ্নিসংযোগে [illegible] দেওয়া হয়। [illegible] [illegible] জমি [illegible] আফগান [illegible] সর্দ্দার [illegible] জেলালাবাদের [illegible] বসবাস [illegible] হস্তগত করিয়াছে। স্থানীয় [illegible] তাহাদের [illegible] দিয়েছে। [illegible] প্রভৃতিরা জেলালাবাদের রাস্তায় আক্রমণ [illegible] থাকায় একক পর্য্যটক অথবা ছোট ছোট দলভুক্ত ব্যবসায়ীরা ঐ পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।

ভীষণ প্রতারণা

রেঙ্গুন, ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মৌরালীড লয়েড ও হং কং ব্যাঙ্কের ম্যানেজারগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেঙ্গলী এণ্ড কোংর মিঃ বে, বেংগেং সি, আর ই, ও ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সির বিরুদ্ধে অত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রতারণার অভিযোগ করিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, ব্যাঙ্কগুলির উপর অগ্রিম টাকা তাঁহাকে ধার দিত। কিন্তু তাঁহার মাল আদৌ ছিল না। এইরূপ প্রতারণা করায় ফলে মৌরালীড ব্যাঙ্কের ৩০ লক্ষ টাকা, লয়েড ব্যাঙ্কের ৩৪ লক্ষ টাকা, হংকং ব্যাঙ্কের প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মোট ৭৮ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ৩ লক্ষ টাকার জামীন মঞ্জুর এইরূপ পাইলে, এরূপ ওয়ারেণ্ট পাশ করিয়াছেন।

হত্যার দণ্ড

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, গোভারামের কাহারের স্ত্রী পলায়ন করিয়া তাহার মামার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করায় গোভারাম তাহার মামাশ্বশুরকে হত্যা করে। গোভারাম যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

যাত্রীর টাকা আত্মসাৎ

মুস্তাফের নামক এক জন লোক কাঁকিনাড়া ষ্টেশনে জনৈক যাত্রীর পকেট হইতে কয়েকটা টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। এই অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

আপীল-আদালতে বিচার

বিচারক—একাদশ গৌড়ীয়ধর্মবিমুখবেষ্টিত দশাবিদের গাম্ভীর্য।

বাদী—ভাগবতদীক্ষায় দীক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে সুদর্শন।

অভিযুক্ত—অখিল ভারত-ব্রাহ্মণ-মহাসম্মেলন।

প্রারম্ভিক বর্ণনায় শ্রীসুদর্শন বলেন,—অখিল ভারতবর্ষে ভাগবত ও ভাগবত-বিদ্বেষী, দুইটী সম্প্রদায় বর্তমান আছে। নির্বিশেষ-বিচার-পর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সম্প্রদায় এবং কর্মফলবাদী প্রাপঞ্চিক স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়, উভয়েই ভাগবত-বিদ্বেষ-কার্য্যে তাহাদের চেষ্টা নিযুক্ত করিতে সতত। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবা-বিমুখ সম্ভোগাভিলাষী তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভাগবত-বিদ্বেষ-কার্য্যে ব্যস্ত হন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ কতকটা ভাগবতধর্ম-বক্তাদের অভাব হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। বিশেষতঃ যখন তাহাদের ভগবৎসেবা-বিমুখতারূপ দুরভিসন্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহারা নিজ নিজ দর্পী স্বভাব প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ স্বরূপের পরিচয় দেয়। তত্ত্ববিদ্গণ ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্তের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিলেও তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের উচ্চাবচ ভাব দর্শন করেন না। কিন্তু সম্ভোগাভিলাষী ও ভাগবত-বিদ্বেষি-সম্প্রদায় সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ-পোষণ-জন্যে নানা বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করেন।

নিখিল ভারত-ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মেলন নাম দিয়া যে কয়েকটী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাত্বতপ্রকৃতি কতিপয় ব্যক্তি থাকিলেও সঙ্গ-দোষে ভাগবতগণের বিরোধি-সম্প্রদায়ে যোগ দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভাগবত-বিদ্বেষীর সংখ্যাধিক্য-প্রযুক্ত অল্প-সংখ্যক সদ্বক্তার পাত্রগণ তাঁহাদের সহিত মতভেদ করিয়া সত্যস্থাপনে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাদিগকেও বাধ্য হইয়া ভাগবত-বিদ্বেষ-মুখে অপস্বার্থ পোষণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। সাত্বতগণের ঐ প্রকার সভায় যোগ দান করিবার পূর্ব্বে উচিত ছিল যে, ঐপ্রকার দুঃসঙ্গে যোগ দান না করিয়া তাঁহাদের অনুনয়, বিনয় ও আলোচনে প্রবৃত্ত না হওয়া। [illegible] ঐ [illegible] করিয়া ব্যক্তি [illegible] বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এরূপ পূর্ণ দুরাত্মাদিকে ভাবে পরিত্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কখনই হয় নাই, তথাপি দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহাদিগকেও প্রতিবাদিশ্রেণীভুক্ত করিতে হইয়াছে। যদিও কাশীর সভায় বক্তৃতাগুলি সঙ্কীর্ণসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি দুরভিসন্ধিক্রমে একবাক্যে ভাগবত-বিদ্বেষ করিয়াছেন, তাহাতে ভাগবত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হইতে পারে না বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের দুর্ব্বলা চেষ্টা পারমার্থিক বিষয়ে ভাগ্যহীন জনগণের দুষ্কৃতি আনয়ন করিবে, তজ্জন্য যে অমঙ্গল উপস্থাপিত হইতেছে, তাহা হইতে সৎ-সম্প্রদায়ের প্রতীকার লওয়া এখন হইতেই আবশ্যক বিধায় ভাগবত-ধর্ম্মের বক্তৃগণের নিকটই এই অভিযোগ উপস্থিত করা হইল ও হইয়াছে।'

সাধারণ লোকের ধারণা যে, ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা-গ্রস্ত জীবসমূহের দুরভিসন্ধি জনমত দ্বারা পুষ্ট হইলেই তাহা সত্যের সহিত সমতা লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা-দ্বারাই সত্য উল্লঙ্ঘিত হয়। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বুদ্ধিমান্ ও অনভিজ্ঞ উভয়প্রকার সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে দুরভিসন্ধি-বশে কেহ অভিজ্ঞকুলকে কুযুক্তি দ্বারা এবং শাস্ত্র-প্রমাণ আবরণ করিয়া ভ্রমপথে চালিত না করিতে পারে, তদ্রূপ কার্য্যই প্রত্যেক নিরপেক্ষ ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারকের অপরিহার্য্য করণীয় বিষয়। কামনার দাস হইয়া যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রিবর্গের উপাসনায় ব্যস্ত, অথবা নিজ মোক্ষের জন্য অপবর্গের ছলনা করেন, সেই চতুর্ব্বর্গাভিলাষি-জনগণের ভাগবতধর্ম্মে কদাপি প্রবেশ সম্ভাবনা নাই। হৈতুক বিচারকসম্প্রদায় সর্ব্বতোভাবে প্রতিহত বিচার-প্রণালী অবলম্বনে সত্য হইতে বিচ্যুত হন। তাদৃশ ত্রিগুণান্তর্গত অষ্টপাশবদ্ধ অনর্থযুক্তজীবগণের বুদ্ধি কখনই ভাগবতধর্ম্মের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা ভাগবত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বীর চেষ্টা বিধান করেন। অখিল ভারত-ব্রাহ্মণ-মহা-সম্মেলন নাম দিয়া কতিপয় অপস্বার্থান্ধ ভাগবতধর্ম্ম-বিদ্বেষি-ব্যক্তি যে দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার মানসে অবৈধভাবে জনমত সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই অনভিজ্ঞতার প্রতীকার-স্বরূপ সত্যার্থ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

আপনারা যাবতীয় সকলেই ভাগবত-ধর্ম্মের তত্ত্ববিদ, আপনাদের অনুগত সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিবার মানসে তাহারা ঐ অবৈধ চেষ্টা-দ্বারা আর বিপ্রপ্রচারে সাহসী হইয়াছে, তাঁহাদিগের দুরাশা শাস্ত্রালোচনা ও শ্রীনাম-বাক্যাদির দ্বারা সমূলে উৎসাহিত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের কতিপয় নিদর্শন মানব-জাতির ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-চতুষ্টয়-বিজড়িত এইরূপ দুরভিসন্ধিমূলে স্থাপিত সিদ্ধান্তকে সমূলে অপসারিত করিতে সমর্থ কি না, তাহা আপনাদিগের মীমাংসা হইতেই নরলোকে উপলব্ধির বিষয় হইবে।

হাফেজের বঙ্গরত্ন

(প্রাপ্ত)

(১)

কামারের হেমারে পড়া
ওহে বঙ্গরত্ন!
বৈষ্ণব-বিদ্বেষে তোমার
কেন এত যত্ন?
বঙ্গমাতার বক্ষ ভালে
বেশ ত' আঁচড় দিতে দিলে,
সর্ব্বংসহা মা তো তবু
করেন নি অযত্ন;
স্পর্দ্ধা তাতেই গেছে বেড়ে
বুঝি সে'য়ার-সত্ন?

(২)

ভাগ্যদোষে বঙ্গদেশে
আগাছার বন,
ক্রমে ক্রমে যাচ্ছে বেড়ে
সংখ্যা অগণন;
তুমি তাদের গোড়া খুঁড়ে
যোগাচ্ছ জল কেঁড়ে কেঁড়ে,
একটা তবু কাজ পেয়েছ
করিয়া যতন,
কেউ ত' তা'কে কয়নি কথা
পেঁচো-মাণিক ধন!

(৩)

এমি ক'রে কাটালে ত'
তেইশটি বছর,
ভেবেছ কি, কি লাভ হ'ল,
এবং অতঃপর;
কেমন হবে তোমার দশা
দিয়েছে কি কেউ ভরসা,
বিচারক যে আছে, একজন
মস্তকের উপর,
কৈফিয়ৎ যে দিতে হবে
সইবে না ক' তর!

(৪)

মাঝে মাঝে মাথা তোমার
ওঠে গরম হ'য়ে,
আরাম বুঝি পাও বুঝি তায়
আবোল তাবোল ক'য়ে,
নৈলে তোমার জ্ঞানের অতীত
কথা নিয়ে হয় কি উচিত,
গালি দেওয়া শুধু কেন
উর্দ্ধমুখী হ'য়ে!

খেয়াল ত' নেই মরণের ঢুঁকি
আসছে দ্রুত বেগে।

(৫)

বুদ্ধি যদি থাক্‌ত তোমার
মাথায় একটু খানি,
বুঝ্‌তে পারতে উপদেব্ তায়
কেমনতর খানি,
যাদের তুমি ভেবেছ শিব,
শিব ত' নহেক—নিকৃষ্ট জীব,
শম্ভু করেন বৈষ্ণবের কি
কভু নিন্দা গ্লানি?
তিন দিকে তিন ভূত যে তোমায়
কর্‌ছে টানাটানি!

(৬)

কেমন কামাই বুঝিনা ভাই
তোমার এডিটার,
ভূতের বেগার দিচ্ছ তুমি
খেয়াল নেইকো তার?
এখনো ভাই রোজা ডাকো,
যাচ্ছ কোথায় খেয়াল রাখো,
(নৈলে) অতি শীঘ্রই হবে তোমার
চরম দুর্দ্দশার,
শুভ শ্রীরাম নাম জপ' ভাই
চাও যদি নিস্তার।

(৭)

সম্পাদক ত' মতামতের
দায় হ'তে খালাস।
তোমার অঙ্গে কলঙ্কের দাগ
রইল বারমাস!
বালক দিলে আগুনে হাত
মাফ না কি হয় অপরাধ?
পোড়াবে কাঁদাবে শেষে
ক'রবে হয়ত নাশ,
অসৎসঙ্গ কলে কালে
কর্‌বে তোমার গ্রাস।

(৮)

মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান
কালে হয় না নষ্ট,
সাধু গুরুর কৃপা পেলে
বুঝ্‌তে পার্‌তে স্পষ্ট,
গুরুদেব ন'ন সামান্য নর
জাননা বৈষ্ণবের খবর
সত্য হ'তে তাইত এত
পড়ছ' হ'য়ে ভ্রষ্ট,
সাম্‌লে চল, নইলে শেষে
পাবে মহা কষ্ট।

প্রেরিত পত্র

পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ফৈজাবাদ নামে একটী জেলা আছে। ফৈজাবাদ জেলার সদর, ফৈজাবাদ নগরে অবস্থিত; ফৈজাবাদ সহরটী খুব বড় না হইলেও

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

ব্রাহ্মণ এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। পিতার গৃহ হইতে নির্গমনের পর পাপিষ্ঠ ধুন্ধুকারী অর্থের নিমিত্ত তাহার মাতাকে বহু নির্য্যাতন করিয়াও যখন অর্থলাভ করিতে পারিল না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিল। সেই পতনের ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। গোকর্ণ ইতঃপূর্ব্বেই তীর্থ ভ্রমণার্থ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। ধুন্ধুকারী ইন্দ্রিয় তৃপ্তির নিমিত্ত পাঁচটী বারাঙ্গনা আনিয়া নিজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন এবং চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া বেশ্যাগণের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। একদিন সেই বারনারীগণ যুক্তি করিল, এই ব্যক্তি যখন চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে তখন নিশ্চয়ই একদিন রাজদ্বারে নীত হইবে, তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও "ভূত" নানা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। অতএব তৎপূর্ব্বেই উহার সংগৃহীত বিত্ত অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করাই যুক্তিযুক্ত—এই বলিয়া তাহারা নিদ্রাকালে ধুন্ধুকারীর কণ্ঠে রজ্জু-বন্ধন পূর্ব্বক তাহার মুখে জ্বলন্ত অগ্নি প্রদান করিয়া বিত্তাদি অপহরণ পূর্ব্বক অন্যত্র প্রস্থান করিল। সেই দুরন্ত পাপিষ্ঠ নিজ কর্ম্মফলে অগ্নিজ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। অপমৃত্যুহেতু তাহার প্রেতত্ব মুক্তি হইল না, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে প্রেতযোনিতে অবস্থান পূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে গোকর্ণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইলেন এবং লোকমুখে ধুন্ধুকারীর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার গয়া-শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন।

গোকর্ণ একদিন স্বগৃহে অবস্থানকালে রাত্রিতে দেখিতে পাইলেন যে, কখনও মেষ, কখনও হস্তী, কখনও মহিষ, কখনও বা জলন্তমূর্ত্তি, কখনও বা দিব্যকান্তি পুরুষ-মূর্ত্তি সেই গৃহে পরিভ্রমণ করিতেছে। তিনি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "কে তুমি এইরূপ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছ এবং কি নিমিত্তই বা তোমার এই দুর্দ্দশা হইতেছে?" তখন প্রেতযোনিস্থিত ধুন্ধুকারী আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বলিল,—"ভাই! আমি তোমারই হতভাগ্য ভ্রাতা ধুন্ধুকারী, নিজ কর্ম্মফলে প্রেতত্ব-মুক্তি পাইতেছি না, ব্রহ্মস্ব হারাইয়া কেবল লোকনির্য্যাতন এবং বেশ্যাসক্তির ফলে ভীষণ যন্ত্রণার সহিত মৃত্যুলাভ করিয়া প্রেতত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব কোন উপায়ে যদি আমাকে মুক্ত করিতে পার, তবে বড়ই উপকৃত হই।" গোকর্ণ বলিলেন,—"তোমার নিমিত্ত গয়াপিণ্ড প্রদান করিলাম, তাহাতেও যখন তোমার মুক্তি হইল না, তখন আর অপর কি উপায় করিতে পারি?" প্রেত উত্তর করিল যে, "শতবার গয়ায় পিণ্ড প্রদান করিলেও আমার মুক্তি হইবে না, যদি আর কোন উপায় থাকে, তবে তাহার চেষ্টা কর।" তখন গোকর্ণ বলিলেন, যে, শত শ্রাদ্ধেও যদি মুক্তি না হয়, তাহা হইলে প্রেতত্ব মুক্তি অসম্ভব। যাহা হউক উপায়ান্তর বিধান করিতে হইবে—এই ভাবিয়া সে রাত্রি নিদ্রার অতি বাহিত করিলেন। প্রাতঃকালে সকলের নিকট রাত্রের ঘটনা জানাইলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে গোকর্ণ যোগবলে সূর্য্যের গতিরোধ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে সূর্য্যদেব তাঁহার হৃদ্‌গতভাব জানিতে পারিয়া দূর হইতে জানাইলেন যে, সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইলে ধুন্ধুকারীর প্রেতত্ব-মুক্তি হইবে।

গোকর্ণ সূর্য্যোপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। তৎ শ্রবণার্থ বহু দূরদেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হইল। সেই প্রেতও একটা বংশখণ্ডের মধ্যে আশ্রয় করিয়া সপ্তাহ কাল ভাগবতীবার্ত্তা শ্রবণ করিল। প্রত্যহ ভাগবতশ্রবণান্তে বংশের এক একটী গ্রন্থি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সপ্তাহান্তে ধুন্ধুকারী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিল।

এই প্রেতপীড়াবিনাশিনী ভাগবতীবার্ত্তা ধন্য। শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণে হৃদয়স্থিত পাপরাশি বিলুপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণসমীপে উপনীত করাইয়া থাকে। অগ্নির সমিধ দহনের ন্যায় পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণকারিগণের যদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না হয়, তবে তাহাদের জন্ম বিফল। সংসার-কর্দ্দমলিপ্ত ব্যক্তিগণের তৎপ্রক্ষালনসমর্থা ভাগবত-কথা শ্রবণই একমাত্র শ্রেয়োলাভের উপায়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সপ্তাহকাল শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণে কেবল ধুন্ধুকারী একাই মুক্তি লাভ করিল, [illegible]

উহা অযোধ্যার নিকট অবস্থিত বলিয়া হিন্দু জন-সাধারণের পুণ্যতীর্থ বলিয়া গৃহীত হয়। সহরের পশ্চিমাংশে সরযূ নদীর প্রাচীন খাদ অবস্থিত; সরযূর প্রাচীন খাদের মুখে "গোপ্তার ঘাট" নামক একটী স্থান (ঘাট) আছে। সেখানে অযোধ্যা রাজের একটী বিতল প্রাসাদ ধর্ম্মশালারূপে বিরাজমান এবং তন্মধ্যে একটি মন্দিরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, জানকীর শ্রীবিগ্রহ এবং বাহিরের ৩টি মন্দিরের মধ্যে ২টি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাসাদের নিকটে আর একটি বাড়ীর ভিতরে একটি ছোট মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের পাদপীঠ এবং উহার দোতালায় একটি ঘরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সীতাদেবীর মূর্ত্তি আছে।

জনশ্রুতি, অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র অযোধ্যাবাসীদের সঙ্গে লইয়া এই গোপ্তার ঘাটে ১মাস কাল বাস করেন এবং এই ঘাটে সরযূ-স্নানান্তর সঙ্গের ৩০ লক্ষ বিমানে করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে শুভ বিজয় করেন। গোপ্তার ঘাটের সন্নিকটে একটি ছাতা আছে। ঐ ছাতাটী গোলাকারে করোগেট টিন দ্বারা প্রস্তুত এবং উহার মধ্যে প্রায় ৫।৬ শত লোক বসিবার স্থান আছে। উহার চারিদিকে লোহার শিক দিয়া বেড়া দেওয়া—ঠিক খাঁচার মত দেখা যায়। এই ছাতাটি একটী যজ্ঞস্থানের উপরে নির্ম্মিত—আনুমানিক ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন সাধু সওয়া লক্ষমণ ঘৃত আহুতি দিয়া একটী শ্রীরাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনেক রামানন্দি সাধু এখানে বাস করেন। এবং ভজন সাধন করেন।

কার্ত্তিকী শুক্লা নবমীতে এই গোপ্তার ঘাট হইতে শ্রীঅযোধ্যা-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া ১৪ ক্রোশ অযোধ্যা পরিক্রমা একদিনেই সম্পন্ন হয়। সহস্র সহস্র লোক এই পরিক্রমায় যোগদান করেন। বাঙ্গলা দেশে যেমন পরিক্রমা কথাটী কেহ বুঝিতেই পারেন না, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। এখানে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রীধাম-পরিক্রমায় উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

গোপ্তার ঘাট নাম হইবার ১ম কারণ,—এখান হইতে শ্রীরামচন্দ্রজী, ভগবান্‌ কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রপঞ্চলীলা গোপন করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং ২য় কারণ গোপ্তা অর্থে দৈত্যনিজ-হিংসাকারী এক অসুরকে ভগবান্‌ রামচন্দ্র এখানে বিনাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এখানে কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দ্দশীতে খুব বড় মেলা হইত, এখন ৫।৭ বৎসর হইতে [illegible] ঐ মেলা আর এখানে না হইয়া অযোধ্যায় সরযূতীরে হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এখানকার পরিমাণ জমী ওখানে পাণ্ডাদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইতি—

বিনীতা—
শ্রীমতী চপলাবালা দেবী
ফৈজাবাদ।

আর অন্যান্য শ্রোতৃবৃন্দের [illegible] হইল না [illegible] শ্রবণবিভেদে ফলভেদ হইয়া থাকে। [illegible] নিরবচ্ছিন্নভাবে [illegible] আর কেহই করিতে পারেন নাই। দৃঢ় [illegible] মনের সহিত কথা শ্রবণ করিলে তাহাতে নিশ্চয়ই ফল-লাভ হইবে।

"সন্দিগ্ধো হি হতো মন্ত্রো ব্যগ্রচিত্তো হতো জপঃ।
অবৈষ্ণবো হতো দেশো হতং শ্রাদ্ধমপাত্রকম্‌॥
হতমশ্রোত্রিয়ে দানমনাচারহতং কুলম্‌।
অশ্রদ্ধয়া হতং সর্ব্বং [illegible]
[illegible] কথায়াং নিশ্চলা মতিঃ।
এবমাদিকৃতঃ চেৎ স্যাত্তদা বৈ শ্রবণে ফলম্‌॥
লোক-বিত্ত-ধনাগার-পুত্রচিন্তাং ব্যুদস্য চ
কথাচিত্তঃ শুদ্ধমতিঃ স লভেৎ ফলমুত্তমম্‌॥"

ভ্রমণবৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

একেতো কাশী হেন তীর্থ,—তাহাতে আবার পূজার ছুটী। এই অবসরে ভদ্র মহোদয়গণ গঙ্গাস্নান ও শ্রীঅন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন অভিলাষ, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া থাকেন। তাহাতে বহু নাগরিকপরিপূর্ণ কাশী-ক্ষেত্র আরও লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। প্রতি ঘাটে ঘাটেই গঙ্গা-স্নান ও দর্শনার্থী যাত্রিগণে পরিপূর্ণ। যে স্থানটী প্রাপ্ত হইলে মানুষ স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন, এই আশায় কাশীবাসী হন, সেই মণিকর্ণিকা এবং হরিশ্চন্দ্র ঘাটেও অত্যন্ত সমারোহের ভাবাভাব লক্ষিত হয়।

বৈকাল ৩টার পূর্ব্ব হইতেই সাধু সন্নীরণে ও গঙ্গার নৌকা দর্শনে, এবং বিবিধ প্রকার রং তামাসা গান বাজনা শ্রবণে তৃপ্তিলাভার্থে বহু বহু নরনারী দশাশ্বমেধ ঘাটে সমবেত হন। তাহাদের [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সজ্জিতত্ব [illegible] হইয়া [illegible] কলোলকল্প [illegible] এ দীন দীন [illegible] শুনিয়া [illegible] সৌভাগ্যবান্ বলয় করিতে পারিয়াছি। সম্মানিত যাত্রী-দিগের মধ্যে [illegible] ও অন্য স্বযোদয়-গণ সমস্বরে [illegible] ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের যুগে—আমাদিগের একটী পরম সৌভাগ্য উপস্থিত। তীর্থ-ক্ষেত্রে যথায়ই গমন করি—কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, পুরী, কুরুক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই গৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তিধর্ম-প্রচারক ও দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপক আচার্য্যগণের মুখে শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, তীর্থ ভ্রমণের বাস্তব ফলাভের সুযোগ পাই, বিশেষতঃ নবদ্বীপে—যেখানে যাওয়া ছাড়া ব্যাপার। এই ভারতবর্ষে যত যত তীর্থ, গ্রাম আছে এবং যত যত প্রাচীন ঠাকুর বাড়ীর সেবায়েৎগণ আছেন, কেহই বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়ার মত জোর জবরদস্তি করিয়া ভেট নামক ট্যাক্স আদায় করেন না। এমন কি যাত্রীদিগের মধ্যে যদি কেহ ট্যাক্স দিতে অক্ষম হয়, তবে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়; বস্তুবা গায়ের মূল্যবান চাদর, গহনা বা ঘটি-বাটি আটক রাখা হয়; এত দৌরাত্ম্য! অন্য অন্য তীর্থ স্থানে যে অত্যাচার মোটেই নাই, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এরকমটী আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। [illegible] একটা [illegible] কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, সহর নবদ্বীপের মত এত জাতি-গোস্বামি-প্রধান স্থান আর কোন তীর্থ-স্থানে নাই, বৃন্দাবনও সে হিসাবে [illegible] মনে; তবে [illegible] শান্ত ও শিষ্ট। এই গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যগণ [illegible] হইয়া [illegible] যাঁহারা [illegible] শ্রীশ্রীগৌর [illegible] পূজ্যে শ্রীশ্রীমায়াপুর [illegible] সে দৌরাত্ম্য হইতে বহু বহু নরনারীকে রক্ষা করিতেছেন। অবশ্য যাঁহারা এই বাস্তব সত্যের সন্ধান জানেন না, অথবা জানিয়াও যাঁহারা স্বকর্ম্ম-বিপাকে পাতক হইয়া বঞ্চিত হইবেন, তাঁহারাই ভাগ্য-দোষে সহর নবদ্বীপে যাইয়া উঁহাদের কবলে পতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক ঠাকুরবাড়ী কুড়ি পয়সা, আঠার পয়সা, ষোল পয়সা প্রভৃতি হারে কি যাত্রা পণিয়া ট্যাক্স দিতে দিতে নবদ্বীপ দর্শনের [illegible] একদিনেই [illegible]। আর কোন দিন কেহ নবদ্বীপের [illegible] উচ্চারণ করিতেই কাঁপে উঠেন। বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণেরও বহু ঠাকুর বাড়ী আছে কিন্তু তাঁহাদের কোথাও "ভেট" নাই; বরং সেবায়েত ব্যক্তিগণকে তাঁহারা যথাবিধ [illegible] করাইয়া বন্ধ-নির্ব্বিঘ্নে গমন-প্রত্যাবর্ত্তন দানে বিশেষ আপ্যায়িত করেন। ইহাদের সকলেই অতীব সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ পাই। ইঁহারা সকলেই সংসারাশ্রম ত্যাগী। অপরাপর ঠাকুর-বাড়ীর সেবায়েৎগণের ন্যায়, ঠাকুর-সেবার নাম করিয়া লোক-জুলুমের পয়সায় স্ত্রী-পরিজন পালন, নেশা-পানাদি—গোপনে অত্যাচার করিয়া মুখে মুখে "গোরার আমি", 'গোরায় আমি', অথবা "ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর' বলিয়া মানুষের সর্ব্বনাশক কোন বুজরুকী বা ভণ্ডামী ইঁহাদের নাই। দেশের অপস্বার্থান্বেষী বাজে লোকেরা যতই ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান বাহির করুক না কেন, ইঁহারা [illegible] চিত্তে ধ্রুব প্রত্যয় পথে [illegible] ভাবে অপ্রতিহত গতিতে গমন করিতেছেন। জগতের প্রাকৃতিক নিয়মই এই—প্রকৃতির অধীন প্রাকৃতিক জড়বাদিগণ সত্যের-বর্দ্ধন থেকে তাহার অপচয়-প্রকাশ, বাস্তব সূর্য্য প্রকাশিত হওয়ার পথে বহু অন্তরায় উপস্থিত করিবার চেষ্টা প্রকাশ করি-লেই; তাহাতে যে বাস্তব বস্তুর আরও ঔজ্জ্বল্য বিধান হয়, তাহা মন্দ-মতি [illegible] বোধগম্য বিষয় হয় না। রেলগাড়ী প্রোতগতীকে বাধা দিতে যাইয়া যে নিজেরাই স্রোতের বেগে পতিত হইয়া ভাসিয়া যাবে, তাহা সামান্য শিশুও অবগত আছে। তার পর জগতের [illegible] আলোচনা করিলেও অবগত হওয়া যায়, যে যীশুকে অপদস্থ করিবার জন্য সমগ্র ইহুদীজাতি অভিযান করিয়াছিলেন, সেই ইহুদিগণই যীশুর ক্রুশ পূজা করেন। যে মক্কাবাসী মোহাম্মদকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই মক্কাবাসীই কায় মনো প্রাণে হজরতের সেবক। তারপর বৈষ্ণব-জগতে পূর্ব্ব আচার্য্য প্রভুদের উপর এই প্রকার কত দৌরাত্ম্য, তাহা ত ভাষায় ব্যক্ত করাই অসম্ভব। কোথায় সেই বিরোধী পাষণ্ড-কুল? কাহারও কোন নিদর্শন নাই। আছে শুধু নিত্য সনাতন সত্য প্রচার-কারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিজয়ধ্বজা ও বিজয় ডঙ্কা, যাহার বাদ্যে আজ কোটী কোটী পাষণ্ড, কর্ণ বধির হইয়া যায় বলিয়া প্রাণপণে চীৎকার করি-তেছে।

আমি এক মুখে কত বলিব এইরূপে বহু বহু সন্ন্যাসকামী ভক্তগণ বহুমুখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে কাশী আসিয়া শান্ত-প্রকৃত কাশীর [illegible] বিবেচনা করিলাম। [illegible] কন্ধ-কোলাবে [illegible] অভিজ্ঞতা [illegible] সহিতও যে অযাচিতভাবে সাক্ষাৎকার হই নাই তাহা কি করিয়া বলি? তাঁহা-দের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য একটী মহলোর কথা না বলিলে নয়; সেই মহলাটী যত, পূর্ব্বে পুলিশ লাইনে উচ্চপদে চাকুরী করিতেন, সম্প্রতি কাশীবাসী হইয়া গবর্ণমেণ্টের অন্নে প্রতিপালিত। বিগত বৎসর এই সনাতন গৌড়ীয় মঠের উৎসবের সময় প্রায়ই মঠে আসিতেন, আর খুব সাষ্টাঙ্গ লম্বা চৌড়া ভূমিগত দণ্ডবৎপূর্ব্বক তৃণাদপি সুনীচের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি রাস্তায় ঘাটেও বৈষ্ণবগণের সহিত দেখা হইলে ঐ প্রকার দণ্ডবৎটী বাদ যায় নাই। ইনি কুলিয়া সহরের কোন নাম জাদা জাতি গোস্বামী পাঠকের চেলা। ওষ্ঠদ্বয় তাম্বুল-রাগে রঞ্জিত থাকিলেও মালার খোলাটি গলদেশের মায়া ছাড়ে নাই। যাহা হউক, এবার আর কুলিয়ার বাকিটী মঠের সীমানায় আসেন নাই। গত বার বোধ হয় নিবেদনাটী স্থানরূপে ব্যক্তি না হওয়ায়, শুদ্ধ বৈষ্ণব-দর্শন ও চরণ বন্দন করিয়া মস্ত বড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ একদিন রাস্তায় মুখা-মুখী, চোখে-চোখে নজর পড়িয়া গেল, তবু পাপ কাটাইতে ত্রুটী হয় নাই, যদি কি না রাস্তাটী অপ্রশস্ত থাকায় তাহা ঘটিল না বলিয়া, বদনে বদন চাপিয়া আমার অগ্রগামী শুদ্ধ মহারাজকে একটা কুড়ালিয়া দণ্ডবৎ অর্থাৎ চাকুরী অবস্থায় সেলিউটের ন্যায় দিলেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ এতটা বিপর্য্যয় দেখিলে অতি ভক্তি যাহার লক্ষণ, তাহাই বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

পূজার কয়েক দিন কাশীতে অবস্থান করিয়া অনেক দেখিয়া শুনিয়া শিখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। অতঃপর আরও কিছু দূরে অগ্রসর হওয়ার বাসনায় কাশী-বাসীদের পরামর্শ স্থির করিলাম।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

ব্যাঘ্র শিকারে বিপদ

পাবনা, ৩০এ ডিসেম্বর [illegible] প্রকাশ, গত রবিবার দিন [illegible] জমীদার বাবু সতীশচন্দ্র চৌধুরী শিকার করিবার সময় একটা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিশেষ জখম হইয়াছেন। তাঁহাকে [illegible] কলিকাতায় আনা হইয়াছে।

মালদহে দুর্গাদুর্গ আবিষ্কার

মালদহ জিলার [illegible] ৭ মাইল দূরবর্ত্তী মহাস্থানে ১টি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, উহাই বাঙ্গালার প্রাচীন রাজ-ধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। সার্ভে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কে, এন, দীক্ষিত অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। এ পর্য্যন্ত ১ বর্গ মাইল পরিমিত একটি দুর্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটীও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুর্গের অবস্থা দর্শনে মনে হয়, ১ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু শ্রমিক খননকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে নূতন গভর্ণর

গত ৭ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের নবনিযুক্ত গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিক সাইক্স্ এবং লেডী সাইক্স্ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করিলে বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হয়।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটী-প্রদত্ত অভি-নন্দনপত্রের উত্তরে গভর্ণর বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, স্যার লেসলী উইলসনের শাসনকালে কর্পোরেশন, জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের ভিতর যে সহযোগিতার ভাব বিদ্যমান ছিল, তাঁহার শাসনকালেও সেইরূপ থাকিবে। অভিনন্দন পত্রে বোম্বাইয়ে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শ্রমশিল্পের অবনতির কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন যে,কেবল বোম্বাইয়ে নহে, পরন্তু বর্ত্তমানে জগতের সর্ব্বত্র ঐ দুই বিষয়ে অবনতির ভাব দৃষ্ট হইতেছে। অতীতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায়, সাধারণতঃ এই প্রকার অবনতির পরই অধিকতর উন্নতি দেখা যায়। তিনি আশা করেন, এবারও ঐরূপ উন্নতি হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। যাহাতে শীঘ্র ঐরূপ উন্নতি সাধিত হয়, সে পক্ষে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বাক্স চুরীতে ১৫ মাস

দুর্গা সিং নামক এক জন পুরাতন পাপী একটা বাক্স চুরী করিবার অভি-যোগে শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ৬ই ডিসেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া-গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় সমিতি

ইংরাজের সংস্রবের ফল

আসানসোল, ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত কল্য রাত্রিকালে মিঃ ডি, এম, আর্চিবল্ডের সভাপতিত্বে আসানসোল সহরে য়ুরোপীয় সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ জেম্‌স বৃটনের সংস্রবে আসায় ভারত যে সকল উপকার লাভ করিয়াছে, তাহা সবিস্তারে বিবৃত করেন। ইংরাজ-রাজত্বকালে ভারত ক্রমশঃ যে সকল রাজনৈতিক এবং আর্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছে, তিনি শ্রোতৃবর্গকে সেই-গুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত ইংরাজগণ ভারতে সভ্যতার বিস্তার এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-সম্পর্কে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, সেগুলি বৃটনবাসিগণ তাঁহাদের নিজেদের আদর্শে পূর্ণভাবে আস্থাবান, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত মিশনারীগণ এখানে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই সকল প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্র শিক্ষা-লাভ করিতেছে। তাঁহাদের স্থাপিত হাঁসপাতালসমূহে বৎসর বৎসর ৩০ লক্ষাধিক লোক চিকিৎসিত হইতেছে। এ সকল যে উভয় দেশকে দৃঢ় একতা বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টার প্রমাণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে দেশে যে স্বদেশী আন্দোলন এবং খদ্দর প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যাই-তেছে, বক্তার মতে ইংরাজই তাহার জন্য দায়ী। উহা দেশে বৃটিশ-প্রভাব প্রসারেরই ফল। ভারতবাসিগণের এই সকল আদর্শ ও আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত শান্তির ও শৃঙ্খলার মিলন সংঘটন করা-ইয়া পরিণামে ভারতের জন্য দায়িত্বপূর্ণ শাসনাধিকারলাভের পথ প্রস্তুত করা এবং রাজানুরক্ত ভাবে ভারতকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতর স্থানলাভের উপযোগী করিয়া তুলাই এক্ষণে ইংরাজদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। উপসংহারে বক্তা বলেন যে, বৃটন ভারতের সমক্ষে যে মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাহাতে চিরদিন সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখাই প্রত্যেক বৃটনবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। —দৈঃ বসুমতী।

রুসিয়ার কথা

সম্প্রতি লেনিনগ্রাড সহরে সাম্যবাদির দিগের সম্মিলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ রাইকফ বলেন যে, এক পক্ষ অন্য পক্ষের অভাবপূরণে অক্ষমতা প্রকাশ-হেতু সোভিয়েটশাসিত রুসিয়ায় নাগরিক ও জনপদবাসীদিগের ভিতর বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এক দিকে রুসিয়ায় জন-সংখ্যা প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ ১৯১৪ সালে রুসিয়ায় যে পরিমাণ ভূমিতে আবাদ হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কম জমীতে আবাদ হইতেছে। আবার মহাসমরের পূর্ব্বসময় অপেক্ষা এক্ষণে জমীতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ শতকরা ১০ অংশ পরিমাণে কমিয়াছে। যে পরিমাণ শস্য বিক্রয় করিলে তাহাদের খাজনা শোধ হইতে পারে, চাষীরা কেবল সেই পরিমাণ শস্যই বিক্রয় করিতেছে। তাহারা বলে যে, নগরবাসিগণ যখন তাহাদিগকে শ্রমশিল্পের উপাদানগুলি যোগাইতে পারিতেছেন, তখন তাহারা তাহাদিগকে শস্য যোগাইয়া সাহায্য করিবে না। বক্তা বলেন, এই বিপক্ষ শ্রমশিল্প কেন্দ্রীভূত করিবারই সন।

প্রতারণা সম্পর্কে রেঙ্গুনের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী

নেদারলাণ্ড ব্যাঙ্ক, লায়েড্‌স ব্যাঙ্ক, হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, রেঙ্গুনের চাউল-ব্যবসায়ী বেন হুয়াট এণ্ড কোম্পানীর কে, বেজ চৌঙ্গের বিরুদ্ধে ৭৮ লক্ষ টাকা সম্পর্কে প্রতারণার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। ৭ই ডিসেম্বর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ঐ মামলা উঠিলে আসামীকে ৩।৪ জন জামীনদার-সহ ১ লক্ষ টাকার জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২১শে ডিসেম্বর মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

স্মার্ণায় ভীষণ প্লাবন

স্মার্ণা অঞ্চলে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া বহু স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে, অনেক লোক মারা গিয়াছে। স্মার্ণা সহরের নিম্নতর অংশগুলিতে ৫ ফুট গভীর জল জমিয়াছে। অনেক বাড়ীর এক তালা জলমগ্ন হইয়াছে। অধিবাসীরা ভয়ে অভিভূত হইয়া ঘরের ছাদে এবং গাছের আগায় আশ্রয় লইয়াছে। অনেকগুলি বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ব্যবস্থাপরিষৎ

কংগ্রেস ও জাতীয় দলের সদস্যগণ ২টি প্রস্তাব বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতে-ছেন। ১৬ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক যে সকল ছাত্র স্কুল অথবা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহাদিগের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যায়ামচর্চ্চা সামরিক কুচ-কাওয়াজ ও বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সপার্ষদ বড় লাটকে অনুরোধ করিয়া প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। অপর প্রস্তাবে সরকারকে এইরূপ অনুরোধ করা হইবে যে, টেরিটোরিয়াল সৈন্য দলের বিশ্ববিদ্যা-লয় ও সহর সৈন্য দলে নিম্নলিখিত বিভাগ-গুলি স্থাপন করিতে হইবে—অশ্বারোহী সৈন্য-বিভাগ, গোলন্দাজ-বিভাগ, কলের কামান-বিভাগ, সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং সাধারণ সৈন্য-বিভাগ ও বিমানপোত-বিভাগ। এই বিষয়টী পূর্ব্বে উপস্থাপিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি আলোচিত হওয়ায় এই বিষয়টী আলোচিত হয় নাই। উপরিলিখিত ২টি প্রস্তাবই ডাক্তার বি, এস, মুঞ্জে ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেছেন।

কাছারী বাড়ী লুঠ

গত ৬ই ডিসেম্বর মোহন খাঁ ও তাহার দলবল প্রায় ১ হাজার মুসলমান প্রকাশ্য দিবালোকে খুলনা জেলায় মোরেলগঞ্জে সাহাবাবুদের বড় কাছারী-বাড়ী অবরোধ করিয়া লুঠ করিয়াছে। তাহারা কাছারী বাড়ীর দরজা-জানালা সব ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ম্যানেজারকে বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

বাগেরহাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তৃতীয় হাকিম ও সশস্ত্র পুলিশ ছিল। ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

উকীল আক্রান্ত

হাওড়া কোর্টের উকিল বাবু গোষ্ঠ-বিহারী বসুকে প্রহার করিবার অভি-যোগে মণিমোহন নামে এক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। প্রকাশ যে, গত ৩০শে নভেম্বর উকীল বাবু কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় কদমতলা ষ্টেশনের নিকটে আক্রান্ত ও কুড়ালী দ্বারা আহত হন। উক্ত উকীল বাবু চিকিৎসার জন্য হাওড়া হাঁসপাতালে রহিয়াছেন। এখনও অনু-সন্ধান চলিতেছে।

রাজদ্রোহের অভিযোগে 'ফরওয়ার্ড' সম্পাদক

গত শুক্রবার সন্ধ্যার সময় সি, আই, ডি, পুলিশ 'ফরওয়ার্ড' আফিসে খানাতল্লাস করিয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী বসুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ (রাজদ্রোহ) ধারানুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, গত ১লা ডিসেম্বর "ফরওয়ার্ডে" [illegible] রাজদ্রোহমূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বক্সী ও বসুকে [illegible] জামীনে [illegible] হইয়াছে। পুলিশ ১লা ডিসেম্বরের [illegible] "ফরওয়ার্ড" লইয়া গিয়াছে।

নিখিল ভারতীয় মহিলা শিক্ষা কন্‌ফারেন্স

আগামী ৩রা হইতে ৭ই জানুয়ারী প্রাতে ৯টা হইতে ১২টা এবং অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পাটনার রাধিকা সিংহ হলে নিখিল ভারতীয় মহিলা শিক্ষা কন্‌ফা-রেন্সের ৩য় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। প্রতিনিধি ও দর্শকগণের অভ্যর্থনার জন্য কমিটি বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন, কমিটী আশা করেন, ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ২ শতের অধিক প্রতিনিধি ঐ কন্‌ফারেন্সে যোগ দান করিবেন।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন নাকচ

চুঁচড়া, ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় কোট-রঙ্গের এক সংবাদে প্রকাশ, গত মিউ-নিসিপাল নির্ব্বাচনে নানা অসৎ উপায় অব-লম্বিত হইয়াছে বলিয়া সকল কমিশনারেরই নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ঐ সংবাদে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ সম্পর্কে আরও তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে; ফলে বহু রহস্য প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশন

আগামী ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতায় য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। উহাতে ভারতের সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন। প্রকাশ, উহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনোভাব, ভারতে শ্বেতাঙ্গদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ, এক শ্রেণীর সংবাদ পত্রের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

মহীশূরে পৃথিবীর খ্রীষ্টান ছাত্র সমিতি

সম্প্রতি মহীশূরে পৃথিবীর খৃষ্টান ছাত্র সমিতির ১৬শ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহীশূরের মহারাজা ঐ সভার উদ্বোধন করিয়াছেন। পৃথিবীর ছাত্র-গণের জন্য সমিতি যে সকল কার্য্য করি-য়াছেন, তিনি তজ্জন্য উক্ত সমিতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, উক্ত সমিতি বিশেষ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

[illegible]

২৭শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সনাতন ধর্ম

(গৌহাটী সনাতনধর্ম-সভায় গৌড়ীয় সম্পাদক-প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

আজ বক্তৃতার বিষয় 'সনাতন ধর্ম।' 'সনাতন' শব্দের অর্থ—সদা + তন; অর্থাৎ যাহা নিত্য তাহাই। সনাতন—যাহা আছে, যাহা ছিল ও যাহা থাকিবে তাহাই সনাতন। 'ধর্ম' শব্দটি ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। যাহা ধারণা করা যায় এবং যাহা সমস্তকে ধারণা করিয়া রহিয়াছে, তাহাই ধর্ম। 'সনাতন ধর্ম' বলিতে আমরা নিত্য ধর্ম বুঝি। জীবের নিত্য ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলে। এ ধর্ম পরিবর্তন-শীল নহে—ইহা আগন্তুক নহে; ইহা স্বাভাবিক। বস্তুর স্বভাবই ধর্ম। ধর্ম ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। দাহিকা শক্তি অগ্নির স্বভাব। অগ্নির স্বভাব—ইহা দাহন করে। অগ্নির এই দাহক স্বভাব বাদ দিয়া অগ্নির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। স্বভাবই বস্তুর নির্দেশক। স্বভাবে স্থিত হইলেই বস্তুর পূর্ণতা, উপাদেয়তা। স্বভাব হইতে স্খলিত হইলেই বস্তুর অসম্পূর্ণতা, হেয়তা, অনুপাদেয়তা।

স্বভাবের বিপরীত নৈসর্গিক; যাহা জীবের স্বভাব হইতে উত্থিত নহে, যাহা আগন্তুক, তাহাই নৈসর্গিক। জল ও বরফকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। জলের স্বভাব তারল্য। শৈত্যপ্রভাবে জল বরফে পরিণত হইলে, জলে কাঠিন্য বলিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধর্মের উদ্ভব হয়। ইহা কিন্তু আগন্তুক শৈত্যকে আশ্রয় করিয়া আসে, উহাকেই আশ্রয় করিয়া ইহা থাকে, আবার শৈত্যের অভাবে ইহার অভাব অনিবার্য হইয়া পড়ে। জলের এই কাঠিন্য ধর্মকে স্বাভাবিক বলা যায় না—ইহা নৈসর্গিক। [illegible]

শরীর ও মনের ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা যায় না। শরীর ও মন সনাতন নহে। আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা আগন্তুক। আত্মা তাঁহাদিগের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। আত্মাই সনাতন; কিন্তু তাঁহারা নহে। তাঁহারা পরিবর্তনশীল, অনিত্য ও অনিত্য পরিবর্তনের অধীন শরীরের অপেক্ষাও পরিবর্তনশীল [illegible] ধর্ম হইতে আত্মার ধর্ম [illegible] শরীরের ধর্ম পৃথক্। [illegible] হইতে আমার দেহের শরীরের ধর্ম পৃথক্, [illegible] শরীরের ধর্ম হইতে আমার বৃদ্ধের শরীরের ধর্ম পৃথক্, আবার [illegible] ধর্মও শারীরিক নহে। [illegible] শরীরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানসিক চিন্তা-স্রোতেরও পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুর চিন্তা হইতে যুবকের চিন্তা পৃথক্, যুবকের চিন্তা হইতে প্রৌঢ়ের চিন্তা পৃথক্, প্রৌঢ়ের চিন্তা হইতে আবার বৃদ্ধের চিন্তা পৃথক্।

ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় আকর্ষণও বলা যাইতে পারে। আকর্ষণই বস্তুর ধর্ম। একটী বস্তু আর একটি বস্তুকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছে। ইহাকে *Law of gravitation* অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ বলে। বৃহদ্বস্তু ক্ষুদ্র বস্তুকে আকর্ষণ করে ও ক্ষুদ্রবস্তু বৃহদ্বস্তু কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। জড় জগতে এই আকর্ষণ যেরূপ স্বাভাবিক চিজ্জগতেও ইহা সেইরূপ স্বাভাবিক। চিজ্জগতেও এই আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে বিভু বা বৃহৎচিৎ অণু বা ক্ষুদ্রচিৎকে নিত্য আকর্ষণ করিতেছে এবং অণুচিৎ বিভুচিৎ কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে যাইতেছে। বিভুচিৎএর এই আকৃষ্টি অণুচিৎএর নিত্য প্রাপ্তিতব্য। এই বিভুচিৎএর নাম—বিষ্ণু ও অণুচিৎএর নাম—বৈষ্ণব। স্থাবর, জঙ্গম, সমস্ত প্রকার জীবই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। বিষ্ণুর প্রতি বৈষ্ণবের আকৃষ্টি স্বাভাবিক। এই আকৃষ্টিই জীবের সনাতন ধর্ম। পরমাত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণই সনাতন ধর্ম। এই আকর্ষণের অপর নাম সেবা বা ভক্তি। এই ভক্তি ব্যতীত জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই ধর্ম বা সেবা যখন কিছু দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হয়, তখনই নৈসর্গিক বা নৈমিত্তিক ধর্মের অভ্যুদয় হয়। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত যাবতীয় ধর্মই আত্মা সম্বন্ধে নৈসর্গিক বা নৈমিত্তিক; উহারা সনাতন-ধর্ম-পদ-বাচ্য হইতে পারে না।

জড় জগতে প্রমাণ ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। চিজ্জগতে চিৎএর স্বপ্রকাশিত্ব ধর্মহেতু জড় জগতে অবস্থিত বদ্ধজীবের ধর্ম বলিয়া স্থির করিতে হইলে প্রমাণের আবশ্যক হইয়া পড়ে। [illegible] *"Symbolized sounds"* [illegible] [illegible] বিষয় জানিতে [illegible] হইয়া [illegible] হইতে [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] কীর্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গ্রন্থ [illegible]। শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] ভাগবতকেই [illegible] [illegible] এরূপ বলিয়াছেন।

বেদোক্ত ব্রহ্মসূত্রাকারে গ্রথিত। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ভাগবত। ভাগবতের অবস্থান বেদের পূর্বে। বেদ ও ভাগবতে ভাষাগত যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, ইহা ভাগবতের আধুনিকত্ব সপ্রমাণ করে না। ভাগবত নিত্য বস্তু। তাহা ইহার নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিতে পারে না। বেদের পূর্বেও ভাগবত কোন এক ভাষায় প্রকটিত ছিল। বর্তমানে এই ভাষায় প্রকটিত রহিয়াছে। ভাগবত অনাদি। বেদ ও পুরাণসমূহ ভাগবতোক্ত ধর্মকেই নির্দেশ করিয়া ভাগবতের আনুগত্যে মহিমান্বিত রহিয়াছে।

ভাগবতে কৃষ্ণভক্তিই জীবের পরম-ধর্ম বলিয়া কীর্তিত রহিয়াছে। যথা—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—অর্থাৎ তাহাই মানুষের শ্রেষ্ঠধর্ম যাহার যাজন হইতে অধোক্ষজ কৃষ্ণে ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তি অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী, এবং ইহা দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়।

অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা শব্দ দুইটির অর্থ প্রণিধান-যোগ্য। অহৈতুকী শব্দের অর্থ যাহার কোন হেতু নাই। হেতুমূলে যে ভক্তি যাজিত হয় না, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি। ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, জনং দেহি, সুন্দরী ভার্য্যাং দেহি প্রভৃতি ধর হইতে মুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠানকেই অহৈতুকী ভক্তি বলা যায়। যে ভক্তির অনুষ্ঠানে উপরি উক্ত কামনা গুলির কোন না কোনটির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই ভক্তিকে অহৈতুকী ভক্তি বলা যায় না। উহা সকাম ভক্তি—উহা বণিগ্ বৃত্তি। বণিগ্ বৃত্তি আত্মার ধর্ম নহে, উহাতে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে না। সকাম ভক্তিকে ধর্ম বলা গেলেও সনাতন ধর্ম বলা যাইতে পারে না। অপ্রতিহতা শব্দের অর্থ যাহা প্রতিহত হয় না—যাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। জগতের ত্রিতাপ ভক্তির বাধা জন্মাইতে পারে না। 'ত্রিতাপ-মুক্ত হইয়া, পরে ভক্তির যাজন করিব', এরূপ কথা জগতে কখনও সম্ভবপর নহে। জগজ্জীব ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। আগে ত্রিতাপকে আত্মমাত্রে নির্বাপিত করিয়া পরে ধর্মের যাজন, এরূপ ব্যবস্থা চলিবে না। ত্রিতাপের ভিতর দিয়াই ধর্মের যাজন করিতে হইবে। [illegible] [illegible] অবিহিত [illegible] [illegible] ক্রমবর্ধন কোথায়? *Subject matters can not have a* [illegible], তাঁহারা যায়। একটু [illegible] বুঝিলেই তাঁহারা তাঁহাদের [illegible] স্থিতির অসারতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। প্রহলাদ, হরিদাস প্রভৃতি মহাভাগবতগণ কতদূর অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, ভক্তির যাজনে তাঁহারা কতদূর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য। কিন্তু কৈ, তাঁহাদিগের ভক্তিতে হিরণ্যকশিপু ও হোসেন শাহ প্রভৃতি প্রবল ভক্তি-বিরোধি জনগণের নির্দয় ব্যবহারে কিছু কি বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল? তাঁহাদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও কি প্রহলাদ এবং হরিদাসের ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই?

কৃষ্ণই ভক্তির বিষয়। তিনি পূর্ণ ও উপাস্য। *He is a spiritual despot, an Autocrat,* প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের অদ্বিতীয় ভোক্তা একমাত্র তিনি। তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। তাঁহার সমান কিম্বা অধিক আর কেহই নাই। তাঁহার প্রতি অর্পিতা ভক্তিই সনাতন ধর্ম।

এই সনাতন ধর্মের অপর নাম বৈষ্ণব-ধর্ম। বৈষ্ণব-ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নহে। ইহা সার্বজনীন ধর্ম। কৃষ্ণের দাসত্বই বৈষ্ণব-ধর্ম। ইহা চেতনের বৃত্তি। এই চেতন উপলখণ্ডই হউক বা পশুই হউক, পুরুষই হউক বা স্ত্রীই হউক, কলিকাতাবাসীই হউক বা কামাসকাটকাবাসীই হউক, ইহার ধর্মই বৈষ্ণব ধর্ম। 'জানে বা না জানে সবে কৃষ্ণদাস।' সকলই কৃষ্ণদাস। সকলের ধর্মই কৃষ্ণকে ভক্তি করা। কৃষ্ণভক্তিই সনাতন ধর্ম।

বর্ণাশ্রম-বিচার

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।)

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে যে বর্ণ ও আশ্রমবিচার প্রবর্তিত ছিল, তাহা কালপ্রভাবে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়াছে। সমাজবিধির অতি প্রয়োজনীয় স্থিরকল্পে বর্ণ ও আশ্রম-বিচারের উপযোগিতা আছে। কোনও একটী বিশেষ বর্ণে জনিত হইবার যোগ্যতা লাভ না করিয়া যাহারা তত্তদ্বর্ণে প্রতিষ্ঠিত মনে করে, তাদৃশ মিথ্যাভিমান হইতেই সমাজে দোষ প্রবেশ করিয়া বিচার-বৈষম্য প্রকাশিত হয়। কালে কালে সময়োপযোগী করিয়া পাণ্ডিত্যের, দেশভেদে বর্ণের বিচার সংগঠিত হইয়াছিল। যাহারা বর্ণবিচারের পক্ষপাতী সুবেদ, এরূপ জনগণ কর্তৃক আজানু

হইয়া বর্ণবিচার ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া সোপানাদের বিপরীতভূত হইয়াছে। সামাজিকগণের গুণকর্ম্মবিভাগক্রমে বর্ণ-বিচার সংসারে প্রয়োজনীয় বিষয়-রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু কালের গতিকে সম্প্রদায়বিশেষের ষড়রিপুর প্রাস্য উহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। গুণক্রিয়াগত বর্ণবিভাগের জনককল্পনীসূত্রে দৈববর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল; তাহা আজ বানরের হস্তে খন্তা পড়ার ন্যায় অপ-ব্যবহারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অপ-ব্যবহার অপসারণকল্পে কি আধুনিক ভারতবাসিগণ উদাসীন থাকিবেন? যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, সেইরূপ কার্য্যে বাধা দিবার জন্য ছিদ্রান্বেষণপরায়ণ অজ্ঞানজ জনগণের অভাব নাই। তাহারা নানা উপায়ে বর্ণধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য সংহার করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্গ্রীব আছে, মাৎসর্য্য অন্তরালে তাহাদিগের চিত্তবৃত্তির প্রসারণকল্পে বর্ণবিচার-প্রণালীকে তাহারা একটী প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করিতে উৎকণ্ঠিত। সমাজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যদি সামাজিকগণ কপট স্বার্থাচারের বাগ্‌বৈখরীতে মুগ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের অধস্তনগণই যথোচিত দণ্ডিত ও বঞ্চিত হইবেন।

সমাজের কল্যাণের জন্য আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে উপদেশ করিয়াছেন। 'আশ্রম'—অবস্থানজ্ঞাপক, বর্ণ—বৃত্তের বা স্বভাবের পরিচায়ক। কতকগুলি সমবৃত্ত ব্যক্তির একত্র সমবায়াভিলাষে বর্ণ বিচারের উৎপত্তি; কিন্তু তাৎপর্য্যহীন জনগণ বৌধিৎসজপ্রভাবে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষা হইতে অপসারিত হইতেছেন। হীন-স্বার্থপরতা ও বোধিৎসজ অসদাগ্রহতাই ইহার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কাণা পুত্রের নাম 'পদ্মলোচন' রাখিয়া "গালে হরিবোল" দিবার ব্যবস্থা সমাজ-হিতৈষিগণ কখনই অনুমোদন করেন না। হিতৈষিগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা যে সকল সামাজিকগণের ভাল লাগে না, তাঁহারা আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিতে ব্যস্ত। আমরা সেই সকল আত্মঘাতী নির্ব্বোধ জনগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য নিরপেক্ষ বর্ণধর্ম্মের পিতৃ-পুরুষ ঋষিগণের করুণা আবাহন করিতেছি।

আজ কিন্তু একজন কৃষিজীবী, কামারের কাগজের সাহায্যে লোকের নিকট প্রচার করিয়া বলিল যে, তাহার ন্যায় জনৈক কৃষিজীবীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের বৃত্ত-বর্ণ-বিচার আলোচিত হইতে পারে না। যদি সেই কৃষিজীবী স্বীয় পিতৃপুরুষের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অবৈধ বর্ণাশ্রয়ের পক্ষপাতী না হইত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত যে, যোগ্য ব্যক্তির সহিত অযোগ্য ব্যক্তির সমধারায় পরিগণিত হইবার অধিকার নাই। কৃষিজীবীর ভাববৃত্তি অবৈধভাবে পরিচালিত হইয়া বৃত্তান্তর-জীবীর প্রতি আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। নিজের ভজন বুঝিতে না পারিলে এরূপ ভ্রান্তি অপরি-হার্য্য। পূর্ব্ববঙ্গে বামার চাকর আপনাকে 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় দেয়, চট্টগ্রাম, চৌদ্দগ্রামের ময়লাবাহী এবং জলবাহী ভৃত্য-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় দেয়, উহারা এবং লর্ডসিংহ, যিনি বিহার এবং উড়িষ্যায় গভর্ণর-পদে বৃত ছিলেন, এই উভয়কেই যদি বলা যায় সমান তাহা হইলে অভিজ্ঞসমাজ তাহা কখনই স্বীকার করিবেন না। যদি কোন কৃষিজীবী নিজ পিতৃপিতামহগত জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোনও পণ্ডিত ও বৃত্তব্রাহ্মণের সহিত সমজাতীয় বলিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাহা হইলে তাহা বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় নিশ্চয়ই বিফলমনোরথ হইবে; কামারের কাগজে এই প্রকার "সফরী ফর্ফরায়তে", "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"—এইরূপ বৃত্তি বিশিষ্ট জীববিশেষের তাণ্ডব নৃত্য স্থান পাইতে পারে, কিন্তু উহা বিদ্বৎসমাজে হাস্যাস্পদ মাত্র। এই শ্রেণীর কৃষিজীবী ও কর্ম্মকার-শ্রেণীর লৌহনির্ম্মাতৃগণের দ্বারা সাময়িক সংবাদপত্র পরিচালনের কতদূর সঙ্গতি, সে বিষয় সুধীগণের বিবেচ্য। কৃষিজীবী মনে করিতে পারে যে, তাহারই ন্যায় নির্ব্বোধ শ্রেণীতে বিদ্বৎ-সমাজ অধিষ্ঠিত, সেই দুঃশাসনের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার কুশিক্ষা পরিবর্ত্তনের জন্য সৎশিক্ষক-সম্প্রদায়ের আবশ্যক হইয়াছে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন, তজ্জন্যই বঙ্গের প্রাচীনতম গৌরব শ্রীধাম মায়াপুর মহর্ষি পাণিনি-প্রোক্ত শ্রীগৌড়পুরে পরবিদ্যাপীঠের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে।

"মম মায়া দুরত্যয়া"

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥
(গীতা ৭।১৪)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—"সত্ত্বাদি গুণ-বিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা কেবল আমার ভগবৎস্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই ঐ মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন।"

শ্রীভগবানের এই অমূল্য উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আমরা পাপের ভোগে, ভুলের ভোগে, বিলাস ভোগে মায়াকবল হইতে প্রাণ-পালেচ্ছায় যতই ছুটাছুটি করি না কেন, সকল যত্ন—পাষাণে-দারিদ্রে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম হইয়া ব্যর্থ হইতেছে। আমরা জীব—প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর দুর্ব্বল, মায়াগ্রস্ত, রূপ-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিরহিত। অতএব স্বাবলম্ব প্রক্রিয়া-দ্বারা মায়া অতিক্রম আমাদের পক্ষে অসম্ভব। শুধু অসম্ভব নহে, একটী মাত্র উপায় "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" ব্যতীত মায়া পার হইয়া মায়াপুরে যাওয়ার আশা সুদূরপরাহত। বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় বৃথা কল্পনা মাত্র। এই উপায়টী অবহেলন হইতে কত কোটি কোটি জীব আমরা, মায়া-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গে নিপতিত হইয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছি, কখনও ডুবি, কখনও ভাসি, এই প্রকারে আরও গভীরতম অগাধ-সলিলে সমাধিস্থ হওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছি। কি উপায় অবলম্বন করিলে, এই ভীষণতম ক্লেশপুঞ্জ দূরীভূত হইয়া মায়া হইতে উদ্ধারের যোগ্যতা লাভ করা যায়, তাহা সমস্ত জীবন ভরিয়া একটীবারও প্রাণে সাড়া দেয় না।

আমরা জগৎ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, শ্রীভগবচ্চরণে অথবা তদ্ভক্ত সাধুর চরণে শরণাগত জন ব্যতীত, তিনি গৃহে গৃহস্থ থাকিলেও গৃহমেধী, ব্রহ্মচারী সাজিয়া গৃহ ছাড়িলেও পতনোন্মুখী, বানপ্রস্থী সাজিয়াও ভবঘুরে হইয়া পুনর্মুষিক এবং সন্ন্যাসী সাজিয়াও অবশেষে বাস্তাশী অথবা সংযোগী, মর্কট-বৈরাগ্যাবলম্বী।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যত্র-তত্র অনাকাঙ্ক্ষিতাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। উপায় কি? খুব বড় বিদ্বান্ হইয়া ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ মুখস্থ করিয়া, লম্বা-চৌড়া বক্তৃতা দিতে সমর্থ হইলেও যেকাল পর্য্যন্ত গুরুপুরুষের চরণাশ্রয়ে নিষ্কপটে শরণাগতি লাভ না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাদের কেশে ধরিয়া তাঁহার কারাগারের ভিতরেই কারাগারের চারিপাশ প্রদক্ষিণ করাইবেন।

আমরা অনেকেই শরণাগত বলিয়া অভিমান করি। কে বাস্তব-শরণাগত, আর কে শরণাগতের ভাণ করিয়া ঘোমটার আড়ালে খেমটার স্বপ্ন দেখিয়া পরিতৃপ্ত, তাহা সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদভিন্ন-স্বরূপ বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-ভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবই জানেন। আমি যাহা বলি, তাহা জনসমাজে প্রচার করিয়া, প্রতিষ্ঠা পাইবার অভিপ্রায়ে আমরা মায়া-পদ-সৈবনবোধাভিজ্ঞ লাভের আশায় মুক্তিতে থাকি ইহাই কি আমাদের শরণাগতি?

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"
—(ভাঃ ২।৭।৪২)

"সেই অনন্ত ভগবান্ (অব্যতীত অন্য দেবতা নহে) যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়-মনো-বাক্যে নিষ্কপট (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাঞ্ছা-কৈতব-রহিত) হইয়া ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা দৈবী-মায়ার পারে গমন করিতে পারেন এবং মায়ার বৈভবও জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য-দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই।"

এবম্বিধ অভিমান-শূন্য শরণাগত ভক্তের মায়া-বশ্যতা স্বীকার করিবার অবসর কোথায়? তাঁহাদের নিকট হইতে মায়া নিজেই ভীতা হইয়া বহু যোজন দূরে সরিয়া থাকিতে বাধ্য হন। জাগতিক সমগ্র মায়ার বিষয়গুলি শরণাগত ভক্তের চরণে গললগ্নীকৃত-বাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণত থাকে। এমন কি ঠাকুর তুলসীদাস-কথিত—'ডিলকা মোহিনী রাক্ষসী বাঘিনী, পলকে পলকে রক্ত শোষণ' হইতে বিরত থাকিয়া শরণাগত ভক্তের আনুগত্যে মূলাশ্রয়ের সেবাভিলাষ ও যোগ্যতা ভিক্ষা করিবেন। এতাদৃশাবস্থায় পর্য্যবসিত না হওয়া পর্য্যন্ত শরণাগতি একটা মুখের কথা, শিখানো বুলি আওড়ান মাত্র।

আমি ত' আদার ব্যাপারী, তবু জাহাজের খবর লইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিলাম। ইহাতে আমার (নিজের) কি সুবিধা ও অসুবিধা হইবে, তাহা জানি না। জানিবার মত যোগ্যতাও আমাতে যথেষ্ট অভাব। তবে শ্রীগুরুদেবের মহাবদান্যতার মহিমার ইহাই জানিয়া রাখিলাম—"শরণাগতি ব্যাপারটী খুব বেশী গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত—অতি বহু বহু জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত কোন প্রকারেই জীবের হৃদয়ের বিষয় হয় না এবং ভাগ্যে ঘটে না।"

যিনি শরণাগত, তিনিই মায়ামুক্ত। "শরণাগত" ও "মায়ামুক্ত" একই অবস্থা, একই কথা। যিনি মায়ামুক্ত তিনিই ভক্ত। যিনি ভক্ত, তিনিই অনন্য হইয়া নিজ অভিরুচিমত [illegible]। [illegible] ভগবান্ তাঁহারই [illegible] [illegible] করিয়া থাকেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(শ্রীঃ [illegible])

[illegible] অর্পণ করিয়ে আমার চিন্তা পোষণ ও ভরণ করেন, সেই সকল একবিন্দু ভক্তের অপরাধ-পোষণ-ভরণের ভার আমি বহন করিয়া থাকি॥

শরণাগতের দেহ অপ্রাকৃত দেহ। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ ও দেহ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় এবং পূর্ব-ইতিহাস বিস্মৃত। শরণ্য প্রভু শ্রীভগবানের ন্যায় শরণাগত ভক্তের দেহও অপ্রাকৃত।

"শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥"
(চৈ চঃ মধ্য ২২।১০০)

"প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য৪।১৯১-১৯৩)

নিজ তত্ত্বাভিজ্ঞাত শরণাগত ভক্তের দেহ মন—সবই চিদানন্দময়; অচিৎ বা জড়ে কোন আনন্দ নাই, তাহা পরিপূর্ণরূপে তিনি পরিজ্ঞাত আছেন; তাই অচিদ্বস্তুর কোনটাই তাঁহার নিকট চিদ্বস্তুর ন্যায় রসোৎপাদন করিতে পারে না। ইহাই বাস্তব নিষ্কপট শরণাগতের শরণাগতি। এই প্রকার শরণাগত জনেরই একমাত্র কীর্তনীয় বিষয়—

"সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজ জন প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
বিনোদ-সেবক তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে॥" ১ ॥

"আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
বিনোদ-সেবক, আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥" ২ ॥

"আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
বন্ধু, দারা, সুত, সুতা তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন জন গৃহ দার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন-বাসনা॥
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
বিনোদ-সেবক বলে তব সুখ সার॥" ৩ ॥

ইহাকেই বলে বাস্তব শরণাগতি। একমাত্র এই শরণাগত জনই মুক্তাত্মা মায়ামুক্ত।

ভূতের মন্ত্র

কে হে তুমি চ্যাংড়া ছোঁড়া
অ-জানা অচেনা?
নাম দিয়েছ কতকালের
যেন জানা শোনা!
বহুকষ্টে পেলুম তোমার
পিতার পরিচয়,
কেমন বংশে এমন বাঁদর
ছেলের জন্ম হয়!!
তোমার বাবা কাকারা সব
অনেক গ্রন্থ প'ড়ে
[illegible], তুমি হ'লে
[illegible] চ'ড়ে!
[illegible]
হওয়ার ফলে বাপু,
এমন ছোঁড়া বঙ্গদেশে কেউ খাপ,
[illegible]
[illegible]
কাগজে নাম দিলে,
সাহিত্যিক বা দেশহিতৈষী ব'লবে
না কেউ তুলে।
কথায় কথায় ছেড়ে
পড়াশুনা ক'রে,
মানুষের মত মানুষ হ'য়ে
কলম ধ'রো পরে।
যে সব কথায় কথা কইতে
বড় বড় রথী,
পিছিয়ে যান সসম্ভ্রমে
করি বহু নতি,—
মূর্খের মত তুমি তা'তে
লম্বা লম্বা কথা,
অসংকোচে বাড়্চো ব'লে
খেয়ে লাজের মাথা।
তোমার যদি কিছুমাত্র
থাক্তো বর্ণজ্ঞান,
সবার আগে সত্য কোথায়,
করিতে সন্ধান।
অনেক বিচার হ'য়ে গেছে
৩৫ বছর ধ'রে,
বহু সভায় ব্যক্ত প্রমাণ
তন্ন তন্ন ক'রে।
কত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ
সজ্জন-তোষণী
অকপট জিজ্ঞাসুর তরে
মুক্ত প্রমাণ-খনি।
তোমার মত এ চোড়-পাকা
ছেলের ছুঁচো কথায়
শাস্ত্র-প্রমাণ দিয়ে যদি
জবাব দেওয়া যায়,
লোকে মোদের পাগল ব'লে
দিবে করতালি,
যোগ্য জবাব হ'চ্ছে ধ'রে
চাবুক দেওয়া খালি।
এখন বাপু চুপটি করে
থাকো আপন ঘরে,
যোগ্যতার বাহিরের কথা
ব'লোনা এর পরে।
সম্মান দিয়ে কইবে কথা
গুরুবর্গের প্রতি,
খবরদার! বলে এবার
মন্ত্র কল্লুম ইতি॥

নানা কথা

'ভক্তিতীর্থের ভজন-নমুনা'

শাস্ত্রালোচনার অত্যাশ্চর্য্য ফল

প্রকাশ, অগ্রহায়ণ সোমবারের আনন্দবাজারে প্রকাশ যে, নবদ্বীপের 'বৈষ্ণব-দর্শন' বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভক্তিতীর্থ উপাধি-ভূষিত [illegible] নাথ শিকদার, স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণ ভদ্র মহিলাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছেন। উক্ত মহিলার স্বামী কৃষ্ণনগর ফৌজদারী আদালতে, অধ্যাপক মহাশয়ের নামে ৩৬৬,৪৯৮,৩৮০, ধারামতে এক মামলা রুজু করিয়াছেন। পুলিসের সাহায্যে মহিলাটিকে উদ্ধার করা হইয়াছে, আসামী পলাতক। পুলিশ ওয়ারেন্ট লইয়া আসামীর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, মোকদ্দমাটি বিচারাধীন।

এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই আজকাল অধ্যাপক-পদে সমারূঢ়, কি আশ্চর্য্য! শুধু তাহাই নহে, আবার ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যাপক বা আচার্য্য বলিয়া অভিমানও ইহাদের প্রচুর, কি ধৃষ্টতা! ধন্য কলিযুগ! তোমার প্রভাবে দিন দিন কতই না আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, আর কতই না হইবে! কত দেখিলাম আর কতই দেখিব! এইরূপ অধ্যাপক বা আচার্য্য না হইলে তোমার প্রভাব বিস্তার হইবে কেন? তাই বলি, ধন্য তোমার প্রভাব, ধন্য বৈষ্ণব-দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক! অর্থব্যয় করিয়া এইরূপ ২।৪টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া এইরূপ ২।৪ জন অধ্যাপকের সাহায্যে পরিচালিত করিতে না পারিলে কি আর সমাজে আসন পাওয়া যায়, না প্রকৃত পুণ্যসঞ্চয় হয়? যিনি 'সাধনা' পত্রিকায় সময় সময় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, ইনি-ই কি সেই? ইহার সাধনার বল এতবেশী? সাধে কি বৈষ্ণব নাম শুনিলে লোকে নাক সিঁটকায়! বৈষ্ণবাচার্য্যের যদি এতাদৃশ আচরণ হয়, তবে ত নাক সিঁটকাইবারই কথা! দেখা যাক্ আরও কি হয়!

জামসেদপুরে ধর্ম্মঘটের চেষ্টা

মিঃ হোমীর নেতৃত্বে যে শ্রমিকসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করাইয়া লইবার জন্য গত ৭ই ডিসেম্বর শ্রমিকরা হরতাল করিতে আদিষ্ট হইয়াছে, এরূপ একটা প্রবল গুজব প্রচার হইয়াছিল। শ্রমিকসঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ শ্রমিকদিগকে হরতাল করিতে নিষেধ করিয়া দেন, ফলে হরতালের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। কর্তৃপক্ষ অতি তৎপরতার সহিত কার্য্য করায় কোন হাঙ্গামা হয় নাই। প্রচুর পুলিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রমিকরা পিকেটিং করিয়াছিল, স্থানে স্থানে মারপিটও হইয়াছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অবস্থা এক্ষণে স্বাভাবিক।

মুসলমানদের সভা

গত ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণকালে চৌধুরী আফজল হক এম, এল, সির সভাপতিত্বে লাহোরের মুসলমানদের একটী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় সিনওয়ারী প্রভৃতি আফগান বিদ্রোহীদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হয় যে, আফগান সীমান্তে আগুন ছড়াইবার কার্য্যে যোগদান না করেন কিংবা বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ দান না করেন। সভায় আফগান গভর্ণমেণ্টের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়, এবং ভারতের মুসলমানদিগকে ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ সভা করিতে বলা হয়।

সার লেসলী উইলসন

সার লেসলী উইলসন "রালোনা" জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেসনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক প্রীতি সম্মেলনে সম্মানিত করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে সার লেসলী সহরের জলসরবরাহ ব্যবস্থা, লোকের স্বাস্থ্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এইরূপ উন্নতিতে প্রত্যেক সহরই গৌরবান্বিত হইবার কথা। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাত হইতে তুলিয়া লইয়া করপোরেশন এখন আবশ্যকমত সহর বাড়ানো কমানোর অধিকার করপোরেশনের নিজ হস্তে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য জানিয়া সুখী হইলাম যে, এখন কেবল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের দেয় সাহায্যের পরিমাণ লইয়া সরকারের সহিত একটু মতান্তর চলিয়াছে। বিষয়টা যখন বিচারাধীন, তখন এবিষয়ে এখন কিছু বলা সঙ্গত হইবে না, যাহাতে এই প্রদেশের সকলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষালাভের সমান সুবিধা পায়, তৎপ্রতি আমার আগাগোড়াই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের উপযুক্ত যত্ন লওয়ার ব্যবস্থার দিকে আমার তীব্র দৃষ্টি ছিল এবং লেডী উইলসনও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর কেদারনাথ

পাটনার হাণ্টার কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে গয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও উকীল সভার প্রেসিডেণ্ট বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—

(১) উহার ফলে ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি হইবে, (২) স্কুলের নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে—কিন্তু টাকা সংগ্রহ হইবে না, (৩) নূতন কর নির্দ্ধারণ করিতে হইবে (৪) বাধ্যতা প্রবর্ত্তিত হইলে অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ হইবে (৫) পুঁথিপুস্তক সংগ্রহের জন্য বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে। ফলে অসন্তোষের সূত্রপাত হইবে।

রায়বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে, মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ও জেলাবোর্ডের মেম্বারগণ বিনামূল্যে স্কুলের জন্য জমি দিবেন। ছাত্রগণকে বাধ্যতামূলক ভাবে মসজিদে ও মন্দিরে যাইতে হইবে।

ষ্টোরে দুর্ঘটনা

মাদ্রাজে ম্যাসে এণ্ড কোম্পানীর ধাতুর গুদামে এক দুর্ঘটনার ফলে কুপপুস্বামী নামক একজন ২০ বৎসর বয়স্ক মজুরের মৃত্যু হইয়াছে। মৃতব্যক্তি ও আর এক জন মজুর ধাতু খণ্ড সকল লোহার তাকে রাখিতেছিল, সেই সময় তাক ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পড়ে ও সে সেই চাপে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। সৌভাগ্যক্রমে অপর মজুরের প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

সর্ব্বদল-মহাসম্মেলন ও উদার-নীতিক সঙ্ঘ

দক্ষিণভারত উদার-নীতিক সঙ্ঘের সম্পাদক সর্ব্বদলমহাসম্মেলনের সম্পাদকের নিকট একখানি তার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জানিতে চাহিয়াছেন যে, যাহারা সাইমন কমিশনে সাক্ষ্য দিবে অথবা কমিশনকে অভ্যর্থনা করিবে, তাহাদিগকে বয়কট করিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু পরামর্শ দিয়াছেন। এমতাবস্থায় দক্ষিণভারত উদার-নীতিক-দল মহাসম্মেলনে যোগ দিতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। সুতরাং তিনি একটা স্পষ্ট উত্তর চাহেন।

উত্তর—মহাসম্মেলনের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভারত উদার-নীতিক-সঙ্ঘ প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন।

জালালাবাদের উপর আক্রমণ প্রাচীর ধ্বংসের চেষ্টা

এসিভিল মিলিটারী গেজেটে প্রকাশ, গত বুধবারে শিন্‌ওয়ারীগণ জালালাবাদের উপর তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছিল। সহরের চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর আছে, সেই প্রাচীরকে ধ্বংস করিবার জন্য শিনোয়ারীগণ রাত্রির অন্ধকারে একস্থলে মাটি খনন করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মীর মহম্মদ খাঁ বিদ্রোহীদিগের কার্য্য আবিষ্কার করেন ও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংঘর্ষে এয়াকের পুত্র যুদ্ধে নিহত হয়।

অতঃপর, বিদ্রোহিগণ সহরের জলসরবরাহের উপায় নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। এই কার্য্যে তাহারা সফলতা লাভ করিয়াছে, ফলে সহরের অধিবাসিগণ এক্ষণে কেবলমাত্র কূপের জলের উপর নির্ভর করিতেছে।

কোকেনের আড্ডায় পুলিশের হানা

কাশীনাথ মল্লিকের লেনে মীনা পেশোয়ারীর কোকেনের আড্ডায় আবগারী হানা সম্পর্কে পুলিশের সহিত মারামারি করার অভিযোগে ফকির হোসেন প্রমুখ যে ৩২ জন আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর বিভাগের ডেপুটী কমিশনারের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। ডেপুটী কমিশনার তাহাদিগকে বিচারার্থ চালান দিয়াছেন।

ইঞ্জিনীয়ার বরখাস্ত

শুক্রবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর এক অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, কে, ভট্টাচার্য্য তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া গেলে তাঁহাকে ১লা নভেম্বর কাজে যোগদান করিবার আদেশ করা সত্ত্বেও তিনি উপযুক্ত ও ন্যায়-সঙ্গত কারণ ব্যতীত কার্য্যে যোগদান না করায় ফাইন্যান্স এণ্ড এষ্টাব্লিশমেণ্ট কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী একমাসের নোটিশ দিয়া তাঁহাকে বরখাস্ত করা হউক।

বিনা লাইসেন্সে আফিং

বিনা-লাইসেন্সে আফিং রাখার পৃথক অভিযোগে দীনু মহম্মদ, আসগর, ফকির হোসেন এবং [illegible]কে ডেপুটী কমিশনারের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তাহারা বিচারার্থ চালান হইয়াছে। পরে আসামীদিগকে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেককে ২ হাজার টাকার জামীনে খালাস দিয়াছেন।

পশ্চিমগাঁর বালিকা হরণ ব্যাপার

সদর মহকুমার অধীন পশ্চিমগাঁর জমিদার অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও সম্মানশীল বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত। পরলোকগত নবাব আলীআমজাদ চৌধুরীর জীবদ্দশায়ই জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসে গিয়াছিল। অল্প কিছুদিন হয় তিনিও পরলোকগমন করিয়াছেন। [illegible] পুত্র, জ্যেষ্ঠ নবাবজাদা [illegible] সাহেব, কুমিল্লার বহু সম্পত্তি নবাব সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ নবাবজাদা মহম্মদ নবাব তাঁহাদেরই জ্ঞাতি [illegible] বরদোয়া চৌধুরানীর দৌহিত্রী—[illegible] আজিজল হক বি, এ, সাহেবের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। কয়েকদিন যাবৎ নবাবজাদা পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া কুমিল্লায় হাজত বাস করিতেছেন। তিনি নাকি পশ্চিমগাঁর একটী ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে রাত্রে বাড়ীতে আনিয়া তদুপরি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন ও মদ্যপান করাইয়াছিলেন বলিয়াও প্রকাশ। তাহার ফলে নাকি মেয়েটী বাড়ীতে ৪ দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল। বালিকার পিতা নাকি আকমান [illegible] এজাহার দিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বালিকাকে নাকি বহুনা অবস্থায় নবাবজাদাকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেন। মেয়েটীকে চিকিৎসার্থ কুমিল্লা হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল, সেখান হইতে মেয়েও অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। মেয়ে মাও নিখোঁজ। সহরে নানা রকম গুজব উঠিয়াছে। নবাবজাদা এখনও গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে বাস করিতেছেন। এই মেয়ে চুরির ব্যাপারে কুমিল্লায় হুলুস্থুল পড়িয়াছে। সহর ও পশ্চিমগাঁর অঞ্চলের বহু বাড়ী খানাতল্লাস হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু মেয়ের খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে বালিকার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। নবাবজাদা এবং তাহার খানসামার জন্য জামীনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। জামীন মঞ্জুর হয় নাই। —আ-বাজার

আফগানিস্থানে বরফপাত

লণ্ডনের ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আফগানিস্থান হইতে যেরূপ সরকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, কাবুলে অত্যন্ত তুষারপাত হইয়াছে এবং বরফও প্রবলভাবে পড়িয়াছে।

মাদারিপুরে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

মাদারিপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে এবার কংগ্রেস দলই জয়লাভ করিয়াছে। ১২টী পদের মধ্যে ১০টী পদই কংগ্রেস মনোনীত সদস্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কংগ্রেসের ভোলান্টিয়ারগণ জাতীয় পতাকা হস্তে মিউনিসিপ্যাল অফিসের [illegible] শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইয়াছে। [illegible] [illegible] ভোট [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] এমনকি বাহির [illegible] দেখা যায় নাই।

সাময়িকী

"চিড়িয়াখানায় বাঘ-ভালুক দেখিতে হইলে যেমন পয়সা দিয়া দেখিতে হয়, নবদ্বীপে ঠাকুর দেখিতে হইলেও তেমনি টাকার পয়সা কিছু খসাইতে হয়। গৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র কাজেই কাহারও দীক্ষার দর্শনের আর কোনও উপায় নাই। প্রভুর ভক্তগণ ভেটের-প্রথা করিয়া প্রভুকে বেচিয়া খাইতেছে এবং প্রভুর নামে তাঁহার ভক্তগণের অর্থ শোষণ করিয়া নিজের খাড়া তুলিয়াছে। কত নিরন্ন যাত্রী ভেট দিতে না পারিয়া দেবতার মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত হয়। অর্থের এই যে ব্যভিচার, গোঁসাইদের বিরুদ্ধে এই যে অর্থ-পিশাচত্বের চাবুক, তার বিরুদ্ধে লড়িবার কি কেহ নাই? প্রভু ইষ্ট প্রেমশালেমের মন্দির হইতে চাবুক হাতে অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আজ যদি থাকিতেন, এমন বিচার করিতেন। তাহা হইলে তিনিও যে চাবুক দিয়া মন্দির হইতে ভক্তব্যবসায়ী দলকে বিতাড়িত করিবেন, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।"

—বাংলার কথা ১১।১২।২৮

'বাংলার কথা'র ভেট সম্বন্ধে যে আলোচনা দেখা যায়, উহার প্রতিপক্ষে ভেট-ব্যবসায়িগণ বলেন যে, বিদ্যালয়ে বেরূপ মাহিয়ানা দিয়া পড়িতে হয়, বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যেরূপ মাহিয়ানা লইয়া পড়াইয়া থাকেন, প্রদর্শনীতে প্রবিষ্ট হইতে হইলে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষগণ যেরূপ প্রবেশ-ফি গ্রহণ করেন, পাহাড়ীয়ের পার্ব্বত্য-পথে উঠিতে হইলে যেরূপ পথকর লাগে, বণিকের দোকানে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইলে যেরূপ মূল্য দিতে হয়, পোষ্টাল বিভাগ যেরূপ টিকিট বেচিয়া ফি, ব্রোকারগণ যেরূপ কমিশন আদায় করেন, এঞ্জিনিয়ারগণ যেরূপ কন্ট্রাক্ট লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন, জমিদারগণ যেরূপ ভূমির কর আদায় করেন, পাণ্ডাগণ যেরূপ যাত্রীর পয়সা লইয়া থাকেন, ইনকাম-ট্যাক্স যেরূপ ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রত্যেক আয়ের উপর কর চাপাইয়া দেন, সেইরূপ ঠাকুর-দর্শনার্থীদিগের নিকট হইতেও ভেট লওয়া কিছু অন্যায় নহে। ঠাকুর-সেবার জন্য, ঠাকুরের সেবকগণের সেবার জন্য, ঠাকুর সেবার্থ নির্মিত বাড়ীর জন্য, সেবকগণের মৃত্যুর পরবর্ত্তী নির্ব্বাহের জন্য, সেবকগণের অর্থসংস্থানের নিমিত্ত তৈল ও চিরুণী সংগ্রহের জন্য প্রবেশ-ফি বা ভেট লওয়া কি অযৌক্তিক?

যে সকল মনুষ্য বা সভা সমিতি তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিনিময়-সূত্রে অর্থাদি আকাঙ্ক্ষা করেন, দাসগণ বেতন প্রাপ্তির আশায় যেরূপ দিন মজুরী প্রার্থনা করে, সেইরূপ বিচার করিলেও তাহাদের ঐ প্রকার ভেটের দাবী যুক্তি-বহির্ভূত নহে। ব্যারিষ্টারগণের অর্থ ফি, এটর্ণিগণের বাক ফি, ব্রাহ্মণগণের প্রতিগ্রহ—সকলগুলিরই উপযোগিতা আছে, নাই কেবল ভুলিয়া নবদ্বীপের বিগ্রহ-ব্যবসায়ীদিগের। তাহাদের উপর জুলুম করিবার জন্য যদি সংবাদ-পত্রের বেতনভোগী লেখকগণ মাসহারা পাইতে পারেন, গ্রাহকগণের নিকট যদি শুল্ক আদায় হইতে পারে, তবে কি কেবল মাত্র কুলিয়াবাসী ভেটব্যবসায়িগণের ভেটের উপর আক্রমণ শুধু গুণ্ডক প্রাপ্তিগণের জুলুম নহে?

আমরা বলি—মুদ্রকগণের ব্যবসায়, পত্রবাহক ডাকঘরের ব্যবসায়, সকাম পুরোহিতগণের ব্যবসায়, সকাম গুরুব্রুবগণের ব্যবসায়, পথকর-গ্রহণ-ব্যবসায়, গৌরনাগরী মতবাদের পৌরোহিত্য-ব্যবসায় প্রভৃতি সকল কার্য্যের ন্যায় কুলিয়ার ভেটগ্রাহকগণের যোগ্যতা আছে। তবে তাঁহাদের অতিরিক্ত জুলুম ও অসমর্থ দাতৃগণের উপর গলাধাক্কা প্রদানের আমরা পক্ষপাতী নই। যাঁহারা মনে করেন,—বিগ্রহটা ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিষয় মাত্র, লোকের ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ লাভের মজুরী মাত্র; তাঁহারা কেন না ঐরূপ ব্যবসায়ীকে শুল্ক হইতে বঞ্চিত করিবেন? "যত্র জীব, তত্রৈব শিব" বিচার চাতুরীর সৃষ্টিকা মধ্যে ছিন্ন কর্ম্মসহ আর। আজ কালকার দিনে সেবসেবাভাতির মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য প্রবেশ করিয়াছে; সর্ব্বত্র তাই বাংলা প্রস্তাবিত *Religious Endowment* আইনে পাশ্চাত্য কৌশলে চতুর ব্যবহারজীবিগণের উদর ভরণের ব্যবস্থা পরিস্ফুট হইয়াছে, আমরা সমর্থক নই। ..... [illegible] ..... করি না।

অদৃষ্ট মন্দ

যখন আমি আমার নিজের কথা চিন্তা করি, তখন দেখি যে আমি বড়ই ভাগ্যবান্। কেননা সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিরাট বিশ্বে বৃক্ষ, সর্প, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গাদি প্রাণী অপেক্ষা আমার মনুষ্যজন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অপর দিক ভাবিয়া দেখিলে দেখি যে, বহু বহু জন্মের পর দেবগণের প্রার্থনীয় এই সুদুর্লভ মানবজন্ম পাইয়াও আমি আমার নিজের ভোগপ্রবৃত্তি ছাড়িতে পারি নাই। ভোগকেই একমাত্র উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া বিষ্ঠাভোজী কুক্কুরের ন্যায় সেই আহার নিদ্রাদি বিষয় লইয়া পড়িয়া আছি। এমন ভোগ ছাড়িয়া একবার কি আমি দেখিতে পাই না যে, কীটাদি জন্মে বিবেক অভাবহেতু এবং ভোগী মানবের অভিলষিত দেহাদিতে বিষয়াসক্তি অত্যধিক বলিয়া ভগবদ্ভজন হয় না? আমার এই শ্রেষ্ঠ-জন্মপ্রাপ্তি কি নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য, না, শ্রেষ্ঠ কার্য্য—শ্রীভগবানের সেবার জন্য? হায়! হায়! অন্যে মানব দেহ পায় না বলিয়া নিজ প্রভুসেবা করিতে পারে না, আর আমি প্রভুর কৃপায় তাঁহার ভজনোপযোগী দেহ পাইয়াও তাঁহার সেবা করিলাম না?—আমি যে পথভ্রষ্ট, অনাচারী, আত্মদ্রোহী—আত্মঘাতী। আমার কি আর মঙ্গল হইবে না? এবিষয়ে দোষ কাহারও নাই, আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল। এবে ভাগ্যের লটারী। আমার ভাগ্যবিচারে দেখি—আমারই অদৃষ্ট মন্দ।

আমার প্রভু আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম দিয়া দেখিলেন যে, 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি' ন্যায়ে আমার স্বভাব পূর্ব্ববৎ আছে; বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বরং উত্তম জন্মে যে কার্য্য শোভা পাইত, এই শ্রেষ্ঠজন্মে সেই কার্য্য করিয়া আমি মানব-কুলের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছি। অমনি দয়াময়ের চিত্ত বিগলিত হইল! তিনি আমার ন্যায় ঘৃণিত পশুকে বিষয়-বিষ্ঠা ভোজনে বিতৃষ্ণ করিয়া শ্রীচরণামৃত পান করাইবার জন্য নিজজনকে গোলোক হইতে ভূলোকে পাঠাইলেন। সেই প্রভুশ্রেষ্ঠ পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব স্বীয় সদ্গুণ সেবক-সঙ্গে এই দীন, পতিতের নিকট আসিয়া কাঙ্গালশিরোমণির অভিমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণভক্তি দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অজ্ঞ আমি, ইন্দ্রিয়পরায়ণ সেই ভক্তিরস পান করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তিনি বলপূর্ব্বক আমাকে পান করাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কৃপাবারিধি পরমদয়াল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি সেই বৈকুণ্ঠদূতকে জীবকোটীর অন্যতম জ্ঞানে আমার পেটে বুঝিতে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। আমার এ অপরাধের শাস্তি কোথায়?

প্রভুপাদ আমার পরমদয়াময়। আমাকে কি ভাবে বিষয়-হলাহল পানে বিরত করিবার জন্য সচেষ্ট, তাহা যদি তদীয় অন্তরঙ্গ সেবকের কৃপায় বিচার করিতে অবকাশ পাইতাম তাহা হইলে আমার চিত্ত চমৎকৃত হইয়া নিত্যকালের জন্য সেই অভিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুসেবকগণের শ্রীচরণে নিকপটে লুটাইয়া পড়িত—নিজ সহস্র সহস্র দুষ্কৃতির কথা সরল প্রাণে বর্ণনা করিয়া অপরাধ স্খালনের চেষ্টা পাইত। আজ এই পতিতাধমের পাতিত্যদোষ বিদূরিত হইত, জন্ম সফল হইত, সার্থকগতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-প্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-সেবা লাভ করিয়া পরমধন্য হইতাম। কিন্তু অযোগ্য একটা জিনিষই সকল দিকে অন্তরায় হইয়াছে। সেটা আর কিছুই নহে—আমার অদৃষ্ট মন্দ।

প্রভুপাদ আমার নিত্যকাল গোলোক বৃন্দাবনে গোলোকবিহারীর সাক্ষাৎ সেবায় নিযুক্ত। লীলাময়ের লীলায় একমাত্র সহায়ক প্রভুপাদ যখন জীবোদ্ধার-লীলায় এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহাই গোলোকবিহারীও প্রভুকে অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইয়াছেন। কেননা, গুরুপাদশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব যেমন প্রভুকে ছাড়িয়া এক ক্ষণও থাকেন না, প্রভুও নিজ প্রিয়জনকে ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না।

লীলাবিলাসী শ্রীভগবানের লীলার অন্ত নাই। তিনি নিত্যকাল নিজজনের লীলাসহায়কগণের সহিত লীলা করেন। আবার মায়াধীন জীবাত্মার বেচ্ছায় কখনও এই মায়া-রাজ্যে উপস্থিত হন। তখন কিন্তু তাঁহাকে মায়া মিশাইয়া আসিতে হয় না। সেই মায়াধীশরূপেই আসিয়া থাকেন। কেননা এ তাঁর বিশেষত্ব। তবে এই সুযোগ্য কথা মূর্খ বা অজ্ঞানী ধরিতে পারে না। কেবল যিনি ভক্তিশালী, তিনিই সেই ভূলোকে আগত গোলোকপতির পার্ষদবর্গের কৃপায় ধরিতে পারেন। পরমহংসী প্রভুর প্রিয়জনই সেবায়াভক্তদিগের নিকট প্রভুর সেবা প্রকট করাইবার ...

যৌতোগের উক্তি কাঁকড়ার মাঠের কৌলীন্যের অনুসরণ করিয়া নিজের আবরণ-বস্ত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তার করিবেন; এইরূপ দুর্নীতির পক্ষ আমরা গ্রহণ করি না। সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সুহৃদ্ অমূল্য বাবুর জমকলার শৈবনারিকোলের পদান্ধ স্মরণের মধ্যে অধিক সারার্থ পাই না।

প্রভুও নিজের শ্রীবিগ্রহ দান করিবার জন্য প্রিয়তমের সেবা তাঁহার নিজসেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই কথাই বলিয়া থাকেন। মুকুন্দপ্রেষ্ঠের যেমন সর্ব্বস্ব মুকুন্দের সেবা ছাড়া দ্বিতীয় কৃত্য নাই, সর্ব্বকৃত্য-মুক্ত আবার মুকুন্দেরও প্রিয়তমের সেবা ব্যতীত অন্য কৃত্য নাই। সর্ব্বলোকারাধ্য আমার ভগবান্ কেবল মাত্র গোলোকে নিত্যলীলা এবং সময়ানুসারে অবতার-লীলা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না। পরন্তু শ্রীবিগ্রহরূপে এই লোকে অভিমর্ত্ত্য ভাবেই লীলা করেন। অপর দিকে প্রভুপ্রিয়তম ও গোলোকলীলায়, অবতার লীলায় এবং শ্রীবিগ্রহলীলায় নিত্য-সঙ্গিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বজীবশিক্ষক আচার্য্যদেব নিজের নিত্যারাধ্য সেই শ্রীবিগ্রহ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুসেবা-প্রাপ্ত নিত্যপ্রভুদাস-গণকে নিজ প্রভুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য লালায়িত। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেই অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের মন্দিরাদি করিয়া তন্মধ্যে নিজ প্রভুকে স্থাপন করিয়া মহারাজোপচারে সর্ব্বোপযোগী মন্দির-মার্জ্জনা, বেশ রচনাদি কার্য্যে যুক্ত আছেন। আর নিজ নিত্য এবং অনুগত ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন। শ্রীগুরুদেবের এই অপার করুণা পাইয়াও আমার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। একেই বলে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ! হায় অদৃষ্ট তুমি এত মন্দ! না তোমাকেই বা দোষ দেই কেন? তুমি যে আমার নিজের হাতে গড়া জিনিষ!

প্রভুপ্রিয়তম আমাকে কৃপা করিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্রদেবতাকে অর্পণ করিলেন, আমার শুক্র-শোণিত-জাত দেহে 'আমি' বুদ্ধিরূপ দুঃস্বপ্ন ঘুচাইয়া অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশাধিকার-রূপ দ্বিতীয় জন্ম দান করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। মন্ত্র-দেবতার প্রকট-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎ সেবা অর্পণ করিয়াছেন। হায়! হায়! আমি কোথায় ছিলাম আর আমার পতিত-পাবনপ্রভু দয়া-পরবশে নীচকে কোথায় উঠাইলেন।

"কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়"। কিন্তু দয়াময়ের এই ধারণাতীত দয়া কি আমার মত বিষ্ঠাভোজী কুকুরের মস্তকে ধরিতে পারি? আমি যে নীচ। আমাকে উচ্চস্থানে উঠাইলে এবং বাহিরের লোক আমাকে উচ্চ দেখিলেও আমি যে আমার স্বভাব ছাড়িতে পারি নাই। যেমন সংখ্যাগত ৯ কে যদি দ্বিগুণ বা ৯ গুণ করা যায় তবে সেই গুণিত সংখ্যার যোগ ফল নিজ পরিচয় ছাড়িতে পারে না—পূর্ব্ববৎ অবস্থান করে (৯×২=১৮, ১+৮=৯, ৯×৯=৮১, ৮+১=৯)।

আমার উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীগুরুদেব আমাকে শ্রীবিগ্রহসেবায় নিযুক্ত করিয়া বলিলেন—বৎস! ইনি কাঠ, পাথর, মাটি বা অষ্ট-ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তিবিশেষ নহেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তুমি দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত ইঁহার পূজা কর। তুমি যখন নিরন্তর নিষ্কপটে ইঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবে, তখন এই শ্রীবিগ্রহের তত্ত্ব তুমি নিজেই দর্শন ও উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহা এখন প্রকৃতি-জাত বস্তু আছে, পরে অপ্রাকৃত হইবে বা ইহা মূলেই প্রাকৃত, তবে ইহার ভিতর ভগবানের আবির্ভাব হয়—এরূপ বুদ্ধি লইয়া সেবা করিও না। যাহারা এরূপ বুদ্ধি করে, তাহারা পূজা করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করা দূরে থাকুক, পূজার ফলে অনন্ত কালের জন্য নরকে পড়িয়া থাকে। আবার তুমি এই বুদ্ধি করিও না যে, বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি নাই। কিন্তু সাধক প্রথম জীবনে সম্মুখে কিছু না দেখিলে চিত্ত স্থির করিতে পারে না অতএব সাধকের মঙ্গলের জন্য নিরাকার ব্রহ্মের একটা সাময়িক রূপ কল্পনা করিয়া সেই রূপের সেবা করিতে করিতে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন হয় এই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন, না হয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলে চলিবে। বৎস! এরূপ ধারণা স্বপ্নেও করিবে না বা ঐরূপ ধারণাকারী ব্যক্তির কিবা তাহার শরীরও সঙ্গ করিবে না—ছায়া মাড়াইবে না। যাহাদের এইরূপ বুদ্ধি, তাহারা মায়াবাদী, অদৃশ্য এবং অস্পৃশ্য। দৈবাৎ তাহাদের সহিত দেখা হইলে সচেলে গঙ্গাস্নান করিবে। আর অপ্রাকৃত-বহিত নিত্য অপ্রাকৃত শরীরধারী শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা সেই গঙ্গাকে নিকটে না পাইলে দর্শনে পবিত্র-কারী শ্রীবিষ্ণুর অভিন্নবিগ্রহ বৈষ্ণববর্গ যাঁহারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে সেই বৃন্দাবন-চন্দ্রের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকট করিয়াছেন, সেই ঠাকুরগণের—

"জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥"

—নাম লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিবে, প্রভো, আজ আমার দুর্দ্দিন, তোমাদের দাসানুদাসগণের সহিত দর্শন না হইয়া আজ শ্রীবিগ্রহ-প্রতীপজনের সহিত দেখা হইল।

প্রভুপাদ আমার, চারিদিক দিয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও আমি শুনিয়াও শুনিতেছি না। বাহিরে বাহিরে তাঁহার নিকট আনুগত্য দেখাইলেও ভিতরে অসদ্ভাব কপটতাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে লুকাইয়া অন্তর্য্যামীর নিকট সরলতা দেখাইতেছি। শ্রীগুরুদেব আমার এভাব জানিয়াও যদি কোনও মঙ্গল হয়, এই জন্য বাহিরে আমার কাপট্যের কথা প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বোপদেশ ও আদর্শ দেখাইতেছেন। আমি কিন্তু সেই আমি। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের শ্রীবিগ্রহকে অষ্টধাতু দ্রব্য এবং প্রতিমা জ্ঞান করিতেছি। আমার কি সুবুদ্ধির উদয় হইবে না? হায়! হায়! অদৃষ্ট তুমি এতদূর মন্দ!

পথিকের আর্ত্তি

(শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রহ্মচারী)

আমরা সাধারণতঃ 'পথ' শব্দের অর্থ গমনাগমনের রাস্তাকে বুঝিয়া থাকি। এই রাস্তা দিয়া যিনি নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি পূর্ব্বক আপন গন্তব্য স্থানে গমন করেন, তাঁহাকে পথিক বলি। পথ দুই প্রকার—সুপথ ও কুপথ। গন্তব্য স্থান একটী মাত্র গৃহ। যেমন সুপথে গমন করিলে নির্বিঘ্নে প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া আপন গন্তব্যস্থান গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারি; আর কুপথে গমন করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি ও গৃহে আসার কথা দূরে থাকুক, নানাপ্রকার বিপদ-গ্রস্ত হইয়া আপন জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়, তদ্রূপ জীবাত্মগণের ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম বলিয়া দুই প্রকার পথ রহিয়াছে; গন্তব্যস্থান আপন গৃহস্বরূপ ভগবানের অভয় শ্রীপাদপদ্ম। ধর্ম্ম বলিতে এখানে স্বরূপ-ধর্ম্মের কথাই বলা হইতেছে। যাঁহারা স্বরূপ-ধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদিগকে নিত্যমুক্ত জীব বলে। তাঁহারা ভগবানের পরমপদস্বরূপ গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সুপথে আপন প্রয়োজন প্রেমলাভে পরিপুষ্ট রহিয়াছেন। যাঁহারা অধর্ম্মপথে চলেন, তাঁহারাই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীব, মায়ার কারাগারে আবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপ-যাতনায় নানাপ্রকার দুর্গতি লাভ করেন এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-হেতু কুপথ, আপন প্রয়োজন ও গন্তব্য স্থান ভগবানের অভয়পদ ভুলিয়া অনিত্য বস্তুকে নিত্য জানে, কুপথকে সুপথ, অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ যাহা নিত্য প্রয়োজনীয় নহে, তাহাকে প্রয়োজন এবং যাহা নিত্য গন্তব্যস্থান নহে, এরূপ গৃহকেই আপন গন্তব্যস্থান জানিয়া এই দুরন্ত সংসার-পথের পথিক হইয়াছে। এই কৃষ্ণ-সম্বন্ধবিহীন অনাদিবহির্ম্মুখ ভোগলোলুপ মায়াবদ্ধ জীবগণই আর্ত্ত, এবং তাঁহাদের অতৃপ্ত বাসনার অপূরণে যে দুঃখ হয়, তাহাকেই আর্ত্তি বলে। কেহ ধন পুত্র কামনায়, কেহ বা সুন্দরী যুবতী লাভের জন্য, কোনও ব্যক্তি বিদ্যা, রূপ যৌবন লাভের জন্য ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামনায় বশীভূত হইয়া অন্যান্য দেবগণের নিকট প্রার্থনার দ্বারা আর্ত্তি জানাইতেছে; প্রার্থনীয় বস্তু লাভে দুঃখ অপসারিত ... হইলে শোকে অভিভূত হইয়া অশান্তির অনলে জ্বলিয়া মরিতেছে। তথাপি এতা-প্রকার আর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃত ভগবানের অভয়-চরণ-লাভাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট সৎ আর্ত্তি জানাইতে পারিতেছে না। ইহ সংসারে যেমন পথ হারাইয়া বিপথে গেলে কোন সুপথ-অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে আপন গন্তব্য পথে গমন করিতে সমর্থ হই, সেইরূপ পরমার্থ পথেও নিত্য মুক্ত সাধুগণই পথ-প্রদর্শকরূপে মায়াবদ্ধ জীবদিগের মঙ্গল বিধান করেন। নতুবা এই সংসাররূপ দুর্গম পথে কে আমাদিগকে সুপথ প্রদর্শন করিবেন? অতএব শ্রীপতিত-পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর ভিন্ন কে এই দুস্তর সংসার পারাবারের অবলম্বন হইবেন?

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতেমুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

—এই সংসার-পথ অতিশয় দুর্গম, তাহাতে আবার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যাদি রিপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধের ন্যায় পদে পদে পদস্খলিত অর্থাৎ সত্যপথভ্রষ্ট হইতেছি। এই সময় দয়াময় সাধুগণ কৃপারূপ যষ্টি প্রদান পূর্ব্বক আমাদের অবলম্বন স্বরূপ হউন।

বাগ্‌ভিঃ স্তবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোহপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

হায়, হায়! কবে আমরা হরিভক্তগণের পদানুসরণ পূর্ব্বক অশ্রুবিগলিত নেত্রে ক্রন্দন করিতে করিতে বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরের দ্বারা নমস্কার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া এইরূপ ক্রিয়ায় বাধা সমস্ত পরমায়ু শ্রীহরি সেবায় জন্য অতিবাহিত করিব! কবে আমরা সত্য সত্য অসৎ বস্তুর জন্য আর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎ পথের পথিক হইয়া সদ্‌গুরুর কাছে ভগবানের প্রতি প্রেমার্ত্তি-প্রার্থনা শিক্ষা করিব।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

যদিও কারো শরীরটা খুব সুন্দর থাকে, আর তাতে অনেক রকম গহনা দিয়ে বেশ করে সাজান হয়, তা হ'লেও একখানা বসন তার গায়ে থাকলে, আর তাকে সুন্দর বলে মনে হয় না। ... তাই, রূপ আর অলঙ্কার দিয়ে ... কি তাহা শোভা হ'য়েছে, ...

যদি একটা কাজ দোষ থাকে, তা হ'লে সে কবিতা ক্ত আর আদৌ উচ্চ-দরের না।

এই যে সব দোষ দেখান হ'লো, তা ছাড়া আরও অনেক দোষ আছে, সে সব দোষ বলে আর দরকার নেই, মোটা কতক মনি শুনুন। আপনি শ্রীনদী কথাটা বলিয়েছেন, এতে কি দোষ হয়েছে তা বুঝতে পারছেন? শ্রীশব্দে লক্ষ্মীকে বোঝায়, আর

লক্ষ্মী শব্দে তো লক্ষ্মীকেই বোঝাচ্ছে, তা হলে দেখুন, একই কথা আপনি দুবার বলেছেন, এ দোষকে পুনরুক্তবদাভাস দোষ বলে, এটা আপনার মত একজন পণ্ডিত ব্যক্তির মুখ দিয়ে বা'র হওয়া উচিত হয় নি। কিন্তু যদি বলেন শ্রীশব্দটা লক্ষ্মী অর্থে ব্যবহার করা হয় নি, শ্রীযুক্ত অর্থে বলা হয়েছে—অর্থাৎ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী এই কথা বলা হ'য়েছে। তা হ'লেও আপনার ভুল হ'য়েছে, কেননা লক্ষ্মী কখনও শ্রীহীন হন না। এও কম ভুল নয়।

আপনার আর একটা ভুল দেখুন, তাকে বিরোধাভাস দোষ বলে,—গঙ্গাতে কমল জন্মায় একথা সবাই জানে, কিন্তু কমলে যে গঙ্গার জন্ম হয়, এ কেও জানেও না, বলতেও পারে না, হয়ও না, কাজেই এ কথাটা বিরুদ্ধ কথা বটে। কিন্তু যদি বলা যায়, শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হ'তে গঙ্গার উৎপত্তি হ'য়েছে, ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি-বলে সবই হ'তে পারে, তাকে বিরোধ ব'লব কি রকম ক'রে? ভগবানে ভক্তিবশতঃ একথা মানা গেল বটে, কিন্তু বিরোধাভাস দোষ তো বলতেই হ'বে। কবিতাটার সূক্ষ্ম বিচার করলে আরও অনেক দোষ বেরিয়ে পড়ে, তা যাক আর সে সব কথার দরকার নেই।

নিমাইয়ের কথা শুনে, দিগ্বিজয়ী একেবারে থ হ'য়ে গেল, মুখে আর কথা নেই—এত বড় মুখ খানা এতটুকু হ'য়ে গেলো, মাটীর দিকে মুখ খানি ক'রে চুপ করে রইল, বেচারা যেন কাঁপতে পড়ে গেল। অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলে—হ'লো কি! এই সামান্য পোড়ো! —বালক! সেই আমাকে এই ভাবে ঠকিয়ে দিলে? আমার সব বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ করিয়ে দিলে। নিশ্চয়ই সরস্বতী আমার উপরে রাগ করেছেন, তার আর কোন ভুল নেই। আর এই নিমাই পণ্ডিতও মানুষ নয়, মানুষের সাধ্য নেই যে, আমার ভুল ধরে। এই সব ভেবে ব্যাপার কি, বুঝবার জন্যে বল্লে, নিমাই! তুমি বল্লে আমি অলঙ্কার পড়িনি—কোন শাস্ত্রও তোমার অজানা নেই, তবে তুমি কি রকম করে এই

সব ভুল ব্যাখ্যা করলে? আমি তোমার ব্যাখ্যা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। ব্যাপার খানা কি আমাকে বলতে হবে।

নি। আমি শাস্ত্রের কোন বিচার জানি নে, তার মর্মও কিছু বুঝি নে। কিছু কিছু শোনা আছে, তবে সরস্বতী যা বলান তাই বলি।

দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের কথা শুনে, মনে ভাবলেন, আর কিছুই নয় আমি বড় অহঙ্কারী মা সরস্বতীরই এ কাজ, তাই মাই, আমাকে এই একটা ছেলে দিয়ে এমন অপমান করালেন, মায়ের কাছে আমার কি দোষ হোলো।

দিগ্বিজয়ী মাথা হেঁট করে বসে এই সব কথা ভাবতে লাগলেন। নিমাইয়ের সব ছাত্রেরা দেখলে, দিগ্বিজয়ী হেরে গেল, নিমাইয়ের কোন কথারই জবাব করতে পারলে না, তখন ছেলেরা হো হো ক'রে হাসবার যোগাড় করতেই নিমাই সবাইকে নিষেধ করলে, ছেলেরা আর কেও হাসলে না, চুপ করে রইল। নিমাই দিগ্বিজয়ীকে বল্লে, দেখুন আপনার মত কবিত্ব-শক্তি এ জগতে অতি অল্প লোকেরই আছে ব'লে মনে হয়। আপনি অনর্গল গঙ্গা-স্রোতের মত যে সব কবিতা বল্লেন, সে সব অতি সুললিত শব্দ দিয়ে রচনা করা, আর অতি শ্রুতিমধুর, মানুষের এ রকম কবিত্ব সম্ভব নয়। ভুল সকলেরই আছে। কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী, ঘটকর্পর,—এ সকল কবিদের কবিতার মধ্যেও ভুল দেখা যায়, এ জন্যে আপনি কিছু দুঃখিত হবেন না। আমি ছেলে মানুষ, আপনার সঙ্গে একটু ছেলেমী করলাম, এ জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্চি। মাপ করবেন। আমি আপনার ছাত্রের তুল্যও নই। আজ আপনিও বড় শ্রান্ত হয়েছিলেন, আর রাতও অনেক হয়ে গেলো, আজ বাসায় যান, কাল আবার আপনার সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করবো। নিমাই এই সব কথা খুব বিনীত ভাবে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বলে বিদেয় করলে, নিজেও সব ছাত্রদের সঙ্গে করে নিয়ে গঙ্গাধার থেকে উঠে এলো।

দিগ্বিজয়ী বাসায় গিয়ে এক গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, "একি হোলো? কেন আজ আমি অপমানিত হলাম? এই ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন লোক দেখতে পেলাম না, যে আমার সঙ্গে তর্ক করতে সাহসী হয়। কাশী, কাঞ্চী, গৌড়, ত্রিহুত, দিল্লী, গুজরাট, বেহার, তৈলঙ্গ, বিজয় নগর, উড়িষ্যা আরও কত কত জায়গায় পণ্ডিত সমাজে গিয়েছি, কোন জায়গার কোন পণ্ডিতই আমার ভুল ধরতে পারে নি, আজ এই বালক অধ্যাপকের কাছে হেরে গেলাম। কত বড় আশ্চর্য্য

ব্যাপার তা তো বোঝা যায় না! সরস্বতী আমার জিহ্বায় বসে সকল কথা বলিয়ে দেন, আজ কি এই নিমাই পণ্ডিতকে দেখে তিনি ভীত হলেন! না লজ্জায় কথা কইতে পারলেন না! এমন আশ্চর্য্য ঘটনা তো আমি কখনও দেখতে পাইনি। অথবা আমা অপেক্ষা নিমাই পণ্ডিতই সরস্বতীর অতি স্নেহের পাত্র, তাই আমার কাছে নিমাই পণ্ডিতের এত মান বাড়িয়ে দিলেন। অথবা নিমাই পণ্ডিতেরই এমন কি অসাধারণ শক্তি আছে, যা মানুষে থাকতে পারে না। নিমাইয়ের আকৃতি প্রকৃতিও মানুষের মত নয়, একেবারে স্বতন্ত্র রকম বোধ হয়। চেহারাটা যা দেখা গেল, সেও অন্য ভাবের। প্রকৃতিও যা বোঝা গেল, তাও মানুষের সে রকম থাকে না। আমার মত পণ্ডিতকে কেউ হারিয়ে দিয়ে, সে ব্যক্তি কত রকম করে—অহংকারে নাচতে থাকে, এ কিছুই করলে না বরং নম্রভাবে আমাকে কত কথা বোঝালে। অভিমানটা একেবারেই দেখা গেল না। ছেলেরা আমাকে অপমান ক'রবার উপক্রম করলে, তা' দেরে তাড়া দিয়ে শান্ত করে দিলে। আমার মান রক্ষার জন্যই বল্লে "আমি আপনার শিষ্যের যোগ্যও নই—আমি আপনার কাছে ছেলেমী করলাম, ক্ষমা করবেন।" কথাটা কি? মানুষ কি এমন পারে? না করে? অন্য কারো কাছে যদি হ'টে যেতাম, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি লজ্জায় ম'রে যেতাম, কিন্তু এই নিমাই পণ্ডিত যে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, তাতে আমার একটুও লজ্জা বা অপমান বোধ হচ্ছে না। আহা নিমাইকে যেমন দেখতে সুন্দর, মুখের কথাও তেমনি মধুর, চাউনি দেখলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আমার কবিতাটা নিয়ে যে ভাবে ব্যাখ্যা করলে, তাতে আমাকে যেন ভাল বাসে বলেই মনে হয়। ছাত্রেরা ভুল করলে যেমন ধীর ভাবে সব কথা বুঝিয়ে দেয়, আমাকেও তো সেই রকম ভাবেই সব বুঝিয়ে দিলে। আমার সম্মানে ক্ষতি হবে ব'লে ঘৃণা ক'রে বা কড়া ভাবে বল্লে না—ঠিক যেন আপনার লোক। অন্য কেউ হ'লে কথায় কথায় আপনার বিদ্যের পরিচয় দিত, আর আমাকে কাঁদিয়ে ছেড়ে দিত। যা হোক সরস্বতীর কি ইচ্ছে, তা বুঝতে পারলাম না।

(ক্রমশঃ)

বর্দ্ধমান-বিভাগের কমিশনার

প্রকাশ, মিঃ এ, ডবলিউ কুক্কে বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগে স্থানান্তরিত করায় তাঁহার স্থানে মিঃ জে, এন, রায়কে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার নিয়োগ করা হইয়াছে।

নানা কথা

আত্মীয়ের গৃহে চুরী

আসামী বোরষ্ট্যাল স্কুলে প্রেরিত

সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বালক তাহার পিতৃব্যের গৃহ হইতে আলমারী ভাঙ্গিয়া ৯ খানি ১০৲ টাকার নোট চুরী করিবার অভিযোগে হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব পি, বি, মিত্রের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাকে ২ বৎসরের জন্য বোরষ্ট্যাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আমতায় ডাকাতী

সম্প্রতি হাওড়া জিলার আমতা থানার অন্তর্গত হাট বতেপুর গ্রামের ছুটবিহারী সাহার বাড়ীতে এক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১০ জন ডাকাত লাঠী, ছোরা ও মশাল লইয়া লুটবিহারীকে মারপিঠ করিয়া নগদ ও গহনাপত্রে প্রায় ২ হাজার টাকার জিনিষ লইয়া প্রস্থান করে। গৃহস্বামী ২ জন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ ধৃত হয় নাই। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

প্রেরিত পত্র

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন

পূর্ব্বস্থলী ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

মাননীয়

শ্রীযুক্ত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের

সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মায়াপুর, বামুনপুকুর পোঃ আঃ

(নদীয়া)

সম্পাদক মহাশয়,

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবারে আপনার বিখ্যাত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে এই স্কুল সম্বন্ধে শ্রীহরিপদ মণ্ডলের স্বাক্ষরে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ অলীক। পূর্ব্বস্থলীতে হরিপদ মণ্ডল নামে কোন লোক নাই। যে সকল ছাত্র টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই, এই মিথ্যা সংবাদ প্রচার, তাহাদেরই মধ্যে কাহারও কার্য্য। মহাশয় ভবিষ্যতে অনুগ্রহ করিয়া এই স্কুলের সুনামের হানিজনক এইরূপ সংবাদ প্রকাশ করিবেন না। আমার এই প্রতিবাদপত্র আপনার খ্যাতনামা দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত করিয়া আমাকে উপকৃত করিবেন।

একান্ত বশংবদ

শ্রী[illegible] রায় (সম্পাদক)

কি ভীষণ কাণ্ড !

মাতা, পত্নী ও ৪টি পুত্র নিহত ! !

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার শ্রীনগর থানার অধীন দেলভোগ গ্রামের জনৈক মধ্যবিৎ বয়স্ক মুসলমান ভদ্রলোকের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার গত শনিবার অপরাহ্নে সে একখানি দা হস্তে লইয়া তাহার পত্নীকে আক্রমণ করে এবং এক কোপেই তাহাকে নিহত করে। উক্ত বাতুলের বৃদ্ধা মাতা তাহার স্ত্রীর সাহায্যের জন্য তথায় উপনীতা হইলে সে তাহাকেও নিহত করে। অতঃপর সে ৪টি পুত্রকে আক্রমণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স ১১ বৎসর ও কনিষ্ঠটির বয়স ৩ বৎসর। সে একে একে ৪টি বালককে নিহত করে। ঐ সময়ে প্রতিবাসিগণ তথায় উপনীত হইলে সে তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইলে তাহারা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। অতঃপর সে একটী গাভী ও একটী ছাগল আক্রমণ করে এবং গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। ঐ সময়ে গ্রামের বহুসংখ্যক অধিবাসী তথায় উপনীত হইয়া তাহাকে ধৃত করে এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। উক্ত ছটি মৃতদেহ মুন্সীগঞ্জের শবপরীক্ষাগারে প্রেরিত হইয়াছে। বাতুলটিকে অদ্যাপি শ্রীনগর থানার রাখা হইয়াছে। তাহাকে মুন্সীগঞ্জে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কাফ্রি জাতির উদ্বোধন

সোভিয়েট রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি জাতিকে জাগ্রত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। একটী সম্মিলনে স্থির হইয়াছে যে, অবিলম্বে এ বিষয়ে আন্দোলন করা হইবে। এই বৃহৎ প্রচেষ্টার ব্যয়ভার যাহাতে সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অন্য দেশও কিছু কিছু গ্রহণ করে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। আন্তর্জাতিক মিলনের নিদর্শন সকল দেশে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহের কথা হইয়াছে।

অভিযুক্ত আইন-ব্যবসায়ী

ফেনী ৯ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে খাঁ-সাহেব মৌলভী [illegible] মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন। খাঁ-সাহেব সরকারী উকিল, অনারারি-ম্যাজিষ্ট্রেট, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি এবং জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের সদস্য।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬—৫৮ মিঃ	১১—৩	১—৪৫	৫—৩৩	৮—৩৩
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬—৪ মিঃ	৯—৪৪	১২—৪৬	৩—৩৪	৭—২৬
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৬—৩৭

দর্শক না চোর

গত ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে মুক্তারাম বাবুষ্ট্রীটে এক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে বিবাহ ছিল। বরের শোভাযাত্রা যখন সেখানে আসিয়া পৌঁছে, বর দেখিবার জন্য সেখানে এক বিরাট ভীড় হয়। সেই ভীড়ের মধ্যে হার-পরিহিত ২টী বালক ছিল। একটীর গলায় ২শত টাকার সোনার ও অপরটির গলায় ৫ হাজার টাকার মুক্তার হার ছিল। হঠাৎ ভীড়ের মধ্য হইতে একজন লোক আসিয়া তাহাদিগের গলা হইতে হার কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করে। বালক ২টি চীৎকার করিয়া উঠায় দারোয়ান সেই লোকটীর পশ্চাদ্ধাবন করে। ফলে এক জন লোক ধরা পড়িয়াছে। ধৃত লোকটীর নাম নিখিরাম। সে বিবাহোপলক্ষে সেই বাড়ীতে চাকরের কাজ করিতেছিল। এই সম্পর্কে পুলিস এই অঞ্চলের আর কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া আরও ৪।৫ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের প্রতিও হাজতবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু কাহারও নিকট হইতেই হার উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তাই এই জন্য আরও তদন্ত হইতেছে।

বাজারে অগ্নিকাণ্ড

আগরতলা ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ৬ই ডিসেম্বর ভোর ৪টার স্থানীয় বাজারে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়। ৪ জন বড় ব্যবসায়ী, ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রায় ২৫ খানা টীনের ঘর ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার টাকা।

পৃথিবীর বৃহত্তম জন্তু

গোবী মরুভূমিতে কঙ্কাল আবিষ্কার

আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রত্ন-বৈজ্ঞানিক মিঃ রয় চ্যাপম্যান এণ্ড্রুজ তাঁহার দলবল সহ সম্প্রতি মধ্য এশিয়ার গোবী মরুভূমিতে একটী বিপুলকায় জন্তুর কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়াছেন। এত প্রকাণ্ড জন্তুর কঙ্কাল আর এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই। মিঃ চ্যাপম্যান বলিয়াছেন, এই বৃহৎ জন্তুটী যখন বাঁচিয়া ছিল তখন মানব-সমাজের শৈশবাবস্থা। জন্তুটী ২৫ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট উঁচু ওজন ১০টন, অর্থাৎ ২৭০ মণ। এটি তৃণভোজী জন্তু। ৮০ কি ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এই জন্তুটি পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করিত। সম্ভবতঃ ইহা গণ্ডার-জাতীয় প্রাণী। গাছের পাতা খাইয়া ইহা জীবন ধারণ করিত। ইহার এখন পর্য্যন্ত কোন নাম দেওয়া হয় নাই।

২০,০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার মানব-সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শনও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই যুগের মানব পাখী ধরিবার জন্য নানারূপ কৌশল প্রয়োগ করিত এবং আহারের জন্য বড় গর্দ্দভ শীকার করিত। এই পশুর মাংস খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। মিঃ এণ্ড্রুজ রেলযোগে পিকিং হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তিনি 'লিভিয়াথান' নামক জাহাজে চড়িয়া আমেরিকা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।—বাংলার কথা

বার্ডোলিয়ার অবস্থা

বর্দ্দোলীতে শান্তি

গত সোমবার তথায় কৃষকদের এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল। উহাতে তাহাদিগকে দৃঢ়পদে থাকিবার পরামর্শ দিয়া আলোকচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করা হইয়াছে।

আফগানিস্থান-প্রসঙ্গ

শিনোয়ারী বিদ্রোহ

নূতন দিল্লীর ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শিনোয়ারিগণ জেলা [illegible] অধিকৃত [illegible] [illegible] যোগাক [illegible] তাহারা উহা [illegible] নিযুক্ত আছে। আফগান-ভাগ্য কর্ণেলগণ উরগাম ত্যাগ করিয়া এক্ষণে পেশোয়ারে অবস্থান করিতেছেন। ভারবাহী উষ্ট্রশ্রেণী বর্ত্তমান সপ্তাহে ডক্কা হইতে জেলালাবাদ যাত্রা করিয়াছে। আফগান সরকার পূর্ব্বদক্ষিণ আফগানিস্থানে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কাবুলের আহম্মদ আলি খাঁ দুরাণীকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

লাহোরবাসীর সহানুভূতি

গত ৯ই ডিসেম্বর পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য চৌধুরী আফজল হকের সভাপতিত্বে লাহোরের মুসলমানদের এক সভায় আফগান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় শিনওয়ারী ও অন্যান্য জাতিদের কার্য্যের নিন্দা করা হইয়াছে এবং বিদ্রোহীদিগকে কোনওরূপে সাহায্য করিয়া আফগান সীমান্তে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন কার্য্যে জড়িত না হইবার জন্য বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত উহাতে আফগান সরকারের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

আফগানিস্থানে-শুক্রবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার

শুক্রবার দিন আফগানিস্থানে ছুটীর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেদিন লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম প্রার্থনাদি না করিয়া ভোজ খাইয়া ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটায় দেখিয়া রাজা আমানুল্লা ধার্ম্মিকদের জন্য বৃহস্পতিবার ছুটীর ব্যবস্থা করিয়া দেন। সে দিন স্কুল, আফিস, দোকান প্রভৃতি সব বন্ধ থাকে। শুক্রবার নামাজের জন্য কেবল একটা ছুটী দেওয়া হয়। আমোদ প্রমোদ বৃহস্পতিবার আফগানিস্থানে আমোদ-প্রমোদের ধুম পড়িয়া যায়। অর্থাৎ যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা আমোদ করে। অধিকাংশ আফগান ইউরোপীয়দের [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩৫।

জাতি বিদ্যা

ইংরেজী-ভাষায় জাতিবিদ্যাকে *Ethnology* বলে। মানবের বিভিন্ন আকারভেদে জাতির বৈষম্য সৃষ্ট হয়। ককশ পর্বতের অধিবাসিগণ, মঙ্গোলিয়ার অধিবাসিগণ, মালয়ের অধিবাসিগণ, লোহিত-পীত-কৃষ্ণ-বিচারে বিভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হয়। টিউটনিক, কিমেরিক, হাঙ্গেরী, ভ্যাণ্ডাল, গথ, মুর প্রভৃতি আধুনিক জাতিভেদও জাতিবিদ্যাবিদ্‌ ব্যাসগণের বিভাগে পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে। এস্কিমো, মুর, মালয়, গ্রীক, আইয়োনিয়ান্‌, অ্যাসিরিয়ান্‌, সিরিয়ান্‌, ইরাণী, কিরাত, খশ, যবন, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, হূন, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম প্রভৃতি জাতিগুলির পরিচয় ও প্রদেশ-ভেদে, আকার-ভেদে পরিগণিত হইবার প্রথাও অপ্রচলিত নহে।

প্রজিলাস্কি সাহেব সম্প্রতি ঔডুম্বর-দিগের বর্ণলোপনকে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, ভারতে গ্রীকগণের আগমনের পূর্ব্বে তিন প্রকার বিভিন্ন জাতি পঞ্চনদে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার প্রস্তাবমতে অষ্ট্রো-এসিয়াটিক জাতি, ককশ আর্য্যজাতি এবং বালিখিল্য জাতির উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের অর্থ-বিনির্ণয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, বালখিল্য, ঔডুম্বর, ফেনপ ও বৈখানস এই চারি-জাত বনবাসী ছিলেন। ইঁহাদের হইতেই ক্রমশঃ বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কল্পশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী ধর্ম-শাস্ত্রকারগণও আশ্রমনির্ণয়ে গৃহস্থাশ্রমের পরবর্তিকালে বানপ্রস্থাশ্রমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ যেকালে গ্রাম, নগরাদি হইতে প্রাগ্‌গৃহস্থগণ—যাঁহারা বনে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লেখমুখে বনবাসী হইবার পরিচয়ে ঐ জাতিচতুষ্টয়ের কথা প্রচারিত হয়। মহাভারতে ব্রহ্মার সপ্ত জন্মেও বিভিন্ন জাতিসমূহের পরিচয় দেখা যায়। সুপর্ণ, পদ্মনাভ, শঙ্খ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মূল পুরুষগণ আত্মাত্মজ হইতে তাঁহাদের অধস্তনগণকে ভারতে বাস স্থাপন করি-বার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বর্ণধর্ম্মগণের পূর্ব্বে বংশ জাতির [illegible] কথা শ্রীমদ্ভাগবত উল্লেখ [illegible] হইল-

অকৃত্রিম আত্মবৃত্তি [illegible] জাতি-বৈষম্য-বিচারপ্রণালীর উহাই একমাত্র প্রবর্ত্তক। ঔডুম্বর জাতি বর্ত্তমানকালে দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মা-বর্ত্তে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারাই যুগান্তরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কালে ইন্দ্রপ্রস্থে ক্ষত্রিয় রাজগণ ঋষিনীতির আনুগত্যে ক্ষত্রিয় জাতির আবাহন করেন। শকজাতিও ভারতে পর্যাবসিত হয়। পাশ্চাত্য-দেশীয় বাণিজ্যপ্রভাবে অর্ণবপোত এবং বাহুবলবিশিষ্ট পরেজ্রাদের স্থলপথে ভারতে আগমন করিয়া বৈশ্যবৃত্তির উদ্বোধন ও প্রসারণ করেন। ভারতের আধিপত্য সূত্রে ঋষিনীতি, রাজনীতি ও কৌবনীতি প্রবল হওয়ায় অবশিষ্ট সমাজ দাসনীতি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। নীতিপুষ্ট সমাজ নীতি-বিশৃঙ্খলময় সমাজকে অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সংজ্ঞায় ভূষিত করেন। বর্ণধর্ম হঠাৎ একদিন কোন ব্যক্তির উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হয় নাই, কিন্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে বৃত্তিভেদে স্বভাব-ভেদে লাক্ষণিক পরিচয়দ্বারা জাতি-বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই বিচারপ্রণালীতে যৌনসম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট থাকায়, ইহা শৌক্র-পদ্ধতির ভিত্তিতে স্থাপিত। প্রদেশ বিশেষের পরিচয়-বোধে উহা প্রাদেশিক-বিচারে ন্যূনাধিক কল্পনীয় বিভাগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ঔডুম্বর প্রবন্ধ-লেখক প্রাজলুস্কি সাহেব যেরূপ জাতি-বিভাগ সন্ধান লিখিয়াছেন, উহা ভাষা-বিভাগ কুশলতা হইতে উদ্ভূত। চারিবর্ণ ক্রমশঃ মিশ্রধর্ম ও বৃত্তিভেদে বত্রিশ ছত্রিশ-জাতির আবাহন করিয়াছে। অনুলোম, প্রতিলোম, সঙ্কর-বিচার শৌক্র-পদ্ধতিতে জাতি-ভেদের বহুত্ব সাধন করিয়াছে। আবার গুণকর্ম-বিচারক্রমে জাতিস্থাপনের আবশ্যকতা হওয়ায় শৌক্র-পদ্ধতির আদর থাকিলেও বৃত্ত-বিচারের প্রাবল্য মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহ্য-গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। কেবলমাত্র শৌক্র-বিচার বা প্রাদেশিক-বিচার সমাজ-বিজ্ঞান-ভিত্তিতে আদৃত হইলেও গুণকর্মজন্য বিচার-বৈচিত্র্য অবহেলা করা যায় না।

আজকাল জাতি-সমস্যা সামাজিক-গণের আলোচ্য-বিষয় হওয়ায়, প্রাদেশিক-শৌক্র বিচারের স্থান বিপন্ন,সেই বিপদ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য যে সকল সাম্প্রদায়িক প্রস্তাব, তাহা গুণীগণ উদার-হৃদয়ে বিচার করিবেন। মহাভারতের পাঠক-গণ জানেন যে, লোহিত, পীত, কৃষ্ণাদি বহির্জ্জগতের বর্ণগুলির দ্বারা বর্ণ-নির্ণয়ের প্রস্তাব অঙ্গীকার ধারণ করিয়াছে। লোহিত, পীত, কৃষ্ণ বহির্জ্জগতের বর্ণ-দ্বারা জাতি নির্ণয়ের পরিবর্ত্তে গুণকর্ম্ম-দ্বারা জাতি-নির্ণয়-প্রথার তারতম্য বহু স্থানে সুমীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারত-কথিত বর্ণবিচার ব্যতীত যেরূপ বর্ণবিচার অশিক্ষিত-সমাজে বহুমানিত হইয়াছে, ও হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজ-গুরু বিদ্বৎসম্প্রদায় তাঁহাদের অন-ভিজ্ঞতা দূরে অপসারণ করিতে চিরদিনই সমর্থ।

গীতার বাণী ও বর্ত্তমানযুগ

বিগত ২রা ডিসেম্বর ১৯২৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরবিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে "গীতার বাণী ও বর্ত্তমানযুগ" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার সেই বক্তৃতার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"জগতের প্রত্যেক বিচারশীল মানব একথা স্বীকার করিবেন যে, যে কোন বিচার—যে কোন আলোচনা—যে কোন বিষয়ের মীমাংসা যদি সাময়িক ব্যবহার, অনুষ্ঠান, আচার, যোগ্যতা অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রগত বিচারের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া, অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা সাধারণের কাছে আসিতে পারে না। জগতের যে কোন কথা আলোচনা হউক না কেন, দেশ-কাল-পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য না থাকিলে তাহার কোন মূল্য নাই। বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গীতার বাণী জীবের কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাহা প্রত্যেক মানবেরই বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। গীতাশাস্ত্র ভারতবর্ষের হিন্দুমাত্রই—শুধু ভারতের কেন, সমগ্র সভ্যজগতের যে কোন পণ্ডিত ও সুধী সমাজ গীতার আদর করিতে শিখিয়াছেন; সুতরাং গীতার মাহাত্ম্য, প্রয়োজনীয়তা ও উপাদেয়তা ভারতের লোকের কাছে আর বিশেষভাবে বলা বাহুল্য। তবে গীতা-শাস্ত্র কিরূপভাবে আলোচনা করিলে বা কিরূপে গীতার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, তাহা দেশ-কাল-পাত্রের সামঞ্জস্য রাখিয়া জগতে উপকার করে, তাহা আমাদের একান্ত আলোচ্য বিষয়। গীতা পাঠারম্ভের পূর্ব্বে যে কথাটীর মর্ম্ম প্রত্যেক গীতা-পাঠীরই জানা আবশ্যক— এবং গীতার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে যে বাণীটিকে প্রত্যেকেরই ধ্রুব আলোকের মত জ্ঞান করা কর্ত্তব্য—যে উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে গীতাশাস্ত্রে প্রবেশ করিবার বিধি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-
দর্শিনঃ ॥'

এই যে গীতার জ্ঞান—গীতাশাস্ত্র যে জ্ঞানের কথা বলিতে বসিয়াছেন—যে অলৌকিক জ্ঞান ইহ জগতের সকল মনীষীর ধারণাতে একটা মহা-বিপ্লব আনয়ন করে—আমাদের বহু বিচার, বুদ্ধি, চিন্তাশীলতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্ধারিত জ্ঞান বা ধারণাকে যাহা আলোড়ন করিয়া নিতান্ত অসার, হেয় ও ক্ষুদ্রবুদ্ধির পরি-চায়করূপে প্রতিপন্ন করে, সেই দিব্য-জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে একটা গুহ্য—একটা গোপনীয় বিষয় সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে; সেটা—প্রণি-পাত, পরিপ্রশ্ন, ও সেবা। এই তিনটী বৃত্তির সাহায্যে যদি তাহা আলোচিত হয় অর্থাৎ যদি তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক অকৃত্রিম সেবা-দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথা আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে উপনিষৎ স্বরূপ ভগবৎপ্রোক্ত গীতার বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়। এই তিনটী বৃত্তি লইয়া গীতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতি সুন্দরভাবে গীতার স্তরে স্তরে সদ্‌যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা রহিয়াছে—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধি-কারীর জন্য ক্রম-পন্থার তত্তৎ অধিকারো-পযোগী কথাগুলি এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলা-রূপে সজ্জিত রহিয়াছে যে, যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের অধিকারোপযোগী বাক্যগুলির প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ক্রমশঃ নিশ্চয়ই আমরা পরম শ্রেয়ের অধিকারী হইতে পারি।

গীতার প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই,—অর্জ্জুন আমাদের ন্যায় দেহৈক-সর্ব্বস্ব, অভিজ্ঞতাবাদী, মনোধর্ম্মী, প্রত্যক্ষ-দর্শী, মোহবিভ্রান্ত জীবের অভিনয়ে রণস্থলীতে উপস্থিত আছেন। যিনি ভগবৎপার্ষদ—ভগবানের নিত্য-সহচর তাঁহার বদ্ধজীবের মত এই প্রকার অভিনয়ের কারণ কি? ইহার গূঢ় কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল-চিত্ত, দেহাত্মবাদী, কূপ-মণ্ডূক ব্যক্তিগণকে অবিদ্যা-বন্ধন হইতে বিমোচন করিবার জন্য অর্জ্জুনকে মোহগ্রস্তের ন্যায় অভিনয় করাইয়া তাঁহার সেই মোহ বিমোচনের ছলে এই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহারা দেহাত্ম-

স্ত্রী এবং নিজের দেহ-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া তাহাদের ভরণ পোষণ বা দেহ-মনের সুখ সুবিধার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকে, আজ অর্জ্জুনও তাহাদের ন্যায় অভিনয় করিয়া বলিতেছেন,—"হে কৃষ্ণ! আত্মীয়-স্বজনগণকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসন্ন এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব বিগলিত হইতেছে। আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে। আমি কেবল বিপরীতভাব-বিশিষ্ট দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিতেছি, হে কৃষ্ণ! আমি রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না। যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তাঁহারা সকলেই এই সংগ্রামে উপস্থিত। হে মাধব! এই সকল আত্মীয়-স্বজনগণকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে?' অর্জ্জুনের এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-নিনাদে বলিয়াছিলেন,—ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"—হে অর্জ্জুন! তুমি এই দৈহিক-সম্বন্ধরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ। এই প্রকার আচার্য্যের হুঙ্কার বদ্ধজীবকে তাহার মনোধর্ম্মোত্থিত ক্ষুদ্র দৈহিক-সম্বন্ধের অনিত্যতা ও হেয়তা উপলব্ধি করাইয়া প্রাপঞ্চিক জীবনে অগ্রসর করিয়া দেয়। আমরা দেহাত্মবাদী, তাই দৈহিক-সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণকেই আমরা আত্মীয় স্বজন মনে করি, নিজের দেহ-মনের সুখ-সুবিধার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ও দেহ-মনের তৃপ্তি-সাধনে যত্নবান হই, তাহাদের দেহ-মনের কোন অসুখ অসুবিধার কারণ উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকি। ভাগ্যক্রমে যখন আমরা প্রকৃত সাধুগুরুর সঙ্গলাভে হরি গুরু বৈষ্ণব-সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই—এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তখন আমাদের অভাবে আত্মীয়বর্গের ভরণ-পোষণের অসুবিধা, অশান্তি ও নানাবিধ যন্ত্রণার কথা চিন্তা করিয়া আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিরত হইয়া পড়ি। পরম করুণাময় আচার্য্য তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়া থাকেন,—"ওহে ভ্রান্ত জীব! এই যে দৈহিক-সম্বন্ধ হইয়া তোমরা বাঁধা রহিয়াছ, এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হও।"

(ক্রমশঃ)

বিচারম্ভ কর

শ্রীমদ্ভাগবত-কথা বা শ্রীমদ্গুরুদ-বিষয়িণী কথার সুষ্ঠু শ্রবণ, কীর্ত্তন ও বিচারাভাব হইতেই জগতে যাবতীয় অনর্থের উদ্ভব হইয়াছে। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, আহার বিহার শয়ন ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যায়; আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা ভগবান্ বলিয়া একটা কিছু স্বীকার করেন, এবং তাঁহার উপাসনা-চেষ্টাও, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি আরোহ-পন্থাবলম্বনে কিছু কিছু প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্দিব্য-বিগ্রহ ভাগবত-কথিত অবরোহ-পন্থা বা ভক্তিযোগপন্থা অবলম্বন না করায় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই না জানিতে পারিয়া হিতে বিপরীত ঘটাইয়া বসেন, অপর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শ্রীভগবান্ ও ভাগবত মুখে স্বীকার করিয়া ভক্তিচেষ্টা প্রদর্শন করিলেও, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির উদ্দিষ্ট বিষয় তাঁহাদের প্রাপ্য হওয়ায় তাদৃশ ভক্তিচেষ্টা দ্বারা শ্রীভগবান্ এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তু ভাগবতকে তাঁহারা উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-চেষ্টা কেবল স্বার্থমূলে প্রদর্শিত। এই তিন শ্রেণীর যাবতীয় লোকই ভগবচ্চরণে অত্যন্ত অপরাধী। ইঁহারা আপনাদিগকে যতই না কেন পরোপকারী, সাধু, সভ্য, সদ্বিবেচক প্রভৃতি বলিয়া বড়াই করুন, পণ্ডিতগণ ইঁহাদিগকে জগতের মহা অহিতকারী, অসাধু, অবিবেচক প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ইঁহাদের সঙ্গ হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

মানবগণ যতদিন না কুযোগিকুলের প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি-যোগাবলম্বী ভাগবতগণের পাদপদ্মে প্রণিপাত করেন অর্থাৎ যাবতীয় জড়াভিজ্ঞান-রাশির অহঙ্কার দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক 'গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসোঽহং' বলিয়া শরণাগত হন এবং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলা কুবুদ্ধির পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমূলা সুবুদ্ধি বা সেবাবুদ্ধি সহকারে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা শ্রবণ, সুপঠন ও সুবিচার-পিপাসু হইয়া পরিপ্রশ্ন করেন, ততদিন তাঁহাদের অনর্থ ঘুচিবার নহে। "শৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।" অর্থাৎ ভক্তির সহিত শ্রীভাগবত-কথা শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলেই লোক বিমুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় পূর্ব্বক সেবাবুদ্ধির সহিত ভগবৎকথা শ্রবণাপেক্ষা না রাখিয়া স্বকপোলকল্পিত সঙ্কীর্ণবুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষের যে ভাগবত অধ্যয়ন ও বিচারাদি দ্বারা কীর্ত্তন-প্রয়াস, তাহা নিজের ও জগতের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকারক। এইরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়া কতক অধ্যাপক ও অধ্যাপিত, কতক পাঠক, কথক, বক্তা ও কীর্ত্তনীয়া, হরিনাম-মন্ত্র-বিক্রয়ী, শিষ্যব্যবসায়ী, শূদ্রাশ্রমপুষ্ট, অপাংক্তেয় কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত জাতিগোস্বামী ও জাতি ব্রাহ্মণক্রবগণ ধর্ম্মজগতে এক বিষম বিপ্লব আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে কত শত শত সরলপ্রাণ ব্যক্তি যে আত্মবিনাশ লাভ করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইহারা দল পাকাইয়া নানাস্থানে সভাসমিতি করিয়া একরূপ প্রকাশ্যেই ভগবদ্বিরোধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যাহা চেতন নহে, তাহাকেই চেতন বলিয়া অচেতনে চেতনের ধর্ম্ম আরোপ করিতেছে অর্থাৎ শুক্রশোণিতসম্বন্ধী মাংসাস্থি পূয-নির্ম্মিত জড়দেহকে ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী সাজাইয়া তাহার পূজা করাইবার জন্য লোক সংগ্রহ করিতেছে, কার্পাস-সূত্রকে ব্রহ্মসূত্র বলিয়া সূত্রের অবমাননা করিতেছে, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ কতকগুলি ভূতপ্রেতের আড্ডাকে শ্রীধাম বলিতেছে, শ্রীবিগ্রহকে ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তাঁহার দ্বারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞের ইন্ধন সংগ্রহ করাইয়া লইতেছে। ইহাদের অপরাধের জন্য আজ সমগ্র ভারত বৈষ্ণবরাজ রুদ্রের কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে বসিয়াছে। ইহাদের সহিত যে কেহ আদান-প্রদান, খাওয়া দাওয়া, আলাপ, গাত্রসংস্পর্শ প্রভৃতি যে কোন সংস্রব রাখিতেছেন, শ্রীরুদ্র তাঁহাকে অমনি সংহার করিবার জন্য ত্রিশূল উত্তোলন করিতেছেন।

মহাকালের এই করাল গ্রাস হইতে জীবের আর রক্ষা নাই দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণ তাহাদিগকে এখনও সাবধান করিয়া বলিতেছেন—হে ভ্রাতৃবৃন্দ, বাতপিত্ত-কফাত্মক জড়দেহের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনিও না, একবার শেষের দিনের কথাগুলি স্মরণ কর। তোমাদিগকে বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আজ পরবিদ্যাপীঠের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। এস তোমরা শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লও। পরবিদ্যাপীঠে আসিয়া পরবিদ্যা আরম্ভ কর। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকিও না।

কপিল-দেবহূতি-সংবাদ

(অব-প্রসূত মানব-শিশুর বিবিধ ক্লেশের কারণ বর্ণনা)

ভগবান্ কপিলদেব বলিলেন,—মাতঃ! এইরূপ দশমাস-বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন [illegible] করিতে থাকে, অমনি প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করে। সেই জীব প্রসব-বায়ু দ্বারা অধঃশির হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে, সেই সময় তাহার শ্বাস রুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর ঐ জীব রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া পুরীষ-জন্মা কৃমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং ভিন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে। পরের অভিপ্রেত যাহারা জানে না, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সেই নব জাত শিশু প্রতিপালিত হয়। সুতরাং শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ সেই প্রতিপালক শিশুর ক্রন্দনকালে তাহার অনভিপ্রেত বস্তু অর্থাৎ স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে শিশুর উদর-ব্যথা কল্পনা করিয়া নিম্বরস প্রদান এবং শিশু প্রকৃতপক্ষে উদর-ব্যথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে ঔষধ দানের পরিবর্ত্তে স্তন্য প্রদান করিলেও সেই শিশু তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না। শিশুর প্রতিপালক ঐ শিশুকে অপবিত্র শয্যাতে শয়ন করাইয়া রাখে। শিশুর স্বেদজাত কীটসমূহ উহার গাত্রে দংশন করিতে থাকিলেও ঐ শিশু স্বীয় শরীর কণ্ডূয়ন বা শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না। বড় বড় কৃমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশ মশক ও মৎকুণাদি শিশুর কোমল শরীর পাইয়া দংশন করিতে থাকে। শিশুর গর্ভস্থিত আত্ম-জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোনও প্রতীকারের উপায় করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা অনুভব করে ও ক্রন্দন করিতে থাকে।

এইরূপে শিশু-কালের পরবর্ত্তী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ-সমূহ ভোগ করিয়া পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। অনন্তর যখন সে যৌবন-দশায় উপনীত হয়, তখন অভিলষিত বস্তুসমূহ লাভ করিতে না পারিয়া অজ্ঞানজনিত [illegible] প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অভিভূত [illegible] বিষয়ের [illegible] কামিনীগণের [illegible] করিয়া থাকে। দৃঢ় [illegible] পুনঃ পুনঃ [illegible] করিয়া থাকে। যে দেহ [illegible] দ্বারা জীবের [illegible] ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক [illegible] জীবের অনুগমন করে, [illegible] আত্মার সেই দেহের [illegible] অনুষ্ঠান করত কর্ণধার [illegible] হইয়া সংসার ভ্রমণ করিতে থাকে। জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি উদর ও উপস্থ-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অসাধু ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ এবং [illegible] অনুষ্ঠিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে, তাহার পূর্ব্বেরই ন্যায় নরকে প্রবেশ করিতে হয়। সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থবিষয়া মতি, লজ্জা, হরি-সেবাময়ী [illegible], কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্ত-ভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্গুণ ঐ সকল অসদ্ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ঐ সকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ় ও শোচনীয় অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।

অতএব স্ত্রী ও স্ত্রী-সঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গদ্বারা সেরূপ হয় না। দেখুন, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজের দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি, ব্রহ্মতনয়া মৃগীরূপ ধারণ করিয়া পলায়মানা হইলে ব্রহ্মাও মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক নিজ কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্লজ্জের ন্যায় ধাবমান হইয়াছিলেন। সুতরাং কামিনীরূপদর্শনে ব্রহ্মার পর্য্যন্ত যখন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদি-সৃষ্ট দেবমনুষ্যাদি কিরূপে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন? এক নারায়ণ ঋষি ভিন্ন এমন কোন্ পুরুষ আছেন—যিনি প্রমদা-রূপিণী মায়ার মোহে বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন? যাহা, আমার স্ত্রী-রূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদারূপিণী মায়া একটিমাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে [illegible] পদানত করিয়া থাকে। জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার স্বরূপের ধর্ম। জীব চৈতন্য [illegible] বহির্মুখ [illegible] অনেক। লোকগণের মধ্যে, [illegible] যোষিৎসঙ্গ [illegible] জীবকে [illegible] ক্রিয়ায় [illegible] যোষিৎ

আবদ্ধ জনগণ নিজের স্বরূপোপলব্ধি হারাইয়া সর্ব্বদা স্ত্রীতৃষ্ণা-কার্য্যে নিমগ্ন হয়। ঐ প্রকার স্ত্রীপাদ-তাড়িত তৃষ্ণাবর্গের সঙ্গক্রমে বদ্ধজীবেরও সেইরূপ ক্ষতি উৎপন্ন হয়। অতএব যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। সাধু-সঙ্গের পরিবর্ত্তে যাঁহাদের ভাগ্যে যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ ঘটে, তাঁহাদের সেইরূপ রুচিই প্রবল হয়। অতএব ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ [illegible] ব্যক্তিগণের পক্ষে ইন্দ্রিয়গণ, যোষিৎ ও যোষিৎসঙ্গীর [illegible] সঙ্গ অনায়াসে [illegible]।

নিমাই

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতিভূষণ)

এই রকম অনেক কথা ভেবে, দিগ্বিজয়ী সরস্বতীর ধ্যান ক'রতে লাগলেন। মন্ত্র পড়ে ধ্যান ক'রতে ক'রতে দেখলেন, সরস্বতী যেন তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ব'লছেন, দেখ, যে সব কথা বল্‌ছি তা অতি, গোপনের কথা, আজ যার কাছে হা'র মেনে এইছিস তাকে চিনে পারিস নি, সে-ই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, আমি তাঁরই শ্রীচরণের দাসী মাত্র, আমার সব শক্তি তাঁরই দয়াতে হ'য়ে রয়েছে, তোর জিহ্বায় বসে যে সব কথা বলি, সে সবই তাঁরই বলে। আমার নিজের কোন শক্তিই নেই। তুই তাঁকেই হটিয়ে দেবার মনন করে কবিতা বলিছিলি, আমি তা কি রকম করে বলতে পারি। তাঁর সম্মুখে আমার কথা কবার সাধ্য নেই, কাজেই যা বলিছিলি, আমি তো বলাম না, সে সব তোরই আপন কথা। মানুষ মাত্রেই ভুল করবে। তাঁর অনন্ত মহিমার কথা আর বলে শেষ করতে পারি নে। শিব বিরিঞ্চ সব সময় যাঁর উপাসনা করেন যাঁকে নিত্য, অখণ্ড, অব্যয় পরব্রহ্ম ব'লে জগতের লোক জানে, যিনি সব সময় সকলের অন্তরের মধ্যে বাস করেন, যাঁ'হ'তে জ্ঞান, ভক্তি, বিদ্যা, শুভ, অশুভ, ভাল মন্দ হয়, এমন কি যাঁ হ'তে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, এই সেই অনাদি অনন্ত স্বয়ং ভগবান্। মৎস্য, কূর্ম্ম, এই যে সব অবতারের কথা শুনেছ, সে সবও এঁ'হ'তেই হ'য়ে থাকে। এঁর পাদপদ্ম হ'তেই গঙ্গার জন্ম হয়েছে। ইনিই অযোধ্যায় রামরূপে জন্মিয়ে রাবণকে মেরে ফেলেছিলেন। এঁকেই বসুদেব-নন্দ-পুত্র বলে ভাগবতে লিখিত হয়েছে, ইনিই সেই কৃষ্ণ। যেনে ও উঁকে জানতে পারবে না। [illegible] যিনি [illegible] ভাণ্ডারে [illegible] অনেকেই সে জানতে পারে, নতুবা কেউ কখনও তোর মতন জানতে পারে না। উঁকে জানবার জন্য শত শত বৎসর চেষ্টা করলেও আরো জানবার সাধ্য নেই। তুই এতদিন আমার যে মন্ত্র সাধন করিছিস, আজ তার ফল পেইছিস। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পতি, যাঁকে দেখলে মানুষ কৃত-কৃতার্থ হয়, আজ তুই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখতে পেইছিস। আর দেরি করিসনে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর। তোর মানুষ জনম সার্থক হয়ে যাক্।" এই সব কথা বলে সরস্বতী ঠাকরুণ কোথায় লুকিয়ে গেলেন। দিগ্বিজয়ী আর তা দেখতে পেলেন না। আরো কিছু শুধোবে মনে করেছিল, তা আর হলো না। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে রা'ত শেষ হ'য়ে এলো।

পূর্ব্বদিকের আকাশ খানা রাঙ্গা মত হ'য়ে উঠলো, পাখী গুলো সব ডালে বসে কিচির মিচির ক'রছে, আগলো কোকিল গুলো কুহু কুহু ক'রে লোক জনের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে, নিমাই ঘুম থেকে উঠে সকাল বেলার কাজ কর্ম সব সেরে টোলে যাবার যোগাড় ক'রছে, এমন সময় সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—যার নাম শুনে নবদ্বীপের সব পণ্ডিতরা কাঁপ ছিলেন—যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাতী, ঘোড়া, দোলা ভিন্ন চলেন না—তিনি পায়ে হেঁটে ধীরে ধীরে নিমাইয়ের কাছে এসে নিমাইয়ের পায়ের গোড়ায় গড় হয়ে একটা দণ্ডবৎ করলেন? অমন জগদ্ বিখ্যাত পণ্ডিত—যে কখন কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি, তাকে এই ভাবে দণ্ডবৎ করতে দেখে নিমাইয়ের মনে কেমন একটা ভাব হোলো, তাড়াতাড়ি করে হাত দুখানা ধরে তুলে কোলে নিলে, বল্লে, একি ভাই! তোমার এ কি ব্যবহার, তুমি আমাকে দণ্ডবৎ করছো কেন? তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, জগতের মধ্যে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, তোমার এ রকম করা কি উচিত হয়?

দি। প্রভো। তুমি আমাকে আর ছলনা ক'রো না। আমি পতিত অধম বলে আর পায়ে ঠেলো না। তুমি দয়া করে, ত্যাকো না জানালে, কেও তোমায় তত্ত্ব বোঝে না। আমার অপোরে তোমার বড় দয়া বলেই সরস্বতীকে দিয়ে তা জানিয়ে দিয়েছ। আর না, এখন শ্রীচরণে স্থান দাও প্রভো। আমি বড় ভাগ্যবান্ বলেই শুভক্ষণে নবদ্বীপে এসেছিলাম। এতদিন ভবকূপে ডুবে ছিলাম, জড় বিদ্যায় বুদ্ধি ঢেকে রেখেছিল, বলে তোমাকে চিনতে পারি নি। প্রভো, আজ তোমার দয়ায় আমার সকল বাঁধন খুলে দিয়েছে। প্রভো! তুমি আমার ভুলোর এমন দয়া, [illegible] আমার মনে আর কোন দুর্ব্বাসনা না আসে। আর যেন আমার মনে কোন অহঙ্কার অভিমান না হয়। প্রভো, তুমি আমাকে এঁড়্যায় এনেছ, দয়া করে দেখাও দিয়েছ, আর পায়ে ঠেলো না প্রভো, একটু স্থান দিও প্রভো! আমি অনন্তকাল যেন তোমার দাস হয়ে থাকতে পাই।

দিগ্বিজয়ীর কথা শুনে নিমাই ভারি খুসী হোলো, বল্লে, দেখ, তুমি বড় ভাগ্যবান, সরস্বতী তোমার জিহ্বায় ব'সে কথা বলায়, সেই জন্যই তোমার বিদ্যার গৌরব। কিন্তু জড় বিদ্যার যে কোন মূল্য নেই, তা তো কা'ল সন্ধ্যায় সবাই বুঝেছ। যে বিদ্যার বলে লোক পরমার্থ পথের পথিক হ'তে পারে সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। একদিন এ দেহ ছেড়ে যেতে হ'বে, তখন আর কোন গৌরবই থাকবে না। এই সব কারণে তোমাকে বলছি, ভগবদ্ ভজনই জীবের শ্রেয়ঃ। তুমি সব ছেড়ে ভগবানের চরণে সর্ব্বদা ভক্তি রাখ। ভগবদ্ভক্তিই জীবের সার উদ্দেশ্য, আর এইটেই সব বিদ্যার সার, একথা খুব মনে রাখবে। তুমি বাড়ী যাও আর ভগবদ্ ভজনই জীবনের প্রধান কার্য্য বলে তাতেই মনঃ সংযোগ কর।

নিমাইয়ের কথা শুনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মনে কেমন একটা ভাব হয়ে গেলো। মনে বৈরাগ্য আর ভক্তি এসে আপনাকে তৃণের চেয়েও নীচ বলে মনে করতে লাগলেন। হাতী, ঘোড়া, দোলা আরও কত জিনিষ সঙ্গে এনেছিলেন সে সব লোকজনকে বিলিয়ে দিয়ে নবদ্বীপ থেকে চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

নিখিল-ভারত-গো-রক্ষা-সম্মেলন সভাপতিপদে পণ্ডিত মালব্য

আগামী ৩০শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত গো-রক্ষা-সম্মিলনের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করিবেন। এই উপলক্ষে মিঃ এম, জি, গান্ধি ও রেক, ষ্টুয়ার্ট এম, দত্ত (উভয়েই গো-রক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পাঠ করাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারতে গো-জাতির অবস্থা-সম্বন্ধে ডাঃ যুবেনো, মিঃ পি, সি, সরকার, পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন ও মৌলবী আবদুল হামিদ খাঁন বক্তৃতা প্রদান করিবেন। অন্যান্য বক্তৃতারও বন্দোবস্ত করা হইতেছে, ম্যাডান কোম্পানীর অনুগ্রহে চলচ্চিত্রে গো-সম্বন্ধে নানা বিষয় দেখাইবারও ব্যবস্থা করা হইবে।

ডাঃ বরদাকান্ত রায় হুগলী বিদ্যা-মন্দিরে বিনা পয়সায় ছানি কাটা

অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জেন রায় বাহাদুর বরদাকান্ত রায় ১লা জানুয়ারী হইতে ৭ দিবসকাল হুগলী জিলা-কংগ্রেস অফিস বিদ্যা-মন্দির ভবনে বিনা পয়সায় চক্ষুর ছানি কাটিবেন। তিনি পক্ক ও অপক্ক সর্ব্বপ্রকার ছানিই কাটিয়া থাকেন। এজন্য সকলে ঐ সময়ের মধ্যে বিদ্যা-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া চক্ষুর ছানি কাটাইবেন। তিনি গতবার আসিয়াও অনেক চক্ষু কাটিয়াছিলেন।

চীনে শুল্ক নিয়ন্ত্রণ নরওয়ের সহিত শুল্ক-সন্ধি

চীনের জাতীয় সংবাদপত্র-বিভাগ হইতে প্রকাশ যে, সাংহাই সহরে চীনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ডাক্তার ওয়াং এবং তত্রত্য নরওয়ে দূতের দ্বারা উভয় রাজ্যের ভিতর শুল্ক-সম্পর্কীয় সন্ধিপত্রখানি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সন্ধি-পত্রের মর্ম্ম শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী, হলণ্ড এবং পর্ত্তুগালের সহিতও ঐরূপ সন্ধি-বন্ধনের কথা চলিতেছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই উহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

নূতন এম, টি উপাধি

পৌনঃপুনিক অর্থবোধক কোন বাঙ্গালা শব্দের উপর প্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দেব চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই প্রথম এম, টি, (মাষ্টার অব টিচিং) উপাধি পাইয়াছেন।

মুষ্টি-যুদ্ধ

মুষ্টি-যোদ্ধা জে, কে, শীল কলিকাতায় উদীয়মান ব্যায়ামবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সে দিন সি, রীড নামক একজন মুষ্টি-যোদ্ধা বাঙ্গালার মুষ্টি-যোদ্ধাদিগের অনেক দোষ দিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত শীল তাহাকে শান্ত হইতে বলিলে রীড উত্তেজিত ভাবে তাহাকে মুষ্টিযুদ্ধ করিতে বলেন, শীল তাহাতে সম্মত হইয়াছে। আগামী ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেস মণ্ডপে এই লড়াই হইবে।

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে হৈ চৈ সামান্য কারণে নৃশংসকাণ্ড

গত সোমবার রাত্রিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে দুইজন মুসলমান ৫৫ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের রায়বাহাদুর করুণা দাস বসুর বাড়ীর পাচক মোহন্ত ও চাকর ত্রৈলোক্যকে ছোরায়া ঘাড়ে গুরুতরভাবে আহত করিয়াছে। বহুলোক তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহারা ছোরা ঘুরাইয়া সকলকে তাড়াইয়া দেয় এবং নিজে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। ত্রৈলোক্যের অবস্থা এত খারাপ যে, বাঁচে কিনা সন্দেহ।

ঝগড়ার কারণ—ঐ বাড়ীর (৫৫নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের) সম্মুখে দুইজন মুসলমান ঘুমাইত। সেই দিন উহারা তাহাদিগকে সেখানে ঘুমাইতে নিষেধ করে, তাহারাও ইহাতে অস্বীকৃত হয়, ক্রমে ঝগড়া জমিয়া উঠে। উত্তেজিত অবস্থায় ঐ মুসলমান দুইজন ত্রৈলোক্যের ঘাড়ে ছুরি বসাইয়া দেয়। পাচক মোহান্ত তখন তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসে এবং ছোরার ঘায়ে আহত হয়।

প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলন

গত মঙ্গলবার ঢাকা মেডিকেল স্কুলে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল আর, সি, ও'ব্রায়েনের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত-চিকিৎসক-সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। বাঙ্গলার বহু ডাক্তার, সম্মেলনে যোগদান করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী ডাঃ ডি, কে, বসু তাঁহার বক্তৃতায় বিবিধ অভিযোগ বিবৃত করিয়া সার্জ্জেন জেনারেলকে অনুরোধ করেন যে, ঢাকা যেন ডাক্তারী পরীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এ প্রস্তাব লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ও'ব্রায়েনও সমর্থন করেন।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ লণ্ডনে বাঙ্গালী যুবকের বিপদ

সাইকেলযোগে পৃথিবী ভ্রমণকারী বাঙ্গালী যুবকগণ লণ্ডনে একটি ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় বিব্রত হইয়াছেন। বো ষ্ট্রীটের পুলিশ আদালতে ট্যাক্সি চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে এবং মামলা চলিতেছে।

যুবকগণের অন্যতম বিমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের একজন অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট। তিনি তাঁহার ব্যাঙ্কে বলেন যে, তিনি ও আরও ৩জন ভারতীয় সম্প্রতি সাইকেলযোগে পারস্য, তুর্কিস্থান, অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মেণী হইয়া লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। তথায় ওয়েষ্টএণ্ড দিয়া তিনি যখন সাইকেল চালাইয়া যাইতেছিলেন, তখন আসামীর ট্যাক্সির সহিত তাঁহার সাইকেলের টক্কর লাগে এবং অচৈতন্য অবস্থায় তিনি কতকদূর গিয়া পড়িয়া যান; কিন্তু আসামী তাহার ট্যাক্সি না থামাইয়া চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু একজন পথিক গাড়ীর নম্বর লয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নোত্তরে বিমল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, তাঁহাদের একজন পীড়িত হইয়াছেন। দ্বিতীয় সঙ্গী তাহার সাথে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন এবং তৃতীয় জন আর চলিতে ইচ্ছুক নহেন। এই তাঁহার প্রথম দুর্ঘটনায় বিব্রত হইলেন। মামলার শুনানী স্থগিত আছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মামলা ৫২ হাজার টাকা ডিক্রী

বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লিকুইডেটরগণ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চলতি হিসাব বাবদ উক্ত ব্যাঙ্কের প্রাপ্য ৫২ হাজার টাকার দাবী করিয়া হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ড উইলিয়ামের এজলাসে এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। সোমবার উহার বিচার হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ-প্রতিবাদিগণ ব্যানার্জ্জি, মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী নামে এক কারবার খুলিয়া বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে চলতি হিসাব খুলিয়াছিলেন। প্রতিবাদীদের কারবার বন্ধ হইবার সময় দেখা যায় যে, তাঁহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাঁহাদের আমানত অপেক্ষা ৫২ হাজার টাকা অধিক লইয়াছেন।

বিচারপতি মামলার ব্যয় সহ দাবীর সমস্ত টাকা ডিক্রী দিয়াছেন। মিঃ ই, এস, আর স্মিতা ওর ডিমনাম এণ্ড কোম্পানীর পরামর্শে ব্যাঙ্কের পক্ষ এবং মেসার্স এস, এম, বসু ও এস, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর পরামর্শে প্রতিবাদী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

ছাত্রী না ধর্ম্ম-পত্নী

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পি, এন, মুখার্জ্জীর এজলাসে এক বিবাহ-বিভ্রাট সংক্রান্ত মামলার বিচার হইতেছে। প্রকাশ, অযোধ্যাপ্রসাদ আঢ্য তাহার পাড়ার সুভাষিনী নাম্নী এক ছাত্রীর সহিত ভাব করিয়া তাহাকে লইয়া কালীঘাটে যায়। সেখানে সে একটা বিবাহের ভান করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। অতঃপর তাহারা উভয়ে স্বামী স্ত্রী ভাবে বহুদিন অবস্থান করে, তার পর আঢ্য সুভাষিনীকে জানায়, তাহাদিগের বিবাহ হয় নাই। সে বিবাহের একটা ভান মাত্র করিয়াছিল। গত ১০ই ডিসেম্বর এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। মামলার মুলতুবী রহিয়াছে।

মিঃ যোশি

শুনা যায়, মিঃ যোশি জামসেদপুরে আবার গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি শ্রমিকদিগকে দিয়া ধর্ম্মঘট করাইবার চেষ্টা করেন। [illegible] সফল হয় নাই। [illegible] তাঁহার কার্য্যকলাপে [illegible] রাছে। তিনি [illegible] পাইয়াছেন [illegible] করিয়াছেন, [illegible] মার্কিভালায় [illegible]।

যেরূপ ভাব [illegible] কোম্পানীর ক্ষতি হইতে পারে, মিঃ যোশি [illegible] তাঁহাদের দলের লোক [illegible] কাজে হস্তক্ষেপ না-করেন, [illegible] আদালতে অভিযোগের [illegible] নামে নিষেধাজ্ঞা জারি হইয়াছে।

জজের কার্য্যের প্রতিবাদ শ্রীহট্টের উকীল সভার কার্য্য

শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই ডিসেম্বর সভার সদস্যগণ একটি বিশেষ সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেনঃ—গত ৬ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টের জিলা ও দায়রা জজ মিষ্টার এগলীর আদালতে ডাক্তার প্রফুল্লকুমার বসু এম, বি-র বিরুদ্ধে উপস্থাপিত ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৭ ও ৩৬৮ ধারায় মামলায় কার্য্য হইতেছিল। ঐ সময়ে তিনি ২ জন বেতার চাকরকে ব্যবসায় জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চেয়ার প্রদান করেন। প্রকাশ, ঐ সময়ে তথাসবলী সম্বলিত কয়েকখানি কাগজ তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করেন। শ্রীহট্টের জিলা আদালতের উকীলগণ উক্ত কার্য্যে দুঃখপ্রকাশ করেন।

উক্ত প্রস্তাবের প্রতিলিপি বঙ্গদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আসাম-শিক সরকার, শ্রীহট্টের জিলা ও দায়রা জজ ও সংবাদপত্রের নিকট প্রেরণ করিবার অনুকূলেও ঐ সভায় একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। —দৈঃ বসুমতী

কুসংস্কারের ফল

পেন্‌সিল ভ্যানিয়ার জনৈক ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীর যোগ্য শাসক যাদু করিয়াছে বলিয়া সকলে সন্দেহ করে। একগাছি চুল ছিড়িয়া ঐ যাদু উঠাইয়া লইবার জন্য তাহাকে বলা হয়। সে তাহাতে কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষ দেশবাসীর মন হইতে যাদু-বিদ্যার কুসংস্কার দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, উক্ত সহরের প্রায় ৩০ হাজার লোক যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসস্থাপন প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানিয়া চলে। [illegible] তাহারা [illegible] করে যে, [illegible] দূর করিবার কর্ত্তৃপক্ষকে তাহারা কোনটেই সাহায্য করিবে না।

[illegible]

১

২৩শে পৌষ, সোমবার—১৩৩৫।

নিন্দুকের পত্রোত্তর

ভক্ত না ভণ্ড ?—জনৈক নির্ব্বোধ উড়িয়া লেখক 'ভণ্ড' শব্দের অর্থ জানে না। তাহার বিচার-মতে শুদ্ধভক্ত ভণ্ড এবং কপটচূড়ামণি যাহারা খিনি বাজায় এবং বাজাইতে বাজাইতে চমকিয়া উঠে, নানা ভঙ্গী করে, কৃত্রিমভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, সেই কপটগুলিই ভক্ত। আর যে সকল শুদ্ধভক্ত ঐপ্রকার কপটগণের তারকে ভণ্ডামি বলেন, সে তাহাদিগকে 'ভণ্ড' বলিতে চায়। সাক্ষাৎ কলিকাল ! চোর বলে—সাধুই চোর।

আলু চুরি—একজনের জিনিষ অপরে ফাঁকি দিয়া লইলে চুরি করা হয়। সাধুর বেশে চুরি হজম করা যায়। লোকের নিকট ভিক্ষা করিয়া লওয়াই সাধুর স্বভাব। ভিক্ষায় লজ্জা বোধ করিয়া অপরের জিনিষকে নিজের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করা ভক্তের কার্য্য নয়; উহা ভণ্ডের কার্য্য। অধিক-পরিমাণে সাধু-সেবায় প্রবৃত্ত হইতে বলিলে দাতার অত্যন্ত প্রকৃতি হয়, আর ভণ্ডের হিংসা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। তজ্জন্যই অত্যন্ত লোভবশতঃ আলু চুরি করা অপেক্ষা ভিক্ষা করিয়া লওয়াই সহজ।

চোরের মন পুঁই আদাড়ে—গৌড়ীয় মঠে স্বেচ্ছা করিয়া জনৈক ভক্ত সোয়া লক্ষ টাকা দান করিলেন, তাহাতে ভণ্ডের ঈর্ষা হইল। সে বলিল—তাহার তার পেট-পোষক বুদ্ধি লইয়া শুদ্ধভক্তগণ ব্যস্ত হন। যাহার যেমন বুদ্ধি ও সমাজ, সে তদ্রূপ নীচতার চশ্মা লইয়া ভক্ত দেখিতে গেলে নরকে যাইবেই। কোলা বেঙ, যদি গর্ব্ব করিয়া ফুলিতে থাকে, তবে সে ফুলিতে ফুলিতে ফাটিয়া যায়। মিছা ভক্তির গৌরব, প্রেমের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা জীবকে বৈকুণ্ঠ হইতে নরকে লইয়া যায়।

অশিক্ষিত উড়িয়া যদি লেখিতে ভুল করে, তাহা হইলে শিক্ষিত সম্পাদকের উহার অনুমোদন করা বা কাগজে স্থান দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কাগজের সম্পাদকের উদারতা থাকা দরকার। প্রত্যুত দিয়া লেখা উচিত নতুবা নির্ব্বোধ পত্র-লেখক যদি লোকাদি জানিয়া কিছু বুঝিতে না পারে, তবে বুদ্ধিমান সম্পাদকের উচিত পত্র-লেখকের মূর্খতা জানাইয়া দেওয়া।

সাময়িক পত্র প্রকাশে বহু ব্যয় হয়। বিজ্ঞাপনদাতৃগণ সেই বহু ব্যয়ের অধিকাংশ বহন করেন, নতুবা পাঠক-গণ অল্প মূল্যে সাময়িক পত্র খরিদ করিতে পারেন না। বিজ্ঞাপনদাতৃগণ তাঁহাদের ব্যয় অনেকটা বহন করিয়া পাঠকদিগের ও সম্প্রদায় বিশেষের সাহায্য করিয়া থাকেন। নির্ব্বোধ পত্রলেখক যদি না বুঝিয়া মনে করেন যে, বিজ্ঞাপন-দাতা মাত্রেই পত্রপরিচালন-সম্প্রদায়ের স্বত্বাধি-কারী, তাহা হইলে তাদৃশ বোকা লোককে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভার্থ প্রেরণ করা উচিত।

সাময়িক পত্রে সকল অংশ সকল শ্রেণীর পাঠকের রুচিপ্রদ হয় না। যাঁহার যে অংশ ভাল লাগে, তিনি সে অংশ পাঠ করিয়া থাকেন। জুতার বিজ্ঞাপন দেখিয়া জুতার খরিদ্দারগণ লাভবান হন। জুতার ব্যবসাদারেরা অপরের জুতাবিক্রীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজের ভাগ্যের দোষ দিতে থাকে ও বিজ্ঞাপনদাতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। যাঁহাদের জুতা খরিদ করিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা সে অংশ পাঠ করেন না। তাঁহারা ভক্তিগ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেখিয়া উহা সংগ্রহ করেন; কামুক দুশ্চরিত্রগণ রোগে ক্লেশ পায়। যদি কোন অভক্ত মদীয়া-প্রকাশের ভক্তের নিকট বিজ্ঞাপনের অংশ দেখে, তাহা হইলে সে নিজের কুৎসিত রোগ ভাল করিবার জন্য ঔষধ আনয়ন করে। কুৎসিত রোগী পরবিদ্যাপীঠের বিজ্ঞাপন পাঠে কোন ফল লাভ করে না। কামুক দুশ্চরিত্র ঔষধের বিজ্ঞাপন পড়িয়া বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহের গ্রাহকের নিকট লজ্জিত হয় বলিয়া ঐপ্রকার বিজ্ঞাপনে ভীত হয় ও হাত কামড়ায়।

কুৎসিত-রোগের কতিপয় চিকিৎসক তাহাদের কুৎসিত-রোগের ঔষধগুলি বিক্রীত না হওয়ায় অপরের ঔষধ বিক্রয়ের আধিক্য দেখিয়া হিংসাযুক্ত হয়। আর শঠতা করিয়া বলে যে, ধর্ম্মের কাগজে রোগের বিজ্ঞাপন ও তাহার ঔষধের বিজ্ঞাপন না থাকাই সঙ্গত। ঐ বিজ্ঞাপন-গুলি না থাকিলে যদি ধর্ম্মের-কাগজগুলি ব্যয়ভার-পীড়িত হইয়া শীঘ্র উঠিয়া যায়, তাহা হইলে রোগ-সমূহের প্রকৃত ঔষধ বিজ্ঞাপিত না হইলে, রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের ব্যবসাও তালরূপে বৃদ্ধি পাইবে ভুলিয়া মনে করে।

পাঠকগণ বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট হওয়ায়, সকলশ্রেণীর বিজ্ঞাপন ও নানাপ্রকার খবর দিবার ব্যবস্থা থাকায়—কামুক চরিত্রহীনগণ ও ব্যবসাদারগণ কাগজের প্রচার হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া বসিয়া অন্তই না যুক্তি খাটায়; কিন্তু তাহাদের পরকালী বুঝিয়া লইতে ভগবদ্ ভক্তগণের অধিক বিলম্ব হয় না। সঙ্কীর্ণ-চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়া পরহিংসা—পাপ—কিন্তু প্রকৃত পাপীকে পাপ হইতে উদ্ধার করাই ভক্তের দয়ালুতা। ভণ্ডের উহাতে গাত্রদাহ হয় এবং গাত্রদাহ হইলে ভক্তকেও তাহার ন্যায় ভণ্ড মনে করে।

উদর-ভরণ লাগিয়া সাধুর বেশ যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা কখনও ধর্ম্ম-জগতে অগ্রসর হইতে পারে না। যাহারা নির্ব্বোধ প্রাকৃত-সহজিয়া, তাহা-দের বিচার-প্রণালী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাহারা অনাসক্ত হইয়া বিষয় স্বীকার করিতে সমর্থ হয় না। বিষয়ের অসুবিধা হইতে অবকাশ পাইতে হইলে, বিষয়ের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। নির্ব্বোধের উহাতে শক্তি নাই বলিয়া নির্ব্বোধ উড়িয়া-লেখকের পত্র 'পুরীবাসী' নামক গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে প্রকাশিত করা ভাল হয় নাই।

ভণ্ডগণ কপটতা করিয়া সত্য আবরণ করে। তাহারা অসত্যকে সত্য বলিয়া লোককে প্রতারণা করে। নিজের মূর্খতাকে বাহাদুরী বলিয়া চালাইতে চায়। বুদ্ধিমান্ উৎকলবাসীর অবৈধ বিদ্বেষ ধর্ম্ম-জগতে কোন ফল-প্রসব করে না। নির্ব্বোধ লোকেরা কপটতাকেই সাধুতা মনে করায় সত্য-বস্তু ধরিতে পারে না। অসত্যপ্রিয় ও অশ্লীল-সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ ও মূর্খতা বর্ত্তমান। ভগবদ্ভক্তগণ উহা আদর করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে ভিন্নজাতীয়-জ্ঞানে বিদ্বেষ পরিপোষণ করা লেখকের কর্ত্তব্য নহে।

উৎকলদেশে মুসলমানের সংখ্যা, বিশেষতঃ পুরীতে উৎকলীয় মুসলমান কম। মুসলমানের অনুকরণে মুসলমান পত্রপ্রেরকের হিন্দুগণের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ করা কেহই যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন না। অযোধ্যায় অনেক মুসলমানের সমাধি ও বাস থাকায়, মসজিদের অতি-সন্নিকটেই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কেহই বৌদ্ধ-জৈনগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যান না। কৃষ্ণ-জন্মস্থানের নিকটে মুসলমানগণের বাস স্থাপিত হওয়ায়, কেহই কৃষ্ণ-জন্মস্থান ছাড়িয়া বেত্রা-পল্লীর পবিত্র মৃত্তিকা-গ্রহণে উদ্গ্রীব হন না। তবে কেন, নির্ব্বোধ পত্র-লেখক গৌর-জন্মস্থানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিজের হিংসা-প্রিয় চিত্তের পরিচয় দিল ?

কেনই-বা হিন্দু-বিদ্বেষী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী নির্ব্বোধ উৎকলবাসীর পত্রখানি 'পুরীবাসী' নামক একখানা কাগজে স্থান পাইল ? ইহাদেশ যড়যন্ত্রের অবশ্যই কর্ত্তা। প্রকৃত উৎকলবাসী কেহই শ্রীমহাপ্রভুর বিদ্বেষী নহেন। তবে কেন, কোন্ বিধর্ম্মী উৎকলবাসীর পবিত্র-সজ্জায় নরক-গমনের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল ?

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহা-রৌরব-সংজ্ঞিতম্ ॥"

দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না

আমি অনেক সময় ব'লে থাকি—"হে গুরুদেব ! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ ! আমার অনেক দুর্দ্দৈব আছে, কিন্তু আমি সেগুলি ছাড়তে পারছি না, আপনারা কৃপা ক'রে দুর্দ্দৈবের কথা ব'লে দিয়ে আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন।" আমি এ কথা বহুবার বল্লেও সত্যি সত্যিই দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই কি ? যদি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিরপেক্ষ হ'য়ে আমার চিত্তবৃত্তিটী—চিন্তাস্রোতগুলি তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করি, তা'হলে বেশ বুঝতে পারব যে—ঐ কথাটা বলতে হয় তাই বলি, কিন্তু বাস্তবিক দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না। এখন প্রশ্ন হবে, যদি শুনতে না চাই তবে ওরূপ কথা বলি কেন ? তদুত্তর এই যে—লঘুতা ও কপটতা এই দু'রকমের চিত্তবৃত্তি নিয়ে ঐ কথাটা বলি। আমি এই জন্মজন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে সাধুসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-ভজনক্রিয়া ক'রে থাকি, হৃদয়-গুহিচায় অনেক প্রকারের অনর্থ আছে, তার মধ্যে কোন কোনটী বুঝতেও পারি এবং সেগুলি হেলন করতেও থাকি—আমার ইচ্ছা নয় যে ঐ অনর্থগুলি থাকে কিন্তু অভ্যাসবশতঃ এসে পড়ে—ছাড়তে পারি না, সেজন্য পরে অনুতাপও হয়, তখন বলি—"হে গুরুদেব ! হে বৈষ্ণবঠাকুর ! আপনারা কৃপা করুন—আমার দুর্দ্দৈবগুলি ব'লে দিন (আমি নিজে যে সব দোষ বুঝতে পারছি সেই সমস্ত) কি উপায়ে ঐ অনর্থ দূর হবে তা বলুন ইত্যাদি ইত্যাদি।" তবে যে ক'টি অনর্থ আমার নজরে পড়ে তা ছাড়া আরও যে অসংখ্য অনর্থ আছে, সে কথা

আমার মাথায় ঢোকে না, তাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কৃপা করে আমার অজানা দোষগুলি ব'লে দিলেও আমি তা শুন্‌তে চাই না, কারণ তখন আমি মনে করি, আমার যে সব অনর্থ আছে, সেগুলি ত আমি নিজেই বেশ বুঝ্‌তে পারছি, কিন্তু তাঁরা যে দোষের কথা বলছেন, সে বিষয়ে ত আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আছি, এইভাবে তখন আমার নিজের ক্ষুদ্র বিচারকেই বহুমানন করি—আমার দৃষ্টির অগোচরে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে অসংখ্য মলিনতা জমাট বেঁধে আছে, সে সব যে আমার দেখ্‌বার ক্ষমতা নাই—বুঝ্‌বার শক্তি নাই—ওগুলি কেবল শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সার্চ্চলাইটে বা দিব্যদর্শনেই ধরা পড়ে, তা আমার বুদ্ধিতে আসে না—ঐ দৈবীমায়া বুঝ্‌তে দেয় না, তাই তাঁরা দুর্দ্দৈবের কথা বল্লে বা সঙ্গের কি অবস্থানের পরিবর্ত্তন ক'রে দুর্দ্দৈবের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লে সে কথাটি ও ঐ ব্যবহার আমার প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ অন্তরের গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত যে ক্ষীণ আকারের ভোগপ্রবৃত্তি (যা আমি কিছুতেই জান্‌তে পারি না—যেটি ইন্ধন পেলে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হ'য়ে অট্টালিকার বটবৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার মত ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট কর্‌বে), তার ব্যাঘাত ঘটে, তখন আমি মনে করি, কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে শ্রীগুরুদেবের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, তার ফলে এই ব্যাপার ঘটেছে; তাঁর কথা শুনে শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণ আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেছেন এবং সেই জন্তে তাঁদের অপ্রীতিভাজন হয়েছি অথবা ব'লে থাকি, তিল্‌কে তাল ক'রে বলার মত সামান্ত দোষ (এই তিল পরিমাণ সামান্ত দোষটিও অন্তরে স্বীকার করি না) অতিশয় বিস্তৃত হ'য়ে পৌঁছান'র দরুণ আমি তাঁহাদের কৃপার পাত্র হারাচ্ছি সুতরাং আমার মৃত্যুই ভাল, কখনও মনে করি, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির কাজই যখন কর্‌তে পারছি না, তখন এখানে থেকে লাভ কি? এখানে বাস করে বরং অপরাধ করছি অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকলে আর কিছু হোক বা না হোক অপরাধ ত হবে না। আর আমার কপাল মন্দ, হরিভজন আমার দ্বারা হবে না। আবার সময় সময় ভক্তগণের বল্‌বার প্রণালীর সম্বন্ধে বিচার করি—বলি যে, তাঁরা আমার দোষের কথা কটাক্ষ ক'রে বা ঠারে ঠোরে বলেন, এরূপভাবে বল্‌বার দর্‌কার কি? এর চেয়ে সোজাসুজি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়াই ত ভাল।

তখন সময় সময় আমার এরূপ অবস্থা হয় যে—এত অভিমানে মত্ত হই যে, অসংযত হ'য়ে বাক্য বা প্রকারান্তরে মর্য্যাদালঙ্ঘন করে ফেলি, নিজে আশ্রমী হ'য়ে মানব ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে পারি না—তাঁহাদিকে আমা অপেক্ষা ছোট মনে করি ইত্যাদি কত প্রকারের কত অন্যায় কথা বলি—অপরাধজনক ব্যবহার করি। বিপথগামী কপটীদের আদর্শ দেখিয়ে বলি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরও ত ঐ সব দোষ আছে, তবে আমার থাকাটাই কি এত দোষের হ'ল? তখন আমার অবস্থাটী ঠিক ভূতে পাওয়া লোকের মত হয়। তাই বলি, আমি দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই না।

পূর্ব্বোক্ত চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় দিলে কি ক্ষতি হ'তে পারে এবং সে অবস্থায় আমার নিজ মঙ্গলের জন্তে কি রকম বিচার অবলম্বন করা দরকার, সে বিষয়ের আলোচনা এখন করা যাক্। আমি মনে করি, আমার দোষগুলি যখন নিজে নিজে বুঝ্‌তে পারি, তখন অন্তে যা বলে দেন, সে সব মিথ্যা বা অতি সামান্য—এরূপ ধারণাটা হওয়া উচিত নয়, এতে দাম্ভিকতা বেড়ে যায়। নিজের হৃদয়শুচিতা মার্জ্জন কর্‌বার চেষ্টাটি ক্রমে ক্রমে লোপ পায়—অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকি। সে সময় আমার বিচার করা উচিত যে, আমি বদ্ধজীব, সুতরাং আমার ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা এই চারটী দোষ থাক্‌বেই থাক্‌বে, কাজেই নিজের দোষগুণের নিরপেক্ষ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। তাই দুষ্ট মন দুর্দ্দৈবের কথা কেহ দয়া ক'রে ব'লে দিলেও স্বীকার কর্‌তে চায় না—ঐ বিপদের বন্ধুকেই আমি তখন শত্রু ভাবি, কিন্তু আমি যে হরিভজন কর্‌ব ব'লে এসেছি। তবে আর ঐ পাষণ্ড মনের কথা শুনব কেন? না, না, আর না! আর না! কেহ দোষ দেখিয়ে দিলে তা মিথ্যা ভাব্‌ব না, সামান্য দোষ বল্‌ব না! অন্তর্য্যামী ও ত্রিকালদর্শী শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ যখন আমার সঙ্গের কি অবস্থানের পরিবর্ত্তন করেন, তখন বুঝ্‌তে হবে যে তাঁরা ভাবী বিপদ হ'তে আমাকে রক্ষা কর্‌লেন—এরূপ না কর্‌লে আমার অনিবার্য্য পতন হ'ত, হরিভজন থেকে ছুটী নিতে হ'ত। আর এক কথা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তির মিথ্যা অভিযোগ শুনেন না, কারণ তাঁরা যে অন্তরের কথা বুঝ্‌তে পারেন! যা হয়েছে, হচ্ছে ও যা হবে—সবই জান্‌তে পারেন। তাঁরা ত' বদ্ধজীব নন; তাঁদের দিব্যদৃষ্টি যে সবস্থানেই যেতে পারে। তাঁদের বিচার যে নির্ভুল। তাঁদের চোখে ধূলি দিয়ে কেউ নির্দ্দোষকে দোষী সাব্যস্ত কর্‌তে পারে না—সামান্ত দোষকে অত্যধিক বিস্তৃত ক'রে তাঁদের কর্ণগোচর কর্‌তে পারে না। আবার তাঁদের অপ্রীতিভাজনও কেহ নাই—বা কৃপার পাত্রও কেহ নাই। জীবমাত্রেই তাঁদের প্রিয়, তাই আজ তাঁরা জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে ক্রন্দন কর্‌ছেন, জীবের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্তে তাঁদের এই অবিশ্রান্ত চেষ্টা। তাঁদের কৃপার পাত্র কোন্ জিনিষটা? ঐ যে চিন্তাস্রোতের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাগুলি তাহাকেই তাঁরা ঘৃণা করেন।

আমার দোষের কথা কি প্রণালীতে বলা দরকার তা তাঁরাই জানেন—তাঁরাই আমা অপেক্ষা ভাল বুঝেন, কারণ আমি রোগী, তাঁরা চিকিৎসক। যতক্ষণ আমার দুর্ভাগ্য থাকে, ততক্ষণ কাণে কামড়িয়ে ব'লে দিলেও শুন্‌তে চাই না—বুঝ্‌তে ইচ্ছা করি না; আবার যদি কেহ ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ অন্বেষণের জন্ত ব্যাকুল হন—'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' ব'লে ক্রন্দন করেন, তিনি দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌বার জন্তে সব সময়েই কাণ খাড়া করে থাকেন, তখন ঠারে ঠোরেই তিনি বুঝে নেন—বল্‌বার প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্তে ব্যস্ত হন না, কটাক্ষকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাঁকে বিপদ হ'তে উদ্ধারের বন্ধু ব'লেই জানেন। আবার দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে মর্‌বার জন্তে ব্যস্ত হই—মরেই যে আছি। যখন এই সুদুর্লভ মানবদেহরূপ সুগঠিত নৌকা, ভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বাতাস ও শ্রীগুরুদেবরূপ কর্ণধার পেয়েও ভবসাগর পার হচ্ছি না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করছি, তখন ত আত্মঘাতীই হয়েছি—মর্‌তে কি আর বাকী আছে? এখন বরং মর্‌বার চেষ্টা না ক'রে—মনোধর্ম্মের কথা ছেড়ে দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করা, স্বরূপে অবস্থিত হওয়া দরকার।

শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ কর্‌তে পার্‌ছিনা, বরং অপরাধ কর্‌ছি, অতএব আমার বাড়ী যাওয়াই ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাক্‌লে অপরাধ হবে না, একথাটি ঘোর বিকারের প্রলাপ বাক্য। হৃদয় যতই দুর্ব্বল হোক্—রোগ যতই প্রবল হোক্ না কেন, অসৎসঙ্গ ছেড়ে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে গুরুসেবা ছাড়া উদ্ধারের কোন উপায় নাই "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার", "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥", "সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"—এই সব শ্রৌতবাণী ভুলে গেলেই ঐ রকমের উল্টো বিচার হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" সুতরাং আমার কপাল মন্দ ব'লে অবশ্যই হায়, হুতাশ, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য এই ছ'টী দোষকে টেনে এনে হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। যখন সদ্গুরুর আশ্রয় পেয়েছি, সাধুসঙ্গ পেয়েছি, তখন আমি ভাগ্যবান (আমার কপাল ভাল) তার কোন সন্দেহ নাই। এখন উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছ'টী গুণের আশ্রয় নিতে হবে, তা'হলেই কপাল খুলে যাবে।

যে সব কপট প্রতিষ্ঠালোলুপ বৈষ্ণব-অপরাধি ব্যক্তি অবাস্তর উদ্দেশ্যে দিন কতক সাধুসঙ্গের অভিনয় ক'রে নরকের পথে চলে গেছে, তাদের আচরণটি আমার আদর্শ নয়। যাঁরা সত্যি সত্যি সব সময়েই কায়, মন ও বাক্যে নিষ্কপটে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কর্‌ছেন, তাঁদের জলন্ত আদর্শটাই আমাকে দেখ্‌তে হবে, তবে আমার উন্নতি হবে।

অহো! আমার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত! হায়! হায়! আমি যে অত্যন্ত পাষণ্ড হয়ে পড়েছি! নাস্তিক হয়েছি! তাই আমার এরকমের দুর্বুদ্ধি হয়েছে! শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে আজ মর্ত্ত্যবুদ্ধি কর্‌ছি! 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥' একথাটা কত বার শুনেছি! কত শতবার বলেছি! কিন্তু কই! শুন্‌বার মত ত' একবারও শুনি নাই! বল্‌বার মত ত একবারও বলি নাই! যদি সত্য সত্যই শোনা হ'ত, বলা হ'ত, তবে ঐ শ্লোকটী অন্তরে গাঁথা থাকত—আচরণের দ্বারা ফুটে উঠ্‌ত। হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণব-ঠাকুর! আপনারা অদোষদর্শী, নিজগুণে এ অধমের অনন্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন! অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন! তা' না হ'লে আমার কি দুর্গতি হবে! আমি যে দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না!

অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম হয় না কেন?

যাহার যে ইন্দ্রিয় বা যোগ্যতা নাই, তাহার পক্ষে সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় লাভের চেষ্টা বৃথা। অন্ধের সম্মুখে উজ্জ্বল প্রদীপ ধরিলেও—বধিরের নিকট দিব্য সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলেও—যেরূপ বুদ্ধি বিশিষ্ট মূর্খের, নিকট সাধুত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইলেও তাহাদের

...গাভাঙ্গ ... ... ভক্তিবিবর
...ণ ... ... বাহারা
...দীন, মূর্খ, ... ভক্তগণের
...বা পারিতেছি, তাহারা কি কবিরাই
... বিবর্জিত-প্রবীণ বর্ণন, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-
...পী শ্রবণ এবং পাঠের অনাপুর্বিক সিদ্ধান্ত
...পলব্ধি করিতে পারিবে ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল
...গদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর রচিত
...সিদ্ধান্তপূর্ণ ... 'প্রেমবিবর্ত্ত'
...মক গ্রন্থখানিতে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্র-
...য় অনেকগুলি ব্যভিচারের কথা অতি
...ল তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীল
...গদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহা-
...ভুর আচার-প্রচার-লীলা সম্বন্ধে দর্শন
...প্রভুর মুখে ... শ্রবণ
...ণ করিয়া যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ
...না করিয়াছেন, তাহাতে গৌরানুগত্যে
...ভজন, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, শ্রীনাম
...নামাপরাধ, ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্যের
...র্থক্য ... শিক্ষা ও সদ্গুরুপদাশ্রয়-
...র্তব্যতা, প্রাকৃত সহজিয়া-মত-খণ্ডন,
...টবৈরাগীর নিন্দা, শ্রীএকাদশীব্রত
...লনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি অতি
...ম্রাহিণী ভাষায় লিখিত আছে।
... গ্রন্থ পাঠ করিয়া সজ্জন মাত্রেই উপলব্ধি
... বোধহয় ব্যক্তিগণের ভণ্ডামি
...য়া ফেলেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণের
... গোপনীয় ব্যভিচার, লাম্পট্য
...কপটতা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে
...লিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি
...জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর
...সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণীকে 'অদ্ভুত-সিদ্ধান্ত'
...ং উক্ত গ্রন্থখানির অপ্রামাণিকত্ব
...র্শন করিতে দুঃসাহসী হন। যে
...ল কারণে প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের
...র্ম আঘাত লাগে, নিম্নে শ্রীগ্রন্থ
...তে তাহার কয়েকটী উদাহরণ
...র করিতেছি,—

"গোরা ভজা, লোক-দেখা
... একত্র মিশন ॥
... গোরা ভজ, মন লোক-
... ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই বস্তু না রহে
... এক ঠাঁই ॥"

লোকের মনোরঞ্জনকারী বা লোক-
...নকারী ... ৷" এই
... কথায় অনেক ক্ষতি হইতেছে।

(...) "অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণ-নাম
নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম
কভু নয় ॥"

নামাপরাধী, প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্র-
...য়ের নিকট শ্রীরূপ ... শ্রীনাম ...
...

...কোন কথা ... কারণ ...
হাড়ি ... বা কেবল ...
... ও ... ...
ও ... চলে না।

(৬) "গোরার আমি" "গোরার আমি"
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে ॥
লোক দেখান গোরা-ভজা
তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার
গোরা পরে চুরি ॥
যদি প্রেম রাখিতে চাহ
গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা
থাকে যেন মনে ॥"

এই সকল শুদ্ধভক্তির সনাতনী কথায় ব্যভিচারি প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ও মর্কট বৈরাগিগণের অসুবিধা হইতেছে।

"জড়দেহে চিদারোপ, সব তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা সবুই দুর্ম্মতি ॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি 'নরক' বলি মানি।"

এই সকল কথা জড়ে "জড়-চিদারোপ-কারী" প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনর্থ-যুক্তাবস্থায় অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ, রাস্তায়, ঘাটে, বারনারীমুখে, ভাড়াটিয়া-কীর্ত্তনীয়ার মুখে, ব্যভিচারি-কুতর্ক-কথকের মুখে, রাইকানুর কীর্ত্তন এবং সখীভেকী, বাউল, সহজিয়া, কালাচাঁদী, কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি জড়ে চিদারোপকারী প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের নানাবিধ অসৎমতের সমূহ ক্ষতি করিতেছে। তবে কতিপয় প্রাকৃত সহজিয়া এই গ্রন্থখানিকে অপ্রামাণিক বলিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করেন। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"অসাধু সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।" বহির্ম্মুখ মন্ত্র-বিগ্রহ-পাঠ-ব্যবসায়ী অসাধুগণের সঙ্গে অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের চিত্ত কখনও সেবোন্মুখ হইতে পারে না, সুতরাং তাহার ইন্দ্রিয়-দ্বারে কৃষ্ণনামও কীর্ত্তিত হন না, কিন্তু সাধুসঙ্গে—সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে সেবোন্মুখ হইলেই সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণনাম উদিত হন। এই সকল ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় চমকিত ও ভীত হইলেও নিখিল বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও গোস্বামিপাদগণ ভারস্বরে বলেন যে, অসাধু-সঙ্গে কখনই ভজন হইতে পারে না। অন্ধগুরুব্রুবগণের অন্ধ শিষ্যগামী, সভ্যাক, ... প্রেরঃ কথার উদ্বর্ণ, ... কথার বধির, ... মূর্খ ও ... ব্যক্তিগণ এই সকল কথার মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ইহা আমরা বেশ জানি, তথাপি সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অবগতির জন্য আমরা অত্যন্ত সাত্বতশাস্ত্রাদি ও আচার্য্যগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য হইতেও এই সমস্ত বিষয়ের বিচার এবং ... ক্রমশঃ ... করিব।

সুখ কোথায় ?

সংসারে আমরা সুখকে সুখের সম্বন্ধ ভাবিয়া তাহাকে প্রাপ্যাধিক প্রিয়তম প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া থাকি, কিন্তু সেই প্রাণাধিক পুত্রের দ্বারাও যে কোন সুখ পাওয়া যায় না, তাহা নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী আলোচনায় কিছু উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে একজন সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাঁহার এক কোটি ভার্য্যা ছিল। তিনি পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইলেও দৈবযোগে তাঁহার সকল পত্নীই বন্ধ্যা প্রায় হইয়াছিল। তিনি রূপ, ঔদার্য্য, বয়স, কুল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বসদ্গুণে ভূষিত হইলেও সন্তানাভাবে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে কালযাপন করিতেন। পুত্রাভাবে সর্ব্বসম্পৎ, এমন কি, চারুলোচনা মহিষীগণ—কিছুই তাঁহার প্রীতিজনক হয় নাই।

একদিন ভগবান্ অঙ্গিরা-ঋষি স্বেচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজা চিত্রকেতুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। চিত্রকেতু অঙ্গিরাকে প্রত্যুত্থান ও পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক সুখাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। এবং ঋষি-সমীপে নিজে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—মহারাজ, আপনার সার্ব্বভৌম কুশল ত? রাজ্য অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, ধনরাশি, দণ্ড ও মিত্র প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত থাকিয়া সুখ অনুভব করেন, ঐ সকল আপনার বশবর্ত্তী আছে ত? হে রাজন, আপনার মানসিক প্রীতি বর্ত্তমান নাই দেখিতেছি, আপনার মুখ চিন্তায় বিবর্ণ হইয়াছে, ইহার কারণ কি? চিত্রকেতু উত্তর করিলেন,—হে মহাত্মন্, তপোজ্ঞান-সমাধির দ্বারা পাপধ্বংসকারি যোগিগণের মাদৃশ শরীরিগণের আন্তরিক ও বাহ্য কোন বিষয় কি অজ্ঞাত আছে? আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে যখন এরূপ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আপনার আজ্ঞাপ্রেরিত হইয়া আমি আমার মনঃপীড়ার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে যেরূপ প্রকচন্দনাদি সুখপ্রদ বিষয়েও সুখপ্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ মাদৃশ অপুত্রক ব্যক্তিকে লোকপালগণের অভিলষিত সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সম্পদও সুখ দিতে পারিতেছে না। অতএব যাহাতে আমি পুত্রলাভ করিয়া পিতৃপিতামহের সহিত দুরন্ত নরক হইতে ত্রাণ লাভ করিতে পারি, সেইরূপ উপায় বিধান করুন।

ভগবান্ অঙ্গিরা চিত্রকেতুর অভীষ্ট জানিয়া পুত্রার্থ যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। যজ্ঞশেষে হবিঃ রাজার প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতিকে প্রদান পূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন যে, তাঁহার একটী হর্ষশোকপ্রদ পুত্র জন্মিবে। পুত্র বহুগুণান্বিত হইয়া হর্ষপ্রদ এবং ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত হইয়া শোকপ্রদ হইবে ভাবিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইলেন। রাজ্ঞী যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া গর্ভধারণ করিলেন, তাহা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল এবং কালক্রমে একটী পুত্র উৎপাদিত হইল। রাজা চিত্রকেতু এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রের জাতকর্মাদি সম্পাদন করিলেন। প্রজাগণও এই সংবাদে পরমানন্দিত হইল। মেঘ যেরূপ অকাতরে বারিবর্ষণ করে, রাজাও সেইরূপ ব্রাহ্মণদের যশঃ, ধন, ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য বিপ্রগণকে, স্বর্ণ, রজত, বসন, ভূষণ, ধেনু প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন।

দরিদ্র ব্যক্তির যেরূপ অতিকষ্টে ধনে নিত্য নিত্য স্নেহ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পিতা চিত্রকেতুরও তনয়ের প্রতি স্নেহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, মাতা কৃতদ্যুতিও প্রাণ ঢালিয়া পুত্রের লালন-পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সপত্নীগণের হৃদয়ে তাঁহার পুত্রদর্শনে তাপের উদ্ভব হইতে লাগিল। পুত্র-প্রসব-হেতু কৃতদ্যুতির প্রতি রাজার প্রীতি জন্মিয়াছিল, অন্য পত্নীগণের প্রতি সেরূপ প্রীতি না হওয়ায় তাহারা অনপত্যতা-প্রযুক্ত এবং রাজার অনাদর-হেতু অনুতাপ করিয়া বলিয়াছিল,—যে স্ত্রী সন্তানহীনা, অথচ পতি যাহাকে গৃহিণী বলিয়া সম্মান প্রদান করেন না, অধিকন্তু পুত্রবতী সপত্নীর নিকট লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহাকে ধিক্! নিরন্তর দাসীর পরিচর্য্যা করিয়া, পত্নীগণ পতির নিকট সম্মান প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমরা দাসীর দাসী, অতএব আমাদের জীবনে ধিক্—এই বলিয়া ছায়ায় কৃতদ্যুতির সন্তানের প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের মতি নষ্ট হইয়াছিল। তাহারা নৃপতির অনাদর সহ্য করিতে না পারিয়া কুমারকে বিষ প্রদান করিল। কৃতদ্যুতি প্রথমতঃ তাহাদের এই দুরন্ত কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে পুত্র নিদ্রিত, কিন্তু দীর্ঘকাল পরেও পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ না হওয়াতে ধাত্রীকে পুত্র আনয়নার্থ

প্রেরণ করিলেন। ধাত্রী বালকের সমীপে যাইয়া দেখিল যে, বালকের চক্ষুর তারকা উদ্গত হইয়াছে, দেহ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। ধাত্রী তদর্শনে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, রাজ্ঞী রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিপদাশঙ্কায় তৎস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রের অবস্থা শোকাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর পুরবাসিনী স্ত্রীগণ এবং কৃতদ্যুতির সপত্নীগণও আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলেরই রোদনধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজা চিত্রকেতু পুত্রের এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ ও বিজ্ঞগণের সান্ত্বনা-প্রদান সত্ত্বেও শোকসংবরণ করিতে সমর্থ না হইয়া বালকের পাদমূলে পতিত হইলেন। অনন্তর মূর্চ্ছাপগমে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উপবেশন করিলেন, কিন্তু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। রাজ্ঞী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে বিধাতঃ, তুমি সৃষ্টিবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, কেননা, তুমি পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রের মরণরূপ সৃষ্টিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখাইতেছ। যদি এইরূপ বিপরীত আচরণই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তুমি প্রাণিগণের প্রতি দয়ালু নও, কিন্তু পরম শত্রু। যদি বল, জন্মমরণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, স্বকর্ম্মফলেই জন্ম-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর স্বীকারের কি প্রয়োজন? জড়ের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব না থাকায় কর্ম্মের নিয়ন্তৃরূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। নিজ সৃষ্টির বৃদ্ধি হেতু তুমি স্নেহপাশ নির্ম্মাণ করিয়াছ, স্নেহে এতাদৃশ দুঃখ দর্শন করিয়া কেহই আর পুত্রাদির প্রতি স্নেহপ্রকাশ না করিলে স্নেহাভাবে সন্তানগণ জীবিত থাকিবে না; তাহা হইলে ক্রমে সৃষ্টিলোপ হইবে। অতএব তুমি মহামূর্খ।"

এইখানে একটী আলোচনার বিষয় এই যে, আমরা সুখের আশায় এই জগতে আসিয়া কেবল তদনুসন্ধানেই নিযুক্ত থাকি; যখন আমরা কিছু সুখের অনুভব করিতে পারি, তখন যে বিধাতা কর্ত্তৃক আমাদের সুখলাভ হইল, এ ধারণা পর্য্যন্ত আমাদের মনে আসে না, কিন্তু যখনই আমাদের বিপদ অথবা দুঃখের হেতু উপস্থিত হয়, তখনই আমাদের সুখের বিঘ্নহেতু বিধাতাকে নিন্দা করি, তাঁহার অবিবেচনাহেতুই আমাদের দুঃখ ঘটিল ইত্যাদি বলিয়া থাকি—এই শ্রেণীর লোকগুলির পরিণাম কি তাহা বিচক্ষণ পাঠকই বিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

ট্যাক্সীচালকের কীর্ত্তি
বৃদ্ধ পথিক খুন

অযোধ্যা প্রসাদ সিং নরহত্যার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছে। ভুবনারায়ণ সুকুল নামক ৬০ বৎসর বয়স্ক একটি বৃদ্ধ হাওড়া ষ্টেশন হইতে আউটরাম ঘাটাভিমুখে যাইতেছিল, সেই সময় আসামী একেবারে অসতর্ক হইয়া দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া কলিকাতার দিকে হাওড়া পুলের মুখে বৃদ্ধকে চাপা দেয়, ফলে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। সরকারী উকীল রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়া বলেন যে, আসামী অসাবধান ও নৃশংস। এই প্রকার চালক কেবল যে পাদচারীর পক্ষে ভয়াবহ, তাহা নহে, সে সকলেরই ভয়ের কারণ। ইহা শুধু দুর্ঘটনা নহে—অতীব বীভৎস আচরণ! আসামী বৃদ্ধকে চাপা দিয়া মারিয়া ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কনষ্টেবল অন্য ট্যাক্সী করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ইটালী পুলিস হস্পিটাল রোডে তাহাকে ধরে। বৃদ্ধ ৪ মিনিটের বেশী আসামীর গাড়ীতে ঝুলিয়াছিল, তথাপি আসামীর চৈতন্য হয় নাই। মোকদ্দমার শুনানী চলিতেছে।

শিক্ষককে মারপিঠ
আসামীদের অর্থদণ্ড

ঢাকুরিয়ার কোনও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সরসীনাথ বসুকে প্রহার করিবার অভিযোগে বগলাকিঙ্কর ঘোষ এবং আরও ২ ব্যক্তি আলিপুরের ২য় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট এন, আর, বসুর এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বুধবার ঐ মামলার বিচার হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সরসীনাথ বগলার ছোট ভাইকে বিদ্যালয়ে দণ্ডায়মান রাখার অভিযোগে অভিভাবক ফরিয়াদীর কৈফিয়ত চাহে। উক্ত কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া বগলা একদিন কয়েক জন লোক লইয়া রাস্তায় ফরিয়াদীকে প্রহার করে। পক্ষান্তরে আসামী বলে, স্থানীয় ভদ্রলোকগণ ফরিয়াদীর অভদ্রব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে করপোরেশনে রিপোর্ট করিতে চাহিলে সে উহা জানিতে পারিয়া, স্থানীয় যুবকদের বিরুদ্ধে ঐ মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের ২৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

মোটর-দুর্ঘটনা
মোটর যাত্রিসহ নদীগর্ভে

গত মঙ্গলবার কাঁথি, মহকুমার গড়বাসুদেবপুরের রাণী শ্রীমতী সুবোধবালা দেবী "শ্রীদুর্গা" মোটর গাড়ীর যোগে মেদিনীপুর হইতে বাটীতে গমন করিতেছিলেন। বেলা প্রায় ৩টার সময় একখানি খেয়া নৌকাযোগে মোটর গাড়ীখানি কাসাই নদী পার করান হয়। মোটর গাড়ীখানি তীরে উঠিবার সময়ে হঠাৎ নৌকাখানি সরিয়া যাওয়ায় যাত্রিসহ মোটর গাড়ীখানি নদীগর্ভে নিপতিত হয়। রাণী মহোদয়া ও উক্ত মোটর গাড়ীর সমুদায় যাত্রীকেই উদ্ধার করা হইয়াছে, একটী রৌপ্যপাত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সকল দ্রব্যই পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় মোটর গাড়ীখানি তীরে উঠান হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রীডার নিয়োগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রোডস অধ্যাপক আর্থার পারসিভাল নিউটনকে রীডার নিযুক্ত করিলেন। ইনি "ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মূলসূত্র" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন এবং মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর লডিয়ান অধ্যাপক ডাঃ ডি, এস, মার্গোলিউথ মাসিক ৫০০০ টাকা বেতনে রীডার নিযুক্ত হইলেন। ইনি "আরবের ইতিহাস" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন।

টাকার বদলে দাড়ি

দমদম এবং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের মোড়ে এক জন কাবুলী মহাজন, আবদুল রহমান নামক এক ব্যক্তির দাড়ি উৎপাটন এবং তাহার মুখমণ্ডলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবার অপরাধে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর আদালতে সোপর্দ্দ হয়।

প্রকাশ যে, ফরিয়াদী নাকি হ্যাণ্ডনোট দিয়া আসামীর নিকট হইতে ১ শত টাকা কর্জ্জ করে। হ্যাণ্ডনোট ফেরৎ দেওয়া সম্বন্ধে ঘটনার দিন আসামী ও ফরিয়াদীর সহিত একটা বচসা হয়। কারণ, ফরিয়াদী আসামীকে ১ শত টাকার জন্য ৬ শত টাকা সুদ দিয়াছে এবং আরও নাকি ২৫৲ টাকা দিতে হইবে।

কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার পর মামলা মুলতুবী রাখা হয়।

—দৈঃ বসুমতী

জলপাইগুড়িতে ডাকাতি
পঁচিশ হাজারী [illegible]

জলপাইগুড়ির [illegible] সদরজিলাদী শ্রীযুক্ত [illegible] বাটিতে গত বুধবারে একটি ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দস্যুগণ [illegible]বাবুকে আটক করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে।

আফগানরাজ ও বিদ্রোহকারী

প্রকাশ, আফগানিস্থানে যে সিনোয়ারী হাঙ্গামা হইয়াছে, কতকগুলি সংবাদওয়ালা তাহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া একটা "বিরাট বিদ্রোহে" পরিণত করিয়াছে। তাহারা এমন কথাও বলিয়াছে যে, আফগানরাজ আমানুল্লা যে সংস্কার-আন্দোলন করিতেছেন, তাহারাই ফলে লোক ক্ষেপিয়া এই বিদ্রোহ ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষস্থিত আফগানদূত বলিয়াছেন, এসব কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সিনোয়ারী হাঙ্গামা সামান্য ব্যাপার, আফগানরাজ তাহা সহজেই দমন করিবেন। আর সংস্কার আন্দোলনের ফলেও এই "বিদ্রোহ" হয় নাই। যাঁহারা নিজেদের মনের মত একটা "আফগান বিদ্রোহ" গড়িয়া তুলিয়াছেন, এই উক্তিতে তাঁহারা হতাশ হইবেন, সন্দেহ নাই।

বৃন্দাবন-কংগ্রেস-কমিটী

বৃন্দাবন-কংগ্রেস-কমিটির এক সাধারণ অধিবেশনে এ বৎসরের জন্য কার্য্যকরী সমিতি গঠন ও কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাপতি—বাবু নারায়ণ দাস। সহঃ সভাপতি—১। ব্রজগোপাল যুগলকিশোর ২। শ্রীরাম গুপ্ত। সেক্রেটারী বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র। সহঃ সেক্রেটারী —১। যোগেশচন্দ্র পাল, ২। পণ্ডিত পুরুষোত্তম পাল।

টাকার লোভ দেখাইয়া
প্রাণসংহার

সবজীমণ্ডী থানার অধীনে এক মাসের মধ্যে ৩টী রহস্যজনক মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। দরিদ্র মজুরদিগকে কাজ ও মহিলার লোভ দেখাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। লুণ্ঠনই নরঘাতকদের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। পুলিশ সতর্কভাবে অনুসন্ধান করিতেছে।

ট্রেণ-দুর্ঘটনা

গত সোমবার বৈকাল বেলা বাণেরহাট হইতে যে ডাকগাড়ীখানা রওনা হয়, উহাতে রাধাগোপাল দে নামক একটি কালা লোক, বাণেরহাট ও [illegible] কলেজ ষ্টেশনের মধ্যবর্তী [illegible] কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

[illegible]

৩রা পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৫ ।

আমাদের দুর্ভাগ্য

আমাদের এমনই পরাক্‌প্রবণ প্রবৃত্তি যে, যে বিষয়টীতে আমাদের সামান্য একটুও মঙ্গল নিহিত,তাহার ত্রিসীমানার ধার দিয়াও আমরা যাইতে চাহিব না ;,কিন্তু যাহাতে মঙ্গলের লেশমাত্রও নাই, যাহাতে দুই এক দিনের জন্ত নহে—অনন্তকালের জন্ত অমঙ্গল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, যাহার সহবাস সঙ্গ, এমন কি চিন্তাও মানুষকে মহারৌরব-পথের পথিক করিয়া দেয়, আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই সংসর্গ-লোলুপ ! অথচ আমরা আপনাদিগকে বড়ই বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, পণ্ডিত, আভিজাত্য-সম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করি ! ধিক্ আমাদের বুদ্ধিমত্তায়, ধিক্ আমাদের বিজ্ঞাবত্তায়, ধিক্ আমাদের পাণ্ডিত্যে, আর ধিক্ আমাদের আভিজাত্যে !

ভগবদ্ভক্তগণ আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমাদিগকে প্রত্যক্‌প্রবণ করিবার জন্ত—আমাদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্ত কত যত্নই না করিতেছেন,—বেদ-বেদান্ত, ইতিহাস, পুরাণাদি অনন্তপার শাস্ত্র-সমূহের সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন-পূর্ব্বক গ্রন্থ-প্রণয়ন, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, এমন কি দৈনিক-পত্রাদি সম্পাদন, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণৈক-শরণ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্ত প্রচারক-প্রেরণ, যাত্রা-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপন, শ্রীবিগ্রহ, মঠ-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠান, মহাপ্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগের পরাক্‌প্রবণতা, বা কৃষ্ণবহির্মুখতা দূর করিবার জন্ত কত চেষ্টাই না করিতেছেন, কিন্তু হতভাগা আমরা, যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্তই বড় ব্যস্ত ! ভক্তগণ আমাদের নরক-প্রাপণী দুর্দ্দশা দেখিয়া বড়ই না ব্যাকুল হইতেছেন, আমরা তত্তই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া বাহাদুর হইতেছি ! প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাঁহারা আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ—সুখের আলয় [illegible] দিয়া সকল শ্রীগুরু-পাদ-পদ্মে সমর্পণ-পূর্ব্বক একমাত্র গুরু-কৃষ্ণ-সেবন-তৎপরতায় শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট—জীবোদ্ধারণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে, আমাদের মঙ্গলবিধাতা আত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে না ! কেন না, তাঁহারা যে আমাদের ঐহিকের মঙ্গল বিধানের জন্য আমাদের সকল [illegible] আমাদের ভোগবাসনা নিরোধ করিবার জন্ত বজ্র করেন—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ছাড়িয়া যে তার-কুঞ্জের পাদপদ্মে নিবেদন করিতে বলেন, আমাদের ধারণায় দুঃখ ও সুখ তাঁহাদের বিচারে যে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ হইয়া পড়ে, তাই আমাদের সুখ-দুঃখে যে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে চাহেন না, আমাদের মনোধর্ম্মোত্থ সমস্ত বিচারেই যে তাঁহারা অবাধে দোষচতুষ্টয়ের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহাতে আমাদের জাগতিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তি-বিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হয় ! তাই বলিতেছিলাম, আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে ! শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রিয়জনের কৃপা আমরা কেমন করিয়া পাইব ! আমরা যে নিজেদের দোষে নিজেরাই মরিবার সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছি !

"অন্যের বতন করি ধন তেয়াগিনু ।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস ।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥"

ভগবান্ ও আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্ত সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত, কিন্তু আমরা যে তাঁহার কৃপা লইব না বলিয়া জেদ করিয়া বসিয়া আছি ! !

গীতার বাণী ও বর্ত্তমান যুগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে চালনা করিতে হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিচালনা ব্যতীত প্রাত্যহিক শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না । শরীর রক্ষা করিবার জন্ত আহারের নিতান্ত প্রয়োজন, তখন হাত পা প্রভৃতি দিয়া আমাদের কাজ করিবার প্রবৃত্তি হয় । এইরূপভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে আমি মনে করি, শুধু আমার নিজের জন্ত কার্য্য করা অপেক্ষা পরিবারের, বন্ধুদের দেশবাসীর সুখ সুবিধার জন্য কার্য্য করিতে পারিলে তাহাতে আমার বিশেষ স্বার্থ আছে । এই যে সমাজ ও দেশের উপকারের জন্য কেন আমরা ধাবিত হই ? আমি সমাজ ও দেশে বাস করি, দেশ ও সমাজের গণ্ডীর ভিতরে আমি, সুতরাং দেশ ও সমাজের উন্নতি করিতে পারিলে আমার মঙ্গল হইবে । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তখন আমাকে টানিয়া নিয়া দেশ ও সমাজের হিত-কার্য্যে নিযুক্ত করে । তখন মনে হয়, শুধু আমার নিজের বা [illegible] [illegible] সকল বিষয়ে না করিয়া এই জগতের সম্পর্কিত ব্যক্তিরা তাঁহাদেরও সুখ-সুবিধায় বন্দোবস্ত করিতে হইবে । সেটা আমার সমাজ-হিতৈষিতা—সেটা আমার পরোপকারিতা—সেটা আমার মহাগৌরব ও প্রতিষ্ঠার বিষয় যে কার্য্যের দ্বারা আমি সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত ও সম্মানিত হই, কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাই, সে কার্য্যেও আমার দৈহিক-সম্বন্ধের সম্বন্ধ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । আমার ঐ যাত্ত দেহের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহাদের দৈহিক উপকার করিতে আমার প্রাণপণে যত্ন করায় প্রবৃত্তি এবং তাহাদেরও আমার প্রতি এত আসক্তি—এত সম্মান—এত প্রতিষ্ঠা—এত প্রাণাধিক স্নেহ-প্রদর্শন ।

যখন আমি কর্ম্ম-প্রবৃত্তি নিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ি, তখন গীতার বাণী—ভগবদ্‌বাণী এসে বলেন, শ্রবণ কর, কর্ম্ম করিতে হইবে ; কিন্তু কর্ম্মটার ফলভোগী যদি তুমি নিজে হও, তাহা হইলে তোমার কূপ-মণ্ডূকতা কাটিবে না—তুমি প্রসারিত, উদার ও মুহোচ্চ হইতে পারিবে না ; তাই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের জন্য কার্য্য কর । পর বলিতে যদি আমরা ক্ষুদ্র অনিত্য দেহ-সম্পর্কিত ব্যক্তিকে পর ধরে নেই, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বন্ধু, প্রতিবেশী, গ্রামবাসি ব্যক্তিগণকে পর মনে করিয়া তাহাদের দৈহিক উপকার করিতে মনোনিবেশ করি, তাহা হইলে আমরা ভববন্ধন হইতে কখনও ছুটি লাভ করিতে পারিব না, কারণ ইহারা পর হইলেও আমার ন্যায় দেহাত্মবাদী—আমার ন্যায় অনর্থযুক্ত হইয়া সংসারে নানাযোনি ভ্রমণ করিতেছে,—আমার ন্যায় অহর্নিশ ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতেছে, সুতরাং এরূপ ক্ষুদ্রের সেবা করিতে গেলে আমি কখনও শ্রেষ্ঠ হইতে পারিব না । শ্রেষ্ঠ, উদার ও মহৎ হইতে হইলে সর্ব্বারাধ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের সেবা করা একান্ত প্রয়োজন ।

বর্ত্তমানে একটা কথা প্রচলিত হইয়াছে,—জীব-সেবা করিতে হইবে । এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, এটা উৎকৃষ্ট, সমাজের মঙ্গলদায়ক, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়,—এইরূপে একবাক্যে সকলেই এবিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই । আমরা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান, বিচারক প্রভৃতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কারণ আমরা মানব । বাস্তবিক যদি আমরা বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ বিচারক হই, তাহা হইলে 'জীব-সেবা' বলিয়া একটি কথা হইতে পারে কিনা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের পক্ষে বিচার্য্য । 'সেবা' কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেব্য অর্থাৎ যাঁহার সেবা করিব এবং সেবক অর্থাৎ যে সেবা করিবে—এই দুইটি শব্দেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । এস্থলে 'সেবা' শব্দটি কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে । আমরা পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বা শ্রেষ্ঠের সেবা করিয়া থাকি । 'সেবা' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করা । "আমরা জীব সেবা করিব"—এই বাক্যটী উচ্চারণ করিলে ইহাই বুঝায় যে, আমরা জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বিধান করিব । আচ্ছা, মনে করুন, আমি একজন লম্পট এবং মদ্যপায়ী জীব, আপনি আমার সেবা করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সুবিধা করিয়া দেওয়াই আপনার অভিলাষ । সুতরাং আপনার সেবা-ফলে আমি একজন সুন্দরী পরস্ত্রী ও প্রচুর মদ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি-লাভ করিলাম । আমার এই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপকরণ স্ত্রী ও মদ্য যোগাইয়া দেওয়ায় আপনি যে পরোপকারী মহৎ উদার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সমাজের প্রীতিভাজন হইলেন, তাহাতে কি প্রকৃত পক্ষে আপনার সেবা করা হইল ? আর আমারও কি তাহাতে প্রকৃত উপকার বা মঙ্গল লাভ হইল ? পরস্ত্রী ও মদ্যভোগে দিন দিন আমার আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ইহকাল ও পরকালে আমাকে নানারূপ ভীষণ নরক-যন্ত্রণা লাভের অধিকারী করিল এবং আপনিও ধর্ম্মরাজের আইনানুসারে পরোপকারীর ফল লাভের পরিবর্ত্তে পর হিংসক, পর-অপকারী প্রভৃতি অপরাধীর ফল ভোগ করিতে বাধ্য হইলেন । সুতরাং জীব-সেবার ফল হইল—ত্রিতাপযন্ত্রণা ভোগ, নানাযোনি ভ্রমণ, ভববন্ধনে দৃঢ়রূপে আবদ্ধতা ।

জগতের লোক যেরূপ দেহাত্মবাদী, দেহৈকসর্ব্বস্ববাদিত্বে মগ্ন, তাহাতে যদি কোনও ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা দেখা যায়, তাহা হইলে উহাই পরম প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে । পর-সেবা জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পর-সেবা না হইয়া যদি পর-ছলনা হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না । 'পর-সেবা','পর-উপকার' প্রভৃতি কথায় পর-শব্দে শ্রেষ্ঠ বা পরমাত্মা বিষ্ণু লক্ষিত হইলে শ্রেষ্ঠের সেবাই বুঝা যায় । জীব 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ । "যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্ । পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥" "অবিদ্যাসংবৃতেঃ জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥" অর্থাৎ জীব অবিদ্যা-দ্বারা সমাবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর । ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত সংক্লেশাকরাকর জীবের সেবা, অনর্থাবৃতাবস্থাতেই সেবা অর্থাৎ ভোগ মাত্র । প্রথমতঃ 'সেবা' বলিতে আমরা ইহাই বিবেচনা করিব যে, যে বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ 'সেব্য' বা

অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম হয় না কেন ?

(২)

নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন ; যথা—'শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা' কিন্তু আবার কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বাক্যেই দেখিতে পাওয়া যায়—"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে" অর্থাৎ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ বুঝা যায়। যদি "একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন হইতেই প্রেমা উদিত হন" বলিয়া একবার কীর্ত্তিত হইল, আবার "বহুজন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও প্রেমোদয় হয় না"—এইরূপ, দুইবার দুই রকম কথা বলার তাৎপর্য্য কি ? ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, বহু জন্ম "শুদ্ধকৃষ্ণনাম" শ্রবণ কীর্ত্তন হয় নাই, পরন্তু দেখিতে কৃষ্ণনামের মত নামাপরাধ কীর্ত্তন হইয়াছে। যদি নামই কীর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তৎফলস্বরূপ প্রেমার অবশ্যই প্রকাশ পাইত। যথা—"এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্ব পাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥" নামাপরাধ হেতুই যে প্রেম হয় না, তাহারও উল্লেখ আছে। যথা—"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর। কৃষ্ণনামবীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ ভজনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

যদি কোন নামাপরাধী কপট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য কৃত্রিমভাবে প্রেম-বিকারের চিহ্ন স্বেদ কম্প, পুলক, গদ্গদাশ্রুধার প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, দেখ আমার জিহ্বায় নিশ্চয়ই নাম উদিত হইয়াছেন, নতুবা আমাতে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে কেন ? প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তিগণের ঐরূপ ভক্তি-বিটপাদী গর্হণ এবং কাপট্য প্রতিষেধকল্পে শ্রীমদ্ভাগবত 'তদশ্মসারং' শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন এবং রসিক-কুল-চূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতে উক্ত শ্লোকের সারার্থ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ অশ্রুপুলকাদি, তথাপি ঐ অশ্রু ও পুলকই সকল ক্ষেত্রেই যে চিত্তদ্রবের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরিভাগে অন্তরে কঠিন এবং যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদ্গমার্থ [illegible] অভ্যাসপর, এই রূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীত কোথাও কোথাও অশ্রুপুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রুপুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই পাষাণ-সদৃশ কঠিন। হৃদয় বিকারের মুখ্যলক্ষণসমূহ শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ লিখিয়াছেন—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভ-জনক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধচিত্ততা, (২) অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে কর্ম্মচেষ্টার [illegible] ভগবৎসেবায় রত থাকা, (৩) বিরক্তি অর্থাৎ স্বভাবতঃ স্ত্রী পুত্র [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible], (৪) মানশূন্যতা অর্থাৎ জাতি-ব্রাহ্মণ, জাতি পণ্ডিত, জাতি জাতিগোস্বামী, জাতি [illegible] [illegible] [illegible], আমার [illegible] [illegible] সাম্প্রদায়িক বিধি ও সদাচার, [illegible] ভক্তিপ্রতিকূল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারি না—এইরূপ [illegible] [illegible] মান যদি, এই সকল অভি-মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তম হইয়াও আত্মনাকে নিষ্কপট তৃণাদপি-জ্ঞানই মান-শূন্যতা ; (৫) আশাবন্ধ অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি বিষয়ে দৃঢ় সম্ভাবনা, (৬) সমুৎকণ্ঠা অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতি-লাভের জন্য অত্যন্ত লুব্ধতা, (৭) নামগানে সদারুচি (যখন অধিক অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তখনই নামগানে রুচি দেখা যায় ; অর্থের প্রাপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও তারতম্য অথবা অর্থের দ্বারা কিছু কম মাত্রায় হইলে তাহাতে অধিক সময় ব্যয় করিবার ইচ্ছা হয় না—যাহা বর্ত্তমান নামাপরাধী [illegible] ব্যবসায়ীর মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা রাজসিক সদা রুচির উদাহরণ নহে), (৮) ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি অর্থাৎ অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির লোভে ধর্ম্মব্যবসায়ি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্ত নহে, পরন্তু ভগবদিতর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র-[illegible] প্রভৃতি আসক্তি মাত্র ; (৯) তদ্বসতিস্থলে প্রীতি অর্থাৎ সাত্ত্বিক বসবাস, রাজসিক গ্রামবাস বা স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর [illegible] [illegible], তামসিক [illegible] [illegible] বাস কিম্বা ধামাপরাধিগণের ন্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপাদিতে বাস করিয়া অর্থাদি অর্জনের সুবিধা হইবে—এইরূপ [illegible] পরিত্যাগ করিয়া হরিজনধামে [illegible] কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-জনতিষ্ঠিত সেবোন্মুখচিত্তে বাসই কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি।

যে ভাগ্যবান পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে, তাঁহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। বৎসরাবধি-যুক্ত উক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তি-গণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহবার নাম (অর্থাৎ নামাপরাধ) গ্রহণেও নাম-সাধুসঙ্গীর্ত্তনের অভাবে তাঁহাদের চিত্ত দ্রব হয় না ; সুতরাং চিত্ত-বিক্রিয়া-প্রকাশক ক্ষান্তি প্রভৃতি নববিধ লক্ষণ তাঁহাদের [illegible] দেখা যায় না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

'প্রভুত্ব' কি না ? ত্রিগুণাত্মক, সাক্ষেপ-নিক্ষেপাত্মক জীব কি প্রভুত্ব ? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গল-প্রদায়ক ? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ ? এই তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'জীব-সেবা' বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন, তিনি মায়াবশ ; মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীববিশেষের অকল্যাণ ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহু জীবের পীড়ন হয়। জীবের বস্তু-বিচারে 'জীবে দয়া' সম্ভব এবং তাঁহার মুক্ত-বিচারে বৈষ্ণব-সেবা সম্ভব। অনর্থ-যুক্ত বদ্ধাবস্থায় প্রীতি-সাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না, তাহার প্রতি দয়া করাই কর্ত্তব্য। যেমন ভাগবত বলিয়াছেন, "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। সুতরাং মুক্ত-পুরুষের প্রতি 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাঁহার সেবা করাই কর্ত্তব্য। শিব সেবা, অষ্টপাশমুক্তপুরুষের সেবা, গুরু-সেবা বৈষ্ণব-সেবা কথাটিই যুক্তিযুক্ত গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য ; মুক্তকুলের সেবা ও বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সদাচরণ। গীতাও সেই প্রকার বাণী বলিয়াছেন,—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" অর্থাৎ কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ অর্থাৎ হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদায়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবানের তুষ্টির জন্যই সমুদায় কর্ম্ম আচরণ কর।"

দুঃখ [illegible]

([illegible])

পুত্রশোকে শোকাকুলা জননী [illegible] বিলাপ করিয়া যখন নিদ্রিত পুত্রের নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, [illegible] [illegible] আমি শোকে কাতরা হইয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতেছি, অতএব তোমার এরূপ নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আর একবার গাত্রোত্থান করিয়া তোমার শোকসন্তপ্ত পিতামাতাকে সান্ত্বনা প্রদান কর—আমাদের প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হউক। আমরা তোমার দ্বারাই নরক-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইব, অতএব তুমি যমের সঙ্গে যাইও না, ফিরিয়া আইস। হে প্রিয়তম বৎস, তুমি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছ, এক্ষণ চাহিয়া দেখ, তোমার বয়স্যগণ তোমার সঙ্গে ক্রীড়ার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। গাত্রোত্থান করিয়া স্তন-পান কর, আমাদের শোক অপনোদন কর। হে পুত্র, আমি অভাগা মন্দভাগা বলিয়াই কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে ? আর কি তোমার মুখকমলে মৃদুমধুর হাসি দেখিতে পাইব না ? আর কি তোমার সেই আধ আধ বুলি শ্রবণ করিতে পাইব না ? এইরূপে রাজ্ঞীর শোকবাক্য শ্রবণে সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। এই আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত নগর যেন অচেতনপ্রায় হইয়াছিল।

রাজাকে এইরূপ শোকসন্তপ্ত জানিয়া নারদের সহিত অঙ্গিরা ঋষি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজাকে শববৎ ভূপতিত দেখিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্র, তুমি যাহার জন্য এরূপ শোক করিতেছ, সে তোমার কে ? তুমিই বা তাহার কে ? আত্মীয় প্রভৃতির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ? যদি বল, মৃত পুত্র

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] তোমার [illegible] জিজ্ঞাসা করি, যে, [illegible] পূর্বে [illegible] বিশ্রুত [illegible] অপরিমিত [illegible] কোথায় [illegible] তুমি, আমি এবং [illegible] বর্তমান [illegible] করিতেছি; আমরা পূর্বে [illegible] একবারে ছিলাম না এবং [illegible] পরেও থাকিব না। সুতরাং [illegible] নাই; যাহা দেখিতেছ, তাহা মায়া[illegible]বিহীন স্বপ্নের ন্যায় অলীক অর্থাৎ [illegible] বস্তু, একেবারে অস্তিত্ব-শূন্য না [illegible] নিত্য সত্য নহে। সুতরাং [illegible] পদার্থের ন্যায় বাস্তব অস্তিত্ব [illegible]। জগদীশ্বর নিরপেক্ষ হইয়াও [illegible] মত অনভিপ্রেততায় [illegible] স্বরূপ, রাজরূপে পালন এবং [illegible] ধ্বংস করিয়া থাকেন। সুতরাং উহাকে প্রাণিগণের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই। কিন্তু মায়াবশতঃই কেবল কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকে। বীজ হইতে যেরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় [illegible] বীজের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ পিতৃমাতৃদেহ হইতেই পুত্রাদির দেহের জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু, দেহী জীবের জন্মাদি কেহই নাই, উহারা নিত্য। তোমার উৎপাদিত দেহ ত' তোমার সম্মুখে বর্তমান, তবে তুমি [illegible] করিতেছ [illegible] জন্য? যদি বল, উহাতে প্রাণ নাই, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার শোক কাহার জন্য? আত্মার জন্য? তোমার শোকের উদয় হইতে পারে না; কারণ, তোমরা তাহাকে না দেখিলে তাহার প্রতি মমতা [illegible]; সুতরাং তাহাকে [illegible] নাই। তাহার নিমিত্ত শোকের উদয় কিরূপে হইতে পারে? যাহা [illegible] নষ্ট হবে, তাহাতে তোমার কোনই স্বত্ব নাই, তাহার জন্য তোমার শোকের কারণ কি হইতে পারে? [illegible] সকলই নশ্বর, কিন্তু আত্মা নিত্য, যেমন একটী পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমরা নূতন বস্ত্র গ্রহণ করি, সেইরূপ আত্মা [illegible] পুরাতন দেহ [illegible] গ্রহণ করিয়া থাকে। [illegible] তোমার, [illegible] আমি [illegible] তোমাকে

পাগলের কারখানা।

[illegible]

([illegible] পাগল)

আমরা ইতঃপূর্বে দুই শ্রেণীর পাগলের কথা আলোচনা করিয়াছি, অদ্য তৃতীয় শ্রেণীর পাগলের বিষয় আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। ধামে পাগলগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ধাম শব্দের অর্থ গৃহ। যিনি গৃহের জন্য পাগল, তাঁহাকে 'ধামে-পাগল', 'গৃহ পাগল' বা লোকে কথায় 'ঘর-পাগ্‌লা' বলে। গৃহের জন্য

পরম জ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তোমার পুত্রশোকে আসক্তি আছে জানিয়া প্রথমে তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছিলাম। এখন নিজেই পুত্রবান্‌গণের দুঃখ মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছ যে রাজ্য, এইরূপ স্ত্রী, ধন, গৃহ, বিবিধ ঐশ্বর্য্য, রূপ,রস,গন্ধ, শব্দাদি বিষয় সকলই অনিত্য; মহীরাজা, সৈন্য, অমাত্য, ধনাগার, ভৃত্য, স্বজন সকলেই ভয়, শোক, মোহ এবং পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। ইহারা ক্ষণে আসে, ক্ষণে চলিয়া যায়। স্বপ্ন, মায়া ও সঙ্কল্পের ন্যায় ইহারা ক্ষণস্থায়ী, কাহারও নিকট নিত্যকাল অবস্থান করে না। দেহাভিমানী জীবের ক্রিয়াদি পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ইহারা সকলেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ সন্তাপ প্রদান করে। ইহাদের মধ্যে সুখের অন্বেষণ বাতুলতা মাত্র। অতএব শান্তচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। অর্থাৎ তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? পরিণামেই বা কোথায় যাইবে? শোক মোহাদির দ্বারা তুমি অভিভবনীয় কিনা, ইত্যাদি বিচার করিয়া অনিত্য বস্তুতে নিত্যত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক নিত্যবস্তু আত্মার সহিত নিত্যবস্তু পরমাত্মার অনুসন্ধান কর। তাহা হইলেই তুমি শাশ্বত সুখের অধিকারী হইবে। ঐহিক কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তিই সুখ প্রদান করিতে পারে না, কিন্তু নিত্য, [illegible], অজর ও অমৃত-প্রদ যে বৈকুণ্ঠ ধাম, তথায় গমন করিতে পারিলেই জীবের নিত্যসুখ লাভ হয়। নিজের স্বধামে গমন করিতে পারিলেই বাস্তব সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠ ধামই জীবের স্বধাম। সেই বৈকুণ্ঠের অধিপতি চিদানন্দময় [illegible] পাদপদ্ম সেবা-তেই জীবের পরম সুখ—শাশ্বত সুখ অনুভব হয়। [illegible] আর [illegible] নাই।

সকলেই [illegible] করেন, কিন্তু যিনি কেবলই গৃহেই আসক্ত, তাঁহাকেই 'পাগল' সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। একণে দেখা যাউক, 'গৃহ' কাহাকে বলে? 'গৃহ'-শব্দের অর্থ যেখানে লোকে বাস করে। জন্মগ্রহণ-কারী প্রাণীমাত্রেরই গৃহে বাস করার আবশ্যকতা আছে। কেহ কুঁড়ে ঘরে, কেহ অট্টালিকায়, কেহ বা অরণ্যে আবার কেহ বা পর্বত-গুহায়, কোন না কোন স্থানে একটু আশ্রয় সকলেরই আবশ্যক হয়। এমন কি অসভ্য সঙ্কোচিত-চেতন প্রাণিগণ পর্য্যন্তও নিজ বাসের জন্য গুহা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে, আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই গৃহের আবশ্যকতা অনুভব করেন। কিন্তু যাহারা এই গৃহকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া কেবল তাহার উন্নতি, তাহার সংরক্ষণ, তাহার বর্দ্ধনাদি কার্য্যেই সতত ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু নিজ অমূল্য জীবনের আর কোন মূল্য আছে, এ বোধ যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই গৃহ-পাগল বা ধামে পাগল। ইঁহারা জানেন না যে, একদিন এত সাধের এই গৃহটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কেবল মাত্র দিন কয়েকের জন্য যা'র সঙ্গে সম্পর্ক, কেবল তারই জন্য নিজের উৎসাহ, উদ্যম, মন, প্রাণ, অর্থ সমস্ত ঢেলে নিয়োগ করিয়া কি লাভ? আমাদের নিত্যবাসস্থান—যথায় গেলে আর পুনরা-গমন করিতে হয় না, যে ধামের ভূমি চিন্তামণি, যেখানে শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি কোন যাতনাই নাই, সেইখানে গমনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-যাতনা-পূর্ণ কারাগৃহস্বরূপ এই মর্ত্যধামে বাসের চেষ্টা পাগলামি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অনেকে এই ধামকে পান্থশালাও বলিয়া থাকেন। পান্থশালায় যেরূপ পথিকগণ দুইচারি দিনের জন্য আসিয়া বাস করে, আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবও এখানে কিছুদিনের জন্য থাকে, আবার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া যায়। সুতরাং এও একটী পান্থশালা। পান্থ-শালায় যাইয়া বুদ্ধিমান্ পথিকগণ যেরূপ তা'র সংস্কারাদি কোন কার্য্যের চেষ্টা করেন না, সেইরূপ এই সংসার-পান্থ-শালায় বুদ্ধিমান্ পথিকও কেবল স্বামী-পশুনীরূপে এই দেবীধামে বাসগৃহের উন্নতির চেষ্টা বা তাহাতে আসক্ত না হইয়াই সেই অপ্রাকৃত ধামে গমনের চেষ্টা করেন।

আরও একশ্রেণীর গৃহ-পাগল দেখিতে পাওয়া যায়—যাহারা [illegible] যে দেহ, তাহাতে [illegible] আত্মা [illegible] সেইটী তাহার গৃহ। তিনি [illegible] নিত্য স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, [illegible]-দোষে অভিভূত হইয়াছেন এবং [illegible] প্রযুক্ত আপনার দেহকেই 'আমি' বুদ্ধি করিয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছেন। দেহ অনিত্য, ইহার জন্ম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, পরিণাম এবং বিনাশ আছে। ইহা মিথ্যা নয়, কিন্তু এই অনিত্য দেহে নিত্যত্ব-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সকলেই ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত। এই দেহের, [illegible] নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনাদি দ্বারা ইহার বেশভূষা, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা ভূষণ, ব্যাধি হইলে চিকিৎসা, আহার, বিহার প্রভৃতি বহু উপায়ের আবশ্যকতা দেখা যায়। কিন্তু এত যত্ন চেষ্টা সবই ব্যর্থ হইয়া যায়, যে দিন ইহার অধিবাসীর আর এই দেহের আবশ্যকতা থাকে না অর্থাৎ যেদিন জীবাত্মা তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্মফল-ভোগ শেষ করিয়া এই দেহ ত্যাগ করেন। সুধী ব্যক্তিগণ এই দেহের অনিত্যতা জানিয়া ইহার [illegible] কেবল [illegible] না হইয়া জীবিতকাল মধ্যে পুরুষার্থ সাধনের চেষ্টা করেন। এই নর দেহটী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি কার্য্য ব্যতীত আরও বহু কার্য্য এই নরদেহে সম্পাদন করা যায়। কিন্তু এই মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত আর কোন জন্মে কেবল ঐ ত্রিবিধ কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই সাধিত হয় না। সেই জন্যই ইহার শ্রেষ্ঠতা। [illegible] এই দেহ বহু বহু অন্য যোনি-লাভের পর (৮৪ লক্ষ ইতর যোনি-ভ্রমণের পর) [illegible] লাভ করা যায়, তজ্জন্য ইহাকে 'দুর্লভ' বলিয়া শাস্ত্রে উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্য-মর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।" অর্থাৎ এই মনুষ্য-জন্ম বহু জন্মের পরে লাভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইহা সুদুর্লভ, ইহা পুরুষার্থ-প্রদ, কিন্তু অনিত্য, কখন যে বিনষ্ট হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব ধীরব্যক্তিগণ মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত নিঃশ্রেয়সোলাভের চেষ্টা করিবেন। ইহা ছাড়া কেবল বিষয়-সেবার চেষ্টাই করা অনুচিত, কারণ অন্যান্য দেহেও বিষয়-সুখ লাভ করা যায়; কিন্তু শ্রেয়ঃ-লাভ করিতে আর কোন দেহই সমর্থ নয়। 'নিঃশ্রেয়সঃ'-শব্দের অর্থ যাহা হইতে আর শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল নাই, অর্থাৎ নিজ ধামে গমনের চেষ্টা—নিত্য ধামে গমনের চেষ্টাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

হে সুবোধ পাঠকগণ, কৃপা পূর্বক

নিম্নলিখিত গীতটী অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।—

ছার ত মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥

*　*　*　*

এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা-কাজে নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এ' দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুকুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

নানা কথা

ভূমিকম্প

গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে রাত্রি ২টা ৯মিনিটের সময় পুণায় ভূমিকম্প জ্ঞাপক যন্ত্রে ঐ স্থান হইতে ৭৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জামসেদপুরে শ্রমিক সভা

গত ১১ই ডিসেম্বর মৌলবী সাম-সুদ্দিন আমেদের সভাপতিত্বে জি টাউন ময়দানে শ্রমিকসঙ্ঘের এক সভা হয়। কয়েকজন লোক সভায় বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে মিঃ হোমীর দুই একজন অনুচর ছিলেন। এদিকে এল টাউন ময়দানে মিঃ হোমী এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভার লোক তথায় যোগদান না করিয়া অকস্মাৎ জি টাউন ময়দানে আসিয়া হাজির হয়। ফলে একটা গোল-যোগ বাধে। সুখের বিষয় পুলিসের চেষ্টায় কোনও গণ্ডগোল হয় নাই।

সভাপতি সাহেব শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, অনেক দুষ্ট লোক হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সকলেরই শ্রমিক-সঙ্ঘে যোগ দিয়া সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি করা এবং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অভাব অভিযোগ সঙ্ঘের মারফতে প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ফরিদপুরে কৃষি-প্রদর্শনী

আগামী ২৮শে জানুয়ারী ফরিদপুরে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষি-প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। সমবায় ও স্বাস্থ্য-বিভাগ, পল্লী-শিল্প-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ ও গবাদি-পশু-প্রদর্শনী, উক্ত প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হইবে। প্রদর্শনীর সভাপতি মিষ্টার টি, এইচ, এলিচ, আই, সি, এস, অথবা সম্পাদক রায় সাহেব দেবেন্দ্র নাথ মিত্রের সহিত উক্ত প্রদর্শনী সম্পর্কে পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

লণ্ডনে বৃটিশ শ্রমশিল্প মেলা

আগামী ১৯২৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত লণ্ডন ও বার্ম্মিংহাম সহরে বৃটিশ শ্রম-শিল্পের মেলা হইবে। ইতোমধ্যে তাহার আয়োজন বেশ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে।

বোর্ড অব ট্রেডের পারলিয়ামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী কাপ্তেন হ্যাকিং মহা-শয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইতোমধ্যে ১,২৯৫টি বৃটিশ-শিল্প প্রস্তুতকারীদিগের কারখানা হইতে মেলায় ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪ শত ১৬ বর্গফিট স্থান প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় বড়লাট

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় 'আরান্‌কোলা' বড়লাট ও লেডী আরউইন রেঙ্গুণ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর লেডী জ্যাক্‌সন, কলিকাতার মেয়র, কলিকাতা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারগণ ও অপরাপর বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারিগণ বড়লাটকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য আউটরাম ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট বাহাদুর লাট সাহেবের সহিত বেলভিডিয়ার ভবনে গমন করিয়াছেন। কলিকাতায় তিনি উক্ত ভবনে অবস্থান করিবেন।

ই, বি, আর, পরামর্শ-সভা নূতন শাখার উদ্বোধন

গত ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের এজেন্ট মিষ্টার এল, পার্শীর সভাপতিত্বে উক্ত রেলপথের ৪৭শ পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। খুলনা শাখার গাড়ীর গতি বৃদ্ধি করিবার প্রশ্নে তিনি বলেন, বর্ত্তমানে উহা আবশ্যক।

সভাপতি প্রকাশ করেন, আগামী ১৪ই ডিসেম্বর হইতে বারইপুর লক্ষীকান্ত-পুর শাখা খোলা হইবে।

নূতন টাইম টেবল অনুসারে শিলং মেল শান্তাহারের পরিবর্ত্তে পার্ব্বতীপুর পথে গমন করিবে। নূতন ব্যবস্থানুসারে শিলং মেল অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন বেলা ১২টা ৩৬ মিনিটের সময় শিলং পৌঁছিবে এবং অপরাহ্ন ৩ টার সময় শিলং হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন ঐ সময়ে কলিকাতায় পৌঁছিবে। ব্রডগেজ রেলপথ হইতে পার্ব্বতীপুরে মিটার-গেজ রেলপথে গমন করিতে হইবে।

নামকরণের অভিনব ব্যবস্থা

তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলের সংবাদে প্রকাশ, তুর্ক গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এখন হইতে তুরস্কের অধিবাসীদিগকে নিজেদের নামের সঙ্গে তাহাদের পারিবারিক নামেরও ব্যবহার করিতে হইবে। নচেৎ অনেক সময় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। কারণ মুসলমানদিগের ভিতর নামের সংখ্যা বেশী নহে। নামগুলি প্রায়ই কোরাণ হইতে গৃহীত এবং ঈশ্বরের কোন না কোন গুণের দ্যোতক। সেই জন্য লোকদিগের নিজের নামের সঙ্গে তাহাদের ব্যবসায়গত বা বাসস্থানগত অথবা ঐরূপ কোন নামের সংযোগ থাকা আবশ্যক।

সম্প্রতি কোন সভায় যতগুলি সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই নাম আলি ছিল। তাঁহারা যে কেন্দ্রের সদস্য, অগত্যা তাঁহাদিগকে সেই কেন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল।

কয়েদীর মৃত্যু

রাজমাহেন্দ্রীর এক সংবাদে প্রকাশ, ২জন কয়েদীকে পুলিশ-পাহারায় ট্রেণে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি পলায়নের উদ্দেশ্যে হঠাৎ চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে; ফলে সে গুরুতর ভাবে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

আকাশে বিমানপোত-সংঘর্ষ একজন নিহত

লণ্ডনের ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে, প্রকাশ, উক্ত তারিখ কেম্ব্রিজ সায়ারের উপর উড্ডীয়মান দুইখানি বিমানপোতের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে একজন চালক নিহত হইয়াছে। অপর চালকটি "প্যারাস্যুটের" সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিতে পারিয়াছিল। পোতদুইটী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

[illegible] বাঙ্গালী [illegible] ডাঃ [illegible] ফুসফুস [illegible] বিস্তৃতি সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ [illegible] ক্ষয়রোগ [illegible] মধ্যে [illegible] সংখ্যা [illegible] কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে [illegible] ৮ ভাগ যক্ষ্মারোগীর কলে। [illegible] নয়, দূরে যে সব রোগের [illegible] দেখা যায়; তাহার মধ্যে [illegible] যক্ষ্মারোগের সহিত সংশ্লিষ্ট। ডাঃ [illegible] আরও বলিয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে এই রোগের প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে এবং এখন হইতেই ইহার নিবারণের জন্য চেষ্টা না করিলে পরিণামে ইহা ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবে।

যক্ষ্মা সভ্যতা ব্যাধি নামে অভিহিত এবং আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র সহরই ইহার প্রধান স্থান। আলো ও নির্ম্মল বাতাস শূন্য স্যাঁৎসেঁতে গৃহ, সঙ্কীর্ণ বদ্ধ গলি, অনেক লোকের এক সঙ্গে ভীড় করিয়া বসবাস, কলকারখানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, বদ্ধ ঘরে সারাদিন বসিয়া কাজ করা—এই সবই সংক্রামক যক্ষ্মার কারণ। তদ্ব্যতীত দরিদ্রতা-জনিত অনাহার, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব যক্ষ্মার প্রসারণের সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং দেশবাসীকে যক্ষ্মার কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেশের কর্ম্মিগণকে এই সব কারণ দূর করা কর্ত্তব্য।

অহিফেনের আড্ডায় হানা

সোনায় বাঙ্গালী ও অপর ৫ ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কিছু অহিফেন ও কোকেন রাখিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। বড়বাজার পুলিশ সংবাদ পাইয়া মেছো-পটীর একটি বাড়ীতে হানা দেয় ও আসামীগণকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ঐ বাড়ীতে তল্লাসীর ফলে কিছু কোকেন ও অহিফেন প্রাপ্ত হয়। আসামীগণ প্রত্যেকে ১০০০৲ টাকার জামিনে খালাস আছে।

দুর্গতম রেলষ্টেসন

গত ৮ই ডিসেম্বর ওয়েষ্টমিনিষ্টারের মেয়র নিউ পিকাডেলি সার্কাসের [illegible] ষ্টেসনের উদ্বোধন করিবার সময় বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর মধ্যে ইহাই বৃহত্তম দুর্গম ষ্টেসন। প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ বৎসর [illegible] ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। বৎসরে ৫ কোটি যাত্রী এই ষ্টেসন দিয়া যাতায়াত করিতে পারিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ষ্ঠ পৌষ, বুধবার—১৩৩৫।

লোক-বিচার

মানুষের লৌকিক কথার মধ্যে সমাজ একটা বড় ব্যাপার। যে কয়দিন মানুষ ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাকে সমাজের অন্তরালে সমাজের কৃপামুখাপেক্ষী হইয়া বাস করিতে হয়। নতুবা সমাজ তাঁহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করেন।

নানাদেশে নানাকালে নানাপ্রকার সমাজ গঠিত হইয়াছে। জনসমষ্টি পার্থিব রাজ্যে সুখ-নিবাস করিবার জন্য নানাপ্রকার সামাজিক বিধির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সেই বিধিগুলি মানুষ হইয়া কেহ পালন না করিলে তাহাকে বিধিহেলনজনিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। তাদৃশ বিধির অমর্য্যাদা মানবীয় সুখ-নিবাসের হানিকারক।

পূর্ব্বকালে ভারতে জনসমষ্টি সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত ছিল। পরে পঞ্চমভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিভাগ মানবের গুণ ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়াই স্থাপিত। পুরাকালে যখন বৃত্তিগত বিভাগ ছিল না, তখন অবিভক্ত অবস্থায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই প্রকার সংজ্ঞাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। প্রাচীনেরা বলেন, তখন 'হংস' শব্দে মানুষগণ পরিচিত হইতেন।

হংস হইতেই সুর ও অসুর, দেব ও নর, আর্য্য ও অনার্য্য প্রভৃতি বিভাগ হয়। পরবর্ত্তিকালে সমাজে চারিটী বর্ণগত বিভাগ বৃত্তি-তারতম্যে উদ্ভূত হয়। সমাজের অন্তরালে চারিটী বর্ণ ও তাহাদের বিভিন্ন চারিটী অবস্থা স্বীকৃত হইত। ঐ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম শিথিল হওয়ায় ভারতীয় সমাজ আজ ন্যূনাধিক বিপন্ন।

ভারতীয় অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে নিজ নিজ নিয়োগের বা ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেন। সমাজের কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী মস্তিষ্কের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা নানাপ্রকারে জ্ঞানী হইয়া বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা ও নিজ ব্যবহারিক অনুষ্ঠানসমূহে উন্নত জীবনের পরিচয় দিতেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী স্তরেই বাহুবলবলী সমাজ স্বদেশ-বাৎসল্য, স্ববৃত্তি-বাৎসল্য, স্বজাতি-বাৎসল্য, স্বগৃহ-বাৎসল্য প্রভৃতিকে নিজবৃত্তি-জ্ঞানে সমষ্টি বস্তুর অধিকারিসূত্রে প্রাগুক্ত উন্নত সমাজের উপকার সাধন করিতেন। এই দ্বিতীয় স্তরের সমাজের পরবর্ত্তী স্তরে দ্রব্য,দ্রবিণ, ভূমি, পশুপালন প্রভৃতি খণ্ডবস্তুর অধিকারীসূত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকা নিজ সামাজিক বৃত্তি বলিয়া তৃতীয় স্তরের উদ্ভাবনা। এই উরু স্থানীয় ধনবলেই পূর্ব্বোক্ত সমাজদ্বয় উপবিষ্ট। চতুর্থ স্তরে পূর্ব্বকথিত সামাজিকগণের সহায় ও বলস্বরূপে তদধীন শূদ্রসমাজ পদদ্বয়ের কার্য্য করিত এবং সমাজ তাহাতেই দণ্ডায়মান থাকিবার বল লাভ করিয়াছিল।

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির অভাবে ও নিজ নিজ স্বার্থের বহুমানন করিয়াই বিদ্যমান সামাজিক শ্রেণীসমূহ সমাজবল-রহিত হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। ভারতে কালে কালে পূর্ব্বকথিত চারিটী বৃত্তিবিশিষ্ট সমাজ মিশ্রভাবাপন্ন পঞ্চম সামাজিক বলের সহায়তায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনে যত্ন করিয়াছেন, ভারতের ঐতিহ্য এ সকল কথার প্রমাণ দিবে। ঋষিনীতি, রাজনীতি, কোষনীতি, সেবানীতি ও মিশ্রনীতি মানুষের সমাজের নেতৃত্ব করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় পোষণ করিয়াছে। এই সকল কথা লৌকিক হইলেও উহাদের সহিত পরমার্থের উপযোগিতা আমরা ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব।

শ্রীনৈমিষারণ্যে গৌড়ীয় মঠ

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

নিমসার ১৩।১২।২৮

অদ্য প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠ এবং তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিচিত্র পতাকা, পুষ্পমাল্য ও তোরণাদির দ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর বিশ্রামের নিমিত্ত শ্রীমঠের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি তাঁবু ও সামিয়ানার বন্দোবস্ত করায় শ্রীমঠের দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদবিলাসজীর স্বর্ণ সিংহাসনও পুষ্পমাল্য ও বহুমূল্য বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা অতি উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল।" এই সময়ে একটী বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে শ্রীনৈমিষ তীর্থে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হওয়ায় শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থী বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল। অদ্য প্রাতে শ্রীমঠস্থ ভক্তবৃন্দ সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথকে লইয়া বহুলোকজন ও ব্যাণ্ড-পার্টি সমভিব্যাহারে এক বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিয়া মেলাভূমির চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণান্তে সূতগাদি, ব্যাসগাদি ও অন্যান্য পবিত্র স্থান দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া উদ্দণ্ডনৃত্যকীর্ত্তন-সহ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সেই শুদ্ধভক্তসঙ্ঘারামী সুকৃতিমান্ জনগণকে সম্বোধন করিয়া অতি প্রাঞ্জল হিন্দীভাষায় শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর সমাগত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। গত রাত্রিতে স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীমঠস্থ মন্দির-প্রাঙ্গণে 'দাতাকর্ণ' নামক একখানি ভক্তি-মূলক নাটক অভিনয় করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এবং বিনোদবিলাসজীর ইন্দ্রিয়তর্পণবিধান করেন।

ঢাকা-প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

ঢাকা ১২।১২।২৮

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিনোদ কান্ত জীউ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু ভক্ত ঠাকুর দর্শনের জন্ম আগমন করিতেছেন, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমঠে এবং সহরের নানা স্থানে পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া জন সাধারণের ভক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া দিয়াছেন। নবাবপুরের বাবু রসিক চন্দ্র বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে, লাল চাঁদ মোকিমের গলী মাষ্টার বাবুদের বাড়ীতে এবং ঢাকা মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে বহু নরনারী শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং অনেক উচ্চপদারূঢ় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এ যাবৎ ভগবৎকথার নানারূপ বিকৃত অর্থে আচ্ছন্ন ছিলেন। এই সন্ন্যাসী মহারাজ তাঁহাদের নিকট অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করাইয়া চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। ভারতী মহারাজ এই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র গৌড়ীয়ের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পত্র-বিদ্যাবিনোদ মহোদয় ঢাকায় পদার্পণ করায় অনেকে আবার সেই প্রকৃত সত্য শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের বোধগম্য ভাবে সুললিত কণ্ঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, সবডিপুটি প্রভৃতি তাহা শ্রবণে বিমল আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে ঢাকা কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু ও বঙ্কিমবাবুর আহ্বানে ঢাকা ইন্‌টারমিডেয়েট কলেজ হোষ্টেলে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় "শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান জগৎ" সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বহুমূল্য তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রিন্সিপাল এস, এন্, মৈত্র, প্রফেসার সুশীল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, প্রফেসার বঙ্কিম দাস বানার্জ্জি এম, এ, প্রফেসার নির্ম্মল কুমার সেন এম, এ, প্রফেসার হেমচন্দ্রশাস্ত্রী এম, এ, প্রফেসার হরিদাস সাহা এম, এ, প্রফেসার দেব কুমার দত্ত এম, এ প্রফেসার রাজ নারায়ণ দাস, মৌলবী সেরাজল হক এম এ, বাবু প্রমথ কুমার মজুমদার প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান অধ্যাপকগণ, কলেজের বহু ছাত্র এবং বাহির হইতে আগত অনেকে মনোযোগ সহকারে এই বক্তৃতা-শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছেন। বক্তৃতার পর প্রিন্সিপাল মৈত্র মহোদয় এই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বের বক্তৃতার অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার জ্ঞানবত্তায় মুগ্ধ হইয়া যান। শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের কীর্ত্তনান্তে সকলে আনন্দ লাভ করিয়া যথাস্থানে গমন করেন। ঢাকা যেরূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে এই প্রকার শুদ্ধভক্তের কৃপা হইলে অনেকেরই মঙ্গল লাভ হইবে।

শ্রীবিরাজ মোহন দে

মনোমোহন প্রেস

৯০ নবাবপুর রোড—ঢাকা

বৈষ্ণব-চরিত্র

চিত্রকেতু

গত কল্য মঙ্গলবার তারিখের নদীয়া-প্রকাশে 'সুখ কোথায়?'—শীর্ষক প্রবন্ধে মহারাজ চিত্রকেতুর পুত্রশোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উক্ত আখ্যায়িকার অবশিষ্টাংশটুকুও নিম্নে বর্ণন করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলাম। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের চরিত্র-শ্রবণ একটী ভক্ত্যঙ্গবিশেষ।

দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি অঙ্গিরা চিত্রকেতুর পুত্রশোক সম্যগ্‌রূপে অপনোদনার্থ এবং পূর্ণভাবে আত্মজ্ঞান প্রদানার্থ রাজার মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে জীবাত্মন্! তোমার মঙ্গল হউক, তোমার নিমিত্ত শোকে মুহ্যমান তোমার পিতামাতা ও সুহৃদ্‌গণকে দর্শন কর। তুমি অপমৃত্যুতে মৃত হইয়াছ, অতএব তোমার আয়ুষ্কাল এখনও অবশিষ্ট আছে। সুতরাং পুনরায় নিজ কলেবরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পিতৃসিংহাসনে রাজ্যসুখ ভোগ কর এবং তোমার পিতামাতার শোকবহ্নি নির্ব্বাপিত কর। জীবাত্মা উত্তর করিলেন, আমি কর্ম্মবশে দেব, তির্য্যক্ ও নরযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি, ইঁহারা আবার আমার কোন্ জন্মের পিতামাতা? এই অনাদি সংসার-প্রবাহের মধ্যে সকলেই পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, জ্ঞাতি, শত্রু, মিত্র ও রক্ষক হইয়া থাকে। যেরূপ ক্রয়বিক্রয়যোগ্য সুবর্ণাদি বস্তুসমূহ ক্রমশঃ একজন হইতে আর একজনের নিকট পর্য্যটন করিতেছে, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানা জনক-জননীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। অন্য জন্মের কথা কি, এই জন্মেই অশ্বাদি পশুর সহিত মনুষ্য জীবগণের সম্বন্ধ চিরকাল থাকে না। যেকাল পর্য্যন্ত যাহার নিকট থাকে, ততদিনই তাহার প্রতি মমতা থাকে, সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে মমতাও [illegible] থাকে না। পিত্রাদির সহিত সম্বন্ধ [illegible] হইলেও [illegible] নিত্য অবিনাশী, যেহেতু [illegible]ই জন্ম ও বিনাশ হইয়া থাকে, জীবের জন্ম স্বীকার্য্য নহে। জীব কর্ম্মবশে যাবৎকাল পর্য্যন্ত [illegible]মাতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই সেই পিতার পুত্রে স্ব-ত্ব বর্ত্তমান থাকে, মরণের পর পুত্রসম্বন্ধ লোপ হওয়ায় তজ্জন্য শোক-প্রকাশ নিরর্থক। আত্মা নিত্য, ইহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই, জন্মাদি শূন্য হইয়াও মায়াগুণে আপনাকে নানারূপে সৃষ্টি করেন। এই আত্মার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, স্ব অথবা পর কেহই নাই। ইনি এক, তিনি সুখ বা দুঃখ অথবা কর্ম্ম-ফলজনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করেন না; তিনি কারণ ও কার্য্যের দ্রষ্টা এবং দেহাদি পারতন্ত্র্যশূন্য হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

এইরূপ বলিয়া জীবাত্মা চলিয়া গেলে চিত্রকেতু এবং তাঁহার স্বজনগণ বালকের বাক্যে বিস্মিত হইয়া স্নেহরূপ শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন। রাণী কৃতদ্যুতির বিষদাত্রী সপত্নীবর্গ বালহত্যাপাপে লজ্জিতা হইয়া পুত্রকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপ্রগণের বিহিত অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

নারদ ও অঙ্গিরার বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া চিত্রকেতু গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে নির্গত হইলেন। তিনি যমুনায় বিধিমত স্নান করিয়া মৌন ও সংযতচিত্তে ঋষিগণকে প্রণাম করিলেন। ভগবান্ নারদ শরণাগত জিতেন্দ্রিয় চিত্রকেতুকে ভাগবতী দীক্ষা প্রদান করিয়া সপ্তরাত্রমধ্যে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে জানাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ চিত্রকেতু দেবর্ষির কৃপালাভ করিয়া সপ্তাহকাল নারদকথিত বিদ্যার যথোচিত জপ করিলেন। তৎপ্রভাবে সপ্তাহান্তে বিদ্যাধরাধিপত্যরূপ গৌণফল এবং অল্পকাল মধ্যেই মনোগতি লাভ করিয়া দেবদেব অনন্তদেবের চরণান্তিকে গমন করিলেন। তথায় মৃণালকান্তি, প্রসন্নবদন, অরুণলোচন, সিদ্ধ-মুনিবৃন্দ-পরিবৃত সঙ্কর্ষণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র চিত্রকেতুর অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইল। তিনি মৌনভাবে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে আদিপুরুষ সঙ্কর্ষণকে প্রণাম করিলেন। পরে সঙ্কর্ষণের কৃপায়ই স্তবকারিণী শক্তি লাভ করিয়া বিবিধ স্তবে জগদ্‌গুরু সঙ্কর্ষণকে সন্তুষ্ট করিলে সঙ্কর্ষণদেব বলিয়াছিলেন,—হে রাজন্ নারদের প্রদত্ত বিদ্যাবলে তুমি আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছ। আমিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের আশ্রয়, আমিই সকলের আত্মা এবং আমিই ভূতগণের প্রকাশক। ভোগাত্মক প্রপঞ্চে আত্মা ভোক্তৃস্বরূপে ব্যাপ্ত এবং আত্মাতে ঐ প্রপঞ্চ ভোগ্যরূপে ব্যাপ্ত, আর আমা-দ্বারা এই উভয়ই ব্যাপ্ত। যখন পুরুষ আমার ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজকে পরমাত্মা হইতে একটী স্বতন্ত্র পুরুষ মনে করে, তখনই ভেদদর্শনহেতু জীবের সংসার লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ ভেদদর্শনহেতু দেহ-পুত্রাদিতে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তিরূপ জন্ম ও মরণ পরম্পরায় ফিরিতে থাকে। যে মানুষ-শরীরে আত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মানুভব জ্ঞান উভয়ই সম্ভব হইতে পারে, এই পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষে সেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারে না, সে কদাচিৎ দেবাদি যোনি প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সুখলাভ ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কর্ম্ম সকাম বলিয়া সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তি হয় না। বরং দুঃখপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে। অতএব বিবেকবলে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়পিপাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবিজ্ঞান সহকারে আমার ভজনপরায়ণ হইবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোন পুরুষার্থ নাই। হে রাজন, তুমি বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার বাক্য ধারণা করিয়া সত্বরই আমাকে প্রাপ্ত হইবে—এই বলিয়া ভগবান্ সঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তৎ সাক্ষাতেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

পাগলের কারখানা

[ধামে পাগল (২)]

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে ধামে পাগল বা গৃহ-পাগলের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। 'গৃহ'-শব্দের আর এক প্রকার অর্থ কবিগণ বলিয়া থাকেন,—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান সমশ্নুতে॥" যে গৃহে বাস করা যায়, তাহাকেই কেবল 'গৃহ' বলা যায় না, কিন্তু গৃহিণীকেই 'গৃহ' বলা যায় অর্থাৎ গৃহিণী না থাকিলে সেটী গৃহ নয়। গৃহিণীর সহিত গৃহে বাস করিয়া পুরুষার্থ সাধন করাই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট। শাস্ত্রবিধির মূলে ভগবদ্ভজনই অবস্থিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সেই শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া—শাস্ত্রে আদিষ্ট "ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ" বাণী অগ্রাহ্য করিয়া আমরা সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-তোষণই জীবের সার বা পুরুষার্থ বিবেচনা করিয়াছি। সুতরাং স্ত্রীও সুযোগ বুঝিয়া স্বামীকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া—নিজেকে তাঁহার দাসী না ভাবিয়া নিজ হস্তের ক্রীড়নক বোধ করিতেছে এবং পুতুলকে যেরূপ নিজ ইচ্ছানুসারে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়, সেইরূপ স্বামীকেও চক্ষের ইঙ্গিতে নিজ আদেশ পালনের যত্ন করিতেছে। এই পুরুষগণও স্বার্থসিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবার ভয়ে শয্যাগুরু সহধর্ম্মিণীর আদেশের ন্যায়ান্যায় বিচার পরিত্যাগ করিয়া কায়-মনোবাক্যে তৎসম্পাদনেই ব্যস্ত। শাস্ত্রে ইহাদিগকে 'গৃহব্রত' বা 'গৃহমেধী' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যাহারা গৃহিণীকেই জীবনের ব্রত অর্থাৎ সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছে, তাহারাই গৃহব্রত বা গৃহমেধী। অর্থাৎ গৃহ বা গৃহিণীকে ধান্য-মর্দ্দন-স্থলে প্রোথিত পশুবন্ধন-কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। এই 'গৃহব্রত' বা "ঘর পাগ্‌লা"-রাই যমদণ্ড্য। যমরাজ তাঁহার দূতগণকে আদেশ করিতেছেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দ-মকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

অর্থাৎ হে দূতগণ! যাহারা দুঃসঙ্গ-বর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ-সেবিত মুকুন্দপাদপদ্ম-মধুপানে বিরত হইয়া নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহে বদ্ধ-তৃষ্ণ—পুনঃ পুনঃ জল পান করিয়াও যাহাদের পিপাসার শান্তি হয় না, সেইরূপ নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহিণী-সঙ্গে যাহাদের তৃষ্ণা অপরিত্যাজ্য, সেই সকল অসদ্ব্যক্তিগণকে আমার নিকট দণ্ড প্রদানার্থ আনয়ন করিবে।

গৃহব্রতগণ এতই নির্ব্বোধ যে, তাহারা গৃহাসক্তির দুর্দ্দশা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছে, তথাপি তাহারা সেই গৃহব্রত-ধর্ম্মটী বেশ যত্নের সহিত আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে, মনে করিতেছে যে, তাহাদের বোধ হয় সেরূপ যন্ত্রণা পাইতে হইবে না।

গৃহব্রতগণের মতি কোনরূপেই কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিবেশিত হয় না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বশীভূত নহে; তাহারা ইন্দ্রিয়-চালিত হইয়া আপাত-মধুর, পরিণাম-বিষ সংসার-সুখের নিমিত্তই প্রমত্ত থাকে। তাহারা চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণের ন্যায় কোন মিষ্টতা না পাইলেও অবশভাবে সেই সংসার-সুখের মায়া-মরীচিকায় ধাবিত হয়। হে গৃহব্রতগণ, তোমরা নিম্নলিখিত গল্পটী পাঠ করিয়া যদি কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পার, তদর্থে তাহা বর্ণিত হইল।

এক কপোত বৃক্ষশাখায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যা-কপোতীর সহিত স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। পরস্পর পরস্পরের স্নেহে আবদ্ধ হইয়া একত্র শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ভ্রমণ, কথোপকথনাদিতে প্রমত্ত থাকিত। সেই কপোতী যখন ঈষদ্ধাস্যের সহিত কটাক্ষপাত করিয়া প্রিয়ের চিত্তহরণ পূর্ব্বক নিজ বাঞ্ছা প্রকাশ করিত, সেই অজিতেন্দ্রিয় কপোত তাহাই গুরুর আজ্ঞাস্বরূপ মানিয়া লইয়া নিজ প্রাণ বিপন্ন করিয়াও তৎসম্পাদনে যত্ন করিত। এইরূপে তাহারা স্বর্গসুখের কল্পনা করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছিল। ক্রমে কপোতী গর্ভধারণ করিয়া কয়েকটী অণ্ড প্রসব করিল। [illegible]

অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম হয় না কেন ?

(৩)

শ্রীমদ্ভাগবত ও স্বপাদ্দুগ শ্রীল চক্রবর্ত্তী
কুরের প্রদর্শিত বার্ত্তাও স্পষ্ট
মাণিত হয় যে, অসাধু সঙ্গে
খনও কৃষ্ণনাম উদিত হয় না। আবার
মাক্ষর কখনও নাম নহে; যদি তাহাই
বে, তাহা হইলে যে কৃষ্ণনাম একবার
স্পর্শ মাত্র কৃষ্ণপ্রেমা প্রকাশ পান,
ইরূপ নাম বহু জন্ম ধরিয়া বহুবার
রিত হইলেও কেনই বা প্রেম
দিত হয় না ? অতএব ফলের দ্বারা
রূপ অনুমান করিয়া জানিতে হইবে
, বহুজন্ম-কীর্ত্তিত নামাক্ষর
খিতে একরূপ হইলেও উভয়ে এক
নহে, তাহা উভয় বস্তুর ফল-
প্তি হইতেই উপলব্ধ হয়। জোনাকি
কা দেখিতে আগুনের মত হইলেও
গৃহদাহ করিতে পারে না, কিন্তু সামান্য একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ সমূহ দগ্ধ করিয়া দেয়। ফল-প্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায়, কোন্‌টী সত্য সত্য আগুন।

আবার নিসর্গ-পিচ্ছিল স্বভাববশতঃ বা কৃত্রিম অভ্যাসজনিত অশ্রু-পুলকাদি প্রেমের লক্ষণ নহে; সুতরাং 'নামাপরাধ' আর 'নাম' এক বস্তু নহে। আবার 'নামাভাস' মধ্যে 'ছায়া নামাভাস' ও 'প্রতিবিম্ব নামাভাসও' একবস্তু নহে; নামাভাস ও নামাপরাধও একবস্তু নহে; নাম ও নামাভাসও এক বস্তু নহে। অভক্ত ব্যক্তিগণ ভজন হইতে অতি দূরে অবস্থিত বলিয়া এই সকল ভজন-জ্ঞান-লব্ধ ভজন-রাজ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারেন না; ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য এবং স্বয়ং কৃষ্ণেরই অধোক্ষজ শাব্দিক-অবতার। অতএব অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারেন না। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণাবতার স্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। আমরা আরোহবাদী হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা প্রাকৃত সহজিয়া, ভৃতক-কীর্ত্তনীয়া, ভাড়াটিয়া পাঠক, কথক প্রভৃতি বহির্ম্মুখ অসাধুগণের সঙ্গে কখনও নিজ চেষ্টায় বলপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করিতে পারি না; ইহাই শ্রীলরূপগোস্বামিপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" ইত্যাদি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও লিখিত আছে,—

"অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম' কৃষ্ণস্বরূপ' দুই ত' সমান ॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি
ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥"

অসৎসঙ্গে কেন নাম হয় না, বহির্ম্মুখের জিহ্বায় কেন বহুবার নামাক্ষর উচ্চারিত হইলেও উহা শুদ্ধনাম নহে, তাহা আমরা আচার্য্যগণের বাক্য হইতে আরও দেখাইতেছি। "স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নাম-গ্রাহিণোঽপি * * ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে" অর্থাৎ স্মার্ত্তাদি ব্যক্তি সদাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুবার নামগ্রহণকারী হইলেও ঘোর সংসার-গতিই লাভ করিয়া থাকে। এই স্থানে "বহুশো নামগ্রাহিণঃ" পদের দ্বারা যদি 'শুদ্ধনাম-গ্রাহী' অনুমান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ নামগ্রাহীর প্রেম হওয়ার পরিবর্ত্তে "ঘোর সংসার গতিই লাভ হয়"—এইরূপ বলার তাৎপর্য্য কি ? সুতরাং ঐরূপ বহুবার নামগ্রহণ কেবলমাত্র নামাক্ষর বা নামাপরাধ গ্রহণ নহে কি ? নামাপরাধের ফল —ঘোর সংসার-গতি বা ভুক্তি প্রভৃতি ফল লাভ। আর নামের ফল 'কৃষ্ণপ্রেমা', আনুষঙ্গিক-ভাবে সংসারক্ষয়। স্মার্ত্তাদির সাধুসঙ্গের অভাবে সেবোন্মুখতা উদিত হয় নাই, তাই তাঁহাদের বহুবার উচ্চারিত নাম নামাক্ষর মাত্র। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সাধুসঙ্গের অভাবে যে কখনও শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না, তাহাই আবার দেখাইতেছেন,—

"যে সকলব্যক্তি গোপর্দ্দভাদির ন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কেই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধযুক্ত অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও গুরু অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও "কৃষ্ণনাম স্বরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনাস্পর্শমাত্রই ফল দান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।"—এই শাস্ত্র-প্রমাণ দৃষ্টে এবং অজামিলাদি গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, "আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত' আমার ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে"—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুর্ব্বজ্ঞারূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই অর্থাৎ মহান্তগুরু বা সাধু-সঙ্গানুগত্য হইলেই তাহাদিগের ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।"

উক্ত সিদ্ধান্তে কি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামগ্রহণকারীর শ্রীগুর্ব্বানুগত্যের বা সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন না ? সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনও শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না। শ্রীঅজামিলের দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত, অপরাধ-বর্জ্জিত, সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাস-ফলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গ লাভে তাঁহাদের শ্রীমুখাৎ বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় ভক্তিমান এবং ভগবন্নামে পরম শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন, তাঁহাদের মুখে ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ এবং নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করায় তাঁহাদের—নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ ও নামকীর্ত্তনরূপ শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্ম অনুশীলনের প্রতি ঐকান্তিকী রতি উদিতা হইয়াছিল। নামাপরাধের মূলই দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি। অহং-মমাদি বুদ্ধি হইতেই সাধুনিন্দা অর্থাৎ অসাধুকে সাধু জ্ঞান ও প্রকৃত সাধুকে অসাধুজ্ঞানে গুরু অবজ্ঞা, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ উদিত হইয়া থাকে।

তে কয়েকটী শাবক উৎপন্ন হইল।
ই দম্পতী শাবকগণের অস্ফুট কলধ্বনিতে
ম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল।
ন করিল, এই রূপেই চিরদিন গত
বে।

একদিন আহার সংগ্রহার্থ কপোত-
পতী নীড় হইতে বহির্গত হইলে এক
ধ যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে নীড়ে
ড়োন্মত্ত পক্ষীশাবকগুলিকে দেখিতে
ইয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদিগকে
করিল। অনতিবিলম্বেই কপোত-
পাতী কুলায়-সমীপে সমাগত হইয়া
ানগণের দুর্গতি দর্শনে দুঃখ-সাগরে
মজ্জিত হইল। কপোতী স্নেহে বিবশ
া শাবকগুলির প্রতি ধাবিত হইল
ং অনতিকাল মধ্যেই জালে আবদ্ধ
ল। এ অবস্থায় কপোত প্রাণাধিকা
য়াকে শাবকগণ-সহ জালে আবদ্ধ
খিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, হায়!
য! আমি অতি অল্পপুণ্য, আমার
নুকূলা পতিব্রতা ভার্য্যা আমাকে ত্যাগ
রিয়া স্বর্গে গমন করিতেছে। এইরূপ
াক করিতে করিতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-
শূ হইয়া মোহবশে স্ত্রীসমীপে গমনের
ষ্টায় স্বয়ং জালে আবদ্ধ হইল এবং
বংশে ব্যাধহস্তে নিধন প্রাপ্ত
ল।

যুগলারামী গৃহসুখমত্ত জীবগণ
ইরূপ কপোতের ন্যায়ই দুঃখভোগ করিয়া
কে, তাহাদের শিক্ষার্থ শ্রীমদ্ভাগবত
লেন,—"নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ
পি কেনচিৎ। কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং
পোত ইব দুর্ম্মতিঃ ॥"

নানা কথা

চুয়াডাঙ্গায় কলেরা

নদীয়া জেলায় চুয়াডাঙ্গা, ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আলমডাঙ্গা থানার রাধাকান্তপুর নামক স্থানে কলেরার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে আলমডাঙ্গার স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টা প্রতিষেধক উপায়সমূহ অবলম্ব করিতেছেন।

কুষ্টিয়ায় গো-প্রদর্শনী

গত ১২ই ডিসেম্বর কুষ্টিয়া মিউনি সিপ্যাল গ্রাউণ্ডে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগে উদ্যোগে একটি গো-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠা হইয়াছিল; নদীয়ার কালেক্টর বাহাদু গরুর উপযুক্ত [illegible] পুরস্কা প্রদান করেন।

এ, বি, আর নূতন রেলপথ

আসাম-বেঙ্গল রেল-পথের কর্তৃপ ষোলশহর জংসন হইতে হাজারি প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ একটী মিটার গেজ রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত রেলপ চট্টগ্রাম-হাজারি রেলপথ নামে অভিহি হইবে।

ফরাসী সোনানীগণের প্রাণহানি
আফ্রিকার মরুভূমে ভীষণ কাণ্ড

প্যারিসের ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আলজেরিয়ার আটলেফ্রা, জেলার কম্যাণ্ডিং অফিসার জেনারেল ক্লেভারি দুইজন কাপ্তেন, দুইজন অফিসার এবং বিদেশী দূতাবাসের অপর কয়েকজন অফিসারসহ আলজেরিয়া পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন। কলম্বো-বেচার রেল-জংসন হইতে ৪০ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে উপজাতীয়গণ জেনারেলের দলবলকে অতর্কিত আক্রমণ করে। কতকক্ষণ গোলাগুলি বর্ষণের পর ১৬জন অশ্বারোহী পার্ব্বত্যলোক অগ্রসর হইয়া জেনারেলের মোটর গাড়ী আক্রমণ করে এবং জেনারেল, কাপ্তেনদ্বয় ও একজন অফিসার তৎক্ষণাৎ নিহত হন। এরূপ বিশ্বাস যে, দূতাবাসের ৫ ব্যক্তিও নিহত হইয়াছে এবং একজন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। ৩ জন আহত লোককে কলোম-বেচারে পাঠান হইয়াছে। অতঃপর ফরাসী বিমানপোতগুলি উপজাতীয়দিগকে পাল্টা আক্রমণ করিয়া মেসিনগানযোগে গোলাগুলি বর্ষণ করে। জেনারেল ক্লেভারি কর্ণেল হইতে জেনারেল পদে উন্নীত হওয়ার সংবাদ ঐ তারিখেরই গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

লর্ড বার্কেনহেডের সম্পাদকত্ব

লণ্ডনের ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন যে, লর্ড বার্কেনহেড "ব্রিটানিয়া" নামক নূতন সাপ্তাহিক পত্রের সমগ্র সম্পাদকীয় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাসমরের পর জার্ম্মাণীর বাণিজ্যের অবস্থা

জার্ম্মাণীর রিষ্ট্যাগ মহাসভার পররাষ্ট্র-সংক্রান্ত কমিটী জার্ম্মাণের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা, পানামা এবং চীনের বাণিজ্য-স্থাপনে অনুমোদন করিয়াছেন। সভায় গভর্ণমেণ্ট-পক্ষীয় বক্তা বলেন যে, মহাসমরের পর ১৯২৫ সাল হইতে চীনদেশে জার্ম্মাণীর বাণিজ্য এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, মহাসমরের পূর্ব্বে কখনও তেমন হয় নাই।

সামরিক শিক্ষায় আফগান

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ২০টি আফগান যুবক সামরিক শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডের স্যাণ্ডহার্ষ্ট সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থ যাত্রা করিবে। তাহারা ইংলণ্ডে শিক্ষালাভের পর আফগান সৈন্য-[illegible]ভার গ্রহণ করিবে।

ফরাসী জেনারেলের ভারত-আগমন

নূতন দিল্লী, ১৪ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, প্যারিসের সামরিক শাসন কর্ত্তা জেনারল গুরো আগামী ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে অবতরণ করিবেন। তিনি মহীশূর, হায়দরাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ, কপূরতলা, পাতিয়ালা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কোয়েটা, দিল্লী, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ভারত আগমন করিবেন।

মাদ্রাজে লোক্যালবোর্ড আইন

মাদ্রাজ, ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত লোকালবোর্ড আইনে কি কি সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য সরকারী দপ্তরখানা ভবনে মাদ্রাজের সকল দলের কাউন্সিল সভ্যদের একটি বৈঠক হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির হইয়াছে—(১) জেলাবোর্ড, তালুক বোর্ড ও পঞ্চায়েৎ বোর্ড এই তিন ধরণের বোর্ড বসিবে, (২) জেলাবোর্ডে সোজাসুজি ভোট লইয়া সদস্য নির্ব্বাচন হইবে, (৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংবাদ আদান প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে পঞ্চায়েৎ বোর্ডগুলির স্বাধীনতা থাকিবে।

অধিকাংশ সদস্য, মুসলমান, আদি-দ্রাবিড় ও খৃষ্টানদের জন্য পৃথক্ নির্ব্বাচন-মণ্ডলীর দাবী করেন। পঞ্চায়েৎগুলিতে পূর্ণবয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট বোর্ড-সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া উহা সমর্থনের জন্য পঞ্চায়েৎ-বোর্ডের নিকট উপস্থিত করিবেন। পৃথক্ নির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রস্তাব উপস্থিত হইলে একজন জাতীয় ভাবাপন্ন মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে সদস্যসংখ্যা রিজার্ভ রাখিয়া যৌথ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

নেপাল সীমান্তে জুয়াড়ীর কাণ্ড

রক্সোল, ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, নেপাল সীমান্তে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জুয়াখেলা আরম্ভ হইয়াছে এবং উহার আনুষঙ্গিক গুণ্ডামীও চলিতেছে। ইতিমধ্যে গুণ্ডারা একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালককে হত্যা করিয়া তাহার স্বর্ণালঙ্কারগুলি লইয়া গিয়াছে। পুলিশ এই পর্য্যন্ত অপরাধীদের সন্ধান করিতে পারে নাই।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অগ্নিকাণ্ড

ত্রিবান্দ্রম, ২৪ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, গত ১০ই ডিসেম্বর ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কুইলন ও বৃটিশাধিকৃত থান কাছারী নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে হঠাৎ এক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে প্রায় ৫ শত গৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে টেলিগ্রাফ মাষ্টারের বাটীই বৃহত্তম; উহাতে ১৫ হাজার টাকার নোট ছিল। প্রকাশ, ঐ এক বাড়ীর ক্ষতির পরিমাণই লক্ষাধিক টাকা। বহু ব্যক্তি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছে।

স্বামী হত্যাচেষ্টায় স্বামীর সাজা

বারাণসীধামে স্বামী স্বরূপানন্দ ভারত-ধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দকে হত্যা করিবার মতলবে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বারাণসী সেসন কোর্টে আসামী স্বরূপানন্দের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। এসেসরগণ বলেন যে, আসামী দয়ানন্দকে ছুরি মারিলেও তাহার খুনের মতলব ছিল না। কিন্তু জজ এইমত গ্রহণ করিতে পারেন নাই; জজ বাহাদুর বলেন, আসামী খুনের মতলবেই ছুরি চালাইয়াছিলেন। তিনি ৩০৭ ধারা অনুসারে আসামীর প্রতি ছয়বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। —ভোটরজ।

মুসোলিনীর কন্যার ভারত যাত্রা

ইটালীর ভাগ্য-বিধাতা মুসোলিনীর এডী একজন সঙ্গিনীসহ ভারতে আসিতেছেন। তিনি গত ৯ই ডিসেম্বর ব্রিণ্ডিসি হইতে জাহাজে উঠিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্সের আগমন উপলক্ষে তথায় বহুলোক উপস্থিত ছিল। তাহারা মিস এডাকে জয়ধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করে।

রাজন্যগণের স্বদেশ-যাত্রা

লণ্ডন, ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ বরোদার গাইকোয়ার, নব নগরের জাম সাহেব এবং মহামান্য আগা খাঁ, "রাজপুতনা" জাহাজে মার্শল বন্দর হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

কুচবিহারের মহারাণী এবং নাবালক মহারাজা আগামী বড়দিনের পূর্ব্বে ইংলণ্ড ত্যাগ করিবেন না।

লেডী কার্জনের ভারত-যাত্রা

প্রকাশ যে, লেডী কার্জন তাঁহার ভারতাভিমুখে যাত্রা আগামী ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

জাহাজ-ডুবী

কলম্বো, ১৪ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কয়েক জন উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ "হাইড্রস্" নামক একখানি দেশী জাহাজের জলমজ্জন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত জাহাজখানি ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে কলম্বো সহরের দক্ষিণে ৪৫ মাইল দূরে জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজখানি কলম্বো সহরে আসিবার সময় প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া তরঙ্গসঙ্কুল সাগরে ইতস্ততঃ চালিত হইতেছিল। ঝড়ের বেগে জাহাজখানি যাহাতে তীরে লাগিয়া চূর্ণ না হইয়া যায়, সেজন্য তাহার মুখ বিপরীত দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ঝড়ের বেগে মাস্তুল এবং পাইল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে জাহাজের লোকেরা জাহাজ ত্যাগ করে এবং ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া অন্ধকারের ভিতর তীরের অভিমুখে আসিতে থাকে। ঝটিকার সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে অবশেষে তাহারা ক্লান্ত অবস্থায় নিরাপদে তীরে উপস্থিত হইয়াছে। জাহাজখানি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং উহার সমস্ত বোঝাই দ্রব্য জলমগ্ন হইয়াছে। তবে আরোহীরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছে।

উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ কংগ্রেস

কলম্বো, ১৩ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী কেম্ব্রিজের আন্তর্জ্জাতিক উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিৎ কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আলোয়ান চোর
১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

বজ্রারাম কাহার নামক এক ব্যক্তি দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে পৌঁছিলে রামবাহিক রায় নামক এক ব্যক্তি তাহাকে পিছন দিক হইতে হঠাৎ একটা ধাক্কা মারিয়া তাহার আলোয়ান খানা কাড়িয়া লয় ও সেখানা রাস্তায় ছুড়িয়া ফেলে। আসামীর সঙ্গী সেই আলোয়ান খানা কুড়াইয়া লইয়া পলায়ন করে।

রামবাহিক রায় চুরির অভিযোগে মিষ্টার এচ, কে, দের আদালতে সোপর্দ্দ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

অতিবাড়ী

উৎকলদেশে অতিবাড়ী নামে একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। ইদানিন্তনের মতামতের জন্য অনেকে অনুসন্ধান করিয়া নানাপ্রকার বিচিত্রতা লক্ষ্য করিয়াছেন। কিম্বদন্তীমূলে এই সম্প্রদায়ের বহু ঘটনা উৎকলদেশের ইতিবৃত্তের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। উৎকলদেশে 'অলুক' নামক আর একটী সম্প্রদায়ের কথাও উৎকলের ধর্ম্ম-ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে। অলুক-মতবাদিগণ ঠিক বৈদিক অনুশাসনের অনুগমন করে না। তাহারা অনেকেই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী ও তাহাদের আচার ব্যবহার আর্য্য হিন্দুগণের ব্যবহার হইতে অনেক স্থলে পৃথক্; কিন্তু অতিবাড়ী সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের আবর্ণাশ্রমিক বিভাগ বিশেষে প্রবেশ করিবার জন্য অনেক দিন হইতেই প্রয়াস করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে পুরীর উড়িয়া মঠ বক্রেশ্বর-শাখার শ্রীরাধাকান্ত মঠের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় অতিবাড়ীগণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের আনুগত্যের পরিচয় দিয়া আচার্য্যের অধস্তনগণের সহিত মতৈক্য স্থাপন করায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন শ্রেণী তাঁহাদের সহিত ঐকমত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। উৎকলের অতিবাড়ী সম্প্রদায়ও গৌড়ীয়ের সহিত পৃথক্ হইয়া বাস করিতেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি কিছু দিন হইতে তাঁহারা গৌড়ীয়গণের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়াছেন। অতিবাড়ীগণের অনেকেই ভগবদ্ভক্তির স্বরূপ অবগত না হওয়ায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচার হইতে সিদ্ধান্তের পার্থক্য বুঝিতে পারেন না। *The 'Progress'* নামক কলিকাতা হইতে প্রচারিত একখানা ইংরেজী পত্রিকার ১৮৭১ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে অতিবাড়ীগণের সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব। এই প্রবন্ধের লেখক স্বীয় পরিচয় না দিয়া একজন বৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। পত্রখানি পাঠ করিলে উৎকলদেশের অতিবাড়ীগণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে।

যাজপুরের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীজগন্নাথ দাস নামক একজন উৎকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রীঠাকুর হরিদাসের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিহিত প্রদেশে জলধি-বেলা-তটে সাতলহরী নামক পল্লীতে জগন্নাথদাসের সমাধি এখনও বর্ত্তমান। এই সমাধির স্বত্বাধিকারী কটক জেলা-বাসী কোন করণ-বংশীয় গৃহস্থ। জগন্নাথদাস যেরূপ মত বিশেষের প্রচারক, তাহা তাঁহার ভাগবতের উৎকলীয় অনুবাদ হইতেই জানা যায়। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরই শাখান্তর্গত। বর্ত্তমান কালে অনেকে অবিচারক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের সহিত জগন্নাথদাসের প্রচারিত ধর্ম্মের সমতা স্থাপনে প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান সমজাতীয় না হওয়ায় এই উভয় বিচারের মধ্যে ভেদের লক্ষণ প্রত্যেক সুধীরই বোধগম্য।

মায়াবাদের উক্তি

আমার নাম বিশ্ববিখ্যাত। আমি সকলের নিকট বৈদিক বলিয়া পরিচয় দিই। আমার প্রতিপক্ষেরা আমাকে অবৈদিক বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে আমি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। তাঁহাদের শাস্ত্র-পুঁথিতে লেখা আছে যে, আমি বৌদ্ধ, বৈদিক বেশ লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে আর্য্যদিগের নিকট প্রবেশ করিয়াছি। অসুরগণ যখন ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়া সকামভাবে উপাসনা করত নিজ নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি সফল করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, তখন ভগবান্, ঐ অসুরগণ যাহাতে শুদ্ধভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, সেইজন্য ভক্তচূড়ামণি শঙ্করকে আদেশ করিলেন—"তুমি অসুরদিগকে মোহন করিবার জন্য কল্পিত-মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া তাহাদের নিকট আমার প্রকৃত তত্ত্ব গোপন রাখ।" শঙ্কর ভগবানের আদেশমত আমাকে সকলের নিকট পরিচয় করাইয়া দিলেন। সে সময় হইতে আমি জগতের সর্ব্বত্র বহু আকারে প্রবিষ্ট হইয়া মোহনকার্য্যে নিযুক্ত আছি। ভারতবর্ষে আমি শঙ্কর স্বামীর পূর্ব্বেও দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র প্রভৃতির আশ্রয়ে ছিলাম। আজকাল বঙ্গদেশেও আমার খুব নাম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রায়ই আমার আদর। পঞ্চোপাসকগণ আমাকেই আশ্রয় করিয়া শক্তি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু এই পঞ্চবিধ সগুণ-দেবতার [illegible]। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল দেবতাদির মধ্যে যে কোনও একটীর উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে। চিত্ত একাগ্র হইলে মন নির্ব্বিষয় হয়। মন নির্ব্বিষয় হইলে হৃদয়ে নির্ব্বিশেষতারূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হয়। অতএব চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই আমার গণ্ডীর ভিতরে। অসাম্প্রদায়িকগণ, সমন্বয়বাদিগণ, সকলেই আমার আশ্রিত। কারণ, আমার আশ্রয়ে অনেক সুবিধা আছে। যে কোনও ভ্রান্ত মত বা পথ আছে, সে সমুদায়ই আমার আশ্রয়ে আসিলে তাহাদের আপাততঃ বিনাশ নাই। এমন কি, যদি কেহ, বা কোন সম্প্রদায় কোন পশুকেও ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেও আমার সাহায্য পায়। আমি তাহাকে আমার অনুগত করিয়া বলিয়া থাকি যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হইতে পারে এবং সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই সকলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারি বলিয়া সকলেই আমাকে আপন আপন চরম উদ্ধর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন। ইউরোপেও আমার খ্যাতি হইয়াছে। যাঁহারা প্যান্থিষ্ট (*Pantheist*) বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও আমার উপাসক। স্পিনোজা (*Sp noza*) আমাকে খুবই ভাল বাসিতেন। আমেরিকা হইতে যে থিয়সফিষ্ট (*Th osophist*) মত জন্মিয়াছে, তাহাও আমারই আশ্রিত। আমি দেশ-বিদেশে খুব ভাল রকমই আসর গরম করিয়া বসিয়াছি। আমার মতে ব্রহ্মের বিকার জগৎ, যেমন দুধের বিকার দধি। যুক্তিতে কিন্তু দধি যেমন সত্যবস্তু, জগৎটাও সেরূপ সত্য হইয়া পড়ে—তখন আমি আর আমার মত রক্ষা করিতে পারি না। আবার বলিয়া থাকি, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়। কিন্তু সর্প ও রজ্জু দুইটী বস্তু না থাকিলে ভ্রম উপস্থিত হয় না। এখানেও আমার মত ঠিক থাকে না। মোহনকার্য্যই আমার ব্যবসা, সেটা আমি বেশ বজায় রাখিয়াছি। তবে আমার অদ্বৈতমত শ্রুতিতে কল্পিত আছে। তৎসঙ্গে দ্বৈতমতের কথাও আছে। আমি দ্বৈতমতের কথাগুলি ছাড়িয়া কেবল নিজের মত-পোষণের উপযোগী বাছা বাছা কথাগুলিই লইয়া থাকি। সকলেই এরূপ করিয়া থাকে। কেবল অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত-বাদী বলিয়া এক সম্প্রদায় শ্রুতির প্রতিপাদ্য উভয় পক্ষীয় কথারই সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন।

যখন আমার নবীন বয়স ছিল, তখন আমার বৈরাগ্যের ঝোঁকটা খুব বেশী ছিল। আমি পাহাড় পর্ব্বতের গুহায় [illegible] থাকতাম। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সকলই পরিবর্ত্তন হয়, ইহাই জগতের নিয়ম। এখন আমি একুল-ওকুল দুকুলই বজায় রাখিয়াছি।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমার বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান। জগতে যত বড় বড় লোক ধনে, জনে, কুলে, বিদ্যায় ও জ্ঞানে প্রবীণ, সকলেই আমার পেটেল। সভ্য ভব্য লোকে আমাকে আশ্রয় করিয়া খুব সুবিধা পা'ন, তাঁ'দের কাছে ভাব-কেলির ধর্ম্মের আদর নাই। আমার সবচেয়ে বাহাদুরি এই যে, আমি আমার প্রতিপক্ষগণেরও সম্প্রদায়ে তাঁ'দের জ্ঞাতসারেই হউক্, অজ্ঞাতসারেই হউক্, প্রবেশ ক'রেছি। চৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণ আমাকে বিচারে পরাস্ত ক'রে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আর আজকাল তাঁ'দের অধস্তন বলিয়া যাঁ'রা পরিচয় দেন, তাঁ'দের মধ্যেও আমার চরই অধিক। পূর্ব্ব গোস্বামিগণ আমাকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতেন, কিন্তু তাঁ'দের অধস্তনগণ প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী সাজিয়াছেন। বৈষ্ণবপরিচয়ে কাজ্জী আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, স্মার্ত্ত, জাত গোসাই, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী—কতনাম করিব? সকলেই আমাকে কম বেশী আদর কচ্ছেন। প্রভু সন্তানেরা ভগবান্ নিত্যানন্দ-বংশ সেজেছেন। তাঁ'রা শিষ্যের বাড়ী গিয়ে শিষ্যকে দিয়ে পা ধুইয়ে চরণামৃত, চরণ-রজঃ গ্রহণ কত্তে ও পাদুকা বহন করতে আদেশ করেন; কেহ কেহ শ্রীচরণে সচন্দন তুলসী পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন। প্রেমভক্তি শিষ্যার সম্বন্ধে গাঁথা ফুলের মালা গলায় দোলাইয়া প্রসাদী করিয়া পুনরায় শিষ্যার গলদেশে পরাইয়া দেন। কেহ কেহ আবার বালগোপাল-ভাবে শিষ্যার স্তন্য-পানাদিও [illegible] থাকেন ও শিষ্যাকে গোপিকা [illegible] শিষ্যার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন। [illegible] ব্যাপার উপন্যাসের অতিরঞ্জিত বা কাল্পনিক কথা নহে। [illegible] আমার কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে, বুঝতে পারিবে—আমি কত বাহাদুর। আবার গুরু-কর্ত্তারা কেহ কেহ কৃষ্ণ সেজে মোহন বাঁশী হাতে ক'রে কদম গাছে উঠিয়া বসেন—কেহ বা গোপীরূপা শিষ্যাগণের সহিত রাস ক্রীড়া করেন! [illegible] আমার আশ্রিত আর একদল বেটাছেলে হ'য়ে মেয়েছেলের বেষ পরেন। [illegible] ললিতা, কেহ বিশাখা, কেহ চম্পক[illegible] সখী সাজেন, কাণে দুল, [illegible] সিমলাই শাড়ী, হাতে [illegible] ইত্যাদি। তাঁ[illegible] যখন [illegible]

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

বিগত ৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার বেণারস হইতে আস্তে আস্তে স্থানান্তরে রওনা হইলাম। সন্ধ্যা ৬-২৫ মিনিটে হাওড়া আগ্রা এক্সপ্রেসে বেণারস ত্যাগ করিলাম। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের কয়েক জন বৈষ্ণবাচার্য্য কৃপা করিয়া কাণপুর পর্য্যন্ত আমাদিগকে তাঁহাদের শ্রীপদানুসরণ করিবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। যদিও সেই দিনই তাঁহাদের বেণারস ত্যাগ করার কোনই কারণ ছিল না, তবু আমি বহির্ম্মুখ জীব, বৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছি, আমি ত' ছুটিয়াই চলিলাম, কিন্তু পরদুঃখদুঃখী অমন্দোদয়দয়া বিতরণকারী বৈষ্ণবঠাকুর আমাকে আরও কিছু বেশী সময় সঙ্গ দান করিবার নিমিত্ত কোন প্রয়োজনের ভাণ করিয়া চলিলেন। আমি বড়ই নির্দ্দয়। সেই রাত্রি ২টার সময় তাঁহাদিগকে কাণপুর ষ্টেশনে ফেলিয়া বাবুর মত আরামে বসিয়া বসিয়া আরও অগ্রগামী হইতে চলিলাম। এতক্ষণ বেশ ছিলাম বৈষ্ণব-সঙ্গে। কিন্তু যেই উঁহারা ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন, অমনি লক্ষ্ণৌ হইতে আগত কতকগুলি যাত্রী কামরাটী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। বাধ্য হইয়া অগত্যা নিরুপায় হইয়া, একরূপ গুড়ের নাগরীর মতন বোঝাই হইয়া টুণ্ডলা জংসন পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হইলাম।

পর দিবস প্রাতে ৮-৩০মিনিটের সময় আমরা আগ্রা সিটিতে নামিতে বাধ্য হইলাম; কারণ উহার পরবর্ত্তী ট্রেন খানা দিল্লী এক্সপ্রেস, যাহাকে ঐ দেশে তুফান মেল বলে। সেই ট্রেণখানা এখানেই থামিয়া বরাবর মথুরা জংসন যাইবে। আমরা সেই ট্রেণ খানার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে থাকিলাম; কিন্তু আরও ৪ ঘণ্টার উপরে দেরী আছে মনে করিয়া পৃথিবীর সাতটি অত্যাশ্চর্য্য-জনক দৃশ্যের একটি দৃশ্য এখান হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী জানিতে পারিয়া যাতায়াত ভাড়া ২৲ টাকা স্থির করিয়া আমরা ৪ জন এক টাঙ্গায় চলিলাম। বাজে কার্য্যে যেরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের করুণা বিজ্ঞাপিত হয়, সেই হিসাবে আগ্রা সহরটির একটু বহির্ভাগে যাইতে না যাইতেই টাঙ্গার চক্রের একটি রবার টায়ার খসিয়া গেল। তাহা মেরামত করিতে আধ ঘণ্টা সময় চলিয়া যায়। তার পর ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাজমহলের—ফটকের সম্মুখে হাজির হইলাম। লোহিত বর্ণের প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুবৃহৎ ফটক-গৃহ উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ লতা-কুঞ্জ-সমন্বিত বৃহৎ বাগিচা তৎপর বহু মূল্যবান শুভ্রপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের সেরা, অতি মনোমুগ্ধকর সুবৃহৎ অট্টালিকার আকারে সমাধি মন্দির। উহাকেই বলে "তাজ মহল", উহার ভিতরে মহলে মহলে বহু কারুকার্য্য-খচিত দৃশ্য বর্ত্তমান। নিম্নে অতি পার্শ্বেই যমুনা প্রবাহিতা—যাহা দেখিয়া কবির কবিত্ব ফুটিয়া বাহির হয়। নিম্ন ও মধ্যতলে সম্রাট্ সাজাহান ও মমতাজ বেগমের সমাধি বেদী। দুই স্থানেই অর্থাভিলাষী-শ্বেতশ্মশ্রু বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি উপবিষ্ট। পাণ্ডাদের ন্যায় তাঁহারা কিছু চাহেন বটে, তবে জোর জবরদস্তি নাই। আর ইঁহারাও প্রকাশ্যে কোন নিয়োজিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল না। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে মুন্সী মৌলবী যাঁহারাই এই তাজ মহল সমাধি দর্শনার্থ আগমন করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই উভয় সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "জ্যারৎ" করেন বলিয়া মনে হইল। অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন।

মানুষ স্ত্রীকে কতটুকু ভাল বাসিয়া ফেলিতে পারে—তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই আগ্রায় 'তাজ মহল'—যাহার তুল্য সমাধি মন্দির এই পৃথিবীতে আর একটিও নাই। মরণান্তেও যাঁহার প্রতি এত আসক্তি, এত সেবাগ্রহ, জীবিত কালে যে নিরন্তর চোখে চোখে রাখিয়া শয়নে স্বপনে স্বামী-সোহাগিনী পত্নী-সেবায় জন্য চিত্ত নিবিষ্ট রাখিতে হইয়াছিল, তাহা আর পৃথক্ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই তাজমহলটিই উহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। আমরা আর পতি-পত্নী-সোহাগের মর্ম্ম কতটুকু অবগত আছি, যাহা সাজাহান বাদশাহ ও মমতাজ বেগমে ছিল। তবুও বর্ত্তমানে কেহই নাই, অবশ্য নশ্বর জগতে নশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভটি কিছু কাল ইহ জগতে বিদ্যমান থাকিলেও, সমস্ত জাগতিক প্রীতি প্রণয়ের অনিত্যত্বই প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই তাজমহলটী দেখিয়া অনেকে অনেক লিখন—কবির কবিত্ব ফুটে, জড় রসিক জড় রসের ফোয়ারা তুলিয়া ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করে, আর সাধুরা জড় জগতের সমগ্র উৎকৃষ্ট বস্তুরই নশ্বরতা উপলব্ধি করেন।

তাজমহল দর্শনান্তে ষ্টেশনে ফিরিবার পথে কেল্লা দর্শনের সুযোগ পাওয়া যায়। তাই গাড়োয়ানের অনেক অনুরোধে কেল্লা দর্শনে গমন করিলাম। মনে করিলাম, এটাও দেখিয়া যাই, লোকের নিকট গল্প করিয়া বাহাদুরীটাও লইতে পারিব? কিন্তু যেই কেল্লার গেটের সামনে যাওয়া, অমনি নবদ্বীপ সহরের ঠাকুর বাড়ীর ফটকের দৃশ্য চোখের সামনে হাজির। ভাবিলাম কি মুস্কিল। কি মাথা পিছে ৵০ আনা হিসাবে টিকিট, তার পর যে পাণ্ডামহারা অগ্রগামী হইয়া ভিতরের দৃশ্য দর্শন করাইবেন, তাঁহাকে অন্ততঃ ১৲ টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হইবে। আবার গাড়োয়ানকেও ।০ আট আনা বক্‌সিস্। অগত্যা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া এই পর্য্যন্তই দর্শনে ইতি দিলাম। ১১টার অল্প কয়েক মিনিট মধ্যেই পুনরায় আগ্রাসিটি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। ট্রেন আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পান ভোজনের কার্য্যটাও কোন প্রকারে নমঃ নমঃ করিয়া সমাধা করিয়া দিলাম।

ট্রেণটী যথা সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া মাত্র, সঙ্গীয় লোকজনসহ উঠিয়া পড়িলাম। অপরাহ্ণ ২টার ভিতরেই মথুরা জংসন ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া টাঙ্গা-যোগে মথুরাসহরের ভিতর দিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৩টায় পৌঁছিলাম। মথুরা হইতে বৃন্দাবন ৪ ক্রোশ রাস্তা; এখানেও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ থাকিয়া ব্রজমণ্ডলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী আদি ষড় গোস্বামীর আনুগত্যে গৌ[illegible]ধর্ম্মের পুনঃ

যাঁ'রা, তখন বেশ সম্ভাষণ করেন। পুরুষ দেখলে ঘোম্‌টা টানেন। অন্তরঙ্গদের সঙ্গে সে নিয়ম নয়।

তারপর আমি বৃন্দাবনে পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'র্চ্ছি। সেখানে আমার বড় সুযোগ। সেটা পাবনীজীর দান কিনা। ব্রজবুলিতে যে ব'লে থাকে—"বৃন্দাবনমে রাসমাধুরী, যাঁহা প্যারীজিকা ধাম।" সেখানে ত' গোপীর অভাব নেই? বারোমাস নানাদেশ থেকে রং বেরঙের গোপীদের চালান হচ্ছে। সেখানে ত' যুগল ছাড়া ভজন হয় না। কুঞ্জে কুঞ্জে যুগলের মেলা। গৌরাঙ্গ প্রভু সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সহিত বিচার ক'রে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; আর আমি তাঁ'র সেবক নামধারী অনন্তগণের ভিতর চ'রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাঁ'দের দফা সারছি। তাঁ'রা যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর যাঁ'র শিক্ষা—"**জীব ভগবানের নিত্য দাস**" তাঁ'র দোহাই দিয়ে নিজেরাই ভগবান্ সেজে' কত কত লীলা কর্ত্তে পারেন, তবে আমার আর "সোহহং" বলাতে অপরাধটা কি বেশী হ'ল? তবে তাঁ'দের মধ্যে লীলা-[illegible]চিত্রটা বজায় রয়েছে, আমার সেটা নাই। এই জন্যই ব'লেছিলাম 'আমি [illegible] বৌদ্ধ—মায়াবাদী, আর তাঁরা আবার প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী।

শ্রীনৈমিষারণ্যে শ্রীপরমহংসমঠে তৃতীয় বার্ষিক মহামহোৎসব

মহাসভাধিবেশন

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ ১০ই ডিসেম্বর (১৯২৮) শ্রীপরমহংস মঠে কীর্ত্তন-মহোৎসব উপলক্ষে অপরাহ্নে এক বক্তৃতা সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্র ও পণ্ডিতমণ্ডলী এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন, শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম, শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকী-নন্দন, ত্রৈলোক্যনাথ, গদাধর, যাদবানন্দ, নৃসিংহানন্দ, সর্ব্বেশ্বরানন্দ, হরিদাস, মঠরক্ষক শ্রীপাদ ধীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং নৈমিষারণ্যের ভাগবত পাঠশালার সব বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবে এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর সমর্থনক্রমে ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসি-প্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কীর্ত্তনমুখে গুরুবন্দনাক্রমে সভার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং পরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের 'প্রচার-বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এই :—

নৈমিষারণ্যক্ষেত্র শ্রীমদ্ ভাগবতচিন্তা-স্রোতের পূর্ণ বিকাশ ও বিলাস-ভূমি। গোমতী-তীরস্থ এই বিশাল পুণ্যক্ষেত্র একদিন অষ্টাশীতি সহস্র বেদবিৎ ঋষির তপঃ-কানন ছিল। এই পুণ্যক্ষেত্রে এখনও যে উচ্চ বড় বড় টিলা দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বে ঋষিগণের আবাস-স্থান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ভাগবতচূড়ামণি শ্রীশ্রীবংসুত গোস্বামীর আসন, যাহার তলে সহস্র সহস্র প্রবুদ্ধ ঋষি উপবেশন পূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এতদিন পরে পরমহংস-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ প্রভুপাদের কৃপায় পুনঃ প্রকটিত হইয়াছেন। পরমহংসপ্রবর শ্রীসূত গোস্বামীর সেই আসনেই অধুনা শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদের কৃপায় এই পরমহংস মঠ

সংস্কার অর্থাৎ অপধর্ম্ম, উপধর্ম্মগুলি নিরাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়া সজ্জন-মণ্ডলীকে অকপট[illegible] ভক্তির পথা প্রদর্শন হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

স্থাপিত হইয়াছে। এই পারমহংস্য ক্ষেত্র হইতে কালক্রমে পারমহংস্য-শাস্ত্রানুশীলন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নামে রুচি ও জীবে দয়ার কমনীয় বিগ্রহ এবং বৈষ্ণব-জনপ্রিয় শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ এতদ্দেশে যাহাতে পুনরায় ভাগবত-ধর্ম্মের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তজ্জন্য সুদূর নৈমিষের অরণ্যময় প্রদেশস্থ শ্রীপরমহংসমঠে ভাগবত পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক ভোজনাসনাদি প্রদানে এতদ্দেশবাসিগণের ভক্তিবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থিগণ প্রত্যহ দলে দলে সমাগত হইয়া বিদ্যার্থি ব্রহ্মচারিরূপে মঠে অবস্থান করিবার ভাগ্যলাভ করিতেছে। এরূপ সুযোগ এতৎপ্রদেশে কি কখন উদিত হইয়াছিল? কেবল এতৎপ্রদেশে কেন? সমস্ত জগতেও কখনও উদিত হয় নাই। "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"—একথার অর্থ এত দিন পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগবত দর্শনে এতদিন পরে শ্রীধাম নৈমিষ ক্ষেত্রস্থ সন্তানন আনন্দে নিজ স্বরূপ স্বস্থানে প্রকটিত করিয়াছেন। উচ্চ উচ্চ টীলা-সমূহ যথায় পূর্ব্বে ঋষিগণের তপঃকানন ছিল, অধুনা বৃক্ষময় হইয়া ভোগিগণের ভোগের বাধা প্রদান করতঃ আপনাপন স্বতন্ত্রতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে।

উপসংহারে বক্তা সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এই চক্রতীর্থে যখন ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ প্রভুপাদ শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন ঐ চক্রতীর্থ যে স্বেচ্ছায় প্রভুপাদের চরণ গ্রহণ করিয়া প্রক্ষালন করিয়া তীর্থীভূত হইয়াছিলেন, তাহা তৎকালে বহুলোকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে, ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসদয় গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ গবেষণাপূর্ণ প্রাঞ্জল ইংরাজি-ভাষায় নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার সারমর্ম্ম এই :—

এই পরম পবিত্র ক্ষেত্রে আভিজাত্য-পরায়ণ ষষ্টি-সহস্র ঋষি বিলোম-বর্ণোদ্ভূত সুতব্রাহ্মণোত্তম পরম ভাগবত শ্রীসূত গোস্বামীর পবিত্র সঙ্গক্রমে নিজ নিজ জনিবার আভিজাত্য, শ্রৌত ও যৌগ-স্বগ্যাদি অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অবরকুলজ পরম-ভাগবতের নিকট ভক্তি-দম্ম দীক্ষা লাভ করিয়া গুণগ্রাহী ব্রাহ্মণ-স্বভাব-সুলভ সরলতা ও নিরপেক্ষতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "দ্বিজ হউক, ন্যাসী হউক, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুমোদন ও গ্রহণ করিয়া, জগদ্গুরু 'মহাভাগবত' শ্রীসূত গোস্বামীকে গুরুত্বে বরণ করত ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা এবং ভক্তি-ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

জড়ের কোনপ্রকার ভোগময় বৈশিষ্ট্যই ভক্তি-ধর্ম্মের অধিকাররূপে গৃহীত হইতে পারে না। অভিজ্ঞতা, বয়সাধিক্য প্রভৃতি জড়ীয় গুণ ভক্তির তারতম্যের কারণ নহে। এই দুর্লভ মানব-দেহ, যাহা লক্ষ লক্ষ যোনি পরে লাভ হয়, আর যে দেহ ভজনের একমাত্র অনুকূল, পরন্তু নিত্যকাল স্থায়ী নহে, এরূপ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া শ্রৌত-সরণি অবলম্বন পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন করাই, মানব-জন্মের সার্থকতা।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী বঙ্গ-ভাষায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার অনুকূলে যে কোন ক্রিয়া আচরিত হইলেই তাহা ভক্তি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া যে বাগ্‌নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য, অর্থোপার্জ্জন ও মঠ-পরিচালনাদি-শক্তি প্রভৃতি কৃতিত্ব, তাহা কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। তাহা ভগবদুদ্দেশে কৃত হইলেও ভক্তি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় না, পরন্তু দাম্ভিকতা-তেই গণিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপক্ষীয় উৎসবক্ষেত্র এই শ্রীনৈমিষারণ্য শ্রীশ্রীবিনোদবিলাসজীর নৈশ-লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন হইতে অভিন্ন এবং শুক্লপক্ষীয় উৎসব-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর শ্রীশ্রীগৌর-কিশোরের বিলাসস্থল এবং শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন সামন্ত পঞ্চকের 'সন্নিহিত সর' শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের পরম নিগূঢ় বিলাস-বিহার স্থল।

তৎপরে সভাপতি মহোদয়ের আদেশে ত্রিদণ্ডিকুলালঙ্কার শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ দৈন্য-পূর্ণ, উচ্ছ্বাসময়ী বঙ্গ-ভাষায় সভাবৃন্দের হৃদয় বিগলিত করিয়া বৈষ্ণব মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া নিজ বক্তৃতা সমাপন করেন।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদ সহকারে এই মহতী সভা শুক-বন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তনান্তে ভঙ্গ হয়।

অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম হয় না কেন?

(৪)

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-
গোচরম্॥"

'জগতে আমার কিছু আছে'—এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে 'হরি-নাম' কীর্ত্তিত হন না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বাগ্রেই 'নাম' উদিত হন। সাধুসঙ্গ প্রভাবে অজামিল উচ্চাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গাদি অসৎসঙ্গ গর্হণ পূর্ব্বক দেহ-সম্বন্ধীয় পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সম্বন্ধি তীর্থে শুদ্ধনাম কীর্ত্তনাদির দ্বারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি অবস্থা লাভ করিলেন। যথা ভাগবতে—

"মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা
মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং
তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ॥
ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তঃ সর্ব্বানুবন্ধনঃ॥"

—শ্রীঅজামিল কহিলেন,—"আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ বস্তুতে উদিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।" হে রাজন্, অজামিলের ক্ষণকাল মাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐ প্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন।

অজামিলের সাধুনিন্দাদি কোন নামাপরাধ না থাকায় তাঁহার নামাভাস হইয়াছিল। কিন্তু অসাধু সঙ্গরত সাধারণ বদ্ধ জীবের (বিশেষতঃ প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের) সাধুনিন্দা ও নামের বলে পাপবুদ্ধি—এই দুইটী মহান্ অপরাধ সর্ব্বক্ষণই সম্ভব, সুতরাং "কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ"—এই কথারই সার্থকতা সিদ্ধ হইল, আর সাধুসঙ্গ ব্যতীত যে শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না, তাহাও আমরা অজামিলের উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারিলাম। 'ভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—'নাতৈবং যস্য বাচি স্মরণপথগতং' ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি নিমত্তক 'পাষণ্ড' শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাং।' সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীনামও যদি 'দেহ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, 'দ্রবিণ' অর্থাৎ অশুদ্ধ অর্থসংগ্রহচেষ্টা, নাম-মন্ত্র ভাগবত ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থসংগ্রহচেষ্টা, 'জনতা' অর্থাৎ অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ, 'লোভ' অর্থাৎ জিহ্বা-লাম্পট্য বা লৌল্য, 'পাষণ্ডতা' অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতুবুদ্ধি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে প্রাকৃত সহজিয়ার গৌরাঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ, রূপার গৌরাঙ্গ, কাঠের গৌরাঙ্গ প্রভৃতি জ্ঞান, সদ্‌গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও অসদ্‌গুরুত্রুবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল্পিত ও আরোপিত ভগবদ্‌বুদ্ধির ছলনা, বৈষ্ণবে জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি ইত্যাদি মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে পাষণ্ডময়ত্ব বা অপরাধ-হেতু ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামের ফলে যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা উদিত হয় না। অতএব অসাধু সঙ্গে কখনও শুদ্ধনাম হইতে পারে না। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু স্তবমালায় যে হরিনামকে—"মুকুন্দের উপাস্যনাম" ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য" প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই শ্রীহরি-নাম কখনই প্রাকৃত অসাধুসঙ্গে উদিত হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামিগণের নিকট বৈষ্ণবের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া জগৎকে জানাইলেন যে,—"যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম, সেই ত' বৈষ্ণব।" আবার তিনিই শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আমাদিগকে জানাইলেন,—'অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।' অর্থাৎ শুদ্ধকৃষ্ণনাম-কারী ব্যক্তিই বৈষ্ণব এবং সেই বৈষ্ণবের আচারে অসৎসঙ্গত্যাগরূপ লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ—(১) স্ত্রীসঙ্গী বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, এবং (২) অন্যাভিলাষী কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অসৎসঙ্গী ব্যক্তি কখনও 'নামকীর্ত্তনকারী' বা 'বৈষ্ণব' নহেন। নামকীর্ত্তনকারীই—"বৈষ্ণব"; আর সেই বৈষ্ণবের আচারই যখন "অসৎসঙ্গ ত্যাগ", তখন অসৎসঙ্গী কখনও নামকীর্ত্তনকারী নহেন, ভোগ-মোক্ষাদি কামনা নামাপরাধ মাত্র। শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয় বা ভক্তি। "ভক্তিঃ পরেশানুভবঃ বিরক্তিরন্যত্র" অর্থাৎ ভক্তি, ভগবদুপলব্ধি ও কৃষ্ণেতর বিষয়-বিরক্তি—তিনটীই যুগপৎ উদিত হয়,—এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত এবং "তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ" অর্থাৎ যে কালে আমার মন নব নব রসের আধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই অবধি নারী-সঙ্গমের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রও আমার মুখ-বিকৃতি ও থুৎকার উপস্থিত হয়—এই সকল বাক্য হইতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, নামকীর্ত্তন-কারীর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না? শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় আরও বলিয়াছেন,—"মহৎ কৃপাবিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

ভাগবতীয়—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং", "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদঃ", 'সম্পূর্ণং ভবদীয়বাক্যং'

প্রভৃতি বাক্য হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অসাধু সঙ্গে বা তাঁহাদিগের মুখে কখনও শ্রীনাম কীর্ত্তিত হইতে পারেন না। আবার শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তের ভাষায়ও কৃষ্ণভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গী প্রকৃত সহজিয়াকুলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বলিতেছি—

"অসাধু সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।"

নানা কথা

বিচিত্রা মানহানির মামলা

পরলোকগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-ব্যবসায়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে 'বিচিত্রা' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে এক মামলা আনিয়াছিলেন।

সম্পাদক ও মুদ্রাকর ক্ষমা প্রার্থনা করায় মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

নরহত্যায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

খুলনার ১৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, খগেন্দ্রনাথ দাস নামে এক-ব্যক্তি সীতানাথ নামে এক ব্যক্তিকে খুন করিবার অভিযোগে সেসনে অভিযুক্ত হয়। জজ জুরীদের সহিত এক মত হইয়া আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আহত উকীল হাস্পাতালে মৃত্যু

হাওড়ার উকীল শ্রীযুত বিষ্ণুপদ কিছুদিন পূর্ব্বে কদমতলার নিকট আততায়ীর ছোরার আঘাতে আহত হইয়া হাওড়া জেনারেল হাস্পাতালে ছিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জিয়াগঞ্জে বিদ্যালয়

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবারে স্থানীয় কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগৎ সিং লোঢ়া মহাশয়ের উদ্যান বাটীতে অস্পৃশ্য লোকদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের এ বিষয়ে খুব উৎসাহ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রকুমার সেন জিয়াগঞ্জ কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অডিটার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়গণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগৎ সিং লোঢ়া মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা হীরাকুমারী সাহেবা মহাশয়া অস্পৃশ্যদের মেয়েদের শিক্ষার ভার লইয়াছেন এবং খুব শীঘ্রই তাঁহার অন্দর বাটিতে অস্পৃশ্য মেয়েদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলার বন্দোবস্ত হইবে।

গুণ্ডামী

কনেষ্টবল আহত

আসামী গ্রেপ্তার

গত শনিবার রাত্রিতে হ্যারিসন রোড এবং চিৎপুর রোডের মোড়ে সেখ আবদুল নামক একজন মুসলমান গুণ্ডা মহাদেব এবং নাজির নামক দুই জন কনেষ্টবলকে ছোরার আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম করে।

প্রকাশ, উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় আসামী বেলিয়াঘাটা মেইন রোড দিয়া যাইতেছিল। ঐ সময় বেলিয়াঘাটা থানার শীতল সিং নামক একজন কনেষ্টবল তাহাকে সন্দেহ-জনক ভাবে বেড়াইতে দেখিয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে, লোকটা কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় উক্ত কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইতে থাকে, ঐ সময় আসামী কনেষ্টবলের হাত হইতে পলাইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে এবং কনেষ্টবলের সঙ্গে তাহার ভীষণ ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। প্রকাশ, এই সময় আসামী কনেষ্টবলের স্কন্ধে ছোরার আঘাত করে। কনেষ্টবল আহত হইয়া সাহায্যার্থে চীৎকার করে, কিন্তু কেহ সে স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আসামী কনেষ্টবলের হাত ছিনাইয়া রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করে। পুলিশ এই খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, এবং কনেষ্টবলকে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া যায়।

এই ঘটনার খবর পাইয়া জোড়াসাঁকোর পুলিশ আসামীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সে নাকি জোড়াসাঁকো থানার এলাকাতেই বাস করে। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়, মহাদেব এবং নাজির হোসেন নামক দুই জন কনেষ্টবল আসামীকে হ্যারিসন রোড এবং চিৎপুরের মোড় অতিক্রম করিতে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় আসামী উক্ত কনেষ্টবলদ্বয়কে ছোরার আঘাত করে এবং পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করে। অপর দুই জন কনেষ্টবল ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তখন আসিয়া পড়িয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে। যে দুইজন কনেষ্টবল চিৎপুর রোডের মোড়ে জখম হয়, তাহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

আসামী এখন হাজতে আছে এবং ব্যাপারের সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

—আনন্দবাজার

মাতার ক্রোড়ে শিশুর আকস্মিক মৃত্যু

গত শনিবার শ্যামপুকুর থানার এলাকায় বলরাম দেব ষ্ট্রীটের ফুট পাথের উপরে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক তাহার শিশু পুত্র ক্রোড়ে রাখিয়া রোদ পোহাইতেছিল, সেই সময়ে হঠাৎ এক খণ্ড কাষ্ঠ বাড়ীর ছাদ হইতে শিশুটির মাথায় পতিত হয়, ফলে শিশুটি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য শিশুর মৃতদেহটি শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ত্রিবেন্দ্রামে মোটর ডাকাতি

'স্বরাজ্য' পত্রিকায় প্রকাশ, একদল দস্যু ত্রিবেন্দ্রমস্থ ইউরোপীয়ান ক্লাবের মোটর গ্যারেজ হইতে কয়েকখানি মোটর চুরি করিয়া নগরতলীতে এক মুসলমান মহিলার বাড়ীতে হানা দেয় এবং মহিলাকে ভয় দেখাইয়া টাকা ও অলঙ্কার আদায় করে। অতঃপর তাহারা বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম পিলাইর বাড়ীতে চুরির চেষ্টা করে, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহারা কয়েকটি স্থানে ডাকাতি করিয়াছে। পুলিশ তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে।

কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেনের স্মৃতি

পরলোকগত কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার পত্নী ও কন্যা তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষও এইভাবে পরিবারের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-পদক

পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি উৎসবে রায় অনিরুদ্ধ লাল সিংহ মহাশয়ের ঘোষিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে নিম্নলিখিত লেখক এবং লেখিকাগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন,

কবিতায়—

প্রথম—শ্রীভোলানাথ ঘোষ (দ্বারভাঙ্গা)
দ্বিতীয়—শ্রীবঙ্গচন্দ্র কাব্যবিনোদ (চট্টগ্রাম)
তৃতীয়—শ্রীকনকলতা ঘোষ (সিকদার-বাগান কলিকাতা)

গল্পে—

প্রথম—শ্রীভোলানাথ ঘোষ (দ্বারভাঙ্গা)
দ্বিতীয়—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (খুলনা)
তৃতীয়—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাকে সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দুইখানি উত্তম রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে।

জমিদার সভার বাৰ্ষিকে

বড়লাটের অভিনন্দন

প্রজাস্বত্ব বিধি

গত ১৫ই ডিসেম্বর বেলা এগারটার সময় বঙ্গীয় জমিদার-সভা বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বড়লাটকে একটি অভিনন্দন পত্রের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত জমিদারগণকে লইয়া জমিদারদের ডেপুটেশন গঠিত হইয়াছিল—দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কুমার কামেশ্বর সিংহ, মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ), মহারাজ জগদীশনাথ রায় (দিনাজপুর), রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর (শ্রীহট্ট), কুমার এ, এম সেন রায় (বলধাজ, ঢাকা), রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ রায়, (নেওালিয়া), শ্রীযুক্ত নকরচন্দ্র পাল চৌধুরী (নাটুদা), খাজা নজরুদ্দিন, (ঢাকা), রায় রাধিকাভূষণ রায়বাহাদুর (তাড়াস), শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় (বেহালা), মিঃ কে কে রায় (সুয়াপুর, ঢাকা)।

বড়লাটের উত্তর

বড়লাট উত্তরে বলেন, বাঙ্গালা এবং অন্যত্র আপনাদের রাজভক্তি গভর্ণমেন্টের একটা বড় সম্পদ; কারণ আপনাদের মধ্যে অনেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা নিজেদের পদমর্য্যাদায় জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতৃত্ব স্থানে সমাসীন আছেন; প্রজাদের উপর এবং রাষ্ট্রের প্রতি আপনাদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। সমৃদ্ধ এবং সন্তুষ্ট কৃষক সম্প্রদায়ের উপরই জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সেবার দ্বারা রাষ্ট্র-সেবার যে সুবিধা আপনাদের আছে, অপরের তাহা নাই। আমি দেখিলাম, বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে একটা বিল পাশ হইয়াছে। আমি জানিলাম, জমিদার ও প্রজা এবং বাঙ্গলার জনসাধারণ জমিদার এবং রায়তের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি স্বরূপে ঐ বিলটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বিলে যেমন রায়ত, কোর্ফা রায়ত প্রভৃতিকে কতকগুলি নূতন অধিকার দান করা হইয়াছে, তেমনই জমিদারদের ন্যায্য স্বার্থও সুরক্ষিত করা হইয়াছে। বাঙ্গলার রায়ত এবং জমিদারদের মধ্যে সদ্ভাব সৌহার্দ্দ্য রক্ষিত হইবে, আপনাদের নিকট হইতে একথা জানিয়া আমি সত্যই আনন্দ লাভ করিলাম।

বোলপুর যাত্রা

গত ১৬ই ডিসেম্বর বড়লাট এবং লেডী আরউইন বেলা ১১-২৪ মিনিটের সময় বোলপুর রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় তথায় পৌঁছেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহারা ১০-৩৯ মিনিটের সময় স্পেশ্যাল ট্রেণে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই পৌষ, শুক্রবার—১৩৩৫।

লাটের সহিত সাক্ষাৎকার

১৭ই ডিসেম্বরের লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লাট বাহাদুরের সহিত লক্ষ্ণৌতে বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উত্তরপশ্চিমের প্রচার-কেন্দ্র নৈমিষারণ্যের পরমহংস মঠ ও তাঁহাদিগের প্রচার্য্য বিষয়ে মহামান্য লাট বাহাদুরের প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া পারলৌকিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে, ষষ্টিসহস্র ঋষিগণের সমক্ষে প্রতিলোম-কুলোদ্ভূত শ্রীসূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে তৃতীয় অধিবেশনে ভাগবত-মত প্রচার করেন। সেই প্রাচীন স্মৃতির পুনরুদ্ধার-কল্পে দুই বৎসর হইল তথায় পরমহংসমঠ স্থাপিত হইয়া শ্রীমদ্ ভাগবতের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের বিষদ্বর অনুগ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সহিত লাটবাহাদুরের আলোচনা কালে *His Excellency* বলেন, আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞানের সাহায্যে ভগবদ্ বস্তু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু স্বামিজীর মুখ-নিঃসৃত বৈদিক বিচার শ্রবণ করিয়া তিনি সে বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্বামিজী বলেন, প্রেমনেত্রে দর্শনদ্বারাই বাস্তব-সত্য পরমেশ্বর বস্তু সমাধি-লব্ধ চিত্তে প্রকাশিত হন। অধিরোহ ত্রিগুণাতীত বস্তু হইলেও বিজ্ঞের স্বরূপ জ্ঞান ভগবদ্বস্তুর হৃদয়ঙ্গম অনুভূতি না থাকিলেও শ্রৌত-পন্থা দ্বারাই ভগবদনুভূতি অনিবার্য্য। জাগতিক উদ্যম কখনই নিশীথকালে সূর্য্যদর্শনে সমর্থ হইতে পারে না। আর দিবাভাগে গগনোদিত সূর্য্য স্বীয় আলোকদ্বারা স্বয়ং প্রতিভাত হন। স্বামিজী *His Excellency, Mr. Lambert*কে তাঁহার উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাসকের পদে যুক্ত হওয়ার সম্বন্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে লাট বাহাদুর প্রত্যুত্তরে বলেন যে, তিনিও স্বামিজীর ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত আলাপে স্ব-নিক প্রতিভাবের সহিত নিজ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বন মহারাজ লাটবাহাদুরের প্রধান "সেক্রেটারী" কুমার জগদীশপ্রসাদ, শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বায়ত্ত-শাসনের মন্ত্রী অনারেবল রাজাবাহাদুর কুশল পাল সিংহ, কপুরতলার মঃ কুমার অমৃতলাল সিংহ এবং অনারেবল মিঃ গোকর্ণনাথ মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইঁহারা সকলেই মঠের প্রচারবিষয়ে সবিশেষ সহানুভূতি-প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বন মহারাজ লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পারলৌকিক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

অতিবাড়ী

(১৮৭১ সালের ইংরাজী 'প্রগ্রেস' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রের অনুবাদ)

উড়িষ্যার অতিবাড়ী নামে এক প্রকার সম্প্রদায় আছে। তাহারা মুখে আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী। যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অভিযান করিয়াছিলেন, সেই সময়ে 'জগন্নাথ দাস' নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগন্নাথ দাস সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ মেধাবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি উড়িয়া ভাষায় পদ্যে শ্রীমদ্ ভাগবত ও গীতার অনুবাদ রচনা করেন। ঐ সকল অনুবাদ কোন কোন স্থলে মূল অনুযায়ী না হইয়া আকর গ্রন্থ অপেক্ষা স্বতন্ত্রভাবে ও স্বকপোল-কল্পিত হইয়া রচিত। উৎকলবাসিগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ সে সকল পদ্যানুবাদ পড়িতে সাতিশয় অনুরক্ত। আমার মনে হয়, কলিকাতায় বাস করিয়া আপনিও কখনও কখনও উড়িয়া বেহারাদিগকে তাহাদের পাল্কীর আড্ডায় এই সকল পদ্যানুবাদ বিচিত্র সুর-তাল-লয়-সংযোগে পাঠ করিতে দেখিয়া থাকিবেন।

যদিও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রায় সকলেই ঐ জগন্নাথ দাস কৃত ভাগবতের পদ্যানুবাদ পড়িতে ভালবাসে, তথাপি উড়িষ্যায় একটী বিশেষ দল আছে, যাহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে জগন্নাথদাসের অনুগত বলিয়া বিশ্বাস করে। ইহারাই অতিবাড়ী। ইহাদের অধিকাংশই নিম্ন জাতীয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ওয়াহিবি' নামক গোঁড়াদলের ন্যায় অতিবাড়ীগণের মধ্যেও ধর্ম্ম ও রাজনীতির সংস্রব বিদ্যমান। ধর্ম্মজগতে তাহাদের অবস্থান [illegible] রকমের। তাহারা বলে, তাহারা এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সবিশেষ ভগবান্ পুরুষোত্তমের তত্ত্ববিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং মুক্ত জীবাত্মার ভগবৎকৈঙ্কর্য্যের বৈচিত্র্য-বিষয়ে ইহারা বিশ্বাস করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা মায়াবাদী, কেবলাদ্বৈত-বাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতের ন্যূনাধিক পরিপোষক। তবে ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ-দেবই ভগবত্তার সর্ব্বোত্তম আদর্শ এবং মনে হয় তাহারা জগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে পূজা অর্চ্চন করে। তাহারা সমস্ত শাস্ত্রই যে বিশ্বাস করে, তাহা নহে; পরন্তু শাস্ত্রসমূহ হইতে নিজ নিজানুরূপ মতবাদ টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, জগতে তাহারাই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক সম্প্রদায় এবং বাস্তব সত্য তাহাদের নিকটেই সত্য। অনেক সময়ে তাহারা প্রচার করে যে, তাহারাই একমাত্র যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মোপাসক সম্প্রদায়ের ব্রহ্মবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান না থাকায় ভ্রান্তিক্রমে তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মনামে অভিহিত করে এবং ন্যূনাধিক খ্রীষ্ট মতেরই অনুসরণকারী। পূর্ব্বকালে মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকগণের ন্যায় অতিবাড়ীগণ ঈশ্বরের নিকট হইতে এখনও প্রত্যাদেশাদি প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকে। এই কারণে প্রত্যেক বিজ্ঞাভিমানী অতিবাড়ী আপনাকে একজন মহাপুরুষ বা অবতার জ্ঞান করে এবং স্বীয় সমীপে কতকগুলি মালিকা অর্থাৎ প্রত্যাদেশ-পত্র রক্ষা করে। এ সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তির নিকট গেলেই সে ব্যক্তি কোন্ বর্ষে এবং কিরূপ অবস্থায় বিশ্বের প্রলয় সংঘটিত হইবে, তাহা বলিয়া দিবে। কখনও কখনও ইহারা হঠ-যোগাদির 'কসরত'ও দেখাইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শন করিয়া লোককে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। তাহারা প্রায়ই গঞ্জিকা ও অহিফেনসেবনে অতিমাত্রায় অনুরক্ত এবং এই আসব পানাদিতে প্রমত্ত থাকা অবস্থাতেই তাহারা প্রত্যাদেশাদি পাইতে অভ্যস্ত। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই গৃহমেধধর্ম্মের যাজক এবং সন্ন্যাসাশ্রমকে তত বেশী পছন্দ করে না। ইহারা অতিশয় দুঃসাহসী এবং দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী ভাষায় অজ্ঞ লোকের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে যে সকল উৎকলবাসী মোটামুটিভাবে আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝিতে পারে, অথচ কোন প্রকার সৎশিক্ষা লাভ করে নাই, তাহারা অতিবাড়ী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। আমার মনে হয়, সমগ্র উড়িষ্যাদেশে প্রায় ১৫ হাজার অতিবাড়ী বর্ত্তমান। বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হইয়াছি যে, ফ্রি ম্যাসন্ সম্প্রদায়ের ন্যায় অতিবাড়ীদিগের মধ্যেও একটা সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সম্বন্ধভাবে মতের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহারা প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে রহস্যময় ভাষা ও চিহ্নের সাহায্যে পত্র ও মিলন রক্ষা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান কালে বালেশ্বর হইতে পুরী ৮ দিনের রাস্তা হইলে বালেশ্বরবাসী অতিবাড়ীগণ পুরীবাসী অতিবাড়ীগণের সমস্ত খবর জানে।

বঙ্গদেশে 'বাউল' নামে যে সম্প্রদায় বর্ত্তমান, তাহাদিগের মধ্যে এই অতিবাড়ীগণের ন্যায় যদি রাজনীতি সংস্রব না থাকিত, তাহা হইলে আমরা অতিবাড়ীগণের সহিত বাউল সম্প্রদায়ের তুলনা করিতাম। অতিবাড়ীগণের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কেবল প্রত্যাদেশের আকারে অসংখ্য মিথ্যা জনরব সৃষ্টি ও প্রচার করিয়া দেশে একটা রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটন করা। বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের অর্থাৎ বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃপক্ষের ধ্বংস সাধনার্থ কখন তাহাদের অভীষ্ট দেবতা অবতীর্ণ হইবেন, তাহাও তাহাদের মালিকা নাম্নী প্রত্যাদেশ-পত্রিকাগুলি দ্বারা ঘোষিত হয়। হেঁয়ালী ও রহস্যপূর্ণ শব্দ এবং ভাষার সাহায্যে তাহারা নিজ সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকগুলিকে অবতারের জন্য ঔৎসুক্য ও অত্যাগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়া থাকে। কেবল যে গঞ্জিকার প্রভাবে এই সকল ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয় তাহা নহে, শিক্ষালোক হইতে বহুদূরে অবস্থিত অনভিজ্ঞ মূর্খ লোকের কনককামিনী সম্ভোগেচ্ছাই তাহার প্রধানতম কারণ। উড়িষ্যার অভ্যন্তরস্থিত মূর্খ অধিবাসিবৃন্দের নিকট প্রত্যেক অতিবাড়ী তাহাদের প্রয়োজনানুসারে জাগতিক সুখ-ভোগ-সাধক এবং পাপী পরিত্রাতারূপে দর্শন করিয়া থাকে। প্রায়ই পুরুষেরা নিজ নিজ কঠিন ব্যাধি হস্ত হইতে মুক্তির জন্য এবং বন্ধ্যা অবন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা সন্তানসুখ পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা নিমিত্ত ইহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

সম্প্রতি পুরী ও খুরদা সহরে ফৌজদারী আদালতে দুইটী ঘটনায় বিচার-কালে এই অতিবাড়ী তত্ত্ব ও প্রবঞ্চকগণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে খুরদার ঘটনাটিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জনৈক অতিবাড়ী

বলরামের অবতাররূপে লোকের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, তাহার নির্ব্বাচিত দেশ উড়িষ্যায় শীঘ্রই একটী রাজনৈতিক বিপ্লব সে আনয়ন করিবে। এই মিথ্যা জনরব প্রচার করিয়া সে অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উচ্চশ্রেণীর অধিবাসিগণের বহুস্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে। লোকে তাহাকেই ঈশ্বরের স্থায় পূজা করিত, এবং নিজ রাজ্যাভ্যন্তরে রাজা যেমন পূজিত হন, তদ্রূপ সহস্র সহস্র লোক-কর্ত্তৃক সে সর্ব্বক্ষণ পরিবেষ্টিত থাকিত। এইরূপে সে তাহার মালিকা প্রচার-দ্বারা ঘোষণা এবং ধর্ম্মান্ধ মূর্খের দল বৃদ্ধি করিতে থাকিলে অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলার তাহাকে রাজদ্বারে বিচারে দণ্ডিত করিয়া কারাগারে প্রেরণ করায় তখন সে শান্ত হয়। দ্বিতীয় প্রবঞ্চকটী ভুবনেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বস্থিত জগন্নাথ রোডের অনতিদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রামে দৌরাত্ম্য করিতেছিল, তাহাকেও মহাবিষ্ণুর অবতার রূপে লোকে পূজা করিত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু স্ত্রীলোক গভীর রাত্রে তাহাকে পূজা করিবার জন্য উপস্থিত হইত এবং সে নিজের উচ্ছিষ্টকে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের তুল্য পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিত। এইরূপে সে পাপাচরণ করিতে থাকিলে একদা ভুবনেশ্বরের কতকগুলি দুঃখভারাক্রান্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া কাহার শাসনানুসারে সে তাদৃশ আচরণ করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সে প্রত্যুত্তর করিল যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসন সমাপ্ত প্রায় এবং খুরদা নগরের দুলবেহারা নামক জনৈক ব্যক্তি শীঘ্রই উড়িষ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হইবেন এবং যাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার ঐশ্বরিক-রোষানলে দগ্ধীভূত হইবে। ইহাতে উপরিউক্ত জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণগণের অনেকেই ভীত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি এই ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর আনয়ন করিলেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কেদারনাথকেই এই ঘটনার আমুল অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও পর্য্যবেক্ষণ ফলে উক্ত পাষণ্ড অনতিবিলম্বে বিচারার্থ সমানীত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। প্রবাদ এই যে, এইরূপ বহুসংখ্যক লোক-প্রবঞ্চক উড়িষ্যাদেশের নানাস্থানে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু যখনই তাহারা উল্লিখিত দুইটী ঘটনার ভীষণ পরিণাম-ফল শ্রবণ করিল—তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিল।

শিখ্‌লেই শিখা যায়

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অনন্ত শক্তি। তিনি এক শক্তিতে ঈক্ষণ করায় এই জগৎ প্রকট হয়েছে। আবার তাঁর আর এক শক্তি হ'তে জীব সব প্রকাশ হয়েছে। সুতরাং জগৎপতি জগৎ ও জীবের পতি। তাই তিনি এই জগতে জীবের শিখ্‌বার অনেক বস্তু সাজিয়ে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি আবার প্রত্যেক জিনিষের ভিতরে বিরাজ কর্‌ছেন! আমরা যারা তাঁর এই গূঢ়লীলা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তারাই না অসুবিধায় পড়ছি। আর যা'রা সেই অন্তর্য্যামীর কৃপায় তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্য বুঝে চল্‌ছে তারা কিন্তু সব দিকেই সুবিধা পেয়ে আনন্দ করে চলে যাচ্ছে। যারা এই জগতে ভোগ কর্‌বার বাসনা নিয়ে জীবনটাকে নিযুক্ত করেছে, তারা কিন্তু ইঁদুরের মত খাবার খেতে যেয়ে সেই খাবার দিয়ে ইঁদুর-ধরা কলে পড়ে যাচ্ছে। আর ভাগ্যবান্ জন' না করে—ভোগ কর্‌তে না যেয়ে সেই বস্তু থেকে নিজের মঙ্গলটা বেছে নিচ্ছে। তাই, বল্‌ছিলাম শিখ্‌লেই শিখা যায়।

জল একটী সাধারণ জিনিষ। মানুষ মাত্রেই সব সময় এর দ্বারা অনেক কাজ গুছিয়ে নেয়। এমন কি শৌচ-কার্য্য হতে আরম্ভ করে অনেক ভাল কার্য্যে পর্য্যন্ত লাগিয়ে দেয়। মানুষ নিজের ঘরবাড়ী ত' পরিষ্কার করেই তা ছাড়া দেহ-গৃহ খানাকে দিন রাতের অধিকাংশ সময়টা জল দিয়ে সাফ্ করে। অর্থাৎ কেবল নিজের সেবায় তাকে লাগায়। কিন্তু তা হতে শিখ্‌বার দিকটায় উদাসীন থাকে।

জগতের একটা প্রধান দোষ—কপটতা। যে যা নয়, সেই তাহা অথবা তার চেয়ে বড় সাজিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু সামান্য জলের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, ইহা স্বভাবতঃই স্বচ্ছ। অবশ্য অনেক সময় আমরা জলকে ঘোলা বলিলেও সেই অবস্থা জলের নিজের নহে। অপর বস্তুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অবস্থা, কিন্তু ক্ষণপরে জল নিজেই সেই মিশ্রিত অবস্থা হতে মুক্ত হয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলে। কপটতা বলে কোন ভাবই জলে নাই। যখন যে অবস্থায় থাকে, তা'ই দেখায়, পরন্তু নিজের নির্ম্মল স্বভাবটা স্পষ্ট করে দেখায়। সুতরাং জগৎপতির সৃষ্ট পদার্থ হতে শিখ্‌লেই শিখা যায়।

জলের আর একটী ব্যবহার সরলতা। এমন সরল কেহ আছে কিনা, জানা নাই। এই সরলতা ইহার সহজ (সহ+জ—সহজাত) বৃত্তি। ময়ূরের পুচ্ছে ঢাকা কাকের স্থায় সাজা ময়ূর নয়। জলের সহজ ভাব বা স্বভাব তরলতা। সে সেই ভাবটী নিয়ে চলেছে। যদি কোনও কারণে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লেগে বরফ হয়ে শক্ত ভাব ধারণ করে, আর যদি অত্যন্ত উত্তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, তবুও কিন্তু জল নিজের স্বভাব ছাড়ে না। বরফ গলে তরল, আর বাষ্প মেঘ হয়ে বর্ষাকারে পড়ে ও তরলতা দেখিয়ে দেয়। এমন সরল ব্যবহার হতে আমাদেরও শিখবার অনেক আছে। জীবের দুইটী ধর্ম্ম—একটি কোন কারণ থেকে (নৈমিত্তিকধর্ম্ম), আর একটি সহজ। আমাদের বর্ত্তমান জগতে থাকা কালে দেহ ধারণ, সমাজরক্ষা, বিবাহাদি ধর্ম্ম আমাদের আসল 'আমি'র ধর্ম্ম নহে। আসল 'আমি'র ধর্ম্ম হচ্ছে—পরমাত্মা ভগবানের সেবা। আমরা এজগতে এসেছি বলে এই জগতের কৃত্যটা আমার ধর্ম্ম হয়েছে। বিবাহ করি বলে ভার্য্যার ভরণ পোষণ করা কৃত্য হয়, কিন্তু অবিবাহিত বা বিপত্নীক অবস্থায় ভার্য্যার পোষণ আমারই ধর্ম্ম হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে বিচার করে দেখ্‌লে জলের কাছ থেকে কত বড় জিনিষ শিখ্‌বার আছে চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ে। যে আমাকে সামান্য লৌকিক নীতি শিখায়, সেই কত বড় আর যে আমার অস্বাভাবিক ধর্ম্মকে জানিয়ে আমার সহজ সরল বৃত্তির উন্মেষ করে দেয়, সে কত বড়! হায়! হায়! ভগবান্ আমাকে এত ভাল বাসেন, শুধু তিনি নন, তাঁর সৃষ্ট পদার্থও আমাকে এত ভাল বাসে যে, আমার চারিদিকে থাকিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে আমাকে শিক্ষা দিয়ে সেই বিশ্বপতির সেবায় নিযুক্ত করবার চেষ্টা করছে। আমি কিন্তু বিপরীত পথে চলে ভবানীকর্ত্তা সাজবার চেষ্টায় আছি!

আর জগতে দেখা যায় যে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি প্রাণিশূন্য মানসেরও 'অনুরাগ' সকলের প্রতি সমান নয়। নিজের দেহে সকলেরই বেশী অনুরাগ বা আসক্তি। সেই অনুরাগটা একটু বেশী, এলে স্বজনে—তার পর আত্মীয়ে এবং খুব বৃদ্ধি হলে স্বজাতিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু সর্ব্বজীবে সমান ভাবে যদি কাহারও অনুরাগ থাকে, তবে জলেরই আছে। ধনী-নির্ধন বিচার নাই, বড় ছোট জ্ঞান নাই, সুন্দর কুৎসিৎ দৃষ্টি নাই, রোগী সুস্থ দেখা নাই, পাপী পুণ্যের ভেদ নাই, সকলকেই সব অবস্থায় সব সময় একই ভাবে আসক্তি দেখাচ্ছে! হায়! হায়! এত ছোট জিনিষেও কত বড় কথা শিখ্‌বার আছে তা আমি ধর্‌তে পারছি না!

জলের আর একটি ব্যবহার বড়ই সুন্দর। ইহা মধুরালাপী। ইহার ধ্বনি যা'র কাণে পৌঁছায়, সে উন্মত্ত হইয়া যায়—সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-কৌশল জানিয়া প্রকৃত কবি হইয়া পড়ে।

অহঙ্কার ব'লে কোন ভাব জলে নাই। সব সময়ে নীচের দিকে চল্‌ছে; অপরে উঁচুতে উঠাইলেও জল নিজের স্বভাবে নীচেই আসে। এমন সুনীচ ভাব জীবকে শিখ্‌তে অনেক মানবজন্ম ব্যয় কর্‌তে হয়। তাই ভাবি শিখ্‌লেই শিখা যায়।

জল আবার সব প্রাণীর মিত্র। বন্ধু যেমন মনের অশান্তিটা বন্ধুর কাছে যেয়ে দূর ক'রে শান্তি পায়, আমাদেরও তেম্‌নি দেহের ক্লেশ, মনের দুঃখ জলে পড়িয়াই দূর করি। মানুষ পাপ ক'রে তীর্থে যেয়ে পাপ থেকে ছুটি পায়। সেইরূপ জলে স্নান করে জীবের সব ক্লেশ নাশ হয়।

মুনি যেমন নিজের কাজে নিযুক্ত হয়ে আর সব কথায় উদাসীন থেকে নিজের পথে চলে যায়, জল তেম্‌নি জগতের কোন কথায় না থেকে নিজের মনে নিজ প্রভুর কাজে ও তাঁর কথায় সময় কাটাচ্ছে।

বন্ধু যেমন বন্ধুকে দেখা দিয়ে, স্পর্শ করে বন্ধুর প্রীতিটা বৃদ্ধি করে, সব প্রাণীর বন্ধু জলও তেমন সকলকে দর্শন স্পর্শনের দ্বারা প্রীত করে।

হায়! আমরা নিতান্ত বুদ্ধিহীন। এই একটা সামান্য জিনিষ যে ভাব আচরণ করে, নিজের স্বভাব দেখিয়ে জগৎপতির মহিমা কীর্ত্তন কর্‌ছে, আর আমরা সেই প্রভুর সেবক হয়ে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন সেবা করা দূরে থাকুক

অতিবাড়ীগণের এইরূপ চরিত্র! কি ভীষণ!! আমরা কটকের সংবাদপত্র-সহযোগীগণকে এই অতিবাড়ীগণের চরিত্র বিষয়ে যাবতীয় তথ্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করি। যদি তাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী হইতে চান, তাহা হইলে এই সকল অতিবাড়ী ও অনুকগণের হস্ত হইতে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। উড়িষ্যার যাবতীয় উন্নতিসাধন-প্রচেষ্টা সাথও যতদিন না এই সকল ঘৃণিত কুমতলববাজ অতিবাড়ীর দলকে সচ্চরিত্র নাগরিকরূপে পরিণত করা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত উড়িষ্যার উন্নতির আশা একপ্রকার অসম্ভব।

বৈষ্ণব-চরিত্র

(চিত্রকেতু)

মহারাজ চিত্রকেতু অনন্তদেবের বরে তুষ্ট হইয়া লক্ষ লক্ষ বর্ষ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যাধর-স্ত্রীগণ দ্বারা হরিনাম কীর্ত্তন করাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন।

একদিন চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে মুনিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে বসাইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। তদ্দর্শনে চিত্রকেতু উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—কি আশ্চর্য্য, যিনি সাক্ষাৎ লোকগুরু, দেহধারী জীবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মের বক্তা, তিনি কিনা মুনি-সভাতে ভার্য্যার সঙ্গে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সাধারণ গ্রাম্য নীচ জনগণও প্রায় গোপনেই পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু ইনি আশ্চর্য্য হইয়া সভামধ্যেই পত্নীকে অঙ্কে ধারণ করিতেছেন।

অসীম জ্ঞানশালী মহেশ্বর চিত্রকেতুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া নীরব রহিলেন। কারণ তিনি চিত্রকেতুর হৃদয়ের ভাব অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সাধারণের দুর্জ্ঞেয়, তাহা এই যে, শিব বৈষ্ণবপ্রবর এবং সমর্থবান্ পুরুষ। বাহ্য দুরাচারিত্বে তাঁহার কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু অনভিজ্ঞ জন তাহা না বুঝিয়া শিবের নিন্দা করিবে এবং তৎফলে দক্ষপ্রজাপতির ন্যায় নিজের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিবে। অতএব চিত্রকেতুর বাক্যে যদি তিনি বাহ্যে সদাচার প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে লোকের মঙ্গল হইবে।

পার্ব্বতীদেবী চিত্রকেতুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—অহো! এখন দেখিতেছি যে, এই চিত্রকেতু ইহ জগতে আমাদিগেরও শাসনকর্ত্তা, দণ্ডধর এবং প্রভু হইল! পদ্মযোনি ব্রহ্মা অথবা সিদ্ধমুনিগণ কি ধর্ম্ম বুঝেন না? তাঁহারা ত লোকপূজ্য হইয়াও শঙ্করের এই দুষ্কার্য্য নিবারণ করিতেছেন না, কিন্তু তাঁহারা যে দেবাদিদেব মহেশ্বরের চরণকমল ধ্যান করেন, সেই পরম ধর্ম্মমূর্ত্তিকে কিনা এক জন ক্ষত্রিয়াধম শাসন করিতে উদ্যত? অতএব ইহার যোগ্য শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এইরূপ আত্মাভিমানী ব্যক্তি ভগবান্ নারায়ণের পাদমূলে অবস্থান করিবার অযোগ্য! তৎপরে দেবী মহামায়া চিত্রকেতুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুর্ম্মতে! তুমি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদের যোগ্য নও, তুমি অসুরকুলে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, যাহাতে পুনর্ব্বার সাধুগণের সমীপে আগমন পূর্ব্বক নিন্দাদি দ্বারা নিজ অপরাধ আনয়ন করিতে অসমর্থ হইবে।

চিত্রকেতু পার্ব্বতীর অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, অম্বিকে, আমি আপনার শাপ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, যেহেতু দেবগণ মনুষ্যকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অভিশাপের দ্বারা আমার কিছু ক্ষতি হইবে না, কারণ আমি মহাদেব বা আপনার প্রতি কোন অপরাধ করি নাই। নিরপরাধ আমাকে যে আপনি শাপ প্রদান করিলেন তাহাতে আপনার কোন দোষ নাই, আমার পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই আমি তাহা লাভ করিয়াছি। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে সকল দেশে সকল সময়ে প্রাক্তন কর্ম্মফল সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এই সংসারে অন্য কেহই সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নহে, কিন্তু অজ্ঞজন নিজেদের মূঢ়তাবশতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষকেই তদ্ধেতু বলিয়া মনে করে। এই সংসার মায়াময় গুণপ্রবাহ স্বরূপ। ইহাতে শাপই বা কি? অনুগ্রহই বা কি? স্বর্গই বা কি? নরকই বা কি? আর সুখদুঃখই বা কি, যখন ইহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। অতএব হে মহামায়ে, আপনার শাপবিমুক্তির জন্য আমি আপনাকে অনুনয় করিব না। আমার বাক্য অসঙ্গত বোধ হইলে আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এইরূপে শঙ্কর ও ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া চিত্রকেতু বিমানারোহণে প্রস্থান [illegible]

ভবানী ও শঙ্কর চিত্রকেতুর নির্ভীকতা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র মুনিবৃন্দগণকেই পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে সুন্দরি, অলৌকিক কর্ম্মকারী শ্রীহরির ভৃত্যের ভৃত্যগণকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের মাহাত্ম্য বুঝিলে ত? নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথায়ও ভয় প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়া হইতেই জীবের দেহসম্বন্ধ এবং তদভিমানবশতঃই তাহাদের সুখ-দুঃখ, জন্মমৃত্যু, শাপ-অনুগ্রহ প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে যেরূপ সর্পভ্রম হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিবেকবশতঃই সুখ-দুঃখাদি জ্ঞান হইয়া থাকে। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণের এই সংসারের কোন বস্তুতে আসক্তি বা অভিমান নাই। এই উদারচেতা চিত্রকেতু সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভগবান্ নারায়ণের প্রিয়, সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং রাগদ্বেষাদি শূন্য। তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ের কারণ নাই। হে দেবি, চিত্রকেতু ও আমার তত্ত্ব শ্রবণ কর। ভগবান্ সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি হইলেও ভক্তই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব চিত্রকেতু ভগবানের একান্ত প্রিয়। আমি ও চিত্রকেতু উভয়েই সঙ্কর্ষণের সেবক-সূত্রে পরস্পর সখ্যভাবে অবস্থান করি। পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি বর্ত্তমান থাকায় কঠোরউক্তি দ্বারা সখ্যজনিত পুষ্টি-রূপ আনন্দই হইয়া থাকে। তুমি ইহা না জানিয়া অযথা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ। আমাদের রহস্যালাপ এই প্রকার,—

শিব বলিতেছেন, অহে চিত্রকেতু, তুমি সকলের নিকট আপনাকে নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া প্রচার করিতেছ, আর নির্জ্জনে সহস্র বিদ্যাধরীর সহিত সম্ভোগ করিতেছ, তাহাতে তুমি কপট হইতেছ। আমি কিন্তু বাহ্যে আপনাকে স্ত্রৈণলম্পটরূপে প্রকাশ করিয়া নিজে নিষ্কপটতার পরিচয় দিতেছি। তুমি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ, আর বিষয়ভোগ গোপন করিতেছ, আমি কিন্তু ঠিক তার বিপরীত।

হে পার্ব্বতি, তুমি যদি আমাদের অন্তরায় না হইতে, তবে আমাদের রহস্যালাপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারিতে।

শঙ্করী মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি স্থির করিয়াছিলেন।

পরম ভক্ত চিত্রকেতু পার্ব্বতীকে অভিশাপ প্রদানে সমর্থ হইয়াও তাহা করেন নাই এবং দেবীপ্রদত্ত শাপ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধুগণের এইরূপই স্বভাব। তাঁহারা [illegible] অনিষ্টকে সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক বিনি- তাহাদের মঙ্গলই করিয়া থাকেন।

চিত্রকেতু ভবানীশাপে অসুর যো- আশ্রয় করিয়া বৃত্রাসুর নামে জন্ম- করেন। বারান্তরে তাঁহার বিষয় ব- হইবে।

সেই প্রভু-দৃষ্ট, প্রভুর সেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি করে—ভোগায় পড়ে, কোন অজানা অশান্তির রাজ্যের দিকে ছুট্‌ছি। তার মন! তুমি না প্রাণিশ্রেষ্ঠ। তোমার শ্রেষ্ঠতা কি কথায় হইবে? না—আচারে ব্যবহারে? তুমি যদি শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিজেকে অভিমান কর, তবে তুমি কেন নিকৃষ্ট ভোগবুদ্ধি ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট সেবা-প্রবৃত্তির উন্মেষের চেষ্টা কর না? তোমার প্রভু তোমার জন্য কত না করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে ভুলিলেও, তাঁকে ছাড়িয়া বহু দূরদেশে আসিলেও তিনি যে তোমাকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার পদাম্বিকে টানিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন, একবার কি চিন্তা করিবে না। মন? তুমি এখনও শেখ। ভোগে প্রমত্ত হইও না। তুমি জগৎপতির জগৎ দেখ, তা' হলে বুঝ্‌বে যে, শিখ্‌লে সব বস্তু থেকেই শিখা যায়।

পাগলের কারখানা

(নামে পাগল)

চতুর্ব্বিধ পাগলের মধ্যে 'নামে পাগ্‌ অন্যতম। নামে অর্থাৎ সুনামে প্রশংসায়। জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি চায় নিজের প্রশংসা। আমি ভাল—এ কথাটি যে বলিবে, আমি তাহার গোলা কিন্তু যে আমার নিন্দা করিবে, (হউক আমার পিতা) তাঁহার প্রতি আর আম বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা থাকিবে না। সব কাজের মধ্যেই যেন আমার একটা স থাকে, তাহা হইলেই আমি নিজেকে বে সুখী মনে করি। সাধারণতঃ সাংসারিক বে কোন্ বিষয়ে অন্যদের সুনাম আবশ্য তাহার বিচার করিলে আমি এইটুকু বু যে, আমার বয়স্যগণ আমাকে যখন ক্রীড় আহ্বান করে, তখন যেন আমি তাহাদে মধ্যে একজন নামজাদা খেলোয়াড় বলি থাকি, আমার বিদ্যার হিসাবে যেন আ বেশ সুশিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হ আমার স্বভাব চরিত্রের বিষয় কেহ জিজ্ঞা করিলে যেন তাহা নিখুঁত হয়। দুনিয়া যাবতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে যেন আম নামটা সর্ব্বোপরি অবস্থান করে। অনে সৎকার্য্যে নাম ত' চায়ই, এমন কি, অ কার্য্যে পর্য্যন্ত নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপা করিতে পারিলে সুখী হয়। যথা, মদ্য গণের মধ্যে নিজেকে যে শ্রেষ্ঠ মাত দেখাইতে পারে, সেই তাহাদের মধ্যে শ্রে হয়, এইরূপ সর্ব্বত্রই। এই শ্রেণীর লোক সংসারে কম নাই। তবে অধিকা সুশিক্ষিত বা সভ্য ব্যক্তিই নিজেকে সকল কু-অভ্যাস হইতে স্বতন্ত্র রাখি চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আকা অন্যরূপ। কেহ গ্রামহিতৈষী, কে স্বদেশপ্রেমিক আবার কেহ বা বি প্রেমিক। এই ব্যক্তিগণ গ্রাম, দে অথবা বিশ্বের নিকট হইতে যশঃপ্রার্থ বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলে যাহাতে আমার প্রশংসা করে, এইটা আমার প্রার্থনীয়। কিন্তু সকলের যোগাইয়া চলা দুষ্কর। একটা কার্য্য এ জনের প্রীতিপ্রদ, কিন্তু তাহা অন্যের অ কর। ভিন্ন ভিন্ন রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগ বিভিন্ন রুচি হওয়ার জন্য সকলে এক হইতে পারে না—এবিষয়টি কথামা গাধার গল্প যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহা

বিশেষরূপে অবগত আছেন। কেহ কেহ হয়ত না জানিতে পারেন, তাঁহাদের জ্ঞাতার্থ সংক্ষেপে তাহার বর্ণন করিলাম।

"কোনও কৃষক তাহার পুত্র সহ একটি গাধা লইয়া বাজারে যাইতেছিল। পথিমধ্যে কতকগুলি লোক তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, এরা কি বোকা! গাধাটিকে সঙ্গে লইয়া নিজেরা হাঁটিয়া যাইতেছে! ইচ্ছা করিলে উহাতে চড়িয়া যাইতে পারিত। এই শুনিয়া পিতা গাধার উপর চড়িল, পুত্র পদব্রজে যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইবার পর কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, মিনসের আক্কেল দেখ, অল্পবয়স্ক বালককে না চড়াইয়া নিজে গাধার উপর আরাম করিয়া যাইতেছে। তাহাদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কৃষক পুত্রটিকেও গাধার উপর চড়াইল। কিছুক্ষণ যাইবার পর আবার কতিপয় ব্যক্তি বলিতে লাগিল, এরা কি নির্দ্দয়। গাধাটার উপর দুইজন আরোহণ করিয়াছে। এরা যতক্ষণ গাধাটাকে যন্ত্রণা দিয়াছে, যদি ততক্ষণ গাধাটাকে স্কন্ধে বহন করে, তবে এদের ঠিক কার্য্য হয়। তখন পিতা পুত্রে গাধাটির চতুষ্পদে বন্ধন পূর্ব্বক স্কন্ধে বাহিয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং এক পুলের উপর যাইতে যাইতে গাধাটী ভয় পাইয়া তাহার পায়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।"

আবার একশ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, যাহারা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার উপর দাঁড়াইতে চান, অর্থাৎ নিজেকে 'ভক্ত' নামে প্রচার করিতে পারিলে বেশ সুখে কালযাপন করা যায়—লোকের নিকট সম্মান, লাভ, পূজা-প্রতিষ্ঠাদি বহু বিষয় লাভ হয় বলিয়া মনে করেন। যে কালপঞ্চক (দ্যূত পান স্ত্রী সূনা এবং সুবর্ণ) বৈষ্ণবের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, এই ধর্ম্মধ্বজিগণ সেই বস্তুগুলিতেই বেশী আসক্ত। বাহ্যতঃ লোকের নিকট ধার্ম্মিকতা প্রচার, কিন্তু আন্তরিক শঠ, কপট, স্বৈণ প্রভৃতি যাবতীয় অনাচারের প্রশ্রয়-দাতা। তাহাদের মঙ্গলার্থ মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

"দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব।
প্রতিষ্ঠার তরে নির্জ্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥
প্রতিষ্ঠাশাকর জড়মায়ামরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
বালাদাস্তে রহি ছাড়ি ভোগ অহি
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
ব্রজবাসিগণ প্রচারক ধন
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেনকেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥" যাঁহারা নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান করেন, যেন তেন প্রকারে সন্তুষ্ট থাকেন, মৌনী, গৃহাসক্তিশূন্য ও স্থিরমতি হইয়া কৃষ্ণের ভজন করেন, জড়প্রতিষ্ঠা (নাম) পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-নামে রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারাই কৃষ্ণের প্রিয়। তাঁহারাই বাস্তবিক মনুষ্যপদবাচ্য॥

নানা কথা

পানাগালের রাজার পরলোকগমন

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৪ টার সময় শোভাযাত্রা করিয়া পানাগালের রাজার মৃতদেহকে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। পূর্ব্বেই তাঁহার মৃতসংবাদ সহরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাজাকে শেষবার দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, টি, প্রকাশম, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, সার কে, ভি 'রেড্ডী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও সেখানে ছিলেন। মাউণ্ট রোড হাইরোড প্রভৃতি রাস্তা অতিক্রম করিয়া শোভাযাত্রা প্রায় আড়াই মাইল দূরবর্ত্তী শ্মশান ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্মশান ভূমিও লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল, তিল ধারণের স্থান পর্য্যন্ত সেখানে ছিল না। বহুলোক নিকটবর্ত্তী গাছে উঠিয়া রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিয়াছিল সরকারী ও বেসরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক শোক-প্রকাশক বক্তৃতা প্রদত্ত হইলে তাঁহার মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করা হয়।

জাল চেকের মামলা কেরাণীর গুরুদণ্ড

আধারতাল সরকারী কৃষি কারখানার গয়াদয়াল নামক একজন কেরাণী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনখান চেক জাল করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয় কিন্তু সে কয় বৎসর পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া বেড়ায়। সম্প্রতি তাহাকে বিলাসপুরে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য জব্বলপুরে চালান দেওয়া হইয়াছে বিচারে তাহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৮০০৲, ১৩০০৲ ও ৫৫০৲ অর্থদণ্ড হয়, টাকা অনাদায়ে প্রতি অপরাধে তিনমাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অধিকন্তু উপরি লিখিত কারাদণ্ড পরপর ভোগ করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের সাপ্তাহিক আয়

গত ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে সমূহের মোট আয় ২১৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ-অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ৭ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট আয় হইয়াছে ৬,৫৯৬ কোটি টাকা। গত বৎসর এই সময় মধ্যে যে আয় হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা ৪৭ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইয়াছে।

বোম্বাইএ আবার ধর্ম্মঘট

বোম্বাই, ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, হঠাৎ ধর্ম্মঘট হওয়ায় বোম্বাইএর ১২টি মিল বন্ধ হইয়াছে। শ্রমিকেরা মাহিনা কাটাতেই নাকি এরূপ করিয়াছে। প্রায় ২০০০০ লোক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।

দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয়ে ওই অঞ্চলে পুলিসের সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে, ভারতীয় সৈনিকগণকেও রাখা হইয়াছে। গত সপ্তাহে একজন শ্রমিক আহত হয়। গত কল্য তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

"বীণা" সম্পাদকের বিপত্তি

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি "বীণা" নামক একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার গত আষাঢ় সংখ্যায় "অঙ্গে লোলহান বহ্নিশিখা নগ্ন কামনার" নামক একটা অশ্লীল গল্প প্রকাশ করায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত শচীন্দ্র মোহন সেন রায় এবং ঢাকায় হেনা প্রেসের প্রিণ্টারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, "বীণার" আষাঢ় সংখ্যা হেনা প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সম্পাদক ও প্রিণ্টার উভয়েই জামিনে খালাস পাইয়াছেন।

পোল্যাণ্ড-পারস্ত সন্ধি

ওয়ার্স ১৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পোল্যাণ্ডের ডায়েট সভা পারস্তের সহিত বন্ধুত্বসূচক এবং বাণিজ্য ঘটিত সন্ধিপত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। দুই শতাব্দী পরে পারস্তের সহিত পোল্যাণ্ডের পুনরায় সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

সার ডেনিস ব্রে'র ভারতাগমন

"ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সার ডেনিস ব্রে গত ১৬ই ডিসেম্বর বাগদাদে পৌঁছিয়া তথা হইতে বিমানপোতে চড়িয়া ভারত যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাইয়ে ছাত্রবৃদ্ধি বাধ্যতামূলক শিক্ষার ফল

বোম্বাই, ২৬শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই কর্পোরেশনের স্কুল-কমিটীর ১৯২৭, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশ:—আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ৪৭ হাজার হইতে বৃদ্ধি হইয়া ৫০ হাজার হইয়াছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ২ বৎসর ছয় মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণের অধিক হইয়াছে। বঙ্গদেশেও এইরূপ হইলে ভাল হয়। তবে শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতিসাধনে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রকৃত শিক্ষা—যে শিক্ষা শ্রীঅর্জ্জুন ভগবানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষা প্রচারিত হইলেই জগতের মঙ্গল, নতুবা যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।

পাদরী প্রতারণার পরিণাম

সদর স্ট্রীটের ওয়েসলিয়ান চার্চ্চের পাদরী রেভারেণ্ড জে, ওয়ালসকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা করায় বি, রবার্টস নামক এক জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আসামী মার্কি য়ডন স্ট্রীটের মিষ্টার এইচ, রবার্টসের নামে স্বাক্ষরিত একখানা পত্র লিখিয়া উক্ত পাদরীর নিকট ২০ টাকা কর্জ্জ চাহিয়া পাঠায়। পাদরী মিষ্টার এচ, রবার্টসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্রের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

বিমানপোতে বালকের বাহাদুরী ৩০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্তি

নিউইয়র্ক, ১৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রিচার্ড জেম্‌স নামক একটি সপ্তদশ বর্ষীয় বালক সানফ্রান্সিস্কো হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত নিরাপদে একটি বিমানপোত পরিচালিত করিয়াছিল। অষ্টাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বলিয়া তাহাকে ৩০ হাজার টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশের লাট

যুক্তপ্রদেশের লাট সার ম্যালকম হেলী গত ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার প্রাতে সদলবলে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। গত ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় তুফান এক্সপ্রেসে তাঁহার পুনরায় লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবার কথা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই পৌষ, শনিবার—১৩০৫।

কাল-প্রভাব

দুর্বলের চারিদিকেই বিপদ! সকলেই আসিয়া, তাহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করে, কেহই, তার কাতর ক্রন্দন শুনে না, বা দয়া করে না। এহেন অত্যাচারিত বিপন্নের একটী মাত্র বিপদের যথাক্রম কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

আমরা জীব। সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ হইতে আমরা উদ্ভূত, ভগবানের দ্বারা রক্ষিত এবং পরিণামে তিনিই একমাত্র আশ্রয়। এহেন পূর্ণ চেতনের অংশ আমরা অণুচেতন। তিনি বলদেব, আমি তাঁহার আশ্রিত। আশ্রয় ব্যতীত আমার অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার স্বরূপ চেতন হওয়ায় আমাতে চেতনতার পরিমাণে কিছু স্বাধীনতাও আছে। সেই স্বাধীনতায় আমি অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া নিজের শক্তির পরিমাণ ভুলিয়া আমার প্রভুর আশ্রয়ে প্রভুর সেবা ছাড়িয়া দিয়াছি। সেবা ভুলিয়া ভোগে ধাবিত হওয়ায় আমিই আমার প্রভুর কোটীচন্দ্র-সুশীতল চরণ-ছায়া হইতে বিযুক্ত হইয়া এই ভোগা দেওয়া ভোগ-রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আজ আমি আর আমার স্বস্থানে নাই, স্থানচ্যুত, পতিত।

আমাকে এখানে পাইয়া এই রাজ্যের গুণ, দ্রব্য, প্রকৃতি ও কাল আমার উপর নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমি যদিও স্বরূপতঃ উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সর্ব্বদা দুর্ব্বলের যে একমাত্র অবলম্বন বলদেব প্রভু, তাঁহাকে ছাড়ায় আমায় অসময় পাইয়া উহারা স্ববিক্রম দেখাইতেছে। আর এ ব্যবহারও উহাদের অনুচিত নহে। কেন না উহারাও ভগবানের, সুতরাং তৎসেবা-বিমুখের প্রতি উহাদের কার্য্যই উহারা করিতেছে।

কালের প্রভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া দেখি যে, বর্ত্তমান কাল 'কলি'। কলি শব্দের অর্থাৎ কলহ। যেখানে পরস্পরের উদ্দেশ্য পৃথক্ এবং স্বার্থ পৃথক্, সেইখানেই কলহের উৎপত্তি। কলহ-জনক কলি আমাদিগের এইরূপ ছিদ্র বাহির করিয়া ভগোবণের দ্বারা মায়া, হিংসা, দ্যূত, নিন্দা, স্ত্রিয়া, বিবাদ, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও বাড়াইয়া প্রভৃতি বিষয়ে লোকের অনুরাগ বাড়াইয়া দিয়াছে। ইহার ফল—তা দেখুন।

কলির জীব ক্ষুদ্রদর্শী অর্থাৎ খর্ব্ববুদ্ধি, অল্পভাগ্য, বহুভোজী, ধনহীন ও কামুক হইতেছে। লোকালয় দস্যু-তস্করের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে, বেদসমূহ বেদবিরোধি ব্যক্তিগণের আলোচ্য হইয়াছে, প্রজারক্ষার পরিবর্ত্তে রাজন্যবর্গ প্রজা-শোষক হইয়াছেন এবং বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্ম-সেবা ছাড়িয়া শিশ্নোদর-সেবায় ব্যস্ত আছেন। ব্রহ্মচারিগণ আচার-শূন্য, গৃহস্থসকল অতিথি-সৎকার ছাড়িয়া নিজেরাই ভিক্ষুক, বানপ্রস্থগণ বন ছাড়িয়া লোকালয়ে সুন্দর গৃহবাসী এবং যতিগণ ভোগপ্রবৃত্তি সংযম না করিয়া অত্যন্ত ভোগী হইয়া পড়িয়াছেন। স্ত্রীগণ হ্রস্বকায়া, বহুভোজিনী, বহু পুত্রা, নির্লজ্জা কটুভাষিণী এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি কার্য্যে পরম সাহস-সম্পন্না হইয়াছেন। ধনহীন বণিক্‌সকল প্রবঞ্চনাকে ভিত্তি করিয়া ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। আর সাধারণ লোক কেবল মাত্র আপৎ কালে অন্যায় কার্য্য না করিয়া অন্যায়কেই সর্ব্বদা বহুমানন করিতেছে। প্রভুসকল কেবল মাত্র নিজের সেবার জন্যই ভৃত্য-বর্গকে আদর করিতেছেন, কিন্তু তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিলে অনাদর করিতেছেন, আর ভৃত্যেরাও গুণবান্ প্রভুকে ধনহীন দেখিয়া ছাড়িয়া যাইতেছে।

জন্মদাতা পিতা, গর্ভধারিণী মাতা, সহোদর ভ্রাতা এবং আত্মীয়বর্গকে ত্যাগ করিয়া লোকে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সেই জাতীয় লোকের সহিত মিলিত হইতেছে। সূত্র-বস্ত্র-চিহ্নধারী, বাহ্যে বর্ণ ও আশ্রম-গুরু-অভিমানি সম্প্রদায় অন্তরেই লোভাদির দ্বারা অভিভূত অধার্ম্মিক হইয়া উৎকৃষ্ট সাধুর আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকথা বলিতেছে। লোকসকল দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি রোগের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থান করিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার উপর আবার কলির প্রধান প্রভাব বিচার করিলে ভীতির সঞ্চার হয়, —যে প্রভু জীবের জনক, যিনি জগতের জনক, জীবগণ সেই প্রভু অচ্যুতের পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে। ম্রিয়মাণ ব্যক্তি রোগশয্যায় পতিত হইয়া অবশভাবে স্খলিতবাক্যে যে প্রভুর নাম গ্রহণ করিয়া কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া উত্তম গতি লাভ করে, তাঁহারই পূজা করিতেছে না।

এহেন কলি, জীবের উপর আর কত প্রভাব দেখাইবে? তাহার শক্তিতে যতদূর পারে, সেই পর্য্যন্ত সামর্থ্য সে দেখাইয়াছে। কিন্তু অপর দিকে আমার কালাতীত, শুদ্ধ-সর্ব্বদেহে বিরাজিত পুরুষোত্তম দেব নিজ নিত্য ভৃত্যবর্গের মধ্যে যে দৃশ্যমান হইয়াছেন। উত্তম কলির পঞ্চ নিজের প্রিয়তম স্বজন-রক্ষিত, কলিবৈরী পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা কলির পঞ্চস্থান (অক্ষক্রীড়াদি, মাদক-দ্রব্য-সেবন, স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার, জীব-হত্যা এবং স্বর্ণ) নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভ্রান্ত জীবের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আবার নিজে পরম দয়াময় স্বভাববশতঃ অন্যান্য যুগ-বাসীর অপ্রাপ্য নিজের শ্রীনাম নিজেই কীর্ত্তন করিয়া বিতরণ করিয়াছেন। আজ সর্ব্বদোষকর কলি জীবের প্রতি এমত ব্যবহার করিয়াছে যে, সেই ব্যবহারে প্রভু সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ওহে কলি, তুমি সর্ব্বযুগাধম হইলেও তোমার প্রভুর অদৃষ্ট অশ্রুতপূর্ব্বভাবে আগমনে তুমি যুগরাজ হইয়াছ। গুণজ্ঞ সারভাগী আর্য্যগণ বহুমুখে তোমারই প্রশংসা করিতেছেন। ভূলোকবাসীর প্রার্থিত স্বর্গলোকবাসীও আজ তোমার প্রভাব সময়ে ভূতলে আসিয়া তোমার পাকশাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনা করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। ওহে কলি, তুমি জীবের উপর প্রভাব দেখাইয়াই এই অভিনব কার্য্যটী করিয়াছ, অতএব তোমাকে বলি, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও—তিনি যখন তোমার প্রভু, আমারও প্রভু, তখন আর তুমি আমাকে তোমার সেবায় রাখিও না—প্রভু-সেবা করিতে দাও। আর ওহে প্রভু-কর্ত্তৃক রক্ষিত সর্ব্বদা কৃষ্ণান্বেষণ-পর কলিবৈরী মহারাজ পরীক্ষিৎ, আপনি দয়া করিয়া কলির পঞ্চস্থান হইতে আমাকে উদ্ধার করুন, আর কামাদি রিপুষট্‌কের দ্বারা আক্রান্ত পথভ্রান্ত পথিককে রক্ষা করিবার মূল মালিকগণ—শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট-দাস রঘুনাথ, আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে বাটপাড়ের হস্ত হইতে রক্ষা করুন এবং কৃপাদৃষ্টিদানে আপনাদিগের কথায় বাধ্য পতিত-পাবন অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়ের চরণ-সেবায় নিযুক্ত করুন। আপনারা দয়া করিলে সর্ব্বস্ব-গৌরের অভিন্ন-তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ রায়ের সেবা লাভ হয়। আপনারা আমাকে কলির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া কপটতা দূর করিয়া দিউন, আর আপনারাই আমাকে কোটীচন্দ্র-সুশীতল নিতাই-পদাব্জিকে স্থান দান করুন।

কলিকে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥
সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎসঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমন॥

নৈমিষারণ্য

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ।)

এই নৈমিষারণ্য একটী শাস্ত্রোক্ত মহাতীর্থ। শাস্ত্র-প্রবন্ধ এই যে, নিজমুখে ব্রহ্মার বিসৃষ্ট মনোময় চক্র নিক্ষিপ্ত হইয়া চক্রনেমি এই গোমতী তীরস্থ অরণ্যে স্বস্থীকৃত হইয়াছিল, তজ্জন্য এই অরণ্যের নাম নৈমিষারণ্য। মনো-গুণ-নির্ম্মিত কর্ম্মচক্র নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে,—সে আবর্ত্তনের বিরাম নাই। এই নৈমিষারণ্যেই তাহার বিরাম হইয়াছে।

নিজ প্রীতির উদ্দেশে যাহা কিছু করা যায়, তাহারই নাম কর্ত্তার কর্ম্ম, নিত্য কৃষ্ণদাস অণুচেতন জীব নিজ চেতন ধর্ম্মের অপব্যবহার পূর্ব্বক জড়ে প্রভুত্ব-প্রয়াসী হইয়া বৈরচর্য্যা করিয়া কৃষ্ণবিমুখ হয়। বিমুখ স্বরূপবিশিষ্ট হইলেই মায়া-সঙ্গ-বশে, জীবের অণুচেতনত্ব হেতু তদন্তর্নিহিত মায়াবশ-যোগ্যতা ধর্ম্ম তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তখন ভোগ-বাসনার উদয় হয় এবং বাসনার উদয়ে কর্ম্মশৃঙ্খলের সৃষ্টি হয়। জীব একবার সেই কর্ম্ম-নিগড়ে আবদ্ধ হইলে সেই কর্ম্ম-নিগড় হইতে নির্ম্মুক্তি আর তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রৌত-সরণি রূপা করণালিকা দ্বারা সেই কর্ম্ম-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। সে দুর্ভেদ্য কর্ম্মালান ছেদনের ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এই গোমতী তীরস্থ নৈমিষারণ্যে সহস্র সহস্র ধূম্রধূম্র যাজ্ঞিক ঋষিগণের কর্ম্মচক্র নিরুদ্ধ কালের জন্য অন্তরীভূত হইয়াছিল, ভাগবতার্কের উদয়ে কর্ম্মান্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত অমল জ্ঞান-ময় ভক্তিগ্রন্থ, ভক্তিব্যতীত পারমহংস্যাবস্থা সিদ্ধ হয় না। ধর্ম্মার্থ কাম পুরুষার্থত্রয় ভক্তের আদেশ অপেক্ষা সূত্রে উৎকর্ণ হইয়া দ্বার দেশে ভৃত্যবৎ সর্ব্বদা দণ্ডায়মান থাকে, এবং চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তি, যাহার প্রাপ্তি-হেতু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিবৃন্দ লালায়িত, সেই মুক্তি কিঞ্চিৎ আবাস-স্থান প্রার্থনা করিতে করিতে ভক্তের পশ্চাদ্ধাবন করিলেও ভক্তজন তাহাতে কর্ণপাত করেন না। এহেন ভক্তি, যাহার নিকট মুনিগণ-বাঞ্ছিত মুক্তিও ধিক্কৃত হইয়া থাকে, জ্ঞান ও বিরাগ যাহার অনুগমন করিয়া নিজ নিজ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, তদ্‌ব্যাদের উদ্দেশে কৃত হইলে স্বাতন্ত্র্য সংজ্ঞা সংজ্ঞিত হয় না, পরন্তু নৈষ্কর্ম্ম-

সংস্থায় সংশ্লিষ্ট হয়, সেই নৈষ্কর্ম্যরূপা আত্মসংজ্ঞাপরমাত্মা শুদ্ধা ভক্তির অধিকারের পূর্ণ বিকাশ-স্থল এই নৈমিষারণ্য।

শ্রীমদ্ ভাগবত-চিন্তা-স্রোত স্বতীর রাজহংস পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং যেথায় সহস্র বেদবিৎ ঋষি উপবিষ্ট হইয়া তদ্গত চিত্তে শ্রীসূত-মুখারবিন্দ-নিঃসৃত মকরন্দ পানে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, সেই উচ্চ বিশাল টিলা এখনও সে ঘটনার সাক্ষ্য দান করিতেছে। শ্রীসূতাসন সমীপে চক্রতীর্থ এবং সেই সূতাসনেই শ্রীপরমহংস মঠ। চক্রতীর্থ কুণ্ডতীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে একটী চক্রমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, একটী গৃহ মধ্যে 'সঙ্কট নারায়ণ মহাবীর', একটি গৃহমধ্যে "সূরয্ নারায়ণ," এক গৃহে 'চক্রনারায়ণ' নামক অষ্টভুজমূর্ত্তি—ইনি 'শিউজি' নামে অভিহিত হইতেছেন। পার্শ্বে 'গণেশ মন্দির', তৎপার্শ্বে চতুরানন শিব, তন্নিকটস্থ মন্দিরে শ্রীরাম জানকী যুগলবর এবং তৎপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব বিগ্রহ। পরমহংসকুলমুকুটমণি শ্রীশ্রীমৎ প্রভুপাদ যখন এই চক্রতীর্থে দ্বিতীয় বার শুভাগমন করিয়াছিলেন, তখন চক্রতীর্থে এক অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ চক্রতীর্থ কুণ্ডের বারি স্পর্শ করিবার জন্য কুণ্ডবারি-সংলগ্ন নিম্নতম সোপান-প্রান্তে গমন করিবামাত্র, পদস্খালন-ছলে সাদরে তাঁহার পদ প্রক্ষালন করাইয়া নৈমিষের এই তীর্থ-কুণ্ড 'তীর্থী-কৃত' হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ ভাগবতার্কের পূর্ণ বিকাশ-স্থল সূতাসন এই নৈমিষারণ্যকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের পশ্চিম প্রদেশে শুদ্ধাভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীসূত-পদাঙ্কপূত সেই নৈমিষারণ্য শ্রীসূতাসনে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস ঠাকুর কর্ত্তৃক "পরমহংসমঠ" এবং তাহাতে 'ভাগবত পাঠশালা" নামক একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। বহু বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী তথায় আহার বাসস্থানাদি বিনাব্যয়ে প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করে। কলিযুগ-প্রারম্ভে সহস্র সহস্র ব্রহ্মচারী কুলপতি-পতি মহর্ষি বহ্বৃচ শৌনকের নিকট গুরুকুলে অবস্থান করতঃ বেদাধ্যয়ন করিতেন। মহাভাগবত পরমহংস-প্রবর শ্রীসূত গোস্বামী প্রভুর আগমনে সেই অধ্যয়ন কর্ম্মজড়তারূপ অরণ্য ভেদ করতঃ শ্রৌতপন্থানুগমনরূপ উত্তম অধ্যয়নে পর্য্যবসিত হয়। অধুনা সেই নৈমিষারণ্যে দিব্য সূরি মহাভাগবত পরমহংসপ্রবর জগদ্বিক্রান্তকীর্ত্তি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আগমনে, "শ্রীপরমহংসমঠ" নামক একটী মঠ ও মঠস্থ 'ভাগবত বিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারিগণের মধ্যে অনেকগুলি প্রাপ্তবয়স্ক ও কতকগুলি কিশোর ও তদূনবয়স্ক। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ এবং সর্ব্বেশ্বরানন্দ-প্রমুখ আদর্শ চরিত্র ব্রহ্মচারিবৃন্দ কখন অরণ্য হইতে কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া আনয়ন করেন, ভিক্ষাটনে বহির্গত হইয়া গোধূমচূর্ণ, দ্বিদল, লবণ, শাকাদি ভৈক্ষ্য আনয়ন করিয়া মঠদেবতা শ্রীগৌরমহাপ্রভু ও শ্রীরাধাবিনোদবিলাসজীর ভোগ প্রদান করেন এবং সেই নিবেদিতান্ন গ্রহণ দ্বারা মঠবাসি ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণ জীবন ধারণ করেন। গোমতী নদীতীরস্থ নৈমিষের নাতিনিবিড় অরণ্য নানা-প্রকার আরণ্য বৃক্ষলতাকীর্ণ। আম্র, খদির, বৈরের, নিম্ব, খর্জ্জুর, অশ্বত্থ, কপিত্থ বিল্ব, বট, বাবুর প্রভৃতি বৃক্ষ এবং সেফালিকা, মাধবী, অশোক এবং অজ্ঞাতনামা স্বচ্ছন্দ বনজাত বহু পুষ্প-বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-বহুল নাতি-নিবিড় অরণ্যে স্বচ্ছন্দ বিহার-শালী মৃগময়ূরাদি বন্য পশু পক্ষীর বিহার-ক্ষেত্র। কাল-প্রভাবে প্রভূত পরিবর্ত্তন হইলেও নৈমিষের উপস্থিত ভৌমাবস্থা দর্শন করিলে ইহা যে ঋষিগণের সাত্ত্বিক বাসভূমি ছিল, তাহা বেশ সুন্দররূপে অনুমান হয়। শ্রীসূতাসনের অদূরে উত্তর দিকে শক্তি ললিতা দেবীর স্থান। তাহার অদূরে সীতার পাতাল-প্রবেশকুণ্ড নামক একটি জলহীন শুষ্ক কুণ্ড। দক্ষিণে গোমতীতীরে ব্যাসাসন, নাতি-প্রশস্ত গৃহে শ্রীব্যাস, পরাশর ও শ্রীশুকদেবের প্রতিমূর্ত্তি। নিকটে মনু ও শতরূপার সমাধি-মন্দির। ভক্ত্যুন্মত্ত ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিজ্ঞানাশ্রম মহারাজ ঐ সমাধি-মন্দিরদ্বয়ের ভিত্তি-গাত্রে নিজ নাম-লিখনরূপ বাল-চাপল্যাভিনয় প্রদর্শনে আনন্দানুভব করিয়াছেন। ব্যাসাসনের নিকটেই গোমতী-তীরে 'ব্রহ্মকুণ্ড', কুণ্ডের জল সর্ব্বদাই উৎক্ষিপ্ত ও উচ্ছ্বাস-শীল। গোমতী জলরাশি হইতে দুইহস্ত পরিমাণ উচ্চে অবস্থিত হইয়াও নিরন্তর গোমতী-গর্ভে বারি নিষেক করিতেছে। চক্রতীর্থ-কুণ্ড হইতেও নিরন্তর ঐরূপ বারি উচ্ছ্বসিত ও নিষিক্ত হইতে দেখা যায়। ব্রহ্মকুণ্ডের নাতিদূরে "গঙ্গোত্তরীকুণ্ড" শুষ্ক অবস্থায় পতিত আছেন। শ্রীপরমহংস মঠ হইতে অনতিদূরে অযোধ্যা নামক তীর্থ। তথায় একটী উচ্চ স্থানের উপর নির্ম্মিত এক নব মন্দির—এখনও বহির্দ্দেশের ভিত্তি-গাত্রে বালুকাবরণ হয় নাই। ভিতরে শ্রীরাম, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান এবং কার্ত্তিক ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ভক্ত হনুমান্-মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত যত্নে পূজিত হইয়া থাকে। তথায় রামানন্দীয় সম্প্রদায়ের এক বাবাজী আছেন। যেহেতু তথায় এক হনুমান্-দম্পতি দেখা যায়, তজ্জন্য ইহা নিশ্চয় অযোধ্যাধাম—বাবাজীর ধামলীলা বর্ণনের ইহা প্রধান বিষয়। অযোধ্যা-তীর্থ হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অর্থাৎ পরমহংস মঠ হইতে এক ক্রোশ ব্যবধানে "গয়া" নামক তীর্থ। তথায় ফল্গু-নামিকা একটী ক্ষীণ-স্রোতা নদী আছে। নদীটী অনুমান তিন সহস্র ফিট্ মাত্র দীর্ঘ হইতে পারে। এই গয়াক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া অদূরস্থা গোমতী নদীতে পতিতা হইতেছে। স্রোত অতি ক্ষুদ্র—একটী ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর ন্যায়। নিকটে দশ-পনরটী গৃহস্থ বাস করে—তীর্থস্থানটী জন-মানবশূন্য। এই নৈমিষতীর্থে প্রতি অমাবস্যায় একটী জন-সঙ্ঘ বা মেলা হইয়া থাকে। তখন এখানে ২০।৩০ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। এস্থান শিক্ষিত লোক বিবর্জ্জিত। পাণ্ডা-ব্রাহ্মণ ও বানরের উপদ্রব অত্যন্ত। নৈমিষারণ্যের অধিবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষির পরিবর্ত্তে একণে কয়েকশত পাণ্ডা-ব্রাহ্মণের আবাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ-পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামীর ইচ্ছাক্রমে নৈমিষের যোগনিধিধানী বহু শুদ্ধ-ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছে।

ময়মনসিংহ-প্রচার-প্রসঙ্গ

আশ্রিতের নিবেদন

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত নদীয়াপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটী শ্রীপত্রিকায় একটু স্থান দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমি ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণাবাসী। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উৎসবের শেষ ভাগে কয়েকদিন যোগদান করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ঐ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দের শ্রীমুখবিগলিত চেতনের বাণী শ্রবণ করিয়া মাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়েও চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে। আমার বাল্যকাল হইতেই দেশের উপকার করিবার প্রবৃত্তি আছে। কোন্‌টি প্রকৃত উপকার তাহা জানিতাম না, সেইজন্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তি ও দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান ও সেবা-শুশ্রূষা, দরিদ্র বালককে বিদ্যাদান ইত্যাদি কার্য্য করাই "জীবে দয়া" মনে করিয়া ঐ সকল কার্য্যেই একদিন কাটাইয়াছি এবং আমার মত অনেক লোক কাটাইতেছেন; কিন্তু বহু লোক অনেক চেষ্টা করিয়াও ত' দেশের নানা প্রকারের অভাব নিবারণ করিতে পারিতেছি না। আজ একটি অভাব নিবারণ করিতেছি, কাল পাঁচটি অভাব উপস্থিত, এবৎসর যে অভাব দূর করিলাম, আগামী বৎসর আবার সেই অভাব দ্বিগুণ মাত্রায় দেশবাসীর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, কিছুতেই স্থায়ী-ভাবে দুঃখ দূর হইতেছে না। কি উপায়ে চিরকালের জন্য দুঃখ নিবারণ হয়, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছিল; কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই এবং অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার সদুত্তর পাই নাই। ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলাম, যে প্রণালীতে আমরা অভাব নিবারণের জন্য যত্ন করিতেছি, কর্ম্মিগণ অনাদিকাল হইতে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া স্থায়িভাবে দুঃখ দূর করিতে পারেন নাই। জগতে যাঁহারা বড় বড় কর্ম্মবীর এবং জ্ঞানবীর আছেন, তাঁহাদের নিকট যাইয়াও উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাইলাম না, সেইজন্য হৃদয়ের অশান্তি দূর হইল না। এ অশান্তি ঘুচাইয়া দেন এমন বন্ধু কেহ নাই কি? ইহা চিন্তা করিতাম ও হা ভগবন্! কৃপা করুন! আমার এই দুঃখ দূর করুন, এই বলিয়া নির্জ্জনে ক্রন্দন করিতাম। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, তবুও প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গ পাইলাম না, কিন্তু তাহা হইলেও আশা ছাড়িলাম না। একদিন রাত্রিশেষে কে যেন বলিয়া দিলেন, "বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আর বেশী বিলম্ব নাই—সেই শুভদিন তোমার অচিরেই উপস্থিত হইবে।" সত্য সত্য তাহাই হইল। এক সপ্তাহ মধ্যেই কোন কার্য্য-বশতঃ ঢাকা যাইবার আবশ্যক হইল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ট্রেণ হইতে নামিয়া নবাবপুর রোডের উপর দিয়া যাইতেছি, এমন সময় দূর হইতে একটী দিব্য আলোকময় অট্টালিকা নয়ন-গোচর হইল। সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া ভাবিলাম, নিশ্চয়ই কোন ভগবন্মন্দির হইবে। তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হইল সেইজন্য ঐ দিকে অগ্রসর হইলাম, নিকটে যাইয়া বুঝিলাম উহা একটী শ্রীমন্দির বটে, তখন সন্ধ্যা আরতি হইতেছে—মৃদঙ্গ-করতাল কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়াছে—সেই অপ্রাকৃত সুমধুর রোলে আকৃষ্ট

হইয়া বহু নরনারী বালক-বালিকা শ্রীমন্দিরের দিকে ছুটিতেছে, আমি শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়কে দণ্ডবন্নতি করিয়া তাঁহাদের অনুগমন করিলাম। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর আরতি দর্শন করিয়া নয়ন জুড়াইয়া গেল। তাহার পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া পাঠ আরম্ভ হইল, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিম্নলিখিত পয়ারটী পাঠ করিলেন—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

প্রায় দুইঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা হইল। স্বামীজীর মর্ম্মস্পর্শী জীবন্ত বাণীতে মৃত ব্যক্তির হৃদয়েও প্রাণের সঞ্চার হয়, স্বয়ং শুদ্ধাসরস্বতী যেন তাঁহার জিহ্বায় উদিতা হইয়া কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন—সকলের কর্ণরন্ধ্রপথ দিয়া সুধা প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে বর্ষিত হইতেছিল। তখন ভাবিলাম,—আহা! শ্রীভগবান্ কত দয়াময়, যাহার অভাবে আমার প্রাণ এতদিন ব্যাকুল ছিল, আজ সেই বস্তু মিলাইয়া দিলেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদের যে দয়া, তাহা দেহ ও মনের প্রতি; সেই জন্য তাঁহারা নিত্যকালের জন্য দুঃখদূর করিতে পারেন না, কারণ তাহাদের দ্বারা দুঃখের মূল-কারণটি বিনষ্ট হয় না, ঐ দয়া আপাত মধুর হইলেও পরিণামে অনন্ত ক্লেশ আনয়ন করে বলিয়া তাহার নাম মন্দোদয়দয়া, কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ও চৈতন্যভক্তগণের যে দয়া, তাহা অমন্দোদয়া দয়া অর্থাৎ তাহার দ্বারা কোন মন্দ উদয় হয় না। সমস্ত ক্লেশের মূল অবিদ্যা বা ভগবদ্বিস্মৃতি। জীব ভগবানের সেবা ভুলিয়া যাওয়ায় সেই অপরাধবশতঃ দণ্ডভোগের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ জেলখানায় আসিয়া আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপজ্বালায় কষ্ট পাইতেছে। দণ্ড দিয়া সংশোধন করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী বা দুর্গাদেবী কৃষ্ণবিমুখ জীবকে এই সব দুঃখ দিতেছেন সুতরাং যতদিন জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া নিজের তত্ত্ব (আমি কৃষ্ণদাস) অবগত না হইবে, ততদিন মূল কারণটী বিনষ্ট না হওয়ায় কর্ম্মীজ্ঞানিগণ কৃত্রিম উপায়ে দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় না, কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেরূপ নহে, তাহার দ্বারা আত্যন্তিক ক্রমে সমস্ত দুঃখের মূলকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হওয়ায় পুনরায় কোন প্রকারের ক্লেশ হয় না এবং জীবের চরম প্রয়োজন যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই লাভ হয়। এই ভাবে স্বামীজী সরল প্রাঞ্জল ভাষায় নানা প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা চৈতন্যদেবের দয়ার কথা বুঝাইয়া দিলেন। তখন আমি বুঝিলাম চৈতন্যভক্তগণের আশ্রয় ব্যতীত জীবের নিত্যকল্যাণলাভের জন্য কোন উপায় নাই। গৌরভক্তগণ ব্যতীত সত্য সত্য 'জীবে দয়া' এ জগতে অন্য কেহই করিতে পারেন না। তবে চৈতন্যভক্তের বেশ লইয়া জগতে অনেক লোক ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ভক্তগণ ব্যতীত অন্য কাহারও শুদ্ধ আচার ও প্রচার নাই। তাঁহারাই সত্য সত্যই বিশ্বমানবের চরম মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের স্থানে স্থানে প্রচার কেন্দ্র বা মঠ স্থাপন করিয়া ও দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যাইয়া পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের দ্বারা নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করিতেছেন—"চৈতন্যের দান" অযাচকে শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। আমার একান্ত অনুরোধে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ সদলে গত ২৩শে অগ্রহায়ণ ৯ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যার সময় ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত ভৈরব নামক স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন। ঐ দিন রাত্রি হওয়ায় সাধারণ সভার অধিবেশন না হইলেও মুক্তাগাছারাজ-কাছারীতে "সনাতনদর্শন" সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা হয়। উক্ত কাছারীর সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুত অনাথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্তপ্রকাশনারায়ণ বসু, বৈকুণ্ঠ নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর গবেষণাপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং পরদিন রাজকাছারীতেই একটী সাধারণ সভার আয়োজন করিলেন। ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ টা পর্য্যন্ত স্বামীজী "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন; হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। এখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় স্থানীয় লোক সকলেই ভীতিবিহ্বলচিত্তে কাল কাটাইতেছিলেন। স্বামীজী বলিলেন দ্বিতীয় অভিনিবেশ বা দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ জীবের ভয় উপস্থিত হয়, ভৈরব-বাসীর ভয় করিবার আবশ্যক নাই, কারণ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শম্ভু সর্ব্বদাই হরিগুণ গান করিয়া মা ভৈ মা ভৈ অর্থাৎ ভয় নাই ভয় নাই রব করিতেছেন, সেই জন্য এস্থানের নাম ভৈরব হইয়াছে। সুতরাং সেই গুণ শ্রবণ করিলে বা সনাতন ধর্ম্মের কথা শুনিলে দেহ মনে আত্মবুদ্ধি থাকিবে না—. যমরূপের উদয়ে ভয় দূর হইবে এবং অশোক-অভয়ামৃত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া নিত্যধামে নিত্য-সেবাধিকার লাভ হইবে। ঐ দিন সনাতনধর্ম্মের বিচার শেষ না হওয়ায় শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে পর দিন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভৈরব বাজারে শ্রীশ্রীগোপালজিউর নাট্য-মন্দিরের বহু জনাকীর্ণ সভামধ্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং বুধবার রাজকাছারীতে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বাবুর অনুরোধে ও উদ্যোগে অসংখ্য শ্রোতার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অভিন্ন বিগ্রহ, দ্বাদশ স্কন্ধ তাঁহার দ্বাদশটী অঙ্গ, গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবত দুই ভাগবতের কথা, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকের ও শ্রোতার অধিকার, ভক্তের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষ উক্তি, গৃহান্ধকূপে পতিত জীবের বনে গমন করিয়া হরিচরণাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য, বিষয় চিন্তা লইয়া কপটতা পূর্ব্বক বনবাস করিলেও বৃন্দাবনবাসী হওয়া যায় না, বিষয়ে ভোগবুদ্ধি ছাড়িয়া শুদ্ধমনে সাধুসঙ্গ, যে কোন আশ্রমে থাকিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবসেবা করিলেই ব্রজবাসী হওয়া যায় ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সারগর্ভ ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর পাঠ ও বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বৃত্তিক পাঠক ও বক্তার অবান্তর উদ্দেশ্যে প্রাণহীন প্রচারের হেয়তা স্বীকার করিলেন এবং আরও কয়েকদিন অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অনেক স্থানে প্রচার করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরদিন (২৭শে বৃহস্পতিবার) প্রাতে *Marriage Registar* কাজি সৈয়দ মহম্মদ হারুণ স্বামীজী মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন যে, আমি লোক-পরম্পরায় আপনার আগমন-বার্ত্তা পাইয়াছি এবং গত তিন দিবস আপনি যে ধর্ম্মকথা প্রচার করিয়াছেন, তাহারও কিছু কিছু সংবাদ আমার কাণে পৌঁছিয়াছে। আপনি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে যে আত্মধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া গত কল্যই আপনার মত মহাপুরুষের দর্শনের ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু সরকারী কার্য্য-অনুরোধে আসিতে পারি নাই। এজন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। ইহার পর প্রায় এক ঘণ্টা স্বামীজীর সহিত কাজিসাহেবের কথালাপ হইয়াছিল। বিদায়কালে স্বধর্ম্মপরায়ণ উদার-হৃদয় কাজি সাহেব বলিয়া গেলেন—"আজ জীবনে সত্য সত্যই একজন প্রকৃত সত্য পথের পথিক দেখিলাম। জানি না আপনাদের গুরুমহারাজ কত বড় পীর! তিনি আপনাদের দ্বারা যে কথা প্রচার করাইতেছেন, এই কথা যে দিন বহুলভাবে প্রচারিত হইবে, সেই দিন জগতে প্রকৃত শান্তি আসিবে।

অদ্য ১০টার ট্রেণে তিনি বাজিতপুর রওনা হইলেন। সেখানকার সংবাদ পরে জানাইব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি সন ১৩৩৫ সাল ২৭শে অগ্রহায়ণ।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে

বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

লক্ষ্ণৌ ১৮।১২।২৮

শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠের বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের সুশিক্ষিত প্রচারকগণ লক্ষ্ণৌ নগরে শ্রীভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের বিদ্বৎ শিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় স্বামিজী বলিয়াছিলেন—শ্রীভগবান্ মানবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় নহেন, ভগবচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। গত ১৫ই ডিসেম্বর ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে এক হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভু উনাওয়ের জেলা জজের সহিত শ্রীভগবদনুভূতি সম্বন্ধে বহুক্ষণ দার্শনিক আলাপ করেন। অদ্য প্রচারকগণ অনারেবল জাষ্টিস্ শ্রীযুক্ত গোকর্ণ নাথের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন করিবেন।

দ্বিতীয় তার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ শিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আগামী কল্য প্রাতে ব্রহ্মচারী যাদবানন্দ ও রাজারাম টৌক্না, পতাকা ও উৎসবের অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম লইয়া ডেরাডুন এক্সপ্রেসে হাওড়া পৌঁছিবেন।

নানা কথা

সুড়ঙ্গে রেল-দুর্ঘটনায়
কলিকাতাবাসী ইংরাজের মৃতদেহ

লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৫ই ডিসেম্বরে ফ্রান্সের মার্শাল, বন্দরের নিকটবর্ত্তী রেলপথের সুড়ঙ্গে জে, এম, কাবউড নামক কোন ইংরাজের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নিকট বোম্বাই হইতে লণ্ডন যাইবার রিটার্ণ টিকিটও পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে লোকটা কলিকাতার ক্লাইব রোডে থাকিত এবং জার্ডেন স্কিনার কোম্পানীর অধীনে মিল বিভাগে এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের কার্য্য করিত। ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে, উক্ত কোম্পানীর ঐ নামের এক কর্ম্মচারী গত ২৯শে নভেম্বর তারিখে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিল।

মেয়র কর্ত্তৃক বড়লাটের সম্বর্দ্ধনা

কলিকাতার মেয়র মিঃ বি, কে, বসু গত ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ক্লাবে এক গার্ডেনপার্টিতে বড়লাট লর্ড আরউইন ও লেডী, আরউইনকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। উহাতে প্রায় এক হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাঙ্গালার লাট সার ষ্ট্যানলী জ্যাক্‌সন, লেডী জ্যাক্‌সন, যুক্তপ্রদেশের লাট সার ম্যালকম্ হেলী, হায়দরাবাদের নিজাম সার জর্জ্জ রাঙ্কিন, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সার আর, এন মুখার্জ্জি, লেডী মুখার্জ্জি, নদীপুরের রাজা, নবাব মশারফ হোসেন, সার জর্জ্জ রেনী, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
গুলী দ্বারা খুন

গত ১৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪-৪৫ মিনিটের সময় লাহোরের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে, পি, সাণ্ডার্সকে গুলী করিয়া খুন করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় কলেজগুলি সহরের যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলেই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। লালাজীর মৃত্যুর সহিত এই হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক আছে বলিয়া সকলের সন্দেহ।

কানাডার রেলওয়ের ইনকাম্

১৯২৭ সালে কানাডার ৫৫টি রেলওয়েতে সর্ব্বমোট ৪৯৯,৭৪,২০৭ ডলার আয় হইয়াছে। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আর কোন রেলওয়েতে এত আয় হয় নাই।

আফগান-প্রসঙ্গ

সামরিক-আইন জারি

পেশোয়ার, ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কান্দাহার এবং কোয়েটা হইয়া যে সমস্ত পথিক পেশোয়ারে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের মুখে শুনা যায় যে, কাবুলে সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে। ৫ জনের অধিক লোক একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর রাস্তায় চলাফেরা নিষেধ করা হইয়াছে এবং প্রকাশ যে, অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জালালাবাদে যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে সিনোয়ারীগণ কুখিয়ানিকে আবার উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, বিদ্রোহিগণ নিয়মিত আফগান সৈন্যদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

সৈন্যদিগের বেতনাভাব
সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ

পেশোয়ারে যে সমস্ত খবর পৌঁছিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র সৈন্যবাহিনীই কিছুকাল যাবৎ তাহাদের মাহিনা পায় নাই, এতৎসঙ্গে সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হওয়ায় সৈন্যদিগের মধ্যে একটী অনিশ্চয়তা ও ঔদাসীন্যের ভাব আসিয়াছে।

সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহ

অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, সেনাদলের কেহ কেহ রাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছে। জালালাবাদের গোলমাল হইতে কাবুলের গোলমাল সম্পূর্ণ পৃথক্। আফগান রাজার সংস্কার আন্দোলন এবং রাণী সৌরিয়ার পর্দ্দা রহিত আন্দোলনের ফলেই গোঁড়ার দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে এবং গোলমাল বাধাইয়াছে।

রাজা ও রাণীর বিপদ

এখন পর্য্যন্ত কোনও বিদেশী দূতাবাসের বিরুদ্ধে কোন কিছুর প্রকাশিত হয় নাই এবং মারামারি কাটাকাটি আফগানদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। কিন্তু সমস্ত অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, স্বভাবতঃই লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা ও রাণীর জীবন পর্য্যন্ত নিরাপদ নহে বলিয়া লোকে মনে করিতেছে।

টুপির বাধ্যবাধকতা

আফগানিস্থানের প্রধান দূত মহাশয়ের সহিত সর্দ্দার শার্দ্দুল-সিংহের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সাধারণ ভাবে আফগানদিগকে টুপি পরিবার আদেশ আমীর বাহাদুর দিয়াছেন বটে, এমন কোন বিশেষ আদেশ জারি হয় নাই। সংবাদটা অতিরঞ্জিত হইয়াছিল।

কাবুলের নিকট যুদ্ধ

কাবুল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। কাবুলের নিকট রাজপক্ষীয়দিগের সহিত বিদ্রোহীদিগের যুদ্ধ চলিতেছে। সিনোয়ারী এবং খগিয়ানিগণ আবার জালালাবাদ অঞ্চলে বিবাদ সুরু করিয়াছে। তাহারা রাস্তার একটি ক্ষুদ্র আফগান আড্ডা দখল করিয়াছে এবং বিপক্ষীয় সৈন্যদিগকে হতাহত করিয়াছে।

খুলনায় বিখ্যাত গুণ্ডা ধৃত

খুলনা সহরের প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মোকাম মোড়ল, গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে জনৈক মুসলমানের বাটীতে গমন করে। তথায় সে ধৃত হইয়াছে। পুলিশ উক্ত গৃহ অবরোধ করিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া মোকাম একখানি তরবার ও একখানি রামদা গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পুলিসদলকে আক্রমণ করে। প্রকাশ, জনৈক কনষ্টেবল সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে, বহুকাল চেষ্টার পরে রিভলভারের গুলী দ্বারা মোকামের পায়ে আঘাত করিয়া পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়াছে।

কর্ণচ্ছেদনের মামলা

অনন্তলাল চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি রামপদ সিংহ নামক জনৈক লোকের কান কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে বলিয়া শিয়ালদহের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, জে, কোহেনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ১৮ই ডিসেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে আটক রাখা ও তাহার প্রতি ১০০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

নূতন মন্ত্রীদ্বয়

মিঃ এল স্লাইন ব্যারিষ্টার ব্রহ্ম সরকারের বন বিভাগের মন্ত্রী এবং মিঃ ইউ বাটিন ব্যারিষ্টার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। উঁহারা উভয়েই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলভুক্ত লোক।

জি, আই, পি, রেল

বৃহত্তম সুড়ঙ্গ

জি, আই, পি রেলের খাণ্ডালায় একটি বৃহত্তম টানেলের উদ্বোধন-উৎসব হইয়া গিয়াছে। ইহা ৩১০০ ফিট লম্বা। এই নূতন পথ প্রস্তুত হওয়ায় ট্রেণগুলিকে আর ঘুরিয়া যাইতে হইবে না এবং ট্রেণের গতি ঘুরাইবার জন্য ভোরঘাটে যে ষ্টেশনটি ছিল, তাহাও আর রাখিতে হইবে না। খাণ্ডালা হইতে ভোরঘাট নীচু পর্য্যন্ত দুই মাইল পথে নূতন করিয়া রেল বসান হইয়াছে। এই পথের মধ্যেই উক্ত বড় সুড়ঙ্গ ও আর একটি সুড়ঙ্গ আছে। এই দুই মাইল পথের জন্য রেল কোম্পানীর ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বড় সুড়ঙ্গটি প্রস্তুত করিতে দেড় বৎসর সময় লাগিয়াছে। টাটা কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী এই কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে মোট ,৬ লক্ষ টন পাহাড় ও মাটি কাটিতে হয়। এই পথটিতে প্রায় ৫ হাজার লোক ২ বৎসরেরও অধিক ধরিয়া কার্য্য করিয়াছে। উক্ত ভোরঘাট ষ্টেশনটি তুলিয়া দেওয়ায় কোম্পানীর বৎসরে ৩০ লাখ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। মিঃ এল, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এঞ্জিনীয়ার কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। রেলওয়ের চীফ কমিশনার সার অষ্টেন হ্যাডো বড় সুড়ঙ্গটার উদ্বোধন উপলক্ষে টাটা কোম্পানীর প্রধান এঞ্জিনীয়ার মিঃ কাপাডিয়া ও মিঃ ব্যানার্জ্জীর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

বরিশাল মেডিক্যাল স্কুল

বরিশালের ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সরকার বরিশালে মেডিক্যাল-স্কুল-স্থাপন-প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। মিঃ এস, গুপ্ত সি, আই, ই'র পিতামাতার নামানুসারে উহার নামকরণ হইবে। আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে ভূমিগ্রহণ-কার্য্য শেষ হইবে। হাঁসপাতাল বিস্তারের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হইবে।

পণ্ডিত মালব্যের দীক্ষাদান

গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে দশাশ্বমেধঘাটে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুকে মন্ত্র প্রদান করেন। বহুসংখ্যক অস্পৃশ্য বালক বালিকা এবং প্রধান প্রধান হিন্দুগণের এক বিপুল জনতা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ই হাদের ভিতর শিবপদ ও শ্রীপ্রকাশও ছিলেন।

[illegible]

২রা পৌষ, সোমবার—১৩০০।

[illegible]

[illegible] বিষয়ে [illegible] [illegible] ভগবানহীন। জানিনা পূর্ব পূর্ব [illegible] কতরূপ অভিনিবেশ করিয়াছি, [illegible] ফলে আমার অদৃষ্ট এত মন্দ হইয়াছে। আমি নিজে অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম—কিছুতেই কিছু হইল না।

পরম দয়ানিধি ভগবান্ আমার [illegible] দেখিয়া আমার নিকটে আচার্য্য রূপে আসিয়াছেন। যদিও তিনি আমার দেহে অন্তর্যামী চৈত্যগুরুরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং কুপথের পথিক আমাকে সর্ব্বদা তাঁহার দিকে লইবার জন্য কত ভাবে না উপদেশ দিতেছেন, আমি কিন্তু তাঁহার সেই নিত্য আরাধ্য[illegible] কথায় কাণ না দিয়া তুচ্ছ ভোগ-সুখে মাতিয়াছি। এহেন অবাধ্য দাসকে আবার চিরবন্ধুদের পথে—নিত্য শান্তি[illegible],—নিজ অভয়-শ্রীপদপদ্মে টানিয়া [illegible] জন্য প্রভু পুনরায় মহান্ত গুরুরূপে আমার কাছে আসিয়াছেন। কি করিয়া প্রভুসেবা করিতে হয়, তাহা নিজের সেবা নিজেই করিয়া আমাকে শিখাইতেছেন। [illegible] আমার নিজের পরিচয়, আমার প্রভুর পরিচয় ও বিশ্বের পরিচয় দিয়া পরস্পরের সহিত কি সম্পর্ক জানাইয়া দিতেছেন। সিংহ-শাবক যেমন মেষ-পালে মিশিয়া স্বজন ছাড়িয়া তাহাদিগকেই আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিল, শুধু তাহাই নহে, নিজেকে সিংহ-শাবক না জানিয়া মেষশাবক অভিমানে মত্ত হইয়া মেষ-শিশুর ন্যায় বিহারাদি করিত, আমিও [illegible] সেইরূপ,—আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার মিত্র, আমার গৃহ, আমার ধন, আমার সব, এই সকল বিষয়ে আমার [illegible] অভিমানে [illegible] [illegible] আত্মীয়গণের সহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিকে ধাবিত [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেব আমাকে এই [illegible] [illegible] উদ্ধার করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিজে যাহা বুঝি উঠাইল, [illegible] অন্তর্যামী [illegible] এই [illegible] প্রদান করিয়া আমাকে [illegible] করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছেন,—সেই [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেবের নিকটই [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] ভোগ করিতে না দিয়া নিজের [illegible] [illegible] বৃদ্ধি করিয়া [illegible] আছি।

শ্রীগুরুদেব সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ভগবানেরও অন্তর্যামী, সুতরাং তিনি যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের অন্তর্যামী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমি কিন্তু মুখে মুখে তাঁহাকে অন্তর্যামী বলিলেও নিজের অন্তর্যামী গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত কলঙ্ক তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া বলি না। আমার সর্ব্ব[illegible] সুযোগ করিয়া দিলে পাছে আমার [illegible] [illegible] হয়—ইহাই আমার ভয়। এই ভয়ে ভীত হইয়া আমি আমার একমাত্র আশ্রয় ও অভয়দাতা শ্রীগুরুদেবের নিকট আত্মগোপন করিলাম। হা! অদৃষ্ট, তুমি কি করিলে? তুমি না তোমার [illegible] অবিদ্যাগ্রস্ত জীব[illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] তুমি কি তোমার নিজের পায়ে নিজেই কুঠার [illegible] করিলে না?

শ্রীমাকে [illegible] [illegible] অনেক প্রকার দান দিয়াছেন। পিতামাতা দেহ দিয়াছেন, স্নেহ দিয়াছেন; ভ্রাতা ভালবাসা দিয়াছে, পণ্ডিত মহাশয় বিদ্যা দিয়াছেন, ধনী ধন দিয়াছেন, এমন কি প্রকৃতিদেবীও বহুভাবে আমাকে বহু জিনিষ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমাকে গুরুদেব আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা আমার [illegible] বানরের গলায় মুক্তার হার অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ দ্রব্য হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার মূল্য কিছুই বুঝিলাম না এবং তাহা নিধি দূরে ফেলিয়া দিলাম।

জগতের এবং জগদ্বাসীর সকলেরই [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তাহা যে আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্বভাব-পবিত্র [illegible] [illegible] করিতে পারে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] হৃদে চিন্তামণি পাইলাম, যেখানে [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া থাকিব, তাহা [illegible] নহে। চিন্তামণিকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কহিলাম,—[illegible] আমার [illegible]!

জগতের [illegible] [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] প্রয়ত্ন করে, আর অপরকেও সেই কার্য্যে নিযুক্ত করে, এবং কি [illegible] শিক্ষা [illegible] বাক্য [illegible] [illegible], পরিণাম-বিরস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই ভোগেই [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible] [illegible] [illegible] জগতের কোনও সম্পর্কে সম্পর্কিত না হইয়াও অপার করুণা-স্রোতে অগণিত জীবকুলের সহিত আমাকে [illegible] না দিয়া [illegible] [illegible] [illegible] না দিয়া নিজে [illegible] [illegible] আমাকে কাছে বসিয়া [illegible] উঠাইলেন, আমি এহেন [illegible], [illegible], দুঃখে দুঃখী, আমার [illegible] [illegible] [illegible] বিন্দুর [illegible] মনে করিলাম? হায়! হায়! আমার গতি কি হইবে। আমি যে মুখে [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] কপট এবং গুরুদ্রোহী?

হায়! অদৃষ্ট তুমি এক মন্দ!

শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব

দ্বাপর যুগে পরাশরের ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস আবির্ভূত হন। তিনি একদিন সরস্বতী নদীর জলে আচমন সমাপন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে করিতে নিজ মনে বলিতে লাগিলেন,—লোকের হিতের নিমিত্ত বেদবিভাগ ও মহাভারতাদি রচনা করিয়াও আমার আত্মা অকৃতার্থের ন্যায় বোধ হইতেছে কেন? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তির অনুষ্ঠান স্বরূপে কীর্ত্তন করি নাই বলিয়াই কি আমার চিত্তে এইরূপ খেদ জন্মিয়াছে? তাঁহার এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন।

দেবর্ষি উপবিষ্ট হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] বেদব্যাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে মহাত্মা [illegible] [illegible], আপনার শারীরিক এবং [illegible] [illegible] কুশল ত? আপনি ধর্ম্মাদি [illegible] [illegible] ভাবে অবগত হইয়াছেন এবং [illegible] করিয়াছেন, যেহেতু আপনি [illegible] মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গফলপূর্ণ [illegible] রচনা করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] তত্ত্ব যে পরমব্রহ্ম, [illegible] [illegible] করিয়াছেন এবং বোধ [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তথাপি আপনাকে [illegible] মনোরথের ন্যায় শোকযুক্ত দেখিতেছি কেন? শ্রীব্যাসদেব বলিলেন,—হে প্রভো, আপনি যাহা বলিতেছেন, সে সমস্তই আমার আছে, তথাপি আমার শরীর ও মন প্রসন্ন হইতেছে না কেন? আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কৃপা পূর্ব্বক ইহার গূঢ় কারণ আমাকে বলুন।

দেবর্ষি নারদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরির শুদ্ধকীর্ত্তি-মহিমা [illegible] কীর্ত্তন করেন নাই। সেই ভগবানের গুণ কীর্ত্তন ব্যতীত যে ধর্ম্মাদি তাঁহার অনুশীলনে শ্রীহরির সন্তোষ হয় না, সেই জ্ঞান অপূর্ণ, তেজ না [illegible] যুক্ত। আপনি ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গকে প্রধান [illegible] [illegible] যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহোপ্যাখ্যা সেরূপ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন নাই। যে বাক্য বা গ্রন্থ বিচিত্র পদ্যাদিযুক্ত হইয়াও ভুবন-পাবন বাসুদেব-মহিমা কীর্ত্তন করে না, জ্ঞানিগণ তাহাকে কাকতীর্থ অর্থাৎ কাকতুল্য কামিগণের রতিস্থান বলিয়া মনে করেন। কেননা তাহাতে ব্রহ্মে বিচরণশীল যতিগণ আনন্দিত হন না। অর্থাৎ মানসসরোবরের পদ্মবনে বিচরণকারী রাজহংসগণ যেরূপ কাকের উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কখনও গমন করে না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণও বিচারাদ্ভুত পূর্ণ [illegible] [illegible]যুক্ত বাক্য হরিযশঃ রসবিহীন হইলে তাহা অগ্রাহ্য, [illegible] বোধে পরিত্যাগ করেন। যে বাক্য বা গ্রন্থে ভগবানের অনন্ত মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত [illegible], তাহা সাধু-বর্ণবিন্যাসযুক্ত না হইয়া অপ-শব্দাদি যুক্ত হইলেও সেই বাগ্বিন্যাস লোকের পাপ বিনাশ করে। সাধুগণ সেই নামসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিভাববিবর্জ্জিত হইলে [illegible] শোভা পায় না। স্বভাবতঃ [illegible] কাম্যকর্ম্মাদিতে আসক্ত [illegible] [illegible] আপনি যে কাম্যকর্ম্মাদির [illegible] [illegible] তাহাতে আপনার মত অন্যায় [illegible], কারণ উহাকেই মুখ্যধর্ম্ম [illegible] [illegible]

প্রাকৃত লোক নিবৃত্তির উপদেশ প্রাপ্ত হইলেও তাহা মানে না বা বুঝে না। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে যদি ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাঁহাকেও কোন অমঙ্গল, বা ক্ষতি হয় না। কারণ সেবাবাঞ্ছা থাকায় কর্ম্মের অনধিকারহেতু ফলভোগ করিতে হয় না। কিন্তু, ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম পালনে কি লাভ হইবে? চতুর্দ্দশ ভুবন মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়াও যে সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না, বিবেকি ব্যক্তিগণ সেই বৈকুণ্ঠসুখের জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু কালপ্রবাহে কর্ম্মবশে অনায়াসলব্ধ দুঃখের ন্যায়-প্রাপ্ত খণ্ডিত সুখের জন্য কে চেষ্টা করে? তাহা ত সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভক্তিশূন্য কর্ম্মী যেমন সংসার লাভ করে, হরিপাদপদ্মসেবি-ব্যক্তিগণ কখনও তাহা পাইতে পারেন না, কারণ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদের কর্ম্মফলের ফলসমূহ দগ্ধ করিয়া থাকেন। বিচক্ষণ ব্যক্তি সৎক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির সেবাসুখে নিত্যানন্দ উপলব্ধ করিয়া কৃতার্থ হন, কিন্তু অবিবেকী কামী ব্যক্তিগণ উহা কখনই জানিতে সমর্থ হয় না—যতদিন তাহাদের প্রতি সাধুগুরুর কৃপা বর্ষিত না হয়। অতএব আপনি সকল লোকের মায়াবন্ধন বিমোচনের জন্য সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্ উরুক্রমের লীলাচেষ্টাসকল ধ্যান করিয়া বর্ণন করুন। সতত বিষয়ভোগ-বাসনা দ্বারা যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে শ্রীহরিচরিত কথা কীর্ত্তনই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়।

ব্যাসদেব নিজ আশ্রমে উপবেশন পূর্ব্বক নারদোপদেশ মত সমাধি দ্বারা মন স্থির করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তিযোগ প্রভাবে মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে তিনি স্বরূপশক্তি-সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার অপাশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। এই মায়াশক্তি জীবের হরিসেবা প্রবৃত্তি আবৃত করিয়া আত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তি হইতে জীবকে বঞ্চিত করেন। মায়ামোহিত জীব আপনাকে মায়ার গুণত্রয়ের অন্তর্গত অভিমান করিয়া সংসার যাতনা লাভ করেন, অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা জীবের বুদ্ধি অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হইলে অজ্ঞানবদ্ধ জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহাকে নিত্যজ্ঞানে তৎসুখসম্পাদনে যত্নবান্ হয় এবং তদ্বিনাশে শোকপ্রাপ্ত হয়। বেদব্যাস সমাধিতে দর্শন করিলেন যে, অধোক্ষজ বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেই জীবের সংসার-ভোগের নিবৃত্তি হয়। সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলার্থ শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হওয়ায় জীবের সংসৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়াই, যমুনা স্নানাদি সমাপনান্তে মঠস্থ সেবকগণের কৃপায় অসময় হইলেও আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজনের সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের সন্ধ্যা আরাত্রিক দর্শন করিয়া আসিয়া পুনরায় মহাপ্রসাদ সম্মানান্তে মহাসুখে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলাম। পরদিন প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্তির পর শ্রীকালীয়-দহ ঘাটে নামিয়া পঞ্চক্রোশী পরিক্রমায় বাহির হইলাম। ফিরিবার পথে, বন পরিক্রমাকারিগণের অসংখ্য গো-শকট; আবশ্যক বিছানাপত্রাদি বোঝাই হইয়া ফিরিতেছে দেখিয়া, কৌতূহলবশতঃ গাড়োয়ানদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, প্রত্যব্দে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহুযাত্রী বন পরিক্রমায় বহির্গত হন। ইহাতে শুধু রাস্তাচলা, বিশ্রাম আর দর্শন। হরিকথা কীর্ত্তন, শ্রবণ ও মহাপ্রসাদাদি সেবনের কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ত নাই-ই, বরং খাওয়া, থাকা ও আবশ্যক জিনিষ-পত্র বহনের যাবতীয় ব্যয় প্রত্যেক যাত্রীর নিজকেই বহন করিতে হয়। ইহাতে ব্যয়ও খুব বেশী পড়ে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, স্বগত ভাবিতে লাগিলাম শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা কালে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠবাসী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরিক্রমকারী ব্যক্তিগণের জন্য আহার্য্য, বাসস্থান, রোগ হইলে ঔষধ ও শ্রীহরিকথা শ্রবণের সুবিধা করিয়া দেন বলিয়াই বোধহয় আত্মসুখপরায়ণ তোষামোদ-প্রিয় নওকেল বাদসাহের অনুগতজনের গাত্রদাহ উপস্থিত। ইতিহাস পাঠে আমরা এই নওকেল বাদসাহের পরশ্রী-কাতরতার কথা বিশেষ প্রকারে জানিতে পারি, যে নিমিত্ত সমস্ত প্রজাবর্গের মধ্যে আইন জারি হইয়াছিল—পরোপকারী পরম ধার্ম্মিক হাতেমের প্রশংসা কেহ করিতে পারিবে না, করিলে সাজা পাইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার যাত্রিগণের এত সুযোগ করিয়াও তথা-কথিত আচার্য্যক্রবগণের শিষ্যবর্গের উপর শাসন-দণ্ড রক্ষিত হইতেছে না। কোন যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই, শাস্ত্রীয় মীমাংসা নাই, শুধুই গায়ের জোরে গোঁজামিল দেওয়া নিষেধাজ্ঞা "ওই দলে যাইও না, উহারা সকলকে পৈতা দেয়।" আচ্ছা আমি বলি যাহারা এই প্রকার অসঙ্গত ধারণাবশে দূরে দূরে থাকিয়া ঢেলা মারা গোছের বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা স্বয়ং একবার চিরকালের অভ্যস্ত আচার ও বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেই হয়—পৈতাটা মিলে কিনা? না ওই পৈতৃক সম্পত্তি কাপীন-সূত্রগাছা লইয়াই নিজের এখন বুঝিয়া গৃহে ফিরিতে হয়? ইদানীং 'হাম বড়া' হইয়া কায়স্থ, সুঁড়ী, সাহা নমঃশূদ্র প্রভৃতি সকলেই পৈতা নিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পৈতা লওয়ার প্রধান মূল অনুসন্ধান করিলে কতদূরে যাইয়া মূল খোঁজ হইবে, তাহা কি কাহারও খেয়াল হয় না? এই পৈতার উপরই যদি এত আক্রোশ, তবে উক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ-বিদায়-দক্ষিণা, গুরু-পুরোহিত বিদায় দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া কোন্ প্রমাণবলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতেছে? ইহার কোন কথারই অগ্র-পশ্চাৎ ঠিক্ পাই না। মাকড় মারিলে ধোকড় হয় ন্যায়ের বশে নিজের সুবিধা খুঁজিয়া অসদুপায়ে অর্জ্জিত অন্নে পরিপুষ্ট নাদুস নুদুস দেহটি দুলাইয়া দুলাইয়া এই নাগরালী করিলেও বুদ্ধিমান জনমণ্ডলী শুনিবেন কেন?

শ্রীচৈতন্যমঠের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ত ওই রকম ধরণের একটা কার্পাসসূত্র মাত্র গলায় ঝুলাইয়া দেন না। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপূজার যাবতীয় সদাচার "অসৎ সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—পালনে যিনি ব্রতী হন, তাঁহাকেই শ্রীবিষ্ণুসেবা সংরক্ষণার্থে বৈষ্ণবানুগত্য ও বৈষ্ণবতা দান করেন। তাঁহারা স্ব-স্ব সেবাযোগ্যতা সংরক্ষণার্থে ব্রাহ্মণতা-বিহীন পুরুষ পুরুষ আত্মীয়গণের সঙ্গটা পর্য্যন্ত করেন না আর মৎস্যাশী, মাংসাশী, পান, তাম্বুল সেবনকারিগণের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করেন না; যেহেতু ইঁহারা সদাচার পালনে বিরত এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াও শ্রীবিষ্ণুসেবা করেন না, সুতরাং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুনৈবেদ্য ব্যতীত অবৈদ্য জ্ঞানে অন্য বস্তু গ্রহণ করেন না। এই সকল নিরপেক্ষ বিচার-বিমুখ হইয়া, মানুষ করিবে নবদ্বীপ পরিক্রমা? যাহা হউক, মানুষের বর্ত্তমান কুরুচির বাধা উৎপাদন করিতে গিয়া ধাম জানিতে শিবের গীত' গাহিয়া গাহিই বা কি বুঝি না! তাঁহাতে নিজেরই নিরপেক্ষতার পরিচয়।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে অন্যত্র যাওয়ার যোগাড় হইতে থাকিল। এর মধ্যে প্রয়োজন-মত যাহা না হইলে নয়, সেই সকল কার্য্যাদিরও ব্যবস্থা হইল। শ্রীবৃন্দাবনে যে কি দেখিব, তাহা শ্রীগুরুদেবই জানেন। তাহা প্রকাশ করিয়া আর কি হইবে? [illegible] যোগাযোগ [illegible] পারি না।

গুণ-বিচার

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

জড়া-প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটি গুণ নিঃসৃত হয়। তটস্থশক্তি হইতে যে সকল জীব বহির্ম্মুখতাক্রমে প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেই সকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে এই তিনটী গুণে বন্ধন করে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, জ্ঞানবাহক এবং সুখ-প্রকাশক। সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোক লাভ হয়। সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধলোকে গমন করে অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারে। সত্ত্বগুণজাত ব্যক্তিগণ দেবগণের উপাসনা করিয়া তত্তদ্দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। সত্ত্বপ্রিয় ব্যক্তিগণের আহারসকল আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিবর্দ্ধক। উক্ত খাদ্য সকল রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, বিধিসম্মত যজ্ঞসকল কর্ত্তব্যবোধে অনুষ্ঠান করেন।

রজোগুণ তৃষ্ণাসঙ্গজাত সকাম কর্ম্মে দেহীকে আবদ্ধ করে। যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি হয়, তাহার লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, কর্ম্মাগ্রহতা ও কর্ম্মস্পৃহা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এই সকল ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে নরলোকে কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করে। রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ লোভ সহকারে কুবের নির্ঋতি প্রভৃতি যক্ষরক্ষাদির আরাধনা করে। রাজস ব্যক্তিগণের খাদ্যসকল অতিকটু, অতিঅম্ল, লবণ ও উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ (লঙ্কা-মরিচাদি), অতিবিদাহী এবং তদ্দ্বারা দুঃখ, শোক এবং রোগাদির উৎপত্তি হয়। ইহারা নিজেকে সাধুনামে প্রচার করিবার জন্য এবং তদ্দ্বারা অপরের নিকট হইতে সম্মান ও পূজা লাভের আশায় দাম্ভিকতার সহিত তপস্যাদির অনুষ্ঠান করে। ইহারা প্রত্যুপকারের আশায়

অর্থাৎ শ্রোতার অজ্ঞ্যভিপ্রায়ে অজ্ঞাতভাবে দানাদি ভোগ করিয়া থাকে।

সমস্ত দেহীর দুঃখকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই তমোগুণ বলে। ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদিতে দেহীকে আবদ্ধ করে। তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞানত', কার্যো অপ্রবৃত্তি বা আলস্য প্রমাদ, মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।" তমোগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে, মূঢ় চতুষ্পদাদি যোনিতে জন্ম হয়। তামস ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে। তামস-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেত-পিশাচাদির উপাসনা করে। ইহারা ঘোর অশাস্ত্রীয় তপস্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা কাম, রাগ, দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট। এক প্রহরের অধিক কাল পূর্ব্বে পক্ব দ্রব্য, পূতিগন্ধযুক্ত অথবা পর্য্যুষিত দ্রব্য, গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং মৎস্য, মাংস ও মদ্য প্রভৃতি খাদ্য তামস লোকের প্রিয়। ইহারা বিধিহীন, অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। যেস্থানে দানের প্রয়োজন হয় না, সেই স্থানে; যে কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেই কালে এবং নর্ত্তক, বেশ্যা প্রভৃতি অপাত্রে যে দান, তাহাই তামসপ্রিয় ব্যক্তিগণের দান। সৎ পাত্রকেও যদি অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করা যায়, তাহাও তামস দান বলিয়া কথিত হয়।

গুণসকলই কর্ত্তা, গুণের অন্য কোন কর্ত্তা নাই—জীব এইরূপ সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা গুণসমূহের অতীত নির্গুণ ভগবদ্ভাবকে যখন জানিতে পারে, তখনই তদ্ভাবপ্রাপ্তে শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেহী জীব নিগুর্ণ নিষ্ঠা দ্বারা গুণগণকে অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের হস্ত হইতে নির্মুক্ত অবস্থায় নির্গুণ প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

নির্গুণতা লাভ করিবার একমাত্র উপায়—মোহ ও আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ। চেষ্টা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ দ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে মিথ্যা জানিয়া যাহারা চেষ্টাপূর্ব্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা নির্গুণ নয়। নির্গুণ ব্যক্তিগণ সুখ, দুঃখ, লোষ্ট্র, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করেন। তাঁহারা মান-অপমান, শত্রু-মিত্রে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিজনক কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহারা অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগ-সহকারে নির্গুণ পুরুষ ভগবানের আনুগত্য করিয়া নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হন।

অসৎ তৃষ্ণাই সংসারের প্রধান অনর্থ। অসৎ তৃষ্ণা পরিহার পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তন

ময়মনসিংহ-প্রচার-প্রসঙ্গ

পত্রম্ পুষ্পাপাক

শ্রীযুক্ত 'নদীয়াপ্রকাশ' সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু

মহাশয়! ইতঃপূর্ব্বে একখানা পত্র দিয়াছি। হয়ত আপনি বলিবেন যে লোকটা কি অসভ্য। চিঠিতে নিজের নামটা দেওয়া যে ভদ্রতা, তাও জানে না। যাহা হউক সে জন্য অধমের অপরাধ লইবেন না। গত ২৭শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার স্বামীজীকে লইয়া বাজিতপুরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর কর মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলাম। রায়বাহাদুর স্বামীজীর যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, আপনারা যে দান বিতরণ করিতে আসিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার লোক এখানে আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ এখন "ব্যবহার-রসে মত্ত সকল সংসার"। "জড়া প্রকৃতির দান" লইয়াই জন সকলেই ব্যস্ত। বিশেষতঃ এসময়ে কেহ পুত্র কন্যার বিবাহে, কেহ কেহ বা 'পুতুল-নাচ' দেখিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত; সুতরাং ঐ আপাত-মধুর দান ছাড়িয়া আপনাদের প্রদত্ত অত বড় দান কে গ্রহণ করিবে? পর দিন ২৮শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার রায় বাহাদুর এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর বি এল মহোদয়ের উদ্যোগে স্থানীয় উকীল ক্লাবে সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত কতকগুলি আইন ব্যবসায়ী ও মুনসেফ প্রভৃতি শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। স্বামীজী বলেন—"যাহার অভাব আছে, সেই দান চায়। কৃষ্ণবিমুখ জীব জড়াপ্রকৃতির দান গ্রহণ করিয়া অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃতির প্রথম দান স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটি দেহ—তাহা দ্বারা জীবের স্বরূপটি ঢাকিয়া দেয় এবং দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করায়, তখন বদ্ধ-জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসা জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ-সুখ ভোগ করিবার চেষ্টা করে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐ প্রকৃতির অসংখ্য অসংখ্য দান সাজান আছে। ভোক্তাভিমানি জীব তাহা ভোগ করিয়া অভাব পূরণ করিবার জন্য উচ্চনীচ যোনীতে ছুটাছুটি করে। কিন্তু এস্থলে দাতা, গ্রহীতা ও দান কোনটাই নিত্য নহে। সেইজন্য তাহারা অভাব পূরণ করিতে ব্যস্ত হওয়াও কৃতকার্য্য হয় না বলিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে অনাদিকাল হইতে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ জীব সাধুসঙ্গে আর একটী দানের সন্ধান পান, তাহার নাম 'চৈতন্যের দান'। এই দানের বৈশিষ্ট্য এই যে—অযোগ্যজীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাহাদিগকে ব্রহ্মের মহাদুর্লভ দানগ্রহণে অধিকারী করিয়াছেন। তাঁহার দান মানুষের অভাবাতিরিক্ত, অপ্রত্যাশিত দান। সেই দান তরবারি মূর্ত্তিবিগ্রহ বা প্ররোচনার দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই, কিন্তু অপার্থিব প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি দান করিয়া দান গ্রহীতার কাছে আপনাকে চির-বিক্রীত ও চিরঋণী মানিয়াছেন, ইহা একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার ও ভাবিবার বিষয়। তাঁহার দান সাময়িক নহে—যাহা দুদিন পরে ফুরাইয়া যায় এবং অভাবের সৃষ্টি করে। তাঁহার দান সর্ব্বদেশে সর্ব্বপাত্রে ও সর্ব্বকালে পরিপূর্ণ মহাদান।" এইরূপে স্বামীজী অনেক কথা বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অসংখ্য দানের মধ্যে পরাবিদ্যা দানের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই একবাক্যে বলেন যে, এরূপ দানের কথা আমরা কখনও শুনি নাই, ইতঃপূর্ব্বে কেহই ইহার সন্ধান দেন নাই, ইহা পুরাতন কথা হইলেও আমাদের নিকট নূতন বোধ হইতেছে, কারণ তথা-কথিত শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিতাভিমানিগণ আচার ও প্রচারে প্রকৃত দানের বিপরীত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে বড়ই আনন্দের বিষয় আপনাদের নিরপেক্ষভাবে এই সত্য-কথা আচার ও প্রচারের দ্বারা জগতে বিশেষ মঙ্গল হইবে এবং বঞ্চকগণের কপটতা ধরা পড়িবে।

আজ এই পর্য্যন্ত সংবাদ দিলাম। পরপর সাধ্যমত সংবাদ পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছি। নিবেদনমিতি।

---

*স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে যাবতীয় বস্তুকে ভগবৎসম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ পরিত্যাগ-দ্বারা নির্গুণ চিন্ময় প্রকটিত হইয়া থাকে।

নানা কথা

সম্রাটের রোগমুক্তির কামনা

মসজিদে প্রার্থনা

উরপীর ২০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার কিং জর্জ্জ রোডে করেটনস্ পেট মসজিদের বার্ষিক সাধারণ সভার এক অধিবেশন হয়। সভাপতির অভিভাষণ শেষ হইলে অবিলম্বে ভারত সম্রাটের রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করার জন্য সম্পাদক একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ২ মিনিট কাল নীরবে প্রার্থনা করেন। ঐ সভায় কেবল ভারতবাসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাঠাগার প্রদর্শনী

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ডাঃ এনী বেসান্তের সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত পাঠাগার সমিতির উদ্যোগে অদ্য হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বিরাট পাঠাগার প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে, উক্ত প্রদর্শনীতে নিম্নলিখিত সংগ্রহগুলি প্রদর্শিত হইবে:—(১) বরোদার ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের বাক্সসমূহ (২) বরোদার পাঠাগার আন্দোলনের নমুনা, (৩) মহীশূর হইতে প্রেরিত দ্রব্যসমূহ, (৪) মাডিয়ার লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, (৫) বিশ্বভারতীর প্রদর্শনী (৬) রবীন্দ্রসংগ্রহ, (৭) রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈদেশিক অনুবাদ, (অজিত ঘোষের সংগ্রহ), (৯) অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলীর সংগ্রহ (১০) সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, (১১) শ্রীযুত বিনায়ক স্বামীর মূল্যবান সংগ্রহ (১২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, (১৩) গাইকোয়ারের প্রাচ্য সিরিজ (১৪) বৌদ্ধ সাহিত্য সিরিজ (১৫) বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সিরিজ (১৬) সাময়িক সাহিত্য বিভাগে ভারতের নূতন ও পুরাতন সকল সাময়িক পত্র প্রদর্শিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত জীবনী সম্বন্ধীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য, মহিলা সাহিত্য, প্রভৃতি বিভাগের ব্যবস্থা থাকিবে এবং কৃষি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রদর্শিত হইবে।

রঞ্জন-রশ্মিতে আকস্মিক বিপদ

ইংলণ্ডের অন্তর্গত হল নগরে কোন হাঁসপাতালে এক ৮ বৎসর বয়স্কা বালিকার উপর রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগকালে যন্ত্রটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে। ফলে, ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী, এবং বালিকা ও তাহার মাতা সবেগে মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। মাতা অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং শুশ্রূষাকারিণীর সর্ব্বাঙ্গ গুরুতর ভাবে দগ্ধ হয় এবং বালিকাটি মারা পড়ে। যন্ত্রটি কেন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ জানিতে পারা যায় নাই।

প্রাপ্ত-পত্র

নদীয়া কালেক্টরেট

কৃষ্ণনগর, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৮

মাননীয়

নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহাশয়,

আমি আপনাকে জানাইতেছি যে *District office* জন্ম-কর্মচারিবৃন্দের কৃষ্ণনগরস্থ *Conference* এর দ্বিতীয় অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান (ডিসেম্বর) মাসের ২৭ ও ২৮শে তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মিঃ কে, এন্, বসু, এটর্নী-য়্যাট্-ল (কলিকাতা) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আপনার প্রশংসিত পত্রিকায় এই সংবাদটী স্থান পাইলে অভ্যর্থনা-কমিটী বাধিত হইবেন।

নিবেদক

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

সেক্রেটারী

(রিসেপ্শন্-কমিটী)

বিলাতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ বলডুইন

কমন্স মহাসভায় মিঃ বলডুইন বিলাতের অবস্থার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে দেশ মোটের উপর সমৃদ্ধিশালী এবং শিল্পসজীব আছে, কিন্তু সাধারণ বাণিজ্য পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার বিলম্ব আছে। গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ধর্ম্মঘটের ফলে লোকের অর্থব্যয় ক্ষমতা হ্রাসই উহার কারণ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ঐরূপ কোনও গোলযোগ নাই। তাঁহার বিশ্বাস ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে উহার সুফল দৃষ্ট হইবে। উপসংহারে তিনি বলেন, সম্প্রতি জাহাজে মালের ভাড়ার হার বর্দ্ধিত হওয়ায় ছোট জাহাজ প্রস্তুতের অর্ডার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাবুল-বিদ্রোহকারিদের অভিমত

রয়টারের সংবাদে জানা গিয়াছে যে স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন ১৯শে তারিখে হাউস অব কমন্স কাবুলের বিদ্রোহের একটু বিস্তৃত বিবরণ দেন। ১৪ই ডিসেম্বর বহুসংখ্যক বিদ্রোহী পার্ব্বত্যজাতি কাবুল হইতে ২মাইল দূরে বৃটিশ দূতাবাসের নিকট বাগীমালা কোর্ট প্রায় অবরোধ করে এবং তাহাদের নায়কগণ বলিয়া থাকে যে, বৃটিশের রাজদূতের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই, কারণ আফগান সরকারের সহিত তাহাদের কলহ।

বঙ্গীয় সরকারের পরোয়ানা

মিঃ জনষ্টন গ্রেপ্তার

গত ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় বার্লিনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগের আমেরিকান প্রতিনিধি মিঃ জনষ্টনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি ঝরিয়াতে ট্রেডয়ুনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহাকে বৃটীশ-ভারত পরিত্যাগ করিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার যে পরোয়ানা বাহির করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ সেই পরোয়ানা তাঁহাকে প্রদান করা হয়। পুলিস তাঁহার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ট্রেড-য়ুনিয়ন কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগের সহিত সংযোজিত করিবার জন্য এক বক্তৃতা প্রদান করিয়া তিনি মণ্ডপের বাহিরে আসিতেই পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। মিঃ জনষ্টনকে মোটরে করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। কর্ত্তৃপক্ষীয় সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ জনষ্টনের গ্রেপ্তারের সহিত বিহার-সরকারের কোন প্রকার সংস্রব নাই। বঙ্গীয় সরকারের উপদেশ অনুসারেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জন-স্মৃতি-পদক

পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে রায় অনিরুদ্ধ লাল সিংহ মহাশয়ের ঘোষিত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে নিম্নলিখিত লেখক এবং লেখিকাগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

কবিতায়—প্রথম—শ্রীভোলানাথ ঘোষ (বারভাঙ্গা), দ্বিতীয়—শ্রীশশচন্দ্র কাব্য-বিনোদ (চট্টগ্রাম), তৃতীয়—শ্রীকনকলতা ঘোষ (সিকদারবাগান কলিকাতা)

গদ্যে—

প্রথম—শ্রীভোলানাথ ঘোষ (বারভাঙ্গা), দ্বিতীয়—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (খুলনা), তৃতীয়—শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাকে সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রলাল ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছয়খানি উত্তম রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন

মিষ্টার জি, মর্গান সি, আই, ই, এবং মিষ্টার পি, প্রেন্টিস ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ পরিত্যাগ করায় বঙ্গীয় বণিক সভা-কেন্দ্রের ২জন সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে। তাঁহাদের স্থানে সদস্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য উক্ত কেন্দ্রকে আদেশ করা হইতেছে। আগামী ৯ই জানুয়ারী ভোট গৃহীত ও ১১ই জানুয়ারী নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হইবে।

চীন ও বৃটিশ

বাণিজ্য-শুল্ক-সন্ধি

নানকিংয়ের ১৯শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চীনা বে-সরকারি মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে, অনেক দিন আলোচনার পর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় চীনস্থিত বৃটীশ প্রতিনিধি স্যার মাইলস ল্যাম্পসন ও চীন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ ওয়াং যথাক্রমে বৃটীশ ও চীন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইঙ্গচীন বাণিজ্য-শুল্ক-সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জাতীয় দল বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে ইঙ্গচীন শুল্ক সন্ধি স্বাক্ষরের দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চীন গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইতেছেন এবং ইহা দ্বারা চীনা বৃটীশ সম্পর্কের এক নবযুগের সূত্রপাত করিয়াছে।

যে সমস্ত জাতির সহিত খুব বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই সমস্ত জাতির প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করা যায়, চীন-ব্রহ্ম-সীমান্তে এবং চীনা-ভারতীয়-সীমান্তে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহারানুযায়ী বাণিজ্য শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পর্ত্তুগাল, হলাণ্ড, ফ্রান্স এবং সুইডেনের সহিতও তদনুরূপ সন্ধি প্রায় একই সময় স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

ছাদ ভাঙ্গিয়া চুরী

প্রকাশ, বহুবাজার চৌমাথায় ৮৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের জি, সি, নাথের দোকানে গত সোমবার রাত্রে সিঁদ কাটিয়া কড়ির সাহায্যে নীচে নামিয়া চোরেরা এক বাক্স বিলাতী মদ ও লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়াছিল। সিন্দুকে নগদ কিছু পায় নাই। টেবিলড্রয়ার হইতে রেজকী ও পয়সায় মোট ৫৩৸৹ আনা লইয়া গিয়াছে। ঐ রাত্রেই নিকটে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ীর মুকুট চুরী হইয়াছে।

নিজামের কলিকাতায় আগমন

গত ১৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর স্পেশাল ট্রেণযোগে হাওড়াতে পৌঁছিয়াছেন। প্লাটফর্ম্মে অনেক লোকের ভীড় হইয়াছিল এবং ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ প্লাটফর্ম্মটিকে লাল কাপড়ে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। নিজাম ও তাঁহার দলবল ষ্টেশনে পৌঁছিলে বহু মুসলমান অভিনন্দন করে এবং হাওড়া হইতে কলিকাতায় হ্যারিসন রোড ও ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়া অতিক্রমের সময় রাস্তার দুইদিকে দর্শকের অত্যধিক ভীড় হইয়াছিল।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, নিজাম বাহাদুর তাঁহার দলবল লইয়া মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের মুক্ত-প্রাসাদে অবস্থান করিবেন।

বোম্বাইয়ে শ্রমিক চাঞ্চল্য

লাটের নিকট ডেপুটেশন

বোম্বাই 'ক্রনিকল' পত্রে প্রকাশ, গত ১৭ই, বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির চেয়ারম্যান স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর নেতৃত্বে উক্ত সমিতির এক ডেপুটেশন বোম্বাই লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাটকে নিম্নলিখিত অনুরোধ করিয়াছেন—(১) যে সমস্ত চরমপন্থী শ্রমিক-নেতা মিল অঞ্চলে অশান্তি অবস্থার জন্য দায়ী, তাহাদিগকে ঐ সমস্ত স্থান হইতে সরাইবার ব্যবস্থা করা হউক; (২) শ্রমিকদের সাধারণ সভার অধিবেশন নিষিদ্ধ করা হউক; (৩) পিকেটিং করা বে-আইনি বলিয়া সাব্যস্ত করা হউক। প্রকাশ, লাটসাহেব উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিবেচনা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

শ্রমিকদের উত্তেজনা

উক্ত ডেপুটেশনের সংবাদে শ্রমিকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময়ে বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির সহকারী সভাপতি মিঃ এচ, এচ, সয়্যার যখন সান মিল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, তখন উক্ত মিলের বহুসংখ্যক শ্রমিক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে যে, তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হইলে উহার ফল গুরুতর হইবে। তাঁহাকে প্রহার করার আশঙ্কা হওয়ায় বিপদসূচক ধ্বনি করা হয়; ফলে পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন।

সন্তোষের রাজার রাজনীতিতে নিরপেক্ষতা

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজে ভূম্যধিকারী কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি উক্ত কনফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট উক্ত রাজা প্রকাশ করিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিরূপে আমি কোন দলভুক্ত নহি। বর্ত্তমানে রাজনীতিক, সাম্প্রদায়িক অথবা শ্রেণীগত কোনও দলের পক্ষপাতী আমি নহি, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিতে চাই। বর্ত্তমানে [illegible] প্রদান গ্রহণ করিতে আমি অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ই পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

দু'টী হিতকথা

সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রণীত সচ্ছাস্ত্র-সমূহের নিত্য, শুদ্ধ, সত্য সঙ্গীতসবাণী শ্রবণ করিবার পক্ষে মানবের কর্ণসমূহ এতই অপটু ও অসহিষ্ণু, সামর্থ্য ও সংসাহসের এতই অভাব, হৃদয় এতই দুর্ব্বল যে, তাহা চিন্তা করিতেই হৃদয় কম্পিত হয়, চক্ষুর অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। মানুষ নিজেকে বড় বুদ্ধিমান—বড় সুচতুর বলিয়া অহঙ্কার করিতে চায়, কিন্তু তাহাকে যে প্রতি পদে পদে শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিণামে কত বড় মূর্খতার পরিচয় দিতে হয়, কত বড় আত্মবঞ্চনা লাভ করিতে হয়, তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখে না। আপাত-সুখকর কিন্তু পরিণাম-বিষময় অপস্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল প্রেয়ঃকথাগুলি মানুষের বর্ত্তমান রুচির পক্ষে বড়ই প্রীতিপ্রদ হয় বলিয়া সে অবধার রুচিবিরুদ্ধ কোন কথা—তাহা যতই না কেন মঙ্গলপ্রদ হউক, শুনিতে চাহিবে না। পিশাচিনী মায়া তাহার উপর এমনই এক কুহকজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে যে, যাহাতে তাহার সমূহ অমঙ্গল নিহিত, যাহা তাহাকে অনন্ত নরকের পথে লইয়া চলিবে, তাহাই হইয়াছে তাহার ঐপ্রধানকার্য সর্ব্বপ্রধান বরণীয় ব্যাপার। এহেন শ্রেয়ঃ-পথভ্রান্ত প্রেয়ঃ-পথগামী মানবকে সাধুরা যতই না কেন শ্রেয়ঃপথের অনুসন্ধান বলিয়া দিতে চাহেন, হতভাগ্য মানব কিছুতেই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সে সাধুর কথা শুনিবে না, পরন্তু সাধুকে তাহার মিত্র ভাবিবার পরিবর্ত্তে পরম শত্রু বলিয়াই মনে করিবে। মানুষ তাহার স্বকপোলকল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিচালিত হইয়া প্রতিনিয়তই ঠকিতেছে, তথাপি সে তাহার উত্তার্থপ্রাণী বঞ্চনাকারিণী সর্ব্বহরণী সর্ব্বনাশী বুদ্ধির প্রশংসা ছাড়িবে না—একটুও নিষ্কপট হইবে না। সে আবার তাহার দুর্দ্দশার জন্য স্বীয় অদৃষ্টের দোষ দিতে চায়, কিন্তু অদৃষ্ট যে তাহার নিজের হাতেই গড়া, তাহা তাহার একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় না। হা, হতভাগ্য মানব, এখনও তুমি প্রকৃতিস্থ হও, তুমি অমৃতের পুত্র, কেন অকারণ কালকূট পান করিয়া অপমৃত্যু বরণ করিবে? শ্রীভগবানের ভক্তভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই একমাত্র সত্যবাণী, তাহা সদ্গুরু-মুখপদ্ম হইতে শুনিবার জন্য একটু সহিষ্ণুতা, একটু সৎসাহস অবলম্বন কর, গুরুবাক্য শুনিবার জন্য প্রকৃতিগতই শ্রবণেচ্ছা একটু ব্যাকুল হউক, তাহা হইলে তোমার অনর্থ অপসারিত হইবে, তুমি সত্যসত্যই কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শুন মানব, শাস্ত্রের শ্রেয়ঃকথা তোমার নিত্য চিত্ত-সুখে, আপাতঃ শ্রেয়ঃকথার সম্পূর্ণ বিরোধিনী বলিয়া বর্ত্তমানে তাহা তোমার নিকট অপ্রীতিকর ও কর্ণকটু হইলেও তাহাই তোমার একমাত্র শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য কথা। তুমি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধুমুখ-বিগলিত সেই সাধুশাস্ত্রের সুশাসনবাণী শ্রবণ কর, তোমার নিশ্চিত মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবন্মুখপদ্ম-বিনির্গত বাণী, ভগবৎপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ-নির্ম্মুক্ত সাধুগণই সেইবাণী কীর্ত্তনে একমাত্র অধিকারী। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তিশূন্য অসাধুগণ তাহা কীর্ত্তন করিবার ভাণ দেখাইলেও ভক্তিসিদ্ধান্তরত্নপ্রতীর কৃপা-কটাক্ষাপেক্ষা-রাহিত্য-হেতু শ্রীভগবানের সেই পরমপবিত্রবাণী অসাধুগণের অপবিত্র জিহ্বায় কীর্ত্তিত হন না। সুতরাং অসাধুর মুখ-নিঃসৃত কীর্ত্তন বহুজন্ম ধরিয়া শ্রবণ করিলেও বিন্দুমাত্র অনর্থও অপগত হইবে না, বরং তাহা উত্তরোত্তর নবনবায়মানরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকিবে। অসাধুরা সাধুর ভাণে সাধুরই ন্যায় নামকীর্ত্তনের যতই না কেন প্রয়াস করুক, তাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষদুষ্ট হওয়ায় গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীস্বরূপদামোদরের অনুমোদন লাভ করিতে না পারিয়া নিতান্ত অগ্রাহ্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন—

"অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা-যুক্ত মৎসর-হৃদয় অসাধু অবৈষ্ণবগণ ব্যবসায়ের খাতিরে কখনও নিরপেক্ষ নির্ম্মৎসর নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের ন্যায় নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিঃশ্রেয়ঃ কথা—সত্য কথা কীর্ত্তন করিতে পারিবে না। হে মানব, তাহাদের নিকট হইতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া তোমাদের ভক্তিবাধা বিন্দুমাত্রও অপসারিত হইবে না, বরং আরও বাড়িতেই থাকিবে। অসাধুরা বিষ-কুম্ভ পয়োমুখ, তাহাদের কথা বর্ত্তমানে শ্রুতি-রসায়ন হইলেও তাহার পরিণাম বড় বিষময়; কিন্তু সাধুর কথা তোমার নিকট অত্যন্ত কর্কশ, অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইলেও, তোমার যাবতীয় ধারণার একান্ত বিরোধী হইলেও হে মানব, তাহাই তোমার একমাত্র শ্রোতব্য। মানব, সাধুকে তোমার ভোগ প্রবৃত্তিমূলে কুঠারাঘাত করিতে দেখিয়া, তোমার যাবতীয় প্রাকৃত বিষয় একে একে ভাঙ্গিয়া দিতে দেখিয়া, তোমার ইহকালের সমূহ মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা-শার মূলে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে শাণিত-স্বরূপ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া সাধুর সম্বন্ধে ক্রম প্রমাদাদি দোষ প্রদর্শন করিতে যাইও না, সাধুকে তোমার প্রতি নির্দ্দয় মনে করিয়া অবজ্ঞা করিও না, সাধুর সাধুত্বে সন্দিহান হইও না, সাধুর বিচার সত্য বলিয়াই পরম সাধু, তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত, তিনিই তোমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তোমার সুখে দুঃখে একমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শনকারী, নিঃস্বার্থপর নির্ম্মৎসর নিষ্কপট শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু অর্থাৎ তোমার সর্ব্বস্ব তিনিই; কেননা তিনিই তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত দিয়া দিবেন।

মানব, এ সংসারে যে সকল সাধু-নামধারী ভণ্ড তোমার মনগড়া ধারণার অনুকূলে তোমার ভোগ সুখে কোন প্রকার বাধা না দিয়া, তোমার মন রাখিবার জন্য দুই চারিটী শাস্ত্র-বচন আওড়াইয়া অথবা দু' একটী রসাভাস দুই গান শুনাইয়া তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণে সহায়তা করে, তাহাদিগকেই তুমি বড় ভাল বলিয়া মনে কর, তোমার যথা-সর্ব্বস্ব, এমন কি নিজ সহধর্ম্মিণীর সতীত্ব পর্য্যন্তও সেই সকল ভণ্ডের পায়ে ডালি দিতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ কর না, কিন্তু তাহারা তোমার ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে কতটুকু সুবিধা করিয়া দিয়া থাকে, তাহা কি সত্য সত্যই নিরপেক্ষ-ভাবে একবারও তোমার চিন্তা করিবার অবসর হয়? হতভাগ্য মানব, একবারও যদি ভগবদ্ ভজনের দিকে—ভগবৎপ্রীতি সম্পাদনের দিকে তোমার চিত্তবৃত্তি ছুটিয়া যাইত, তাহা হইলে বুঝিতে সাধুর সাধুত্ব কোথায়, সাধুর কোন কথাই তোমার নিকট কর্কশ বলিয়া মনে হইত না, বরং তাহাই তোমার নিত্য কাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হইত। দুর্দ্দৈব তোমার, ভগবৎ সেবার দিকে তোমার আদৌ লক্ষ্য নাই, তাই তোমার নিত্যমঙ্গলের কথা গুলিকেও তুমি মৎসরতামূলে অন্য-প্রকার মনে করিয়া সাধুকে অনর্থক 'পরচর্চ্চক', 'পরনিন্দক', 'কর্কশভাষী' প্রভৃতি বলিবার ধৃষ্টতা করিতেছ। তাহাতে যে তোমার ভক্তভাগবতের অভিন্ন-বিগ্রহ গ্রন্থভাগবতেরও নিন্দা করা হইতেছে, তাহা আদৌ বুঝিতেছ না। কারণ গ্রন্থভাগবতও ব্রহ্মবন্ধু, পশুবিপ্র, দ্বিজ-বন্ধু, ব্রাহ্মণব্রুব, কুপণ্ডিতবাদী, যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগ, জীবন্মৃত, খণ্ডিত, গোখর, নারকী, পাষণ্ডী, ক্রূর, নরাধম, শাস্ত্রব্যাখ্যোপজীবী প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাকে নিন্দা করিয়াছেন। তাহা হইলে কি ভগবান্ বেদব্যাসকে একজন পরনিন্দক, কর্কশভাষী বলিয়া অপবাদিত করিতে হইবে—না তাঁহাকে আমাদের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া জানিব? হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সাধুরা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে যান না, শাস্ত্রেরই দুরূহ শব্দগুলি তাঁহারা সহজ ভাষায় আমাদের হিতার্থ কীর্ত্তন করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহাকে পরনিন্দা বলে না। তোমাদের চিত্ত ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় অভিনিবিষ্ট হউক, তাহা হইলেই তোমরা সাধুর সত্যকথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে, নতুবা 'নিন্দা' বুদ্ধির নাম' ভাবাবলম্বনে সাধু-নিন্দা মহাপরাধে লিপ্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য ... লাভ করিবে।

শিব ও নারদের কথোপকথন

(১)

একদা দেবর্ষি নারদ ভোলানাথ শঙ্করের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ততা দর্শন করিবার জন্য শিব-ধামে গিয়াছিলেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ করিয়া মহাদেবের মহিমা বীণা-যন্ত্রে গান করিতে আরম্ভ করিলে বিষ্ণু-ভক্তি-প্রবর্ত্তক শিরোমণি মহাদেব দুইটি কর্ণ আচ্ছাদন করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে বলিলেন,—"নারদ! তুমি এ কি করিতেছ? জান না, আমি কখনই জগদীশ্বর নহি—আমি সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের দাসের পাদুকা-বহনকারিগণের কৃপাপ্রার্থী"। তখন দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদে শিবের যে স্তুতিগাথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, স-সম্ভ্রমে তাহা ত্যাগ করিয়া আপনাকে যেন কতই অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! এই জন্যই প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রতি পরম প্রীত হইয়া আপনার মহিমা অধিকভাবে জগতে বিস্তার করিয়া থাকেন। আমি আপনার নিকট হইতে এরূপ বিশুদ্ধভক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিবার নিমিত্তই ঐরূপ করিয়াছিলাম, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে"।

মহাদেব নারদের কথা শুনিয়া বলিলেন,—"নারদ! আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি বিচিত্র ও গম্ভীর! আমি তাঁহার চরণে কতবারই না কত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু অদোষ-দর্শী প্রভু আমাকে উপেক্ষা করেন নাই"। নারদ বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু! আপনি কি বলিতে-

হেন! আপনি কৃষ্ণের পরম প্রিয়; আপনাতে কোন অপরাধের অবকাশ নাই। অজ্ঞ-লোকের দৃষ্টিতে কখনও এরূপ প্রকাশ পাইলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে আপনার অপরাধ নাই। দেখুন, বাণাসুর বাহুবলে দৃপ্ত হইয়া সাধুগণের প্রতি উপদ্রব করিত, সে অনিরুদ্ধকে অসুর-দায়ায় বন্ধন করে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটে, ঐ যুদ্ধে সে হতপ্রায় হয়। বাণাসুর আপনার ভক্ত—পুত্রের ন্যায় পালিত, সুতরাং আপনি তাহার প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীহরিকে স্তব করেন, শ্রীহরিও আপনার স্তবে প্রসন্ন হইয়া ঐ অসুরকে সারূপ্যমুক্তি ও আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-দ্রোহী গর্গপুত্র প্রভৃতি উৎকট তপস্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করিয়াছিল, সেজন্য আপনি তাহাদিগকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সকল বর নিশ্ছিদ্র নহে; কাজেই তাহাতে আপনার কোন অপরাধ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের আশ্রিত অজ্ঞ চিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাঁহার প্রতি ক্রোধ করেন নাই। আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য তাঁহারই নিকট তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা করিয়াও ভজন-চাতুর্য্য-সহকারে তাঁহার ভক্তপদবীই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আপনার এরূপ দুর্লভ ঐশ্বর্য্য থাকিলেও আপনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অবধূতের ন্যায় দিগ্‌বাস ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছেন। আপনাতে যে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেম রহিয়াছে, এরূপ আর কোথায় আছে? আপনার প্রসাদে দণ্ড-প্রচেতা, আরও কত কত জনত না কৃষ্ণে ভক্তিলাভ করিয়াছেন। ঐ দেবী পার্ব্বতীর প্রসাদেও কত শত জীবই না কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন। এই উমাদেবী আপনার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সদা সেবাপরা; তাই আপনি আত্মারাম হইয়াও ইঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন।"

মহাদেব নারদের এই সকল কথা শুনিয়া দেবর্ষিকে বলিলেন,—"নারদ! তুমি একি বলিতেছ? তোমার ন্যায় নিরভিমান ব্যক্তিগণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়, আর সকল অভিমানি লোকের মূলপুরুষ আমি হ বা কোথায়? আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্তিপ্রদ—এই সকল অহঙ্কারে মত্ত। আমাতে যদি বিন্দুমাত্রও তাঁহার কৃপা থাকিত, তাহা হইলে কি পারিজাত-হরণ বা উষা-হরণ প্রভৃতি ব্যাপারে আমার সহিত প্রভুর সংগ্রাম হইত? অথবা প্রভু কি "তুমি কল্পিত নিজ আগম-সমূহ দ্বারা লোকসকলকে মদ্বিমুখ কর"—আমার প্রতি এই নিদারুণ আদেশ করিতেন? তুমি যে পার্ব্বতী দেবী ও আমাকে মুক্তিদানের অধিকারী বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, ঐ মুক্তি অতি ভীষণ ব্যাপার। নারায়ণের ভক্তগণ ঐ মুক্তিকে স্বর্গ ও নরক-ভোগের সহিত সমান জ্ঞান করেন। তাঁহারা মুক্তিকে পিশাচীর ন্যায় পরিহার করেন; মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। মুক্তি দাসীর ন্যায় ভক্তের সেবার জন্য পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করে। নারদ! তুমি কি সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্ববাক্য জান না? যাহারা নারায়ণকে ব্রহ্মা বা আমার সহিত সমান মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ড। পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তিগণই আমাকে 'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' মনে করিয়া আমার কাছে তাহাদের আত্ম-বিনাশরূপ মোক্ষ চায়; তাহাতে নির্ম্মল-জীবের নিত্য স্বভাব যে কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি, সেটী সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত হয়। আমি সেই পাষণ্ডগণকে গো-ব্রাহ্মণ-যজ্ঞ-ঘাতি দৈত্য-গণের যোগ্যগতি অর্থাৎ আত্ম-বিনাশরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়াই তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি। সুর ও অসুরের স্বভাবে যেরূপ ভেদ আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্যে সেইরূপ ভেদ রহিয়াছে। দুষ্টগণের প্রাপ্যবস্তু কখনও শিষ্টগণের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের উপাসনাই সুরগণের সাধন, আর নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই অসুরগণের সাধন। প্রেম-ভক্তিই শিষ্টগণের সাধ্য; আর আত্ম-বিনাশরূপ মুক্তিই দুষ্টগণের সাধ্য।"

মহাদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"নারদ! যাহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে আমার উপাসনার ছলনা করে, সে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার স্বরূপ জানে না। তাহারা বলিয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য আমার আরাধনা করিয়াছিলেন—তাহারা বলিয়া থাকে, আমার অঙ্গ হইতে বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং আমিই পরমেশ্বর। কিন্তু এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তি জানে না যে, আমি বাণ-রাজার যুদ্ধে শ্রীহরির দ্বারা পরাভূত হইয়া তাঁহাকেই মূলদেবতা বলিয়া স্তব করিয়াছিলাম। আমি ভগবানের মোহিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম, শ্রীহরির দ্বারাই বৃকাসুরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ এবং ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছিলাম। আমার আরাধনার ছলনাকারী কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আরও বলিয়া থাকে,—"ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত রাবণকে বধ করায় ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র সেতু-বন্ধে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন।" হায়! হায়! এই সকল দুর্ম্মতি অপরাধীর কথা আর কি বলিব! তাহারা জানে না যে, আমি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পঞ্চম শিরঃ ছেদন করিয়াছিলাম বলিয়া ব্রহ্মহত্যা-দোষ-গ্রস্ত হইয়া অদ্যাপি লোক-মধ্যে 'কপালী' নামে পরিচিত রহিয়াছি। আমি নিজেই ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার না পাইয়া কিরূপেই বা সেইরূপ পাপ হইতে শ্রীরামচন্দ্রকে মুক্ত করিতে পারি? প্রলয়কালে ভগবান্ আমার সহিত যাবতীয় ব্রাহ্মণগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেই জন্য ভগবান্ কয়টী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? আর দেবদ্রোহী, কণ্টক-স্বরূপ ব্রহ্মদৈত্য রাবণকে হত্যা করায় তাঁহার পাপ হইবে! তবে যে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমার উপাসনার অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য আছে। আজ যদি ভগবান্ স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে তাঁহার দাসানুদাসগণের পূজা প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে লোক কখনও 'ভগবদ্দাসগণের' পূজা করিত না।

বৈষ্ণব-চরিত্র

(প্রহ্লাদ)

বৈষ্ণবগণের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। কারণ বৈষ্ণবগণ মুক্তজীব, তাঁহাদের এই ধরাধামে আগমন কেবল মাত্র জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত—ভোগপ্রমত্ত বদ্ধজীব-গণকে তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করাই-বার নিমিত্ত—নিজে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করিয়া অন্যকে তৎপন্থা-অনুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত।

মহারাজ প্রহ্লাদ মহাভাগবতগণের উপমাস্থল। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু অজেয়, অমর, জরামৃত্যুরহিত, ত্রিলোক-মধ্যে একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবার বাসনায় মন্দর-পর্ব্বতের গুহায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর মস্তক হইতে উদ্ভূত তপোময় সধূম অগ্নি সকল দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা তির্য্যক, ঊর্দ্ধ ও অধোলোকসকল সন্তপ্ত হইতে লাগিল। তাহার তপস্যাপ্রভাবে নদী ও সমুদ্র ক্ষুব্ধ; পর্ব্বত, দ্বীপ ও পৃথিবী বিচলিত, গ্রহ নক্ষত্রাদি-বিক্ষিপ্ত এবং দশদিক প্রজ্বলিত হইল। হিরণ্য-কশিপুর এবম্বিধ তপস্যাদর্শনে সন্তপ্ত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে নিবেদন করিলেন,—হে জগৎপতে, দৈত্যপতি হিরণ্যকশি-পুর তপস্যাতে সন্তপ্ত হইয়া আমরা আর স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। তপোনিষ্ঠ দৈত্যরাজের সংকল্প ত আপনার অবিদিত নাই, তথাপি আমরা আপনাকে জানাইতেছি, এই হিরণ্যকশিপু সঙ্কল্প করিয়াছে যে, ব্রহ্মা যেরূপ তপঃপ্রভাবে চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সকলের পূজ্য হইয়াছেন, সেও তদ্রূপ তপঃপ্রভাবে সর্ব্ব-পূজ্য হইবে এবং জগতের সমস্ত নিয়ম উল্টাইয়া দিয়া নিজে আপনার আসনে অধিরোহণ করিবে। আপনার পদ লাভের আশায়ই তাহার এই কঠোর তপস্যা, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক এই স্থান অধিকৃত হইলে ইহার সমস্তই বিনষ্ট হইবে।

ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া হিরণ্যকশিপুর আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হিরণ্যকশিপুর দেহ বল্মী-কাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল, দংশপ্রাণিগণ তাহার মাংসাদি ভক্ষণ করিয়াছিল, কেবল অস্থি আশ্রয় করিয়া প্রাণ ছিল মাত্র, ব্রহ্মা দিব্য কমণ্ডলুর জল হিরণ্যকশিপুর গাত্রে সিঞ্চন করিলে দৈত্যপতি তপ্তকাঞ্চন-প্রভাবিশিষ্ট যুবাদেহ প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল এবং সম্মুখে ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দৈত্যরাজকে বর প্রার্থনা করিতে বলায় হিরণ্য-কশিপু করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"হে দেব, যদি আপনি আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দিন, যেন আপনার সৃষ্ট প্রাণি-গণের দ্বারা আমার মৃত্যু না হয়। অভ্যন্তরে, বাহিরে, দিবসে, রাত্রিতে, অস্ত্র দ্বারা, ভূমিতে, আকাশে, মনুষ্য বা পশুর দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। প্রাণী, অপ্রাণী, দেব, দৈত্য, সর্পাদি দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। আপনি যেরূপ প্রতিপক্ষহীন, সকল দেহী ও সকল লোকপালগণের অধিপতি এবং মাহাত্ম্যসম্পন্ন, আমাকেও সেইরূপ করুন। আপনার ঐশ্বর্য্যও আমাকে দিতে হইবে।" ব্রহ্মা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ঐ সকল দুর্লভ বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রহ্মপ্রদত্ত বরলাভে পুষ্ট হইয়া হিরণ্যকশিপু স্বীয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের নিধন স্মরণ করিয়া ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ করিতে মানস করিল। সে লোকপালগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লইল এবং সুরপাতির আবাস স্থলে অশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া বাস করিতে লাগিল। সেই দুর্ব্বৃত্ত অসুররাজ মহেন্দ্রভবনে [illegible] স্থাপন করিয়া [illegible] করিতে লাগিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু [illegible]

ব্যতীত অন্যান্য সকল লোকপালগণই উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার কঠোর শাসনে ভীত হইয়া লোকপালগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা সংযতচিত্তে ভগবানের আরাধনা করিতে থাকিলে অশরীরী আকাশবাণী দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগকে জানাইলেন,—হে বিবুধগণ, ভয় নাই, আমি তোমাদের অভীষ্ট জানিয়াছি। শীঘ্রই হিরণ্যকশিপুর শাস্তি বিধান করিব, তোমরা ধৈর্য্যসহকারে কিছুকাল অপেক্ষা কর। এই দুর্বৃত্ত যেদিন নিজপুত্র মহাভাগবত প্রহ্লাদকে নির্য্যাতন করিবে, সেই সময়ে আমি তাঁহার যোগ্যশাস্তি প্রদান করিব, কারণ আমি সমদর্শী হইলেও ভক্তবিদ্বেষ সহ্য করিতে পারি না। ভগবানের এই অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া দেবগণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

হিরণ্যকশিপুর চারিটী পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মণ্যগুণ-যুক্ত, সচ্চরিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাণীদিগের একমাত্র সুহৃদ ছিলেন, তিনি মাননীয় ব্যক্তিগণের নিকট বিনীত ও দীনজনের পিতৃসদৃশ ছিলেন। বিদ্যা, অর্থ, রূপ ও পাণ্ডিত্য—এই চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ অহঙ্কার-বশে উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত হয় এবং তজ্জন্য অকিঞ্চনগোচর ভগবানের আরাধনা হইতে বঞ্চিত হয়, ঐ সকল গুণ স্বতঃই তাঁহাকে আশ্রয় করা সত্ত্বেও তিনি দম্ভবর্জ্জিত ছিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণভজনে অতিবাহিত করিতেন। তিনি অসুর-কুলোৎপন্ন হইলেও বিষ্ণুবৈষ্ণবে অনাদর, মৎসরতা প্রভৃতি আসুরভাব বর্জ্জিত ছিলেন। সদ্গুণসকল তাঁহাতে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল। সভাস্থলে সাধু-কথা-প্রসঙ্গে শত্রুগণও প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিত। তিনি শৈশবকালে ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ভগবদনুশীলনে মগ্ন থাকিতেন। অনেক সময়েই তাঁহার বাহ্যপ্রতীতি থাকিত না। এমন কি, উপবেশন, পর্য্যটন, ভোজন, শয়নাদি কালেও তদ্রূপ বিষয়ের উপলব্ধি তাঁহার থাকিত না। কখনও তিনি ভাবাবেশে রোদন, কখনও হাস্য, কখনও বা নৃত্য করিতেন। তিনি দুঃসঙ্গক্লিষ্ট দীনজনের মনেও ভগবদ্ভক্তি প্রদান করিতে পারিতেন।

দৈত্যগণের গুরু শুক্রাচার্য্যের দুইটী পুত্র ছিলেন। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর নিকটেই বাস করিতেন। সেই গুরুপুত্রদ্বয়—ষণ্ড ও অমর্ক নিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেন—দেখিয়া মহারাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহার পুত্রগণ ও অন্যান্য অসুর বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহাদিগকে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিল।

(ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্র-সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র)

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ
১৯।১২।২৮

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীব্যাস গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ পণ্ডিত শ্রীপাদ বৈষ্ণবচরণ অধিকারী মহোদয়ের নেতৃত্বে রাজধানী দিল্লী নগরীর প্রতি ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হিন্দী, উর্দ্দু ও বঙ্গভাষায় প্রবল উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি জড়-অভিজ্ঞতাবাদিগণের অধোক্ষজবস্তু-বিজ্ঞান লাভের অযোগ্যতা তথা আম্নায়-পারম্পর্য্য স্বীকার বা সদ্গুরু-পাদাশ্রয় গ্রহণেই যোগ্যতাদ বিষয় কীর্ত্তন-মুখে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী প্রেমভক্তি প্রদানরূপ মহাবদান্য-লীলার কথা প্রচার দ্বারা শ্রীগৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অসমোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন। *Home department*এর *superintendent* পরমভাগবত শ্রীযুক্ত তারাপদ রায় মহাশয় শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে আশ্রয় দিয়া এবং পিত্রোপম সেবা-যত্ন করিয়া বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র কুমারী বালিকারও সাধু-সেবা-চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীভগবান্ এইরূপ শুদ্ধভক্তি-প্রচারকার্য্যে সহায়তাকারী দিল্লীবাসীর প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নানা কথা

শিকারে আকস্মিক দুর্ঘটনা মৃত্যু

বাঙ্গালোর, ১৯শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মহীশূরের চিকানগালুরে মিঃ আর. সি, মণ্ট, এফিসর ও তাঁহার পুত্রদের শিক্ষয়িত্রী মিস মরিসন বন্দুক শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। শিকার কালীন সময় মিঃ মণ্ট মিস মরিসনকে যখন এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করাইতে যাইতেছিলেন, তখন হঠাৎ বন্দুক হইতে গুলী নির্গত হইয়া মিস্ মরিসনের কোমরে বিদ্ধ হয়। মিস্ মরিসন মৃত্যুর পূর্ব্বে ঘটনা সম্বন্ধে এক বর্ণনা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

শিকারে শিকারীর মৃত্যু

শিবসাগরের ২০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, দেশোং নদীর তীরে আখইতুলিয়া গ্রামে গত রবিবারে চা-বাগানের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মৌলবী আহাদীর আলী বোরা ৩টি হস্তী লইয়া সদলে শিকারে বহির্গত হয়েন। একটি বন্য মহিষের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইলে মহিষটীকে গুলী করা হয়। মৌলবী আহাদীর আলী যে হাতীটীর উপরে ছিলেন, সেই হাতী ভয় পাইয়া নদীতে নিপতিত হয়। মাহত ও হস্তী নদীতীরে উত্থিত হয়, কিন্তু মৌলবী আহাদীর আলী জলে নিপতিত হয়েন, মৌলবী আহাদীর আলীকে বিপন্ন দেখিয়া অপর একটী হস্তীকে তাঁহার উদ্ধারের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু হস্তীটি ভীত হইয়া তাঁহাকে এরূপ ভাবে ধারণ করে যে, তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মোটর চাপায় মৃত্যু

মাদ্রাজের ২০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কলেট নামক এক ব্যক্তি মোটর চাপা দিয়া ২ জন লোককে হত্যা এবং আরও কয়েকজনকে আহত করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শাস্তিদান প্রসঙ্গে বলেন,—এই সভ্যতার দিনে কলেট যেভাবে মাতাল হইয়া মোটর চালাইয়া যে বর্ব্বরোচিত কাণ্ড করিয়াছে, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। এরূপ অপরাধে আসামীর কঠিনতম শাস্তি হওয়া উচিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫৯০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রাজদ্রোহের মামলা

কৈলপাটীর ২১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথায় রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা করিবার অভিযোগে সুব্রহ্মণ্য আয়া, নৈনাপ্পা পিল্লাই দেবনায়ক আয়া ও কুপ্পুস্বামী মুদালিয়র অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত শুক্রবার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উহার বিচার হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম ২ জন আসামীর প্রতি ১২৫ক ধারা অনুযায়ী ৯ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১২৪ক ধারা ও ১৫৩ক ধারা অনুযায়ী দেবনায়ক আয়ার প্রতি এক বৎসর ও কুপ্পুস্বামীর প্রতি ১৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।

আফগানিস্থানের অবস্থা

কতকগুলি সংবাদপত্রে আফগানিস্থান সম্পর্কে উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আফগানিস্থানের কনসাল জেনারল ঘোষণা করিতেছেন যে, ইতঃপূর্ব্বে লণ্ডনের আফগানদূত ও বোম্বাইয়ের কনসাল যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, শেষ সঠিক সংবাদও উহা হইতে অভিন্ন। কয়েক দিন পূর্ব্বে কনসাল জেনারল বাচ্চা সাকুও ঐরূপ সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি অনেক চেষ্টার পর কাবুলের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে আফগান সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও আহত হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে হয় ত বন্দীকৃত কিংবা নিহত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে কাবুল ও উহার উপকণ্ঠে শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং পূর্ব্বের ন্যায় টেলিগ্রামের আদান প্রদান চলিতেছে।

ভারতের কতকগুলি সংবাদপত্র আপনাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী কল্পিত সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন। উহারা নগণ্য বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন। অদ্যকার সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, এক দল বিদ্রোহী কাবুলের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা আফগান সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে। কতকগুলি সংবাদপত্রে বেতন না পাওয়া সৈন্যদের অসন্তোষ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা অনিষ্টকর। কাবুল হইতে সম্প্রতি এক ব্যক্তি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, কাবুলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ, কাজকর্ম্ম যথারীতি চলিতেছে। —দৈঃ বসুমতী

পদব্রজে নারায়ণগঞ্জ হইতে কলিকাতা

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় নারায়ণগঞ্জ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর শ্রীমান হিরণ্যকুমার সাহা ও শ্রীমান মণীন্দ্রচন্দ্র রায় নামক সভ্যদ্বয় কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য পদব্রজে রওনা হইয়াছিলেন।

---

১৪৪ ধারা জারি

ডাঃ বরদারাজালু নাইডু গতকল্য কৈলপাটিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এবং আরও কয়েক ব্যক্তির প্রতি ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ২ দিনের মধ্যে কোনও সভা কিংবা দণ্ডিত আসামীদের সম্পর্কে শোভাযাত্রাদি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক-সভা

ভূমির রাজস্ব বিল

যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় গত ২০শে ডিসেম্বর ভূমির রাজস্ব আইনের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার পঠিত হইয়াছে। স্বরাজী ও জাতীয় দলের সদস্যগণের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সিলেক্ট কমিটি যে ভাবে বিলখানি উপস্থিত করিয়াছিলেন, উহা কার্য্যতঃ সেইরূপই আছে। সিলেক্ট কমিটী কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করেন নাই, এক্ষণে উহা বিলের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।

সভায় কয়েকটি বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব আলোচিত হয়। দুর্ভিক্ষ সাহায্যের জন্য ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং সারদা খালের জন্য ২০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব সভায় আলোচিত হয়। মুজাফর নগরে একটী পুলিস বাংলো নির্ম্মাণের জন্য ১৩ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুরের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্বরাজী ও জাতীয় দলের সদস্যগণ উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, কিন্তু অবশেষে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে।

বড় লাটের সফর

আগামী ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্নে ভারতের বড় লাট লর্ড আরউইন সস্ত্রীকে ঢাকায় উপনীত হইবেন। তাঁহারা বে-সরকারী ভাবে এখানে পৌঁছিবেন। ৪ঠা জানুয়ারী প্রাতে স্থানীয় কার্জন হলে বড় লাটকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইবে। ঢাকার নবাব ঐ দিন অপরাহ্নে বড় লাট ও লেডী আরউইনকে একটি উদ্যান-ভোজ সভায় অভিনন্দিত করিবেন। বড় লাট ৫ই জানুয়ারী মুসলীম হলের ভিত্তি স্থাপন করিবেন এবং ঐ দিন অপরাহ্নে মণিপুর কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিবেন। ৬ই জানুয়ারী বড় লাট সস্ত্রীক চট্টগ্রাম যাত্রা করিবেন।

মহীশূরে সংস্কার-ব্যবস্থাপক-সভার সিদ্ধান্ত

মহীশূর ব্যবস্থাপক সভায় বালিকাদের সহবাস সম্মতির বয়স ১৬ বৎসর এবং বালক ও বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম বয়স যথাক্রমে ১ বৎসর ধার্য্য করা হইয়াছে। উহাতে ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতিতে মহিলাদের সদস্য হইবার বাধা উঠাইয়া দেওয়ার এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা-প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সরকারী কাশ্মীর বৈদিক কলেজ হইতে অব্রাহ্মণ ছাত্রগণকে বেদ শিক্ষা দিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সরকারি পক্ষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষকগণ অব্রাহ্মণদিগকে বেদ পড়াইতে আপত্তি করিয়া থাকেন। অব্রাহ্মণদের ইচ্ছুক উপযুক্ত শিক্ষক পাইলেই উহার ব্যবস্থা করা হইবে। তদনুসারে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। অতঃপর সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

কচুরী পানা ধ্বংসের আবেদন

মীরপুর এবং কুষ্টিয়া থানার অধীন প্রায় ১৫।২০ গ্রামের গ্রামবাসীরা মিলিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট ১ হাজার টাকা সাহায্যের জন্য এক আবেদন করিয়াছে। এই টাকায় কচুরী পানা ধ্বংস ও বর্ষাকালে পুরাতন গড়াই নদীর মুখ ফিরাইয়া দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

সম্পাদক ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার

'বীণা' নামক বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সেন রায় ঢাকা জেনা প্রেসের মুদ্রাকরের সহিত গ্রেপ্তার হইয়াছেন। উক্ত প্রেসেই 'বীণা'র আষাঢ় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ সংখ্যায় "জলে লেলিহান বহ্নি-শিখা নগ্ন কামনার" শীর্ষক একটী বাঙ্গালা অশ্লীল গল্প প্রকাশের অভিযোগে উহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহারা আপাততঃ জামীনে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

রিভলভার দুর্ঘটনা

মাদ্রাজের ২১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ প্রদেশের কলকারখানাসমূহের প্রধান পরিদর্শক মিঃ কার্টলেজ গত বুধবার রাত্রিতে বেজওয়াদা ষ্টেশনে তাঁহার নিজের রিভলভারের গুলীতে আহত হইয়াছেন। উক্ত রিভলভার গুলীভরা অবস্থায় তাঁহার পকেটে ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে তাহাতে হাত দিতেন। হঠাৎ রিভলভারের আওয়াজ হইয়া তাঁহার দক্ষিণ উরুদেশে গুলীবিদ্ধ হয়। এম, এস, এম, রেলের ডাক্তার তাঁহার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন।

বিমানযোগে বৃটেন ও ভারত

ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমানপোত বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিঃমাজ্জার এবং ব্লাকবার্ণ বিমানপোত চলাচলের ব্যবস্থা শীঘ্রই করিবেন এবং বিমানপোত সাহায্যে ভারত ও ইংলণ্ডের যোগাযোগের কার্য্য ১৯২৯ সালে আরম্ভ হইবে।

করাচিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৯শে ডিসেম্বর রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটের সময় করাচির রণচোর পল্লীর গোপাল ষ্ট্রীটে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে ১০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ২ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। একটী বাড়ীর নীচতলার কেরোসিনের দোকানে আগুন লাগে এবং আগুন দ্রুতগতিতে সঞ্চারিত হওয়ায় ২০ মিনিটের মধ্যে বাড়িটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরের তলায় অবস্থিত ৩ জন পুরুষ, ৪ জন স্ত্রীলোক ও ৩ জন বালক জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ বাড়ীর বাকী ১৩ জন অধিবাসী ঝম্প প্রদান করিয়া অথবা জলন্ত সিঁড়ি, জানালা ও দরজা দিয়া কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে।

আগুন লাগিলে বাড়ীর সকলেই হতাশ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, কিন্তু একটি রমণী সাহস ও ধৈর্য্য না হারাইয়া তাহার শিশু সন্তানকে বুকে জড়াইয়া অসীম নির্ভীকতার সহিত উপরতলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে। রমণীর প্রাণরক্ষা হয় তবে সে গুরুতর আহত হয়। শিশুটিসহ তাহাকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। গত ২০শে ডিসেম্বর সকালে ঘটনাস্থলে গিয়া সমগ্র বাড়ীর কয়েকটি জলন্ত কড়ি, বর্গা ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বঙ্গের পুরাতন নগরের আবিষ্কার

বঙ্গদেশের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নগর 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। বগুড়া সহরের ৭ মাইল উত্তরাঞ্চলবর্ত্তী মহাস্থানে খননের ফলে প্রচুর দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। কোনও মুদ্রা অথবা বাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কিন্তু অনেকগুলি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যহ বহুসংখ্যক দর্শক ঐ স্থানে উপস্থিত হইতেছেন।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে ২৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মাল ভারতে আমদানী হইয়াছে এবং ২৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার মাল ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছে। যে সকল মাল আমদানীর পরে রপ্তানী হইয়াছে, তাহাও উহার অন্তর্ভুক্ত।

কলিকাতায় কংগ্রেস সভাপতি

বিরাট সম্বর্দ্ধনা

বিগত ২১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ অসংখ্য লোক হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল।

সভাপতিকে আনিবার জন্য পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত দুই খানি প্রথম শ্রেণীর বগী সংযুক্ত একটী স্পেশাল ট্রেন হাওড়া হইতে সার্দ্ধ দ্বাদশক্রোশ দূরবর্ত্তী ব্যাণ্ডেলে যায়। উক্ত স্পেশালে পণ্ডিতজী ব্যাণ্ডেল হইতে ৭।৩ সময় রওনা হইয়া ৭।৫০ মিঃ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) সময় হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন।

ষ্টেশন হইতে পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক কলেজ উপস্থিত হন। তৎপর শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড, কলেজষ্ট্রীট, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট ও সার্কুলার রোড অতিক্রম করিয়া প্রায় ১২টার সময় পার্ক সার্কাসে দেশবন্ধু নগরে উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ছিল। সামরিক পোষাকে সুসজ্জিত প্রায় দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক এই শোভাযাত্রাটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এই স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী দেশবন্ধু নগরে সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যথারীতি সভাপতিকে অভিবাদন করেন। অতঃপর পণ্ডিতজী একটী সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করিলে ক্রমশঃ জনতা অপসারিত হয়।

রেঙ্গুনের পথে জাহাজ জলমগ্ন
কম্যাণ্ডার এবং ইঞ্জিনিয়ার নিরুদ্দিষ্ট

রেঙ্গুনে ২০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, "একটাগ মানিক" নামক জাহাজ জলমগ্ন হইবার সময় ঐ জাহাজের কম্যাণ্ডার মিঃ গোলিয়েটন এবং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফিলিপস উভয়ে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন; এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মিঃ ফিলিপসের একজন চাকরকে "গোয়েতাপন" নামক জাহাজ উদ্ধার করিয়া গতকল্য রেঙ্গুনে লইয়া আসিয়াছে। সে জলমগ্ন জাহাজের যাত্রীদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়াছে। সকলেই আশঙ্কা করিতেছেন যে, উক্ত দুই জন হয় জলমগ্ন হইয়াছেন কিম্বা হাঙ্গরের আক্রমণে মারা গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] পৌষ, শনিবার—১৩২২ ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গতবারে আমরা আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবন-সংবাদদাতার একখানি পত্রে অবগত হইলাম যে, আজকাল নাকি তথায় বৃন্দাবনের কতিপয় ভাগবত-পাঠক জাতি-গোস্বামী পণ্ডিতমহাশয় ভাগবত পাঠের ব্যাখ্যা মুখে [illegible] যায়, তাঁহার বাক্য-বিন্যাস-চাতুরী ও ভাগবতী ব্যাখ্যায় লোকও বেশ দুই চারিজন হয়—আর তদনুসারে দর্শনীও নিতান্ত কম হয় না। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে তাঁহার নাকি একটী প্রধান বক্তব্য বিষয় হইয়াছে—'নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' কেহ পড়িও না, কারণ উহাতে আমাদের নিন্দা-বাদনায়, ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন-ব্যবসায়, শ্রীবিগ্রহ ব্যবসায়, প্রাকৃত-সহজিয়া-স্মার্ত্ত-জাতি-গোস্বামিবাদ, গৌরবর্ণ-বিচার প্রভৃতি [illegible] তীব্র-সমালোচনা থাকে, উহা পড়িলে তোমরা আমাদিগকে আর সম্মান দিবে না, ভক্ত বলিয়া [illegible] করিবে, আমরাও মনঃক্ষোভে মরিব, তোমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা পড়িবে, তোমাদের অধিকার [illegible]—আমরা যেমন পয়সার [illegible] তোমাদিগকে তোষ করিয়াও বস্তুতঃ এক আধটু মধুর-রসের আস্বাদন দিয়া থাকি, কিন্তু ঐ দুইটী পত্রিকা তদ্রূপ মনস্তোষ-চর্চ্চার প্রতি ভক্তগণের [illegible], উহারা অবশ্য আমাদের ন্যায় পয়সা না [illegible] তোমাদের অনেক সুখের অন্তরায় করিতেছে, তাই উহারা "আর কবে নিতাই [illegible] করুণা করিবে। সংসার-বাসনা [illegible] হবে শুদ্ধ [illegible] বিষয় ছাড়িয়া [illegible] হবে মন। কবে হাম হেরব [illegible] বৃন্দাবন ভ্রম-ভ্রমণ লাগে [illegible] স্ফূর্ত্তি।" কবে আর বুঝব সে [illegible]—এইরূপ 'কবে' 'কবে' করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, আমরা [illegible] একেবারে সাক্ষাৎ সেই [illegible], [illegible] কিছু প্রাকৃত অর্থের [illegible] সেই [illegible] [illegible] দিয়া [illegible] আনিয়াছি, [illegible] তাহারা স্বীকার করিতেছে [illegible], অধিকন্তু আমাদিগকে [illegible] [illegible] আর। [illegible] [illegible] [illegible]

অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে এরূপ না উপদেশ দিতে, [illegible] উহাদের বিরুদ্ধ আমাদের সেই সাত বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে? আর না—এখনও তোমরা সাবধান হও, যদি সেই-মতের সুখ-শান্তি চাও, তবে ঐ দুইটী সাময়িক পত্রকে আর হাত-ছোঁয়া করিও না।

ভাগবত-পাঠক মহাশয় তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের নিকট উক্তপ্রকারে বহুই কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়াছেন। একবার প্রয়োজন প্রমাণের কাটিতে তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির ঢোল প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার সমর্থনার্থ কহিতে যাইয়াও ঐ বৃন্দাবনেই যে এক কেলেঙ্কারী বাধিয়াছিল, শুনা যায়, সে কেলেঙ্কারীর জের এখনও নাকি শ্রীবৃন্দাবন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার উপর বলদেবে ও তাঁহার ভাগবত পড়ায় অবধি নাই, তাই তোমাকে বাধ্য হইয়াই বটতলা করিতে হইতেছে। তাঁহার বঙ্গদেশীয় বক্তাদের দেখিয়া আসিয়া বৃন্দাবনে পসার জমাইবার চেষ্টা দর্শনে অনেকেই মনে করিতেছেন—তাঁহার বৃন্দাবনের কেলেঙ্কারী চাপিবার জন্যই বোধ হয় তাঁহার এত ধুম ধাম বৃন্দাবনাতিবাস ও লোকসংগ্রহ-চেষ্টা। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়—সেখানেই যে সন্ধ্যা হয়। যেখানে যাইবে, সেখানেই যে ঐ দুর্জ্জনদল-বিদ্বেষী গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের সুদর্শন শুভদর্শন প্রত্যাগামী হইয়া বিরাজমান! সুতরাং কয়টী মুখ আর ঢাকিয়া রাখিবে!

গোঁসাই ঠাকুর বোধ হয় গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশের অর্থই জানেন না, তাহা হইলে আর তাঁহাদের সেবা ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণসদার্থ পাঠের জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইতেন না। গৌড়মণ্ডলের সেবা ছাড়িয়া ব্রজমণ্ডলের সেবাচেষ্টাকে নির্ব্বোধ ধূর্ত্ততা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? "শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি, তা'র হয় ব্রজভূমে বাস।" যেন কোম্পানীকে পয়সা দিলেই এ ব্রজবাসী হওয়া যায়? শ্রীগৌড়মণ্ডলাধীশ নদীয়া-প্রকাশ শ্রীমহাপ্রভু ও তদভিন্ন-সেবক শ্রীগৌড়ীয়ের কৃপা ব্যতীত কখনও ব্রজবাস সম্ভব নহে। সেইজন্যই মানুষ এখনও যদি ভাল চাহেন, তবে তত গোপিনীর বড়াই, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের সেবায় নিযুক্ত হউন, উঁহাদের কৃপায় তাঁহার অনর্থ মুক্ত হইলেই তিনি কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হইবেন, নতুবা ভক্তি-শুদ্ধ-বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী হইয়া চিরকালের মত [illegible] [illegible] অন্ধকারের যাত্রী হইবেন, আর তাহার হইতে [illegible] [illegible] আসিবে না।

[illegible] [illegible] লোকেরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কেন? [illegible] উপযুক্ত সাধুগণ-পাত্র [illegible]। [illegible] অসাধুগণের ও ভাগবত স্পর্শ করিবারও অধিকার নাই। যে শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মার্থ, কাম—ত্রিবর্গ, এমন কি সালোক্যাদি সর্ব্বপ্রকার মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত রহিত পরমধর্ম কথিত হইয়াছে, যাহা জীবের ত্রিতাপ-নাশক, পরম মঙ্গলপ্রদ ও বাস্তব বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞাপক, যাহার শ্রবণমাত্র ব্যক্তিগণ সদ্য সদ্য ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন, যে ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মূর্ত্তবিগ্রহ, যে ভাগবতকে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিলেন, সেই ভগবদ্ভক্তির বিরুদ্ধ, সদসদ্বিবেকশূন্য ভাগবত বহন করিয়া, হে মুক্তক পাঠক গোস্বামিক্রব, তুমি কোন্ সাহসে সংসারার্থ মুখে জাগ্রৎ নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের নিন্দা করিতে সাহসী হও? গৌর ও গৌরভক্ত-নিন্দাই কি তোমার নির্লজ্জতার পরিচয়? ধিক্ তোমার গোস্বামিত্বে—ধিক্ তোমার ভাগবত পাঠে—আর শত ধিক্ তোমার বৃন্দাবন বাসে!

গোস্বামী হইতে গেলে কি কেবল শুক্র শোণিতের দোহাই দিলেই চলিবে? বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থ এই ষড়্‌বেগজয়ী জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, তবেই ভাগবত পাঠে অধিকার হয়, নদীয়া-প্রকাশ ও গৌড়ীয়ের কৃপা উপলব্ধি করার সামর্থ্য লাভ হয়। নদীয়া-প্রকাশ বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহার বাণী শ্রবণে অসুবিধাভুক্ত সূক্ষ্মগণ যতই না কেন চীৎকার করিয়া মরুন, তাহাতে, নদীয়া-প্রকাশ ক্রক্ষেপও করেন না। তিনি জানেন—

> "কণ্ঠের ব্রাহ্মণাদেরপি
>
> স্ব রসনে [illegible]।
>
> বুদ্ধির [illegible] কা [illegible] [illegible]"

নদীয়া-প্রকাশের সেবকগণ স্তুতক-পাঠক কীর্ত্তনীয়াগণের ন্যায় অর্থলুব্ধ নহেন যে, লাখাচ দুই চারিজন পাঠক বা গ্রাহক কমাইতেই তাঁহার সেবকেরা নদীয়া-প্রকাশ মহাপ্রভুর সেবা ছাড়িয়া দিবেন! তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে নিনাদে দিগ্‌দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া অনন্তকাল কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিবেন, ভাগ্যবান্ জনগণ তাহা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইবেন, ভাগ্যহীনগণই তাহাকে উপহাস করিয়া চিরানর্থগর্ত্তে নিমজ্জমান হইবেন।

বৈষ্ণব-সমীক্ষা

(প্রবন্ধ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫৩ সংখ্যার পর)

[illegible] নিকট হইতে প্রহ্লাদের [illegible] বিষ্ণুভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে [illegible] বাস জিজ্ঞাসা করিল, রে কুলাঙ্গার, [illegible] এ কি শুনিতেছি? বাস্তবিকই উহা কি ঠিক? যদি তোর এই প্রকার বুদ্ধি গুরুর নিকট হইতে না জন্মিয়া থাকে, তবে কোথা হইতে এই বুদ্ধি [illegible] [illegible] বল্। প্রহ্লাদ স্থিরধীর [illegible] প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অসুররাজ, যে সকল ব্যক্তি গৃহাসক্ত, তাহাদের কখনও কৃষ্ণে মতি হয় না, তাহারা কুপায় কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অসংযত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা সংসারের চর্ব্বিত চর্ব্বণ বারম্বার চর্ব্বণ করে। যদিও কেহ কেহ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়, তাহাও অদ্ভুত চর্ব্বিত, বহু পুনশ্চর্ব্বণের ন্যায় বৃথা। তাহাদের দেবালয়ে এবং স্বর্গে গমন বৃথা। কারণ ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাদের নিজচেষ্টায় অথবা অন্যের চেষ্টায় কোনরূপেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত অর্পিত হইতে পারে না। সেই বৈষ্ণব-জগৎ-বাহিক ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বার্থপ্রাপ্তির জন্য কামিগণকে গুরুত্বে বরণ করে, এতাদৃশ অন্ধদের উপদেশে আমাদের মতি পুনরায় কোন্ দিকে চালিত হয়! আমার বর্ত্তমান [illegible], [illegible] "পরম পুরুষার্থরহিত—আর না, কিন্তু অনর্থরূপ-স্বর্গাদি-প্রাপ্তি" সুখীর ন্যায় তদভিমুখী চেষ্টা করে? যদি বলেন—আমার অধ্যাপকগণ কি মূর্খ—অথবা আমা অপেক্ষা অনভিজ্ঞ যে, সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তির বিষয় তাঁহাদের বোধগম্য হয় নাই; তাহা হইলে আমি বলি যে, তাঁহারা কেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আরও অনেক অধিক বাহ্য বিদ্বান থাকিয়া ও বেদের অতি প্রকৃত্ত আসক্ত অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ-প্রতিপাদক যজ্ঞাদির উপদেশ আছে, তাঁহারা আপাতপ্রিয়-প্রীতিহেতু তত্তৎকর্ম্মে আসক্ত হওয়ায় বাস্তবিকই বিচারহীন পণ্ডিত-ভ্রমবাদে! ঐ সকল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন পরমহংস মহা-বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত না হইবে, ততদিন তাঁহাদের মতি ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না; [illegible] সংসার-বাসনারও নিবৃত্তি হইবে না। সাধুগণের উপদেশানুযায়ী নিজেকে [illegible] করিতে না পারিলে, আর কোথা [illegible]

সংসারে নিবৃত্তি হইবে না। সৎসঙ্গক্রমে নামগ্রহণ আরম্ভ হইলে ক্রমে ভজনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত হইয়া ভগবদ্ভজনাদি হইতে থাকে, তৎফলে কর্মমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হইয়া প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। প্রহ্লাদ এই পর্যন্ত বলিয়া বিরত হইলে হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ধ হইয়া ক্রোড় হইতে তাঁহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল, তৎপরে আরক্তলোচনে অতি ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিল,—হে রাক্ষসগণ, এই বালককে শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে বধ কর। এ আমার বধ্য, ইহাকে অবিলম্বে বিনাশ কর। এ যখন নিজ পিতা ও আত্মীয়স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃব্যহন্তা-বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে, তখন এই আমার ভ্রাতৃহন্তা। পাঁচ বৎসরের বালকই দুস্ত্যজ পিতৃমাতৃস্নেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এ যে বিষ্ণুর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা না করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? লোকে হিতকর ঔষধ বন হইতে সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিজগৃহে রক্ষা করে। পরও যদি হিতকারী হয়, তাহাকে লোকে আপনার ন্যায় লালন করে। অহিতকর ব্যাধি যেমন বিনাশ্য, তদ্রূপ অহিতকর পুত্রও পরিত্যাজ্য। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গবিশেষের পরিত্যাগের আবশ্যকতা হইলে তাহা যেমন দেহরক্ষার্থ কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ পুত্রের দুস্ত্যজ হইলেও অহিতকর হইলে আত্মরক্ষার্থে পুত্রকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়। অতএব ইহাকে যে কোন প্রকার উপায়ের দ্বারা বিনাশ কর।

হিরণ্যকশিপুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণ ও ভয়ঙ্কর দন্ত ও বদনবিশিষ্ট এবং তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু ও কেশসমন্বিত ভীষণাকার রাক্ষসগণ ভৈরবনিনাদে শূল-হস্তে 'মার, মার' শব্দ করতে করিতে আসনস্থ প্রহ্লাদের সমস্ত মর্ম্মস্থানে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু পুণ্যবর্জ্জিত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত যাবতীয় সৎকার্য্য যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসগণের প্রহার সমস্তই নিষ্ফল হইয়া গেল। কারণ তিনি ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা রক্ষিত হইতেছিলেন।

প্রহ্লাদের বিনাশার্থ তাঁহাকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ, সর্পদ্বারা দংশন, অভিচার, পর্ব্বত হইতে পাতন, মায়াগর্ত্তে নিরোধ, বিষপ্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও প্রস্তরাদি প্রক্ষেপের দ্বারাও যখন কোনরূপেই প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন হিরণ্যকশিপুর অত্যন্ত শঙ্কা জন্মিল। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া দীর্ঘচিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দৈত্যপতি বলিতে লাগিল,—আমি ইহার প্রতি বহু কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছি এবং বিবিধ উপায়ের দ্বারা ইহার বধচেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এ নিজ তেজেই রক্ষা পাইয়াছে। ত্রিভুবনের যাবতীয় প্রাণী যাহার সম্মুখে আগমন করিতে ভীত, কম্পিত হয়, সেই আমার সম্মুখে প্রহ্লাদ নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতেছে। কুক্কুরপুচ্ছ যেরূপ স্বাভাবিক কুটিলতা পরিত্যাগ করে না, এও তদ্রূপ নামানির্দেশেও বিষ্ণুতে অর্পিত মতি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহার শক্তি অপ্রমেয়। যখন এই প্রকারে বিনাশের চেষ্টা করিয়াও ইহাকে বধ করিতে পারিলাম না, তখন এ নিশ্চয়ই অমর। বোধ হয় ইহার সহিত বিরোধে আমারই প্রাণনাশ হইতে পারে। অথবা নাও হইতে পারে; কারণ এ ত' শুধু-শুধুই সর্ব্বপ্রকারে সমুচিত।

দৈত্যপতি নানারূপ সংকল্প-বিকল্প করিতে করিতে স্থিরভাবে অধোবদনে উপবিষ্ট থাকিলে শুক্রাচার্য্যের পুত্র ষণ্ডামর্ক হিরণ্যকশিপুকে নির্জ্জনে (কারণ প্রহ্লাদ ত' এখন শত্রু, তাহার সম্মুখে কোন পরামর্শ না করাই সমীচীন) লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অসুররাজ! আপনার ভ্রূভঙ্গে সমস্ত লোকপালগণ ভীত-ত্রস্ত হইয়া থাকেন। আপনি বিনা সহায়তায় নিজ ভুজবলে ত্রিলোক জয় করিয়াছেন। আপনার একটী ক্ষুদ্র বালকের জন্য এত চিন্তার কারণ কি? বালকের ব্যবহার কোন দোষগুণের মধ্যে কর্ত্তব্য নহে; কারণ উহার বুদ্ধির বিকাশ কিছুমাত্র হয় নাই। যে পর্য্যন্ত আমাদের পিতা শুক্রাচার্য্য প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন ইহাকে বরুণপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখুন, যাহাতে কোনরূপে পলায়ন করিতে না পারে। পিতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার উপদেশ লাভে, বয়সের আধিক্যে এবং আচার্য্যসেবার দ্বারা প্রহ্লাদের বুদ্ধি নিশ্চয়ই পরিবর্দ্ধিত হইবে; যেহেতু বাল্যকালের স্বভাব যৌবনে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। হিরণ্যকশিপু তাঁহাদের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলে গুরুপুত্রদ্বয় পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া রাজবংশীয় কর্ত্তব্যবিষয়ে নানা প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ত্রিবর্গপ্রতিপাদক উপদেশ কিছুতেই প্রহ্লাদের মনঃপূত হইল না।

(ক্রমশঃ)

শিব ও নারদের কথোপকথন

(২)

মহাদেব বলিলেন,—"নারদ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা, আমি যে রুদ্রের পূজা করি, সে আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি, লোকসকল তাহার অনুবর্ত্তন করে, প্রমাণই পূজা; এই নিমিত্তই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি।" বিষ্ণু কোন দেবতাকেই পূজা করেন না। আমি আত্মাকেই 'রুদ্র' বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্যামী, তত্ত্বলোকদিগের ন্যায় অবিভক্ত স্বরূপই আমার অংশকেই পূজা করি। "রুদ্র প্রভৃতি দেবতাসকল পূজ্য"—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্রকে পূজা করিয়া না দেখাই, তবে ঐ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়। আমার সমান বা আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, অতএব উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার অংশ বলিয়াই আমি রুদ্রাদি দেবতার পূজা করি। নারদ! তুমিও এই সকল শাস্ত্র-বাক্য জান। আর শ্রীকৃষ্ণ আমার পূজার অভিনয় দেখাই রাখিলেন বলিয়া যদি আমাকে পরমেশ্বর বলা হয়, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হইবে।"

"নারদ! 'তোমা না :শোনে' বর্ণীয় কাহিনী। দুষ্ট লোক নিষ্ট লোকগণের শাস্ত্রের কথা শুনিতে চায় না, তাহারা উহাকে গোঁড়ামী বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়; কিন্তু আপন-আপন গোঁড়ামীটুকু কিছুতেই ছাড়ে না, সেই টুকুকে মহা-উদারতা মনে করে। পুরাকালে একবার এক সভায় ঋষি, দেবতা ও পণ্ডিতের সভায় বিচার প্রমাণের দ্বারা মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি দুর্বুদ্ধিগণ সেই বিচার শুনিয়াও সত্য-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। একবার ঋষিগণের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল যে, "ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও আমি (শিব)—এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? সমস্ত মুনি-ঋষি ভৃগুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সংশয়মুক্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে সর্ব্বোত্তম পরমেশ্বররূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন,—ইহা সকলেই জানেন। দেখ ব্রহ্মা এবং আমি অল্প সেবাতেই অনুগ্রহ এবং অল্প অপরাধেই শাপ প্রদান করিয়া থাকি; কিন্তু ভগবান্ অল্প সেবায় তুষ্ট বা অল্প অপরাধে রুষ্ট হন না।"

"নারদ! অবাধ্য দুষ্ট প্রকৃতির পুত্রগণ যেরূপ পিতার প্রতি বাহ্যে 'ভক্তিভক্তি' দেখায়, কিন্তু কার্য্যকালে পিতার কোন উপদেশই পালন করে না, এতদ্ভাবাপন্ন অপরাধী, স্বাভিমানবান, লোকরূপ আমার পূজক বলিয়া অভিমানিদিগকে যেরূপ আমার বাক্য উপদেশ ও [illegible] [illegible] প্রতি 'ভক্তিভক্তি' দেখাইয়া [illegible] তাহারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একশ্রেণীর অপরাধী ব্যক্তি আছে, তাহারা বলে,—সকল দেবতাই সমান, যখন যে-[illegible] যে দেবতার [illegible] হইয়াছে, তখন সেইখানে তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] [illegible] করিয়াছে। কাজেই ঐ সকল উক্তি [illegible] দেবতার পূজকগণের "[illegible]" দেবতাই [illegible] উৎপাদনের অর্থবাদ মাত্র। তাহারা আমার নিত্য-স্বরূপ-বিগ্রহ এবং ভগবানের নিত্যস্বরূপ-বিগ্রহ, নাম, পরিকরাদি স্বীকার করে না, কার্য্যসিদ্ধি হইয়া গেলে আমাকে তাহারা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে চায়, সেই সকল অপরাধিগণের এইরূপ যুক্তি। ভবিষ্যতে অপরাধিগণ এই প্রকার কুতর্ক উপস্থিত করিবে জানিয়া আমি কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্রমধ্যে পার্ব্বতীকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ কু-কল্পনার নিরসন করিয়াছি।

আমি পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলাম,—হে মহাবুদ্ধিশালিনি! পুরাণ বল, স্মৃতি বল, তন্ত্র বল, সকল শাস্ত্রই ত্রিগুণের বিভক্ত। যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীহরির সদ্গুণ-পরিপূর্ণত্ব, পরমেশ্বরত্ব ও সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রই 'সাত্ত্বিক' শাস্ত্র এবং সর্ব্বত্রই যে সকল শাস্ত্রে ব্রহ্মা, অগ্নি ও সূর্য্যাদির সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, ঐ সকল শাস্ত্র 'রাজস' রূপে গণ্য; আর যে সমস্ত শাস্ত্রে শিবের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্র 'তামস' বলিয়া জানিবে"।

"দেখ নারদ! শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা সকলেই জানেন। শ্রীবিষ্ণু সেই নিত্য সত্ত্বময়। অতএব পুরাকালে ঋষিগণ বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়াছেন। বিষ্ণু ব্যতীত স্বতন্ত্র ভগবান্ আর কেহ নাই। যাহারা তামস গতি লাভ করিতে চায়, তাহারাই স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-বুদ্ধিতে আমার পূজা করে। আমি সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মধ্যেই এইরূপ বিচার জানাইয়াছি। কারণ সাত্ত্বিক শাস্ত্রবিষয়ে অনধিকারী জীবের অজ্ঞান-প্রাপ্তিই তাহার অভীষ্ট বলিয়া আমি রাজস ও তামস পুরাণে বিশেষভাবে ঐরূপ বিচার বর্ণন করি নাই। দেখ, সম্পূর্ণ ভক্তিতত্ত্ব মধ্যে এইরূপ সাত্ত্বিকাদি বিভাগ শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তগণের মধ্যে বা উভয়ের লীলা-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের মধ্যে এইরূপ সাত্ত্বিকাদি বিভাগ ও দেবতাদি [illegible] পাওয়া যায় না; [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] ভক্তি বা [illegible] [illegible]

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ও স্ত্রীপাদ মাধবতীর্থ গোস্বামী ভক্তিসার
১৫ই কার্ত্তিক সোমবার। মাধ্যাহ্নিক
[illegible] সুসম্পন্ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন হইতে
[illegible] ষ্টেশনে পৌঁছিলাম—তখন বেলা
প্রায় ১-৩০ মিনিট। ট্রেনে দিল্লীগমন

যে না ৮-৩০এ বাহির হওয়ার কোথায়ও আমার গতি, ভক্তের অভেদ-উক্তি যায়, তাহা আমি শ্রীহরির সম্পূর্ণ দীন বলিয়াই যেমন অনেক সময় লোকে প্রপুরুষকেও 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকে। ধ তাহার যেমন শিব-পুর ভিন্ন অন্ত [illegible]-নিকটকে অযাত্রা, কুক্কা প্রভৃতিকে ন-কলিবাদ বড় প্রধান অজন, পঞ্চ-বর শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ভিন্ন বিশেষ একটী নাম ভিন্ন, অপরাপর নামগুলি [illegible] লিখিত আমাদিগকে প্রদান [illegible] দেখ, পুরাকালে সর্ব্বত্রই গবৎ' শব্দটী বিষ্ণুতে প্রয়োগ না হয়; বিষ্ণু-বিষয়ক পুরাণকেই গবত বলা হইয়াছে। তাঁর 'আমা তে বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল'—এ [illegible]তেই বা আমার সর্ব্বেশ্বর কিরূপে বাধিত হইল? ভগবান্ শ্রীহরি মায় অন্তর্যামী; সেই পরমাত্মা [illegible] প্রীতাক হইয়া আমার প্রতি কৃপা-[illegible] জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া-[illegible]। বাস্তব! শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব-[illegible]-কারণ, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহার [illegible]পারে আবির্ভাবকেই 'জন্ম' বলা। তিনি আমার পরম প্রভু"।

পাঠক! আপনারা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-[illegible] উপদেশ শ্রবণ করিয়া [illegible] গৌর-ভক্তের ভুবনেশ্বরে [illegible]-পূজা-লীলার তাৎপর্যটীও হৃদয়ঙ্গম [illegible]। মহাপ্রভু জগতে নিজ-প্রিয়-[illegible] শিবের আরাধনা-প্রচারের [illegible] ভক্তবৃন্দের সহিত ভুবনেশ্বরে [illegible]-পূজা করিয়াছিলেন। প্রভু [illegible] বাল্য-লীলায় নবদ্বীপের [illegible] ঘাটে গঙ্গা-শিব-দুর্গা-পূজা-তৎপরা [illegible]কে নৈবেদ্য-পূজায় বিধি [illegible] দিয়াছিলেন,—

[illegible] কহে,—স্নায়-পুত্র, আমি
বিপ বর।

[illegible]-দুর্গা—'দাসী' মোর, মহেশ—
[illegible] কিঙ্কর"।

আরও বৈষ্ণবগণ ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্ত-[illegible]দেবের প্রসাদনির্ম্মাল্যের দ্বারা বৈষ্ণব-[illegible] সমূহ তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। [illegible] হইতে শিব-পূজার প্রকৃত বিধি। [illegible] অর্থাৎ শ্রীগৌর-[illegible] শিব-পূজা-লীলা করিয়া তত্ত্বায়-[illegible] শিক্ষা দিয়াছেন।

পথেই ভুবনে যেমন আরোহণ করিয়া [illegible] দিল্লী পথে [illegible] ভাবে উপনীত হইয়া বহু অর্থ দর্শা ও নূতন গড়া দর্শন করিতে করিতে দিল্লী ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। আমাদিগের কাওড়া হইতে এ পর্যন্ত ৩৫ দিন যেখানে, দুর্গাপূজা কনসেসন তৃতীয়শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। এবৎসর প্রতি টিকিট ১২৸/০ আনাতেই পাওয়া গিয়াছে।

এই দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র, পুনরায় ১॥/০ আনা হিসাবে টিকিট কিনিয়া দিল্লী-কালকা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠিলাম। যদিও রাত্রির ট্রেনে চলিলাম, তবু জ্যোৎস্না ছিল বলিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক-দৃশ্য দর্শনে তত বিঘ্ন ছিল না। ক্রমে তিরৌরী, পানিপথ, কর্ণাল প্রভৃতি ক্রম-ক্রমিক রাত্রি ৯৩৭ মিনিটে কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এ স্থানটী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। ট্রেন হইতে নামিয়া যেমনই যাত্রী সকল তীর্থ-ক্ষেত্রে হইয়া থাকে, সেইরূপ অন কয়েক তীর্থযাত্রিণীভক্ষকারী উপস্থিত হইলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের হস্ত হইতে কোনপ্রকারে নিস্তার পাইলে জনৈক অল্প বয়স্ক বালক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এক খানা মোটরবাস এক টাকায় ভাড়া করিয়া (রাত্রি বলিয়া গাড়ী মেলা ভার, তাই গাড়ীর মাশুল অনেক বেশী, নতুবা ।০, ৵০ আনাতেই মোটর ও ৵০ আনাতেই টাঙ্গা পাওয়া যায়) থানেশ্বর সহরের ভিতরে শ্রীপ্যাগ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছাইয়া দিল। এই মঠটীও উত্তর-পশ্চিম ভারতে শুদ্ধা-ভক্তি-প্রচার-কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখা মঠ। আমরা মঠে কয়েক জন ভক্তের দর্শন পাইলাম। মঠের সেবক আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সেবা-কার্য্যে অতি মাত্র ব্যস্ততা-হেতু ব্রহ্মসরের তীরে যেখানে শ্রীপ্যাগ গৌড়ীয় মঠের নূতন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ হইবার নিমিত্ত জমি সংগৃহীত হইয়াছে, সেখানে আছেন। সেখানেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমি পরদিন প্রাতে সেখানে গেলাম। দেখিলাম বিরাট ব্যাপার। অনেকগুলি তাঁবু খাটান আছে, একটী অপূর্ব্ব-দর্শন প্রকাণ্ড রথ, ঠাকুর-ঘরে সেবকেরা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীবিনোদরায়ের সেবা করিতেছেন, স্থানে স্থানে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিতেছেন। অসংখ্য দর্শক আসিয়া শ্রীবিগ্রহ ও রথ দর্শন করিতে-ছেন। আমি দেখিয়া ত' অবাক। আজ সুদূর পঞ্জাব প্রদেশেও গৌর-সুন্দরের কথা প্রচারের এরূপ বিরাট্ আয়োজন! ভাবিলাম, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-

রাজসভার সুযোগ্য-পাত্র সভাপতির অভিপ্রায় "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—মহা-প্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণীর সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে বিরাট মেলা। শুদ্ধ-ভক্তগণের মুখে হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু স্বগী সজ্জন-সমাজ মঠে সমাগত হইলে, যাহাতে কোনও রূপ অসুবিধা না হয়, তন্নিমিত্ত সকল বন্দোবস্ত মঠবাসী সেবকগণই করিতেছেন। এই গ্রহণোপলক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ দ্বারকা হইতে রথে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিবেন জানিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের শ্রীনন্দ মহারাজ, যশোমতী মাই, উপানন্দ, বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, বলদেব, ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মা, শিবলোক হইতে শিব, বিষ্ণুলোক হইতে বিষ্ণু ও দেবলোক হইতে যম, ইন্দ্র, বরুণ, পবনাদি দেবগণ এবং হস্তিনাপুর হইতে দ্রৌপদী-সহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব,—সকলেই যাঁর যাঁর ভূষায় ভূষিত হইয়া অত্যাগ্রহের সহিত কৃষ্ণ দর্শনার্থে কুরুক্ষেত্রে ছুটিয়া-ছেন। পাঞ্জাবদেশ কণ্টকাকীর্ণ, যত বৃক্ষ লতা—সবই কাঁটা বৃক্ষ। যেকোনও রূপ পাদুকা ব্যবহার না করিলে এ মুলুকে রাস্তা দিয়াও চলিবার যো নাই। উঁহারা যে এই কণ্টকাকীর্ণ রাস্তায় কি প্রকার উৎকণ্ঠায় মূর্চ্ছিত কৃষ্ণাবেষণে ছুটিতেছিলেন, তাহা শ্রীবৈকুণ্ঠাকুরগণ কৃপা-পরবশ হইয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, রাখাল-বালকগণের ছুটিতে ছুটিতে চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, কণ্টক বাহির করিবার চেষ্টাও দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু নয়নযুগল সেই রথোপরি। কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণ কৃপা করিয়া কণ্টকময় কাব্যে শুভ বিজয় করত জীবকুলকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন—"আমার দর্শন-লাভ একেবারে সোজা নহে, সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন রূপ কণ্টক অতিক্রম করিবার পর আমার ও আমার নিজজনের শরণাগত হইলে তবে ত আমি দর্শন দিয়া থাকি।"

সূর্য্যগ্রহণের আর কয়েক দিবস বাকি। মেলায় বড় বড় নামজাদা সাধু উপস্থিত। লোকজন থাকিবার প্রচুর বন্দোবস্ত। হাজার হাজার লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। কেহ বা দোকান, কেহ বা প্রাককন্দমূলের দোকান, কেহ বা মিঠাইর দোকান, কেহ বা কাপড় চোপড় বাসন প্রভৃতির দোকান, কেহ বা পান বাজনা ও তামাকাদির দোকান, কেহ বা ঠাকুরের দোকান অর্থাৎ কিছু পয়সা পাওয়ার লোভে একটা পুতুল খাড়া করিয়া, এবং কাহারও বা গায়ে ভস্ম ছাই মাখিয়া নেত্র মুদিয়া উপবেশন, উর্দ্ধপদে হেট মুণ্ডে উর্দ্ধ-করে সাধনের ভাণ, লক্ষ্য পয়সা প্রাপ্তি, অর্থাৎ মেলার যেখানে যাহা হইতেছে

সকল খানেই কিছু চাই। [illegible] লোক-গণের কথা। যাহার হৃদয়ে যেরূপ বুদ্ধির আবির্ভাব, তিনি সেই কার্য্যেই পয়সা রোজগার করিবেন আশা করিয়া দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন—আর, যাহা এ ধারণাটাও ঠিক আছে যে যাহাই করি না কেন, কোন প্রকার কায়ক্লেশে সূর্য্য-গ্রহণের কালে দ্বৈপায়ন হ্রদে ব্রহ্মসরোবরে, অন্ততঃ গুটিনাকেক ডুব দিতে পারিলেই সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারিব। অন্ততঃ মরণের পরে ত নিশ্চয়ই স্বর্গপ্রাপ্তি।

শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া বলিয়াছেন—'ব্রহ্মসরে স্নানাদ্যে অনাদিকালের সঞ্চিত কলুষরাশি বিধৌত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে এবে সকলেই তত্ত্বজ্ঞানবৎ হইয়া যাইবে।" সুতরাং তীর্থে আগমন করিয়া উদরের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিলে, কোন সুবিধা হইবে না। কারণ উদরের চিন্তাটি এত প্রবলা যে, তীর্থে যাইয়া পুণ্যও সঞ্চয় করা চাই, আবার কাঞ্চন লাভের লোভটাও সংবরণ হয় না, তারি বিপদ। কত গেরুয়া বসনধারী ও কণ্ঠী আঁটা সন্দেহ সকলেরই প্রায় সমাবস্থা। তবে দেহের মাশুল মাপ পাওয়ার নিমিত্ত এসকল বেশের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে, একথা শতবার স্বী-কার্য্য। কত প্রকারের বেশভূষা যারা সজ্জিত কত অদ্ভুত রকমের নরনারী যে দেখা গেল, তাহার ইয়ত্তা করিবার উপায় নাই, শুধুই পোষাক ও উদরেরই ভজন প্রায় সর্ব্বত্র।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

রাস্তায় ধূলি

ধূলি নাসাদ্বারা ফুসফুসে গমন করিয়া স্বাস্থ্যের যে কি অপকার সাধন করে, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষরূপে অবগত আছেন। সাধারণ সর্দ্দি, কাশি ও সামান্য ব্যাধি, যক্ষ্মা বা ক্ষয় কাশ পর্য্যন্ত ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং রাস্তায় যাহাতে ধূলি না জমিতে পারে তন্নিমিত্ত রাস্তায় ভালরূপ জল প্রদানের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নদীয়া জেলায় প্রায় সহরেই ধূলির আধিক্য দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ ও শান্তিপুর নামক সহরত্রয়ে ধূলির নিমিত্ত পথচলা অতীব কষ্টপ্রদ হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত আমরা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণকে অনুরোধ করিতেছি।

ডাক্তারের অদ্ভুত কীর্ত্তি

বহমারেসীর উপযুক্ত শাস্তি

প্রকাশ, শাকরাইল থানার আবদা গ্রামের সেখ নবী নামক এক স্থানীয় ডাক্তারের সুরেন্দ্র বল নামক জনৈক ব্যক্তির পরিবারের লোক জনের চিকিৎসাসূত্রে তাহার স্ত্রী সুকুমারীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। সে সুকুমারীকে তাহার মাতার নিকট লইয়া যাইবার ছল করিয়া তাহাকে বলবকে লইয়া যায়। তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইবার সময় মাথের-হাটের ষ্টেশনমাষ্টার তাহাদিগকে শিয়ালদহ রেল পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেন। প্রথমতঃ মুচলেকা লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু পরে স্বামীর আবেদন অনুযায়ী বালিকাকে কলিকাতার এক বেশ্যালয় হইতে উদ্ধার করা হইলে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। পক্ষান্তরে আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে, সুকুমারী ৩ বৎসর যাবৎ তাহার সহিত বাস করিতেছে। তাহাকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে।

হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব পি, বি, মিত্র আসামীর প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ শত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। জরিমানা আদায় হইলে উহা হইতে এক শত টাকা ফরিয়াদীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

চীনের শুল্ক-সন্ধি

রেঙ্গুনের চীনদূত চীনের জাতীয় সরকারের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, বেলজিয়ম, ইটালী, ডেন্মার্ক ও পর্তুগাল ব্যতীত ৯টি দেশ চীনের সহিত শুল্ক সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়াছে, শেষোক্ত দল শীঘ্রই উহাতে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইয়াছে। ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত ঐ সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। জাপান উহাতে যোগদান করে নাই।

লণ্ডন ও কলিকাতা ষ্টীমারে যাতায়াতের বিশেষ ব্যবস্থা

পি, এণ্ড ও, কোম্পানী জানাইতেছেন যে, লণ্ডন এবং কলিকাতার ভিতর বিশেষ ভাড়ায় যাত্রীদিগের বহনের জন্য "নাগোয়া", "নাল্দা", "নেরোয়া" এবং "নোভারা" জাহাজ কয়খানি এক শ্রেণীর জাহাজে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে "নোভারা" জাহাজখানি আগামী ১২শে জানুয়ারী প্রথম যাত্রী লইয়া যাত্রা করিবে। তাহার পর অন্য জাহাজগুলি প্রতি ১৫ দিন অন্তর পর পর যাত্রা করিবে।

লণ্ডনে গ্যাস-বিস্ফোরণ

৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে লণ্ডনের 'হাই হলবর্ণ' নামক স্থানে এক ভীষণ গ্যাস-বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। ইহা এরূপ ভীষণ হইয়াছিল যে অনেকে ইহাকে প্রবল ভূমিকম্প মনে করিয়াছেন। এই বিস্ফোরণে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে; রাজপথ সম্বন্ধে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭॥ লক্ষ টাকা হইবে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভীষণ বিস্ফোরণে ৯ জন লোক রাস্তা হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াও আহত মাত্র হইয়াছে, তাহাদের কাহারও প্রাণবিয়োগ ঘটে নাই।

গ্যাস কোম্পানী বলেন, এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন দায়িত্ব নাই, কারণ ডাকঘরের গ্যাসের আধারেই প্রথম বিস্ফোরণ হইয়াছিল। প্রকাশ, গ্যাস-কোম্পানী বহু মুদ্রার দাবী দিয়া পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নামে মামলা করিবেন।

এতৎ সম্বন্ধে সরকারী তদন্ত হইবে বলিয়া "ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রে" প্রকাশিত হইয়াছে।

কাশীতে ধ্বংস ও গঠন

পিশাচ মোচন মহল্লার মিউনিসিপ্যালিটির অধিকৃত স্থানে একটি মসজিদ ও একটি মন্দির ছিল—বিশেষ কার্য্যবশতঃ মিউনিসিপ্যালিটি উক্ত মসজিদ ও মন্দির ধ্বংস করে। পরদিবস সহরবাসী সমস্ত মুসলমান দোকান পাট বন্ধ করিয়া ঘটনাস্থলে গিয়া পুনরায় মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে, পরে মিউনিসিপ্যালিটি পুলিস ও সৈন্যের সাহায্যে মুসলমানদিগকে তৎস্থান হইতে সরাইয়া দিয়াছে।

'জার্ম্মাণীই দায়ী' তে দণ্ডের ব্যবস্থা

জার্ম্মাণীর অধিবাসী অথবা জার্ম্মাণীতে বাসকারী কোন বিদেশীয় ব্যক্তি যদি কথা-প্রসঙ্গে অথবা লিপির সাহায্যে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করে যে, বিগত জগদ্ব্যাপী মহাসমরের জন্য জার্ম্মাণীই দায়ী, তাহা হইলে তাহার প্রতি ৩ মাসের জন্য কারাদণ্ড বিধান করা হইবে এবং তাহার পর জার্ম্মাণী হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। জার্ম্মাণীর জাতীয় দল রিচ্যাগ মহাসভায় ঐরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কি নিদারুণ কাণ্ড!!

অর্থের লোভে পিতৃব্য-পত্নীর গলায় ছুরী

বারুইপুরের সুবোধচন্দ্র মল্লী নামক এক ব্যক্তি তাহার বৃদ্ধা পিতৃব্য-পত্নী বৃদ্ধা বুড়ীর গলায় ছুরী দিবার অভিযোগে আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, টি, দত্তের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বৃদ্ধা বুড়ীর বহু টাকা সঞ্চিত ছিল। আসামী সুবোধ তাহার উত্তরাধিকারী। সে বুড়ীর দীর্ঘ জীবনে অসহিষ্ণু হইয়া একদিন সন্ধ্যার সময়ে ছুরী দিয়া বুড়ীর গলা কাটে। বৃদ্ধা ঘর হইতে ছুটিয়া বারান্দায় তলায় উপস্থিত হইয়া ৩ জন ডাক্তার ও অপরাপর বহু লোকের সমক্ষে বলে যে, আসামী সুবোধ তাহার গলা কাটিয়াছে। ঘটনার ৬ দিন পরে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটে।

উকীল সুধাংশু কুমার ঘোষ আসামী দিগের জামীনে খালাস দিবার জন্য এক আবেদন করেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আফগানিস্থানে রাজ-সৈন্যবেশে দস্যুদল

আফগানিস্থানের লণ্ডনস্থ দূতের সহিত বেতারযোগে মস্কোয়ের পথে কাবুলে অবস্থিত বৃটীশ দূত স্যর ফ্রান্সিস হামফ্রের কথাবার্ত্তা হইতেছে। স্যর ফ্রান্সিস জানাইয়াছেন যে উত্তরপ্রান্তে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৭ হাজার দস্যু রাজকীয় সৈন্যের পোষাক পরিহিত ছিল। বোধ হয় এই কারণেই গুজব রটিয়াছিল যে আফগানিস্থানের রাজকীয় সৈন্যদলের কতক অংশ বিদ্রোহে যোগ দিয়াছে। দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তরাঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আফগানিস্থানে বৃটীশ দূতাবাস রক্ষার জন্য মাত্র ৬ জন পুলিশ নিযুক্ত আছে। উহারা সম্ভবতঃ বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্যান্য দূতাবাস গুলি সহরের নিকটেই অবস্থিত।

ডাক-লুণ্ঠন

প্রকাশ, গত ১২শে ডিসেম্বর জনৈক ডাক হরকরা গোবিন্দ থানার অধীন হলদীয়া ডাকঘর হইতে ডাকের থলে লইয়া তারপাশা ষ্টীমার ঘাটে গমন করিতেছিল। ঐ থলের মধ্যে ৯ হাজার টাকা মূল্যের বীমা করা চিঠি ও পার্শেল ছিল। পথিমধ্যে কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত উক্ত হরকরাকে আক্রমণ করিয়া উক্ত ডাকের থলে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

আবার কলিকাতা বড়বাজারে আগুন

গত বৃহস্পতিবার ... প্রকাশ ইউরোপীয় কবিরাজ ... মধ্যে বহুকে খুব ... অগ্নিকাণ্ডের পুনরায় আবির্ভাব ... গত সপ্তাহে হাওড়ায় ... যে কয় স্থানে প্রভৃতি ... এই সংবাদে লোকদিগের মধ্যে ... আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে ... লোক উৎকণ্ঠিত ... হইতে অন্য দোকানে ... ছুটাছুটি করিতেছে।

মস্কোয়ের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ... প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ... বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ... মস্কো সহরে যথেষ্ট পরিমাণ ... আছে। কেবল ... গোলমাল হইয়াছে। যাহারা ... অপব্যবহার করে তাহাদিগকে ... করা হইবে।

বিজ্ঞাপন

৫০০৲ টাকা পুরস্কার!

জে, বি, দত্তের

বাদাম তৈল

আদি অকৃত্রিম, সর্ব্বজন পরিচিত, বহু প্রশংসিত। ধনী ও নির্ধন, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণাগুণ জানেন।

এই তৈল বহু প্রচলিত হওয়ায় অর্থলোভী জুয়াচোর ব্যবসায়িগণ আমাদের নাম লেবেল বোতল ও লেবেল ইত্যাদি অবিকল জাল করিয়া অজ্ঞাত গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতারিত করিতেছে।

যিনি এই জালিয়াত ব্যক্তিদিগকে সপ্রমাণ সহ ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপরিউক্ত পুরস্কার পাইবেন। যাঁহারা এই পুরস্কার পাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

ডাক্তার মেডিক্যাল হল

... রামচন্দ্র লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

দুঃখের কথা

দিন যায়, রাত্রি আসে, আবার রাত্রি য, দিন আসে,—এমনি করিয়া আমরা কত দিন—কত রাত্রি—কত মাস ত বৎসর—কত যুগ-যুগান্তর কাটাইয়া সিয়াছি, কাটাইতেছি ও আরও কাটাইব হার ইয়ত্তা কে করিবে? কখনও লক, কখনও যুবক, কখনও বৃদ্ধের ন্যায় ঐ যে জীবকুল প্রতি মুহূর্ত্তে কত ঃ-দুঃখ—কত আশা-নিরাশার ঘাত প্রতি-তের মধ্যে চলিতে চলিতে শেষে কবারেই অচল হইতেছে, এ জগতের ল অনুভূতি হারাইতেছে, কেন এ রবর্ত্তন—কেন এ যবনিকা-পতন? কে মি, কোথা হইতে আসিয়া জগচ্চক্রের ই আবর্ত্তনে পড়িলাম, আমি অনুক্ষণ ন্দ চাহিলেও নিরানন্দ কেন আসিয়া মাকে জ্বালাতন করে, কেন জন্ম জরা যু আসিয়া জীবগণের দিন-রাত্রি ফুরাইয়া র? এ সকল কেন'র অনুসন্ধান করি-র প্রবৃত্তি কি একবারও আমার মনো-ণ্য উদিত হইতেছে? কি করিয়া দিন-ন চলিয়া যাইতেছে—সে দিনের মধ্যে নার এমন কি কর্ত্তব্য সম্পাদন করা তেছে—আমার কর্ত্তব্যই বা কি, তাহা একবারও আমার জানিবার অবসর ই? আমি ত' নিত্য চৈতন্য-বস্তু—জরা-মৃত্যু-রহিত জীবাত্মা, তবে কেনই আমাকে ভয়, শোক ও মোহ আসিয়া ভিভূত করে? কেন আমি চেতনের ত, চেতনের সেবা ছাড়িয়া আগন্তুক গমাপায়ী স্থূল ও সূক্ষ্মভূতদ্বয়ের ধর্ম্মকে মার—জীবাত্মার—চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া স্তুর পরিবর্ত্তনশীল পঞ্চভূতাত্মক জগতের বরতাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছি? গ যুগে ভগবান্ সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া মাকে এই বিষম ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার রিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন—হার কোটি-চন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় র জন্য কতবার ডাকিয়াছেন, তাঁহাতেও হার নিকট যাইতে চাহিনা দেখিয়া প্রভু মার এবার স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার-ক কেমন করিয়া সেই কৃষ্ণ-পাদপদ্ম শ্রয় করিতে হয় এবং কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পনীত হইলে কিরূপ আনন্দ পাওয়া য, তাহা নিজের এবং পার্ষদ-ভক্তগণের চরণের দ্বারা-আচরণ-দেখাইয়াছেন ও দ্যাপি দেখাইতেছেন, তথাপি এ জগতের মায়া আমি কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছি না। এ জগতের দুঃখের দাবানল প্রতি-মুহূর্ত্তে কতবার প্রত্যক্ষ করিতেছি, তথাপি সেই সুখের মোহেই আমি একেবারে আত্মহারা! হে ভগবন্, তুমি ত' আমাকে তোমার অভয়-পদযুগলে টানিয়া লইতে চাও, সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে সর্ব্বদা আমার মঙ্গলের জন্যই তোমার ব্যস্ততা, কিন্তু প্রভো, আমারই যে দুর্দ্দৈব, আমি-ই যে তোমাকে চাহি না। বিদ্যা-ধন-কুল-স্বজন-মোহে আমাকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যে, তোমার কোন কথাই যে আমি শুনিতে চাহি না। দোষ যে আমার-ই।

চঞ্চল-জীবন স্রোতে প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস না আসিবে আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়!!

হে কৃষ্ণ, এখন আমার উপায় কি? উদিত তপনের অস্তাচলারোহণে 'দিন গেল' বলিয়া কতবারই না বিজ্ঞের ন্যায় উক্তি করিতেছি, কিন্তু প্রভো, দিন কাটাইবার কোন উপায় ত' করিলাম না। তোমার কথা শুনিবার ত' কোন যত্ন করিতেছি না। বরং তোমার নিজ-জনকে নিন্দা করিয়া, তোমার অপ্রীতিকর অনুষ্ঠানাদি করিয়া, স্বকপোল-কল্পনার আশ্রয়ে যাহা অমঙ্গল, তাহাকেই মঙ্গল বলিয়া তোমার কত না অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়িতেছি! যখন চিত্তটীকে বড় পাপ-ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে করি, তখন সাধুর ভাণে কত তীর্থ ভ্রমণ করি, তীর্থ-জলে স্নান করি, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্র-পাঠ, হরিনাম জপ-কীর্ত্তন—কত কি করিয়া চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করি, কিন্তু করিলে কি হইবে, মূলেই যে ভুল অর্থাৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে গুরূপদিষ্ট শ্রৌত-পন্থারই যে অনুসরণ করি নাই, তাই তীর্থ-ভ্রমণই করি, আর যত কিছু ভক্তির চেষ্টা প্রদর্শন করি, তাহা কেবল আদ্যন্তবিশিষ্ট অভিনয় মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। সদ্গুরুপাদাশ্রয়াভাবে শিষ্টাচারা-ভাব-হেতু আমি যতই না কেন সাধুতা প্রদর্শন করিতে যাই, তাহা অসাধুতায়ই দাঁড়ায়। অর্থাৎ ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়া তোমার ইন্দ্রিয়-তোষণের পরিবর্ত্তে তাহার দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণ করিয়া ফেলি, শুদ্ধাভক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিদ্ধাভক্তি বা অভক্তিকেই ভক্তি ভ্রমে শুদ্ধভক্তের নিন্দায় প্রবৃত্ত হই, যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্যের পার্থক্য না বুঝিয়া ফল্গু-বৈরাগ্য বা ভগবদ্ভক্তিহীনতাকেই বহুমানন করি। হে ভগবন্, তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, শাস্ত্রানুসারে তাহাই যে বৈধী-ভক্তি এবং সেই বৈধী-ভক্তিভজনক্রমেই যে প্রেম-ভক্তি লাভ হয়—এই পঞ্চরাত্র-সূচনের তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিয়া, তোমার ভক্তির নামে শুষ্ক-কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত অশ্রৌত বা অভক্তিমার্গ বলহনে তৎসম্বন্ধী সেবোপকরণগুলিকে প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে দর্শন করিতে যাইয়া মহানর্থ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছি! আবার কখনও বা আমার এই সকল দুর্দ্দৈবের কথা লোক-সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া মহা-বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া লোকের নিকট বড় বুদ্ধিমান্, বিচারবান্, সিদ্ধান্তবিৎ ভক্ত বলিয়া বাহাদুরী লইলেও গোপনে গোপনে নিতান্ত ঘৃণিত স্বভাবেরই পরিচয় দেই। সাধু ও শাস্ত্রের শাসনকে অমান্য করিয়া স্বপ্রাধান্য সংস্থাপন-প্রয়াসে নানা নূতন নূতন বিধানের প্রবর্ত্তন করি। রসালাপে অনধিকারী হইয়াও নিতান্ত নির্লজ্জভাবে অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজের ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বহু নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করি।

হা ভগবান্, এমন হতভাগা আমি, 'তুমি আমাকে কৃপা কর'—একথা কোন্ মুখে বলিব! তোমার কৃপা যে আদৌ চাহি না! অত্যন্ত জ্ঞানহীন, অর্ব্বাচীন, নানা মদোন্মত্ত আমি, ভক্তির লেশমাত্র গন্ধহীন আমি, হে প্রভো, আমার ন্যায় দুর্দ্দান্ত অসভ্যকে শাসন করিবার একমাত্র বিধান তোমার অভিন্ন-বিগ্রহ ভাগবতেই বর্ণিত আছে। ভাগবত বলিয়াছেন—

"নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং
নেচ্ছন্ত্যসাদিবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো
যথা॥"
(ভাঃ ১০।৬৮।৩১)

—অর্থাৎ দুর্জ্জনগণ ধন, আভিজাত্য প্রভৃতি বিবিধ মদে উন্মত্ত হইয়া শান্তভাব ইচ্ছা না করায় পশুগণের পক্ষে লগুড়ই যেমন একমাত্র প্রশমনের উপায়, সেইরূপ ইহাদের পক্ষে দণ্ডই একমাত্র শান্তি প্রদানে সমর্থ।

হে প্রভো! তোমার সকাতর আবেদন যখন কিছুতেই শুনিব না—বিদ্যাধন-কুল-মদোন্মত্ত হইয়া তোমার ভক্তগণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া অপমান করিব—তোমার সেবার যাহাতে বিঘ্নোৎপাদিত হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাহারই চেষ্টা করিব, কিছুতেই তোমার কৃপা-কটাক্ষের অপেক্ষা রাখিব না, তখন হে প্রভো, জননমরণাদি সংসার মধ্যে অহর্নিশ সন্তপ্ত হইয়া—নরকের ভীষণ আবর্ত্তে ভীষণাকৃতি যমদূতগণের দ্বারা প্রহৃত হইয়া অশেষ যাতনায় ক্লিষ্ট হওয়াই আমার মত মূর্খতার পক্ষে উত্তম শাস্তি। ঐরূপ ক্লেশ পাইতে পাইতে যখন নিতান্ত অস্থির হইব, তখনই হয় ত' তোমার কথা শুনিবার জন্য আমার কথঞ্চিৎ ইচ্ছা হইতে পারে! অহো! সময় থাকিতে কি আমার এ কলুষিত চিত্তে সে শুভেচ্ছার উদয় হইবে? 'দিন গেল' বলিয়া তোমার ভজনের জন্য কি একটুও ব্যস্ত হইব? হে প্রভো, শত অপরাধে অপরাধী হইয়াও তুমি ছাড়া আর কাহাকেও আমার এ মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কথা নিবেদন করিতে পারিতেছি না—তুমি দয়াময়, পতিতপাবন, পতিতকে আজ রক্ষা কর—

"ভরসা আমার এই মাত্র নাথ
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়া-পাত্র নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥"

বৈষ্ণব-চরিত্র

(প্রহ্লাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৫ সংখ্যার পর)

প্রহ্লাদ অন্যান্য অসুর বালক-গণের সহিত ষণ্ডামর্কের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার গুরুদ্বয় যে দণ্ড ও নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন, প্রহ্লাদ তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ পাঠ করিতেন, কিন্তু 'এ ব্যক্তি মিত্র, সে শত্রু'—ইত্যাদি অসজ্জ্ঞানকে ভাল বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন।

একদিন প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্য-কশিপু প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বৎস, তুমি যাহা 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া মনে কর, তাহা আমার নিকট বল। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন,—হে অসুর-শ্রেষ্ঠ (নিনি বিষ্ণুভক্তিহীন), আপনি শ্রবণ করুন, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অহং-মমরূপ মিথ্যা অভিনিবেশ-বশতঃ প্রাণিগণের যে উদ্বিগ্নভাব, তাহা বিমোচনের উপায়—আত্মপাতহেতু-স্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিয়া শ্রীহরির চরণাশ্রয়। কারণ এই সংসার জলশূন্য কূপবৎ মোহাবহ এবং দুঃখপ্রদ। এই সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ না করিয়া বনগমন এবং গৃহে বাস উভয়ই সমান। 'বন' অর্থে নির্জ্জন স্থান অর্থাৎ অসদ্ ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রীহরির ভজন করাই এ জগতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার বিবেচনা।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য সহকারে বলিল যে, অল্পবুদ্ধি বালকের মতি এরূপে বিষ্ণুতে পরিনিষ্ঠিত হইবার কারণ কে? নিশ্চয়ই কোন শত্রুপক্ষের লোক ইহার মতি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে।

কারণ, শিশুগণকে যাহা শিখান যায়, সদসদ্‌বিচারহীন বালকগণ তাহাই আবৃত্তি করে—এই বালয়া অসুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সতর্ক করিয়া দিল যে, তাহারা যেন সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, যাহাতে কোন পরপক্ষের লোক আসিয়া পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে হরিভক্তি-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে না পারে। দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে লইয়া গিয়া যণ্ড এবং অমর্ককেও দৈত্যরাজের আদেশ জানাইয়া সতর্ক হইতে বলিলে প্রহ্লাদের গুরুদ্বয় প্রহ্লাদকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, বৎস প্রহ্লাদ, তোমাকে মিষ্টান্ন প্রদান করিব। তুমি কোন প্রকার ভয় না করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বল ত' আমাদের নিকট যে সকল অসুর-বালক অধ্যয়ন করিতেছে, তাদের ত' তোমার ন্যায় এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয় নাই। কারণ, আমরা কাহাকেও বিষ্ণুভক্তির বিষয় উপদেশ করি নাই, কিন্তু তোমার এরূপ মতি বিপর্য্যয়ের কারণ কি? তোমার এই বুদ্ধিবিপর্য্যয় কি অন্য কর্ত্তৃক হইয়াছে অথবা ইহা তোমার স্বভাব? আমরা তোমার গুরু, গুরুবাক্য অবহেলা করা অন্যায়। তুমি যখন সুবোধ বালক, তখন নিশ্চয়ই নিষ্কপটভাবে আত্মভাব প্রকাশ করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। প্রহ্লাদ গুরুগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখের সহিত বলিলেন, অহো, কি দুঃখের বিষয়, এই সংসারে পচ্যমান ব্যক্তিগণ আমাকে মূর্খ বালক মাত্র জ্ঞান করে। যে বিষ্ণুর মায়া প্রভাবে ইঁহাদের এইরূপ স্ব-পর বিচার দৃষ্ট হইতেছে, সেই মায়াধীশ জনার্দ্দনের পাদপদ্মে আমার কোটী নমস্কার। যখন সেই ভগবান্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন মানুষের এইরূপ 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া—পশুর স্বভাব বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধ ভগবদ্‌জ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে। স্ব-পর-পক্ষ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ত' দূরের কথা, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ প্রভৃতিও ভগবানের লীলারহস্য বুঝিতে সমর্থ নহেন। হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, যে ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে মোহ প্রাপ্ত হন, সেই অধোক্ষজ পুরুষই আমায় এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন। লৌহ যেরূপ স্বতঃই অয়স্কান্ত মণির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কেন হয়, তাহার যেরূপ কোন কারণ নাই, সেইরূপ চক্রপাণি-বিষ্ণুর ইচ্ছায় আমার চিত্ত তাঁহাতে অর্পিত বা আকৃষ্ট হইয়াছে। চিৎসূর্য্যের কিরণকণ সদৃশ জীব। বিষ্ণুব্যতীত জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ব্রাহ্মণদ্বয়গণের নিকট এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহামতি প্রহ্লাদ বিরত হইলে অধ্যাপকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য বালকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ওরে বেত্র আনয়ন কর্। এই প্রহ্লাদ আমাদিগের অযশস্কর। দৈত্যকুলকুলাঙ্গার দুর্ব্বুদ্ধি প্রহ্লাদকে চতুর্থ-নীতি-'দণ্ড' প্রদান আবশ্যক হইয়াছে। দৈত্যগণ চন্দন-বৃক্ষ সদৃশ। চন্দন-বনে যেরূপ কণ্টক-বৃক্ষ জন্মে এবং সেই বাবলা, বদরী প্রভৃতি কণ্টক-বৃক্ষের দণ্ড প্রস্তুত করিয়াই যেমন লোকে চন্দন-বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দৈত্যবংশ-বিনাশের প্রধান কারণ এই প্রহ্লাদ। এই বালক কুঠার স্থানীয় বিষ্ণুর সহকারী—কুঠারে সংলগ্ন কণ্টক-দণ্ড সদৃশ। প্রহ্লাদের অধ্যাপকগণ প্রহ্লাদকে নানারূপে তাড়না করিয়া ত্রিবর্গপ্রতিপাদক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন।

প্রহ্লাদকে দীর্ঘকাল শিক্ষা প্রদান করিবার পর যণ্ডামর্ক মনে ভাবিলেন যে, এইবার বোধ হয়, প্রহ্লাদের অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে। অতএব দৈত্যরাজসমীপে তাহার পরীক্ষা প্রদান করাইয়া নিজেদের কৃতিত্ব জন্য কিছু পুরস্কার লাভ করিতে পারিবেন—এই আশা করিয়া একদিন প্রহ্লাদকে তাঁহার মাতার দ্বারা সুসজ্জিত করাইয়া রাজসমীপে লইয়া গেলেন। দৈত্যপতির সমীপে গমন করিয়া প্রহ্লাদ তদীয় পদপ্রান্তে পতিত হইলে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার শিরোঘ্রাণ করিল এবং আনন্দাশ্রুতে প্রহ্লাদকে অভিষিক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বৎস, এতাবৎ কাল গুরুগৃহে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তন্মধ্যে উত্তম কি শিখিয়াছ, আমার নিকট বল। প্রহ্লাদ মনে ভাবিলেন যে, স্নেহময় পিতার নিকট নিষ্কপটভাবে বলাই কর্ত্তব্য। আমার বর্ত্তমান গুরুদ্বয়ের সমীপে আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহা ত' আমার আদৌ প্রীতিপ্রদ নহে। অতএব আমি যাহা দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই বলি। তৎপরে দৈত্যপতিকে বলিলেন,—পিতঃ, বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা শ্রবণ, তদ্রূপ কীর্ত্তন, সেই সকলের স্মরণ, বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবন, নানা উপচারে তাঁহার অর্চ্চন, তাঁহার দাস্য, তৎসহ সখ্যভাব স্থাপন এবং কায়মনোবাক্য বিষ্ণুর্থে সমর্পণ—এই নয়টি ভক্তির লক্ষণ। যে ব্যক্তি পূর্ব্বেই বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক এই নবধা-ভক্তির সাক্ষাদ্ অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া অথবা অন্য দেবদেবীর ভজনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তাঙ্গসমূহ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন।

প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে হিরণ্যকশিপুর ওষ্ঠ কম্পান্বিত হইতে লাগিল, সে গুরুপুত্র যণ্ডকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—হে ব্রাহ্মণাধম, হে দুর্ম্মতে, তোমরা আমার অন্নে পুষ্ট হইয়া আমার শত্রু পক্ষ আশ্রয় করিয়াছ এবং প্রাণাধিক পুত্র প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্তির কথা শিক্ষা দিয়াছ, যাহা অত্যন্ত অসার (বাস্তবিক পক্ষে যাহা অপেক্ষা আর সার নাই) তোমাদের এ কিরূপ কর্ম্ম? এই সংসারে অনেক ছদ্মবেশী মিত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তাহারা কপট মিত্রতা করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু কালক্রমে পাতকীর পাপের ফল প্রকাশের ন্যায় তাহাদের কার্য্যের দ্বারা তাহাদের ছদ্মবেশ ধরা পাড়য়া যায়। কোন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিলে তাহার ক্ষয়রোগ জন্মে, সুরাপায়ীর দন্তব্যাধি হয়, স্বর্ণহারী কুনখী এবং গুরুপত্নীগামী দুশ্চর্ম্মা হইয়া থাকে, তাহা যেমন পাপ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় না, কালক্রমে প্রকটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমাদেরও ছদ্মবেশ ব্যক্ত হইয়া পাড়য়াছে। অতএব অদ্য তোমাদের সমুচিত দাক্ষণা প্রদান করিব।

গুরুপুত্র যণ্ড দৈত্যরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যবর, আপনার পুত্র আমাদের দ্বারা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারায়ই বিষ্ণুভজন শিক্ষা করে নাই, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক মতিই বিষ্ণুতে বাল্যকালাবধি বর্ত্তমান। ইহা আমরা প্রহ্লাদের নিকট অবগত হইয়াছি। আপনার প্রত্যয় না হইলে পুনর্ব্বার প্রহ্লাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত হউন এবং আমাদের প্রতি ক্রোধ নিবৃত্ত করুন। আমরা ব্রাহ্মণ; সরলতাই আমাদের লক্ষণ।

(ক্রমশঃ)

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুরুক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার সমস্ত সহচর, সহচরী, পরিকর, পার্ষদ ভক্তগণকে আকর্ষণ করিয়া আনিবেন, তাহার নিমিত্ত কোথায়ও কোনও আয়োজন নাই। আয়োজন দূরের কথা, সাড়া শব্দটি পর্য্যন্ত নাই। এত বড় বড় হোমরা চোমরা সাধু—যাঁহাদের নাম ভারত-প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের দুইএকজনের আশ্রমে যাইয়া দেখিলাম, এসকলের কোন বন্দোবস্ত নাই, কেবল ব্যস্ততা লোক সংগ্রহার্থে।

তখন স্বগত গভীরভাবে ভাবনার উদয় হইল। ভাবিলাম, আচ্ছা! ইঁহারা যে সাধু, ইঁহারা কোন্ বস্তুকে সৎ মনে করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব্ব-কারণের কারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আগমন-বার্ত্তার কোনই সন্ধান পান নাই ব্যাপার কি কিছুই বুঝি না। কৃষ্ণ ভক্ত বৃন্দ-ধামের সহিত রাজবেশে আসিতেছেন, সেজন্য ইঁহারা কেহই ব্যস্ত-সমস্ত নহেন কেন? শুধু নিজের জন্যই ইঁহারা সকল বন্দোবস্ত করিতেছেন। তারপর শ্রীগুরুদেবের কৃপায় প্রকৃষ্টরূপে বুঝায়, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উপ ও অপ সম্প্রদায়ভুক্ত। সাম্প্রদায়িক বলিয়া যাঁহারা অভিমান করেন, তাঁহারাও বিদ্ধ সম্প্রদায়িক অর্থাৎ অধিকাংশের মধ্যেই ন্যূনাধিক মায়াবাদ প্রবিষ্ট আর অধিকাংশই মায়াবাদী, যাঁহারা কৃষ্ণকে মোটেই মানিতে চান না সুতরাং বিষয়-ধূলি দ্বারা অন্ধীভূত নেত্র শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ও বিষয়-কথাদ্বারা পূর্ণ শ্রবণ শ্রীকৃষ্ণাগমন বার্ত্তা শ্রবণে অক্ষম। তারপর ভাবিলাম, শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখে কৃষ্ণাগমন-বার্ত্তা শ্রবণে বোধ হয় ইঁহারা করতাল ও পিকেটীং করিবার জন্যই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন,—"হে জীব সাবধান! তোমরা নিজের পূজা ও ভজন সোহংবাদ ছাড়িয়া একায়নবর্ত্তী হইয়া সেবা-সেবকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৃষ্ণভজন করিতে যাইও না।"

এবারে সূর্য্যোপরাগ-কালে, যত যত বুদ্ধিমানগণ শ্রীবার্ষভানবীর অনুগতজনের আনুগত্যে রথে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উহা পরিপূর্ণ ভাবে অবগত হইবার অবকাশ পাইয়াছেন যে, 'সূর্য্যোপরাগে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আসিবেন' এসংবাদ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের মূলাচার্য্যপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ও তদনুগ সেবকবৃন্দ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন,—ইহাই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রমাণ। দুইবৎসরপূর্ব্ব হইতেই শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ অত্র কুরুক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ইহাতে যিনিই সন্দেহ উপস্থিত করিবেন, তিনিই অতিশয় মন্দমতি বলিয়া সজ্জন-সমাজে ঘৃণার্হ হইবেন। পরিপূর্ণতম সম্ভোগবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনী শক্তিমতী শ্রীমতী বার্ষভানবী সহ যুগল-মিলনের অভিনয়—যাহা দ্বাপরযুগে এই কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ-কালে সংঘটিত হইয়াছিল, আজ সেইকালের উপস্থিতিতে ব্যাসগৌড়ীয় মঠে সেই মিলনোৎসবের বিরাট আয়োজন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও আমরা এই মিলনোৎসবের কথা জানিতে পারি।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা

[লক্ষ্ণৌয়ের সু-প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র 'দি ইণ্ডিয়ান্ টেলিগ্রাফ' ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২৮ মঙ্গলবার সংখ্যায় প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা নৈমিষারণ্যের শ্রীপরমহংস মঠের ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।]

সেই মিলনোৎসবক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সেই সূর্য্যোপরাগে উপস্থিত হইয়াও লোক সমূহের সে মধুর মিলনবার্ত্তানভিজ্ঞতা হইতে আমরা নখদর্পণের ন্যায় একটী অকাট্য সমুজ্জ্বল ভাবের প্রমাণ পাইতে পারিলাম, শ্রীভগবানের চিল্লীলা ও চিন্ময় দর্শনকারী সাধু জগতে অতি বিরল। আজ যদি শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উদিত না হইতেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাটী দর্শন ও শ্রীরাধা গোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য এই লক্ষ লক্ষ নরনারীগণ কোথায় পাইতেন? অবশ্য কৃষ্ণ আসিতেন কথাটা ধ্রুবসত্য, কিন্তু দর্শন করাইতেন কে? কৃষ্ণ কোন্ সময় আসিবেন? কি ভাবে আসিবেন? কোথায় আবির্ভূত হইবেন, সঙ্গে কে কে আসিবেন? কাহাকে কোথায় আসন দিলে কাহারও মর্য্যাদার হানি হয় না? এসকল কথা কে পরিপূর্ণ ভাবে অবগত আছেন? আর কেহই অবগত নহেন।

এ দীন-হীন নিজে চোখে দেখিবার ও কর্ণে শুনিবার সুযোগ পাইয়াছে, লাহোর, কালকা, আম্বালা, হরিদ্বার, সিমলা, পাঞ্জাব, অমৃতসর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বোম্বাই, জয়পুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি সুদূর প্রদেশের প্রৌঢ় পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যাসগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা সন্দর্শন ও শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' বাণী প্রয়োগ দ্বারা ধন্য ধন্য বলিয়াছেন আর পাঞ্জাব দেশের বহু মহাভাগ আগন্তুক ব্যক্তিরাও ইহা সহস্র সহস্র মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু এই আগন্তুক ব্যক্তিরা নহেন; ঐ প্রদেশের প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং ধনাঢ্যগণও ব্যাসগৌড়ীয়মঠের প্রশংসাবাদ করিতে শতমুখ হইতেছেন। সকলেই বলিতেছেন ব্যাসগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কৃপায় যেন আমরা কুরুক্ষেত্রে সেই দ্বাপরযুগের আবির্ভাব অনুভব করিতেছি।

দি ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ, ১৮।১২।২৮

স্বামী 'বন'

লক্ষ্ণৌ-ইউনিভারসিটি ইউনিয়নের বিশেষ উদ্যোগে ও আগ্রহে বঙ্গদেশের পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য স্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত কল্য অপরাহ্ণ ৫টা ১৫ মিনিটের সময় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের *Phy sic Theatre*এ 'মানব-জীবনের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিদ্বৎপ্রবর বক্তা বলেন,—"দার্শনিকগণের অনুসরণীয় বিষয় এবং অবস্থানভূমিকা যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের মতের মধ্যে কখনই ঐক্য থাকিতে পারে না। দর্শনের ঐক্য একমাত্র তখনই সম্ভবপর, যখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়েরই নিত্য অস্তিত্ব বিরাজমান। বাস্তব সত্য কখনও মানুষের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয় নহে, সুতরাং আরোহবাদী বা অশ্রৌতপন্থিগণের কোন প্রকার আরোহ-চেষ্টা-দ্বারা শ্রীভগবদ্বিষয়ক অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু সেই স্বতঃপ্রকাশ বাস্তব-সত্য বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-জীব-হৃদয়েই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভগবৎ-সৃষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে একমাত্র মানবগণই শ্রীভগবান্‌কে উপলব্ধি করিবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্যতর জন্মে শ্রীভগবদ্ধামে প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং অধোক্ষজ ভগবদুপলব্ধিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

গত শনিবার স্বামিজী মহারাজ মাননীয় লাট বাহাদুর মিঃ ল্যাম্বার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আদৌ শ্রীসূতগোস্বামী-প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবতের চিদ্দর্শন-ভূমিকায় দণ্ডায়মান ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারক-বৃন্দের প্রতি মিঃ ল্যামবার্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। মিঃ ল্যামবার্ট বলিয়াছেন,—"আমাদের সসীম-জ্ঞান দ্বারা (অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার) শ্রীভগবান্‌কে জানা যায় না।" যে প্রকার কোনও (প্রাকৃত) বৈজ্ঞানিক চেষ্টা দ্বারা গভীর রাত্রে সূর্য দেবকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সূর্য্য-রশ্মি দ্বারাই সূর্য্য দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার স্বতঃপ্রকাশ, বাস্তব-সত্য শ্রীভগবান্ মনুষ্যের যাবতীয় জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয় হইলেও, শরণাগতি-সহ দর্শন-প্রার্থিগণের শুদ্ধ-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

অতঃপর মাননীয় '*Chief Secretary*' কুমার জগদীশপ্রসাদ, শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় রাজা কুশল পাল সিংহ, কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মহারাজ কুমার মহীজিৎ সিংহ, হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় গোকর্ণনাথ মিশ্র প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-প্রচারকবৃন্দ

নৈমিষারণ্যস্থ শ্রীপরমহংস মঠের ভগবৎ-সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ একদল ধর্ম্ম-প্রচারক ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিবৃন্দের নিকট ভগবদ্ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ আগমন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৫ই ডিসেম্বর অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত গৌরবেদান্ত মহাশয়ের গৃহে উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর উনাও জিলার জজ মিঃ জে, এম, বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাংলোতে সুগভীর দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছিল। মিঃ বসু 'মনুষ্য-জীবনের চরম-লক্ষ্য' কি জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে গোস্বামী মহারাজ তাঁহাকে বলেন যে, ভগবৎ সেবাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র চরম-লক্ষ্য বিষয়।

নানা কথা

প্রতারণার দণ্ড

করাচীর ২২শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল-বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের হিসাব-বিভাগের কেরাণী গোলাম আমেদ মহম্মদ ইসাক অতিরিক্ত সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে জাল ও প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সংপ্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪৫০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চীন হইতে মার্কিণ-সৈন্যের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

ওয়াশিংটন, ২৩শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ রেজিমেণ্ট এবং ইঞ্জিনীয়ার সৈন্যদলের ১ হাজার সৈন্যকে টিনসিন হইতে ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের চলিয়া আসিবার পর নিয়মিত বাহিনী সৈন্য ব্যতীত চীনদেশে মার্কিণের ১১৫০ জন নৌ-সৈন্য থাকিবে।

সভ্য ও অসভ্য জগৎ

ফাউণ্টেন পেন কাহার আবিষ্কৃত?

ফাউন্‌টেন পেনের প্রথম আবিষ্কার-কর্ত্তা কে, তাহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতে পারেন। বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ফাউন্‌টেন পেনের উদ্ভাবক লুইস ওয়াটার ম্যান ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব-প্রথম তাঁহার পেন পেটেণ্ট করিয়া লয়েন।

মিশর দেশের কবরখানা খনন করায় এক স্থানে একটি ফাউন্‌টেন পেন পাওয়া গিয়াছে। পেটেণ্ট আফিস লোসাইটির পুস্তকে এই ফাউন্‌টেন পেন ৪হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে। এইটীই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম ফাউন্‌টেন পেন। এই পেনটী খাকড়ার এবং আকারে লেড পেনসিলের ন্যায় ও দৈর্ঘ্যে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ। একটী লম্বা তামার নল ইহাতে আবদ্ধ আছে। ইহার নিব ঐ খাকড়া হইতে কাটিয়া কঞ্চির কলমের ন্যায় সরু করা হইয়াছে। খাকড়ার গহ্বরে যে কালি থাকিত, তাহা হইতে লেখা চলিত।

মুদ্রাবর্জ্জিত দেশ

দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ত্রিস্তান ডা-কুনহা নামক একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটী বৃটিশাধিকৃত সেণ্ট হেলেনা হইতে এই দ্বীপটী ১২৫০ মাইল ও কেপ-টাউন হইতে ১৫৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপের অধিবাসীরা মুদ্রার ব্যবহার জানে না বা ডাকটিকিট ব্যবহার করে না।

সরকারের সঙ্কল্প

পত্রান্তরে প্রকাশ, সরকার সঙ্কল্প করিয়াছেন, আগামী জানুয়ারী মাস হইতে ব্রহ্মদেশের সমস্ত রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিবেন। এই জন্য কর্ম্মচারীদিগের কোন প্রকার বদল হইবে না। বর্ত্তমান এজেণ্ট মিঃ জে, আর গ্লাসকটই এজেণ্ট থাকিবেন।

ধর-পাকড়

ইতঃপূর্ব্বে বাগের হাট মরেলগঞ্জে এক লুট হইয়া গিয়াছে। সেই সম্পর্কে এই অঞ্চলে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংপ্রতি পুলিশ খান বাহাদুর মোহন খাঁকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া বাগেরহাটে আনিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় ২৫ জন লোক এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে।

বিহার প্রদেশে কৃষির অবস্থা

সরকার কর্ত্তৃক উন্নতির ব্যবস্থা

পাটনা, ২২শে ডিসেম্বরের সংবাদ, বিহার প্রদেশের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টার উক্ত প্রদেশের ১৯২৭-২৮ সালের কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, সেই রিপোর্টের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বিহার গভর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিহার প্রদেশের কৃষি-বিভাগ স্থানীয় কৃষি-প্রণালীর উন্নতিমূলক ব্যবস্থাগুলির বিস্তৃত ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। কৃষি-বিভাগ, ধান, গম, ইক্ষু, ছোলা, মটর, কলাই, পাট, অড়হর, ভুট্টা এবং অন্য কয়েকটি শস্যের চাষ সম্বন্ধে যে উন্নততর প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বিহার প্রদেশের অনেক স্থানে অবলম্বিত হইয়াছে এবং উহার প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দহিয়া ধান সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। উহার চাষ প্রথমে কেবল সাবু নামক স্থানেই আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে বিহার-প্রদেশের বহুস্থানে উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

কোইম্বাটুরে পরীক্ষিত ইক্ষু-চাষও এ প্রদেশে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কৃষি-বিভাগ হইতে উক্ত পরীক্ষিত ইক্ষুর বীজ ১২৯৫ মণ পরিমাণে কৃষি বিভাগ হইতে কৃষকদিগের ভিতর বিতরিত হইয়াছিল। কিন্তু কি পরিমাণ জমীতে উহার আবাদ হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

কৃষি-বিভাগ হইতে কৃত্রিম সার জনপ্রিয় করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। চেষ্টা অনেকটা সফলও হইয়াছে। এখন কৃষকদিগের কর্ত্তৃক কৃত্রিম সারের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মিঃ ক্লিফ নামক জনৈক ইংরাজ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত উন্নততর নূতন লাঙ্গল এবং কৃষিযন্ত্র উত্তর বিহারে চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। ঐ স্থানের কৃষক ঐ প্রকারের লাঙ্গল পছন্দ করিয়াছে।

চাষ কার্য্যের জন্য গো-মহিষাদিরও উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে কিন্তু ইহাতে যথোপযুক্ত গো-চর ভূমির অভাবে আশানুরূপ উন্নতির পক্ষে বিশেষ বাধা জন্মিতেছে। গভর্ণমেণ্ট এই বাধা অতিক্রমের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী তহবিলে অর্থাভাবও এ পক্ষে উন্নতির অপর অন্তরায়।

—দৈঃ বসুমতী

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২১
কৃষ্ণনগর রোড—	৬—৫৮ মিঃ	১১—৩	১—৪৫	৫—৩৩	৮—৩৩
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৬ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬—৪ মিঃ	৯—৪৪	১২—৪৬	৩—৩৪	৭—২৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

সম্রাটের স্বাস্থ্য

অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে

লণ্ডনের ২৩শে ডিসেম্বরের তারের সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের (*Sunday Times*) পত্রিকা জানিতে পারিয়াছেন যে, সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতি ধীর গতিতে হইলেও তাঁহার চিকিৎসকগণ আশা করেন যে, আগামী বড় দিনের মধ্যেই সম্রাট নিশ্চিতরূপে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। চিকিৎসকগণের এই আশা ফলবতী হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

বেতার-রহস্য-সংবাদ

ইংলণ্ডের উপরিস্থ গগন হইতে একটি অতিকায় বিমান বেতার টেলিফোনে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। প্রকাশ, সেই কথাবার্ত্তা মিশরের কায়রো সহরে স্পষ্টভাবে শ্রুত হইয়াছে।

দুগ্ধ তাজা রাখিবার উপায়

অষ্ট্রীয়া দেশের জনৈক বিজ্ঞানবিদ্ নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, দুগ্ধে অদূরগামী বেতার-তাড়িৎ সঞ্চারিত করিলে দুধ তিন চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাজা থাকিতে পারে। দুগ্ধের মধ্যে তাড়িৎ সঞ্চারিত হইলে যে সকল কীটাণু দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট হয়, ঐ সকল কীটাণু আর জন্মিতে পারে না। এই প্রণালীতে দুধে তাপ লাগিবে না, দুধ ঠিক কাঁচা দুধের মতই থাকিবে।

সম্রাজ্ঞীর সৌজন্য

কৃতজ্ঞতাসূচক তার

অসুস্থ সম্রাটের জন্য ব্যথিত হৃদয় সম্মিলিত বণিক্ সমিতি বড় লাট বাহাদুরের অনুমোদনে সম্রাজ্ঞী মেরীর নিকট যে সমবেদনা-সূচক তার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে সম্রাজ্ঞী নিম্নলিখিত কৃতজ্ঞতাসূচক তার প্রেরণ করিয়াছেন—

"সম্মিলিত বণিক সমিতি সম্রাটের পীড়ায় ব্যথিত হৃদয় হইয়া যে সহানুভূতি-সূচক তার প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য সম্রাজ্ঞী উক্ত সমিতিকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন।"

সম্রাজ্ঞীর অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই কার্য্যটীও যে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও প্রজা বাৎসল্যের পরিচায়ক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দেশবন্ধু নগরে মহিলা সভা

ভারতীয় মহিলাগণের অভাবাদির আলোচনা এবং তাঁহাদের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য আগামী ২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস মণ্ডপ সন্নিহিত স্থানে এক মহিলা সভার অধিবেশন হইবে। ভারতের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক মহিলা উক্ত সভায় যোগদান করিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী সমাগত মহিলাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী সভানেত্রীরূপে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবেন।

মিথ্যা মামলার পরিণতি

আসামীগণ খালাস

কুষ্টিয়ার ২৩শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, চিথলিয়া গ্রামের রোজেন নামক একব্যক্তি ঐ গ্রামের কৃষ্ণকান্ত কর্ম্মকার, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, নিমাই মাহাতো, নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও কালিপদ নাথের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক মামলা আনে যে, বিগত চন্দ্রগ্রহণের সময়ে উহারা তাহার মসজিদের পাশ দিয়া গোরুর গাড়ী করিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে তাহারা মসজিদের বেড়া ভাঙ্গিয়া উহার মধ্যে গোবর ও মাটি নিক্ষেপ করিয়া তাহা অপবিত্র করিয়াছিল। কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এ, এফ, এম, রহমান এম এস সি, আই সি এস মহোদয় গতকল্য এই মামলায় আসামীগণকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি দিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

জে, বি, দত্তের

বাদাম তৈল

আদি অকৃত্রিম, সজ্জন পরিচিত, বহু প্রশংসিত। ধনী ও নির্ধন, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণাগুণ জানেন।

এই তৈল বহু প্রচলিত হওয়ায় অর্থ-লোভী জুয়াচোর ব্যবসায়িগণ আমাদের নাম লেখা বোতল ও লেবেল ইত্যাদি অবিকল জাল করিয়া কমদরে অজানিত গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতারিত করিতেছে।

যিনি এই জালিয়াত ব্যক্তিদিগকে সরঞ্জাম সহ ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপরিউক্ত পুরস্কার পাইবেন। যাঁহারা এই পুরস্কার পাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

"টাউন মেডিকেল হল"

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

[illegible]

নৈমিষারণ্যে

কীর্ত্তন-সরণি

(১৫ই ডিসেম্বর শ্রীধাম-পরিক্রমা)

গাজেন্দ্রের যূথ আইল সাজিয়া,
  (শ্রী) বিনোদবিলাস বহন মাগি'।
ভকতের ক্রোড়ে দ্বিরদ উপরে,
  বসিলা বিনোদ বিলাস লাগি'॥

ভকতি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী প্রভু,
  তীর্থ-পদ তাই তীর্থের-কোলে।
পট-মূর্ত্তি নিত্য অর্চ্চা-অবতার,
  রাজিল মাতঙ্গ অঙ্গের-পরে॥

প্রভু-প্রিয় অতি পরানন্দ-ময়,
  শ্রীপরমানন্দ দ্বিপেন্দ্র যানে।
শ্রীগুরু-গোবিন্দ অগ্রেতে করিয়া,
  চলিলেক-দ্বন্দ্ব বালক সনে॥

'ধিক্ তান্' রবে বাজিল মৃদঙ্গ,
  'তাইত তাইত' বলিল ঝাঁঝ।
কবে কে দেখেছে নৈমিষে এ' রঙ্গ,
  অথবা বিশাল অবনি-মাঝ॥

'ধিগে তান্' রবে ঘোষিল মৃদঙ্গ,
  ভারবাহী কমি জ্ঞানীরগণ।
শ্রীগুরু-চরণে প্রপত্তি-প্রয়াসি-
  জনেরে ঘোষিল অভয় দান॥

'ধাও ধাও' রবে ডাকিলেক শিঙা,
  সংকীর্ত্তন-সেনা যে যথা আছে।
শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী ঐ,
  তুলেছেন ধ্বজা—আইস নীচে॥

"আগু আগু আও—ধাও ধাও ধাও"
  দিগন্ত পূরিল শিঙার রবে।
নাচি' নাচি' কীর্ত্তন-অনীক যতেক,
  'ভকতি-সারঙ্গ' কহিল সবে॥

"সংসার-দাবানল লীঢ় লোক,
  ত্রাণের কারণ কারুণ্য-ঘন।
ভকতি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীরূপে,
  বরষে অধুনা কল্যাণ গুণ॥

এই উচ্চ টিলা পুত সুতাসন,
  আপন স্বরূপে প্রকট এবে।
'পরমহংস মঠ' রাজে প্রভুপাদ,
  স্থাপিল নৈমিষে আইল সবে॥

এই উচ্চস্থান নৈমিষ আশ্রম,
  সুত-পদার্পণে পবিত্র যাহা।
সুতে ব্যাসাসন দিয়া ঋষিগণ,
  দীক্ষিত যথায় এই ত' তাহা॥

এই সে নৈমিষে পুণ্ড সুতাসন,
  শ্রীভাগবতার্ক—উদয়-স্থান।
হেথা চিন্তয়ে কর্ম্মধ্বান্ত-রাশি,
  জ্যোতিতে হয়েছে অন্তর্ধান॥

বৃন্দাবনান্তরি এই সে নৈমিষ,
  শ্রীবিনোদবিলাস-বিলাস-স্থান।
বেদগুহ্য নিত্য নৈশ লীলা-স্থলী,
  তুচ্ছীকৃত যথা প্রাকৃত কাম॥

(ক্রমশঃ)

সভ্যযুগের হরিভজন

সর্ব্বাবিপ্রাপ্ত

আজকাল শিক্ষিত সভ্য সমাজের মধ্যে এক আধটু হরিসেবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তাহা যেন কেমনই একপ্রকার বিলাতী ফ্যাসনের। সাধু-গুরু-পাদপদ্মে অর্জ্জুনের ন্যায় "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া সে প্রপত্তি স্বীকার নাই, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥'—এই মুণ্ডক শ্রুতির বচনানুসারে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাত্মক সাধন্ ভক্তে যে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্গুরু গৃহে অভিগমন নাই, গুরুমুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাণী শ্রবণ নাই, গুরুপ্রদত্ত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, বা ভৈক্ষ্যাশ্রম স্বীকার নাই, দীক্ষিত শিষ্যের বিষ্ণুদাসানুদাসাভিমানে শিখা, যজ্ঞোপবীত, তুলসীমালাদি বিষ্ণুদাসোচিত চিহ্ন স্বীকার নাই, বিষ্ণুদাস্যসূচক নামগ্রহণ নাই—এক কথায় শ্রৌতপন্থানুসরণের কোন প্রচেষ্টাই তাঁহাদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। আধুনিক শিক্ষিতাভিমানি সভ্যগণ সাধুগুরু নির্ব্বাচন, মন্ত্র গ্রহণ, শিষ্যোচিত চিহ্ন-ধারণ, গুরূপদেশ শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি তাঁহাদেরই খামখেয়ালের অধীন করিয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ গুরুদেব তাঁহার শিষ্যেরই ন্যায় *etiquette* দুরস্ত *up-to-date* হইবেন, শিষ্যের পত্রপ্রাপ্তি-মাত্র 'যো হুকুম' বলিয়া শিষ্যের দ্বারস্থ হইবেন, শিষ্যের অভিরুচি অনুসারে পাঠ কীর্ত্তন শুনাইবেন, শিষ্যের মন রাখিয়া কথা বলিবেন, তাঁহার কোন কার্য্যে বাধা দিতে পারিবেন না, শিষ্যের সব কার্য্যকেই 'বড় ভাল' বলিয়া খোসামোদী করিবেন, তবেই তাঁহার গুরুত্ব, নচেৎ তাহা হইতে বঞ্চিত।

জানি না, ক্রমে ক্রমে জগতের পারমার্থিক ধারণা আরও কতদূর সঙ্কীর্ণতা ধারণ করিবে! শিষ্য সাধু শাস্ত্র ও গুরুদেবের শাসন-যোগ্য না হইয়া সাধু শাস্ত্র গুরুদেবই শিষ্যের শাসনযোগ্য হইয়া উঠিলেন! অহো! কালে কালে জগতের কি ভীষণ পরিণতি দৃষ্ট হইতে চলিল! যে সাধু বা যে শাস্ত্র আমাদের ন্যায় সভ্যগণের মন যোগাইয়া কথা বলিতে না পারিলেন—আমাদের আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ বা খেয়াল চরিতার্থ করিতে না পারিলেন, তিনি আমাদের নিকট সাধু কিম্বা শাস্ত্র পদবাচ্য হইলেন না। যে সাধু, যে শব্দরূপ শাস্ত্রবচনটীর দ্বারা আমাদের মনোধর্ম্মের মূলদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমাদের হিতার্থ যত্নবান হইলেন, সেই সাধুর সাধু চেষ্টাকে গর্হণ ও সেই শাস্ত্রবাক্যের কদর্থন করিবার জন্য আমরা কিছুতেই না বদ্ধপরিকর হইলাম। সাধুশাস্ত্রের শাসনবাণী শ্রবণ করিবার মত সাহসটুকু চিরদিন আমাদের এতই কম। অথচ আমরা চাই শাস্ত্র শ্রবণ করিতে—আমরা চাই শিষ্য হইতে? ধিক্ আমাদের শাস্ত্র-শ্রবণে, ধিক্ আমাদের গুরু-করণে, আর ধিক্ আমাদের সভ্যতা বা ন্যাকামীর।

সুসভ্য সুশিক্ষিত পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান আমরা আজ গুরুস্বরূপ-দস্যু হৃদয়ে ধারণ করিবার পরিবর্ত্তে গুরুরূপ-বিমুখতা-মূলক কুক্ষেত্রব নিরয়াভিলাষী, কনক, কামিনী, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠাদায়িনী দুরাশা-পিশাচীকে আলিঙ্গন করিবার জন্যই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছি দেখিয়া গুরুদেব যে তারস্বরে সাবধান করিতে করিতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন, হায়, হায়, তাহা আমাদের আধুনিক সভ্যতার ধারণায় নিতান্ত অসভ্যতা ও মূর্খতা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা চাই—গুরুদেব আমাদের অসদাচারের অনুকূলে শাস্ত্র-কথা বলুন, আমাদের কাহাকে সাধু বলিয়া অনুমোদন করুন। আমাদের এতাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে সদ্গুরুবর্গ আমাদিগের সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদেরই সমস্বভাবাপন্ন কতকগুলি ব্যক্তি ইহাদের আমাদের খোসামোদী করিয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠার্জ্জনের সুবিধা হইবে জানিয়া আমাদের গুরুর সজ্জা গ্রহণ করিল। তাহারা আমাদের নিকট পয়সা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল যে, "তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি জুয়াখেলা, মদ, গাঁজা, তামাক, সিগারেট, বিড়ি, তাম্বূল প্রভৃতি পানাসক্তি, নিজস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আচরণ ও পরস্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি, জীব-হিংসন, অশুদ্ধ বিত্তার্জ্জন ও তাহার অপব্যবহারাদি কিছু অশাস্ত্রীয় ব্যাপার নহে, যে যতই না কেন পাপ করুক, একবার কৃষ্ণনাম লইলেই সমস্ত পাপ কাটিয়া যাইবে, তাহাতেও বাপু যদি তোমাদের মনে শান্তি না হয়, তবে ঐ নিয়ম-সেবার সময় আমরা একমাস ধরিয়া গীতা ভাগবত পাঠ করিয়া আসিব, দক্ষিণাটী একটু ভাল রকম দিবে, তাহা হইলেই তোমাদের গৃহের সমস্ত অমঙ্গল কাটিয়া যাবে, তোমরা নেটাইছিলে, তোমাদের আবার পাপ কিসের, তবে বাড়ীর গিন্নীমায়েরা ওগুলা একটু মানিয়া চলিলে ভালই হয়, মোট কথা আমরা থাকিতে তোমাদের আর ভয় কিসের। যতই না কেন তোমরা পাপ কর না কেন, আমাদের পদধূলির দাপটে সব ভাল হইয়া যাইবে, আমরা ব্রাহ্মণ, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবানের বংশ, ভগবানের রক্ত এখনও আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত। ভয় কি তোমাদের!" আমরা এই ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিব্রুবদের অভয়বাণী পাইয়া আরও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। যদি কোন সত্যসন্ধ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পরদুঃখদুঃখী সদ্গুরু আমাদের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে দুই একটী সত্যকথা শুনাইতে আসেন, তঃ তবে কি আর রক্ষা আছে? আমরা, তাঁহাকে যাহা খুসি বলিয়া তাড়াইয়া দিতে! তিনি যদি আমাদিগকে বুঝাইতে থাকেন—"ওরে মূর্খগণ, তোদের হরিনাম হইতেছে না নামাপরাধে তোদের ভজন সাধন সমস্তই মাটি হইয়া যাইতেছে, তোরা অসৎসঙ্গত্যাগরূপ বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ কর, তোরা এই মহাজন বাক্যটী শুনিয়া রাখ—

তোমার কনক ভোগের জনক
  কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম,
  তাহার মালিক কেবল যাদব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
  জাননা কি তাহা মায়ার বৈভব।
(কিন্তু) বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
  তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

—ভগবানের শরীর রক্ত রস-পুষ্যাদি-নির্ম্মিত নহে যে, তাঁহার বংশ বলিয়া রক্তের বড়াই করিলে চলিবে, তাহা থাকিতে কেহ ভগবানের বংশ নহে কি? ভগবানের সন্তান পরিচয় দিতে গেলে সেই সম্বন্ধোচিত গুণ এবং কর্ম্ম থাকা আবশ্যক, নতুবা কাপালিকবিলাসিত পঞ্চভূতাত্মক জড় দেহটী শুক্রশোণিতব্যাপ্ত নহে। 'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥' 'কিবা জ্ঞানী, কিবা বিপ্র, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥' শিষ্য-বাহুল্য, হরিনাম-মন্ত্র বিক্রয়, ভাগবতাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক নিজেন্দ্রিয় তর্পণ, জুয়াখেলা, ধূমপান, তাম্বূল-

চর্ব্বণ, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপতা, ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা লইয়া ঠাকুর সেবার পরিবর্ত্তে নিজের এবং নিজ দেহ-সম্পর্কিত পরিবারবর্গের ইন্দ্রিয়তোষণ সদগুরুর লক্ষণ নহে। তোরা পাপাচারী ভণ্ড গুরুকে গুরু করিয়া আর ধ্বংসের পথে—মহারৌরবের পথে ছুটিস্ না। সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সচ্ছাস্ত্র উপদেশ একটু ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ কর্, প্রথম মুখে একটু তীব্র বোধ হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিস্ না, তোদের রসনা যখন পিত্তোপ-তপ্ত হইয়া থাকে, তখন যেমন মিছরী খাইতে গেলেও প্রথমে তিক্তাস্বাদ পাইয়া থাকিস্, কিন্তু তাহা তখনই থু থু করিয়া ফেলিয়া না দিয়া চুষিতে থাকিলে জিহ্বার পিত্তভাবের অপগমে ক্রমে ক্রমে তাহার মিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিস্, সেইরূপ সাধুশাস্ত্রের কথা প্রথম মুখে তোদের নিকট খুব অসহ্য-কঠোর বোধ হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিস্ না। সদ্গুরুর সেই সকল অনর্থ-বিধ্বংসিনী কথা একটু স্থির ধীরভাবে শ্রবণ কর্, তোদের সকল অনর্থের মূল যে আবর্জ্জনা, তাহা পর্য্যন্তও ধ্বংস হইয়া যাইবে। তোদেরই মঙ্গলের জন্য দয়াময় গুরুদেব তোদের নিকট যে সকল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ 'সাধু-গুরু-বৈষ্ণব' নামধারী কপট ধর্ম্মধ্বজিগণের স্বৈরাচারের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার সাধু গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দা নহে, পরন্তু তাহা সদ্গুরু-বৈষ্ণবের স্তুতি মাত্র। তোরা তাহাতে সাধু গুরুকে নিন্দক বলিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিস্ না। 'পাষণ্ডদলন আর প্রেম প্রচারণ। দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥' অধম তক্ত নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব প্রেমধন বিলাইবার জন্যই আমাদের পাষণ্ডতা দলন করেন বলিয়া সর্ব্বলোকোপকারক আচার্য্যবর্য্যকে লোকাপকারক পরনিন্দক বলিতে হইবে না। ওরে তোরা এখনও সাধুর কথা শ্রবণ কর্।"

দয়াময় গুরুদেব আমাদিগকে এইরূপ গুরু-বঞ্চনারূপ মহা অপরাধ হইতে—নরকযাত্রা হইতে কত প্রকারেই না সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! আমাদের হাত্রের দর্পণে বাধা পড়ে বলিয়া আমরা সে সকল হিতোপদেশের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কুমন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। কিন্তু আমাদের মোসাহেব গুরুবর্গ দক্ষিণা কম পাইবার আশঙ্কায় চারিভজন ব্যাপারটা আমাদেরই মতসম্মত করিয়া নিয়াছেন, তাই দীক্ষা লওয়া মন্ত্র জপা, নামকীর্ত্তন করা প্রভৃতি বা পাপটা আমাদের একটা সখের মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নানা কাজ কর্ম্মের পরে অনেকটা মন্দের ভাল বিবেচনায়, বিশেষতঃ মনের একটা রিক্রিয়েশনও হ'বটে, ইহা

অদৃষ্ট মন্দ

আমার প্রতি শ্রীভগবানের অপার করুণা থাকিলেও আমি আমার দুরদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

জগৎপ্রভুর প্রতিরূপ-স্বরূপই শ্রীবিগ্রহ। উহা সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎ ভগবান্।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন :—

"সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর॥"

আবার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিলেন—পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিতম্।"—পরমোপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলিয়াই দর্শন করেন। ভগবানের সহিত ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ভেদজ্ঞান হইলে ভক্তির বিচ্ছেদ হয় বলিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিবিচ্যুত হইলে জীব অভক্ত হইয়া অপরাধবিশিষ্ট হন। তাহা ছাড়া পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ * * যস্য বা নারকী সঃ—এই শ্লোকের অভিপ্রায়-মতে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ জড়-দ্রব্যগঠিত বা প্রতীক—এই বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের 'নারকী'-সংজ্ঞা লাভ হয়। নির্বিশেষ-বাদিগণ শ্রীমূর্ত্তিকে প্রেমচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ না করায়, প্রাকৃত দৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়ায়, ভক্তের বিচারে অপরাধী মায়াবাদী।

শ্রীমদ্ভাগবত—"ভৌমে ইজ্যধীঃ" অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে 'ভূ'মজাত দ্রব্য'-বুদ্ধি লইয়া পূজাকারি ব্যক্তিকে গো-তৃণ-বাহী গর্দ্দভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া স্বয়ং ভগবানই ভক্তোত্তম শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমুখেই বলিয়াছেন যে,—

ভাবের হরিনাম কীর্ত্তনের ছলে নৃত্যগীত-বাদ্য এই তৌর্য্যত্রিকব্যসনের আয়োজনটা প্রত্যহই করিয়া থাকি, ক্রমে এগুলি যেন একটা অভ্যাসেও পরিণত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমরা কেহ কেহ আবার সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অশ্রু কম্প-পুলক, লম্ফ ঝম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহাতে মস্ত বড় ভক্ত হইয়া গেলাম বলিয়া আত্মম্ভরিতাও যথেষ্ট আছে। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের ন্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভগবদ্ভজনের অভিনয়টা সাধেবিয়ানাই বটে! এই জন্যই এ'র নাম নববিধান।

"অর্চ্চায়াং * * * স্থিরঃ।
দ্রব্যৈঃ ভক্তিবুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥"

পুনরায় সেই বিগ্রহের পরিচয়ে বলিলেন—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

শ্রীভগবান্ নিজের শ্রীবিগ্রহস্বরূপের পরিচয় দিয়া আবার বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট আমার ন্যায় জীবকে স্পষ্টভাবে শিখাইবার জন্য উদার লীলা গ্রহণ করিয়া যে উদাহরণটা দেখাইয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই যে—

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যখন গৃহত্যাগের অভিনয় করিয়া প্রভুপাদপদ্মসমীপে বাস করিতে শ্রীনীলাচলে আসিলেন এবং প্রভুর সন্তোষজনক, প্রভু-ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিবিধ বৈরাগ্যলীলা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ব্যবহারে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু—

এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা।
গোবর্দ্ধনের শিলা, গুঞ্জা মালা তাঁরে দিলা॥

কিরূপ শিলা মালা? না স্বয়ং প্রভু যে দুইটী অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা নিজেই করিয়াছিলেন।

স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে॥
নেত্র-জলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলারে কহেন প্রভু, কৃষ্ণ-কলেবর॥
এই মত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা॥
প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥

প্রভুপ্রেষ্ঠ শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু প্রভুর স্বহস্তদত্ত অপূর্ব্ব বস্তুদ্বয় পাইয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন এবং—

এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

কিন্তু এত দেখিয়াও আমি কৃষ্ণ-বিহারস্থল-গোবর্দ্ধনকে সাধারণ পর্ব্বত এবং গোবর্দ্ধন শিলাকে সাধারণ শিলা-খণ্ড জ্ঞান করিলাম! আমি নিজে শাল-গ্রাম শিলার অর্চ্চক হইলেও অর্চ্চ-বিগ্রহকে আমি পাথর বুদ্ধিই করিয়া থাকি। কিন্তু লোকসমাজে থাকিতে হইলে এবং নিজেকে ও পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতে হইলে বিগ্রহজীবী হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় জানিয়া সেই ব্যবসায়টী অবলম্বন করিলাম। কিন্তু নিজে বাহিরে পূজক হইলেও ভিতরে প্রাকৃত এবং ভোগবুদ্ধ থাকায় শিলায় নিজেই যখন ব্রজেন্দ্র-নন্দন দেখিতে পাইলাম না, তখন অপরের মোক্ষবুদ্ধি

প্রকৃত পিতা-মাতার আদর্শ কোথায়?

(হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী)

গৌড়দেশবাসী—ভারতবাসী—অথবা বাসীই বা কেন, পৃথ্বীবাসী—অথবা সমগ্র বিশ্ববাসি জীবকে সৌভাগ্য-সুযোগ-প্রদান করিবার জন্য একদিন এই ভূলোকে গোলোকের দেবতাগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক এক জনের অলৌকিক জীবনে বেদ-বেদান্ত ও সহস্র সহস্র শাস্ত্রের সার-মর্ম্ম ও উপদেশরাজি পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সভ্য জগৎ সেই রত্নের কথায় উদাসীন।

আমরা আজ পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট যাঁহাদের মহান্ আদর্শ কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছি, সেই পরম বৈষ্ণব শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও পরমা বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা জগন্মাতা শ্রীপদ্মাবতী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের জনক-জননী। রাঢ়-দেশে একচাকা নামে একটী গ্রাম আছে, বর্ত্তমানে বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে চারিক্রোশ পূর্ব্বদিকে এই গ্রাম অবস্থিত। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে হাড়াই পণ্ডিত নামে অতি নিষ্ঠাপরায়ণ, মহা-বিরক্তপ্রায়, দয়ালুচরিত

ধ্বংস করা আমার পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব হইল না। এহেন আমি, আমার ন্যায় বঞ্চিত ও বঞ্চকের গতি কি হইবে? পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চর্চ্চাফলে যে অপরাধময়ী বুদ্ধি লাভ করিয়াছি; এবার সে বুদ্ধি বিদূরিত করা দূরে থাকুক, কপটতার আশ্রয়ে পুনরায় নরক হইতে গভীরতম নরকের দিকে চলিয়াছি।

আমার কথা আর একটু বলি। আমি নিজেকে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চক বলিয়া অভিমান করি এবং আরও ভাবি, আমার উর্দ্ধতন পুরুষগণ বরাবরই যখন শালগ্রামাদির অর্চ্চন করিয়া আসিয়াছেন, তখন আমার মত শাল-গ্রামাদির অভিজ্ঞান থাকিবে, এমন আর কাহারও থাকিতে পারে না। এই কৌলিক অভিমানে অনেক সময় প্রমত্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু আমি এতদূর ভ্রান্ত যে, চিন্তা করিয়া দেখি না—বহুজন্মের সুকৃতি না থাকিলে শ্রীবিগ্রহে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় না। অর্চ্চকের বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ঐ বুদ্ধি হইবে, এরূপ নহে। ইহারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের প্রসঙ্গে পাওয়া যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

পরম ভক্তের এক সুন্দর নাম রাখিলেন ; তার পতিব্রতা পত্নীর নাম—পদ্মাবতী। পতি-পত্নী উভয়েই শিশু বৈষ্ণবের সেবাই সংসার-জীবনের একমাত্র ব্রত—ইহা জগতের আদর্শ দ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। গ্রামের নিভৃতে বসিয়া তাঁহারা এইরূপ আদর্শজীবন যাপন করিতেছিলেন। সহস্ররশ্মি মরীচিমালী যেরূপ বিশাল গগনের এক কোণে উদিতপ্রায় প্রতিভাত হইলেও সমগ্র জগৎ তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারে, তদ্রূপ একটি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে সেই ধর্মপ্রাণ দম্পতি বাস করিয়া হরিভজন করিলেও সমগ্র বিশ্বে তাঁহাদের কীর্তি-কিরণ-ছটা বিকীর্ণ হইল। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ সত্ত্বে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইলেন।

নিত্যানন্দ-জননী পদ্মাবতী একাধারে ত্রেতাযুগের লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা ও দ্বাপর যুগের বলভদ্র জননী রোহিণী। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী নিত্যকাল বাৎসল্য-রসে ভগবানের সেবক ও সেবিকা। তাঁহারা বাৎসল্য-রসের অবধি ; কিন্তু এই অবতারে স্বয়ংভগবান্ জীবশিক্ষাকল্পে পুত্রাকশিক্ষকরূপে অবতীর্ণ। তাই তিনি তাঁহার সমগ্র নিজজনের দ্বারা এক একটি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিলেন।

'পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব সুলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায়॥

* * *

ক্ষণমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথায় হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষিকর্ম কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে কিবা বাটে যত কর্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ-চন্দ্র চলি' যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে॥
এই মত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্বঠাঞি।
'প্রাণ' হইলা নিত্যানন্দ 'শরীর' হাড়াই॥

এইরূপে মাতা পিতার বৎসল রসে লালিত হইয়া বালক নিতাই বাল্য-লীলায় মত্ত ছিলেন। দৈবাৎ একদিন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী নিত্য-বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হলেন। পরমোদার হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া স্বীয় ভবনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। বৈষ্ণব-সাধুকে পাইয়া পণ্ডিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে সন্ন্যাসিপ্রবর স্থানান্তরে গমনে উদ্যুক্ত হইয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,— "পণ্ডিত! আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।" সর্বদা বৈষ্ণব-সেবায় রত হাড়াই পণ্ডিত, "বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে"—এইরূপ বিচার করিয়া সন্ন্যাসিপ্রবরকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি যাহা চাহিবেন, এ অধম তাহাই সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য পাইলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।"

কৃষ্ণার্থে সর্বস্বত্যাগী—সর্বস্ব যাহা সমস্ত কৃষ্ণসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবভিক্ষুক সামান্য প্রাকৃত ভিক্ষুকের ন্যায় কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট নহেন ; কেন না, তাঁহাদের চিত্ত সমগ্র বস্তু দ্বারা স্বরাট্ পুরুষ ভগবানের সেবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল। তাঁহারা নিজেদের সর্বস্ব ভগবানের পাদপদ্মে ডালি দিয়াছেন, তাই তাঁহারা জগতের সকল জীবের সর্বস্বকে ভগবানের পদ-কমলে অঞ্জলি প্রদান করাইবার জন্য প্রতি দ্বারে দ্বারে সেই ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিক্ষার গীত এই —

'রাধাকৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

বৈষ্ণবসন্ন্যাসীও আজ এই ভিক্ষাই চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আজ হাড়াই পণ্ডিতের যথাসর্বস্ব—অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, নয়নের তারা, হাতের নড়ি, গলার হার, বুকের ধন, ঘরের মানিক, 'তাঁহার বলিতে যা কিছু' সেই—নিত্যানন্দচাঁদকে ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন, "পণ্ডিত! আমি তোমার পুত্রকে ভিক্ষা চাই। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, তীর্থ পর্যটন করিয়া বেড়াইব, আমার সঙ্গে একটী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী চাই, তোমার পুত্রকে আমার সঙ্গে দাও।"

হাড়াই পণ্ডিত! আপনিই যথার্থ পিতার আদর্শ। আপনিই যদি আজ বৈষ্ণব-সেবার্থ এইরূপ অপূর্ব ত্যাগের আদর্শ না দেখাইতেন, তাহা হইলে জগতে বৈষ্ণব-সেবা রূপ গৃহস্থের—গৃহস্থের কেন, সমগ্র জীবের মঙ্গলের উপায়টী পর্যন্ত ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত। আর আপনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমপুত্র নিত্যানন্দচন্দ্রকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দিবার পূর্বে কি বিচার করিলেন, ইহা আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়,—

"ভিক্ষুকেরে পূর্বে মহাপুরুষসকল।
প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন॥
যদ্যপি রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপি দিলেন এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত' দৃষ্টান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥"

এইরূপ বিচার পূর্বক হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন। এবার পাঠক-পাঠিকাগণ মাতৃদেবীর আদর্শ শ্রবণ করুন। জগতে এরূপ মাতৃদেবীর আদর্শ আর হইয়াছে কি না জানি না! প্রাচীন ইতিহাসে বহু আর্য্য নারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা শত্রুর পাদে পুত্রের প্রাণ ডালি দিবার জন্য পুত্রকে নিজ হস্তে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারিমুখে সমর্পণ করিয়াছেন, এ কথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে সকল জাগতিক মহান্ আদর্শের অভিনয়গুলি যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থত্যাগের নামে অপস্বার্থ, মাতৃত্বের নামে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা নেপথ্যে নৃত্য করিতেছে। কারণ যেখানে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই, তাহা কৈতব কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহা ধর্মের ছলনায় আপাততঃ উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে হয়, তথাপি উহা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়ী প্রহেলিকা মাত্র। আজ পতিব্রতাশিরোমণি পদ্মাবতী বৈষ্ণব-পতিকে কি বলিলেন, তাহা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় আমরা জানিতে পারি,—

"শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥"

ইহাকেই বলে, জননীত্ব ও পাতিব্রত্য। যদি কাহারও জননী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জননীর আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। যদি কাহারও সহধর্মিণী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ পত্নীই হওয়া উচিত। নতুবা বৃথা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য, কৃষ্ণের বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য দশমাস দশদিন গর্ভধারণ করা বৃথা,—

"পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥"

এই ভাগবতের বাণী অক্ষরে অক্ষরে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর জ্বলন্ত চরিত্রে প্রকাশিত। জগতের বহির্মুখ জনক জননী পুত্রকে সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পুত্র কোনরূপে সাধুসঙ্গ করিতেছেন, কোনরূপে একটু ভাল হইতেছেন শুনিলেই পাছে তাহাতে তাঁহাদের ভোগের ব্যাঘাত হয়, ভবিষ্যতে তাঁহাদের পুত্রধন তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া না দেয় এই আশঙ্কায় পুত্রকে ধর্মপথে থাকিতে শত প্রকারে বাধা দিয়া থাকেন, আর যদি জানিতে পারেন যে, কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসীর সঙ্গে পুত্রধনটী মিশিতেছেন, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসীকে পারিলে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না। বর্তমানে এইরূপ হিরণ্যকশিপু-সদৃশ শত শত পিতার কৈকেয়ী-সদৃশ শত শত মাতার অন্ত নাই।

প্রার্থনার শান্তি

(১)

'আমি কে' প্রথমতঃ এই বিচার ভালরূপে না করিয়া আমার প্রার্থনীয় বস্তুর বিচার করা অসঙ্গত বা মূর্খতা। কিন্তু আমার ত' সে শক্তি নাই। 'আমি কে' এই কথাটি আমার মনে উদিত হইবামাত্র আমি জানি যে কোন একটি দেশের অন্তর্গত কোন একটি গ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে। আমি কোন ব্যক্তির পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা স্বামী অথবা স্ত্রী। এই অভিমান লইয়া আমি চেষ্টা করি, সেই ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে অর্থাৎ যাহাতে আমি সেই কুলের সম্মান বজায় রাখিতে পারি, আমার পিতা-পিতামহ প্রভৃতি যেরূপ ভাবে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন, সেইরূপে তাঁহাদের প...

আমরা অনেক সময় অনেকেই জগাই মাধাই, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি মহাজনগণের দোহাই দিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণব হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক থাকি। কিন্তু যখন কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব সাধু আমাদের কোন আত্মীয় স্বজন বা দুই একটি সন্তানকে আমাদের ন্যায় স্বার্থপর মনুষ্যদিগের হাত হইতে নির্মুক্ত করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য যত্নবান হন, তখনই আমাদের বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা তখন ঐ বৈষ্ণব-সাধুর প্রতি শত্রু আচরণ করিতেও ত্রুটী করি না। কিন্তু আমাদের ন্যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠাকামী মিছাভক্ত তথা বহির্মুখ জনক জননী-অভিমানিগণের চক্ষের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য আজ হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী যাঁহারা বাৎসল্যরসের একমাত্র অবধি, তাঁহারা নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরম প্রীতিসহকারে সন্ন্যাসীর হাতে সমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

"সে-ই পিতা-মাতা, সে-ই সে বান্ধব
সেই গুরু বন্ধু জনে।
সে-ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ-কথা কহে
ভজায়ে কৃষ্ণ চরণে॥

* *

সেই সে পরম বন্ধু সে-ই পিতা মাতা
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥"

অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদের ন্যায় আচরণ করিয়া যদি আমার বংশগত কার্য্যাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি সুসন্তান, তাহা হইলেই আমি মানুষ, তাহা হইলেই আমি সমাজ-সেবী, দেশসেবী ইত্যাদি। নতুবা আমি লোকের বিচারে 'কুল কাঙ্গাল', নিরোধ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকি।

পুত্রকন্যার জন্ম হইতেই মাতা পিতার কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে তাহাদের সুশিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তোলা তাহাদিগকে দশের দশের মধ্যে একজন করা। সেই হিসাবে আমিও পিতামাতার স্নেহ, সুশিক্ষা বা লালন-পালনের যত্ন হইতে বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত হই নাই। আমার পিতামাতার আমি পরম আদরের সন্তান, তাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয়তম জ্ঞানে আমাকে লালন পালন করিয়াছেন, আমার দুঃখে দুঃখী, আমার সুখে সুখী। আমিও বাল্যাবধি তাঁহাদের স্নেহনীড়ে পরম সুখে বাস করিতেছিলাম। যখনই আমার মুগ্ধভাব বিনষ্ট হইল, অর্থাৎ কিছুমাত্র জ্ঞানের উদয় হইল, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, আমি চাই একটি বস্তু, কিন্তু তাহা কি, বিশেষ অনুধাবন করিয়াও নিরূপণ করিতে পারিলাম না।

বাল্যকাল বেশ আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইতে লাগিল। কেবল আহার, নিদ্রা এবং ক্রীড়া, মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার স্নেহময় ক্রোড়ে উপবেশন, আত্মীয় স্বজনের আদর, সোহাগ-যত্ন বড়ই মনোরম বোধ হইল। মনে করিলাম এই বুঝি স্বর্গ, এই বুঝি নন্দন-কানন, বোধ হয় এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কাম্য নাই এবং এইরূপেই চির জীবন অতিবাহিত হইবে। কিন্তু সে ভ্রম ঘুচিল সেই দিন, যেদিন আমার পরম করুণ পিতৃদেব আমাকে লইয়া গিয়া একটা পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া দিলেন, অর্থাৎ তাঁহার সুকোমল ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া আসিলেন শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ। সেইদিন বুঝিলাম যে, আমার পূর্ব্বোক্ত আহারাদি ব্যতীত আরও একটি বস্তু আছে এবং এইটাই দুঃখজনক। যদি ইহা না থাকিত, শিক্ষকের কঠোর শাসন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া না রাখিত, তবে না জানি কত সুখেই কাল কাটাইতে পারিতাম। সেই দিন কতক বুঝিতে পারিলাম যে, এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, তাহার পেছনে দুঃখও আছে। মধ্যে মধ্যে দুঃখটা না থাকিলে সেই সুখটা কেমন একঘেয়ে লাগে, দুঃখের অনুভব হইলে সুখের মূল্য অধিকতর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাই বুঝি বিধাতার এই দুঃখটার সৃষ্টি।

ক্রমেই সুখের মাত্রা কম হইয়া দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ, "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ" এই নীতিবাক্য অনুসরণ করিয়া পিতা আমার পঞ্চবর্ষ কাল কেবল লালন পালনের সুখ প্রদান করিয়াছেন, তারপরের দশটা বছর কেবল দুঃখময়, কেবল তাড়ন-ভর্ৎসনেই কাটিবে। যাহা হউক যখন আমি নিরীহ, যখন আমি শক্তিহীন, দুর্ব্বল, বাধ্য হইয়াই তখন আমাকে সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল। তবে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি চাই একটা কিছু। বোধ হয়, সে চাওয়াটা এই যে, আমার আর একটু বড় হওয়া দরকার, তা' হইলেই আর এ দুঃখটা থাকিবে না, কারণ "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্র-বদাচরেৎ" অর্থাৎ ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্রের সঙ্গে মিত্রবৎ আচরণ করা কর্ত্তব্য। বড় হইয়া পিতার শাসনের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিলেই যেন আর কোন দুঃখ থাকিবে না—এই ভাবিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া, নানা দেবদেবীর নিকট মাথা ঠুকিয়া কেবল এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যে, আমি যেন শীঘ্র শীঘ্র বড় হইয়া উঠি। দেবতারা যেন আমার প্রার্থনা শুনিলেন অর্থাৎ পাঁচ-দেবতার কৃপায় আমি ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলাম। কিন্তু একি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার দুঃখের মাত্রাটা যেন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পাই না। যখন আমার খেলার ইচ্ছা হয়, তখন পিতা আমাকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন। যখন কোন কাজ থাকে না, মনে করি সেই ফাঁকে একটু খেলা করিয়া আসি, চিত্তে কিছু নূতন বস্তুর প্রয়োগ না করিলে সুখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাতেও পিতার শাসন দণ্ডায়মান, পিতা বলিলেন, —"সাবধান, অমুকের ছেলের সঙ্গে মিশিও না, সে বড় খারাপ, অমুক স্থানে ক্রীড়া করিও না, ঠাণ্ডা লাগিবে, এখন পড়ার সময়, পড়াশুনা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি। ভাবিলাম, কি আপদেই না পড়িয়াছি, আমি কি বুঝি না, আমার কিসে ভাল হয় বা কিসে মন্দ হয়? আমি যেটাতে সুখ অনুভব করি, সেইটাই ত ভাল। কিন্তু তাহাতে পিতার শাসন বা নিষেধ কেন? কিন্তু উপায় নাই, বাল্যকালেই শুনিয়াছি, সহস্র সহস্র লোকের মুখে বা পুস্তকেও পড়িয়াছি, "পিতামাতার অবাধ্য হইতে নাই। সুবোধ বড় সুশীল বালক, সে পিতামাতার কথা শুনিয়া কার্য্য করে, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই করে। কখনও তাঁহাদের অবাধ্য হয় না ইত্যাদি।" অতএব আমিও সুবোধের ন্যায় সুবোধ হইবার চেষ্টায় দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পিতার আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতে লাগিলাম। কিন্তু চিত্তের এক নিভৃত প্রদেশে একটু কালিমা রহিয়া গেল—একটা অশান্তির বোঝা বহন করিতে লাগিলাম, আর অনুক্ষণ সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—একি দুঃখপূর্ণ সংসার, কেন এখানে আসিলাম? বাল্যকালে যে সুখ-মাধুরী সর্ব্বদা প্রাণে অবস্থান করিত, সেই টুকু বা কোথায় গেল? তখনকার মত কেনই বা না থাকিলাম? কেন আমি দেবদেবীর নিকট বড় হইবার বাসনা করিয়াছিলাম? যদি জানিতাম যে, বড় হইলে এইরূপ দুঃখ, এইরূপ অশান্তি, এইরূপ মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা-মাত্রই প্রাপ্তি হয়, তবে কে বড় হইতে চাহিত? কোন প্রকারে দেবতার স্থানে মাথা খুঁড়িয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া নিশ্চয়ই সেই বাল্যভাবটা বজায় রাখিতাম, আর কি ফিরিয়া যাওয়া যায় না সেই বাল্যাবস্থায়? কে যেন কানের কাছে বলিয়া গেল, ওরে মূর্খ, জানিস্ না এ দুনিয়াটা 'গোলকধাঁধা'? যা কাটিয়েছ, তা আর ফিরে পাবে না, যদি লক্ষ বৎসর খুঁজিয়া বেড়াও, তবু সে অতীত বাল্যকাল আর আসিবে না।

যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি যখন তা' আর পাবনা, তখন তার কি চেষ্টা ভাবনায়! খোঁজ করিয়া, যদি অন্য প্রকারে একটু শান্তি পাইতে পারি। তখন মনে হইল যে, আমি চাই এ টা কিছু, কি সেটা? বোধ হয় স্বাধীনতা। পিতার শাসন-গণ্ডী ছাড়াছাড়া গেলে (অর্থাৎ বলিতে লজ্জা করে, পাছে কেহ শুনে) বোধ হয়, পিতার অবর্ত্তমানে আমি স্বাধীন হইলে যেটা চাই, সেটা নিশ্চয় পাইব।

দেখা যাউক, আগামী বারে এ বিষয়ে চিন্তা করিব।

নানা কথা।

বধূ না লম্পট

কাটোয়ার সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী পত্নীর সহিত গাটিয়ার গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তিনি পীড়িত হইলে কয়েক ব্যক্তি নাকি পরিদর্শন করিবার ছলে তাঁহার বাটীতে গমনাগমন করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন করে। অশ্বিনী বাবু কৃষ্ণনগরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। অদ্যাপি বালিকাটীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

[illegible]

গত সোমবারে উক্ত [illegible] ও প্রতিনিধিগণ [illegible] সভাপতির বাটীতে সমবেত হইয়াছিলেন, সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] ঐ সভায় নেতৃত্ব করেন। [illegible] কমিটীগঠন বিষয়ক কয়েকটী প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং এ দুইসপ্তাহ সময় সভার কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

সাড়ে তিন বৎসরের শিশুর কৃতিত্ব

প্রকাশ, ঢাকা জিলার বিক্রমপুর [illegible] শ্রীযুত পার্ব্বতী চরণ মল্লিকের পুত্র শ্রীমান্ বিক্রমজিৎ মল্লিক ওরফে শ্যামাকান্ত নামক জনৈক সাড়ে তিন বৎসর বয়স্ক শিশু প্রদর্শনীতে নানারকম কৌতূহলোদ্দীপক শারীরিক শক্তির পরিচয় দিবে, বালক নাকি বুকের উপর ওজন [illegible] জিনিষ রাখিতে পারে। সে তাহার কচি দাঁত দিয়া ১০ সের ওজনের জিনিষ পর্য্যন্ত তুলিতে পারে বলিয়া প্রকাশ।

বিজ্ঞাপন

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

জে, বি, দত্তের

বাদাম তৈল

আদি অকৃত্রিম, সর্ব্বজন পরিচিত, বহু প্রশংসিত। ধনী ও নির্ধন, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণাগুণ জানেন।

এই তৈল বহু প্রচলিত হওয়ায় অর্থলোভী জুয়াচোর ব্যবসায়িগণ আমাদের নাম খোদাই বোতল ও লেবেল ইত্যাদি অবিকল জাল করিয়া কমদরে অজানিত গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতারিত করিতেছে।

যিনি এই জালিয়াত ব্যক্তিদিগকে সরকার সহ ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপরিউক্ত পুরস্কার পাইবেন। যাঁহারা এই পুরস্কার পাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

টাউন মেডিকেল হল

২নং [illegible] ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই পৌষ, শনিবার—১৩৩৫।

চিন্তার বিষয়

জীবলোকে জীবভূত নিত্য শাশ্বত সনাতন ভগবদংশ জীবাত্মা যতদিন না "আমি ভগবানের বস্তু—ভগবৎপাদপদ্মের অবিস্মৃতিই আমার জীব-স্বরূপের স্বাভাবিক বৃত্তি, সেই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার সুখ নাই"—এইরূপ স্ব-স্বরূপোপলব্ধি-ক্রমে ভগবচ্চরণ-সান্নিধ্য লাভের জন্য যত্নবান্ হইতেছেন, ততদিন তিনি এ জগতের ধারণায় যত বড়ই না মহৎকার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মহা-মনীষার পরিচয় দিবার চেষ্টা করুন, ভগবদ্-ভক্তগণ তাঁহার তাদৃশ প্রচেষ্টার মূল্য অন্ধকপর্দ্দক তুল্য বলিয়াও স্বীকার করেন না। যে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার জন্য দারুণ দুর্ব্বাসনা-নিপীড়িত হইয়া আজ আমরা এই কামক্রোধাদি নক্র-মকর-সঙ্কুল ভীষণ সংসৃতি-সাগরে পতিত, পুনরায় সেই কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়াই দুর্ব্বাসনা ক্রমে অশান্তিময় সংসারের মধ্যে শান্তির চেষ্টা আমাদের পক্ষে নিতান্ত বাতুলতারই পরিচয় নহে কি? জাগতিক অভিজ্ঞানের পরিণতি-ক্রমে যদি আমাদিগকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অশেষ ক্লেশবহুল সংসারই লাভ করিতে হইল, তাহা হইলে তাদৃশ অভিজ্ঞতার কি মূল্য আছে! সংসারের প্রাপ্য সুখের পরিণতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি আমরা সেই দুঃখের দালাল সুখকে আবাহন করিবার জন্য প্রস্তুত হই, হায়, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় মহামূর্খ আর কে আছে!

যদি 'সুখ' বলিয়া জগতে কোন কথাই না থাকিত, তাহা হইলে কেহ সুখের অনুসন্ধানে ছুটিত না এবং দুঃখেও অভিভূত হইয়া পড়িত না, অবশ্য-ভোক্তব্য জ্ঞানে সমস্ত দুঃখ কষ্টই অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাইত। কিন্তু জীব যখন দুঃখ আদৌ পাইতে চাহে না, সুখই তাহার একমাত্র স্পৃহণীয় বিষয়, সুখের অনুসন্ধান সে করিবেই; তখন সুখের আবরণে দুঃখ কেমন আসিয়া তাহাকে কষ্ট দিবে, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হওয়া আবশ্যক। জাগতিক সুখ-চিন্তায় সহায়-স্বরূপ সে যেমন অনেক লোক পাইত, এই চিন্তায়ও সহায়-স্বরূপ সে তেমন অনেক লোক পাইবে, তাহাকে নিরাশ্রয় হইতে হইবে না। তবে জাগতিক সুখ-চিন্তার যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়, এই চিন্তার পক্ষে তাদৃশ স্বৈরাচারের সার্থকতা নাই, এই চিন্তার একটি ধারা-বাহিক পন্থা আছে, তাহার নাম শ্রৌত-পন্থা। এই পন্থানুসারে চিন্তাশীল জীব প্রথমেই তাঁহার স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া উপলব্ধি করেন যে, "জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্ কৃষ্ণেরই অংশ-বিধায় কৃষ্ণের সহিতই আচ্ছন্নসম্বন্ধ-বশতঃ, অণুত্বপ্রযুক্ত বিভুকৃষ্ণের গুণময়ী মায়াবশযোগ্য হইয়া পড়ায় তৎসম্বন্ধ-বিস্মৃতিক্রমে মায়িক জগতে আসিয়া মায়ার সত্ত্বরজস্তমো গুণময় ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাত্মক স্থূল এবং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহদ্বয় আগন্তুক-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মায়ারই আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-প্রভাবে সেই আগন্তুক নশ্বর দেহদ্বয়ের প্রাপ্য সুখ দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। মায়ামোহাচ্ছন্ন হইয়াও জীব তাঁহার পূর্ব্বাস্বাদিত আনন্দের স্মৃত্যাভাস-বশতঃ আনন্দের অনুসন্ধানে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে একবার এটা, একবার সেটা করিয়া বহু রসাস্বাদন দ্বারা আনন্দপ্রাপ্তির প্রয়াস করেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার পূর্ব্বস্মৃত্যনু-মোদিত না হওয়ায় অতৃপ্তি-জনিত অশান্তিই তাঁহার জীবনকে দুঃখময় করিয়া তুলে। সুতরাং এ সংসারে নিত্যানন্দানুভূতির কোন উপায়ই বর্ত্তমান নাই। অখিল রসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ না করা পর্য্যন্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অসম্ভব।

এইরূপ উপলব্ধির ফলে জীব সদ্গুরু পাদাশ্রয়ই সংসার-দুঃখ-জলধি উত্তরণের একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করেন। গুরুপাদাশ্রয়ে জীবের পূর্ব্বস্মৃতি কৃষ্ণদাস্য আবার জাগরূক হইয়া উঠে। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবাব্রতী হইয়া অনন্ত-সুখ-সমুদ্রে ভাসমান হন। তাই শ্রীমদ্ভাগ-বত বলেন—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-যুগলের অবিস্মৃতি অর্থাৎ অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্ররাশি বিনষ্ট করিয়া সুকল্যাণ বিস্তার করে। শ্রীকৃষ্ণপাদযুগলের স্মরণে অন্তঃ-করণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগ-যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়। এই প্রেমভক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য বস্তু—প্রেমিক জীবই পরমানন্দময়। প্রেমই আনন্দ। এই আনন্দের অনুসন্ধানেই বুদ্ধিমত্তা—মনস্বিতার পরিচয়। নতুবা ভগবৎপ্রেমশূন্যের কীর্ত্তি-বিদ্যা-কুল ধন-জনোবলাদির কোন মূল্য নাই। ইহাই চিন্তার বিষয়।

নৈমিষারণ্যে

কীর্ত্তন-সরণি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১২ই ডিসেম্বর শ্রীধাম পরিক্রমা)

ঐ শুন নাদ দ্রিমি ত গম্ভীর,
প্রভু মোর ঘোষে গোরার আদেশ।
সর্ব্বত্র প্রচার হবে নাম ধর্ম্ম,
পৃথিবীতে আছে যতেক দেশ॥

ঐ দেখ সেই মধুর মূরতি
গোরার সে বাক্য পূরাতে এবে।
ভকতি-সিদ্ধান্ত সরস্বতীরূপে,
গৌর-প্রেষ্ঠবর এসেছে ভবে॥

গোরার মতন পতিত-পাবন,
গোরার মতন যতির বেশ।
গোরার মতন অরুণ-বসন,
গোরার মতন সহয় ক্লেশ॥

গোরার বরণ—গোরার ধরণ,
গোরার করণ—গোরার পারা।
গোরার আচার—গোরার প্রচার,
গোরার বিচার—মূরতি ধরা॥

গোরার মতন পাষণ্ড-দলন,
গোরার মতন পাতকী তরায়।
গোরার মতন ভকত-পালন,
গোরার মতন 'বাতাস চালায়'॥

গোরার মতন দানায় দানায়,
নাম-প্রচারের পাতয় থানা।
গোরার মতন সেনাপতিগণ,
থানায় থানায় পাঠায় নানা॥

গোরার মতন সিংহ রাশি যাঁর,
সিংহ-পরাক্রম গোরার মত।
গোরার মত ভকতি লওয়ায়,
গোরার মতন শকতি যত॥

গোরার মতন গম্ভীর প্রকৃতি,
বচন-বিন্যাস গোরার ধারা।
গোরার মতন চরিত্র তেমন,
হাব-ভাব সব গোরার পারা॥

গোরার মতন যাচিয়া যাচিয়া,
গোলোকের গুপ্ত ধনের রাশি।
হাসিয়া বিলায় অযাচকে দেয়,
তাই দেখে তাঁরে নিতাই বাসি॥

(ক্রমশঃ)

অদৃষ্ট মন্দ

(ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র-কথা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিদ্যানগরের দুই ব্রাহ্মণ যখন তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সেই সময় উভয়ের মধ্যে ছোট বিপ্র বড় বিপ্রকে গুরুর ন্যায় শুশ্রূষা এবং তীর্থাদি দর্শনের সাহায্য করেন। ব্রাহ্মণ কনিষ্ঠের সেবায় তুষ্ট হওয়া বৃন্দাবন থাকাকালে নিজের কন্যা সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ছোট বিপ্র দেখাইলেন যে, তিনি কুলে, বিদ্যাদি বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন। অতএব অযোগ্যপাত্রে কন্যা দিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন অমত করিবে। এ কথায় বড়বিপ্র সন্তুষ্ট না হইলে ছোট বিপ্র শ্রীগোপালদেবের সম্মুখে সেইকথা বলিবার জন্য বলিলেন। তখন:—

গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল॥
ছোটবিপ্র বলে—'ঠাকুর তুমি মোর
সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু যদি অন্যথা দেখি॥

এই ঘটনার পর উভয়ে দেশে ফিরি-লেন। কিছুদিন পরে বড় বিপ্র নিজ সত্য পালনের জন্য জ্ঞাতিগণকে ডাকাইয়া সেই কথা বলিলেন। তাঁহার এই অসম্ভব কথাতে সকলেই হাহাকার করিতে লাগি-লেন এবং নীচে কন্যা দিলে কুলনাশের কথা বলিলেন। সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়াও—

বিপ্র বলে—'তীর্থ-বাক্য কেমনে করি
আন।
যে হউক সে হউক আমি কন্যা দিব দান
কিন্তু সত্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ নামধারী—
জ্ঞাতি লোক কহে—'মোরা তোমাকে
ছাড়িব।
আর স্বজনাপ্য দস্যুগণ—
স্ত্রী-পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥"
ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ তখন বলিতে লাগিলেন,
সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়:
জিতি কন্যা লবে, মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ হয়॥

কিন্তু তাঁহার পুত্র যখন জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীগোপাল-দেব এবিষয়ে সাক্ষী, তখন নিরস্তর বিষ্ণুর পরমপদ দর্শনকারীর কুলে জাতাভিমানী—

পুত্র বলে, প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর-দেশ।
কে তোমার সাক্ষ্য দিবে, চিন্তা কর কিসে॥

শুধু তাহাই নহে, "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"—ন্যায়ে সৎপিতার সত্যপালন কার্য্যে সাহায্য করা দূরে থাকুক মিথ্যাভাষণরূপ ভীষণ নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করিয়া সৎপুত্র নামে অভিহিত

হইতেও অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকুল-কজ্জল নিজের পিতৃদেবকে শিখাইতেছেন—

নাহি কড়ি, না কহি—এ সম্প্রবচন।
সব কহিবে, তোমার নাহিক স্মরণ ॥
তুমি যদি কহ, আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় (?) কাব ব্রাহ্মণেরে জিনি ॥

অজনাখ্য-জনৈকস্তে পড়ত ব্রহ্মা-প্রবর তখন একান্তভাবে অন্তর্যামী গোপালের চরণে প্রপন্ন হইলেন। গোপালদেবের নিকট সত্যবাক্য ও নিজজনের প্রাণরক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ছোট বিপ্র একদিন উপস্থিত হইয়া বড় বিপ্রকে তীর্থবাক্য স্মরণ করাইয়া কন্যা প্রার্থনা করিলেন। তখন বিপ্রপুত্র হাতে ঠেঙ্গা লইয়া বিবিধ কটুবাক্য বলিতে বলিতে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন। অন্য একদিন গ্রামের লোকদিগকে ডাকাইয়া সভাস্থলে সকল কথা বলিয়া মীমাংসার প্রার্থনা করিলেন। সকলে বড় বিপ্রের নিকট কন্যা না দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, কবে আমি কি বলিয়াছি স্মরণ নাই। অমনিই গুণধর পুত্র উঠিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, তীর্থযাত্রায় আমার পিতার সঙ্গে বহু ধন ছিল। এইব্যক্তি ধনলোভে আমার পিতাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া পাগল করে, অধিকন্তু কন্যা নিতে চাহিয়াছে বলিয়া এক বোল উঠাইয়াছে। আপনারা দেখুন, এব্যক্তি আমার ভগ্নীকে বিবাহ করিবার যোগ্য পাত্র কিনা? তখন সকলের মনে সন্দেহ হওয়ায় ছোট বিপ্র বৃন্দাবনের কথা খুলিয়া বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে—

এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন ॥

ভক্তবৎসল ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা দর্শন করিবার আশয় তখন বড়বিপ্র কহিলেন—

এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ॥
তবে কন্যা দিব আমি জানিহ নিশ্চয়।

এই বাক্য শুনিয়া কপট পিতৃভক্ত পুত্র কহিল,—

এই ভাল বাত হয় ॥

এখন এই দুই জনের বাক্য-বাণ ও বীকা বোধে একরূপ হইলেও সম্প্রভুপাদরজ্জ্বা ভগবানের একান্ত ভক্ত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন,—

বড় বিপ্রের মনে—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ ॥
পুত্রের মনে—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষ্য দিতে।
এই বুদ্ধ্যে দুইজন হইলা সম্মতে ॥

তখন ছোটবিপ্র সকলকে বলিয়া একটি লেখাপড়া করিলেন যে, ভবিষ্যতে এই বাক্যের ব্যতিক্রম না হয়। তাঁহার কথামত পত্র লেখা হইল এবং দুঁহার সম্মতিক্রমে মধ্যস্থ রাখা হইল।

ভক্ত ও ভগবৎসেবক ছোটবিপ্র তখন সকলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—

শুন সর্বজন।

এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্ম পরায়ণ ॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহাঁর কভু নাহি মন।
স্বজন-মৃত্যু ভয়ে কহে অসত্য বচন ॥
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে, ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেহ পারে ॥

যাহা হউক ছোটবিপ্র বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপালের নিকট সব কথা বলিলেন। বহু অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

ব্রহ্মণ্যদেব। তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয় ॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী নাহি দেয় তার পাপ হয় ॥
কৃষ্ণ কহে—বিপ্র তুমি যাহ স্ব-ভবন।
সভা করি মোরে তুমি করিহ স্মরণ ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
বিপ্র বলে যদি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কার না হবে প্রতীতি ॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্বলোক শুনে ॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

গোপালদেব শুধু কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পায়ে হাঁটিয়া ব্রাহ্মণের প্রদত্ত প্রতিদিন একসের চাউলের অন্ন খাইয়া সাতদিনের পথ গমন করিয়াছিলেন। নীরবে যান নাই, নূপুরের ধ্বনি করিতে করিতে ভক্তবৎসল, ভক্তসেবক ভগবান ভক্তের পশ্চাতেই গিয়াছিলেন।

আমার অদৃষ্ট কতদূর মন্দ তাহা আর একটী উদাহরণে বিশেষ ভাবে জানা যাইবে। আমি এক ত' শ্রীবিগ্রহকে অপ্রাকৃত বলিয়া ধারণা করি না। আর একটী রোগ যে, বিষ্ণুবিগ্রহগুলি পরস্পর ভিন্ন। ব্রাহ্মণের ঘরের শালগ্রাম শিলা ও শূদ্রের গৃহে বিরাজিত শিলা এক নহে। শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলি এক নহে। গোপাল দেব ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে অবশ্যই পৃথক্ জ্ঞান আছে, ইত্যাদি কত কত আজগুবী চিন্তাস্রোত আমার মনে উঠিয়া থাকে তাহা বাহিরে তাহার বলিতে লজ্জা হয়। আমার এদুর্গতির কি শেষ নাই।

আমি ইত স্থানে সরিয়া যাইতেছি আমার প্রভুও আমাকে ধরিবার জন্য ততই ছুটিয়া আসিতেছেন। তথাপি আমি দেখিয়া না দেখিলেও থা করিয়া পারিতেছি না—

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে যাইবার সময় স্বীয় অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথের—যিনি শ্রীপ্রেমোত্তম শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা জগতে প্রচার করিবার জন্য ক্ষীর চোরা নামে অভিহিত হইয়াছেন—প্রসঙ্গ বলিতে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে বর্ণনা করিলেন যে—পরম বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন শ্রীল মাধবপুরী পাদ শ্রীগোপালের আজ্ঞায় কর্পূর চন্দন আনয়নের জন্য পদব্রজে বৃন্দাবন হইতে সহস্রাধিক দূরবর্ত্তী নীলাচলে গমন করেন এবং ম্লেচ্ছ-দস্যু, জলদস্যু, পথদস্যুর হাতে না পড়িয়া দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পুরী পৌছিলেন। পরে চন্দনাদি লইয়া যখন ফিরিবার কালে পুনরায় রেমুনাতে শ্রীগোপীনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া আরাত্রিকাদি দর্শন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তখন শেষরাত্রে গোপাল আসিয়া বলিলেন—

শুনহ মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥
কর্পূর সহিত ঘসি এসব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইহাঁকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয় ॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥

তখন প্রভু আজ্ঞাবহ পুরীপাদ জাগিয়া উঠিলেন। গোপীনাথের সেবকগণকে ডাকাইয়া প্রভুর আজ্ঞা জানাইয়া দিলেন। দুই জনকে এবং নিজে বেতন দিয়া আর দুইজনকে প্রত্যহ চন্দন ঘষিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। শুধু তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণ সেবৈকপ্রাণ প্রভুপাদ নিশ্চিন্ত থাকিলেন না—

প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্যন্ত ॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ এবং অর্চ্চারূপী ভগবানের আদেশ কি আমার কাণে পৌছে না? ভগবানের যে শক্তির কৃপায় তদীয় আদেশ বহনে আমার দৃঢ় শ্রদ্ধার উদয় হয়, আমি যে তাহার বিপরীত বিমুখ মোহিনী শক্তির দ্বারা আবৃত—আমার অদৃষ্ট যে বড়ই মন্দ।

আমার এই দুরদৃষ্ট কতদূর গড়াইয়াছে, তাহাও ভুবনমঙ্গলাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীমুখে জানাইয়াছেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী ॥

হায়! হায়! আমার অদৃষ্ট অদৃষ্ট মন্দ।

প্রার্থনার শাস্তি

(২)

দেবতার বরেই হউক, অথবা নিজ প্রারব্ধ বশতঃই হউক আমার জীবনে একটা নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইল? আমি যে স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম, তাহাই কি আজ আমাকে প্রসাদ করিতে উপস্থিত? হঠাৎ দৈববশে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলাম। কিন্তু ভাবিয়াছিলাম যাহা, ঘটিল তাহার বিপরীত। এতদিন যে সংসারে বাস করিয়াও তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারি নাই, অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও যাহাকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারি নাই, সেই সংসার-প্রতিমা আজ নিজ মূর্ত্তি স্বেচ্ছায় আমার নিকট প্রকট করিল। সংসারের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কেবল অন্ধকার, কেবল মর্ম্মন্তুদ যাতনা, কেবল হাহাকার। মায়াদেবী এতদিনে আমাকে পূর্ণরূপে নিজ দাসত্বে অধিকার দিলেন। কে মায়া? আর কেউ না, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি। কি চাও নির্বোধ জীব? এস আমার সেবা কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এই যে আহ্বান, মায়াদেবীর এই যে সুকোমল কণ্ঠস্বর, আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে টানিয়া লইয়া চলিল। আমিও চলিতে লাগিলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে, অন্যদিকে দৃক্পাত না করিয়া।

আমি ত' উৎসাহের সহিত সংসারের সেবায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম, কিন্তু যে জিনিষটা আমি চাই, তাহার গন্ধ, আভাস, এমন কি, কোন প্রকার একটু চিহ্ন পর্য্যন্তও এখানে দেখিতে পাইলাম না। আমা অপেক্ষা বয়োধিক, আমা অপেক্ষা সংসারাভিজ্ঞগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তর—এই ত' শ্রেষ্ঠ, যা' তুমি চাও। এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি আর কোথায়ও আছে? স্থির ধীরভাবে সংসার কর, কালে ইষ্টসিদ্ধি হইবে। সে কি? আমি কি চাই, আনন্দ? সেটা ত' আদৌ এখানে নাই, অন্যান্য দিকের স্বেচ্ছায় চলিতে ত' আমার এক পাও যোগ্যতা নাই, তবে কিরূপে চলিবে? চাই না এসংসার, সুখ, ভোগ, স্বজনের মমতা ছেড়ে, যাক্ আর একবার চেষ্টা করে, কোথায় পাই তাকে আমার সেই অন্তরের নিভৃত প্রদেশে কে সূক্ষ্ম শরীর আত্মায় মায়া উঁকি ঝুঁকি মারছে। কে বলিয়া দিবে, কোথায় আছে ?

কেহ বলিলেন, "তুমি ত' নিস্থ, কোথায় যাও, এস, আমার সঙ্গে, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।" "আচ্ছা, চল, দেখা যাক্, তুমি কি দিতে পার।" তিনি অনেক খুব হাঁকডাক করলেন, রোগের একটা একটা উপসর্গ ধরে ঔষধ প্রয়োগ ক'রতে লাগলেন, কিন্তু রোগটা কি, তার সন্ধে আর খোঁজ নাই। ফলেই রোগ বাড়িতে লাগিল।

একদিন তাঁহাকেও কোন কথা না বলিয়া বাহির হইলাম একটা সন্ধান করিতে—দেখি আমি চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীর খোঁজ পাই কি না? একজন বলিলেন, তুমি যাহা চাও, সেই সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর। ঠিক বস্তুই পাবে। উত্তম, তাহাই হউক, এই বলিয়া দিন কতক আগুনে ঘি ঢালা গেল, কিন্তু তাহাতে হইল কি? পেটের মধ্যে একটা ধূম সঞ্চিত হইল। কামবাসনাও সেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মনে পড়িয়া গেল, যযাতি রাজার কথা—নিরস্ত হইলাম।

একজন বলিলেন,—"আসতে পার আমার কাছে, দেখি তোমার রোগ সারে কি না? তোগে কি আর রোগ সারবে, ত্যাগ করতে হবে। তাই দেখা যাক্। ও বাবা! এ ত' ভীষণ বিপদ, হঠাৎ পেটের মধ্যে কি একটা দারুণ বেদনা যে প্রাণ যায় যায়। যাক্, চাই না আমি তোমার রোগ, এতে রোগ সারবে কে বলছে? বোকা তুমি তাই আঁধারে হাতড়ে মরছ।

একজন খুব লম্বা দেখাইয়া বলিলেন, চলে যাও, সংসার পরিত্যাগ করে গিরি-কন্দরে যাও। আমার বুদ্ধি নিয়ে দেখ, কত নূতন বস্তু নূতন ভাব প্রাণে জাগবে। চাই কি, তোমার চাওয়ার অতিরিক্ত আরও কিছু পেতে পার। বেশ, তথাস্তু। দেখে শুনে একটি জায়গাও তিনিই ঠিক ক'রে দিলেন। দিন কতক নূতন নূতন ভাব বেশ লাগল। পরে দেখি কি, সেই যে বহুদিনের চেনা শত্রুগুলি ক্রমে ক্রমে জুটতে লাগলেন। বাসনার বহ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। বললেন বন্ধু, যাবে কোথা? আমাদের ছেড়ে কি আর যাবার যো আছে, জাননা যে আমরাই তোমার হিতৈষী।

উঃ। কি মর্ম্মান্তিক যাতনা, যাহাদের তাড়াইবার জন্য সকল পরিত্যাগ করিলাম, ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া উঠিল। তখন প্রাণপণে দৌড়াইতে লাগিলাম। দৌড়াইতে দৌড়াইতে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইলাম, জানি না, কতক্ষণ এইরূপে ছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দে তন্দ্রা ভাঙ্গিল। দেখি, সম্মুখে একটা বিকটাকার অদৃষ্টপূর্ব প্রাণী, খল খল করিয়া হাসিতেছে। আমাকে দর্শনমাত্রই বলিল—যাবে কোথা, আমার বাসস্থ লেছে। পূর্ণভাবে তোমাকে গ্রাস ক'রে আমার মোক্ষানন্দ পেলাব।

তার আ পেক্ষ সশ্মুখে যাতনা উপস্থিত হইল। কোন দিন যা' কয় নাই, কে যেন সেইটাই করাইয়া দিল। প্রাণভয়ে আকুলভাবে বলিয়া উঠিলাম,—হে ভগবন্, হে করুণাসিন্ধো কোথায় তুমি প্রভো। আমি ত' কোন দিনই তোমাকে ডাকি নাই, নিজের দুর্ব্বুদ্ধি নিয়ে কেবল ছুটাছুটী ক'রে বেড়াচ্ছি—অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি—তুমি যে আলোকময়, তোমার দিকে তাকালে যে আলোক পাই, তাত' আমি কোনদিনও করি নাই। আমি আপনার চরণে অপরাধী, আমার চেয়ে পাপিষ্ঠ আর কেহ নাই, কিন্তু প্রভো! আমি শুনেছি, পা পিছলে যদি কেউ প'ড়ে যায়, তাতে মাটির উপর ক্রুদ্ধ না হ'য়ে পুনর্ব্বার সেই তাকেই আঁকড়ে ধরে, তেমনি দয়াময়! তোমার চরণে যদিও অপরাধ করেছি, তথাপি তুমিই হে বিশ্ব-পাতা, তুমিই ত আমার পিতা, সন্তান অপরাধী, নির্ব্বোধ, তাকে বুদ্ধি দাও প্রভো!

* * * * *

নিদ্রা ভঙ্গ হইল, নেশা ছুটিল। একজন সৌম্যমূর্ত্তি মনুষ্য আমার সম্মুখে। হঠাৎ কোথা দিয়া কি হইল বুঝিলাম না। সেইরূপ স্থানে সে দেবমূর্ত্তি মনুষ্য কি করিয়া আসিলেন? মানুষের কি এত রূপ সম্ভবে? নিশ্চয়ই ইনি দেবতা। মৃদুভাবে আমার বুকে হাত দিয়া ভয় নিবারণ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—বৎস, ভয় পেয়েছ? তা ত' পাবেই। যাক্, পিশাচীটা যে তোমাকে ছেড়ে গেছে, তা' কেবল পরম পিতা ভগবানের কৃপায়, তাঁকে তুমি ডেকেছিলে বলে দয়াল প্রভু আর স্থির হয়ে থাকতে না পেরে তোমাকে দুঃখ হতে ত্রাণ করেছেন। এস বৎস, আর ভয় নাই, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব নাই। দৃঢ়ভাবে আমার হাতটী ধর, যেন স্খলিত না হও, অন্যদিকে তাকাইও না, কি জানি পাছে কুহকিনীর কুহক জালে আবার মুগ্ধ হইয়া যাও। এস, তোমার অতীত জীবনের কাহিনীটীর আলোচনা করতে করতে গমন করি।

প্রাপ্ত-পত্র

পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু

মহাশয়! উভয়পৃষ্ঠে লিখিত একখানা পত্র দিলাম। আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া ঐ পত্র আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন কিনা? যদিও আমি সর্ব্ব-বিষয়ে অনুপযুক্ত, তথাপি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা যেরূপ ভাবে আপনারা প্রচার করিতেছেন, সেই প্রচার-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন না করিয়া আমি থাকিতে পারি না। আমি দেখিতেছি যে, জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছে। এক শ্রেণী চৈতন্য-বিরোধী আর এক শ্রেণী মুখে চৈতন্যমান্য। এই উভয় দলই আমাদিগকে অচৈতন্যের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যচরণে আসক্ত হইবার সুযোগ দিতেছে না। উক্ত দুই দলের ভিতর আবার মুখে চৈতন্য-মান্য দল শ্রীচৈতন্যদেবের নাম করিয়া জগতে প্রাকৃত সহজিয়া, কপটী এবং চৈতন্যদ্রোহিতার যে চিত্র আমাদিগের চক্ষুর নিকটে আনয়ন করিতেছে, তাহা দেখিলে হৃদয় সন্তপ্ত হয়, ঘৃণা হয়। কিন্তু আপনাদের দয়ার কথা চিন্তা করিয়া আপ্লুত হই। আপনারা এই কলির যুগ—কপটতার যুগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট-প্রচারক শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের আনুগত্যে তাঁহার কৃপা-শক্তিতে শক্তিমান হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা এবং নিজেরা আচরণ করিয়া যে, প্রচার করিতেছেন, তাহাতে উক্ত দলদ্বয়ের কাহারও কাহারও নিজের গর্ব্ব চূর্ণ হওয়ায় এবং কপটতা ধরা পড়ায় তাহারা গোপনে ও বাহিরে আপনাদের বিরুদ্ধ আচরণ করিলেও সরলপ্রাণ সাধারণ সম্প্রদায়ের কি যে মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মূর্খ আমি, অকৃতজ্ঞ আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার বাজিতপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গোলোক চন্দ্র সাহা মহাশয়ের বিস্তৃত নাট্য মন্দিরে শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আমরা তথাকথিত বৈষ্ণব-বহুলদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং ভাড়াটীয়ার মুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। তাঁহারা শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের যে অংশ অনধিকারীর শ্রবণ, কীর্ত্তনের অধিকার নাই, তাহাই পাঠ করিয়া শ্রোতার সহিত নিরয়গামী হন। কিন্তু আপনাদের প্রচারকগণের পাঠ সেরূপ নহে। যাহাতে সত্য সকল জীবের নিত্য মঙ্গল হয়, তাঁহারা তাহাই করেন। পরদিন ঐস্থানেই স্বামীজী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং ২রা পৌষ সোমবার উক্ত নাট্য মন্দিরে শ্রোতৃবৃন্দের একান্ত অনুরোধে শ্রীল ভারতী মহারাজ 'মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ওজস্বিনী ভাষায় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত চেতনের বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই বলিলেন যে "আমরা ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম, স্বামীজী আজ আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া সত্য সত্য দয়া প্রকাশ করিলেন, আমরা এতদিন দেহ-মনকেই আমি মনে করিয়া আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ, ইন্দ্রিয়তর্পণ ও কুটুম্বপালন এবং দেশের ও দশের অনিত্য উপকার প্রভৃতি কার্য্যকেই অর্থাৎ কখনও পাপ, কখনও পুণ্যকেই মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য মনে করিতাম, কিন্তু এগুলি যে দেহ-ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, ইহা ছাড়া যে আর একটী মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য আছে, আত্মধর্ম্মের কথা আছে, তাহা জানিতাম না। অনেক পাঠ বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু এতদিন কেহ এসব কথা এরূপ ভাবে বুঝাইয়া বলেন নাই, আমাদের মন যাহা চায় সেরূপভাবেই তাঁহারা মনযোগান কথা বলিতেন, তাঁহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সত্য কথা বলেন নাই।" যাহা হউক, স্বামিজী মধ্যে মধ্যে আগমন করিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইলে আমরা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারি। গত ৪ঠা পৌষ বুধবার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীল ভারতী মহারাজ জঙ্গলবাড়ী রওনা হইয়াছেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তথায় তাঁহার বক্তৃতা হইবার কথা আছে। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

নানা কথা

নবদ্বীপ পারঘাট

পূর্ব্বে একটী খেয়া নৌকা নবদ্বীপ ঘাট হইতে হুলোরঘাটে, হুলোরঘাট হইতে স্বরূপগঞ্জ এবং স্বরূপগঞ্জ হইতে পুনরায় নবদ্বীপ ঘাটে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ইহাতে হুলোরঘাট হইতে খেয়াপার হইয়া নবদ্বীপ সহরে অথবা স্বরূপগঞ্জ হইতে হুলোর ঘাটে যাইবার জন্য যাত্রিগণকে অনেক সময় খেয়াঘাটে বসিয়া থাকিতে হইত। তাঁহাদের এই অসুবিধার বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অনেকবার লিখবার ফলে হুলোরঘাট হইতে নবদ্বীপ ঘাট যাইবার জন্য একটী পৃথক নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে হুলোরঘাট হইতে নবদ্বীপের পারে যাওয়ার যাত্রিগণের সুবিধা হইলেও হুলোরঘাট হইতে স্বরূপগঞ্জে এবং স্বরূপগঞ্জ হইতে হুলোর ঘাটে যাইতে হইলে যাত্রিগণকে পারঘাটে অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করিতে হয়। এই নিমিত্ত হুলোর পারের লোকেরা ঠিক সময়ে খেয়াঘাটে আসিলেও স্বরূপগঞ্জের বা নবদ্বীপ ঘাটের ট্রেন পায় না। ইহাতে তাহাদের যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। তাই, হুলোরঘাট ও স্বরূপগঞ্জ যাতায়াতের জন্য একটী পৃথক্ নৌকার ব্যবস্থার নিমিত্ত আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।

সম্রাটের অবস্থা

আর চিন্তার কারণ নাই

রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাওয়া অবধি তাঁহার অবস্থা জানিবার জন্য প্রগাঢ় ব্যগ্রচিত্তে পত্রিকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। সম্রাটের অবস্থা যখন আশঙ্কাজনক ছিল তখন সংবাদে রাজভক্ত প্রজাগণ অতিশয় মর্ম্মাহত হইবেন মনে করিয়া আমরা তাহা প্রকাশ করি নাই।

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ গত বৃহস্পতিবার অবগত হইয়াছেন যে, সম্রাট মঙ্গলময়ের কৃপায় ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার অবস্থা শীঘ্রই এতটা ভাল হইয়াছে যে, গত ২৫শে এবং ২৬শে ডিসেম্বর দিবসে মাত্র একবার (সন্ধ্যার সময়) তাঁহার স্বাস্থ্যের সমাচার বাহির হইয়াছে। স্যার ষ্টেনলী হিউয়েট ও ডাঃ উড্হকে রাত্রিতে ডাকিবার আর প্রয়োজন হয় নাই।

পূর্ব্বে ওক রঞ্জনরশ্মি দ্বারা সম্রাটের চিকিৎসা হইত, এখন লঘু রশ্মিতে চিকিৎসা হইবে।

সম্রাটের স্বাস্থ্যোন্নতির আর একটী প্রমাণ এই যে, যুবরাজ নটিংহামসয়ে তাঁহার বনে শিকারে বহির্গত হইয়াছেন।

ক্রীকেট খেলা

মোহনবাগান বনাম মেডিকেল কলেজ

মোহন বাগানের বিশেষ জয়লাভ

গত ২৫শে ডিসেম্বর মোহন বাগানের সহিত মেডিকেল কলেজ দলের খেলা হয়। মোহন বাগান ৪ উইকেটে ১৮৭ রাণ করে, তাহাদের এন, ঘোষ আউট না হইয়াই ১০৪ রাণ করেন, তাহা ছাড়াও তিনি ১৫ বার বল সীমানার বাহির করিয়া দেন। আর, বি, জয়েদকা ৩১ রাণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি প্রতিপক্ষকে ১৩ রাণ করিতে ৭ জনকে আউট করিয়া দেন। কলেজ দল মাত্র ৫৭ রাণ করিয়াছিল।

ইটালীর বিখ্যাত যোদ্ধার মৃত্যু

বিগত মহাসমরে কাউণ্ট লুইনি কাডোর্ণা ইটালীর সমগ্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়া যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে ফীল্ড মার্শালের পদে উন্নীত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। কৃষ্ণনগর হইতে (*Light Rai way*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬—৫৮ মিঃ	১১—৩	১—৪৫	৫—৩৩	৮—৩৩
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে কৃষ্ণনগর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬—৪ মিঃ	৯—৪৪	১২—৪৬	৩—৩৪	৭—২৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭

আফগানিস্থানের অবস্থা

লণ্ডনস্থিত আফগান দূতাবাসে গত ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতে কাবুল হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, জেলালাবাদের পূর্ব্বপ্রদেশের খুগাওয়ানী উপজাতিরা আফগান সরকারের নিকট বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছে। আর এক উপজাতি সরকারের সাহায্য করিতেছে। দেশের সকল স্থান হইতে সরকারকে স্বেচ্ছাসেবক, সৈন্য প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। ফলে অবস্থা এখন সরকারের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে।

কাবুল হইতে গত ২৫শে ডিসেম্বর বোম্বাইস্থ আফগানরাজদূতের নিকট সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, কাবুলে এখন শান্তি বিরাজ করিতেছে। শিনওয়ারি দলের এক অংশ আফগান সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অটল আহমদ খাঁ ওয়ালি সরকারের পক্ষ হইতে জালালাবাদে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন।

সরকারী সৈন্যদল বাচাইসক্কাদের একটি জবরদলকে পরাজিত করিয়া হটাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণের সমস্ত জাতিরা রাজ-সৈন্যের সহিত যোগদান করিতেছে।

শিখ প্রতিনিধিদিগের দাবী

শিখ-প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসে পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভাদিতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৩৯টি আসন স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য বিশেষ নিবন্ধের সহিত এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহারা এরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের উক্ত দাবী পূরণের ব্যবস্থা না করিলে তাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিবেন।

পিতা-পুত্রে

কর্ত্তব্যানুরোধে

পুত্রের উপর গুলি

বার্লিনের ২৩শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণির অন্তর্গত ক্যামেনা নামক স্থানে কোন পুলিস ইনস্পেক্টরের পুত্র একটা সিঁধচুরিতে লিপ্ত ছিল বলিয়া পিতা পুত্রকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করেন। পুত্রও নিষ্কৃতিলাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে থাকে এবং পিতাকে গুরুতর ভাবে আক্রমণ করে। দুর্দ্ধর্ষ অপরাধী বলিয়া পিতাকে অগত্যা পুত্রের উপর গুলী চালাইতে হয়। এইরূপ প্রকাশ, উহার ফলে পুত্রের মৃত্যু হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ

হিবার্ট লেকচারের জন্য আমন্ত্রিত

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ এখন বিলাতযাত্রা স্থগিত রাখিলেন। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, তিনি আগামী জানুয়ারী মাসেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকত্ব গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পরে ঠিক হইয়াছে যে, তিনি ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাস হইতে ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ১৯২৯ সালের মেমাসে তাঁহাকে বিলাতের ২টি বৃহৎ স্থানে হিবার্ট লেকচার দিবার আমন্ত্রণ আসিয়াছে। তিনি সে আমন্ত্রণ এক প্রকার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট এই নিমন্ত্রণ প্রথম আসে। তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি বিলাত পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই।

কাশী স্নান-ঘাট-সংস্কার

বৈদিক ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ের সর্ব্বজাতীয় গবেষণা-কেন্দ্র হইতে আহ্বান পাইয়া ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ দে লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বীরেন্দ্রনাথ গঠনবিদ্যে অভিজ্ঞ। তিনি বেনারসে আসিয়া ঘাটগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ডাঃ দে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অবস্থা দেখিয়া তিনি পুনর্গঠনের জন্য একটি স্কিম প্রস্তুত করিবেন। তিনি আশা করেন যে, এ বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার ও ভাস্কর-শিল্পিগণের সহায়তা পাইবেন।

দেশবন্ধু নগরে

বেয়ারের ব্যায়াম-বীর

হনুমান ব্যায়াম-মণ্ডলের সভাপতি ১ শত ৩০ জন ব্যায়াম-বীর সমভিব্যাহারে সোমবার প্রাতে বেরার হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ব্যায়াম বীরদের মধ্যে কয়েকটী বালিকাও আছে। মঙ্গলবার হইতে তাঁহারা দেশবন্ধু নগরে শারীরিক কসরৎ দেখাইবেন। এই দলে ৩॥০ বৎসরের একটী বালক আছে। সে নাকি তাহার বুকের উপর ১ শত ৩০ সের ওজন চাপাইবে এবং দাঁতের সাহায্যে ৪৫ সের ভার তুলিবে।

বিজ্ঞাপন

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

জে, বি, দত্তের

বাদাম তৈল

আদি অকৃত্রিম, সর্ব্বজন পরিচিত, বহু প্রশংসিত। ধনী ও নির্ধন, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণাগুণ জানেন।

এই তৈল বহু প্রচলিত হওয়ায় অর্থলোভী জুয়াচোর ব্যবসায়িগণ আমাদের নাম খোদাই বোতল ও লেবেল ইত্যাদি অবিকল জাল করিয়া কমদরে অজানিত গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতারিত করিতেছে।

যিনি এই জালিয়াত ব্যক্তিদিগকে সরঞ্জাম সহ ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপরিউক্ত পুরস্কার পাইবেন। যাঁহারা এই পুরস্কার পাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

"টাউন মেডিকেল হল"

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই পৌষ, সোমবার—১৩৩৬।

সমাজ-সংস্কার

আধুনিক সমাজসংস্কার-প্রয়াসি সম্প্রদায়ের মধ্যে দুইটী দল দেখিতে পাওয়া যায়। একদল পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাহেন, আর এক দল নূতনের আদৌ প্রশ্রয় না দিয়া পুরাতনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উভয় দলই নিত্যানিত্যবিবেক-শূন্য হইয়া লৌকিক বিচারের পক্ষপাত-মূলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই অনিত্যবুদ্ধি-বিশিষ্ট। নিত্যানিত্যবিবেক-সম্পন্ন পারমার্থিকগণের বিচার এই সকল লৌকিক বিচার-পুষ্ট আধিক সমাজের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। পারমার্থিকগণ নিত্যের নূতন ও পুরাতন উভয়কেই বহুমানন করেন, যেহেতু তাঁহারা জানেন, নিত্য পুরাতন—পুরাণ—শাশ্বত—সনাতন বা সনাতনই নিত্য নূতন। নিত্য পুরাতনের সহিত অনিত্য নূতনের বা অনিত্য পুরাতনের সহিত নিত্য নূতনের মিলন-প্রয়াসকে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন। পুরাতন ও নূতন যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বভাবাপন্ন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগতে মিলন, ঐক্য বা *Harmony* বলিয়া কোন শব্দের সার্থকতা থাকিতে পারে না। নিত্যত্ব-বিচার-মূলে নূতন ও পুরাতনের যে মিলন, তাহারই নাম প্রকৃত সমাজ-সংস্কার, নতুবা সমাজ-সংস্কারের নামে সমাজ-বিপ্লবেরই নানা পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে মাত্র। নিত্যানিত্যবিবেকাভাব-গ্রস্ত বর্ত্তমান-যুগে প্রাকৃত মনীষাসম্পন্ন উর্ব্বর মস্তিষ্ক সকল তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ ধারণা-মূলে স্ব স্ব স্বার্থানুকূলে, সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক যত উপায়ই না নির্দ্ধারণ করুন, তাহা নিত্য পুরাতনের বিরোধী হইলে তদ্দ্বারা কখনও সমাজের কোন বাস্তব উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

ধর্ম্মই সমাজের জীবন। সমাজকে বাঁচাইতে হইলে ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে। পর ধর্ম্ম হইতেছে—অধোক্ষজ অতীন্দ্রিয় অদ্বিতীয় শ্রীভগবানের সেবা।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥"

যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় ভগবানে অভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তি-দ্বারা আত্মা উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে।

এই ধর্ম্মের অপর নাম আত্মধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ এই ধর্ম্মেরই গ্লানি সহ্য করিতে পারেন না বলিয়াই যুগে যুগে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া কিম্বা তাঁহার নিজ পার্ষদগণকে অবতীর্ণ করাইয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন সাধন করেন।

শ্রীভগবানের দৈব ও আসুর ভেদে দুই প্রকার সমাজ সৃষ্টি। তন্মধ্যে বিষ্ণুভক্তগণই দৈব সমাজভুক্ত এবং বিষ্ণুবিরোধিগণই অদৈব বা আসুর সমাজান্তর্গত। দৈব সামাজিকগণ দৈববর্ণাশ্রমাচার-নিষ্ঠ হইয়া বৈধ-মার্গে বিষ্ণুর আরাধনা দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন, অদৈব সামাজিকগণ দৈব বর্ণাশ্রম-বিচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আসুর স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই জগৎকে মিথ্যা, অনীশ্বর ও প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। তাহা হইতেই জগতে আজ এই ভীষণ সমাজ-বিপ্লব সমুপস্থিত।

অদৈব সামাজিকগণের একদল তাঁহাদের দৈববর্ণাশ্রমবিরোধ বিচারমূলে বলেন—জাতিভেদ-প্রথা বা বর্ণাশ্রম বিচার সমাজের বিশেষ অন্তরায়, জাতিভেদ-প্রথা যতশীঘ্র দূরীভূত হয়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আহারব্যবহার ও অসবর্ণ বিবাহাদির প্রচলন হয়, তাহার ব্যবস্থা করা ভাল, আর এক দল যাহারা দৈববর্ণাশ্রমের পক্ষপাতত্বের ভাণ লইয়া অন্তরে অন্তরে শ্রীভগবানের 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ' উক্তির বিরোধিতামূলে গুণকর্ম্ম-বিচার অস্বীকার পূর্ব্বক শৌক্রবিচারের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্যই অতিব্যস্ত! এই উভয় দলের চেষ্টাই সমাজ-সংস্কার-ব্যাপারের নিতান্ত পরিপন্থী।

আমরা বর্ত্তমান জগতের দেশনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি লৌকিক বিচার-পুষ্ট জানে উহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেও যেখানে ঐ সকল লৌকিকবিচার পরমার্থবিচারকে আক্রমণ করিয়া পারমার্থিকগণের শান্তিভঙ্গের প্রয়াস করিতেছে, সেখানে পারমার্থিকগণের স্বার্থ-সূত্রে উহার অযোগ্যতা বা সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার অনাবশ্যক-চর্চ্চা নিবারণ-কল্পে কিছু কিছু আলোচনা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আশা করি, লৌকিক বিচার-প্রমত্ত সমাজ অতঃপর আর ত্রিকালদর্শী পারমার্থিকগণের বিচার-ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার ধৃষ্টতামূলে পারমার্থিক সমাজকে বিপন্ন করিবার প্রয়াস করিবেন না। তাঁহাদের বিচার বিবেচনা পারমার্থিকের অনুগত করিতে না চাহিলে তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক। আমরা পরে এবিষয়ে আরও আলোচনা করিব।

দৈবমিত্যানুস্রোতো

কীর্ত্তন-সরণি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০ই ডিসেম্বর শ্রীধাম পরিক্রমা)

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ)

সেই বলদেব-প্রভাবে তোমরা,
নহ বলহীন নিশ্চয় জান।
সংসার-নিবীড়-অরণ্য-মাঝারে,
কীর্ত্তন-সরণি হইবে মান॥

সাজ সাজ-সবে কীর্ত্তনের সাজে,
ভকতি-সিদ্ধান্ত-কৃপাণ ধর।
কৌপীন-বসন অঙ্গ-আবরণ,
প্রীতি নিরপেক্ষ-বসন পর॥

ধর চক্রাঙ্কিত কেতনের রাজি,
'হুৎ সৎ' রবে উড়াও সব।
আ-সমুদ্র হিম-অচল পর্য্যন্ত,
অসংখ্য মৃদঙ্গ করুক রব॥

কর সিংহনাদ হরে-কৃষ্ণ নাম,
কোটি-কণ্ঠেন সে তুমুল-নাদ।
শুনিয়া পলা'ক কর্ম্মি জ্ঞানি-যোগী,
দুষ্ট মায়াবাদী ফেরুর দল॥

হও অগ্রসর ভারত ছাড়িয়া,
কুমেরু হইতে সুমেরুচল।
নগরে প্রান্তরে সাগরে ভূধরে,
নামব্রহ্ম রবে ধ্বনিত কর॥

ছল-দম্ভ যত নাম বিনা অন্য,
উন্মূলন কর কীর্ত্তন বলে।
সুদূর পাশ্চাত্যে করহ প্রবেশ,
লঙ্ঘিয়া সাগর চল সকলে॥

কুমেরু হইতে সুমেরু অবধি,
আছে তাহে যত নগর গ্রাম।
নাম-মহামন্ত্রে করাও দীক্ষিত,
কোটি কোটি কণ্ঠে গাউক নাম॥

বারিধির পারে পাতালের-পুরে,
ঘুমায় যবেক ভোগীর দল।
জাগাও মৃদঙ্গ-ডিণ্ডিম-নিনাদে,
নাম মহামন্ত্রে মুখর কর॥

ওহে ত' মহৎ আশ্রিত তোমরা,
মহাবল অতি বৈকুণ্ঠ দূত।
গৌড়ীয়-চক্রাঙ্ক-কেতন হেরিয়া,
অবাধে পৃথিবী হইবে জিত॥

শুন হে প্রভুর কীর্ত্তন-কাহিনী,
পিতা-মাতা-ভ্রাতা বন্ধু সকল।
তব স্বার্থে মোর স্বার্থ বিজড়িত,
বিজড়িত যথা মৃণাল-দল॥

এক গুরু-সেবা যাহা গোরা-সেবা,
তোমার আমার যে স্বার্থ-এক।
তাই কহি আমি শুন সে তোমরা,
আসিয়া মিলহ আছ যতেক॥

ব্রহ্মাণ্ড জিনিতে পার জনে জনে,
কেন বহুজন কেতন-তল।
নহ ভাগ্যহীন মিলেছ তোমরা,
নাম রসে ধরা ভিজিবে ব'লে॥

গোমুখীর মুখ হইতে স্বপনে,
পুতবারি-ধারা ঝরয়ে যথা।
কেন ওজস্বিনী হৃদ্-রসায়না,
'অপ্রাকৃত'-মুখে শুনিয়া কথা॥

জয় জয় শ্রীভকতি সিদ্ধান্ত
সরস্বতী-বরে পূরায়ে দেশ।
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ অগ্রেতে করিয়া,
কীর্ত্তন-কটক চালন শেষ॥

পরিক্রমা-হেতু নৈমিষ অরণ্য,
বিনোদবিলাস-বিলাস দাম।
দেবগুহ্য নিত্য নৈশ-লীলা-স্থল,
শুদ্ধীভূত যথা প্রাকৃত-কাম॥

জড়া ও পরাবিদ্যা

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্রগণের মধ্যে কাহারো কাহারো আত্মহত্যার সংবাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাগেরহাট কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শান্তিরঞ্জন রায় চৌধুরীর টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা-নিবন্ধন অহিফেন সেবনে আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৮।১০ বৎসর স্কুল, কলেজে অধ্যয়নের পরেও ছাত্রগণের এই প্রকার আত্মহত্যার প্রবৃত্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান হওয়া ত দূরের কথা, সাধারণ নৈতিক জ্ঞানের পর্য্যন্ত ছাত্রগণের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অভাব। কারণ নীতিও (*Morality*) লোকদিগকে তাহার নিজের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, ভ্রাতাভগ্নীর প্রতি, গ্রামবাসীর প্রতি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয় মাস্তুষ্কের অনুশীলনবশতঃ অনেক লেখা পড়া শিক্ষা ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে, কিন্তু নৈতিক চরিত্রের অধিকারী সকলেই হইতে পারেন এবং নৈতিক-চরিত্র লাভ হইলে বহু জন্মের পর লব্ধ সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মের ভগবৎকার্য্যোদ্দেশ্য ব্যতীত অবসান করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছাত্রগণ অল্প বয়সেই গুরু-গৃহে অর্পিত হইতেন; তথায় তাঁহারা গুরুকে ভগবদ্বুদ্ধিতে মনে

বিষ্ণু বৈষ্ণবাপরাধ উৎপত্তির কারণ কি?

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের চরণে আমাদের দুই প্রকারে অপরাধ হইয়া থাকে—(১) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মাৎসর্য্যবশতঃ অপরাধ, আর (২) অজ্ঞতাবশতঃ অপরাধ। লোক-সতর্কতার জন্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-মধ্যে এই উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত

করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন, গুরু-গৃহকে নিজ গৃহ মনে করিয়া তাহার সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন এবং গুরুও ছাত্রগণকে স্বীয় অপত্য-নির্ব্বিশেষে যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন। আদর্শ গুরুর নিকট সকল সময়ে অবস্থান করিবার সুযোগ হইত বলিয়া—ছাত্রগণ সহজেই নৈতিক-চরিত্র এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। তখন ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহা কল্পনাতীত।

বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণ মনে করেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদ্যালয়ে আছেন, সেই পর্য্যন্ত শিক্ষকগণ তাঁহাদের সম্মানের পাত্র, স্কুলের বাহিরে গেলেই শিক্ষকগণের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, তখন তাঁহারা সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র। কোনও কোনও ছাত্র মনে করেন—তাঁহারা বেতন দেন, তাই শিক্ষকগণ তাঁহাদিগকে পড়ান, সুতরাং শিক্ষকেরা বেতনভোগী চাকর ব্যতীত আর কিছুই নহেন। কি ভীষণ ধারণা!!

ঋষিযুগে ছাত্রগণ পরাবিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তাই ছাত্র-শিক্ষকে নিত্য মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, বর্ত্তমানে অপরা-বিদ্যা বা জড়-বিদ্যা বা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার ফলে সে সম্বন্ধ প্রভু-পরাহত।

জড়বিদ্যার কুফলে লোকগণের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তাহা নিবারণকল্পে পর-দুঃখ-দুঃখী, দৈববর্ণাশ্রম সঙ্ঘসংরক্ষক-মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পরবিদ্যাবধূ-জীবন-জনক শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ খুলিয়াছেন। এখানে প্রাচীন ঋষিযুগের ন্যায় ছাত্রগণকে আহার বাসস্থানাদি দিয়া বিনা মাহিনায় পরা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যার প্রভাবে ছাত্রগণ অবিদ্যার বল হইতে রক্ষা পাইয়া নিত্যমঙ্গল-লাভে সমর্থ হইবেন—সন্দেহ নাই।

সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হিংসার বশীভূত হইয়া বৈষ্ণবের চরণে যেরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে দৃষ্টব্য। রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর ভক্তগণকে ঔদরিক মনে করিতেন; এমন কি বৈষ্ণবগণকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের উদর-লাম্পট্য প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুকে স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক প্রচুর ভোজন করাইয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণকে 'অত্যাহারী' বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন,—

''শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
'সত্য' সেই বাক্য, সাক্ষাৎ দেখিলুঁ এখন॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে ধর্ম্ম-নাশ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি 'ভাস'॥''

আর একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর গৃহে পিপীলিকাশ্রেণী দর্শন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুকে সামান্য সন্ন্যাসী-মাত্র বিচারে বলিতে লাগিলেন,—''রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি।'' অহো! রাত্রিকালে নিশ্চয়ই এই স্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকাসকল বেড়াইতেছে। অহো! বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা! রামচন্দ্রপুরীর বৈষ্ণব অপরাধ-ক্রমে গুরুপরাও স্বয়ংভগবানের প্রতি অপরাধে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রপুরীর অপরাধের দৃষ্টান্ত মৎসরগণের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপরাধের আদর্শ। ইহার অপর নাম—পাষণ্ডত্ব। এরূপ অপরাধীর কোন কালে নিস্তার নাই, ইহাদের কখনও সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে না। কারণ ইহারা সুবুদ্ধি চায় না, পাষণ্ডতাকেই আদর করে।

আর এক প্রকার অপরাধের দৃষ্টান্তের অভিনয় শ্রীগদাধরপণ্ডিতের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অজ্ঞতাজনিত অপরাধের আদর্শ, মৎসরতাপ্রসূত স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক অপরাধ নহে। জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অজ্ঞতাজনিত অপরাধের জন্য অপরাধকারীর তীব্র অনুশোচনা ও যাঁহার চরণে অপরাধ, তাঁহার নিকটে আত্মদোষ জ্ঞাপন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবার প্রবলা স্পৃহা উদিতা হয়। একদিন মুকুন্দ গদাধর পণ্ডিতকে বলিলেন, গদাধর! যদি তোমার সত্য সত্য বৈষ্ণবদর্শনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে চল, আজ তোমাকে একজন অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইব। অজন্দেল

বাক্য শুনিয়া গদাধর পরম আনন্দে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাসস্থানে আগমন করিলেন। গদাধর আসিয়া দেখিলেন যে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি রাজপুত্রের মত দিব্যচন্দ্রাতপ ও দুগ্ধফেননিভ সুকোমল-শয্যা-সুশোভিত খট্টার উপরে উপবিষ্ট আছেন। চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বিলাসের উপকরণ ও সৌগন্ধ-দ্রব্যাদি রহিয়াছে; দুই জন পরিচারক দিব্য ময়ূরের পাখা লইয়া বিদ্যানিধিকে ব্যজন করিতেছে। বিদ্যানিধি উত্তম বসন-ভূষণাদিতে ভূষিত হইয়া বাহ্য-লোক-চক্ষে, বিষয়ী ভোগীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। মুকুন্দের কাছে যখন গদাধর শুনিতে পাইলেন যে, ইনিই মুকুন্দের কথিত আদর্শ বৈষ্ণব, তখন গদাধরের বিদ্যানিধির প্রতি ভক্তি ছুটিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন,

''ভালত বৈষ্ণব—সব বিষয়ীর বেশ॥
দিব্য ভোগ, দিব্য বেশ, দিব্য গন্ধ কেশ॥
ভালমতে, ভাল ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে॥''

কিন্তু পরে যখন মুকুন্দের কৃপায় গদাধর, প্রেমনিধির অকৃত্রিম প্রেম-বিকারসমূহ দর্শন করিলেন, তখন গদাধর বিদ্যানিধিকে পরমহংস ভাগবতোত্তম বলিয়া জানিতে পারিলেন। বিদ্যানিধির চরণে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে জানিয়া তিনি সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিদ্যানিধির চরণাশ্রয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন,—

''ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হইলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিল আপনে।
মন্ত্র-দীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥''

ভাগবতোত্তম বৈষ্ণবগণের গূঢ়বৃত্তি-চরিত্র বাহ্য দৃষ্টি ও বাহ্য-বিচারের দ্বারা বুঝা যায় না! অজ্ঞ জ্ঞানে অর্থাৎ বাহ্য দৃষ্টি দ্বারা যাঁহারা বৈষ্ণব বিচার করিতে যান, তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্বপ্রকাশ বৈষ্ণব আপনাকে প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। যাঁহারা বাহ্য-বৈরাগ্য বা ফল্গু বৈরাগ্যকে বৈষ্ণবতা মনে করেন বা কৃত্রিম সাত্ত্বিক ভাব সমূহকে বৈষ্ণবতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা বঞ্চিত হন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অকৃত্রিম, অপ্রাকৃত সহজ বৈষ্ণব, বাহ্য-দৃষ্টিতে ভোগবিলাস বলিয়া যাহা তাঁহাতে দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার কৃষ্ণসেবারই বিচিত্র বিকার-স্বরূপ। ক্ষুধানল-পীড়িত ব্যক্তির যেরূপ স্রক্-চন্দনাদি দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিরহানলসন্তপ্ত, নিরন্তর কৃষ্ণসেবানুসন্ধান-তৎপর পরমহংস মহাভাগবত, বৈষ্ণবগণের সোনার ফ্রেমের চস্মা উচ্চ-অর্দ্ধসিক্ত-শয্যা বা

অন্য কোন উপকরণে তৃপ্তি নাই; তাঁহারা কৃষ্ণবিমুখ ভোগী বিলাসীর ন্যায় ঐ সকল জিনিষের ভিতরেই আনন্দ খুঁজিয়া পান না। কৃষ্ণসেবানুসন্ধান-ক্রিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা, শতকরা শত সংখ্যা পরিপূর্ণভাবে তাঁহাদের চিত্ত এইরূপ অধিকার করিয়া আছে যে, বাহ্য-কোন বস্তুতে তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। প্রত্যেক বস্তুই তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার অনুভব অনন্ত উত্তরোত্তর সংবর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। আর কত বৈরাগী সমস্ত বাহ্য-বস্তু পরি-ত্যাগ করিলেও—ধাতুদ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত থাকিলেও—নির্জ্জন গুহায় বাস করিলেও—বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিলেও উলঙ্গ থাকিলেও তাঁহার নিকট এই বিশ্বের এক একটি পরমাণু কৃষ্ণসেবার পরম অন্তরায় স্বরূপ অবস্থান করিতেছে। এসকল কথা প্রাকৃত অধিকারে বুঝা যায় না; নিজে বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণবকে চেনা যায় না। তাই বলিয়া যদি সাধকজীব সতত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবানুসন্ধানরত কোন জীবন্মুক্ত মহাভাগবতের অনুকরণে নাসাগ্রে সোনার ফ্রেমের চস্মা ধারণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, ময়ূরের পাখা দ্বারা অপরের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ, সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার, কেশ-সংস্কার বা দিব্যবাস পরিধান প্রভৃতি করেন, কিম্বা কোন অকৃত্রিম সহজ বৈরাগ্যবান্ মহাভাগবতের অনুকরণে সাধারণ পুরীষ পরিত্যাগের স্থানে অবস্থান, মৃতকের পরিত্যক্ত বস্ত্র-পরিধান, মৃত্তিকা-ভক্ষণ প্রভৃতির অনুকরণ করেন, তাহা হইলেও উভয় শ্রেণীর অনুকরণিককে প্রকৃত বৈষ্ণবগণ 'বৈষ্ণব' বলিবেন না। ঐ সকল অপরাধি ব্যক্তি মহাভাগবত বৈষ্ণবগণকে মূঢ়ভক্তি করিতেছে জানিয়া তাঁহাদিগকে পাষণ্ড শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিবেন।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিমুখ-মোহন ও উন্মুখ-তোষণ বলিয়া দুইটী কার্য্য আছে। মহাপ্রভুর বায়ুব্যাধি-লীলা বা জ্বরলীলার কথা শ্রবণ করিয়া আধুনিক কোন কোন সাহিত্যিক মহাপ্রভুকে সাধারণ কর্ম্মফল-বাধ্য-জীব বিচার করত নরকের পথে গমন করিয়াছেন। আবার, মহাপ্রভুর ঐরূপ ব্যাধিলীলা ভক্তগণের সেবা-বৃত্তি আকর্ষণ করিয়াছেন! মহাপ্রভু যখন অধ্যাপক-লীলায় বায়ুব্যাধি-ছল প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তদীয় রক্ষক ভক্তগণ তাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রেমের স্বভাব বশতঃ মহাপ্রভুর শিরে 'বিষ্ণুতৈল', 'নারায়ণ-তৈল', প্রভৃতি নানাপ্রকার পাকতৈল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

''কভু দেখি বৈষ্ণবের বায়ুরোগ-ছল।
বিষ্ণুর জানিহ সেই পরানন্দ ফল॥''

বিষয়-মলান্ধ সব কিছুই না জানে ।
বিষ্ঠাকীট যেমতে বৈষ্ণব না চিনে ॥”

বৈষ্ণবের “ব্যবহার-দুঃখ” কর্ম্মফল-ভোগ নহে ; কারণ তিনি সর্ব্বদা পরমানন্দ-ভজন-সুখে নিমগ্ন। বিষয়-মলান্ধ ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না। অজ্ঞানে বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ দেখিয়া তাহারা বৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া থাকে।

যাঁহারা অন্তর্দিকে সেবা বিমুখ কপট সহজিয়াগণ যদি মনে করেন যে, যখন বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ—পরানন্দ-সুখ মাত্র, তখন বৈষ্ণবের ঔষধাদি ব্যবহার করার আবশ্যকতা কি ? বা তাঁহাদিগকে পরিচর্য্যা করিবারই বা প্রয়োজন কি ? এইরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার। পরম কৃপাময় বৈষ্ণব আমাদিগকে তাঁহার সেবাদানের সুযোগ প্রদান করিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবহার-দুঃখ প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু বায়ুব্যাধি ছল করিয়া তাঁহার ভক্তগণের সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমরা যদি সেই সুযোগ ছাড়িয়া দেই, তাহা হইলে আমাদের সেবা-শৈথিল্য ও সেবা বিমুখতা প্রমাণিত হইবে ; অথবা আমরা নির্ব্বিশেষবাদী, অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ দেখিয়া শাস্ত্রজ্ঞান ব্যক্তিগণ বিমোহিত হন, কিন্তু প্রাকৃত-জ্ঞানপ্রবণ পুরুষগণ বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্বে আরও সুদৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া পড়েন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর গাত্রে “কুসুম-ব্যাধিলীলা” প্রকাশ করাইয়া প্রভু আমাদিগকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব জ্বর-লীলার পাচন-সেবন-লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের সেবা-বৃত্তি আকর্ষণ করেন।

বিষ্ণু বা বৈষ্ণব যাহাকে সম্বন্ধ কৃপা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই কোন কোন প্রকার উৎকট শারীরিক বা মানসিক ব্যাধির দ্বারা ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীবাসের নিকটে অপরাধী চাপাল-গোপাল কুষ্ঠ-রোগী প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু যাহাদিগকে ভগবান্ এত শীঘ্র সংশোধিত করা হইতে উদ্ধার করাইতে চাহেন না, তাহাদিগকে নানাপ্রকার ভোগ প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে মত্ত করাইয়া অন্তকালে ঘোর নরকে শ্রীগোকুলানন্দে ঘুরাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তি ঘোর অপরাধিগণ নিজদিগকে সুখী হইয়া মনে করে, তাহারা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়াও

প্রার্থনার শান্তি

(৩)

মনে মনে ভাবিলাম, এমন কি সৌভাগ্য আমার ছিল, যাহার ফলে ভগবান্ আমাকে কৃপা করিলেন। একবার মনে হইল যে, সেই দেব-প্রতিম ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসার আর অবসর হইল না, তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন,—বৎস, আমি কে, এই কথা জানিতে চাও ? ‘নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥’ ঐহিক পরিচয়ে আমার কিছুই পাবে না, এ সংসারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি কেবল রাধা কৃষ্ণের নিত্যদাস—এই আমার পরিচয়। এখন যে কথা হচ্ছিল, তাই শোন। তুমি কে ? কেন এ সংসারে এসেছ—এ বিচারটী কি কোন দিন ক’রেছ ? সংসারে যা কিছু দেখছ, স্থাবর জঙ্গম—সমস্তই কৃষ্ণ হইতে জাত।

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের ‘তটস্থা শক্তি’ ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥”

এই যে তোমার সম্মুখে অনন্ত আকাশ, জল, মাটী, বাতাস দেখছ—এ সকলই সেই বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতি। তুমি, আমি এবং অন্যান্য দেহধারি জীবমাত্রেই কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি হইতে জাত, জীব সূর্য্য-স্বরূপ কৃষ্ণের অংশ-কিরণ, অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গরূপ।

‘কৃষ্ণ ভুলি’ সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥

কত দুঃখে কাল কাটাইতেছে, অতএব বিষ্ণু-বৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তুই নাই ; বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি বাগাড়ম্বরগুলি কেবল জুজুর ভয় মাত্র। ভগবান্ যাহাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের হৃদয়ে ঐরূপ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-অপরাধ খণ্ডনের উপায় সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ বলিয়াছেন—

“যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে যুচে, নহে আর ॥
কাঁটা ফুটি যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায় ॥”

সূর্য্যের অংশ-কিরণের যেরূপ সূর্য্য হইতে পৃথক্ সত্তা বা অস্তিত্ব নাই, তটস্থা-শক্তিজাত জীবেরও সেইরূপ অবস্থা। কিন্তু জীবের স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা বলিয়া একটী বস্তু আছে, যাহা জড়ীয় সূর্য্য-কিরণ বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে নাই। সেই স্বতন্ত্র বাসনার অপব্যবহার এবং সুব্যবহার ফলেই আমাদের বদ্ধাবস্থা এবং মুক্তাবস্থা ঘটে। সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে যখন জীবের মায়াভিনিবেশ হয়, তখনই তাহাকে মায়া এই সংসার কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া বিবিধ যন্ত্রণা প্রদান করেন, যাহাতে সে নিজ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। মায়িক বিষয়-ভোগ-বাসনা অনুসারে কর্ম্ম করিয়া জীবের তদনুযায়ী দেহ লাভ হইয়া থাকে। সংসার-কারাগারে বদ্ধজীবগণকে মায়া দুইটী আবরণ প্রদান করিয়া তাহার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম—দুইটী আবরণের মধ্যে স্থূল আবরণ—স্থূল দেহ, যাহার ছয়টী অবস্থা—জড় শরীরের জন্ম, তাহার অস্তিত্ব, তাহার বৃদ্ধি, পরিণাম ও অপক্ষয়—এই ছয়টী বিকার স্থূলদেহের ধর্ম্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জড়দেহের অভাব। জড়দেহাশ্রিত জীব ভোগবাসনার দ্বারা চালিত হইয়া আহার, নিদ্রা, সঙ্গ ইত্যাদির বশীভূত। বিষয় ভোগ করিবার জন্য জীব নানাবিধ কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। অনেকে স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয়-ভোগের বাসনায় নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া থাকে—যাহা তুমি কিছুদিন করিয়া শান্তি-লাভ করিতে পার নাই। ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিয়া ভোগ সমাপ্তির পর পুনরায় মর্ত্ত্যধামে আসিতে হয় এবং অসৎ কর্ম্মফলে নরকাদি প্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ কর্ম্মচক্রে পড়িয়া জীব অহরহঃ বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া অনাদিকাল হইতে পরিভ্রমণ করিতেছে। দ্বিতীয় আবরণ লিঙ্গদেহে কার্য্য হয় না, উহাতে বাসনা জন্মে এবং সেই বাসনা-অনুযায়ী স্থূলদেহ লাভ হয়। এই ভোগ-বাসনার শান্তি কখনই ভোগের দ্বারা হয় না। যতই ভোগ-বৃদ্ধি হয়, ততই নিত্য নব নব বাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই ভোগে তৃপ্তি নাই জানিয়া অনেকে একেবারে তাহা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি পর্য্যন্ত নিরোধ করিবার চেষ্টা করে এবং মনে করে যে, উহাতেই শান্তি লাভ হইবে। কিন্তু তাহাও প্রকৃষ্ট উপায় নহে, এ বিষয় তুমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

“যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥”

যাহারা ‘মুক্ত হইয়াছি’ অভিমান করে, তাহাদের কৃষ্ণে ভক্তি না থাকায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও ভগবচ্চরণে অবজ্ঞা-হেতু অধঃপতিত হয়। তোমার আর একটী পন্থা—যে যোগের উপদেশ পাইয়াছিলে, উহাও ভগবানের পূর্ণ প্রতীতি করাইতে পারে না, তদ্ভিন্ন কষ্ট-সাধ্য ; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

“যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥”
(গীঃ ১২।২-৭)

যাঁহারা ভক্তির নিরপেক্ষ হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, কূটস্থ, অচল ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহাদের চরমপ্রাপ্য—আংশিক পরমাত্মতত্ত্ব। কিন্তু উপায়কালে অত্যন্ত কষ্ট, কারণ উহা সহজপ্রতীতির বিপরীত চিন্তা, সুতরাং দুঃখজনক। ভক্তিমার্গই জীবের মঙ্গলজনক। তদ্দ্বারা আমার পূর্ণপ্রতীতি ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্তি হয়। যাঁহারা শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির অধীন করিয়া স্বীকার করেন এবং অনন্য-ভক্তিযোগ দ্বারা আমার নিত্যবিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে অতি শীঘ্রই উদ্ধার করেন। নিষ্কামভাবে কৃষ্ণভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যাঁহারা সকামভাবেও কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করেন, পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বচরণ দিয়া ভুলাইয়া থাকেন। ধ্রুবই তাহার উদাহরণ।

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

ধ্রুব স্থানাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়া বর দিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন ধ্রুব উহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন আমি কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছি, আর অন্য বর চাহি না। অতএব শ্রীকৃষ্ণে, অকৈতব সর্ব্বকামনার—সর্ব্বপ্রার্থনার শান্তি আনয়ন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

ভারতীয় সামাজিক সম্মেলন

বহুদিন হইতেই ভারতে জাতীয় সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছে। এক এক ব্যক্তি এক এক সময়ে কতকগুলি স্বকপোলকল্পনা-প্রসূত যুক্তি মাত্র সম্বল করিয়া—সভা সমিতি দ্বারা স্বমতের প্রাধান্য-স্থাপনে প্রয়াসী হইতেছেন। কতকগুলি লোক তাঁহাদের মতানুসরণ করেন, অপর কতকগুলি লোক আবার তাঁহাদের বিরোধী হন। অথচ প্রকৃত সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা কোন দলেরই নাই। কেহই শাস্ত্র তত্ত্ববিৎ সদ্গুরুপদাশ্রয়ে শাস্ত্রালোচনা করিবার ক্লেশ স্বীকার করিবেন না, অথচ নিজে নিজে দুই চারিখানি ইতিহাসপুরাণ পাঠ দ্বারা তাহার প্রকৃত অর্থের পরিবর্ত্তে কদর্থটী বুঝিয়া লইয়া তাহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হন, ফলে বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসেন। জাগতিক ধর্ম্ম—আহার, নিদ্রা, ভয় ও টাকুর-তর্পণাদির বিচার-প্রমত্ত থাকিয়া যাঁহারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা প্রতি-পন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা একপক্ষে জগতের বিশেষ কোন বাস্তব ক্ষতি করিতে না পারিলেও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ সকল বিচার হইতে একটু উন্নত-বিচারে প্রবেশ করিবার ভাগে শ্রৌতপন্থা স্বীকার না করিয়াই অনধিকারচর্চ্চামূলে সনাতন সাত্বত বিচারের প্রতি কটাক্ষেপ করেন, তাঁহারাই সমাজের সমূহ ক্ষতি-কারক।

গত বুধবার কলিকাতায় ভারতীয় সামাজিক সম্মেলনে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের স্বাধীনতা-প্রদান প্রস্তাব লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তর্কবিতর্কের পর সে প্রস্তাবটী নাকি গৃহীত হইয়াছে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন, জয়াকর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্যার পি, সি, রায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে আহারের নিষেধ দূরীকরণ, বিবাহ-প্রচলন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব করিয়া বলেন—"বেদ, উপনিষদ্ ও মহাভারত পাঠে জানা যায়, প্রাচীন কালে ঋষিগণ শূদ্রজাতির লোকের রাঁধা খাদ্য আহার করিতেন, রাজারা সাধারণ লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতেন। বর্ত্তমানে জাতিভেদ প্রথাই হিন্দু-সমাজ-সংগঠনের প্রধান অন্তরায়। এই জাতি-ভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকা পর্য্যন্ত কখনও ত্রাণ পাওয়া যাইবে না। যুক্তপ্রদেশ ও ভারতের নানাস্থানে ব্রাহ্মণে ও অব্রাহ্মণে বিবাদ বাধিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা না থাকিলে ভারতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।" দিল্লীর স্বামী রামানন্দ ও পাঞ্জাবের পণ্ডিত ভূমানন্দ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

আমরা বলিতে চাহি—ভারতের অধুনা প্রচলিত আসুর বর্ণাশ্রম বিচারের সম্পূর্ণ অস্তিত্বাভাব হইয়া সুদৃঢ় পারমার্থিক ভিত্তি-মূল দৈববর্ণাশ্রম-বিচার প্রতিষ্ঠিত হউক। জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়ার অর্থ যদি দৈববর্ণাশ্রমের বিরোধী হয়, তাহা হইলে আমরা আদৌ তাহার পক্ষপাতী নহি। গুণ এবং কর্ম্ম নির্দ্দেশানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নিরূপিত হইলেই সমাজে সত্য সত্যই শান্তি সংস্থাপিত হইবে, নতুবা সমাজ অসুরের তাণ্ডব লীলা-ক্ষেত্র ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইবে মাত্র। শৌক্রবিচারেরও পক্ষপাতী আমরা নহি। যাহাতে সেই পুরাতনী সনাতনী গীতা-ভাগবতের সত্য বাণী পুনঃ প্রচলিত হয়; সমাজ-সংস্কারকগণ তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেই জগৎ নিরীশ্বরবাদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারে। সাত্বতশাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ দৈববর্ণা-শ্রমাচারাভিজ্ঞ পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যই প্রকৃত পক্ষে সমাজ-সংস্কর্ত্তা। তাঁহার আনুগত্যেই দৈব সমাজ সংগঠিত হউক। সচ্ছাস্ত্রানভিজ্ঞতা-মূলে যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ বিধিব্যবস্থা প্রয়োগ দ্বারা সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আধুনিক সমাজসংস্কার-প্রয়াসিগণ হয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যের পদাশ্রয়ে সিদ্ধান্তবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করুন, নতুবা অনধিকার চর্চ্চা করিয়া আর সমাজ-বিপ্লব সংঘটনের প্রয়াস দ্বারা জগতে অনর্থ আনয়ন করিবেন না। আমরা সদ্গুরুপাদাশ্রয়শূন্য সচ্ছাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের অশাস্ত্রীয় চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

নানা কথা

বিদেশীদের উদ্ধারসাধন

কাবুল হইতে ২০টী পরিবারের লোক জনকে উদ্ধার করিবার জন্য গত কল্য রাজকীয় বিমানবাহিনী প্রেরিত হইয়া-ছিল। গত ২৫শে ডিসেম্বর ২টার সময়ে তাঁহারা নিরাপদে পেশোয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ফরাসী মন্ত্রী মসিয়ে ডেটের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ অধ্যাপক এবং এঞ্জিনীয়ারদের আত্মীয় স্বজন আছেন। আফগানিস্থানের রাণী এবং রাজপরিবার অশান্ত অঞ্চল হইতে বহু দূরবর্ত্তী কান্দাহার নগরে নিরা-পদে আছেন। রাজা কাবুলেই রহিয়াছেন।

আফগান-বিদ্রোহ-সমাচার

নূতন দিল্লী, ২৬শে ডিসেম্বরের কাবুলের শেষ সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ দূতাবাসের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে বিদ্রোহিগণ বিতাড়িত হইয়াছে। বাচ্চাই সাকাও আহত কিম্বা বন্দীকৃত হইয়াছে, এই মর্ম্মে কয়েকটী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহার সমর্থনসূচক কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আফগান সরকারকে বিব্রত করিবার উদ্দেশ্যে কিম্বা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে আর কতকগুলি দল বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। রাজকীয় বিমান-বহর কর্ত্তৃক বৈদেশিক দূতাবাসের লোকজনকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। অদ্য তাহাদের পেশোয়ারে উপস্থিত হই-বার সম্ভাবনা। টেলিগ্রাফে বেতারে সংবাদ আদানপ্রদান যথারীতি আরম্ভ হইয়াছে। বহির্জ্জগতের সহিত বৃটীশ দূতাবাসের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশসমূহে আর কোনও নূতন গোলযোগ হয় নাই। এক্ষণে ইহা নিঃসন্দেহ যে, আফগান সরকারের আধি-পত্য ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

মোটর-দুর্ঘটনায় গোয়েন্দা কর্ম্মচারী হত

রাওয়ালপিণ্ডীর ২৪শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লাহোর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব দুল্লারাম ও জন ইনস্পেক্টার সহ গত রবিবার সন্ধ্যায় সময়ে যখন লাহোর হইতে মোটরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন, তখন রাওয়ালপিণ্ডী গলফ্ ক্লাবের নিকট হঠাৎ মোটর উল্টাইয়া যায়, ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

নূতন রেলপথ অক্টোবরে খুলিবে

ত্রিপুরা পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিকটে ১৭ মাইল দীর্ঘ সায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা রেলপথ প্রস্তুত-কার্য্য আসাম বেঙ্গল রেলপথ আরম্ভ করিয়াছেন। খুব সম্ভব আগামী অক্টোবর মাসে উক্ত রেলপথ খোলা হইবে।

কলিকাতা উৎকল-কনফারেন্স

আগামী ১লা জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় জাতীয় কংগ্রেস মণ্ডপে কলিকাতা উৎকল কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু চৌধুরী উক্ত কনফারেন্সের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সম্রাটের অবস্থার উন্নতি

লণ্ডন, ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত দিবস রাত্রি ৮টা ১৫মিনিটের সময় যে বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, সম্রাট দিবা-ভাগ শান্তিতে যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের স্থানীয় অবস্থার উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং বল অক্ষুণ্ণ আছে। তবে উন্নতির গতি খুবই ধীর। এ অবস্থায় দ্রুত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না।

তুরস্কের সামরিক প্রতিনিধির আফগানিস্থানে যাত্রা

তুরস্কের সামরিক প্রতিনিধি-দল গত ২৬শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইয়া-ছেন। উহার নেতা জেনারেল কাসিম পাশা এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, তিনি আফগানিস্থানে যাইতেছেন। সেখানে তিনি ৩ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া তথাকার সৈন্যদলের সংস্কার করিবেন। তিনি তুরস্কে মুস্তাফা কামাল পাশা-প্রবর্ত্তিত নানাবিধ সংস্কারের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করেন।

বিজ্ঞাপন

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

জে, বি, দত্তের

বাদাম তৈল

আদি অকৃত্রিম, সর্ব্বজন পরিচিত, বহু প্রশংসিত। ধনী ও নির্ধন, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণাগুণ জানেন।

এই তৈল বহু প্রচলিত হওয়ায় অর্থ-লোভী জুয়াচোর ব্যবসায়িগণ আমাদের নাম খোদাই বোতল ও লেবেল ইত্যাদি অবিকল জাল করিয়া কমদরে অজানিত গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতারিত করিতেছে।

যিনি এই জালিয়াত ব্যক্তিদিগকে সরঞ্জাম সহ ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপরিউক্ত পুরস্কার পাইবেন। যাঁহারা এই পুরস্কার পাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

"টাউন মেডিকেল হল"

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ই পৌষ, শুক্রবার—১৩৩৫।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বরিশালের ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ্ পাণিনি আফিসের ম্যানেজার বি, ডি, বসু সেই দিবস গৌড়ীয়মঠের লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। তিনি শ্রীমাধ্বসাহিত্যের সকল বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

শ্রীরামকেলী সংস্কার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম, এ বি এল মহাশয় তাঁহার সমিতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। আমরা আশা করি, তিনি শ্রীগৌর-প্রিয়তম শ্রীরূপসনাতনের সেবাকার্য্যে পরম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

শ্রীকুরুক্ষেত্র জীর্ণোদ্ধার-সমিতির সম্পাদক পাতিয়ালা রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব প্রধান পরিচালক শ্রীযুক্ত লালা দেওয়ান রামজী বি, এ, সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাণীরামজী, আম্বালার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীলালজী প্রভৃতি ৫জন পঞ্জাব প্রদেশের ধর্ম্মোৎসাহী কর্ম্মী ২৬শে ডিসেম্বর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আহ্বানপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্র-তীর্থের উন্নতিকল্পে স্ব-স্ব যত্ন প্রদর্শন করিতেছেন।

বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজিব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সে দিবস বহুক্ষণ ধরিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশের পি ডব্লিউ,ডি বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং আরও কথা শ্রবণের আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

২৬শে ডিসেম্বর তারিখে কপূর্থলার মহারাণী মহোদয়া তারযোগে পরমহংস ঠাকুরের নিকট প্রচার-কার্য্যে সমধিক সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

কপূর্থলার তৃতীয় মহারাজকুমার ক্যাপ্টেন অমরজিৎ সিংহ সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্টের অনৈক মন্ত্রী। তিনি পারমার্থিক বিচারে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুত বন মহারাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ব্রহ্মচারী নৃসিংহানন্দ শ্রী বন মহারাজের সহিত পাঞ্জাব প্রদেশের প্যাতিয়ালা রাজ্যে শ্রীমহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য অভিযান করিয়াছেন।

সে দিবস যুক্তপ্রদেশের হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত গোকর্ণনাথ মিশ্র মহোদয়ের নিকট ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর শুদ্ধভক্তি বিষয়ে বহুক্ষণ আলাপ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান উইট্‌নেস্ নামক পত্রের সম্পাদক রেভারেণ্ড জে, ডাব্লিউ, পিকেট্ সাহেবের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের আলোচনা-প্রসঙ্গ লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, জড় মনের সাহায্যে অপ্রাকৃত রাজ্যে গমন অসম্ভব, এই সত্য কথা রেভারেণ্ড মহাশয় বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ময়ূরভঞ্জ প্রদেশের কণিপদা রাজ্যের রাজা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গাগমত পিতৃদেব শ্রীমঠে আসিবার আশা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় আর। হয় নাই।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি মধুপুর লালগড় মুক্তাশীষ বাড়ীতে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণ যেখানেই থাকেন, সেইখানে যাঁহাদের সঙ্গ লাভ হয়, তাঁহাদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হয়।

ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় সম্প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-নিকেতনের নির্ম্মাণকল্পে পাটনা ষ্টেশনের পরবর্ত্তী পুন্‌পুন্ গ্রামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্বাগার মহারাজ বহুল প্রচার করিয়াছেন। বারসাহেব ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেলওয়ে অডিটার, হাইকোর্টের উকীল বাবু সারদা চরণ মুখার্জ্জী, হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাশ্যাম প্রেসের অধ্যক্ষ বাবু অশ্বিনীকুমার বসু, ইন্‌কাম্ ট্যাক্স অফিসের কর্ম্মচারী বাবু প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সজ্জনেরা গিরি-মহারাজের পাঠ শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন। তথাকার রেল অফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ও জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় সদাচার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

গিরিমহারাজ মুরাদাবাদে প্রচার করিয়া দিল্লী রওনা হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপপুরী ও শ্রীমৎ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহামনসিংহ শিলটিয়া প্রভৃতি গ্রামে ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(লাক্ষ্ণৌয়ের 'দি ইণ্ডিয়ান ডেলিঃ টেলিগ্রাফ' ২০।১২।২৮ শুক্রবার সংখ্যা হইতে অনূদিত।)

"প্রভুপাদের ফটো"

(এক হস্তে ভাগবত লইয়া উপবিষ্ট)

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ একজন মহাপুরুষ, বৈষ্ণব-দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা বৈষ্ণব দার্শনিক, অধ্যাপক এবং আচার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই মহাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ্ডিত। এই মহাপুরুষ দেশে দেশে তাঁহার আত্মোৎসর্গীকৃত সুশিক্ষিত শিষ্যবর্গকে পাঠাইয়া দিয়া অবাস্তব এবং বাস্তব বা কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের পার্থক্য প্রদর্শনের দ্বারা জগতে সেই সুপ্রাচীন বৈদিক শাস্ত্র-সমূহের সত্য পুনঃসংস্থাপন করিতেছেন। তৎপ্রেরিত প্রচারকগণের কয়েক মূর্ত্তি এখনও লক্ষ্ণৌ নগরে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ মহাপুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষে বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

ধর্ম্ম-প্রচারকবৃন্দ

গত ১৭ই ডিসেম্বর শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শিয়া কলেজের প্রোফেসার শ্রীযুক্ত এম, সি, সেন মহোদয়ের বাটীতে প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের একটী অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। স্বামিজী একমাত্র শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন দ্বারা কিরূপে জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট ও বিঘ্ন-বিপত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং যেহেতু শ্রীনাম হইতে নামী শ্রীভগবান্ অভিন্ন, সেহেতু এক শ্রীনামই কিরূপে নামী ভগবানের অনুভূতি প্রদান করিতে পারেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য ঠাকুর হরিদাসের জীবনী হইতে প্রদর্শন করেন।

গত ১৮ই তারিখে প্রচারকগণ জাষ্টিস্ গোকর্ণ নাথ মিশ্র মহাশয়ের বাংলোতে ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন। জাষ্টিস মিশ্র মহোদয়ের মাতা,সত্য সত্য যাঁহারা সাধু, তাঁহাদের চরণাশ্রয় বলে কিরূপে জীবসকল মায়িক বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন,তাহা স্বামী বন মহারাজের শ্রীমুখ হইতে খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী কথ-প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন—দুইটী বস্তু বাহ্যে দেখিতে এক হইলেও বস্তুতঃ তাহারা এক নহে, যেমন এক বাটী দুগ্ধ ও এক বাটী চূণ গোলা, ইহারা বর্ণে এক হইলেও বস্তুতে সম্পূর্ণ পৃথক্, সেইরূপ যিনি প্রকৃতই সত্যানুসন্ধিৎসু হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রকৃত এবং অপ্রকৃত বা ভণ্ড সাধুর পার্থক্য উপলব্ধি করিতে হইবে। যিনি প্রকৃত সাধু, তিনি তাঁহার অনুগত ব্যক্তির মায়িক বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে চিন্ময় ধামস্থ শ্রীভগবানের চিন্ময় অনুভূতি প্রদান করিবেন, এ শক্তি তাঁহার নিশ্চয়ই থাকিবে। নতুবা তাঁহার সাধুত্ব কোথায়? সাধু কিম্বা গুরুদেব তিনিই, যিনি নিজে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন।

স্বামী বন মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় বিচারপতি মহোদয়ের সভাগণ-সমক্ষে পারমার্থিক জগদাচার্য্য-রূপে-প্রকীর্ত্তিত তাঁহার শ্রীগুরুদেব পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত নৈমিষারণ্য ভাগবত-পাঠশালার উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার পর ব্রহ্মচারী ত্রৈলোক্যনাথজীর একটী হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

(লক্ষ্ণৌয়ের 'দি ইণ্ডিয়ান ডেইলি টেলিগ্রাফ' ২১।১২।২৮ সংখ্যা হইতে অনূদিত।)

"ধর্ম্ম প্রচারক"

গত কল্য প্রাতে শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংস মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, কমিশনার মিঃ ডাব্লিউ, এস্, ক্যাসলস্ আই, সি, এস, মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মিঃ ক্যাসলস্ স্বামিজীর কতকগুলি নিরুপোদেশ পত্র দর্শিবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন।

স্বামী বন মহারাজ তাঁহার গুরুজী পরমহংস শ্রীমৎ সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের উদ্দেশ্য বর্ণন-প্রসঙ্গে মি. ক্যাসলসকে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে যেরূপ সমুদয় বৃক্ষটী তৃপ্তি-লাভ করে পত্র কিম্বা শাখায় জল সেচন করা কখনও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে, তদ্রূপ মনুষ্যের যাবতীয় চেষ্টা অনিত্য ফল-প্রদ হইলেও

যদি ভগবদ্দত্ত সকল বস্তুর একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তবে তাহা নিষ্ফল।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মই জীবের নিত্য আশ্রয়স্থল, ইহাই স্বামিজীর বাণী। অবশেষে বন মহারাজ সীমান্ত প্রদেশকে পারমার্থিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মিঃ ক্যাম্‌লস প্রমুখ সুধী, মেধাবী ও বহুদর্শি ব্যক্তিগণের এই সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। মিঃ ক্যাম্‌লস্‌ বন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার গুরুদেবের ফটো পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে স্বামিজীর সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান উইটনেস' নামক পত্রিকার সম্পাদক রেভারেণ্ড জে, ডব্লিউ, পিকেট, সাহেবের বহুক্ষণ ধরিয়া দার্শনিক বিচার হইয়াছিল। রেভারেণ্ড পিকেটের মতে জাগতিক যে কোন চেষ্টা অথবা মানসিক চিন্তা-স্রোতের দ্বারা কোন ব্যক্তি পারমার্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু স্বামিজী বলেন যে, একমাত্র চিদ্বস্তুই চিদ্বস্তুর নিকট অগ্রসর হইতে পারে এবং জড়বস্তু কেবল জড়বস্তুকে আলিঙ্গন করে। মনের মায়িক সত্তা-প্রসূত ভগবদনুভূতি লাভ করিবার অধিকার নাই, কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর অন্তরস্থিত, সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হইলে ভগবান্‌কে শ্রৌতপন্থাবলম্বনে লাভ করিতে সমর্থ হয়। রেভারেণ্ড পিকেটের মতে মন এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, প্রচারকদ্বয় পরস্পর দুইটী বিভিন্ন পন্থার অনুসরণ করিতেছেন।

কর্পূরতলায় "গৌড়ীয় মঠ"

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের বিদ্বৎপ্রবর প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ গত ২৫শে ডিসেম্বর কর্পূরতলা ষ্টেটে শুভাগমন করিয়াছেন এবং মহামাননীয়া মহারাণী সাহেবা কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদে স্বামিজী 'ধার্ম্মিকজীবন' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বয়ং মহারাণী মহোদয়া এবং রাজপরিবারের বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ ও মহিলাগণ স্বামিজীর সেই বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। মহারাণী সাহেবা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বামিজী মহারাজের সহিত পুনর্বার প্রাতে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং স্বামিজীর নিকট হইতে তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার সুমীমাংসা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। টিকারাণী সাহেবা এবং তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া স্বামিজী সন্ধ্যাকালে তাঁহাদের ভিলায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। স্বামিজী বর্ত্তমানে তাঁহার দলবলসহ পাতিয়ালা হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন।

অদৃষ্ট মন্দ

ভাগ্যবান্ জীবের প্রতি দয়া করিয়া শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে নিজতত্ত্ব শিক্ষা দেন—এই কথা অনেকবার শুনিয়াছি, এমন কি লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়া থাকি, কিন্তু আমার উদ্ধার-কর্ত্তা সেই বৈকুণ্ঠ-দূতকে লৌকিক পুরুষ বলিয়া ধারণা করিলাম, কেননা আমার অদৃষ্ট মন্দ।

আমি যদি প্রভুপাদকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি না করিয়া বৈকুণ্ঠ বুদ্ধি করিতাম বা অপ্রাকৃত বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য সেই পতিতপাবন দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে আমার আজ সৌভাগ্যের অবধি থাকিত না। দয়াময় আমাকে অনুগৃহীত দাস জ্ঞানে নিজের সেবাময় স্বরূপটী দেখাইয়া আমার নিজ নিত্য স্বরূপের উদ্বোধন করিয়া দিতেন। এবিষয়ে আমার আনুগত্যের, সরলতার অভাব থাকায় আমার ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হইতেছেন না—এবিচার না করিয়া ভাবিলাম, আমার প্রভুর সে ক্ষমতার অভাব আছে। হায় ভাগ্য! তোমাকে আর কত বলিব?

শ্রীগুরুদেব যে আমার প্রতি কতদূর দয়ালু, তাহা আমি জানিয়াও জানিনা, বুঝিয়াও বুঝি না। আমি অনাদি বহির্ম্মুখ হইয়া আমার নিজ প্রভুর লীলা-ভূমি ছাড়িয়া এই দেবী ধামে আসিয়া কত না অসংখ্য উচ্চ নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু যিনি আজ আমাকে সেই স্মরণাতীত ধারণাতীত কালের বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া ভবযন্ত্রণার হাত হইতে শান্ত করিয়া চিরশান্তিপ্রদ শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আমি সেই নীচ-পাবন করুণার মহাসমুদ্রকে দূর হইতে সম্মান দেখাইয়া দূরে দূরেই বাস করিলাম।

যিনি সর্ব্বদা শ্রীহরিকথামৃত পান করাইয়া বিষয়বিষপানে প্রমত্ত আমাকে হরিকীর্ত্তনের অধিকারী করিবার জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, আমি এহেন সাক্ষাৎ কীর্ত্তন-কারীকে অনাদর করিয়া হয় তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছি, নয় সম্মুখে বসিয়া শ্রোতার বেষে অন্য বিষয় চিন্তায় ডুবিয়া থাকিলাম। হায়! মানুষ এত বুদ্ধিহীন হয়,—নিজের মঙ্গল নিজে বুঝিয়া লয় না?

শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-প্রচারক। জীবের নিত্যপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে ভাবে আপনি আচার করিয়া জীবশিক্ষার জন্য প্রচার করিয়াছেন, প্রভুপাদও সেই রীতি অবলম্বনে জীবোদ্ধার-কার্য্যে ব্রতী আছেন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ, শাস্ত্র প্রচার ও শ্রীনাম প্রচার এই চারিটী কার্য্যদ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভু হরি-বিমুখ জীবকুলকে নিজ পদান্তিকে টানিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদও আজ সেই চারিটি কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিয়া অনুগত ভাগ্যবান্ জনগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সমস্ত জগতের পতি, ইন্দ্রিয়বর্গের ঈশ, সেই হৃষীকেশের সেবায় জীবের ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা-সম্পাদক আর কেহ আছে কি? হায়! এমন পরম-কারুণিক পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের দয়ার কথা ভাবিবার—চিন্তা করিবার অবকাশ করিয়া কপটতা ছাড়িয়া আমি আমার প্রভুর সেবায় দৃঢ় হইতে সুদৃঢ় ভাবে নিযুক্ত না হইয়া মনে করিলাম যে, আমি ঐ চারিটি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীগুরুদেবেরই কিছু উপকার করিয়া দিলাম। সেবা বিমুখ হতভাগ্য আমি, আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ প্রভুসেবা লাভ না করিয়া সেবাপরাধে চিরদিনের জন্য অধোগামী হইলাম।

আমি নিত্য কৃষ্ণদাস হইয়াও মায়ার দাসত্বে দিন কাটাইতেছি, ইহা দেখিয়া যাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু-বারি ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই জীবদুঃখ-দুঃখী প্রভুপাদ আজ আমার নিকট ভিখারীর বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণকে বিলাইয়া দিতে পারেন, এহেন চিন্তামণির মালিক প্রভুপাদ আমার ন্যায় অধনে যতনকারীকে ধনদান করিবার অভিলাষে আমার কাছে আসিয়াছেন! বলি রাজার নিকট বামনদেব যে ভাবে ভিখারী হইয়া ত্রিপাদ ভূমির প্রার্থনার আছিলায় আত্মদান করিয়াছিলেন, আজ আমার প্রভুপাদও মিথ্যা বস্তুতে অভিমানকারী আমার নিকট ভিক্ষা করিতেছেন—উদ্দেশ্য ভিক্ষার ছলে কৃষ্ণদান। আমি কিন্তু এহেন মহাজনকে অজ্ঞানগ্রস্ত জানিয়া নিজেকে অভাবরহিত জানিয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলাম। হায় দুরদৃষ্ট!

মানব-জন্ম দুর্লভ জন্ম—সেবাবাহিত জন্ম। আমি এহেন জন্মটা পরমার্থ-পথে চালাই না বা অপরকেও সেই পথের পথিকত্ব দিতেছি না দেখিয়া নিজে আমার গুরুকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিয়া অপর বহু বহু বহির্ম্মুখ জীবকেও সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সুযোগ দিতেছেন—এহেন চিরমঙ্গল-প্রার্থীর উদ্দেশ্য আমার বিকৃত মস্তিষ্কে ঢুকিল না, আমি সেই পথের পথিক হইলাম না। মুখে মুখে শ্রীগুরু-দাস্য স্বীকার করিয়া দূরে সরিয়া নিভৃতে লুকাইয়া থাকিলাম! ফলেও পরের উপকার করা ত দূরের কথা আমি আমাকেই উদ্ধার করিতে পারিলাম না। যদি সদ্‌গুরুর সঙ্গ না পাইতাম, তাহা হইলে 'বুঝি না' বলিয়া 'জানি না' বলিয়া হরিসেবা না করিলে একটা কৈফিয়ৎ থাকিত; কিন্তু আজ আমার পতিতপাবন প্রভুকে পাইয়াও নিজের মূর্খতার দরুণ সেবমুখে উদাসীন হইয়া আত্ম-হত্যা করিতে পারিলাম না।

জানি না কবে আমার সুবুদ্ধি হইবে। যদি একবার আমার নিকট আগত আমার উদ্ধার-কর্ত্তাকে আমার একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল চরণ-তলে পড়িয়া যাইতে পারিতাম, তবেই আমার চিরমঙ্গল হস্তগত হইত। হায়! অদৃষ্ট তোমাকে আর কত বলিব? তুমি এত মন্দ কেন?

শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ের আবশ্যকতা

শীতকাল, বেলা আট ঘটিকা। সূর্য্যদেব তাঁহার কনক-রশ্মি সুপ্ত জগৎকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত চৌদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। সুবর্ণবর্ণ শিশির-কণা-মণ্ডিত শ্যামল শস্যসমূহ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, এহেন সময় একটী ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক একাকী কোনও কার্য্যোপলক্ষে মাঠের ভিতর দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, শীঘ্রই সে একটী বিশাল-বক্ষাঃ স্রোতস্বতীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে এই নদী পার হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই স্থানে একটী নৌকা থাকিলেও তাহাতে মাঝি ছিল না। বালকটী কর্ণধারের অপেক্ষা না করিয়া নৌকা খুলিয়া দিল, কিছুদূর যাইয়া সে নৌকা আর আড়াআড়ি দিতে পারিল না। নৌকা স্রোতস্বতীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এই প্রকারে বেলা প্রায় তিনটা বাজিল। সূর্য্যদেব ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে অগ্রসর করিতেছেন, হঠাৎ একটী দমকা বাতাসে নৌকাখানা উল্টাইয়া দিল। বালকটি বিশাল নদীবক্ষে প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিল এবং শত চেষ্টাতেও আর কূলে উঠিতে পারিল না। তাহাকে অকালে কালের কবলে পতিত হইতে হইল।

যাহারা গুরুতত্ত্বসিদ্ধান্তবিৎ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-ব্যতীত স্বীয় [illegible]

বিদ্যাবুদ্ধিবলে অপার, অগাধ-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত শাস্ত্র তরণীকে গ্রহণ করে, তাহার অবস্থা কর্ণধার-হীন তরীতে অবস্থিত বালকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। কারণ শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ কি, তাহা সদ্গুরু পুরুষের ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় ব্রহ্মা অবগত হইয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে শ্রীমন্মধ্বমুনি—এইরূপ ক্রমপন্থায় বা অবরোহ পন্থায়ই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞেয়, আরোহ-পন্থায় তাঁহাকে জানা যায় না। যাঁহারা আরোহ-পন্থায় (স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধিবলে) ভগবান্‌কে জানিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা অমল প্রমাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

বৈষ্ণব-চরিত্র

চিত্রকেতুর দ্বিতীয় জন্ম—বৃত্রাসুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভবানী-শাপে চিত্রকেতু অসুররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাহা ইতঃপূর্ব্বে পত্রের ২৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার এই জন্মবিষয়ে আলোচনা করিব।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র পত্নী শচীসহ দেবসিংহাসনে আসীন ছিলেন, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐশ্বর্য্যমদে আত্মহারা হইয়া ইন্দ্র বৃহস্পতিকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করায় বৃহস্পতি তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগ করিলেন। পরক্ষণেই ইন্দ্র নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনার নিমিত্ত বৃহস্পতির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। এই গুরুবজ্ঞা-হেতু রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন। দৈত্যগণ ঘোর যুদ্ধে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া সুরসিংহাসন অধিকার করিল। অবশেষে ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের প্রসাদে দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া পুনরায় সুরসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; বিশ্বরূপ যজ্ঞ করিবার সময় গোপনে অসুরগণকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করেন। বিশ্বরূপ নিহত হইলে তাঁহার পিতা ত্বষ্টৃ ইন্দ্রবধ-কামনায় যজ্ঞ করেন। কিন্তু মন্ত্রের উচ্চারণের অশুদ্ধতা ঘটায় বিপরীত ফল হইল। তিনি ইন্দ্রশত্রু-কামনায় যজ্ঞ করিলে ম, কিন্তু স্বরক্রমাদির ব্যতিক্রম হওয়ায় ইন্দ্র যাঁহার শত্রু, সেই বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইল।

বৃত্রাসুরের শরীর দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর দগ্ধ-শৈলতুল্য অতি প্রকাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার পদভরে পৃথ্বী বিচলিত হইত। তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি-দর্শনে লোক-সকল ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিত। তিনি তপোবলে লোক-সকলকে আবৃত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সসৈন্যে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক দিব্য অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে আঘাত করিতে থাকিলে তিনি ঐ সমস্ত অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

অসুরের এতাদৃশ প্রভাব দর্শনে দেবগণ নিস্তেজঃ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরে সকলে মিলিয়া একাগ্রচিত্তে আদিদেব নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিতে লাগিলেন,—যাঁহা হইতে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত সৃষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কালভয়ে ভীত হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। যিনি নিরহঙ্কার, যাঁহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, যিনি স্বস্বরূপভূত পরমানন্দে সর্ব্বদাই পূর্ণকাম, যিনি রাগাদিশূন্য, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুক্কুরের লাঙ্গুল আশ্রয় করিয়া সমুদ্র পার হইবার বাসনা করে। কুক্কুর যখন নিজে সমুদ্র পার হইতে পারে না, তখন অন্যকে কিরূপে পরপারে লইয়া যাইবে? যে উহার আশ্রয় করে, সে যেরূপ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করে, সেও অনন্ত দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। হে ভগবন্, আপনার মহিমামৃত-সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও যাঁহারা পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে অজস্র আনন্দ-প্রস্রবণ উত্থিত হইয়া মায়িক দৃষ্টিশ্রুতজাত বিষয়-সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত পরম ভাগবত। তাঁহারা সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ আপনাতে চিত্ত-সমর্পণ করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। যাঁহারা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাঁহাদের আত্মা ও প্রিয় সুহৃদ্, সেই ভক্তগণ আপনার চরণাম্বুজসেবা পরিত্যাগ করেন না—যদ্দ্বারা তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। হে ভগবন্, আপনি সর্ব্বদাই দৈত্যগণের অভ্যুত্থানকাল অবগত হইয়া রামাদি অবতাররূপে অসুরগণের অপরাধানুযায়ী দণ্ড প্রদান করেন। হে অরিসূদন, অদ্য বৃত্রাসুরকেও যদি বধযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিয়া আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন। হে রক্ষক, আমরা আপনার চরণযুগলে প্রণত, আপনার চরণারবিন্দধ্যানে আমাদের চিত্ত শৃঙ্খলিত, নিজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া আমাদিগকে নিজজন বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আপনার অনুকম্পাজনিত মধুর বচন দ্বারা আমাদের বৃত্রভয়-জনিত মনস্তাপ প্রশমিত করুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আপনার চরণচ্ছায়ায় প্রণত দাসগণের মঙ্গলকর কার্য্য স্বয়ংই সম্পাদন করিবেন।

দেবগণ এইভাবে অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রীহরির স্তুতি করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবরাজ, তোমাদের স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা দধীচি মুনির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার দেহ প্রার্থনা কর। তিনি স্বদেহ দান করিলে তাঁহার অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা আমাদেশে বজ্র নির্ম্মাণ করিবে। আমার তেজঃ দ্বারা অতি তেজস্বী হইয়া তুমি উক্ত বজ্র দ্বারাই বৃত্রের শিরশ্ছেদন করিতে পারিবে।

ভগবানের আদেশানুসারে দেবগণ উদারচিত্ত দধীচি মুনির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরীর প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যানচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—হে দেবগণ, তোমরা দেবতা হইয়াও কি শরীরধারী জীবগণের মৃত্যুকালে যে অসহ্য যন্ত্রণা, তাহা জান না? এই সংসারে বদ্ধজীবগণের দেহই একমাত্র প্রিয়তম বস্তু; অতএব যাঁহারা জীবিত থাকিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের দেহটী রক্ষাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; সুতরাং বিষ্ণুও যদি স্বয়ং অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া উক্ত দেহ প্রার্থনা করেন, তবে কে তাঁহাকে ঐ দেহ প্রদান করিতে পারে? দেবগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মণ, পুণ্যবান ব্যক্তিগণ যাঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাদৃশ দয়াপরবশ মহাজন আপনাদের এই সংসারে অদেয় কি আছে? স্বার্থপর লোকগণ নিশ্চয়ই পরের ক্লেশ বুঝিতে পারে না। যাচক যদি দাতার ক্লেশ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে যেমন প্রার্থনা করে না, তদ্রূপ দান-সমর্থ ব্যক্তিও যাচকের ক্লেশ বুঝিতে পারিলে কখনই যাচককে প্রত্যাখ্যান করেন না। ঋষি বলিলেন, আমি আপনাদের নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্তই প্রথমতঃ দেহ প্রদানে অস্বীকার করিয়াছিলাম। আমার দেহ অতিশয় প্রিয় হইলেও যে দেহ অবশ্যই একদিন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা আপনাদের উপকারের জন্য প্রদান করিতেছি। বুদ্ধি-

শৃগালাদি-ভক্ষ্য ও অনস্থায়ী দেহের দ্বারা যদি পরোপকার সাধিত না হয়, তবে উহা কেবল দুঃখ-ভোগেরই হেতু হইয়া থাকে। দধীচি মুনি এই বলিয়া যোগবলে স্বীয় পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

কুরুক্ষেত্র-প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

চোর না ডাকাত?

গত ১৩।১২।২৮ তারিখে রাত্রি ৮ টার সময় বাবা কালীকমলী ওয়ালার মঠে কতকগুলি চোর লাঠি সোটা লইয়া দক্ষিণ দিকের গেটে প্রবেশ করিতে থাকে। ঐ মঠবাসী কয়েকটী বিদ্যার্থী চোরকে দেখিতে পাইয়া মহান্তকে সংবাদ দিলে মহান্ত মহারাজ তাঁহার লোক জন লইয়া চোরগুলিকে তাড়া করেন। কিয়দ্দূর যাইয়া উক্ত চোরেরা উঁহাদিগকে মারিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন উঁহারা তাহাদের ভয়ে হটিয়া আসেন। অধিক রাত্রিতে পুনরায় ঐ চোরের দল উক্ত গেটে প্রবেশ করিবার প্রয়াস পাওয়ায় মঠবাসিগণ আবার তাহাদিগকে তাড়া করিলে তাহারা উক্ত মঠে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া থানেশ্বরে এক বুড়া মিস্ত্রীর বাটীতে চুরি করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছেন। কুরুক্ষেত্রে ইহা একটা দৈনন্দিন কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতঃপূর্ব্বে, প্রায় ৫।৬ মাস হইতে চলিল কমলীওয়ালার মঠ হইতে ৪।৫টী গো মহিষ চুরি গিয়াছে। এখানে শীতের খুব বিক্রম, এ সময় চোরগণের চৌর্য্যবৃত্তির খুব সুবিধা।

মৌনী সাধুর মৌনব্রতের পরিণাম

কুরুক্ষেত্রে মৌনী সাধু বলিয়া একজন মৌনব্রতাবলম্বী সাধুর মন্দির আছে। গত ১৪ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ৪টার সময় উক্ত সাধু তাঁহার মন্দিরের বহির্দ্বারে শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়া যেমন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, অমনি কয়েকটী দুর্বৃত্ত তাঁহাকে লাঠি দ্বারা সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিতে থাকে। সাধু মৌনী কিনা, তিনি ত' আর কথা কহিবেন না, কিন্তু তাঁহার মন্দিরস্থ কয়েকটী অভ্যাগত ব্যক্তি লাঠিকেও প্রহারের শব্দ ও অস্ফুটকাতর-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখে চোরেরা মৌনীবাবাকে বিশেষরূপে জখম করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সাধুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। সাধুর একটী হস্ত ও নাসিকায় আঘাতই বেশী। তবে শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এরূপ চোর দস্যুর উপদ্রব এদিকে অত্যন্ত বেশী।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবঠাকুর অন্তর্যামী

(পণ্ডিত শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আজ কতিপয় দিবসাবধি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ভীষণ তোলপাড় উপস্থিত— আমার দুর্দ্দশা কেন ঘোচে না ? আমার দুর্ব্বুদ্ধি কেন আমার সঙ্গ ছাড়ে না ? "মনুষ্য মাত্রেরই শ্রীভগবৎসেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য" এ মহাবাক্যটী কেন অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে পারি না ? অনর্থকে অর্থবোধে তৎসংরক্ষণে এত যত্নশীল কেন ? এমন অমন্দোদয় দয়ার বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় লাভের যোগ্যতা পাইয়াও তাঁহাকে আমার নিত্যকালের একমাত্র পরম বান্ধব বুদ্ধিতে শ্রীচরণ সমীপবর্ত্তী হইতে পারি না কেন ? সকলে তাঁহার শ্রীচরণসেবায় নিরত, আমিই বা বিরত কেন ? তবে কি এ জগতে আমা অপেক্ষা অকৃত কেহ নাই বলিয়া শ্রীগুরুদেব আমায় স্বকর্ম্মফলভোগার্থে ফেলিয়া রাখিয়াছেন ? তাই বা কি করিয়া বলি, তিনি যে পরম কৃপালু, কৃপার মূর্ত্তি। যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়, বাঞ্ছাকল্পতরু। অর্থাৎ যাহা পাইলে জীব সকল চাওয়া হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকে, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন। যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। অযোগ্যকেও যোগ্যতা দানে বঞ্চিত করেন না। তবে কি আমার কোন প্রকার চাওয়াই ঠিক হয় না ? সবই কপটতা ? তিনি অন্তর্যামী সূত্রে আমার হৃদয়ের কুটীনাটি, কপটতা, জটিলতা সবই জানিতেছেন। তিনি নিরন্তর আমাকে কৃপাবারি বর্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমি অহংমমত্বাভিমানরূপ ছত্র ধারণ করিয়া উহার একবিন্দুও আমার উপরে যাহাতে পড়িতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে খুব হুসিয়ারে রহিয়াছি।

গত 'সজ্জনতোষণী'তেও স্বকৃত দুষ্কৃতের কথা লইয়া আপন মনে অনেক তোলপাড় করিয়াছি। তাহাতে কৃপা গ্রহণে স্বকীয় আকাঙ্খারহিত অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হইল। অদ্য রবিবার ৭ম খণ্ড ১৮শ সংখ্যা 'শ্রীগৌড়ীয়' পাইয়াই অতি আগ্রহের সহিত পাতা কয়খানা দ্রুত কাটিয়া লইয়া প্রবন্ধের নামগুলি পাঠ করিলাম। সর্ব্বাগ্রে "কৃপা কি চাই" ? নামক প্রবন্ধরত্নটি অধ্যয়নে রত হইলাম। পাঠান্তে জানিলাম, আমি ইতঃপূর্ব্বে যে সকল প্রশ্ন ও উত্তর লইয়া আন্দোলিত হইতেছিলাম, সমগ্র প্রবন্ধটাতে শুধু তাহারই জবাব অতি সরলভাবে ও সরলভাষায় লিখিত। এই প্রবন্ধটাকে যতগুলি বাক্য, যতগুলি পদ যতগুলি অক্ষর প্রত্যেকটিই আমার হৃদয়ের অঙ্কিত চিত্র। আমার চিত্র চিত্রটি আঁকিতে যাইয়া কৃপাময় অন্তর্যামী বৈষ্ণবঠাকুর একটি বর্ণও বেশী ও কম করেন নাই। ধন্য বৈষ্ণবঠাকুর আপনাদিগের অন্তর্যামিত্ব। এত করুণা না থাকিলে কি কেউ আপনাদিগের শরণাগত হইতে পারিত ? জীবের কি সাধ্য আপনাদিগকে স্পর্শ করে, যদি নিজগুণে কৃপা করিয়া ধরা না দেন ?

প্রবন্ধটি পাঠান্তে আমি যে কত আনন্দ পাইয়েছি, তাহা বর্ণনাতীত, মানুষ কখনও নিজের ভুল নিজে ধরিতে পারে না, যাঁহারা আমার ভুল ধরিয়া দিতেছেন, তাঁহারা যে কত বড় বান্ধব, তাহা বোধ হয় এজীবনে বুঝিবই না। তবে তাঁহাদেরই কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ আভাস রূপে যাহা বুঝা যায়, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার জানা নাই। বৈষ্ণবঠাকুরের করুণায় যে আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা ভাষায় আবদ্ধ হইবার বস্তু নহে, এ কথাটিই যেন বোধ হয়। চিজ্জগতের পরবিদ্যাভূষণে ভূষিত পরবিদ্যাবিনোদগণই তৎপ্রকাশে সমর্থ। তাঁহাদিগের কৃপাপ্রাপ্ত যাহারা সমর্থ তাঁহারাও তদ্ব্যক্তিতে শক্তিমান্।

সত্যানুসন্ধিৎসু জনমণ্ডলীর হৃদয়াকর্ষক নিরস্তকুহক সত্যবাণী প্রচারক সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয়, নদীয়া-প্রকাশ অদ্য জগতে সত্যের বিজয় ঢক্কা নিনাদিত করিয়া মেদিনী কম্পিত করিতেছেন। আমার ইহাই পরমা সৌভাগ্য, আনন্দের বিপরীত বস্তুটি আমার নিকট আসিয়া এত সকল বাস্তব সত্য কথা শ্রবণে বাধা প্রদান করিতে পারিতেছে না।

আমার যদি পরজগতের ভাষা বোধ থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এই নিরস্তকুহক সত্যবাণী-প্রচারক মহাত্মাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারিতাম এবং বহু বহু গুণে আনন্দলাভে লাভবান হইতাম, কিন্তু সে ধনে একেবারে বঞ্চিত—দীনাতিদীন। যাহাকে অধম মূর্খ বা মূর্খতম বলে, তাহাই আমি।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই 'কৃপা কি চাই' ? শীর্ষক প্রবন্ধটীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিবেন, এই আশাই হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

[আমরা নদীয়া-প্রকাশ পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ শ্রীগৌড়ীয় পত্রে প্রকাশিত কৃপা কি চাই' শীর্ষক প্রবন্ধটী পরবর্ত্তি কোন এক সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রাখিলাম।]

নানা কথা

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

সিন্ধু, ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় নবাবশা জিলার নিজামনি গ্রামের মেঙ্গোয়ার উপনিবেশে প্রায় ১শতখানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার ফলে প্রায় ১৫হাজার টাকা ক্ষতি এবং প্রায় ১শত পরিবার গৃহহীন হইয়াছে,

---

আরব মৌলবী খুন

গত ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে রেঙ্গুনে একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। নিহত ব্যক্তি কয়েক মাস পূর্ব্বে মদিনা হইতে এখানে আগত এক মৌলবী, হত্যার কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। অনুমান যে, রেঙ্গুনের ওহাবী দল ও তাহার প্রতিপক্ষ দলের ভিতর যে ঘোরতর বাদবিতণ্ডা চলিতেছে, এই হত্যাকাণ্ড তাহারই ফল। ফলতঃ হত্যাকাণ্ডটা রহস্যজালে আবৃত। এই হত্যার জন্য স্থানীয় মুসলমানদিগের ভিতর বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে।

পুলিশ হত্যার জের

লাহোর, ২৬শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ সণ্ডাস ও চরণ সিংহের হত্যাসম্পর্কে গত ২৫শে ডিসেম্বর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ লাইনে সনাক্তের জন্য প্যারেড হইয়াছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বহুসংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত ছিলেন। যে সকল আসামী এখন জামিনে খালাস আছে এবং যাহারা এখনও জামিনে খালাস পায় নাই, তাহাদিগের সকলকে একত্র করিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতে বলা হয় এবং পর্দ্দার অন্তরালে তাহাদের সনাক্ত করা হয়। ঐ পর্দ্দাতে ৪টি ছিদ্র ছিল, ২টি সাক্ষীগণের সনাক্তের জন্য এবং ২টি ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য। কয়েক জন আসামী ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলে যে, সনাক্তকারী সাক্ষীগণকে তাহাদের সম্মুখে আসিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে ইহাতে অন্যায়ের কোন আশঙ্কা নাই। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া এই কার্য্য চলিতে থাকে। বে-সরকারীভাবে শুনা গিয়াছে যে, কোন সাক্ষী কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারে নাই। ইহাও শুনা গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত বলী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্যারেডের পরই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

বৈদেশিক শক্তির সহিত চীনের সন্ধি

চীনের সহিত হলণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক ও পর্ত্তুগালের সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা শুল্ক বিষয়ে চীনকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। আগামী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে শেষোক্ত ২ রাজ্য চীনে তাহাদের বিশেষ অধিকার পরিত্যাগ করিবে।

চীনের সহিত স্পেনের বাণিজ্য-সম্পর্কীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

আফগান-বিদ্রোহ

মস্কো নগরে অবস্থিত আফগান রাজদূত গোলাম নবী খাঁ কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, আফগানিস্থান হইতে মস্কো দূতাবাসের সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, সংস্কারবিরোধি দল যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা ২।১ দিনের ভিতর দমিত হইবে। তাহার পর আফগান গভর্ণমেণ্ট দ্বিগুণ উৎসাহে এমন ভাবে সংস্কারকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিবেন, যাহাতে আফগানিস্থান অচিরে সভ্য দেশে পরিণত হইতে পারে।

বিজ্ঞাপন

৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

জে, বি, দত্তের

বাদাম তৈল

অতি অকৃত্রিম, সর্ব্বজন পরিচিত, বহু প্রশংসিত। ধনী ও নির্ধন, স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ইহার গুণাগুণ জানেন।

এই তৈল বহু প্রচলিত হওয়ায় অর্থলোভী জুয়াচোর ব্যবসায়িগণ আমাদের নাম ছাপাই বোতল ও লেবেল ইত্যাদি অবিকল জাল করিয়া কমদরে অজানিত গ্রাহকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতারিত করিতেছে।

যিনি এই জালিয়াত ব্যক্তিদিগকে সরঞ্জাম সহ ধরাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি উপরিউক্ত পুরস্কার পাইবেন। যাঁহারা এই পুরস্কার পাইতে উৎসাহিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় আসিয়া সাক্ষাৎ করুন।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

"ট্রাইন মেডিকেল হল"

২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ই পৌষ, বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শিরহীন আন্দোলন

অধুনা চতুর্দ্দিকে সভা-সমিতি করিয়া যে বিরাট্ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সে আন্দোলনের মধ্যে সকল জীবের সকল প্রকার কথাই আছে, কিন্তু হে ভগবন্, নাই কেবল তোমারই কথা। তোমারই সৃষ্ট জীবকুল আজ তোমাকেই ভুলিয়া গিয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় তর্পণানুসন্ধানে বড়ই ব্যস্ত। সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা, কর্ত্তা, প্রভু—সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর তুমি, হে প্রভো, তোমার সন্তানগণ আজ তোমাকে বাদ দিয়াই যজ্ঞারম্ভ করিয়া দিয়াছে! বিশ্বস্রষ্টা—বিশ্বপাতা—বিশ্বসম্রাট্ তুমি—বিশ্বের অণুপরমাণুতেও বিরাজিত তুমি, তোমার সহিত নাকি রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি কোন নীতিরই কোন সম্পর্ক নাই। যে নীতিদ্বারা পুষ্ট হইয়া মনুষ্য-সমাজ 'নৈতিক' বলিয়া গর্ব্ব করিতে চাহে, হে প্রভো, সে নীতির সহিত যদি তোমার কোন সংশ্রব না থাকে, তাহা হইলে তাহা কি নিতান্ত দুর্নীতি নহে? তাদৃশ দুর্নীতি-পরায়ণ নৈতিক-সমাজ কি তোমার সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভীষণ অনর্থেরই সৃষ্টি করিতেছে না? হে বিশ্বেশ, সুদর্শন চক্র কি তাদৃশ-কুনীতি-পুষ্ট সমাজের কুদর্শনকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বিশ্বে শান্তি সংস্থাপন করিবে না? এমন করিয়া আর কত দিন কাটিবে প্রভো? মনুষ্যের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি তুমি—হৃষীকেশ তুমি, তোমার সেবার জন্য ইন্দ্রিয়কে চালিত না করিয়া মানুষ স্বেচ্ছাচারী—স্বৈরাচারী হইয়া পড়িবে?

যে রাজনীতি, সমাজনীতি ও দেশনীতি, শ্রীভগবান, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, তাদৃশ নীতি জগতের কি মহদুপকার সাধন করিবে? কেবল নাস্তিকতার প্রসারই কি বর্ত্তমান নীতি সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য? স্বাধীনতা-প্রয়াসের নাম কি সেই একমাত্র স্বরাট্ স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ ভগবানকেও উল্লঙ্ঘন-চেষ্টা—উল্লঙ্ঘনতা? যদি তাহাই না হইবে, তবে হে সভ্য সমাজ, তোমাদের আন্দোলনে ভগবৎ-কথার নাম গন্ধও নাই কেন? 'ভগবান্' ভগবান্ বলিতেই কি তোমরা গোঁড়ামী মনে করিবে? আর ভগবানকে বাদ দিয়া সম্পূর্ণ নাস্তিকতাই কি গোঁড়ামী নহে? ভগবান্ কি নিরপেক্ষ যে, তিনি তাঁহার সেবকবিরোধী অনুকূল সংকল্প করিয়া সেবকের বিঘ্নরাশি অপসারিত করিতে পারেন না? তোমরা বলিতেছ, "ভারত অন্য জাতি-কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইতেছে, ভারতের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, আচারবিচারাদি সমস্তই আজ পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছে; আমরা ভারতকে সেই পরমুখাপেক্ষা হইতে উদ্ধার করিব।" সত্য বটে, ভারতের আজ দুর্দ্দশার সীমা নাই,—ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্ন নাই, রোগার্ত্তের রোগ নিবারণের ঔষধ পথ্য নাই, শোকার্ত্তের শোকাপনোদনের উপযুক্ত সান্ত্বনা নাই, অজ্ঞানের অজ্ঞান দূরীকরণের নিষ্ঠীক উৎসাহদাতা নাই, দুর্ব্বল উৎপীড়িতের উৎপীড়ন হইতে ত্রাণকারী বলবান্ পুরুষ নাই, বস্ত্রহীনের বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই অর্থাৎ কেবল 'নাই' 'নাই' বলিয়া 'হা হুতাশ' ধ্বনিতে ভারতের গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু হে ভারতবাসি আন্দোলনকারিগণ, তোমাদের এ দুঃখের শেষ কি তোমরাই করিতে সমর্থ হইবে? এ দুঃখের উদ্ভব কোথা হইতে, তাহা কি কেহ একবার নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছ? জানিও, তোমাদের মতে যাহা গোঁড়ামি, সেই ভগবদ্-বিমুখতাই তোমাদের যাবতীয় দুঃখের হেতু। যতদিন পর্য্যন্ত না তোমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সকল কার্য্য, এমন কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটী পর্য্যন্ত ভগবৎ-সেবার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন তোমাদের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইবে না, বরং দুঃখ আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। যে দিন হইতে ভাবিবে সকল সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সমষ্টি হইতে থাকিবে, সেই দিন হইতেই ভারতে যথার্থ শান্তি বিরাজ করিবে। ইহা একটা ভিত্তিহীন নিরর্থক বাক্য মাত্র নহে—ইহাকে গোঁড়ামি বলে না।

বিশ্বের সম্রাট্—বিশ্বের স্রষ্টা যখন বিষ্ণু, তখন রাজনীতিতে—সমাজ-নীতিতে বিষ্ণুর কথা কিছুই থাকিবে না, বিষ্ণুর কথা ইহা ছাড়া স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইবে, মনুষ্যের আহার নিদ্রাদি কিছুই বিষ্ণু-সেবোদ্দেশে সাধিত হইবে না, ইহা অপেক্ষা নিরীশ্বরবাদিতা বা নাস্তিকতার বিষয় আর কি হইতে পারে? এই নাস্তিকতাই আজ ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। ঈশ্বরের সহিত মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের কোন সংশ্রব নাই—একথা যাঁহারা উচ্চগলায় বলিয়া দেশহিতৈষিতা বা সমাজ হিতৈষিতার পরিচয় দিতে চান, আমাদের মনে হয়, সেই দেশ ও সমাজ-হিতৈষীগণ অজ্ঞ জন ও সামাজিক উৎসন্ন দিকে চলিয়াছেন। আহো! কি ভীষণ নাস্তিকতা!

লৌকিকী ও বৈদিকী সমস্ত ক্রিয়াই ভগবৎসেবার অনুকূল হইতে পারে। ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহাই বৈধী ভক্তি হয় এবং সেই বৈধীভক্তি ক্রমে আবার পরাভক্তি হইয়া থাকে। ভগবৎ কর্ম্ম ও ভগবদ্-জ্ঞান ব্যতীত যে কিছু কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রয়াস, তাহা কেবল বিষ্ণুবিরোধিতা বা নাস্তিকতা মাত্র। তাহা দ্বারা কখনও দেশের ও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যের কর্তৃত্ব যদি আদৌ ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কখনও ভগবৎপ্রীতি সম্পাদিত হইতে পারে না। দেশোদ্ধারের পরে ভগবৎ-সেবা নহে, ভগবৎ সেবাটিই দেশোদ্ধার। ইহা বুঝিতে হইলে অগ্রে নিজেকে সদ্গুরুপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া অজ্ঞানান্ধকার হইতে উদ্ধার পাইতে হয়, নতুবা নিজে অন্ধকারে থাকিলে অন্যকে আলোক প্রদর্শন করা কখনও সম্ভবপর হয় না।

জাতিভেদ-প্রথা দূরীকরণ, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, অসবর্ণ বিবাহ বা বিধবা বিবাহ-প্রচলনাদি দ্বারা একতা স্থাপনের প্রয়াস যদি দৈববর্ণাশ্রমের উৎসাদন-কল্পেই প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাদৃশ একতা যে দেশোদ্ধারের পক্ষে নিতান্তই পরিপন্থী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আবার ব্রাহ্মণতা সংরক্ষণের অর্থ যদি কেবল শুক্রশোণিতের মহিমা প্রখ্যাপন মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহাও দেশ ও সমাজের পক্ষে নিতান্ত অহিতকর অনুষ্ঠান। পাঞ্চরাত্র মন্ত্রই হউক, আর অন্যান্য মন্ত্রই হউক, মন্ত্র-দীক্ষা দাতা ও গ্রহীতার উদ্দেশ্য যদি হরিসেবানুকূল না হয় এবং দীক্ষাদাতা যদি নিজেই যোগ্য না হন, তাহা হইলে তাদৃশ দীক্ষাদান বা গ্রহণ দেশের ও সমাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিষ্টকর। শ্রুতি, স্মৃতি ও পঞ্চরাত্র-বিধান নিজে স্বীকার না করিয়া—স্বেচ্ছাচারী থাকিয়া অন্যকে তাদৃশ বৈধাচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ন 'নিজে অনাচ্ছাদিত বৃক্ষ বা বালকগণ চাপল্যের পরিচয় মাত্র। সমাজসংস্কারের অর্থ বৈবর্ণাশ্রম-বিচার তুলিয়া দিয়া স্বৈরাচার প্রবর্ত্তন-মূলে সমাজ-বিপ্লব সংঘটন করা নহে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য—দেশের ও সমাজের মঙ্গলপ্রার্থিগণ নিজেরা ভগবৎ-সেবায় পরিনিষ্ঠিত-চিত্ত হইয়া দেশকে ভগবৎ-সেবায় অনুপ্রাণিত করুন। ভগবৎসেবার কথাই দেশের মুখ্য আন্দোলনের বিষয় হউক, অন্য সমস্ত আন্দোলন তাহারই সেবানুকূল হউক, তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

বালকের রুচি-পরীক্ষার

উদ্দেশ্য কি?

[১]

অন্ন-প্রাশনকালে বিচক্ষণ গুরুবর্গ কর্ত্তৃক বালকের রুচি-পরীক্ষা—প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত একটী প্রথা-বিশেষ। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা আবিষ্কারের সমকালেও এই প্রথাটীর প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের লেখনী হইতে আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

লোক-হিতকারী আর্য্য-ঋষিগণ আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে জগতে অবস্থানের শেষদিন পর্য্যন্ত বা তৎপরবর্ত্তিকালের জন্যও যেসকল বিধি ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছেন, সেই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে বেশ একটা সুচিন্তা-বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অতি বিচক্ষণতার সহিত সজ্জিত রহিয়াছে। অনাদি-বহির্ম্মুখ, অনর্থ-যুক্ত-জীবকুলকে ক্রম-পন্থায় ভগবৎ-সেবোন্মুখ করিবার জন্য আর্য্য-ঋষিগণ যে সকল সু-গবেষণাময়ী প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সকল বৈজ্ঞানিক-প্রণালীর যথোপযুক্ত ব্যবহার বিষয়ে নিপুণতার অভাব-নিবন্ধন অনেকেই কর্ম্মজালে জড়ীভূত হইয়া উদ্ধারের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন, সংস্কারের কারণগুলি তাঁহাদের অমঙ্গল বা বন্ধনের কারণ হইয়া পড়ে।

জীবগণকে ক্রমশঃ কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া 'কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ', 'কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি' ও ক্রমে 'অহৈতুকী শুদ্ধা-ভক্তিতে' প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, জীব অনাদি-বহির্ম্মুখতার

বিশ্বচক্ষু ভগবানের দৃষ্টি সর্ব্বত্র সমান ভাবে পতিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি যাহাকে আমরা 'পরদেশ' বলি, আর 'ভারত', যাহাকে আমরা 'স্বদেশ' বলি—এই উভয়ের প্রতিই ভগবানের দয়া সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে, কারণ তাঁহার স্ব পর-ভেদ বুদ্ধি নাই। আমরা স্ব-পর ভেদ বুদ্ধি শূন্য হইয়া তাঁহার কৃপা-প্রার্থী হইলেই তিনি আমাদিগকে তাঁহার স্ব-চরণামৃত পান করাইয়া বিশ্ববিশ্বের জ্বালা নিবারণ করিবেন। এ সংসারে কেহ কাহাকেও দুঃখ দিবার কর্ত্তা হইতে পারে না,—স্ব-কর্ম্মফলভুক্ পুমান্। ইংরাজ স্বাধীন জাতি, আমরা পরাধীন, উঁহারা আমাদিগকে নিগৃহীত করিতেছেন, এরূপ বুদ্ধি নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই আমাদের সকল দুঃখ কষ্টের জননী।

স্বভাব-বশতঃ ততদূর অগ্রসর হইবার বহু পূর্ব্বেই—ক্রম-পথ স্পর্শ করিতে না করিতেই আপাত-সুখদ ছলনাময় বিলাস নিকেতন কর্ম্মের ক্রোড়েই ঝাঁপাইয়া পড়ে। সে কর্ম্মমল হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা ভুলিয়া কর্ম্মফলকেই প্রয়োজনীয় বস্তু জ্ঞান করিয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেমন, আমার গাত্রে খুব ময়লা পড়িয়াছে, কোন ব্যক্তি আমাকে পরামর্শ দিলেন,—তুমি তোমার সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া গাত্র-সম্মার্জ্জনা কর, আমি সেই উপদেষ্টার বাক্যানুসারে গাত্রমল হইতে মুক্ত হইবার জন্য গাত্রে পঙ্ক লেপন করিলাম। পঙ্কের শীতলতা আমার নিকট বড়ই সুখদ বিবেচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে জড়তা উপস্থিত হইল, নিদ্রাদেবীও তখন আমার নয়নাভিমুখিনী হইলেন। আমি অলসতা ও আলস্যের ক্রোড়ে গা ঢালিয়া দিলাম। আমি যে গাত্র মল হইতে মুক্ত হইবার জন্য গাত্রদেশে পঙ্ক লেপন করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গেলাম। আমার গাত্র-মলের উপর আরও কতকগুলি ময়লা আসিয়া জুটিল, আমি আমার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া অত্যন্ত জড়তা প্রাপ্ত হইলাম।

আর্য্য-ঋষিগণের হিতকারিণী ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেকেই এইরূপ ভাবে কর্ম্ম-জড়তা প্রাপ্ত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে কর্ম্ম-কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আর্য্য-ঋষিগণের সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

অধিকার বা যোগ্যতা-নির্ণয় মানব-জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ও অত্যাবশ্যক ব্যাপার। এই জন্যই সুবিজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ বিভিন্নভাবে আমাদিগের যোগ্যতা বা অধিকার-নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব জীবনের আদি প্রারম্ভেই যোগ্যতা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। যোগ্যতা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মেই কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, যে ব্যক্তির যোগ্যতা বা অধিকার নির্ণীত হয় নাই, তাহার যাবতীয় চেষ্টা কোন সুফল উৎপাদনের সাহায্যকারিণী না হইয়া কেবলমাত্র বৃথা সময়ক্ষেপ ও অনর্থের কারণরূপা হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে অধিকার-নির্ণয় আবশ্যক।

অনেক সময়েই কর্ম্ম-কর্ত্তা স্বয়ং নিজের অধিকার বা যোগ্যতা নির্ণয় করিতে পারেন না। মানুষ এতদূর আত্ম-গৌরবান্বিত, বিশেষতঃ আত্ম-বঞ্চিত হইবার জন্য এতদূর যোগ্যতা-সম্পন্ন যে, অনেক সময়েই অযোগ্য হইয়াও নিজকে যোগ্যই মনে করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার যোগ্যতা-নির্ণয় অপর একজন সুযোগ্য পুরুষের দ্বারা সম্পাদিত হইলেই তাহা শুদ্ধ ও সুমঙ্গলপ্রদ হয়। [illegible] চিকিৎসক যেমন নিজ-চিকিৎসা নিজে না করিয়া অপর চিকিৎসকের দ্বারাই নিজ-চিকিৎসা করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ নিজের সামর্থ্য থাকিলেও নিজ যোগ্যতা নিজে বিচার না করিয়া অপর সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে যোগ্যতা নির্ণয়ের ভার সমর্পণ করিলেই কার্য্য সমীচীন হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবনের প্রথম ভাগেই মানুষের যোগ্যতা বা অধিকার নির্ণয়ের নির্দ্দিষ্ট কাল। বাল্যকালে বুদ্ধির পরিপক্কতার অভাব নিবন্ধনও নিজের যোগ্যতা নিজে নির্ণয় করা যায় না, এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ যোগ্যতা নির্ণয়ের ভার পিতা, গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তি, পুরোহিত, গুরু প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিগণের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে অনেক স্থলেই যাহাদের নিজেদের যোগ্যতা নির্ণীত হয় নাই, সেই সকল অযোগ্য বা অনধিকারি ব্যক্তিই পিতা, পুরোহিত, গ্রামস্থ মণ্ডল ও গুরুর সজ্জা বা আসন গ্রহণ করায় তাঁহাদিগের দ্বারা বালকের যে যোগ্যতা নির্ণয় হয়, তাহা যোগ্যতা নির্ণয়ের একটী অভিনয় মাত্র হইলেও তাহা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা নির্ণীত হয় না। অযোগ্য পিতা, পুরোহিত, গুরু বা স্বজনকে কেবলমাত্র বয়সাধিক্য জাগতিক অভিজ্ঞতা, কৌলীন্য, অপরাবিদ্যা-পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণ দর্শনে অধিকার নির্ণয়ের যোগ্য পুরুষ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে যোগ্যতা নির্ণয়ের ভাররূপ অতীব দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যটী অর্পণ করিলে যে কিরূপ বিষময় ফল ফলিতে পারে, তাহার একটি জ্বলন্ত চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে অঙ্কিত রহিয়াছে।

হিরণ্যকশিপু—একজন ত্রিভুবন বিখ্যাত রাজা, তিনি বহু অনুগগণের প্রভু ও শাসনকর্ত্তা, বহুবিদ্যায় পারদর্শী, তপস্বী, মহাশক্তিশালী, প্রভূত ঐশ্বর্য্যবান্, বহু ললনার স্বামী, বহু পুত্রের পিতা, বহু স্বজনবর্গের ভর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা, রাজকার্য্যে বিচক্ষণ, ব্যবহারে নিপুণ, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, প্রতিভায় প্রথিতনামা; আর তাঁহারই কুলপুরোহিত বিশ্ববিশ্রুত শুক্রাচার্য্যের [illegible] পুত্রদ্বয় ষণ্ড ও অমর্ক; তাঁহারাও বহুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

অভিভাবক সূত্রে হিরণ্যকশিপু ও ষণ্ডামর্কের দ্বারাই পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদের যোগ্যতা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক, তাহাই হইল। হিরণ্যকশিপু ও ষণ্ডামর্ক বালকের যোগ্যতা নির্ণয় করিয়া প্রহ্লাদকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বালকের যোগ্যতা নির্ণয়ের অভিনয়মাত্র হইল, প্রকৃতপক্ষে বালকের স্বাভাবিকী রুচি পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা নির্ণীত হইল না, কারণ অভিজ্ঞতাবাদ বা অক্ষজ জ্ঞানকে সম্বল করিয়া যে কিছু কার্য্য হয়, তাহাতে নিরপেক্ষতা থাকিতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদী, অক্ষজজ্ঞানীর দৃষ্টি জড়াভিজ্ঞান ভেদ করিয়া জড়াতীত অভিজ্ঞানের নিকট পৌঁছিতে পারে না, তাঁহার দূরদর্শিতা থাকিলেও সুদূরদর্শিতা নাই। আবার সেই দূরদর্শিতাটুকুও অপস্বার্থপর অক্ষদৃষ্টি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত। কিন্তু স্বার্থগতি বিষ্ণুই যাঁহাদের স্বার্থ, তাঁহাদের স্বাভাবিকী সুদূরদর্শিতা বিষ্ণু ও সম্বন্ধ বস্তুর পদ-নখ-প্রভায় আরও সমুজ্জ্বলিতা।

বহির্ম্মুখ জীব বা অভিজ্ঞতাবাদী, অক্ষজজ্ঞানী ব্যক্তি—পিতা, গুরু পুরোহিত, স্বামী বা কোন প্রকার অভিভাবকের সজ্জা গ্রহণ করিলে তাঁহারা তাঁহাদের জড়াভিজ্ঞানকেই সম্বল করিয়া স্ব স্ব রাজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সকল অভিভাবকগণ স্বয়ং কুণপাত্মবাদী হইয়া যে বিচার করেন, তাহাতে শৌক্রবিচারই প্রবলরূপে তাঁহাদের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসে। স্থূল দেহই যাঁহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা অভিভূত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত স্থূলদেহের মধ্যে যাহা চরম ধাতু, (কারণ রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে রেতঃ) তাহার বিচার হইতে অধিকতর ও উন্নততর বিচারে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের বিচার অতিক্রম করিয়া সুসূক্ষ্ম বা বিশুদ্ধ বিচারে উপনীত হইতে পারে না। তাই হিরণ্যকশিপুও সেইরূপ বিচার-নিপুণ হইয়া প্রহ্লাদের অভিভাবকাভিমানতা-সূত্রে বিচার করিলেন,—আমি যখন শুক্র-শিষ্য দৈত্য, তখন প্রহ্লাদ আমার আত্মজ সূত্রে নিশ্চয়ই দৈত্য; আমি যখন রাজা, তখন আমার পুত্রও সেই পদবীরই যোগ্যতা-সম্পন্ন। শৌক্র-বিচারে প্রহ্লাদের যোগ্যতা নির্ণয় করিতে গিয়া অভিভাবকাভিমানি হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার স্বজনবর্গের যে ভ্রম ঘটিল, তাহা তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে না পারিলেও পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের অপ্রাচীনতারূপ বটবৃক্ষের অঙ্কুর সর্ব্বনাশকর বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাদের বিচার-সৌধকে ভূমিসাৎ করিল।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

শ্রুতিতে দুই প্রকার বিদ্যার বিষয় বর্ণিত আছে—পরা ও অপরা। "যয়াক্ষরমধিগম্যতে সা পরা" অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরমপুরুষ ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়, তাহা পরা। ব্রহ্মবিদ্যাই পরবিদ্যা; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সংসার-নিবৃত্তি বা সাংসারিক যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো নিরুক্তং ব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষমিতি" অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ—এই সকলের বিজ্ঞান এবং তৎপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম-বিজ্ঞান অপরা বিদ্যা।

যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাধ্যয়ন করে না, তাহারা ইহজগতে পশুর ন্যায় বিচরণ করে। যে পিতামাতা বালকদিগকে বিদ্যা অধ্যয়ন করান না, তাঁহারা বালকের শত্রুস্বরূপ। হংসমধ্যে বক যেরূপ শোভা পায় না, সেইরূপ বিদ্যাহীন মানবও সভামধ্যে শোভা পায় না। সমস্ত দ্রব্যই লোকে অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যা কেহই হরণ করিতে পারে না। উপরন্তু ইহার একটী গুণ এই যে, বিদ্যা যতই দান করা যায় ততই তাহার বৃদ্ধি হয়।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বিদ্যাশিক্ষা-কালে গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক জীবনের চতুর্থাংশ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন। গুরু শিষ্যকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচ, আচার, ব্রহ্মচর্য্যাদি শিক্ষা দিবেন। মাতৃগর্ভ হইতে জন্মকালে সকলেই শূদ্র প্রায় থাকেন। গুরুগৃহে অধ্যয়ন ও উপনয়ন সংস্কারের পর বিপ্রতা লাভ হয়। অবশেষে ভাগবতী দীক্ষা লাভ হইলে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয় বা ব্রাহ্মণতা লাভ ঘটে। এই পর্য্যন্তই বিদ্যার শেষ। "বিদ্যা ভাগবতাবধি" অর্থাৎ বিদ্যার সীমা শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন পর্য্যন্ত। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অপরা বিদ্যার সাহায্যে পঠিত হয় না। বুদ্ধিদ্বারা অথবা টীকা-টিপ্পনীর দ্বারাও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করা বা তদর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কেবল মাত্র ভক্তি দ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণীয়। বিদ্যার চরম ফল কৃষ্ণভক্তিলাভ। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ-অধ্যয়নেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় এবং কৃষ্ণভক্তিই বিদ্যার [illegible]

ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নে রায় রামানন্দের উত্তর,—

"প্রভু কহে,—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?'
রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

মহাভাগবত প্রহ্লাদও হিরণ্যকশিপুর উত্তম অধ্যয়ন বিষয়ক জিজ্ঞাসায় বলিয়াছেন,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

বিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ, তদ্রূপ কীর্ত্তন, তদ্বিষয় স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, তাঁহার অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য ও কায়মনোবাক্যে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ—এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুতে সমর্পণ করিতে পারিলে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন।

এই পরাবিদ্যা, স্বাধীনভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ ব্যতীত অন্য সংসার-জ্ঞানি ব্যক্তিগণের নিকট হইতে লাভ করা যায় না। উহা শ্রৌতপন্থায় লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত বাণী—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগবত সমীপে গমন করিতে হয়। তিনি শিষ্যের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে পরম গুহ্যতম ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন, যাহা লাভে জীব কৃতার্থ হয়। তাহা দ্বারা জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে নিত্যসেবার অধিকার জন্মে। উহাই চরম প্রার্থনীয় বস্তু। যদি তাহা না হয়, তবে বিদ্যা-অধ্যয়ন বৃথা। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যামদে মত্ত হইয়া কৃষ্ণভজনে বিমুখ হয়, নিজকে পরম জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে, শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে তাহাদিগকে 'দুষ্কৃতি' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাহাদের ইহকাল, পরকাল—কোথায়ও সুখ লাভ হয় না। তাহাদের অধ্যয়ন ভেকের ন্যায় কোলাহল মাত্র। ভেক যেরূপ বৃথা কোলাহলের দ্বারা মৃত্যু আনয়ন করে অর্থাৎ ভেকের [illegible] শুনিয়া সর্প আসিয়া ভেককে গ্রাস করে, সেইরূপ বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণও বিদ্যামদে মত্ত হইয়া যমদণ্ড [illegible] থাকে। কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে না পারিলে যমযন্ত্রণা এড়াইবার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি, 'ন্যায়রত্ন' নাম ধরি'
ভেকের কচ্কচি কৈলে সার॥
দ্রব্যাদি পদার্থ জ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ-স্থান
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার॥
হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তিবীজ না বাড়িল
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার।
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলাল-চক্রধর
সাধন কেমনে হবে তাঁর॥
সহজ সমাধি ত্যজি' অনুমিতি মান ভজি'
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন নাহি পান সুখাসন,
অহো কিসে সেই তর্ক ছার।
অন্যায় ন্যায়ের মত দূর কর অবিরত
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার॥

বৈষ্ণব-চরিত্র

(চিত্রকেতুর দ্বিতীয় জন্ম)

(পূর্বপ্রকাশিত ২৫১ সংখ্যার পর।)

ইন্দ্র বজ্রহস্তে বৃত্রাসুরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে নর্ম্মদাতীরে দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। যেমন নীচলোক মহৎ ব্যক্তির প্রতি কোন কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে মহৎগণ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হন না, সেইরূপ অসুরগণ দেবগণকে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রনিক্ষেপ করাতেও তাহা সকলই ব্যর্থ হইল, যেন দেবগণ উহা উপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ—সহায় থাকায় দেবগণ যেন অমিত বললাভ করিয়া অসুরগণকে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। অসুরগণ তাহাদের সকল যত্ন বিফল হইতেছে দেখিয়া তাহাদের প্রভু বৃত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিল। তদ্দর্শনে বীর বৃত্রাসুর অসুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে অসুরগণ তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। জাত প্রাণীমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি ঐহিক যশ অথবা পারত্রিক স্বর্গাদি লাভ কেহ করিতে না পারে, তবে তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। প্রাণাদি নিরোধ পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে এক প্রকার মৃত্যু এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করা আর এক প্রকার মৃত্যু। এই দুইটিই ধর্ম্ম-শাস্ত্র-সম্মত। অতএব পূর্ব্বোক্তটির আচরণ করিতে যখন তোমরা অক্ষম, তখন এই শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন কর।

ব্যাকুল হৃদয়ে পলায়নরত অসুরগণ বৃত্রাসুরের বাক্য গ্রহণ করিল না। অসুররাজ বৃত্র তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবগণ পলায়নপর অসুরগণকে শস্ত্রনিক্ষেপে বিতাড়িত করিতেছিলেন। তখন বৃত্রাসুর দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে দেবগণ, এই পলায়নরত অসুরগণ মাতৃজঠর হইতে পুরীষের ন্যায় বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এতাদৃশ শত্রুকে পশ্চাদ্দিক হইতে বধ করিয়া কি লাভ? যাঁহারা নিজকে বীর বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের এরূপ ভীত ব্যক্তিকে বধ করা কখনই প্রশংসনীয় নহে। যদি তোমাদের যুদ্ধে শ্রদ্ধা ও হৃদয়ে ধৈর্য্য থাকে এবং গ্রাম্যসুখে অভিলাষ না থাকে, তবে হে ক্ষুদ্রচেতা দেবগণ, ক্ষণমাত্র আমার সম্মুখে অবস্থান কর। মহাবলশালী বৃত্র ক্রুদ্ধ হইয়া এমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন যে, সমস্ত প্রাণিগণ এবং দেবতাগণ ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রণরঙ্গে উন্মত্ত বৃত্রাসুর শূল উত্তোলন করিয়া নিজবলে ভীত দেবগণকে দলন করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া গদা নিক্ষেপ করিলে বৃত্রাসুর উহা বামহস্তে ধারণ করিয়া ফেলিলেন। বৃত্রও কুপিত হইয়া সেই গদা দ্বারা ঐরাবতকে প্রহার করিলেন। ঐরাবতের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ায় বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ইন্দ্রকে লইয়া পতিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ বৃত্র ঐরাবতকে অবসন্ন দেখিয়া ইন্দ্রের প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন না। বৃত্র ভ্রাতৃহন্তা ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হে সুররাজ, তুমি নিষ্পাপ, দীক্ষিত, বিশেষতঃ তোমার গুরু আমার ভ্রাতা বিশ্বরূপকে পশুর ন্যায় শিরশ্ছেদন করিয়াছ। আমার শূল তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আজ ভ্রাতৃঋণ হইতে মুক্ত হইব। দয়া, সম্পৎ, লজ্জা, যশ প্রভৃতি সদ্গুণভ্রষ্ট, নিজকর্ম্মবশে রাক্ষসাদিরও নিন্দনীয় তোমাকে অতিকষ্টে মরিতে হইবে, অগ্নিও তোমার অপবিত্র দেহ স্পর্শ করিবে না। আর যদি তুমি বজ্র দ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিতে পার, তাহা হইলে আমি এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া বীরজনোচিত পদবী লাভ করিব। আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত গদার ন্যায় বজ্র নিষ্ফল হইবে না। কারণ উহা শ্রীহরির তেজে তেজযুক্ত। শ্রীহরি যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহার জয়, সম্পদ্ অবশ্যম্ভাবী। আমিও তোমার বজ্রাহত হইয়া সংসার-বন্ধন ছিন্ন করত ভগবান্ সঙ্কর্ষণের পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে পারিব। যাঁহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত একান্তভাবে সমর্পণ করেন এবং ভগবান্ যাঁহাদিগকে নিজ জন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালের সম্পদ্ প্রদান করেন না, যেহেতু উহা হইতে মনস্তাপ, শত্রুতা, উদ্বেগ, গর্ব্ব, কলহ, নাশে দুঃখ এবং রক্ষণে অতিপ্রয়াস পাইতে হয়। হে ইন্দ্র, আমার প্রভু ভগবান্ আমাদের ত্রিবর্গ-প্রয়াস নিবারণ করিয়া দেন। এতাদৃশ ভগবৎ-প্রসাদ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণেরই মাত্র লভ্য, অন্য বিষয়াবিষ্টগণের পক্ষে দুর্ল্লভ। হে হরে, আমি কি আবার আপনার দাসগণের দাস হইতে পারিব? আমার মন প্রাণপতি আপনার গুণাবলী স্মরণ করুক, বাক্য আপনার গুণাবলীর কীর্ত্তন এবং কায় আপনার সেবা-কার্য্যসকল সম্পাদন করুক। হে কমল-লোচন অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক যেমন মাতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎসগণ যেমন ক্ষুৎপীড়িত হইয়া মাতৃস্তন্য পানের জন্য উন্মুখ হইয়া অবস্থান করে, বিষণ্ণা প্রেয়সী যেমন বিদেশগত স্বামীর দর্শনে অভিলাষ করে, আমার মনও সেইরূপ আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছে। হে নাথ, আমি নিজ কর্ম্মবশে সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। অতঃপর যেন আমার ত্বদীয় পুণ্যকীর্ত্তি ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয় এবং আমার চিত্ত যেন স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে আসক্ত না হয়।

নিজ কলেবরত্যাগেচ্ছু বৃত্রাসুর শূলহস্তে দেবরাজের প্রতি ধাবিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবরাজ শতপর্ব্ব-বিশিষ্ট বজ্র দ্বারা উহা ব্যর্থ করিয়া বৃত্রের একটী বাহু ছেদন করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃত্র পরিঘ দ্বারা ইন্দ্রের গণ্ডদেশে এরূপ আঘাত করিলেন যে, ইন্দ্রের হস্ত হইতে বজ্র খসিয়া পড়িল। লজ্জিত ইন্দ্র পুনরায় বজ্র গ্রহণ না করায় বৃত্র ইন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে ইন্দ্র! বজ্র গ্রহণ করিয়া শত্রু বিনাশ কর। এখন বিষাদের সময় নহে। লোকপালগণ-সহ এই সমস্ত লোক যাঁহার বশে থাকিয়া জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় অবশভাবে কার্য্য করিতেছে, তিনিই জয় পরাজয়ের একমাত্র কারণ। মূঢ়গণ সেই ভগবান্‌কে না জানিয়া নিজ দেহকেই জয় পরাজয়ের হেতু মনে করে। যেমন দারুময়ী নারী অথবা পত্রময় মৃগ স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু নর্ত্তকের ইচ্ছায় করে, সেইরূপ সমস্তই ভগবানের অধীন। জীব, স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভগবান্‌কে না জানিয়া নিজকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞান করে। প্রকৃত পক্ষে ভগবান্ই ভূতদ্বারা সৃষ্টি এবং তদ্দ্বারাই সংহার করিয়া থাকেন। বিনাশ-কালে যেমন জীবের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আয়ু, শ্রী, যশ প্রভৃতির হানি হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুকূলের প্রযত্ন ব্যতিরেকেও শ্রী, যশ প্রভৃতি লাভ হয়। অতএব সমস্তই ঈশ্বরাধীন জানিয়া জয়, পরাজয়, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই সমভাব

থাকিবে। দেখ, তুমি আমার একটি বাছা ছেদন করিয়াছ অথানি আমি [illegible] না হইয়া সংগ্রামে তোমার [illegible] করিয়াছি, [illegible] বাধা-বাধিত [illegible] কৌশল [illegible] হইতে কাহারও পরাজয় [illegible] নাই।

[illegible] শ্রবণ পূর্বক [illegible] কাশ বলিলেন,—[illegible] তুমি [illegible] আলৌকিক [illegible] কার্য্য করিবে। তুমি [illegible] বৈষ্ণবী মা, [illegible] অগ্রজ-স্বরূপ [illegible] অশেষ বিষয়। পরম মঙ্গলময় ভগবানে যাঁহার রতি হইয়াছে, তিনি অমৃতসাগরে ক্রীড়া করিতেছেন, [illegible] স্বর্গাদি [illegible] নিকট আর তুচ্ছ [illegible] উভয়েই বন্ধুকথা কাহারও করিতে [illegible] কাঁদিয়াছেন। এক বজ্রাঘাতে বৃত্রের অন্য বাহুটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন। বৃত্র তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অজগর [illegible] হস্তীকে গ্রাস করে, সেইরূপ [illegible] ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ বলে অসুরের উদরে [illegible] পুনর্ব্বার বজ্রের দ্বারা বৃত্রের উদর ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই আততায়ী দেবগণ হইতেও বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিতে এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। বৃত্রের দেহ হইতে জ্যোতিরূপ আত্মজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া সর্বদেব-লোকাতীত ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে প্রাপ্ত হইল।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

নিউদিল্লী ২০।১২।২৮

কুরুক্ষেত্রস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] মহারাজ শ্রীমদ্ রামগোবিন্দ [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও বৈষ্ণবচরণ দাসাধিকারী [illegible] অধুনা নিউদিল্লী অঞ্চলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌরসুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] করিতেছেন। [illegible] অনুরাগী বিশিষ্ট [illegible] মধ্যে [illegible] দিল্লীবাসী সজ্জনগণ অনেক শ্রীমুখকীর্তিত শুদ্ধভক্তিকথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত তারাপদ বাবু, গভর্ণমেণ্ট প্রেসের শ্রীযুক্ত বাবু পঙ্কজকুমার [illegible] দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত বসু

কেদারনাথ ঘোষ এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বাবু কুমুদনাথ ঘোষ প্রভৃতি কৃতকর্ম্মা [illegible] ও প্রচারকার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবান গৌরসুন্দর ইঁহাদিগকে তাঁহার কোটিচন্দ্র সুশীতল-পদছায়া দান কৃপা করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নানা কথা

অলিম্পিকদলের ইংলণ্ডে আগমন
সম্রাটের জন্য বিশেষ ঔষধ আনয়ন

লণ্ডন, ২৮শে ডিসেম্বরের 'ইভিনিং নিউজ' বলেন যে নিউইয়র্ক হইতে অলিম্পিক ক্রীড়ক দল অত্র ইংলণ্ডের সাদাম্টন বন্দরে অবতরণ করিলে সম্রাটের পক্ষ হইতে একজন দূত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত দূত তাঁহাদের ডাক্তারের হস্ত হইতে একটী ছোট পুলিন্দা গ্রহণ করেন। উক্ত পুলিন্দার ভিতর সম্রাটের পীড়ার ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি বিশেষ ঔষধ আছে। ওই সকল ঔষধের ভিতর এক প্রকার মিশ্রণ আছে যাহা মহাসমরের সময় মিত্র পক্ষের সৈন্যদলে সংক্রামক দোষশূন্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পিট্‌সবার্গ সহরের কার্নেজি নৌ কারখানায় ডাক্তার সেবম্যান বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রস্তুত এক প্রকার মিশ্রণ সম্রাটের দেহের স্থানীয় পীড়ার ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। ধন্যবাদের সহিত ঔষধগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতের বড় লাট
দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ

সরকারী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বহু সংখ্যক আইনের পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য বিষয় অবিলম্বে আলোচনা করা আবশ্যক, তজ্জন্য ভারতের বড় লাট তাঁহার পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে আগামী ৬ই জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে উপনীত হইবেন।

পারস্যে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ

তেহারাণ, ২৭শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পারস্যের মজলিস কর্তৃক আইন দ্বারা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ ও পারলেভী টুপী (অনেকটা ফরাসী সামরিক টুপীর ন্যায়) পরিধান বাধ্যতামূলক করা এবং উলেমা ও ধর্ম্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে পাগড়ী ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

আমেদাবাদ মিল ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদের ২৮শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আমেদাবাদের গুজরাট তুলার কলে যে ধর্ম্মঘট হইয়াছে, সেই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য শ্রমিক সমিতির সম্পাদক-সমিতির ২ জন সদস্য ঐ কলে প্রবেশ করিতে যাইলে তাঁহাদিগকে নিষেধ করা হয়। তাঁহাদিগকে বলা হয়, ধর্ম্মঘটকারীরা ব্যতীত আর কাহাকেও কলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। ধর্ম্মঘটকারীদিগের মধ্যে যাহারা কলে বাস করে, শুধু তাহারাই প্রবেশাধিকার পাইবে। সমিতির ১ জন সদস্য এবং মিলের প্রজার এক জন আত্মীয় কয়েকজন ধর্ম্মঘটকারীর অতিথিরূপে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু দারবান তাঁহাদিগকে হটাইয়া দেয়। ডেপুটি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, সহর কোতোয়াল ও আরও কয়েক জন সাব ইন্‌স্পেক্টার শান্তিরক্ষার্থ ঐ স্থলে উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক সমিতির পক্ষ হইতে মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ বে-আইনীরূপে আটক করিয়া রাখিবার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের হইবে।

'কিং জর্জেস্ ডক'
উদ্বোধন-উৎসবে বড় লাট

গত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা গার্ডেনরিচে কিং জর্জ ডক নামে আর একটী ডক খোলা হইয়াছে। বড় লাট লর্ড আরউইন এই ডকের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি এক সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, সম্রাটের নামে এই ডকের নামকরণ হইয়াছে। তিনি অসুস্থ। শীঘ্র নিরাময় হউন। অতঃপর তিনি এই ডক নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ আস ও তাঁহার সহকর্মীদিগকে এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। পোর্টকমিশনারের চেয়ারম্যান মিঃ এস, সি, ষ্টুয়ার্ট উইলিয়াম বড় লাটের এই ডকের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য—তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাব ওভারসিয়ার প্রভৃতির কাজের প্রশংসা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি শ্রমিকদিগের কাজেরও অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কিং জর্জ ডকের নির্মাণকার্য্যে প্রায় ১৩ হাজার কুলী ৭ বৎসর পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। মিঃ ষ্টুয়ার্ট উইলিয়ামস তাহাদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। —দৈঃ বসুমতী

সম্রাটের স্বাস্থ্য

গত ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১১টায় এগার ঘটিকার সময় সম্রাটের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে ইস্তাহার জারি হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, তিনি শান্তিতে রাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে।

শরীরে রক্ত-প্রবেশের প্রয়োজন

ডাক্তারগণ বলিয়াছেন, সম্রাটের শরীরে কিছু রক্ত প্রবেশ করান প্রয়োজন। এই কথা শুনিয়া প্রায় বার জন সাধারণ প্রজা তাঁহাদের শরীর হইতে সম্রাটের আরোগ্যের জন্য রক্ত প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া টেলিফোন করিয়াছেন কিন্তু সেণ্ট জর্জের রক্ত-সঞ্চালক বিভাগের সম্পাদক বলিয়াছেন, রক্ত-প্রদানের নিমিত্ত রাজ-সভার বাহিরে কোন লোকের প্রয়োজন হইবে না।

পুনায় কংগ্রেসের আহ্বান

গত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পর পুনায় কংগ্রেসের আর কোন অধিবেশন হয় নাই। তাই মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন পুনায় হওয়ার নিমিত্ত কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ব্যাঘ্রের সহিত লড়াই

যুবকের সাহস

বেলগাম ২৯শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মীরান নামক জনৈক বিশ বছরের যুবক গাভী অন্বেষণার্থ একখানা কাটারী লইয়া 'খাট্টোন' জঙ্গলে গিয়াছিল। উহার কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সে ব্যাঘ্রের পদ-চিহ্ন দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও ভীত না হইয়া আরও অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ একটী ব্যাঘ্র কোন ও ঝোপ হইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহাতেও সে ভীত না হইয়া তদ্ধস্থিত কাটারী দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে এরূপ ভাবে আহত করিতে থাকে যে ব্যাঘ্রটি তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যুবকটি নিজেও আহত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছে।

দক্ষিণআফ্রিকায় ভারতীয় এজেণ্ট

মাদ্রাজের ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, সার কে, ভি রেড্ডি সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি মাদ্রাজ হইতে রওনা হইয়া ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবার কথা। তথা হইতে বড়লাটের সহিত দেখা করিয়া সার রেড্ডি বোম্বাই যাত্রা করিবেন। বোম্বাই হইতে তিনি ২রা জানুয়ারী তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

কৃপা কি চাই ?

আমি বঞ্চিত হইয়া মনে করি, আমি সাধু গুরুর কৃপার প্রার্থী ; সাধু গুরুর কাছে কপটতা করিয়া বলিয়া থাকি,—"আমাকে কৃপা করুন", "আমাকে রক্ষা করুন", "আমাকে শান্তি প্রদান করুন।" কিন্তু আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই, সুরক্ষিত হইতে চাই, শাশ্বতী শান্তি চাই ?

আমি মনে করি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই, আমার দিক আমি ষোল আনা ঠিক আছি ; কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা বিতরণের শক্তির অভাব। আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রাণটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ত', গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান কৃপা দিলে আমি কি সত্য সত্য গ্রহণ করিব ?

সাধু-গুরুর কাছে কৃতাঞ্জলির অভিনয় করিয়া কৃপা বাঞ্ছা করি, কোন সময় বৈষ্ণবগণকে বলিয়া থাকি,—আপনাদের কৃপা হইলেই সব হয়, আপনারা কৃপা করুন। প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য গুরুদেবের কাণে পৌঁছার—এরূপ কৌশলে বলিয়া থাকি,—"গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্"। সাধু-গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কখনও বলি —কই আমার উপর ত' আপনাদের কৃপা হইতেছে না ; কিন্তু সত্য সত্যই কি আমি কৃপা গ্রহণে প্রস্তুত ? সত্য সত্যই কি আমি কৃপা চাই, রক্ষা চাই, নিত্যানন্দ চাই ?

বঞ্চক মন এ কথার উত্তর দিতে পারে না। অমুক ব্যক্তিগণের সঙ্গে যতদিন থাকি, ততদিন এ কথার উত্তর পাই না, কোন কালেই পাইতে পারিব না। মনে করি, আমি কৃপা চাই—মনে করি আমি ভক্ত হইতে চাই ; কিন্তু চাই আর কিছু। ভগবান সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার কাছে বিপদ আপদ আনিয়া প্রমাণিত করিয়া দেন, সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কি না—গুরু-বৈষ্ণবের সেবা কৃপা চাই কি না ? বিপদ আপদগুলি সব ভগবানের কৃপা—উহা বিপদ আপদে পতিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যকালে পরম কৃপা হইতে দূরে সরিয়া আপাত সুবিধাতে, সম্পদ্‌, পরিণামে মহাবিপদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাই।

দুঃখগণের সঙ্গে আমি কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি যে, গুরুদেবের কৃপা-কাদম্বিনী অবিশ্রান্ত-ধারায় বর্ষিত হইবার জন্য আমার মস্তকোপরি অনুকূল বায়ুর সহিত ধাবমান হইয়াছে—যাহাকে আমি প্রতিকূল বায়ু মনে করিতেছি, তাহাও বস্তুতঃ পরম অনুকূলরূপেই ঐ গুরু-কৃপা-কাদম্বিনীকে আমার উপর বর্ষিত করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি কি ঐ সঞ্জীবনী-ধারা চাই ? না, ঐ কৃপা ধারা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অন্ধকূপ, বিবর প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ ও নানাপ্রকার ইতর চেষ্টার ওয়াটার প্রুফ গায়ে জড়াইয়া থাকি ? আমি নিত্যানন্দ-পদ-ছত্রের আশ্রয় আদৌ চাই না। যখন কিঞ্চিৎও সেবোন্মুখ থাকি, তখন কিন্তু প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি—নিয়ত অনুভব করিতে পারি, আমার উপর গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা, গুরু-বৈষ্ণবের প্রসাদ-দৃষ্টি এত প্রচুর, এত তীক্ষ্ণ যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেও আমি এত বড় হইতে পারি যে, দুনিয়ার সমস্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ কাম্য পদার্থগুলিও তখন আমাকে লোভ ধরাইতে পারে না।

আমি কৃপা-সুধা-সঞ্জীবনী-ধারা হইতে পলাইয়া ভীষণ অগ্নিজ্বালাময় অন্ধকূপে—আবদ্ধ লৌহ-পিঞ্জরে লুকাইয়া থাকিতে চাহিলে সেখানেও অগ্নিনির্ব্বাপণকারী গুরু-কৃপা-প্রস্রবণ দ্রুতগতিতে দমকলের ন্যায় উপস্থিত হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে চান, কিন্তু আমি কি তখনও ঐ জ্বালাময় অগ্নি-পিঞ্জরের দুয়ারটী খুলিয়া দিতে চাই ? না, তাহার উপর তালা প্রদান করিয়া নিজের ইচ্ছায় নিজে আগুনে পুড়িয়া মরিতে চাই ? সাধু গুরু ঐ তালা ভাঙ্গিয়া কৃপা-প্রসাদ দিতে উদ্যত হইলেও আমি শতমুখে তাহাতে বাধা দিয়া থাকি।

এমন এক গোলোকের দূত—এমন এক সর্ব্বাশ্রয়—এমন এক কৃপাবান—এমন এক জগদ্‌গুরুর বাণী শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি, যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে—'মুহূর্ত্ত' বলিলেও যেন অনেক পরিমাণ কালের কথা বলা হইয়া যায়, সদ্য সদ্য মহাধন, যাহা যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাদি দেবতাও পান নাই, অধিক কি, গৌরহরিও সহজে যাহা প্রদান করিলেও অনেকে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেই সুদুর্লভ জিনিস অমায়ায় দিতে প্রস্তুত। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে এত বড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে প্রস্তুত—অনন্ত জীবনের জন্য এত বড় সম্পত্তি হাতে হাতে দিতে প্রস্তুত, অসংখ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জন্মের মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব তাহার কোটাংশের এক অংশও কোন দিন দিতে পারেন না, পারিবেন না, পারিতেছেন না—পারিতে পারেন না। যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণপাদপদ্ম-পরশমণির নিত্য অধিকারী করিতে প্রস্তুত—যিনি আমাকে এই মুহূর্ত্তে 'মহাভাগবত' করিতে প্রস্তুত, আমি কি সত্য সত্যই সেই ধনের অধিকারী হইতে চাই ?—সেই পরশমণি চাই ? মহাভাগবত হইতে চাই ?

মুখে বলি আমি চাই, সখ করিয়া কখনও কখনও চাই ; কিন্তু আমার কৃপা চাওয়া সেই উপকথার বুড়ীর মত। এক বুড়ী রোজ বনে কাঠ আহরণ করিতে যাইত, সংসারের জ্বালায় সে অতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে দেখিবার আর কেহ ছিল না, নিজে নিজেই অত্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে উদরাগ্নির ইন্ধন সংগ্রহ করিত। এইরূপে কষ্টে কাতর হইয়া প্রত্যহই বলিত,—যম সকলকে কৃপা করে, আর আমাকে দেখিতে পায় না ! বুড়ী একদিন বনের মধ্যে অনেক কাঠ সংগ্রহ করিয়া মাথায় উঠাইয়াছে, এমন সময় যম দেবতা আসিয়া উপস্থিত, যম বুড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি রোজ আমাকে ডাক, আমার কৃপা চাও, আমার দৃষ্টি তোমার প্রতি নাই বলিয়া তুমি কত ওলাহন দাও, আজ তোমাকে আমি লইতে আসিয়াছি। বুড়ী তখন মাথার উপর কাঠের বোঝা উঠাইয়াছে। যম সত্য-সত্যই আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া ত' বুড়ী অবাক্। যমকে দেখিয়া বুড়ী বলিতে লাগিল,—যম, তুমি সত্য সত্যই আসিয়া পড়িবে, আর সদ্য সদ্যই কৃপা দিবে জানিলে আমি কিছুতেই তোমাকে ডাকিতাম না। জগতের জ্বালা-পোড়া সহ্য করিতে না পারিয়া একটা মুখের কথা বলিতে হয় বলিয়াছি, এইরূপ ত' সকলেই বলিয়া থাকে। তুমি ফিরিয়া যাও, আমি আরও বাঁচিয়া থাকিতে চাই। তখন যম বলিলেন—তুমি যখন আমার কৃপা চাহিয়াছ, তখন আর তোমাকে ছাড়াছাড়ি নাই, আমাকে ডাকিলে কেন ? তখন বুড়ী বেগতিক দেখিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি আগে আমার হাতের কাজটুকু সারিয়া লই, আমার খোড়ো ঘরে এই কুড়ানো কাঠগুলি সাজিয়া আসি, মরিতে হয়, না হয় তার পরে মরিব।

আমাদের কৃপা চাওয়াও ঐ বুড়ীরই মত। সংসারের তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া সময় সময় মুখে বলিয়া থাকি, 'আমি কৃপা চাই' ; কিন্তু কৃপা-বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিলে নিকটে অট্টালিকা না থাকে, ছাতা না থাকে, অন্ততঃ পশু পক্ষীর বিবরে যাইয়াও কৃপা-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। কৃপা স্বয়ং আসিলে তখন ঐ বুড়ীরই মত কৃপাকে এড়াইবার চেষ্টা করি।

জীবনের অনিত্যতা

আমি শিশুকাল বাল্যসূর্য্যের ন্যায় হাসিয়া কাটাইয়াছি। ক্রমশঃ যখন বয়স বৃদ্ধি পাইল—তখন ক্রীড়াকৌতুকে সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। তৎপর স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। নানাবিধ বিষয় পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি। এখন শুধেন বানাজ্জীর মিলন মন্দির, রবিঠাকুরের নৌকাডুবি, সেক্সপীয়ারের কমেডি অব এরারস্ প্রভৃতি পুস্তক আমার নিত্যপাঠ্য হইয়াছে। এই সকল পুস্তক হস্তচ্যুত করিতেও যেন কেমন কষ্ট অনুভূত হয়। কালের স্রোতের সহিত জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছি, ভাবিতেছি আমি অমর, আমার এদেহের পতন কখনও হইবে না, অনন্তকাল স্ফূর্ত্তি করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু হঠাৎ একি ভীষণ ব্যাপার ! হঠাৎ কাহার ভীষণ চীৎকার শোনা যাইতেছে। এ কণ্ঠস্বর ত আমারই পিতা সত্বর মিলিবেন।

কৃপা নাছোড়বান্দা হইলে ঐ বুড়ীরই মত বলিয়া থাকি, অন্ততঃ ভোগের ইন্ধনের আহৃতবোঝাটী ভাঙ্গা কুটীরে রাখিয়া আসি।

আমরা কি স্বেচ্ছায় কখনও সত্য সত্য কৃপা চাই ? কখনই না। পেয়াদার গলা ধাক্কা না খাওয়া পর্য্যন্ত মুখেও কৃপা টুকু চাই না, সর্ব্বদা পাশ কাটাইয়া চলি, পাছে পেয়াদার সঙ্গে দেখা হয়—গলাধাক্কার চোটে কৃপা চাহিতে হয়। সংসারে আমাদের জীবনে যে সকল বিপাক আসে, সেইগুলিই পেয়াদার গলাধাক্কা। সেইগুলি আমাদিগকে কৃপা-প্রার্থনা শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ পশুনীতি ছাড়া আমার ন্যায় অপাত্র ব্যক্তিকে কিছুতেই কৃপার প্রার্থী করান যায় না। পেয়াদার গলাধাক্কারূপ সাংসারিক অভাব-অসুবিধা, বিপদ-আপদে জর্জ্জরিত না হইলে—দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বেকার সমস্যা, ব্যবসায়ে অর্থনাশ প্রভৃতি জগতে অসংখ্য প্রকারের বিতাপরূপ পেয়াদার গলা ধাক্কাগুলি না থাকিলে আমার মত মদমত্ত জানোয়ার কোন দিনই অনুগত হইত না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ছাড়িত না—বড়'র কাছে শরণাগত হইবার মূল্য বুঝিত না। কিন্তু পেয়াদার গলাধাক্কাগুলিকে কি আমরা কৃপা মনে করি ? যদি প্রকৃত কৃপা চাহিতাম, তবে ত' ঐগুলিকে ভগবানের পরম অনুকম্পা জানিয়া ভগবানেরই শরণাগত হইতাম। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি কৃপা চাই ?

তাড়াতাড়ি মিহিরের বাড়ী ছুটিয়া গেলাম, দেখিলাম—মিহির এরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছে কেন? কি হইয়াছে ভাই! তখন মিহির আমার দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"নাহ, স্থির আমার শেষ মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী। তাই জীবনটা নিষ্ফল কাটাইয়া দিলাম। সেদিন একজন উদাসীন সন্ন্যাসী আমাকে ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত দেখিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত কথা বলিলেন। বলিলেন, দেখুন মিহির বাবু, জীবন অনিত্য। এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস নাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিনের আয়ুর সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের এক দিনের, এক দিনের কেন, এক মুহূর্ত্তেরও আয়ু আছে কিনা সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় আমাদের আত্মমঙ্গলের নিমিত্ত চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। "নিত্যফলপ্রদ শ্রীহরির ভজনা করা উচিত।" তাঁহার এই কথার উত্তরে আমি বলিয়াছি—মহাশয়, দেখুন দেখি আমাদের দেশটা অধঃপাতে গেল। আগে স্বদেশ তারপর ধর্ম্ম, আগে স্বাধীন হবো—তৎপর ধর্ম্মার্জ্জনে মন নিযুক্ত করিব। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন—মিহির বাবু, আপনি স্বদেশ অর্থে কি মনে করিয়াছেন, জানি না। আমিও আপনাকে স্বদেশেরই অনুসন্ধান করিতে বলিতেছি, আমিও আপনাকে স্বাধীনই হইতে বলিতেছি—কিন্তু আমি যে অর্থে স্বদেশ ও স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, তাহা ধর্ম্ম ব্যতীত লাভ করা যায় না। প্রকৃত স্বাধীন অর্থে স্ব (পরমাত্মার) অধীন বুঝায় এবং স্বদেশ বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহারস্থলী গোলোক বুঝাইয়া থাকে। আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না—উপেক্ষার সহিত বলিলাম, মহাশয়, আপনাদের ঐ প্রকার দার্শনিক কথা লইয়া আপনারা থাকুন, ওসব কথায় আমার কাজ নাই। তিনি বোধ হয় আমার দুর্গতি দেখিয়াই, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন মিহির বাবু শেষ দিনে বুঝিবেন কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইবে না। ভাই সুবোধ, আজ আমার সেইদিন উপস্থিত, আজ আমার মনে হইতেছে, যে দেশকে, যে ভারতবর্ষকে আমার নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতেছি, মৃত্যুর পর পুনরায় এই ভারতভূমিতে জন্ম নাও হইতে পারে, কামস্কাট্কাতেও জন্ম হইতে পারে, তখন আর এই ভারতবর্ষ আমার স্বদেশ হইবে না। তখন অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া ইহার বিনাশ সাধনেও যত্নশীল হইতে পারি। ভাই এখন উপায় কি। ওঃ! আর কথা বলিতে পারি না, বুকে অসহ্য ব্যথা, বুক—বুঝি ফাটিয়া যাইতেছে।"

এত কথা কয়টা বলিয়াই বন্ধু আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। জীবিতাবস্থায় বন্ধু আমার কোনও প্রকৃত উপকার না করিলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে 'জীবনের অনিত্যতা' সম্বন্ধে আমাকে বেশ উপদেশ দিয়া গেলেন। কৃপাময় পাঠক, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, এখন হইতে যেন আমি আর জড়বিলাসে মত্ত না থাকি, সর্ব্বদা 'জীবনের অনিত্যতা' স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া নিত্য জীবাত্মার উদ্বোধনে চেষ্টা করি।

বালকের রুচি-পরীক্ষার

উদ্দেশ্য কি?

[২]

বালকের স্বাভাবিকী রুচি বা বৃত্তি পরীক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র শৌক্র-বিচারে বালকের যোগ্যতা-নির্ণয় করার কুফল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার আত্মবর্গ প্রতিক্ষণ ভোগ করিতে থাকিলেন। হিরণ্যকশিপুর চারিটি পুত্র ছিল, হিরণ্যকশিপু অপর তিনটি পুত্রের ন্যায় প্রহ্লাদকেও বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এক পিতার পুত্র হইলেই যে, সকলের বৃত্তি এক প্রকার হইবে, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদ-চরিত্রের পূর্ব্ব স্কন্ধেও দেখা যায় যে, ঋষভ দেবের শত পুত্রের মধ্যে বৃত্তি বা রুচি অনুসারেই তাঁহাদের যোগ্যতা নিরূপিত হইয়াছিল, নতুবা এক ক্ষত্রিয়রূপী পিতার পুত্রগণের মধ্যে কেহ বা ব্রাহ্মণ, কেহ বা ক্ষত্রিয়, কেহ বা ভাগবত পরমহংস কিরূপে হইতে পারেন? ঋষভদেব সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন বলিয়া নিজ পুত্রগণের বৃত্তি দ্বারা যোগ্যতা-নিরূপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পিতা, প্রভু, পালক, অভিভাবক, তপস্বী, যশস্বী, নয়-নিপুণ হইলেও অভিজ্ঞতাবাদীর বিচার গতানুগতিক ও অন্ধ-পরম্পরার ন্যায় অবলম্বন করিয়া বালক প্রহ্লাদের নৈসর্গিকী রুচি বা বৃত্তি পরীক্ষা না করিয়াই যোগ্যতা নির্ণয় পূর্ব্বক নিজের পায়ে নিজেই কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। শৌক্র-বিচারে অন্ধ হওয়ায় হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের স্বাভাবিকী-বৃত্তিজাত চেষ্টা ও বিচারকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরোধী চেষ্টা জ্ঞান করিলেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রথমতঃ সহ আদরের সহিত বালকের রুচি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বালকের রুচি-পরীক্ষা-কালে বালক পিতার প্রশ্নের যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার নৈসর্গিকী রুচির বিচার নিষ্কপট ও নির্ভীকচিত্তে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে হিরণ্যকশিপু ও তাঁহার সমশীল আত্মবর্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ না হওয়ায় অর্থাৎ বালককে শৌক্রবিচারের অন্ধ-পরম্পরার ন্যায় প্রাপ্ত না হওয়ায়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পিপাসার অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল। দৈত্যরাজ তখন বালকের স্বাভাবিকী রুচির বিচার শ্রবণ করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, বালকের বুদ্ধি নিশ্চয়ই পরের দ্বারা নষ্ট হইয়াছে; অতএব যে সকল পুরোহিত ও গুরু বালকের স্বাভাবিকী রুচিতে বাধা প্রদানে এবং বালককে বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে দূরে রাখিতে সমর্থ, সেই সকল ভৃতক পুরোহিত ও গুরুশ্রেণীর তত্ত্বাবধানেই বালককে রাখা উচিত। কারণ বৈষ্ণব-গুরুগণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা ভৃতকের ন্যায় অর্থের ভিক্ষু হইয়া যজমান বা শিষ্যের দাস্য করেন না, এই জানিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ঐরূপ ভৃতক গুরুগণের হস্তে প্রদান করিলে শুক্রপুত্রগণ বালককে তাঁহার স্বাভাবিকী বৃত্তি হইতে বিচ্যুত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিলেন। বালক কিন্তু কিছুতেই শুক্র-পুত্রগণের শৌক্র-বিচার সংরক্ষণপর বাক্য শ্রবণ না করিয়া আত্ম-বিচারাবলম্বনে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—গুরুব্রত, গোদাস, শৌক্র-বিচারে আবদ্ধ, অন্ধ গুরুব্রুবগণের পরামর্শ গ্রহণ করা কখনও উচিত নহে। কারণ তাঁহারা মহতের পদ আশ্রয় করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের মতি কখনও অধোক্ষজ কৃষ্ণে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। বালক প্রহ্লাদ গুরুব্রত গুরুনামধারিগণকে বঞ্চনা করিয়া অন্য বালকগণের নিকট তাঁহার নৈসর্গিক বিচারের কথা কীর্ত্তন করিতেন, কারণ প্রহ্লাদের নৈসর্গিক বিচার জীবমাত্রেরই শুদ্ধস্বরূপের স্বাভাবিকী রুচি বা বৃত্তির বিচার; সুতরাং তাহা কাহারও নিকট কীর্ত্তন করিতে বাধা নাই।

ভাগবতের এই চিত্রটী নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে জানা যায় যে, কনক-কামিনী রত হিরণ্যকশিপুতুল্য ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের মুখাপেক্ষী ভৃতক পুরোহিত ও গুরুনামধারী শুক্রপুত্র বা শিষ্যগণের মধ্যে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা বিরোধের বীজ নিহিত আছে। তাঁহারা শৌক্র-বিচারে আবদ্ধ হইয়া জীব-স্বরূপের নৈসর্গিকী বৃত্তিকে সর্ব্বদাই বাধা প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত। শুক্রাচার্য্য শৌক্র-পরম্পরা ক্রমে আচার্য্যত্ব সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষী হওয়া বলিয়াই অর্থাৎ, তিনি ভগবচ্চরণে নিত্যকাল শ্রেষ্ঠ, উপকাররূপে প্রবন্ধ রহিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব আচার্য্যের হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, উক্তাচার্য্যের উক্তোপদেশ সন্তানগণও শৌক্র-পারম্পর্য্যক্রমে তাঁহাদের রুচিই লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আজ স্মার্ত্তগণ কেবল মাত্র শৌক্র-বিচারে যে অপরের যোগ্যতা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করেন, তাহা দ্বারা জগতে আসুর সর্গেরই পুষ্টি হইয়া থাকে—ইহা জানাইবার জন্যই সনাতন-ধর্ম্মবর্ম্মা লোক-শিক্ষক লীলাভিনয়কারী গৌরহরি নামকরণ-লীলা-প্রসঙ্গে রুচি-পরীক্ষা-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যখন শুক্ল-সত্ত্ব মিশ্র পুরন্দর বালক নিমাইর নামকরণ-কালে বালকরূপী আত্মজের নিকট ধান্য, পুঁথি, খই, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বালককে তাঁহার যে বস্তুতে অভিরুচি, তাহা ধরিবার জন্য বলিলেন, লোক-শিক্ষক বালকরূপী প্রভু তখন বৈশ্যোচিত রুচি প্রদর্শন করিবার জন্য স্বর্ণ, রজত বা ধান্যাদি স্পর্শ করিলেন না, কিম্বা শূদ্র, ভৃতক, সেবক, বা যাজক ব্রাহ্মণাদির রুচি প্রদর্শনার্থ পুঁথি বা খই, কড়ি প্রভৃতিও গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু ঐ সকল বস্তুই পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' ধারণা আলিঙ্গন করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে 'জয়ধ্বনি' উত্থিত হইল। বালকরূপী ভগবানের রুচি-পরীক্ষা লীলা হইল। আপ্তগণ বুঝিতে পারিলেন,—এ বালক মহা-বৈষ্ণব ও বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইবেন।

বালকরূপী ভগবান সর্ব্বগুরু হইয়া একদিকে বৎসল রস বর্দ্ধনার্থ অপরদিকে লোক শিক্ষার্থ পুরন্দর ও আত্মবর্গের দ্বারা স্বীয় রুচি-পরীক্ষা-লীলা আবিষ্কার করাইয়া সেবোন্মুখ জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, শৌক্র বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৃত্ত বিচারেই যোগ্যতা নির্ণয় করা আবশ্যক। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদ-উপাখ্যানে ব্যতিরেকভাবে শৌক্র বিচারে যোগ্যতা নির্ণয়ের কুফল প্রচার করাইয়া এবং সেই সপ্তম স্কন্ধেই নারদ যুধিষ্ঠির-সংবাদে বর্ণধর্ম্ম ও জীবের মঙ্গলপ্রদ ধর্ম্ম বর্ণন-প্রসঙ্গে—

"বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি-
ব্যঞ্জকম্।"
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

—প্রভৃতি শ্লোকাবলীতে অন্বয়ভাবে বৃত্তবিচারের অত্যাবশ্যকতা জীবকুলকে জানাইয়া অধুনা স্বীয় নামকরণ লীলায় স্বয়ং বৃত্ত বিচারের অত্যাবশ্যকতা প্রচার করিলেন। গুরুবর্গের দ্বারা স্বীয় রুচি-পরীক্ষা-লীলা আবিষ্কার কালে শ্রীমদ্ভাগ-

মত আলিঙ্গন করিয়া জানাইলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতই শাস্ত্রই তাঁহার অনুমোদিত গ্রন্থ। এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রে বৃত্তবিচারের কথা ও তৎ-পাবক উদাহরণ-সমূহ অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রাধিকরণে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়-পাদের (১) "শুগস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি" । (২) "ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ"॥ (৩) "উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"॥ (৪) সংস্কার-পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ"॥ (৫) "তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ"॥— এই সকল সূত্রের ভাষ্যস্বরূপে ও মহাভারত-স্মৃতির—

"ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং
ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু
বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং
নিযচ্ছতি॥

* * * *

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন
বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো
ব্রাহ্মণো ন চ॥

* * *

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ
স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি
নির্দ্দিশেৎ॥

—এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য লোক-রূপী ভগবান্ স্বীয় আচ-পরীশা-লীলা দ্বারা প্রকাশ করিলেন। শুধু ইহাই নহে, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের লীলামৃত-তরঙ্গিণীর এক একটী বিন্দুকণে যে আরও কতকত অপূর্ব্ব অমৃতের সন্ধান রহিয়াছে, তাহা একমাত্র সেবোন্মুখ-চিত্তেই উপলব্ধির বিষয় হয়। সেবা-বিমুখ ব্যক্তি অপ্রাকৃত চৈতন্য-লীলাকে প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন করিয়া দৈবী-মায়ায় বিমোহিত হন মাত্র, তাই চৈতন্যলীলা আস্বাদন করিতে হইলে নিষ্কপট চৈতন্যভক্তগণের সঙ্গ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত আদেশ করিয়াছেন,—

'চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥

বৈষ্ণব-মহাজনের চরিত্র-মাহাত্ম্য

(দেবর্ষি নারদ)

(১)

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে আত্মকাহিনী বলিয়াছিলেন। তাহা হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। নারদ জন্মান্তরে বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগি মুনিগণের এক দাসীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার সঙ্গে তিনিও ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদসেবন ও ভক্তশুশ্রূষাফলে নারদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভাগবতধর্ম্মে রুচি জন্মিল। তাঁহাদের মুখে প্রত্যহ হরিগুণকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তাঁহার হরিপাদপদ্মে অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তখন ঐ উদারমতি মহাত্মারা তাঁহাকে শ্রীহরির সাক্ষাৎ কথিত, অতি গোপনীয়, দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান প্রদান করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনারদ তাঁহার দুঃখিনী মাতার সহিত সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। এখন হরিসেবাই তাঁহার প্রধান ব্রত হইল। তিনি মাতার স্নেহে সযত্নে রক্ষিত ও পালিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে হরিসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এখন ঐ মাতৃস্নেহ তাঁহার দারুণ বন্ধন ও হরিসেবার একমাত্র অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইহা হইতে কত দিনে মুক্তি পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; অচিরেই তাঁহার সেই পথের অর্গল অপসারিত হইল। সহসা সর্পদংশনে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি পরমোল্লাসে মাতার শেষকার্য্য সম্পাদন করিয়াই গৃহত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। বহু দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি স্নানাদির পর সুস্থ হইয়া, স্থিরমনে বসিয়া অনন্যমনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরিও স্বীয় ভুবন মোহন-মূর্ত্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। অহো! সেই সাক্ষাৎ ভক্তজন-মনোমোহন শ্রীবিগ্রহ দর্শনমাত্রই তিনি অপূর্ব্ব নির্ম্মলানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই সেই রূপ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর দাসীপুত্র নারদ তৎকালে আর বহু চেষ্টাতেও সেই অপূর্ব্ব রূপ অন্তরে কি বাহিরে—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দারুণ বিরহ দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে ক্রন্দনের উপক্রম করিলেন। তখন অলক্ষ্যে থাকিয়াই সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্যে শ্রীভগবান্ কহিলেন—'এদেহে আর তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি সতত আমারই নাম লইয়া কায়মনে কেবল সাধুসেবাদ্বারা কল্মষ দগ্ধ কর, তাহা হইলেই দেহান্তে অপ্রাকৃত ভাগবতীতনু লাভ করিয়া আমার নিত্য পার্ষদরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নারদ সেইভাবেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে নিত্যদেহে নিত্যধামে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিয়া শ্রীনারদ নামে সর্ব্বত্র খ্যাত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছেন।

ভাগবত চূড়ামণি দেবর্ষি নারদের প্রসঙ্গ পুরাণেতিহাসে শতশত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়। তাঁহার অগাধ-চরিত্র সুতপ্ত ভগবদ্ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে তাঁহার পূর্ব্বাপর সমগ্র চরিত্র সুচারুভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা হইতে সকল তথ্য সম্যক্ বোধগম্য হয়। হরিভক্তপূর্ণ হরিভক্তের অপার মহিমায় মুগ্ধ হইতে হয়, এক্ষণে আমরা তাহা হইতেই নারদ চরিত্র সবিস্তার বর্ণন করিব।

আজন্ম হরিভক্ত, বিষয়-বিরক্ত পুত্র নারদকে ব্রহ্মা কোন কল্পে আদেশ করিলেন,—"বৎস! অন্যান্য ভ্রাতাদের সহিত তুমিও প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে মনোযোগ দাও।" পিতার এই আদেশ বাক্য শ্রবণে নারদ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—হায়, পিতঃ! কি কল্পে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন? আপনি স্বয়ং সর্ব্বদা হরিভজনে নিযুক্ত আছেন, আর আমাদিগকে দিতেছেন বিষয়-কর্ম্ম? এ কি পিতার ধর্ম্ম? কোন্ পিতা পুত্রকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়া বিষয় বিষপান করিতে বলেন? অহো! বিষয় যে বিষ হইতেও ভয়াবহ। বিষ একবার জীবন নষ্ট করে, একবার কষ্ট দেয়, কিন্তু বিষয়বিষ, বিষয়-তৃষ্ণা একবার সঞ্চারিত হইলে জন্ম-জন্মান্তরেও তাহার জ্বালা যায় না—বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াও জীব তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না। হায়! অতি নিম্নে, অতি ভীষণ ভবসাগরে, বিষয়-বিষ-গহ্বরে নিমগ্নজন কোটিকল্পকালেও যে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। পিতঃ,—

"ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
ভক্তারাধ্যং ভক্তসাধ্যং বিহায় পরমেশ্বরম্।
মনো দধাতি কো মূঢ়ো বিষয়ে নাশকারণে।
বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পিযূষাদধিকং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষয়ং বিষয়াভিধম্।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ)

"ভক্তপ্রিয়, ভক্তনাথ, ভক্তবৎসল, ভক্তারাধ্য ও ভক্তসাধ্য পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া কোন্ মূঢ় বিনাশ-হেতু বিষয়ে ধাবিত হয়, পীযূষ হইতেও অধিক প্রিয় কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ মূর্খ বিষয়-নামক বিষম বিষ পান করিতে উদ্যত হয়? অবোধ পতঙ্গের প্রজ্বলিত দীপাগ্নির মত, বিষয়ি-জনের বিষয়, বিনাশেরই কারণ।"

এই বলিয়া নারদ নিরস্ত হইলেন। তিনি তখন পিতার সম্মুখে সতেজে অগ্নিশিখার মত শোভা পাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, পুত্রের এই অবাধ্যতা উপলক্ষ্য করিয়া, তাঁহার হরিপদে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এবং জগতে হরিভক্তের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, বলিলেন—'অবাধ্য পুত্র, যাও,—এখন তুমি গন্ধর্ব-যোনিতে জন্ম লইয়া মোহময় কামিনী-কাঞ্চনে রত হও। পঞ্চাশৎ সুন্দরী কামিনীর কান্ত হইয়া কাম-ভোগে কাল পাত কর। তারপর শূদ্রা দাসী-গর্ভে জন্ম লইয়া তুমি দাস হইবে। পরে বৈষ্ণব-সংসর্গে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে, কৃষ্ণকৃপায় শাপমুক্ত হইয়া আবার আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। যাও, এখন অধঃপতিত হও।"

তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণহৃদয় নারদ কহিতে লাগিলেন,—"পিতঃ, ক্ষমা কর, —পিতঃ, ক্ষমা কর। উৎপথগামী দুরাচার পুত্রকেই পিতা অভিশাপ দেন, পরিত্যাগ করেন, কিন্তু কি দোষে আপনি এই কৃষ্ণ-ভজনরত, সর্ব্বভোগ-সুখ-বর্জ্জিত কাঙ্গালপুত্রকে এমন কঠোর অভিশাপ দিলেন? তথাপি আপনার এই অভিশাপ অঞ্জলি পাতিয়া মাথায় তুলিয়া লইতেছি। কিন্তু পিতঃ! চরণে ধরি আপনার, আপনি দয়া করিয়া বিদায়-কালে এই দীনহীন অভাজনের একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন,

'জনিভবতু মে ব্রহ্মন্, যাসু যাসু চ
যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তিদাস্যমেবং দেহি মে
বরম্॥

যে কোন যোনিতে মোর হো'ক না
জনম।
হই শূদ্র, কিংবা ক্ষুদ্র পশুর অধম॥
দাও বর মোরে পিতঃ যেন নিরন্তরে।
কৃষ্ণভক্তিনিধি সদা হৃদয়ে উথলে॥
যাহা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নরকে গভীর।
পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাল-সিন্ধু-তীর॥

কৃষ্ণভক্তের নাশ করিবে কে? কৃষ্ণনামরত কৃষ্ণদাসকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, বিষয়-মদে কলুষিত করিবে কে? কৃষ্ণভক্তিযুক্ত জাতিস্মর জীব কুক্কুর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াও ঐ ভক্তির শক্তিতেই যে

সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোলোকগতি লাভ করেন। জীব কল্পবশে বা দৈববশে যে কোন জন্মে যে কোন অবস্থাতেই নাশ হউক না কেন, সে সাধুগুরুর আশ্রয়ে সঙ্কীর্তন-মহামন্ত্র পাইবামাত্রই পবিত্র হয়, তাহার জন্ম ধন্য হয়, কোটী জন্মার্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এত সাধু-পথ অপরকে প্রদর্শন করেন, তিনিও পরাগতি প্রাপ্ত হন। আর যে বিশ্বস্ত গুরু শরণাগত শিষ্যকে এই সত্য সাধুপথ, এই অকৈতব অভয় পথ না দেখাইয়া অসাধুপথে আত্মস্বার্থের কবলে পরিচালিত করেন, তিনি যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য, তাবৎকাল কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরেন। তিনি কি গুরু, তিনি কি পিতা, তিনি কি পতি, না তিনি পুত্র,—যিনি প্রীতিভাজন প্রিয়জনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিদান না করেন, সেই ভক্তিযোগের অকপট উপদেশ না দেন? পিতঃ নিরপরাধে আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন, আপনাকেও ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে। আপনাকে কস্মিন্‌ কেহ পূজা করিবেন না। এই বলিয়া অভিশপ্ত নারদ অবিলম্বে স্থান-ভ্রষ্ট হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ রবিবার দিবস বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহোদয় কলিকাতা, শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল পরমহংসঠাকুরের নিকট বহুক্ষণ যাবৎ পরিপ্রশ্ন মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তর্কভূষণ মহোদয়ের সত্যানুরাগ দর্শনে বিশেষ প্রীত হইলাম।

নানা কথা

বোম্বাই মিল-ধর্ম্মঘট

বোম্বাইয়ের ২৯শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ৬৫ হাজার শ্রমিক জেকুব সেসুন মিলসমূহের কার্য্য ত্যাগ করিয়া গত শুক্রবার বাহির হইয়া আসিয়াছে। শনিবারও ধর্ম্মঘট সমভাবে ছিল। সশস্ত্র পুলিশ মিলের দ্বারে মোতায়েন থাকিয়া পাহারা দিতেছে। শ্রমিক নেতাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বত্বাধিকারী যে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তজ্জন্য শ্রমিকগণ কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মঘট করে। মিলটিতে তালা পড়িয়াছে। ব্র্যাড বেরি মিলস্‌ গত শনিবার সকালে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

গুর্খা জাতির আবেদন

ভারতের সহিত নেপালের সম্পর্ক

কলিকাতা গুর্খাদিগের সম্পাদক মিঃ এস, এন, প্রধান ও অন্যান্য অনেক গুর্খা ভদ্র মহোদয়গণের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত আবেদন পত্রখানা কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে :—

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়, আমরা ভারতের অধিবাসী গুর্খা জাতির প্রতিনিধিবর্গ কংগ্রেসে আলোচনার জন্য আপনার নিকট নিম্নলিখিত আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেছি—

(১) নেপাল ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অবস্থিত।

(২) নেপালে একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু শিক্ষা ও সভ্যতা বর্ত্তমান।

(৩) নেপাল রাজ্যের সভ্যতা ও ধর্ম্মের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম্মের বহুদিন ধরিয়া যোগসূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(৪) নেপালের ভবিষ্যৎ অচ্ছেদ্য ভাবে ভারতের সঙ্গে জড়িত।

(৫) নেপাল যদি পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, উহা ভারতের হিন্দুদের এবং নেপালীদের উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টজনক।

(৬) বর্ত্তমানে নেপাল ও ভারতবর্ষ পরস্পর পরস্পরকে চিনে না বলিলেই চলে।

(৭) নেপালই জগতে একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য। ভারতের নির্বিঘ্নতার উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, সুতরাং ভারতের ভবিষ্যতের উপর নেপালের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

(৮) নেপাল—হিন্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সভ্যতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষ যদি নেপালের প্রতি উদাসীনতা দেখায়, তাহা হইলে ভারতের স্বার্থহানি ঘটিবে।

(৯) ভারতের মধ্যে নেপাল যেমন ভৌগোলিক হিসাবে স্বাধীন, সেই প্রকার কংগ্রেসের মধ্যেও নেপালী সদস্যদের স্বাধীন সত্তা থাকা দরকার।

(১০) কাজেই উহা ন্যায়সঙ্গত যে, ভারতের অধিবাসী নেপালীদের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রতিনিধিকে কংগ্রেসে গ্রহণ করা উচিত।

(১১) ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী কোন সম্প্রদায়ের জন্য সদস্য-সংখ্যা পৃথক্ করিয়া রাখার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদি ভারতীয় মুসলমান, শিখ বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য সদস্য-সংখ্যা পৃথক্ রাখার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ভারতে অবস্থিত নেপালীদের জন্যও ব্যবস্থাপক সভাদিতে সদস্যপদ পৃথক্ করিয়া রাখার ব্যবস্থা হউক।

(১২) ১৯২৬ সনে ভারত-সরকার একটা ইস্তাহার জারী করিয়া নেপালীদের পক্ষে অসামরিক বিভাগে চাকুরী পাওয়ার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে এই বাধা অপসারিত হয়, তজ্জন্য কংগ্রেসের চেষ্টা করা উচিত।

(১৩) আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে আফগানিস্থানের কোন সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকিলেও আফগানিস্থানে ভারতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে, অথচ নেপালের সঙ্গে ভারতের বিশেষ একটা যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস এই বিষয়ে দৃষ্টিপাতই করেন না, কাজেই নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ডতেই ভারতীয় কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। উহার ফলে নেপালস্থিত ভ্রাতৃগণও ভারতের আদর্শ কি, তাহা জানিতে পারিবেন এবং ভারতীয়গণও তাঁহাদের সহানুভূতির ফলে আরও শক্তিশালী হইবে।

আমরা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দৃঢ়ভাবে ভারতের জাতীয়দলের নেতৃবৃন্দকে আমাদের উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

—আনন্দবাজার

লৌহ ও ইস্পাত সঙ্ঘ

"ষ্টার" পত্রে প্রকাশ, নিউ ইউ নয়ন আয়রণ এণ্ড ষ্টীল্‌ করপোরেসন বোর্ডের সহকারী প্রতিনিধিগণ একটি জার্ম্মাণ কারখানার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই চুক্তি অনুসারে বার্ষিক ৭ হাজার ষ্টার্লিং বেতনে জার্ম্মাণ ইস্পাত বিশেষজ্ঞ শিল্পিকে প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানায় টেকনিকেল ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইবে।

দক্ষিণ আমেরিকার যুদ্ধ

লণ্ডনের ২৮শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। বলিভিয়া এলচাকোর পোর্ট ভ্যাঙ্গারডিয়া নামক দুর্গটির দখল করিয়াছে এবং ১২ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

বুয়েনস্‌ এয়ারসের সংবাদে প্রকাশ যে, বলিভিয়াকে জানান হইয়াছে, প্যারাগুইয়ার সহিত তাহাদের বিবাদ না মিটা পর্য্যন্ত আর্জেন্টাইনার উপর দিয়া তাহাদের কোন সৈন্য প্রেরণ করিতে দেওয়া হইবেনা।

জাতীয় মহা-সমিতি

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন

গত ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। এই অধিবেশন বেলা দুই ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময় মহাসমিতির মণ্ডপে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র শ্রমিক এক সভার আহ্বান করিয়াছিল, তাই মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান দুই ঘণ্টা পরে আরম্ভ হয়।

সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সহানুভূতি সূচক বিদেশ হইতে আগত কতকগুলি পত্র সভাসমক্ষে পাঠ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরলোকগত দেশসেবকগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে গ্রহণ করেন। সর্ব্বশেষে সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং পরলোকগত কর্ম্মী লালা-লাজপত রায়ের উপর পুলিসের আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস, ডাঃ আলম এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর প্রস্তাবটী ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৫-৫ মিনিটের সময় দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন শেষ হয়।

রুস জার্ম্মাণ-বাণিজ্যসন্ধি

গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে মস্কো সহরে রুষিয়া এবং জার্ম্মাণীর ভিতর বাণিজ্যঘটিত এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই দেশের ভিতর ইতঃপূর্ব্বে যে বাণিজ্য-সন্ধি ছিল, নূতন সন্ধির ফলে তাহার প্রসার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্রাটের অবস্থার উন্নতি

গত ২৯শে ডিসেম্বর রাত্রি ৮-১৫ মিনিটের সময় যে বুলেটিন বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় সম্রাট দিবাভাগটি অনেকটা শান্তির সহিত কাটাইয়াছেন। অবস্থার যে সামান্য উন্নতি হইয়াছিল, তাহা এখনও বজায় আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ই পৌষ, শুক্রবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অহং-প্রকৃতির লোকসকল বিদ্যা, ধন, কুলাদির অহংকারে প্রমত্ত হইয়া চিরকালই নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান পূর্ব্বক মৎসরতাবশে নিজেদের আসুর মতকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবে—ইহা তাহাদের স্বভাব। কিন্তু সেই বাস্তব সত্যের আবার এমনই একটি মহিমা—এমনই একটী বৈশিষ্ট্য যে, উহারা যতই না কেন তাঁহাকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে যাউক, স্বতঃপ্রকাশ সত্য ততই আপন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক উহাদের সকল প্রয়াসই ব্যর্থ করেন। তাহাতেই কথায় বলে—"সত্যের ঢাক আপনি বাজে।"

প্রোজ্ঝিত-কৈতব, পরম নির্ম্মৎসর সত্য-সূর্য্যের সুনির্ম্মল কিরণচ্ছটা সহ্য করিতে না পারিয়া উলূক-ধর্ম্মাবলম্বী মাৎসর্য্যপরায়ণ দুর্জ্জনগণ তাহাদের অজ্ঞতমসাপরিপূর্ণ অসত্য-বিবরাভ্যন্তর হইতে মুখ প্রসারণপূর্ব্বক যতই না কেন সেই সত্যসূর্য্যের নিন্দাবাদ করিতে থাকুক এবং তাহাদের উলূক বান্ধবদের মধ্যে তাঁহার অকর্ম্মণ্যতা প্রচার করুক, সত্য সূর্য্য তাহাদের কাহারও কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করিয়া অবাধে তাঁহার নিজ কার্য্য করিয়া যাইবেন। তাই তিনি আজ তাঁহার নিজ বিক্রম সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া মৎসরদলের সকল দুরভিসন্ধি ধরাইয়া দিতেছেন। যে সকল নিরীহ ব্যক্তি এতদিন সেই সকল অসাধু-দলের সংস্রবে পড়িয়া সত্যের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না, আজ তাঁহাদের ভুল অনেকটা ভাঙ্গিয়াছে তাঁহারা এখন সত্যের আদর করিতে শিখিয়াছেন এবং এতদিন অনাদর করার জন্য এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। পরম দয়াময় সত্যপ্রিয় সাধুগণ তাঁহাদের সত্যানুরাগ দেখিয়া পূর্ব্বকৃত সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিতেছেন।

বহুদিন হইতে কতকগুলি কু-সঙ্কল্পবাজ বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধী বঞ্চিত ও বঞ্চকের দল তাহাদের অনর্থপূর্ণ আলোক বিচার সূত্রে অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীধামতত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ হইয়া তাহাদের চিত্তরোগ বশে তাঁহার জন্ম-স্থানের অভাব দেখাইয়া মায়াপুরকে অপ্রকৃত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বহু প্রয়াসের জন্য অন্যত্র শ্রীধাম বলিয়া লোক বঞ্চনা করিয়াছিল। অধুনা শ্রীভগবান্ তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া স্বপ্রকাশ নিজ ধামের মাহাত্ম্য নিজেই প্রখ্যাপন করিতেছেন। ভগবৎকৃপা-প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ লোকসকল এখন শ্রীধাম-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছেন, আর গত জীবনের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন—

১। ভগবদ্‌গৃহ কখনও গঙ্গাগর্ভ-জাত হন না; গঙ্গাদেবী যে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা, সেই শ্রীভগবানের পাদমূলেই তিনি নিত্যকাল অপ্রতিহতা গতিতে প্রবাহিতা থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া যখন দ্বারকাকে প্লাবিত করেন, তখন তিনি ভগবদ্ গৃহকে সসম্মানে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। 'বিনা ভগবদ্‌গৃহম্' এই ভাগবত-বাক্য দ্বারা ইহার সত্যতা সুপ্রমাণিত হইতে পারে। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশ স্থল গঙ্গাগর্ভ-জাত হইলেও শ্রীগৌর-জন্মভূমি যেমন তেমনই আছেন। অন্যান্য সর্ব্ববিষয়াদি জ্ঞানের অধিকারী হইলেও, অপ্রাকৃত শ্রীধামতত্ত্ব জ্ঞানের অনধিকারিব্যক্তি অনধিকার-চর্চ্চা-মূলে গৌরজন্মভিটাকে গঙ্গাগর্ভগত বলিলেও তাহাই "প্রমাণ" বলিয়া গৌরভক্তগণ স্বীকার করিবেন না। যে ভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র অমল প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই গৌরভক্ত-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ কোন্ সাহসে 'বিনা ভগবদ্ গৃহম্' এই সত্যের অপলাপ করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিবেন? মৎসরতামূলে মানুষ না করিতে পারে এমন কাজ নাই।

২। যে সকল ব্যক্তি অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরকে, বহির্দ্বীপ রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠে টানিয়া লইবার বৃথা প্রয়াস করিতেছে, তাহারা কেহই শুদ্ধ-ভক্ত নহে; শুদ্ধভক্ত ভিন্ন শ্রীধাম-তত্ত্ব নিরূপণে কাহারও শক্তি নাই। যে গৌরভগবানের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীধাম প্রকাশ করিবার জন্য তথাকথিত বাবাজী বৈরাগিদিগের বড় মাথা ব্যথা দেখা যাইতেছে, তাহারা মহাপ্রভুর কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥", "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥", "ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥" ইত্যাদি। ধাম-নির্ণয়কারি বাবাজী তাহার কিছুই মানে না। সুতরাং তাহার ধাম-নির্ণয়চেষ্টা কেবল অপস্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সত্যের বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা উহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছেন, তাঁহারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শ্রীভগবন্নাম ও ধামাপরাধী হইয়া মহানর্থ-সাগরে নিমজ্জমান হইতেছেন মাত্র।

৩। সত্যের সু-বহুল প্রচারে স্বার্থান্বেষিদল তাহাদের স্ব স্ব অপস্বার্থ সাধনে বিঘ্ন উৎপাদিত হইতেছে দেখিয়া সত্যের বিরোধিতা-মূলে যে সকল অসত্যবাদ প্রচার করিতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিসমূহ কখনই তাহাকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার করিয়া সজ্জন সমাজে হাস্যাস্পদ হন না।

'টেরিটোরিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেসি' নামক ইংরাজী পুস্তকে লেখা আছে—"*He built temples at Ramchandrapur on the very spot near Nadia where Gauranga (Chaitana) is said to have been born for the worship of Sri Govindji, Gopinath, krishnaji and Madanmohanji*" ইহার বঙ্গানুবাদ—"দেওয়ান, গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ নদীয়ার নিকটবর্ত্তী যে স্থানে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণ ও মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেখানে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ কিম্বদন্তী মাত্র। যিনি এই কথা লিখিয়াছেন, তিনি একজন মহাপুরুষ নহেন, আর যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া। এই কিম্বদন্তীকে কি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে?

৪। যে-কোন হিন্দু কোন লুপ্ততীর্থ-স্থান উদ্ধার করিয়া সেই তীর্থ-দেবতার শ্রীমূর্ত্তির সেবা অগ্রে স্থাপন করিয়া পরে অন্যান্য সেবা প্রকাশ করেন। দেওয়ানজী গৌরজন্মভিটায় কৃষ্ণের মন্দির করিলেন, গৌর-মন্দির করিলেন না কেন? তাহা হইলে মূর্খ লোকেরা কি বলিতে চাহে, দেওয়ান গৌরভক্ত ছিলেন না? যে গৌরজন্মস্থান লইয়া গোটাজগৎ তোলপাড় হইতেছে, দেওয়ান সেই স্থান আবিষ্কার করিয়া তাহার নাম রামচন্দ্রপুরই রাখিয়া দিলেন? 'মায়াপুর' নামটী কি পছন্দ করিলেন না? তাহা হইলে তিনি কি তখন শ্রীল নরহরিচক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের নামও শুনেন নাই, অথচ গৌরজন্মস্থান নির্ণয় করিবার উপযোগী বড় বড় প্রমাণ সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন? ইহাই নাকি একটী সম্ভবপর কথা? সুতরাং রামচন্দ্রপুর কখনই প্রকৃত 'মায়াপুর' হইতে পারে না। গলাবাজী করিয়া আখড়া জিতিলেই কাজ চলেনা। দেওয়ানজী মায়াপুর ধাম প্রকট করিলে তাহা গোপনে থাকিত না কেবল মন্দিরটী মাত্র লুপ্ত হইলেই তাহার চিহ্ন যাইত না। ভগবদ্‌গৃহ গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে, ইহা গঙ্গাদেবীর চরণে সর্ব্ব বড় একটী অপরাধের কথা। ইহা বলিবার সাহস সহজিয়ারাই করিতে পারে।

৫। আরও একটী কথা এই যে, এস্থলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—"*near Nadia where Gauranga is said to have been born*" ইহার অর্থ—"নদীয়া, যেখানে মহাপ্রভু প্রকট হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।" এইরূপ অর্থ করিলে, যেমন লেখকের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তেমন ইহাকেই 'প্রমাণ' বলিয়া গলাবাজীকারি-সম্প্রদায়ের বেশ ভাল করিয়াই গলাচাপা পড়ে। পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই, এমন কতকগুলি কিম্বদন্তী-মূলা কথাকে জোড়া তাড়া দিয়া প্রমাণ বলিয়া খাড়া করিলেই যদি প্রমাণ হইত, তাহা হইলে আর কথা ছিল না। নদীর গতি (*River course*) কে নিজ ইচ্ছামত চালাইবার স্পর্দ্ধামূলে যে মাপ সাজগীয় করিয়াছে, তাহা দেখিলে যে কোন নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না।

৬। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, অন্তর্দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া শ্রীঈশান ঠাকুর অঙ্গুলী নির্দ্দেশে "সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস" বলিয়া যে সুবর্ণবিহার দেখাইতেছেন, বর্ত্তমান কাঁকড়ার মাঠে দাঁড়াইয়া সহজিয়াদল যতই না কেন উঁকি ঝুঁকি মারুক, তাহা দেখিতে পাইবে না। কেন না অন্তর্দ্বীপ হইতে রামচন্দ্রপুর বহুদূরে বহির্দ্বীপে অবস্থিত। কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নিকটবর্ত্তী স্থানে দাঁড়াইয়া তাকাইলে এখনও জলঙ্গীর পর পারস্থিত সুবর্ণবিহার নামক স্থান দেখা যায়। এখনও বল্লালদীঘী, কাজীর সমাধি, 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নাম বিলুপ্ত হয় নাই। 'মায়াপুর' নাম হিন্দু মুসলমান—সকলেই বলিয়া থাকেন। কেবল নিতান্ত অশিক্ষিত মুসলমানগণ 'মায়াপুর' নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া মেয়াপুর বলে, তাহাই মায়াপুর অস্বীকার করার প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে না। 'মিঞাপুর' নাম কেবল মৎসরতা-মূলে সত্যবিরোধ-কল্পে কল্পিত। শ্রীধামের নাম কপটতার সহিত ঐ রূপ বিকৃত করিয়া উচ্চারণের ফলে যে কি ভীষণ অপরাধের আহ্বান করা, হইতেছে, তাহা উচ্চারণকারিগণ অচিরেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমরা ধামাপরাধিগণের দ্রুত গতিতে অধঃপতন দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কি করিতে পারি। তবে সত্যের বিরুদ্ধে যে যতই বলুক, সত্যের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। মানুষ এখন নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছে। নিতান্ত হতভাগ্যেরাই কেবল এখনও অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবার প্রয়াস করিতেছে। আমরা ধাম সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করিব।

কৃপা কি চাই ?

(২)

আমার কৃপা চাওয়া কপটতা। আমার গুরুদেব আমাকে অনেকবার জানাইয়াছেন ; তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—একবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের নিকট মহ-দেশের কোন এক প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ কৃপাযাচ্ঞা করায় গৌরকিশোর প্রভু সেই মহারাজকে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গোমস্তাগণের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহার (শ্রীগৌরকিশোরের) সমীপে নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে একটী পৃথক্ ছৈএর ভিতর বাস করিতে বলিয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোন চিন্তা করিতে হইবে না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুই ভিক্ষা করিয়া তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিয়া দিবেন। তিনি কেবল নিশ্চিন্তমনে হরি ভজন করিবেন। বৈষ্ণব ঠাকুর তাঁহাকে (রাজাকে) সদ্য সদ্য কৃপা দিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু যমদেব সাক্ষাৎ কৃপা করিতে আসিলে বুড়ীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, উক্ত কৃপাপ্রার্থীরও সেই অবস্থা হইল। তখন তাঁহার কৃপা চাওয়া ঘুচিয়া গেল। ঐরূপ কৃপার হস্ত হইতে কোন প্রকারে এড়াইয়া বিষয়বিষয়ে এবং যে সকল ভক্ত-ব্যবসায়ী বঞ্চক ব্যক্তি কৃপার নামে বঞ্চনায় প্রবীণ, আর তাঁহাদের স্থায় অপরকেও অবিদ্যালাময় লোভাপিত্তে টানিয়া আনিয়া আবদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতে পটু, সেই সকল ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের নিকটও কোন এক ব্যক্তি কৃপার জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে এক খণ্ড ছিন্ন কৌপীন দেখাইয়া বলিলেন, —'এই নাও কৃপা"। তখন কৃপাপ্রার্থী বেগতিক দেখিয়া নিজের চশমা ফেলিয়াই উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নৌকায় উঠিয়া পার হইবার চেষ্টা করিলেন। সাক্ষাৎ কৃপাযাচ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমারই ন্যায় উত্তাল তরঙ্গায়িত ভব-সাগরের তীরে সমুদ্র-বিপদের নৌকায় নবীন যাত্রী হইলেন।

আমার কৃপা চাওয়া অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমার মনোধর্ম আমার কাণে যে মন্ত্র দিতেছে, সাধুর দ্বারা তাহার সমর্থন করাইয়া, লইয়া নিজে সন্তুষ্ট থাকা—যে সকল কুপথ্যের প্রতি আমার রুচি, সেই কুপথ্যগুলিকে চিকিৎসকের দ্বারা সুপথ্য বলিয়া অনুমোদন করাইয়া লওয়া—আমি যে ভিমিরে আছি, সেই ভিমিরেই থাকিবার যা তাহা হইলেও অধিকতর তিমিরে প্রবিষ্ট হইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পত্র পাইবার বাসনা। কিন্তু সদ্বৈদ্য ত' আমার রুচি অনুসারে কুপথ্য অনুমোদন করিয়া আমার হিংসা করিবেন না? তিনি যে সর্ব্বদা 'আমাকে কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত—তাঁহার প্রাণ যে আমার দুঃখে ব্যাকুল—আমার দুঃখে যে তাঁহার নিয়ত অশ্রুধারা বিগলিত হয়।

কৃপাবতার প্রভু আমার অসংখ্যবার বলিয়াছেন,—আমি ত' এত নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, আমার কৃষ্ণের ভোগের বস্তুসমূহকে আমি আমার কৃষ্ণ সেবানিপুণা দৃষ্টির অন্তরালে রাখিব ? কারণ কৃষ্ণ-নৈবেদ্য দুষ্টলোকের দৃষ্টিতে পতিত হইলে তাহা আর কৃষ্ণের ভোগে লাগিবে না। গুরুদেব যাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, কৃপা করেন, তাকেই ত' সামনে রাখেন, চোখের আড়ালে যাইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যায়। কিন্তু উল্টো বুঝার লোক আমি, আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাকে—স্নেহ-প্রাচুর্য্যকে কঠোরতা নিষ্ঠুরতা মনে করি। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই ?

গুরুদেব বহুবার জানাইয়াছেন যে, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে ২০০গ্যালন চিদ্রক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও গুরুদেব কৃপা করিতে চান, তথাপি আমার মঙ্গল হউক্। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রয়াস, তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বর্ষিত, আর আমি এত হৈতুক যে, সেই কৃপাকে—সেই অজস্রধারে অনুক্ষণ বর্ষিত কৃপাবারিকে পা' দিয়া ঠেলিয়া দিবার পাষণ্ডতা ও দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করি। অকৃতজ্ঞ আমার আমি, আত্মপ্রবঞ্চক আমি, আত্মঘাতী আমি, কৃপাকে 'কৃপা' বুঝি না—বুঝিয়াও বুঝিতে চাই না।

গুরুদেব আমাকে বলিয়াছেন,— মানুষের কাপড়ে যদি হঠাৎ আগুন লাগিয়া যায়, তখন বুদ্ধিমান লোক কি করেন ? তখন তিনি লোক-লজ্জা করেন না, হাতে যে কাজ করিতেছিলেন, সেই কাজগুলি করিতেও ব্যস্ত হন না, সব ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাপড় পড়িয়া যায়, আগুন হইতে নিস্তার পাওয়া। আমার কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে, গুরুদেব কৃপাবারি লইয়া সমুপস্থিত, কিন্তু আমি কি করিতেছি ? বলিতেছি, —কাপড়ের আগুন পরে নিভাইব, প্রথমে অন্যান্য কার্য্যগুলি শেষ করিয়া লই। কিন্তু আগুন কি তাহা শুনিবে, আমাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। আমার প্রভু চিদবর্ষণ, দয়াময়, আমি বুদ্ধিহীন হইয়া বা হয়ত হই বা কেন, তাহা জানাও সেখে না ; কিন্তু আমার দুঃখে প্রভুর দুঃখী হইয়া, হেত ... অহৈতুকী করুণায় আমাকে অগ্রেই কাজটা আগে সারিতে বলেন, আমি কিন্তু সে কৃপা চাই না। তাই বলিতেছিলাম, আমি কি সত্য সত্যই কৃপা চাই ?

বৈষ্ণব-মহাজনের চরিত্র-মাহাত্ম্য

(দেবর্ষি নারদ)

(২)

ইনিই এখন গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্ব-রাজপুত্র উপবর্হণ-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উপবর্হণই রাজা হইলেন। পঞ্চাশৎ গন্ধর্ব্বকন্যা তাঁহার পত্নী হইলেন ; তন্মধ্যে প্রধানা—মালাবতী। কিন্তু উপবর্হণ তাঁহাদের সহিত বিলাস-ব্যসনে বহুকাল যাপন করিলেও, তাঁহাদের কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তাই, গুরু বশিষ্ঠের নির্দ্দেশে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্কর-তীর্থে গিয়া শিব-আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব দেখা দিলেন। উপবর্হণ বর চাহিলেন,—"হে শিব, তুমি আমাকে হরিভক্তি এবং পরম বৈষ্ণব-পুত্র বর দাও।"

শিব বলিলেন,—"হরিভক্তি লাভ হইলে আবার অভাব কি থাকে ? তোমার অপর বর প্রার্থনা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। যে কুলে একজন হরিভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কোটি পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায় ; আর হরি-ভক্তের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। এক হরিভক্তি হইতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে, তোমার দ্বিতীয় বরের প্রয়োজন কি ? কিন্তু আমি তোমাকে আমাদের পরম যত্নে সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভক্তি ত' দিতে পারিব না ! তুমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।"

শিব-বাক্যে ভাবিস্মৃত গন্ধর্ব্বপতির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতি দীনভাবে কহিতে লাগিলেন,—"কালকাল কৃষ্ণের কটাক্ষ মাত্রে যে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি অগ্নবৎ তিরোহিত হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণভক্ত ইচ্ছা করেন না, আর কোনও ভক্তপদও তিনি কদাচ কামনা করেন না, এমন কি শ্রীহরির সালোক্য আদি কোনও পদও প্রার্থনা করেন না, স্বপ্নে না জাগরণে তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু ভক্তি হরিভক্তি লাভ, মুক্তিও তুচ্ছ করিয়াছেন প্রভু, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, কল্পতরু শিব ! তুমি আমাকে দয়া করিয়া তাহাই বর দাও, আমি আর অন্য কিছু চাই না। আমি অযোগ্য বলিয়া যদি তুমি অগ্রাহ্যে এই পরমনিধি—হরিভক্তি ; হরিভক্ত পুত্র না দাও, তবে আমি আমার মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি দিব।"

তখন শিব তাঁহাকে ... বর প্রদান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ স্বস্থানে আগমন করিলেন। একদা তিনি গন্ধর্ব্বকামিনীগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমনপূর্ব্বক হরি-গুণ-গাথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্ব পিতৃশাপ-ফলে সহসা তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। এই অপরাধে ব্রহ্মকোপে তিনি তৎক্ষণাৎ কালকবলে পতিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী মালাবতী প্রগাঢ় পতিভক্তি-প্রভাবে মহাশক্তিমতী ছিলেন। তিনি স্বপ্রভাবে সাবিত্রীর মত দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় অকাল-বিগত পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। উপবর্হণ আবার সপত্নী স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরম সুখে কতকাল যাপন করিলেন। ক্রমে আয়ুঃ শেষ হইলে দেহত্যাগ করিয়া শূদ্রাক্ষর প্রাপ্ত হইলেন।

কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে এক কৃষ্ণপরায়ণ গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কলাবতী পরম রূপবতী ছিলেন। তিনি পতি-দোষে পুত্রবতী না হওয়ায় গোপরাজ তাঁহাকে স্বদেশে দক্ষিণা করিয়া অদূরবর্ত্তী আশ্রমপ্রাঙ্গণে কশ্যপ-শিষ্য 'নারদ' নামক জনৈক কৃষ্ণ-ধ্যানপরায়ণ মুনির সকাশে প্রেরণ করিলেন। কলাবতী মহাপ্রভাব মুনিবরের জ্যোতির্ম্ময় দর্শন করিয়া মোহিতা হইলেন। তিনি তখন মুনিবরকে মোহিত করিবার জন্য যুবতী-সুলভ বিবিধ হাব-ভাব প্রদর্শন করাইতে থাকিলেন। দৈবক্রমে তিনজনেরও ধ্যানভঙ্গ এবং তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইল। তিনি নির্জ্জন-বনে সেই দিব্যরূপী রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তৎ-সকাশে আসিয়া তাঁহাকে তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কলাবতী সভয়ে শ্রীহরির স্মরণ করিয়া কহিলেন, "হে মুনিসত্তম ! আমি গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী ; অপুত্র পতির আজ্ঞায় পুত্রার্থিনী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ; কৃপা করুন।" কলাবতী ... করিয়া মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন, "তুমি ... আমাকে অভিলাষ করিতেছ ? ...

পূজা স্বীকার করেন, তিনি ব্রাহ্মণ-যোনি প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা কে? কলাবতী কিছুকাল পরেই অলৌকিক উপায়ে গর্ভবতী হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই কৃষ্ণ-পরায়ণ ক্রমিলের নিকট ঋষির উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। তদীয় পত্নীকে দ্রুমীলকে অগ্নিতে জল অর্পণ করিয়া বিষ্ণুরাজকে প্রণাম করিলেন। বিয়োগের দুঃখ কলাবতীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

এখানে সেই ভক্তিযোগী সাধুগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ প্রসাদরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক কলাবতী পুত্রের জননী হইলেন। কোথায় অবশেষে গর্ভকেতে অবস্থ ব্রহ্মকাঞ্চন-কান্তি একটী বালার্ক-সদৃশ শিশু শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে শাপভ্রষ্ট নারদের শূদ্রা-গর্ভে শূদ্ররূপে জন্ম হইল। তিনি তথায় শুক্ল-পক্ষীয় শশীর মত বাড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্ব-লিখিত বিবরণগুলিতে তত্ত্ববিবাদ এবং অসুর-বিমোহন-কার্য্য তত্ত্ব ও ভগবানের চরিত্রে লক্ষিত হয়, উক্ত বিবরণটী অসুর-বিমোহনো দেশেই লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের বিবরণই আদরণীয়।

যথাসময়ে শাপ-মুক্ত নারদ আবার পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইলেন? তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে দিব্য-জন্ম লাভ করিলেন। কিন্তু আবার সেই বিপদ্! ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে দার-পরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। নারদ এবারও পিতাকে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। তিনি কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় সেবা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে মধুরবাক্যে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন,—"গৃহধর্ম্মে থাকিয়াও কৃষ্ণসেবা হয়। তুমি কৃষ্ণে মতি রাখিয়া গৃহধর্ম্ম পালন কর।

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
বৃথা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুঃ)

যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি, তাঁহাকে আর কোথায় তপস্যা করিতে যাইতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্রই হরিসেবায় রত। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে হরিবিমুখ, তিনি বনে গিয়া তপস্যা করিলেই বা কি হইবে? বৎস, তোমার মত হরিপরায়ণজনের কেহই কখনও বাধা উৎপাদন করিতে পারিবে না। তুমি গৃহধর্ম্মে থাকিয়াই হরিসেবা কর।"

পরমবিরক্ত, একান্ত কৃষ্ণোন্মুখ নারদ কিন্তু পিতার কোন কথাই শুনিলেন না। তাঁহাকে তিনি এবারেও পূর্ব্ববৎ অনেক কথা বলিয়া শেষে তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন,—"পিতঃ, আমাকে বাধা দিবেন না; আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি—আমাকে আর আপনি গৃহপাশে বদ্ধ করিবেন না, বিদায় দিন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা বুঝিলেন,—সাগরগামিনী উন্মাদিনী স্রোতস্বতীকে বাধা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি তিনি সেই কৃষ্ণোন্মাদ পুত্রকে বিদায় দিয়াও আবার বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ মোহকর মধুর বাক্য-জালে ঐ মুক্তপক্ষ বিহগরাজকে বদ্ধ করিতে বিফল প্রয়াস প্রাপ্ত হইলেন। তখন জলদগম্ভীরস্বরে গিরিবরসদৃশ অটল-হৃদয় নারদ আবার বলিলেন—

"কা বা কস্য প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃ কো বা
ভবার্ণবে।
কর্ম্মোর্ম্মিভির্যোজনা চ তদপায়ো
বিয়োজনা॥
সুকর্ম্ম কারয়েদ্ যো হি তম্মিত্রং
স পিতা গুরুঃ।
বিবুদ্ধিঃ কারয়েদ্ যো হি স রিপুশ্চ
কথং পিতা॥"

কে পুত্র প্রেয়সী বন্ধু ভবসিন্ধু ঘোরে।
কর্ম্ম-ঊর্ম্মি-যোগে সবে বদ্ধ মায়া-ডোরে॥
সেই ঊর্ম্মি-বলে পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন-কায়া।
কে বা কোথায় রহে পিতা পুত্র জায়া॥
সাধুকর্ম্মে সাধুপথে করে যে চালিত।
সেই মিত্র, পিতা, গুরু সবার বন্দিত॥
কুমন্ত্রে বিকর্ম্মে আর করে যে প্রেরণ।
নহে মিত্র, পিতা, গুরু,—শত্রু সেই জন॥

(ক্রমশঃ)

"চাই নদীয়াপ্রকাশ?"

—বলিয়া একটী বালক ট্রামে উঠিয়া চীৎকার করিতেছিল। একটী ভদ্রলোক বলিলেন,—উহাতে কি আছে? বালক উত্তর করিল,—ইহাতে নিত্যদেশে আমসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং অধিকন্তু তদর্থে পারমার্থিক বিষয়ের আলোচনা আছে। জাগতিক বিষয়ের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে হয়, জীবের স্বরূপ কি, জীবগণ কেন এই সংসারে আসিয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয় এবং কিরূপেই বা তাহাদের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে জীবের নিত্যধামে গমনের সুযোগ ঘটে, তাহাই বর্ণিত আছে।

ভদ্রলোক।—জীবের নিত্যধাম কি এই জগৎ ছাড়া আর কোথায়ও আছে? আমরা ত' জানি, যে, যে দেশের অন্তর্গত যে স্থানে জন্মগ্রহণ করে, সেই স্থানই ত তাহার নিত্যধাম। যেমন, আমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিকাতায় বাস করি। অতএব কলিকাতাই আমার নিত্য ধাম।

বালক।—সে কি বলেন? 'নিত্য' বলিতে কি বুঝায়?

ভদ্রলোক। আমি ত' এই বুঝি যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ আছে, ততদিনই মানুষের নিত্যতা। দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেই সব ফুরাইয়া গেল। পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশিয়া গেল। তখন আর কোন চিহ্নই থাকে না।

বালক। আচ্ছা আপনি ত' আমা অপেক্ষা বয়োধিক, আপনি কি সাংসারিক অভিজ্ঞতায় এইটুকু মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দেহই জীব? না স্বতন্ত্র আর একজন আছে?

ভদ্রলোক। আর একজন কে থাকিবে? যদি থাকিবেই, তবে আমরা কি তাঁ'কে দেখিতে পাইতাম না? ও সব বুজরুকি কথা ছেড়ে দাও। খাও, দাও, ফুর্ত্তি কর, আর কি চাই? মিছামিছি মাথা ঘামান'তে কি লাভ আছে? যা' চোখে দেখব, তাই বিশ্বাস ক'রব, অথবা স্বয়ং ভগবান্ এসে আমার কানে কানে, কি প্রত্যক্ষ হ'য়ে যদি কোন কথা বল্‌তে পারেন, তা'হলে বিশ্বাস করব, নতুবা হাজার হাজার লোক কল্পকাল চীৎকার ক'রে বলুক না কেন, 'ইহা ব্রহ্মার আদেশ' 'ইহা শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখনিঃসৃত বাণী', তথাপি আমি বিশ্বাস ক'রতে নারাজ।

বালক। আচ্ছা, আপনি কি চোখে না দেখা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন না? যদি তাই হয়, তবে বলুন ত' মশায়, আপনি কি নিজ জন্মকালে আপনার পিতাকে দর্শন ক'রেছিলেন? সে শক্তি কি আপনার তখন ছিল অথবা শুনে বল্‌ছেন?

ভদ্রলোক। (স্তম্ভিত হইয়া) হাঁ, সেটা অবশ্য শুনেই ব'ল্‌তে হ'বে বৈ কি? যা' আমার জন্মের পূর্ব্বে ঘটেছে, সেটা অবশ্য শুনেই বল্‌তে হবে।

বালক। তা'হলে শোনা-কথাও বিশ্বাস করেন। বেশ, এখন বুঝুন যে, আপনার পিতাকে যেমন আপনি দেখেন নাই, সেইরূপ আপনার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি হ'তে ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের কথা মনে করুন। আপনাদের বংশের সর্ব্বআদি পুরুষ আপনাই একজন স্বীকার ক'রবেন।

ভদ্রলোক। হঁ, শুনেছি, আমাদের আদিপুরুষ কশ্যপ ঋষি।

বালক। আচ্ছা, মনে করুন, আপনাদের সেই আদি পুরুষ একটা কোন কাজ ক'রে গেছেন, যা' অদ্যাবধি চলে আসছে। যেমন, বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা। আপনাদের বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন ত'?

ভদ্রলোক।—হাঁ, আমাদের বাড়ীতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন আছেন, প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়। আর আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষস্থ ব্যক্তি ঐ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর একটা আদেশ ছিল যে, যে আমাদের বংশে মধ্যম পুত্র হবে, সে কখনও বিবাহ ক'রতে পারবে না, সেই ঠাকুর পূজার অধিকারী হবে, সদাচারে থাকবে, নিরামিষ ভক্ষণ ক'রবে এবং আরও কএকটী নিয়ম আছে, যা অবশ্যই পালন ক'র্ত্তে হবে।

বালক।—তা'হলে দেখুন যে, আপনাদের চতুর্দ্দশ পুরুষস্থ ব্যক্তির আদেশ আপনারা পালন ক'রছেন। কিন্তু তদূর্দ্ধতন হিসাবে সর্ব্বআদি যিনি, তিনি কে একবার বিচার করুন। যখন কেহই ছিল না অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, তখন আপনাদের আদিপুরুষকে কে সৃষ্টি করেছিলেন?

ভদ্রলোক। শুনেছি যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বআদি, তাঁহার আর জন্মদাতা কেহ নাই। তিনি নিত্যকালই আছেন এবং তাঁর থেকে সব চরাচর জগৎ সৃষ্টি।

বালক। তা'হলে সেই সর্ব্বপিতার পিতা, সর্ব্ব আদির আদি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করেন? তিনি যদি পুত্রগণের প্রতি কৃপা ক'রে কোন কথা ব'লে থাকেন, তবে কি সে কথাটা শোনেন?

ভদ্রলোক। হাঁ, বালক, তা' ত নিশ্চয়ই বিশ্বাস ক'রতে হবে, আপনা আপনি ত আর কারো জন্ম হ'তে পারে না। আচ্ছা, আজ থাকুক, কাল এইখানেই দেখা করো, আবার কথা হবে।

বৈষ্ণব-চরিত্র

(প্রহ্লাদ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৪৬ সংখ্যার পর)

গুরুপুত্রগণ গৃহকর্ম্মানুরোধে স্থানান্তরে গমন করিলে অথবা অধ্যয়নান্তে ক্রীড়ার্থ অবসর প্রাপ্ত হইলে প্রহ্লাদ সহপাঠী ও সমবয়স্ক অসুর-বালকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক সংসারের পরিণাম বিষয়ে মধুর-স্বরে উপদেশ করিতে লাগিলেন। তাহারাও প্রহ্লাদের অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে কৌতূহল-প্রযুক্ত ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া বসিল এবং মনোযোগসহকারে সেই উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহাদের অন্তঃকরণ গুরুদেবীয় বাক্যে দূষিত হয় নাই।

প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন,—ভাই, সকল, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে কৌমার কাল হইতেই ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন

করা কর্ত্তব্য। কারণ, এই মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। চৌরাশিলক্ষবার ইতর যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া মাত্র একবার ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্মলাভ হইয়া থাকে, যাহাতে জীবগণ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে। যদি এই জন্ম অবহেলায় অতিবাহিত হইয়া যায়, তবে পুনর্ব্বার ঐ সকল ইতর যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। যদি বল যে, এখন আমাদের বাল্যাবস্থা, ক্রীড়ার সময়, এখন ধর্ম্মালোচনা না করিয়া যৌবন অথবা প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিব, তবে আমি বলি যে, আমাদের জীবনের স্থিরতা নাই। অদ্য অথবা দশ বৎসর পরে কিংবা শতবর্ষ পরে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। সুতরাং এই মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠতা এবং দুর্ল্লভতা উপলব্ধি করিয়া বাল্যাবধি হরিতোষণ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। প্রাণিগণের যে ইন্দ্রিয়জ সুখ—আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন, কেবল উহাতেই রত থাকা মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য নহে। অদৃষ্টবশে যেরূপ অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ বিনা যত্নে প্রারব্ধহেতু সুখলাভও ঘটিয়া থাকে। অতএব তন্নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবায় যেরূপ আন্তরিক মঙ্গল হয়, বিষয়-সেবায় সেরূপ মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, বৃথা আয়ুর্ব্যয় হইয়া থাকে মাত্র। কলিকালে মনুষ্যগণের পরমায়ু মাত্র একশত বৎসর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ উহার অর্দ্ধেক সময় রাত্রিকালে বৃথা নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণে অতিবাহিত করে। বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় এবং কৌমারে ক্রীড়াদিতে দশ বৎসর অতীত হয়। আবার বার্দ্ধক্যাবস্থায় কার্য্যে অসামর্থ্যবশতঃ বিংশ বৎসর বৃথায় গত হয়। অবশিষ্ট অল্প পরিমিত কাল দুস্পূর কামে এবং মোহে অপব্যয় হইয়া থাকে। অতএব এই মনুষ্যজন্মের অল্প পরিমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে হরিভজন-চেষ্টা না করিয়া যদি কেহ বিষয়-সেবায় মত্ত হয়, তবে আর তাহার পক্ষে স্ত্রী-পুত্রাদির আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজন করা অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠে, যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর, প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? যে ব্যক্তি সুহৃজ্জনের প্রতি অনুরক্ত, সে কিরূপে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে? প্রিয়ার মনোহারিণী সঙ্গ-সুখ মনে হইলে, সংসারাসক্তির নিমিত্ত প্রিয়াপ্রদত্ত হিতকর উপদেশাবলী স্মরণ হইলে, সন্তানগণের আধ আধ 'বা, বা বা, মা' বুলি স্মৃতিপথে উদিত হইলে কে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? নিজ পরিবারস্থ ভাই ভগিনী অসমর্থ পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনের কথা মনে হইলে, নিজ প্রিয় ইন্দ্রিয়তোষণের বস্তুগুলির কথা মনে হইলে কে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? কোষকার কীট যেমন নিজগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে বহির্গমন করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও নিজ ভোগসুখের বাসনায় শিশ্নোদর-জনিত সুখকেই অভীষ্ট বস্তু জ্ঞান করিয়া কেবল তাহার জন্য যত্নবান্ হইয়া দুস্তর মোহসাগরে নিমজ্জিত হয়। নিজ কুটুম্বভরণে যে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের আয়ু বৃথায় ক্ষয় হইয়া যায়, তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয় না অথবা উক্ত সময়টুকু যে কি ভাবে গত হয়, তাহাও জানিতে পারে না। নশ্বর বস্তু কপর্দ্দকমাত্র বিনষ্ট হইলে তাহার জন্য দুঃখিত হয়, কিন্তু যে জন্য মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠতা, সেই ভগবদ্ভজন না হইলে তজ্জন্য ক্ষণমাত্রও অনুতাপ করে না। কুটুম্বাসক্ত জীব এইরূপে ত্রিতাপ-যন্ত্রণায় পুনঃ পুনঃ দগ্ধীভূত হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় না। কুটুম্বভরণে যে অর্থের প্রয়োজন, কেবল তন্নিমিত্ত যত্ন করিয়া সদুপায়ে অথবা অসদুপায়ে অর্থসংগ্রহ করে এবং অসদুপায়ে অর্থার্জ্জনের নিমিত্ত ইহকালে রাজদ্বারে ও পরকালে যমরাজের নিকট দণ্ডিত হয়। বিষয়াসক্তগণের মধ্যে মূর্খদের ত' কথাই নাই, যাহারা নিজকে বিদ্বান বলিয়া অভিমান করে, সেই বিষয়জ্ঞ ব্যক্তিগণও স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া আত্মজ্ঞানেচ্ছা প্রকাশ করে না অথবা তদ্বিষয়ে পরামর্শ লইতে যত্নবান হয় না; কিন্তু মোহতা প্রযুক্ত বিষয়াবিষ্ট হইয়া অজ্ঞানতা বৃদ্ধি করে। জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ জনগণ কোনকালে কোনদেশে স্ব-ইচ্ছায় নিজকে অবিদ্যাবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। তাহারা বিহারার্থ কামরূপা স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়ে, পুত্রপৌত্রাদি তাহাদের বন্ধন-শৃঙ্খল-তুল্য হইয়া যায়। হে অসুরবালকগণ, তোমরা এখনও সংসার বন্ধনে জড়িত হও নাই, অতএব এই সময় হইতেই আদিদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও, তাহা হইলে মায়ার বন্ধন তোমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিতে পারিবে না। শ্রীহরিই আসক্তিরহিত ভগবদ্ভক্তগণের অপবর্গ-স্বরূপ। শ্রীহরির আরাধনা বহু আয়াসপ্রযুক্ত নহে, তন্নিমিত্ত বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদির অপেক্ষা নাই। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার উপাসনা করা যায়। তিনি তুষ্ট হইলে তাঁহার ভক্তগণের অলভ্য কিছুই থাকে না। কিন্তু তদীয় চরণারবিন্দসেবি ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণসেবা ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না। কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি প্রভৃতি ত্রৈগুণ্য বেদের প্রতিপাদ্য হইলেও উহা নশ্বর, কিন্তু ভগবানে আত্মসমর্পণই যথার্থ সত্য। উহার বিনাশ হয় না।

এই ভগবজ্জ্ঞান স্বয়ং নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত, কেবল তাঁহাদেরই যে এই নির্ম্মল জ্ঞান উদিত হয়, এরূপ নহে; সর্ব্বপ্রাণিগণেরই আমার উপদেশাবলী শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণচরণে উত্তমা ভক্তি লাভ হইবে। আমি ইহা দেবর্ষি নারদের কৃপায় লাভ করিয়াছিলাম। (ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহ ২৯.১২ ২৮

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয়কে সঙ্গে লইয়া ময়মনসিংহ কাচিঝুলি নামক স্থানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধাভক্তি-কথা প্রচার করিতেছেন। স্বামিজী ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আদর্শ বৈরাগ্য ও সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থানীয় সজ্জন-মণ্ডলী প্রচারকগণের নিকট মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সনাতন শিক্ষা শ্রবণ করিয়া—আহার বিহারাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত হরিভজন বলিয়া যে একটী মুখ্যানুষ্ঠান জীবমাত্রেরই আছে, যাবতীয় কর্ত্তব্য হরিভজনের অনুকূল হইলেই তাহা কর্ত্তব্য, নতুবা অকর্ত্তব্য, জগতের সমস্ত ব্যাপার যে হরিভজনানুকূল হইতে পারে, ভগবৎসেবাই যে মানব-জীবনের মুখ্যউদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহারা আরও বুঝিয়াছেন, শুকক লইয়া তোতাপাখীর ন্যায় শাস্ত্র বচন আবৃত্তি করিলেই ভগবৎ কথা প্রচার হয় না, প্রচার্য্য-বিষয় স্বয়ং আচরণকারী হইয়া আদর্শ স্থাপন করিলেই লোকে সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারে। যাঁহারা সর্ব্বস্ব শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছা-রহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে নিঃসঙ্কোচে অন্তনিরপেক্ষ ভাবে বাস্তব-সত্যবাণী কীর্ত্তন করিতে পারেন। প্রচারকগণ আরও কিছুদিন ময়মনসিং অঞ্চলে ভগবৎকথা প্রচার দ্বারা সত্যানুসন্ধিৎসুগণের সত্যানুরাগ বৃদ্ধি করিবেন।

প্রাপ্তপত্র

মাননীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আমি নিখিল-ভারত-চিকিৎসক-সঙ্ঘে আমন্ত্রিত হইয়া ইটালীর হলের গোয়াটাদ রোডের সভামণ্ডপে ২৬শে ডিসেম্বর হইতে প্রত্যহ নৈহাটী হইতে আসিয়া যোগদান করিতেছি। অদ্য ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৮ শুক্রবার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সার জে, সি বোসের বিজ্ঞানমন্দিরে তাঁহার সভাপতিত্বে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণার্থী হইয়া তথায় গমন করি। বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার আর, জে, ওয়ালেশ মহোদয়ের নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটী আফিসে বিদায়-অভিনন্দনীতে বাধ্য হইয়া উপস্থিত থাকায়, এ সভায় যথাসময়ে যোগদান করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। এই বিলম্বের ফলে তথাকার দ্বারস্থিত জনৈক বাবু সেক্রেটারী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে আমার গতিরোধ করেন। আমি তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেও তিনি সেক্রেটারী মহাশয়ের আদেশ লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া আমাকে কিছুতেই প্রবেশ অধিকার দিতে পারিলেন না। তাহাতে আমি অনন্যোপায় হইয়া সার জে, সি বোস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি। তখন ঐপ্রকার অনুষ্ঠানে আভ্যন্তরিক ডাক্তারগণ আমার সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসেন এবং আমাকে সভাস্থলে লইয়া গিয়া আসন প্রদান করেন। আমন্ত্রিতজনগণকে এইরূপে প্রবেশ-অধিকার বঞ্চিত করিবার প্রয়াস কখনই সঙ্গত নহে। এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া সার জগদীশ বোস আমার বাক্য অনুমোদন পূর্ব্বক অধিকার বিচারে বঞ্চিত দ্বারস্থ বাবুকে সমুচিত শিক্ষাবিধানের জন্য অনুমতি প্রদান করেন। তিনি দ্বারস্থ ব্যক্তিগণের অবিবেচনার কথা বুঝিতে পারিয়া আদেশ-বিধির লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।—এই সকল বিষয়ে সভাসমিতির ভবিষ্যৎ সেক্রেটারীগণের হুকুম প্রদান সম্বন্ধে অধিকতর বিজ্ঞতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মজুমদার, এল,এম, এস
নৈহাটি (২৪পরগণা)
তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৮

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১শে পৌষ, শনিবার,—১৩৩৮।

দুঃখের কথা

মানুষ আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয় তর্পণ—এই চারিটী বিষয়ের সুবন্দোবস্তের জন্য দিবারাত্র শারীরিক ও মানসিক কত পরিশ্রমই না করিতেছেন। যিনি নিজের বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার আর পাঁচজনের বন্দোবস্তের দিকে নজর দিতেছেন, তিনি জগতের লোকের ধারণায় একজন বড় উদার—বড় মহৎ—বড় পরোপকারী বলিয়া প্রশংসিত হইতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের সুব্যবস্থা করিবার প্রয়াস কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। 'আমি কৃষ্ণসেবা করি ও আর পাঁচ জনকেও তাহা করাই' এরূপ উদারতা—মহত্ত্ব—পর ও পরহিতৈষণা কাহারও নাই। জগতে অবশ্য কৃষ্ণসেবার একটা বহিশ্চেষ্টা লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কপটতা ছাড়িয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—সে সেবার মধ্যে প্রাণ নাই—চেতনতার ক্রিয়া নাই—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বাসনা নাই, আছে কেবল আত্মবঞ্চনা, লোক-বঞ্চনা ও পরহিংসা।

আবার দৈবাৎ যদি কোন এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিজ-সুখ-সম্ভোগ-চেষ্টার পরিবর্ত্তে সত্য সত্যই কৃষ্ণসেবানুরাগ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জগতের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধ লোকগুলির এমনই হইয়াছে স্বভাব যে, তাহারা নিজেরা ত' ভুলিয়াও একবার কৃষ্ণনাম করিবে না, বরং যে করিবে, তাহাকেই নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিবে, বিষয়-মোহমদিরামত্ত তাহাদের দলে টানিয়া আনিয়া তাহার সেবোন্মুখতা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবে। এমনই পাষণ্ডতা—এমনই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা। কিন্তু তথাপি করুণাময় সেবক-বৎসল ভগবান্ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কায়মনোবাক্যে সমর্পিতাত্মা—শরণাগত ব্যক্তির নানা বিঘ্নবিপত্তি সত্ত্বেও তাঁহারই প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি দেখিয়া, তাদৃশ ভক্তের সকল বাধা বিঘ্ন অপসারণ পূর্ব্বক অভয় দান করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তকে অভয় দিয়া বলেন—

'সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥'

—যে ব্যক্তি মৎপ্রপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক অন্ততঃ একবারও নিষ্কপটে 'হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই দাসানুদাস' এই কথাটী বলিতে পারে, আমি তাহাকে সর্ব্বদাই অভয় প্রদান করিয়া থাকি,—ইহাই আমার ব্রত।

'কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

শ্রীভগবান্ আবার অর্জ্জুনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াও বলিয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" অর্থাৎ আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সকল অমঙ্গলই নাশ করিয়া থাকেন, অভক্তকুলের সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন।

দেশের ও দশের ধারণায় যিনি যত বড় উদারই হউন, আর পরোপকারী বলিয়া বাহাদুরীই লউন, ভগবৎ-সেবা ব্যতীত তাঁহার সেই উদারতা ও পরোপকারিতার কোন মূল্যই নাই—উহা মৃতদেহের অলঙ্কার সদৃশ মাত্র। ভাগবত তাঁহাকে 'জীবচ্ছব', 'শ্বসন্', 'কুণপাত্মবাদী', 'গোখর' প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ', 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি শ্রুতিবচন যে ভগবান্‌কে আমাদের জন্মদাতা রক্ষা কর্ত্তা পরম পিতা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই জগৎপিতার প্রতি জগতের কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? জগৎই-জগতের কর্তৃত্ব লইবে? কি ভ্রান্তি! কি মোহ! কি নাস্তিকতা!

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

অনেকে 'কৃষ্ণ-সেবা করিবার সময় নাই, পরে করিব, আগে বাসস্থানাদির অগ্রে সুবিধা করিয়া লই, পরে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণভজন করা যাইবে' ইত্যাদি অজুহাতে কৃষ্ণকে বাদ দিয়া রাখেন। অনেকে আবার কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ হইয়া বলেন, "এই যে আমার বিবাহাদির চেষ্টা এ ত' কৃষ্ণেরই কার্য্য, তিনিই করাইতেছেন, তাই করি, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" হা মায়ামুগ্ধ মানব! তুমি কি এতই মূর্খ হইবে? তোমার অনিত্যতার কথা—ক্ষণভঙ্গুরতার কথা কি একবারও ভাবিয়া দেখিবে না? সংসারের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিতে করিতেই যে তোমায় এজগৎ হইতে চিরতরে বিদায় লইতে হইবে, তাহা কি তুমি ভাবিয়া দেখিবে না? এ জগতের বিদ্যা, ধন, কুল মান যে এ জগতেই ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা কি তোমার চিন্তার বিষয় হইবে না? অভাব অসুবিধার মধ্যে কি লোকে পিতামাতার সেবা করে না? ভগবান্ ত' তোমার ধন দৌলতের প্রার্থী নহেন। তিনি ত' বলেন না, 'তোমার অবস্থা ভাল হউক, তবে আমার সেবা করিও।' তিনি যে বলেন, "ওহে জীব, তোমরা যে কে অবস্থায়ই থাক না কেন, আমার সেবা কর।' অযত্ন-প্রাপ্য পত্র পুষ্প ফল জল যাহা কিছু তোমার জুটিবে, ভক্তি-সহকারে দিলে তাহাই আমি গ্রহণ করিব।" ভগবান্ যে কাঙ্গালের বন্ধু, বিদ্যা-ধন-কুল-মদ গর্ব্বান্বিতের যে তিনি কেহই নহেন। অত্যন্ত অসুবিধার মধ্য হইতেই ত' ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে। ভগবান্‌কে ডাকার জন্যই ত' সে সকল অসুবিধা, যাহা ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এ সংসারে সুখ সুবিধা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার মত কি কোন উপায় আছে? জগতের ইতিহাস—হে মানব, যাহা তোমার দৈনন্দিন প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার, তাহা কি তোমাকে নিরন্তর মানব জীবনের নশ্বরতা ও এজগতে সুখের অনিশ্চয়তা—অনিত্যতা প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না? তুমি অমৃতের পুত্র, অমৃত ছাড়িয়া বিষয়-বিষপানে জর্জ্জরিত হইবার ও অন্যকে সেইরূপ করাইবার এত যত্ন তোমার কেন হইতেছে? "ভগবান্ যাহা করান, আমি তাহাই করি"—এই কথা বলিয়া ভগবানে আত্মনির্ভরতার যে ছলনা প্রচার করিয়া তুমি নিজ ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চাও, তাহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবানে আত্মনির্ভরকারি শরণাগত ভক্তের ক্ষণমাত্র কালও হৃষীকেশের হৃষীক-তোষণ ব্যতীত নিজেন্দ্রিয় তোষণে ব্যাপৃত হয় না। শুদ্ধসেবতাত্মা ভক্তের অন্তরের অতি নিভৃত কোণেও কৃষ্ণতোষণা ছাড়া অন্য এষণা নাই। সম্পূর্ণ নিজেন্দ্রিয়-তোষণ-তৎপর হইয়াও 'আমি ভগবান্ যাহা করান, তাহাই করি' এরূপ আত্মবঞ্চনা করিয়া লাভ কি? ভগবান্ ত' বলিতেছেন,—"মদ্গত-চিত্ত হইয়া মদ্ভক্ত হও, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মত্যাগ-জন্য সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্তিদান করিব। তোমরা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার সেবা কর, আমিই তোমাদের যোগক্ষেম বহন করিব।" ভগবানের সে সকল কথায় কি, হে ভক্তনামধারি মানব, কোন উত্তর দিয়া থাক? তবে কেন এ কপটতা?

ভগবদ্ভজন করাটা বর্ত্তমান যুগের মতে অসভ্যতা হইলেও উহাই সাধু-সজ্জনগণের মতে একমাত্র সভ্যতা। সত্য সত্যই যদি এতাদৃশ সভ্য হইবার কাহারও আন্তরিক বাসনা থাকে, ভগবান্ তাঁহার সকল সুবিধাই করিয়া দেন। নতুবা নিজ ভোগাকাঙ্ক্ষার উপর কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী একটা আবরণ দিয়া গুরু-পাদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষা শিক্ষাদি লাভ ও গুরুকৃষ্ণসেবার ছলনা দেখাইলে আত্ম-বঞ্চনাই লাভ হইবে মাত্র, কৃষ্ণ সেই ব্যক্তির নিকট সাধুগুরু-রূপে আসিবার পরিবর্ত্তে মায়াই সাধুগুরুর বেশ ধারণ পূর্ব্বক আসিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিবে—তাহার আত্মবিনাশ সাধন করিবে। কৃষ্ণভক্ত সদ্গুরু জগতে বড় দুর্লভ। হাটে ঘাটে বাজারে যেখানে সেখানে কৃষ্ণভক্ত পড়িয়া থাকে না। এসকল কথা একটু স্থির-চিত্তে অনুধাবন করিলেই মানুষ অমানুষী শক্তি লাভ করিয়া নিজে ধন্য হইতে পারে এবং জগৎকেও ধন্য করিতে পারে। জানি না, জগতের সে শুভ-মুহূর্ত্তের কখন আবির্ভাব হইবে।

আমার দুর্দ্দৈব
"সঞ্চয়চেষ্টা"

এ দুনিয়ায় নানা রকমের লোক আছে, তাকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অজ্ঞ, সাধারণ ও বিজ্ঞ। "সঞ্চয়চেষ্টা"—একটা দুর্দ্দৈব, একথা শুনলেই ঐ তিন রকমের লোক তিন প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণ করবে। দেখা যায়, অজ্ঞ লোকের হৃদয় কলিতে ষোল-আনা গ্রাস করেছে—তারা অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে জানে, তাই তাদের ধারণা, যত অর্থ পাওয়া যায়, সবই দ্যূতক্রীড়া দ্বারা, তামাক, গাঁজা, মদ প্রভৃতি পান ক'রে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ চেষ্টায় ও মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি ভক্ষণ ক'রে, খরচ করাই উচিত, যারা ঐ কাজ না ক'রে সঞ্চয় চেষ্টা করে, তারা মূর্খ। এই হিসাবে তারা সঞ্চয় চেষ্টাকে দুর্দ্দৈব ব'লে স্বীকার করবে। সাধারণ লোক ঐ কথা শুনলেই চটে লাল হবে, তারা বলবে—কি বল্লেন মহাশয়! সঞ্চয়চেষ্টা দুর্দ্দৈব! আপনি কি পাগল হলেন নাকি! যারা অসভ্য বর্ব্বর বনমানুষ, তারাই সঞ্চয় করে না—যত পায় সব উড়িয়ে দেয়—কাল সে কি খাবে, আপদ-বিপদ হলে কোথা পাবে—অতিথি, ব্রাহ্মণ ঘরে এলে তাঁদের সেবা কি দিয়ে করবে—পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে ও কন্যা-পুত্রের বিয়েতে কি দিবে, সে সব চিন্তা তারা করে না, তাই তারা পরিণামে কষ্ট পায়, কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সে রকম করেন না—জগতে যত লোক উন্নতি করেছেন—মান্য গণ্য হয়েছেন,

—

কেবল ঐ সঞ্চয়-চেষ্টাতেই। কিছু ধন-সম্পত্তি না থাকলে কেউ খাতির করে না—এমন কি কলিকালে টাকা পয়সার অভাব হ'লে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী পুত্রের পর্য্যন্ত মন পাওয়া যায় না। নীতি-শূন্য অজ্ঞ ও নৈতিক সাধারণ—এই দুই প্রকারের লোক চায় কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি—কেউ পাপ কার্য্য ক'রে, কেউ বা পুণ্য কার্য্য ক'রে দেহ ও মনের প্রীতির চেষ্টা করে, ঐ দেহ-ধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম ছাড়া আর একটী যে নিত্য-ধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্ম আছে—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির কথা আছে, তারা তা জানে না, তাই এক দল বিজ্ঞ জনের কথার মর্ম্ম উল্টো বুঝে থাকে, আর এক শ্রেণীর লোক অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি যা বলেন, তাতে কোন ভুল নাই, কারণ তাঁদের বিচারটী নিজের নয়—গুরু-পরম্পরায় যা শুনে এসেছেন, ঠিক সেই শোনা কথাটীই উল্টো পাল্টা না করে বলে থাকেন। সেইজন্য তার নাম শ্রৌতপন্থা। যাঁরা ভক্তি পথের পথিক, তাঁরা শ্রদ্ধাবান, কাজেই ঐ শ্রৌতপন্থার কথাই শুনে থাকেন বা বিশ্বাস করেন। ছয়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীউপদেশামৃতে ভক্তি বিনাশের ছটী কণ্টকের কথা উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে অত্যাহার বা অধিক সঞ্চয়চেষ্টা একটী। উপদেশামৃতের ভাষায় এটীর অর্থ এরূপ লেখা আছে—

"গৃহত্যাগী জনের সঞ্চয় অত্যাহার।
অধিক সঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার॥"

এই কথাটির মর্ম্ম ভাল ক'রে না বুঝলে আমার মত গৃহব্রত ও মিছা-ভক্তগণ বলবেন—"আমার সঞ্চয়চেষ্টাটা অত্যাহার নয়, কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে সঞ্চয় করতে বলেছেন, সেই আদেশ মত আমি সঞ্চয় করছি। আবার তাঁরা ফল্গুবৈরাগীর কপট বৈরাগ্যে মুগ্ধ হ'য়ে বলেন, "এঁদের অত্যাহার দোষ নাই, এঁরাই সত্য সত্য যুক্ত বৈরাগী।" কিন্তু যাঁরা শ্রীগুরু-কৃপায় সম্বন্ধ জ্ঞান লাভ ক'রে নিষ্কিঞ্চন হয়ে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে "কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা" করছেন তাঁদের আকিঞ্চন্য বুঝতে না পেরে, যুক্ত বৈরাগ্য নিজের প্রাকৃত চশমায় দেখতে না পেয়ে সেই শুদ্ধভক্তগণকেই অত্যাহারী বলেন অর্থাৎ প্রকৃত সাধুকে অসাধু মনে করেন। তাতে অপরাধ হয় ও সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য হয় না, এবং অসাধুকে সাধু বলে সঙ্গ করায় অধোগতি হয়, নিরয়গামী হতে হয়। আর একটি অসুবিধা এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়ে নিজকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব অভিমান করে তাঁরা গৃহব্রত ভাবটীর প্রশ্রয় দেন। যদি সত্য সত্যই অত্যাহার রূপ কণ্টকের হাত হতে রক্ষা পেতে হয়, তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য বিচার করা দরকার—শ্রৌতপন্থায় বুঝে নেওয়া আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পণ্ডিত! তোমার সংসারে অনেক লোক জন আছে, তাদের পোষণের জন্য উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই ত' কর না। সংসার নির্ব্বাহ হবে কিরূপে?' তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত তাতে তিনটি তালি দিলেন। তখন মহাপ্রভু বল্লেন, তোমার তালি দেওয়ার মর্ম্ম বুঝতে পারলাম না, খুলে বল। সে কথা শুনে শ্রীবাস পণ্ডিত বল্লেন একদিন, দুদিন, তিন দিন দেখব, যদি কেউ খেতে না পায়, তবে গঙ্গায় প্রবেশ করব। ইহা শুনে মহাপ্রভু আনন্দিত হয়ে বল্লেন, যদি লক্ষ্মীদেবীও কোনদিন ভিক্ষা করেন, তবু তোমার সংসারে কখনও অভাব হবে না। আর একটি ঘটনা দেখা যায়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদে—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ নাহি হয়॥
ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমাস্থানে।
সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥
প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া॥

উক্ত ঘটনাদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীবাস পণ্ডিত ও বাসুদেব দত্ত "কৃষ্ণৈক-শরণতা" শিক্ষা দিয়েছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে "শরণাগত পালক ও রক্ষক", ইহা প্রকাশ করেছেন। শিবানন্দ সেনকে যে আদেশ করলেন, তাতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, গৃহস্থ বৈষ্ণব বাহ্য দর্শনে স্ত্রী, পুত্র পরিবারের মধ্যে ধন সম্পত্তি লয়ে থাকলেও তাঁরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছেন—তাঁরা নিজের বলতে আলাদা করে কিছু রাখেন না—শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা ছাড়া তাঁদের কোন প্রকার স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না—স্ত্রী-পুত্রে ভোগবুদ্ধি বা আসক্তি থাকেনা ও তাঁদিকে চামড়ার থলি দেখেন না. স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যে দর্শন, অন্যের প্রতিও সেই দর্শন অর্থাৎ কেবল কার্ষ্ণ দর্শন। যদি আসক্তি থাকত, তবে গৃহব্রতগণের মত কৃষ্ণবিমুখ স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য সঞ্চয় চেষ্টা করতেন ও সঞ্চিত অর্থ দিয়ে স্বজনাপাদপদ্মেরই সেবা ক'রতেন। কিন্তু গৃহস্থ ভক্তগণ সেরূপ করেন না। তাই তাঁরা বলেন, "কৃষ্ণবহির্ম্মুখ নিজ জনে জানি পর।" মোট কথা স্ত্রী পুত্র হরিভজন করলে কৃষ্ণদাস বুদ্ধিতে তাদের সেবা করেন এবং অন্য বৈষ্ণবেরও সেবা করেন। সঞ্চিত অর্থ, প্রাণ, বাক্য ও বুদ্ধি সব দিয়ে বৈষ্ণব সেবাই করতে হবে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। যেখানে অসৎসঙ্গ (স্বজনগণ কৃষ্ণবিমুখ হ'লে) বর্জ্জনের যোগ্যতা আছে ও সাধু-সঙ্গে উৎসাহ আছে, সেখানেই বৈষ্ণব-দর্শন ও বৈষ্ণব সেবা। তৎকালে সঞ্চয়চেষ্টাদি অত্যাহার-রূপ দোষ নয়, কারণ তাতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছামূলে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সংগ্রহ-চেষ্টা করলে, এমন কি রাজা মহারাজ হ'লেও তাকে অধিক সঞ্চয় চেষ্টা বলে না, যেহেতু তাঁর স্বরূপ-ভ্রমরূপ অনর্থ নাই, তিনি শিবানন্দ সেনের মত কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবাই করেন এবং শ্রীগুরুদেবের আদেশ হ'লে উৎসবাদিতে যোগদান করবার পক্ষেও তাঁর কোন বিঘ্ন হয় না। এখন মীমাংসা এই হ'ল যে গৃহব্রতগণের ভোগ-বুদ্ধিপ্রণোদিত এক কপর্দ্দক সঞ্চয়-চেষ্টা বা সঞ্চয় করা দূরে থাক, ক্ষুধার্ত্ত যোষিদ্‌গণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবার জন্য এক মুষ্টি সংগ্রহ করা, এমন কি কৃষ্ণবিমুখ দেহটা রক্ষার জন্য এক কণিকা আহরণ-প্রবৃত্তিটী পর্য্যন্ত অত্যাহার,—ঐটীও দুর্দ্দৈব। আবার কর্ম্মী সকল সব অর্থ পুণ্য-কার্য্যে খরচ ক'রে যে ফল সঞ্চয় করেন এবং জ্ঞানিগণ সব ছেড়ে দিয়ে যে অতিরিক্ত (নির্ব্বিশেষ) জ্ঞান সংগ্রহ করেন, তাও অত্যাহার মহাদুর্দ্দৈব। আমার মত যে সব বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট কেবল দিন রাত অর্থ অর্থ ক'রে বেড়াচ্ছি, ধন সঞ্চয় করছি, অথচ আমার মঙ্গলের জন্য কোন সাধু আমার কাছে ভিক্ষার অভিনয় করলে—ভিক্ষার ঝুলি পাতলে ব'লে থাকি সাধুর আবার, টাকার দরকার কি? টাকা দিয়ে ভগবানের সেবা করতে হয় না, জল তুলসী ও ফুল দিয়েই হয়। কিম্বা বলি যে, ভাড়াটীয়ার দ্বারা আমার বাড়ীতে ভগবানের সেবা করে থাকি বা নিজেই করব, তার জন্য সাধুর হাতে টাকা দেবার কি আবশ্যক? ইত্যাদি নানা রকমের কথা বলি। তদুত্তরে তিনি যখন বলেন, আমাদের টাকার দরকার নাই সত্য এবং জল, তুলসী দিয়ে ভগবানের পূজা হয় তাও সত্য, তবে টাকার প্রতি আসক্তি রেখে ভগবানের পূজা হয় না; বহুজীবেরও ভাড়াটীয়ার দ্বারা পূজা হয় না, তাই শ্রীগুরুদেব শিষ্যদিগণের আসক্তির বস্তু কিছু ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছায়ে দিয়ে ভক্তমুখী সুকৃতি করবার জন্য তাঁর সেবকগণকে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে ভিক্ষু করে দেশে পাঠিয়েছেন—এই ঝুলিতে কিছু দিতেই হবে। তখন দেখি, আর নাছোড়বান্দা, কিছুতেই ছাড়বেন না, তখন যত কমে হয় দিয়ে বিদায় দিতে চাই সহজে ছাড়বেন না দেখে কপট দৈন্য করে গলায় কাপড় দিয়ে হাত যোড় ক'রে বলি যে, প্রভু, মাপ করুন! প্রভু মাপ করুন! হরিসেবায় মাপ চেয়ে যে বঞ্চিত হ'ল তা বুঝি না, 'এমন আমি গৃহব্রত আমি, গৃহস্থ বৈষ্ণব ব'লে অভিমান করি, আমার সঞ্চয়-চেষ্টাকে অত্যাহার ব'লে স্বীকার করতে চাই না, উল্টে অকিঞ্চনগণের দোষ দেখতে ব্যস্ত হই; কিন্তু তলিয়ে দেখি না যে, বাহ্য দর্শনে নিরপেক্ষ বিচার হয় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, "গৃহত্যাগিজনের সঞ্চয় অত্যাহার", সুতরাং সন্ন্যাসিগণের চার পাঁচ মুষ্টি হলেই ত' তাঁদের পেট ভরবে তার অতিরিক্ত তাঁদের দরকার কি? সমস্ত দিন ভিক্ষা করে টাকা সংগ্রহ করছেন, সুতরাং এ আচরণ নিশ্চয়ই অত্যাহার। তদুত্তর এই যে, যে সন্ন্যাসী ৪।৫ মুষ্টির অধিক কেন, একটি চাউলও যদি নিজের জন্য ভিক্ষা করেন, তবে তিনি অত্যাহারী, তাতে কোন সন্দেহ নাই ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ (শ্রীগুরুদাস সকলেই অন্তরে ত্রিদণ্ডী) কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত ক'রে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকেন—তাঁরা নিজের দেহরক্ষার জন্য অর্থাদি কিছুই সংগ্রহ করেন না—শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন মাত্র, তাঁদের হাতে ভিক্ষালব্ধ যত অর্থ আসুক না কেন, সবই গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন—তা'হ'তে "কিছুই" রাখেন না। তাঁরা অকিঞ্চন, সুতরাং তাঁদের গুরুসেবাটী সঞ্চয়-চেষ্টা নয়—তাকে অত্যাহার বলে না।

এখন দেখা গেল, কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী—যেই হই না কেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে ষোল আনা ঢেলে না দিলে অত্যাহার রূপ কণ্টকের হাত হ'তে উদ্ধারের কোন উপায় নাই। আমি আত্মনিবেদনের অভিনয় করেছি মাত্র—কিন্তু কই কিছুই ত দেই নাই। আমার দেওয়াটা কি রকম হয়েছে। সোজা কথায় বলা যায় যে—সব দিয়েছি কেবল চাবিটী আমার কাছে রেখেছি। ঐ রকমের কপটতা যতদিন থাকবে, ততদিন কিছুতেই আমার মঙ্গল হবে না। হে গুরুদেব! আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কবে যাবে? হে প্রভো! কবে আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ঐ চৈতন্যের বাণী—"জোয়ারে" কথায়,

চাই নদীয়া-প্রকাশ?

(দুইজনে কথোপকথন)

একটী বালক ও একটী প্রৌঢ়, ভদ্রলোক ট্রামে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বালকটী ‘দৈনিক’ বার্ত্তাবহ “নদীয়া-প্রকাশে”র বিক্রেতা; ভদ্রলোকটী কোনও মার্চ্চ্যান্ট অফিসে কার্য্য করেন।

বালক—তা’হলে আপনি বিশ্বাস করেন যে শ্রীকৃষ্ণই সকলের জন্মদাতা। কিন্তু শাস্ত্রের মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই ‘পিতা’ বল্‌তে হয়।

ভদ্রলোক—মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তিটা কি?

বালক—একটী ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে যদি তার পীঠে চাবুক মারেন, আর লাগাম টেনে ধ’রে থাকেন, তবে কি সে নিজ ইচ্ছামত দৌড়াতে পারে? পারে না। কিন্তু যদি তার মুখের লাগামটা খুলে দেন, আর ঐ রকম চাবুক লাগান, তবে সে নিজের ইচ্ছা মত ছুট্‌তে পারে। ‘প্রগ্রহ’ মানে লাগাম। লাগাম খুলে দেওয়ার বৃত্তি—মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তি। ‘পিতৃ’ শব্দের অর্থ বল্‌তে গেলেও ঐরূপ সকলের পিতৃগণের যে পিতা, সেইখানে যেয়ে পৌঁছায়। এরই নাম মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি।

এখন বিচার করুন যে, এই জগৎপিতা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের মঙ্গল চান কি অমঙ্গল চান? তিনি মঙ্গলময়, সুতরাং অমঙ্গল কর্‌তে পারেন না। বিশেষতঃ পিতা কি কখনও নিজ সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হ’তে পারেন? তিনি যা আদেশ করেন, তা’ যদিও বালকের আপাতঃবিচারে প্রতিকূল ব’লে মনে হয়, তার অনুষ্ঠানে অসুবিধা হয়, তা’হ’লে কি বল্‌তে হবে যে, পিতা শত্রুতার ইচ্ছায় নিজ সন্তানকে অন্যায় আদেশ করেছেন? তা’ যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বল্‌তে পারেন না—পিতা যেমন কোনদিনই নিজ সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারেন না, তেমনি জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণও কোনদিন কারো প্রতি শত্রুতাচরণ ক’রে অন্যায় কার্য্য করেন না, বা ক’রতে আদেশ করেন না। তবে যেমন, কোন রুগ্ন বালককে তাহার পিতা মিষ্টদ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতে না দিয়া তিক্ত দ্রব্য খাইতে দেন এবং সেই সঙ্গে বালকের অন্য ভাই-ভগ্নীগণ মিষ্টান্ন খাইতে থাকে, তখন হয়ত কোন ভদ্রলোক বাহ্য-বিচারে মনে করতে পারেন যে, বালকের পিতা সেই রুগ্ন বালককে ভাল চক্ষে দেখেন না; কিন্তু তিনি যদি একটু কষ্ট স্বীকার ক’রে গৃহস্বামীকে ঐরূপ বিভিন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে পিতা নিশ্চয়ই বলিবেন—“সেই বালকটির রোগ হইয়াছে, মিষ্টদ্রব্য খাইতে দিলে অসুখ বৃদ্ধি হইবে বুঝিয়া উহা দিতেছি না।” এইরূপ আমাদের মঙ্গলময় পিতা জগদীশ্বরও আমাদের ভবব্যাধি হ’তে মুক্ত করবার জন্য কতকগুলি ঔষধ এবং কতক গুলি পথ্যের ব্যবস্থা ক’রে রেখেছেন। পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গ ব্যক্তির ন্যায় একটুকু কষ্ট স্বীকার করে যদি আমরা তাঁর অন্তরঙ্গ নিজজন বৈষ্ণবগণের, শরণাগত হই, তাঁদের চরণে নিপতিত হ’য়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করি, তবে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের সেই দয়ালু পিতা আমাদের প্রতি কত দয়াময়।

ভদ্রলোক—আচ্ছা বালক, তোমার নাম কি? তুমি থাক কোথায় এবং তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি?

বালক—আমার নাম শ্রীগুরুদাস ব্রহ্মচারী। আমি ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে থাকি। আমার পিতামাতা জীবিত আছেন। তাঁ’রা নিজ বাড়ীতে আছেন। আমি আর তাঁদের কাছে যাই না।

ভদ্রলোক—গৌড়ীয়মঠে কে আছেন, আর সেখানেই বা তুমি কি কর?

গুরুদাস—শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেখানে সর্ব্বক্ষণ পারমার্থিক আলোচনা হয়। কিসে জীবের মঙ্গল হবে, এইটীই মঠসেবকগণের একমাত্র কামনা। আমাদের যিনি গুরুমহারাজ, তিনি অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন—জীবের দুঃখে দুঃখী হয়ে তিনি অবিশ্রান্ত ধারে অশ্রুমোচন করেন আর বলেন যে, মানুষ জনম গ্রহণ করে এরা এমনভাবে কেবল আহার-নিদ্রাতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত কচ্চে। নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠতা বিচার কি এদের মনে হয় না। তাঁর একমাত্র কার্য্য—জীবে দয়া। আমি তাঁরই শ্রীচরণ আশ্রয় করেছি। তিনি আমাকে সর্ব্বক্ষণই সদুপদেশ দেন, যাতে আমি পথভ্রষ্ট না হই। সর্ব্বদা তাঁর নিজসেবকগণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, যাতে কেউ পথভ্রষ্ট না হয়। মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কিসে সাধিত হয়, এইটীই তিনি সর্ব্বক্ষণ উপদেশ করেন। আপনি একদিন যদি সেখানে তাঁর শ্রীমুখে হরিকথা শুনেন, তবে বুঝতে পারবেন যে, তিনি কত দয়ালু, কত অগাধ বুদ্ধি তাঁর এবং বাস্তবিকই তিনি জীব-দুঃখে দুঃখী কিনা?

ভদ্রলোক—আচ্ছা গুরুদাস, তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার আমার অনেক কথা আছে। আগে সেগুলি তোমার মুখ থেকে শুনব, পরে তোমার গুরুমহারাজের সঙ্গে দেখা করব। তোমার মুখে হরিকথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে। জানিনা তোমার গুরুদেব কি শক্তিমান, যাঁর আশ্রিত একটা ক্ষুদ্র বালকের এত অগাধ জ্ঞান। আচ্ছা, আগামী কল্য আবার দেখা করো আর একখানা নদীয়া প্রকাশ দাও, দেখব পড়ে কিরূপ জিনিষ।

তোমার জনক, জনকের বাপে যেবহ মাধব”—আমার কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ ক’রে আমার অচৈতন্য হৃদয়ে চৈতন্যের সঞ্চার ক’রবে? প্রভো! আপনি ত’ অহৈতুকী কৃপা-রাশি আমার প্রতি নিরন্তর বর্ষণ কর্‌ছেন। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুর্ভাগা, তাই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার রূপ ছাতা দিয়ে ঐ বারির হাত হ’তে দূরে থাক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। তাই আমার এ দুর্দ্দিন গেল না!! মঙ্গল-চেষ্টা ছাড়্‌তে পার্‌লাম না!!!

নানা কথা

পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দান

লণ্ডনের ৩০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, লর্ড বীভার ব্রুক, তাঁহার সেক্রেটারী ও মোটর-চালক একটী দুর্ঘটনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ায়, নানা জনহিতকর কার্য্যে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ঐ সম্পর্কে তিনি প্রধান মন্ত্রীকে একখানি পত্রদ্বারা উক্ত দানের অর্থ কিরকম ভাবে ব্যয়িত হইবে জানিতে চাহেন। তিনি আরও জানান যে, উক্ত দানের অর্থ হইতে তিনি তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের শুশ্রূষাকারীদিগকে ১২০০ পাউণ্ড দিয়াছেন, তন্মধ্যে একহাজার সেণ্টমেরী হস্পিটাল ও মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা ফণ্ড পাইয়াছে। সারবিটন হাসপাতালে (যেখানে তাহাদের প্রাথমিক শুশ্রূষা হয়) তিনি একহাজার পাউণ্ড দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অবশিষ্ট অর্থ বিতরণের ভার বলডুইনের উপর অর্পিত হইয়াছে।

শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা

ওকমুলগার ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, এক পরিবারের ৭জন লোক মোটর গাড়ীতে করিয়া একটী রেললাইন অতিক্রম করিতেছিলেন। এই সময় অকস্মাৎ সেণ্ট লুইস্ সানফ্রান সিসকো এক্সপ্রেসখানি তাহাদিগকে চাপা দেয়, ফলে গাড়ীর ছয়জন লোক তখনই মারা যায়, একজন গুরুতর আহত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায়

শ্রীযুত শাস্ত্রীর বিদায় গ্রহণ

সংবাদপত্রে শাস্ত্রীর অশেষ গুণ-কীর্ত্তন

কেপটাউন, ৩১শে ডিসেম্বর। শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। তদুপলক্ষে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার সকল অধিবাসী এক বাক্যে আন্তরিক ভাবে তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় আগমনের উদ্দেশ্যে সাফল্য কীর্ত্তন করিতেছেন। কেপটাউন হইতে প্রকাশিত আর্গস পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শাস্ত্রী সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অপূর্ব্ব বাগ্মিতার জন্য আজ দক্ষিণ আফ্রিকার যাবৎ অধিবাসীই দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত করিতেছে। উক্ত পত্রিকা বলেন যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীর ঐ সকল গুণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদিগের সহিত তত্রত্য ভারত প্রবাসীদের মিলনাত্মক দক্ষিণ আফ্রিকার চুক্তিপত্রখানি সাফল্য মণ্ডিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। এজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা অধিবাসী আমরা এবং ভারতীয়গণ সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী আছি।

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা বলেন যে, বর্ত্তমানে সার জন সাইমন সেখানে শৃঙ্খলতা ও অনৈক্যের ভিতর হইতে একতা উৎপাদনের জন্য কঠোর ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। এ সম্বন্ধে দুইটী কথা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ শ্রীযুত শাস্ত্রী নিজে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত। দ্বিতীয়তঃ সার জন সাইমন ভারতের জন্য যে কোন প্রকার শাসন-প্রণালীই বিধান করুন না কেন তাহার সাফল্য ভারতবাসিগণের নিজেদের কার্য্য-ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে এবং শাস্ত্রীর মত লোককে পদস্থ রাখাই ভারতবাসীদের লক্ষ্য সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। দক্ষিণ আফ্রিকা আজ দুঃখের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিতেছে।

—দৈঃ বসুমতী

ক্ষতিপূরণ কমিটীতে বৃটিশ প্রতিনিধি

লণ্ডনের ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ-সমস্যা-ঘটিত কমিটিতে সার যোশিয়া ষ্ট্যাম্প এবং লর্ড রেভেলষ্টোক বৃটেনের পক্ষ হইতে বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্রাটের অবস্থা

লণ্ডনের ১লা জানুয়ারী তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ, সম্রাটের পীড়া সমভাবে থাকায় এবং চিকিৎসকগণের আশানুরূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি পরিদৃষ্ট না হওয়ায় রাজপ্রাসাদের সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, গত সপ্তাহের ভাবাবস্থার পর আর কোনরূপ চিন্তার কারণ হয় নাই। শারীরিক দৌর্ব্বল্য-বশতঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্রুত হইতে পারিতেছে না। সেই জন্য লোকে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছে। যুবরাজ প্রাতে পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাজ্ঞী লর্ড মেয়রের নববর্ষের অভিবাদন গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্রাট শীঘ্রই নিরাময় হইয়া সকলের উদ্বেগ বিদূরিত করুন, ইহাই আমাদের ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

হাই স্কুল ভস্মীভূত

গত ১২ই পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি অনুমান ১২ ঘটিকার সময় বিক্রমপুরের অন্তর্গত কলমা হাই স্কুলের, ঘরখানা আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী বেহারারা আগুন লাগিবার সংবাদ চীৎকার করিয়া বলিতে থাকায় গ্রামস্থ অনেক লোক অগ্রসর হইয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করে। লাইব্রেরী গৃহটি ভস্মীভূত হইয়াছে।

সর্ব্বদল মহা-সম্মিলন

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর বেলা দশ ঘটিকার সময় দেশবন্ধু নগরে সর্ব্বদল-সম্মিলনের এক অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভেই সভাপতি ডাক্তার আন্সারী বলেন, নেহেরু রিপোর্ট সম্বন্ধে জাতীয় মহাসমিতির সিদ্ধান্ত অবগত, না হওয়া পর্য্যন্ত উহা আলোচনা বন্ধ থাকিবে।

তৎপর সেণ্ট্রাল শিখ-লীগের পক্ষ হইতে সর্দ্দার মঙ্গল সিং একটী বিবৃতি পাঠ করিলে শিখ-প্রতিনিধিগণ সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

আফগানিস্থানে ব্রিটিশ রাজদূত

পেশোয়ার, ২৮শে ডিসেম্বরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জালালাবাদে ব্রিটিশ রাজদূত মিঃ কে, এল, সর্দ্দার আচাজীর খান বিগত হাঙ্গামার সময় বিদ্রোহীদের হাতে পড়িয়াছিলেন। তিনি কোন গতিকে পলায়ন করিয়া নবীব সাহেবের গৃহে আশ্রয় লইয়াছেন।

জালালাবাদের অবস্থা শান্ত। জালালাবাদ পেশোয়ার রাস্তাটি এখনও বন্ধ।

ভূতপূর্ব্ব ইন্দোর-রাজের দান

ইংলণ্ডের দুর্দ্দশাগ্রস্ত খনি-শ্রমজীবীদিগের সাহায্যকল্পে ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ টুকাজী রাও হোলকার ভারত-সচিব লর্ড পীলের হাতে দেড় সাড়ে ৭ হাজার টাকা দান পাঠাইয়াছেন।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

গত ১লা জানুয়ারী বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে স্থির হইয়াছে, লাহোরে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে।

বিমানপোত কর্ত্তৃক দস্যুদল বিতাড়িত

বাগদাদের ৩১শে ডিসেম্বরের সরকারী সংবাদে প্রকাশ, অনুসন্ধান-কার্য্যে নিযুক্ত বৃটিশ বিমানপোতসমূহ অনুসন্ধান করিতে করিতেউষ্ট্রারোহী ১ শত ৩০ জন ওহাবী দস্যুকে নেজদ্ সীমান্তে দেখিতে পায়। দস্যুদল বিমানপোতগুলি লক্ষ করিয়া গুলী চালাইতে থাকে। কিন্তু তাহারা বিমানপোতগুলির কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। বিমানপোত সকল হইতে দস্যুদলের উপর বোমা ফেলা হয়। দস্যুদল তখন তাহাদের দলের ৩ জন লোক এবং ১২টী উট ফেলিয়া রাখিয়া নিজেদের সীমান্তের দিকে পলায়ন করে। বিমানপোত পরিচালকেরা ইচ্ছা করিলে সহজেই নেজদ্ প্রদেশের অভ্যন্তরে গিয়া দস্যু দলের অনেককে হতাহত করিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ করিবার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ না থাকায় তাহারা তাহা করিতে পারে নাই। ইরাকী মেষপালকদিগকে আক্রমণ করাই দস্যুদিগের উদ্দেশ্য ছিল। বৃটিশ কর্ম্মচারীদিগের ইঙ্গিত অনুসারে মেষপালকগণ রাত্রির ভিতরেই তাহাদের মেষপাল সরাইয়া ফেলিয়াছিল।

জাহাজে অগ্নিকাণ্ড প্রভূত ক্ষতি

মার্সাই'র ৩০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ "পল লুকাট" নামক জাহাজখানি ভস্মীভূত হইয়াছে, সমস্ত দিন ধরিয়া উহার মধ্যে আগুন জ্বলিয়াছিল। ইহাকে ডকে রাখিয়া মেরামত করা হইতেছিল এমন সময় অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। "পল লুকাট" যাত্রিবাহী জাহাজ, সুদূর প্রাচ্য দেশে যাত্রী লইয়া যাতায়াত করাই ইহার কাজ ছিল। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও অজ্ঞাত। প্রকাশ যে ইহা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতঃপর "পল লুকাট" আর কোন কাজে লাগিবে না। ক্ষতির পরিমাণ পাঁচকোটী ফ্রাঙ্কের কম হইবে না।

নিখিল-ভারত-মোস্লেম লীগ

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর শনিবার, এলবার্ট-হলে নিখিল-ভারত-মোস্লেম-লীগের অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, এই লীগের পক্ষ হইতে কোনও প্রতিনিধি দিল্লীর, সর্ব্বদল, মুসলমান সম্মিলনে যোগদানের নিমিত্ত প্রেরিত হইবে না। কয়েকজন বাঙ্গালী প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করেন।

৩০শে ডিসেম্বর রবিবারের অধিবেশনে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবানুসারে লীগের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হইয়াছে। এই সভায় আফগানরাজ আমানুল্লার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নেপালী চোর

বৃহস্পতিবার দেশবন্ধু নগরে স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক কুকরীধারী এক নেপালী বালক ধৃত হইয়াছে। প্রকাশ উক্ত বালক প্রদর্শনীর কোন দোকান হইতে চুরী করিবার চেষ্টা করায় একটা হৈ চৈ হয়। হঠাৎ সে দোকানের টিনের ছাদে উঠিয়া কংগ্রেসের প্রধান সভাপতির তাঁবুর নিকটে লাফাইয়া পড়ে এবং তৎপর নিকটস্থ এক তাঁবুতে লুক্কায়িত হয়। চতুর্দ্দিক হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে তাঁবুর মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করে। তৎপর তাহাকে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ সেন গুপ্তের নিকট পাঠান হয়, তিনি তাহাকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডারের নিকট প্রেরণ করেন।

মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

ভারতীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মিলনীর সাধারণ সামাজিক ডাক্তার রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরের সভাপতিত্বে সম্রাটের প্রতি তাঁহার পীড়ার জন্য একটী সহানুভূতিসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

প্রাদেশিক সার্ভিসের স্বাতন্ত্র্য

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে মেডিক্যাল সার্ভিসের পুনর্গঠনের জন্য কমিশনের নিকট পৃথক্ পৃথক্ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীন পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বিভাগ ও চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইংলণ্ড ও ভারতে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অনুমোদন করিয়া এসোসিয়েশন যে স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। সমিতি সাম্প্রদায়িকতার প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদ করিয়াছে।

আফগান-বিদ্রোহ

পেশোয়ারের ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, কান্দাহার, হিরাট ও উত্তরদিকের প্রদেশ হইতে কাবুলে সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর আলি আহম্মদ খাঁর উপর জেলালাবাদ সহরের শৃঙ্খলার অর্পিত হইয়াছে। তথা হইতে তিনি বিদ্রোহীদের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সে চেষ্টায় সাফল্যলাভও করিতেছেন।

কাবুল এখন শান্ত। কাবুল হইতে ২০মাইলের মধ্যে কোন বিদ্রোহী সেনা নাই বলিয়াই মনে হয়। কাবুল-কান্দাহার রোড নিরাপদ, কিন্তু গজনী অঞ্চলে প্রবল তুষারপাতের জন্য সম্ভবতঃ উহা বন্ধ হইয়া থাকিবে। কাবুল হইতে আর বেশী সংবাদ পাওয়া না গেলেও তথায় অবস্থার উন্নতি হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়।

মুসলমান সর্ব্বদল সম্মিলন

বিগত ১লা জানুয়ারী প্রাতে মুসলমান সর্ব্ব-দল সম্মিলনের বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন বসিয়াছিল। রাজনীতিক লক্ষ্য, নেহেরু রিপোর্টে উপস্থাপিত সমস্যা ও কমিশনের তদন্ত সম্বন্ধে ৩ ঘণ্টারও অধিক সময় ধরিয়া রুদ্ধ-দ্বার গৃহে আলোচনা চলিয়াছিল।

ভারতের লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন উহা লইয়া মতভেদ হওয়ায় কেবল বলা হয়, ভারতে যেন সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হয়।

অধিকাংশ নেতা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। শেষে একরূপ প্রস্তাব স্থির হয় যে, এই সর্ত্তে, মুসলমান-সমাজকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হউক যে, মুসলমানেরা নিজেরা সম্মত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে না; মুসলমান-সমাজের সম্মতি না লইয়া সাইমন কমিশন অথবা নেহরু কমিটি উহার পরিহারের পরামর্শ দিতে পারিবেন না।

কাউন্সিলরকে হত্যার চেষ্টা অপরাধীর কঠোর কারাদণ্ড

ওয়ারশর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট কাউন্সিলার লাজারেভকে হত্যাকরার চেষ্টা করিবার অভিযোগে জর্জ ওয়াসিটোস্ক ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আর কতক্ষণ ?

লণ্ডনের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, কাপ্তেন স্যার জোসেফ্ রবার্টস্ তাঁহার পত্নীসহ মোটরে বাহির হইয়াছিলেন, এমন সময় তিনি এক বাস চাপায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে পৌষ, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা ত' একেই ভগবদ্ভজন কথাটাকে এই বিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের দিনে একটা সভ্যতা-বিরোধী ব্যাপার বিশেষ বা শিথিলেন্দ্রিয়েরই ধর্ম বলিয়া মনে করি, তাহার উপর যদিও বা কেহ কোন সময় একটু আধটু ভজন-চেষ্টা প্রদর্শন করি, তাহার মধ্যে এত প্রতিষ্ঠার আশা মিশ্রিত থাকে যে, তাহাকে আর কোন ক্রমেই ভগবদ্ভজন বা কৃষ্ণ-সুখ-সম্পাদন-চেষ্টা বলা যায় না। কনক, কামিনীর আকাঙ্ক্ষা হয় ত' অনেকেই কোন না কোন প্রকারে বদ্ধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সৎকর্ম্ম পরায়ণ, ধার্ম্মিক, বৈরাগ্যবান্, ভক্ত প্রভৃতি বলিয়া সম্মান পাইবার আশা কিছুতেই কেহ ছাড়িতে পারেন না। সত্য সত্যই মহাজন-পন্থানুসারে কৃষ্ণ-সুখ-সাধন চেষ্টা হইতেছে কি না, এ অনুসন্ধান-প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। যদি তাহাই থাকিত, তাহা হইলে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী সাধু-গুরুর উপদেশ শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইতাম—নিজেদের স্বতন্ত্রতাটী সাধু-গুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক সাধু-গুরুর কৃপা-ভিখারী হইতাম। যদি ভগবানের সেবার প্রতি আমাদের বিন্দু-মাত্রও অনুরক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমরা সাধু-শাস্ত্র-গুরুদেবের শাসনের অপেক্ষা রাখিতাম। জানিতাম, তাঁহারা ত' আমাদেরই সেবা ভগবানের সেবা-পারিপাট্য বিধানের জন্য আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, আহা তাঁহারা কত দয়ালু! যেখানে এক মাত্র কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছা বিদ্যমান, সেখানে সাধুগুরুর শাসন-বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যাদির আদৌ অবকাশ নাই। তবে যেখানে আমাদের কৃষ্ণ-ভজন-চেষ্টার অন্তরে বাহিরে কেবল প্রতিষ্ঠা-লোলুপতা বর্ত্তমান, সেখানে সর্ব্বদাই মান হানির ভয়, সেখানে "তোমার ভক্তি হইতেছে না, কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্ত্তে তোমারই ইন্দ্রিয়-তোষণ হইয়া যাইতেছে।" ইত্যাদি সাধু শাস্ত্র গুরুদেবের হিতোপদেশগুলি যেন আমাদের কর্ণে শেলসম বাজিয়া উঠে। "কি? আমি ভক্ত হইলাম না, আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম হ'ল না, আমি বৈরাগী নহি?" ইত্যাদি আস্ফালন-বাক্যে ত্রিভুবন প্রকম্পিত করিতে থাকি। তাই 'তৃণাদপি সুনীচেন' ...র সকলে সাধুরা যে সকল ক্ষেত্রে সৌম্যকলেবরই প্রেরণ মনে করেন, সেই নিগৃহীত অজ্ঞার আচরণ করিব, তথাপি 'ভক্তের' বেশ ধারণ করিয়া ভক্তির সিদ্ধান্ত বিরোধী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইব, অথচ 'তুমি পাষণ্ড' এ কথাটী আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না, ইহাই হইতেছে আমাদের একটী প্রধান দুর্দ্দৈব। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া দিয়া যতদিন না আমরা সাধু শাস্ত্রের শাসন-বাক্য শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করিতেছি, ততদিন আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই বৃথা, ভক্তিচেষ্টা কেবল ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ষড়্-গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ তাঁহার মনঃশিক্ষাকারকে বলিয়াছেন প্রতিষ্ঠাশা রূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী যতক্ষণ আমাদের হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে সাধু কৃষ্ণ-প্রেমার স্থান কেমন করিয়া হইতে পারে? প্রভু-প্রেষ্ঠ প্রভু-সেনাপতি ভক্ত-পাদাশ্রয় ব্যতীত সে শ্বপচিনীর সঙ্গ-ত্যাগ আদৌ সম্ভবপর নহে।

"কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর
জীবের হৃদয় শুদ্ধ করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেম রত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥"

যে সকল কপট ব্যক্তি 'আমি কর্ম্মী, ধার্ম্মিক, বৈরাগী' ইত্যাদি বলিয়া আত্মস্তরিতা প্রকাশ করিতে চাহেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া বলিতেছেন—

"নৈতে বহুকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ-সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো
হি সঃ॥"

—যাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রয় রূপ কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশে কৃত হয় নাই, যে স্বধর্ম্ম বিরাগোদ্দেশে কৃত নহে, আবার যে স্বধর্ম্মজাত বিরাগ তীর্থপাদ কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত—জীবচ্ছব! অর্থাৎ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, বৈরাগ্যাদি যাবতীয় চেষ্টা কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণার্থে অনুষ্ঠিত না হইলে তাহা অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, অধর্ম্ম, ফল্গুবৈরাগ্যাদি ভক্তিবিরোধিনী-চেষ্টা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

আজকাল "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম"-বিচার লইয়া সারাটী ভারতব্যাপী এক তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। কিন্তু কোথায়ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণাদি সাত্বত শাস্ত্র-কথিত শুদ্ধ এবং কর্ম্ম-নিষ্ঠাপাকৃষ্টা বিষ্ণুভক্তি-তাৎপর্য্যমূলক দৈববর্ণাশ্রমের কথা আদৌ নাই, আছে কেবল রক্ত-মাংস-পুরীষপূর্ণ শৌক্র-বিচারপুষ্ট বিষ্ণু-বিরোধি-বিচারমূলে 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি আমিত্ব-পূর্ণ আস্ফালনের তাণ্ডব নৃত্য। শ্রীমদ্ভাগবত এতাদৃশ বিষ্ণু-ভক্তি-বহির্ম্মুখ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোন প্রতিষ্ঠাই দেন নাই। ভাগবত বলেন—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম
এব হি কেবলম্॥"

অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন করিতে না পারে, তবে শ্রমমাত্রই তাহার ফল হইয়া থাকে।

মোট কথা, নিজ সুখের বাঞ্ছা ছাড়িয়া দিয়া নিষ্কপটভাবে কেবল ভগবানের সুখ-বাঞ্ছার নামই ভগবদ্ভজন বা ভগবৎ সেবা। যেখানে তাদৃশী সেবা নাই, বা অহৈতুকী ভক্তি-চেষ্টা নাই, সেখানে যতই না কেন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির আড়ম্বর-পূর্ণ অনুষ্ঠান থাকুক, তাহাকে ধৃষ্টা প্রতিষ্ঠাশা রূপা চণ্ডাল রমণীর বিহার-ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইবে না। সুতরাং শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছুগণ বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসত্বকেই একমাত্র মঙ্গলের সেতু বলিয়া জানুন। নশ্বর দেহ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লোক-বঞ্চনা—আত্মবঞ্চনা করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্তর্য্যামী সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান বিষ্ণুকে বঞ্চনা করা ত' যাইবে না। সাধু-শাস্ত্রের কথা যতই না কেন? আমাদের প্রতিষ্ঠার হানিজনক হউন, তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

"সাধুর চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥"

একাদশী-ব্রত

একাদশী-ব্রত সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই, তবে এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি ভ্রমধারণা পোষণ করিয়া থাকি। সেই ভ্রমাত্মক ধারণাগুলি যে সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই আমরা পাঠক-গণের সমক্ষে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইব।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, স্মার্ত্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব সকলেই জানেন যে, একাদশী একটি পুণ্যময় তিথি, উহা পালন করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। এই জন্য প্রায় সকলেই একাদশী-ব্রত পালনের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত দিবসে কি কর্ত্তব্য, কি ভোক্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেক অনাচার বা মতভেদ লক্ষিত হয়। কতকগুলি দেহারামী ব্যক্তির মতে—একাদশীর দিন উপবাস দিতে পারিলে শরীরের পক্ষে উপকার হয়। উক্ত দিবস অন্ন ভক্ষণ করিলে শরীরের রস বৃদ্ধি হইয়া ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু উপবাস দিলে সে ভয় থাকে না। এই ভাবিয়া ঐ দিবসে তাঁহারা অন্ন-ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া রুটি, লুচি, মাংস ডিম্ব প্রভৃতি পুষ্টিকর গুরু খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বুদ্ধিমান্‌দিগণকে বুঝাইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যাঁহারা শাস্ত্র মানেন না বা শাস্ত্রের কথিত অনুকূল-প্রতিকূল বিধি-নিষেধ আচরণ করেন না, তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। যতদিন বদ্ধজীবের হৃদয় পাপে মলিন থাকে, ততদিন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি হয় না। তাঁহারা জানেন যে, শাস্ত্রের আদেশ পালন করিতে হয় শুধু বিবাহ বা উপনয়ন কালে। ঐ দুটীই ভোগের প্রধান ইন্ধন-স্বরূপ। বিবাহকালে অগ্নিদেবতা ও বিষ্ণুকে সাক্ষী করিয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ করা হয়, সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করেন, সুতরাং সেই কন্যার উপর বিবাহিত পুরুষের মৌরসী পাট্টা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তিনি নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। সুতরাং শাস্ত্রের সম্মান এত সময়ে আবশ্যক। আর উপনয়ন-সংস্কারও একটা উত্তম সম্মানের বিষয়। ব্রাহ্মণের গুণ-লক্ষণাদি আমার থাকুক বা না থাকুক, সর্ব্বজনসমক্ষে কয়েকগাছি সূতা আমার স্কন্ধদেশে ঝুলাইয়া লইতে পারিলে আমি ত সকলের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণের সম্মানটা প্রাপ্ত হইতে পারিব। তাহাতেও বেশ সুবিধা আছে। অতএব এসময়ের শাস্ত্র আমাদের অনুকূল। কিন্তু যেখানে শাস্ত্র আমাদের প্রতিকূল ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহা পালন করিতে নারাজ, সেখানে শাস্ত্র বাজে-বকা জিনিষ মাত্র। তাহার কোন মূল্য নাই—একটা কু-সংস্কার বিশেষ।

এই শ্রেণীর মতবাদিগণের পরিণাম যে অতি ভীষণ, তাহা বলাই বাহুল্য। রক্ত মাংসের খাঁচাটী স্থূল অথবা কৃশ করিলে আত্মার কি উপকার হইতে পারে? বিশেষতঃ মাংস-ডিম্বাদি অমেধ্য ভক্ষণ, যাহা শাস্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ, তাহা ভক্ষণ করিলে যে অনন্তকোটিকাল নরকে পচিতে হয়, পরজন্মে আমাদের নিজ মাংসই ভক্ষণ করিতে হয় অথবা যাহারা আমাদের ভক্ষ্য হইয়াছিল, পরজন্মে তাহারাই আমাদের ভক্ষণ করে—এ সম্বন্ধে আমরা ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই। সুতরাং আমাদের তর্কপন্থিগণ প্রতিদিন পরজন্মে অনগ্রসরতার ...নী।

'অন্ন'—বলিতে যদি ভাতই বুঝাইয়া থাকে, তবে যাহাদের খাদ্য ভাত নহে, রুটী, লুচি বা অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াই থাকিতে পারে, যেমন পশ্চিমদেশীয় লোক বা আরাবলাণ্ডের লোক, আরও অনেক দেশে অন্ন অর্থাৎ ভাত খায় না, তাহা হইলে কি তাহাদের নিত্য একাদশী-ব্রত পালন হইয়া থাকে ? 'অন্ন' অর্থে যাহা খাওয়া যায়,তাহাই সবই। সুতরাং একাদশীর দিন কোন বস্তু ভক্ষণ করা বিহিত নয়। শাস্ত্র বলেন,—

"যানি কানি চ পাপানি
ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥"

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট পাপই একাদশীর অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্য আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য একাদশীর দিন ভক্ষণকারি ব্যক্তির পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। তবে রুগ্ন শিশু ও বৃদ্ধের জন্য অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা দুগ্ধ ফলমূলাদি কিছু গ্রহণ করিতে পারেন কেবল শরীর বিশুদ্ধ করা অথবা কেবল ভাত ব্যতিরেকে অন্য খাদ্যে উদর পরিপূর্ণ করাই শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় নহে, কিন্তু সর্বক্ষণ শ্রীহরির অনুশীলন করাই হরিবাসরের কর্তব্য।

অনেকের ধারণা যে, একাদশীর দিবস কোন কিছু ভক্ষণ না করাই ধর্ম—এই ভাবিয়া প্রাণপণ যত্নে উপবাসের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোনরূপে দাঁতে দাঁত দিয়া চুপ করিয়া একটা দিন অতিবাহিত করিলেই আমার স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ দ্বার অপাবৃত। এ সকল ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী। একাদশী-ব্রত পালনের চেষ্টা না করিয়া অথবা নিজ অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন ব্যক্তির দৈবক্রমে একাদশী দিবসে উপবাস ঘটিয়াছিল এবং তৎপরেই তাহার মৃত্যু হয়, তাহার একাদশীর দিবস উপবাস দেওয়ার ফলে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল,—এই কথা আমরা অনেকেই শুনিয়া থাকি। অনিচ্ছাসত্ত্বে অথবা অজ্ঞাতসারে উপবাস একদিন মাত্র দেওয়াতে যখন তাহার এত ফল হইতে পারে, তখন আমরা চেষ্টা করিয়া যদি সারাটি জীবন ধরিয়া যত গুলি একাদশীতিথি পাই, সব দিনই উপবাস দিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমরা অনন্তকোটি-কল্পকাল বৈকুণ্ঠ বাসের অধিকারী হইব। এইরূপ ব্যক্তিগণের বিচার 'নামবলে পাপবুদ্ধি'র ন্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রে হরিনামের মাহাত্ম্য এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, একটি মাত্র শ্রীহরির নাম শুদ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে কোটি কোটি জন্মের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারাও বুঝাইয়া থাকি-যে, যেমন অগ্নি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন বস্তুতে লাগিয়া গেলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ কৃষ্ণনাম যদি কোনরূপে উচ্চারণ করিতে পারি, তবে আর আমাদের কোন চিন্তা নাই। এই ভাবিয়া আমরা অবাধে, অসঙ্কোচে যথেষ্ট পাপাচরণ করিতে থাকি এবং সেই সঙ্গে শ্রীহরির নামও অনুক্ষণ চালাইতে থাকি। এমন কি, অনেকে নামের মালা ঝোলাসহ গলদেশে সর্বক্ষণ ঝুলাইয়া রাখি। এক নামে যখন কোটি জন্মের পাপ বিনাশ হয়, তখন কোটী কোটি-নাম গ্রহণ করিলে কি এই একটা জন্মের পাপ বিনাশ হইবে না ? কিন্তু মূর্খ আমরা, আমাদের এ বুদ্ধিটুকু যোগায় না যে, শ্রীহরিনাম জড়ীয় বস্তু অগ্নি নহেন অথবা সর্বাংশে অগ্নির সমান নহেন। উহা কেবল একদেশী দৃষ্টান্ত মাত্র। অপ্রাকৃত শ্রীহরির নাম অপ্রাকৃত ব্যক্তির জিহ্বাতেই উচ্চারিত হইয়া থাকেন। প্রাকৃত অক্ষর বলিয়া তাঁহাকে জানিতে হইবে না। এইরূপ দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য যমরাজ তাঁহার পাশহস্তে দণ্ডায়মান। বরং পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পাপের শাস্তি কম হইতে পারে, কিন্তু নামের নামে পাপ করিলে ধর্মরাজ কখনও সহ্য করিতে পারেন না।

একাদশীর দিবস উপবাসের তাৎপর্য এই যে, এই পুণ্যদা তিথির নাম শ্রীহরিবাসর। এই দিবস সর্বক্ষণ হরির নামকীর্তন, স্মরণ, অর্চনাদিতে নিবিষ্ট থাকিতে হয়। আহারের চেষ্টায় হয়ত অনেক সময় অসৎ কার্য্য বা অসৎ প্রসঙ্গ ঘটিতে পারে। তজ্জন্য সর্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল কৃষ্ণানুশীলন করাই কর্তব্য। তবে যদি কাহারও এরূপ অবস্থা হয় যে, ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ ছটফট করে, পিপাসায় কণ্ঠ-শুষ্ক হইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, রাত্রি জাগিয়া ভাবে কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়, এই আশায় উৎকণ্ঠার সহিত নিষ্ফলা দ্বাদশী তিথির ধ্যান করিতে থাকি অর্থাৎ কতক্ষণে একাদশী অতীত হইয়া দ্বাদশীর শুভাগমন হইবে, তখন আমি অন্নপান গ্রহণ করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার শান্তি করিব, এই চিন্তা করিতে থাকি, তাহা হইলে নিষ্ফলা দ্বাদশীর ধ্যানফলে সবই নিষ্ফল হইয়া যাইবে. এই দিবস সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির তজ্জাত সমূহের অনুষ্ঠানই শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য।

—

চাই নদীয়া-প্রকাশ ?

(গ্রামে কথোপকথন)

ভদ্রলোক—দেখ গুরুদাস, তোমাদের কাগজটি পড়ে দেখলাম যে, এ এক অপূর্ব্ব জিনিষ। এক পয়সা দামে তোমরা এ অমূল্য বস্তু কিরূপে দাও ? এর ত এক পয়সা দাম নয়। এ জিনিষ ঐহিক ঐশ্বর্য্যে কেনা যায় না। তবে একটা পয়সাই বা তোমরা নাও কেন ? অমনি দিলেই ত পারতে ?

গুরুদাস—দেখুন, আমরা ভিখারী, ভিক্ষাদ্বারে জীবিকানির্বাহ করি। নদীয়া-প্রকাশের দাম যে একটী পয়সা, তা ওরই ছাপার ব্যয় মাত্র। আমাদের ত ঘরের কড়ি দিয়ে ছাপাবার সাধ্য নাই। বাপের সম্পত্তি যথেষ্টই ছিল, তা ছেড়ে এসেছি।

ভদ্রলোক—আচ্ছা, সেদিন যে তুমি বলছিলে বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ সমীপে গমন করলে তাঁরা বিশুদ্ধ মঙ্গল-সংবাদ দিতে পারবেন, কিন্তু আমার ত সেটা মোটেই বিশ্বাস হয় না। কারণ, আমি দেখেছি, নবদ্বীপ সহরে বা আরও অনেক জায়গায়—গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা আর কপালে লম্বা তিলক-কাটা স্ত্রী-পুরুষ মিশে গলা ধরাধরি করে চলেছে, তারা একসঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, আর তাই নিয়ে বেশ আনন্দ করে। তাদের স্বভাবচরিত্র বড় সুবিধের নয়। এরাই কি বৈষ্ণব ? এদের দেখলেই যে ঘৃণা হয়, তা' আর কথা জিজ্ঞাসা করব কি ?

গুরুদাস। দেখুন, ঐ প্রকৃতির লোকগুলা সমাজের কলঙ্ক, ব্যভিচার, লাম্পট্য বা আরও অনেক গুণ ওদের মধ্যে আছে। একটা কথা আছে,"জাত খুচিয়ে বোষ্টম" ওরা কিন্তু ঐ দলের। সমাজের কঠোর শাসনে নিজেদের ব্যভিচার অবাধে চলে না দেখে জগতের মাথায় পদাঘাত ক'রে সমাজ থেকে কোন একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এই রকমের লোকই আজকাল বৈষ্ণব বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। শুধু এই শ্রেণীর নয়, আরও অনেকরূপ বৈষ্ণবনামধারী ও বৈষ্ণববেশধারী আছে, তা ক্রমে জানতে পারবেন। তবে 'বৈষ্ণব' বলতে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা কিছুকাল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিলেন, এখন সংসারের জীবগণের দুষ্প্রবৃত্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে জীবের দুঃখমোচনার্থ আগমন করেছেন। তাঁরা উজ্জ্বলতের বদ্ধজীবের মত নন, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিজ-পার্ষদ, পরমদয়াল শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রাকৃতাজ্ঞায় তাঁদের উদ্ধারার্থে আগমন হয়েছে।

বৈষ্ণব-চরিত্র

([illegible])

[illegible]

বৈষ্ণবপ্রায়জনগণ [illegible] অন্তঃপুরস্থিত বালক কোথায় দেবর্ষি নারদের সংকারকার্য্যে [illegible] অসম্ভব। কারণ [illegible] কঠোর শাসনে, বৈষ্ণবচিহ্নধারী কোন ব্যক্তিরই রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার নাই। শুধু রাজঅন্তঃপুরে কেন, [illegible] শিক্ষার শাসনে বর্তমানকালে [illegible] মধ্যে বৈষ্ণব দর্শন করাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ভুমিও তার সর্বস্বই

ভদ্রলোক। আচ্ছা, তাঁদের চিনব কিরূপে ?

গুরুদাস। 'বৈষ্ণব' বলতে শাস্ত্র বলেন—

'গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদ-
বৈষ্ণবঃ॥'

যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ, তাঁহাদিগকেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব বলেন ; তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। লৌকিকী শ্রদ্ধাসহকারে যিনি অর্চামূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য-জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম। আর যিনি নিখিল বস্তুকে সর্বভূতের নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা শ্রীহরির বিভূতি বলিয়া দর্শন করেন ও শ্রীহরিতে সর্বভূত দর্শন করেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। ইঁহারা সংসারে থাকেন, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা সংসারধর্মে আসক্ত হন না ; কেবল সর্বক্ষণ শ্রীহরির সেবায় রত। বৈষ্ণবের অনন্তগুণ তন্মধ্যে মাত্র কএকটী নিয়ে প্রদত্ত হইল,—

"কৃপালু অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী"

আজ সময় অতীত হইল, আপনি আর একটী নদীয়াপ্রকাশ লইয়া যান, দেখবেন তত নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা আছে। আমারও আজ অন্যত্র যাবার আবশ্যক আছে। এখন বিদায় হইলাম।

[illegible] আমাদের অধ্যাপক [illegible] সুতরাং আমরা উহা কিরূপ বিশ্বাস করিব যে, [illegible] দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ [illegible] বিবাদ-কারণ থাকে, [illegible] আমাদের সংশয় অপনোদন করুন।

প্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আমার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তপস্যার্থ মন্দর পর্ব্বতে প্রস্থান করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ দানবগণসহ যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"অহো! সর্প যেরূপ বল্মীকগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পিপীলিকা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, পাপিষ্ঠ হিরণ্যকশিপুও তদ্রূপ নিজকৃত পাপেই বিনষ্ট হইল! অসুরগণ দেবগণের বিরাট আয়োজন দেখিয়া প্রাণভয়ে স্ত্রীপুত্রাদির মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া রাজকোষ লুণ্ঠন পূর্ব্বক আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে রোদনপরায়ণা মাতার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে দেবরাজ, এই নিরপরাধা রোদনপরায়ণা সাধ্বী-স্ত্রীকে লইয়া যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে, ইঁহাকে পরিত্যাগ কর। ইন্দ্র বলিলেন, ইঁহার গর্ভে অমোঘবীর্য্য হিরণ্যকশিপুর সন্তান অবস্থান করিতেছে, সে ভূমিষ্ঠ হইলে কালক্রমে একদিন দুর্জ্জয় হইবে। অতএব প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইঁহাকে আমার সমীপে রক্ষা করিয়া সন্তান জন্মিলে তাহাকে বিনাশ পূর্ব্বক ইঁহাকে পরিত্যাগ করিব। দেবর্ষি তদুত্তরে বলিলেন, দেবরাজ, সাবধান। ইঁহার গর্ভে ভগবান অনন্ত-দেবের অনুচর অবস্থিত। ভক্তদ্রোহে নির্য্যাতনের কি পরিণাম, তাহা তুমি পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিয়াছ। অতএব যদি নিজ মঙ্গল বাঞ্ছা কর, তবে সত্বর নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদ্‌গর্ভে অবস্থিত আমাকে উদ্দেশ করিয়া মাতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ আমার মাতাকে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া আশ্বাস-প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎসে, যতদিন তোমার স্বামী প্রত্যাগমন না করেন, তুমি ততদিন নির্ভয়ে আমার আশ্রমে অবস্থান কর।' আমার মাতা ও দেবর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া [illegible] তাঁহার সমীপে বাস করিতে লাগিলেন। [illegible] পরম ভক্তিযুক্তভাবে নারদের সেবা করিতে লাগিলেন। পরম দয়ালু দেবর্ষি আমার জননীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথাভিলষিত বর প্রদান করিলেন অর্থাৎ আমার পিতা প্রত্যাগত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ভূমিষ্ঠ হই নাই। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ আমাকে উদ্দেশ করিয়া আমার গর্ভধারিণীকে "আত্মানাত্মবিবেক-জ্ঞান" উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের দীর্ঘতা-হেতু, স্ত্রীত্ব হেতু তিনি (জননী) উহা বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি ঋষির অনুগ্রহে ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে অদ্যাপি তাহা ভুলি নাই। হে সুধী-বালকগণ তোমরা যদি এই জ্ঞান অনুসারে তত্ত্ব-অনুশীলন কর, তবে তোমাদেরও, এমনকি স্ত্রী ও বালকগণেরও, আত্মানাত্মবিবেক-জ্ঞানের উদয় হইবে।

হে বালকগণ, আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক্। দেহ ছয়টী বিকার-বিশিষ্ট। জন্ম, অস্তিত্ব, বর্দ্ধন, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই সকলই দেহের স্বভাব। কিন্তু আত্মা—নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্ব্বকারণ, অসঙ্গ ও অনাবৃত। এই দ্বাদশ লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র জানিয়া তত্ত্বদর্শি ব্যক্তিগণ দেহাদিতে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন। স্বর্ণ-খনিজবেত্তৃগণ যেরূপ স্বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তরে অগ্নি-সংযোগাদি দ্বারা উহা হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ এই দেহক্ষেত্রে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা বুদ্ধিমান আত্মবিদ্‌গণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মধামের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। বুদ্ধিদ্বারাই গুণকর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের সংসার-লাভ হইয়া থাকে। পুরুষের স্বপ্নের ন্যায় এই সংসার অজ্ঞান-মূলক, নশ্বর বা অবাস্তব। অতএব তোমরা কর্ম্ম-বীজনাশক ভক্তি-যোগ অভ্যাস কর।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

ব্যাঙ্গালোর হাঙ্গামা

ব্যাঙ্গালোরের ১লা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মহারাজের সরকারের শাসন-পরিষৎ এইরূপ শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্যাঙ্গালোরের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে সকল দাঙ্গা ও অন্যান্য অভিযোগের মামলা উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যাহার করা হইবে। লোকজনের সন্তোষ বিধানের জন্য সরকার দাঙ্গা তদন্ত-কমিটীর বিবরণ ও সেই সম্পর্কে সরকারের আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।

প্রদর্শনীতে অদ্ভুত শারীরিক কৌশল

গত ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেস প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে অদ্ভুত শারীরিক কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। নিখিল বঙ্গীয় ব্যায়াম-সমিতির ডিরেক্টার মিঃ আর এন গুহের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কর্পোরেশন স্কুলের ছাত্রেরা চমৎকার ড্রিলের কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিল। ড্রিলের সকল আদেশ বাঙ্গালায় প্রদান করা হইয়াছিল। রিং এবং সাইকেলে চড়িয়াও নানা প্রকার শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিজয়কুমার মল্লিক, সুবোধ-কুমার মুখোপাধ্যায় এবং ভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার ইচ্ছামত মাংসপেশী আকুঞ্চন প্রসারণ করিয়া দর্শকগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত ও ভূপেশচন্দ্র কর্ম্মকার ২টি লৌহদণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন। বিনয়কুমার মল্লিক নামক ১৫ বৎসরের একটি বালকের উপর দিয়া একটি মোটর চালাইয়া গেলেও তাহার কিছুই হয় নাই। এক ব্যক্তি ২॥০ মণ ভারি তাঁহার শরীর চাড়াইয়া উঠাইয়াছিলেন এবং সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য ও মণ ভার উত্তোলন করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত একদিকে ধাবমান ৩টি নূতন মোটর গাড়ীকে আটকাইয়া রাখিয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিরাট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। এরূপ ভাবে এক সঙ্গে তিন তিনটি মোটরের গতিরোধ আজ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে যাঁহারা শারীরিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্কুল কলেজের ছাত্র।

মিউনিসিপ্যালিটীতে স্বরাজ

গত বুধবার সন্ধ্যায় দেশবন্ধু নগরে কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির মণ্ডপে মিঃ জে, এম, সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। উহাতে কতিপয় নেতা "মিউনিসি-প্যালিটীর" কার্য্য পরিচালনায় "স্বরাজ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ্ণ ৩টিকার সময় কলেজ স্কোয়ারস্থ সিনেট হাউসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা উপাধি দান অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্রাটের অবস্থা

সাধারণ অবস্থার একটু উন্নতি

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যা ৮টা ৩০ মিনিটের সময় সম্রাটের অবস্থা সম্বন্ধে যে ইস্তাহার বাহির করা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, সম্রাট নিরাপদে শান্তিতে যাপন করিয়াছেন। তাঁহার সাধারণ অবস্থার ঈষৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে, রাসায়নিক পরীক্ষার পর ক্যালসিয়ম প্রয়োগের ফলে একটু উপকার পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত দিবসের প্রচারিত ইস্তাহারে স্যার ষ্ট্যানলী হিউয়েট, স্যার হিউ রিগবি এবং লর্ড ডসন ব্যতীত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক এবং মিডলসেক্স হাসপাতালের কেমিক্যাল প্যাথলজিষ্ট ডাক্তার এডওয়ার্ড উডস্ও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

বিগত ২রা জানুয়ারী প্রাতঃকালে সম্রাটের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিরাশজনক মনে হইতেছে না। ইহা দ্বারা ইহাই মনে হইতে পারে যে, স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতিতে বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, তবে খুব মৃদুগতিতে উন্নতি হইতেছে। ক্যালসিয়ম চিকিৎসা এখনও চলিতেছে। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে ডাক্তারগণ এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া পরামর্শ করিয়াছিলেন।

ভারতে ইটালীর নৌবাহিনী-প্রতিনিধি

সাইনর কর্টির নেতৃত্বে ইটালীর নৌবাহিনী প্রতিনিধি গত ৩১শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলেন। গত ১লা জানুয়ারী তাঁহারা সমুদ্রপথে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। সাইনর মুসোলিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সাইনরা মুসোলিনী ত্রিবাঙ্কুরে রাজপ্রতিনিধিরূপে গমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাতে মাদ্রাজে আসিয়া প্রতিনিধি দলের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে বিমানপোত বিভাগে নূতন নিয়োগ

লণ্ডনের ১লা জানুয়ারীর তারের সংবাদে প্রকাশ,—ইংলণ্ডে বিমানপোত বিভাগীয় সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে স্যার জন ষ্ট্যানহোপ বিমানপোত বিভাগের চীফ মার্শাল, তাহা মার্শাল, স্যার জন ষ্টিগন্ড মার্শাল এবং কমোডোর ডাউডিং, ভাইস মার্শাল পদে উন্নীত হইয়াছেন।

ভলাণ্টিয়ারের কীর্ত্তি

কংগ্রেস হাঁসপাতাল আক্রমণ

গত ১লা জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে কংগ্রেসের সেবা হাঁসপাতাল ও কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি মহাশয়ের দাতব্য চিকিৎসা ক্যাম্পের সম্মুখে প্রায় ৫০ জন ভলাণ্টিয়ার ৫।৬ বার কুচকাওয়াজ করে। তার পর হঠাৎ কুচকাওয়াজ বন্ধ করিয়া হাঁসপাতাল ক্যাম্প ঘেরাও করিয়া ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের পরিচালিত সেবা হাঁসপাতাল আক্রমণ করিয়া ডাক্তার ও সেবকগণকে জখম করে। ডাক্তার পার্ব্বতী বাবু ও ক্যাম্পস্থিত অন্যান্য লোক তাহাতে গুরুতররূপে জখম হন। সেই সময়ে কবিরাজ মহাশয়ের দাতব্য ঔষধালয়ের উপরে আক্রমণ চলে। ঔষধ পরিপূর্ণ আলমারী ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। শ্রীযুত তারানাথ রায় চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র আলমারী রক্ষা করিতে গিয়া, অল্পবিস্তর আহত হন। তারানাথ রায় চৌধুরীর ডান হাতে ও শরৎ কবিরাজ মহাশয়ের স্কন্ধে আঘাত লাগে।

ভলাণ্টিয়ারগণ এমন অতর্কিত ভাবে হাঁসপাতাল আক্রমণ করে যে, হাঁসপাতালস্থিত লোক জন পালাইবারও অবসর পায় না।

কবিরাজী বিভাগের দারোয়ান ও কতিপয় ছাত্রও আহত হয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় এবং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মারপিটের অন্তে হাঁসপাতালে আসিয়া আহতদিগকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক হাঁসপাতাল তুলিয়া চিত্তরঞ্জন হাঁসপাতালে ঔষধপত্র ও আসবাবাদি প্রেরণ করেন। ভলাণ্টিয়ারগণ পূর্ব্ব হইতেই মারামারী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের ব্যবহারের দ্বারা যেন তাহাই বুঝাইতেছিল।

শ্রীযুত কবিরাজ বাচস্পতি মহাশয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ২ হাজার সমাগত রোগীকে বিনা মূল্যে ঔষধাদি দিয়া আসিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক ভলাণ্টিয়ার ও প্রতিনিধিগণ। প্রতিনিয়ত ঔষধ পাইয়া আসিয়াছেন ঘটনার পরে কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় হাঁসপাতালে আগমন করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সেই রাত্রিতেই তদন্ত করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, মারপিট করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরেও তাহারা শান্ত হয় নাই, পুনরায় মারপিটের জন্য প্রস্তুত ছিল।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত সোমবার বৈকালে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পানিহাটী গ্রামের সম্মুখে একখানি মোটর গাছে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। গাড়ীতে অনেক জন আরোহী ছিল, সকলেই অল্প বিস্তর জখম হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোকের আঘাত সাংঘাতিক। সকলকেই স্থানীয় হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ড্রাইভার গাড়ী ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

প্রাচ্যের শিক্ষার নিমিত্ত মার্কিণ ধন-কুবেরের দান

নিউ ইয়র্ক, ৩১শে ডিসেম্বর। সুবিখ্যাত য়্যালুমিনিয়ার ব্যবসায়ী পরলোকগত চার্লস্ হলের সম্পত্তির অংশবিশেষ প্রাচীন ২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত হইবে, তন্মধ্যে ভারতের এই কয়টি স্থানের নাম প্রকাশ পাইয়াছে,—মাদ্রাজ ও এলাহাবাদের আমেরিকান কলেজ এবং ভারতের এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট। চীনের ওবারলিন শান্সি মেমোরিয়াল, স্বাতাবো ইয়েঞ্চিং ইনষ্টিটিউট এবং লিংম্যান ওয়েষ্ট চায়না য়ুনিয়ন ক্যানকিন, ফুকিয়ন শাণ্টাং ও য়ুহান—এই ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত অর্থ বিতরিত হইবে।

এন, ডব্লিউ, রেলে চুরীর কেস

লাহোরের ২রা জানুয়ারীর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, এন, ডব্লিউ, রেলের মোগলপুরার ক্যাস অডিট অফিস হইতে ৯২ হাজার ৩ শত ১০ টাকার নোটপূর্ণ এক ব্যাগ চুরী করিবার অভিযোগে হেলদং সিংহ, পদ্মা সিংহ, ও কার্টিন নামক ৩ ব্যক্তি লাহোরের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথাক্রমে ১০ মাস, ২০ মাস ও ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত ২ আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছিল। জজ হেলদং সিংহের আপীল অগ্রাহ্য এবং পদ্মা সিংহের কারাদণ্ড হ্রাস করিয়া এক বৎসর করিয়াছেন।

কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারগণের হাঁসপাতাল আক্রমণ এই প্রথম। যুদ্ধক্ষেত্রেও সৈনিকগণ কখনও হাঁসপাতাল আক্রমণ করে না। এইক্ষেত্রে এই ভলাণ্টিয়াররা সেই নীতিও অতিক্রম করিয়াছিল। মেডিক্যাল বিভাগের লোকজনই বেশী আহত হইয়াছে এবং তাহাদের কাহারও কাহারও জখম গুরুতর।

—দৈঃ বসুমতী

চিত্তরঞ্জন সেবা-সদন

গান্ধীজীকর্ত্তৃক নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সংলগ্ন নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন দেখিবার জন্য গত বুধবার সন্ধ্যায় বহুসংখ্যক মহিলা ও ভদ্রলোক এবং প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে সেবা-সদনের প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েন। শ্রীযুক্ত গান্ধী নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনিই এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই উপলক্ষে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি, শ্রীযুত বিজয়রাঘবাচারিয়ার, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র রায়, সার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী সেন গুপ্তা, শ্রীমতী নেহরু, ডাক্তার আনসারী, ডাক্তার এস, কে, লাহিড়ী, শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিষ্টার জে, সি, গুপ্ত ও শ্রীযুত জয়রাম দাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডাক্তার বিধান রায়ের রিপোর্ট

সেবা-সদনের সেক্রেটারী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ করেন যে, বঙ্গনারীর কল্যাণ কামনায় দেশবন্ধু দাশ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একটা ট্রাষ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পীড়িতা বঙ্গনারীর জন্য তাঁহার সু ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৬ সালে মাত্র ২৯টী রোগীর থাকিবার উপযোগী হাসপাতাল করা হয়, কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে ৭০ জন রোগী থাকিতে পারে, এইরূপ স্থান করা হইয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারগণ আবশ্যক বোধ করায় রঞ্জনরশ্মি দ্বারা চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার জন্য সামান্য ফী দাবী করা হয়। কিন্তু যাহারা একেবারেই নিঃস্ব, তাহাদের নিকট সে ফি দাবী আদৌ করা হয় না। যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোক হাসপাতালে থাকিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের জন্য পৃথক ঘর প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানে নার্স গঠনকার্য্যের প্রবর্ত্তনের দ্বারা পল্লীগ্রামে অনেক সুবিধা হইয়াছে।

১৯২৬ সালে হাসপাতালে ২৯০ জন রোগী থাকিয়া চিকিৎসিত হয়। কিন্তু এ বৎসর ১,৯২৬ জন রোগী চিকিৎসাপ্রাপ্ত হয়।

হাঁসপাতালে মাসিক খরচ ৭ হাজার ৫ শত টাকা। তন্মধ্যে মাসিক [illegible] ৪ হাজার ৫ শত টাকা পাওয়া যায় এবং বাকি ৩ হাজার টাকা ঘাটতি পড়ে। কলিকাতা কর্পোরেশন বাৎসরিক ২ হাজার ৫ শত টাকার সাহায্য করিয়া থাকেন।

রিপোর্ট পাঠ শেষ হইলে সেবা-সদনের সভাপতি সার নীলরতন সরকার শ্রীযুক্ত গান্ধীকে দ্বারোদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর অভিভাষণ

দ্বারোদ্ঘাটন করিবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২ বৎসর পূর্ব্বে যে গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিবার আমন্ত্রণ তিনি সাদরে গ্রহণ করেন, অদ্য সেই গৃহে দ্বারোদ্ঘাটনের পুনরায় নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। তাই গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি বলেন যে, তাঁহার অন্তরে বাঙ্গালার নেতা দেশবন্ধু দাসের স্মৃতি জাগরিত হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় বাঙ্গালার উন্নতির জন্য দেশবন্ধুর যে উৎসাহ দেখিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। তিনি বাঙ্গালার যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিন স্মরণ করিবে।

অতঃপর গান্ধীজী, সার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র ও অপর [illegible] [illegible] করেন।

আফগান বিদ্রোহ

পেশোয়ারের ১লা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কাবুলের অবস্থা বর্ত্তমানে শান্তিপূর্ণ। ১১ জন তুর্কী বৈমানিক পেশোয়ারে পৌঁছায়, তাহারা তুর্কী [illegible] করিতেছে। উহারা আফগান সরকারের অধীনে কাজ করিত। কাবুলের বৃটিশ দূতাবাসের সামরিক পরিদর্শক গত ২৯শে ডিসেম্বর এরোপ্লেনে পেশোয়ার হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

নূতন দিল্লীর ২ জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আফগান কমসাল জেনারেল এসোসিয়েটেড প্রেসে জানাইয়াছেন, জেলালাবাদে এখনও জাতীয় জির্গার অধিবেশন হইতেছে। আফগান সরকারের পক্ষ হইতে মিঃ আলি আহাম্মদ খাঁ উহাতে যোগদান করিতেছেন। আফগানিস্থানের সাধারণ অবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। বিদ্রোহীদের সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ হইয়াছে। সরকার ও শিনওয়ারীদিগের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে পৌষ, মঙ্গলবার—১৩৩৫।

"সাধনা"—মাসিক পত্রিকা

নদীয়া-প্রকাশের ভক্তিধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে সাধনা-পত্রিকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের রক্ষাকারী গৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে কিরূপ দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়, ভেকধারী বৈরাগি-ব্রুব ক্যাকুড়ার মাঠে মিথ্যাপুর স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া যে সকল কাল্পনিক গল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া সাধনা-পত্রিকা যে শুদ্ধ-ভক্তগণের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য কলিকাতায় চতুর্থ-প্রেসিডেন্সি আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মিঃ এইচ, কে, দে মহাশয়ের নিকট স্বীয় অনুষ্ঠিত অবৈধ কর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করায় তিনি গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধভক্তগণের ক্ষমা ও কৃপায় আসামী-শ্রেণী-ভুক্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এই পত্রিকাখানির প্রচার—কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা ব্যবসায় করিয়া আত্মগরিমা ও অহমিকা বিস্তার পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সমাজে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন। সম্প্রতি শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 'সূচনা' ও 'প্রার্থনা' শীর্ষক পত্রদ্বয় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা আমরা নিম্নে অবিকল প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

সূচনা

বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনোঁ কো জ্ঞাত হো কি, "সাধনা" পত্রিকা জো কি কুমিল্লা সে শ্রীযুত প্রভু প্রাণগোপাল গোস্বামী জীকে নেতৃত্ব মেঁ প্রকাশিত হোতী হৈ উসমে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী বিরক্ত বৈষ্ণবোঁ কে উপর জো ভয়ানক আক্ষেপ কিয়া গয়া হৈ ইস আক্ষেপ কো দেখ কর সভী ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনোঁ কে চিত্ত মেঁ দুঃখ পহুঁচা হৈ তদুপলক্ষমেঁ তাং ২৫ দিসম্বর ১৯২৮ তদনুসার মার্গশীর্ষ শুক্ল ১৪ মঙ্গলবার দিনকে ৩ বাজে শ্রীগোবিন্দজীকে পুরাণে মন্দির মেঁ এক বিরাট সভা হোগী। সমস্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনোঁ কা যোগদান প্রার্থনীয় হৈ।

বিনীত নিবেদক:—

১। শ্রীগোবিন্দচরণ দাস জী

২। শ্রীমহন্ত নৃসিংহদাস জী

৩। শ্রীমহন্ত যুগলদাস জী

৪। শ্রীঅধিকারী বনবিহারী জী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরণম্।

প্রার্থনা

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণোঁ মেঁ যহ নিবেদন হৈ কি কুমিল্লা সে প্রকাশিত সাধনা পত্রিকা মেঁ জো নিয়ামক রূপ সে মেরা নাম লিখা হৈ বহ রাধাগোবিন্দ বাবুনে অধিক অনুরোধ সে পত্রিকা কে অধিক প্রচারকে লিয়ে হৈ। ইস পত্রিকা কে অবলোকন করেকা তথা কিসীকে মুখারবিন্দসে শ্রবণ করনেকা অভাব তথা অবকাশ ভী নহীঁ হৈ। কার্ত্তিক মাস কী পত্রিকা মেঁ জো মহানুভাব গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে প্রতি কুৎসিৎ নিন্দা লিখা গই গই হৈ উসকো ছপনে পীছে সুনকর কে বড়ে ভারী দুঃখ কো প্রাপ্ত কিয়া। উসকে বাদ উস বৃত্তান্ত কো অপনে নেত্র সে দেখকর উসকা বিশেষ বিস্তৃত প্রতিবাদ তথা রাধাগোবিন্দ বাবুকো ভৎর্সনা পূর্ণ এক প্রবন্ধ হমনে লিখা হৈ।

অতএব ইস পত্রিকা মেঁ জো হমারা নাম লিখা হৈ ইসীসে হী মৈঁ অপনে কো অপরাধী মানতা হুঁ ইস বাস্তে সর্ব্ব শ্রীবৈষ্ণব শ্রীচরণোঁ মেঁ ক্ষমা প্রার্থনা করতা হুঁ।

শ্রীবৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রার্থী—

শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী

শ্রীগোপীনাথ বাজার

সভ্যসমাজের প্রতি আবেদন

পাশ্চাত্য শিক্ষার অপব্যবহারক্রমে অধুনা যে সকল ব্যক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ-প্রিয় হইয়া পাশ্চাত্য রীতি-নীতিকেই বহুমাননপূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজন-প্রদর্শিত পন্থানুসরণ বা শাস্ত্রানুশাসনকে 'গোঁড়ামি' বা 'অন্ধতা' বলিয়া আখ্যা দিতে আনন্দবোধ করেন, তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ-দুষ্ট মনঃ-কল্পনা-প্রসূত অগ্রাভক্রের বিচারকে আদর না করিতে পারিয়া আমরা শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত মহাজনবাক্যে বিশ্বাস উৎপত্তির প্রার্থনা জ্ঞাপনই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি। কেননা, বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি ব্যতীত মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণব-মহিমাত্মক শাস্ত্রে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ ভগবন্মুখ-পদ্ম-বিনির্গত শব্দব্রহ্ম—শাস্ত্রই যে ভগবান্‌কে জানিবার একমাত্র উপায়—শ্রীভগবান্ যে শাস্ত্রৈকবেদ্য, এ বিশ্বাস জীবের বহু ভাগ্যফলেই লাভ হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস প্রথমে কোমলভাবে থাকে, পরে তাহা সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা শ্রদ্ধাকারে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে জীবোদ্ধার-নিমিত্ত ধর্ম্মসংমূঢ়চেতার লীলাভিনয়কারী অর্জ্জুনকে প্রথমে বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—'তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি যে—হে অর্জ্জুন, "আমি আমার ভক্তির সর্ব্বোত্তমতা বিষয়ে তোমার সুদৃঢ় প্রতীতি উৎপন্ন করাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রাকৃত গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর ঐশ্বর জ্ঞান বা পরমাত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া এখন গুহ্য তমেরও গুহ্যতম—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম এই ভগবজ্জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, উহা শ্রবণ কর। আমি গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত যত উপদেশ করিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি মন্মনা হইয়া মদ্ভক্ত, মদ্যাজী এবং আমার শরণাগত হও। তুমি আমার অত্যন্তপ্রিয় বলিয়া আমার এই প্রতিজ্ঞা-বচন তোমাকে বলিলাম। ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞানোপদেশ-স্থলে আমি যে তোমাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান যোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্ম-কথা বলিয়াছি, তুমি সে সমস্তই ত্যাগ করিয়া মৎপ্রপত্তি স্বীকার কর। তোমার সংসার-দশার যাবতীয় পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-পরিত্যাগ-জনিত যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদয় হইতে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।"

শ্রীভগবানের ঐ আদেশ শ্রবণে যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীঅর্জ্জুনের আনুগত্যে "পূর্ব্ব পরয়োর্মধ্যে পর-বিধির্ব্বলবান্" ন্যায়াবলম্বনে এই পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, সব সাধি অবশেষ আজ্ঞা বলবান্॥" জানিয়া সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে মতি-বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সুমতিকে 'শাস্ত্রে বিশ্বাস' বলা যায়। সেই বিশ্বাসই সাধুসঙ্গ ক্রমে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক হইয়া 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা' নামে অভিহিত হয়। এই শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী, তিনি তখন উপলব্ধি করেন যে—বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলে যেমন স্কন্ধ শাখা প্রশাখা তৃপ্ত হইয়া থাকে, মুখ্য প্রাণে আহার দিলে যেমন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিলাভ হয়, সেইরূপ একমাত্র কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি করিলেই সব কর্ম্ম কৃত হয়, স্বতন্ত্র ভগবদ্বুদ্ধিতে দেবতান্তরোপাসনার কোন প্রয়োজন হয় না।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ আবার উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিবিধ। যিনি ভক্তি-শাস্ত্রে দক্ষ ও তদিতর মার্গ নিরসনে দৃঢ় যুক্তি-পটু হইয়াছেন, তাদৃশ প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ ভক্তগণ উত্তমাধিকারী। মধ্যমাধিকারী শ্রদ্ধাবান্ হইলেও শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয়ে তাদৃশ কুশল নহেন বলিয়া অভক্ত সঙ্গের কুফল হইতে যৎতৎক্ষণাৎ মুক্ত হইতে পারেন না, তথাপি তিনি শাস্ত্রাদি ও সাধুসঙ্গের প্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী কোমলশ্রদ্ধ বলিয়া অভক্তের কোন প্রকার সংশ্রবে আসা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। 'আমি যদি ভাল থাকি, তবে অভক্তেরা আমার কি করিবে' এরূপ স্পর্দ্ধা করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গল-জনক। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই তাঁহার ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা, নতুবা পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহাঁরা 'কৃষ্ণভক্তি—ভাল' এই কথাটী মাত্র বিশ্বাস করেন, শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, কেমন করিয়া তাহা লাভ হয়—এসকল জ্ঞান তাঁহাদের নাই। তাই তাঁহাদের ভক্তি-চেষ্টায় জ্ঞান-কর্ম্মের মিশ্র-ভাব দৃষ্ট হয়। উত্তমাধিকারীর নিকট শাস্ত্র শ্রবণ-ফলে তাঁহারা ক্রমে মধ্যমাধিকার লাভে সমর্থ হইবেন। শাস্ত্র—শব্দমূল এবং সেই শব্দ আবার সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্তু বলিয়া শাস্ত্রই পরব্রহ্মাভিজ্ঞান বা ভগবজ্জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। সাত্বত শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ সাধুসঙ্গে সাত্বত শাস্ত্রানুশীলন অর্থাৎ শাস্ত্র-বাক্য আদর পূর্ব্বক শ্রবণ, পঠন, তদনুসারে আচরণাদি বিধি পালন ব্যতীত প্রাকৃত মনঃকল্পিত বিধানানুযায়ী ভগবদ্ভজন-চেষ্টা দ্বারা ভক্তি ব্যতীত ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধ্যাদি ইতর ফলই লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রও তাই বলিয়াছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতাভিমানিতা-বশতঃ 'শাস্ত্র মানিনা' বলিয়া বাহাদুরী করেন, তাঁহারা 'নাস্তিক' সংজ্ঞায় পরিগণিত হন, আবার যাঁহারা শাস্ত্র স্বীকার করিয়াও শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয়ে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন জীবেশ্বরে ঐক্যবাদ বা ঈশ্বরের মায়াবশ-যোগ্যতাদি কুসিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাঁহারা নাস্তিকেরও অধিক মায়াবাদী

একাদশী-ব্রত

(২)

অনেকের ধারণা যে একাদশী তিথি কেবল পুরুষ ও বিধবাগণের পালনীয়, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকগণের পক্ষে উহা একেবারে নিষিদ্ধ, কারণ, সধবা স্ত্রীলোক একাদশীর দিন উপবাস করিলে স্বামীর পরমায়ু ক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব উক্ত দিবস একাদশী-ব্রত পালন না করিয়া তাঁহারা মৎস্য-মাংসাদি আমিষ দ্রব্য ভক্ষণ

সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া আত্মবিনাশ লাভ করিয়া থাকেন।

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

শাস্ত্র স্বীকার করিয়াও শাস্ত্রতাৎপর্য্য কৃষ্ণভক্তিকে স্বীকার না করার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের মঙ্গলার্থ জীবপ্রতি শ্রীভগবানের শপথ শ্রবণ করিয়াও যাঁহারা ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুকে শাস্ত্র-তাৎপর্য্যরূপে নির্ণয় করিয়া বসেন, তাঁহারা শাস্ত্রকে স্পষ্টতঃ অস্বীকারই করিয়া থাকেন।

আবার শাস্ত্র-তাৎপর্য্য কৃষ্ণভক্তিকে 'মুখে মানিব, অথচ কার্য্যে প্রকাশ করিব না' ইহাও শাস্ত্রাপমানন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। হয় শাস্ত্র স্বীকার না করিয়া সাধুশাস্ত্রবিরোধী হতভাগ্য নাস্তিক্য-বাদী হও, নতুবা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছাদি দূরে পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয়ে নিখিল সচ্ছাস্ত্র-তাৎপর্য্য—কৃষ্ণের সুনিগূঢ়-তম উপদেশ কৃষ্ণভক্তিকে কৃষ্ণগত-চিত্ত হইয়া যাজন কর। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বহুমানন করিতে গিয়া, হে শিক্ষিতাভিমানি সমাজ—হে সাম্যবাদিন্, তোমরা তোমাদের নিজত্ব হারাইও না। তোমরা যত কিছুই না কর, কৃষ্ণভক্তিকে বাদ দিয়া তোমরা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, আপাততঃ সাফল্যমণ্ডিত 'হইয়া'ছ মনে করিলেও তোমাদের পরিণাম কখনই সুখাবহ হইবে না—হইতে পারে না। ভক্তিই মানবজীবনের সাফল্য-লাভের একমাত্র উপায়, ভগবান্‌ই ত ফলভ্য উপেয় বস্তু। শাস্ত্রই সেই বস্তুলাভের একমাত্র সহায়ক—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'।

সুতরাং হে নবীন ভারতের নবীন উদ্যোগিদল, তোমরা কৃষ্ণভক্তি-বিজ্ঞান লাভে আর পরাঙ্মুখ থাকিও না—ইহাই ভক্ত ও ভগবদ্দাস্যপ্রার্থী তোমাদের হিতকামী বন্ধুগণের একটী বিশেষ আবেদন। ভগবদ্ভক্তিহীনতা—কখনও মানুষের বাহাদুরীর বিষয় নহে, উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতার বড়াই নহে। ভক্তিই স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের মূলমন্ত্র।

করিবেন; এমন কি কোনরূপে মৎস্যাদি সংগ্রহ করিতে না পারিলে, অন্ততঃ আমিষ-পাত্রটাও ধুইয়া আহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ অকালে বৈধব্যদশা হইতে হইবে। কিন্তু সাত্বত শাস্ত্রগণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥"

শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি—হে পার্ব্বতি! সকল বর্ণের সকল আশ্রমের সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য।

মহাভাগবত রাজা রুক্মাঙ্গদ তাঁহার হস্তিশালার সর্ব্বপ্রধান হস্তীর পৃষ্ঠে ঢক্কা স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যে ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—

অষ্টাবর্ষোঽধিকো মর্ত্ত্যোহশীতি নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুংক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ॥
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রা একাদশ্যামুপোষণম্
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

(নারদীয় পুঃ)

যাহার বয়স অষ্টবর্ষের অধিক অথবা আশী বৎসরের কম, এরূপ কোন ব্যক্তি যদি আমার রাজ্যমধ্যে একাদশীর দিন অন্ন ভক্ষণ করে, তবে সে আমার বধ্য অথবা তাহাকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। সুতরাং কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতিথি পালন করিবে।

'ব্রহ্মচারীগৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুংক্তে গোমাংসমেব হি॥"

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী, যে কোন আশ্রমী হউক না কেন, সকলেরই একাদশী তিথিতে উপবাস করা কর্ত্তব্য, নতুবা অন্নভক্ষণ করিলে তাহার গো মাংস ভক্ষণ হইয়া থাকে। যে একাদশীর দিন ভোজন করে, তাহার পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, এজন্য ভোজনকারি ব্যক্তি (অশেষ পুণ্য করিলেও) একাদশীর উপেক্ষা করায় অশোক, অভয় ও অমৃতধাম বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না।

বৈষ্ণব-মহাজনের চরিত্র-মাহাত্ম্য

(দেবর্ষি নারদ)

(৩)

এই কথা বলিয়া, ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া নারদ আবার বলিলেন,—"পিতঃ, কৃপা করুন্। আর মায়াজাল বিস্তার করিবেন না। আমাকে আমার চির-বাঞ্ছিত কৃষ্ণমন্ত্র দান করুন্, কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণগুণগাথা বর্ণন করুন্। আমার অপূর্ণ পিপাসা পূর্ণ হউক; তারপর আমি আপনার প্রীতিসাধন করিব।" তখন তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া প্রহৃষ্ট মনে প্রজাপতি কহিলেন, "বৎস, তুমি শিব-লোকে জ্ঞানগুরু শিবসন্নিধানে গমন কর। তিনিই তোমাকে শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন; তারপর এখানে আসিবে।"

পিতৃবাক্যে নারদ শিবলোকে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—

"প্রতপ্তহেমাভজটাধরং বিভুং
দিগম্বরং শুভ্রমনন্তমক্ষরম্।
মন্দাকিনী পুষ্করবীজমালয়া
কৃষ্ণেতি নাম্নৈব মুদা জপন্তম্॥"

(ব্রঃ বৈবর্ত্ত পুঃ)

ভাবে বিভোর দিগম্বর মন্দাকিনী-জাত পদ্মবীজ-মালায় পরমানন্দে উচ্চ কণ্ঠে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ', এই নাম জপ করিতেছেন। শিব, সানন্দে পুলকাঞ্চিত-প্রণত নারদকে আলিঙ্গন করিয়া, পরমাদরে আসনে বসাইলেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর, সেই জিজ্ঞাসু শরণাগত শিষ্যের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সবিস্তার ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। আর বিদায়কালে তাঁহাকে একবার বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-ঋষির কাছে যাইতে বলিলেন। শিব-আজ্ঞায় নারদ আবার তথায় গমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়া অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—নন্দন-বন-সদৃশ সুন্দর কাননে মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব আদি দ্বারা পরিবৃত হইয়া যোগি-শ্রেষ্ঠ নারায়ণ ঋষি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। গন্ধর্ব্বগণ কৃষ্ণ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছেন। ঋষিবর স্মিতমুখে বসিয়া কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন। তিনি নারদকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিলেন, নারদ প্রণাম করিলে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তুল্যাসনে বসাইলেন। তিনিও আসন গ্রহণ করিয়া কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসু নারদকে ভগবৎস্বরূপ কহিলেন এবং বিদায়কালে বলিলেন,—"নারদ, তুমি সম্প্রতি তোমার পিতার নির্দ্দেশে তাঁহার প্রীতিসাধন [illegible] কর। [illegible] তোমার মনস্কাম পূর্ণ হইবে।"

অতঃপর একদিন এক নির্জ্জন [illegible] তাঁহার পরম বৈরাগী পূর্ব্বজ ভ্রাতা সনৎকুমার কৃষ্ণনাম করিতে করিতে [illegible] তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। [illegible] তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া [illegible] করিলেন। তখন সহাস্যমুখে সনৎকুমার কহিলেন,—হরিসেবা ব্যতীত শুভাশুভ সকল কর্ম্মই [illegible] অর্গল-স্বরূপ, উহাই মায়ার [illegible] উহাই নরকের পথ, আর গর্ভবাসের বীজও উহাই। পাপী মধ্যাধমেরা সুধা বলিয়া সানন্দে এই গরল পান করে। তুমি একান্ত হইয়া এখন আমার কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র লইয়া প্রস্থান কর। আমি এই কৃষ্ণনাম জপ করিয়া সর্ব্ব-পূজিত হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছি। এই কৃষ্ণনামই সকলের সারাৎসার পরম মন্ত্র।

এই বলিয়া কৃষ্ণৈক-সাধন, সর্ব্বত্যাগী সনৎকুমার ভ্রাতা-নারদকে স্নান করাইয়া সিদ্ধ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ নারদের পথ রোধ করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চির মনোগত সঙ্কল্প সাধন করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। নারদ ভক্তিযোগাশ্রম ভারতবর্ষে আসিয়া ভগবৎসাধনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার চিরাভীষ্ট বস্তুও লাভ হইল। তিনি সেই ব্রাহ্মতনু ত্যাগ এবং ব্রহ্মভূত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের নিত্য-সেবা প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীভগবানের নিত্য-সেবক এই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীনারদই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্যস্থল। তিনিই বেদব্যাসাদির গুরু। তাঁহার সেই হরিপার্ষদরূপ স্বরূপে দারগ্রহণাদি কোনও মায়া-সম্বন্ধ ঘটে নাই। চতুঃসনের মত শ্রীনারদও নৈষ্ঠিক অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মচর্য্যরত ভক্ত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কঃ ২৪শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী শ্রীনারদকেও চিরব্রহ্মচর্য্যরত চতুঃসন (সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন)-সহ গণ্য করিয়া পঞ্চজনকেই নৈষ্ঠিক বলিয়াছেন। যথা,—"নৈষ্ঠিকৈস্তৈঃ পঞ্চভিঃ" ইত্যাদি। বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্ম মায়িক জীবের মত নহে, তাহা প্রাকৃত জ্ঞানের অতীত। শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি শ্রীনারদের যে পূর্ব্বজীবন ভক্তোপদেশে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ মখিত সুধাস্বরূপ। তাহা [illegible] কথা—[illegible]

"[illegible] ...
কথমপি [illegible] ।
[illegible]
[illegible] ॥"

[illegible] হইতে শ্রীহরির যে [illegible] সংকীর্ত্তিত হয়, তাহা সেবন করিলে অচিরে অবিদ্যা-বিবৃত্তি পথ [illegible] শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির [illegible] ।

সাধুশিরোমণি শ্রীনারদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথা শুনাইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং জীবের মায়ামুক্তির উপায়-আদি অনেক নিগূঢ় বিষয় বলিয়াছেন। তাহা হইতে কএকটী বিশেষ কথা আমরা—এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি বলিয়াছেন,—"সাধুসেবা, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন, তাঁহার সেবা, পূজা, প্রণাম ও দাস্য, সখ্যভাবে তাঁহার ভজনা, তাঁহার চরণে আত্মদান, সর্ব্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান জানিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি ও সকলকে যোগ্য সম্মান দান, আত্মার অবনতি-সাধক বিফল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ, আপনার দোষ-গুণ বিচার করিয়া নির্দ্দোষ হইতে সতত যত্ন, কৃষ্ণবিমুখ জনের সকল কর্ম্মের নিষ্ফলতা-জ্ঞান এবং সেইরূপ কর্ম্ম হইতে বিরতি, সাধুশাস্ত্র অধ্যয়ন, সরলতা, অহিংসা, সকল অবস্থায় সন্তোষ, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শম, দম, দয়া, এবং সদসৎ বিচার—এই পরমধর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হন এবং জীব মায়াপাশ-মুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

"হরিভক্তি, শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও দয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ণনির্দ্দেশে জন্মমাত্রই গণ্য নহে, তাহাতে এই গুণগুলিই প্রধান লক্ষ্যস্থল। (৭।১১।৩৫ শ্লোকে শ্রীধর স্বামীর টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ")। জাতিমাত্র দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইতে পারে না। গুণ বা লক্ষণই বর্ণ নির্দ্ধারণের প্রকৃষ্ট ও মুখ্য কারণ। ব্রাহ্মণোচিত শম-দমাদি গুণ যদি বর্ণান্তরেও প্রকাশ হয়, তবে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ তিনিও ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান-প্রাপ্ত হইবেন, আর ভগবদ্ভক্ত হইলে ত' সর্ব্বোত্তম। তিনি ত' বাহ্য জীবজগতের গুরুদেব। নিখিল লোক-সমাজ তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় ব্যস্ত। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরিই বলিয়াছেন—"আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়"। জীবনের সমস্ত পতি-সেবা করিবেন (অবশ্য তাহা যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়)। তাহারা জীবৎ পতিকেই বিষ্ণুসম্বন্ধীয়জ্ঞানে সেবা করিয়া পরলোকে বৈকুণ্ঠে জগৎপতি শ্রীহরির নিত্যসেবা লাভ করেন। স্ত্রীলোকের বেশভূষা রচনা, আত্মসুখ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নহে, তাহা ভক্তিযোগের পতির কৃষ্ণপ্রীতি সাধনের জন্যই হইবে।

"গৃহস্থ সংযমী হইয়া, যথাকালে প্রজাদার মানসে পরিণীতা পত্নীর সঙ্গ করিবেন। কদাচ পরনারী সম্ভাষণ করিবেন না। যতক্ষণ ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ গৃহত্যাগী কদাচ স্ত্রীরূপ দর্শনও করিবেন না। স্ত্রী ঘৃতকুম্ভ সদৃশ, পুরুষ অগ্নিতুল্য; তজ্জন্যই স্ত্রী-পুরুষের সম্মেলন সর্ব্বদা অনর্থেরই হেতু জানিয়া, তাহা হইতে সকলেরই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য। গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া সংসারব্রতে ভক্তিশাস্ত্রবিহিত কার্য্য করিবেন এবং গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সতত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথায় কালযাপন করিবেন। গৃহে থাকিয়াও হরিভজনের উদ্দেশে যাবৎ প্রয়োজন অর্থ-উপার্জ্জনাদি হরি-সংসারের কর্ত্তব্য পালন করিয়াও গৃহী হরিপাদপদ্মে রত হইয়া সর্ব্বদা সংসারাসক্তি ত্যাগ করিতেই যত্নবান্ থাকিবেন। আচণ্ডাল সকল প্রাণীকেই কৃষ্ণের জীব বলিয়া জানিয়া তাঁহাদের কাহাকেও যোগ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সকলেরই বিহিত হিত-সাধনে সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগ করিবেন। শ্রীহরিই এই অসংখ্য জীব-নিবাস বিশ্বের বীজ-স্বরূপ—তিনিই সর্ব্বমূলাধার—তিনিই সকলের আত্মা, সুতরাং তিনিই সর্ব্বথা সকলের সেব্য।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

সহর নবদ্বীপে ডাকাতি মামলার জের

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২২।১০।২৮ তারিখে নবদ্বীপ টাউনে মদনতারা বৈষ্ণবীর বাড়ীতে একটী ডাকাতি হইয়াছিল। ঐ মোকর্দ্দমায় গদখালীর নন্দঘোষ ও যতীন ঘোষ স্থানীয় পুলিসের তদন্তের ফলে চালান হয়। গত ৪।১।২৯ তারিখে কৃষ্ণনগরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মোকর্দ্দমার রায় দিয়াছেন। নন্দঘোষকে দণ্ডবিধি আইনের ৩৯২ ধারা অনুসারে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আসামী যতীন ঘোষ খালাস পাইয়াছেন।

বলিভিয়া ও প্যারাগুয়েয় বিরোধ মীমাংসা

ওয়াশিংটনের ৫ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে স্থাপনাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বড়দিনে দুর্ঘটনা

ফ্রান্স-মন্টাগুইটলে বড় দিনের সময় এক শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। প্রকাশ, এক ডাকপিয়নের স্ত্রী তাহার ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা ও অপর ৩টী শিশুকে বাড়ীতে রাখিয়া তাহাদের জন্য খেলনা কিনিতে যায়। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখে যে, বাড়ীতে আগুন লাগিয়া শিশুরা পুড়িয়া মারা গিয়াছে। সম্ভবতঃ শিশুরা আগুন লইয়া খেলা করিতে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দিল্লীর কাপড়-কলে ধর্ম্মঘট

দিল্লীর কাপড় কলের বয়ন বিভাগের ২০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের অভিযোগ এই যে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত কাজ অর্থাৎ নিয়মিত ৮ ঘণ্টার স্থলে ১১ ঘণ্টা খাটিবার জন্য বলা হইয়াছিল। ঐ অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য নাকি অতিরিক্ত মজুরী দিবার ব্যবস্থা হয় নাই। বিরলা কাপড় কলের ৭ জন শ্রমিককে ইতঃপূর্ব্বে বরখাস্ত করা হইয়াছিল; তাহাদিগকে আবার কাজে বাহাল করার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

কানপুরে ধর্ম্মঘট

কানপুরের ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, তুলা বুনা বিভাগের হেড জবারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করায় গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ও শুক্রবার প্রাতে কানপুর টেক্সটাইল মিলের প্রায় আড়াই শত শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিয়াছিল, তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া অবিলম্বে গোলযোগের মীমাংসা করিয়াছেন। ফলে পুনরায় রীতিমত কাজ চলিতেছে।

বাউড়িয়ার শ্রমিক ধর্ম্মঘট

নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে গত ৪ঠা ডিসেম্বর বাউড়িয়ায় গত সাড়ে পাঁচ মাস হইতে ধর্ম্মঘটে নিযুক্ত ফোর্ট গ্লষ্টার পাটের কলের প্রায় ৮ হাজার শ্রমিকের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় এরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি সত্বর শ্রমিকগণের অভাব অভিযোগ দূরীভূত করা না হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই সাধারণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করা হইবে।

বোম্বাই ধর্ম্মঘটের অবসান

বোম্বাই কলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছিল, ইহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। কলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মীমাংসার ফলে স্পাল, কোহিনূর প্রভৃতি কয়েকটি কলের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকেরা আবার কাজে যোগ দিয়াছে। ব্রডবেরি ও ডেভিড কলে আংশিক ভাবে কাজ চলিতেছে। বর্ম্মাশেল, ইণ্ডোবর্মা ও ষ্টাণ্ডার্ড কোম্পানীর কারখানার শ্রমিকেরা এ পর্য্যন্ত কাজে যোগ দেয় নাই।

হোটেলে অগ্নিকাণ্ড

সুইডেন ষ্টকহলমের এক সংবাদে প্রকাশ,—টিডাহলমের কোনও হোটেল আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। ফলে ৫ জন স্ত্রীলোক এবং ১টী শিশুর প্রাণনাশ হইয়াছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাই সিন্ধুর এক সংবাদে জানা যায়, সম্প্রতি নবাবশা জেলার নিজামনি গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফলে, ১০০ গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে; ঐ ১০০ পরিবার গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫,০০০৲ টাকা।

নূতন-রেলপথ

ত্রিপুরা জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের নিকট ১৭ মাইল দীর্ঘ রেলপথ প্রস্তুত হইতেছে। আসাম-বেঙ্গল রেল কোম্পানি ঐ রেল প্রস্তুত করাইতেছেন। ঐ নূতন রেলপথের নাম হইতেছে, সায়েস্তাগঞ্জ-বাল্লা রেল। আগামী অক্টোবর মাসে উক্ত রেলপথটী খুলিবার সম্ভাবনা।

রেল পথের সংস্কার

রেলপথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নীলগিরি রেলপথের হেতুপালায়াম ও কুনুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রেল চলাচল বন্ধ ছিল। গত ৩রা ডিসেম্বর উক্ত রেলপথ সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতা-সঙ্ঘ

গত বুধবারে কলিকাতা দেশবন্ধু নগরে স্বাধীনতাসঙ্ঘের এক অধিবেশন হয়। ঐ সভায় বহুসংখ্যক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের সভাপতি পদ-পরিত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে অনুরোধ করিয়া উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। সদস্যগণ বলেন, তাঁহার প্রতি ও তাঁহার নেতৃত্বে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সদস্যগণের অনুরোধে উক্ত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। উহাতে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন।

নিখিল ভারত

ডাক-কর্ম্মচারী-সম্মিলন
ষষ্ঠ অধিবেশন

গত ১লা ২রা ও ৩রা জানুয়ারী দিবসত্রয়, কলিকাতায় শ্রীযুত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে ডাক বিভাগের নিম্ন-কর্ম্মচারী-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়াছে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, ভারতে অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত কর্তৃপক্ষের যে সম্বন্ধ, ডাক-বিভাগের নিম্নকর্ম্মচারীগণের সহিত কর্তৃপক্ষের সেই সম্বন্ধ ও সদ্ভাব তদপেক্ষা অনেক বেশী। তাই সার জিওফ্রে ক্লার্ক, সার গনেন রায়, সার বি, এন, মিত্র পোষ্টেল ডিরেক্টর জেনেরল, প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মচারী-বৃন্দের সম্বন্ধে সহানুভূতি সহকারে আলোচনা করিয়াছেন।

মোটর আটকে কারাদণ্ড

পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোটরযোগে ঈশ্বরদী যাইতেছিলেন, সেই সময় গরুর গাড়ীর কতকগুলি গাড়োয়ান তাঁহার মোটর আটক করিয়া মোটর-চালককে মারপিঠ করে। এই অভিযোগে কতক-গুলি গাড়োয়ান অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের ৬ মাস কারাদণ্ড হয়। শুনা যাইতেছে, তাহারা সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে,

---

জামীন নামঞ্জুর

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ১৬ই ডিসেম্বর কাকোরী দিবসোপলক্ষে রাজদ্রোহজনক বক্তৃতা দিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা অনুসারে মেসার্স মেটা নন্দকিশোর, রামচন্দ্র ও আমেদদিনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে জামীনে ছাড়িয়া দিবার জন্য অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ৮ঠা ডিসেম্বর সেই আবেদন পত্রখানি নামঞ্জুর করা হইয়াছে। আগামী ১১ই জানুয়ারী এই মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে।

পোষ্টাল-কন্‌ফারেন্স

নিখিল ভারত ও ব্রহ্মদেশ পোষ্টাল কন্‌ফারেন্স এবার রেঙ্গুনে হইয়া গিয়াছে। ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মগরাহাটের ডাকাতী মামলা
আসামীর দণ্ড

মুক্ত ঘরামী নামক এক জন লোক মগরাহাটের রাম বাবুর বাড়ীতে ডাকাতী করিবার অভিযোগে আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ৪ঠা জানুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। জজ জুরারদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সম্রাটের অবস্থা

লণ্ডনের ৪ঠা জানুয়ারীর তারের সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার প্রাতে সম্রাটের অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎ ছিল। ঐ দিন বেলা ১১॥ টার সময়ে প্রকাশিত বুলেটিনে জানা গিয়াছে যে, সম্রাট অপেক্ষাকৃত শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। রোগাক্রান্ত স্থানের সামান্য উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

অপরাহ্ণ ৩॥ টার সময় সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে সম্রাট অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন।

ইংলণ্ড ও ভারতের ভিতর বিমানপোত

আগামী মার্চ্চ মাস হইতে লণ্ডন ও ভারতের ভিতর বিমানপোত চলাচল আরম্ভ হইবে। ইতোমধ্যে তাহার যোগাড় যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। তদর্থে কতকগুলি ভূতপূর্ব্ব বিমান চালককে ইংলণ্ড ও ইউরোপের ভিতর বিমান চালান শিখান হইতেছে।

কর্ণফুলীতে নৌকাডুবি

চট্টগ্রামের ৩রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত ১লা জানুয়ারী অপরাহ্ণে কলাইয়ার ঘাটে আবদুল হামিদ মাঝির প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের চাউল, কেরোসিন ও টিন বোঝাই একখানি নৌকা হঠাৎ কর্ণফুলী নদীর মধ্যস্থলে ডুবিয়া যায়। নৌকায় ২০জন আরোহী ছিল, তন্মধ্যে ২জনের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এখনও মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয় ডাক-পিওন

গত বৎসরে ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিষ্টার সামস্ বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ডাক-পিওনদিগের অপেক্ষা ভারতীয় ডাক পিওনগণের কার্য্য অধিকতর কঠোর ও দায়িত্বসম্পন্ন, তাহারা সততার বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করে।

বেতন ও উন্নতি

সার বি, এন, মিত্র ও ডিরেক্টর জেনারেলের পরিদর্শনাধীনে সরকার ডাক বিভাগের অধস্তন কর্ম্মচারিগণের বেতন ও উন্নতি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। কিন্তু কর্ম্মচারী বৃন্দ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে সর্ব্বনিম্ন দাবি গঠন করিয়া সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয় নাই, তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, অবিলম্বে তাহার অসুবিধাগুলি দূর করা সরকারের কর্ত্তব্য।

ডাকঘরের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণের সহিত নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের সদ্ভাব স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ডাক বিভাগের নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের বিদায় সম্বন্ধেও সুব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। ক্যাজুয়াল ও প্রিভিলেজ বিদায় গ্রহণ কালে তাহাদিগকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

রাজা আমানুল্লার প্রতিদ্বন্দ্বী ছদ্মবেশে সীমান্ত-পারে

সর্দ্দার মহাম্মদ ওমর খাঁ নামে যে আফগান প্রিন্সকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাঁহার ভ্রাতা সর্দ্দার আবদুল কাদের এফেণ্ডী "সিভিল মিলিটারী গেজেটের" প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, ঠিক সংবাদ না পাইলেও তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার ভ্রাতা ইতিমধ্যেই সীমান্ত পার হইয়া আফগানিস্থান প্রবেশ করিয়াছেন। এবং খুব সম্ভব, তিনি ছদ্মবেশেই গিয়াছেন।

লণ্ডনস্থিত আফগান দূতাবাসের সমালোচনার উত্তরে গেজেট সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন, লাহোর হইতে বৃটিশ সংবাদ পত্রে যে সকল সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে, তাহা হাস্যজনক। আফগানদূতেরা যেরূপ বলিতেছেন, অবস্থা যদি সেরূপ হইত, তাহা হইলে সকল জাতির নারী ও শিশুদিগকে কাবুল হইতে সরাইয়া আনিতে হইত না।

নূতন দশ টাকার নোট

ভারত সরকার নূতন ধরণের ১০ টাকার নোট প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। উহা সহজে কেহ জাল করিতে পারিবে না। উহার আকার বর্ত্তমানের নোটের ন্যায়ই হইবে, কিন্তু ছাপের পরিবর্ত্তন হইবে। উহার জলছাপে তারকা চিহ্নের পরিবর্ত্তে সম্রাটের প্রতিকৃতি থাকিবে।

বিজ্ঞান-কংগ্রেস

লাট কর্ত্তৃক উদ্বোধন

মাদ্রাজের ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় হলে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। মাদ্রাজের লাট ভাইকাউণ্ট গোসেন উহার উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার বলেন, বৈজ্ঞানিকগণ অতিরিক্ত বিনয়ী এবং প্রায়ই সাধারণের সংস্পর্শে আসেন না; তজ্জন্য অনেক সময়ে তাঁহাদের কাজের মূল্য উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। গত ২ বৎসরের মধ্যে সাধারণের সহিত বৈজ্ঞানিকদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণা দ্বারা তাহাদের কি পরিমাণ উপকার হইয়াছে। অতিরক্ষণশীল কৃষক সম্প্রদায়ও এক্ষণে বিজ্ঞানের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। ঐ বিষয়ে কৃষি কমিশনের কার্য্য উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর সভাপতি অধ্যাপক সি, ভি, রমণ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। উহার সহিত ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহাতে তিনি আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

জার্ম্মাণীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায়

বার্লিনের ১লা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়-সম্পর্কীয় এজেণ্ট জেনেরাল মিঃ গিলবার্ট পার্কার ঐ সম্বন্ধে তাঁহার চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন, যে জার্ম্মাণী বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে তাহাদের সকল টাকা নিয়মিত সময়ে ঠিক ঠিক পরিশোধ করিয়াছে। অর্থাৎ ১৭৫ কোটি স্বর্ণ মার্ক প্রদান করিয়াছে। উহার ভিতর ৩৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার স্বর্ণ মার্ক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে উহার ভিতর ১ কোটি ৩০ লক্ষ মার্ক রাইনল্যাণ্ডে তাঁহাদের সৈন্য রক্ষার জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে। ১ শত কোটি স্বর্ণ মার্ক ফরাসি গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। তাহার ভিতর হইতে ৫ কোটি ৫ লক্ষ মার্ক ফ্রান্সকে রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য পোষণের জন্য ব্যয় করিতে হইয়াছে।

সার বেসিল ব্ল্যাকেট

ফাইনানসিয়াল নিউজ পত্রে প্রকাশ, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব সার বেসিল ব্ল্যাকেট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫শে পৌষ, বুধবার—১৩৩৩।

"সাধনা"

কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত 'সাধনা'-পত্রিকা কতিপয় ত্যাগি-বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে কুৎসিত নিন্দা প্রকাশ করায় বৃন্দাবনের গৃহস্থ-গৃহ কতিপয় ব্যক্তি যে 'সূচনা'-পত্র প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বেই 'নদীয়া-প্রকাশে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সূচনা পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় যে 'প্রার্থনা'-পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, 'সাধনা'-পত্রিকার সম্পাদক অবিধভাবে বৈষ্ণব-নিন্দা করায় উক্ত গোস্বামী তাঁহাকে উপদেশরূপে ভৎর্সনা করিয়াছেন। রাধাগোবিন্দ বাবু কুমিল্লা-কালেজের গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামীর নিয়ামকত্বে যেরূপ নিয়মিত হন, তাহা উক্ত গোস্বামীর অভিপ্রেত নহে। রাধাগোবিন্দ বাবু কেবল উক্ত গোস্বামীর নাম ব্যবহার করিয়া নিজের উদ্দেশ্য জাহির করিবার জন্য গোস্বামির প্রচারকার্য্যে লৌকিক প্রভাববিশিষ্ট হইয়াছেন। উক্ত গোস্বামি মহাশয় শ্রীবৈষ্ণব-চরণরেণু-প্রার্থী হইয়া তাঁহার প্রার্থনা-মধ্যে বলিয়াছেন যে, কার্ত্তিক মাসের মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতি কুৎসিত-নিন্দা প্রকাশিত হইবার পরে পাঠ করার তিনি নিতান্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে কোন বৈষ্ণবের হাতে এই বৈষ্ণব-নিন্দা ও গ্লানিপূর্ণ পত্র পাঠ করিতে দেখি নাই। তজ্জন্য 'সাধনা'-পত্রিকায় কত কথা কুকথা প্রচারিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও আমাদের পক্ষে কোন ব্যক্তিরই দমন-দমনার্থ চেষ্টা করা উচিত নয়। এইক্ষণে এই দুইখানি ইস্তাহার পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিন্দা-মূলেই গণিতশাস্ত্রের যোগিকুলোদ্ভূত অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বাবুর কেবল বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-চেষ্টা। বাস্তবিক বৈষ্ণব-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইলে পার্থক্যের গরিমা যাঁ ছোড়িয়া বৈষ্ণব-পত্রের সম্পাদকের থাকা উচিত নয়। শৌক্র জাতির গৌরব—বর্ণাশ্রমনির্ভরতায় কেবল গৌরব,—একথা রাধাগোবিন্দ বাবু বুঝিতে পারিলে বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ রাধাগোবিন্দ বাবুকে তাঁহার নিয়ামক গোস্বামি মহাশয়ের মর্য্যাদাহানি করিতে হইত না। যাঁহারা ভগবান্ ও তাঁহার ভক্ত গুরু-বৈষ্ণববর্গকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করে, তাঁহাদের শৌক্রজাত্যভিমান ও অন্যান্য-বিদ্যার-অভিমানজনিত গৌরব প্রচার করাই তখন নিজ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। উহা "তৃণাদপি সুনীচ"-ভাবের বিরোধী হওয়ায় উক্তপ্রকার বিপদ হইতে তাঁহাদের রক্ষা পাওয়া অতীব কঠিন। বৈষ্ণবের ব্যক্তিগত আচরণ ভক্তিচক্ষে দর্শন না করিলে যে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হয়, তাহাতেই রাধাগোবিন্দ বাবু বর্ত্তমান সময়ে পড়িয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি—তিনি যেন ভবিষ্যতে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা হইতে বিরত হইয়া সাংসারিক প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন।

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করেন, যোগিকুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে সংযত ও মৌন হন অর্থাৎ সাধনা প্রভৃতি পত্রিকা-ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ সার্থক হইবে, নতুবা ব্রাহ্মণ-সম্মেলনের নামে তত্ত্বসাগর-নামক স্মৃতি-নিবন্ধের বিরোধ লক্ষিত হইবে, শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্ত যল্লক্ষণং" শ্লোকের অনভিজ্ঞতা লক্ষিত হইবে এবং ভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে হইবে। 'সাধনা'-পত্রিকায় কতদূর নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে, ঈশ্বর না করুন, তাহা যেন আমাদের পাঠ করিবার দুর্ভাগ ও দুর্ভাগ্য না হয়। কিন্তু এই দুইটী ইস্তাহার পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, উহাদের উভয়েরই কার্য্যগুলি ভাল হয় নাই। মহাপ্রভুর বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে জীবিতোত্তরকালে পূর্ব্বকুলের সহিত অবর-কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রপ্রমাণ-পাঠ-সত্ত্বেও নিয়ামক মহাশয়ের অনুগত সম্প্রদায়ের এইরূপ দুর্ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট হওয়া সঙ্গত হয় নাই।

'প্রার্থনা' প্রচারের পক্ষটী—বংশ-মর্য্যাদার স্ফীত, তন্মধ্যে কেহ বা আপনাকে ব্রাহ্মণ বংশে জাত, কেহ বা আপনাকে যোগি-বংশে জাত বলিয়া অভিমানে প্রমত্ত হইয়া নিয়ামক-নিয়মিত সূত্রে যে সকল কার্য্য করিয়া ফেলেন, ও তদনুরূপ চিত্তবৃত্তি পোষণ করেন, তাহা নিরপেক্ষ দর্শকগণ দূর হইতে দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন না। বৈষ্ণবের সৎকুল-জন্ম প্রভৃতি আভিজাত্যাভিমান ধর্ম্মের অনুকূল নহে। তাই বলি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যাহাদের প্রবল, তাহারা বিভিন্ন জাতিতে অবস্থিত বলিয়া অভিমানপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষ বংশ-জাতির বিদ্বেষ-সাধনেই ব্যস্ত হন।

শাস্ত্রানুবর্ত্তন

মনুষ্য সমাজের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া 'নাস্তিক' নাম গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ক্বাগ্যের নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ ও সুমতির নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন ব্যতীত আমরা আর কি করিতে পারি। কিন্তু যাঁহারা 'শাস্ত্র মানি' মুখে বলেন, অথচ শাস্ত্র-বিগর্হিত অন্যায় বিচারের পক্ষপাতী, তাঁহাদের শুভানুধ্যায়িতাসূত্রে আমরা তাদৃশ অন্যায় বিচারের প্রতিকূলে শাস্ত্রানুকূল বিচার প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করিতে ন্যায়-সঙ্গত দাবী রাখি বলিয়াই পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের বিরাগভাক্ হইবার স্পর্দ্ধা করি। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সাধু-শাস্ত্র-বাক্য তোমাদের বর্ত্তমান প্রবাহিত জীবন-স্রোতের সমক্ষে একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করিয়া তুলিবে সত্য, কিন্তু হে বন্ধুগণ, তাহাকে তোমরা সহসা তোমাদের জীবন স্রোতের অন্তরায় জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিবার পরিবর্ত্তে একটু ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লও, দেখিবে ক্রমে তাহাই তোমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। ত্রিকালদর্শী মহাজনগণ সাক্ষাৎ ভগবদনুভূতি প্রভাবে যে সকল অমূল্য নিধি আমাদের জন্য শাস্ত্র সম্পুট রাখিয়া গিয়াছেন, হে সুধী সমাজ, তাহা আমাদের অবহেলার বস্তু নহে।

শাস্ত্র বলিতে আমরা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব—এই চতুর্ব্বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার অকৃত্রিম ভাষ্য বা সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, মূল রামায়ণ এবং ইঁহাদের অনুকূল বিচার-পুষ্ট যাবতীয় গ্রন্থ আছে, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহেই পরন্তু কুশাস্ত্র স্বরূপ। এই সমস্ত শাস্ত্রেরই একমাত্র তাৎপর্য্য ভগবদ্ভক্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-শূন্য হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। যে শাস্ত্র বা যে সাধু এই ভক্তিকে স্বীকার করেন না, তিনি ভগবান্‌কেও স্বীকার না করায় তাঁহার কোন কথাই কখনও জীবের নিত্যমঙ্গল উদ্দেশ করিতে পারে না। শাস্ত্র স্বীকার করিলে ভগবদ্ ভক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে।

শাস্ত্র এই ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেহেতু জীবমাত্রেই ভগবদংশ, সেহেতু অণুচেতনের ধর্ম্ম বিভুচেতনের সেবায় সকল মনুষ্যেরই সমান অধিকার বর্ত্তমান। মনুষ্য ভগবদ্বহির্মুখতা-নিবন্ধন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচ আচরিত গুণ ও কর্ম্ম স্বীকার করিয়া ভগবদ্বহির্মুখতা করিলেও তাঁহাকে যে আর ভগবদুন্মুখ হইতে হইবে না, এরূপ সঙ্কীর্ণ দর্শন শাস্ত্রের নাই। যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য তাঁহার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া ইতর স্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার দুর্জ্জাতিস্বরূপ প্রারব্ধ-কর্ম্ম দূর হইয়া যায়। সাধুশাস্ত্র-প্রদর্শিত বর্ম্মানুসরণ অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গুরুদেবের নিকট হইতে তত্ত্ববিষয়ে শিক্ষালাভ ও বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবাব্রত গ্রহণকাল হইতেই মনুষ্যের ভক্ত হইবার উপযোগিতা বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। ইহারই নাম জন্মান্তর। এই জন্মান্তরের কদর্থ করিয়া স্বার্থান্ধ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজ শৌক্রজন্মকেই জন্মান্তর আখ্যা দেন, কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিতেছেন—মনুষ্যের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্রজন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তৃতীয় জন্ম বা ত্রিজত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই কারণেই এক জন্মেই ত্রিবিধ জন্ম লাভ হয়। শ্রীধরস্বামীও ভাবার্থদীপিকায় এইরূপ বলিয়াছেন—ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। সুতরাং যে সে কুলে জাত হইয়াও মনুষ্য এইরূপেই হরিভজনে শাস্ত্রনিহিত সমুদয় অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীলরূপপাদ পদ্মপুরাণ ও কাশীখণ্ডবচন উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, তাঁহারাই শুদ্ধা-ভক্তির অধিকারী। তাদৃশী ভক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণকে অপেক্ষা করে না,—"ন স্বতঃ শ্রবতে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা। সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ॥" অর্থাৎ ভক্তিতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার বর্ত্তমান—ইহা শাস্ত্র হইতে স্পষ্টরূপেই শ্রবণ করা যায়। যেহেতু ভগবান্ বশিষ্ঠদেব মহারাজ দিলীপকে মাঘস্নানে সর্ব্ববর্ণেরই অধিকার আছে, ইহা বলিয়াছেন যথা পাদ্মবচন—

"সর্ব্বেঽধিকারিণোহ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপঃ।"

—বশিষ্ঠ কহিলেন—হে নৃপ, হরিভক্তিতে যেমন মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে, সেইরূপ মাঘস্নানে সকলেই অধিকারী।

কাশীখণ্ড-বচন যথা—

"অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খ-চক্রাঙ্ক-
ধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব
সংবভুঃ॥"

—অমরজিৎ কহিলেন—ময়ূর-ধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ-জাতিও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচক্রাদি বৈষ্ণবচিহ্ন

স্মরণ পূর্ব্বক বাজিয়েছেন স্নায়ু, সেবা পাইয়া থাকেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ 'দীক্ষিতাঃ' শব্দের "যাজ্ঞিকাঃ" অর্থ দ্বারা দীক্ষিত জীবমাত্রের সবন যজ্ঞাধিকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

সুতরাং মনুষ্য-মাত্রেরই যে হরিভক্তিতে অধিকার আছে, ইহার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যদি ভক্তিবিষয়ে, মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে সেই ভক্তিপথে দীক্ষিত ব্যক্তির যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে অধিকার কেন না হইবে? এ ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইনি অবরবর্ণজ বলিয়া ইহার বিষ্ণু-পূজায় অধিকার নাই—ইহা কিরূপ যুক্তি-সঙ্গত কথা, তাহা সুধীজনেরই বিচার্য্য। "বিষ্ণুপূজার অধিকার নাই, অথচ বিষ্ণু-ভক্ত বা বিষ্ণু সেবক"—এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক এবং মৎসরতা-ব্যঞ্জক। যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে হরিসেবা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহেন, তাঁহারা মনুষ্য নাম ধারণের নিতান্তই অযোগ্য পাত্র—ঘোর স্বার্থপর—সাধু-শাস্ত্র-বিরোধী, সুতরাং বিষ্ণু-বিরোধি 'রাক্ষস' ব্যতীত আর কিছুই নহেন। শাস্ত্র তাদৃশ অসুরাবরদলকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্ম-যোনিষু।"

যে সকল উচ্চবর্ণাভিমানি গুরুব্রুব নীচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াও 'তাঁহাদের জলস্পর্শ করি না' বলিয়া বড়াই করেন এবং দীক্ষিত ব্যক্তিকে যজ্ঞাধিকার প্রদান না করিয়া "তুমি হরিভক্তি লাভ করিলে,—'ভক্ত হইলে' ইত্যাদি বলেন, তাঁহারা কোন্ শাস্ত্র অনুসারে তাঁহাদের গুরুত্ব বজায় রাখিতে চান? আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণেতরবর্ণকে শিষ্য করি না বলিয়া ভক্তসর্বর্ণকে হরিভক্তি লাভে বঞ্চিত করিতে চান, তাঁহারাই বা কোন্ শাস্ত্র অনুসারে স্ব স্ব প্রাধান্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা করেন?

মোট কথা, হরিভজনে সকলেরই সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মনুষ্য মাত্রেই স্ব স্ব হীন স্বভাবজ গুণ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সত্য সত্য হরিভজনেচ্ছু হইলে আর তাঁহারা বিষ্ণুপাদপদ্ম স্পর্শাধিকারে বঞ্চিত থাকিবেন না। ভগবদ্ভক্তি বা সেবায় সর্ব্ববর্ণের সমান অধিকার শাস্ত্র-সম্মত জানিয়াও যাঁহারা সেবা-বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, কিম্বা যাঁহারা উচ্চবর্ণাভিমানে স্ফীত হইয়া, নীচ বর্ণোদ্ভূত-ব্যক্তি নীচ-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনে আগ্রহান্বিত হইলেও তাঁহাদিগকে শাস্ত্রানুসারে হরিভক্তদের সর্ব্ববিধ অধিকার প্রদানে কার্পণ্য উত্থাপন করেন, তাঁহারা সকলেই নাস্তিক্যবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্রাবমাননা-ফলে জন্মজন্ম আসুরী গতি লাভ করেন। সাধু-শাস্ত্রাবমাননার ভীষণ পরিণাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শাধ্যায়ে উত্তমরূপে বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়েরই শেষভাগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি তাহাই একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার না করিয়া কামাচারে বর্ত্তমান হন, সে ব্যক্তি সিদ্ধি বা সুখ বা পরাগতি লাভ করে না। কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; শাস্ত্রতাৎপর্য্য ভক্তিকে অবগত হইয়া তুমি ভগবৎকর্ম্ম বা সেবা করিতে যোগ্য হও। 'শাস্ত্র মানিব, অথচ শাস্ত্র-বিধান স্বীকার করিব না বা করাইব না'—এরূপ দাম্ভিকতা বা কপটতা সর্ব্বথাই পরিহার্য্য। সকলেই হরিভক্তি লাভ করিয়া তদনুরূপ আচার ও বিচার-প্রবর্ত্তনদ্বারা সাধু শাস্ত্র-নিগ্রহণ স্পৃহা পরিত্যাগ করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।"

রত্নবাহু

সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান্ স্বাধীন হইয়াও ভক্তাধীন, সর্ব্বপূজ্য হইয়াও ভক্ত পূজায় ব্যস্ত। শুধু নিজে ভক্তসেবায় নিযুক্ত নহেন, তদধীন সকলকেই সেই ভক্ত-সেবায় নিয়োগ করিবার জন্যই বলিয়াছেন—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

এহেন ভগবানের সেবা পাইতে হইলে তাঁহার প্রাণাধিক ভক্তের গুণ বর্ণনা করাই জীবের একমাত্র কৃত্য। কারণ ভক্ত সেবায় ভক্তপ্রাণ ভগবানের সেবা লাভ হয়। তাই মক্ষিকার মুখে পর্ব্বত ধারণের ন্যায় অসমর্থতা লইয়াও আত্মশোধনের জন্য অলৌকিক চরিত্র ভগবদ্ভক্তের গুণসমুদ্রের বিন্দুমাত্র কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস।

ভুবন-মঙ্গলাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে কালে স্বভক্তি-প্রদানের জন্য গোলোক হইতে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সেই প্রেমদান-লীলায় সহায়-স্বরূপ সঙ্গে নিজ নিত্য পারিষদগণও আসিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু কেবলমাত্র বিশ্ববাসীকে দেহ-মনঃ পুষ্ট সাধনে নিযুক্ত থাকিতে না দিয়া জীবের নিজ নিত্য স্বরূপ উদ্বোধন করিয়া সেই স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম প্রেমনিধি যাচনে বিশ্ব ভরিয়া দিলেন। সার্থনামা অভিন্ন প্রভু এই ভাবে 'বিশ্বম্ভর' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

এহেন অনর্পিত-চরপ্রেমদান-বদান্য শ্রীচৈতন্য মালীর সঙ্গে আগত পরিবারের মধ্যে অন্যতম 'শ্রীরত্নবাহু'। ইনি নবদ্বীপেই অবতীর্ণ হইয়া বাল্যাবধি প্রভুসঙ্গে বিহার করিয়াছিলেন।

অনাদি-বহির্ম্মুখ কর্ম্ম-ফল-বাধ্য জীবের জন্ম, সংসারে অবস্থিতি ও মৃত্যু যেরূপ কেবল ভোগময়—দুঃখময়, নিত্য প্রভুসঙ্গী পার্ষদগণের এই সংসারে অবতরণ, বিচরণ ও গমন সেরূপ নহে। একথা, মানবজ্ঞানের সীমানার বাহিরে, অবস্থিত। সূর্য্যবিষয়ে অভাবগ্রস্ত দুর্ব্বল জীব, নিজের পাণ্ডিত্যে, অভিজ্ঞতায় ও বিতর্কে ইহা কোটিকল্পেও বুঝিতে সমর্থ হয় না। তাই এহেন পার্ষদ প্রভুসঙ্গীকে, নবদ্বীপবাসী অনেকেই চিনিতে পারেন নাই। নিজ নিজ মায়াবদ্ধ বুদ্ধিতে সমজাতীয় বিচারে অন্যতম জীব বুঝিয়াছিলেন। গঙ্গাজলে বহু মৎস্য বাস করিলেও, দেবমন্দিরে পক্ষিগণ বসতি করিলেও তাহারা যেমন গঙ্গাদেবী ও দেব মাহাত্ম্য-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ নবদ্বীপ ধামে বাস করিয়াও মাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবের ধাম-স্বরূপ, ধাম-প্রভুস্বরূপ, ধাম-বাসী প্রভুসঙ্গিস্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে এইরূপ মায়ামুক্ত প্রভুভক্তের স্বরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
সেই পরিবার-গণ সঙ্গে সব ধন্য॥

ইঁহার নাম, শ্রীবিজয় দাস। ইঁহার মত আখরিয়া তৎকালে নবদ্বীপ নগরে কেহই ছিল না। মহাপ্রভুর সেবকসূত্রে ইনি প্রভুর অনেক পুঁথি লিখিয়া দিয়াছিলেন। লোকে ইঁহাকে চিনিতে না পারিয়া 'আখরিয়া বিজয়' বলিয়া চিনিত। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যে দিন ভক্তপ্রবর শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে ভোজন লীলা সমাপন করিয়া রাত্রিতে ভক্তগণসঙ্গে শয়ন করিয়া ছিলেন, সেই সময় নিদ্রাঘোরে মহাপ্রভু ইঁহার অঙ্গে হস্ত প্রদান করেন। তাহাতেই বিজয় নিদ্রাভঙ্গে অপূর্ব্ব বস্তু দর্শন করিলেন—

হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তাহি রত্ন-আভরণ॥
শ্রীরত্ন-মুদ্রিকা, হস্ত, অঙ্গুলীর মূল।
না জানি কি কোটি সূর্য্যচন্দ্রমণি অঙ্গে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।

হস্ত দর্শনে পরমানন্দে পুলকিত বিজয় যেই মাত্র ভক্তগণকে সেই অপূর্ব্ব বস্তু দেখাইবার জন্য ... হইতেছেন, অমনি প্রভু তাঁহার মুখে হাত দিয়া বলিলেন—

......যতদিন মুঞি থাকি এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা॥

কিন্তু আনন্দোন্মত্ত বিজয়ের বৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি মহা-হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে ভক্তগণ জাগিয়া উঠিলেন। বিজয় তখন উন্মত্ত, ... শূন্য হইয়া—মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ বুঝিলেন, নিশ্চয়ই তাহারা বিজয়প্রভুর কোন বৈভব দর্শন করিয়াছেন। সেই সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া ... ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তখন নিজেকে গোপন করিয়া ভক্তবৃন্দকে বিজয়ের এই অপূর্ব্ব ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই বলিতে লাগিলেন—বিজয় গঙ্গার ভক্ত। বোধ হয় গঙ্গার প্রভাবে এইরূপ দশা হইয়াছে। ... শুক্লাম্বরের গৃহে অনিষ্টাচ্ছু দেবতাকে দর্শন করিয়াছেন—জানিনা কি ভাবে কি হইল, কৃষ্ণই বলিতে পারেন।

এই কথা বলিয়া প্রভু পুনরায় বিজয়ের অঙ্গে শ্রীহস্ত অর্পণ করিলেন। তখন বিজয়ের চেতনতা আসিল, কিন্তু বিজয় জড়প্রায় হইয়াছেন। তার পর এক সপ্তাহ কাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাহ্য চেষ্টা শূন্য হইয়া সমস্ত নদীয়া নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

অগাধ গম্ভীর শ্রীচৈতন্য-লীলা যেরূপ বুঝিয়া উঠা দায়, তদীয় অভিন্নতনু ভক্ত-চরিত্রও সেইরূপ সোজা ব্যাপার নহে। সর্ব্বক্ষণ প্রভু সঙ্গ বিহারী বিজয়ের আজ আবার এ অভিনব দৃশ্য কেন? এ যে প্রভু ও ভৃত্যের লীলা। এ লীলা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কেবল মাত্র তাঁহাদের কৃপা-পাত্রই বুঝিতে পারেন।

প্রভুর বৈভব দর্শনকারী, আখরিয়া বিজয়দাসকে, চিরপূজ্য করিবার জন্য প্রভু তাঁহাকে "রত্নবাহু" উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।—

শ্রীবিজয়দাস প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুর অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
'রত্নবাহু' বলি' প্রভু থুলে তাঁর নাম।

নবনিধির অন্যতম শ্রীরত্নবাহুর নিকট আমরা শ্রীচৈতন্য-বিমুখ জীবের ইহাই প্রার্থনা যে, তদীয় কৃপাবলে অজেয় মায়ার হাত হইতে মুক্ত হইয়া ... নিত্যকাল যেন তদীয় প্রভু-সেবায় সমর্থ হই।

নানা কথা

জেলের ভিতর শিখ ও পাঠানে হাঙ্গামা

প্রকাশ, গত ৫ঠা জানুয়ারী মণ্টগোমারী সেন্ট্রাল জেলে এক গুরুতর দাঙ্গা হইয়াছে, উহার ফলে একজন শিখের মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, জনৈক শিখ রুটী লইয়া পাঠানদের নিকট গমন করিয়াছিল। পাঠানগণ তাহাকে গুরুতর প্রহার করায় শিখ ও পাঠানদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয়। উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি পাটকেল ছুড়িতে থাকে। পুলিস অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াও বিবদমান কোনও পক্ষকেই নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে কয়েকটী গুলী-বর্ষণের পর ডেপুটী কমিশনার হাঙ্গামা নিবারণ করেন। হতাহতের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা এখনও অজ্ঞাত।

গৃহে স্ত্রী খুন—স্বামী নিরুদ্দেশ

গত শনিবার প্রাতে হাওড়ার আটমুদ্দিন ঘাট মাঝি লেনের মহম্মদ হোসেন নামক এক ব্যক্তির ২০ বৎসর বয়স্কা পত্নীকে তাহার শয়নগৃহে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাহার গলায় একটী গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। বাড়ীর লোকজন প্রাতে উক্ত স্ত্রীলোক কিংবা তাহার স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া ঘরের দরজা খুলিয়া মৃতদেহ দেখিতে পায়। প্রকাশ, উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীও তাহার সহিত শয়ন করিয়াছিল কিন্তু তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

কুলবধূর আত্মহত্যা

ঢাকার ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ ঢাকা নবাবপুর ভিতর বাড়ী লেননিবাসী শ্রীআনন্দমোহন বসাকের বাড়ীতে তাহার ২য় পুত্রবধূর ফাঁসিযুক্ত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। পুলিস এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। স্ত্রীলোকটী অন্তঃসত্ত্বা; তাহার শ্বশুর ও স্বামী সেই সময় কলিকাতায় ছিল, শুধু বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী ও বিধবা ননদী ছিল। মৃত স্ত্রীলোকটির একটী শিশু ছেলে জীবিত আছে। মৃতদেহটী ঢাকা মিটফোর্ডে পাঠান হইয়াছে।

অদ্ভুত মানবসন্তান

কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের এক মুসলমান রমণী এক সন্তান প্রসব করিয়াছিল। সন্তানটীর ২টী মাথা এবং ৪খানি হাত। উহা ছাড়া আর কোন বিশেষত্ব ছিল না। উহা ভূমিষ্ঠ হইবার পরই মারা যায়। শিশুর মৃতদেহ স্থানীয় মিটন মেডিক্যাল স্কুলে রাখা হইয়াছে।

ডাকাতের দৌরাত্ম্য

গত ৫ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান হেড অফিস হইতে ২জন রাণার ও একজন পিয়ন মেলব্যাগ লইয়া আম, এস, এস এ যাইতেছিল। সেই সময় কয়েকজন লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করে ও মেলব্যাগ কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ পিয়ন ও রাণার ২জন এমন ভাবে আহত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে।

আফগান-বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভারত সরকারের ইস্তাহার

বৃটীশ সরকার অথবা ভারত সরকার আফগান বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য কিংবা উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, এই মিথ্যা সংবাদকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। উহার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা আশা করেন, কেহ ঐ সমস্ত অনিষ্টকর কাল্পনিক সংবাদে আস্থা স্থাপন করিবেন না। তাহা হইলেই আপনা হইতেই উক্ত সকল সংবাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু উহাদের প্রচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ভারত সরকার প্রধান অনিষ্টকারীদিগকে অভিযুক্ত করা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে বেকার-সমস্যা

ইংলণ্ডের খনিসমূহের আড়াই লক্ষ মজুর বেকার হইয়া বসিয়া আছে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরিবারবর্গ তিনগুণ লোক মরিতে বসিয়াছে। ঐ সকল শ্রমিকদিগের পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে খাদ্যবস্ত্র দিয়া সাহায্যের চেষ্টা চলিতেছে। লণ্ডনের লর্ড মেয়র একটী সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। যুবরাজ ঐ সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। চাঁদা তুলিয়া তাহাদের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

লাহোরে ব্রাডলহলে বক্তৃতা

গত ৩রা জানুয়ারী লাহোরের ব্রাডলহলে একটি বিরাট সভা হইয়াছিল। মিষ্টার সাণ্ডার্স এবং মিষ্টার চন্নন সিংহের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনাই ঐ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দেওয়ান চমনলাল বলেন যে, কোন প্রভাব প্রকাশে বা বক্তৃতায় দেশে বিপ্লব উপস্থিত হয় না, পরন্তু অবিচার, অত্যাচার এবং তীব্র দারিদ্র্যই বিপ্লবের প্রধান কারণ।

পারস্যে সাহেবী পোষাক

আফগানিস্থানে সাহেবী পোষাক পরিধানের জন্য গোলযোগ পড়িয়াছে, উহা পাঠকগণ অবগত আছেন। পারস্য ভিজারাপের এক সংবাদে প্রকাশ,—পারস্যেও সাহেবী পোষাক পরার ধুম উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সাহেবী পোষাক ও ফরাসীদেশের সামরিক টুপীর ধরণের পেলেভী টুপী পরার জন্য আইন করা হইয়াছে। আবার এদিকে উলেমা ও ধর্ম্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাগড়ীর বাহারও আইনের বলে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা ক্ষতিপূরণের দাবী অগ্রাহ্য

জেমস উইলিয়াম ম্যান নামক এক ব্যক্তি গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচার হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বাদী মাসিক ১২ শত টাকা বেতনে ই, বি, রেলের এঞ্জিনীয়ার ছিলেন। প্রতিবাদী কোম্পানীর লোকদের দোষে ট্রাম দুর্ঘটনা হওয়ায় বাদী জখম হইয়াছিলেন। উহার ফলে তাঁহার চাকুরী যায়, তজ্জন্য তিনি উক্ত ক্ষতিপূরণ হইবার অধিকারী। পক্ষান্তরে প্রতিবাদী কোম্পানী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন, তাঁহারা কোনও দোষে দোষী নহেন, বাদীর অনবধানতা বশতঃই উক্ত দুর্ঘটনা হইয়াছে।

বিচারপতি দাবী নামঞ্জুর করিয়াছেন, আগামী সোমবার প্রতিবাদী কোম্পানীর মামলার খরচের বিষয় উত্থাপন করা হইবে। মিঃ এস, এস, আর, মৈত্র ও মিঃ এন, বারওয়েল বাদী পক্ষ এবং মিঃ ল্যাংফোর্ড জেমস, মিঃ এ, কে, রায় ও মিঃ ক্লাফ ট্রাম কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

জাপানে বিষম ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত

টোকিওর ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জাপানের সুগাটা বিভাগে উপকূলস্থ ভাগে বিষম ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত হইবার ফলে ৫৬ জন নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের সঙ্গে সাগর জোয়ারের তরঙ্গ উপকূল ভাগ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

উপকূল ভাগের প্রধান নগর সুগাটা সহর বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। শত শত লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। ঐ স্থানে শীতের অসহ্য প্রকোপ হইয়াছে। উত্তাপের পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ ডিগ্রির ভিতর।

ভারতে রাশিয়ার বস্ত্র

প্রকাশ, রুসিয়ার বস্ত্রশিল্প বেষ্টীত জোগ পরিষ্কার থান ভারতবর্ষে বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা খুব সস্তাদরে বিক্রীত হওয়ায় এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র ব্যবসায়ীকুল তাহার প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে না পারায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই রুসিয়া ১৬ হাজার পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছে। উক্ত বস্ত্রের নমুনা ইংলণ্ডেও প্রেরিত হওয়ায় পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, রুসিয়ায় এই বস্ত্রশিল্প অতি উত্তম হইয়াছে। ঐ সকল সস্তা দরে বিক্রয় হইতেছে। রুসিয়ার অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তাহারা অতিরিক্ত বস্ত্রগুলিই ভারতে প্রেরণ করিতেছে। রুসিয়ার বস্ত্র ভারতে এরূপ সস্তা দরে বিক্রয় হইতে থাকিলে ভারতের বস্ত্রের বাজার রুসিয়ার একচেটিয়া হইয়া পড়িবে।

মিঃ কেলগের সন্ধিপত্র

ওয়াশিংটনের ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নৌ-বিভাগীয় প্রবল শক্তিসম্পন্ন দলের বিরুদ্ধে একাকী মিঃ বোরা জনবহুল সেনেট সভায় ৩ ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা দ্বারা মিঃ কেলগের যুদ্ধবিরোধি সন্ধিপত্রের সমর্থন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার মুখে তিনি এই বলিয়া সেনেট সভার সদস্যদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে, যদি জগতে শান্তিস্থাপনের কোন উপায় করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে জগতের সভ্যতা এরূপ বিপন্ন হইবে যে, অন্ধকারময় যুগের পর তেমনভাবে বিপন্ন আর কখনও হয় নাই।

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি

ত্রিবেন্দ্রাম ত্রিরপুনাথুরার কান্তামা চেটী নামক ৭০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি এই নবমবার একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিল। ইতঃপূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ৮টি স্ত্রীলোককে তাহার ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ৫৫টি সন্তান আছে!

আফগান-বিদ্রোহ

পেশোয়ার, ৪ঠা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জেলালাবাদ অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে; কিন্তু ঐ সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কান্দাহার, কোয়েটা টেলিগ্রাফ লাইনে বিনা বাধায় আদান প্রদান চলিতেছে।

ইউনিয়নবোর্ড মেম্বর-নির্ব্বাচন

নদীয়া জেলা সদর মহকুমা (কৃষ্ণনগর মহকুমা)

১। কৃষ্ণনগর থানা

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণেরশেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
১। সাধন পাড়া	৩-১১-২৮	৩-১১-২৮	১-১২-২৮	২১-১-২৯ বেলা ১২-৩টা ঘাটীশ্বর ওয়ার্ড নং ১
২। বেলপুকুর	২৬-১০-২৮	২৬-১০-২৮	২৫-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড ২২-১-২৯ প্রাতঃ ৮-১০টা বেল-পুকুর গ্রাম। ২নং ওয়ার্ড ২২-১-২৯ বৈকাল ৩-৫টা দীপচন্দ্রপুর
৩। ধুবুলিয়া	১৮-১০-২৮	২২-১০-২৮	১৮-১১-২৮	২নং এবং ৪নং ওয়ার্ড তাং ২৩-১-২৯ প্রাতঃ ৮-১০টা ১নং ও ৩নং ওয়ার্ড তাং ২৩-১-২৯ ২-৫টা বাহাদুরপুর ২নং এবং ৪নং ওয়ার্ডের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
৪। ভালুকা	২৭-১২-২৮	১৫-১১-২৮	১৩-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড ২৫-১-২৯ প্রাতঃ ৮-১০টা ভালুকা ২নং ওয়ার্ড তাং ২৫-১-২৯ ৩-৫টা কুণ্ডুপাড়া। ৩নং ওয়ার্ড তাং ২৬-১-২৯ প্রাতঃ ৯-১১টা বোয়ালিয়া

২। হাঁসখালী থানা

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণেরশেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
৫। দক্ষিণপাড়া	১১-১১-২৮	১১-১১-২৮	৯-১২-২৮	১নং এবং ২নং ওয়ার্ড তাং ২৯-১-২৯ ১২-৩টা চিত্রশালী।
৬। বাদকুল্লা	২৭-১০-২৮	২৭-১০-২৮	২৪-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ৩০-১-২৯ ৮-১০টা বাদকুল্লা। ২নং ওয়ার্ড তাং ৩০-১-২৯ ৩-৫টা দোসতীন।
৭। বেতনা	১৮-১১-২৮	১৮-১১-২৮	১৬-১২-২৮	তাং ২-২-২৯ গোবিন্দপুর, সময়—১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত। ইউনিয়ান হইতে মাত্র একটী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
৮। ময়ূরহাট	২৪-১০-২৮	২৪-১০-২৮	২৫-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ৩ ২-২৯ সময়—৩-৫টা পায়রাডাঙ্গা, ২নং ওয়ার্ড তাং ৩-২-২৯ সময়—৩-৫টা হাঁসখালী।
৯। মাওজোয়ান	১-১১-২৮	৪-১১-২৮	২-১২-২৮	তাং ৪-২-২৯। সময়—১২-৩টা মাওজোয়ান। ২নং ওয়ার্ড হইতে ১টী এবং ১নং ওয়ার্ড হইতে ৬টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
১০। বগুলা	১৮-১০-২৮	১৮-১০-২৮	১৫-১১ ২৮	তাং ৫-২-২৯। সময়—১১-২টা বগুলা।
১১। পিপুলবাড়ীয়া	×	×	×	তাং ৬-২-২৯

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ	[illegible] সময় ও স্থান
১২। বড়চুপিরা	২৫-১১-২৮	২৬-১১-২৮	২৪-১২-২৮	তাং ৭-২-২৯ সময় ১২-[illegible]টা উলসী। ১নং ও ২নং ওয়ার্ড হইতে ২টী [illegible] দরখাস্ত এবং ৩নং হইতে ৪টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণগঞ্জ থানা

১৩। জয়ঘাটা	৪-১১-২৮	৪-১১-২৮	২১২-২৮	১নং ওয়ার্ড। তাং ১১-২-২৯ সময় প্রাতঃ ৮-১০টা জয়ঘাটা। ২নং ওয়ার্ড তাং ১২-২-২৯ শ্যামনগর। সময় ২-৫টা
১৪। গোবিন্দপুর	২২-১০ ২৮	২২-১০-২৮	২০-১১-২৮	খৃষ্টমাস ডে হইতে ১২-২-২৯ তারিখের পূর্ব্বে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। সময় ৮-১০টা দিগম্বরপুর।
১৫। বানপুরমেটিয়ারী	২১-১০-২৮	২৪-৭০-২৮	২১-১১-২৮	তাং ১২-২-২৯ সময় ২-৫টা মাটিয়ারী।
১৬। ভাজনঘাট	১২-১০-২৮	২৬-১০-২৮	২৩-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ১৩-২-২৯ সময় ২-৪টা, ধর্ম্মপুর। ২নং, ৩নং ওয়ার্ড তাং ১৩-২-২৯ সময় প্রাতঃ ৮-১০টা ভাজনঘাট।

নবদ্বীপ থানা—

১৭। মায়াপুর বামুনপুকুর	৪-১১-২৮	৪-১১-২৮	২-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ২৭-১-২৯ সময় ২-৫টা মায়াপুর। ২নং ওয়ার্ড তাং ২৭-১-২৯ সময় প্রাতে ৮-১০টা বামুনপুকুর।
১৮। পানশীলা	৩-১১-২৮	৩-১১-২৮	১-১২-২৮	তাং ২০-২-২৯ সময় প্রাতে ৮টা, স্বরূপগঞ্জ। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে ৩টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
১৯। বাবলাড়ী	২৩-১১-২৮	২৩-১১-২৮	২১-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং১৯ ২-২৯ সময় ১-৩টা বাবলাড়ী। ২নং ওয়ার্ড তাং ২০-২-২৯, সময় ১১-১টা মজিদপুর।

ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল ইতিহাসের পরীক্ষা

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছেন, আগামী ১৫ই জানুয়ারী সকল কেন্দ্রই গ্রীসের ইতিহাসের পরীক্ষা পরিগৃহীত হইবে।

যে সকল পরীক্ষার্থিনী এ যাবৎ পরীক্ষার ফীঃ (এক টাকা) দাখিল করেন নাই, আগামী ৭ই জানুয়ারীর মধ্যে তাঁহাদিগকে ভারতস্ত্রীমহামণ্ডলের ইতিবৃত্ত বিভাগের সম্পাদিকার নিকট উহা দাখিল করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এলাহাবাদ যাত্রা

গত শনিবার রাত্রিতে পরাব মেলে কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু শ্রীযুত গিরিধারী লালের সহিত এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় অভিবাদন জানাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে বহু লোক-সমাগম হইয়াছিল।

পলাতক আফগান সর্দ্দার

সর্দ্দার মহম্মদ ওমর খাঁ নামে যে আফগান রাজবংশধর এলাহাবাদ হইতে পলাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য সমস্ত সীমান্ত-অঞ্চলে বেশ মোটা টাকা পুরস্কারস্বরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতে ১২ শত পলাতক আফগান আছে। সরকার তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা বরাবর আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং শাস্ত্রও ইহাই বলেন যে, মানব-সমাজ যতই না কেন আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বা নৈতিক করিয়া গড়িয়া তুলুন, তাঁহাদের সে ধর্ম্ম বা নীতি যদি কেবলা ভগবৎপ্রীতিকে উদ্দেশ না করে, তাহা হইলে তাহার মূল্য অন্ধ কপর্দ্দক বলিয়াও স্বীকার্য্য নহে। ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সদসৎ, বিধিনিষেধাদির বিচার যদি ভগবত্তোষণ-কল্পে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহার সার্থকতা, নতুবা তাহার কি মূল্য আছে? অধুনা ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া মানব-সমাজের যে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, সে সঙ্ঘবদ্ধতা যদি কেবল রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি আধিক জগতের নৈতিক উন্নতি সাধন কল্পেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা পরমার্থ জগতের কি স্বার্থ সাধিত হইবে? পারমার্থিক জগতের স্বার্থগতি ত' একমাত্র—বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা বা বিষ্ণুভক্তি। সেই ভক্তি এত দুর্ব্বলা নহেন যে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য উপায়ান্তরের আবশ্যক হইবে। তিনি ত' নিজেই সম্পূর্ণ রূপে অন্য-নিরপেক্ষা—স্বাধীনা, বরং তাঁহার সাহায্য ব্যতীত জগতের কোন নীতিই সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে না। কেবলা ভক্তির আশ্রয় লইলে সেই ভক্তিই জীবকে সর্ব্ববিধ অভাব অসুবিধা হইতে রক্ষা করেন, ভক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য আধিক জগতের কোন অর্থের প্রয়োজন হয় না। ভক্তিদেবী ভগবদ্বল্লভা; কৃষ্ণানন্দবিধান ব্যতীত তাঁহার কোন ইতর কার্য্য নাই, মায়াদেবী তাঁহা হইতে বহু-দূরে সলজ্জভাবে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অবস্থান করেন। সেই ভক্তিদেবীকে টানিয়া আনিয়া মায়িক জগতের কার্য্যে নিযুক্ত করা—ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করান স্পর্দ্ধাকে ভক্তিকৃপাপ্রার্থিগণের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে!

যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল বহির্জগতের বিষয়সমূহকেই বহুমানন করে, তাঁহারা সেই সকল বিষয়াসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি বিষ্ণুতত্ত্ব জানিতে পারেন না। এক অন্ধ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যেমন উভয়েই গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ অনুষ্ঠিতাক-কর্ম্ম-জালাবদ্ধ এক মানব অন্য জাগতিক মানবকে পথ দেখাইতে গিয়া নিজে বিপরীতই ঘটাইয়া ফেলে। "কে ভগবান্, কে ভক্ত, ভক্তিই বা কি, তাহা নিজে সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে, উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তবে অন্যকে উপদেশ করিলেই নিজের ও জগতের প্রকৃত মঙ্গল করা হয়।

ভগবৎপাদপদ্ম-সেবা-রূপ পরমার্থ বা পরম প্রয়োজন লাভের জন্যই গুরু-পাদাশ্রয় ও গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষাদি পরমার্থ-পন্থানুসরণ। সেই পরমার্থকে জাগতিক অভ্যুন্নতিকল্পে নিয়োগ-চেষ্টা আদৌ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনই ধর্ম্ম বা ন্যায়, তদ্বিপরীত কার্য্যই অধর্ম্ম বা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত হউক। জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, তিনি ভগবান্ হইতে কোন পৃথক্ তত্ত্ব নহেন—এরূপ বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার যে ভদ্রাভদ্র—সদসৎ—ন্যায়ান্যায় প্রভৃতি বিচার তাহা সমস্ত বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহার আদৌ বহুমানন করেন না। মহাজনগণ বলেন—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে, ইহাই বিধি এবং বিষ্ণুকে কোন ক্রমেই বিস্মৃত হইতে হইবে না—ইহাই নিষেধ। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা এই দুইটী অবলম্বন করিয়া। সুতরাং জগতে যিনি যত বড়ই ধার্ম্মিক বা নৈতিক বলিয়া পরিচিত হউন, তাঁহার সে ধর্ম্ম বা নীতি শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর না হইলে বিজ্ঞসমাজ তাহার কোন মূল্যই দিবেন না। আবার জগতের ধারণায় যেটি ভয়ানক অধর্ম্ম ও নীতি-বিগর্হিত কার্য্য, তাহা দ্বারা ভগবত্তোষণ হইলে বিজ্ঞগণ তাহাকেই ধর্ম্ম ও সুনীতি বলিয়া প্রশংসা করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন—

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ
কৃতো হরেঃ॥

অর্থাৎ হে অচ্যুত, আপনার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং আপনার ভক্তগণের অননুষ্ঠিত ধর্ম্মও পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তির জন্যই ভক্তদের অনুষ্ঠান হউক, তাহা হইলেই ধর্ম্ম বা নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, নতুবা সকলই নিরর্থক হয়।

বৈষ্ণব-মহাজনের চরিত্র-মাহাত্ম্য

(দেবর্ষি নারদ)

(৪)

"কোনওরূপ জীব-হিংসা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মন, বাক্য এবং শরীর দ্বারা সর্ব্বথা হিংসা পরিত্যাগ করিবে; ইহা পরমধর্ম্ম। শ্রাদ্ধে মৎস্য-মাংসাদি আমিষ প্রদান করা একান্ত অকর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরও মৎস্য-মাংসাদি আসুর-আহার ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; সেরূপ ভোজ্য কাহাকে দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। ভগবন্-নিবেদিত সামান্য অন্নও দিলে তাহা অক্ষয় এবং অভিলষিত ফলপ্রদ। তদ্দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণের সেবা বিধেয়; তাঁহারাও তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। যিনি নিখিল জ্ঞানালোক দেখাইয়া নিরস্তকুহক পরম সত্য দর্শনের সহায় হন, সেই সাধুগুরুকে শ্রীহরির অভিন্ন-স্বরূপ জানিবে। যে মূঢ় তাঁহাকে মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহার সকল সাধনাই নিষ্ফল হয়। রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক, ভয়, মদ, মান, অপমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, অহঙ্কার, মিথ্যা, অভিনিবেশ, অনবধানতা, দুষ্টবুদ্ধি, অতিনিদ্রা এবং ঐরূপ আত্মার অন্যান্য অহিতকর বিষয় জীবের পরম শত্রু। সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাকৃত পরোপকারাদি প্রবৃত্তিও শত্রু স্বরূপ। ইহাদের হইতে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সাধু-সম্মত কর্ম্মরত সাধুসেবী ব্যক্তি সংসারে থাকিয়াও ভগবদ্ভক্তি এবং সাধুগতি লাভ করিতে পারেন। আর সাধুভক্তের কাছে অপরাধী হইলে সকলেরই স্থানচ্যুতি ও অধোগতি অনিবার্য্য।"

শ্রীনারদ ধ্রুবের গুরু, তিনিই প্রহ্লাদের গুরু। আমরা যে শ্রীমদ্ভাগবত রূপ অমূল্য অমিয় নিধি পাইয়াছি, তাহা এই ভুবনমঙ্গল ভাগবতোত্তমের কৃপাতেই হইয়াছে। পরমভক্ত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর ভগবদ্ভক্তিও শ্রীনারদ হইতেই। তিনি প্রজাপতি দক্ষের হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্ব নামক বহু পুত্রকে বিষয়-নিবৃত্ত করিয়া পরমার্থ-পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বার্থের হানি দেখিয়া দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,—"তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, কোথাওও স্থান পাইবে না।" সাধুসত্তম নারদ ভাগবতোচিত দুর্ল্লভ ক্ষমাগুণে "তাহাই হউক" বলিয়া হাসিমুখে সেই অভিশাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিন নারদ ভাবিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় রাজ্য পালন করিতেছেন। তিনি নাকি ষোড়শ সহস্র মহিষীর পতিরূপে বিরাজ করিতেছেন! রঙ্গ ত' মন্দ নয়! রাজা একজন, আর রাণী ষোল হাজার! একবার আমার প্রভুর লীলাটী দেখিয়া আসি!" অমনি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে চলিলেন। ক্ষণপরেই তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অমরা-বিনিন্দিত অতি চমৎকার রাজভবন দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তাগ্রণ প্রভুর অন্তঃপুরে ভক্তের অবারিত দ্বার। তথায় ষোল হাজার স্বতন্ত্র ভবনে ষোল হাজার রাণীর আবাস। প্রথম একটি প্রকোষ্ঠে ভক্তরাজ নারদ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—অসংখ্য সখীগণে সেবিত হইয়া রুক্মিণী-সহ শ্রীকৃষ্ণ একটী রত্ন-পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নারদকে দেখিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত দিব্যাসনে বসাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহার পদ-ধৌত করিয়া দিয়া, পাদজল গ্রহণ-কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া বৈষ্ণবের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তারপর তাঁহাকে কত আদরে নানা উপচারে পূজা করিয়া বিবিধ মধুরালাপে সাতিশয় আনন্দিত করিলেন। শেষে বলিলেন,—"প্রভো! আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?"

নারদ বাষ্প-গদগদকণ্ঠে, অতি কষ্টে বলিলেন, "হে জগন্নাথ! কি না করিয়াছ? করিতে আর কি বাকী আছে? তোমার যে চরণ এই দর্শন করিতেছি তাহাই হৃদয়ে যেন সতত থাকে, দয়া করিয়া এখন ইহাই কর।" অতঃপর নারদ তথা হইতে বিদায় লইয়া আর একটি আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, সখা উদ্ধব-সহ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছেন; সেখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ নারদকে সম্ভাষণাদি করিলেন, যেন পূর্ব্বের কথা কিছুই জানেন না, তিনি যেন তিনি নহেন। এইরূপে নারদ একে একে ষোড়শ সহস্র স্বতন্ত্র নিকেতনের প্রত্যেকটিতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণ-প্রভুকে যুগপৎ বিভিন্নরূপে দর্শন করিলেন। সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত যোগমায়া অবলোকন করিয়া শেষে তিনি সহাস্যে কহিলেন,—"প্রভো! কি দুর্ভেদ্য মায়াজাল তোমার! তোমার পদ-সেবার ফলেই সে মায়া আমি ভেদ করিতে পারিতেছি। অপার করুণা তোমার! বিদায় দাও এখন, তোমার নাম, তোমার মহিমা গান করিয়া আমি তোমার ভক্তজন-সমাজে ভ্রমণ করি।" নারদকে শ্রীকৃষ্ণ মধুরবাক্যে বিদায় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উৎসুক হইয়া নারদ তৎকালে দ্বারকাতেই ভ্রমণ করিতেন। তিনি বসুদেবকেও ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিয়া পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। বসুদেবকেই তিনি এই অমূল্য মহাবাক্যগুলি বলিয়াছিলেন,—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেৎ ন পতেদিহ।

অর্থাৎ এই অভয় ভাগবতধর্ম্ম-পথে সাধু-গুরুর একান্ত আনুগত্যে, কোনও বিঘ্ন বিপত্ত তাঁহাকেও বদ্ধ বা নষ্ট করিতে পারে না। এপথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ পদস্খলিত বা পতিত হন না, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নির্ভরতা লইয়া সকলেই এই পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রগামী হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে হরিকথা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন হইতেই তাঁহাদের সকল কৃত্য সম্যক হইয়া থাকে। কোনও ব্যবহারিক বিধির অনুষ্ঠান না হইলেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।

ভাগবত বা ভগবদ্ভক্ত ত্রিবিধ,—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। উত্তম ভক্ত,—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

উত্তম ভাগবতের সর্ব্বভূতে সমদর্শন হইয়াছে। যিনি মধ্যম, তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞের প্রতি কৃপা, এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, আর যিনি প্রাকৃত, তিনি লৌকিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅর্চ্চার পূজাদি করিলেও তদীয় জনের প্রতি সেরূপ আসক্ত বা প্রীতিবিশিষ্ট নহেন, কিম্বা অন্য কোথায়ও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয় না। যাঁহার কোন বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, যিনি প্রাকৃত কোন বিষয়ের প্রতি রাগ বা দ্বেষ করেন না সতত শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই তদ্গতচিত্ত, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ। জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির জন্য যাঁহার অহঙ্কার নাই, যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়তম। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীনারদ নারায়ণ-অংশে অবস্থিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—"নিষ্টনারায়ণ-ভাগাংশ নারদঃ সমদৃশ্যত।"

দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রক দর্পভরে কৃষ্ণ-বেশধারণ করিলে, শ্রীনারদ কৈলাসশিখর হইতে তৎসকাশে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অচিন্ত্যবৈভব গদাধর শ্রীহরিই সমগ্র জগতে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনিই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন।" শ্রীনারদ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। দ্বাপরে তিনি ভূলোকে আসিয়াও সদুপদেশে মোহান্ধ মানবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে জীবের পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পাণ্ডবদের রাজসূয়-যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইলে, কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালাদি অসুর সভায় জন-সমূহ মহা অনর্থ উপস্থিত করিলে, তখন সেই বিরাট সভামধ্যে সর্ব্বলোকবিদ্ শ্রীনারদ মেঘ-গম্ভীর-স্বরে সকলের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে এই মহাবাক্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি
যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ
কদাচন॥"
(মহাভারত)

পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা যে নরাধম না করে, যে তাহাতে বাধা উৎপন্ন করে, সে জীবন্তে মৃত, তাহার মুখদর্শনও করিতে নাই।

কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এক সময়ে দেবর্ষি নারদ বৈরাজ ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—ভগবন্! দ্বাপর অবসান হইল। অতঃপর পাপময় কলির অধিকার; ইহাতে জীব উদ্ধার লাভ করিবে কি উপায়ে? ব্রহ্মা কহিলেন, 'সর্ব্ব শ্রুতিতে এই রহস্য অতি গোপনে আছে। আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। কলিতে আদিপুরুষ শ্রীহরির নাম উচ্চারণেই জীব চিত্তমল নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুগতি লাভ করিবে। ভুবনমঙ্গল ভক্তবর নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—সে নাম কি? তাহা উচ্চারণের বিধিই বা কি? ব্রহ্মা বলিলেন, সে নাম এই,—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে। এই নাম-মহামন্ত্র জপে কোন বিধি নাই। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদ্গুরু-সকাশে দীক্ষিত ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া পরাগতি লাভ করিতে পারিবেন। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই নাম গ্রহণে জীব কৃতকৃত্য হইবেন।

বিশ্বহিত সাধুশিরোমণি নারদের কৃপাতেই এই কলিকল্মষহর মহামন্ত্র তারক-ব্রহ্মনাম—এই বেদগুহ্য অমূল্য নিধি—এই মায়াবাধির অমোঘ মহৌষধি জগৎ লাভ করিয়াছে। শ্রীনারদের পাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

দ্বিপাদ পশুর পরিচয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

যে সকল জন্তুর চারিটী পা আছে, লোকে সাধারণতঃ তাহাদিগকেই পশু বলে। যথা—গো, মেষ, মহিষ, গর্দ্দভ, শূকর ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল প্রাণীর দুইটী পা আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিকে নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পশু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা নীতিশাস্ত্রে,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

অর্থ,—

এজগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন।
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ॥
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয়, পশু হ'তে ভিন্ন।
ধর্ম্ম না থাকিলে নর পশু মধ্যে গণ্য॥

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি
ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারিটীই চাই।
চারিটীর মধ্যে যার কোনটীই নাই॥
ছাগলের গলদেশে স্তনের মতন।
সে জন জনম লাভ করে অকারণ॥

অতএব নীতিশাস্ত্রকারদিগের মতেও যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মাদি হীন, তাহারা পশু তুল্য। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের প্রার্থী বা অধিকারী, তাহারাই মনুষ্য নামে অভিহিত, বাকী সকল মনুষ্যই পশু মধ্যে গণ্য। আবার যে সকল মনুষ্য চতুর্ব্বর্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অনন্য ভক্তি দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহারাই মনুষ্যগণের মধ্যে এবং প্রকৃত মনুষ্য নামে অভিহিত। কারণ শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ কৈতব নামে উক্ত আছে, যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা-
পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত)

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি কৈতবমুক্ত পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তুর তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥

শৌনক ঋষি শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোক-
বার্ত্তয়া॥
(ভাগবত)

দেখুন! দিবাকরের গমনাগমনে মনুষ্যের জীবন প্রতি-নিয়তই বৃথায় অতিবাহিত হইতেছে, কেবল হরিকথায় যে মুহূর্ত্ত ব্যয় হয়, তাহাই সফল। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, প্রতিদিন অল্প সময় বৃথায় অতিবাহিত হইয়া শেষ দিন ক্রমে নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কয় জন লোক তাহার গণনা করে? অধিকাংশ ব্যক্তিই ঘোর বিষয়ের কূপে পড়িয়া স্ত্রী-পুত্রাদি স্বজনবর্গকে নিজের চিরসঙ্গী মনে করিয়া জড়-দেহকে 'আমি' 'আমার' জ্ঞানে কেবল বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছে। এক একটী দিন গত হইয়া গেলে মনে করিতেছি, আমার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমি প্রবীণতা লাভ করিতেছি। আবার সূর্য্যের উদয়াস্তানুসারে দিন, মাস, বৎসর ইত্যাদিক্রমে লোকের আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে—এই সমস্ত কথা তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিতেছে না। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণৈকপ্রাণ—সর্ব্বদাই হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ুঃ কখনই ক্ষয় হয় না, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এই জন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব যাঁহারা মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের হরিকথার আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ
কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে
পশবোঽপরে॥
(ভাগবত)

তরু সকল কি জীবনধারণ করে না? ভস্ত্রা অর্থাৎ কর্ম্মকারের যাঁতা কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামের অন্যান্য পশুরা কি খায় না ও মলমূত্র ত্যাগ করে না? প্রাণধারণ করিয়া বহুকাল জীবিত থাকিলে ও স্ত্রী-সম্ভোগাদির দ্বারা প্রীত হইলেই যে জীবন সার্থক হয়, এমত নহে, তাহা হইলে বৃক্ষ, ভস্ত্রা ও গ্রাম্য পশু বানরদিগকে অধিক কৃতার্থ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ কেবল দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাই যদি মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা হয়, তবে বৃক্ষ অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ কিসে? কারণ কত শত বৃক্ষ কত শতাব্দী জীবিত রহিয়াছে, [illegible]

ইহা দ্বারা সেই নূতন বৃষকেও মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যদি কেবল অভিজ্ঞতা করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে তাহার ও মনুষ্যে পার্থক্য কি? কর্মকাণ্ডের যাঁহারা ত' শ্রেষ্ঠ প্রচারক বলিয়া থাকে, কিম্বা, যদি খাওয়া ও মলমূত্র ত্যাগ করাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে অন্যান্য প্রায় পশু ও মানবে প্রভেদ কি? 'অন্যান্য' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, হরিকথায় পরাঙ্মুখ মনুষ্যসকল দ্বিপদ পশু বলিয়া গণ্য। সেই দ্বিপদ পশুরা যেমন আহার গ্রহণ ও মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে পারে, চতুষ্পদ পশুরাও ত' সেইরূপ সকলই করিয়া থাকে; তবে আর চতুষ্পদ পশু ও দ্বিপদ পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়?

শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ
পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণ-পথোপেতো জাতু নাম
গদাগ্রজঃ॥
(ভাগবত)

যে ব্যক্তি ভবরোগ-বিনাশন বাসুদেবের নামটী পর্য্যন্ত কর্ণকুহরে স্থান দেয় নাই, তাদৃশ ভোগাসক্ত মানবকে কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ—এই চারিজনে একাধারে চারি পশুর কর্ম্ম করিতে অবলোকন করিয়া আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পশুবোধে সম্মান করিয়া থাকে; অর্থাৎ গ্রাম্য পশুগণ কামান্ধ অবিবেকী মানব অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ—এই পশু-চতুষ্টয় বিষয়-লোলুপ মানবকে দর্শন করিয়া যেন প্রসন্ন বদনে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে বলিয়া থাকে,—হে নরগণ! তোমরাই সার্থক-জীবন! আমরা পশু জাতি হইয়াও অন্য একটী পশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিলাম না, কিন্তু তোমরা আমাদিগের প্রত্যেকের ধর্ম্ম—অকারণ ক্রোধ (কুকুরের ধর্ম্ম), অমেধ্য ভোজন (বিড়্বরাহের ধর্ম্ম), ভারবহন (উষ্ট্রের ধর্ম্ম) ও স্ত্রীচরণ-সেবন (গাধার ধর্ম্ম) প্রভৃতি পাশবধর্ম্ম অনায়াসে আমাদের সহিত অবলম্বন করিয়াছ এবং আত্মধর্ম্ম মনুষ্যত্বের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপও কখনও কর না! অতএব পশুর মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

তাই বলি, এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যদি ইহার সার্থকতা সম্পাদনের বাসনা থাকে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই হরিকথায় রত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ-পদ্মে কায়মনোবাক্যে অনন্যভাবে শরণ লইয়া এই দুঃখ-সঙ্কুল সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা প্রত্যেক জীবের নিতান্ত আবশ্যক।

গৌড়ীয়াচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডি-পাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিম্নলিখিত শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে সযত্নে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে আমরা যথার্থই মানব জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিব,—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্॥

হে চৈতন্যচন্দ্র! আমি সংসার-দুঃখ-সাগরে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ়শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বন-হীন, কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকর-সমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে, (হে প্রভো! এরূপ সঙ্কটে) তোমার পদ-তরণীতে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর।

নানা কথা

সম্রাটের অবস্থা

লণ্ডন, ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ সম্রাটের অবস্থা একটু ভাল। ডাক্তারেরা ক্রমশঃ ভাল'র আশা করেন। যতদিন না সম্রাটের সম্পূর্ণ রোগমুক্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ততদিন তাঁহার প্রজা-বর্গ কোন ক্রমেই নিরুদ্বেগ হইতে পারিতেছেন না। রাজভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণববর্গ সর্ব্বক্ষণই তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেছেন।

মিঃ টমাস ক্যাম্বেলের গোধূম-উৎপাদনের নিমিত্ত রুষিয়ায় যাত্রা

প্রকাশ, আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোধূম-উৎপাদনকারীদিগের অন্যতম মিঃ টমাস ক্যাম্বেল রুশিয়া দেশে সুনির্ব্বাচিত ৩ কোটি বিঘা জমীতে গোধূমের চাষ করিবার জন্য সত্বর রুষিয়া প্রদেশে গমন করিতেছেন। ঐ কার্য্যের জন্য তিনি আমেরিকা হইতে দশ কোটি ডলার মূল্যের কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়াছেন।

রেল ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটীর অধিবেশন

কলিকাতায় ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্সিয়াল কমিটীর অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আগামী সরকারী বৎসরে রেলওয়ের নানা বিভাগের জন্য ২৭.২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। উহার ভিতর ৮.৭৮ কোটি টাকা নূতন রেল-পথ নির্ম্মাণে, ৬.৩৬ কোটি টাকা ষ্টেশনের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ে এবং অবশিষ্ট ১২.০৬ কোটি টাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাড়ী নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

গঙ্গাতটে দীক্ষা-যজ্ঞ

গত ২২শে পৌষ রবিবার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী কলিকাতা হাওড়া পুলের নিকটবর্ত্তী জোড়াঘাটের উপর নবনির্ম্মিত মণ্ডপতলে বসিয়া ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের শত শত হিন্দুকে 'ওঁ নমো-নারায়ণায়' ও 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র প্রদান করিয়া দীক্ষিত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ, নকীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, পদ্মরাজ জৈন, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি সেই দীক্ষামণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। মালব্য আসিয়া পৌঁছিবার একটু পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়কে মণ্ডপতলে দেখা যায়। তিনি পণ্ডিত প্রমথনাথকে আবার বিচারে আহ্বান করেন। উত্তরে প্রমথনাথ বলেন, বহুবার বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবার পর এ কার্য্যে নামা হইয়াছে। নূতন করিয়া বিচার করিবার প্রবৃত্তি ও সময়ের তাঁহার বড়ই অভাব! তবে যদি তাঁহার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা যেন তিনি আলবার্ট-হলের সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রকাশ করেন। এই কথায় অনন্তকৃষ্ণ মণ্ডপ ত্যাগ করেন। দীক্ষাপ্রদান কার্য্যের মাঝামাঝি সময়ে সাধু ভোলানন্দ গিরি কতিপয় ভক্তসঙ্গে মণ্ডপতলে প্রবেশ করেন। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গও উপস্থিত ছিলেন। বেলা প্রায় ১২টার সময় বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে দীক্ষাকার্য্য সমাধা হয়।

ভারত ধর্ম্মঘটের ত্রৈমাসিক হিসাব

ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রমিক বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজাধিকৃত ভারতে ৩৫টি ধর্ম্মঘট উপস্থিত হয়। উহাতে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ১ শত ৯৯ জন শ্রমিক বিজড়িত ছিল এবং ১৫কোটি ৫৩লক্ষ ৬ হাজার ৩ শত ৭৮ দিনের কার্য্যের ক্ষতি হয়। উক্ত বিরোধের কারণানুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, বেতনের দাবি সম্বন্ধে ১৯টি, ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যে ৮টি, বিদায় সম্বন্ধে ১টী, বিভিন্ন কারণে ৭টি ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হয়। উক্ত ধর্ম্মঘটগুলির মধ্যে ৫টি সাফল্যমণ্ডিত হয়, ৭টি আংশিক সাফল্য লাভ করে এবং ১৭টি বিফল হয়। আলোচ্য সময়ে বঙ্গদেশে ১৬টি ধর্ম্মঘট উপস্থিত হয়। ধর্ম্মঘটের ফলে, বোম্বাইয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। ধর্ম্মঘটের ফলে, তূলা ও পশম কলে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

পণ্ডিত মালব্যের বক্তৃতা

গত রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা আলবার্টহলে এক বিরাট জন-সভায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী "সনাতন-ধর্ম্ম এবং হিন্দু-ধর্ম্মের বর্ত্তমান আবশ্যকতা" সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় মালব্যজী বলিয়াছেন—"দীক্ষাদান বা মন্ত্র-প্রদানের যোগ্যতা আমার নাই, তবে অনুন্নত-সমাজকে উন্নীত করিবার ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই, আমি এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। হিন্দু-ধর্ম্ম কোন মানুষকে হীনজ্ঞান করে নাই। ঋগ্বেদ হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। এই বেদানুসারেই হিন্দু-সমাজ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত। শূদ্র ত্রিবর্ণের সেবা-বৃত্তি গ্রহণ করিলেও, তাহাকে হীনজ্ঞানে ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রাচীন ঋষিগণ যখন (গুণ এবং কর্ম্মানুসারে) বর্ণ-বিভাগ করেন, তখন তাঁহারা শূদ্রকে যে, কোন সম্প্রদায় হীনজ্ঞানে দেখিবে, এরূপ বিধি-ব্যবস্থা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার না থাকিলেও বেদোক্ত-ধর্ম্ম শূদ্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের শুশ্রূষাপনোদন করিবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজ কেবল—দ্বেষ, হিংসা, মৎসরতায় পরিপূর্ণ। সমাজে এমন কোন উদার-আদর্শ নাই, যাহা অবলম্বনে অনুন্নত-সমাজ একটু উন্নত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। দেশে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস্ প্রভৃতিরই অত্যধিক প্রচলন হইয়া দেশকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মোন্নতির কোন চেষ্টাই নাই। ব্রাহ্মণেরা যথাসময়ে উপবীত গ্রহণ করেন না, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষেই উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। স্বধর্ম্মাচরণে সকলেই পরাঙ্মুখ। হিন্দু-ধর্ম্মের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিনে আমার মনে হয়, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সকলেরই গ্রহণ করা উচিত। ঐ মন্ত্রোপাসন-ফলে মনুষ্যমাত্রেই মুক্তি-লাভে সমর্থ হইবে।"

উপসংহারে পণ্ডিতজী বলেন,—"হিন্দুরা যদি ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ না হয় এবং অস্পৃশ্যগণকে ঘৃণা না করিয়া আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের কি রাজনৈতিক, কি অর্থ-নৈতিক অথবা সামাজিক কোন ব্যাপারেই উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই।"

ইউনিয়নবোর্ড মেম্বর-নির্ব্বাচন

নদীয়া জেলা সদর মহকুমা (কৃষ্ণনগর মহকুমা)

১। কৃষ্ণনগর থানা

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
১। সাধন পাড়া	৩-১১-২৮	৩-১১-২৮	১-১২-২৮	২১-১-২৯ বেলা ১২-৩টা ঘাটীশ্বর ওয়াড নং ১
২। বেলপুকুর	২৬-১০-২৮	২৬-১০-২৮	২৫-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড ২২-১-২৯ প্রাতঃ ৮-১০টা বেলপুকুর গ্রাম। ২নং ওয়ার্ড ২২-১-২৯ বৈকাল ৩-৫টা দীপচন্দ্রপুর
৩। ধুবুলিয়া	১৮-১০-২৮	২২-১০-২৮	১৮-১১-২৮	২নং এবং ৪নং ওয়ার্ড তাং ২৩-১-২৯ প্রাতঃ ৮-১০টা ১নং ও ৩নং ওয়ার্ড তাং ২৩-১-২৯ ২-৫টা বাহাদুরপুর ২নং এবং ৪নং ওয়ার্ডের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
৪। ভালুকা	২৭-১২-২৮	১৫-১১-২৮	১৩-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড ২৫-১-২৯ প্রাতঃ ৮-১০টা ভালুকা ২নং ওয়ার্ড তাং ২৫-১-২৯ ৩-৫টা কুতুপাড়া। ৩নং ওয়ার্ড তাং ২৬-১-২৯ প্রাতঃ ৯-১১টা বোয়ালিয়া

২। হাঁসখালী থানা

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
৫। দক্ষিণপাড়া	১১-১১-২৮	১১-১১-২৮	৯-১২-২৮	১নং এবং ২নং ওয়ার্ড তাং ২৯-১-২৯ ১২-৩টা চিত্রশালী।
৬। বাদকুল্লা	২৭-১০-২৮	২৭-১০-২৮	২৪-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ৩০-১-২৯ ৮-১০টা বাদকুল্লা। ২নং ওয়ার্ড তাং ৩০-১-২৯ ৩-৫টা দোসতীন।
৭। বেতনা	১৮-১১-২৮	১৮-১১-২৮	১৬-১২-২৮	তাং ২-২-২৯ গোবিন্দপুর, সময়—১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত। ইউনিয়ান হইতে মাত্র একটী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
৮। ময়ুরহাট	২৪-১০-২৮	২৪-১০-২৮	২৫-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ৩ ২-২৯ সময়—৩-৫টা পাররাডাঙ্গা, ২নং ওয়ার্ড তাং ৩-২-২৯ সময়—৩-৫টা হাঁসখালী।
৯। মাওজোয়ান	১-১১-২৮	৪-১১-২৮	২-১২-২৮	তাং ৪-২-২৯। সময়—১২-৩টা মাওজোয়ান। ২নং ওয়ার্ড হইতে ১টী এবং ১নং ওয়ার্ড হইতে ৬টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
১০। বগুলা	১৮-১০-২৮	১৮-১০-২৮	১৫-১১-২৮	তাং ৫-২-২৯। সময়—১১-২টা বগুলা।
১১। পিপুলবাড়ীয়া	×	×	×	তাং ৬-২-২৯

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
১২। বড়চুপিয়া	২৫-১১-২৮	২৬-১১-২৮	২৪-১২-২৮	তাং [illegible] সময় [illegible]টা [illegible] ১নং ওয়ার্ড হইতে ৪টী [illegible] দরখাস্ত এবং [illegible] হইতে ৩টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।

/ কৃষ্ণগঞ্জ থানা

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
১৩। জয়ঘাটা	৪-১১-২৮	৪-১১-২৮	২-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড। তাং ১১-২-২৯ সময় প্রাতঃ ৮-১০টা জয়ঘাটা। ২নং ওয়ার্ড তাং ১২-২-২৯ শ্যামনগর। সময় ২-৫টা।
১৪। গোবিন্দপুর	২২-১০-২৮	২২-১০-২৮	২০-১১-২৮	খৃষ্টমাস-ডের তারিখের পূর্ব্বে কোন দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই। নির্ব্বাচনের তাং ১২-২-২৯। সময়—৮-১০টা দিগম্বরপুর।
১৫। বানপুরমেটিয়ারী	২৬-১০-২৮	২৪-১০-২৮	২১-১১-২৮	তাং ১২-২-২৯ সময় ২-৫টা মাটীয়ারী।
১৬। ভাজনঘাট	১২-১০-২৮	২৬-১০-২৮	২৩-১১-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ১৩-২-২৯ সময় ২-৫ট ধরমপুর। ২নং, ৩নং ওয়ার্ড তাং ১৩-২-২৯ সময় প্রাতঃ ৮-১০টা ভাজনঘাট।

নবদ্বীপ থানা—

ইউনিয়ন-বোর্ডের নাম	ভোটার-তালিকা প্রকাশের তারিখ	মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের দরখাস্ত গ্রহণের তারিখ	দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ	নির্ব্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান
১৭। মায়াপুর, বামুনপুকুর	৪-১১-২৮	৪-১১-২৮	২-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ২৭-১-২৯সময় ২-৫টা মায়াপুর। ২নং ওয়ার্ড তাং ২৭-১-২৯ সময় প্রাতে ৮-১০টা বামন পুকুর।
১৮। পানশীলা	৩-১১-২৮	৩-১১-২৮	১-১২-২৮	তাং ২০-২-২৯ সময় প্রাতে ৮টা, স্বরূপগঞ্জ। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে ৩টী দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
১৯। বাবলাড়ী	২৩-১১-২৮	২৩-১১-২৮	২১-১২-২৮	১নং ওয়ার্ড তাং ১৯-২-২৯, সময়১-৩টা বাবলাড়ী। ২নং ওয়ার্ড তাং ২০-২-২৯, সময় ১১-১টা মহিশপুর।

গৌড়ীয়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩শে পৌষ, শনিবার—১৩৩২।

শ্রীমায়াপুর

স্বর্গীয় ঠাকুর লক্ষ্মীনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কালে "মায়াপুরে মহেশানি জনিষ্যামি শচীসুতঃ" এই পুরাণবাক্য প্রচার করেন, তৎকালে তিনি কুলিয়া সংবাদ বসিয়া শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে এই শ্রীমায়াপুরকেই নির্দেশ করেন। স্বর্গীয় উনবিংশীয় শতাব্দীর সপ্তমদশকে যখন প্রায় উইলিয়াম হান্টার ২৪ পরগণায় ষ্টাটিষ্টিক্যাল একাউণ্টের উপকরণ সংগ্রহ করেন, তখন তাঁহার লেখনীর মধ্যেও আমরা শ্রীমায়াপুর-শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। কাশ্মীর-কোঙ্কণ, সন্দনকারী প্রাক্তন প্রতবর্গ সেনবংশীয়গণের রাজ-প্রাসাদ শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সিদ্ধভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-গুরু শ্রীচৈতন্যদাস অনেক সময় শ্রীমায়াপুরে আগমন করিতেন। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ-কুলিয়ার প্রাচীন অধিবাসী নগণ শ্রীমায়াপুরের এক প্রান্তস্থিত সিদ্ধিগৌরদেবীর উপাসনার অংশ বর্ত্তমানকালেও নিজ-নিজ-গৃহের পুরাতন সংস্কার করেন। অতীতের স্মৃতি, প্রাচীন রাজধানী নবদ্বীপের ভগ্ন-প্রাসাদের শিলা-স্তম্ভ ও তৎকালীন অনেকগুলি এশিয়াটিক সোসাইটী প্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এক শিলা ত্রিপুরারাজ্যের সামরিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব [illegible] গৃহে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই স্থানের ভগ্নপ্রাসাদস্তূপ উদ্ঘাটন করিলে বহু প্রাচীন শিলা-লিপি, মুদ্রা-লিপি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় প্রাচীন নবদ্বীপের ঐতিহ্য-জগতে বহুল উপকার সাধন করিবে।

"নিউমিস্ম্যাটিক্স্, পেলিওগ্রাফি, এপিগ্রাফি, অর্থগ্রাফি, আর্কিওলজি প্রভৃতি বিজ্ঞানসমূহের অনুরাগী শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটস্থ উদ্ঘাটন করিলে প্রচুর লাভবান্ হইবেন,—আমরা আশা করি। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী স্যার জন্ মার্শেল সাহেব এবং স্যার অরেল ষ্টিন্ সাহেব, তথা শ্রীযুক্ত কে, এন্, দীক্ষিত মহাশয় বঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর স্তূপোদ্ঘাটন কূপ-কর্ত্তাকর্ত্তৃক করিলে, বহু জিজ্ঞাস্য নানা ঐতিহাসিক তথ্য আলোকিত হয়। মহেঞ্জোদারো হারাপ্পা অঞ্চল, সিন্ধপ্রদেশ ও টলেমি-কথিত সিন্ধুনদের উপকূলে বিদ্যমান নগরসমূহের উদ্ঘাটনে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ নানাপ্রকার আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রাদেশিক তাঁহাদের বঙ্গের প্রাচীন স্থানগুলির উদ্ঘাটন-বিষয়ে উদাসীন্য দেখা গেলে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশে বিশেষজ্ঞ-জনগণের অবস্থান-দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান। গৌড়পুরের উদ্ঘাটন-কার্য্যে প্রাচীন 'সুবর্ণবিহার', 'বল্লালস্তূপ' প্রভৃতি কিএকটী স্থানের প্রত্নকথা চিরদিনের জন্য আবৃত থাকিবে, এরূপ নহে। আমরা আশা করি, স্যার জন মার্শেল মহোদয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া উদ্ঘাটন-আগ্রহীন গৌড়দেশবাসীকে তাঁহার দেশ সম্বন্ধে গৌরবজনক [illegible] অবকাশ দিবেন।

ভাক্ত-পথে সাময়িকী

অঘটনঘটনপটীয়সী শ্রীভগবানের মায়াশক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকুল এমন ভাবেই আচ্ছন্ন হইয়াছেন যে জীবের আর কোন জন্মেই তত্ত্ব-বিষয় বাস্তবতা বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য উঠিতেছে না। যদিও শ্রীভগবান কোনরূপ জীবশক্তি-পরিণত এই সকল জীবের চেতনময় স্বরূপের বৃদ্ধি উঠাইবার জন্যই নিজে সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর জীবজনকর্ম্মাপোধক নিষ্কর্ষ ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বেদশাস্ত্রের বাণী অতি সরল ভাষায়—সকলেরই বোধগম্য ভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? এমনই দুর্ভাগা জীবের যে, জীব সে সকল বাণী তত আদৌ শুনিতেই চাহিবে না, না হয়, বিপরীত বুঝিয়া লইবে। কলির সাধুশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবেরও বিপরীত বুদ্ধি আরও প্রখরা হইয়া উঠিতেছে। কতকগুলি লোক বলিতেছেন—জগৎ এখন উন্নতির পথে শিক্ষা শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই জীব উন্নত হইতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি—জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যগুলিকে প্রথম প্রথম তাঁহারা তাঁহাদের বহির্ম্মুখ উন্নতির সাধনের অন্তরায় জানে উপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের মস্তিষ্কে এক বুদ্ধির উদয় হইয়াছে যে, ঐগুলি উপেক্ষা না করিয়া উহা দ্বারা বরং আমাদের বহির্ম্মুখতা আরও বৃদ্ধি করিয়া লওয়া যাউক। এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রের আদর করিতেছেন, বলিতেছেন, "পারমার্থিক বিচারই আমাদের লৌকিক বিচারের সহায়ক হউক, মন্দ কি! পারমার্থিক বিচারটী একেবারে ছাড়িয়া দিলেই বা ক্ষতি কি? উহার যে কথাগুলি আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল হয়, তাহা লইয়াই দেখা যাউক না কেন?" এই বিচার-বলে তাঁহারা আজ পারমার্থিককে লৌকিকেরই অন্তর্গত করিয়া বলিতেছেন, "ভক্তি লৌকিক জ্ঞান ও কর্ম্মেরই আশ্রিতা, তোমরা ভগবৎসেবা কর কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর হইবার জন্য। ইহাই গীতার বাণী।" একজন নেতৃস্থানীয় হইয়া এই কথা বলিতেছেন, আর শত শত ব্যক্তি তাহা মাথায় পাতিয়া লইতেছেন।

গীতায় যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাতে কি ভক্তিকে জ্ঞান ও কর্ম্মের 'উপায়' স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন? না, ভক্তিই উপেয় বস্তু? "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥" এই শ্লোকে ভগবান্ কোন কর্ম্মের উদ্দেশ করিলেন? ভগবান্ কি বলিলেন না—"হে অর্জ্জুন আমাতে অর্পিত নিষ্কাম-ধর্ম্মের নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আমার প্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই জীবের কর্ত্তব্য 'কর্ম্ম', এতদ্ব্যতীত যাবতীয় কর্ম্মকে কর্ম্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। পঞ্চম স্কন্ধে দেবর্ষি নারদকে আমি এই কর্ম্মেরই উপদেশ প্রদান করাইয়াছি—"সুবর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া সৈব ভক্তিবাক্ত প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥" অর্থাৎ হে দেবর্ষে হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাতে বৈধীভক্তি; তাহা যাজন করিতে করিতেই পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ হয়। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যজ্ঞার্থ সমুদায় কর্ম্ম আচরণ কর। কাম বা কামনা অর্থে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা যেরূপ কামনার উদ্দেশ্যে "উড়ো ধর্ম্ম— গোবিন্দায় নমঃ" প্রভৃতি বচনে ভগবদর্পিত কর্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়। আদৌ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম্ম কর। এই কর্ম্মই ভক্তিযোগের সাধক স্বরূপ হইয়া জীবের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদন পূর্ব্বক নির্গুণ ভক্তিলাভে যোগ্যতা প্রদান করে। সুতরাং তুমি কেবল মৎপ্রীতির নিমিত্তই কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন কর।"

ভক্তগণের মতে শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বৃত্তির নামই শুদ্ধ-জ্ঞান আর সেই তর্পণ-কার্য্যের সাধক শুদ্ধ-কর্ম্ম। এতাদৃশ জ্ঞান ও কর্ম্মের নামান্তরই ভক্তি। কৃষ্ণ-সুখ-সম্পাদন ব্যতীত অন্যাভিলাষ-যুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে ভক্তের জ্ঞান ও কর্ম্ম-বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্ পরিচয় প্রদান করে। ভক্ত তাঁহার পরমার্থ বা পরম প্রয়োজন বলিতে কৃষ্ণপ্রীতি বা কৃষ্ণপ্রেমই বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাকৃত কর্ম্ম-জ্ঞানান্ধ জীব 'পরমার্থ' বলিতে তাঁহার ও তাঁহারই স্বজনবর্গের আত্মেন্দ্রিয়-তোষণকেই বুঝিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা ভক্তের পারমার্থিক বিচারকে তাঁহাদের উপেয় লৌকিক বিচারের উপায়-স্বরূপ করিয়া লইতে চাহেন। উহার স্বরূপ সম্যগ্‌ভাবে না জানিয়া অপব্যবহার দ্বারা অর্ব্বাচীন জীবকুল জগতে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে। গীতা, ভাগবতাদি শাস্ত্র যে আমাদের ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের ব্যবস্থাপত্র নহেন, কিন্তু তাঁহারা যে আমাদিগকে কৃষ্ণের ভোগ লাগাইবার ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন, তাহা যে দিন হইতে আমরা একটুও বুঝিতে চেষ্টা করিব, সেদিন হইতে আর আমাদিগকে এই ভবকারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবীর সৃষ্ট রোগ, শোক, মৃত্যু, ভয়াদিতে ব্যাকুল হইতে হইবে না। বিশ্ব-মোহিনী মায়া তখন আমাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিবেন, আমরা উন্মুখ-মাতৃরূপী যোগমায়ার কৃপায়—আমাদের স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া স্বধাম কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ করিব।

জীব এই বহির্জগতের দুঃখে কষ্টে ব্যাকুল হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যতই না কেন পন্থা হইতে পন্থান্তর অবলম্বন করুন, কোটিচন্দ্রসুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয়লাভেচ্ছা ব্যতীত তাহার কিছুতেই শান্তিলাভের উপায় নাই। 'মুক্ত-সঙ্গ' হইবার চেষ্টা না করিয়া জীব যতই ছটফট করিতে থাকিবে, ততই মায়িক-কর্ম্ম-জ্ঞানাদিনির্ম্মিত মোহজাল তাহাকে আরও ভালরূপে জড়াইতে থাকিবে। কখনও সে ফলভোগবাদী কর্ম্মী হইয়া স্বর্গাদিলোক-কামনা-মূলে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে, স্বর্গাদি লোক লাভ করিয়া আয়ুঃ ক্ষীণপুণ্য হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিবে—এইরূপে চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গতাগতি করিয়া কেবল জন্ম-মরণরূপ সংসারানল-সন্তপ্ত হইতে থাকিবে, আবার কখনও বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া আত্ম-বিনাশ লাভ করিবে।

সুতরাং হে বন্ধুগণ! হে মর্ত্ত্য নিজ নিজ অপক্ক-বুদ্ধির গরিমা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্ত-পাদপদ্মে গীতা, ভাগবতাদি-শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যত্ন কর। ঐ শুন সাধুগণ, মুক্ত-কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিতেছেন,—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌-
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

বৈষ্ণব-চরিত্র

প্রহ্লাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রহ্লাদ বলিতে লাগিলেন, "হে অসুরবালকগণ, শ্রেয়ঃ সাধনের শত শত সহস্র উপায় আছে, তন্মধ্যে যে সকল অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানে অবিচলিত আসক্তি হয়, তাহাই চরম শ্রেয়ঃ-শ্রেষ্ঠ সাধন। গুরুশুশ্রূষা, সাধুসঙ্গ, ভগবদ্ আরাধনা, তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা, তদীয় গুণ কীর্ত্তন, তদীয় নাম কীর্ত্তন, তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান, এবং শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চলা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধনোপায়। ধন, ভার্য্যা, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, পশু, ধনাগার, ঐশ্বর্য্য, অর্থ, কাম এবং মনুষ্যের পরমায়ু—এ সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর। এই অনিত্য বস্তুর দ্বারা জীবের কি প্রিয়কার্য্য হইতে পারে? নিজদেহকে পর্য্যন্ত যখন পরিত্যাগ করিতে হয়, তখন এ দেহের দ্বারাই বা মানুষের কি সুখলাভ হইতে পারে। অনেকে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা স্বর্গকামনা করেন, উহাও নশ্বর। সুতরাং ঐ সকলও আমাদের কামনার বস্তু নহে, কিন্তু আত্মলাভের উপায় স্বরূপ শ্রীহরির সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য। বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ এই সংসারে বৈষয়িক সুখের কল্পনা করিয়া লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু ফল প্রায়ই বিপরীত ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মিগণ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু সুখের নিমিত্ত চেষ্টা করিবার সময় হইতেই তাহাদের সর্ব্বদাই দুঃখপ্রাপ্তি হইতে থাকে। নিজ প্রারব্ধ বশে সুখ অথবা দুঃখ বিনা চেষ্টাতেই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু জীব তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভোগবাসনার তৃপ্ত্যর্থে স্ত্রীপুত্র-আত্মীয়াদিতে আসক্ত হইয়া সকলেরই দুঃখ প্রতীকারের জন্য নিয়ত যত্ন করিতে থাকে এবং যখন বিন্দুমাত্র দুঃখের অভাব বোধ করে অথবা প্রতীকার্য করিতে সমর্থ হয়, তখনই নিজকে সুখী বলিয়া মনে করে। যে দেহের জন্য ভোগ সুখের কামনা করে, তাহাই অনিত্য, শৃগাল-ভক্ষ্য এবং ক্ষণভঙ্গুর। যখন দেহেরই এই অবস্থা, তখন—দেহ হইতে পৃথক্ স্ত্রী, পুত্র, ধন, পশু প্রভৃতি মমতাস্পদ বিষয় সকলও যে ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সকল অনিত্য বস্তু দ্বারা নিত্যানন্দ রস-সমুদ্র আত্মার কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে।

দেহী জীব দেহ দ্বারা কর্ম্ম আরম্ভ করে। সেই কর্ম্ম দ্বারা আবার অন্য দেহ লাভ হইয়া থাকে। এইভাবে অজ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম ও দেহের বিস্তার হইতে থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটী বস্তুই শ্রীহরির অপাশ্রিত; ভক্তগণ উহাকে তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। তোমরাও কোন প্রকার কামনা না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে শ্রীহরির আরাধনা কর। শ্রীহরিই সর্ব্ব প্রাণীর আত্মস্বরূপ এবং সকলেরই প্রিয়। তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে। দেবতা, মনুষ্য, অসুর, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব, যে কেহই হউক না কেন, ভগবান্ মুকুন্দের শ্রীচরণ ভজনা করিলে সকলেই কল্যাণ-ভাজন হইতে পারে। হে অসুর নন্দনগণ, ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং বহুজ্ঞতা কিছুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের যোগ্য নহে। দান, তপস্যা, শৌচ, যজ্ঞ ও ব্রত, এ সমস্তও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবল মাত্র নিষ্কাম ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকলই অকিঞ্চিৎকর। অতএব হে বালকগণ, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপাত্রে সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীহরির প্রতি ভক্তি বিধান কর। ভক্তি কেবল সৎ জাতির অপেক্ষা করে না, স্ত্রী, শূদ্র, গো, পশু, পক্ষী এবং পাপজীবিগণেরও শ্রীঅচ্যুতে ভক্তিপ্রভাবে অচ্যুতত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে অর্থাৎ অচ্যুতধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন ঘটিয়াছে। এই সংসারে ভগবান্ গোবিন্দে ঐকান্তিকী ভক্তিই মানবের পরম পুরুষার্থ।

দৈত্যবালকগণ প্রহ্লাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া উৎকৃষ্টবোধে তাহাই গ্রহণ করিল। সকলেই কৃষ্ণানুশীলন করিতে লাগিল, কিন্তু যণ্ডামর্ক গুরুর উপদেশের হেয়তা অবগত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিল।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা জড়কর্ম্ম ও জ্ঞানের আপাতসুখকর প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া হরিদাসানুদাসগণের পাদত্রাণের আশ্রয় গ্রহণ কর, দেখিবে অচিরেই তোমরা চিরশান্তির ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে পারিবে।

পারমার্থিক বিচার বা শ্রৌতপন্থাই পরমার্থ প্রাপক, লৌকিক বিচার পরমার্থপথের অন্তরায় স্বরূপ। পরমার্থ বিচারাবলম্বন লৌকিক বিচারে উপনীত হইবার চেষ্টা নিতান্ত মূর্খতা বা বস্তু বিজ্ঞানের নিতান্ত অপব্যবহার। অতএব—

"হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত কর্ণাল জেলায় সুপ্রাচীন তীর্থ "কুরুক্ষেত্র" অবস্থিত। পৌরাণিক জগতেই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহার সম্যক তথ্যানুসন্ধানে কুণ্ঠাপাইক(?) বোধ-যুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস, শুক, ও সূত গোস্বামী প্রমুখ শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারক আচার্য্যগণের আনুগত্যে আম্নায়-পারম্পর্য্য, শ্রৌত-পন্থানুসরণকারী—বর্ত্তমান কালে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু (যাঁহারা এই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উদিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বাণী যাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে নিখিল জগতে পরিচিত—সেই গ্রন্থের অষ্টাদশ যোগ-সম্ভার-পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠ-বাণী ইহ জগতে আমূর্খ প্রত্যেক জীবের বুঝিবার নিমিত্ত স্বস্বরূপের ভজনোপলব্ধি সমন্বিত ভক্তি-ব্যাখ্যা করিয়াছেন) পরমহংস শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ ও শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—এই সকল হংসজনের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীশ্রীবার্ষভানবীর স্বপ্রকাশ সরস্বতী শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তানুগত গৌড়ীয় জনগণই কুরুক্ষেত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব পারজ্ঞাত আছেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। মনুষ্যের কতটুকু বুদ্ধি যদ্দ্বারা সে অপ্রাকৃত ধামের তত্ত্ব মাপিয়া লইতে পারে? "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।"

আমি নিজে প্রাকৃত জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া অপ্রাকৃতানুসন্ধানে প্রমাদ দোষ-যুক্ত যাঁহারা কৃপায় মূকও কথা বলে, পঙ্গুও গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এমন অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীগুরুদেব আমাকে শিবদ পথে আকর্ষণার্থে স্বয়ং আচরণ করিয়া, যাহা যাহা আমার দর্শন-যোগ্যরূপে উপস্থিত করেন, তত্তত্তের আংশিক দর্শনেই যাহা অনুভূত হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার ভারাই আমিই প্রাপ্ত নহি।

এই সকল কথায় অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। বরং সত্য ঘটনার বিবৃতির কণা মাত্রও স্পর্শ করা হইবে না। যাঁহারা এই কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে সাক্ষাদ্ ভাবে ঐ সকল দর্শন ও শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ নিয়মিত অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যে

প্রাপ্ত-পত্র

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ

সম্পাদক মহাশয়,

[illegible]

ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য [illegible] যে, "কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয়ের [illegible] লীলাভূমির বাণী জগতে [illegible] কেহই এরূপভাবে প্রচার করেন নাই, যাহা আজ—শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] মঠাশ্রিত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ [illegible] আপামরে বিতরিত হইতেছে"। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে যত লোকের সমাগম অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে যত যাত্রী সমাগত, সকলেই অন্ততঃ দিবসে একবার শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধা গোবিন্দের লীলা-বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীহরি-কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার যত ব্যবস্থা, তাহার একদিনের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপি বদ্ধ করিতে হইলে, প্রকাণ্ড একখানা গ্রন্থ হইয়া যায়। তাহা লিখিবার এত শক্তি ও ধৈর্য্যই বা কোথায়? মানুষের সাধ্য নাই।

নিজের-মঙ্গল লাভেচ্ছু হইয়া যতটুকু পারি বৈষ্ণব-গুণানুবর্ণনে লালসা করি বটে, কিন্তু সেই শক্তি কোথায়? বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, সাধন নাই, ভজন নাই, গুর্ব্বানুগত্য নাই, বৈষ্ণবচিহ্ন কাহাকে বলে তাহাই এখনও জানিবার যোগ্যতা পাই নাই, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির উপযুক্ত কোন গুণই আমাতে বর্ত্তমান নাই; শুধুই আশা বামনের চাঁদ ধরিবার ন্যায়।

স্বকর্ম্ম-দোষে কোন যোগ্যতা না পাইলেও একটী বড়-সৌভাগ্যের কথা—এই কলুষিত লেখনী, জাগতিক স্ত্রী পুরুষের চরিত্র লেখায় বা অলীক কল্পনা-প্রসূত কল্পিত ঔপন্যাসিক গল্পের চাকচিক্য—বেশ ভূষায় খচিত আজ পর্য্যন্তও তৎসেবায় নিযুক্ত না হইয়া নিরন্তর সত্য বাণী শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব গুণানুবর্ণনের ধৃষ্টতা দেখাইতেই উত্তম।

শ্রীগুরুদেব কত বড় কৃপালু, আমার মত একটা মূর্খ নাস্তিক জীব যাঁর বাচালতা দোষে লেখনী ও ভাষার অপব্যবহার করিবে জানিয়া—আজ বৈকুণ্ঠ-গুণানুকীর্ত্তনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমি যে উত্তম-বিহীন। একবার আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িলে আর দাঁড়াইতে চেষ্টা করি না।

(ক্রমশঃ)

[illegible], যা তাহার এখন বিকৃতি [illegible] কু-আচার, কু-ক্রিয়ার [illegible]। আমাদিগকে এই [illegible] উদ্ধার করে, এমন [illegible] নাই। যে শিক্ষা মানুষ [illegible], যে সমাজে লালিত পালিত, সেই শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজের [illegible] কু-বিষয়ে মগ্ন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতে কু-বিষয়ের পরামর্শ ছাড়া অন্য বিষয়ের আশা করা যায় না। এহেন অবস্থায় পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এই ঘোর কলিকালে আপনারা অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনাদের দয়ার অবধি নাই,—আমার ভাষা নাই তাহা বর্ণনা করি। আপনারা নদীয়া-প্রকাশ গৌরহরির নিত্য-সেবক। পরদুঃখ দুঃখী, আপনারা কেবল মাত্র নিজের ভজন সাধন লইয়া ব্যস্ত নহেন। আমাদের মত বহির্মুখ ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছেন। আমাদের জিহ্বা ঐ উপকারের শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারে না।

গত ২০শে পৌষ শুক্রবার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র প্রভু এবং অধিকারী শ্রীপাদ জগদানন্দ প্রভুর সহিত আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীতে শুভাগমন করিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার একটী সভায় স্বামীজি মহারাজ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দুই ঘণ্টার অধিক কাল অতি সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। সভায় তিন শতেরও অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ে অনুন্নত পল্লীবাসীর নিকট শাস্ত্র-কথা অবোধ্য হইলেও শ্রীল ভারতী মহারাজ বিবিধ লৌকিক উদাহরণ দিয়া এমন ভাবে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন যে, এমন কি অশিক্ষিত নর-নারীর হৃদয়েও ধর্ম্ম-বিষয়ের একটী দাগ পড়িয়াছে।

আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজি মহারাজ আগামী কল্যও গীতে কতকগুলি আত্মা-বিমুখ ব্যক্তিগণের নিকট অত্যন্ত বিনাশিনী হরিকথা কীর্ত্তন করিতে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদগণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা, মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারকগণকে এতদঞ্চলে পাঠাইয়া আমাদিগকে চেতনের পথে যাইবার সুযোগ দিবেন। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

২৬শে পৌষ, ১৩৩৫ সাল।

বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কৃষ্ণবল্লভপুর, ২৪ পরগণা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ অধুনা মেদিনীপুর অঞ্চলে ছাতিনাকানি, পাঁচপুখুরিয়া, দাসকুলিয়া, হাসের গোড়া, কদমপুর প্রভৃতি গ্রামে শ্রীগ্রন্থ পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা মুখে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর-কথিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। বহু ভাগ্যবান্ নর-নারী স্বামিজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া 'হরিভজনই যে মানবজীবনের মুখ্য-উদ্দেশ্য এবং হরি-বিমুখতাই যে যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ, তাহা কিছু কিছু উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইতেছেন।

নানা কথা

সহর নবদ্বীপের চুরী মোকর্দ্দমা

গত ২৫।১২।২৮ তারিখে রাত্রিতে সহর-নবদ্বীপ বাজারের বিমলচন্দ্র বিশ্বাসের দোকানে একটী চুরী হয়। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সন্দেহক্রমে সতীশচন্দ্র বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর দারোগা বাবু উহার নিকট হইতেই চোরাই মাল বাহির করিয়া উহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। গত ৪।১।২৯ তারিখে আদালত হইতে দণ্ডবিধি ৪৫৭, ৩৮০ ধারা অনুসারে উহার দুই সপ্তাহকাল সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মালব্যজীর দীক্ষা-দান

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয় গত ২২শে পৌষ রবিবার প্রাতে হাওড়ার পুলের নিকটস্থ জোড়াবাগানঘাটে সমবেত শত শত হিন্দুকে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রণব-পুটিত নারায়ণ ও শিব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দীক্ষার্থীকে ১খানি নামাবলী, ১ ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা এবং মুদ্রিত মন্ত্র ও উপদেশ-সম্বলিত ১ খানি পত্রিকা দেওয়া হয়। বেলা প্রায় ১২টার সময় দীক্ষা-কার্য্য সমাধা হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, স্বামী বিশ্বানন্দ, সত্যানন্দ, জ্ঞানানন্দ, পণ্ডিত মাধব শুক্ল, ডাক্তার চৈৎরাম, পণ্ডিত বদ্রীনারায়ণ উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ঐ দীক্ষা-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

'ফরোয়ার্ড' রাজদ্রোহ মামলার ফল

গত ৭।১।২৯ সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতার ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট পুলিশ আদালতে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ ফরোয়ার্ড-রাজদ্রোহ-মামলার রায় দিয়াছেন। গত ১লা ডিসেম্বর ফরোয়ার্ডে "দি ইউনিফর্ম্ড" শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, মিঃ রক্সবার্গের মতে তাহার ভাব, ভাষা ও শব্দ-বিন্যাসে সরকারের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞা আনিবার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট থাকায় ফরোয়ার্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী ৬ মাসের এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ধর দণ্ডবিধি ১২৪এ ধারা অনুসারে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মুদ্রাকরের যোগাযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, অভিযুক্ত প্রবন্ধটী প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধ।

হাইকোর্টের বিচারপতি মেসার্স সুরাবর্দী ও গ্রেহামের এজলাসে উক্ত সম্পাদক ও মুদ্রাকর জামীন ও আপীলের সময় প্রার্থনা করিয়া আবেদন-পত্র দাখিল করেন। বিচারপতিদ্বয় উভয়কেই জামীনে ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন। হাইকোর্টে আপীল করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ১ সপ্তাহ সময়ও দেওয়া হইয়াছে।

আফ্রিকার হীরক-সমস্যা

কেপটাউন, ৬ই জানুয়ারীর সরকারী সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ-আফ্রিকার নামাকুয়াল্যাণ্ডের অবস্থা এখনও উদ্বেগ-মুক্ত হয় নাই। অদ্য ২১ জন সশস্ত্র-পুলিসকে সোলোথ বন্দরে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কি উত্তর দেন, তাহা জানিবার জন্য আগামী কল্য নামাকুয়াল্যাণ্ডের হীরক-উত্তোলন-কারীদের এক সভা হইবে। সেই সভার আলোচনার কি ফল হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন আছেন। এদিকে ডিষ্ট্রীক্ট-সার্জ্জন মিঃ ষ্টীন ক্যাম্পের নিকট ৫০ ক্যারাট ওজনের হীরক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করায় সোলোথ বন্দরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

জলপথেও ডাকাতি

পাবনা, ৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গোয়ালন্দের নিকটে এক সাঙ্ঘাতিক রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। একখানি বাস যাত্রী লইয়া গোয়ালন্দ যাইতেছিল, পথিমধ্যে কতিপয় দুর্বৃত্ত বাসখানি আক্রমণ করিয়া যাত্রীদের মালপত্র লুণ্ঠন করিয়া লয়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

মহীশূর-সরকারের হুকুম

জাতীয় দলের অতি প্রাচীন [illegible] দৈনিক 'মহীশূর পেট্রিয়ট' এবং সাপ্তাহিক 'সম্পদ্ অভ্যুদয়' এর সম্পাদক এম, বেঙ্কটাকৃষ্ণিয়া [illegible] উপর মহীশূর সরকার পত্রিকাগুলি প্রকাশ বন্ধের আদেশ নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। [illegible] জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দাঙ্গাহাঙ্গামায় দরুণ সরকারকে দায়ী করিয়া উক্ত পত্রিকাগুলি তীব্র আক্রমণ করে। তাহারই ফলে নাকি এই নিষেধাজ্ঞা।

আন্না পাভলোভা

জগদ্বিখ্যাত রুষিয়ার নর্ত্তকী 'আন্না-পাভলোভা' অধুনা কলিকাতার আসিয়া গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। ভারতীয় ও বিদেশীয় বহু বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক—স্ত্রী-পুরুষ তাঁহার নিকট উপহার-পাণি হইয়া নিঃশব্দে উপহার দিয়া চলিয়া যাইতেছে। পাভলোভা নাকি দেখিতে খুব সুন্দরী আর ভাল নাচিতে পারেন। ভারতের নারীগণই নাকি পাভলোভাকে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে। পাভলোভার মতে নৃত্যকলায় পারদর্শিতাই নাকি নারী-জীবনের সার্থকতা! ধন্য ভারতের নারী-জাগরণ আর ধন্য কলি তোমার প্রভাব!

কার্পাসের উপর শুল্ক হ্রাস

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক সমিতির ভারতীয় বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার দিকে যে সমস্ত কার্পাস-পণ্য প্রেরিত হইয়া থাকে, উহাদের শুল্ক প্রতি টনে ৫ শিলিং কমিয়া যাইবে। প্রতি টনে বর্ত্তমান শুল্ক হইতেছে ৫৭ শিলিং ৬ পেন্স। অবিলম্বেই এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে।

স্যার দিনশা ওয়াচার পদত্যাগ

বোম্বাই, ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, স্যার দিনশা ওয়াচা সেণ্ট্রাল-ব্যাঙ্ক-অব্-ইণ্ডিয়ার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, মতদ্বৈধতাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ।

বোম্বাই হাইকোর্টে নূতন অস্থায়ী বিচারপতি

ব্যারিষ্টার মিঃ বোমানজী জামসেদজী ওয়াদিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে ৬ সপ্তাহের জন্য অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

খেলোয়াড়ের আত্মহত্যা

দিনাজপুর, ৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ ঐ সহরের অশ্বিনীকুমার বসু নামক একজন বিখ্যাত খেলোয়াড় আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত্যুর চারিমাস পূর্ব্বে তিনি একটী সংসদ কন্যাকে বিনাপণে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দেশহিতকর-অনুষ্ঠানে তিনি খুব উদ্যোগী ছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব রুষীয়-জারের পিতৃব্য-পুত্রের মৃত্যু

নীসন, ৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব রুষীয়-জারের পিতৃব্য-পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস ফ্রান্সের অন্তর্গত নীস নগরে নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বিগত মহাসমরে ১৯২৪ এবং ২৫ সালে রুষিয়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাহার পর তিনি রাসপুটিনের চক্রান্তে পদচ্যুত হয়েন।

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর ফাঁসী

রেঙ্গুন, ৭ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহার মঠের নূতন দীক্ষিত একজন লোককে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রোমের সেসনে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার প্রতি ফাঁসীর হুকুম হওয়ায় হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছিল। আপীলে নিম্ন-আদালতের হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

মরক্কোর ফরাসী রেসিডেণ্টের পদত্যাগ

যাঁহারা ব্যবসায়-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা সরকারী চাকুরীতে থাকিতে পাইবেন না—এইরূপ নূতন আইন হওয়াতে মরক্কোর রেসিডেণ্ট জেনারেল মিঃ ষ্টীগ পদত্যাগ করিয়াছেন।

কংগ্রেস প্রতিনিধি ধৃত

নাগপুরের কংগ্রেস-প্রতিনিধি সর্দ্দার ভাগ শম্মাকার রাজদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। এরূপ প্রকাশ সর্দ্দার লাল 'বন্দেমাতরম্' 'সাইমন ফিরিয়া যাও' শীর্ষক কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া, কংগ্রেসের সময় দেশবন্ধুনগরে বিতরণ করেন। পুলিশ খানাতল্লাসীর সময় উহার উক্ত কতকগুলি পুস্তক লইয়া গিয়াছে। আসামীকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪	৪—৬	—
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৯ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫	—	৮—৫০

উকীলের প্রেম-পরিণাম

মং ডোন পী নামক জনৈক উকীল একজন ব্রহ্মদেশীয় মহিলাকে হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ৬০ টাকা জরিমানা ও আদালতের কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক থাকিবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সে কথা অস্বীকার করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি হাইকোর্টে এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে আর ওকালতী করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন।

বড়লাটের শকর বারাণসী যাত্রা

প্রতাপগড়, (অযোধ্যা) ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভারতের বড়লাট ও লেডি আরউইন গতকল্য প্রাতে তথায় উপনীত হইলে কামশনার মিষ্টার হুইটি ও কৃষি-বিষয়ক উপদেষ্টা মিষ্টার ক্লাউসটন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থিত করেন। কৃষি-গবেষণা-ইনষ্টিটিউট ও কৃষি-কলেজ পরিদর্শন করিয়া রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটের সময় সস্ত্রীক বড়লাট গাজীপুর যাত্রা করেন। তথায় তাঁহারা অহিফেন কারখানা পরিদর্শন করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সমাধিস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা রেলগাড়ীযোগে বারাণসী যাত্রা করেন।

লর্ড মেয়রের কাণ্ড

কয়লার খনি অঞ্চলের দুর্দ্দশাগ্রস্তদের সাহায্যার্থ লর্ড মেয়র যে কাণ্ড খুলিয়াছেন, তাহাতে এখন ৪,৩০,০০০ পাউণ্ডেরও বেশী উঠিয়াছে।

সুয়েজ খালের রহস্য

ব্যাঙ্কারের মৃত্যু

লণ্ডনের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য লণ্ডনে জ্যাকওয়েস ওপেন হিমের মৃত্যু হয়—ইনিই ইংলণ্ডকে সুয়েজ খাল কিনিয়া দিয়াছিলেন।

ইঁহার ইনি প্যারির রাজস্ব কালে ইনি বহুদিন কাইরোয় ছিলেন। ইনি ওপেনহিমের ব্যাঙ্কের একজন অংশীদারও ছিলেন। এই ব্যাঙ্ক ইজিপ্ট সরকারকে বহু ঋণদান করিয়াছিলেন।

খেদিবের সহিত ওপেনহিমের অতিশয় বন্ধুতা ছিল। একদিন খেদিব তাঁহাকে জানান যে, একজন লোক তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সুয়েজ খালের অংশ খরিদ করিতে চাহে। ওপেনহিম জানিতেন, ঐ খালের অংশ পাইলে, ফরাসীদের খালের সুবিধা হইবে, তিনি তখন খেদিবকে ২৪ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, খেদিবকে আরও বেশী পাওয়াইয়া দিতে পারেন। সেইদিন বৈকালে ওপেনহিম, লণ্ডনে তাঁহার ভ্রাতার নিকট তার করেন। তাঁহার ভ্রাতা মিঃ ডিসরেলির নিকট যাইয়া একথা জানান, ফলে মিশরে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড তারযোগে প্রেরিত হয় এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খালের ঐ অংশের মালিক হন। ২৪ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত কাজ শেষ হয়।

—আনন্দবাজার

বিলাতী ব্যাঙ্কের বিপুল লাভ

গত বৎসর মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছিল ২,৩৫৯,৫৫৫ পাউণ্ড; আর লয়েড ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছিল ২,৫১৮,১৪৩ পাউণ্ড।

কক্সবাজার হত্যাকাণ্ডের [illegible]

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার [illegible] মামলা [illegible] শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন [illegible] গুপ্ত প্রভৃতি ১৫টি [illegible] দৈনিক জ্যোতিঃ'র [illegible] শ্রীযুত মণিচন্দ্র রায়, শ্রীযুত সতীশ [illegible] দাস প্রভৃতি চট্টগ্রামে [illegible] তাঁহাকে অভ্যর্থনা [illegible] উক্ত হত্যাকাণ্ডের মামলা [illegible] শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত ঐ রাত্রেই কলিকাতা ফিরেন। তিনি তথাকার নূতন কারাচিত্রালয় দেখিয়া অতিমাত্রায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

'মুক্তি' সম্পাদক অভিযুক্ত

পুরুলিয়া, ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ঐ দিবস অপরাহ্নে পুলিশ "মুক্তি" আফিসে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসী করে এবং কতকগুলি পুরাতন নথীপত্র লইয়া যায়। এরূপ প্রকাশ, 'মুক্তি'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য এই খানাতল্লাসী হয় এবং পুলিশ কতকগুলি পুরাতন নথীপত্র লইয়া যায়। আরও প্রকাশ, 'মুক্তি'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে মুক্তি-সম্পাদক শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী অভিযুক্ত হইয়াছেন।

ত্রিবেণী-সঙ্গমে নূতন ষ্টেশন

এলাহাবাদে আগামী কুম্ভ মেলার সময় অগণ্য যাত্রীর সমাগম হেতু এলাহাবাদ ষ্টেশনে অত্যধিক জনতার জন্য লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে মনে করিয়া ই, আই, রেলের কর্ত্তৃপক্ষ ত্রিবেণী-সঙ্গমে একটা নূতন বড় ষ্টেশন প্রস্তুত করিবেন। ইহাতে যাত্রীদের খুব সুবিধা হইবে।

যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হুভার তাঁহার দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ওল্ড পরেণ্ট উট নামক জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি অবিলম্বে ওয়াশিংটন যাত্রা করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে স্যার ম্যালকম হেলি

লণ্ডন, ৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেলি এবং লেডী হেলি লণ্ডনে উপস্থিত [illegible] খুব কঠোর মনে করিলেও তাঁহারা সুখে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

... পৌষ, শনিবার— ...

সাময়িক-প্রসঙ্গ

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই ভগবদ্‌-বহির্ম্মুখতা ব্যতীত আর কিছুই দৃগ্‌গোচর হয় না! মানুষ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, ইন্দ্রিয়-তর্পণে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, চিন্তায়—সকল বিষয়েই কৃষ্ণ-বিমুখতা ছাড়া আর কিছুই করিবে না—ইহাই হইয়াছে তাহার 'মূল-মন্ত্র'। কৃষ্ণ-সেবা করার কথা দূরে থাক, মানুষ কৃষ্ণকেই তাহার খেয়াল বা খেয়ালাচারের দাস করিতে চাহে! আহা কি ভীষণ দুর্দ্দিন আজ ভারতের! যে ভারতে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারাবতী, কাশী, গয়া, প্রয়াগ, অভিন্ন-বৃন্দাবন শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি অগণিত ভগবল্লীলা-ক্ষেত্রসমূহ এখনও শ্রীভগবানের পদরেণু বক্ষে ধারণ করিয়া কত পুরাতনের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিতেছে—যে ভারতেই সর্ব্বাবতারী ভগবান্‌ স্বয়ং পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া কতই না লীলা করিয়াছেন—যে ভারতে ভগবান্‌ প্রতিকল্পে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর—এই ত্রি-যুগে স্বয়ং অবতরণ পূর্ব্বক মায়াবাদ বা আত্মবাদের সংহার সাধন করিয়া জীবাত্মার নিত্য-ধর্ম্ম ভগবৎ-সেবা সংস্থাপন করিয়াছেন এবং যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হইবে, তখনই নিজে আসিয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে পাঠাইয়া সে গ্লানি দূর করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত করিয়াছেন—যে ভারতে কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তি-সম্পৎ আপামরে বিতরণ-লীলা করিয়াছেন—যে ভারতের গগন পবন একদিন অন্তরঙ্গ-পার্ষদ-সমাবৃত সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরেরই প্রচারিত মৃদঙ্গ-করতাল-ধ্বনি-সম্বলিত উচ্চ-কৃষ্ণকীর্ত্তন-ঘোষে অনুক্ষণ মুখরিত হইয়াছে, যে ভারতের গোদাবরী-তটে বিদ্যানগরে শ্রীভগবান্‌ গৌরসুন্দর তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ প্রিয়-পার্ষদ শ্রীরায় রামানন্দের নিকট সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসাচ্ছলে তাঁহার মুখ দিয়া কৃষ্ণভক্তিকেই সাধন ও সাধ্য বর্ণন করাইয়া প্রেমভক্তিকেই সর্ব্বসাধ্যসার এবং কান্তাপ্রেমকেই সর্ব্বসাধ্যশিরোমণি বলিয়া বর্ণন করাইয়াছেন, সেই ভারতেই আজ ভক্তি-কথার যত অভাব! যে ভারতের পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ... হইয়াছে, সেই ভারতে — অনুগ্রহণ করায় ... সৌভাগ্য লাভ করিয়া মানুষ আজ এত কৃষ্ণ-বিমুখ—এত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে! অহো! আজ আর ভক্তির আদর নাই! মানুষ আজ অনিত্য দেহ-গেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চিন্তাতেই অতি ব্যস্ত! যে ভারতের প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তি-মহিমা-কীর্ত্তন করিতেছে, সেই ভারতের মানব কৃষ্ণ-বিমুখ,—ভাবিলেও বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! হে বন্ধুগণ! একবার আমাদের পূর্ব্ব গৌরব-সমূহ স্মরণ করুন। যে ভগবান্‌ যুগে যুগে আমাদেরই উদ্ধার নিমিত্ত যুগ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, সেই ভগবৎকথিত যুগ-ধর্ম্ম বিমুখ কেন হইয়া আমরা ইতর-ধর্ম্মে লিপ্ত হইতে যাইব? কলিযুগ-ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন। কলি সর্ব্বদোষের আকর হইলেও শ্বেতবরাহ-কল্পের অষ্টাবিংশতি-চতুর্যুগের বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় এ কলির বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। ত্রিকালদর্শী পরমহংস-চূড়ামণি নারদ গোস্বামী হরের্নামৈব কেবলম্‌ শ্লোকে একমাত্র এই নাম সঙ্কীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ সাধন ও শ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্‌ গৌরসুন্দরই সেই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের পিতা। অতএব গৌর-পাদাশ্রয় ব্যতীত কলি-জীবের উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। গৌরসুন্দর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা বা স্ব-পর— ভেদ-বুদ্ধি প্রচার করেন নাই। জীব-মাত্রেরই সর্ব্বোপাস্য ভগবান্‌ গৌরহরি জীব মাত্রেরই মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকেই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বা সাধন ও কৃষ্ণ-প্রেমকেই প্রয়োজন বা সাধ্যসার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এ জগতে মানুষের কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর কোন কাজ নাই। শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা—একথা ভুলিয়া নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করা হইতেই জগতের নানা কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্ম্ম করিতেই হইবে—এটা ঠিক, কিন্তু অচেতনের কর্ম্ম না করিয়া চেতনের কর্ম্মই করা উচিত, ইহাই শ্রীভগবান্‌ ও ভক্তগণের শিক্ষা। জগতের সমস্ত কার্য্যই ভগবৎ-সেবা-তাৎপর্য্যপর হইতে পারে। "আমি জগদুদ্ধারকর্ত্তা আমার সিদ্ধান্তগুলিই জগতের হিতসাধনে অনুকূল, ত্রিকালজ্ঞ সাত্বতশাস্ত্রকারগণের মতগুলি বর্ত্তমান নবীন ভারতের নবীন উন্নতের সিদ্ধান্ত পরিপন্থী, তাহা গোঁড়ামি, অসভ্যতা, অদূরদর্শিতার চিন্তা-স্রোত বা তাৎকালিক অদূরদর্শিতার উপযোগী কথা মাত্র, বর্ত্তমানে সে সকল কথার উপযোগিতা আদৌ নাই" ইত্যাদি প্রলাপিত বুদ্ধি কুতর্ক দেহাত্মাভিমান হইতেই প্রসূত। "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" গীতার এই শ্লোকেই 'বর্ত্তমানযুগের সমস্ত' বিচার অভিব্যক্ত।

ক্যাঁকড়ার মাঠ

শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপ ভাগীরথী-তটে অবস্থিত। শ্রীধাম-নবদ্বীপ নয়টী দ্বীপ লইয়া গঠিত। গঙ্গার পূর্ব-তটে বর্ত্তমান অন্তর্দ্বীপ, রুদ্র-দ্বীপ, সীমন্ত-দ্বীপ, গোদ্রুম-দ্বীপ ও মধ্য-দ্বীপ এবং পশ্চিম-তটে—কোল-দ্বীপ, ঋতু দ্বীপ, জহ্নু-দ্বীপ ও মোদদ্রুম-দ্বীপ আছে।

শ্রীঅন্তর্দ্বীপকে সাধারণ কৃষকেরা ভিতর-দ্বীপের মাঠ বা দ্বীপের মাঠ বলিয়া থাকে। এখানেই যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর অবস্থিত। এখানেই **শ্রীগৌর-জন্মভূমি**। বাহির-দ্বীপ বলিলে গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত কোলদ্বীপ ও মোদদ্রুম-দ্বীপের কতক অংশকে লক্ষ্য করে। ক্যাঁকড়ার মাঠকে কোনদিন কেহই অন্তর্দ্বীপ বলে না, কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি দুরভিসন্ধিমূলে ক্যাঁকড়ার মাঠের বাহির-দ্বীপ নাম উঠাইয়া দিয়া বাহির অর্থে ভিতর বা অন্তর বলিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিতেছে। অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরের প্রকৃত সংস্থান বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে কোল-দ্বীপ ও মোদদ্রুম-দ্বীপের রামচন্দ্রপুরে ক্যাঁকড়ার মাঠে "মিঞাপুর" নাম জাগাইবার মিথ্যা ও অবৈধ প্রয়াস করে।

অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা শ্রৌতবিচারকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের এবং তৎসঙ্গে দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রৌতপন্থানুসরণে সাত্বতশাস্ত্রজ্ঞ মহাজনগণের বিচারের আনুগত্য স্বীকার করুন, তাহা হইলেই নিখিল জগতের নিত্য উপকার সাধিত হইবে। মহাজনগণ নিজের ও জগতের হিতার্থ যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কেবল তাৎকালিক নহে, কিন্তু তাহা সার্ব্বকালিক; বর্ত্তমানে একমাত্র সেই পন্থারই সর্ব্বতোভাবে উপযোগিতা আছে। দেশে শুদ্ধভক্তিকথার সুষ্ঠু প্রচার হইলেই দেশের অভাব, অভিযোগ, অশান্তি—যাবতীয় অমঙ্গল সমূলে বিনষ্ট হইবে। যেমন অন্ধকারের ধর্ম্ম অন্ধকার করিবেই, আলোক আনয়ন ভিন্ন শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন চেষ্টা দ্বারাই অন্ধকার দূর করা যায় না, সেইরূপ মায়িক জগতের অভাব অসুবিধা রূপ অন্ধকার ভগবৎকৃপালোক লাভ ব্যতীত কখনও অন্য উপায়ে দূর হইবার নহে। ভগবৎপ্রপত্তিই এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অভাব অসুবিধা দূর করিতে একমাত্র সমর্থ। শ্রীভগবান্‌ গীতায় তাহাই বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

ক্যাঁকড়ার মাঠ বাহির-দ্বীপে। তাহাকে অন্তর্দ্বীপের মায়াপুর বলিয়া নাম রাখিবার কাহারও অধিকার নাই। ঐরূপ [illegible] যে, সত্যের লোপ করিবার চেষ্টা-টাই—তাহা সকলেই বুঝিতেছেন, কিন্তু লোকের চক্ষে ধূলা দিবার প্রয়াসকারি-প্রতারকগণকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিতে না পারিলে, তাহারা ঐরূপ মিথ্যা ও জেয়াল-স্থাপন-কার্য্য হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। যেরূপ প্রতারকগণ দুরভিসন্ধিমূলে নাম জাল করিয়া ঔষধাদি-দ্রব্য আসল বলিয়া চালায়, সেরূপ জাল নাম দ্বারা এক স্থানকে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া ব্যবসা করিবার চেষ্টার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। আমরা শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভাকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জাল-নাম-দাতৃগণকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। প্রবঞ্চনামূলে অপ্রামাণিক-কথাকে খাঁটী সাজিয়া প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করিতে গেলে, উহাই কি প্রবঞ্চনাপরাধ নহে?

ক্যাঁকড়ার মাঠ অন্তর্দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত নহে। উহার বহু প্রমাণ আছে। মায়াপুর অন্তর্দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত ভূমি-বিশেষ, ইহা গঙ্গার পূর্ব্বপারে, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ আছে। ক্যাঁকড়ার মাঠ কোল-দ্বীপ ও মোদদ্রুমের অন্তর্গত ভূমির অংশ। তাহা কখনই অন্তর্দ্বীপ নহে। সকলেই একবাক্যে সাক্ষ্য-প্রদান করিবে, উহা বাহির-দ্বীপের ভূমি এবং গঙ্গার পশ্চিম-তটে অবস্থিত। গায়ের জোরে নানাপ্রকার কৌশল বিস্তার করিয়া ব্যবসা করিবার নামে লোক-প্রতারণা কি ফৌজদারী-আইন-অন্তর্গত নহে? ক্যাঁকড়ার মাঠকে মায়াপুর নামে পরিচয় দিয়া শ্রীমায়াপুরের ডাকের পত্রাদি ফাঁকি দিয়া প্রতারণা করার কি প্রতিকার নাই? যাত্রিগণকে ধোঁকা দিয়া ক্যাঁকড়ার মাঠে লইয়া গৌরভক্তগণকে ঠকাইবার-চেষ্টা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। ইহা যদি আইনের ফাঁকে রেহাই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরোও কত না অপরাধ বৃদ্ধি পাইবে। প্রতারণা অবাধে চালাইবার জন্য এবং মতভেদ বাধাইয়া বাঁচিয়া যাইবার জন্য চেষ্টাগুলি সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ করিয়াও, অপরাধিগণ অনভিজ্ঞ লোকের সাহায্য পাইতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। যাহার যখন ইচ্ছা, প্রতারণার উদ্দেশ্যে অপরের ক্ষতি করিবার বাসনায়, সত্যলোপ করিয়া যে একদল লোক দুরভিসন্ধি চালাইতেছে, তাহাদিগকে অবৈধ-কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার একটা আইন হওয়া আবশ্যক।

দুঃখ

জগতে অনেকে অনেক জিনিষ চায়, কিন্তু চায় না কেবল একটী জিনিষ সেটী হচ্ছে "দুঃখ"। চাওয়া ত দূরের কথা, যাতে করে আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে না পারে, সেই জন্য আমরা উঠে পড়ে চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু আমাদের চেষ্টাকে বিফল করে দুঃখ অনাদৃতভাবেও আমাদের নিকট এসে হাজির হয়, জানি না, আমাকে সে কত ভাল বাসে। কিন্তু আমরা যাকে চাইনা, যাকে ভাল বাসি না, যাকে দূরে রাখ্‌তে চাই, সে কেন তবে আমাকে ভালবাসতেই চায়, আমার কাছ ছাড়া হ'তে চায় না?

দুঃখ শব্দটাই দুঃখদায়ক। জগৎ পতির জগতে আপাত-সুখকর, পরিণামে দুঃখদায়ক, লোককে ভোগা দেওয়ার অনেক জিনিষ আছে, তারা আমাদিগকে প্রথম মুখে যে স্বরূপটি দেখাইয়া মুগ্ধ করে, পরিণামে এমন বিরূপ দেখায়, যাতে ক'রে আমাদের প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে উঠে, কিন্তু দুঃখকে যে সকলই খারাপ ব'লে ভয় করে, উহা কিন্তু অকপট অভয়-দাতা। দুঃখ কপটতা বুঝেনা, ভোগা দেয় না, স্বরূপ বদলায় না, কিন্তু উহা জীবের সহিত এমন সরল ব্যবহার করে যে, উহার আগমনে জীব দুনিয়ার আর চাওয়াটা—বেশ বুঝ্‌তে পারে।

দুঃখ সুখের বিপরীত। জীব যেটা চায়, সেটা না পেলে তার দুঃখ হয়, তাই সে দুঃখটাকে আদৌ আদর করে না। কিন্তু জীবের যে একটা অভাব আছে, সেটা যদিও অনেক চেষ্টার পর পায়, তথাপি সেইটাকেই ছাড়্‌তে হয়। হয় পাওয়া জিনিষ আমাদের জীবিতাবস্থায় হারাইতে হয়, নতুবা সেই জিনিষটাকেই রেখে আমাদিগকে চলে যেতে হয়। তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে দুঃখটাই আমাদের প্রকৃত সুখ-প্রাপ্তির সহায়-স্বরূপ। 'সুখ' বলে একটা কথা দুনিয়ায় চল্‌ছে বটে, কিন্তু দুনিয়ায় কি সুখ আছে? অশ্বডিম্ব যেমন চলিত কথা, আকাশ-কুসুম যেমন উদাহরণের কথা, কিন্তু অশ্বের যেমন ডিম্ব হয় না, আকাশে যেমন কুসুম ফুটে না, তেমনি সুখেরও কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না। কেবল সুখ কথাটা শুন্‌তেই ভাল শুনায়।

এই জগতে আমরা কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছি, বেশী দিন থাকতে চাইলেও পারতে পাব না। সুতরাং আদি-অন্ত-বিশিষ্ট স্থানে সুখের সম্ভাবনা কোথায়? জগতে দেখ্‌ছি সকলেই সুখের দিকে ছুটে সুখ না পেয়ে দুঃখই পাচ্ছে। আর নিজের জীবনেও বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সুখ পাওয়া দায়। এত দেখে শুনে, বুঝে পড়ে, তবুও কিনা আমি দুখের নেশায় সুখের দিকে যাচ্ছি। আর আমার 'পরম বন্ধু 'দুঃখ' এসে আমায় সে নেশাটা ছুটিয়ে দিয়ে প্রকৃত শান্তির পথের পথিক করবার চেষ্টা করছে।

ভুবনমঙ্গল ভুবন-পতির ভুবনে যত জীব বাস করে, সকলেই সেই ভুবন-নাথের সেবা ছাড়া লোক। সেবাছাড়া তা'দিগকে এই ভোগময় রাজত্বে এনে বেশ করে ভোগের পরিণামটা বুঝিয়ে দিচ্ছে, বাঞ্ছাকল্পতরুর কাছে যে যাহা বাঞ্ছা করে, সে তাই পায়, কিন্তু তিনি জীবকে যে সম্পদ দিতে ইচ্ছা করেন, সে সম্পদ, আমার ন্যায় সেবা-বিমুখ জীব চায় না। দয়াময় কিন্তু আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ক্ষণিক সুখ দিয়াও পরিণামে সেই পরমধন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাই তিনি এ বিশ্বে আপাত-সুখকর বস্তু রেখে, আদি, মধ্যে, অন্তে সুখাভাব-'দুঃখ'কে দিয়েছেন। এই ব্যাপারটা 'প্রণয়ী' লোকেরা বুঝে না।

যার অভাব আছে, সেই অভাব মিটাতে চায়। কিন্তু জীবের অভাব ত একটা নয়—বহু। সুতরাং বহু অভাবগ্রস্তের অভাব দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? এই অনন্ত অভাবরাশির মূল কারণ যতদিন না খুঁজে পাওয়া যায়, ততদিনই অনন্ত অভাব-স্রোতে ভাসতে হয়। এই স্বভাবের মূল দেখাতে দুঃখই একমাত্র সহায়। দুঃখ বারবার আমার কাছে এসে আমাকে দেখায় যে, এই অভাবের রাজত্বে অভাব-গ্রস্ত জীবের সঙ্গে থেকে থেকে আমিও সেই পথের পথিক হয়েছি। সুখের জনক কনক। এই কনককে পেতে কষ্ট, রাখ্‌তে ভয়, ব্যয়ে ত্রাস ও ক্ষয়ে শোক। এই কনক বাহিরে সুন্দর হলেও ভিতরে বিষময়। অর্থনামধারী কনক, অনর্থময় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, অবিশ্বাস প্রভৃতির ভাণ্ডার, আবার এই কষ্ট-উপার্জ্জিত অর্থে পাওয়া যায় যে গৃহ, সম্পদাদি, তাহাও চঞ্চল। আমারই 'হাড়ভাঙ্গা-পরিশ্রমে পাওয়া অর্থ আমারই জীবন নাশ করে, আমারই হাতে গড়া গৃহ-খানা আমার সামনে পুড়ে যায়। এই-ভাবে আমি যেদিক দিয়ে সুখের সন্ধানে থাকি, ঠিক সেই দিক দিয়েই আমার অনাদৃত বন্ধু দুঃখটা এসে উপস্থিত হয়। আমার বন্ধু আমাকে দেখাতে চেষ্টা করে ততক্ষণ, যতক্ষণ না আমি আমার স্বভাবটা চিন্‌তে পারি। স্বভাব চিন্‌লে আমি আর অভাবগ্রস্ত থাকি না। সুতরাং আমার আর ক্ষণিক অভাব মিটাবার পিপাসা থাকে না। আমি এই অভাবের রাজত্বে তখন স্বভাবের কার্য্যে নিযুক্ত হই। আর এ কাল পর্য্যন্ত দুঃখকে শত্রু ব'লে ঘৃণার বস্তু মনে করতাম, তখন সেই দুঃখকেই আমার পরম মিত্র ব'লে জ্ঞান হয়। শুধু আমার আত্মীয় নয়, এ জগতের সকলেরই আত্মীয় বলে জানতে পারি। আমি এই দুঃখকে আমার হাতে গড়া কর্ম্মের ফল ভগবানের দেওয়া দান জেনে কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপাবারি পাওয়ার জন্য চাতক পাখীর ন্যায় চেয়ে থাকি।

সুখের নেশা

সে আজ অনেক দিন হলো, যখন প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করি। ঠিক মনে না থাকিলেও বোধ হয় পাঁচত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যালোক দর্শনের পর কয়েক বৎসর যে কি ভাবে যাপ হয়েছে, তা আমি বল্‌তে পারি না। তবে যখন সেই ভাবের জীবকে দেখে বুঝ্‌তে পারি যে মাতৃস্তন্য পানে অবোধ অবস্থায় সে কালটা কাটিয়েছি। শুধু মাতৃ ক্রোড়ে নয়, ছেলে বয়সে ছেলেদের সঙ্গে খেলে খেলা গিয়েছে। পরে গুরুজন আমার অজ্ঞান দূর করে জ্ঞানবান্ করবার জন্য গুরু-গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময়কার স্মৃতিটা অল্প অল্প মনে পড়ে। গৃহে আমার সঙ্গী কেহই ছিল না কেননা আমি আমার পিতামাতার একই পুত্র। কিন্তু গুরু-পিতার গৃহে এসে আমার মত অনেক বালক পেয়ে মনে আনন্দ হলো। প্রথমমুখে তা'দিগের সঙ্গটা বেশী প্রিয় না হলেও কয়েক দিন পরে বেশ ভাল লাগ্‌লো। তাদের সঙ্গে পড়াশুনা, তাদের সঙ্গে খাওয়া, দাওয়া তাদের সঙ্গে খেলা ধূলা এবং তাদেরই সঙ্গে শয়ন করতে করতে আমার হৃদয়টা একটু প্রসারিত হয়ে পড়্‌লো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকলো। এইরূপে গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত করে আসবার পূর্ব্ব হতেই হৃদয়ে আর এক অভিনব ভাব এসে উপস্থিত হলো। সেটা আর কিছুই নহে—সংসারী সাজবার সাধ হলো। তখন জীবনটা শূন্য শূন্য লাগ্‌লো, দ্বিতীয় দেহের সঙ্গ-পিপাসা জেগে উঠ্‌লো।

আমি আমার জনক জননীর বড়ই আদরের ছেলে। আমার মুখের পানে তাকিয়ে তাঁরা সংসার করছেন, আর আমার ভাবী জীবনটা তাঁদেরই মত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে প'ড়লেন। তাঁরা সংসারী, সুতরাং বিশেষ বুদ্ধি রাখ্‌তেন, তাই আমার হৃদয়-ভাব বাহিরে প্রকাশ করবার পূর্ব্বেই তাঁরা সে ব্যবস্থাটা করে ফেল্লেন। আমি তখন নূতন জীবনে নূতন সংসারী হয়ে কত না নূতন নূতন দেখতে [illegible]।

[illegible] দিন কারো [illegible] থাকে না। [illegible] দিনের [illegible] আবেগে চল্‌ছে [illegible]। দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ এরূপ ভাবে চল্‌ছে। প্রথমে আমি একাকীই ছিলাম। সুখের নেশায় আর একটী জীবকে সঙ্গী করে দুইজন হলাম। তার পর ক্রমগতিকে নব নব একটী একটী করে সুখের ভাগী জুটিয়ে আমাকে আটটী পুত্রের ও চারিটী কন্যার জনক করে দিল।

আমি আজ আর একক নই। এখন আমরা চৌদ্দ জন। আগে একের সুখের সন্ধানে ঘুরিতে চল্‌তো, এখন আর সে ভাবে চল্‌ছে না। এখন আমি বহুজনের সুখের ইন্ধন-স্বরূপ। নেশাটা এখন পেকে উঠেছে। সন্তানগুলি বড় হ'তে আরম্ভ করে তারাও আমার পিতার ন্যায় সুখের নেশায় মত্ত হলো। যে কন্যা লাভের জন্য কত না আরাধনা করেছিলাম, এখন ভাগ্যলব্ধ সেই কন্যা-গুলিও বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে পড়লো। তখন কন্যার মুখ দেখে শান্তি দূরে থাকুক অশান্তিই বৃদ্ধি হতে থাকলো। আবার এখন কন্যাদায়। এখন শান্তি-দায়িনী বড়ই অশান্তির কারণ হয়ে উঠ্‌লো। যা হোক্ নেশায় ঘোরে মানুষ আপন ভুলে নেশার যেখান পথে চল্‌তে থাকে, তখন সে আর প্রকৃতিস্থ থাকে না। এমন ভাবে সুখের নেশায় সংসার-সাগরে হাবু ডুবু খেতে খেতে আমার জীবনটা কোন স্রোতের অনুকূলে ভেসে যেতে লাগ্‌লো।

এহেন সুখের নেশায় মেতে চল্‌তে চল্‌তে আর একটা বিপদ এসে পড়্‌লো। যে দেহতরীখানাকে সম্বল করে আমি চল্‌ছিলাম, সেই দেহখানা অপটু হয়ে পড়্‌লো। বড়ই অসুবিধার কথা হলো। চারিদিকেই এখন বিপদ। সুখ, সুখ করে ছুটে কোথায় সুখের কোলে শুয়ে শান্তি পাব, এখন দেখ্‌ছি মেঘের ছায়ায় জুড়াতে যেয়ে শ্রান্তি ও শান্তির বদলে ক্লেশ ও অশান্তিই লাভ হলো।

এখন আমার চিন্তা হয়েছে। ভেবে দেখ্‌ছি প্রথম জীবন আর এখন এই শেষ কালটা। মাঝের কালটা যেন স্বপ্নের মত চলে গিয়েছে। আমাকে বুঝতে দেয় নাই, ভাব্‌তে দেয় নাই। অভাব মিটিয়ে সুখ পাব আশায় যে সংসার করেছি, এখন দেখ্‌ছি [illegible] সুখ-টাই অভাব-বৃদ্ধি।

আমি [illegible] আমার চিন্তা [illegible] —এ [illegible] [illegible] হবে [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible]

বৈষ্ণবচরিত্র

প্রহ্লাদ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অনন্তর, হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন যে, সকলেই প্রহ্লাদের সঙ্গগুণে বিষ্ণুতে ভক্তিলাভ করিয়াছে, তখন নিরাভরণগণ ভীত হইয়া যথাযথ নিবেদন করিলেন যে, এক প্রহ্লাদ হইতে এখন সকলেই মুকুন্দ-চরণে ভক্তিমান হইয়াছে।

হিরণ্যকশিপু সেই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে প্রহ্লাদকে সমীপে আনয়ন পূর্বক তিরস্কার করিতে করিতে, ক্রোধে-কম্পিত-কলেবর হইয়া প্রহ্লাদকে বিনাশের সংকল্প করিল। স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর স্বভাব দৈত্যপতি পাদতাড়িত সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সম্মুখে অঞ্জলীবদ্ধ, বিনীত, শান্ত প্রহ্লাদকে ক্রোধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পূর্বক বলিতে লাগিল,—"রে দুর্বিনীত, মন্দাত্মন্, কুল-ভেদকর অধম, তুই আমার শাসন লঙ্ঘন করিয়াছিস, তোকে অদ্যই যমালয়ে প্রেরণ করিব।" কিন্তু এরূপ তিরস্কারে প্রহ্লাদ বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হওয়ায় হিরণ্যকশিপু পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন —রে মূঢ়, ক্রুদ্ধ হইলে লোকপালগণের সহিত ত্রিভুবন কম্পিত হয়, তুই কাহার বলে ভয়শূন্য হইয়া আমার শাসন অতি-ক্রম করিয়া দাম্ভিকভাবে অবস্থান করিতে-ছিস, ? প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে রাজন্, আমি যে বলে বলী, সে কেবল আমার বল নহে, সে আপনারও বল এবং অন্যান্য বলবানদিগেরও একমাত্র বল। একমাত্র বলী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; স্থাবর, জঙ্গম, পর, অপর, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি সকলকেই নিজ বলে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই কাল, তিনি ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি, দেহশক্তি ও আত্মস্বরূপ। তাঁহার পরাক্রম অসীম, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অধীশ্বর, এবং তিনিই নিজ শক্তি দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন। হে অসুররাজ, আপনার বিষ্ণুভক্তিশূন্যতারূপ আসুর ভাব পরিত্যাগ করুন, শত্রুমিত্র সকলের প্রতি ভেদ-রহিত সমভাব ধারণ করুন ; অবশীভূত মন ব্যতীত আর শত্রু কেহই নাই, সেই মনকে জয় করিয়া সর্বভূতে সমদর্শী হইতে পারিলেই আপনার 'স্ব-পর' বুদ্ধি বিনষ্ট হইবে। উহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ আরাধনা। হে দৈত্যপতে, আপনার ন্যায় কতকগুলি মূঢ় ব্যক্তি স্ব-শরীরে অবস্থিত কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণকে পরাজিত না করিয়াই নিজকে ত্রিভুবনবিজেতা অভিমান করিতেছেন। সর্বত্র সমদৃষ্টি যুক্ত সাধুর শত্রু নাই।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের তিরস্কারে অত্যন্ত অপমানিত হইয়া রোষসহকারে বলিল,—অরে মন্দবুদ্ধি, তুই আমাকে নিন্দা করিয়া নিজে 'জিতশত্রু' বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস ? আমার বোধ হয়, তোর মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে। মুমূর্ষু-মৃত্যুর পূর্বে এইরূপ নানা প্রকারের প্রলাপ বকিয়া থাকে। ওরে হতভাগ্য, আমি ভিন্ন আমার অধিক ঈশ্বর কে আছেন, যদি থাকেন, তবে তিনি কোথায় ? প্রহ্লাদ বলিলেন,—তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। তাহা শুনিয়া হিরণ্য-কশিপু বলিলেন,—যদি তিনি সর্বত্রই আছেন, তবে এই স্তম্ভে তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। উত্তম ; বিকত্থনকারী তোকে আমি খড়্গ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিতেছি, দেখি তোর রক্ষক হরি আসিয়া তোকে রক্ষা করেন কিনা ? এই বলিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টিতে স্তম্ভে আঘাত করিল। সেই মুষ্টিপ্রহারে স্তম্ভ হইতে এরূপ ভীষণ শব্দ হইল, যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ফাটিয়া গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব-স্ব-স্থানে অবস্থিত হইয়া মনে করিলেন,—বুঝি আমাদের স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গেল। হিরণ্যকশিপু পুত্রবধাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়াও বুঝিতে পারিল না যে, কোথা হইতে সেই শব্দ আসিল ?

ভগবান শ্রীহরি নিজভৃত্য প্রহ্লাদের বাক্য (হরি সর্বত্র) রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহরূপে অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক স্তম্ভমধ্যে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার ক্রোধান্বিত নয়ন যুগল উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায়, রোমকন্টকিত মুখ, বিকট দন্ত, ক্ষুরধার তুল্য ভ্রুকুটি বদন, সর্বত্র প্রসারিত শতশত বাহু ও অস্ত্রসকল দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি এইরূপে দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন।

হিরণ্যকশিপু মনে করিল—যদি মহামায়াবী হরি আমার এই প্রকারে মৃত্যুর নিবন্ধ করিয়া থাকেন, তথাপি একবার চেষ্টা করিয়া দেখা কর্তব্য—এই বলিয়া গদাধারণ পূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইল এবং গদা দ্বারা ভগবানকে আঘাতের চেষ্টা করিলে গরুড় যেমন মহাসর্পকে গ্রাস করে, নৃসিংহদেবও সেইরূপ গদার সহিত হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া ফেলিলেন। গরুড়ের মুখ হইতে সর্প যেরূপ নিষ্ক্রান্ত হয়, সেইরূপ হিরণ্যকশিপুও নৃসিংহের হস্ত হইতে বহির্গত হইয়া পড়িল। মেঘান্তরালে লুক্কায়িত দেবগণ তদ্দর্শনে ভাল মনে করিলেন না।

হিরণ্যকশিপু নৃসিংহের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে নিজবলে ভীত মনে করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণ পূর্বক পুনর্ব্বার নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইল। সর্প যেরূপ মূষিককে এবং গরুড় যেমন সর্পকে বিনাশ করে, তদ্রূপ নৃসিংহদেব দৈত্যরাজকে আক্রমণ পূর্বক দ্বারদেশে স্বীয় ঊরুদেশে স্থাপন পূর্বক নখর দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিয়া ভগবান্ হরি অন্যান্য সহস্র সহস্র দৈত্যকে নিহত করিলেন। রক্তবিন্দুতে তাঁহার কেশর সিক্ত হইয়াছিল, তিনি গজবধপ্রমত্ত সিংহের ন্যায় জিহ্বা দ্বারা নিজ মুখ বদনের প্রান্তভাগ অবলেহন করিতে করিতে অন্ত্রমালাবিভূষিত হইয়াছিলেন তাঁহার জটা দ্বারা মেঘসকল কম্পিত বিদীর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার দৃষ্টিতে গ্রহগণের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইয়াছিল, তাঁহার নিশ্বাসে সমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে দিগ্‌হস্তী সকল আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিহীন রাজ-সিংহাসনে আসীন হইলেন, কিন্তু ভীতিক্রমে কেহই তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিল না। লোকত্রয়ের শিরঃপীড়াকর আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু যুদ্ধে নিহত হইয়াছে দেখিয়া অতি হর্ষবশে সুরস্ত্রীগণ নৃসিংহোপরি মুহুর্মুহুঃ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ, প্রজাপতিগণ এবং চারণ, যক্ষ, কিন্নর, বেতাল প্রভৃতি সকলে আসিয়া নৃসিংহদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, সুখ-বিন্দু লাভ করবো বলে ছুটো ছুটি ক'রেছি, এখন দেখছি সেই সুখের পদে পদে অসুখ, পদে পদে ভয় ও পদে পদে শোক, আবার শেষে কিনা হাত গুটিয়ে, সুখের সাজান সংসারটা ছাড়তে হবে। হায় ! হায় ! আমি যদি পূর্বেই এই ব্যাপার হবে জানতে পারতাম, তাহ'লে আমার আজ কি এই দুর্গতি হতে পারে ? তখন যে আমাকে কেহই সুবুদ্ধি দেয় নাই। ওহে পিতৃদেব, ওহে গর্ভধারিণী জননী দেবি আজ তোমরা কোথায় জানিনা, তোমরা যদি আমাকে একটু বুঝতে দিতে—বিচার করবার সময় দিতে জগতের উদাহরণ দেখিয়ে দিতে, তাহ'লে কি আমাকে আজ এই সুখের নেশায় মত্ত হতে হ'তো।

মানুষ নিজের রক্ত জল করে উপার্জন করা অর্থে নেশা করে। শরীরটা—চরিত্রটা নষ্ট হয় এবং উপার্জিত অর্থটাও খরচ হয়ে যায়। আর অধিকন্তু নেশা করে মত্ত হলে রাজকর্মচারী কর্তৃক প্রহার-পুরস্কার লাভ হয়। আমারও সেই দশা হয়েছে। এমন মানব জীবনটা ক্ষণিক সুখের আশায় ছেড়ে দিয়ে তথাকথিত জীবনটা ত নষ্ট হলই, অধিকন্তু ভাবী অসংখ্য জীবনে হরিবিমুখ হয়ে থাকবার আয়োজন করলাম।

ওহে পতিতপাবন পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবঠাকুরগণ, আপনারাই জীবের প্রকৃত বন্ধু। এই পথহারা দেশে ভ্রান্ত পথিককে প্রকৃত পথে নিয়ে যাবার জন্য আপনারাই একমাত্র পথপ্রদর্শক। এই জীবন-পথে আত্মীয় নামধারী অনেক বাটপাড় আমাদিগের সর্বস্ব হরণ ক'রে কাঙ্গাল ক'রে ছেড়ে দেয়, আর আপনারাই পরমাত্মীয় রূপে জীবকে জীবের সর্বস্ব কৃষ্ণ অর্পণ ক'রে সংসার সুখে কাঙ্গাল ক'রে নিত্যানন্দের অধিকারী করে দেন। দয়া করে এই অভাগাকে চরণে স্থান দিয়ে কৃতকৃতার্থ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে মহাপ্রভুর কথা প্রচার

(৫ই জানুয়ারী শনিবারের দিল্লীর হৈনিক 'হিন্দু-সংসার' পত্র হইতে উদ্ধৃত)

দিল্লীমে ধার্ম্মিক বিচার্

নবদ্বীপকে ত্রিদণ্ডী স্বামিয়োঁকা আগমন

ভারতকেসিবা য়ুরোপ ঔর অমেরিকামে ।

ধর্ম্ম-প্রচারকা কার্য্যক্রম

দিল্লী ৫ জনবরী। নবদ্বীপকে পরম হংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বনে নামী সন্ন্যাসী হৈঁ ঔর অপনে যোগ্য ঔর স্বার্থত্যাগী শিষ্যোঁকো দেশকে পারমার্থিক উদ্ধারকে লিয়ে সর্ব্বত্র ভেজ রহে হৈঁ। যে বৈদিক জ্ঞানকা বিস্তার কর রহে হৈঁ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানোঁপর পারমার্থিক জ্ঞান বিস্তারকে কেন্দ্র খোলে জা রহে হৈঁ। ইন্ কেন্দ্রোঁমেঁ উনসবকো মুফত ভোজন ঔর নিবাস-স্থান মিলতা হৈ। জো পরমাত্মাকে নিজস্বরূপকো সমঝনা চাহতে হোঁ। ২৯ দিসম্বরকো পরমহংস স্বামীজীকে এক নামী বিদ্বান শিষ্য শ্রীত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীভক্তি হৃদয় বন মহারাজ পটিয়ালে পহুঁচে ঔর বহাঁ মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে অতিথি হুএ থে। স্বামীজীনে মহারাজাসে ভেঁট কী।

স্বামীজী অপনে সাথী ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজজী তথা ব্রহ্মচারিয়োঁকে সাথ পধারে হৈঁ।

দিল্লীমেঁ ইন্ বিদ্বানোঁকা কার্যক্রম জলদী প্রকাশিত হোগা কেন্দ্র গুলেগা। উনকে ব্যাখ্যানোঁকী ব্যবস্থা হোগী।

(উক্ত দৈনিক হিন্দুসংসার ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৯ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

"ধার্ম্মিক বিদ্বানসে ভেট"

দিল্লী ৫ জনবরী। আজ সবেরে নবদ্বীপসে আয়ে হুএ ধার্ম্মিক বিদ্বান্ স্বামী ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজসে ভারত-সরকারকে উদ্যোগ-বিভাগকে সর ব্রজেন্দ্র মিত্রনে ভেঁট কী ঔর দিল্লী আনে কে উদ্দেশ্য সমঝারে। সর ব্রজেন্দ্রনে সহানুভূতি ঔর প্রসন্নতা প্রকট কী ঔর কহা কি দিল্লী দিন দুবনবকে সময় ফির বাৎচিৎ হোগী। উপর্যুক্ত বন মহারাজনে অপনে অন্য সাথিয়োঁকো সাথ নয়ী দিল্লীমে সরদার সুন্দর সিংহ কন্ট্রাক্টরকে যহাঁ। কল গুরুত্ব ধর্মপর ব্যাখ্যান দিয়া। ব্যাখ্যানমেঁ বতায়া গয়া কি গৃহস্থাশ্রমমেঁ রহকরভী প্রত্যেক ব্যক্তি কিস মহাত্মাওঁকী সেবা করকে ঈশ্বরকো প্রাপ্ত কর সকতা হৈ। যহ পুছনে পর আপ গেরুয়া বস্ত্র ক্যা পহনতে হৈ? শ্রীবনমহারাজনে কহা কি যহ ধাম আশ্রমকা চিহ্ন হৈ। ইসী দৌরান মেঁ বক্তানে বতায়া কি সন্ন্যাসী দো প্রকারকে হোতে হৈ। এক বিবিক্তানন্দী ঔর দুসরে গোষ্ঠানন্দী। গোষ্ঠানন্দী অপনে উদ্ধারকে সাথ জনতামেঁ ধর্ম প্রচার করকে উসকা ভী উদ্ধার সাধন করতে হৈ।

(দিল্লীর 'দৈনিক অর্জ্জুন', ৬ই জানুয়ারী ১৯২৯, ২৩০ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী জী মহারাজ

আপ বঙ্গাল সন্তশিরোমণি হৈঁ। দর্শন শাস্ত্রকে আপ অপার পণ্ডিত হৈঁ। আপকা প্রায় সময় কৃষ্ণভজনমেঁ গুজরতা হৈ।

আপ নবদ্বীপ জিলেকে শ্রীমায়াপুর স্থান সে ভক্তিসিদ্ধান্ত কা প্রচার করতে হৈঁ। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ আদি নামসে আপকো ৩০ মঠ ভিন্ন ভিন্ন স্থানোঁপর স্থাপিত হৈঁ। আপকে ৫০০ চেলে-জোকি পূর্ণতয়া শিক্ষিত হৈ আপকে সিদ্ধান্তোঁ কা প্রচার কর রহে হৈঁ। আজকল আপকে কুছ শিষ্য দিল্লীমেঁ ভী আয়ে হুএ হৈঁ। আশা হৈ কি দিল্লীবাসী আপকী উপস্থিতি সে লাভ উঠাএঁগে।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		—
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৪৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫	—	৮—৫০

নানা কথা

চিলিতে ভীষণ ভূমিকম্প

বুয়েনস্ আয়ার্স, ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অন্তর্গত ক্যালবুকো এবং পাইরে হুয়ে নামক আগ্নেয়গিরিদ্বয় হইতে অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক মরিয়াছে। পশুপাল ও সম্পত্তিও বিস্তর নষ্ট হইয়াছে।

কাবেরী নদীর অধিকার-সমস্যা।

মাদ্রাজ, ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কাবেরী নদীর অধিকার লইয়া মহীশূর রাজ্য ও মাদ্রাজ সরকারের মধ্যে যে গোলযোগ চলিতেছে, উহা সালিশী দ্বারা মীমাংসা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারত-সরকার সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের কোনও হাইকোর্টের বিচারপতিকে সালিশ নিযুক্ত করিবেন।

কাশ্মীরে মন্ত্রি সভা ভঙ্গ

গত ৬ই জানুয়ারী জম্বু ও কাশ্মীর সরকারের অতিরিক্ত গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে, মহারাজার য়ুরোপে অবস্থানের সময়ে রাজকার্য্য-পরিচালনার জন্য যে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছিল, ৫ই জানুয়ারী হইতে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। মহারাজার য়ুরোপাগমনের পূর্ব্বে যে ভাবে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত, সেই প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা হইল।

সামন্তজার উত্তরাধিকারী

মধ্য প্রদেশের সামন্তজা রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত ভারতের মীর্জাপুর রাজ্যের অধিপতির কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইবে। আগামী ২রা মার্চ্চ উক্ত বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হইবে।

রুষিয়ায় পাদরী-বিদ্বেষ

রিগা, ৭ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মস্কোর ভগবদ্-বিরোধি সভার অধিবেশনে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, এবার বড়দিনের সময় বর্ষোৎসবে বাধা দিবার আন্দোলন যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার কারণ, আন্দোলন দেরীতে আরম্ভ করা হইয়াছিল। আগামী গুডফ্রাইডের সময় যাহাতে অধিক সাফল্যলাভ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এখনই আবার আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে।

আগামী ৩ মাস যাহাতে বিশেষভাবে ধর্ম্ম-বিরোধ আন্দোলন চালান যাইতে পারে, সে উদ্দেশ্যে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

শ্রমিক য়ুনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটী তাঁহাদের নানা অঞ্চলের শাখায় লোক জনকে এরূপ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন এ আন্দোলন পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। নিরীশ্বরবাদী কোন শ্রমিক-পত্রে মস্কোর ট্রেড য়ুনিয়নগুলি ৫ হাজার রুবল মুদ্রা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ঐ অর্থে পাদরীদের বিরুদ্ধে পুস্তিকা ছাপাইয়া তাহা শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হইবে। —দৈঃ বসুমতী

সার থি, কুলারের পুনরায় ভারতে আগমন

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লাট সার থি কুলার সস্ত্রীকে ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। গত ৬ই জানুয়ারী তাঁহারা আলিপুরে উপনীত হইলে, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ও বহুসংখ্যক ভদ্রলোক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করেন। ৭ই জানুয়ারী সার থি, কুলার সস্ত্রীক আগ্রা যাত্রা করিয়াছেন।

ভীষণ জাহাজ-সংঘর্ষ

উড়িয়া ও ওয়ালটন জাহাজ

গত ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৯ তারিখে রাত্রিতে সংবাদে বিশেষ বিভাগের আলোক-জাহাজের নিকট ১০ হাজার টন ভারবাহী ষ্টীমার "ওয়ালটন হলের" সহিত ৫ শত টন ভারবাহী "উড়িয়া" নামক ষ্টীমারের এক সংঘর্ষ ঘটে। ওয়ালটন হল নিউ ইয়র্ক হইতে আসিতেছিল, উড়িয়া চাঁদবালী হইতে তীর্থযাত্রী লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল। অন্ধকারে প্রথমোক্ত জাহাজখানি উড়িয়ার উপর গাইয়া পড়ে। ফলে উড়িয়া জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ওয়ালটন হলের কতক অংশ উড়িয়ার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে উড়িয়া ২ ঘণ্টার মধ্যে জলমগ্ন হয়। তবে সুখের বিষয়, তাহার কোন যাত্রী বা মাল্লার প্রাণবিয়োগ হয় নাই, ওয়ালটন হল তাহাদের সকলকেই তুলিয়া লয়। সংঘর্ষে ওয়ালটন হলের সম্মুখের দিকে কয়েকটা গর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল।

ওয়ালটন হল সিটি লাইনের বোট। গত শুক্রবার জাহাজখানি রেঙ্গুন হইতে চাল্লা করে তাহাতে সামান্য কাঠ ছাড়া আর কোন মালপত্র ছিল না। আই জি. এস এন, এস ও আর এস কোম্পানী উড়িয়ার এজেন্ট। সে কলিকাতা ও চাঁদবালীর মধ্যে যাতায়াত করিত। সন্ধ্যা ৭টার সময় সংঘর্ষটা ঘটে। তখন কলিকাতা বন্দরের পাইলটদের হাতে জাহাজখানি চালাইবার ভার ছিল।

সংঘর্ষের পর উড়িয়া যেখানে জলমগ্ন হয়, তাহারই নিকটে ওয়ালটন হল নোঙ্গর করে। যে সকল জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিতেছিল বা বন্দরে যাইতেছিল, বেতার যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের সকলকে সংঘর্ষের স্থান জানান হয়। ওয়ালটন হল সমস্ত রাত্রি সেখানে নোঙ্গর করিয়া থাকে। জাহাজখানি প্রত্যূষে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ওয়ালটন হল বর্ত্তমানে খিদিরপুর ডকে ২৯ নম্বর বার্থে অবস্থান করিতেছে।

ত্রিপুরা রাজের বিবাহ

আগরতলা, ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা তারিখে ত্রিপুরার মহারাজা কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আগামী ১২ই তারিখে বিবাহ করিবার জন্য তিনি বলরামপুর যাত্রা করিবেন। মহারাজার সঙ্গে ষ্টেটের সমস্ত উচ্চ কর্ম্মচারী, ঠাকুর, ... ষ্টেটব্যাণ্ড যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible] মাঘ, সোমবার—১৩৩৪।

সাময়িকী

গৌড়ীয়-প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, কুরুক্ষেত্র-সংস্কার-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালা [illegible] রামধারী বি,এ, কতিপয় সভ্যের [illegible] সহিত গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছিলেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক মহাশয়ের ও [illegible] সকল মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের মধুর [illegible] হইতে সুমধুর আলাপ ব্যবহারে, আদর আপ্যায়নে, স্নেহে ও আন্তরিকতায় অতিশয় মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া লালাজী [illegible] ৯ই জুলাই ২৫শে পৌষ বুধবার কলিকাতা পরিত্যাগ-কালে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে গভীর প্রীতিনিদর্শন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম,—

পরমারাধ্য গোস্বামি মহারাজ,

কুরুক্ষেত্র-সংস্কার-সমিতির আগন্তুক প্রতিনিধিবর্গ অদ্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিতেছেন। গৌড়ীয় মঠবাসিগণ সকলেই তাঁহাদের প্রতি যে মধুর যত্ন, সদ্ব্যবহার ও অত্যুত্তম আতিথ্যাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে আমি সসম্মানে আপনার সমীপে তাঁহাদের সরল ও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যে কএক দিবস আমরা এস্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই কয়েক দিনই আমরা যেন স্বপুরেই বাস করিতেছি, অনুভব করিয়াছি। বাস্তবিক আনন্দের কথা এই যে, এই স্থানে সকলের জন্য একটা গভীর আগ্রহ ও প্রয়াস, সেবা-প্রযত্ন, ব্রহ্মচর্য্যভাব, সম্প্রদায়াচার্য্যের প্রতি সমগ্র মঠের অচঞ্চলা নিষ্ঠা এবং মঠবাসিগণের অতীব প্রশংসনীয় সুশৃঙ্খল সদাচার আমাকে একান্তভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। সমিতির সভ্যগণ, বিশেষতঃ আমি যে কিরূপে আপনার নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাপন করিব, তাহার কোন ভাষা পাইতেছি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, গৌড়ীয় মঠ যখনই আমাদের নিকট যাহা অভিপ্রায় করেন, তখনই সমিতির সর্ব্বতোভাবে সেবা ও সহায়তা [illegible] করিতে [illegible]

পুনরায় আমি আপনাকে ও আপনার অনুগত শিষ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

ভবদীয়
রোমানি রাম
কুরুক্ষেত্র-সংস্কার-সমিতির অবৈতনিক
সম্পাদক।

কে বলে আর কে শুনে?

শ্রীভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে কতকগুলি বিচিত্র জীব আছেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধিনী কথাকে *Idle talk* বলিয়া উড়াইয়া দেন, কেহ কেহ উহাকে তাঁহাদের অত্যন্ত কার্য্যের পর অবসর-বিনোদনের বিষয় (*recreation*) বলিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করেন, কোনদল আবার উহা দিয়া নিজ নিজ জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় ঘুরিতেছেন, অপর কতকগুলি ব্যক্তি আবার ভক্ত সাজিয়া প্রতিষ্ঠা লইবার আশায় ভক্তি-কথায় প্রতি খুব অনুরাগ প্রদর্শন করেন, কেহ বা কামিনী সংগ্রহের জন্য ভক্তের বেশ ধারণ করিয়াছেন। এমন করিয়াই সারাটি ভারতে আজ ভক্তিকথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। অন্নাদির অভাবজনিত দুর্ভিক্ষ মানুষকে অন্নাদি আহরণের জন্য উন্মত্ত করায়, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য জগতের যে, ভক্তিকথার যে দুর্ভিক্ষতা দূরীকরণের জন্য কাহারও কোন আন্তরিক প্রযত্ন নাই। যাহা করিলে মানুষের সকল দুঃখের শান্তি হয়, নিত্য নবনবায়মান আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়, কেবল তাহাই করিবে না বলিয়া মানুষ আজ কৃত-সঙ্কল্প। সত্য কথা গ্রহণ করিবার পক্ষে মানুষের হৃদয় এতই দুর্ব্বল যে, তাহা ভাবিতে গেলেও চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

মানব অহর্নিশ ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া তাহার এই জ্বালা সম্যক্ নিবারিত হয়, তাহার উপায় অনুসন্ধানে সে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। কোথা হইতে ভয়, শোক, মোহাদি আসিয়া মানুষকে এমন নির্দ্দয়ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহার নিদান-মূলে প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ না করিয়া মানুষ বাহিরের উপসর্গ দমন করিবার জন্যই বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভবব্যাধির কারণ অনুসন্ধান না করিয়া মানুষ এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও যে, সে ভবব্যাধি হইতে তাহার পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, তাহা তাহাকে কে বুঝাইবে? শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক-অবতার গ্রহণ করিয়া শব্দব্রহ্মরূপে শাস্ত্রে যে তাহার সমাধান করিয়াছেন, আমরা তাহাই একটু আলোচনা করিব। শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিতেছেন,—

> "আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
> গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
> কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
> আপন-কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
> কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
> ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥
> সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
> কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥"

শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর পূর্ণ-কৃপা লাভ করিয়াও সাধারণ জীবের অভিনয় পূর্ব্বক কিরূপে তাদৃশ বদ্ধজীবগণের মঙ্গল হয়, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন, "আমি আমার কিসে মঙ্গল বা অমঙ্গল হয়, তা' জানি না। লোকে আমাকে পণ্ডিত বলে, কিন্তু গ্রাম্য ব্যবহারে মাত্র আমার পাণ্ডিত্য। কিরূপে বিষয় ভোগ করিতে হয়, কিরূপে নশ্বর বিষয়ের অর্জ্জন, সংরক্ষণ করিতে হয়, কিরূপে একজনকে ঠকাইয়া দু'পয়সা আদায় করিয়া লইতে হয়, এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য আমার আছে; কিন্তু আমার কি কর্ত্তব্য, তা জানি না।" সাংসারিক বিষয়ী জীবগণ সকলেই এইরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন,—

> "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
> কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
> সূর্য্যাংশু কিরণ, যেন অগ্নি জ্বালাচয়।
> স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়॥"

এই জড়পিণ্ড রক্তমাংসের মিশ্রিত স্থূলদেহটা জীব নয়, অথবা মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহটীও জীব নয়, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ—এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জীবের অবস্থান। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ অগ্নিকণা বাহির হয়, সেইরূপ চিৎসূর্য্য শ্রীহরির কিরণকণ-স্বরূপ জীব। ঈশ্বরের সহিত জীবের নিত্য ভেদ এই যে, জীব-অণু, ঈশ্বর—পূর্ণ; জীব মায়াবশ, ঈশ্বর মায়াধীশ। নিত্য অভেদ এই যে, ঈশ্বরের চতুঃষষ্টি গুণের মধ্যে পঞ্চাশদ্‌গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে জীবে বর্ত্তমান। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর জীবকে 'ভেদাভেদ প্রকাশ' আখ্যা দিয়াছেন। জীবের দুইটা দশা—বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্তজীবগণ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিত্যকাল সেবাধিকার লাভ করিয়া চিজ্জগতে বিরাজিত, তাঁহারা মায়াবদ্ধ হন না অথবা মায়ারও সাধ্য নাই যে, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন। তাঁহারা কখনও কখনও কৃষ্ণের ইচ্ছায়

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

কোন এক শিষ্য তাঁহার গুরুর নিকট, আত্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে শ্রবণ করার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

শিষ্য—প্রভো! আমি কে? কেনই বা এসংসারে আসিয়াছি?

গুরু—বৎস, তুমি যে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহাতে আমি খুবই সুখী হইয়াছি। এইরূপ প্রশ্ন সহজে কেহ করে না। আমরা জন্মাবধি বাহ্য বিষয়ের সংবাদ লইবার জন্য সতত্তই ব্যস্ত হই—জগতের মধ্যে কোথায় কি আছে, কি ঘটিতেছে, এ সকল সংবাদ আমাদিগকে জানাইবার জন্য অনেক বার্ত্তাবহ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাও সেই বাহ্য জগতের সংবাদ লাভ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। কিন্তু অন্তর্জগতে কি আছে, এ বিচার, কি প্রশ্ন কোনদিনই আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। পরম কারুণিক অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য পার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামীর হৃদয়ে এই প্রশ্নের প্রেরণা করিয়া নিজে সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা আপাত-ফলদায়ক না দেখিয়া কেহই স্বীকার করিতে চাহে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৫) বলিলেন,—

> "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
> দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
> তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
> ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥"

—কৃষ্ণেতর-বিষয়ে অভিনিবেশ হইতে জীবের ভয় উপস্থিত হয় এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায়, মায়া-জনিত বিপরীত স্মৃতি। এতন্নিমিত্ত পণ্ডিত-ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বরের অভিন্ন ও তাঁহারই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ জানিয়া গুরুপাদ-পদ্মে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক গুরুপদিষ্ট মত অনন্য-ভক্তির সহিত পরমেশ্বরের ভজনা করিবেন, তাহা হইলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি।

> "সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
> সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
> কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষে মায়া হইতে ভয়।
> কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হইতে মায়া-মুক্তি হয়॥"

গীতাতেও বলিলেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" সমস্ত শাস্ত্রকারগণই একমাত্র কৃষ্ণ-প্রপত্তি ব্যতীত দুঃখ প্রতিকারের অন্য কোন উপায় নাই বলিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কথা বলেই বা কে, আর শুনেই বা কে।

আমাদের স্বদেশ কোন্‌টী

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বাদাধিকারী)

একদা একটী শিষ্য তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো। অনেকেই স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন, কিন্তু কৈ আমি ত' কিছুই করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে কেবল শ্রীভগ-

এই ধরাধামে আগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু বদ্ধজীবের ন্যায় মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ হন না। বদ্ধজীবগণ অনাদি-বহির্ম্মুখতা-দোষে এই সংসারে আসিয়া থাকে।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ-বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥
'আমি সিদ্ধকৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥
কভু রাজা, কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র।
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু ॥
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু।

শিষ্য—আমরা যখন কৃষ্ণের অংশ, তখন আমাদের জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ঘটে কেন? ঈশ্বরের ত সে সকল নাই?

গুরু,—জন্ম ও মৃত্যু—এই দুইটী বিষয় বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ন্যায়। জীব কখনও মরে না অথবা তাহার জন্মও হয় না। যেমন একটী বস্ত্র জীর্ণ হইলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিয়া আর একটী নূতন বস্ত্র গ্রহণ করি, এই দেহটীও সেইরূপ। ইহা জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি ও মৃত্তিকা—এই পঞ্চভূতে গঠিত। ইহার স্বভাব নিত্য-কাল একরূপ থাকে না। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই কয়েকটী দশা ইহাতে বিদ্যমান। জীব নিজ প্রারব্ধবশে একটি দেহ লাভ করিয়া স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করে, যখন কর্ম্মভোগ শেষ হইয়া যায়, তখন একটি দেহ ত্যাগ করিয়া অন্যদেহ আশ্রয় করে। এইরূপে অনাদি কাল যাবৎ জীবের এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমনা-গমন হইতেছে। আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ইহা বুঝিতে পারি না বলিয়া আমাদের এত দুর্গতি। এই জন্যই পরম-দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি কৃপাবশতঃ তাঁহার নিত্য পার্ষদগণকে অথবা নিজেও প্রকট করাইয়া মধ্যে মধ্যে আমাদিগের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য শাস্ত্রাদিও প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীবের এই নিজস্বরূপ-জ্ঞানের নাম 'সম্বন্ধ-জ্ঞান'। ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। আমরা আগামী কল্য এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব

বানের নাম দিবা-নিশি গ্রহণ করিতে এবং সেই নাম জগতের প্রত্যেক জীবের কাছে প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছেন; ইহাতে কেমন করিয়া স্বদেশের উন্নতি হইবে, এ অধীনকে কৃপা করিয়া তাহা বলুন।

গুরুদেব বলিলেন,—বৎস। স্বদেশ বলিতে তুমি কি বুঝিয়াছ, তাহা আমাকে বল। শিষ্য বলিলেন,—মানব যে স্থানে মাতৃকুক্ষি হইতে মুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথম নিশ্বাসে যে স্থানের বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয় এবং যে স্থানের জল, বায়ু, উত্তাপ, আলোক ও খাদ্যদ্রব্যে তাহার প্রথম জীবন রক্ষিত ও সুখে অতিবাহিত হয়; উহাই তাহার 'জন্মভূমি এবং সেই জন্মভূমিটী যে দেশের অন্তর্গত, সেই দেশকেই তাহার 'স্বদেশ' বলে, ইহাই আমার ধারণা।

ইহা শ্রবণ করিয়া গুরুদেব বলিলেন, দেখ বৎস। স্বদেশ বলিয়া ইহ জগতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; কারণ এখন যে ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার স্বদেশ এখন ভারতবর্ষ; কিন্তু মৃত্যুর পরে হয় ত সেই ব্যক্তিই আবার বিলাতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তখন বিলাতই তাহার স্বদেশ হইবে। পুনরায় মৃত্যুর পর আমেরিকার কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, সেই সময় সেই দেশটীই তাহার স্বদেশ হইবে। মানবদেহ অবলম্বন করিয়াই যে প্রত্যেক-বার জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। যথা পদ্মপুরাণে,—

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
ক্রিমযো রুদ্র-সংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥

জীব, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার স্বদেশ কোথায়? পশুর খোঁয়াড় ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানই তাহার স্বদেশ। পক্ষী যে স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, সেই স্থানটী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানটীই তাহার পক্ষে স্বদেশ। বিষ্ঠাপক্কের কৃমির পক্ষে বিষ্ঠাগর্ত্তই তাহার স্বদেশ। এইরূপ প্রত্যেক জীব যখন যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে যে স্থানে বাস করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই স্থানটীই তাহার স্বদেশ। শিষ্য বলিলেন, তবে লোক কোন একটী বিশেষ স্থানকে স্বদেশ বলিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করে কেন? কেহ বিদ্যালয়, কেহ অতিথি-শালা, কেহ দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন, কেহ বা দরিদ্রে ধন-দান ইত্যাদি দ্বারা স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে-ছেন।

গুরুদেব বলিলেন,—বৎস! দর্শন দুই প্রকার,—অজ্ঞ বা জড়দর্শন এবং অধোক্ষজ বা চিদ্দর্শন। জড়দর্শী-মূঢ় ব্যক্তি জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া এই সমস্ত জড়-জগতের কোনও একটী বিশেষ স্থানকে তাহার নিত্য, আদিম আবাস-স্থল বা স্বদেশ মনে করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না যে, এই দৃশ্যমান জড়-জগতের উন্নতি নিত্য-স্থায়ী নহে, আশু অল্প দিবসের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। সম্মুখে অনন্ত কাল বর্ত্তমান। যে উন্নতি কেবল দুই শত, কি চারিশত, কি হাজার বৎসরের জন্য স্থায়ী, তাহাও অনন্তকালের তুলনায় কিছুই নহে, তবে কি আমরা স্বদেশের উন্নতি-সাধনে একেবারে বিরত থাকিব? তাহা কখনই নহে। সমস্ত পৃথিবীই যখন আমাদের জন্মিবার ও থাকিবার আবাস স্থল, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, এই বিশ্ব-সংসার সমস্তই আমাদের স্বদেশ।

শিষ্য বলিলেন, প্রভো। যদি জগতের সমস্ত উন্নতিই কালে নষ্ট হইয়া যায়, তবে কি আমরাই কেবল এখানে চিরকাল বাস করিব? গুরুদেব বলিলেন, বৎস। তুমি ঠিক ধরিয়াছ, এই দৃশ্য-মান জড়-জগৎ আমাদের থাকিবার প্রকৃত আবাস-স্থল বা স্বদেশ নহে, ইহাই আমা-দের বিদেশ। জড়দেহে যতদিন অহং বুদ্ধি থাকিবে, ততদিনই বদ্ধ জীব অবস্থায় থাকিয়া জাগতিক কোনও না কোন স্থানকে স্বদেশ এবং বাকী স্থানগুলিকে বিদেশ বলিয়া মনে করে। বদ্ধজীবের মধ্যেও যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ মনে করেন, তাঁহারাও যে পর্য্যন্ত না জড়-জগতের উন্নতির অনিত্যতা অনুভব করেন, সে পর্য্যন্ত মায়ার দাসত্ব করিয়া থাকেন, হরিভজনের অধিকারী হইতে পারেন না। যাঁহারা সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণ-দাস এবং বৈকুণ্ঠধামই তাঁহার (জীবের) স্বদেশ—কৃষ্ণ-সেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম্ম; তবে নিজ প্রভু কৃষ্ণকে ভুলিয়াই এই সংসাররূপ বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন। এখন আর বৃথা মায়ামুগ্ধ হইয়া সংসারিক অনিত্য বস্তুর উন্নতির চেষ্টায় জীবন অতি-বাহিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, কেবল শ্রীভগবানের ও তদীয় অন্তরঙ্গ-বিগ্রহ নিষ্কিঞ্চন সাধু-মহাজন-গণের অভয়-অশোক-অমৃত শ্রীচরণ-তরণী আশ্রয়-পূর্ব্বক স্বদেশ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে যাওয়াই জীবের কর্ত্তব্য। ভগবান্ গীতাতেও এই কথাই বলিয়াছেন,—এই ত্রিগুণময়ী মায়া অতিক্রম করা বড়ই কঠিন, আমাকে (ভগবানে) যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।

শিষ্য বলিলেন,—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" [illegible] ভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও [illegible] কারণ অপেক্ষা বিদেশের প্রাকৃতিক [illegible] সমৃদ্ধি শতগুণে অধিক হইলেও [illegible] তাহার (স্বদেশবাসীর) নিকট [illegible] বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সমধিক উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-রক্ষাদির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, রাজা-শাসনের সু-প্রণালী প্রভৃতি সর্ব্বদাই তাহার নিকট অশান্তি-প্রদ বোধ হয়। গুরুদেব বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিদেশে বাস করে, সে ব্যক্তি বিদেশের প্রাকৃতিক বস্তুতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ যখন বিদেশের কথা তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হয়, তখন আর বিদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে বা কোন দ্রব্যে তাহার আর আনন্দ উৎপাদন করিতে পারে না, সর্ব্বদাই তাহার মনে হয়, কতক্ষণে স্বদেশে গিয়া প্রাণ জুড়াই। তখন ব্যাকুলভাবে বলিতে থাকে,—

পড়িল বাড়ীর কথা মনে।
কবে আমি যাব বাড়ী, বিদেশ প্রবাস ছাড়ি
নেহারিব ভাই ভগ্নী গণে ॥
পিতা মাতা আছেন যথায়।
সেই সুখ-ময় স্থান, দেখিবারে চাহে প্রাণ,
কবে হায়! যাইব সেথায় ॥
কবে মোর হইবে সে দিন।
আহা যদি পাখা পাই, এখনি উড়িয়া যাই,
কিন্তু হায়! আমি পরাধীন ॥

সেইরূপ যখন কোন মায়ামুগ্ধ জীব সাধু-সঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারে যে, শ্রীভগবানকে ভুলিয়াই তাহার এই দুঃখ-ময় সংসারে আগমন হইয়াছে, তখনই তাহার স্বদেশ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ধামে যাইতে ইচ্ছা হয়, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥
সাধু-শাস্ত্র কৃপায়-যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়
কৃষ্ণভক্ত পায়, তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়।

এইরূপে যাঁহারা সংসাররূপ বিদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামরূপ-স্বদেশে গিয়া তথায় নিত্যকাল বাস করতঃ ভগ-বানের-সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং স্বজন অর্থাৎ ভক্ত-বৃন্দের সহিত কৃষ্ণ-কথায় প্রেমানন্দে ভাসিয়া যান, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। তাঁহাদিগকে দুঃখ কদাপি স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা তখন "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—এই মহাজন-বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। এই গোলোক বা বৈকুণ্ঠধামই জীবের প্রকৃত নিত্য-[illegible] স্বদেশ

প্রহ্লাদচরিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিরণ্যকশিপু-বধান্তে শ্রীনৃসিংহদেবের বিকট প্রকাশ অবলোকনে ব্রহ্মাদি প্রমুখ দেবগণ, তাঁহার সমীপে গমন করিতে অথবা তাঁহার ক্রোধশান্তি করিতে সমর্থ হইলেন

শিষ্য পুনরায় বলিলেন,—প্রভো! আমাদের এই বদ্ধ বা নিত্য-আবাসস্থান অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-ধাম সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি, কৃপা পূর্ব্বক আমাকে বলুন। শ্রীগুরুদেব বলিলেন,—বৎস! বৈকুণ্ঠ-শব্দের অর্থ কুণ্ঠা-রহিত অর্থাৎ যাহা অতি সুখ-ময় স্থান, এই স্থানের বর্ণনা করিতে বাক্যও পরাভূত হয়, মন তথায় অগ্রসর হইতে পারে না অর্থাৎ সেই ধাম বাক্য ও মনের অগোচর। কেবল সাধু-গুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে এই ধাম অপ্রাকৃত চক্ষুতে দৃষ্ট হয়। তথাপি তোমায় কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

চিন্তামণিময় ভূমি চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাহা সাহজিক বন।
পুষ্প ফল বিনা না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্যধনে॥
সহজ লোকের কথা যাহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহা মূর্ত্তিমান॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাহা প্রিয় সখী কাজ॥

তাই বলিতেছি,—

কেন বৃথা ভ্রম জীব পড়িয়া বিদেশে।
গুরু পদাশ্রয় করি চল নিজ দেশে॥
একাকী নারিবে যেতে, চল গুরুর সঙ্গেতে
চিন্ময় গোলোকধাম অতি মনোহর।
চিরশান্তি লভে জীব যাহার ভিতর॥
তথাকার নিত্যানন্দ, দেবই এক শ্রীকৃষ্ণ,
লক্ষ্মী ব্রজসুন্দরী স্বরূপা কান্তাগণ।
পরম পুরুষ কান্ত কৃষ্ণ বর্ত্তমান॥
বৃক্ষ শ্রেণী আছে যত, কল্পতরুরূপে কত,
শোভা করিয়াছে তাহা না যায় বর্ণন।
তাহে চিন্তামণি রত্নপূর্ণ অগণন॥
সুস্বাদু অমৃত যাহা, তথায় পানীয় তাহা,
পরম্পরের কথাই সঙ্গীত তথাকার।
চন্দ্র সূর্য্য সমুজ্জ্বল তথা অনিবার॥
পূর্ণ চন্দ্র অবিকৃত, নিত্যকাল প্রকাশিত,
প্রেমায় ভাসের পর, অসংখ্য উত্তম।
কভু নাহি যাঁহা কাল কালের বিক্রম॥
চল অন্তর্দ্দান ভবে, যাবে বৈকুণ্ঠ পুরে।
নিত্যকাল প্রেমানন্দে রহিবে মগন।
হরিনাম বিনা সেথা নাহি অন্যধন॥

না। এমন কি, নৃসিংহদেবের বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক ভগবানের ক্রোধ উপশমের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া "এরূপ আমি কখনও দেখি নাই" বলিয়া ভীত হইয়া অতিশয় ভয়সমীপে গমনে অসমর্থের ভাগ দেখাইলেন। তখন ব্রহ্মসমীপে অবস্থিত প্রহ্লাদকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন,—বৎস, তোমার পিতার প্রতি ক্রুদ্ধ প্রভুকে শান্ত কর। প্রহ্লাদও 'তাহাই করিব' বলিয়া ধীরে ধীরে ভগবৎসমীপে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ভগবান নৃসিংহদেবও নিজপাদপদ্মে পতিত বালক প্রহ্লাদকে উত্থাপন পূর্ব্বক কালভয়ে ভীত জনগণের অভয়প্রদ নিজ করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপন করিলেন। প্রহ্লাদ তৎপ্রভাবে রোমাঞ্চিতত্তনু হইয়া সাশ্রুলোচনে পরমানন্দে প্রেমগদ্গদ-বচনে শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন,—

সত্ত্বমতি ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সিদ্ধচারণ প্রভৃতি যত সদ্গুণশালিব্যক্তি বহুগুণযুক্ত বাক্যবিন্যাসের দ্বারা যাঁহার আরাধনা করিতে সমর্থ হন নাই, সেই শ্রীহরি কি অসুরকুলোদ্ভূত আমার স্তবে তুষ্ট হইবেন? তবে আমি মনে করি যে, ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা পরমপুরুষ ভগবানের প্রকৃতরূপে আরাধনা হয় না, তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই পশু যোনিতে উদ্ভূত গজেন্দ্রের প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণপাদারবিন্দ বিমুখ হন, তবে তদপেক্ষা কায়মনোবাক্য-নিবেদন দ্বারা ভগবানে আত্ম-সমর্পণকারী একজন চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, তিনি তদ্দ্বারা নিজকুল পর্য্যন্ত পবিত্র করিতে সমর্থ হন, কিন্তু জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবিমুখ হইলে নিজেকেই পবিত্র করিতে পারেন না। পরমদয়ালু ভগবান্ অজ্ঞগণের পূজা নিজের জন্য গ্রহণ করেন না। কারণ, তিনি নিজলাভে পূর্ণ। তবে যদি কেহ শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তদ্দ্বারা অর্চ্চনকারীরই নিজলাভ ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি নীচ হইলেও শঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করিব। কারণ তন্মহিমা শ্রুত অথবা কীর্ত্তিত হইলে অবিদ্যাগ্রস্তজীবগণ পবিত্র হয়।

হে ভগবন্, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার উগ্রমূর্ত্তিতে ভীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আপনার দাস, আমাদের ন্যায় অসুর-স্বভাব নহেন। আপনার ক্রোধ অসুরগণের নিমিত্ত। এই অসুরগণকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন। আপনার এই মনোজ্ঞ অবতার জগতের মঙ্গলার্থ ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত। অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। অসুর-বধে সাধুগণ সর্পবৃশ্চিকবধের ন্যায় আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলেই অসুরনিধনে হইতে অধ্যাহতি লাভে আনন্দিত হইয়াছেন। লোকে ভয়-নিবৃত্তির জন্য আপনার এই রূপ স্মরণ করিবে অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহদেবের নাম রূপাদির স্মরণে যাবতীয় ভয় বিনষ্ট হইবে।

হে ভগবন্, আমি অসুরকুলোৎপন্ন হইয়াও দেবতাগণের ন্যায় আপনার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি-দর্শনে ভীত নহি; তবে আমি যে কর্ম্মফলে সংসারচক্রে পুনঃপুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছি, তজ্জন্যই ভীত। হে মধুসূদন, কবে আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে আপনার অভয় পাদপদ্মমূলে আহ্বান করিবেন, যদ্দ্বারা আমার সংসার-ভয় বিনষ্ট হইবে? যদি বলেন যে, আমার পিতৃরাজ্য ভোগ করিয়া সুখী হইব, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, সংসারে কর্ম্মবশে প্রিয়ব্যক্তির বিয়োগে, অপ্রিয়-ব্যক্তির সংযোগে শুধু এই রাজদেহে কেন, অপরাপর সকল জন্মেই দুঃখ পাইতে হইবে। যদি বলেন, দুঃখের প্রতীকারের নিমিত্ত বহুবিধ উপায় আছে, কিন্তু দুঃখের প্রতীকার-চেষ্টাও দুঃখজনক। যতদিন আমি দেহাভিমানে প্রমত্ত থাকিব, ততদিন অজ্ঞানতানিবন্ধন এ দুঃখের বিনাশ হইবে না। কেবল আপনার দাস্যেই সংসৃতি বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব হে করুণানিদান, সংসারদুঃখনিবর্ত্তক আপনার দাস্যযোগ প্রদান করুন। ইহা আমি স্থির জানিয়াছি যে, আপনার দাসগণের সঙ্গক্রমে আপনার নামরূপগুণলীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা দুর্গনিষ্ঠাত্রী মহামায়ার দুর্গস্বরূপ সংসারবন্ধন এড়াইতে পারিব। হে বিভো, জনকজননী বালকবালিকাগণের রক্ষক নহেন, যেহেতু তাঁহারা সন্তান-গণের পালনার্থ যত্নবান্ হইলেও সম্পূর্ণ-রূপে তাহাদের দুঃখমোচনে সমর্থ হন না। ব্যাধিগ্রস্তের ঔষধপ্রদানে সম্যক্-রূপে রক্ষা হয় না, কারণ ঔষধ-প্রয়োগসত্ত্বেও অনেকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে নৌকায় রক্ষা করা যায় না, যেহেতু অনেক সময় নৌকাসহ আরোহিগণ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু আপনিই একমাত্র রক্ষক; আপনার উপেক্ষিত ব্যক্তি-গণকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন দেবগণ অথবা পিতৃগণ যাহা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া যাহার নিমিত্ত, যে সময়ে, যাহা হইতে যদ্ধেতু, যে প্রকারে, যে কার্য্য করেন, সে সমস্তই আপনার স্বরূপ আপনার অংশভূত পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া প্রকৃতি বাসনাময় কর্ম্মবহুল সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অধীনতাশূন্য কোন্ ব্যক্তি সেই মায়া-নির্ম্মিত সংসার-চক্রকে অতিক্রম করিতে পারে? হে পরমেশ্বর, সেই কার্য্যকারণ-শক্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া আপনিই কালস্বরূপে রহিয়াছেন। সেই ষোড়শারচক্রে নিষ্পেষিত আপনার শরণাগত আমাকে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিয়া লউন। আপনাকে ব্যতীত আর কোন দেবতাকেই সংসার হইতে উদ্ধারে সমর্থ দেখিতেছি না। আপনার নিযুক্ত অখিল লোকপালগণের ঐশ্বর্য্যও অতি তুচ্ছ, কারণ উহা আমার পিতৃদেবের ভ্রূকুটিতে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আপনি সেই পিতৃদেবকে নিহত করিয়াছেন। অতএব আমার পিতৃদেবের বিধ্বস্ত দেবগণের ঐশ্বর্য্য কামনা আমি করি না। আমাকে আপনার ভৃত্যগণ-পার্শ্বে লইয়া চলুন।

(ক্রমশঃ)

নানা কথা

সম্রাটের অবস্থা

বিগত ৮ই ডিসেম্বরের ৮-১৫ মিনিটের সময়ে প্রকাশিত বুলেটিনে জানা যায় যে, সম্রাট বেশ শান্তিতে দিন যাপন করিয়াছেন।

উক্ত দিবস রাত্রিতে সম্রাটের চিকিৎসার জন্য রঞ্জন রশ্মি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে বেকার-সংখ্যা

শ্রমিক সচিবের ঘোষণায় প্রকাশ, গত ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা ১৫,২০,৭০০ ছিল, বিগত ১৭ই ডিসেম্বর বেকারের সংখ্যা যাহা ছিল, তদপেক্ষা ২,৪৯,৫৭৮ জন বেশী হইয়াছে। ১৯২৮ সালে তৎপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ১,৮৪,৩৯৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ-প্রদান

মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত-এজেন্ট জেনারেলের শেষ মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণী ৯২২০ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ১৬৪০ লক্ষ, ফ্রান্স ৩৬৪০ লক্ষ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ২৭০ লক্ষ ও জাপান ৩০ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক পাইয়াছেন

বেকারে আত্মহত্যা

গত ৬ই ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ বিমানপোত চালক বেলামি ২৪ বৎসর বয়সে বিষপান ও গলা কাটিয়া ইউনিয়ন জ্যাক ক্লাবে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

১৯২৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে তিনি ভারতবর্ষ ও ইরাকে ছিলেন। মধ্যের মাসে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, চাকরী যোগাড় করিতে না পারায় তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন।

নৌ-ডুবি
পুত্রের শোকে মাতার মৃত্যু

গত শুক্রবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় খুলুরের নিকটবর্ত্তী সিন্ধুনদের মাঝখানে নৌকা ডুবিয়া ১৯ জনের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। নৌকাতে ২০ জন আরোহী ছিল। নৌকার আরোহী সকলেই ভারতীয় শ্রমিক। তাহারা স্কুলুরের বাঁধে কাজ করিত। পরদিন প্রাতঃকালে সুকুরের বাঁধের লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া একটি মৃতদেহ ও নৌকাটি উদ্ধার করে। মৃত আরোহীদের মধ্যে ৩ জন ভাই ছিল। তাহাদের মাতা এই সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হয়।

ভীষণ ট্রেণ-দুর্ঘটনা
১ জন হত ও ১৫ জন আহত

লণ্ডনের ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ডিউকেশবেরী ম্যানচার্চে একখানা মালগাড়ীর সহিত একখানি যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস ট্রেণের সংঘর্ষের ফলে এক্সপ্রেসের ড্রাইভার নিহত ও ১৫ জন আহত হইয়াছে। এক্সপ্রেসের দুইখানি কামরা উল্টাইয়া গিয়াছিল।

ভীষণ মোটর-সংঘর্ষ

পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আগত দুইটা যাত্রিপূর্ণ মোটর-বাসের মেদিনী-পুরের কালেক্টরী অফিসের নিকট সংঘর্ষ হয়, তৎফলে ৮ জন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এক জনের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন।

দস্যু কর্ত্তৃক ট্রেণ লুণ্ঠিত

মানকিংয়ের ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে তৎপূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যায় মানকিং-এর বাহিরে একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে দস্যুদল সাংহাই-নান-কিন্-ট্রেণ আটক করিয়া লুট-পাট করে। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদল প্রেরিত হয়, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দস্যুরা ধৃত হয় নাই।

প্রেসিডেণ্ট ও পঞ্চায়তের কীর্ত্তি

ভুবন প্রধান নামক মেদিনীপুর সদর মহকুমার জনৈক প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, সরকারের এজলাসে ঈর্ষাপ্রবৃত্ত বাড়ী খানাতল্লাস করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৬ মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ তাহার মহল্লার ২ জন লোকের বাড়ী ঈর্ষা প্রবৃত্ত খানাতল্লাস করাইয়া তাহাদিগকে থানায় লইয়া যাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন, তারপর তিনি তাহাদিগের নিকট হইতে ১৫ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া তাহাদিগকে এই সর্ত্তে ছাড়িয়া দেন যে, বার্ষিক ২০ টাকা বেতনে তাহাদিগের প্রত্যেককে এক বৎসর তাঁহার কাজ করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সেসন জজের নিকট এক আপিল করা হইয়াছিল। তিনি আসামীর প্রতি কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে জরিমানার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রঙ্গমঞ্চে ডাকাতে পুলিসে

নিউইয়র্ক হইতে ডাকাত বিতাড়নের জন্য সশস্ত্র পুলিশের একটা দল গঠিত হইয়াছে। গত ৭ই ডিসেম্বর যখন ব্রুকলীনের কর্কলী থিয়েটারে অভিনয় হইতেছিল তখন ডাকাতদের ধরিবার জন্য সশস্ত্র পুলিশের দল থিয়েটারে প্রবেশ করে এবং উভয় পক্ষেই পরস্পরের প্রতি বন্দুক ছুড়িতে থাকে। প্রায় দুই হাজার দর্শক হুড়াহুড়ি করিয়া নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করে। সুখের বিষয় কোন দর্শক আহত হয় নাই। একজন পুলিশ ও একজন ডাকাত আহত হইয়াছে।

আলোয়ার মহারাজের জুবিলি

আগামী ১৩ই জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আলোয়ার মহারাজের জুবিলি উপলক্ষে আলোয়ারে মহা উৎসব হইবে। সম্রাটের অসুস্থতার জন্য উহা এতদিন বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ১৪ই জানুয়ারী কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। ১৭ই জানুয়ারী নানারূপ খেলাধূলা ও ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট হইবে। ১৮ই তারিখ দেশীয় রাজন্যবর্গকে ভোজ দেওয়া হইবে। ভারতের প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার পত্নী মহারাজের নিমন্ত্রণে এখানে আসিবেন না।

রাজদ্রোহের বিচার

লাহোরের ৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র ও আর্য্যো-দলের জামিনে মুক্তি প্রার্থনা করিয়া যে আবেদন করা হয় সেই প্রাথমিক শুনানী হাইকোর্টে বিচারপতি দলিপ সিংহের এজলাসে আরম্ভ হয়। বিচারপতি সরকারপক্ষকে শুক্রবার হাজির হইতে বলিয়াছেন।

চন্দ্রকোণার মোহান্ত

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, চন্দ্রকোণার ছোট মোহান্ত ও বড় মোহন্তের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া বহুদিন যাবৎ মোকর্দ্দমা চলিতেছে। এই মোকর্দ্দমা প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং বড় মোহান্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

ছোট মোহান্ত রামানুজ দাস পাশবিক বল-প্রয়োগে একটী বালিকাকে হত্যা করিবার অভিযোগে মেদিনীপুরের হাজতে অবস্থান করিতেছেন।

মাদ্রাজে মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ প্রদেশে মদ্য পান নিবারণের যে চেষ্টা করিতেছেন, সেই সম্পর্কে ১৮৭৮ সনের আবগারী আইন সংশোধন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একখানি নূতন বিল প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিল পাশ হইলে মহুয়া ফুল বিনা পাশ বা লাইসেন্সে কেহ আমদানী বা রপ্তানী করিতে পারিবে না। সুতরাং লোকদের প্রচুর পরিমাণে মদ প্রস্তুতের আর সুযোগ থাকিবে না।

নিখিল ভারত
মহিলা-শিক্ষা-কনফারেন্স

শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পি, কে, সেনের পত্নীর নেতৃত্বে গত ৮ই জানুয়ারী নিখিল ভারত মহিলা-শিক্ষা-সংস্কার কনফারেন্সের একটী প্রতিনিধি-সভ্য সদস্য সম্প্রতি বাল কমিটীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাক্তার গৌরের সহবাস সম্মতি বয়স বিলের সমর্থন করিয়া উক্ত প্রতিনিধি সভ্য বলেন, বালক ও বালিকাগণের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২১ বৎসর ও ১৬ বৎসর অবধারিত হওয়া উচিত। তাঁহারা মনে করেন, বাল্যবিবাহের ফলেই শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

[illegible]

[illegible] প্রকাশ, ৭ই জানুয়ারী [illegible] ১০ মাইল [illegible] বিদ্রোহীদিগের মধ্যে পুনরায় সংগ্রাম [illegible] বিদ্রোহীরা সাময়িক ভাবে [illegible] করিয়াছে।

শিনওয়ারী সম্প্রদায় একণে [illegible] কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। মোমান্দ ও দুর্রানী দল তাহাদিগের [illegible] সমর্থন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। [illegible] আলি আহমদ খান আমীরের পক্ষ হইতে কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও অন্যান্য [illegible] করিতেছেন। আফগান সরকারের য়ুরোপীয়ান কর্ম্মচারীদিগকে [illegible] কাবুল বাহিরে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

সিমিল ও মিলিটারী গেজেটের পেশোয়ারস্থিত সংবাদদাতা এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, পূর্ব আফগানিস্থানের হাঙ্গামার শেষ হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস।

কৃষি উন্নতির প্রস্তাব

হুগলীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এ, সি, বাগচী কৃষি বিষয়ের উন্নতির এক প্রস্তাব করিয়াছেন। স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। বাগচী মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। প্রত্যেক থানায় ও জিলার সদরে পশু-চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতাল রাখিতে হইবে। গৃহপালিত গবাদি পশুর জন্য ভ্রাম্যমান হাঁসপাতালের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি বিভাগে গবেষণার জন্য এক দল লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে। গবাদি পশুর অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে, ক্ষেতের সুব্যবস্থার জন্য জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কৃষি [illegible], কৃষি ব্যাঙ্ক ও পল্লী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ই, আই, রেলে আয়-হ্রাস

ই, আর, রেলের পাবলিক রিলেশন্স এজেণ্ট মিঃ কনভিন [illegible] ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে যাত্রীর আয় ৩১ লক্ষ টাকা কম। বোম্বাই মেলে ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে [illegible] জন্য ব্যবস্থা হইতে তৃতীয় [illegible] শ্রেণীতে যা ওয়া আসিবার ব্যবস্থা [illegible]।

হাউস অব কমন্স

লণ্ডনের ৮ই জানুয়ারীর "[illegible]" সংবাদে [illegible] শেষ [illegible] দেখী [illegible] পার্লামেণ্ট [illegible]।

[illegible] কন্দর

[illegible] শনিবার,—১৩৩১ [illegible]

ভগবদ্ভক্তিই

আত্ম-প্রসন্নতার একমাত্র উপায়

[illegible] পতিতপাবন ভগবানের [illegible] পতিত দুর্ব্বল জীবের প্রতি কত দয়া। করুণাময়, ভগবান্ আমাদিগেরই উদ্ধার নিমিত্ত শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ, নাম প্রভৃতি, শাস্ত্র ও সাধুগুরুরূপে জগতে প্রকটিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার [illegible] শ্রীপাদপদ্মে টানিয়া লইবার জন্ত অনুক্ষণ চেষ্টা না যান। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সর্ব্বজীবপ্রভু ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ শক্তির ছায়া-শক্তি সত্ত্ব-রজ-তমো—এই ত্রিগুণময়ী মায়ার যে কি প্রভাব, যাঁহা যে তাঁহার তটস্থা-শক্তিসম্ভূত অণুচিৎ জীবগণকে কেমন করিয়া অবলে আনন্দ পূর্ব্বক পীড়া প্রদান করে, অণুত্বনশতঃ জীব তাঁহার সেই দুর্জ্জয়া বহিরঙ্গাশক্তি মায়ার নিকট কত যে দুর্ব্বল, তাহা সম্যক্ জানিয়াই জীবের মায়া-নির্ম্মুক্তির সকল ব্যবস্থাই করিয়াছেন। মায়াকে কেমন করিয়া জয় করিতে হয়, তাহা তিনি সাধুশাস্ত্রগুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া এমন কি স্বয়ংরূপে প্রকট হইয়াও আপনার সাধকগণকে উপদেশ দিতেছেন। সর্ব্বজীবান্তর্যামী ভগবান্ জীবের সর্ব্ব-প্রকার দুর্ব্বলতা জানিয়াই স্বয়ং ভগবদ্‌-নিত্যানন্দরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে চিদ্বল প্রদান করিতেছেন। করুণার বারিধি ভগবান্ কখনও আমা-দের প্রভু নহেন যে, তিনি মায়িক জগতের দুঃখপ্রাপ্তি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাই মৎসরতা-দুষ্ট সাধুশাস্ত্রাদি [illegible] ও তাঁহার নিজ জনকে পাঠাইয়া সেই [illegible] প্রচার করিতেছেন। আমাদের যাহাতে নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়, আমরা যাহাতে অমৃত-মাত্র [illegible]-মধুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবন [illegible] [illegible], মঙ্গলময় ভগবান্ সাধু-শাস্ত্রাদিগণের আমার সকল [illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible] জীব আমরা তাঁহার সে মঙ্গল-চেষ্টা না বুঝিয়া নিজেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিমুহূর্তে [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াও সাধুশাস্ত্রের কথায় [illegible]

শাস্ত্র-সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বাণীভূষিকারী)

সংস্কৃত শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। 'শাস্' ধাতুর অর্থ—'শাসন করা'। বাঙ্গা আমাদের মনোধর্ম্মরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, এমনই দুর্দ্ধর্ষ আইন। শ্রীভগবান্ জানেন, তাঁহার ভক্তিমার্গ শুষ্ক-কর্ম্মজ্ঞানাদিরূপ অসংখ্য কণ্টক দ্বারা কিরূপে অবরুদ্ধ, তিনি জানেন অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কলির প্রভাব কত প্রবল, ইন্দ্রিয় রূপ শত্রু কিরূপ বলবান্,—তথাপি সমস্ত জানিয়াও সাধুশাস্ত্ররূপে তাঁহার পাদপদ্ম সেবনের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা কি তবে তাঁহার অর্ব্বা-চীনতা বা অদূরদর্শিতা মাত্র? সত্য সত্য সুখ বা আনন্দ বলিয়া যদি কোন চির-স্থায়িবস্তু না থাকিত, ক্ষণিক আনন্দই জীবের প্রাপ্য বস্তু হইত, তাহা হইলে ভগবানের সাধুশাস্ত্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইবার কোনই আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ব্যাপার ত' তাহা নহে, সুখ বলিয়া যে সত্য সত্যই একটী বস্তু আছে। পূর্ণ-চেতন ভগবানের সহিত অণুচেতনাংশ জীবের মিলন যে স্বতঃ-সিদ্ধ। সেই মিলনাভাবই যে দুঃখ। সূর্য্যের কিরণের ধর্ম্ম যেমন সূর্য্যের সহিত মিলিত থাকিয়া সূর্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করা, ভগবদংশ জীবের ধর্ম্মও সেইরূপ। ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকা। ভগবানের সহিত জীবের এই সেব্য-সেবকভাবে নিত্য-মিলন-মাধুর্য্য উপলব্ধি করাইবার জন্তই ত' সাধু-শাস্ত্রাদির অবতরণ। সুতরাং মঙ্গলময়ের ব্যবস্থার ত্রুটী-প্রদর্শন করিবার ধৃষ্টতা না দেখাইয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থাকে একমাত্র পন্থা-জ্ঞানে সাধু-শাস্ত্রানুগত্য স্বীকার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

> ধিক্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্বিদ্ ব্রতং
> ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
> ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা
> যে ত্বধোক্ষজে॥"

—শ্রীঅধোক্ষজ-শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখজনের শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ্যরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাহার যজ্ঞ ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে ধিক্, তাহার উচ্চ-কুলে ধিক্, তাহার ক্রিয়াদক্ষতাকেও ধিক্।"—এই বলিয়া বহির্ম্মুখ যজ্ঞদীক্ষিত মাথুর ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। সাত্বত শাস্ত্র-বাক্যগুলি 'শৌক্রাদি' বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। [illegible]

[illegible] শাসক, তাহাই 'শাস্ত্র'। আমরা শ্রবণ, রাসন, ঘ্রাণ, চাক্ষুষ, ত্বাচ এবং মানস—এই ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ দ্বারা দৈতবস্তুকে বিচার করিতে যাইয়া কখন অস্থির ও অসৎ-সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি বা, অনুমান, আর্য, অর্থাপত্তি, অভাব, ঐতিহ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বাস্তব-বস্তু ভগবান্ ও শুদ্ধ জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে সাহসী হই, তখন আপ্তোপদেশ শব্দ বা শাস্ত্র আমাদের নিয়ামক এবং শাসকরূপে উপস্থিত হইয়া নিরস্ত-কুহক সত্যের বাণী বলিয়া থাকেন। অতীন্দ্রিয়-বস্তু বিচারেই আমরা প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার দেখিতে পাই, সুতরাং অচিন্ত্য, অলৌকিক বস্তুজ্ঞান যে প্রত্যক্ষাদির দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? একমাত্র ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-রহিত বচনাত্মক শাস্ত্রই যথার্থ জ্ঞান দানে সমর্থ।

আম্নায়-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নিরস্ত-কুহক নিত্য সত্যই যথার্থ শাস্ত্র। স্বকপোল-কল্পিত বা দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন মত কখনও শাস্ত্র-পদবাচ্য নহে। বৃহদারণ্যক (২।৪।১০) যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী সংবাদে আমরা জানিতে পারি যে, চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি-শাস্ত্র পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ জগতে প্রকটিত হইয়াছেন। মুণ্ডকের প্রথম শ্লোক,—

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ," ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে,—"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রারম্ভে "জ্ঞানং পরম-গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে এবং মৎস্য-পুরাণ ৩য় অধ্যায়ে শাস্ত্রোৎপত্তি-প্রসঙ্গে, তত্ত্বসন্দর্ভ-ধৃত স্কন্দ-প্রভাস-খণ্ড বাক্যে আমরা বিশেষভাবে জানিতে পারি যে, একমাত্র ভগবদ্বাণীই আম্নায় বাক্যই শাস্ত্র। স্কান্দ বচন উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীপাদ মধ্বমুনি বলেন,

> "ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং
> পঞ্চরাত্রকম্।
> মূল রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
> যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
> অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং
> কুবর্ত্ম তৎ॥"

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ভারত (মহাভারত ও সাত্বত পঞ্চরাত্র-লক্ষণাত্মক শাস্ত্র সমূহ), মূল রামায়ণ—এই সকল 'শাস্ত্র' বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও 'শাস্ত্র'মধ্যে পরিগণিত, এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত নহেই, বরং কুবর্ত্ম স্বরূপ।

মানবের অধিকারভেদে শাস্ত্র ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। যথা মৎস্য-পুরাণে,—

> "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু
> মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
> রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ।
> তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
> সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাঞ্চ নিগদ্যতে॥"

সাত্ত্বিক শাস্ত্রে সর্ব্বেশ্বর পরম-পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরির মাহাত্ম্য ও জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা বর্ণিত হইয়াছে। রাজস-শাস্ত্রে ব্রহ্মাদি দেবতার মাহাত্ম্য, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির উপদেশ, তামসিক পুরাণে—অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে, পশু-বধ, মদ্য-পানা-দির বিধানও লিখিত আছে এবং সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি দেবতা ও পিতৃলোকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজস ও তামস শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একান্ত বহির্ম্মুখ জীবগণকে গৌণফলে প্রলুব্ধ করিয়া ভগবানের দিকে উন্মুখ করা। কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ-কণ্টককে নিষ্কাশিত করিয়া উভয় কণ্টকই দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; কিন্তু অবিবেকিগণ এক কণ্টক উন্মোচন করিতে গিয়া দ্বিতীয় কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া পড়েন। আমরা দেখিতে পাই জৈমিন্যাদি ঋষিগণ পর্য্যন্ত জমীর মধু-পুষ্পিত বাক্যে আবদ্ধ হইয়া নিরস্ত-কুহক সত্যের সন্ধান পান নাই। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তত্ত্ব-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন,

"তেষামপি সামগ্র্যেণা-প্রচার-রূপত্বাৎ নানাদেবতা প্রতিপাদক-প্রায়তাদর্ব্বাচীনৈঃ ক্ষুদ্র-বুদ্ধিভিরর্থো দুরধিগম ইতি তদবস্থ এব সংশয়ঃ" অর্থাৎ পুরাণাদি বেদপ্রামাণিক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অংশ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় প্রচলিত অংশে নানা দেবতার মহিমা ও উপাসনার বিষয় উল্লেখ দেখিয়া অর্ব্বাচীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া পড়েন, সুতরাং জীবাত্মার উপাস্য বা সম্বন্ধ বস্তু সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়। পুনশ্চ ১৯শ সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—"যৎখলু পুরাণ জাত-মাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধি-লব্ধ মাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে॥" শ্রীবেদব্যাস নিখিলপুরাণশাস্ত্র ও বেদান্ত প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তে প্রসন্নতার অভাব লক্ষ্য করিলেন, তখন শ্রীনারদের নিকট কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া সমাধিস্থ হইলেন ও সমাধিতে প্রকাশিত অপ্রাকৃত বিমলভাবাসদৃশ শ্রীমদ্ভাগবত প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় বা তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। শ্রীগীতাশাস্ত্রও সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত বলিয়া সকল আচার্য্য কর্ত্তৃকই স্বীকৃত হইয়াছেন। বৃহৎসংহিতা—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা-ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥"

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-জ্ঞানের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উপক্রম অর্থে গ্রন্থের আরম্ভ—শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার সারগ্রাহী হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে আরম্ভে, উপসংহারে অর্থাৎ গ্রন্থের শেষে, অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আত্মধর্ম্ম সর্ব্বেশ্বর ভগবানে ভক্তির কথাই উপদেশ দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এস্থানে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল না। শাস্ত্র, কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি বিবিধ মার্গের অবতারণা করিয়া ঐ সকলের কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়োজনীয়ত্ব এবং মূল্য প্রদর্শন করেন বলিয়া উহাদিগকে সনাতনধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম স্বরূপে গ্রহণ করা সারগ্রাহীর কর্ত্তব্য নহে। যেমন গীতায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রশংসা দেখা যায়, কিন্তু আত্মধর্ম্মের উদ্দেশক হইলেই তাহাদের মূল্য, নতুবা নহে।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি" "তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।", "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" ইত্যাদি বাক্যে ভগবদুদ্দেশক কর্ম্মেরই প্রশংসা দেখা যায়. সাংখ্যযোগ নামক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে জ্ঞানী ও যোগী হইতে "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" এবং উপসংহারে "মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি বাক্যে আত্মধর্ম্ম অধোক্ষজে ভক্তিই যে শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য, তাহা বেশ স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। অপার করুণাময় ভগবান্ বিমুখ জীবকে উন্মুখ করিয়া নিত্যসেবারূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান জন্য শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
উহার দৃষ্টান্ত যেছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন এত দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশে॥"

বেদান্তের—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির অবিষয় অধোক্ষজ ভগবান্ শাস্ত্রমূলেই জীবের নিকট পরিচিত হন বলিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন—এই দ্বিবিধ লীলাই নিত্য। পরম কারুণিক ভগবান্ একদিকে যেমন জীবের দুর্গতি দেখিয়া আত্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন, অপরদিকে তিনি মোহনশাস্ত্র জগতে প্রচার করিয়া অহমিকাপরায়ণ দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন দুষ্কৃতিগণকে আরও মোহিত করিয়াছেন। যথা কৌর্ম্মে—

"এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহো যেষাং ভবার্ণবে॥"

হিমালয়কে উমাদেবী বলিতেছেন,—বামাচারকথিত পাশুপত, যোগ, লাকুল, ভৈরব প্রভৃতি শাস্ত্র মোহিত জীবকে মোহন করিবার জন্য আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। বরাহপুরাণে শ্রীভগবান্ মহাদেবকে মোহ-শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য আদেশ করিতেছেন,—

"এষমোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥"

পদ্মপুরাণে শঙ্কর বৌদ্ধবাদ-মায়াবাদ-রূপ অসৎশাস্ত্র কলিতে প্রচার করিবেন বলিয়া উমাদেবীকে বলিতেছেন,—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"

একদিকে যেমন জৈমিন্যাদি ঋষিগণ বেদের কর্ম্মবাদে মোহিত, অপরদিকে শাঙ্করিকগণ অতিবিষ্ময় পড়িয়া মোহিত। বৌদ্ধ বেদ অস্বীকার করিয়া নাস্তিক এবং মায়াবাদিগণ বেদ স্বীকার করিয়া অধিকতর নাস্তিক। স্পষ্ট প্রমাণ মুখে স্বীকার করিলেও কার্য্যে তাঁহারা প্রত্যক্ষ বিচারের প্রাধান্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং তাঁহারা ভগবানের মায়ায় মোহিত। শ্রীগীতা বলেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।"
"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং।"

উপনিষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী, স্বচ্ছ। যিনি শাস্ত্রে প্রপন্ন হইবেন, শাস্ত্রে যিনি অধিক সেবাবুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনিই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে সমর্থ। ভক্তভাগবতই গ্রন্থভাগবতের যথার্থ অপরকে বলিয়া দিতে পারেন; এই জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশবাণী—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" সুতরাং শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া যাইতে হইবে। শাস্ত্র প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

(২)

গুরু—সেদিন যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই আমাদের সর্ব্ব প্রথমে জানা কর্ত্তব্য। এই জগতে আসিবার কারণ একমাত্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা, তাহা সেদিন বলিয়াছি। শ্রীগুরুদেব কৃপা পূর্ব্বক সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা জানাইয়া থাকেন। তখন জীবের আর মায়াবদ্ধ অবস্থা থাকে না। কৃষ্ণের সহিত নিজ সম্বন্ধ অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেই মায়া তাহাকে নিজ-বন্ধনে বাঁধিতে সমর্থ হয় না, নতুবা (শ্রীকৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত) জীবের আর কোন প্রকারে মায়াকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই। এই কৃষ্ণ-ভক্তিই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম—ইহারই নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম অথবা ভাগবতধর্ম্ম।

শিষ্য—বৈষ্ণব-ধর্ম্মই যদি জীবের নিত্যধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে কেন নানারূপ ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়?

গুরু—ধর্ম্ম বস্তুতঃ এক হইলেও বর্ত্তমানে উহা নানা আকার ধারণ করিয়াছে। 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে জানিতে হইলে ধান্যগাছের সদৃশ শ্যামাঘাসের ন্যায় ধর্ম্মেরও একটি বিকৃতি আছে, তাহা জানা আবশ্যক। যথা—

"বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ
অধর্ম্মশাখা পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে॥"

অর্থাৎ বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপধর্ম্ম এবং ছলধর্ম্ম। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি এই পঞ্চ অধর্ম্ম শাখাকে অধর্ম্মতুল্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। যাহা 'ধর্ম্ম'-বুদ্ধিতে করা যায়, কিন্তু যদ্দ্বারা স্বধর্ম্ম বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা বিধর্ম্ম। অন্যের বিহিত ধর্ম্ম—পরধর্ম্ম। ধার্ম্মিকত্ব-খ্যাপনের নিমিত্ত জটাজুটাদি ধারণ অথবা বৈষ্ণবের চিহ্নাদি মাত্র ধারণ—উপধর্ম্ম। শব্দভেদ অর্থাৎ শব্দের অযথার্থ করিয়া যাহা করা যায়, তাহা ছলধর্ম্ম; যথা কোরান্ কোন্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিহিত আছে, এ-স্থলে মুমূর্ষু গাভী দান করা—পুরুষের বেশ্যা-করিত। আশ্রম-বিরাম [illegible] ভাবে যাহা কর্ত্তৃ [illegible] এই পঞ্চ-বিধ অধর্ম্ম প্রকারে [illegible] হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে [illegible] তজ্জন্য যে, বৈষ্ণবগণ [illegible] লাভ করিতে পারা যায় [illegible] জীবগণের, দুর্বুদ্ধি-বশতঃ [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই—এ বুদ্ধি গ্রহণ করিয়াছে [illegible] অধর্ম্মশাখাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বোধ করিয়া লইয়াছে।

শিষ্য—এরূপ হইবার কারণ কি?

গুরু—ইহার একমাত্র কারণ—স্ব-বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্মে লিপ্ত হওয়া। যথা—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, ব্রাহ্মণ হইয়া জুতার দোকান খুলিতেও দ্বিধাবোধ করেন না; অথচ তিনি মনে মনে এ অভিমানটুকুও রাখেন যে, তিনিই খাঁটি ব্রাহ্মণ। কিন্তু শাস্ত্রে কি বলে, তা শ্রবণ কর।

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু এই কথা মনুসংহিতায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ দ্বিজ বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যে পরিশ্রম করেন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত, বেদবেদান্ত প্রভৃতি আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ অবগত হওয়া যায়।

কৃষ্ণের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, জীবের সহিত মায়ার কি সম্বন্ধ এবং মায়ার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ—এই ত্রিবিধ বিষয় সদ্গুরু-কৃপায় বুঝিতে পারিলে তখন আর জীবের বৃথা মোহ, দেহে আত্মবুদ্ধি অথবা স্বজনাত্মজন্যগণকে আমার বুদ্ধি থাকে না। কিন্তু গুরু-কৃপায় অভিধেয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম যে প্রয়োজন, তাহারই নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে।

শিষ্য—অভিধেয় কি?

গুরু—'অভিধেয়' শব্দের অর্থ—উপায়। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ জানিতে পারিলেই তাঁহাকে সেবা করিবার নিমিত্ত যে উপায় অর্থাৎ কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই অভিধেয় তত্ত্ব। সাধুগুরুর কৃপায় কৃষ্ণানুশীলন-শিক্ষা লাভ হয়। ইহারই নাম ভক্তি। এই ভক্তিবলেই শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইতে পারা যায় [illegible] বাক্যবলে ভক্তিবিষয়ে নিযুক্ত [illegible] করিত [illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible] ভগবান্ [illegible] বলিতে লাগিলেন,—
[illegible] যে ভোগসুখ বাঞ্ছা
[illegible] সকলেই অনভিজ্ঞ, যেহেতু
[illegible] কল্পনা করে, তাহা অশেষ
[illegible] নিমিত্ত, সুতরাং ভোগে অসমর্থ,
[illegible] বিষয় সকলও মৃগতৃষ্ণিকারূপ প্রতি-
[illegible] মাত্র। যথা রাজ্যকামনা সুখকর,
[illegible] রাজ্য-প্রাপ্তি হইলে অপরিমিত রাগ,
[illegible] হিংসা, ভয় প্রভৃতিই লাভ হইয়া
[illegible]। তন্মধ্যে যদিও বিন্দুমাত্র সুখ
[illegible], তদ্বারা ভোগ আকাঙ্ক্ষা
[illegible] না হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে
[illegible] তায় ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধিই হয়
[illegible]।

হে পরমেশ্বর, যদিও আমি রজোগুণ-
[illegible] অসুর-কুলোদ্ভূত, তথাপি আমার
[illegible] আপনার কৃপা অনন্ত; ব্রহ্মা, শিব,
[illegible] কি, লক্ষ্মীদেবীও যে কৃপা লাভ
[illegible] পারেন নাই, আপনার সেই
[illegible] পদ্মহস্ত আমার মস্তকে অর্পিত
[illegible]। অতএব আমি দেখিতেছি
[illegible], আপনার কৃপা উত্তম অধম বিচার
[illegible] না। যেহেতু আপনি প্রাণিগণের
[illegible] ও সুহৃদ। আপনাকে সেবা করিলে
[illegible] কল্পতরুবৎ ফললাভ হইয়া থাকে। হে
[illegible], আমি কাম্যবস্তুর আশায় সংসার-
[illegible] নিক্ষিপ্ত হইলে আপনার ভৃত্য দেবর্ষি
[illegible] কৃপা পূর্ব্বক আপনার অধীন
[illegible] রিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা সংসৃতি বিনাশ
[illegible], অতএব আমি আপনার ভৃত্যগণের
সেবা কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে
[illegible] ? আপনি নিজভৃত্য-বাক্য সত্য
[illegible] আমার প্রাণরক্ষা ও আমার
[illegible] বিনাশ করিয়াছেন। আপনি
[illegible], তির্য্যক্, ঋষি, দেবতা, মৎস্য প্রকৃতি
[illegible] দ্বারা ত্রিভুবন পালন ও জগদ্-
[illegible] ব্যক্তিগণকে বিনাশ করেন।
[illegible] যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া
[illegible]। আর কলিকালে আপনার
[illegible] অবতার অর্থাৎ ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণ-
[illegible] অবতীর্ণ হইয়া থাকেন বলিয়া
[illegible] 'ত্রিযুগ'। হে বৈকুণ্ঠনাথ,
[illegible]

অজ্ঞানেতে; আমার জিহ্বা আপনার গুণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মধুর ভাবে রসাস্বাদনে গমন করিতেছে, অথবা গ্রাম্য কটুমিষ্ট-ভাবে আনন্দ লাভ করে; শিশ্ন, ত্বক্, উদর, কর্ণ, নাসিকা এবং চঞ্চল দৃষ্টি সকলেই বিভিন্নদিকে আকৃষ্ট হইতেছে, বহুপত্নীক ব্যক্তির স্ত্রীগণ যেমন উহাকে, এক এক জন এক একদিকে লইয়া টানাটানি করে, সেইরূপ আমার ইন্দ্রিয়গণও আমাকে স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত করাইতেছে। হে ভবার্ণব-কর্ণধার, সংসাররূপ বৈতরণীতে পতিত, জন্ম, মরণ ও ভোজন প্রভৃতি বিষয়ে ভীত, পরস্পর শত্রুতা ও মিত্রতাসাধক মূঢ় জনগণকে অনুকম্পা পূর্ব্বক ভববৈতরণী হইতে উদ্ধার করুন। হে ভগবন্, যাহারা আপনার অথবা আপনার ভক্তের ভক্ত, তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ত কোনই চিন্তা নাই, কিন্তু ঐ মূঢ় জনগণকে অনুগ্রহ করাই মহতের কর্ত্তব্য। অবলীলাক্রমে সৃষ্টি-পালন ও সংহারকারী আপনার তাহাতে কি শ্রম ? হে সর্ব্বোত্তম, আপনার গুণ-গানরূপ বিশাল অমৃতসমুদ্রে পতিত আমি নিজ উদ্ধারের জন্য ভয় করি না, কিন্তু আপনাতে বিমুখ, ইন্দ্রিয়ারামী, কুটুম্ব-সেবক মূর্খদিগের জন্যই আমি শোক করিতেছি। যদিও অনেক মুনি নিজমুক্তি-কামী হইয়া বিজনে মৌনব্রত পালন করেন, তাঁহারা পরার্থপর নহেন। দীনচেতা মূঢ়গণকে পরিত্রাণ করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই সমর্থ নহে। আমি নিজ মুক্তির জন্য চেষ্টা না করিলেও আপনার কৃপায় উহা এক্ষণে আমার সুলভ হইয়াছে, তথাপি ঐ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি বলেন যে, ঐ বিমূঢ়গণ কোন দুঃখই ত পাইতেছে না, বরং তাহারা সম্ভোগবিষয়ে পরম সুখী হইয়া কালযাপন করিতেছে, কিন্তু তাহারা বর্ত্তমানে অনুভব করিতে না পারিলেও পরে ইহা বুঝিবে যে, ইন্দ্রিয়তর্পণ-জনিত সুখ কণ্ডু-কণ্ডুয়নের ন্যায় অত্যন্ত দুঃখদায়ক। (কোন অঙ্গে চুলকণা হইলে উহা চুলকাইতে প্রথমতঃ বেশ সুখদায়ক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উহা অত্যন্ত দুঃখ দেয়)। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগে কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ভক্তগণের ন্যায় দুঃখপ্রদ জানিয়া ভোগ স্পৃহা সহ্য করেন। যদি বলেন, ব্রাহ্মণাদির আপনার শরণাগতি ব্যতীত মুক্তির আরও বিবিধ উপায় আছে, কিন্তু মৌনব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, বেদপাঠ, স্বধর্ম্মব্যাখ্যা, নির্জ্জনে অবস্থান, জপ এবং সমাধি প্রভৃতি মুক্তির উপায় মুক্তির কারণ হইলে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ উহাদিগকে জীবিকা করিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ সকল উপায়ের দ্বারা মুক্তির চেষ্টা না করিয়া তদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণ করিয়া থাকে অথবা স্ত্রীপুত্রাদির সেবা করিয়া থাকে, কখনও বা তৎসংগ্রহেও অসমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং আপনার ভক্তিযোগ ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় আমি দেখি না; সত্ত্ব প্রকৃতি গুণত্রয়, গুণাভিমানি দেবগণ, মহত্তত্ত্ব, মন ও মর্ত্ত্যগণ সকলেই জন্ম-মরণশীল। তাঁহারা তোমাকে জানিতে পারেন না। জ্ঞানিগণ ইহা বুঝিয়া বেদাধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া আপনার ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব হে পূজ্যতম, আপনার নমস্কার, স্তব, কর্ম্মসমর্পণ, স্মরণ এবং শ্রবণাদি ব্যতীত লোকে পরমহংসগতি লাভ করিতে পারে না।

নানা কথা

সম্রাটের স্বাস্থ্য উন্নতির দিকে

লণ্ডনের ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ রাজপ্রাসাদে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, এত দিন পর সম্রাটের স্বাস্থ্য নিশ্চিত উন্নতির পথ অবলম্বন করিয়াছে। প্রাতঃকালে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত না হওয়াকে উন্নতির আশাপ্রদ কারণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

পুরুলিয়ায় মোটর দুর্ঘটনা
৩ দিনের মধ্যে ৩টী

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, তথায় ৩ দিনের মধ্যে ৩টি মোটর গাড়ী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শনিবার বেলা ১১ টার সময় পুলিস-থানার নিকটে জনৈক শকট-চালক একখানি বাসের আঘাতে নিহত হয়। গত ৬ই জানুয়ারী প্রাতে বুচাবাঁধের নিকটে জনৈক মাড়োয়ারী একখানি মোটর গাড়ীর আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে—তাহার উরুর অস্থিভঙ্গ হইয়াছে।

নূতন পদ

লণ্ডনের ১০ জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, প্রাচ্য টেলিগ্রাফ কোম্পানী এবং সম্মিলিত টেলিগ্রাফ-কোম্পানীর বোর্ডের স্যার দেনিস ব্র্যাকেট এবং আর্ল অব ক্লারেণ্ডন যথাক্রমে প্রস্তাবিত সংবাদ আদান-প্রদানকারী কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পদে মনোনীত করিয়াছেন

লাহোরে ভূতপূর্ব্ব সৈন্যদল

লাহোরের ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব সৈন্যগণ এখনও মোজাঙ্গ রোডে অবস্থান করিতেছে। গত রাত্রিতে তাহাদিগকে জ্বালানী কাঠ ও খাদ্য প্রদান করা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণ লাহোরে উপস্থিত থাকায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তজ্জন্য লাট দেশ-ভ্রমণ-কার্য্য-পদ্ধতি বাতিল করিয়াছেন। তাহারা চলিয়া গেলে লাটের শুক্রবারে লাহোর হইতে ওয়াকায় গমন করিবার এবং ১৩ই জানুয়ারী লাহোরে প্রত্যাগমন করিবার তারিখ।

১২৪এ ধারায় "মুক্তি"

মানভূমের ডেপুটী কমিশনার মুক্তির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীহারচন্দ্র দাস গুপ্ত এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীকে তলব করিয়াছেন। গত ৩রা ডিসেম্বরের মুক্তিপত্রে বিপ্লব শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার জন্য উহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪ এ ধারায় অভিযোগ আনা হইয়াছে। ২৭শে জানুয়ারী মামলার দিন।

কাঁকিনাড়ায় শ্রমিক-সভা

নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি মিষ্টার সাবুবুল হক এম. এ. বি. এল-এর সভাপতিত্বে গত ৬ই জানুয়ারী কাঁকিনাড়ায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়া চটকলের শ্রমিকগণের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বয়ন-মাষ্টারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া ঐ সভায় কয়েকটি প্রস্তাব সংগৃহীত হয়।

সংবাদ-পত্র তলব

দিল্লী, ৯ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বা ভারত গবর্ণমেণ্ট আফগান-বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য বা উৎসাহিত করিতেছেন বলিয়া যে সকল সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিবার হুকুম দিয়া সম্প্রতি এক সরকারী-ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, চীফ কমিশনার তিনখানি সংবাদপত্রের কাগজ-পত্র তলব করিয়াছেন।

দুঃস্থের সাহায্যে
লর্ড-মেয়র-ভাণ্ডার

ইংলণ্ডের খনি অঞ্চলের শ্রমজীবীদের সাহায্যকল্পে প্রতিষ্ঠিত লর্ড মেয়রের ধন-ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত ৬৬ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু শত মণ ওজনের কাপড়ও পাওয়া গিয়াছে।

বেঙ্গল নাগপুর-রেলওয়ে

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতার গার্ডেনরীচে কোম্পানীর আফিস ভবনে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের স্থানীয় পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। [illegible] টিকিটের ফেরৎ অর্দ্ধাংশে সহজভাবে কাল অর্দ্ধের "ফেরৎ" মুদ্রিত করিবার বিষয় সভাপতি আলোচনা করিতেছেন। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে আরোহিগণ ক্রমক্রমে টিকিট-অর্দ্ধাংশ প্রথমে প্রদান করিবেন না।

সভাপতি বলেন, কমিটির অনেক সদস্যের অনুরোধে ও রাঁচি পরিদর্শনাভিলাষী যাত্রিগণের সুবিধার জন্য মুরি ষ্টেশনে ভারতীয় জলযোগ-গৃহের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গত পূর্ব্ব বৎসর সংখ্যের তুলনায় গত বৎসর বাদে উক্ত রেলপথের আয় ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা হ্রাস হইয়াছে।

ডাকাত কর্ত্তৃক ডাকাত ধৃত

ওয়াহিদ ও আবদুল নামক দুই কুখ্যাত ডাকাতের সর্দ্দারের অধীনে প্রায় ১২জন ডাকাত কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটী গ্রামে লুণ্ঠন করে। সেখানে তাহারা বহু গ্রামবাসীকে হত ও আহত করিয়াছিল। ওয়াহিদ ও আবদুল এই দুই ডাকাইতকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই দুইজন ডাকাত তাহাদের দলবল লইয়া আর এক বন্ধু ডাকাত যুসুফ শেখের বাড়ী যায়। সেখানে তাহারা একরাত্রে ফুর্ত্তির পর ঘুমাইয়া পড়িলে পুরস্কারের লোভে যুসুফ শেখ পুলিশ ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের ধরাইয়া দেয়।

গো-যানে বালিকা আহত

শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের একটি ৭ বৎসর বয়স্কা কন্যা রাস্তায় ক্রীড়া করিবার সময়ে একখানি গো শকটের তলে পড়িয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। শকট-চালক ধৃত হইয়াছে।

প্রতিমার সম্মুখে নরবলি

প্রকাশ, মারি ও তাহার পুত্র আবান নামক মাদ্রাজের ২ জন কোনান ৫ বৎসর বয়স্ক একটি নাপিত বালককে, নরবলিতে দেবী তুষ্ট হইয়া তাহাদের ঐশ্বর্য্য দান করিবেন, এই আশায় প্রতিমার সম্মুখে বলিদান করে। বলিদানের পর বালকের পিতামাতা তাহার দেহ একটা পুষ্করিণীতে প্রাপ্ত হয়।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫	—	৮—৫০

৯লক্ষ টাকার মামলা আপোষে নিষ্পত্তি

শ্রীযুত রামকিষেণ প্রভৃতি পরলোকগত রায় সাহেব মথুরাপ্রসাদের উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে একমালি সম্পত্তির বিভাগের জন্য স্থানীয় সাব জজের আদালতে যে নালিশ রুজু করিয়াছিলেন, তাহা গত ৫ বৎসর ধরিয়া চলিতেছিল। এ মামলায় দাবী করা হইয়াছিল প্রায় ৯ লক্ষ টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। দার্জ্জিলিং, বালিয়া ও রংপুর জিলায় এবং সিকিম রাজ্যে সম্পত্তি অবস্থ আছে। মামলার আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। বাদীরা বালিয়ার এবং প্রতিবাদীরা সিকিমের সম্পত্তি লইবেন।

লাহোরে ভূতপূর্ব্ব সৈন্য-সমস্যা

লাহোরের ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব সৈন্যগণ তাহাদের বন্দী নেতৃদ্বয় মুক্ত না হইলে কিংবা তাহারা না বলিলে সত্যাগ্রহ ত্যাগ করিবে না। এক জন আকালী শিখ সৈন্যগণের খাবার লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্দী নেতৃদ্বয়কে মুক্তি দেওয়া না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থান ত্যাগও করিবে না—কিছু খাইবেও না, সে ৬৪ ঘণ্টা অনাহারে রহিয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ রবিমুদ আটকাইয়া রাখিয়াছে। আমেরিকার পুলিশের বাংলো বাড়ান হইয়াছে এবং শীঘ্র আরও বাড়ান হইবে।

ব্রহ্মে কমিশন সম্বন্ধে বড় লাট

গত রাত্রিতে রেঙ্গুন ব্যবসায়ী সমিতির ভোজে বড় লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ব্রহ্মবাসীদের কমিশন বর্জ্জনের কোনও কারণ নাই। ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভা কমিশন বর্জ্জন করিবেন না শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত হইতে ব্রহ্মের স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, ব্রহ্মবাসী যদি স্বতন্ত্রীকরণ সমর্থন করেন, তাঁহাদের ঐ বিষয় সাইমন কমিশনের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে তিনি বলেন, ব্রহ্মের জনসাধারণ কমিশনের সহযোগিতা করুক বা না করুক, সেখানে ভারতের প্রদেশসমূহের ন্যায় বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটিবে না। তাঁহার বিশ্বাস ব্রহ্মবাসিগণ কমিশনের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে।

অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

জৈন ও বৌদ্ধ দৈবশক্তি-পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি ৫ শত খানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীনকালের অক্স্‌ মুদ্রাগুলির ১ শতটী সীসার মুদ্রা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিয়াছেন।

লাটের নিকট আবেদন

লাহোরের ডেপুটী কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে [illegible] করিবার অনুমতি দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতার হিন্দুগণ লাটের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

[illegible]

গত [illegible] কার্য্যকরী [illegible] করিয়া আপনি [illegible] রাষ্ট্রভাষা [illegible] [illegible] করেন [illegible] অকর্ম্মণ্য-সমিতি গঠন করেন। [illegible] জাতীয় সরকার ঐ [illegible] [illegible] মনোনীত ও নিয়মিত [illegible]

[illegible] যুবক-সমিতি

গত ২৩শে পৌষ রবিবার, [illegible] জিলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে একটী যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছে—[illegible] সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে একটী পুস্তকাগার ও [illegible] জন্য একটি ক্রীড়াবিভাগ—এই দুই বিভাগ গঠিত হইল। এই অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে স্থানীয় উদারচরিত শেঠ রামসেবক রায় মহাশয় [illegible] তাহার একটি বাটী অর্পণ করিয়াছেন।

এডিনবার্গে বিষম অগ্নিকাণ্ড

এডিনবার্গ সহরে যে বাড়ীতে ব্যাঙ্কসমূহের চেক্ হুণ্ডী প্রভৃতির কারবার হয়, সেই ঘরে রাত্রিকালে আগুন লাগিয়াছিল। আগ বিশেষ ভাবে বিস্তৃত হওয়ার পূর্ব্বে জানিতে পারা যায় নাই, জানা গেলে পর হাতের কাছে যত দমকল পাওয়া গিয়াছিল, সকলগুলি আগুন নিবাইবার কার্য্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল। বাড়ীটি সহরের ব্যবসায়বহুল স্থানে অবস্থিত ছিল। এক ঘণ্টার ভিতর বাড়ীটি ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল।

অনেক বৎসরের ভিতর এডিনবার্গ সহরে এরূপ গুরুতর অগ্নিকাণ্ড আর হয় নাই। যদিও এখন পর্য্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ স্থির হয় নাই, তথাপি এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনেক ব্যাঙ্ককে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ প্রকাশ যে, [illegible] দিন [illegible] [illegible] সময় নূতন চেক্ এবং নোট আদান প্রদানের কথা ছিল।

মুসলমানের শিক্ষা[illegible]

মুসলমানের শিক্ষকতা [illegible] লাভ করিবার জন্য মুসলমানদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আজকাল শিক্ষিত বঙ্গ-সমাজের মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কথার ক্রমেই বেশ আদর দেখা যাইতেছে—ইহা একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ বলিতে হইবে। মহাপ্রভু যে, কোন রাজনীতি, সমাজনীতি, দেশনীতি বা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ জড়-নীতির প্রচার-কল্পে জগতে অবতীর্ণ হন নাই, যে নীতি কোন নির্দ্দিষ্টকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট দেশ, সমাজ বা রাজ্য বিশেষের স্বার্থকে লক্ষ্য করে, তাহা যে মহাপ্রভুর প্রচার্য্য-বিষয় নহে, মহাপ্রভু যে নীতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে কোন খণ্ড দেশ, কাল ও পাত্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু তাহা যে এক অখণ্ড—সার্ব্বজনীন—পরমোদার নীতি, তাহা এখন অনেকেই বুঝিবার অবসর পাইতেছেন। 'বৈষ্ণব' অর্থে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়, সুতরাং যিনি সে বিষ্ণু-সম্বন্ধ স্বীকার করিবার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইতেছেন, তিনিই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবতায় ব্যভিচার লক্ষিত হয় বলিয়া বৈষ্ণবতাটাই অনাদরের বিষয় নহে। যত বড় উজ্জ্বল আলোকই থাকুক না কেন, যেমন সূর্য্য, তিনি দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলেও যেখানেই কোন নৈমিত্তিক কারণ বশতঃ তাঁহার দর্শন বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, সেখানেই অন্ধকার পরিলক্ষিত হইতেছে, তাই বলিয়া সেই উজ্জ্বল আলোক বা সূর্য্যই যেমন সেজন্য নিন্দার্হ নহেন, সেইরূপ জীবের যোগ্যতাভাবশতঃ মহাবদান্য মহাপ্রভুর ঔদার্য্য-লীলা বুঝিতে না পারিয়া তাহার অপব্যবহার-ক্রমে জীবকুল জগতে আজ বৈষ্ণবতার নামে যে অনর্থ আনয়ন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর প্রচারকেই নিন্দা করিলে হইবে না; বরং জানিতে হইবে, অন্ধকার আলোকের অভাবই জানাইবার জন্য আমাদের সম্মুখে উদিত হয়। এ সকল কথা আজকাল অনেকেই বুঝিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মই যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম—একমাত্র জৈব-ধর্ম্ম, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণ ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মাণবাসিগণের নিকটও যেরূপ অধিক উদ্যমে শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র এবং বহু বহু গ্রন্থরাজি-দ্বারা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর আমরা চারিদিক হইতে তাঁহাদের প্রচারের যে সকল রিপোর্ট পাইতেছি, তাহাতে "পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম" মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণীর সার্থকতা সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সত্যের আদর এক সময়ে না এক সময়ে হইবেই। সত্য স্বতঃ-প্রকাশ বস্তু, তিনি কি কখনও অপ্রকাশিত থাকেন? কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কথা যত বেশী প্রচারিত হইবে, ততই জগতের অমঙ্গল-রাশি বিনষ্ট হইবে।

কতকগুলি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-পদাবলেপি ব্যক্তির ধারণা—শ্রীগৌরাঙ্গদেব কোন একটী সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর লোকের উপাস্য-বস্তু মাত্র, তাঁহার শিক্ষা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় নহে; আমরা তাদৃশ সম্প্রদায় সমাজকে অত্যন্ত বিনীতভাবে ঐরূপ কু-ধারণা তাঁহাদের অন্তর হইতে একেবারে অপসারিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম—নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেই সংকীর্ত্তনের পিতা স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের কথায় সকলেরই মঙ্গল নিহিত। তিনি বর্ণ-ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন কিম্বা শৌক্র-পদ্ধতি সংস্থাপন করিয়া সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রচার করিয়া যান নাই, দেশের ও সমাজের ক্ষণিক মঙ্গল সাধনের জন্য মহাপ্রভু কোন সীমাবদ্ধ অনুদার-নীতি-প্রচারক নহেন, কিন্তু মহাপ্রভু সর্ব্বদেশের সর্ব্ব-সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের জন্যই একাধারে সাধন ও সাধ্য শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ জগতের সকল শ্রেণীর লোককেই সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

> অরে ন কুরু সাহসং ত্বং হসদ্ভি
>
> সর্ব্বোদ্যমং
>
> জনাঃ পরিত উন্মদা হরিরসামৃতাস্বাদিনঃ।
>
> ইদন্তু নিতরাং শৃণু প্রণয়বস্তু প্রভু মতে
>
> বদেষ নিগমেষু তৎ গন্তিরয়ং
>
> হি গৌরঃ পরম্॥

—হে ভ্রাতঃ, তুমি শ্রীচৈতন্য-পদাশ্রয় ব্যতীত অপর কোন সাধনে সহসা প্রবৃত্ত হইও না। কৃষ্ণ-প্রেম-পীযূষ-রস-পানোন্মত্ত গৌরজনসমূহ তোমার ঐরূপ সর্ব্ববিধ উদ্যমকে উপহাস করেন। এখন অতি গোপনীয় একটী কথা শ্রবণ কর, নিখিল বেদাদি-শাস্ত্রে প্রণয় বস্তু বলিয়া যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, নিশ্চয়ই জানিও এই শ্রীগৌরাঙ্গই তাহার একমাত্র বিষয়।

আমরাও আমাদের সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত বিনীতভাবে করযোড়ে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহারা গৌর-পার্ষদ ত্রিদণ্ডিপাদের উক্ত বাক্য মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া অচিরে বিশুদ্ধ গৌরভক্তের পাদাশ্রয়ে গৌর-কথালোচনা করিবার জন্য তৎপর হউন। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের স্থায়িত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আর বৃথা কালাতিপাত করিয়া লাভ নাই। যে জগতে আমরা আসিয়াছি, সে জগতের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মায়া, তিনি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ আমাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতেছেন। আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইবার চেষ্টা না করিয়া যতই অন্য উপায়াবলম্বনে সে নির্য্যাতন হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিব, ততই মায়াদেবী আমাদিগকে আরও বেশী করিয়া নির্য্যাতন করিবেন। মায়ার শাসনপদ্ধতি উলটপালট করিয়া মায়াকে ফাঁকি দিয়া তাঁহার রাজ্য ভোগ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে নিতান্ত মূর্খতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? হে বন্ধুগণ, এ সকল কথা গোঁড়ামি বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া আপনারা একটু স্থির চিত্তে অনুধাবন করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বনমহারাজ

শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ প্রবল উৎসাহের সহিত পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে নানা স্থানে হরিকথা প্রচার ও পরমার্থানুসন্ধিৎসু জনগণের কৌতূহল বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মিতা ও সরল ভাষার সাহায্যে দার্শনিক ভাবসমূহ সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত করিবার নৈপুণ্য সর্ব্ববাদিসম্মত। অধুনা তিনি ভারত-রাজধানী দিল্লী নগরীর নানা স্থানে তাঁহার অত্যদ্ভুত বাগ্মিতা-শক্তিদ্বারা জীবগণের ভোগপ্রবৃত্তি প্রশমন করিতেছেন।

বিগত ৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি মাননীয় শিক্ষা-সদস্য সার মহাম্মদ হবিবুল্লা কে,সি,এস,আই মহোদয়ের সহিত ত্রিদণ্ড-ব্যাপী ভগবৎকথা আলাপ করিয়াছেন। মাননীয় শিল্প-সদস্য সার বি এন্ মিত্র মহোদয়ের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

তীর্থ মহারাজ

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ সম্প্রতি গোরক্ষপুরে দুই দিবস ভগবৎকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোরক্ষপুরের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ অযোধ্যাদাস মহোদয় তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছেন যে, কলিকাতায় গৌড়ীয় মঠে তিনি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সম্প্রতি বারাণসী ধামে দশাশ্বমেধঘাটে বহুল হরিকথা প্রচার করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইয়া পাবনা-জেলায় হরি-কথা-প্রচারের জন্য শুভ বিজয় করিবেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার গুণ-গ্রহণে অপার আনন্দ বোধ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজও বারাণসী-ক্ষেত্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহায়তা করিতেছেন।

মিশরিক্-প্রবাসী শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রসাদ অধিকারী সীতাপুর-জেলায় তালগাঁও-গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ থাকিতে পারে, এই ঠাকুর সাহেব নৈমিষারণ্য-পরমহংস মঠের প্রাণ-স্বরূপ। সম্প্রতি তিনি হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী বিজনৌর-জেলায় হরিকথানুশীলনের সহায়তা করিবেন। তাঁহার জন্মস্থান—দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বুলন্দসহর।

ভাগলপুর-প্রদেশে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামি-প্রভু হরিকথা-প্রচারের জন্য শুভাগমন করিবেন।

যাহাতে একায়ন-শ্রুতি-বিহিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহের প্রসার বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে একায়নমঠ স্থাপিত হইবে। নদীয়া জেলার প্রধান নগরে হরিকথা প্রচারের ভীষণ দুর্ভিক্ষ অনুভূত হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় ভক্ত এই কার্য্যে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্যবহার-মদে প্রমত্ত জনগণের কর্ণে অযাচিতভাবে হরিনাম প্রবেশ করিলে যে জগতের অত্যাচার অবিচার প্রশম হয়, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হাইষ্ট্রীটে "তালবাড়ী" নামক ভবনে সম্প্রতি একায়ন-মঠ ও আনুষ্ঠানিক প্রারম্ভের সূচনা হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের শ্রীভাগবত আগন যেন একায়ন মঠের সহিত যোগদান করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

অংশ দেবগণকে পূজা ও বন্দনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

ভগবান্ বিষ্ণুর এই আখ্যান যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন, তিনি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

লতা পাতার গুণ

পর্পট

পর্পটকে সাধারণ কথায় ক্ষেত পাপড়া বলে। ইহা সাধারণতঃ জ্বর-রোগে ব্যবহৃত হয়—ঔষধে ক্ষেত পাপড়ার কাথ ব্যবহৃত হয়—মাত্রা ১-২ ছটাক।

ক্ষেত পাপড়ার শাক **পুরাতন জ্বরে** বিশেষ উপকারী। ইহার কাথ **শরৎ কালীন পিত্ত প্রধান** জ্বরে ব্যবহার করিলে অতি সত্বর উহার উপশম হইয়া থাকে। পিত্ত জ্বরে ক্ষেত পাপড়ার গুঁড়া চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে বেশ উপকার হয়।

জ্বরের সহিত বমি থাকিলে ক্ষেত পাপড়ার ক্বাথ মধুসহ সেব্য।

মুথার ও ক্ষেত পাপড়ার ক্বাথ এক ছটাক মাত্রায় তিন দিন সেবন করিলে **অতিসার** ভাল হয়।

বর্ষার শেষ হইতে গ্রীষ্মকাল পর্য্যন্ত ক্ষেতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্য সময় বেনের দোকানে কিনিতে হয়॥

নানা কথা

লর্ডসভায় নূতন সদস্য

আর্ল অব ডাউএর মৃত্যু হওয়াতে ব্যাটার্সি কেন্দ্রের পক্ষে লর্ডসভায় এক সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছিল। ভাইকাউন্ট কার্জ্জন সেই শূন্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সে দিন সরকারী কার্য্য হইবে। অতঃপর ১৫ই, ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২২শে, ২৬শে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ৫ই হইতে ৭ই, ১১ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চও সরকারী কার্য্য হইবে।

বে-সরকারী কার্য্যের জন্য ১৩ই, ১৮ই, ২৫শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ৪ঠা ও ১২ই মার্চ্চ দিন স্থির করা হইয়াছে। বে-সরকারী কার্য্যের জন্য ২৮শে জানুয়ারী, ২রা, ৯ই, ১১ই, ১৬ই এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্যালট হইবে।

ফ্রান্সের সেনেট-সভার প্রেসিডেণ্ট

হাভাস্ এজেন্সী সংবাদ দিতেছেন যে, মিঃ ডুমার্গ সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে ফ্রান্সের সেনেট-সভার প্রেসিডেণ্ট-পদে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল

কর্ত্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের নূতন মেডিক্যাল স্কুল আগামী জুনমাস হইতে চালাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাটী নির্ম্মাণ শেষ হইবে।

শ্রমিক-নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

মানেক হোমিও ও অন্যান্য ধর্ম্মঘটী নেতার বিরুদ্ধে টাটা কোম্পানী বহু টাকা দাবীতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পাটনার মিঃ হাসান ইমাম ও সার সুলতান আহম্মদ বাদী-পক্ষ সমর্থন করিবেন।

ঢাকা আরিচা রেলপথ মঞ্জুর

রাজবাড়ী হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ৮৪ মাইল দীর্ঘ একটী রেলপথের নির্ম্মাণ-প্রস্তাব রেলওয়ে বোর্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত রেলপথ ঢাকা আরিচা রেলপথ নামে অভিহিত হইবে।

ভৃত্যের তস্করতা

মধু দাসের লেনের শরৎচন্দ্র দত্তের ভৃত্য মদন দুই তাহার প্রভুর গৃহ হইতে একটা চামড়ার ব্যাগ সমেত একটা হাতে বাঁধা ঘড়ি ও নগদ টাকা চুরী করিয়া লইয়া যায় গত শুক্রবারে অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার এস, পি, সর্ব্বাধিকারীর আদালতে তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

শিশুর অলঙ্কার চুরী

পাঁচু নামক একটী শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মাতা যখন কলেজ ষ্ট্রীট বাজারে জিনিষ খরিদ করিতে যায়, সেই সময় সেখ জুম্মান নামক এক ব্যক্তি শিশুটীর কণ্ঠমালার একটি ফল ছিঁড়িয়া লয়। জোড়াবাগানের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার এস, পি, সর্ব্বাধিকারীর বিচারে আসামী ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড পাইয়াছে।

ফিরে চল ঘরে

আমীর-কর্ত্তৃক সংস্কারাদেশ প্রত্যাহৃত

প্রকাশ, "আমানি" নামক কাবুলের এক সংবাদপত্রে আফগানিস্থানের আমীর ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি তাঁহার প্রায় সকল সংস্কার কার্য্যপদ্ধতি প্রত্যাহার করিয়াছেন। যে সকল আফগান বালিকাকে শিক্ষার জন্য তুরস্কে পাঠান হইয়াছিল, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধানের ও স্ত্রীলোকের পর্দ্দা উন্মোচনের যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয় ও স্ত্রী সমিতিগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সৈন্যগণ অনুমতি ব্যতীতই পীরের শিষ্য হইতে পারিবে। সৈন্যগণের পরিচয় পত্র-প্রদান ও বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যে যোগদানের নিয়ম প্রত্যাহৃত হইয়াছে। শুক্রবার আবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। ৫০ জন উলেমা সর্দ্দার খাঁ রাজ কর্ম্মচারীকে লইয়া মজলিস-ই-আফগান বা বিশিষ্টগণের সভা নামে এক সভা গঠিত হইয়াছে। সভা শরিয়তের অনুসারে দেশের আইন পরিবর্ত্তন করিবে। প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণের সভা বা মজলিশ-ই-উকলা যে সব সিদ্ধান্ত করিয়াছে, এই সভা সেই সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবে।

সম্রাটের রঞ্জন রশ্মি সাহায্যে চিকিৎসা

গত ১০ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে সম্রাটের আলোকের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গত ১১ই তারিখে প্রাতে কোন প্রকার সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হয় নাই।

ভারতে মার্কিণ পর্য্যটক

এক জাহাজে ৩৭৪ জন

ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক ষ্টীমশিপ কোম্পানীর জাহাজ "এম্প্রেস অব অষ্ট্রেলিয়া" পৃথিবীভ্রমণে বাহির হইয়া নিউইয়র্ক হইতে ৩৭৪ জন মার্কিণ পর্য্যটক লইয়া গত ১০ই ডিসেম্বর বোম্বায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তন্মধ্যে ১১৮ জন সেই দিনই সন্ধ্যাকালে স্পেশাল ট্রেণে বেনারস যাত্রা করিয়াছেন। ৯৮ জন ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কলোম্বো যাইবেন। ৬৪ জন শনিবার স্পেশাল ট্রেণে আগরা ও অন্যান্য স্থান অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

[illegible] কলেজে ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা

আগামী [illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] এক মধ্যে একটী [illegible] উপাচার্য্য [illegible] যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] বাধ্যতামূলক ব্যায়াম [illegible] প্রত্যেক [illegible] টাকা [illegible] ব্যায়াম প্রদান করা হউক [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট [illegible] নীতে ঐ সকল কলেজে [illegible] বাধ্যতামূলক ব্যায়াম শিক্ষা [illegible] প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশ কারা-কমিটী

যুক্তপ্রদেশ কারা-কমিটী এলাহাবাদ পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা নাইনী সেণ্ট্রাল জেল পরিদর্শন করিয়া বহুসংখ্যক বন্দীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বন্দিগণকে আণ্ডামানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েক জন বন্দী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, তথায় তাহাদের জীবনের উন্নতি আশা ছিল এবং তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইত। কারাগারের বহুসংখ্যক কর্ম্মচারীর সাক্ষ্যও গৃহীত হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্র স্থাপন, কয়েদীর শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উক্ত কমিটী গত ১১ই জানুয়ারী বারাণসী যাত্রা করিয়াছেন।

গোপনে মদ্য প্রস্তুত

গণেশ ঘটক নামক এক ব্যক্তি গোপনে দেশী মদ্য প্রস্তুত করিত এবং বিনা লাইসেন্সে ৫ মণ ও ২৯ বোতল মদ্য রাখিয়াছিল বলিয়া গত শুক্রবারে অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নসিরুদ্দিন আহম্মদের আদালতে অভিযুক্ত হয়। আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেট ১ শত ৫০ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা দিতে অপারগ হইবার তাহার প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়।

মুকডেনে গোলযোগ

সাংহাইয়ের ১১ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, চ্যাং সু-লিয়াং বলপূর্ব্বক মুকডেনের অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া চ্যাং-সো-লীনের সৈন্যদলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনানী ইয়া, উচিন ও ২জন সম্রান্ত মাঞ্চুরিয়ানকে বন্দী করিয়াছেন। ইয়াংইয়ুটিংকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। প্রকাশ, জাতীয়-পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে উভয় পক্ষে বিবাদই ঐ কার্য্যের কারণ।

[illegible]

অমায়া

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক-স্থলে 'অমায়া'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই শব্দটী মায়ার অপেক্ষা অধিক হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম-সত্য এবং নিত্য-সত্যের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময়-নিবারণ-কল্পে বিস্বাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন—তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। এরূপ আপাত-সুখহানিকর পরিশেষে মঙ্গল-প্রসূচেষ্টা সুফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব অপ্রিয়-সত্য ও নিজের ভক্ষ্য-বিচারে অনিপুণ হইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে আপাতসুখের ভিক্ষুক হয় ও সদুপদেশের লংঘনকারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতে শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এইপ্রকার মায়ার দ্বারা আপাতসুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্বীয় অধিকারে পরিমিত করিতে গিয়া স্ব-স্বার্থপ্রণিকর জীব স্বেচ্ছাক্রমে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক-জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্ম-প্রচারক, নীতি-প্রচারক, দয়াবান্ লোকের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সুতরাং মায়ার আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাত-সুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়া-মণ্ডিত না করেন। মায়া-মুক্তজীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে এবং নিজস্বরূপকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হন। আমরা মহাজনদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কাল পর্য্যন্ত জীব, মায়ামুক্ত [illegible] জগদ্বন্ধুকে [illegible] জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার বুদ্ধি কখনই শ্রীহরি-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "জীব, তোমার অস্মিতা জগতে তৃণ অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত, অর্থাৎ, সহৃদয় দৈন্যসংস্কারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য পরদুঃখকাতর সম্পূর্ণভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্য ত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধি-নিরসন-কল্পে নিরলস চেষ্টাপর হও, কপট দৈন্যময় যুক্তি দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যেন তুমি সুশিক্ষা বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ব-বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়া-মুগ্ধজীবকে মায়িক-বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে।" মায়ামুক্ত হইয়া সর্ব্বদা হরিনাম করিবে, ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞা। যাঁহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়া-কর্ত্তৃক মুহ্যমান্ হন। মায়া-কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়, সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব-সংবর্দ্ধন করিয়া পরদ্রোহিতাকেই হরি-সেবা জ্ঞান করেন। আবার পক্ষান্তরে, আপনাকে প্রাকৃত জড়-বদ্ধহীনজ্ঞানে হরি-সেবায় অসমর্থ জানিয়া, আদর্শ-চরিত্র ভক্তের আচরণে বিদ্বেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়—শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন হইয়া জীবকে সংসার সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌর-বিমুখ জানিয়াছেন, রঘুনাথ দাস অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-বিমুখ জনকে অসুর সংজ্ঞা দিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ-নিন্দুককে পদাঘাত করিয়াছেন, নরোত্তম মিছা ভক্তকে প্রশ্রয় দেন নাই, চক্রবর্ত্তী কোমল-শ্রদ্ধকে জাত-রতি না বলিয়া কৃপণতা করিয়াছেন, ভক্তিবিনোদ অশুদ্ধ-ভক্তির পথ ছাড়াইয়া দিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে কতই না যত্ন করিয়া অপূর্ণতা দেখাইয়াছেন; তাঁহারাও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা-ভক্তির বিরোধী; বাস্তবিক তাহা নহে। যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্ত মায়া-কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকে, আমরা ভগবান্ ও ভক্তের কথা বুঝিতে পারি না। সেই জন্যই বৈষ্ণব-সাহিত্যে "অমায়া" শব্দের প্রয়োগ।

ক্যাঁকড়ার মাঠ

লোকে কেউ জানত না,—ক্যাঁকড়ার মাঠ কোথায়। ক্যাকড়ার মাঠ—কুলিয়ার উত্তরাংশে রামচন্দ্রপুর-চড়ায়। কতকগুলি লোক ঊষা-মূলে হজুগ করে যে, এখানে গৌরাঙ্গদেবের বাড়ী খুজিবার স্থান কল্পনা করা হউক। তাঁহাদের কল্পনার মূল ভিত্তি এই যে, এক সাহেব ভুল করিয়া সেখানে গঙ্গাগোবিন্দের রামসীতার মন্দিরের ভূমিমধ্যে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়াছেন। কাকে কাণ লইয়া গেল, শুনিয়াই যে স্বীয় কাণ লইয়া গিয়াছে, মনে করিল, সেই কাকের পশ্চাতে ছুটিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে যাহারা সেই কথা শুনিল, তাহারাও কাকের পশ্চাতে দৌড়িল। বস্তুতঃ কাক কাণ লইয়া যে যাইতে পারে না,—এই কথার অনুসন্ধান হইল না।

শ্রী[illegible] পাল মহাশয় কাশীমবাজার-সম্মিলনীর 'এলবার্টহল' মিটিংএ উপস্থিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, গবর্ণমেন্টের আর্কিয়োলজিকাল বিভাগ সেখানে গঙ্গা-গোবিন্দের মৃত্তিকা-প্রোথিত মন্দির উদ্ঘাটন করুন। তাহা হইলেই তাঁহাদের জাতীয় নিশান গগনে উড়িতে পারিবে। পাল-মহাশয়ের যুক্তি এই যে, তাঁহার [illegible] এক বন্ধু 'টেরিটোরিয়াল এরিষ্টোক্র্যাসি' গ্রন্থ পাঠ করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, ক্যাকড়ার মাঠে [illegible] দের গৌরাঙ্গ সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গৌরাঙ্গদেব বলিয়া সনাক্ত করা বর্ত্তমান নবদ্বীপসহরের কতিপয় মৎসরবাজ ব্যক্তির প্রত্যেক বিরোধকল্পে উর্বরমূলে যত্ন। সহর-নবদ্বীপ বা প্রাচীন কুলিয়ার অধিবাসীর মধ্যে যাঁহারা ক্যাকড়ার মাঠকেই প্রাচীন নদীয়া বলিয়া চিত্রা-প্রান্ত প্রখ্যাপিত করেন, প্রকৃতে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দের প্রাচীনতায় আবদ্ধ মাত্র। যে সময় কান্ত-কৌস্তভ-নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার কিছু-দিন পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের অধিবাসিগণ ক্যাঁকড়ার মাঠের সন্নিকট স্থানে বাস করিতেন। তাহাতে ক্যাকড়ার মাঠকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া, কুলিয়া সহর-নবদ্বীপের অধিবাসিগণের ভ্রম উৎপন্ন না হইতে পারে তজ্জন্য কান্ত-কৌস্তভ-লেখক বলেন,—প্রাচীন-নবদ্বীপ [illegible] প্রাচীন গঙ্গা-গাতের তটদেশে অবস্থিত যেখানে গৌড়পুর-নৃপতি সেনবংশীয়দিগের ভগ্নপ্রাসাদস্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান। বল্লাল দীর্ঘিকা-ব্রাহ্মণপুষ্করিণী প্রভৃতি পল্লীসমূহ প্রাচীন নবদ্বীপের রাজধানীর নিদর্শন। রাজধানী বিলুপ্ত হইবার অনেক পরে নবদ্বীপের বিদ্যাধিষ্ঠান বল্লালদীঘির তট প্রদেশে জয়দেব প্রভৃতি কবিকুলের বাস ভূমী ছিল। শ্রীমায়াপুরে কবিরাজ পল্লীর কএক শত গজের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের আবাসভূমীর কথা আজও চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাইয়া দিতেছে। সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক কবিরাজ মহাশয়ের ভিটায় সম্প্রতি মুসলমান পল্লী বসিয়াছে। [illegible] সেখ নামক এক ব্যক্তি কিঞ্চিদধিক সপ্তদশতবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। তাঁহার বংশাবলী ও জ্ঞাতি-কুটুম্ববর্গই সম্প্রতি মায়াপুরের অধিবাসী। ইহারা শালিগ্রাম হইতে [illegible] তাৎকালিক জমিদারীর মধ্যে আসিয়া বাস করেন। [illegible] হইতে এখনও পঞ্চম পুরুষ অতিক্রম করে নাই। আমরা প্রাচীন মায়াপুরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখাইতে পারি যে, বর্ত্তমান নবোদ্ভাবিত ক্যাকড়ার মাঠ কখনই শ্রীমায়াপুর হইতে পারে না। ক্যাকড়ার মাঠকে মায়াপুর বলিয়া জোর জবরদস্তি করিয়া নামবদল করিবার অধিকার অনধিকারপ্রবেশকারী বৈদেশিকের নাই। বিশেষতঃ সহর-নবদ্বীপ। প্রাচীন কুলিয়ার কতিপয় মৎসরস্বভাব জনগণের সহায়তায় যে অবৈধভাবে নামকরণাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার [illegible] অনুসন্ধান না থাকায় [illegible] ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্নতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিলে ঐ প্রকার নাম পরিবর্ত্তন করিবার [illegible] সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

নির্য্যাণ

[illegible] জিলার গোবিন্দপুর গ্রাম নিবাসী প্রহ্লাদচন্দ্র গড়াই মহাশয় [illegible] একাদশী [illegible] পূর্ব্বক [illegible] প্রয়াণ করিয়াছেন। [illegible] গত বৎসর [illegible] সম্মুখে [illegible] একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে ভক্তকে আকর্ষণ করিলেন। আমরা তাঁহার নির্য্যাণে একজন প্রকৃত বৈষ্ণব-হিতৈষীর অভাব অনুভব করিতেছি।

গীতা-রহস্য

কুরু ও পাণ্ডব—উভয় পক্ষীয় বীরগণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধস্থলে শঙ্খধ্বনি করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন। বিশেষতঃ শঙ্খধ্বনি মঙ্গলের সূচনা করে। সেই শঙ্খধ্বনিতে ধরাতল এবং নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎপরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে অচ্যুত, আমার রথ উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে স্থাপন কর, ইতিমধ্যে আমি যোদ্ধৃগণকে দর্শন করিয়া লই,—কে কে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত এবং কাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব। হে সুধীপাঠকগণ, 'এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের বাক্য বিশেষভাবে বিচার করুন্। যিনি সর্ব্ব-পূজ্য, সর্ব্ব-আদি এবং সকলের নমস্য, যাঁহাকে অতি গৌরবের সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য, তাঁহাকে অর্জ্জুন সামান্য লোকের ন্যায় আদেশ করিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, 'রথস্থাপন কর।" কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা অপর বিভিন্ন প্রকারের সাধকগণের মুখে, এমন কি, ঐশ্বর্য্যপরায়ণ নারায়ণভক্তগণের মুখেও এইরূপ বাণী প্রাণান্তেও নির্গত হইবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যপর ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে গৌরবের সহিত দর্শন করেন না, তাঁহাকে পূজ্যবুদ্ধি করেন না, পরন্তু তাঁহাকে আদেশ করেন, তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, সামান্য বালক-জ্ঞানে বন্ধনলাঞ্ছনাদি করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এরূপ কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুনের যে যুদ্ধবিজয়ে কোনই সন্দেহ নাই, তাহা বলা বাহুল্য। হৃষী-কেশ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের কথামত যথাস্থানে রথ স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দর্শন কর।

অর্জ্জুন উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, যুদ্ধাভিলাষী স্বজনগণকে দর্শন করিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ ও মুখ বিশুষ্ক হইতেছে। আমার হস্ত হইতে গাণ্ডীব ভ্রষ্ট হইতেছে, আমার অবস্থান করিতে সামর্থ নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে। হে গোবিন্দ, আমার বিজয় ও রাজ্য-বাসনা নাই। আমি যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া কি করিব? যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত। হে মধুসূদন, ইঁহারা প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, আমি যুদ্ধ না করিলেও যদি ইহারা আমাকে বধ করেন, তথাপি আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আমি বিজয়ী হইলে ঐহিক রাজ্যসুখ লাভ করিব এবং যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেও স্বর্গসুখ-প্রাপ্ত হইব কিন্তু একতরের কোনটাই আমি প্রার্থনা করি না। অন্য আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল কৌরবগণকে বধ করিতেও ইচ্ছা করি না। কারণ ক্ষণস্থায়ী রাজ্যসুখ আশে তাহাদের বিনাশ করিলে ভ্রাতৃবধ-হেতু চিরতরে নরক বাস করিতে হইবে। অতএব হে জনার্দ্দন, যদি আপনার ভূভারহরণেচ্ছা হইয়া থাকে, আপনি স্বয়ং উঁহাদের বধ সাধন করুন। আপনার ত' পাপলেশেরও ভয় নাই। আপনি পরেশ, আপনার সৃষ্ট জীবগণের বিহিত দণ্ড আপনাকে প্রদত্ত হইতে পারে না।

অর্জ্জুনের এই লীলাটী মায়াবদ্ধ জীবের একটি চিত্র। তাহারা নিজ ভোগবাসনার ফলে এই প্রপঞ্চে আগমন করে। মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণকালে কেহই তাহার সঙ্গে আসে না। সকলকেই একাকীই আসিতে হয়, একাকীই দেহ-ত্যাগ করিতে হয়, একাকীই নিজকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতে হয়, কেহই তাহার অংশ গ্রহণ করে না। তথাপি জীব কেন 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করে? জীবের এইরূপ অবস্থায় সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সাধু-বৈষ্ণবগণও বদ্ধজীবের বৃথা মোহ বিনাশ করিয়া তাঁহাদের স্বরূপ অনুভব করাইয়া থাকেন।

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

শিষ্য—প্রভো, সেদিন যে ভক্তিদেবীর কথা কীর্ত্তন করিবেন বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করিয়া আমাকে বাধিত করুন।

গুরু—'ভক্তিদেবী' একটী কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ 'ভক্তি'। বিবিধ উপায় থাকিলেও সেগুলি পূর্ণ নহে, পরন্তু খণ্ড, আংশিক অথবা অসম্যক্ উপায় মাত্র, তদ্দ্বারা পূর্ণভাবে ভগবদনুভূতি হয় না। সেই ভগবানের বিষয় অনুভব করিতে হইলে একমাত্র ভক্তিদেবীর অনুগ্রহ ব্যতীত আর উপায়ই নাই। যাহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রবল অনুরাগ জন্মে না, তাহাদিগের নিমিত্ত কতকগুলি শাস্ত্রীয় বিধির অনুশীলন করিতে হয়। সেইগুলির অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে 'বৈধ'ভক্ত বলে। বৈধভক্তগণ ভগবানের [illegible] জীবনের মুখ্য কার্য্য বলিয়া [illegible] সর্ব্বদা আনুকূল্যের সহিত অনুশীলনে রত থাকিবেন। সংসারে যে কর্ম্ম করুন না বিচার করুন, ঐ সকল কর্ম্ম ও ক্রিয়ার দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন বই আর কোন অভিলাষ করিবেন না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে স্থিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে কৃষ্ণপাদপদ্মে নীত হইবার জন্য নিরন্তর যত্ন করা কর্ত্তব্য। বৈধভক্তগণ নিম্নলিখিত বিধিসমূহের অনুশীলনে যত্নবান্ হইবেন।—

ভগবদনুশীলন পঞ্চপ্রকার, যথা,—

(১) শরীরগত অনুশীলন, (২) মনোগত অনুশীলন, (৩) আত্মগত অনুশীলন, (৪) আকৃতিগত অনুশীলন এবং (৫) সমাজগত অনুশীলন।

ক্রমশঃ পঞ্চপ্রকার অনুশীলনের কথা বর্ণিত হইবে। প্রথমতঃ শরীরগত অনুশীলন। তাহা সপ্ত প্রকার যথা,—(১) শ্রবণগত অনুশীলন, (২) কীর্ত্তনগত অনুশীলন, (৩) আঘ্রাণগত অনুশীলন, (৪) দর্শনগত অনুশীলন, (৫) স্পর্শগত অনুশীলন, (৬) স্বাদগত অনুশীলন এবং (৭) অঙ্গগত অনুশীলন।

শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ এবং ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ববিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণনরূপ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, বৈষ্ণবজীবনচরিত্র, বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকেও এই অনুশীলনের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। যে সঙ্গীত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে উদ্দেশ করে না, পরন্তু ভগবানের নাম-লীলাদি বর্ণনদ্বারা ভক্তিবৃত্তির অনু-শীলন করে, সেই সকল সঙ্গীতবাদ্যাদি শ্রবণ করিতে হয়। যে সঙ্গীত কর্ণোত্রয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ বৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সেবাকালের গীতবাদ্য ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবে।

কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্রকীর্ত্তন, নামলীলাদি কীর্ত্তন, স্তবপাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নামলীলাদি কীর্ত্তন, বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীত দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার-প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী—এ সকল শ্রীশরণাগতিতে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণের নাম জপ। ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মালা, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিবে। [illegible] করিবে [illegible]

শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, তাঁহার [illegible] ভগবদ্ভক্ত দর্শন, [illegible] ও যাত্রাদি দর্শন ও [illegible] দর্শন দ্বারা দর্শনগত [illegible] দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্ম্মুখ [illegible] দর্শন দ্বারা বিষয় [illegible] নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ত্বকের দ্বারা স্পর্শ কার্য্য হয়। বৈষ্ণব-জনের কর্ত্তব্য যে বহির্ম্মুখ শরীর বা দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবাকালে ভগবন্মূর্ত্তি-স্পর্শলাভ লাভ করেন। ভগবদ্-ভক্তজন স্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা অনির্ব্ব-চনীয়-সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল, তদ্দ্বারা জীবের অনঙ্গসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি পাপ সংঘটিত হইয়া, পরন্তু ভক্তজন এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন যে, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ না করেন। কেবল মাত্র শরীর সংলগ্নকেই স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু তদ্দ্বারা যে চিত্তে সন্তোষ জন্মে তাহা-কেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে এই মীমাংসাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

স্বাদগত অনুশীলন দুই প্রকার—প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তগণ ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্যকিছু আস্বাদন করিবেন না। বহির্ম্মুখ বস্তুতে আস্বাদন করিলে বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি হয়। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদও ভক্তিবৃদ্ধিকর।

অঙ্গগত অনুশীলন দ্বাদশ প্রকার—তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠানস্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণবের পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, ভগবদ্ভাব মিশ্রিত পুণ্যজলে স্নান, বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ও হরিনামাক্ষর ধারণ। তাণ্ডব অর্থে নৃত্য। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া সম্মান করার নাম অভ্যুত্থান। পশ্চাৎগমনের নাম অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় প্রভৃতি অধিষ্ঠান স্থান, তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভাবমিশ্রিত গঙ্গাযমুনাদির পবিত্র জলে স্নানকে পুণ্যজলে স্নান বলে। এই প্রকার নানাবিধ শরীরগত অনুশীলন আছে। যাহাতে শরীরের আবশ্যক কার্য্য-সকল ভগবদ্ভাব মিশ্রিত থাকে তজ্জন্য প্রযত্নোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আগামী জন্য অন্যান্য অনুশীলনের কথা বলিব।

প্রাপ্তপত্র

(১)

পরমপূজনীয় মহামহোপদেশক
শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় আশ্রীকরকমলেষু—

মহাশয়,

আপনি জানেন, ভক্তি-হীনের পূর্ব পত্রখানা আপনার সহৃদ-প্রচারিত নদীয়া-প্রকাশ বার্ত্তাবহে প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা বহির্ম্মুখ হইলেও নিতাই গৌরদাস—একথা আপনাদেরই নিকট বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। সুতরাং গৌরের নিজজন আপনারা, আপনদের নিকট আমাদের অনেক দাবী।

গতকল্য সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভারতী মহারাজ পুনরায় আমাদিগের সুপ্ত চেতন-বৃত্তি উদ্বোধন করিবার জন্য তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরল ভাষায় শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বক্তৃতার ভিতর বহু সার-গর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ ছিল। আমরা বিষয়ী, সর্ব্বদা চঞ্চলচিত্ত, সব কথা মনে থাকে না, বিশেষতঃ ভবরোগ-নাশিনী হরিকথায় রুচি কম। তবুও যে কয়েকটি কথা মনে রাখিয়াছি, তার দুই একটী ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এতদিন অনাহারে থাকাকেই উপবাস বুঝিতাম। কিন্তু মহারাজের প্রচারের ফলে, পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণসহ বর্ত্তমান থাকা অর্থাৎ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের নিকটে বাসকেই উপবাস জানিলাম। সেই বাসে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। হরিগুরু-বৈষ্ণবচিন্তা-রহিত নিরম্বু উপবাসে বিষয়-বাস হইয়া থাকে, অধিকন্তু দেহ শুষ্ক হয়।

জীব বুলিতে আমরা এই হস্ত-পদ-বিশিষ্ট দেহকেই জানি, কিন্তু এক্ষণে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চমহাভূত; রূপ রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ,—পঞ্চতন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ,—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রধান বা প্রকৃতি—এই চব্বিশ তত্ত্বের অতিরিক্ত তত্ত্বই জীব জানিলাম। এই দেহে আবার জীবাত্মার নিত্য প্রভু পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা যখন ভোগ প্রবৃত্তি ছাড়িয়া সেবা-প্রবৃত্তিতে নিজ প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন জীবের স্বলোক প্রাপ্তি হয়।

হরিনাম উচ্চারণ করিলেই জীবের পাপ বিমোচন হয়। কিন্তু স্বামীজি মহারাজ যে ভাবে হরিনাম গ্রহণ করিলে জীবের বন্ধন মোচন হয় বলিলেন, তাহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিয়াছি যে, হরির উদ্দেশ্যে উদ্দেশে আমাদের হরিনাম হইতেছে না। সুতরাং হরিনাম করিয়াও আমাদের বিষয়-বাসনা যাইতেছে না। এবম্বিধ বহু সারগর্ভ প্রাণস্পর্শী উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। অধিকন্তু মহারাজ কর্তৃক আমরা শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যাইবার জন্য আহূত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সাধু-সঙ্গে শ্রীধাম-পরিক্রমা করিয়া গৃহ-পরিক্রমার হাত হইতে উদ্ধার পাই। ইতি।

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
শুকদেবপুর,
২৪ পরগণা
২২শে পৌষ

---

(২)

শুদ্ধ-ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক—
শ্রীল শ্রীযুক্ত ভারত-বিশ্রুত 'নদীয়া-প্রকাশ'
সম্পাদক মহাশয় পরম-ভাক্তভাজনেষু
অসংখ্য দণ্ডবৎ পুরঃসর নিবেদন
যেত্বং।

মহাশয়!

এই অধীন চির-বহির্ম্মুখ দাসানুদাসের নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার দৈনিক বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তাবহে প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

গত ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে, নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী মহারাজের প্রিয়তম শিষ্য শ্রীল ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ২৪শ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার সন্নিহিত মগরা-বাজার নামক স্থানে শিবভক্ত স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পূজিত শিব-মন্দিরের সম্মুখে একটী ধর্ম্ম-সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রথমমুখে শ্রীল ভারতী মহারাজ শিবস্তব-গান আরম্ভ করিয়া শিবই পরম-মঙ্গলময়, ইনি আশুতোষ, ইনিই মৃত্যুঞ্জয় এবং ইনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অন্যতম এই বিষয়টী শাস্ত্রীয় ভাষাতে বজ্রাদপি কঠোর-বাক্যে সংসার-সুখ-প্রার্থী মাদক-দ্রব্যসেবী তথাকথিত শিব-সেবক ব্রাহ্মণদিগকে এবং শিব-পূজাকারী ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করতঃ বুঝাইয়া দেন; পরে কুসুমাদপি মৃদুকোমল ভাব ধারণ করিয়া প্রকৃত শিব-পূজার পন্থা ও পূজা-ফলে মঙ্গলপ্রাপ্তি অনিত্যসুখপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে অমরলোকে নিত্যানন্দে নিত্যজগদ্প্রাপ্তির সংবাদ জানাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে যুগপৎ আনন্দিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে ভক্তপ্রবর আশুতোষকে সন্তুষ্ট করিবার নাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আমাদের ক্ষণিক ইন্দ্রিয়তুষ্টির প্রার্থনা করিয়া থাকি। শিব মৃত্যুঞ্জয়, তাঁহার পদাশ্রয়ে জীব দুস্তর ভবার্ণব পার হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা লাভ করিয়া নিত্য-মঙ্গলের অধিকারী হইতে পারে।

আমরা সংসার যন্ত্রণায় অস্থির, এহেন যন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জন্য শ্রীহরিনামামৃত-বিতরণকারী প্রভুসেবকগণকে মধ্যে মধ্যে এতদঞ্চলে পাঠাইলে কৃতার্থ হইব। প্রার্থনা করি যে আগামী নবদ্বীপ পরিক্রমায় শ্রীধামে উপস্থিত হইয়া আপনাদের চরণ পাই।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীরাসবিহারী পুরকাইত
গ্রাম শুকদেবপুর, ২৪পরগণা
২৭শে পৌষ, ১৩৩৫ সাল

লতা পাতার গুণ

এরণ্ড

এরণ্ডকে চলিত কথায় রেড়ী বলে। এই সাধারণ জিনিষটি কয়েকটি ব্যাধিতে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। নিম্নে ইহার প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ হইল।

কোষ্ঠ-বদ্ধতায়—উৎকৃষ্ট মার্টিন কেষ্টর অয়েল অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় সেব্য। অপরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল সেবন বিধেয় নহে।

মূত্রশূলে—২ তোলা আদার রসের সহিত ২ তোলা রেড়ীর তৈল সেব্য। ইহাতে অতি সত্বর এই শূলের শান্তি হইয়া থাকে।

বড় (কেচো) ক্রিমিতে—এক ছটাক রেড়ীর তৈল সেব্য।

কাটা-ঘায়—কোন স্থান কাটিয়া বা থেতলাইয়া গেলে রেড়ীর তৈলে নেকড়া ভিজাইয়া তদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে রক্তপাত বন্ধ হয়, যোড়া লাগে এবং বেদনা হয় না।

বাত-বেদনায়—ব্যথার স্থানে রেড়ীর তৈল মালিশ করিবে, তৎপর নেকড়া রেড়ীর তৈলে ভিজাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

রেড়ীর তৈল এবং কিঞ্চিৎ লবণ এক সঙ্গে মাড়িলে বেশ সাদা হইবে, যে স্থান বাতে কনকন্ করে এবং ফোলে সেই স্থানে উত্তমরূপে মালিশ কর—ইহাতেও বাত-ব্যথায় বিশেষ ফল প্রদর্শন করিবে।

ফোড়াতে—যে সকল ফোড়ার বসিয়া যাইবার সম্ভবনা নাই, তাহাতে রেড়ীর বীজ দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দাও, ফোড়া পাকিয়া যাইবে।

টুনকায়—রেড়ীর পাতা গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখ, ইহাতে অতি সত্বর আরোগ্য হইবে।

বাধক ব্যথায়—রজঃস্রাব পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে, স্ত্রীলোকের নাভীর নীচে রেড়ীর পাতা ঈষৎ গরম করিয়া বসাইয়া রাখ—সদ্যঃ পরিষ্কার হইবে।

চক্ষুর অসুখে—চক্ষে জল পড়িলে অথবা কয়লার গুঁড়া বা কীটাদি পড়িলে, পরিষ্কার রেড়ীর তৈল দুই এক ফোঁটা দাও, চক্ষু পরিষ্কার হইবে, বেদনা আরাম হইবে।

খোসে—রেড়ীর মূলের ছাল বাটিয়া হলুদসহ মালিশ করিলে খোস, চুলকানা আরোগ্য হয়।

নানা কথা

আফগান বিদ্রোহ

আফগান রাজদূতের নিকট, হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশে সিনওয়ারীদের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হইয়াছে। সাধারণের চলাচলের নিমিত্ত রাস্তাঘাট বিপন্মুক্ত হইয়াছে, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য লোকজনের যাতায়াত ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী লরীসমূহ বিনা বাধায় যাইতেছে, একমাত্র কাবুলের উত্তরাংশ ছাড়া সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান। সেখানে একদল ডাকাত মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে ঐ সব স্থানের নির্দ্দোষ অধিবাসীদের স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ স্থির করা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে বোমা দিয়া ঐ সব স্থান ধ্বংস করা হইবে।

নিখিল ভারত পুলিস সম্মিলন

গত ১২ই জানুয়ারী স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্রেরার নিখিল-ভারত-পুলিস-সম্মিলনের উদ্বোধন কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন। এই সম্মিলনে মোটর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, পুলিশ কর্ম্মচারীর শিক্ষা প্রভৃতি অনেক প্রস্তাব গৃহীত হইবে। সম্মিলনের অধিবেশন ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত হইবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের অভিযান

ভারতের অধিবাসিগণ সকলেই জানেন যে, শ্রীমদ্ মহাভারত-কথিত চন্দ্রবংশীয় যযাতিতনয় দ্রুহ্যু পূর্বদিকে যাত্রা করিয়া ভারতের কতিপয় দেশ অধিকার করেন। গৌড়দেশের পূর্বোত্তর অংশে 'ত্রিপুরা'নামক রাজ্যেই অধীশ্বরগণ সেই দ্রুহ্যু-বংশ-সম্ভূত চন্দ্রবংশীয় নৃপতি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, শশধর বংশধরগণ চিরদিনই বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। রাজর্ষিনহুষ, যযাতি প্রভৃতি নৃপগণের বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রসারণ-কল্পে চিরদিনই উদ্যম দেখা গিয়াছে। চন্দ্র-বংশের অধস্তন যাদব-কুলে কৃষ্ণ-ভক্তিই একমাত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ—বৈষ্ণব-রাজেন্দ্র। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া তিনি পার্থিব কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেই চন্দ্র-বংশে দ্রুহ্যুর অধস্তন-সূত্রে ঈশানচন্দ্র মাণিক্য মহারাজ শ্রীনিত্যানন্দ-বংশীয় শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী মহোদয়ের কৃপা-ভাজন ছিলেন। তদীয় অনুজ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য গৌড়দেশের অধিবাসিগণের বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রবৃত্তি সংবর্দ্ধনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ দান করিয়া অক্ষরকীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলীর প্রাকট্য সাধনে কতই না আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ভক্তবৃন্দগণকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সেরপুর-নিবাসী পরমভাগবত গোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় শ্রীগৌরজন্মস্থলীর উৎসবে কিরূপ সহৃদয়তা জ্ঞাপন করেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর তাহা অবগত হইয়াও অসত্যের আদরকারিগণকে গৌণভাবে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্রের পরম ভাগবত জ্যেষ্ঠ-তনয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর তাঁহার পিতৃ-মহারাজের অনুগমনে শ্রীশ্রীরাধামাধব-বিগ্রহের সকল জঞ্জাল ঘুচাইয়া দিয়া তাঁহাকেই শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে নিত্যসেবা-প্রদানের স্বীয় সেবা-ধর্ম জানাইয়া ধর্মরাজ-নামের সার্থকতা করিয়াছেন। সেই মহিমময় পরমভাগবত মহারাজের পৌত্র পঞ্চশ্রী বর্তমান রাজ-মহারাজোদয় রাজশ্রী সংবর্দ্ধনের জন্য অযোধ্যা-প্রদেশে [illegible] রাজদুহিতার পাণিগ্রহণোপলক্ষে অভিযান করিয়াছেন।

১২ই জানুয়ারী বৈকালে দুইখানি স্পেশাল ট্রেনে আগরতলা রাজধানী হইতে [illegible] করিয়া [illegible] রাজাও প্রভৃতির আকারসদৃশ দুইখানি বৃহৎ অর্ণবপোতে চাঁদপুরে আরোহণ করেন। নিশাকাল অর্ণবপোতে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতে গোয়ালন্দ হইতে যাত্রা করিয়া শিয়ালদহে উপনীত হন। সেই স্পেশাল ট্রেণ দ্বয় ১৩ই জানুয়ারী বৈকালে ৪-২৫ মিঃ ও ৪-৫০ মিঃ সময়ে ষ্টেশনে সমাগত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ৪ঘণ্টা অবস্থিতির পর বরযাত্রিগণ প্রদোষকালে হাবড়া পরিত্যাগ করিয়া তৎপর দিবস ১৪ই জানুয়ারী বারাণসীতে মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া প্রাতঃকালে সেখোগঞ্জ লাইট রেলওয়ে ট্রেণে পরদিবস বেলা ১০টার সময় বলরামপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বলরামপুর—গণ্ডা জেলার অন্তর্গত।

মেঘনার নূতন পুল

কিশোরগঞ্জের ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, এ, বি, রেলপথের ভৈরব এবং আশুগঞ্জ ষ্টেশনের মধ্যে মেঘনার পুল তৈয়ারীর আয়োজন হইতেছে। নীলগঞ্জ এবং সরারচরের ইটখোলা দুইটিতে হাজার হাজার মজুর কাজ করিতেছে। নদীর উত্তর তীরে মাটী তোলার কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের উদ্যোগ

প্রকাশ, এখন হইতেই লাহোরে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের নিমিত্ত আয়োজন হইতেছে। কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি এই সম্পর্কে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন ও অর্থ সংগ্রহের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই জন্য গত ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে মিঃ জাফর আলী খানের সভানেতৃত্বে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু বক্তা বক্তৃতা করিয়াছেন।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য গ্রেপ্তার

হায়দারাবাদের ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, এক জমীদারের স্ত্রীকে অপহরণ ও হত্যা করা সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ ওয়াহিদ বক্স ভুট্টো ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩।৩৬৮।১২০খ এবং ১০৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে ১৮ জন আসামী গ্রেপ্তার হইয়া চালান হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের শোভাযাত্রা

বিগত ৯ই জানুয়ারী, বুধবার [illegible] কলিকাতা, শ্রদ্ধেয় স্বেচ্ছাসেবকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। তাঁহারা বড় বড় রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস কমিটিতে বেলা প্রায় ৯টার সময় প্রত্যাগমন করে। প্রকাশ, বড়লাট উপলক্ষে কোথায় কোন প্রকার হরতাল কিম্বা অভ্যর্থিত ব্যাপার সংঘটিত না হইতে পারে তাহা দেখিবার জন্যই প্রধানতঃ স্বেচ্ছাসেবকদিগের এই শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শোভাযাত্রীদিগের প্রত্যেকের হাতের কৃষ্ণবর্ণ পতাকা ছিল। এই দিন অপরাহ্নে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাসেবকেরা রাস্তায় রাস্তায় সেই সভার হাণ্ডবিলও বিলি করিয়াছিল।

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী প্রতি হাজার ঘনফুটে আট আনা করিয়া মূল্য হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিয়া বলেন যে,—ইহার মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন দুই আনা এবং অন্যান্য সাধারণ গ্রাহকগণ ছয় আনা কমে পাইবেন। কর্পোরেশন নিজে এই সুযোগ গ্রহণ না করিয়া সাধারণ করদাতাদের জন্যই আট আনা করিয়া মূল্য হ্রাস করিবার জন্য গ্যাস কোম্পানীর নিকট অনুরোধ করিয়াছেন এবং গ্যাস কোম্পানীও তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। সুতরাং কলিকাতার জনসাধারণকে এখন হইতে গ্যাসের জন্য প্রতি হাজার ঘনফুটে পাঁচ টাকার স্থলে ৪৷৷০ টাকা দিতে হইবে। এই কাযের জন্য আমরা গ্যাস কোম্পানীর প্রশংসা করিতেছি।

অশ্লীলতায় জরিমানা

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মনুর আহম্মদ চৌধুরীর এজলাসে ৩২৩ ধারার একটী মামলায় বাজিতপুর থানার এলাকাধীন দীঘীরপাড় গ্রামের ওয়াহেদ বক্স ভূঁইয়া নামক আসামী পক্ষের এক সাক্ষীকে সাক্ষ্যদান কালে ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তার জেরার সময় এই প্রশ্ন করেন যে, আসামীর নিকট তাহার সমুদয় সম্পত্তি সে বন্ধক রাখিয়াছে কি না। ইহাতে সাক্ষী উত্তেজিতভাবে জবাব দেয় যে—যে জঘন্য কথা বলিয়াছে, আমি তাহার মুখে প্রস্রাব করি। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন তাহাকে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া ৫০৲টাকা জরিমানা করেন।

[illegible]

[illegible] সংবাদে [illegible] এলিমাবাদ পুলিশ [illegible] ইহাদের [illegible] পুত্রের অভাবে [illegible] রাজা কালীপূজা [illegible] মিঃ ইজাজ [illegible] চৌধুরী এবং [illegible] জন কাশ্মীরীসহ চুরির [illegible] ভদ্রলোকের বাড়ীর [illegible] বাক্সকদিগকে, শিশুদিগকে এবং [illegible] উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে [illegible] থাকেন। চাবি [illegible] তিনি চলিয়া যান। অবিলম্বে [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এম, [illegible] নিকট এই খবর দেওয়া হয়। তিনি [illegible] ইজাজের নিকট খবর চাহিয়া পাঠান, এবং আবশ্যক খবর পাইবার পর [illegible] সহকারে পূজা নির্বাহ করিতে লিখিত অনুমতি প্রদান করেন।

অতঃপর মিঃ ইজাজের নামে অনধিকার প্রবেশ এবং মারপিটের অভিযোগে, মামলা দায়ের করা হয়।

চুরির দায়ে গ্রেপ্তার

হায়দারাবাদ (সিন্ধু) ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ কংগ্রেস-কমিটি-পরিচালিত নাজেপুর থানি ভাণ্ডার হইতে ৫০০৲ টাকা মূল্যের থাদি চুরি করার অভিযোগে ১৫ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে চোরাই থাদি উদ্ধার করিয়াছেন।

আফগান-সর্দার গ্রেপ্তার

এলাহাবাদের ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নির্বাসিত আফগান সর্দারের ভ্রাতা সর্দার সাহেবার খাঁ গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে গ্রেপ্তার হইয়া ইউরোপীয় হাজতে আছেন। ভারত সরকারের আদেশক্রমে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাকে অস্ত্র সমর্পণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। গ্রেপ্তারের কারণ অজ্ঞাত। তাঁহার ভ্রাতা সর্দার হাসিম খাঁ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রীর দান

গত শুক্রবারে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় বঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী মীর মশারফ হোসেন সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ ভাণ্ডারে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক এ. ই. সাদারস্

আমেরিকা,র ওহিও প্রদেশস্থিত ইউনিভারসিটির ধর্ম-ইতিহাসের সুযোগ্য অধ্যাপক মিঃ এ. ই. সাদারস্ (*Mr. A. E. Suthers, Professor of History of religions*) মহোদয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গত সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের আতিথ্য স্বীকার করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে শ্রীভাগবত-আসন কৃষ্ণনগর টোলবাড়ী নামক প্রাসাদে অবস্থান করায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ মহোদয় তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া পর্য্যালোচনা করেন। অধ্যাপক মহাশয় খুব মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কথাগুলি নোট করিয়াছেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় গত মঙ্গলবার (১৫।১।২৯) প্রাতের ট্রেণে শ্রীপাদ গৌরগুণানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহাকে কৃষ্ণনগর লইয়া আসেন। কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক এবং শ্রীভাগবত-আসনের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্রহ্মচারী অধ্যাপক মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরযোগে শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-সান্নিধ্যে লইয়া যান। অধ্যাপক মহোদয় অতিশয় উল্লাসের সহিত তাঁহাদের দেশীয় প্রথানুসারে প্রভুপাদকে অভিবাদনাদি করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে প্রভুপাদ তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিকট ইংরাজী-ভাষায় মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। প্রভুপাদ তাঁহার সমক্ষে ক্রমে ক্রমে নাস্তিক্যবাদ, বৌদ্ধবাদ, শঙ্করবাদ, প্রাকৃত সহজিয়াবাদ, চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের মত, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা ও কৌস্তুভ, অন্যান্য যাবতীয় দেবতার উপাসনা, শ্রীকৃষ্ণ ও বিষ্ণুর লীলা-বৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য, পঞ্চরস, চিৎ এবং জড়ের পার্থক্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মধুর রসের অতুলনীয় মাধুর্য্য, মুখ্য ও গৌণ রসের বৈশিষ্ট্য, শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত সাধক-জীবন ও সাধকোচিত আচারের দিক ও সূক্ষ্ম বিচারে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত পুরাতত্ত্ব, প্রেমাভক্তি-সাধন, মহাভাগবতদিগের লীলা বিভিন্ন বিচারাবলীর তাৎপর্য্য, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৈতিক বিচারের সম্বন্ধ, মনুষ্যা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা অপ্রাকৃত বুঝিবার চেষ্টা করিলে কিরূপে সঙ্গে গোলযোগ করিয়া সহজিয়া হইয়া পড়ে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দর্শন, অধোক্ষজ শব্দের তাৎপর্য্য প্রভৃতি বহু দার্শনিক বিচার উপস্থাপিত করেন।

অধ্যাপক মহাশয় প্রভুপাদের সমস্ত কথা নোট করিতে থাকেন এবং তাহা ভুল বুঝিয়াছেন কিনা, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে আরও বলিলেন, যে সকল কথা আজ সংক্ষেপে বলা হইতেছে, তাহার এক একটী বিষয়ের এক একটি কথারই ব্যাখ্যা বহুদিন ধরিয়া করিলে তবে তাহার ভবিষ্যতে কিছু উপলব্ধি হইতে পারে। সাহেব ইহা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া বারান্তরে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুপাদ কেনেডি সাহেবের 'শ্রীচৈতন্য-মুভমেণ্ট' নামক পুস্তকের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, মিঃ কেনেডি অক্ষয় জ্ঞান মাত্র সম্বল করিয়া শ্রীচৈতন্যের-ধর্ম্ম বুঝিতে গিয়া একেবারে বিপরীতই বুঝিয়া বসিয়াছেন। তিনি কতকগুলি প্রাকৃত সহজিয়া নেড়া নেড়ীকে দেখিয়া তাহাদের ঘৃণিত আচার ব্যবহারকেই শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বিষয় মনে করিয়া নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছেন। আর যে দুই একটী গোস্বামী নামধারী লোভান্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছে, তাহারা নিজেরাই ভক্তি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া যাহা বলিয়াছে, তাহার কোনটীই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা নহে। একে বিদেশীয় ভাষা দ্বারা আমাদের দেশীয় ভাষা ও ভাব যথাযথ পরিস্ফুট করা যায় না, তাহাতে ভ্রমাত্মক দৃষ্টান্ত পাইলে বৈদেশিকগণ নিশ্চয়ই বিপরীতই বুঝিয়া বসেন। অধ্যাপক মহাশয় এসকল কথা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হিতোপদেশের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

এইরূপে বেলা ১১টা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত সমানভাবে কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল, আবার রাত্রিতেও প্রভুপাদ তাঁহাকে অনেক হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছেন। অধ্যাপক মহোদয় অত্যন্ত সন্তোষের সহিত অবস্থান করিয়াছেন। পর দিবস বুধবার প্রাতে আটটার ট্রেণে মিঃ সাদারস্ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরজন্ম ভিটা, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীচৈতন্য মঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ-কার্য্যালয়, বল্লালদিঘি, বল্লালঢিপি, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ সাদারসের এই প্রথম ভারতাগমন। আমরা তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

কাকে কান লইয়া গেল

যিনি 'কাকে কান লইয়া গিয়াছে' বলিয়া কতকগুলি লোককে অযথা আতঙ্ক প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্য প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া পশ্চাদনুগমন করেন, তাঁহাদিগের সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা দুঃখিত। বাংলাদেশের অধিবাসিবৃন্দ বুদ্ধিমান্ বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁহারা যদি কোন অশিক্ষিত অবিবেচক ব্যক্তির পরামর্শানুসারে হঠাৎ কোন কার্য্য করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করা একটী বিষম দায় হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ তাঁহারা যদি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একটী অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত আগন্তুকের মঙ্গলশূন্য বিচারের অনুগমন করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে দৌড়িতে থাকেন, তাহা হইলেও আমরা বঙ্গদেশের গাত্রে কলঙ্ক-কালিমা মাখাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। সাধারণ বিচার যাঁহাদের নাই, যাঁহারা অশিক্ষিত ও নিজের ধারণা করিতে অসমর্থ, সেইরূপ লোকের প্রতি নির্ভর করিয়া বাংলা-দেশের কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই আমরা ঐ প্রকার ভ্রমে পতিত হইতে অনুরোধ করি না।

প্রমাণের অনুগতি বর্জন করিয়াও যাঁহারা অশিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া তাহার ভ্রান্ত মতকে *majority* দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা কেন 'কাকে কান লইয়া গেল' বলিয়া চিৎকার করেন? শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া যাহারা নিজের ঈর্ষা-বৃত্তির চাকচা প্রদর্শন করে, সেইরূপ চাকচোর বশবর্ত্তী হওয়া কোন বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গদেশ মিথ্যা-কথার বাজারে চাপিয়া না যায়, সেইরূপ কথা শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অনুগত গৌড়ীয়গণকে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি অবৈধভাবে কনক-সংগ্রহ দ্বারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান ভক্ত-সম্মত নহে বলিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অতিপ্রিয় শ্রীরায় রামানন্দের ভ্রাতৃ পরিচয়ে পরিচিত জনৈক ব্যক্তি ... মূলধন ও বিষয়-বিক্রয়লব্ধ ... ক্রুদ্ধ হইয়া কনক-সম্বন্ধে অপহরণ ... অপরাধে তাঁহার প্রাণ সংশয়ে ... উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব ... উদ্ধারের বা অন্যায় পূর্ব্বক ... অপব্যবহারের করিতে উৎসাহ দেন নাই। ... তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত ... শ্রীঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীগুর্ব্বষ্টকে বলিয়াছেন—

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্যনানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

তাদৃশ শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবাচার্য্যের নিরোধ-মূলে স্বীয় উপার্জ্জিত কনককে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-কার্য্যে নিয়োগ করিলে শ্রীচৈতন্য ভক্তের নিন্দা করা হয়। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তমবৃন্দকে লঙ্ঘন করিয়া কনক সংগ্রহ দ্বারা ভক্ত-বিদ্বেষ-কার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের অভিপ্রেত নহে। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের অধস্তন ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্যপাদ সরল ভাষায় নিরর্থক দুষ্ট চিত্তকে সান্ত্বনা করিয়া বলেন যে,—"তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" আর সেই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য-বিরোধী কতিপয় ব্যক্তি যদি কনকের অপব্যবহার করিয়া ভক্ত-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কুস্থানে বিপত্তি স্থাপন করিতে ব্যস্ত হন, তাহা হইলে উহাকে অকপট ভক্তির ক্রিয়া বলা যাইতে পারে না—উহা 'কাকে কান লইয়া গিয়াছে' বলিয়া কলরব পশ্চাদ্ধাবিত হইবার ন্যায় ভক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাপার মাত্র। তাই বলি—বঙ্গের সুসন্তানগণ, শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ, গৌড়ীয়-বিদ্বদ্বৈষ্ণবগণের কথায় *majority* বাড়িতে না দিয়া সত্যের অনুসন্ধান করুন। মনগড়া সম্প্রদায় অধিক এবং এই জগতে ইন্দ্রিয়পরায়ণ অসংযত নাস্তিকসম্প্রদায় অনেক আছেন; তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আনুগত্য করিবার জন্য চেষ্টিত হউন—এই জন্যই আর্য্যগণ শ্রীচৈতন্যচরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হইবার জন্যই আমরা বলি, 'কাকে কান লইয়া গিয়াছে,—এইরূপ বিচারকারীর দল নিজ নিজ কর্ণ স্পর্শ করিয়া দেখুন যে, কাকের কোন গন্ধ নাই—কর্ণ শরীর হইতে বিচ্যুত করিয়া অন্যত্র লইয়া যায় নাই; সুতরাং অসত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না, চক্ষুদ্বারা আলোচনা করুন, বুদ্ধির সহিত সত্যের অনুসন্ধান করুন, মহাজনের পথ অনুসরণ করুন, সুশিক্ষা ও সুমতিপ্রভাবে হৃদয়ের কুজ্ঝটিকার জাল বিদূরিত হইবে। গঙ্গার পূর্ব্বপারেই শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ দর্শন করিতে পারিবেন।

মৃত্যুঞ্জয়

যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলে। বদ্ধ জীবের সংসার-মৃত্যু-নিবারণকারী শিবই মৃত্যুঞ্জয়। মঙ্গলময় মঙ্গলবিধাতা ভগবান—দেবদেব শ্রীজগন্নাথের আদেশে বদ্ধ জীবের পক্ষে আপাতঃ অমঙ্গলপূর্ণ এই ভোগনাশক কার্যটী করিয়া থাকেন। অনেকেই শিবকে অশিবরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু উদাসীন মুক্তপুরুষদিগের পক্ষে এই কার্যটীই প্রশংসনীয়।

'মৃত্যু' কথাটী জীবের পক্ষে ভয়ানক। মৃত্যুচিন্তা জীবকে পাগল করিয়া দেয়। এ জগতে এমন কেহই নাই যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। যাঁহারা বলেন—"ওরে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়! ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়!"—তাঁহারাও মৃত্যুভয়ে ভীত। উহা সাধারণের চক্ষে মৃত্যুর ধৈর্য প্রকাশ করিলেও বুদ্ধিমানের নিকট দুর্বলতারই পরিচয় দেয়। 'মৃত্যু'-শব্দের তাৎপর্যার্থ যে কাল পর্যন্ত জীবহৃদয়ে প্রকাশিত না হয়, সে কাল পর্যন্ত উহা আনন্দদায়ক নহে। মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র। বালকের বাল্যকাল অতিক্রান্ত করিয়া কৈশোর কাল প্রাপ্তিকে এবং কৈশোরের যৌবন প্রাপ্তিকে মৃত্যু বলে।

জীবাত্মা অজর অমর। বদ্ধাবস্থায় জড়দেহ প্রাপ্তিই তাহার জন্ম এবং সেই দেহ পতনই মৃত্যু। মূলে তাহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—উহা বদ্ধানুভূতি মাত্র।

নিত্য কৃষ্ণদাস জীব, নিজ প্রভুসেবা ভুলিয়া ভোগপ্রবৃত্তির বশে এই সংসারে আগমন করে। কিন্তু দয়াময় প্রভু নিজ আশ্রিতজনগণের নিত্যমঙ্গলের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। জীব যে ভোগের আশায় প্রভু-সেবা ছাড়িয়াছে, সেই জীবারাধ্য ভোগে, প্রভু বহুবিধ বাধা, বিপত্তি, ক্লেশাদি দান করিয়াছেন। ভোগ্য বস্তু সংগ্রহকালে কষ্ট, সংরক্ষণে ত্রাস, ভোগে প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নাশে শোক। কেবলমাত্র ভোগ্য বস্তুতে অসুবিধা রাখিয়া চিরমঙ্গলপ্রার্থী প্রভুর সন্তোষ হয় নাই, ভোগ করিবার যন্ত্রস্বরূপ এই জড়দেহকে আয়ত্তপূর্ণ করিয়াছেন এবং পরিণামে ত্যাগের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এই ব্যবস্থাটি জীবের বদ্ধানুভূতির সহায়ক না হইয়া স্বরূপ উদ্বোধনেরই সহায়।

মৃত্যুকে জয় করা—মৃত্যুর পরপারে যাওয়া কথাটি কিছু অসাধ্য ও দুর্বোধ্য নহে; কেবল মাত্র স্বরূপ-জ্ঞানই অমরত্ব প্রাপ্তি। যে জিনিষ মর, তা তাহা কখনও অমর বা অজর নহে। আর যাহা অজর, অমর, তাহা জর বা মর নহে। সুতরাং অজর, অমর, জীবস্বরূপের অনুভূতিতেই মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রাপ্তি। জীবের এই নিত্য মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপটী দেখাইবার জন্য জীবের পরম আশ্রয় ভগবদ্ভক্তকুলচূড়ামণি শ্রীমৃত্যুঞ্জয়, অনিত্যদেহের সংহার বা মৃত্যুর দেবতাস্বরূপে স্বীয় প্রভু-কার্যে নিযুক্ত আছেন। আবার জীবের অনিত্য স্বরূপ-নাশে নিত্যস্বরূপ-জ্ঞানদান রূপ জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট আদর্শ দেখাইতেছেন। তিনি জীবকে কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্য কৃষ্ণ-লোকবাসী করিবার জন্য লোকসমূহের নিত্যচিত্তরূপ কার্যটীর ভার লইয়া দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম হইয়াছেন। 'মহাজনের কার্যই নিজে আচরণ করা এবং অনাচারী ভ্রান্ত পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সদাচারে এবং সৎপথে আনয়ন করা।' তাই তিনি নিজে ভোগ-সুখে ঔদাসীন্য দেখাইয়া দিগম্বর বেশে সর্বজীবের ভীতিপ্রদ শেষগতি-স্থান শ্মশানে অবস্থান করেন। শবদেহ দহনক্ষেত্র শ্মশান দেহধারী জীবের পক্ষে অশুচিকর স্থান হইলেও উহাই ভূতাতীত জীবাত্মার অশুদ্ধিরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহনাশের স্থান। এহেন বিরক্ত মহাজন সর্বক্ষণ পঞ্চমুখে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিয়া নামানন্দে প্রমত্ত আছেন। আর ভোগোন্মত্ত জীবের চক্ষে সংসারের গতি-দৃশ্য আনয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। যাঁহার কর্ণে মৃত্যুঞ্জয়ের এই অভয়বাণী প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই অনায়াসে ভগবদনুভূতিতে মৃত্যুর পরপারে বৈকুণ্ঠলোকে যাইতে পারেন। অন্যজনে অন্যপন্থায় পারেন না।

আমরা ভক্ত-প্রবর জীব-মঙ্গল-বিধাতা শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞা-বহনকারী ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্ব-মৃত্যুঞ্জয়কে আমাদের নিত্যমঙ্গল-প্রাপ্তির জন্য ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণাম পূর্বক বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক-শাতন

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীবাসের গৃহে সপার্ষদে কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীবাসের অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শ্রীবাস দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত স্ত্রীলোকগণকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তনে মত্ত, তোমরা তাঁহার আনন্দ ভঙ্গ করিও না। এই পুত্র মহাভাগ্যবান্, মহাপ্রভুর কীর্তন শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। আমিও ঐ শিশুর ন্যায় ভাগ্য পাইলে কৃতার্থ হইতাম। অতএব তোমরা আর তাহার জন্য শোক করিও না। ব্রহ্মাদির দুর্লভ যে শ্রীকৃষ্ণচরণ, সেই ভগবান্ স্বয়ং আজ আমার গৃহে উপস্থিত, যদি তোমাদের ক্রন্দন কোলাহলে প্রভুর কীর্তন ভঙ্গ হয়, তবে আমার এই দেহ জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জন দিব। নারীগণ মহাপ্রভুর কীর্তন-ভঙ্গ ভয়ে রোদন সংবরণ করিলেন।

সর্বান্তর্যামী গৌরাঙ্গদেব শ্রীবাসকে বলিতেছেন,—আমার চিত্ত আজ ব্যাকুল কেন? আমি কীর্তনে আনন্দ পাইতেছি না কেন? তোমার ঘরে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? শ্রীবাস বলিতেছেন, প্রভো! আপনি যথায় বিরাজিত, সেখানে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে? শ্রীবাসের বাসনা, মহাপ্রভু যেন এ সংবাদ না জানিতে পারেন; কিন্তু দুই একজন ভক্ত ঐ ঘটনা জানিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন,—প্রভো! শ্রীবাসের পুত্র পরলোকে গমন করিয়াছে। আপনার কীর্তনানন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস উহা গোপন করিতেছেন। তখন মহাপ্রভু মৃত-শিশুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—তুমি শ্রীবাসগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? মর্মযাতনা দিতে প্রবিষ্ট হইয়া পিতামাতার আনন্দ-বর্দ্ধন কর। তখন শিশু বলিলেন,—প্রভো, আপনার নির্বন্ধ অন্যথা করিবার শক্তি আমার অথবা অন্য কাহারও নাই। এই দেহে যত দিন ভোগ ছিল, ততদিন সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে নির্বন্ধ ঘটিয়াছে, সুতরাং ইহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু পতিতপাবন প্রভো, এই কৃপা করুন, যেন আপনার শ্রীচরণ-কমলখানি না ভুলি। এ সংসারে পিতা, মাতা কেহই কাহারো নয়। সকলেই নিজ নিজ কর্মানুযায়ী ফলভোগ করে মাত্র; যতদিন আমার ভাগ্য ছিল, শ্রীবাস-গৃহে ছিলাম, এক্ষণে অন্যত্র গমন করিতেছি। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। করুণার অবতার প্রভো! এই আশীর্বাদ করুন, যেখানেই জন্ম হউক না কেন, আপনার অভয়-চরণে যেন অচলা ভক্তি থাকে। শ্রীশচীনন্দন মধুর স্বরে বলিলেন,—শ্রীবাস, সংসারের রীতিই এইরূপ। তুমি দুঃখ করিও না। নিত্যানন্দ ও আমি—আমরা দুই ভাই তোমার দুই ছেলে হইয়া তোমার প্রেমে বাঁধা রহিলাম।

পরম দয়াল গৌরসুন্দরের শ্রীমুখে এই অমিয়মাখা-প্রবনে ভক্তগণ আনন্দিত-হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব-ভক্তগণ-সহ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীবাস-তনয়কে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া যথোচিত কার্য সম্পন্ন করিলেন।

উপরি-উক্ত আখ্যায়িকাটী পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, জীবগণ এই মাংসের পিণ্ডটাকে 'আমি', 'আমার' করিয়া থাকে, কিন্তু উহা মায়া। [illegible] কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিলে আর এ ভ্রান্তি থাকে না। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে [illegible] দেহের স্বরূপ বুঝিতে [illegible] তখন আর ইহার জন্য শোক [illegible] হয় না।

আমার দুঃখ—[illegible]

([illegible])

[illegible] আবার শারদ শীত—[illegible] এল যে—[illegible] কিন্তা সবেই এখনই [illegible] হতে দুটো দ্যান [illegible] যেন [illegible] আমি নাই, তখন [illegible] ক'রে [illegible] কত কথাই না [illegible] নাগরদোলা—গোপালদের আর আর [illegible] বৃন্দাবন কালি, [illegible] কত ফুল তোলা মালা গাঁথা, ধূলাখেলা [illegible] সম্বন্ধে কত চিন্তার আকুল হ'রে পড়লাম। মনে মনে ভাবছি, গোপালকে কি আর দেখতে পাব না। সে কি বাবার [illegible] আমাদিগকে ছেড়ে অঘোর ঘুমে চলে যাবে! যাই হোক, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, এখনই যাওয়া দরকার। তবে যাই—যা কি ক'রে, গুরুসেবার জন্য সতীর্থগণের সঙ্গে এসেছি, তাঁর কাছ থেকে ছুটী লওয়াইত মুস্কিল দেখছি। আমার মত ত তাঁদের মায়ামোহ নাই। তাই এ কথাটা তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কত উপদেশ দেবেন এমন বলবেন—প্রেমাংশ বড় নিয়ামি, অর্থাৎ চড়িয়ে কাদলে গেলেই অনেক বিঘ্ন আসে, এটা নিয়মই হচ্ছে, তবে আগে পা হেঁটে দিলে চলবে না, সেটা অতিক্রম করতে হয়, আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যই [illegible] এ ঘটনা হয়েছে, সুতরাং আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হউন, ভগবানকে রক্ষাকর্তা জেনে নিশ্চিন্ত থাকুন প্রভৃতি কত শাস্ত্রের কত প্রকার দীর্ঘ দীর্ঘ কথা বলবেন, যাতে আমার মনের ব্যাকুল চিন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আবার হয়ত আমার চিত্তচাঞ্চল্য দেখে আমাকে ভোগ দিয়ে বলবেন—এবার

[illegible] হবে, আমার বৈষ্ণবের কথা কেটে গেছেও অপরাধ হবে। এই সব চিন্তা ক'রে স্থির করলাম যে, প্রভুরা এখন বিশ্রাম করছেন সুতরাং বাধার বিশেষ সুযোগ হয়েছে। তখন তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে বন্দিশের নীচে রেখে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করলাম। রাত্রি প্রায় ২টা হয়েছে, ২টা ১৫মিনিটে ট্রেণ, পাঁচ মাইল রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে ট্রেণ ধরতে হবে, তাই প্রাণপণে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুতে লাগলাম. কিছুদূর যেতেই হাঁপিয়ে পড়লাম,বুক পিঠ সব ধরে গেল, তবু ট্রেণ ধরবার আশা ছাড়লাম না, কাম ক'রে মরতে মরতেও ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হলাম; কিন্তু যখন বিপদ হয় তখন একটা বিপদেই ছাড়ে না, বিপদের উপর বিপদ আসে। অর্দ্ধেক রাস্তা এসেছি, এমন সময় পিছনের দিকে একটা শব্দ হল, সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পাঁচজন ভীষণাকৃতি গুণ্ডা আমার দিকে বড় বড় লগুড় হস্তে অগ্রসর হচ্ছে। আমার প্রাণটা যদি আমার কাছে থাকত, তবে তখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তাম; কিন্তু আমার প্রাণটা সেই পুত্রের নিকট, তাই সাহস করে বুক বেঁধে তাদিকে বললাম, ভাই সব! আমাকে রক্ষা কর, আমি আমার একমাত্র পুত্রের গুরুতর অসুখের কথা শুনে যাচ্ছি আমার কাছে টাকা কড়ি কিছুই নাই, মাত্র পাঁচসিকা [illegible] [illegible] ক'ল কিছু কথা বলাতেই তারা আমাকে ছেড়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশনের নিকটে যেতেই ট্রেণটা এল, তখন আবার ছুটতে ছুটতে [illegible] টিকেট কেটে ট্রেণে পড়লাম। [illegible] দেখতে [illegible] ভিড় [illegible], তাদিকে এক কথা বললে [illegible] [illegible] হলেও সে সব [illegible] কথা ভাবতে ভাবতে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। প্রাতে সাড়ে সাতটার-ট্রেণ থেকে নেমে [illegible] বাড়ীর নিকটে যেতেই কিছু [illegible] কানের ভিতরে এল—তাতে [illegible] কথা জানিয়ে দিল। [illegible] আবেগে ভরে বেরোতেই—পুত্র মৃত্যুর [illegible] [illegible] হুড় বেড়ে ত্যাগ করে [illegible] — যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে, যে বুক ফেটে স্থির থাকতে পারলাম না। তার উপর সেপ্যুলের বাক্স বস্তু থেকে ক্রমান্বয়ে ক্রন্দনে, তারা তীব্র আর্ত্তনাদ বুক ফাটিয়ে দিতে লাগল. এক মিনিটের মধ্যেই শত শত বৃশ্চিক দংশন বিষ হল—সে আঘাতে অতিশয় বৈষ্ণব ভক্তিও বৈষ্ণবতা ছুটে যায়—শোকগ্রস্ত ব্যক্তির বুক ফেটে যায়, কিন্তু আমি এতদূর মূঢ় যে নীরবে সে সব সহ্য করলাম। বাহোক আর বেশী কথা বলব না, কিছুক্ষণ পরেই সব চুকে গেল। পুত্র বিয়োগে অতিশয় শোকগ্রস্ত হলাম। সন্ধ্যার পর কোন প্রকারেই চিত্তের শান্তি না পেয়ে তখন "শোকশাতন" পাঠ করতে লাগলাম। পুনঃ পুনঃ পাঠ করে ভাবতে লাগলাম—অহো! আমার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত। চৌরাশী লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপজ্বালার কতই না কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু মনুষ্য জন্ম পেয়েও ত হ'ল হল না। আবার সেই দাবাগ্নিতে জেনে শুনে ঝাঁপ দিচ্ছি। তাই আবার সেই জ্বালা, যন্ত্রণা। আহা! শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃত পুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে কতই না তত্ত্বকথা বলেছেন! সেত আমারই মত শোকগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত ও ভীত ব্যক্তির শোক-মোহ-ভয় দূর করবার জন্য। ঐ যে মৃত বালক কীর্ত্তন করেছেন—কে কার পুত্র, কে কার পিতা। জীব চিৎকণ, কৃষ্ণ চিন্ময় সূর্য্য, কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট, কৃষ্ণ নিত্য প্রভু, জীব নিত্য দাস। জীব তটস্থ শক্তি—চিজ্জগৎ ও জড়-জগতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকে এবং জীব চেতন বস্তু বলে তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করে, কৃষ্ণদাসে থেকে নিত্য প্রভুর সেবা করতে পারে। আবার শ্রীভগবানের সেবা ভুলে এই মায়িক জগৎরূপ জেলখানায় এসে অনাদি কাল থেকে যাতনা নানি ভোগও পারে। যেমন পান্থশালায় দুএক দিনের জন্য বা ট্রেণে দুইচার ঘণ্টার জন্য পরিচয় হয়, কত বন্ধুত্ব পাতায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার কে কোথায় থাকে—আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না, সেরূপ এই পিতা-পুত্র-সম্বন্ধও অনিত্য। আপন আপন কর্ম্মফলে কখনও কাহারো কেহ পিতা সেজে কেহ বা পুত্র সেজে এসেছে, কিন্তু কর্ম্ম-ফল শেষ হলেই ভগবানের ইচ্ছায় পিতাকে ফেলে পুত্র চলে যাবে, কিম্বা পুত্রকে ফেলে পিতা চলে যাবে। জীব অবিদ্যাগ্রস্ত হ'য়ে একথাটি বুঝতে পারে না, তাই আমার আমার করতে থাকে। কোন মহাজন বলেছেন—

পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হইয়া চিরদিন বুলে॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজ তত্ত্ব অবগত হন॥

অহো! ঐ মৃত বালক যে অমৃত বিতরণ করেছেন, তা পান ক'রে সকলেই অশোক, অভয় ও অমর হ'চ্ছেন! কেবল আমিই কি বাকী থাকব! ঐ অশোক-অভয়ামৃত পাদপদ্মের সন্ধান কি করব না? শ্রীবাস আদি ভক্তগণ আমার মত জীবের মঙ্গলের জন্য গৃহস্থলীলায় অভিনয় ক'রে যে আদর্শ দেখিয়ে গেলেন,সে আদর্শ ত আমি অনুসরণ করছি না! তাই আজ গৃহস্থ না হয়ে গৃহব্রত হয়ে পড়েছি—সর্বনাশ করেছি। ঐ শাস্ত্রে দেখা যায়, "বৈষ্ণবের গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ। দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন॥" পতির ভজনই অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই তাঁদের ব্রত ছিল। তাঁরা পতিদেবার ব্যাঘাত করতেন না, সাধুদের হিংসা করতেন না। কিন্তু আমি যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করেছি—সে যে সাক্ষাৎ মায়া। ধর্মের সহায়তা করা দূরে থাক,যাতে ধর্ম্মনষ্ট হয়,তাই ক'রে যে সাধুসঙ্গে আমার নিত্যসঙ্গী হবে, তাতেই বাধা দেয়। সাধুর কথা শুনবার,পূর্ব্বে স্নেহ ক'রে তাকে প্রশ্রয় দিয়েছি—এমন কি মায়ায় ভুলেছি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এখনও যে জেনে শুনে অভ্যাস-বশতঃ চিত্ত দুর্ব্বলতাবশতঃ তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। অন্যপ্রকারে সেই পিশাচীর সঙ্গ করছি,তাই অসৎসঙ্গ হচ্ছে। সঙ্গদোষে আজ এ দুর্দ্দশা। মহাপ্রভু বলেছেন,—অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। কিন্তু আমার আচরণটি ঠিক উল্টো হচ্ছে। মধ্যে মধ্যে লোকদেখান সাধুসঙ্গ করলেও সেটা অভিনয় মাত্র, কারণ স্ত্রী ত অসতেই প্রীতিই আছে। যদি সাধুসঙ্গে প্রীতি থাকত,তবে স্ত্রীলোক ছেড়ে, সাধুসঙ্গ ছেড়ে তাঁদিকে না বলে ডাকলও নিজে কোন্ মন্দ মাত্রে বিপদ্ ভুল পথে জীব ন্যায় আমার জন্য— এই ভবমহাদাবাগ্নিতে ঝাঁপ দিবার জন্য এখানে আসতাম না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজে আচরণ করে কি শিক্ষা দিয়েছেন,তার কি অনুসন্ধান করব না? 'সাধিক ঐশ্বর্য্য আর ব্রাহ্মণের সহায়'—এবেন বন্ধনপণকে ও বৈষ্ণবগ্রায় জেনে—অসৎসঙ্গ দুশ্ছেদ্য বন্ধন জেনে তাঁদের সঙ্গ বর্জ্জন ক'রে ব্যাঘ্র-ভল্লুকপূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ বনপথে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ছুটেছেন। বন্ধনাখ্য দুস্ত্রাণ ব্যাঘ্র-ভল্লুক অপেক্ষাও শক্ত, তাই তাঁর এরূপ আচরণ। ঐ বন্ধনাখ্য বন্ধনগণ নিত্যানন্দ

প্রাপ্ত পত্র

পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন্! অধমের এই বিষয়টী আপনার পরম প্রচারিত নদীয়া-প্রকাশ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আমি সামান্য একটি পল্লীগ্রামবাসী অতিশয় অধম লোক; অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া ২৩শে পৌষ তারিখে শ্রীচৈতন্য মঠের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং তৎসহ শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জগদানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহোদয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন।

গত কল্য সন্ধ্যায় শ্রীল ভারতী মহারাজ আমাদের স্বরূপের চেতন-বৃত্তি উদ্বোধন করিবার জন্য এবং বিরূপে অবস্থান করিয়া বর্ত্তমানে আমরা কোথাকার জীব ভ্রমবশতঃ কোথায় যাইতে বসিয়াছি, এতদ্বিষয়ে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাঁহার স্বভাবসুলভ অতিশয় সরলভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। এরূপকথা আমরা পূর্ব্বে কোন সাধুর নিকট শুনিতে পাই নাই। সাধু বলিতে আমরা যাহা ধারণা করিতাম, আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলাম। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব-সেবাই যে জীবের একমাত্র করণীয় বিষয়, তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিলাম। আশা করি, স্বামীজি মহারাজ অনুগ্রহ বৎসরে ৩।৪ বার কৃপা করিয়া আসিয়া আমাদিগের অজ্ঞানতা বিদূরিত করিয়া চিরমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন। অনিরুদ্ধ মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যাইবার জন্য আহূত হইয়াছি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন, সাধুসঙ্গে শ্রীধাম পরিক্রমা করিয়া আমরা গৃহ-পরিক্রমার হাত হইতে উদ্ধার পাই। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

কৃপা প্রার্থী—
শ্রীগোপালচন্দ্র হালদার।
ধান্যকুড়িয়া, ২৪পরগণা, ২৪শে পৌষ।

যে নিত্যানন্দ, সেই পাদপদ্ম থেকে টেনে এনে অনিত্যধন যে জড়ানন্দ,যার পরিণাম অনন্ত দুঃখ,সেইস্থানে ফেলে দেয়। আমি সেই বন্ধনগণের সঙ্গ করছি তাই আজ পুত্রশোকে এরূপ অভিভূত হয়েছি। আর না! আর না! বৃথা মায়ার সেবায় কাল কাটাব না। আমি এই মুহূর্ত্তেই ভজন-প্রতিকূল অসৎসঙ্গ ছেড়ে নিত্যকালের জন্য সাধুসঙ্গে অবস্থান করব। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় বাকী জীবন অতিবাহিত করব।

নানা কথা

সম্রাটের অবস্থা

লণ্ডনের ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত সোমবার প্রাতে সম্রাটের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। পুনঃ ১১টার সময়ে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, সম্রাটের অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ

আগামী ২৮শে জানুয়ারী হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ঐ দিন বড়লাট পরিষদের উদ্বোধন সম্পর্কে তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিবেন। প্রকাশ, এবার বে-সরকারী সদস্যগণ-কর্তৃক কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হইবে। শ্রীযুত রঙ্গ আয়ার অবিলম্বে ভারতে সামরিক কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন এবং পরিষদের সম্মতি পাইলে স্কীম কমিটীর নির্দ্দেশগুলি তাহাদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতির কথাও পরিষদে উপস্থাপিত করিবেন।

বাণিজ্য-পোতবিদ্যা-শিক্ষা

বোম্বাই, ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, 'ডাফরিন' জাহাজে বাণিজ্য-পোত-বিদ্যা-শিক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে গত ডিসেম্বর মাসের ৩রা ও ৪ঠা ভারতীয় প্রার্থিগণের একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ১৫৬ জন প্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে ৭২ জন উত্তীর্ণ হয় এবং নির্বাচনের জন্য তাহাদিগকে বোম্বাই আসিতে বলা হয়। ঐ ৭২ জনের মধ্যে ৬৮ জন বোম্বাইতে আসিয়াছিল। ডাক্তারী পরীক্ষা ও গভর্ণিং বডির সহিত সাক্ষাতের পর উহাদের মধ্যে ৩৫ জন বালক শিক্ষার জন্য মনোনীত হইয়াছে। ১৫ই জানুয়ারী হইতে উহাদিগকে তিন বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের অভিযান

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ ও ছোট মহারাণী গত সোমবার রাত্রিতে হাওড়া হইতে স্পেশাল ট্রেণে ত্রিবাঙ্কুর যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, মহারাজা মাদ্রাজে অবতরণ করিয়া আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিবেন।

বিমানপোতে

লণ্ডন হইতে করাচী যাতায়াত

রাজকীয় বিমানপোত-বিভাগ লণ্ডন হইতে করাচী—৫ হাজার মাইল পথ বিমানপোতে যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। করাচী হইতে কলিকাতা এবং সেখান হইতে সিঙ্গাপুর হইয়া অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আবার কায়রোর লাইনের সহিত যোগদানের জন্য কেপটাউন হইতে একটি শাখা-পথ খুলিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে।

আমীরের সিংহাসন পরিত্যাগ ভাইকে রাজ্যদান

আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লার সিংহাসন পরিত্যাগের সংবাদ, সরকারী বিবরণে প্রকাশ্যরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশে তীব্র গুজব, আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা তাঁহার বড় ভাই প্রিন্স ইনায়েতুল্লাকে রাজ্য প্রদান করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নাকি এরোপ্লেনে চড়িয়া কান্দাহার গমন করিয়াছেন।

আফগানিস্থানে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহার প্রকৃত বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ সংগ্রহে এখনও অসুবিধা হইতেছে। কোহিস্থানে আমীর এবং বিদ্রোহী সৈন্যদলের মধ্যে স্থানে স্থানে সংঘর্ষ হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। আমীর আমানুল্লার পক্ষে কান্দাহার ও হিরাট হইতে নূতন সৈন্যদল আসিতেছে এবং হাজারা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে সৈন্যসংগ্রহ করা হইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে, শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত হইবে। ইতিমধ্যে বরফ অথবা বিদ্রোহী দল দ্বারা কাবুল ও জেলালাবাদের মধ্যের রাস্তা বন্ধ হইয়াছে।

কাবুলে তুরস্কের সামরিক দূতমণ্ডলী

নবদিল্লী, ১৪ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কাবুলে তুরস্কের সামরিক দূতমণ্ডলী আগমন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জেলালাবাদে সকলই শান্ত আকার ধারণ করিয়াছে। এক সুনিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য তথাকার রাজপ্রতিনিধি আলি মহম্মদ খাঁ উপজাতি সকলের প্রতিনিধিগণের এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। নানা জিলা হইতে বন্দী দল পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ণ ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী পাইবার পথে আসিতেছে।

—দৈঃ বসুমতী

আফগানিস্থানের সেনাপতিদ্বয়ের প্রাণদণ্ড

[illegible], ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বিদ্রোহী সামরিক আদালতে পাঁচ ঘণ্টাকাল বিচারের পর সেনাপতি ইসাক খাঁন এবং [illegible] প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আদেশ প্রদত্ত হয়। গত শুক্রবার রাত্রি ৩টার সময় ঐ দুই সেনাপতিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অবাধ্যতা, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং সাধারণের অর্থ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছিল।

সিন্ধিয়া বিমানপোত-সভা

গত ১৪ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ের সিন্ধিয়া সভার এক অধিবেশন হয়। উক্ত সভা ২টি "মথ" বিমানপোত আনয়ন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সভা বোম্বাইয়ের সহরতলীতে একটি শাখা-সভা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ৩০জন ছাত্র বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষা করিতে অভিলাষী। গত ১৫ই হইতে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্যার ভিক্টর বলিয়াছেন, মধ্যবিধ রূপ বুদ্ধিমান ছাত্র ১২ঘণ্টাকাল বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষা করিলে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইতে পারে।

স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা

১৯২৯ সনের ১লা জুলাইর পূর্ব্বে যাহাদের বিবাহ হইয়াছে, কিম্বা বিবাহের সময় যাহাদের বয়স ১৮ বৎসরের কম নহে, তাহারা ছাড়া ১৯৩০ সনের পর কোন বিবাহিত ছাত্র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিতে পারিবে না বলিয়া যুক্ত-প্রদেশ-গবর্ণমেণ্ট এক নূতন আইন করিয়াছেন।

বোম্বাই ধর্ম্মঘট

গত ১৪ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ের ৩টি মিল বন্ধ ছিল। ফিনলে ও সোয়ান মিলের শ্রমিকেরা হঠাৎ কার্য্যত্যাগ করিয়া মিল হইতে বাহির হইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষ অর্দ্ধ ছুটী না দেওয়াতে প্রতিবাদস্বরূপ এডওয়ার্ড সেসুন মিলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

বস্ত্রশিল্প কনফারেন্স

মাদ্রাজের ১২ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মন্ত্রিমণ্ডলী একটী বস্ত্রশিল্প কনফারেন্স আহ্বান করিয়া পুনরায় বস্ত্রশিল্প ব্যাপারে অনুসন্ধান, অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible]

জল-সমাধি হইতে উদ্ধার

ষ্টীমারখানি যাত্রী লইয়া [illegible] গঙ্গাসাগরে [illegible]। একজন বৃদ্ধ লোক 'খোদে' নামক ষ্টীমার হইতে পড়িয়া যায়। শিবিরপুর সেবা-সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, বৃদ্ধকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করেন। [illegible] কাপ্তানের নিকট 'অভিঠাকুর' নামক ষ্টীমারখানার সঙ্গে যাত্রী বোঝাই একখানা নৌকার টোক্কর লাগে এবং নৌকাখানা জলমগ্ন হয়। ষ্টীমারের সারেং, বিক্রমপুর সেবা-সমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবক নৌকার মাঝি তিনজনের রক্ষা করে। বিশিরপুর সেবাসমিতি এবং ডিস্ত্রিক্ট হাসপাতালের কর্মচারিগণ সুদক্ষভাবে সেবাকার্য্য চালাইয়াছিলেন।

প্রবঞ্চনায় অভিযুক্ত

বেয়ার্ড নামক এক শ্বেতাঙ্গ আদালতে আসিয়া লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইত যে, সে জব্বলপুরের ম্যাথু এণ্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি; ম্যাথু এণ্ড কোম্পানী মোটর একাপরেটর বিক্রয় করে, ঐ একাপরেটর ব্যবহার করিলে আগামী তৈলের খরচা কম পড়ে। এই কথা বলিয়া সে কয়েকজনের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লয়। কিন্তু উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে পরে জানা যায় যে, বেয়ার্ডের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। বেয়ার্ড প্রবঞ্চনার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

[illegible] মিলে ধর্ম্মঘট

প্রকাশ, গত ১২ই জানুয়ারী তারিখে [illegible]

[illegible]

[illegible]

হুজুগ-প্রসূতি

[illegible] যে [illegible] উঠে, গড্ডালিকা [illegible] জগৎ তাহাকেই ন্যায় [illegible] থাকেন। অনেকে হুজুগটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, অন্যায় কেহ কেহ মুখে হুজুগকে গর্হণ করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে হুজুগেই গা ঢালিয়া দেন। মানুষ স্বভাবতঃই অনুকরণ-প্রিয়। ঐ যে এক বৎসরের শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে জগতের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার লুটিয়া নিতে চাহিতেছে, তারও সকল সেই অনুকরণ। মানবের স্বভাবই এই যে, সে চায় না কোন কাজ একা কর্ত্তে, একা কোন কাজে সে হৃদয়ে বল পায় না, কোনও একটা অসৎ-কার্য্যও যদি দশ জনে করে, মানুষ সেটাই কর্ত্তে ভাল বাসে। মানুষের যেন এটা একটা অবিসম্বাদিত প্রবৃত্তি।

আমরা জগতে তিন প্রকার জীবের কথা শুনে থাকি—পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী, মানুষ আর দেবতা। আরও জানি যে, পশু-পক্ষী হ'তে মানুষ শ্রেষ্ঠ; মানুষ হ'তে দেবতা শ্রেষ্ঠ। আমরা সকলেই চাই—ভাল হ'তে, উন্নত হ'তে। এটাও একটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমাদিগকে কেহ পশু বললে আমরা তার বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা রুজু কর্‌তে ত্রুটী করি না; আবার শুধু মানুষ বলেও আমরা সন্তুষ্ট হই না। যদি আমাদিগকে কেউ দেবতা বলে, তবে আমাদের খুব আনন্দ হয়। পশুর স্বভাব আহার, নিদ্রা, অপর পশু হইতে আত্মরক্ষা, ইন্দ্রিয়-তর্পণ—এই সব। পশু-পক্ষীরা নিজেদের আহার সংগ্রহ করে, শাবকাদির জন্য নানা স্থান হইতে খাদ্য কুড়াইয়া লইয়া শাবকদিগকে খাওয়ায়, খড়-কুটা সংগ্রহ, গিরি-গুহায় অনুসন্ধান বা গর্ত্তাদি খনন করিয়া [illegible] বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। এক জাতীয় পশু একত্র থাকিয়ে ভাল বাসে এবং নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অপর জাতীয় প্রাণীকে তাড়াইয়া দেয়। মধুমক্ষিকা, বানর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ভিতরে একতা, আহারাদি সংগ্রহের জন্য সুশৃঙ্খল কার্য্য-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক ইতর প্রাণীর ভিতর এইরূপ অপরের প্রতি ভালবাসা, সৌহার্দ্য, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি দেখা যায় যে, অনেক মানুষের ভিতর অনেক সময় সেগুলি দেখা যায় না। অনেক পশু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তারা নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, তথাপি তার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। আমরা অনেকেই এই সকল সত্য ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া বিস্মিত হই, আমাদের ধারণায় এ সবই খুব উচু কথা। আমরা ক্যাসাবিয়াঙ্কার কর্ত্তব্য-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত অনেক কুক্কুরাদি অপর প্রাণীতেও দেখিতে পাই, আকবরের রাজশাসনপ্রণালী অনেক মধুমক্ষিকার ভিতর দেখিতে পাই। সুতরাং কর্ত্তব্যপরায়ণতা, রাজ্য-শাসনে দক্ষতা, পরোপকার, সত্য-বাদিতা, অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম বলা যায় না, উহা শ্রেষ্ঠ পশু-পক্ষী প্রভৃতিরও ধর্ম্ম হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম—ভগবদুপাসনা। উহাই মানুষের মুখ্য ধর্ম্ম; অন্যান্য ধর্ম্ম ইতর প্রাণীর ধর্ম্মের সহিত সমান। 'নরতনু হরিভজনের মূল।'

জগতের লোক ভগবানে বিমুখ। বিমুখতাই পশুত্ব। বিমুখ অবস্থায় নিজ ইন্দ্রিয়-প্রীতিই চরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-প্রীতি দুই রকম—একটী নিজের জন্য এবং অপরটী নিজের সঙ্গে যাহার যাহার বা যে যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে, উহাদের ইন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। বিমুখ-অবস্থায় মানুষ নিজের সুবিধা, নিজ-সম্পর্কিত দেশের সুবিধা ও দশের সুবিধাকেই বহুমানন করে। শ্রেষ্ঠ পশু-পক্ষ্যাদির ধর্ম্মকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। আগে পরোপকার, দেশের, দশের উপকার অভ্যাস, পরে ভগবদুপাসনা আরম্ভ করাই [illegible] পন্থা বা ঐ সকল বিমুখ-অবস্থার কার্য্যই ভগবানের অভিলষিত কার্য্য বলিয়া কল্পনা করে। জগতের শতকরা প্রায় একশত জনের বিচারই এই প্রকার। কেনই বা না হইবে? বিচারক কাহারা? যাহারা ভগবানকে ভুলিয়া এ সংসারে আসিয়া নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়াছে, তাহারা ত'? সুতরাং তাহাদের বিচারও ভুল।

প্রকৃত আত্মতত্ত্ববিৎ সাধুগণের বিচার জগতের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন—জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া জীবের আর কোন কর্ত্তব্য নাই—থাকিতে পারে না, কোন দিন হ'তে পারে না। আর যা' কিছু আপাত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা বহির্ম্মুখ-অবস্থার ভ্রান্ত-বিচার। দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্য কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আসে বা বহির্ম্মুখ-কর্ত্তব্যকেই কৃষ্ণ-সেবা বলিয়া বুদ্ধি প্রবলা হয়। যে উপাসনায় একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা কপটতা বা কাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, জৈমিন্যাদি ঋষি যাঁহারা জগতের লোকের নিকট শ্রেষ্ঠ মানুষ বিবেচিত হয়েছেন ও হচ্ছেন, তাঁহারাও দৈবী-মায়ায় বিমোহিত হয়ে ভগবদুপাসনা বুঝতে পারেন নাই। তাই গীতা বলছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি
সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং
বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া
দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেউ মানুষ জন্ম পায়, আবার হাজার হাজার মানুষের ভিতর কেউ সিদ্ধি-মঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করেন, আবার হাজার হাজার সিদ্ধের ভিতর কেউ ঠিক ঠিক ভগবানকে জানতে পারেন অর্থাৎ তাঁর সেবা লাভ করতে পারেন। আমার (ভগবানের) মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী এই মায়ার হাত হইতে লোকে সহজে পার হতে পারে না। কেবল যাঁরা সর্ব্বতোভাবে একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হন, তাঁরাই মায়ার হাত হতে ছুটী পেতে পারেন।

সূর্য্যোদয়

সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনকে [illegible] রঞ্জিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তের অন্ধকাররাশি অপসারণ করিতে করিতে সমুদিত হইলেন দেখিয়া বিশ্বজগতের যাবতীয় প্রাণিবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, রজনীর সেই দস্যু-তস্কর-বৃশ্চিক-নিশাচর-ভূত-প্রেত-হিংস্র প্রাণিবৃন্দের আক্রমণ-ভীতি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আনন্দচিত্তে স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন, যে যে ভাবে—যে আয়োজন পারিলেন, সূর্য্যদেবের প্রতি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণমণ্ডলী সন্ধ্যায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" বলিয়া দিবাকরকে বারবার অভিবাদন জানাইতে লাগিলেন—স্রোতকথা সমস্ত জগতেই নৈশান্ধকারের জড়ভাব দূর হইয়া যেন কেমন একটা চেতনের সাড়া—আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু কেবল শান্তি নাই—আনন্দ নাই ঐ উলূক-বাদুড়াবলী, দস্যু-তস্করাদির স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের। জগতের সর্ব্বপ্রাণীই সর্ব্বান্তঃকরণে সূর্য্যদেবকে তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে, কেবল ঐ সকল ব্যক্তিই তাহাদের কুপ্রবৃত্তি প্রকাশ্য দিবালোকে আর চরিতার্থ করিতে পারিবে না ভাবিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সূর্য্যদেবকে নিন্দাবাদ করিতেছে।

প্রাকৃতগণের সূর্য্যরশ্মি উহাদের স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূল না হওয়ায় উহারা সূর্য্যকে যেমন উহাদের শত্রুরূপেই দর্শন করিতেছে, সেইরূপ আজ সত্যসূর্য্যের বিমল রশ্মি সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি মৎসর ব্যক্তি সত্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মৎসরকুলের অভিমত—নিরস্তকুহক নিষ্কপট ভাগবতোক্ত বাস্তব সত্যের প্রচারের আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলেই তাঁহাদের তাণ্ডব নৃত্যের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।" কিন্তু সূর্য্য যেমন অন্ধকারের বিভীষিকা বা সূর্য্যরশ্মিঅসহিষ্ণু সূর্য্যনিন্দক সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়াই অমিত তেজে সমুদিত হইয়া থাকেন, সত্যসূর্য্যও সেইরূপ মিথ্যার কোন প্রকার ভ্রূকুটীকে গ্রাহ্য না করিয়া সত্য শাশ্বত প্রাচী [illegible]

গৃহস্থের কর্ত্তব্য

'গৃহস্থ' বলিতে শাস্ত্রে বলেন যে, যাঁহারা বিবাহ করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নিমিত্ত সংসারে বাস করেন, তাঁহারাই গৃহস্থ। কিন্তু বর্ত্তমানে কলির প্রভাবে সেই জ্ঞান হারাইয়া আমরা মনে করি যে, যেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু বা ব্যক্তি, আগে তাহাদের সেবা করাটাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। অনেকে বলেন, "মশায়, আমার কি আর হরিভজন কর্‌বার সময় আছে? ভগবান্ যে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দশজনের ভরণপোষণের ভার দিয়াছেন, আগে তাদের সেবা করি, তবে ভগবানের সেবা ক'রব। এও' ভগবানের সেবাই কচ্ছি।" কিন্তু ধর্ম্মরাজ যম নিজ দূতগণকে যাহা আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পুরাতন সনাতন সূর্য্যগগনে আমতবিক্রম সমুদিত হইয়া থাকেন। মিথ্যাপ্রিয় ভণ্ড দুর্জ্জন সত্যসূর্য্যোদয়ে যতই না কেন বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করুক, তাহা কোন ক্রমেই ফলবতী হইতে পারে না।

ভণ্ডদলের কতকগুলি লোক 'আবার সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদিত হইবে বলিয়া একটী মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই জনরব দ্বারা অনেক অর্ব্বাচীন লোকের কৌতূহল উৎপাদন করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু হে বুদ্ধিমান্ জগদ্বাসি, তোমরা কি সেই মিথ্যা জনরবকেই ভিত্তি করিয়া 'সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইবেন বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

হে বন্ধুগণ, যদি সত্যসত্যই সত্য-সূর্য্যের বিমলালোকে উদ্ভাসিত হইতে চাও, তাহা হইলে আর ভণ্ডদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সত্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইও না। **প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর গঙ্গার পূর্ব্বপারেই—পশ্চিমপারে নহে।** কাকে কান লইয়া গিয়াছে বলিয়া কাকের পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া অগ্রে কানে হাত দিয়াই দেখা ভাল। সাধু-মহাজন-শাস্ত্র-বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিত্য নূতন—নিত্য-পুরাতন—প্রাচীন নবদ্বীপকে অনাদর করিয়া ধূর্ত্ত প্রচারিত আধুনিক নূতন বাহিরদ্বীপের মাঠকে 'প্রাচীন' আখ্যা-প্রদান নিতান্তই অর্ব্বাচীনতা—মূর্খতা নহে কি? সুতরাং সত্য সূর্য্যের আদর কর। পেচক-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সূর্য্যনিন্দক হইও না। অসত্য-কুজ্ঝটিকা হতভাগ্য লোকলোচন আবৃত করিলেও সত্য-সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না, ইহাই নিশ্চয় জানিও।

যমরাজ বলিতেছেন,—"হে দূতগণ, যাহারা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় বিমুখ হইয়া নিরয়স্বরূপ গৃহে জিহ্বেন্দ্রিয়-তর্পণে মত্ত-ভুক্, তাহাদিগকে আমার নিকট দণ্ডপ্রদানের নিমিত্ত লইয়া আসিবে।" সেই যমরাজের দণ্ডের কথা অল্পবিস্তর সকলেই শুনিয়াছেন। তথাপি দেবীমায়ার এমনি খেলা যে, সেই সহজ সত্যটুকুকে বিশ্বাস করায় আমাদের অনেকেরই ইচ্ছা হয় না। আমরা পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, বিধর্ম্মি ব্যক্তিগণকে বিশ্বাস করিতে পারি, তথাপি পরদুঃখে-দুঃখী, জীবে দয়ার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ সাধুগণের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী ভগবদ্গীতার কথা শ্রবণ করিয়া তদনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তদীয় নিজজনগণের আচরিত ও প্রচারিত কার্য্যাবলীর ভ্রান্ত বিচার করিতে ধাবিত হই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নীলাচলে, তখন তাঁহার কতকজন গৃহস্থ ভক্ত সাধারণ জীবের দুর্গতি অপনোদনচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

"গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে?
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে॥"

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যুত্তরে
বলিতেছেন,—

"প্রভু কহেন, কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥"

অর্থাৎ জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, দাসগণের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা করা। কৃষ্ণসেবা এবং তত্তুল্য পূজ্য বৈষ্ণবগণের সেবাই কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থী অথবা কি সন্ন্যাসী সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে, ইহাই জীব মাত্রের ধর্ম্ম। তিনি ত একথা বলেন নাই যে, গৃহস্থগণ বিষয় সেবা ও আত্মীয় স্বজনের সেবা করিবেন। তিনি সকলকেই বলিতেছেন, কলিযুগ ধর্ম্ম-নাম-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য। তাঁহার স্বমুখোচ্চারিত বাণী—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব
কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

পাঠকগণ, উপরি-উক্ত শ্লোকের শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর পদ্যানুবাদ পাঠ করুন্—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার।
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্মনিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাই নাই নাই তিন উক্তি 'এব' কার॥"

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

গুরু—বৎস, [illegible] সম্বন্ধে শারীরগত অনুশীলন [illegible], একক্ষণে অবশিষ্টাংশ শ্রবণ কর।

প্রথমে মনোগত অনুশীলনের কথা বলিব। শরীরগত সমস্ত আলোচনাতেই মনের ক্রিয়া আছে, কিন্তু মনের কতকগুলি ক্রিয়া আছে, যাহা শরীরে ব্যক্ত না হইয়াও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্রিয়া মনোগত নামে কথিত হইয়াছে। উহা পঞ্চবিধ—স্মৃতি, ধ্যান, শরণাপত্তি, [illegible] ও জিজ্ঞাসা। স্মৃতি—দুইপ্রকার, নামস্মৃতি ও মন্ত্র-স্মৃতি। তুলসী মালায় সংখ্যা রাখিয়া যে হরিনাম করা, তাহার নাম 'নামস্মৃতি'। করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, উহা 'মন্ত্রস্মৃতি'। স্মৃতি ও ধ্যানের মধ্যে প্রভেদ এই যে, স্মৃতিতে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপ চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম 'ধারণা'। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। শরণাপত্তিও মনের একটি কার্য্যবিশেষ। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। যথা গীতায় 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। বৈধভক্তগণ রসবিশেষাস্বাদকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা একটি প্রধান বিষয়। ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যখন উদিত হয়, তখন প্রথমে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, পরে দীক্ষা ও ভজনশিক্ষা হইয়া থাকে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ব্যতীত বদ্ধজীবের শ্রেয়োলাভের উপায় নাই।

আত্মগত অনুশীলন ছয় প্রকার,—সখ্য, আত্মনিবেদন, ভগবানের জন্য আপন চেষ্টা, প্রয়োজনমাত্র বিষয় স্বীকার, ভগবানের জন্য নিজভোগ ত্যাগ এবং সাধুবর্ত্ম অনুবর্ত্তন। বৈধভক্তগণ সম্বন্ধে যে আত্মার পরিচয় আছে, তিনি শুদ্ধ-মুক্ত আত্মা নহেন, কিন্তু জড়-বদ্ধ। বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অহঙ্কার-রহিত। বৈধভক্তের আত্মা জড় হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাকৃত সম্বন্ধ শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই। তদবস্থ আত্মা বৈধভক্তি সাধনকালে একটী ভাববিশেষের আলোচনা করেন, তাহাই আত্মগত [illegible]

[illegible] অনুশীলন। [illegible] সকল শারীরিক ও মানসিক [illegible] করেন, যে সমুদয় [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] পুত্র, অর্থ, সম্পত্তি, [illegible] জগবৎসেবায় উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সমস্ত দিবসই [illegible], আমার যাহা কিছু বিষয় [illegible], তাহা আমি ভগবৎসেবার উপযুক্তিলাভের জন্য প্রধানস্বরূপ স্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্য আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ মনের ভাব তৎকালে হইয়া উঠে। ভগবানের জন্য নিজ ভোগ ত্যাগ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ যে সকল সাধুবর্ত্ম স্থির করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিজে সাধ্যমত তাহার অনুবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

বৈধভক্ত শরীর, মন ও আত্মা দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া সন্তুষ্ট হন না, যেহেতু তদতিরিক্ত একটী প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি বলেন, 'সমস্ত জগৎ আমার কথা আলোচনা করুক, এইভাবে আর্দ্র হইয়া তিনি দেশ, কাল ও দ্রব্যগত ভগবদনুশীলন করেন, উহাই প্রকৃতিগত অনুশীলন। বৈষ্ণবতীর্থ, ভ্রমণ, ভগবদ্ধিষ্ঠানাদি স্থানে গমন ও বৈষ্ণবদিগের গৃহ দর্শনে যাত্রা দেশগত অনুশীলন। দ্বারকা, পুরুষোত্তম, মথুরামণ্ডল, নবদ্বীপমণ্ডল প্রভৃতি বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও বাসভূমি দর্শন করিবে। এই সকল স্থানে গমন করিলে অহরহঃ ভগবৎকথা ও ভগবদ্ভক্ত-কথা কর্ণগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপত্তি হইবে।

কালগত অনুশীলন সর্ব্বদা বিধেয়। এক শতকাল সংসারের জন্য কিছু কিছু ব্যয় করিয়া শ্রীহরিবাসরে আহারনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদনুশীলন করা জীবের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঊর্জ্জাপালন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের নিয়মসেবা এবং হরিলীলা পর্ব্বদিনের সম্মান করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করা সর্ব্ববিধ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

দ্রব্যগত অনুশীলন বহুবিধ। আহার সংখ্যা করা [illegible] মধুর পরিত্যক্ত হইবে। [illegible] এক দ্রব্য, অতএব সেই দ্রব্য ভগবদনুশীলনের জন্য [illegible] তুলসী প্রভৃতি দ্বারা ভগবদালোচনা হয়। শ্রীমূর্ত্তির সেবা ও [illegible]

অতএব অদ্য হইতে ঐ আদেশবাণী শ্রবণ না করিয়া মনুষ্যধর্ম্ম-পরিচয়ঃ [illegible] কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করিলে আর কোন রূপেই নিস্তার নাই।

[illegible] ... উচিত, অর, ... যদি ... [illegible] ... করিয়াছিলেন।

আবহাওয়া কথা

আবহাওয়া

এবার বসন্তের প্রথম ভাগ হইতেই ... দক্ষিণ-পশ্চিমের মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া ঋতুরাজ বসন্তের আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। গত ৩।৪ দিন সকাল হইতে বেশ কুয়াশার সৃষ্টি হইতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমানীত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিরূপে কিঞ্চিৎ বর্ষিতও হইতেছে। ঋতুরাজের শুভ-চিহ্নই সঙ্কেতের জ্ঞাপক। তাই, অকস্মাৎ পলায়মান শীতের কথা অনেকের মনেই কলেরা, বসন্তাদির আক্রমণের ভীতি সঞ্চারিত করিতেছে।

গত পরশু বেলা ৯ ঘটিকা হইতে বাদলের সঙ্গে সঙ্গে জোর উত্তরে কনকনে হাওয়া লোকের বড়ই কষ্টপ্রদ হইতেছে।

মাদ্রাজের লাট

অস্থায়ী ভাবে বড় লাটের পদে

গত ১৩ই জানুয়ারী রাত্রিতে মাদ্রাজের লাটসাহেব সপত্নীক কালিকাট হইয়া লাক্ষাদ্বীপে যাইবেন। কলম্বো পরিদর্শন করিয়া লাট সাহেব সদলে ত্রিচিনপল্লী হইয়া ২৮শে জানুয়ারী মাদ্রাজে ফিরিবেন। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি খুব সম্ভব লাট সাহেব উতাকামন্দে যাইবেন এবং আবার মাদ্রাজে ফিরিবেন। মাদ্রাজ লাটের কার্য্যকাল সাধারণ নিয়মে এপ্রিল শেষ হইবার কথা কিন্তু তাঁহার কার্য্যকাল ছয় মাসের জন্য বাড়াইয়া দেওয়ায় তিনি জুন মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাজে গভর্ণর থাকিয়া বড় লাট লর্ড আর উইন ছুটিতে বিলাত গেলে সিমলায় আসিয়া অস্থায়ীভাবে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বড়লাটের নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শের সঙ্কল্প

লাহোরের ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে বড়লাট মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, মিঃ জিন্না প্রভৃতি কয়েক জনের সহিত ... সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

আরোহীদের মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৩ই জানুয়ারী একখানি মটর ... হইতে উলুবেড়িয়া যাইবার সময় ... চন্দ্রপুর গ্রামের একটী পুকুরের ভিতর পড়িয়া যায়। আট জন আরোহীগণকে সলিলসমাধি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। গুরুতর আঘাত প্রাপ্তির কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

সুদের টাকা দান

শ্রীমতী শৈলবালা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাড়ে তিন টাকা সুদের দেড় লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। তাঁহার সর্ত এই যে, এই দেড় লক্ষ টাকার যে সুদ, তাহা দ্বারা কারিগরীবিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে একটি করিয়া বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে। তিনি যদি পাশ্চাত্য দেশে যাইয়া তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে অভিলাষী হয়েন, তজ্জন্যও তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

মিসেস বেশান্টের স্বায়ত্ত-শাসন সমর্থন

মাদ্রাজের ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মিসেস বেশান্ট ও স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, স্যার সি, পি, শিবস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে মাদ্রাজের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত অন্যান্য দেশের সমান অংশীদাররূপে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে এবং নেহেরু রিপোর্ট দ্বারা যে মিলনের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা দৃঢ় করিবার জন্য ক্রমাগত প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। যাঁহারা উহার সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে কমিটীর প্রাথমিক বৈঠকে যোগদান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৮০ লক্ষ টাকা প্রতারণার মামলা

রেঙ্গুনের ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, লেয়ার ব্রাউন, লরেন্স এবং হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কের ৮০ লক্ষ টাকা সম্পর্কে প্রতারণা করিবার অভিযোগে ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদস্য কে, বেল চেকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুযায়ী ২টি অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। আসামী আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। আগামী ২৯শে জানুয়ারী মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য্য হইয়াছে।

মিশরে কংগ্রেস বন্ধ

কায়রোর ১৪ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস দেশের শান্তির ব্যাঘাতকারী, এই যুক্তি দেখাইয়া মিশরের প্রধান মন্ত্রী মিশরে কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। মিশরের ওয়াফদী দল সম্প্রতি কংগ্রেসের অধিবেশন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

দেওঘর-ষড়যন্ত্র-মামলা

গত সোমবার পাটনা হাইকোর্টে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার আপীলের শুনানী আরম্ভ হইলে সরকার পক্ষের কৌঁসিল আসামীদের গুপ্তলিপি সম্বন্ধে বলেন, উহা বিপ্লবমূলক ষড়যন্ত্রকারীদের নামের তালিকা, উহাতে যে সমস্ত ঠিকানা লিখিত হইয়াছে, উহার সমস্তগুলিই প্রকৃতপক্ষে লোকের ঠিকানা এবং উহাদের সকলেই ষড়যন্ত্রকারী। প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারী এবং তাহাদের সহানুভূতিকারকদের মধ্যে বৈষম্য-প্রকাশক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটী

গত ১৩ই জানুয়ারী রাত্রিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হয়। নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটীর উপদেশানুসারে তাঁহারা নূতন কর্মচারী নির্ব্বাচন করিবেন স্থির করিয়াছেন। কলিকাতা কংগ্রেস নির্দ্ধারিত গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহারা মনোনিবেশ করিবেন তাহাও স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আবশ্যক স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠিত হয় সে পর্য্যন্ত মদের দোকানে পিকেটিং স্থগিদ রাখিবেন। কংগ্রেসের প্রস্তাব যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে আদৃত হয়, সে জন্য একটা প্রচার-কমিটী গঠন করিবেন।

চীনের আয়-ব্যয়-হিসাব

চীনের রাজস্ব মন্ত্রী টাইস্থঙ চীনের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপি পাশ করিয়াছেন। মিঃ টাইস্থঙ তাঁহার হিসাবে দেখাইয়াছেন যে, ১৯২৯ সালে চীনের ৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার আয় হইবে এবং ব্যয় হইবে ৫০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। মোট রাজস্বের ভিতর দেনা শোধ বাদে যাহা থাকিবে, তাহার শতকরা ৭৮ অংশ সামরিক কার্য্যে ব্যয় হইবে। তিনি বলেন যে, সামরিক কার্য্যে মোটের উপর ১৯ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে। সমরমন্ত্রী তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়াছেন।

কংগ্রেস-প্রদর্শনীতে ধর্ম্মঘট দোকানদারগণের অভিযোগ

কলিকাতা কংগ্রেস-প্রদর্শনীর দোকানদারগণ ... জানাইতেছেন যে, গত সোমবার বেলা ২ ঘটিকার সময় প্রদর্শনীর দোকানদারগণ একযোগে হরতাল করেন, প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ দোকানদারগণের কতকগুলি অভিযোগ দূর না করায়ই নাকি তাঁহারা হরতালের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দোকানদারগণ দাবী করিয়াছিলেন যে, প্রদর্শনীতে প্রবেশের ফী ৪ আনা ও ১২ বৎসরের অনধিক বালক বালিকার প্রবেশ ফী ২ আনা কমিয়া দেওয়া হউক, ইহাই তাঁহাদের প্রধান অভিযোগের বিষয় ছিল।

নৃশংস নারীহত্যা

হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঝিকরা আটী গ্রামে কুলানী দাসী সুদে টাকা খাটাইত। সে সম্প্রতি অজ্ঞাত লোকগণ কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ তাহার নগদ টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদি স্থানান্তরিত করিয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে এবং খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ ট্রাঙ্কে ভরিয়া নিকটবর্ত্তী এক পুকুরে নিক্ষেপ করে। স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়া পুকুর হইতে ট্রাঙ্কটি তুলে এবং মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করে। পুলিশ এই সম্পর্কে অনিল, কার্ত্তিক কেদার, তুলসী, হেরা এবং কালী নামে এক স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

মাদারিপুর ডাকাতি মামলা

ফরিদপুর ১৪ই জানুয়ারী। জুরীগণের সহিত একমত হইয়া ফরিদপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, সেন মাদারিপুর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে এই কয়েকজনের প্রতি সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।—ফরমান ৯ বৎসর, কেলু ৮ বৎসর অন্নদা দাস ৮ বৎসর, তমিজুদ্দিন ৭ বৎসর এবং হাসেম ৫ বৎসর।

উপরিউক্ত আসামীগণের মধ্যে চারি জনের বাড়ী বরিশাল এবং ফরমান চারিটি বিভিন্ন জেলার বহু ডাকাতির সহিত সংস্রষ্ট ও নেতা। ১৯২৮ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর আর একটা মামলা সম্পর্কে অন্নদার ৮ বৎসর, কেলুর ৭ বৎসর এবং তমিজদ্দি ও ফরমানের ৬ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ফরমানকে ধরিবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের ইনসপেক্টরকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। আসামীরা কোন উকিল নিযুক্ত না করিয়া নিজেরাই জেরা করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, আর দুইটি মামলা সম্পর্কে উক্ত আসামীগণের শীঘ্রই বিচার আরম্ভ হইবে।

—বাঙ্গালার কথা।

কেন্দ্রীয়ে
কুষরের বৌদ্ধ প্রতিমূর্তি

কেন্দ্রীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মুখার্জ্জী শিমুলিয়া গ্রামে একটী বৃদ্ধ পুষ্করিণীর পাড়ে খোদিত পাথর দেখিতে পায়েন। তাহাতে কি যেন লিখা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়, কিন্তু লিখাগুলি বড় অস্পষ্ট ছিল। যাহা হউক, তিনি সেগুলির ফটো লয়েন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালীর অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়াকে উক্ত স্থানে লইয়া যায়েন। তিনি সেই শিলালিপির কতক অংশ পাঠ করিতে সমর্থ হয়েন। তাহা হইতে বুঝা যায়, ইহা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রতিমূর্তি। মিঃ মুখার্জ্জী তাহার ফটো পুরাতত্ত্ব বিভাগে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ট্রাঙ্করোডে বন্যা পীড়িতের সাহায্য
কর্পোরেশনের নূতন কাজ

শুনা যাইতেছে কলিকাতা কর্পোরেশন শীঘ্রই ৪৫০০০ টাকা ব্যয়ে ট্রাঙ্করোডে বন্যাপীড়িতদের রিলিফের কাজ আরম্ভ করিবে; রাস্তার জল নির্গমন প্রণালী গঠন কার্য্যে ত্রুটী থাকায় ট্রাঙ্করোড বর্ষা কালে জল-প্লাবিত হইয়া যায়। ভবিষ্যতে যাহাতে উপরের জল সোজা নদীর মধ্যে পতিত হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতার পোর্টকমিশনার কর্পোরেশনের বন্যার রিলিফের কাজ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাঁধগুলির কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না।

সিরাজগঞ্জ শিল্প-প্রদর্শনী

সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সঙ্গে সমবায় সম্মেলন এবং শিল্প-প্রদর্শনীও বসিবে। ২৭শে হইতে ২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। শ্রীযুক্ত ফণীলাল এবার প্রদর্শনীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উপযুক্ত প্রদর্শকদিগকে অনেকগুলি পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ভাই না দস্যু!

সেখ বাহা নামক জনৈক ব্যক্তি সিরাজগঞ্জের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, কে, দাসের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছিল যে, সে তাহার ভাই সন্তানের বুকে ছোরা মারিয়াছে। গত ১৫ই জানুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মিশর ও সুদানের সম্বিধ আপোষ

কায়রো, ১৩ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নীলনদের জলিকার সম্বন্ধে মিশর ও সুদানের ভিতর যে গোলযোগ চলিতেছিল, তাহা আপোষে মিটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। মিশরের পূর্ত্ত বিভাগীয় মন্ত্রী ২৫ কোটি মিশরীয় পাউণ্ড ব্যয় করিতেছেন। ঐ টাকা মিশরের পূর্ত্ত কার্য্যের জন্য দশ বৎসরে ব্যয় করা হইবে। এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, নীলনদের অববাহিকায় ১৫ লক্ষ বিঘা ভূমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইবে। আরও অনেক জমীতে সেচের ব্যবস্থা করা হইবে।

অনুমান করা যাইতেছে যে, আসুয়ান বাঁধটি উঁচু করিয়া বাঁধিতে ৩৮ লক্ষ মিশরীয় পাউণ্ড ব্যয় হইবে। ঐরূপ আরও কয়েকটি বাঁধ উচ্চতর করা হইবে। এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, এই সকল পরিকল্পনা, কার্য্যে পরিণত হইলে কৃষকদিগের বৎসরে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড করিয়া লাভ হইবে।

মেঘনার ভাঙ্গন

বর্ষাকালে ব্যতীত অন্য সময় নদ-নদী নিস্তেজই থাকে দেখা যায়। কিন্তু সম্প্রতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। এ বৎসর মেঘনায় বর্ষাকালে খুবই ভাঙ্গন ছিল,—বহুবাড়ী এবার মেঘনায় কুক্ষিগত হইয়াছে! বর্ষার অবসানে জনসাধারণ একটু হাপ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। এই শীতের সময়ও মেঘনার ভাঙ্গন কমিল না। অল্প অল্প ভাঙ্গিতেছে। ঐ সব জায়গাতে নদী প্রায় ১৫০ হাত গভীর। তাই লোকের মনে আরও আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে
উপাধি বিতরণ সভা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত জে, সি, চক্রবর্ত্তী জানাইয়াছেন, আগামী ৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ-সভার অধিবেশন হইবে। কলেজের বাহিরের যে সকল ছাত্র উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন, ২৪শে জানুয়ারী অথবা তৎপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে রেজিষ্ট্রারের নিকট নাম প্রেরণ করিতে হইবে। কলেজসমূহের ছাত্রগণকে অবিলম্বে স্ব স্ব কলেজের অধ্যক্ষকে আপনাদিগের অভিপ্রায় জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শিবপুরে মোটর ডাকাতি

সম্প্রতি হাওড়া শিবপুর থানার এলাকায় আন্দুল রোডে এক মোটর ডাকাতী হইয়াছে। প্রকাশ, জনৈকা পাঞ্জাবী নারী জনৈক স্ত্রীলোকের কোনও আত্মীয় তাহাকে নবদ্বীপ লইয়া যাইবার অছিলায় করে। তদনুসারে সোমবার রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় ২ ব্যক্তির সহিত সে ট্যাক্সীযোগে বাড়ী হইতে যাত্রা করে। আন্দুল রোডে উপস্থিত হইলে চালক আলোক নিভাইয়া ট্যাক্সী থামায়। অপর এক ট্যাক্সীতে ২ জন পাঞ্জাবী তাহাদের অনুসরণ করিতেছিল। তাহারাও সেখানে থামে। অতঃপর হঠাৎ প্রথম ট্যাক্সীর চালক উক্ত স্ত্রীলোকের মুখ চাপিয়া ধরে, ঐ সময়ে অপর ট্যাক্সীর পাঞ্জাবীদ্বয় তরবারি হস্তে তাহাকে আক্রমণ করে। তাহারা তাহার ২ শত টাকার নোট, নেকলেস ও অন্যান্য মূল্যবান অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। স্ত্রীলোকটী ডাকাইতদের সহিত ধস্তাধস্তি ও চীৎকার করিতে থাকে। উহাতে নিকটবর্ত্তী লোক জন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া মোটরচালককে পুলিশের হস্তে অর্পণ করে। শিবপুর থানার ইনস্পেক্টার ঘটনার তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়া অপর ট্যাক্সিচালক ও যে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের বাড়ী হইতে তাহার আত্মীয়ের সঙ্গ লইয়াছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার আত্মীয় ও অপর ২ জন পাঞ্জাবী এখনও পলায়িত আছে। —দৈঃ বসুমতী

নৌকা ডুবী

গত ১১ই জানুয়ারী রাত্রি প্রায় সাড়ে ৯টার সময় ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে নূরপুর ও পোয়ালট হারবারের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এক নৌকাডুবি হইয়া গিয়াছে। নৌকা খানিতে ধান বোঝাই ছিল। প্রকাশ, ইষ্ট বেঙ্গল রিভার ষ্টিম সার্ভিস কোম্পানীর "অক্ষণী-ঠাকুর" নামক একখানি জাহাজে ধাক্কা লাগায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। নৌকা খানিতে এক জন মহাজন ও ২ জন মাঝি ছিল। তাহারা সকলেই রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু নৌকাখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

[illegible]

লণ্ডনের ১৫ই জানুয়ারীর [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]

[illegible]

যাইয়া পূর্ব্বক [illegible] [illegible] এই—[illegible] চীনাদেশে [illegible] [illegible] ধর্ম্মঘটকারীদের [illegible] যায়। সেখানে তাহারা [illegible] হাতে [illegible] বাঁধিয়া [illegible] রাখে এবং [illegible] বলিয়া খুব প্রচার করে।

পোপের বৈষয়িক [illegible]

ইটালীর রাজধানী রোমের [illegible] জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পোপের বৈষয়িক ক্ষমতাবহির্ভূত সমস্যার একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এত দিন এই সমস্যা লইয়া ইটালীয় রাজনীতিক ও পোপের পক্ষকে অনেক বাধা পাইতে হইয়াছে। নূতন চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, পোপের নিজ উদ্যানের পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে কয়েক শত বিঘা জমীতে পোপের বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে। তিনি ঐ সকল জমীতে, ইটালীর অন্তর্গত "সান মেরিনো" সাধারণতন্ত্রের মত ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। এত দিন ঐ সকল জমীর অধিকার হইতে পোপকে বঞ্চিত রাখিবার জন্য পোপের যে ক্ষতি হইয়াছে, ইটালীর গভর্ণমেন্ট সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য পোপকে ১০ লক্ষ স্বর্ণ লীরা মুদ্রা প্রদান করিবেন।

বাদুরিয়া হত্যাকাণ্ড
মহাজনের মৃতদেহপ্রাপ্তি

প্রকাশ, একদিন সন্ধ্যার সময় থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামের আইনদ্দিন মৃধ্য আবদুল গনিকে তাহার প্রাপ্য টাকা আনিবার জন্য আড়ুরিয়া গ্রামের মদন মণ্ডলের বাড়ীতে গমন করিতে বলে। সেখানে যাওয়ার পর আর তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। পরদিন প্রাতে মাদারের বাড়ীর নিকটে তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত হত্যাকারীর কোনও সন্ধান হয় নাই।

[illegible]

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর [illegible] মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

সাময়িক-প্রসঙ্গ

এই জীবজগৎ সংসারে অশান্তির করাল ছায়াই কেবল জাগিয়া উঠিয়াছে। কোথায় শান্তি, কোথায় শান্তি করিয়া জীবকুল উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে, কিন্তু কোথায় পাইবে সে শান্তি! ঐ যে মায়া-রাক্ষসী তোমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ভুবন-মোহিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক 'কোথা যাও পথিক, এই যে শান্তি' বলিয়া কপট স্নেহ-প্রদর্শন করিতেছে, বড় আশায় মধ্যে আপাত শান্তির লোভে পথিক সব ভুলিয়া যাইতেছে, পিশাচীর কোলে মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, ভাবিতেছে,—এ নিদ্রা না জানি কতই সুখের! পথিক কত সুখ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়িতেছে। হা দুর্ভাগা পথিক! তুমি কাহার নিকট শান্তি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? মোহ-নিদ্রাতুর পথিক, একবার চাহিয়া দেখ দেখি, কোথায় তুমি, আর কে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! কোথায় তোমার সে আশ্রয়-দাত্রী—কোথায়ই বা সে মোহিনী-মূর্ত্তি আর কোথায়ই বা সে স্নেহময় ক্রোড়! রাক্ষসী-মায়া তোমাকে গ্রাস করিয়া চিরশান্তি দিবার জন্যই না তোমার সম্মুখে ঐ করাল বদন ব্যাদান পূর্ব্বক অট্ট অট্ট হাস্য-সহকারে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে আর বলিতেছে, "হতভাগ্য, শান্তি চাহিবে? তোমার রক্ত শোষণ করিয়া আমার পিপাসা মিটাইব, মাংসাস্থি চর্ব্বণ করিয়া রসাস্বাদন করিব—তোমাকে চিরশান্তির কোলে ঘুম পাড়াইব; মূর্খ, আর কোথায় শান্তি, শান্তি করিয়া ছুটিতে হইবে না।" পথিক, এখনও তোমার চেতন হইবে না?

না, আর আমরা জাগিব না, এমনি করিয়াই মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিয়া একদিন চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইব। অহো! পড় আমরা, আমাদেরই দুঃখে দুঃখী হইয়া অমন্দোদয়দয়ানিধি পতিতপাবন শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের নিজ-জনগণ আমাদেরই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শ্রীবৈষ্ণবের বাণী—

"জীব জাগ, জীব জাগ গৌরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও, মায়া-পিশাচীর কোলে॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে॥
[illegible]
[illegible] তোমার॥"

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'। হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি'॥"— তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন, উহা আমরা নিদ্রাবেশে শুনিয়েও শুনিব না, অথচ 'শান্তি' 'শান্তি' করিয়া গগন পবন কাঁপাইয়া তুলিব! যিনি আমাদের সত্য সত্য নিত্য-শান্তির সুশীতল-ক্রোড়ে রাখিতে চান—যিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাকেই করিয়া বসিয়াছি, আমাদের প্রধান শত্রু! কেন না, তিনি যে আমাদের ভোগ-সুখে বাধা প্রদান করিতে থাকেন, আমাদের সুখ-দুঃখের ধারণাকে তিনি যে একেবারেই উল্টাইয়া দিতে চান, আমাদের ধারণায় যেটা বড় দুঃখ, সেটাকেই যে তিনি 'সুখ' বলেন, আর যাহাকে আমরা বড় সুখ বলিয়া সেই সুখের নেশায় উন্মত্ত হই, তাহাকেই যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ বলিয়া আমাদের সমস্ত ধারণা উলট পালট করিয়া দেন! ভাগ্যহীন আমরা এমন করিয়াই না ভ্রমে পড়ি আর বন্ধু হারাই। যে ধূর্ত্ত নর-পিশাচ আমাদের আপাত সুখ-কর মন রাখা দু'টা কথা বলিয়া মায়ার করাল কবলে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ দেয়, আমরা মনে করি—না জানি, সে আমাদের কত বড় বন্ধু।

তাই বলি, হে শান্তি-পথের পথিক, হে শান্তির কাঙ্গাল, হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা মায়া-রচিত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাহা তাহা 'সুখ' এবং যাহাকে তাহাকে 'বন্ধু' বলিয়া বঞ্চিত হইও না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-শূন্য শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কারী কৃষ্ণভক্তই আমাদের প্রকৃত বন্ধু—প্রকৃত শান্তিদাতা। সেই বন্ধুর পরামর্শ আমাদের নিকট আপাত ক্লেশ-দায়ক হইলেও পরিণামে তাহাই একমাত্র শান্তি-দায়ক। কৃষ্ণ-ভক্ত আমাদিগকে যাহাতে আর জনম-মরণমালা-সংসারানল-সন্তপ্ত হইতে না হয়, যাহাতে আমরা নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল-পাদপদ্মছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া নিত্যানন্দ-সেবায় নিত্য নবনবায়মান আনন্দ লাভ করিতে পারি, তাহারই সুব্যবস্থা করিয়া দেন। মায়াপিশাচিনীর ধূর্ত্ত অনুচর অনুচরীবৃন্দই কেবল কৃষ্ণভক্তের এই ব্যবস্থার নিন্দনে প্রবৃত্ত হয়। কেননা, হে বন্ধুগণ, তোমাদের লইয়াই ত' তাহাদের আনন্দ, তোমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া গেলে তাহারা কাহাদিগকে লইয়া আনন্দ করিবে? উহাদিগের কার্য্য সত্যকে অসত্য বলিয়া তোমাদিগকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করা এবং উহাদিগের প্রচারিত অসত্যকে তোমাদের নিকট সত্য বলিয়া [illegible] তোমরা সকলেই হইলেই উহাদের কার্য্যসিদ্ধি। এই কার্য্য সম্পাদন-মানসে [illegible] [illegible] [illegible] বৈরাগীর [illegible] ধারণপূর্ব্বক

হরিকথা-প্রসঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বাসাধিকারী)

(২)

জগতের সর্ব্বত্রই অভাব অভাব বলিয়া আজ এক ভীষণ কোলাহল উঠিয়াছে, কিন্তু এই অভাবের মূল যে কোথায়, তাহা কেহই তলাইয়া দেখিতে চাই না—কেহই স্বভাবের দিকে ফিরিয়া যায় না। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই যাবতীয় অভাবের মূল কারণ। এই যে রোগ, শোক, দুঃখ প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ,—এই সব আধ্যাত্মিক তাপ, ওই যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বজ্রপাত, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, মহামারী—ঐ সকল দৈবতাপ; ঐ যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক হিংস্র জন্তুর করাল-কবলে পতিত, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, মশকের উপদ্রব, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচার—এই সব আধিভৌতিক তাপ। এই ত্রিতাপের মূলে কি? এজগতে যাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, যে অভাবের ক্ষণিক নিবৃত্তির জন্য আমরা এত লালায়িত হই, তাহা কি আমাদিগকে নিত্য শান্তি দিতে পারে? এজগতের সুখ কি নিত্য সুখ—প্রকৃত সুখ? এজগতের অভাব-অসুবিধা দূর হওয়া কি সত্য সত্যই অভাব অসুবিধা দূরীভূত হওয়া? এজগতের সুখ দুঃখ কেমন?

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

পূর্ব্বকালে রাজা অপরাধী ব্যক্তিকে নদীতে চুবাইয়া দণ্ড প্রদান করিতেন। অপরাধীকে নদীতে কিছুক্ষণের জন্য ডুবাইয়া রাখা হইত, আবার তার শ্বাস বন্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অপরাধী ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত—আবার তাহাকে চুবান হইত।

"নলিনীদলগতজলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।"—এই আচার্য্যবাক্য হইতে জগতের নলিনী দল-সমূহের পরিণাম জানিয়াও নিজেরা নব নব নলিনীরূপিণী মোহিনী মায়া-পিশাচিনীর সঙ্গলোলুপ হয় এবং তোমাদিগকেও সেই মোহিনীর মায়ামুগ্ধ করিয়া ফেলে। উহাদের ভোগের আড্ডাকেই শ্রীভগবদাবির্ভাব-ক্ষেত্র বলিয়া লোকবঞ্চনা করে। উহারা মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ যোষিৎসঙ্গ করিয়াও আপনাদিগকে বৈরাগী পরিচয়ে পরিচিত করাইয়া হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা কি তোমরা একবারও ভাবিয়া দেখিবে না? আলেয়া যেমন পথিককে পথ ভুলাইয়া কু-স্থানে লইয়া গিয়া পথিকের প্রাণ সংহার করে, সেইরূপ ভূত-প্রেত-ডাকিনী-শাঁখিনীর দল আজ যে আমাদিগকে মায়া-রাক্ষসীর করাল কবলে লইয়া যাইতেছে, আমরা কি তাহা হইতে এখনও সাবধান হইব না? সাধু-মহাজন-শাস্ত্র-বাক্য অপেক্ষা ভূতপ্রেতের সর্ব্বনাশী বাক্যই কি আমাদের প্রীতিকর হইবে?

সুতরাং সাধু—সাবধান। ভাই সকল, এখনও প্রকৃত বন্ধুর কথা শুনিবার জন্য কর্ণ প্রস্তুত কর, এখনও প্রকৃতস্থ হও। সম্মুখে নবনবায়মান আনন্দাম্বুধি থাকিতে কু-বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে নিমজ্জিত হইও না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ কর। সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম প্রচারক গৌরজনগণের শ্রীমুখ হইতে গৌরগাথা শ্রবণ কর, তাহা হইলেই চিরশান্তি পাইবে। বন্ধুর বাক্য অবহেলা করিও না।

এজগতের সুখ দুঃখও এইরূপ। দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিকেই আমরা সুখ মনে করি, কিন্তু সে সুখ অসার, পরক্ষণেই দুঃখের উৎপাদক হয়। যতদিন না আমরা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হব, ততদিন আমাদের অভাব দূরীভূত হইবে না, হইতে পারে না, কা'রও হয় নাই। কথায় বলে,—রোগীর বালাখানা, কয়েদীর জেলখানা—রোগীকে অট্টালিকার উপরে স্থান দিলে বা কয়েদীকে সোনার শিকলে বাঁধিয়া রাখিলেও কি তাহাদের হৃদয়ে শান্তি হয়? তদ্রূপ এ সংসার-কারাগারে—এ অভাবের রাজ্যে থাকিয়া কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না। জীবের নিত্যস্বভাব ভগবানের দাস্য—ভগবানের অহৈতুকী সেবা। এ সেবা নিত্য, এ সেবক ও সেবা-সম্বন্ধ নিত্য। জীবের স্বভাবেই এই নিত্য-দাস্য অনুস্যূত। জীব এজগতে প্রভু সাজিতে যান, কিন্তু পারেন না, প্রভু হইতে যাইয়া দাস হইয়া পড়েন। আমরা স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু, মুমুক্ষার প্রভু, কত কিছুর প্রভু হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হইয়া পড়ি তাঁ'দেরই দাস, তাদেরই সেবার জন্য তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই। কিন্তু যে দিন আমাদের এই বিকৃত দাস্য-বৃত্তি একমাত্র নিত্য-বস্তু, একমাত্র সম্রাট্ পুরুষ, একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হইবে, সেদিনই আমাদের লুপ্ত-স্বভাব আমরা ফিরিয়া পাইব। সুতরাং সেই নিত্য স্বভাবই জীবের নিত্যধর্ম্ম, সার্ব্বজনীনধর্ম্ম, উহা কেবল পণ্ডিত ধর্ম্ম নহে, পক্ষীর ধর্ম্ম নহে, ভারতবাসীর বা বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম নহে, উহা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের ধর্ম্ম—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

কিন্তু আমরা এই সনাতন ধর্ম্মের বিষয়ে উদাসীন হইয়া কত প্রকার নৈমিত্তিক মনোধর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিত্য স্বভাবজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদা বহ দেহ ও মনের ধর্ম্মে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের নিত্য স্বভাবজ কর্ম্ম যে কৃষ্ণসেবা, তাহা ছাড়িয়া আমরা আকাশ-কুসুমের ভাবনা করিতেছি। বেশী দিনের কথা নয়, চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালীর বেশে, শস্য-শ্যামলা ভূমিতে সুরধুনীর কূলে গোলোক বৈকুণ্ঠ হতে জীবের আত্মকল্যাণের জন্য সত্য সত্য পর দুঃখে দুঃখী এক বিশ্ব-প্রেমিক ঠাকুর এসেছিলেন; আমরা কেহ তাঁকে চিন্‌তে পারি নাই, এখনও পার্‌ছি না, কিন্তু চিনেছিলেন মাত্র কয়েক জন সৌভাগ্যবান্ পুরুষ যাঁরা তাঁর নিত্য-পার্ষদ। সেই প্রেমিক ঠাকুরটী স্বয়ং জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলেন এবং সহচরগণকেও দেশ-বিদেশে প্রেরণ করেছিলেন অমৃতের বার্ত্তা বলিবার জন্য—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি, কর পর উপকার॥

ঐ বিশ্ব-প্রেমিক ঠাকুর নিঃস্বর জন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছিলেন। ঐ ঠাকুরের মূল মন্ত্র হয়েছিল, জীবেদয়; তাঁরই একটি প্রিয়ভক্ত বলেছিলেন,—

জীবের দুঃখ লঞা মুক্তি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥

যাঁদের প্রাণ বিশ্ববাসীর জীবের দুঃখে এমন কাঁদিয়াছিল—জীবের রোগে যাঁরা নিজদিগকেও রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুভব করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু এখানকার মত একটিও হাঁসপাতাল খোলেন নাই, ঔষধ বিতরণ করেন নাই—অনাথাশ্রম, আজ-কালকার মত সেবাশ্রম, বিধবাশ্রম খোলেন নাই—এসকল কিছুই করেন নাই। তাঁরা যে সময় এই বাঙ্গালা দেশে উপস্থিত ছিলেন, তখনকার রাজা বিধর্ম্মী ছিলেন, শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের উপর যথেষ্ট অত্যাচারী—তাঁ'র কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিত, কাহাকেও কীর্ত্তন করিতে দিত না, বাজারে বাজারে প্রচার করিত, জাতি নষ্ট করিত, ধন অপহরণ করিত; কিন্তু তখন ঐ পর-দুঃখে দুঃখী মহাপুরুষগণ "স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করেন নাই—বা "আগে দেশোদ্ধার পরে আত্মধর্ম্ম প্রচার হইবে"—এতদ্রূপ বিবেচনাও করেন নাই। তখনকার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তখনও দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি হইত, না হইবারই বা কথা কি? প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বদাই এক, তবে আমাদের নিকট স্বপ্ন-রাজ্যের অতীতের স্মৃতিটা সর্ব্বদাই বড় সুখময়, আর বর্ত্তমানটা অসুবিধা-জনক বলিয়া বোধ হয়।

সেই বিশ্বপ্রেমিক ঠাকুর বিগ্রহ মহা-পুরুষ ভূতদয়া, পরোপকার-কার্য্যে ব্রতী হন নাই। তিনিও 'জীবে দয়া' 'পরোপকার' প্রচার করিয়াছেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক বৃহৎ হাসপাতাল খুলিয়া-ছিলেন। তিনি নিজেকে ও তাঁহার সহচরগণকে *Indoor* ও *outdoor relief* কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার *outdoor relief* কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন—নিত্যানন্দ ও হরিদাস। তাঁহাদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন,—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা।
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা॥

ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ; পথ্য—সদাচার যাঁহারা সেই জগদ্‌গুরুর *Indoor Hospital* এ থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব *admission fees* স্বরূপ প্রদান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়া জগদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ সেবার অধিকার পাইতেন। সেই জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—

যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার'এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।

এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান যুগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, দেশের নানাবিধ দুরবস্থার মধ্যে নিত্য মঙ্গলের বাণী লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটস্থলী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রচার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই আকর-মঠরাজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুবিধ মঠ এবং তারতেতর স্থানে বহুবিধ সাময়িক পত্রিকাদি প্রেরণ পূর্ব্বক জগতের সর্ব্বত্র হরিকথার দুর্ভিক্ষ, নাস্তিকতার মহামারী, অসদাচারের বন্যা, দৈব-বর্ণাশ্রমের ব্যভিচার প্রভৃতি নানাবিধ দেশের দুরবস্থা বিদূরীত করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র শুদ্ধ প্রচারক প্রেরণ করিয়া *outdoor relief* করিতেছেন এবং মঠাদিতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ প্রভৃতির নিত্য-মঙ্গল ব্যবস্থার জন্য *Indoor Hospital* খুলিয়াছেন।

যাঁহারা এতদিন ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিয়াছিলেন, সেই সকল কু-বৈদ্যগণ এই বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসাগারের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া মাৎসর্য্যবশে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন ও নানাবিধ-ভাবে এই মহদুদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়! হিমাচলের

তীর্থযাত্রা

এ জগতে সকলেই পাপ করিয়া থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিয়া পাপ করিয়া থাকে, আবার কেহ কেহ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পাপ করিতে বাধ্য হয়।

এই জড়জগতে জড়াতীত জীবাত্মা আবদ্ধ। জীবাত্মা চেতন, সুতরাং তাহাতে জড়তা নাই। জড়দেহে বাস করিয়াও সে তাহার চেতন-বৃত্তির প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। তাই এই জগতে অকর্ম্মব্রতী অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। আবার জীব যে কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্ম শুভাশুভ ফল-প্রসব করিয়া থাকে। ঐ উভয়বিধ ফলে জীবের সুখ ও দুঃখ লাভ হয়। কর্ম্মের সুফলে ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রাপ্তি, আর কুফলে সুখের অভাবে দুঃখ-প্রাপ্তি। সুফলে বা পুণ্যলাভে স্বর্গ-প্রাপ্তি এবং পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গচ্যুতি, কুফলে বা পাপে নরকপ্রাপ্তি এবং পাপক্ষয়ে নরক ত্যাগ। অতএব শুভাশুভফল-প্রাপ্তিতে সুখ-দুঃখ ভোগে বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি হয় না। উভয়ো-স্থর ভোগময় রাজ্যে ভোগ লাভই হইয়া থাকে। তাহাতে ভোগনিকেতন দেহ প্রাপ্তিরই সুযোগ হইয়া থাকে।

জড় দেহধারী জীবের দেহ-প্রাপ্তি অপরাধের ফল। সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট জীবাত্মার ভোগ-বাসনা-মূলে এই জগতে আগমন, এবং জড়বিষয়াদি ভোগের অনুকূল জড় স্বরূপ প্রাপ্তি। এই বদ্ধাবস্থায় ভোগী জীবের সব কর্ম্মই ভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশে কৃত হয়। সুতরাং ভোগী জীবের পুণ্য কর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারে পাপ কর্ম্মই হইয়া থাকে। কৃত কর্ম্মের পাপ দূর করিবার জন্য লোক তীর্থাদিতে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অথবা তীর্থক্ষেত্রেই পাপ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ইহা দেখিয়া শুনিয়াও লোকে কেন যে তীর্থ-যাত্রাদির তাৎপর্য্য অবগত হয় না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। জগতের জীব গতানুগতিক-প্রিয়, তাই বিচারহীন হইয়া তাহারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকে।

ভগবানের লীলাক্ষেত্র বা তদীয় গঙ্গা, যমুনাদি দর্শনে ভগবদ্ভাবের উদ্দীপন হইয়া থাকে। ভাবুক ভক্তগণ সেই সেই স্থানেতে বিহার করেন। মৃৎ-

খণ্ডে যেমন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে গেলে উহা হিমাচলকে স্পর্শ না করিয়াই কোন সামান্য একটী উপলখণ্ডে আঘাত লাগিবামাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় সকল ব্যক্তির চেষ্টাও অচিরে তদ্রূপই হইবে।

জলাদিতে [illegible] বুদ্ধি-বিশিষ্ট [illegible] সকল [illegible] জীব-স্বরূপ ও [illegible] লাভ করিয়া [illegible] লাভ করেন। [illegible] সাধুগণের [illegible] তীর্থাদিতে [illegible] তাঁহাদের—তীর্থযাত্রা [illegible], যে [illegible] মনের ভ্রম [illegible] থাকে। [illegible] ও সাধু-বাক্য হইতে পাওয়া যায় যে—"গঙ্গায় পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥" প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের সহিত গঙ্গা যমুনাদির, বাক্যালাপ অসম্ভব, কিন্তু বিষ্ণুপাদ পরম তীর্থস্বরূপ বৈষ্ণবঠাকুরের সঙ্গ হইলে ভগবানের বীর্য্যবতী কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে এবং তচ্ছ্রবণে হরি-সেবাবিরোধিনী জড়াসক্তি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তীর্থ-যাত্রায় এই প্রকার লাভ না হইলে জীবের পথশ্রম ও অর্থব্যয় মাত্র হয়।

পাপের অপর নাম নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ বা ভোগ। ভোগের মূলে প্রবৃত্তি, এবং প্রবৃত্তির মূলে অবিদ্যা। কৃত কর্ম্মের পাপাদি, প্রায়শ্চিত্ত অথবা তীর্থাদি ভ্রমণে ক্ষয় হইলেও ভোগ-প্রবৃত্তি থাকা কাল পর্য্যন্ত পুনরায়, পাপের সম্ভাবনা। আবার পাপাদির পরিণাম চিন্তা করিয়া জ্ঞানের দ্বারা চিত্তকে পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত করিলেও অবিদ্যা থাকা কাল পর্য্যন্ত নিষ্পাপ হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মানুষ্ঠানে বা জ্ঞান লাভে পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয় না। কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তি-লাভেই পাপাতীত রাজ্যে বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তি-লাভে স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবে পাপ, পাপ-বীজ ও অবিদ্যা—ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ভক্তি-লাভ ভক্ত-সঙ্গে হইয়া থাকে। তাই সাধুগণ গাহিয়াছেন,—

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া
কাশী, কাঞ্চী অবন্তিকা,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে,
এ সকল বারে বারে,
মুক্তি লাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম,
নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্তস্থির তীর্থ নাহি করে॥
তীর্থফল সাধু-সঙ্গ,
সাধু-সঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু-তথা তীর্থ
স্থির করি নিজচিত্ত
সাধু-সঙ্গ কর নিরন্তর॥

[illegible]-সংবাদ

[illegible]—সকল, অথচ সমাজগত, কুলাদ্‌-[illegible] [illegible] প্রকার—[illegible], বৈষ্ণবজগৎ সমৃদ্ধি, বৈষ্ণব-সমাজে-পতন ও উন্নতি-করণ এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম-[illegible] বিচার্য্য বিষয়।

বৈষ্ণবগণ ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্ত, তাঁহাদের [illegible], তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসাদ ভোজন, হরিকথা ও হরিগান ইত্যাদি আবাপ্রকার শুদ্ধ আনন্দজনক কার্য্য দ্বারা সন্তোষী মহোৎসব হইয়া থাকে; এবিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যেন কোনরূপে বৈষ্ণবাপরাধ না জন্মে। যাহারা সম্পূর্ণ কপট, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা সরল, তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুই প্রকার—সেবা ও মর্য্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গ ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবে। সাধারণ বৈষ্ণবপক্ষীয় লোকের মর্য্যাদা করিবে। বৈষ্ণবপক্ষীয় লোক তিন প্রকার,—

১। বৈষ্ণবতত্ত্বকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অথচ স্বয়ং বৈষ্ণব হন নাই।

২। যাঁহারা বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব হন নাই; কিন্তু বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন।

৩। যাঁহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ও অভিমান অঙ্গীকার করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন।

অতএব অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' জ্ঞানে মর্য্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিবে না। বৈষ্ণবচিহ্নধারী ও অভিমানকারী ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

১। যাহারা কেবল ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করেন।

২। কেবল অভেদবাদ বা অন্য কোন মতবাদ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

৩। অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠালোভে বা কোন প্রকার ভোগলোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

বৈষ্ণব-জগৎ-সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ভক্তসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবে না। বৈষ্ণবী পত্নী দ্বারা বৈষ্ণবজগৎ সমৃদ্ধ করিলে বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে। বহির্ম্মুখ সংসারে ও বৈষ্ণব-সংসারে কেবল নিষ্ঠাগত ভেদ আছে। বহির্ম্মুখেরা বিবাহ করে, অর্থসংগ্রহ করে, গৃহনির্ম্মাণ করে, স্থানের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, তাহারা তদ্দ্বারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে অথবা নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরম বৈষ্ণবগণ সন্তোষলাভ করেন। কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ অথবা ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা কিম্বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সংসার গঠন করিয়া তদ্দ্বারা ভক্তি-আলোচনা সমৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার উন্নতিসাধন করেন।

সর্ব্বজীবে দয়া বৈষ্ণবগণের একটী প্রধান ভূষণ। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত তাঁহারা সকল জীবকে বৈষ্ণব করিবার নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করেন। যে সকল জীব ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তি পথের যোগ্যতা রাখেন, তাহাদের প্রতি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক ভাগবতগণ তাহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেন। অনেক দুর্ভাগ্য লোক শুষ্ক তর্কের বলে কোন প্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করে না, তাহাদের উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিক্ষেত্র সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় আলোচনা করিবার আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব।

যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ,
সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেইস্থানে আনন্দ অশেষ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে
মুক্তিদাসী সেই খানে
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন,
ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥
সেবক কহিছে তাই,
[illegible] কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত॥

প্রাপ্তপত্র

মহাশয়!

"মহাজের স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাই তবু যান তার ঘর॥"

—এই শাস্ত্র-বাক্যটী আমরা একদিন কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দেখিবার সুযোগ হয় নাই। শাস্ত্রের অনেক কথা লোক-মুখে প্রচারিত আছে, কিন্তু সেইগুলির উদাহরণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে আনন্দের অবধি থাকে না। আমাদের বিষয়-কার্য্যে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বিষয়ে রুচি হইলেও আদর্শ ধার্ম্মিকের অভাবে সেই রুচি অরুচিতেই পরিণত হয়। এইভাবে আমাদের অমূল্য সময় চলিয়া যাইতেছে; কেহই আমাদিগকে ভাল হইবার জন্য হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন না। এইরূপ হতাশ প্রাণে দিন চলিতেছিল, কিন্তু কি জানি দয়াময় শ্রীভগবানের কৃপায় গত ২৭শে পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ অযাচিতভাবে আমাদের দয়ারামপুর গ্রামে উপস্থিত হইয়া "জীবের-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখ শাস্ত্র-যুক্তি-পূর্ণ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের ন্যায় বাজে কাজে দিন কাটান ব্যক্তিদিগেরও চিত্তে মহা-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মনুষ্য, প্রাণিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমরা শ্রেষ্ঠ হইয়া যে কি নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহা যখন স্বামীজি-মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় বলিতেছিলেন, তখন স্তম্ভিত হইয়াছিল না—চিন্তিত হইয়াছিল না এমন একটী প্রাণীও তথায় ছিল বলিয়া জানি না। আমরা চেতন, আজ আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত যে, আমরা আমাদিগের চেতনতা ভুলিয়া অচৈতন্য বস্তুতে আপন বুদ্ধি করিয়া বেড়াইতেছি। একথা আমাদিগের দেশীয়, কুলগুরুগণও ভ্রমক্রমেও আমাদিগকে জানান নাই। আজ আপনাদের শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাণী শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও বড়আশা উপস্থিত হইয়াছে। স্বামিজী মহারাজ আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাদের নিকট আমাদিগেরই কথা বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া সর্ব্বসাধারণকে শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। এমন পর দুঃখ-দুঃখী সাধু মহাজন যে, দেশে থাকিতে পারেন, ইহা পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। আপনারা দয়াময়, আমার ন্যায় এই কাঙ্গালের কথাগুলি আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস
২৯শে পৌষ, ১৩৩৫ সাল

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৫শে পৌষ বুধবার প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ২৪পরগণার জগদীশপুর হাই স্কুলে "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে এক হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে উপনিষৎ-কথিত পরা ও অপরা বিদ্যার আলোচনা-মুখে যে বিদ্যালাভে জীবের আত্ম-জ্ঞান লাভ না হইয়া অনাত্মজ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বিদ্যার হেয়তা, অনুপাদেয়তাদি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন,—মনুষ্য প্রাণী-শ্রেষ্ঠ। এহেন শ্রেষ্ঠমানব যদি নিজকে জড়বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে না পারে, তবে তাহার শ্রেষ্ঠতা কোথায়? আর যে মানবজীবনে নিজের তত্ত্বজ্ঞানলাভে অপর মানবের ও মানবেতর সকল প্রাণীর প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া প্রদর্শন করা যায়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাধা-প্রদান-কারিণী বিদ্যা, মানবকে জ্ঞানবান্ করিবার পরিবর্ত্তে গর্দ্দভেন্দ্র শেখরই করিয়া থাকে, কেননা,—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥

নানা কথা

দ্রব্যসহ চোর ধৃত

শ্যামপুকুর থানার অধীন তেলীপাড়া লেনে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সাবজজের বাটীতে চুরী করিবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে উপেন্দ্র ও অপর ২ জন লোককে শ্যামপুকুর থানার পুলিস বুধবারে উত্তর বিভাগের পুলিসের ডেপুটী কমিশনরের আদালতে উপস্থিত করে।

প্রকাশ, উক্ত বাটীর পরিচারিকার নিকট হইতে সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া আসামীগণ উক্ত বাটীতে চুরী করিবার মতলব করে। ইতিমধ্যে সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া পুলিসের সহকারী কমিশনার সাধারণ বস্ত্র পরিহিত বহুসংখ্যক পুলিস লইয়া ঐ অঞ্চলে পাহারা দেন। আসামীগণ উক্ত গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদিগের সকলকেই ধৃত করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। পুলিস তাহাদিগের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া গৃহভঙ্গ করিবার উপযোগী কতকগুলি দ্রব্য বৈদ্যুতিক মশাল ও ছোরা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ডেপুটি কমিশনার পুলিসের রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিয়া আসামীগণকে বিচারার্থ সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের নূতন জজ

স্যার সিসিল ওয়ালশের পরিত্যক্ত আসনে গত ১৫ই পূর্ব্বাহ্নে মিষ্টার জন ডগলাস ইয়ং এলাহাবাদে হাইকোর্টের পিউনি জজস্বরূপ অধিকার করেন। প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রীমউড মীয়ার্স তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। উত্তরে বিচারপতি ইয়ং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে ভারত, ভারত-বাসী এবং ভারত সম্পর্কীয় সর্ব্ববিধ বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনী

আলোয়ার ১৫ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে স্যর হরিকিশন কাউল, স্যর সাদি লাল ও ডাক্তার আন্সারী আসিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৬ই জানুয়ারী আসিয়াছেন। সামন্ত রাজন্যবর্গের স্পেশ্যাল ট্রেণ ১৬ই সন্ধ্যাকাল হইতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবারও বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সমক্ষে গত ১৫ই প্রাতে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। শিল্পবিভাগে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শনার্থ রাখা হইয়াছে, তাহার সমুদয়গুলিই আলোয়ারে প্রস্তুত। কৃষি-কার্য্যোপযোগী আধুনিক ধরণের যন্ত্র-পাতির কার্য্য দেখান হইতেছে।

রাজস্ব-মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, মোট জমীর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক ভাগে খাজনা দেওয়া হয় এবং সিকি ভাগ জমী সেচের জন্য বাঁধ প্রস্তুতে ব্যয় হইয়াছিল। সেচের জন্য ১শত ২৬টি বাঁধ প্রস্তুত করিতে ৭০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে একটা বাঁধেই ১৬ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কৃষি-কার্য্যে উৎসাহ দান করিবার পরিকল্পনানুযায়ী জমী বন্দোবস্ত করায় গত বৎসর ৫০ হাজার একরের অধিক পরিমাণে জমী চাষ হইয়াছিল।

শিল্পবিভাগের মধ্যে আলোয়ারের মহারাজা বাহাদুরের অঙ্কিত চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য কলাচাতুর্য্যের পরিচয়।

কেলগের যুদ্ধবিরোধী সন্ধিপত্র

পক্ষে ৮৫ এবং বিপক্ষে ১ ভোটে মিঃ কেলগের যুদ্ধবিরোধী সন্ধিপত্রখানি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সেনেট সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

পুলিশ-ভবনের জন্য অর্থ-সাহায্যে আপত্তি

মালাবারের স্পেশ্যাল পুলিসের জন্য স্থায়ী বাস-ভবন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে মান্দ্রাজ সরকার যে অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন, আর্থিক কমিটী তাহা মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কমিটি এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, মালাবারের পুলিস রাখা হইয়াছে, অস্থায়ী ভাবে; তাহাদের বাস-ভবন নির্ম্মাণের জন্য ৮ লক্ষ টাকা খরচ করা যাইতে পারে না।

তেলিপাড়ায় চুরী

উপেন্দ্র, নগেন্দ্র ও শিবচন্দ্র অবসর প্রাপ্ত সাব জজ মিঃ সিউয়েলের তেলিপাড়া লেনের বাটীতে চুরী করিবার চেষ্টা করায় অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। তাহাদের নিকট সিঁদ কাটিবার যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। উত্তর বিভাগের ডেপুটী কমিশনার তাহাদিগকে বিচারের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

জাল সি, আই, ডি, অফিসারের মোকদ্দমা

মোহান আলি মোল্লা নামক এক ব্যক্তি জাল সি, আই,ডি, সাজিয়া হ্যারিসন রোডের শঙ্করপ্রসাদকে থানাতল্লাস করার অভিযোগে জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হয়। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট চার্জ্জ ফ্রেম করিয়া মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

কাবেরীর জল কে লইবে ?

স্রোতস্বিনী কাবেরীর জল লইয়া মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ও মহীশূর দরবারের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসার জন্য শুনা যাইতেছে যে, একটি সালিসী সভা গঠিত হইবে। এই সভায় উভয় পক্ষীয় প্রতিনিধি থাকিবেন এবং উত্তর ভারতের কোন হাইকোর্টের বিচারপতি তাহার সভাপতি হইবেন।

বড়লাটের ছুটী

মান্দ্রাজের ১৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আগামী জুন মাসের শেষ ভাগে অথবা জুলাই মাসের প্রথমে বড় লাট, আরউইন ছুটী লইয়া ইংলণ্ড যাইবেন। মান্দ্রাজের গভর্ণর ভাইকাউণ্ট গশেন তাঁহার স্থানে বড়লাটের কার্য্য করিবেন। লর্ড গশেনের কার্য্যকাল ৬ মাস অর্থাৎ আগামী জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার পর তিনি সিমলা যাইয়া বড়লাটের কার্য্য করিবেন।

আসামে বিমান-ডাক

দক্ষিণ [illegible] আকাশ-পথে প্রথম এরোপ্লেন সকল আসিতেছে। সংপ্রতি যে ভারতীয় বিমান-কোম্পানী গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের বৈমানিকরা এই পথে যাত্রী ও কলিকাতা আসামের ডাক লইয়া যাতায়াত করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ঝড়ে জাহাজডুবি

নরওয়ের, ট্রমসো সহরের ১৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, একখানি জার্ম্মাণ ট্রলার নরওয়ের অন্তর্গত যম্‌সো নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, 'টমাস হার্ডি' নামক বৃটিশ ট্রলার উত্তর মহাসাগরে ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছে। উহার ১৬ জন নাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বরিশাল-প্রদর্শনী জন-সাধারণের আপত্তি

প্রকাশ, 'বরিশাল-প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তিজনক আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করায় জন-সাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে আপত্তি সকল জানান হইয়াছে। জিলা কংগ্রেস-কমিটী স্থির করিয়াছেন, সরকারের পরিচালনাধীনে যে প্রদর্শনী বসিতেছে, তাহাতে যাহাতে কোন কংগ্রেস কর্ম্মী যোগদান না করেন, তাঁহারা সকলের নিকট সেইরূপ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বোম্বাই কল-সমস্যা

মাধব রাও সিন্ধিয়া মিলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়া বসিয়াছে। সোয়ান ও ফিন্‌লে মিল বন্ধ করিবার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার এডোয়ার্ড, সেঞ্চুরী ও জাম মিল বন্ধ আছে।

জাল এম, ডি

জি, ডুগাস কাইলাই নামক জনৈক লোক জাল এম, ডি, সাজিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছিল বলিয়া চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল, গত ১৬ই জানুয়ারী এই মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণের সমস্যা

লাহোরের ১৫ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব সৈন্যদের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহারা এখনও মালাবার রোডে আড্ডা লইয়া রহিয়াছে।

গুজরাট কলেজের ধর্ম্মঘট

[illegible]

[illegible] বুধবারে [illegible] ছাত্রদের [illegible] ধর্ম্মঘট মিটাইবার জন্য নিম্নলিখিত নূতন সর্ত্ত প্রস্তাবিত করিয়াছেন—(১) [illegible] ধর্ম্মঘটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন, (২) তৃতীয় [illegible] পরীক্ষার ব্যয় স্বরূপ ৫০ টাকা দিবেন, (৩) পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে, (৪) [illegible] দণ্ডিত করা হইবে না, (৫) ধর্ম্মঘটের ছুটি বলিয়া গণ্য করা। ঐ সমস্ত [illegible] সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য বুধবার প্রাতে কলেজের বাহিরে ছাত্রদের এক সভা হইয়াছিল। কতিপয় ছাত্র প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বক্তৃতা করিয়াছে। তাহারা এই সর্ত্ত জানাইয়াছে যে, (১) ছাত্রগণ কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিবে না, (২) পরীক্ষার ব্যয় বাবদ কোনও অর্থ দেওয়া হইবে না, (৩) পরীক্ষা ইচ্ছামূলক হইবে, (৪) সমস্ত চুক্তি লিখিত হইবে। অতঃপর ছাত্রগণ আরও জোরে ধর্ম্মঘট চালাইবার জন্য এক ধর্ম্মঘট-কমিটী গঠিয়াছে।

পুনরায় মীমাংসার চেষ্টা

গুজরাট কলেজের অধ্যক্ষ ধর্ম্মঘটের মীমাংসার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বুধবার সন্ধ্যায় পুনরায় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ছাত্রগণ নদীতীরে এক সভা করিয়াছিল। উহাতে তাহাদিগকে সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকিবার উপদেশ প্রদান করা হয়। ছাত্রদের পরামর্শে সমিতি গত ১৬ই জানুয়ারী হইতে ধর্ম্মঘটের সংবাদ প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পরীক্ষার ফীয়ের নামে অর্থদণ্ড প্রত্যাহার করা না হওয়া পর্য্যন্ত ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশ করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে।

গঙ্গাসাগর মেলা

এবারকার গঙ্গাসাগর মেলায় ৫০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। মেলায় কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হয় নাই। মাত্র একজন যাত্রী কলেরায় মারা গিয়াছে এবং এক জনের বসন্ত হইয়াছিল।

কানপুরে পুনরায় ধর্ম্মঘট

কানপুর টেক্সটাইল মিলে পুনরায় ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। ধর্ম্মঘট দুই দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা লইয়া ৩ বার ধর্ম্মঘট হইল।

[illegible]

ধর্ম্ম-সম্প্রদায়

জগতে বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে। কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যদেশেও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভাব নাই। লোকের নানাবিধ রুচি, নানা রুচি হইতে নানা মত; আবার নানা মত হইতে নানা পথের সৃষ্টি। মনোধর্ম্মের চিরকালই এই অবস্থা, কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই মনের পরিবর্ত্তন। যেই মন একবার বলে 'দুগ্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য,' আবার সেই মনই বলিয়া থাকে, 'দুগ্ধ অতি অখাদ্য'। সুতরাং মনোধর্ম্মের স্বভাবই "এই ভাল, এই মন্দ"। মনোধর্ম্মের কথাই এই—'নানা মত, নানা পথ', 'যার যেমন মন লয়, সে তেমন' ইত্যাদি। কিন্তু আত্মার ধর্ম্মে এইরূপ 'এই ভাল' 'এই মন্দ' নাই; যাহা ভাল, তাহা পূর্ব্বেও ভাল, এখনও ভাল, পরেও ভাল,—অনাদি অনন্তকাল ভাল। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য—এ সত্য অখণ্ড সত্য। এই সত্য এক। সকলের পক্ষেই এক। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। বিশ্ববাসী সকলেই পরমাত্মার অংশ। হিন্দু বা ভারতবাসীই যে কেবল পরমাত্মার অংশ, তাহা নহে; যে কোনও জাতি বা যে কোনও দেশের লোক হউক না কেন, সকলেই ভগবানের দাস। কেবল মানুষই যে পরমাত্মার অংশ বা দাস, তাহাও নহে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত—সকলেই জীব, সুতরাং পরমাত্মার অংশ। কেবল বিশেষ এই, কাহারও আত্মা সুপ্ত, কাহারও আত্মা ঈষৎ-বিকশিত, কাহারও পূর্ণ-বিকশিত।

"কেহ মানে, কেহ না মানে,
সব তাঁর দাস।"

যাঁহার আত্মা জাগ্রত, তিনি নিজেকে ভগবানের দাস বলিয়া [illegible] ভিন্ন, যাঁহার আত্মা [illegible] তিনি [illegible] করেন। কিন্তু আত্মার সকলেই এক। সুতরাং যখন ভগবান্ সকলেরই এক এবং সকলেই সম-জাতীয়, তখন আত্মার ধর্ম্মও সকলেরই এক। সেই ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম—একমাত্র ধর্ম্ম—সর্ব্বজীবের ধর্ম্ম—[illegible] ধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম (জীবাত্মার পরমাত্মার উপর প্রীতি) বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। "ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ স এব বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। সুতরাং বেদের মন্ত্র এই—

'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্'। অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। সুতরাং যাঁহারা এই নিত্যধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনোধর্ম্মের সহিত সমান করিয়া নিত্যধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণ মনে করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের স্বরূপ বিচার করেন নাই। যে আত্মার ধর্ম্ম বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম, সকলকেই আত্মীয় (আত্মার সম্বন্ধীয়, দেহের সম্বন্ধীয় নহে)-জ্ঞানে বা বৈষ্ণব (ভগবদ্-অংশ)-জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, তাহা কি সঙ্কীর্ণ? জগতে সৎধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম এক—আত্মধর্ম্ম-অনুশীলনের জন্য সম্প্রদায়ও এক—সেটীই বিশ্ববাসী সকলের একমাত্র সম্প্রদায়, তাহারই নাম সাত্বত সম্প্রদায়। এই সাত্বত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য—(১) যাঁহারা আত্মধর্ম্ম যজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে মনোধর্ম্মের কল্পিত নানা মত, নানা পথ হইতে রক্ষা করা, (২) তাঁহাদিগের বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্মে নিষ্ঠা উৎপাদন করা; (৩) সাধুপাদাশ্রয়, মহাজনগণের পদাঙ্ক-অনুসরণ ও ক্রমভজন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আত্মার বিকাশ সাধন করা। কেহ কেহ এই সম্প্রদায়েও সময় সময় সংকীর্ণতা দেখা যায় বলিয়া উহাকে একটী গণ্ডি মনে করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছুক; কিন্তু এই সৎ সম্প্রদায় প্রণালীর আদি প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। বহু নিঃস্বার্থ, নিষ্প্রাণ, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ এই [illegible] প্রণালীতে নিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কোনও অনভিজ্ঞ স্বার্থপর ব্যক্তি যদি এই সম্প্রদায়ের নামে সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, তবে সেই দোষ ব্যক্তিবিশেষের, ঐ সম্প্রদায়ের নহে। বাজারে কেহ কেহ ভেজাল ও কৃত্রিম জিনিষ চালাইতেছে বলিয়া বাজারটিকে উৎসাদিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি ও বিশ্বে প্রেম-সংস্থাপন। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে নিত্যপ্রেম নাই—আত্মাতেই প্রেম নিত্যাধিষ্ঠিত।

লোকপিতামহ আদি গুরু

(চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সখীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী)

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ বা প্রকাশ-স্বরূপ পরব্যোমনাথ নারায়ণের দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সঙ্কর্ষণ হইতে তদংশে মহাবিষ্ণু কারণার্ণবে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতি হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। তখন ঐ মহাবিষ্ণুই আবার একাংশে অনন্তরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে সমষ্টির অন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী নারায়ণ বলা হয়। ইঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতাররূপে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। তন্মধ্যে কেবল বিষ্ণুই শুদ্ধ সত্ত্ব। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডে শেষ-শয্যায় শয়ান গর্ভোদশায়ী বলিয়া খ্যাত এই দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণের অন্তরে সৃষ্টি-ইচ্ছা উদিত হইলে তাঁহারই নাভি হইতে একটী সমৃণাল পদ্ম, আর ঐ পদ্মকোষেই তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিবলে স্বয়ম্ভূ বা ব্রহ্মার জন্ম হইল।

ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশি মধ্যে মৃণালাশ্রিত একটী পদ্মের উপর তিনি একাকী ভাসিতেছেন। তখন আর কিছুই দেখিতে না পাইয়া তিনি মহাবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি অসম্ভব! কোথাও কেহ নাই; আমি একাকী এই জলমধ্যে কোথা হইতে আসিলাম? এই পদ্ম মৃণালের মূল কোথায়? আমি কে? আমি কি করিব?" এইরূপ লক্ষ্যহীন জীবনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ব্রহ্মা প্রথমে ঐ পদ্ম-মৃণালের মূল নির্ণয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মৃণালদণ্ড অবলম্বনে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আশ্রয় না পাইয়া অন্বেষণপরা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার অবস্থা হইল,—আমি আপন থাকিতেই ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিব। কিন্তু তাহা হইবে কেন? তাই ব্রহ্মার স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিল না, তিনি বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি হইয়া প্রাণপণ-প্রয়াসে সুদীর্ঘকাল অবিরত চেষ্টা করিয়াও পদ্মমৃণালের মূল পাইলেন না। শেষে হতাশ হইয়া অবসন্ন দেহে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। আবার সেই পূর্ব্ব-চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে অধিকার করিল। তৎকালে তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ বিপুল বারিবক্ষে তরঙ্গাঘাতে 'তপ' 'তপ' শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দে তিনি চারিদিকে নেত্র সঞ্চালন করিলেন, তজ্জন্য তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইল। কিন্তু সেই অষ্টনেত্রেও তিনি কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। এইবার তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল; বিফল বহির্ম্মুখী চেষ্টা আর রহিল না। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ একে একে অন্তর্ম্মুখ হইয়া অন্তরে স্থির হইল। কোন অভিমান আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি আপনাকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া এই সকলের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন অন্তর্যামী নারায়ণ তাঁহাকে উজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ প্রদর্শন পূর্ব্বক অজ্ঞানতমঃ দূর এবং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে আপনার নিরন্তুকুক পরম সত্যস্বরূপে প্রবর্ত্তিত করিলেন। সেই সুযোগে শুদ্ধভক্তিরূপা পরাবিদ্যা ব্রহ্মার সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল বিমল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কামবীজ অষ্টাদশ অক্ষর মহামন্ত্রে কৃষ্ণ আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।২৪)

ব্রহ্মা সেই অষ্টাদশ মহামন্ত্রে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, তিনি ভগবৎ কৃপায় স্বীয় হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, অনন্ত সলিলমধ্যে অনন্ত নাগ-শয্যায় শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধর শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ শ্রীহরি স্বীয় দিব্য প্রভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া বিরাজমান আছেন, পরবিদ্যা-রূপিণী রমাদেবী তাঁহার পাদ-সেবায় নিযুক্তা রহিয়াছেন। ঐ শেষ-শয্যাশায়ী শ্যামসুন্দরের নাভিদেশ হইতেই একটী স্বর্ণ মৃণাল উদ্গত হইয়া অগ্রভাগে একটী অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। ঐ পদ্মমধ্যেই তিনি বাস করিতেছেন। সিদ্ধকাম স্বয়ম্ভু তখন পরমানন্দে প্রেমবারিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রয়ভূত পরমেশ পিতার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞানময় প্রভুর কৃপাবলেই ব্রহ্মা নিগূঢ় বেদার্থ-সম্বলিত সুললিত স্তবমালায় তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীহরি তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার

পরমতত্ত্ব বিজ্ঞান-সমন্বিত [illegible] এবং উহার স্বরূপ সমস্ত তত্ত্বই শিক্ষা দিলেন। এইরূপে স্বয়ং শ্রীভগবান্ আচার্য্য হইয়া যোগ্য-শিষ্য পরম ভক্তিমান পরমেষ্ঠিকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতে সুনির্মল ভগবত্তত্ত্ব, অকৈতব ভাগবতধর্ম্মজ্ঞান প্রদান করিলেন।

তিনি ব্রহ্মাকে বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে এই পরম গোপনীয় সুদুর্লভ তত্ত্ব বলিতেছি, শোন, গ্রহণ কর। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার এই সম্পূর্ণ স্বরূপতত্ত্ব তোমার অন্তরে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইবে। আমার অনুগ্রহ ব্যতীত এই পরম সৌভাগ্য কাহারও হয় না। ব্রহ্মন্, আমাকেই তুমি সকলের আদি বলিয়া জানিবে। সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র আমিই ছিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং এই উভয়ের কারণভূত যে প্রধান বা প্রকৃতি—এ সকল কিছুই তখন প্রকাশমান ছিল না। আমি শক্তিমান্, তাহারা সকলেই আমার অব্যক্ত শক্তি। এখন এ সকল যাহা দেখিতেছ, আরও যাহা দেখিবে, তাহাও আমারই একাংশের বিকাশ মাত্র; তাহাতে আমিই—ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। আবার প্রলয়ে যখন কিছু থাকিবে না, তখনও কেবল আমিই থাকিব। আমা হইতেই সকলের উদয়, আমাতেই সকলের আলয়; আবার আমাতেই সকলের বিলয়। স্বরূপতত্ত্বই যথার্থতত্ত্ব; স্বরূপতত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয়, এবং স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই আমার অঘটন-ঘটন-কারিণী মায়াশক্তি। আমার এই মায়াশক্তি বিস্তার পূর্ব্বক আত্মগোপন করিয়া আমিই একাংশে অখিল জগৎ প্রকাশ করি। আমি সকলেই আছি, আবার বাহ্য প্রকাশে কিছুতেই নাই; যেমন ভূতগণের মধ্যে মহাভূতগণ। আমিই সর্ব্বত্র সদা বিদ্যমান সকলের আত্মা। আমিই বেদ্য, আমিই সাধ্য। তুমি অনন্যভক্তিযোগে সতত আমাতে চিত্ত স্থির রাখিয়া আমার ইচ্ছামত লোকসকল যথাপূর্ব্ব সৃষ্টি কর। এইরূপে সতত আমাতে দৃঢ়চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, তুমি কখনও 'মদ্যা' অভিমানে অভিভূত হইয়া আমাকে ভুলিয়া বিপন্ন হইবে না।" এই কথা শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন, তাঁহার এই বাক্যই বিশুদ্ধ বেদ।

এইরূপে শব্দজ্ঞানস্বরূপ ভগবানের শ্রীমুখ হইতে ব্রহ্মা বেদজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি নিজে বৈষ্ণব হইয়াও অচিন্ত্য-লীলাময় বিষ্ণুর প্রেরণামত বহিরঙ্গা সেবাব্রত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রবর্ত্তনার্থ সৃষ্টিকার্য্যে রত হইলেন। তিনি প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া আপনার পবিত্র-আত্মা হইতে চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহারা সকলেই স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধ ভাগবত। তাঁহারা জন্মাবধি বাসুদেবের আরাধনায় রত হইলেন, অপর কর্ম্মে মন দিলেন না। তখন ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য দ্বিতীয়বার দশটী পুত্রের জন্মদান করিলেন। তাঁহার (ব্রহ্মার) জগবৎ কৃপালব্ধ অচিন্ত্য শক্তিতে তাঁহারা সকলেই স্বদীয় আত্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহাদের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ। তন্মধ্যে পূর্ব্বজাত চারিজনের ন্যায় নারদও প্রাকৃত কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিলেন। তাঁহার অপর নয়টী ভ্রাতাই পিতার আজ্ঞামত তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে সহায় হইলেন।

(ক্রমশঃ)

জিহ্বা-বেগ

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গতিকে ইন্দ্রিয়-বেগ বলে। বিষয় পাঁচটী—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও পাঁচটী— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। নিত্য কৃষ্ণদাস জীব, নিজ প্রভু-সেবা ভুলিয়া ঐ প্রপঞ্চে আসিয়া পড়ে। এই সংসার বহির্দৃষ্টিতে জীবের সুখ-ভোগের আগার হইলেও ইহা বদ্ধজীবের জন্য কারাগার মাত্র। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মোচনের জন্য যেমন কারাগারের সৃষ্টি, সেইরূপ সংসার কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের শাস্তি-গৃহ।

চিৎকণ জীব, চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। সুতরাং সেই তটস্থ-ধর্ম্মে জীব-সত্তার সেবা-ধর্ম্ম ও ভোগ-প্রবৃত্তি অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান। যে কালে সেবা-ধর্ম্মের হ্রাস, সে কালে ভোগ-প্রবৃত্তির উদয়; এই ভোগ-প্রবৃত্তির উদয়ে মায়ার প্রতি অভিনিবেশই জীবের বন্ধন। সূক্ষ্ম ও স্থূল-ভেদে বদ্ধাবস্থার দুইটি আবরণ। সূক্ষ্ম দেহটী বাসনাময়, আর বাসনার পরিতৃপ্তির সহায় স্থূলদেহ। বদ্ধজীব এই পাঞ্চভৌতিক ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক স্থূল ও লিঙ্গ দেহ-দ্বয়ে 'আমি'-বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে জড় বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়াছেন। ইহাই জীবের সংসার।

স্থূলদেহে দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা ইন্দ্রিয়টী রস-সংগ্রহের যন্ত্র। জিহ্বা-দ্বারে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল ভেদে বহুবিধ রসের আস্বাদন গ্রহণ করি। গৃহীত খাদ্য-দ্রব্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যোগে আমাদের দেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। যে [illegible] জিহ্বা খাদ্য-দ্রব্যের দ্বারা দেহরক্ষার কথা ভুলিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় কেবল মাত্র রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়, তখনই জিহ্বা-বেগ, ইহা জিহ্বার অসংযত অবস্থা। জিহ্বার অসংযত-অবস্থার ফলে কত প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা ভোগিগণ জানিয়াও না জানিলে সংযত ব্যক্তিগণ বেশ বুঝিতে পারেন। সংযত জিহ্বায় খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণে যেরূপ পুষ্টি সাধিত হয়, অসংযত জিহ্বা-দ্বারে দেহের তদ্বিপরীত অপুষ্টি বা রোগ-ফলে মৃত্যুও সাধিত হইতে পারে। সাধারণ বিচারেও জিহ্বা-বেগের দাস হওয়া উচিত নহে, ভজন-প্রয়াসীর ত' কথাই নাই। জিহ্বা-বেগে কেবল মাত্র জিহ্বা অসংযত হয় এরূপ নহে, ঐ সঙ্গে উদর ও উপস্থের বেগও বৃদ্ধি হয়। অপাত্র, উদরের বেগে উদরাময় ও উপস্থবেগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টাবৃদ্ধি। এ বিষয়ে জগতের জাজ্বল্যমান উদাহরণ-সমূহই যথেষ্ট। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

জিহ্বা-বেগ দুর্দ্দমনীয়। যতই রস-সংসর্গ পাইবে, ততই উহা অতৃপ্ত হইয়া রস-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। জিহ্বা সপত্নীর ন্যায় গৃহ-পতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। কামুকের দৃষ্টিতে বহু-পত্নীক সুখী হইলেও তাহার দুঃখের কথা ভুক্ত-ভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। ভাগবতে লিখিত আছে,—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষ ত মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

জিহ্বা-বেগের দাসের অবস্থা অতি শোচনীয়। রস-ভোগে প্রমত্ত মৎস্য বড়িশসংলগ্ন আমিষলোভে ধাবিত হইয়া আমিষ-ভোজনরূপ সুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ লৌহকণ্টকে আবদ্ধ হয়, জিহ্বাবেগের দাসেরও সেইরূপ বস্তু লাভ না হইয়া মৃত্যুই লাভ হয়,—

জিহ্বয়াতি-প্রমাথিন্যা
জন-রসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমিচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥
(ভাগবত)

প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, ভোগ-প্রিয় জনগণের মীমাংসা সর্ব্বদা বিসদৃশ। এই বিচারে অনাহারে জিহ্বা-জয়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহা কতদূর কার্য্যকরী, তাহা সূক্ষ্মদর্শী ও ভগবৎ-সেবা-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জানেন। নিরাহারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বেগ প্রশমিত হইলেও রসভোগ-নিবৃত্তি-চেষ্টার ব্যতিরেক ভাবে জিহ্বা-বেগ বর্ত্তমান, অনাহারে [illegible] এ অবস্থা [illegible] একজন [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] চিকিৎসকের শরণাগত হন। [illegible] ঐ চিকিৎসক [illegible] অনেক [illegible] প্রণালী বর্ত্তমানে [illegible] হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু [illegible] ভের রুচি মনে [illegible] ভবিষ্যতে পুনরায় [illegible] অতএব আপনার [illegible] এই রোগ হইতে চিরদিনের জন্য [illegible] ব্যবস্থা হইতেছে।

আবার অন্য বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জিহ্বার প্রবৃত্তি অনুসারে তাহাকে [illegible] দিলে অবশেষে ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আপনা আপনিই সংযত হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক বৃদ্ধ-ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সংযমের ন্যায়। কেন না, বৃদ্ধ ব্যক্তির ভোগেন্দ্রিয়ের অপটুতাক্রমে ভোগ-ক্রিয়ার হ্রাসতা ঘটে। উহা 'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী' ন্যায়ানুগত। ভোগের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তি ভোগবাদীর মত; ত্যাগের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তি ফল্গু ত্যাগীর মত। বিষয়ের ভোগে বা ত্যাগে বিষয় গ্রহণ-প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। জিহ্বা অসংযত থাকিলে কেবল জিহ্বা-বেগ নহে, উদর ও উপস্থ-বেগ-বৃদ্ধি হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন যে, যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করা যায়, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয় জিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু রসনা-জয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা হয়,—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ
পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং
জিতে রসে॥
(ভাগবত)

অতএব এই উভয় সঙ্কটে জীবের কোন্ পথ গ্রহণ শ্রেয়ঃ, অধ্যক্ষবাদিগণ তাহার বিচার করিয়াছেন কি? তাহারা ত 'মুক্তি' ফল-লাভে ব্যস্ত। মুক্তি শব্দে কি অনুদ্বেগ মাত্র বুঝায়? না, তাহা নহে। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুর চরণাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞানলাভ করিয়া জীব,—জ্ঞান, উদ্ধবের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—'মিয়োঽপ-শমকো মুক্তিঃ' (ভাগবত), আবার শ্রীল, এই কথাতীত বিচারে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীব-
চঞ্চলে॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। হৃষীকের কর্ত্তব্যই প্রভু-সেবা। তাহা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] জীবন [illegible] ভক্তবেশে [illegible] মর্য্যাদা [illegible] করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত—[illegible]।

([illegible])

[illegible] [illegible] আমাদিগের [illegible] প্রিয়তম [illegible] অর্থাৎ [illegible] 'অস্থিবেশিষ্টজাতির পদ'। শ্রীভগবৎসেবানুকূল-বিষয় জীব অহঙ্কার-মুক্ত। আর তদবধি শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কারে মত্ত। সেবা-পরায়ণ জীব মহাপ্রসাদ-সেবন করিয়া অনাহার ও অত্যাহারের দাস নহেন, পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বাঞ্ছা রহিতকদের সেবা-মুক্ত। ইহা একাধারে ইন্দ্রিয়-জয় ও ভগবৎ-সেবার অপূর্ব্ব সম্মেলন। ভোগবাদী ও ফল্গু-ত্যাগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়-দমনের বা কল্পিত ইন্দ্রিয় ধ্বংসের প্রকরণ মাত্র নহে। তাই ভক্ত-রাজ গাহিয়াছেন,

মহাপ্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।
ভক্ত-মুক্তি পরিহরি, প্রসাদ সেবন করি,
হরি হরি বল সর্ব্বজন।

আর পুনরায় বলিতেছেন,—শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদ, আর উহা ভক্ত-ভুক্ত হইলে মহা-মহাপ্রসাদ। সুতরাং মহাপ্রসাদ ও মহা-মহাপ্রসাদ-সেবনই জীবের জিহ্বা-বেগ প্রশমনের ও জিহ্বা-দ্বারে শ্রীভগবানের সেবার যোগ্যতা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়,

ভক্ত-পদ-ধূলি আর, ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২৮শে পৌষ শনিবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ২৪পরগণার গাব্ বেড়িয়া হাইস্কুলে "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবর্গ এবং গ্রামস্থ ও দূরবর্ত্তী গ্রামের বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। 'ব্রহ্মচর্য্য' শব্দের অর্থ অনেকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন, কিন্তু সকলেই জড়বাদী বলিয়া জড়তাৎপর্য্যময়ী ব্যাখ্যা করেন। যাঁহারা জড়দেহকে জীব বলেন, তাঁহারা চেতনবস্তুর ধারণা কি করিয়া করিবেন? ভূতাতীত বস্তুই চেতন। সেই ভূতেশ্বর ভূতভাবন পূর্ণ-চেতন শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ অণু-চেতন জীব। সেই চেতন জীবাত্মার [illegible] [illegible] সেবা। ব্রহ্মবস্তু [illegible] [illegible] ব্রহ্মভূত জীব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

থাকিয়া তাঁহার আচরণ পালনই মানবের কৃত্য। [illegible] [illegible] বিষয়ভুক্তি-ক্লেশ হইতে মুক্ত না করিয়া অজ্ঞতাক্রমে সকলে যেরূপ অর্থ করিয়া থাকেন তাহা মনঃকল্পনা মাত্র। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-পালনে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জীবেরই কৃপা হইয়া পড়ে, সার্ব্বজনীন হয় না। আর সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য পুরুষাভিমানী ব্যক্তি পালন করিতে পারেন না। এতএব ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জীবমাত্রেরই সেই পূর্ণ ব্রহ্মসেবাই ব্রহ্মচর্য্য। স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস, বি, এ, প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দের সাদর আহ্বান ও আয়োজন বিশেষ প্রশংসনীয়।

নানা কথা

জাহাজ-ডুবি
সার্দ্ধ তিন শত লোক সমুদ্র গর্ভে

'পিন্ হ্যা' নামক চীনা জাহাজ সাংহাই হইতে হংকঙে যাইতেছিল। গত ১৬ই জানুয়ারী ৪ ঘটিকার সময় উয়াগলানের উত্তর সীমান্তে তীর হইতে প্রায় ৩ শত গজ দূরে পাহাড়ের সহিত ধাক্কা খাইয়া জলমগ্ন হয়। জাহাজ মাস্তুল সমুদ্রের উপর ভাসিতে থাকে। ঐ জাহাজ হইতে বিপদ-সূচক বেতার সঙ্কেত পাইয়া উদ্ধারের জন্য এক মালটানা জাহাজ তথায় উপস্থিত হয়, তাহাতে ২৬ জনের জীবন রক্ষা পাইয়াছে, তন্মধ্যে ইয়োরোপীয় প্রধান কর্ম্মচারী, এক জন চীনা ক্যাবিন বয় এবং ৩ শত চীনা যাত্রীর মধ্যে চীনা জেলে নৌকা দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত ৪ জন যাত্রী মাত্র বাঁচিয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, ড্যানিশ কাপ্তান ও ২ জন বৃটীশ এঞ্জিনীয়ার সমেত সাড়ে ৩ শত যাত্রীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে।

ফ্রান্সে নূতন রণতরী নির্ম্মাণ

প্যারিসের ১৬ জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভায় এ বৎসর একখানি ক্রুজার, ৬ খানি ডেষ্ট্রয়ার, ৬ খানি সাবমেরিণ নির্ম্মাণের প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবে গৃহীত হইয়াছে।

খুনের দায়ে ফাঁসি

মাদ্রাজের ১৭ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কোয়াম্বাটুরের জিলা বোর্ডের সদস্য রামস্বামী গাউণ্ডার প্রমুখ যে ৫ জন লোক জৈজরা বোয়ানের খুন সম্পর্কে কোয়াম্বাটুরের অতিরিক্ত সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন বিচারে জজ মিঃ রামস্বামী গাউণ্ডার ও আর ২ জনের প্রতি ফাঁসী ও বাকী আসামী ২ জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের হুকুম করিয়াছেন।

আফগান-প্রসঙ্গ
বর্ত্তমান অবস্থা

পেশোয়ারের ১৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, প্রিন্স এনায়েতুল্লার সিংহাসনারোহণের পর আফগানিস্থানের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়া দুঃসাধ্য। বোধ হয়, যোদ্ধাগণ যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি করিবার অব্যবহিত পরেই কাবুলের সন্নিকটে নূতন ভাবে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কাবুলের সহিত সংবাদ বন্ধ হইয়াছে। বিদেশীয়গণ নিরাপদ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আফগান প্রিন্সের বহিষ্কার

আশ্রিত আফগান সর্দ্দার আজার খাঁর পুত্র প্রিন্স আবদুল কোয়াদির ইকেভিকে, রেঙ্গুন বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, বহিষ্কারের কারণ আফগানিস্থানে বিদ্রোহ। প্রিন্স ইকেভি গত ১৬ই সন্ধ্যায় ক্যালকাটা মেলে লাহোর ত্যাগ করিয়াছেন।

বিদ্রোহীদের পরাক্রম

নূতন দিল্লীর ১৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ জেলালাবাদ প্রদেশের বিদ্রোহিগণ কাবুল ও জেলালাবাদের মধ্যবর্ত্তী জগদলাক নামক স্থান আক্রমণ কিম্বা অধিকার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক দলে ৩ হাজার উষ্ট্র 'খাইবারে' উপস্থিত হইয়াছে। সীমান্তের বৃটিশাধিকৃত অংশে শিনওয়ারিগণ উহাদের রক্ষী ছিল।

আফগান কনসালের নিকট সংবাদ

দিল্লীর আফগান কনসাল জেনারেলকে সরকারী ভাবে এনায়েতুল্লার সিংহাসনারোহণের সংবাদ জানান হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহের অভিমত

গত ১৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে প্রকাশিত জার্ম্মাণ সংবাদ-পত্র সমূহের অভিমত এই যে, আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার পতন, রুসিয়ার পরাজয় এবং বৃটেনের জয়ই সূচিত করিতেছে। 'ড্যুৎসে আলজিমিন জিটাং' পত্র বলে যে, আমানুল্লার পতনে কাবুলে মস্কোএর প্রভাব অনির্দ্দিষ্ট কালের মত স্থগিত হইয়া গেল। 'বুরসেন জিট্যাং বলেন যে, নূতন রাজার বৃটিশ পক্ষপাতিত্ব সুবিদিত।

মুক্তিফৌজ নেতার পরাজয়

হাই কাউন্সিলের বিচারে মুক্তি-ফৌজের বর্ত্তমান নেতা জেনারেল ব্রাম-ওয়েল বুথ মুক্তিফৌজের নেতৃত্ব করিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। জেনারেলের পক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে ৫৮ ভোট হইয়াছিল।

বিমানপোতে ১৮০০০ মাইল

লেডী মেরি বেলি তাঁহার 'মথ' বিমানপোতে আকাশমার্গে ১৮ হাজার মাইল ভ্রমণের পর গত ১৬ই জানুয়ারী লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে লণ্ডন হইতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। গত ১৫ই মে তারিখে তিনি কেপটাউন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি কঙ্গো নাইজিরিয়া এবং মরক্কো হইয়া আসিয়াছেন।

ইতঃপূর্ব্বে কোন বিমানপোত-পরিচালক এই পথে বিমানপোতযোগে পরিভ্রমণ করেন নাই। গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনি প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু জলবায়ুর গোলযোগবশতঃ তাঁহাকে তথায় ১৪ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত আটক থাকিতে হইয়াছিল। সেখান হইতে বাহির হইবার পর ইঞ্জিনের গোলযোগ বশতঃ তাঁহাকে ফ্রান্সের অন্তর্গত বার্ক নামক স্থানে নামিতে হইয়াছিল। উক্ত দিবস তিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ক্রয়ডেনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন যে, বে-সামরিক, বিমানপোত-পরিচালনে এরূপ কৃতিত্ব অসাধারণ॥

রুমেনিয়ায় ভীষণ-ট্রেণ সংঘর্ষ

রুমেনিয়ার রাজধানী বুকারেষ্ট সহর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, একখানি এক্সপ্রেস ট্রেণ বুকারেষ্ট হইতে ছাড়িয়া টীমস্ নামক স্থানের অভিমুখে যাইতেছিল, পথিমধ্যে প্রেদিলা নামক ষ্টেশনে একখানি যাত্রি গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার সহিত এক্সপ্রেস ট্রেণের সংঘর্ষ হয়। ফলে ১৪ জন নিহত এবং ৪০ জন সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে। মেলভ্যান এবং কয়েকখানি গাড়ী চূর্ণ ও ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। জানিতে পারা গিয়াছে যে, এক্সপ্রেস ট্রেণের পরিচালক তখন মদ্যপানে অজ্ঞান ছিল।

অ্যাডিলেডে দাঙ্গা

৫০ জন স্ত্রীলোক ও ট্রেড য়ুনিয়ন-ভুক্ত ১৮০০ ডক-শ্রমিক অ্যাডিলেড বন্দরের জেটিতে প্রবেশ করিয়া জাহাজ হইতে মাল নামান কার্য্যে ব্যাপৃত স্বেচ্ছাসেবক-গণকে আক্রমণ করে। এক শত জন পুলিস, সৈন্যদের সাহায্যে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। উহাতে পুলিসের কয়েক জন লোক, কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক ও বহুসংখ্যক শ্রমিক আহত হইয়াছে।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

অবস্থার উন্নতি

সম্রাট গত ১৬ই জানুয়ারী রাত্রিকালে বেশ ভাল ভাবেই কাটাইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা যেমন সন্তোষজনক আছে।

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, সম্রাটের শীঘ্র উন্নতির গতি অব্যাহত আছে।

গবেষণায় সর্ব্বস্বান্ত

যমজ চিকিৎসকের আত্মহত্যা

রেডিয়ম স্পেশ্যালিষ্ট আর্থার এস, স্মিথ ও তাঁহার ভ্রাতা সডনী ম্যাককেনজী স্মিথ নামক দুই জন ডাক্তারকে গত ১৫ই জানুয়ারী লণ্ডনের সেণ্ট জেমস্ প্লেসের একটা ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

এই চিকিৎসকদ্বয় যমজ ভ্রাতা। হার্লি ষ্ট্রীটে থাকিয়া তাঁহারা ব্যবসা করিতেন। দুষ্টক্ষতের গবেষণায় বিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি ছিল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধিগ্রহণ করিয়া তাঁহারা সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ডের, রাজধানী হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। যমজ ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধন ছিল। তাঁহাদের জীবনের গতিও প্রায় এক ধারায় চলিয়া আসিয়াছিল। তাঁহারা উভয়েই ক্ষুরের দ্বারা কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যসমূহের সামরিক গুরুত্ব

ভারতাভিমুখে যাত্রার প্রাক্‌কালে সার রাসব্রুক উইলিয়ামস্ বৃটিশ এম্পায়ার সোসাইটিতে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সামরিক গুরুত্ব এবং সমৃদ্ধি সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। সার মাইকেল ওডায়ার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ট্রামচালক ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ

গত ১২৫ ডিসেম্বর তারিখে একখানা ট্রামগাড়ীর এঞ্জিন বিদারিত হওয়ার একটী অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র মারা যায় ও আরও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। গত ১৬ই প্রাতে সেই ট্রামের চালক দৌলত-রাম গোপালদাসের বিচার আরম্ভ হয়। অতিরিক্ত বেগে ও অসতর্কতার সহিত গাড়ী চালাইয়া নরহত্যা করিবার অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ক ধারানুসারে সে অভিযুক্ত হয়। এই মোকদ্দমায় ৮০ জন সাক্ষী আছে।

আদালতে ভীষণ কাণ্ড

ব্যারিষ্টার আক্রান্ত

গত ১৭ই জানুয়ারী অপরাহ্নে বোম্বাই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে "ক্যানারা" নামক জাহাজের কাপ্তেন স্মিথ ৩ জন খালাসী বেআইনী ভাবে কোকেনের আমদানী করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে। খালাসী পক্ষের জনৈক ব্যারিষ্টার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, এই ব্যাপারে যদি কেহ দোষী হয়, সে কাপ্তেন। খালাসীরা হাতের পুত্তলিকা মাত্র ছিল। কাপ্তেন এক জন ভীষণ প্রকৃতির লোক। এই সমস্ত কথা বলিয়া তিনি যখন বাহিরে আসিতেছিলেন, সেই সময় কাপ্তেন তাঁহাকে আক্রমণ করে। ইনস্পেক্টার হাউসেন তাহাতে বাধা দেওয়ায় ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। তৎপর পুনরায় সে সেই ব্যারিষ্টারকে আদালতের মধ্যেই আক্রমণ করিয়াছিল। আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের জন্য সেবারও সে তাহার কিছু অনিষ্ট করিতে পারে নাই। প্রকাশ, আসামীরা প্রায় হাজার টাকার কোকেন বিনা লাইসেন্সে আমদানী করিয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনোরিণা মুসোলিনী

ইটালীর প্রধান মন্ত্রীর কন্যা সিনোরিণা এড্ডা মুসোলিনী ও ইটালীয় নৌ-বিভাগীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর সদস্যেরা কাশীতে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মারকুইস মিশ্রাকলী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্লামেণ্টে বক্তৃতা উপলক্ষে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে ইটালীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিনন্দন জানান। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীকেও সম্মান-শ্রদ্ধা জানান। বোম্বাই যাইবার জন্য তাঁহারা আগরার পথে যাত্রা করিয়াছেন।

চাকুরী অভাবে আত্মহত্যা

প্রকাশ, ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনারের আফিসের কেরাণী শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায়ের পুত্র সুধাংশুকুমার গত ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে ছোরার আঘাতে আত্মহত্যা করিয়াছে। হাসপাতালে 'ডাইং ডিক্লারেসনে' মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে যুবক বলিয়াছিল যে, বহুদিন চেষ্টা করিয়াও সে চাকুরীর যোগাড় করিতে না পারায় জীবন দুঃসহবোধে ঐ কার্য্য করে।

আফগান-সমস্যা

[illegible] প্রকাশ, [illegible] আফগানাধিপতি আমানুল্লাকে [illegible] করিয়াছেন এবং তিনি কান্দাহার ও গজনী হইতে [illegible] আমানুল্লা কাবুলের সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেও ইতিমধ্যে কান্দাহারে রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করায় মনে হয় তিনি তাঁহার রাজ্যের একাংশে প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন। কান্দাহারবাসিগণ আফগানাধিপতি আমানুল্লার প্রতি অনুরক্ত থাকিলে অধিকারচ্যুত স্থানগুলি পুনরায় অধিকার করিতে তাঁহার অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগিবে।

প্রকাশ, আফগানাধিপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েতুল্লা নৃপতি বলিয়া ঘোষিত হইলেও বাচ্চা সক্কো কাবুল অধিকার করিতেছেন। আফগানাধিপতি আমানুল্লা কাবুলের শাসনকর্ত্তা আমেদ আলিজানকে বিদ্রোহী শিনওয়ারীগণের সহিত মীমাংসার সর্ত্ত স্থির করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি জেলালাবাদে প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন এবং আফগানাধিপতি আমানুল্লা কান্দাহারে নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন। কান্দাহার ও গজনীর অধিবাসিগণ আফগানাধিপতি আমানুল্লার বশীভূত। রাজকীয় পরিবারবর্গ কান্দাহারে নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন। রাণী সৌরিয়া আসন্ন প্রসবা।

মৃত ও জেলুলে প্রেরিত

পাঠকগণ অবগত আছেন সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কয়েক দিন পূর্ব্বে ধৃত হইয়া হাজতে আছেন। ভারত সরকারের আদেশানুসারে গত ১৬ই জানুয়ারী সর্দ্দার [illegible] ভ্রাতা এলাহাবাদে ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত তারিখে রাত্রির রেলগাড়ীতে তাহাদিগকে কলিকাতা পথে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহারা গমনকালে তাহাদিগের পুত্রকন্যাগণ ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম্মে আগমন করিয়াছিলেন।

জমীদারের ম্যানেজার গ্রেপ্তার

শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সুদর্শন চক্রবর্ত্তী ও সতীশচন্দ্র মজুমদার ময়মনসিংহের ৩জন বড় হিন্দু জমীদারের স্থানীয় ম্যানেজারগণ লাইসেন্স না লইয়া তাঁহার দোকান খুলিবার অভিযোগে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible]

[illegible] সরকারের [illegible] মাননীয় জে. বি. [illegible] বৃটিশ সাম্রাজ্যের [illegible] উপনিবেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ের [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] প্রকাশ, [illegible] রাজকীয় কনফারেন্সে [illegible] ডোমিনিয়নগুলির পূর্ণ [illegible] স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে [illegible] কার্য্যাবলীতে নূতন বিধান [illegible] করিয়াছে এবং সাম্রাজ্য [illegible] অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব [illegible] অত্যাবশ্যকীয় অবাধ আদান-প্রদান [illegible] ও মানসিক [illegible] একটী সাম্রাজ্যের অধীন বিভিন্ন স্বাধীন [illegible] কর্ত্তব্য। স্থির হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ছাত্রগণ উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রণী হইবে। [illegible] বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] জেনেভাতে বৃটিশ ও ঔপনিবেশিক ছাত্রগণকে একটী [illegible] কনফারেন্সে আহ্বান করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কনফারেন্সের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। গত ৩০শে আগষ্ট হইতে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জেনেভাতে কনফারেন্সের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। ঐ সকল কনফারেন্সে আলোচনার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। জেনেভাতে বৎসরে একবার উক্ত কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে।

ভারত যদিও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রাপ্ত না হইলেও প্রথম হইতে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করা ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের কর্ত্তব্য তদনুসারে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণকে উক্ত কনফারেন্সের সভ্যপদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন উক্ত কনফারেন্সের উদ্দেশ্য। সদস্যগণ উহা দ্বারা প্রত্যেক ভাবে জাতিসঙ্ঘের গঠনপদ্ধতি আলোচনা করিতে পারিবেন, কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্য ক্ষুদ্রাকার জাতিসঙ্ঘমাত্র।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কাহার সেবা কে করে ?

[illegible] কোথায় [illegible] দৌড়িতেছেন,—পাঠক তাহার খবর রাখেন কি ? কাঠবিড়াল সেতু বাঁধিয়াছিল শ্রীরামচন্দ্রের উপকারের জন্য; সাধারণ বিড়াল মূষিকের রক্ত-মজ্জা খাইবার জন্য যত্ন করে। উভয়েই পশুর আকার-বিশিষ্ট। বজ্রাঙ্গজী একান্তভাবে রামসেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে শাখা-মৃগগণ তাঁহার কপট অনুকরণে মর্কট বৈরাগ্য করে। শ্রীরামদাস স্বীয় লাঙ্গুলের দ্বারা পাপী অসুরদিগকে বেষ্টনপূর্ব্বক বন্ধন করেন, কিন্তু সাধারণ লাল বা কালমুখ বানরগুলি নিজ নিজ অপস্বার্থময়ী চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। নির্ব্বোধের দৃষ্টিতে রামদাস ও ইতর বানরগুলি দেখিতে একই প্রকার শ্রেণীর, কিন্তু অভিজ্ঞের দর্শনে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই পূর্ব্বকালে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—রাস্তার ‘খোয়া’ ও ‘শালগ্রাম’কে নরকের যাত্রিগণই সমান দেখেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ শালগ্রামের পূজা করিয়া ইতর লোষ্ট্রখণ্ড-রচিত পথে বিচরণ করেন; নরকের যাত্রিগণ যেরূপ মানবাকৃতি শ্রীগুরুদেবকে অন্য কুকর্ম্মপর বিষয়-সেবাপর মানবের সহিত সমজ্ঞান করে, নরকপথের ক্রমগামিজনগণ যেরূপ কর্ম্মফললুব্ধ মানবের সহিত নিত্য ভগবদ্ভজন-রত ভক্তের সমজ্ঞান করে, তদ্রূপ অভিজ্ঞজনগণও ভগবৎসেবক ও ভোগী কর্ম্মীদিগকে পরস্পর পৃথক্ জানেন। বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গার ও সাধারণ মানবের ব্যবহার্য্য জলাশয়ে সমবুদ্ধিকারী ব্যক্তিই নরকপথে অগ্রগামী; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, ভগবানের বা ভক্তের পাদোদকের অনির্ব্বচনীয় কল্মষনাশিনী শক্তির সহিত বাসনা-বিকাশক চিত্তের মলবর্দ্ধক [illegible] সাম্য বুদ্ধি করেন না। [illegible] চতুর্থী

[illegible]

[illegible] আর পদে পদে [illegible]। [illegible] হইতে পারেনা, এমন কি [illegible] অসুবিধা মনে করেই [illegible]।

[illegible] পাখী মনুষ্য, সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীর দেহে আছে—

যা সম্বোধন-পদের দ্বারা সিদ্ধ ভাবের সহিত ভগবদনুগত্যময় সম্প্রদানজ্ঞাপক শরণাগতের নাম-মন্ত্রের সমর্পণকের নায়কীবুদ্ধির আদর করেন না। ইতর দেবতার সহিত আকরদের বৈকুণ্ঠনাথের সমবুদ্ধিকারিণী নারকী বুদ্ধি ভগবদ্ভক্তের উপযোগী নয়। বৈকুণ্ঠবস্তুর ভোগময় দর্শনে যে কুণ্ঠতা আসিয়া মানবের কল্যাণ বিনাশ করে, তাহার অনুমোদন যুক্তিযুক্ত নয়।

তাই বলি, ‘কার লাগি এত করি,—না ঘুচিল ভ্রম।’ যে ক্ষণভঙ্গুর ভাব পোষণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষের কদর্থ প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি বৃদ্ধি পাইবে, তজ্জন্য আমি স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস হইয়া কেন আমাকে অনুচিত করিবার জন্য অবৈধ কার্য্যে যোগদান করিব! যে সকল কথায় লৌকিক বিচার নাই বা বৈদিক বিচার নাই, যাহা হরিসেবার অন্তরায়, তাদৃশ বৃথা কার্য্যে কেন আমি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহে ভাগ বসাইব? আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি ধর্ম্মসমূহ পশুতেই বিশিষ্টরূপে বর্ত্তমান। আমি কি সেই পাশবধর্ম্মের শিক্ষা গ্রহণে জীবন যাপন করিয়া নরকে যাইব? কখনই নয়। আমি শ্রীযোগপীঠ শ্রীমায়াপুরে হরিভজন করিব, শ্রীচৈতন্যমঠে জীবমঙ্গলবিধায়ক অনুষ্ঠানাদিতে নিযুক্ত থাকিব। ক্যাকভার মাঠে টেংরি খাওয়ার বিচারযুক্ত বা কর্কটের মেদমজ্জা-ভোজনে ব্যস্ত হইব না, অথবা বিপরীত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলতার পুষ্টিসাধন করিব না। সর্ব্বদা,—‘সংসার সংসার বলি দিন গেল কাল। লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥’ প্রভৃতি বিচার বুঝিয়া “স্বয়ং স্বারময়ং স্মরারি মন্তে বিলয়েন সে” বিচারে অবস্থিত হইব।

[illegible] হয়ে [illegible] আছে, [illegible] ভয় আছে। এহেন বিপজ্জনক স্থানে ভ্রমণকারী, দৈবহত জীবের যে পদে পদে আপদ, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এত অসুবিধার মধ্যেও অসুবিধায় মুখেই সুবিধা খুঁজে নেবেই সাধ রয়েছে নাকি সুখের সন্ধানে, শান্তির খোঁজে, আনন্দের আশায় জীব প্রথমমুখে দুঃখ, অশান্তি ও নিরানন্দ স্বীকার করতে পশ্চাৎপদ না হয়ে আদি, মধ্যে ও শেষে অসুবিধাটাকেই সুবিধা বলে বরণ করে নিয়েছে।

এহেন ভাগ্যহীনের প্রতিও ভগবানের নজর আছে। আমি তাঁকে ভুলে গেলেও তিনি আমাকে ভুলেন নাই, দূরে দূরে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেও তিনি টেনে টেনে কাছে আনবার চেষ্টা করছেন, আমার প্রতি তাঁর করুণা অজস্রধারায় বর্ষিত হচ্ছে। আমাকে এই দূরদেশ—বিদেশ থেকে কাছে—স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্য তিনি তাঁর প্রিয়জন ব কিকে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সংসারে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি আমার অনেক মঙ্গলপ্রার্থী থাকলেও তিনি কিন্তু তেমনটি হয়ে আমার কাছে আসেন নি। সকলে যে ভোগে প্রবৃত্ত আছে, আমাকেও সেই জড় ভোগে লাগাবার জন্যই চেষ্টা করছেন, আর তিনি অযাচিতভাবে খুব কাছে এসে আদর করে আমাকে আমার নিজ পরিচয়টা বলে, নিজের কৃত্যটা কি, কীর্ত্তন করছেন। এহেন কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের অযাচিত কৃপাবারি মস্তকে বর্ষিত হলেও আমি কিন্তু তাহাতে স্নাত না হয়ে দূরে সরে যেয়ে আপন-নাশের চেষ্টায় আছি, হায় অদৃষ্ট!

আমার প্রভু শুধু আমাকে চেতনবাণী শুনাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না, তিনি সবক্ষণ সেই শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহরণই আচার ও প্রচার ক'রে এই মর জগতে বৈকুণ্ঠের বার্ত্তা এনে—বৈকুণ্ঠবাসীর আচার ব্যবহার দেখিয়ে এক অভিনব ব্যাপার করেছেন। সারা জগৎটা যে মন্ত্রে দীক্ষিত, যে ভাবে চালিত, যে শিক্ষায় শিক্ষিত, আজ তাঁর আনা মন্ত্র, আনা ভাব ও আনা শিক্ষা দেখে শুনে জগদ্বাসীর হৃদয়ে এক মহা-আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। সকলেই তাঁকে ‘অদ্ভুত’ বলে বিদায় দিচ্ছে। আবার যদিও কেউ কেউ ঘটনাচক্রে এই অদ্ভুত বস্তুটীর কাছে এসে হাজির হচ্ছে, কিন্তু দুদিন পরেই সেই অদ্ভুতের আচার প্রচার না নিতে পেরে চির অভ্যস্ত আচার প্রচারের জন্য ছুটে যেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচে যাচ্ছে। আর আমি কিন্তু জড়ভোগে উদাসীন হতে পারছিনা বা এই ‘অদ্ভুত’ বস্তুটীর অনুসরণ করতেও পারছিনা, আমার যে উভয় সঙ্কট! আমি আজ মহা-অপরাধী! আমার অদৃষ্ট কি এই ভাবেই থাকবে?

এই অদ্ভুত বস্তুটী শুধু আমার জন্য বৈকুণ্ঠ থেকে আসেন নাই। অতএব আমার প্রভু বলে অপরাধ হবে। ভগবান্ সর্ব্ব সকলেরই, তখন সেই সবাকার ভগবান্ যাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনিও সবাকার। সুতরাং সেই জগদ্‌গুরুকে আমি আমার • নিজ-আশ্রয়দাতা বলে নিষ্কপটে তাঁর অভয় পদে লুটিয়ে পড়তে পারলাম না!

‘স্বার্থ’ জিনিষটা বড়ই উপাদেয়। [illegible] এমন আদরের যে, পরমাত্মীয়ও এটা লাভ করবার জন্য অপরের সহিত আত্মীয়তা ছেড়ে দিতে পারে। তাই দেখা যায়, স্বার্থ নিয়েই আত্মীয়তা, ভালবাসা আর মারা মারি। যেখানে সেই জিনিষটার অভাব, সেই খানেই অনাত্মীয়তা, শত্রুতা ও মারামারি। কিন্তু এর তত্ত্বটা ভেবে দেখবার অবকাশ আমাদের আদৌ নেই। যাকে এত ভালবাসি, যার জন্য অপরের প্রাণনাশ করতে পারি, এমন কি নিজের অমূল্য জীবনটাও ছেড়ে দিতে রাজি, তার পরিচয়টা যদি ভাল করে না জানি, তবে কি কেউ নিজে বুদ্ধিমান বলতে সাহস পান?

‘স্বার্থে’র বিচারে ‘অর্থ’ ছেড়ে দিয়ে আগে ‘স্ব’র পরিচয়টা নেবার দরকার। কেননা যদি আমার নিজের পরিচয়টা পাওয়া যায়, তবে আমার কি প্রয়োজন—বুঝতে আর বাকি থাকে কি? কিন্তু আমার এমন অদৃষ্ট যে, আমি নিজের পরিচয়টার প্রতি উদাসীন থাকায় আজ আমি—এটা চাই, ওটা চাই বলে কত কত জিনিষের পাছে না দৌড়াচ্ছি। আরও আমি দেখিনা যে, আমি যেটা চাই, সেটা অপরে চায় না। অথবা আমার চাওয়া বস্তুটা গ্রহণে অপরের দুঃখ। এই এসে জুটে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিশ্বে প্রত্যেকের এক একটা পৃথক্ স্বার্থ এবং সে স্বার্থের সন্ধানে এই পান্থ-শালায় মিলনের নামে এক মহা কোলাহলের, বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, প্রভু ভৃত্য প্রভৃতি পরস্পর আত্মীয়-নামধারী ব্যক্তিগণ এক গৃহে, একত্রে বাস করিয়াও অন্তরে-পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থের সাধনে নিযুক্ত আছেন। বাহিরে তার উপরটা ছিদ্রহীন থাকলেও ভিতরে প্রাণনাশী কত বড় হয়ে চলেছে। এহেন লুক্কায়িত ক্ষত চিকিৎসা না করে কপট বৈদ্যের কাপট্য রাখাতে যেয়ে রোগীর অস্তিত্ব যে লোপ হচ্ছে—এ কি কেউ দেখেন না, ভাবেন না? আর হায়! হায়! আজ যে জগদ্গুরু

লোকপিতামহ আদি গুরু

([illegible])

[২]

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ [illegible])

[illegible] নিজ ইচ্ছামত প্রজাসৃষ্টিকার্য্য [illegible] হইতেছে না দেখিয়া, দুঃখিত হইলেন। [illegible] একেবারে [illegible] স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি দৈবশক্তি-সমাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার আত্মভূমি [illegible] পুরুষদ্বয়ের উদয় হইলেন। সর্ব্বপ্রথম [illegible] শ্রীবিষ্ণুর [illegible] প্রকাশই [illegible] ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু (স্বায়ম্ভুব) এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপার উৎপত্তি হইল। প্রথমটী পুরুষ, দ্বিতীয়টী স্ত্রী। ব্রহ্মা আপন অধিকারে এই যুগলকে, [illegible], অভিষিক্ত করিয়া, [illegible] তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি করিলেন। [illegible] সহযোগে দুই-পুত্র ও তিন কন্যার [illegible] পুত্রদ্বয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যাত্রয় আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি [illegible] এইরূপে [illegible] যোগ্যপাত্রীর সংযোগ সাধন দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার [illegible] হইলেন।

ব্রহ্মার পরম ভাগবত পুত্র নারদ কিন্তু এই সকল প্রাকৃত ব্যাপারে আদৌ মনোনিবেশ করিলেন না। পূর্ব্বসংস্কার-বশে তাঁহার বিষয়-বাসনার তীব্র বৈরাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি [illegible] মধুকরের ন্যায় ভগবন্মধুর কথাই [illegible] হইয়া কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন—তাঁহার পিতা লোকপতি ব্রহ্মা তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছেন; তাঁহার [illegible] প্রেমে ও পুলক-কদম্বে পূর্ণ হইয়াছে, [illegible] দর দর অশ্রু বহিতেছে, শ্বাস [illegible] রুদ্ধ হইয়াছে। পিতার এই

[illegible] রাজ্য হতে এই মর জগতে [illegible] মরণ [illegible] পথিক আমাকে সেই [illegible]-মৃত্যুর কবল হতে উদ্ধার করে, [illegible] 'ক'এ পরিচয় দিয়ে,—প্রভু আমার [illegible] পরিকল্পনায় [illegible] [illegible],—আমার ও [illegible] 'খ'এ [illegible] প্রিয়াণ জানিয়ে,—আমার [illegible] সকলেরই [illegible] সেই যে [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাঞ্ছা জানিয়ে দিয়ে আমার [illegible] প্রভুর [illegible] সেবায় [illegible] করালেন, সে প্রভুকে পেয়েও যে আমার দুর্গতির অবসান হলো না, তাই বলি—

[illegible]

কাতর দৃষ্টিতে দেখিয়া আদি-কবি [illegible] বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। [illegible] একদা তিনি পিতার পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমার সন্দেহ দূর করুন, পিপাসা পূর্ণ করুন। আমি আপনাকেই অখিল লোকের একমাত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিতাম। কিন্তু আজ আমার তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে, আপনার উপরও কেহ অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন, আর তাঁহাতেই সমগ্র জগতের সকল পিপাসার পূর্ণ শান্তি। বলুন পিতঃ, তিনি কে? আপনি কি তাঁহারই আরাধনা করেন?"

পুত্রের বাক্যে ব্রহ্মা পরমানন্দ লাভ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"বৎস! তোমার সন্দেহ সত্য! তোমার অনুমান সত্য। তোমার এই প্রশ্নও আমার প্রতি পরম কৃপা। কারণ, তোমা হইতেই আমার রসনা আজ কৃষ্ণকথায় অভিষিক্ত হইল। পুত্র, আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর সত্য, কিন্তু আমারও উপর সকলের একমাত্র পাতা, আর এক অধীশ্বর পরমেশ্বর আছেন। তিনিই বাসুদেব। আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করি। তিনি জগদ্বন্দ্য। তাঁহারই মহাশক্তিতে জগৎ মুগ্ধ। কেবল তাঁহার চরণাশ্রিত জনই ঐ মায়া হইতে মুক্ত। বৎস! বেদ সেই মায়াধীশ নারায়ণেরই কীর্ত্তন করেন; সমস্ত-দেবতা সেই নারায়ণের অঙ্গ হইতেই জাত; অখিল লোক সেই নারায়ণেরই সেবক; সকল যজ্ঞে সকল তাঁহারই পূজা হয়; সকল সাধনার সাধ্য তিনিই; তিনিই সকলের অবিসংবাদিত রূপে উত্তমা গতি। আমি এবং অপর প্রজাপতিগণ সকলেই তাঁহার [illegible] শক্তি-অভ্যন্তরে [illegible] শক্তিসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই অব্যাহত আজ্ঞা মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাকৃত জগতে সৃষ্টাদি কার্য্যে প্রকাশিত স্বরূপ আমার নিজ [illegible] স্বরূপ নহে। আমি নিত্য বৈষ্ণব [illegible] সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবক। কখনই আমি নিজে ব্রহ্মাণ্ডের মূল পুরুষ না আমি কর্ত্তা। কিন্তু এখানে [illegible] না হইলে—তাঁহার পূর্ণকৃপা প্রাপ্ত না হইলে কেহই তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। তিনিই কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক [illegible] তাঁহার কথা কিঞ্চিৎ আমাকে [illegible] শুনাইয়াছেন। আমি তাঁহারই শরণ লইয়া, তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া সতত তাঁহারই সেবা করিতেছি। তুমিও অনন্য ভক্তিযোগে সর্ব্বদা তাঁহারই আরাধনা কর।"

আদি কবি, "[illegible] আদিগুরু [illegible]" হইতেই [illegible]

[illegible] ও নিশ্চিত হইয়া কৃতার্থ হইলেন [illegible] [illegible] বর্ণনা [illegible] আর [illegible] উপদিষ্ট [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] ব্রহ্মা [illegible] [illegible] হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, পরে নারদ হইতে ব্যাসদেব, আর ব্যাসদেব হইতে শ্রীশুকদেব ও [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব [illegible] বৈষ্ণবধর্ম্মকে পূর্ব্বাবধি সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাই এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম মাধ্ব-সম্প্রদায় বা ব্রহ্মসম্প্রদায়। ব্রহ্মা বা [illegible] নিত্য বৈষ্ণব—[illegible]। [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] শব্দ [illegible] আদি-গুরু, শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] [illegible] ব্রহ্মার [illegible] করিয়া বৈকুণ্ঠ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু টীকায় লিখিয়াছেন,—"তত্রৈবং [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] প্রকাশং সংক্ষেপতঃ।" আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা ও আদি কবি [illegible] আচার্য্যের এই আদর্শ আচরণ [illegible] [illegible] [illegible] নিজ স্বরূপই প্রকটিত আছে। বাপরে, শ্রীভগবান যখন মধুর ব্রজ ভূলোকে আবির্ভূত হন, তখনও তিনি [illegible] তাঁহার [illegible] বক্ষকে স্বীয় অসীম ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বনভ্রমে গোপালগণ গোপবালকগণকে লইয়া গোষ্ঠে গোচারণ করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার [illegible] বাঁধায় মুগ্ধ হইলেন। ব্রহ্মা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিন্তা করিয়াও তিনি [illegible] [illegible] না। [illegible] মনে হইতেছে,—[illegible] আমার তুল্যই মনে হইতেছে না—[illegible]। এত রূপ কি [illegible] হয়? অবশেষে তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরীক্ষা করিতে [illegible] হইলেন। [illegible] [illegible] [illegible] গোপাল ও তাঁহাদের গোবৎসগুলিকে হরণ করিয়া লইয়া এক পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখিলেন। তাই বলি—[illegible] "তোমারও আর [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিলেন—[illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] কিছুই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিলেন—[illegible] সেই [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়া [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] পাইলেন—সেই গোপালগণই [illegible] [illegible] চতুর্ভুজ [illegible] মূর্ত্তি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠ" [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মাও অমনি সেই সকল অপহৃত গোপাল ও গোবৎসকে আনিয়া গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার সেই উদ্ধর্কর্ত্তা অখিল-জগতের প্রকাশ-কর্ত্তা, পরম পিতা, পরমেশ—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িলেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] ভিক্ষা করিলেন। [illegible] [illegible] আরও একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] লাগিতে [illegible] করিলেন,—"প্রভো! দয়া কর; [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] অতুল ঐশ্বর্য্যে আবদ্ধ রাখিয়া বিষয়-বিষ্ঠাতে [illegible], তোমারই ঐ পাদপদ্ম-প্রেমসুধাপানে আমাকে আর বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। আমি আর কোনও পদ, কোনও গতি চাহি না। [illegible] কোন [illegible] তুমি আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

([illegible])

([illegible])

[illegible]

[illegible] ছিলিভিবাদী শ্রীবা[illegible] গত [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] সুবিধা [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] উত্থান হইতে [illegible] [illegible] একমাত্র [illegible] সেবা করিবার জন্য [illegible] একেক [illegible] অনিবার্য্য। এই [illegible] পৃথক পৃথক [illegible] [illegible] [illegible] কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবারাজ্য [illegible] বিদূরিত হয়। শ্রীমন্দির [illegible] [illegible]। তাঁহার ভূমিতে [illegible] সকলেরই পরম তুষ্টি। প্রচার-কার্য্যে জীবনকৃষ্ণ অধিকারী মহাশয়ের উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ

(২০।১।২৯ তারিখের বাংলার কথা হইতে উদ্ধৃত)

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় (মিরাটের) দুর্গাবাড়ীতে ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এক বক্তৃতা হয়। বাঙ্গালী ব্যতীত মাদ্রাজী ও হিন্দুস্থানী শ্রোতা উপস্থিত থাকায় বক্তৃতা ইংরাজীতে হইয়াছিল। গিরি মহারাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিনিধি এবং শ্রীচৈতন্যদেব-আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। ইঁহাদের প্রধান মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর (নবদ্বীপের [illegible]) [illegible] কলিকাতা, পুরী, ঢাকা, বৃন্দাবন, [illegible] প্রভৃতি স্থানেও মঠ আছে। দিল্লীতে একটা মঠ খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। [illegible] ইঁহাদের [illegible] প্রচারক প্রচারকার্য্যে ব্রতী আছেন।

গিরি মহারাজ [illegible] প্রয়োজনীয়তা এবং [illegible] উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ সেন [illegible] গিরি মহারাজের পরিচয় প্রদান করেন এবং বক্তৃতান্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

[illegible] ১৭ই তারিখে সনাতন [illegible] এবং ১৮ তারিখে [illegible] [illegible] বক্তৃতা দিবেন।

শ্রীধাম [illegible] দিল্লী গৌড়ীয় মঠ শাখা

ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে আজ কয়েক বৎসর হইল, দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রুক্মদেশের রাজধানীতে বহুকয়েক পূর্ব্বে গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠান হইয়াছিল। সম্প্রতি ইন্দ্রপ্রস্থের সন্নিকট শাহজাহানাবাদ বা পুরাতন দিল্লীর নিবৃত্তি নূতন দিল্লীতে [illegible] নিকট গৌড়ীয় মঠের শাখা-কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এইকালে সীমাপ্রদেশেও একটী শাখা-কার্য্যালয় স্থাপিত হইল।

সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে বঙ্গদেশ হইতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে তথায় বাস করেন। কেবল বঙ্গদেশ হইতে নহে, ভারতের বিভিন্ন স্থানের সকল প্রদেশ হইতে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি রাজধানীতে বিভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করেন। তাঁহাদের নিকট হরিকথা প্রচারই নূতন দিল্লীতে গৌড়ীয় মঠের শাখা-কার্য্যালয় স্থাপনের মূল হেতু। এক্ষণে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারকগণের চেষ্টা-ফলে পাঞ্জাবে দিল্লী ও কুরুক্ষেত্রে দুইটী কেন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের তিনস্থানে তিনটী মঠের কথা ভক্তি-প্রদায়ণগ্রন্থে পূর্ব্বেই পাঠকগণের বিদিত আছে। প্রয়াগস্থ শ্রীবৃন্দাবন ও নৈমিষারণ্যের মঠত্রয়ে প্রচারকার্য্য ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহসেবা দর্শন করিয়া বঙ্গের ভিতরে ও বাহিরে গৌড়দেশবাসিগণ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

নানা কথা

নদীয়া-জিলা কংগ্রেস কমিটি

নদীয়া-জিলা-কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারী মহাশয়ের সংবাদে প্রকাশ, রাজবন্দী শ্রীযুক্ত বনবিহারী গোস্বামী সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নদীয়ার কংগ্রেস কমিটি তাঁহাকে [illegible] জিলার প্রচার কার্য্যে [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] জিলার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া ফিরিবেন। জানুয়ারী মাসে ফেব্রুয়ারী তিনি [illegible] [illegible] যাত্রা করিবেন। মনে করিতেছেন, কোন স্থানে বা প্রতিষ্ঠানে যদি [illegible] [illegible] বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে চান, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে যেন সেক্রেটারীর নিকট সংবাদ দেন।

[illegible]

কয়েকদিন যাবৎ [illegible] প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। সূর্য্য-দেবের দর্শন দিবাভাগের অল্প সময়েই ঘটিয়া থাকে। প্রাতঃকালে কুয়াসা জমিয়া পথিকের বস্ত্রাদি বেশ শিশিরসিক্ত করে এবং তাহার দৃষ্টি-শক্তি কিংবা দূরবর্ত্তী বৃক্ষসমূহের নিকটে যাইতেও বাধা প্রদান করিয়া থাকে। শেষ রাত্রিতে কিছু কিছু বৃষ্টিপাতও হয়।

গত শনিবার ভোর ৫ টা হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে থাকে। বেলা ৬টার সময় পশ্চিমাকাশ ঘোর-কৃষ্ণবর্ণমেঘঘটায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উৎসবিমুখগণের মনে প্রলয়ের আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মুহূর্ত্ত পর হইতে এক পশলা বৃষ্টি হয়। তৎপর টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল।

মাঘ-মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ মাত্র, তথাপি প্রাণিগণ শীত ঋতুর কথা বিস্মৃত হইয়াছে—বসন্তকালে বৃষ্টিতে লোকের মনে যে প্রকার একটু স্ফূর্তির উদয় হয়, এই বৃষ্টিতেও সেই প্রকার হইতেছে।

এই বৃষ্টি আরও দুই সপ্তাহ পরে হইলে চাষের বিশেষ সুবিধা হইত।

ইউনিয়ন বোর্ড মেম্বর-নির্ব্বাচন

শীঘ্রই নদীয়া জেলার বিভিন্ন মহকুমার বিভিন্ন থানার অধীন বিভিন্ন ইউনিয়নবোর্ডের মেম্বর-নির্ব্বাচন আরম্ভ হইতেছে। তাই পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই ভোট-ভোট করিয়া একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। অথচ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইউনিয়নবোর্ড কাহাকে বলে, ইহার উদ্দেশ্য কি, মেম্বরগণ কি কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন ইহার কিছুরই সংবাদ রাখেন না। অপরদিকে মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় কার্য্যের দায়িত্ব না বুঝিয়া, এমন কি নিজে এই কার্য্যের নিতান্ত অনুপযুক্ত জানিয়াও শুধু নামের জন্য এদিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহারা গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির বাটী যাইয়া ভোটের জন্য কতই কাকুতি মিনতি করিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের কান্নাকাটিতে কর্ণপাত না করিয়া যাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, কার্য্যদক্ষ এবং দেশের ও দশের প্রকৃত উন্নতি বিধানই যাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র, এই প্রকার পরোপকারী ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিমত্তার ও সারগ্রাহীর পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

শিক্ষিত যুবকবৃন্দই গ্রামের প্রাণ। তাই তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস

বিদায় অভিনন্দন

শান্তিপুর মিউনিসিপালিটি [illegible] ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড [illegible] শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস ৩৮ বৎসর শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহাকে এই [illegible] উপলক্ষে অভিনন্দিত করিবার বাসনায় গত ১৫ই জানুয়ারীতে [illegible] একটী সভার অধিবেশন করেন। [illegible] বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক [illegible] পতির আসন গ্রহণ করেন। [illegible] শ্রীযুক্ত ভগবতী দাস, শ্রীযুক্ত [illegible] সান্যাল, শ্রীযুক্ত শশীকান্ত মৈত্র, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সান্যাল হেড মাষ্টার মহাশয়ের সদ্‌গুণাবলি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বিশ্বেশ্বর বাবু উত্তরে একটি [illegible] বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় বিশ্বেশ্বর বাবুর অশেষ সদ্‌গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়।

চীনে সৈন্যহ্রাসের চেষ্টা

নানকিংয়ের ১৮ জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সৈন্যদল হ্রাস করিবার জন্য [illegible] সম্মেলন বসিয়াছিল, তাহাতে সৈন্য বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, রাষ্ট্র সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিব যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মেলনে প্রাদেশিক সৈন্য বিভাগ তুলিয়া দিবার এবং কেন্দ্রী গভর্ণমেন্টের অধীনে তাহাদিগকে [illegible] বিভাগে রাখার প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, শতকরা [illegible] জাতীয় সৈন্যদল হ্রাস করা হইবে; প্রতি বিভাগে ১১ হাজার সৈন্য থাকিবে। যে সকল সৈন্যকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে, তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থার নিমিত্ত সম্মেলনে স্থির হইয়াছে। সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে পেন্সান দেওয়া হইবে, বাকী সৈন্যগণকে শিল্প ও অর্থকরী কাজ শিখান হইতেছে।

[illegible] ভোটদাতৃগণের নিকট [illegible] ইউনিয়নবোর্ড সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ জ্ঞাপনপূর্ব্বক মেম্বর-পদপ্রার্থিগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে উপযোগী, এরূপ ব্যক্তিগণের প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকেই ভোট দিবার নিমিত্ত ভোটদাতৃগণকে অনুরোধ করেন।

ত্রিপুরেশ্বরের পরিণয়

পাঠকগণ ২৭৫ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশ-পাঠে অবগত হইয়াছেন যে, অযোধ্যা-প্রদেশস্থ বলরামপুরের রাজদুহিতার পাণিগ্রহণার্থ ত্রিপুরেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর বহু আত্মীয়পরিজন সমভিব্যাহারে স্পেশাল ট্রেণ ও স্পেশাল স্টীমার যোগে গত ১২ই তারিখ বলরামপুরাভিমুখে আগরতলা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী বুধবার মহাসমারোহে ও বিরাট জাঁকজমকের সহিত কতিপয় সামন্ত, রাজন্য, রাজা, নবাব, ও সর্দার-শোভিত সুরম্য সভায় এই শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে জানোয়ানা আবাস হইতে বহুমূল্য বস্ত্রে সুসজ্জিত উষ্ট্র ও হস্তী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী এবং সহস্রাধিক লোকের গঠিত শোভাযাত্রার সহিত বরকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রা বহুবর্ণরঞ্জিত বেশভূষায় সুসজ্জিত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল।

এই বিবাহোপলক্ষে সহস্র সহস্র ভারতীয় এবং ইউরোপীয় অতিথি বলরামপুর রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশের লাট বাহাদুরও এই বিবাহে উপস্থিত হইয়া রাজদম্পতির আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। অতিথিবর্গের চিত্তবিনোদনার্থ এত প্রচুর পরিমাণে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, নিস্তব্ধ শহর যেন সঞ্জীবনমন্ত্রে সজীব হইয়া নানাবিধ বাদ্যের তালে নৃত্য করিতেছিল।

বলরামপুর

নদীয়া-প্রকাশের উপরিউক্ত সংখ্যায় ত্রিপুরা রাজ্যের এবং চন্দ্রবংশের পরমবৈষ্ণব রাজর্ষি ত্রিপুরেশ্বরের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নে বলরামপুরের সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ন্যায় বলরামপুরও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। সিপাহীবিদ্রোহের সময় হইতেই ইহার প্রসিদ্ধি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বলরামপুরের তাৎকালিক রাজা সেই সময় গণ্ডা, বারাইচ, সীতাপুর সাজাহানপুর ও অন্যান্য অনেক স্থানের শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের ইহাই বৃহত্তম সামন্ত রাজ্য। ইহার বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা। এই রাজ্য এখন কোর্টস অব ওয়ার্ডসের অধীন। নাবালক মহারাজা বাহাদুর পাটেশ্বরী প্রসাদ সিংহের পক্ষ হইতে কাপ্তেন রণবীর সিংহ এখন রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন।

রাজ-পরিবার

সম্রাটের স্বাস্থ্য

গত ১৮ই জানুয়ারী রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় যে বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ—সম্রাট দিনের বেলা ভাল ভাবেই কাটাইয়াছেন। সম্রাটের অবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

সম্রাজ্ঞীর সুস্থতা লাভ

গত ১১ই জানুয়ারী সম্রাজ্ঞীর ঠাণ্ডা লাগার পর হইতে গত ১৮ই জানুয়ারী প্রথম তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বন্ধ গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।

সম্রাট-কুমারীর বিপদ

একটা জলা ভূমিতে শিকার করিতে যাইয়া সম্রাট-দুহিতা মেরির ঘোড়ার পা কাদায় পুঁতিয়া যায়। কাদা হইতে উঠিবার জন্য ঘোড়াটি চেষ্টা করিবার কালে সম্রাট কুমারী পড়িয়া যায়েন। সেই সময় অন্য এক অশ্বারোহী শিকারীর ঘোড়া আর একটু হইলেই তাঁহাকে পদদলিত করিতে পারিত। তাঁহার আঘাত তেমন গুরুতর নহে। অশ্বে পুনরায় আরোহণ করিয়া আবার শিকারে যোগ দেন।

সিংহদ্বয়ের জামিনে মুক্তি

ত্রিশ হাজার টাকার দুইটী জামিন দিয়া সর্দ্দার অনুপ সিংহ গত ৮ই জানুয়ারী মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অনুপ সিংহের নামে যে মামলা চলিতেছে, তাহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কোন প্রকার শান্তি ভঙ্গের কাজ করিবেন না। মুক্তি লাভের পূর্ব্বে তাঁহাকে এই মর্ম্মে দণ্ডবিধি আইনের ১৪৭ ধারা অনুসারে একটি একরার নামায় আবদ্ধ হইতেও হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদের অন্যতম নেতা সম্পূরণ সিংহের নিকট হইতে প্রথমে ৩০ হাজার টাকার জামীন দাবী করা হইয়াছিল। ১৮ই তারিখ তাঁহার জামীনের পরিমাণ কমাইয়া ৩ হাজার টাকা করা হয়। তিনি উক্ত দিবস অপরাহ্ণে জামীনে খালাস পাইয়াছেন।

বিহার শাসন-পরিষদ

গত ১৭ই জানুয়ারী মহারাজা বাহাদুর কেশবপ্রসাদ সিং বিহার উড়িষ্যার শাসন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থানে কণিকার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও নিযুক্ত হন। গত ১৮ই পূর্ব্বাহ্ণে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ফরিদপুর ডাকাতি মামলা

নিরক্ষর আসামীর আত্মসমর্থন

ফরিদপুর, ১৭ই জানুয়ারী খোলাবিয়া এবং গোপালদী নামক স্থানে ডাকাতি করার অভিযোগে ৬ জন মুসলমান এবং ১ জন হিন্দু অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, সেনের দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষ হইতে বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। আসামীরা বলে যে, তাহারা কাণী, এজন্য তাহাদিগকে মামলায় জড়ান হইয়াছে। আসামীরা সকলেই নিরপরাধ বলিয়া জবাব দেয়। দুই জন আসামী একরার করিয়াছিল। তাহারা বলে যে, পুলিশের অত্যাচার হইতে রেহাই পাইবার জন্যই তাহারা একরার করিয়াছিল।

আসামী কেদু কোন উকীল না দিয়া নিজেই আত্মসমর্থন করে। সে জজ এবং জুরীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলে—"আমি লেখাপড়া জানি না, যদির বাহিরে কোন কথা বলিলে আমাকে মাপ করিবেন। আমি যাহা মনে রাখিতে পারিয়াছি, তাহা বলিব।"

কেদু দুইঘণ্টা নিজের পক্ষে যুক্তি দেখায়। তাহার উক্তি শেষ না হইতেই সেদিনকার মত আদালত বন্ধ হইয়াছে।

মধ্য-প্রদেশ-ব্যবস্থাপক-সভা

নাগপুরের ১৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, উক্ত দিবস মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন মাত্র সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। ইহারই মধ্যে সেটলমেণ্ট বিল পাশ হয়। স্বরাজ্যদলের বিরোধিতার জন্য গত ৫ বৎসর ইহা উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি রাজস্ব সচিবের ও অন্যান্য বে-সরকারী সদস্যের আপোষের ফলে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত গোলি বেহারীও সভার অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সভা স্থগিতের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু সভাপতি তাহা নামঞ্জুর করেন।

ক্ষতি পূরণ কমিটী

ওয়াশিংটনের ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট কুলিজ মিঃ কেলগকে জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ কমিটীতে মিঃ ওয়েন ডি, ইয়ং ও মিঃ জে পি, মর্গ্যানকে আমেরিকান বিশেষজ্ঞ মনোনয়ন করিলেন। ইহাদের কাহারও পরিবর্ত্তে মিঃ লামিঙও হইতে পারেন। মিঃ কেলগ এই মনোনয়ন অনুমোদন করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৩-২০, হুগলী ৮-২, [illegible] দিনাজপুর ৫৫-৫০, [illegible] কুচবিহার ২-৩, চট্টগ্রাম ৩-২, ত্রিপুরা ৪৮-২৯। খুলনা ও হাওড়ায় [illegible] সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহের তুল্যই আছে, অর্থাৎ যথাক্রমে ১৫ ও ১৬। [illegible] ১৩টি জেলায় কলেরায় মৃত্যু-সংখ্যা কমিয়াছে,—নদীয়া ১৬-১৩, বর্দ্ধমান ৫-২, বীরভূম ৩-১, বাঁকুড়া ৮-৩, মেদিনীপুর ১৮-১৭ হাওড়া ২৩-২২, ২৪ পরগণা ১২৭-৫৫, মুর্শিদাবাদ ৭-১, যশোহর ৩৪-২৫, পাবনা ৩-২, মালদহ ৭-৬, ঢাকা ২৬-২১, ময়মনসিংহ ৬০-৫৮ বরিশাল ১৪-৯ এবং নোয়াখালী ৭-৩।

বসন্তে

নদীয়া ২৭, ময়মনসিংহ ২৩, ২৪ পরগণা ১৭, বর্দ্ধমান ১৬, মুর্শিদাবাদ ৯, ঢাকা ৭, ত্রিপুরা ৭, মালদহ ৬, চট্টগ্রাম ৬, দিনাজপুর ৪, বরিশাল ৪, হাওড়া ৩, কলিকাতা ৫, হুগলী ২, কুচবিহার ২, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ২, মেদিনীপুর ১, রাজসাহী ১০ এবং দার্জ্জিলিং ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জায়

কলিকাতা ৭ এবং বর্দ্ধমান ৬।

পশ্চিমঘাট-শৈলে রবার-চাষ

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ঘাটে রবার-চাষের চেষ্টা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। চেষ্টার ফলে দুই লক্ষ পচিশ হাজার বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি পাওয়া গিয়াছে। ইতি মধ্যেই ৯৯ বৎসরের ইজারায় একটী কোম্পানীকে ৩০ হাজার বিঘা জমি বিলি করা হইয়াছে। [illegible] ঐ জমির মালিক। তিনি সেলামী হিসাবে এককালীন তিন লক্ষ টাকা পাইয়াছেন এবং বার্ষিক বৃদ্ধি হারে টাকা খাজনা হিসাবে পাইবেন।

ভিজাগাপট্টমে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ, ভিজাগাপট্টমে একটী কলেজ লইয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] হইবে।

হায় রে ভোগ !

ইন্দ্রিয়তর্পণরোগগ্রস্ত জড়জগতে আমরা আমরা ভোগকেই প্রাপ্য-জ্ঞানে কর্দমাশয়ে লোটাইয়া পড়ি। কামিনীর হওয়াকেই 'গুরুগিরি' জানি। স্বার্থ-পুরণার্থ পদ্মা লইয়া বাজারের 'গুরু' দোকানদার হওয়াই আমাদের জীবনের একমাত্র কৃত্য বলিয়া মনে করি। যা' কিছু কপটতা করিয়া বেদান্তদর্শন পড়িতে যাই, তাহাও আমার ভোগবুদ্ধির চরিতার্থতার জন্য। বেদান্ত বলেন,—ব্রহ্মের বিশেষত্বে অজ্ঞানোত্থ মায়াবাদ নাই, কিন্তু আমি জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-লুব্ধ পশু-সমাজের জনৈক ভোগী জীব, সুতরাং আমার মা-বাপের পাপব প্রভৃতি পশুগণের সহিত সমান জ্ঞানে সেই আধ্যক্ষিক বিচারে শিক্ষাদাতার অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর নিত্য সেবক জানিতে পারিলাম না। সুতরাং পুত্রমোহে আবদ্ধ হইয়া বালিশের তলায় আমার কু-প্রবৃত্তির নাটা ও কপটতার সারল্য-মন্ত্র রাখিয়া দিলাম। ভোগী আমি জগতের বৈষ্ণবগণকে ভোগ-ভূমিকায় অবস্থিত জানিয়া আত্মাকে 'গোয়েন্দা ও কপট' পুস্তকের রঙ্গমঞ্চে নামাইয়া দিলাম। হায় রে ভোগ! হায় রে প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়বিলাস! তুই-ই শেষে আমাকে পরাভূত করিলি। আমাকে আমার ভক্তি-বিদ্বেষী স্বার্থের চক্রে নানা-বিদ্ধ মনের ন্যায় ঘুরাইতে আরম্ভ করিলি॥

হায় রে ভোগ! একদিন তোকে ছাড়িয়া—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

পাঠ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলাম, এই ভোগের [illegible] আমার [illegible] [illegible] করিব॥ [illegible]

তোমার তুই আমাকে [illegible] [illegible] হইতে পরিত্রাণ করিলাম; অরে করিয়াছিলি? কিন্তু তুই আজ আমাকে ক্রীড়া-পুত্তলি সাজাইয়া কোথায় লইয়া চলিলি? হরিনাম গ্রহণ করিয়া নাম ভজন করিব বলিয়া বড় আশা পোষণ করিয়াছিলাম, নাম-নামীকে এক বস্তু জানিয়া বিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি ত্যাগ করিবার জন্য করিয়াছিলাম—বিষ্ণুকে সর্বেশ্বরেশ্বর আরাধ্য বস্তু বলিয়া জানিয়াছিলাম, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলাম—অর্চ্চ্য শালগ্রাম শিলায় পূজ্যবুদ্ধি করিয়াছিলাম—শ্রীগুরুদেবের প্রতি অসূয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবাতেই জীবনের অবশিষ্টকাল ব্যয় করিব,—শ্রীচৈতন্যের সেবায় ইহকালে ও পরকালে আত্মনিয়োগ করিব, সেই সব বুদ্ধি ঘুচাইয়া দিয়া জমীর দর বাড়িতেছে এই প্রলোভনে ব্যস্ত হইয়া ভক্তিবিরোধ-কার্য্যের গৌণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলাম! হায় রে ভোগ! তোর কপটতা-বিস্তার-মহিমা ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোর তাড়নায় সেই সকল আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। আমি আজ [illegible] সন্দীপ্রিকার শোভা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার পিতার, আমার জননীর প্রতি প্রীতি আলোচনা করিতে গিয়া ভোগের হাতে পড়িয়া গেলাম। আজ আমি ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর কৃষ্ণানুশীলনময়ী শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতির বিষয়-আশ্রয় বিবেক-রহিত হইয়া কোথায় চলিয়াছি। আমি আজ আত্মহত্যাকারীর অপরাধে অপরাধী। আমি আজ ভাগবতের শ্লোকোক্ত—'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' শ্লোক-তাৎপর্য্য ভুলিয়া গিয়াছি! হায় রে ভোগ! তোর তাড়নায় আজ আমি বিষয়াশ্রয়বিবেকরহিত হইয়া ধর্মশিক্ষার আবরণে মধ্যভারতে অবস্থিত! নর্মদানদীর জলপ্রপাত রূপ ভোগের বারি আমাকে দিন দিন [illegible] করিয়া [illegible] স্থানে প্রস্তুত করাইতেছে। [illegible] সলিলরাশি [illegible] [illegible] গভীর মধ্যে [illegible]—দিলাম, স্বকৃতিবশে উন্নতরসের পরিচয় পাইবার সুযোগলাভ করিয়াও পুনরায় আবার ক্লেশের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। "'কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্মুখ"—তজ্জন্যই আমার মনে হইয়াছে যে, আমার ভ্রাতা বা ভগ্নীপতি আসিয়া যদি আমাকে বাড়ী লইয়া যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণানুশীলন হইতে রক্ষা পাই। কলিকাতার জলবায়ু বড়ই খারাপ বলিয়া আমাকে যদি স্বাস্থ্যকর দার্জ্জিলিংশৈলে লইয়া যাওয়া হয়, তবেই সুষ্ঠুভাবে ভোগ-সঙ্কল্পকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া চালাইতে পারি। হায়রে ভোগ! আবার তুই আমাকে গ্রাস করিলি! "আমি ত কামাদীনাং কতি ন কতিধা" শ্লোক তোতা-পাখীর মত আওড়াইয়া কৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলাম! হায় রে ভোগ, তুই আমাকে আবার ঘূর্ণিবায়ুর আবর্ত্তে আছাড় দিতে আরম্ভ করিলি। কবে তোর পায়ে নমস্কার করিব।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ইংরাজীতে একটী কথা আছে—*A guilty mind is ever suspicious* অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধমনা থাকে। কাহাকেও অপর কোন অপরাধীর নিন্দা করিতে দেখিলে বা শুনিলে সে মনে করে, এ সব কথা নিশ্চয় তাহারই সম্বন্ধে বলা হইতেছে। দুষ্ট বালক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া কলা চুরী করিয়া খাইতেছে, এমন সময় বাহির হইতে পিতা ডাকিলেন, "বালক, কি করিতেছ?" বালক অমনই তাহার দুষ্টামি ধরা পড়িয়াছে মনে করিয়া "আমি কলা খাই নাই" বলিয়া নিরপরাধ সাজিবার চেষ্টা করে; কিন্তু করিলে কি হইবে, বালকের কথাই যে তাহার চৌর্য্যাপরাধের প্রমাণ করিয়া দেয়। নরহত্যাকারী ঘাতক পুলিশের নিকট তাহার অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও সুচতুর পুলিস তাহার চোখমুখের সশঙ্ক চেহারা বা কথা-বার্ত্তার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং 'ঠাকুরঘরে কে?'—প্রশ্নের 'কলা খাইনা' উত্তরের ন্যায় তাহার মুখ দিয়াই সমস্ত কথা বাহির করিয়া লন।

সাইকোলজিষ্ট (মনোবিজ্ঞানবিদ্)-গণ লক্ষ্য করেন—মানুষ কোন একটী অবৈধ বা অসৎ কর্ম্ম করিয়া ভবিষ্যতে আদৌ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। বাহিরে সে যতই নিরুদ্বেগের ভাণ করুক, কিন্তু তাহার মধ্যে কন্‌সেন্স বা বিবেক বলিয়া যে একটি বস্তু আছে, তাহা তাহাকে কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না। সে বস্তুটী ভিতর হইতে অনবরত তাহাকে তাহার কৃতকর্ম্মের সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। তাহার কর্ম্ম যে অসৎ নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহার সমস্ত এনার্জি (উদ্যম)টা নিযুক্ত হয়।

নাস্তিকগণ 'ঈশ্বর নাই' বলিয়া ঢাক করিয়া থাকিলেই পারেন, কিন্তু তাঁহারা যুক্তিতর্ক দিয়া প্রমাণ করিবার ব্যস্ততা হইতেই তাঁহাদের আত্মপ্রতীপ দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া যায়। সাধু-শাস্ত্র-বিগর্হিত কোন কার্য্য করিলে মানুষ বাহিরে যতই না কেন নিউট্রাল (নিরপেক্ষ) ভাব দেখান না কেন, তাঁহার বিবেক তাঁহাকে ধাক্কা দিবেই।

আমরা সাধু-শাস্ত্র-মহাজন-বাক্য প্রচার করিতে গিয়া প্রত্যহই লক্ষ্য করি যে—যাহার যেখানে দুর্ব্বলতা, সেইখান হইতেই সে ব্যক্তি এক্সপোজড্ হইতে আরম্ভ হয়। মনে করুন, কোন সময়ে গুরুতত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে সদ্‌গুরুর লক্ষণ বলিতে গিয়া অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের লক্ষণও কিছু আলোচনা হইতেছে। যাঁহারা সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু অর্থাৎ সত্য সত্য সদ্‌গুরু-কৃপাপ্রার্থী, তাঁহারা এ প্রসঙ্গ বিশেষ আনন্দের সহিত শ্রবণ করেন, কিন্তু যাহারা বক-ধার্ম্মিক, অসৎকর্ম্মাসক্ত ও তাহাদেরই চিত্তানুরূপ গুরু পাইয়াছে, তাহারা অমনই 'ঠাকুর ঘরে কে—কলা খাই না' ন্যায়ে বলিয়া উঠিবে—'মহাশয়, আপনারা গুরুনিন্দা করেন কেন?' অসৎকে অসৎ বলিবার স্পর্দ্ধা একমাত্র সজ্জন বা সাধুরই থাকিতে পারে। যাহার যেখানে দুর্ব্বলতা, সে সে কথাটীর উপর কখনও ষ্ট্রেস (জোর) দিয়া বলিতে পারিবে না। যেমন 'ন বাচ্যামুপযুঞ্জীত' এই ভাগবত-বাক্যটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভাগবত-ব্যবসায়িগণ কখনই সর্ব্বান্তঃকরণে "ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা লইতে নাই" এ ব্যাখ্যার অনুমোদন করিতে পারিবে না; অথবা মুখে বলিলেও কার্য্যে প্রমাণ করিতে পারিবে না। যে সকল গোঁসাই বা বাবাজী যোষিৎসঙ্গী—লম্পট, তাহারা মহাপ্রভু-কথিত "বৈরাগী হঞা করে স্ত্রী-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারোঁ মুঞি তাহার বদন॥ ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিঞা। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" প্রভৃতি বাক্য আদৌ আলোচনা করিতে চাহিবে না। অথবা 'ঐ জোর, ঐ জোর'

দুষ্টামি ঢাকিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু সাধু শাস্ত্র যে অন্তর্যামী, তাঁহারা তাহাদের মর্ম্মব্যাধির যে সব ধরিয়া ফেলেন।

আজকাল দেখিতে পাই, কতকগুলি চরিত্রহীন লোক বাবাজী, গোঁসাই প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া হরিনামের মহিমা প্রচারে বড়ই ব্যস্ত। উহাদের ধারণা—যে যতই পাপাসক্ত হউক না কেন, পাপাসক্তি থাকিতেও হরিনাম করিলে তাহারা পাপমুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু মূর্খেরা জানে না বা তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি ছাড়িবার ভয়ে জানিবার সাহসও করে না যে—নামাপরাধ বলিয়া একটা বিষয় আছে, দশ প্রকার নামাপরাধ বিদ্যমান থাকিতে "নহজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না কৃষ্ণপদে পায় প্রেম ধন॥" তাহারা সযত্নে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে যে, পাপাসক্তি থাকিতেও হরিনাম হইতে পারে। "আর পাপ কর্ম্ম করিব না", এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিলে অবশ্য নামাপরাধ দূর হইতে পারে। কিন্তু পাপকে প্রশ্রয় দিবার জন্য হরিনাম করিলে, সে হরিনাম প্রায়োকোনের হরিনামই হইয়া থাকে, হতভাগ্যেরা তাহা কিছুতেই বুঝিবে না। পাপাসক্ত লোক যতই না কেন ভক্তির ভাণ দেখাক্, তাহারা সত্যবাণী বলিবার উচ্চ কণ্ঠ কোথায় পাইবে? পাপ যে তাহাদের গলা চাপিয়া রাখিয়াছে। তাই কোন দিকে কূল কিনারা না দেখিয়া ঐ সব পাপীরা বাবাজী বৈরাগীর বেষ লইয়া গ্রীসজী হইয়াও নামপরায়ণ ভক্তের ভাণ করিয়া গ্রীসজটাকেও নাম মাহাত্ম্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভক্তাঙ্গরূপে চালাইতে চায়—ভক্ত নামে কলঙ্ক-লেপন করিবার স্পর্দ্ধা করে।

উপরিউক্ত শ্রেণীর লোক সাধুগণ-কথিত শাস্ত্রের সত্য বাক্য তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়া দিতেছে দেখিয়া 'সাধুরা পরচর্চ্চক, পরনিন্দক' প্রভৃতি বলিয়া 'ঐ চোর, ঐ চোর' নীতি অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-কর্ত্তা অন্তর্যামী ভগবান যে সমস্ত দুষ্টামিই ধরিয়া ফেলিতেছেন।—

লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

দুষ্টগণ তাহাদের দুষ্টামির কথা যতই চাপা রাখিতে যাইতেছে, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাহা ততই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। উহাদের নিজেরাই উহাদের দুষ্টামি জাহির করিয়া দিতেছে? দুষ্টেরা নিজেদের দুষ্টামি ঢাকিবার জন্য কতপ্রকারেই না সত্যের অপলাপ করিতেছে!

সত্যের বিরোধ করিবার জন্য যে যত চেষ্টাই করুক না কেন, সত্য তাঁহার স্থানেই নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। যথা—প্রাচীন নবদ্বীপের গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ শ্রীমায়াপুরপল্লী কখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে ক্যাকড়ার মাঠে যাইবেন না; ইহা মতলববাজেরা যেন স্থির নিশ্চয় করিয়াই জানিয়া রাখে। গৌরহরির ধাম গৌরহরির একান্ত ভক্তেরাই প্রকট করিতে পারেন। কৌপীন তিলকধারী সেবানামাপরাধী বাবাজীর দল জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চেষ্টা করিলেও ক্যাকড়ার মাঠই আবিষ্কৃত হইবে। অপকর্ম্মও করিবে, আর চোখও রাঙ্গাইবে, ভগবান্ তাহা কখনও সহ্য করিবেন না। শ্রীধাম একটী সারনাথ শ্রেণীর স্থান নহে যে, মাটি খুঁড়িলেই তাহা বাহির হইয়া পড়িবে। প্রাকৃত কোন চেষ্টা দ্বারা শ্রীধাম নিরূপিত হইতে পারে না। যতই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানের নাম, ধাম প্রভৃতি বিচার করিতে যাইবে, ততই বিপদে পড়িবে। এসকল কথা বুঝিতে হইলে সত্য সত্য সদ্গুরু পাদাশ্রয় করিতে হয়। অমীয় বুদ্ধ্য বাজাইবার ফন্দী আর ধাম-সেবা এক বস্তু নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল সত্য কথা বলিতে গেলে দুষ্টেরা "আমি কলা খাই না" বলিয়া আত্মরূপ প্রকাশ করিয়া বসিবে। সুতরাং আজ আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না।

লোকপিতামহ আদি গুরু

(চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা)

[৩]

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বাদাবিদ্যারী)

ভগবান্ ব্রহ্মার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন—শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে। মহাপ্রভুর পরমভক্ত গোপীনাথ আচার্য্যরূপে জগৎপতি ব্রহ্মাই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরপদ সেবায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদাবতার ঠাকুর হরিদাসেও ব্রহ্মা মিলিত হন; সেজন্য 'ব্রহ্ম হরিদাস' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিত আছে—"গোপীনাথাচার্য্য নাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।" লীলাময় প্রভু যখন দ্বারকায়, তখন একদিন তিনি তাঁহার প্রিয় সেবক মধুমঙ্গলকে কৃপা করিয়া আর এক অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তাঁহার সাগর-মেখলা-বেষ্টিত সুন্দর দ্বারকা পুরীতে চতুরানন আগমন করিয়াছেন; দ্বারপাল তাঁহাকে রোধ করিলেন, বলিলেন,—

"প্রভুকে [illegible] বলুন; আমি [illegible] তাঁহার অনুমতি পাইলে [illegible] যাইবেন।" ব্রহ্মা বলিলেন,—"তাঁহাকে বলুন, আপনাকে দর্শন করিতে ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" দ্বারপাল প্রভুর কাছে গিয়া তাহাই নিবেদন করিলেন। প্রভু একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোন্ ব্রহ্মা?" দ্বারপাল আসিয়া ব্রহ্মাকে সেই কথা বলিলে, ব্রহ্মা বড় বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—"এ আবার কি কথা? ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা আবার কত জন আছে যে, তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কোন্ ব্রহ্মা? জানি না, ছলনাময়ের এ আবার কি ছলনা!" তিনি দ্বারপালকে বলিলেন,—"বল গে, সনক-সনাতনের পিতা চতুরানন ব্রহ্মা"

দ্বারপাল আবার প্রভুর পাদমূলে গিয়া এই কথা বলিলে, তিনি তাঁহাকে তথায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। চতুরানন, দ্বারপাল সহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিয়া আসনে বসাইলেন। বিশ্রম্ভ আলাপের পর ব্রহ্মা বলিলেন,—'প্রভো! আপনার একটি কথায় আমায় বড় বিস্ময় ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। দয়া করিয়া তাহা নিরসন করুন। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন,—'কোন্ ব্রহ্মা আসিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? আমা হইতে অন্য আরও ব্রহ্মা আছে না কি?"

তখন অনন্ত-কোটি চিদচিদ্ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদিকে স্মরণ করিলেন। অমনি অত্যল্পকাল মধ্যে আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত, প্রদীপ্ত মূর্ত্তি সহস্র সহস্র ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক যোড়হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অচিন্ত্যপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, কাহারও দশমুখ, কাহারও বিংশমুখ, কাহারও শত, কাহারও সহস্র, কাহারও অযুত, কাহারও লক্ষ কাহারও কোটি মুখ দেখিয়া সনক-পিতা চতুরানন ব্রহ্মা, শত শত হস্তিবৎসের মধ্যে ক্ষুদ্র শশকের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্থির-ভাবে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে সকলকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া স্ব স্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রস্থান করিলেন। ভগবন্মায়ায় তাঁহারা পরস্পর কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। চতুরানন শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহিমায় মুগ্ধ [illegible] তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন [illegible] লেন,—[illegible]

[illegible]

এই ব্রহ্মাণ্ড যাহা পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, তাহাতে মুখ [illegible] চতুরানন, অন্যত্র, কোন ব্রহ্মাণ্ড [illegible] ব্রহ্মাণ্ড শত কোটি, [illegible] কোটি, ক কোটি [illegible] যোজন [illegible] বড় বড় ব্রহ্মাণ্ড আছে। যেমন [illegible] তাহাতে ব্রহ্মাও তেমনি [illegible]। আমার চতুষ্পাদ বিভূতির [illegible]। তন্মধ্যে অংশোক্ত, অন্তুত [illegible] ত্রিপাদ বিভূতি গোলোক [illegible] এবং একপাদ বিভূতিই—মায়িক [illegible]। এসকল আমার একপাদ বিভূতি, পূর্ণ বিভূতির কে পরিমাণ করিবে?" ব্রহ্মার আজ আরও অনেক জ্ঞান লাভ হইল। তিনি বিদায় লইয়া শ্রীভগবানের পাদবন্দনা পূর্ব্বক সেই সর্ব্বসম্পদময় শ্রীচরণই চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। শ্রীপদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"ভবেৎ ক্বচিৎ মহাকল্পে ব্রহ্মা
জীবোহপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণু র্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনা-বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন, তখন মহাবিষ্ণুই স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব, দুইই সিদ্ধ হয়। তিনি শ্রীভগবানের গুণাবতার, কোন শাস্ত্র তাঁহাকে আবেশ অবতারও বলেন। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"সূর্য্যদেব যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে কিঞ্চিৎ পরিমিত স্বীয় তেজঃ প্রকাশ করিয়া তাহাকে দাহাদি কার্য্যে সমর্থ করেন, তেমনি শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাতে স্বীয় শক্ত্যংশ সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি রচনা করেন।" অতএব, ব্রহ্মা সাধারণ জীব হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। [illegible] শম্ভুতে অধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি আছে। ব্রহ্মা ও শম্ভুর দুইটী স্বরূপ—একটী স্বরূপগত, আর একটী অধিকারগত, নিজস্বরূপে তাঁহারা ভগবৎ সেবক। মায়িক-গুণের অধিকারিরূপে তাঁহারা প্রাকৃত জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহাদের সেই স্বরূপে একজন কর্ত্তা [illegible] চালক, অপর জন [illegible]। কিন্তু তাঁহাদের নিজ [illegible]

[illegible]

প্রেরিত পত্র

[illegible]

[illegible] সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু

মহাশয়,

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে বহু দূরে বাস [illegible] করিলেও ভাগ্যহীনতার দোষে সেই গৌড়-জন্মভূমির সন্ধান রাখি না; নিকটে থেকে বাস করিলেও, পরম-পুণ্যের [illegible] সে যেমন দুর্ভাগ্য-বশতঃ পরমধন ভাগবতে বঞ্চিত হয়, তেমন আমার মত ভাগ্যহীনগণেরও অবস্থা সেইরূপ। তাহা ছাড়া নবদ্বীপ বলিলে যে নয়টী দ্বীপ-যুক্ত ভূখণ্ড বুঝায় এবং উহা যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত-নবধাভক্তির পীঠ-স্বরূপ, তাহাও জানিতাম না। তাহাও অহৈতুকী কৃপাবারিধি আপনারা ও জগদ্বাসী সকলকেই সাদরে আহ্বান করিয়া যাত্রিগণকে সেবা-বাঞ্ছিত মহা-প্রসাদ দানে অপ্রাকৃত ধাম-পরিক্রমা ও ধামবাসের সুযোগ দিতেছেন, শুধু তাহাই নহে; যে তীর্থ-ক্ষেত্রে যাত্রি-আবাস নির্ম্মাণ করিয়া, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া, এবং হরিকীর্ত্তনের আয়োজন করিয়া দেশ-প্রকৃতি জন-সাধারণের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জন করিবার, ব্যবসা করিবার ব্যবসায়ীগণ বাস করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনারা বাস করিয়া আজ যে প্রকৃত ধাম-সেবার আদর্শ দেখাইতেছেন, এ সংবাদে মাদৃশ অধমের চিত্তেও আনন্দ দিতেছে না।

এই সংসারে সকলেই স্বার্থপর বা অপর [illegible] ব্যবসাদার। এখানে

রুদ্রসম্প্রদায়াচার্য্য,—ইহা মহাভারত ও পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে।

বেদ-গুহ্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাঁহারাই সম্যক বিদিত আছেন। তাঁহাদেরই কৃপায় তাঁহা ভাগ্যবান্ জন অবগত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"তদ্ বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।"

অর্থাৎ জড়বস্তুমাত্রবিশেষ হইতে পৃথক্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও যিনি কারণ বা প্রতিষ্ঠা, সেই বেদগুহ্য উপনিষদালোকের মূল ও আলোকচ্ছটায় আবৃত তোমার গূঢ় স্বরূপ পরমতত্ত্ব বস্তুকে ব্রহ্মা জানেন।

মুণ্ডকোপনিষদ্বাক্যে, আমরা সেই [illegible] বস্তুকে প্রণাম করি,—

"[illegible]"

পিতার একটী উদ্দেশ্য পুত্রের পৃথক্ উদ্দেশ্য। বাহিরে এক উদ্দেশ্য দেখিলেও কাজের সময় তাহার বিপর্য্যয় হয়। এখানে শুধু আর্থিক-কার্য্যে ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিলে সন্তুষ্ট হই নাই, পরমার্থে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। যে শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন সাধকের ইষ্ট-বস্তু-সেবা, যে শ্রীনাম-কীর্ত্তনে আত্ম-শোধন ও অপর-শোধন হইয়া প্রভু-ভজন হয়, সেই বিগ্রহ-সেবা ও নাম-কীর্ত্তন আজ পূজকের ও কীর্ত্তনীয়ার উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শুধু তাঁহার নিজের উপজীব্য নহে,— তাদৃশ ভোগোন্মত্ত ব্যক্তির পরিবার-ভুক্ত ইতর কার্য্যে, ইতর উদ্দেশ্যে জীবিত বহু লোকের। পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব যে ভগবানের সেবাযোগে প্রমত্ত হইয়া সেবা-বিমুখ ব্যক্তিকে ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত করিবার জন্য স্বীয় ইষ্টদেবকে মন্ত্রদান-ছলে মিলাইয়া দেন, আজ সেই ব্যাপারটা লইয়া কপট ব্যক্তিগণ নিজেরা গুরু-সমীপে গমন না করিয়া ঘরে ঘরে গুরু সাজিয়া অবোধ-কুলকে ভগবানের-সেবায় নিযুক্ত করিবে বলিয়া মন্ত্রদান করিয়া বার্ষিকের ব্যবস্থা, নিজ কন্যার বিবাহে, পুত্রের উপনয়নে, গৃহ-নির্ম্মাণে, বাগান-বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য শিষ্যবর্গের অর্থ ও দেহ নিযুক্ত করিতেছে। হায়! হায়! কলিকালে সকলই সম্ভব হইতেছে।

এহেন ধর্ম্ম-সঙ্কটে, জীবের দুরবস্থার সময়ে আজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের যে চেতনবাণী প্রকাশ হইতেছে, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় শবতুল্য জীবের হৃদয়েও সাড়া দিতেছে। 'যেচে যেচে প্রেম দেয়'—একথা এতদিন শুনা কথা ছিল, আজ তাহা কার্য্যে প্রকট হইয়াছে। আমরা একথা আবার আপনাদের দ্বারাই বুঝিতে পারিতেছি।—

গত ২রা মাঘ মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীল ভারতীমহারাজ আমাদের সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ আসিয়াছিলেন। আপনা হইতে তিনি নগরকীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভাগবতে এত ভাল ভাল কথা আছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে কোনও পাঠকের নিকট শুনি নাই। পাঠে বহু বহু হৃদয়গ্রাহিণী পরম সত্য কথা শ্রবণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সর্ব্ব-বিষয়ে আমরা দীন হীন অযোগ্য হইলেও আপনারা আমাদের কুটীরের দ্বারে আসিয়া হাতে ধরিয়া আমাদের নিজ নিত্য-ধামে লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। পাঠান্তে স্বামীজি আমাদিগকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলকেই লইয়া আগামী ধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ-ছলে আদেশ করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন তাঁহার আদেশ পালনে সমর্থ হইয়া ধাম-পরিক্রমায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের ন্যায় মহানুভব বৈষ্ণবগণের সঙ্গ-কৃপায় জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অপ্রাকৃত চরণদর্শন করিতে পারি।

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীচিন্তামণি হালদার।

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী-মহারাজ গত ১লা মাঘ সোমবার ২৪ পরগণা শুকদেবপুরের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে 'শ্রীভগবানের দয়া' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা যে দিক দিয়া ভগবানকে দয়াময় বলি, তাহা কিন্তু তাঁহার প্রকৃত দয়ার পরিচয় নহে। এ সংসারে জীব বিবিধ অভাবে জর্জ্জরিত। ভগবানকে ডাকিয়া যে জীব যখন যে অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হয় সে তখন সেই ভাবে ভাবিত হইয়া ভগবান্‌কে দয়াময় বলে, কিন্তু অভাব না মিটিলে সেই ব্যক্তিই সেই মুখে তাঁহাকে দয়াহীন বলে। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ আমাদিগের সাময়িক অভাব মিটাইলেও অভাবের পশ্চাতে অভাব দিয়া আমাদিগকে আমাদিগের স্বভাবের দিকে লইবার জন্য চেষ্টিত। এহেন দয়াময়ের দিক্ দিয়া দয়াটা উপলব্ধি করিতে পারিলে জীব তখন তাহার অভাবগুলি স্বকৃত-কর্ম্মফল জানিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে ভোগ করিতে থাকে আর দয়াময়ের শ্রীচরণ-সেবা-প্রাপ্তিরূপ দয়ার দিকে তাকাইয়া থাকে।

সভায় প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নিস্তব্ধ একাগ্রচিত্তে কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছেন।

নানা কথা

নবদ্বীপ হইতে নারী চালান
আসামী ধৃত

গত ১৬ই জানুয়ারী নবদ্বীপ সহরের গঙ্গানন্দ ঘাট হইতে ২টী স্ত্রীলোককে লাহোরে বিক্রয়ের নিমিত্ত নবদ্বীপের গোবিন্দ প্রামাণিক ও হরিপদ অধিকারী নামক দুই ব্যক্তি লইয়া যাইতেছিল। স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়া নবদ্বীপ ষ্টেশনে স্ত্রীলোক দুইটীকে দেখিতে পাইয়া উদ্ধার করিয়াছে। আসামী পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া গ্রেপ্তার করতঃ কৃষ্ণনগরে চালান দিয়াছে।

আমরা পুলিসের এই সৎ-কার্য্যের প্রশংসা করিয়া সহরের যাবতীয় দুষ্ট ও বদমায়েস ব্যক্তির অত্যাচার হইতে নিরীহ শিষ্টগণের সাহায্যার্থ উৎসাহান্বিত করিতেছি।

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন

মহেশগঞ্জ ষ্টেশনটি কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ-ঘাট লাইট রেলওয়ে অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে বহু লোক প্রত্যহ কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, ঢাকা, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। তদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি দর্শনার্থ আগমন করিয়া থাকে। দোল পূর্ণিমার নয়দিবস পূর্ব্ব হইতে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ হইতে নবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হয়। এই পরিক্রমায় যোগদানের নিমিত্ত সহস্র সহস্র যাত্রী মহেশগঞ্জ-ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শ্রীমায়াপুরে আসিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত রণজিৎ পালচৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় ষ্টেশনটী স্থাপিত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত তিনি যাত্রিগণের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই ষ্টেশনটীতে যাত্রিগণের থাকিবার স্থান অথবা পানীয় জলের নিমিত্ত কোনও কূপাদির সুবন্দোবস্ত নাই। আমরা শুনিতে পাইলাম, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ নাকি ঐ অভাব দুইটীর নিরাকরণের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া পুনরায় উহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আশা করি, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় ঐ প্রস্তাব দুইটি মঞ্জুর করিয়া অতি সত্বর যাত্রিগণের থাকিবার নিমিত্ত দুইটি ঘর এবং ইন্দারা নির্ম্মাণ করিয়া যাত্রীদিগের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন।

শীত না বর্ষা

তিন দিন যাবত এরূপ বৃষ্টি হইল যে লোকের মনে শীতের পরিবর্ত্তে বর্ষা কালেরই স্মৃতিই জাগরিত হইয়াছে। চলিত ভাষায় একটা কথা আছে যে, 'যদি বর্ষে পৌষে, সব যায় তুষে'—এবারও তাহাই হইল। ছোলা প্রভৃতি রবিশস্য অস্বাভাবিক অতিরিক্ত বর্ষায় নষ্ট হইতে চলিল। শীতকালে বৃষ্টিপাতের ভয় নাই বলিয়া সাধারণতঃ এই ঋতুতেই ইষ্টক প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হয়। এই বর্ষাতে অনেকের কাঁচা ইষ্টক কর্দ্দমে পরিণত হওয়ায় প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

ম্যাঙ্গালোর-পেশোয়ার এক্সপ্রেস

মাদ্রাজের ১৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ম্যাঙ্গালোর-পেশোয়ার এক্সপ্রেস ট্রেণ আগামী এপ্রিল মাস হইতে চলিবে। ট্রেণখানি মাত্র বড় বড় নগরে থামিয়া যথাবৎ যাইবে। মাদ্রাজে বিভিন্ন স্থানের ডাক আনিলে তবে এই ট্রেণ ছাড়িবে।

শান্তিপুর-সংবাদ

চুরি-ডাকাতি

প্রকাশ, শান্তিপুরে আজ কাল প্রত্যেক গৃহস্থ চুরি ডাকাতির ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক। অনেকে নিদ্রাহীন অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতেছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে চৌধুরী পাড়ায় দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটীতে রাত্রি প্রায় ১২টার সময় ৫।৬ জন দুর্বৃত্ত বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্ত্রীর গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে থাকে, তিনি বাধা দিলে তাঁহাকে ছোরা ও লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন করিয়া ট্রাঙ্ক বাক্সাদি লইয়া পলাইয়া যায়। দেবেন্দ্র বাবু আজিও এখনও শয্যাগত। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে বেড়পাড়ায় একটি চোর সিঁদ-কাঠীসহ ধরা পড়িয়াছে।

গত ১৬ জানুয়ারী তারিখে রাত্রিতে তোপখানা পাড়ায় মেলবারসেখ নামক এক মুসলমান গৃহস্থকে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লইবার চেষ্টা করে। নিকটেই মেথর শেড্ ছিল। তাহারা সাহায্যার্থ আসিলে দুর্ব্বৃত্তগণ কিছুই লইতে পারে নাই। পাহারার কড়া ব্যবস্থা প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বে তপাটিয়ারগণ রাত্রে পাহারা দিয়া নিজেদের গ্রামবাসীর উপকার করিতেন, এখন তাহাও বন্ধ হইয়াছে। আশা করি স্বেচ্ছাসেবকগণ এই প্রকার চুরি ডাকাতির নিরাকরণে পুনঃ যত্নবান হইবেন।

ট্রেণ ও ডাক

শান্তিপুরে রাত্রি ১১টার পর একটি ট্রেণ আসে—দেশবাসীর ঐ ট্রেণের কোনই উপকারিতা নাই। আরোহী আসে না বলিলেই হয়। কর্ম্মচারিগণ অনর্থক কষ্ট পান। জনসাধারণের ধারণা এই—ট্রেণে দুষ্ট লোক আসিবার সুযোগ হইতেছে। ট্রেণের অসুবিধার জন্য ডাক ঘরের পত্রাদি পাওয়ারও গ্রামবাসীর অসুবিধা হইতেছে রাত্রির ট্রেণখানি তুলিয়া দিয়া প্রাতে ৬৷৷০ টার সময় একখানি ট্রেণ রাণাঘাট হইতে যদি আসে, ঐ ট্রেণে রাত্রের সমস্ত ডাক শান্তিপুরে আসিতে পারে। ফলে ৯টার মধ্যেই ডেলিভারি হওয়া সম্ভব হয়। জরুরী কাজকর্ম্ম ঐদিনই সমাধা হইতে পারে। এখন প্রায় ৯৷৷০।১০টার সময় ডাক ঘরে ডাক আসে। ফলে দূরবর্ত্তী স্থানের গ্রামবাসী ২৷৷০টার পর পত্রাদি পান। আমাদের সেই জন্য ট্রেণের কর্ত্তৃপক্ষ ও ডাক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন, তাঁহারা এ বিষয়ে একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা করুন। উক্ত ৬৷৷০টার ট্রেণখানি যদি পুনরায় ৭৷৷০টার শান্তিপুর হইতে বরাবর কলিকাতায় ১০টার পূর্ব্বে যায় তবে অনেকগুলি ডেলি প্যাসেঞ্জার দেশ হইতে কর্ম্মস্থল কলিকাতায় যাতায়াত করিতে পারেন।

স্বাস্থ্য ও অন্যান্য

এবার শান্তিপুরের স্বাস্থ্য পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা ভালই আছে। তরকারির মূল্য প্রায়ই সুবিধাজনক হইতেছে। কয়েকজন বিদেশী বণিক আসিয়া কলাইয়ের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। দুধের মূল্য কম। নূতন চাউলের মূল্য আশানুযায়ী কম নহে। কালনার আতপ আমদানী না হওয়ায় সকলেই অসুবিধা বোধ করিতেছেন। নালনঘাটের চাউলই এদেশে প্রচলিত ছিল। ফলে ভাটা চাউল স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে। মহাজনগণ এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। মিউনিসিপ্যালিটীর চেষ্টায় এবার ম্যালেরিয়া কম।

"মুক্তি" সম্পাদকের বিচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ১৭ই জানুয়ারী মানভূমের ডিপুটী কমিশনারের আদালতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রাকর অনুপস্থিত ছিলেন। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী মোকর্দ্দমার তারিখ পড়িয়াছে। মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে ২০০ টাকা মুচলেকা দিবার আদেশ দিয়া এক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি করা হইয়াছে।

এস, আই, রেল ষড়যন্ত্র-মামলা

ত্রিচিনপল্লীর ১৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ষড়যন্ত্র মামলায় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার, সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার প্রভৃতি ১৯ জনের বিরুদ্ধে ১২০ বি ও ১০৯ ধারা এবং ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১২৬ ও ১২৮ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিয়া দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। ইঁহারা হাজতে আছেন।

মুক্তি-ফৌজের নেতৃত্ব

লণ্ডনের ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, হাইকোর্ট হইতে এই মর্ম্মে এক ইন্‌জাংশন জারী করা হইয়াছে যে, ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত জেনারল বুথের উত্তরাধিকারী নিয়োগ বন্ধ রাখিতে হইবে। ঐ দিন পুনরায় এই বিষয় আদালতে উপস্থিত করা হইবে। কমিশনর হিগিন্স অস্থায়িভাবে মুক্তি-ফৌজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন হইতে জেনারল বুথের সহকারিতা করিয়া আসিতেছেন। খুব সম্ভব ইনি পরে স্থায়িভাবে মুক্তি-ফৌজের নেতৃত্ব পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

মধ্যপ্রদেশে রাইফেল-ক্লাব

ডাঃ মুঞ্জের বিবৃতি

বোম্বাই, ১৮ই জানুয়ারী।

ডাঃ মুঞ্জে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া বলিতেছেন, রণজ্ঞ দ্বারা জাতীয় যুবকদের জাতীয় শক্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্য শীঘ্রই মধ্যপ্রদেশে, এ বেরারে প্রাদেশিক রাইফেল এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই নূতন এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কতকগুলি দোষ পরিহার করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমাদের শিক্ষার দোষে ছাত্রদের মধ্যে নেতৃত্বের শক্তি জন্মায় না, নূতন কার্য্য করিবার সাহস থাকে না, খেলা-ধূলার ভাব ও নিয়মপ্রীতি কেমন দেখা যায় না। এ কথা ইণ্ডিয়ান স্যাণ্ডহার্ষ্ট কমিটীর রিপোর্টেও স্বীকৃত হইয়াছে। রাইফেলের গুলী চালনার অভ্যাস দ্বারা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আসিলে জাতীয় যুবকদের ঐ সকল দোষ দূরীভূত হইতে পারে। —দৈঃ বসুমতী

সর্দ্দারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদিগের বিরাট অভিযান

গত ২১শে জানুয়ারী কাঁকিনাড়ার এ্যাংলোইণ্ডিয়ান জুট মিলের তাঁত-বিভাগের বহু শ্রমিক কলিকাতার দিকে এক বিরাট অভিযান করিয়াছিল। তাহারা কলিকাতায় আসিয়া মিলের এজেণ্ট মেসার্স ডানকান ব্রাদার্সের কার্য্যের সম্মুখে জড় হইয়া মিঃ ইনসের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। মিঃ ইনসে কার্য্যের বড় সাহেব। তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিলের জনৈক সর্দ্দারের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ করিয়াছে। প্রকাশ, তিনি তাহাদিগের অভিযোগগুলির তদন্ত করিতে ও সম্ভব হইলে সেই সমস্তের প্রতীকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাহারা আবার স্বস্থানে চলিয়া যায়।

ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ

পদুকোটার ১৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, তথাকার নাবালক রাজার নিমিত্ত একজন ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইবে। ৮০০ শত টাকা বেতন দেওয়া হইবে। উক্ত শিক্ষয়িত্রীর নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এক বাড়ী তৈয়ার করা হইতেছে।

[illegible]

[illegible]

গত রবিবার [illegible] দুধার [illegible] [illegible] তৈয়ারি [illegible] বহু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং [illegible] পণ্ডিতের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পরলোকগত [illegible] বলী, [illegible] শ্রীতির উল্লেখ করিয়া [illegible] বহু প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন।

সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির শিল্প-প্রদর্শনী

সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতির শিল্প-বিদ্যালয় গৃহে ৪নং বেণিয়াটোলা লেনে একটি শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে। গত ১৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মাননীয়া সন্তোষের রাণী সাহেবা উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী মহিলা-সমিতির তরফ দিয়া কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পরে মাননীয়া সন্তোষের রাণী সাহেবা প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। প্রদর্শনীতে সমস্ত বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট কুটীর শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শনী ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত খোলা ছিল, গত ২০শে জানুয়ারী রবিবার শুধু মহিলাদের জন্য খোলা ছিল।

তাঞ্জোর-জেলা-রায়ত-সম্মেলন

মাদ্রাজের ২০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মাদ্রাজ-জেলা-রায়ত-সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মিঃ সেতুমাধবা আয়ার বলেন,—পল্লীর কাজই প্রকৃত কাজ, দেশের ও পল্লীর প্রাণ প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি অবহেলিত হইতেছে; ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে যথাযথভাবে এইগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেই জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে। জগতের উপর দিয়া জড়বাদের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। ঐ গুলিকে অবহেলা করিবেন না। ঐ সমস্ত দেশপ্রাণ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে।

ঘুড়ি উড়াইতে প্রাণ-বিয়োগ

ঢাকা পোগোজ স্কুলের শিক্ষক বাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষের [illegible] পুত্র ঘুড়ি উড়াইতে গিয়া ছাদের উপর হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত উত্তর

[নিম্নলিখিত পত্রখানি নিয়মের অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ায় আমরা সংক্ষেপ করিয়াছিলাম। পত্রখানিতে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা সমালোচনা করিলে, আমরা স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণের অনুমতি লইয়া আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। নিরপেক্ষ সত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া অনেক প্রাচীন গূঢ় বিষয় জানিতে পারিবেন এবং অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, মাত্র কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে অসত্যকে সত্য বলিয়া বা নকলকে আসল বলিয়া চালাইবার কি ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র ধর্মের নামে আজ অবাধে বাঙ্গালার সমাজে চলিয়াছে। সং প্রঃ সঃ]

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

মহোদয়!

আমি কয়েকদিনের জন্য আমাদের অতীত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে অবস্থান করিয়াছিলাম। তাহাতে স্থানীয় কতিপয় কথা—যাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবে, মনে করিয়া আমার এই পত্রখানি আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় পত্রস্থ করিলে আনন্দিত হইব।

১। আমি শুনিয়াছি,—শ্রীব্রজমোহন সিংহ ওরফে শ্রীরাধাকিশোর দাস যে প্রাচীন মাজাসার ভূমিতে সিকাপুর গ্রাম উঠাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহা তাহার উপযোগীই হইয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের পরিবর্তে তিনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগের নবদ্বীপকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কাণের ধারণা-বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত।

২। যেখানে মুসলমানদিগের বৃহৎ অট্টালিকার মাজাসা ছিল, তাঁহাকে তিনি [illegible] স্থাপন করিয়াছেন। উহা কেবল মুসলমানদের কাজি ছিলেন মাত্র। হাতীকাটার [illegible] নবদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী [illegible] [illegible] আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস হইতে অবগত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই আদেশ [illegible] বিধর্ম-বাহুবলের দ্বারা প্রাচীন নবদ্বীপের নিদর্শন হইয়াছিল। সেই স্থান সকল প্রাচীন চিহ্নের পুনঃস্থাপন হইয়া গিয়েছে। শ্রীযোগপীঠ হইতে এই গ্রাম চতুষ্পদ পশুর মধ্যে অবস্থিত। 'হাতীকাটার মাঠ' আর মল্লার প্রাচীন নবদ্বীপের প্রাণ-সিদ্ধেশ্বর তুল্য ময়েছে খুলিয়া গিয়াছেন। এই হাতীকাটার মাঠ কোন শতাব্দীর নবদ্বীপের প্রাপক, তাহা ভক্তিরত্নের পাঠকগণ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, রামচন্দ্রপুরের বাঁকড়ার মাঠের মাজাসার অট্টালিকা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ, আর হাতীকাটার মাঠ, নবদ্বীপের মাঠ, দ্বীপের মাঠ, যোগপীঠ, গোপতাজার ডাঙ্গা, বামনপুকুর, বেলপাড়া, বল্লালদিঘী, ব্রহ্ম-পত্তন, কাজীপাড়া, তাঁতিপাড়া, শ্রীধর-অঙ্গন প্রভৃতি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার প্রাচীন নবদ্বীপ। বল্লালঢিপি, বল্লালদীঘি, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি প্রাচীন নিদর্শন উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার পশ্চিমপারের প্রান্তদেশ, মামগাছি প্রভৃতি রাঢ়প্রদেশের স্থান-সমূহকে পূর্বপারের ভারুইডাঙ্গা, রুদ্রপাড়া বিল্বপক্ষ, গাদিগাছা, মাজদিয়া, ব্রহ্মনগর প্রভৃতি গ্রামের সহিত জগাখিচুড়ি করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত।

৩। যদি ভক্তিরত্নাকরের ন্যায় গ্রন্থ না থাকিত, যদি ব্রহ্মবিভাগের ন্যায় স্মার্ত ভট্টাচার্য্য কোলদ্বীপের অধিবাসী না হই-তেন, প্রাচীন নবদ্বীপ, বিল্বপক্ষ প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ যদি কাব্যকৌস্তুভ-লেখককে প্রাচীন নবদ্বীপের সন্ধান না দিতেন, যদি শোনডাঙ্গার ব্রজনাথ মুখো-পাধ্যায় প্রাচীন নবদ্বীপের অনুসন্ধান না করিতেন, যদি স্যর উইলিয়ম হাণ্টার ২৪পরগণার ষ্টেটিসটিক্যাল একাউণ্ট না লিখিতেন, যদি নদীয়ার জেলা জজ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোকদ্দমার রায়ের মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপের সংস্থান না দিতেন, যদি প্রাচীন নবদ্বীপের নিদর্শন বল্লালসেনের ভগ্ন প্রাসাদ স্তূপ না থাকিত, যদি হাতীকাটার মাঠ লুপ্ত হইয়া যাইত, যদি কাজীর সমাধি ও তাঁহার বংশাবলীর অধ্যুষিত ক্ষেত্র বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে নগর বাজাইয়া শ্রীহট্টের কতিপয় পাণ্ডা জনসাধারণের চোখে ধূলি দিতে পারিত। কিন্তু তাহা-দের দুর্বল যুক্তি ও স্বকপোল-কল্পিত গল্প এবং বিদূষক প্রমাণাভাব সবল লইয়া মহাসত্যের বিরুদ্ধে আয়োজন করিতে যাওয়া অদূরদর্শিতার পরিচয়।

৪। স্থানীয় ভূম্যধিকারী পালচৌধুরী-গণ গঙ্গার পশ্চিমপারে বাহিরদ্বীপের জমির [illegible] তাহাদের প্রাচীন মুসলমানদের [illegible] লাভ করিয়া [illegible] [illegible] তাহা কতিপয় কোলদ্বীপবাসীর কুপরামর্শ ও অত্যাচার। তাই বলিয়া বাহিরদ্বীপের মাঠকে বাজে মতলবীদের মাঠ বলে, উহাকে নবদ্বীপ বলিয়া চালাইবার জন্য যে গালের মুখের কথা চাপা দিবেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অনুসন্ধিৎসুগণকে আমরা বলি যে, যদি উহারা প্রাচীন নবদ্বীপের সংস্থান নিরূপণ করিবার পর সকল বিষয় বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ঈর্ষা-প্রণোদিত কতিপয় নবদ্বীপবাসী যে স্বাধী-কল্পনায় চিহ্নিকে "প্রাচীন শ্রীবাসঅঙ্গন" আখ্যা দিয়া সে সকল স্থানের প্রাচীনতা দেখাইতে থাকিবেন, উহা তাঁহাদের ইতি-হাস আলোচনায় ভক্তি প্রদর্শন করিবে মাত্র।

৫। একের দ্বিগুণ দুই, একের তিন-গুণ তিন, দুইয়ের দেড়গুণ তিন প্রভৃতি সামান্য পাটীগণিতে পারদর্শিতা না থাকায় 'জগোলজি' বিদ্যার যে পশ্চাৎ-পদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বিংশ শতাব্দীর নবদ্বীপ সহর, ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-দ্বীপ সহর, অষ্টাদশ শতাব্দীর নব-দ্বীপ সহর, সপ্তদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ সহর, ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপ সহর, পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ সহর এবং তৎপূর্ববর্ত্তী শতাব্দীর নবদ্বীপ সহর কোথায় কতদিন অবস্থিত ছিল, সে বিষয় ধারাবাহিক আলোচনা করিলে শ্রীহট্টের পালমহাশয়, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের ও মদনসিংহের বংশধর ব্রজমোহন সিংহের ভ্রান্তিমূলা ধারণা সত্যের দিকে অগ্রসর হইবে।

৬। শ্রীব্রজমোহন সিংহ ও শ্রীকেদারে-শ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইষ্টকব্যবসায়ী শ্রীতারা-প্রসন্ন বাগচী, মৃত ডাক্তার নন্দীর ট্রাষ্টী-সূত্রে উত্তরাধিকারী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ মজুমদার বিদ্যাভূষণ দেববর্ম্মা মহাশয়, জামালপুরের শ্রীরাম-চরণ বসু, স্যাটারলিটি হোমের শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্য, শান্তিপুরের শ্রীরাম গোস্বামী-তনয় রাধিকানাথ গোস্বামীর স্বাবক-সম্প্রদায়, কাল্নার শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীগোপেন্দু তীর্থাদি ব্যক্তিগণ ভাল করিয়া এই সকল প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন যে, গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে স্থানগত পার্থক্য কালে কালে সংসাধিত হইয়াছে। সামাজিক বিপ্লব, দৈব বিপাক—ভূমিকম্পাদির সহিত এজিনিয়ার হার্ট সাহেবের বিচার-প্রণালী আলোচনা করিলে তাঁহাদের ভ্রান্তমতি অপসারিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে।

৭। চাঁদ কাজী, মিয়াজী মোল্লা, কাজী ও তদংশীয়গণের ইতিহাস, মৌলানা সিরাজুদ্দিন কাজী-বংশীয়গণের ইতিহাস, গোলাম মুসলমানদের ইতিহাস, মিলকি মোল্লা-পাড়ার ইতিহাস, গোকুল ঘোষাল মহাশয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কাঁদীর রাজবংশের ইতিহাস নদীয়ার মহারাজ-কুলের ইতিহাস এরূপ বহু সত্যের আবাহন করিয়াছে যে রামচন্দ্রপুরের ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ভগ্ন মসজিদ প্রাচীন শ্রীমায়াপুরের স্থানকে হাস্যজনক করিয়া লইয়া যাইতে কোন দিনই পারিবে না। গৌরনাগরী বাদের পুষ্টিকারক নদী-জেকী-মতের ছড়া গানের গায়ক ও আনন্দ বাগীশ-বাগীশ ভট্টাচার্য্যোপাধিক নবদ্বীপ বিদ্যালয়ের শিক্ষকাদি ব্যক্তিগণ সকলেই এক বাক্যে মহেশগঞ্জের পালচৌধুরী বাবুর বিবর্দ্ধন-নিমিত্ত, ব্রজমোহন সিংহ মহাশয়ের ও কতিপয় নারীর স্বপ্নাদেশ বর্দ্ধনের জন্য এবং মুর্শিদাবাদীগণের জেদ বজায়ের জন্য যত্ন করিতে পারেন, তাহাতে সত্যের একটী কেশও উৎপাটিত হইবে না। ইহা অলন্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে যে পাংশুরাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া সত্য স্বর্ণের উজ্জ্বলতা ক্ষণকালের জন্য পরিদৃষ্ট না হইলেও কালপ্রভাবে সত্যেরই জয় হয়। 'সত্যমেব জয়তে—নানৃতম্'। নিবেদক ইতি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ,

খুলনা।

দয়াময়ের দয়া

যাঁ'র কাছে না চাইলে দয়া পাওয়া যায় না, তাঁ'কে কেউ দয়াময় বল্তে চায় না। আর যিনি না চাইতেও দয়া করেন তিনিই দয়াময়। দয়াময়ের স্বভাব নির্দ্দয়ভাব থাকতে পারেনা। তবে অনেকের মনগড়া অভাব না মিটলে এহেন দয়ালুকেও তারা নিষ্ঠুর বল্তে কুণ্ঠিত হয় না।

দয়াময়ের স্বভাব—অভাবগ্রস্তের অভাব মিটান। এই জগতে জীবের অভাবের অবধি নাই। সেই অভাবের ভেতর যেটা যখন বেশী বলে বোধ হয়, তখন জীব সেইটাই পূরণ করবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়; কিন্তু ভোলা-জীবের বড় একটা ভুল হয় যে, তার সেই অভাবের পিছনে অভাব গুলি দেখ্‌বার অবকাশ থাকে না। এইভাবে অনন্ত অভাবস্রোতে ভাস্তে ভাস্তে জীবের অভাব মিটান আর সে হয় না—শান্তি লাভ দূরে থাক্, অশান্তির সার হ'য়ে পড়ে।

ভ্রান্ত জীবের শান্তির আগার এ সংসারে, বন্ধু বান্ধব সকলেই ভ্রান্ত, সুতরাং ভ্রান্ত-বন্ধুর সঙ্গে থেকে থেকে জীবের ভ্রান্তিটা না ক'মে বাড়তেই আছে। তাই সে এই অভাবের রাজ্যে অভাবের কারণটা সন্ধান ক'রে ধ'রতে পারছে না। এহেন ভ্রান্ত জীবের সাময়িক অভাবগুলি

দূর করেও দয়াময় তাঁহার নিজের অন্তরের স্নেহ পরিচয়টা খ্যাপ [illegible] রেখেছেন, তা যদি আত্মগ্রাহ্য ধ'রে ফেলতো, পারতো, তবে আর তাঁকে পায় কে ? সে তখন ভ্রান্তি ছেড়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে বাস করতে পারতো।

[illegible] একটা বড়দানের কথা চিন্তা করলে তাঁর চরণে লুটে পড়তে হয়—চির-[illegible] হতে হয়। সেটা যে কি, তা' চিন্তা করবার অবকাশ জীবের আছে কি ?

এজগতে বহুবিধ জীবের বাস। সকলেই স্বরূপে চেতন হ'লেও এই জড় জগতে, সকলেই বদ্ধ। কিন্তু সেই জীবের মধ্যে আবার তারতম্য বিচার করলে মানুষের সব চেয়ে সব দিকে সুযোগ সুবিধা উপস্থিত। এমন কি স্বর্গের দেবতার চেয়ে এই মানব জীবনের উপকারিতা বেশী। স্বর্গবিহারী জনগণের বহুপ্রকার ভোগের বস্তুর যোগাড় থাকলেও ভোগে অত্যধিক অভিনিবেশ থাকায় দয়ালের চরণ-প্রাপ্তির সুযোগ নেই, আবার মানবেতর জীবগুলিরও বিবেকের অভাব হওয়ায় দয়াময়ের বড়দানটা প্রাপ্তির অধিকার নাই। একমাত্র মানবই সেই শ্রেষ্ঠদান পেতে একমাত্র অধিকারী। সেই শ্রেষ্ঠদান আর কিছুই নহে, দয়াময়ের রাজ্যে যেয়ে নিত্যকাল দয়াময়ের সেবা-প্রাপ্তি-সুযোগ।

এ বিশ্বে যারা আপন ভুলে চলেছে, তারা নিজের দিকে তাকাবার সময় পায় না। কিন্তু তার মধ্যে যাঁরা ভাগ্যবান্, তাঁরা চলতে চলতে একবার নিজের পানে চেয়ে চলেন। এইরূপ দেখবার লোক দেখতে পান যে, এই বিদেশে এসে জীব নিজের স্বভাবটা ভুলে বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। সে নিজেকে এই জগদ্বাসী বলে জেনে স্বল্প সময় থাকবার স্থানটির জন্য কত না যত্ন করছে। অল্প সময় থাকতে হবে ভুলে যেয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু দয়াময়ের দয়ায় সেই প্রাণী আরও বেশ বুঝতে পারেন যে, তাঁর একটি নিত্যধাম আছে, নিজের নিত্য-স্বরূপ আছে—আর আছে সেই স্বরূপের নিত্য-কৃত্য। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবার সুযোগ এই মানব-দেহেই একমাত্র সম্ভব। সংসারত্যাগী অপরাধী জীবের হৃদয়ে যখন স্বধামপ্রীতিটা জেগে উঠে, তখন সে জড় আশার মুখে ছাই ফেলে দিয়ে পটুতর মানবতরী খানা অবলম্বন করে, শ্রীগুরুকর্ণধারের আশ্রয়ে. দয়াময়ের দয়ারূপ অনুকূল বায়ুভরে অপার পারাবারের পর পারে চলে যায়। তাই ভাবি, মানুষ হওয়াই ইহাই দয়াময়ের বড় দয়া।

পূর্ববঙ্গের মহোৎসব

(বর্দ্ধমান কালেজ সভাপতির অনুরোধে)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুধাকরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

সাধু ভাষায় যাহাকে "মহোৎসব" বলা হয়, পূর্ববঙ্গে সেই মহোৎসব শব্দটিরই অপভ্রংশ ভাবা এরূপ। শুধু যে মহোৎসব শব্দটি সম্প্রদায়বিজ্ঞদিগের কণ্ঠে পড়িয়া বিপন্ন, তাহা নহে ; মহোৎসবের বাস্তব ক্রিয়া কলাপগুলিও তথাকথিত ধর্মজ্ঞান-বিবর্জিত ব্যবসায়ীদিগের পাল্লায় পড়িয়া সম্পূর্ণ বিকৃত ভাবাপন্ন।

'মহা + উৎসব' অর্থে ইহ জগতে পুত্র-পৌত্র-বিবাহোৎসব, দুর্গোৎসব প্রভৃতি কোন উৎসবকেই লক্ষ্য করা হয় না। বিবাহোৎসব, দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসব নামে কথিত। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে উৎসব, তাহাকেই মহোৎসব, মহামহোৎসব বলা হয়। মহোৎসব, মহামহোৎসবের ফর্দ্দ বা তালিকা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর শ্রীগোপাল-প্রাপ্তির পর অন্নকূট মহোৎসব, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী-প্রদত্ত চিড়া-দধি-মহোৎসব, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণোপলক্ষ্যে বিরহ মহোৎসব, পরবর্ত্তিকালে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামহোৎসব (যাহার ন্যায় বিরাট মহোৎসব তৎপূর্ব্বে আর হয় নাই) প্রভৃতি প্রাচীন মহাজন ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত মহোৎসবের তালিকা বহু রহিয়াছে। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই বিপদ ঘটে না।

শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থে লিখিত তালিকার অনাদর করিয়া কতকগুলি ধর্ম্ম-ধ্বজাকারী মূর্খ সমাজ নূতন করিয়া একটা তালিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক উদর পূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয় তোষণের ব্যবস্থা করিয়েছে। ইহাতে সরলপ্রাণ শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের যে অজ্ঞাত-সারে মহানর্থ ও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়েছে, তাহা অল্প-বিবেচক ব্যক্তি-গণেরও বোধগম্যের বিষয় হইয়াছে। উহাদের মহোৎসবের তালিকার বিবরণ শ্রবণ করিলে বিজ্ঞজনমাত্রেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না ; অবশ্য অজ্ঞ ব্যক্তি-গণ আতঙ্ক-লোচনে দন্ত ঘর্ষণ করিতে ছাড়িবেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ঐ তালিকার মধ্যে—৫, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪ এমন কি অষ্টোত্তর শত সংখ্যক পর্য্যন্ত অবস্থার উচ্চাবচ বিভাগে যাজুপাত্র অর্থাৎ পিতল, কাংস্য মিশ্রিত পান-ভোজন-পাত্র তদুপ যোগী আসন ও নূতন বস্ত্র, [illegible]

[illegible] তাহাই নহে, তিনেরই মধ্যে সাধ্যমত দুর্গের দাক্ষিণার্থির [illegible], [illegible] কাঁসাই-দক্ষিণা, ঢোল-ঢাকাই-দক্ষিণা—এই সব উৎসবের [illegible] তাহার তাবী মালিক সেই কর্ম্মকর্ত্তা গোস্বামী প্রভু (বাড়ীওয়ালাই) শ্রীমৎ [illegible] ও অতি সাধারণ [illegible] যোগ্যতা ধাবারী নামক জীবনবৃক্ষ। তাহাও আবার আপোসে ভাগ বন্টনের রীতি নাই। বাপ খুড় বাজুলি ; কোন কোন স্থলে মজুত, এমন কি শাসন পাঠি কোলবাসী পর্য্যন্ত ঘটে ; তাহার প্রধান কারণ গৌত্র-বংশ-মর্য্যাদা-স্থাপন। ইহাতে যিনি যত বড় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তিনি তত বেশী অংশীদার। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই দেখা যায়, যাহার যত অধিক শিষ্য, তাহারই জয় হয়। জাত-গোসাই দিগের মধ্যে যিনি নৈতিক সংসারের পত্নী, পুত্র, কন্যাগণকে উপেক্ষা করিয়া, যত অধিক সময় সেবা-দাসী-রূপা অবৈধ পত্নীর কুক্ষে অবস্থান করিতে পারেন, তিনি তত বেশী সংখ্যক শিষ্যলাভের হন। তথাকথিত সমাজের পক্ষেও ঐ প্রকার বিচার, যার আড্ডা নামক অঙ্কক্রীড়ার আড্ডা-স্থলীতে যত অধিক সংখ্যক সেবা দাসী বিরাজিতা, তাহার শিষ্য-শিষ্যার ভাগ্য—তত বেশী ; সরল বিশ্বাসী মূর্খ সমাজে ইহাদিগের স্থান দেখে কে ? জগতে যে কোন ব্যবসায় আসুক হউক, নারী মূর্তি ব্যতীত ব্যবসায় জমাট বাঁধে না। তাই এখন ব্যবসাদার, শ্রীসঙ্গী দেখিলে ভদ্রলোকগণ ঘৃণা করিবেন, তজ্জন্য পুরুষ মানুষগুলিই নারী সাজিয়া শাড়ী পরে, গহনা পরে পুরুষ দেখিয়া ঘোমটা দেয়, আবার যুবতী স্ত্রীলোকদের সহিত নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করে। এইভাবে যাহার যত বেশী পসার তাহারই জিৎ ; এই সকল ভাগবাটোয়ারার কলহে গৃহপতির যে কতটুকু মহোৎসব হয়, কি "ছেড়েদে বাবা কেঁদে বাঁচি" গোছের অবস্থা হয়, তাহা বোধহয় সকলেই নূনাধিক অবগত আছেন।

এইতো গেল গোসাই প্রভুদের তালিকার বৈচিত্র্য। তার পর ধর্ম্ম সাধারণের তালিকার চাউল, ডাইল, লবণ, মরিচ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতির ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় অখাদ্য দ্রব্যের প্রভৃতিতে গাঁজা আপোয়া ও তামাক [illegible] দেশ ঢাকাই, [illegible] মহোৎসবই হইবে [illegible] ইহাতে ও [illegible] [illegible] বিবরণ [illegible] আছে যে, একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] পৌষ ভরেণ।

কি [illegible] লোক [illegible] বিবাদকারী [illegible] সম্বুচিত [illegible] হইবে না, [illegible] উন্নতি হইবে না, যে পর্য্যন্ত [illegible] গাইয়া সমাজের নীতি [illegible] পথে লইয়া যাইতে অবকাশ পাইবে, সে পর্য্যন্ত কোন প্রকার উন্নতির আশা আকাশ-কুসুম-চিন্তা মাত্র।

অদ্য ২০শে পৌষ সোমবার, বাকি গত ডাকে ঐ প্রকার মহোৎসবের তালিকার সংবাদ লিখা একখানা পোষ্ট কার্ড পাইলাম। কতিপয় বর্ষাবধি উহারই নিবারণে করিবার সুবিধার জন্য বাঙ্গালা প্রদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থান করিতেছি। শ্রীম ও পাত্রীয় বদ্ধাণোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে যাইবার নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ হইত। সেই হিসাবে অনেকের সহিত পরিচিত হই। এই কার্ড খানা ঢাকা জেলান্তর্গত সদর মহকুমাস্থিত কোন গ্রামের কোন এক ব্যক্তির লিখিত। পত্র লেখক তাঁহার কোন আত্মীয়ের [illegible] উপলক্ষে তিনি [illegible] সংগৃহীত কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া স্থানীয় কয় মহোৎসবাদি [illegible] সমাজের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সেই কর্ম্ম করিতে যাইয়া, তাঁহার প্রথা কথিত সমাজ হিসাব করিয়া উপস্থিত যদিও তাঁহার মহোৎসবের যথারীতি আয়োজনের জন্য অধিক কিছুই নাই তবু পূর্ব্বেই দিনের হিসাবে [illegible] বাদ পড়ে নাই। গোস্বামী, [illegible] দত্ত-প্রিয়, তাই তাঁহার প্রভুর কথা আমাকে জানাইয়েছেন। কি করিবেন [illegible]। তাঁহার [illegible] করিবার লোক, [illegible] নাইই, [illegible]। তাই কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া [illegible] কার্ড খানা লিখিয়াছেন। পত্রখানা [illegible] [illegible]

[illegible] আমি-
[illegible] ইহ-
[illegible] বলেন শুদ্ধ
[illegible] আশ্রয়িয়াছিলেন,
[illegible] পণ্ডিত
[illegible] পুরুকে
[illegible] হইয়াছে।
আমা [illegible] মধ্যে
[illegible] কথা শ্রবণ
করিয়া [illegible] হইবেন। তথা-
কথিত [illegible] আত্ম-গোঁসাই
সহজিয়া, বৈরাগী, বাবাজীদিগের কবলে
পতিত হইবেন না, ইহাই আমার প্রাণে
বড় অনুরোধ।

অতএব পরেই জবাব দিলাম—"বেহমনের যোগে মহোৎসব হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আনুগত্যে মহাপ্রভুর সেবা হয়। তাঁহাদিগের যখন কৃপা হয়ে মহাপ্রভুর ভোগ হয়। সেই মহাপ্রসাদ বিতরণে জীবের ও নিজের কল্যাণ হয়। মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার মালিক শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ। আমরা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছি। ঢাকা মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে প্রায় ৪০ দিবস উৎসব গিয়াছে, তখন বহু শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমন কি তাঁহারা নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের গৃহেও পদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তখন উৎসব করাই সুবর্ণ সুযোগ ছিল। আমরা নিজে নিজে কোন উৎসব করিতে পারি না। মহোৎসব করিবার অর্থাৎ মহাপ্রভুর ভোগ দিয়া প্রসাদ বিতরণ করিবার অধিকার আমাদের স্বতন্ত্রভাবে মোটেই নাই। আমার পূর্ব্বানভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত উপাদেয়করণীয় স্বতন্ত্রভাবের উৎসবটী বাদ দিয়াছি। শুদ্ধানুগত্য ব্যতীত কোন প্রকার মহোৎসবের আয়োজন লোক-রঞ্জন, প্রতিষ্ঠার্জ্জন এবং অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় মাত্র।" আমরা যথাসাধ্য আনুকূল্য করিব, মহোৎসব করিবেন শ্রীগুরুদেব। এই গুরুদেব ব্যক্তিগত কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, জগদ্গুরু আচার্য্য। তাহা শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-বিচার-বিষয়ক প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত মহোৎসব হয় না। জগতে বৈষ্ণব নামে পরিচিত যে সকল নেড়া নেড়ী সংযোগী ও জাত-গোসাঞি আছেন, তাঁহারা মহোৎসবের কোন তত্ত্বই জানেন না। সংযোগী, মর্কট বৈরাগী, গৃহী-বাউল, ও স্মার্ত্ত-রূপ জাতগোসাঁই বা তদ্রূপ কোন ব্রাহ্মণ দিয়া পাচিতান্ন মহাপ্রভুর গ্রহণ করা দূরের কথা, উঁহাদিগের স্পর্শ ও দর্শন [illegible] শ্রীনিত্যানন্দ বৈষ্ণব [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] কর্তাই [illegible] বাস্তব

কলিকালের-উল্টো বিচার

আজকাল শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ শুদ্ধ ভক্তিধর্মের কথা ভারতের সর্ব্বস্থানে প্রচার করিতেছেন, এবং তাহার ফলে অনাচারী ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজীদের যেমন নিজ নিজ ব্যবসার ও ধর্ম্মের নামে পাপের স্রোত বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তদ্রূপ সাধু-প্রকৃতি সরল ধর্ম্ম প্রাণজনগণের অশেষ উপকারও সাধিত হইতেছে। এই সব লক্ষ্য করিয়া ভণ্ড-স্ত্রীসঙ্গী-বাবাজীরা তাহাদের পেট চালাইবার এক নূতন রাস্তা বাহির করিয়াছে। তাহাদের কেহ ধর্মসভা স্থাপন করিয়াছে, কেহ বিধবা বিবাহের পাণ্ডা হইতেছে, কেহ ভজনাশ্রম স্থাপন করিয়া স্ত্রীলোক-চালানী ব্যবসা চালাইতেছে। আবার কেহবা সাধন-ভক্তির বক্তা সাজিয়াছে। সাধন-ভক্তির বক্তা সাজিবার উদ্দেশ্য যদি কোন রকমে নিজের চরিত্রের দিকে কেহ দৃষ্টি না দিয়া সংবাদ-পত্রে বক্তার কথা জানিয়া তাহাকে বড় বাবাজী বলিয়া মনে করে। সাক্ষাৎ কলি অসাধুর বেশ লইলেও তাহার সেই বেশের ভিতরে লুক্কায়িত পাপ প্রবৃত্তি কখনই গোপন থাকে না। যেমন বক নিজ শিকার-লাভের জন্য যতই তপস্বী-সংযমী সাজিয়া জলের ধারে বসিয়া তপস্যা করুক না কেন, কিছুক্ষণ পরেই তাহার সেই তপস্যার কারণটী প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই বিরক্ত-বাবাজীর পোষাকপরা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বাবাজীদের ধর্ম্মোপদেশের কারণও ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কল্যাণেচ্ছা থাকে তবে আমরা শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের আনুগত্যে নিজ গৃহেই হউক কিম্বা কোন বৈষ্ণব-সঙ্ঘেই হউক, উৎসবটি হইলে, মৃত ব্যক্তির, নিজের, এবং তৎসম্পর্কে নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগণেরও পরম মঙ্গল-সাধিত হইবে। তথাকথিত নাস্তিক ভণ্ডদলও প্রশ্রয় পাইবে না। বিশেষতঃ সত্যানুমোদনকারী কত বড় বলবান্, ইহাও ভীরু ভণ্ডদিগের লক্ষিতব্য বিষয় হইবে। বর্ত্তমান জগতে লৌকিকতাই মহাপরাধ অর্জ্জন। যিনি যত বেশী লৌকিকতা দেখাইতে যান, তিনি তত অসমর্মার্গাবলম্বী সত্যমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী অপরাধী হন। সুতরাং আত্মমঙ্গলেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রাণপণে নিরপেক্ষ থাকিয়া সত্য-পালনে, সত্য-মর্য্যাদারক্ষণে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্র ও গুরুমুখবিগলিত বাক্যই আমি আলোচনা করিলাম, ইহাতে

শ্রীজগদীশপণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব

গত ৯ই মাঘ, ১৩৩৫ মঙ্গলবার দিবস শ্রীশ্রীজগদীশ-পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে ও শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগ্রন্থপাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ, ও হিরণ্য পণ্ডিত নামক দুইজন মহাভাগবত ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে কিছুদূরে গোদ্রুম-দ্বীপে বাস করিতেন। ইঁহারা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভু বাল্যে একাদশীতিথিতে এই দুই ব্রাহ্মণের গৃহস্থিত বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন-লীলাভিনয় করিয়া ইঁহাদের প্রতি তাঁহার কৃপাপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি ১৪।৭০-৭১) ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) এই প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। একাদশী দিবসে উপবাস কেবলমাত্র জীবের পক্ষেই বিহিত, পরন্তু নিজ সৃষ্ট সকল বিধিনিষেধাতীত নিখিল সেবোপকরণের একমাত্র ভোক্তা স্বয়ংভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-তাঁহার পক্ষে কোন উপবাসাদি বিধি নাই, জীবাক বিধিবাধ্য হইতে হইবে বলিয়া ভগবান্‌কেও সেই সঙ্গে জোর করিয়া কোন বিধির বশীভূত করাইতে হইবে না—জীবপ্রতি এই শিক্ষা প্রদানের জন্যই ভগবানের এইরূপ জগদীশ-হিরণ্যপ্রসঙ্গ বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন-লীলা। স্মার্ত্তানুশাসনে দেখা যায়, যেহেতু একাদশ্যাদি তিথিতে জীবের পক্ষে উপোষণবিধি, সেহেতু ভগবান্ বিষ্ণুকেও সেদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। এ ধারণা নিতান্তই অপরাধমূলক। ভগবদ্ভক্তগণ হরি-বাসরে সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ফলমূল অনাদ্যন্নাদি করিয়া যাবতীয় নৈবেদ্য আহরণপূর্ব্বক

আমার নিজের দেহ মনের গঠিত কথা একটিও নাই। খুব সাবধান! সত্য পথ হইতে বিচলিত না হওয়াই যথার্থ বীরত্ব। এই সকল অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণকে ভয় করিয়া ভীত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষোচিত কার্য্য। শ্রীগুরুদেব এত দুর্ব্বল নহেন যে, ঐ রকম কয়েকটা কেন গোটা জগৎটাও যদি অসৎ পন্থাবলম্বন করিয়া, তাঁহার আশ্রিত সত্য-মর্য্যাদা পালন কারীকে লঙ্ঘন করিতে চায়, তথাপি যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেবাধারী সর্ব্বশক্তি সাকারদেবাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব যুগে যুগে অবতীর্ণ। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস।"

ভগবান্‌কে নিবেদন করিবেন। অপর দিনের ন্যায় গ্রহণ বা সেবন দ্বারা প্রসাদসম্মানের বিধি তাঁহারা স্বীকার করিবেন না।—ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি।

পণ্ডিত জগদীশ- নিত্যানন্দৈকপ্রাণ ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিত পরমজ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধনপ্রাণ॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১৯২ শ্লোক শ্রীজগদীশপণ্ডিতকে কৃষ্ণাবতারে যজ্ঞপত্নীর লীলা-ভিনয়কারী কৃষ্ণকে অন্নভিক্ষাদাত্রী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নী ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ১৪৩ শ্লোকে শ্রীজগদীশপণ্ডিতকে ব্রজের 'চন্দ্রকান্তি' নৃত্যবিনোদী নর্ত্তক চন্দ্রহাস বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

নানা কথা

সৈনিক-সমস্যায় গভর্ণরের আশ্বাসবাণী

পাঠকগণ অবগত আছেন, অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ভূতপূর্ব্ব সৈনিকবৃন্দ সত্যাগ্রহ করিয়াছিল। গত সোমবার সর্দ্দার অমুপসিংহের নেতৃত্বে একদল ভূতপূর্ব্ব সৈনিক গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। গভর্ণর তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে পূর্ব্বেও সৈনিকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা মোটেই সমর্থন-যোগ্য নহে। তাহারা যদি ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যের সাহায্যে তাহাদের বক্তব্য সরকারের গোচরীভূত করিত, তবেই সকল দিক দিয়া সমীচীন হইত। গভর্ণর বলেন যে তাহাদের অভিযোগের যথারীতি তদন্ত হইতেছে এবং লাহোরের ডেপুটী কমিশনারকে উহার ভারপ্রাপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডেপুটী কমিশনার এই সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিলে পাঞ্জাব সরকার এই বিষয়ে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। গভর্ণর আরও জানাইয়াছে যে পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ভূতপূর্ব্ব সৈনিকদিগকে ১৪ লক্ষ টাকা এবং বহু জমি দান করিয়াছেন।

মহিলা-সম্মিলনী

গত ২১শে জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় 'সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি'র উদ্যোগে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সভানেতৃত্বে ৪৩ বেনিয়াটোলা লেনে এক মহিলা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে।

আফগান-বিপ্লব

আফগানিস্থানের প্রকৃত সংবাদ বর্ত্তমানে নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে কারণ এতৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদের মধ্যে ঐক্য নাই। তবে তথাকার বিপ্লব যে অতিশয় জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগের পর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইনায়েতুল্লা আমীর বলিয়া ঘোষিত হন, কিন্তু সিংহাসনে ৩ দিন মাত্র অধিরূঢ় থাকিবার পরেই বিদ্রোহীদের নেতা বাচ্চা সাকো কাবুল অধিকার করিয়া আমীর হবিবুল্লা গাজী নাম-গ্রহণ করেন এবং এনায়েতুল্লা কাবুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

নব দিল্লীর ২১শে জানুয়ারীর, সংবাদে প্রকাশ, কাবুলের নূতন আমীর হবিবুল্লা গাজী একটী নূতন মন্ত্রিদল গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি রাজপ্রাসাদে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আফগানিস্থানের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের তাঁহার প্রতি কিরূপ মনোভাব তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু 'ইভনিং নিউজ অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার পেশোয়ারস্থ সংবাদ-দাতার তারের সংবাদে প্রকাশ যে, বাচ্চ-ই-সাকো নিহত হইয়াছে কিংবা কাবুল হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া তথায় প্রবল গুজব রটিয়াছে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, সিংহাসন ত্যাগ করা সত্ত্বেও সীমান্তের লোকেরা আমীর আমানুল্লাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে এবং সকলেই তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

দিল্লীতে সিটি খেলাফৎ কমিটির উদ্যোগে এক সভা হইয়াছে, তাহাতে আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগে দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

লাহোরের ২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বাচ্চা-ই-সাকো সিংহাসনারোহণের পর কাবুলের নাগরিকগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে।

কান্দাহার হইতে প্রত্যাগত লোকদের নিকট শুনা যায়, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লা স্বপক্ষে জনবল সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। প্রিন্স এনায়েতুল্লা গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রিতে সদলবলে স্পেশাল ট্রেণে পেশোয়ার হইতে চমন যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে কান্দাহার যাত্রা করিবেন। বর্ত্তমানে আফগানিস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন শাসনতন্ত্র নাই। কাবুল ও জেলালাবাদের ভিতর জগদালকে ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে। জগদালকে যুদ্ধকার্য্য চলিতেছে।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

লণ্ডনের ২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত সোমবার প্রাতে সম্রাটের অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সরকারী ভাবে জানান হইয়াছে যে, গত বুলেটিনে সম্রাটের অবস্থা যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণেও উহা বজায় রহিয়াছে।

গুরুদক্ষিণা

গত ১২ই জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে প্রায় ১১টার সময় স্থানীয় (চবিগঞ্জ) নিউ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব মহাশয়কে স্কুলের পথে চন্দ্রকুমার দেব নামক তাঁহার জনৈক গুণধর ছাত্র লাঠির আঘাতে গুরুতর রূপে জখম করিয়াছে। হেডমাষ্টার বাবুর অপরাধ এই যে, টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ার দরুণ তিনি চন্দ্রকুমারকে এ বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। লাঠির আঘাতে মনোমোহন বাবুর মাথা কাটিয়া গিয়া অজস্র রক্তপাত হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট হেডমাষ্টার বাবুর এজাহার গ্রহণ করিয়া শ্রীমান চন্দ্রকুমারকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধৃত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

—আনন্দবাজার

চীন জাপান-চুক্তি

জাপানের রাজধানী টোকিয়োর ২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নূতন গভর্ণমেণ্ট ও জাপানের মধ্যে শীঘ্রই এক চুক্তি হইবে। উহার ফলে নূতন শুল্ক ব্যবস্থা জাপান মানিয়া লইবেন এবং ভূতপূর্ব্ব পিকিং গভর্ণমেণ্ট জাপানের নিকট হইতে বিনা জামীনে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, নূতন চীন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তাহা পরিশোধ করিতে স্বীকৃত হইয়া প্রথম কিস্তী হিসাবে ১০ লক্ষ ইয়েন (মুদ্রা বিশেষ) প্রদান করিবে।

পণ্ডিত মালব্যের বক্তৃতা

গত ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫।০ টার সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এলবার্ট হলে হিন্দুদের মন্ত্র-দীক্ষা ও বৈদিক সংস্কার-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত সভাপতির আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

ট্রেণ সংঘর্ষ

এম, এস, এম, রেলওয়ের [illegible] [illegible] গত সোমবার [illegible] [illegible] টেন্ সময় ১০ নং [illegible] সহিত [illegible] ৩৫১ নং [illegible] মালগাড়ীর সংঘর্ষ হইয়াছিল। কাহারও মৃত্যু হয় নাই। [illegible] ট্রেণের [illegible] গার্ড গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আরও ৩ জন আরোহীও কিছু আঘাত পাইয়াছে। আহত ব্যক্তিদিগকে [illegible] হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সেখানে রেলওয়ের ডাক্তার তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতেছে।

এই সংঘর্ষের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

বিজনীরাজ-উত্তরাধিকার-মামলা

বিজনীরাজ উত্তরাধিকার মামলায় বাদী কুমার জিতেন্দ্র নারায়ণ এবং প্রতিবাদী কুচবিহারের প্রিন্স ভিক্টর নারায়ণের নাম আর্জ্জী হইতে কাটিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রিন্স ভিক্টর নারায়ণ ইংলণ্ডে দেউলিয়া হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নাম প্রতিবাদী তালিকা যুক্ত করা যায় না। আলিপুরের প্রথম সাবজজের এজলাসে সোমবার ইহার বিচার হইয়া গিয়াছে। সাবজজ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এই মর্ম্মে রায় দেন যে, দেউলিয়া হওয়ার জন্য প্রতিবাদী প্রিন্স ভিক্টর নারায়ণের নাম নথিপত্র হইতে কাটিয়া দেওয়া হউক।

উড়িষ্যায় সেস্ বৃদ্ধি

কটকের ২০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যায় জমিতে সেসের জন্য খালের জলের টেক্স বাড়াইয়াছেন। প্রতি বিঘা দুই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা টেক্স ধার্য্য হইয়াছে। ইহাতে দরিদ্র লোকদের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয়।

আইন-পরিষদের সদস্য গ্রেপ্তার দুইলক্ষ টাকার জামীনে মুক্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কাবুলীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ ওয়াহেদ রাজতন্ত্র কোন পরমাসুন্দরী জমিদার-পত্নীর হরণ-সম্পর্কে ধৃত হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহার ভৃত্য, মোটরচালক প্রভৃতি অন্যান্য ১৩ জন ধৃত হয়। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে তাঁহাকে জামিনে খালাস দিতে অসম্মত হন। সম্প্রতি তাঁহাকে দুইলক্ষ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

[illegible]

সময় [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] পর [illegible] করিয়া [illegible] রাজনীতি [illegible] [illegible] [illegible] সদর [illegible] [illegible] [illegible] তাকারও, ধৃত হন। তাহাদের [illegible] যে, এই বড়যন্ত্রে [illegible] [illegible] সংঘটিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট [illegible] আপীল মঞ্জুর করিয়াছেন।

রাজদ্রোহে অধ্যাপক সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত সোমবার প্রাতে, ১২৪এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটী হলে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই এই গ্রেপ্তারের কারণ। তাঁহাকে ১ শত টাকার জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। ২৩শে জানুয়ারী হইতে মামলা আরম্ভ হইয়াছে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্র চন্দ্র গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি [illegible] [illegible] 'সার্ভ্যাণ্ট' ও 'ইয়ং বেঙ্গল' পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

৬৲ টাকার জন্য ৫ বৎসর জেলখাটুনি

[illegible] নামক জনৈক যুবককে জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ছয় টাকা ছিনাইয়া লইবার অপরাধে [illegible] বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

আবহাওয়া

কয়েক দিন বাঙ্গলায় [illegible] [illegible] হইতে আকাশ মেঘ পরিষ্কার হইয়াছে। [illegible] [illegible] বৃষ্টি হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

৩০শে মাঘ, রবিবার—১৩৩৫।

আহ্বান

ভারতবর্ষে কয়েকস্থানে অধুনা-কয়েকটী বজুর্ব্বেদ শাখাধ্যায়ী বেদ বিদ্যালয় আছে। তথায় কর্ম্মনিপুণতা-মূলে বেদের পঠন-পাঠনাদি হইয়া থাকে। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য-মঠে পরবিদ্যাপীঠে অক্ষরাধিগমন-জন্য একায়নাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে একায়নশ্রুতির প্রচুর আলোচনা হয়, ও একায়নশ্রুতি-বিধানানুসারে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর সামাজিক গঠনে সুষ্ঠুতা পুনঃসংস্থাপিত হয়, তদুদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যকে একায়ন-বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলনের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সেই আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য তাঁহার অন্তেবাসী শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামিপাদকে চিদ্বিলাসানুকূল বৈষ্ণবস্মৃতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করেন। উহাই বর্ত্তমানকালে হরিভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থরূপে প্রকটিত। একায়নশ্রুতি-বিহিত কৃত্যসমূহ ও বৈষ্ণবজীবন এবং বৈষ্ণবের সামাজিক কৃত্যাদি ন্যূনাধিক তাহাতে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অনেকস্থলে গ্রন্থাকারে অবস্থান করায় বৈষ্ণব-সমাজ অবৈষ্ণবগণের বিচারানুকূলে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষপর পুরুষার্থদায়ক ফললাভের উদ্দেশে আচ্ছাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি একায়নশ্রুতিবিহিত বৈষ্ণবস্মৃতিকল্পক্রমের পুনরাবির্ভাবের কাল উপস্থিত। একায়নাসনোপবিষ্ট আচার্য্যগণ এই কার্য্যে তৎপর হউন।

ইহা ভাল না মন্দ ?

শুনা যায়, প্রাচীন কুলিয়া সহর নবদ্বীপে আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতশিক্ষার উন্নতিকল্পে উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য অপরবিদ্যা-বাজী কয়েকটী অধ্যাপককে বৃত্তি প্রদান করেন। তাঁহারা সেই বৃত্তি লাভ করিয়া নিজ নিজ চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদিগকে অপরাবিদ্যার অধ্যাপন করান। কিন্তু কেহই বিদ্যাবধূ-জীবন বিদ্বদ্রূঢ়ি-লব্ধ্য অক্ষরাধিগমের দিকে অগ্রসর হন না। এই অপরাবিদ্যার টোলগুলি একীভূত করিয়া সনাতন-ধর্ম্মের বিরোধাচরণ-কল্পে যে চেষ্টা এতদিন সুপ্ত-প্রায় ছিল, সেই অপরাবিদ্যার সুপ্ত চেষ্টা-মুখে উদ্‌ঘাটন-কল্পে একটী দুর্ব্বলা চেষ্টার বিচ্ছিন্ন বারিদ দেখা যাইতেছে। এই প্রকার মেঘের বর্ষণে পরাবিদ্যা ন্যূনাধিক আবৃত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। যেখানে আলো, তাহার সন্নিহিত প্রদেশেই অন্ধকার। আলোকিত প্রদেশ জীবের পরমার্থশিক্ষা-লোক, অপরবিদ্যা-তিমির আলোক ক্ষীণ করিয়া ভোগময়ী চেষ্টার বর্দ্ধনে কৃতসঙ্কল্প। পূর্ণা ও অমা আলোকদান-বিষয়ে বিপরীত ফল প্রসব করে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা-বিহারের মানভূম জেলার ঝট প্রদেশে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মাইনিং এঞ্জিনীয়ার মহাশয় বাস করেন। তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল কলিয়ারীর তত্ত্বাবধায়ক ও কার্য্যাধ্যক্ষ। তাঁহার কার্য্যক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপরায়ণতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। বৈষ্ণবধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক কার্য্যাবলীর প্রসারণ-কল্পে রায়সাহেবের আগ্রহ ও সহানুভূতির কথা অনেকেই জানেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠাকালে প্রচুরপরিমাণে আর্থিক সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার বদান্যতার ফলে সম্প্রতি ভুবনেশ্বর নিবাসী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মুখোপাধ্যায়-বংশোদ্ভূত পরমভাগবত শ্রীযুত রমানাথ দেবশর্ম্মা রায় মহাশয় কানাই নাটশালায় শ্রীগৌরপাদপীঠের মন্দির নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নির্ম্মাচটী নিবাসী প্রসিদ্ধ কয়লার কলিয়ারীর মালিক পরমভাগবত শ্রীযুত ইন্দ্রনারায়ণ চন্দ্র মহাশয়ের ধর্ম্মশালার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই ভাগবত প্রবর গতবর্ষে শ্রীগৌরজন্মস্থলী যোগপীঠে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের জন্য অসামান্য বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্বগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের উৎসবে যোগদান করিয়া যে সকল সজ্জনদেশ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিরুত পাঠকগণের ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উপকারের আশা করা যায়।

চিত্রকুণ্ডা-নিবাসী শ্রীযুত দীনদয়াল বাবু গতবর্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণে যে সদনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, নানাপ্রকার বৈষয়িক বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহার প্রদত্ত তাঁহারই কলিয়ারীর এক গাড়ী কয়লা, নির্ম্মিত ইষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য দোহযানে বোঝাই হইয়াছে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে, একথা দীনবাবু ভালরূপেই জানেন।

ঝাঁপগঞ্জের ডাক্তার শ্রীযুত সারদাচরণ পাল মহোদয় ব্রজপত্তনে গজমকুনির্ম্মাণের প্রারম্ভিক ভিত্তিসংস্থাপনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য যুক্তিমান ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত চারুচন্দ্র পাল মহাশয় ঐ কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহাদের অভিলাষ পূরণকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর সুযোগ প্রদান করিবেন।

গত ১৮।১।২৯ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় কতিপয় শুদ্ধ ভক্ত-সহ বর্দ্ধমান সহরে জেলাকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারশাস্ত্রকুশল উকীল শ্রীযুত ভামিনী রঞ্জন সেন মহোদয়ের বাটীতে শুভ বিজয় পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া তিনি বর্দ্ধমান হরিসভায় তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ বিদ্বন্মণ্ডলীর চিত্ত দ্রবীভূত ও আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান-কর্ম্মনিরাসপরা ভক্তিপোষিকা যুক্তিযোগনাশিনী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ এতাদৃশ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নগরের টাউন হল আদি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে শ্রীমদ্বিদ্যাভূষণ প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া সভাসমিতি আহ্বানের চেষ্টা করিতেছেন।

এই বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত মহতী সভায় বহু ব্যবহার-কুশল পণ্ডিত ও উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার শ্রেষ্ঠতম উকীল শ্রীযুত বাবু ভামিনী-রঞ্জন সেন, পরিব্রাজক শ্রীকমলানন্দ স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত মনোহর সামন্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সজ্জনগণের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত ভামিনীরঞ্জন বাবুর হরিকথা-প্রচারে আগ্রহ ও ভক্তগণের সেবায় আকৃতি আদর্শস্থানীয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দের সৎ উদ্দেশে প্রচার-কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ প্রামাণিক মহোদয়ের পক্ষে শোভনীয় ও যোগ্য। তাঁহার এই ভক্তির অনুকূলতার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমাদের প্রাচীন সাধন-ভজন-রীতি এখন আধুনিক রীত্যনুসারে লোপ পাইতে চলিল। নব্যভারতের নব্য-বিধানমতে আজকাল প্রাচীনের কোন বিধিব্যবস্থারই আবশ্যক নাই—নূতনেরই আদর—স্বেচ্ছাচারিতাই শাস্ত্র-বিধি! কোথায়ই বা সে "গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং, বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা, সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনং, সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা" প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ভজনক্রমানুসরণ, কোথায়ই বা সে কৃষ্ণতত্ত্ববক্তা, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট সদ্‌গুরু, আর কোথায়ই বা সে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বুদ্ধি-সম্পন্ন শিষ্যের কৃষ্ণভজন-ব্যাকুলতা লইয়া গুরু-গৃহে অভিগমন! কোথায়ও কিছুই নাই, আছে কেবল কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান আর লাভ, পূজা ও প্রতিপত্তি সংগ্রহের অতিমাত্র ব্যস্ততা!

কি করিয়া সত্য সত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, এ চেষ্টা কাহারও নাই, কেবল উচ্চগলায় দুই চারিটী শক্ত-কথা বলিতে শিখিলেই সভাসমিতি করিয়া দুই দশ জন লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক হৈ চৈ করিলেই যেন কৃষ্ণানুশীলন হইয়া যাইবে—ইহাই হইয়াছে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অভিমত। দেশের ও দশের উপকার করিতে হইলে, যিনি উপকার করিতে যাইবেন, তাঁহার কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার এবং উপকারই বা কাহাকে বলে—এ সকল বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত মনের খেয়াল প্রচার করার নামই নাকি দেশোদ্ধার। কিন্তু মনোধর্ম্মে কি কখনও প্রকৃত *Harmony* বা মিলন বলিয়া কোন ব্যাপার থাকিতে পারে? "নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" অর্থাৎ মননধর্ম্মশীল মুনিগণের এক একজনের এক এক মত। যেখানে এইরূপ মতানৈক্য বর্ত্তমান, সেখানে লোক স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন ভিন্ন আর কি অবলম্বন করিতে পারে? এক একজন এক এক পথে ধাবমান হইলে তাহাদের মিলন কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? সুতরাং যাঁহারা পরোপকারী হইতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে

অন্যে স্বয়ং উপকৃত হইতে হইবে। জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব—কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই সত্য-সত্যই উপকৃত হওয়া। নিজের কৃষ্ণদাস্য-স্বরূপ অবগত হইয়া অন্যান্য জীবগণকে জড় দেহ ও মনোধর্ম হইতে পরিত্রাণপূর্ব্বক তাঁহাদের স্ব-স্ব নিত্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইবার যত্নের নামই প্রকৃত উপকার। আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণানুগত্যে আত্মধর্ম—কৃষ্ণসেবা-প্রচার-কার্য্যে সাত্বত শাস্ত্রোক্ত সনাতন-পন্থা উল্লঙ্ঘন বা সাত্বত সাধু-মহাজনকে বিগর্হণ করিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। নতুবা পদে পদে সাধু-শাস্ত্র-নিন্দাজনিত অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে আত্মবিনাশই একমাত্র লভ্য হইয়া পড়ে।

যাঁহারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কামচারী হইয়া আত্মধর্ম—কৃষ্ণসেবা প্রচার ব্যতীত নিজ নিজ মনগড়া অপরাপর উপায়াবলম্বনে দেশের ও দশের মঙ্গলকামী হইয়াই উদ্যম করেন, তাঁহারা কখনও নিজের ও অন্যের মঙ্গল চাহেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ গীতায় জীবকে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আমার দৈবী-মায়া হইতে নিস্তারলাভ ব্যতীত জীবের অন্য কোন মঙ্গলের চেষ্টা থাকিতে পারে না। সেই মায়া হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জীবকে সর্ব্বতোভাবে মৎপ্রপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা আমাতে প্রপন্ন না হয়, তাহারা মূঢ়, নরাধম, আসুরভাবাশ্রিত, নিষ্কৃত জীব। মায়া তাহাদের সকল সদ্বুদ্ধি অপহরণ করিয়া লইয়াছে। তাহারা বিদ্যা-ধন-কুলমদে মত্ত হইয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত। স্বীয়-দেহে এবং পর-দেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ করে অর্থাৎ নিজেরাও হরিভজন করে না, অপরকেও হরিভজনে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যত্নশীল হয় না; পরন্তু সাধু-শাস্ত্রের নিন্দাবাদ করে। আমি সেই সকল বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসার মধ্যে অশুভ আসুর-যোনীতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি।" গীতায় যে ভগবান্ কেবল ভক্তির কথাই উপদেশ করিয়াছেন এবং অভক্তিমার্গকে সম্যক্প্রকারে গর্হণ করিয়াছেন, তাহা দুর্ভাগ্য আমাদের আদৌ বিচারের বিষয় হয় না। আমরা কেবল আত্মঘাতী ও পরঘাতী ব্যাধ হওয়ার জন্যই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সকল উদ্যম নিযুক্ত করিব! জানি না, এ কপটতা—এ নাস্তিকতা—জীবহিংসাপ্রবৃত্তি হইতে আর কতদিনে আমরা নিস্তার লাভ করিব?

তস্কর

এ জগৎ বিচিত্রতা-পূর্ণ। সে বিচিত্রতা দেখিতে গেলে তাহার সীমা পাওয়া যায় না, উত্তরোত্তর বিচিত্রতা।

এখানে একজন আয়ু, বল, বুদ্ধি ক্ষয় করিয়া সুখের জনক অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত, কতনা কষ্ট, দুঃখ সহ্য করিয়া, ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবে অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, আর একজন সেই ধনীর আত্মযত্নে রক্ষিত ধন-ভাণ্ডারটী অপহরণ করিতেছে। ধনী কতনা সাবধানে, গোপনে এমন কি নিজের পরমাত্মীয়ের অজ্ঞাতে গুপ্তস্থানে ধন রক্ষা করে, আর বাহিরের অজানা অচেনা অপর একজন সেই গুপ্তধনটি আত্মসাৎ করে। এহেন ধনরক্ষক ও ধনাপহারককে 'যক্ষ' ও 'তস্কর' নামে অভিহিত করা হয়।

ধনী যেমন ধনকে তাহার প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, তস্করেরও সেইরূপ অর্থ-প্রীতি দেখা যায়। কেননা অপরের ধন হরণকালে জীবন-নাশের অথবা অপহরণের পর রাজদণ্ডাদি ভোগের সম্ভাবনা জানিয়াও তস্কর অর্থ সংগ্রহ করে। ইহার সূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধান করিলে আবার দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি অপরের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিতেছে, তাহার আত্মীয় স্বজনও তাহারই পরমায়ু হরণ করিতেছে। অর্থগৃধ্নু স্বজনাখ্য দস্যুগণ অর্থ লইলে যে প্রীত হয় না। তাই সারা জগতে একটা চৌর্য্যব্রতের দৃশ্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে বুদ্ধিমান জনগণের চক্ষুর সম্মুখে বর্ত্তমান।

অপরকে বঞ্চনা করিয়া নিজের সাময়িক স্বার্থ-পোষণই জাগতিক ব্যবহার। এখানে আত্মীয়তার নামে, বন্ধুতার নামে কেবলই বঞ্চনা, প্রতারণা ও অপহরণ। এই অপহরণ বৃত্তিটা কেবল জীবের ভিতরে আবদ্ধ না থাকিয়া এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জীবপ্রভু, জগৎপ্রভু শ্রীভগবানের সম্বন্ধেও উঠিয়াছে। এই বিশ্ব—বিশ্বপতির, বিশ্ববাসী সকলেই আবার সেই বিশ্বভাবন প্রভুর। সুতরাং একমাত্র ভোক্তা শ্রীজগন্নাথের ভোগের বস্তুই সকলই। এহেন সর্ব্বপ্রভুর সেবার উপকরণগুলি আজ আমরা তাঁহার সেবায় না লাগাইয়া তাঁহাকে না জানাইয়া আমাদিগের নিজের ভোগে লাগাইতেছি। জগতে অপরের ধন লইলে সে যেমন চীৎকার করিয়া তস্করকে ধরাইয়া দেয়, রাজদ্বারে দণ্ডিত করায়, এই জগৎপতির ধন অপহরণকারীকে বর্ত্তমানে সেইরূপ কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিলেও চৌর্য্যাপরাধ হইতে জীব মুক্তি পাইবে কি?

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে কুরুক্ষেত্রে অনেক কথা শ্রবণেরই সৌভাগ্য হইল। তাহাতে কুরুক্ষেত্রস্থিত বিভিন্ন স্থানের তীর্থাদি দর্শনেচ্ছা হওয়ায় ২৩শে কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় সতীর্থ শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের

এজগতে তস্কর অপরের ধন হরণ করে মাত্র, কিন্তু জীব যে তদপেক্ষা আরও অন্যায় কার্য্য করিতেছে। নিজে ভগবানের হইয়াও ভগবানের সেবার বস্তু চুরি করিতেছে। ঐ বেশ তাই স্বয়ং ভগবান শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—"স্তেন এব সঃ"।

এই কথায় যদি কেহ বলেন, আমরা যদি কিছুই গ্রহণ করিতে না পাই, তাহা হইলে এজগতে জীবিত থাকা অসম্ভব। তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—ওহে জীব, তুমি তোমার প্রভু ভগবানের সেবক। সেই সেবা ছাড়িয়া নিজে প্রভু সাজিয়া ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াই এখানে আসিয়াছ, এখানে তুমি ভোগানলে আহুতি সংগ্রহ করিতে ব্যতিব্যস্ত। অতৃপ্ত বাসনায় কতই না অন্যায় ভোগ করিতেছ. তুমি এই ভোগ-প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দাও। তুমি অপর বহু ভোগীর সহিত বসবাস করিতেছ, তাহাদিগের সঙ্গে থাকিয়া যে ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছ, সেই ভোগিকুলের সঙ্গ ছাড়িয়া দাও সাধুর সঙ্গ কর। গৃহে থাকিয়াই সাধুসঙ্গের সুবিধা হইতে পারে। সাধুসঙ্গই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির কর। বনবাস বা গৃহবাস উদ্দেশ্য করিও না। সাধুসঙ্গে সতত ভগবানের লীলা কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। এইরূপে অসদ্ বস্তুতে আসক্তিত্যাগ করিয়া সদ্বস্তুতে আসক্ত হইতে পারিবে। ভোগের জন্য দেহধারণ করিও না, ভগবদ্ভজনের জন্য দেহধারণের সার্থকতা জান। যদি তোমার জীবনটা তাঁহার সেবার জন্য, তাঁহার ভক্তসেবার জন্য হইয়া যায়, তখন তুমি ভজনানুকূল দেহ রক্ষার জন্য তাঁহার উচ্ছিষ্ট আহারের যোগ্য। ভগবানের সেবার কোনও বস্তুতেই জীবের কোনও অধিকার নাই। যাহারা এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া জোর করিয়া বিষয় ভোগ করিতে যান, তাহাদের গতি—

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাং।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।

[illegible] গোযান [illegible] জন [illegible] সঙ্গে নিলেন। [illegible] মেলার বিস্তৃত [illegible] সহরে প্রবেশ [illegible] ঘিরা প্রাণের মেলা কম্পাউণ্ডে প্রবেশ নিলেন। [illegible] সমাগমে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] পাশ সহরবাসিগণ [illegible] ক্রি পাইয়াছেন, তদ্ব্যতীত যাত্রিগণকে প্রত্যেক পাসের নিমিত্ত ২৲ দুই টাকা হিসাবে শুল্ক দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু ষ্টেশনে আসিবার পথে কোন স্থান হইতে বাধা দেওয়া নাই; কিন্তু ষ্টেশন হইতে বাহির হওয়ার পথে প্রত্যেককেই /০ এক আনা হিসাবে মূল্য দিয়া টিকিট ক্রয় করিয়া গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত সঙ্গে রাখিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিশেষ জরুরী কোন কার্য্য ব্যতীত সহরে প্রবেশের জন্য কেহ চেষ্টা করেন নাই। বাহির হইতে থানেশ্বর সহরটিতে দেখিবার মত কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না। তবে সুপ্রাচীন সহর, বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহাতে বিজড়িত। বর্ত্তমান কলিকাতা সহর অপেক্ষা এক কালে থানেশ্বর সহরের কোন কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা সত্যঃ স্বীকার্য্য হইলেও বর্ত্তমানে থানেশ্বরের দুঃখ-দৈন্য-পূর্ণাবস্থা। এখন শুধুই ভগ্নাবশেষ, কোথাও অর্দ্ধ ভগ্ন, কোথাও পতনোন্মুখ জনমানব-শূন্য আবাসনিলয়, কোথাও বা ভোগোন্মত্ত বিলাসিগণের প্রমোদোদ্যান, প্রমোদাগার অতি জীর্ণাবস্থায় থাকিয়া জাগতিক সৌন্দর্য্যের পরিণতির সাক্ষ্য দিতেছে, কোথাও বা পাহাড়ের প্রমাণ ইষ্টক স্তূপাকারে স্থাপিত। এই অবস্থায় সহরটী একেবারে শ্রীহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বহু দালানেরই ভিতর ভিতর, কাঠ বা বাঁশের মাচার উপর খড় পাতিয়া মাটি দিয়া তৈয়ারী। উপরে উঠিলে মনে হয় যেন নীচে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তাহা নহে, বিশেষ মজবুত ভাবে গঠিত।

কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে বাংলা জাতীয় উদ্ভিদের বড়ই অভাব লক্ষিত হইল। মেঠো ঘাস ত' নাইই, সব [illegible] অতি বিরল। কণ্টকাকীর্ণ [illegible] বাবুল, গাছে কাঁটা, ডালে কাঁটা, পাতায় কাঁটা, এমন কি [illegible] জাতীয় উদ্ভিদের কাঁটা, ছোট বড় বৃক্ষ, গুল্ম, [illegible]

… এই সব বস্তুর … প্রাচীন … ছিল।

… মসজিদ … বলিয়া … একটু … গেরুয়া, অবশ্যম্ভাবী ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও একটু উত্তর … টুপি ধারী অনেক লোককে … দাবের … করিতে হইত। ভদ্রলোকটী মুসলমান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি … বলিলেন "এটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কবির হাফেজ শেখ সাদির বসত বাটী, মসজিদ দেখাইয়া বলিলেন, এইটী তাঁহারই নির্ম্মিত জুম্মা মসজিদ। তৎপার্শ্বেই তাঁহার কবর"। ইসলামধর্ম্মে সর্ব্বোত্তম প্রামাণিক গ্রন্থ—স্বর্গীয় বাণী বলিয়া যাঁহাকে মুসলমানগণ পূজা করিয়া থাকেন, সেই কোরাণ-সরিফ যিনি কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তিনিই হজরত মোহাম্মদের আদেশানুসারে হাফেজ উপাধি প্রাপ্ত হন। কবিবর শেখ সাদি নাকি তেমন একজন হাফেজ ছিলেন।

এখান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ধানের শিব-মন্দির সুপরিচিত। উহা সুপ্রাচীন সেবা-মন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগে অদূরে একটী কুণ্ড; এখানেও সমাগত যাত্রিগণ অনেকেই স্নানদান তর্পণাদি করেন। আমরা যথা-বিহিত মন্দিরাদি দর্শন, বন্দন ও কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া স্থানান্তরে সরস্বতী তীরে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্থানে শুভ বিজয় করিয়াছিলেন, সেই কুণ্ডের কুণ্ডের তীরে, তাঁহার পাদপীঠ দর্শনার্থে গমন করিলাম। বর্ত্ম প্রদর্শক পরিচিত ব্যক্তি সঙ্গে না থাকায় পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া দিগ্বিদিক্ জঙ্গলময় স্থানে বিচরণ করিতে থাকিলাম। কোথাও কিছু অনুসন্ধান পাই না। ইহাতে মহাপ্রভু ইহাই শিক্ষা দিলেন যেন … শ্রীচরণাশ্রিত ব্যক্তিরেকে জগতের যাবতীয় জীবই এরূপ ভাবে অরণ্যে ভ্রাম্যমান পথভ্রষ্ট পথিক। কেহ বা সংসার রূপ অন্ধকূপে নিপতিত, কেহবা অসৎসঙ্গ রূপ … প্রাসিত। যাহাহউক এই ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইতেছি, কোন জন মানবও পাইনা যে, জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তা ঘাট ঠিক জানিয়া লইব। ইতোমধ্যে বহু অনুসন্ধানে দুইটী বঙ্গ লোকের বাটী দৃষ্টিগোচর হইল। একটী কোন সন্ন্যাসিগণের আশ্রম, ইহার অতি নিকটেই কুণ্ডের কুণ্ডতীর মহাপ্রভুর পাদপীঠ। তাহা হইলে কি হইবে? "দেখিয়া

প্রেরিত পত্র

… , জোড়াহাট, মেদিনীপুর
… মাঘ, ১৩৩৫

মহাশয়,

আমাদের অনেকদিনের আশার পত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজ, অদ্য হৈমন্তিক এখানে আগমন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। আমরা এক বন্ধু, আমাদের আশার ভোগী সংসারী। কি করিয়া সংসারী জীবের মুক্তিলাভ ভগবানের সেবালাভ না হেথে যত অভক্তের গণ।" আমার তরিপর দাদার একথায় ধারণা হইয়াছিল, "এই স্থলেই যোধহয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ"; কিন্তু মাদৃশ অভক্তের সঙ্গে থাকায় আমার আন্তরিক অবরূপ কুজ্ঝটিকা কণ কালের নিমিত্ত তাঁহার প্রদর্শনকে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছিল। তাই এখান হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, অগত্যা বাসায় ফিরিব স্থির করিয়া রওনা হইলাম। কিন্তু বৈষ্ণবের অল্পানুগত্য বা আনুগত্যের ফলও ব্যর্থ হয় না, তাহা অনুভব করাইবার নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব শ্রীভদ্রকালীর মন্দিরে বিফল চেষ্টার অপ্রত্যাশিত ভাবে উপনীত করাইলেন। এই ভদ্রকালীর বৃত্তান্ত আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত গ্রন্থে অবগত হইতে পারি। ইনি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ তামসিক প্রবৃত্তি বিশিষ্ট শাক্তেয়বাদিগণের দণ্ডদাত্রী ও ভক্ত-পালয়িত্রী শ্রীনারায়ণী। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমরা শ্রুত হইয়াছি, বৈষ্ণব-নির্য্যাতন-প্রয়াসী কৌরব পক্ষকে পরাভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ পাণ্ডবগণকে বিজয়-মাল্যে বিভূষিত করিয়াছিলেন বলিয়া এই ভদ্রকালী "বিজয় কাত্যায়নী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এখানে মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী কূপের আকারে কুণ্ড বিরাজিত, বাহিরেও একটী ছোট পুকুরের ন্যায় কুণ্ড আছে। ইহাতে যাত্রিগণ পূজাদি দান করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যেমন কালী মন্দির বলিলেই ছাগাদি পশু-চন্দনের স্থলী বলিয়া মনে উদিত হওয়ায় একদল লোকের বদনে ক্লানন্দের চিহ্ন ও অপর ব্যক্তির বিষাদ-সূচক চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, এখানে তাহার কিছুই নাই। উক্ত বৈষ্ণব পূজারী দ্বারা পূজিতা, এমনও পূজারী সকল বৈষ্ণব। জীব-হিংসার কোন যন্ত্র পাতি এখানে বিদ্যমান নাই। আমরা ভক্তকেশের উপাখ্যানে যাহাতে ইহার বিবরণ অবগত হইতে পারিব।

(ক্রমশঃ)

এবং এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া এমনভাবে … আমরা পাই নাই। যে সংসারে থাকিয়া ভগবদ্ভক্তির ভক্তগণের সঙ্গে আসক্ত ও ভগবানের সেবা করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম্ম তাহাতে লোক প্রকৃত গৃহস্থ হইতে পারেন, অথচ আমরা সেই ভজনস্থলীতে বাস করিয়া ভোগালয় জ্ঞানে যে অনর্থ আবাহন করিয়াছি তাহা জানিয়া নিস্কৃতি উঠিতে হয়। যেখানে শুধু আমি নিজে নই, হরিভজন ছাড়িয়া আত্মীয় স্বজনাদি সহ ঘোর নরকের পথের পথিক হইতেছি। সেই আত্মপতন-স্থলে যে আমার আত্মোন্নতি হয়, একথা গৃহিবাউল-সম্প্রদায় আমরা বুঝি না। আজ শ্রীচৈতন্যমঠ জগতের চক্ষে উদিত হইয়া বদ্ধজীবকুলকে চেতন-রাজ্যে লইবার জন্য ব্যস্ত—সেকথা বুঝিবার ভাবিবার সময় কি আমাদের এখনও আসে নাই? এই বান্ধবহীন দেশে এমন অমৃতময় বাণী চৈতন্যবাণী কে শুনাইতেছে যে—যে যেখানে আছে, সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে হরি-ভজন করিলে সে সব অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার পাইবে? আবার শুধু তাহাই নহে আমাদিগের দ্বারে আসিয়া আমাদিগকে সাদর আহ্বান করিয়া আমাদের নিত্য প্রভুবিহার-ক্ষেত্রে লইয়া, ভক্তসঙ্গে শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ সেবনাদির সুযোগ দিতেছেন।

স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, পাঠ শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন এবং স্বামিজীর নিকট আরও হরিকথা শ্রবণের অভিলাষ জানাইয়াছেন।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী

লতা-পাতার গুণ

অর্ক বা আকন্দ

সংস্কৃত অর্ক শব্দকে চলিত ভাষায় আকন্দ বলে। উহা দুই প্রকার—শ্বেত ও রক্ত। উভয় প্রকার বৃক্ষ দেখিতে একই প্রকার, পুষ্পের বর্ণ অনুসারে তাহাদের প্রকার-ভেদ হইয়াছে। শ্বেত আকন্দের পুষ্প দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত নহে, সামান্য পিতাভ—রক্ত আকন্দের পুষ্প বেগুনি রংয়ের।

অধিকাংশ সময়েই বেগুনি রংয়ের আকন্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বিশেষ প্রয়োজন স্থলে শ্বেত আকন্দের প্রয়োজন হয়। যে স্থলে শুধু আকন্দের নাম করা হইয়াছে, তথায় উভয় প্রকার আকন্দই বুঝিতে হইবে।

ঔষধে আকন্দের আঠা, পাতা, ফুল ও শিকড় ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগবিধি

কুকুরের বিষে—উত্তম তিল-চূর্ণ ২ তোলা, গুড় ২ তোলা এবং শুষ্ক আকন্দের আঠা এক আনা এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সাতটী সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যহ এক ভাগ মাত্রায় সাত দিন সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কুষ্ঠ ব্যাধির পোকায়—আকন্দের আঠা প্রয়োগ করিলে পোকা বিনষ্ট হয়।

কুরণ্ড (*Hydrocele*) ও গোদে—আকন্দের মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উহা বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

বিছার দংশনে—প্রথমতঃ গুগ্গুলের ধূম লাগাইয়া আকন্দের পাতা দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

অম্বলে—মৃৎপাত্রে শুষ্ক আকন্দ-পাতা এবং পাতার এক চতুর্থাংশ সৈন্ধব লবণ পর পর সাজাইয়া পাত্রের মুখ সরাদ্বারা বদ্ধ করিয়া উহার উপর মৃত্তিকার প্রলেপ দাও; তৎপর ঘুঁটের অগ্নিদ্বারা উহা ২৪ ঘণ্টা দগ্ধ কর—তাহা হইলে পাত্রের ভিতরের পাতা দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইবে। এই ভস্ম এক আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করিলে অম্বলে বিশেষ উপকার হয়।

গরমী (*Syphilis*)—আকন্দের পাতার কাথদ্বারা ঘা ধুইলে উপশম হয়। গরমীতে চক্ষু লাল, ক্লেদপূর্ণ বেদনাযুক্ত এবং সর্ব্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা হইলে আকন্দের ফল একপোয়া ঠাণ্ডাজলে ভিজাইয়া রাখিয়া উক্ত জল পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা ভালরূপে ছাঁকিয়া লইবে। এই জল চক্ষে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

পেট জ্বালা ও পেট ব্যথায়—আকন্দের পাতার মসৃণ দিকে (যে পৃষ্ঠ সূর্য্যের দিকে থাকে) সরিষার তৈল মাখাইয়া গরম করিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

হাঁপানিতে—আকন্দ-মূলের ছাল গুঁড়া করিয়া আকন্দের আঠায় ভিজাইবে। তৎপর উহা শুষ্ক করিবে। এই প্রকার ভাবে ৭ বার ভিজাইবে, ৭ বার শুষ্ক করিবে। তৎপর এই চূর্ণ অল্প প্রদান পূর্ব্বক উহার ধূম পান করিবে। ইহাতে শ্বাসের বিশেষ উপকার হয়।

নিউমুনিয়ার ব্যথায়—আকন্দ পাতার মসৃণ পৃষ্ঠে ঘৃত (অভাবে সরিষার তৈল) মাখাইয়া বুকে পৃষ্ঠে বসাইয়া দিবে, তৎপর তুলের পুঁটুলিদ্বারা

ভাল করিয়া সেক দিলে বিশেষ ফল দর্শে।

প্লীহায়—একটী কচি কাল বেগুনের মধ্যস্থলে বর্কীর মত এক টুকরা কাটিয়া তোল। তৎপর সন্ধ্যায় সর্ব্বর আকন্দের ডগা ভাঙ্গিয়া উহা হইতে যে আঠা নির্গত হইবে, তাহার একফোটা মাত্র ঐ বেগুনের কর্ত্তিত অংশের ভিতর ফেল, তৎপরে কর্ত্তিত অংশটী পুনরায় বসাইয়া দাও। এখন উনানে ঘুঁটের আগুন করিয়া ঐ আগুন কমিয়া আসিলে উনানের উপর হইতে ঐ বেগুনটী উনানের ভিতর ফেলিয়া দিয়া ঘুঁটে চাপা দাও। পরদিন প্রাতে উনানের মুখদ্বারা বেগুনটী বাহির করিয়া আন। তৎপর খালিপেটে বোঁটা ও খোসাবাদে সমস্ত বেগুনটী খাইয়া ফেল। ইহাতে দাস্ত কিছু বেশী হইলেও প্লীহা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। এই বেগুন রবিবার খাওয়ার নিয়ম। ছেলেরা ইহা সহ্য করিতে পারিবে না। বেগুন যত কচি হয় ততই ভাল।

গেঁটে বাতে—আকন্দের আঠা লাগাইলে কিংবা আকন্দ পাতা বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয়।

চক্ষু উঠিলে—পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর কোণে আকন্দের আঠার ভর্ত্তি করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে পরদিবস বিশেষ সুফল পাইবে।

কর্ণশূলে—আকন্দের পাতায় পুরাতন ঘি মাখাইয়া আগুনে সেঁকিয়া চাপ দিলে রস বাহির হইবে। ঐ ঈষদুষ্ণরস ৬।৭ ফোটা কানের ভিতর দিয়া তুলা দিয়া কান বন্ধ করিয়া রাখিলেই বিশেষ উপকার পাইবে।

সম্রাটের বর্ত্তমান অবস্থা

চিকিৎসকগণের অভিমত

লণ্ডনের ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ডেপার্স ফিটরেট, ডিলবী ডসন, সার হামফ্রে রলেষ্টন, সার কার্ কুহার বাজার্ড এই ৫ জন ডাক্তারের পরামর্শের পর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে সম্রাটের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, সম্রাট ঐ দিন শান্তিতে যাপন করিয়াছেন। অনেক দিন যাবৎ তাঁহার শারীরিক উত্তাপ স্বাভাবিক এবং নাড়ীর অবস্থা সন্তোষজনক। ফুসফুসের ক্ষতস্থানের আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে, উহা দ্রুত আরোগ্য হইতেছে। তাঁহার আহারে রুচি হওয়ায় তাঁহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হইতেছে। তাঁহার শারীরিক সামর্থ্যের উন্নতি হইলেও তাঁহার ওজন বিশেষ বৃদ্ধি না পাওয়ায় সামুদ্রিক আবহাওয়া তাঁহার বিশেষ উপকারী।

সমুদ্রতীরে বগনায় বাসের ব্যবস্থা

সরকারী ভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সম্রাট বগনায় গমন করিয়া ক্রেগ ওয়েল হাউসে অবস্থান করিবেন। সার আর্থার ডুক্রস তাঁহার ব্যবহারের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন। সম্রাটের যাত্রার দিন এখনও স্থির হয় নাই।

নূতন যন্ত্র

বাঙ্গালার শিল্প-বিভাগ চাউল ভাঙ্গা তৈয়ারী করিবার এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে গুহ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কসের কারখানায় এই যন্ত্র বসান হইয়াছে। গত ১৬ই জানুয়ারী ইহার উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে চট্টগ্রাম সহরের বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল। শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের পক্ষ হইতে শ্রীযুত কে, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

রেল-বিভাগের প্রদর্শনী

গত বৎসর শিমলায় রেলের প্রচার-বিভাগ হইতে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই নূতন দিল্লীতে তাহা অপেক্ষাও বড় রকমের এক প্রদর্শনী খুলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে নানা রকম আয়োজন করা হইয়াছে।

পকেটকাটার দণ্ড

সেখ আবদুল নামক জনৈক লোক শিয়ালদহের তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট বিক্রয়ের ঘরের সম্মুখে পকেট কাটিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি, দাসের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত ২৯শে জানুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ

হগ মার্কেটের দোকানদার শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাহার অভিযোগানুসারে গত সোমবারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃার রক্সবার্গ ফরিয়াদীর পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র সাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, পুত্রটি পিতার ক্ষতি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় পিতা তাহার ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে অসম্মত হয়েন। তন্নিমিত্ত ফরিয়াদীর অনুপস্থিতে আসামী লোহার সিন্দুক হইতে ১ হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া পলায়ন করে। ১হাজার টাকার কারেন্সী নোট ধৃত করিবার জন্য একখানি খানাতল্লাসী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

বে-আইনী কোকেন

বড়বাজার পুলিস কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া কটন ষ্ট্রীটের কোনও বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা খানাতল্লাস করিয়া কিছু কোকেন পাইয়া ঐ সম্পর্কে ৫ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগকে হাজতে পাঠান হইয়াছে।

ভিজাগাপত্তমে অনাবাদ জমির খাজনা বন্ধ

পূর্ব্ব গোদাবরী ও ভিজাগাপত্তম জিলার যে যে অংশ বালি অথবা বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়াছিল বলিয়া সেখানে চাষ আবাদ হয় নাই, সেই জমিগুলি পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার খাজনা দিতে হইবে না।

পৃথিবী ভ্রমণে বাধা

"প্রেসিডেন্ট গারফীল্ড" নামক একখানি জাহাজ ৮১ জন যাত্রী লইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণমানসে নিউইয়র্ক হইতে বহির্গত হইয়াছিল। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কিছু দূরে জাহাজখানি চড়ায় আটকাইয়া বিপন্ন হয়। "প্যান আমেরিকা" এবং অন্য একখানি জাহাজ সংবাদ পাইয়া তাহার উদ্ধারার্থ যাত্রা করে। উহারা বিপন্ন জাহাজের যাত্রীদিগকে ও তাহাদের জিনিষপত্র এবং ডাক উদ্ধার করিয়াছে।

আফগান-[illegible]

[illegible]

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] আক্রমণে [illegible] [illegible] কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

গুজব মিথ্যা

নবদিল্লীর ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বাচ্চা-ই-সাকাওকে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া লণ্ডনে যে গুজব রটিয়াছিল তাহা সত্য নহে, তাঁহার [illegible] সংবাদও মিথ্যা।

আমীর হবিবুল্লার চেষ্টা

প্রকাশ, নূতন আমীর হবিবুল্লা কাবুলকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন ও স্বীয় শক্তির দৃঢ়ীকরণ বর্ত্তমানে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, কাবুলে যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে এবং তথায় বিদেশীয়গণ নিরাপদে আছেন।

আমানুল্লার দরবার আহবান

চমন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, আমানুল্লা তাঁহার পতাকা পুনরায় উত্তোলন করিয়াছেন। তিনি কান্দাহারে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় লোকের একটী দরবার আহ্বান করিয়াছেন।

সার ভেঙ্কট রেড্ডী

লরেঞ্জো মার্কুয়েজ, ২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার নবনিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধি সার ভেঙ্কট রেড্ডী অদ্য প্রাতে লরেঞ্জো মার্কুয়েজ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। অস্থায়ী বৃটিশ কনসাল এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমিতি তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছেন রয়টারের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তাঁহার নিকট মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কমিশনের কার্য্যের সুখ্যাতি করেন। তিনি ভবিষ্যতে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মৈত্রী সম্বন্ধে দৃঢ় আশা পোষণ করেন।

নানা কথা

জীবন্ত-আলোক

গত কল্য ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় সময় বসুবিজ্ঞান মন্দিরে অধ্যাপক মালপ জীবন্ত-আলোকের আশ্চর্য্যজনক প্রদর্শনী ক্রিয়া করিয়াছেন। জ্যোতিষ জীবাণু সম্বন্ধে অধ্যাপক মলিশের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ আছে। তিনি সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজ "ঠাণ্ডা" আলোক সৃষ্টি ব্যাপারে আজকাল ব্যস্ত আছেন। এই সমস্যার সমাধান হইলে আলোক-জগতে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইবে। জীবন্ত লোমকূপ কিরূপে আলোক বিকীর্ণ করে, এই বর্ক্তৃতায় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

[illegible]

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম নবদ্বীপের পরবিদ্যাপীঠে সম্প্রতি পাঠপ্রকার্য আসিন উপযুক্ত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যার্থিছাত্রগণ বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীগৌরজন্মতিথির পূর্ব্বে আবেদনপত্র ও স্ব-স্ব যোগ্যতা জানাইয়া বিদ্যার্থীর স্থান পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিবেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুদর্শন বাচস্পতি মহাশয় বিদ্যার্থিগণের কল্যাণ-কামনা করিতেছেন। পরবিদ্যাপীঠে কতিপয় ছাত্র এবার ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পরীক্ষার্থিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের অভীষ্টসাধনে সফলতা প্রার্থনা করিতেছি।

অপরা বিদ্যার প্রশস্তি-কল্পে আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর অনেকদিন হইতে যারপরনাই উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বর্ত্তমান সহর-নদীয়ার চৈতন্য চতুষ্পাঠী, ভাগবত চতুষ্পাঠী কালীমবাজার বিদ্যালয়, বেদের টোল, দণ্ডীর টোল প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে কতিপয় ছাত্রের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকিলেও পরবিদ্যার দিগ্দর্শনাভাবে অপরা বিদ্যা পরবিদ্যা-চেষ্টাকে বিস্মৃত করাইতেছে। পরবিদ্যার চেষ্টিত জনসমাজ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশামুক্ত আধ্যাপক হইবার সুযোগ পান, কিন্তু অপরা-বিদ্যা-প্রভাবে জীবের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

পরবিদ্যাপীঠ অপরবিদ্যানুশীলনের প্রতিবাদী চতুষ্পাঠী মাত্র নহে। একতরফের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লৌকিক অর্থই প্রয়োজন, অপর সম্প্রদায়ের তাদৃশী চেষ্টা হইতে নিজিত [illegible] আবরিত করা। [illegible] [illegible] উদ্দেশ্যে অপরবিদ্যার [illegible] এক[illegible] [illegible]

আচ্ছাদিত করা। তাঁহারা বলেন, —বর্ত্তমান শহরনদীয়া নবদ্বীপের প্রাচীনতাই প্রাচীন নবদ্বীপের নিদর্শন, কিন্তু শাস্ত্র ও ঐতিহ্য-প্রমাণসমূহ বলেন,—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের নদীয়া কোনদিনই কর্কটিকা পল্লীতে আশ্রয় লাভ করে নাই। নদীয়া-রাজগণের ইতিবৃত্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য—এই প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রাচীন নদীয়ার যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে উহা পৃথক্।

মহামহোপাধ্যায় পরলোকগত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ-প্রমুখ বিদ্বমণ্ডলী, সার উইলিয়ম হান্টার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ, সিদ্ধচৈতন্যদাস ও তোতারাম দাস প্রভৃতি উদাসীন পণ্ডিতগণ সকলেই সমস্বরে যে স্থানটীকে অবিসম্বাদিত প্রাচীন নদীয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কতিপয় ব্যক্তি ন্যাকারণে ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া সেই স্থানের সংস্থানের প্রাচীনতা সম্বন্ধে লোকচক্ষে ধূলি দিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, অথবা ব্যক্তিবিশেষের পতিত জমিগুলি উচ্চহারে বিলি করিয়া তাঁহার কুবের-ভাণ্ডার স্ফীত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সকল নবীন যুক্তি ও ভিত্তিহীন কথাকে প্রমাণ বলিয়া স্থাপন করিতে ব্যগ্র হন, তাহাতে তাঁহারা কোনদিনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যেহেতু তাহা অসত্যভিত্তিতে স্থাপিত এবং প্রমাণবিষয়ে গোঁজামিল দিবার উপকরণমাত্র।

কতকগুলি কল্পিত ঘটনাদ্বারা লোকের চিত্তবৃত্তিকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে তাহা ইকনগ্রাফি, এপিগ্রাফি, পেলিওগ্রাফি, ইতিহাস, কিম্বদন্তী, যুক্তি প্রভৃতি কোন বিভাগেই পোষণ করে না। গায়ের জোরে গলাবাজী করিয়া ভ্রান্ত লোকসংখ্যাদ্বারা ভোট লইতে গেলে এইরূপ বিপথে যাইতে হয়, কিন্তু আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর বিশেষতঃ বুদ্ধিমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ কাল্পনিকবাদের মহিমাবর্দ্ধনে কখনই উৎসাহ দিবেন না।

ভাগ্য-দোষ

শ্রীভগবানের বিমুখজনমোহিনী দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়ার কাপট্যমাখা সাম্রাজ্যে মুগ্ধ জীবগণ অহর্নিশ ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে দেখিয়া জীবদুঃখদুঃখী করুণাবারিধি ভগবান্ তাহাদেরই উদ্ধার-নিমিত্ত এই মায়াপ্রপঞ্চে ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থভাগবতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভাগবতরূপে ভগবান্ সর্ব্বক্ষণই মায়ামোহিত জীবগণকে উপদেশ দিতেছেন, "হে জীব, যে অনিত্য-দেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ পুনঃ পুনঃ তোমাদের ভীষণ সংসৃতি-যাতনা—জনন-মরণ-যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে আর 'আমি' বুদ্ধি করিয়া জগতের ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্ব লইবার দুর্ব্বুদ্ধি করিও না। আমার ভোগ্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিতে গিয়াছ তোমাদের আজ যে দুর্গতি লাভ হইয়াছে, পুনরায় সে দুর্গতি বরণ করিবার অভ্যাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে মদানুগত্য স্বীকার কর—আমার সেবাই তোমাদের জীব-স্বরূপের নিত্য-বৃত্তি, তাহার বিস্মৃতিই এই দারুণ সংসৃতি।" হতভাগ্য আমরা শ্রীভগবানের এ সকল কথায় আদৌ কর্ণপাত করিতে চাহি না, উহার আলোচনায় নিযুক্ত হওয়াকে 'সময় নষ্ট' বলিয়াই সিদ্ধান্ত করি! মায়া-প্রদত্ত আপাত-সুখের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া শেষে অনন্ত-দুঃখসমুদ্রে নিমজ্জমান হই! কিন্তু তখনও হে ভগবন্, তোমার কথা আমাদের একবারও চিন্তার বিষয় হয় না। মনে করি, আমরা নিজ চেষ্টা-বলেই এ দুঃখ নিবারণে সমর্থ হইব! ব্যর্থ উদ্যম! এক দুঃখ দূর করিতে করিতে শত সহস্র দুঃখ আসিয়া আমাদের আরোহ-চেষ্টাকে ধিক্কার দিয়া বলে—"মূর্খ, এমন করিয়া কেন বৃথা ছটফট করিয়া মরিতেছ? একায়ন-শ্রুতি-বিধানানুসারে ব্যবসায়াত্মিকা বা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠামূলা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-চরণ-কল্প-বৃক্ষমূলই একমাত্র আশ্রয়স্থলজ্ঞানে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সেই কৃষ্ণপাদপদ্মে তদনুশীলন ব্যতীত অব্যবসায়ী অর্থাৎ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠারহিত অনেক-বিষয়-নিষ্ঠ বহুবস্ত শাখাবলম্বী অজ্ঞ কর্ম্মজ্ঞানসঙ্গিগণের কুমন্ত্রণার জালীয় মধুপুষ্পিত বাক্য-বিতানে মুগ্ধ হইয়া যতই কৃষ্ণভক্তি-গন্ধ-শূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদি অসদ্-বর্ত্ম অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে আমাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিবে, হে দুর্ব্বল ক্ষুদ্রমতি মন্দভাগ্য কলিকবলিত জীবকুল, আমরা ততই তোমাদিগকে দুঃখজলধির গভীরতম প্রদেশে লইয়া যাইব—আর অভিসম্পাতবিশেষে তোমাদের [illegible]

আশ্রয়শূন্য আশ্রয়বৃক্ষের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করাইব।" সুখ্য সুতাই মূর্খ কর্ম্মজড়ী অজ্ঞান আমরা, তাই ছলনাময় সুখে অবাঞ্ছিত দণ্ডাদেশ গ্রাহ্য না করিয়া আপাতমধুর ভবের মোহে ভুলিয়া যাই।

রক্ত-মল-মূত্র-পরিপূর্ণ কৃমিকীটাদি-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর অন্ধকূপ-সদৃশ জননী-জঠর-ভ্যন্তরে জরায়ু ও অস্ত্রমেদলা পরিবেষ্টিতাবস্থায় যখন আমরা দশমমাসে পরাণপণ পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করি, তখন জন্মজন্মান্তর আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের ভগবদ্বহির্মুখতা হেতু কৃত পাপকর্ম সমূহের স্মৃতি উদিত হয়, আমরা জঠরানল-সন্তপ্ত ও কৃমি-কীটাদিদষ্ট হইতে হইতে পুনরায় গর্ভবাস-যন্ত্রণাভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুবদ্ধ বদ্ধাবস্থায়ই কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাকুলান্তঃকরণে কৃষ্ণবিস্মৃতি-হেতু কতই না অনুতাপ করিয়াছি আর বলিয়াছি—"হে কৃষ্ণ, তোমাকে ভুলিয়াই আমাদিগকে আজ এই ভীষণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তথাপি এক্ষণে তোমার স্মৃতি বর্ত্তমান বলিয়া এযন্ত্রণাও আমাদের সুখের মনে হইতেছে; কিন্তু প্রভো, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও যে ভীষণ সংসার-কূপ বর্ত্তমান, যেখানে গেলে তোমার দুরত্যয়া মায়া জীবকুলকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ও তৎসম্বন্ধিত যাবতীয় বস্তুতে 'অহং-মম' বুদ্ধি উৎপন্ন করাইবে, তাহাতে জীব তোমার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া কত না ভীষণ অনর্থের আবাহন করিবে। হে কৃষ্ণ, হে জগজ্জীবের প্রাণনাথ তুমি আমাদিগকে সেই নিদারুণ সংসৃতি-যাতনা হইতে উদ্ধার কর, আর যেন তোমার পাদপদ্ম-সেবা বিস্মৃত হইবার দুর্ভাগ্য না হয়, তোমার পাদপদ্মস্মৃতি লইয়া আমরা কোটী কোটী বার গর্ভবাস-যন্ত্রণা বা তদপেক্ষাও ভীষণ কোন যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু তোমার ও তোমার ভক্তগণের সেবা-বিস্মৃতিজনিত যন্ত্রণা মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আমাদের পক্ষে অসহ্য হইবে।" এইরূপ স্তব করিতে করিতে 'ভূমিষ্ঠ হইয়াও কৃষ্ণসেবা করিব' এরূপ কতই না প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিন্তু হা অদৃষ্ট, ভূমি স্পর্শ মাত্র মায়ার বিচিত্র-বেশ-ভূষা দেখিয়া জননী-জঠরের সকল কথাই ভুলিয়া গেলাম! জনক-জননীর কত না আদরের ধন—সাগর-ছেঁচা মাণিক হইয়া পড়িলাম! গর্ভবাস-কালে কৃষ্ণবিস্মৃতিময়ী সংসৃতি-যন্ত্রণা-ভয়ে এত যে ভীত হইয়াছিলাম, সে ভয়ের লেশমাত্রও আজ আর আমাদের নাই, আমরা হাসিতে-খেলিতে সুখ-দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে কেবল সুখের আশামাত্র বুকে বাঁধিয়া কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে ক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য—পরিশেষে মৃত্যু-শয্যায় শায়িতাবস্থায় উপনীত,—তথাপি

অদৃষ্ট মন্দ

ভগবানের [illegible] সকলেই অনুগ্রহ-হীন, কেননা মঙ্গলময়ের বিচার আমাদের কৃতকর্ম্মের উপর। সুতরাং আমার দুঃখভোগের জন্য আমিই দায়ী।

আমি সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ, সুতরাং আমি চেতন। আমাতে আমার স্বরূপানুযায়ী ক্ষুদ্র স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতারূপ অমূল্য নিধি-দানে আমার উপর ভগবানের অশেষ করুণার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমার আমি আমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলেও তিনি আমার প্রতি উদাসীন না হইয়া পুনরায় সেই [illegible] সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট, তাঁহার করুণার অবধি আছে কি? হায়! হায়! আমি এমন দয়ানিধির দয়া বুঝিলাম না, গ্রহণ করিলাম না—কেননা আমার অদৃষ্ট মন্দ।

আমি আমার প্রভুকে ছাড়িয়া, প্রভুর প্রিয়ভক্তগণকে ছাড়িয়া এই বিদেশে প্রভুসেবা ছাড়া অপরাধিকুলকে আত্মীয়-জ্ঞানে তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেছি—উদ্দেশ্য সুখভোগ। কিন্তু আমি যে মতলব লইয়া এখানে আসিয়াছি, তাহারাও সেই মতলবের লোক। 'যেখানে সেখানে কোলাকুলি'র ন্যায় আমাদের প্রীতি বা ভালবাসা। এপ্রকার আত্মীয়তা, ভালবাসা অপরের প্রীতির জন্য নহে, প্রাণের জন্য। এহেন বন্ধনাগার-দস্যু-হস্তে পতিত, সুখভোগের নামে সর্ব্বদা দুঃখপ্রাপ্ত, ভ্রান্ত, আমাকে উদ্ধার করিয়া নিজ পাদপদ্মে টানিয়া লইবার জন্য তিনি তাঁহার প্রিয়তমোত্তমজনকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, আমি যে সেই বৈকুণ্ঠবার্ত্তা আনয়নকারী বৈকুণ্ঠদূতকে আমার আরাধ্য স্বদেশ-পথপ্রদর্শক জানিয়া আশ্রয় করিতে পারিলাম না। আমার অদৃষ্ট এত মন্দ যে আমি আমার নিজের মঙ্গল নিজেই বুঝি না অথবা মঙ্গলবিধাতা আসিয়া বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে চাই না।

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব আজ আমার সম্মুখে প্রভুর সেবকাদর্শরূপে উপস্থিত,—উদ্দেশ্য অনাচারী আমি, আমাকে আচারে স্থাপন করিবার জন্য। বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্যই বিশ্বপতির সেবোপকরণ। আমি সেই উপকরণ আমার নিজের ভোগে লাগাইয়া নিজের বিমুখতা এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বজনের বিমুখতা বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছি। কিন্তু প্রভুপাদ আমার, আমার ন্যায় আত্মঘাতী ও পরঘাতীকে ভীষণ পাপ হইতে ছুটী করাইয়া—চৌর্য্যবৃত্তির হাত হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য যাবতীয় বস্তুই শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাকেও সেবক হইবার সুযোগ দিতেছেন। আমি তাঁহার এই সেবাভিনয়কে আমার মোটে বুদ্ধিতে ভোগাভিনয় জ্ঞান করিয়া অপরাধী হইলাম? হা! অদৃষ্ট।

প্রভুপাদ আমার কৃষ্ণের নয়নোৎসব। যে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে জগৎ আকৃষ্ট, জগদতীত বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথের অঙ্কশায়িনী শ্রীলক্ষ্মীদেবী আকৃষ্টা, শুধু তাহাই নহে, নিজেই নিজের রূপে আকৃষ্ট, এহেন কৃষ্ণাকর্ষকরূপে আমার প্রভুপাদ রূপবান্। আর আমি সেই শ্রীরূপের নিকটে বাস করিয়া তাঁহার মদনমোহনমোহনকারী রূপশোভায় আকৃষ্ট না হইয়া জড়রূপের পশ্চাতেই ছুটিতেছি। আমার এই দুর্গতির সীমা কোথায়? আমার অদৃষ্ট এতই মন্দ যে, এহেন সুদুর্লভ-নিধি পাইয়াও চিনিবার সুযোগ হইল না।

আমার প্রভুপাদ মূর্ত্তিমতী চেতন-বাণী। সেই বাণী কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ গোবর্দ্ধনকারী, সুতরাং আমার প্রভুপাদের বাণী-সমূহ নিরন্তর-কৃষ্ণসেবাময়। এহেন কৃষ্ণসেবাময় বাণী, আমাকে নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত করিবার জন্য আমার কর্ণমূলে কীর্ত্তিত হইলেও আমি সেই শ্রবণের অভিনয় করিয়াও অসৎ কথা, বাজে কথায় মগ্ন থাকিলাম। কেননা প্রভুপাদের বীর্য্যবতী হরিকথা আমার ভোগবর্দ্ধনের সহায় না হইয়া আমার স্বরূপের বৃত্তি হরিসেবা উদ্বোধনের সহায়। মনোব্যাসঙ্গ-ছিন্নকারিণী কথায় রুচি হইলে পাছে বিষয়রুচির অভাব হয়, এই ভয়ে আমার উদ্যোগ সাজিল না। হায়! অদৃষ্ট।

প্রভুপাদ আমার অশেষ গুণে গুণী, কৃষ্ণের যতেক গুণ সকল তাঁহাতেই আছে, অধিকন্তু কৃষ্ণকে বশকরা ক্ষমতা বিদ্যমান। অজিত ভগবান্—স্বাধীন ভগবান্ আজ তাঁর গুণে মুগ্ধ। সেই কৃষ্ণবশকারী প্রভুপাদ নিজের সর্ব্বস্ব-কৃষ্ণকে আমায় সর্ব্বস্ব করিয়া দিবার জন্য আমার ন্যায় ঘৃণ্য বিষয়াবিষ্টভোগীকে তাঁহার অভিমর্ত্ত্য-সঙ্গ-দানে কৃতার্থ করিলেও আমি কিন্তু সেই কৃষ্ণপ্রদাতা প্রভুর নিকট থাকিয়াও কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির জন্য ঐকান্তিকী ভক্তি না দেখাইয়া প্রভুপাদের আশ্রিত বলিয়া নিজের প্রেষ্ঠ-মনের ভোগের সুবিধা করিয়া লইতেছি, একেই বলে অদৃষ্ট মন্দ।

লীলাময় ভগবানের মনোহর লীলা-প্রচারক আমার প্রভুপাদ কৃষ্ণ-প্রেম-দান-লীলাভিনয়কারী। সর্ব্বজীবপ্রভু কৃষ্ণ প্রভুপাদকে দিয়া নিজ নিত্যদাসগণকে নিজভক্তি প্রদান করেন। ভাগ্যবান্ জীব আবার সেই প্রভুপ্রেরিতজনের আশ্রয়ে প্রভু-প্রেম পান। আমার ভাগ্যে এই শ্রীগুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভ হইলেও ব্রহ্মশিব-ভিক্ষার্থী মুকুন্দের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি হইল না। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রীতি-অর্জন না করিয়া আমি আমার ইন্দ্রিয়চালনকার্য্যে রত থাকিলাম। আমার মত [illegible] তুলনা ত্রিভুবনেও নাই। আমি কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না, কেননা—আমার অদৃষ্ট মন্দ।

হে ভগবন্, তোমার পাদপদ্মসেবার জন্য এখনও আমাদের একটুও ইচ্ছা হইল না! এখনও জীবনের অনিত্যতা বুঝিতে পারিলাম না। যতবার যত যত সুখের আশায় ধাবিত হইয়াছি, দুঃখবন্ধু ততই যে আমাদিগকে সে সুখের অনিশ্চয়তা জানাইয়া সতর্ক করিয়াছে—কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার নিত্যাবশ্যকতা জানাইয়া দিয়াছে, ভ্রান্ত-মোহান্ধ-কৃতঘ্ন আমরা তথাপি কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া কর্ম্মবীর জ্ঞানবীর যোগবীর সাজিবার জন্যই বড় ব্যস্ত! আমরা যখন নিজের দোষেই নিজেরা মরিব, তখন দোষ আর কাহাকে দিব।

"অধমে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥"

গীতা-রহস্য

কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন, তুমি এ কি বলিতেছ? শাস্ত্রে কি বলেন যে আততায়ী ব্যক্তিকে বিনাশ করিতে নাই? তুমি কাহাকে "ভ্রাতৃ" সম্বোধন করিতেছ? কৌরবগণ যে আততায়ী!

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥"

অগ্নি-প্রদান-কারী, বিষদানকারী, শস্ত্রপাণিব্যক্তি, ধন-অপহরণকারী ও দারা অপহরণকারী ব্যক্তিগণ আততায়ী, তাহাদিগকে বিনা বিচারে বধ করা কর্ত্তব্য, তাহাতে হন্তার কোন দোষ হয় না। কৌরবগণের যখন উক্ত সকল দোষই আছে, তখন তাহাদিগকে বধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। [illegible]

[illegible] না। অর্জ্জুন, তুমি কিরূপে [illegible] জীব [illegible] যেহেতু তাহাদের [illegible] করিব? তাহাদের বিনাশ করিয়া [illegible] লাভ করিলে অনুতাপ মাত্র সার হইবে। হে শ্রীপতি, আপনি এ হীন যুদ্ধে আমাকে প্রবর্ত্তন করিতেছেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন, তুমি কি এক্ষেত্রে জ্ঞান হারাইয়াছ? তোমার স্বধর্ম কি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছ কি? "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি" এই বাক্যে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে এবং দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলে কখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। তুমি যাহাদিগকে 'আত্মীয়' বলিতেছ, তাহারাই তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন, তখন ক্ষত্রিয় হইয়া তোমার তৎকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই কেন? তখন অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, কৌরবগণ লোভে অপহৃত-চিত্ত হইয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের তাদৃশ রাজ্য-লোভ না থাকায় আমার ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি নাই। উপযুক্ত "আহূতো ন নিবর্ত্তেত" বাক্য অন্যত্র প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে কুলক্ষয়ের সম্ভাবনা, তথায় প্রযোজ্য নহে; কারণ কুলক্ষয়ে কুলধর্ম বিনষ্ট হয়। কুলধর্ম বিনষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। অধর্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রী সকল ব্যভিচারিণী হয়। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। বর্ণসঙ্কর সন্তানগণের দ্বারা পিতৃলোকের পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ হয় এবং সকলে নরকগামী হইয়া থাকে। হে জনার্দ্দন, আমি শুনিয়াছি যে, যাহাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহাদের নিয়ত নরকে বাস হইয়া থাকে।" হায়, হায়, কি দুঃখের বিষয়! আমরা রাজ্যলোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়া কি মহান্ পাপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। হে হৃষীকেশ, আমাকে যদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অস্ত্রহীন ও প্রতিকার-পরাঙ্মুখ দেখিয়া বধ করে, তাহাই আমার মঙ্গলকর। [illegible] শোকাকুল চিত্তে [illegible]

[illegible]

[illegible] আসিল ? ইহা [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিন্তা করিয়া তোমার [illegible] ? এই ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদবৎ [illegible] হইত। যে [illegible], তুমি পরকে জল দিয়া যাক, কিন্তু [illegible] পাত্র হইও না।

অর্জ্জুনের এই বিভিন্নমতি দেহাত্মবাদীর [illegible] অর্জ্জুন দেখাইতেছেন যে, [illegible] ভূমিতেই ঠিক এই সংসার-পান্থশালায় আসিয়া যাহাতে এই পান্থশালায় চিরকাল বাস করিতে পারে, তদনুরূপ চেষ্টা করে। জন্মগ্রহণ-সময়ে কেহই সঙ্গে আসে নাই, কিন্তু স্বার্থের প্রতিভাবে—তুচ্ছ বিকৃত সুখের মমতায় পড়িয়া কতকগুলি জীবকে আপনার বলিয়া মনে করিয়া লয়। তখন যদি কোন মহাপুরুষ কৃপা করিয়া তাহাকে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করাইতে চাহেন, কৃপা পূর্ব্বক তাহার নিকট, তাহার আপন স্বরূপ দেখাইতে আসেন, তাহা হইলে সেই জীবের ঠিক এইরূপ মনোভাব জাগিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই ব্যক্তি তাহার স্বজনবান্ধবগণের মোহে মুগ্ধ হইয়া বলে,—হায়-হায়, আমি যদি সংসার ছাড়িয়া যাই, আমি যদি আমার সাধের [illegible], প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া যাই, তবে তাহাদিগকে কে দেখিবে ? আমার বৃদ্ধপিতামাতার কে সেবা করিবে ? কিন্তু মূঢ় জীব জানে না যে, কালপ্রবাহের একটা তরঙ্গের আঘাতে তাহার অস্তিত্ব এ মর জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে। তাহার কল্পিত পাকা সৌধটী [illegible] ফাঁকা করিয়া দিয়া কোন্ এক অজানা অচেনা দেশে লইয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান হয় না যে, জন্মের পূর্ব্বে সে কোথায় কি অবস্থায় ছিল এবং মৃত্যুর পর তাহার কি দুর্গতি হইবে। কি আশ্চর্য্য মোহ ! তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন,—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥

[illegible] গমন করিতেছে—[illegible] প্রত্যক্ষ করিতেছে। মৃত্যুর [illegible] আর [illegible] জীবিত থাকিবে, [illegible] আমরা চির- [illegible]। ইহা অপেক্ষা [illegible] আছে ?

প্রচার প্রসঙ্গ

গত ৮ই মাঘ সোমবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার কোলা হাই-স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রগণের পুরস্কার বিতরণের সভায় আহূত হইয়া এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সভায় ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পরবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদিগকে শিক্ষিত, শিষ্ট ও শান্ত না করিয়া কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে—চিন্তা করিবার, ভাবিবার সময় আমাদের নাই কি ? পুত্রবৎসল পিতৃবর্গ, শিক্ষাদাতা শিক্ষকগণ তাঁহাদিগের পুত্র ও ছাত্রগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য উন্মুখীন প্রকিপেক্ষ-চিন্তু যে মঙ্গল সাধনে ও প্রাপ্তিতে উভয় পক্ষের মঙ্গল, সেই পরম মঙ্গলের কথা শুনিবেন কি ? জগন্নাথের জগতের মধ্যে প্রিয়তম ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গৌড়-মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব কি অমঙ্গলের দিকে ছুটিবে ? যে স্থানে সেই পরিপূর্ণ চেতন অবতীর্ণ হইয়া চেতনের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, আজ কি সেই দেশবাসী চৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার অভিলাষ করেনা ? এইভাবে সহজ সরল ভাষায় বহু কথা আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহারিক পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রগণের মধ্যে বিতরিত হয়, কিন্তু আজ এই মূল্যহীন পারমার্থিক পুরস্কার প্রাপ্তিতে সকলেই লাভবান্ হইয়াছেন।

নানা কথা

সাধনপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন

গত সোমবার সাধনপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত শ্যামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পল্লীসংস্কার সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুত যতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীযুত গুণাভিরাম পাঠক মেম্বর-পদ-প্রার্থী ছিলেন। তন্মধ্যে সভাপতি এবং সম্পাদক মহোদয়দ্বয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুত সামন্তের সদাশয়তা

নদীয়া জেলার সদর সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুত সুবিত কুমার সামন্ত মহোদয় মুড়াগাছা বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় অনেক নমঃশূদ্র বালকের পাঠ্যপুস্তক ও বিনা বেতনে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নের ভার লইয়া স্বীয় সহৃদয় পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন।

সম্রাটের অবস্থা

লণ্ডনের ২০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সম্রাটের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে, সুতরাং এখন হইতে অল্প ইস্তাহার মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইবে।

সম্রাট "ক্রেগওয়েল হাউস" নামক যে গৃহে অবস্থিতি করিবেন, তাহা অলডউইক নামক গ্রামে অবস্থিত এবং উহা বগনার হইতে উহা দেড় মাইল দূরবর্ত্তী। সম্রাট স্থানান্তরে যাইবেন, চিকিৎসকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিলে বহু লোক তাঁহাদিগের বাড়ী দিবার জন্য রাজপ্রাসাদে পত্র দিয়াছেন। এখনও এক সপ্তাহকাল সম্রাটকে স্থানান্তরিত করিবার সম্ভাবনা নাই তবে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই তিনি স্থলপথে বগনায় যাইবেন বলিয়া প্রকাশ।

কমিশনারের গৃহে চুরি

গত২১শে জানুয়ারী রাত্রে জোড়-হাটের একটা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিষ্টার বি, সি, বর্দ্দোলয়ের গৃহে, চোর ঢুকিয়া ৩ শত টাকা মূল্যের অলঙ্কার চুরি করে। গৃহের দরজার খিল ভাঙ্গিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করে ও একে একে ৪টি বাক্স বাহির করিয়া ফেলে। যখন বাক্স টানিয়া বাহির করে, মিষ্টার বর্দ্দোলয় সেই সময় উঠিয়া চীৎকার করিতে থাকেন ও বন্দুক লইয়া তাহাদের তাড়া করেন। ইহাতে চোরেরা পলাইয়া যায়। যে সকল অলঙ্কার চুরি হয়, তন্মধ্যে আহম রাজাদের প্রধান রাজা পুরন্দর সিংহের কতকগুলি স্মৃতিচিহ্ন ছিল। স্থানীয় পুলিস এই চুরির তদন্ত করিতেছে। কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পাণিহাটি দাতব্য চিকিৎসালয়

গত ২০শে জানুয়ারী পদ্মাতীচরণ মুখার্জ্জী দাতব্য চিকিৎসালয় নামে পাণিহাটিতে এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জী এই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ব্যয় বহন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নদীপুরের রাজা বাহাদুর ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে এই স্থানে বহু বিশিষ্ট লোকের সমাগম হইয়াছিল। রাজা বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, প্রাচীন সহর পাণিহাটিতে এই প্রকার একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় দরিদ্র নিঃস্ব জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি-বিতরণ-সভা

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ লিটল জেলস্ বলিয়াছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা স্যার সৈয়দ আমেদের আদর্শানুসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হওয়া উচিত। তিনি সদ্গুণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ফলে অন্যান্য বালকগণের অপেক্ষা মুসলমান বালকগণের অধিকতর ক্ষতি হইতেছে; কারণ, তাহাদিগকে উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, কিন্তু হিন্দু বালকগণকে তাহাদিগের ধর্ম্মমূলক ভাষা শিক্ষা করিতে হয় না। অন্য ভাষার সাহায্যে মুসলমান ছাত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ভারতীয়-পুলিস সার্ভিস প্রতিযোগিতার ফল

১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় পুলিস সার্ভিসের জন্য যে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন:—(১) শ্রীযুত হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী—বাঙ্গালা, (২) শ্রীযুত গোবিন্দনারায়ণ প্যারেখ—যুক্তপ্রদেশ, (৩) শ্রীযুত বু, সিং বিন্দ্রা—পঞ্জাব।

আমেদাবাদে ছাত্র-ধর্ম্মঘট

প্রকাশ, গত ২১শে জানুয়ারী আমেদাবাদের প্রায় সমস্ত স্কুলের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। গুজরাট কলেজের ছাত্রগণ সমস্ত স্কুলের দরজায় পিকেটিং করিয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটি-পরিচালিত সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। কেবল সরকারী মধ্য-বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ করিয়া উহাতে পড়াশুনা হইয়াছিল। সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্র গুজরাট কলেজের নিকটে সমবেত হইলে মিঃ কৃপালনী সেখানে বক্তৃতা করেন।

মোটর চাপায় মৃত্যু

গত সোমবার বেলা ১২টার সময় ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট ও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটি বালক লরী চাপা পড়ে, ফলে বালকটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড

বিজ্ঞাপন

নদীয়া জেলাবোর্ডের বার্ষিক সাহায্যে নদীয়া জেলার কোন উপযুক্ত কেন্দ্রে দাতব্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপনেচ্ছু শিক্ষিত ও সুদক্ষ কবিরাজগণকে দরখাস্ত করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। প্রার্থিগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের পরিমাণ, ঔষধালয়-প্রতিষ্ঠার স্থান, স্ব স্ব বয়স ও যোগ্যতাবিষয়ক অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উল্লেখপূর্ব্বক আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ পর্য্যন্ত নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
(রায়-বাহাদুর)
চেয়ার ম্যান, নদীয়া জেলাবোর্ড
কৃষ্ণনগর, ২৪ জানুয়ারী, ১৯২৯

মাদ্রাজে
দরিদ্রের বাসস্থান-সমস্যা
সরকারের নিকট ৫ লক্ষ টাকা প্রার্থনা

মাদ্রাজ, ২২শে জানুয়ারী। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে উক্ত কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী চেটী দরিদ্রগণের বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য সরকারের দেড় লক্ষ টাকা দানের অনুকূলে একটী দাবী উপস্থিত করিয়া বলেন, মাদ্রাজের বহু ব্যক্তি রাস্তায় বাস ও শয়ন করে, ইহা মাদ্রাজ সহরের পক্ষে অপমানকর। সহর-নগরের বিশেষজ্ঞ মিষ্টার ভান দরিদ্রগণের গৃহনির্ম্মাণের একটী স্কীম প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাদ্রাজের মৃত্যুর হার কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মৃত্যুর হারের দ্বিগুণ, অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন, উক্ত উদ্দেশ্যে এ বৎসর ৫ লক্ষ টাকা দান করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে-হইবে।

সার কে, ভি, রেড্ডি

ভারতের প্রতিনিধি সার, কে, ভি, রেড্ডি গত ২৩শে জানুয়ারী প্রাতে ডারবানে উপস্থিত হইয়াছেন। মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, য়ুনিয়ন সরকারের প্রতিনিধি এবং নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়াছেন।

—পত্রোত্তরে—

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী সর্ব্ব-সাধারণের সুবর্ণ-সুযোগ।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে মহারাজা, রাজা, জমিদার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যে সুবিখ্যাত বহুদর্শী ও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজের ব্যবস্থা ও উপদেশমত ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন—সেই বিখ্যাত

বৈদ্যশাস্ত্রী

শঙ্করলাল মণিশঙ্কর গোবিন্দজী

বি, এ (বোম্বে) ও এম, এ, (অধ্যাপক)

আলবার মহারাজার পরামর্শদাতা কবিরাজ এবং

স্বত্বাধিকারী

জগদ্বিখ্যাত আতঙ্ক নিগ্রহ কার্য্যালয়ী।

(যাঁহার পৃষ্ঠপোষক, এইচ, এইচ, মহারাজা জাম সাহেব বাহাদুর, নবানগর) আপনাদের এখানে উপস্থিত।

কেবল মাত্র ১৫ দিনের জন্য

২৭শে জানুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুব্যাধি নিরাময়ের জন্য গ্যারান্টি দিতেও কুণ্ঠিত নহেন না গ্যারান্টি দিয়া রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব:—সকলশক্তিহীন ও আংশিক শক্তিহীন প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগিগণকে নিরাময় করিতে সিদ্ধহস্ত।

রোগিগণের রোগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনাব্যয়ে ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

প্রশংসা-পত্র ১৫০০০ হাজারের উপর প্রাপ্ত পাওয়া গিয়াছে।

আপনিও আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইয়া ব্যবস্থা লউন, এই জন্য আপনাকে কিছুই পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। আপনার রোগের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্ধারিত আছে।

সময়:- প্রাতে:—৯টা হইতে ১২টা।
বৈকালে:—৩টা হইতে রাত্রি ৭টা।

ঠিকানা—কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী;
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

নির্ধনকে প্রোক্ত কবিরাজের জন্য বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে; যিনি ঔষধের মূল্য দিতে সমর্থ, তিনিও সুবিধা মূল্যে ঔষধাদি যাহাতে প্রাপ্ত হন, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সেক্রেটারী—
বৈদ্যশাস্ত্রী।

কংগ্রেস-কর্ম্মীদের কারাবরণ

শ্রীযুক্ত জয়বন্ত নাইকার, অক্রুর, অনাথা-চারী হরিহরণ, স্বামিনাথ মুদালিয়ার ও ওয়ালজা সুন্দরবদন এই কয়জন কংগ্রেস-কর্ম্মীর বিরুদ্ধে যে জামীনের মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে, মাদ্রাজে উত্তর আর্কটের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে এক বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কোন আসামীই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। উকীল নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মামলা মুলতুবী রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

ফ্রান্সের রাজস্ব-বিভাগে ভীষণ প্রতারণা

প্যারিসের ২০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ নগদের পরিবর্ত্তে যে প্রচুর পরিমাণ চিনি দিয়াছিল, মঃ লেসিস কার্লিভারি ডি মুরেলিয়ে এবং মঃ ক্ল্যাপেশিয়ে-মারোকেইন নামক ২ ব্যক্তি তাহা আত্মসাৎ করিয়া সরকারে তাহা বিক্রয় সময় উপস্থিত হইলে ধরা পড়িয়া যায়। তিনি কোম্পানীর চেয়ারম্যান এবং ডীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব আইন অধ্যাপক মঃ পেরিঞার এই সূত্রে প্রতারণার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে অবস্থিতি করিতেছেন।

বোম্বাইতে কর-বৃদ্ধি-সমস্যা
লাটের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

বোম্বাই, ২২শে জানুয়ারী।

ভারতীয় বাণিজ্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত এন, বি, কেশবজীর নেতৃত্বে সেদিন অনুরূপ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একটি প্রতিনিধি দল গভর্ণর বোম্বাইয়ের লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অতিরিক্ত করপদ্ধতি অনুসারে নির্দ্ধারিত কর আদায় অবিলম্বে স্থগিত রাখিবার ও সমস্ত বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। উক্ত প্রতিনিধি দল প্রকাশ করেন, রাজস্ব বৃদ্ধির আলোচনা কালে কৃষির আয় সম্বন্ধেই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্যায় অন্যান্য আয়, যেমন, তামাকের প্রাথমিক মূল্যে অতিরিক্ত লাভ ও অন্যান্য অসংখ্যক বিষয় ঐ বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, রাজস্বের হার নির্দ্ধারণ কালে কৃষির প্রকৃত আয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত নয়। উক্ত প্রতিনিধি দল একখানি আবেদনপত্র দাখিল করেন। উক্ত আবেদনপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষিকার্য্যের ব্যয়, বিশেষতঃ বেতন, দাম ও কৃষিজাত দ্রব্য তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন, কৃষিকার্য্যের অবনতি হইতেছে, উহা আর বিশেষ লাভজনক নহে। ভূমির করভার আরও বৃদ্ধি পাইলে কৃষিকার্য্য অচল হইবে এবং ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] —১৩৩৪ [illegible]

[illegible]

[illegible] বহুদিন হইতে [illegible] আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীনবদ্বীপ [illegible] গৌড়পুরের প্রাচীন [illegible] রাজার [illegible] পূর্বে [illegible] রাজধানী [illegible] রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বাস করেন। [illegible] বাস করেন। তাঁহাদের [illegible] যে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি [illegible] ঢিবি বা প্রাসাদ-ভগ্নাবশেষরূপে [illegible]। এই বংশের দ্বিতীয় [illegible] গৌরব [illegible] হইয়াছিল।

ভাগীরথী-তীরে বহুদিন হইতে শিক্ষা-[illegible] লক্ষিত হয়। [illegible] রাজগণের [illegible] সেই বিদ্যা-[illegible] চরম উন্নতি হইয়াছিল। [illegible] কবিবর শ্রীজয়দেব [illegible] অষ্টাধ্যায়ী গীতিকাব্য রচনা করিয়া [illegible] অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিভালোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, [illegible] রাজগণের বিষ্ণুভক্তির প্রাধান্য ছিল না; কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ-লেখকের [illegible] অবস্থা হইতে জানা যায় যে, [illegible] নৃপতিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের [illegible] পরমোৎকর্ষ আস্বাদনে নিরত ছিলেন। তাহার মতে,—[illegible] বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুভক্তি [illegible] শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-[illegible] [illegible] অন্তর্গত।

গৌড়পুরের [illegible] যে বিষ্ণুভক্তির [illegible] উৎস, গীতগোবিন্দে স্থানলাভ করিয়াছে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাসনা-প্রণালী শুদ্ধনীতির উপর সংস্থিত, কিন্তু [illegible] পড়িয়া উহা বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের প্রাকৃত-সাহজিকতায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ [illegible] মনে করেন যে, বৌদ্ধগণের [illegible] বিচারানুসারে প্রাকৃত সহজিয়া-[illegible] বৈষ্ণবধর্ম, [illegible] —[illegible]

করিয়া [illegible] বিষ্ণু-[illegible] উপাসনা [illegible]

গৌড়দেশের [illegible] জানেন যে, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের [illegible] শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি মহাপুরুষ বৈষ্ণবগণের [illegible] বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তকবিগণের [illegible] সেই গীতিসমূহের পূর্বে বাংলা-ভাষায় পরিচয় [illegible] হইলে [illegible] গীতগোবিন্দ তাহাকেই আকর্ষণীয় জানা যায়। সেই অষ্টাধ্যায়ী এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পরিশিষ্ট-বিচারে প্রচুর আধার দান করিয়াছে। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-বিরোধি-সম্প্রদায় শ্রীরাধাতত্ত্বকে আমল না দিয়া [illegible] পরিশিষ্টবচনের [illegible] করিয়া থাকেন। বিল্বগ্রামের বা মুঙ্গেরপত্তনের কেন্দুবিল্বে শ্রীবিল্বমঙ্গল সর্বাগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় দীক্ষিত ছিলেন বলিয়া যে ধুয়া উঠিয়াছিল, উহা অকিঞ্চিৎকর ভিত্তিতে অবস্থিত।

প্রাকৃত সহজিয়া-কুল যেভাবে প্রাকৃত জগৎ হইতে অধিরোহপথে গমন করিয়া সনাতন বৈষ্ণবধর্মকে কলুষিত করিবার প্রয়াস করে, সেইরূপ প্রয়াসের কোন উপযোগিতা আমরা অপ্রাকৃত মধুর-রস-ভক্তিতে লক্ষ্য করি না। যাহারা হরি-বিমুখ, তাহাদের গত্যন্তর না থাকায় সকল বিষয়ই প্রকৃতির অঙ্কে লালিত, পালিত ও সংস্থিত বলিয়া মনে করে। কিন্তু খণ্ডশক্তিতে নিরস্তচিত্তবৃত্তি বর্তমান থাকায়, অজ্ঞচিত্তবৃত্তি দুর্বল-হৃদয়ে শতধারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের দিকে চালিত করায়, [illegible] সকল দুঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত [illegible] অনুসরণ করিতে গিয়া কেহ কেহ তাহার অনুকরণ করিয়া বসে, তাহার ফলেই নবরসিক-সম্প্রদায়ের চিন্ময়রসের বিকৃত তাণ্ডব-নৃত্য।

বিল্বগ্রাম বা মুঙ্গেরপত্তনের অধিবাসী—নিত্যানন্দ প্রেমপ্রবাহের গৌণ পরিদর্শক মাত্র। বহু অনুসন্ধানেও মুঙ্গের পত্তন বা বিল্বগ্রামের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল কিম্বদন্তী এই যে, উহা দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। যদি কেহ প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিসংবাদিত মুখ্য ভক্তাদির সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচনা করাই সঙ্গত। ভারত-ভাষা প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবিচারপূর্ণ গ্রন্থ কোন্ সময় রচিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান হওয়ার আবশ্যক। কেননা হরিদাস ও কেশব ভট্টাদি গৌড়ীয়গণ গীতগোবিন্দ প্রভৃতি পাঠ করিয়া ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইঁহার মূলানুসন্ধান বিদ্বত্ত-[illegible] গৌড়ীয়গণের কর্তব্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের [illegible] পূর্বরূপে শ্রীঠাকুর বিল্বমঙ্গল, শ্রীল জয়দেব, বিদ্যা-

পতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি বর্ণিত হন। তাঁহারা কি সকলেই অপ্রাকৃত [illegible] প্রাকৃত সহজিয়া? প্রাকৃত সহজিয়াগণ বলেন,—তাঁহারা তাঁহাই, যেহেতু [illegible] সম্প্রদায় তাঁহাদেরই মত পোষণ করেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত-বৃন্দাবন-লীলার যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের পূর্ণতম বিকাশ। তাহার অনুকরণে পুষ্টিমার্গের পুষ্টি ও নিম্বার্কের "দশশ্লোকী" প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সেনবংশীয়গণের রাজকবি শ্রীজয়দেব কবিরাজ বঙ্গদেশীয় বহু কবিরাজগণের আকর-স্থানীয়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাপিতা ও প্রতিবোধিতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে সকল রাধাগোবিন্দ-উপাসক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সহিত অবিরোধ ও প্রীতি সংস্থাপন করিতেছেন, সম্যক্‌রূপে তাঁহাদের উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

সনাতন বৈষ্ণবধর্মের কথা ছেড়ে, রামায়ণে, মহাভারতে, উপনিষদে, ব্রাহ্মণে এবং নানাস্থানে পশ্চাদ্‌দৃষ্টরূপে মনীষিগণের চিত্ত ন্যূনাধিক আকর্ষণ করিয়াছে। কেবল যে ভারতীয় ধর্ম-বিকাশে এই চিন্তা-স্রোতের স্থান লক্ষিত হয়, এরূপ নহে। নবরসের ধর্মপ্রচারকের চিত্তবৃত্তিতেও ভগবৎসেবায় কিয়ৎপরিমাণ দেশকালপাত্রোচিত ভাবের কথা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিঞ্চিৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যে জড়নীতিপ্রাধান্য-মূলে চিন্নীতির গর্হণ দেখা যায়, তাহা পরবর্তিকালে বিচার-ভ্রান্তি-মূলে উদ্ভূত। অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দলীলায় জড়নীতি-ভ্রষ্ট ধর্মধ্বজগণের শৈশব-বিচার-ধারায় যে গর্হণ দেখা যায়, তাহার মূল্য কত, সুধীগণ তাহা নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিবেন। প্রাকৃত সহজধর্ম অপ্রাকৃত সহজধর্মের কিরূপ বৈরিতা-সাধন করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, বদ্ধ ভোগময়-দর্শন ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যসেবোন্মুখ-দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্তমান।

প্রাকৃত সাহজিকগণ তাঁহাদের পূর্ব গুরুদিগের দুর্নীতিপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া অপ্রাকৃত সহজতত্ত্বে সাধারণের অধিকার বঞ্চিত করিয়াছেন। সাধারণ জনগণ দুইভাগে স্পষ্ট হইয়া আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজবিচারমূলে পরস্পর পার্থক্য স্থাপন করেন। এই ভেদবাদ যেহেতু অস্বীকৃত হইয়াছে, তথাই প্রাকৃত সহজিয়া দুর্নীতি পোষণ করিবার পরম সুযোগ পাইয়াছেন। অপরদিকে সনাতন বৈষ্ণবধর্মে কলঙ্ক আছে বিচার করিয়া

আত্মবঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাকৃত সাহজিকগণকে বিষ্ণুভক্তির [illegible] জানিয়া সত্যবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপনগর ভাগীরথীর কূলে বিস্তৃত হইয়া অদ্ভুত [illegible] আহ্বান করিয়াছে। কালের প্রভাবে গাঙ্গশ্রী [illegible] হইলেও শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে বিদ্যার প্রবল স্রোত বিপন্ন হয় নাই। সার্বভৌম দেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ ও অধ্যাপকগণ আসিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরের শোভা সংবর্ধন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৌড়পুর-নবদ্বীপ নদীমাতৃক-দেশ বলিয়া পরিণামশীল [illegible] অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদনে কোনদিনই বিমুখ হয় নাই। সুতরাং বিদ্যার্থী অধিবাসিগণ স্রোতস্বতী জননীর বিভিন্ন ক্রোড়ে কালে কালে পালিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

বিংশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ের বিদ্যা-কেন্দ্র ও তীর্থযাত্রিগণের স্থান দিবার জন্য কোলদ্বীপে সহর নবদ্বীপ বসিয়াছে। অপরা-বিদ্যার অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া চিরদিনই দেশবিদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিয়া গৌড়পুরের দীপালোক-প্রদীপের স্নেহ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। একদিন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষ্ণু-ভক্তির কথায় শ্রীনবদ্বীপের আলোক বর্ধন করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক ও শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি যতিরাজগণ বিষ্ণুভক্তিলাভেচ্ছায় নবদ্বীপ নগরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। যে কারণে তাঁহাদিগকে শ্রীগৌড়পুর শ্রীমায়াপুরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই তাৎকালিক অপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে লোকাতীত বৈকুণ্ঠবাণী কীর্তন করেন, তাহাও কালপ্রভাবে অপরাবিদ্যা-নিপুণ ভক্তিবিরোধিগণের আস্ফালনে ন্যূনাধিক বিপন্ন হইয়াছিল; শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক ভাগবতশাস্ত্রের বৈদিক-বেদান্তমূলে প্রতিষ্ঠিত ভাগবতশাস্ত্রের প্রবর্তনে নব্যন্যায়ের চাঞ্চল্য ক্ষীণপ্রায় হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের দিকে যাইতেছিল। আবার তাহারই ইচ্ছাক্রমে হরিনাম বন্দ্যোপাধ্যায়-[illegible] পারমার্থিক দর্শনস্পৃহা, প্রাকৃত সাহজিক ধর্মে পরবর্তিকালে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতের অধস্তন রাধা-মোহন গোস্বামী [illegible] ভট্টাচার্যের ভক্তি-বিরোধিনী চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ নগর ও নগরবাসিগণের দুর্ভাগ্যক্রমে বিকারযুক্ত হইয়া অপরা-বিদ্যার মহিমা পরাবিদ্যাকে আচ্ছাদিত করিবার প্রয়াস করে, কিন্তু পরাবিদ্যার অধিপতি শ্রীরাধাগোবিন্দোপাসক গৌড়ীয় সনাতন বৈষ্ণবধর্মের প্রথমপুরুষ-প্রবর শ্রীমায়াপুরের শোভাবর্ধন করিয়া-

বিনিময়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিময়)

হে বিশ্ববাসিন্! আমাদিগের এমন কি সম্পত্তি আছে, যাহা বৈষ্ণবঠাকুরদিগের সঙ্গে আদান প্রদান বা বিনিময়-যোগ্য হইতে পারে? ইহজগতে মনুষ্যদেহধারিগণের—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য-চতুষ্টয় আচরণের অনুকূলে থাকিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে সমর্থ। সেইজন্য এই বস্তু চতুষ্টয় পরিপূর্ণরূপে তাঁহাদের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে যদি নিজেও তাঁহারা যে বস্তুটী দান করিতে আসিয়াছেন, তাহার তুল্য বিনিময়-যোগ্য কিছুই হইতে পারে না। অনন্ত-কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন উপাদেয় উপকরণ নাই, যাহা তদ্বিনিময়ের যোগ্য হইতে পারে। তবে আর আমরা কি ধন লইয়া বড়াই করিতেছি? অদৈবশক্য-প্রভু-শ্রী—একনিষ্ঠ আমাদের সম্বল। ইহার কোনটী বিনিময়-যোগ্য নহে। বরং বৈষ্ণব ঠাকুরগণ এরূপ অনিত্য ও মত্ততা-দায়ক অবস্তুগুলিকে পুরীষের ন্যায় ঘৃণা করেন। তবে এইগুলিও তাঁহারা কৃপা করিয়া বিষ্ণু-সেবায় লাগাইতে চেষ্টার ত্রুটী করেন না।

জাগতিক প্রকৃতির সমস্তই আমাদের মালিক বস্তু নহে। আমাদের প্রভু বিষ্ণুর সেবক, প্রভু—স্বামী—ইহাদের প্রভুর প্রভু। শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণ অখিলের প্রভু-সুহৃৎ-স্বামী, তাই আমরা বিশ্ববাসী সকলের দুঃখ নিবারণার্থে আমাদিগের যাহার যাহা আছে বলিয়া অভিমান করিতেছি, তাহার কিছু অংশ বা সমগ্র প্রকৃত-শীলাভিজ্ঞগণের দ্বারা আমাদিগেরই কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হউক।

বাস্তব পক্ষে অজ্ঞতাবশতঃ অভিমানে যে সমুদয় অনিত্য বস্তুকে বস্তু জ্ঞানে মমতা করিতেছি, তাহার কোনটীর অণুপরিমাণেও আমার নহে. এমন কি যে দেহটাকে 'আমি' 'আমার' বলিয়া সুখ-দুঃখে নিরন্তর মগ্ন, সেই কাল্পনিক গঠিত বস্তুটীও বাস্তব পক্ষে আমার নহে। ইহা সকলেই অল্প বিস্তর অবগত থাকিয়াও পরস্পর-স্মরণে বিস্মৃত।

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—জগতের যদি কিছুই আমার নহে, দেহ-গেহ কোনটাই আমার নহে, আমিও আমার নহি, তবে কার? ইহার মালিক কে? তৎপরক্ষণেই চৈতন্যগুরুরূপে ভগবান্ উহাই জবাব দেন যে, ইহ জগতে যদি তোমার কোন মালিকী স্বত্ব থাকিত, তবে সেই বস্তুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া নিত্য কাল বিরাজ করিতে পারিতে; কিন্তু তাহা নাই বলিয়া, হয় তোমার অভিমানের বস্তুটি তোমাকে ছাড়িয়া যায়, নতুবা তুমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হও। অতএব তুমি এবং ইহ জগতে যত কিছু দৃশ্যাদৃশ্য, সকলের মালিক—পরিপূর্ণতম ভোক্তা স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার সেবক-সূত্রে রক্ষক ও ব্যবস্থাপক শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতানুচরগণ। ইঁহাদিগের আনুগত্য ব্যতীত জাগতিক যে কোন দ্রব্যে যাহারাই হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহারাই পরস্বাপহরণ অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে বাধ্য। যদিও বা এখন আপাততঃ বাল-চাপল্য বশতঃ বুঝিতে অক্ষম, তথাপি নিষ্কৃতি নাই। বুঝিব একদিন, যেদিন বুঝিলেও সেই বুঝিটা কার্য্যকরী হইবার যোগ্য থাকিবে না।

আমাদিগের স্বতন্ত্র বুদ্ধি-দোষে ভোগ-প্রবৃত্তি যাহার যত বেশী প্রবলা, ইহ পর কালে তাহার তত বেশী শোক ও দুঃখ। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, তাপত্রয় মূর্ত্তিমান হইয়া ভোগীর দুয়ারে খাড়া। হস্তস্থিত অঙ্গুলিসকল যেমন দর্পণের সাহায্যে অবলোকন করিবার প্রয়োজন হয় না; সেই প্রকার একটু বাহ্য স্বীকার করিয়া মনন করিলেই ভোগীর ভোগ-পরিণাম দৃষ্ট হয়।

বিশ্ববাসিগণের মধ্যে আমরা কেহ কেহ এই সকল বিষয় আংশিকরূপে অব-গত, কেহ কেহ, কেহ বা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়াও প্রবৃত্তিবশে পরস্বাপহরণ করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ এইরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে মনে করি, বৈষ্ণব ঠাকুরগণ আমাদেরই মত বিষয়ী; তাই আমার স্নেহ মমতা ব্যবহার, দর্শন-যোগ্য যে সকল উপাদান আছে, তাহার বিনিময়ে যথারীতি ভক্তি-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ করিয়া লই, সকল কাজে মনে করি। সম্পূর্ণ অযোগ্য থাকায় এ ধারণার মূল্য অল্প কপর্দ্দকও নহে।

অবশ্য আজকালকার বাজারে যে সকল ব্যবসায়ীর দল পাঠ কীর্ত্তনের বিপণি খুলিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ বিনিময়টা যথাযোগ্যই বটে। কারণ উহারা হরিকীর্ত্তন, ভাগবতাদি পাঠের আবরণে ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়-তোষণ যোগ্য কতকগুলি বিষয়-কথার অবতারণা করে। শ্রোতারাও পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণের আবরণে নাটকের অভিনয় ও বেশ্যা, খাট নাচ, গান শ্রবণে যেন ইন্দ্রিয়-তোষণের বিশেষতঃ চক্ষু-কর্ণেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের সুযোগ পায়। তাই পাঠ কীর্ত্তনকারীর দল সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ব্যক্তির সকাশে পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণোপকরণ সংগ্রহীত হওয়ার পর স্বধামে প্রস্থান করেন। তাঁহারা যাহা লইতে আসেন, তাহারই মত অন্ত একটা কিছু দিয়া যান। আমরাও যাহার বিনিময়ে তাঁহাদের নিকট কিছু চাই, তাহা আমাদের দেহ মনের পোষাকে স্ব স্ব রুচির অনুকূলে হরিকীর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলেও বাস্তব পক্ষে তাহাত পাইই না, বরং হাতুড়িয়া ডাক্তার পাল্লায় পড়িয়া রোগের উপসর্গ উত্তরোত্তর প্রবল বেগেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। "মূর্খ বৈদ্য যমের সমান" এ কথাটাও সকল সময় মনে হয় না!

ইহ জগতে যে বিনিময়-প্রথায় পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, মন্ত্রাদি প্রদান, পৌরোহিত্য-কার্য্য প্রভৃতি চলিতেছে, তাহাতেই আমাদিগের বদ্ধ মূল ধারণা যে, ঐ প্রকারে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা কিছু বিনিময় করিলেই বৈষ্ণব ঠাকুরদিগের দেনা চক্রবৃদ্ধি হারে থাকিলেও সুদ সহিতে পরিশোধ হইয়া যাইবে; আর চিন্তা কি?

অসম্পূর্ণ অজ্ঞতা-ব্যঞ্জক বুদ্ধিটা পরিহার করিয়া নিরন্তর কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে নিষ্কপটে যুক্তকরে কবে বলিতে শিখিব—"ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ"। সুতরাং বৈষ্ণব ঠাকুরদিগের কৃপাকণার বিনিময়ের যোগ্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডও নহে। কৃষ্ণ-সেবোপকরণে কৃষ্ণসেবকেরই অধিকার। আমার বলিয়া অভিমান শুধুই ধৃষ্টতা। এই দুরাভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের বস্তুতাঁহাদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া সত্ত্বেও আদ্যপূজ্য নাই। নিজের যদি কিছু থাকে, তবেই না বিনিময় করা চলে? সুতরাং শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত বণিগ্‌ব্যবহার ছাড়িয়া দিয়া আপনাদিগকে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী ভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী হওয়াই যথার্থ বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ছিলেন। সেই গোবর্দ্ধনধারীর বিহার-পীঠে আচার্য্য-মন্দিরে অপরাধিজনের উদ্ধারস্থলে অবস্থিত পরবিদ্যাপীঠ পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছে। উহা পৃথুকুণ্ডতীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী অন্তর্দ্বীপে অবস্থিত। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই পৌরাণিক আখ্যানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীমায়াপুর অন্তর্দ্বীপ কখনই কোলদ্বীপ বা মোদদ্রুম দ্বীপের অংশবিশেষে পরিণত হইতে পারে না। ইহা ভোজবংশীয় রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত।

প্রৌঢ়া মায়া ভাগীরথীর অপরকূলে বাস করিয়া হরিবিমুখ দেবানন্দাদি পণ্ডিতের দ্বারা পরমার্থবিচারের প্রতিকূল আচরণ করিয়া পরে অপরাধক্ষমাপণের লীলা প্রকটিত করিয়াছেন। প্রৌঢ়া মায়া মায়াহত হইয়া প্রৌঢ়া-শব্দের পরিবর্ত্তে 'পোড়া' বা বিদ্ধা শব্দে অভিহিত হইতেছেন। তাঁহারই মায়াজাল বিস্তৃত হইয়া লোকনেত্র আবৃত করিবার জন্য কর্ত্তিকা পল্লীতে 'মিঞাপুর' স্থাপিত হইতেছে। 'মিঞা' শব্দটী যাবনিক-ভাষায় অন্তর্গত বিলাসপর সামাজিকগণের উপাধি। তথায় অবরোধের মহাযাবনিক অনুষ্ঠান প্রাকৃত সাহজিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবে,—এই বিচারই কলিজনোচিত।

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] পণ্ডিত [illegible] [illegible] কারী বক্তৃতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরস্বতী গোস্বামী [illegible] [illegible] এবং সম্প্রদায় মালাকুল ভক্তিকুলসমন্বয়ে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিতচরী ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন [illegible] প্রচারকগণ গত ২৫১৪৯ তারিখে [illegible] সাহেবের বেলাভূমিতে বহু গণ্যমান্য শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে অনর্পিতচর-প্রেম-ধন-প্রদাতা মহাবদান্য—অসমোর্দ্ধ দয়ানিধি তাহা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

পরদিবস ২৩।১২৯ তারিখে উক্ত সত্যানুরাগী সেন মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্য তনয় শ্রীযুক্ত বাবু সুনীরঞ্জন সেন বি, এ, বি, এল মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সহানুভূতিতে পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহোদয় স্থানীয় বংশগোপাল টাউন হলে সব জজ, মুন্সেফ, উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য বহু বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ যে, শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উপস্থিত বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহারাজকুমারের বিবাহোৎসব থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাবদান্যের কথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভাক্তারগণ বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের এবং সহযোগীর অন্যান্য সজ্জনগণের শুদ্ধভক্তিপ্রচারকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর তাঁহাদের সত্যানুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

[illegible]

ঘূর্ণিবাত্যায় ট্রেন ও বাসের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ

[illegible] ২৩শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার কুড়িত প্রদেশের বন্দরে নামক স্থানের দুই মাইল দূরে একটী ভয়ানক ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া পিট্সবার্গ হইতে একখানি বৈদ্যুতিক ট্রেন চিকাগো অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, পথে উপরি উক্ত স্থানে একটী সাধারণ রাস্তার সন্ধস্থলে উক্ত ট্রেনের সহিত অপর একটী মোটরবাসের সংঘর্ষ হয়, ফলে ১৭ জন লোক নিহত এবং অনেকে আহত হয়; আরও লোক মারা যাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

বর্দ্ধমান মহারাজ-কুমারের বিবাহ
বর-বধূর প্রত্যাবর্ত্তন

গত ১১ই মাঘ বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার বিবাহ করিয়া পঞ্জাব দেশে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাতে ৮-৩০ মঃ সময় ষ্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া মহারাজ-কুমারকে প্রাসাদে বরণ করিয়া লইয়া আসা হয়। বর ও বধূরাণী একখানি সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ীতে, এবং সম্মুখভাগে হস্তীতে মহারাজ ও ছোট রাজকুমার আসিতেছিলেন। বর্দ্ধমান, বড়বাজার রাস্তায় অনেকগুলি তোরণ দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল, অনেক দোকান পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করিয়াছিল। সহরের অনেক নরনারী এই বর-বধূ দেখিতে গিয়াছিল। প্রায় দশটায় সময় বর ও বধূ প্রাসাদে প্রবেশ করেন।

মস্কো সহরে চাঞ্চল্য

রিগার ২৫শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মস্কো এবং অন্য অনেকস্থানে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিবার অপরাধে ১৫০জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাদের ভিতর ৬ জন গণ্যমান্য লোক আছেন। উক্ত বিদ্রোহী দলের প্রতি কঠোর উপায় অবলম্বন করা হইবে বুলিয়া মনে করা যাইতেছে।

—শুভাগমন—

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী সর্ব্ব-সাধারণের সুবর্ণ-সুযোগ।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে মহারাজা, রাজা, জমিদার এবং অসংখ্য বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যে সুবিখ্যাত বহুদর্শী ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজের ব্যবস্থা ও উপদেশমত ঔষধ খাইয়া সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন—সেই বিখ্যাত

বৈদ্যশাস্ত্রী

শঙ্করলাল মণিশঙ্কর গোবিন্দজী

বি, এ (বোম্বে) ও এম, এ, (নওয়ানগর)

আলবার মহারাজার পরামর্শদাতা কবিরাজ এবং

স্বত্বাধিকারী

• জগদ্বিখ্যাত আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী। •

(যাঁহার পৃষ্ঠপোষক, এইচ, এইচ, মহারাজা জাম সাহেব বাহাদুর, নওয়ানগর) আপনাদের এখানে উপস্থিত।

কেবল মাত্র ১৫ দিনের জন্য

২৭শে জানুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুব্যাধি নিরাময়ের জন্য গ্যারাণ্টি দিতেও কুণ্ঠিত নহেন বা গ্যারাণ্টি দিয়া রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব:—সর্ব্বশক্তিহীন ও আংশিক শক্তিহীন প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগিগণকে নিরাময় করিতে সিদ্ধহস্ত।

রোগিগণের রোগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনাব্যয়ে ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

প্রশংসা-পত্র ৭৫০০০ হাজারের উপর রাশীকৃত পাওয়া গিয়াছে।

আপনিও আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইয়া ব্যবস্থা লউন, এই জন্য আপনাকে কিছুই পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। আপনার রোগের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য পৃথক্ স্থান নির্দ্ধারিত আছে।

সময়: প্রাতে:—৮টা হইতে ১২টা।

বৈকালে:—৩টা হইতে রাত্রি ৭টা।

ঠিকানা—কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী;

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

নির্ধনকে প্রোক্ত কবিবরের জন্য বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে, যিনি ঔষধের মূল্য দিতে অসমর্থ, তিনিও সুবিধা মূল্যে ঔষধাদি যাহাতে প্রাপ্ত হন, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সেক্রেটারী—

বৈদ্যশাস্ত্রী।

মাণিকগঞ্জ প্রদর্শনী

মাণিকগঞ্জ বাৎসরিক শিল্প এবং কৃষি প্রদর্শনীর কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী উহা খোলা হইবে এবং তৎপর ২ দিন পর্য্যন্ত উহা স্থায়ী হইবে। কৃষি এবং শিল্প ব্যতীত গরু বাছুর এবং মহিলাদের কারু-শিল্প এবং অন্যান্য কুটীর-শিল্প প্রদর্শন করিবারও বন্দোবস্ত করা হইতেছে। বায়স্কোপ, যাত্রা, ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতি আমোদ প্রমোদেরও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ [illegible]

বাণিজ্য-পোতবিদ্যা-শিক্ষা

"ডাফরিন" জাহাজে বাণিজ্য-পোতবিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে গত ডিসেম্বর মাসের ৩রা ও ৪ঠা ভারতীয় প্রার্থিগণের একটী প্রবেশিকা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ১৪৬ জন প্রার্থী পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে ৭২ জন উত্তীর্ণ হয় এবং নির্ব্বাচনের জন্য তাহাদিগকে বোম্বাই আসিতে বলা হয়। ঐ ৭২ জনের মধ্যে ৬৮ জন বোম্বাই আসিয়াছিল। ডাক্তারের পরীক্ষা ও লর্ড আর্দ্দিং বড়ির সহিত সাক্ষাতের পর উহার মধ্যে ৩৫ জন বালক শিক্ষার জন্য মনোনীত হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী হইতে ইহাদিগকে তিন বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

চীনে কমিউনিষ্টদের অত্যাচার

রয়টারের সংহাইয়ের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, চীন সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ, হাতুড়ী ও কাস্তে অঙ্কিত পতাকাধারী ২ শত সশস্ত্র কমিউনিষ্ট সংহাই হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী চং পিং সহর আক্রমণ করে। তাহারা নগর লুণ্ঠন করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। উক্ত সহরের ৩০ অধিবাসী হত এবং ৭০ জন আহত হইয়াছে। হত ব্যক্তিদের মধ্যে ৮০ বৎসর বয়স্ক এক স্ত্রীলোক অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী নগর সমূহের চৈনিক স্বেচ্ছা পুলিস তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। কমিউনিষ্টদের ২০ জন নিহত হইয়াছে।

চীনা জাহাজ ডুবীতে ৪০ জনের জলসমাধি

পাঠকগণ অবগত আছেন গত সপ্তাহে 'সিনওয়া' নামক চীন জাহাজ ডুবিয়া সাড়ে ৩ শত ব্যক্তির প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি সংহাই হইতে ১ শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে 'হং চং' নামক অপর এক চীন জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হইয়াছে। উহার ফলে ৪০ জনের অধিক লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে; জাহাজের কাপ্তেন অধ্যক্ষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। একখানি ষ্টীমার ২০ জন লোকের উদ্ধার সাধন করিয়াছে। তাহারা নৌকায় ২ দিন সমুদ্রের উপর ছিল।

জাহাজের অধ্যক্ষের সৎসাহস

নিউইয়র্কের ২৫শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আমেরিকা নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্রাইড পর্ব্বত-প্রমাণ সমুদ্র-তরঙ্গ অগ্রাহ্য করিয়া স্যাণ্ডিনিয়া অন্তরীপের অনতিদূরে 'ফ্লোরিডা' নামক ইটালিয়ান জাহাজের সকল নাবিককে উদ্ধার করিয়াছেন। ৩বৎসর পূর্ব্বে তিনি 'আণ্টিনো' নামক বৃটিশ জাহাজের নাবিকদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

জাহাজের বয়লার বিদীর্ণ
২০ জনের মৃত্যু

কলম্বিয়ার মাগডালেনা নদীতে 'সোনিয়া' নামক এক জাহাজের বয়লার বিদীর্ণ হওয়ায় ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কতকগুলি বিকলাঙ্গ শব উদ্ধার হইয়াছে।

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল

বার্ষিক-পুরস্কার-বিতরণী সভা

গত ২০শে জানুয়ারী বুধবার প্রাতে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নসীপুরের রাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লেডী মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদিগের ভিতর বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারল, মেজর জেনারল টেট, রায় বাহাদুর ডাক্তার ইউ, এন, ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত জে, এন, মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর ডাক্তার ইউ, এন, রায় চৌধুরী এবং কাপ্তেন দবিরউদ্দিন আমেদের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বক্তৃতা

প্রথমে স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর এস, এন, মুখোপাধ্যায় স্কুলের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের বয়স ৫৫ বৎসর অতিক্রম করিল। প্রসঙ্গতঃ তিনি ভারতে য়ুরোপীয় প্রথায় চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে, ভূতপূর্ব্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে, ১৮৩৩ সালে য়ুরোপীয় প্রথায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতা নগরে সর্ব্বপ্রথম মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপূর্ব্বে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে এবং মাদ্রাসা কলেজে যথাক্রমে কবিরাজী ও ইউনানী মতে চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করা হইত। তখন দেশে ঐ দুই মতের চিকিৎসারই একমাত্র প্রচলন ছিল। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদ এবং শল্যচিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় দেশীয় প্রথায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থার বিলোপ-সাধন করা হয়। মেডিক্যাল কলেজে ইংরাজী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হইত, বাঙ্গালা ভাষায় উহা শিক্ষা দিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজের সংস্রবে একটি বাঙ্গালা শ্রেণীও খোলা হইয়াছিল।

ক্যাম্বেলের প্রতিষ্ঠা

১৮৭৩ সালে উক্ত বাঙ্গালা শ্রেণীকে মেডিকেল কলেজ হইতে পৃথক করিয়া শিয়ালদহে স্থানান্তরিত করা হয়। সে সময় স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে স্থানান্তরিত স্কুলের ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল [illegible] নামকরণ হয়। ক্রমে উহার সঙ্গে একটি হাসপাতালেরও প্রতিষ্ঠা হয়।

স্কুলের বার্ষিক বিবরণ

বর্ত্তমান স্কুল-সংসৃষ্ট হাসপাতালে ৭২০টি রোগীর অবস্থানের ব্যবস্থা আছে।

এই সঙ্গে শুশ্রূষাকারিণী কার্য্য শিখাইবার জন্য একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। স্কুল এবং হাসপাতালের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের বাসের জন্য একটি হোষ্টেল নির্ম্মাণ অত্যাবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত কার্য্যের জন্য জমী সংগ্রহ করাও হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা কার্পোরেশন ময়লা ফেলা ট্রেণের জন্য স্কুলের সম্মুখ দিয়া যে রেল-লাইন আছে, তাহা তুলিয়া দিতে বিলম্ব করিতেছেন বলিয়া হোষ্টেল নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

স্কুলের বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ৪৫২ এবং ছাত্রী সংখ্যা ৮২। এ বৎসর স্কুল পরিচালনা জন্য মোট ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪ শত ৬০ টাকা ৩ আনা ৩ পাই ব্যয় হইয়াছে। ইহার ভিতর ১লক্ষ ২২ হাজার ৬ শত ৮৪ টাকা ৭ আনা ৩ পাই গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত।

এবার ৯৭টি ছাত্র এবং ৫টি ছাত্রী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

লেডী মুখোপাধ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পুরস্কার, পদক, পুস্তক প্রভৃতি বিতরণ করেন। শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল এবং দীনেশচন্দ্র মিত্র অধিকাংশ পুরস্কার প্রাপ্ত করিয়াছে।

সভাপতির বক্তৃতা

সভাপতি নসীপুরের রাজা তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বহুল প্রাদুর্ভাব, তাহাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীদিগের সংখ্যা যে প্রচুর, তাহা কখনই বলা যাইতে পারে না। অপর দিকে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে বিনা চিকিৎসায় দেশে দলে দলে লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। সে জন্য ছোটখাট নগর এবং গ্রামগুলির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত চিকিৎসকের বিশেষ প্রয়োজন।

আজকাল দেশের জন্য আত্মত্যাগের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এখানেই ত আত্মত্যাগের প্রশস্ত ক্ষেত্র যুবকদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। যুবকগণ যদি চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া পল্লী অঞ্চলে গমন করিয়া দরিদ্র অজ্ঞ লোকদিগের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গলসাধন সাধিত হইতে পারে।

প্রস্তাবিত হোষ্টেল সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, উহার জন্য জমী এবং [illegible] এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানান হয় নাই। তিনি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইতেছেন যে, উহা পাইলেই হোষ্টেল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

উপসংহারে সভাপতি মহোদয় ছাত্রদিগের পরিশ্রমী ও উৎসাহশীল হইতে উপদেশ প্রদান করেন। ধীর, সহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী না হইলে কেহই সংসারে উন্নতিলাভ করিতে পারে না।

অতঃপর সভাপতি এবং লেডী মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর সভা ভঙ্গ হয়।

"প্রিয় রাজা আমানুল্লা"

দিল্লীর ২৪শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আফগান জাতি ও দিল্লীর আফগান [illegible]গণ তাঁহাদের "প্রিয় রাজা আমানুল্লার" সিংহাসন ত্যাগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। দেশের জন্য তিনি যে ত্যাগের সম্মুখীন হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং দেশের প্রত্যেক আফগানকে কান্দাহারে গমন করিবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, প্রত্যেক লোকের উচিত, কান্দাহার যাইয়া রাজা আমানুল্লার সহিত যোগ দেওয়া কিম্বা পেশোয়ার হইয়া কাবুলে গমন করিয়া যাহারা আফগান স্বাধীনতার শত্রু তাহাদের দমনে সাহায্য করা।

বড়লাটের বাড়ীতে শৃগালের উৎপাত

দিল্লীর ২৪শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বড়লাটের বাড়ীতে যে সব লোক বাস করে তাহারা দিল্লীর সীমা নির্দ্ধারণ কমিটিকে একখানা চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছে যে তাহারা শৃগালের উপদ্রবে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে এবং এজন্য তাহারা রাত্রে ঘুমাইতে পারে না। কমিটি এই বিষয়টি বিবেচনা করিতেছেন।

সিরাজগঞ্জে প্রদর্শনী

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়পাকসী পল্লী উন্নতি সমিতির [illegible] বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে তথায় একটী প্রদর্শনী হইবে। এই প্রদর্শনীতে শিল্প, কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক জিনিস প্রদর্শিত হইবে। [illegible] উহার উদ্বোধন করিবেন।

[illegible]

[illegible] নগদ টাকা, মোট [illegible] [illegible] প্রদান করে। পুলিশ [illegible] এ বাবদ [illegible] গ্রেপ্তার করিয়াছে।

[illegible] আফগানিস্থানের উপর অত্যাচার

প্রকাশ যে, বাচ্চা-ই-সাকো যখন কাবুল অধিকারে অগ্রসর হইতেছিল, তখন [illegible] তাহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। বাচ্চা এখন [illegible] উপর নিদারুণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে উদ্যানের [illegible] অভ্যন্তরে তাড়াইয়া দিয়াছে। যুদ্ধ [illegible] কি উপায়ে বাচ্চা টাকা সংগ্রহ করিল, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য খুব চেষ্টা হইতেছে।

জাল দলিল জাতে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

বাঁকুড়ার দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া একটী দলিল জালের মামলায় প্রেম মহাতো নামক এক ব্যক্তির প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া জানা যায় যে, উক্ত মহাতো অন্য ব্যক্তির সাহায্য লইয়া একজন সাঁওতালের নামে একটী দলিল সম্পাদন করিয়া তাহা রেজেষ্টারী করাইয়া লয়। কিন্তু প্রমাণে জানা যায় যে, উক্ত সাঁওতাল ২ বৎসর পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল। আসামী জামিনে বাহির আছে। তাহার এখনও কোনও জামিন দিতে পারে নাই।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

কাশির ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আন্দুলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বাবু [illegible] একটী কন্যা গত কল্য বাড়ীর নিকটে একটি পুকুরে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। [illegible] [illegible] না, পরে তাহার মৃতদেহ পুকুরে পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণতত্ত্ব

[illegible] কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান দিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই সমস্ত ব্যক্ত ও অব্যক্তভাব এবং স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধি প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ—পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, গোবিন্দ ও সর্ব্ব-কারণকারণ।

কৃষ্ণ কাহারও অন্তর্গত, বশীভূত বা নহেন। তাঁহারই বশীভূত—প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম ও ব্যোম। তিনি নিত্য অজ্ঞানাস্পৃষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। তিনি ক্ষণভঙ্গুর নহেন। কোন অজ্ঞানই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরানন্দের সহিত অসংপৃক্ত। দুঃখাদি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

কৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। তিনি প্রাপঞ্চিক ধারণায় গুণসাম্যাবস্থ অব্যক্ত প্রকৃতিমাত্র নহেন। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট না হইয়া বিগ্রহবিশিষ্ট। জড়ের ত্রিগুণ বা জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানোপেত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ-চালিত স্থূলসূক্ষ্মপরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। অখণ্ডকাল তাঁহা হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই অখণ্ডের প্রতিকূল খণ্ডভাব প্রদর্শন করিয়া খণ্ডকালাতীত বস্তু। তিনি ভূতাকাশ ও পরব্যোমের সৃষ্টির ও প্রাকট্যের পূর্ব্বে আদি জনক-পুরুষ।

দৃশ্যকার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে যে কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অন্তর্গত হয়, সেই কারণরূপ কার্য্যের প্রাগবস্থায় যে কারণ নির্ণীত হয়, তাহাকে কার্য্য-জ্ঞানে পুনরায় কারণের অনুসন্ধান হইতে পারে। এই ধারা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিয়া যেস্থলে কার্য্যকারণবাদ সমাপ্তি লাভ করিবে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহাকে দেশকালপাত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি অক্ষজ। তিনি [illegible] অন্তর্গত বস্তুবিশেষের [illegible]

তাঁহাকে 'পরতত্ত্ব' বলিবার পরিবর্ত্তে ইতরতত্ত্ব বলা যাইত।

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণিত কৃষ্ণমাত্র নহেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের আত্মনামী অভিন্ন বিগ্রহের [illegible] বস্তু। কৃষ্ণ—পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্তধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তু। কৃষ্ণ—চিন্তামণি, তাঁহার নামও সর্ব্বকামদুঘ। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-ময় ভাবসমূহ হইতে যাঁহার ভাব, সেই বস্তুসহ পৃথক্ নহেন। এজন্যই তিনি অদ্বয়জ্ঞান।

তিনি—অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্য মাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুকূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া নিত্যকাল অজের কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রম-সমূহ নিত্যকাল—পরব্যোমভূমিকায় অবস্থিত। সেই চিন্ময়-আধার বা পরব্যোম অচিৎপ্রপঞ্চের স্থূলসূক্ষ্মাধারের অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত। বহিরঙ্গের মধ্যে অনুস্যূত ও পরিস্ফুট। পরিস্ফুটাবস্থায় তাঁহার অনন্ত বৈচিত্র্য, অব্যক্তাবস্থায় তাঁহার অত্যধিক সূক্ষ্মতা। তিনি—অতি দূরে ও নিতান্ত অন্তিকে এবং সর্ব্বদা ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। তিনি প্রকাশিত হইবার কেবল যোগ্যতা লইয়া সুপ্ত, নিদ্রিত ও অপরিচিত থাকেন না। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই তিনি প্রকাশিত হন যাঁহার প্রতি তাঁহার দয়া হয় তাঁহাতে।

কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান। এই সকল শক্তির পূর্ণতা তাঁহাতেই আছে এবং অন্যত্র পূর্ণতা থাকিলেও তাদৃশ ধারণাকারীর পূর্ণতা-ধারণা অপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত তদিতর-বস্তুর বিজ্ঞতা সমান নহে বলিয়া তিনি অসমোর্দ্ধ। তিনি পুরুষোত্তম হইয়া অবস্থিত বলিয়া অখণ্ড ও খণ্ড-ভাবদ্বয় তাঁহার দুইপার্শ্বে অবস্থিত। খণ্ডিতজ্ঞানে যে পঞ্চাঙ্গ-ন্যায় মানবের নৈতিকধর্ম্ম পুষ্টি করে, তিনি তন্মাত্রে অবস্থিত নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠানদ্বারাই জন্মান্তরতা-ভাব ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া ভাবের উদয় করাইয়াছে। মানবের ধারণার যে [illegible] বটে, তাহার [illegible] আয়ত্ত-বিচারে তিনিই অবস্থিত। আধারবস্তু বিভিন্ন প্রকাশসমূহের মধ্যে কৃষ্ণতত্ত্বকে কেহই প্রকাশমাত্র জ্ঞান করেন না, যেহেতু তাঁহা হইতে সকল প্রকাশ উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ম্"

কৃষ্ণ—স্বয়ং কান্ত ও ঐকান্তিক একান্তিগণের কান্ত। কৃষ্ণ—বাল, বালগোপাল এবং যাবতীয় পিতৃ-মাতৃকুলের একমাত্র উপাস্য বালক। কৃষ্ণ—জগবন্ধু, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব না করিলে জীব শত্রুপুরীতে অরি-গণকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করায় বিপৎসঙ্কুল হয়। কৃষ্ণেতর বস্তুতে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করিতে গেলে কিছুদিন পরে সেবক স্বীয় ক্ষণভঙ্গুর সেবা-ধর্ম্ম পরিহার করিয়া সেব্য হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার ভুক্তশুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুর্ব্বিপাক-বশতঃ সেব্যাভিমান হওয়ায় জাড্য আসিয়া তাঁহাকে পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রস্তর-ধর্ম্মের আসামী করিয়া তোলে। কৃষ্ণের লীলায়, নীতিকথায়, বিচার-কথায় বাধা দিতে গেলে, তাঁহার পরিমিতিকার্য্যে দশ অঙ্গুলি কম পড়িয়া যায়।

কৃষ্ণ—সদানন্দময়। মায়িক-বিচারে ময়ট্ প্রত্যয়-দ্বারা জীবজ্ঞানে প্রচুর বলিয়া গৃহীত হন, আবার বৈকুণ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বব্যাপকতাও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ মানবনীতির দ্বারা মাপিতে গিয়া পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহারা পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সীমা-দ্বারা মাপিতে গিয়া পাত্রান্তরিত করিয়া বসে। তাহাদের জড়ীয় ভোগ-ময়ী অভিজ্ঞতার ভোগ্যবস্তুরূপে কৃষ্ণকে কল্পনা পূর্ব্বক মায়িকবস্তু-বিশেষরূপ অবজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করায় তাহাদের সেবা-প্রবৃত্তি ভোগে পরিণত হয়। কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা বিচার করিয়া, যাহার যেরূপ বিমুখকল্পনা তদ্রূপ তাঁহাকে মনগড়া পুতুল করিতে চায়। কোন সময় বা তাঁহার নির্ব্বিশিষ্ট নামক মানবধারণার কার-খানায় গড়া "পুতুল" করিতে চায়। এই প্রকার কল্পনা সেবা-বিমুখতা হইতে নাস্তিকতায় পরিণত করে

বলিয়া দণ্ডস্বরূপে জীবধারণায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-শব্দ দ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান হইতে পার্থক্য কল্পনা করায়। কার্ষ্ণ বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণানুশীলনে কাহারও অধিকার হয় না। সুতরাং অধিকার না পাইলে কৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, কৃষ্ণের সান্নিধ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই অথবা কৃষ্ণশক্তির বিক্রমসমূহ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই। সুতরাং অনধিকারিগণ কর্ম্ম-ফল-বাধ্য হইয়া বিভিন্ন প্রতীতিযুক্ত জড়াবৃত স্থূলসূক্ষ্ম পরিচয়ে খণ্ডকালের আলিঙ্গন করেন।

বদ্ধজীবের নিত্যসত্তা, নিত্য-স্থিতি প্রভৃতি আধারলাভের সম্ভাবনা নাই। তিনি সর্ব্বদা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণ করিবার জন্য প্রাণিবিশেষ হইয়া পড়েন। ভোগ আসিয়া তাঁহাকে 'ভোগী' বা ভোগ ছাড়াইয়া 'ত্যাগী' করায়। ভাল-মন্দের বিচারে একদিক্ হইতে অপর দিকে তাড়িত হন, পুনঃ পুনঃ তাড়নায় তাঁহার মঙ্গলের উদয় হয়। এই সত্যানুভূতি তাঁহাকে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করায়। তজ্জন্য গীতা বলেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ
সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ
ভরতর্ষভ॥"

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আমরা শ্রুতগোচরের অন্তর্গত উৎকল-দেশবাসীর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-কথা-শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে জানিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছি। হইবেই বা না কেন, যে প্রদেশে নীলাম্বুধিতটে নীলাচল-ক্ষেত্রে অভিন্ন-নীলাচল চন্দ্র স্বয়ংভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সুদীর্ঘ চতুর্ব্বিংশ বর্ষ যাবৎ সপার্ষদে কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদানরূপ মহাবদান্য লীলা প্রকট করিয়াছেন, যে প্রদেশের প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শন পাইবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছিলেন —মহাপ্রভু জগজ্জীবকে তাঁহার ভক্তগণের তাঁহার প্রতি প্রীতিপরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য যখন কহিলেন, "আমি রাজদর্শন করিব না," তখন যে প্রতাপরুদ্র রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক রথাগ্রে প্রাণ পর্য্যন্ত

বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে [illegible] দেশের আব্রাহ্মণ-বৃদ্ধ-বণিতা মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেই তাঁহাকে একমাত্র জীবাতু মনে করিতেন, যে প্রদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথদেব অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকটিত থাকিয়া অদ্যাপি জগজ্জীবকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-লীলা করিতেছেন, অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাচার্য্যের অত্যধিক প্রাবল্যেও যে প্রদেশবাসিগণ [illegible] মহাপ্রভু জগন্নাথের মহাপ্রসাদে জাতি-সামান্য-বুদ্ধি আরোপ করিতে ভীত হন, ভক্তবৎসল ভগবান্ যে প্রদেশে সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীঅর্চ্চারূপে প্রকটিত থাকিয়া এখনও ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই প্রদেশ-বাসিগণের গৌরপ্রীতি না থাকাই বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

তবে বড়ই দুঃখের বিষয়, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলাক্ষেত্র সেই উড়িষ্যাপ্রদেশে অধুনা বঙ্গদেশ হইতে মহাত্মা তোতারামদাস বাবাজী-কথিত অয়োদশটি অপসম্প্রদায়াশ্রিত কতকগুলি গৌরাঙ্গ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আত্ম-ভক্তিভাবুকে কপোল-কল্পিত-সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট ছড়াগান ও শুদ্ধভক্তিবিরোধী অসৎসিদ্ধান্তসমূহ প্রচার দ্বারা সরল-মতি উড়িষ্যাবাসিগণকে অন্যাভিলাষিতাশূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদ্যনাবৃত বিশুদ্ধ ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ভ্রান্তপথে চালিত করিতেছে। তাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে এক রব তুলিয়াছিল যে, মহাপ্রভু ব্রহ্মমাধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। তাহাদের এই অভিনব সিদ্ধান্ত শ্রবণে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উদ্দণ্ডপার্ষদবর সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' তাঁহার (৫ম বর্ষ ২০, ২২, ২৩, ৩৩, ও ৩৪শ সংখ্যায়) 'কুয়াতাম-ধ্বান্ত-ভাস্কর' নামক প্রবন্ধ-পঞ্চকে পঞ্চাশ ন্যায়-সঙ্গত বিচারাবলম্বনে সেই অত্যদ্ভুত অত্যুৎকট গৌরপ্রীতি-প্রদর্শনমুখে গুরুগৌরাঙ্গ-বিরোধিতামূলে কল্পিত সিদ্ধান্ত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। উহাদের প্রচার্য্য বিষয় এই যে,—মহাপ্রভু বড় গোস্বামী বা তাঁহাদের অনুগত আচার্য্যবর্গ কাহাকেও যাহা বলেন নাই, সেই ব্যাকরণ, রসশাস্ত্র ও সিদ্ধান্ত-দোষদুষ্ট ছড়ানাম উহাদেরই কানে কানে বলিয়া গিয়াছেন, তাই উহারা কলিযুগ-পাবনাবতারী মহাপ্রভু-প্রচারিত 'কলি-যুগের দ্ব্যাত্রিংশদক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে সেই ছড়ানাম গান করে। ইহাতে যে গুরুপারম্পর্য্য অস্বীকারহেতু গৌরবিরোধই করা হইতেছে, তাহা বিমুখ-বিমোহিনী মায়াদেবী উহাদিগকে কিছুতেই বুঝিতে দিতেছেন না। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥ শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ [illegible] বক্ষ্যন্তি ভাবী [illegible] —এই পদ্মপুরাণ-বচন উহাদের [illegible] বহু পূর্ব্বে এ পুস্তকে শ্রীল মহাকবি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর [illegible] গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তৎপরবর্ত্তিসময়ে গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও প্রমেয়রত্নাবলী নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্। শ্রীমধ্ব......অতো পদ্মনাভ-পতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রং [illegible] শ্রীমদ্ঈশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ [illegible]। দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে॥" ইত্যাকার গুরুপারম্পর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন,—ইহা উহারা উৎকট গৌরপ্রীতি-নিদর্শন-স্বরূপ স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং যাহারা সম্প্রদায়ই মানে না, তাহাদের মন্ত্রাদি সমস্তই বিফল হইবে—অসৎসিদ্ধান্ত-পূর্ণ ছড়াগানে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি আছে!

উহারা বোধ হয় মনে করে, মহাপ্রভু গুরুপরম্পরা স্বীকার দ্বারা জগজ্জীবকে ভক্ত্যাঙ্গত্ব শিক্ষা দিয়াছেন বলিলে, মহাপ্রভুর আর ভগবত্তা থাকে না, তাই তাহারা ষড় গোস্বামী ও তদনুগ ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ আচার্য্যগণ অপেক্ষাও অত্যধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া সম্প্রদায় অস্বীকারপূর্ব্বক নূতন মতবাদের সৃষ্টি না করিলে আর মহাপ্রভুর ভগবত্তা বজায় থাকে কেমন করিয়া! কি সর্ব্বনাশ! এই সকল কারণেই না শাস্ত্র বলিয়াছেন—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥"—অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ-দুষ্ট বদ্ধজীব অশ্রৌত-পন্থায় যে ঐকান্তিকী ভগবৎপ্রীতি দেখাইতে যায়, তাহা উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। এতাদৃশ উৎপথগামী আরোহ-পন্থাবলম্বী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবব্রুবগণই আজ সরল-প্রাণ উৎকল-বাসিগণকে মহাপ্রভু-প্রদর্শিত সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইতেছি।

তবে কতকটা সুখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে অনেক শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণ তথাকথিত মালাতিলকধারী প্রাকৃত সহজিয়া ছড়ানাম-প্রচারক বৈষ্ণব-ব্রুবগণের প্রচার্য্য-বিষয়ে শুদ্ধভক্তি-বিরোধিতা দর্শন করিয়া তাহার সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবার সৌভাগ্য-লাভ করিতেছেন। তাঁহারা এখন বুঝিতেছেন—

"গোরার আমি গোরার আমি
মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার
[illegible] করলে॥"

গীতা-রহস্য

(২)

[illegible] শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের [illegible] বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন, তোমার যুদ্ধে [illegible] দেখ, তোমার এ [illegible] পরিত্যাগ কর। তখন অর্জ্জুন বলিতেছেন,—হে মধুসূদন, আপনি আমাকে এ কি অন্যায় আদেশ করিতেছেন? আমার এ যুদ্ধ [illegible] নহে; আমি কিরূপে পিতামহ ও আচার্য্য দ্রোণের প্রতি বিরূপে অস্ত্রক্ষেপ করিব? তাঁহাদিগকে পরিহাস ছলেও কখনও তাঁহাদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে নাই। হে অরিসূদন, আপনি যুদ্ধে আপনার শত্রুগণকেই বিনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু উগ্রসেন-সান্দীপনি—প্রভৃতি পূজ্যগণের সহিত কি কখনও যুদ্ধ করিতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—আচ্ছা, বুঝিলাম, তোমার যুদ্ধের স্পৃহা নাই। কিন্তু তোমার দেহযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, তদ্বিষয়ে কি কোন উপায় স্থির করিয়াছ?

অর্জ্জুন—গুরুদ্রোহী না হইয়া আমার পক্ষে ভিক্ষায় গ্রহণ করাও শ্রেয়স্কর। যদিও আমার (ক্ষত্রিয়ের) তাহা স্বধর্ম্ম নহে, এবং তদ্দ্বারা ঐহিক অপযশ প্রাপ্তি হইবে, তথাপি আমার পরলোক অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণ—দেখ অর্জ্জুন, তুমি গোড়াতেই ভুল করিয়া বসিয়া আছ। তুমি 'গুরু' কাহাকে বলিতেছ? শাস্ত্রে কি বলিতেছে শ্রবণ কর,—

'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য
কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো
বিধীয়তে॥"

লোক দেখান' গোরা ভজা তিলক
মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"

আমরা আমাদের সত্যানুরাগি ভ্রাতৃ-বৃন্দের এতাদৃশ সৌভাগ্যের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি। আর তৎসঙ্গে আমাদের সকল বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, তাঁহারা যেন লৌকিকতার সহিত পারমার্থিকতা এক না বুঝিয়া বসেন—ব্যক্তি-বিশেষের মন রক্ষা করিতে গিয়া একটী মহা-সত্যের বিরোধী না হন। তাঁহারা সকলেই এই মহাজন-বাক্য প্রণিধান করুন যে—

"গৌরজনা লোক-সঙ্গ একত্রে মিলিল।
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
একপাত্রে দুই বস্তু [illegible] এক ঠাঁই নাই॥"

[illegible]

সুতরাং আমি [illegible] বিনষ্ট হইবার যোগ্য, তাঁহারা দুর্য্যোধন প্রভৃতির পক্ষীয় [illegible] কি, কালের প্রভাবও তাঁহাদের [illegible] প্রতিহত হইয়া থাকে। »

অর্জ্জুন—যে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ, দ্রোণাচার্য্য এবং পিতামহ অর্থকামী হইলেও তাঁহাদের বিনাশে ইহলোকে সুখ পাইব না, পরলোকের ত কথাই নাই। কারণ, তাঁহাদের বিনাশ করিয়া আমরা কখনই ভোগ করিতে পারিব না। তখনই আমরা ভোজন করিতে বসিব, তখনই মনে হইবে যে, এই রাজভোগ আমার পিতামহ আচার্য্যাদিকে বিনাশের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন তাঁহাদের সেই ছিন্নমুণ্ডগুলির স্মৃতি উদিত হইয়া আমাদের আহারেও সুখ-প্রদান করিবে না, কিন্তু তাঁহাদের রুধিরাক্ত ভোজ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব এ যুদ্ধে কি শ্রেয়ঃ আছে?

শ্রীকৃষ্ণ—তাহা হইলে কি তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিবে? ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিবে?

অর্জ্জুন—হে মধুসূদন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না, যুদ্ধ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ অথবা ভিক্ষায় গ্রহণই শ্রেয়ঃ? যুদ্ধে আমাদের জয় লাভ হইবে, কি দুর্য্যোধন জয়ী হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যদিও আপনার কৃপাদৃষ্টিতে আমাদের বিজয়ের কোন আশঙ্কা নাই, তথাপি দুর্য্যোধনাদির বিনাশেও আমাদের জীবন-ধারণ কষ্টকর হইবে, সুতরাং তাহা পরাজয়ই হইবে।

জীবের যখন ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নটি হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তাহার এইরূপ নানা-প্রকারের সংশয় উপস্থিত হয়। কোনটী কর্ত্তব্য, কোনটী অকর্ত্তব্য—এবিষয়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন মনে মনে এই বিচারটী উপনীত হয় যে, ভাবিত, আমি এ কি করিতেছি? আমার [illegible] কোথায়? [illegible] [illegible]

[illegible]

... পুৰিজন ...

... "সুবিভিন্ন"

... পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুদের সঙ্গ করিবে, যেহেতু, সাধুগণ শাস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাদের চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকেন। যখন তাঁহাদের একান্ত ... না, অথচ তাঁহাদের সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। মুমুক্ষু হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক।

"...প্রত্যাভিতোপুষ্যা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদিতি" এই শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি এবং শ্রদ্ধা—এই কয়টী গুণ থাকা আবশ্যক। এতাদৃশ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান-লাভের অধিকারী, অপরে নহে। অর্জ্জুন ঐ কয়টী গুণ প্রদর্শন করিতেছেন। "কিং জোরাবেনং" শ্লোকে তাঁহার শমদমাদি পরিচিতি, "কথি ...." ইত্যাদি শ্লোকে ঐহিকপারত্রিক ভোগ-উপেক্ষার লক্ষণরূপ উপরতির পরিচয়, "শ্রেয়াংশ্চোক্তং ব্রূহি" ইত্যাদি বাক্যে তদনতিক্রমণ তিতিক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি যুক্ত শরণাপন্ন হইয়া তদবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসরূপা শ্রদ্ধার পরিচয় দিতেছেন। এই শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। এই বৃত্তিটী যদি না থাকে, তবে কোটিজন্ম সাধনেও কোন ফল না হইয়া সাধু-অবজ্ঞার দ্বারা বিপরীত ফল হইবে। কিন্তু কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের বাক্যশ্রবণে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুগত হইলেই জীবের অল্পকালে সাধনের সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।

নানা কথা

ছাত্রদিবস উদ্‌যাপন

নিখিলবঙ্গ-যুবক-সমিতির সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাত্র দিবস উদ্‌যাপন করিতে হইবে। অতঃপর প্রতি বৎসরই ঐ তারিখে ছাত্র দিবস উদ্‌যাপিত হইবে। গত বৎসর এই দিবসে ছাত্র সমাজের শক্তি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালাকে এই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

আকস্মিক বিপদ

আমাদের জীবনে মুহূর্ত্তের মধ্যে আকস্মিক বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। দৈহিক, আধিক ও মানসিক ভেদে এই বিপদ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমরা প্রথমতঃ দৈহিক আকস্মিক বিপদ অর্থাৎ কয়েকটী আকস্মিক ব্যাধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। উহা জানিলে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ধনী দরিদ্র প্রত্যেককেই আকস্মিক উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ ধনী ব্যক্তিগণও এমন স্থানে সহসা রোগাক্রান্ত হইতে পারেন, যথায় চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়ার আশা সুদূর-পরাহত।

রক্তপাত

শরীর-রক্ষার প্রধান উপকরণ রক্ত। কারণ রক্ত হইতেই মাংসপেশী, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি পুষ্টি প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পরিত্যক্ত বিষাক্ত কার্ব্বন ডায়কসাইড রক্তবাহী শিরা দ্বারা ফুস্ফুস্, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রে নীত হয়। ঐ সকল স্থান হইতে ঐ বিষাক্ত জিনিষ যথাক্রমে প্রশ্বাস বায়ু ও মূত্রদ্বারা বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত রক্তে 'ফ্যাগোসাইট্‌স' নামে এক প্রকার জীবাণু আছে, এই জীবাণু নানাবিধ রোগের জীবাণু নষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং শরীরের কোন স্থান হইতে রক্তপাত আরম্ভ হওয়া মাত্রই তন্নিবারণের চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আঘাত অথবা কোনও ব্যাধির নিমিত্ত রক্তপাত হইয়া থাকে। আমরা প্রথমতঃ আঘাত-সংক্রান্ত রক্তপাতের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

আঘাত-জনিত রক্তপাত

সামান্য রক্তপাত—

১। কাটা জায়গায় দুর্ব্বাঘাস তাজারূপে ছেঁচিয়া প্রথমতঃ উহার রস দিবে, তৎপর এই ছেঁচা দুর্ব্বাদ্বারা উহা চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে রক্তপাত বন্ধ এবং কাটা স্থান জোড়া লাগিবে।

২। সৈন্ধব তৈল অথবা কেরোসিন তৈলে ভিজা ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও রক্তপাত বন্ধ হয়।

৩। বিশল্যকরণীর অথবা গাঁদা ফুলের পাতা হাতে রগ্‌ড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলেও রক্তপাত অতি সত্বর বন্ধ হয়।

৪। তেলাকুচার পাতা অথবা কচু ... বাটিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও অতি সত্বর রক্তপাত বন্ধ হইয়া জোড়া লাগে।

... তারপিন তৈল—... ... একটু চুন মিশ্রিত করিয়া কাটা স্থানে দিলে রক্তপাত বন্ধ হইবে।

(ক্রমশঃ)

... কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট

... ছাত্রদের ধর্মঘট

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ১২ই জানুয়ারী কৃষ্ণনগরের ছাত্রবৃন্দ সাইমন কমিশনের কলিকাতায় উপস্থিতি উপলক্ষে স্কুল কলেজ বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর-কলেজ-ইউনিয়নের কতিপয় উৎকট কর্মচারী ছাত্রদের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া কলেজে যান। এই কারণে কলেজের ছাত্রবৃন্দ ঐ কর্মচারীর উপর অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনিবার জন্য কলেজ অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করেন, এবং যথারীতি ঐ নিমিত্ত একটী সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাদের আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি বলেন, ১২ই জানুয়ারী কলেজে আসা না আসা ছাত্রদের ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে। সাধারণ ছাত্রদের উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কিছুই নাই, এবং তিনিও ঐ নিমিত্ত কোন সভা আহ্বান করিবেন না।

প্রকাশ, ছাত্রগণ অধ্যক্ষের ব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

মিঃ রেজিন ও শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী

দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপার সম্পর্কে "রয়টার" সাহ কে, ভি, রেজিনর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, কোন নূতন নীতি বা সংস্কারের পথ অবলম্বন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী যে ভিত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন ধাপে ধাপে তাহার উপর সৌধ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টাই আমি করিব। আমি প্রচারক বা রাজনীতিকরূপে এখানে আসি নাই, বন্ধুরূপেই আসিয়াছি। এখানকার অধিবাসীদের ভিতর যদি আমি বন্ধুভাব বৃদ্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে জানিব আমি আমার দেশের কাজ ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি।

স্বদেশী শিল্পের উন্নতিতে প্রশংসা

যে সব শিল্প একদিন পর্য্যন্ত বিদেশীদের একচেটিয়া ছিল, তাহার কতক গুলিতে ভারতীয়গণও যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা গত কলিকাতা প্রদর্শনীর কোন কোন ষ্টল হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বেঙ্গল ইমিউনিটি ল্যাবরেটরির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাদের প্রস্তুত জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহুবিধ জিনিষ ডাঃ আনসারী, ডাঃ দেশমুখ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

বক্ষ রোগমুক্ত ...

গত ৬ই জানুয়ারীর বুলেটিনে ... প্রকাশ,—...কারী পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, বুকের দক্ষিণ পার্শ্ব রোগমুক্ত ... হইয়াছে। বুকের এই অংশটাই প্রথম আক্রান্ত হইয়াছিল। সম্রাটের দুর্ব্বলতা দূর হইলেই তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে পারিবেন। সমুদ্রের হাওয়া সম্রাটের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী হইবে বলিয়া ডাক্তারেরা মত দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রত্যেক সম্রাটের রোগের যাত্রার দিন ঠিক হইয়া যাইবে। বোগনরে তিনি ক্রেগওয়েল হাউসে ইষ্টারের পর পর্যন্ত অবস্থান করিবেন। তিন মাসের জন্য ক্রেগওয়েল হাউস ভাড়া লওয়া হইয়াছে। সমুদ্রতীরে অবস্থান কালে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলে বেশী দিনের জন্যও সেইখানে তিনি থাকিতে পারেন।

উত্তর চীনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ

চীনের রাজধানী পিকিনের ২৫শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সানটুং প্রদেশের সঙ্গটনী নামক স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ-সাহায্য কমিশনের রিপোর্টে উত্তর চীনে দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে হৃদয়-বিদারক সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কমিশন জানাইয়াছেন, অনাহারে এত অধিক সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইতেছে যে, মৃতদেহ প্রোথিত করিবার উপযোগী গর্ত্ত খনন করা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সহরের বাহিরে মৃতদেহের এক বৃহৎ প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐগুলি শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিতেছে। গত সপ্তাহে সহরের পথে ৪০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় অনেকে নানারূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। ৩ হাজার লোক দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি তাহারা দলবদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় বাহির হইয়া কোথায় শস্য লুকান আছে, তাহা বলিতে বাধ্য করিবার জন্য কৃষকদের প্রতি পীড়ন করিয়াছে।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

মাদ্রাজে একটী পাব্লিক সার্ভিস কমিশন গঠনের প্রস্তাব হইতেছে। এই কমিশনে একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য থাকিবেন। চেয়ারম্যানের বেতন মাসিক ৩০০০৲ টাকা এবং সদস্যদের বেতন মাসিক ২০০০৲ টাকা হইবে। প্রাদেশিক কার্য্যে যে কোন কর্ম্মচারী নিয়োগ-বিষয়ে এই কমিশন গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন এবং প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

আফগান-বিদ্রোহ

মস্কোর ২৬শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আফগানিস্থানের উপজাতিবৃন্দ দ্বারা আমানুল্লার গাহানে প্রত্যাগমন হইয়াছে। জালালাবাদ সহরে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক সমবেত হইয়াছিল। রাজধানী হইতে ২৫ মাইল দূরে বাচ্চা-ই-সাক্কোর সঙ্গে ইহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উহাতে বাচ্চা-ই-র দল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কাবুলের অশান্তি প্রশমিত হয় নাই। প্রাণভয়ে বিদেশী বণিকবৃন্দ কাবুল পরিত্যাগ করিতেছেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো তথায় শৃঙ্খলা স্থাপনের যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তাহাতে কোনই ফল হয় নাই।

বিমানপোত হইতে বোমা নিক্ষেপের ফলে জামরুদে যে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সরকারীভাবে তাহার তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। প্রকাশ যে, ভ্রমক্রমে এইরূপ বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শীঘ্রই প্রধান সেনাপতির নিকট এই তদন্তের রিপোর্ট প্রেরণ করা হইবে।

মুক্তি ফৌজের নেতৃত্ব বিভ্রাট

রাগবির ২৫শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মুক্তিফৌজের নেতৃত্ব লইয়া আবার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। জেনারল ব্রামওয়েল বুথের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে যে, মুক্তি ফৌজের হাই কাউন্সিল যাহাতে ব্রামওয়াল বুথকে স্বাস্থ্যের অজুহাতে অযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার পদে অন্য লোককে বহাল করিতে না পারে তজ্জন্য হাইকোর্ট হইতে নিষেধ আজ্ঞা দেওয়া হউক।

জজ বলিয়াছেন, মুক্তি ফৌজের দ্বারা সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, মামলা চলিলে সৎপ্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হইবে; অতএব একটা মিটমাট করিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ।

আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

"ক্রান্তি" অফিসে খানাতল্লাস ৩০০ কাগজ বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লীর ২৬শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, "ক্রান্তি" নামক সাপ্তাহিক পত্রের শেষ সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। পুলিশ আসিয়া "ক্রান্তি"র শেষ সংখ্যার তিনশত কাগজ লইয়া গিয়াছে।

—পূর্ব্বস্থলে— [illegible]

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী সর্ব্বসাধারণের সুবর্ণ-সুযোগ

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে মহারাজা, রাজা, জমিদার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যে জবিখ্যাত বহুদর্শী ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজের ব্যবস্থা ও উপদেশমত ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন—সেই বিখ্যাত

বৈদ্যশাস্ত্রী

শঙ্করলাল মণিশঙ্কর গোবিন্দজী

বি, এ (গোল্ড) ও এল, এ, (জর্মনী)

আলবার মহারাজার পরামর্শদাতা কবিরাজ এবং

স্বত্বাধিকারী

জগদ্বিখ্যাত আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী।

(যাঁহার পৃষ্ঠপোষক, এইচ, এইচ, মহারাজা জাম সাহেব বাহাদুর, নবানগর) আপনাদের এখানে উপস্থিত।

কেবল মাত্র ১৫ দিনের জন্য

২৭শে জানুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুব্যাধি নিরাময়ের জন্য গ্যারান্টি দিতেও কুণ্ঠিত নহেন না গ্যারান্টি দিয়া রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব:—সন্তানশক্তিহীন ও আংশিক শক্তিহীন প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগিগণকে নিরাময় করিতে সিদ্ধহস্ত।

রোগিগণের রোগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনাব্যয়ে ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

প্রশংসা-পত্র ৭৫০০০ হাজারের উপর রাশীকৃত পাওয়া গিয়াছে।

আপনিও আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইয়া ব্যবস্থা লউন, এই জন্য আপনাকে কিছুই পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। আপনার রোগের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য পৃথক স্থান নির্দ্ধারিত আছে।

সময়: প্রাতে:—৮টা হইতে ১২টা।

বৈকালে:—৩টা হইতে রাত্রি ৭টা।

ঠিকানা—কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী;

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

নির্ধনকে প্রোক্ত কয়দিবসের জন্য বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে, যিনি ঔষধের মূল্য দিতে অসমর্থ, তিনিও সুবিধা মূল্যে ঔষধাদি যাহাতে প্রাপ্ত হন, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সেক্রেটারী—

বৈদ্যশাস্ত্রী।

রেলওয়ে শ্রমিক সভা

গত ২৩শে জানুয়ারী রাত্রিতে আমেদাবাদ রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের নিকটে রেলের স্থানীয় রানিং সেডের য়ুরোপীয়ান ও ভারতীয় ড্রাইভার, ফায়ারম্যান প্রভৃতির এক বিরাট সভা হইয়াছিল। মিঃ বসন্তভাই পেটেল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রমিকগণ মিঃ পেটেলের নিকট তাহাদের অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে উহা এজেন্টের গোচর করিতে অনুরোধ করে। মিঃ পেটেল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রমিকদের মধ্যে সঙ্ঘগঠন এবং একতা ও সুশৃঙ্খলারক্ষার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

পঞ্চ-সম্পাদকের মৃত্যু

লণ্ডনের ২৩শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, "পঞ্চ" নামক প্রসিদ্ধ-হাস্যরসাত্মক পত্রের সম্পাদক মিঃ রাডল্ফ লেম্যানের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রায় ২৮ বৎসর কাল ঐ পত্রের সম্পাদকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২০ দিন পূর্ব্বে তাঁহার ৭৩তম বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়াছিল, তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল "ডেলি নিউজ" পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং পাঁচ বৎসর কাল পার্লামেন্টে উদারনৈতিক দলের সদস্যের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

[illegible]

ঐ সৈন্য দলের সর্ব্বকর্তা অবিলম্বে আবেদনপত্র প্রেরণ আবশ্যক।

স্বদেশী শিল্প দ্রব্যের মিউজিয়াম

কলিকাতা প্রদর্শনীতে রায় বাহাদুর এফ, এম, গুপ্তের সভাপতিত্বে স্বদেশী শিল্পসামগ্রী প্রস্তুতকারকদের এক সভায় এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। উহাকে এক এসোসিয়েশন গঠনের এবং বেঙ্গল চেম্বার-অফ-কমার্সের সহায়তায় স্বদেশী দ্রব্যের এক মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি রায় বাহাদুর এফ, এম, গুপ্ত; সম্পাদক মিঃ এস এন ঘোষ, সহকারী সম্পাদক মিঃ পি, সি ঘোষ, মেসার্স পি কে গুপ্ত, কে চক্রবর্ত্তী, এস ও কর্মকার, ডি সি বসু, ডি এম ঘোষাল, পি সি রায়।

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট

গত শনিবার ২৮শে জানুয়ারী বিকাল ৫টা হইতে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অবৈতনিক প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষার ক্লাশ খোলা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন কলেজের ছাত্রের উহাতে প্রবেশাধিকার আছে। ইহার জন্য পারিতোষিক ও প্রশংসা পত্র দেওয়া হইবে। বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ অফিসে বিশেষ বিবরণের অনুসন্ধানের সময়।

বড়লাটের সফর

অদ্য ৩০শে জানুয়ারী বুধবার মহামান্য বড়লাট স্পেশাল ট্রেণে দিল্লী ত্যাগ করিবেন। [illegible] পরিদর্শন করিয়া [illegible] ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ফিরিবেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

যৌথকারবারের নিষ্ফলতা

যৌথকারবার ভারতে যে অধিক ফল-প্রসব করিয়াছে, প্রাচীন ইতিহাস তাহা প্রমাণ করে না। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে যৌথকারবারের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে তাঁহারা বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূমি চিরকালই ব্যক্তিগত-গুণের আদর করেন। ব্যক্তিগতভাবে গুণিগণ সমাজের উপকার করায় তাঁহাদের সমষ্টির ফল ব্যক্তিবিশেষে সুফল উৎপাদন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাদৃশ প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট কুফলে ধারণার বৈপরীত্য সাধিত হইয়াছে।

শুনা যায়, নবদ্বীপের অপরাবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-স্থিত পণ্ডিতগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কিছু কিছু বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং সংস্কৃত-পাঠার্থি-ছাত্রগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু বৃত্তি দিয়া থাকেন। শুনা যায়, পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণোদিত হইয়া অনেক ভদ্রলোক আকাশ-কুসুম-লাভের জন্য কোন অজীর্ণ বিচারে তাঁহাদিগকে যৌথকারবারে নিযুক্ত হইবার বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহাতে ফল এই হইবে যে, স্তূপ-সৃষ্টির ফলে বিদ্যা-প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। আমরা ইহার অনুমোদন করি না। সিবিল্‌পিউর কলেজে কৃষি-শিক্ষা এবং কুপার্‌স্‌হিল্‌ কলেজে এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজ অব্‌ সার্জ্জারি ও মেডিসিন্‌ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু সকলগুলি একাধারে অনেকক্ষেত্রে পল্লবগ্রাহিতা উৎপাদন করে। এক হইতে বহু ও বহু হইতে এক-বিচার-ধারায় স্থানবিশেষে সুফল উৎপাদন করে।

শুনা যায়, নবদ্বীপের প্রাচীন-ধারার শিক্ষা-প্রণালীর উৎপাটন করিয়া বৃত্তিলব্ধ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের উন্নতির পথ রোধ করা হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-নিয়োগ-সম্বন্ধে কতকগুলি বিতর্ক শুনিতেছিলাম। একপক্ষ বলেন, বিশেষজ্ঞগণ অধ্যাপক-সূত্রে অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না; তাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা বিদ্যা-বিস্তারের শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। অপরপক্ষ বলেন,—বিশেষজ্ঞগণের পারিতোষিক এত অধিক দেওয়া যাইতে পারে না যে, তাঁহারা অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একটী বিশেষ-কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন।

যদি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের বৃত্তি রোধ করিয়া মামুলি শিক্ষাপ্রদানের জন্য একটি যৌথ শিক্ষা-মন্দির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বিশেষভাবে উন্নতিপথটী রুদ্ধ হইল মাত্র। সেজন্য একছত্রা শিক্ষা-মন্দিরের কতকগুলি কুফল প্রকৃত শিক্ষাকে আক্রমণ করিবে কিনা, তাহা, সুধীগণের বিচার্য্য। তাড়াতাড়ি অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় কোন প্রস্তাব-মুখে প্রাচীন পদ্ধতি ছাড়িয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে। হয়ত শাস্ত্রবিষয়ে কোন কোন বিশেষজ্ঞ এরূপ পাঁচমিশালি পল্লবগ্রাহিতার অনুমোদন করিবেন না, অথবা ধরাবাঁধার মধ্যে গিয়া আত্মমর্য্যাদা বিক্রয় করিবেন না, বিশেষতঃ শাস্ত্রব্যবসায়িগণের মালিক-সূত্রে বণিকগণের অধীনতার অনুমোদন নাও হইতে পারে।

যাঁহারা আমাদের কথায় অনুমোদন করেন, তাঁহারা নব নব প্রস্তাবের সুফল ও কুফল আলোচনা করিয়া বাদপ্রতিবাদ দ্বারা বিষয়টীর আন্দোলন করুন, তাহাতে সমাজের কল্যাণই সাধিত হইবে। শুনা যায়, ফেব্রুয়ারীর ৪ঠা তারিখে ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ করিবার আয়োজন হইতেছে। আয়োজনের উদ্দেশ্য ইহাদিগের প্রাপ্য অর্থ দ্বারা সম্প্রদায়-বিশেষের অথবা ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থের উন্নতিবর্দ্ধন। উহার অভ্যন্তরে কোন ইতর অভিসন্ধি আছে কিনা, তাহাও উদ্‌ঘাটিত হওয়া আবশ্যক।

উড়ুপীর সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীমদানন্দ-তীর্থাশ্রয়। শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থ ও তাঁহার অনুগ শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীই শ্রীচৈতন্যকল্প-বৃক্ষের মূল অঙ্কুর। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বগুরুপীঠ উড়ুপীক্ষেত্র পরমপূজ্য তীর্থ। তথাকার সংবাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সকলেই পূর্ব্বস্মৃতির উদ্দীপন-ফলে স্মার্ত্ত-জনোচিত তর্পণাদি অনুষ্ঠানের পুনরাবাহন করিবেন। শ্রীমায়াপুর পরবিদ্যা-পীঠের বেদান্তাধ্যাপকবর শ্রীমান্ অদমার বিঠ্ঠলাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপী হইতে তথাকার মহোৎসবের যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সেই পত্রখানি অবিকল এস্থলে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকার শ্রীমন্‌ মধ্বমুনি বাদরায়ণসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহাই মায়াবাদিগণের কুতর্কনিরাসে প্রীতিপদ ঔষধ। শ্রীমধ্বপাদ-রচিত 'অনুব্যাখ্যানে' তিনি খণ্ডনমুখে যে প্রতিবাদিগণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা ঐ প্রতিকূল সম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর হইলেও সর্ব্বতোভাবে উপকারক। শ্রীজয়তীর্থপাদ শ্রীমধ্বভাষ্যের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন, সেই টীকার বহু অনুগা টীকা-টিপ্পনীও আছে। সূত্রের কদর্থ খণ্ডনমূলে যে শ্রীমধ্ব-রচিত "অনুব্যাখ্যান" তাহারই প্রত্যনুব্যাখ্যানের নামই 'ন্যায়সুধা'। কথিত আছে যে, 'সুধা বা পঠনীয়া, বসুধা বা পালনীয়া।' সেই ন্যায়সুধার উৎসবের কথাই পণ্ডিত মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপের প্রাচীন গৌরব "নব্যন্যায়" এই "ন্যায়সুধার" প্রতিভা-দ্বারা যে প্রকার উজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই জড়নৈয়ায়িকগণের বিচার-প্রণালীতে বাধা দিবার লীলাও শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের পত্র

উড়ুপী, সাউথকানাড়া
১৪।১।২৯

শ্রীকৃষ্ণঃ প্রসন্নঃ শ্রীঃ

জয় ভারতীরমণ জয়

শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-চরণকমলেষু পাদকিঙ্করোঽদমার বিঠ্ঠলঃ সাষ্টাঙ্গং প্রণমতি, ভবতামাশীর্ব্বাদবলেন সাম্প্রতং কুশলী, অহন্তু চরণপরিসরাৎ প্রস্থিতঃ কাশীং প্রয়াগং নাসিকাঞ্চাবলোক্য বোম্বাই নগরদ্বারা জনবরি ৮ প্রাতরেবোড়ুপীং প্রবিষ্টঃ। অত্র মদাগমনে নিরাশা অপি সহসা সমাগতং মামালোক্য গুরবো বিশেষতঃ প্রসন্নাঃ। ন্যায়সুধাপাঠমঙ্গলং নির্বিঘ্নং বিশেষ সমারম্ভেণ প্রবৃত্তং, মাং বিনা সর্ব্বে ছাত্রাঃ সপ্তাহাৎ পূর্ব্বমেব সমাগত্য মিলিতাঃ। প্রায়ো বিংশত্যধিকাঃ পণ্ডিতাঃ মঙ্গলদিনত্রয়েঽপি ষোড়শসহস্রাধিকানাং ব্রাহ্মণানাং সমারাধনং প্রবৃত্তং। সর্ব্বেভ্যোঽপি পণ্ডিতেভ্যো বহুমানং ১০০্ শত মুদ্রা রাঙ্কবদ্বয়যুগলঞ্চ প্রদত্তম্। অহন্তু দূরাদাগত ইত্যভিমানেন মহ্যং ১৫০্ সার্দ্ধশতমুদ্রা রাঙ্কবযুগলঞ্চ দত্তঃ। অস্মদ্‌গুরুপাদেষু ন্যায়সুধাধীতারো মিলিত্বা ত্রয়ঃ সন্ন্যাসিনোঽষ্টচত্বারিংশদ্ গৃহস্থাশ্চ। অদ্য তু শ্রীকৃষ্ণমহোৎসবঃ প্রবর্ত্ততেঽবভৃথস্নানঞ্চ। এতন্মাত্রা বিশেষাঃ অহন্তু সত্বর এব মহাভারত-টীকাং প্রেষয়িষ্যে।

মঙ্গল সমারম্ভে নাস্ত্যবকাশস্তত্র কিঞ্চিৎ-কালপর্য্যন্তং বিলম্বং ক্ষমস্বামিতি।

বিধেয়ঃ
শ্রীঅদমার বিঠ্ঠলাচার্য্য
(বৈষ্ণববেদান্তবিদ্বান্, বেদান্তবাচস্পতি)
অদমার মঠ, উড়ুপী।

(বঙ্গানুবাদ)

শ্রীকৃষ্ণঃ প্রসন্নঃ শ্রীঃ

জয় ভারতীরমণ জয়

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য, অষ্টোত্তর শত শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-চরণকমলেষু।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক শ্রীপাদ কিঙ্কর অদমার বিঠ্ঠলের নিবেদন এই—আপনাদের আশীর্ব্বাদ-বলে আমি সম্প্রতি কুশলে আছি। আমি আপনাদের চরণ প্রান্ত হইতে প্রস্থান করিয়া কাশী, প্রয়াগ ও নাসিক ক্ষেত্র দর্শন পূর্ব্বক বোম্বাইনগর-মার্গে জানুয়ারী মাসের অষ্টমদিবস প্রাতঃকালে উড়ুপীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে গুরুবর্গ আমার আগমন-বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিলেন, এ অবস্থায় সহসা আমাকে উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ন্যায়সুধাপাঠমঙ্গল মহোৎসব নির্বিঘ্নে বিশেষ আড়ম্বর সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। আমি ভিন্ন অন্যান্য ছাত্রগণ সকলেই এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। মহোৎসবে বিংশত্যধিক পণ্ডিত সমাগত হইয়াছিলেন। মঙ্গল-মহোৎসবের তিন দিবসই ষোড়শ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণের আরাধনা হইয়াছে। প্রত্যেক পণ্ডিতকে সম্মানস্বরূপ ১০০্ একশত রৌপ্যমুদ্রা ও রাঙ্কবত্রযুগল প্রদত্ত হইয়াছে। আমি দূরদেশ হইতে সমাগত বলিয়া আমাকে ১৫০্ সার্দ্ধশত রৌপ্যমুদ্রা ও রাঙ্কবযুগল প্রদান করিয়াছেন। মদীয় গুরুদেবের ন্যায়সুধাগ্রন্থপাঠী তিনজন সন্ন্যাসী ও আটচল্লিশ জন গৃহস্থ ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অদ্য শ্রীকৃষ্ণ-মহোৎসব এবং অবভৃথ স্নানক্রিয়া (যজ্ঞাবসান-নিমিত্তক স্নান) আরব্ধ হইয়াছে। অত্রত্য এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবেন।

আমি শীঘ্রই মহাভারতটীকা প্রেরণ করিতেছি। সম্প্রতি মঙ্গলমহোৎসবকালে এবিষয়ে অবকাশ নাই। অতএব যৎকিঞ্চিৎ কালবিলম্ব হইলেও ক্ষমা করিবেন। ইতি—

বিধেয়
শ্রীঅদমার বিঠ্ঠলাচার্য্য
(বৈষ্ণববেদান্তবিদ্বান্, বেদান্তবাচস্পতি)
অদমার মঠ, উড়ুপী।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী

পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক সিদ্ধপক্ষ-স্থাপনরূপ মীমাংসার নাম সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত ব্যতীত কাহারও অভীষ্ট লাভ হইতে পারে না। যাহার সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্থিরতা নাই, সে বায়ুচালিত তৃণের ন্যায় এক এক সময় এক এক স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অশান্তি-রাজ্যে পরিভ্রমণ করে। কোনও একটী প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন উদারাভিমানী ব্যক্তি তর্কের ভয়ে বা লোকের মনে আঘাত দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে বিরত হন। তাঁহাদের মতে, সকল পথই একটী স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, যেহেতু সকলেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত। তাঁহারা গীতার কথা উদ্ধার করিয়া বলেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ ইত্যাদি। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে আচার্য্যগণ এক একটি মত প্রচার করিয়া থাকেন, আবার আচার্য্যগণের মধ্যেও বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং কোন একটী বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়া মারামারি না করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াই ভাল, যে যে মত বা যে পথই গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই একলক্ষ্য স্থলে পৌছিবে। ইহারা আপনাদিগকে সমন্বয়বাদী বলিয়া প্রচার করিয়া জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নিজে নিজে যাহা স্থির করিয়াছেন বা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকেই একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। ইঁহারা "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি বচনের কদর্থ করিয়া স্ত্রী-জনোচিত অন্ধবিশ্বাসকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন।

শাস্ত্রীয় বিচার-প্রণালীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে উক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই মনোধর্ম্মের বশীভূত জানা যায়। মনোধর্ম্মীগণ জগতের নিকট তাঁহাদের বাক্য যতই আদরের হউক না কেন, বা তাঁহাদের আসন যতই উচ্চে স্থাপিত থাকুক না কেন, বাস্তব সত্য বিচারে সিদ্ধান্ত-সার শাস্ত্রপ্রমাণাবলীর নিকট তাঁহাদের কথার মূল্য খুবই কম্। জগতের নিকট জৈমিন্যাদি বা বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু, পরাশর হারীত প্রভৃতি ঋষিবর্গের খুবই প্রতিষ্ঠা আছে, ইহারা এক এক জন এক একটী মহাজন ও ধর্ম্মপালক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সাত্বত শাস্ত্রগণের অগ্রণী বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible] বলেন,—

ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ
বিদুঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো
নু বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ং॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ॥

সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ, দেববৃন্দ, সিদ্ধগণ, অসুরনিকর, মনুষ্য সকল, বিদ্যাধর চারণ প্রভৃতি কেহই জানেন না। ধর্ম্মসিদ্ধান্তবিৎ মাত্র দ্বাদশ জন। ব্রহ্মা, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, এবং আমি (যমরাজ) মাত্র সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীত ধর্ম্ম অবগত আছি। সুতরাং অন্যান্য লোক জগতে যতই প্রতিভাবান্ হউন না কেন, যদি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বাদশজন সিদ্ধান্তবিৎএর অনুগত না হয়, তবে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃত মতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

মহাজন বলিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ জৈমিন্যাদি ব্যক্তিগণও সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাদৃশ মহাজনের বিবেকশক্তি দৈবী মায়ার দ্বারা বিমোহিত। ত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে তাঁহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত হওয়ায় তাহাতেই তাঁহাদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল।

অতএব মনোধর্ম্মের কোন কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে অলসতা বা অক্ষমতা এক প্রকার ভোগ-প্রিয়তা। ভগবানকে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে তদ্রূপই ফল প্রদান করেন। ভগবান্ তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তকে এক প্রকার ফল প্রদান করেন, আবার কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া থাকেন। বিচারক সাধু ও চোরের ব্যবস্থা কখনও সমান করেন না, অতএব সমন্বয়বাদিগণের অর্থ কদর্থমাত্র। "কাহারও ভাবে আঘাত দিব না" কথাটা শুনিতে আপাতমধুর হইলেও পরিণামে সুফল দান করে না। যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা অপরকে উদ্বেগ দিবার ভয়ে সৎসিদ্ধান্ত প্রচারে পশ্চাৎপদ হন না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী অনুসারে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা সিদ্ধান্ত অনেক হইতে পারে, কিন্তু চরমসিদ্ধান্ত মাত্র একটি। চরম সিদ্ধান্ত বিষয়ে উদাসীন হইলে আমরা বাস্তব-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। অধিকার বিশেষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত মানিয়া থাকিলেও নৈমিত্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে নিত্য-চরমসিদ্ধান্তের সহিত সমান জ্ঞান করত সমন্বয়বাদী হইলে আমরা আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না।

জননী জন্মভূমির স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব, গৃহমেধিগণের পঞ্চসূনা পাপ-নিবারণের জন্য প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা, মাংসপিণ্ড দান দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্তির ব্যবস্থা, নানাবিধ দেবতা-উপদেবতা পূজা ইত্যাদি বহু বহু মীমাংসা-শাস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত এক শ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয়, আবার এক শ্রেণীর লোক তৎ ও অতৎকে সমান জ্ঞান করেন, অজ্ঞান বালক ও পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পুরুষকে 'সম' বলিয়া থাকেন, চন্দন ও বিষ্ঠায় ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হওয়াকেই সাধনের উচ্চতম সোপান মনে করেন, সার্ব্বেশ্বর ভগবান্ ও তদধীন দেবতাবৃন্দকে সম-পর্য্যায়ে গণনা করেন, দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম, মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও আত্মধর্ম্ম ভক্তিতে কোনই ভেদ নাই—সকলই এক একটী পন্থা মাত্র বলিয়া থাকেন। এই সকল কু-সিদ্ধান্ত-মূলে মায়াবাদ ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। সিদ্ধান্ত-সার শ্রীগীতা-গ্রন্থে জগতে যত প্রকার মত ও পথ আছে, তাহা পূর্ব্বপক্ষ-স্বরূপ অবতারণা করিয়া আত্ম-ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতার আদি, মধ্য ও অন্তে আত্ম-ধর্ম্ম ভক্তি বা ভগবানে শরণাগতিই সর্ব্বগুহ্যতম সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ে পূর্ব্বপক্ষরূপে খুব কর্ম্ম-প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

শঙ্করাচার্য্যটীকা—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি-শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্‌ যজ্ঞার্থং। অর্থাৎ বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম করা যাইতে পারে; তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধনের কারণ। সাত্বত-শাস্ত্রও বলেন,—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য
যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ
পরা ভবেৎ॥

অর্থাৎ হরির উদ্দেশে ক্রিয়াই ভক্তি। তাহাই পরিণামে পরাভক্তি-স্বরূপে পরিণত হয়। শ্রীগীতা ৪র্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানের প্রশংসা নাই।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" [illegible] শ্রদ্ধাবান [illegible] প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সুতরাং [illegible] ভক্তি-উদ্দেশ্য, তাহাই সিদ্ধান্তিত [illegible]। সাত্বত শাস্ত্রও তাহাই বলেন,—

"জ্ঞানং যৎ তদধীনত্বং ভক্তিযোগ-সমন্বিতং।
[illegible]"

আবার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত অধ্যায়শেষের সিদ্ধান্ত,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী
ভবার্জ্জুন॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো
মতঃ॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন—তুমি যোগী হও, কারণ তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম কর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধান্ত—যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগাবলম্বী যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে আমার ভজনা করেন, তিনিই আমাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকযুক্ত। শ্রীগীতা ৭ম অধ্যায়ে [illegible] দেখান হইল যে, মায়া ভগবানের [illegible] শক্তিবিশেষ। জীবের পক্ষে [illegible] অলৌকিকী মায়া অতিক্রম [illegible] দুঃসাধ্য। একমাত্র যিনি ভগবানে [illegible] শরণাগত হন, তিনিই মায়ার [illegible] হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন কিন্তু চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ ভগবানের [illegible] ভজনা করে না; চতুর্ব্বিধ সুকৃত [illegible] ভগবানের ভজনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু [illegible] নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন, যিনি [illegible] জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া মুক্তিবাঞ্ছা [illegible] পূর্ব্বক একভক্তিবিশিষ্ট, তিনিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই,—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি-
র্বিশিষ্যতে।"

কোন্ প্রকার জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ? [illegible] শ্লোকে বলিলেন,—

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র বাসুদেবময় [illegible] করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব [illegible] উত্তমা ভক্তির সিদ্ধান্তই প্রচারিত হইল।

প্রেরিত-পত্র

[illegible] অশেষ অনুগ্রহে পারমার্থিক [illegible] কৃপাপূর্ব্বক [illegible] এক্ষেন [illegible] উপস্থিত হইয়াছেন [illegible] সর্ব্বদা [illegible] আমাদিগকে [illegible] শ্রীভগবানের কথা [illegible] বিমল [illegible] বিষয়-সংবাদের [illegible], কিন্তু না জানি আমার কোন্ সৌভাগ্য বলে সেই সময় [illegible] উপস্থিত [illegible] ভারতবর্ষে প্রতিদিন ভগবানের কথা শুনাইবার জন্ত আপনারা ভিন্ন আর কেহই এ পর্য্যন্ত ব্যাকুল হন নাই। আবার শুধু দৈনন্দিন নহে। সাপ্তাহিক ও মাসিক ধর্ম্মপত্র বাহির করিয়া শ্রীচৈতন্তদেব-কথিত 'জীবে-দয়ার' প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতেছেন। আপনারা কেবল এই দেশবাসীর জন্ত ব্যাকুল নহেন, পৃথিবীতে সর্ব্বজনের জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। মাসিক পত্রটী ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া ভারতের বাহিরেও চেতনের সাড়া দিতেছেন। ধন্ত আপনারা, আপনারাই যথার্থ শ্রীচৈতন্তের মনোভীষ্ট-প্রচারক।

এই ভাবে জীবে দয়া করিয়াও আপনারা নিশ্চিন্ত কৈ? শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা-শক্তি সম্বল করিয়া দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, জীবের নিত্য-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। প্রচারের ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে—আজ সুদূর আমেরিকা হইতেও শ্রীচৈতন্তের ধর্ম্ম-শিক্ষা করিবার জন্ত ভাগ্যবান্ জীব আপনাদের দেখগ্রহ [illegible] সঙ্গ-প্রাপ্তিতে ব্যস্ত হইতেছেন। আপনারা বহু বহু প্রাচীন বেদ, বেদান্তাদি শাস্ত্রাদির সরল ব্যাখ্যা, তাৎপর্য্যাদিসহ প্রকাশ করিয়া জড়বিদ্যা-আলোচনা-প্রধান যুগে পরবিদ্যার আলোক আনিয়াছেন। আজ আপনাদিগের আচার ও প্রচার-দর্শনে ভাগ্যবান্ বিশ্ববাসী শ্রীচৈতন্ত-মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-কথিত—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

—বাক্যের যথার্থতা বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইতেছেন। আমরা আমাদের এক কথা কীর্ত্তনকারিণী জিহ্বার আপনাদের অলৌকিক গুণাবলীর কীর্ত্তনে অসমর্থ।

আজ একটী সংবাদ আপনার নিকট পাঠাইতেছি কৃপা করিয়া শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

গত ৯ই মাঘ [illegible] পরিব্রাজকাচার্য্য [illegible] স্বামী মহারাজ কোলাঘাট-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নাটমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া নিদ্রিত জড়তাগ্রস্ত আমাদিগের হৃদয়ে এমন এক চেতনের সাড়া দিয়াছেন যে, তাহা আমরা ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম। পাঠের বিষয় ছিল ভক্তরাজ শ্রীঅম্বরীষের চরিত্র। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, কি ভাবে বিশ্বপতির সেবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা চিন্তা করিবার অবসর মাদৃশ ক্ষুদ্র নগণ্য বিষয়কীটের নাই। আমরা সামান্ত বিষয়-প্রাপ্তিতে এতদূর অহঙ্কারে প্রমত্ত যে, বিষয়দাতা ভগবানের আসন গ্রহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হই না।

ভজনীয় ভগবানকে কি ভাবে নিজের কায়-মনোবাক্যে সেবা করিতে হয় তাহার উদাহরণ মহারাজ অম্বরীষের চরিত্রে দেখিলে আমাদের ভগবৎপূজার আয়োজন অভিনয় মাত্র হইয়া যায়। আমরা জড়স্বার্থান্বেষী। সুতরাং সংসারে বিষয়-সুখ-প্রাপ্তির জন্তই শ্রীভগবানের সেবা পূজার আয়োজন করি। হয় অর্থ-কামনা, না হয় কাম-কামনা, না হয় যোগমুক্তি-কামনা আর খুব বেশী হইলে মুক্তি-কামনা অর্থাৎ যে মুক্তিতে ভোগ-ক্লেশের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবান্ সাজিবার সুযোগ হয়—এবম্বিধ কামনা-রাশি লইয়া নিত্য-সেব্যবস্তুর সেবা-ছলনা করিয়া থাকি। এই ভাবে সেবনীয় বস্তুর নিত্যসেবা না করিয়া প্রভুকে দিয়া নিজের ভোগ ও মোক্ষের সুবিধা করিয়া লই।

আবার আমরা অনেক সময় শ্রীবিগ্রহের সেবকনামে অর্চ্চনাদির ভার অপর দেবযাজীর উপর নির্ভর করি। সে ক্ষেত্রে আমাদের অলসতা ও ভক্তিহীনতারই পরিচয় পাইয়া থাকে। পুনরায় আমি এমনই বিগ্রহসেবী যে, ভগবন্নিবেদিত নির্গুণ মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া প্রপঞ্চ অন্নের ব্যবস্থা না করিয়া শ্রীপদে নিত্য ধর্ণাস্থল করিবার জন্ত অর্থাৎ অমেধ্য-ভোজী হই। রাজসিক, তামসিক, এবং বড় বেশী উঠিলে অনিবেদিত সাত্ত্বিক দ্রব্যাদি ভোজনে সর্ব্বপ্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব-জীবনের সহিত দানবেতর জন্তুর পার্থক্য রাখিতে চাই না।

এই ত গেল পূজার বাহ্য পরিচয়, আর অন্তর দৃষ্টির বিচার করিলে আমাদের অর্চ্চন পৌত্তলিকতাই হয়। পূজার ভূতশুদ্ধি বলিয়া যে প্রক্রিয়া আছে, তাহার অর্থও আমরা অনেকে বুঝি না, লৌকিক প্রথানুযায়ী মন্ত্রটী উচ্চারণ করি মাত্র। কিরূপে তেজোময়-ব্যোম-নির্ম্মিত শুক্র-শোণিত-জাতদেহে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া পাথর ও কাঠের ঠাকুর দর্শন করি। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সাক্ষাৎ ভগবদবতার আমার দিব্যজ্ঞানাভাবে দর্শন হইল না। আমার উদ্ধার হেতু গোলোক-বিহারীর বিগ্রহ-লীলা-বিলাস আমার ভাগ্যদোষে জড়-বিলাস সামান্তজ্ঞান হইল। কিন্তু মহারাজ অম্বরীষের ঐকান্তিকী সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তরক্ষক ভগবান্ স্বহস্তস্থিত সুদর্শন-চক্রদ্বারা প্রাণাধিক ভক্তরক্ষার অভিনয় করিয়াছেন—চিন্তা করিয়া ভগবদাকর্ষক ভক্তপ্রবরের অভয় চরণতলে লুটাইয়া না পড়িয়া পারা যায় না।

এই প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীত ভগবান্ শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ। সর্ব্বত্র উদাসীন প্রভুর এই জীবোদ্ধার-লীলানুগ্রহ দেখাইবার এবং বুঝাইবার জন্ত সেই প্রভুর উদাসীনতা দূর করিয়া পক্ষ-পাতিত্ব লীলা প্রকটকারী ভক্তগণ অবতীর্ণ। এই লীলাটী ভক্তরাজ অম্বরীষের জীবনে কিরূপ প্রোজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে, ভাবিলে সেই ভক্তরাজের কৃপায় ভক্তারাধ্য ভগবানের সেবা ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকা যায় না।

বিষয়-কার্য্যে ব্যস্ত আমরা, এই সব আলোচনা করিবার সময় কম। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিলাম, আরও লিখিতেছি। জানিনা আমার ন্তায় সর্ব্ব-বিষয়ে অযোগ্য ব্যক্তির কথাগুলি সাধু-সমাজে শ্রবণ-যোগ্যতা লাভ করিবে কি না।

কৃপাপ্রার্থী—
শ্রীঅবজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
১১ই মাঘ, ১৩৩৫

আকস্মিক বিপদ

রক্তপাত

গত কল্য আমরা মৃদু রক্ত-পাত বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে কোন স্থানের কোন শিরা কাটিয়া গেলে কি ভাবে কোথায় চাপ দিলে রক্ত সহজে বন্ধ হয়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। তৎপূর্ব্বে শিরা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

রক্তবাহী শিরা দুই প্রকার—বিশুদ্ধ-রক্তবাহী ও অবিশুদ্ধ-রক্তবাহী। বিশুদ্ধ রক্ত-বাহী শিরা হৃৎপিণ্ডের বামদিকের প্রকোষ্ঠ হইতে শরীরের নানা স্থানে রক্ত বহন করিয়া থাকে। অবিশুদ্ধ রক্ত-বাহী শিরা রক্তের সহিত শরীরের পরিত্যক্ত জিনিষ হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-ভাগের প্রকোষ্ঠে লইয়া যায়। প্রথমোক্ত শিরার রক্তের রং লাল, দ্বিতীয়োক্ত শিরার বর্ণ কিছু কালচে (ডার্কয়েড) সুতরাং রক্তের রং দেখিয়াই শিরার প্রকৃতি বুঝা যাইবে।

বিশুদ্ধ রক্তের শিরা চিনিবার আর একটী উপায় এই যে, এই শিরা কাটিলে ফোয়ারার তীব্র বেগে ফিনকী দিয়া একবার বাড়ে একবার জোরে এইরূপে দমকে দমকে রক্ত বাহির হয়; অবিশুদ্ধ শিরায় রক্তের তীব্র সমান স্রোতে স্থির স্থির করিয়া রক্ত বাহির হয় না।

বিশুদ্ধ শিরকাটা রক্ত বন্ধ করিবার নিমিত্ত কাটা শিরের একটু ঊর্দ্ধ ভাগে এবং অবিশুদ্ধ শিরকাটা-রক্ত বন্ধ করিতে হইলে কাটা জায়গার একটু নিম্নে চাপ দিতে হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু মস্তকের কিংবা ঘাড়ের কোনও স্থান কাটিয়া গেলে চাপ দিবার নিয়ম ইহার বিপরীত।

বড় শিরা কাটিলে রক্ত বন্ধ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। কাল-শিরায় রক্ত সাধারণতঃ চাপ দিলেই বন্ধ হয়, সুতরাং তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা খুব কম।

বড় শিরা কাটিলে রোগীকে যত সত্বর সম্ভব শোয়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে রক্ত অল্প বাহির হইবে। আহত অঙ্গ একটু উঁচু করিয়া রাখিয়া এবং যে স্থানটী কাটিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে শিরের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা সজোরে চাপ দিয়া ধরিতে হইবে। ইতিমধ্যে অন্ত এক ব্যক্তি একটা ছোট শক্ত চিল তাকড়ায় জড়াইয়া যে-স্থানে চাপ দেওয়ায় রক্ত-পাত বন্ধ হইয়াছে, উহা তাহার অব্যবহিত উপরে রাখিয়া সজোরে ব্যাণ্ডেজ করিতে হইবে। ব্যাণ্ডেজের গ্রন্থির ভিতরে একটা শিক অথবা যষ্টি প্রবেশ করাইয়া পাক দাও, তাহা হইলে উহা উত্তমরূপে কসিবে। প্রথমতঃ রক্তপাত বন্ধ করিয়া অন্তান্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

শিরা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া ৪।৫ পুরু করিয়া ক্ষতের উপর রাখ, তৎপর লম্বা ন্যাকড়া দ্বারা বেশ করিয়া কসিয়া বাঁধ। ব্যাণ্ডেজের পূর্ব্বে ক্ষতের মুখের ময়লা-মাটি-কাঁকর ইত্যাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে; কিন্তু বেশী খোঁচাখুঁচি করা ভাল নহে। ক্ষতের উপর যে সব রক্ত জমাট বাঁধিয়াছে, সে গুলিকে ভাঙ্গিবে না।

কোথায় চাপ দিলে কোন স্থানের রক্তপাত বন্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা আগামীকল্য আলোচনা করিব।

নানা কথা

জমিদারদের বিরুদ্ধে পুলিশ সাহেবের অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জের ২৬শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নারায়ণগঞ্জ থানার এলাকাধীন আড়াই হাজার গ্রামের কয়েকজন জমীদারের নামে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী ফৌজদারী মামলা দায়ের করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, আড়াইহাজার পুলিশ থানার সংলগ্ন একটি স্থানে উক্ত জমীদারদের পিতৃপুরুষদের চিতার উপর প্রায় একশত বৎসর হইল একটি মঠ তোলা হয়। ঐ মঠ সাধারণের বিপজ্জনক অবস্থায় ভগ্নদশায় পতিত আছে, জমিদারদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা সত্বেও তাঁহারা উপযুক্তভাবে ইহার মেরামত করেন নাই।

কাবুলের নূতন শাসনতন্ত্র অমান্য

পেশোয়ারের ২৬শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বাচ্চা-ই-সাকোর প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র পেশোয়ারস্থিত আফগান রাজদূত ও পাসপোর্ট অফিসারকে এই মর্ম্মে তার করিয়াছেন যে, এখন হইতে তাঁহাদিগকে নব-গঠিত মন্ত্রিসভার আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। প্রত্যুত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বাচ্চা-ই-সাকোর প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের আদেশ মানিতে রাজী নন, প্রাক্তন আমীর আমানুল্লা খাম তাঁহাদের রাজা, সুতরাং তাঁহারা আমানুল্লা খাঁয়ের প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবকমাত্র। উক্ত রাজপুরুষের পরিবারাদি কাবুলে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা মোটেই ভীত নহেন সব রকম দুঃখ বিপদকে তাঁহারা বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহাদের এই সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইয়াছে।

ট্যাক্সি চালকের নৃশংসতা

অসতর্কভাবে ট্যাক্সি চালাইয়া একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে চাপা দিবার অভিযোগে গুরুদয়াল সিং নামে এক ট্যাক্সি চালক অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ যে, উক্ত চালক শুধু বৃদ্ধাটিকে চাপা দিয়া ক্ষান্ত থাকে না, কোন একটী হাসপাতালে তাহাকে দিয়া আসিবার নাম করিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে টালিগঞ্জ সেতুর নীচে জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া যায়, তথায় পথিকগণ তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাপ্ত হয়। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর নামে সমন জারী করিয়াছেন।

—পরীক্ষিত—

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী সর্ব্ব-সাধারণের সুবর্ণ-সুযোগ।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরে মহারাজা, রাজা, জমিদার এবং অসংখ্য বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যে সুবিখ্যাত বহুদর্শী ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজের ব্যবস্থা ও উপদেশমত ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন—সেই বিখ্যাত

বৈদ্যশাস্ত্রী

শঙ্করলাল মণিশঙ্কর গোবিন্দজী

বি, এ (বোম্বে) ও এম, এ, (মগুনাগর)

আলবার মহারাজার পরামর্শদাতা কবিরাজ এবং

স্বত্বাধিকারী

জগদ্বিখ্যাত আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মেসী।

(যাঁহার পৃষ্ঠপোষক, এইচ, এইচ, মহারাজা জাম সাহেব বাহাদুর, নয়ানগর) আপনাদের এখানে উপস্থিত।

কেবল মাত্র ১৫ দিনের জন্য

২৭শে জানুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুব্যাধি নিরাময়ের জন্য গ্যারান্টি দিতেও কুন্ঠিত নহেন না গ্যারান্টি দিয়া রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ।

বিশেষত্ব :—সঙ্গমশক্তিহীন ও আংশিক শক্তিহীন প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগিগণকে নিরাময় করিতে সিদ্ধহস্ত।

রোগিগণের রোগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া বিনাব্যয়ে ব্যবস্থা প্রদান করা হয়।

প্রশংসা-পত্র ১৫০০০ হাজারের উপর রাশীকৃত পাওয়া গিয়াছে।

আপনিও আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইয়া ব্যবস্থা লউন, এই জন্য আপনাকে কিছুই পারিশ্রমিক দিতে হইবে না। আপনার রোগের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য পৃথক স্থান নির্ব্বাচিত আছে।

সময় :—প্রাতে :—৯টা হইতে ১২টা।

বৈকালে :—৩টা হইতে রাত্রি ৭টা।

ঠিকানা—কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী ;

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ; কলিকাতা।

নির্ধনকে প্রোক্ত কয়দিবসের জন্য বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে ; যিনি ঔষধের মূল্য দিতে সমর্থ, তিনিও সুবিধা মূল্যে ঔষধাদি যাহাতে প্রাপ্ত হন, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সেক্রেটারী—

বৈদ্যশাস্ত্রী।

আফগান-বিপ্লব

জেনারেল নাদির খাঁ

লাহোরের ২৭শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল নাদির খাঁ আমানুল্লার আহ্বানে তাঁহার সাহায্যার্থ বিমানপোতযোগে কান্দাহারে পৌঁছিয়াছেন।

সর্দ্দার নিরঞ্জন দাস

প্রকাশ, সর্দ্দার নিরঞ্জন দাস বাচ্চা-ই-সাকোর হুকুমে নিহত হইয়াছেন। এই ঘটনাটী সত্য কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ঢাকায় তরুণ জার্ম্মান-পর্য্যটক

মিঃ থোমস্ কোরেণিং নামক একজন তরুণ জার্ম্মান পর্য্যটক গত সপ্তাহে ঢাকা আসিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে এবং জগন্নাথ হলে আলোকচিত্র সহযোগে "তরুণ আন্দোলন এবং জার্ম্মানীর যুব-সমাজ" এই বিষয়ে দুইটী খুব শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই খুব তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি জার্ম্মানী সমবায় আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ইহার মধ্যেই প্রত্যেক জাতির, আর্থিক উন্নতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। তিনি কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন।

[illegible]

[illegible] কলেজের [illegible] সংবাদে প্রকাশ, [illegible] ছাত্র [illegible] উপলক্ষ [illegible] [illegible] সর্তে [illegible] করিয়া [illegible] এক পত্র লিখিয়াছিলেন। [illegible] উত্তরে হোষ্টেল বোর্ডে এক নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিয়া জানাইয়াছেন যে, [illegible] কোন সর্ত গ্রহণ করিতে [illegible] ইহাতে [illegible] একরূপ [illegible] দিয়াছে। [illegible] প্যাটেল উক্ত দিবস [illegible] ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া [illegible] প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রগণ যেন [illegible] মিটমাটের কথা মনেই স্থান না দেন। তিনি কলেজ হোষ্টেলের অধিবাসী ছাত্রগণকে অবিলম্বে হোষ্টেল ত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার

স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্টন একটী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় জন্য [illegible] বাঙ্গালা দেশের সমবায় সংগঠন সমিতিকে এক হাজার টাকা দিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-লেখকদিগের প্রত্যেককে ৫০০ শত, ৩০০ শত এবং ১০০ শত টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিষয়—শুধুমাত্র নোট প্রচলনের সংমিশ্রণে সমবায় আন্দোলন যথার্থ প্রসঙ্গে ভিত্তি করিয়া কিরূপে বেকার সমস্যার সমাধান এবং ভারতের ঐক্য-সাধন করিতে পারে। ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মিঃ জে, এম, মৈত্র, বাঙ্গলার সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার, স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজী, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, প্রবন্ধ বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন। এই প্রবন্ধ কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণই শুধু লিখিতে পারিবেন। কিন্তু যাহারা ঐরূপ কোন প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় লিখিয়াছেন, তাহারা যোগ দিতে পারিবেন না। প্রবন্ধ আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে বাঙ্গলার সমবায় সংগঠন সমিতির অবৈতনিক সম্পাদকের নামে রেজেষ্ট্রী করিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেক প্রবন্ধের মোড়কের উপর "কো-অপারেশন" এই কথাটি লেখা থাকিবে। প্রবন্ধ টাইপ-করা কপি হইলে [illegible]।

[illegible]

[illegible] ... [illegible] শ্রীগৌর- [illegible] তুমি [illegible] ... কি ?

[illegible] —এইরূপ বিচার [illegible] গৌর [illegible] বুদ্ধি [illegible] উদিত হইয়া থাকে। কতক-গুলি লোক গৌরাঙ্গদেবের ভজনা করিয়া যে, [illegible] কৃষ্ণভজন [illegible] কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই [illegible] করিয়া থাকেন, তাহা [illegible] কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র।

শ্রীগৌরলীলার গোস্বামিগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ [illegible] কলি-যুগে [illegible] আর কি ? শ্রীশ্রীগৌর-[illegible] —এ বিষয়ে কোন [illegible] নাই। যেমন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন,—হে মন ! তুমি শচীনন্দনকে [illegible] এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তমরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাস গোস্বামীপ্রভু শচী-নন্দনকে [illegible] স্মরণ করিতে বলি-য়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তিপদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দ-দয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব— [illegible] তিনি [illegible] [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] ... [illegible]।

[illegible] ব্যক্তিদের [illegible] ... [illegible]

[illegible] শ্রীগৌরসুন্দর, আর [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাঙ্গই গৌরোপাসনা, আর নিজের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণো-পাসনা [illegible] ব্যক্তি [illegible] কৃষ্ণ, [illegible] ... [illegible] করিয়া [illegible] ... [illegible] বলিয়া [illegible] 'গৌরনাগরী' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার [illegible] ... [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ... [illegible] পড়িয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] ... [illegible] বিশিষ্ট।

আবার আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা, [illegible] ... [illegible] এই যে, [illegible] ... [illegible] ... [illegible] নিজেরা ইন্দ্রিয়তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ঐ সকল অপরাধি-ব্যক্তিগণের কথা খুব সরল ভাষায় বলিয়াছেন,—

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা-ব্রাহ্মণ।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে হয় ॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ ॥
উদর ভরণ লাগি, এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর মুক্ত আমরা [illegible] ॥
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লঞা।
কেহ বলে, আমি রঘু-[illegible] গিয়া ॥
[illegible] ...।
[illegible] ...॥

এই সকল [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] করিয়া আছেন। [illegible] কথা বা [illegible] ... [illegible] প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] ... [illegible]

গোস্বামিগণ ও শ্রীল [illegible] ... প্রণালী [illegible] ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, [illegible] শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু [illegible] ... [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। [illegible] ... [illegible]

[illegible] ...।
[illegible] ...॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধা-কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥

চৈঃ চঃ আদি ৫ম

শ্রীগুরুদেব গৌরশক্তিবিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ গৌরাঙ্গের প্রকাশবিগ্রহ। তিনি আশ্রয়-জাতীয়, ভগবানের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়াশ্রয়ের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্ব্বিশেষ-বাদীর চেষ্টা মাত্র, উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥
তাঁতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বহুস্থানে এই সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা (গৌরলীলা) এই উভয় নিত্যলীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য বৈশিষ্ট্যের বিলোপ সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-রসময়বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময়বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট [illegible] গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন।

অতএব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বলিয়াছেন, 'আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়' শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ...

খুড়ার গঙ্গা-যাত্রা

[illegible] না থাকিলে মানুষ [illegible] [illegible] গঙ্গাযাত্রা [illegible] [illegible]। পিতৃবোধ, জীবিতের [illegible] [illegible] এরূপ বাসনা [illegible] [illegible] অসময়ে [illegible] [illegible] উৎপাদন করে, [illegible] [illegible] না, তখন সেই অসময়ে, খুড়ার গঙ্গা-যাত্রা-সমারোহ তাঁহার [illegible] [illegible] হইয়া পড়ে।

দেশের উপকার করিব, দশের [illegible] করিব—এই বুদ্ধিটা ভাল, কিন্তু [illegible] [illegible] কোন একটি অপস্বার্থ [illegible] যে উপকারের নামে গোলমাল [illegible] [illegible] নির্বাণপ্রায়কে গঙ্গাযাত্রা— [illegible] দেখিতে পেলে তাহার [illegible] "শিয়রে দাঁড়ে ঢোলা" [illegible] [illegible] কার্য্যের কারণ [illegible] [illegible] অনুসন্ধান করিলে কোন [illegible] গলদিগদি, কোথাও বা [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] উপকার [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] পাঠক শিক্ষকগণও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংগ্রহে [illegible] "ত্যাগ করিতে পারি না, [illegible] পারি, কি [illegible]" — [illegible] [illegible] পার্শ্ব চাপিয়া কাশিয়া সাময়িক উপবর্হরূপে [illegible] রাখিয়াছেন। তা যায় যে, [illegible] [illegible] বিদ্যার্থীর [illegible] চেষ্টা ও [illegible] [illegible] বঞ্চিত করিয়া বাহবা লইবার জন্য যে [illegible] অভিযান, তাহাতে অনেক [illegible] নাই। শাস্ত্র বলেন, [illegible] সম্মান বঞ্চিত করিয়া তাঁহা-দিগকে শূদ্রে পরিণত করা [illegible] [illegible] কার্য্য। বণিকের অধীনে [illegible] পরিচালিত হইবে, ইহার সদৃশ [illegible] নাই। তাই বলি, খুড়ার গঙ্গা-যাত্রা সত্য না হওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ না করাই ভাল।

[illegible]। [illegible] যেভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ, প্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তই আমাদের [illegible] অন্য মতে আদর নাই।

শোক

মানুষ যে বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সেই বিষয়টী জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। বিষয়টী জানিবার পরে আজ বিষয় জানে উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করে না। জীব-সমাজের এই প্রকার রুচি জানিয়াও আমরা আজ সর্ব্বজন-বিদিত একটী কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কারণ আমরা জানি যে, অনেক সময় আমাদের জানা বলিয়া উপেক্ষিত অতি সামান্য বস্তুটীও অজ্ঞাত থাকে।

সুখ-সন্ধানে প্রবৃত্ত জগদ্বাসী সকলেই 'শোক'কে বিশেষভাবে জানেন; কিন্তু তাঁহারা যে ভাবে জানেন, তাহাতে ইহাকে না চাহিলেও, দূরে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেও ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন না। এমন প্রতিজীবের নিকট নিশ্চিত আগত বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় ও আগমন-কারণ নির্দ্ধারণে নিশ্চিত থাকা উচিত কি?

এই জগৎ অভাবময়। এখানে অভাবকে বিদূরিত করিতে সহস্র সহস্র চেষ্টা করিলেও অভাব স্ব-বিক্রম দেখাইতে কোন প্রকারেও ত্রুটী করে না। বাহিরের দিকে অনেককে অভাবশূন্য দেখিলেও বিশেষ অনুসন্ধানে তাহার অভাবরাশির কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আবার অভাবের মাত্রাটী এতদূর যে, জীব যে দেহে থাকিয়া অভাব মিটাইবার চেষ্টা করে, সেই দেহটীরই পতন হয়—অভাব হয়। সুতরাং এই বিশ্বগ্রাসী অভাব কোনও দিন মিটিবে কি?

জীব, অভাবের সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্ম জানিয়াও অভাব মিটাইবার জন্য ব্যস্ত। তাই প্রথম মুখে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে যে অভাব পূর্ণ করে, পুনরায় সেই অভাব মিটান বস্তুটি তাহাকে পূর্ব্ব হইতে বেশী কষ্ট দিয়া পুনরায় অধিকতর অভাবে ফেলিয়া যায়। তাই পণ্ডিতগণ বলেন যে—ইষ্ট-বস্তু-বিয়োগের নাম শোক।

শাস্ত্রে জানা যায় যে, বস্তু দুই প্রকার নিত্য ও অনিত্য। নিত্য-বস্তু অবিনাশী এবং অপক্ষয়-বিহীন আর অনিত্য-বস্তু নিত্যের মত দেখাইলেও চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং অনিত্য-বস্তুকে নানাপ্রকার ক্লেশে সংগ্রহ করিলেও সে তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে না অর্থাৎ সে আমাদের সঙ্গ ছাড়া লয়। তাই 'ইষ্ট-বস্তুর বিয়োগ' আর আমাদিগের অসুবিধার কথা কোথায়?—আমাদিগের জন্য কেহই কি ব্যস্ত হইবেন না? ইষ্ট বস্তু কি শোকরূপ অনিষ্ট আমাদিগকে দিতে পারে? যে বস্তু সংগ্রহের সময় ক্লেশ, ব্যবহারকালে ক্লেশ, বিয়োগ ও অদর্শনকালে শোক-সাগরে আমাদিগকে নিমগ্ন করে, সেই বস্তুকে 'ইষ্ট' বলিবার প্রবৃত্তি—বাস্তব বিষয় পণ্ডিতগণ কি প্রোৎসাহিত করিতে পারে? তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য উন্নত জীবগণ একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিবেন কি?

'পোড়ার সহর' বলিয়া একটী কথা লোক-সমাজে প্রচলিত আছে। কথাটী বহুবার উচ্চারণ করিলেও প্রত্যেক জীবই সেই দেশের লোক। যে বস্তু ক্লেশ স্বীকারে পাইতে হয়, সেই বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ, তাহার ও আমার পরিচয় যদি আদিতে বিচার না করি, তাহা হইলে পরিণামে আমাদিগকে যে ভুগিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা আজ আমাদিগের স্বরূপের পরিচয় ভুলিয়া বিরূপকে স্বরূপ বলায় অনর্থরাশি উপস্থিত। নিজের পরিচয়ে ভুল হওয়ায় অপর বস্তুর স্বরূপ-জ্ঞানাভাবও আসিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার সুযোগ হইবে কি?

বিশ্ববিধাতা শ্রীভগবান্ সর্ব্বতোভাবে জগদীশ্বর, তিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অনাদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ। শক্তিসমূহের অধীশ্বর প্রভু সর্ব্বশক্তি-সেব্য আর শক্তি-সমূহ তাঁহার সেবোপকরণ। অনন্ত-শক্তির মধ্যে তটস্থাখ্য শক্তি হইতে সংখ্যাহীন জীবের উৎপত্তি। কৃষ্ণ-শক্তি-জাত জীবনিচয় নিত্য-কৃষ্ণদাস। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীতি-সম্পাদনই জীবের একমাত্র কৃত্য। সেই দাস্যে উদাসীন হওয়ায় জীবের বিষয়-ভোগ-বাসনা। সেই বাসনা-ফলে এই ভোগ-গার সংসারে আগমন। উন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ নিজের পরিচয় ও অপর বস্তুর পরিচয়ে অজ্ঞান থাকে, আজ সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে ভোগোন্মত্ত জীবের। মায়ার মোহে প্রধাবিত জীব, অভাব মিটাইতে যাইয়া ইষ্ট-বস্তু নির্দ্ধারণে ভুল করিয়া অনিষ্টকে ইষ্ট, অসৎকে সৎ, অনাত্মীয়কে আত্মীয় জ্ঞান করিতেছে। তাহার এই দুঃখ, ভয় ও শোক নাশের মহৌষধি সে কি খুঁজিবে না—যেরূপে রোগমুক্ত হইবে না?

রোগীর রোগমুক্তির জন্য সকলেই যত্নবান্। কিন্তু নিদানজ্ঞানে অনভিজ্ঞ থাকায় অনেকে রোগীর রোগের জন্য মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন মাত্র। রোগীর ক্লেশ-নাশে একমাত্র চিকিৎসক-কুলই সমর্থ। আবার অমর-নিবারণকারী বৈদ্যকুলও রোগগ্রস্ত। সুতরাং এই জগতে পুত্র-শোকে-প্রমত্ত মাতা, স্বামী-শোকাতুরা পত্নী-শোক-নিবারণ করিতে পারেন কি? এই দুই আধারে অবস্থায়ী মোহ-বাসনায় শোক, দুঃখ

করিতে পারে না; তবে উপায় কি? অসহায়ের কি কেহ নাই? হাঁ আছে। জীব যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, নিজেকে সহায়হীন, আশ্রয়হীন জ্ঞান করে, তখনই সর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্বজীবপ্রভুই তাঁহার সহায় হন। তিনি সর্ব্বক্ষণ জীবের পরম সহায়-রূপে থাকিলেও ভাগ্যহীন জীব ভাগ্যদোষে তাঁহাকে জানিতে পারে না। কিন্তু আজ সেই আত্মদানের আকাঙ্ক্ষায় প্রভু শাস্ত্র রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণগেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী

(৪)

আবার শ্রীভগবান্ [illegible] ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, [illegible] বাসি কখন আমি, যাহার যে মূর্ত্তির দেবমূর্ত্তি, তাহাকে তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে। আবার গীতার ৯ম অধ্যায়ে বলিলেন, যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন, তবে আর কি? দেবতা পূজা করাই কর্ত্তব্য। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, দেবতাও ভগবান্, নাম ও রূপ মাত্র ভেদ, তত্ত্বতঃ একই বস্তু। কিন্তু ভগবান্ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।" অর্থাৎ যে সকল লোক অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের ফল নশ্বর। কেন, ভগবান্ ত' বলিয়াছেন, "দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" যাহারা দেবতা আরাধনা করে, তাহারা দেব-লোক এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হয়। না হয়, আমরা দেবলোকই পাইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? সিদ্ধান্ত—যথেষ্ট ক্ষতি; তাঁহাদের লোক নশ্বর, দেবতা নশ্বর। কিন্তু আমি "অব্যয়ম্", আর—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ আমি সর্ব্বোত্তম ও অব্যয়। ব্রহ্ম-লোক হইতে যাবতীয় লোকই অনিত্য। সেই সেই লোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু যিনি আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। পুনরায় পর পর শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, আমার পরম ধাম [illegible]

[illegible] সঙ্গ করা যায় [illegible] তাহা পূজা [illegible] আবিধি পূর্ব্বক [illegible] বিধি-রাজ [illegible] পুনরায় [illegible] না হয়, সেই বিধি-রহিত [illegible] 'অবিধি'। ঐ সকল লোক [illegible] সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তবে ভগবানের পূজা হইল কি প্রকারে? [illegible] কথার সার্থকতা কি? ভগবান্ [illegible] বলিতেছেন,—

মূলে আমি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর; [illegible] এবং আমি তাহা স্বতন্ত্র অন্য দেবতা [illegible] সুতরাং যাহা কিছু পূজোপকরণ আমারই বর্ত্তে। কিন্তু অজ্ঞের-পূজকগণের [illegible] পূজাটী হইয়া যায় অবিধি। যেমন একজন রাজা ও তাঁহার অসংখ্য ভৃত্য। ঐ সকল ভৃত্য রাজার প্রভুত্ব স্বীকারে পরিচর্য্যা, কিন্তু কেহ যদি ঐ সকল ভৃত্যকে রাজা-বোধে কিংবা ভৃত্য-বোধে সম্মান করে, তবে মূলতঃ সম্মানটী রাজারই হয়, কিন্তু যাহারা "ইহারা রাজার ভৃত্য" এই জ্ঞানে, ইহাদিগকে সম্মান দিতেছি—এই জ্ঞানে ঐ সকল ভৃত্যের সম্মান [illegible] তাহারা উত্তম, তাহাদের সম্মান-প্রদান বিধিপূর্ব্বক হয়, আর যাহারা ভৃত্যকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে সম্মান করে, তাহাদের সম্মান-প্রদান-ক্রিয়াটী অবিধি পূর্ব্বক হইয়া থাকে। অতএব বিধি ও অবিধিটী জীব [illegible] এই জন্যই পর পর শ্লোকে [illegible] এক মাত্র আমার অনন্যভজন [illegible] নাই।

আবার ১৮শ অধ্যায়ে বেদান্তী নির্ব্বিশেষবাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন,—ব্রহ্মভূত হইয়া যাঁহারা ভক্তি আশ্রয় করে, তাহারাই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভক্তিবলেই আমার স্বরূপ, আমার নিত্য "আমিত্ব" উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারেই [illegible] উপদেশ। [illegible] উপদেশ বলিতেছেন,—[illegible] আমি সাধারণে অবিজ্ঞেয়, [illegible] শরণাগতেরই [illegible] প্রসাদে পরাশান্তি ও পূর্ণ [illegible] লাভ করিতে [illegible] উপদেশ [illegible] বলিতেছেন [illegible]

[illegible]

[illegible]

... প্রকৃত মীমাংসা দিবার শক্তি আছে, তাহা নির্দ্ধারণ ... পূর্ব্ব পূর্ব্ব ... [illegible] ... গোস্বামী-প্রভু ... বিচার করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বেদান্ত, উপনিষদাবলী শব্দ-প্রমাণসমূহকে যদি কেহ মনোধর্ম্মী হইয়া বিচার করেন, তবে দেখিবে পরস্পরে,—একবাক্যে ভগবদ্ভক্তির কেই উহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত করা হইয়াছে। অতএব সমাধান-পর্ব্ব সৎ-সিদ্ধান্তে বা সত্য-বিচারে সু-প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু সিদ্ধান্ত বা বিচারের প্রয়োজনতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্যদেবের কৃপা জন্মে বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

... অজ্ঞবিদ্যাবশতঃই যাঁহারা সহ-... করেন, তাঁহারা "প্রাকৃত সহজিয়া বাদে বেদোপনিষদীয় দল" বৃদ্ধি করিয়া নরক-গমনের পথ পরিষ্কার করেন মাত্র। আবার কেহ কেহ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া ... বা তারবাদী সাম্প্রদায়িক হইয়া আসল সত্য হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়েন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"প্রমাণ শ্রীভাগবত পুরাণ।"
"সাধু শাস্ত্র গুরু-বাক্য,
হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিব মনে আশা।"

আমরা অনেক সময় মনে করিয়া থাকি, সাময়িক আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি বা বহু বহু ব্যক্তি এক বাক্যে যাহা বলেন, সেইটা একমাত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমরা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল ব্যক্তি জগতের নিকট লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইলেও পারমার্থিক্যে তাঁহাদের ... [illegible] ... দেখিয়া ... সৎ-সিদ্ধান্ত হইতে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ... [illegible] ...

[illegible]

[illegible] চিকিৎসা

রক্তপাতে

আমরা সাধারণ রক্তপাতের উৎপত্তি এবং ... [illegible] ... নির্দ্ধারিত বিষয়—আলোচনা করিয়াছি। কোন্ স্থানে চাপ দিলে কোন্ স্থানের রক্তপাত বন্ধ হইবে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

১। হাতের তালু হইতে রক্তপাত হইতে থাকিলে মণিবন্ধে চাপ দিলে উহা বন্ধ হইবে।

২। হাতের দুই প্রকোষ্ঠ হইতে চাপ দিলে বন্ধ হয়।

৩। বাহুমূল হইতে রক্তপাত হইলে কণ্ঠার নীচে চাপ দিতে হয়।

৪। উরুতে চাপ দিলে পায়ের রক্ত বন্ধ হয়।

৫। পায়ের তলা হইতে রক্তপাত হইলে পায়ের গিরাগুলির জোড়ায় কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে চাপ দিলে রক্তপাত বন্ধ হইবে।

বিশেষ সাবধান

রোগী দুর্ব্বল হইলেও ব্রাণ্ডি, রাম প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবস্থা কিছুতেই করিবে না। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে। রোগীকে কিছুতেই বেশী নাড়াচাড়া করিবে না। রোগীর পথ্য খুব লঘু হওয়া উচিত। দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যাণ্ডেজের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উহা খুলিবে না। রোগীর জ্বর হইলে ডাক্তার দেখাইবে। ... তাহাতে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। যে সব ন্যাকড়া ব্যাণ্ডেজের জন্য ব্যবহার করিবে, তাহা যেন খুব পরিষ্কার হয়। একটি নেকড়া দ্বারা বাঁধিলে উহা সাবান দ্বারা পরিস্কৃত না করিয়া পুনঃ উহা দ্বারা কদাচ বাঁধিবে না।

নানা কথা

দিল্লীতে সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত

দিল্লীর চীফ কমিশনার দিল্লীতে প্রকাশিত সংবাদপত্র "কর্ম্মবীর"-এর প্রত্যেক সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, উক্ত সংবাদপত্রের প্রথম ... প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত ... সর্ব্বকালের ... [illegible] ... প্রবন্ধ ... [illegible] ...

মানহানির দায়ে

'জয়দূতের' সম্পাদক

গত শনিবার বিখ্যাত অভিনেত্রী নির্ম্মলাসুন্দরীর পক্ষ হইতে এডভোকেট সি, সি, বড়াল 'জয়দূত' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শিশিরকুমার দত্ত এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মজুমদারের বিরুদ্ধে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর নাসির উদ্দিন আহাম্মদের এজলাসে এক মানহানির অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীদের উক্ত পত্রে ফরিয়াদীর চরিত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া তাঁহার মানহানি করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে শমন জারী করিয়াছেন এবং উক্ত প্রবন্ধসমূহের জন্য খানাতল্লাসী পরোয়ানা জারী করিয়াছেন। আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী মামলার তারিখ ধার্য্য হইয়াছে।

বারাণসী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

ষ্টাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটি আগামী বর্ষের জন্য বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণের পরিমাণ অধুনা ১৫ লক্ষ টাকা, সেই ঋণের কিয়দংশ এই টাকা হইতে পরিশোধ করা হইবে। নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় যে সওয়া লক্ষ টাকা বার্ষিক সাহায্য পাইয়া থাকেন, তাহাও যথারীতি পাইবেন। পূর্ব্বোক্ত ৩ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধার্থ অতিরিক্ত হিসাবে দেওয়া হইবে। সরকার ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ৩ লক্ষ এবং ১৯৩১-৩২ অব্দে আরও ৩ লক্ষ অতিরিক্ত টাকা এই সর্ত্তে ঋণ পরিশোধার্থ দিবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় ঋণ করিবেন না। এই অর্থদান ব্যবস্থা এসেম্ব্লীর অনুমোদনসাপেক্ষ।

বিহার ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। এক জন সদস্য জাতিভেদের সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া দিয়া জাতিকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য এক কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন। এক জন স্বরাজী সদস্য যাহাতে সকল সরকারী কর্ম্মচারী স্বদেশী টুপী ব্যবহার করেন, সেই জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

শিক্ষা মন্ত্রীর নিকট পত্র

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য প্রফেসর ... যে, মি স্বামীনারায়ণ শিক্ষা মন্ত্রী মৌলবী রফিউদ্দীন আহমেদের নিকট গুজরাট কলেজের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পত্রে লেখা হইয়াছে যে উক্ত মন্ত্রী মহাশয় স্বামীনারায়ণের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে গুজরাট কলেজের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু এযাবৎ তিনি কিছুই করেন নাই, এদিকে অবস্থা অতীব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অবিলম্বে হস্তক্ষেপ না করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। কারণ বর্ত্তমানে যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, বর্ত্তমান প্রিন্সিপালকে অপসারিত না করিলে শান্তি স্থাপন সম্ভবপর নহে। চিঠিতে লেখা হইয়াছে, একজন বন্ধু হিসাবে আমি আপনাকে গুজরাট কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপালকে অপসারিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি ৫ দিনের মধ্যে আপনি আমার অনুরোধ মত কাজ করিয়া সকল গোলযোগের অবসান না করেন, তাহা হইলে আমি সমগ্র গুজরাটবাসীর পক্ষ হইতে আপনার উপর অনাস্থার প্রস্তাব আনিব। এইরূপ উদ্ধত ও অত্যাচারী প্রিন্সিপালের চাপে ছাত্রগণকে রাখিতে গুজরাটবাসী সম্মত নহে।

—আনন্দ বাজার

কৈশর ও সংবাদপত্র-সেবিকা

কোন মহিলা সংবাদপত্র-সেবিকাকে কৈশরের নিকট যাইতে দেওয়া না হইলেও তিনি পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন কৈশর তখন বেড়াইতেছিলেন। এই সংবাদপত্র সেবিকার নিকট কৈশর যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'লে জার্ণাল' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার অর্থ, কৈশর আর রাজনীতিক ব্যাপারে সেরূপ মনোযোগ দেন না, তবে তিনি জার্ম্মাণীর ব্যাপারে উদাসীন নহেন। কৈশর ও তাঁহার বংশের লোকজনের বিশ্বাস, জার্ম্মাণী তাহার ভুল সংশোধন করিবে আবার মহাসমর বাধিতে পারে কি না, সে প্রশ্নে কৈশর বলেন, বিভিন্ন জাতিগত সমস্যার জন্যই যুদ্ধ বাধিয়া থাকে, ভগবৎশক্তি ছাড়া আর কিছুই যুদ্ধ বন্ধ করিতে সমর্থ নহে।"

ঝড়ে জাহাজ আটক

'রাজপুতানা' জাহাজ এখনও উপসাগরে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। বায়ুপ্রবাহ এরূপ প্রবল ও সমুদ্র এরূপ তরঙ্গসঙ্কুল যে, কখন উহা বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহা বলা অসম্ভব।

সাধু কর্তৃক আত্মহত্যার চেষ্টা

[illegible]

ফরিদপুরের [illegible] ঠাকুরনাথ [illegible] নামক [illegible] করিয়া অবশেষে ইদানীং [illegible] অভিযোগে আসামীর গোড়া [illegible] হয়। একদিন [illegible] করিবার সময় সে নিজের গলায় এক [illegible] বাঁধা কাটারি চালাইয়া দেয়। ফলে সে সাংঘাতিকরূপে আহত হয় ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ীর লোকেরা ছুটাছুটি করিয়া আসে এবং তাহাকে রুধিরাক্ত কলেবরে দেখিতে পায়। পুলিশ আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়, সেখানে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। সাধু এখন ৫০৲ টাকার জামীনে মুক্ত আছে। এরূপ প্রকাশ যে, সাধুর পাগলামির ছিট আছে।

—আনন্দ বাজার

বিনা লাইসেন্সে রিভলভার
আসামীর ছয় মাস কারাদণ্ড

সুশীলকুমার ঘোষ ওরফে [illegible] আলি বিনা লাইসেন্সে রিভলভার ও ৭১টি টোটা রাখার অপরাধে ধৃত হইয়া পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারার্থে আনীত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুযায়ী ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামী একজন রেলওয়ে কর্মচারী কর্তৃক [illegible] ষ্টেশনে ধৃত হয়, সে বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছিল। গাড়ী ষ্টেশনে থামিলে সে এক পার্শ্ব দিয়া পালাইবার চেষ্টা করে। কুলী তখন তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং রেলওয়ে পুলিশের হস্তে অর্পণ করে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া চাউলের বস্তার ভিতর হইতে সাবানের বাক্সে রক্ষিত রিভলভারটী বাহির করিয়া ফেলে।

শ্রীমতী মীরাবাইয়ের অসুস্থতা

পাঠকগণ অবগত আছেন, মিস স্লেড বা শ্রীমতী মীরাবাই [illegible]পুরের গান্ধী আশ্রমে থাকিয়া গত [illegible] মাস যাবত এই জিলার [illegible] কাজ [illegible]ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার স্বাস্থ্য [illegible] হইয়াছে; গান্ধীজী [illegible] যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তদনুসারী তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে।

ভারতীয় [illegible] পরিষদ

[illegible]

[illegible] অধিবেশনে [illegible], ভারতীয় [illegible] বড়লাট লর্ড [illegible] ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের শ্রমিক [illegible] বিরোধের মূল কারণ নির্ণয় এবং প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ [illegible] পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সভা মিঃ [illegible] সভাপতিত্বে একটী রয়াল কমিশন এই বৎসরের মধ্যেই গঠিত হইবে। [illegible] নির্বাচনের কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। তবে বড়লাট আশা করেন যে, এই কমিশন সকলপ্রকারেই প্রতিনিধিমূলক হইবে।

কমিউনিষ্ট আতঙ্ক

বড়লাটের বক্তৃতার দ্বিতীয় বিষয় আতঙ্ক। কমিউনিষ্ট আতঙ্ক। শ্রমিক বিরোধের মূলেও কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র রহিয়াছে বলিয়া গবর্ণমেন্ট মনে করেন। তাই আবার বলশেভিক বিতাড়ন বিল হইয়াছে। অধিকন্তু বিধান করা হইয়াছে; [illegible] প্রতিরোধ [illegible] করিতে হইবে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থালোচনা

বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন যে, ১৯২৭ সালে মিঃ মণ্টেগু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। গ্রেট বৃটেন এপর্য্যন্ত তাহার প্রতিশ্রুতি পালনে ত্রুটি ও হয় নাই। এই অবস্থায় নন-কো-অপারেশনের ভীতি প্রদর্শন নিতান্ত অনাবশ্যক। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মীমাংসার জন্য জিদ করাও তাঁহার মতে সমীচীন নহে।

[illegible]

সম্বন্ধে বড়লাট বলিয়াছেন; গত দুই মাস ধরিয়া সম্রাট [illegible] পীড়ার সংবাদ আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আর সে দুশ্চিন্তা আর নাই। [illegible] সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রমাণ যে, সম্রাট ক্রমেই [illegible] হইয়া উঠিতেছেন। [illegible] পালন করিয়া সম্রাট [illegible] চিত্তশান্ত্য [illegible] সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। সকলের সহানুভূতি আজ তাঁহার আরোগ্য কামনা করিতেছে। আমি আশা করি, সম্রাট [illegible] বহু বৎসর জীবিত থাকিয়া [illegible] কল্যাণ সাধন করিতে [illegible] সকলের আন্তরিক অভিপ্রায়।

ইহার পরে তিনি [illegible] আয়, বায় ও [illegible] বাজেট বিবা[illegible]

এবং [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

[illegible]

গত ২৬শে জানুয়ারী [illegible] [illegible] অধিবেশন এবং [illegible] বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। শোভাযাত্রীগণ [illegible] বড় বড় রাস্তা দিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে [illegible] এবং [illegible] মিলিত হইয়া [illegible] বাহির [illegible] শোভাযাত্রা গমে। [illegible] নির্দ্দেশ [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] প্রতিবাদ [illegible] এই শোভাযাত্রা।

[illegible]

গত শনিবার আবগারী ইনস্পেক্টার এস. এম. সরকার [illegible] পোর্ট-পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার এটকিনসনের সহিত [illegible] 'জালনা' নামক জাহাজে খানাতল্লাসি করিয়া একটি পিতল, ১ [illegible] কৌটা এবং ৮ [illegible] ২৯ [illegible] কোকেন, ৩ [illegible] আফিং, ৬ [illegible] সিদ্ধি [illegible] মোট ৬১ [illegible] টাকা মূল্যের জিনিষ পাইয়াছেন। [illegible] গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

[illegible]

গত ২১শে জানুয়ারী কমন্স সভায় মিঃ [illegible] প্রতিনিধি কমন্স সভায় জিজ্ঞাসা করেন, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

চাঁদপুর, ২১শে জানুয়ারীর [illegible] প্রকাশ, আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] সভাপতিত্বে [illegible] [illegible] করিবেন। [illegible] [illegible]

[illegible] দুঃসাহসিক
[illegible]

গত ১০ই মাঘ রবিবার [illegible] [illegible] দোকান হইতে [illegible] [illegible] কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। [illegible]

[illegible]

সাময়িক-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সেবাই [illegible] জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও [illegible]—এই বিষয়টী যতদিন না আমাদের [illegible] উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, সাধুগণের বাক্য কীর্ত্তন, সাধু-নির্দিষ্ট সাত্বত শাস্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন ও সাধু-সেবনাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের একটী আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভব-পর হইতে পারে না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য-জগতের অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের ঐ আন্তরিকতায় কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে সম্মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া, তিনি কেমন করিয়া এক সেই সময়ে পূর্ব্বদিককে সম্মুখীন করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? একই সময়ে উভয় দিকে দৃষ্টিপাত যেমন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, একটি না একটি দিক্ পশ্চাতে পড়িবেই, সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবায় সোপান আরোহণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি-লাভ পূর্ব্বক জীব কৃষ্ণ-কৃপালাভে সমর্থ হইবেন।

কৃষ্ণ-সেবাকেই জীবনের মুখ্য-উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইলে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-বিষয়ে জীবের ঐকান্তিক নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তখন জীব আর নিজ দেহ ও তৎসম্পর্কিত অস্থায় দেহের অভাব অসুবিধায় ওজর আপত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য যত্নবান্ হন না। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকিয়াই অগ্নিজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা যেমন নিরর্থকই হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিতীয় বস্তু যে মায়া, সেই মায়াতেই আকৃষ্ট থাকা অবস্থায় [illegible] শোক ও মোহযুক্ত হইবার চেষ্টাকে [illegible] বালসুলভ চাপল্য

মোহিনীর মোহন-চাতুরী

(প্রাপ্ত)

আমরা অনেকেই এ দুনিয়ায় এসে দুনিয়াদারী কর্‌বার জন্য, গা ঢেলে দিই ও ঐ স্রোতে আর্দ্ধেক ভাস্‌তে কিছুদিন কেটে গেলে পর নিজেকে খুব অভিজ্ঞ মনে করি কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কত রহস্য যে হ'য়ে যায়—সময় ও মফঃস্বল

ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়াকে জয় করিবার উপায় একমাত্র ভগবৎপ্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত আর অন্য কিছু নাই। শ্রীভগবৎপাদপদ্মেই আমাদিগকে প্রপন্ন হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিপ্রভাবে মায়িক জগতের যাবতীয় অভাব অসুবিধাই আমাদের সেই ভাগবৎপ্রপত্তির অনুকূল হইয়া পড়ে। একমেবাদ্বিতীয়ম্ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব অদ্বয়-জ্ঞান কৃষ্ণ-প্রপত্তিমূলা ভক্তিপন্থাই একায়নশ্রুতিবিহিত পন্থা, তদ্ব্যতীত যাবতীয় পন্থাই বহ্বয়ন শ্রুতিবিহিত। বহ্বয়ন শ্রুতিই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি ভক্তি-বিরোধি আরোহ পন্থার আবিষ্কারক।

'মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণ পানে চাই।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাই॥"

কৃষ্ণকেও পাওয়া চাই, আবার মায়া-কেও সন্তুষ্ট রাখা চাই—এরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রীতিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণসেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়াও কিছুমাত্র লাভবান হইতে পারি না, বরং জড়বিষয়া-সক্তিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। নতুবা কৃষ্ণকেই যদি আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু বলিয়া জানিব, তাহা হইলে তাঁহার সেবা ব্যতীত আর অন্য কর্ত্তব্য কেনই বা আমাদের মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিবে? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ গুরুদেবের যাহাতে প্রীতি, তাহাতেই কেন না আমাদের প্রীতি বর্ত্তমান থাকিবে? গোড়ায় গলদ রাখিয়া যত কিছুই না করি, তাহার সবই যেন গুরু কৃষ্ণের প্রতি উপ-হাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

জানি না, ভগবান্ আর কবে আমা-দের কায়, মনঃ এবং প্রাণ একমাত্র তাঁহার পাদপদ্মসেবায় সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন যে, আমরা তাঁহার পদ-সেবা করার নামে তাঁহাকে উপহাস করি-বার দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য সত্য সর্ব্বোতোভাবে তাঁহারই ইন্দ্রিয় তোষণ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সে শ্রীবৃন্দাবন॥"

যে আকাশ জমিন তফাৎ, জগতে এরূপ কত শত ছিদ্র যে আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত থাকে, সে সব রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না—সে ছিদ্র দেখে সতর্ক হ'তে পারি না, অথচ নিজের বুদ্ধির খুব বড়াই করি। এর কারণ আর কিছুই নয়—আমরা চাই কেবল বাইরের ঠাটটী বজায় রাখতে, ভিতরে যত আবর্জ্জনা ও কপটতা থাকে থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না—এরূপ অবস্থা আমাদের অর্থাৎ বাইরে গৃহস্থভক্তের ঠাট বাট দেখিয়ে গৃহস্থ বলে নামটী জাহির করব অথচ ভিতর গৃহব্রত ভাবটীতে ভরপুর থাকবে তাই আমরা ঐ মোহিনীর মোহন চাতুরীতে ভুলে যাই—চতুরের উপর সুচতুর না হওয়ার দরুণ সেই কপটীর চতুরতা ধরতে পারি না, তখন তাকে সহধর্ম্মিণী ও সুশীলা বলে সার্টি-ফিকেট দিই, এমন কি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকটেও তার গুণকীর্ত্তন না করে থাকতে পারি না। কিন্তু আমরা কি সত্য সত্যই সু-চতুর? এ কথার উত্তর যার যখন সময় হবে, তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে—'ঐ মোহিনী কিরূপ কৌশলে আমার চিত্ত মোহন ক'রে আমার কাছ থেকে ১নং এর সার্টি-ফিকেট আদায় করেছে, সে কথা যদি কোন সু-চতুর ব্যক্তি আমাকে কৃপা করে বলে দেন বা হাতে কলমে দেখে নেবার বুদ্ধি আমাকে জুগিয়ে দেন, তখন তাঁর কৃপায় বুঝতে পারব যে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ঐ মোহিনীর চাতুরীর কাছে পর্য্যস্ত হয়েছে, যদি সু-চতুর ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতাম, তবে আমার এরূপ দুর্গতি হত না। সেই সু-চতুর ব্যক্তি আর কেহই নন—যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর বা সুচতুর। যতদিন না আমরা কায়মনোবাক্যে ঐ সু-চতুর ব্যক্তির বা কৃষ্ণভক্তের সেবা করব—সম্পূর্ণরূপে অসৎসঙ্গ—অসৎ চিন্তা ছেড়ে সর্ব্বক্ষণের জন্য সেই শুদ্ধভক্তের সঙ্গ না করব ততদিন আমরা কিছুতেই ঐসব বিপদ হ'তে রক্ষা পাব না। কখন অসৎকে সৎ বলে সঙ্গ করব ও সৎকে অসৎ ভেবে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করব, আবার কখনও প্রতি-কূলকে অনুকূল বলে গ্রহণ করব কিম্বা অনুকূলকে প্রতিকূল বিচারে বর্জ্জন করব, এইরূপে এক করতে আর এক করে বসব, তাই বলি সর্ব্বপ্রথমে চাই সকলেরই হরিজনসঙ্গ। হরিজন বা যাঁরা হরিজন সঙ্গ করেন তাঁরা সকলেই হরির দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই করেন না, কিন্তু আমরা কার দাসত্বের জন্য দিনরাত ছুটাছুটী করছি সে কথা কি ভুলেও একবার চিন্তা করব না। যে সেব্য বস্তুর আসনে ব'সে আমায় নাকে

দড়ি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা—ষোল আনার মধ্যে ষোল আনা সেবাটী আদায় করে নিচ্ছে তার ভক্তি [illegible] কতটুকু সে বিষয়ে কি মুহূর্ত্তের জন্য ভাব্‌ব না! একবারও কি কষ্টিপাথরে কসে দেখব না? হরিভজন কিছু লৌকিক ব্যাপার নয়—বা বেশধর্ম, মনোধর্ম্মও নয় যে কপটতা করে কানে মন্ত্র নেবার অভি-নয় করলে বা লোকদেখান মালা, তিলক, একাদশী প্রভৃতি করলেই তার হরিভজন হচ্ছে মনে করে তাকে সহধর্ম্মিণীরূপে বিশ্বাস করতে হবে। সে সহধর্ম্মিণী ন কামবর্দ্ধিনী সে কথা কি বিচার করব না যখন তার কামতৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে তখন হরিসেবার উৎসাহ কতটা থাকে সেটা দেখলেই গোল মিটে যায়, ঐ কপটত ধরা পড়ে। যদি কোন সময় আমার উদ্ধারের জন্য দশ পাঁচ দিনের জন্য এক জন সাধু আগমন করেন, তখন আমি দিন-রাত তাঁদের সঙ্গে অবস্থান করলে আমার ঐ ভজন অনুকূল অনুষ্ঠানে গৃহিণী কতটা অনুমোদন করেন সেটা আমার দেখা উচিত। তখন কেন তার মাথা ধরে পেটে ব্যথা, গা বমি বমি করে, কোথা থেকে [illegible] (যা আমি ধরতে পারব না সেই সব) আসে, আবার রাত্রে আমি পাহারা না দিলে তা'কে ভূতে ধরতে আসে বা চোরে দরজায় ধাক্কা দেয় আমরা এত মূর্খ, এত স্ত্রৈণ যে এ সব কপটতা ধরতে পারি না। আবার সাধু-দের বীর্য্যবান্ কথা শুনে যখন বুঝব যে "কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব" তখন পতিসেবার প্রবৃত্তি তার খুব বেড়ে যাবে অর্থাৎ হস্তপদ-অঙ্গ মর্দ্দন ছলে আমার ভজনের উৎসাহটী নষ্ট করে দেয়।

শ্রীগুরুদেব উৎসবে যখন আহ্বান করেন তখন দিন কতকের জন্য আমাকে ছুটী দেয় না, তখন সাধু সেজে বলবে আমারও ত সাধুর কথা শুনবার দরকার তা নইলে আমার মঙ্গল হবে কি করে এই সব বলে সাধুসঙ্গের অছিলায় আমাকে পাহারা দিবার জন্য সঙ্গে যাবে, পাছে সাধুসঙ্গে আমার বুদ্ধিটা ফিরে যায়—ভাল হয়ে যায়—গৃহব্রত ভাবটি ছুটে যায়, তাই তার এ কপটতা-পূর্ণ উদ্যম আমি যদি কখনও ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হ'য়ে ডাক্তারের পরামর্শ-মত-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে গৃহিণীর কাছে বিদায় লইবার জন্য বলি যে—আমার ক্ষয় রোগ হ'য়েছে, এই প্রথম আক্রমণ সুতরাং এখন হইতে সাবধান হলে প্রতি-কার করলে রোগ আরোগ্যের আশা আছে তাই ডাক্তার সাহেব এক বৎসরের জন্য চাকুরীর ছুটী ল'য়ে পার্ব্বত্য দেশে থাকবার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, এমন হচ্ছে বুঝি যে

অবস্থা মত না চলি, তা'হলে আর রক্ষা থাকবে না, তখন আমি মরে গেলে পাছে তার কামবৃত্তির ব্যাঘাত হয় সেইজন্য তাড়াতাড়ি পতিভক্তির পরিচয় দিয়ে বলবে—যাও যাও, গুরুটা ভাল দিন দেখে যাও এক মুঠো [illegible] এবং ভগবান যা দেন আছি, দেখে থাকব, তবু তোমার যোগাড়টা ভাল হোক কিন্তু সেই আমি যদি তার কাছে বলি যে—আমি ভবরোগগ্রস্ত হ'য়েছি, গৃহস্থাশ্রমের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য পালন করি নাই, তাই আমার রোগ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে—গৃহস্থ না হয়ে গৃহব্রত হয়ে পড়েছি, তোমাদের মঙ্গল ত করতে পারছিই না এমন কি আমার নিজের মঙ্গলও কিছুই হচ্ছে না সেইজন্য ভবরোগবৈদ্য শ্রীগুরুদেব ব্যবস্থা করেছেন যে এক বছরের জন্য সংসার থেকে ছুটি নি'য়ে গুরুগৃহে বা মঠে বাস করতে হবে তখন সেই পতিব্রতার পতিভক্তি কোথায় থাকে—সহায়তা করে বা আমার আত্মার ধর্ম্মের উন্নতির জন্য সেই সহধর্ম্মিণী কতটুকু অনুমোদন করে তা' একবার ঐ কথাটা বলে পরীক্ষা করে দেখলে হয়।

সর্ব্বশেষে আর একটী কথা ঠারে-ঠুরে বলে দিই যে বুদ্ধিমান হলে তিনি বুঝে নেবেন—আমি যার ক্রীড়া-পুত্তলি হয়েছি—যে কুপিত হলে আমার হৃৎ-কম্প হয়—যার সন্তোষ-বিধানের জন্য দিবারাত্র কায়-মনো-বাক্যে বহু যত্ন করেও অকৃতকার্য্য হচ্ছি—অস্থির হচ্ছি, অনেক বাক্য-শেল সাদরে বুকে পেতে নিচ্ছি, যার জন্যে "জীবনের উদ্দেশ্য একমাত্র হরি-ভজন" তাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি, সে যে আমার চখে ধূলো দিয়ে নির্জ্জন অন্ধকারে কোন নীতিশূন্য চিত্র অঙ্কিত না করছে তারই বা প্রমাণ কি? কপটতাই যার স্বভাব, যে পূর্ব্বোক্ত বহু প্রকারে আমাকে বঞ্চনা করেছে সে কি কপটতার চরম না করে ছেড়ে দিবে? অহো! দুঃসঙ্গে আমার কি অধোগতি হয়েছে। আমি ত ছাগ নই যে ছাগীর পিছনে ছুটবো। আমি শূকর নই যে শূকরীর লাথি খাব। আমি ত পিশাচ নই যে, পিশাচীর সেবায় কাল কাটিয়ে দিব। আমি যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমার জন্যই ত বলেছেন—"নরতনু ভজনের মূল।" চৌরাশী লক্ষ-যোনি ভ্রমণ করে বহু দুঃখে আজ হরিভজন-যোগ্য নরতনু পেয়েছি, এহেন দুর্লভ তনু পেয়ে কি ইতর প্রাণীর মত আহার নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়তর্পণে কাল যাপন করা উচিত? ঐ মোহিনীর মোহন চাতুরীতে ভুলে থাকা কি উচিত? এস এস ভাই সব! যে যেখানে আছ। যে যে অবস্থায় আছ, আর কাল বিলম্ব করিও না। আর বঞ্চিত হইও না। আমি বঞ্চিত হয়ে অনুতপ্ত হয়েছি, তাই আজ সকলের সেবক-সূত্রে উচ্চৈঃস্বরে [illegible] বলে দেই দেই করে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি। আর কেউ কামিনীর ক্রীড়াপুত্তলী হয়ে এমন দুর্লভ জন্মটী নষ্ট করো না। কেহ হয়ত বলতে পারেন, আমি হরিভজন করতে পারি না, আমারই দোষ, ওতে তার দোষ কি? কার দোষ সেটা আমি বলতে চাই না তবে একদিকে দোষ আছে এটা স্বীকার করতে বাধ্য। উভয়েই হরিভজন করবার জন্য গুরুপাদাশ্রয় করেছি কিন্তু কারও ত ভজনোন্নতি হচ্ছে না। তার কারণ আর কিছুই নয় দুইয়ের মধ্যে একজন পাকা অসৎ আছে যার সঙ্গ প্রভাবে অন্য একটী শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধাটী দৃঢ় হতে পাচ্ছে না, এবং যতক্ষণ তার সঙ্গছাড়া না হবে ততক্ষণ পাকেও না। ঐ পাকা অসৎটী যদি অসৎ না হত—তার কপটতা যদি না থাকত, যদি সত্য সত্য হরিভজনই তার উদ্দেশ্য হত তবে—ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্—এই বাণী স্মরণ করে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করত। এস্থলে যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—ঐ কোমল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি পাকা অসতের সঙ্গ ছাড়েন না কেন? উত্তর এই যে, উক্ত কোমল শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি সুচতুর নহেন সেইজন্য কপটী কপটতা দ্বারা তাঁকে বঞ্চনা ক'রে থাকে, তিনি অনেক সময় অসৎকেই সৎ মনে করেন। আর এক কথা এই যে অসৎ সঙ্গ বর্জ্জন করতে হলে যতটা চিত্তের দৃঢ়তা দরকার বা চিৎ শক্তির বল দরকার তাহা অর্জ্জনের জন্য দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গের আবশ্যক কিন্তু অসৎসঙ্গে থাকার জন্য ও অসতের প্রতিকূল চেষ্টা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁ'র সাধুসঙ্গের জন্য যে স্বাভাবিক বুদ্ধিটি আছে তাহা উন্মেষিত হ'তে পারে না। সুতরাং এস্থলে ঐ কোমলশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সঙ্গিগণের কপটতা পূর্ণ ব্যবহার-চাতুরীগুলি যা রহস্যময় যদি তাঁকে চখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় ও সতর্ক করে দেওয়া হয় তবে তাঁর মঙ্গল হতে পারে। তাই বলি, ভাই সব, আমরা ২।৩ পয়সার হাঁড়ি কিনবার সময় দশবার বাজিয়ে লই আর জীবনের উদ্ধারের ও অবনতির উপায় যথাক্রমে সাধুসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ আমরা সেই সঙ্গ করবার পূর্ব্বে কেন ভাল করে বিচার করব না—কে সৎ, কে অসৎ। এস! এস! সবে এস! আমরা সকলেই,—উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ সঙ্গত্যাগাৎ সতো-বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি এই শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে বিশুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরু পদপ্রান্তে নিষ্কপটে আত্ম সমর্পণ করি।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী প্রভুপাদ)

ইহজগতে আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানগম্য বস্তুসমূহ লইয়াই বিচার-তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। শাস্ত্রকারবিদ্‌গণ এই জগতটিকে 'আর্থিক জগৎ' বলিয়া সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। অর্থ শব্দ প্রয়োজন-বোধক। প্রয়োজন দুইপ্রকার, আত্মকৃতী। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে নিয়োগ, ভিন্ন প্রয়োজন স্বার্থ নামে কথিত। ঙ্কলিঙ্গ, অর্থ—প্রয়োজন; আমরা স্বোপার্জ্জিত 'স্ব' শব্দটির বাস্তব অর্থাভিজ্ঞান লাভ না করি, সেই পর্য্যন্ত ইহজগতে যেমন দেহরূপে ধারণা রাখিয়া যাবতীয় অভিজ্ঞান সঞ্চয় করত তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি বা বিষয়-সমূহকে স্ব (নিজ) বলিয়া পরিকল্পনা করি এবং তত্তৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া স্বার্থ বা প্রয়োজন সাধিত হইতেছে মনে করি। এই অবাস্তব অথচ জাগতিক চেষ্টায় নিরন্তর ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন অপ্রাকৃত আত্মার কোন বস্তুর বিষয়ে অভিজ্ঞান সঞ্চয় করা প্রয়োজন, এধারণাটি ক্রমেও উপস্থিত হইবার সুযোগ পায় না। বিশেষতঃ জাগতিক (আর্থিক) ব্যাপারে যে প্রকার ভোগময় চেষ্টা, তাহাতে ভগবৎপ্রিয় কোন ধারণাই উদিত হইবার অবকাশ নাই।

বাস্তব প্রয়োজন অর্থাৎ পরম প্রয়োজন পরমার্থানুসন্ধান করিতে হইলে, পরমার্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় লাভ একান্ত প্রয়োজনীয়। দেহ-মনের ধর্ম্মে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মাশ্রয়লাভ ঘটে না। প্রাকৃত দেহ ও মন কখনও গুরুতত্ত্বাভিজ্ঞান লাভের উপকরণ নহে। শ্রীগুরুদেব আর্থিক জগতে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন যে, জাগতিক বিচার-পটুতা থাকিলেই গুরুতত্ত্ব বিচার করিয়া গুরু নির্ব্বাচন করিতে পারা যাইবে? জাগতিক আর্থিক বিচার সমূহ আরোহবাদ ও তর্কবহুল বিচার মাত্র। প্রাকৃত জড়বাদিগণ দেহ মনের ধর্ম্ম স্ব-স্ব চাঞ্চল্যের পটুতানুযায়ী বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা। কাহারও মতের সহিত কাহারও মতের মিল নাই; এমন কি নিজেরই পূর্ব্বাহ্নের মতের সহিত মধ্যাহ্ন মতের ও মধ্যাহ্ন মতের সহিত সায়াহ্ন মতের ঐক্য থাকে না। এবম্প্রকার অনেক সময় লঘুধর্ম্মব্যক্তিগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়া বিপদ হওয়ার অবকাশ ঘটে। আরোহ পন্থা লোকের ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত। ইহাতে তার্কিক বিচারে উপাদেয়ত্ব পরিলক্ষিত হইলেও লঘুতাবলোকনের কথঞ্চিৎ না থাকিলেও পারমার্থিক-বিচারে ইহা গুরু-বর্ণ-বিবর্জ্জিত লঘুধর্ম্মময়।

[illegible] পারমার্থিক [illegible] বহুতর [illegible] অবস্থাপর [illegible] ব্যবহার" এরূপ [illegible] পারমার্থিক [illegible] সব ভিন্ন দেখেন। [illegible] বাহিরের আবরণে গুরু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পাখী, মনুষ্য, বৃক্ষ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ অথবা লৌকিকভাবে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী, বৈষ্ণব, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য বর্ণাশ্রম দর্শন করেন না। তাঁহারা জানেন "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র" কেহ নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয়। তাঁহারা জানেন—"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনের অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।" তাঁহারা বাহির অঙ্গ বিচার করেন না, সর্ব্বত্র ইষ্ট-দেবমূর্ত্তি দর্শন করেন। জাগতিক সমস্ত বস্তুই শ্রীহরিভক্ত-বৈষ্ণব-সেব্যোপকরণ জানিয়া গুরু-বুদ্ধিতে ভোগময় চেষ্টা হইতে বিরত। তাঁহারা এক অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণতৎপরতা পরিহার করিয়া, নিজেন্দ্রিয়-তোষণেচ্ছায়-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবাস্তব লঘু বস্তুতে গুরুত্ব আরোপ দ্বারা মনন ধর্ম্মের আবাহন করেন না। জগতের লক্ষ লক্ষ মানব এই প্রকারে ইন্দ্রিয়জ বিচারে গুরুতত্ত্বানুসন্ধান করিতে যাইয়া হয় বাস্তব পরমার্থদ শ্রীগুরুদেবকেই লঘু মনে করিয়া বিবর্ত্তগর্ত্তে নিপতিত, নয় তথাকথিত লঘুধর্ম্ম-যাজনকারী সাজা গুরুব্রুবগণকে কুলগুরু মনে করিয়া, রাক্ষসের কবলে মানুষ পড়িলে যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপে ধনে, মানে প্রাণে মাঠে মারা যাইতে বসিয়াছে। ইহাদিগকে বাধা দিবে কে? যে বাধা দিতে যাইবে তাহার উপরেই খড়্গ উত্তোলন করিবে। মানুষ যখন অলক্ষ্মীগ্রস্ত হয়, তখন তাহার সদ্বুদ্ধি বিপরীত হয়।

নদীয়াপ্রকাশ প্রভাতে, প্রতি সপ্তাহে গৌড়ীয় ও মাসে মাসে সজ্জনতোষণী আজ উচ্চৈঃস্বরে গগনভেদি হুঙ্কারে প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া চেতনের বাণীগুলি কীর্ত্তন করিতেছেন; তবুও আমরা ভুলিয়া, জানি না আমাদিগের মত দুর্ভাগা জীব আর কোথাও আছে কিনা, [illegible] করিয়া নিষ্কপটে [illegible] শ্রবণে উদাসীন।

[illegible]

[illegible] ... অবস্থার। [illegible] অবরোধ [illegible] পন্থী [illegible] উন্নত [illegible] গুরুত্বারোপ [illegible] উহা আমার "[illegible] পরিচায়ক, ("[illegible] যারে দুখে তার [illegible] যে না মানে, সেই পাপে তার হয় নাশ।") কিন্তু [illegible] শ্রীগুরুদেব যিনি তিনিই বাস্তবিকই জগদ্‌গুরু। তিনি কোন সম্প্রদায়-বিশেষকে বা কোন দেশবাসীকে উদ্ধার করিতে আসেন নাই। তিনি কেন, তাঁহার প্রত্যেক সেবক "[illegible] তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।" বহুর গুরু, মধু, রামের গুরু শ্যাম, রামাচের গুরু গোপাল, হরি-বিনোদের গুরু রাধাবিনোদ, কামিনী মোহনের গুরু রমণী মোহন, চন্দ্রকান্তের গুরু রজনী-কান্ত, দুর্গাদাসের গুরু শিবদাস, শিবচরণের গুরু তারিণী-চরণ, প্রভৃতি বিচারে বহুজন যাহা একমাত্র আরোহ পন্থী অর্থাৎ জড়বাদী পৌত্তলিক, কেহ মনোধর্ম্মী, স্বার্থী, সিদ্ধার্থী, অপস্বার্থিগণই আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার জন্য তথাকথিত গুরু, কপট, পরমার্থ বিচারে অলস, অপস্বার্থ-পর মনবৃত্তিগণই দায়ী।

জগতে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মস্তকেই এই ধর্ম্মজগদ্বিদের কথা গুলি স্থান পাইতেছে। যাঁহারা পারমার্থিক জগতের বিচার ইহ জগতে দুর্লভ—অব-লোকন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহারাই কায়-মনো-বাক্যে তৎ প্রতিকার চেষ্টা পরায়ণ। জগদ্‌গুরুর আনুগত্যে প্রচারিত শ্রীচৈতন্যের দানের কথা শ্রবণ করিয়া, স্ব—আত্মা, অর্থ—প্রয়োজন, স্বার্থ—নিজ অর্থাৎ আত্ম জাতীয় আত্মার প্রয়োজন বিষয়-জাতীয় বস্তু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, এই পারমার্থিক বিচারে প্রবিষ্ট হওয়ার নিমিত্ত আরোহ পন্থা ছাড়িয়া অবরোহ মার্গে স্বীয় পাণ্ডিত্যোপলব্ধি-পূর্ণ সেবাদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে নিক্ষেপিত করিয়াছেন। সরল নিষ্কপট প্রার্থনা শুনিয়া পরম কৃপার অবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরু-দেবকে প্রেরণ করেন। ইহাই অবরোহ-পন্থার [illegible] শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিবার [illegible]। শ্রীভগবানের [illegible] হইতে না পাইলে কাহারও বস্তপ্রাপ্তির কোনই [illegible]। [illegible] কোন মানুষই [illegible] দিতে সমর্থ নহেন, যেহেতু

জলপারের উপায়

(লেখক শ্রীযুত [illegible] রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

আমরা বহুভাগ্যফলে এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। এই মনুষ্যজন্ম সর্ব্বপ্রাণীর জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা কেবল মাত্র আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে অতিবাহিত করা মূর্খতা—পশুবৎ, তাহার কোনও মূল্য নাই। ইতর প্রাণিগণ সঙ্কোচিত চেতন, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হয় না, তাই তাহারা কেবল ঐ ত্রিবিধ কার্য্যে রত থাকে; কিন্তু মনুষ্যও যদি তাহাই করে, তবে তাহার শ্রেষ্ঠতা কোথায়? যদি বলা যায়, মনুষ্য নাটক-নভেল পড়ে, বাহিরের অনেক খবর রাখে, বেশ বুদ্ধি পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করে এবং বেশ ভাল-ভাবে খায় ও ঘুমায়, এই জন্যই তাহার শ্রেষ্ঠতা; তাহা হইলে শাস্ত্রে অন্যরূপ দেখিতে পাই কেন? শাস্ত্র বলেন যে মানুষের বিচারশক্তি আছে, কোন্‌টী সৎ, কোন্‌টী অসৎ—ইহা বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারে। যদি তাহা না করে, তবে পশু অপেক্ষাও অধম। বাঁচিবার জন্য খাইতে হইবে, তাই বলিয়া কি কেবল আহারের জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে? স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকের দ্বারাও উদর পূর্ত্তি হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ আহারের জন্য কে মহাপাপ করিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু—

"শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥"

যাহার কর্ণে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রবিষ্ট হয় নাই, সে ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, উষ্ট্র এবং গর্দ্দভ কর্ত্তৃক সংস্তুত অর্থাৎ কুকুরের ন্যায় বৃথাক্রোধী অথবা অবজ্ঞার পাত্র, বরাহের ন্যায় বিষয়বিষ্ঠা ভোজন করে, উষ্ট্র যেরূপ কণ্টক-ভোজনে দুঃখ পায়, তথাপি উহা পরি-ত্যাগ করে না, সেও তদ্রূপ নানা দুঃখপূর্ণ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগে অসমর্থ এবং গর্দ্দভের ন্যায় বৃথাভারবাহী ও স্ত্রীপদতাড়িত। চারিটী পশুর গুণ তাহাতে আছে, সুতরাং চারিটী পশুর সমান।

এই সংসারটী একটী সমুদ্রবিশেষ। জীবগণ এই দুঃখপূর্ণ জলধিতে নিমজ্জিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদি মকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ-প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি এমনি মায়ার মোহিনী শক্তি যে, এই দুঃখ

[illegible] সত্যের কোন সন্ধান পায় নাই। সুতরাং জাগতিক বিচারে 'গুরু-নির্ব্বাচন' প্রভৃতি যাহা। সাধু সাবধান!

[illegible] সুব্যবস্থা, সাধুর [illegible], সেইরূপ সমুদ্র [illegible] যদি জীবের এ দুঃখ দূরীভূত হইয়া, তাহাদের দুঃখবিমোচনের নিমিত্ত আসিয়া থাকেন, তবে বিকারের রোগীর ন্যায় সেই পরম সুহৃদকে অবজ্ঞা, নিন্দা, করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার সঙ্গ হইতে এড়াইতে চেষ্টা করি, পাছে তিনি আমায় সেই দুঃখের নেশা ছুটাইয়া দেন।

এই সংসার-সমুদ্র পারের উপায় মাত্র একটী আছে। সমুদ্র পার হইতে হইলে যেরূপ সুদৃঢ় নৌকা আবশ্যক হয় এবং সেই নৌকা অনুকূল বায়ুচালিত হইলে যেমন, আরোহীকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আমাদের এই ভব সমুদ্র-পারেরও একটী নৌকা আছে. উহা সর্ব্ব সময়ে পাওয়া যায় না বলিয়া ইহাকে সুদুর্লভ বলা যায়, সেই সুদুর্লভ নৌকাটী এই মনুষ্যজন্ম। বর্ত্তমানে যে জীব মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহা এখন সুলভ হইয়াছে। এই নৌকার ভব-সমুদ্র পার হওয়া যায়, যদি বিচক্ষণ নাবিকের হাতে পড়ে। এই [illegible] নৌকার নাবিক, একমাত্র শ্রীগুরুদেব। সেই নাবিকের [illegible] এই সুপটু নৌকারূপ মনুষ্যজন্মটী সমর্পণ করা যায়, তবে শ্রীহরির কৃপারূপ অনুকূল বাতাসে অনা-য়াসে এই ভব-সমুদ্র পার হওয়া যায়। রে মূঢ় মন! আর কেন?

প্রচার-প্রসঙ্গ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিবার জন্য মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কোলাঘাটে অবস্থান করিতেছেন। তিনি গত ১০ই মাঘ বুধবার কলিকাতার বিখ্যাত ধনাঢ্য শীল-বাবুদের কাছারীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভাগবত-পাঠ হরিকীর্ত্তন ও মন্ত্রদান, পাঠক, কীর্ত্তনীয়া ও তথাকথিত গুরুব্রুবগণের উপজীবিকায় পরিণত হইয়াছে। তাহার ফলে শ্রীহরি-সেবানুষ্ঠানের অভিনয় করিয়াও সেবাবৃত্তি বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে নব নব ভাবে ভোগ-প্রবৃত্তির বিকাশ হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণ সকলেই শ্রীচৈতন্য-দেব ও তদনুগগণের আশ্রিত, সুতরাং তাঁহাদিগের সেরূপ বঞ্চনাবৃত্তি নাই; অধিকন্তু নিত্য-কল্যাণ জীবকুল যাহাকে ভববন্ধন-ছিন্নকারিণী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীধাম-পরিক্রমাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানে উদ্বোধক সেবা-প্রয়াসী হন সেই প্রকার জীবে দয়া প্রবৃত্তি বিশিষ্ট। স্বামীর সজ্জনসুলভ ব্যবহারে, মুগ্ধ [illegible] অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আরও কিছুদিন তথায় রাখিবার জন্য বিশেষ [illegible] চেষ্টা করিতেছেন।

নানা কথা

কৃষ্ণনগর-কলেজে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস কারণ কি?

গত ২১শে জানুয়ারী, কৃষ্ণনগর টাউনহলে শ্রীযুত বিশ্বম্ভর রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলেজে ছাত্র 'সংখ্যা হ্রাসের কারণ সম্বন্ধে একটা জনসভা হয়। এখানকার কলেজের সুরম্য ও সুবৃহৎ ভবন, খেলিবার বিস্তীর্ণ মাঠ, খেলার সব প্রকার আয়োজন, বৃহৎ লাইব্রেরী, কলেজ-সংলগ্ন নব-নির্ম্মিত হষ্টেল ও সহরের স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল হইলেও দিন দিন ইহার ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে কেন, তাহার নির্দ্দেশের জন্য এই সভা আহুত হইয়াছিল। সহরের প্রধান প্রধান বক্তৃগণ বলেন যে, এই কলেজের অধিকাংশ অধ্যা-পকের অধ্যাপনা-কার্য্যে অনভিজ্ঞতা-হেতু ছাত্রগণের পড়াশুনার অসুবিধা হওয়ায় এখানে ছাত্র-সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসনের নিকট এই সম্বন্ধে জানাইবার জন্য একটী ডেপুটেশন পাঠাই-বার কথা এই সভায় স্থির হইয়াছে।

দরিদ্র-ভাণ্ডার

গত ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর টাউনহলে নির্ব্বাসিত দেশকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগর দরিদ্র-ভাণ্ডার ও সৎকার-সমিতির ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় ভাণ্ডারের বিবরণী পাঠ হইলে কয়েকজন ভদ্রলোক বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় একটি সম-য়োচিত হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

মহিলাদের ডাক্তারী শিক্ষা

আণ্ডার গ্রাজুয়েট মহিলাদের পক্ষে ডাক্তারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত কিনা এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ইহাদের পক্ষে ডাক্তারী শিক্ষায় কোনই প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না।

আফগান-প্রসঙ্গ

আমানুল্লার পুনঃ রাজ্যভার গ্রহণ

নূতন দিল্লীর ২৭শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কান্দাহারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গোলামসিদ্দিক খাঁয়ের নিকট হইতে আফগান প্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সর্দার এনায়েতুল্লা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় কান্দাহার, ফারা, হিরাট, মাজার, মৈমানা, কাটঘনি, বাদাখশান ও গজনী অধিবাসীদের অনুরোধে দেশের হিতের জন্য আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব রাজা আমানুল্লা খাঁ পুনরায় রাজপদ গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাট জাতীয় আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। হাজারা, মোমান্দ, সুন্নী, আফ্রিদি প্রভৃতি জাতি এবং খাইবার ও গজনীর দক্ষিণাংশের অধিবাসিগণ তাঁর প্রতি রাজভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছে। উক্ত মন্ত্রী বিদেশের সমস্ত আফগান প্রতিনিধিগণকে কান্দাহারের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ছাড়পত্রে আপত্তি

নূতন দিল্লীর ২৭শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সেন্ট্রাল খেলাফত কমিটি ভারত হইতে একদল প্রতিনিধি আফগানিস্থানে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট ছাড়পত্র পাইবার জন্য আবেদন করেন। তাহার উত্তরে ভারত গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ঐরূপ ছাড়পত্র দিতে অক্ষম। ছাড়পত্র না দিবার কারণ সম্বন্ধে স্যার ডেনিস ব্রে খেলাফত কমিটির সেক্রেটারীকে জানাইয়াছেন যে, আফগানিস্থানে বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধের জন্য তথায় গমন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। যাঁহারা যাইবেন, তাঁহাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তদ্ব্যতীত ভারত গভর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এজন্য গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া আফগান প্রজা ব্যতীত অন্য কোন লোককে ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছে।

গুজব মিথ্যা

প্যারিস, ২৭শে জানুয়ারী। আফগান দূতাবাস হইতে এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে যে, প্যারিসের ভূতপূর্ব আফগান দূত নাদির খাঁকে আফগান সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য আফগান জাতি আহ্বান করেন নাই এবং তিনি যে আফগান সিংহাসনে আরোহণের প্রার্থী, এ খবরও ভিত্তিহীন। নাদির খাঁ এক্ষণে ফ্রান্সের নীস নগরে আছেন।

নাদির খাঁর অভিপ্রায়

প্যারিসের ২৮শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আফগান-দূতের বিবরণ পাঠ করিয়া নাদির খাঁ বলিয়াছেন, "আফগানিস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিবার আকাঙ্খা আমার নাই; কিন্তু দেশের বিপদের সময় দেশ-প্রেমিকের ন্যায় আমি সর্ব্বদাই মাতৃভূমির সেবা করিতে প্রস্তুত আছি।"

বাচ্চা-ই-সাকোর নূতন রাজপতাকা

পেশোয়ারের ২৮শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বাচ্চা-ই-সকাও কাবুলে তাঁহার নূতন রাজপতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি আপনাকে আমীর হবিবুল্লা, ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মপুরুষ ১৩৪৭ কসিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি সৌর বৎসর হইতে আরম্ভ না করিয়া চান্দ্র বৎসর হইতে [illegible] আরোহণের তারিখ [illegible] মসজেদে প্রার্থনায় [illegible] কাবুলে আমীর হবিবুল্লার [illegible] প্রার্থনা পঠিত হয়।

আফগান-[illegible]এক

পেশো[illegible] জানুয়ারীর সংবাদে [illegible]আলী মহাম্মদ নামে [illegible]কাবুলের সিংহাসনের [illegible]চেষ্টা করিতেছেন, এবিষয়ে [illegible] করিবার নিমিত্ত নাকি [illegible]আফগান রাজকর্ম্মচারিবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছেন এবং পেশোয়ারস্থিত রাজকোষ আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইনি জালালাবাদ ও কাবুলের মধ্যপথে অবস্থিত জগদলকের পাশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সর্দার মহাম্মদ আলীকে আমানুল্লা জালালাবাদের গবর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের অধিবেশন

শনিবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। ভাইস-চ্যান্সেলার ডব্লিউ, এস, আর্কট সভাপতি হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার সদস্য-নির্ব্বাচন-সভার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল—

মিঃ সি সি, বিশ্বাস, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ ডাক্তার, এ, এন, মুখার্জ্জি, অধ্যাপক হেমচন্দ্র মৈত্র[illegible] [illegible] সিণ্ডিকেটে সেনেটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আর্টস বিভাগ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আর্টস বিভাগের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অধ্যাপক এচ, সি, মৈত্র, স্যার ডি, পি, সর্ব্বাধিকারী, অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, রায় ললিতমোহন চাটার্জ্জি বাহাদুর, অধ্যাপক জে, আর ব্যানার্জ্জি, মিঃ বিরাজমোহন মজুমদার, মিঃ সামস আল আলাম, জামালদ্দিন আহম্মদ, রেভারেণ্ড ফাদার এফ, এক্স, ক্রোহান, অধ্যাপক হীরালাল হালদার, ডাক্তার কাউ-এলেস, মৌলবী মহম্মদ ইরফান, মিঃ খোদবাক্স, মিঃ ডব্লিউ, ই, গ্রিফিথ, মিঃ ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, অধ্যাপক আর্কট, মিঃ মন্মথনাথ রায়, মিঃ সি, সি, বিশ্বাস, মিঃ আর, এন গিলক্রাইষ্ট, অধ্যাপক ডি, আর, ভাণ্ডারকর, মিঃ হারলে, ডাক্তার সুরাবর্দ্দী, মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জী খাঁ বাহাদুর মৌলবী আমানুল্লা, মিঃ আবা মুজাফর জুলফি সিরাজী, মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, রেভারেণ্ড ব্রাউন, স্যার জে, সি, বসু, খাঁ বাহাদুর সামস্-উল-উলেমা বেলায়েৎ বসির; মিস্ সি, এস, রাইট, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। অধ্যাপক পি, এন ব্যানার্জ্জী, মিঃ জোহান ডি, ম্যালেন, মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী, ডাক্তার আদিত্যনাথ মুখার্জ্জী, খাঁ বাহাদুর টী, আহম্মদ, অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, রেভারেণ্ড পি, জি, ব্রিজ, মিঃ জে, ই, হোম্স, অধ্যাপক এস, রাধাকৃষ্ণ, মিঃ যদুনাথ সরকার, মিঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জ্জী মিঃ এস, কে, খান বাহাদুর, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জি, মিঃ বিনয়কুমার সেন, মিঃ আবদুল আলি, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার এস, এন, দাশ, রেভারেণ্ড এ্যালান ক্যামেরণ, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মিঃ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং খাঁ বাহাদুর আজিজ-উলহক।

চিকিৎসা বিভাগ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

স্যার নীলরতন সরকার, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাক্তার কেদারনাথ দাস, রায় উপেন্দ্রব্রহ্মচারী বাহাদুর, ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাক্তার কেদারনাথ দাস, রায় উপেন্দ্র-ব্রহ্মচারী বাহাদুর, ডাক্তার বি, সি, রায়, মিঃ মন্মথনাথ ব্যানার্জ্জি, ডাক্তার পি, নন্দী, কাপ্তেন বি, বরিশুদ্দিন, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল, এ, ডি, ষ্টার্ট, শিবপদ ভট্টাচার্য্য, রায় হরিগোপাল [illegible] [illegible] [illegible] লেফ্টেনাণ্ট [illegible]

এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ

এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে রায় ... এ, মুখার্জ্জী, ডি, আর, বিসুডন, মিঃ সি, ... ব্যানার্জ্জী মিঃ এ, ... আর, উইলকিন্স, জে, এন, রায়।

বোর্ড অব একাউণ্টেন্টস্ ডাক্তার বি, সি, রায়, মিঃ জে, সি, মিত্র, অধ্যাপক জে, এন, মুখার্জ্জী ১৯২৯-৩০ সালের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচিত হইলেন।

বিজ্ঞান বিভাগ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিজ্ঞান-শাখার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মিঃ এচ, ই, ষ্টেপেলটন, স্যার নীলরতন সরকার, রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, ডাক্তার কেদারনাথ দাস, রায় উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, স্যার পি, সি, রায়, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ-বাহাদুর, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার ডি, ইমসন, রেভারেণ্ড এ, ই, ব্রাউন, মিঃ এ, ম্যাকডোনাল্ড, অধ্যাপক সি, ভি, রমণ, মিঃ জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এ, ডি, ষ্টুয়ার্ট, অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, মিঃ আর উইলকেন্স জেন, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, রেভারেণ্ড ফাদার ই, রোপার্ড, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মিঃ ডিডি রবার্টস, অধ্যাপক, বিরাজমোহন বসু, ডাঃ ডি, এ, রেভিজ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

আইন বিভাগ

নিম্নে আইন বিভাগের নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম প্রদত্ত হইল,—স্যার ডি, পি, সর্ব্বাধিকারী, মিঃ সতীশচন্দ্র বাগচী, মিঃ বিরাজমোহন মজুমদার, মিঃ খোদা বক্স, মিঃ মন্মথনাথ রায়, মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডাক্তার এ, সুরাবর্দ্দী, মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি, মিঃ রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ ফজলল হক, রায় প্রমথনাথ বসু বাহাদুর, স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, রায় সাহেব জ্যোৎস্না বাহাদুর, নবাবজাদা এ, ম, মন্নান, মিঃ জে চৌধুরী, মিঃ জাষ্টিস বিপিনবিহারী ঘোষ, মিঃ এস, পি, বসু, মিঃ জুষ্টিস আলটেলা, মৌলবী এস, আলি, মিঃ এস, এম, সরকার, খাঁ বাহাদুর আমিরুল-উল হক।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

আধুনিক সভ্য-সমাজের অনেকেই বলিয়া থাকেন—"মহাশয়, শুধু হরিনাম করিয়া বেড়াইলেই কি আর দেশোদ্ধার হইবে? চতুর্দ্দিকে যে জীবগণ অন্ন-বস্ত্রহীন হইয়া হাহাকার করিয়া অনিবার উচ্চৈঃস্বরে 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতেছে, তাহাদের সেই দুঃখ নিবারণের জন্য বদ্ধ-পরিকর হউন—কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির উন্নতি-বিধান করুন—দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন—অন্নহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্নবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করুন, দেশকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন—দেশের রাস্তাঘাট ভাল করুন, স্বাস্থ্য ভাল হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে পারিবেন; শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলে দেশ আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাভবান্ হইবে?" তাঁহাদের এ সকল কথার উত্তর আমরা সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশে' বহুবার প্রদান করিয়াছি। অদ্য সামান্য কয়েকটী মাত্র কথা বলিব।

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাঁহাদিগকে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণনিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্ত্তমান সময়েই ক্লেশভাক্ হইয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ছিলেন না বা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদের দুঃখ-নিবারণের যত্ন হয় নাই, তাহা নহে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক সংসার কারাগারের নানা অভাব অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, করুণা-বারিধি ভগবান্ও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে পাঠাইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল জীব শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকেই একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধব-জ্ঞানে তাঁহাদেরই পাদপদ্মে শরণাপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুক্ষণ মস্তকে ধারণ করিতেছেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হইতেছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থার বিরোধ স্থাপন করিবার চেষ্টা কার্য্য করিতে না পারিয়া নিজেরাই দুঃখ-নিবারণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখ মুক্ত হওয়ার কথা দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন, এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া শত সহস্র দুঃখ আনিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ইহারই নাম আরোহ-পন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য' জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন। ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞের কর্ত্তা ও ভোক্তা ভগবান্কে যে অস্পৃহা করা হয়, তাহা জ্ঞানহীন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহিবেন না। তাই শ্রীভগবান্ বড় দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে বলেন,—

"যাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষি আসুর স্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধম গতি লাভ করে।" (গীতা)

"সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাপত্তি-মূলক বিশ্বাস-রাহিত্যের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত বেশী পুষ্টি লাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপ-ক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও পীড়া-প্রদান করিতেছেন। অনেকে বলিতে চাহেন, পূর্ব্বে লোকের এখনকার মত এত অভাব অসুবিধা ছিল না। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা বলিব, পূর্ব্বে লোকে এত কৃষ্ণ-বিমুখও ছিল না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও তত বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর না হইলে কার্য্যতঃ কৃষ্ণোন্মুখ পথে প্রগতি স্বীকার পূর্ব্বক তদনুসরণ-মূলক না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার প্রসূতি যে দৈবী গুণময়ী মহামায়া, তাঁহার আনুগত্যে জীবেরা কখনই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, পুরাণেতিহাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা নারদ ঋষি বীণাযন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া বলিতেছেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥",—যাহার ব্যাখ্যা কলিযুগ-পাবনাবতারী ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরসুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে শুনাইয়া বলিলেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তা'র নাহিক নিস্তার।
'নাহি', 'নাহি', 'নাহি'—তিন উক্ত 'এব' কার॥"

—আবার মহাপ্রভুর যে কথায় জগজ্জীবকে আরও দৃঢ় রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য অমন্দোদয়-দয়ানিধি রসিকভক্তাগ্রণী কবি-কুলশেখর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি ঠাকুর জগদ্বাসী সকলকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া কহিলেন—

"ঊর্দ্ধবাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

—সেই কথাই অধুনা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যবৃন্দ দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, মাসিক সজ্জন-তোষণী বা দি হারমোনিষ্ট নামক সাময়িক পত্র ও জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, হরিনাম-চিন্তামণি প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ-সহযোগে, লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি নানা উপায়াবলম্বনে প্রচার করিতেছেন। সেই হরিকথার সু-বহুল প্রচার হইতেই জগজ্জীবের সর্ব্বপ্রকার অনর্থ দূরীভূত হইবে। হরিকথাতেই সর্ব্ব-জীবের সর্ব্ব সু-মঙ্গল নিহিত। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীব পরবিদ্যা-পীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক-মোহ-ভয়াপহ পরবিদ্যা-বধূ জীবন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে মাতোয়ারা হন—সেই নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা মহাবদান্য গৌরসুন্দরের মহাদান—কৃষ্ণপ্রেম-ধনলাভে অধিকারী হন। কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দ-ব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নাম-ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগময় অভাব-সমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই জীব-হৃদয়ে ভোগ-বাসনার উদয় হয়, আবার ভোগ-বাসনা হইতেই নানা অভাব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলে, নামী কৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈত্ত্য-গুরুরূপে উদিত হইয়া জীবহৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন। (ভাঃ ১।২।১৭ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবত তাই কৃষ্ণকথা কীর্ত্তনকারীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-বদান্য বলিয়াছেন, কেন না জগতের অন্যান্য কথা-কীর্ত্তনকারী দাতা জীবের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইলেও নিত্য অভাব দূর করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩১।৯) বলিলেন—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভি-
রীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি
তে ভূরিদা জনাঃ॥"

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা তোমার ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবন-প্রদ, বৈষ্ণবগণ-স্তুত, সকল কলুষনাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্ব-ব্যাপক কথামৃত বর্ণন করেন, অর্থাৎ তোমার গুণগাথা গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য—সর্ব্বাপেক্ষা জীব-হিতে ব্রতী।

অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ, মায়া-নির্য্যাতিত নিরীহ জীব-কুলের তাৎকালিক অভাব-মোচন-কার্য্যে পারদর্শিতা-হেতু 'পরোপকারী' নাম লইয়া নিত্যকালের অভাব-মোচন-কার্য্যে পারদর্শী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী পরম-মঙ্গলময় সাধুর কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের অপ্রয়োজনীয়তা-বিচার দ্বারা তাঁহাকে অসম্মান করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিও না। ভাগবতাদি শাস্ত্র-দ্বারা ভগবান্ একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনকেই কলিজীবের কলিকলুষ-নাশনের পরম উপায় বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্য অবহেলার বিষয় নহে—ইহা সকলেই স্থির-চিত্তে প্রণিধান করুন। জগতে 'কৃষ্ণকথা' শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক। দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে শুদ্ধ-কৃষ্ণ-ভক্তের তত্ত্বাবধানে পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপিত হইয়া পরবিদ্যা-বধূ-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণের ব্যবস্থা হউক—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে গগন পবন মুখরিত হউক—কোটি কোটি শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতাল-বাদ্যের সহিত কোটি কোটি কণ্ঠের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধ্বনি মিলিত হইয়া এক বিরাট্ কৃষ্ণ-কোলাহলের সৃষ্টি করুক—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া যাউক, তবেই জগতের সুদিন আসিবে—জগদ্বাসীর দুঃখ দৈন্য চিরতরে ঘুচিবে—

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ

(আসাম গৌহাটী কটন কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা)

আমরা জীব,—চেতনতাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলন শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টি সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আর কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে, তাহারা কোন বস্তুর আবরণমাত্র। সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য্য। চেতনতাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ন্যায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনতার কারণ কে? দেহ ও মনের সহিত যেরূপ চেতনতার সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আর কোন বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ-আলোচনার ফলে 'ভগবান্' বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা জীব। এই জীব গৃহে রক্ষিত আলোর ন্যায়। আলোর সাহায্যে যেরূপ গৃহের অনুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিদ্যা-চর্চ্চা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, বা অন্য কোন চর্চ্চা সম্ভব হইত না। ১ সংখ্যার দক্ষিণে এক বা ততোধিক শূন্যসমাবেশ হইলেই উহার মূল্য আছে, কিন্তু মূল একককে বাদ দিয়া এক বা বহু শূন্য সমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্টবশতঃ এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এ সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা

জগৎ শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে, নতুবা অশান্তির অনল জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া জগৎকে এক মহা শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত করিবে। হে বন্ধুগণ, এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও! অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনই সুমধ্যের মধ্যবর্ত্তী [illegible] দেশোদ্ধারে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে—অন্যান্য কথারই বরং আত্যন্তিক প্রয়োজনাভাব।

কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতনরহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর! এই সম্বন্ধজ্ঞানালোচনার অভাব মানবসমাজে এক প্রকার সংক্রামক-ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে! আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত! আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিতেছি! চেতনকে বাদ দিয়া অচেতন বস্তুর আলোচনায় দুর্ল্লভ মানবজন্মের অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে এ আলোচনার বিষয় শুধু একা আমার নহে, এ আলোচনার বিষয়—আপনাদের প্রত্যেকের। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবার, প্রত্যেক বালকের, এ আলোচনার বিষয়—হিন্দুর, মুসলমানের খ্রীষ্টিয়ানের, সমস্ত সম্প্রদায়ের—ইহাই সকলের একমাত্র নিত্যস্বার্থপ্রদ, ইহাই সার্ব্বজনীন কথা। শ্রুতিতে সেই সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে। —"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥"—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্মা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। স্ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড বৃহৎ। স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। স্ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিভিয়া যায়, এমন কি অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। সেইরূপ জীব ক্ষুদ্র চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম বৃহৎ অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহৎ চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু অংশ এবং তাহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার পূর্ণতা, ততক্ষণই তাঁহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের পূর্ণতা হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি, আমরা আজ চেতনের ধর্ম্ম হারাইয়াছি—আহার, নিদ্রা, ভয়, ও ইন্দ্রিয়তর্পণ—ধর্ম্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছি। নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি। আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না—আমরা কে? আমরা জানিতে পারিতেছিনা—আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ—আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আজ আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া 'সোহং' 'সোহং' রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্ব্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি স্বভাবভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সকল চেতনতায় উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দেয় যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের পূর্ণতাসাধনের কোনরূপ আশা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিনদিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেয় যে, এ অভাবের শেষ কোথায়? এ ব্যাকুলতার সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা জানাইয়া দেন, তিনিই সদ্গুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্যামী সদ্গুরুরই আবশ্যকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত-অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব—অভাবগ্রস্ত জীব নিত্যমুক্ত, সদা স্ব-স্বরূপসংপ্রাপ্ত, পূর্ণবস্তু গুরুদেবের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়। গুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া—জাড্য ছাড়িয়া চেতনের উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় জ্বলিয়া উঠে। শ্রীগুরুর সংস্পর্শে জীব লুপ্ত স্বভাব ভগবৎসেবা-চেষ্টা ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অনুবর্ত্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক; চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান্, উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়, ভেদ আছে। পার্থক্য পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমিও অগ্নি, ভগবান্ও অগ্নি, জাতীয়ত্বে আমরা এক। কিন্তু তিনি অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমি ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গ, তিনি বিভু চেতন, আর আমি অণুচেতন—পরিমাণে আমরা পরস্পর পৃথক্। এই পার্থক্য নিত্য। এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। স্ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিবিয়া যায়, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিবিয়া যায় না। বিভুচেতন মায়াধীশ, কিন্তু অণুচেতন মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতন নিত্য বিভুচেতনের অনুগত। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। [illegible] জীব [illegible] দাস। [illegible]

শ্রীভগবান্ [illegible] জীব [illegible] তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, [illegible] তাহাকে উদ্ধার করিতে [illegible] অবতীর্ণ হন, [illegible] তিনি [illegible] আহ্বান, [illegible] উদ্বোধনকল্পে তিনি আমাদিগকে নিজ স্বভাব জানিতে দেন। [illegible] স্বভাবেই [illegible] ভগবানের নিত্য [illegible] লক্ষ করিয়া তদ্ভাব লাভ করি। ভগবানের নিত্য আনুগত্যেই আমাদের মুক্তি, আমাদের সহজ-স্বভাবে [illegible] স্বাধীনতা। ভগবানের দাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানবের কাছে মানুষের মত হইয়াই আসেন। সনাতন চৈতন্যধর্ম্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মানবের চিত্তবৃত্তি-বিকাশের স্তরগুলি ভগবান্ শুদ্ধ ভাবোপযোগী করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপ প্রতীতি অনুসারে এ জগতে প্রকটিত করেন। এই দশ অবতার যথাক্রমে—১। মৎস্যাবতার—(জীবের) অদণ্ড অবস্থা। ২। কূর্ম্মাবতার—(জীবের) বক্রদণ্ড অবস্থা। ৩। বরাহাবতার—(জীবের) মেরুদণ্ড অবস্থা। ৪। নৃসিংহাবতার (নরপশু)—(জীবের) উত্থিত মেরুদণ্ড অবস্থা। ৫। বামনাবতার—(জীবের) ক্ষুদ্র নর অবস্থা। ৬। পরশুরাম—(জীবের) অসভ্য নর অবস্থা। ৭। রামাবতার—(জীবের) সভ্য নর অবস্থা। ৮। কৃষ্ণাবতার—(জীবের) জ্ঞান অবস্থা। ৯। বুদ্ধাবতার—(জীবের) অতিজ্ঞান অবস্থা। ১০। কল্কাবতার—(জীবের) প্রলয় অবস্থা।

জীবের শারীরিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয়াবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকটালীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এই দশবিধ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণাবতার শ্রেষ্ঠতম। নিত্য মানবতনুধৃক্ কৃষ্ণেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎস স্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই মানব-স্বরূপ আমাদিগের নিত্য কল্যাণবিধানের জন্য প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ, নরের আদর্শ নরদেবতা হইতে পারে না। জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা [illegible] তমের আক্রমণে [illegible] ও [illegible]

[illegible] পত্র

[illegible] সম্পাদক
[illegible]

[illegible] শ্রীশ্রীগৌর [illegible] সজ্জন [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের আমন্ত্রণক্রমে [illegible] শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে [illegible] ভক্তগণের সেবা-সম্মিলন-মহোৎ- [illegible] হইয়াছে। উক্ত [illegible] সর্ব্বজনবিদিত রায় বাহাদুর [illegible] জানকীনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুতীর্থচন্দ্র [illegible] উকীল, শ্রীযুক্ত যদুনাথ [illegible], শ্রীযুক্ত গয়ারাম, কৃষ্ণনগর কলে- [illegible] প্রফেসার, শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস, [illegible] মদনমোহন পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র [illegible] দাস, টেলিগ্রাফ সুপারভাইজার, [illegible] বিশেশ্বর, মুর্শিদাবাদ, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রপদ [illegible]োপাধ্যায় জমিদার, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ [illegible], শ্রীযুক্ত বনওয়ারীলাল সেন জমি- [illegible] প্রমুখ বহু শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য [illegible] মহোদয় যোগদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর ও [illegible]বিনোদরমণ জীউর সন্ধ্যারাত্রিক [illegible] হরিসংকীর্ত্তন, শ্রীগ্রন্থপাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] এবং মহাপ্রসাদ সম্মান প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিশেষ আনন্দ

[illegible]খন উহা নাস্তিকতায় পরিণত হয়। [illegible] এবং পূর্ণজ্ঞানময় হইয়াও এই [illegible] নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। [illegible] পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর [illegible] ব্যবস্থা; সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদসাধন- [illegible] কলির অবতার।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, [illegible] মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই কলির কুতর্ক [illegible] অজ্ঞান-হত জীবকুলের চেতনতার পরি- [illegible]পূর্ণভাবে উদ্বোধনের জন্য ৪৪২ বৎসর [illegible] পূর্ব্বে গৌড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া- [illegible]ছিলেন। তিনি আত্ম ব্রজেন্দ্রনন্দন। [illegible] তাঁহার বাণীই বেদের বাণী—শ্রীভাগবতের [illegible] বাণী। তিনিই একমাত্র জীবচৈতন্যের [illegible] নিত্য শাশ্বত সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম [illegible] বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশকালপাত্রগত কোন সঙ্কীর্ণতা প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালাদেশের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন; তিনি সমস্ত জগতের, তিনি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, সকলকে আত্মধর্ম্মে সু-প্রতি- ষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী নিখিল জীব-চেতনের বাণী। ইহাই সার্ব্বজনীন কথা—ইহাই সার্ব্ব- ভৌমিক সত্য।

উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পঞ্চকল্প শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে মহাপ্রভুর সহিত পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জিজ্ঞাসু এবং ভগবৎ কৃপা-প্রাপ্ত তপন- মিশ্রের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিপ্রশ্ন এবং মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উত্তর-সম্বলিত অংশ পঠন ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি সংক্ষেপে কলি- যুগের একমাত্র ধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তন, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া- ছেন, এবং "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটে জপ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাই একমাত্র পন্থা ও ইহা হইতেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব ক্রমশঃ উদিত হইবে, ইহা অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি বড়ই দুঃখের বিষয় যে, অধুনা কতকগুলি অনুষ্ঠান-মানী ব্যক্তি নিজদিগকে এবং অপরকে অযথা প্রতারিত করিয়া কপোল-কল্পিত ছড়া গানকে 'মহামন্ত্র' এবং উহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম—এইরূপ মিথ্যাবাদ প্রচার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। পরন্তু আপনার শ্রীপত্রিকায় এই সমস্ত মিথ্যার তীব্র প্রতিবাদ হইলে তাহা- রাই আপনাকে 'গুরু-দ্রোহী' 'মহাপ্রভুর বিরোধী' এবং 'পরনিন্দক' ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই সমুদয় ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য শিক্ষিত এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই আপনার শ্রীপত্রি- কার কৃপায় ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন। ধর্ম্মজগতে ব্যভিচারী, কপট, ধর্ম্মধ্বজীদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় জগতের সর্ব্ববিধ জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে। সনাতন-ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের প্রকৃত এবং স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে। নান্যঃ-পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। নিবেদন ইতি।

গুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
(কটকর‍্যাভেন্সা-কলেজের ইতি- হাসের সিনিয়র প্রফেসার)

নানা কথা

শান্তিপুর সংবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

শান্তিপুরের স্বাস্থ্য

আজ কাল শান্তিপুরের স্বাস্থ্য খুব ভাল। কোনও অসুখ নাই। যে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় গর্ভ শান্তিপুর, শ্মশানে পরিণত হইবার মত হইয়াছিল, শান্তিপুরের হেলথ অফিসার মহাশয়ের ক্রমাগত কুইনাইন বিতরণ, ডোবা জঙ্গা- লোর ডোবাতে লোকের বাড়ীর বদ্ধ নর্দ্দামাতে কেরোসিন তৈল দেওয়াতে, জঙ্গল পরিষ্কার করানোতে শান্তিপুর হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় ছুটী লইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে কলেরা দেখা দেয়, কলেরা ইন্‌জেক্‌সনে কলেরার প্রভাবও কমিয়া যায়।

পল্লীর স্বাস্থ্য

শান্তিপুর থানার অধীন গ্রাম- সমূহেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যথেষ্ট ছিল। শান্তিপুর থানার স্যানিটারী ইনস্পেক্টার তাঁহার অধীনস্থ গ্রাম-সমূহের ২০০ দুই শতাধিক প্লীহাসংযুক্ত বালক বালিকাদের নিয়মিত কুইনাইন সেবনের ব্যবস্থা দিয়া প্লীহার হ্রাস করিয়াছেন। পচা ডোবাতে কেরোসিন দিয়া মশার বৃদ্ধি কমাইয়াছেন। কলেরা ইন্‌জেক্‌সনে গ্রামে কলেরার প্রকোপ কম হইয়াছে। মোট কথা শান্তিপুর থানার অধীন গ্রাম- সমূহের স্বাস্থ্যও এবার ভাল।

রাস্তায় ধূলি

ধূলা নাসা দ্বারা ফুসফুসে গমন করিয়া স্বাস্থ্যের যে কি অপকার সাধন করে, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষরূপ অবগত আছেন। সুতরাং রাস্তায় যাহাতে ধূলা না জন্মিতে পারে, তন্নিমিত্ত রাস্তায় ভাল রকম জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়ো- জন। অবশ্য বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তার ধূলা কমিয়াছে। ধূলার জন্য রাস্তায় চলা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে। দেশহিতৈষী কমিশনার বাবুরা কি ইহার একটা ব্যবস্থা করিবেন না?

শোক-সংবাদ

কবি গাহিয়াছেন—"রবি শশী ছিল যারা, একে একে গেছে তারা"। স্বর্গীয় ভূষণ চন্দ্র দাসের বিয়োগব্যথা ভুলিতে না ভুলিতে শান্তিপুর-সাহিত্য-সমাজ আর একটী সাহিত্যিক হারাইলেন। গত পৌষমাসে শান্তিপুর বাগআঁচড়া পল্লীর সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নববর্ষের উপাধি তালিকা

পাঠকগণ অবগত আছেন, সম্রাটের পীড়ার জন্য এবার ঠিক সময়ে নববর্ষের উপাধি তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশ যে, শীঘ্রই এই তালিকা সম্রাটের নিকট অনুমোদনের উপস্থিত করা হইবে। সরকারী-মহলে প্রকাশ যে, ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই এই উপাধি-তালিকা প্রকাশিত হইবে।

বিমানপোতে জরীপ কার্য্য

গত ২৭শে নবেম্বর রয়েল [illegible] অব আর্টসের ডোমিনিয়ন এণ্ড কলোনিয়াল বিভাগে কর্ণেল এইচ, এল, ক্রমওয়েল আকাশ-পথ হইতে জরীপ ও সাম্রাজ্য- বিস্তার সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের মানচিত্র প্রস্তুতকারিগণ বহু অর্থ ও পুরষ্কার প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞান আলোক উদ্ভাসিত সভ্যদেশ আর ঐ সকল চিত্রকরের মুখাপেক্ষী নহে। এক্ষণে আকাশ-পথ হইতে জরীপ-কার্য্য সাধনের এক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে দুর্গম স্থানের জরীপ স্থলপথে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত, এক্ষণে এই নূতন উপায়ের দ্বারা তাহা সহজসাধ্য হইয়াছে। তিনি বলেন যে পাশ্চাত্য দেশসকলের ন্যায় ভারতবর্ষেও এই পন্থা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। সাধারণ উপায়ে মানচিত্র অঙ্কন সময়-সাপেক্ষ্য, কিন্তু ঊর্দ্ধপথ হইতে আলোক- চিত্র গ্রহণ অতি শীঘ্র সম্পন্ন হয়। এক- দিনে উহার সাহায্যে ৮০ হইতে ১০০ বর্গ মাইলের ছবি তোলা হয়। ঊর্দ্ধে ধাবমান বিমানপোত হইতে কি প্রকারে সুন্দররূপে ছবি তোলা হইয়া থাকে, তৎ- সম্বন্ধে কর্ণেল সাহেব বুঝাইয়া দেন, এই প্রকার আলোকচিত্র গৃহীত হইলে প্ল্যান নির্ণয়ের জন্য উক্ত আলোকচিত্র জরীপ- কারিগণকে দেওয়া হয়। এই টেরিও- স্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে জমির উচ্চতা ও নিম্নতা পরীক্ষা হইয়া থাকে। মানচিত্র অঙ্কনকারী অনায়াসে এই যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার অবসর-সময়ে জমির অনুরূপ নিখুঁৎ নক্সা প্রস্তুত করিতে পারেন। যে স্থানের কোন মানচিত্র নাই, সেই সকল স্থানের রেলপথ নির্ণয় করিবার জন্য টেরিওস্কোপ অতি আবশ্যক যন্ত্র। এই ঊর্দ্ধপথের জরীপ বিভাগের কার্য্যের এরূপ বিস্তার হইয়েছে যে, শীঘ্রই এই বিভাগের জন্য বহু লোকের আবশ্যক হইবে।

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ শ্রমিকসঙ্ঘ যে ব্যবহারজীব সভা গঠন করিয়াছেন, ঐ সভা স্থির করিয়াছেন, এক পক্ষ কালের মধ্যে স্ব-স্ব প্রস্তাব গঠন করিবার জন্য সদস্যগণকে অনুরোধ করা হইবে। সভা তৎপরে সংশোধিত খসড়া আইন প্রস্তুত করিবার জন্য সাবকমিটি গঠন করিবেন। উক্ত আইনের বিভিন্ন বিধান সম্বন্ধে বে-সরকারী ভাবে আলো- চনা হইয়াছে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

আমেরিকা হইতে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কর্তৃক লণ্ডনস্থ তাঁহার কোনও বন্ধুর নিকট লিখিত পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আমেরিকায় তিনি [illegible] অভ্যর্থনা প্রাপ্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক মহিলা ক্লাব, সমিতি ও সভা তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

তাঁহার ভ্রমণের অর্ধাংশ শেষ হইয়াছে। এবার তিনি অপর অংশ আরম্ভ করিলেন। ক্যালিফর্নিয়া, উত্তর সকল ও দক্ষিণ অঞ্চলস্থ রাজ্যগুলি পরিদর্শন করিয়া এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

ইংলণ্ডে ভীষণ শীত

প্রকাশ, এবার জানুয়ারীতেই ইংলণ্ডে এরূপ ভীষণ শীত পড়িয়াছিল যে, জল সরবরাহের পাইপের জল পর্য্যন্ত জমিয়া বরফে পরিণত হইতেছে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে এরূপ শীত অনুভূত হয় নাই। ক্রেইনাল্ল ও ব্রাইনঘরের অক [illegible] পথে বরফাচ্ছন্ন হইয়া এক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তুষিমিশ্র মজুরদিগকে পার্শ্বপথে যাতায়াত করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ডারওয়েন্ট ওয়াটার হ্রদের জল এরূপ কঠিন বরফস্তূপে পরিণত হইয়াছে যে, পাদুকা পরিহিত হইয়া সকলে তথায় দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

দিল্লীতে বিমানপোত ক্লাব স্থাপিত

প্রকাশ, গত ২৮শে জানুয়ারী সোমবার দিল্লীর বিমানপোত ক্লাবের উদ্বোধন সম্পর্কে ভারতের বড় লাট বলিয়াছেন, এই সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন, ও ভবিষ্যতে এই সভার সাফল্য কামনা করেন। হালকা বিমানপোত সভার উন্নতি হইয়াছে। অভিনব শ্রেণীর বিমানপোত প্রস্তুত হইলে বৃটিশ সরকার ৬টি বিমানপোত সভার সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার বিশ্বাস, বর্তমানে ঐরূপ ২০টী বিমানপোত সভা স্থাপিত হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কয়েকটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

স্যার ভিক্টর সাসুনের চেষ্টার ফলে ভারতে উক্ত কার্য্য আরম্ভ হইল। সরকারের সহায়তায় ২ বৎসরের মধ্যে দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচীতে বিমানপোত সভা স্থাপনের অনুকূলে বিমানপোত বিভাগের ডিরেক্টার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটী স্কীম প্রস্তুত করেন। ব্যবস্থা পরিষদ গত বৎসর উহা সমর্থন করিয়াছেন। দিল্লী সভা সম্বন্ধে স্কীমটী এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইল।

কবরের স্থান পরিবর্তন

রেঙ্গুণ নদীর তীরে ক্যেটাইং প্যাগোডার চারিদিকে দশটি কবরস্থানে বিপ্লব বর্ম্মাযুদ্ধে নিহত চল্লিশ জন ব্যক্তির শব নিহিত করা হইয়াছিল। গত ২৯শে জানুয়ারী প্রাতে বিশেষ অনুষ্ঠানাত্মক উৎসব করিয়া উক্ত শবের অবশিষ্টাংশ ঐ স্থান হইতে লইয়া গিয়া "ক্যাণ্টন মেণ্ট সিমেট্রীতে" নিহিত করা হয়। রেঙ্গুন প্যাগোডা হইতে আনীত শবের অবশিষ্টাংশও ঐ গোরস্থানে পুনরায় কবর দেওয়া হয়।

এমারাল্ড জাহাজের কর্ম্মচারিবৃন্দ, সামরিক কর্তৃপক্ষগণ বর্ম্মা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পেগুর কমিশনার মিঃ বুথ গ্রাভেলি গভর্ণরের পক্ষ হইতে এডিকং ক্যাপ্টেন রাইক উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া, এমারাল্ড পোতাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ফ্রাঙ্কলিন লেফ্টনাণ্ট কর্ণেল কেনেল শোভাযাত্রা সঙ্গে ছিলেন। ঐ শোভাযাত্রা সমাধিস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। বহু ফুলের মালা সমাধিস্থান শোভিত করিয়াছিল। গভর্ণর বাহাদুরও একটি ফুলের মালা পাঠাইয়াছিলেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ

গত মঙ্গলবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রধানতঃ দুইটী বিলের আলোচনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী আপাততঃ মুলতুবী রাখা হইয়াছে এবং অপরটি অগ্রাহ্য হইয়াছে। রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দা তাঁহার "বাল্য-বিবাহ নিরোধ" বিলটি আইনে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। মিঃ শেষগিরি আয়ার নানাবিধ আপত্তি তুলিয়া উহা বন্ধ রাখিবার চেষ্টা পান। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মিঃ এম, কে আচার্য্য প্রস্তাব করেন যে, সহবাস-সম্মতি-কমিটির রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিলের আলোচনা মুলতুবী রাখা হউক। আলোচনার পর ৬৩-৩৪ ভোটে ইহা গৃহীত হয়।

মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব আর একটী বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, আইন আদালতের মকদ্দমার রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ করিতে হইবে। মিঃ এম, কেলকার প্রভৃতি উহার প্রতিবাদ করেন। ফলে বিলটী অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে।

শীতগ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক

কৃষি-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কে, এন, দীক্ষিত শ্রীযুক্ত [illegible] কাহাকে সঙ্গে লইয়া গত ২৬শে জানুয়ারী চিরোটি স্টেশনের সন্নিকটস্থ ভাটমারী পরিদর্শনে গমন করেন। ইহা প্রাচীন [illegible] প্রাচীন রাজধানী। ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে খনন কার্য্য আরম্ভ হইবে। আশা করা যায়, বাঙ্গলার ইতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত শীতগ্রামেও গিয়া কবরস্থান পরিদর্শন করেন। এখানে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রায় সিংহারূঢ় একটি মনুষ্যের মূর্ত্তি আছে। মুদ্রাটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২০০ বৎসর আগেকার। কিন্তু এস্থান মুসলমানদের গোরস্থান বলিয়া খনন-কার্য্য অসম্ভব।

কোয়েট যুদ্ধ

লণ্ডনের ২৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত কোয়েট রাজ্যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যের সুলতানকে অর্থ- সাহায্য করিয়া থাকেন। মহাসভায় উক্ত বিষয় সম্পর্কে পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এমেরিকে বহু প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক উক্ত রাজ্যকে কখনই আক্রান্ত হইতে দিবেন না।

কৃষিতত্ত্ববিদের মৃত্যু

লণ্ডনের, ২৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ বার্ণার্ড কভেণ্ট্রি গত ২৯শে জানুয়ারী ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার সলস্বারি নগরের গৃহে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মিঃ কভেণ্ট্রি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বিহারের এক নীলকুঠিতে কার্য্য পরিচালনে নিযুক্ত হন। পরে দলসিং সরাই নীল কুঠীর তত্ত্বাবধায়কের পদলাভ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত কুঠীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষিবিষয়ক গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে এণ্ড্রু কার্ণেগীর অর্থসাহায্যে পুসায় কৃষি কলেজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে, মিঃ কভেণ্ট্রি উহার প্রিন্সিপাল ও প্রথম তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েন। তৎপর তিনি ক্রমে ক্রমে ভারত সরকারের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

[illegible]

[illegible]

লণ্ডনের, ২৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস উত্তর করণ খনি অঞ্চলের দুর্গত স্থানসমূহে যাত্রার প্রাক্কালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উপস্থিত হইয়াছে এবং সে জন্য খনিপ্রধান নগরগুলি লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

যুবরাজ রাত্রিকালে এক্সপ্রেস ট্রেনে নিউক্যাসল নগরে পৌঁছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তথায় কিছুমাত্র আয়োজন হয় নাই। এমন কি, একটী প্রাণী উপস্থিত ছিল না। নগরের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কেহই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য যান নাই। তিনি এক সাধারণ লোকের ন্যায় শীতবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া প্রাতরাশের জন্য ষ্টেশনের হোটেলে প্রবেশ করেন। নগরের উপকণ্ঠ হইতে যে সকল লোক তুষারাচ্ছাদিত জনপদে কাজে যাইবার উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরিবার জন্য ছুটিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে চিনিতেও পারে নাই।

জার্মাণ-সেনাপতির মৃত্যু

বার্লিনের ২৯শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল ভন হোফম্যান ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিগত যুদ্ধে তিনি জার্মাণ সৈন্যের প্রধান স্থানীয় সেনাপতি ছিলেন। জেনারেলজন প্রদেশে বহু বৎসর কৃতপূর্ব্ব কৈশরের এডজুটাণ্ট-জেনারেল ছিলেন।

জার্মাণীর চাঞ্চল্য

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা এবং টাঙ্গানিকা এই তিনটি লইয়া একটি সম্মিলিত ঔপনিবেশিক রাজ্যস্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন। হিলটন ইয়ং কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জার্মাণ পূর্ব্ব আফ্রিকাকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন। জার্মাণীর রিচ্‌ষ্টাগ মহাসভার জাতীয় দলের সদস্যগণ এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। জার্মাণীর গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থায় বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার বেদ-বিভাগকর্ত্তা ভগবান্ বাদরায়ণের সমাধি-লব্ধ-বস্তু—শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মময় শাব্দিক অবতার—নিখিল বেদ-পুরাণেতিহাস-সার—ব্যাসসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য, পঞ্চম-বেদ মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, বেদমাতা-গায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য 'অমল-পুরাণ' 'পারমহংসী-সংহিতা' 'কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ' একায়ন শ্রুতি-মর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত তাপত্রয়োন্মূলক শিবদ প্রোজ্ঝিত কৈতব পরম-সত্য—সনাতন ধর্ম্মমতের অবমাননা-মূলে অধুনা যে সকল ধর্ম্মগত ভ্রম-প্রমাদাদিদোষ-যুক্ত বদ্ধজীব-কপোল-কল্পনা-প্রসূত হইয়া প্রসার লাভ করিতেছে, শ্রৌতমার্গানুসরণকামী আমরা তাহাদের আনুগত্যকে জীবাত্মার নিত্য-সর্ব্বানুশীলন বা নিঃশ্রেয়ঃপন্থানুগমন বলিয়া স্বীকার করি না। বর্ত্তমান তাহার খণ্ড জ্ঞান-প্রয়াস-দ্বারা শ্রেয়ঃ বিচার করিতে গিয়া পরম-নির্ম্মৎসর সজ্জনাগ্রণী শ্রীমৎ শুক-মুখ-বিগলিত শ্রীমদ্ভাগবৎ-সর্ব্বজ্ঞবার্ত্তা শ্রীমদ্ভাগবতকে অসম্মান-পূর্ব্বক যে শ্রেয়ঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা আপাত-সুখপ্রয়াসী ভাগ্যহীন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের অনুমোদন লাভ করিলেও, ভাগ্যবান্ নিত্য-মঙ্গল-প্রত্যাশী জীব-সাধারণ তাহার ভয়াবহ পরিণাম-দর্শনে তাহাকে সযত্নে পরিহারই করিয়া থাকেন।

জগতে বড় বড় দার্শনিক বিচারই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন, যে বিচার অধোক্ষজ-দর্শন শ্রীমদ্ভাগবতানুগত্য লাভে বঞ্চিত, তাহার মূল্য অন্ধকপর্দ্দক তুল্য বলিয়াও স্বীকার্য্য নহে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাস নিখিল জীবের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত ভগবল্লীলা-কথাময় সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক ভগবদর্পণ রচনা করিয়াছেন। পুরাকালে কলিযুগ-প্রারম্ভে শৌনকাদি-ঋষিগণ যখন নৈমিষারণ্যে শ্রীনৈমিষারণ্যে "লোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবা সূত-সমীপে জীবের চরম কল্যাণ ও কৃষ্ণ-বিষয়িণী কথা জিজ্ঞাসা-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গোলোক-ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন?"—এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী স্বীয় গুরু পরমহংস-কুল চূড়ামণি ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্ম-
জ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥"

—ধর্ম্মসংস্থাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও তত্ত্বজ্ঞানাদি সহ স্বধামে গমন করিলে অধুনা এই বিবদমান কলিযুগে নষ্ট-দৃশ অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য জীবসকলকে দিব্যজ্ঞানালোক প্রদান পূর্ব্বক অজ্ঞানতিমির হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবানের মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতরূপ পুরাণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে।

একমাত্র এই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা সদ্গুরুর আনুগত্যে শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতেই জীবকুল ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে জীবাত্মার নিত্য-মঙ্গল-সম্বন্ধে যে সকল বিচার লিপিবদ্ধ আছে, তাহার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ হইয়া যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারাবলম্বনে আত্মপ্রসন্নতা-লাভের প্রয়াসী হন, তাঁহারা আত্মার সম্প্রসন্নতালাভের পরিবর্ত্তে হরিসম্বন্ধি-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে গ্রহণ বা ত্যাগ-চেষ্টা-দ্বারা বুভুক্ষু ফলভোগবাদী কর্ম্মী বা মুমুক্ষু নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানী হইয়া চিরানর্থ-সাগরে নিমজ্জমান হন। শ্রীমদ্ভাগবত জীবের নিঃশ্রেয়স নির্ণয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নির্ব্বিশেষে বৃদ্ধ-বালক-যুবা—সকলেরই একমাত্র তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যাহা হইতে প্রাকৃতেন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভি-সন্ধান-রহিতা স্বাভাবিকী নিরপেক্ষ ভক্তি হয়। সেই ভক্ত্যনুশীলনফলেই অনর্থ-রাশি বিধ্বংসিত হইয়া আত্মা সম্যগ্ রূপ প্রসন্নতা লাভ করে। এই পরধর্ম্ম—ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন ভিন্ন জীবাত্মার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কিছুই নাই, যেখানেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ, বর্ত্তমান সেখানেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি-গ্রস্ত হইয়া ভয়-শোক-মোহাদি মায়িক অনুবিধা আক্রমণ-ফলে নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়া পড়েন।

শ্রীমদ্ভাগবতের সুষ্ঠু অনুশীলনাভাব হইতেই আজ জগতে ভীষণ অশান্তির অনল প্রজ্বলিত। ভাগবতবিরোধি অযোগ্যবাদীর দল ইহাকে কেবল একটা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বলিয়াই উড়াইয়া

মানুষের শ্রেষ্ঠতা কোথায়

মানুষ-শ্রেষ্ঠতা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের প্রদর্শিত আদর্শের বিষয় শ্রবণ করিয়া তদনুসারে নিজ জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। বহু জন্মজন্মান্তরের পর জীব সুদুর্লভ, অনিত্য অথচ পরমার্থদ মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং ভগবৎসেবাই যে মানবজন্মের একমাত্র কৃত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভগবজ্জ্ঞান-লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের চরম ফল। গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন, কিংবা পশুত্বের দিকে যাইবেন। ভগবানের কথা বাদ দিয়া যে "আমি"—যে 'আমি' 'নিত্য ভগবানের নিত্য

দিবেন, কিন্তু আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিরাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত সত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি পন্থানুসরণে যে সকল আপাতমধুর সুখের নেশায় এখন ভরপুর হইয়াছেন, তাহার পরিণাম যে কি ভীষণ, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর করুন। জীবদুঃখদুঃখী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগজ্জীবকে তত্তৎপন্থা হইতে নিবৃত্ত করিয়া একমাত্র ভাগবত-পন্থা বা ভক্তিপন্থানুসরণে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই ৪৪২ বৎসর পূর্ব্বে এই গৌড়-পুর মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্যবসায়ী পাঠকদল, চড়াঃ গানকারীর দল প্রভৃতি কয়েকটী ভক্তি-বিদ্বেষী দল ভাগবতের যে কদর্থ করিতেছে, তাহা আদৌ ভাগবতের অর্থ নহে—শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুশীলন করিতে করিতে নির্ম্মৎসর সুকৃতিসম্পন্ন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে পরমেশ্বর শ্রীহরি তন্মুহূর্ত্ত হইতে (অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া) অবিলম্বেই অবরুদ্ধ হন (আর বাহির হইতে পারেন না),—ইহাই ভাগবতের সারমর্ম্ম। সকল শাস্ত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতই নিত্যকাল শ্রোতব্য—অন্য কোন শাস্ত্র বা পন্থানুগমনের আদৌ প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের যাবতীয় সংশয় সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীরই সুবহুল প্রচার-ফলে জগজ্জীবের যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হইবে।

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥"
"ভাগবত যে না মানে সে যবন সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥"

———

আমি' জানি, সেই 'নশ্বর আমি'র কখনও সুবিধা হয় না।

কবিকথায় প্রভৃতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন, এমন বান্ধব কে আছেন? মানবজাতি-অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এত অবিবেকী যে, তিনি কুশিক্ষা-বাক্যগুলিকে 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রচার করিবার দাম্ভিকতা করিয়া থাকেন এবং হিতাহিত বিবেচনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আপাত মধুর ইন্দ্রিয় তর্পণপর কথাকেই বরণ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া থাকেন। সৎসঙ্গ-প্রভাবে যদি আমরা পশুতুল্য স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিবার সুবিধা পাই, তবেই আমাদের যথার্থ মঙ্গল সম্ভাবনা। মানুষ ঐরূপ অসৎসঙ্গে পতিত হইলে কখনও অতিবুদ্ধিমান হইয়া যান, কখনও বা পাগল হইয়া পড়েন।

যিনি সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপর, তাঁহার সঙ্গছাড়া আর অন্য কিছু করিব না, হরিভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন করিতে থাকিব—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্য-জীবনের চরম কল্যাণ সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কালবিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমাদের নিকট আসিয়া অন্য পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে। কখনও বলিবে, 'শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্', কখনও বলিবে, 'স্বদেশ-সেবা করাই পরম ধর্ম্ম', কখনও বলিবে, "যে গ্রামে বাস করিতেছ, সেই গ্রাম্য দেবতার বা সমাজের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই তোমার ধর্ম্ম।"—এইরূপ নানা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের উপদেশ-প্রদান করিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। আমি তখন বলিব, যখন ঈশ্বর আমাকে সুন্দর দন্ত প্রদান করিয়াছেন, যখন এত পশু-পক্ষী, মৎস্যাদি জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেইগুলিকে আমার খাদ্য ও শরীর পুষ্টির উপযোগী করিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন আমি ঐ সকল ভক্ষণ করিয়া আমার দেহের পুষ্টি করিব ও এই দেহ-সম্পর্কীয় যাবতীয় লোকের পুষ্টি করাইব এবং ঐ সকলকে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিব। তখন আমরা আরও বলিব যে, আমি যখন যুবক, তখন যুবার ধর্ম্ম অবশ্যই আমি প্রতিপালন করিব, ঈশ্বর যখন আমাকে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিব। আর আমার ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পরিচালনার সুবিধার জন্য ঈশ্বরকে নিরাকার-নির্ব্বিশেষ, তাঁহার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা নাই, তিনি

নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন প্রভৃতি বলিয়া যত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্য জগৎ সব আমার ভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—এইরূপ অপরাধময় বিচার জগতে প্রচার করিব।

আমরা আমাদের মঙ্গলের পরিপন্থী ব্যক্তিদিগকেই বন্ধু বলিয়া বরণ করি। কারণ তাঁহারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল কথাগুলি বলিয়া আমাদের আপাত-মধুর সুখের পথ দেখাইয়া দেন; কিন্তু এই সকল বন্ধু কতদিন আমাদের বন্ধুর কার্য্য করিবেন? তাঁহাদের কতদূর ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে? আমরা কি ঐ সকল বন্ধুর বিষয় বিবেচনা করিবার কথা তলাইয়া দেখিবার একটুও সময় পাই না?

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বাহ্যজগৎ দেখিতেছি, সেইটিই কি আমি? ভগবান্ থাকুন কি না থাকুন, তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমরা নিত্যধর্ম্ম আলোচনা ছাড়িয়া বর্ত্তমানে অনিত্য বস্তুর আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, অনেকে ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি, অত্যন্ত নাস্তিক ব্যক্তিকেই ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনে করিতেছি, অত্যন্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী ও বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া ভুল করিতেছি, "ভোগা দেওয়া" কথাকেই ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া মনে করিতেছি, কখনও বা পুণ্য ও পাপ ত্যাগ চেষ্টার ছল দেখাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়িতেছি।

শ্রুতি বলেন,—যখন ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই পরমেশ্বর হেমকান্তি পুরুষকে জীব দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান হন, পুণ্য-পাপরূপ অঞ্জন অর্থাৎ মলিনতা তাঁহা হইতে বিদূরিত হয়, তখন তিনি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া পরম শান্ত অবস্থা লাভ করেন।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

হায়! মানুষ কি এতই মূর্খ যে, কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে—এরূপ বিচার করে এবং এরূপ কল্পনা করিয়া দুর্লভ পরমার্থদ মনুষ্য জন্মকে অকাতরে নষ্ট করে? জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কখনও কোন কর্ত্তব্য নাই। হে বন্ধুগণ! একথা সম্বন্ধে আপনারা কি একবারও বিবেচনা করিতে পারেন না? একবারও কি ভাবিয়া দেখেন না? মনুষ্য নামের সার্থকতা দেখাইবার জন্য একবারও কি আপনারা যত্নবান্ হইতে পারেন না? ভাই সকল! আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া নিরন্তর হরিভজনে প্রবৃত্ত হউন—অপর জীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন—সকল জীবের চেতন-বৃত্তির নিকট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন। জীবের, অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানেই একমাত্র সার্থকতা, সমস্ত পরিহার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তি নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। বহু বস্তু কখনও আমাদের পূজ্য হইতে পারে না। সর্ব্বপূজ্যতম বস্তুর প্রভাবে অন্যান্য পূজ্য বস্তুর স্বতন্ত্র পূজ্যত্ব আর কল্পিত হয় না! বিষ্ণুর পদই পরম পদ, তাহাই আমাদের একমাত্র সেবনীয় বস্তু।

আচার্য্যের বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম-পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়-জাতীয়-বিচিত্রতার নিত্য প্রকাশ আছে। সেবা-বুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের ভগবান্ হইতে ভেদবুদ্ধি আসে। তখন জীব "রাম খোদাই" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহংব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত-ধারণায় নির্ব্বিশেষ নির্ভেদবাদী হয়, কখনও বা ভোগিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ভোগের দুরাশা করিয়া থাকে। সেবা-বিস্মৃত জীবই কখনও বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, গৌরনাগরী অভিমান করিয়া নিজেকে 'কৃষ্ণ' ও প্রাকৃত স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপী' কল্পনা অর্থাৎ নিজ ভোগ্য জ্ঞান করে, কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেই সেব্য সাজিয়া বসে, পঞ্চান্তরে গৌরনাগরীর আবরণে ভোগ করিবার বুদ্ধি করে; আবার কোন সেবা-বিস্মৃত জীব (অদৈব) বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়, স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে "আমি সৃষ্টি রক্ষা না করিলে কিরূপেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি রক্ষা হইবে"—এইরূপ বিচার আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করে।

কেহ কেহ আবার পতি লোক পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে দৌড়ায়, কখনও গাভী দান, ঘোড়া দান করিয়া থাকে, কখনও বা তীর্থযাত্রা করে, নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রতাচরণ করে, কখনও আবার পত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজকে 'অমুক্ত' অভিমান করিয়া 'মুক্ত' হইবার জন্য ধ্যান করিয়া থাকে। অপ্রাকৃত কামদেবের কামপূর্ত্তিরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত আমরা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া এইরূপ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকি। কখনও বা লোকবঞ্চনা করিবার জন্য 'আমি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের কেহ নহি, আমি পরম শুদ্ধ"—এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপট-ভক্তের পোষাকে ভগবান্ সাজিতে চাই।

সাধুগণ বলেন,—ভুক্তি ও মুক্তিরূপা পিশাচীদ্বয়ের মনোবৃত্তের বেশে লুব্ধ হইয়া উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য পতির জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্নান বৃথা। একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয় আলোকিত করে—যদি এমন সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে যামুনীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। সতীত্বেকী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষাদিকে 'সখী' সাজাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করে, কৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষি রামচন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হন, পরে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

হে নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করুন। কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি পরিত্যাগ করুন। স্ত্রী পূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী বার্ষভানবীর দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী যে প্রকার হরিসেবা করেন, তাঁহার অনুচরীবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা যে প্রকার সেবা করেন, অষ্ট সখী-পরিবৃতা বৃষভানুনন্দিনীর সেবায় যে প্রকার মঞ্জরীগণ সতত যুক্তা, সেই প্রকার সেবায় কামিনী চেষ্টাকে নিযুক্ত করুন।

ভবানী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের বিচার, "আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি মনুষ্য।" কিন্তু হরিসেবোন্মুখ হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে, শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই শ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যই যথার্থ নিত্য-পতি-সেবা। যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাঁহার সমস্ত ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি 'মুক্ত'। সর্ব্বস্ব অর্পণে কৃপণতাই 'বদ্ধতা' বা 'হরিবিমুখতা'।

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।"

[illegible] না, [illegible] করাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই জানেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি যদি আমার জন্য এরূপ [illegible], [illegible] প্রতি এরূপ আসক্ত হও, শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ চেষ্টা অপ্রাকৃত কামদেবে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হয়।" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত যোষা অভিমান ত্যাগ করা উচিত। বিল্বমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি বা যোষাবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবাবুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্ অপ্রাকৃত-চিন্তামণিরূপে বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রকটিত হইলেন।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের বাসনায় ফল্গুত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে 'যোষা' বা 'প্রাকৃত' না করিয়া 'চিন্ময়' করিয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মজাতীয় কনক। চিন্ময় কনক হরিভজনের সাহায্য করে—হরিজন ও হরিসেবায় আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি?

সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান 'হরিসেবার' নাম করিয়া কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা কুটিনাটীর আশ্রয় গ্রহণ করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবমুক্ত পুরুষ যথ-সর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনিই মুক্ত।

যখন বাহ্যজগতের ভোগপ্রধান চিন্তাস্রোত হইতে আপনারা মুক্ত হইতে পারিবেন, তখন জয়দেবের রচিত শ্রীগীতগোবিন্দ কিম্বা শ্রীপ্রবোধানন্দের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপকুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কৃষ্ণদাসের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল রায়ের নাটকগীতি, শ্রীল রূপের বিদগ্ধমাধব, শ্রীচণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী প্রভৃতি আপনারা পাঠ করিতে পারিবেন,—তখনই ঐ সকল কথায় আপনাদের অধিকার জন্মিবে —ঐ সৌভাগ্য-ভাণ্ডার আপনাদের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে—আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। কিরূপে ভোগোন্মুখ হইলে পাপ আকারে [illegible] নিষ্কিঞ্চন [illegible] হলে আপনাদের [illegible] অধিকার উন্মুক্ত হইবে। [illegible]

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

[illegible]—অবতার। সাময়িক [illegible] [illegible] অনেকদিন আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত [illegible] শ্রীমুখের কীর্তন শ্রবণ করিতে পারিলাম। কৃপাপূর্বক "ভক্তির" বিষয়ে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

[illegible]—বৎস! শ্রীহরির কথা শ্রবণই আমাদের মুখ্য কর্তব্য ভুলিয়া জ্ঞান করা আবশ্যক। আমাদের যাবতীয় কর্মের মধ্যে [illegible] করিয়াও কৃষ্ণানুশীলন করা কর্তব্য। অবশ্য ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য অনেক বাধা হইবে, কিন্তু ভক্তিপথের জন্য এই মনুষ্যজন্ম ব্যতীত আর উপায় নাই। এক্ষণে অভিধেয় সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই যে, এই নরতনুই ভজনের মূল। এই মনুষ্যদেহটী ভবসাগর উত্তরণের নৌকাস্বরূপ। ইহার কর্ণধার বা দাঁড়িমাঝি—শ্রীগুরুদেব। তাঁহার চরণে এই দেহটি সমর্পণ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলেই কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুতে নৌকা ঠিক যথাস্থানে অর্থাৎ কৃষ্ণচরণ-সমীপে উপনীত হইতে পারিবে। কিন্তু যদি গীতোক্ত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটির মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা আবশ্যক সেই সেবাটিকে বাদ দিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজন লাভেও ফাঁকি পড়িবে। সদ্গুরুর নিকট শিক্ষা ও দীক্ষালাভ করিয়া গুরুর আনুগত্যে হরি-ভজন করাই কর্তব্য। কিন্তু যদি আমরা কেবল তাহার অভিনয় মাত্র করি অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ বা মন্ত্রগ্রহণ হইয়া গেলেই গুরুর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ লোপ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে কোন কাজ হইবে না। [illegible] প্রাকৃত-সহজিয়া বা গুরুব্রুব-গণের মত এইরূপ। তাহারা বলে যে, যখন গুরুর কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি, তখন যাহাই করি না কেন—অবাধে ইন্দ্রিয়তর্পণ চলুক না কেন, গুরুর কৃপায় মুক্তিলাভ আপনিই হইবে, কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দর আমাদিগকে এই বিপজ্জাল হইতে

কৃষ্ণসেবার অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণবেরই বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ হইতে পারে না। মধুররসে স্বাভাবিক নিজ রুচিবিশিষ্ট রাধিকানুগ পাল্যদাসীর কিঙ্করী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হইলে ক্রমশঃ আপনারা ঐ সকল কথার অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষাচ্ছলে ভক্তিসাধন এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণকীর্তনজলে করয়ে সেচন।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়॥
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

সদ্গুরুর নিকট ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। যেমন কোন গাছ জন্মাইতে হইলে মাটী তৈয়ার করিতে হয়, তাহাতে বীজ পুঁতিয়া নিত্য জল-সেচনাদি কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর নিকট হইতে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্ত-নাদিও করিতে হয়। গাছে জল না দিলে যেমন উহা মরিয়া যায়, সেইরূপ এই ভক্তি সম্বন্ধেও জানা কর্ত্তব্য। মাটী তৈয়ারটী আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচা মার্জ্জন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণকে যদি কোন ভাগ্যবান জীব স্বীয় হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত। হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টক-পূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও ভগবানকে বসান যায় না। ঐ মলগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নহে। অন্যাভি-লাষ অর্থাৎ জগতে যতক্ষণ থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়েরই তর্পণ করিব, এইরূপ ইতর অভিলাষ; উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধ জীবের সুকোমলা বৃত্তি ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা—যাগ, যজ্ঞ, দান তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গলোকে সুখ ভোগ করিব এইরূপ বাসনা। উহা ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণীবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়দর্পণকে আবৃত করে। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনা জীবহৃদয়কে যে কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হরিবিমুখ জীব মনে করে যে, কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের ক্ষয় হইবে, বস্তুতঃ ঐ ধারণা ভুল। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে সে যেমন আবার ধূলি মাখে, সেইরূপ কর্ম্ম সৎই হউক বা অসৎই হউক, উহা পুনরায় কর্ম্মের সৃষ্টি করে। কর্ম্মনাশ কোনদিন হয় না, সুতরাং জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভও সুকঠিন। এক মাত্র কেবলা ভক্তির দ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান এবং যোগ-চেষ্টাও কঙ্কর সদৃশ

অনেক সময় কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহারা কুটিনাটী, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভ, পূজা প্রভৃতি। 'কুটীনাটী' অর্থে কপটতা। প্রতিষ্ঠাশা-পক্ষে নির্জ্জন-ভজনাদি অথবা বৃদ্ধ-কপী দ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক' এই-রূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শন দ্বারা 'ভক্ত' বা অবতার সাজিবার আশা। জীবহিংসা-পক্ষে শুদ্ধভক্তি প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভি-লাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহাদের মন রাখিয়া কথা বলা। লাভ—পূজা অর্থে ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগ-বতজীবী হইয়া লোককে প্রতারণা পূর্ব্বক ধন বা সম্মান প্রাপ্তির আশা। নিষিদ্ধাচার অর্থে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ বুঝায়। ঐ সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণানুশীলন করাই একমাত্র আবশ্যক।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীপাদ দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া কবিভূষণ)

জয় গুরু-শ্রীচরণ, জয় শ্রীবৈষ্ণবগণ,
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত, গদাধর শক্তিতত্ত্ব,
শ্রীবাসাদি ভক্ত অগ্রগণ্য॥
জয় জয় শ্রীগোবিন্দ, পূর্ণ সৎচিদানন্দ,
অচিন্ত্য অনন্ত পূর্ণশক্তি।
অদ্বিতীয় সর্ব্বাধ্যক্ষ, ভক্ত রক্ষা অতি দক্ষ,
তাঁর পদে থাক মোর মতি॥

উপোদ্ঘাত

নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন।
সর্ব্বশাস্ত্র-অভিমত যাঁহার ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ চিদানন্দ ঘন।
শিব বিরিঞ্চাদি যাঁর চিন্তে শ্রীচরণ॥
অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্ পরতত্ত্ব।
জগৎসৃষ্ট্যাদি যাঁর সঙ্কল্প আয়ত্ত॥
সূক্ষ্ম স্থূল শক্তিক নিমিত্ত, উপাদান।
চিদাচৎ জগতের উভয় কারণ॥
শ্রীলীলা-পুরুষোত্তম অতি কৃপা করি।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীগোপাল-পুরী॥
পরম অতর্ক্য স্বীয় কৃপাশক্তি-দ্বারে।
প্রাপঞ্চিক লোক-আঁখি হইল গোচরে॥
স্বজন্মাদি নানালীলা করি লীলাময়।
স্ব-পার্ষদগণে সদা হর্ষিত করয়॥
ভবসিন্ধু নিমগন জগতের জনে।
উদ্ধারিয়া স্বসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাস্বাদনে॥
স্বীয় প্রেম সিন্ধুমাঝে করিল মগন।
শিষ্টে রক্ষা কৈল আর দুষ্টের দমন॥
মহান্ সংসার-গ্রাহ-গ্রস্ত জীবগণে।
ভূভার হরণ হলে দুষ্ট দেবী জনে॥
মুক্তি দিয়া করিলেন পরম রক্ষণ।
পুনরায় ইচ্ছিলেন কমল নয়ন॥
"মোর অন্তর্দ্ধান পরে যাহারা জন্মিবে।
অবিদ্যা বন্ধন হৈতে কেমনে ছাড়িবে॥
শোকমোহাকুল জীবে করিতে উদ্ধার।
শাস্ত্রকার মুনি যশঃ গাহিবে আমার॥"
সেই হেতু কুরুক্ষেত্র মহা যুদ্ধ মাঝ।
অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা সাধিবারে কাজ॥
স্বীয় আত্মভূত নিত্য পার্ষদ অর্জ্জুনে।
বিমোহিতমত করি, উপলক্ষ্য-ভাবে॥
মোহ নাশ ছলে স্বীয় তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বগীতোপনিষৎ ইহা করেন বর্ণন॥

(ক্রমশঃ)

কমলাপুরমঠে বিরাট মহোৎসব

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

গত ১৪ই মাঘ, ১৩৩৫ রবিবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শাখা মঠ, কমলাপুর শ্রীগোপালজিউমঠে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজের অপ্রকট মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কমলাপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় এই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক খুব উৎসাহের সহিত সেবা-কার্য্য করিয়াছেন। ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নিরাজ মোহন দে ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কিশোর দাসাধিকারী মহোদয়ের সেবা-কার্য্যে অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম সত্য সত্যই প্রশংসার বিষয়। রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত ব্রাহ্মণগণ, কীর্ত্তনে মাতোয়ারা গায়কদল, পাঠকার্য্যে পাঠক-মহাশয় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া যে ভাবে সেবা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত কেহ অনুভব করিতে পারিবেন না। পূজ্যপাদ পরত মহারাজ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার-জন্য কমলাপুর মঠে অবস্থানকালে ভক্তদিগকে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সমবেত সকলেই তাহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহারাজের কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমঠে কীর্ত্তন চলিয়াছিল এবং সমাধি পরিক্রমা করিতে করিতে খোল করতাল সহযোগে কীর্ত্তনদল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তের গুণগান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ রমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী মহোদয় ও ব্রহ্মচারী পূর্ণপ্রজ্ঞ সুমধুরকণ্ঠে শ্রোতৃবর্গকে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে

জীবের নিঃশ্রেয়সের কথা পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইয়াছিলেন। বেলা ১২টার পর হইতে শ্রীশ্রীগোপালজিউর ভোগ আরতি আরম্ভ হয় এবং ২ টার সময় হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। কমলাপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু স্ত্রীপুরুষ-ভক্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রসাদ বিতরণ চলিয়াছিল।

শ্রীশ্রীনবদ্বৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তগণ জগতের নানাস্থানে মঠাদি স্থাপন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার দ্বারা যে ভাবে জগতের জীবের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, তাহাতে ভক্তিকামী সকলেরই যে ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীলপদত্ত মহারাজ কমলাপুরের অধিবাসিগণকে যে ভাবে হরিকথা শুনাইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গ্রামবাসিগণও তাঁহার এই উৎসবের সেবাকার্য্যে তদ্রূপ আগ্রহই প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবের সম্মান দেখাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

নানা কথা

কুষ্টিয়ায় সহানুভূতি-সূচক ধর্ম্মঘট

গুজরাট কলেজের ছাত্রবৃন্দের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে গত এনশে জানুয়ারী কুষ্টিয়া হাই স্কুল, মিউনিসিপ্যাল একাডেমী ও স্থানীয় অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রমণ্ডলী হরতাল পালন করিয়াছে। স্থানীয় হাইস্কুলের কয়েকজন ছাত্র স্কুলে গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

আশ্চর্য্য রকমের পেঁপে

মাহিলাড়া নিবাসী শ্রীযুত ললিত মোহন সেন মহাশয় তাঁহার ধবিশালস্থ বাসায় আমাদিগকে একটি আশ্চর্য্য রকমের পেঁপে দেখাইয়াছেন। উক্ত পেঁপেটির অভ্যন্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ পেঁপে ছিল। দুইটীই বেশ পাকা। তবে ভিতরের পেঁপেটী দেখিতে সাদা। এই জেলার বাজপুর থানায়ও এইরূপ একটী পেঁপে গাছ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সে গাছে যত পেঁপে হয়, তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই আর একটী পেঁপে। ভিতরের পেঁপেটী সকল ক্ষেত্রেই সাদা। এই শ্রেণীর পেঁপের আকার বেশ লম্বা ধরণের এবং বড়।

—বরিশাল

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫	—	৮—৫০

রেলপথের উপর লৌহস্তূপ

৬১ নম্বর আপ শান্তিপুর লোকাল রেলগাড়ীর গার্ড শিয়ালদহের পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, গত বুধবার রাত্রি ৯টার সময় সোদপুর ও খড়দহ রেলষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উক্ত রেলগাড়ীর সম্মুখে রেলপথের উপরে তখানি চতুষ্কোণ লোহ পতিত থাকিতে দৃষ্ট হয়, ফলে, রেলগাড়ী থামাইয়া উক্ত লৌহখণ্ডগুলি স্থানান্তরিত করিতে হয়। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

কটকে গোপবন্ধু স্মৃতি

গত ২৭শে ও তিথে কটকে পণ্ডিত গোদাবরী মিশ্রের সভাপতিত্বে গোপবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের এক সভার অধিবেশন বসে। পরলোকগত পণ্ডিত গোপবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রথমে একটী শ্রমশিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, সে সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন করিয়া গোপবন্ধুর সেবক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করা স্থির হইয়াছে। সঙ্ঘ পল্লীসংগঠন, সমাজ-সেবা ও শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবেন।

প্রতারণার অভিযোগে দালাল

রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত নামক জনৈক লোক সম্প্রতি মেদিনীপুরের একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছেন যে, তিনি কলিকাতার বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কসের অংশ বিক্রয়ের ভার প্রাপ্ত এজেন্ট ভাবে অর্থ প্রতারণাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কয়েক সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছে। প্রকাশ, আসামী কলিকাতায় দালালী করে।

ভীষণ সাইকেল দুর্ঘটনা

গত সোমবার চট্টগ্রামে এক ভীষণ মোটর সাইকেল দুর্ঘটনার ফলে আসাম বেঙ্গল রেলের সহকারী হিসাব পরীক্ষক রায় সাহেব জ্ঞানরঞ্জন গুহের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, রায় সাহেব তাঁহার পুত্রের মোটর সাইকেলের পার্শ্বস্থিত গাড়ীতে বসিয়া তাঁহার পুত্রের সহিতই প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। এক্সপ্রেস রোডে তাঁহাদিগের মোটর রাস্তা হইতে একটু সরিয়া গিয়া একটা নর্দ্দামায় পড়িয়া যায়। ফলে রায় সাহেব এমন এক আঘাত পান যে, তাহাতেই তাঁহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রও গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে।

মাদ্রাজে হায়দ্রাবাদের নিজাম

গত ৩১শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে স্পেশাল ট্রেণে হায়দ্রাবাদের নিজাম, রাজপুত্র আমত্যগণ ও রাজপরিবারের অন্যান্য লোকজন সমভিব্যাহারে হায়দ্রাবাদ হইতে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ষ্টেশনে হাজার হাজার মুসলমান ও হিন্দু সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজাম বাহাদুরের ইচ্ছানুসারে কোন প্রকার আন্দোলন করা হয় নাই। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিনি সপরিবারে মাদ্রাজে অবস্থান করিবেন।

শ্বেতাঙ্গের যমুনাতীরে সৎকার

প্রকাশ, হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাসী আমেরিকান পরিব্রাজক মিষ্টার হইটনি অসুস্থাবস্থায় ছিলেন। তিনি গত ২৯শে জানুয়ারী দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার উইল অনুসারে যমুনা নদীর তীরে তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করা হয়।

[illegible]

[illegible] দেখিলে স্বাভাবিকই বড় [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]-সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রভুত্ব করিতেছেন। তিনি [illegible] লিখিয়াছেন যদিও অত্যাধিক [illegible] করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার [illegible] এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। উপজাতীয় দল কাহারও বিরুদ্ধে [illegible]। শুনা যায়, তাহারা নিজেদের [illegible] চেষ্টায় আছে। বৃটেন নিরপেক্ষতাকে অবলম্বন করিয়াছেন।

বৃটেনের নূতন রণতরী

১৯২৬ সালে কর্ত্তৃপক্ষ যে তিনখানি ১০ হাজার টনবাহী রণতরী নির্ম্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহাদের ভিতর "ডর্সেট শায়ার" নামক রণতরীখানি নির্ম্মাণের পর গত ২৯শে জানুয়ারী পোর্টসমথ বন্দরে ভাসান হইয়াছে।

কত সংখ্যা এবং কারণ কি?

সম্প্রতি কয়েক মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কতকগুলি বিমান পোতবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহারা কেনই বা প্রেরিত হইয়াছে, মহাসভায় এই প্রশ্নের উত্তরে আর্ল উইন্টারটন বলেন যে, মাত্র ২টী বাহিনী ভারতের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে। কাবুল হইতে লোক সরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভারতের বিমান পোতবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বাহিনীতে পরিণত করিবার পক্ষে অন্য উদ্দেশ্য নাই। জগতের সর্ব্বত্র বিমানপোতের উপযোগিতা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতে বিমানপোত সমান ভাবে রাখা আবশ্যক হইয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

গত শুক্রবার ২৫শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ঃ ঘটিকার সময় বিশ্ববিদ্যালয় সোসাইটি গৃহে অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ গ্রেজুয়েট ট্রান্সলেসন সোসিয়েসনের পরীক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

বিহার উড়িষ্যার অস্থায়ী গবর্ণর

লণ্ডনের ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর সার হিউ ষ্টিফেনসন ছুটি লইলে তাঁহার স্থলে অনারেবল মিঃ জেমস্ সিফটন অস্থায়ি-ভাবে গবর্ণরের কার্য্য করিবেন।

শ্রীশ্রী[illegible] জয়তঃ

[illegible] বুধবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের জন্যই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ। গীতাদি শাস্ত্রে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ—উভয় পক্ষের সমাবেশ থাকায় তাৎপর্য্যহীন জীবগণ পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণবশতঃ নানা বিপদে পতিত হইতেছেন। শাস্ত্রে অনেকস্থলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগকে 'অভিধেয়' বলিয়া উক্তি করিলেও সিদ্ধান্ত-সময়ে সর্ব্বত্র ভক্তিকেই যে সর্ব্বপ্রধান নিত্য অভিধেয় বলিয়া উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিকেই, যে পঞ্চমপুরুষার্থ—কৃষ্ণ-প্রেমলাভের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বা 'সাক্ষাৎ অভিধেয়' বলিয়াছেন, এমন কি ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত যে কর্ম্ম ও হঠযোগ, তুচ্ছ, এবং জ্ঞান ও রাজযোগের মুক্তি ও সিদ্ধি নামক গৌণ ফলসমূহও প্রদান করিবার কোন ক্ষমতাই নাই, তাহা সেই মন্দভাগ্য মানবগণ কিছুতেই বুঝিতে চাহিবেন না। তাই সর্ব্ববেদেতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রের বিশুদ্ধ তাৎপর্য্যালঙ্কৃত হইয়া একমাত্র উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্তগ্রন্থরূপে শ্রীভগবানের মূর্ত্তবিগ্রহ 'শুদ্ধিতাবতার' শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবত 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতম্' (১।৫।১২), "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" (১০।১৪।৩), "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য" (১০।১৪।৪), 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' (১০।২।৩২) প্রভৃতি শ্লোকে শ্লোকে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভক্তিহীন কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাই আবার সনাতনশিক্ষায় উপদেশ করিলেন যে—

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥
কেবল-জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২২শ পরিঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেরই অকৃত্রিম ভাষ্য। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞানাদি রূপ শুষ্ক অস্থি প্রভৃতি কঠিন হেয়াংশ রহিত অখণ্ড পরমানন্দ-রসময় নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল শ্রীমদ্ভাগবত যেমন শুক-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মুক্তকুলেরও উপাস্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাভিন্ন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ রসবিশেষ-ভাবনা-চতুর রসিকভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ নামক শুক-মুখ-বিগলিত হইয়া জগজ্জীবকে শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের আস্বাদন জানাইয়া অজর অমর করাইবার জন্যই স্বেচ্ছায় অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতামৃতফল পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিবার জন্য সাক্ষাদ্ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং মালী হইয়াছিলেন এবং জগতের সকলকেই বলিয়াছিলেন—

'একলা মালাকার আমি কাঁহা-কাঁহা যাব।
একলা বা কতফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥'

শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সেই আজ্ঞা-মালা শিরে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ মালাকার-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। শ্রীসনাতন—হরিভক্তিবিলাস, বৃহদ্ভাগবতামৃত, দশম-টিপ্পনী (বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী), দশম-চরিত (দশমে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-চরিত) প্রভৃতি; শ্রীরূপ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধ মাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, ললিতমাধব, দানকেলি-কৌমুদী, বহু স্তবাবলী (স্তবমালাগ্রন্থ) গোবিন্দবিরুদাবলী, মথুরা-মাহাত্ম্য, লঘু ভাগবতামৃতাদি; শ্রীজীব—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, গোপালচম্পূ প্রভৃতি, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বা শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি প্রেমফল বিতরণ-লীলা করিলেন। সেই সকল ফলই আবার তাঁহাদিগের নিকট হইতে শিষ্য প্রশিষ্যাদিপরম্পরাক্রমে অখণ্ডরূপে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপপ্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার শ্রীরূপানুগ সভাবৃন্দ আজ আপামরে বিতরণ-লীলা করিতেছেন।

হে বিশ্ববাসি, আপনারা সকলেই সেই প্রেমফল আস্বাদন করিবার যত্ন করুন। শ্রীচৈতন্যের বিতরিত অমৃত মধুর শ্রীমদ্ভাগবতামৃত মহৌষধি নিরন্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপানদ্বারা আস্বাদন করুন। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের বিনামূল্যে বিলাইয়া দেওয়া দানের যথার্থতা বিচার করুন। শ্রীচৈতন্যের দেওয়া নিধি কৃষ্ণভক্তিরসামৃতের নিকট কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরূপ প্রাকৃত ধন-রত্নমণির তুলনাই হয় না,—

"ত্রিজগতে যত আছে ধন রত্ন মণি।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি॥"

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যচরণাম্ভোজ-মধুপগণের শ্রীচরণাশ্রয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আস্বাদন করুন। আপনাদের সকল সংশয়—সকল অনর্থ দূর হইয়া যাইবে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর কৃপায় আপনারা ভাগবতামৃতাস্বাদনপূর্ব্বক অজর অমর হইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকিবেন, ঐ শুনুন, আপনাদিগকেই আহ্বান করিয়া কবিকুলচূড়ামণি গাহিয়াছেন—

"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥"

শ্রীচৈতন্যদেব কেবল দেশবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের উপাস্যমাত্র নহেন, পরন্তু তিনি নিখিল চেতনের একমাত্র উপাস্য। তিনি একটী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকমত প্রচার করিয়া জগজ্জীবের অমঙ্গল করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হন নাই। কিন্তু অমন্দোদয়দয়ানিধি গৌরহরি অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পৎ কৃষ্ণপ্রেমধন পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিয়া জীবমাত্রকেই মহাধনী করিবার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মই একমাত্র পরধর্ম্ম—সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম।

হে বন্ধুগণ, আপনারা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত বিচারপ্রণালী সুষ্ঠুরূপে অনুধাবন না করিয়া আপনাদের যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাকেই মঙ্গলের পন্থা বলিয়া বিচার করিবেন না। সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং-ভগবান্ যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবেরই শক্ত্যাবেশাবতার ভাগবত-প্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস আমাদের ন্যায় একটী ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত মানবমাত্র নহেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তে কোন ভ্রম প্রবেশ করিবে। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্তকে একমাত্র সর্ব্ববাদিসম্মত নিত্যমঙ্গলপ্রদ পরম সত্যরূপে স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণানুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনই আমাদের নিঃশ্রেয়স-লাভের পরমোপায়। অতএব—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্যকর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥

প্রতীচ্যে কাষ্ণ-সম্প্রদায়

কিছু দিন পূর্ব্বে মন্টেনিগ্রো-রাজ্য উট্রোপের উনবিংশতি দেশীয় রাজ্যের অন্যতমরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সেই মন্টে-নিগ্রো পর্ব্বতশ্রেণী-পূর্ণ। উহার পার্ব্বত্য অধিবাসিগণ অসম সাহসিক। এই প্রদেশকে ইটালীয় অধিবাসিগণ তদ্দেশীয় ভাষায় 'কৃষ্ণ-পর্ব্বত' নাম প্রদান করিয়াছিল। এক সময়ে আর্য্যগণ এশিয়ার প্রাগ্‌ভূমিকা হইতে পশ্চিমদেশে এই কৃষ্ণ-পর্ব্বতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন ও অধিবাসিগণ সেই পর্ব্বতকে কার্ণাগোরা নাম দিয়াছিল। উহা শ্লেভিক্ ভাষায় কার্ণাগোরা-নাম হইলেও সংস্কৃত ভাষায় উহা 'কৃষ্ণগিরি' নামে কথিত হয়। কৃষ্ণ শব্দে বর্ণবাচক অর্থে 'কাল' বুঝায়, আর ভূমির সহিত উদ্দিষ্ট হইলে কর্ষণ বা শস্য বিচারে পরিগণিত হয়। এই কৃষ্ণপর্ব্বতের অধিবাসী কৃষকগণ কার্ণো-ভোগ-দেবতার উদ্দেশে ভূমি-সকল কর্ষণ করিত। অধ্যাপক আর্ণেষ্ট পি হর্উইচ্ বলেন,—কার্ণোভোগ শব্দকে সংস্কৃত-ভাষায় "কৃষ্ণ, ভগবান্" বলা যাইতে পারে। এই কৃষ্ণপর্ব্বত কৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্যে অদ্যাপি উৎসর্গীকৃত আছে। এতদ্দ্বারা সুদূরেও কার্ষ্ণ-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইতে চলিল। অধ্যাপক হর্উইচ্ নিউইয়র্ক-সহরের উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক, ডব্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক বোম্বাই ও রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক ভাষা-জ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইণ্ডোইরাণিয়ান্ ভাষা-তত্ত্ব বিদ্যা-বিষয়ে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত গবেষণাকারক।

কৃষ্ণান্বেষণ-শিক্ষা

কৃষ্ণভজনেচ্ছু সাধক-জীব অন্যাভি-লাষিতাশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে কিরূপভাবে কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিবেন— সত্য সত্যই কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য প্রাণ কতদূর আকুল হইলে তাঁহার পূর্ণকৃপা-লাভের অধিকারী হইতে পারা যায় নীলাচলের পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে তদ্বিষয়ে আদর্শ-শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সর্ব্বলোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর যে দিন মাঘমাসের দারুণ শীতে—যে সময় ভোগ-প্রমত্ত জীব স্রক্-চন্দন-বনিতা-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া এক একটী "ছোট খাট কৃষ্ণ" সাজিয়া বসে, সেই সময় ঘরে পরমা-সুন্দরী ভার্য্যা, অনাথা জননী, কত সাধের সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা

জগতের শিরোমণি জন্মভূমি, কত আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, কত লোকপ্রিয়তা, স্নেহভালবাসা, কত পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-প্রতিষ্ঠা সব রাখিয়া কৃষ্ণের অনুসন্ধান-অভিসারে যাইবার জন্য ভিক্ষুকের বেশ-গ্রহণের লীলা দেখাইলেন। খরতর-স্রোতা—কুলু-কুলুনাদিনী জাহ্নবী যেমন সাগরের অনুসন্ধানে উন্মত্ত হইয়া চলে, কোন বাধাবিপত্তি মানে না, সেইরূপভাবে অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর গাথা গান করিতে করিতে দিগ্-বিদিক্ দিবারাত্রি জ্ঞানহারা হইয়া আমার প্রভুর প্রভু প্রেমোন্মাদে বৃন্দাবনের পথে চলিতে লাগিলেন—নয়নে অবিশ্রান্ত দরদর লোর—শ্রীমুখে মুহুর্মুহুঃ 'কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' ধ্বনি—ঊর্দ্ধে দু'বাহু প্রসারিত, যেন প্রভু কত আকুল-প্রত্যাশায় দুই হস্তে বিরহ-সাগরে সাঁতার দিতেছেন—কতক্ষণে অকূল-পাথারের কূল পাইবেন। কূল আর মিলে না, প্রভু যতই আগুয়ান হন, ততই সাগরের প্রসারতা বাড়িয়া যায়।

এইরূপ দিব্যোন্মাদ-লীলা প্রকাশ করিয়া প্রভু বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। আজ তিন দিবস যাবৎ উন্মত্তভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নিতাই, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন, প্রভুর বাহ্যজ্ঞান নাই, কেবল সর্ব্বত্র সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণের ভোগ-ভূমিকার উদ্দীপনা। প্রভু আমাদের ন্যায় পামর জীবকে জানাইতেছেন যে, হরিভজনকারীর এইরূপ অবস্থা হয়—তিনি আপনহারা হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণের ভোগ অনুসন্ধান করেন—বিশ্বময় অদ্বিতীয় কামদেবের কাম-যজ্ঞের ইন্ধন-উপকরণ দেখিতে পান—সমগ্র বিশ্বের সব দিয়া তাঁহার কৃষ্ণ-সেবার ইচ্ছা হয়। এইভাবে উন্মত্তপ্রভু কখনও পথে গোচারণকারী রাখাল বালকগণকে—গোপবালকগণকে দেখিয়া অধিকতর কৃষ্ণপ্রেমে উদ্দীপ্ত হইতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে 'হরি হরি' ধ্বনি করিতেছেন। অধিক হইতে অধিকতর কৃষ্ণ-বিরহ-পিপাসাতুর হইয়া কর্ণাঞ্জলি দ্বারা বালকগণের মুখে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের নামামৃত পান করত একটু প্রাণ জুড়াইবার জন্য লালায়িত হইতেছেন—গোপবালকগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—পথ ত' আর ফুরায় না। 'কৃষ্ণ কোথায়' 'বৃন্দাবন আর কত দূর' প্রভুর শ্রীমুখে কেবল এই জিজ্ঞাসা। নিতাই গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিবার জন্য বালকগণকে শিখাইয়া দিয়াছেন; নিতাইর উদ্দেশ্য, প্রভুকে শান্তিপুরে লইয়া যাইবেন। প্রভু গঙ্গাকে যমুনা মনে করিয়া স্তব করিতেছেন। নিতাই প্রভুকে ভুলাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের মন্দিরে লইয়া আসিলেন। সেখানেও প্রভুর সেই ডাক—সেই উন্মাদনা—প্রেমের উৎকণ্ঠা। অদ্বৈতাচার্য্য সহচরবর্গ সহিত অভিনন্দন-গীতি গাহিলেন—

"কি কহব রে সখি আজুকো আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

কিন্তু এই সম্ভোগরস-গীতিতে কৃষ্ণানুসন্ধান-অভিসারের পথিকের চিত্তে কৃষ্ণের সঙ্গ অভাবে বিরহ-ব্যথা আরও বাড়িয়া গেল। মুকুন্দ তখন প্রভুর ভাবানুযায়ী গীতি গাহিতে লাগিলেন,—

"রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাই॥"

গান শুনিতেই প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। ভাব-সৈন্যের সহিত প্রভুর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এদিকে নবদ্বীপের ভক্তগণের সহিত শচীমাতা শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে আসিলেন। কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাকারী প্রভুর ভাবোন্মাদ দর্শনে শচীমাতার শুদ্ধ-বাৎসল্য-রসাসক্ত আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। "এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"—এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনকারী প্রভু বিপ্রলম্ভরসপীঠ কৃষ্ণান্বেষণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য একটী কৌশল খেলিলেন। একান্ত গৌরগতপ্রাণ নবদ্বীপবাসী ও শুদ্ধ-বাৎসল্য-রস-রসিকা শচীদেবীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,—

"তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥"

অপরদিকে সাধক-জীবকুলকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলেন,—

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লঞা॥
কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ যা'তে রহে দুই ধর্ম্ম॥

মহাপ্রভুর এই বাক্যে কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রভু কেবল লোকনিন্দা-ভয়ে বাহ্যে সন্ন্যাসীর আচার রক্ষা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরে কপটতা করিয়া জননী-জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তির আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন। "যাতে রহে দুই ধর্ম্ম"—এই বাক্যে অন্তরে ভোগ ও বাহ্যে ত্যাগ বা "দুই নৌকায় পা দেওয়া" নীতি বা কপটতার আদর্শই দেখাইয়াছেন। এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া অনেকেই বঞ্চিত হন। প্রভু সাধক জীব নহেন, বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী শচীমাতার প্রতি প্রভুর আসক্তি অথবা নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভুর প্রীতি, কিংবা নবধা-ভক্তিস্বরূপা লীলাশক্তিময়ী শ্রীনবদ্বীপপুরীর প্রতি প্রভুর আসক্তি—এ সমুদয়ই স্বীয় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রীতিরই উদাহরণ; ক্ষুদ্র-জীবের জননী, জন্মভূমি বা স্বদেশবাসীর প্রতি আসক্তি তাহার ভগবদ্-বিমুখতাময়ী বন্ধনদশা মাত্র।

আজ শচীমাতা কি আদর্শ দেখাইলেন? প্রভুর সুখেই শচীমাতার সুখ, তাই শচীমাতা পুত্রের সুখের জন্য প্রভুকে নীলাচলে অবস্থানের অনুমোদন করিলেন,

"আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ সুখ মানি॥"

অহো! কি শুদ্ধ অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমের আদর্শ! এইরূপ কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যের নামই—'প্রেম'। প্রভুও "এক কার্য্যে কার্য্য পাঁচ সাত" করিলেন। জগতে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন—'বাস্তাশী' হওয়া সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে, জানাইলেন—ভগবানের ভক্তের প্রতি শুদ্ধ-প্রীতি—ভক্তের ভগবানের প্রতি প্রীতি—শুদ্ধ-বাৎসল্যপ্রেম ও তাহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ ইহজগতের পুত্রাসক্তি বা মাতাপিতার প্রতি আসক্তির হেয়তা প্রচার করিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকেই বা প্রভু কি শিক্ষা দিলেন? আজ নিজে যে লীলা আচরণ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণান্বেষণ, তাই প্রভু নবদ্বীপবাসিগণকে বলিলেন,—

তুমি সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগো—মোরে দেহ তুমি সব॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন॥
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমায় দিব দরশন॥

প্রভু নবদ্বীপবাসিগণকে কৃষ্ণচরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ শিক্ষা দিলেন; জানাইলেন যে, 'আত্মনিবেদন' ব্যতীত কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে অধিকার হয় না। সর্ব্বস্ব নিবেদনকারী—গৃহেই থাকুন, আর বনেই থাকুন, তাঁহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণভজন সম্ভব। তাই প্রভু প্রকৃত বান্ধব, প্রকৃত গুরু, জননী-জন্মভূমির প্রকৃত সেবকের আদর্শ শিক্ষা দিলেন—সকলকে সদা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ আরাধন, এক কথায় কেবল 'কৃষ্ণান্বেষণ' করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং আদর্শ কৃষ্ণান্বেষণ-লীলা আবিষ্কার করিবার জন্য সকলের নিকট নীলাচল গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

দীক্ষা

শিষ্য—'দীক্ষা' কাহাকে বলে এবং 'সদ্‌গুরু' কিরূপ? এই দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আমাকে বাধিত করুন।

গুরু—বৎস, তত্ত্বকোবিদ্‌গণ 'দীক্ষা' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, যদ্দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ এবং পাপের ক্ষয় হয়, [illegible] অর্থে অপ্রাকৃত [illegible] শক্তি জীবের কি সম্বন্ধ, সেইটী [illegible] করিলে আর পাপকার্য্যে [illegible] তদ্দ্বারা পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয়। [illegible] অহঙ্কার থাকা কালে তাবৎ জীবসমূহের [illegible] [illegible], 'অমুকের সন্তান আমি' 'অমুকের স্বামী বা স্ত্রী আমি', এইরূপ [illegible] জীবের স্বভাব। গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক ঐ [illegible] [illegible] তুমি [illegible] নহ, তুমি কৃষ্ণদাস, [illegible] কর্ত্তব্য নয়। এই অভিমানটীই জীবের [illegible] অভিমান। [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] হইয়া থাকে। দেহধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মে [illegible] হইয়া জীব কখনই দিব্য বা অপ্রাকৃত জ্ঞান [illegible] করিতে পারে না। [illegible] [illegible] দীক্ষা অভিনয় করার মত নহে।

দীক্ষা দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হইলে [illegible] বিনষ্ট হয়, তদ্দ্বারা প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা বিনষ্ট হয়। কর্ম্মদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা নিধ্বংস না হওয়ায় পুনর্ব্বার পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান বা যোগের দীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ পাপবীজ সহ বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পাপ ও অবিদ্যা [illegible] হওয়ায় প্রারব্ধপাপের আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং 'পুনরাবৃত্তির' সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রেমদা বৈষ্ণবী দীক্ষায় প্রারব্ধ মাত্রেই সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে। [illegible] সাধারণ জীব দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তথাপি উহা সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুভূতির বিষয় হয়। কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারে দীক্ষাগ্রহণ অভিনয়ের পর [illegible] দাতা গুরু শিষ্যের পাপ দূরীভূত করিতে অক্ষম হইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত না দেখিয়া প্রাকৃতই দেখিয়া থাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়াই মনে করে। কারণ দীক্ষাদাতা গুরু নিজেই একজন কর্ম্মফল-বাধ্য জীববিশেষ এবং বর্ণাশ্রমাভিমানী। সুতরাং শিষ্যগণকে দীক্ষা প্রদান করিলেও [illegible] হেতু সামাজিক [illegible] ভঙ্গ করিতে সাহসী হয় না এবং অনর্পিতচর প্রেমপ্রদাতা গৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট প্রচারের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁহার স্বীয় আচরণ ও জীব-নিস্তারের [illegible] দ্বারা, যে বৈষ্ণবের সর্ব্বপূজ্যত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারে না। [illegible] কার্য্যেই ইহার বিপরীত করিয়াছে। [illegible]

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত.

([illegible] দেবশর্ম্মা অভিভূষণ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমদ্ গীতার মধ্যে পঞ্চ অর্থ সার।
ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল, কর্ম্ম আর॥
সর্ব্বমধ্যে [illegible] ঈশ্বর-লক্ষণ।
অণু চিৎ জীব [illegible] পতন॥
সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মক দ্রব্য সে প্রকৃতি।
[illegible] জড় দ্রব্য কাল এই খ্যাতি॥
পুরুষ-প্রযত্ন-দ্বারা সমুৎপাদি কর্ম্ম।
অনিত্য [illegible] সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম॥
ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব, কাল, চারি নিত্য।
জীব, মায়া, কাল এই সব বস্তু তত্ত্ব॥
[illegible]।
এই চারি শক্তি, শক্তিমান্ শ্রীঈশ্বর।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমান্।
অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপ শ্রীভগবান॥
জীবাত্মা, পরমাত্মা, ধাম, প্রাপ্তি পারি॥
যথাযথ নিরূপণ আছে ত' গীতায়॥
প্রাপ্তির উপায় কর্ম্ম, জ্ঞান আর ভক্তি।
কর্ম্ম-জ্ঞান গৌণ,—মুখ্যভক্তি স-প্রপত্তি॥
গীতা শাস্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায় গণন।
অষ্টাদশ বিদ্যা সাক্ষাৎ বিদ্যমান॥
তৃতীয় ষট্‌ক-গীতা-গ্রন্থ-নিরূপণ।
প্রথম ষট্‌কে অংশ জীবের বর্ণন॥
অংশী ঈশ্বরেতে ভক্তি উপায়াঙ্গী হয়।
আনুষঙ্গ নিষ্কাম কর্ম্ম তাহা নিরূপয়॥
মধ্য-ষট্‌কে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য অংশী শ্রীঈশ্বর।
ঈশ্বর-মহিমা, ভক্তি, উপায় সুন্দর॥
অন্ত্য ষট্‌কে পূর্ব্ব উক্ত ঈশ্বর জীবাদি।
স্বরূপ শোধন, শেষে শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি॥
প্রকাশ্য, ঈশ্বর-[illegible] বিনিষ্ঠতার নিয়ম।
গীতাশাস্ত্রে অধিকারী হইলে নিষ্ঠা॥
সুনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত, নিরপেক্ষ আর।
প্রকারভেদে তিন রূপ ভক্ত অধিকার॥
সুনিষ্ঠ-শ্রদ্ধাবিধি প্রেক্ষক করিতে বর্জন।
স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় ভগবদীশ্বর অর্চ্চন॥
লোকে-সংগ্রহ-উদ্দেশ্যে সদাচরণ।
করি পরিনিষ্ঠিত হয় ভক্তি নিমগন॥
[illegible]-তপঃ-জপাদিতে অবিক্ষিপ্ত চিত্ত।
নিরাশ্রয়ী নিরপেক্ষ করিতে নিরত॥
বাচ্য-বাচক তাব সম্বন্ধ নিরূপণ।
বাচ্য শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ণ কথিত লক্ষণ॥
বাচক শ্রীগীতা-শাস্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়।
অভিধেয় কর্মজ্ঞান, ভক্তি মুখ্য হয়॥
অশেষ সংক্লেশরাশি হইয়া নিবৃত্তি।
কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার প্রয়োজন সেবা-প্রাপ্তি॥
এইত গীতার অনুবন্ধ চতুষ্টয়।
শ্রদ্ধাবান্ ভগবদ্বাণী উপলব্ধ হয়॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্য অমৃতের সার।
কিবা ফল আছে বহু শাস্ত্রের বিস্তার॥
মধু-মধুর পানে জুড়ায় পরাণী॥
পদ্মনাভ-মুখপদ্মবিনির্গত বাণী।
বৃত্রাসুরাদি-বাক্য, ভক্তের বচন।
সঙ্গীত-আশিয়া বিরচিলা দ্বৈপায়ন॥
লবণাকর নিপাত-ন্যায়ে সেও কৃষ্ণবাণী।
ইতি উপোদ্ঘাত গীতা ভূষণ ভাবিনী॥
সংক্ষেপেতে তত্ত্ব সব কহিল এখানে। —
সুবিচারে সুবিস্তার হবে যথা স্থানে।

॥ ইতি উপোদ্ঘাত ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু-বা তদীয় গণের অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিতে গিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয়। বৈষ্ণবী দীক্ষার ফল আমরা এইরূপ শুনিতে পাই;—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"

শ্রীগুরুদেব—অপ্রাকৃত, তিনি আত্মসমর্পণকারী শিষ্যকে আত্মসম করিয়া থাকেন। যিনি শিষ্যকে তদ্রূপ করিতে না পারেন, সেইখানেই গলদ আছে জানিতে হইবে। যিনি নিজে অপ্রাকৃত নহেন, তিনি কিরূপে অন্যকে 'অপ্রাকৃত' করিবেন? তাঁহার নিজেরই দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই, তাই তিনি শূদ্র, অন্যায় শিষ্যগণকে অর্চ্চনে অধিকার প্রদান করেন না, কারণ প্রাকৃত কখনও অপ্রাকৃতের সেবা করিতে পারে না।

"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।"

আগামী বারে এসম্বন্ধে আরও আলোচনা করিব।

মহামহোৎসব

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে এই মহোৎসবে যোগদান করুন।

আকস্মিক বিপদ

রক্তপাত

আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, বাহ্য আঘাত অথবা রোগে রক্তপাত হইয়া থাকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে আমরা প্রথমোক্ত কারণটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অদ্য রক্তপাতের দ্বিতীয় কারণটী সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিব।

সান্নিপাতিক জ্বর, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, যক্ষ্মা, ঘা প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধিতে নাসিকা, মুখ, পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তপাত হইতে পারে। আমরা ক্রমশঃ পৃথক পৃথক ভাবে এই সমুদয় স্থান হইতে রক্তপাতের বিষয় আলোচনা করিব। অদ্য নাসিকা হইতে রক্তপাতের বিষয় আলোচনা করিব।

নাসিকা হইতে রক্তপাত

নাসিকায় আঘাত লাগিলে, ঘা হইলে, শিরা কাটিলে নাসিকা হইতে রক্তপাত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত শিরঃপীড়ায় এবং মেয়েদের মাসিক ঋতু বন্ধ হইলেও নাসিকা হইতে রক্তপাত হইতে পারে।

চিকিৎসা—রোগীকে সোজা (টান্) হইয়া দাঁড়াইতে বলিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহাকে হেলান্ দিয়া বসাইবে। উভয় অবস্থাতেই হাত দুইটী মাথার উপর সোজা করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর মুখে, ঘাড়ে এবং মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা জল দিবে। ইহার পরে কিঞ্চিৎ চূর্ণ ফট্‌কিরী, লবণাক্ত জলে মিশ্রিত করিলে রোগীকে নাসিকাদ্বারা টানিতে বলিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে কেবল ফিট্‌কিরী চূর্ণ দ্বারা নস্য লইতে দিবে। রক্তপাতের সময় নাসিকাদ্বারা যত অল্প শ্বাস লওয়া যায়, ততই ভাল, মুখ দিয়া শ্বাস লইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

দূর্ব্বার রস, আমড়া পাতার রস ছাগী-দুগ্ধ, গাওয়া ঘি, অথবা, বিশল্যকরণীর পাতার রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

উপরি উক্ত প্রক্রিয়ায় রক্ত বন্ধ হইলে ন্যাকড়াদ্বারা ব্যাণ্ডেজের ন্যায় ছোট গোটা পাকাইয়া ফিট্‌কিরী জলে ভিজাও, তৎপর নাকের ছিদ্রের ভিতর একটু উপর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া প্রবেশ করাইয়া দাও। ইহাতে অতি সত্বর রক্তপাত বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা।

'নাসা' শিরঃপীড়া অথবা মেয়েদের মাসিকস্রাব বন্ধ হইয়া যদি রক্তপাত হয়, তাহাতে অধিকাংশ সময়েই রোগের উপশম করিয়া থাকে, সুতরাং তাহা বন্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইতে হইবে না। কিন্তু খুব বেশী পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় বন্ধ করিবে।

নাসিকার রক্ত নাসিকাদ্বারা বহির্গত না হইয়া মুখদ্বারা বহির্গত হইলে কিংবা ফুসফুসে গেলে অতিশয় বিপদের আশঙ্কা। এরূপ অবস্থায় অতি সত্বর চিকিৎসক ডাকাইবে।

নানা কথা

বিজ্ঞাপন

আগামী ৩রা ফাল্গুন ৺সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পশ্চিম নদীয়া সত্যব্রতী দল কর্তৃক সাধনপাড়া জাতীয় বিদ্যালয় ভবনে গান ও কবিতা প্রতিযোগিতা হইবে। ৮ খানি সুন্দর পুরস্কার দেওয়া হইবে কেবল মাত্র পশ্চিম নদীয়ার নরনারীগণ যে কোন প্রতিষ্ঠানের (বিদ্যালয়, সঙ্ঘ, সমিতি প্রভৃতির) পক্ষ লইয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। সাধনপাড়া হইতে দুই মাইলের অধিক দূর হইতে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদিগকে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে। যাঁহারা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিবেন তাঁহারা ২৮শে মাঘের মধ্যে দলের সম্পাদকের নিকট পত্রদ্বারা জানাইবেন এবং তাঁহারা নিম্নলিখিত নির্ব্বাচিত বিষয় গুলির কোন্ কোন্‌টী করিবেন তাহাও ঐ পত্রে জানাইবেন। উক্ত তারিখে পশ্চিম নদীয়া সত্যব্রতী দলের তৃতীয় মিলন বৈঠক বসিবে। বিদেশ হইতে বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ আসিবেন। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। অন্যান্য বিষয় সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া জানিতে পারিবেন।

নির্ব্বাচিত বিষয়—

১। দুই বিঘা জমি (রবীন্দ্রনাথ)
২। শেষ-শিক্ষা
৩। নদীতীর
৪। সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে (গান)
৫। আমায় ডাক দিয়েছে কোন্ সকালে
কেউ ত জানে না (গান)
৬। আমার মাথা নত করে দাওহে
তোমার চরণ ধুলার পরে (গান)
৭। জাতের বজ্জাতি (নজরুল ইসলাম)
(গান)
৮। বাংলা দেশ
(কোন দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল)
৯। ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় (গান)
১০। ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে
কি সঙ্গীত ভেসে আসে (গান)
১১। আবার তোরা মানুষ হ
ডি, এল, রায় (গান)
১২। যোগীন্দ্রনাথ বসুর "শিবাজী" হইতে ৩৪ পৃষ্ঠায় "শুন শিব দাস আপনার" ৩৭ পৃষ্ঠায়।
১৩। যোগীন্দ্রনাথ বসুর "কবিতা প্রসঙ্গ" হইতে "চিত্র দর্শন"
১৪। ডি. এল. রায়ের "ভীষ্ম" হইতে ২য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্যের ৬৪ পৃষ্ঠায় "ভীষ্মের পাঠ" শেষ।
১৫। ডি, এল, রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" হইতে "২য় অঙ্ক ৫ম দৃশ্য"
১৬। "স্বদেশ বেণু" হইতে "ভুলুবাবু" (৪৬ পাতা)
১৭। "স্বদেশ বেণু" হইতে "১৪ পাতার কবিতা"।

সম্পাদক—
শ্রীনগেন্দ্র কুমার দত্ত।
পোঃ বহিরগাছি (জেলা নদীয়া।)

কৃষ্ণনগরে-ছাত্র ধর্ম্মঘট

অধ্যাপকের প্রতি অনাস্থা

প্রকাশ, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রবৃন্দ অধ্যক্ষ মহোদয়কে জানান যে, তাঁহাদের কলেজ ইউনিয়নের ব্যায়াম-বিভাগের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক শ্রীযুত ভূপেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অনাস্থার প্রস্তাব আনিবেন। অধ্যক্ষ এই বিষয়ে আপোষের চেষ্টা করেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া অপর একজন অধ্যাপককে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এ, ভি স্কুলের ধর্ম্মঘটের জের

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রায় ১০।১২ দিন হইতে চলিল কৃষ্ণনগর এ, ভি' স্কুলের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এই ধর্ম্মঘট মীমাংসার জন্য তাহারা যে সর্ত্ত দিয়াছিল স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করেন নাই।

সীমান্ত-প্রদেশে ভূমিকম্প

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টা ৭ মিনিটের সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে প্রবল ভূমিকম্প হয়। তাহাতে পেশোয়ারের সর্ব্বোচ্চ মসজিদের চূড়াটী ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। অনেকগুলি বাড়ীর অল্প ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আলি আমেদ কাবুলের দিকে

প্রকাশ, আমানুল্লা কর্ত্তৃক জেলালাবাদে নিযুক্ত গবর্ণর আমির আলি খাকী জব্বর নামক স্থানটি অধিকার করিয়া বন্দীগ্যালীতে গাজী হবিবুল্লার সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়াছেন। এবং শীঘ্রই তিনি কাবুলে প্রবেশ করিবেন।

নাদির খাঁও কাবুলের অভিমুখে

কাবুলে সনবর জেনারেল নাদির খাঁও কাবুলাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তিনি আলি আমেদজানের মত একই সময়ে কাবুলে প্রবেশ করিবেন বলিয়া অনেকে মনে করিতেছে।

আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা

আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায় "সং-যোজক রসায়ন" সম্বন্ধে গত ৩১শে জানুয়ারী প্রথম এবং ১লা ফেব্রুয়ারী ২য় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

লালাজীর স্মৃতি

হিন্দুসভার পক্ষ হইতে লালা লাজপৎ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে, যে ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ডাঃ মুঞ্জে সেই সম্পর্কে গত ১লা ফেব্রুয়ারী লাহোরে পৌঁছিয়াছে। এই ধন-ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত ২০,০০০, টাকা উঠিয়াছে।

আফগান বিপ্লব

কাবুলের অবস্থা

প্রকাশ, ভয়েই হউক আর যে ভাবেই হউক কাবুলের অধিবাসিগণ বাচ্চা-ই-সাকোকে তাহাদের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছে। গাজী হবিবুল্লা ওরফে বাচ্চা-ই-সাকো যে সকল মূল্যবান্ প্রস্তর ও রত্নাদি পাইতেছেন তাহা তিনি তাঁহার স্বগ্রাম কোহিদামান পাঠাইয়া দিতেছেন, কাহারো নিকট কোন মূল্যবান জিনিষ থাকিলে সিপাই কিংবা পুলিসের লোকজন কর্ত্তৃক তাহা লুন্ঠিত হইতেছে। হিন্দু ও শিক দিগকে রক্তবর্ণ পাগড়ী পরিধান করিতে বাধ্য করান হইতেছে। কিন্তু কোন ও মন্দির বা ধর্ম্মশালায় প্রতি আক্রমণ হয় নাই এবং ভারত সরকারের প্রজাবৃন্দ তথায় নিরাপদে রহিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ।

রাজ পরিবারের বালিকা হরণ

প্রকাশ, নূতন আমীর হবিবুল্লা গাজীর সেনাপতি সৈয়দ হাসান ভূতপূর্ব্ব আমীর আমানুল্লার বংশের কোনও সর্দ্দারের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার দুইটী কন্যার পাণি গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু কন্যা-দ্বয় ঘৃণার সহিত ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে সে ঐ বালিকা দুইটীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় কিন্তু তাহারা পথি মধ্যেই কোনও উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে।

লুঠতরাজ

কাবুল হইতে প্রত্যাগত লোকের মুখে শুনা যায়, বাচ্চা-ই-সাকো কাবুলে প্রবেশের সময় তাঁহার লোকজনকে আফ-গানিস্থানের হোয়াইট ওয়ে লেডল, মেসার্শ আবদুল হামিদ, আব্দুল গাফ্ফার প্রমুখ ব্যক্তির পাশ্চাত্য ফ্যাসানের দ্রব্যের বড় বড় দোকান লুঠ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

খাদ্যাভাব

মস্কৌর ২রা ফেব্রুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, কাবুলে খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে। ফলে আমীর হবিবুল্লার সৈন্যদল ছত্র-ভঙ্গ হইয়াছে।

আমানুল্লার প্রতাপ

প্রকাশ, আফগানিস্থানে আমানুল্লার পুনরায় আধিপত্য স্থাপনের সংবাদ সোভিয়েট সরকারকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

লণ্ডনে হীরক চুরি

লণ্ডনের ১লা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, উক্ত সহরের মাউণ্ট প্লেজাণ্ট সার্ট অফিস হইতে যে মেল ব্যাগ হাটন গার্ডেনে পাঠান হইতেছিল উহা হইতে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের হীরক চুরি গিয়াছে উহার অনুসন্ধান হইতেছে।

[illegible]

প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত ২৬শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে কলেরা রোগে বঙ্গদেশের ১২টি জিলায় মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কলিকাতা ১৩ হইতে ৩০, হুগলী ৫, হাওড়া ১৬ হইতে ৩৬, ২৪-পরগণা ২৬ হইতে ৬৮, নদীয়া ১৩, যশোহর ১৮ হইতে ২৯, রাজসাহী ১৯ হইতে ২১, দিনাজপুর ২৭ হইতে ৩০, বগুড়া ৫ হইতে ১৫, ফরিদপুর ৯, চট্টগ্রাম ৬ হইতে ১০, ত্রিপুরা ১১১ হইতে ১২৫, ও নোয়াখালী ১২। নিম্ন লিখিত জিলা গুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে, বাঁকুড়া ৬ হইতে ৫, মেদিনী-পুর ২৮ হইতে ১২, ঢাকা ২২ হইতে ৫০, ময়মনসিংহ ৪৯ হইতে ৩৩ ও বাখরগঞ্জ ৩৬ হইতে ২৩। বসন্ত রোগে ময়মনসিংহে ২৪, বর্দ্ধমানে ১৯, চট্টগ্রামে ১৭, ঢাকায় ১৩, দিনাজপুরে ১২, নদীয়ায় ১০, ২৪ পরগণা ও মালদহ প্রত্যেক জিলায় ৭, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ প্রত্যেক জিলায় ৬, কুচবিহারে ৪, বাঁকুড়ায় ৩, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রত্যেক জিলায় ২, এবং কলিকাতা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ত্রিপুরা প্রত্যেক জিলায় ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কলিকাতায় ১৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

জামীনে ভূতপূর্ব্ব সৈন্যদের নেতারা

পাঞ্জাব লাটের নিকট অভাব-অভি-যোগ জানাইবার জন্য লাহোরে যে ভূতপূর্ব্ব সৈন্যদল আসিয়াছিল, তাহাদের নেতা রিসলদার অনুপ সিং ও সর্দ্দার সম্পূরণ সিং এক বৎসরের জন্য শান্তি-রক্ষার নিমিত্ত আজ যথাক্রমে ৪ হাজার ও ১ হাজার টাকার জামীন দিয়াছেন।

চাঁদপুর সমবায় ব্যাঙ্ক ভবন

লেডী হ্যামিল্টন গত ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাতে চাঁদপুর সমবায় ব্যাঙ্ক ভবনে উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে তথায় বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়া-ছিলেন। লেডী হ্যামিল্টন একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমবায় আন্দো-লনের উপকারিতা বিবৃত করেন। স্যার ডেনিয়ল হ্যামিল্টনও ঐ উপলক্ষে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভারতের হাই কমিশনার

লণ্ডন ৩১শে জানুয়ারীর সংবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের শিক্ষক মিঃ পি, কে, দত্ত ভারতীয় হাই কমিশনারের শিক্ষা দপ্তরের কর্ম্মচারী পদে কিছু কালের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্পেনের বিদ্রোহ

কর্ণেল [illegible]

প্যারিসের ১লা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, স্পেনের বিদ্রোহ কর্ত্তা কর্ণেল [illegible] ... [illegible], আদালতের বিচারে [illegible] আদেশ হইয়াছে। ফলে উহা [illegible] কিনা সন্দেহ আছে। সংবাদ পরে আরও জানা গিয়াছে, স্পেনের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী স্যাঞ্চেজ গুয়েরার গ্রেফতার হইবে। যদি কঠোর আদেশ হয় তবে স্পেনের প্রধান রাজনীতিকগণ তাঁহার মুক্তির জন্য রাজার নিকট যাইবেন।

ভারতের রেলওয়ে সরঞ্জাম ক্রয়

লণ্ডনের ১লা ফেব্রুয়ারীর সংবাদ, কমন্স সভায় স্যার রবার্ট গ্রেহামের প্রশ্নে আরল উইণ্টার্টন বলেন ১৯২৮।৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১ বৎসরে ভারতীয় সরকারী রেলওয়ের জন্য ৬,৭৪,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সরঞ্জাম বিদেশে ক্রয়ের জন্য ফরমাইস দেওয়া হয়। ঐ বৎসরে শতকরা ২৮ ভাগ জিনিষ বিদেশ হইতে গৃহীত হয়। ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩ মাসে ৩৯০০০ পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী সরঞ্জামের ফরমাইস, হয়। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত মোট ১০ লক্ষ পাউণ্ডের ফরমাইস দেওয়া হইয়াছে।

বলশেভিক নেতার পদচ্যুতি

মস্কো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, রুসিয়ার সাম্যবাদী-দলের প্রেসিডেন্ট মিঃ বুখারিন লেনিনের মৃত্যুর পর হইতে বলশেভিক দলের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন কিন্তু রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সোভিয়েট রুসিয়ার বর্ত্তমান প্রধান নেতা ষ্ট্যালিনের সহিত বিবাদ করিয়া প্রেসিডেন্টের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

আমেরিকার বিশেষ সমৃদ্ধি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ধন সম্পত্তি ৭ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেখানে ১৮৮০ সালের পর হইতে জীবিকা অর্জ্জনকারীর সংখ্যা ৩ গুণ এবং লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। ব্যাঙ্ক-সমূহে ব্যক্তিগত পরিমাণ প্রায় ২৪ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯২৭ সালের শেষ [illegible] জমার পরিমাণ শুনিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। উহার পরিমাণ ঐ সময়ে [illegible] হাজার কোটি ডলার হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মফস্বলের শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল-চৌধুরী স্বরাজীদলের নব্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য। স্বরাজীদল ভারতের প্রাচীন গৌরবের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা মতিভ্রমকষ্ট যুগের পরিবর্তে পরাকাষ্ঠাগামী বিমানে চড়িয়া ইউরোপ-অভিমুখে বিভ্রমময় প্রয়াসী। তজ্জন্য তাঁহারা ভারতীয় রীতি-নীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন-প্রয়াসী।

গৌড়দেশের রাজধানী গৌড়পুর নবদ্বীপ শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ভারতের নানাস্থান হইতে এখানে বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠের জন্য বিশেষতঃ নব্যন্যায়-পাঠার্থিগণ আসিয়া উপস্থিত হন। যখন গৌড়ের গৌরব সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বিবিধ শিক্ষকমণ্ডলী নবদ্বীপে বিবিধ কলা-বিদ্যা ও বিদ্যার অনুশীলন করাইতেছিলেন, তখন পাশ্চাত্ত্যধারার কলেজ স্কুল প্রভৃতি টোলক ও টোলকপাঠের ব্যবস্থা ছিল না। তবে রাজন্যবর্গ ও ধনী সম্প্রদায়ের অনেকেই শিক্ষকগণের সাহায্যার্থ প্রচুর দান করিতেন।

ত্রিবেণী-কৃষ্ণপুরের বিরূপা-গোবর্দ্ধন মজুমদার প্রভৃতি কায়স্থকুলভাস্করগণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সাহায্য করিতেন। তাহ বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে টোলক করিয়া ফেলেন নাই। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় গা ভাসাইয়া পণ্ডিতগণকে টোলক করিয়া কেন যেরূপ ধরণের বিচারপ্রণালী দেশীয় মস্তিষ্ক ঘোলা করিয়া দিয়াছে, সেরূপ প্রথা-অবলম্বনে অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে শূদ্রবৃত্তিতে স্থাপন ও পাঠার্থিগণকে বেতন দিয়া বিদ্যাসংগ্রহের ব্যবস্থায় যে পাল মহাশয়ের চেষ্টা, তাহা কেহই আদর করেন না। এইরূপ নিন্দিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া—নদীয়া-জেলায় কেহই সমর্থন করেন না। এমন কি বঙ্গদেশের সাধারণ হিন্দুগণের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' এ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহা নদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেশবাসীর হৃদগত ভাব জানিতে পারিবেন।

(বঙ্গবাসী ২৫শে পৌষ, শনিবার ১৩৩৫ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

পাল সাহেবের পরামর্শ

নদীয়া-জেলার নির্বাচিত সদস্য শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক

শ্রীভক্তিসারঙ্গপ্রভু

সুদূর হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গাবস্থিত কাশ্মীর হইতে ভারত-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত এই বৃহৎ ভারতবর্ষে ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে কে না চেনেন? তিনি গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘের সভাপতি, কিন্তু সম্পাদক হইলেও তিনি সাধারণ বেতনভোগী টোলক নহেন। তিনি বারেন্দ্র এবং শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ্রহ-প্রাপ্তিগ্রাহী ব্রাহ্মণোত্তম। শ্রীনিত্যানন্দের বিভিন্ন শাখায় যেরূপ শূদ্রের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সামাজিক নিমন্ত্রণের ভাববিজড়িত, শ্রীভক্তিসারঙ্গের বংশে সেরূপ অকৌলিন্য বা আভিজাত্য-বিগর্হিত কোন ক্রিয়া কলাপই অদ্যাবধি পরিদৃষ্ট হয় নাই। তাই বলিয়া তিনি কেবল ভক্তিবিদ্বেষী স্মার্ত্ত-সমাজের অধিনায়ক বিশেষরূপে আত্মমর্য্যাদা স্থাপনে উদগ্রীব হন নাই। তাঁহার আভিজাত্য ও বংশমর্য্যাদা তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া উদরপূরক সম্প্রদায়ের অন্ততমত্বে পরিণত করে নাই। কাশীর 'ব্রাহ্মণ' নামধারী সম্প্রদান যোগ-

সভার আগামী বৈঠকে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন,—"এই সভা গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিতেছেন যে, নবদ্বীপে সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ছাত্রগণের ও তাহাদের অধ্যাপকগণের পোষণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার পরিবর্ত্তে ম্যানেজিং কমিটির তত্ত্বাবধানে একটী ছাত্রাবাস-সমন্বিত সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হউক।" পালসাহেবের এই প্রস্তাবটী বাহ্যতঃ গঠনমূলক; কিন্তু ইহার ভিতরে যে প্রাচীন প্রথা ধ্বংসের উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। নবদ্বীপে এখন সরকারী সাহায্য-পরিচালিত টোল আছে তিনখানি। স্মৃতির টোল একখানি, দর্শন টোল দুইখানি। এই সব টোল সম্পূর্ণ প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি অনুসারেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ম্যানেজিং কমিটীর হাতে শাসনভার আসিলে টোলগুলি আর প্রাচীন আদর্শের চতুষ্পাঠী থাকিবে না, আধুনিক কালের কলেজে পরিণত হইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়, ফলে একটী প্রাচীন ধারার ধ্বংসই সাধিত হইবে। তাই পাল সাহেবের বিলাতী বুদ্ধি-প্রসূত এই প্রস্তাবের আমরা সমর্থন করিতে পারি না। টোলগুলি যেমন আছে, তেমনই রাখিয়া পাল সাহেব যদি তিনখানির স্থানে ত্রিশখানি টোল পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সদিচ্ছা বুঝা যাইত।

দান করা। তিনি পরমার্থ-বিষয় ব্যতীত অপর কিছুই অন্তে মনে করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু আরাধ্য শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার নিত্যানন্দ এবং মৎস্যমাংস-মুখে প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীচৈতন্যের প্রতি কুভাব-পোষক ভট্টপল্লী-নিবাসী অনেক পণ্ডিতের হৃদগত মলিনতা বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার যে অহৈতুকী চেষ্টা, তাহা গৌড়ীয়ের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ধারার সর্ব্বোত্তম উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার বৈরাগ্য—শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিতপথের পূর্ণ প্রকাশ। তিনি শাস্ত্রোচিত গৃহস্থ ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃত গোস্বামী এবং কৃষ্ণের বস্তুতে স্বভাবতঃই বিরক্ত। তাঁহার গুণগ্রাহী শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ-প্রমুখ অষ্টাবিংশ মঠের সকল সেবকই তাঁহার প্রতি পরম শ্রদ্ধাবন্ত।

শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভু সংস্কৃত ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ অধিকারসম্পন্ন, তাহার নমুনা সকলেই গৌড়ীয়ের পাঠকসূত্রে, ত্রিদণ্ডি প্রচারকগণের পৃষ্ঠপোষকসূত্রে তাঁহার বাগ্মিতা আ-সমুদ্রহিমাচল আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অনেকেই অবগত আছেন।

তাঁহার পবিত্র চরিত্র, নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ভাব ও কৃষ্ণে ঐকান্তিকতা, শ্রীগৌরসুন্দরে অগাধ প্রেম, ভাগ্যবন্ত গৌড়বাসিগণ সকলেই ন্যূনাধিক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তাঁহার উদ্যমশীলতা, অরুণোদয় হইতে নিশীথপর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজের কল্যাণের জন্য, কৃষ্ণকার্ষ্ণের সেবাপ্রবৃত্তি অতুলনীয় বলিয়াই তিনি 'অতুল' নামের সার্থকতা সাধন করিতেছেন।

তিনি চন্দ্রের দোষাকলঙ্ক মুছাইয়া দিয়া শশলাঞ্ছনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্কিনীর একায়নপদ্ধতিতে মহাসমৃদ্ধ। এজন্য মিশ্রচন্দ্রিকা-বিতরণকারী শশধরেরও যে কলঙ্কারোপ, তাহা গৌরচন্দ্রের একান্ত অনুগত অতুলচন্দ্রের চন্দ্রত্বের সার্থকতা হইয়াছে।

তিনি যাবতীয় বদ্ধবৈষ্ণবগণের উপাধ্যায়। তিনি ঋষিনীতির একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। তাঁহার বার্দ্ধী চেষ্টাই শ্রীচৈতন্য-মঠের পরবিদ্যাপীঠ-শাখার সঞ্জীবনী শক্তি। তিনি গোস্বামিকুলধুরন্ধর ও স্বয়ং প্রকৃত গোস্বামী। তিনি ভক্তিসার ও পরমপারদর্শী বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ তাঁহার স্বরূপের ভক্তিসারঙ্গ-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়াছেন। এই পারমার্থিকপ্রবরের শ্রীচরণকমল শোভা দর্শনে শুদ্ধ-বৈষ্ণবজগৎ মুগ্ধ।

তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একজন অন্যতম সম্পাদক। তিনি গৌড়ীয়মঠের শ্রীসম্বন্ধতত্ত্বের সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতর।

আসল ও নকল

আজকাল চারদিকে যেরূপ ভেজাল চ'লছে, তাতে আসল জিনিষ চিনে নেওয়াই দায়। দেখে শুনে, এমন কি, যেটোরাটি পরীক্ষা করেও অনেক সময় নকলকেই 'আসল' ব'লে ভ্রম হয়। সব ভেজালের মধ্যে ধর্ম্মের ভেজালটা যেন সব চেয়ে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। আজ যে ব্যক্তি 'টাকা' 'টাকা' করে লোকের দোরে দোরে ঘুরছে, পরশ্রীর লোভে সব রকম অসৎকার্য্যকেই আদর ক'রে বরণ করেছে, জমীদারের গোমস্তাগিরি করতে গিয়ে খুন জখম করে পলাতক, কাল সে ব্যক্তি পুলিশের চোখে ধুলো দিতে নতুন নতুন ছড়া বেঁধে কীর্ত্তনীয়া সাধু সাজলেন। দু'একটা বেশ কৃত্রিম ভাব দেখান' চেলা জুটে গেলেই তিনি একেবারে অবতার হয়ে ব'সলেন।

সেদিন কৃষ্ণনগর দেওয়ানী কোর্টের সামনে একটা ব্যাপার দেখে আমি ত' একেবারে থ' হয়ে গিয়েছি। একটী ভদ্রলোক এক ঝুঁড়ি ঘূর্ণীর মাটীর ফল কিনে রাস্তার ধারে রেখে এক থালা গাড়ীর দর ক'রছেন, এমন সময় একটা গরু হঠাৎ ছুটে এসে সেই ফলের ঝুড়ীতে মুখ দিয়ে কেমন ফল খেতে যাওয়া, অমনি সেই কঠিন ত্বক মাটীর ফলে মুখ লেগে বেচারী একেবারে বেকুব হয়ে ফিরে গেল। উল্টে লাভের মধ্যে এই অপরাধে ভদ্রলোকটী তার পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দিলেন। আহা গরুটার কি ভাগ্য মন্দ, সে যখন ফল খেতে ছুটে এসেছিল, তখন যদি ঘূর্ণীকরের জানতো যে, এফল গুলো সব নকল, তা'হ'লে তা'কে আর এরূপ অযথা কষ্টের মধ্যে প'ড়তে হ'ত না।

ধর্ম্মজগতে অনেক গো-বেচারী কোমলশ্রদ্ধ এরূপভাবেই প্রতারিত হ'চ্ছে। বাইরের দিকে দেখতে শুনতে বেশ ত্যাগীর বেশ, মালা-তিলক ফোঁটা কিছুরই অভাব নাই, গলা কাঁপিয়ে বেশ করুণ সুরে কীর্ত্তনও করতে পারে, অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের দু'একটা প্রায় সময়েই তার শ্রীঅঙ্গে লেপটে আছে, এসব দেখে হঠাৎ কার বাবা বুঝবার ক্ষমতা থাকে যে, লোকটা ভণ্ড। কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা এদের দেখে প্রথমে 'বৈষ্ণব' বলে মনে করে এবং তারাও বৈষ্ণব হতে যায়। তার পরে এদের স্বরূপ যখন দেখতে পায়, তখন একেবারে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে গালাগালি দিতে দিতে পেছন দিকে ছুটতে থকে, আর বৈষ্ণব দেখলেই নাক সিঁটকোয়। এসব দেখে [illegible] কোথায়।

তিনি শুদ্ধবৈষ্ণবজগতের আদর্শগণের অন্যতম ও শ্রীবলদেব বৈষ্ণবগণের অন্যতম, সুতরাং জগদ্বরেণ্য।

আত্মার নিত্যা-বৃত্তি কি ?

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বাসোবিকারী)

"আত্মার নিত্যা-বৃত্তি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে 'আত্মা' কাহাকে বলে, তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। 'আত্মা' শব্দের অর্থ—'আমি'। এই 'আত্মা' বা 'আমি' বিচার করিতে গিয়া প্রথম মুখে বহির্জগতের জীবের বিচার এই হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম-নির্ম্মিত স্থূল-দেহই 'আমি'। যখন "স্থূল দেহই আমি"—ইহা আমরা অনুভব করি, তখন এই স্থূল শরীরকে আমরা নানা প্রকারে সাজাইয়া থাকি, ভাল খাওয়া, দাওয়া, থাকার জন্য ব্যস্ত হই। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—ইহাই তখন আমাদের বৃত্তি বা ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

যখন আমরা কেবলমাত্র স্থূল শরীরকেই 'আমি' মনে না করিয়া স্থূল শরীরের মধ্যে যে একটু চেতনের বৃত্তি আছে অর্থাৎ স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম-শরীরের মিশ্রভাবকে বা চিদাভাসকে যখন আমাদের 'আত্মা' বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা সূক্ষ্ম-শরীরকেই 'আমি' বলিয়া বিচার করি এবং নানা প্রকার বাহ্যক্রিয়া-কলাপাদির দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের উন্নতিবিধানকল্পে যত্ন করিয়া থাকি। তখন আমাদের বিচার উপস্থিত হয়, কেবল নিজ স্থূলশরীরেই 'আমিত্ব' আবদ্ধ না রাখিয়া ঐ 'আমিত্ব'কে কিছু বিস্তার করা যাউক। তখন আমরা ভাবি,—হৃদয় প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য, পরোপকারব্রত, জগদ্বাসীর স্থূলশরীরের উপকার, স্থূলশরীরের সেবা-শুশ্রূষা ও রক্ষার জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়, সেবাশ্রম প্রভৃতি খোলা আবশ্যক, সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য, দেশের স্বাধীনতা লাভ দরকার, সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য, পাঁচটা লোককে খাওয়ান-দাওয়ান একটা ভাল কাজ, সামাজিক বিধি বিধান করা কর্ত্তব্য, অশান্তি নিবারণ করা আবশ্যক, নীতি-পরায়ণ হওয়া উচিত, সূক্ষ্মশরীরের উন্নতি, পরিপুষ্টি এবং তোষণের জন্য বিদ্যাভ্যাস, কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার বা শাস্ত্রাদির আলোচনা আবশ্যক —এইরূপ নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ তখন আমাদের বৃত্তি বা অনুষ্ঠান হইয়া পড়ে।

যখন আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করি, তখন উপরি উক্ত ক্রিয়াকলাপই আমাদের নিত্যাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু শ্রুতি ও তদনুগ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরকে 'আত্মা' বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি
পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি
মারুতঃ ॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দুইটী উপাধি বা 'অনাত্মবস্তু'। আত্মা—অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল; দেহ ও মন—পরিবর্ত্তনশীল। মনের ধর্ম্মে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ও প্রণয় বিরাজিত। স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত হইলেই বিবাদ এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত না হইলে প্রণয়। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা দেহ এবং মনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। প্রতি মুহূর্ত্তে দেহপরমাণু সমূহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাতঃকালের মন, মধ্যাহ্নের মন, প্রদোষের মন, রাত্রিকালের মন এবং নিশীথের মনের অবস্থায় পরস্পর ভেদ। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয় 'আমি' বস্তুকে আবরণ করিয়া আর কিছু প্রদর্শন করিতেছে। আমরা যদি ধান্যক্ষেত্রে ধান্যের সহিত সমবর্দ্ধিত শ্যামাঘাস ও অন্যান্য আগাছাগুলিকে দূর হইতে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা যথার্থ বস্তুর নিরূপণ হইল না। ধান্যক্ষেত্র হইতে আগাছা উৎপাটন করিলে উহাকে 'ধান্যক্ষেত্র' বলিবার সার্থকতা হইবে।

অচেতন ও চেতনের বৃত্তির একত্র সমাবেশ হইয়া বর্ত্তমানে মিশ্র-চেতনভাবকে আমরা অনেক সময় 'আমি' বলিয়া মনে করি। কিন্তু যদি মনই 'আমি' হইত, তাহা হইলে, মন—আমি যাহা নই, তাহা আমাকে মনে করাইতেছে কেন? মন ত' চেতনের আলোচনা করে না, সর্ব্বদা অচেতনবস্তুদর্শনে নিজকে নিযুক্ত করিয়া রাখে। মন কেবল-অচেতনধর্ম্মবিশিষ্ট নহে, অচেতন-ধর্ম্মের সহিত সম্যক্ সংমিশ্রণে কেবল চেতনধর্ম্মযুক্ত বস্তু দর্শনে অসমর্থ। 'আত্মা' কখনও 'অনাত্মার' অনুশীলন করে না। আত্মবস্তু নিত্যবস্তু অপারণামী বস্তু। মনই যদি 'আত্মা' বা 'নিত্যবস্তু' হইত, তাহা হইলে আমি এক সময়ে মূর্খ, এক সময়ে পণ্ডিত এক সময়ে নিদ্রিত, এক সময়ে জাগরিতই বা কেন? আত্মার ত' কখনও অচেতন-বৃত্তি নাই।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোন প্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের বৃত্তির বা ধর্ম্মের অপব্যবহার হেতু পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তুতে মমতা-নিবন্ধন আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—একথাও ঠিক নয়; কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তবে আত্মার বৃত্তি দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথার্থ ব্যবহার, যখন আত্মবৃত্তি-দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্যবস্তুতে ধাবিত হইয়াছে এইমাত্র।

যেমন, আমরা যদি কাশীতে যাইব মনে করিয়া হাওড়া ষ্টেসনে না গিয়া শিয়ালদহে উপস্থিত হইয়া দার্জ্জিলিংএর গাড়ীতে চড়িয়া বসি, তাহা হইলে আমাদের ষ্টেসনে যাওয়া হইল, গাড়ীতে চড়া হইল, সর্ব্ববিধ শারীরিক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু আমাদের গন্তব্য পথে পৌঁছান হইল না। আমাদের আত্মার বৃত্তিটী ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, কিন্তু অনাত্ম-বস্তুতে নিযুক্ত করার দরুণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মার বৃত্তি আছে, কিন্তু তাহার অপব্যবহার হইতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে চেতনের বৃত্তি-দ্বারা দর্শন স্পর্শনাদি কার্য্য নশ্বর বৃথা বিষয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। 'আমি' বা 'আত্মা'র অনুশীলনীয় একমাত্র 'পরম আত্মা অর্থাৎ পরম আমি', কিন্তু বর্ত্তমানে পরমবস্তুর অনুশীলন না হইয়া অ-পরম বস্তুর অনুশীলন হইতেছে। নাসিকা এখন দুর্গন্ধ গ্রহণ করিতেছে, রূপ অরূপ দর্শন করিতেছে, ভগবানের শ্রীরূপদর্শনে সমর্থ হইতেছে না। বৃত্তির প্রয়োগে ভুল হইয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে আমার সুখ ও আমি—এই উভয়ের মধ্যে যে মিত্রতা, তাহা কাল্পনিক মাত্র। আমি যদি যথার্থই সুখের অধিকারী হই, তাহা হইলে আমাকে সুখের অধিকার হইতে কে বঞ্চিত করে? সুন্দর দন্ত, প্রখরদৃষ্টিশক্তিযুক্ত চক্ষু সব নষ্ট হইয়া যায়। বার্দ্ধক্যে স্পর্শ-শক্তিও কম হইয়া পড়ে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে আমাকে কে বঞ্চিত করে? আসব সর্ব্বৎ মদ্য আমাকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ প্রদান করিয়া পরমুহূর্ত্তেই আনন্দের অভাব আনিয়া দেয় কেন?

যাহারা দেহ ও মনের দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের সেবা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সমুচিত দণ্ড ভোগ করিবে—তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইবে। নিত্যবৃত্তির অপব্যবহার করার দরুণ এইরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে যখন কেহ কৃপা পূর্ব্বক আমাদের দুর্দ্দশার কথাগুলি জানাইয়া দেন, যখন আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহানুভবের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবায় উন্মুখ হই, তখনই আমাদের নিত্য মঙ্গলোদয়ের কাল উপস্থিত হয়,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥
(ভাগবত)

যিনি তোমার (ভগবানের) অনুকম্পা লাভের আশায় স্বকর্ম্মের সুখ দুঃখভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তি বিধান করিয়া—জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ (আশ্রয় ঈশ্বর) লাভ করেন।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেবজ্জিয়া কবিভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভগবান্ কৃষ্ণ হৈল অর্জ্জুনসারথি,
জানি, ধৃতরাষ্ট্র মনে হৈল সন্দিহান
স্বপুত্র-বিজয়ে, চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করে,
"কহ না সঞ্জয়, যুদ্ধ ইচ্ছা করি, আহা
মোর পুত্রগণ, পাণ্ডুপুত্রসহ মিলি,
কুরুক্ষেত্র-মাঝে, কি করে এখন তা'রা?
যদি বল যুদ্ধেচ্ছায় হৈল সমবেত,
যুদ্ধ করে, তবে কেন পুছ 'কিবা করে',
'কিবা তব ভাব'?" তবে কহি—হে সঞ্জয়!
'ধর্ম্মক্ষেত্র' বলি যে প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র
বেদশাস্ত্রপুরাণাদি মাঝে, তাই বলি
ধর্ম্মের প্রভাবে যদি বিনষ্টবিবেক,
হ'য়ে এবে মোর পুত্রগণ, পাণ্ডবেরে
রাজ্য দিতে করেছে নিশ্চয়; কিবা সদা-
ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ, ধর্ম্মক্ষেত্রে
কুলক্ষয়হেতু ধর্ম্মভয়ে,—বনেতে
প্রবেশ শ্রেয়ঃ করিল বিচার। হে সঞ্জয়,
ব্যাসের প্রসাদে তুমি লভিয়াছ বেদ
বল, কিবা হয় যথাযথ।" জন্মান্ধ
ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মজ্ঞানহীন; 'যদি মোর
পুত্র রাজ্য দেয় পাণ্ডবেরে', ভাবি ম্লান-
চিত্ত জানি' দশিষ্ঠ সঞ্জয় 'কদাচিৎ
পাণ্ডবেরে রাজ্য নাহি দিবে হে রাজন্
তব পুত্রগণ', সম্বোধিয়া কহে,—শুন,—
পাণ্ডবের সৈন্যে হেরি' ব্যূহবিরচন
দ্রোণাচার্য্যপাশে গিয়া কহে দুর্য্যোধন
রাজা রাজনীতিবিদ্, (অন্তরের ভয়
বাক্যে করি সঙ্গোপন। 'পাণ্ডুপুত্রগণে
প্রিয়শিষ্য জানি, যদি স্নেহভরে গুরু
না করেন রণ,' ভাবিয়া তাঁহার কোপ
উৎপাদন হেতু— দ্রোণে যেন হেয়জ্ঞান
করে পাণ্ডুসুত, জানাইতে কহে রাজা—)
হে আচার্য্য করুন দর্শন, পাণ্ডবের
অহঙ্কার সহ্য নাহি হয়। আপনার
সম্মুখেতে প্রগল্ভতা করি' সগর্ব্বেতে,
মহাসৈন্য করিল সাজ্জিত। আপনার
শিষ্যরূপী পরম বুদ্ধিমান দ্রুপদপুত্র
ব্যূহ রচি, সম্মুখেতে রয়ে অবস্থান।
যত্নপি বলেন—'অদ্বৈতে অধিকার
হয় [illegible], অতএব আমাদের [illegible]

একের সুখের জন্য তুমি না করিবে
মনে, অশ্রু ঝরিবে,—এবে শ্রীআচার্য্য। সৈন্যগণ-
মাঝে, সংখ্যায় ভীমার্জ্জুন, সমতুল্য
বহু বীর, সাত্যকী, বিরাট, মহারথ
দ্রুপদাদি আর ধৃষ্ট-কেতু, চেকিতান,
বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তি ভোজ,
নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, যুধামন্যু বিক্রান্ত,
বীর উত্তমৌজ, সুভদ্রা-নন্দন, আর
পঞ্চপুত্র দ্রৌপদীর অতুল মহারথ।
("ভবে কি পাণ্ডব-সৈন্য করিয়া দর্শন
ভীত তুমি দুর্য্যোধন ?" যদি ভাবে গুরু
তাই মনোভাব ঢাকে উক্তি সংশোধন
প্রকাশ করিয়া কহে,—) শুনে দ্বিজোত্তম !
আমাদের—যত যত সেনাধ্যক্ষগণ,
নাম তার করিব কীর্ত্তন।
স্বয়ং আপনি গুরো,
রণজয়ী ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা,
বিকর্ণ ও ভূরিশ্রবা আদি। তাহা ছাড়া
নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র-যুক্ত বহু বহু
বীর অতি যুদ্ধ বিশারদ, প্রাণ দিতে
মম হেতু করিয়াছে পণ। দুই পক্ষ
তুল্য নহে সৈন্য। ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য
অপর্য্যাপ্ত মোর, ভীমের রক্ষিত সেনা
কিন্তু পরিমিত, তাতে মোর নিঃশঙ্কতে
হইবে বিজয়। হে আচার্য্য ! আপনারা
সকলে এখন, ভীষ্মেরে করুন রক্ষা
ব্যূহদ্বারে রহি, যথাভাগ-অনুসারে॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে
মহামহোৎসব

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে এই মহোৎসবে যোগদান করুন।

আকস্মিক বিপদ

রক্তভেদ

'রক্ত-ভেদ' উপসর্গটি এত সাংঘাতিক যে, অনেক সময় চিকিৎসক ডাকিতে গেলে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

পেটে আঘাত, পাকস্থলী বা অন্ত্রে ঘা, তীব্র জোলাপ, মেয়েদের মাসিক প্রাবরুদ্ধ বা অপরিষ্কার, সান্নিপাতিক জ্বর, বেদিনারী ডিসেন্ট্রি, যাদের নাসিকাদ্বারা রক্তপড়ার অভ্যাস আছে, সেই রক্তপাতের বন্ধ প্রভৃতি নানাকারণে রক্তভেদ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগীকে শোয়াইয়া রাখিয়ে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিবে। তৎপর একজন ডাক্তার ডাকিতে যাইবে। ইতিমধ্যে বরফ সংগ্রহ করিয়া পেটে বরফ দিবে। মলদ্বারদ্বারা পিচকারী ক'রে বরফের জল অন্ত্রের ভিতর দেওয়া প্রয়োজন। বরফের লম্বা টুকরা গুহ্যদ্বারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবে। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত একখানার পর আর এক খানা দিতে থাকিবে। ছোট ছোট বরফের টুকরা গিলে খেতে হবে।

মুষ্টিযোগ—(১) তালবাগড়া ছেচিয়া তাহার রস দুই কাঁচ্চা পরিমাণে সেবন করিলেও রক্তভেদ অনেক সময় বন্ধ হয়।

(২) বাবলা, বকুল ও পেয়ারার ছাল হাঁড়িতে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল ছাঁকিয়া লইবে। তৎপর তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ফটকিরীর গুঁড়া মিশ্রিত করিবে। এই ফটকিরী মিশ্রিত কষজল খুব ঠাণ্ডা হইলে মলদ্বারদ্বারা পিচকারী করিবে। এই কষ জল প্রস্তুতের সময় না পাইলে মৃৎপাত্রের তিনপোয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত এক কাঁচ্চা ট্যানিক এসিড এবং এক কাঁচ্চা ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারাও পিচকারি করা যাইতে পারে।

বরফের অভাব হইলে নিম্নলিখিত প্রকারে জল ঠাণ্ডা করিবে—

পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পাঁচ ছটাক নিশাদল্‌ এবং পাঁচ ছটাক সোরা গুঁড়া করিয়া একটী গামলায় দিবে। তৎপর ঐ গামলায় এক সের পরিমাণে জল দিবে। এখন একটী গ্লাস বা বাটীতে আধসের, তিন পোয়া পরিমাণে জল দিয়া ঐ গ্লাস বা বাটী গামলায় বসাইয়া রাখ, দেখিবে যেন গামলার জল গ্লাস বা বাটীর জলের সঙ্গে মিশিতে না পারে। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ রাখিলেই গ্লাস বা বাটীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা হইবে। যে যে স্থানে বরফের প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে তত্তৎস্থানে তদভাবে এই জল ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঐ গামলা পেটে বসাইয়া রাখিতে পার কিন্তু দেখিবে যেন পেটে চাপ না লাগে

পথ্য—বরফের টুকরা অথবা খুব ঠাণ্ডা পানীয়। উক্ত পানীয় অথবা কোনরূপ শক্ত জিনিষ খাইতে দিবে না

নানা কথা

কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের ধর্ম্মঘটের অবসান

কৃষ্ণনগর, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

গত কল্য ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণের চেষ্টায় কৃষ্ণনগর এ, ভি, স্কুলের ছাত্রগণের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। যে দুইজন শিক্ষকের পদচ্যুতির জন্য ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, সেই দুইজন শিক্ষককে পুনরায় স্কুলে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইয়াছে। যে সকল শিক্ষকের যন্ত্রা বলিয়া ছাত্রগণ মনে করিতেছে, তাঁহাদের রোগের যাথার্থ্য নিরূপিত হইলে তাঁহাদিগকে স্কুল হইতে বিদায় দেওয়া হইবে।

সাধু বেশে চোর

বহু চোরাই মাল রাখিবার অভিযোগে তারক গোঁদক নামক এক সাধু বেশী পুরাতন চোর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা অনুযায়ী আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এ, দত্ত কর্ত্তৃক ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত চোর সাধু সাজিয়া বারুইপুর থানার ধপধপী গ্রামে বাস করিত। পুলিস তাহাকে কোনও চুরী সম্পর্কে সন্দেহ করিয়া তাহার কুটীর খানাতল্লাস করিয়া বহু চোরাই মাল প্রাপ্ত হয়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সে এক জন পুরাতন দাগী চোর।

কাশ্মীর রাজ্যে আয়,ব্যয় ও স্থিতি

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ১৯৮৫-৮৬ বিক্রমাব্দের বাজেটে প্রকাশ, রাজ্যের খরচ ২ কোটি ৮৩ লক্ষ বাদে ১ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা জমা আছে। এবারকার বাজেটে দিল্লীর কাশ্মীরী হাউস, বিভাগের নূতন ডিরেক্টর পদ, বালিকা বিদ্যালয়-সমূহের মহিলা ইনস্পেক্টার-পদ, বালিকাদের জন্য ২টি, নূতন হাই স্কুল, বালকদের জন্য ও ২টি বালকদের নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫টি ও বালিকাদের ১২টি এবং বরমূলা, শ্রীনগর ও অনন্তনাগের মধ্যে ট্রামওয়ে লাইনের জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

নিরুদ্দিষ্ট বিমানপোত

প্রকাশ, ১লা ফেব্রুয়ারীর ২ খানা বিমানপোত কাবুল গিয়া ২০ জন ভারতীয়কে আনয়ন করিয়াছে। উহাদের অধিকাংশই বৃটিশ দূতাবাসের ভৃত্য। নিরুদ্দিষ্ট বিমানপোত খানি দিবাভাগে কাবুল হইতে ৪০ মাইল দূরে কাবুল নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিল। উহার কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মনে হয় তাঁহারা নিরাপদে আছেন।

ভারতে হিমাধিক্য

ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে প্রবল শীত দেখ দিয়াছে। ক্রমে পূর্ব্ব দিকে যেরূপ অগ্রসর হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিবে, সম্ভাবনা হইতেছে বাঙ্গালাতে এখনই তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম। গত কয়দিবস যাবৎ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশী শীত হইতেছে। পেশোয়ারে যেরূপ তুষার পাত হইয়াছে গত ৩০ বৎসরের মধ্যে সেরূপ হয় নাই।

৩০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানের অধিবাসিগণ শীতে থর থর করিয়া কাঁপিয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশের তাপ হঠাৎ কমিয়া গিয়াছে। বুধবারে স্বাবর পিণ্ডিতে হঠাৎ তুষারপাত হয় এবং ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ে। শৈলাবাসগুলিতে শীতের প্রকোপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রভূত পরিমাণে তুষার পাত হইয়া মারী হিল ও এ্যাবোটাবাদের মধ্যস্থ টেলিগ্রাফতার খারাপ হইয়া গিয়াছে। সিন্ধুদেশেও তাপ কমিয়া গিয়াছে। করাচীখোরা বাজারে শুক্রবারে ৪৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দেখা গিয়াছিল। মাড়োয়ারী ৪৪০ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ নামিয়া যায়। করাচীর নিকটবর্ত্তী গ্রীষ 'রোড নামক সৈন্যাবাসে ৩১ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ নামিয়াছে। অর্থাৎ জমাট বাঁধিবার ১ পয়েন্ট নিম্নে আছে। সেখানকার ৩ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পুকুরের জল জমিয়া গিয়াছে। দিল্লীতেও প্রবল শীত পড়িয়াছে। এরূপ ঠাণ্ডা বহু কাল কেহ বোধ করেন নাই। রাত্রিতে ঘরের বাহিরে জল রাখিলে সকালে তাহার উপর বরফ ভাসে। অত্যধিক তুষার পাত হওয়ায় বাগবাগিচা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের শীত অসহ্য বোধ হইতেছে। পালন নামকস্থানে অপরিমিত শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পুনায় আবহাওয়া অফিস ঘোষণা করিতেছেন, উত্তর পশ্চিম ভারতে, যুক্তপ্রদেশে এবং দক্ষিণাত্যে অত্যন্ত হিমের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পাঞ্জাবের সমভূমিতে তাপ ১৫ হইতে ৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠা নামা করিতেছে। বোম্বাইয়ের আবহাওয়া কর্ম্মচারীরা বলিতেছেন সীমান্তপ্রদেশের তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে ধাবমান হইবে।

ইংলণ্ডে ট্রেণ দুর্ঘটনা

প্রকাশ, লণ্ডনের চাবলিঙ নামক স্থানে এক্সপ্রেস ট্রেণে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত ট্রেণের চালক নরহত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মহাত্মা আদালতের বিচারে উক্ত দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

নিজামের দান

দানের তালিকা

পাঠকগণ অবগত আছেন, হায়দ্রাবাদের নিজাম কলিকাতা পরিদর্শন করিয়া চলিয়া যাইবার সময় জনহিতকর অনুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরের হস্তে এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। উক্ত টাকা লাট সাহেব নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত হিসাবে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। যাঁহাদিগকে টাকা প্রদান করা হইয়াছে, টাকা প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৩ হাজার ৫ শত হিসাবে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল, লেডী ডাফরিনের দান, ২ হাজার ৫ শত হিসাবে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, হাঁসপাতাল, কলিকাতা হাঁসপাতাল নার্স সমিতি, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল, লেডী ডাফরিণ ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল, কলিকাতা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট, বেঙ্গল বয় স্কাউট্‌স এসোসিয়েশন, চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, ২ হাজার হিসাবে লাটের রাম, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতাল, কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়, কলিকাতা অনাথালয়, মুসলমান অনাথালয়, গ্রীভস হোম, বালেটো অনাথালয়, ইটালী। ১ হাজার হিসাবে কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, গার্ল গাইডস, লেডী হার্ডিঞ্জ মিসেস লীগ, প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতাল, লেডী মিন্টো নার্সিং এসোসিয়েশন, সেন্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়েশন, সেন্ট্রাল এন্টি-ম্যালেরিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বেকার সমিতি, ভূতপূর্ব সেনাসমিতি, য়ুরোপীয় বেকার সমিতি, ভারতীয় অনাথা স্ত্রীলোকের জন্য মুসলমানী হোম, ইয়ংম্যানস্ খৃষ্টিয়ান এসোসিয়েশন, কলিকাতা হোমিও হাঁসপাতাল, বালিগঞ্জ মহিলাসমিতি, লিট্‌ল সিষ্টার অব দি পুওর, গোবরা কুষ্ঠাশ্রম, সালসিয়া জেনানা মাদ্রাসা, বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি, সার রমেশচন্দ্র মিত্র বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট, দরিদ্রভাণ্ডার ৭ শত ৫০ টাকা, ৫ শত টাকা হিসাবে মুক্তিফৌজ য়ুরোপীয় নারী অনাথালয়, সেন্ট মেরী হোম, সেন্ট ভিন্সেন্ট হোম, সেন্ট পল মিশন, সরোজনলিনী সমিতি, ওল্ড মিশন চার্চ বয়েজ হোম, ওল্ড মিশন চার্চ গার্লস হোম, নার্সের কুটীর ভাণ্ডার, ডাফরিণ ষ্টেশন হাঁসপাতাল, আলিপুর বৃটিশ সামরিক হাঁসপাতাল, কলিকাতা নারীমঙ্গল সমিতি পতিতালয়, সৈনিক ক্লাব, শ্যামবাজার দরিদ্রভাণ্ডার, ফেণ্ডাল হোম, কলিকাতা শিশুরক্ষা সমিতি, কলিকাতা পুলিস সাহায্যভাণ্ডার, কলিকাতা পশুপীড়ন নিবারণী সভা, সেন্ট জেমস্ চার্চ খিদিরপুর নাবিক মিশন, নাবিক ইনষ্টিটিউট, রোণাল্ডসে কুটীর, ক্যাথলিক অনাথালয়, চার্চ শিক্ষা সমিতি শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয়, শাখাওয়াৎ বালিকা বিদ্যালয়, সুরাবর্দ্দী মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়, নারীরক্ষা সমিতি, সারদেশ্বরী আশ্রম ও হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, লেডী রোনাল্ড ইণ্ডিয়ান নার্সেস হোষ্টেল, আওয়ার লেডীজ হোম, খিদিরপুর শিশুমঙ্গল, হাওড়া বাবু ক্লিনিক, বঙ্গীয় সমাজসেবক সঙ্ঘ, কলিকাতার রামকৃষ্ণ সমিতি অনাথ ভাণ্ডার, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা বিদ্যালয়, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, ভবানীপুর সাহায্য সমিতি, ইসলামিয়া কলেজ, দরিদ্র ছাত্রভাণ্ডার, মুসলমান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল বালিকা বিদ্যালয়, ২ শত ৫০ টাকা হিসাবে ওল্ড চার্চ প্যারোসিয়েল হোম, বঙ্গীয় শিক্ষা সঙ্ঘের ক্যাথলিক এসোসিয়েশন, সেন্ট জন্স অবৈতনিক বিদ্যালয়, আঞ্জুমান-ই মুর্ত্তজীব, কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়, সেন্ট এলয়সিয়স অনাথালয়, মাণিকতলা শ্রমিক ইনষ্টিটিউট, আহিরীটোলা পল্লী সেবা সমিতি, হিন্দু অবলা আশ্রম, রামকৃষ্ণ ষ্টুডেন্ট হোম, আঞ্জুমান তালিম ও তরক্কী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, শ্যামবাজার এ্যাংলো ভার্ণাকুলার বিদ্যালয়, আঞ্জুমান বিদ্যালয়, বঙ্গীয় বেলজিয়াম মিশন, গার্ডেনরিচ উচ্চ বিদ্যালয়, মাটিয়াবুরুজ শিক্ষা সমিতি, গার্ডেনরীচ যুবক সমিতি, আঞ্জুমান-ই-মহম্মদী, আঞ্জুমান খাদিমুল ইসলাম, "আকটার কেয়ার এসোসিয়েশন",

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Rai.way*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫	—	৮—৫০

স্কটিশ চার্চ কলেজে বাৎসরিক সম্মেলন

গত শনিবার স্কটিশ চার্চ কলেজের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের বাৎসরিক সম্মিলন হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ আরকুহার্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নানাপ্রকার হাস্য রসাত্মক সঙ্গীত ও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। মেয়র মিঃ বি, কে বসু বলেন যে এদেশে আসিবার সময় হইতেই শিক্ষার প্রসার করা মিশনারীদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। স্কটিশ মিশনারিগণ এদেশে শিক্ষার উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট শ্রম করিয়াছেন। আরকুহার্ট ও বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়া ২টী বক্তৃতা করেন। অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

লণ্ডন ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। তবে একটু সময় লাগিবে।

অজাপাত্রার গুণ

চালমুগরা

চালমুগরা একটি হিন্দুস্থানী এবং বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হয়। উহার সংস্কৃত নাম তুবরক। ঔষধে ইহার বীজের তৈল ব্যবহৃত হয়।

খোষ, দাদ ও কুষ্ঠরোগে উহা অতীব উপকারী।

প্রয়োগবিধি—

খোস, দাদ ও পাঁচড়া—প্রভৃতিতে, ঘা প্রথমতঃ কার্ব্বলিক সাবান দ্বারা পরিষ্কার করিয়া চালমুগরার তৈল মালিশ করিবে। ইহাতে অতি সত্বর আরোগ্য হইবে।

কুষ্ঠব্যাধিতে—আহারের এক ঘণ্টা পরে ৩।৪ ফোঁটা চালমুগরার তৈল দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। দিবসে তিনবার সেব্য। প্রথমে এই মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইলে আর বৃদ্ধি করিবে না। এই ঔষধ সেবনের সময় মৎস্য, মাংস, মদ্য, স্ত্রী-সঙ্গম তৈলব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা কদাচ খালি পেটে সেবন করিবে না।

ভারতের সুপ্রাচীন ঋষিযুগের আবিষ্কৃত এই মহৌষধটি বর্ত্তমানে ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশেও অতিশয় খ্যাতি লাভ করিতেছে।

ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যের পরিবর্ত্তন

গত সোমবারে ব্যবস্থাপরিষদের কার্য্য প্রণালীর সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে বিল আলোচনা হইবার কথা ছিল, তাহা হইবে না। পক্ষান্তরে বলসেভিক বিতাড়ন বিলটি সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইবে। কমিটি ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করিবে। কমিটিতে স্বরাষ্ট্র সচিব সার ডারসি লিণ্ডসে, সার ভিক্টর সেশুন, সার আবদুল কোয়ারেম, ফজলল রহিমুল্লা কে, সি রায় এবং টি, বি রায় জাতীয় দলের বা কংগ্রেস দলের কেহ উক্ত কমিটীতে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন নাই।

করাচীতে ভীষণ শীত

করাচী ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, তথা হইতে ৮মাইল উত্তরে উত্তাপ ৩৪ ডিগ্রী। গত ৩০ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্য দেখা যায় নাই। কোয়েটা ও লাহোর মেলট্রেণে তীব্র ঠাণ্ডার দরুণ বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible]

২৬শে মাঘ, শুক্রবার—১৩৩৪।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মহেশপতির শ্রীযুক্ত ধর্ম্মসিংহ পালচৌধুরী বিলাতী-ধরণে সংস্কৃত স্কুল করিবার জন্য যে প্রস্তাবটি কার্য্যকারক স্কুলে করিয়াছেন, তাহাতে 'হিন্দুসাধারণের' বিশেষ আপত্তি আছে। তাঁহারা মেম্বার, প্রতিনিধি অধ্যাপকগণকে ভৃত্যরূপে পরিণত করিয়া সাহেববাবু ও বড় মনিবদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপন করিতে ও স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষজ্ঞগণ অনভিজ্ঞ বাবুভায়াদের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া সন্তুষ্ট কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিবেন—এরূপ দুর্ভিক্ষ-পিপাসা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বঙ্গদেশেই সম্ভব। উদরের যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া বণিক ও কুম্যাধকারিগণের কৃপা-প্রার্থী হওয়া হিন্দু জাতীয় জীবনের প্রধান অন্তরায়—একথা পালচৌধুরী বুঝিতে পারেন না বলিয়াই সারেবিয়ানা করিতে গিয়া আর্য্যামির বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছেন।

গৌড়দেশে শিক্ষ-সম্প্রদায় তাঁহার এই বৈদেশিক শিক্ষা-প্রণালীর অনুকরণ হইতে তাঁহাকে কি বিমুক্ত করিতে পারেন না? প্রাচ্যকে এইরূপ পাশ্চাত্য-করণকে আমরা কুশিক্ষার ফল বলিয়াই মনে করি। জাতীয় জীবন গঠিত না হইলে অনুকরণ-পদ্ধতির আদর করিতে গিয়া যে সকল আপাত-সুখকর প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা স্বরাজ-শাসনের বিরোধী। এই জন্যই শাসনতন্ত্র-প্রণালীতে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিজের জাতীয় স্বার্থে কমিশনের প্রাপ্য আলোটুকু আত্মসাৎ করেন। অন্যায়ী বিচারক হইয়া নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া তদ্বি, সেইরূপ অবিধি-শাসনের অপব্যবহারে কেহই ভাল বলিয়া মনে করেন না। আত্মস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পরের অনিষ্ট করিতে যাওয়া কখনই পরোপকার পদ-বাচ্য হইতে পারে না।

মানুষ ধনমদে ধনমদে মত্ত হইয়া কতই না খেলায় মাতিয়াছে। তাহা ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধ অন্ধকার কীর্ত্তনের দ্বারা করিতেছে। তাই যদি, যদি ব্রাহ্মণেতরবর্ণ জীব কবিরাজ জড় ধর্ম্মনীতি ও ভোগনীতি প্রাধান্য লাভ করে, তাহা হইলে অবিনীতি বিপুল হইয়াছে, সুনিশ্চিত হইবে। একদিন পাশ্চাত্য বিজাতীয় বাণিজ্য—বিদ্যু এবং কর্ম্মিক-বলৎ

প্রজ্ঞলৌকাং ময়ম্।" শ্রীযুক্ত পালসাহেব এই সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও প্রাচীনতার এরূপ বিরোধী কেন হইলেন?

কখনও প্রাচীনতার বিরোধ তাঁহাকে পরিস্ফুট না হয়, তজ্জন্য তাঁহার সভাসদ্যায়িগণ তাঁহাকে সুপরামর্শ দিবেন কি? হিন্দুজনসাধারণ আপনাদেরকে মুখপাত্র করিয়া দেশের অমঙ্গল সাধন করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করেন নাই। তিনি যদি অভিজ্ঞসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া প্রাচীন পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার যত্ন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু তিনি দেশীয় হিন্দুজনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের কথা সমর্থনের জন্য অগ্রগামী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাই এই প্রস্তাবে তাঁহার বৈপরীত্য দেখিতেছি কেন?

সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপই শ্রেষ্ঠ, সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যে যে স্থানে শ্রীভগবান্ স্বয়ংরূপে সপার্ষদে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নানা লীলা প্রকট করিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষই প্রধান, আবার সেই ভারতবর্ষের যেখানে কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি নিজ নাম-প্রেম-বিতরণ লীলা করিয়াছেন, সেই গৌড়ভূমিই সর্ব্বোত্তম। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন নবদ্বীপ মণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট, নবদ্বীপমণ্ডলের মধ্যে গৌরাবির্ভাবস্থলী যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর অন্তর্দ্বীপই সর্ব্বোত্তমোত্তম। নবধাভক্তি লক্ষণ-যুক্ত নব-সংখ্যক দ্বীপের মধ্যে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র এই অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর পাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করিয়া যাঁহারা অন্যত্র অন্যান্য অঙ্গের সাধনে প্রয়াসী হন, তাঁহারা দুগ্ধদোহে অশক্তার পরিণামের ন্যায় বৃথা আড়ম্বর করেন মাত্র। একের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেই যেমন শূন্যের মর্য্যাদা থাকে, সেইরূপ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে নিবেদিতাত্মা ব্যক্তিরই ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাভ হয়। আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা-সৌষ্ঠব প্রতি যত্নের পরিবর্ত্তে যাঁহারা বহির্দ্বীপ কণ্টকা-পল্লীতে কৃষ্ণসেবাবিমুখ সম্ভোগ-লোলুপতা করাইয়া ও অপরাধ-বিদ্যাপীঠ স্থাপন-প্রয়াস করিয়া কেবল জমীর মূল্য-বৃদ্ধির যত্নবান হইয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবদ্ভজনানন্দের পরিবর্ত্তে কণ্টকিফল-ভোজন-মদ উপভোগ করিতে করিতে জীবনের অবসানে নিশ্চিন্ত মনে নিরয়বর্ত্ম প্রস্থানই করিতে থাকিবেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

সাধনোপায়

অনর্পিতচরী প্রেমপ্রদাতা গৌরসুন্দর যে সময় এই ধরাধামে ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম আচণ্ডালে প্রদান করিতেছিলেন, তৎকালে তপন মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অনেক শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়াও সাধ্য সাধন বিষয়ে কোন স্থির মীমাংসা করিতে না পারিয়া দুঃখের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। তৎকালে তথায় এমন কেহ ছিলেন না, যিনি তাঁহার এই সংশয় ছিন্ন করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ দিবারাত্র নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন, কিন্তু সাধ্যাঙ্গ না জানা হেতু চিত্তে শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। সৌভাগ্যক্রমে একরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক দেবমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন,—"ওহে বিপ্র, আর চিন্তা করিও না, জগদ্বিখ্যাত নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর, তিনি তোমার সাধ্যসাধন নির্ণয় করিয়া দিবেন। তিনি মনুষ্য নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নররূপে লীলার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ এই সুস্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলেন এবং স্বীয় সৌভাগ্যের চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। পরে প্রভাত হইলে শিষ্যগণ-পরিবৃত গৌরসুন্দরের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন,—

বিপ্র বলে আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপাদৃষ্টে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি মোরে প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়॥

ব্রাহ্মণ ধনসম্পত্তি চাহিলেন না—সন্তান সন্ততি কিসে সুখে থাকে, সেরূপ কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। যশঃ, উপাধি অথবা নীরোগ বাঞ্ছা করিলেন না, কিন্তু একমাত্র বলিলেন, 'আমি অতি দীন-হীন, যাহাতে আমার সংসার মোচন হয়, হে ভগবন্ তাহার উপায় করিয়া দাও।' আমার ন্যায় বিষয়ী সেখানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিত—এ ব্রাহ্মণ পাগল নাকি! বাঞ্ছা-কল্পতরু যদি আজ স্বয়ং উপস্থিত, যা' চাহিবে, তাই যখন পাওয়া যাবে, তখন অন্ততঃ অর্থ বরটাও ত প্রার্থনা করিতে পারিতেন? কিন্তু তপন মিশ্র আমার ন্যায় ভোগী, দেহারামী, জড়বুদ্ধি, দেহাত্মবাদী ছিলেন না, তিনি বিশেষ ভাবে জানিতেন, জড় সুখ নাই। তাই ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রতি নিষ্কাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, তুমি বড় ভাগ্যবান্। লৌকিক প্রকৃতির উদয়-

ভাগ্যবতী দুঃখী

এ জগতে সকলেই জাগতিক সুখের কাঙ্গাল। সেই সুখভোগ যাহার ভাগ্যে যে পরিমাণে লাভ হয়, তিনি সেই পরিমাণে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করেন, আর যাহার ভাগ্যে এই প্রকার সুখোদয় হয় না, তিনি ভাগ্যহীন শ্রেণীভুক্ত।

ভাগ্যচক্রের লটারীতে টিকিট কিনিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। যাহাদের ভাগ্যে টান না উঠে, তাহারা দুঃখিত, আর ভাগ্যক্রমে যাহাদের নামে টান উঠিল, তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। যাহারা বিফলমনোরথ হন, তাহাদের নেশাটা ছুটি না পাইয়া আশার আশে ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে এবং এমন কি, পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী সাজিয়া বসে; আর যাহার লাভ হয়, সে লাভটা কিছুক্ষণ থাকিয়া পরিণামে দুঃখের দালালরূপে তাহার নিকট ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া নেশাটা জন্মাইয়া দেয়। এইরূপ ভাবে এই লটারীতে বহু জীব ভ্রমণ করিতেছে।

জীবের স্বভাবে বিশেষতঃ মানুষ কেহই নিজেকে বুদ্ধিহীন মনে করে না। আবার কেহ কেহ অভিজ্ঞানী সাজিয়া বসেন। এই অতি বুদ্ধিমানের ভাগ্যে অতি সুখই লাভ হয়। মানুষ যে সুখভোগের জন্য লালায়িত, সে সুখই যে তাহার বিবিধ দুঃখদায়ক, একথা না হইলে কখনও এরূপ প্রশ্ন করে না।

ঈশ্বর-ভজন অতি গূঢ় ব্যাপার। চারিযুগে চারি প্রকার সাধনোপায় নির্ণীত আছে। ভগবান্ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান কাল—কলি। এখন লোকের আয়ু অল্প, তাহাতে আবার সকলেই মন্দমতি, পরমার্থচেষ্টায় অলস ও রোগাদি-প্রপীড়িত। এই সকল মন্দভাগ্য ব্যক্তির জন্য পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুগধর্ম্ম "নাম সংকীর্ত্তনের" ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপোযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁর মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনামসংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক প্রেমধনপ্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীমুখে আজ্ঞা করিলেন, তপোযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া কুটীনাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে থাক, কালে সমস্তই আপনিই জানিতে পারিবে।

বুঝিবার সুযোগই যে সৌভাগ্য, তাহা ভাবিবার সময় কাহারও নাই। চিত্তহরণকারী উন্মাদকারী বস্তু সেবনে মানুষ যখন সুখপ্রাপ্তির আশা করে, তখন তাহার বুদ্ধির সীমা বুঝিতে প্রকৃত বুদ্ধিমানের বাকী থাকে কি?"

এসংসারে সকলেই প্রভু সাজিবার জন্য ব্যস্ত। কেননা তাহাতে ভোগের অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু নেপাগত ব্যক্তি রাজা সাজিতে চাহিলে কি লোকে তাহাকে রাজা বলে, না, অপর সকলেই রাজার ন্যায় তাহাকেই প্রণতভাবে সাজা দেয়? সেইরূপ জীবের স্বরূপেই যে প্রভুত্ব নাই—দাসস্বভাবযুক্ত তাহাতে আবার মায়াকবলিত স্বরূপ জীব যে সত্বর প্রভু হইতে যায়, সেই সত্বরই দাস না হইয়া থাকিতে পারে না। এহেন দুর্গত জীবের ভাগ্য চিন্তা করিলে দুঃখের অবধি থাকে না।

ছিনলযুক্ত শস্যকে দলচ্যুত করিবার জন্য যে যন্ত্রটী ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। এমন কি যে শস্য দৈবক্রমে পেষণ-যন্ত্রের বাহিরে আসিয়া পড়ে, পেষণকারী অমনিই কৃপাপূর্ব্বক শস্যমুখীর সাহায্যে পুনরায় তাহাকে পেষণ করে। এই জগচ্চক্রেও সেইরূপ সকলসুখ-পিপাসু, জীবকুলকে, পরস্পর সম্বন্ধ করিয়া সুখের লেশ ছুটাইয়া পেষণ করা হইতেছে। যাহারা একটু সুখবাধ দুঃখ-প্রাপ্তিতে ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহাদিগকে পুনরায় কেশাকর্ষণে পেষণযন্ত্রে ঢুকাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এহেন চূর্ণবিচূর্ণকারী পেষণ যন্ত্রের পেষণ হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই কি? আছে বৈ কি। যখন রোগের সৃষ্টি হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই রোগনাশক ঔষধেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কেবলমাত্র ঔষধটি না জানা পর্য্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। ঔষধের সন্ধান পাইয়া সেবনেই রোগমুক্ত অনিবার্য্য। পেষণযন্ত্র পেষিত শস্যের মধ্যে হঠাৎ যদি কোন শস্য পেষণচক্র সংযোগকারী কীলকের নিম্ন দেশে আশ্রয় লয়, আর সে যেমন পেষণ-পীড়া হইতে মুক্তিলাভে নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, সেইরূপ এই জগচ্চক্র পেষিত জীবকুলের মধ্যে যদি কোন ভাগ্যবান্ জগৎপতির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাঁহার আর চক্রে পেষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

জগৎপ্রভূ প্রভু না বলিয়া তাঁহার চরণসেবা ছাড়ায় আমাদিগের এই দুর্গতি। ভক্ত-ভোগ্য বস্তুতে ভোগ্য-বুদ্ধি ও প্রভুর দাস্যে উদাসীনতায় আমাদিগকে এই দুঃখচক্র যন্ত্রে পেষণ করিতেছে। আমরা বর্ত্তমান বুদ্ধিহীনতা, মত্ততা ছাড়িয়া যদি আমাদেরই যোগ্য নিযুক্ত হই অর্থাৎ নিজেরা প্রভুর সেবা করি ও প্রভুর সেবকগণের সেবা করি, তবে আমাদের রোগের চিহ্নমাত্র থাকে না। কিন্তু রোগগ্রস্ত অবস্থায় আমার সুপথ্যে, রোগ-বিনাশক ঔষধে রুচি হয় কি? না হইলেও অনিচ্ছা-সত্ত্বে সর্ব্বদা সাধুর চরণাশ্রয় করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ তৎসেবায় আমার সকল অসুবিধাই নিদূরিত হয়।

শ্রীভগবান্ অজিত হইলেও ভক্তাধীন, নিষ্ক্রিয় হইয়াও ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহনকারী। এহেন ভক্তবশ প্রভুর কৃপা পাইতে হইলে সেই ভক্তেরই অনুগত হইতে হইবে। শাস্ত্র এবং স্বয়ং ভগবান্ নিজেই সেই কথা বারবার ভারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তের দাস বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে বলিয়াছেন। কোন কোন ভগবৎপ্রিয়তমজন ভক্তের উচ্ছিষ্ট ভোজী কুক্কুর হইবারও প্রার্থনা করিয়াছেন আবার শ্রীগৌর ভগবানের শ্রীমুখবাক্য হইতে আরও জানা যায় যে, ভক্তগৃহ ছাড়িয়া ভক্তের আবির্ভাবক্ষেত্রবাসী কুকুরেরও ভাগ্যের সীমা নাই—

নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর॥

এহেন ভক্তবশ প্রভুর—ভক্তসেবকের কথা কীর্ত্তনে আমাদিগের ভক্তদাসত্ব লাভ হয়, তাই ভক্তভক্তের কীর্ত্তন-প্রয়াস,—

সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক স্বনামকীর্ত্তনকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কীর্ত্তনস্থলী ছিল ভক্ত-বাস শ্রীবাসের গৃহে। প্রভু প্রত্যহ রজনীতে যখন ভোগিকুল মায়াদেবীর ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিত, তখন শ্রীবাসের ভবনে অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ কীর্ত্তনানন্দে মত্ত থাকিতেন। নবদ্বীপবাসী হইয়াও, এমন কি সেই শ্রীবাসের পল্লীবাসী হইয়াও, অনেকের ভাগ্যে সে কীর্ত্তন-বিলাস দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ব্রহ্মাদিরও আরাধ্য সেই প্রেমবিলাস দর্শন জীবের ভাগ্যে সুদুর্ল্লভ হইলেও শ্রীবাসের সেবিকা-সূত্রে 'দুঃখী'র ভাগ্যে অতি সুলভ হইয়াছিল। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও 'দুঃখীর' ভাগ্যবর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

শ্রীবাসের গৃহে প্রতি রাত্রিতে গোলোকবিহারী শ্রীহরি হরিদাস-সঙ্গে কীর্ত্তন করেন, আর,—

যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ নৃত্য হয়।
ততক্ষণ দুঃখী পুণ্যবতী জল বয়॥
কলসেক দেখয়ে নৃত্য সকল ঠায়ে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে॥
সারি করি চতুর্দ্দিকে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন॥

ভাগ্যবতী দুঃখী, প্রভুর অলক্ষিতে এই সেবা করিলেও সর্ব্বজ্ঞতাস্তর্য্যামী ভগবানের তাহা জানিতে বাকী থাকিল না। একদিন—

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতি দিন গঙ্গাজল আনে কোন্ জনে?
তখন প্রভু-প্রিয়,
শ্রীবাস বলয়ে প্রভু 'দুঃখী' বহি আনে।

এই উত্তরে প্রভু সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, 'দুঃখী' কেন সে সুখী, সকলে তাহাকে 'সুখী' বলিয়া ডাক। যে এরূপ সেবাদর্শ দেখায়, সে সর্ব্বকালেই সুখী, 'দুঃখী' নামের অযোগ্য।

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে দুঃখীর প্রতি এতাদৃশ কারুণ্য প্রকাশে সকলেই প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর 'সুখী' বলিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। বাহিরের লোকে 'সুখী'কে শ্রীবাসের দাসী জানিলেও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাসের সে বুদ্ধি ছিলনা। কেননা বাসুদেবময় জগৎ দর্শনকারী ভক্তগণ নিজেকে বাসুদেবের সেবক এবং অপর সকল জীবকে বাসুদেবদাস বলিয়া 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার' বুদ্ধি করেন। প্রাকৃত জগতে পিতৃভক্ত সুপুত্রেরও পিতার প্রতি ভোগবুদ্ধি থাকে সুতরাং জগদ্বাসীর স্থূলবুদ্ধিতে এভাব স্থান পায় না।

ভক্তিতেই ভগবানের সেবা লাভ হয়, আর সেই ভক্তি ভক্তসেবায় জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ভক্তসেবা ছাড়িয়া কূলে, মানে রূপে, দানে অথবা মস্তক মুণ্ডন করিয়া বায়ু সেবনেও ভগবান্ লভ্য নহেন। আপনি আচরণ করিয়া প্রচারকারী, ভুবন মঙ্গলাবতারী ভক্তভাবে বিভাবিততনু শ্রীগৌরসুন্দর আজ প্রত্যক্ষে বেদ-ভাগবতনিহিত তত্ত্বকথা প্রচার করিলেন। তাহা মরজগদ্বাসীকে অমর স্বরূপের জ্ঞান দিবার জন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বলিলেন—

'দাসী হইয়ে যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥'

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

মহামহোৎসব

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল সাধুসঙ্গ, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী এবং উচ্চলিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে এই মহোৎসবে যোগদান করুন।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

(শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেবঘরিয়া কবিভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রবল প্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ,
শঙ্খধ্বনি করিলেন উচ্চসিংহনাদে,
দুর্য্যোধন-হরষের হেতু। শঙ্খ, ভেরী,
মাদল, পটহ, গোমুখাদিবাদ্যচয়,
সহসা উঠিল বাজি তুমুল গর্জ্জনে।
এদিকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আর ধনঞ্জয়,
শ্বেত অশ্ব যুক্ত রথে পরম উৎকৃষ্ট,
হইয়া আরূঢ় করে দিব্য সিংহনাদ।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করে হৃষীকেশ,
দেবদত্ত ধনঞ্জয়, পৌণ্ড্র মহাশঙ্খনাদে
বীর বৃকোদর, অনন্ত-বিজয়
শঙ্খ রাজাযুধিষ্ঠির, সুঘোষ,
সহদেব নাদে মণিপুষ্প। কাশীরাজ
মহাধনুর্দ্ধর, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন,
শিখণ্ডী, বিরাট, চাপ-শোভিত সাত্যকি ও
হে পৃথিবী-পতে। দ্রুপদ নৃপতি আর
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, বীর অভিমন্যু
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ ধ্বনিল সকলে।
উঠিল তুমুল রোল ধরণী ভরিয়া,
দশদিকে প্রতিধ্বনি পূরিল গগন,
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণহৃদ্য করি' বিদারিত
দিব্য শঙ্খনাদ। হে রাজন্! সেইকালে,
অস্ত্রক্ষেপে সমুদ্যত বীর ধনঞ্জয়,
কপিধ্বজে হরি, ধার্ত্তরাষ্ট্র যোদ্ধৃগণে,
যুদ্ধস্থলে অবস্থিত হেরি,' শরাসন
উত্তোলন করি' কহিলেন এই কথা
শ্রীকৃষ্ণে তখন। হে অচ্যুত, রথ মোর
কর স্থাপন, উভয় পক্ষীয় সর্ব্ব সৈন্যগণ-
মাঝে; যাবৎ দর্শন করি যুদ্ধ-
কামনায় অবস্থিত সৈন্যগণমাঝে,
কাহার সহিত মোর হইবে সংগ্রাম
এই রণসমুদ্যমে। যাবৎ দর্শন
করি আমি, দুর্য্যোধন-প্রিয় কামনায়
যুদ্ধক্ষেত্রে এস্থানে সমাগত যত
বীরগণ। হে ভারত! কহিল সঞ্জয়,
গুড়াকেশ ধনঞ্জয় কহিলে এ বাণী
হৃষীকেশ-পাশে, উভয় পক্ষীয় সর্ব্ব
সৈন্যগণ-মাঝে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই রথ
করিলা স্থাপন। হে অর্জ্জুন! যুদ্ধক্ষেত্রে
সমবেত কৌরবসকল, ভীষ্ম দ্রোণ
মুখ্য সবে কর দরশন,—কহিলেন
শ্রীগোবিন্দ তবে। দেখেন অর্জ্জুন তবে,
সৈন্যদল মাঝে, পিতামহ, ভ্রাতৃগণ,
পিতৃব্য, আচার্য্য, মাতুল, শ্বশুর, মিত্র
উপকারী জন সকল হইয়াছে
উপস্থিত রণে। বান্ধব সকলে দেখি
রণস্থল মাঝে, কুন্তীর নন্দন তবে
কৃপাবিষ্ট হ'য়ে, কহিলেন অনুতাপ
করি, বিষাদিতমনে; প্রাণ সম কৃষ্ণ,
অশ্রু ঝরিল মুখে। (ক্রমশঃ)

নানা কথা

কবিরাজ কবিকে খুবড়িলা

"প্রকাশ, ঝরিয়া সহরের পার্শ্ববর্তী কুলাডীহার খনির অংশ বিশা স্থান ধসিয়া বসিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে মাটির উপরে কতিপয় কুলীদের বাসা, খনির অফিসের অনেক অংশ, কুলীদের কতকগুলি বাসস্থান ও একটা পুকুরের খানিকটা অংশ ছিল। খনির কাজ বন্ধ থাকায় খাদ ও অফিসে কেহ ছিল না; কতকগুলি গরীব লোক কুলীদের বস্তীতে বাস করিতেছিল। অনেক নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান; তবে মৃতদের পাওয়া যায় নাই।"

ডাকাত দলের দণ্ড

ফুক মুন্সী প্রমুখ ৪ জন লোক ডাকাতী প্রভৃতি করিয়া জীবিকানির্বাহ করে বলিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে ভোলার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার২টী জামীনে মুচলেখায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। এই হুকুমের বিরুদ্ধে বাখরগঞ্জের সেসন জজের নিকট আপীল করা হইয়াছিল। আপীলে নিম্ন আদালতের হুকুম বহাল থাকায় হাইকোর্টে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি মেসার্স সুরাবর্দী ও গ্রেহামের এজলাসে এই আবেদন সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় এই সম্পর্কে এক রুল জারী করিয়াছেন। আবেদনকারীদিগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাহারা নিরীহ চাষী, বেশ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের সহিত তাহাদিগের মনান্তর হওয়ায় তাহাদিগের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মামলা রুজু করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জে চুরী

আবদুল আজিজ নামক এক জন লোক নারায়ণগঞ্জের জনৈক মহাজনের গুদামঘর ভাঙ্গিয়া নারিকেল তৈল প্রভৃতি চুরী করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হওয়ায় সেসন জজের নিকট আপীল করা হইয়াছিল। আপীলে নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকায় হাইকোর্টে এক আবেদন করা হইয়াছিল। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি মেসার্স সুরাবর্দী ও গ্রেহামের এজলাসে এই আবেদন-সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পূর্ণ ভোজন

(শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাস, উকীল, কুমিল্লা)

শরীর রক্ষা ও জীবনধারণ-জন্য ভোজন আবশ্যক, ইহা আমরা সকলেই ভালরূপ জানি; ইহা আমাদিগকে আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। আমরা ভাবি, ভোজন যখন আবশ্যক, তখন পূর্ণ ভোজন সম্পূর্ণরূপে আবশ্যক; তাহাতে শরীর গঠনের পূর্ণতা শীঘ্রই সম্পাদিত হয়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। নীতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং ডাক্তার কবিরাজের উপদেশ আবশ্যক হয় না, অধিক ভোজনের ফলাফল আমরা হাতে হাতে ভোগ করিয়া থাকি। পাকস্থলীর থলিয়া পূর্ণমাত্রায় পূর্ণ করিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ উপস্থিত হয় ও উদরের পীড়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা ছাড়া আরও অনেক অপকার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে শিশুগণের জননী ও আমরা নিজেরাও উদাসীন। জননী শিশুকে যাতনা দিয়াও অধিক না খাওয়াইয়া ছাড়েন না; আমরাও প্রাণপণে উদরকে পূর্ণ না করিয়া ছাড়ি না। নিষেধ করিবার কেহই নাই। চুরি করা বড় দোষ, একথা বর্ণপরিচয়ে শিশুকালে পড়িয়াছি। কিন্তু বেশী খাওয়া বড় দোষ একথা উহাতে নাই। তবে বেশী খাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক নজীর আছে, কেহই তাহা মানিতে চাহেন না ও আমলে আনেন না; তাই আজ পূর্ণভোজন সম্বন্ধে নজীরগুলি সংগৃহীত হইল।

সংস্কৃত বচন যথা,—"অতীব ভোজনং ত্যাজ্যং স্ত্রীয়া সংগমনং বহু।"

খনার বচন যথা,—"ঊনভাতে (কম-ভাতে) দুনো (দ্বিগুণ) বল, অতিভাতে রসাতল।"

পারস্য-তাপস আবু সোলেমান দারাণীর উক্তি যথা,—"যে ব্যক্তি পূর্ণ ভোজন করে, তাহার ছয়টি অবস্থা হয়,—

১। সে ঈশ্বর সাধনায় মিষ্টতা অনুভব করে না।

২। তাহার ধারণাশক্তি হ্রাস হয়।

৩। লোকের প্রতি দয়া প্রকাশে সে বঞ্চিত থাকে, সে মনে করে পৃথিবীর সকলেই তাহার ন্যায় তৃপ্ত আছে।

৪। সাধনা তাহার পক্ষে কষ্টকর হয়।

৫। ইন্দ্রিয়-ভোগ-স্পৃহা প্রবল হয়।

৬। বিশ্বাসিগণ উপাসনালয়ে গমনাগমন করে, পূর্ণভোক্তা শৌচাগারে গমনাগমন করে। (তাপসমালা, ৪১ পৃষ্ঠা)

১। অন্নদাতা ঈশ্বরের নিকট অতি প্রিয় সামগ্রী, যাঁহাকে তিনি প্রেম করেন তাঁহাকে ভিন্ন উহা দান করেন নাই।

২। যে পর্য্যন্ত উদর পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত ভোগ কামনা সমুত্তেজিত হয় না।

৩। অল্পাহার পরলোকের দ্বারের কুঞ্চিকা, পূর্ণ ভোজন সংসারের দ্বারের কুঞ্চিকা।

৪। অতি ভোজনে বুদ্ধিমন্দতার ঘটে।

৫। অল্পাহার প্রবৃত্তিকে দুর্বল ও হৃদয়কে লঘু ভাব করিবে।

৬। পূর্ণাহার হইলে সাধারণের পক্ষে রাত্রি হয়, কিন্তু যখন উদর অর্দ্ধ পরিপূর্ণ হয়, তখনই পিশাচীর অন্তরে রাত্রি উপস্থিত হয়।

৭। প্রত্যেক বস্তুর কলঙ্ক আছে, পূর্ণ ভোজন আন্তরিক জ্যোতির কলঙ্ক। (তাপসমালা, ৪২ পৃষ্ঠা)

আমরা অধিক ভোজনে কুড়ে অর্থাৎ অলস হই, কুড়ে লোক কাজে পটু হয় না, কিন্তু ভোজনে খুব পটু হয়। তাহার সাধারণ চলিত বচন,—"কাজে কুড়ে ভোজনে দেড়ে, পাত পাতিয়া বসে মেজে জুড়ে।"

এই ত গেল অতি-ভোজনের বিরুদ্ধ বচন। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার খাতিরে ভোজালয়ে,—যাহা করেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

অনেক ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ আমাদের দেশের ভোজনাচার্য্য, তাঁহারা গুরুতর ভোজন ব্যতীত সন্তুষ্ট হয়েন না। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন লোকের কথা স্বতন্ত্র।

"ভোজনে হরিষা বিপ্রা ময়ূরা মেঘ-দর্শনে"

ভোজের সময় পাল্লা দিয়া জিদ করিয়া যেমন গুরুতর ভোজন করিতে দেখা যায়, নিমন্ত্রণকারক মহাশয়ও, তেমনি না চাহিতেও বারম্বার বলিতে থাকেন,—"চাই লুচি, ক্ষীর, চাই রসগোল্লা, চাই পোলাও ইত্যাদি।" "ভোক্তা উচ্চৈঃস্বরে না, না করিলেও ছাড়িও না, কিন্তু যখন ব্যাঘ্রের ন্যায় উল্লম্ফন দিয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিবেন, 'না, না', তখন ছাড়িয়া দিও।"

বৈষ্ণব-মহোৎসব উপলক্ষে তাঁহারা ভোজন-পংক্তিতে বসিয়া পূর্ণভোজনের উপর জাগরণ বলিয়া উদরের থলিয়াটিকে ঝাঁকাইয়া, বাড়াইয়া আরও পূর্ণ না করিয়া ছাড়েন না।

আমরা সাধারণ বুদ্ধিতেও দেখি, অতি ভোজনে কাজ কর্ম্ম নষ্ট,—ধর্ম্ম নষ্ট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জন্য পূজার আগের দিন সংযত (লঘু আহার আহার) করিবার দেশাচার দেখিতে পাই। উদরের চারিভাগের একভাগ ভোজনকালে শূন্য রাখিবার ব্যবস্থা আয়ুর্বেদে আছে।

লতা-পাতার গুণ

অস্থি-সংহার লতা

অস্থি-সংহার লতাকে চলিত কথায় **হাড়-ভাঙ্গা** লতা বা **হাড়যোড়া** লতা বলে।

এই লতা সমস্ত স্থানে পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এবং কামাখ্যা পাহাড়ে ইহার প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। নদীয়া-জেলার কোন কোন স্থানে ইহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই মহদুপকারী লতা অনেকেই চিনে না। ইহা একবার লাগাইলে সহজে মরে না। হাড়-ভাঙ্গা লতার একটী পাব মাত্র নূতন স্থানে লাগাইলে তাহা হইতেই কালে সুদীর্ঘ লতা হইয়া থাকে।

ইহার নাম হইতেই অনুমিত হয় যে, ইহা ভাঙ্গা হাড় যোড়া লাগাইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ইহাতে হাড়ের ব্যথাও শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রয়োগবিধি—

হাড়ভাঙ্গায়—ভগ্ন অস্থি ঠিকমত বসাইবে, তৎপর অস্থি-সংহার লতা উত্তমরূপে বাটিয়া ঐ স্থানে প্রলেপ দাও, তদনন্তর কলাপাতা মুড়িয়া উক্ত স্থান ভাল করিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া রাখ। ৩।৪ দিন খুলিবে না। ইহাতেই ভগ্নহাড় যোড়া লাগিবে এবং ব্যথা নিবারিত হইবে।

হাড়ের বাতে—হাড়ভাঙ্গা লতার ভিতরের শাস দুই আনা এবং খোসা ছাড়ান মাস-কলাইয়ের ডাল এক আনা একসঙ্গে বাটিয়া একটী বড়ি করিতে হইবে। ঐ বড়ি তিল তৈলে ভাজিয়া শরীরের অবস্থানুযায়ী একটা বা অর্দ্ধ খানা মাত্রায় প্রত্যহ বৈকালে জলসহ গিলিয়া খাও। এইরূপ ভাবে ৭ দিন সেবন করিলে হাড়ের বাত অতি সত্বর বিনষ্ট হইবে।

কাণ পাকায়—প্রথমতঃ নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারা পিচকারীর সাহায্যে কর্ণ পরিষ্কার করিয়া লইবে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দ্বারা তুলার সাহায্যে কাণ পরিষ্কার করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। কাণ পরিষ্কার হইলে হাড়ভাঙ্গা লতার রস ২।৪ ফোটা কাণের ভিতর দিবে। ইহাতে কাণের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হইবে এবং কাণপাকা ভাল হইবে।

মেয়েদের অনিয়মিত ঋতুতে—হাড়যোড়ার রস, গোপীচন্দন, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও চিনির সহিত সেবন করিলে ঋতু নিয়মিত হয়।

বোম্বাইয়ে-ছেলেধরা গুজব

পাঠানদের প্রতি আক্রমণ

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, তথায় এই মর্ম্মে এক গুজব রটিয়াছে যে বন্দরে এক পুল তৈয়ার হইতেছে, উহাতে নরবলি দিবার জন্য পাঠানেরা তাহাদের হিন্দু সহধর্ম্মীদের সাহায্যে ছেলে চুরি করিতেছে। এই ছেলে ধরার গুজবে জনসাধারণ মধ্যে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে, গত রবিবার এবং সোমবার পাঠানগণ প্রহৃত হইয়াছে, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিশদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে ক্ষিপ্তপ্রায় জনতার গতি রক্ষা করিতে যাইয়া পুলিশ আহত হইয়াছে। রবিবার একজন পাঠান ৩৬ স্থানে এবং অপর একজন ৩৭ স্থানে আহত হইয়াছে, ৮ জন পাঠান জে, জে, হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। তবে রবিবার রাত্রে কোনও রূপ গোলযোগ হইতে পারে নাই। গোলমালের জায়গায় বিস্তর পুলিসের সমাবেশ হইয়াছে।

প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিকের কর্ম্মত্যাগ

গত ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার প্রাতে পারেল রেল কারখানার নিকটে পুনরায় ছেলেধরার ভীতির সৃষ্টি হয়, তৎফলে একজন পাঠান প্রহৃত হইতে থাকে, পুলিস আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। এই গুজব মিলের শ্রমিকগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা মিল হইতে বহির্গত হইতে থাকে, প্রথমে করিমভয়ের মিল বন্ধ করিয়া শ্রমিকগণ বহির্গত হয়। কিছু ক্ষণ পরে তাহারা চীৎকার করিয়া বলে যে এক জন স্ত্রীলোক শ্রমিক পাঠান-কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতেছে। ঐ গুজব শুনিয়া অপরাপর ১৩টী মিলের শ্রমিকগণও বহির্গত হইয়া আসে এবং পাঠানগণকে প্রহার করিতে থাকে। তাহাতে ১২ জন পাঠান গুরুতররূপে আহত হয়। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য মিলের এবং রেলওয়ে কারখানার শ্রমিকগণও যোগদান করে। ৮০টী মিলের মধ্যে ৬০টী মিলের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে। প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়াছে। প্রকাশ, শ্রমিকগণ নাকি ট্রামগাড়ী থামাইয়া উহার ভিতর কোনও পাঠান আছে কিনা তাহা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছে।

যষ্টি হস্তে ভ্রমণ

মিলের শ্রমিকগণ স্ত্রী পুত্রাদি রক্ষার অজুহাতে লাঠী হাতে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াছে। পাঠান গণ জীবন-নাশের আশঙ্কায় একাকী বহির্গত হয় না। তাহারাও যষ্টিতে দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে।

গৃহে অগ্নি-প্রদান

প্রকাশ, সোমবার প্রাতে শ্রমিকগণ মিল অঞ্চলে পাঠানদের বাসগৃহ আক্রমণ করিয়াছে এবং পাঠানদের অধিকৃত কালাচৌকী বিস্তৃতের আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

বেতার শিক্ষার স্কুল

রেঙ্গুন। ব্যবস্থাপক সভার স্থায়ী অর্থ-সমিতি 'পেয়াওবোয়ে' নামক স্থানে বেতার বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

সম্রাটের স্বাস্থ্য

গত ৫ঠা জানুয়ারী রাত্রিতে রাজ-প্রাসাদের লোকেরা কেবল সরকারী সূত্রে সম্রাটের স্বাস্থ্য-সংবাদ পাইয়াছেন। উহাতে প্রকাশ যে, সম্রাটের স্বাস্থ্য অপরিবর্ত্তিত আছে। তিনি গত কল্য দিবাভাগ ভাল ভাবে কাটাইয়াছিলেন এবং একটু জলপানও করিয়াছেন। সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিবা উপভোগ করিবার জন্য তাঁহাকে বিছানা হইতে জানালার নিকটে চেয়ারে সরান হইয়াছিল। এ দিকে বগনরের ওয়েল হাউসের জানালার কাচগুলি বদলাইয়া এমন ভাবের কাচ বসান হইয়াছে, যাহাতে খুব বেশী পরিমাণ ভায়লেট রঙের আলো ঘরের ভিতর আসিতে পারে। সাম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা অনুসারে নৌ-বিভাগীয় লোকেরা ক্রেগ-ওয়েল হাউসের আসবাবপত্রগুলি নূতন রকমে সাজাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

প্রতারণার দায়ে য়ুরোপীয় মহিলা

আলিমুদ্দীন ষ্ট্রীটের মিসেস ক্লে.ম্যাসন নাম্নী জনৈকা য়ুরোপীয়মহিলা সম্প্রতি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্তা হইয়াছে যে, সে উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনার মিঃ গর্ডনকে প্রতারিত করিয়াছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে জামীনে ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রকাশ, মিঃ গর্ডন চৌরঙ্গী রোড দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় সেই আসামী তাহার নিকট এই বলিয়া এক তোড়া কৃত্রিম পুষ্প বিক্রয় করিতে চাহে যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সহরের বেকার সম্প্রদায়ের জন্য দান করা হইবে। তাহার এই কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

লাট কর্ত্তৃক মাদ্রাজে নূতন রেলপথের উদ্বোধন

ত্রিবাঙ্কুর [illegible] পরিদর্শনের জন্য মাদ্রাজ লাট ও ভাইকাউণ্টেস গোসেন গত ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে স্পেশাল ট্রেণযোগে যাত্রা করেন। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রাতে তাঁহারা তিনাভেলী জংশনে উপনীত হয়েন। মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের এজেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লাট উক্ত রেলপথের তিনাভেলী ত্রিচেন্দুর শাখা রেলপথের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিনা লাইসেন্সে রিভলবার

আদিত্য প্রসাদ দে নামক এক জন লোক শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত হইয়াছিল যে, সে বিনা লাইসেন্সে একটা ৬ ঘোড়া রিভলবার ও ৩৮টা টোটা রাখিয়াছিল। গত ৫ঠা ফেব্রুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী ৭৯ আপ ট্রেণের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়াছিল। সেই সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিলে তাহার নিকটে উপরি উক্ত মাল পাওয়া যায়।

সাইকেল চুরি

১৫ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট হইতে একটা সাইকেল চুরী করিবার অভিযোগে কালিপদ দাস নামক এক জন লোক শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[illegible] খনিতে সোণা-চুরি

উরগাও ১লা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নন্দিদ্রুগ [illegible] মিল হইতে বালি ও লৌহ মিশ্রিত ৪৮৲ টাকা মূল্যের সোণা চুরির অপরাধে শেরমান মুরুগাসেন দণ্ডবিধি আইনের ৩৮১ এবং গোল্ড [illegible] আইনের ৩৮১ ও ৪২৫ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে প্রত্যেকে ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়।

ম্যাঞ্চেষ্টারে কাপড়ের কল বিক্রয়

লণ্ডনের ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ল্যাঙ্কেশায়ারের বহু কাপড়ের কল [illegible] জন্য তাহাদের কল [illegible] বিক্রয় করিতেছে।

[illegible] পাহাড়ে [illegible]

প্রকাশ, [illegible] এত বেশী [illegible] পড়িয়াছে যে, [illegible] [illegible] কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ হইয়াছে। [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। [illegible] হইয়া সড়ক পরিত্যক্ত। [illegible] শীতের প্রকোপে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার দাবানল

সিডনির সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে ব্যাপক ভাবে দাবানল হইয়াছে। অসহ উত্তাপ ও প্রবল বায়ুর সাহায্যে উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। দাবানলের ফলে শস্য, পশুপাল এবং গোলাবাড়ী সকলের প্রচুর ক্ষতি হইতেছে। শত শত লোক দাবানল নির্ব্বাপনের চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। উক্ত মহাদ্বীপের নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশে গত জানুয়ারী মাসে এত কম বৃষ্টি হইয়াছে যে, সত্তর বৎসরের মধ্যে সেরূপ কম বৃষ্টি কখনও দেখা যায় নাই।

কারাগারে স্পেনের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী

প্রকাশ, স্পেনের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মার্কেজ গেরাকে সংসৃষ্ট বিদ্রোহে পাকিলার অভিযোগে ধৃত করিয়া এক কুঠরীতে রাখা হইয়াছে। তথায় উত্তাপ উৎপাদক যন্ত্রের অভাবে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করায় উহার ধূমে তাঁহার প্রায় শ্বাসরোধ হইয়াছিল। তথন ডাক্তার অক্সিজেন প্রয়োগে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ ষ্টীমার ধ্বংস

জার্ম্মাণ ষ্টীমার 'ভিক্টর' ঝড়ের প্রকোপে চড়ায় ঠেকিয়া বানচাল হইয়া চূর্ণীকৃত ও জলমগ্ন হইয়াছে। উহার ২৬জন জার্ম্মাণ ও একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক সাঁতার দিয়া অপর্টো নগরের পোতাশ্রয়ে আসিবার চেষ্টায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পারেল মিলের [illegible] হুকুম-জেল

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় [illegible] বোম্বাই পারেল মিলের [illegible] বিভাগের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দায়ে দোষী করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭শে মাঘ, শনিবার—১৩৩৫।

ভক্তপূজা

শাস্ত্রে যে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের বিষয় উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে 'তদীয়ানাঞ্চ সেবনং' বলিয়া একটী অঙ্গ আছে। "তদীয়াস্তুলসী, শাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণবাদয়ঃ"—অর্থাৎ তুলসী, বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, শ্রীধাম মথুরা ও শ্রীমদ্ভাগবত এই চারিটী তদীয় বা ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু। এই তদীয়-চতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র তদীয় বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবসেবা হইতেই অন্যান্য তদীয়ত্রয়ের সেবা স্বতঃস্বরূপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক বৈষ্ণব-সেবা হইতেই নিখিল ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুভক্তের সেবাকে তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা বিষ্ণুসেবার স্পর্দ্ধা করেন, শাস্ত্রে তাঁহারা দাম্ভিক বলিয়াই কীর্ত্তিত হন। যথা হরিভক্তি-সুধোদয়ে (১৩।৭৬)—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

—যাহারা শ্রীভগবান্ গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদীয় গোবিন্দভক্তের অর্চ্চনা না করে, তাহারা ত' কখনও বিষ্ণুর কৃপাপাত্র হয়ই না, পরন্তু 'দাম্ভিক' বলিয়াই অভিহিত হয়।

পদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবপার্ব্বতী-সংবাদে তদীয়ারাধনারই শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি, তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

—সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হে দেবি, তদীয় বিষ্ণুভক্তের আরাধনা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, কেননা তদীয়ই 'তদ্'বস্তু ভগবান্‌কে দিতে সমর্থ।

বরাহ-পুরাণ বলিতেছেন—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

—যে ভগবান্ অচ্যুতের সেবা করিলে আর চ্যুতির ভয় থাকে না, সেই কেবলাচ্যুত-সেবিগণেরও সিদ্ধিলাভ হয় কি না হয়, এবিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের চিত্ত অচ্যুত ভগবানের ভক্ত পরিচর্য্যায় নিরত, তাঁহারা সে বিষয়ে একেবারেই নিঃসংশয় থাকেন।

'ভগবদ্ভক্তের ভক্তই যথার্থ ভগবদ্ভক্ত,' এ সম্বন্ধে আদিপুরাণ বচন যথা—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ, ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

—হে পার্থ, যাহারা কেবল আমার ভক্ত, তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নহে, 'ভক্ত' নামধারী ভণ্ডমাত্র, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহাদিগকেই আমি 'উত্তম ভক্ত' বলিয়া জানি।

শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের জাতি-কুলাদি বিচার করেন না, তিনি বলেন, আমার ভক্ত আমারই ন্যায় পূজ্য—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥

—চতুর্ব্বেদপারঙ্গত ব্রাহ্মণ যদি আমার ভক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি কেবল বিদ্যা ও কুলমদোন্মত্ত ব্রাহ্মণ বলিয়াই যে আমার প্রিয় হইবেন, তাহা নহে। কুক্কুর-ভোজী চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি আমার ভক্ত হন, তাহা হইলে তিনিই আমার প্রিয়। তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার উচ্ছিষ্ট মহা-মহাপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যেমন পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য।

ভক্ত ভগবানের এতদূর প্রিয় বস্তু যে, ভগবান ভক্তকে কেবল 'তাঁহার সমান' বলিয়াই নিশ্চিন্ত হন না, পরন্তু তাঁহার অপেক্ষাও অধিক পূজ্য বলিয়া প্রচার করেন শ্রীভগবান 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—এই ভাগবতীয় (১১।১৯।২১) বাক্যে তাঁহার পূজা হইতেও ভক্তপূজার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র হইয়া পড়েন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৩, ৬৮)—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-প্রিয়ঃ॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

—হে দ্বিজ, আমি ভক্তপরাধীন—ভক্ত-পরতন্ত্র। ভক্তেরা যেমন আপনাদিগকে কৃষ্ণগ্রাহগ্রস্ত বলিয়া থাকেন, আমিও তেমনই ভক্তগ্রাহ-গ্রস্ত-হৃদয় অর্থাৎ পরমভক্ত-সাধুগণ আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া আছেন। আমি ভক্তজন-প্রিয়। সাধুরাই আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, সাধুরাও আমা ছাড়া, কাহাকেও জানেন না, আমিও সাধু ছাড়া আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

ভক্ত-বৎসল, ভক্তবশ্য, ভক্তভক্তিমান্, ভগবান্ ভক্তমাহাত্ম্য প্রচারার্থই—ভক্ত-মর্য্যাদা-বর্দ্ধন-কল্পেই স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-ভাব বিভাবিত হইয়া গৌরলীলা প্রকট করিয়াছেন। ভক্তপ্রাণ ভগবানের এই ভক্তকে আমরা অনাদর করি, নিষ্কপটে ভক্তপাদাশ্রয় করিতে পারি না বলিয়াই আমরা যতই না কেন সাধন ভজন করিতেছি বলিয়া মনে করি, আমাদের কিছুতেই কিছু হয় না অর্থাৎ আমরা ভগবৎকৃপালাভ করিতে পারি না। ভগবৎকৃপা লাভের চিহ্ন আর কিছুই নহে, কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি এবং শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর হইয়া নিষ্কপটে কৃষ্ণানুরক্তি। তাদৃশ কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র 'ভক্তেরই কৃপা-সাপেক্ষ। "মহৎসেবাং দ্বারমাহু-র্বিমুক্তেঃ" অর্থাৎ বিমুক্তি যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভ, তাহার একমাত্র উপায়ই হইতেছে—মহতের সেবা। "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" (ভাঃ ৭।৫।৩২)—অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না জীব নিষ্কিঞ্চন মহাত্মা ভগবদ্ভক্তের পাদরজোদ্বারা অভিষেক স্বীকার করেন অর্থাৎ ভক্ত-পদাশ্রয় করেন, সে পর্য্যন্ত সমস্ত অনর্থের অপগমস্বরূপ ভগবচ্চরণে তাঁহার মতি হয় না। বৃহন্নারদীয় পুরাণও বলিতেছেন—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবেই ভক্তি-বৃদ্ধির উদয় হয়। পুরুষেরা পূর্ব পূর্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন।

শুধু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইলেই ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না, আরো অনর্থ বা কামাগ্নিরই ইন্ধন সংগ্রহ হইয়া থাকে। ভক্তই স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ। তাঁহারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সতত হৃদয়ে ধারণ করেন বলিয়া পাপিগণাধ্যুষিত, পাপ-মলিন তীর্থকে তাঁহারাই পবিত্র করিতে পারেন। ভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণুতে স্নানই প্রকৃত তীর্থ-স্নান, ভক্তপাদাশ্রয়ে বাসই প্রকৃত তীর্থ-বাস। তীর্থে আসিয়া, যাঁহারা ভক্তপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে না পারিলেন, ভক্তপাদাশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক ভক্ত-মুখনিঃসৃত অনর্থবিধ্বংসিনী ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিতে না পারিলেন, তাঁহাদের তীর্থযাত্রা পরিশ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪৭ শ্লোক) বলেন—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

—লৌকিক শ্রদ্ধানুসারে যিনি অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত ও হরির অধিষ্ঠান-স্বরূপ অন্য জীবকে শ্রদ্ধা ও দয়া করেন না, তিনি ভক্ত-পর্য্যায়ে অত্যন্ত কনিষ্ঠাধিকারসম্পন্ন।

তিরোভাব-মহোৎসব

গতকল্য ২৬শে মাঘ শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবলদেব গোস্বামী, শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব-বাসরে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ ভগবানের লীলা-নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় জগতে অবতীর্ণ হন, আবার ভগবদিচ্ছায় স্বধামে প্রবেশ করেন। দেহাত্মবাদী বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু বলিয়া কোন কথা নাই। পদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীভগবান্ বেদ-ব্যাস বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।

—"বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্ম-বন্ধন নাই। বিষ্ণুর দাস বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে মুক্ত বলিয়া থাকেন।" ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যাই সরল পয়ার ছন্দে বলিতেছেন—

"অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥"

ভক্তনাথ, ভক্তবশ, ভক্তজীবন ভগবানের ভক্ত বৈষ্ণবের গুণগান ও তাঁহাদের পবিত্র আদর্শানুসরণে ভগবদনুশীলন করাতেই প্রকৃত পক্ষে বৈষ্ণবের আবির্ভাব বা তিরোভাব-তিথি পালিত হইয়া থাকে। কেবল খাওয়া দাওয়া, গান-বাজনা ও রঙ্গ-রহস্য করিয়া সময় কাটাইলে বৈষ্ণব-তিথির পালন হয় না। বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়া যে সকল সেবাদর্শ স্থাপন করিয়া যান, তাঁহার সেই সকল আদর্শের অনুকরণ করা নহে—অনুসরণ করা যথার্থ বৈষ্ণব-মর্য্যাদা সংরক্ষণ। প্রাকৃত ব্যবহারিক জগতে আত্মধর্ম্ম অনভিজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তি জীবের জন্ম-মরণে আনন্দ...

এইরূপ শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ভক্তকৃপাই ভগবানের কৃপা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা কীর্ত্তন করিয়া আদৌ কৃষ্ণ গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব নিত্যানন্দগণ জানিয়াই তদীয় ভক্তপাদাশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান স্বয়ং ভক্তাপমান সহ্য করিতে পারেন না।

বৈষ্ণবহৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ হৃদয়ে নিরন্তর 'বৈষ্ণব' ধাম॥
'কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে কৈলা দঢ়॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবেতে কৃষ্ণ পায়॥'

—

অধীন হয়, আবার তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহাবসানে অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইয়া পড়ে, তত্ত্বাবির্ভাব-হেতু আনন্দ তাদৃশ অনিত্য জড়ানন্দের সমতুল্য নহে বা ভক্ত-তিরোভাবও তাদৃশ শোকের বিষয়ীভূত নহে। শ্রীভগবান তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণের সহিত নিত্যলীলাময় তাঁহার সেই লীলানন্দ কখনও অনিত্য বা জড়ীয়-কালাকাঙ্ক্ষ্য ব্যাপার নহে। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ তাঁহার পার্ষদগণের সহিত কখনও প্রকট বিহার করেন, আবার কখনও অপ্রকট বিহার করেন। প্রপঞ্চে প্রাকট্যা-প্রাকট্য-হেতু ভগবানের লীলার নিত্যতা নষ্ট হয় না। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাপরাবসানে এবং কলিযুগ-পাবনাবতারী গৌরচন্দ্র কলির প্রথম সন্ধ্যায় যে লীলা ভৌম-ব্রজে প্রকট করিয়াছেন, এখনও ঠিক তাদৃশী লীলাই ভাগ্যবান জীবের দৃগ্‌-গোচরীভূত হইয়া থাকে।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥

তবে যে কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত-বিরহে ক্রন্দন করেন, তাহা সুগভীর বিপ্রলম্ভ-ভাবময়, ভক্তের তাদৃশ বিরহ-চেষ্টা ভয়-শোক-মোহগ্রস্ত জীবের বোধগম্য বিষয় নহে। ভক্তের সেই বিপ্রলম্ভ ভাবময় ক্রন্দন শুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেমময়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর "দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর"—এই প্রশ্নের শ্রীরায় রামানন্দ "কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর"—এই যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় রহস্য আশ্রয়-ভাব-বিভাবিত শ্রীভগবান গৌরসুন্দর এবং তাঁহার অন্তরঙ্গজন রায়রামানন্দই অবগত আছেন। বিপ্রলম্ভ-রসিক মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয়জনের কৃপা ব্যতীত আমরা কৃষ্ণকার্ষ্ণ বিরহ-বেদনা উপলব্ধি করিতে পারিব না। যখন আমরা স্বরূপান্বেষণ-লীলাপ্রদর্শনকারী ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তশক্তিক ও ভক্তাখ্য—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক ভক্তভাবময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের মতো 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে পারিব, তখনই আমরা নিষ্কপট বাহ্যাড়ম্বর-রহিত চিত্তে ভক্ত ও ভগবানের বিরহ-বেদনায় যথার্থ ব্যাকুল হইতে পারিব। প্রীতিই প্রিয়জনাদর্শনে বিরহ-ব্যথা প্রদান করে। কিন্তু জড় প্রীতির পরিণাম—শোক। তাই ভক্তপ্রীতি-প্রার্থী হইয়া আজ আমরা নিম্নে সংক্ষেপে উপরিউক্ত ভক্তত্রয়ের সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন-প্রয়াস করিলাম।

শ্রীলোচনদাস

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর বৈদ্যকুলে উদ্ভূত। ইঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রাম। পিতার নাম শ্রীকমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী দেবী। ইনি শকাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে

সাধ্য-সাধনতত্ত্ব

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মনীন্দ্রকৃষ্ণ দাস অধিকারী)

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর আপ্ত শিষ্যবর্গ সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশ দর্শন করিবার জন্য পদ্মাবতী-তীরে গমন পূর্ব্বক কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অতি অল্প দিন মধ্যেই চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া গেল যে, মূর্ত্তিমান্ বৃহস্পতির অবতার অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ, সজ্জনগণ নানাবিধ অর্থ, বৃত্তি ও উপায়ন সহিত আগমন করিলেন এবং নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আপনার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আপনাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বোধ হয়, আমাদিগকে শিষ্য করিয়া কিছু বিদ্যা দান করুন।

যাঁহার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ ক্ষয় হয়, বিপথ ছাড়িয়া যে প্রভুর অভয়-পাদপদ্মে শরণ লইলে সর্ব্বানর্থ দূর হয়, সকল ভুবন যাঁহার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করে, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি তথায় সহস্র সহস্র শিষ্য লইয়া বিদ্যার বিলাসে রঙ্গ করিতে লাগিলেন। দুই মাসের মধ্যে প্রভুর কৃপা-দৃষ্টিতে শত শত ব্যক্তি মহা বিদ্বান্ হইয়া শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিলেন।

এই সময়ে তথায় তপনমিশ্র নামে এক জন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহু সুকৃতির ফলে অনেক শাস্ত্র-আলোচনা করিয়াও 'উপাস্য বস্তু কি',—তাহা নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; কিন্তু সাধনার বস্তু কি এবং কি প্রকারেই বা সাধন করিতে হইবে,—এইরূপ সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। তৎকালে তথায় এমন ব্যক্তি কেহ ছিলেন না—যিনি তাঁহার সমস্ত সংশয় ছেদন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে পারেন। ব্রাহ্মণ রাত্রিদিনে নিজ চরণ্য জপ করেন, কিন্তু সাধন-জন্য জ্ঞান হেতু চিত্তে আদৌ সোয়াস্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তখন সৌভাগ্যক্রমে এক রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলেন যে, জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"ওহে দ্বিজ, শোন, আর চিন্তা করিও না, নিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন কর, তিনি তোমায় সাধ্য সাধন নির্ণয় করিয়া দিবেন। তিনি মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ ভগবান্, নররূপে লীলা করিতে আসিয়াছেন, এ সকল বেদগোপ্য কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলে ব্রাহ্মণ এই সুস্বপ্ন দেখিয়া চৈতন্য লাভ করিলেন এবং নিজ সৌভাগ্যের চিন্তা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাতে শিষ্যগণ-পরিবৃত শ্রীগৌরসুন্দরের চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়া অতি বিনীতভাবে এই প্রার্থনা জানাইলেন,—

বিপ্র বলে আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপা দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার-মোচন ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি ॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময় ॥

ব্রাহ্মণ ধন-সম্পত্তি কিছুই চাহিলেন না, সন্তান-সন্ততি কিসে সুখে থাকে, সেরূপ কিছু প্রার্থনা করিলেন না, উপাধি না বশঃ কিসে লাভ হয় বা [illegible] কিরূপ প্রতিষ্ঠা থাকে, এমন কিছুই না চাহিয়া বলিলেন,—আমি অতি দীনহীন, আমার [illegible] জন্ম হয়, এরূপ কৃপামূর্ত্তি অবস্থা এবং আমার কি সাধনায় লাভ হয় [illegible] করিলে আর বিষয়ের সুখে চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি জন্মিবে, আপনি দয়া করিয়া সেই তত্ত্ব আমাকে উপদেশ করুন।

মহাপ্রভু বলিলেন,—হে বিপ্র! তুমি বড় ভাগ্যবান; কারণ জীবের সুকৃতির উদয় না হইলে মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় না ও কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি জন্মে না। ঈশ্বরভজন অতি গূঢ় ব্যাপার। চারিযুগে চারি প্রকার ঈশ্বর-ভজন প্রচারিত হইয়াছে। ভগবান্ প্রতি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ, সাধুগণের পরিত্রাণ ও যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময়—বিদ্যমান কলিযুগ; লোকের আয়ু অল্প, উহারা মন্দমতি, পরমার্থ বিষয়ে অলস। এই মন্দভাগ্য লোকসকলের জন্য পরম কারুণিক ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞকার্য্য করিয়া এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফললাভ হয়, এই কলিযুগে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাও সেই ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব এই কলিযুগে নামযজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা জীবের মঙ্গলের উপায় নাই, যিনি থাকিতে, শুইতে রাত্রিদিনে সর্ব্বদা অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করেন, বেদও তাঁহার মহিমা নির্ণয় করিতে পারেন না।

শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপো যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তাঁর মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটীনাটী পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, প্রেমরস-প্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীমুখে আজ্ঞা করিলেন, কলিকালে যোগতপোযজ্ঞাদি না করিয়া কুটীনাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন প্রেমাঙ্কুর উদিত হইবে, তখন সাধ্য-তত্ত্ব আপনিই জানিতে পারিবে। তিনি আরও বলিলেন—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই মন্ত্র ॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য সাধনতত্ত্ব জানিবে সে তবে ॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামক একখানি বাঙ্গালা পদ্য পাঁচালী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে গৌরগুণ ও চরিত্র বর্ণিত আছে। অভিন্ন-বলদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনও তৎকৃত গ্রন্থের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নাম দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"বৃন্দাবন দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥"
—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮ম পঃ)

এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গান আরম্ভ করিলে ঠাকুর বৃন্দাবন নিজকৃত গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নাম রাখেন। যাহা হউক, ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক বিচারে শ্রীলোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়-দেশে অত্যুচ্চ স্থান না পাইলেও অন্যান্য প্রকারে দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের স্থান নিতান্ত ন্যূন নহে। 'গৌরনাগরী' নামক উপসম্প্রদায়ের আধুনিকগণ এই গ্রন্থখানি গৌরনাগরী উপাসনার মূল আকর গ্রন্থ বলিলেও শ্রীলোচনদাস প্রকৃত প্রস্তাবে তাদৃশ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাস-দোষদুষ্ট কোন কথা গৌরনাগরীমতের পোষণ-কল্পে লিপিবদ্ধ করেন নাই। পরবর্ত্তী প্রাকৃত গৌরভজা সম্প্রদায়ই প্রাকৃত বিচারাবলম্বনে বিষয়টীকে প্রাকৃত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শেষভাগেই গ্রন্থকার তাঁহার কিছু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনরহরি দাসই গ্রন্থকারের প্রেমভক্তিদাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠস্থ "নদীয়া-প্রকাশ" প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের একটি উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় ক্রমে শ্রীজয়দেব ও ঠাকুর উদ্ধারণের বিষয় আলোচিত হইবে]

মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়া প্রভুগণকে নাম-প্রচারার্থ যাইতে আদেশ করিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে ... বলিয়া তাঁহাকে ... করিলেন। ব্রাহ্মণ ... মহাপ্রভুর চরণে ... করিতে লাগিলেন।

... ভক্তিশাস্ত্রে হরিনাম। এই শাস্ত্রে ইহার অসংখ্য প্রমাণ দৃষ্ট হয় এবং মহাজনগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ, ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, সনকাদি ঋষিগণ, প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রুর, উদ্ধব প্রভৃতি মহাত্মা-ভক্তগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সকলকেই সেই পথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীনামাপরাধী কখনও শুদ্ধনাম ভজনকারীর প্রাপ্য প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে না। নামভজন বিচারে যে অপরাধ ঘটে, তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধ-বর্জ্জিত অবস্থায় অবিশ্রান্ত নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে।

নাম সাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণ কালে নিরপরাধ—এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধিকালে নামগ্রহণ সেবার বিরুদ্ধ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে কখনই 'নামসাধন' বলা যাইতে পারে না। অপরাধবলে অপরাধ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। নামাপরাধ কিছু 'নাম' নহে। অপরাধবিমুক্ত অবস্থায় সম্বন্ধ জ্ঞান প্রবল হয়, তখন আর অনর্থ থাকিতে পারে না। অনর্থ কখনও অনর্থ-নাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ থাকা কালে অবকাশ না দিলেই পুনঃ পুনঃ অনর্থ বিনষ্ট হয়।

সদ্‌গুরুর নিকট হইতে বিশুদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদীয় উপদেশানুসারী নাম গ্রহণ করিতে থাকিলে সেই নামই নামীরূপে সাধকের হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা প্রদান করেন।

নানা কথা

দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন

দিল্লীতে প্রায় প্রত্যহ কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইতেছে। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও নিম্নলিখিত সদস্যগণ ঐ সকল সভায় যোগদান করিতেছেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাক্তার এম, এ, আনসারী, সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্ত ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

✽ মহামহোৎসব ✽

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

কাবুলে বৃটিশ দূতাবাস

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মিঃ হাওয়ার্ডের 'বিপদ উপস্থিত হইলেই যখন কাবুলস্থ বৃটিশ দূত এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে অনায়াসে সরাইয়া আনিতে পারা যায়, তখন এ অবস্থায় তথায় তাঁহাদিগকে কাবুলে রাখা হইবে কি না ?, এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার অস্টেন চেম্বারলেন বলেন যে, কাবুলের বৃটিশ দূতাবাসের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং অন্য যে সকল ব্যক্তির এখন কাবুলে থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, তাহাদিগের কতক লোককে ইতঃপূর্ব্বে সেখান হইতে সরান হইয়াছে এবং কতক এখনও সরান হইতেছে। স্যার ফ্রান্সিস হাম্‌ফ্রি ও তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গকে সরাইবার বিষয় ঘটনাচক্রের উপর নির্ভর করিতেছে। ঐ সম্বন্ধে শেষে কিরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, পূর্ব্ব হইতে তাহা অনুমান করিয়া বলা অসম্ভব। তবে খুব অল্পসংখ্যক লোককেও বিমানপোতযোগে কাবুল হইতে সরাইয়া আনা তেমন সহজ নহে। স্যার অস্টেন আরও বলেন যে, আতঙ্ক কষ্ট ও বিপদের ভিতর থাকিয়াও স্যার হাম্‌ফ্রি ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ যে প্রকার সাহস ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিতেছেন, এই সুযোগে আমি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। লেডী হাম্‌ফ্রি এবং অন্যান্য মহিলাগণকে সম্প্রতি কাবুল হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে। উক্তবিধ প্রশংসা তাঁহাদেরও প্রাপ্য।

প্রিন্স হেদায়েতউল্লার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের কল্পনা

প্রকাশ, আমানুল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স হেদায়েতউল্লা শাসনকার্য্যে তাঁহার পিতার সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে কেম্ব্রিজ পাঠ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে, তাঁহার পিতা পরিণামে তাঁহার সকল শত্রুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহার বিশ্বাস, আফগানিস্থানের লোকেরা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার পিতার শাসনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন। তিনি মস্কো হইতে ট্রেণে উঠিয়া যতদূর সম্ভব গমন করিয়া পরে মোটরযোগে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। ভারতের পথে যাইতে হইলে অনেক সময় লাগিবে বলিয়া তিনি উল্লিখিত পথে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের সংকল্প করিয়াছেন।

খনির মজুরদিগের ক্লেশে যুবরাজের সহানুভূতি

নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডার্হামের কয়লাক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি তিন দিন ভ্রমণ করিয়া যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস এরূপ কাতর হইয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ওয়েলসের নিজ জমিদারীর কয়লাপ্রধান অঞ্চলের দুঃস্থ শ্রমিকদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, যুবরাজের এই ইচ্ছানুসারে দক্ষিণ-ওয়েলসের কয়লা খনি অঞ্চলে আগামী সপ্তাহে তাঁহার তিন দিন সফর করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। আরও শুনা যাইতেছে, যুবরাজ দুঃস্থপীড়িত লোকদিগকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য সমগ্র দেশের লোকের নিকট কাতর আবেদন করিবেন। তবে যে পর্য্যন্ত না তিনি সফর হইতে ফিরিতেছেন, তাবৎ এই আবেদন-পত্র প্রচার বন্ধ থাকিবে। যুবরাজ যখন এই দ্বিতীয় আবেদন পত্র প্রচার করিবেন, তখন তিনি খনি-মজুরদিগের দারিদ্র্যকষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিবেন। তিনি বিনা-ভাবে অন্যূন ৬০ লক্ষ লোককে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

লণ্ডনে বেকার-বৈঠক

স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল, দক্ষিণ ওয়েলস দক্ষিণপশ্চিম মধ্যদেশ, ল্যাঙ্কাসায়ার ও ইয়র্কসায়ার প্রভৃতি স্থানের বেকার খনিমজুরগণ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লণ্ডনে মিলিত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে তথায় যাইতেছে। তাহারা তথায় অন্যান্য ব্যবসায়ের বেকার মজুরদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ট্রাফালগার স্কোয়ারে এক বিরাট সভা করিবে।

বিনাতারে চিত্রপ্রেরণ

লণ্ডনের জনৈক সংবাদদাতা বলেন, মার্কোণী কোম্পানীর এক প্রতিনিধি তাঁহাকে বলিয়াছেন, বিনা তারে স্থানান্তরে চিত্র-প্রেরণের প্রথা ভারতবর্ষে বিস্তারিত না হইবার কোন কারণ তিনি অবগত নহেন। ব্যবসা পরিচালনের জন্য এই প্রথায় ইতোমধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

এবিষয়ে পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ড হইতে আমেরিকার পথটী এই জন্য মনোনীত করা হইয়াছে যে, আটলাণ্টিকের উপর দিয়া বিনা তারে কার্য্য পরিচালন বড়ই কঠিন, প্রাচীর সম্বন্ধে সেরূপ বাধাবিঘ্ন নাই।

এই প্রথায় অদ্য ইংলণ্ডে যাহা ঘটিতেছে, কল্য তাহার চিত্র ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

শ্রমিকে পাঠানে

গত ৫ই জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৫॥০টার সময় পয়নাবাদীতে আবু বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ২ শত পাঠানের সহিত ৫ হাজার মিল শ্রমিকের তুমুল সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। সে মারামারির ফলে অনেক লোক আহত হইয়াছে। পুলিশ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় সংঘর্ষটা তুমুল দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পরিণত হইতে পারে নাই। পুলিস এখন বাড়ীটিতে পাহারা দিতেছে।

ইনসিওর চুরি

প্রকাশ, চাবুয়া (আসাম) হইতে কুলদীপ উপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি, ছাপবার জহরলাল উপাধ্যায়কে ১ হাজার টাকার নোট ইনসিওর করিয়া পাঠায়। পরে দেখা গেল যে, নোটগুলি সমস্তই উধাও হইয়াছে। হাওড়া রেল পুলিসের ইনস্পেক্টর মহম্মদ আদিল এই চুরির খানাতল্লাসীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাকাতের দল গ্রেপ্তার

একদল ডাকাত পাঁচকুড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে ডাকাতি করিতে যাইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর জে, এল, সেন সবইনস্পেক্টর এ, তাহিদকে সঙ্গে লইয়া হাওড়া হইতে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করেন। সাঁতরাগাছিতে যাইয়া তাঁহারা তাহাদের গ্রেপ্তার করেন। ঘরবাড়ী অস্ত্রশস্ত্র ও কতকগুলি মুখোসসহ ৯ জন পশ্চিমা তাঁহাদের কর্ত্তৃক ধৃত হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত খানাতল্লাস চলিতেছে।

দুইটি রাজদ্রোহ অভিযোগে সম্পাদকদ্বয়ের দণ্ড

তামিল ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে "দেশোপকারীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক দ্বয় বিরুদ্ধে যে রাজদ্রোহ-মামলা চলিতেছিল, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ত্রিচিনাপল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট সে মামলা দুইটির বিচার শেষ করিয়াছেন।

প্রথম মামলায় মিঃ কে এন স্বামী নাইডু গত বৎসর জানুয়ারী মাসে "আমরা কি চাই" শীর্ষক ইস্তাহার ছাপাইবার ও তাহা মাদ্রাজে বিতরণ করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারায় ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। মিঃ নাইডু ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ অভিযোগে দণ্ডিত হওয়ায় এবং বর্ত্তমান ইস্তাহার বড় ভীষণ ছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি এই গুরুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

দ্বিতীয় মামলায় মিঃ এ ভি, চেলাম পিল্লে গত ৭ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় "স্বাধীনতার কোথায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অভিযোগে উক্ত ধারায় ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

এই দ্বিতীয় মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবন্ধটিতে যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করা ও সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ঘৃণা সৃষ্টি করা হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত সম্পাদক মিঃ নাইডু উক্ত ইস্তাহার প্রচার সম্পর্কে যখন দায়ী হইতে সাব্যস্ত পড়েন, তখন আসামী উক্ত পত্র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন।

ডি, ভ্যালেরা গ্রেপ্তার

লণ্ডনের ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আলষ্টারে ডি, ভ্যালেরাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জেনারল বুথ আদালতের শরণাপন্ন

লণ্ডনের ৫ই ফেব্রুয়ারীর তারের সংবাদে প্রকাশ, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের দলিল নাকচ করিবার উদ্দেশ্যে জেনারল বুথ আদালত হইতে সমন বাহির করিয়াছেন। সম্প্রতি হাইকোর্টে এক কাউন্সেল ঐ দলিল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা যথেচ্ছাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। ঐ যথেচ্ছাচার এক দিন স্বৈরাচারে পরিণত হইতে পারিত। জেনারল বুথের পক্ষে হাইকোর্টে এক জন কাউন্সেল উপস্থিত হইবেন।

চীনাদেশে শীতের প্রকোপ

৩০ মাইল ব্যাপী বরফ

সাংহাইয়ের ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সাংহাই এবং উত্তর চীনে শীতের প্রকোপে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার ফলে তীরবর্ত্তী জাহাজ চলাচলে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। তীর হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত সমুদ্র ব্যাপিয়া বরফ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

মার্শাল ফশের অবস্থা

প্যারিসের ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, রাত্রিতে মার্শাল ফশের অবস্থা বিশেষ খারাপ হইয়াছিল। তাঁহার অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক।

ভারতে হিলটন ইয়ং রিপোর্ট

লণ্ডনের ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মহাসভায় কোন প্রশ্নের উত্তরে আর্ল উইণ্টারটন বলেন হিল্টন ইয়ং রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উক্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিমতের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

আমানুল্লাকে সাহায্য দান

মৌলবী সৈয়দ হবিবের প্রস্তাবে কাসিয়া মুস্তাফা কামাল পাশা ও রাজা রেজা সাহ পহলবীর নিকট তার করিয়া ভূতপূর্ব্ব আফগানরাজ আমানুল্লাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। অধিকন্তু রাজা আমানুল্লাকে সর্ব্ব প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন এবং ভগবানের নিকট তাঁহার জয় কামনা করিয়াছেন।

পুলিসের ব্যারাকে ছদ্মবেশী দাগী চোর

আতর আলি নামে এক জন দাগী আসামী রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া পুলিসের ব্যারাকে প্রবেশ করে এবং এক জন কনেষ্টবলকে ধারাল অস্ত্র দ্বারা তাহার মাথায় সাংঘাতিক আহত করিয়াছে। হাঁসপাতালে কনেষ্টবলের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, কনেষ্টবল লোকটীকে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত করিবার পর তাহার দণ্ড হয়। পুলিস আতর আলিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থিতা শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১—২৮	২—৫		৮—৫০

রেলওয়ে বার্ষিক হিসাব

সরকারী রেলের আয়

১৯২৭-২৮ সালে সরকারী রেল সমূহে মোট ১০৫ কোটি টাকা আয় হইয়াছে, ১৯২৬-২৭ সালের তুলনায় পৌনে ছয় কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবার রেলওয়ে কোম্পানীর নেট্ আয় ১১ কোটি টাকা। ঐ ১০ কোটি টাকার মধ্যে ৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা রেলবিভাগের দেয় হিসাবে সাধারণ রাজকোষে প্রদত্ত হইয়াছে অবশিষ্ট ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা রেলওয়ের সংরক্ষিত ভাণ্ডারের জন্য রক্ষিত হইয়াছে।

সরকারী ও বেসরকারী রেল

যে সকল রেলের সহিত সরকারের সাক্ষাৎ ভাবে কোন সম্পর্ক নাই, সেই সকল রেল ও সরকারী রেলে এ বৎসর মোট আয়ের পরিমাণ ১৩৮ কোটি টাকা। ইহার ভিতর মালের ভাড়া হিসাবে ৬৯ কোটি এবং যাত্রী ভাড়া বাবদে ৬৯ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। মালের ভাড়া হিসাবে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে। তৈল বীজ, অবিশুদ্ধ ধাতু, লোহা এবং ইস্পাতের চালান এ বার বেশী হইয়াছিল বলিয়া মালের ভাড়া ঐরূপ বৃদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীর ভাড়ার হিসাবেও এবার ১ কোটী বেশী পাওয়া গিয়াছে। রেলের ভাড়া কমাইয়া দিবার ফলে বেশী যাত্রী হইবার জন্য যাত্রী হিসাবে ঐরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে। এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১ কোটী ৮০ লক্ষ বেশী লোক রেলে যাতায়াত করিয়াছে।

বৈদ্যুতিক ট্রেন

১৯২৮ সালের জানুয়ারী মাস হইতে বোম্বাইয়ের বি, বি, সি, আই রেলের বোম্বাইয়ের সহরতলী ও লোক্যাল ট্রেণগুলি বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক পরিচালনের ব্যবস্থাই এবার কার রেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নূতন রেলপথের পরিমাণ-আলোচ্য বর্ষে ৭০০ মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইয়াছে। ১৯২৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ২৪২৫ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্যাধীন আছে। আরও ১ হাজার মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

১৫,০০০ পাউণ্ড সহ ডাক থলিয়া অপহৃত

লণ্ডনের ৩রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মাউণ্ট প্লেজাণ্টের চিঠি বাছাই ঘর হইতে ১৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের নোট সহ একটী থলিয়া অপহৃত হইয়াছে। ডাকঘর হইতে সরকারী বিবরণ প্রকাশ, উল্লিখিত থলিয়ার মধ্যে সাতটি রেজেষ্টারী করা পুলিন্দা ছিল, সকল পুলিন্দাতেই নোট ছিল। আরও প্রকাশ, ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই চুরির সংবাদ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পত্র দ্বারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, উহা পৌঁছিতে ২৪ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, কিন্তু সংবাদ যদি টেলিফোনে দেওয়া হইত তাহা হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে চোর ধরিবার ব্যবস্থা হইতে পারিত।

এখনও পর্য্যন্ত চোরদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই; অনেকের অনুমান, চোরেরা ডাক ঘরের কর্ম্মচারীদিগের ছদ্মবেশে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া স্বচ্ছন্দে থলিয়াটি হস্তগত করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯শে মাঘ, সোমবার—১৩৩৫।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী

সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্তিমান আদর্শ, উদ্ধবদর্শনে শ্রীমতীর ভাবযুক্ত 'চিত্রজল্প'-ভাবময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অত্যুৎকট কৃষ্ণবিরহোন্মাদ-অবস্থায় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত যে বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের অপ্রাকৃত গীতিসমূহ আস্বাদন করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত রসরসিক ভক্তত্রয়ের অপ্রাকৃত-চেষ্টা-সমূহ নশ্বর স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের ভোগ ও ত্যাগ—এই উভয় ব্যাপারে উদাসীন, পরম মুক্ত ও নিষ্কিঞ্চন, শ্রীরাসভজনীয় দাস্যে নিত্য অভিলাষী, মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরই নিত্য অনুসরণীয় বিষয়। প্রাকৃত কাব্যরসামোদী নিরীশ্বর সাহিত্যপ্রিয়, দেহারামী ব্যক্তিগণ গবেষণার নিমিত্ত এবং প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় জড়েন্দ্রিয় তর্পণের জন্য রাগানুগাভিমানে যে সেই বৈষ্ণবকবিগণের অপ্রাকৃত গীতি সমূহের আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, তৎফলে জগতের ব্যভিচার ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাদিগকে নিরয়গামী করায়। দেহাত্মবুদ্ধি, অসত্তৃষ্ণাময়, অনর্থযুক্ত অনধিকারি-জীবগণ অনধিকারচর্চ্চামূলে শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ-বর্ণিত বিষয় ও আশ্রয়ের অপ্রাকৃত-লীলা-বিলাস আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত নায়কনায়িকার বৈরস্যময় কুৎসিৎ কামক্রীড়া-বিলাস বিশেষ বিবেচনায় ইন্দ্রিয়-তর্পণই করিয়া বসে। সুতরাং শ্রীজয়দেব গোস্বামীর কৃপাবলে বলীয়ান বাক্মনঃ-ক্রোধ-জিহ্বোদরোপস্থবেগবট্‌ক জয়ী 'জিতেন্দ্রিয় পুঙ্গবপুঙ্গব ব্যতীত আজ জয়দেবের বিরহে যথার্থ বিরহী হইবার কাহারও সাধ্য নাই।

শ্রীজয়দেব বঙ্গাধিপ 'লক্ষ্মণসেন' রাজার রাজত্বকালে ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে উদ্ভূত হন। ঐ কাল কাহারও মতে একাদশ বা দ্বাদশ শক শতাব্দী। বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপনগরে তিনি অনেক দিন বাস করেন। এখানেই তাঁহার অমৃতময় অষ্টপদী বর্ণিতাত্মক গীতগোবিন্দের প্রকট স্থান। কথিত আছে, রাজা লক্ষ্মণসেন প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই জয়দেব গোস্বামীর আনুগত্য করেন। শৈবধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজগণের অন্যতম সামন্তসেন রাজার প্রপৌত্র সুবিখ্যাত রাজা বল্লালসেন নবদ্বীপ-নগরীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপনা করেন। এই নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদে বসিয়াই বল্লালসেন সামাজিক সংস্কার বিধান করেন। এই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজিও প্রাচীন নবদ্বীপ-নগরে শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সন্নিহিত প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বীরভূম জেলার 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামে, অন্য কাহারও মতে উৎকলদেশে, অপরের মতে দাক্ষিণাত্যে জয়দেবের জন্মস্থান। তিনি শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

গুরুশিষ্য-সংবাদ

গুরু—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষাকালে পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া থাকেন। যথা,—

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরৈকান্তিহেতবঃ॥"

অর্থাৎ তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—অর্থাৎ অর্চ্চন—এই পাঁচটীকে পঞ্চসংস্কার বলে। ইহাই পরম-ভাগবত হইবার হেতু। দীক্ষাবলে ব্যক্তিমাত্রেরই 'বিপ্রত্ব' সাধিত হইয়া থাকে।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

যদি তাহা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত দীক্ষার অনুষ্ঠান হয় নাই, কেবল অভিনয় মাত্র হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে প্রাকৃত সহজিয়া-দল এরূপ দীক্ষার অভিনয়-নাট্য করিয়া থাকে। তাদৃশ গুরুব্রুবগণ শিষ্যগণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদের অন্তরে জ্ঞান [illegible] করেন। তাঁহারা শাস্ত্রমত দীক্ষাদান না করিয়া কেবল শিষ্যের বিত্ত অপহরণ-মানসে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানের অভিনয় মাত্র করেন, কিন্তু যে শিষ্য দীক্ষাদ্বারা কৃতার্থ হইয়া যান, তাঁহাদের আবার জাতির অভিমান কোথায় থাকে? সেই খানে বুঝিতে হইবে যে, [illegible] অভিমান আছে। দীক্ষাদাতা কে হইতে পারেন এবং দীক্ষা-গ্রহণের অধিকারী কে, এই সব বিচার না করিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে কার্য্য চলিতে থাকে।

শিষ্য—'গড্ডলিকা প্রবাহ' কি?

গুরু—যদিকে অগ্রগামী চলে, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বাগ্রে গমনকারী একটা অজা যেদিকে গমন করে, অন্যান্য সকল অজাও তাহার অনুসরণ করে, সেটা যদি [illegible] দেয় পাছে [illegible] তাহাকে আগে [illegible] দেয়, তবে যায় নতুবা নয়। অর্থাৎ বুদ্ধি নাই [illegible] ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী অজার অনুসরণ করিতে [illegible]। আজকাল এরূপ 'গুরুকরা' ব্যাপারটীও তাদৃশ হইয়াছে। দীক্ষার প্রকৃত অর্থ কেহ জানেন না অথবা জানিতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু সকলেই হুজুগে পড়িয়া দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের ধারণা এই যে, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে [illegible] শুদ্ধ হয় না এবং দীক্ষাদাতা গুরুগণ [illegible] জানেন না, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা ঐ কার্য্য করে। সুতরাং অধিকাংশ মাত্র দীক্ষার অনুষ্ঠানের অভিনয় করিয়াই [illegible] হইয়া যায়। [illegible] "যথা প্রাপ্ত তথা পরং" [illegible] থাকে অর্থাৎ দীক্ষার সময় [illegible] বৈষ্ণব-জীবন অতিবাহিত করিতে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, সে সমুদয় তাহারা পালন করে না। তাহাদের গুরুগণও [illegible] উপদেশ প্রদান করেন না। কারণ, যদি তাহা শিষ্যের অমত [illegible] অথবা অনুষ্ঠানে কষ্টকর বিবেচিত হয় তবে পাছে শিষ্যের নিকট হইতে প্রণামী বন্ধ পড়ে, এই ভয়ে শিষ্যকে (শাসনবাক্যাদি) শাসন করিতে পারে না, বরং শিষ্য কর্ত্তৃকই শাসিত হইয়া থাকে। শিষ্য যদি বলে যে, প্রভো! আপনার আজ্ঞা আদেশ আমি পালন করিতে অক্ষম, তখন গুরুও বিনা বিচারে বলিয়া বসে যে উত্তম, তাহার আবশ্যক নাই, আমি সে দোষটা সারিয়া দিব। রোগ সারাইতে হইলে ঔষধসেবনের সঙ্গে সঙ্গে পথ্যটী সুপথ্য গ্রহণ না হইলে ঔষধে কোন ফল হয় না,—একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ সেবন ও পথ্য সেবন না করাইয়া ছাড়েন না, যদিও রোগীর তাহা গ্রহণে অনিচ্ছাই থাকে, কিন্তু চিকিৎসক যদি বলেন যে, হে রোগি তুমি ঔষধসেবন করিও না, আমি তোমার পরিবর্ত্তে ঔষধ

পঙ্গুর বুদ্ধির দৌড়

এই দুনিয়ায় এখন আমরা অনেকেই আপন আপন বুদ্ধির দৌড়টা খুব বেশীই দেখি। আমি পঙ্গু হলেও ঐ দলের একজন। আমার একজন বন্ধু আছেন—যাঁকে [illegible] বললেও কোন দোষ হয় না, তাঁহার কারণ তাঁর আদর্শ দেখেই আমি পঙ্গু হয়েছি। অবশ্য তিনি এক [illegible]

[illegible] গ্রহণ করিব, তুমি কেবল আমাকে ঔষধের দামটা দিলেই নিশ্চিন্ত। বিচক্ষণ বৈদ্য এরূপ আদেশ কখনই করিতে পারেন না। [illegible] তদ্রূপ [illegible] শিষ্যের আপনার প্রিয় [illegible] বিসর্জ্জন [illegible] ছাড়েন না, নচেৎ পূর্ব্ববৎ কেবল মিথ্যা অনুষ্ঠান হইয়া থাকে মাত্র।

গুরুগিরি বিষয় কখনই লৌকিক পরম্পরা-বাদ হইতে পারে না অর্থাৎ আমার বংশে একজন কৃষ্ণভক্ত হইলে সকলেই কৃষ্ণভক্ত হবে, তার কোন মানে নাই, পিতা পণ্ডিত হইলেও তাঁর পুত্রগণ হয় ত কেহ মূর্খ, কেহ চোর, কেহ লম্পট, কেহ বা [illegible] হইয়া থাকে, কিন্তু যদি কেহ বলে যে, অমুক ব্যক্তি বাল্য [illegible] কার্য্য করিয়াছেন, তবে তাঁহার পুত্রকেও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে লোকে এরূপ হাস্য করিয়া উঠিবে, [illegible] লৌকিক-পরম্পরায় 'গুরুগিরী' [illegible] করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গ্রাম্য-[illegible] কেহ জানে না অথবা এক-জন তাদৃশ [illegible] পায় না, [illegible] নাই, সে কিরূপে উপদেশ শিক্ষা বা দীক্ষা প্রদানে সমর্থ হইবে? পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র পিতৃধনেরই অধিকারী হয়, কিন্তু পিতার জ্ঞান বা গুণ কখনও পুত্রে আসিতে পারে না। অতএব এখন বুঝিতে পারিলে ত' 'গুরু' হইবার যোগ্য কে?

শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কখনও গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না। যিনি [illegible] তিনি কখনও অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা চাতুরী-পাশে নহেন; তাঁহার একমাত্র কার্য্য—স্বয়ং নিজে আচরণ করিয়া প্রকৃত শিক্ষা প্রদান, যাহাতে তিনি [illegible] পরমহংস হইয়া পারেন, তজ্জন্য তিনি [illegible] কার্য্যগুলির আচরণ করিয়া থাকেন শিষ্যকে তাঁহার অনুসরণ করাইবার জন্য।

জাতীয় পঙ্গু, আমি অন্য রকমের। আগে তাঁর পরিচয়টা দেওয়াই ভাল, আমার কথা ত' আছেই। সে অনেক দিনের কথা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তায় এক পঙ্গুকে দেখতে পেলাম, তার দুঃখ দেখে পরিচয়টা নেবার জন্য চিত্তটা চঞ্চল হয়ে উঠল, তখন সঙ্গীদের বললাম ভাই। একটু দাঁড়াও আমি ঐ লোকটীর সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি। তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই পঙ্গুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার এ অবস্থা কতদিন হয়েছে? তদুত্তরে তিনি বললেন—কেন? আমার অবস্থা আপনি কি খারাপ দেখছেন? জগতের লোকের বুদ্ধি যেরূপ অল্প—সেরূপ শাস্তিও পায় নচেৎ। তা' দেখেও কেউ সতর্ক হয় না। এ যে শিশু এক বছরের হ'লেই চল্‌বার চেষ্টা করে, সেজন্য কত শত বার, তারা বার আছাড় খায়, কারও মাথা কেটে রক্তপাত হয়, কত রকমের বিপদ হয়। তাই বলি অত ব্যস্ত হয়ে এ রকম বিপদ সৃষ্টি করবার দরকার কি? কয়েক বৎসর অপেক্ষা করে একেবারে সাবালক হ'লে চল্‌বার বা দৌড়বার চেষ্টা করলেই ত' আর ওরকম ভাবে আছাড় খেতে হয় না, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হতে হয় না। ভগবানের ইচ্ছায় আমার বুদ্ধির দৌড়টা খুব বেশী, আবার, বুদ্ধি ওরকমের ছোট খাট নয়। আমার বয়স ১৭ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন। সাবালক হ'তে আর একদিন। বাকী অর্থাৎ কাল আমি চলা ত অল্প কথা সমস্ত পৃথিবীটা এক দৌড় দৌড়ে আমার বুদ্ধির দৌড়টা সকলকে দেখাব, যেন সব লোক স্তম্ভিত হয়ে যায়।

আমি ভাবলাম, এত জোর গলায় এ লোকটা যখন কথাটা বল্‌ছে তখন নিশ্চয়ই ঘটনা সত্য হবে। এর বুদ্ধির বিশেষত্ব আছে সুতরাং নূতন পন্থা একটা আবিষ্কার করে জগতের মান্য নামজাদা একজন হবে, তার কোন সন্দেহ নাই। যাই হোক আমার ঐ বন্ধুর আদর্শ দেখে আমারও তখন একটা নূতন কিছু করবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হল। যেমন ভাবা অমনি কাজ অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় একটা বুদ্ধি জাগায় গেল। আমি ভাবলাম অনেক কাল অনেকেই হরিভজন করবার একটা চেষ্টা করছে, কি স্কুলের ছাত্র, কি কলেজের ছাত্র কি গৃহস্থ যে, যেখানে আছেন, ঐ হরিভজন ক'রব বলে অনেকেই মঠের দিকে ছুটছেন, কিন্তু শেষে কি হবে, শাস্ত্রে একটা কথা আছে, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"। তাই পরে আবার অনেক বিঘ্নও আছে দেখছি। পূর্বে যখন ট্রেন ছিল না, তখন চলাপথে বৃন্দাবনে যাত্রীদের উপর দস্যুরা এসে অত্যাচার করত, এখনও সেইরূপ হরিভজনের পথে একপ্রকার দস্যু আছে, মঠবাসীরা তাদিকে স্বজনাখ্য দস্যু বলেন। সেই দস্যুরা সহজে ছাড়ে না, কলে-কৌশলে হরিভক্তির পথ থেকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। যদিও অনেকেই ঘুরে ফিরে আসতে পারেন, তবু তারাও নাছোড়বান্দা হয়ে থাকে সহজে ছাড়ে না। আমি হরিভজন করবার জন্য মঠে যাব ভেবে ছিলাম, কিন্তু আমার ঐ পঙ্গু বন্ধুর আদর্শ দেখে ও তাঁর মূল্যবান যুক্তির কথা শুনে আমি তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করেছি—আমিও তাঁরই মত নামজাদা বুদ্ধিমান হয়ে কিছু কাল ভক্তিপথের পঙ্গু হয়ে থাকবার জন্য সাব্যস্ত করেছি। শত সহস্র বিঘ্ন আসবে, তা আবার অতিক্রম করতে হবে, আবার তারা হলেন শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি, ভাব পরে প্রেম—এই সিঁড়ি সাবধান হয়ে একটী একটী করে উঠতে হবে, এক সিঁড়ি হ'তে অন্য সিঁড়িতে উঠতে কত বাধা বিঘ্ন আসবে তার ইয়ত্তা নেই সুতরাং এত ঝঞ্ঝাট করেও কি কোন কাজ করতে পারা যায়। তাই বলি সবচেয়ে ঐ আমার পঙ্গু দাদার বিচারটাই ভাল। ভক্তি-পথে চল্‌বার আগে গৃহব্রত হয়ে অসৎ সঙ্গে থাকতে থাকতে যখন ভক্তি-রাজ্যের সাবালক হব অর্থাৎ যখন ৯৯ বৎসর ১১ মাস ২৯ দিন বয়স হবে, তখন আমার ভক্তির জোর এত বেশী হবে যে, আমি এক লম্ফে ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করে পরব্যোমের উপর গোলোক বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-চরণকল্পবৃক্ষ থেকে টপ করে প্রেম ফলটী তুলে আস্বাদন করব। পঙ্গু দাদার বুদ্ধির চেয়ে আমার বুদ্ধির দৌড়টা বেশী নয় কি? এইরূপ আকাশ পাতাল নানারকমের চিন্তা করতে করতে কিছু তন্দ্রার মত অবস্থা হয়েছে, এমন সময়ে দিব্য মূর্ত্তি এক মহাপুরুষ আমার নিকট এসে বল্লেন—"ওরে মূর্খ!

চঞ্চল জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর
ভাব, কি হবে উপায়॥

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, তবু তোমার এখনও চেতনা হল না। তুমি যে বদ্ধ জীব, তোমার পরমায়ু নির্দিষ্ট নয়, যে কোন মুহূর্ত্তে তোমার জীবন পড়ে যেতে পারে। তাই বলি সতর্ক হও। সতর্ক হও॥ পঙ্গুর বিচার—বাতুলের বিচার, সেই বিচার অবলম্বন করে তুমি অনন্ত নরকের পথ পরিষ্কার করছ? পঙ্গু যেমন ঐ বুদ্ধি নিয়ে মরণ কাল পর্য্যন্ত এক পাও অগ্রসর হতে পারবে না, সেই পঙ্গু যথেষ্ট কষ্ট পাবে, তুমিও সেই প্রকার বিচার গ্রহণ করলে ভক্তি-রাজ্যের দ্বার দেশেও পৌঁছিতে পারবে না। ঐ দেখ শাস্ত্র কি বলছেন—

ভূমৌ স্খলিত-পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল—এই কথাটী স্মরণ রাখতে হবে। এক লাফে কেউ নদীপার হ'তে পারে না। যিনি সাঁতার জানেন, তাঁর আশ্রয় লয়ে সাঁতার না জানা অবস্থাতেই জলে নামতে হবে, তবে কিছু দিন সাঁতার শিক্ষা করলে পর, নদীপার হবার যোগ্যতা হবে, কিন্তু 'জলে নামলে পাছে ডুবে যাই'—এই ভয়ে 'জলে নেমে সাঁতার না শিখে ডাঙ্গায় থেকে সাঁতার অভ্যাস করে পরে জলে নামব' এইরূপ বিচার যেরূপ ভ্রমপূর্ণ, তোমার যুক্তিও সেইরূপ। অর্থাৎ তোমার বিচারটা হচ্ছে যে, যাঁরা অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে সাধুসঙ্গে থেকে হরিভজন করবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাঁরা দুর্ব্বলতাবশতঃ বা স্বজনাখ্য দস্যুর অত্যাচারে অথবা বৈষ্ণবাপরাধের জন্য, কি যে কোন কারণে যদি পতিত হতে পারেন, তবে উঠবার চেষ্টা না করে পতিত হয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু এ যুক্তিটা কি শ্রৌতপন্থার না মনোধর্ম্মের? এটা কি চিকিৎসকের ব্যবস্থা, না রোগীর ঘোর বিকারের প্রলাপ বাক্য? বিকারগ্রস্ত রোগী কি নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিজে করতে পারে? তা কখনও হতে পারে না। শ্রৌতপন্থায় মহাজনগণ কখনও এরূপ খেয়ালের কথা বলেন নাই। ঐ শোন শ্রীল রূপগোস্বামী উপদেশামৃতে ভক্তির উন্নতির কি উপায় বলেছেন—উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গ-ত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি। সর্ব্বপ্রথমে জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হবে অর্থাৎ হরিভজন ছাড়া আর কোন কর্ত্তব্য নাই, হরিসেবা করলেই সমস্ত কর্ত্তব্য করা হইবে, আর কিছু বাকী থাকবে না, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হতে হবে। উক্ত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ছটী উপায় অবলম্বন করবেন। ভক্তির অনুশীলনে অর্থাৎ আদরের সহিত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহ করতে হবে, তা' হ'লেই সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাটী খুব দৃঢ় হয়ে নিশ্চয়তা এনে দিবে। যদিও দৈবাৎ কোন কারণে কেহ পতিত হয়ে যায়, তখন তাঁর হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না, ধৈর্য্য অবলম্বন করতে হবে, তা'ও জানতে হবে, একমাত্র ভক্তিপথই জীবের অবিচলিত মার্গ—ভক্তিপথ হতে কোন কালে কারও অসুবিধা হয় নাই বা হতে পারে না, এই ধারণা দৃঢ় রেখে কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আবার আঁকড়ে ধরতে হবে—তাঁর অশোক অভয়ামৃত চরণ ধ'রে ক্রন্দন করতে হবে, তা' হলেই সব বিপদ হতে রক্ষা হবে। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বিশেষ সতর্কতার সহিত ত্যাগ করে সাধুগণের অনুসরণ ও সাধুবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করার দরকার। তবে ভক্তির উন্নতি হবে। শ্রীউপদেশামৃত তাহায় বলেছেন, "ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাড়িছে। সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে॥ কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি যার বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান ভক্তিমার্গে জন সেই হয়॥ কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীর ভাব যেই। ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান সেই॥ যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্ম্মে ত্রুটী সদা না করয়ে রোষ॥ কৃষ্ণেতর অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি। ভক্তিমান ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি॥ কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে। ভক্তিমান আচরয় জীবনে মরণে॥ এই ছয় জন হয় ভক্তি অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি॥" জন্ম গ্রহণের পর হতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও হরিভজন ছাড়া অন্য কোন কর্ত্তব্যই নাই। যারা অসৎসঙ্গে থেকে বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে সর্ব্বক্ষণ হাবুডুবু খাচ্ছে, অনাদিকাল থেকে এত মায়ার লাথি খেয়েও যাদের আক্কেল হয় নাই, সেই সব দুর্ভাগ্য জীবই বলে থাকে,—আমরা বেশ আছি, তারাই অসৎসঙ্গ ছেড়ে সাধুসঙ্গ করতে চায় না অথচ নিজের বুদ্ধির খুব বড়াই করে, তারাই বলে তামাকও খাব, হুঁকাও খাব, অন্ধকারেও থাকব এবং আলোতেও থাকব, [illegible] তুলব না অথচ হাতা টান্‌ব। এই সব ব্যক্তি নিজে ত' হরিভজন করবেই না, অধিকন্তু কেহ যদি হরিভজনের জন্য অগ্রসর হইতে যায়, তবে তাকে নিরুৎসাহ করবে। তাদের কাজই হচ্ছে ছিদ্র অন্বেষণ করা। অক্ষজ বিচারের মাপকাঠিতে ছিদ্র অনুসন্ধান করতে গেলে যে তার ফল বৈষ্ণবাপরাধ, একথা তাদের মাথায় ঢোকে না। মোট কথা, ঐরূপে যারা নিরুৎসাহ করে তাদের সঙ্গ অতিশয় বিপজ্জনক ও ভজন প্রতিকূল দুঃসঙ্গ জেনে বর্জ্জন করতে হবে। এমন কি তাদের মুখ দর্শনেও পুণ্য ক্ষয় হয় ও পাপ হয় দৈবাৎ নজরে পড়লে সচেলে গঙ্গাস্নান করা উচিত। তাই কোন মহাজন গান করেছেন—"তুয়া ভক্ত বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব। গৌরাঙ্গ-বিরোধী জন মুখ না হেরিব॥" যারা চৈতন্য-কথা কীর্ত্তন করে না কিন্তু অসৎবার্ত্তা বলে নিজে ও অন্যের প্রতি হিংসা করে, তাদের প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রীল জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্তে দেখা যায়, যথা—

ছাড়িয়া চৈতন্য-কথা, অন্য ইতিহাস মুখ
বলে যেই মুখে আগুন তার॥"

এইরূপে তিনি স্বপ্নে আমাকে অনে

পদেশ দিলেন। এমত অবস্থায় আমার ম ভেঙ্গে গেল। তখন মনে হল আরও কিছুক্ষণ ঘুমটা থাকলে আরও কত উপদেশ পেতাম। যাহা হোক, যা পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। অহো! শ্রীগুরুদেবের কি অসীম দয়া। আমি অধর্ম্মের দ্বারা চালিত হয়ে কিরূপ দুষ্কর্ম্ম পালন করছিলাম। এ ঘোর বিপদ হ'তে তিনি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হয়ে আজ আমাকে রক্ষা করলেন। আর না! আর না! আর আমি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ছয় রিপুর সেবা করব না। এই মুহূর্ত হতে শ্রীশ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবসেবা ছাড়া আর কিছু করব না। সাধুসঙ্গ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গ করব না। শ্রীগুরুবৈষ্ণব ছাড়া অন্যের কোন কথাই শুনব না। শ্রীগুরু-সেবা ভিন্ন কোন চিন্তা করব না।

মালিয়াড়া প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব ভূমি শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের, কলিকাতা শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মী পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহোদয় গত ২রা ফেব্রুয়ারী কতিপয় ব্রহ্মচারি সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত জৈবধর্ম্ম বা জীবের আত্মার একমাত্র নিত্য ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া নামক গ্রামে গমন করেন।

তথায় রাজা বাহাদুর কুমার শ্রীনৃপেন্দ্র-নারায়ণ চন্দ্রধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার (রাজাবাহাদুরের) মঙ্গলবাটীর নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মই যে বৈদান্তিক ধর্ম্ম এবং তাহাই যে 'একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' এ বিষয়ে সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

রাজা বাহাদুর, রাজপরিবারের অন্যান্য সুধী মণ্ডলী এবং সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পণ্ডিতজীর সুমধুর ও সুগভীর বিচারপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে এত সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন যে, বক্তৃতান্তে তাঁহারা সকলেই পণ্ডিতজীকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে থাকেন।

সভার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে রাজা বাহাদুর প্রচারক-মহাশয়কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাই তিনি উক্ত দিবসেই সভার আহ্বান করেন।

রাজা বাহাদুর মহোদয় প্রচারক-বৃন্দকে স্বীয় বাসা বাটীতে অবস্থানের নিমিত্ত স্থান দিয়া এবং তাঁহাদের প্রচারের সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

✱ মহামহোৎসব. ✱

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের এবং তদাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণের প্রতি রাজা বাহাদুরের যে প্রকার ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

নানা কথা

যুবরাজের কার্য্যভার গ্রহণ

সম্রাটের পীড়া হওয়া অবধি যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ তাঁহার প্রতিনিধিরূপে এই প্রথম কার্য্য করিবেন। নিয়ম আছে, যে সকল রাজকর্ম্মচারী পদত্যাগ করেন বা নূতন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাটের নিকট গমন করেন। এখন হইতে সেই সকল রাজ-কর্ম্মচারী ইয়র্ক প্রাসাদে গিয়া যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

যুবরাজ দক্ষিণ ওয়েলস বা অন্য কোন স্থানের কয়লা-খনি পরিদর্শনে যাইবার সঙ্কল্প এখনও পর্য্যন্ত স্থির করেন নাই।

সম্রাটের চিকিৎসা

সরকার হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে অবগত হওয়া যায়, সম্রাজ্ঞী বগনরে অভ্যা-গত ব্যক্তিদিগের জন্য কোন স্বতন্ত্র গৃহের বন্দোবস্ত করেন নাই। প্রকাশ, সম্রাট ধীরে ধীরে বল পাইতেছেন, এবং গত শনিবার ও রবিবার কিছুকাল বসিয়া-ছিলেন।

প্রকাশ, সম্রাটকে অদৃশ্য রশ্মিমালা প্রয়োগ করিবার নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে। এখন উজ্জ্বল রশ্মিদ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা।

রশ্মিপ্রয়োগ সংক্রান্ত চিকিৎসায় ডাক্তার হাউইট ও ডাক্তার উডস্ সুদক্ষ। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে তাঁহাদের পরামর্শা-নুসারে এই চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং এতাবৎ তাঁহারাই উহা প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ

লণ্ডনের, ১৮ ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, যে শীত বায়ুর তরঙ্গ সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, উহা সাইবেরিয়া হইতে আরম্ভ হইয়া ইউরোপে প্রবেশ করিয়াছে। বায়ুবিদ্গণ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে শীত আরও গুরুতর হইবে। জেনিভা হইতে যে মহামারীসংক্রান্ত বিবরণ প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হয়, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে। উহা আয়ার্ল্যাণ্ডেও উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপের মধ্যে কেবল হল্যাণ্ড দেশ এই রোগ হইতে মুক্ত।

জেকনীর করোনার আদালতে এক চিকিৎসক সাক্ষীর হাজির হইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি কৈফিয়তে বলেন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের জন্য তাঁহার নিঃশ্বাস ফেলি-বার সময় নাই।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর এই মহামারী এতাদৃশ ব্যাপক দেখা যায় নাই।

খনিঅঞ্চলে যুবরাজের সফর
সফর বন্ধ করা আবশ্যক

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, যুবরাজ মুক্তপ্রাণে এবং সরলহৃদয়ে ইংলণ্ডের দুর্দ্দশাপীড়িত খনি অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার জন্য যে সকল ব্যক্তি দায়ী, যুবরাজের এই সফরের জন্য তাঁহাদিগকে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। যেহেতু যুবরাজের সফর এক্ষণে ইংলণ্ডের দলাদলির বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কমন্সসভায়ও ঐ সম্পর্কে কতকগুলি ক্রোধ প্রকাশক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছিল। সেই জন্য যুবরাজ যাহাতে তাঁহার খনি অঞ্চলের সফর পরিত্যাগ করেন, কর্ত্তৃপক্ষকে শীঘ্র সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতে হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ফুলারিবাদ খনি দুর্ঘটনার জের

প্রকাশ, ফুলারিবাদ কয়লার খনিটি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কাজেই তাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। কতিপয় শ্রমিক কতকগুলি অব্যবহৃত খাদে বিনানুমতিতে বাস করিতেছিল। এক জন বৃদ্ধ, ২টি স্ত্রীলোক ও একটি শিশু মারা গিয়াছে এবং ৩৪ জন লোক অল্প জখম হইয়াছে। সমগ্র ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করিয়া ৪টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। যে স্থানটা ধ্বসিয়া গিয়াছে, তাহার ব্যাস ১ শত ফিট, উপরের স্তরটা সর্ব্বত্র সমান নীচে যায় নাই, যে স্থানটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর, তাহা ১৫ ফিটের অধিক নহে। পুলিশ বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে সাহায্য করিয়াছিল।

সাধারণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার আইন

কমন্স সভায় কর্ণেল ওয়েজউডের প্রশ্নের উত্তরে আর্ল উইণ্টার্টন বলেন যে, সাধারণকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার আইন যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থা পরিষদে পুনঃ প্রব-র্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, এই আইন সম্বন্ধে পূর্ব্বে ব্যবস্থা-পরিষদে যে ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল, ভারত সর-কার ভারত-সচিবের পূর্ণসম্মতিক্রমে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ঐ বিষয়ে আর একটী অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে আর্ল উইণ্টার্টন বলেন যে, উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের অনুসারে প্রণীত হইয়াছে।

কেনিয়াপরিষদে ভারতবাসী

কেনিয়া গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের একটী আসনে ভারতীয় সিভিলিয়ানকে নিযুক্ত করা হইবে, এই সূত্রে মিঃ ডব্‌লু, জে, ওয়েলক কমন্স সভায় প্রশ্ন করেন যে কোন ভারতবাসীকে ঐ পদে মনোনীত করা হইবে কি না? উত্তরে আর্ল উইণ্টার্টন বলেন, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

ক্ষমতা-লোপে ক্ষতিপূরণ

রোম নগরীর পোপের বৈষয়িক ক্ষমতার লোপ হওয়াতে তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার পূরণস্বরূপ ইটালীর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ২ শত কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পোপ স্থির করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত প্রচুর অর্থ জগতের বিভিন্ন স্থানে খ্রীষ্টীয় মিশনের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবেন।

আফগান বিপ্লব

রণক্ষেত্রে আমানুল্লার সৈন্যদল

[illegible] হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কোহিস্থানবাসীদের নিকট [illegible] [illegible] হইয়াছে।

গজনীর অবস্থা।

[illegible] আর বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

হবিবুল্লা ও রুশ বৈমানিক

[illegible] বাগে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] [illegible] হইবেন, [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

বর্তমান কাবুল-সরকার

প্রকাশ, বর্তমান কাবুল সরকার [illegible] [illegible] ও বৈমানিকদের প্রতি [illegible], [illegible] [illegible] করিতেছে। তাঁহারা প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহারা [illegible] [illegible] কোন কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এ কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বৈদেশিক জাতির নিরপেক্ষতা

কোন বৈদেশিক জাতিই এ [illegible] [illegible] বা অপর কাহাকেও [illegible] রাজা বলিয়া স্বীকার করেন [illegible] সকল বৈদেশিক প্রতিনিধি সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া আছেন। ইঁহারা আফগান জাতির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

আফগান-সমস্যায় সার মাইকেল

সার মাইকেল ওডোয়ার [illegible] আফগান সমস্যা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, গত আফগান-যুদ্ধে বৃটিশ আমানুল্লাকে [illegible] [illegible] করিয়াছেন। বৃটেন এমন সাহায্য করেন, যাহার ফলে রাজা আমানুল্লা তাঁহার জয়স্তম্ভ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন [illegible] [illegible] বৃটিশ [illegible] অম্লানভাবে অবস্থান দান করিয়াছে। এরূপ ব্যাপারে [illegible] [illegible] আর কি আশা করা যায়।

পারস্যের সৈন্য প্রেরণ

পারস্যের প্রধান সংবাদপত্র "শাফাক-সুর্ক" প্রকাশ, রাজা আমানুল্লা যাহাতে তাঁহার সিংহাসন পুনরায় লাভ করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে পারস্য সরকার [illegible] [illegible] অধীনে এক দল সৈন্য আফগানিস্থানে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছেন।

আমানুল্লার সাহায্যে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ

[illegible] এক সংবাদে প্রকাশ, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] [illegible] আমানুল্লার পক্ষে [illegible] করিবেন।

গাজি হবিবুল্লার অবস্থা

কাবুলের বর্তমান আমীর গাজি হবিবুল্লার বিমানপোত ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি সকল সময় অন্দরে অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে অবস্থান করেন। তাঁহার প্রতি লোকের মনোভাব খুব বিরূপ বলিয়া তিনি রাজপ্রাসাদ হইতে প্রায় বাহির হয়েন না, বহু লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবে।

নাদির খাঁ

কাবুলের ভূতপূর্ব সেনানী নাদির খাঁর স্বদেশে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে জনৈক বিচক্ষ বলেন যে, তিনি দেশে ফিরিলে অনেকেই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে বলিয়া মনে হয়। কাবুলে যে জনরব উঠিয়াছে,— তিনি মস্কো হইতে আফগানিস্থানে উপস্থিত হইবেন, তাহা মিথ্যা। তবে আগামী বসন্ত কালের পূর্ব্বেই তাঁহার আফগানিস্থানে পুনরায় প্রত্যাগমন একবারে অসম্ভব নহে। যদি তিনি দেশে প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে তিনি আমানুল্লা বা আলি আহমদ জানের সঙ্গে যে মিলিত হইবেন না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। সম্ভবতঃ তিনি নিজে সিংহাসন লাভের চেষ্টা করিবেন।

জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ারের বিবৃতি

ডাঃ বিটশ নামক জনৈক জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার সম্প্রতি বিমানপোতযোগে কাবুল হইতে পেশোয়ারে আগমন করিয়াছেন। কাবুলের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সহরে নিত্য নূতন ঘটনা ঘটিতেছে, সে সহরের রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ যে, কখন কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় তাহা বলা যায় না, সেই সহর হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়স্কর।

ইউরোপীয়গণের নিরাপৎ

তিনি আরও বলেন যে, বাচ্চা-ই-সাকা, আলি আমেদ জান, এবং আফগানিস্থানের সিংহাসনের অন্য যে সকল প্রার্থী আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কাবুল সহরে আবদ্ধ য়ুরোপীয়গণের প্রতি সদয় ও বন্ধুর ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা কেহই য়ুরোপীয়দিগের প্রতি শত্রুভাব দেখাইতেছেন না এবং বর্তমানে তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা নাই, বলিতে পারা যায় কিন্তু কখন কি হয় বলা যায় না, এ জন্য ঐরূপ বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে বিদেশীয়দিগকে সরাইয়া আনাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

কাবুল কপর্দ্দকশূন্য

কাবুল এরূপ অরাজকতা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া কাবুলের অধিবাসীরা আপনাদের নগদ সব লুকাইয়া ফেলিয়াছে। বর্তমানে কাবুল এক প্রকার কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছে বলিতে হইবে। দূতাবাসের বাহিরে থাকিলেই প্রাণনাশের আশঙ্কা।

আমানুল্লার প্রতি কাবুলবাসী

আমানুল্লা কাবুলে সমর্থন লাভ করিতেছেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে তাহা মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কাবুলে কোন লোকই ভূতপূর্ব্ব নরপতির নাম পর্য্যন্ত মুখেও আনেন না, সম্ভবতঃ তাঁহার নাম মুখে আনিলে দস্যুদের হস্তে প্রাণ যাইবে, এই আশঙ্কায় লোকে তাঁহার নাম মুখে আনে না। আমানুল্লা যখন কান্দাহারে পলায়ন করেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে লোকের যে প্রকার মনোভাব ছিল, এখন যেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

কাবুলে দারুণ শীত

কাবুলে এরূপ দারুণ শীত পড়িয়াছে যে তাপমানে উত্তাপের পরিমাণ যত ডিগ্রী হইলে জল জমিয়া বরফ হয়, কাবুলে তাহার ২০ ডিগ্রী নীচে। অন্ততঃ ৬ মাসের পূর্ব্বে যে এত শীত কমিবে, এরূপ বোধ হয় না।

বারাবানা ট্রাম-ধর্ম্মঘটের বিষময় ফল

কলম্বোর ৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বারাবানাতে ট্রাম ধর্ম্মঘট উপলক্ষে গত মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে পুলিস-দৈন্য এবং শ্রমিকের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে ৪ জন নিহত ও শত শত লোক আহত হয়। দাঙ্গার ঘটনা বিবরণের প্রকাশ, কতকগুলি ধর্ম্মঘটী শ্রমিক রাস্তার কতকগুলি গুণ্ডার সহিত একত্র হইয়া পুলিস ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া পাথর ও বোতল ছুড়িতে থাকে। তাহা হইতে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। প্রথমত জনতাকে শান্তভাবে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠে। পুলিস প্রথমতঃ ব্যাটন চালাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় নাই। জনতা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলে, এঞ্জিন পুড়াইয়া ফেলে এবং পুলিসের দিকে পাথর ছুড়িতে থাকে তখন গুলী নিক্ষেপ ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। গুলী নিক্ষেপ করিবার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসে।

আলোয়ারে বড় লাট

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে ৮টার সময় ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন আলোয়ার রাজ্যে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রথম দিন বাজেট উপস্থিত করা হইবে, তৎপরে সাধারণ ভাবে উহা আলোচিত হইবার পর বিভিন্ন বিষয়ে ভোট গৃহীত হইবে।

মহাসভায়

ভারতীয় হাইকোর্ট বিল

মহাসভার জেনারেল উইণ্টারটন কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ভারতীয় হাইকোর্ট বিলখানি গত ৫ই জানুয়ারী প্রথমবার পঠিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। উক্ত বিলের ফলে ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন অনুসারে ভারতের হাইকোর্ট সমূহে বিচারপতি-পদে নিয়োগ সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার, এডভোকেট এবং উকীলদিগের যোগ্যতা সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে আরও উক্ত বিলের ফলে ভারতীয় শাসন সংস্কার আইন অনুসারে যাঁহারা হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহারা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি-পদলাভেও যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাঘ, মঙ্গলবার—১৩৩৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্ধারণ

ঠাকুর উদ্ধারণ শ্রীমন্নিত্যানন্দচরণাশ্রিত দ্বাদশগোপালের অন্যতম। শ্রীশ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন—"সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধারণাখ্যকঃ।" অর্থাৎ ব্রজে যিনি 'সুবাহু' নামক গোপ, তিনিই এক্ষণে ঠাকুর উদ্ধারণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আ ১১।৪১) ইঁহাকে মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

"মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও ইঁহাকে মহা উদার বৈষ্ণব বলিয়াছেন—

"উদ্ধারণ দত্ত মহা-বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার"॥

শ্রীল ঠাকুর সুবর্ণবণিককুলকে পবিত্র করিবার জন্য সুবর্ণবণিক্‌কুলে উদ্ভূত হইয়া প্রভু নিত্যানন্দের শ্রীমন্নিত্যানন্দের সর্ব্ববিধ সেবাধিকার লাভ করেন। সুবর্ণবণিক্‌গণ বহুদিন হইতে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ সমাজের জল-চল জাতি নহেন, সুতরাং ভগবৎসেবায় তাঁহাদের কোন অধিকারই নাই' বলিয়া পতিত জাতিরূপে অনাদৃত হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া নিখিল ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি স্বয়ং ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ পতিতপাবন প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহার প্রিয়জন উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সর্ব্বপ্রকার সেবা অঙ্গীকার পূর্ব্বক জগৎকে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদাশ্রিত—সদ্দীক্ষিত নরমাত্রেরই যে শ্রীকৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়—দৈবকর্ম্মসামাজিক লৌকিক অপেক্ষা না রাখিয়াই যে দুর্জ্জাতিত্বারম্ভক প্রারব্ধ পাপ সদ্য সদ্যই বিনষ্ট হয় ও সোমযাগ করিবার যোগ্যতা স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়, তাহার অলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। পতিতপাবনাবতারী এবং ভগবান্ গৌরসুন্দরও বলিয়াছে—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

সর্ব্বে ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণাঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জীব-মাত্রেই ব্রাহ্মণ, শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবের আদিগুরু তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মার হৃদয়ে যে শ্রীমন্ত্র প্রকটিত করিয়াছিলেন, জীব-মাত্রেই সে তত্ত্বলাভে অধিকারী। জীব গুণমায়ার প্রভাবে সেই অপ্রাকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা শ্রবণে ঔদাসীন্য বশতঃ অব্রাহ্মণতা, অর্থাৎ ব্রহ্ম-সন্তানরূপে পরিচিত হইবার অযোগ্যতা বা ব্রহ্মার কুপুত্রত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া আর যে তাঁহাকে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া 'ব্রহ্মার সুসন্তান'-রূপে পরিচিত হইতে নাই, তাহা ত' নহে? যে মুহূর্ত্তে জীবের 'কৃষ্ণনিত্যদাস্য'রূপ স্বরূপ বৃত্তি উন্মেষিত হইবে অর্থাৎ যে মুহূর্ত্ত হইতে জীব সত্য সত্য বুঝিবেন, "আমি ভগবানের দাস, মায়ার দাস নহি, ভগবদ্ভজনই আমার কর্ত্তব্য," সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার ব্রাহ্মণতা লাভ হইবে এবং সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে লব্ধদীক্ষ হইয়া ভগবদ্ভজন করিতে করিতে ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিপুণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবত্ব লাভ হইতে থাকিবে। ভক্তিহীন ব্যক্তি সৎকুলে জাত হইয়াও শ্বপচাধম। তাঁহার জাতি বিদ্যা, জপ, তপঃ—সকলই বৃথা। শ্রীহরি-ভক্তিসুধোদয় (৩।১১-১২) বলেন—

'ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জ্জাতি-কল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি
নাস্তিকঃ॥"

—সচ্চরিত, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, তিনি চণ্ডালকুলোদ্ভূত হইলেও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হন, কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানার্হ হইতে পারেন না। ভগবদ্ভক্তিহীনের সৎকুলে জন্ম, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ, তপঃ—সমস্তই প্রাণহীন দেহকে নানা বসনভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবার ন্যায় বৃথা— কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।

ঠাকুর উদ্ধারণের জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ সুবর্ণবণিক্ পতিত জাতকুলকে এইরূপে স্মার্ত্তের করাল কবল হইতে উদ্ধার-প্রয়াস করিয়াছেন। অবশ্য বর্ত্তমানকালে যে শুদ্ধি-সংগঠন-প্রথা চলিতেছে, ঠাকুর উদ্ধারণের সেবাদর্শ তাদৃশ প্রথার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার সেবাদর্শ বলেন—"যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।" শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়ে) ঠাকুরের প্রতি নিত্যানন্দানুগ্রহ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"কতদিন থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণসহে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়বাক্যমনে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তাঁর॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার॥
এই মত সপ্তগ্রাম অম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে॥"

সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন পাণিহাটীতে নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হইয়া নিত্যানন্দাদেশে চিড়াদধিমহোৎসব করেন, তখন নিত্যানন্দানুজ্ঞক্রমে সপ্তগ্রামবাসী ঠাকুর উদ্ধারণ সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।—

"উদ্ধারণ আদি-যত আর ভিন্ন জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥
(—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৬৩)

ঠাকুর উদ্ধারণ হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশবিঘা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সরস্বতী নদীতটস্থিত সপ্তগ্রাম নামক পল্লীতে আবির্ভূত হন। সপ্তগ্রাম বলিতে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম—ইহাদের সমষ্টি বুঝাইত। ঐ নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বাস করিতেন। পরিব্রাজক টুয়েনঃ বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে রোমান পোতসমূহ সপ্তগ্রাম প্রভৃতিতে যাতায়াত করিত; তখনও নবদ্বীপ নগর ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধ নগর-বিশেষ থাকিলেও তথায় হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যা-ভুষণাদিবৎ ব্রাহ্মণের বাসস্থল ছিলমাত্র। সেই বিপ্রগণ সপ্তগ্রামবাসী হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ ভূমি দ্বারা আপনাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহাদের অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল। তাঁহারা বার লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর ছিলেন।

সপ্তগ্রামে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ও স্বহস্তসেবিত মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীগদাধর বিরাজিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি ও শালগ্রাম শিলা এবং সিংহাসন-বেদীর নিম্নে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য পূজিত হইতেছে। অন্নদত্ত ও পূর্ব্বে একটী ভগ্নকুটীরে হুগলী বালি নিবাসী পরলোকগত জগন্মোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত ছিলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি এখন সপ্তগ্রাম শ্রীপাটে নাই। তাঁহার আলেখ্যই এখন পূজিত হইতেছেন। শুনা যায়, ঠাকুরের পূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি এখনও হুগলী বালি-নিবাসী শ্রীমদন দত্ত মহাশয়ের বাটীতে এবং ঠাকুরের সেবিত শ্রীশালগ্রাম ঐ গ্রামে শ্রীনাথ দত্তের গৃহে আছেন।

ঠাকুর উদ্ধারণ কাটোয়া হইতে ১॥০ মাইল উত্তরে নৈহাটী গ্রামের রাজার দেওয়ান ছিলেন। দাঁইহাট ষ্টেসনের নিকট অদ্যাপি ঐ রাজ-বংশীয়গণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঠাকুর রাজকার্য্যোপলক্ষে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা অদ্যাপি 'উদ্ধারণপুর' নামে কথিত। ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এখানকার শ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ বনওয়ারীবাদের রাজবাটীতে নীত হইয়াছে বলিয়া কথিত। এই স্থানের মন্দিরের পশ্চিমে কাহারও মতে বৃন্দাবনে ঠাকুরের সমাধি অবস্থিত। কাহারও মতে ঠাকুরের পিতার নাম—শ্রীকর, মাতার নাম ভদ্রাবতী এবং পুত্রের নাম শ্রীনিবাস।

বিগত ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থান পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সভাপতি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহু শিষ্য সেবক সমভিব্যাহারে সপ্তগ্রাম শ্রীপাট শুভবিজয় করিয়াছিলেন।

সমালোচনা

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন)

কেহ কেহ বলেন মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্মভিটা নহে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোস্বামী মহারাজ যে স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার কখনই অন্যথা হইতে পারে না। তিনি ভগবৎপার্ষদ। যখনই ভগবান্ বা ভগবৎপার্ষদ আবির্ভূত হন, তখনই তাঁহাদের বিপক্ষের লোক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ-কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে শিশুপাল-দন্তবক্র এবং কলিতে মহাপ্রভুর কত বিরোধী! ভগবান অপেক্ষা ভক্তের প্রাধান্য অধিক, তাহা তিনি নিজেই শ্রীমুখে কহিয়াছেন—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" —

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।১৯।২১—

লোকে অন্যের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না ও মনের কথা ব্যক্ত করে—

পররন্ধ্রাবলোকনপরা বাধঃ
স্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োধমঃ

মাঘ ১৬।২৩

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর গোস্বামী মহারাজ কি কার্য্য করিতেছেন, তাহা

হিংসকগণ দেখিতেছেন, না চক্ষু অন্ধ? কতগুলি মঠ স্থাপন, তথায় বিগ্রহস্থাপন ও আগন্তুক মাত্রেরই প্রসাদ প্রাপ্তির বিষয় কে না জানেন? যে কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণের লীলাকে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গল্প কহিয়াছেন,—(বোধ হয় তিনি ব্রাহ্ম বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই,নচেৎ যে সেতুবন্ধকে ইংরাজগণও Adam's bridge 'আদমস ব্রিজ' কহেন, যে জনকপুরীতে এক্ষণেও হরধনুর্ভঙ্গ বর্ত্তমান, আর ঠাকুর মহাশয়ের তাহা বিশ্বাস হইল না। যে বৃন্দাবনে 'ভোজনথালি'র নিকট বৃক্ষে 'দধি' হইতেছে, যে 'চরণ পাহাড়ীতে' এক্ষণও নূপুর ধ্বনি হইতেছে, যে বৃন্দাবনে এখনও নোলক ফল পাওয়া যায়, তাহাও গল্প।) কি দুর্দৈব। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে মহাত্মা শ্রীরামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাঁহার "গীতা পরিচয়ে" লিখিয়াছেন—

'গীতার উৎপত্তি-স্থান কুরুক্ষেত্রের মহা সমরক্ষেত্র। স্বচক্ষে দেখিয়া আইস কি এক মহাশ্মশান এই কুরুক্ষেত্র। কি এক ছবিষহ বিষাদ-গীতি এই স্থানে নিরন্তর গীত হইতেছে। আজও এই কুরুক্ষেত্রের যে দিকে অবলোকন করিবে, সর্ব্বত্রই দেখিবে বিনাশ চিহ্ন। প্রাচীন বৃক্ষ, প্রাচীন কুণ্ডতড়াগাদির কথা ছাড়িয়া দিও, নূতন যাহা কিছু হইতেছে, তাহাও যেন অক্ষুণ্ণ থাকে না। সমরক্ষেত্রে যে সমস্ত জলাশয় জন্মিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন রুধির হইতেই হইারা উৎপন্ন। এই স্থানেই ভগবান্ পরশুরাম একবিংশবার ক্ষাত্রয়শোণিতে পৃথিবীকে রুধিরাক্ত করিয়াছিলেন। যে শোণিতময় পঞ্চহ্রদে তিনি পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, এখনও সেই পঞ্চহ্রদ পুরাকালের ইতিহাস প্রচার করিতেছে। এখনও সন্নিহিত সরোবরে কত লোক প্রতিবৎসর স্নানার্থ গমন করে।" কি সুন্দর বিশ্বাস। আর ঠাকুর মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না। কি দুর্ভাগ্য।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার দ্বিতীয়ভাগ পদ্যপাঠে লিখিয়াছেন—

নিশীথ সময়ে আজি বৃন্দাবনে
মদনমোহন বেড়ান আসি।
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে সঘনে
বাধা বাধা ব'লে বাজান বাঁশী॥

কি সুন্দর বিশ্বাস। আর ঠাকুর মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না। সে কর্ণ থাকিলেই ত শ্রবণ করিতে পারিবেন?

—যাহা হউক সেই কুরুক্ষেত্রে পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মহারাজ মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তথায় সেবাপ্রকাশ চলিতেছে।

যে নৈমিষারণ্যে শ্রীসূত গোস্বামী মহর্ষিগণকে শ্রীভাগবত শ্রবণ করাইয়াছেন, তথায়ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মহারাজ মঠ স্থাপন করাইয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীভাগবত পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি যদি ভগবৎ প্রেরিত মহাজন না হইতেন, তাহা হইলে কি এ সুমধুর চমৎকার কার্য্য কেহ করিতে পারে? সুতরাং লোকের হিংসা। এক গভীর জঙ্গলে একটী মনুষ্য বসিয়াছিল, একটী লোক জিজ্ঞাসা করিল যে- "এ গভীর জঙ্গলে কেন বসিয়া আছ?" লোকটী কহিল যে "আমাকে ব্যাঘ্র খাইবে বলিয়া বসিয়া আছি। অন্য লোকটি কহিল—"ব্যাঘ্রকে তোমার জীবন দিয়া তাহাতে তোমার লাভ কি?" উত্তর "আমার রক্তপান করিয়া রক্তের আস্বাদন জানিয়া ব্যাঘ্র আরও দশজন মনুষ্য ভক্ষণ করিবে॥" ইহাই হিংসা। তিনি যে মহৎ কার্য্য করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, কেবল বিদ্বেষ।

হিংসকগণের শিশুপালের ন্যায় মনের হিংসা ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য। শরণাপন্ন না হইলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ তিনি ভারতবর্ষ মধ্যে কোনস্থানে বক্তৃতা দিয়া তথাকার জনসকলের মনোমালিন্য দূর করিতেছেন না। ক্ষতি যাহার, যিনি তাঁহার শরণাপন্ন না হইবেন। তিনি রত্নাকর।—

রত্নাকরে যদ্যপি চাতকোহয়ং
পানীয় পানং ন করোতি মূঢ়ঃ।
আত্মক্ষতিস্তস্য তৃষাতুরস্য
সিন্ধোর্ম্মহত্ত্বং ন পুনঃ প্রয়াতি॥

তাঁহার মঠে গিয়া দেখুন যে তাঁহার কত দৈন্য। ক্ষুধা হইলে কহেন না যে ক্ষুধা পাইয়াছে। তাহা হইলে যে শিষ্যগণকে অনুজ্ঞা করা হইবে। তৃষ্ণা পাইলে পানীয় পাত্রের দিকে চাহিয়া থাকেন। আদেশ করিলে যে শিষ্যগণকে আদেশ করা হইবে। যিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন' মন্ত্রের উপাসক, তিনি কি কখনও কাহাকেও আদেশ করিতে পারেন? তাঁহার বক্তৃতা যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন যে বক্তৃতার ভাব কত গভীর। অত প্রশ্ন অত উত্তর দেন,তাহা কি আশ্চর্য্য নহে? একটী মাথাকে অত ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়, চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

"*But still they gazed and still the wonder grew that one small head could carry all he knew* (*Oliver Goldsmith The Deserted village*)

হিংসক মহাশয়! পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ত্রিগুণাতীত পুরুষ। সুতরাং তাঁহার চরণে আর অপরাধ সঞ্চয় না করিয়া বিদ্যা-ধন-কুলাভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে নিপুণতা লাভ করুন, ইহাই বৃদ্ধের একান্ত প্রার্থনা।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বাণী, শ্রীগুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যাঁহার নামানুসারে এই দেশের নামকরণ হইয়াছে ভারতবর্ষ—সেই সুপ্রাচীন কালের মহারাজ ভরত যখন গণ্ডকী নদীর তীরে ভগবদ্-ভজনকালে অনাথ মৃগ শিশুপালনে অর্থাৎ জীব-সেবায় আসক্তি প্রদর্শন করত স্বীয় ভজনানুরায় বরণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই আসক্তি-বশতঃ তাঁহার মৃগ দেহপ্রাপ্তি ও দেহাবসান কালে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইয়াছিল, তখন তিনি অনেক সদগুণসম্পন্ন জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠাপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে ভরত, তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মকথা স্মরণ করিয়া, সঙ্গদোষে পাছে আবার পতিত হয়—এই ভয়ে আর কোনও ভগবদ্বিমুখজনের সঙ্গে মিশিলেন না, অর্থাৎ ভরত এই লীলাভিনয় কারণ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিলেন যে, ভগবদ্ভজন-প্রয়াসী জনের কখনও ভজনবিহীন জনগণের জাগতিক দুঃখ-মোচনের চেষ্টায় জাগতিক লোকহিতৈষী সাজিয়া সঙ্গদোষে ভজন শিথিলতারূপ বিপদে পতিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। পরন্তু তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য লোক-চক্ষে উন্মত্ত ও জড়বৎ আচরণ দেখাইয়া, অন্তরে ভগবৎপাদপদ্মে একান্ত অভিনিবিষ্ট হইয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন। ভরতের পিতা তাঁহাকে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া, স্বধর্ম্মোচিত শৌচাচার শিক্ষা দিতে এবং বেদাদি পাঠ করাইতে বিশেষ যত্নশীল হইলেও তিনি (ভরত) সকল বিষয়েই আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ দেখাইয়া, আত্মভাবেই মগ্ন রহিলেন। অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া, তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ে আগ্রহ পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য তিনি মূত্র পুরীষাদি উৎসর্গের পরেই মৃত্তিকাশৌচ ও আচমনাদিকার্য্য সমাধা করিতেন, কিন্তু মলমূত্রাদি পরিত্যাগের পর শৌচাদি করিতেন না। ভরতের পিতা ভরতকে বেদাধ্যয়ন করাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে (চৈত্রাদি চারি মাসে) প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত ত্রিপাদ গায়ত্রী শিক্ষা করাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঐ চারি মাসেও উহা ভরতকে আয়ত্ত করাইতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ভরত সকল বিষয়েই আপনাকে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ দেখাইয়া, আত্মভাবেই মগ্ন রহিলেন। তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ভাবিয়া, দ্বিপদ পশুর মত দেখিয়া, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি যেমন ব্যবহার করিত, তিনি তাহা সহ্য করিতেন। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করাইয়া লইতে চাহিত, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই করিতেন। কখনও কাহারও প্রতিকূলাচরণ করিতেন না। তাঁহার জনকজননীর পরলোক গমনের পর, তাঁহার বৈমাত্রেয় নয় ভ্রাতা ও তাঁহার বিমাতা তাঁহার প্রতি কুৎসিত ব্যবহার ও কদর্য্য আচার্য্যের ব্যবস্থা করিলেও তিনি কদাচ বিচলিত বা আত্মবিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা পিতার সহিত সহ-মরণে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এক সময়ে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের উৎপীড়নে পড়িলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া একদা গভীর রাত্রে তিনি শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় কোন তস্করনায়কের অনুচরগণ বধার্থে আনীত বন্ধনভ্রষ্ট পলায়নকারী নরপশু অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈবক্রমে শস্যক্ষেত্রপার্শ্বে উপবিষ্ট দিব্যদেহ-বিশিষ্ট ভরতকে পাইয়া তাহাদের বলির উপযুক্ত পশু মনে করিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে লইয়া গেল।

চোরগণ সেই ভরতকে তাহাদের স্বকল্পিত বিধানানুসারে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া দিল এবং পশুযোগ্য অলঙ্কার, গন্ধ, তিলক, চন্দন, মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত করাইয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইল। ভোজনান্তর তাহাদের কল্পিত পুরুষ-পশুকে (ভরতকে) ধূপ, দীপ, মাল্য, লাজ, নবপত্র, নবাঙ্কুর, ও ফলাদি উপচার দ্বারা হিংসা-বিধি-বিহিত পূজা সমাপন পূর্ব্বক উচ্চগীত, স্তুতি এবং মৃদঙ্গ-পণবাদি বাদ্যের সহিত ভদ্রকালীর সম্মুখে আনয়ন করাইয়া উপবেশন করাইল। দস্যুরাজের মুখ্য পুরোহিতের কার্য্যে নিযুক্ত চোর কল্পিত পুরুষ-পশুর শোণিতাসব দ্বারা ভদ্রকালী দেবীর তর্পণ বিধান-কামনায় ভদ্রকালী-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী ভীষণ তীক্ষ্ণ ধার খড়্গ গ্রহণ করিল। ঐ দস্যুগণের প্রকৃতি রজঃ ও তমোগুণে আচ্ছন্ন ছিল সুতরাং উহারা ভগবানের অংশভূত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে তুচ্ছ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। দেবী ভদ্রকালী সেই সকল ধনমদে মত্ত দস্যুবিলোপ সাধনপ্রয়াসী শূদ্রগণের অতি দারুণ, সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য ব্রহ্মহিংসারূপ ভগবদ্দ্বেষের বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার দেহ ব্রহ্ম-তেজোদ্বারা অতিশয় সন্তপ্ত হইতে থাকিল। তাই তিনি অবিলম্বে প্রতিমা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৭ই মাঘ বুধবার মেদিনীপুর জেলার মহামানকার গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। পাঠে কীর্ত্তনীয় বিষয় ছিল—কলিকালে সকলেই কলির স্থানপঞ্চকের উপাসক। রোগীর কুপথ্যে রুচির ন্যায় ইন্দ্রিয়পর জীবের আত্মবিনাশক ইন্দ্রিয়প্রীতিকর কার্য্যেই রুচি। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয় সাক্ষাৎ কলিবৈরী পরীক্ষিত প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিতে কেহই রাজী নয়। কলির প্রার্থনামতে কলিবৈরী

হইলেন। দস্যুতস্করাদি তামসপ্রকৃতি শূদ্রগণের কামনা মূলে কল্পিত ভদ্রকালী—বৈষ্ণবপালনী নারায়ণী—বৈষ্ণবীশক্তি ভদ্রকালীর ছায়া স্বরূপা। তামস প্রকৃতি শূদ্রগণের কামনা মূলে কল্পিত জড় প্রতীকের সহ দেবীতে ভেদ আছে। কারণ তিনি চিৎস্বরূপা নহেন। অপিচ শাক্তেয় মতবাদিগণ ঐরূপ ছায়া শক্তির আবাহন বিসর্জ্জন করিয়া প্রতিমা পূজক ও পৌত্তলিকতার আদর্শ দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবীশক্তি ভদ্রকালী শিবপ্রদাত্রী। "ভদ্র"শব্দ মঙ্গলবাচী। "ভদ্রকালী" বিষ্ণুশক্তি জীবকুলকে বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের আত্যন্তিক 'শিব'বিধান করেন। তাই তিনি তামসপ্রকৃতি শাক্তেয় বাদিগণের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বপ্রকৃতি বৈষ্ণবের বিরোধ সহ্য করিতে পারেন না। আত্যন্তিক অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ জন্য তাঁহারা মুখমণ্ডল ভয়ঙ্করাকৃতি ধারণ করিল। তিনি যেন এই বিশ্বসংহার করিবার জন্য অতীব ক্রোধভরে মহান্ অট্ট হাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ দুষ্ট শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। সেই সকল ছিন্নমস্তক ব্যক্তির গলদেশ হইতে যে রুধির রূপ অত্যুষ্ণ মদ্য নির্গত হইতে লাগিল, ভদ্রকালীদেবী স্বীয় ডাকিনী প্রভৃতি সহচরীগণের সহিত তাহা পান করিলেন। আকণ্ঠ শোণিত পানোন্মত্ত হইয়া দেবী তখন নিজ পার্ষদবর্গের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং ঐ সকল দস্যুগণের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুকক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভদ্রকালীর বাস্তব তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত শাক্তেয় মতবাদীরা বৈষ্ণবহিংসা জনিত অপরাধের দ্বারা নিজেই এরূপভাবে বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। "এবমেব খলু মহদত্যাচারাতিক্রমঃ কার্ৎস্ন্যেনাত্মনে ফলতি।" (ভাঃ ৫ম, ৯ম অঃ) এই ভদ্রকালী ইহাই প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। (ক্রমশঃ)

প্রভু যে পাঁচটী স্থান কলির বসতিস্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা জৈবজগতে যে কত গুরুতর হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ কলিচরগণের নাই। কিন্তু ভাগ্যবান্ জীব বিষ্ণুরাত প্রভুর আনুগত্যে কলিকালে কলির বাসস্থলীতে না যাইয়া কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের আশ্রয়ে সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবায় সুদুর্লভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ঘোর কলিযুগে সাধুর বেশেও কলির চেলাগণ জীবনাশার্থে বিচরণ করিতেছে, আবার যুগসাক্ষর যুগশ্রেষ্ঠতারূপ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া শ্রীকলিবৈরিঅনুগ ভাগবতগণ জীবোদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীভগবদভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত ভক্ত অথবা তদনুগগণেরই সেবা, আর ব্যবসায়ী, ভাগবতজীবিগণ ভাগবতপাঠের অভিনয় করিয়া সেবার পরিবর্ত্তে ভোগেরই আবাহন করিয়া থাকে।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল ভারতী মহারাজ গত ২১শে মাঘ রবিবার মেদিনীপুরের কিশোরচক গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সামন্ত রায়ের গৃহে 'গৃহস্থের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামিজী কৃষ্ণসেবাভ্রান্ত বিমুখ ভোগী গৃহস্থের চরিত্র এবং কৃষ্ণভক্ত সজ্জায় কৃষ্ণের ভজনের নামে চরিত্রহীন যাত্রাদলের সাজা নারদের ন্যায় অনুকরণক সম্প্রদায়ের চরিত্রও বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান সর্ব্বজীবপ্রভু। তিনিই একমাত্র সর্ব্বভোক্তা জগন্নাথ; আর সকলেই তাঁহার সেবক।

কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয়, সেই পাপে নাশ॥"

সুতরাং যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি ভগবদ্ভজনে অধিকারী। ধন, জন, কুল, বিত্ত, বয়স, পাণ্ডিত্যাদি ভগবানের সেবায় উপযোগী নহে,—কেবল মাত্র ভক্তিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। উচ্চ বর্ণে জাত ব্যক্তিই যে তাঁহার ভজনে অধিকারী, নীচ বর্ণোদ্ভব ব্যক্তি নহেন, তাহা নহে—

"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা
শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

এহেন দয়ালু নিতাইপ্রভুর ভজনে নিত্যদাস জীবের নিত্যাধিকার। তবে সেই ভজনবিরোধী আচার ও সঙ্গত্যাগই একমাত্র ভজনপথের সহায়। এই জন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

জীব যখন অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা বৈধস্ত্রীতে অত্যাসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবার নামে ভুক্তি ও মুক্তিকামি সম্প্রদায়ের সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন, এবং শুদ্ধ সাধুসঙ্গে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করেন, তখন প্রথমে তাঁহার শ্রদ্ধার উদয় হয়, সাধুর কৃপায় ভগবন্মন্ত্র লাভে ভজনাধিকার, ভজনবলে অনর্থনিবৃত্তি এবং তৎপরে নিষ্ঠাদিক্রমে সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে। এই প্রেমলাভেই জীবের কামের নাশ হয়। আবার কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল সাধুসঙ্গেই জীবের অসৎপ্রবৃত্তি বা ভোগবাঞ্ছার নাশ। সুতরাং গৃহীর বা ত্যাগীর, গ্রামবাসীর বা বনবাসীর, গ্রামবাস বা বনবাস সাধনের উপায় নহে—সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। সুতরাং সাধুসঙ্গে ভজনপিপাসু ব্যক্তিরই ভজন হইবে, সাধুবেশধারী ভজনের অভিনয়কারীর হইবে না।

আজকাল একশ্রেণীর বৈষ্ণবের (?) সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা সম্বন্ধজ্ঞানীর নাম মাত্রও জানে না এবং সদাচার বলিয়া কোন কথা তাহাদিগের অভিধানকোষে নাই। ইহারা বাহ্যে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবের বহির্বেশে গৃহস্থ বা ত্যাগীর আকারে গৃহেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৎস্যপ্রধান দেশ বাসহেতু মৎস্যভোজন, স্কন্দজাতীয় পলাণ্ডু প্রভৃতি ভোজন এবং একাদশীতে অন্নাদি গ্রহণ করিতে চির অভ্যস্ত। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষ ভক্তিতে ভক্তিমান কেহ কেহ গুরুগৃহে (?) পাঁচসিকা জমা দিয়া কৌপীন ধারণ করিয়া স্ত্রী, পুত্রাদি লইয়া ঘর সংসার করিতেছে। আবার কেহ বা গৃহত্যাগ করিয়া সেবাদাসী গ্রহণে কৃষ্ণলীলার (?) রায় রামানন্দের (?) অভিনয় করিতেছে। একে কলিকাল, জীবের কামাদিরিপু প্রবল, তাহাতে আবার ধর্ম্মের নামে কামক্রীড়া অবাধে চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এত সব আচার ব্যবহার দর্শনে অতিশয় কষ্ট পাইয়া পূর্ব্বমহাজন একটী সঙ্গীত গাহিয়াছেন,—

এও ত এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া, কপ্নি আঁটা,
তিলক নাকে গলায় মালা॥
সহজ ভজন করছেন মামু
সঙ্গে লয়ে পরের বালা॥

এই দলের দলপতিগণ বিনা পরিশ্রমে বসিয়া বসিয়া [illegible] পশুগুলি পালন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। একে ইহারা নিজেরাই সর্ব্বনাশের পথে গিয়াছে, তাহা ছাড়া অপর সরল ব্যক্তিগণকেও চির অন্ধকার রাস্তায় চালাইয়াছে। নিজেরা শাস্ত্রাদির কোনও সন্ধান রাখে না, কোনও কালে গোপনে কোন দুষ্ট লোকপ্রচারিত প্রথাকে মহাজনের পথ বলিয়া নির্ব্বোধ লোকদিগকে সেই পথের পথিক করিতেছে। যখন এই সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়ের বাণী পৌঁছিতেছে, তখন 'পলায় ভবন্ত কলি পাড়ুয়া বিভ্রাটে'র ন্যায় ইহারা ছট্ ফট্ আরম্ভ করিতেছে। শুদ্ধকথার সম্মুখে ইহাদের কুপ্রথার অস্তিত্ব রক্ষা করিবার প্রমাণগুলি আনিয়া দম্ভ পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তখন দিশা হারা হইয়া ভীত গ্রাম্য কুকুরের ন্যায় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-নিন্দা কারী" বলিয়া দূরে থাকিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে।

শুদ্ধকথা প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় মহাশয়ের উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী। দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও আরোগ্যের জন্য তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে আবার এত সময়ে প্রতিব চেষ্টা তাঁহার জীবনকে ধন্য করিয়াছে। আমরা মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

প্রেরিত পত্র

মালিয়াড়া, ৫ই ফেব্রুয়ারী

শ্রদ্ধাস্পদ বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহোদয়, শ্রীচরণেষু—

মহাত্মন্!

বড়ই আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আবার সেই ভারতের ভাগ্যাকাশে শুভ-শশী-সূর্য্যের উদয় দেখা যাইতেছে।

গত ৭।২।২৯ তারিখে নিঃস্বার্থ নিষ্ঠাবান শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় মালিয়াড়া গ্রামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিগণের সঙ্গে প্রাতে 'হরেকৃষ্ণ' নাম মহামন্ত্রে সমস্ত গ্রাম মুখরিত করিয়া উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে গ্রামের অমঙ্গলরাশি দূরীভূত করিয়া নিত্য মঙ্গল প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় হাইস্কুলের সেক্রেটারি মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে সন্ধ্যা ৭ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে উক্ত বিদ্যালয় গৃহে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রার্থিত হইয়া মহান উদার-নীতি পরায়ণ শ্রীমদ্ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অঙ্গীকৃত হওয়ায় বিদ্যার্থিগণ পরম উৎসাহে গ্রামের গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে উক্ত সভার কথা জ্ঞাপন করিয়া সভার আয়োজন করিলে উক্ত সভায় শিক্ষকগণ, বিদ্যার্থিগণ এবং গ্রামস্থ বহু বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করেন। তাঁহাদের নিকট 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মই যে এক মাত্র বৈদান্তিক ধর্ম্ম বা শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের চিন্তাস্রোত যে, কি প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিহত জীবের সহজ গম্য করিয়াছেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া যে অপূর্ব্ব

আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কাল [illegible]।

[illegible] উক্ত বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত [illegible] সকাল আরম্ভ কিছু দিন যাবৎ [illegible] এই রূপে বক্তৃতা প্রদান [illegible] অনুরোধ করিলে প্রচারক [illegible] স্বভাব সুলভ বৈষ্ণবোচিত [illegible] বিনীতভাবে [illegible], এ সময় আমার পরমারাধ্য [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ পরমহংস [illegible] পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয় নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় আমাকে [illegible] এবং উক্ত স্থানে [illegible] প্রদান করিয়াছেন। অতএব আপনারা কৃপা করুন, যেন আমি উহা সম্পাদনে [illegible]। আর আপনাদের এই [illegible] আশা নিশ্চয় একদিন পূর্ণ হইবে। আমাদের মধ্যে আমার গুরুভ্রাতা বহু [illegible] প্রচারক আছেন। তাঁহারা যে কেহ আসিয়া সময়ান্তরে আপনাদিগকে হরিকথা শুনাইবেন। কিন্তু [illegible] প্রভুদের বিশেষ আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আর একদিনের জন্য সভা অধিবেশনের অঙ্গীকার করিলেন।

৮।২।২৯ তারিখে [illegible] গোড়ি মের প্রাঙ্গণে বেলা ২॥০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবাবদান্যতার কথা ও কৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করাই যে প্রকৃত স্বরূপ লাভ এবং কৃষ্ণোন্মুখী করাই [illegible] প্রকৃত অমন্দোদয়-দয়া কার্য্য [illegible] বিশেষভাবে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দ্বারা [illegible] বুঝাইয়া দেন। সভার পক্ষ হইতে [illegible] মহোদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে বিদ্যাভূষণপ্রভু শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে [illegible] প্রদান [illegible] নিমন্ত্রণ [illegible] নবদ্বীপ পরিক্রমায় সকলকে আহ্বান করিলেন। বহুলোক পরিক্রমায় যোগদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

বিনীত শ্রীমদনমোহন মিত্র এম, এ

সেক্রেটারী মালিয়াড়া হাইস্কুল

বাঁকুড়া।

বরিশালে ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থান প্রাচীন নবদ্বীপ [illegible] মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ [illegible] প্রভৃতি মহারাজ, সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'পত্রের সম্পাদক [illegible] গোস্বামী শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র [illegible] ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত [illegible]নন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ ৬৭ মূর্ত্তি প্রচারক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপ্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকল্পে বরিশালে শুভবিজয় পূর্ব্বক স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিয়া সহরের অধিবাসিবৃন্দকে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃতা ভাগবতী শুদ্ধ বাণী শ্রবণ করাইতেছেন। তাঁহারা গত ২০শে মাঘ, ১৩৩৫ ইং ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ শনিবার বরিশাল দয়ারশিণী সভায় "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন, পরদিবস রবিবার প্রাতে উক্ত কেদারবাবুর বাসা হইতে নগরকীর্ত্তনে বাহির হইয়া সমস্ত সহরবাসীকে শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করাইয়াছেন এবং ঐ দিবস অপরাহ্ণে উল্লিখিত দয়ারাশিণী সভায় 'শ্রীগৌরাঙ্গের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিস্তারিত সংবাদ পাইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

বরিশালের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র—"কাশীপুরনিবাসী" ১৭ই মাঘ ১৩৩৫, ৪৮শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা; "বরিশাল" ১৫ই মাঘ ১৩৩৫ ৬ষ্ঠ বর্ষ ২২শ সংখ্যা, "বরিশাল-হিতৈষী" ১৭ই মাঘ ১৩৩৫ ৩১ ভাগ ৩০শ সংখ্যা প্রভৃতি পত্রে যথাক্রমে "বরিশাল সহরে সন্ন্যাসিগণের আগমন", "সন্ন্যাসিদলের আগমন" ও "সন্ন্যাসিগণের আগমন" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে শ্রীচৈতন্যমঠের বরিশালাবস্থানবার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছে। কাশীপুরনিবাসীর উক্ত ১৭ই মাঘ সংখ্যায় আগামী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মোৎসবোপলক্ষে বরিশালবাসীকে শ্রীশ্রীমায়াপুরধামে আহ্বান-কল্পে যে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও সর্ব্বসাধারণের অবগতিকল্পে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

(কাশীপুরনিবাসী ১৭ই মাঘ, ১৩৩৫ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীমায়াপুরে মহামহোৎসব

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সদস্যগণ এতদ্দ্বারা সজ্জনগণকে আগামী শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমামহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আগামী ১৬ই মার্চ্চ (২রা চৈত্র) শনিবার গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বিরাট শোভাযাত্রাসহকারে সহস্র সহস্র যাত্রিগণ পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া পর পর নয়দিনে নয়টী দ্বীপ (অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ) পরিক্রমা করিবেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ বিনাব্যয়ে সমস্ত যাত্রিগণের আহার, বাসস্থান ও দ্রব্যাদি বহনের সুবন্দোবস্ত ব্যবস্থা করিবেন। 'মহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে। বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের জন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সম্পাদকের নিকট পূর্ব্ব হইতে সংবাদ প্রদান করিবেন।

শ্রীমায়াপুর কলিকাতা হইতে প্রায় ৬০মাইল উত্তরে ই, বি, রেলের 'কৃষ্ণনগর' ষ্টেশনের নিকট। শ্রীমায়াপুরের মহোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন হইবে। (১) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবমহোৎসব আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী (৯ই ফাল্গুন) বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত হইবে। (২) শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৪৪৩তম আবির্ভাবমহামহোৎসব আগামী ২৫শে মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৮শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বিপুল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐ উপলক্ষে শ্রীমায়াপুরের শ্রীগৌর-জন্মভিটা (যোগপীঠে) বিরাট মেলা হইবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব

আগামী ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৫ বৃহস্পতিবার গৌরপঞ্চমী-দিবস প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ এবং কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নানা কথা

ব্যাঙ্ক ও মিলে মামলা

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাশওয়ারেন এলায়েন্স ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্তকারিগণ এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহারা বহু পরিমাণ অংশের মালিক বলিয়া কানপুর ভিক্টোরিয়া মিলের পরিচালকগণ তালিকা-পুস্তক হইতে তাঁহাদের নাম উঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তালিকা পুস্তকের সংশোধন প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষ হইতে কলিকাতা বারের মিষ্টার সেন সওয়াল জবাব করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ভিক্টোরিয়া মিলের পক্ষ সমর্থন করেন। সওয়াল জবাব কয়েকদিন যাবৎ চলিয়াছিল।

বিচারপতি ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্তকারিগণের দরখাস্ত ও তাহার খরচা মঞ্জুর করেন।

প্রিভি কাউন্সিলে আপীল [illegible]

পাটনা হাইকোর্টের [illegible] বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীলের দরখাস্ত হইয়াছিল, তাহা [illegible] কাউন্সিল ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের [illegible] তারিখে একটি রায় দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে ১০ ব্যক্তিকে নানা সময়ের জন্য কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। ইহাদিগের [illegible] ইহারা সম্প্রতিকার নামী [illegible] হিন্দু বিধবাকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২রা মে তারিখে বালি নামক স্থানে আত্মহত্যা করিতে সহায়তা করিয়াছিল। দ্বিতীয়টী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে গিয়াবোয়াচক গ্রামে মুসলমানদিগের গো-কোরবানী উপলক্ষে এক দাঙ্গা হয়, তাহাতে নিসার আলি নামে এক মুসলমান খুন হয়। নিম্ন আদালতে মোকদ্দমায় আসামীদিগের কাহারও প্রাণদণ্ড, কাহারও বা নির্বাসন দণ্ড হয়। হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখিয়াছিলেন, তাহারই বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছিল।

পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালকের কাণ্ড

জনৈক পরিচারিকার একাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যা সুকিয়াশ্রমাকে গত ৩০শে এপ্রিল বন্দুক গুলীতে হত্যা করিবার অভিযোগে হুগলীতে জমীদার মিষ্টার ফৈয়েনজান চৌধুরীর ১৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র গোলাম রহমান চৌধুরী ওরফে আতু নরহত্যার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদালতে ঐ মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পরে মামলা মুলতবী আছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

গত ৮ই জানুয়ারী শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মিষ্টার নলিনী রঞ্জন সরকার বঙ্গীয় শিল্পোন্নতি বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মনোনীত সদস্য মিঃ পি, এন, গুহ, উহা সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য এক সংশোধন প্রস্তাব করেন। শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ৪৮ ও বিপক্ষে ৪২ ভোট হওয়ায় উহা গৃহীত হয়, সুতরাং মিঃ সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়ের প্রস্তাবে বঙ্গীয় সংক্রামক রোগ নিবারণ বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। অতঃপর বঙ্গীয় গোচারণ বিল, গোরক্ষা বিল ও কলিকাতায় বাড়ীভাড়া বিল পেশ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা ফাল্গুন, বুধবার—১৩৩৫।

তন্ত্রশাস্ত্র

বেদবিবৃতিই তন্ত্র। বেদবিরোধ-বিবৃতিকেও কেহ কেহ 'তন্ত্র' নামে অভিহিত করেন। সুতরাং বেদ-বিহিত তন্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্রের মধ্যে ভেদ আছে। তন্ত্রগুলি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ পর্য্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। রাজস তামস তন্ত্র সাত্বততন্ত্রের পর্য্যায়ে গণিত হইলে উহা অপব্যবহারে পরিণত হয়। রাজস ও তামস তন্ত্রের বক্তা বিষ্ণু নহেন, এবং শ্রোতৃবর্গও বৈষ্ণব নহেন। কিন্তু সাত্বততন্ত্রের শ্রোতৃগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত ও বাস্তব বিষ্ণুরই একমাত্র উপাসক। তাঁহাদের সকল ব্যবহারিক ক্রিয়া-কলাদিতে বিষ্ণুই একমাত্র সেব্য বস্তুরূপে পরিপূজিত হন। রাজস-তামস-তন্ত্রবিচার এই একমাত্র প্রয়োজনীয় পদ্ধতির সহিত ঐক্য মত স্থাপন করে না। এজন্য সাত্বত-তন্ত্রগুলি 'পঞ্চরাত্র' নামে অভিহিত হয়।

যামলের মধ্যেও রাজস ও তামস ভেদ আছে। তাহা হইলেও উহাদের সহিত সাত্বত তন্ত্রের বিরোধ না হইলে সেই সকল তান্ত্রিক উপদেশও গ্রহণ করিবার বাধা নাই। অনুকূল-বিচার প্রতি-কূল-শাস্ত্রের অভ্যন্তরে অজ্ঞাতভাবে ভগবদিচ্ছা-ক্রমে প্রবিষ্ট আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে বদ্ধ জীবের প্রপঞ্চ হইতে মুক্তি লাভের আর কোনও উপায় থাকিত না। বৈষ্ণব স্মার্ত্তগণ বলেন, তাঁহারা রাজস-তামস-পুরাণ-তন্ত্রাদির অসম্মান করেন না। পরন্তু জীব-হিতকর ব্যবস্থাসমূহ তন্মধ্যে পাওয়া গেলে উহাদের অনাদর করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের নাই। যাহাতে ভগবদ্ভক্তি বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপভাবে প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তির বিরোধী বলিয়া উহাই অনাত্মের প্রতিষ্ঠা মাত্র। সুতরাং সর্ব্বজীবে করুণচিত্ত একায়ন-বিচারপর পারমার্থিকগণ আসুরভাবের অনুমোদন করিতে না পারিয়া আপনাদের অবস্থিতি বর্ণনে তদিতর জনগণের সহিত ভেদ স্থাপন করেন।

কেহ কেহ বলেন, তন্ত্র মাত্রেই বেদবিরোধী; কিন্তু সাত্বতগণ ঐরূপ উক্তির যাথার্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞান-বিশিষ্ট থাকায় বেদবিরোধী বিচার পরিহারপূর্ব্বক বেদানুকূল বিচারকে বেদবিরুদ্ধ বলেন না। যে স্থানেই বেদ-তাৎপর্য্যবহির্ভূত হিংসা প্রভৃতি ধর্ম্মের অপব্যবহার দেখা যায়, সে স্থলেই নিগম ও আগমের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য আছে, জানিতে হইবে। নতুবা বেদবিবৃতিকেও বেদবিরুদ্ধ বলিয়া স্থাপন-প্রয়াসে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখা যায় না। "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" অধিকরণে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে বিচার-প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক চতুর্ব্যূহ-বিচারকে বেদবিরুদ্ধ এবং শাণ্ডিল্যের ভক্তি-বিচারে দোষারোপ করিয়া উহাকে বেদের প্রতিকূল মত বলিয়া স্থাপন-প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাতে অধিক পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সকল অনভিজ্ঞজন সেই বিচারের আপাতদর্শনে বিমুগ্ধ হইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সৎসঙ্গ গ্রহণে পরামর্শ দিতেছি। নির্ব্বিশিষ্ট বিচারে একত্বসিদ্ধির ব্যাঘাত না করিলেই শ্রীনারায়ণের উপাসনায় নিত্যত্ব স্বীকৃত হইবে। নতুবা শূন্যবাদের বিচার-প্রণালী বদ্ধজীবকে নাস্তিকতা কূপে নিক্ষেপ করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসব

আগামী ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৫ বৃহস্পতিবার গৌরপঞ্চমী-দিবস প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ এবং কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন-মুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অধোক্ষজপ্রভু

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় প্রচার-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যের পুনরুজ্জীবন-কল্পে মানসী চেষ্টা পোষণ করিয়া তথায় মঠ স্থাপনের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক, নৈমিষারণ্যে মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যিনি বারাণসীতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারবাসনায় শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন কার্য্য করিয়া পুনরায় যিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের সহায়তা করিয়া নৈমিষ-পরমহংস মঠেরও উদ্বোধন কার্য্যে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়াছেন, যিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ স্থাপনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে পাঞ্জাব প্রদেশে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ প্রসারিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, বঙ্গের বাহিরে চারিটী গৌড়ীয় মঠের সহিত ওতপ্রোতভাবে রক্ষকসূত্রে সম্বদ্ধ সেই শ্রীগুরুদেবের অকৃত্রিম সেবক-প্রবরের নামই শ্রীঅধোক্ষজ দাস।

তাঁহারই অনুকম্পায় ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অপূর্ব্ব দান শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অংশবিশেষের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে সেই সকল ভক্ত্যনুষ্ঠানের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক সূত্রে অধোক্ষজদাসের সেবা-প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া ভক্তিসংসার ধন্য হউন।

যিনি অধোক্ষজ-সেবায় পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বজীবন অতি-বাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অকৃত্রিম অধোক্ষজ-সুহৃৎ আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয় পরবর্ত্তিকালে অমন্দোদয়-দয়ানিধির আশ্রিত বিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সহিত নিত্য অধোক্ষজদাসের নিত্যসংযোগের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই হরিগুরুবৈষ্ণবের মূর্ত্ত সেবাদর্শই আমাদের শ্রীঅধোক্ষজপ্রভু।

তিনি গৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ প্রচার-কল্পে মহামহোৎসবাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন মহোদয়ের বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের ও শ্রীচৈতন্য-মঠের সকল সেবা-কার্য্যে তাঁহার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি দৈনিক পারমার্থিকপত্র নদীয়া-প্রকাশের প্রচারের একজন প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার আদর্শ জীবন আলোচনা করিলে জগতের বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলিয়া জানা যাইবে।

অধোক্ষজপ্রভু যদিও সম্প্রতি অযোধ্যায় কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতে-ছেন, তাহা হইলেও তিনি মানসে শ্রীমায়াপুর-ধামেরই স্বতঃ পরতঃ সেবা করিতেছেন। তিনি পরম-পবিত্র নদীয়া-জেলায় আবির্ভূত হইয়াছেন।

অধোক্ষজ জ্ঞান

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

আমরা পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, চক্ষু দ্বারা দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া থাকি, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করি এবং ত্বক দ্বারা স্পর্শানুভূতি পাইয়া থাকি, এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাঁচ প্রকারের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। কিন্তু এই জ্ঞান সর্ব্বসময়ে শুদ্ধরূপে বস্তু নির্দ্দেশে সমর্থ হয় না। পাঁচ বৎসরের বালক যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, দশবর্ষ বয়স্ক বালক তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভে সমর্থ, আবার একজন যুবক পরোক্ত বালক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। যুবকের জ্ঞান একজন বৃদ্ধের নিকট পরাভূত। বয়ং বৃদ্ধের নিজ বস্তুর জ্ঞান সম্বন্ধেও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। জাগতিক সমস্ত জ্ঞানই পরিবর্ত্তনশীল, কালক্ষোভ্য। উহা কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এইরূপে অনন্ত কাল ধরিয়া যিনি যত জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহার জ্ঞান সেই পরিমাণে অধিক হইবে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, নানাপ্রকার দোষ-যুক্ত বলিয়া বোধ হইবে। এই জ্ঞানের নাম অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। এই পরিবর্ত্তন-শীল জ্ঞানের দ্বারা কখনও 'অদ্বয় জ্ঞান' লাভ করা যায় না, তাই তাঁহার নাম অধো-ক্ষজ জ্ঞান, যাহা ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে অধঃকৃত করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যাহা লভ্য নহে, যন কোটী জন্মকাল যে বস্তুর নির্ণয় করিতে সমর্থ না হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়।

সূর্য্য স্বতঃপ্রকাশ বস্তু বলিয়া আমা-দের ধারণা, সূর্য্য হইতে আলোক নির্গত

হইয়া আমাদের চক্ষু-গোলকে পতিত হইলে আমরা বস্তু দর্শনে সমর্থ হইয়া থাকি। ইহা নির্ব্বাধ জ্ঞান, ইহাতে কোন প্রকার বাধা নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমাদের চক্ষু-গোলকের আবরণ স্বরূপে মেঘগণ অবস্থিত হইয়া সূর্য্য দর্শনে বাধা জন্মাইয়া থাকে, তখন আমাদের মনে হয় যে, সূর্য্য মেঘে আবৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা আমাদের চক্ষুর্গোলককেই আবরণ করিয়া থাকে।

সূর্য্য কেবলমাত্র ত্রিলোকে (ভূঃ,ভুব ও স্বঃ) প্রকাশিত। সূর্য্যের কিন্তু ঐ আলোক আর একটী স্বতঃপ্রকাশ বস্তুর নিকট ধার করা, যিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু এবং সর্ব্বত্রই বিরাজিত। যদি তিনি সর্ব্বত্রই অবস্থিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিনা কেন? যদি এইরূপ প্রশ্ন হয়, তদুত্তর এই যে, যেমন মেঘসমূহ যবনিকাস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সূর্য্যদর্শনে বাধা জন্মাইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়াযবনিকার আচ্ছন্ন চক্ষু অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজ বস্তুদর্শনে সমর্থ হয় না। শ্রুতি বলেন যে, এই বস্তু পাণ্ডিত্য দ্বারা লাভ করা যায় না, ইঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া অনুভব করা যায় না অথবা বহু শাস্ত্র অধ্যয়নাদি দ্বারাও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি সেবোন্মুখ হইয়া সেই অধোক্ষজ বস্তুর কৃপা প্রার্থনা করেন, তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব প্রকটিত করিয়া থাকেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও তাঁহার স্বকৃত ব্রহ্মসংহিতায় আমাদিগকে জানাইয়া থাকেন যে, নির্ব্বিশেষবাদিগণ যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অরূপ, অপাণিপাদ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করিয়া নিজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন, সেই স্বরাট পুরুষ কেবল মাত্র প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি-লোচন-বিশিষ্ট স্বীয় ভক্তগণের নিকট নিজ অপ্রাকৃত রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সেই অধোক্ষজ বস্তুকে জানিতে হইলে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু সমীপে গমন ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই। মস্তক জ্বলিয়া উঠিলে যেমন লোক জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ জন্ম-মরণাদি সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া সমিধ্ হস্তে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিতে হয়। তিনি শিষ্যের নিকট হইতে তিনটী বস্তুর প্রার্থনা করিয়া থাকেন—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

গোপাল চাপাল

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিময়)

অভিন্ন-গোলোক-বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীধাম নবদ্বীপস্থিত আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলীর সন্নিকট বায়ুকোণে সরস্বতী নদীর পশ্চিমপারে খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গার (শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-প্রচারকালে, সামরিক মুসলমান-শাসনকর্ত্তা কাজিসাহেব তথাকথিত গৌরবিদ্বেষী হিন্দু-নামধারী কতকগুলি পাষণ্ডের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে কীর্ত্তন বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যে স্থানে খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্থানটীরই নাম খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা) শ্রীনারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ ও আঙ্গিনা—যথায় এখনও শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তননর্ত্তন করেন, যাহা এখনও "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

প্রায় সওয়া চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তগণকে লইয়া এই শ্রীবাস ঠাকুরের আঙ্গিনায় দরজা বন্ধ করিয়া রজনীতে উচ্চকীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তনবিরোধী পাষণ্ডিসকল পরিহাস করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। পাষণ্ডিদিগের বিচারে সাব্যস্ত হইল, "যত দোষ শ্রীবাস পণ্ডিতের।" নিজেরা যে ভাগ্যহীন, স্বল্প পুণ্য, অল্প ভাগ্য থাকিলেও যে বৈষ্ণব-সেবারূপা সুকৃতিবিহীনাবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্যদর্শন করা যায় না, তাহা বুঝিয়া লইবার সুযোগ ত' হইলই না, বরং অপরাধের পুটুলীটা আরও ভারী করিবার বন্দোবস্তে বলাবলি করিতে লাগিল—'না জানি উহারা গোপনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কি কার্য্যই করে—যে জন্য আমাদের ন্যায় এত ভাল ভাল মানুষগুলিকে যাইতে মানা? যাহা হউক ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে।' এই সমস্ত পরামর্শে যাহা স্থির হইল, তাহার ফল-স্বরূপে উহাদিগের মধ্য হইতে একটী বিপ্র অগ্রণী হইয়া শ্রীবাস ঠাকুরকে কিছু জব্দ করিবার মৎলবে আয়োজন করিতে লাগিল তাহার নামটী 'গোপাল চাপাল'। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চরিতামৃত গ্রন্থে ইহাকে "পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। নামটী ত' গোপাল, বোধ হয় বাচালতা ও চপলতা প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া তিনি চাপাল বা বাচাল উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন।

এই গোপাল চাপাল নামক বাচাল ভবানী পূজার সজ্জা—কলাপাতার উপরে রক্তজবা ফুল, হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল এবং সেই কুম্ভের পার্শ্বে মদ্য-ভাণ্ড, শ্রীবাস আঙ্গিনার রুদ্ধ দ্বারের বহির্ভাগে রাখিয়া গিয়াছিল। প্রাতঃকালে শ্রীবাসঠাকুর উহা দেখিয়া পরিহাসপূর্ব্বক গ্রামের সকলকে ডাকিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ দেখ আমি নিত্যরাত্রে ভবানীর পূজা করিয়া থাকি, ইহাতে আমার যাহা করিতেছে যে মহিমা, তাহা জানিতে পারিলে? শিষ্ট লোকসকল উহা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হায় হায় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'কোন্ দুরাচার এস্থানে এরূপ অন্যায় কার্য্য করিল? তৎক্ষণাৎ হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্য দ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া জল গোময় দ্বারা স্থানটী পরিশুদ্ধ করিলেন। এই বৈষ্ণবাপরাধের ফলে তিন দিন মধ্যেই গোপালের সর্ব্বাঙ্গে গলিৎ কুষ্ঠব্যাধি উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে অঙ্গে নিরন্তর রক্তধারা প্রবাহিত হইত এবং সর্ব্বাঙ্গ কীটে কাটিত; তাহা যে কত অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, ভাবায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। অবশ্য গোপালের সৌভাগ্য উপস্থিত, তাই অপরাধের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড লাভ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও হইল, অপরাধ আর বেশী দূর গড়াইতে পারিল না। অনেক দুর্ভাগাকে দেখা যায়, এ প্রকারে ভূরি ভূরি অপরাধ করিয়া ও সদম্ভে সুস্থ শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায় আর কেবল অপরাধই করে, ইহারা যে কতকোটি কল্পকাল কুম্ভীপাকে পচিবে, তাহার সীমা কে করিবে?

গোপাল চাপাল এই প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া মহাদুঃখে গঙ্গার ঘাটে বৃক্ষতলে কাল কাটায়। যে সকল অসদ্ব্যক্তি গোপালের চাপল্যে উৎসাহ দিয়া পাষণ্ডতার চরমে উঠিবার সহায়তা করিয়াছিল, তাহারা কেহই আর এখন ফিরিয়াও তাকায় না। অসৎকর্ম্মের সাথী অনেক মিলে, কিন্তু ফলভোগের কালে সকলেই পাশ কাটিয়ে নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে চায়। যাহা হউক, গোপালের ভাগ্য ভাল।

একদা গঙ্গার ঘাটে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া "মামা-ভাগিনা" সম্বন্ধ পাতাইয়া কিছু অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন এবং বলিলেন "ভাগিনা! গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মামা হই। তুমি যেন জগদ্ধারকারী আছিলা থাকিতে আমি কুষ্ঠব্যাধিতে এত কষ্ট পাইতেছি? আমাকে তুমি উদ্ধার কর।" এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত-প্রবৃত্তি প্রবল না হইলে কি এক পাষণ্ডের সুকপাল ঘটে? মামা, কাকা, ভ্রাতা, পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতাইয়া শ্রীভগবান ও ভক্তজনের নিকট হইতে কোনরূপ [illegible] আদায় করিবার কথা [illegible] তাই শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] গোপালের বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণে ও [illegible] [illegible] অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ক্রোধভরে বলিলেন—

"আরে পাপী ভক্তদ্বেষী, তোরে না উদ্ধারিমু। কোটিজন্ম এইমত কীড়ায় খাওয়াইমু। শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন। পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭ অঃ)

এই প্রকার প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলেন। "আর উপায় কি? গোপাল এইভাবে কীড়ায় কামড়ে মহাদুঃখে দিন কাটাইতেছে, প্রাণ যায় যায়, অথচ স্ব-কর্ম্ম-ফলভোগের সীমা অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কি প্রকারে যায়? অনেক দিন গত হইয়া যাইতেছে, গোপালের দিন ফুরায় না।

ইতোমধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলা অভিনয়ের পর পুনরায় যখন বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়ায় শুভবিজয় করেন, তখন সেই গোপাল চাপাল ও প্রভুর শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইল। শরণাগতপালক মহাপ্রভু তাহাকে হিত উপদেশ দান করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট কৃতাপরাধের ক্ষমা চাহিতে আদেশ দিলেন।

"শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ, তিঁহো যদি করেন প্রসাদ।
তবে তোমার হবে এই পাপ বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ।
তবে বিপ্র লইল শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭ অঃ)

তিরোভাব-মহোৎসব

বিগত ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতা ৮৬।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট নিবাসী উমানাথ তর্কানিধি মহোদয় শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে [illegible] [illegible] এই [illegible] [illegible] আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

[illegible]

শ্রীসরস্বতীপূজা

আগামী [illegible] শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা। [illegible] সার্বজনীন-উৎসব [illegible] দশ [illegible] বর্ষণিয়া [illegible] [illegible] [illegible] গিয়াছে। বালক, যুবক, [illegible], কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকর, [illegible], ছাত্রীদলের [illegible] কি লৌকিক [illegible] পার্থিব সরস্বতীদেবীর অর্চনের নানাপ্রকার আয়োজন করিতেছেন। কেহ দেবীকে নানা বেশভূষায় সুসজ্জিতা করিতেছেন, কেহ দেবীর সম্মুখে যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থায় মাতিয়া গিয়াছেন, কেহ আবার প্রীতিভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত, কেহ বা [illegible] প্রকার [illegible] তাম্রকূট, সিগারেট, [illegible], সুরাদি কবিতার সংগ্রহের চেষ্টায় [illegible]—এইরূপে সর্বত্রই আজ যেন এক মহা [illegible]—হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে—সকলেই আজ বড় ব্যস্ত। কিন্তু হায়! কে [illegible] দিবে এই ব্যস্ততার পরিণাম কোথায়? [illegible] কি? কাহার নাম সরস্বতী-[illegible], কে সেই বীণাপাণি দেবী সরস্বতী, [illegible] কেই বা তাঁহার পূজক? অহো! [illegible] বুঝাইয়া বলিবার লোক যে আজ [illegible] নাই—সকলেই যে আজ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রবৃত্তাকেই 'পূজা', ইন্দ্রিয়তর্পণের [illegible]কারিণী অধিষ্ঠাত্রীকেই 'পূজ্য' আর [illegible]ইন্দ্রিয়তর্পণকারী আপনাকেই 'পূজক' [illegible] পরিতৃপ্ত! [illegible] অপেক্ষা যে আর [illegible] তাহাদের 'জ্ঞান' বলিয়া ধারণা নাই [illegible] [illegible] তাহাদের যথাসর্বস্ব—ইহাই যে তাহাদের নিকট মনুষ্যত্বের [illegible] আদর্শ! হা ভগবন্! ইহাই নাকি [illegible] সভ্যতার সভ্যযুগ! এই সভ্যতার [illegible] লইয়াই সভ্যেরা চারিদিকে জগতের [illegible] [illegible] ঘুচাইতে—জগতে শান্তি স্থাপন [illegible]! [illegible] কলিযুগ তেরি তামাসা [illegible] আউর হাসি!

'আমি ভোক্তা', 'আমি কর্তা'—এই [illegible] যাহারা কৃষ্ণেতর বিষয়-পিপাসা [illegible] আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-পর জড়ীয় কাম-[illegible] হৃতজ্ঞান হয়, তাহারাই শীঘ্র ক্ষুদ্র [illegible] [illegible] তত্ত্বৎ কার্য্যফল-[illegible] নানা দেব-দেবীর উপাসনায় [illegible] অর্জন করে, তাহাতে [illegible] বুদ্ধি অর্থাৎ দেবতান্তরকে [illegible] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মায়াবাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চাহিতে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অপরাধ সঞ্চয় করে।

শ্রীমদ্ রূপগোস্বামী উপাস্য-দেবতাদের [illegible] শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বিষ্ণু উপাসক বা সামান্য বৈষ্ণব—এই পঞ্চপ্রকার বিভাগ প্রাচীন রূপে প্রসিদ্ধ হয়। [illegible] বিভিন্ন স্বভাব-[illegible] স্ব স্ব রুচি বা স্বেচ্ছাচারি-তার বশবর্তী হইয়া, শৈব, শাক্ত, সামান্য বৈষ্ণব প্রভৃতি আখ্যায় এক একটী বিশেষ [illegible] নামে পরিচিত হইলেও তাঁহারা [illegible] একাদশীর [illegible], অর্থ বা প্রতিষ্ঠাকামী হিন্দু সাধারণ সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের লৌকিক প্রথানুসারে পূজা করিয়া থাকেন। আচার্য্য শ্রীল জীব-গোস্বামিচরণ তত্ত্বসন্দর্ভে (১৭শ অনু) লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতিজন-পূজিতা সরস্বতী দেবী সঙ্কীর্ণ শাস্ত্রাদির প্রতিপাদ্য দেবতা। যথা—"সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ···(মাহাত্ম্যম্) নিগ-[illegible]।" 'সঙ্কীর্ণ' শব্দের অর্থ শ্রীজীবপাদ "সঙ্কীর্ণেষু সত্ত্বরজস্তমোময়েষু" এবং 'সরস্বতী' শব্দের তাৎপর্য্য "নানাবাণ্যাত্মক—তদুপলক্ষিতানাং নানা দেবতানাং ইত্যর্থঃ"—এইরূপ লিখিয়াছেন। অর্থাৎ 'সঙ্কীর্ণ' বলিতে 'সত্ত্ব-রজস্তমোময় শাস্ত্র' আর 'নানা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' বাক্যের দ্বারা নানা দেবদেবীও উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, কেননা বিবিধ বাক্য দ্বারা বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়া থাকে। সরস্বতী বাগধিষ্ঠাত্রী বলিয়া নানা দেবদেবী উপলক্ষিত হইলেও 'সরস্বতী' বলিতে কোন একটি পৃথক দেবতাই লক্ষিত হইয়া থাকেন। উনি বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—'দুর্গা' নামে অভিহিতা, তাঁহার আবরণের মধ্যেই আমরা সরস্বতী দেবীকে অপরা বিদ্যা-ধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিত হইতে দেখিতে পাই।

উপনিষদে পরা এবং অপরা দুইটি বিদ্যার উল্লেখ আছে, পরা বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ভগবানকে জানা যায়। অপরা [illegible] জীবকে ভগবদ্বিমুখ করে। পরা এবং অপরা দুই প্রকার বিদ্যারই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম—সরস্বতী। যাঁহারা মায়া-দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়-ভোগলিপ্সু হইয়াছেন, তাঁহারাই অপরা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কৃষ্ণভক্তিকামিগণ পরবিদ্যা-ধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর উপাসনা করেন। মায়া-বদ্ধ জীবকুল তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র রূপে দর্শন করেন, কিন্তু মায়ামুক্ত জীবকুল তাদৃশ দর্শনের পরিবর্তে সরস্বতীকে কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তি-স্বরূপিণী রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। অপরাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী মায়াবদ্ধ-জীবকুল-পূজিতা সরস্বতী পরা-[illegible] [illegible] [illegible]।

শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যাকার শ্রীধর-গোস্বামী ভাগবতার্থের মঙ্গলাচরণে (ভাঃ ১।২।৪) যে "দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ" বলিয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিয়াছেন, তিনি পরবিদ্যা-রূপিণী সরস্বতী। শ্রীশুকদেব গোস্বামীও "প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী"—এই বাক্যে 'যেরূপা বাণী ভগবদাজ্ঞায় ব্রহ্মার মুখপদ্মে আবির্ভূতা হইলেন', তদ্দ্বারা শ্রীসরস্বতীর উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—সরস্বতী কথম্ভূতা? যং শ্রীকৃষ্ণং বক্ষ্যতি উপাস্যেন দর্শয়তীতি সা (শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা)।

ঐকান্তিক ভক্তগণ পূজিতা ভগবদ্ভক্তি-স্বরূপিণী বিদ্যা-বধূ দেবী সরস্বতীর জীবনধন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন—ইহাই কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই "বিদ্যাবধূজীবনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্" উক্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পরবিদ্যা-বধূজীবন কৃষ্ণসংকীর্তনৈকপিতা শ্রীগৌরাঙ্গ গণই যথার্থ সরস্বতীপূজা। অপরাবিদ্যাধি-ষ্ঠাত্রী মায়াশক্তি ভগবৎসম্মুখে গমন করিতে পারেন না। মায়াশক্তি ভগবানেরই শক্তি হইলেও দুষ্টাপত্নী যেমন স্বামীসন্নিধানে যাইতে লজ্জা বোধ করে, সেইরূপ মায়া-শক্তিও "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথে অমুয়া" (ভাঃ ২।৫।১৩)—এই ভাগবতীয় বচনানুসারে ভগবৎসম্মুখ্য পাইতে পারেন না, কিন্তু পরবিদ্যাবধূ চিচ্ছক্তি ভগবৎ-সান্নিধানে নিরন্তর অবস্থান পূর্বক ভগবদ্-গুণকীর্তন করিয়া ভগবৎসেবাসুখ লাভ করেন।

মায়াশক্তিগত সরস্বতী-উপাসকগণের মধ্যে কবি কালিদাস এবং পরবর্তিকালে মহাপ্রভুর সময়ের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরীর সরস্বতীর বরপুত্ররূপে প্রসিদ্ধি অবগত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের "সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ" (চৈঃ ভাঃ আ ২।৫৮)—এই বাক্যেও তাৎকালিক নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অপরাবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনার কথা জানা যায়। সেই সরস্বতীর দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মিরীর প্রতি উপদেশ ছলে নিজ সামর্থ্য শ্রীব্যাসাব-তার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩ শ পঃ)—

"সরস্বতী বলেন শুনহ বিপ্রবর।
যাঁ'র ঠাঁঞি তোমার হৈল পরাজয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই সুনিশ্চয়॥
আমি যাঁ'র পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥"

প্রাচীন বৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকার প্রারম্ভেই যে "বাগীশা যস্য বদনে··· তং নৃসিংহমহং ভজে" বলিয়া সরস্বতীর স্তব করিয়াছেন; সেই সরস্বতী শ্রীভগবান্ নৃসিংহ-দেবের শ্রীমুখে অর্থাৎ সম্মুখে শ্রীনৃসিংহগুণকীর্তনকারিণী রূপে অবস্থান করেন; কিন্তু প্রকৃতি-জনোপাস্য সরস্বতী তাঁহার বদনে অনুকূল [illegible] কথা, সম্মুখে যাইতেও লজ্জা-বোধ করেন।

পরবিদ্যারূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া সরস্বতী বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাদিনী শ্রীস্বরূপরূপ-বিরোধি সকল কুসিদ্ধান্তনিরাসকারিণী শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞানাদি শূন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী বাণীই তাঁহার একমাত্র কীর্তনীয় বিষয়। জীবের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ তাৎপর্য্যময়ী বিদ্বৈষবৃন্দের নিন্দা-বাদে চালিনী অসতী মায়াবাদী নিচয়কে তিনি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপ সুতীক্ষ্ণ খড়্গ-দ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন। সন্মুখরিত কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই সেই পরবিদ্যাবধূর উপাসনা হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত কবিকুল-চূড়ামণি জয়দেব "শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্" বাক্যে সেই শুদ্ধ কৃষ্ণকীর্তনময়ী বাণী শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারে সেবনের কথা উপদেশ করিয়াছেন। 'জয়' শব্দের অর্থ—সর্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, 'দিব্' ধাতু নিষ্পন্ন 'দেব' শব্দ দ্বারা সেই কৃষ্ণকে নিজ-ভক্তিদ্বারা প্রকাশ করা বুঝায় অর্থাৎ নিজ ভক্তি-প্রভাবে যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রকা-শিত করেন, তিনিই 'জয়দেব' বা শুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্তনপরায়ণ—ভক্ত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-চিন্তা-রহিত হইয়া সেই ভক্তবাণী মূর্ত্তরূপে **শ্রবণ-কীর্তন করাই যথার্থ সরস্বতী পূজা। ভগবদ্ভক্তগণই যথার্থ সরস্বতী-পূজক। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ-পরায়ণী কীর্তনাখ্যাভক্তি-স্বরূপিণী পরবিদ্যাবধূই সেই সর্বজীবা-রাধ্যা শ্বেতসরোজবাসিনী বীণা-পাণি বাগ্দেবী।**

তাই বলি, হে জগদ্বাসি, আজ যদি তোমরা সত্য সত্যই সরস্বতীপূজা করিতে চাও, তবে তোমরা পরবিদ্যা[illegible] অন্বেষী হইয়া পরবিদ্যাবধূজীবন [illegible] সংকীর্তনৈকপিতা গৌরকৃষ্ণের ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতীর আরাধনা কর। সদ্গুরু পাদাশ্রয়ে গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তি[illegible]ময়ী অপ্রাকৃতবাণী শ্রবণ ব্যতীত কখনও প্রকৃত বাণীর আরাধনা হইতে পারে না, অপরা আবাধিত হইয়া জীবকুলকে কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ করিবে—সেই ত্তাকে [illegible] আনিয়া দিবে। শুদ্ধাসরস্বতী প্রাকৃত জীবের ভোগ্যা নহেন, তিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণী—কৃষ্ণভক্ত সজ্জনতোষণী। তাঁহার পূজা-রহস্য একমাত্র কৃষ্ণভক্তই অবগত আছেন।

"সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া
সেবকের সেই সে বৈভব।"

আর্ত্তিলিপি

প্রভো,

আমি একটী ক্ষুদ্র জীব। বাল্যকালে গুরুবর্গের যত্নাভাবে শিক্ষাদি লাভ করিতে পারি নাই, যৌবনে গতানুগতিক ভাবে বিবাহ করিয়া নবীন সংসারী সাজিয়া অপর সংসারী লোকের ন্যায় আহার নিদ্রাদি সাধারণ ধর্ম্মে কালাতিপাত করিতেছিলাম। হঠাৎ কোন্ সৌভাগ্যফলে আপনাদের মঠের সন্ন্যাসী শ্রীল ভারতী মহারাজের মুখে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও তদ্ভদ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া আমার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। মনে মনে পশুর সহিত নিজের জীবনের মিল করিয়া দেখিলাম যে, পশু কেবলমাত্র পশু, আর আমি নরপশু। চিন্তা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল, কিছুই ভাল লাগিল না, কি করি কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। এইরূপে সে রাত্রি বিনানিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যায় পুনরায় মহারাজের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য ঘটিল। সে দিন বিষয় ছিল—'মানবজীবনের কর্ত্তব্য।' খুব আগ্রহে, মনোযোগের সহিত বিষয়টী শ্রবণ করিলাম। বক্তৃতা-শেষে গৃহে ফিরিলাম। কিন্তু আজ আর চিন্তা নাই। কেননা যে পর্য্যন্ত কোনো বিষয়ের মীমাংসার উপস্থিত হওয়া না যায়, সেই পর্য্যন্তই জীব সেই বিষয়ের চিন্তা করিয়া অস্থির হইয়া পড়ে। আমি এখন আমার জীবনের কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। যাহা হউক আহারান্তে শয়ন করিলাম।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ হইল। অন্যদিন অনেক চিন্তা হৃদয় অধিকার করিত, আজ একটী চিন্তা ভিন্ন দ্বিতীয় চিন্তা নাই। বেলা ৮টার সময় গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম তিনি প্রচারকার্য্যে স্থানান্তরে যাইতেছেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহারই অনুগমন করিলাম। কিছু দূর যাইয়া তাঁহার নিকট আমার মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমার আত্মীয়স্বজনের মতামত জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম তাঁহারা আমাকে আদেশ দিয়াছেন। সেই অবধি তাঁহার সঙ্গে প্রচারকার্য্যে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতেছি। আজ একটী বিষয় আপনার নিকট না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার ভাষা ইত্যাদিতে ভ্রম থাকিলেও আমার বক্তব্য বিষয়ে ভাব-প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। দয়া করিয়া আপনার বহুল প্রচারিত পারমার্থিক পত্রে দীনের কথাটী প্রকাশ করিবেন। আমার মত লোকের কথা পণ্ডিতগণের আদরণীয় না হইলেও অশ্রাব্য নহে, আর আমার মত লোকের কিছু উপকার হইবে আশা করি।

গত ১৯শে ও ২০শে মাঘ মেদিনীপুর জেলার "মিশ্র" গ্রামে শ্রীল ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিকী ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত, চিন্তিত হয় নাই এমন একটী প্রাণীও তথায় ছিল না। আমরা মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ প্রাণীর আচরণও শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। এ জগতে খাওয়া, থাকা লইয়া সকলেই আছে, কিন্তু সেই ব্যাপারগুলি ত' জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। শরীর-ধারণের জন্য খাওয়া, কিন্তু খাওয়ার জন্যই যদি শরীরধারণ হয়, তবে উদ্দেশ্যের বিপরীত হইয়া গেল। এজগতে পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বে কেহই থাকিতে আসে নাই, থাকিবার জন্য যথাসাধ্য এমন কি সাধ্যাতীত চেষ্টা করিলেও থাকিতে পারে না। অতএব ক্ষণকাল বাসোপযোগী এই জগতে যাহারা নিত্য বসতিস্থল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহাদিগের বুদ্ধিমত্তার বলিহারী যাই। আমরা যাহাদিগের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করি, যাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য নিজের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া অর্থাদি উপার্জ্জন করি তাহাদিগের ব্যবহার চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। তাহারা নিজেরা পরমার্থ-পথের পথিক হয় না, আর আমাদিগকেও সেই পথে যাইতে দেয় না। এমন কি, যদিও কেহ ভাগ্যক্রমে সেই ভোগিকুলের দলছাড়া হইতে চায়, অমনি সকলেই আসিয়া তাহাদিগের ভোগসংগ্রহের বস্তুটীকে ঘিরিয়া থাকে—কখনও সেই পথে যাইতে দেয় না। দস্যু বা তস্কর সযত্নে রক্ষিত ধন অপহরণ করে, অনেক সময় সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে না বা ধনীর জীবন নষ্ট করে না। কিন্তু যাহারা সর্ব্বক্ষণ আত্মীয় নাম ধারণ করিয়া আমাদিগের সহিত একত্রে বাস করিতেছে, তাহারা সর্ব্বক্ষণই আমার দুর্ল্লভ মানব জীবনই নষ্ট করিতেছে।

মানব জীবন ভোগের জন্য নহে, ভোগের পরপারে বৈকুণ্ঠ-পতির উপাসনার জন্য। সকল জন্মেই আহার, নিদ্রাদির সুযোগ হইবে, কিন্তু শ্রীভগবানের আরাধনা মনুষ্য জীবন ব্যতীত অন্য জীবনে হইতে পারে না। এহেন কেবল হরিভজনের জন্ম পাইয়া আজ মানব-সমাজে যে ভোগপদ্ধতির প্রচার হইতেছে, ভোগমত্ত জীবকুল উন্মত্তের ন্যায় যে ভোগবারিধির অতল তলে ডুবিবার জন্য বেগে ছুটিতেছে, ইহা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গতি ফিরাইতে কি কেহই নাই? যাঁহারা পরোপকারকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন, যাঁহারা দেশের জন্য দেশের জন্য উদাসীনের বেশ গ্রহণ, খুব স্বার্থত্যাগী নাম করিয়াছেন, তাঁহারা কি সেই ভোগপথের পথিক নহেন? প্রথমমুখে নিজেকে ভোগের বিপরীত ত্যাগপথের পথিক সাজাইয়া ভোগোন্মত্ত জীবকুলকে যে তিনি আরও গভীর ভোগসমুদ্রের দিকে লইয়া যাইতেছেন—একথা কি বুদ্ধিমান বুঝিতে পারেন না? যোধি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাহার অনুগত, শরণাগত জনসাধারণের উপকার করিতেছেন, না অপকার করিতেছেন; চিন্তা করিবেন কি? ইহার নাম কি পরোপকার, না পরাপকার? হায়, হায়, রক্ষকগণ আজ ভক্ষক, বিশ্বাসের পাত্রগণ আজ বিশ্বাস-ঘাতক। এই জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যায়—ভোগের পশ্চাতে প্রধাবিত হইয়া কেহ বা প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর কেহ বা সাময়িক প্রধান ব্যক্তি, দেশবরেণ্য হইয়া চিরদিনের জন্য এই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের জ্ঞানোদয় হয় না?

এই দেশে,—এই গৌড়মণ্ডলে যে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া অচেতনের দিকে দ্রুতগামী জীবকুলকে চেতনের উপদেশ দিয়া চৈতন্যোদয় করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রভুর কথা কি, গৃহপ্রভু, সমাজপ্রভু, দেশপ্রভুগণ শুনিবার অবসর পাইবেন না? যাহাতে যে বস্তু নাই, ভাব নাই, সে বস্তু হইতে তাহা আশা করা যায় কি? দুগ্ধ হইতে দধি হয়, জল হইতে সহস্র চেষ্টায় দধি মিলিবে কি? না এমনই লাভ হইবে? মানবের সত্তায়, মানব নহে, প্রতি জীবসত্তায় যে প্রভুত্ব নাই, সে তাহা চেষ্টা করিলে পাইবে কেন? ভোগের উপকরণগুলি জীববৃন্দের সম্মুখে রহিয়াছে সত্য, চেষ্টা করিলে সংগ্রহ করা যায়, ইহাও সত্য, কিন্তু ভোগ করিতে গেলে যে কি অসুবিধায় পড়িতে হয়, তাহা জীব প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিতে পায় না কি? জীব যে আজ নিজের পরিচয় ভুলিয়াছে, সে যাহা নহে, সেই বস্তুকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়া যাহা তাহার নহে, তাহাকে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া অজ্ঞান পথে বিচরণ করিতেছে। দাসগণ আজ নিজের কর্ত্তব্য ছাড়িয়া প্রভু সাজিবার চেষ্টায় আছেন, তাই তাহাদিগের এই দুর্গতি। অচেতন জগতে, অচেতন দেহাবদ্ধ হইয়া অচেতনবাদী আত্মীয় স্বজনের সহবাসে আজ দুর্ভাগা আমরা চেতনের বাণী শুনিলাম না—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

কিন্তু সংসার-[illegible] [illegible]
[illegible]
ভাতে [illegible], [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible]।

[illegible] মুখে [illegible] [illegible] শ্রবণে [illegible] [illegible]। অনেকেই [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] বিজ্ঞি—

একান্ত সেবাভিলাষী—
শ্রীযামিনী [illegible]।

নানা কথা

সম্রাটের স্বাস্থ্য

"বৃটিশ মেডিকেল জার্ণাল" এবং "ল্যান্সেট" নামক চিকিৎসা-সংক্রান্ত পত্র স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন, যে সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসাই সম্রাটের আরোগ্যের হেতু। উক্ত পত্রদ্বয় আরও বলিয়াছে, সম্রাটের দেহের ভার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহার শক্তিও যে বাড়িয়াছে তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সম্রাট দুই দুইবার উঠিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার শরীর ও মনের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাত গ্রেপ্তার

কলিকাতায় একদল ডাকাইত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বামনপাড়িতে ডাকাতী করিবার অভিপ্রায়ে রওনা হয়। রায় সাহেব আর, এন, বসু পথে খেওয়া ঘাটের নিকট ওত পাতিয়া থাকিয়া আসামীকে সশস্ত্র বন্দী করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণকে ১৮ মাসের সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।

জিলাবোর্ড আফিসে চুরি

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে কয়েকজন চোর নোয়াখালির জিলাবোর্ড অফিসে প্রবেশ করিয়া প্রধান কেরাণী এবং খোরাক ও পারঘাটার কেরাণীর ডেস্ক হইতে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের [illegible] মৃত্যু

হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় [illegible] [illegible] [illegible] বৎসর বয়সে, ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের [illegible] [illegible] [illegible] মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible]

২য় [illegible]—১৩৩৫

পাঞ্চরাত্র

[illegible] নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বিচারকগণের চিন্তাকল্প প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে [illegible] আপনাদিগকে একায়ন-বিচারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ভগবদুপাসনাকে ইতরক্রিয়ার সহিত সমজ্ঞান করিবার যুক্তি [illegible]। উক্ত অপব্যবহার অপনোদনকল্পে প্রাকৃত সাহিত্যে একায়ন বিষ্ণুসেবকগণের বিচার-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক অদ্বিতীয় বিষ্ণুবস্তুকে বহুদেববাদে পরিণত করা অথবা একমাত্র বিষ্ণুবস্তুকে শূন্যবাদে পরিণত করিয়া তাহাতে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অকর্মণ্যতা-স্থাপন-প্রয়াস ভগবদুপাসনার অবৈধ প্রতিকূল চেষ্টা—ইহা জানাইবার জন্যই পাঁচ প্রকার জ্ঞানের কথা একের বিলাস-বৈচিত্র্যে এবং বিলাসবৈচিত্র্যাভাবে শূন্যত্ব প্রতিপাদনকল্পে একায়নপদ্ধতিতে 'পঞ্চরাত্র' শব্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চরাত্র-জ্ঞানাভাবে একটী বিষ্ণুসেবনধর্ম্ম উপক্রান্ত হওয়ায় নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণের সমন্বয় নীতির মধ্যে পঞ্চোপাসনার সৃষ্টি করাইয়াছে।

জ্ঞান পাঁচপ্রকারে অবস্থিত হইয়া পাঁচ প্রকার রসে বিচিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে 'বিষয়' 'আশ্রয়' বিচারে পঞ্চ-আশ্রয়ের একমাত্র বিষয় একায়ন-বিচার বিনষ্ট করে নাই। যেখানে বিষয়ের বহুত্ব অর্থাৎ পঞ্চোপাস্যবস্তু নির্ব্বিশিষ্ট হইলে এক এবং সগুণ উপাসনায় পঞ্চ উপাস্য,—এরূপ কল্পনা প্রবলতা লাভ করিয়াছে, সে স্থলে আলঙ্কারিকগণ বিভাব-বিভাগে আলম্বন ও উদ্দীপন শ্রেণীদ্বয় লক্ষ্য করেন এবং শ্রেণীদ্বয়ের অন্যতর আলম্বনে বিষয় ও আশ্রয়ভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বিষয়ের একত্ব শ্রুতি-কথিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর ব্যাঘাতকারক নহে এবং অবিমিশ্র পঞ্চরসভেদে আশ্রিত পঞ্চ-আশ্রয়ের এক বিষয়ের একায়নত্ব ব্যাখ্যা বা অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে নিরাস করিয়াছে। তখনই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি গীতার চরম উপদেশে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র একায়ন-পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। পঞ্চোপাসকগণ নির্ব্বিশিষ্টবিচারে যে একত্বের কল্পনা করেন, উহা শূন্যমাত্র,—বিবর্ত্তবাদে উহার লক্ষ্য সিদ্ধ। তজ্জন্য শক্তিপরিণামবিচার পাঞ্চরাত্রিকগণের বৈষ্ণ-

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটবাসরে মহামহোৎসব

আজ শ্রীগৌর-পঞ্চমী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকটবাসর, প্রতিবৎসরই এই তিথিতে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগ্রন্থপাঠ, ব্যাখ্যা ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনমুখে মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এবারও উৎসবের বিপুল আয়োজন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট মহোৎসব।

সাধারণ বুভুক্ষু সম্প্রদায়ে উৎসবের ধারণা কেবল জড়েন্দ্রিয়তর্পণমাত্রে আবদ্ধ বলিয়া তাঁহারা 'উৎসব' বলিতে জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর অনুষ্ঠানবিশেষকে লক্ষ্য করেন; তাই নির্জ্জনভজনপ্রয়াসী মুমুক্ষু সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বুভুক্ষুসম্প্রদায়ের তাদৃশী ভোগচেষ্টাকে গর্হণ করিতে গিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলে শুদ্ধভক্তগণের অনুষ্ঠিত কেবল-কৃষ্ণসম্বন্ধি উৎসবকেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে অস্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ মহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভে চির বঞ্চিত হন। আমরা উপরিউক্ত বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু—উভয়দলেরই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী অসৎসিদ্ধান্ত সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণে অখিলচেষ্ট শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে চলিতে চাই—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"
(ভাঃ ৫।১৯।২৪)

"(হে ভগবন্) যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার। যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার॥ যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই। ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥" (চৈঃ ভাঃ ম ১ম পঃ)

"মাধব তিথি ভক্তি-জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি
পরম আদরে বরি।"

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুকল্পিত [illegible]-রহিত হইয়া কেবলা কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী চেষ্টাই উৎসবের মহত্ত্ব, তাহার নামই মহোৎসব বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণোৎসব; পরন্তু অন্যান্য উৎসব আত্মেন্দ্রিয়তর্পণোৎসব বা কামোৎসব, তাহাতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের বাহ্য অনুষ্ঠান থাকিলেও নিঃশ্রেয়সকামি সুজনগণ তাহার সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করেন। আমরাও আজ যেন সেই সুজনানুগত্যে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিষ্ণুসুখ-তাৎপর্য্যময় মহোৎসবে যোগদান করিয়াই ধন্য হইতে পারি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রী গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার নির্দ্দেশমতে 'ভূ' শক্তি বলিয়া অভিহিতা, যথা—

শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা-ভূস্বরূপিণী॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন মিশ্র কৃষ্ণলীলায় সত্রাজিত নামক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যা জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া ভূশক্তিস্বরূপিণী।

শ্রী, ভূ, ও নীলা—ইঁহারা শ্রীগৌরনারায়ণের শক্তিত্রয়। 'শ্রী'শক্তি-স্বরূপিণী—শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী এবং 'ভূ'-শক্তিস্বরূপিণী—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং 'নীলা' শক্তি-স্বরূপ—তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম। 'ভূ'-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তত্ত্বতঃ হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী—শ্রীগৌরাঙ্গ চারি শুদ্ধ শ্রীনাম প্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিতা হইয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম যেরূপ নববিধ ভক্তির স্বরূপ নয়টী দ্বীপ, জগন্মাতা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তদ্রূপ নবধা ভক্তির স্বরূপ। শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ববিদ্‌গণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এইরূপে শ্রীগৌরনারায়ণের নিত্য মহালক্ষ্মীবিগ্রহস্বরূপে বিচার করিয়া থাকেন। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল এবং ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর-যুগল সেবিত হন।

শ্রীগৌর-ভগবানের বৈকুণ্ঠ-নারায়ণলীলা ও শ্রীবার্ষভানবীর ভাবে বিভাবিত কৃষ্ণলীলা বা আশ্রয়জাতীয় লীলার তাৎপর্য্য উপলব্ধির অভাবে কতকগুলি অজ্ঞলোক গৌরনারায়ণ ও গৌরকৃষ্ণের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ভয়ঙ্কর গৌরনাগরীবাদের আবাহন করিয়া ফেলিতেছে। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের বৈধপতি-পত্নীভাবে যেমন সাপত্ন্যভাবের অবকাশ নাই, সেইরূপ গৌরনারায়ণ ও লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ার পাতিব্রত্যরসে কোন সাপত্ন্যভাব নাই। লক্ষ্মীদেবীর অসংখ্য দাসী থাকিলেও তাঁহারা যেমন নারায়ণের সহিত পত্নীভাববিশিষ্টা হইয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাপত্ন্যভাববিশিষ্ট নহেন, সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে ছল করিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে [illegible] পূর্ব্বক গৌরনাগরী [illegible] সাজিয়া [illegible] কল্পিলে-যে বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য [illegible] করা হয়, এবং গৌরেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই হইয়া যায়, তাহা সেই অর্ব্বাচীন সম্প্রদায় কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না। তাঁহারা [illegible] বিগ্রহ কৃষ্ণলীলা ও বিপ্রলম্ভরসময় [illegible] ভাববিভাবিত বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণ-লীলা বা গৌর-লীলা—এই দুই লীলার নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া যেন নেশার ঝোঁকেই ভাবিয়া বসেন—'গৌরই যখন কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কেন রাধা হইবেন না? আর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী রাধা হইলে, গৌরনাগরী সাজিতে আমাদের কি বাধা আছে?' কিন্তু ব্যাপার যে তাহা নয়, গৌরসুন্দর বাল্যে যে স্বরূপ প্রকট করিয়াছেন, তাহা যে নারায়ণ-স্বরূপ, লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি যে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনী যে অনুরূপ বৈধবিচারের বিষয়ীভূতা নহেন, স্বয়ং গৌরসুন্দরই যে রাধা-কৃষ্ণ-মিলিত তনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যে সেই রাধাকৃষ্ণের সেবক, তাহা নেশা না কাটিলে বুঝিবে কে? আত্মোন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা রহিতা ব্রজবনিতাগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবার্ষভানবীর মিলন বাঞ্ছা করিলেও, শ্রীমতী বৃষভানুজা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া থাকেন; কিন্তু পাতিব্রত্য-ধর্ম্মাশ্রিতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী যে অপর স্ত্রীকে গৌরসুন্দরের সহিত মিলন করাইতে পারেন না, ইহা গৌরনাগরী দলের মাথায় কিছুতেই ঢুকিতে চাহে না। গৌরনাগরী-দল [illegible] শুনিয়াও তবু বলিবেন—বিষ্ণুপ্রিয়ার [illegible] নাগরী হইতে আপত্তি কি? কি আশ্চর্য্য! বিষ্ণুপ্রিয়া যে সাপত্ন্যভাব চান না, গৌর স্বপ্নেও যাহা কখনই ইচ্ছা করেন না [illegible] বিষ্ণুপ্রিয়ার সপত্নী হউক, সেই গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলা বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিয়া গৌরনাগরী সাজার নামই কি আনুগত্য? বলিহারী যাই আনুগত্যের! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
— চৈঃ চঃ অ ৫।৯৭

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভস্বরূপা। তিনি বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-রস-পরিপোষণকারিণী। তিনি মহাপ্রভুর গভীর বিপ্রলম্ভের সময় কতকগুলি নাগরী লইয়া আসিয়া [illegible] প্রভুর সহিত সম্ভোগ করাইবার [illegible] বাধা রসবৈষম্য না [illegible] মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকটের [illegible] তাঁহাকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন [illegible]

তোমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করিহ মনে।
এ তোরে কহিনু কথা দূর কর আনচিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরণে॥"
(চৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড)

সেই উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা যেরূপ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তিরত্নাকরে (৪র্থ তরঙ্গে) এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীঈশ্বরীর ক্রিয়া বৈছে না হয় বর্ণন।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে ভূমিতে শয়ন॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাঁহাই কিঞ্চিৎমাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥"

সুতরাং অপ্রাকৃত চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আনুগত্য করিতে হইলে তাঁহার গৌরপ্রীতিতাৎপর্যময়ী চেষ্টার অনুসরণই যথার্থ আনুগত্য; নতুবা নিজ নিজ মনগড়া খেয়াল অনুযায়ী যাহা কোন সাধুশাস্ত্র মহাজন বলেন নাই, এমন কোন অভিনব পন্থাবিষ্কার-দ্বারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রয়াসের নাম বিষ্ণুপ্রিয়ানুগত্য নহে; উহা বিষ্ণুপ্রিয়া-বিরোধিতা—পৌত্তলিকতা—নাস্তিকতা বা পাষণ্ডতা মাত্র। সুপবিত্র বৈষ্ণবধর্মের নামে এই সকল পাষণ্ডতা দেখিয়াই মহাত্মা ভক্তারামদাস বাবাজী মহাশয় বলিয়াছিলেন—

আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া,
দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঁই
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী
তোতা কহে এ তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥

ব্যাসাবতার ঠাকুরবৃন্দাবনও (চৈঃ ভাঃ আদি ১৫শ অঃ) গৌরনাগরী-বাদনিরসন-কল্পে মহাপ্রভুর আচার ও বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

"সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন একপাশ॥
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ নাগর' হেন স্তব নাহি
বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপি স্বভাব সে গায় বুধ জনে॥"

[গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব এবং গৌরনাগরী-বাদনিরসন বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে সুপ্রসিদ্ধ পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়' ৫ম বর্ষের ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।]

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপবাসী পরম বিষ্ণুভক্ত রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনমিশ্র-দুহিতা। শিশুকাল হইতেই তিনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা, দিনে দুই তিনবার গঙ্গাস্নানে আসিতেন। শচীমাতাকে প্রতি দিন ঘাটে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিতেন, শচীদেবীও "যোগ্যপতি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন আর মনে মনে কামনা করিতেন, "এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।" একদিন শচীদেবী কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডাকাইয়া ঘটকালী করিতে বলিলেন। অচিরেই উভয় পক্ষের সম্মতি-ক্রমে গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন সংঘটিত হইল। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ারই অভিন্ন বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাইয়া শচীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণপণে শ্রীশচীমাতা ও শচী-নন্দনের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীখেতরি গ্রামে শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রচার করেন। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও সেই পূর্ব্বাচার্য্যের আদর্শানু-সরণে শ্রীধাম মায়াপুর মহাযোগপীঠে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-সেবা প্রকট করেন। অদ্যাপি শ্রীযোগপীঠে ওঁবিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীঠাকুরের আনুগত্যে শুদ্ধভাবে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল সমর্চ্চিত হইতেছেন। আমরা ভক্তিলিপ্সু জনমাত্রকেই আজ বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটবাসরে শুদ্ধভক্তগণের সহিত শ্রীনামসংকীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। নবধাভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাববাসরে নবধাভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ পরাৎপরবন্ধু-জীবন কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনারাধনা হইতেই দেবীর যথার্থ আরাধনা হইয়া থাকে শুদ্ধভক্তসঙ্গে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ গুরুবর্গের আনুগত্যে নিষ্কপটে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হওয়াই সত্য সত্য মহোৎসবের সার্থকতা। জানি না, কবে আমরা সেইরূপ মহোৎসবে নিরন্তর নিত্যকাল মাতোয়ারা থাকিতে পারিব।

তিরোভাব-মহোৎসব

অদ্য ২রা ফাল্গুন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শুভ আবির্ভাব-তিথিতে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামপ্রাপ্ত পরমভাগবত উমানাথ তত্ত্বনিধি মহোদয়ের তিরোভাব মহোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়েছে। এই বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে শুদ্ধভক্তগণের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বৈষ্ণবাপরাধের ফল

বৈষ্ণবগণ যে কি বস্তু, সে কথা আর অধিক বর্ণন করিতে হইবে না। যাঁহারা বিন্দুমাত্র প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বৈষ্ণবের মহিমা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। 'কিছু কিছু' বলার মানে,—বৈষ্ণবগণকে সম্যক উপলব্ধি করিবে কাহার সাধ্য। অনন্তদেব অনন্তমুখে বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু 'বৈষ্ণব' নাম শুনিলে আনন্দে নৃত্য করেন; তিনি বলেন,— আমার ভক্তগণ আমার তত প্রিয় নহে, বৈষ্ণবগণ আমার যেরূপ প্রিয়। বৈষ্ণবকে এক কথায় বলিতে গেলে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন বস্তু বলা যায়।

এহেন বৈষ্ণবকে আমরা জাগতিক বিচারে দেখিতে যাইয়া অপরাধ করিয়া বসি। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যাহাতে লোকসকল তাঁহাদের চরণে অপরাধী না হয়, কিন্তু অজ্ঞান অভাগার দল নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশে নিজে অপরাধ ডাকিয়া আনে।

বর্ত্তমানে বৈষ্ণবাপরাধীর সংখ্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ—স্বার্থহানি। দুদিনের জন্য এই মর জগতে আসিয়া যা'রা অমর সাজিতে চায়, একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণচন্দ্রের ভোগ্য বস্তুতে যা'দের ভোক্তা অভিমান, তা'রাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বৈষ্ণব চান—দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিতে, তিনি বাঞ্ছা করেন—জগৎশুদ্ধলোককে কৃষ্ণসেবা করাইতে। কিন্তু তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত, চর্ম্মে আসক্ত চর্ম্মকার বা চামারগণ চামড়ার লোভে বৈষ্ণবগণের হিত কথায় কাণ দেয় না, পরন্তু হিংসা করিয়া থাকে। তাহারা গীতোক্ত "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" শ্লোক পড়ে না অথবা পড়িলেও বুঝিতে পারে না যে, যে দুষ্কৃত কারিগণের বিনাশের জন্য ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহারাই সেই ব্যক্তি—সেই দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি। হাতে হাতে ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষের আক্কেল হয় না। এই সকল দুষ্কৃতগণের বাসনা একমাত্র কৃষ্ণ-সেবার ব্যাঘাত করা, নিজ অপরাধকে বৃদ্ধি করিয়া অধঃপতনের চূড়ান্ত রাস্তায় দাঁড়ান। নতুবা কালের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইবে কিরূপে?

বর্ত্তমানে কতিপয় অপস্বার্থপর ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির বাসনায় পরমকরুণ জীব দুঃখ-দুঃখী কারুণিকগণকে উৎপীড়নের চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে। [illegible] যাতে [illegible] করিতে পারে, কিন্তু [illegible] পারে না [illegible] দিতে পারে। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] বাধান। [illegible] অপরাধ [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া Dog [illegible] the manger [illegible] এক কুকুর একটা [illegible] শুইয়াছিল, তাহার নিজ ভোগে [illegible] লাগিবে না, [illegible] যখন তথায় আসিল, তখন তাহারা ঘেউ ঘেউ করিয়া তাড়া করিতে লাগিল)।

মধু, মধুর গৃহ কোথায় একথা সকলেই বলিয়া দিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত ধামের কথা কে বলিতে পারে? যাহারা সেই অপ্রাকৃত বস্তুকে জানিয়াছেন, তাঁহারাই সেই অপ্রাকৃত বস্তু অধিষ্ঠান কোথায় একথা ভালরূপে জানেন। বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় নিজ অপ্রাকৃত অনুভূতি বলে যে বস্তু উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু তাহা সহিবে, কেন? তাহা হইলে যে দুর্ভাগাগণের সৌভাগ্য হইয়া যাইবে। সুতরাং চর্ম্মকারের ব্যবসাটা চূড়ান্তরূপে চালান চাই। ফল যে কি ফলিবে, তা বলিয়া বর্ত্তমানটা ছাড়ি কেন? সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রত্যক্ষের বস্তু যে মৃত্যুর করাল কবলে একদিন যাইতে হইবে, সেদিন তোদের এই বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ফলে কোথায় স্থান হইবে, তার কি একটু বিচার কোন দিন তোদের মনে উদয় হয় নাই বা হইবে না?

করুণার অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর লোকের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণব অপরাধের যে কি বিষম ফল, তা গোপাল চাপাল দ্বারে জানাইয়াছেন। মহাপ্রভু ক্রোধবশে গোপাল চাপালকে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥"

গোপাল চাপাল বৈষ্ণব অপরাধজন্য দারুণ কুষ্ঠব্যাধির যন্ত্রণায় কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিল আমরা ঐ রূপ দুর্ভাগাগণের যাহাতে সুবুদ্ধি হয়, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি।

আচার্য্যের বাণী

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
(ভাগবত)

আমরা [illegible] বুঝিয়াছি। এই জন্ম দুর্লভ। 'দুর্লভম্'—মনুষ্য-সন্ততি-জন্ম, পশু-পক্ষীর [illegible] হয়। আমার এমন বিশ্বাস নাই যে, পুনরায় 'মানুষ' হইব—কুকুর, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মে যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা অন্য কার্য্যে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।

'অর্থদম্'—'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন, তাহা দানকারী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, জীবন অনিত্য। শীঘ্র শীঘ্র 'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থ অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমানের অন্তর্গত হইবেন না। কেন না, ঐরূপ বিচারকারীর নিকট মনুষ্যজন্মের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধ হইল না। 'অহং' 'মম'-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হন না। নিত্য কৃষ্ণ-বিমুখতা বশতঃ অসুবিধায় পতিত ব্যক্তির অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবে, সত্যবস্তুতে শরণাগতি ব্যতীত অন্য গতি নাই। হাতী নিজেকে 'হাতী', কুকুর নিজেকে 'কুকুর' বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু মানুষ সেরূপ করিবেন না, নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

আমি প্রাকৃত-বুদ্ধিতে বর্ণাভিমানে 'ব্রাহ্মণ' নই, 'ক্ষত্রিয় রাজা' নই, 'বৈশ্য' বা শূদ্র নই, আশ্রমাভিমানে ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই কিন্তু আমি নিজকে প্রোজ্জ্বলিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্র স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই।

যে-দিন সূত-গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সূত গোস্বামী বর্ণসঙ্কর-কুলে জাত। ঋষিগণ কিন্তু এই বুদ্ধি ছাড়িয়া বৈষ্ণবজ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের অভিমান, বয়ো-বৃদ্ধির অভিমান, অপরের সহিত তুলনায় আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করায় বটে; কিন্তু এতাদৃশ অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তিগণের কোনও সুবিধা নাই। ঐরূপ ভেদ কখন গত হয়, তদ্বিষয়ক বিচারে গীতা বলেন,

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "পণ্ডিতো বন্ধ-মোক্ষবিৎ।" 'পণ্ডা'—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ। অক্ষজরূঢ়ি-ভুক্ত জীব পণ্ডিত-শব্দের যে বিচার করেন, বিদ্বদ্-রূঢ়িবৃত্তিজাত বিচার তাহা নহে। আমরা এই জগতে পরস্পরের সহিত পরস্পর বিবাদে প্রমত্ত; আবার বিশেষত্ব এই যে বিবাদে পরাস্ত হইলেও আমরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়ি না, যে অহঙ্কার আমাদিগকে নরকপথে লইয়া যায়।

'সম্ভব'—জন্ম। এই মনুষ্যজন্ম মহাদুষ্প্রাপ্য, অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জগতে অনন্তকোটি জীবের তুলনায় মানুষ সংখ্যায় খুব অল্প। উদাহরণস্থলেও দেখা যায় যে, একটী অল্প পরিসরযুক্ত স্থানে অসংখ্য কীটের সমাবেশ রহিয়াছে। এমন মনুষ্য-জন্মে অনিত্যতার উপলব্ধি না হইলে মানুষ নিশ্চয় মূর্খ, গর্দ্দভেন্দ্র-শেখর।

বোতলের ভিতর সুরক্ষিত মধু পাইবার লোভে কাচের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনিত্যদেহে 'অহং'-অভিমান অভিমানী ব্যক্তির সহস্র সহস্র চেষ্টায় ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার যোগ্যতা নাই। এজগতে জীব অক্ষজরূঢ়ি-বৃত্তির দ্বারা চালিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজের প্রত্যক্ষ বিচারের সাহায্যে নিজের সুবিধা করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, শব্দের ভিতর, ধাতুর ভিতর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতর ভগবান্ বিশ্বম্ভর চৈতন্যবস্তু অবস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া আচণ্ডালকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের চঞ্চলতা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের ভোগের বাসনা, বড় হওয়ার আশা, 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁর কথা শুনিবেন; কিন্তু ঐ সকল বস্তুর প্রার্থীর কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না। তথাপি তাঁহাদেরও জানা উচিত, মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী—"অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্॥"

আমরা চৈতন্যবস্তু। কিন্তু আমরা যখন চেতন হওয়া বৈষ্ণবের নিকট—পরমহংসগণের নিকট উপনীত হইলাম না,—তাঁহাদের কথায় কর্ণ দিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতের সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে, 'আত্মীয়'-নামধারী সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল, আত্মীয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই,—সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ, সামর্থ্যের দ্বারাও সকলেই ভগবানের সেবা করুক।

'তূর্ণং যতেত'—কাল-বিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

বৈষ্ণবগণ কি করেন? তাঁহারা অন্য জীবের মত নহেন। তাঁহারা চৈতন্যাশ্রিত—কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেক কার্য্যে জীবনে-মরণে তাঁহারা চৈতন্যচরণ ছাড়িয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত নহেন। যখন মানুষ নিজের চশমায় বৈষ্ণবকে দেখিতে চায়, তখন ঠিকভাবে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র তাঁহার কৃপালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বৈষ্ণবের আরাধনাই জীবের পরম শ্রেয়োলাভের একমাত্র পন্থা। শিব কোন সময় পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ হে দেবি, অন্যান্যদেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; আবার বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা তদীয় ভক্তের অর্চ্চন আরও শ্রেষ্ঠ।

কালীগঞ্জে
প্রচার-প্রসঙ্গ

গত শুক্রবার (?) শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও শ্রীপাদ বৈষ্ণবচরণ দাসাধিকারী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া উক্ত উকীল বাবুর উদ্যোগে স্থানীয় হাইস্কুলের বোর্ডিংহাউসে বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত "প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণোন্মুখী করাই জীবের বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ উপকার ও প্রকৃত জীবদয়া, আচার্য্য-সেবাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য, মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই কলিহত জীবের চরম লক্ষ্য, পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সেই শ্রীচৈতন্যের দান আপামরে বিতরণ করিবার জন্যই ভারতের নানাস্থানে মঠ-প্রতিষ্ঠা, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সাময়িক পত্র-প্রচার, দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে সুশিক্ষিত প্রচারক-বৃন্দ পাঠাইয়া শ্রীগ্রন্থ-পাঠ, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতির বিপুল আয়োজন করিয়াছেন, অতএব আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারত, শুধু ভারত কেন—সমগ্র বিশ্ববাসী জীবগণ মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যের দান বিতরণকারী মহামহাবদান্য সেই প্রভুর ঔদার্য্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হউন—হে বিশ্ববাসি, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, আর মায়াপিশাচীর কোলে ঘুমাইয়া থাকিয়া দুর্লভ মানবজীবন বৃথা অতিবাহিত করিও না, এই মুহূর্ত্তেই সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে হরিভজন আরম্ভ কর" ইত্যাদি বিষয়ে গভীর গবেষণাপূর্ণ আবেগময়ী বক্তৃতা দ্বারা বহু অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিছাত্রকে এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ভদ্রলোককে পরম আকৃষ্ট করিলে শ্রোতৃমণ্ডলী পুনরায় বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট ভাগবত-কথা শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয্যে পুনরায় সন্ধ্যার পর উক্ত স্কুল গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রোতৃবৃন্দ কালীগঞ্জে যাহাতে আরও কিছু দিন এতরূপ হরিকথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহার সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বিদ্যাভূষণ প্রভুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মণ্ডল উকীল বাবুর অতিথি-সৎকার গৃহস্থ ভক্তের আদর্শ-স্বরূপ। তিনি বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন এবং সমস্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচার কার্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার এই বৈষ্ণব-সেবা সম্প্রদায়-সেবা-ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিত্য কল্যাণ বিধান করুন।

নানা কথা
ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার নবদ্বীপ শান্তিপুর ছোট রেললাইনে বেলা [illegible] মিনিটের সময় যে ট্রেণ খানা নবদ্বীপঘাট হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগরাভিমুখে গমন করিতেছিল, আমঘাটা ষ্টেশন অতিক্রম করিবার কিছুকাল পরে উহার পশ্চাতের দুই খানা গাড়ীর শিকল কাটিয়া যায়। তদ্দর্শনে ঐ গাড়ী দুই খানার গতি বন্ধ না হইতেই ট্রেণ-চালক ট্রেনটীর ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দেয়, ফলে পশ্চাতের ছিন্ন-শিকল গাড়ীদ্বয়ের সহিত তাহাদের সম্মুখের ট্রেণের ৫ খানা গাড়ীর এরূপ জোরে ধাক্কা লাগে যে বহু যাত্রী কক্ষ হইতে রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে ১৩ জন যাত্রী সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঝড় ও বৃষ্টি

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় বেশ একটু ঝড় উত্থিত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে ধূলিরাশি গগনপথে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কিঞ্চিৎ পরেই জলদ-ধারা বৃষ্টি রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া উহাদের গতি রোধ করিয়া স্বস্থানে প্রেরণ করিলেন। রাত্রি ১০ টার পরে আকাশ বেশ নির্ম্মল হইল, অমানিশার সূচিভেদ্য তামসীকে উজ্জ্বল-কলেবর তারকারাজি মস্তোমণ্ড উদিত হইয়া পথিকের গতি নির্দ্দেশ করিতেছিল।

কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসনের আদ্য পরীক্ষা

গত ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নদীয়া জেলার ছাত্রগণ নবদ্বীপ কেন্দ্রে সহর নবদ্বীপের হিন্দু হাইস্কুলে পরীক্ষা দিয়াছে। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পরবিদ্যাপীঠের কতিপয় ছাত্রও এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছেন।

কমিশনারের সহৃদয়তা

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিষ্টার ম্যাক আপলিন পরিদর্শন কার্য্যোপলক্ষে সম্প্রতি সন্দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, ঐ উপলক্ষে তিনি সন্দ্বীপ বয়স্কাউট সমিতিতে ৫০ টাকা, সংস্কৃত টোলে ২৫ টাকা, সাধারণ লাইব্রেরীতে ১ শত ৭৫ টাকা, সন্দ্বীপ হাসপাতালে ৫ শত টাকা, মাদ্রাসায় ১ শত টাকা, ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ২ শত ৫০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নদী বরফে পরিণত

ড্যানিউব নদীর জল জমিয়া বরফ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সোফিয়া ও কনষ্টাণ্টিনোপলের মধ্যে বরফপাত হেতু গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ও রোমের মধ্যে তারযোগে সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণসাগর তুষারবন্যায় আচ্ছন্ন, তথাকার সকল বন্দর বরফে এরূপ বন্ধ হইয়াছে যে, জাহাজ যাতায়াতের আর উপায় নাই।

তুষার-ঝঞ্ঝায় জন্য সাংহাই ও উত্তর-চীনে অনেক লোক মারা গিয়াছে। ঐ জন্য উপকূল-বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ।

সমুদ্রতীর কূল হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বরফ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

লতা পাতার গুণ

বাসক

বাসককে কেহ কেহ বাকস বলিয়া থাকে। ফুলের রংয়ের প্রভেদানুসারে বাসককে শ্বেত ও রক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উভয় প্রকার বাসকই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহার পত্র, পুষ্প ও ত্বক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। এতন্মধ্যে পত্রের প্রয়োগই অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

মাত্রা—পাতার রস—১-২ তোলা,
ছালের ক্বাথ—৮-১০ তোলা
শিকড়ের চূর্ণ—১ আনা হইতে
চারি আনা।

সর্দ্দিকাসিতেই এই বাসক সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ-বিধি—

সর্দ্দিকাসিতে—৮।১০টী বাসকপাতা একছটাক তালমিশ্রি ও ৮।১০টী গোলমরিচের সহিত সিদ্ধ করিয়া এই ক্বাথ দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে বুকে বসা সর্দ্দিতে বিশেষ ফল প্রদর্শন করে।

কাসিসংযুক্ত জ্বরে—এক তোলা বাসক পাতার ও ফুলের রস কিঞ্চিৎ চিনিসহ সেব্য। ইহাতে অম্লযুক্ত জ্বরও ভাল হয়।

কাসি, হাঁপি ও যক্ষ্মায়—প্রথমত বাসক পাতার একটী নিখুঁত ঠোঙ্গা প্রস্তুত কর। তৎপর ৮।১০টী বাসকপাতা থেঁতো করিয়া ঐ ঠোঙ্গার ভিতর রাখ। এখন উহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ কর এবং ঠোঙ্গাটীর উপরে পাতলা মাটীর প্রলেপ দাও। মাটী শুকাইলে উহা আগুনের ভিতর রাখ। মাটি টকটকে লাল হইলে ঠোঙ্গাটী বাহির কর। এখন মাটিভাঙ্গিয়া থেতো বাসক পাতাগুলি চাপ দিয়া রস বাহির কর। এই রস ১ তোলা, ২ তোলা মধুসহ দিনে দুইবার প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য।

খোস পাঁচড়ায়—কচি বাসকপাতা গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ করিতে হয়। ইহাতে ৩।৪ দিনেই খোস সারিয়া যায়।

পুরাতন কাসিতে—এক আনা বাসকের ছালের গুঁড়া মধুসহ চাটিয়া খাইলে কফ নিঃসারিত হয়। তাহাতে পুরাতন কাসির ও শ্বাসরোগের উপশম হইয়া থাকে।

জ্বরের পিপাসায়—ঈষৎকুট্টিত বাসকপাতা জলে ভিজাইয়া ঘণ্টা দুইপর এই জল সেব্য। ইহাতে জ্বরের প্রবল পিপাসাও নিবারিত হয়। গাত্রে বাসকের পাতার রস মাখিলে শরীরের জ্বালা বিনষ্ট হয়।

আকস্মিক বিপদ

মুখদিয়া রক্ত উঠা

ফুস্ ফুস্ প্রদাহ হইতে অথবা পেটের ভিতর হইতে সাধারণতঃ মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া থাকে।

পেটের ভিতর হইতে রক্ত উঠিলে—

১। রক্ত পরিমাণে বেশী হইবে।
২। রক্তে ফেনা মিশ্রিত থাকিবে না।
৩। রক্তের রং কালচে অথবা কাল।
৪। রক্ত বমির সহিত বাহির হইবে।
৫। রোগীর গা বমি বমি করিবে এবং নাভির চারিদিক ব্যথা থাকিবে।
৬। শ্বাস লইতে তেমন কষ্ট হয় না।
৭। কাশি বা সর্দ্দি থাকে না।

পক্ষান্তরে ফুস্ ফুস্ হইতে রক্ত আসিলে—

১। রক্ত এক সঙ্গে বেশী বাহির হয় না।
২। রক্তে ফেনা মিশ্রিত থাকে।
৩। রক্তের রং লাল।
৪। উহা কাসির সঙ্গে উঠে।
৫। গা বমি বমি হয় না কিন্তু বুকে ব্যথা হয়।
৬। শ্বাস লইতে কষ্ট হয়।
৭। সর্দ্দি ও কাসি থাকে।

উপরি লিখিত সবগুলি লক্ষণ এক রোগীতে নাও দেখা যাইতে পারে।

মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেই অনেকে মনে করে যে, রোগীর যক্ষ্মা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। অবশ্য ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত উঠিলে তাহা সাধারণতঃই যক্ষ্মা হইতেই হইয়া থাকে। তাই বলিয়া রক্তপিত্ত হইতে রক্ত উঠিলে 'যক্ষ্মার' চিন্তা রোগীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া তাহার আয়ুক্ষয়ের নিমিত্ত প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু যে কারণে রক্ত উঠুক অবিলম্বে তাহার চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক। কারণ রক্তপিত্ত যদি ঠিক সময়ে চিকিৎসিত না হয়, উহা ক্রমে যক্ষ্মায় পরিণত হয়।

মুখদিয়া রক্ত উঠিলে রোগীকে কিছুতেই বসিতে দিবে না। তাহাকে শোয়াইয়া রাখিবে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিবে।

পথ্য—রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র ঠাণ্ডা মিছরীর সরবৎ, তৎপর ঠাণ্ডা দুগ্ধ, সরবৎ অথবা ফলের রস। গরম জিনিষ কিছুতেই দিবে না। ব্রাণ্ডি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। কারণ তাহাতে রক্তে গতি বৃদ্ধি করিবে, সুতরাং আরও বেশী রক্ত উঠিবে।

মুখদিয়া রক্ত উঠিলে দিনে ৩ বার চুণের জল খাওয়াইবে। সম্ভব হইলে 'ক্যালসিয়াম্ [illegible]' [illegible] ৫ গ্রেণ [illegible] সেবন করাইবে।

[illegible]

১। [illegible] ভাল এক [illegible] [illegible] বলের সহিত সেব্য।

২। এক [illegible] অর্দ্ধতোলা বাসকপাতার [illegible] সেব্য। তাহার [illegible] পাতার রস খাওয়াইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রক্ত বেশী পরিমাণে উঠিলে রোগীকে সম্পূর্ণ শয্যাবস্থায় রাখিয়া ডাক্তার ডাকিবে।

রক্ত-প্রস্রাব

মূত্রাশয়ের প্রদাহ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধিতে অনেক সময় রক্ত-প্রস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রক্ত প্রস্রাব হইলে রোগীকে যত বেশী সম্ভব জল সেবন করাইবে। সমস্ত দিনে এক পোয়া হিসাবে অন্তত পাঁচ সের জল খাওয়াইতে পারিলে ভাল হয়। ফলে প্রস্রাব পরিষ্কার হইবে।

মুষ্টিযোগ—মূলার লাকা চাক করিয়া কাটিয়া এক হাঁড়ি জলে সিদ্ধ করিবে। এই জল কয়েক গ্লাস সেবন করাইবে। প্রয়োজন হইলে চিকিৎসক ডাকিবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যে ডাকমাশুল হ্রাস

মহাসভায় শ্রমিকদলভুক্ত সদস্য মিঃ রবিন্সন প্রশ্ন করেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যে পেনিপোষ্ট অর্থাৎ সুলভ মূল্যের ডাক টিকেটের প্রবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না এবং উহা করিলে কি পরিমাণ ক্ষতি হইতে পারে। উত্তরে মিঃ উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিল বলেন যে, উক্ত প্রস্তাবের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে যে বহু টাকা ক্ষতি হইবে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমুদ্র পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকলে উহার প্রবর্ত্তন হইলে বৃটেনকে স্বতন্ত্র ভাবে বৎসর বৎসর ২০ লক্ষ টাকা হিসাবে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে।

ভারতে বিমান-ডাক

বিমানসচিব সার স্যামুয়েল হোর কমন্স সভায় জানাইয়াছেন যে, লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত অসামরিক বিমান যাতায়াতের অতি সুন্দর আয়োজন হইয়াছে এবং যাহাতে আগামী বসন্তঋতুতে বর্ষা নিয়মে বিমান গমনাগমন করিতে পারে তাহার আবশ্যক বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৫।

শ্রীভক্তিগুণাকর প্রভু

অসমঞ্জ-বিদ্যাচল গৌড়ীয়ভাষাভিজ্ঞ গৌড়ীয়মাত্রেই, ভক্তিগুণাকর প্রভুর আকরের সন্ধান পাইয়াছেন। ভক্তিগুণ কিছু জড়জগতের ত্রিগুণের অন্তর্গত কোন গুণ নহে। উহা অবিনাশী ও নিত্য। কৃষ্ণসাহচর্য্যের অপূর্ব্ব শোভা সেই গুণের অপ্রতিহত করণ বিস্তার করে। সেই গুণাকর প্রভু জগতের সর্ব্বসদ্‌গুণনিকরের আকর—ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

তিনি আজ দশবর্ষাবধি শ্রীগৌরচন্দ্রস্থলী শ্রীযোগপীঠের সন্নিহিত-প্রদেশে মানসে বাস করিতেছেন এবং তাহার মানসবাসের সৌধরচনা শিল্পশিল্পীকেও পরাভূত করিয়া অচিরেই বাহিরেও প্রকাশিত হইবে। তিনি শুদ্ধভক্ত-জগতের অকৃত্রিম বান্ধব।

তিনি যে কেবল শ্রীধাম মায়াপুরে পর্ণকুটীর বা ইষ্টক-প্রাসাদ বা স্বর্ণখচিত আবাস স্থাপন করিবেন, তদ্রূপ নহে; সমগ্র ভারতবর্ষে শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীগৌরপাদপূজার আবাহন করিতেছেন। তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ শ্রীযোগপীঠের সন্নিহিত গৌরকুণ্ডতটে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই শ্রীভক্তিগুণাকরের অতুল সেবার পরিচয় অল্পদিন মধ্যেই সাধারণ দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীভক্তিগুণাকরের শিল্পনৈপুণ্য 'কণ্ঠহারে' প্রতিভাত হইয়াছে। আজ সেই 'কণ্ঠহার' আমাদের গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ কণ্ঠে ধারণ করিয়া বিদ্বৎ-সাম্রাজ্যে রাজপুত্রের ন্যায় পূজিত হইতেছেন। যোগপীঠ মায়াপুরের শোভা-সম্বর্দ্ধনের জন্য ভক্তিগুণাকরের অসামান্য যত্ন অদ্যাবধি প্রজ্জ্বলিতের দিব্য-বর্দ্ধনে সহায়তা করে নাই।

তিনি নীরব হইয়া শুদ্ধভক্তের সবকার্য্যে যে সকল স্বতঃপ্রবৃত্ত

চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস কেবল যে গৌড়ীয় সাম্প্রদায়িক ইতিহাসমাত্রে লিপিবদ্ধ হইবে, তাহা নহে, পরন্তু উহা সাগর অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। কেবল যে উহা এই পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি নিরস্ত হইবে, তাহা নহে। উহা নিত্যকাল বৈকুণ্ঠরাজ্যের কিরণে প্রোজ্জ্বলিত হইয়া স্বয়ংরূপ-স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

শ্রীভক্তিগুণাকর প্রভু শ্রীনিত্যানন্দসখা শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিতের শ্রীপাট অম্বিকা-কালনার সন্নিহিত স্থানে উদ্ভূত। বারাণসী-তুল্য ভাগীরথীর পশ্চিমতটে প্রাকট্য লাভ করিয়া ভারতের নানা তীর্থস্থানে কার্য্য-ব্যপদেশে বাস করিয়া সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশের কোন এক জনপদে অবস্থান করিতেছেন।

অভিন্ন-হৃদয়, সুহৃৎ ও মিত্রবর শ্রীভক্তিসারঙ্গপ্রভু যেমন সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত কথা বহির্ম্মুখ লোকলোচনে উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন, তিনিও সেই নাম ধারণ করিয়া জগতে কল্যাণকৈরব-চন্দ্রিকা-বিধানে একটুকুও পশ্চাৎপদ হন নাই।

ধন্য ভক্তিগুণাকরপ্রভো, তোমার আদর্শে যেন গৃহস্থিত বৈষ্ণবগণ অনুপ্রাণিত হন। আজ শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ—সেই কারণেই ভিক্ষু। তোমার করুণা পাপী অধঃপতিত বদ্ধ বৈষ্ণবদাসাভাসের কল্যাণ সাধনে উন্মুখী। ধন্য তোমার অমন্দোদয়-দয়া! এই দয়াই তুমি পাইয়াছ,—তোমার নিত্যারাধ্য অমন্দোদয় দয়াময়-যুগলের নিকট। আমরা কি তোমাকে বুঝিতে পারিব?

শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব

আগামী কল্য ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগ্রন্থ-পাঠ ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনমুখে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

পতিতের নিবেদন।

আমি ভবকূপে পতিত একটী নির্ঘৃণ জীব। আপনাদের নিকট কিছু নিবেদন করিতে পারি,এ যোগ্যতা আমার নাই। তাহা সত্বেও যে শ্রীচরণে একটী নিবেদন করিতেছি, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল আপনারা অদোষদর্শী ও পতিতপাবন,—এই ভরসামাত্র। আমি দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়াও হরিভজন ছাড়িয়া ইতরকার্য্যে বৃথা কাল যাপন করিতেছি। দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহ-সম্বন্ধীয় অনিত্য বস্তুতে মমতা-বুদ্ধি করিয়া সেই সকলের সেবাতেই নিযুক্ত আছি। আমার ইন্দ্রিয়গুলি হৃষীকেশের সেবা ছাড়িয়া রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি আপাতমধুর বহু বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া আমাকে যে কোন্ রাজ্যে লইয়া যাইতেছে, তাহা অন্তর্য্যামিসূত্রে আপনারাই জানেন। দুরত্যয়া মায়ার ফেরে পড়িয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ম্মবিপাকে আমি এই মাজিহাটী নামক স্থানে কিছু দিন বাস করিতেছি। এই স্থানের লোকগুলি সরল হইলেও তাঁহারা আমারই মত আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি বিষয়-কার্য্যেই ব্যস্ত। ইতঃপূর্ব্বে এস্থানে কোন আচারবান্ প্রচারক আগমন না করায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিশুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্মের কথা জানিবার সৌভাগ্য এদেশবাসীর হয় নাই, সেইজন্য অনেকদিন হইতেই আমার একটী ইচ্ছা ছিল যে—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কোন প্রচারক আগমন করিয়া যদি কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কীর্ত্তন করিয়া এই সব অচৈতন্য জীবের চৈতন্য উৎপাদন করেন, তাহা হইলে এই সরল-প্রাণ লোকগুলি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ বঞ্চকগণের নিকট বঞ্চিত না হইয়া প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে নিজ নিজ জীবন ধন্য করিতে পারেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি কোন কার্য্যবশতঃ যখন ময়মনসিংহ সহরে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীমহারাজ, শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনঙ্গ-মোহন অধিকারী প্রভৃতি সৎ পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের দ্বারা আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছিলেন। সেই সময় আমি সুযোগ পাইয়া তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিলাম,—"আপনারা পতিতপাবন, পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যাইয়া অযাচকে যেচে যেচে ভবরোগের ঔষধ হরিনাম বা চৈতন্যদেবের কথা বিতরণ করিতেছেন, সেই ভরসায়

আজ আমি আপনাদের নিকট একটী প্রার্থনা জানাইতেছি যে—আপনারা কৃপাপূর্ব্বক কয়েক দিনের জন্য মাজিহাটী, খেকরাজানি, পাঁচ কাহনিয়া প্রভৃতি কতক-গুলি পল্লীগ্রামে পদার্পণ করিয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিলে সে দেশবাসীর প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করা হয়।" আমার এই কাতর নিবেদনে তাঁহারা গত ১৪ই মাঘ ২৭শে জানুয়ারী মাজিহাটি গ্রামে শুভাগমন করিয়া কয়েক দিন যাবত মাজিহাটী, কালীনাজাইল প্রভৃতি স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বুঝিয়াছেন যে "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মই একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ইতঃপূর্ব্বে কোন প্রচারকের নিকট এরূপ সত্য কথা শুনি নাই, সকলেই মন যে গান' কথা বলিয়া থাকেন। মাজিহাটী গ্রামের কয়েক ব্যক্তি স্বামিজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী প্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছেন যে, তাঁহারা গ্রামে গ্রামে প্রচারকগণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছেন। বালিয়াগাজি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন চন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে প্রচারকগণ গত ২০শে মাঘ পাঁচকাহনিয়া গ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। ঐদিন রাত্রে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। তাঁহার পাঠ শুনিয়া শ্রোতারা সকলেই বলিয়াছেন যে—"আমরা ইতঃপূর্ব্বে ব্যবসাদার পাঠকের মুখে অনেক বার পাঠ শুনিলেও এরূপ পাঠ ও ব্যাখ্যা কখনও শুনি নাই, সত্য সত্য যাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, সেরূপ সত্যকথা তথাকথিত পাঠকগণ বলেন না।" পরদিন প্রাতে ৭ টার পর হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত গ্রামবাসীর আগ্রহে একটি বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। পাঁচকাহনিয়া, কুদ-বাড়িয়া, খেকরাজানি, তালমা, কাতলাসেন প্রভৃতি গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া হরিনামসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ দিন অর্থাৎ ২১শে মাঘ বেলা ৩টার সময় খেকরাজানি নিবাসী শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর চন্দ্র মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন চন্দ্র ডাক্তার মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে স্থানীয় এম, ই স্কুলে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। স্কুল গৃহটী সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ এ, এম কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু এম, এ মহাশয়-দ্বয় এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামিজী ব্রহ্মচারিগণ-সহ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে প্রফেসারবাবুদ্বয় এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণ তাঁহাদের বিশেষ

সম্বর্দ্ধনা করেন। সভায় বহু গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই ৪।৫ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে বন্দনা ও কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ যশোদানন্দনদাস অধিকারী মহোদয় স্বামিজী মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। সভার পক্ষ হইতে প্রোফেসার হরিপদ বাবু সমর্থন করিলে স্বামিজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার আদেশে প্রোফেসার যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম, এ, বি, এল মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বৈরোক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এটী পারমার্থিক সভা। প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা পরমার্থ বিষয়ের অনুশীলন হয় না বলিয়া আমি এ সভায় বিশেষ কিছু বলিব না। আপনারা আচারবান্ শুদ্ধ ভক্তগণের মুখে তাঁহাদের শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও উপকৃত হইতে পারিবেন। তাঁহাদের পরিচয় দিবার মত যোগ্যতা আমার নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহাদের যিনি মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে জগতের আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে নিরস্ত কুহক সত্য বাণী প্রচারোদ্দেশে এইরূপ সাধুবর্গকে জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়া শ্রীনামপ্রেম প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ধর্ম্ম-জগতের বিশেষ পরিবর্ত্তন আনাইয়াছেন। যখনই ধর্ম্মাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তখনই ভগবৎ প্রেরিত মহাজনগণ আচার্য্যরূপে আগমন করেন। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ জীবের চরম কল্যাণলাভের জন্য যে বিভিন্ন-স্থানে মঠাদি স্থাপন করিয়া এবং নিষ্কিঞ্চন সাধুবর্গকে দেশ বিদেশে প্রেরণ করিয়া যে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন, তাহা কলিহত জীবের প্রতি তাঁহার পরম-কৃপা। ইঁহার প্রেরিত জনগণ সকলেই নিষ্কিঞ্চন এবং আদর্শ গুরুসেবক। ইঁহারা আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম সেবার ফলে যে সমস্ত কথা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রবণ করিলে সকলেই চির উপকৃত ও পরমানন্দিত হইব। ইহার পর স্বামিজী বলেন, পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধ-স্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় আপনাদের নিকট সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিবেন। আশা করি আপনারা তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই যে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্মই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। ইহা সার্ব্বজনীন ও ভাগবত-কথিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম। বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত ধর্ম্মকথা 'ধর্ম্ম' নামে চলিতেছে, তাহা প্রায় সকলই দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম অনিত্য বা নৈমিত্তিক হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনও নিত্যধর্ম্ম নহে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, দার্শনিকগণ ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া নিত্য অদ্বিতীয় ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা অনিত্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার একমাত্র কারণ এই যে, দৃশ্য বস্তু ও দ্রষ্টার কোন একটীর অনিত্যতা থাকিলে দর্শন বা দশা পরিবর্ত্তন হয়, এবং ভূমিকাভেদে দ্রষ্টৃগণ একই বস্তুকে দেখিতে গিয়াও বহুভাবে দর্শন করিয়া পরস্পর মতের বিভিন্নতা প্রদর্শন করান, কিন্তু যখন দৃশ্যবস্তু এবং দ্রষ্টা উভয়েই নিত্যত্ব এবং দৃশ্য ও দর্শকের একটী মাত্র ভূমিকা হয়, তখন আর দর্শকগণের দর্শনের বিভিন্নতা থাকে না। সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুর গুণকীর্ত্তনকেই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিমল প্রেম লাভই জীবের নিত্যধর্ম্ম। যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিলেই সেই বিমলপ্রেম লাভ হয়, যাহা শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একমাত্র শুদ্ধ জীবাত্মাই সেই বিমল প্রেম লাভের অধিকারী। দেহ মন ইহজগতের বিকৃতি আনন্দের ভোক্তা হইতে গিয়া তাঁহার চরম মঙ্গলরূপ বিমল প্রেম-লাভ ঘটিয়া উঠে না, এবং দুঃখাদি দ্বারা বার বার ক্লিষ্ট হইতে থাকেন। সেই বিমল প্রেমলাভ করিতে হইলে প্রেমময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার প্রিয়জনের আনুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। তাঁহার বক্তৃতায় জনমণ্ডলী সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং দেহের ধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ তাঁহাদের আচার্য্যদেবের আনুগত্যে যেরূপ সাবলীলভাবে প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে ধর্ম্মজগতের অশেষ মঙ্গল হইবে বলিয়া জনমণ্ডলী অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে স্বামিজী তাঁহার মধুর বাণীতে সভাস্থ লোকগণকে আকৃষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আজ যে সমস্ত কথা আপনারা ব্রহ্মচারী মহোদয়ের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন, তাহা আচরণ করিতে পারিলে সকলেরই নিত্য মঙ্গল হইবে। আমরা অনেক সময় অনেক ধর্ম্মসভায় যাই, ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণ করি, শুধু কৌতূহলের জন্য, কিন্তু অদ্যকার শ্রবণ যেন কেবলমাত্র কৌতূহলে পর্য্যবসিত না হইয়া যাহাতে আমরা সত্য সত্যই নিত্য ধর্ম্মে আদর করিতে পারি, এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্মের হেয়তা বা অসারতা উপলব্ধি করিতে পারি, সে বিষয়ে যত্নবান্

বড়লোক কে?

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

আমরা মদন বাবুর শিশু-শিক্ষা দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়াই বৎসর বৎসর নূতন নূতন পাঠ্য—সাহিত্য ও ইতিহাসে বহু বহু বড় লোকের জীবন বৃত্তান্ত অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে বিদ্যাসাগর, মহাত্মা প্রভৃতির যে সকল চরিত্র মুখস্থ করিয়াছি, তাহাতে বড় লোকসম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেই মজ্জাগত সংস্কারটী সংস্কৃত করিতে বহু বহু বুদ্ধিমান্ জনের বুদ্ধি খরচ করিতে হইবে। তবুও আমূল সংস্কৃত হইবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যাঁহারা জগদ্বাসীদিগের দেহ-মনের সুখ সুবিধা যত বেশী পরিমাণে করিয়া দিতে পারেন, তাঁহারা তত বড় লোক, প্রাতঃস্মরণীয়, এমন কি পুণ্যশ্লোক ধর্ম্মাট-পুরুষ বলিয়াও জগতে আখ্যাত হইয়া থাকেন। বড়লোক বলিলে আমরা সকলে ইহাই বুঝিয়া থাকি—দেশ-সেবা, সমাজ-সেবা, কাণা-খোঁড়া-খঞ্জ-অন্ধের সেবায় যিনি নিজেকে বলি দিতে পারেন তিনিই লোক সমাজে বিখ্যাত বড়লোক। তদতিরিক্ত কোন বড় লোকের সংবাদ আমাদিগের শ্রুতি-নয়ন-গোচরীভূত হয় নাই বলিয়া 'বাস্তব বড়লোক কে?' সে সম্বন্ধে আমাদিগের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। এমন কি তথাকথিত বড়লোক ব্যতীত তদপেক্ষা আরও বড়লোক আছেন—এ কথাটী সৌভাগ্য বশতঃ যদি বা কখনও শ্রুতি-গোচর হয়, তখন হয় নাসিকা কুঞ্চিত করি, নতুবা কবির কল্পনা গাঁজাখুরী গল্প মনে করিয়া একেবারে উড়াইয়া দেই, বড় জোর অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া খানিকটা স্বীকার করি। অথচ ঔপন্যাসিক বড় লোকের অনুসরণ করিয়া নিজেও বড়লোক হওয়ার আশা হৃদয়ে পোষণ করি, ও কথায় কথায় গল্প-গুজবে সেই সকল অলীক বড়লোকের উদাহরণ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করি। বস্তুতঃ আমাদিগের ধারণায়, উপন্যাসের কথাগুলিই সত্য, আর বাস্তব কথাগুলিই কবির কল্পনা, মিথ্যা কথা বা অন্ধবিশ্বাস।

জড়াভিনিবেশ জগজ্জনের কি মোহিনী শক্তি! দৃশ্য-বস্তুর আপাতরমণীয় ভাবে বিমোহিত হইয়া জগদ্দর্শন-টিকেই প্রত্যক্ষ দর্শন ও জগদতীত দর্শনটিকেই অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া প্রতিপন্ন করায়। ইহারই নাম দৈবী মায়ার বলাৎকার।

আমাদিগের দুর্দ্দৈব, পাঠ্যাবস্থায় আমরা বাস্তব বড় লোকের জীবনী অবগত হইবার সুযোগ পাই নাই। পাঠ্য পুস্তকে নামমাত্র ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষার ২।১টী গল্প না থাকিলে নয়, তাই রামায়ণ মহাভারতের কৃত্তিবাসী, কাশীদাসী, দুই একটী গল্প,—রত্নাকর, একলব্য, আরুণি, প্রভৃতি কয়েকজনের জীবনী আংশিক ভাবে অবগত হইয়াছি।

ছোট কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, পরের উপকার করিয়া নিজ জন্মসার্থক কর, তাহা হইলে বড় লোক হওয়া যায়! কি ছেলে ভুলানো কথা। নিজেই উপকৃত হই নাই, অর্থাৎ যাঁহারা পরোপকারী তাঁহাদিগের নিকট অভিগত হই নাই, নিজের ধন না থাকিলে অপরকে উহা দান করা যায় না, কথাটীও সোজা ভাবে বুঝি নাই। বকপোলকল্পিত অসত্যের কথা দেশময় মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছে, আমরা অন্ধবিশ্বাসে তাহাই 'ধ্রুব' বলিয়া মানিয়া লইতেছি।

আমরা সাধুদিগের কৃপায় গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই "ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার"॥ অর্থাৎ প্রথমতঃ নিজের মনুষ্য জন্ম সার্থক কর, তার পর পরোপকার করিবার নিমিত্ত ব্রতী হও। তবেই বাস্তব বড় লোক হইতে পারিবে। এই প্রকার আদর্শ প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত ইঁহ জগতে যে সমস্ত বড় বড় লোক আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে—মধ্বাচার্য্য রামানুজ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, মাধবেন্দ্র-পুরী, ঈশ্বরপুরী, কেশব ভারতী, হরিদাস ঠাকুর, ষড়্গোস্বামী, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ প্রভু, ঠাকুর মহাশয়, জগন্নাথ দাস বাবাজী, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং জগদ্গুরু শ্রীল সার্ব্বভৌম পণ্ডিত পার্থিব-স্বরূপ প্রভৃতি সর্ব্বত্র জগতের বাস্তব মঙ্গলকারী আদর্শ স্বরূপ হইয়া বিতরণে প্রকৃত পরোপকারী বড়লোক হওয়া উচিত। বড়লোক কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য ধর্ম্মবক্তৃতার অভিনয় করিলেও তাঁহাদের মুখে প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইতে পারে না। ধর্ম্ম জিনিষটী উপলব্ধির বিষয়। সদ্গুরুর সেবাফলে ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি হইলে তিনি জীবে দয়া করিবার জন্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অর্থাদি সংগ্রহের জন্য নহে। অতএব আপনারা যেন সেইরূপ ব্যবসায়ী লোকের দ্বারা বঞ্চিত না হন। শুদ্ধভক্তগণই একমাত্র হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্য, এবং তাঁহাদের চরণাশ্রয় করিলেই সকল জীবের মঙ্গল হয়। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

নিবেদক শ্রীমুনীন্দ্র নাথ গুপ্ত।

বিশেষ জীবনীই প্রত্যেক প্রত্যার্থীর নিত্য আলোচ্য। অতুল পাঠ জীবন হইতেই প্রকৃত বড় লোক সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ধারণা উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রাপ্ত-পত্র

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারক পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কতিপয় ভক্ত ব্রহ্মচারী সহ গত ২৩শে মাঘ তারিখে রাণীগঞ্জে শুভাগমন করত অত্রস্থ ইংরাজী স্কুলে বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা, হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্কুলের শিক্ষকগণ এবং বহু গণ্য-মান্য ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত ভাগবতের অমিয়বাণী শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। গত ২৬শে এবং ২৭শে মাঘ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ জীউর হরিসভা-মন্দিরপ্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীভাগবতধর্ম্ম পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরি-সঙ্কীর্ত্তনে হরিমন্দির মুখরিত করিয়া অগাধ আনন্দ দান করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে গভীর-ভক্তি-রসাপ্লুত বেদোক্ত-বাণী সমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়া সমবেত বহু সভাসদগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। পণ্ডিতজী শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রবণ-পিপাসু ভগবদ্ভক্তগণের পুরাণপাঠ শ্রবণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন।

অত্রস্থ ভগবদ্ভক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন উকীল শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় নিজ বাটীতে গৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দকে অধিষ্ঠান করাইয়া এবং সেবাভার গ্রহণ-পূর্ব্বক বিশেষ উদ্যোগী হইয়া প্রচার-কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবদাসানুদাস শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে মঠের ব্রহ্মচারীদের চরণ-কৃপাতেই তাঁহাদের চরণ-সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে।

বৈষ্ণবকিঙ্কর
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি, এ
মোঃ রাণীগঞ্জ, বৰ্দ্ধমান

তারিখ ২২শে মাঘ
১৩৩৫ সাল

নানা কথা

সম্রাটের স্বাস্থ্য

সম্রাট পঞ্চমজর্জ 'ক্রেগ-ওয়েল হাউসে' গমন করিয়াছেন। পথে তিনি কোন ও প্রকার অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করেন নাই। তাঁহার অবস্থা সন্তোষ জনক।

লণ্ডনের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, রাত্রিকালে সম্রাটের কোন ও কষ্ট হয় নাই, বেশ সুনিদ্রা হইয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্রমশঃই উন্নতি দেখা যাইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

মহামহোৎসব

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

আপীল ডিসমিস

পাঠকগণ অবগত আছেন, বেলুড় ট্রেণ দুর্ঘটনা সম্বন্ধে গত ১৩ই জুলাই তারিখের "ফরওয়ার্ড" পত্রে এক সংবাদ ও 'শঙ্কিত দর্শক' শীর্ষক একপত্র প্রকাশিত হওয়ায় "ফরওয়ার্ডে"র তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ধর জাতি বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৩ মাস অশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং ৬মাস অশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি সি, সি, ঘোষের এজলাসে আপীলের বিচার হয়। গত সোমবার প্রধান বিচারপতি এক দীর্ঘ রায় প্রদান করিয়া আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। বিচারপতি সি, সি, ঘোষও তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন।

রায় প্রদত্ত হইবার পর ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সের আপীলকারীদ্বয়ের (সম্পাদক ও মুদ্রাকরের) দণ্ডবৃদ্ধির জন্য 'রুল' জারী করিবার প্রার্থনা করেন। বিচারপতিদ্বয় কেবলে আপীলকারীদের উপর 'রুল' জারী করিবার হুকুম দেন। দণ্ড কেন বৃদ্ধি করা হইবে না, তাহার কারণ দেখাইবার জন্য আপীলকারীদ্বয়কে বলা হইয়াছে। আগামী সোমবার বেলা ১১টার সময় কারণ দাখিল করিতে হইবে।

যুবরাজের সঙ্কল্প

লণ্ডনের ১১ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, সম্রাটের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার উপর কাজের ভার বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি শিকার ও ঘোড় দৌড় খেলা বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

গত সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত এম, এম, রায় বাঙ্গালার শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মিঃ জি, এফ, রোজ উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ কিছু মাত্র নাই—উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ শ্রমিকদের মধ্যে মিথ্যা চিত্র অঙ্কিত করেন। মিঃ রোজের এই উক্তিতে শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত বলেন যে, উকিল ও ব্যারিষ্টারগণই শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বন করিয়া কারাবরণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, পাটকলের ম্যানেজারগণ তাহা করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ মার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যখন একটি রয়েল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তখন এরূপ প্রস্তাবের আর কোন আবশ্যকতার নাই। গভর্ণমেণ্টের এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে ষ্টীমার সার্ভিসের কার্য্য এবং যাত্রীদের সুখস্বচ্ছন্দ্য ও ভাড়া প্রভৃতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটী কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ মার বলেন, ষ্টীমার সার্ভিস ইনল্যাণ্ড ষ্টিম ভেসেল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ আইন ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন—সুতরাং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। শ্রীযুত গুপ্তের প্রস্তাব ৫২-৩১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

বারি-বর্ষণে বাড়ী-ধ্বংস

মাদ্রাজের ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় ৭৪ ইঞ্চি জল জমিয়া গিয়াছিল। ফলে মুনিচালাই নামক স্থানে একখানি বাড়ী ধ্বসিয়া যায়। ঐ বাড়ীর সৌরাষ্ট্র সম্প্রদায়ের ৪ জন উক্ত রাত্রেই মারা গিয়াছে।

আকস্মিক বিপদ

হাঁপানী

হাঁপানী রোগীর সময় সময় শ্বাস লইতে এরূপ কষ্ট হয় যে, মনে হয় যেন এই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবনান্ত হইতেছে। এই শ্বাস যে কোন সময়ে হঠাৎ আরম্ভ হইতে পারে। সাধারণতঃ শীতকালে এবং গভীর রাত্রিতে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সর্দ্দি, কাশি হইতেই অধিকাংশ সময় হাঁপানী হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত পশু-পক্ষীর, এমন কি পুষ্পের গন্ধেও হাঁপানী হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি, এক ব্যক্তির লুচির গন্ধ হইতে হাঁপানী হইয়াছিল। যাহা হউক, হাঁপানীর কারণ সম্যক্‌রূপে বর্ণন করা অথবা তাহার বিস্তৃত চিকিৎসার বিষয় আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য, কি প্রকারে প্রবল-শ্বাস সাধারণভাবে প্রশমিত করিতে হয়। এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয়

মুষ্টিযোগের—

বিষয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। ৵০ দুই আনা পরিমাণ তেজ-পাতা চূর্ণ, আধ তোলা বাসক-পাতার রস এবং মধুসহ সেবন করিলে অতি সত্বর হাঁপ নিবারিত হয়।

২। বাসক পাতার, অপামার্গের শুষ্ক পাতার, অথবা ছায়াতে অবস্থিত কৃষ্ণ ধুতুরার শুষ্ক পাতার ধূমগ্রহণ করিলে অতি সত্বর হাঁপ বিদূরিত হয়। একটী পাত্রে আগুন করিয়া তাহাতে উপরিউক্ত যে কোন প্রকারের পাতা নিক্ষেপ করিবে; তাহা হইতে যে ধূম উঠিবে নাসিকাদ্বারা উহা টানিতে হইবে।

৩। সোরা-মিশ্রিত জলে কাগজ ভিজাইয়া উহা শুষ্ক করিবে। এই শুষ্ক কাগজ নলের মত পাকাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া টানিলে অতি সত্বর দুরারোগ্য হাঁপকষ্ট মুহূর্ত্তমধ্যে নিবারিত হয়।

উপরিউক্ত নিয়মাবলি সাময়িক ভাবে হাঁপের কষ্ট বিদূরিত করিতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে হইলে হাঁপানীর চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসিত হওয়া আবশ্যক।

হাঁপানী-রোগীর দাস্ত পরিষ্কার থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

পথ্য—দুগ্ধ অথবা জল! পেট ঠাণ্ডা রাখা উচিত।

কৃষ্ণসাগরে ভীষণ ঘূর্ণিবার্ত্তা

বরফের মধ্যে জাহাজ নিরুদ্দেশ

ভিয়েনা, ১০ই ফেব্রুয়ারী।

বলকান উপদ্বীপের নানাস্থানে নেকড়েবাঘের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইতেছে। আকস্মিক শীতবৃদ্ধিই ইহার কারণ। বিগত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে "ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেস" নামক ট্রেণখানি ভিয়েনা হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলের দিকে যাত্রা করিয়াছিল। তাহা এখনও গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। ইষ্ট থে্রসের কোনও স্থানে উহা বরফের স্তূপের মধ্যে আটক হইয়া আছে। এই ট্রেণের যাত্রীদের জন্য সকলেরই উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপলে যাতায়াত করা একরূপ দুঃসাধ্য হইয়াছে। বেতার বার্ত্তার সাহায্যে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায়,—সমগ্র নগরী শোকাচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী একরূপ বন্ধ হইয়াছে। নেকড়ে বাঘ তাড়াইবার জন্য নানা স্থানে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

অধিকাংশ দোকানপাট, রেষ্টুরাণ্ট বায়স্কোপ গৃহ এবং থিয়েটার ইত্যাদি বন্ধ হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বর্দ্ধিত হইতেছে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্র লোকদিগকে সাহায্য করার জন্য "রেড ক্রশ সমিতি" বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন।

কৃষ্ণ সাগরে এখনও ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইতেছে। বাল্টিক সাগরে জল জমিয়া নানা স্থানে বরফ হইয়াছে। অনেক জাহাজ এই সমস্ত বরফ স্তূপের মধ্যে আটক হইয়াছে। অনেকগুলি জাহাজের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

জার্ম্মাণীর অনেকগুলি বরফভঙ্গকারী জাহাজ বিপন্ন। জাহাজসমূহের উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। বাল্টিক সাগরের উপর দিয়া বহুসংখ্যক বিমানপোত উড়িয়া বেড়াইতেছে। দরকার হইলে উপর হইতে খাদ্যাদি বর্ষণ করিয়া বিপন্ন জাহাজের যাত্রীদের প্রাণরক্ষা করাই এসমস্ত বিমানপোতের উদ্দেশ্য। —বাংলার কথা

হোলকারের শরীরঅসুস্থতায় তাঁহার কন্যার নামকরণ স্থগিত

পাঠকগণ অবগত আছেন, নব পরিণীতা পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর গর্ভে ভূতপূর্ব্ব হোলকার সার তুকাজী রাওয়ের এক কন্যা জাত হইয়াছে। আপাততঃ মহারাজার শরীর ভাল নহে বলিয়া এই কন্যার নামকরণ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ সন্দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫		৮—৫০

ট্রেণের নীচে বোমা

মেক্সিকোর ১২ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কমনফোর্ট ও কিংকনসিলো নামক স্থানের মধ্যে ট্রেণের নীচে এক বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। ফলে দুইখানি কামরা লাইনচ্যুত ও বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ভূপতিত হয়। ফায়ারম্যানটি নিহত হইয়াছে। এই ট্রেণে প্রেসিডেণ্ট পোর্টসজিল ছিলেন। সৌভাগ্যবশত, তাহার কোনই অনিষ্ট হয় নাই।

দাগী চোর দণ্ডিত

শেখ কাদের ওরফে প্রফুল্ল ঘোষ ওরফে আকবর নামে এক পুরাতন দাগী চোর শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারার্থ প্রেরিত হন। ইটিলীর সাউথ রোডের একটি দোকানদার ঘুমাইতেছিল এমন সময় উক্ত আসামী চুরি করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। এই সময় দোকানদার জাগিয়া উঠিয়া আসামীকে ধরিয়া ফেলে। বিচারক তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ফ্রান্সে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ

প্যারিসের ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। তথায় প্রায় শতকরা ৩৫ জন ছাত্র স্কুলে অনুপস্থিত ইহারা সকলেই পীড়িত। রবিবার দিন ঔষধের দোকান বন্ধ রাখার নিয়ম। সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীর ঔষধ রবিবার দিনও বিক্রয় করিতে হইবে।

মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের বিবরণ

মহাযুদ্ধের ক্ষতি পূরণের জন্য জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী এজেণ্ট জেনারেল যে বিবরণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ক্ষতিপূরণের পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ বিগত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে প্রায় ১০ কোটি গোল্ড মার্ক প্রদান করার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা হইতেফ্রান্স ৪৫ কোটী ৬০ লক্ষ মার্ক, বৃটিশ সাম্রাজ্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ মার্ক এবং জাপান ৫,০০,০০০ মার্ক পাইবে।

বরফে আটক ট্রেনের যাত্রী

কনষ্টাণ্টিনোপলের ১১ই ফেব্রুয়ারী সংবাদে প্রকাশ, ইরাকের নূতন হাইকমিশনার সার গিলবার্ট ক্লেটন "ওরিয়েণ্ট এক্সপ্রেসের" যাত্রী ছিলেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ইষ্টথে্রসের কোনও স্থানে বরফ স্তূপের মধ্যে এই ট্রেণখানি আবদ্ধ হইয়া আছে।

রোডষ্ট হইতে সার গিলবার্ট ক্লেটন অদ্য এখানে পৌঁছিয়াছেন। তিনি জাহাজে আসিয়াছেন। অবরুদ্ধ ট্রেণ হইতে মোটরযোগে তিনি রোডষ্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন।

তুরস্ক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

প্রকাশ, তুরস্কের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিনাশ সাধন এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রাণ নাশের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে কতিপয় ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিল। কনষ্টাণ্টিনোপলের বিচারালয়ে তাহাদের বিচার হইয়া গিয়াছে।

পাঁচ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৮ জনের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আর কয়েকজন আসামী অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

ফেণীতে ডাকের থলে অপহরণ

ফেণীর ১২ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কাজিরহাটের পোষ্টমাষ্টার জানাইয়াছেন যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাণার যখন রামগড়, মাতুয়া প্রভৃতির ডাক লইয়া যাইতেছিল, দুর্বৃত্তগণ তাহাকে আলিয়াটা ও সহুরী নিকটবর্ত্তী স্থানে আক্রমণ করে এবং তাহাকে গুরুতরভাবে প্রহার করিয়া তাহার হাত হইতে মেল ব্যাগটী কাড়িয়া লইয়া যায়। রাণার হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। ত্রিপুরা বিভাগের পোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং যথারীতি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। ক্ষতির পরিমাণ ১০০০ টাকা হইবে। তদন্ত চলিতেছে।

হিক্কা

খাওয়ার পর অথবা উপবাসাদিতে অনেক সময় হিক্কার উদয় হইয়া থাকে। ইহা সামান্য হিক্কা। ঠাণ্ডা জল এক দমে যতটা সম্ভব পান করিলে, কিঞ্চিৎ সময় নিশ্বাস বন্ধ করিলে অথবা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইলেই ইহা নিবারিত হয়।

জ্বর কলেরা প্রভৃতি রোগে যে হিক্কা হয়—তাহা অনেক সময় প্রাণনাশক হইয়া থাকে। আশু ইহার চিকিৎসা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মুষ্টিযোগ

১। মাষ কলাই, শুষ্ক হরিদ্রা অথবা জোয়ান কাঁচা আগুনে পোড়াইয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে সকল রকমের হিক্কা নিবারিত হয়।

২। কচি ডাবের জল ঈষৎ গরম করিয়া ২।১ চামচ, অথবা কচি তাল শাঁসের জল ২।১ চামচ সেবন করিলেও হিক্কার প্রতিকার হয়।

৩। গোলমরিচ কোন শলাকায় বিঁধাইয়া প্রদীপের শিখে পোড়াও; তৎপর ইহার ধূম নাকের নিকট ধর—অতি সত্বর হিক্কা নিবারিত হইবে।

হিক্কা ঘোড়া ঘোড়া উঠিলে পেঁয়াজের প্রক্রিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগ করিবে। এই প্রকারের হিক্কা অতীব মারাত্মক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীঅদ্বৈতাবির্ভাব

অদ্বৈত-তত্ত্ব

আজ গৌর-আনা-ঠাকুর ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীঅদ্বৈত বিষ্ণুতত্ত্ব, যে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, বিনি জগৎ কর্ত্তা, তাঁহারই অবতার অদ্বৈতাচার্য্য। শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', 'কৃষ্ণভক্তি' উপদেশ করেন বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'। সেই ভক্তি-শিক্ষক জগদাচার্য্যের চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবগণের গৌর-কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্য কোনই উপায় নাই।

সৃষ্টি-রহস্য.

কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু 'নিমিত্ত' ও 'উপাদান' দুই মূর্ত্তিতে বিশ্ব-সৃষ্টি কার্য্য করেন। তিনি নিমিত্তাংশে মায়াতে ঈক্ষণ করেন এবং উপাদান অদ্বৈতরূপে বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন।

সাংখ্যের মত

সাংখ্যাচার্য্য কপিল অনিরোশ্বর-বাদানুসারে প্রকৃতিকে 'কারণ' বলিয়া পরিকল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, জড়া প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব—"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান, মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।" অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; (প্রকৃতিকে কখনও 'প্রধান' বলিয়াও কথিত হয়।) সেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্যের উক্ত মত-খণ্ডন

গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গোবিন্দভাষ্যে (ব্রঃ সূঃ ২অ ২পাঃ) অনেক যুক্তিমূলে সাংখ্যের এই মতের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রধানের [illegible] উপাদান বা নিমিত্তকারণ হইতে পারে না। [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। চেতনের কর্ত্তৃত্ব অধিষ্ঠিত অচেতনই প্রবৃত্তি যুক্ত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্র জড়ের প্রবৃত্তি কিছুই নাই। এজন্যই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিলে প্রধানে চেতনের অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই প্রধানের ক্রিয়া প্রবৃত্তি, ইহাই বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ নিজ শক্তিশক্তি 'প্রধানে' সঞ্চার করেন, তবে সেই ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই প্রধানের জগৎ-সর্জ্জনাদি কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু নিমিত্তরূপে এবং মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীসদাশিব উপাদানরূপে মায়াতে নিয়োজিত থাকিয়া জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিলেও মায়াধীশস্বরূপতঃ মায়াধীনত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও কখনও মায়াযুক্ত হন না।

অদ্বৈত 'অবতীর্ণ' কেন ?

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সেব্য বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও জীবের মঙ্গলবিধানকার্য্যরূপ সেবাপ্রবৃত্তি দান ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। কেবল সেব্যভাবে স্বীয় লীলা প্রচারক হইলে লোক কেবলাদ্বৈতবাদী অহংগ্রহোপাসক হইয়া পড়ে বলিয়া তিনি গৌরাবতারে ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ। এই ভক্তাবতারে শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরের সেবকলীলা প্রকটিত করিয়া জগৎকে ভগবৎসেবা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বায়ুপুরাণে আচার্য্যের লক্ষণ এইরূপ বলেন—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থং আচারে
স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং সেই শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ পুরুষ 'আচার্য্য' বলিয়া কীর্ত্তিত।

গীতা বলেন—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

—শ্রেষ্ঠপুরুষ যাহা আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠেতর জন তাহারই অনুসরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকে 'শ্রীভগবান্ই স্বয়ং লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া লোকে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন' উক্ত বলিয়াছেন।

তাই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য নিখিল ভক্ত বা বৈষ্ণব জগতের গুরু। জগৎকে ভক্তি উপদেশ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। বৈষ্ণবগণ তাঁহার আচরণ অনুসরণ করিয়াই স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দনাভিন্ন গৌরসুন্দর ও স্বগণগণের স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীনবদ্বীপাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের ভক্তিমান্ হন। তাঁহার আচরণেই অনুপ্রাণিত হইয়া জীবগণ জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান করিতে শিক্ষা করেন। ব্রাহ্মণকুল-মুকুটমণি অদ্বৈত তাৎকালিক শান্তিপুর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-সমাজে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পাইয়া যবনকুলোদ্ভূত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে নিখিলব্রাহ্মণ-পূজ্য বৈষ্ণবজ্ঞানে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীআচার্য্য দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংরক্ষক ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত। জগজ্জীবকে বিষ্ণু-বৈষ্ণববিমুখ দর্শন করিয়া জলতুলসীদ্বারা ভগবানের পূজা বিধানপূর্ব্বক হুঙ্কার করিয়া ভগবানকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে তিনি দেখাইলেন,

তুলসীদল মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ॥

অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের ভক্তি-তুষ্ট হইয়া নিজেকে ভক্তের কাছে বিকাইয়া দেন—ভক্তাধীন হইয়া পড়েন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দ্বারাই মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করেন। পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরের এক অঙ্গ নিত্যানন্দ আর এক অঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত। উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্ব হইলেও মহাপ্রভুর দাস্যাভিমানেই তাঁহারা পরমোল্লসিত—

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু'
জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস হও'—জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥"

কৃষ্ণদাস্য

কৃষ্ণপ্রেমের এমনই এক অদ্ভুত স্বভাব যে গুরু-সম ব্যক্তিকেও লঘু করায়। শ্রীভগবন্নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণুপার্ষদবর্গ, ব্রহ্মা, শিব, চতুঃসন, নারদ, শুকাদি, নারদাবতার শ্রীবাস সকলে ভগবদ্দাস্য কামনা করেন। বাৎসল্যরসাশ্রিত নন্দ-যশোদা, সখ্যরসাশ্রিত শ্রীদামাদি গোপালের সখাগণে, মধুর রসাশ্রিতা ব্রজগোপীগণের মধুর ভাবে এমন কি মহাভাব-স্বরূপিণী সাক্ষাৎ শ্রীবার্ষভানবী কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণদাস্য অভিলাষী। মহিষীগণেরও কৃষ্ণদাস্য," এবং প্রকাশ স্বরূপের নিত্যানন্দের কৃষ্ণদাস্য, দেবকীনন্দনের বসুদেবের কৃষ্ণদাস্য, সনকাদিরও কৃষ্ণদাস্য—সকলেই কৃষ্ণদাসের অভিমানী, সকলেই ভক্তাবতার। স্বয়ং কৃষ্ণই মহাপ্রভু আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণদাস-দাস্যের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া অবতীর্ণ।

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥

অদ্বৈত —'চৈতন্য-দাস'

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগদীশ্বর, হইয়াও, তাঁহার সেবক ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষাও বড় করিয়া মানেন। অতএব ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও বড় বলিয়া জানেন না। তাই ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত আর—

"চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥"
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।"

শ্রীঅদ্বৈত 'চৈতন্যের দাস' বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে নৃত্য করিতেছেন আর জগজ্জীবকেও সেই নৃত্যে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন।

অদ্বৈত— মঙ্গল'

জগতের মঙ্গলবিধান করেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতের এক নাম মঙ্গল, যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত মঙ্গল গুণধাম।
মঙ্গলচরিত্র সদা 'মঙ্গল' তাঁর নাম॥

অদ্বৈত - 'কমলাক্ষ'

তাঁহার অন্য নাম 'কমলাক্ষ', যথা—
কমল নয়নের তিঁহো যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস॥

গুরু পাদাশ্রয়-লীলা

সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত জগজ্জীবকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বয়ং সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া গুরুপাদাশ্রয় লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু। শ্রীঈশ্বরপুরী ও শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার শিষ্য। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ভক্তিরত্নাকর, প্রমেয়রত্নাবলী ও গোপাল গুরুগোস্বামীর গ্রন্থে শ্রীমধ্বগৌড়ীয়াম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীঅদ্বৈত মাধবেন্দ্র-শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

'দণ্ড'-গ্রহণ-লীলা

শ্রীঅদ্বৈতের বাসভবন নদীয়া জেলার অন্তর্গত হইলেও তিনি মহাপ্রভুর নদীয়া-বিহার-কালে শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠের অনতিদূরেই টোলবাড়ী করিয়া বাস করিতেন। সেই টোলে শ্রীঅদ্বৈত কেবল 'ভক্তি' ব্যাখ্যা করিতেন। একসময়ে তিনি জ্ঞানী হরিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ব্যাখ্যা করিতে

করিতে কোন ছলে ভক্তি অপেক্ষা মুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ডপ্রদান করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে খুব মর্য্যাদা করিতেন, অদ্বৈতের তাহা মনঃপূত না হওয়ায় তিনি ঐরূপ ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের পুত্রগণের পরিচয়

শ্রীঅদ্বৈতের অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ—এই ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথম তিনজনই গৌরদাস্যে নিযুক্ত ছিলেন, শেষোক্ত তিনজন গৌরবিমুখ স্মার্ত্ত বা মায়াবাদী, সুতরাং অবৈষ্ণব ছিলেন। চতুর্থ পুত্র বলরামের তিন স্ত্রীর গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। তন্মধ্যে প্রথম পত্নীর কনিষ্ঠ সন্তান মধুসূদন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নাম লইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তৎপর রাধারমণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও 'গোস্বামী' শব্দের অবমাননা করেন এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের আনুগত্যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করিয়া প্রেত বা রাক্ষস শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক হরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণব-স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবা-পরাধের চূড়ান্ত করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অদ্বৈতগণ বর্ণনপ্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

আচার্য্যের এই মত, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে সেই ত অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে॥

অর্থাৎ অদ্বৈতানুগতজন সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহিভেদে দুই প্রকার। সারগ্রাহি-গণকে ধান্যের সহিত এবং অসারগ্রাহিগণকে পাতনা অর্থাৎ শস্যশূন্য ধান্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাঁহারা সারগ্রাহী অচ্যুত-সেবানন্দী অচ্যুতানন্দানুগত্য করেন, তাঁহারাই মহাভাগবত, তাঁহারাই চৈতন্যকৃপা-ভাজন।

যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দেরই যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য

শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত—অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা, সুতরাং অচ্যুতসেবাই যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। 'অদ্বৈত-সন্তান' বা 'অদ্বৈত-শিষ্য' পরিচয়ে পরিচিত, অথচ অদ্বৈতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভক্তিবিরোধি সিদ্ধান্তে আস্থাবিশিষ্ট ব্যক্তি অদ্বৈতবিরোধী, সুতরাং কৃষ্ণ-কাষ্ণবিরোধী পাষণ্ড নাস্তিক। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত অপ্রমায়ার প্রভাব-নির্মুক্ত শুদ্ধ-সত্ত্ব-জীব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণ-সেবানন্দে উন্মত্ত করান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রধান সহায় শ্রীঅদ্বৈতকে যাঁহারা জীব-বুদ্ধি করিয়া দীনজ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে মহাপ্রভু কমলাকান্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্তদ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, আচার্য্যকে ঈশ্বর বলা' কিছু অন্যায় হয় নাই, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে সামান্য, অভাবগ্রস্ত জীবজ্ঞানে দরিদ্রবুদ্ধি করিয়া বিদেশীয় বিষয়ী রাজার নিকট অর্থ-ভিক্ষা মায়াবাদ বা বাউলমত, আবার আচার্য্য ঈশ্বর হওয়ায় তাঁহার জগৎপালকত্বরূপ মানবলীলাই প্রসিদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করার পক্ষপাতী নহেন। আর হরিনামোপদেশের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ-কার্য্যে নামোপদেষ্টা আচার্য্যের লোকলজ্জা ও মর্য্যাদাহানি হয়। সুতরাং একমুখে তাঁহাকে অপ্রাকৃত নারায়ণ বলিয়া আবার সেই মুখেই প্রাকৃত অর্থভিক্ষু বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

অদ্বৈতানুগত্যই অদ্বৈতাবির্ভাব তিথি-সম্মান

অতএব শ্রীঅদ্বৈতের আবির্ভাব-দিবসে আজ শ্রীঅদ্বৈতের আচরিত এবং প্রচারিত চৈতন্যদাস্য অনুশীলনই আমাদের যথার্থ অদ্বৈতানুগত্য। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যলীলায় ভক্তিবিরোধী কেবলাদ্বৈতবাদ, কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদ, আসুর বর্ণাশ্রমবাদ প্রভৃতি যাবতীয় অসৎমতবাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া যে কৃষ্ণকার্ষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ বা অন্যাভিলাষ কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্তি-প্রতিকূলচেষ্টারহিত শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনপর ভক্তিসিদ্ধান্তবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর একান্ত আনুগত্যই অদ্বৈতাবির্ভাব-মহোৎসব। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছেন।

কর্ম্ম

শরীর ও মনের দ্বারা যাহা কিছু করা যায় সকলই 'কর্ম্ম' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সকলেই কোন না কোন কর্ম্ম করে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; সুকুমার বালক-বালিকাগণ নানারূপ ক্রীড়াকৌতুকে বাল্য জীবন অতিবাহিত করে, যুবক বিদ্যার্জ্জন, অর্থার্জ্জন অথবা আরও কিছু কর্ম্ম করে; বৃদ্ধগণ ইন্দ্রিয়ের অপটুতাবশতঃ স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের (মনের) পরিচালনা-কার্য্যে রত থাকে; ঋষিগণ অরণ্যে, নদী-প্রান্তে পর্বতগুহায় অথবা অন্য কোন নির্জ্জন প্রদেশে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের অনুধ্যানে নিযুক্ত; যোগী ধ্যানধারণা প্রাণায়ামাদি কার্য্যে ব্যস্ত, কর্ম্মিগণের যাগ-যজ্ঞ-প্রারম্ভে উচ্চারণে গগন মণ্ডল মুখরিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এ জগতের বালক-বালিকা স্ত্রী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই কিছু না কিছু কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। সবগুলিই 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত হইলেও সূক্ষ্ম বিচারে কিছু 'তর', 'তম' অর্থাৎ কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রের বিচারে ঐ সকল কর্ম্মগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, যোগিগণের কর্ম্ম যোগ, ভক্তের কর্ম্ম—ভক্তি ইত্যাদি। আবার একমাত্র কর্ম্ম যাহা সাধারণের বিচারে 'কর্ম্ম' নামে আখ্যাত, মনীষিগণ তাহার মধ্যে তিনটী শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন। যথা, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শুভ কর্ম্মের অকরণকে বা অন্যথাকরণকে 'অকর্ম্ম' এবং পাপকে 'বিকর্ম্ম' বলে। যাহা করিলে লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ কোন নিন্দা না হয়, তাহাকে 'কর্ম্ম' বলে।

কর্ম্ম আবার তিন প্রকার। যথা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। কাম্য—যাহা কোনও কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কৃত হয়, যেমন, পুত্রেষ্টি যাগ ইত্যাদি। নৈমিত্তিক কর্ম্ম—যাহা কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া কৃত হয়। যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ—অথবা তর্পণাদি পিতৃগণের সন্তুষ্টির নিমিত্ত যে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান। শরীর, মন, সমাজ ও পরলোকের মঙ্গলার্থ যাহা করা যায়, তাহা নিত্যকর্ম্ম। যথা সন্ধ্যা, বন্দনা পবিত্র উপায়ে শরীর ও সমাজসংরক্ষণ, সত্য ব্যবহার ও পাপ্যপালন প্রভৃতি। এসকল কর্ম্মই গৌণকর্ম্ম। সন্ধ্যাবন্দনাকে সাধারণ বিচারে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিলেও উহা মুখ্য নহে। বরং উহাকে নৈমিত্তিক বলিলেও চলে। কারণ স্মার্ত্তমতে যে সন্ধ্যাবিধির অনুষ্ঠান, তাহা দূর ভক্তিকে উদ্দেশ করিবার পন্থা মাত্র, উহা নিত্য নহে। শারীরিক কার্য্যাবলী কখনই নিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না, কারণ শরীরটাই যখন অনিত্য, তখন তদ্দ্বারা কৃত কর্ম্মও অনিত্য। কেবল আত্মানুশীলন, যাহা আত্মার নিত্য কর্ত্তব্য, তাহাকেই নিত্যকর্ম্ম বলা যায়।

এখন দেখা যাউক, আত্মার কর্ত্তব্য কি? আমরা পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের কৃপায় জানিয়াছি যে, জীবের একটী মাত্র কর্ম্ম আছে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" দাসের কর্ত্তব্য দাস্য, সুতরাং জীবাত্মার কর্ত্তব্য দা-নিত্য কর্ম্ম—কৃষ্ণদাস্য। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও নিজ শ্রীমুখে এই কথা বলিয়াছেন

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ
প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়, মুক্তসঙ্গঃ
সমাচর॥"

তাৎপর্য্য এই যে, কেহ ক্ষণমাত্র কালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিসিদ্ধ স্বভাব উত্তেজিত হইয়া অবশভাবেও বাধ্যবাধিত কর্ম্ম সকল করিতে থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা কোন প্রকার মঙ্গলের উপায় নাই সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারে সকল বদ্ধজীবকে জানাইতেছেন যে, হরিতোষণার্থ নিষ্কাম কর্ম্মকেই 'যজ্ঞ' বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশে, যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধন ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ জীবের জন্ম, মৃত্যু পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মফল কামনারহিত হইয়া ভগবৎ তুষ্টির জন্য সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। সেইটী তখন কর্ম্ম নামে কথিত না হইয়া ভক্তি নামে আখ্যাত হয়। ঐ ভক্তির অনুষ্ঠানই জীবের নিত্যকর্ম্ম।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ আজ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন। 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম'—এই প্রভুবাক্য শিরে ধারণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্রচারকগণ নির্ভীকহৃদয়ে কলিকল্মষ-নাশিনী শুদ্ধ হরিকথা সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছেন। অতি বড় ভাগ্যবান্ যাঁহারা ঐ কথাগুলিকে সাদরে মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন আর ভাগ্যহীন নরগণের মধ্যে কেহ কেহ না বুঝিয়া আদর করিতেছেন না আবার দৈবীমায়াকর্ত্তৃক বিশেষভাবে মুগ্ধ অতিবুদ্ধিমান্গণ কেহ কথাশ্রবণে পরা মঙ্গলে বঞ্চিত হইয়া অমঙ্গলের দুয়ে সরিয়া যাইতেছে। শুধু দূরে থাকিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না—নিজেদের কপটতা, নিজ বুদ্ধি লোকসমাজে ধরা পড়িবে চিন্তা করিয়া চৌদ্দভুবনের পরপারের অপ্রাকৃত বিনোদ অদ্বিতীয় অবিসংবাদিত সত্যকে মিথ্যা বলিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে ইহাতে পরম সত্য প্রচারে বাধা না পড়িয়া প্রতিকূলভাবে সত্যপ্রচারের সহায়ত হইতেছে।

গত [illegible] হইতে বাবু [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ মেদিনী-পুর [illegible] শ্রী[illegible] সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। সভায় বহুলোক উপস্থিত না হইলেও স্থানীয় দেশের শিক্ষিত কয়েকজন ভদ্রলোক শ্রোতারূপে বক্তাকে আনন্দদান করিয়াছেন। 'ধর্ম' শব্দটী আজকাল দুষ্ট, তরল [illegible] বিক্রয়ে ব্যবহৃত হইতেছে। ধর্মক্ষেত্রে [illegible] ধর্মজ্ঞান এত প্রবল হইয়াছে যে, হিন্দু ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়া হিন্দু কর্তৃক রক্ষিত হইয়াও 'বৈষ্ণবধর্ম'কে গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা বলিতেও কেহ কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ধন্য কলিতে আর কত দেখিব? অধুনা শিক্ষা অর্জনে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যেমন জন্মদাতা পিতৃমাতৃ-সেবায় উদাসীন হইয়া আর্য্যাটীক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ তথাকথিত পণ্ডিতগণ বেদাদি অধ্যয়নে বেদ্য—বাস্তব, সত্য বস্তু না জানিয়া অবাস্তব বস্তুকে সত্য, নিত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। বিমুখ-বিমোহিনী মায়া যদি ইহাই করিতে না পারিবেন তবে যে তাঁহার নামের সার্থকতা থাকে না। বিষ্ণু-বিমুখ জীবকুলকে বিষ্ণু-সেবা হইতে সরাইয়া ত্রিতাপ-ভোগকরানই বহুরূপী মায়ার কৃত্য হইলেও, বিষ্ণুর সাক্ষাৎ সেবকগণের, অন্তরঙ্গ-দাসগণের আর একটী করণীয় কার্য্য আছে, সেটী যেন তেন উপায়ে বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত করা।

স্বামীজির মুখে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে অনেকেই পরমানন্দিত হইয়াছেন। যাহাতে গ্রামে-গ্রামে দ্বারে-দ্বারে শ্রীচৈতন্যদেবের চেতন-কথা শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়, সেজন্য সহৃদয় সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন।

নানা কথা

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্রিতে রেঙ্গুনে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া যায়। এই অগ্নিতে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ৬ কামরাযুক্ত ব্যারাকের ৩০টী ব্যারাক ভস্মে পরিণত হয়। উক্ত কোম্পানীর প্রায় শ্রমিক গৃহহীন অবস্থায় বাস করিতেছে। উক্ত ব্যারাকের একজন লোক একটা চাবুনাশিহীন হারিকেন ল্যাম্প ফেলিয়া দেওয়ায় চতুর্দ্দিকে আগুন বিস্তৃত হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। তৈলখনির কারখানার ব্রিগেডের চেষ্টায় আগুন নিবিল না। ৩০টীর সমুদয় ভস্মে পরিণত হইল। ইহাতেও কাহারও প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। একটি মাত্র শিশু নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

✽ মহামহোৎসব ✽

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্যান্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্টগোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস সভা

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে কমন্স সভার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল। ভারতীয় কংগ্রেসের লণ্ডন শাখা এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।—

"মেসার্স মেক্সটন, মার্ডি জোন্স, এ, জে, কুক, শাকলাতওয়ালা, ব্রিজম্যান, টম মান, আলেকজাণ্ডার গোসিপ প্রভৃতি, ব্যক্তিগণ ভারতের জাতীয়তাবাদী এবং শ্রমিকবৃন্দের নির্দ্ধারণের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করেন যে, অধিকাংশ ভারতবাসীই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। এইজন্য তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইতেছেন যে, তাঁহারা অতঃপর ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থন করিবেন।"

শ্রমিক কমিশন নিয়োগ

মান্দ্রাজের ১২ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রমিকদের নিকট আবেদন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বি, শিবরাও বলেন—"ভারতের শ্রমিকগণ কর্ত্তৃক সাইমন কমিশন বর্জ্জন এত সফল হইয়াছে যে, সরকার শ্রমিক সমস্যার সমাধান কল্পে শ্রমিক-কমিশন নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন। বর্জ্জনের সফলতার আরও প্রমাণ এই যে, নূতন কমিশনে ভারতীয় শ্রমিকদের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবেন। আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা এবং লাভের দিক দিয়া সাইমন কমিশন বর্জ্জন চালাইতে হইবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৩টার সেনেট হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ হইবে। চ্যান্সেলার হিসাবে বাঙ্গলার লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডে নূতন রণতরী নির্ম্মাণ

ইংলণ্ডে এ বৎসর যে ২ খানি রণতরী নির্ম্মাণের কথা ছিল এবং যাহাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট সেই ২ খানি রণতরীর নির্ম্মাণ কার্য্য এবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা স্থির করিয়াছেন কি না, এ সম্বন্ধে মহাসভায় এক প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ব্রিজম্যান তাঁহার গত ১৩ই ডিসেম্বর এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের উক্তির উল্লেখ করেন তাঁহার সেই উক্তির মর্ম্ম এই যে, ১৯২৮ সালের এষ্টিমেটে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে যে রণতরী নির্ম্মিত হইবে, তাহার ব্যবস্থা ছিল। সেই সকল রণতরী নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও চলিতেছে। কোন্ বন্দরে কয়খানা ও কি প্রকারের রণতরী নির্ম্মিত হইবে তাহার বিবরণ এই:—পোর্টস্মাউথ বন্দরে একখানি রণতরী, ডেভনপোর্ট বন্দরে একখানি রণতরী এবং ২ খানি স্লুপ অর্থাৎ ছোট রণতরী এবং চ্যাটহাম বন্দরে একখানি সবমেরিণ। অন্যান্য রণতরীগুলি চুক্তিপ্রথা অনুসারে প্রস্তুত করা হইবে।

ঢাকা হলে সরস্বতী পূজায় প্রায়োপবেশন

ঢাকার ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা হলের সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রভোষ্ট ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ যাত্রাগানের অনুমতি দেন নাই। কারণ, তিনি বলেন, যাত্রাগান নাকি বিকৃত রুচি সম্পন্ন আদিম যুগেরও নীতি বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে তৎপরিবর্ত্তে কোন পেশাদারী বায়স্কোপ, থিয়েটার অথবা সখের থিয়েটার চলিতে পারে। ইহাতে ছাত্রগণ পূজা বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে এবং পূজার দিন তাঁহারা প্রায়োপবেশন করিবে স্থির করিয়াছে। জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ডাঃ রমেশ চন্দ্র ঘোষ কিন্তু যাত্রাগানের সম্মতি দান করিয়াছেন।

ছাত্রের অব্যাহতি

কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস,সি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ তারাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় পূর্ব্বতন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিঃ, এস, মেটার দণ্ডের বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বিপজ্জনক চরিত্রের সাব্যস্ত করিয়া মুচলেকা দিবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, আপীলে তিনি সে দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তারাকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলার সহিত সংসৃষ্ট শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও এবং অন্যান্য বিপ্লব-পন্থী লোকের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। আর, দেওঘর মামলায় উপস্থাপিত সাঙ্কেতিক লিপিতে নাকি তাঁহার নাম ছিল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাক্ষ্যে তারাকুমারকে সচ্চরিত্র ও বিপ্লব আন্দোলনের সহিত সংসৃষ্ট নহে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীতে শীতের প্রকোপ

প্রকাশ, অত্যধিক শীতের জন্য বাল্টিক ও উত্তরসাগরের বন্দরসমূহে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। বাল্টিক সাগরে ৭০ খানি এবং এল্‌ব নদীর মোহনায় ৬০ খানি স্টীমার বরফে আটকাইয়া পড়িয়াছে। বিমানপোতের সাহায্যে সেই সকল বিপন্ন ষ্টীমারের লোকদিগকে খাবার যোগান হইয়াছে, তুষার জন্য ক্ষতহেতু ৭০ জনকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে। উহাদের ভিতর ২ জন মারা পড়িয়াছে। ফ্রাঙ্কফোর্ট সহরে বরফপাতের ফলে গ্যাসের প্রধান পাইপ ফাটিয়া যায়। তাহার ফলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া ৪০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর ফ্রিডরিকশাফেন সহর হইতে মিশরে যাইবার জন্য জেপেলিন যাত্রা করিবার কথা ছিল। শীতের জন্য যাত্রা বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।

জুয়াখেলা নিবারণ আইন

লাহোরের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পাঞ্জাবে জুয়াখেলা নিবারণের জন্য যে সংস্কার-আইনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহা পাঞ্জাব গেজেটে অতিরিক্ত সংখ্যায় সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। সার ফাজিল হোসেন বলেন, গত ১০ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবে জুয়াখেলা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

আফগান-বিপ্লব

ভারতের পথে নাদির খাঁ

নূতন দিল্লীর ১২ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কান্দাহারের অবস্থা শান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়; রমজানের সময় লোক যুদ্ধবিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক নহে। কতিপয় খিলজাই ভ্রমণকারীর বিবরণে প্রকাশ বর্ত্তমানে গজনী ওয়ার্দাক ও খিলজাই জাতীর হস্তগত। সেখানে কিছু লুটপাটও হইয়াছে। দিল্লীতে প্রবল জনরব যে, কান্দাহার সরকারের আহ্বান অনুযায়ী সর্দার নাদির খাঁ তাঁহার ভ্রাতা সর্দার হাশিম ও শাহওয়ালি খাঁয়ের সহিত ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, কাবুল সরকার সর্দার নাদির খাঁকে গোলযোগের মীমাংসা করিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে আফগানিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

আলি আহম্মদ আক্রান্ত

আরও জনরব যে, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কিম্বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে কতিপয় বিদ্রোহী খুগিয়ানী আলি আহম্মদকে আক্রমণ করিয়াছিল। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, উহার ফলাফল জানা যায় নাই। উক্ত জনরব এখনও সমর্থিত হয় নাই।

খাইবার জেলালাবাদের পথ

খাইবার জেলালাবাদের রাস্তা পূর্ব্বাপেক্ষা কম নিরাপদ বলিয়া মনে হয়, উপজাতিদের মধ্যে পরস্পর লুটপাট চলিতেছে। উষ্ট্র আরোহিগণ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উচ্চ শুল্ক দিয়াও লুণ্ঠন হইতে রেহাই পাইতেছে না।

তস্করের কঠোর শাস্তি

শুনা যায়, সে দিন এক জন লোক কার্পেট চুরির অভিযোগে বাচ্চা-ই-সাক্কাওর নিকট আনীত হইলে তিনি তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, চোরটাকে প্রকাশ্য রাজপথে লইয়া যাইয়া দেওয়ালের গায়ে বা ঐরূপ কোন স্থানের সাথে তাহার কান একত্র করিয়া তাহাতে পেরেক মারিয়া দিতে বলেন, আর এমন নাতি-উচ্চ স্থানের সহিত তাহার কানটা পেরেক মারিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয় যে, চোরা বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে নাই। এক জন প্রহরী তথায় উপস্থিত থাকিয়া রাজপথের লোক জনকে চোরের কুকর্ম্মের বিষয় বলিতে থাকে। যে সকল লোক সে দিন সে পথ দিয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের সকলকে চোরের মুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে বলা হয়।

রাজবংশের লোকজনের উপর পীড়ন

ভূতপূর্ব্ব আফগান রাজবংশের লোকজন,—আমানুল্লার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কবিরজন (যাহাকে সাক্কাওর শাসনকালে প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করা হইয়াছিল), আমানুল্লার পিতৃব্য সর্দ্দার মহম্মদ উমর খাঁ ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি মহম্মদ ওয়ালি খাঁ ও আর একজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী মমুদ খাঁ—ইঁহারা আমানুল্লার দলভুক্ত সন্দেহে ইঁহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইত বলিয়া প্রকাশ কিন্তু অত্যাচারের কারণ টাকাকড়ি আদায়ের চেষ্টা বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা মোটা মোটা টাকা প্রদান করায় অব্যাহতি পাইয়াছেন।

নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা

প্রকাশ রাজপরিবারের সর্দ্দার মহম্মদ উমর খাঁ ঐ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অপমানিত করিয়া সাক্কাওর সিপাহীরা শেষে তাঁহাকে টানিতে টানিতে প্রকাশ্য রাজপথে লইয়া যায়, বিশেষ বলশালী থাকিলেও তাঁহার অবস্থা এমনই হয় যে, তিনি চলিতে অসমর্থ হয়েন, ইহার পর কয় দিন সর্দ্দারজীকে চলাফিরা করিবার জন্য, এমন কি শৌচের পীড়ার সময়ও ভৃত্যবর্গের ও অন্যান্যের সাহায্য লইতে হইত।

ছবি আঁকা নিষিদ্ধ

আর এক জন যাত্রী বলিয়াছেন, বাচ্চা-ই-সাক্কাও এই মর্ম্মে আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কেহ ফটো তোলা শিল্পের চর্চ্চা করিতে পারিবে না, হাতে ছবি আঁকিতেও পারিবে না। কেহ ফটোর ব্যবস্থা করিলে তাহার দোকান লুট হইতে পারিবে।

কাবুল আক্রমণের আয়োজন

আলি আহম্মদ খানের শক্তি খুব কমিয়া আসিতেছে বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু কাবুলের ২০ মাইল উত্তরে হয়াক নামক স্থানে আর এক জন নেতার শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি যে কোন দিন কাবুল আক্রমণ করিতে পারেন।

আমানুল্লার সাহায্য

প্রকাশ রুশ তুর্কীস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী আফগান অঞ্চলের অধিবাসীরা নাকি আমানুল্লার বিশেষ পক্ষপাতী; তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সমবেত হইতেছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। অতএব আশা করা যাইতেছে যে, রাস্তার বরফ গলিয়া যাইলেই তাহারা আসিয়া আমানুল্লার সৈন্যদলে যোগদান করিবে। রাজা আমানুল্লার সৈন্যেরাও ঐ সময় কাবুল আক্রমণে যাত্রা করিবে।

লতাপাতার গুণ

ত্রিফলা

বহুকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদে ত্রিফলার ব্যবহার আছে। শাস্ত্র বলেন, একটি হরীতকী, দুইটি বহেড়া এবং চারিটী আমলকী একত্র করিলে ত্রিফলা হয়। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থকারগণ হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সম পরিমাণে গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। ত্রিফলার সাধারণ গুণ ইহা বায়ুনাশক, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, ক্ষত-শোধক ও চক্ষুরোগে হিতকর।

বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে বা যে কোন কারণেই হউক চোখ উঠিলে ত্রিফলার জল দ্বারা চোখ ধুইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধতায় ত্রিফলা ভিজা জল অথবা ত্রিফলার ক্বাথ বিশেষ উপকারী। প্রস্তুত করিবার বিধি এই—ত্রিফলামিশ্রিত ২ তোলা জল /॥০ সের শেষ /৵ পোয়া মেটে হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিয়া দুইবারে সেব্য। শাস্ত্রীয় ত্রিফলাদ্য ঘৃত সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

বিরেচনের জন্য ত্রিফলাঘটিত উক্ত যোগটীতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হরীতকী গুঁড়া /৵ পোয়া, আমলকী গুঁড়া /৵ পোয়া, বহেড়া গুঁড়া /৵ পোয়া বিট্-লবণ গুঁড়া এক ছটাক এবং সোণামুখির পাতা গুঁড়া /।০ পোয়া একত্র মিশাইয়া ।০ আনা মাত্রায় গরম জলসহ সেব্য। পূর্ণ বয়স্কের জন্য মাত্রা এই। রোগীর বয়স অনুসারে মাত্রা কম বেশী করিতে হইবে।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, গৃহধূম (রন্ধনশালায় কাষ্ঠ জ্বালিলে যে ঝুল পড়ে) ও বেল শুট সম পরিমাণে পিষিয়া জলছাকা মাড়িয়া কুলের বিচির ন্যায় বটীকা করিবে। নূতন পেটের পীড়ায় জলসহ খাইলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কর্পূর ও খচ সমপরিমাণে পিষিয়া পুরাতন ইক্ষু গুড় সহ মাড়িবে। কুলের বিচির ন্যায় বটীকা করিবে। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে শীতল জলসহ একটি বটিকা চিবাইয়া খাইলে যৌবনের স্বপ্নদোষ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যে উপকার পাওয়া যায়।

বিমান জখম

জেলালাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, সুলতানপুরে অবতরণ করিবার সময়ে একখানি বিমান জখম হইয়াছে। উহা শীঘ্রই কার্য্যক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আবহাওয়া খারাপ থাকায় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী কাবুলে বিমান প্রেরিত হয় নাই।

আবার [illegible] অভিযান

[illegible] দেশের [illegible] ... [illegible] পুনরায় [illegible] ... হইবে। [illegible] ... আরোহণ করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য।

[illegible] আমার [illegible] ... উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে [illegible] ... নাই। অধ্যাপক [illegible] ... এবারের তাহার [illegible] ... হইবে।

হিমে বুলগেরিয়ায় [illegible]

সোফিয়ার ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী ভার্ণা ও বার্গাস নামক বুলগেরিয়ার দুইটি প্রধান বন্দর। [illegible] দিয়াই জিনিষপত্র আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। অতিরিক্ত হিমের ফলে কৃষ্ণসাগরের জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। তীর হইতে যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে ততদূরই কেবল বরফ,—জল মাত্রই দেখা যায় না। ইহার ফলে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়াছে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পর আর কখনও এরূপ অবস্থা দেখা যায় নাই। রেলপথে চলাচলও বন্ধ হইয়াছে। ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে।

কোদাইকানাল রেল দুর্ঘটনার [illegible]

দক্ষিণ ভারত রেল কর্ত্তৃপক্ষের [illegible] রেলের লাইন স্থানচ্যুত করিয়া গত ২৩শে জুলাই একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন লাইনচ্যুত করিবার জন্য কোদাইকানাল রোডে যে দুর্ঘটনার মামলায় যাহারা অভিযুক্ত হয় দায়রা জজ সে মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ২ জন আসামী ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে ও অপর আসামী দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ধারানুসারে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড পাইয়াছে।

ইংলণ্ডে ভীষণ রেল-দুর্ঘটনা

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লণ্ডন হইতে একখানি এক্সপ্রেস ট্রেন রওনা হইয়াছিল। গ্লাসগো যাইবার পথে চেষ্টারফিল্ডের নিকট বুধবার প্রাতে এক মালগাড়ীর সহিত উহার ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। তখন ট্রেন খানি ৫০ মাইল বেগে চলিতেছিল। এক্সপ্রেস ট্রেনের ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যান তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। [illegible] যাত্রীদের কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই। [illegible] তিন চারিটি [illegible] হইয়াছিল কিন্তু যাত্রীর [illegible] উপরই ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই ফাল্গুন, সোমবার—১৩৩৫।

শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভু

শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠের সন্নিহিত প্রদেশস্থ যে শ্রীবাস-অঙ্গন-নামে অতি প্রাচীন "খোলভাঙ্গার-ডাঙ্গা" নামক ভূমিখণ্ড অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়, সেই ভূমিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের নিত্যসেবা-প্রকাশক গোলোক-গত শ্রীভক্তি-বিলাস ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ-পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন আমাদের এই শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভু। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি শ্রীহৃদয়চৈতন্যদাস-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ভক্তি-রত্নাকর প্রভুর প্রারম্ভিক চেষ্টায় আমলাজোড়া গ্রামে "প্রপন্নাশ্রম" পুনঃ প্রকটিত হইয়াছেন। আমলা-জোড়ার প্রপন্নাশ্রমটী প্রপন্ন-সার্ব্ব-ভৌম শ্রীজগন্নাথদাসের অধ্যুষিত-ক্ষেত্র। শুদ্ধবৈষ্ণব-সাম্রাজ্যাধুরন্ধর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত প্রপন্নাশ্রমের পুনরুদ্ধারক ও সম্বর্দ্ধক সূত্রে ভক্তিরত্নাকরপ্রভুর অগাধ চিন্ময়সেবা-সলিলে অবগাহন করিতে কাহার সামর্থ্য! তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার একজন সম্পূর্ণ নিষ্কপট সেবক। দ্বাদশবর্ষকাল নিষ্কপট সেবা-ফলে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর আজ তাঁহাকে সমগ্র আম্নায়-বেদে সাধুকুলের মধ্যে পরমোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি আজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অকৃত্রিম প্রেষ্ঠংসূত্রে ভক্তিপীঠের অনেক প্রচারবান্ প্রচারক। তাঁহার ক্ষীণকণ্ঠস্বর সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গগগনে ন্যূনাধিক নির্ঘোষিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিগণের অন্যতম পুরীসম্প্রদায়ের সদাচার কিরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তিনি পরমহংস বৈষ্ণবের আনুগত্যে ত্রিদণ্ডগ্রহণ লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। গৃহীত-সন্ন্যাসি জনগণের যেরূপে কলিরাজো সংসার্গ হইতে পৃথক হইতে হয়, তাঁহার আদর্শ জানাইবার জন্য পূর্ব্বাশ্রমের সহিত কিরূপভাবে নিঃস্পৃহ থাকিতে হয়, বৈরাগ্য কাহাকে বলে—এই সকল লোক-শিক্ষার জন্য তিনি আজ দরিদ্রের বেশে—ভিক্ষুকের পরিচ্ছদে—সদাচারের শিক্ষকরূপে ভক্তিশ্রীরূপ-পুরীনামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবজগৎকে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার অনুপম কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগ, শুদ্ধভক্তিপথে প্রগাঢ় যত্ন বর্ত্তমানকালে শ্রেষ্ঠ আদর্শ-স্বরূপ।

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল-মহকুমার অধীন ই, আই, রেলের রাজবাঁধ ষ্টেশনের সন্নিহিত আমলা-জোড়া গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। আভিজাত্যপূর্ণ ভক্তি-পরায়ণ-কুলে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সদ্বুদ্ধির উজ্জ্বল আভায় গ্রামের, কুলের, ভোগ তিমিরনাশে যে দিব্যালোকচ্ছটা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধভক্তি-ময় জগৎ চিরদিন স্মরণ করিবে। তাঁহার গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের নিত্য-সেবা সলিল তত্রস্থ সেবকগণের ভক্তির অন্তরায়স্বরূপা ভোগবৃত্তির দাহিকা-শক্তি পরিম্লান করিবে।

ভক্তিরত্নাকরের আদর্শ-চরিত্র-দর্শনে ভক্তবর হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী ও শ্রীযমুনাবিহারীদাস ভক্তজীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ দেখাইতে-ছেন। বিদ্বদ্বর ব্যবহারাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ও ভক্তিরত্নাকর প্রভুর গুণগ্রাহী। তাহার জ্বলন্ত ভোগ-ত্যাগ ও বৈরাগ্য, ভক্তির অনুকূলে অপূর্ব্ব পুত্রস্নেহ প্রভৃতি গুণ—গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের আদর্শ। শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখা মঠ সমূহের সকল সেবক ও আশ্রিত-জনগণের পরম-শ্রদ্ধার পাত্র ভক্তিরত্নাকর গৌড়দেশের ভোগি-জনের বিষয়-স্রোতের বাধকসেতুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশেষ কল্যাণ বিধান করুন। এই সকল যোগ-ভ্রষ্ট গৃহস্থগণ বৈষ্ণবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈরাগ্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে দেখিয়াও কি জড়ের অনুরাগ পরিত্যাগ করিবার বল লাভ করিবেন না? কপট ইন্দ্রিয় তর্পণপর গায়ক ও মার্দ্দঙ্গিকদল গোপনে বা প্রকাশ্যে বেষ ধারণ করিয়া ব্যভিচারী হইবার কুচেষ্টা হইতে কি নিবৃত্ত হইতে পারেন না?

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অকৃত্রিম প্রচারক-সূত্রে এই ত্রিদণ্ডি মহারাজের কারুণ্যলীলার লেখকসূত্রে আমরা ধন্যাতিধন্য হইয়াছি।

গীতারহস্য

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

পরম দয়ালু জীব-দুঃখদুঃখী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিহত জীবগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিরূপে তাহারা বাস্তবিক মঙ্গল-লাভে সুখী হইবে, তাহা বহু প্রকারে জানাইয়াছেন। হৃষীকেশের মায়াধীন মুগ্ধ-প্রায় অর্জ্জুন আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণের সদগুরুর আবশ্যকতা জানাইয়াছেন। জীবের গুরুসন্নিধানে গমনের আবশ্যকতা কি, তাহা না জানিয়া গুরুবাক্যগত্যা বা গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় বৃথা। যে ব্যক্তি ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতা, কোনটী ধর্ম্ম, কোনটী অধর্ম্ম, এ জ্ঞান যাহার নাই, সে তাহা জানিবার জন্যই গুরুসকাশে গমন করিবে। অর্জ্জুন তাদৃশ অভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। যুদ্ধ না করিয়া তিনি বলিতেছেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ, বরং আমি ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, তথাপি যুদ্ধ করিব না। যখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জানাইতেছেন যে, ভিক্ষাবৃত্তি তোমার মত ক্ষত্রিয়াভিমানীর ধর্ম্মবান কর্ম্ম, তখনই অর্জ্জুন বলিতেছেন,—আমি ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারে অক্ষম, তাই কার্পণ্যদোষহেতু অপহৃতচিত্ত হইয়া আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি। যাহারা আত্মতত্ত্ব বিচারে অসমর্থ বা অজ্ঞ, তাহারাই শ্রুতির বিচারে 'কৃপণ'। অর্জ্জুন কি তাই? যাঁহার রথের সারথ্য করিতেছেন স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কি আর অজ্ঞান থাকিতে পারে? তবে কেবলমাত্র জীব-শিক্ষার জন্যই তাদৃশ অভিনয়—ইহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

এখানে ইহাও জানা গেল যে, বর্ণ-শ্রমের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ব-স্ব-বর্ণ-বিহিত কর্ম্ম করাই ভাল এবং তাহাই ধর্ম্ম-সম্মত। কিন্তু আমরা আজকাল কি করিতেছি? ব্রাহ্মণ হইয়া জুতার দোকান, চপ কাটলেটের দোকান অথবা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু ধর্ম্মবাধা কিছুই নাই। সমাজ আজকাল এরূপ ভাবেই গঠিত যে, যে যাহাই করুক না কেন, ধর্ম্মহানি কাহারও হইবে না—এটী আজকালের বিদ্বান বুদ্ধিমানগণের অভি-মত। তাই আজ সমাজের এতদূর অধঃপতন, এতদূর অভাব-অভিযোগ এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-যাতনার এতই প্রাবল্য।

যে ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের আবশ্যক হইয়াছে, তিনি সদ্গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ যথাযথ উপকরণ লইয়া গমন করিবেন। কিরূপ গুরু? যিনি শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র, বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া যিনি সর্ব্ববেদৈকবেদ্য শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়াছেন এবং যিনি তাঁহাতেই নিষ্ঠ, যাঁহার জড়ে নিষ্ঠা নাই অথবা স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনে নিষ্ঠা বা মমতা নাই, যিনি কৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত, কৃষ্ণের কথা জগৎকে জানাইবার নিমিত্ত, একমাত্র কৃষ্ণসেবা নিজে আচরণ করিয়া, সকলকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জগতে অবতরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের ন্যায় বদ্ধজীব নহেন, মায়া তাঁহার প্রতি নিজ শক্তি-প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থা। এতাদৃশ গুরুর নিকট শিক্ষা ও দীক্ষালাভ করা বড় সহজ এবং সুলভ নহে। কারণ আমরা ত' সত্য সত্যই সদ্গুরু চাই না, আমরা চাই কিরূপ গুরু? যিনি আমাদের কামানলের ইন্ধন যোগাইতে পারিবেন, যিনি আমাদিগকে শিষ্য (শাসনযোগ্য) না করিয়া আমাদের কথিত বাক্যগুলির—ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল বাক্যগুলির সমর্থন করিবেন। তাই আমাদের ভাগ্যে তাদৃশ-গুরুই মিলে। যিনি সত্য সত্যই গুরু, তিনি কখনও 'লঘু' নহেন, শিষ্যের বিত্ত অপহরণ-কার্য্যের দ্বারা স্বীয় লঘুতা প্রদর্শন করেন না। তিনি শিষ্যকে কখনই কলি-পঙ্কের মধ্যে অবস্থিত থাকিতে উপদেশ করেন না। সংসারের যন্ত্রণায় যিনি অত্যন্ত ব্যথিত মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তিনি সংসার হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য সত্য সত্য সদ্গুরুর নিকট নিষ্কপটে আশ্রয় করিলে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভে অধিকারী হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন, তুমি আমার সখা, তোমার কি আর শিক্ষার আবশ্যকতা আছে? যদিই বা তাহা হইয়া থাকে, তথাপি তুমি এই মাত্র ধর্ম্ম কথা জানাইলে—কুলধর্ম্ম কি তাহা আমাকে বুঝাইলে, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে অক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছ কেন? তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, নিজে চিত্ত বিচার কর। তখন অর্জ্জুন বলিতেছেন,—আমি দেখিতে পাইতেছি না, কিরূপে আমার শোক অপনোদন হইবে? যদি বিজয়ী হই, তবে ইহকালে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইব, আর যুদ্ধে দেহত্যাগ করিলে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইব, তথাপি আমার শোক নষ্ট হইবার উপায় দেখিতেছি না। কারণ আমি জানি যে স্বর্গই হউক আর মর্ত্ত্যই হউক সকলই অনিত্য। যাহাতে নিত্যকাল অচ্যুতভাবে অবস্থান করিতে পারি, তাহার উপায় কোথায়? অতএব তাদৃশ উপায় বর্ণন

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

শিষ্য—প্রভো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে প্রভেদ কি?

গুরু—বৎস! ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক; তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ দেখা যাউক, ব্রাহ্মণ-জন্ম কিরূপে লাভ হয়? আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ত্রিগুণের মধ্যে যাঁহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম্মফলে ব্রাহ্মণতা লাভ হয়। কিন্তু উহা মায়ার অধীন, কারণ মায়া—ত্রিগুণের মালিক। জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা-বশতঃ বিভিন্ন যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়, তন্মধ্যে 'বিপ্রত্ব' একটী। যথা,—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস'—এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

উপরি-উক্ত শাস্ত্রবাণীতে জানা যায় যে, কৃষ্ণকে ভুলিয়া যাওয়ায় প্রত্যেক জীবের নানা অবস্থা ঘটে। যখন কোন সৎকর্ম্ম করে, তখন ব্রাহ্মণ হয়, আবার সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে পুনরায় ইতর যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। তবে যোনিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং এই ব্রাহ্মণতা হইতে জীব ইচ্ছা করিলে মুক্তি পাইতে পারে অথবা বৈষ্ণব হইতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ব্রাহ্মণগণের তুলনা নাই, তাঁহারা মহা প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন, তথাপি বৈষ্ণবগণকে কোন দিনই অতিক্রম করিতে পারেন নাই, বরং কেহ কেহ ব্রাহ্মণতার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত, দুর্ব্বাসা। ইনি মহাভাগবত মহারাজ অম্বরীষকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করিতে গিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া দুর্ব্বাসাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। অবশেষে দুর্ব্বাসা বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবদ্ভক্ত যে কোন কুলে উদ্ভূত হইলেও তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপূজ্য।

কলিকালে ব্রাহ্মণগণের তাদৃশী শক্তি নাই, ব্রাহ্মণ অভিমান করিয়াও ইতর শ্রেণীর লোকের ন্যায় কেবল আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে প্রমত্ত থাকে, তাই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকালের ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায়।

"অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ
কলিসম্ভবাঃ।"

ভক্তগণের জীবনে এইরূপ পুণ্যাপাপময় অধিকারের কথা নাই। তাঁহারা ইহ জন্মেই পরা গতি লাভ করিতে পারেন। যথা,—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ
পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি
পরাং গতিম্॥"
(গীতা)

হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিত স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ লোকগণ আমার অনন্যভক্তিকে নিশ্চিতরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধীয় কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই।

পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পাপের বীজ নষ্ট হয় না, কিছুকালের জন্য প্রশমিত থাকে মাত্র। পুণ্যক্ষয়ে আবার পাপের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। যাঁহারা পুণ্যকর্ম্মফলে ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে চিরকালই ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাহা শাস্ত্র, সদ্যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। পুণ্যকর্ম্মের ফলে উচ্চযোনি লাভ করিয়াও এই জন্মেই নীচ ও শূদ্র হইতে পারেন, তাহা মনুস্মৃতিতে দেখা যায়—

'যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র
কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি
সান্বয়ঃ॥'

পুণ্যবান ব্রাহ্মণের বেদশাস্ত্রে অধিকার আছে। কিন্তু যাঁহারা পুণ্যজন্ম লাভ করিয়া আবার পাপ-যোনি-সুলভ শোকে অভিভূত হন এবং বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি ইতর বিষয়ের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা ইহজন্মেই অধস্তনগণের সহিত শূদ্রত্ব লাভ করেন।

ভগবদ্ভক্তির ফল নিত্য। ভগবন্নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, বন্দন, প্রভৃতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সর্ব্ববিধ-পাপকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সুতরাং পুনরায় পাপ-বীজ অঙ্কুরিত হয় না ও কর্ম্মফল-ভোগ করিতেও হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, কুকুরভোজী অন্ত্যজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতি করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযাগকর্ত্তা ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করেন। এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তি সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ হইতে অসংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী
বিশিষ্যতে।
সত্রযাজী সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো
বিশিষ্যতে॥

উপরিউক্ত শ্লোক জানা যায় যে, সহস্র ব্রাহ্মণ মধ্যে একজন সত্রযাজী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ; তাদৃশ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বেদান্তবিৎ শ্রেষ্ঠ এবং কোটী বেদান্তবিৎ হইতে একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। এখন বুঝিলে ত' ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য কোথায়।

দম

'দম' শব্দে দমনকেই লক্ষ্য করে। আর দমন বা শাসন শত্রুপক্ষকেই করিতে হয়। মিত্র বা সুহৃৎকে কেহই শাসন করে না,—আদরই করিয়া থাকে।

এই সংসারে সকলেই ভোগের প্রার্থী। সুতরাং ভোগিকুলের মধ্যে মিলন, অবঞ্চকতা বা সরলতা আদৌ থাকিতে পারে না। যদিও সাময়িক বন্ধুতা বা মিলনের ভাব প্রকাশ পায়, তাহা চিরস্থায়ী নহে। ভোগানুকূলেই জীবের সহিত জীবের মিত্রতা, ভোগপ্রতিকূলেই শত্রুতা হইয়া থাকে। সুতরাং চৌরাদিদমনকেই সাধারণ ভাষায় দম বলা হয়।

বদ্ধভূমিকায় জীবসমূহ স্বরূপবিস্মৃতিরূপ মহানর্থে পতিত। পঞ্চপ্রকার অনর্থের মূলই স্বরূপ-বোধাভাব। জীবের আজ এই প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত যে, সে নিজেকেই নিজে চিনিতে পারিতেছে না। অজ্ঞান বা ভ্রান্তি এরূপভাবে তাহার জ্ঞানকে আবরণ করিয়াছে যে, মোহের ছলনায় তাহাকে নিজ নিত্যবসতিস্থল ছাড়িয়া বিদেশে সর্ব্বক্ষণ বিবিধ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে, অন্য ভ্রান্ত জীবকে আত্মীয় জ্ঞান করিতেছে, কিন্তু হায়, হায়, আজ যে দেহে জীব বর্ত্তমান, সেই দেহ যে তাহার নয়, আবরণ বিশেষ, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না। আদি, অন্ত বিশিষ্ট, রোগাদি পরিপূর্ণ রক্তমাংসপিণ্ডকে 'আমি' বলিয়া তাহারই রক্ষণাদি ব্যাপারে সর্ব্বদা নিযুক্ত। দেহস্থিত ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাকে যে কি ভাবে উৎপীড়ন করিতেছে, তাহা জীব একবার দেখিবে না কি? যে দেহকল্পনার জন্য পাপ্রবৃত্তির লোকনিন্দা পাপাদি কার্য্য করিতে ভোগোন্মত্ত জীব বিন্দুমাত্র চিন্তিত বিচলিত হয় না, সেই দেহের ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে কি অবস্থায় ফেলিয়াছে, চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা,
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক চ কর্ম্মশক্তি-,
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

হে অচ্যুত! জিহ্বা অতৃপ্ত হইয়া একদিকে অর্থাৎ যে দিকে মধুর অন্নাদি রস, সেই দিকে আমাকে, আকর্ষণ করিতেছে; এইরূপ শিশ্ন অন্যদিকে ত্বক আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। অপর, উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া সেই যে কোন প্রকার আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দিকে তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল কোন স্থানে, যেমন সপত্নীগণ গৃহপতিকে আকর্ষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করে, তাঁহার ন্যায় আমাকে টানিয়া বিব্রত করিতেছে।

অপরস্থানে অবস্থিত স্পষ্ট শত্রুগণ বিপরীত পক্ষীয় লোকদিগের জ্ঞাতসারে বাস করে। তাহারা সর্ব্বদা শত্রুর আক্রমণ হইতে সাবধান থাকে এবং এমন কি দমন করিয়া শক্তিহীন হইয়া থাকে। আর যদি শত্রুর সহিত কলহ বা বিবাদ করিয়া দমনে অসমর্থ হয়, তবে সে স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র বসতি করে। কিন্তু আজ আমার দুর্গতির কথা চিন্তা করিলে আমাকে পাগল হইতে হয়। আমারই দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ আমাকে বিপন্ন করিতেছে। আমার মিত্রনামধারী শত্রুগণ আমার উপরেই যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে। এহেন বিষয়োন্মুখ দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়কুলকে দমন করাই 'দম' শব্দের প্রকৃত অর্থ। চৌরাদি দমন, দম শব্দে উল্লেখ করিলেও শব্দের মুখ্যবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই দম বলা হয়।

দেহস্থিত চক্ষু-কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়দমনের পন্থা অনেকে নব নব ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সকল পন্থাই রোগের মূল কারণ ধরিয়া চিকিৎসা না করিয়া উপসর্গলক্ষণে চিকিৎসার ন্যায় সাময়িক অনিত্য ফলপ্রসূ হইয়া গিয়াছে। নিত্যফলপ্রাপ্তির উদ্দেশে কেবল ভাগবতগণই ইন্দ্রিয়দমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদিও দেহের ইন্দ্রিয়গণ তত্তদ্‌যোগ্যতাক্রমে রূপরসাদি বিষয়ে প্রধাবিত হয়, কিন্তু বিচারক্রমে সেই ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয় প্রধাবনে মনকেই প্রেরকরূপে পাওয়া যায়। মনই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ইন্দ্রিয়রাজ। মনের অধীনেই সব ইন্দ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার শাসনেই ইন্দ্রিয়কুলের জীবাতু। সুতরাং ইন্দ্রিয়নিগ্রহের মূলে মন-নিগ্রহে উদাসীন থাকিলে জীব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকার্য্যে সমর্থ না হই

করিয়া আমাকে সুখী করুন। আমি আপনার সখাস্থানীয় হইলেও বর্ত্তমানে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি, আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।

নিযুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গ-কর্তৃক বারবার নিগৃহীত হইয়া থাকে।

চিরকাল এইরূপ কার্য্যই অচির বিষয়-চিন্তা। বিষয়-সম্বন্ধ-কার্য্যে উদাসীন থাকা মনের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ভোগে হউক, বিরাগে হউক, মন বিষয় চিন্তা করিবেই করিবে। তাহা হইলে উপায় কি? না, 'বিষয় সমূহ সকলি মাধব' জ্ঞান হইলে বিষয়-ভোগ বা বিষয়ত্যাগে স্পৃহা থাকিবে না। বিষয় দ্বারা বিষয়-পতির সেবায় প্রীতি হইবে। জোর জবরদস্তি করিয়া—দুষ্ট ছেলেকে শাসনের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি-চেষ্টা প্রশংসনীয়া নহে। কেননা ক্ষণকাল পরে ছিদ্র প্রাপ্তিতে উহারা প্রবলভাবে বিষয় গ্রহণে রত হইবে। তাই মর্ত্ত্য-ভোগময় জগতে ভগবৎ সেবাময় আনয়ন-কারী ভক্তগণ মহারাজ অম্বরীষের অনুগমনে দম বা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ পন্থাকেই একমাত্র সুপথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির-মার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুত সৎ কথোদয়ে॥
মুকুন্দ-লিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গ-সঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজ-সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তম-শ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ॥

ইন্দ্রিয়বর্গকে নষ্ট করা বা বিনাশ করা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নহে, অথবা জগৎ হইতে রূপ, রসাদি বিষয় উঠাইয়া দেওয়া আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। অতএব ইন্দ্রিয়-বর্গের দ্বারা বিষয়াদি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-পতির সেবায় নিযুক্ত করাই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের বিরুদ্ধ ... অর্থ।

এই মরজগতে, জীবের কারাগারে ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র অমর জীবত্রাতা। তাঁহারা নিত্য গোলোক-পতির সহিত গোলোক-লীলায় অবস্থান করিলেও দুরিত-দুঃখ বিনাশের জন্য—প্রভুর ভ্রান্ত সেবকগণকে প্রভুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত কেহই কোন দিনও বিমুখ-বিমোহিনী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পায় নাই। সেই পতিতপাবন, পরদুঃখ-দুঃখী, করুণৈক-সাগর বৈষ্ণবঠাকুর যদি কৃপা করিয়া মাদৃশ অধমাধমকে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-পীড়িত ব্যক্তির সুশান্তিলাভ হয়, নচেৎ নিজে নিজে বহু চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুষ্কর কথা, বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইতে থাকিব। ওহে দীনদয়াল প্রভুগণ! আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

* মহামহোৎসব *

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

নানা কথা

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের পুনরায় অধিবেশনে ডাঃ রাম রাও এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন,—রয়েল কৃষি-কমিশন কৃষিজাত দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য ভারতে জল-পথের সংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্ট আদৌ আলোচনা করেন নাই। তন্নিমিত্ত এই সভা সপরিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, ঐ সম্বন্ধে তদন্ত এবং জলপথ সংস্কারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যগণকে লইয়া অবিলম্বে একটী কমিটি নিযুক্ত করুন।

তিনি এই প্রস্তাব পেশ-কালে নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক জলপথসমূহ মজিয়া যাওয়ার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উহার ফলে জনসাধারণের দুর্দ্দশা ও ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সেচ নীতিই ইহার জন্য দায়ী। শ্রীযুক্ত কুমারশঙ্কর রায় প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন, নদীনালা মজিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে।

রায় বাহাদুর লালা রামশরণ দাস প্রস্তাবের সমর্থন করেন। মিঃ ম্যাক-ওয়াটস প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, অর্থকৃচ্ছ্রতাবশতঃ গভর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারিতেছেন না।

স্যার জর্জ গডফ্রেড প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। প্রস্তাবটির পক্ষে ১০ ও বিপক্ষে ২০টি ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কুমার শঙ্কর রায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন—যেখানে সম্ভব সেইখানেই সরকার-পরিচালিত রেলওয়ের সহিত ষ্টীমার সার্ভিস খুলিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য এই পরিষদ বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন।

স্যার জর্জ করবেট গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলেন,—ইতঃপূর্ব্বে গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে যে সরকারী ষ্টীমার সার্ভিস ছিল, তাহা বে-সরকারী কোম্পানী সমূহের প্রতিযোগিতায় তুলিয়া দিতে হইয়াছে। ষ্টীমার সার্ভিস খোলা বিষয়ে আইনগত আপত্তিও আছে এবং অর্থকৃচ্ছ্রতাও অন্যতম কারণ।

প্রস্তাবটি ভোটের আধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সম্রাটের—স্বাস্থ্যোন্নতি

লণ্ডনের ১২ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ক্রেগওয়েল হাউসের কর্ত্তৃপক্ষ সরকারীভাবে জানাইয়াছেন,—সম্রাটের অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে। গত সোমবার দিনের বেলায় তাঁহার কোনই কষ্ট হয় নাই।

এইবার সর্ব্বপ্রথম তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বুলেটিনে "বেশ ভাল" এই কথা দুইটি দেখা গেল। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন বুলেটিনেই এরূপ লেখা ছিল না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, শীঘ্রই সম্রাট্ সারিয়া উঠিবেন।

বিমান বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর হইতে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে,—ক্রেগওয়েল হাউসের চারি মাইলের মধ্যে কেহ বিমান-পোত চালনা করিতে পারিবে না। যত দিন সম্রাট তথায় থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

পারস্যের নূতন উদ্যম

পারস্যে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা লইয়া বহুদিন যাবৎ আলোচনা চলিতেছিল। সম্প্রতি পারস্যবাসী স্থির করিয়াছেন যে, জেকো-শ্লাভিনিয়ার কোনও কোম্পানীর সাহায্যে পারস্যে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তথা হইতে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হইবে। ইঁহারা পারস্যে বিটের চাষ এবং চিনি প্রস্তুতের বিষয়ে পরামর্শ দিবেন। যদি দেখা যায় যে, বিদেশ হইতে আমদানী করা চিনির মূল্যে দেশেই চিনি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে পারস্য গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যবস্থা করিবেন। বর্ত্তমানে বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের চিনি বিদেশ হইতে পারস্যে আমদানী হইয়া থাকে।

রৌদ্রসেবন

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। বর্ষাকালে কয়েকমাস ছাড়া আমাদের দেশে রৌদ্রের অভাব হয় না বলিলেই হয়। শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা আমাদের দেশে রোদের তেজও বেশী। আমাদের দেশে এরূপ অপর্য্যাপ্ত রোদ আছে বলিয়া আমরা রোদের কদর কিছুই বুঝি না। কিন্তু এই রোদ যে মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া কীটপতঙ্গ গাছপালা সকলের জীবনের জন্য কি প্রয়োজনীয়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের ক্রমশঃই ভালরূপে দেখাইয়া দিতেছে। রৌদ্র না থাকিলে পৃথিবীতে কোনরূপ প্রাণী বাঁচিতে পারিত না। অন্যান্য জীব-জগতের কথা ছাড়িয়া দিয়া মানুষের জন্য রৌদ্রের কি প্রয়োজনীয়তা, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে রোদ পোহান প্রথা প্রচলিত আছে। নবজাত শিশুকে তৈল মাখাইয়া রোদে ফেলিয়া রাখা, স্নানের পূর্ব্বে তৈল মাখিতে মাখিতে রোদে বসিয়া থাকা, খাওয়ার পরে যাঁহাদের কোন কাজকর্ম্ম নাই, তাঁহাদের ও বৃদ্ধ লোকদের রোদে বসা, কিম্বা পুকুরে বা নদীতে স্নানের সময় রৌদ্র সেবন করা ইত্যাদি নানাভাবে আমাদের দেশে রৌদ্র সেবন করার ব্যবস্থা আছে। তবে আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে আমাদের দেশে যত সহরের সৃষ্টি হইতেছে, এবং আমরা ইংরাজদের অনুকরণে আমাদের ছেলে মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া নিজেদের পর্য্যন্ত নানারূপ পোষাক পরিচ্ছদে যত আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, ততই আমাদের রৌদ্র সেবনের পালা উঠিয়া যাইতেছে। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শুধু গায়ে থাকা অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব কম পোষাক ব্যবহার করা স্বাস্থ্যকর। শরীরের যত বেশী অংশ রোদ ও বাতাসে খোলা থাকিবে ততই স্বাস্থ্য ভাল হইবে। অনেক ডাক্তার বলেন যে, আজকাল ইউরোপে যে মেয়েরা গলা ও হাত খোলা জামা ব্যবহার করে, তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য পুরুষ অপেক্ষা ভাল থাকে। অবশ্য সমাজের শিষ্টাচারের জন্য পোষাকের দরকার। কিন্তু আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যতই কম পোষাক ব্যবহার করা হয়, ততই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।

গায়ে রোদ লাগিলে তাহাতে আমাদের শরীরের কি উপকার হয়?—

আমরা যে সূর্য্যের সাদা আলো দেখি, তাহা যদি একটি ত্রিকোণ কাচের (*prism*) ভিতর দিয়া আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে রামধনুর ন্যায় নানা-রঙের রং দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই সাদা সূর্য্যের আলোতে সাত রংএর আলো আছে, যথা—*violet* (বেগুনী), *indigo*, *blue* (নীল), *green* (সবুজ) *yellow* (হলদে), *orange* (কমলা), *red* (লাল)। এই কয়েকটি রংএর আলো আমরা চক্ষে দেখিতে পাই। তা ছাড়া সূর্য্যরশ্মিতে আরও দুইপ্রকার রশ্মি আছে যাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। লাল রংএর আলোর পাশে যদি একটি থার্মোমিটার রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, থার্মোমিটারে উত্তাপ বাড়িয়াছে। সে জন্য এই লাল রংএর আলোর পাশে যে রশ্মিগুলি থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে *dark heat rays* বা অদৃশ্য উত্তাপরশ্মি বা *infra-red rays* বলে। সেইরূপ বেগুনী রংএর আলোর পাশে যদি একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, ফটোগ্রাফের প্লেটটি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ প্লেটে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেইজন্য বেগুনী রংএর পরে যে রশ্মিগুলি থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে *actinic rays* বা *ultra violet rays* বলে। সূর্য্যরশ্মির এই বিভিন্ন প্রকারের রশ্মিগুলি শরীরের উপর বিভিন্ন ভাবে কার্য্য করে।

শরীরে রৌদ্র লাগাইলে প্রথমতঃ আমরা রোদের উত্তাপ অনুভব করি। এই উত্তাপ-রশ্মিগুলি আমাদের ত্বকের নিম্নে রক্তবাহিকাগুলিকে (*capillaries*) প্রসারিত করে, এবং সেই কারণ আমাদের ত্বকের নিম্নে অধিক রক্ত সঞ্চালন হয়। এই অধিক রক্ত-সঞ্চালন হইতে এবং ত্বকের ঘর্ম্মগ্রন্থিগুলির উত্তেজনা হইতে ঘাম বাহির হয়। এই ঘর্ম্ম দ্বারা শরীরের অনেক ক্লেদ বাহির হইয়া যায়, আমাদের শরীর হইতে যত ময়লা বাহির হয় ততই আমাদের শরীরের পক্ষে মঙ্গল। কারণ তাহা হইলে আমাদের মূত্রগ্রন্থির বা মূত্রের কার্য্যের লাঘব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, রোদ লাগাইলে চামড়ায় রক্ত-সঞ্চালন ভাল হয় বলিয়া চক্ষের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি ভাল হয়। যে সব লোক ভালরূপে তৈল মাখিয়া রোদ সেবন করেন তাঁহাদের মধ্যে চর্ম্মরোগ খুব কমই দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, গায়ে রোদ লাগাইলে কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, সেই স্থানের রং কালো হইয়া গিয়াছে। এই গায়ের রং কালো হওয়ার কারণ বেগুনী ও আল্ট্রা-রশ্মি (*ultra violet rays*) পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই রশ্মিগুলির রাসায়নিক পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে। রোদ লাগাইলে যে গায়ের রং কালো হয় তাহার কারণ এই যে, আমাদের চর্ম্মের নিম্নস্তরের কোষগুলিতে সূর্য্যরশ্মির স্পর্শে একটি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সেই পরিবর্ত্তনের ফলে চামড়ার রং গাঢ় হয়। ইহাকে ইংরাজীতে *pigmentation* বলে, বেশী রোদে ঘুরিলে যে লোকের চেহারা কাল হয় তাহা সকলেই জানে। আফ্রিকা প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোকদের গায়ের রং এই জন্যই কালো। ছেলে-মেয়েদের রং কালো হইবে, এই ভয় অনেক বাপ মা তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের রোদে বাহির হইতে দেন না, কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা এখন বলিতেছেন যে রোদ লাগাইয়া চামড়ার রং গাঢ় হওয়া শরীরের স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ। দেখা যায় যে যাহারা রোদ-সেবন দ্বারা দেহের চামড়ার রং গাঢ় (*pigmented*) করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের রোগের জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে।

চিড়িয়াখানাতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে বাঁদরগুলিকে ছায়াতে রাখা হয়, তাহাদের যক্ষ্মারোগ বেশী হয়। কিন্তু যেগুলি রৌদ্রে থাকে বা যে গুলি আল্ট্রা ভায়লেট রশ্মি সেবন করে, তাহাদের ভিতর যক্ষ্মা রোগ হয় না।

চতুর্থতঃ রৌদ্র সেবন অনেকটা ভাইটামিন খাওয়ার মত কার্য্য করে ও সূর্য্যের যে আল্ট্রা ভায়লেট রশ্মির কথা বলিয়াছি, সেই রশ্মিগুলি চামড়ার কোষের উপর রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া দেহে ভাইটামিনের সৃষ্টি করে। এই ভাইটামিন আমাদের শরীরে জীবনী-শক্তি প্রদান করে। বিশেষতঃ সূর্য্যকিরণ বা সূর্য্য-কিরণজনিত ভাইটামিন আমাদের দেহের অস্থি এবং দাঁতের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সহায়তা করে। এখন পাঠক-পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, নবজাত শিশুদের পক্ষে রৌদ্রসেবন কত উপকারী। সূর্য্যালোকবিহীন গৃহে অথবা সর্ব্বদা ছেলেদের জামা কাপড় পরাইয়া রাখিলে তাহাদের অস্থির বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। এই সকল শিশুর সাধারণতঃ রিকেটস্ নামক ব্যাধি হইতে দেখা যায়। আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি জামা কাপড় ভেদ করিয়া দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। জামা কাপড় পরিয়া বসিলে উত্তাপ অনুভব করা যায় বটে, কারণ, উত্তাপ-রশ্মিগুলি সহজেই সুদূর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। এই উত্তাপরশ্মি অপেক্ষা আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। উত্তাপরশ্মি হইতে অনেক সময় শরীরে অবসাদ বোধ হয়, এ কথা আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সকলেই বেশ অনুভব করেন। যাহাতে শরীরের অবসাদ না হয়, সেজন্য লোকে নানা উপায়ে রৌদ্র হইতে শরীর রক্ষা করে। গ্রীষ্মকালে অনেকক্ষণ রোদে থাকিলে চামড়া যেন পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, যাহাদের রং ফর্সা, তাহারা রোদের তেজ সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু যাহাদের রং কালো তাহারা রোদের তেজ সহজেই সহ্য করিতে পারে। আমাদের দেশে কৃষকেরা প্রচণ্ড রৌদ্রে সারাদিন মাঠে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে, কিন্তু সহরের বাবুরা বা ছেলেমেয়েরা অল্প রোদ লাগিলেই ক্লেশ অনুভব করে। ইহাতে বুঝা যায় যে যাহাদের গায়ের রং কালো তাহাদের চামড়ার ভিতর দিয়া সূর্য্যের উত্তাপরশ্মিগুলি শরীরের ভিতর বেশী দূর প্রবেশ করিতে পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেরা যাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ বেশী অনুভব করিতে না পারে, সেইজন্যই স্বভাবতঃই তাহাদের চামড়ার রং গাঢ় বা ব্রাউন বা কালো। উপরন্তু আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মিও চামড়ার ভিতর বেশী দূর প্রবেশ করিতে পারে না। আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি যেমন রৌদ্রে বেশী পরিমাণে আছে, তেমনি যেখানে সোজাসুজি রোদ আসিতেছে না অথচ বেশী আছে, সেখানে আছে, অবশ্য অল্প পরিমাণে। এই ডিফিউজড সানলাইট বা বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মি আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ সহরে, যেখানে বাড়ীর পর বাড়ী তৈয়ার করা হয়, সেখানে অনেক বাড়ীতে সোজাসুজি রোদ আসে না বটে, কিন্তু সে সকল বাড়ীতে যদি ভালরূপ জানালা দরজা থাকে, তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বা বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মি আসে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যালোকের জীবাণু ধ্বংস করার বিশেষ ক্ষমতা আছে। যক্ষ্মাজীবাণুর কালচার যদি কয় ঘণ্টা রোদে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যায়।

কিন্তু ঘরে বা রাস্তায় যেখানে বিকীর্ণ সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে সেখানে যক্ষ্মাবীজাণু দশ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অন্ধকার স্থানে যক্ষ্মাবীজাণু কয়েক মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কেবল যক্ষ্মাবীজাণু নয়, অপর রোগের বীজাণুও সূর্য্যালোক দ্বারা ধ্বংস হয়। সেজন্য দেখা যায়, সংকীর্ণ আলোকবিহীন অন্ধকার গৃহবাসীদের মধ্যে রোগেরও মৃত্যুর হার মুক্ত আলোকদীপ্ত গৃহবাসীদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী। ফরাসী ভাষায় একটি প্রবাদবচন আছে, যে বাড়ীতে রোদ যায়, সে বাড়ীতে ডাক্তারকে যাইতে হয় না। আমাদের এ প্রবাদ আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগীর পক্ষেই বেশী খাটিয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগের প্রসার সম্বন্ধে কলিকাতা সহরের ভূতপূর্ব্ব হেলথ অফিসার ডাক্তার ক্রেক সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেক ভাবিবার কথা আছে। তিনি বলিয়াছেন, পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের যক্ষ্মা রোগীদের মৃত্যু সংখ্যা যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, যেখানে একজন পুরুষ মারা যায়, সেখানে ৬জন করিয়া স্ত্রীলোক যক্ষ্মা রোগে মরে। অল্প বয়সে বিবাহ ও তার পর অত্যধিক সন্তান প্রসবের জন্য তাঁহাদের শরীর শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার উপর সহরে বিশেষতঃ ভদ্রলোকদের ভিতর পর্দ্দা প্রথার প্রচলন থাকায়, সহরের মেয়েরা মুক্ত বায়ু বা সূর্য্যালোকের স্পর্শ খুব কম পায়। পুরুষেরা খোলা জায়গায় রাস্তায় যাতায়াত করে বলিয়া তাহারা যক্ষ্মা-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলেও বেশী দিন তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। যে কারণেই হউক পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদের ভিতর যক্ষ্মা মৃত্যুর হার ছয় গুণ বেশী। আমাদের দেশে অনেক ডাক্তারও স্বাস্থ্যের জন্য মেয়েদের খোলা জায়গায় বায়ু সেবন ও রৌদ্র সেবনের জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু যে সব বাড়ীতে রোদ আসে না, সে সকল বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে পর্দ্দা না দিয়াও কিরূপে বায়ু ও রৌদ্র সেবন সম্ভব, তাহা আমার বোধগম্য হয় না। আমরা সকলেই বুঝি যে পর্দ্দা-প্রথা হইতে অন্ততঃ সহরে যক্ষ্মার প্রসার খুব বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু এই পর্দ্দাপ্রথা ভাঙ্গিবার সাহস আমাদের কাহারও নাই। মেয়েদের অস্টিও-ম্যালেসিয়া বলিয়া যে হাড়ের অসুখ আমাদের পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকদের দেখা যায়, তাহারও প্রধান কারণ এই যে, মেয়েরা উপযুক্ত পরিমাণে সূর্য্যালোক পায় না।

যে সব কথা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে—

১। সূর্য্যালোক আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়।

২। নিয়মিতভাবে সূর্য্যালোক সেবন করিলে আমরা অনেক রোগের হাত এড়াইতে পারিব।

৩। শিশুদের রিকেটস্ রোগের প্রধান প্রতিষেধক সূর্য্যালোক।

যক্ষ্মাবীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিতে এবং শরীরে যাহাতে যক্ষ্মাবীজাণু রোগের সৃষ্টি না করিতে পারে, তাহার জন্য সূর্য্যালোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।—স্বাস্থ্যের পথে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

... বুধবার—১৩৩৪ ...

লৌকিক-ক্রিয়া

শাস্ত্রে চতুর্দ্দশ লোকের কথা বর্ণিত আছে—মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য প্রভৃতি সংযত লোকসমূহ, ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ প্রভৃতি মধ্যভূমিকা-সমূহ এবং অতলাদি অধঃ লোক এবং তত্তৎলোকবাসী প্রাণিগণের কার্য্যই লৌকিক-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিবাসিগণ আত্ম-পরিচয় বিস্মৃত হইয়া অনাত্ম-অধিষ্ঠানের মালিকসূত্রে বিবিধ কার্য্য-কলাপ সম্পাদন করেন। ইহাই লৌকিক ক্রিয়া। এই লৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে দুইটী শ্রেণী লক্ষিত হয়। সকাম ক্রিয়ায় যে লৌকিক বিচারমূলে প্রতিষ্ঠিত কার্য্য, তাহা বৈদিক অনুষ্ঠান নামে প্রসিদ্ধ; আর নিষ্কামের আদর্শে গঠিত কার্য্যকলাপ লৌকিকবিচারের অধীন হইলেও তাহাকে বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া প্রতিপাদন করিতে গিয়া উপনিষৎ শ্রুতির পাঠকগণ আত্মমঙ্গলের নামে অনাত্মমঙ্গল সাধন করেন। সুতরাং শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গণিত হইলেও তাহা লৌকিক অনুষ্ঠানেরই অপর দিক।

প্রকৃত বৈদিক অনুষ্ঠান বলিতে গেলে একমাত্র উপাসনাকেই লক্ষ্য করে। যেখানে উপাসনাকাণ্ডের অনিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে দোষসমূহ পরিলক্ষিত হইয়াছে; তাহা হেতুমূলে জাত হওয়ায় উহাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈদিক অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না। বৈদিকের মধ্যে কোথাও অসত্যের ও অনিত্যত্বের আবাহন এবং মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং অন্যাভিলাষী কর্ম্মফলবাদী বুভুক্ষু সম্প্রদায় ও উদাসীন প্রপঞ্চ-ত্যাগেচ্ছু নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত জ্ঞানিসম্প্রদায়, উভয়েই বেদের তাৎপর্য্যের বিপরীতদিকে স্বার্থের গতি বা কামনার দৌড় দেখাইয়াছেন। এই লৌকিক ক্রিয়ার ও লৌকিক-বিচারের বন্ধ হইতে পরিত্রাণ পাইলে সেই মুক্তপুরুষগণই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভগবৎসেবার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। বৈদিকক্রিয়া বলিয়া যে সকল দেবপূজার সকাম ব্যবস্থা বৈদিক অনুষ্ঠানে দেখা যায়, সেইগুলি পঞ্চরাত্রবিচারে বিষ্ণুসেবা হইতে পৃথক্। নিষ্কামের নামে ফল্গুবৈরাগ্যবিশিষ্ট জ্ঞানিসম্প্রদায় এক বুঝিতে যে অশ্রু বা শূন্য বিচার করিয়া বসেন, তাহার নিরাকরণের জন্যই কর্ম্মজ্ঞানাদি আবরণশূন্যা ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

পুরুষোত্তমবিচারে যে কালে অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সঙ্কীর্ণ বিচার স্ব স্ব অনর্থ পোষণের জন্য উদগ্রীব হইয়াছে, তৎকালে তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর পরাকাষ্ঠা-লীলা লীলাময় বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবগুণ্ঠন সরাইয়া লোকচক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন। দিব্যচক্ষু বা দেখিবার নয়ন উন্মীলন করিলে লৌকিকী ক্রিয়া পরিহৃত হইয়া বৈদিক অনুষ্ঠানে স্বরূপ বোধ হয়। বৈদিকী ক্রিয়ার নামান্তর—শুদ্ধাভক্তি। উহা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনপরা।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

> সঙ্কর্ষণঃ কারণ-তোয়শায়ী
> গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
> শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
> নন্দাখ্যো রামঃ শরণং মমাস্তু॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কোন্ তত্ত্ব, তাহা বর্ণনকালে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উপরি উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন: সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, তিনিই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। শ্রীবলদেবই কৃষ্ণের আদি কায়ব্যূহ, তিনিই কৃষ্ণলীলার সহায়। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং আদ্য কায়ব্যূহ সেই বলরামপ্রভুই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ। যথা,—

> "সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
> তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
> একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
> আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়॥
> সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
> সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥"

সেই আদ্যকায়ব্যূহ শ্রীবলরামই মূল-সঙ্কর্ষণ, তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপগত অংশ মহাসঙ্কর্ষণ এবং কলারূপে কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষ। শ্রীবলদেবই এই পঞ্চরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণলীলার সহায় থাকিয়া মহাসঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও পয়োব্ধিশায়ীরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রভৃতি করিয়া থাকেন এবং শেষদেব 'অনন্ত'রূপে কৃষ্ণের বিবিধ সেবা করিয়া থাকেন।

চতুর্দ্দশ ভুবনের পরে বিরজা নদী, তাহার পারে পরব্যোম ধাম। তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক, যাহা মথুরা, দ্বারকা ও গোকুল—এই ত্রিবিধ নামে খ্যাত। তন্মধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুলাখ্য ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্য বিহার করেন। সেই গোকুলধামই আবার কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হন। সেই শ্রীকৃষ্ণের আদি চতুর্ব্যূহ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ দ্বারকায় প্রকাশ করিয়া বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই স্থানে বলরামের স্বরূপ—মহাসঙ্কর্ষণ, তিনি চিৎশক্তির আশ্রয়। তাঁহার দ্বারাই বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয়। এই মহাসঙ্কর্ষণই সকল জীবের আশ্রয়, সুতরাং তটস্থাখ্য জীবশক্তির আশ্রয়। এই সঙ্কর্ষণের অংশ কারণশায়ী বিষ্ণু হইতে বিশ্বের উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যে কারণ-সমুদ্র আছে, তথায় কারণশায়ী অথবা প্রথম পুরুষ অবতার শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মায়া কার্য্যশক্তি লাভ করে, নতুবা জড়া মায়ার দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য হওয়া অসম্ভব। সেই আদি পুরুষ অবতার দূর হইতে মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মায়া ব্রহ্মাণ্ডগণ প্রসব করে। এই পুরুষের একটী নিশ্বাস বাহির হইলে ব্রহ্মাণ্ডাদি প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় নিশ্বাস গ্রহণকালে সমস্তই তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এই আদিপুরুষের দ্বিতীয় প্রকাশ গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। আবার তাঁহা হইতে তৃতীয় পুরুষরূপে পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হইয়া অন্তর্য্যামীরূপে বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রতি জীব হৃদয়ে অবস্থান এবং পালনাদি কার্য্যই ইহার।

যদ্যপি এই পুরুষাবতারগণ মায়াসঙ্গে বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহাদের মায়াস্পর্শ হয় না, সকলেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব। ঈশ্বরের একটী অচিন্ত্যলীলা বদ্ধ জীবের অনুভূতিতে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

"আমি ঠিক্ আছি"

"আমি ঠিক্ আছি" এই কথাটী কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, বিদ্বান, মূর্খ সকলের মুখে শ্রুত হইতেছে। এমন কি তথা-কথিত জটাজূট পরিশোভিত সাধু সন্ন্যাসী, মুণ্ডিত-মস্তক ব্রহ্মচারী এবং সাদা কৌপীন বহির্ব্বাসযুক্ত বপু মহাপুরুষ নামে খ্যাত ব্যক্তিগণের মুখেও "আমি ঠিক্ আছি" কথাটী শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের প্রথানুসারে যদি ভোট লইয়া 'হাঁ' ও "না" কথাটী বিচার করা যায়, অর্থাৎ আমি ঠিক্ আছি, এই অর্থে 'হাঁ' আর আমি ঠিক্ নাই এই অর্থে 'না', এইরূপ বিচারে জগতের ষোল আনা লোকের মধ্যে পনের আনা তিন পয়সা দুই পাই লোক 'হাঁ' কথাটীর সমর্থন করিবে। 'না' কথাটীর দিকে অবশিষ্ট এক পাই অংশ লোক পাওয়া যেতে পারে, এই অবশিষ্ট এক পাই অংশ লোকই সত্য সত্য পরমহংস সাধুপুরুষ। কারণ,

> "এই মত ব্রহ্মাণ্ডভরি অনন্ত জীবন।
> চৌরাশীলক্ষ যোনী করয়ে ভ্রমণ॥
> তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
> জঙ্গমে তির্য্যগ্ জল-স্থলচর বিভেদ॥
> তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
> তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
> বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
> বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
> ধর্ম্মাচারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
> কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
> কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
> কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥"

এই কৃষ্ণভক্তের বিষয় মায়াবদ্ধজীব কোন বিচার করিতে পারে না। এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত বিচারে অসমর্থ। যাঁহারা 'পূর্ণবস্তুর আশ্রয়' পেয়েছেন, তাঁহারা কখনও 'আমি ষোল আনা ঠিক্ আছি'—এই বলিয়া অভিমান করেন না। বহুমূল্য রত্নের অধিকারী যেরূপ রত্নমোহে মোহিত হইয়া গুপ্তধন লোকের কাছে গোপন পূর্ব্বক আপনাকে অকিঞ্চন বলিয়া পরিচয়

> এত মূর্ত্তি ভেদ করি' কৃষ্ণ সেবা করে।
> কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে॥
> সেহ ত' অনন্ত যার কহি এক কলা।
> হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥
> এসব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা।
> তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥
> অথবা ভক্ত সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
> নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
> নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
> এক কণা স্পর্শি মাত্র কৃপা সে তাঁহার॥

ভায়, সাধুগণও সেইরূপ অমূল্যনিধি কৃষ্ণ-প্রেমের পরম সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও পবিত্র অপরিমেয় রস-সমুদ্রে মগ্ন থাকিয়া, আপনাকে অন্যের কাছে গোপনপূর্ব্বক, উক্ত-দিগোন্ধ প্রেমাস্বাদে আত্মবিস্মৃত হইয়া কখনও কোটি নেত্র, কখনও কোটি কর্ণ, কখনও অনন্ত জিহ্বা প্রার্থনার বিবিধ স্তুতি ও অপ্রাপ্তি বোধে ভৎর্সনা, আবার কখনও বা উচ্ছলিত প্রেমানন্দাম্বোধি আপনাকে ধারণাক্ষম জানিয়া, দৈন্যবশতঃ দীনহীন ভাবে নিজে নিজকে ধিক্কার করিয়া বলিয়া থাকেন, আমি অতি নীচ-কর্ম্মা নীচসঙ্গী"

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য-ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণা মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥"

হায়! হায়! এখনও আমি নিত্যানন্দদেবের কৃপা পাইলাম না। যাঁর কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক বাচাল হয়, যাঁর কৃপাকটাক্ষে মানবের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত ও বিগলিত হইয়া সর্ব্বতরে নত বৃক্ষের ন্যায় নিরভিমান, তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানীকে মান দান পূর্ব্বক সদা গুরুবৈষ্ণবের সেবায় বা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভক্তিগদগদস্বরে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করিবার বল লাভ করা যায়, সে সুযোগ আমার হইল কৈ? আমি এমনই মন্দভাগ্য যে এখনও পরমকারুণিক প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় বঞ্চিত হইয়া রহিলাম! এখনও আমার দুর্ব্বাসনা গেল না, এখনও আমি সাধুপথে গমন করিতে পারিলাম না। তাই আজি ঠিক থাকিতে পারি নাই। যদি ঠিক থাকিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রাণ-প্রভুর সেবা ঠিকভাবে করিতে পারিতাম। এই হইল সাধুগণের গোপন আর্ত্তি। আর যে ব্যক্তি কখনও পূর্ণবস্তুর সেবাস্বাদ পায় নাই, অনিত্য বস্তু বিষয়ে আসক্ত, সেই বলে যে আমি ঠিক আছি। কাকের অনুশীলন বিষ্ঠা—মুখেই শোভা পায়! গোপন করিতে পারে না, তাই নিয়ে অহঙ্কার, আর মনে করে, আহা! আমি কেমন অনুশীলন মুখে এনেছি। আমার মতন বুদ্ধিমান্ কে আছে? সুতরাং 'আমি ঠিক আছি'। নির্ব্বোধ কাক একটুও ভাবে না যে, তাহাদেরই মতন আকৃতি-বিশিষ্ট 'কোকিল তাহার কুলায়ের ডিম ভাঙ্গিয়া নিজে ডিম প্রসব পূর্ব্বক সেই কাকের দ্বারাই ডিম ফুটান' ছানা প্রতিপালন কার্য্য সমাধা করিয়া, উক্ত কাকের অবুদ্ধির দৃষ্টান্ত আমাদিগকে শিক্ষা দেন এবং ভগবানের কৃপায় কোকিল-ছানাগুলি উড়িতে না পারা

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে

● মহামহোৎসব ●

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

পর্য্যন্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আহার করিতে করিতে সুযোগে উড়িয়া গিয়া আত্মকুল আহরণ করে। কিন্তু কাক সে সন্ধান জানে না। কেবল কোকিল-ছানাগুলি দেখিতে পাইলে পশ্চাৎ তাড়া করে। তদ্রূপ আমরাও বিষয়-বিষ্ঠা-ভোজী কাক। বিষ্ঠা সদৃশ ধন, জন, রূপ, যৌবন, জড়-বিদ্যার গৌরব সকলের কাছে জাহির করিয়া নিজকে বুদ্ধিমান্ মনে করি, এবং ষোল আনা ঠিক্ আছি মনে ক'রে গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু হরিভক্ত কোকিল-গণ আমাদের গৃহে আসিয়া কৃপা পূর্ব্বক ভাগ্যবান্ সন্তানগণের বিষয়-সম্বন্ধ-স্পৃহারূপ বীজগুলিকে সৎ-উপদেশ-রূপ চঞ্চুদ্বারা দূর করিয়া আপন কৃষ্ণভক্তি-বীজ দান করিয়া যান। তাহার ফলে সুকুমারমতি বালকগণ অন্তরে বিষয় নাসক্ত থাকিয়া, আমাদেরই দ্বারা লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সময় প্রতীক্ষা পূর্ব্বক কালে কৃষ্ণ-প্রেম-মুকুল অনুসন্ধানে সাধু-সঙ্গে চলিয়া যায়। কৃষ্ণভক্তি-মুকুলের সন্ধান-অনভিজ্ঞ আমরাও কাকের ন্যায় তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি, ইহার নামই 'আমি ঠিক আছি'র প্রকৃত রূপ। "আমি ঠিক্ আছি" এই অভিমানকারী মায়া-মোহিত জীবগণ কত প্রকারে আত্ম বঞ্চিত ও সত্যপথভ্রষ্ট হইতেছে, তাহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত সাত্বত গ্রন্থে রহিয়াছে। উক্ত শাস্ত্রবাণী সাধু-গুরু-মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে আলোচনা করিব। উপরি উক্ত সার্থক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপুরুষ নামধারি ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেকের বিষয় আলোচনায় কি উপদেশ প্রাপ্ত হই, বিচারিত হউক। জীব স্বভাবতঃ ভগবদংশ, অতএব নির্গুণ। এই নির্গুণ শুদ্ধজীব ভগবৎস্বরূপ বহির্মুখ-ক্রমে তৎসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া মায়া ভোগের বাসনা করিলে, মায়া তাহাকে আপন প্রভাবে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই মায়ামুগ্ধ জীব নিজ-কর্ম্মফলে উচ্চাবচ,

অপমান, অসৎ তৃষ্ণা, অস্থবিক্রম চতুষ্টয় দোষে দূষিত হওয়া পুরাতন সংস্কার বশতঃ একটী সগুণ স্বভাব লাভ করে। সেই স্বভাব হইতে তাহার অন্তঃকরণের গঠন হইয়াছে। উক্ত অন্তঃকরণই তাহার সত্ত্ব। সত্ত্বসংশুদ্ধিই অভয়-পদ। সংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধা নির্গুণ-ভক্তিবীজ। অসংশুদ্ধ সত্ত্বের শ্রদ্ধা সগুণ। শ্রদ্ধা যত দিন নির্গুণ বা নির্গুণ উন্মেষিনী না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার নাম কাম। এই কামনার বশীভূত হইয়াই জীবগণ—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, প্রস্তরাদি চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে, করিবে। সত্ত্ব সংশুদ্ধি ও নির্গুণ শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও অব্যাহতি নাই। তাই আজ আমি মায়ার মোহিনী-মন্ত্রে মুগ্ধ, ত্রিতাপ তাপে দগ্ধ হইয়াও জড়াভিমান ত্যাগ করিতে না পারিয়, মানব-কুলে প্রাক্তন কর্ম্মগতিতে জন্ম লাভ করিয়াছি। দেখিতে দেখিতে শিশুকাল অতিক্রম পূর্ব্বক বাল্যে পদার্পণ করিলাম। এখন আমার খেলাই জীবন-সর্ব্বস্ব। পিতা মাতা আমাকে লেখা পড়া করিতে বলিলে, আমার মনে বড়ই কষ্ট লাগে। তখন বাবা ও মাকে বলিয়া থাকি, মনের সাধ মিটাইয়া খেলিতে না পাইলে মন খারাপ হইয়া, পাঠের সময় খেলার কথা মনে পড়িবে, আর অমন আমার পড়া হইবে না। সুতরাং এখন সাধ মিটাইয়া খেলি, পরে পাঠ অভ্যাস করিব। আপনারা আমাকে কেন মিছেমিছি দোষারোপ করিয়া শাসন করিতেছেন? "আমি ঠিক্ আছি" এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয় দিয়া, "আমি ঠিক্ আছি" অভিমানে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দিকে আস্ফালন করি। এবং পাঠের সময় গুরুমহাশয়ের কাছে যখন পড়া দিই তখন এই বলিয়া আওড়াতে থাকি"

"সময় অমূল্যধন জানিও নিশ্চয়।
একবার গেলে আর ফিরিয়া না পায়॥"

উক্ত বাক্যের শত শত বার, [illegible] মহাশয়ের [illegible] শত বার মুখস্থ করি, কিন্তু [illegible] কেন, [illegible] কালের [illegible] [illegible] ফিরিয়া পাওয়া যায় না, কথাগুলি আর যেমন আছে [illegible] কাজ বলিয়া নয়, অনন্তকাল ঠিক এইরূপ ভাবেই থাকবে। কিন্তু [illegible] করিব [illegible] অনবধানে [illegible] করিয়া [illegible] বশতঃ গুরুদের [illegible] যৌবনকালে ধন উপার্জ্জনে [illegible] কষ্ট, প্রৌঢ়াবস্থায় অর্থাভাবে [illegible] করিতে অসমর্থ এবং বার্দ্ধক্যে [illegible] ব্যক্তির বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। একটী বাল্যকালের অপব্যবহারে তিনটী কাল নষ্ট। একমাত্র "আমি ঠিক আছি" এই অহঙ্কারের জন্য। তদ্রূপ অহঙ্কার-শূন্য হইয়া সর্ব্বকাল শ্রীহরিভজন না করিলে অন্তকাল-দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে। সেই অন্তিমকালে "আমি ঠিক্ আছি" এই প্রবোধবাণী হৃদয়ে মানিবে না।

নানা কথা

সম্রাটের অবস্থা

"ক্রেগওয়েল প্রাসাদ" হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী যে সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, সম্রাট বুধবার রাত্রি শান্তিতে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার অবস্থা উত্তরোত্তর সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

রাজপরিবারস্থ সকলেরই এবং অনুচরবর্গের অভিমত এই যে, স্থান পরিবর্ত্তনে সম্রাটের বেশ উপকার হইয়াছে, তবে তিনি এখন পর্য্যন্ত দুর্ব্বল রহিয়াছেন।

এখানে আসিবার পর এই প্রথম সম্রাটের দেহে কৃত্রিম আলোকরশ্মি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচন

পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্ব্বাচন কোন তারিখে হইবে, তাহা লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। বাজেটে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাদানুবাদ ও তৎপরবর্ত্তী বাজেটের ব্যবস্থা সত্বর শেষ হয়, সে [illegible] সকল দলের 'লোকেরা' [illegible] [illegible] মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভোট গ্রহণের কার্য্য হইতে পারে।

রৌদ্রসেবন-বিধি

[illegible] যে প্রাচীন প্রথাগুলি [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাখিতে রৌদ্র-সেবন [illegible] । [illegible] দেশে [illegible] করিলে [illegible] শরীর হইতে [illegible] রৌদ্র সেবনের পর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] শরীর [illegible] [illegible] রোদ লাগাইতে পারে ;—অবশ্য মাথায় একটা গামছা বা [illegible] [illegible] রাখা উচিত।

ইয়োরোপে ছোট ছোট ছেলেদের রৌদ্র সেবন করিবার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব স্থানে গরীব লোকেরা যাহাদের বাড়ীতে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, অথবা যে যাহারা সারাদিন কলকারখানায় কাজ করে, তাহারা তাহাদের ছেলেমেয়েদের দিনের বেলা রাখিয়া যায়। এই শিশুরক্ষণালয়গুলি সাধারণতঃ খোলা [illegible] [illegible] অথবা মিউনিসিপ্যাল পার্কের এক অংশে প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানে শিশুগুলি উপযুক্ত ধাত্রীদের অধীনে খেলা ধুলা করে এবং সময় মত আহার পায়। বেশ রোদ থাকিলে শিশুরা খোলা গায়ে থাকে।

আমাদের দেশে শহরে এখনও অনেক [illegible] শিশুমঙ্গল-সমিতি খোলা হইয়াছে। এই সকল সমিতি হইতে এইরূপ শিশু [illegible] খোলার আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভব করা। বয়স্ক লোকেরা ইয়োরোপে সাধারণতঃ স্নানের পর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে কোন সমুদ্রতীরস্থ স্থানে যাইলে দেখা যায়, সমুদ্র-তীরের বালির উপর পুরুষ, স্ত্রী ও [illegible] কেবলমাত্র [illegible] পোষাক (*bathing costume*) পরিয়া রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছে। অনেক জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটির যে স্নানাগার আছে, সেখানেও রৌদ্র সেবনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। আমাদের শহরের মেয়েদের জন্য এরূপ বিশেষ পার্ক তৈরী করিবার ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে মেয়েরা ইচ্ছা করিলে রোদে পড়িয়া রৌদ্র সেবন করিতে পারে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে [illegible] রোদে বসিয়া থাকিলে [illegible] [illegible] হয়। সেজন্য গ্রীষ্মকালে [illegible] রৌদ্র সেবন করিতে না পারে তাহারা যতদূর সম্ভব [illegible] [illegible] [illegible] স্থানে থাকে [illegible] তাহাতে যথেষ্ট উপকার হয়।

[illegible] [illegible] [illegible] আর [illegible] [illegible] রৌদ্রসেবন করিলেই মুস্কিল। [illegible] রোগী, বিশেষতঃ হৃদরোগী, তাহাদের পক্ষে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত রৌদ্র সেবন করা উচিত নয়।

যক্ষ্মা রোগীর রৌদ্র সেবন।—যক্ষ্মাবীজাণু আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ আক্রমণ করিতে পারে। যাহাদের হাড়ে যক্ষ্মা হইয়াছে কিম্বা চামড়ায় যক্ষ্মা হইয়াছে (*Lupus*), কিম্বা গ্রন্থিতে যক্ষ্মা হইয়াছে (*tubercular glands*) কিম্বা পেটের ভিতরের আবরণে যক্ষ্মা হইয়াছে (*tubercular peritonitis*), এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা নিয়মিতভাবে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া রৌদ্র সেবন করিতে পারে। তবে আমাদের দেশে সমতল ভূমিতে থাকিয়া এ সব রোগীর পক্ষে রৌদ্রসেবন করা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। বিশেষতঃ সমতলভূমিতে বায়ুতে ধূলা, ধোঁয়া ও জলীয় বাষ্প থাকাতে সূর্য্যকিরণের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির তেজ অনেকটা কমিয়া যায়। সেজন্য পাহাড়ের যে সব জায়গায় বেশী বৃষ্টি বা কুয়াসা হয় না, বা যেখানে অত্যধিক লোকের চলাচল হয় না এইরূপ স্থানে রোগীদের পক্ষে রৌদ্র সেবন বিধেয়।

যাহাদের ফুসফুসে যক্ষ্মা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে রৌদ্র সেবন সাধারণতঃ অনিষ্টকর। অনেক সময় দেখা যায় যে যক্ষ্মারোগী বুকে, পেটে রোদ লাগাইয়াছে বলিয়া তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। ফুসফুসে যক্ষ্মারোগীদের পক্ষে গায়ে রোদ লাগান যে বিশেষ ক্ষতিকর তাহা আমাদের দেশের অনেক লোকে জানে না বলিয়া, আমার মনে হয় আমাদের দেশের অধিকাংশ রোগীরা শীঘ্র মারা যায়। এই সকল যক্ষ্মারোগীদের রোদ হইতে যতদূর সম্ভব রক্ষা করা উচিত। তবে তাহাদের উন্মুক্ত স্থানে বায়ুসেবন হইতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

রোগীদের রৌদ্র সেবন বা রৌদ্র চিকিৎসা (*sun cure*) সম্বন্ধে যাঁহারা বিশদভাবে জানিতে চান তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত ডাক্তার রোলিও (*Dr Rollier*) *Helio-Therapy* গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। —স্বভাবের পথে

কৃষি প্রদর্শনীতে পুরস্কার

সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষি প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ প্রকাশ জিলাম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে বিবিধ জাতীয় ফুল, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, গ্রাম্যদের কারুকারিতা, স্থানীয় কুটীর-শিল্প স্কুল-ছাত্রদের কারুকার্য্য, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বালিকাদের কুটীর-শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১৫ খানি স্বর্ণ পদক, ৫৫ খানি রৌপ্য পদক, ১১ খানি রৌপ্য [illegible], [illegible] [illegible], কৃতিদের পুরস্কার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। প্রদর্শনীতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রসহ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

বিমান পথে
লণ্ডন হইতে করাচী

বিমান পোতের সাহায্যে লণ্ডন হইতে করাচী যাতায়াতের জন্য ইতঃপূর্ব্বে যে টাইম টেবল প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, নূতন ব্যবস্থার ফলে উক্ত প্রকার যাতায়াতে অল্পও কম সময় লাগিবে। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, শনিবারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটের স্থানে ১০॥০ সময় লণ্ডন হইতে বিমানপোত ছাড়িয়া তৎপর শুক্রবার বেলা ১।০ টার সময় করাচী আসিয়া পৌঁছিবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ

লণ্ডনের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া রোগে এতাধিক লোকের মৃত্যু হইতেছে যে, ম্যাঞ্চেষ্টারের সমাধিক্ষেত্রে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া মৃতদেহ সকল সমাহিত করা হইতেছে। কাপড়ের কল অঞ্চলে পীড়বায় প্রবল বেগে বহিতেছে।

গ্লাসগো নগরে প্রায় ১০০০ লোক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসকদিগের রিপোর্ট প্রকাশ, তন্মধ্যে ৬৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা আগামীর জন্য ওয়েষ্টমিনিষ্টারের আর্কবিশপ ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে ইষ্টারপর্ব্বের পূর্ব্বে ক্যাথলিকগণ যে লেণ্টের উপবাস করিয়া থাকেন, তাঁহার যজমানদিগের কাহাকেও সে উপবাস করিতে হইবে না এবং সে জন্য তাহাদিগকে পাপ স্পর্শিবে না।

তুরস্কে সপরিবারে ট্রটস্কি

সোভিয়েট রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব নেতা মঃ ট্রটস্কি "নিপ্রিক" এই ছদ্মনাম ধারণপূর্ব্বক তাঁহার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া স্বীয় স্ত্রী এবং ২ কন্যা সমভিব্যাহারে গত ১৩ই কনষ্টাণ্টিনোপলে উপস্থিত হইয়াছেন। আসিবার সময় কনষ্টাণ্টিনোপলের সোভিয়েট দূতাবাসের ৩ জন এজেণ্ট তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি এখন তুরস্ক দূতাবাসে এক প্রকার বন্দী অবস্থায় আছেন। বাহিরের কোন লোকের সহিত তাঁহাকে কথা কহিতে দেওয়া হইতেছে না।

সুদানের বৃটিশ সৈন্য ও পুলিশ আক্রান্ত

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যাদুকর খেকউয়েভিং নামক নেতার অধীন নুয়ার নামক উপজাতির ২ শত লোক উমকুরুস, পিবাসিডের নিকট কোন স্থানে বৃটিশ সৈন্য এবং পুলিশকে আক্রমণ করিয়াছিল। বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদল ৩ মাইল পর্য্যন্ত আক্রমণকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগের ১৮ জনকে নিহত এবং অনেককে আহত করে। এই আক্রমণের প্রধান উত্তেজনাকারী যাদুকর এই সঙ্গে নিহত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব কৈশর-ভ্রাতার গুরুতর পীড়া

ভূতপূর্ব্ব কৈশরের ভ্রাতা প্রিন্স হেনরির গুরুতর পীড়া হইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার অর্থাৎ কর্কট রোগ হইয়াছে। তাঁহার পিতার এই রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। এই কারণে তিনি কৈশরের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে ডুর্ণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এক্ষণে তাঁহার ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছে। তিনি একেনফোর্ট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হেমেলমার্ক নামক দুর্গে বাস করিতেছেন।

বেলজীয় মহাসভায় আলোচনা

ব্রসেলসের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বেলজীয় মহাসভায় বেলজিয়মের অধিকৃত কঙ্গো রাজ্যে শ্রমিক সংগ্রহ সম্পর্কীয় সমস্যা সম্বন্ধে তীব্র আলোচনা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা উক্ত রাজ্যে ভারতীয় ও চীনা শ্রমিক আমদানীর পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, ভারতীয় এবং চীনা শ্রমিকেরা নিগ্রো শ্রমিকদিগের অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান্ এবং নিয়মানুবর্ত্তী। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ লোকদের অভিমত এই যে, ভারতীয় ও চীনা শ্রমিকদিগকে আমদানী করিলে পরিণামে তত্রত্য শ্বেতাঙ্গদিগের বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আফগান বিপ্লব

বিমানপোতের ব্যর্থ প্রয়াস

বৈমানিক লেফ্‌টেনাণ্ট চ্যাপম্যান ও বৈমানিক অফিসার ডেভিসকে আনিবার জন্য যে ব্রিটিশ সামরিক বিমানপোত বৈমানিক অফিসার হ্যানক্‌কের নেতৃত্বে পাঠান হয়, গত ১২ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে উহা বৈমানিক অফিসার ডেভিসকে লইয়া জেলালাবাদের নিকটবর্ত্তী সুলতানপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিমানপোতে স্থানাভাবের জন্য চ্যাপম্যানকে আনা হয় নাই। জেলালাবাদের অদূরবর্ত্তী স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে বলিয়া অপর একখানা বিমানপোত চ্যাপম্যানকে আনিবার জন্য পাঠান সম্ভব হয় নাই। চ্যাপম্যান ও বৃটিশ রাজদূত সর্দ্দার খাঁ মিন নাবিক সাহেব চারবাগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ফ্লাইটের বন্দোবস্ত করা হইবে। শিনোয়ারী ও খাজিয়ানীগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বাগমানে আলি আহম্মদ জানের পলায়ন ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের যুদ্ধে নিপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

জেলালাবাদের অগ্নিকাণ্ড

জেলালাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিদ্রোহীরা জেলালাবাদ সহর ও তাহার অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া সমুদয় সহর ভস্মে পরিণত করিয়াছে। সহরের এখন হৃদয়বিদারক অবস্থা হইয়াছে। গ্রামবাসীরা লুট করিয়া যাহা পাইতেছে তাহাই লইয়া যাইতেছে।

স্ত্রীলোক ও শিশু উদ্ধার

কাবুল হইতে ৪ খানি ভিক্টোরিয়া পোতে করিয়া ৪৪ জন যাত্রীকে আনা হইয়াছে। তন্মধ্যে তুরস্ক, পারস্য, জার্ম্মাণ ও ভারতীয় স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাও আছে। ভারতীয়েরা সকলেই ব্যবসায়ী।

শৈয়দ হাসান

বাচ্চা-ই-সাকাওএর প্রধান সেনাপতি সৈয়দ হাসানের মৃত্যু হয় নাই, সে সৈন্য সংগ্রহের জন্য মুরাদবেগ দুর্গ যাত্রা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বাচ্চাইএর স্বরূপ-প্রকাশ

শুনা যায়, অপর্য্যাপ্ত পণ্যভারে সুসজ্জিত করিয়া সমুদয় দোকানপাট খুলিবার জন্য বাচ্চা-ই-সাকো এক হুকুম জারি করিয়াছেন। এই হুকুম অমান্যের দণ্ডস্বরূপ ১ বৎসরের জন্য কারাবাস ও দোকান বাজেয়াপ্ত হইবে। এই হুকুম জারির পূর্ব্বে দোকান খুলা না খুলা দোকানদারের ইচ্ছাসাপেক্ষ ছিল। তখন কেহ দোকান খুলিত, কেহ খুলিত না, শত্রুর আক্রমণ হইতে সহর রক্ষা করিবার জন্য বাচ্চা-ই-সাকাওএর আয়োজন চলিতেছে। কাবুল হইতে সংবাদদাতার নিকট শুনা যায় যে, সংরক্ষার সরঞ্জামের জন্য বাচ্চা মোটা ব্যবসায়ীদের সমরকোষে ২ লক্ষ টাকা দিতে বলিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্যবসায় অবস্থা একরূপ ধ্বংসোন্মুখ; ব্যবসায়ীরা বলিতেছে, তাহার উপর এই টাকার চাপ একটা শোচনীয় ব্যাপার।

যাত্রিসহ ভিক্টোরিয়ার প্রত্যাবর্ত্তন

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ৩ খানা ভিক্টোরিয়া বিমানপোত কাবুলে যায় ও ২১ জন যাত্রিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহাদের মধ্যে কেহ ব্যবসায়ী এবং কেহ বা মোটরচালক। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পঞ্জনদবাসী।

বিমান বিপন্ন

জেলালাবাদের সংবাদে প্রকাশ, বৈমানিক হ্যানককের বিমানখানা সুলতানপুরে অবতরণ করিবার সময় জখম হইয়াছে। শীঘ্রই উহা ফিরিয়া আসিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

খিলজাই ও আমানুল্লা

প্রকাশ, কতিপয় খিলজাই সর্দ্দার কান্দাহারে দুরাণী সম্প্রদায়ের নেতাদের নিকট নাকি এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, খিলজাইরা দুরাণীদের বিরোধী নহে, তাহারা কেবল আমানুল্লার বিরোধী।

আমানুল্লার সাহায্য

ভিরাট ও উত্তর অঞ্চলের প্রদেশগুলি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তথায় লোকে সাধারণতঃ আমানুল্লাকে সমর্থন করিতেছে। কিন্তু তাহাদের পক্ষে আমানুল্লাকে সাহায্য করায় অসুবিধা রহিয়াছে। টৌথি প্রভৃতি কয়টি সম্প্রদায় কান্দাহার সরকারের সাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু খিলজাইরা তাঁহাদের বিরোধী।

কাশীতে জাতীয় পতাকা সমস্যা

বারাণসীর মিউনিসিপাল বোর্ডের গত অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মিউনিসিপ্যাল অফিসের উপর জাতীয় পতাকা উড়ান হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে ১ শত টাকা খরচও মঞ্জুর হয়। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর টাউন কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিউনিসিপ্যালিটীকে একটী জাতীয় পতাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। ইহার পর ৭ মাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও মিউনিসিপাল আফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় নাই, কিংবা কংগ্রেস সভাপতির পতাকা প্রদানের উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হয় নাই। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটির অধিবেশনে প্রস্তাবটি আবার উঠিয়াছিল। একজন সদস্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে নিষেধ করিয়া এক প্রস্তাব করেন, সে প্রস্তাব উত্থাপিত না হইয়া কংগ্রেস সভাপতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা উচিত থাকিলেও সভাপতি সে প্রস্তাবে অনুমতি দেন। কিন্তু এ দিনও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করাই স্থির হইয়াছে এবং উক্ত সদস্যের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

—দৈঃ বসুমতী

কুষ্টিয়াতে সরস্বতী পূজায় বাধা

প্রকাশ, কুষ্টিয়ার দেওয়ানী আদালতের কেরাণীগণ আদালত প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজার আয়োজন করেন এবং সেই জন্য মুন্সেফগণের মৌখিক অনুমতি গ্রহণ করেন। পূজাস্থানের চতুর্দ্দিকে বাঁশের বেড়া দিবার কার্য্য শেষ হইয়া যায় এবং আয়োজনও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। পূজার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা মসজিদ হইতে প্রায় ৫ রসি দূরে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যস্থানে দেওয়ানী আদালতের গৃহ অবস্থিত। স্থানীয় মুসলমানগণ তাহাদের ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে বলিয়া পূজার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করিয়া স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রহমান ও ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করে। জিলা জজ এ সম্বন্ধে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অনুসন্ধান করিলে তিনি নাকি ঐ স্থানে পূজা যাহাতে না হয় জিলা জজকে সেই কথা বলেন। জিলা জজ পূজায় অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এ সংবাদ এমন সময় আসে যে, তখন পূজার আয়োজন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং সেই জন্য বহু অর্থও ব্যয় করিয়া ফেলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারী, শাসন পরিষদের হিন্দু সদস্যবৃন্দ, জিলা জজ ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তার করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা-সংবাদ

[illegible]

আগরতলার ৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কয় সপ্তাহ হইতে এখানে অতিমাত্রায় শীত [illegible] হইতেছে। [illegible] হইতে [illegible] শীতের প্রকোপ থাকে। কিন্তু এ বৎসর তাহার বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] মেঘে আকাশ যখন তখন আবৃত হইতেছে। সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু মফঃস্বলে ২।১ স্থলে বসন্ত ও বিসূচিকা হইতেছে।

ব্যবস্থাপক সভা

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইতেছে। মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর সভাপতিত্ব করিতেছেন। সভায় কতি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ত্ত বিভাগীয় পথকর বিল ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক বিলই সর্ব্বপ্রধান।

মহারাজার ভ্রমণ

মহারাজা শ্রাম ও দূরপ্রাচ্য ভারত পরিভ্রমণে শীঘ্রই বহির্গত হইবেন।

বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভা

গত ১লা ফাল্গুন, বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ আবুল কাশেম প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতা পুলিশের ব্যয়-ভার কলিকাতা-বাসীদের উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া বহন করা হউক, কারণ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে কলিকাতা পুলিসের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়া গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র পল্লীবাসীদের উপর অবিচার করিতেছেন। এই প্রস্তাব-সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট-পক্ষে মিঃ মোবার্লী বলেন, আইন রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী; পুলিশের দ্বারা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা হয়, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট পুলিশের কর্ত্তৃত্বে কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না।

উক্ত দিবস ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টীকে সরকার প্রতিষ্ঠান হইতে নির্ব্বাচিত-প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে মিঃ মোবার্লি প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি [illegible] ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ই অগ্রহায়ণ, বুধবার—১৩৩৪

প্রাকৃত সহজিয়া

প্রাচীন ঐতিহ্য বলেন,—অশ্বঘোষ বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'মহাযান' সম্প্রদায়ের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তিনি সহজবাদের পোষ্টা। তাঁহা হইতেই বর্ত্তমান শাক্তেয় বিচারপর-সম্প্রদায় বহির্জ্জগতের সহজাত ব্যাপারে অধিক নির্ভর করে। বিষ্ণুর উপাসকগণের মধ্যেও এই মহাযান সম্প্রদায়ের বিচারপ্রণালী তথা শাক্তেয় মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিসেবা ও প্রকৃতিজসেবাকেই প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে গিয়া অশ্বঘোষের মহাযান-প্রথা, শাক্তেয় বিচারের শক্তি-পূজা প্রভৃতিতে যে বেদাতিরিক্ত বিচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও ন্যূনাধিক ক্ষীণবুদ্ধিবিচারযুক্ত জনগণের মধ্যে সমর্থিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন,—জয়দেব, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল, রামানন্দ প্রভৃতি প্রাগ্ভূমিকা-স্থিত আচার্য্যগণের প্রাকৃত সাহজিক মত শ্রীগৌরসুন্দর ন্যূনাধিক স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা আদৌ সত্য নহে। পূর্ব্ববৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই প্রাকৃত সাহজিকবাদ স্বীকার করেন নাই। প্রাকৃত সাহজিকবিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন,—একথাই গৌরসুন্দর ও তাঁহার অনুগগণ স্পষ্ট ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কালের এইরূপ বৈচিত্র্য গতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ অধস্তনপরিচয়াকাঙ্ক্ষী গৌড়ীয়গণ প্রকৃত বিচার অনুসরণ করিতে না পারিয়া নিজতৃপ্তির বশবর্ত্তী হইয়া যে কুমত প্রচার করিয়াছেন ও ব্যবহারিক জীবনে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকেই ধর্ম্মের আকর বলিয়া স্থির করিতেছেন, তাহার অতিকদর্য্য ভীষণ চিত্র দর্শনে শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদাই আশঙ্কিত। তাঁহারা নিজের জন্য ভীত নহেন। পরন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িবিশিষ্ট প্রপঞ্চের জনগণের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া দুঃখিত ও ভীত। শুদ্ধভক্তি বৌদ্ধগণের প্রাকৃত সাহজিক বাদ স্বীকার করেন না। শুদ্ধভক্তগণ শাক্তসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিকবিচার গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ নহেন। শুদ্ধভক্তগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে ভক্তির গ্লানিকর প্রাকৃত সহজিয়া-মত অবলম্বন করাকে সাক্ষাৎ নরকযন্ত্রণা জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে সুদূরে অবস্থান করেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ সমাজ আকাশ পাতাল ভেদযুক্ত শুদ্ধভক্তগণের সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ অভক্তগণের সমপর্য্যায় গণনা করে। একটা উদারনীতির কার্য্য বলিয়া স্থাপন করিতে প্রয়াসী হন। আমরা বলি,—প্রাকৃত সহজিয়া ও অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্ম পরস্পর 'আসমান্-জমিন ফারাক'।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু

(পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণের আদি কায়ব্যূহ শ্রীবলদেব প্রভু লীলার্থ রাঢ়দেশে একচাকা গ্রামে পদ্মাবতী-গর্ভে উদিত হইয়াছিলেন। ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ঈশ্বর আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্তধাম
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইলা নিত্যানন্দরাম ॥
মাঘমাসে শুক্ল ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নাম গ্রামে ॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা তানে করি' পিতা ব্যাজ ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অংশ মহাসঙ্কর্ষণ হইতে সমস্ত জীবতত্ত্বের প্রকাশ বলিয়া তিনিই সর্ব্বপিতা, তথাপি তিনি হাড়াই পণ্ডিতের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

নিত্যানন্দপ্রভুর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাঢ়দেশ সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। নিত্যানন্দের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বাল্যাবধি নিত্যানন্দপ্রভু সুবুদ্ধি, সুস্থির ও সর্ব্বগুণে গুণী ছিলেন। তাঁহার রূপ কোটি-কন্দর্পকে পরাজিত করিয়া থাকে। যেদিন শ্রীমহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, নিত্যানন্দ প্রভু তৎকালে মহা হুঙ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিল, বুঝি বা বজ্রপাতই হইল, কিন্তু নিত্যানন্দের মায়াতে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর বাললীলাসকল কৃষ্ণভজনময়ী। যখন তিনি অল্পবয়স্ক বালক, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে ॥
দেবসভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥
তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি' স্তুতি করে ঊর্দ্ধরায় ॥
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্দ্ধ করি' বোলে।
জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে ॥

কোনদিন বালকগণের সহিত বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ-লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং গোকুলের লীলা সকল অভিনয় করিয়া বিবিধ আনন্দ অনুভব করেন। এইরূপে কৃষ্ণের যাবতীয় অবতারগণের লীলাই অভিনয় করিতেন।

একদিন লক্ষ্মণের ভাবে বিভাবিত হইয়া রাঘবলীলা অভিনয় করিতে ইচ্ছা করেন। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া বলিতেছেন,—

আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয় ॥
মাল্যবান্-পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ ? ॥

নিত্যানন্দপ্রভু পাঁচজন শিশুক বানর রূপে সাজাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কে তোরা বানরা সব বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল মোর স্থানে ॥
তা'রা বলে, আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥

তখন ঠাকুর তাহাদিগকে কোলে করিয়া শ্রীরাম সমীপে লইয়া গেলেন। কোনদিন ইন্দ্রজিৎ বধ লীলার অভিনয় করেন। কোনদিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল অভিনয় করিতেছেন, একজন বালক রাবণ সাজিয়া আসিয়া পদ্মপুষ্প ফেলিয়া নিতাইএর বুকে আঘাত করিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালকগণ অশেষ চেষ্টা করিয়াও মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে পারিলেন না। নিত্যানন্দ একেবারে জড় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ভূপতিত, বালকগণ কাঁদিতে কাঁদিতে পিতামাতার নিকট সংবাদ জানাইল, তাঁহারা ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের অবস্থা দেখিয়া ভূপাতত হইয়া পড়িলেন। অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত। সকলে সম্যক বৃত্তান্ত অবগত হইলে কেহ বলিল যে, হনুমান ঔষধ দিলে ভাল হইবে। নিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হইবার পূর্ব্বে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, একজন হনুমান সাজিয়া ঔষধ আনিয়া নাকে দিলে তবে চেতন হইবে, কিন্তু বালকগণ প্রভুকে অচেতন দেখিয়া হতবুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে ঐ কথা শুনিয়া একজন তাড়াতাড়ি ঔষধ আনিতে গেল। পথে হনুমানের যথাযথ লীলা অভিনয় করিয়া ঔষধ আনয়ন পূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রভুর নাকে দিলে নিত্যানন্দ প্রভু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলেন। পিতামাতা এবং অন্যান্য দর্শকগণ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সকলেই অল্পবয়স্ক বালকের এতাদৃশ লীলাদর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কবে বোল, বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা।
হাসি' বোলে প্রভু,—মোর এ সকল লীলা ॥

অনন্তদেবের এইরূপ অনন্ত লীলা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের সাধ্য নাই যে বর্ণন করে।

নিত্যানন্দ প্রভু নানা প্রকার ক্রীড়ায় বাল্যকাল অতিবাহিত করিতে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া বহু তীর্থে পরিভ্রমণ করেন। যদিও তিনি প্রেমদান কার্য্যের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি গৌরচন্দ্রের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তৎকার্য্যের আভাসও প্রকাশ করিলেন না।

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্ত ভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে ॥
আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায় ॥
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
যাবৎ না প্রকাশে আপনে গৌরচন্দ্র ॥

মহাপ্রভুর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাহা চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠকগণ মাত্রেই অবগত আছেন।

আনিন্দে জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥
চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি ॥
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ নাহি কভু ॥
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

কুরুক্ষেত্রে অবস্থান কালেই একবার মনে হইল—নিকটেই আসিলাম, হরিদ্বার হইতে ঘুরিয়া আসা যাউক। অবশ্য পূর্ব্বেও যে হরিদ্বার যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হই নাই, তাহা নহে। তবে আগে কুরুক্ষেত্র, কি হরিদ্বার যাইব উহা ঠিক ছিল না। কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সাময়িক অবস্থানুসারে রাস্তাটা ঠিক করিয়া লইলাম।

১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণে হরিদ্বারাভিমুখে রওনা হইলাম। কুরুক্ষেত্র ষ্টেশন হইতে জন প্রতি ৩৵০ আনা হিসাবে হরিদ্বার পর্য্যন্ত 'উইক এণ্ড রিটার্ণ' টিকিট ক্রয় করিয়া লইলাম, আম্বালা এবং সাহারাণপুর হইয়া যাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর যে ট্রেণ খানা কুরুক্ষেত্র হইয়া আম্বালা অভিমুখে যায় তাহাতে আরোহণ করিলাম। রাত্রি ৮টার কিছু পরে আম্বালা ষ্টেশন পৌছিলাম। এখানে গাড়ী বদল করিয়া লাহোর-দেরাদুন প্যাসেঞ্জারে উঠিতে হইবে। উহা রাত্রি ১০ ঘটিকার পর আম্বালা আসে। সুতরাং প্লাটফরমে যাত্রীদিগের ভীড় করিবার কোন হুকুম না থাকায় বাধ্য হইয়া ৩য় শ্রেণীর বিশ্রাম গৃহে আশ্রয় লইলাম। তাহাতেও স্থানাভাব, কারণ সূর্য্য-গ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য বহু যাত্রী সমাগত হইয়া অতিরিক্ত ভীড়ের জন্য গাড়ী ফেল করিয়া এখানেই জমা হইয়াছে। এ পর্য্যন্তও স্পেশাল ট্রেণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয় নাই। যাহা হউক, আমরা কায়-ক্লেশে ২॥ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যথা সময় ট্রেণটী আসিলে উঠিয়া পড়িলাম। ইহাতেও তত ভীড় নাই। তবে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ কিনা তাই প্রতি ষ্টেশনে ট্রেণটী থামিয়া আরোহীদিগকে নিরাপদে নিদ্রা যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ দান করিয়াছে। তারপর গতিও মন্থর—গো-শকট-প্রায়। এইভাবে অরুণোদয়ের প্রাক্‌কালে হরিদ্বার ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। জানি না কোন শুভ কি অশুভক্ষণে রজনী ভোর হইল। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াই নানা রকমের বিভ্রাট। প্রথমেই এক নেংটা বাবার দর্শন পাইলাম—প্রকাণ্ড মানুষ, প্রায় ৬॥০ সাড়ে ছয় ফুট লম্বা। বিভূতি ভূষণে ভূষিত, ট্রেণে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হয়, তাই সঙ্গে একটি পিত্তলের বাল্তির ন্যায় ছোট আকারের জলপাত্র স্বহস্তে রক্ষণাবেক্ষণ করেন; কিন্তু বস্ত্র পরিধান করা, লজ্জা-নিবারণ করার কোন প্রয়োজন বোধ আছে বলিয়া মনে হইল না। হরিদ্বারের মত প্রচণ্ড-শীতময়স্থানেও একটী সূতা অঙ্গে ধারণ করেন নাই, সুতরাং জগতের লোক এই ত্যাগী মনুষ্য মূর্ত্তিটীকে সাধু বলিবেন না তো কাহাকে বলিবেন? "বুলবুলি জনে সেই, তব সাধু-জন সেই"—হায় ত' বর্ত্তমান দেহ-মন-সেবকের সাধু-বিষয়ের ধারণা?

তারপর টিকিট দিয়া ফটক পার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আর কয়েকটি মনুষ্য আসিয়া, (যাহাদের জন্য তীর্থের প্রতি জন-সাধারণের অরুচি আসিয়াছে) 'বাবু তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার নাম কি? তোমার পাণ্ডা কে?'. আমি তোমার পাণ্ডা হইব, ১।৵৫ আমাকে তোমার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া দিন, অর্থাৎ তোমার পিতা, মাতা, পূর্ব্ব-পুরুষগণের ১।৵৫ আনা দামের এক টিকিটেই স্বর্গে পাঠাইয়া, দেবরাজের নিকট হইতে কায়েমী বন্দোবস্তে মোকররী সত্ত্বের পাট্টা রেজেষ্টারী করাইয়া দিব যাহাতে তোমরা পুরুষ পুরুষানুক্রমে স্বর্গ রাজ্যটা ভোগ-দখল করিতে পারিবে" এইরূপ ভাবের বর্ণনাদ্বারা কান ঝালা পালা করিতে লাগিল। আমরা ওসব বাজে কথায় মনোনিবেশ না করিয়া, ২।৪ জনকে ২।১টা উপযুক্ত জবাব দিলাম যে, বাবা তুমি ত' ১।৵৫ আনার লোভে এত কথা জুড়িয়া দিয়াছ, আমি যে তোমাদের কথার জবাব দিব আমাকে পয়সা দিবে কে? প্রাচীন যুগে এরূপ রসহীন বাক্য অভিনব বোধে ক্রমে সকলে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিলেন। একটি মাত্র মনুষ্য না-ছোড়-বান্দা হইয়া আমাদিগকে নিকট-বর্ত্তী একটী ধর্ম্ম-শালায় উঠাইয়া দিল। আমরাও যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি স্নানাদির পর আহারাদির কার্য্য সমাধা করিয়া একখানা টাঙ্গাযোগে কনখলাভিমুখে রওনা হইলাম। হরিদ্বার ষ্টেশন হইতে কনখল প্রায় একক্রোশ; টাঙ্গা ভাড়া জন প্রতি ১০, ৶০ আনা।

এই কনখলেই সতীঘাট ও দক্ষরাজার বাড়ী। এখানে শিবলিঙ্গ নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। এই সতীঘাট পার হইয়া ৬মাইল দূরে গুরুকুল ও ৫ মাইল দূরে বামপার্শ্বে চণ্ডী পাহাড়ে যাওয়া যায়। দক্ষ রাজার বাড়ী হইতে অনুমান আরও দুই মাইল দূরে দুর্গমপথে সতীকুণ্ড নামক স্থান। দক্ষরাজার সময় সতীর অঙ্গকান্তিমানী দক্ষরাজা শিবনিন্দা করায় যে অনর্থটি ঘটিয়াছিল,—বৈষ্ণব-নিন্দাই উহার একমাত্র কারণ। হরিগুরু-বৈষ্ণব-নিন্দককে আত্ম-মঙ্গলকামী কোনও কেহই তাহার বৈষ্ণব-নিন্দারূপ অতি বিগর্হিত কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়া জীব-হিংসা নামক অপরাধ করিবেন না। দেবী সতী স্বয়ং আচরণ করিয়া শিবদাস-গণকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যেস্থলে শিব-নিন্দা, শিব সেব্য শ্রীবিষ্ণুনিন্দা এবং শিব বিষ্ণু-ভেদজ্ঞানে, শিবদাস বিষ্ণুদাসে ভেদবুদ্ধিতে নিরপেক্ষ মতপরিহারে নিন্দা উপস্থিত হয়, তথায় সমর্থপক্ষে শাস্ত্রীয়-প্রমাণ দ্বারা অথবা যে কোন উপায়ে তাহাকে (নিন্দককে) নিরস্ত করিতে হইবে, নতুবা স্ব-দেহ ত্যাগ করিতে হইবে; অসমর্থ পক্ষে স্থানটী তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। সতী ইহারই আদর্শ দেখাইয়াছেন। এই সতীকুণ্ড নামক কুণ্ডটি সতীদেবীর তাৎকালিক দেহত্যাগাদির স্থান। ইহা একটী সুপ্রাচীন খাত, ভীষণ অরণ্য মধ্যে বিদ্যমান স্থানটীর প্রতি কোন বিশিষ্ট লোকের নজর আছে বলিয়া মনে হয় না। হরিদ্বার টাউনবাসী কুবের পাণ্ডা নামক কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটী জীর্ণ মন্দির কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে থাকিয়া কোন প্রকারে স্থানটির প্রাচীনতা রক্ষা করিতেছে। তথায় জন দুই তদ্দেশ-বাসী লোক বাস করেন। তাঁহারা নিরক্ষর তো বটেই, তবে সাধুর বেশধারী। মন্দিরের উপর একটী নিবৃক্ষ, তাহারই পাশে বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্বেষিগণের (যাহারা দক্ষরাজার পক্ষে শিব-বিদ্বেষ করিয়াছিল, তাহাদিগের) শেষগতির প্রস্তরময় প্রতি-মূর্ত্তি,—কাহারও হাতকাটা, পাকাটা, নাক-কাণ কাটা, গলা কাটা, অধরোষ্ঠ কাটা—এই অবস্থায় রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি বহুকালের বলিয়াই মনে হইল। কোন সময় হয়ত কোন পরদুঃখদুঃখী ভক্তবর জগতের জীব-গণকে নিদারুণ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য এ লীলাটি অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীভগবদ্‌গীতামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শোকাকুলে কহিল অর্জ্জুন—
হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ ইচ্ছি রণস্থলে আত্মীয়-স্বজনে
অবস্থিত দেখি মোর শুখাইছে মুখ,
অবশ হ'তেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল।
ঘন ঘন কাঁপি'ছে শরীর রোমাঞ্চিত
হ'য়ে, হস্ত হ'তে খসিছে গাণ্ডীব, ধৈর্য্য
হারা হ'য়েছি গোবিন্দ, জ্বলিয়েছে সব
কলেবর; থাকিতে নারি স্থির হ'য়ে এখানে
উদ্‌ভ্রান্ত হইল যেন মানস আমার।
হে কেশব! হেরিতেছি বিপরীত ফল
এ যুদ্ধেতে আমি। রাজ্য প্রাপ্তি সুখভোগ
হইবে না; হ'লে রণজয়ী—বিপরীত
অনুতাপ লভিব কেবল। হে গোবিন্দ,
বধিয়া স্বজনগণে আহব মাঝারে
শ্রেয়ো নাহি করি দরশন, তাহে মোর
কিবা বল ফল। যদি বল, "দুষ্টফল—
যশোরাজ্য লাভ'—শুন তবে, নাহি মোর
বিজয়-বাসনা,—রাজ্য-সুখ-যশ-হেতু;
ভোগেচ্ছা-বিরহীর কি কাজ যুদ্ধনে?
হে গোবিন্দ, রাজ্যে আর কিবা প্রয়োজন?
ভোগ-সুখ-যশোলাভে বল না কি কার?
জীবন ধারণে বল কিবা আছে ফল?
যার হেতু রাজ্য-সুখ বিজয়-বাসনা,
সকলেই দেখ তা'রা র'য়েছে সংগ্রামে।
যদি বল,—"যুদ্ধ নাহি কর কৃপা করি'
কিন্তু তারা বধিবে তোমারে, স্বীয়-রাজ্য
নিষ্কণ্টক লাগি, অতএব যুদ্ধ তুমি"—
তাহে বলি,—হে মধুসূদন, গুরুবর্গ,
পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর,
শ্যালক, সম্বন্ধী, পৌত্র, আত্মীয়, স্বজন,
সকলে যখন নিজ ধন প্রাণ ত্যাগে
সঙ্কল্প করিয়া যুদ্ধে করে অবস্থান,
যদ্যপি তখন তা'রা বিনাশে আমারে,
তথাপি [illegible]
ওহে জনার্দ্দন! পৃথিবীর [illegible]
ত্রৈলোক্যের রাজ্য যদি [illegible]
তথাপি বধিতে [illegible] নাই; [illegible]
"[illegible] [illegible]
মন তুমি, তা'রা [illegible], [illegible]
সম্বন্ধ আছয়ে"—তাহে বলি ধার্ত্তরাষ্ট্র-
গণে বধ করি পাণ্ডবেরা লভিবে কি
প্রীতি? [illegible]
মতে [illegible]-বধ, [illegible]
হেতু। যদি বল,—"[illegible]
শস্ত্রপাণিজন, ধনাপহ, ক্ষেত্রদারা—
অপহারী জন, আততায়ী; অতএব
বধ্য অ'বচারে, আততায়ি-বধে দোষ
না হইবে কভু রাজনীতি-শাস্ত্র
অনুসারে;" তাহে ক'হ,—বলবৎ ধর্ম্ম-
শাস্ত্র হোতে সুদুর্বল অর্থ-শাস্ত্র।
পূজনীয় ভীষ্ম, দ্রোণ গুরুবর্গ বধ
আততায়ি-বধে পাপ হইবে নিশ্চয়,
ধর্ম্ম-শাস্ত্র নিষেধ হেতু। অতএব
যোগ্য নহি করিতে সংহার সবান্ধব
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে। আত্মীয়-স্বজন আর
গুরুবর্গ বধি' সুখ না লভিব কভু
রাজ্যভোগ করি', অনুতাপ লাভ মাত্র
হ'বে অবশেষ; হে শ্রীপতি! শ্রীহীন
রণে কেন কর প্রবর্ত্তন। যদি বল,
"হে অর্জ্জুন! ভুলিলে কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম?
আহ্বানিলে প্রতিপক্ষ, দ্যূতে কিম্বা রণে
ফিরিতে উচিত নহে ক্ষত্রিয়ের কভু;
অতএব যুদ্ধ তব কর্ত্তব্য নিশ্চয়."
তাহে বলি, দুর্য্যোধন আদি, হতবুদ্ধি
হ'য়ে লোভে যদ্যপি না দেখে, কুলক্ষয়-
হেতু দোষ, মিত্রদ্রোহজনিত পাতক,
তা' বলে কি ওহে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়-
হেতু দোষ করি দরশন পাপকার্য্য
হ'তে মোরা হব না বিরত? কুলক্ষয়ে
নাশ হয় সনাতন-কুলের ধরম
অধর্ম্মেতে অভিভূত হয় অবশেষে।
ওহে বৃষ্ণিকুলমণি, অধরম
হইলে প্রবল, দুরাচারে রত হয়
কুলনারীগণ; দুষ্টা-স্ত্রী হইতে জন্মে
বর্ণ-সঙ্কর। জনমিয়া বর্ণ-সঙ্কর
নরকেতে করয়ে প্রেরণ, কুলসহ
কুলের ঘাতকে, লোপ হয় সেই কুলে
পিণ্ডোদক-ক্রিয়া; কুলের পিতৃলোক
হয় নিপতিত। কুলঘ্নগণের কুল-
পরম্পরা ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আর,
উৎসন্ন হইবে, বর্ণ-সঙ্করকারী
এই সব দোষে। জনার্দ্দন, শুনিয়াছি
চিরদিন নরকেতে বাস করে তারা—
কুলধর্ম্ম উৎসাদিত যেই সব নর;
অহো! কি দুঃখের কথা! রাজ্য-সুখলোভে
মহাপাপ করিবারে হ'য়েছি উদ্যত,
স্বজন-বান্ধব [illegible]
যদি [illegible]

(ক্রমশঃ)

[illegible] ভাসি বাহিরে তোমারে,
কি [illegible] তাকে বলি,—
[illegible] অন্তহীন আমি,
[illegible] [illegible]
[illegible] মোরে,"
[illegible]
[illegible] [illegible]
"কে [illegible] [illegible] কবি
[illegible]
করি [illegible]
[illegible]
ইতি, [illegible] প্রথম অধ্যায়
সম্পূর্ণ।

নানা কথা

উত্তরপাড়া ষ্টেশনে রেল দুর্ঘটনা

শনিবার সকাল ৬ টার সময় উত্তরপাড়া ষ্টেশনে সান্টিং করিবার সময় ১৭৩ নং আপ মাল গাড়ীর একখানা গাড়ী একেবারে লাইনচ্যুত হয়। ফলে, আপ ও ডাউন মেন লাইন বন্ধ হইয়া যায়। সকাল ৯-৩০ টায় আপ প্যাসেঞ্জার কর্ড লাইন দিয়া যায় এবং ৮৫ নং আপ লোকালখানি বন্ধ থাকে।

পূর্ণ-গ্রাস সূর্য্যগ্রহণ

লণ্ডনের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সম্পূর্ণ গ্রাস সূর্য্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য 'বৃটিশ' এষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটীর" এক দল সভ্য গত ১৬ই মালয় যাত্রা করিয়াছেন। ইহারা ১০ টন ওজনের যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়াছেন।

এই পূর্ণগ্রাস প্রায় ৫ মিনিট কাল স্থায়ী হইবে। বহুদিন এরূপ গ্রহণ হয় নাই। ১৯২৭ সালের পূর্ণ গ্রাস গ্রহণ মাত্র ২৪ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

বৃটেন হইতে এই গ্রহণ দেখা যাইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও চীন হইতে আংশিকভাবে দৃষ্ট হইবে। আমেরিকা হইতেও একদল বিশেষজ্ঞ গ্রহণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মালয়ে গমন করিবেন।

প্যারিসের অবস্থা

প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ—সীন নদীর জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জলপথে চলাচল করা একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

দুই এক স্থলে সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১০০ [illegible] পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল বরফ হইয়া গিয়াছে। ফলে জাহাজ তীরে ভিড়িতে পারিতেছে না। [illegible] প্রকোপে অনেক লোক মারা যাইতেছে।

মহামহোৎসব

আগামী ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

আফগান-বিপ্লব

পিতাকর্ত্তৃক কন্যা হরণ

কাবুল হইতে প্রত্যাগত জনৈক পেশোয়ারী বণিক বাচ্চা-ই-সাকোর রাজত্বে কাবুলের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে এক রোমাঞ্চকর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাচ্চা-ই-সাকো আবদুর রহমান খাঁ নামে কাবুলের এক রাজকর্ম্মচারী ও তাহার কন্যাকে রাজসভায় যোগ দিতে আদেশ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবদুর রহমান কন্যাসহ না আসায় প্রহরী প্রেরিত হয়। আবদুর রহমান তখন একটী পিস্তল লইয়া নিজ হস্তে তাহার কন্যাকে গুলী করিয়া মারে। আবদুর রহমান তাহার পর ধৃত হইয়া বাচ্চা-ই-সাকোর সমীপে নীত হইলে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে যে, পিতা হইয়া সে তাহার কন্যাকে বাচ্চা-ই-সাকোর নিকট আনিতে পারে না। ফলে আবদুর রহমানও কারারুদ্ধ হইয়াছে।

বাচ্চার নৃশংসতা

আর একটী বিবরণে প্রকাশ, বাচ্চা-ই সাকো এক সভায় আমানুল্লাকে কাফের বলিয়া ঘোষণা করিলে জনৈক শ্রোতা তাহাতে বাধা দিয়া কথা বলে। ফলে, লোকটিকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলা হয়। চা'য়ের দোকান সারারাত্রি খোলা রাখিবার জন্য হুকুম জারী হইয়াছে আরও একটী হুকুম জারী করিয়া বলা হইয়াছে যে আমানুল্লাকে আমানু বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। যাহারা আদেশ অমান্য করিবে, তাহাদের ২৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইবে। কাবুলে বিমানপোত হইতে এই মর্ম্মে হ্যাণ্ডবিল হইতেছে যে, রমজান মাসের পর আমানুল্লা কাবুল আক্রমণ করিবেন।

বিলাতী ডাকের চিঠি পত্র

কলিকাতার ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, স্পেশাল ট্রেণ যদি সময় মত আসে, তবে রবিবার দিন বিলাতী ডাকের চিঠি পত্র জেনারেল পোষ্ট আফিস হইতে সকাল ৮টার সময় এবং টাউন সাব আফিসসমূহ হইতে বেলা ৯টার সময় বিলির জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ান ডাকের চিঠী পত্র সোমবার সকাল ৭টার সময় ট্রেন মেল পোষ্ট অফিস হইতে বিলির জন্য প্রেরিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

করাচিতে কৃষাসন দিবস

নিখিল ভারত যুবককংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী করাচীর যুবকগণ গত বৃহস্পতিবার "কৃষাসন দিবস" পালন করিয়াছেন। "দৈনিক হিন্দুজাতি" পত্রের সম্পাদক মহারাজ লোকরামের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই দিন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ১৪১শ বার্ষিক বিচার দিবস। শ্রীযুক্ত বুখারে ধনিকদের প্রভুত্ব ধ্বংসের জন্য জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং অবসর সময়ে শ্রমিক ও কৃষকদিগের মনে নূতন ধারণা জাগাইতে যুবকবৃন্দকে অনুরোধ করেন।

কুষ্টিয়াতে সহানুভূতি
প্রতিবাদ-সভা

মৌলবী সামসুদ্দিন আহম্মদের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কুষ্টিয়াতে হিন্দু-মুসলমানের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে রাজা আমানুল্লার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে, বৃটেনকে নিরপেক্ষ থাকিতে বলা হইয়াছে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারদের সেলামী দেওয়া সম্পর্কে যে বিল পাশ হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং বোম্বাইয়ে সম্প্রতি যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহা হিন্দু-মুসলমানের কলহের ফলে হইয়াছে এরূপ ভাবে সংবাদ প্রকাশ না করিতে সংবাদপত্র সমূহকে অনুরোধ করা হইয়াছে। 'নদীয়া জিলা প্রজা সমিতি' এবং 'নদীয়া মুসলীম যুবকসমিতি' নামে দুইটি সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনে
বিরাট সম্বর্দ্ধনা

সকল দলের অভিনন্দন দান

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতে 'কাথোয়া' জাহাজে শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে বিরাটভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ডাক্তার এনি বেসান্ট, মিঃ টি, আর, বেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, জষ্টিস মাডগাওকার, এস, ডি, সাকলাতওয়ালা ও কে, নটরাজন জাহাজে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এক যুবক সমিতি তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া শাস্ত্রীকে অভ্যর্থনা করেন। বড়লাট, জঙ্গীলাট, মহাত্মা গান্ধী, সার তেজবাহাদুর সাপ্রু, সার মহম্মদ হবিবুল্লা, সার জিওফ্রে করবেট, সার শিবস্বামী আয়ার ও চিন্তামণি শাস্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তার করিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় কাউসজী জাহাঙ্গীর হলে বোম্বাইবাসী শাস্ত্রীজিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন। ছাত্র ও যুবকগণ ডাক্তার বেসান্তের নেতৃত্বে এক সভা করিবেন।

হিন্দু মহাসভা

হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার সদস্যগণকে জানাইয়াছেন যে, বোম্বাইয়ে দাঙ্গা হইয়া যাওয়ায় হিন্দু কর্ম্মীরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুরাটে হিন্দুমহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে অনেকেই উপস্থিত হইতে পারিবেন না স্থান পরিবর্ত্তন হয়-তো করিতে হইবে; দিল্লীতে উপস্থিত কার্য্যকরী সমিতির যে কয়জন সদস্য আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেই সভাপতি সে বিষয়ে পরামর্শ করিবেন। আকোলা কিংবা লাহোরে অধিবেশন বসিবার প্রস্তাব হয়তো হইতে পারে।

বৃটেনে ভীষণ শীত

প্রকাশ, অতিরিক্ত শীতের ফলে বৃটেনের সর্ব্বত্রই বরফের খেলা চলিতেছে।

তাপমানযন্ত্রের পারদ ক্রমশঃই নিম্নে নামিতেছে। বিয়ারফোর্ডসায়ারের ওয়াই নদীতীরস্থ রস নগরে যেরূপ অধিক শীত, সেরূপ আর কোথাও নহে। সেখানে পারদ বিন্দুর নিম্নে পারদ ডিগ্রীতে পৌঁছিয়াছে।

গত ১৪ই শীতের প্রকোপে অনেকে মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কোন কোন গৃহে জল গরম করিবার পাত্র বিস্ফুটিত হওয়াতে লোক আহত হইয়াছে।

হিমাক্রান্ত ইউরোপ

লণ্ডনের অবস্থা

প্রকাশ, লণ্ডন এবং অন্যান্য স্থানে ভীষণ বরফ পড়িয়াছে। রাস্তা ঘাট দুর্গম। লোক-চলাচল প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এরূপ শীত আর কখনও অনুভূত হয় নাই। হেমষ্টিড়ে উত্তাপের পরিমাণ শূন্য ডিগ্রী হইতেও দুই ডিগ্রী নীচে নামিয়াছিল; কেবারফাড সায়ারের অবস্থা আরও শোচনীয়। তথায় উত্তাপের মাত্রা শূন্য ডিগ্রী হইতে চারি ডিগ্রী পর্য্যন্ত নীচে নামিয়াছিল।

টেমস নদীর জল জমিয়া নানা স্থানে বরফ হইয়াছে। কাহারও কাহারও বাড়ীতে কলের জল বরফ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে মহা অসুবিধা ঘটিয়াছে বরফ ভাঙ্গিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা হইতেছে।

অষ্টিয়ার অবস্থা

ভিয়েনার সংবাদে জানা যায়,—হিমের প্রকোপ অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে ভীষণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। স্থানে স্থানে বরফের স্তূপ জমিয়াছে। জ্বালানী দ্রব্যের অভাব এবং জনসাধারণের পীড়া বৃদ্ধির জন্য ট্রেণের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে। অনেক স্কুল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ

প্রেগ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—অতিরিক্ত হিমের জন্য জেকো শ্লোভাকিয়াতে ভীষণ কষ্ট দেখা দিয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অনেক রাস্তা ও রেলপথ বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্ট-হত্যার চেষ্টা
আততায়ীর দল নিহত

লণ্ডনের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট গোমেস কারাকাস নগরের উপকণ্ঠ দিয়া মোটর গাড়ী আরোহণে যাইতেছিলেন, ৬ ব্যক্তি অস্ত্রবলে থাকিয়া তাঁহাকে গুলী করিয়াছিল। প্রেসিডেন্টের সমভিব্যাহারী লোকজন সেই ৬ ব্যক্তিরই প্রাণ সংহার করিয়াছেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুর

যাঁহারা শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ দর্শন করিতে আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহেশগঞ্জ পর্য্যন্ত টিকেট করিবেন—নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত টিকেট করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ নবদ্বীপ ঘাট হইতে শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব, মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীযোগপীঠের দূরত্ব অপেক্ষা বেশী এবং শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপঘাটের দূরত্ব ও ভাড়া, মহেশগঞ্জের দূরত্ব ও ভাড়া অপেক্ষা বেশী। শান্তিপুর হইতে (*Light Railway*) ছোট রেলগাড়ীতে আসিতে হয়। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ এবং মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুরের ট্রেণের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শান্তিপুর হইতে মহেশগঞ্জ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)			সন্ধ্যা	রাত্রি
শান্তিপুর—	৫—২৫ মিঃ	৯—১৮	১২—২৪		
কৃষ্ণনগর সিটী—	৬—৪৫ মিঃ	১০—৫০	১—৩২	৫—২০	৮—২০
মহেশগঞ্জ—	৭—২৮ মিঃ	১১—৩৩	২—১৫	৬—৩	৯—৩

মহেশগঞ্জ হইতে শান্তিপুর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

	(প্রাতঃ)				
মহেশগঞ্জ—	৫—৩৪ মিঃ	৯—১৪	১২—১৬	৩—৪	৬—৫৬
কৃষ্ণনগরসিটি—	৬—১৫ মিঃ	৯—৫৫	১২—৫৭	৩—৪৫	৭—৩৭
শান্তিপুর—	৭—৩৮ মিঃ	১১—২৮	২—৫		৮—৫০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
কনভোকেসন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বাংলার গবর্ণর সার ষ্টেনলি জেকসন কর্তৃক কনভোকেশনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত বৎসর চিত্ত-বিক্ষুব্ধতাবশতঃ অধিকাংশ ছাত্র কনভোকেশনে যোগদান করেন নাই, কিন্তু এবার কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, ছাত্রগণ প্রসন্নচিত্তে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

চ্যান্সেলার গবর্ণর বাহাদুর

ঠিক ৩ ঘটিকার সময় লেডী জেকসনসহ সভাস্থলে উপস্থিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়বাহিনী কর্তৃক প্রদর্শিত "গার্ড অব্ অনার" দর্শনানন্তর তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে সিনেট হলে লইয়া যাওয়া হয়। সন্তোষের রাজা, সার নীলরতন সরকার, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু, বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র-প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অতিরিক্ত তুষারপাত

স্কটলাণ্ড ও ওয়েলস প্রদেশে অতিরিক্ত তুষারপাতহেতু স্থানান্তরে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। ট্রানেয়ারের নিকট বায়ুতাড়িত বরফ জমিয়া ২ খানি রেলওয়ে ট্রেণ আটক পড়িয়া গত ১৩ই সমস্ত দিন উহারা এক স্থানে আবদ্ধ ছিল। গত ১৫ই প্রায় ১২০ জন শ্রমিক বরফ কাটিবার লাঙ্গল চালাইয়া ট্রেণ ২ খানিকে মুক্ত করিয়াছে। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বলিতেছে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তুষার ঝটিকার অপেক্ষাও এবার ট্রানেয়ারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, প্রায় শতাধিক অশ্বযান ও মোটর গাড়ী নিকটবর্ত্তী স্থানে বরফে আটকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

দক্ষিণ ওয়েলসের রাস্তা যারপরনাই দুর্গম হইয়াছে, আর কয়লার খনি-অঞ্চলের পথ বরফপাতে বন্ধ হইয়াছে। বহু মেটরগাড়ী চালকেরা বরফে চলিয়া গিয়াছে।

মুক্তি ফৌজে নূতন নেতা নিযুক্ত

প্রকাশ, মুক্তিফৌজের উচ্চতম পরিষদের বিচারে প্রধান সেনাপতি জেনারল বুথ কার্য্য পরিচালনে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার বিপক্ষে ৫২ জন ভোট দিয়াছিলেন এবং পক্ষে মাত্র ৫ জনের ভোট সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার পদে কমিশনার হিগিন্স নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ৪২ এবং বিপক্ষে ১৭ ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল। ব্যালট প্রথানুসারে গোপনে এই ভোট সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে মুক্তিফৌজের যে ৪ জন কমিশনার জেনারল বুথের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; এবার তাঁহারা একেবারে ভোট দেন নাই। কমিশনার হিগিন্সের বিপক্ষে যে ১৭টি ভোট প্রদত্ত হইয়াছিল, সেগুলি জেনারল বুথের ভগিনী কমাণ্ডার ইভেঞ্জেলাইনের অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছিল। আমেরিকায় মুক্তিফৌজদলের তিনিই পরিচালিকা।

লতাপাতার গুণ

হরীতকী

ত্রিফলার মধ্যে যে তিনটী ফল আছে তাহার মধ্যে হরীতকীকে অগ্রগণ্য দেখা যায়। হরীতকীর বিষয় শাস্ত্রে উক্ত আছে—"হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ। হরতে সর্ব্বরোগাংশ্চ তস্মাৎ প্রোক্তা হরীতকী॥" হরীতকী নিম্নে ভগবান উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ... সর্ব, ... অশ্বিন ... নষ্ট করে, তাই হরীতকী নাম হইয়াছে। হরীতকী ... হিতকারিণী, কদাচিৎ কুপিতা মাতা নৈবোদরস্থা হরীতকী। হরীতকী মানবের পক্ষে মাতার ন্যায় হিতকারিণী, মাও কখন কখন পুত্রের উপর কুপিতা হন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকী কখনও অপকার করে না। হবিঃ হরীতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবীজলং অত্যর্থং বিনাশায় স্মরেৎ, ভক্ষেৎ, জপেৎ, পিবেৎ। হরিনাম স্মরণ, হরীতকী ভক্ষণ, গায়ত্রী জপ, জাহ্নবীজল পান,—ইহার দ্বারা শরীরস্থ পাপ নষ্ট করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আট প্রকার হরীতকীর উল্লেখ থাকিলেও সাধারণতঃ দুই প্রকার হরীতকীর ব্যবহার হইয়া থাকে। বড় আকারের সুপুষ্ট ভারি, যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, এরূপ হরীতকীই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। আর এক প্রকার হরীতকী আছে, যাহা বীজরহিত ও আকারে ছোট; তাহাকে জাঙ্গী হরীতকী বলে। ইহা চক্ষু-রোগে বিশেষ হিতকর। হঠাৎ চক্ষু লাল হইলে অথবা চক্ষুর নীচে ফুলিলে বা জল পড়িলে এই যোগটীতে বিশেষ উপকার হয়। দুই একদিন ব্যবহার করিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হয়। জাঙ্গী হরীতকী ৵০ আনা, ফিটকারী ৵০ আনা, রসোত ৵০ আনা, আফিং ২ রতি একত্র পিষিয়া জল মিশাইয়া গরম করিবে। লাগাইবার উপযুক্ত হইলে দিনে দুই তিন বার বর্ত্তিং প্রলেপ দিবে।

(ক্রমশঃ)

বার্লিন সহরে অন্ধকার

প্রকাশ, বার্লিন সহরের কেন্দ্রস্থল অন্ধকার হইয়াছে। গ্যাসের পাইপগুলি অতিরিক্ত বরফপাতে বন্ধ হইয়াছে। মেরামত করিতে গেলে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে বলিয়া সে কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হইতেছে না। ফলে আলোকের অভাবে বার্লিন সহর অন্ধকার হইয়াছে।

[illegible]

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব

আজ আমাদের প্রাণারাধ্য, পরম-মঙ্গলময়ী মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি—পতিতপাবন করুণাবারিধি প্রভু নিত্যানন্দের আবির্ভাব-বাসর। ব্রজাদি দেবগণ যে তিথির আরাধনা করিয়া থাকেন, যে তিথিতে সর্ব্ব ভক্তগণের অধিষ্ঠান, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্ত্তনমুখেই সেই পরম পবিত্র তিথির আরাধনা হইয়া থাকে। তাই শ্রীগৌরাবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে অদ্য হইতে দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী মহা-নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান—বিরাট কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিখিল সজ্জনসমাজকে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চনীচ—সকল শ্রেণীর সকল প্রকার লোকেরই তাঁহাদের এই আহ্বান শ্রবণ-বিষয়ে যোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিদ্যমান,—কেননা নিত্যানন্দ জীবমাত্রেরই উপাস্য বস্তু। কৃপাবতার নিত্যানন্দের কলিহত জীবগণকে নিত্যানন্দ-প্রেমানন্দ-বিতরণ-লীলা কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ বা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাহা সার্ব্বজনীন, সর্ব্বজীবের সর্ব্ব সুমঙ্গল একমাত্র নিত্যানন্দেরই প্রচার্য্য-বিষয়ে—শ্রীনামকীর্ত্তনে অন্তর্নিহিত—সকলেরই বাঞ্ছিত নিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্ম। সেই পাদপদ্মের শীতল ছায়া ব্যতীত জনন-মরণ-মালা-সংসারানলসন্তপ্ত জীবের জ্বালা জুড়াইবার স্থল আর কোথাও নাই। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন—

"শ্রীনিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।"

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই অভিন্নতত্ত্ব, [illegible] সেইরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন-বিগ্রহ [illegible] প্রকাশ-তত্ত্ব—শ্রীগৌরসুন্দরেরই দ্বিতীয় দেহ—[illegible] [illegible] শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—উভয়েই [illegible] অদ্বয়-তত্ত্ব, [illegible] [illegible] উভয়েই [illegible] বিশ্বমঙ্গল [illegible] বিতরণ [illegible] বিগ্রহ। [illegible] [illegible] আদি গুরু [illegible] ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ [illegible] গৌড়দেশে যুগপৎ উদিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জীবের বিঘ্ননাশক অভীষ্টপূরক। [illegible] মায়াপুর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নামপ্রেম বিতরণ [illegible] পৃথিবীতে [illegible] সর্ব্বজীবে [illegible] অভিধেয় [illegible] [illegible] গৌড়দেশে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পুনঃ [illegible] [illegible] [illegible] প্রচার করিবার জন্য আজ অমন্দোদয়-দয়ানিধি সর্ব্বজন-বিতরণ-প্রয়োজনাভ্যন্তরী গৌরনিত্যানন্দ দুরাত্ম-রূপে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে শ্রীমায়াপুরস্থ গৌড়দেশোদ্ভব পুষ্পবৎ উদিত। তাঁহাদের চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ করিবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় বিদ্যমান নাই। তাই—

সেই দুই প্রভুর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গলদাতা, জীবের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদংশে সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিৎ ও আনন্দাংশে স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী হ্লাদিনী। এই ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। 'সৎ' শব্দের অর্থ—নিত্যবর্ত্তমান, কালাদি দ্বারা ক্ষোভ্য হইবার অযোগ্য। 'সৎ'এর ভাব বা নিত্যবর্ত্তমানতাকে 'সত্তা' বলে। শ্রীভগবান্ যে শক্তি দ্বারা সেই সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহাই সকল দেশকালদ্রব্যাদি-প্রকাশিকা 'সৎ' বা সন্ধিনী শক্তি; যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং জানিতে ও অপরকে জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'চিৎ' বা সম্বিৎ শক্তি; আর চিৎপ্রধানা যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন ও অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাই 'আনন্দ' বা হ্লাদিনী শক্তি। একই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ স্বরূপ-তত্ত্বে, আনন্দ-বিধায়িনী হ্লাদিনী শক্তিমতীরূপে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী এবং নিজ সত্তা-প্রকাশক সন্ধিনী-স্বরূপরূপে শ্রীবলদেব। বলদেবকেই আমরা সর্ব্ব দুই প্রকার—[illegible] ও চিন্ময়। সন্ধিনীশক্তির [illegible] কোন সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না। [illegible] সন্ধিনীর যে [illegible] তাহার নামই [illegible]। এই [illegible] বা শ্রীভগবানের [illegible] সন্ধিনী [illegible] [illegible] সত্তা, অর্থাৎ [illegible] [illegible] নিত্য সত্তা [illegible] আমরা [illegible] [illegible] [illegible] বিগত পরিণতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। চিন্ময় বা অপ্রাকৃত সন্ধিনী-সত্তা [illegible] [illegible] জড়জগতের সমস্ত লৌকিক সত্তা এবং জীবাত্মিক [illegible] জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়া থাকেন। [illegible] স্বতঃপ্রকাশ-লক্ষণযুক্ত, উহা অন্য-নিরপেক্ষ ও জগৎ প্রকাশক স্বভাবস্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। উহাতে মায়ার কোন সংস্পর্শই নাই। প্রাকৃত সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের সচিত্ত সম্বন্ধযুক্ত, কৃষ্ণের মহিত উহার কোন সম্বন্ধই নাই। যথা একাদশে—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে।"

সেই প্রাকৃত গুণসংস্পর্শ-রহিত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সন্ধিনী-শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণাগ্রজ-বলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দেরই কৃষ্ণার্থে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ গৌর-প্রাকট্য-বিধান-রূপ সেবা। তাই শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বেই নিত্যানন্দাবির্ভাব। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা-বর্ণনে দেখা যায়, শ্রীযশোদানন্দন বা বসুদেবনন্দনের দেবকীগর্ভে আবির্ভাবের পূর্ব্বে মূলসঙ্কর্ষণ বলদেবের আবির্ভাব হয় এবং তিনি যোগমায়া দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীগর্ভে প্রবিষ্ট হন। শ্রীগৌরলীলাতেও সেইরূপ দেখা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দরের শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভাবের পূর্ব্বে গৌরাগ্রজরূপে বিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়। মহাসঙ্কর্ষণ বিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধানকালে সেই তেজ স্বধর-পুরীতে স্থাপিয়া যান, পরে সেই তেজ স্বীয় অংশী নিত্যানন্দ-স্বরূপে মিলিত হয়। সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ, সমগ্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্বের আদি এবং জগতের পালনকর্ত্তা মূল পিতা হইয়াও গৌরদাস্যে নিত্যানন্দ-প্রাপ্ত। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব, পরব্যোমস্থ কৃষ্ণলোকের শ্বেতদ্বীপে মূল-সঙ্কর্ষণ, তিনিই বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণ-গর্ভ-ক্ষীর সমুদ্রশায়ী পুরুষাবতারত্রয় ও সহস্রফণাযুক্ত অনন্তদেব বা শেষ—এই বিষ্ণুতত্ত্বগণের মূল আকর বা অংশী হইয়াও শ্রীগৌরলীলায় গৌরকৃষ্ণের কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণলীলার প্রধান সহায়রূপে আবির্ভূত—গৌরদাস্যেই নিত্যানন্দের পরমানন্দ।

যে সময়ে সর্ব্বাবতারাবতারী শ্রীকৃষ্ণ "শ্রীবৃষভানুজার প্রণয়-মাহাত্ম্য কীদৃশ, তাঁহার স্বীয় মধুরিমা—যাহা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, এবং তাঁহার সেই মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধিকারই বা কি সুখের উদয় হয়"—এই তিনটী বিষয়ের আস্বাদন এবং জগজ্জনকে আত্মারামীয় ভক্তির আচরণ দ্বারা শিক্ষাপ্রদানার্থে অবতীর্ণ হইবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, সেই সময় [illegible] [illegible] [illegible] হইল। [illegible] [illegible] [illegible] কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশাবতার শ্রীঅদ্বৈত আবির্ভূত হইয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক [illegible] করিলেন, [illegible], স্বয়ংরূপের [illegible] সর্ব্বদেব নিত্যানন্দ স্বাশ্রয় আবির্ভাবিত [illegible] শ্রীগৌরকৃষ্ণের গূঢ় বাঞ্ছার পূর্ত্তির [illegible] [illegible] [illegible] প্রভু, মাতা, [illegible] সেবক-[illegible] পূর্ব্বক স্বয়ং সেবা-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়া সেবার আবির্ভাব ঘোষণা করিলেন, অর্থাৎ সেবকতত্ত্বের প্রাকট্যের সঙ্গে সঙ্গেই সেব্য-তত্ত্ব, তাঁহার অব্যবহিত পরেই সেব্যতত্ত্বের আবির্ভাব হইল। সেব্য, সেবক ও সেবা—তত্ত্বত্রয় পরস্পর পরস্পরের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

জীব যখন "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই 'সেবক'-স্বরূপোপলব্ধিক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধান্তঃকরণ-বিশিষ্ট হন, তখন সেই শুদ্ধসত্ত্বে সেবা-তত্ত্ব শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ আবির্ভূত হইয়া সেব্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রাকট্যবিধান করেন। শ্রীবলদেব নিত্যানন্দের চিদ্বললাভ ব্যতীত জীব প্রপঞ্চ জয় করিতে পারেন না, প্রাপঞ্চিক আনন্দকে হেয় অনিত্য জানে উপাদেয় নিত্য আনন্দ লাভ করিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দই অচৈতন্যবিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সন্ধান-প্রদাতা, অণুচেতন জীবের সহিত বিভুচেতন ভগবানের সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনোপদেষ্টা। সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দনাম-গুণকীর্ত্তনফলে, জীবের অবিদ্যা-জনিত অচৈতন্য উপাধি নষ্ট হইলে তবে তাঁহারই আনুগত্যে জীব স্বীয় অভীষ্টদেব ও সদোপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ-কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন—

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য কীর্ত্তন॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মকায়ব্যূহ বা কায়বিস্তার মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব—অংশ-মহাসঙ্কর্ষণ এবং অংশাংশ কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চদেহে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ অনন্ত বা শেষরূপে সহস্রবদনে নিরন্তর গৌরকৃষ্ণের গুণগান করিয়াও তৃপ্ত হন না। সেই নিত্যানন্দ-কৃপা-ব্যতীত কি কাহারও রাধাকৃষ্ণনিত্যতত্ত্ব, গৌর-কৃপা লাভে বিন্দুমাত্রও সামর্থ্য থাকিতে পারে? তাই ঠাকুরমহাশয় গাহিলেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥"

যাহারা "গৌর মানি, নিতাই মানি না বা নিতাই মানি, গৌর মানি না"—এই-

রূপ ধর্ম্মের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন, প্রভু নিত্যানন্দের মহিমাতত্ত্ব প্রচারক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

"দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান তোমার হ'বে
সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান;
"অর্দ্ধকুক্কুটী" ন্যায় তোমার প্রমাণ॥
কিম্বা, দোঁহা না মানিয়া হও ত পাষণ্ড;
এক মানি, আরে না মানি—এই মত
ভণ্ড॥"

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানমাত্রী হইয়া শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দকৃপাকটাক্ষের অপেক্ষা না রাখিয়াই সাধন ভজনের চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের তাদৃশী কোটী কোটী জন্মের চেষ্টা ত' সুফলপ্রসূ হইবেই না, অধিকন্তু গুরুগৌরাঙ্গচরণে 'গুর্ব্ববজ্ঞা' নামক ভীষণ নামাপরাধই পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিবে।

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তাঁর স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্বঠাঁই॥
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

মুক্ত কুলের উপাস্য কৃষ্ণনাম অমুক্ত অপরাধিগণ জন্মভরে বহু জন্ম কীর্ত্তন করিয়াও নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু যদি কোন নিতান্ত অপরাধি ব্যক্তিও 'আর অপরাধ করিব না' এই সঙ্কল্পে নিষ্কপটে পতিতপাবন শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় অচিরেই তাঁহার পূর্ব্বাপরাধ সকল মার্জ্জিত হয় এবং তিনি নামপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

'প্রেমপ্রচারণ' ও 'পাষণ্ড-দলন'— এই দুইটি কার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের জগজ্জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপা।

"প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"
"পাষণ্ডদলন বানা নিত্যানন্দরায়॥
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়॥"

অর্থাৎ গুরুকৃপায় জীবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রূপ পাষণ্ডতা দূর হইলেই জীব কৃষ্ণপ্রেমধনের ধনী হইতে পারেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কুটীনাটি প্রভৃতিতে আসক্ত, মায়াবাদী, কুতার্কিক, ধর্ম্মধ্বজী, স্ত্রীসঙ্গী, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতাবলম্বী গৌরনাগরী, প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীভেকী, শুক্রশোণিতাভিমানী জাতিগোসাই প্রভৃতি সকলেই 'পাষণ্ড' সংজ্ঞা প্রাপ্ত। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী রূপী সুশাণিত্ত কৃপাণিকাদ্বারা সেই সকল-পাষণ্ডদের পাষণ্ডমতবাদ বিধ্বংসিত করিয়া নিত্য সত্য শুদ্ধ সনাতন প্রেমধর্ম্মের প্রচার করেন। শ্রীনিত্যানন্দই কৃষ্ণজীবনৈক-জীবন পরবিদ্যাবধূ বা ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী। তাঁহার কৃপাতেই জীব যখন ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সদসদ্বিচারে পারদর্শিতা লাভ করেন, তখন সৎকথা বা কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনদ্বারা নিজের ও জগজ্জীবের মঙ্গলবিধানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারকরূপে সার্থকজন্মা হন। যাঁহারা গুরুপাদাশ্রয় না করিয়াই গুরুব্রুবরূপে কীর্ত্তনপ্রয়াস করেন, তাঁহারা কখনও সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তকীর্ত্তনে সমর্থ হন না, পরন্তু স্ব-কপোলকল্পিত ভ্রান্তসিদ্ধান্ত প্রচার দ্বারা নিজের সঙ্গে সঙ্গে বহু নিরীহ জীবকে অনন্ত নরকের পথে চালিত করেন। আজকাল এতাদৃশ নকল-নিত্যানন্দ-সাজা মাৰ্কটী গুরুর অভাব নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান।

শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলানুকরণে অনেক তথাকথিত 'নকল নিত্যানন্দ' গৃহমেধী হইয়া পড়িতেছেন আর তাঁহাদের অনুগত লোককে গৃহমেধী বা ঘরপাগলা স্ত্রৈণধর্ম্মী করিয়া তুলিতেছেন। অহো! তাঁহারা নিত্যানন্দচরণে কি ভীষণ অপরাধই না সঞ্চয় করিতেছেন! শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ বলদেব—সর্ব্ব বিষ্ণুতত্ত্বের আদিপুরুষ—ভোক্তৃতত্ত্ব হইয়াও তাঁহার গৌরমনোঽভীষ্টপ্রচারলীলার সাহায্যে বদ্ধজীবের ভগবদ্ভোগ্যবস্তুর ভোগবাসনারূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণক্রিয়ার সাম্য-প্রদান যে কি ভীষণ নরকপ্রাপণী বুদ্ধি, তাহা কি তাঁহাদিগকে, বুঝাইয়া বলিবার আজ কেহই নাই?

হে জগদ্বাসি, আপনারা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয়ের যাবতীয় চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে নিত্যানন্দ-পাদাশ্রয় করুন। নিত্যানন্দ আপনাদের সকলেরই সেব্যবস্তু। কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম—নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগৌরনিত্যানন্দই সেই সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞেই তাঁহাদের উপাসনা হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দশনামাপরাধ সম্বন্ধে পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই সেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরনিত্যানন্দের কৃপা লাভ হয়। গৌরনিত্যানন্দই জীবকে স্বতঃকসম্পৎ কৃষ্ণপ্রেমধন বিতরণে একমাত্র সমর্থ। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, বিদ্যাকুলধনমদে মত্ত থাকিয়া আমরা নিত্যানন্দপাদপদ্ম-সম্বন্ধ যতই বিস্মৃত হইতেছি, ততই কামক্রোধাদি নক্রমকরসঙ্কুল ভীষণ সংসার-দুঃখজলধিতে নিমজ্জমান হইয়া আপদ ক্লেশজাড্য হইয়া পড়িতেছি। পতিতপাবন নিত্যানন্দ ব্যতীত আমাদের এই দুর্দ্দৈব ঘুচাইতে আর কেহই নাই। তাই আজ নিত্যানন্দের আবির্ভাব। তিনিই জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া জীবকে ব্যাস-পূজার পূজারী করেন এবং গৌরদাস্য করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পূজাদ্বারাই যে ব্যাসপূজার পূর্ণতা, তাহা ভক্তসমাজে প্রচার করেন।

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত অবধূত নিত্যানন্দ আজ আমাদের দ্বারে ভিখারী। গৌরসুন্দরই তাঁহাকে ভিখারী সাজাইলেন, বলিয়া দিলেন—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া দয়াল ঠাকুর নিতাই চাঁদ নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' এক মন॥"

আহা, কলিহত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিত্যানন্দের চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে,—নিতাই আজ কাঁদিয়া আকুল। নিতাই 'বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার' ব্যতীত সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে প্রেমানন্দ বিতরণ করিলেন, জগাই মাধাইর ন্যায় অত্যন্ত পাপাচারীও নিত্যানন্দের কৃপাকটাক্ষ লাভে বঞ্চিত হইল না। আসমুদ্র-হিমাচল—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নিতাইয়ের আনা প্রেম-বন্যায় ভাসিয়া গেল। কিন্তু হায়! কেবল আমার ন্যায় কলিহত পাষণ্ড আজ সেই প্রেমবন্যায় ভাসিতে চাহিল না—আমিই আজ আপনাকে 'মহাদক্ষ' মনে করিয়া নিত্যানন্দ-পাদ-পদ্ম-সেবা-সৌভাগ্য বরণ করিতে চাহিলাম না!

"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি
ন সংশয়ঃ।
বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম
নাভবৎ॥"

আক্রোশ-পরমানন্দ অমানী-মানদ প্রভু নিতাই—মূর্ত্তিমান দৈন্যের অবতার নিতাই, আমার নিকট দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া অতিদীন ভাবে বলিলেন—'আমারে কিনিয়া লহ' ভজ গৌর হরি', কিন্তু আমি আমার প্রভুর সে কথায় কর্ণপাত করিলাম না!—অসত্যকে সত্যবোধে দেহাত্মবাদী মনোধর্ম্মী হইয়া নিত্যানন্দ সেবার পরিবর্ত্তে জড়ানন্দের স্রোতে ঘূর্ণমান হইলাম! আবার, কি স্পর্দ্ধা আমার! এইরূপ ভুবিবর-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট হইয়াও আমি চাই আমার এই প্রাকৃত বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারে অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদন করিতে—আমি [illegible] চাই [illegible] রাসলীলার পাঠক বা শ্রোতা হইতে! আমি নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইর চরণ দুখানি। নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ। কভু তাঁর কৃপা নাহি—

মহাশয়ের উৎকণ্ঠা-বাক্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হায়! হায়! মহামূর্খ—মহাপাতকী আমি, আমি কি আর এ জীবনে এ সকল দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িতে পারিব? আর কি নিতাইর পাদকমলের সুশীতল ছায়া পাইয়ায় কৃতার্থ ... হইব? নিত্যানন্দের প্রিয় ভক্তবৃন্দ নিত্যানন্দে, নিজজনগণ কি আমাকে তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতি উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দিবেন?—আমি কি সত্য সত্যই নিষ্কপটে বলিতে পারিব—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

হে গুরুদেব নিত্যানন্দ! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আজ তোমার কোটীচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্ম যুগলকে একবার আমার মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান কর। হে প্রভো! হে অহৈতুক কৃপাসিন্ধো! আমি যেন অন্যাভিলাষ্ট্রাক-শ্রীর কাঙ্গাল না হইয়া জন্ম-জন্ম তোমার নিষ্কপট দাসানুদাসরূপে তোমার সেবায় কাঙ্গাল হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি! হে প্রভো! আজ তোমার আবির্ভাব-দিবসে তোমারই নিষ্কপট দাসানুদাস-স্বরূপে তোমার সেবায় প্রমত্ত থাকিয়া তোমার আবির্ভাব-মহোৎসবের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কাম্যনীয় বিষয় হউক।

দয়াময় গুরুদেব, আমি তোমার নিতান্ত অযোগ্য ভৃত্য হইলেও প্রাকৃত সাহিত্যিক-রূপে কতকগুলি জনমনোমুগ্ধকর সুন্দর সুন্দর বাক্যবিন্যাসদ্বারা প্রাকৃত ভাষা-সৌন্দর্য্যে তোমাকে মুগ্ধ করিবার— তোমাতে আমার কত প্রীতি আছে, তাহা দেখাইবার মানস স্পৃহা যেন আজ আমার মনোমধ্যে বিন্দুমাত্রও স্থানলাভ না করে। হে প্রভো, আমি যেন তোমাকে আমার সকল হৃদয় দিয়া কেবল তোমারই প্রীত্যর্থে তোমারই সেবায় কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

প্রভু হে, শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা মম, নিষ্প্রয়োজন হয়,
দুর্দ্দশা হইতে বাঁচিবার॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তাতে আমি সুপাত্র দয়ার॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়াময় কেবা পাবে
দয়াময় নামটি ঘুচাবে।
[illegible]

মহামহোৎসব

অদ্য ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১২ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

শ্রীনিত্যানন্দের সংক্ষিপ্ত লীলা

রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকট একচক্রাগ্রামে হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ো ওঝা নামে বরেন্দ্র-শ্রেণীর একজন মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী। শ্রীনিত্যানন্দ সর্ব্ব বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্বের মূল হইলেও সেই ব্রাহ্মণদম্পতিকে বাৎসল্য-রস আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহাদের পুত্ররূপ স্বীকার পূর্ব্বক বাল্যে শ্রীরাম ও বলদেবের ন্যায় অনেক লীলা প্রকট করিয়া মাতাপিতা ও দেশবাসী সকলকেই আশ্চর্য্যান্বিত করেন, কিন্তু তথাপি যোগমায়া-প্রভাবে কেহই তাঁহাকে "চিনিতে পারে নাই।" এইরূপে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থানের পর দৈবাৎ আগত কোন এক সন্ন্যাসীর প্রার্থনাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। বিংশ বৎসর যাবৎ নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর ব্রহ্মমাধ্ব-সম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলিত হন এবং তীর্থ-যাত্রার ফল সাধুসঙ্গ ও সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ পুরীপাদের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করেন। শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ বলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ পাণ্ডরপুরে শ্রীবিঠ্ঠলনাথ দর্শন-কালে এক বিপ্রালয়ে অতিথি হইয়া দৈবাৎ তথায় সেই বিপ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি-তীর্থের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয় করেন। ঐ গ্রন্থের মতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীলক্ষ্মীপতি-তীর্থের সহিত মিলিত হইবার পরে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সহিত মিলিত হন। শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের গুরু।

"লক্ষ্মীপতি-স্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ।
বাঢ়াইলা তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥"
'কপোতদির্ শপরে মাধবেন্দ্রের স্থানে।
দেখা হৈল শ্রীতীর্থের সমীপেতে ॥'
(ভক্তিরত্নাকর)

কৃষ্ণলীলায় বলদেব যেরূপ তীর্থ-পর্য্যটন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌর-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দও সেইরূপ সেই লীলার পুনঃপ্রাকট্য করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া প্রকাশক শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার নাম-প্রেম-প্রচার কার্য্যে সর্ব্ববিধ সহায়তা করেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জগাই মাধাই উদ্ধার-লীলাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ লীলায় তিনি চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে অভিনয়কালে শ্রীশ্রীরাধা-ভাবের [illegible] যোগমায়া প্রকৃতির [illegible] করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তে যখন তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন নিত্যানন্দ তাঁহাকে ছলে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আনয়নপূর্ব্বক শচীমাতা ও গৌর-বিরহ-কাতর অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিয়া আনিয়া শান্তিপুরে তাঁহার সহিত সকলের মিলন করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে কয়েকদিন অবস্থানপূর্ব্বক নীলাচলাভিমুখে গমনপথে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গী হন। কমলপুরে আসিয়া মহাপ্রভু ভার্গীনদীতে স্নানান্তে কপোতেশ্বর দর্শনার্থ গমনকালে নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় দণ্ড রাখিয়া যান। নিত্যানন্দ তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেন। কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ডিত করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার জন্যই ত্রিদণ্ডগ্রহণ বিধি, কিন্তু মহাভাগবত-লীলাভিনয়কারী বিষ্ণুপরতত্ত্ব মহাপ্রভুর পক্ষে তাহার কোন আবশ্যকতা নাই—ইহাই দণ্ডভঞ্জলীলার তাৎপর্য্য। মহাপ্রভু তাহাতে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক বৈধসন্ন্যাসিদিগের যোগ্যতার পূর্ব্বে দণ্ড ত্যাগ অনধিকারচর্চ্চা, ইহা শিক্ষা দিয়া অগ্রে নীলাচলে গমন করেন এবং তথায় জগন্নাথ-দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় নিজগৃহে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এমন সময় নিত্যানন্দাদি আসিয়া মিলিত হন। কিয়দ্দিবস নীলাচলে অবস্থানপূর্ব্বক নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর আদেশে নামপ্রচারার্থ গৌড় যাত্রা করেন। গৌড়গমনপথে প্রভু নিত্যানন্দ পাণিহাটি রাঘবভবনে নৃত্যকীর্ত্তন করেন, পরে তথা হইতে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে আগমন করেন, তথা হইতে সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের গৃহে পদার্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে ও অন্যান্য বণিককুলকে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবার অধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার 'পতিতপাবন' নামের সার্থকতা করেন এবং জগজ্জীবকে—"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥"—এই শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে সময় পাণিহাটীতে ছিলেন, সে সময় সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসগোস্বামী তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি শ্রীরঘুনাথকে চিড়াদধি-মহোৎসব করিতে বলেন। সপ্তগ্রাম হইতে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া শচীদেবীকে মহাপ্রভুর সম্বাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীনিত্যানন্দের এইরূপ অনন্ত লীলা। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে সেই লীলা খুব সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে কিছুদিন থাকিয়া আবার নীলাচলে যান এবং মহাপ্রভুর আদেশে নামপ্রচারার্থ পুনরায় গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইবার গৌড়দেশে অবস্থানকালে তিনি সালিগ্রামনিবাসী সূর্য্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী বসুধার গর্ভে ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার কোন শৌক্রসন্তান নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীরাম-কৃষ্ণ ও শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই তিনজন শিষ্যকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অধস্তনগণ বর্ত্তমানে নিত্যানন্দ-বংশ বলিয়া কথিত; বস্তুতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ বলিতে নিত্যানন্দের অনুগগণকেই বুঝাইয়া থাকে। যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের শৌক্রসন্তান পরিচয়-প্রদান-দ্বারা বংশ-গৌরব বজায় রাখিতে চান, তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবের দেহকে প্রাকৃত শুক্রশোণিত-জাত দেহ মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে গুরুতর অপরাধ সঞ্চার করিয়া থাকেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ বলদেব-তত্ত্ব, সুতরাং তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে সকলেই ব্রজের গোপালভাবাশ্রিত সখ্যরসরসিক ভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশগোপালই প্রধান। যথা (১) শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, (২) শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর, (৩) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, (৪) শ্রীকালা কৃষ্ণদাস, (৫) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৬) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত, (৭) শ্রীপরমেশ্বর দাস, (৮) শ্রীপুরুষোত্তম দাস বা নাগর পুরুষোত্তম (৯) শ্রীপুরুষোত্তম পণ্ডিত, (১০) শ্রীমহেশ পণ্ডিত, (১২) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর। ব্যাস-বতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যভাগবতে 'নিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তির সহিত অভিন্ন হেতু মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহাকে শ্রীবার্ষভানবীর কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী বলিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং বিষয়-জাতীয় বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-জাতীয় লীলায় জগদ্গুরু। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন হইলেও তিনি বিষয়-জাতীয় আশ্রয়-বিগ্রহ রেবতীরমণ বলদেব নহেন, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ। তাঁহাকে 'নিত্যানন্দ' বলিতে যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' শ্লোকের অবমাননা-মূলে গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন। জগদ্গুরু নিত্যানন্দ ও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জীব-শিক্ষা-কল্পে গাহিয়াছেন—

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

শ্রীধাম মায়াপুরে যাত্রিসমাগম

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুরে বহু যাত্রীর সমাবেশ হইতেছে। যাত্রিগণ যাহাতে নিরুদ্বেগে সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন ও তত্তৎ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীধামে আসিবার অর্থ—ধামবাসী শুদ্ধ-ভক্তগণের শ্রীমুখ হইতে গ্রাম ও ধামের পার্থক্য, ধাম-মাহাত্ম্য, এবং শ্রীভগবানের নামরূপ-গুণ-লীলা-মহিমা শ্রবণ। যাত্রিগণ বহু দূর দেশ হইতে বহু অর্থব্যয় ও কায়-ক্লেশ সহ্য করিয়া তীর্থ-স্থানে আগমন পূর্ব্বক যদি সেই ভগবৎকথাই শ্রবণ সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! "কেমন করিয়া ঠাকুর দেখিলে ঠাকুর দেখা হয়, কেমন করিয়া পূজা করিলে ঠাকুর সত্য সত্যই পূজা গ্রহণ করেন, কোন্ কীর্ত্তন, কেমন করিয়া, কাহার নিকট হইতে শ্রবণ করিলে যথার্থ কীর্ত্তন শ্রবণ করা হয়—কুক্ষেত্রিয় তর্পণ

হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগকে কেহই না বলে, আর কেহই না শুনে। তীর্থস্থানে যাত্রীরা আসিলে ঠাকুর বাড়ীর পাণ্ডাদিগের নিকট হইতে কিছু আমাদের জন্য লইয়াই যান ;— ঠাকুর-দর্শনীর ভেট, চরণামৃতের দাম, নির্মাল্যের দাম, চরণ-তুলসীর জন্য কিছু, প্রসাদের দাম, পাঠ কীর্ত্তন শুনাইবার জন্য কিছু ইত্যাদি নানাভাবে যাত্রীদের অর্থশোষণেরই উত্তমরূপ ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হতভাগ্য যাত্রীরা যে কি নিয়া ঘরে ফিরিবে—কতটুকু লাভবান্ হইয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করিবার জন্য পাণ্ডাগণের আদৌ চেষ্টা দেখা যায় না। পাণ্ডাগণ যাত্রীদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া তাহার ষোল আনাই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যয় করেন ; যদি অন্ততঃ পক্ষে তাহার এক আনাও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে না হয় যাত্রীরা মনকে কিছু প্রবোধ দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের 'শূন্যগ্রন্থি অর্থাৎ বস্তা' কারয়াই ঘরে ফিরিতে হয়। এ সকল কথা ভাবিবার ও আলোচনা করিবার মত পরদুঃখদুঃখী কি একজনও আছেন ?

শ্রীধাম মায়াপুরে শুকদেবতাত্মা নিষ্কপট শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ যাত্রিগণকে তাঁহাদের ধামে আসিবার প্রয়োজনীয়তা এবং মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা উপদেশ করিয়া যাহাতে তাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল লাভ করেন, তাহারই সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

শুনুন, পড়ুন, বিচার করুন।

গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর ; পশ্চিমপারে কুলিয়া (সহর নবদ্বীপ)। বহির্দ্দেশে উর্দ্ধমূলে মায়াপুর বলিয়া কল্পিত নাম দিলেও উহা কিছুতেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর নহে বা হইতেও পারে না। বর্ত্তমান বামনপুকুর এবং তন্নিকটস্থ স্থানই প্রাচীন মায়াপুর নবদ্বীপ। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিৎ সভ্যগণের নিরপেক্ষ অনুসন্ধানফলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে শ্রীমায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান এবং তাহা গঙ্গানদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। এই স্থানে প্রাচীন নবদ্বীপের নিদর্শন-স্বরূপ আজও বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, বল্লাল সেনের প্রাচীন দীঘী, প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে বিচারক এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত চাঁদকাজীর সমাধি এবং তাঁহার বাটীর প্রাচীন নিদর্শন প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্যবসাদারেরা নানারূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া এবং নানাপ্রকারে ভয় প্রদর্শন করিয়া যাত্রীদিগকে সত্য সত্য প্রাচীন শ্রীনবদ্বীপ-ভূমি দর্শন করিতে দিতেছে না। যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুর দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই স্থানই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর কি না। এখানে ভেট বা জোর-জবরদস্তি নাই। এস্থানের আদর্শ সেবা ও সদাচারাদি দর্শন করিয়া সকলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন এবং গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপের পূর্ব্ব-গৌরব পুনঃ স্থাপন করুন। তর্ক-পথ অপেক্ষা মহাজনের অনুমোদিত শ্রৌতপথের আদর করিয়া সনাতনধর্ম্ম পালন করুন।

আম্মা কথা

অদ্ভুত মানহানির মামলা

বোম্বাই, ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, নিউজিল্যাণ্ড গেড্ উড্ ফ্রেষ্ট লিমিটেড কোংর শেয়ার ব্রোকার মিঃ গ্রস-ত্রিফের বিরুদ্ধে শেয়ার মার্কেট রিপোর্টে উক্ত কোংর বিরুদ্ধে এক মানহানির প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে এক মামলা আনিয়াছিলেন, বোম্বাই হাইকোর্টে বিচারপতি মিজ্জা মামলায় এক পাই ক্ষতি পুরণ ডিক্রি দিয়াছেন। প্রতি পক্ষকে নিজ নিজ ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবে।

'নবকাল' পত্রের সম্পাদক অভিযুক্ত

বোম্বাই ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, "গোলশেভিক বিল" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিবার অভিযোগে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত মিঃ খাদিলকারের মামলার বিচার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উঠিলে আসামীপক্ষের কাউন্সেল আসামীকে জামিনে সোপর্দ্দ করিবার জন্য আবেদন করেন ; ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া নিজেই বিচার করিবেন, অভিমত প্রকাশ করেন।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়
ভাইস চ্যান্সেলার নির্ব্বাচন

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলী ডি, এ, ভি, কলেজের প্রিন্সিপাল দেওয়ানচাঁদ, এলাহাবাদের এডভোকেট মুন্সী নারায়ণ প্রসাদ আস্থানা ও ডাঃ গণেশীপ্রসাদের নাম আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। এপ্রিল মাসে বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলার রেভাঃ ক্যানন এ, ডবলিউ ডেভিস অবসর গ্রহণ করিলে উক্ত পদ খালি হইবে। ৭ই মার্চ্চ নির্ব্বাচন আরম্ভ হইবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিকের মৃত্যু
মিঃ ডি, জি, আপসন্

মিঃ ডি, জি, আপসন নিউমোনিয়া রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী ছিলেন। এম্পায়ার, মুকার, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, মোস্লেম আউটলুক এবং ডেলী ক্রনিকেল এই সমস্ত বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি সম্পাদনা কার্য্য করিয়াছেন। তিনি তুরস্ক এবং অন্যান্য মোস্লেম দেশগুলি ভ্রমণ করিয়া নানা হৃদয়-গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

কোচবিহারের মহারাণীর দুর্দ্দৈব
২ লক্ষ টাকার অলঙ্কার অপহৃত

নিউ দিল্লী ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রিতে নয়াদিল্লীতে স্যার এডুইন লুটায়েন্সের গৃহ হইতে কোচবিহারের মহারাণীর ২ লক্ষ টাকার অলঙ্কার চুরি গিয়াছে। মহারাণী কলিকাতা হইতে দিল্লীর বাক্স এখানে পৌঁছিয়াছেন এবং স্যার এডুইনের বাংলোতে তাঁহার দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাণী যখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন চোরেরা সিঁদ কাটিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে এবং গহনার বাক্স অপহরণ করে। রাত্রি প্রায় দশটার সময় একটা চোর মহারাণীর গায়ে গহনা আছে কিনা, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় মহারাণী জাগিয়া পড়েন। কিন্তু কোন প্রকার সাহায্য আসিবার পূর্ব্বে চোরেরা পলায়ন করে। পুলিশ এই বিষয়ে জোর তদন্ত করিতেছে।

আনন্দবাজার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি

মোয়াজ্জিমের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি পদে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জ্জীকে বরণ করিবার জন্য মেদিনীপুর জিলা কংগ্রেস কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমেরিকায় ধর্ম্ম-[illegible]

[illegible]

মাণিকগঞ্জে আচার্য্য রায়

গত শুক্রবার প্রাতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মাণিকগঞ্জে গিয়াছেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি মাণিকগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বর্ত্তমান ছাত্রসম্প্রদায়ের জীবনের আদর্শ এবং আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তিনি বলেন যে, ছাত্রেরাই দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা স্থল। তাঁহাদের উৎসাহী এবং কর্ম্মী হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত মহাপুরুষ নিজের উদ্যমে সামান্য অবস্থা হইতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ছাত্রদের আদর্শ স্বরূপ তিনি তাঁহাদিগকে নিজবাসী হইতে উপদেশ প্রদান করেন। চীন এবং জাপানের ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স হইতেই স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ছুটীর দিনে তাহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হয়। এইরূপ নিঃস্বার্থ এবং [illegible] দ্বারা তাহারা দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিয়াছে। আচার্য্য রায় বক্তৃতায় ছাত্রদের তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে বলেন।

[illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ [illegible]

[illegible] ফাল্গুন, শুক্রবার—১৩৩৫ [illegible]

অলকানন্দা কোথায় ?

প্রাচীন নদীয়া-নগরী অলকানন্দার কূলে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান সুবর্ণবিহারে অলকানন্দার কূলে লক্ষিত হইতেছে। এই প্রাচীন নদীয়া নগরীর ইষ্টক ও উপলখণ্ড [illegible] ও তাঁহার প্রধান পুত্র গোপাল ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব মাটিয়ারী গ্রামে লইয়া গিয়া তথায় নূতন রাজ-প্রাসাদ স্থাপন করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সুবর্ণ-বিহার গ্রামে যে কীর্ত্তন-বিলাস করিয়াছিলেন, এবং গোয়ালপাড়া, গাদিগাছা গ্রামে তাঁহার গোপকুলগণের গৃহে যে ভিক্ষা করিতেন, তাহার কথা প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে লিখিত আছে। অলকানন্দার [illegible] সম্প্রতি "অলকানন্দার নল" নামে কথিত হয়। এস্থলেই পূর্ব্বকালে নদীয়া-নগর অবস্থিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ মহোদয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—

"অলকানন্দা এক সময় মায়াপুরের উত্তর দিয়া সুবর্ণবিহারের নিকট পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। অলকানন্দা মন্দাকিনী ও খড়িয়া,—এই নদীত্রয় একত্রিত হইয়া "চৌমাথা (চারটায়) খাল" নামক স্থানের মধ্য দিয়া মহেশগঞ্জ, টেংরা ও গাদিগাছা প্রভৃতি গ্রামের পূর্ব্বাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তৎকালে গাদিগাছা গ্রামের কিয়দংশ [illegible] খালের চর [illegible] দক্ষিণাংশরূপে কথিত হইত। বর্ত্তমান [illegible] পূর্ব্বাংশ—যাহা [illegible] নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, ঐ স্থানেই প্রাচীন গোদ্রুমদ্বীপ বা [illegible] [illegible] সেই সময় খড়িয়া নদীর [illegible] [illegible] এই [illegible] বর্ত্তমান [illegible] [illegible] হইয়াছে।

বিরাট আয়োজন

গতকল্য হইতে শ্রীগৌরজন্মস্থলী অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে নিত্যানন্দ-জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণনামমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়দেশের সী ও ব্রজবাসী বহু সুকৃতিমান্‌ ব্যক্তি এই শুদ্ধ-কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইতেছেন এবং কি করিয়া শ্রীনাম কীর্ত্তন করিলে সত্য-সত্য নাম-কীর্ত্তন করা হয়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুবর্গের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া দশ-নামাপরাধ-বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। এক প্রকার ভোগি-সম্প্রদায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনকে তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত স্বরূপ জানিয়া তাহার প্রয়োজনীয়তাকে আদৌ [illegible] নাম-কীর্ত্তনকেই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রধান উপায়-স্বরূপ করিয়া লইয়াছেন। আবার [illegible] সম্প্রদায়ের একদল "কৃষ্ণ-নামের উচ্চ কীর্ত্তনের আদর করিবার পরিবর্ত্তে কেবল মুখবুজিয়া বা জপের [illegible] মুকধর্ম্মাবলম্বী বা সঙ্কীর্ত্তন-বিরোধী হইতেছেন; আর একদল কৃষ্ণনাম ও নামীতে ভেদ-বুদ্ধি করিয়া নামকে অর্চ্চনা করিতেছেন অথবা মায়াধীশ পরমেশ্বর কৃষ্ণ তত্ত্বে মায়া আরোপ করিয়া মায়াবাদী হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই অল্প বা অতিরেকভাবে কৃষ্ণবিমুখতা করিয়া মহা-ঘোর নরক-পথের যাত্রী হইতেছেন। এই সকল দুর্ভাগা জীবকুলকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অনা-[illegible] জীবকুলকে উদ্ধারের জন্যই পতিতপাবন জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের আবির্ভাব। তিনি জীবকুলের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণভক্তিপ্রবর্ত্তক [illegible] রূপে প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। জীবগণ সেই নিত্যানন্দপাদ-পদ্মে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরতা ছাড়িয়া কেবল-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরতা-মূলক শ্রীনামকীর্ত্তনের যোগ্যতা উপলব্ধিপূর্ব্বক মহাধন লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ উদ্ধব-বৈষ্ণবতোষণী [illegible] বৈষ্ণবদিগের গৌরব নহে, পরন্তু তাহা পরি-শোধ-মাত্র অপ্রাকৃত পবিত্রতা। ইহাতে বোমবাত্তি [illegible] উৎসবাদিতে মিলিত হয়, কিন্তু [illegible] নিত্য, আর শরীর হইতে ভিন্ন, তাহা কীর্ত্তনেরই একমাত্র নিত্যাবশ্যকতা আছে। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিরই একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীগৌরসুন্দর উচ্চকীর্ত্তন প্রচারদ্বারা জগতে উচ্চ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। এই সকল কথা সর্ব্বত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে। সুতরাং শ্রেয়ঃ-কামি সজ্জনমাত্রকেই এই কীর্ত্তনোৎসবে যোগদানার্থ আমরা সাদর আহ্বান করিতেছি।

শ্রীমহাপ্রভুর সময় শ্রীমায়াপুর, সুবর্ণবিহার, গাদিগাছা, মাজদিয়া, গঙ্গানগর, তারুইডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের মধ্যে কোন নদীর ব্যবধান ছিল না। সেই অলকানন্দাকে গোদ্রুমদ্বীপে বা [illegible] দ্বীপে লইয়া যাওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রাচীন নদীয়া-নগরী অলকানন্দার কূলে অবস্থিত ছিল। অলকানন্দাকে যদি কেহ [illegible] করিয়া [illegible], তাহা হইলে [illegible] [illegible]-সাটীতে [illegible], [illegible] স্থাপন করিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চরণান্তিকে

জয় জয় নিত্যানন্দ সকল আনন্দ কন্দ
প্রেম কল্পতরু পরকাশ।
জীবের দুর্গতি দেখি ঝুরয়ে প্রভুর আঁখি
(জীবের) কিসে হবে ভববন্ধ নাশ॥ ১
কৃষ্ণচন্দ্র-ইচ্ছা-বশে শেষশায়ী অবশেষে
রাঢ়দেশে হ'লেন উদয়।
সেই প্রভু বলরাম এবে নিত্যানন্দনাম
হাড়াই-পদ্মাবতী-তনয়॥ ২
উদ্ধারিতে জগজন করি প্রেম বিতরণ
জগদ্‌গুরু হইলা নিতাই। ৩
গৌর-কৃষ্ণ-তত্ত্ব যত নিত্যানন্দ অবগত
আগে পাছে আইলা দু'ভাই॥ ৩
কৃষ্ণচন্দ্র গৌররূপে অবতীর্ণ নবদ্বীপে
অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে
শচী-জগন্নাথ-ঘরে ত্রিভুবন আলো করে
হইবেন, জানি নাশিবারে॥ ৪
তাহার সূচনা আজ বাদ্য-ঢাকের মাঝ
সর্ব্বজীব হবে উন্নমিত।
জয় নিত্যানন্দ বলি নাচে বাহু তুলি তুলি
হরিনামে করিয়া ধ্বনিত॥ ৫
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে পুষ্প বরষণ
ত্রিভুবনে নাহি দুখ ভয়।
যত কিছু দুঃখ ক্লেশ না রহিল অবশেষ
প্রভুর উদয়ে হ'লো দূর॥ ৬
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে জীবে কৃপা বিতরিতে
এহেন দয়ালু কেহ নাই।
কৃপা-সিন্ধু ভক্তি-দাতা তুমি জগতের পিতা
প্রেমের বিগ্রহ শ্রীনিতাই॥ ৭
হেন প্রভু নিত্যানন্দ ঘুচায় জীবের দ্বন্দ্ব
সর্ব্বজীবে ভক্তি করে দান।
নিজ পদ-ছায়া দিয়া ত্রিতাপ-জ্বালা নাশিয়া
জুড়ায় জগতে জীব-প্রাণ॥ ৮
কলি-কবলিত জীব সদা বসিয়া অশিব
অপরাধী হতেছি সবাই।
[illegible] কৃপা করি স্বপার্ষদে অবতরি
অবতারী [illegible]॥ ৯
(এই) নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর-ঘরে
নিত্য বিরাজে গৌর নিতাই।
শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সদা দেখে দিবা-নিশি
অন্য—দুর্ভাগার ভাগ্যে নাই॥ ১০
গুরু-নিত্যানন্দ-পায় মন না মজিল হায়
বৃথাই ধরি এ নরদেহ।
এ দাসাচরণ-দাসে মরে নিজ কর্ম্মদোষে
শেষে দোষী নাহি হবে কেহ॥ ১১

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

অসংখ্য দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বক বৈষ্ণবচরণে নিবেদনমিদং—

সপার্ষদ অভিন্ননিত্যানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রী প্রভুপাদের শ্রীচরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর নিবেদন, এ অধম একটি প্রশ্ন লইয়া আপনাদের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। নিবেদন এই—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, ২৭৬ সংখ্যা ১৭ই মাঘ বুধবার "গীতারহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধে (পণ্ডিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন) অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, "তোমার 'গুরু' নামধারী ভীষ্ম এবং দ্রোণ দুর্য্যোধনকে গর্ব্বিত এবং অর্থের দাস হইয়া দুর্য্যোধনাদির সংসর্গে তোমাদের রাজ্য অপহরণ ও অন্যান্য দ্রোহ-কার্য্যে তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং তাদৃশ কার্য্যাকার্য্য বিবেক-রহিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করণ" ইহাতে মাদৃশ মূঢ় ও বিষয়াসক্ত জীবের হৃদয়ে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে ভীষ্ম মহারাজ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম যাহাতে প্রমাণিত ষোলচতুষ্টয় থাকিতে পারে না, তিনি কি প্রকারে রাজ্য অপহরণ ও দ্রোহ-কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন? শ্রীপাদ পণ্ডিত মহাশয় কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুসেবায় অবহিত থাকিয়া কখনই এইরূপ অপরাধকর বাক্য লিখিতে পারেন না; তাঁহার উদ্দেশ্য সামাজিক গুরুব্রুব ও আত্মীয়-ব্রুব অর্থবলনাশ্য দম্ভীদিগকে লক্ষ্য করিয়া হইবে যাহা হউক, শ্রীভীষ্ম মহারাজের এইরূপ কার্য্যের অভিনয় ও পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের বচন-ভঙ্গীর গূঢ় উদ্দেশ্য শাস্ত্রবিচারসহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শুনাইয়া এ অধমের হৃদয় শোধন করিবেন কি?

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীবটকৃষ্ণ দে।

উত্তর

[illegible] বৈষ্ণবের 'অন্যতম শ্রীভীষ্মদেবের পূজা এবং অন্যান্যদির কথা যাহাতে [illegible] [illegible] হইয়া থাকে যথা—

"মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো
বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো
বিদুরো ধ্রুবঃ॥
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যশ্চ
বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ
পরো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, দাল্ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি ভক্তবৃন্দের সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য, অন্যথা ঘোরতর অপরাধ হয়।

ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু যে বর্ণা দদ্যুর্ভীষ্মায়
নো জলম্।
সংবৎসরকৃতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব
নশ্যতি॥"
(তিথিতত্ত্ব)

বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিতে নাই, করিলে সে নারকী হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার এত ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ যে, তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিই জাতিবুদ্ধি করা একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাভিমানিগণ ভীষ্মকে "ক্ষত্রিয়" জ্ঞান করিলেও তাহাদেরও ভীষ্মতৃপ্ত্যর্থ ভীষ্মতর্পণ করিতে হয়, নচেৎ সম্বৎসরকৃত-পুণ্য তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ সর্ব্বপূজ্য সাধুর চরণে জানিয়া শুনিয়া কে অপরাধী হইতে চায়? তবে, গীতোক্ত বাক্যটীর গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় প্রেস হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্বলদেবের 'গীতাভূষণ' ভাষ্য গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই এরূপ প্রশ্ন করিতে যাইবেন না। উক্ত ভাষ্যকার শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বল দেব, বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতার প্রারম্ভে উপোদ্ঘাতে লিখিয়াছেন,—

"অথ স্বপরিচয়নঃ স্বয়ং ভগবান-চিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পানুবর্ত্তিচিত্র-ধর্মদস্যাদিবিক্রিয়াদি-সংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদি-লীলয়া স্বভুজ্যান্ সদাবির্ভূতান্ পার্ষদান্ প্রকর্ষসংস্তৈর্ষ শ্রীমান্ বহুনবিদ্যাশার্দ্দুলী-বদনাভিমোচ্য পাণ্ডবীয়নায়কত্বাবিনাহৃত্য-জিনীষুম্নাক্রমৃষ্ণ ন স্বাত্মভূতমপি অর্জ্জুন-মবিতর্ক্যাত্মশক্ত্যা সমোহমিব কুর্ব্বন্ তন্মোহ-বিনাশকোপদেশেন সপরিকরস্বাত্মযাথাত্ম্য-নিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদমুপাদিশৎ।"

"যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার" এই বাক্যানুসারে অর্জ্জুনের রথের পুরোভাগে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ভগবদ্বহিরঙ্গাশক্তি মায়া কখনই পদক্ষেপ করিতে পারে না এবং যাঁহারা সেবোন্মুখ হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সহ তাঁহার সাক্ষাৎ কার্য্যে নিযুক্ত, তাদৃশ অর্জ্জুনের অবিদ্যা-মোহ কোথায়? যাঁহারা একবারও শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ অথবা তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া থাকেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মায়াবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন, একথা সকল শাস্ত্রই মুক্ত-নির্দ্দেশে একবাক্যে জানাইতেছেন, তথাপি সংশয়চেতা জীবগণ বহু জন্মের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত পাপের ফলে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে চায় না, তাই আজ কলি-হত জীবগণের এতদূর দুঃখ, তাহারা এতদূর মায়াকবলে কবলিত, উৎপীড়িত। উপরি-উক্ত গীতাভূষণ ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে অর্জ্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি-জীবগণের ন্যায় কখনই মোহ হয় নাই, তবে পরমদয়ালু জীবদুঃখকাতর ভবিষ্যদ্দর্শী শ্রীকৃষ্ণ নিজ অন্তর্দ্ধানের পর কলি-আগমনে ধর্ম্মভ্রষ্ট জীবগণকে অবিদ্যাশার্দ্দুলীর বদন হইতে মোচন করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের মোহ-নিবারণ ছল করিয়া এই গীতাশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এস্থলে অর্জ্জুনের মোহ যেরূপ ছল, কিন্তু অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণ বদ্ধজীবগণকেই উদ্দেশ করিয়াছেন, তদ্রূপ ভীষ্মদ্রোণাদিকে উপলক্ষ করিয়া গুরুব্রুব বা আত্মীয়ব্রুবগণের উদ্দেশেই এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহারা 'গুরু' বা 'আত্মীয়' সাজিয়া তাহাদের অনুগত শিষ্য অথবা কনিষ্ঠগণকে নিজেদের ভৃত্য বা তাহাদের বশবর্ত্তী থাকাই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, তাদৃশ ব্যক্তিগণের গুরুত্ব কিছুমাত্র নাই এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই তাদৃশ গুরুব্রুব বা আত্মীয়ব্রুবগণের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ ভীম অর্থাৎ রাক্ষস (বিভেতি অস্মাৎ ইতি ভীম), ইহাদের উদরভরণ-ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উদরভরণের নিমিত্ত তাহারা তাহাদের শিষ্য-পুত্রগণকে বাল্যাবধি এই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, গুরুজনের সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম, কিন্তু গুরু কে, এ বিচার করে না। তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত, বাল্যাবধি তাহাদের উপদেশে পরিচালিত অনুগত ব্যক্তিগণও কূপমণ্ডূকের ন্যায় ঐ গুরুব্রুবগণের উপদেশ-পালনেই সর্ব্বদা যত্ন করে। ফলে উভয়েই নরকগামী হইয়া থাকে। যথা,—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

ন্যায়-সঙ্গত বাক্য যিনি না বলেন, কিন্তু অন্যায় ভাবে অর্থাৎ সাত্বত শাস্ত্র-বিরোধি কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি অজ্ঞতাবশতঃ উহা অন্যায় ভাবে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বজনসমাদৃত গ্রন্থ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একমাত্র বৈষ্ণবগণ ব্যতীত গীতার তাৎপর্য্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাদৃশ অধম ও অধ্যাপনাকারিগণকে বলিতেছেন,

গীতা-ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥

গীতার তাৎপর্য্য জানিতে চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোভীষ্টপ্রচারকারী শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গীতাভূষণ-ভাষ্য শ্রীবলদেবানুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রবণ করা আবশ্যক।

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আপাত প্রতীতি

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস মহাশয় নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত শ্রীপাদ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, ভীষ্ম দ্বাদশ-জন ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারকের অন্যতম আদি-পুরুষ। তিনি কৃষ্ণের বিচারে হরিসেবা-বৈমুখ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাদৃশ হরিসেবাবৈমুখ্য লীলা প্রদর্শন করায় সেই দ্বাদশজনের অন্যতম বৈষ্ণবগুরুর প্রতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত বিচার গ্রহণ করেন নাই। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে অনাত্মজ্ঞজনগণের মোহ উৎপাদন করিবার জন্য শারীরক ভাষ্য-ভাষ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের অবতারণা করিয়া সগুণ পঞ্চোপাসনার প্রচার করায় তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দর আদর করিতে পারেন নাই—বলিবার ন্যায় ভীষ্মের ব্যবহার কৃষ্ণের অনুমোদিত এবং কৃষ্ণ ভীষ্মের প্রতি ঐরূপ দৃষ্টিবিশিষ্ট হইবেন না—এইরূপ বিচারের অবতারণা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ বাবু ভীষ্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, আমরাও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ—আমাদের উপাস্য-বস্তু, শ্রীভীষ্মদেব আমাদের পূজ্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়-মত শ্রীভীষ্মের পাণ্ডববিরোধী পক্ষে যোগদান সঙ্গত এবং তাঁহার অপকার্য্য-সমূহের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে উপ-যোগিতা আছে। যদিও আপাতদর্শনে বৈষ্ণবগুরু কৃষ্ণের নিজ প্রিয়, [illegible] হইলেও কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র-জীব আমরা সকল ক্ষেত্রে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ কেন অন্তর্যামিরূপে ভীষ্ম-হৃদয়ে প্রবৃত্তি হইয়া প্রত্যক্ষভাবে পাণ্ডববিরোধিগণকে তাঁহাকে যোগদান করান এবং ভীষ্মের উপাস্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ কেনই বা পাণ্ডব-পক্ষে যোগদান করেন? আর কিই বা ভীষ্মের পাণ্ডবের প্রতিকূলে অবস্থান কি কৃষ্ণ-সেবাবিরোধি কার্য্য, না কৃষ্ণসেবানুকূল কার্য্য? যে পক্ষে ভীষ্ম অবস্থিত, তাহার প্রতিকূলপক্ষে কৃষ্ণের অবস্থান কি অবৈধ?—এই সম্বন্ধ-নির্ণয়ের সত্য আলোচনা করিতে গিয়া যে লৌকিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং যে স্থলে শ্রীপাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির প্রশংসা করিতে গিয়া আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষ হইয়া সাংসারিক কার্য্যে আমাদের লৌকিক বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি না। শ্রীকৃষ্ণ—উপাস্য, শ্রীভীষ্মও তাঁহার অনুগত, নিত্যদাস; তিনি কখনই কৃষ্ণপ্রতিকূল কার্য্য করিয়া সেবাবিরোধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণও ধর্ম্মসংরক্ষকরূপে প্রিয়তম বৈষ্ণব ভীষ্মকে গর্হণ করিতে পারেন না। তাঁহার অনুগ জ্ঞানমিশ্র ভক্ত-সম্প্রদায় যাহাতে বিবর্ত্তবাদাশ্রিত হইয়া ভীষ্মের চরণে অপরাধী না হন, তন্নিবারণকল্পেই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভীষ্মের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের গর্হণোক্তি। জ্ঞানমিশ্র ভক্তের অনুপযোগী হওয়ায় অভিনয়কারী ভীষ্মের পাণ্ডব-প্রতিকূল-পক্ষে যোগদানই তাঁহার সেবাধিকার। কিন্তু তাই বলিয়া কেবলা ভক্তি জ্ঞানবিদ্ধা ভক্তির সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না—ইহা বুঝাইবার জন্য যে লীলার অবতারণা, তাহার একদেশ-দর্শন হইতে প্রত্যেক ভক্তই বিমুক্ত আছেন। ভীষ্মের আনুষ্ঠানিক ভক্তি কি প্রকারে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন, তাহা বুঝিতে হইলে জ্ঞান-বিদ্ধা-ভক্তি ও কেবলা ভক্তির পরিচয় পাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের বৃহদ্ভাগবতামৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, জ্ঞানমিশ্র ভক্তির আদর্শ ভীষ্ম কেবলাভক্তির আশ্রিত অর্জ্জুনের সহিত বিষমভাবে অবস্থিত। ভীষ্মাশ্রিত জনগণ অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যাঁহাদের রুচি প্রবল তাঁহাদের ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ এবং ভীষ্মের স্বরূপতঃ কৃষ্ণভক্তির উৎকর্ষ-বর্দ্ধনের জন্যই স্বরূপসিদ্ধ ভীষ্মের তদাশ্রিত ভিন্ন ভক্তগণের উপযোগিতায় অপকর্ষ-প্রদর্শনী উক্তি ছিল। শ্রীপাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও ভীষ্মগর্হণ উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু ভীষ্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া আপাতদৃষ্টিতে যে যুগভক্তিকার সাধনপোষণ, তাহা অপ-সারিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। আপাত দর্শনে বিবদমান প্রতীত হইলেও শ্রীভীষ্মের অধিকার বিচার [illegible] চক্ষু এক [illegible] কেবলা ভক্তির [illegible] জনগণের বিচারে [illegible] আনিয়া দিবে।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত পত্র

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত নদীয়া প্রকাশের সম্পাদক মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

মহাশয় !

আমি অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে কত দুঃখই না পাইয়াছি ও পাইতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, এই হিসাবে আমি হতভাগ্য। কিন্তু এই দুর্ভাগা হইয়াও আজ নিজকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি, কারণ ভাগ্যহীনেরও ভাগ্যোদয় করাইতে পারেন—অজ্ঞানান্ধেরও চক্ষুরুন্মীলন করাইতে পারেন এরূপ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়াছি। মায়া-পিশাচীর ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত মাদৃশ সুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভাঙ্গাইতে পারেন, বিশেষতঃ আমাদের যেচে যেচে চেতনের বাণী কীর্ত্তন করিয়া অচৈতন্যদেরও চৈতন্যের সঞ্চার করিতে পারেন, এরূপ কোন সাধুর আগমন হইবে এবং দর্শন পাইব, তাহা কখন ও ভাবি নাই, কিন্তু আজ তাহাও যখন হইল, তখন আমি বিশেষ ভাগ্যবান্, আমার কেবল আমি কেন এ গ্রামবাসী—শুধু গ্রামবাসী কেন দেশবাসীই ভাগ্যবান্, তাহার কোন সন্দেহ নাই। গত ২৮শে মাঘ তারিখে অপরাহ্ণে আমি কোন কার্য্যবশতঃ তেলিগ্রামের দিকে (ময়মনসিং জেলার অন্তর্গত) আসিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিলাম অদূরে কয়েকজন লাল কাপড় পরা সাধু ঐ গ্রামের দিকে যাইতেছেন, এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমার বিশেষ পরিচিত কয়েকটী ভদ্রলোকও যাইতেছেন কৌতূহল হওয়ায় একটু দ্রুতগতিতে তাঁহাদের নিকটে যাইয়া দেখিলাম, একজন ব্রহ্মচারী আবেগপূর্ণভাষায় অনর্গল হরি-কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন, এবং পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকগুলি তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুধামৃত পান করিতে করিতে অনুরাগে মত্ত বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের একজন প্রচারক, তাঁহার নাম সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ ভদ্রলোকগুলি কয়েক দিবস যাবৎ পুত্রকন্যা ফেলিয়া উক্ত প্রচারকগণের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছেন। অদ্য তেলি গ্রামে শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতেছেন, সেখানে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। এই কথা শুনিয়া আমিও আর বাড়ী না যাইয়া তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। ব্রহ্মচারী মহোদয় অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রায় দুইঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলেন যে—"আমরা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও ইতর প্রাণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছি, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে এমন কোন বন্ধু পাই নাই, যিনি সত্য কথা বলিয়া আমাদিগকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করেন। তথা-কথিত প্রচারক ও গুরুব্রুবসকল কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-লোভে এরূপ ভাবে শাস্ত্রযুক্তি-পূর্ণ নিরপেক্ষ শ্রৌত কথা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। তাঁহারা আপাত মধুর কথা বলিয়া বঞ্চনা করেন মাত্র। তাঁহাদের আচারহীন প্রচার প্রাণহীন ; কিন্তু এখন দেখিতেছি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহাদের প্রাণ আছে, তাই তাঁহাদের প্রচারে প্রাণহীন ব্যক্তিরও চেতনের সঞ্চার হয়; ব্রহ্মচারী প্রভুর অমৃতবর্ষী বাণী শ্রবণ করিয়া আজ আমরা ধন্য হইলাম।" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া তাঁহারা আরও কয়েকদিন অবস্থান করিয়া প্রচার করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তাহার পরদিন প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তেলিগ্রাম, উজলাটী, সারুটীয়া প্রভৃতি গ্রামে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৩॥০ টা হইতে মোহিনীবাবুর বাড়ীতে একটা সভায় হিন্দু ও মুসলমান বহু শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহোদয় দীর্ঘকাল সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় সুযুক্তিপূর্ণ ও সকলচিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেন। সনাতন ধর্ম্মটী যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের, জাতি কি সমাজ বিশেষের ধর্ম্ম নহে, তাহা কি হিন্দু, কি মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি, কি ভারতবাসী, কি ইংলণ্ড-আমেরিকাবাসী, স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ প্রভৃতি সকলেরই অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই ধর্ম্ম বা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই, যেখানে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ আছে বা সাম্প্রদায়িকতা আছে, তাহা সনাতন ধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহাকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম অর্থাৎ দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম বলে ; দেশ, কাল, পাত্রভেদে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্ম নিত্য ও সনাতন তাহার কোন দিন, পরিবর্ত্তন হয় না—ইত্যাদি শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অনেক কথা বলিয়া দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের কথা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। তাহার পরদিনও সকলের অনুরোধে ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া সকলের আনন্দ বিধান করেন। গত ১লা ফাল্গুন অপরাহ্ণে প্রচারকগণ তথা হইতে ফুলবাড়ি নামক স্থানে আগমন করেন। ২রা তারিখে ফুলবাড়ি বাজারে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু স্থানীয় ব্যক্তিগণ অধিকাংশই ইতঃপূর্ব্বে বক্তগণের নিকট যাহা শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাহাই ঠিক তাহা ছাড়া শুনিবার কিছু নাই এরূপ ধারণা তাঁহাদের বদ্ধমূল থাকায় ব্রহ্মচারী প্রভু সাচ্চা কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রীতি-বিধান করিতে পারেন নাই। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি। সন ১৩৩৫ সাল ৩রা ফাল্গুন।

সেবকাধম

ডাক্তার সুরেন্দ্র কুমার চন্দ, এল, এম, বি।

নানা কথা

জালিয়াৎ জাতুকর

আমেদাবাদ, ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, টাকা জাল করিবার জন্য মাদেশ স্ট্রীটের ৩ ভাই স্বর্ণকার, দণ্ডবিধি আইনের ২৩১, ২৩২ এবং ২৩৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়। তাহাদের বাড়ীর ভূ নিম্নস্থ একটা ঘরে তাহাদের টাকা প্রস্তুতের কারখানা ছিল। জাল টাকা চালাইবার জন্য তাহারা নানা স্থানে তাহারা অফিস করিয়াছিল। অতিরিক্ত সেসন জজের বিচারে অন্য ২ ভাইএর ১ দফা ২৩১ ধারানুসারে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা দিতে অপারগ ১৮ মাসের অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় ; অপর দফায় ৬ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা দিতে অপারগ বিধায় অতিরিক্ত ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। উভয়বিধ কারাদণ্ড সম্মিলিত ভাবে ভোগ করিতে হইবে। অন্য ভ্রাতার দণ্ডবিধি আইনের ২৩৫ ধারানুসারে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা দিতে অপারগ বিধায় ১৮ মাসের অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ট্রেণ চাপা

শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে একখানা চলন্ত ট্রেণে আরোহণ করিতে যাইয়া সুবোধচন্দ্র পাত্র নামক ২৬ বৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গালী যুবকের দক্ষিণ পদ ও কপালের মাঝখানে বীভৎস রকম ক্ষত হইয়াছে। চিকিৎসার জন্য তাহাকে শ্রীরামপুর হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে ব্যবস্থাপক সভা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতে বোম্বাইয়ের লাট স্যার ফ্রেডারিক সাইকস, বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার নূতন স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ভবন নির্ম্মাণে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। সাজ-সজ্জা সহ উহার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। উহাতে আধুনিক কাল-উপযোগী সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সোমবার বোম্বাই ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। লাট স্যার ফ্রেডারিক সাইকস তাঁহার বক্তৃতায় বোম্বাইয়ের হাঙ্গামা ও বাজেটের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

জিলা বোর্ডের টাকা আত্মসাৎ

ভাগলপুর ১৮ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জিলা বোর্ডের টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে বিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত রাজেন্দ্রনারায়ণ মিশ্রকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সংপ্রতি এই মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। এসেসরগণ আসামীকে নির্দোষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রায় মুলতুবী রহিয়াছে।

নাদির খাঁর আফগানিস্থান যাত্রা

নাদির খাঁর ভ্রাতা প্রকাশ করিয়াছেন যে, নাদির খাঁ গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে "কৈশর ই-হিন্দ" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যেহেতু স্বদেশে যাইবার এবং তথায় সকল বিষয় সুব্যবস্থিত করিবার জন্য তাঁহার স্বদেশ হইতে আহ্বান আসিয়াছে।

ধুবড়ীতে মুসলমান সভা

প্রকাশ, ধুবড়ীর ভাসানীর চরে সম্প্রতি একটি মুসলমান-সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে ২টি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে,—(১) সিলেক্ট কমিটীর সিদ্ধান্তানুসারে গোয়ালপাড়া প্রজাস্বত্ব আইনের পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত করিবার জন্য সরকারের নিকট প্রার্থনা ও (২) হজযাত্রীদের অব্যবহিত পরেই হজযাত্রিগণকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা হজ কমিটী ও পোর্ট কমিশনারের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ

মহামহোৎসব

গত কল্য ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে চারি দিবস কাল নামযজ্ঞ, হরিকথা, ইষ্ট-গোষ্ঠী এবং সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন গান হইবে। সজ্জনগণ সবান্ধবে আসিয়া এই মহামহোৎসবে যোগদান করুন।

সিংহল মেল মারার মামলা

মাদ্রাজের, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, চিঙ্গলপুটে জিলা জজের এজলাসে গত জুলাই মাসে সিংহলের বোটমেল মারার যে মামলায় সুব্রহ্মণ্য ও আর ৭ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল, এসেসরগণ সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে তাহাদের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামীরা কাট্টপাকুম রেল ষ্টেশনের নিকট রেলপথের ফিশপ্লেট সরাইয়া ট্রেণটী ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সোমবার রায় প্রদত্ত হইবে।

টেমস-নদীর অবস্থা

টেমস নদীর উপর দিকে বাঁকে বরফ পড়িয়া জমিতে আরম্ভ করিয়াছে, আরও অনেক নদীর জল জমাট বাঁধিয়াছে, আর খাল হ্রদ পুষ্করিণী প্রভৃতি বরফ-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

নগরের জল সরবরাহের নল বরফে জমিয়া যাওয়াতে গৃহস্থদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে এ কারণে লণ্ডন সহরের সর্ব্বত্রই লোক হৈ চৈ করিতেছে। যাহাতে রাস্তার বড় নল হইতে জল সরবরাহ হইতে পারে, এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক একটা জলের থাম বসাইতেছেন।

বিদ্রোহ-সৃষ্টির দায়ে ইঞ্জিনীয়ার গ্রেপ্তার

সিমলের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, প্রাদেশিক রক্ষী সৈন্যদিগের ভিতর গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য প্রচার-কার্য্য চালাইবার এবং উক্ত সৈন্য-দলের সেনাপতিদিগের বিদ্রোহে যোগদানে উত্তেজিত করিবার অপরাধে মঃ মেইগা নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অনুসন্ধানে বহু-সংখ্যক বোমা পাওয়া গিয়াছে।

পূজায় আপত্তি

বরিশাল, পটুয়াখালীর লতিফ স্কুলে সরস্বতী পূজা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জুবিলী স্কুলে গত ৪ বৎসর হইতে সরস্বতী পূজা হইতে থাকিলেও তথাকার হিন্দু ছাত্রেরা এবার স্কুল-প্রাঙ্গণে পূজা করিতে পারে নাই। স্কুল কমিটি তথায় পূজা করিতে নিষেধ করেন। স্কুল কমিটির কোন সদস্য ঐ বিষয়ে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আকরাম হুসেনের নিকট পত্র লিখিয়া হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হওয়ায় ছাত্রেরা হিন্দু-সমাজ-ভবন প্রাঙ্গণে [illegible] করে।

বেলুচ বিদ্রোহ দমন

পেশোয়ারের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, পারস্যের সরকারী সৈন্যদিগের চেষ্টার ফলে বেলুচ-বিদ্রোহি দল ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের নেতা দোস্ত মহম্মদ খাঁ বন্দী হইয়া জুজদাব নামক স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। সেখান হইতে দোস্ত মহম্মদ খাঁ ব্রিটেনের রাজ-ভক্তি জানাইয়া, তাহার দলের সকলের ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাহার তেহারাণে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পারস্যাধিপতি সাহকে এক তার করিয়াছে।

ম্যাসিডোনিয়ায় ভীষণ বন্যা

এথেন্সের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ম্যাসিডোনিয়াতে ভার্ডার এবং ষ্ট্রুমা নদীতে বিষম বন্যা হওয়াতে অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক গৃহপালিত পশু জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে এবং বহু লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকের প্রাণ-হানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। স্বাস্থ্য বিভাগীয় মন্ত্রী সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কারণে গভর্ণমেণ্ট সমগ্র গ্রীস দেশ হইতে সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। সংগৃহীত অর্থের দ্বারা কেবল যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের দুর্দ্দশা-মোচনে ব্যয় করা হইবে, তাহা নহে; পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে যাহাতে আর বান না হইতে পারে, সে জন্য বহু খাল খননের ব্যবস্থা হইবে।

ফাঁসি মুলতুবী

১১ ফেব্রুয়ারী তারিখে রেঙ্গুনের মার্ক স্থানে ৪ জন হত্যাকারীকে ফাঁসি দিবার কথা ছিল। কিন্তু বাধ্ তাড়িত বরফের জন্য লেফটেনেণ্ট হইতে সরকারী আদেশ আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। [illegible] কয়েদিদের জন্য ফাঁসির হুকুম মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

লণ্ডনে মার্কিণ ধনিকের প্রভাব

'গ্রেটার লণ্ডন কাউন্টি ট্রাষ্ট' নামে যে এক বিজলী সরবরাহ কোম্পানী লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড তাহার কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সে জন্য তাঁহার বার্ষিক ১৫,০০০ পাউণ্ড বেতন ধার্য্য হইয়াছে। এই কোম্পানীর মূল-ধন ২৫ লক্ষ পাউণ্ড। নিউইয়র্কের এক বিজলী ও আলোক সরবরাহ কোম্পানী লণ্ডনের এই কোম্পানীর অনেক অংশ ক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে লণ্ডনের ধনিক মহলে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, অংশ-নামা ক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনে কি ধনীর অভাব ছিল? এই ঘটনায় লণ্ডনে মার্কিণ ধনীদিগের যে প্রভাব বাড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্রের উল্লিখিত কোম্পানী অনেক মূল্য দিয়াও এই কোম্পানীর উপর প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন।

কিন্তু স্যর ফিলিপ ডসন নামক লণ্ডন কোম্পানীর এক ডাইরেক্টর বলেন, আমেরিকায় অংশ বিক্রয় করিয়া লণ্ডনের স্বার্থ মার্কিণদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া যে ধারণা তাহা অমূলক।

মার্কিণ রেলে মাল বহন

ওয়াশিংটন, ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের আন্তঃ-রাষ্ট্র-বাণিজ্য-কমিশন উক্ত রাজ্যের রাষ্ট্র-সমূহের রেলগুলিতে মালবহনের কার্য্য একমাত্র কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। উক্ত কোম্পানী মালবহনের জন্য যেখানে যাহা সম্ভব হইবে, তাহা মালবহনের আবশ্যক অনুসারে সকল রেলে ভাগ করিয়া দিবেন।

সৌ-শক্তি হ্রাসের [illegible]

গত [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible] আইন কোয়ালিশনের [illegible] ছিলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট [illegible] এবং আমেরিকার [illegible] সমস্যা এবং [illegible] অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রবিভাগীয় [illegible] হইতে জানান যে, মৌলিক প্লান সম্বন্ধে অবস্থার এখনও পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিদেশ মন্ত্র ও [illegible] সহিত উক্ত পর্য্যালোচনা-কার্য্য চলিতেছে। পর্য্যালোচনা শেষ হইবামাত্র তাহার ফলাফল ঔপনিবেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে জানান হইবে, এবং তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করা হইবে, এ জন্য কিছু সময় পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট ঐ সম্বন্ধে আর কিছু যে বলিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

স্যর ফ্রেডরিক হোয়াইট
চীনে পরামর্শক পদলাভ

প্রকাশ, চীনের সরকারী কমিটিসমূহের অন্যতম এক কমিটি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট স্যর ফ্রেডরিক হোয়াইটকে সমগ্র চীন গভর্ণমেণ্টের সাধারণ পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। এইরূপ আশা করা যায় যে, চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ তাঁহার এই নিয়োগ অনুমোদন করিবেন। স্যর ফ্রেডরিকের এই নিয়োগকে একটা অতি গুরুতর বিষয় বলিয়া মনে করিতে হইবে; যেহেতু অন্য যে সকল ব্যক্তি পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীর পরামর্শদাতা মাত্র। চীন গভর্ণমেণ্ট তাহাতে স্যর ফ্রেডরিকের কার্য্যদর্শনে তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন।

যুরোপে শীতের আক্রোশ হ্রাস

লণ্ডনের ২০শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত সপ্তাহে বৃটেনে যে বিষম তুষারপাত হইয়াছিল, গত বুধবার হইতে তাহা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিন মধ্যাহ্নকালে সমগ্র বৃটেনে তাপমাত্রার পারদ একটু উঠিয়াছে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং যুরোপের অন্যান্য স্থানেও শীতের একটু হ্রাস বোধ হইতেছে।

বার্লিনে অন্ধকার

গ্যাসের পাইপে বরফ জমিয়া যাওয়াতে বার্লিন নগরের কেন্দ্রস্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। [illegible] কোনরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, [illegible] [illegible] [illegible]

সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গই মানবজীবনের মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়। যাহা নিত্য সত্তাবান, যাহা কর ধর্ম্মশীল নহে, যাহার চ্যুতি নাই, যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বপাত্রে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ অসমোর্দ্ধ—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বরূপে বিরাজিত, তাঁহারই নামই 'সৎ'—ওঁ তৎ সৎ। 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ'ময় বিগ্রহ শ্রীভগবানের সদংশই সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেবই—শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ। তিনিই শ্রীভগবানের জীবশক্তিগত হ্লাদিনীর সহিত চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীর সংযোগ বিধান-দ্বারা জীবকে পূর্ণানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বিতরণ করেন, তিনিই জীবশক্তিগত সন্ধিনীর সহিত চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনীর মিলন-কার্য্যদ্বারা জীবের চিন্ময় সত্তা, নাম, ধাম প্রভৃতি স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করেন, এবং তিনিই জীব-শক্তিগত 'সম্বিৎ'এর সহিত চিচ্ছক্তিগত সম্বিচ্ছক্তির মিলন-দ্বারা জীবকে অপূর্ণ ব্রহ্ম-পরমাত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি-দানপূর্ব্বক পরিপূর্ণ ভগবজ্জ্ঞান প্রাপ্তির অধিকারী করেন। শ্রীবলদেবই জীবকে চিদ্বল প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রপঞ্চজয়ে সমর্থ করেন—শ্রীবলদেব শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দই জীবের সম্বন্ধ—কৃষ্ণপাদপদ্ম, অভিধেয়—কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা বা ভক্তি এবং প্রয়োজন—পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ—নিখিল-কল্যাণ-গুণ-সমুদ্র হইয়া তিনিই আবার সংসারদাবানল-স্পৃষ্ট লোকসকলের ত্রাণ-নিমিত্ত কারুণ্যঘনাঘনত্ব প্রাপ্ত—তিনিই সর্ব্বজীববন্ধু—সর্ব্বজীবের একমাত্র 'সৎসঙ্গ'। তাঁহার আনুগত্যেই জীব যাবতীয় কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অসৎসঙ্গ প্রভাব পরিমুক্ত হইয়া—যাবতীয় [illegible] হইতে পরিত্রাণ পাইয়া [illegible] পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণ-[illegible] সমর্থ হন—জীবন ধন্য করেন। তাঁহার আনুগত্য-বঞ্চিত জীবের জীবন বিড়ম্বনাময়। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিলেন—

"যে লইল নাহি ভজ বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু-বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তা'র॥"

মানুষ বিদ্যাধন-কুলমদে প্রমত্ত হইয়া জগদ্গুরু নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত—সৎসঙ্গ-বঞ্চিত হইয়া দুরাচার-নিষ্ঠ পশুপ্রায় হইয়া পড়ে। "নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়।" ওগো মনুষ্যত্বের অহঙ্কার-স্ফীত মানব! ইহাই নাকি তোমার মনুষ্যত্ব? তুমি কি একবারও চিন্তা করিবে না মানব, তুমি কি ধনে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছ? সমগ্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-তত্ত্বের আদিপুরুষ মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব নিত্যানন্দ স্বয়ং সেবা-বিগ্রহ-রূপে তোমাকে কি সঙ্গ—কি বন্ধুত্ব—কি অমৃত দান করিতে আসিয়াছেন, তাহা কি তোমার একবারও চিন্তা করিবার অবকাশ নাই?—নিতান্ত অকৃতজ্ঞ নরাধমের ন্যায় তাহা প্রত্যাখ্যানই করিবে? অহো, এত প্রমত্ত তুমি? না-না, মানব, এত ভুল করিও না। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যে সঙ্গলোলুপ, সেই সুদুর্লভ-সঙ্গ প্রদানের জন্যই শ্রীনিত্যানন্দ জগদ্গুরুরূপে আজ তোমার দুয়ারে তোমার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তোমারই দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, এত নিষ্ঠুর তুমি, তোমার হৃদয় কি তাহাতে একটুও কাঁদিবে না—নিতাইয়ের অভয় পাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িবার জন্য একটুও ব্যাকুল হইবে না?

শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীগুরুদেবই সৎসঙ্গ, তাঁহার সেবকও সৎসঙ্গ। নিতাই-সেবকের কৃপা হইতেই নিতাই পাদপদ্মের সেবা-সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই নরাধমগণের ত্রাণকর্ত্তা ঠাকুর নরোত্তম গাহিলেন—

নিতাই-চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।" ভক্তবৎসল ভগবানের প্রিয় জন—ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভগবৎ-সেবায় অধিকারী হইবার আর

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ

মহামহোৎসব

গত পরশ্ব এবং গত কল্য শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। দেশবিদেশ হইতে বহু যাত্রী আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শুদ্ধভক্তমুখ-নিঃসৃত শ্রীনাম ও নামমাহাত্ম্য শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আগামী কল্য পর্য্যন্ত যাত্রিগণ এই সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। আমরা বিশ্ববাসী সকলকেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দানুগত জনই জীবকে অনিত্য বা জড়ানন্দের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যানন্দ বা পরানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ দানে একমাত্র সমর্থ। অতএব—

"হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইয়ের পায়।"

এস ভাই কাঙ্গাল পতিত, কে কোথা আছ, এস তোমরা, কাঙ্গালের ধন, পতিতপাবন প্রভু-নিতাই ব্রজের দুর্লভনিধি কৃষ্ণনামপ্রেম-ধন বিতরণের জন্য আজ তোমাদিগকে বড় ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছেন—তোমাদের দেহ-মনোধর্ম্ম—যাহার যাহা কিছু আছে, সব দূরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিষ্কপটে নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ কর। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞেই সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দের আরাধনা হইয়া থাকে। তাই শ্রীযোগপীঠ মায়াপুরে সেই নিত্যানন্দের আবির্ভাবোপলক্ষে আজ বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের আয়োজন। সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই চতুর্ব্বিধ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরূপে শ্রীনিত্যানন্দের সেবক-বৃন্দ। তাঁহাদের সঙ্গই সৎসঙ্গ। হে ভ্রাতৃবৃন্দ, তাহা লাভ করিয়া মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।

"গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত-পাশ।"

অদৃষ্ট মন্দ

দেবতা বলুন, মনুষ্য বলুন অথবা পশু, পক্ষী; কীট পতঙ্গই বলুন, সকলেই এই সংসারে ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই এসেছে। কেহ বা ভোগ্য বস্তু পাবার জন্য ছুটাছুটি ক'রে, প্রাণপণ যত্ন ক'রেও তাহা সংগ্রহ করতে পারছে না, আবার কেউ বা পেয়েও ভোগের সামর্থ্যাভাবে অথবা ভোগের-বস্তুর গ্রাহক অনেকগুলি থাকায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নিশ্চিত হয়ে ভোগ করতে পাচ্ছে না আবার কেউবা পাওয়া জিনিষ হারিয়ে হা-হুতাশি ক'রে প্রাণপণ বেগে ছুটছে, সারা বিশ্বে একটা হাহাকার রব উঠেছে, গুরু-লেই বড় হয়ে একাকী ভোগ করবার মতলব আঁটছে তাতে ক'রে ভোগিকুলের মধ্যে একটা মহা অপ্রীতি, বিবাদ-বিসম্বাদ প্রবলবেগে বইছে সুতরাং একটু চিন্তা ক'রে দেখলে দেখা যায় যে, আমার ন্যায় সকলেরই ভাগ্য একভাবে গঠিত। সকলেরই অদৃষ্ট আমার অদৃষ্টের ন্যায়ই মন্দ।

আমি ভোগ-পিপাসু। সুতরাং ভোগি-কুলে আমার জন্ম, সেখানে আমি ভোগীর আদ ভোগের মধ্যেই বড় হয়েছি। ছেলে বেলা থেকে ভোগের মন্ত্রই আমার কানে এসেছে, আবার বড় হয়ে সেগুলির প্রত্যক্ষ দর্শন স্পর্শনহেতু আমার অনুভূতিই বলুন, আর প্রতীতিই বলুন, সাক্ষাৎ ভোগ। তাই আমি ভোগিকুলের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করেছি? কিন্তু আমি আমার কথা এখনও বলি নাই। তবে না বলেও যাচ্ছি না।

এসংসারে যখন চিরদিন থাকতে পারো না, তখন এখানকার জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়াটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। এখানকার যে বস্তুগুলি আমার ভোগ্য বলে মনে করি, সেগুলি কেবল আমাকে ঐরূপ ভোগ দেয় মাত্র। আমি বেশী বুদ্ধিমান, তাই ভোগায় পড়ে, মরীচিকায় জলবুদ্ধি করে মাকাল ফলকে সুন্দর মিষ্ট মনে করে ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু পশ্চাৎ যখন উহারা আমাকে উহাদের স্বরূপ দেখান, তখন আমার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ ন্যায় হয়ে পড়ে। সুতরাং জাগতিক সুখ-ভোগের স্থানে আসিয়াও সুখভোগ করিতে পারি না বলে স্বীয় ভাগ্যের দোষারোপ দেই না।

এই ভোগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ কোন ভাগ্যফলে, সাধুদের ঢেউয়ে কিনারা পেয়েছিলাম। উঠে দেখি, আমার সম্মুখে আমাকে দয়া করবার জন্য অতিমর্ত্ত্য পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে তাঁহারই ছায়ার ন্যায় সতত সঙ্গী সঙ্গিগণ। আমাকে পেয়েই কত না আদরে পরম স্নেহে টেনে নিয়ে বসিয়ে বললেন—"[illegible]"। আমি

কেবল তোমারই অপেক্ষায় আছি। তোমাকে একটি শুভসংবাদ দিবার জন্য এসেছি। যে কথাটা বলবো, সেটা আপাততঃ দেখ্‌তে বা ভাব্‌তে উল্টো হলেও সেইটাই একমাত্র সহজ সরল এবং 'ভাল কথা'। তোমার সম্মুখে দেখ, কত জীব স্রোতে ভেসে ভেসে চলেছে—বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, নদীর ঢেউয়ে ক্ষণেও উচুতে আবার কখনও নীচুতে ডুব্‌তে ডুবতে অবিরাম চলেছে। ইহাদের গন্তব্যস্থান ও শেষ প্রাপ্য জান কি? না তুমি তা জান না, সেই কথা জানাবার জন্যই আমি উপস্থিত। নদীতে ভাসমান জীবকুল ভোগের স্রোতে ভাসছে—অসীম, অনন্ত সাগরে ছুটছে এবং মৃত্যুই চরম প্রাপ্য। শুধু এই বারের মৃত্যুতে উদ্ধার নাই, কতকাল যে এই ভাবে জন্ম, জরা, মৃত্যু যন্ত্রণা পাবে কে জানে। শ্রীভগবানই সকলের পিতা, পালয়িতা ও সেব্য। সেই পরমপিতার সেবা ছাড়িয়া পিতৃদ্রোহিগণের এই উপযুক্ত শাস্তি। তোমার ভাগ্য ভাল, দয়াল প্রভুর কৃপায় কূল পেয়েছ, সেই প্রভু প্রেরিত আমি একটা কথা বলে যাই,—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ
মনীষিণাম্।
যৎসত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি
মামৃতম্॥

এই মানবজন্ম সুদুর্লভ কিন্তু মানবদেহ অসৎ এবং বিনাশী। যদিও মনুষ্য দেহও অনৃত ও বিনাশী, তবু এই মনুষ্যদেহে একমাত্র লোক সত্য ও অমৃত-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন সুতরাং হরিভজনকেই একমাত্র সার জানাই বুদ্ধিমানের বিবেক ও মনীষার চতুরতার পরিচয়। তা ছাড়া জীবের অন্য বিষয় বুদ্ধিচালনা বা চাতুর্য্য দেখানো 'স্বখাদে ডুবে মরা'র ন্যায় নিজের গলায় নিজেই দড়ি দিয়া আত্মহত্যা মহাপাপ আনা মাত্র সার। "যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর'—এই বাক্যের যে কত মূল্য, তাহা বুঝবার লোক এজগতে নাই। কেননা এখানে সকলেই আপন-কেন্দ্রিক কৃষ্ণ-বিরোধী। সকলেই কৃষ্ণ দিয়া নিজের সুবিধা করবার ফন্দিতে আছে। আবার বেশী চতুর হয়ে নিজেরাই কৃষ্ণ হতে দাঁড়িয়েছে। বৎস, আর না ভাগ্যে কূল পেয়েছ, আর নদীতে নামিও না, এখন চলতে থাক, রাজার পথের পথিক হও। এই বলিয়া সেই দয়ার-ঠাকুর প্রভুজন আমাকে টানিয়া লইয়া আমার বামকর্ণে মন্ত্রদান করিলেন। আর বলিলেন, বৎস মন্ত্রাত্মক সাক্ষাৎ মদনমোহনই তোমার উপাস্য, তুমি কায়মনোবাক্যে এই মন্ত্র জপ কর। পরে তোমার ভজনানুরূপে শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ দর্শনদানে তোমাকে কৃতার্থ ক'র্বেন। কিন্তু একটী কথা এই, অসৎ সঙ্গ ছেড়ে সৎসঙ্গে বাস করবে। অসৎসঙ্গে জীবের যে কত অমঙ্গল হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অসৎ কাহাকে বলে,—প্রশ্ন করবার পূর্ব্বেই সেই অন্তর্যামী প্রভু বলিলেন—যাহারা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে নিত্য বুদ্ধি করে, নিজের অনিত্য দেহকে নিত্য মনে করে, ভোক্তা সেজে অপর দেহ ভোগ করতে ছোটে, কৃষ্ণকে সেবা করে না যারা, অথবা যারা তাঁর সেবার নামে ভোগ-কামনা বা মোক্ষ-কামনা করে, তাহারা সকলেই অসৎ। এহেন অসতের সঙ্গ এবং এমন কি তাদের সঙ্গীর সঙ্গ স্বপ্নেও করবে না। আর ভগবানের ভজনা করে তার বিনিময়ে কিছুই চাইবে না। নিজেকে বড় ভক্ত ভেবে অপরের নিকট সম্মান আদায় করবে না। যদি তোমার হৃদয়ে মদনমোহনের সেবা অথবা তাঁর অভিন্ন ভক্ত সেবকগণের সেবা ছাড়া অন্য পিপাসা জেগে উঠে, তবে বড়ই অসুবিধার কথা। যদিও ভজনপথে ঐ সব বিঘ্ন এসে তোমাকে দৌরাত্ম্য করবে, তুমি অকপটে প্রভু ও প্রভুদাসগণের নাম উচ্চ কীর্ত্তন করে বিশেষ আর্ত্তির সহিত জানাবে—সব বাধা দূরে যাবে। মনে রাখিও শ্রীমদনমোহনই তোমার পালক ও রক্ষক। তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করবে—মনের সব কথাই অকপটে সেই অন্তর্যামীকে বলবে। তাঁর ভজনের অনুকূল বিষয় স্বীকার করবে আর প্রতিকূল বিষয় ছেড়ে দিবে। এই ভাবে নিজের কাজে নিযুক্ত হও। আমি সর্ব্বক্ষণই তোমার কাছে আছি, স্মরণ করলেই আমাকে পাবে। তুমি চঞ্চলতার দরুণ কোন অন্যায় কর, তা' ক্ষমা করবো কিন্তু কপটতা নিয়ে থাক্‌লে আমি তোমার হয়েও তোমার নই।

প্রভুপ্রেরিত সেই জীবোদ্ধারকারকের নিকট হতে এই অপ্রত্যাশিত কৃপা পেয়ে আমি আর আমাতে ছিলাম না। কোথায় সংসারস্রোতে আর কোথায় পরমার্থ-পথে। আমি আমার পতিতপাবন প্রভুর চরণ ধরিয়া সবই স্বীকার করিলাম। তখন তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। আর আমি সেই নদীতীরে বসে গত জীবনের ও বর্ত্তমানের ছবিখানা খুলে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। কোন প্রকারের মিল করতে না পেরে মনে দৃঢ় বিশ্বাস করলেম যে, ভগবানের কৃপা ছাড়া এরূপ হতে পারে না। স্রোতে ভাসমান জীব নিজের তীরে উঠ্‌তে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ সে অপরের সাহায্য না পায়। ভগবানের করুণার কথা চিন্তা করতে করতে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম, আর বল্‌লাম—প্রভো, আমি কত অপরাধী জীব। আমি তোমার সেবা ভুলে কত না কষ্ট পাচ্ছিলাম, কিন্তু সেই কষ্টকে তুচ্ছ করে তোমার সেবাসুখ না চাইলেও তুমি তোমার স্বাভাবিক দয়ায় আমাকে উদ্ধার করেছ। তোমার নিজজন, ভক্ত, তাঁর মূর্ত্তি, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর স্বভাব দেখলে অবাক হতে হয়, তা না হবে কেন? তুমি ত ভুবনমোহন, তুমি ত সর্ব্বাকর্ষক কিন্তু তোমাকে যিনি বাঁধা করেছেন, তিনি কত সুন্দর ও তোমার চিত্তাকর্ষক। এই ভাবে কত কি চিন্তা করে আবার প্রভুপ্রেরিতজনের প্রদত্ত সেই মন্ত্রটী জপ করতে লাগলাম।

মন ত চিন্তা ছাড়া থাকতে পারে না, সে একটা না একটা চিন্তা করবেই। তখন চিন্তা হল যে, ভগবান্‌কে দয়াময় বলে ঠিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। আমি না চাইলেও যে এত কৃপা করে তাকে অন্য কোন শব্দ পেলে তাই বলে ডাকতাম, তিনি আমাকে উদ্ধার করলেন। যিনি নিজের প্রিয়তম-জনের দ্বারা নিজভজন দান করলেন, আবার নিজেই মন্ত্ররূপে আমার নিকট বর্ত্তমান, এই করুণা-নিধির করুণার কি পরিমাণ হয়? আমি কতভাবে না তাঁকে ভুলে নিত্য অকল্যাণকে আহ্বান করছি, আর তিনি কিনা কতভাবে আমাকে টেনে নিয়ে নিত্য কল্যাণ দিতে উদ্যত।

মন্ত্র জপ করতে করতে বেশ ভাল বোধ হতে থাক্‌লো; প্রভুর চরণে প্রভুর প্রিয়জনচরণে আসক্তি হতে লাগ্‌লো। এই ভাবে কিছুদিন গেল। অভাগার দুর্দ্দিন কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারে? হঠাৎ সে এসে জুটলো, প্রথমে দূর থেকে উঁকি দিতে দিতে ক্রমে অন্তরে ঢুকে গেল। আমার সুদিন নষ্ট করে সে আমাকে পুনরায় ভাগ্যহীন করবার আয়োজন করলো। —ভগবানের সেবাতে বিন্দুমাত্র নিজের ভোগকামনা থাকলে চলে না। পবিত্র সর্ব্বজনাদৃত গো-রসে একটু গোরোচনা পড়লে যেমন সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি আমার হৃদয়ে ভোগস্পৃহা এসে আমাকে ব্রজের সরল সহজ পথ থেকে টেনে এনে পুনরায় বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে ফেলে দিল। আমি এখন সর্ব্বধর্ম্মী শঠ বঞ্চক হয়ে পড়েছি। বাহিরে মদনমোহনের সেবকের বেশে, তার সেবার অভিনয় করছি বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ আমি প্রাকৃত মদনমুগ্ধ। লোক-সমাজে সাধু নাম পাওয়া গেলেও আমার সাধুতা রাবণের ন্যায় কপটতায় পূর্ণ হলো। আমি গতি-হীন ভাগ্যহীন, আমার ভাগ্যে পাওয়া নিধিও রাখতে পারলেম না। আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। আমি নরাধম, তাই জগদ্‌গুরু ঠাকুর নরোত্তমের কথাটা, যেটা তিনি আমার জন্যই লিখে গেছেন, সেটা বার বার মনে হচ্ছে—

অভক্তের জগৎ দর্শন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ বিশ্বরঞ্জন ব্রহ্মচারী)

অপ্রাকৃতবাদী কর্ম্মিজ্ঞানিগণই অভক্ত। তাঁহারা সকলেই ভোগী। কর্ম্মিগণ প্রকাশ্যভাবে ভোগী আর জ্ঞানিগণ প্রচ্ছন্ন ভোগী। জ্ঞানিগণ প্রকাশ্যে ত্যাগী হইলেও তাহাদের ভোগ-প্রবণতা দূর হয় না। যতদিন জীবের অপ্রাকৃত শ্রীভগবানে সেবা-বুদ্ধির উদয় না হয়, ততদিন কাহারও ভোগবুদ্ধি সম্যক্ অপনোদিত হইতে পারে না। কৃত্রিমভাবে ত্যাগ কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। ভোগবুদ্ধির অভাবে অজ্ঞাতসারে আসিয়া জীবকে গ্রাস করে, তখন তথাকথিত ত্যাগী ভোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ত্যাগীর মঙ্গল হওয়া ভোগী অপেক্ষা অনেক কঠিন। ভোগিগণ জগতের যাবতীয় বিলাস-সম্ভার ও রমণীয় প্রকৃতি নিজের ভোগাঙ্গনে দখল করেন। কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ। কামুকগণ সমস্ত জগৎকেই কামিনীময় দর্শন করেন। সেবাবিমুখ জীবের চিত্ত কাম-ক্রোধাদি রিপু-ষট্‌কের দ্বারা আক্রান্ত। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অভাবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-রূপ কামই জীবের চিত্তকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে। কামুকগণ যেমন প্রকৃতিকে একটি ভোগ্যবস্তু মনে করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিতে ব্যস্ত হন নিজেকে ভোক্তা সাজাইয়া, সেইরূপ অপ্রাকৃত সেবাময়ী বুদ্ধির অভাবহেতু কাম-প্রবৃত্ত জীবসমূহ নিজকে ভোক্তা অভিমান করত জগতের যাবতীয় বস্তুকে ভোগ্য বলিয়া ভোগে প্রমত্ত হন। এরূপ ভোগিগণকে বৈষ্ণবগণ অসৎসঙ্গিজ্ঞানে নিত্যকালের জন্য তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। যদিও বর্ত্তমান জগতে ইহারাই শিক্ষিত ও সভ্য নামে পরিচিত, তথাপি অধোক্ষজ দাস্যরত বৈষ্ণবগণ ইহাদিগকে ও ইহাদের সঙ্গীদের সঙ্গকে অসৎসঙ্গ বলিয়া ত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে শতকরা ৯৯ জন এইরূপ শ্রেণী। সুতরাং তথাকথিত বহু সাধুনামধারী ব্যক্তি তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন ভোগটী চালাইবার জন্য ঐরূপ বিষয়ী গৃহাসক্ত ভোগিগণের ভোগে বাধা না দিয়া বরং তাহাদের ভোগকে অনু-

---

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥
পুনঃ যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি,
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে ত দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
[illegible]

যেমন করিয়া নিজেও ভোগে আসক্ত হন এবং উহারই মতের পথে চলিয়া যান। ধনজনে, ভাহার অভীলিত বস্তু বস্ত্র করাইয়া বিপুল অর্থাদি সংগ্রহ করেন, বর্তমানে এইরূপ সাধুর অভাব নাই। জগতের কোম্পানীদের চিটাবে ইহারা সাধু হইলেও বৈষয়িক বৈষ্ণবগণের নিকট ঐরূপ ভোগাসক্ত, ধূর্ত, মর্কট-বৈরাগিগণ অধিক অপরাধী ও নিরয়গামী অসাধু।

পতঙ্গকুল যেমন অগ্নির শিখা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করিয়া প্রজ্জলিত অনলে তার নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করে, সেইরূপ ভোগাভিলাষী ব্যক্তিগণও জগতের বিষয়সমূহকে নিজের ভোগের বস্তু মনে করিয়া ভোগে আসক্ত হন এবং দুঃখময় পরিণতি লাভ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে জগতের যত বস্তু আছে সকলই তাঁহাদের ভোগ্য; রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শাদি এই জগতের বিষয়; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ব্যক্তি রূপকে তাঁহার ভোগের জিনিষ ধারণায় সুচিত্র অঙ্কনরূপ কলানৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসাপূর্বক সুচিত্র সন্দর্শনজনিত কুভাব চিত্তে আমন্ত্রণপূর্বক পতঙ্গকুলের ন্যায় বিনাশ লাভ করেন। আবার রসজমোহে মুগ্ধ ব্যক্তি বড় বড় রসের ভোক্তা অভিমান করিয়া অমেধ্যাদির রসাস্বাদনে পীড়াদি ক্লেশ ভোগ ও লোভাদির বশে নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। মৎস্যকুল যেমন পাখের লোভে বড়শীর টোপ গিলিয়া জীবন হারায়, ইহাদের দশাও তদ্রূপ। মৃগ যেমন সুমধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে, শব্দমোহে আকৃষ্ট ব্যক্তিগণও বর্ত্তমানের বিজ্ঞান-প্রসূত নানা বাদ্যযন্ত্রাদির কর্ণরসায়ন স্বর শ্রবণে কামাসক্ত হইয়া আত্মবিনাশের দ্বার প্রস্তুত করেন। গন্ধমোহে আবদ্ধ জনগণ এসেন্স আতরের গন্ধ ভোগ করিতে গিয়া অনর্থক অর্থাদির নাশ ও অপর ভোগের আশ্রয় নিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় প্রাণ বিনাশ করেন, তারপর স্পর্শ-জনিত সুখ ভোগের জন্য বৃহৎকায় হস্তী যেমন হস্তিনীর মোহে আকৃষ্ট হইয়া গুপ্তস্থানে ধৃত ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্পর্শসুখ-অভীপ্সু মানবগণ এমন অনেক কুকাণ্ড করেন যে, তাহার পরিণতি মৃত্যু বা অতিশয় দুঃখ হইয়া থাকে, এমনকি অনেক বড় বড় যোগিগণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কৃত্রিম পন্থায় ভোগবৃদ্ধি অপ্রয়োজন-অসম্ভব বলিয়া স্পর্শজ সুখ লাভের জন্য যোগভ্রষ্ট হওয়া জগতের কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগিকুলকে শিক্ষাদান করিয়াছেন যে, যতদিন না তাহাদের অন্তঃস্থিত কাম দূর হইবে, ততদিন কোনরূপে ভোগাসক্তি ত্যাগ হয় না। ভোগেচ্ছা হৃদয়ে থাকিয়া আবার অবসর সময় ফুটিয়া উঠে। যতদিন অন্তরের ঐরূপ জগৎ দর্শন করিবে, ততদিন তাহাদের ভোগবৃদ্ধির উৎপাদন হইবে না। কিন্তু যে দিন তাহারা নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে জগৎপতির জগৎ দর্শন করিবে, তখন আর তাঁহাদের ভোগবৃদ্ধি থাকিবে না। সকল বস্তুই ভগবানের সেবোপকরণ এবং নিজকেও সেবকজ্ঞানে সকল বস্তু দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন ও সকল বস্তুকে পূজ্য বুদ্ধিতে দর্শন করিবেন।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

নানা কথা

সম্রাটের রৌদ্র সম্ভোগ

বগনর ক্রেগওয়েল নিবাস হইতে গত ১৭ই সংবাদ আসিয়াছে যে, রাত্রিকাল সুনিদ্রায় অতিবাহিত করিবার পর দিনের বেলায়ও সম্রাট বেশ আরামে ছিলেন। তিনি সন্তোষজনক উন্নতিলাভ করিতেছেন।

উক্ত দিবস প্রায় সমস্ত দিনই রৌদ্র দেখা গিয়াছিল। সম্রাট তাঁহার কক্ষের মুক্ত জানালায় বসিয়া বহুক্ষণ রৌদ্র সম্ভোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম সম্রাট একাদিক্রমে বহুক্ষণ বসিয়াছিলেন।

ডাক্তার কাচট লণ্ডন হইতে আসিয়া সম্রাটের দেহে আলোকরশ্মি প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

দারুণ উপকূলে যাইবার পর সম্রাটের দেহের ওজন কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে। তবে তিনি এখনও দুর্ব্বল আছেন এবং সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইয়াছেন একথা বলা যায় না।

বিদ্যালয়ে দান

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আটপুর বিদ্যালয়গৃহে পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বনামখ্যাত কৃতপুরুষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার অবসর-প্রাপ্ত একাউণ্টেণ্ট জেনারল কৃষ্ণলাল দত্ত এম, এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশভক্তপ্রাণ ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ এম, বি প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য বিদ্যোৎসাহী ভদ্রমহোদয় সভায় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেক্রেটারী মহাশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে এই সভায় প্রকাশ করেন যে, এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বকল্পে ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের স্থায়ী অর্থভাণ্ডারে ৪০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার রায় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এম, এ মহোদয় ৩০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ পারিতোষিক বিতরণ ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ

রেলওয়ে বজেট

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রেলওয়ে বজেট উপস্থিত করিবার উপলক্ষে স্যার জর্জ রেণী যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতার ভিতর রেলওয়ে বোর্ডে একজন অতিরিক্ত নূতন সদস্য নিয়োগের কথাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি বলেন যে, রেলওয়ের দিক দিয়া দেখিলে আলোচ্য বৎসরটি এক প্রকার সমৃদ্ধির বৎসর বলিতে পারা যায়।

আয়বৃদ্ধির কথা

বক্তা বলেন যে, যুক্ত-প্রদেশ এবং পঞ্জাবে উপযুক্তরূপ বৃষ্টি না হইলেও এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহে এবং টাটানগর ইস্পাতের কারখানায় ধর্ম্মঘট হইলেও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৯২৮-২৯ সালে কয়লা এবং কোক ব্যতীত অন্যান্য প্রধান পণ্যদ্রব্যসকল রেলে অধিক পরিমাণে আমদানী হইয়াছিল। সেই কারণে কেরোসিন তৈল ব্যতীত অন্যান্য মালের ভাড়ার হিসাবে আলোচ্য বর্ষে দেড় কোটি টাকা অধিক আয় হইয়াছিল। এ বৎসর যে সকল মালের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল মাল বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছিল।

যাত্রীভাড়ার আয়

আলোচ্য বর্ষে বড় বড় ৮টি রেল লাইনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের ভাড়া কমাইয়া দিলেও যাত্রী-ভাড়া হইতে লব্ধ আয় পূর্ব্ব বৎসরের আয়ের সহিত সমানই আছে। এ বৎসর বেশী পরিমাণ কয়লার আমদানী হওয়াতে কয়লা বহিবার জন্য গাড়ী যোগাইতে রেল কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছে। নূতন রেলপথ খোলাতে এবং মালের ও যাত্রীর আমদানী বেশী হওয়াতে রেল পরিচালনের ব্যয় এক কোটি টাকা পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ঘাটতির জন্য রক্ষিত ধন ভাণ্ডারে পূর্ব্বাপেক্ষা ৬০ লক্ষ টাকার অধিক রাখিতে হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে রেলের লাভ

১৯২৮-২৯ সালে সকল খরচ বাদ দিয়া রেলসমূহে ১০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। এই উদ্বৃত্ত টাকার ভিতর ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা সামরিক কার্য্যের জন্য রক্ষিত রেল সমূহের জন্য যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, সেই ক্ষতি পূরণের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইবে। অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত টাকার ভিতর ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজকোষে দেওয়া হইবে। রেলসমূহের সংরক্ষিত ধন ভাণ্ডারের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা রাখা হইবে। পাঁচ বৎসর হইল দেশের সাধারণ রাজস্ব হইতে রেলের আয় পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ৫ বৎসরে রেলের সংরক্ষিত ধন-ভাণ্ডারে সাড়ে ১৯ কোটি টাকা জমিয়াছে। ঐরূপ ঐ কয় বৎসরে ঘাটতির জন্য রক্ষিত ভাণ্ডারে সাড়ে ১১ কোটি টাকা জমিয়াছে।

কয়লার ভাড়া কমাইবার কথা

রেলওয়ে বোর্ড জানাইতেছেন যে, তাঁহারা শীঘ্র কয়লা, কোক, পেট্রল প্রভৃতির ভাড়া শতকরা ১০ টাকা হিসাবে কমাইয়া দিবেন। ঐ সকল দ্রব্য ৪ শত মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেলে ঐ হিসাবে ভাড়া কমান হইবে এবং সরকার পরিচালিত ষ্টেশনসমূহে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয়

চলতি বৎসরে সরকার পরিচালিত রেলগুলি পরিচালন জন্য মোট ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে ইহার ভিতর ব্রহ্মের রেলপথগুলি ক্রয়ের জন্য ৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে।

১৯২৯—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ব্যয়ের কথা

উহারূপ অনুমান করা যাইতেছে যে, ১৯২৯-৩০ সালে রেলসমূহের জন্য সাধারণভাবে সাড়ে ২৬ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। ইহার ভিতর নূতন রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য সাড়ে ৩ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে সরকারের পক্ষে উত্তর পঞ্জাব রেলপথ খরিদের জন্য উপরন্তু ৭ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। আলোচ্য বর্ষে ১১ শত মাইল এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে ৬ শত মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইবে।

রেল-কর্ম্মচারীদিগের বেতন-বৃদ্ধির প্রস্তাব

স্যার জর্জ তাঁহার বক্তৃতায় রেল কর্ম্মচারীদিগের অল্প বেতনের কথার উল্লেখ করেন তিনি বলেন যে, রেল কর্ম্মচারীদিগের ন্যায়সঙ্গত অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করিবার জন্য শীঘ্রই ব্যবস্থা করা হইবে। রেল-কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বৎসর বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখা হইবে। চলতি বৎসরে বেতন বৃদ্ধির জন্য ২৮ লক্ষ এবং তাহাদের বাসস্থানের উন্নতিবিধানার্থ ৩০ লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখা হবে।

অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ প্রয়োজন কেন?

রেল কর্ম্মচারীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং শ্রমিক সমস্যা মীমাংসার জন্য বর্ত্তমান রেলওয়ে বোর্ডে এক জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব রেলওয়ে স্থায়ী আয়ব্যয় সমিতি কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য

হইয়াছে। উপসংহারে স্যর আর্থার সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, রেলওয়ে বোর্ডে যিনি এখন সাধারণ সদস্য আছেন, তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ব্যতীত ঐ সকল কর্ম্ম করিতে বলা আর অসাধ্য সাধন করিতে বলা একই কথা। বর্ত্তমানে রেলপথে কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৮লক্ষ। এই সকল কর্ম্মচারীর বেতন ও অন্যান্য অবস্থার সম্বন্ধে যে কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—রেলওয়ে বোর্ডে যদি প্রস্তাবিত অতিরিক্ত সদস্যের মত একজন সদস্য নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে দেড় বৎসর পূর্ব্বে সেই সকল কঠিন সমস্যার সহজেই মীমাংসা হইয়া যাইতে পারিত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক আফিসের সহিত আলোচনা করিবার জন্য লণ্ডনে এক দল ভারতীয় প্রতিনিধি পাঠাইবার প্রস্তাব সম্বন্ধে এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। উহার উত্তরে মিঃ বাজপেয়ী বলেন, সরকার উপনিবেশ-কমিটির সহিত আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছেন।

বৃটিশ সৈন্যের বেতন

বৃটিশ সৈনিকদের বেতন সম্বন্ধে মিঃ কুঞ্জরুর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং বলেন, ভারতে বৃটিশ সৈনিকদের বেতন বিলাতের সৈনিকদের বেতনের সমান। বিলাতে জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় হ্রাস হওয়ার গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তথায় সৈন্যদের বেতনের হার হ্রাস করা হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যগণ এ দেশে থাকাতে বিলাতের সমান বেতন পায়, তাহা দেখা সরকারের কর্ত্তব্য। তাহাতে তাহাদের বেতন বৃদ্ধির কোনও প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

ফার্লো ছুটি

ভারতীয় সৈন্যদলের কর্ম্মচারীদের ফার্লো ছুটির বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকওয়ার্থ ইয়ং বলেন, বিলাতে ফার্লো ছুটির বেতন ভারত অপেক্ষা অনেক কম। বিলাতে সামরিক বিভাগের বিবাহিত যুবক কর্ম্মচারিগণ ফার্লো ছুটি হইলে তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। সৈন্যদলের জন্য লোকসংগ্রহ বিষয়ে উহার ফল ভাল নহে। উক্ত প্রস্তাব এখনও সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয় নাই। উহাতে প্রতি বৎসর আনুমানিক ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

রাজা আমানুল্লার স্বদেশ প্রেম

আফগানিস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা

আমানুল্লার সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বে আগা আহম্মদ খাঁ। মিয়া হুমায়ুন ৭॥০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সম্প্রতি পেশোয়ারে আসিয়াছিলেন। আমানুল্লার য়ুরোপ ভ্রমণের সময়ও তিনি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র প্রতিনিধির নিকট আগা সাহেব বলেন, আমানুল্লা খাঁ একজন আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিক রাজা ছিলেন। মাতৃভূমির প্রেমসুধাপানে তিনি এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, তিনি রোজ নামাজের পর নিয়মিত ভাবে আফগানিস্থানের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন, আগা সাহেব স্বীকার করেন যে, আমানুল্লার স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রেম এত প্রবল ছিল যে, তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী ৪৷৫টি করিয়া সংস্কার একে একে প্রবর্ত্তন করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিবার পক্ষপাতী থাকা সত্ত্বেও আমানুল্লা তাহা এক সঙ্গে অথবা খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রবর্ত্তন করেন। রাজা আমানুল্লা তাঁহার প্রজাগণ অপেক্ষা ১ শত বৎসর অগ্রগামী ছিলেন। আগাসাহেব বলেন যে, আরও ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকার বাধাবিপত্তির সৃষ্টি না হইলে আমানুল্লার সংস্কারবাণী নিশ্চয়ই সফল ও সপ্রতিষ্ঠ হইত।

আমানুল্লার পতনের কারণ

আমানুল্লার পতনের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আগা সাহেব বলেন, সামরিক ব্যবস্থার অভাব উহার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা প্রধান কারণ নহে। রাজা আমানুল্লা যে সকল পারিষদকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাহারা আপনাদিগকে রাজার উদার ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করে।

আমানুল্লা সম্বন্ধে য়ুরোপের ধারণা

য়ুরোপের জনসাধারণ ও রাজনৈতিকগণের আমানুল্লার সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে আগা সাহেব বলেন যে, বেলজিয়ম, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে কি ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি শুধু সেই সম্বন্ধেই বলিতে পারেন, কারণ এই কয় দেশে তিনি দোভাষীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশের সংবাদপত্র জনসাধারণ ও রাজনীতিকগণ আমানুল্লার মত একজন শিক্ষিত রাজনীতিবিৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আফগানিস্থানের মত এক প্রাচ্যদেশে একরূপ অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বিচক্ষণ, অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে পারে, ইহা দেখিয়া তাঁহারা চমৎকারান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্লতা দ্বারাও তিনি সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান শাসন সন্তোষজনক কিনা

কাবুলের বর্ত্তমান শাসনের অধীনে তথাকার নরনারী সন্তুষ্ট কি না, জিজ্ঞাসা করিলে আগা সাহেব বলেন, তিনি যত লোককে এই প্রশ্ন করিয়াছেন, সকলেই বলিয়াছে, তাহারা বর্ত্তমান শাসনে সন্তুষ্ট নয়। প্রাণ এবং সম্পত্তির ভয়ে এ কথা কেহ খুলিয়া বলিতে পারে না। বাচ্চা-ই-সাকাও বিদেশীদের প্রতি বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করেন। আগা সাহেব স্বয়ং যখন বাচ্চার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, বিদেশীদের সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই। বিদেশিগণ সকলেই আফগানিস্থানের অতিথি তাঁহার যে সকল স্বদেশী তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, একমাত্র তাহাদেরই সহিত তাঁহার বিবাদ।

নাদির খাঁর মতলব কি?

জেনারল নাদির খাঁ আফগান সিংহাসন লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, আগা সাহেব তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, তিনি বলেন, এরূপ কার্য্য জেনারল নাদির খাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। সিংহাসন বা অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান দিয়া আফগানিস্থানের সেবা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। আগা সাহেব যে দীর্ঘকাল আফগানিস্থানে ছিলেন, তাহার মধ্যে জেনারল নাদির খাঁর অপেক্ষা মহত্তর স্বদেশপ্রেমিক তিনি এক জনও দেখেন নাই। য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া নাদির খাঁ যদি কাবুলে যান, তবে তথায় বিবাদ ও সংঘর্ষের ফলে যে সমস্যার উদয় হইয়াছে, তাহার সমাধান করা ও দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার সে যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে।

'ফরওয়ার্ডে'র মামলা

আপীলে দণ্ড বৃদ্ধি

পাঠকগণ অবগত আছেন, বেলুড় ট্রেণ দুর্ঘটনা সম্পর্কে 'ফরওয়ার্ড' কাগজে "আতঙ্কগ্রস্ত দর্শক" এই নামে স্বাক্ষরিত একখানি পত্র বাহির হওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে ফরওয়ার্ডের তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী ও মুদ্রাকর শ্রীযুত পূর্ণবিহারী ধরকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে সম্পাদকের প্রতি তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও [illegible] জরিমানা মুদ্রাকরের প্রতি এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা [illegible] এই দণ্ড বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এক আবেদন করা হয়। ফলে ইতঃপূর্ব্বে এই আদালতে এক রুল জারী হইয়াছিল। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষের এজলাসে এই রুল সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় দণ্ডবৃদ্ধি করিয়া দিয়া সম্পাদকের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা ও মুদ্রাকরের প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে সম্পাদক ও মুদ্রাকর প্রত্যেককেই আরও অতিরিক্ত এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

কারণ কি?

এই সম্পর্কে আসামী পক্ষের শ্রীযুক্ত এন. কে, বসু বলেন, আসামীরা জাতি বিদ্বেষের সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে যে এই পত্র কাগজে বাহির করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার কোনই হেতু নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আড়ংঘাটার ট্রেণ দুর্ঘটনার পর হইতেই লোকের মনে এই আতঙ্কভাবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, ট্রেণ দুর্ঘটনায় যত লোক হত কিম্বা আহত হয়, ক্ষতিপূরণের দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের সংখ্যা কমাইয়া দেখাইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। তাই প্রকৃত ঘটনার তদন্ত হউক, সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সম্পাদক ও মুদ্রাকর এই পত্র কাগজে বাহির করিয়াছিলেন।

লতাপাতার গুণ

হরীতকী

ব্রণে—হরীতকী জলে ঘষিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণ ফাটিয়া পুঁজ বাহির হইয়া ঘা শুকাইয়া যায়। উহা মুখের ব্রণের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধতায়—গোলাপের জলে একটা বড় হরীতকী বাটিয়া ৵০ আনা বিটলবণ সহ মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ গরম করিয়া পান করিলে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। হরীতকী চিবাইয়া খাইলেও কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, দাঁতের গোড়া শক্ত হয় এবং যৌবন কালের শুক্রদোষ, ধাতুদৌর্ব্বল্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আহারের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। আহারান্তে হরীতকী ভক্ষণ করিলে আহার জনিত সমস্ত দোষ দূর করিয়া কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ই ফাল্গুন, সোমবার—১৩৩৫।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

মানুষ আমরা, মনুষ্যত্বের গর্ব্ব করিয়াও 'মনুষ্যত্ব' কাহাকে বলে জানি না। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণানুকূলে আহার-বিহারাদি যাবতীয় কার্য্যের সুব্যবস্থা এবং জড়ৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত-শ্রীর অভিমানই আমাদের মনুষ্যত্বের সর্ব্বোত্তম আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতাই আমাদের এই সর্ব্বনাশী ধারণার মূল প্রসূতি। 'আত্মা' নামক বস্তুটী যে চেতন, তাঁহার ধর্ম্ম যে অচেতন দেহ মনো-ধর্ম্মের সহিত এক নহে, 'মনুষ্যত্ব' বলিতে যে চেতনত্বকেই লক্ষ্য করে— এ সকল বিষয়কে আমরা আদৌ আলোচ্য বলিয়া বহুমানন করিতে চাহি না। আত্মার প্রার্থনীয় আনন্দ যে একটী জড়-কালীকোলা ব্যাপার-বিশেষ হইতে পারে না, চেতন বস্তু যে অচেতনকে পাইয়া তৃপ্ত হয় না, চেতনের সম্পর্ক যে চেতনেরই সহিত, এসকল কথার সারবত্তা বা প্রয়োজ-নীয়তা তাহাদের আদৌ বিচারের বিষয় হয় না। আমরা এজগতে প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি, প্রাণহীন দেহ সম্মুখে রাখিয়াও প্রাণী তাহার জন্য শোক করে, তাহাকে অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে দগ্ধ করে বা মৃত্তিকা-বিবরে প্রোথিত করে, তথাপি আমরা, অচেতনের প্রাপ্য বা প্রার্থনীয় আনন্দকেই চেতনের 'আনন্দ' বলিয়া ভ্রান্ত হইব। কেন না, আমরা মনুষ্যত্ব বা চেতনত্বের গর্ব্বকারী বুদ্ধিমান মানব! অহো! ইহাই নাকি আমাদের মনুষ্যত্ব!

চেতন চেতনকে না পাইয়া কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না, এই বিষয়টী একটু অনুধাবনের বিষয় হইলেই মানুষের ভাগ্য ফিরিয়া যায়, মানুষ সত্য সত্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে— মানুষ তখন বুঝে যে, চেতনের ধর্ম্ম? চেতন কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়াই চেতনের ধর্ম্ম। আলেয়ার আলোক যেমন দুর্ভাগা মানুষকে তাহার আনন্দা-প্তির সহায়কস্বরূপে পথ দেখাইবার ভাণে বিপথে চালিত করিয়া প্রাণ বিনষ্ট করে, মায়ারাক্ষসীও তেমনি নানা ছলে আমাদের বন্ধু হইতে আসিয়া আজ আমাদিগকে ধ্বংসের পথ—আত্মবিনাশের পথ দেখাইয়া দিতেছে, অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুবাদী হইয়া চেতনের ধর্ম্ম হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতেছি। অণুচেতন জীবের বিভুচেতন ভগবানের সেবা ব্যতীত সেই আত্ম-বিনাশ হইতে উদ্ধার লাভের অন্য কোন উপায় নাই। দুইটী বিধর্ম্মী বস্তুর মিলন কখনও সম্ভবপর নহে। আপাত মিলন-প্রতীতি থাকিলেও তাহার পরিণাম বড় মর্ম্মান্তিক বিরহ বেদনা। স্নেহময় মাতা পিতার সম্মুখেই তাঁহাদের স্নেহের পুত্তলী প্রিয়তম সন্তানের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিলেও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেই কেন আজ তাঁহাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যে পুত্রকে দেখিবা মাত্র, যে পুত্রের কথা চিন্তা করিবা মাত্র তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিত, আজ তাঁহা-দের আনন্দ কেন নিরানন্দে পরিণত! এসকল 'কেন'র সমাধান করিবার জন্য কাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে? যদি কেহ সত্য সত্যই ব্যাকুল হইতেন, তবে বুঝিতেন—মাতাপিতা যে চেতনকে পাইয়া তাহার আদর করিতেছিলেন, সে আজ তাঁহাদিগের ন্যায় অনাত্ম প্রতীতি-বিশিষ্ট মাতা-পিতার সঙ্গ ছাড়িয়া 'অনাত্মবস্তুতে আনন্দ নাই, অনাত্মে আত্মভ্রমে সুখান্বেষণের চেষ্টা যে কেবল দুঃখময়', এই শিক্ষার জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধিমান মানব, তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর—বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও। আহার বিহারাদির আবশ্যকতা চৈতন্য-সেবার অনুকূল করিয়া লও, তাহা হইলেই তাহাদের সার্থকতা—উপাদেয়তা, নতুবা মৃত-দেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সমস্তই বিফল। ভগবৎসেবাই মানব-জীবনের একমাত্র মনুষ্যত্ব—পুরুষত্ব বা বীরত্ব, নতুবা বিজাতীয়-স্বৈণ পশুত্ব বা কাপুরুষত্বের পরিচয়-মাত্র। হৃষীকেশ-সেবনোন্মুখীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের একমাত্র কার্য্য। তাই মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবল-দেব অচৈতন্য-প্রতীতিবিশিষ্ট ভ্রান্ত-জীবকে শ্রীচৈতন্যে প্রীতি-সম্পন্ন করাইবার জন্যই আজ জগদ্গুরু নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন—

> "চৈতন্য সেব চৈতন্য গাহ লহ
> চৈতন্যের নাম।
> যে জন চৈতন্য ভজে সেই
> আমার প্রাণ॥"

আবার আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি, "আমরা কি আর ভগবৎ সেবাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি? ভগবানের সেবায় আমাদের ত' যথেষ্টই উৎসাহ আছে, আমরা ত' শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ খুব যাজন করিয়া থাকি।" কিন্তু হায়, আমাদের অন্তরের অন্তস্থল অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাই, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি নানা বাসনারাশি সেখানে কেমন লুকাইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু সেবা-চেষ্টা দেখাই, তাহা কেবল নিজ-সুখেরই জন্য, যাঁহার সেবা করিতেছি, সেই সেব্যের সুখের প্রতি আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই। শ্মশ্রুধারী পিতা ক্ষৌরকর্ম্মের পর ফক্ত আদর করিয়া তাঁহার শিশু-সন্তানের মুখ চুম্বন করিতে যান, কিন্তু শিশু কাঁদিয়া অস্থির, তথাপি তাঁহার চুম্বন নিবৃত্ত হয় না। এমন সময়ে মাতা আসিয়া বলিলেন, 'ওগো, তোমার দাড়ী যে ছেলেটার কচি মুখে বড় বেদনা-প্রদ হইতেছে, তাহা কি তোমার জ্ঞান নাই?' পিতার তখন চৈতন্য হইল, সন্তানটী মাতাকে দেখিয়া পিতার ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে লাফাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইল। কেননা পিতার আদর তাহার আদৌ পছন্দ হয় নাই। আমরাও ভগবানকে আদর করিতে যাইয়া উক্ত পিতার ন্যায় যদি ঐরূপ নিজ সুখান্বেষী হইয়া পড়ি, তাহা হইলে ভগবান্ সে আদর একেবারেই গ্রাহ্য করেন না। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের আদরকেই বড় আদরে বরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবৎসেবা-ব্যাপারটী যদিও বা প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করি, কিন্তু তাহার আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। এসকল কথা চিন্তা করি-বার—বিচার করিবার অবসর কি কাহারও হইবে না? অথচ আমরা মানুষ বলিয়া মনুষ্যত্বের বড়াই করিব? ধিক্ আমাদের মনুষ্যত্বে!

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলা-তাৎপর্য্য

ভক্তবাৎসল্য-বারিধি ভগবান্ তাঁহার নিজ জনের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। আবার অসুর-প্রকৃতি সেবা-বিমুখ জনের নিকট তাঁহার অসুর-মোহন-পর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগ-মায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের নানাবিধ চিদ্বিলাসপর স্বরূপ এবং বিমুখ-বিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতিকৃতিটী প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অনুগত নিজজনের নিকট ভগবৎ স্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুর স্বভাব ব্যক্তিগণের নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

> "ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
> সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
> প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
> নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥"

—হে ভগবান্! আপনার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্র দ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকতার লক্ষ্য করিয়া, আপনাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতি-বিশিষ্ট অসুর-স্বভাব জীবগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হন না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও লিখিয়াছেন,—

> 'অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
> লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥
> * * *
> বুঝিবে রসিকভক্ত, না বুঝিবে মূঢ়।
> * * *
> অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ॥"

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এই প্রাকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রাহ্য নহে। ভ্রম-প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব— দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কখনও ঐ সকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাঁহারা অসুর-

প্রকৃতি নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাঁহারা এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এই সকল কথাকে গোঁড়ামি বলেন এবং অতর্ক্য, অচিন্ত্য-বস্তুতে তর্কের যোজনা করেন। অনাদি-বহির্ম্মুখ, বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত ব্যক্তিগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে নানা প্রকার কুতর্ক করেন এবং ভগবচ্চরণে ভীষণ অপরাধী হইয়া পড়েন। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য-লীলা সম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমরা জগতে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা এবং ভগবানের চিদ্বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহারা নাস্তিক, মায়াবাদী শ্রেণীর লোক। আর এক প্রকার প্রাকৃত সহজিয়া, মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ মানে, কিন্তু অন্তরে এবং কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট। ইহারা উভয়েই নিত্যানন্দ চরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণী মায়াবাদী, নাস্তিক নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলার বিচারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, "নিত্যানন্দ জীব-শিক্ষার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেষ অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন?" এই সকল মূর্খ, নাস্তিক লোককে পতিত-পাবন নিত্যানন্দ প্রভুই সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই আর একটী মূর্ত্তিতে বলদেব, সেই বলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। সেই নিত্যানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা অর্থাৎ বৈষ্ণবলীলা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশরূপে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন; এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্য, উহা ক্ষুদ্রজীবের ধারণার অতীত ব্যাপার। কোন আচার্য্য মধ্যমভাগবতের ন্যায় অভিনয় করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদা ঐ মধ্যমাধিকারের লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি যে একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, তাহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারের আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহাভাগবতের আচরণ দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার (শ্রীমহাপ্রভুর) চরিত্রে এ বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমহাপ্রভু কখনও বা মধ্যমাধিকারীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিয়াছেন। আবার যখন তিনি মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার চটকপর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন বুদ্ধি, সমুদ্রকে যমুনারূপে দর্শন, সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, দেবদাসীকে গোপী বলিয়া বুদ্ধি হইয়েছে। এইরূপ যুগপৎ ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং যে সকল বিমুখ ব্যক্তি নিত্যানন্দের আচার্য্যলীলা এবং সেই স্বতন্ত্র পুরুষের ঈশ্বরলীলা যুগপৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণে ঐরূপ অপরাধ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কি আমাদের ভোগ-বৃত্তির অধীন যে, আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্য-লীলায় জীব-শিক্ষা-দাতা, আবার ঈশ্বর-লীলায় সমগ্র যোষিৎকুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমৎ তত্ত্ব, সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি বলদেব-তত্ত্ব, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্ব-প্রকাশ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটি ভিন্ন আকৃতিতে অবস্থিত। তাই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহারও রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"যে শ্রীমদ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন॥

* * *

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥"

প্রাকৃত সহজিয়াগণ আবার অভিন্ন-শ্রীরোহিণী-নন্দনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধ হেতুই উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল শ্রেণীর লোক নিত্যানন্দকে তাঁহাদেরই মত একজন কাড়মাসের থলীওয়ালা জন্মমরণশীল বদ্ধমাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথের পথিক হইতেছেন। এরূপ কথা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তি নিজে নিজে এরূপ মত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ডতা সমর্থন করিবারই সুযোগ করিয়া লইতেছেন মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্যই আজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহাই সমস্ত প্রামাণিকগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বিবাহ করিবার আদেশ-প্রদানের কথা কোন প্রামাণিক-গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও লিপিবদ্ধ নাই। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন বিবাহ করিলেন, তখন ত' শ্রীমহাপ্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন। তিনি যদি অনুমতি নাই দিবেন, তবে নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? বহির্ম্মুখ লোকের এরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। কারণ, নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞামতই বিবাহ করিয়াছিলেন,—পূর্ব্বপক্ষীয়গণের এরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্য-লীলা ঠিকই হইয়াছে, যেহেতু তিনি গৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই ঐ কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে 'অবধূত বা স্বতন্ত্র বৈষ্ণব, বদ্ধজীবের ন্যায় কোন বিধির বাধ্য নহেন'—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণব-গৃহিণী, গুরুপত্নী কখনও অবিষ্ণু-বস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা ও গুরুব্রুবের কল্পিত ভোগ্যার সহিত এক নহেন। ঈশ্বর বা প্রভু যত সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম বিরক্ত শুকদেব গোস্বামীপ্রভু পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন; ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

—"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

(ক্রমশঃ)

একখানি পত্র

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত নদীয়া-প্রকাশ পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের শ্রীচরণে—

পতিত-পাবন প্রভো,

আজ শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে আপনারা সকলেই আত্মহারা। ব্রহ্মাদির আরাধ্য এই তিথিতে আপনাদের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব-বাসর। সুতরাং আপনারা আমার ন্যায় সাধারণে প্রমত্ত ব্যক্তির কথা শুনিতে পাইবেন কি? না পাইলেও আমি চীৎকার বন্ধ করিব না, কেননা আপনারা আমাদের একমাত্র গতি, পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্ন-তনু। আপনাদের কৃপা ভিন্ন পতিতের উদ্ধারের আশা নাই। তাই, আপনাদের মানস-ভজনের অন্তরায় হইলেও দুই একটী কথা না বলিয়া পারিব না।

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ যে কালে দ্বাপর-যুগীয় লীলায় ধরাধামে প্রকট বিহার করিয়াছিলেন, সেকালেও শ্রীবলদেব প্রভু, কৃষ্ণজন্মের পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর এই কলিকালে কৃপাবতারে অনর্পিতচর প্রেমদান-লীলায় সেই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দরূপে মহাপ্রভুর অগ্রেই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' এই শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য শ্রৌতপন্থীগণকে জানাইবার জন্য সম্প্রদায়ের মূলদেব প্রভুর এই লীলা-বিলাস। এই লীলায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কৃপাশ্রয়েই শ্রীভগবানের সেবা-লাভ।

সন্ধিনীশক্তিময়-বিগ্রহ শ্রীবলদেব-প্রভু কেবল মাত্র শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহের সন্ধান দিয়া নীরব থাকেন নাই, প্রভুর লীলাস্থলী, লীলার উপকরণাদিও প্রকাশ করিয়াছেন। শুধুই তাহাই, নহে, স্বয়ংরূপে ভগবানের বিলাসস্বরূপ প্রকাশতত্ত্ব হইয়াও—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র,—যত ভূষণ, আসন॥

—দশরূপ অনন্তদেব, অনন্তমূর্ত্তিতে অনন্তভাবে স্বয়ংরূপের সেবা করিতেছেন।

এই অত্যদ্ভুত লীলার কি উদ্দেশ্য তাহা মাদৃশ জড়-ভোগমত্ত ব্যক্তির বোধগম্য ব্যাপার নহে। তবে আপনাদের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহার স্মৃতিতে যতদূর রাখিতে পারিয়াছি বলিতেছি।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতাত্মা, সর্ব্বপ্রিয় সর্ব্ব-সুহৃদ ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, তাঁহাই একমাত্র সর্ব্বসেব্য। সর্ব্বারাধ্যের সেবকত্বে সকলেরই অবস্থিতি। সেই সেবকগণকে সেবা-মাধুর্য্য শিক্ষা দিবার জন্যই জগদারাধ্যে জগদ্গুরুত্বের অভিনয়—

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।

প্রভুর এই দাস-লীলায় নিত্য-সেবকগণের সেবা-মধুরিমার বিচিত্রতা বৃদ্ধি সেবা-বিহীন বিমুখগণের মোহোদ্ঘোষ।

শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় ভগবানে বিরুদ্ধ গুণাবলী এক অপূর্ব্ব সমন্বয় বর্ত্তমান। প্রাকৃত জগতে এই ভাব—বস্তুর বিনাশকমাত্র। তাই মায়াধীশ শ্রীবলদেব প্রভু মায়ারাজ্যে আবির্ভূত হইয়াও মায়া-পরমের উদাহরণ দেখাইয়াছেন।

একদিকে—

পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।

অন্যদিকে—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়॥

প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলায় ভাগ্যবান জীবের ভাগ্যোন্নতি, আর উন্মুক্ত সদ্য বিমুখগণের বিবেকফলে ভাগ্যনাশ।

এহেন কৃষ্ণসন্ধান-দাতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌর-ভগবানের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের একচক্রা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত

শ্রীকরিয়াছিলেন। ... মুখে শুনিয়া ... সেবকগণের সেবা-শোভার মুগ্ধ ... প্রভুর ... লীলা।

সেই প্রভু বাল্যবয়সে ত্রিকালবেত্তা ব্রজবালকগণের সহিত (শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ন্যায় ... করিয়াছেন)—রাসলীলা ও ... লীলার অভিনয়গুলি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ বৎসর ... বাল্যলীলা করিয়া তীর্থপাদ প্রভু তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, "এক, কাহাঁ কহেন প্রভু কাহাঁ পাঁচ সাত'—অভিনয়কারী নিত্যানন্দ প্রভু, স্বতন্ত্রানন্দবর্দ্ধকরূপে কিছুকাল স্বীয় লীলায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে নিজ সেবায় শিক্ষা দান করেন, সুতরাং আচার্য্যানুগমনে সেবাপ্রার্থী জীবের একমাত্র শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য সর্ববিষ্ণুতত্ত্বের মূল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমময়তনু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে উভয়কে চিনিলেন,—

> দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা দরশনে।
>
> * * *
>
> হেন প্রীত হইলে মাধবেন্দ্র পুরী।
> বক্ষ হইতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥
> মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
> গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥

লীলাবিলাসী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তখন তীর্থপর্য্যটনে ব্যস্ত,—

> আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে॥
> আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে॥

এইভাবে কিছুকাল মথুরাদি স্থানে বিহার করিয়া প্রভুর প্রকাশের সময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই মহাপ্রভুর সহিত বাহিরে সাক্ষাৎ না করিয়া ভাগ্যবান্ সেবক শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে ছিলেন।

আপনারা সেই গৌর-নিত্যানন্দ-মিলন-ক্ষেত্রে শ্রীমায়াপুরে বাস করিতেছেন। সাক্ষাৎ গোকুলে, প্রভুর জন্মস্থলীতে বাস কি প্রাকৃতজনের ভাগ্যে হয়? প্রভুর এই ক্ষেত্র এতদিন গুপ্তভাবে ছিল,—হরিকথা-মন্দাকিনীর আনয়নকারী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর এই ধাম লোক-নয়নে পুনরাবিষ্কৃত করাইয়াছেন। তাতপর যতসব ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠের বিরুদ্ধভাব-পোষণ কারলেও তাহাতে ধামমহিমারই প্রচার হইবে।

আপনারা এ দীনহীনকে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আহ্বান করিতেছেন সত্য, কিন্তু দুর্ভাগার ভাগ্যহীনতার ... হইয়া পড়িয়াছে। সেকারণ ... প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও— ... অনুপস্থিত হইলাম।

শ্রীশ্রীভগবদ্গীতামৃত

দ্বিতীয় অধ্যায়

> "জীবের যাথার্থ্যজ্ঞান, তাহার সাধন।
> নিষ্কাম করম, স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ॥"
> দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কহিলেন হরি।
> প্রপন্ন অর্জ্জুনে তত্ত্বজ্ঞান অধিকারী॥
> অর্জ্জুনবৈরাগ্য শুনি' রাজা ধৃতরাষ্ট্র।
> হৃষ্ট যেন হৈল মনে, স্বীয় পুত্ররাজ্য॥
> অগ্রজ আশায়, হেরি' কহিল সঞ্জয়;—"
> কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণ দু'নয়ন,
> বিষন্নবদন হেরি অর্জ্জুনে তখন
> হে রাজন্, কহিলেন শ্রীমধুসূদন।
> বিষম সময়ে বল কি জন্য তোমার
> হে অর্জ্জুন, অনার্য্যসেবিত, স্বর্গগতি
> সংরোধক, কীর্ত্তি-বিনাশক, শিষ্টজন-
> নিন্দ্য হেন,—মোহ আসি হৈল উপস্থিত।
> হে ক্ষত্রিয়চূড়ামণি, স্বধর্ম্মবিমুখ
> কভু শোকে কি তোমায়?
> দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে, লভেছ
> হে পার্থ! জনম তব, ধরণী মাঝারে।
> হে বিশ্ব-বিজয়ী সখা, হ'য়োনা কাতর
> ক্ষত্র বন্ধু হেন, তব যোগ্য নহে এই
> ভাব। যদি বল শৌর্য্যাভাব জন্য মোর
> নহে কাতরতা, কিন্তু পূজ্য ভীষ্মাদিতে
> ধর্ম্মবুদ্ধি হেতু এ বিবেক, কুপ আর
> দুর্য্যোধন আদি ভ্রাতৃগণে, অমোঘ সে
> মোর শরে মারিবে নিশ্চয়। অহে শুন
> হে শত্রুতপন? হাস্য'য়োনা শত্রুগণে
> আর, ত্যজি ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য, রাজী
> হও যুদ্ধের কারণ, মোহ হেতু,
> নহে তব কৃপা কি বিবেক। "সত্যবটে
> হে মধুসূদন!" কহিলা অর্জ্জুন "তবে
> আহ্বানিলে যুদ্ধহেতু প্রতিপক্ষজন
> ফিরিতে উচিত নহে ক্ষাত্রধর্ম্মরীতে,
> কিন্তু হে অরিসূদন! পিতামহ ভীষ্মে আর
> বিদ্যাগুরু দ্রোণে কেমনে যোজিব শর?
> পূজ্য তাঁরা, কুসুমচন্দনে যাঁরা
> অর্চ্চ্য নিরন্তর ভক্তিভাবে, যোগ্য নহে
> শররাজি করিতে বর্ষণ। হে বয়স্য,
> তুমিও ত' যুদ্ধমাঝে বধ অরিগণে?
> নাহি বধ উগ্রসেন, সন্দীপনী আর
> গুরুজনে, কিম্বা বন্ধু যাদব সকলে।
> যদি বল, 'রাজ্যলাভে স্পৃহা না থাকিলে,
> তবে তুমি কি বৃত্তিতে ধরিবে জীবন?'
> তাহে বলি,—নাহি বধি গুরুজনে রণে,
> ভিক্ষাকরি এই লোকে ধরিব জীবন।
> হে গোবিন্দ! শ্রেয় তাহে লভিব নিশ্চয়।
> যদ্যপি ভিক্ষায় অম দুর্যশের হেতু
> ইহলোকে মোর, তথাপি ত' পরলোকে
> লভিব মঙ্গল। যদি বল, 'ভীষ্ম- দ্রোণ
> হইলেও গুরু, ত্যজ্য এবে শাস্ত্র বিধিমতে
> যুদ্ধগর্ব্বে অবলিপ্ত তারা, ছল করি পুন
> তোমাদের রাজ্য অপহারী
> দ্রোহকারী দুর্য্যোধন আদি সঙ্গে
> কার্য্যাকার্য্য-বিবেক বিহীন, অতএব
> ত্যজ এবে',—তাহে বলি,—মহা অনুভব
> বেদ অধ্যয়ন আর ব্রহ্মচর্য্যহেতু
> কাল-কাম আদি হয় বশ তাঁহাদের,
> নাহি কভু দোষের সম্বন্ধ। যদি বল—
> 'ভীষ্ম নিজে ক'রেছে স্বীকার, মহারাজ
> যুধিষ্ঠির পাশে,—অর্থহেতু বদ্ধ হৈনু
> দুর্য্যোধন পাশে, অতএব অর্থলোভে
> বিক্রীত জীবন? কোথায় তাহার বল
> মহানুভবতা?—তাই বলি, আততায়ী
> বধ্য হয় তা'রা'—তাহে কহি, হে গোবিন্দ!
> বধিলেও অর্থকামী গুরুজনগণে
> ভুঞ্জিতে হইবে সব রুধিরাক্ত ভোগ্য
> ইহলোকে। ভিক্ষায় ভোজন হয়
> নিন্দনীয়, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম—সমর;
> জানিয়াও বুঝিতে না পারি, হে গোবিন্দ!
> অধিক প্রশস্ততর কিবা এ দু'য়ের মধ্যে?
> জানিনা যুদ্ধেতে কার হবে
> জয় পরাজয়। যদি বল 'শক্তিশালী
> তোমরা ধার্ম্মিক। অতএব যুদ্ধে তুমি
> লভিবে বিজয়', তাহে শুন, ওই সেই
> ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে বিরাজে, অহো!
> যা'দের বধিয়া বল ইচ্ছিনা বাঁচিতে,
> কোথা পুনঃ রাজ্যভোগ আশা, অতএব
> ফলতঃ অজয়, যদ্যপি বিজয়লাভ
> হয় ভাগ্যফলে। অপহৃত হৈল শক্তি
> কার্পণ্যদোষেতে, ধর্ম্মমূঢ়চিত্ত তাই
> পুছি তব পাশে, হে গোবিন্দ,
> শ্রেয়স্কর মম কিবা, নিশ্চয় করিয়া মোরে
> কর উপদেশ। সখা বলি' যদি বাধা
> হয় তব মনে, তাহে বলি,—শিষ্য আমি
> তোমার চরণে। নিষ্কণ্টক রাজৈশ্বর্য্য
> হয় যদি লাভ, যুদ্ধ জয় করি', কিংবা
> রণে ত্যজিয়া জীবন আদিপত্যলাভ
> করি' সুরলোকে গিয়া, তথাপি যাবে না
> শোক হৃদয় হইতে, সকল ইন্দ্রিয় মোর
> করিছে শোষণ, শোকনাশে
> না দেখি উপায়। শরণ লইনু কৃষ্ণ
> তোমার চরণে, তুমি গুরু,—শোকসিন্ধু
> হৈতে মোরে করহ উদ্ধার।
> যুঝিব না আমি, কহি' এই কথা
> মৌনভাবে রথোপরি বসিলা অর্জ্জুন॥

আপনারা এই কলিযুগে একমাত্র কলিকলুষ-নাশিনী হরিকথার আচার্য্য—প্রচারক। আজ এই দুর্দ্দিনে ভক্তির নামে ভোগই সর্ব্বকুলের মূলমন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

আপনাদের স্মরণে আমাদের উত্তমগতি লাভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকটে যাইবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে আপনারা কৃপা করিলে সকলই লব্ধ হয় তাই,—

> বৈষ্ণবচরণে-মোর এই মনস্কাম।
> ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥

শ্রীশ্রীচরণে নিবেদনে ইতি—
প্রণত দাস
কবিদাস-দাস

মহামহোৎসব

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে আজ পঞ্চদিবস ব্যাপিয়া মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। সহস্র সহস্র যাত্রী বহু দূরদেশ হইতে আসিয়া শ্রীধামবাসী শুদ্ধভক্তগণের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধহরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহের পূজা, আরাত্রিক দর্শন এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইতেছেন। মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টার মধুর ঐকতানের সহিত সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয় জয়-ধ্বনি মিলিত হইয়া এক ভুবনমঙ্গল মহানাদব্রহ্ম দিগদিগন্ত মুখরিত করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া নিতান্ত পাষাণহৃদয়ও ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠে—

> অদ্যাপিহ দেখ, চৈতন্য-নাম যেই লয়।
> কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥
> নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
> আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥

আবার চতুঃশতাব্দ পূর্ব্বের প্রেমাবতার শ্রীনিত্যানন্দের সেই প্রেমবন্যায় জগৎ-ভাসান লীলারই পুনঃপ্রাকট্য দেখিয়া ভাগ্যবান জীবকুল আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন।

শ্রীমায়াপুরে ভজন-গোফা

নিষ্কিঞ্চন ভজনপ্রয়াসী বৈষ্ণববৃন্দ যাহাতে নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্তে হরিভজন করিতে পারেন, এজন্য শ্রীগৌরজন্মস্থলী অন্তর্দ্বীপ শ্রীধামমায়াপুরে ভজন-গোফা এবং মহাপ্রসাদ-সম্মানের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতোমধ্যেই কয়েকজন ব্রজবাসী ও ক্ষেত্রবাসী ত্যাগী মহাত্মা আসিয়া ভজনরত হইয়াছেন। ভজন-গোফায় অন্যান্য মহাত্মগণকে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

নানা কথা

অসাবধানতায় প্রাণ-বিনাশ

প্রকাশ, অসাবধানতার সহিত মোটরগাড়ী চালাইয়া কাটপুকুর খাবাটা নামক একজন পাখীকে হত্যা করিবার অপরাধে জি, আই, পি রেলওয়ের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মিষ্টার জেমস্ আয়রণসাইড পীয়ার্স চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটর আদালতে অভিযুক্ত হয়েন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ১হাজার টাকা জরিমানা করিয়া ঐ টাকার অর্দ্ধেক তাহার আত্মীয়বর্গ ও পোষ্যদের দিবার হুকুম দেন।

আসামী অসাবধানতার সহিত মোটর চালান, অতিরিক্ত বেগে নহে, এই ... করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, আসামী মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে ১৭ হাজার ৫ শত টাকা দিয়াছেন। এজন্য তিনি মনে করেন যে, প্রতিরোধক দণ্ডের আর প্রয়োজন নাই।

বাঙ্গালার বাজেট

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বুধবারের অধিবেশনে রাজস্ব সচিব মিঃ মার বাঙ্গালার ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট পেশ করিয়াছেন। উহাতে আগামী বর্ষে বাঙ্গালা সরকারের আনুমানিক মোট আয় ১১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১২ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

বাজেটের সার সঙ্কলন

১৯২৯-৩০ খৃঃ অব্দ

পূর্ব বৎসরের জের—২,৫৩,৪০,০০০৲

মোট আনুমানিক আয়—১১, ৬৯, ৪৮,০০০৲

মোট আনুমানিক ব্যয়—১২,৫৮,২৭,০০০৲

বৎসর শেষে মজুত—১,৬৪,৬৫,০০০৲

বাজেট পেশ করা উপলক্ষে মিঃ মার নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন—

অদ্য আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পুনরায় বাজেট পেশ করিবার অধিকার পাইয়াছি। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বাজেটেও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোনও সদস্য কোনও বিষয়ে আরও সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থাপক সভায় কিংবা রাইটার্স বিল্ডিংএ মিঃ ক্যামেলের ও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব। সরকারের প্রত্যেক কর্ম্মচারীই আনন্দের সহিত ঐ বিষয়ে সদস্যদিগের সাহায্য করিবেন।

১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দের বাজেট

এক্ষণে চলিত বৎসরের ব্যয়ের আয় প্রভৃতি দৃষ্টিপাত করা যাউক। পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয়ের পর বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে সরকারের হাতে ২ কোটী ১৯ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ছিল। গত বাজেটে সরকারের মোট আয় ১১ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু নানাস্থানে কৃষকদের দুর্দ্দশার জন্য ভূমি-রাজস্বে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছে। আবগারী বিভাগ হইতে কিছু বেশী আয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু দেশী মদের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায় এবং কৃষির অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হইবে না। আলোচ্য বর্ষে ষ্ট্যাম্পে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫২ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরের জন্য যে ১১ কোটি [illegible] লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা [illegible] চিয়া যাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আগামী বৎসরের প্রারম্ভে তহবিলে ২ কোটী ৫৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা থাকিবে।

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের বাজেট

আগামী বৎসরে সরকারের আনুমানিক আয় মোট ১১ কোটী ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় মোট ১২ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আগামী বৎসরে আয় অপেক্ষা ৮৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে, তজ্জন্য বৎসরের শেষে সরকারের হাতে আনুমানিক ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা থাকিবে।

আয়

১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঋণগ্রহণ ব্যতীত আনুমানিক ১১ কোটি ১১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা হইবে। উহা বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা অধিক, তন্মধ্যে ১৪ লক্ষ টাকা ষ্ট্যাম্প হইতে আদায় হইবে। কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্পের সহিত ব্যবহার্য্য সাদা কাগজ বিক্রয় দ্বারা ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় হইবে। উহা ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং হিসাবে ধরা হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধক আইন অনুযায়ী জমীদারদের ফী ও সমন জারীর ফী বাবদ ষ্ট্যাম্পে ১৬ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে কৃষকদের দুর্দ্দশার জন্য সেটেলমেণ্ট জরীপের খরচ আদায় বন্ধ ছিল। আগামী বর্ষে উহা আদায় করা হইবে বলিয়া ভূমি-রাজস্বে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইবে। চৌরঙ্গী পোড়াবাজারে সরকারী জমী বিক্রয় দ্বারা ৪ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। আগামী বর্ষে আবগারী বিভাগে অতি সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সূত্রে আরও কিছু আয় হইবে।

আগামী বৎসরে বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব সংশোধন আইন সম্পর্কীয় ১৬ হাজার টাকা ব্যতীত মোট ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় হইবে, উহা বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা দেড় লক্ষ টাকা অধিক। দামোদর খাল খনন, ব্যবস্থাপক সভা-গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ২৪ লক্ষ টাকা ব্যতীত সরকার আর নূতন কোনও ঋণ গ্রহণ করিবেন না।

ফরিদপুরে চাষীদের সঙ্কল্প

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নাড়ুয়াতে মৌলবী খলিলর রহমানের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২ হাজার মুসলমান কৃষক সভায় যোগদান করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে আগত মৌলবী জালালউদ্দিন হাসেমী ও মৌলবী সামসুদ্দিন আহাম্মদ প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট বক্তা সভায় বক্তৃতা করিয়া পাটের চাষ হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। ইতিমধ্যেই অনেক কৃষক অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের অপকারিতার কথা উপলব্ধি করিয়াছে। সভায় উপস্থিত চাষীরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, এবারে তাহারা পাটের চাষ কম করিবে।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

মহদ্বিকুল-শ্রমণসজ্জোপাস্য-পরবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্য-প্রকটদিনে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগুরুদেব-মহিমা-শংসন ও মহাপ্রসাদসম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনামিতি—

২রা ফাল্গুন, ৪৪২। } শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

রোমের আকাশে দুই সূর্য্য

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নকালে নগরবাসীরা আকাশে দুই সূর্য্য উদিত দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল। এই দুই সূর্য্য এক বাঙ্কম আলোকরেখার দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা ইহা একটী শুভলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতেছিল, রাষ্ট্রের সহিত যাজক সম্প্রদায়ের মিলনসূচক যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেই ঘটনা সুসম্পাদনার্থ সূর্য্য দুই কলেবর ধারণ করিয়াছেন। একটি কলের রাজার, অপরটি পোপের। কিন্তু জ্যোতিষ মানমন্দির হইতে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই ব্যাপারটী দৃষ্টিবিভ্রম হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যপথে যে সকল হিমকণিকা বর্ত্তমান সময়ে সঞ্চরণ করিতেছিল, সূর্য্যালোক তাহাতে বিবর্ত্তিত হওয়াতেই এই দৃশ্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

ডাক-বিমানে দুর্ঘটনা

প্যারিসের ২০শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ ফ্রান্স ও ইন্দো-চীনের মধ্যে ব্যোমপথে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য উক্ত দিবস লিবোর্গে হইতে ৩ খানি বিমান ছাড়িয়াছিল। এই ডাকে প্রায় ৯০ হাজার ফ্রাঙ্ক মূল্যের জিনিসপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা প্যারিসের উপকণ্ঠে গিয়া নামিতে বাধ্য হয়, কারণ উহা ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, তবে আরোহীদিগের কেহ আহত হন নাই।

সম্রাজ্ঞীর প্রদর্শনীতে যোগদান

বার্লিংটন হাউসের ওলন্দাজ শিল্প প্রদর্শনীকে টেক্কা দিয়া ল্যান্সডাউন হাউসে একটী প্রদর্শনী খুলিয়াছে। রুগ্ন শিশুদিগের সাহায্য সমিতির উপকারের জন্য এই প্রদর্শনী খুলা হইয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে পুরাকালের অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সামগ্রীর সমাবেশ করা হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের বহু বনিয়াদি গৃহের সংগৃহীত শিল্প-সামগ্রীও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এমন কি, স্বয়ং সম্রাট ও মহিষী উভয়েই অনেকগুলি দর্শনীয় সামগ্রী দেখাইবার জন্য দিয়াছেন।

এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য মহারাণী বগনর হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। গত রাত্রিকাল তিনি বাকিংহাম প্রাসাদে অতিবাহিত করিয়া ১৯শে বৃটিশ প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন।

ল্যান্সডাউন প্রদর্শনীতে ডাচেস অব রক্সবার্গ মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সম্রাটের স্বাস্থ্যের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি অনেক ভাল আছেন এবং ক্রমশঃই বেশ সুস্থ হইতেছেন।

সম্রাজ্ঞী প্রদর্শনীতে ২ ঘণ্টা কাল ছিলেন এবং তিনি রাজা প্রথম চার্লসের ব্যবহৃত কোন কোন সামগ্রীর অংশবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে দেখিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিনে যে রৌপ্য পানপাত্রে তিনি অন্তিমকালীন "প্রসাদ" গ্রহণ করিয়াছিলেন ও প্রাণদণ্ডকালে যে মুক্তার মালা পরিয়াছিলেন তাহাও আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিলেন।

সম্রাটের পীড়া হইবার অবধি সম্রাজ্ঞী এই প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই প্রদর্শনীতে অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। [illegible] উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি হইয়াছে, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সম্রাজ্ঞী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

[illegible] শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ [illegible]

২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার [illegible]।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীভগবান্ এবং তদেকবর্ত্তীয় বস্তু-বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভের স্পৃহা বা সত্যানুসন্ধিৎসা জীব-হৃদয়ে জাগরূক হইলে শ্রীভগবান্ চৈত্ত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া জীবকে তদ্বোপযোগী 'বুদ্ধিযোগ' প্রদান করিয়া থাকেন। ঐতাদৃশ সত্যানুসন্ধিৎসা যাঁহার হৃদয়ে নাই, যিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ উদ্যমটা অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া সেই বিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন? বস্তুর অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান লাভ করিয়াই তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে মাত্র। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চিত্তবিশিষ্ট মানব দোদুল্যমান মতি লইয়া একই সময়ে সমান উদ্যমে দুইটী বিষয়ের আরম্ভ করিতে পারেন না, একদিকে না একদিকে তাঁহাকে অধিক উদ্যম-বিশিষ্ট হইতেই হইবে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে পরিমাণে প্রীতি বিদ্যমান, কৃষ্ণ-বিষয়ে অপ্রীতিও ঠিক সেই পরিমাণেই বিদ্যমান থাকিবে, ইহাই বিশেষজ্ঞ-গণের অভিমত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি ও কৃষ্ণানুভূতির সহিত যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই যথার্থ কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী এবং কৃষ্ণকৃপা—প্রেম-ধন-দাত্রী। চিত্ত অন্যত্র অভিনিবিষ্ট রাখিয়া যে কৃষ্ণসেবা-চেষ্টা প্রদর্শন, তাহা আদৌ আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন নহে।

আমরা ভক্ত্যনুকূল ও ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়সমূহ বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়াই নিজ নিজ মনের বিভিন্ন খেয়াল অনুসারে যে ভক্তিচেষ্টা প্রদর্শন করি, তাহা ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছু [illegible] হইয়া [illegible]। এই জন্যই ভক্তিপথাব-[illegible] [illegible] [illegible] আবশ্যক। [illegible] [illegible]

[illegible] শরণাগত শিষ্যকে যেরূপ ভক্ত্যনুকূল অনুশীলন উপদেশ করিবেন, সেই উপদেশমত ভজন করিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ [illegible] লাভ করিবেন। [illegible] ভজন-ক্রম অবলম্বনের পরিবর্ত্তে ভক্তি-প্রতিকূল বিষয় চেষ্টাসমূহ যথাযথ বর্ত্তমান রাখিয়া ভক্ত্যনুকূল অনুশীলনের যে চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, তাহা কখনও প্রেমফল-প্রসূ হইতে পারে না। প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনাঙ্গীকার ও অনুকূল বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলনের ফলে সাধকের হৃদয় দিন দিনই প্রেমরসে পুষ্ট হইতে থাকে।

শ্রীভগবান্‌কে পাইবার একটী দৃঢ় ইচ্ছা হৃদয়ে থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই সদ্‌গুরু রূপে আমাদিগের নিকট অবতীর্ণ হইবেন, নতুবা অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের কবলে পড়িয়া আমাদিগকে চিরানর্থ-সাগরেই নিমজ্জমান হইতে হইবে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সত্য সত্য ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগ করিয়াও ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ পারমার্থিক গুরুকরণের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা লৌকিকতা বা সামাজিকতা বজায় রাখিতে গিয়া পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি করেন না; যেহেতু তাঁহারা জানেন—যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।

অধুনা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতাবলম্বী জড়-সাহিত্যাভিমানী বিদ্যা-ধন-কুল মদোন্মত্ত কতকগুলি অসুর-প্রকৃতি নাস্তিক ব্যক্তি সুকৃতির অভাবে মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস-রাহিত্য-হেতু সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের কোন সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিয়া বিষ্ণু বৈষ্ণব-নিন্দায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দর-প্রচারিত ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সেই সকল মনুষ্যকুল-কলঙ্কের হৃদদেশে শেল-সম বিদ্ধ হওয়ায় তাহারা নিরতিশয় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় নানা-প্রকার [illegible] করিতেছে। ভক্তিবিরোধিনাশন শ্রীভগবান্ নৃসিংহ-[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] রাক্ষস হিরণ্যকশিপুকে আচরেই তাহাদের ব্যবহারের সমুচিত শিক্ষা প্রদান করুন, ইহা অপেক্ষা তাহাদের নিমিত্ত অধিক মঙ্গল চিন্তা করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। যুগে যুগে অসুরগণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ বিরোধ করিয়া আত্মবিনাশ লাভ করিয়া থাকে, বিবদমান কলিযুগে কি আর তাহার কিছু অভাব হইবে? বরং অন্যান্য যুগ অপেক্ষা এযুগে অসুর সংখ্যার আধিক্যই দৃষ্ট হইবে। তাই ব্রাহ্মণব্রুব, বৈষ্ণবব্রুব, সাহিত্যিক-ব্রুব, ধার্ম্মিকব্রুব প্রভৃতি অসংখ্য অসুর উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুবৈষ্ণবাপরাধী অসুরকুলের ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক, শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্রদ্বারা রক্ষিত সুদার্শনিক 'গৌড়ীয়'জগতের সমস্ত কুদার্শনিকের পাষণ্ডতর্কবাদ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিতে পারেন—এ শক্তি গৌড়ীয়ের আছে।

ভাবিবার কথা

"যার মাথা নাই তার মাথা ব্যথা" এ কথাটা অনেক দিন থেকেই শুনে আসছি কিন্তু এর তাৎপর্য্য কি তা এতদিন বুঝতে পারি নাই। তখন ভাবতাম, এটা কথার কথা মাত্র, মাথা নাই অথচ মাথার ব্যথা হবে—এও কি কখনও হয়। মাথা ধরলে যেমন কাকেও জিজ্ঞাসা করতে হয় না যে, আমার মাথা ধরেছে কিনা? যখন নানাপ্রকারের যন্ত্রণা অজ্ঞাতভাবে মস্তকের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নৃত্য করতে থাকে, তখন সে কথাটি আত্মীয় স্বজন এমন কি পাড়া পড়শীর পর্য্যন্ত জানতে বাকী থাকে না। আজ এমন একটা ঘটনা উপস্থিত হয়েছে, যার জন্যে বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার মত বদ্ধজীবের মাথা না থাকলেও মাথাব্যথা হতে পারে। অবশ্য কথাটা খুলে না বল্লে, অনেকেরই কৌতূহল হবে যে তাও কি কখনও হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা শুনলে পর সকলেই স্বীকার করবেন যে কথাটা ঠিকই বটে এবং কেবল আমার কেন, এ দুনিয়ায় আমার মত সকলেই (বদ্ধজীব মাত্রই) ঐ প্রকারের মাথাব্যথা নিয়ে ব্যস্ত। আবার আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সাধারণতঃ যেমন মাথা ধরে, সেই মাথধরা ভাল করবার জন্য চিকিৎসকের আশ্রয় লই—তাঁর ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন করি ও পথ্য গ্রহণ করি কিন্তু ঐ মাথাব্যথার প্রতিকারার্থ ত করতে চাই না অধিকন্তু বাড়ে যেটাতে সেটাই বরং ব্যবস্থা করি এমন কি কোন বন্ধু অযাচকে যেচে দেয়ে রোগের ঔষধ পথ্য দিলেও তা গ্রহণ করতে চাই না। শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর প্রকটোৎসবে যোগদান করবার জন্য পরম দয়াল শ্রীগুরুদেব বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করেছেন, কিন্তু আমরা অনেকেই নিত্যানন্দ লাভের জন্য সে আনন্দোৎসবে যোগদান করতে পারি নাই। তার কারণ আর কিছুই নয়, একমাত্র কারণ ঐটী অর্থাৎ মাথা নাই অথচ মাথাধরা লইয়া ব্যস্ত। জীবের স্বাভাবিক বৃত্তিই হচ্ছে নিত্য আনন্দের অনুসন্ধান, তাই জগদ্‌গুরুর আহ্বানে আমার মত অনেকেরই এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইচ্ছা হয়েছিল যে ঐ মহামহোৎসবে যোগ দিই কিন্তু দুরন্ত দৈবী মায়ার প্রভাবে সে শুভ ইচ্ছাটী বিদ্যুতের মত একবার মাত্র চমক দিয়ে বহু চিন্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। তখন ঝড়ের মত প্রবলবেগে নানারকমের চিন্তা এসে আমাদিগকে বলতে লাগল যে—দেখ, দেখ, কচি কচি নাবালক পুত্র কন্যা তোমার মুখ পানে চেয়ে আছে, তোমার ভার্য্যা আছে যার ভরণ পোষণের ভার তোমারই উপর, ঐ যে বৃদ্ধ পিতা মাতা যাঁরা বহুকষ্টে তোমাকে লালন পালন করেছিলেন, আজ তুমিই তাঁদের একমাত্র পালনকর্ত্তা, তাঁরা এ অসময়ে তোমাকেই ত আশা ভরসা জেনে নিশ্চিন্ত আছেন, শুধু তাই নয় কতদিকে কত রকমের খরচ আছে, তার উপর আবার ঋণ—সুতরাং এতগুলির ভার তোমার উপর অর্থাৎ তোমার চাকরীর উপর বা ব্যবসা বাণিজ্যের উপর নির্ভর করছে। তুমি যদি আজ ক্ষণিক-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হয়ে ঐ মহামহোৎসবে চলে যাও তবে হয়ত তোমার কত সাধ্য সাধনার ফলে যে চাকরীটী মিলেছিল বা ব্যবসাটা জমকে এসেছিল সে চাকরী নষ্ট হবে কিম্বা ব্যবসায় লোকসান হবে—কর্ম্মচারিগণ সুযোগ পেয়ে লুটপাট করে নেবে সুতরাং এত ব্যস্ত না হইয়া একটু স্থির হ'য়ে ভাল করে ভেবে দেখ তোমার কর্ত্তব্য কি? ঐ শোন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করে তোমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়েছেন—"স্থির হৈঞা ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।" এইরূপে বৈষ্ণবী জীবের চিরশান্তি—নিত্য আনন্দ প্রাপ্তির উপায় যে একমাত্র সাধুসঙ্গ, তার পথটী বন্ধ করে অনন্ত দুঃখসাগরে ফেলে দিয়েছে [illegible] আমাদিগকে [illegible]

স্পর্শ করে শ্রেয়ঃটী বাদ দিয়ে প্রেয়ঃটী গ্রহণ করবার জন্যে ব্যস্ত করায়, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ঐ চিন্তাগুলিই কি আমাদের ভাবিবার কথা, না আরও কিছু আছে? যদি পূর্বোক্ত চিন্তাগুলি কিছুক্ষণের জন্য চাপা রেখে ভাবিবার কথার অনুসন্ধান করি তবে বুঝ্'তে পারব যে ওগুলি আমাদের ভাবিবার কথা নয়। যে চিন্তার দ্বারা মাথা না থাকলেও, মাথা ব্যথার কষ্ট পেতে হয়—যে কথা ভাব্'তে ভাব্'তে দুঃখের উপর দুঃখ অনন্ত দুঃখ চলে আসে সেগুলি কি ভাবিবার কথা হতে পারে। যে চিন্তার দ্বারা নিত্য শান্তি, নিত্য আনন্দ লাভ হয় সে সকলই আমাদের ভাবিবার কথা। তাই কোন মহাজন বলেছেন—

একবার ভাব মনে, আশা-বশে ভ্রমি হেথা,
পাবে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি কোথায় ছিলে,
কি করিতে হেথা এলে, কিবা কাজ করে গেলে
যাবে কোথা শরীর-পতনে।
কেন সুখ দুঃখ ভয়, অহংতা মমতাময়,
তুচ্ছ জয় পরাজয়,
ক্রোধ-হিংসা-দ্বেষ অন্যজনে।
বিনোদ বলিছে কয়, করি গোরা পদাশ্রয়,
চিদানন্দ রসময়, হও রাধাকৃষ্ণনাম গানে॥

পিপাসাতুর মৃগ যেরূপ পিপাসা নিবারণের জন্য জল জল করে বিশাল মরুভূমিতে ছুটতে ছুটতে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হয় আমরাও সেই প্রকার এ দুনিয়ায়, এ অভাবের রাজ্যে এই জেলখানায় অভাব নিবারণের জন্য নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের দুঃখ দূর করবার জন্য আশা পথে ছুটছি অনাদিকাল থেকে, সংসারের পর সংসার কত অনন্ত কোটি সংসার ঘুরে এলাম কিন্তু একটা সংসারেও সুখ পেয়েছি কি? কিম্বা আত্মীয় স্বজনের দুঃখ দূর ক'রে তাদিগে নিত্য আনন্দ দিতে পেরেছি কি? এটা আমাদের ভাবিবার কথা। যদি স্থিরচিত্তে ভেবে দেখি, তা'হলে বুঝ্'তে পারব যে কি কীট জন্মে, কি শূকর, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু-জন্মে কি মনুষ্য জন্মে, কখনও নিত্য শান্তি পাই নাই বা নিত্য শান্তি দিতেও পারি নাই। তা'র কারণ—'কে আমি, কে আমার? কোথায় ছিলাম? কি করতে এখানে এসেছি? কি কাজে ব্যস্ত আছি? আমায় কোথা যেতে হবে?' এসব কথা একবারও ভাবি না বা বিচার করি না। তাই যেটা আমি নই সেটাকে আমি মনে ক'রে, যেগুলি আমার নয় সেগুলিকে আমার মনে ক'রে অর্থাৎ যেটা আমার [illegible] সেটাকে আমার বাধা কল্পনা [illegible] থাকিবে। [illegible] অজ্ঞতার জন্য আজ আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে জর্জরিত হচ্ছি।" আমরা স্বরূপতঃ সকলেই কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" অর্থাৎ স্বরূপে সমস্ত জীবেরই বাসস্থান বৈকুণ্ঠ বা গোলোকে যেখানে কুণ্ঠা বা অভাব নাই। নিত্য প্রভুর সেবা ভুলে অপরাধ ফলতঃ এখন এই জেলখানায় এসেছি—এটা দণ্ড ভোগের স্থান। "স্বকর্ম ফলভুক্ পুমান" অর্থাৎ যে যে প্রকারের কর্ম করেছি সকলেই সেই প্রকারের দণ্ডভোগ কর্'তে বাধ্য। তাই আজ রাজা পথের ভিখারী হচ্ছে, সুস্থব্যক্তি রুগ্ন হচ্ছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধ হচ্ছে, অভাবের উপর 'অভাব,' দুঃখের উপর দুঃখ আস্'ছে। অহঙ্কারবিমূঢ় হ'য়ে নিজেকে কর্তা অভিমান করে—স্ত্রী, পুত্র, পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণকে পালন করে তা'দের অভাবের রাজ্যের অভাব দূর করবার জন্য এই সংসার দাবাগ্নিতে ঝাঁপ দিলে কি হবে? একটি অভাব নিবারণ করতে গেলে সম্মুখে অনন্ত অভাব এসে নৃত্য কর্'বে। কর্তার উপর কর্তৃত্ব কর্'বার জন্য ব্যস্ত হলে কি হবে সমস্ত দুঃখের মূল কারণ ঐ অবিদ্যা বা ভগবদ্ বিস্মৃতি—যে ভুলিয়ে রাখ্'বার জন্য যত্ন কর্'ছি। যিনি গর্ভাবস্থায় রক্ষা করেছেন—অনাদি কাল থেকে জন্মে জন্মে বিপদে সম্পদে রক্ষা করেছেন, এখনও কর্'ছেন এবং সর্ব্বক্ষণের জন্য কালেও রক্ষা কর্'বেন তিনি রক্ষা না কর্'লে—তিনি অভাব নিবারণ না কর্'লে আমাদের কি সাধ্য আছে যে নিজের বা স্বজনগণের এই অভাবের রাজ্যের অভাব নিবারণ কর্'ব। বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদীকে কি কেউ রক্ষা কর্'তে পেরেছিলেন? বা নিজের জোরে নিজেকে তিনি সে বিপদ হ'তে রক্ষা করতে পেরেছিলেন কি? শাস্ত্রে দেখা যায়, সে বিপদে তাঁকে কেহ রক্ষা কর্'তে পারেন নাই, নিজের জোরেও তিনি সে বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'তে পারেন নাই কিন্তু যখন তিনি হতাশ হ'য়ে বিপদভঞ্জন মধুসূদনের শরণাপন্ন হ'য়েছিলেন তখন সেই শরণাগত-রক্ষক ভগবান্ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাই বলি ভাই সব! আমারা দুঃখ দূর কর্'বার চেষ্টায় এই মায়া মরিচীকার অনাদি কাল থেকে ছুটছে ছুটতে অনন্ত দুঃখের আবাহন কর্'ছি মাত্র, কিন্তু কই, দুঃখনিবারণ ত হচ্ছে না। আর কেন? অনেক চেষ্টা কর্'লাম—এত করেও কিছু হল না। আর না! আর না! আসুন, আমরা সকলেই শরণাগত হই, অভাবের অভাবমুক্ত কোটিচন্দ্র সুশীতল শ্রীশ্রীগুরুপাদ পদ্মে আত্ম সমর্পণ করি। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ [illegible] সমস্ত দুঃখের মূল অবিদ্যা [illegible]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলা তাৎপর্য্য

(শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥"

—ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা এই স্থানে বৈষ্ণব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত ভাগবত পরমহংস ইহাঁরাও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেরূপ অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থবস্তু পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির বিরুদ্ধ হইলেও সাক্ষাৎ বলদেব তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস অবধূত বৈষ্ণবশিরোমণি বলিয়াই বিবেচিত হন, তবে তাঁহাতেও ঐ ঈশ্বর ধর্ম্মতে কোন দোষ স্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সমর্থশালী বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্য-লীলা করিবার যোগ্য। অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ, অবৈষ্ণব, অপরমহংস কখনও গৃহস্থ হইতে পারেন না। তাঁহার গৃহস্থালী কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা গৃহব্রত ধর্ম হইয়া পড়ে। পরন্তু বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্য-লীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ। সুতরাং নিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। সমর্থবান্ পুরুষ যেরূপ আচরণের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-লীলা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ নিত্যানন্দও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার উদ্দাম পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা করিয়াছেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব গোস্বামীপ্রভু এই কথাই বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
[illegible]
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্য
দিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলা-
কুশলান্বয়ঃ॥"

[illegible]

—তথাপি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র ঈশ্বর-গণের [illegible] বাক্যেরই [illegible] গ্রহণ করিবেন এবং ঈশ্বর-আচরণের অনুকরণ [illegible] করিলেই তাঁহাদের পাদপীঠ হরিয়া বিচার করিলে, অতএব [illegible] পরিচয়রূপে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল [illegible] ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরতত্ত্ব, কিন্তু জীবতত্ত্ব মায়াবশ-যোগ্য ঈশিতব্য তত্ত্ব। যিনি অখিল নরাদি, তির্য্যক্, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের, অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশল সম্বন্ধ নাই। জীবের পক্ষেই কুশল অকুশল বিচার। যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্মপরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং কোন প্রকারে আর বন্ধন-প্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের আর কি প্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সে [illegible] কোথায়? [illegible] হইতে পারে?

যাঁহারা বলদেব বা তদংশ প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোন প্রকার দোষা-রোপ করেন বা তাঁহাকে প্রাকৃত [illegible] শরীরধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে প্রাকৃত বুদ্ধি করেন, তাঁহারা নিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী। [illegible] শ্রীনিত্যানন্দের [illegible] আমাদের [illegible]

প্রাপ্তি হ'লেই স্বপ্ন-মরণ সব বিনোদ হ'য়ে—ভবসাগর পার দিয়ে যাবে—পরম সুখদের উদয় হবে, আমাদের নিত্যপ্রভু সঙ্গে সর্ব্ব কালের [illegible] তখন কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবায় আমরা নিত্য আনন্দ লাভ ক'র্ব এবং [illegible] শান্তি লাভ করব।

[illegible]

—অর্থাৎ জাতীয় অতি অতীব [illegible] পরিজন-[illegible], [illegible] দূরে থাকুক, কৌপীন বহির্বাস ধারণ আচরণ করিবে না। তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি আত্মভূতিরূপে উহা দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মুদ্রাপ্রভৃতি বেশাদি গৃহস্থপুরুষ পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

যাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহস্থ-লীলার সহিত তাঁহাদের গৃহস্থধর্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীর বুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবতবাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজ বীরভদ্র গোস্বামীপ্রভু পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া কখনও মস্তকে চূড়া, অঙ্গে বংশী প্রভৃতি ধারণ করিতেন। কতিপয় ব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবীরভদ্র প্রভুর এই আচরণ দেখিয়া উহা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরভদ্র প্রভু ঐ সকল ব্যক্তির দুর্বুদ্ধি দেখিয়া এই প্রকার পাষণ্ডতা আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। উহারা বীরভদ্র প্রভুর বাক্য [illegible] 'চূড়াধারী' নামক [illegible] এই সকল [illegible] বীরভদ্র প্রভুর [illegible] সম্প্রদায়, [illegible] প্রভৃতি তেরটী, অপবিত্র সম্প্রদায়রূপে জগতে পুষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গৃহস্থলীলাকিনয় ও গৃহস্থধর্ম সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া [illegible] পরিণত হইয়াছে। [illegible] মতের বিরোধ করিয়া [illegible] 'অতিবাড়ী' সম্প্রদায় পুষ্ট হইয়াছে। [illegible] প্রভুকে সমাজ করিয়া [illegible]

[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।

"[illegible] আশ্রত এব সহি।
ও [illegible] শ্রীচরণারবিন্দম্"

অখিলকুল-প্রণয়ধমোপাঙ্গ-পারবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে, শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্য-প্রকটদিবসে শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগুরুমহিমা-গুণগান ও মহাপ্রসাদসম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

২রা ফাল্গুন, ৪৪২। } শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

কবিরা 'গৌরনাগরী' বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতি ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিরুদ্ধভাবে অনুকরণ করিতে গিয়া প্রাকৃত সহজিয়াবাদ জগতে প্রচলিত হইয়াছে— এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রেরিত পত্র

শ্রীযুক্ত দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পত্রের
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, আমি আজ ৩ দিন হইল শ্রীধাম-নবদ্বীপে আসিয়াছি। এখানে আসিবার সময় ষ্টেশনে শ্রীমায়াপুরের দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে একখানি বিজ্ঞাপন পাই। সেই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে শ্রীমায়াপুরে আসিবার জন্য সহরে কয়েকজনের নিকট রাস্তা জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে সেই স্থানীয় লোকেরা আমাকে [illegible] দূরে, [illegible] হইয়াছেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গ লইয়া এখানে আসিয়াছি। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতি দর্শন করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে এই স্থানই প্রাচীন স্থান। এই পবিত্র স্থানে আসিলে স্বামীই যেন হৃদয়ে বলিয়া দেন যে, এখানেই সেই গোলোক-পতি শচীনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র [illegible] অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এখানেই তিনি লীলাবিলাস করিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া সমস্ত দিন [illegible] আমার [illegible] যাছে। সবচেয়ে ভাল কথা এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-টী ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হইয়া শ্রীধাম প্রচারিণী সভার কার্য্যকরী সমিতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আজকাল দিনে দিনে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার সৌষ্ঠববর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর হইবেন সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত বিগ্রহ ব্যবসায়ীর ঠাকুরবাড়ীতে জোরপূর্ব্বক আদায়ী ঠাকুরের অর্থ তাহাদের বিলাস ব্যসনে ব্যয় হয়। আর এখানে যাবতীয় অর্থ সর্ব্বসাধারণকে প্রসাদাদি দিয়া জীবের অশেষ মঙ্গল এবং সুকৃতিলাভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। দিন দিন স্থানটির যেরূপ উন্নতি হইতেছে তাহাতে অচিরেই সমস্ত শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিরা এখানে দর্শন করিতে আসিবেন সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যমঠে একটী বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে দেখিলাম। সেখানে বিনাব্যয়ে এবং প্রসাদাদি দিয়া ব্যাকরণ ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজকাল দেশ হইতে শাস্ত্রাদি চর্চ্চা একরূপ উঠিয়াই [illegible] এরূপ একটী প্রতিষ্ঠান [illegible] আমাদের [illegible] বলা [illegible]

বিনীত
শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত
২৪।২।২৯

নানা কথা

চীনের কথা

সাণ্টুং আক্রমণকারী চ্যাং-চুং-চ্যাংএর অধীনে ২৬ হাজার সৈন্য, পক্ষান্তরে জাতীয় দলের সেনাপতির অধীন মাত্র ৭ হাজার সৈন্য। জাতীয় দলের সেনাপতি সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া তাহাদের ৫ শত সৈন্যকে নিহত এবং ৩ শত সৈন্যকে বন্দী করিয়াছেন।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভা

ষ্ট্যাম্প আইন সংশোধক বিল

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় শুক্রবারের অধিবেশনে মিঃ প্রধান ভারতী ষ্ট্যাম্প (বোম্বাই) আইন সংশোধন করিয়াছেন। উহাতে ষ্ট্যাম্প ফীয়ের বর্দ্ধিত হার চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মিঃ লালজী নারায়ণজী মিঃ কে, এফ, নরীম্যান্ উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর ৫৮-৪১ ভোটে বিল প্রথমবার পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। অতঃপর কোর্ট ফী আইন সংশোধন বিল পেশ করা হয়।

ফরিদপুর

কৃষি ও শ্রমশিল্প প্রদর্শনী

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নরিয়া নামক স্থানে উক্ত জিলার রাজনৈতিক সম্মিলনের সংস্রবে যে কৃষি ও শ্রমশিল্প প্রদর্শনী হইয়াছে, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী কর্তৃক যথারীতি তাহার উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে নানাবিধ কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহাদের ভিতর ঢাকার শঙ্খশিল্প এবং ফরিদপুর জিলার বিখ্যাত পিতল কাঁসার দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। কৃষি প্রদর্শনীর ভিতর ফরিদপুর নার্শারীর দ্রব্যজাত উল্লেখযোগ্য।

কাশীতে

জাতীয়-পতাকা আন্দোলন

বেনারস টাউন কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে এক জন-সভা বসিয়াছিল। শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া বক্তারা বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি সংপ্রতি যেরূপ কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে।

৭ মাস পূর্ব্বে বেনারস মিউনিসিপ্যালিটীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং সংপ্রতি যাহা সমর্থিত হইয়াছে, বক্তারা তাহার উল্লেখ করেন। মিউনিসিপ্যালিটী যদি (তাঁহাদের আফিসের উপর) জাতীয় পতাকা উত্তোলনে আরও বিলম্ব করার চেষ্টা করেন, তাঁহা হইলে স্থানীয় জনসাধারণ যাহাতে তাহার বিরুদ্ধ আন্দোলন করেন, বক্তারা সেরূপ অনুরোধ জানান। —দৈঃ [illegible]

বাঙ্গলার বাজেট

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯৮ সংখ্যার পর)

আনুমানিক ব্যয়

আগামী বৎসরে বর্ত্তমান [illegible] সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৭৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে। ভূমি রাজস্ব বিভাগে সুন্দরবনের লোকের বসতি স্থাপন এবং বাখরগঞ্জের চরসমূহে, রায়ত-পত্তনের জন্য ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইনের ফলে রেজিষ্টারী আফিসসমূহের কাজ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া রেজিষ্ট্রেশন বাবদ সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে।

সেচ বিভাগ

সেচ বিভাগে কলিকাতার কয়েকটী সেতু নির্ম্মাণ ব্যয়ের [illegible] অংশ, মেদিনীপুর খালের প্লাইস সাটার কুমার নদীর লুইস গেট নির্ম্মাণ এবং সুন্দরবন ষ্টীমারপথের কতকাংশের সংস্কারের ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে।

সাধারণ শাসন বিভাগ

সাধারণ শাসন কার্য্য চালাইবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে। কারণ প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন অনুযায়ী জমীদারের প্রাপ্য সেলামীর টাকার জন্য অতিরিক্ত কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে, তজ্জন্য ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় পরিষদদ্বয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন বাবদে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে, সরকারী খরচ বৃদ্ধি ও [illegible] বিচার বিভাগের জন্য কিঞ্চিৎ অধিক ২ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে, ঢাকা জেলে পশমী বস্ত্রের কলের বিস্তারসাধন এবং মেদিনীপুর জেলে ও নেত্রকোণা সাব জেলের উন্নতির জন্য জেলা বিভাগে বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা ১ লক্ষ টাকা অধিক ধার্য্য হইয়াছে।

পুলিস বিভাগ

পুলিস বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ১৬ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে। গত ১লা নভেম্বর হইতে কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিসের এবং ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্‌ দলের বেতন বৃদ্ধি, কিংসফোর্ড ডকের জন্য পুলিস নিয়োগ প্রভৃতি কারণে।

শিক্ষা বিভাগ

আগামী বৎসর শিক্ষা বিভাগের ব্যয় বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা অধিক, তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় হইবে [illegible] ৩ লক্ষ টাকা অধ্যাপনার জন্য অতিরিক্ত [illegible] নিয়োগের জন্য ১০ হাজার [illegible] নির্ম্মাণ ও [illegible] কলেজসমূহে সাহায্য বাবদ ২ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

বেথুন কলেজের ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল নির্ম্মাণার্থ ক্রাইষ্ট চার্চ্চ স্কুলভবন ক্রয়ের জন্য আড়াই লক্ষ কলিকাতা মুসলীম ইনষ্টিটিউটের গৃহনির্ম্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ

যাদবপুরে ক্ষয়রোগী দের স্বাস্থ্য নিবাসের সাহায্য বাবদ ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে চট্টগ্রাম ও জলপাইগুড়ীতে মেডিক্যাল স্কুলের জন্য গৃহনির্ম্মাণ এবং ইডেন হাসপাতালের বিস্তার বাবদও অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। জলনিকাশ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নারায়ণগঞ্জ, আসানসোল, ঢাকা, বাঁশবেড়িয়া ও চাঁদপুর মিউনিসিপালিটিতে সাহায্য প্রদান করিবার কথা হইয়াছে। জলের কলের বিস্তার সাধন জন্য ঢাকা, হাওড়া, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপালিটীকে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ৯ লক্ষ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

কৃষি ও শিল্প বিভাগ

পশু চিকিৎসা সম্বন্ধ প্রচার কার্য্যের জন্য এবং ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ী নামক স্থানে পরীক্ষাক্ষেত্র ও বাখরগঞ্জ জিলার চরবদনা নামক স্থানে বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র স্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক আরও অধিক সংখ্যক হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ এবং আরও অন্যান্য বিষয় বাবদ ব্যয় ধার্য্য হইয়াছে। চর্ম্ম-শিল্প, বয়ন-শিল্প, লাক্ষা-শোধন, সাবান-প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের পেন্সনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী বৎসরে কৃষক ও শিল্পীদিগকে ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইবে।

উপসংহারে মিঃ মার সাইমন কমিশনের সম্মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব সম্বন্ধীয় অন্যায় বন্দোবস্তের সংশোধন সম্পর্কে সরকার পক্ষের সাক্ষ্যের উল্লেখ করেন।

ইরাকের হাই কমিশনারের বাগদাদ যাত্রা

কনষ্টান্টিনোপলের ২২শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ইরাকের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার স্যার গিলবার্ট ক্লেটন বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সিরিয়া [illegible] হইয়া বাগদাদ যাইবেন।

[illegible] আকস্মিক দুর্ঘটনা

প্রকাশ, গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, প্রাতঃকালে অষ্ট্রেলিয়া ব্যাঙ্কের কোন একটী বাসগৃহের [illegible] হঠাৎ একটী ভীষণ শব্দ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] বাড়ীটী পড়িয়া যায় [illegible] এক জন লোক তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে, ও [illegible] গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আহত লোক ৩ জনের মধ্যে এক জনের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক, তাহাদিগের সকলকেই [illegible] হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সম্বর্দ্ধনা

নূতন দিল্লীর ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর সম্বর্দ্ধনার্থ তথায় এক প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, প্রথমে শুনা গিয়াছিল, যাঁহাদিগের উদ্যোগে এই প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা হইতেছে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহাদিগের অন্যতম। বড় লাটকে এই সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, এবং তিনি সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণও করিয়াছেন। প্রকাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু নাকি পরে এই সম্মিলনের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মাদ্রাজ আইন কলেজে ধর্ম্মঘট

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে আইন কলেজের ছাত্রেরা মাদ্রাজে সাইমন কমিশনের আগমনের দিন কলেজে যায় নাই। ৩ জন ছাত্রকে নেতৃস্থানীয় বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় তাহাদিগকে কলেজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অধ্যক্ষ আদেশ দিয়াছেন। প্রকাশ, অধ্যক্ষ ঐ ছাত্র ৩ জনকে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট ও দিতেছেন না। সেজন্য কলেজের এফ ও এল শ্রেণীর ছাত্রেরা গত শুক্রবার বেলা ১১টায় সময় ধর্ম্মঘট করিয়াছে। অধ্যক্ষ ছাত্রদিগকে পুনরায় কলেজে যোগদানের জন্য বলেন, কিন্তু ছাত্রেরা সম্মত হয় নাই। শেষে কয়েক জন ছাত্র ফিরিয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, কমিশনের মাদ্রাজ আগমনের দিন ২০০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৬ জন কলেজে আসে নাই। অধ্যক্ষ ঐ ছাত্র কয় জনের নিকট তাহাদের অনুপস্থিতির জন্য কৈফিয়ৎ চাহেন। ৩ জন ছাত্র বলে, তাহারা তাহাদের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে কলেজে আসে নাই। ইহাতে অধ্যক্ষ—[illegible] তাহাদিগকে কলেজ ছাড়িয়া যাইতে বলেন।

ইহার পর ছাত্রেরা [illegible] অধ্যক্ষের একটা মিটমাটের জন্য [illegible] চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন [illegible] হয় নাই।

[illegible]

[illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible] সভায় [illegible] মিঃ [illegible] ডাক্তার [illegible] প্রস্তাব করেন [illegible] ৬৩ হাজার টাকা [illegible] এই সূত্রে উত্থাপিত করেন যে, পল্লী সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, শ্রীযুক্ত জানি, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর পাণ্ড্যা, কে সি নিয়োগী ও জনাব মিঃ মেটার প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর প্রস্তাবটী ভোটে প্রদত্ত হইলে উহার পক্ষে ৬৩ এবং বিপক্ষে ৫৩ ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হয়।

অতঃপর পরিষদ পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য মুলতুবী রাখা হয়।

ভীষণ সংঘর্ষ

প্যারিসের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, গত শুক্রবার আটলের এক খানি স্পেশাল মাল গাড়ীর ইঞ্জিনের সহিত ৬ জন পুরুষ ও ১০ জন স্ত্রীলোক পূর্ণ একটা মোটর বাসের এমন ভীষণ এক সংঘর্ষ হয় যে, বাসটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। ফলে ৩ জন স্ত্রীলোক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ৫ জন স্ত্রীলোক, ১জন পুরুষ সামান্য আহত হইয়াছে। আহতদিগকে আটল হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

কানাডা ও সোভিয়েট রুশিয়া

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত কানাডার বাণিজ্য-সম্বন্ধ-স্থাপন সঙ্গত কি না, কানাডা সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ উডসওয়ার্থ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এই প্রশ্নের উত্তরে কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং বলেন যে, বিষয়টী বিবেচনাধীন আছে।

[illegible]

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী [illegible] হইতে যে সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে [illegible] [illegible]

[illegible]

১২ই [illegible]—১৩৩৯ [illegible]

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ড-কৃপা

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি মূর্খ, নীচ, পতিত, দুঃখিজনের উদ্ধারের জন্য তদীয় অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে যখন গৌড়-দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন প্রেমাবতার, পতিতপাবন নিতাই চাঁদ পানিহাটী, খড়দহ, সপ্তগ্রাম, শাঁন্তিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অলৌকিক লীলা প্রকাশপূর্ব্বক উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলকেই ব্রহ্মাদি-দুর্লভ পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে করিতে অবশেষে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে একদিন অবধূত শ্রীনিত্যচাঁদের অলঙ্কার পরিধান করিতে অভিলাষ হইল; ইচ্ছামাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে ভকতি জনগণ মণি-রত্নপ্রবাল-পট্টমাল-মুক্তাহার ও প্রবালাদি বহুমূল্য বস্তু তাঁহারি নিকট উপস্থিত করিলে—তদ্দ্বারা তিনি সুবর্ণের অঙ্গদ, বলয়, মাদুলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া অঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিশোভিত করিলেন। শুক্ল, পীত, নীল, পীত বহুবিধ অপূর্ব্ব পরিধান-বিলাসও তদীয় অঙ্গের শোভা-বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাঁহার পার্ষদ-বৃন্দও প্রত্যেকে অঙ্গদ-বলয়-মল-নূপুর-হার এবং শিঙ্গা-বেত্র-বংশী-ছাঁদ-দড়ি-গুঞ্জা-মালা প্রভৃতি গোপালের বেশ ধারণ করিলেন।

এইরূপে অবধূত নিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া বিবিধ কৃষ্ণ-গোপাল-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক সকলকেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিতে লাগিলেন। তৎকালে নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ-কুমার সমস্ত চোর-ডাকাতের সেনাপতিরূপে অবস্থান করিত। সে ব্যক্তির প্রকৃতি ছিল, [illegible] করিয়া [illegible] তাহার [illegible] ছিল। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণ, [illegible] মুক্তা, হীরা প্রভৃতি [illegible] করিয়া [illegible] সেই দস্যু-সেনাপতি [illegible] পরিভ্রমণ [illegible] নিত্যানন্দ [illegible] অধিকার [illegible] করিতে

হইয়াছিলেন। এদিকে সেই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ সকল দস্যুকে লইয়া যুক্তি করিতে লাগিল, ও বলিল,—"ভাইরে ভাই সব! এবার চণ্ডীমা আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, আর আমাদের দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। দেখ, এই অবধূতের অঙ্গের সোনা, মুক্তা, হীরা, রূপা প্রভৃতি কত লক্ষ টাকার পদার্থ রহিয়াছে, সে আবার হিরণ্যপণ্ডিতের ঘরে একাকী বাস করে, মা চণ্ডীর কৃপায় এবার আমাদের ভাগ্য খুলিয়া গিয়াছে। সকলে ঢাল খাঁড়া লইয়া প্রস্তুত হও, আজ নিশায় তাহার সমস্ত অলঙ্কার একপ্রহরের ভিতরেই কাড়িয়া লইয়া আসিব।"

এইরূপ পরামর্শ করিয়া দস্যুগণ নিশা-ভাগে প্রত্যেকে ঢাল-খাঁড়া, ছুরি ও ত্রিশূল লইয়া নিত্যানন্দের বসতিস্থান বেষ্টন পূর্ব্বক দেখিল যে, নিত্যানন্দপ্রভু ভোজন করিতেছেন এবং তাঁহার ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে কেহ হরিনাম লইতেছেন, কেহ কৃষ্ণা-নন্দে মত্ত, কেহ সিংহনাদ, কেহ গর্জ্জন, কেহ করতালি, কেহ অট্ট অট্ট হাস, আবার কেহ বা 'হৈ হৈ' 'হায় হায়' প্রভৃতি শব্দ করিতেছেন। সকলেই কৃষ্ণানন্দে বিহ্বল, কেহই নিদ্রিত নহেন। তদ্দর্শনে দস্যুগণ মনে মনে ভাবিল, ভোজন সমাপ্ত হইলে যখন ইহারা সকলেই শুইয়া পড়িবে তখন আমরা অনায়াসে সমস্ত ধন অপহরণ করিব। এই ভাবিয়া দস্যুগণ এক বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক অপহৃত ধনের কে কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে যুক্তি করিতে লাগিল। কেহ প্রভুর অঙ্গের সোণার তাড়বালা, কেহ মুক্তার মালা, কেহ কর্ণ-আভরণ, কেহ বা রজত নূপুর গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া মনে মনে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এমন সময় নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল, প্রভুর মায়ায় তাহারা এরূপই মোহিত হইল যে, রাত্রি প্রভাত হইল, তবু তাহাদের ঘুম ভঙ্গ হইল না, শেষে কাক-রবে তাহারা জাগিয়া একে অন্যকে দোষারোপ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

চণ্ডীমাকে সন্তুষ্ট করিলে দস্যুগণের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে—এই ভাবিয়া একদিন তাহারা সকলেই মদ্য-মাংস দিয়া চণ্ডীকে পূজা করিল এবং তৎপর তাহারা এক নিশায় পুনরায় নানাপ্রকার অস্ত্র সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দের আবাস বেষ্টন করিল। সেই দিবস দস্যুগণ দেখিল যে, অস্ত্রধারী পদাতিকগণ নিত্যানন্দপ্রভুর চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। প্রত্যেকেই উচ্চ প্রকাণ্ড-মূর্ত্তি, নানা-অস্ত্রধারী এবং এত শক্তিশালী যে, তাহা-দের একজন দস্যুদের অনেক জনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন। তদ্দর্শনে দস্যুগণের কেহ "এ নিত্যানন্দপ্রভুর অলৌকিক শক্তির পরিচয়," কেহ বা "এ কোন রাজার পদাতিক"—এইরূপ নানামত প্রকাশ করিতে করিতে ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্তে সেই দিবসও [illegible] রূপে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

অতঃপর পরমানন্দ নিত্যানন্দপ্রভু বিবিধ বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া পার্ষদগণসহ স্বচ্ছন্দে হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে সমস্ত নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই পাপী দস্যুগণ তথনও প্রভুর অলঙ্কার, অপহরণের লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। দৈবে এক ঘোর নিশায় পুনরায় তাহারা প্রত্যেকে বহু অস্ত্র লইয়া নিত্যানন্দের গৃহে প্রবিষ্ট হইল। সেইদিন বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্রই সকলে অন্ধ হইয়া পড়িল এবং কিছুই দেখিতে না পাইয়া কেহ খড়-খাটের ভিতরে, কেহ বা উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে পড়িয়া জোঁক-পোকা-ডাঁশাদির কামড়ে ছটফট, আবার কেহ বা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইরূপে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে অকস্মাৎ তাহাদের মনে হইল, 'নিত্যানন্দপ্রভু কখনও মনুষ্য নহেন, তিনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্। একদিন তিনি আমাদিগকে নিদ্রাতে মোহিত করিলেন, অন্যদিন পদাতিক দর্শন করাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, তবুও আমাদের চৈতন্য হইল না দেখিয়া অদ্য স্বয়ংই এই সব যোগ্য-শাস্তি বিধান করিয়াছেন। ইহা আমাদের মত পাপিগণের পক্ষে উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে।" এইরূপে দস্যুগণ আপনাদিগকে ধিক্কার প্রদান করিয়া তখন কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে নিত্যানন্দপ্রভুর শরণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রভুর মাহাত্ম্য-বর্ণনমুখে বিবিধ স্তব করিতে লাগিল।

পতিতপাবন পরমদয়াল নিত্যানন্দপ্রভুর এইরূপ কৃপায় দস্যুগণ স্ব স্ব দস্যুবৃত্তি ও অসদাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাভাগবত হইয়া উঠিলেন—তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। দয়াল ঠাকুর নিতাইচাঁদের অহৈতুকী কৃপায় এইরূপে কত [illegible]-তাপী-চোর-দস্যু প্রভৃতি উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎ-পার্ষদরূপে গণ্য হইয়া সেবা-সুখলাভে [illegible] হইয়াছেন। তাঁহার কৃপা বিনা কেহই এই ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, এই জন্যই ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম [illegible] বোলে জানে অনুক্ষণ॥
এক্ষণে দুই ভাগ ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে॥

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

'আমিই পিশাচ'

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible])

'সেবোন্মুখ-বুদ্ধিতে ভোগপ্রবৃত্তিময়ী [illegible] পর্য্যন্ত মায়াপিশাচীর পিছনে পিছনে প্রধাবিত হইতে থাকিব, ততদিন আমি পিশাচ হইব কি? আমার অনর্থ আমাকে অনর্থ সমুদ্রের গভীরতম খাদে নিমজ্জিত করিয়া হাত ও পা বেঁধে অধঃ অধস্তলে ফেলিয়াছে। আমি ত এখন বিমুখ মোহিনীর কৃপা ব্যতিরেকে আর কিছুই [illegible] প্রাণ ত নিরন্তর মোহিনীর কৃপাই [illegible], সুতরাং, আমার এমন কোন মার্জ্জিত বুদ্ধি নাই— যদ্দ্বারা মোহিনীর মোহন চাতুরী আমার নিকট হেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। আমার রূপ, যৌবন, পুরুষত্ব প্রভৃতিকে ভোগ করিতে আমার কোন চাতুরি বিস্তার করিতে হয় না; [illegible] তেই আমি নাক ফোঁড়া বলদের মত ইশারায় ঘুরি। আমাকে বশ করিতে তাহার কোন চেষ্টাই করিতে হয় না, বরং আমিই তাহার কাছে পূর্ণঃ পুনঃ যাইয়াও নিরন্তর তৎপদসেবায় সর্ব্বস্ব বিধান করিতে চেষ্টাশীল।

অবশ্য একনিষ্ঠ শ্রীগুরুসেবককে মোহিনী তাহার মোহন চাতুরী বিস্তার করিয়া সেবাবুদ্ধি নষ্ট করিতে ত্রুটি করেন না, ইহা শত শত বার দেখিয়াছি। নতুবা যাঁহারা—বাস্তবিক সরল, অমিতা ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় প্রতিকূল জানিয়া একনিষ্ঠ ভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদ-পদ্মে নিজেকে সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে আবার নানা ছলে, বলে কলে কৌশলে, সেজে-গুজে দেখিয়া তাঁহাদের সেবা-কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টার কি প্রয়োজন রহিয়াছে? মায়ার স্বভাবই—যেখানে আশ্রিত-লাভের আশঙ্কা সেই স্থানেই নানা ভাবভঙ্গী হাব ভাবে মোহন জাল বিস্তার করিয়া শিকার-দক্ষতা প্রকাশ করে কিন্তু একনিষ্ঠ গুরু-সেবকের নিকট সে সকল কল কায়দা ব্যর্থ হইয়া যায় নতুবা আমি এত কাল যে অবস্থায় গুরু বাস করিয়া গুরুর ভক্তের ঠাট বা দেখাইয়া নাম জাহির করিয়াছি, আমার আচরণের কোন ত্রুটিই আমি লক্ষ করিতে পারি নাই, অথচ বৈষ্ণব ঠাকুর অল্প সময়ের মধ্যে আমার যাব তীয় দুর্দ্দশার কথা অবগত হইয়া যাহা আমার সুখ রূপে প্রতিফলিত অথবা দুঃখ বা মৃত্যুর নিদানরূপে পর্য্যবসিত রহিয়াছে, আমাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত তাহাদেরই [illegible] দিয়েছেন চাতুরী [illegible] যে বৈষ্ণব ঠাকুরগ[illegible]

আমার [illegible] বলা বাহুল্য, বৈষ্ণব ঠাকুরের প্রচারিত মোহিনীর মোহন চাতুরীর কথা গুলিকে যতটা মনে করিয়া বাকাবাদ ঠেকা দেবার দেওয়া চৌবর্গ হল দেখান অর্থাৎ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উভয় পক্ষের মঙ্গল বিধানের প্রয়াস পাইতেছেন, তাহারা অনেকেই এই অবসরে লেজুর লইবেন, তাহাতে আমি আরও ততোধিক আকৃষ্ট হইব কি আমি কোন্ ত্রুটি কথন করিয়াছি বলি ? কারণ 'মায়াবী শক্তি যত ভাবাবাট বৈষ্ণব গৃহিণী'-বুদ্ধিটা মুখে-মিক দিয়া খুব প্রবল কি না ? আমি বৈষ্ণব, আমার গৃহিণী নারায়ণী—শক্তি, সুতরাং তাহার মোটে আমার একান্ত বৈষ্ণব-সেবা। এ সেবায় ত্রুটি হইলে কি আমি নরক হয় ? তাই নরকভয়টাও মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। এমনি ধারার একটি গল্প মনে হইল—কোনও এক ব্যক্তি একটা কাঁঠাল বৃক্ষ রোপণ করিবার সময় মানৎ করেন যে, "এই গাছের প্রথম ফলটী (কাঁঠালটা) বৈষ্ণবসেবায় লাগিবে।" কয়েক বৎসরান্তে যখন কাঁঠাল হইল এবং পাকিল, তখন গৃহিণী বৈষ্ণব আহ্বান করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ তাগাদা দিতে লাগিলেন, কিন্তু আকারে প্রকারে কাঁঠালটির ঐরূপ দেখিয়া, 'এমন সুন্দর ফলটি অন্যে খাইবে ?' চিন্তা করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন —'দেখ তোমার ছেলের নাম 'হরে কৃষ্ণ' তুমি তাহার মা, আমিও তাহার বাবা আছিই। হরেকৃষ্ণ যখন বৈষ্ণব, তখন তুমি ও আমি কি অবৈষ্ণব ? অবৈষ্ণবের ঔরসে ও গর্ভে কি বৈষ্ণব জন্মায়, আর হরে কৃষ্ণ নাম কি অবৈষ্ণবের থাকে ?

সুতরাং—'তুই বোষ্টম, মুই বোষ্টম, আর এই বোষ্টম ছেলে। তিন বোষ্টম ঘরে থাকিতে কাঁঠাল পাবে কেন পরে ?' এই বলিয়া লোকটী কাঁঠালের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন।

আমার বৈষ্ণবসেবার বহরটাও কি অবিকল তেমনি নয় ? আর কত কাল মনটি ভ্রান্ত করিয়া কপটতার আড়ালে ঢাকা দিয়া বৈষ্ণবঠাকুরদিগের চোখে ধূলি নিক্ষেপের ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে থাকিব ? বৈষ্ণবঠাকুরগণ যখন আমার অনাদি কালের পাপপঙ্ক-লিপ্ত অন্তরগুলি বাহির করিবেন, তখন সেই গুলি সর্বাঙ্গে মাখায় তুলিয়া গ্রহণ করিলে কোন কালে কালিমা হইতে পারিব। নতুবা আর কোন উপায় দেখিতেছি না।

বিগত দুই বৎসর পূর্বে কুলীন পতিত-পাবন বৈষ্ণবঠাকুর আমার ঘরে আছেন বলিয়া লইয়া, [illegible] প্রচারণার্থে দূর হইতে আসিয়া রওনা হইলেন। [illegible] আন্তরিক আগ্রহ দর্শনে [illegible]

সেই বৈষ্ণবঠাকুরটী আসিলে, জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুনত আপনি কাকে ভাল বাসেন ?" আমি—শ্রীকৃষ্ণ। এলোট ভক্ত করিয়া মৌখিক আটিয়া বাকে কথা বাধা মনের থাকুক ভাবটী ঢাকিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে ? তিনিও অভিন্ন গুরুবত্ত অন্তর্যামী। কারণ যে যাহাকে ভালবাসে শত শত বাধা, বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করে, এইটীই সবচেয়ে সোজা কথা। ইহাতে কোন দায় ঠেকা বা ওজর আপত্তি নাই। যদি থাকে তবে হয় দুর্বলতা, না হয় কপটতা। প্রাণের ঐকান্তিক টানকে বাধা দিতে পারে, জগতে এমন কোন শক্তিই নাই। যদি পারে তবে ঐটাই দুর্বলতা বা প্রাণের ঐকান্তিকতাভাব; আমার প্রাণের ঐকান্তিকতা নাই বলিয়াই আমি বাধাপ্রাপ্ত ও বিপন্ন।

পতিতপাবন বৈষ্ণবঠাকুর মানুষের মুখে পিশাচ স্থান নাই, এই দেখুন "আমিই পিশাচ।"

কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

মহা-মহোৎসব

গত ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার গৌরাবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কটক শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শত শত শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তবৃন্দের এই উৎসবে যোগদানপূর্বক পাঠ-কীর্তন-শ্রবণ এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া সুকৃতি অর্জন করিয়াছেন।

কটক 'রেভেন্‌শ' কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক এবং বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, ভক্তবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তি-সুধাকর মহোদয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটী সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্বস্ব গিরি-মহারাজ আগন্তুক, ভদ্র-মহোদয়গণের নিকট [illegible] হরিকথা-কীর্তন করিয়াছেন এবং প্রসাদ-সম্মানের সময়ও সুললিত কণ্ঠে সুমধুর হরি-ধ্বনিতে তাঁহাদের মনে অপূর্ব আনন্দের [illegible] করিয়াছেন। মঠস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দের অতিথিগণের প্রতি সেবা শুশ্রূষা অতীব প্রশংসনীয় [illegible]

[illegible]

নিমাই

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)

সকালবেলা নবদ্বীপময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পালিয়ে গেছেন। হরদেব বাঁড়ুয্যে—খবরের কাগজ অনেক হয়—পথে, ঘাটে, মাঠে, যাকে সুমুখে পাচ্ছে, তাকেই বল্‌ছে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পালিয়েছে। নীলমণি খুড়ো, জেলে নিলে হয়নি, বাড়ীতে খুব বড় একখানা চণ্ডী-মণ্ডপ আছে, নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত সকলেই এসে সেই চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে নস্যি টেপেন আর অনেক রকম গল্প গুজোব করেন। সকাল বেলা দু এক জন ক'রে অনেক পণ্ডিত জুটে গিয়েছেন, কারো মুখে অন্য কথা নেই, কেবল সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা হচ্ছে। কেও বল্‌ছেন, অমন পণ্ডিত আর হবেনা, বেদ, পুরাণ, অন্যান্য শাস্ত্র সবই জিবের আগায় করে রেখেছে। কেও বল্‌ছেন, তা হবে নৈকি, মা সরস্বতীর বরে কি না হয়, আমরা যদি মায়ের বর পাই, তবে আমরাও ওরকম হতে পারি। কেও বল্‌ছেন, তা বটেই তো—তা বটেই তো, কালিদাসের কথা তো জানেন, একেবারে অজ-মূর্খ ছিল, সরস্বতীর বরে কত বড় পণ্ডিত হয়েছিল। এই রকম কত জনা কত কথা বলছেন। সুকিকণ্ঠ মশায় বল্‌লেন যাই হ'ক আমরা যে জয়পত্র লিখে দেওয়ার পরামর্শ করিচি, সেটা মন্দ হয় নি, বাচস্পতি মশায় কি বলেন ?

বাচস্পতি। তা আর একবার করে ? সে দিগ্বিজয়ীর সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন ?

বিদ্যারত্ন। সে কথা তো ঠিক, কেউ নেই। জয়পত্র খানা লিখে দেওয়া গেল, উনি নিয়ে দেশে রওনা হ'লেন, কে জানবে কে শুনবে ? দাঁড়িয়ে অপমান হওয়াটা তো বন্ধ হ'লো ?

বিদ্যাবিনোদ। এতে আগমবাগীশ মশায়কেই ধন্যবাদ দিতে হবে, বুড়ো হয়ে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির তেজটা নষ্ট হয় নি, বরং বেড়ে গিয়েছে !

বিদ্যাভূষণ। তা বটেই তো ! আগমবাগীশ মশায় না থাকলে কি বিপদেই যে পড়া যেতো, তা মা-ই জানেন ! বুদ্ধির জোরে খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

পণ্ডিত মশায়রা সব বসে বসে এই ভাবে দিগ্বিজয়ী [illegible]

[illegible]

[illegible] আজ হ'তে দেখুন গো, [illegible]

সদারাম চাটুয্যে সাইকে করছিলেন, এই সব কথা শুনে বল্‌লেন, মা মা কথাটা সত্যই বটে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সত্য সত্যই পালিয়েছে, আমিও শুনিচি।

আগমবাগীশ শিরোমণি। কি রকম ? ব্যাপারখানা কি ?

সদারাম। আমি তো কিছু জানিনি, তবে শুন্‌লাম, নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে নাকি তর্ক হইচিল, তর্কে হেরে গিয়ে, তাই লজ্জায় তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়েছে।

আগ। ও তর্কচূড়ামণি মশায় ! শুনছেন ? ব্যাপারটা কি তা তো বুঝতে পারলাম না।

তর্কচূড়ামণি। নিমাই পণ্ডিত ! নিমাই পণ্ডিত কে মশায় ?

সদারাম। নিমাই পণ্ডিতকে চিনতে পারলেন না ? জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে—নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র—বল্লভাচার্য্যের জামাই, চিন্‌লেন ?

তর্কচূড়া। হাঁ, হাঁ চিনেছি, সে ছেলেটা তো ডাংপিটে মশায় ? ভারি অহংকারী—আমি যে একজন পণ্ডিত, আমার চেয়ে আর কেও পণ্ডিত নেই, এ অহংকারটা তার খুবই বেশী। অধ্যাপক বা অন্য কোন্ পণ্ডিতকে তো সে গ্রাহ্যই করে না। সে কি করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তাড়িয়ে দিলে ? বড় আশ্চর্য্য কথা !

সদারাম। এর আর আশ্চর্য্যটা কি ? আমার আবার মুখ ভাল নয়, সে হয় করেই বলুক আর না করেই বলুক, ও আপনারা তো তাঁর কোন জবাব করতে পারেন না। জবাব করতে পারলে নিশ্চয়ই মুখটোপ পেতে যেতো, [illegible] কোন কথা কইতে সাহস করতেন না, আপনারা তবে [illegible] বলে সে কাকেও পণ্ডিত মনে করে না, আমরা মশায় অত বুঝি [illegible] কিন্তু তার কথা [illegible]

[illegible]

অনেক লোক [illegible] দেখে, যে আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] কথা [illegible] দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের [illegible] তখন সে সেখানে ছিল, [illegible] কথা শুনেছিল, [illegible] পড়তে হয় নি, লোকজনকে সেই সব কথা বলে বেড়াচ্ছে! সেও এসে ঐ সব কথা শুনে বল্লে—হ্যাঁ, তা আর থাকতে হয় না, আমাদের পণ্ডিত মশাইকে পেয়েছে নাকি? একটা কথারও জবাব দিতে পারেনি। [illegible] বিদ্যাসাগর মশাইকে চিনেছেন—বল্লেন, কি নরহরি ব্যাপার খানা কি? তুই সেখানে ছিলি নাকি?

নর। আজ্ঞে ছিলাম বৈ কি, কিছু বলতে পারেনি, যেন বোকা মেরে গেল।

দ্বসমর। কি ব্যাপারটা হইছিল বলদেখি শুনি।

নর। [illegible] তো সব মনে নেই, কেবল সেই কবিতাটা লিখে মুখস্থ করে-ছিলাম।

দ্বসমর। কবিতা কি? কবিতা বল্ল কে?

নর। আজ্ঞে সেই কবিতা নিয়েই তো সব কথা কোলো। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কবিতা বলেছিলেন।

[illegible]। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কবিতা বলিছিলেন! ভাল ভাল, সে কবিতাটা মনে আছে তো বল? নরহরি ছেলে ভাল, সব মনে থাকে।

নর। আজ্ঞে বল্‌বো শুনবেন?

নরহরি একটু চুপ করে থেকে বল্লে—এঃ এঃ মনে আসছে না, দূর হোক ছাই, মনে আসছে আসছে আসছে না—এঃ বেশ কবিতাটা কিন্তু; ভাল ছাই একটুও মনে হচ্ছে না, উ দূর হোক, হাঁ হাঁ মনে হয়েছে—মনে হয়েছে;

মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি
নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপত্তি
[illegible]।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব
[illegible]
[illegible]
[illegible] গুণাঃ॥

[illegible]। [illegible] বড় সুন্দর কবিতা! [illegible] শুনলে?

বিদ্যা [illegible] হলো? কবিতাটা আবার বল ত নরহরি—

[illegible] আবার [illegible] মশাই বল্লেন, তাই বটে [illegible]

[illegible] শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
[illegible]

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

[illegible]-প্রবরশ্রোপাত্ত-গতবিত্তাপ্রিয়েষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয় মঠে "আচার্য্য-প্রকটদিনে" শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন, শ্রীহরিজন-মহিমা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদসম্মান প্রভৃতি আনন্দোৎসবে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক শুভাগমন এবং যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। নিবেদনমিতি—

২রা ফাল্গুন, ৩৪২। } শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতানাং সেবকবৃন্দানাম্।

বিদ্যাভূষণ। বড় সুন্দরই বটে, নরহরি। কবিতাটা আর একবার বল ত?

নরহরি কবিতাটা আবার বল্লে পর, বিদ্যাভূষণ মশায় বল্লেন, আঃ! অতি মধুর, অতি মধুর, অনুপ্রাসের ঘটাটা একবার [illegible]। বিদ্যাসাগর মশায় শুনছেন তো? 'মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদ-মাভাতি' কি সুন্দর অনুপ্রাস, যেন তর তর বেগে নদীর তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। অতি সুন্দর অনুপ্রাস আঃ! "মহত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং" কি সুন্দর অনুপ্রাস। কি সুন্দর অনুপ্রাস!

(ক্রমশঃ)

প্রেরিত-পত্র

পরমারাধ্য শ্রীযুত নদীয়া-প্রকাশ সম্পাদক মহোদয় শ্রীচরণে

মহাত্মন্,

আপনার বহুল প্রচারিত বৈকুণ্ঠ বার্তা-বহ শ্রীনদীয়া প্রকাশ পত্রে আমাদের দেশের নিম্নলিখিত এই সৌভাগ্য ও গৌরব সংবাদটি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন—

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীগৌড়ীয় মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচারক ভক্তোত্তরঙ্ক আচার্য্য-প্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের [illegible] শিষ্য [illegible] স্বামী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible]গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারীর সহিত আমাদের দেশে শুভাগমন পূর্ব্বক বনপাড়ের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের নাটশালায় সনাতন ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত [illegible] বিমল ভক্তি ধর্ম [illegible] [illegible] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার বক্তৃতার [illegible] [illegible]

শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বিমল ভক্তিই বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসলিখিত বেদান্ত-ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের চিন্তা-স্রোতেই অমল পারমহংস্য ধর্ম প্রবাহিত এবং তাহারই সারাৎসার কেবলা ভক্তি। এই ভক্তিধর্মই অনন্তকোটি বিশুদ্ধ চেতনের এক মাত্র ধর্ম। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রচারিত ধর্মই সমুদয় বিশ্ববাসীর একমাত্র ধর্ম।

সোহংবাদ প্রায়শঃ এদেশবাসিগণকে উক্ত অন্ধ মার্গে লইয়া যাইতেছিল। বাগ্মি-বর বিদ্যাভূষণ মহোদয় 'সোহং' বাদের অকিঞ্চিৎকরতা অকাট্য শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে এরূপ গম্ভীর ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেন যে, তাহা এদেশ বাসিগণের পক্ষে অতীব কার্য্যকর হইয়াছে। অনেকেই ভক্তিহীন সোহংবাদ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইয়াছেন—ইহা আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি।

[illegible]-কল্পিত শৌক্র বর্ণাশ্রম-মত যে শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, তাহা এদেশ-বাসিগণ অবগত ছিলেন না, শ্রীমদ্বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের [illegible] সবিনয় বাগ্মিতায় বহু শৌক্র ব্রাহ্মণ শ্রোতৃগণ শৌক্র ও বর্ণাশ্রম মতের অসারতা এবং দৈব্য বর্ণাশ্রম পথের পরমোপাদেয়তা একবাক্যে স্বীকার ও গ্রহণ করিবার কর্ত্তব্যতা জ্ঞাপন করেন। মনু, অত্রি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকৃদ্‌ গণের কঠোর অনুশাসন মূলক বহু শাস্ত্র প্রমাণ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ ও তৎ সংরক্ষণের দুরূহ সংস্থাপন-মূলে তাঁহার [illegible] ভক্তিসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এদেশ বাসিগণ মোহিত হইয়াছেন। তাঁহার ভাব [illegible] মুক্তাফলগণ যাঁহার শ্রীচরণ-সেবক, সেই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীমৎ পরমহংস ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুর [illegible] পূর্ব্বক সময়ে সময়ে এদেশে [illegible] প্রচারের [illegible] [illegible] প্রচারক

[illegible] পূর্ব্বক এ [illegible] উদ্ধার করেন, ইহাই [illegible] চরণে [illegible] [illegible]

শ্রীযুত বিদ্যাভূষণ মহাশয় [illegible] প্রচার [illegible] সম্প্রতি বাঁকুড়া গমন [illegible] করায় আমাদের [illegible] কাংরপী শ্রবণ পিপাসা শান্ত না হওয়ার দুঃখ্যে [illegible] করিয়া দুঃখিত হইতেছি। গৌড়ীয় মঠ কৃপাপূর্ব্বক এরূপ [illegible] ব্যবস্থা [illegible] মধ্যে মধ্যে আমাদের [illegible] প্রেরণ পূর্ব্বক দেশবাসিগণকে [illegible] করেন, ইহাই আমাদের [illegible]

[illegible]দাসানুদাস
প্রণত শ্রী[illegible] রায়
[illegible]নপাশ, বর্দ্ধমান।

নানা কথা

লীলাবতী হরণের মামলা

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, আলার-উল-হকের বাড়ী হইতে পুলিশ যেদিন বালিকা লীলাবতীকে উদ্ধার করে, তাহার পরদিন তাহারা আলার-উল-হককে গ্রেপ্তার করে। আসামীকে জামীনে খালাস দিবার নিমিত্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করা হয়। ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়। প্রধান আসামী জালালুদ্দীন এতদিন ফেরার ছিল, গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সে এখন হাজতে আছে।

লীলাবতী পুলিশের নিকট যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছিল, তদনুসারে পুলিশ গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী আলার মিঞার বাড়ীতে হানা দেয় এবং বিশেষভাবে খানাতল্লাসী করিবার পর ঐ বাড়ী হইতে কতকগুলি গহনা বাহির করে। তারপর পুলিশ আলারের নামে চোর্য্যাপরাধের অভিযোগে স্বতন্ত্র একটি মামলা আনিয়া বিচারার্থ তাহাকে চালান দেয়। গত [illegible] ফেব্রুয়ারী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই চুরির মামলার বিচার আরম্ভ হয়। লীলাবতী এই মামলায় সাক্ষ্যদানকালে আসামী জালালুদ্দীন তাহাকে যে ভাবে [illegible] অপহরণ করিয়া তাহার বাড়ীতে লইয়া যায় এবং তাহার উপর [illegible] করে তাহা প্রকাশ করে। তৎপর [illegible] বলে, যেদিন জালালুদ্দীন তাহাকে আলারের বাড়ীতে লইয়া যায়, ইহার [illegible] দিন পরে পুলিশ আলারের বাড়ী হইতে তাহাকে উদ্ধার করে। সে আরও বলে যে, আলারের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে গেলে আলার লীলাবতীর গহনাপত্র এবং [illegible] কাড়িয়া লইয়া সেগুলি তাহার স্ত্রীর নিকট [illegible] দেয়।

[illegible] সাক্ষীর জবান বন্দী গৃহীত হইবার [illegible] মামলা মুলতুবী থাকে।

ঘুষের চেষ্টার মুক্তাকেশ [illegible]

পাবনার ২৩শে ফেব্রুয়ারীর [illegible] প্রকাশ, ৫ নং সে-বাড়ি ডাকাতির মামলার [illegible] চলিতেছিল, তখন সিরাজগঞ্জের [illegible] ডেপুটী এ. ডব্লিউ এস. পি.-কে ঘুষ দিতে চেষ্টা করার অভিযোগে মোক্তার [illegible] মহকুমা হাকিমের বিচারে ৩ [illegible] সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কেলগ [illegible]

কানাডার মুখপাত্র [illegible] রণের যুদ্ধ বর্জনসূচক সন্ধিপত্রখানি [illegible] সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

মার্কিণে নূতন রণতরী

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সেনেট সভা নূতন রণতরীগুলি নির্মাণের জন্য ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৭০ হাজার ডলার ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারতবাসীর মিলন

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী। লণ্ডনস্থ ভারতীয় মজলিসের এক অধিবেশনে মিঃ ইউসুফ আলি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে [illegible] আছে, তাহা বিবৃত করেন এবং [illegible] করেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের ব্যক্তিদিগকে এক স্থানে মিলিত করিবার জন্য একটি [illegible]-ভারত-সম্মিলনের প্রয়োজন; সেইরূপ করিতে পারিলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন সম্ভব হইবে ও জাতীয়ঐক্যের সোপান নির্মিত হইবে।

আইরিশ ফ্রী ষ্টেট

আইরিশ ফ্রী ষ্টেট পার্লিয়ামেন্টে মিঃ কেলগের যুদ্ধ-নিবৃত্তিসূচক সন্ধিপত্র মঞ্জুরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ৮৩ এবং বিপক্ষে ৫০ ভোট হইয়াছিল। পার্লিয়ামেন্টের অনেকগুলি সাম্রাজ্যবাদী সদস্য অতি তীব্রভাবে সন্ধিপত্রখানির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সন্ধিপত্রখানি [illegible] শূন্যগর্ভ ভাবে প্রকাশিত মিথ্যা কথা এবং সার্বজনীন কপটতার নিদর্শন।

বিমানযোগে প্যারিস হইতে আগ্রা ৬ দিনে উপস্থিত

আগ্রার সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২২শে তারিখ রাত্রি [illegible] ভাইকাউণ্ট সিবোর প্যারিস হইতে [illegible] বিমানযোগে উপস্থিত হইয়াছেন। [illegible] প্যারিস হইতে [illegible] ছিলেন।

[illegible]

[illegible], আমানুল্লা কান্দাহারের এক [illegible] সৈন্যদের; [illegible] ও মন্ত্রীদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতার নিমিত্তই আফগানিস্থানের বর্তমান অশান্তির উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমার শরীরে এক বিন্দু রক্তও থাকিবে সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব।"

আমানুল্লা কান্দাহার হইতে হিরাটাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এই সংবাদে ইংরেজ-সংবাদ-পত্র মহলে এক আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, কারণ সোভিয়েট রাশিয়া আমানুল্লার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে রুশিয়ার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

জেনারেল নাদির খাঁ

প্রকাশ, জেনারেল নাদির খাঁ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তাঁহার দুই ভ্রাতার সহিত সীমান্ত মেলযোগে অপ্রত্যাশিতভাবে নিউ দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য ষ্টেশনে মৌলানা মহম্মদ আলী, সপরিবার আফগান কন্সাল জেনারেল, মুফতী কিফায়েতউল্লা, হাসান নিজামী ও সফী দাউদী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। উঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জেনারেল খাঁ বলেন, "আমি বহুদিন হয় ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছি, তথাপি দেশের আহ্বানই আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছে। আমি আপনাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি বা আমার বংশের কেহ সিংহাসনের লোভে লুব্ধ নই। আফগানিস্থানের প্রতি আপনাদের যে ভালবাসা থাকা স্বাভাবিক—আফগান আপনাদের প্রতিবেশী এবং আপনাদের সহিত ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ।" গাড়ী আধ ঘণ্টাকাল বিলম্ব করিয়াছিল। মৌলানা মহম্মদ আলী লাহোর পর্য্যন্ত জেনারেলের [illegible] সহিত গমন করেন।

ঢাকা-আরিচা রেলওয়ে

ঢাকা হইতে আরিচা পর্য্যন্ত যে বড় রেলওয়ে নির্ম্মাণ করা হইবে তাহা নিম্ন লিখিত প্রধান প্রধান গ্রামসমূহের ভিতর দিয়া যাইবে—যথা মতাই, মিরপুর, তুরাগ, [illegible], [illegible], [illegible], সিঙ্গাইর, [illegible], [illegible], মির্জাপুর, এবং শিবালয়। [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] সম্বন্ধে একখানি চার্ট তৈয়ার করিয়াছেন। গণনায় এই সময় মধ্যে [illegible] এবং ১৩৭০ জনের মৃত্যু [illegible] যায়। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বম্বেতে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ঐ ফেব্রুয়ারী শান্তি-সমিতির অধিবেশন এবং [illegible] সাবধানতা সূচক বিবিধ উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়। ঐ তারিখে শান্তি-সমিতির সভ্যবৃন্দ গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাবগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। সেই দিন হইতেই দাঙ্গা কমিতে থাকে এবং ১৩ই তারিখে স্বাভাবিক অবস্থা-প্রাপ্ত হয়। [illegible] তারিখে সরকার হইতে রাত্রি [illegible] রাস্তায় বাহির হওয়া এবং সঙ্গে [illegible] লাঠি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা [illegible] করা হয়। কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই বলিয়াই [illegible] দিন দাঙ্গা চলিতে পারিয়াছে।

বোম্বাই করপোরেসন ও ট্রাম কোম্পানী

বোম্বাই ট্রামওয়ে কোম্পানির [illegible] বোম্বাই করপোরেশনের ট্রামের ভাড়া বাড়ান সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে বাদানুবাদ চলিতেছিল। ঐ ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় এবং বোর্ডের সভাপতি সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস। বর্ত্তমান লাইন সমূহে ট্রামের ভাড়া এক আনা, কিন্তু নূতন লাইনে কোম্পানী দেড় আনা ভাড়া করিতে চাহেন। ইহা লইয়াই করপোরেশনের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হয়। অবশেষে ইহা মীমাংসা করিবার জন্য নিষ্পত্তি বোর্ডের উপর দেওয়া হয়। [illegible] ট্রামকোম্পানীর দাবী মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ট্রাম কোম্পানী জনসাধারণের অসুবিধা হইবে বুঝিয়া অবশেষে ভাড়া এক আনা করাই স্থির করিয়াছেন।

প্রতি উপদেশে ও [illegible]

লণ্ডনের ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ইংলণ্ডের পরলোকগত [illegible] মন্ত্রী [illegible] লর্ড [illegible] ([illegible]) [illegible] পত্নী [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] অধিবাসী পরিচয় দেয়। [illegible]

[illegible] যে, [illegible] পশ্চিম লোক সাধুর বেশে মণিরত্নের একজন মাড়োয়ারী বণিকের নিকট উপস্থিত হয় এবং নিজেই সাধুর জিনিষকে স্বর্ণে পরিণত করার অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করে। উক্ত ব্যবসায়ী একতোলা সোনা কিনে এবং ঐ "সাধু" তাহাকে বাড়াইয়া ও তোলা করে। ইহাতে ঐ বণিকের অর্থগৃধ্নুতা বাড়িয়া যায়। সে এক দিনেই কোটিপতি হইতে চেষ্টা করে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে ২২০ তোলা সোনা কিনে এবং তাহাকে "সাধুর" সাহায্যে অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। উক্ত "সাধু" একটী বাটির পত্রে ঐ সোনা আগুনের [illegible] রাখে এবং উক্ত ব্যবসায়ীকে নিকটবর্ত্তী নদী হইতে স্নান করিয়া আসিতে বলে। "সাধুর" আদেশ অনুসারে সে স্নান করিতে চলিয়া যায়। ইতোমধ্যে ঐ ভেকধারী "সাধু" সোনা লইয়া চম্পট দেয়।

—আনন্দবাজার

বিশ্বাসঘাতকতায় [illegible] কর্মচারীর কারাদণ্ড

বোম্বাই ব্যাঙ্কের [illegible] হিসাব বিভাগের ডেপুটি একাউন্টেণ্ট [illegible] গোবিন্দরাও রণজিৎ বিশ্বাসঘাতকতা ও হিসাবপত্রে গোলযোগের অভিযোগে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এই ব্যক্তি ঐ ব্যাঙ্কের ১,১৮,০০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে [illegible] টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাজা হইয়াছে।

হিমালয়ে অভিযান

লণ্ডনের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী গ্রীষ্মকালে [illegible] একাদেমি আয়োজন করিতেছে [illegible] অভিযান আরম্ভ করিবেন। [illegible] ও [illegible] [illegible] তাঁহাদিগকে এই [illegible] [illegible] করিবেন।

[illegible]

[illegible]